তাফসীরে ইবনে কাছীর

প্রথম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (রহ.)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

প্রথম খণ্ড

(ফাযায়েলুল কুরআন, সূরা ফাতিহা ও আলিফ লাম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৫৪
ইফা প্রকাশনা : ১৫৫২/৫
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0432-5

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮

ষষ্ঠ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা।

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2013
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ফাযায়েলুল কুরআন

অহী অবতরণ পরিক্রমা ২৭
কুরআনের গ্রন্থনা ৩৮
হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ ৪৩
আরবী লিখন পঠন পদ্ধতি ৫৬
নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ ৫৮
কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে ৫৮
সাত হরফের তাৎপর্য ৭২
কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস ৭৭
কুরআন মজীদের নুকতা স্থাপন ৮২
নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুরআন তিলাওয়াত ৮৩
কারী সাহাবাবৃন্দ ৮৪
কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ ৯২
তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই ৯৫
কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী ৯৬
আল্লাহ্র কিতাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়ত ৯৯
সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত ৯৯
সুরের সহিত তিলাওয়াত প্রসঙ্গে ১০২
কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য ১১১
কুরআন শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান ১১৪
কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত ১১৭
বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা ১২০
যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত ১২৪
বালক-বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা ১২৫
কুরআন মজীদের বিস্মরণ ১২৭
কুরআনের সূরার নামকরণ ১৩০

মন্থর গতিতে কুরআন তিলাওয়াত ১৩১
কুরআনের অক্ষর টানিয়া পড়া ১৩৩
তিলাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ ১৩৪
সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত ১৩৫
অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ ১৩৬
তিলাওয়াতকারীকে থামিতে বলা ১৩৬
কতদিনে কুরআন খতম বিধেয় ১৩৭
তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন ১৪৩
কুরআনের লোক দেখানো প্রীতির নিন্দা ১৪৪
কুরআনে তিলাওয়াতে মনোযোগের গুরুত্ব ১৪৬
কতিপয় জরুরী হাদীস ১৪৯
কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিবার দোয়া ১৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়
সূরা ফাতিহা

উপক্রমণিকা ১৬৩
প্রয়োজনীয় কথা ১৭৯
সূরা আল-ফাতিহা ১৮৩
সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ ১৮৭
উক্ত হাদীস সম্পর্কে জরুরী আলোচনা ১৯৩
আউযুবিল্লাহর ব্যাখ্যা ও বিধান ১৯৬
ইস্তিআযার অর্থ নিরূপণ ২০৪
'আর রাজীম' শব্দের বিশ্লেষণ ২০৭
বিসমিল্লাহর বিশ্লেষণ ২০৮
বিসমিল্লাহ্র ফযীলত ২১১
'ইসম'-এর তাৎপর্য ২১৫
'আল্লাহ্' শব্দের গঠন-প্রকৃতি ও তাৎপর্য ২১৭
আলহামদুর তাৎপর্য ২৩২
আর রহমানির রহীম ২৩৭
মালিকি ইয়াওমিদ্দীন ২৩৮
ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন ২৪২
ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম ২৪৭

সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম ওলাদ দাল্লীন ২৫২
দাল্লীন ও জাল্লীন সমস্যা ২৫৯
ফাতিহার বিষয়বস্তু ২৬০
আমীন প্রসঙ্গ ২৬২

তৃতীয় অধ্যায়
আলিফ-লাম পারা

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ২৬৯
সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা ২৭২
দীর্ঘ সাত সূরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ ২৭৫
সূরা বাকারা সম্পর্কিত জরুরী আলোচনা ২৭৭
সূরা বাকারার তাফসীর প্রথম আয়াত হুরুফে মুকাত্তা'আত ২৭৮
দ্বিতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ২৮৫
তৃতীয় আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ২৯১
চতুর্থ আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ২৯৭
পঞ্চম আয়াত মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ৩০১
ষষ্ঠ আয়াত কাফিরদের পরিচয় ৩০২
সপ্তম আয়াত কাফিরদের পরিচয় ৩০৪
অষ্টম ও নবম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩০৮
দশম আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩১১
একাদশ-দ্বাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩১৪
ত্রয়োদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩১৭
চতুর্থদশ-পঞ্চদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩১৮
ষষ্ঠদশ ৩২৩
সপ্তম-অষ্টাদশ আয়াত মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত ৩২৪
আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরিদের বক্তব্য ৩২৬
উনবিংশ-বিংশ আয়াত ৩২৮
প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ ৩৩১
২১-২২ আয়াত তাওহীদের প্রমাণ ৩৩৬
২৩-২৪ আয়াত কুরআনের চ্যালেঞ্জ ৩৪২
বিশেষ জ্ঞাতব্য " ৩৫১
২৫ আয়াত " ৩৫২
২৬-২৭ আয়াত কুরআনে প্রদত্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া ৩৫৫

২৮ আয়াত পুনর্জীবনের প্রমাণ ৩৬৫
২৯ আয়াত মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্র দৃষ্টি ৩৬৭
৩০ আয়াত মানুষের মর্যাদা ৩৭২
তাফসীরকারদের পর্যালোচনা ৩৭৫
৩১-৩৩ আয়াত ৩৮২
৩৪ আয়াত শয়তানের অহংকার ও পতন ৩৮৯
৩৫-৩৬ আয়াত আদম (আ)-এর পরীক্ষা ও পদস্খলন ৩৯৭
৩৭ আয়াত আদম (আ)-এর তাওবা ৪০৪
৩৮-৩৯ আয়াত ৪০৬
৪০-৪১ আয়াত বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ ৪০৮
৪২-৪৩ আয়াত ” ৪১৩
৪৪ আয়াত ” ৪১৫
৪৫-৪৬ আয়াত সবর ও সালাতের গুরুত্ব ৪১৯
৪৭ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪২৩
৪৮ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪২৫
৪৯-৫০ আয়াত বনী ইসরাঈলের নিআমত প্রাপ্তি ৪৩০
৫১-৫৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ৪৩৫
৫৪ আয়াত ” ৪৩৭
৫৫-৫৬ আয়াত ” ৪৪০
৫৭ আয়াত ” ৪৪৫
৫৮-৫৯ আয়াত ” ৪৫৫
৬০ আয়াত ” ৪৬২
৬১ আয়াত ” ৪৬৪
৬২ আয়াত ঈমান ও আমলের গুরুত্ব ৪৬৯
৬৩-৬৪ আয়াত বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি ৪৭৪
৬৫-৬৬ আয়াত ” ৪৭৬
৬৭ আয়াত ” ৪৮৩
৬৮-৭১ আয়াত ” ৪৯১
৭২-৭৩ আয়াত ৪৮৭
৭৪ আয়াত ৫০১
৭৫-৭৭ আয়াত ৫১০
৭৮-৭৯ আয়াত ৫১৬
৮০ আয়াত ৫২১

৮১-৮২ আয়াত ৫২৩
৮৩ আয়াত ৫২৫
৮৪-৮৬ আয়াত ৫২৯
৮৭ আয়াত ৫৩৩
রূহুল কুদুসের তাৎপর্য ৫৩৫
৮৮ আয়াত বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ ৫৩৯
৮৯ আয়াত ৫৪২
৯০ আয়াত ৫৪৪
৯১-৯২ আয়াত ৫৪৬
৯৩ আয়াত ৫৪৯
৯৪-৯৬ আয়াত ৫৫২
৯৭-৯৮ আয়াত জিবরাঈলের মর্যাদা ৫৬০
৯৯-১০৩ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সত্যসহ আগমন ৫৭৪
হারূত মারূত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা ৫৮৮
সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিবৃত বিবরণ ৫৯১
যাদুর প্রভাব ৬০১
১০৪-১০৫ আয়াত মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ ৬১৯
১০৬-১০৭ আয়াত রহিতকরণ প্রসঙ্গ ৬২৩
১০৮ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য ৬৩১
১০৯-১১০ আয়াত মুসলমানদের কর্তব্য ৬৩৫
১১১-১১৩ আয়াত ইয়াহূদী-খৃস্টানদের অযৌক্তিক দাবী ৬৩৯
১১৪ আয়াত মসজিদ ধ্বংস প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম ৬৪৫
১১৫ আয়াত আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ৬৫১
১১৬-১১৭ আয়াত আল্লাহ্ই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্টা ৬৫৯
১১৮ আয়াত ৬৬৪
১১৯ আয়াত ৬৬৭
১২০-১২১ আয়াত কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ৬৭১
১২২-১২৩ আয়াত বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী ৬৭৬
১২৪ আয়াত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ৬৭৭
১২৫ আয়াত বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা ৬৮৯
১২৬-১২৮ আয়াত মক্কা শরীফের মর্যাদা ৭০০
কা'বা নির্মাণের ইতিহাস ৭০৬
কুরায়শ কর্তৃক কা'বা ঘর পুনর্নির্মিত হওয়ার ঘটনা ৭৩৩

১২৯ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ ৭৪৬
১৩০-১৩২ আয়াত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা ৭৪৯
১৩৩-১৩৪ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য ৭৫৫
১৩৫ আয়াত ইয়াহূদী-খৃস্টানদের বিভ্রান্তি ৭৫৭
১৩৬ আয়াত মুসলমানদের বিশ্বাসের স্বরূপ ৭৫৮
১৩৭-১৩৮ আয়াত ৭৬১
১৩৯-১৪১ আয়াত প্রত্যেকের কর্মফল তাহার নিজের জন্য ৭৬৩

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয়

মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ
মরহুম শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

সবিনয় নিবেদন

অশেষ দাতা ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি। অনন্ত প্রশংসা সেই চিরন্তন প্রভুর যাঁহার 'হও' বলায় আমরা অস্তিত্ববান হই আর 'নাই' বলার সাথ সাথে বিলীন হইয়া যাই। অশেষ প্রশংসা সেই রহমানুর রহীমের যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর যাঁহার অস্তিত্বের বদৌলতে আমাদের অস্তিত্বের উদ্ভব আর যাঁহার হিদায়াত ও শাফাআত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদেগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

প্রারম্ভেই আমি অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, তাফসীর ইব্ন কাছীর অনুবাদ করার যথাযথ যোগ্যতা আমার নাই। তথাপি আল্লাহ্র রহমত ও বুযুর্গানের দোআর উপর ভরসা করিয়া এরূপ দুঃসাহসিক কাজে এই জন্য হাত দিয়াছি যে, সুদীর্ঘ সাত শতাব্দী ধরিয়া বাংলা ভাষাভাষী ভ্রাতাভগ্নীগণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নির্ভরযোগ্য তাফসীরের অশেষ জ্ঞান ও অফুরন্ত কল্যাণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। বস্তুত, এতকালের সুযোগ্য মনীষীদের অবহেলা ও ঔদাসীন্যজনিত এই বঞ্চনার বেদনা লইয়া আমি ছাত্র জীবন হইতেই এই মহান দায়িত্বটি পালনের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছিলাম।

অবশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ. জেড. এম. শামসুল আলম সাহেব আমার এই সম্পর্কিত প্রকল্পটি সোৎসাহে গ্রহণ করিয়া আমারই স্কন্ধে ইহার সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। অগত্যা আমি ১৯৮১ সালে উহা শুরু করার পরই বিভিন্ন কাজে জড়াইয়া পড়িলাম। অতঃপর ১৯৮৬ সালে উহা হইতে নিজকে মুক্ত করিলাম এবং অনুবাদ কার্যে মনোযোগ দিলাম। তাহারই ফলশ্রুতিতে মার্চ ২০০৩ সালে আল্লাহ্র ফযলে তাফসীরে ইব্ন কাছীরের একাদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হইল।

প্রথম খণ্ডে আমি সূরা ফাতিহাসহ আলিফ লাম পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পরন্তু প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিয়া আমি মুসান্নিফ (র)-এর সর্বশেষে সংযোজিত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়টি অনূদিত গ্রন্থের শুরুতেই সংযোজন করিয়াছি। উহাও একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বিধায় আমি উহার স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদান করিয়াছি। অনূদিত এই গ্রন্থটির নাম মূলত 'তরজমাতুত তাফসীরে ইব্ন কাছীর'। কিন্তু সংক্ষেপণ ও সঙ্গতির জন্য আমি শুধু 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নাম দিয়াছি।

বলাবাহুল্য, আমার শাস্ত্রজ্ঞান নগণ্য, ভাষাজ্ঞান সীমিত ও লেখনী বড়ই দুর্বল। এত অক্ষমতা লইয়া আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া যতটুকু করিলাম তাহা সহৃদয় উলামায়ে কিরাম ও সুধীমণ্ডলীর সার্বিক সহায়তার আশায়ই প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। তাঁহারা আমার অজ্ঞতার ক্ষেত্রে জ্ঞান দান করিবেন, ভাষার ত্রুটি সংশোধন করিবেন ও লেখনীর দুর্বলতা

ধরাইয়া দিবেন, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা। উহার বিনিময়ে আমি চিরকাল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে জানিয়া খুবই খুশি হইলাম। সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থাকিতে পারে। অনুবাদের ক্ষেত্রেও দুই একটি অসতর্কতাজনিত ভুল থাকিতে পারে। তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গ জানাইলে আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণে এইসব ত্রুটি সংশোধিত হইবে। এতবড় গ্রন্থের ত্রুটি বিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি গওহর ডাংগার এককালের কৃতি ছাত্র ও বর্তমানে শিক্ষকতারত মাওলানা মাজহারুল হকের পরোক্ষ সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের মাওলানা ফরীদউদ্দীন মাসউদ ও জনাব আবুল বাশার আখন্দ এবং প্রকাশনা বিভাগের জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও হাফেজ মঈনুল ইসলামের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী। আল্লাহ্ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহাকিছু কৃতিত্ব তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহাকিছু অকৃতিত্ব তাহার সবটুকু নিন্দার একমাত্র প্রাপক আমিই। এই অধম বান্দার পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ্ গফুরুর রহীম এই নগন্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আহকার

আখতার ফারুক

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাছীর আল্ কারশী আল বসরী (র) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সভ্রান্ত শিক্ষিত পবিরারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার 'খতীবে আজম' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িক কালের একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ. বুরহানুদ্দীন ইব্‌ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্‌ন কাযী শাহবার কাছে ফিকাহ্‌শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত তাম্বীহ ফী ফুরুইস শাফেঈয়াহ' ও আল্লামা ইব্‌ন হাজিব মালেকীর 'মুখতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্‌ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদবৃন্দ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুজাফ্‌ফার ইব্‌ন আসাকির, শায়খুজ জাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন সুয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিয্‌যী শাফেঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্‌ন তায়মিয়া আলহার্‌রানী, আল্লামা হাফিজ কামালুদ্দীন যাহাবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরীয়ার মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্‌ন আবদুর রহমান মিয্‌যী আশ্ শাফেঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীস শাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকৃতি দানপূর্বক হাদীস শাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও ফকীহ্‌বৃন্দের নিকট হইতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসন অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শীতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীস শাস্ত্রে তো তিনি 'হুফ্‌ফাজুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষার তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

আল্লামা হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিজ জামালুদ্দীন মিয্‌যীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শীতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিজ আবুল মাহাসিন হুসায়নী দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকাহ শাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শীতা লাভ করেন ও হাদীস শাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিজ যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান হইলেন ইমাম ইব্‌ন কাছীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক হামযাহ বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকাহ শাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিজ হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিজ, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়েখ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিজ ছিলেন।"

হাফিজ ইব্‌ন হুজ্জী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতনের স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

আল্লামা হাফিজ নাসীরুদ্দীন আদ্ দামেশকী বলেন ঃ

“আল্লামা হাফিজ ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।”

হাফিজ ইব্ন হাজার আস্কালানী বলেন ঃ

“হাদীসের মতন ও রিজাল শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয়। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।”

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য উস্তাদ আল্লামা হাফিজ শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিজ ইব্ন হাজার আস্কলানী তাঁহাকে ‘উত্তম রসিক’ বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে শা'বান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।)

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহম্মদ আল-কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আত তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল। ইহা রিজাল শাস্ত্রের (বর্ণনাকারী বিশ্লেষণ বিদ্যা) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচখণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিয্যীর ‘তাহযীবুল কামাল’ ও শামসুদ্দীন যাহাবীর ‘মীযানুল ই'তিদাল’ গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২। আল হাদ্য়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীছিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থখানি ‘জামিউল মাসানীদ’ নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বায্যার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩। তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা– এই গ্রন্থে শাফিঈ ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ– এই গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। তাখরীজু আহাদীসে আদিল্লাতিত তাম্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। শারহু সহীহিল বুখারী– বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৮। আল-আহকামুল কবীর– অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত লিখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস– ইহা আল্লামা ইবনুস সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খাইন– ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১১। আস্ সীরাতুন নববিয়াহ– ইহা রাসূল (সা)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১২। আল-ফসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল– ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লেইমাম বায়হাকী– ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ– খ্রীস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাযায়েলিল কুরআন– ইহা তাফসীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল– ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মু'জাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া– এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল করীম। ইহাই 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' নামে খ্যাত।

গ্রন্থ পরিচিতি

ইমাম ইব্‌ন কাছীরের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হইল 'তাফসীরুল কুরআনিল করীম'। উহাই 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর' নামে জগজ্জোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রতি খণ্ডের পাতায় পাতায় লেখকের কঠোর পরিশ্রম, গভীর অনুসন্ধিৎসা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও অগাধ পাণ্ডিত্যের ছাপ বিদ্যমান।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন– 'এই ধরনের তাফসীর আজ পর্যন্ত অন্য কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। রিওয়ায়েত ভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাধিক কল্যাণপ্রদ ও উপকারী।' মূলত তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর ইমাম ইব্‌ন কাছীরের এক অমর ও অবিস্মরণীয় অবদান। প্রাথমিক যুগে রচিত তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কোন কোন তাফসীর গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই হয়ত কোন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ তাফসীর গ্রন্থাকারে আলোর মুখ দেখিয়া কালোত্তীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর তন্মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তার দাবীদার। মান্‌কূলাত তথা রিওয়ায়েতভিত্তিক তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর। এই ধারায় পূর্বে রচিত তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী ইত্যাদির বিশিষ্ট দিকগুলির ইহাতে সমাবেশ ঘটিয়াছে। পরন্তু সেই সব তাফসীরের দুর্বল দিকগুলি ইহাতে পরিশীলিত ও বিশুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অপূর্ব রচনাশৈলী, বর্ণনার লালিত্য ও অকাট্য দলীল প্রমাণ প্রয়োগে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইহা পূর্ববর্তী তাফসীরের চাইতেও এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছে। হাদীসের সনদ ও মতনের সার্বিক ও যথাযথ বিশ্লেষণ ইহাকে অত্যধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে। কুরআন পাকের জটিল ও দুর্বোধ্য অংশগুলির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিভিন্নার্থক শব্দসমষ্টির আভিধানিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ ইহাকে সুসমৃদ্ধ করিয়াছে। বিশেষত বিভিন্ন ভ্রান্ত ও আজগুবী মতামত দলীল প্রমাণের ক্ষুরধার তরবারি দ্বারা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া যেভাবে ইহাতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। মোটকথা, ইহা বিদআত ও বিভ্রান্তির বেড়াজালমুক্ত কুরআন সুন্নাহ্‌র এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হইয়া দেখা দিয়াছে।

ইমাম ইব্‌ন কাছীর তাঁহার পাণ্ডিত্য বিমণ্ডিত এই তাফসীরে কোথাও দুরূহতা বা জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। বর্ণনার পারিপাট্য, ভাষার স্বচ্ছ-সাবলীলতা ও শাব্দিক প্রাঞ্জলতা তাঁহার তাফসীরকে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও গতিময় করিয়াছে। যে কোন বিতর্কমূলক বিষয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা বজায় রাখিয়া নিজ অভিমত পেশ করিয়াছেন। তিনি যাহা কিছুই বলিয়াছেন, কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলিয়াছেন, কোথাও নিজের ভাবাবেগকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেন নাই। ঠিক এই কারণেই তিনি তাঁহার তাফসীরে ইব্‌ন জারীর তাবারীর তাফসীরের ইসরাঈলী আজগুবী কাহিনী ও জাল হাদীস ভিত্তিক অলীক উপাখ্যানসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে নির্ভরযোগ্য ঘটনার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তাই তাঁহার তাফসীরকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই 'তাফসীরে সলফী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

তাফসীর ইব্‌ন কাছীরের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লামা হাফিজ আবূ আলী মুহাম্মদ শওকানী বলেন ঃ

"আলোচ্য তাফসীরে তাফসীরকার হাদীসের রিওয়ায়েতসমূহ এরূপ পূর্ণাঙ্গভাবে আহরণ করিয়াছেন যে, কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতির বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তেমনি তিনি ইহাতে বিভিন্ন মাযহাব ও মতবাদ, প্রাসঙ্গিক হাদীস, আছার ও কওল এরূপ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, কাহারও কোন সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।"

তাফসীরে ইব্ন কাছীরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কুরআনের তাফসীর করিতে প্রথমে কুরআন ব্যবহার করা হইয়াছে। তারপর রাসূলের হাদীস, অতঃপর সাহাবার আছার ও পরিশেষে তাবেঈনের আকওয়াল ব্যবহৃত হইয়াছে। হাদীস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বর্ণনার সূত্র, বর্ণনাকারীর চরিত্র ও হাদীসের স্তর ও শ্রেণীভেদের প্রতিটি দিক ইহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষিত হইয়াছে। আছার ও আকওয়ালের প্রয়োগ ক্ষেত্রেও উহা সত্যাসত্যের কষ্টিপাথরে ভালভাবে যাঁচ-পরতাল করিয়া লওয়া হইয়াছে। মোটকথা, তাফসীরটিকে সত্যের মানদণ্ড হিসাবে দাঁড় করাইতে যত রকমের সতর্কতা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন তাহা সবই করা হইয়াছে। ইহার ফলেই তাফসীর জগতের এই অনন্য নির্ভরযোগ্য অমর সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

তাফসীরে ইব্ন কাছীরকে 'উম্মুত তাফাসীর' বা 'তাফসীর জননী' বলা হয়। মূলত পরবর্তীকালের সকল নির্ভরযোগ্য তাফসীর এই তাফসীর হইতেই জন্ম নিয়াছে। এই তাফসীর মুসলিম মিল্লাতের যে অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করিয়াছে, গ্রন্থ জগতে তাহার তুলনা সত্যিই বিরল। সত্যের শাণিত তরবারি দিয়া ইমাম ইব্ন কাছীর পূর্ববর্তী তাফসীরসমূহের ইসরাঈলী কাহিনী ও জাল হাদীসের জঞ্জালগুলি কচুকাটা করিয়া মুসলিম মিল্লাতকে মহান কুরআনের এক নির্ভেজাল ভাষ্য উপহার দিয়া গিয়াছেন।

উদাহরণস্বরূপ সূরা বাকারার গাভী সম্পর্কিত বিভিন্ন ইসরাঈলী উপাখ্যানের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি একে একে সব উপাখ্যানই তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতঃপর বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসূত্রের অসারতা ও খোদ বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা সুপ্রমাণিত করার পর তিনি সেইগুলিকে অলীক ও অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করিয়াছেন। তেমনি 'সূরা কাফ'-এর শুরুতে ব্যবহৃত প্রথম 'কাফ' অক্ষরটিকে পূর্বসূরী তাফসীরকারগণ যে সারাবিশ্ব বেষ্টনকারী 'কোকাফ' পাহাড় অর্থে চালাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপ কোন পাহাড়ের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন কাছীর তাঁহার এই সুবিস্তারিত তাফসীরে শুধু হাদীস শাস্ত্রই ঘাটেন নাই, ফিকাহ শাস্ত্রেরও বিভিন্ন জরুরী মাসায়েলের বিশ্লেষণ পেশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি নিরাসক্তভাবে বিভিন্ন মাযহাবের মতামত তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে স্বভাবতই নিজ মাযহাবের প্রতি তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অসহিষ্ণু মনোভাবের প্রকাশ ঘটে নাই। সত্যিকার সত্যানুসন্ধিৎসা লইয়াই তিনি অত্যন্ত বিনয় ও সংযমের সহিত মাসআলার যথার্থ সমাধান নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

তাফসীরের শুরুতে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করিয়াছেন। উহাতে তাফসীর করার বিভিন্ন শর্ত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলি তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকাটি পরবর্তী তাফসীরকারদের দিক-নির্দেশনার কাজ দিয়াছে।

ইমাম ইব্ন কাছীরের এই জগজ্জোড়া আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাফসীর ও শুধু বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ইহার বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সংস্করণও বাহির হইয়াছে। আরবী ভাষায় ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করেন শায়খ মুহাম্মদ আলী আস্ সাবূনী। বৈরুতের 'দারুল কুরআনিল করীম' প্রকাশনা হইতে তিন খণ্ডে উহা অত্যন্ত সুন্দরভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উর্দুতে উহার সংক্ষিপ্তসার অনূদিত হয় এবং উর্দু অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মাওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ী।

এখানে উল্লেখ্য, ইহার মূল সংস্করণটি চার খণ্ডে সমাপ্ত ও প্রতি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয় শতাধিক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই মূল সংস্করণেরই প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ফাযায়েলুল কুরআন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ওহী অবতরণ পরিক্রমা

প্রথম হাদীস

‘কিভাবে ওহী নাযিল হইল ও কোন্ আয়াত প্রথম নাযিল হইল’ শীর্ষক অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে তিনি বলেন ঃ

الْمُهَيْمِنُ। অর্থাৎ الامين। (সংরক্ষক)। আল-কুরআন যেহেতু অতীতের সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক, তাই উহাকে ‘আল মুহায়মিন’ বলা হইয়াছে।’

হযরত আবূ সালমা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহিয়া, শায়বান ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

‘আমাকে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন– নবী করীম (সা)-এর মক্কী জীবনের দশ বছর ও মাদানী জীবনের দশ বছরে কুরআন অবতরণ সম্পন্ন হইয়াছে।’

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম বুখারী (রা) যে ‘আল মুহায়মিন’ শব্দের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন উহা দ্বারা তিনি সূরা মায়িদার তাওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলার অবতীর্ণ এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ـ

‘আর আমি তোমার নিকট সত্যসহ আল-কিতাব নাযিল করিয়াছি যাহা পূর্ব প্রচলিত আসমানী গ্রন্থের সত্যায়ক ও উহার সংরক্ষক।’

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন তালহা, মুআবিয়া, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ, আল মুছান্না ও ইমাম আবূ জা‘ফর ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ আয়াতাংশের المهيمن। অর্থ الامين। (সংরক্ষক)। অর্থাৎ আল-কুরআন উহার পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সংরক্ষক।’

অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ شهيدا عليه অর্থাৎ পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে ও উহার অনুসারীদের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারে আল-কুরআন সাক্ষ্য প্রদানকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আবূ ইসহাক সাবীঈ, সুফিয়ান ছাওরী ও একাধিক অন্যান্য ইমাম বর্ণনা করেন ঃ

مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থাৎ مُؤْتَمَنًا عَلَيْهِ (উহার আমানতদার)।' মুজাহিদ, আস-সুদ্দী, কাতাদাহ, ইব্‌ন জুরায়জ, হাসান বসরীসহ পূর্বসূরী বহু ইমাম অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন।

الْمُهَيْمِنُ।-এর মর্মার্থ হইল الحفظ والارتقاب। (সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ)। যখন কেহ কোন কিছু দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে, তখন বলা হয় قد هيمن عليه অর্থাৎ অমুক উহা দেখাশোনা করিয়াছে। তাই তাহাকে বলা হয়, مهيمن অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকারী। আল্লাহ্ তা'আলার এক নাম المهيمن। অর্থাৎ তিনি সকল কিছুরই পরিদর্শক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষক।

যে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'নবী করীম (সা) কুরআন নাযিলের দশ বছর মক্কায় ও দশ বছর মদীনায় ছিলেন, উহা ইমাম বুখারী (র) তাঁহার বুখারী শরীফে একাই উদ্ধৃত করেন। মুসলিম শরীফে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। অবশ্য নাসায়ী শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে উহা পর্যায়ক্রমে আবূ সালমা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর ও শায়বান ইব্‌ন আব্দুর রহমানের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ আল-কাসিম বর্ণনা করেন ঃ

"কদরের রাত্রিতে পৃথিবীর আকাশে কুরআন একই সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তারপর বিশ বছর ধরিয়া উহা (পৃথিবীতে) অবতীর্ণ হইয়াছে।" অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়েন ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا "আর কুরআনকে আমি পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করিয়াছি যেন মানুষের কাছে তুমি উহা বিরতি সহকারে পাঠ কর এবং উহা আমি যথাযথভাবেই নাযিল করিয়াছি।" এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

'নবী করীম (সা)-এর মদীনার দশ বৎসর কুরআন নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু নবূওত লাভের পর তাঁহার মক্কায় দশ বৎসর অবস্থানের ব্যাপারটি প্রশ্ন সাপেক্ষ।

কারণ, মশহুর বর্ণনামতে উহা তের বৎসর। কারণ, তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে নবূওত ও ওহী লাভ করেন এবং বিশুদ্ধ বর্ণনামতে তেষট্টি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। সম্ভবত সংক্ষেপণের জন্য ইমাম বুখারী (র) দশোর্ধ বৎসর কয়টি উল্লেখ করেন নাই। কারণ, আরবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দশকের পরবর্তী ভগ্ন সংখ্যা অনুল্লেখ বা উহ্য রাখে। ইহাও হইতে পারে যে, ওহী লইয়া জিবরাঈল (আ)-এর আগমনের পরবর্তী কালটুকুই হিসাব করা হইয়াছে ও উহার পূর্ববর্তী কালটুকু ধরা হয় নাই। কারণ, ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন– প্রারম্ভে মীকাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রতি কোন আয়াত বা অন্য কিছু 'ইলকা' করিতেন। নবূওত ও ওহী নাযিলের ইহাই প্রথম স্তর। অতঃপর তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) আসেন।

ফাযায়েলুল কুরআনের অধ্যায়ে উক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত করার কারণ এই যে, কুরআনের অবতরণ শুরু হইয়াছে হারাম শরীফের মত সম্মানিত স্থানে ও রমযান শরীফের মত সম্মানিত

মাসে। তাই মহাসম্মানিত কুরআনের সহিত সম্মানিত স্থান-কালের যে সংযোগ ঘটিয়াছে, উক্ত হাদীস হইতে তাহা জানা গেল।

এই কারণেই রমযান মাসে বেশী বেশী কুরআন তিলাওয়াত করা অভিপ্রেত বা মুস্তাহাব। যেহেতু রমযান মাসেই উহার অবতরণ শুরু হইয়াছে। তাই জিবরাঈল (আ)-ও রমযান মাসে আসিয়া রাসূল (সা)-এর কুরআনের শুনানী নিতেন। তাঁহার ইন্তিকালের বৎসর জিবরাঈল (আ) দুইবার আসিয়া তাঁহার তিলাওয়াত শুনেন যাহাতে কুরআন তাঁহার স্মৃতিতে স্থায়ী হইয়া যায়।

উক্ত হাদীসে ইহাও জানা গেল যে, কুরআন মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে নাযিল হইয়াছে। উহার হিজরত পূর্ব আয়াতগুলি মক্কী ও হিজরত পরবর্তী আয়াতগুলি মাদানী–উহা মদীনা, মক্কা, আরাফাতসহ যে কোন শহরেই নাযিল হউক না কেন।

কুরআনের সূরাগুলিকে মক্কী ও মাদানী হিসাবে বিন্যাস করা হইয়াছে। মাদানী সূরাগুলির ব্যাপারে মদভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– প্রারম্ভে মুকাত্তাআত হরফ সংযুক্ত সূরাগুলি মক্কী। শুধু বাকারা ও আলে-ইমরান বাদ যাইবে। তেমনি যেই সকল সূরায় মু'মিনগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে তাহা মাদানী। পক্ষান্তরে যাহাতে মানব জাতিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা মক্কী ও মাদানী উভয়ই হইতে পারে। তবে মক্কী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। তবে কোন কোন মাদানী সূরায়ও উহা বিদ্যমান। যেমন সূরা বাকারায় 'ইয়া আইউহান নাসু'বুদূ রব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম' ও 'ইয়া আইউহান্নাসু কুলু মিম্মা ফিল আরদে হালালান তাইয়িবা।' একদল অবশ্য এইরূপ সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করা দুরূহ ও অসম্ভব বলেন।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবূ মুআবিয়া, তাহাদিগকে একব্যক্তি আ'মাশ হইতে, তিনি ইবরাহীম হইতে ও তিনি আলকামা হইতে বর্ণনা করেন ঃ কুরআনে যাহাই 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' দ্বারা শুরু হইয়াছে, উহা মাদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা 'ইয়া আইউহান্নাসু' দ্বারা শুরু হইয়াছে উহা মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর আলকামা বলেন– আমাদিগকে আলী ইব্ন মুআব্বাদ আবুল মালীহ হইতে ও তিনি মায়মূন ইব্ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'কুরআনে যাহা 'ইয়া আইউহান্নাস' ও 'ইয়া বনী আদামা' দ্বারা শুরু হইয়াছে তাহা মক্কী এবং যাহা 'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' দ্বারা শুরু হইয়াছে তাহা মাদানী।'

তাঁহাদের একদল বলেন ঃ কোন কোন সূরা দুইবার নাযিল হইয়াছে। একবার মক্কায় ও একবার মদীনায়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। অপর একদল মক্কী সূরার কিছু আয়াত মাদানী বলিয়া আলাদা করেন। যেমন সূরা হজ্জ ইত্যাদির কিছু আয়াত। মূলত বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় শুধু তাহাই সত্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ উবায়দ (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ মুআবিয়া ইব্ন সালেহ হইতে ও তিনি আলী ইব্ন আবূ তালহা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"সূরা বাকারা, আলে ইমরান, নিসা, মায়িদা, আনফাল, তাওবা, হজ্জ, নূর, আহযাব, আল্লাযীনা কাফারূ, ফাতহ্, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সাফ্ফ, তাগাবুন, ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু ইযা তাল্লাকতুমুন্ নিসা, ইয়া আইউহান্নাবীয়্যু লিমা তুহার্রিমু, (প্রথম দশ আয়াত) ওয়াল ফাজর, ওয়াল্লাইলে ইযা ইয়াগশা, ইন্না আনযালনা, লাম্ ইয়া কুনিল্লাযীনা, ইযা যুলযিলাত ও ইযা জাআ নাসরুল্লাহ মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সবই মক্কায়

অবতীর্ণ হইয়াছে।'১ আবূ তালহার বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহচরগণের অন্যতম। তাঁহাদের নিকট হইতেই তাফসীর বর্ণিত হইয়া থাকে।

অবশ্য মাদানী বলিয়া আরও যে সকল সূরা চিহ্নিত করা হইয়াছে তাহার ভিতর কোন কোন সূরার মাদানী হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। যেমন সূরা হুজুরাত ও মুআব্বিযাত।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও তাঁহাদিগকে মু'তামার তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– আমি খবর পাইয়াছি যে, হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর সামনে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলেন। তখন নবী করীম (সা) হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন– বল তো, এই লোকটি কে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– দাহিয়াতুল কালবী। তারপর যখন রাসূল (সা) মসজিদে গিয়া খুতবায় হযরত জিবরাঈলের আগমনের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া হযরত উম্মে সালামা (রা) বলিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো দাহিয়া কালবী ছাড়া অন্য কেহ বলিয়া ভাবিতেই পারি নাই।

বর্ণনাকারী মু'তামার দ্বিধান্বিত হইয়া বলেন ঃ আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি আবূ উসমানকে প্রশ্ন করিলাম– আপনি কাহার নিকট এই বর্ণনা শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন– 'উসামা ইব্‌ন যায়দের (রা) নিকট।' আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ আন নুরসী হইতে 'আলামাতে নবূওত' অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে 'ফী ফাযায়েলে উম্মে সালামা' অধ্যায়ে আবদুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লার মাধ্যমে মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মানের সূত্রে উহা উদ্ধৃত হয়। এখানে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপন্ন করা যে, আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) দূতের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেশতা। পদমর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তির বিচারে অত্যন্ত উঁচু স্তরের ফেরেশতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ 'বিশ্বস্ত আত্মার মাধ্যমেই উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়াছে যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ - وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ -

"অবশ্যই এই কথা এক সম্মানিত দূতের; আরশে অবস্থানকারীর সকাশে প্রাপ্ত মর্যাদার বলে বলীয়ান; তথাকার সর্বজনমান্য বিশ্বস্ত সত্তা। আর তোমাদের সহচরও উন্মাদ নহে।"

আল্লাহ্ তা'আলা এই সব আয়াতে তাঁহার বান্দা ও দূত জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই এই ব্যাপারে তাফসীরের যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

---

১. ইবনুল আনবারী– কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়েতে তালিকায় কিছু ভিন্নতা রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী, সূরা নাহল, ফাত্‌হ, লায়ল ও কাদর মক্কী সূরা।

আলোচ্য হাদীসে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর বিরাট ফযীলতের ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম মুসলিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়, তিনি শ্রেষ্ঠতম ফেরেশতা জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন ও কথোপকথন শুনিয়াছেন। এই হাদীসে দাহিয়া কালবীরও মর্যাদা প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ, জিবরাঈল (আ) অধিকাংশ সময়ে দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে আসিতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর চেহারার লোক ছিলেন। উসামা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন হারিছা কালবী তাঁহারই গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারা উভয়ই কালব ইব্‌ন ওবেরার বংশধর এবং কুযাআ গোত্রের লোক। একদল বলেন– তাহারা আদনান সম্প্রদায়ের লোক। অপর দল বলেন– তাহারা কাহতান গোত্র হইতে আসিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন– তাহারা স্বতন্ত্র এক গোত্র। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তৃতীয় হাদীস

আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস, তাঁহাকে আল-লায়ছ, তাঁহাকে সাঈদ ইবনুল মাকবারী তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলেন– প্রত্যেক নবীকে তাঁহার উপর যেই পরিমাণ লোক ঈমান আনিয়াছে সেই পরিমাণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। সেমতে আমার উপর যে পরিমাণ ওহী আসিয়াছে তাহাতে আমি আশা করিতে পারি যে, কিয়ামতের দিন আমার অনুসারী সর্বাধিক হইবে।"

আব্দুল আযীয ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌র 'আল ইতিলাম' গ্রন্থেও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। মুসলিম ও নাসাঈ কুতায়বা হইতে এবং তাহারা সকলেই লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা কায়সানুল মাকবারী হইতে উহা বর্ণনা করেন।

এই হাদীসে কুরআনের শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। অন্যান্য নবীর কাছে যত ওহী বা কিতাব নাযিল হইয়াছে, কুরআন তাহা হইতে সর্বদিক দিয়া শ্রেষ্ঠ ও কুরআনের মু'জিযা সকল গ্রন্থের মু'জিযাকে ডিঙাইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য ইহাই। উহাতে বলা হইয়াছে– এমন কোন নবী নাই যাঁহাকে মু'জিযা দেওয়া হয় নাই। অতঃপর তাঁহার সেই মু'জিযা অনুপাতেই তাঁহার উপর মানুষ ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়ার জন্য যে দলীল প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যত বেশী শক্তিশালী, তত বেশী লোক তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের ইন্তিকালের পর তাঁহাদের মু'জিযাও শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু অবশিষ্ট রহিয়াছে তাঁহাদের প্রাপ্ত বাণী ও অনুসারীবৃন্দ। উহাই যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদের মু'জিযার সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। কিন্তু তাঁহাদের সেইসব আজ নিছক কাহিনী হিসাবে বিদ্যমান।

পক্ষান্তরে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে যে বিরাট ও মহান কিতাব দান করিয়াছেন তাহা ক্রমাগত যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছিতেছে। প্রত্যেক যুগে ও প্রতি মুহূর্তে উহা যেইভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল সেইভাবে বিরাজ করিতেছে। এই কারণে রাসূল (সা) বলিয়া গিয়াছেন– আমি আশা করি, কিয়ামতে আমার অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। তাঁহার রিসালাতের ব্যাপ্তি ও সার্বজনীনতার কারণে অন্যান্য নবীর

অনুসারী হইতে তাঁহার অনুসারীর সংখ্যা বেশী। বিশেষত কিয়ামত পর্যন্ত এই রিসালাতই অব্যাহত থাকিবে এবং তাঁহার মু'জিযাও ততদিন স্থায়ী থাকিবে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ـ মুবারক সেই মহান সত্তা যিনি তাঁহার বান্দার উপর আল-ফুরকান নাযিল করিয়াছেন যেন সে নিখিল সৃষ্টির জন্য সতর্ককারী হয়।

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ ـ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

"বলিয়া দাও, যদি জ্বিন ও ইনসান সকলে মিলিয়া এই কুরআনের অনুরূপ কিছু উপস্থিত করিতে চায়, তাহা তাহারা আদৌ করিতে পারিবে না, যদিও তাহারা পরস্পরের সহায়তায় আগাইয়া আসে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র কুরআনের স্থলে মাত্র দশটি সূরা সৃষ্টির জন্য তাহাদিগকে আহ্বান জানান। যেমন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مَّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"তবে তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে? বলিয়া দাও, উহার মত দশটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমাদের যাহারা উহা পারে তাহাদিগকেও ডাকিয়া লও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

অতঃপর তাহাদিগকে একটি মাত্র সূরার সমতুল্য সূরা সৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করা হয়। তথাপি তাহারা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مَّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

"অথবা তাহারা কি উহাকে মিথ্যা বলিতেছে? তুমি বল, তাহা হইলে উহার যে কোন সূরার মত একটি সূরা আন। আর আল্লাহ্ ছাড়া যাহারা তোমাদের ভিতরে উহা করিতে সাহায্য করিতে পারে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও– যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এই চ্যালেঞ্জগুলি মক্কী সূরার জন্য ছিল। অতঃপর মাদানী সূরার ব্যাপারে মদীনায় এই চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়। সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ـ

"আর যদি তোমরা আমার বান্দার উপর আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে সন্দিহান হও, তাহা হইলে উহার মত একটি সূরা আনয়ন কর। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের যত সহায়ক রহিয়াছে তাহাদিগকে ডাকিয়া লও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অতঃপর তোমরা উহা করিতে পার নাই এবং কখনও পারিবে না। অনন্তর সেই আগুনকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। উহা কাফিরগণের জন্য তৈরি করা হইয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন যে, তাহারা অনুরূপ একটি সূরা সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। আর ভবিষ্যতেও তাহারা কখনও তাহা পারিবে না। অথচ তাহারা তখনকার সেরা ভাষাবিদ, ভাষালংকারিক, কবি ও সাহিত্যিক ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র তরফ হইতে তাহাদের সামনে এমন গ্রন্থ উপস্থিত হইল যাহারা সমকক্ষতা কি ভাষা, কি বিষয়বস্তু, কি ভাষালংকার, কি বাক্য-বিন্যাস, কি ছন্দ-স্পন্দন, কি ভাব-গভীরতা, কি উপমা-উৎপ্রেক্ষা, কি ব্যঞ্জনার ব্যাপ্তি ও সুদূর প্রসারতা, এক কথায় কোন ক্ষেত্রেই কোন মানুষের পক্ষে অতীতেও সম্ভব হয় নাই, ভবিষ্যতেও সম্ভব হইবে না। তেমনি উহার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, অজ্ঞাত-অতীত ও অজানা ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত এবং প্রজ্ঞাময় ইনসাফের বিধি-বিধান সর্বকালের জন্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً "আর তোমরা প্রভুর বাণী সততা ও ইনসাফে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া শেষ হইল।"

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ আমাদিগকে ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম, তাহাদিগকে তাঁহার পিতা, তাঁহাদিগকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে এবং তিনি হারিছ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-আওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা আমিরুল মু'মিনীনের (আলী কঃ) নিকট একটি ব্যাপারে জানার জন্য প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমাকে ইশার পরে আসিতে বলিলেন। অতঃপর আমি যখন সেখানে গেলাম, তখন তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি– আমার কাছে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার পরে আপনার উম্মতগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– হে জিবরাঈল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্র কিতাবে উহার উপায় নিহিত রহিয়াছে। উহা দাম্ভিকগণকে চূর্ণ করিবে। যে ব্যক্তি উহা মজবুতভাবে আঁকড়াইয়া থাকিল, সে মুক্তি পাইল। আর যে উহা বর্জন করিল, সে ধ্বংস হইল। তিনি দুইবার ইহা বলিলেন। অতঃপর বলেন ঃ উহা চূড়ান্ত বাণী এবং উহার বিলুপ্তি নাই। ভাষার বিভিন্নতা উহাকে বিকৃত ও বিভিন্ন করিতে পারিবে না এবং উহার বিস্ময়কারীতারও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। উহা তোমাদের অতীতের সংবাদবাহক, বর্তমানের চূড়ান্ত বিধায়ক ও পরবর্তীদের জন্য ভবিষ্যদ্বক্তা।" ইমাম আহমদের বর্ণনাও এইরূপ।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে আব্দ্ ইব্ন হুমায়দ, তাহাদিগকে হুসায়ন ইব্ন আলী আল জা'ফী, তাহাদিগকে হামযাহ আয্ যায়্যাত, আবুল মুখতার আত্ তায়ী হইতে, তিনি হারিছুল আওয়ারের ভাতিজা হইতে এবং তিনি হারিছুল আওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

একদিন মসজিদে গিয়া দেখি লোকজন হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। তখন আমি আলী (রা)-এর কাছে গিয়া বলিলাম– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি দেখেন না যে, লোকেরা হাদীস নিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছে? তিনি প্রশ্ন করিলেন– তাহারা কি সত্যই উহা করিয়াছে? আমি বলিলাম– হ্যাঁ! তিনি বলিলেন ঃ নিশ্চয় আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, শীঘ্রই ফিতনা দেখা দিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উহা হইতে বাঁচার উপায় কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব। উহাতে তোমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের সব খবরাখবর বিদ্যমান। উহা তোমাদের চূড়ান্ত বিধান। উহা কোন তামাশার বস্তু নহে। যে দাম্ভিক উহা বর্জন করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে চূর্ণ করিবেন। উহার বাহিরে যে ব্যক্তি হিদায়েত খুঁজিবে, আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিবেন। উহা আল্লাহ্‌র মজবুত রশি। উহা বিজ্ঞতম উপদেশগ্রন্থ। উহাই সিরাতুল মুস্তাকীম। উহা মানুষের খেয়াল-খুশীর নিয়ন্ত্রক। ভাষার বিভিন্নতাও উহাতে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিতে পারে না। আলিমগণের কোনদিনই উহার চাহিদা মিটিবে না। হাজার চ্যালেঞ্জ দিয়াও উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। আর উহার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যেও কোন ঘাটতি দেখা দিবে না। সেই বৈশিষ্ট্যের দুর্বার আকর্ষণ জ্বিনকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। ফলে তাহারা বলিতে বাধ্য হইল ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আশ্চর্য এক কুরআন শ্রবণ করিয়াছি। উহা সঠিক পথের নির্দেশ দেয়। তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি।' তাই যে উহার আলোকে কথা বলে; সত্য বলে আর যে উহা আমল করে সে পুণ্য লাভ করে। উহার ভিত্তিতে যে রায় দেয় সে ইনসাফ করে; আর যে উহার দিকে ডাকে সে সিরাতুল মুস্তাকীমের দিকেই ডাকে। হে আওয়ার! উহা মজবুত করিয়া ধারণ কর।'

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন– হাদীসটি 'গরিব'। শুধু হামযাহ আয্ যিয়াত ছাড়া আর কেহ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আর তাহার সূত্র অপরিজ্ঞাত। তাহা ছাড়া হারিছের হাদীসে ত্রুটি থাকে।

আমি বলি– হামযা ইব্‌ন হাবীব আয যিয়াত এই হাদীস একা বর্ণনা করেন নাই। উহা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকও মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল করযী হইতে এবং তিনি হারিছ আল আওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হামযার এই বর্ণনায় নিঃসঙ্গতার প্রশ্ন আর থাকিল না। যদি তাহাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল বলা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে কিরাআতের ইমাম বলিয়া মান্য করা হয়। তবে হাদীসটি হারিছুল আওয়ারের সূত্রে বর্ণিত একটি মশহুর হাদীস। অবশ্য তাঁহার ব্যাপারে সমালোচনা রহিয়াছে। সমালোচকদের একদল তাঁহার মতামত ও ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। তথাপি তিনি জ্ঞাতসারে হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নিয়াছেন এমনটি হইতে পারে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইহাও সম্ভব যে, হাদীসটি মুলত হযরত আলী (রা)-এর উক্তি। অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে মারফূ' মনে করিয়াছেন। তবে হাদীসের বক্তব্যকে 'হাসান সহীহ' বলা যায়। কারণ, উহার সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। জ্ঞান জগতের ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র) তাঁহার 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদিগকে আবুল য়্যাকজান, তাহাদিগকে আম্মার ইব্‌ন মুহাম্মদ আছ ছাওরী কিংবা অন্য কেহ ইসহাক আল হিজরী হইতে, তিনি আবুল আহওয়াস

হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এবং তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন– 'নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্র উপহার। তাই তাহার উপহার হইতে যত পার আহরণ কর। নিশ্চয় এই কুরআন আল্লাহ্র রজ্জু। উহা সুস্পষ্ট আলো ও কল্যাণপ্রদ দাওয়াই। যে উহা শক্ত হাতে ধারণ করিল, সে সুরক্ষিত হইল। যে উহা অনুসরণ করিল, সে মুক্তি পাইল। উহাতে কোন জটিলতা নাই যে, সরল করিতে হইবে। তেমনি উহাতে কোন কূটিলতা নাই যাহার জন্য অনুতপ্ত হইবে। উহার অনুপমত্বে কোন ত্রুটি নাই। যতই উহার বিরোধিতা হউক, উহা সৃষ্টি করা যাইবে না। তাই উহা তিলাওয়াত কর। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতি হরফে দশ দশ নেকী দিবেন। আমি নিশ্চয় ইহা বলি না যে, আলিফ লাম মীম মিলিয়া এক হরফের পুণ্য হইবে; বরং আলিফে দশ, লামে দশ ও মীমে দশ নেকী পাইবে।'

এই সূত্রে অবশ্য হাদীসটি 'গরিব'। তবে আবূ ইসহাক আল হিজরী হইতে উহা মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আসল নাম ইবরাহীম ইব্ন মুসলিম। তিনি একজন তাবেঈ। কিন্তু তাঁহার ব্যাপারে অনেক কথা আছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন– তিনি মজবুত বর্ণনাকারী নহেন। আবুল ফাতাহ ইযদী বলেন– তাহার মারফূ' বর্ণনায় সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আমি বলি ঃ হয়ত হাদীসটি মূলত হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি। সুতরাং উহাকে মারফূ' করায় সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা হইলেও অন্য সূত্রে ইহার সমর্থন মিলে।

আবূ উবায়দ (র) আরও বলেন ঃ আমাদিগকে হাজ্জাজ– ইসরাঈল হইতে, তিনি আবূ ইসহাক হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ হইতে এবং তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"কোন বান্দাকেই কুরআন সম্পর্কিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইবে না। যদি সে কুরআনকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকেও ভালবাসে।"

চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) বলেন– আমাকে আমর ইব্ন মুহাম্মদ, তাঁহাকে ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, সালেহ ইব্ন কায়সান হইতে এবং তিনি ইব্ন শিহাব হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন শিহাব বলেন– আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর উপর তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত ক্রমাগত ওহী পাঠাইতে থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রাক্কালে অধিকাংশ ওহী অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করেন।'

ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীস আমর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একজন সমালোচকও। তাহা ছাড়া হাসান আল হালওয়ানী, আব্দ ইব্ন হামীদ ও ইমাম নাসায়ী, ইসহাক ইব্ন মানসূর আল-কাউসাজ হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহাদের চতুর্থ বর্ণনাকারী উহা ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সা'দ আয্ যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন।

হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর উপর এক এক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমাগত ওহী নাযিল করিতে থাকেন। উহাতে কোন বিরতি ছিল না। শুধু জিবরাঈল ফেরেশতা 'ইকরা বিসমি রাব্বিকা' ওহী লইয়া আসার পর প্রায় দুই বছর কিংবা

কিছু বেশী সময় বিরতি ঘটে। অতঃপর আবার ওহী চালু হয় ও উহা ক্রমাগত চলিতে থাকে। উক্ত বিরতির পর প্রথম নাযিল হইল 'ইয়া আইউহাল মুদ্দাছ্ছির, কুম ফাআনযির।"

পঞ্চম হাদীস

আমাকে আবূ নাঈম ও তাঁহাকে সুফিয়ান, আসওয়াদ ইব্ন কয়স হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি জুন্দুবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূল (সা) একরাত্রি কি দুইরাত্রি অসুস্থতার কারণে রাত জাগা ইবাদত করিতে পারেন নাই। তখন এক মহিলা আসিয়া তাঁহাকে বলিল– আমার মনে হয় তোমার ভূতটি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন ঃ

وَالضُّحٰى - وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى 'উজ্জ্বল দিবস ও অন্ধকার রাত্রির শপথ! তোমার প্রভু তোমাকে ত্যাগ করেন নাই এবং তোমরা উপর নারাযও হন নাই।'

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি ইহা ছাড়াও অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) অন্য সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী ও কু'বা ইবনুল হাজ্জাজ হইতে এবং তাহারা উভয়ই আসওয়াদ ইব্ন কয়স আল আব্দী হইতে ও তিনি জুনদুব ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল বাযালী (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন। সূরা আয্যুহার তাফসীর প্রসঙ্গে এই হাদীসটি পর্যালোচিত হইয়াছে।

ফাযায়েলুল কুরআনের সঙ্গে এই হাদীস ও পূর্ববর্তী হাদীসের সঙ্গতি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে শ্রেষ্ঠতম অবদানে ধন্য করিয়াছেন এবং অত্যধিক ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার উপর ক্রমাগত ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর কুরআন ক্রমাগত পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করার ভিতর অবদানের পূর্ণত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ কুরআন আরবের কুরায়েশের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আরবী কুরআন বিশুদ্ধতম আরবীতে নাযিল হইয়াছে। আমাকে আবুল ইয়ামান, তাঁহাকে শুআয়ব, যুহরী হইতে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণণা করেন ঃ

'হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) যায়দ ইব্ন ছাবিত, সাঈদ ইবনুল আস, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশামকে নির্দেশ দিলেন– কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কর এবং যেখানে তোমাদের ভিতর ভাষার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দিবে, সেখানে তোমরা কুরায়েশের ভাষায় উহার সমাধান খুঁজিও। কারণ, কুরআন তাহাদের ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল।'

এই হাদীসটি মূলত অপর এক হাদীসের অংশমাত্র। শীঘ্রই সেই হাদীস নিয়া পর্যালোচনা করিব। ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। তাহা এই যে, কুরআন কুরায়শদের ব্যবহৃত ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কুরায়শগণ আরব জাতির প্রাণসত্তা। তাই আবূ বকর ইব্ন দাউদ (র) বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন খাল্লাদ ও তাহাকে ইয়াযীদ ইব্ন শায়বান ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র ইব্ন জাবির ইব্ন মায়সারাহ্ বলেন ঃ

"আমি উমর ফারূক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমাদের কুরআনের বর্তমান গ্রন্থনার পিছনে রহিয়াছে দুইজন কুরায়শ ও দুইজন বনূ ছকীফের তরুণের ভাষা নির্দেশনা।" এই সনদটি

বিশুদ্ধ। আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ আরও বলেন ঃ আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন আসাদ, তাহাকে হাজ্জাজ, তাহাকে আওফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ফুযালা (র) বর্ণনা করেন– হযরত উমর ফারূক (রা) যখন ইচ্ছা করিলেন কুরআনের লিপিবদ্ধকরণ, তখন তাঁহার একদল সহচরকে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন– তোমরা যখন ভাষার ব্যাপারে মতানৈক্যে জড়াইবে, তখন মুযর গোত্রের ভাষা অনুসরণ করিবে। কারণ, কুরআন মুযর গোত্রের এক ব্যক্তির ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ ـ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ "কুরআন সরল আরবী ভাষায় বক্রতামুক্ত (অবতীর্ণ হইয়াছে) যেন তাহারা সতর্ক হয়।" আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ ـ

"আর নিশ্চয় উহা (কুরআন) অবশ্যই নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ। তিনি বিশ্বস্ত আত্মার মাধ্যমে উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেন তুমি সতর্ককারীগণের অন্যতম হও। সুস্পষ্ট আরবীতে (উহা অবতীর্ণ হইয়াছে)।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ "আর ইহা (কুরআন) সুস্পষ্ট আরবী ভাষা।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ "যদি আমি আজমী ভাষায় উহা (কুরআন) রচনা করিতাম, অবশ্যই তাহারা বলিত, কেন উহা আজমী ও আরবী ভাষায় রচিত হইল না?"

মোটকথা, ইত্যাকার আরও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, কুরআন বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) ইয়ালী ইব্‌ন উমাইয়া (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলিতেন– হায়, আবার যদি রাসূল (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া দেখিতে পাইতাম! অতঃপর তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন যাহাতে এক মুহরিম উমরাহ্র সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহার গায়ে জুব্বা ছিল। বর্ণনাকারী বলেন– রাসূল (সা) তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইলেন। ইত্যবসরে ওহী আসিল। তখন উমর (রা) ইয়ালী (রা)-কে কাছে আসার জন্য ইশারা করিলেন। ইয়ালী (রা) আসিয়া মাথা ঢুকাইয়া ওহী নাযিলের অবস্থা দেখার প্রয়াস পাইলেন। তিনি দেখিলেন– রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক লাল হইয়া গিয়াছে এবং কিছুক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন রহিলেন। অতঃপর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি বলিলেন– উমরাহ্র সময় ইহরামের অবস্থায় সুগন্ধী লাগানো সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? সে উপস্থিত হইলে রাসূল (সা) তাহাকে সুগন্ধী লাগানো জুব্বা খুলিয়া ফেলিতে ও দেহে লাগানো সুগন্ধী ধুইয়া ফেলিতে বলিলেন।

উক্ত হাদীসটি একদল বর্ণনাকারী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাবুল হজ্জে উহা পর্যালোচনাযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের সহিত উহার সঙ্গতি সুস্পষ্ট নহে, বরং হজ্জের অধ্যায়ের সহিতই উহার সঙ্গতি সুস্পষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কুরআনের গ্রন্থনা

ইমাম বুখারী (র) বলেন– আমাদিগকে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল, তাহাদিগকে ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ, তাহাদিগকে ইব্‌ন শিহাব, উবায়দ ইব্‌ন সিবাক হইতে এই হাদীস শুনান ঃ

"যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন– ইয়ামামার যুদ্ধের সময়ে আবূ বকর (রা) আমাকে কাছে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন উমর ফারূক (রা) তাঁহার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন– 'উমর ইবনুল খাত্তাব আমার কাছে আসিয়া জানাইল যে, রণাঙ্গণ খুবই উত্তপ্ত। কুরআনের হাফিজগণের এখন কঠিন সময়। আমার ভয় হয়, রাষ্ট্রের হাফিজগণ এরূপ শহীদ হইতে থাকিলে আমরা কুরআনের অনেকাংশ হারাইয়া ফেলিব। তাই আমি মনে করি, এখন কুরআন গ্রন্থাকারে সংকলিত করার নির্দেশ দেওয়া যায়।' আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম– রাসূল (সা) যাহা করেন নাই, আমরা তাহা কিরূপে করিতে পারি? উমর বলিলেন– আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা উত্তম কাজ। অতঃপর যতদিন এই ব্যাপারে আমার মন পরিষ্কার হয় নাই, ততদিন উমর আর আমার কাছে আসেন নাই। অবশেষে আমিও উমরের মতকে উত্তম ভাবিলাম। তখন আবূ বকর (রা) 'বলিলেন– 'তুমি বিচক্ষণ যুবক ও সর্বাধিক অপবাদমুক্ত নির্দোষ ব্যক্তি। তুমি রাসূল (সা)-এর ওহী লেখক ছিলে। সুতরাং তুমিই কুরআন সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থরূপ দান কর।' আল্লাহ্‌র কসম! আমাকে যদি বলা হইত যে, একটি পাহাড় বহন করিয়া আরেকটি পাহাড়ের কাছে লইয়া যাও, তাহা হইলে তাহাও আমার কাছে এত ভারী মনে হইতে না, যাহা এই নির্দেশে মনে হইল।" আমি তাঁহাকেও প্রশ্ন করিলাম– 'রাসূল (সা) যাহা করেন নাই তাহা আপনারা কি করিয়া করিতেছেন?' তিনিও জবাব দিলেন– আল্লাহ্‌র কসম! ইহা উত্তম কাজ।' তারপর যতদিন আমার বুঝ আসেনি, ততদিন আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিতে লাগিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর ও উমরকে যেই বুঝ দান করিয়াছেন, আমাকেও তাহা দান করিলেন। অতঃপর আমি কুরআন সংগ্রহ ও গ্রন্থনা শুরু করিলাম। উহা গাছের বাকল, পাথরের টুকরা ও মানুষের অন্তরে গ্রথিত ছিল। আবূ খুযায়মা আনসারী (রা)-এর কাছে সূরা তাওবার শেষাংশ পাইলাম (লাকাদ জাআকুম রসূলুম মিন আনফুসিকুম হইতে সূরা বারাআত সমাপ্ত)। এই সহীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিল। তারপর উহা হযরত উমর (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।"

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি তাঁহার সংকলনে ভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ ভিন্ন সূত্রে যুহরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। এই কাজটি নিঃসন্দেহে অতি উত্তম, মহৎ ও বিরাট কাজ। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইহা সম্পন্ন করিয়া আল্লাহ্‌র দীনকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার রাসূলের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। অন্য কেহ এই মর্যাদার যোগ্য হয় নাই। তিনিই যাকাত বিরোধীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। তেমনি তিনিই জিহাদ পরিচালনা করেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এবং রোমক ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযান পরিচালনা করেন, দূত প্রেরণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করেন ও বিক্ষিপ্ত কুরআনকে গ্রথিত করেন। ফলে সমগ্র কুরআনের অসংখ্য কারী ও হাফিজ সৃষ্টি হয়। অবশ্যই ইহা আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীর হুবহু বাস্তবায়ন মাত্র। তিনি বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ "নিশ্চয় আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্যই আমি উহার সার্বক্ষণিক সংরক্ষক।"

কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপরোক্ত কার্য এবং উহার ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী সুফলের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। তিনি যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মোচন ও সর্ববিধ অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধ করেন।

উপরোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতেছেন কুরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মহা ব্যবস্থাপক। তাঁহার ব্যবস্থাপনার ফলে কালামে পাক সর্বপ্রকারের বিকৃতির হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং এজন্যে তাঁহাকে পুরস্কৃত করুন।

ওয়াকী', ইব্ন যায়দ, কুবায়সা প্রমুখ ইমামগণ হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ খায়ের, ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীর ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আলী (রা) বলেন–কুরআন মজীদ সংরক্ষণ কার্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতেছেন মানুষের মধ্যে অধিকতম নেকী ও সওয়াবের প্রাপক। কারণ, তিনিই কুরআন মজীদকে সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন।' উক্ত হাদীসের উপরোক্ত সনদ সহীহ।

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ তাঁহার রচিত 'আল-মুসাহেফ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হিশামের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, আবাদাহ ও হারূন ইব্ন ইসহাকের মাধ্যমে আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌঁছিয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ই কুরআন মজীদকে সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত কুরআন মজীদের সংকলনটি ছিল সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ। ইয়ামামাহ অঞ্চলে অবস্থিত 'মৃত্যু উদ্যান' (حديقة الموت।) নামক স্থানে মুসায়লামাতুল কায্‌যাব ও তদীয় বনূ হানীফা গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক হাফিজুল কুরআন শহীদ হওয়ায় হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হন।'

ঘটনাটি নিম্নরূপ

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর ভণ্ড নবী, সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা প্রায় এক লক্ষ ইসলাম ত্যাগী লোককে নিজের দলে ভিড়াইয়া ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে প্রায় তের হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী পাঠাইলেন। মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলামী অনুপ্রেরণা হইতে বঞ্চিত অজ্ঞ ও অপরিশুদ্ধ ছিল। তাহাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণে মুসলিম বাহিনী রণক্ষেত্রে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইসলামী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত উচ্চ শ্রেণীর সাহাবীগণ সেনাপতি হযরত খালিদ (রা)-কে উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন– 'হে খালিদ! আমাদিগকে মুক্ত করুন।' অর্থাৎ ওই সকল দুর্বল ঈমানের অধিকারী ব্যক্তি হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। অতঃপর তাঁহারা দুর্বল ঈমানের লোকগুলি হইতে পৃথক হইয়া গেলেন। সংখ্যায় তাঁহারা মাত্র প্রায় তিন হাজার ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত ঈমানী শক্তি লইয়া মুসায়লামার বাহিনীর উপর আক্রমণ করিলেন। তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্‌র ফযলে মুসলমানগণ জয়ী হইলেন। যুদ্ধের সময়ে

সাহাবীগণ "হে সূরা বাকারার ধারকগণ' এই সম্বোধনে পরস্পরকে সম্বোধিত করিতেছিলেন। কাফিরগণ পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। সাহাবীগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। সেরা মিথ্যুক মুসায়লামা নিহত হইল। তাহার দলবল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল এবং ইসলামে ফিরিয়া আসিল।

যুদ্ধ জয়ে মুসলমানদিগকে বিরাট মূল্য দিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধে প্রায় পাঁচশত হাফিজ সাহাবী শাহাদতবরণ করিলেন। এতদ্দর্শনে হযরত উমর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও সংকলন করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। হযরত উমর (রা)-এর আশংকা ছিল, ভবিষ্যৎ যুদ্ধসমূহে আরও হাফিজ সাহাবী শহীদ হইতে পারেন। এমতাবস্থায় কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও একত্রিত না করিলে উহার কিয়দংশ বিনষ্ট ও হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। লিপিবদ্ধ আকারে উহা সংরক্ষিত হইলে উহার প্রথম প্রচারক দলের তিরোধানেও উহা বিনষ্ট হইবে না। বিষয়টি যাহাতে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় ও মজবুত হয়, তজ্জন্য হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এতদ্‌বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর সহিত যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি হযরত উমর (রা)-এর সহিত ঐকমত্যে পৌঁছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সহিত এতদ্বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করিলেন। অতঃপর তিনিও তাঁহাদের সহিত একমত হইলেন। উক্ত ঘটনা হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতবহও বটে।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ফুযালা, ইয়াযীদ ইব্‌ন মুবারক, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খাল্লাদ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

"একদা হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদের একটি আয়াত সম্বন্ধে কিছু মানুষের কাছে প্রশ্ন করিলেন। তাহারা বলিল, 'আয়াতটি অমুক সাহাবীর স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। তিনি তো ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন।' হযরত উমর (রা) বলিলেন– 'ইন্না লিল্লাহি.... রাজিউন।' অতঃপর তিনি সমগ্র কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও একত্রিত করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে উহা সংগৃহীত ও একত্রিকৃত হইল। এইরূপে হযরত উমর (রা)-ই সমগ্র কুরআন মজীদ সর্বপ্রথম সংগৃহীত ও একত্রিত করিবার ব্যবস্থা করেন।"

উপরোক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, সনদের প্রথম রাবী হযরত হাসান বসরী হযরত উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। বর্ণনায় হযরত উমর (রা)-কে যে কুরআন মজীদের সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যবস্থাপক হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি উহার সংগ্রহ ও সংকলনের পরামর্শদাতা এবং প্রস্তাবক ছিলেন।

অনুরূপ অর্থ ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন হাতিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন তালহা লায়ছী, ইব্‌ন ওহাব, আবূ তাহের ও ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'কুরআন মজীদ একত্রিকরণের সময়ে হযরত উমর (রা) দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন আয়াত বা কোন অংশই কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি উক্তরূপ নির্দেশ ছিল।' অনুরূপ অর্থে উরওয়াহ হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র হিশাম, ইব্‌ন আবূ যানাদ, ইব্‌ন ওহাব, আবূ তাহের ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

'ইয়ামামার যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক হাফিজ সাহাবী শহীদ হইলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আশংকা করিলেন যে, এইভাবে হাফিজ সাহাবী শহীদ হইলে কুরআন মজীদ বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব তিনি হযরত উমর (রা) ও হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-কে বলিলেন- দুইজন সাক্ষীসহ কুরআন মজীদের কোনো অংশ কেহ তোমাদের নিকট উপস্থাপন করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করত লিখিয়া লইবে।' উক্ত বর্ণনার সনদ বিচ্ছিন্ন হইলেও উহা গ্রহণযোগ্য।

হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ 'আমি সূরা তওবা'র শেষাংশ ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ الى اخر السورة 'আবূ খুযায়মা আনসারী (রা)-এর নিকট পাইয়াছি। বর্ণনান্তরে তাঁহাকে খুযায়মা ইব্ন ছাবিত বলা হইয়াছে। আল্লাহ্র রাসূল উক্ত সাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সমান মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আয়াতদ্বয় আমি অন্য কাহারও নিকট লিখিত আকারে পাই নাই।'

'একদা নবী করীম (সা) জনৈক বেদুইনের নিকট হইতে একটি অশ্ব ক্রয় করেন। সে অশ্ব বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করিয়া বসে। হযরত খুযায়মা (রা) নবী করীম (সা)-এর অনুকূলে বেদুইনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। নবী করীম (সা) তাঁহার সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সমতুল্য ধরিয়া উহা গ্রহণ করেন এবং ক্রীত অশ্বটি বেদুইনের নিকট হইতে স্বীয় অধিকারে আনয়ন করেন।' 'সুনান' সংকলনসমূহের সংকলকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক উপরোক্ত সাহাবীর একক সাক্ষ্যকে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মর্যাদা প্রদত্ত হইবার উপরোল্লেখিত ঘটনা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উহা একটি বিখ্যাত রিওয়ায়েত।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ও আবূ জা'ফর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ উক্ত আয়াতদ্বয় হযরত খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা)-এর সহিত হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও স্বীয় পাণ্ডুলিপি হইতে লোকদিগকে শুনাইয়াছিলেন।'

ইয়াহিয়া ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হাতিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা, আমর ইব্ন তালহা লায়ছী ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াহিয়া বলেন ঃ হযরত উসমান (রা)-ও উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাপারে (হযরত খুযায়মা (রা)-এর পক্ষে) সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর বক্তব্য নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال ـ

কোনও কোনও রিওয়ায়েতে তাঁহার উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من الاكتاف والاقتاب وصدور الرجال ـ

কোনও কোনও রিওয়ায়েতে তাঁহার উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فتتبعت القران اجمعه من العسب والرقاع والاضلاع ـ

রিওয়ায়েতে উল্লেখিত عسب শব্দটি হইতেছে عسيب শব্দের বহুবচন। আবূ নাসর ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ জাওহারী বলেন- عسب শব্দটির সহিত سعف শব্দটির কিছুটা অর্থগত মিল রহিয়াছে। عسيب হইল খর্জুর বৃক্ষের শাখার গোড়ার অংশ যাহাতে পত্র থাকে না।

পক্ষান্তরে سعفة হইল سعف শব্দের একবচন– খর্জুর বৃক্ষের শাখার অগ্রভাগ যাহাতে পত্র থাকে। اللخاف। শব্দটি اللخفة। শব্দের বহুবচন। اللخفة। অর্থ চেপ্‌টা পাতলা পাথর।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখে কুরআন মজীদের আয়াত শুনিয়া উহা উপরোক্ত বস্তুসমূহের উপর লিখিয়া রাখিতেন।

অনেক সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহারা এবং অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন কেহ কেহ স্বীয় স্মৃতিতে কুরআন মজীদ ধরিয়া রাখিতেন। হযরত যায়দ (রা) স্বীয় দায়িত্ব পালনে পশুর প্রশস্ত অস্থি, প্রশস্ত পাতলা প্রস্তর ফলক, প্রশস্ত খর্জুর শাখা এবং মানুষের স্মৃতি হইতে সমগ্র কুরআন মজীদ সংগ্রহ করেন। আরব জাতি ছিল আমানত রক্ষা ও উহা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার কর্তব্যে নিষ্ঠাবান। বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদ ছিল নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁহাদের নিকট রক্ষিত সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ 'হে রাসূল। তোমার প্রভু হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা পৌঁছাও।'

আল্লাহ্‌র রাসূলও উহা লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন। তেমনি সাহাবায়ে কিরামও পরবর্তী লোকদের নিকট উহা পৌঁছাইয়া দিয়া তাঁহাদের নিকট রক্ষিত আমানত সম্পর্কিত কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আরাফাতের ময়দানে সাহাবীদের বৃহত্তম সমাবেশে মানব ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান শেষে নবী করীম (সা) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলিলেন– তোমরা আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবে। তোমরা তখন কি উত্তর দিবে? তাঁহারা আরয করিলেন– আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিব, আপনি নিশ্চয় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং মঙ্গলকর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নবী করীম (সা) আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন– "প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!! প্রভু হে! সাক্ষী থাকিও!!!" ইমাম মুসলিম হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে আদেশ দিয়াছেন– উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট কুরআন-সুন্নাহ তথা দীন ইসলামকে পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিয়াছেন– তোমরা আমার পক্ষ হইতে একটি আয়াত হইলেও পৌঁছাইয়া দাও। অর্থাৎ তোমাদের কাহারও নিকট যদি একটি আয়াত ব্যতীত কিছুই না থাকে, তথাপি সে যেন উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। তাঁহারা কুরআন মজীদকে কুরআন মজীদ হিসাবে এবং পবিত্র সুন্নাহকে পবিত্র সুন্নাহ হিসাবে মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা একটিকে অন্যটির সহিত মিলাইয়া ফেলেন নাই। কুরআন মজীদ এবং পবিত্র সুন্নাহ যাহাতে পরস্পর মিলিয়া না যায়, তজ্জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আমার নিকট হইতে কুরআন মজীদ ভিন্ন অন্য কিছু লিখিয়া লইয়া থাকিলে সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে। উল্লেখ্য যে,

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের তাৎপর্য কোনক্রমে ইহা হইতে পারে না যে, তিনি পবিত্র সুন্নাহকে হিফাজত করা হইতে বিরত থাকিতে সাহাবীদিগকে আদেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদকে পবিত্র সুন্নাহ হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যই নবী করীম (সা) উপরোক্ত আদেশ দিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর আদেশের ফলে কুরআন মজীদের কোন অংশ উহার সংকলন হইতে যেমন বাদ পড়ে নাই, তেমনি পবিত্র সুন্নাহর কোন অংশ উহার সংকলনে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই। এই জন্য সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র প্রাপ্য।

নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদ সংগ্রহ ও সংকলন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের উপরোক্ত সংকলন তাঁহার নিকট সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার ইন্তেকালের পর উহা হযরত উমর (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। হযরত হাফসা (রা) হযরত উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারিণী হিসাবে উহা হিফাজত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে উহা হযরত উসমান (রা) গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে আমরা ইনশা আল্লাহ্ শীঘ্রই আলোচনা করিতেছি।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন লিপিবদ্ধকরণ

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, ইবরাহীম, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে ইরাকী মুসলিম বাহিনীর সহিত সিরিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে নানারূপ মত দেখিয়া তিনি মর্মাহত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে বলিলেন– হে আমীরুল মূমিনীন! ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি স্ব-স্ব কিতাব লইয়া যেরূপে মতভেদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উম্মত কুরআন মজীদ লইয়া তদ্রূপ মতভেদে লিপ্ত হইবার পূর্বে উহার প্রতি মনোযোগী হউন। এতদশ্রবণে হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, 'আপনার নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলন গ্রন্থখানা আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। আমি উহার অনুলিপি রাখিয়া উহা আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করিব।' হযরত হাফসা (রা) উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন জুবায়র (রা), সাঈদ ইব্ন আস (রা) এবং আব্দুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম (রা)-কে উহার কতগুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা উহার কতগুলি অনুলিপি প্রস্তুত করিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয়ের প্রতি হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ ছিল, কুরআন মজীদের কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত ও তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁহারা যেন উহা কুরায়েশ গোত্রের উচ্চারণ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা তাঁহার উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি প্রস্তুত হইবার পর হযরত উসমান (রা) হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট হইতে আনীত মূল সংকলনখানা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি

গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় একখানা করিয়া অনুলিপি প্রেরণ করিলেন এবং কুরআন মজীদের এতদ্ভিন্ন প্রতিটি সংকলন পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন।[১]

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ও ইব্‌ন শিহাব যুহরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

'হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশে আমরা যখন কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করিতেছিলাম, তখন আমি (মূল সংকলনে) সূরা আহ্‌যাবের একটি আয়াত পাইতেছিলাম না। অথচ উক্ত আয়াত আমি নবী করীম (সা)-কে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। অনুসন্ধান করিয়া আমরা উহা হযরত খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)-এর নিকট রক্ষিত পাইলাম এবং অনুলিপিতে উহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। উক্ত আয়াতটি এই ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের সংকলনের অনুলিপি প্রস্তুত করত উহা বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করা এবং সন্দেহযুক্ত অন্যান্য সংকলন বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে হযরত উসমান (রা)-এর একটি বৃহত্তম কীর্তি।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) কুরআন মজীদের বিক্ষিপ্ত অংশসমূহ একত্রিত করিয়াছেন। হযরত উসমান (রা) উহা সমগ্র মুসলিম জাহানে প্রচার করত কুরআন মজীদকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সকল সাহাবী তাঁহার উক্ত কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন দান করিয়াছেন। কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুতকরণ কার্যে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ না পাওয়ায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) মনঃক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কুরআন মজীদের সংকলন ভিন্ন সকল সংকলন পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য হযরত উসমান (রা) যখন নির্দেশ দিয়াছিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তখন স্বীয় সহচরবৃন্দের নিকট রক্ষিত সংকলনকে সর্বসম্মতরূপে প্রস্তুত সংকলনের সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন বলিয়া একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত রহিয়াছে। তবে পরবর্তীকালে তিনি স্বীয় অভিমত ত্যাগ করত সাহাবীগণের সর্বসম্মত রায়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন। এতদসম্পর্কে হযরত উসমান (রা)-এর কার্যক্রমকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন– 'হযরত উসমান যাহা করিয়াছেন, তাহা তিনি না করিলে আমিই উহা করিতাম।' এতদ্বারা প্রমাণিত হইল, কুরআন মজীদ সংগ্রহ, সংকলন ও একত্র করা খলীফা-চতুষ্টয়ের দৃষ্টিতে একটি দীনী মহৎ কাজ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বয়ং নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার সুন্নাত এবং আমার পরবর্তীকালের খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত (রীতি-নীতি)-কে তোমরা আঁকড়াইয়া ধরিবে।'

---

[১] হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে পবিত্রাত্মা সাহাবায়ে কিরাম (রা) কঠোর সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক সর্বসম্মতভাবে কুরআন মজীদের যে সংকলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা ছিল ভ্রান্তি ও ত্রুটির সামান্যতম সম্ভাবনা হইতেও মুক্ত এবং পবিত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত অনুলিপি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে প্রস্তুত সংকলনের হুবহু অনুলিপি। পক্ষান্তরে এতদভিন্ন অন্যান্য সংকলনের ত্রুটিমুক্ত হওয়া সন্দেহাতীত ছিল না। উহাতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা মোটেই বিচিত্র ছিল না। এমতাবস্থায় সেইগুলি বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ছাড়া কুরআন মজীদকে বিকৃতির হাত হইতে পবিত্র রাখিবার অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা ছিল না। হযরত উসমান (রা)-এর উপরোক্ত সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থার ফলেই কুরআন মজীদ আজ একমাত্র আসমানী গ্রন্থ যাহাতে কোনরূপ বিকৃতি নাই।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ছিলেন কুরআন মজীদের সঠিক সংকলনের অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিবার অনুপ্রেরণা দাতা। উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, আরমেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধে তিনি ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, লোকেরা কুরআন মজীদের বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণের বিষয়ে বিভিন্ন মতের অনুসারী হইয়া গিয়াছে। এতদ্দর্শনে তিনি হযরত উসমান (রা)-কে বলিয়াছিলেন– 'ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে যেরূপ মতভেদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই উম্মত কুরআন মজীদ লইয়া সেইরূপ মতভেদে লিপ্ত হইবার পূর্বেই উহাকে রক্ষা করুন।'

ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের বিষয়ে এইরূপে মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিল যে, ইয়াহুদী জাতির হাতে তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রহিয়াছে এবং 'সামেরী' সম্প্রদায়ের হাতেও উহার একটি সংকলন রহিয়াছে। আর উভয় সম্প্রদায়ের তাওরাতের মধ্যে প্রচুর অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অমিল শুধু শব্দের অমিল নহে; বরং অর্থের অমিলও বটে। সামেরীদের তাওরাতে হামযা (الهمزة), হা (الهاء) এবং ইয়া (الياء) এই বর্ণ তিনটি দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীদের তাওরাতে উহা সমুপস্থিত। আবার, নাসারা জাতির হাতেও তাওরাত কিতাবের একটি সংকলন রহিয়াছে। ইয়াহুদী ও 'সামেরী' সম্প্রদায়ের তাওরাত এবং নাসারা জাতির তাওরাতের মধ্যেও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আবার, নাসারা জাতির হাতে যে ইন্‌জীল (انجيل) কিতাব রহিয়াছে, উহার সংখ্যা একটি নহে; বরং উহার সংখ্যা চারটি ঃ (১) মার্ক লিখিত ইন্‌জীল; (২) লুক লিখিত ইন্‌জীল; (৩) মথি লিখিত ইন্‌জীল (৪) যোহন লিখিত ইন্‌জীল। এইগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রচুর অমিল পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ইন্‌জীলের প্রত্যেকটিই কলেবরে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কোনোটি মধ্যম আকারের অক্ষরে চৌদ্দ পাতার কাছাকাছি; কোনোটি উহার দেড়গুণ এবং কোনোটি বা দ্বিগুণ হইবে। উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁহার আচরণাবলী, তাঁহার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁহার রচনাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উহাতে স্বল্প-সংখ্যক এইরূপ বাক্যও রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে নাসারা জাতির দাবী এই যে, সেইগুলি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। উক্ত ত্রুটিরাজির মধ্যে বড় ত্রুটি হইতেছে উহারা পরস্পর বিরোধী। তাওরাতের অবস্থাও তথৈবচ। পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতেছে উহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত দ্বারা তাওরাত-ইন্‌জীলের শরীআতসহ সকল শরীআতই রহিত হইয়া গিয়াছে।

মোটকথা, হযরত হুযায়ফা (রা)-এর কথা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে বলিয়া পাঠাইলেন– 'তিনি যেন তাঁহার নিকট রক্ষিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদখানা তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া মূল সংকলনখানা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করিবেন এবং প্রস্তুত অনুলিপিসমূহ মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করিবেন, যাহাতে লোকেরা কুরআন মজীদের (ভ্রান্ত) সংকলনসমূহ ত্যাগ করত উক্ত বিশুদ্ধ সংকলন গ্রহণ করিতে পারে।' হযরত হাফসা (রা) উহা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত উসমান (রা) নিম্নোক্ত সাহাবীগণকে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিতে

নির্দেশ দিলেন ঃ (১) হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত আনসারী (রা)। ইনি নবী করীম (সা)-এর অন্যতম ওহী লেখক ছিলেন। (২) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম আল-কুরায়শী আল-ইযদী (রা)। ইনি একজন গভীর জ্ঞানসম্পন্ন মহৎ চরিত্রের সাহাবী ছিলেন। (৩) হযরত সাঈদ ইব্‌ন আস ইব্‌ন উমাইয়া আল-কুরায়শী আল-উমুবী। ইনি একজন মহৎ হৃদয় ও দানশীল সাহাবী ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে তাঁহার বাচনভঙ্গি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাচনভঙ্গির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল ছিল। (৪) হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিছ ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন মুগীরাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন মাখযুম আল-কুরায়শী আল মাখযূমী (রা)।

উপরোক্ত সাহাবী চতুষ্টয় তাঁহাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবার কালে কোন শব্দের উচ্চারণের বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে উহার নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা হযরত উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হইতেন। একদা التابوت শব্দটির সঠিক বানান লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলিলেন– শব্দটির সঠিক বানান হইবে التابوه। তিনি উহার শেষ বর্ণকে التاء না বলিয়া الهاء বলিতেছিলেন। পক্ষান্তরে শেষোক্ত কুরায়শী সাহাবীত্রয় বলিলেন– শব্দটির সঠিক বানান হইবে التابوت। তাঁহারা উহার শেষ বর্ণকে الهاء না বলিয়া التاء বলিতেছিলেন। এই বিষয়ে লেখক চতুষ্টয় হযরত উসমান (রা)-এর রায় চাহিলেন। তিনি বলিলেন– 'উহা কুরায়শ গোত্রের বানান অনুযায়ী লিখ। কারণ, কুরআন মজীদ কুরায়শ গোত্রের ভাষায় নাযিল হইয়াছে।'

হযরত উসমান (রা)-ই কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন। তিনি 'দীর্ঘ সপ্তক' (السبع الطوال) অর্থাৎ সূরায়ে বাকারা হইতে সূরায়ে আনফাল পর্যন্ত সাতটি সূরাকে কুরআন মজীদের প্রথমভাগে এবং যে সকল সূরার আয়াতের সংখ্যা একশত বা উহার কাছাকাছি, উহাদিগকে 'দীর্ঘ সপ্তম'-এর অব্যবহিত পর স্থাপন করেন।[১]

ইমাম ইব্‌ন জারীর, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ একাধিক ইমামের মাধ্যমে আওফ আরাবী হইতে, তিনি ইয়াযীদ ফারসী হইতে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

আমি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ 'সূরা আনফাল হইতেছে 'মাছানী' (المثانى) শ্রেণীভুক্ত[২] সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা হইতেছে 'আলমিঈন (المئين) একশত বা উহার নিকটবর্তী সংখ্যক আয়াতবিশিষ্ট সূরা। উহা একটি নহে; বরং দুইটি সূরা' আপনারা কিরূপে উহাদিগকে পরস্পর পাশাপাশি রাখিয়া এবং উহাদের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ না লিখিয়া দুইটিকে এক করিয়া দিয়া দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন?'

---

১. সহীহ হাদীস সংকলনসমূহে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহের বিন্যাসের বর্তমান রূপ হযরত উসমান (রা)-এর নিজস্ব উদ্ভাবন নহে; বরং হযরত জিবরাঈল (আ) সেইগুলিকে ঐরূপেই বিন্যস্ত করিয়া সর্বশেষ বারে নবী করীম (সা)-কে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

২. আরবী المثانى শব্দটি المثنى শব্দের বহুবচন। المثنى শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কখনও কুরআন মজীদের যে কোন আয়াতকে, আবার কখনও উহার শুধু ক্ষুদ্র আয়াতকে المثنى বলা হয়। এতদভিন্ন উহার আরও অর্থ রহিয়াছে। যথাস্থানে উহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে সেই সকল সূরাকে المثنى নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, যাহার আয়াতের সংখ্যা একশতের নীচে। এতদসম্পর্কীয় আরও আলোচনা وَلَقَدْ اٰتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ الخ এই আয়াতে দেখুন।

হযরত উসমান (রা) বলিলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর সূরার সমগ্রটুকু অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই আর এক সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইত। তাঁহার প্রতি কোন সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইলে তিনি ওহী লেখক সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিতেন– 'এই সকল আয়াতকে অমুক সূরার অমুক স্থানে স্থাপন কর।' সূরা আনফাল হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা। পক্ষান্তরে সূরা তওবা হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনার জীবনের শেষ দিকে অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, উহা দুইটি নহে; বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উভয়ের মধ্যে বিসমিল্লাহ্ লিখি নাই। এইরূপে উহা এক সূরা হইবার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক (আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত) সম্পন্ন হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, সূরাসমূহের বিন্যাস হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।[১] সূরাসমূহের আয়াত নবী করীম (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে

---

১. 'আল মানার' তাফসীর গ্রন্থের লেখক বলেন– ইমাম ইব্‌ন কাছীরের উপরোক্ত উক্তি সকল সূরার বেলায় সঠিক নহে; বরং তাঁহার উক্তি সম্পূর্ণ বাতিল। উক্ত রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে কেহ কেহ শুধু আলোচ্য সূরা দুইটির বেলায় তাঁহার মন্তব্যকে সঠিক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মন্তব্যও বাতিল। তাফসীরুল মানার গ্রন্থে 'তাফসীরে রূহুল বয়ান'-এর লেখক আল্লামা আলূসী হইতে তাহাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর আমি নিম্নোক্ত মন্তব্য পেশ করিতেছি ঃ

'সুনান নামক তিনখানা হাদীস সংকলনের সংকলকত্রয় ইমাম আহমদ, ইব্‌ন হিব্বান এবং আল-হাকিম কর্তৃক হযরত উসমান (রা)-এর উত্তর এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর উক্ত সূরার সমগ্রটুকু অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য এক সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইত। তাঁহার প্রতি কোন সূরার অংশবিশেষ অবতীর্ণ হইবার পর তিনি ওহী লেখক কোন সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিতেন– 'যে সূরায় অমুক অমুক বিষয় বিবৃত রহিয়াছে, এই সকল আয়াত সেই সূরায় সংযুক্ত কর।' সূরা আনফাল হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাদানী যিন্দেগীর প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা। পক্ষান্তরে, সূরা তাওবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাদানী জীবনের শেষদিকে অবতীর্ণ সূরা। কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনাবলীর মধ্যে মিল রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস ছিল, উহারা দুইটি নহে; বরং একটি সূরা। আমরা প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইন্তিকাল করেন। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি উহাদিগকে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছি এবং উভয়ের মধ্যে বিস্‌মিল্লাহ্ লিখি নাই। এইরূপে উহারা এক সূরা হইবার ফলে দীর্ঘ সপ্তক (السبع الطوال) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে ইমাম বায়হাকী বলিয়াছেন যে, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা ভিন্ন সকল সূরার বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। আল্লামা সুয়ূতীও তদনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন মজীদের সকল সূরা বিন্যস্ত করিয়া মাত্র দুইটি সূরা অবিন্যস্ত রাখিয়া গিয়াছেন, এইরূপ ঘটনা যুক্তিযুক্ত নহে। এতদ্ব্যতীত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) প্রতি বৎসর রমযান মাসে হযরত জীবরাঈল (আ)-কে একবার করিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। কিন্তু, যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর উহা দুইবার তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতেছে, তিলাওয়াতকালে তিনি উহাদিগকে কোথায় স্থাপন করিতেন? প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য সূরার ন্যায় আলোচ্য সূরাদ্বয়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) উহা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আলোচ্য সূরাদ্বয় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক বিন্যস্ত না হইলে হযরত উসমান (রা)-এর উদ্যোগে কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত

বলিয়াই কোন সূরার আয়াতসমূহের অবস্থান পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করা অবৈধ। পক্ষান্তরে, পরবর্তী সূরা পূর্বে তিলাওয়াত করিয়া পূর্ববর্তী সূরা পরে তিলাওয়াত করা অবৈধ নহে। তবে হযরত উসমান (রা) যেরূপে উহাদিগকে বিন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহার অনুসরণে উহাদিগকে সেইরূপে স্থাপন করিয়া তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। আর কোন সূরার তিলাওয়াত শেষ করিবার পর উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরাকে বাদ দিয়া অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নাই। তবে, এইরূপ না করিয়া উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরা তিলাওয়াত করাই উত্তম। নবী করীম (সা) কখনও জুমুআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন আবার কখনও প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেন। পক্ষান্তরে তিনি ঈদের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা কাফ এবং দ্বিতীয় রাকআতে (উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরা আয্‌যারিয়াত-এর পরিবর্তে) সূরা কামার তিলাওয়াত করিতেন। হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হইতে ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) জুমুআর দিনে ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা আলিফ লাম মীম আস-সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর তিলাওয়াত করিতেন।

কোন সূরা তিলাওয়াত করিয়া উহার পূর্ববর্তী অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করায়ও কোন দোষ নাই। হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) প্রথমে সূরা বাকারা, তৎপর সূরায়ে নিসা এবং তৎপর সূরায়ে আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা নাহল এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া যাইবার পর হযরত উসমান (রা) মূল সংকলনখানা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট ফিরাইয়া দিলেন। উহা তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত

(চলমান) হইবার কালে অন্যান্য সাহাবী এতদ্বিষয়ে তাঁহার বিরোধিতা করিতেন। যেমন বিরোধিতা করিয়াছিলেন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের প্রস্তুত হওয়ার এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় উহার ছড়াইয়া পড়ার বেশ কয়েক বৎসর পর। (অবশ্য হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ধারণায় আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিন্যাস প্রভৃতি ব্যবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক গৃহীত পন্থায় না হওয়ার কারণে তিনি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন।)

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত হাদীসটি حسن (হাসান) এবং উহার সনদের কোন রাবীই মিথ্যাবাদী নহে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ফারেসী ও আওফ ইব্‌ন আবূ জামীলা ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সনদের অন্যতম রাবী ইয়াযীদ আল ফারেসী একজন অখ্যাত রাবী। সে ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয, না অন্য কেহ এ বিষয়ে হাদীস শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্বন্ধীয় সঠিক তথ্য এই যে, সে ইয়াযীদ ইব্‌ন হুরমুয ভিন্ন অন্য কেহ ছিল। সে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছে এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ হইতে কুরআন মাজীদের অনুলিপি সম্বন্ধে তথ্য বর্ণনা করিয়াছে। সে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যিয়াদের সচিব ছিল। একদা ইয়াহিয়া ইব্‌ন মাঈনের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহার পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আবূ হাতিম তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন– তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণ করা যাইতে পারে।' 'তাহযীবুত্তাহযীব' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত ইমাম তিরমিযীর মন্তব্য সমাপ্ত হইল। এই ধরনের অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি যে হাদীসের একক রাবী, উহা কুরআন মজীদের ন্যায় বিপুল জনগোষ্ঠী কর্তৃক বর্ণিত ও প্রচারিত গ্রন্থের বিন্যাসের ক্ষেত্রে গৃহীত হইতে পারে না।"

রহিল। একদা মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁহার নিকট উহা চাহিয়া সংবাদ পাঠাইলে তিনি উহা তাহাকে দিতে অসম্মতি জানাইলেন। এইরূপে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত উহা তাঁহার নিকট রক্ষিত রহিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উহা তদীয় ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট রক্ষিত রহিল। আমীর মারওয়ান উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া এই ভয়ে পোড়াইয়া ফেলিলেন যে, উহাতে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে।[১]

হযরত উসমান (রা) একটি অনুলিপি মক্কা শরীফে, একটি অনুলিপি বসরা নগরীতে, একটি অনুলিপি কূফা নগরীতে, একটি অনুলিপি সিরিয়া প্রদেশে, একটি অনুলিপি ইয়ামান প্রদেশে ও একটি অনুলিপি বাহরাইনে প্রেরণ করিলেন এবং একটি অনুলিপি মদীনা শরীফে রাখিয়া দিলেন। আবূ হাতিম সাজিস্তানী হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী অবশ্য বলিয়াছেন, হযরত উসমান (রা) মাত্র চারিখানা অনুলিপি বিভিন্ন এলাকায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অভিমত সমর্থিত নহে। জনসাধারণের নিকট কুরআন মজীদের অন্যান্য যে (অসম্পূর্ণ বা সম্পূর্ণ) সংকলন রক্ষিত ছিল, হযরত উসমান (রা) তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন– যাহাতে কুরআন মজীদের কিরাআত ও উহার শব্দের উচ্চারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ দেখা না দেয়। তাঁহার সময়ের সকল সাহাবী এই কার্যে তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহারা একত্রিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারাই এই কার্যের বিরোধিতা করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন। বিরোধীগণ হযরত উসমান (রা)-এর যে সকল কার্যের বিরূপ সমলোচনা করিয়াছিল, ইহা ছিল সেগুলির অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের সমালোচনা ছিল অযৌক্তিক, অমূলক ও ভিত্তিহীন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ সকলেই উক্ত কার্যে তাঁহার প্রতি সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

সুয়ায়দ ইব্ন গাফলাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, আলকামা ইব্ন মারসাদ, শু'বা, ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী, ইব্ন মাহদী ও গুনদুর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের মূল সংকলন ও উহার অনুলিপি ছাড়া সকল পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিলেন, তখন হযরত আলী (রা) মন্তব্য করিলেন, 'উসমান (রা) উহা না করিলে আমিই উহা করিতাম।'

হযরত মুসআব ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শু'বা, আবদুর রহমান, আহমাদ ইব্ন সিনান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মুসআব বলেন ঃ

---

[১] এখানে ইহা বলাই সঙ্গত ছিল যে, আমীর মারওয়ান উহা এই আশংকায় পোড়াইয়া ফেলিলেন যে, কেহ দাবী করিতে পারে যে, উহাতে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপির সহিত সামঞ্জস্যবিহীন কোন কিছু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মূল সংকলনখানা ছিল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। সুসংবদ্ধ একটি গ্রন্থের আকারে উহা আবদ্ধ ছিল না। এইহেতু বলা যায়, আমীর মারওয়ানের উপরোক্ত আশংকা ভিত্তিহীন ছিল না। পক্ষান্তরে হযরত উসমানের নেতৃত্বে সাহাবীগণ কর্তৃক প্রস্তুত অনুলিপিসমূহ ছিল সুসংবদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও একটি মাত্র গ্রন্থের আকারে আবদ্ধ। উহা দীর্ঘদিনেও নষ্ট হইবার আশংকা ছিল না। কথিত আছে, উক্ত অনুলিপিসমূহের মধ্যে হইতে একটি অনুলিপি রুশ বাদশাহদের নিকট রক্ষিত ছিল। তাহাদের উত্তরসূরীগণ উহার একটি আলোকচিত্র রাখিয়া দিয়া মূল সংকলনখানা বুখারা নগরীর অধিপতিকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। উহাও কথিত আছে, মূল সংকলনখানা বুখারার আমীরের হস্তগত হয় নাই।

হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের অনির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলেন, তখন আমি বিপুল সংখ্যক লোককে উপস্থিত দেখিয়াছি। 'উক্ত কার্য তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল' অথবা 'তাহাদের কেহই উক্ত কার্যের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে নাই।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্।

গুনায়েম ইব্ন কায়স মাযানী হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ইব্ন আম্মারাহ আল-হানাফী, ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম সওয়াফ ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুনায়েম বলেন ঃ

'আমি কুরআন মজীদকে উভয়বিধ উচ্চারণেই (على الحرفين جميعا) তিলাওয়াত করিয়াছি। হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত না করিতেন, তবে এক দুঃখজনক অবস্থা দেখা দিত। আল্লাহ্র কসম! এইরূপ চিন্তাও আমাকে দুঃখ দেয়। প্রত্যেক মুসলমানরেই সন্তান থাকে। প্রতিদিন সকাল বেলায় তাহার সন্তান কুরআন মজীদকে নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের সহিত স্বীয় সঙ্গী হিসাবে দেখিতে পায়। রাবী বলেন, আমরা (গুনায়েমকে) বলিলাম, ওহে আবুল আম্বার! ইহা কেন বলিতেছেন? তিনি বলিলেন– হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদ লিখিয়া উহা হিফাজত করিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকে কবিতা পাঠ করিত।

আবূ মাজলায হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্ন হাদীর, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্, ইয়া'কূব ইব্ন সুফিয়ান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ মাজলায বলেন– 'হযরত উসমান (রা) যদি কুরআন মজীদ লিখিবার ব্যবস্থা না করিতেন, তবে লোকদিগকে কবিতা পাঠ করিতে দেখা যাইত।' ইব্ন মাহ্দী হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমাদ ইব্ন সিনান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইব্ন মাহ্দী বলেন– 'হযরত উসমান (রা) এইরূপ দুইটি মহৎ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, এমনকি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা)-ও যাহার অধিকারী ছিলেন না। এক. তিনি অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছেন; কিন্তু শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে যান নাই। দুই. তিনি বিশ্ববাসীর জন্যে নির্ভুল কুরআন মজীদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।'

পক্ষান্তরে খুমায়র ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক ও ইসরাঈল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের মূল সংকলন ও উহার অনুলিপি ভিন্ন অন্য সমুদয় পাণ্ডুলিপি পোড়াইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) উহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি (জনসাধারণকে) উপদেশ দিলেন, তোমাদের কেহ কুরআন মজীদের কোন সংকলন গোপন রাখিয়া দিতে পারিলে সে যেন উহা রাখিয়া দেয়। কেহ এইরূপে যাহা রাখিয়া দিতে পারিবে, কিয়ামতের দিনে তাহা লইয়া সে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে আমি সত্তরটি সূরা[১] শিখিয়াছি। যায়দ ইব্ন ছাবিত তখন বালক ছিল। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে যাহা শিখিয়াছি, তাহা আমি ত্যাগ করিব?'

---

[১] মূল বর্ণনায় এই স্থলে 'সত্তর বার' উল্লেখিত থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আবূ ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, ইব্ন শিহাব, সা'ঈদ ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন নাযর ও আবূ বকর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ ওয়ায়েল বলেন– 'একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু করে, তবে কিয়ামতের দিনে সে চুরির বস্তু লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমরা তোমাদের নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলনকে গোপনে হিফাজত করিয়া রাখিয়া দাও। তোমরা আমাকে কিরূপে যায়দ ইব্ন ছাবিতের কিরাআত অনুযায়ী কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে বলো? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখে সত্তরের কিছু অধিক সূরা শিখিয়াছি। সেই সময়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত ছিল বালক মাত্র। সে বালকদের সহিত আসিত। তাহার মস্তকের অগ্রভাগে দুই গুচ্ছ কেশ ছিল। কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে আমিই অধিকতর ওয়াকেফহাল। আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী অন্য কেহ নাই। তবে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নহি। আমি যদি জানিতে পারি যেখানে যানবাহন হিসাবে ব্যবহার্য উট পৌঁছিতে পারে, সেইরূপ কোন স্থানে আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রহিয়াছে, তবে আমি তাঁহার নিকট গমন করিব।' অতঃপর আবূ ওয়ায়েল বলেন– হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) মিম্বার হইতে নামিবার পর আমি জনতার মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) যাহা বলিলেন, কেহই উহার বিরোধিতা করিল না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েত বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফেও বর্ণিত রহিয়াছে। উহাতে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উক্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'আল্লাহ্র রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর সাহাবীগণ জানেন, আমি আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানের অন্যতম অধিকারী।'

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবূ ওয়ায়েলের মন্তব্য 'কেহই হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বক্তব্যের বিরোধিতা করিল না'– ইহার তাৎপর্য এই যে, 'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কুরআন মজীদ সম্পর্কিত স্বীয় জ্ঞান ও ফযীলত সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, কেহই উহার বিরোধিতা করিল না।' আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। পক্ষান্তরে অনেকেই কুরআন মজীদের সংকলন লুকাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহার পরামর্শের বিরোধিতা করিয়াছিল। আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলকামা বলেন ঃ একদা আমি সিরিয়ায় আগমন করিলে তথায় হযরত আবূ দারদা (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার নিকট বলিলেন– 'আমরা আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ)-কে একজন ভীরু ব্যক্তি মনে করিতাম। তাঁহার কি হইল যে, তিনি আমীরের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন?'

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ স্বীয় পুস্তকের একটি পরিচ্ছেদকে "অবশেষে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন মজীদ সংকলনের প্রতি হযরত ইব্ন মাসউদের সমর্থন জ্ঞাপন" এই শিরোনাম দিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন– ফালফালাহ জা'ফী হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন হাস্সান আল-আমেরী, ওয়ালীদ ইব্ন কায়স, যুহায়ের, আবূ উসামাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন উসমান আমার (আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের (প্রস্তুতকরণের) বিষয় লইয়া ভীত হইয়া আমরা কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। আমাদের

মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আমরা আপনার নিকট সৌজন্য সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে আগমন করি নাই; বরং (কুরআন মজীদ সম্পর্কিত) এই সংবাদে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন- নিশ্চয় সাত প্রকার বিষয়ে সাতটি উচ্চারণে তোমাদের নবীর প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হইয়াছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ একটি মাত্র বিষয়ে ও একটি মাত্র উচ্চারণে অবতীর্ণ হইত।' আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলি, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্য দ্বারা আবূ বকর ইব্‌ন দাউদের অনুমতি হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর স্বীয় পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করা এবং হযরত উসমান (রা)-এর কার্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত মুসআব ইব্‌ন সা'দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবূ রজা, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদের পিতৃব্য ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

একদা হযরত উসমান (রা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন- হে লোক সকল! তোমাদের নবী তের বৎসর পূর্বে তোমাদের প্রতি দায়িত্ব সঁপিয়া দিয়া তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আজ তোমরা কুরআন মজীদ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছ। তোমরা (কুরআন মজীদের জন্যে বিভিন্ন কিরাআত উদ্ভাবন করিয়া) বলিয়া থাক, ইহা উবাই (ইব্‌ন কা'ব)-এর কিরাআত; ইহা আব্দুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ)-এর কিরাআত ইত্যাদি। তোমাদের একজন অন্যজনকে বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্‌র কসম! তোমার কিরাআত (জনগণের নিকট) টিকিবে না।' আমি তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি, যাহার নিকট কুরআন মজীদের যাহা কিছু আছে, সে যেন উহা লইয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার কথায় লোকেরা (কুরআন মজীদের আয়াত সম্বলিত) পত্র ও পশুচর্ম লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে ডাকিয়া ডাকিয়া আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছ? প্রত্যেকে বলিল- হ্যাঁ।

অতঃপর হযরত উসমান (রা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- লিখনকার্যে জনগণের মধ্যে দক্ষতম ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লেখক যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)। তিনি বলিলেন- বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণে লোকদের মধ্যে কে অধিকতম দক্ষ? লোকেরা বলিল, সাঈদ ইব্‌নুল আস। তিনি বলিলেন- সাঈদ ইবনুল আস কুরআন মজীদের উচ্চারণ বলিয়া দিবে এবং যায়দ ইব্‌ন ছাবিত উহা লিপিবদ্ধ করিবে। হযরত উসমান (রা)-এর নির্দেশ অনুসারে হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) কুরআন মজীদের কয়েকখানা অনুলিপি প্রস্তুত করিলেন। হযরত উসমান (রা) উহা লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। রাবী বলেন- আমি কোন কোন সাহাবীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'কুরআন মাজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া হযরত উসমান (রা) একটি মহৎ কাজ করিয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

কাছীর ইব্‌ন আফলাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, আবূ বকর ইব্‌ন হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান, ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন যায়দ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) যখন কুরআন মজীদের অনুলিপি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি এতদুদ্দেশ্যে কুরায়েশ ও আনসারের মধ্য হইতে বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একত্রিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং হযরত যায়দ ইব্‌ন

ছাবিত (রা)-ও ছিলেন; তাঁহারা হযরত উমর (রা)-এর বাড়িতে রক্ষিত কুরআন মজীদের মূল সংকলনখানা (الربعة) আনাইলেন। হযরত উসমান (রা) তাঁহাদের কার্য দেখাশুনা করিতেন। কোন বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে তাঁহারা উহার লিখন স্থগিত রাখিতেন। রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বলেন, আমি আমার উর্ধ্বতন রাবী কাছীর ইব্‌ন আফলাহর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম- তাঁহারা এইরূপ বিষয়ের লিখন কেন স্থগিত রাখিতেন, তাহা বলিতে পারেন কি?' কাছীর ইব্‌ন আফলাহ্ ছিলেন একজন সুলেখক ব্যক্তি। তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন বলেন- আমি ধারণা করিলাম, 'তাঁহারা বিতর্কিত বিষয়ের লিখনকার্য এই উদ্দেশ্যে স্থগিত রাখিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সম্মুখে সর্বশেষে আবৃত্ত কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্বন্ধে যাঁহারা সর্বাধিক ওয়াকেফহাল, তাঁহাদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য, আয়াত বা উচ্চারণ জানিয়া লইয়া উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, উপরোক্ত রিওয়ায়েতে মূল আরবীতে যে الربعة। শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে, উহার অর্থ সংকলিত বিষয়সমূহ। উক্ত বিক্ষিপ্ত সংকলনখানা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল। একত্রিত গ্রন্থাকারে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিবার পর হযরত উসমান (রা) উহা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। জনগণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পোড়াইয়া ফেলিলেও তিনি উহা পোড়ান নাই। কারণ, উহাকেই অবিকলভাবে পুনঃলিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে উহা ছিল অবিন্যস্ত। তিনি সুবিন্যস্ত আকারে উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।[১] মূল সংকলনখানা পোড়াইয়া না ফেলিবার কারণ এই যে, উহা হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার ওয়াদা করিয়াই হযরত উসমান (রা) উহা তাঁহার নিকট হইতে আনিয়াছিলেন। হযরত হাফসা (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত উহা তাঁহারই নিকট রক্ষিত ছিল। তাঁহার ইন্তিকালের পর মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম উহা লইয়া গিয়া পোড়াইয়া ফেলেন। জনসাধারণের নিকট প্রাপ্ত অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ পোড়াইয়া ফেলিবার পক্ষে হযরত উসমান (রা) যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রে মারওয়ানই সেই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সালেম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহ্‌রী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

'মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম হযরত হাফসা (রা)-এর জীবদ্দশায় তাঁহার নিকট রক্ষিত কুরআন মজীদের সংকলনখানা চাহিয়া পাঠাইয়া ব্যর্থ হন। হযরত হাফসা (রা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি উহা অলঙ্ঘনীয় আদেশক্রমে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহা ছিঁড়িয়া বিনষ্ট করিয়া দেন। স্বীয় কার্যের পক্ষে মারওয়ান যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলেন, আমি উহা এই জন্য করিয়াছি যে, উহার অনুলিপি প্রস্তুত করত সংরক্ষণ

---

[১] প্রকৃত তথ্য এই যে, হযরত উসমান (রা) মূল সংকলনের কতগুলি সুসংবদ্ধ জিলদযোগ্য মজবুত অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার আয়াতসমূহ ও সূরা সমূহের বিন্যাস প্রক্রিয়া হযরত উসমান (রা)-এর পরিকল্পনা নহে; বরং হযরত জীবরাঈল (আ) যে তারতীব ও বিন্যাসে উহা সর্বশেষে আবৃত্ত করিয়া হযরত নবী করীম (সা)-কে শুনাইয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) উহাকে সেই তারতীব অনুযায়ীই পুনঃসংকলিত করেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় উহা অচিরেই জ্ঞাত হওয়া যাইবে। 'সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা উহার ব্যতিক্রম ছিল'- এই মর্মে ইতিপূর্বে যে রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, উহা দুর্বল, অতএব গ্রহণযোগ্য নহে।

করা হইয়াছে। উহা বিনষ্ট হইলেও কুরআন মজীদ বিনষ্ট হইবার কোন আশংকা নেই। পক্ষান্তরে উহা রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে কোন সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি বলিতে পারে যে, উহাতে লিপিবদ্ধ অংশ-বিশেষ উহার অনুলিপিতে বাদ পড়িয়া গিয়োছে।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, খারিজার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ও যুহরী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত বিশেষত গ্রহণযোগ্য নহে। উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হযরত উসমান (রা)-এর স্মরণে আসিল যে, সূরা আহযাবের مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ الخ এই আয়াতটি সংকলনে বাদ পড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর অনুলিপি প্রস্তুত করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ উহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলেন।' প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা)-এর আমলে নহে; বরং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর আমলে উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল।

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দ ইব্‌ন সাব্বাক ও যুহরী কর্তৃক বর্ণিত অপর একটি রিওয়ায়েতে উহা সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমোক্ত রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার প্রমাণ এই যে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, 'আমরা (অনুলিপি প্রস্তুতকারকগণ) উহা উক্ত সূরায় লিপিবদ্ধ করিলাম।' অথচ উহা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সৃষ্ট অনুলিপির হাশিয়া বা টীকায় নহে; বরং গ্রন্থের অভ্যন্তর ভাগে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কুরআন মজীদের সংকলন ছিল একটি মহা মর্যাদাপূর্ণ কীর্তি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) উক্ত মহৎ কীর্তির প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করেন। হযরত উসমান (রা) উহার দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এবং হযরত ফারূকে আজম (রা) কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ সংকলন প্রস্তুত করেন। পক্ষান্তরে হযরত উসমান (রা) উহার মজবুত ও স্থায়ী অনুলিপি প্রস্তুত করত অন্যান্য অনির্ভরযোগ্য সংকলনসমূহ বিনষ্ট করিয়া দিয়া একমাত্র বিশুদ্ধ সংকলনসমূহ বিশ্বে প্রচার করেন। এইভাবে তিনি অশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন মজীদের প্রচলনের পথ রুদ্ধ করত বিশুদ্ধ উচ্চারণের কুরআন মজীদ প্রচারপূর্বক কুরআন মজীদকে হিফাজত করিবার ব্যবস্থা করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে রমযান মাসের শেষ দিকে তাঁহার জীবনের সর্বশেষ বারে কুরআন মজীদকে যেরূপে আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়াছিলেন, উহা সেইরূপেই বিশ্বময় প্রচারিত হইয়াছে। হযরত জীবরাঈল (আ) সর্বশেষ রমযানে নবী করীম (সা)-কে উহা দুইবার শুনাইয়াছিলেন। অন্যান্যবার তিনি উহা একবার শুনাইতেন। তাই নবী করীম (সা) উহার কারণ সম্পর্কে হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলিয়াছিলেন– 'আমার মনে হয়, আমার মৃত্যু নিকটবর্তী।' বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) সংকল্প করিলেন যে, কুরআন মজীদ যে তারতীব ও পরম্পরায় নাযিল হইয়াছে, উহাকে সেই তারতীব ও পরম্পরায় সংকলিত করিবেন। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ, ইব্‌ন ফুযায়েল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল আহমাসী ও (আবূ বকর) ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রা) শপথ করিলেন যে, তিনি যতদিন কুরআন মজীদকে একখানা সংকলিত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না করিবেন, ততদিন জুমুআর নামায আদায় করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করিবেন না।

শপথ অনুযায়ী তিনি একসময় কুরআন মজীদের সংকলন প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কিছুদিন পর তাঁহার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন– 'ওহে আবুল হাসান! আপনি কি আমার নেতৃত্বকে অপছন্দ করেন?' তিনি আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনার নেতৃত্বকে অপছন্দ করি না; কিন্তু, আমি শপথ করিয়াছিলাম, কুরআন মজীদের সংকলন প্রস্তুত না করিয়া জুমুআর নামায আদায় করিবার সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গায়ে চাদর ব্যবহার করিব না।' অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়আত করত প্রত্যাবর্তন করিলেন।"

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন। উক্ত রিওয়ায়েত সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন– উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আশআছ ভিন্ন অন্য কেহ উল্লেখ করে নাই যে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদের সংকলন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত 'আশআছ' একজন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি। অন্যান্য রাবী বর্ণনা করিয়াছেন– 'হযরত আলী (রা) বলিলেন– حتى اجمع القران ....

অর্থাৎ 'যতদিন আমি কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করিবার কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিব, ততদিন...। যেমন, جمع فلان القران –'অমুক ব্যক্তি কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করিয়াছে।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদের উপরোক্ত মন্তব্যই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, হযরত আলী (রা) কর্তৃক লিখিত কুরআন মজীদের কোন সংকলন বা অন্য কোন গ্রন্থ[1] পাওয়া যায় না। তবে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের সংকলনের অবিকল অনুকরণে লিখিত এইরূপ কতকগুলি অনুলিপি পাওয়া যায়, যেগুলি সম্বন্ধে কথিত হইয়া থাকে যে, উহা হযরত আলী (রা) লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা সঠিক নহে। কারণ, উহার কোন কোনটিতে লিখিত রহিয়াছে ঃ كتبه على ابن ابو طالب

(ইহা হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব লিখিয়াছেন।)[2] উক্ত বাক্যটি আরবী ব্যাকরণগত দিক দিয়া ভুল। হযরত আলী (রা) দ্বারা এইরূপ ভ্রান্তি সংঘটিত হইতে পারে না। তিনি ছিলেন আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের উদগাতা। আসওয়াদ ইব্‌ন আমর দুয়েলী তাঁহার নিকট হইতে ব্যাকরণ সম্পর্কিত যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। তিনি আরবী শব্দ الكلمة -কে اسم - فعل ও حرف এই তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হযরত আলী (রা) কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আবুল আসওয়াদ কর্তৃক সম্প্রসারিত হইয়াছে। গবেষকগণ পরবর্তীকালে উহার সুবিস্তৃত রূপ দান করিয়াছেন। এইরূপে আরবী ব্যাকরণ একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

---

১. তবে শিয়া সম্প্রদায়ের 'রাওয়াফেয' নামক একটি সম্প্রদায় কতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার নামে প্রচার করিয়াছে। কোন কোন চরমপন্থী রাফেযী বলিয়া থাকে যে, 'হযরত আলী (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে কিছু অতিরিক্ত আয়াত এবং সারা বিশ্বে প্রচলিত কুরআন মজীদের বিরোধী কিছু আয়াত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইমাম মাহদী আসিয়া তাঁহার (হযরত আলীর) সংকলনখানা প্রকাশ করিয়া দিবেন।' তাহাদের এই সকল কথা হযরত আলী (রা)-এর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ভিন্ন কিছু নহে। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কালামের মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি ঘটাইবার-মত পাপাচার হইতে পবিত্র ছিলেন। যাহারা নবী করীম (সা)-এর আহলে বায়তের প্রতি এইরূপ জঘন্য মিথ্যা দোষারোপ করে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হউক।

২. উক্ত ভ্রান্ত বাক্যটি দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, উহার লেখক কোন অনারব ব্যক্তি। সম্ভবত কোন পারসিক অমুসলিম কর্তৃক উক্ত বাক্যটি লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী একটি টীকায় উহা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের মধ্যে অধিকতর বিখ্যাত হইতেছে দামেস্কের জামে মসজিদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত কক্ষের পূর্বাংশে সংরক্ষিত অনুলিপিখানা। উক্ত কক্ষটিতে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন নাম অংকিত রহিয়াছে। উক্ত অনুলিপিখানা পূর্বে 'তবরিয়্যাহ' (طبرية) শহরে সংরক্ষিত ছিল। পাঁচশত আঠার হিজরী সনে উহা দামেস্কে স্থানান্তরিত হয়। আমি উহা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। উহার কলেবর বিপুল। উহার হস্তাক্ষর, সুস্পষ্ট, সুপাঠ্য ও সুন্দর দীর্ঘস্থায়ী রঙের কালিতে উহা লিখিত। উহার পাতা সম্ভবত উটের চামড়ার। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। উহা মহিমান্বিত মহা সম্মানিত প্রিয় কিতাব। আল্লাহ্ তা'আলা উহার সম্মান, তা'জীম ও ইয্‌যত বাড়াইয়া দিন।

হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদের অনুলিপিসমূহের কোনটিই হযরত উসমান (রা)-এর নিজ হস্তে লিখিত নহে। সেইগুলি হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত প্রমুখ লেখকবৃন্দ কর্তৃক তাঁহার খিলাফতের কালে লিখিত। যেহেতু হযরত উসমান (রা)-এর উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাই সেগুলিকে 'উসমানী মাসাহিফ' বলা হয়। অবশ্য হযরত উসমান (রা)-এর সম্মুখে সেইগুলি পড়িয়া সাহাবীগণকে শুনানো হইয়াছিল। এইরূপে সাহাবীদের সর্বসম্মত রায়ে নির্ভুল ঘোষিত হইবার পর উহা মুসলিম রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত হয়।

বনূ উসাইদ গোত্রের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারাহ, সুলাইমান তায়মী, কুরায়েশ ইব্‌ন আনাস, আলী ইব্‌ন হারব তাঈ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'মিসরীয় বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া সর্বপ্রথম তাঁহার পবিত্র হস্তে তরবারীর আঘাত হানিল। উহা فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ـ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ –এই আয়াতের উপর পতিত হইল। তিনি স্বীয় হস্ত টানিয়া লইয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্‌র কসম! এই হাত সর্বপ্রথমে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করিয়াছে।'

ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তাহের ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্‌ন ওয়াহাব বলেন– একদা আমি ইমাম মালিকের নিকট হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদ বলিতে প্রশ্নকারী ইব্‌ন ওয়াহাব বলেন, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত কুরআন মজীদ[১] অথবা মদীনা শরীফে রক্ষিত কুরআন মজীদের অনুলিপিখানা বুঝাইয়াছে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আরবী লিখন-পঠন পদ্ধতি

জাহেলী যুগে আরবদেশে লেখাপড়ার প্রচলন একেবারেই কম ছিল। হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েব কালবী প্রমুখ ইতিহাসকারদের বর্ণনায় জানা যায়, জাহেলী যুগে উকায়দার দাওমাহ নামক জনৈক ব্যক্তির ভ্রাতা বিশর ইব্‌ন আবদুল মালিক আম্বার শহর হইতে আরবী ভাষার লিখন পঠন শিখিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সে আবূ সুফিয়ান সখর ইব্‌ন হারব

---

[১] অর্থাৎ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হযরত উসমান (রা) কুরআন মজীদের যে সংকলনখানা নিজে লিখিয়াছিলেন।

ইব্‌ন উমাইয়ার ভগ্নী 'সহবা বিনতে হারব ইব্‌ন উমাইয়া'কে বিবাহ করে। এই সূত্রে সে স্বীয় শ্বশুর হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া এবং শ্যালক সুফিয়ানকে লিখন পঠন শিক্ষা দেয়। অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়ার নিকট হইতে এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান স্বীয় পিতৃব্য সুফিয়ান ইব্‌ন হারবের নিকট হইতে উহার শিক্ষা লাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, 'বাক্কা' নামক জনপদের অধিবাসী 'তায়' গোত্রীয় একদল লোক আম্বার শহর হইতে সর্বপ্রথম আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিয়া আসে। তাহারা উহাকে অধিকতর উন্নতরূপ দান করিয়া আরব উপদ্বীপে প্রচার করে। এইরূপে আরবী লিখন-পঠন সমগ্র আরবদেশে ছড়াইয়া পড়ে।'

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ, যুহরী ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন ঃ

'একদা আমরা মুহাজির সাহাবীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– আপনারা কোথা হইতে আরবী ভাষার লিখন-পঠন শিখিলেন? তাহারা বলিলেন– আম্বার নামক দেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে।'

পুরাকালে আরবী লিখন পদ্ধতি প্রধানত কূফাকেন্দ্রিক ছিল। উযীর আবূ আলী ইব্‌ন মাকাল্লাহ্ উহাকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেন। তিনি আরবী ভাষা লিখনের একটি উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অতঃপর আলী ইব্‌ন হিলাল বাগদাদী ওরফে ইব্‌ন বাওয়াব উহার উন্নতি বিধানে আগাইয়া আসেন। জনগণ এই বিষয়ে তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলে। তাহার প্রবর্তিত পদ্ধতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমি বুঝাইতে চাহিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুগে কুরআন মজীদ সংকলিত হইবার কালে যেহেতু আরবী ভাষার লিখন পদ্ধতি উন্নত ও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই, তাই উহার সংকলিত হইবার কালে উহার আয়াতসমূহের বিষয়ে নহে; বরং উহার শব্দসমূহের লিখন পদ্ধতির বিষয়ে লেখকদের মধ্যে স্বভাবতই মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এই বিষয়ে লেখকগণ পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (র) স্বীয় পুস্তক 'ফাযায়েলুল কুরআন'-এ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদও স্বীয় গ্রন্থে উহাকে গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে স্ব-স্ব পুস্তকে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদের লিখন সম্পর্কিত তাঁহাদের প্রবন্ধ দুইটি অতীব চমৎকার।

কুরআন মজীদের লিখনশিল্প এস্থলে আমার আলোচ্য বিষয় নহে বিধায় তাঁহাদের প্রবন্ধদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইতে বিরত রহিতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম মালিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হযরত উসমান (রা) কর্তৃক প্রস্তুত কুরআন মজীদ সংকলনের লিখন-রীতি ভিন্ন অন্য কোন লিখন-রীতিতে কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করা বৈধ নহে। অন্যেরা উহাকে অবৈধ বলেন না। তবে তাহারা অক্ষরের রূপ ও নোকতা পরিবর্তনের বিষয়ে একমত নহেন। কেহ কেহ উক্ত পরিবর্তনকে বৈধ এবং কেহ কেহ উহাকে অবৈধ বলেন। অবশ্য আমাদের যুগে কুরআন মজীদের একটি মাত্র সূরাকে, কয়েকটি আয়াতকে, কুরআন মজীদের এক-দশমাংশকে অথবা উহার যেকোন অংশকে পৃথক করিয়া লিখিবার রীতি বহুল প্রচলিত রহিয়াছে। তবে পূর্বযুগের নেককারবৃন্দের (سلف صالحين) অনুসরণই শ্রেয়তর।

নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় হাদীস সংকলনে 'নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ'[১] এই শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ সৃষ্টি করত উহাতে বলিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন সাব্বাক, যুহরী, প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে আমি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিতেছি ঃ

'হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বলিলেন যে, 'তুমি তো নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে ওহী লিখিতে।' অতঃপর ইমাম বুখারী আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নির্দেশে হযরত যায়দ কর্তৃক কুরআন মজীদ সংকলিত হইবার ঘটনার বর্ণনায় ইতিপূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী, হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার ঘটনা সম্পর্কিত হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ভিন্ন নবী করীম (সা)-এর অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেন নাই। ইহা আশ্চর্যজনক বটে। হযরত যায়দ ভিন্ন অন্য লেখক সম্পর্কিত আলোচনা রহিয়াছে, এইরূপ কোন হাদীস সম্ভবত ইমাম বুখারীর নীতিমালায় টিকে নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনীতে তাঁহার লেখকগণ সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়া থাকে।

কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে

'কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে' এই শিরোনামায় ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন শিহাব, উকায়ল, লায়ছ ও সাঈদ ইব্ন আফীর আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রথমে একটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইয়াছিলেন, আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া একটির পর একটি হরফের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানাইতে থাকিলাম। আমার পর্যায়ক্রমিক অনুরোধে তিনি উহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে

---

[১] প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী 'লেখকবৃন্দ' এর পরিবর্তে লেখক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক শব্দটি দ্বারা তিনি হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-কে বুঝাইয়াছেন। হাফিজ ইব্ন হাজার আসকলানী 'ফাতহুল বারী'তে বলিয়াছেন– 'ইমাম ইব্ন কাছীর মন্তব্য করিয়াছেন, ইমাম বুখারী 'নবী করীম (সা)-এর লেখকবৃন্দ' এই শিরোনামেও হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ভিন্ন অন্য কোন লেখকের আলোচনা করেন নাই। অতঃপর ইব্ন হাজার বলেন– 'বুখারী শরীফের কোন সংস্করণেই 'লেখকবৃন্দ' শব্দটি দেখিতে পাই নাই, বরং প্রত্যেক সংস্করণই 'লেখক' শব্দটি দেখিতে পাইয়াছি। পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসের সহিত উহা সঙ্গতিপূর্ণ।' অর্থাৎ ইমাম বুখারী আলোচ্য পরিচ্ছেদে শুধু হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নবী করীম (সা)-এর লেখক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। হাফিজ ইব্ন হাজার নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পূর্বের ও পরের জীবনের লেখকগণের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– নবী করীম (সা)-এর লেখকগণের মধ্যে ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীন, যুবায়র ইব্ন আওয়াম, সাঈদ ইব্ন আস ইব্ন উমাইয়ার পুত্রদ্বয় খালিদ ও আবান; হানযালা ইব্ন রবী আল আসাদী, মুআইকিব ইব্ন আবূ ফাতিমা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম যুহরী, শুরাহবীল ইব্ন হাসানাহ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা।

সাতটি হরফে আমাকে কুরআন মজীদ শিখাইলেন।' ইমাম বুখারী(র) উপরোক্ত হাদীসকে প্রায় অনুরূপ অর্থে 'সৃষ্টির প্রারম্ভ' নামক পরিচ্ছেদেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা ইব্‌ন শিহাব যুহরী হইতে ইউনুস ও মুআম্মার প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীরও উহা উপরোক্ত রাবী (ইব্‌ন শিহাব) যুহরী হইতে ঊর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা করিবার পর সনদের অন্যতম রাবী যুহরী (র) বলেন ঃ

'আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হাদীসে উল্লেখিত সাতটি 'হরফ' (একই অর্থযুক্ত সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতি)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, একই আয়াতকে বিভিন্ন হরফে তিলাওয়াত করিলে উহার অর্থের মধ্যে কোন তারতম্য ঘটে না। হরফ-এর পরিবর্তনে অর্থের বিকৃতি ঘটিয়া হালাল বিষয় হারামে অথবা হারাম বিষয় হালালে পরিণত হয় না।'

ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে 'সাতটি হরফ'-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক, হামীদ আত্তাবীল, ইয়াযীদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন– আমি ইসলাম গ্রহণ করিবার পর একটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। উক্ত বিষয়টি এই যে, একদা আমি কুরআন মজীদের একটি আয়াতকে একরূপে তিলাওয়াত করিলাম এবং অন্য এক ব্যক্তি উহাকে অন্যরূপে তিলাওয়াত করিল। আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি অমুক আয়াতটি আমাকে এইরূপে শিখান নাই কি? তিনি বলিলেন– 'হ্যাঁ! আমি তোমাকে উহা এইরূপেই শিখাইয়াছি।' অতঃপর তিনি বলিলেন– 'একদা হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আমার ডান পার্শ্বে এবং হযরত মীকাঈল (আ) আমার বাম পার্শ্বে বসিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, কুরআন মজীদকে একটি 'হরফ'-এ তিলাওয়াত করুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন, তাঁহার (হযরত জিবরাঈল (আ)-এর) নিকট 'হরফ' এর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানান। এইরূপে তিনি 'সাতটি হরফ' পর্যন্ত পৌঁছিলেন। প্রত্যেকটি 'হরফ'ই যথেষ্ট ও সঠিক।' ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ আত্তাবীল ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান প্রমুখ রাবীর সনদে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে ইব্‌ন আবূ আদী, মাহমুদ ইব্‌ন মাইমূন যা'ফরানী এবং ইয়াহিয়া ইব্‌ন আইউব উহা উপরোক্ত রাবী হামীদ আত্তাবীল হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা), হযরত আনাস (রা), হামীদ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ, আবুল ওয়ালীদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মারযূক ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ সাতটি 'হরফ'-এ নাযিল হইয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব ও হযরত আনাস ইব্‌ন মালিকের মধ্যে হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) রাবী হিসাবে

অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

'একদা আমি মসজিদে অবস্থান করিতেছিলাম। এই সময়ে একটি লোক মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি কুরআন মজীদের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল যাহা আমার নিকট সঠিক বিবেচিত হইল না। অতঃপর আরেকটি লোক মসজিদে প্রবেশ করিল। লোকটি কুরআন মজীদের সেই অংশ অন্যরূপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিল। আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোকটি কুরআন মজীদের একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে যাহা আমার নিকট সঠিক বিবেচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ওই লোকটি কুরআন মজীদের সেই অংশটি অন্যরূপ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করো। তাহারা নিজ নিজ উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তোমাদের সকলের তিলাওয়াতই সঠিক হইয়াছে।' উক্ত মন্তব্য আমার নিকট ভারী বোধ হইল। আমি অমুসলিম থাকাকালেও এইরূপ (সন্দিগ্ধ) ছিলাম না। তিনি আমার অব্যবস্থিতচিত্ততা উপলব্ধি করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। আমি যেন ভয়ে আল্লাহ্‌র (আকাশের) দিকে তাকাইতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন– "হে উবাই! আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'একটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম–প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'দুইটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন জানাইলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুযোগ প্রদান করুন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন– তুমি 'সাতটি হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে তোমার একটি করিয়া প্রার্থনা গৃহীত হইবে। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন! প্রভু হে! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন!! তৃতীয় প্রার্থনাটি আমি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিলাম, যেদিন সকল মানুষ, এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ)-ও আমার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইবেন।"

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন খালিদের উর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়েল, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে 'একটি হরফে' কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য আসান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– তুমি উহা 'দুইটি হরফে' তিলাওয়াত করো। আমি আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতের জন্য সহজ করুন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা

আমাকে জান্নাতের সাতটি দরওয়াজার সংখ্যার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া 'সাতটি হরফে' উহা তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেকটি হরফই ফলদায়ক ও যথেষ্ট।'

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর, হিশাম ইব্ন সা'দ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন– একদা আমি একটি লোককে 'সূরা নাহল'-এর একটি অংশ বিশেষ উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। উহা আমার উচ্চারণ হইতে পৃথক ছিল। আরেকটি লোককে ভিন্ন উচ্চারণে উহা তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি উভয়কে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার খেদমতে আরয করিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোক দুইটিকে 'সূরা নাহল'-এর একটি অংশ দুইটি পৃথক উচ্চারণে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। 'কে তোমাদিগকে ইহা শিখাইয়াছেন'– আমি তাহাদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, নবী করীম (সা) ইহা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে বলিলাম– আমি নিশ্চয় তোমাদিগকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া যাইব। কারণ, নবী করীম (সা) আমাকে যে কিরাআত শিখাইয়াছেন, তোমাদের কিরাআত উহা হইতে পৃথক। নবী করীম (সা) তাহাদের একজনকে বলিলেন– তুমি পড়ো তো। লোকটি পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন– তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। অতঃপর অন্য লোকটিকে বলিলেন– তুমি পড়ো তো! লোকটি পড়িল। তিনি বলিলেন– তোমার পড়া শুদ্ধ ও সঠিক হইয়াছে। হযরত উবাই (রা) বলেন, ইহাতে আমার মনে শয়তান ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ) আনিয়া দিল। আমার চেহারা লাল হইয়া গেল। নবী করীম (সা) আমার চেহারায় উহা দর্শন করিয়া আমার বক্ষে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন– 'আয় আল্লাহ্! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর করিয়া দাও। হে উবাই! একদা আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাত্র হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আমি আল্লাহ্ পাকের কাছে আরয করিলাম– প্রভু হে! আমার উম্মতকে আসান দান করুন। আগন্তুক দ্বিতীয়বার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আমি প্রার্থনা করিলাম–প্রভু হে! আমার উম্মতকে সুবিধা দান করুন। আগন্তুক তৃতীয়বার আমার নিকট আগমন করিয়া তিনটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার আদেশ প্রদানের কথা বলিলেন। আমি পূর্বের ন্যায় আবেদন জানাইলাম। আগন্তুক চতুর্থবার আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা সাতটি হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আপনাকে আদেশ করিতেছেন। আর প্রতিবারের আবেদনের পরিবর্তে আপনার একটি করিয়া প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। আমি বলিলাম– হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আমার প্রভু! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তৃতীয়বারের প্রার্থনাটি আমি কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতের শাফাআতের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর হৃদয়ে উদ্রিক্ত যে সন্দেহের উল্লেখ উপরে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, উহা দূর করিবার জন্যই নবী করীম (সা) (আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী) তাহাকে কুরআন মজীদের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করিয়া

শুনাইয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর উক্ত তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল– নবী করীম (সা)-এর সত্যবাদিতা হযরত উবাই (রা) অন্তরে বসাইয়া দেওয়া এবং উহা দ্বারা তাঁহার সন্দিহান মনের সন্দেহ রোগ বিদূরিত করা। এইরূপ সন্দেহ রোগের চিকিৎসার জন্য নবী করীম (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বায়্যিনাহ নাযিল করিয়াছেন। উহাতে নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ -

'এইরূপ রাসূল যিনি পবিত্র সূরাসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনান যাহাতে দৃঢ় যুক্তিভিত্তিক নীতিমালা ও আদেশ-নিষেধ রহিয়াছে।'

নবী করীম (সা) এইরূপে হযরত উমর (রা)-কে 'সূরা ফাতহ' তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। হুদায়বিয়াহ হইতে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের পথে উপরোক্ত সূরা নাযিল হইয়াছিল। ইতিপূর্বে (হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হইবার কালে) হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা)-এর অব্যবস্থচিত্ততা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) তাঁহাকে উক্ত সূরা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। উক্ত সূরায় সুসংবাদ পূর্ণ নিম্নোক্ত আয়াত অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ -

'আল্লাহ্ নিশ্চয় তাঁহার রাসূলের স্বপ্নকে সন্দেহাতীত রূপে বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইবেন। তোমরা ইনশা আল্লাহ্ ভীতি মুক্ত হইয়া মসজিদে হারামে নিশ্চিতরূপে প্রবেশ করিবে।)

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, হাকাম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা) বনূ গিফার গোত্রের জলাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে একটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে দুইটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) তৃতীয়বার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে তিনটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নাজাত প্রার্থনা করিতেছি। আমার উম্মত উহা করিতে সমর্থ হইবে না। হযরত জিবরাঈল (আ) চতুর্থবার তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করিতেছেন যে, আপনি স্বীয় উম্মতকে সাতটি হরফে কুরআন মজীদ শিখাইবেন। তাহারা সাতটি হরফের যে কোন হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলেই তাহাদের তিলাওয়াত সহীহ হইবে।'

ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ীও উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী শু'বা হইতে উর্ধ্বতন উপরোক্ত সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন যে, একদা আমাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, এক হরফে অথবা দুই হরফে? আমার সহিত অবস্থানকারী ফেরেশতা আমাকে শিখাইয়া দিলেন– আপনি বলুন, দুই হরফে। অতঃপর আমাকে প্রশ্ন করা হইল, দুই হরফে অথবা তিন হরফে? আমার সহচর ফেরেশতা আমাকে শিখাইয়া দিলেন– আপনি বলুন, তিন হরফে। এইরূপে তিনি (প্রশ্নকর্তা ফেরেশতা) সাত হরফ পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন– "উহার প্রত্যেকটি হরফই আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। যেমন যদি আপনি বলেন ঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا (তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ যদি আপনার তিলাওয়াতে অর্থগত ভ্রান্তি না আসে, অন্য কথায় যদি না আযাব সম্পর্কিত আয়াতকে রহমত সম্পর্কিত আয়াতের সহিত অথবা রহমত সম্পর্কিত আয়াতকে আযাব সম্পর্কিত আয়াতের সহিত মিলাইয়া তাল গোল পাকাইয়া দেন (তাহা হইলে সকল হরফই ঠিক)।' ছাবিত ইব্‌ন কাসিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর উপরোক্তরূপ বাণী এবং হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর অনুরূপ উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবু যর, আসিম, যায়দাহ, হুসায়ন ইব্‌ন আলী জা'ফী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আহজারুল মারআ' নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হইল। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন– আমি নিরক্ষর উম্মতের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে গোলাম, কিশোর ও অতিশয় বৃদ্ধ নর-নারী রহিয়াছে। ইহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– 'তাহাদিগকে সাতটি 'হরফ'-এ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ দিন।' ইমাম তিরমিযী (র) উহা হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম ইব্‌ন আবূ নাজম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ উহা প্রায় উপরোক্ত অর্থ হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যর, আসিম, হাম্মাদ ও খালিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় ইহাও বলা হইয়াছে, 'নিশ্চয়ই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে।' হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্‌ন খারাশ, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাজির, সুফিয়ান, ওয়াকী', আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা কয়িয়াছেন ঃ

'একদা আহজারুল মারআ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত নবী করীম (সা)-এর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে বলেন– আপনার উম্মত কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' তিলাওয়াত করিতে পারিবে। যে ব্যক্তি যে 'হরফে' উহা তিলাওয়াত করিতে পারে, সে যেন উহা সেই 'হরফেই' তিলাওয়াত করে। উহা যেন সে পরিত্যাগ না করে।' উপরোক্ত সনদের আবদুর রহমান নামক রাবীর বর্ণনায় উহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– আপনার উম্মতের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রহিয়াছে। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন 'হরফে' (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত

করিলে সে যেন উহাতে বীতস্পৃহ হইয়া উহা পরিত্যাগ না করে।' উক্ত সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তাহ সংকলকগণ উপরোক্ত সনদে উহা বর্ণনা করেন নাই।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শরীক, ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা, সুদ্দী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলেন– একদা আমার নিকট দুইজন ফেরেশতা আগমন করিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি পড়ুন। অন্যজন প্রশ্ন করিলেন– কয়টি হরফে? প্রথমজন বলিলেন– একটি হরফে। দ্বিতীয়জন বলিলেন– তাঁহার জন্য বৃদ্ধি করুন। এইরূপে তিনি সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌঁছিলেন।

সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আওয়াম ইব্‌ন হাওশাব, ইসহাক আযরাক, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম ও ইমাম নাসায়ী তাঁহার 'আল-ইয়াওম-ওয়াল্লাইল' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ বলেন– 'একদা হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব দুইজন লোককে লইয়া নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের একজনের কিরাআত অন্যজনের কিরআত হইতে পৃথক ছিল।' অতঃপর রাবী ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। আহ্‌মদ ইব্‌ন মুনী' অনুরূপভাবে উহা সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আওয়াম ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ, জনৈক আবদী (ইব্‌ন জারীর তাহার নাম ভুলিয়া গিয়াছেন), আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদম, আবূ কুরায়েব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন– একদা আমি মসজিদে গিয়া একটি লোককে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম– তোমাকে কে ঐরূপ তিলাওয়াত শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল– নবী করীম (সা)। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া গিয়া আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই লোকটিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে বলুন। লোকটি (নবী করীম (সা)-এর নির্দেশে) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তুমি শুদ্ধ পড়া পড়িয়াছ।' আমি আরয করিলাম– হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আপনি যে উহা আমাকে এইরূপে পড়াইয়াছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তুমিও শুদ্ধ পড়িয়াছ, শুদ্ধ পড়িয়াছ এবং শুদ্ধ পড়িয়াছ।' অতঃপর তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন– 'আয় আল্লাহ্! তুমি উবাইর অন্তর হইতে সন্দেহ দূর করিয়া দাও।' আমি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া গেলাম। ভয়ে আমার পেট ফুলিয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন– 'একদা দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের একজন আমাকে বলিলেন, আপনি 'এক হরফে' কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করুন। অন্যজন বলিলেন– তাঁহার জন্যে 'হরফ' সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। আমি বলিলাম– আমার জন্যে 'হরফের' সংখ্যা বৃদ্ধি করুন। প্রথমজন বলিলেন– উহা 'দুই হরফে' তিলাওয়াত করুন। এইরূপে তিনি 'সাত হরফ' পর্যন্ত পৌঁছিলেন এবং (আমাকে) বলিলেন– উহা 'সাত হরফে' তিলাওয়াত করুন।

নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ, সাতীর আবদী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হাজ্জাজ ও আবূ উবায়দ উহা প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন সর্‌দ, ইয়াহিয়া

ইব্‌ন ইয়া'মার কাতাদাহ, হুমাম, ওয়ালীদ তায়ালেসী ও ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও উক্ত হাদীস অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, উক্ত হাদীস প্রায় ক্ষেত্রেই হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা দ্বারা মনে হয়, সুলায়মান ইব্‌ন সরূদ খুযাঈ উহার সাক্ষী। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত আবূ বুকরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তদীয় পুত্র আবদুর রহমান, আলী ইব্‌ন যায়দ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মীকাঈল (আ) আমার নিকট আসিলেন। হযরত জিবরাইল বলিলেন– আপনি একটি মাত্র হরফে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবেন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আমাকে) বলিলেন– তাঁহাকে (হরফের সংখ্যা) বৃদ্ধি করিতে বলুন। হযরত জিবরাঈল বলিলেন– 'আপনি কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' তিলাওয়াত করিতে পারিবেন। উহার প্রত্যেকটি আরোগ্যদাতা ও যথেষ্ট। এই অনুমতি ততক্ষণ রহিয়াছে যতক্ষণ না আপনি রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সহিত মিলাইয়া তালগোল পাকাইয়া না দেন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীরও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্‌ন খাব্বাব ও আবূ কুরায়েব এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উহার শেষাংশে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত বর্ণনাটি সংযোজন করিয়াছেন ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন– যেমন আপনি বলিয়া থাকেন– هلم (তুমি আসো) কিংবা تعال (তুমি আসো)।'

হযরত সামুরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, বাহায, আফ্‌ফান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংকলক মুহাদ্দিসগণ উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, আবূ হাযিম, আনাস ইব্‌ন ইয়ায ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়ছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, কুরআন মজীদ সম্পর্কে সন্দেহ করা কুফর। নবী করীম (সা) ইহা তিনবার উচ্চারণ করিলেন। উহার যতটুকু তোমরা জানিতে পারো, ততটুকুর উপর আমল কর। আর উহার যতটুকু তোমরা জানিতে না পার, ততটুকু আলিমের নিকট লইয়া যাও (এবং তাহার নিকট হইতে উহা জানিয়া লও)।' ইমাম নাসায়ী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ যুমরাহ আনাস ইব্‌ন ইয়ায হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আনাস ইব্‌ন ইয়ায হইতে কুতাইবার অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উম্মে আইউব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াযীদ, তৎপুত্র উবায়দুল্লাহ্‌, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উহার যে কোন হরফে তুমি উহা পড়িলেই চলিবে। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার কোন সংকলক উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ জুহাম আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে খাযরামীর মুক্তদাস মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ (এখানে অন্যেরা 'বিশর ইব্‌ন সাঈদ' নাম উল্লেখ করিয়াছেন), ইয়াযীদ ইব্‌ন খাসীফাহ, ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা দুইটি লোকের মধ্যে কুরআন মজীদের একটি আয়াতের বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের প্রত্যেকেরই দাবী ছিল– নবী করীম (সা) তাহাকে উহা এইরূপ শিখাইয়াছেন। তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'এই কুরআন মজীদ নিশ্চয় সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। তোমরা উহা লইয়া ঝগড়া করিও না। কারণ, উহা লইয়া ঝগড়া করা কুফর।'

আবূ উবায়দ উহা উপরোক্তরূপে রাবীর নামে সন্দেহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ অবশ্য উহা রাবীর নামে কোনরূপ সন্দেহ ব্যতিরেকে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক উল্লেখিত রাবীর নামই সহীহ। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি এই ঃ হযরত আবূ যুহাম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্‌ন সাঈদ (আবূ উবায়দ এই স্থলে সন্দেহবশত 'মুসলিম ইব্‌ন সাঈদ' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন), ইয়াযীদ ইব্‌ন খাসীফাহ, সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল, আবূ সালমাহ খুযাঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা দুইটি লোক কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া মতানৈক্যে পতিত হইল। তাহাদের একজন বলিল– আমি এই আয়াত এইরূপে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শিখিয়াছি। অন্যজন বলিল– আমি উহা এইরূপে নবী করীম (সা) নিকট হইতে শিখিয়াছি। অতঃপর তাহারা তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন– কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। অতএব তোমরা কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করিও না। কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করা কুফর। উক্ত হাদীসের সনদও সহীহ। তবে সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আমর ইব্‌ন 'আসের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস আবূ কায়স (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইয়াযীদ ইব্‌ন হাদী, লায়েছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআন মজীদের একটি আয়াত তিলাওয়াত করিলে হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা) বলিলেন, উহা এইরূপ হইবে। তিনি যে কিরাআতকে শুদ্ধ বলিলেন, তাহা উক্ত ব্যক্তির কিরাআত হইতে পৃথক ছিল। লোকটি বলিল, নবী করীম (সা) উহা আমাকে এইরূপেই শিখাইয়াছেন। ইহাতে তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের মতভেদের বিষয়টি উল্লেখ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– এই কুরআন মজীদ নিশ্চয় সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। উহার যে কোন হরফেই তোমরা উহাকে পড়, তোমাদের পড়া শুদ্ধ হইবে। তোমরা কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করিও না। কারণ, কুরআন মজীদ লইয়া ঝগড়া করা কুফর।'

আবূ কায়স হইতে ধারাবাহিকভাবে বাসার ইব্‌ন সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামাহ ইব্‌ন হাদী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ, আবূ সালমা খুযাঈ এবং ইমাম আহমদও উহা প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদও সহীহ।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, সালমা, ইব্‌ন আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, ওকায়েল ইব্‌ন খালিদ, হায়াত ইব্‌ন শুরায়হ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব মাত্র একটি বিষয়ে (مـن بـاب واحـد) ও মাত্র একটি হরফে (مـن حـرف واحـد) নাযিল হইত; কিন্তু কুরআন মজীদ সাতটি বিষয়ে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। উক্ত সাতটি বিষয় (بـاب) হইতেছে ঃ (১) সতর্ক বাণী; (২) আদেশসূচক বাণী; (৩) হালাল; (৪) হারাম; (৫) নির্দিষ্টার্থক বাণী; (৬) অনির্দিষ্টার্থক বাণী ও (৭) দৃষ্টান্তসূচক বাণী। তোমরা উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বানাইবে। তোমাদের প্রতি যে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উহা পালন করিবে। তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত থাকিবে। উহাতে বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। উহার নির্দিষ্টার্থক বাণী মানিয়া চলিবে এবং উহার অনির্দিষ্টার্থক বাণীর প্রতি ঈমান আনিবে। আর বলিবে- 'আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। উহার সমুদয় আয়াতই আমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে।' অতঃপর ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত হাদীস কাসেম ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে যুমরাহ ইব্‌ন হাবীব, মুহারেবী ও আবূ কুরায়বের সূত্রে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী না হইয়া হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ বলেন- বিপুল সংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদ 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়ছে। কিন্তু নিম্নোক্ত হাদীসে সাতটি হরফের পরিবর্তে ভিন্ন সংখ্যক 'হরফ'ও উল্লেখিত হইয়াছে। হযরত সামুরাহ ইব্‌ন জুনদুব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদাহ,হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও আফ্‌ফান আমার (আবূ উবায়দের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- কুরআন মজীদ সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে। আবূ উবায়দ বলেন- সাতটি হরফই সঠিক বলিয়া আমি মনে করি। কারণ, উহাই বিপুল সংখ্যক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের নির্দিষ্ট একটি শব্দকে সাত প্রকারের উচ্চারণে তিলাওয়াত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদে সর্বসাকুল্যে মোট সাতটি গোত্রের ভাষা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। উহার কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো একটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আবার অন্য কোন শব্দের উচ্চারণ হয়তো অন্য এক গোত্রের উচ্চারণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে মোট সাতটি গোত্রের উচ্চারণ হইতে উহার শব্দ সম্ভারের উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সৌভাগ্যে যে সকল গোত্র সৌভাগ্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের সৌভাগ্য আবার সমান নহে; বরং এই সৌভাগ্যে এক গোত্র আরেক গোত্রকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ এক গোত্র হইতে অন্য গোত্র অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক উচ্চারণ গৃহীত হইয়াছে। শীঘ্রই বর্ণিতব্য বিপুল সংখ্যক হাদীসে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।'

মুহাদ্দিস আবূ উবায়দ আরও বলেন- হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কালবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদ সাতটি ভাষা-রীতিতে নাযিল হইয়াছে। উহার পাঁচটি হইতেছে- হাওয়াযেন (هـوازن) গোত্রের অন্তর্গত আল-আজার

(العجر) শাখা গোত্রের ভাষারীতি।' আবূ উবায়দ বলেন– আল আজার শাখা গোত্রের চারিটি উপগোত্র বা উপশাখা রহিয়াছে। উহা হইতেছে ঃ (১) বনু আসআদ ইব্‌ন বকর (بنوا سعد ابن بكر) (২) খায়ছাম ইব্‌ন বকর (خيثم ابن بكر) (৩) নসর ইব্‌ন মুআবিয়াহ (نصر ابن معاويه) (৪) ছাকীফ (ثقيف) (৫) তামীম গোত্রের অধস্তন পুরুষ বনু দারম (بنو دارم)।'

আবূ আমা ইব্‌ন আ'লা মন্তব্য করিয়াছেন– 'আরবদের মধ্যে বিশুদ্ধতম ভাষায় কথা বলে হাওয়াযেন গোত্রের ঊর্ধ্বতন অংশ।' উক্ত অংশই আল-আজার নামে অভিহিত হইয়াছে। হযরত উমর (রা)-এর উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন– 'কুরআন মজীদের সংকলনে কুরায়শ এবং ছাকীফ গোত্রের লোক ভিন্ন অন্য কেহ যেন উচ্চারণ বলিয়া না দেয়।' ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন– 'ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাষারীতি হইতেছে (৬) কুরায়েশের ভাষারীতি এবং (৭) খুযাআহ গোত্রের ভাষারীতি। উক্ত রিওয়ায়েত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত কাতাদাহর সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী উবায়দুল্লাহ্ বলেন– হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন মজীদের কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উহার অর্থ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক স্বীয় সমর্থনে আরব কবিদের কবিতা উদ্ধৃত করিতেন। সাঈদ অথবা মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বিশ্‌র, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কুরআন মজীদের وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ আয়াতের অন্তর্গত وسق শব্দের অর্থ করিয়াছেন جمع (সে একত্রিত করিয়াছে)। প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

قد اتسقن لو يجدن سائقا

অর্থাৎ চালক পাইলে তাহারা একত্রিত হইত। উল্লেখ্য, وسق ও اتسق। এই উভয় শব্দ একই ধাতু و - س - ق হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) فاذا هم بالساهرة আয়াতের অন্তর্ভুক্ত الساهرة। শব্দের অর্থ করিয়াছেন– الارض। স্থলভাগ। প্রমাণস্বরূপ তিনি কবি উমাইয়া ইব্‌ন আবূ সলতের নিম্নোক্ত কবিতা চরণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وعندهم لحم بحر ولحم ساهرة

'তাহাদের নিকট সমুদ্রের গোশত এবং স্থলভাগের গোশত উভয়ই রহিয়াছে।[1]

---

[1] এখানে উল্লেখিত কবিতা চরণটি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। لسان العرب নামক অভিধানে এইস্থলে নিম্নোক্ত কবিতাচরণ দুইটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক উদ্ধৃত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে ঃ

وفيها لحم ساهرة وبحر - وما فاهو به ابدا مقيم

'তথায় স্থলভাগ ও জলভাগ উভয় স্থানের গোশত রহিয়াছে। আর তাহারা যাহা বলে, তাহা অটুট থাকে।'

ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– আমি কুরআন মজীদের فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই অংশের অর্থ জানিতাম না। একদা দুইজন বেদুঈন একটি কূপকে কেন্দ্র করিয়া ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজন আকেরজনকে বলিল– انا فطرتها - انا ابتدأتها আমিই উহাকে সর্বপ্রথম নির্মাণ করিয়াছি; আমিই উহার গোড়া পত্তন করিয়াছি। (তাহার শব্দ প্রয়োগে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত শব্দের অর্থ জানিতে পারিলেন।) উক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ।

উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের কোন কোন রিওয়ায়েত বর্ণনা করিবার পর ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন– 'ইহা প্রমাণিত সত্য যে, কুরআন মজীদ আরবের সকল গোত্রের ভাষায় নাযিল হয় নাই; বরং উহা সংখ্যা সাতের অধিক। এমনকি উহার প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ মাত্র সাতটি ভাষারীতিতে নাযিল হইয়াছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাহারা সংশ্লিষ্ট হাদীস نزل القران على سبعة احرف-এর এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন যে, কুরআন মজীদে সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বা অনুরূপ সাতটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা যে সঠিক নহে এবং পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যাই (সাতটি ভাষারীতি বা শব্দের সাতটি উচ্চারণরীতি) যে সঠিক, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, পূর্বযুগীয় কোন ইমাম অথবা কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কি উক্ত হাদীসের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন? যাহারা বলেন, কুরআন মজীদ সাত শ্রেণীর বিষয় যথা আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা এইরূপ দাবী করেন নাই যে, উহা نزل القران على سبعة احرف হাদীসাংশের ব্যাখ্যা। তাহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঠিক ও শুদ্ধই বটে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা) এবং একদল সাহাবী হইতেই বর্ণিত হইয়াছে ঃ نزل القران على سبعة ابواب الجنة

'কুরআন মজীদ নিশ্চয় জান্নাতের সাতটি দরজায় নাযিল হইয়াছে।' ব্যাখ্যাকারদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা উক্ত হাদীসেরই ব্যাখ্যা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত হাদীস– نزل القران على سبعة ابواب الجنة ইতিপূর্বে হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– "জান্নাতের সাতটি দরজার তাৎপর্য হইতেছে কুরআন মজীদে বর্ণিত সাত শ্রেণীর বিষয় ঃ আদেশ, নিষেধ, উৎসাহিতকরণ, নিরুৎসাহকরণ, কাহিনী,দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। উহা এই কারণে 'জান্নাতের সাতটি দরজা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে যে, বান্দা সেইগুলি যথাযথভাবে পালন করিলে তাহার জন্যে জান্নাতের সাতটি দ্বারই উন্মুক্ত তথা ওয়াজিব ও প্রাপ্য হইয়া যায়।" অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহার সারমর্ম এই যে, কুরআন মজীদ সাতটি কিরাআতে তিলাওয়াত করাকে শরীআত এই উম্মতের জন্যে জায়েয রাখিয়াছে।

"ইব্ন জারীর আরও বলেন– 'কুরআন মজীদ আরবী ভাষার সাতটি উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হইলেও এবং সাতটি উচ্চারণ রীতিতে উহা তিলাওয়াত করা জায়েয হইলেও আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) যখন দেখিলেন যে, লোকেরা উহা বিভিন্নরূপে তিলাওয়াত করিতেছে এবং এই বিষয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে আশঙ্কা জাগিল

যে, ভবিষ্যতে মানুষ স্বকপোলকল্পিত উচ্চারণের শব্দ কুরআন মজীদে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিবে এবং উহার ফলে প্রকৃত ও বৈধ উচ্চারণসমূহ উদ্ধার করা কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। কুরআন মজীদকে হিফাজত করিবার জন্যে তিনি উহার মাত্র একটি উচ্চারণরীতি বহাল রাখিলেন। অবশিষ্ট ছয়টি কিরাআত বা উচ্চারণরীতি পরিত্যক্ত হইল। সেই একটি মাত্র উচ্চারণ রীতিতে সারা বিশ্বে কুরআন মজীদ সংরক্ষিত ও পঠিত হইয়া আসিতেছে। সমগ্র সাহাবীকুল তথা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ হযরত উসমান (রা)-এর উক্ত কার্যকে রুশদ ও হিদায়েত বিবেচনা করত উহার প্রতি স্বতোৎসারিত আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। সাতটি কিরাআতের মধ্য হইতে ছয়টিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি কিরাআতে সারা বিশ্বে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার মধ্যে তাহারা এই উম্মতের জন্যে খায়ের ও বরকত নিহিত মনে করিয়াছেন। আজ আর সে পরিত্যক্ত ছয়টি উচ্চারণরীতি বা কিরাআত উদ্ধার করা সম্ভবপর নহে। কেহ্ চাহিলেও উক্ত ছয়টি কিরাআতের কোনটিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে সমর্থ হইবে না।

এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দেয়, স্বয়ং নবী করীম (সা) যে সকল কিরাআত বা উচ্চারণ রীতিতে সাহাবীগণকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করা হযরত উসমান (রা) তথা সাহাবীকুলের জন্যে কিরূপে জায়েয হইল? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীআত সাতটি কিরাআতের প্রত্যেকটিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা ফরয বা ওয়াজিব করে নাই। শরীআত শুধু সাতটি কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। বস্তুত সাতটি কিরাআত বহাল রাখা ফরয বা ওয়াজিব নহে; বরং কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে সাতটি কিরাআত ভিন্ন অন্য কোন কিরাআত আমদানী করা অবৈধ। হযরত উসমান (রা) এবং সাহাবীগণ তাহা করেন নাই। বরং ফরয বা ওয়াজিব নহে এমন অনুমোদিত ছয়টি কিরাআতকে বাদ দিয়াছেন মাত্র। কেন তাঁহারা সেইগুলি বাদ দিলেন? তাঁহারা দেখিলেন, একটি বিশষ কিরাআত বা উচ্চারণে কুরআন মজীদ সংকলিত হইয়া যাইবার পর তদনুযায়ী উহা তিলাওয়াত করা কোন গোত্রের লোকের পক্ষেই, এমনকি বিশ্বের কোন লোকের পক্ষেই অসম্ভব বা কষ্টকর হইবে না। অধিকন্তু, কুরআন মজীদের কিরাআত লইয়া পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইবার এবং অশুদ্ধ ও অননুমোদিত উচ্চারণ রীতি উহাতে প্রবেশ করাইয়া দিবার পথ ইহা দ্বারা চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বস্তুত তাহাই হইয়াছে। কুরআন মজীদ এবং একমাত্র কুরআন মজীদই মানব জাতির নিকট বিদ্যমান নির্ভুল ও প্রক্ষেপমুক্ত আসমানী গ্রন্থ্। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাব সংরক্ষণ করিবার বিনিময়ে পবিত্র হৃদয় সাহাবীগণকে আখিরাতে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

অতঃপর একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা প্রয়োজন। কুরআন মজীদ মাত্র একটি কিরাআত আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও উহার শব্দের মূলরূপ অপরিবর্তিত রাখিয়া কোন কোন শব্দের কোন কোন অক্ষরে (رفع) কর্তৃকারকে বিভক্তি (نصب) কর্মকারকের বিভক্তি এবং (جر) সম্বন্ধ পদের বিভক্তি স্থাপন, (تسكين) হসন্তকরণ, (تحريك) স্বরান্তকরণ, শব্দের অন্তর্গত বর্ণের অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপারে মতভেদ করা হাদীসে উল্লেখিত নিষেধকে অমান্য করা নহে। সংশ্লিষ্ট হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'অনুমোদিত সাতটি কিরাআতের বিষয় লইয়া ঝগড়া করা কুফর।' বস্তুত উপরোল্লেখিত শ্রেণীর মতভেদ করা সাতটি অনুমোদিত কিরাআতের বিষয় লইয়া মতভেদ করা নহে। উম্মতের কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই উপরোক্ত রূপ মতভেদকে 'কুফর' নামে আখ্যায়িত করেন নাই।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে আছে যে, হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী, উরওয়াহ ইব্ন যুবায়ের, ইব্ন শিহাব, ওকায়ল, লায়ছ, সাঈদ ইব্ন উফায়র ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) বলেন– একদা আমি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় হিশাম ইব্ন হাকীমকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। আমি তাহার কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হইয়া জানিতে পারিলাম, সে কতগুলি বর্ণ বৃদ্ধি করিয়া উহা তিলাওয়াত করিতেছে। নবী করীম (সা) আমাকে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করা শিখান নাই। আমার অবস্থা এই হইল যে, তাহার নামাযের মধ্যেই তাহাকে পাকড়াও করি আর কী। তাহার নামায শেষ করা পর্যন্ত আমি ধৈর্যধারণ করিয়া রহিলাম। নামায শেষ হইবার পর আমি তাহার চাদর টানিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– আমি তোমাকে যে সূরাটি তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম, তাহা তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? সে বলিল– আমাকে উহা নবী করীম (সা) শিক্ষা দিয়াছেন। আমি বলিলাম– তুমি মিথ্যা বলিতেছ! কারণ, তুমি উহা যেরূপে তিলাওয়াত করিয়াছ, নবী করীম (সা) আমাকে উহা অন্যরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। আমি তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট টানিয়া লইয়া গেলাম। নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই লোকটিকে কতগুলি অতিরিক্ত বর্ণসহ সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। আপনি উক্ত অতিরিক্ত বর্ণসমূহ সহ আমাকে উহা শিক্ষা দেন নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে হিশাম! তুমি পড়িয়া শুনাও তো।' আমি উহা ইতিপূর্বে যেইরূপ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছিলাম, সে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করিয়া নবী করীম (সা)-কে শুনাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন– উহা এইরূপেই নাযিল হইয়াছে। অতঃপর আমাকে বলিলেন– 'হে উমর! তুমি পড়িয়া শুনাও তো।' নবী করীম (সা) উহা আমাকে যেইরূপে শিখাইয়াছেন, আমি তাহাকে উহা সেইরূপে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন– 'উহা ঐরূপেই নাযিল হইয়াছে। কুরআন মজীদ নিশ্চয় 'সাতটি হরফে' নাযিল হইয়াছে। উহার যে হরফে তোমরা (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত করিতে পারো, সেই হরফে তিলাওয়াত করিও।' ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম বুখারীও উক্ত হাদীস ইব্ন শিহাব যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদ শাখায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ উহা আবদুর রহমান ইব্ন আব্দুল কারী হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, যুহরী ও মালিক ইব্ন মাহদীর সনদেও প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তালহা, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্, হারব্ ইব্ন সাবিত, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে হযরত উমর (রা) তাহার কিরাআতকে ভ্রান্ত ও অশুদ্ধ আখ্যায়িত করিলেন। লোকটি বলিল– 'আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে এইরূপেই তিলাওয়াত করিয়াছি। তিনি তো আমার কিরাআতকে অশুদ্ধ বলেন নাই।' অতঃপর তাহারা উভয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। লোকটি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে সেইরূপে তিলাওয়াত করিল। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন– 'তুমি সঠিক ও শুদ্ধরূপেই পড়িয়াছ।' ইহাতে হযরত উমর (রা) আবেগাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে উমর! কুরআন মজীদের সকল কিরাআতই সহীহ ও শুদ্ধ, যতক্ষণ না তুমি (উহার) আযাবকে মাগফিরাতে এবং মাগফিরাতকে আযাবে রূপান্তরিত

করিয়া দাও।' উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য। উহার অন্যতম রাবী হারব ইব্‌ন সাবিত 'আবূ সাবিত' নামেও পরিচিত। কোন সমালোচক তাহাকে বিরূপভাবে সমালোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাত হরফের তাৎপর্য

কুরআন মজীদ যে সাতটি হরফে নাযিল হইয়াছে, উহার তাৎপর্য সম্বন্ধে বিজ্ঞ ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন ফারাহ আনসারী কুরতুবী মালেকী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন ঃ 'সাতটি হরফ-এর তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আলিমগণ উহার পঁয়ত্রিশটি তাৎপর্য বয়ান করিয়াছেন। এইস্থলে আমি উহার মধ্য হইতে মাত্র পাঁচটি তাৎপর্য বর্ণনা করিতেছি। আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্‌ন হাব্বান উহার সবগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী উহার পাঁচটি তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে আমি (ইব্‌ন কাছীর) সংক্ষেপে উহা বর্ণনা করিতেছি ঃ

প্রথম তাৎপর্য ঃ অধিকাংশ বিজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রথম তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওহাব, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম তাহাবী তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, কুরআন মজীদের একই স্থানে বিভিন্নরূপে পৃথক পৃথক শব্দে পরস্পর ঘনিষ্ট সাতটি অর্থ নিহিত থাকে। পরস্পর ঘনিষ্ট একাধিক অর্থের একাধিক পৃথক পৃথক শব্দের দৃষ্টান্ত হইতেছে ঃ هلم - تعال - اقبل ইহাদের প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ প্রায় এক। অর্থাৎ 'আসো' (আদেশসূচক)। ইমাম তাহাবী বলেন– হযরত আবূ বুকরাহ (রা) নামক জনৈক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত তাৎপর্য স্পষ্টতরভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

সাহাবী আবূ বুকরাহ (রা) বলেন– একদা হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনি একটি মাত্র হরফে পড়ুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন, আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্য অনুমতি চান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি দুইটি হরফে পড়ুন। ইহাতে হযরত মীকাঈল (আ) বলিলেন–আপনি অধিকতর সংখ্যক হরফের জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করুন। এইরূপ হযরত জিবরাঈল (আ) সাতটি হরফ পর্যন্ত পৌছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন– পড়ুন। উহাদের প্রত্যেকটিই যথেষ্ট ও আরোগ্যদাতা। তবে রহমতের আয়াতকে আযাবের আয়াতের সঙ্গে এবং আযাবের আয়াতকে রহমতের আয়াতের সঙ্গে মিলাইয়া তালগোল পাকাইবেন না। যেমন ঃ اقبل - تعال - هلم অর্থ আসো। আবার ذهب - اسرع - عجل অর্থ সত্বর যাও।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবূ নাজীহ ও ওয়ারকা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ এই আয়াতের انظرونا শব্দের স্থলে اخرونا - امهلونا এবং ارقبونا পড়িতেন। (প্রত্যেকটির অর্থ 'আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন'।) তিনি অনুরূপভাবে كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ এই আয়াতের مشوا শব্দের স্থলে مروا এবং سعوا পড়িতেন।[১]

---

[১] কোন কোন আহলে ইলম মনে করেন যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ব্যাখ্যা হিসাবে এই সকল শব্দ উচ্চারণ করিতেন। কিন্তু কোন রাবী ভুলে উহাকে কুরআন মজীদের অংশ মনে করিয়াছেন।

ইমাম তাহাবী প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন– 'অনেক লোক কুরায়শের ভাষায় তথা নবী করীম (সা)-এর ভাষায় কুরআন মজীদ শুধু পড়িতে সমর্থ ছিল। কারণ তাহারা ছিল নিরক্ষর। তাহারা উহা লিখিয়া রাখিতে পারিত না। ফলে তাহাদের পক্ষে উহা ধরিয়া রাখা কষ্টকর ছিল। তাই সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। ইমাম তাহাবী, কাযী বাকিল্লানী এবং শায়েখ আবূ উমর ইব্ন আব্দুল বার বলেন– প্রথম দিকে সাতটি ভাষা-রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে অসুবিধা দূর হইয়া যাইবার পর উক্ত অনুমতি রহিত হইয়া গিয়াছে। লিখন-পঠনের মাধ্যমে কুরআন মজীদের সংরক্ষণ কার্য সহজ হইয়া যাইবার ফলেই উপরোল্লেখিত অসুবিধা অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– কেহ কেহ বলেন, হযরত উসমান (রা)-ই সাতটি ভাষা রীতির ছয়টিকে পরিত্যাগ করত মাত্র একটি ভাষা রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করেন। তিনি যখন দেখিলেন, কুরআন মজীদের শব্দের উচ্চারণ রীতিতে লোকদের মধ্যে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়াছে, তখন তাঁহার মনে এই আশংকা জন্মিল যে, ভবিষ্যতে এই মতভেদ চরম মতভেদে এবং পরিশেষে পরস্পরকে কাফির আখ্যাদানে পরিণত হইতে পারে। তাই তিনি অন্য সকল উচ্চারণ রীতি পরিত্যাগ করতে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট সর্বশেষ রমযানে পেশকৃত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ সংকলন করিলেন। সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি লোকদিগকে আদেশ দিলেন– তাহারা যেন অন্যান্য অনুমোদিত উচ্চারণ রীতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না করে। অবশ্য দুর্বৃত্তগণ তথাপি উহা ছাড়ে নাই। তাহারা উহাকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম উম্মাহকে বহুধা বিভক্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিতে লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এক সঙ্গে উচ্চারিত তিন তালাকে তিন তালাক সংঘটিত হওয়ার ফলে দাম্পত্য তথা পারিবারিক জীবনে যে শোচনীয় অশান্তি ও অব্যবস্থা নামিয়া আসে, তাঁহার আদেশে উহা তিরোহিত হইয়া যাইবে। কিন্তু, ফল হইয়াছিল বিপরীত। তাঁহার আদেশের পর সমাজে তালাকের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। হযরত উমর (রা) বলিলেন– পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থাই যদি লোকদের মধ্যে প্রচলিত রাখিতাম! অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হজ্জের মাসগুলিতে তামাত্তু (تمتع)[১] করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ নির্দেশের ফলে হজ্জের মাসগুলির বাহিরেও আল্লাহ্র ঘরের যিয়ারত চালু থাকিবে। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) অবশ্য হজ্জের মাসগুলিতেও তামাত্তু জায়েয মনে করিতেন। তবে আমীরুল মুমিনীনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি স্বীয় ফতোয়া প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় তাৎপর্য ঃ একদল আহলে ইলম বলেন– কুরআন মজীদ সাত হরফে নাযিল হইবার তাৎপর্য ইহা নহে যে, কুরআন মজীদের প্রতিটি শব্দ সাত রকম উচ্চারিত হইতে পারে; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের একটি শব্দ এক উচ্চারণ রীতিতে এবং অন্যটি অন্য উচ্চারণ রীতিতে উচ্চারিত হইবে। এইরূপে উহাতে আরবী ভাষাভাষীদের বিভিন্নরূপ উচ্চারণ রীতির মধ্য হইতে সর্বমোট সাতটি উচ্চারণ রীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম খাত্তাবী বলেন– 'কুরআন মজীদের কোন কোন শব্দ অবশ্য সাত প্রকারের উচ্চারণ রীতিতেই উচ্চারিত

---

[১] তামাত্তু উমরাহ্র ন্যায় বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক শ্রেণীর যিয়ারত।

হইয়া থাকে। যেমন ঃ وعبد الطاغوت-এর অন্তর্গত عبد শব্দটি। এইরূপে يرتع ويلعب -এর অন্তর্গত يرتع শব্দটি। ইমাম কুরতুবী বলেন– আবূ উবায়দ সংশ্লিষ্ট হাদীসের উপরোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আতিয়া উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ মন্তব্য করিয়াছেন– আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন উচ্চারণের মধ্য হইতে যে সকল উচ্চারণ রীতি কুরআন মজীদে গৃহীত হইয়াছে, উহাদের একটি আবার অন্যটি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে। এই কারণে বলা যায়, কুরআন মজীদে গৃহীত সকল উচ্চারণ রীতিই সমান সৌভাগ্যের অধিকারী নহে। একটি অপরটি হইতে অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী। কাযী বাকিল্লানী বলেন– 'কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে' হযরত উসমান (রা)-এর এই কথার তাৎপর্য এই যে, উহার অধিকাংশই কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ কুরআন মজীদে কুরায়শের ভাষা ও উচ্চারণ রীতির প্রাধান্য রহিয়াছে। সমগ্র কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষা ও উচ্চারণ রীতিতে নাযিল হইয়াছে, এইরূপ কথার কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– قرانا عربيا অর্থাৎ আমি উহাকে আরবী গ্রন্থরূপে নাযিল করিয়াছি। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন নাই قرانا قريشيا আমি উহাকে কুরায়েশী গ্রন্থরূপে নাযিল করিয়াছি। বলাবাহুল্য عرب বলিতে আরবী ভাষাভাষী সকল গোত্রকে অথবা আরবী ভাষাভাষী গোত্রসমূহের সমগ্র এলাকাকেই বুঝায়। শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বারও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– উহার কারণ, কুরায়েশ গোত্রের ভাষা ভিন্ন অন্য গোত্রের ভাষাও কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ কিরাআতে বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ হামযা همزه বর্ণসহ শব্দ উচ্চারণ করা। উল্লেখ্য যে, কুরায়শ গোত্র হামযা বর্ণসহ শব্দ উচ্চারণ করে না। ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা বলিয়াছেন– 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, 'আমি فاطر السموات والارض। এই আয়াতাংশের অর্থ জানিতাম না। একদা জনৈক বেদুঈনকে বলিতে শুনিলাম انا فطرتها। (আমিই উহাকে সর্বপ্রথম খনন করিয়াছি)। সে উহা একটি কূপ সম্পর্কে বলিতেছিল।'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বেদুঈন লোকটির নিকট হইতে শিখিলেন, فطر - يفطر - فطرا। অর্থ কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বপ্রাপ্ত করা। ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা ইহা দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কুরআন মজীদে ব্যবহৃত فاطر (নব উদ্ভাবক) শব্দটি কুরায়শের ভাষা ভিন্ন অন্য গোত্রের ভাষা। কারণ কুরায়শ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উহার অর্থ অবিদিত ছিল।

তৃতীয় তাৎপর্য ঃ কেহ কেহ বলেন– সংশ্লিষ্ট হাদীসের তাৎপর্য এই যে, আরবী ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক গোত্রের ভাষারীতির মধ্য হইতে মাত্র সাতটি গোত্রের ভাষারীতি কুরআন মজীদে গৃহীত হইয়াছে; আর মুযার مضر গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে এই সাতটি ভাষারীতির সমাবেশ ঘটিয়াছে। অতএব, কুরআন মজীদের সাতটি ভাষারীতি মুযার গোত্রের ভাষারীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুযার গোত্রের বিভিন্ন শাখার ভাষারীতির বাহিরের কোন ভাষারীতি ইহাতে গৃহীত হয় নাই।

আলোচ্য হাদীসের উপরোক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে 'কুরআন মজীদ কুরায়শের ভাষায় নাযিল হইয়াছে'– হযরত উসমান (রা)-এর এই কথার তাৎপর্য এই হইবে যে, কুরআন মজীদে সন্নিবেশিত সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতি কুরায়শের ভাষারীতির বিরোধী নহে। উহা একদিকে বিক্ষিপ্তভাবে সাতটি গোত্রীয় ভাষারীতির সমষ্টি এবং অপরদিকে কুরায়শ গোত্রের নিজস্ব

সামগ্রিক ভাষারীতিও বটে। কুরায়েশ গোত্রটি কাহার বংশধর? কুরায়শ গোত্র হইতেছে নাযর ইব্ন হারিছের বংশধরগণ। বংশ পরিচয় বিশারদগণের মধ্যে কুরায়শের পরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তবে উহার উপরোক্ত পরিচয়ই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। সুনানে ইব্ন মাজাহ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদীসে ঐরূপই বর্ণিত রহিয়াছে।

চতুর্থ তাৎপর্য ঃ ইমাম বাকিল্লানী বলেন– কেহ কেহ বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের বিভিন্নরূপে উচ্চারণের শব্দ সম্ভারের সাতটি অবস্থা রহিয়াছে। ইহাদের সবগুলিই শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত অবস্থা। প্রথম অবস্থা এই যে, উহার উচ্চারণের রূপ একাধিক হইলেও উহাতে শব্দের মূল হরকতে, শব্দের সামগ্রিক বাহ্য আকৃতিতে অথবা উহার অর্থে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিভিন্নতা আসে না। যেমন ঃ ويضيق صدرى -এর অন্তর্গত يضيق শব্দটির অবস্থা।[১]

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, উহার উচ্চারণের রূপ একাধিক হইলেও উহাতে শব্দের বাহ্য আকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিভিন্নতা আসে না। তবে উচ্চারণের বিভিন্নতার দরুণ উহাতে অর্থের বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন ঃ فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا বাক্যাংশের অন্তর্গত بَاعد শব্দটির অবস্থা।[২]

তৃতীয় অবস্থা এই যে, শব্দের উচ্চারণে বিভিন্নতা আসিবার দরুণ উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্নতা দেখা দেয়। তবে এইরূপ বিভিন্নতা শব্দের অন্তর্গত কোন বর্ণের বিভিন্নতার কারণে দেখা দেয়। যেমন ঃ كَيْفَ نُنْشِزُهَا বাক্যাংশের অন্তর্গত ننشز শব্দটির অবস্থা।[৩]

চতুর্থ অবস্থা এই যে, একই স্থানে একাধিক শব্দ পঠিত হয়। কেহবা একটি বিশেষ শব্দ, আবার কেহবা অন্য একটি শব্দ পাঠ করেন। উহাতে শব্দ বিভিন্ন হইলেও অর্থে বিভিন্নতা দেখা দেয় না। যেমন ঃ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ বাক্যাংশের অন্তর্গত العهن। শব্দের অবস্থা।[৪]

পঞ্চম অবস্থা এই যে, একই স্থানে কেহ বা একটি বিশেষ শব্দ, আবার কেহবা অন্য একটি শব্দ পাঠ করেন। আর শব্দের এইরূপ বিভিন্নতার কারণে অর্থেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন ঃ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ এর অন্তর্গত طلح শব্দটির অবস্থা।[৫]

ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, বাক্যের অন্তর্গত শব্দের স্থান পরিবর্তনের কারণে উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয় ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন ঃ

---

১. অধিকাংশ কারী উহার ق বর্ণটিতে رفع বা কর্তৃকারকের বিভক্তি দিয়া পড়েন। তবে ইয়াকূব উহাকে উহার পূর্ববর্তী يكذبون শব্দের সহিত সংযোজিত পদ হিসাবে ধরিয়া উহার ق বর্ণটিতে نصب বা কর্মকারকের বিভক্তি দিয়া পড়েন।

২. অধিকাংশ কারী উহাকে باعد (অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়া)রূপে পড়েন। তবে ইয়াকূব উহাকে مباعدة - باعد হতে গঠিত সাধারণ অতীতকালের সংবাদসূচক ক্রিয়ারূপে পড়েন। আবার ইব্ন কাছীর, আবূ আমর ও হিশাম উহাকে تبعيد - بعد হইতে গঠিত সাধারণ অতীতকালের সংবাদসূচক ক্রিয়া রূপে পড়েন।

৩. একদল কারী ز বর্ণকে উহার শেষ বর্ণ এবং আরেক দল কারী ر বর্ণকে উহার শেষ বর্ণ হিসাবে পড়েন। অর্থাৎ কেহ কেহ শব্দটিকে ننشز রূপে এবং কেহ কেহ উহাকে ننشر রূপে পড়েন।

৪. এইস্থলে সাধারণভাবে العهن। শব্দটিই পঠিত হয়। কথিত আছে যে, এখানে الصوف। শব্দও পঠিত হইয়াছে; কিন্তু উহা প্রমাণিত নহে। العهن। শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে কেহ হয়ত الصوف। শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছে। অপরাপর ক্ষেত্রেও উক্ত কথা প্রযোজ্য।

৫. এস্থলে কেহ طلع -ও পড়েন। তবে উহা প্রমাণিত নহে।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ আয়াতাংশের অবস্থা।[১]

সপ্তম অবস্থা এই যে, বাক্যে কোন শব্দ বৃদ্ধি করিবার ফলে উহার বাহ্য আকৃতি ও অর্থ উভয়ে অথবা শুধু বাহ্য আকৃতিতে পার্থক্য দেখা দেয়। যেমন ঃ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُوْنَ نَعْجَةً এর স্থলে له تسع وتسعون نعجة انثى পাঠ করিবার অবস্থা[২] অথবা وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ এর স্থলে واما الغلام فكان كافرا وكان ابواه مؤمنين পাঠ করিবার অবস্থা। কিংবা– وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর স্থলে ومن يكرههن فان الله من بعدا كراههن لهن غفور رحيم পাঠ করিবার অবস্থা।

পঞ্চম তাৎপর্য ঃ কেহ কেহ বলেন– কুরআন মজীদ সাত হরফে নাযিল হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদে বর্ণিত বিষয়াবলী সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। উক্ত সাত শ্রেণীর বিষয়াবলী হইতেছে ঃ (১) আদেশ (২) নিষেধ (৩) পুরস্কারের ওয়াদা (৪) শাস্তির ব্যাপারে সতর্কীকরণ (৫) কাহিনীসমূহ (৬) যুক্তি প্রদর্শন ও (৭) দৃষ্টান্তসমূহ।

ইমাম ইব্‌ন আতিয়্যা মন্তব্য করিয়াছেন– আলোচ্য হাদীসের উক্ত তাৎপর্য বর্ণনা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, এই সকল বিষয়ের কোনটি 'হরফ' নামে অভিহিত হয় না। এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদকে 'সাতটি হরফে' পড়িতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় 'হরফ' শব্দটির তাৎপর্য উপরোক্তরূপ হইলে মানিয়া লইতে হয় যে, কুরআন মজীদে বর্ণিত হালালকে হারাম, হারামকে হালাল অথবা অর্থগত অন্যরূপ কোন পরিবর্তন করিবার অনুমতি শরীআতে রহিয়াছে। অথচ ইহা উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সর্ববাদীসম্মত রায়ের পরিপন্থী।' ইমাম বাকিল্লানী এতদসম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করতে মন্তব্য করিয়াছেন– উপরোক্ত বিষয়সমূহ এইরূপ নহে যাহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শরীআতে বৈধ। প্রকৃতপক্ষে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ মুদাবূনী, ইব্‌ন আবূ সাফারাহ প্রমুখ বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন– প্রচলিত সাতটি কিরাআত মূলত হাদীসে অনুমোদিত সাতটি কিরাআত নহে। প্রচলিত সাতটি কিরাআত প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে গৃহীত কিরাআতের বিভিন্নরূপ। উহা একটি কিরআতেরই একাধিক সংস্করণ ভিন্ন কিছু নহে। উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা একেবারেই সামান্য। ইব্‌ন নুহাস প্রমুখ ব্যক্তিও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচলিত সাতটি কিরাআতের অনুসারী সাতজন কারীর প্রত্যেকেই অপর কারীদের কিরাআতকে অনুমোদন করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের একেকজন যেহেতু নির্দিষ্ট একেকটি কিরাআতকে অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, তাই উহাদের একেকটি কিরাআত তাহাদের একেকজনের নামের সহিত সম্পর্কিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলিম উম্মাহ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত সাতটি কিরাআতকেই সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের সঠিকতা ও শুদ্ধতার সমর্থনে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুযায়ী তাঁহার কালাম সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

---

১. এইস্থলে কেহ কেহ وجاءت سكرة الحق بالموت পড়েন। এইরূপ তিলাওয়াত বিরল। উহা প্রমাণিত নহে।

২. نعجة শব্দের পর انثى। শব্দ বৃদ্ধি করিয়া পড়া বিরল। পরবর্তী উদাহরণ দুইটির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য।

কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ ইউসুফ ইব্ন মাহিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হিশাম ইব্ন ইউসুফ ও ইবরাহীম ইব্ন মূসা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইউসুফ ইব্ন মাহিক বলেন– একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম! এই সময়ে তাঁহার নিকট জনৈক ইরাকী আগমন করত প্রশ্ন করিল– কোন্ রং-এর কাফন উত্তম? তিনি উত্তর করিলেন– কোনো রং-এর কাফনই অনুত্তম নহে। ইরাকী লোকটি বলিল– আপনার কুরআন মজীদখানা আমাকে দেখান। তিনি বলিলেন– 'উহাতে তোমার কি কাজ? লোকটি বলিল, আমি উহার অনুরূপ করিয়া কুরআন মজীদকে বিন্যস্ত করিব। কারণ, কুরআন মজীদ অবিন্যস্ত অবস্থায় পঠিত হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন– কুরআন মজীদের যে কোন সূরাই পূর্বে পড় না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না। নবূওতের প্রথম দিকে বেহেশত ও দোযখের আলোচনা সম্বলিত ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা নাযিল হয়। অতঃপর লোকে যখন ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হইতে থাকে, তখন হালাল-হারাম সম্বলিত সূরা নাযিল হয়। প্রথম দিকেই যদি নাযিল হইত 'তোমার শরাব পান করিও না' তবে লোকে বলিত– 'আমরা কখনও শরাব ত্যাগ করিব না।' অনুরূপভাবে প্রথম দিকে যদি নাযিল হইত, 'তোমরা যিনা করিও না' তবে লোকে বলিত– 'আমরা কখনো যিনা ত্যাগ করিব না।' আমি যখন খেলাধূলায় লিপ্ত ছোট্ট বালিকা মাত্র, তখন পবিত্র মক্কায় রাসূল করীম (সা)-এর উপর بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ - وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ (বরং কিয়ামতই হইতেছে তাহাদের প্রতিশ্রুত দিবস; আর কিয়ামত হইতেছে অতিশয় লাঞ্ছনার ও অতিশয় তিক্ত) এই আয়াত নাযিল হয়। নবী করীম (সা)-এর প্রতি যখন সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নাযিল হয়, তখন আমি তাঁহার সহধর্মিণী ছিলাম।' রাবী বলেন– অঃপর হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় কুরআন মজীদখানা খুলিয়া ইরাকী লোকটিকে বিভিন্ন সূরার কতগুলি আয়াত শুনাইলেন।

এইস্থলে কুরআন মজীদের বিন্যাসের অর্থ হইতেছে উহার সূরাসমূহের বিন্যাস। ইরাকী লোকটির কাফন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে হযরত আয়েশা (রা) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে এবং ইহার পশ্চাতে পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় শ্রম নিয়োগ করা ছাড়া কোন লাভ নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, লোকেরা তৎকালে ইরাকবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত যে, তাহারা অপরকে নাকাল করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিয়া থাকে। একদা জনৈক ইরাকী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট কাপড়ে মশার রক্ত লাগিলে উহা নাপাক হইয়া যায় কিনা– এইরূপ প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন– 'ইরাকীদের আচরণ দেখো। ইহারা মশার রক্ত কাপড়ে লাগিলে কাপড় নাপাক হইয়া যায় কিনা, তাহা জানিতে চাহে। অথচ ইহারাই আল্লাহ্র রাসূলের স্নেহের কন্যার গর্ভজাত সন্তান, তাঁহার আদরের দুলাল হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করিয়াছে! উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকারী লোকটির সহিত কথোপকথনে বেশী অগ্রসর হইতে চাহেন নাই। এতদ্ব্যতীত পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি চাহিয়াছিলেন, লোকটি যেন বিষয়টিকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া না বসে। তাই তিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে গিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তরও হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিল। হযরত সামুরাহ (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম আহমদ এবং 'সুনান' এর সংকলকগণ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী

করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা সাদা রং এর কাপড় পরিধান কর এবং উহাতে মুর্দা দাফন কর। কারণ, সাদা রং-এর কাপড় সুন্দর ও আনন্দদায়ক।' ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস উভয় সনদেই সহীহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-কে একহারা সূতায় প্রস্তুত সাদা রং-এর তিনখানা কাপড়ে দাফন করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে জামা বা পাগড়ী ছিল না।' উক্ত হাদীস জানাযা অধ্যায়ের অন্তর্গত 'কাফন' পরিচ্ছেদে লিখিত রহিয়াছে। যাহা হউক, উপরোল্লেখিত কারণে হযরত আয়েশা (রা) ইরাকী প্রশ্নকর্তাকে উপরোক্ত হাদীস শুনাইতে যান নাই।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্তির পর ইরাকী লোকটি দীর্ঘ এক প্রশ্নের অবতারণা করিল। সে হযরত আয়েশা (রা)-কে জানাইল যে, সে যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, উহার সূরাসমূহ অবিন্যস্ত। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক কুরআন মজীদ সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত ও বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় উহা প্রেরিত হইবার এবং হযরত উসমান (রা)-এর বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ জ্বালাইয়া দিবার অভিযোগ উত্থাপিত হইবার পূর্বে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট ইরাকীর প্রশ্ন করিবার উপরোক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। উপরোক্ত কারণেই হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে বলিয়া দিলেন– 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পাঠ কর না কেন, তাহাতে কিছু যায় আসে না।' হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, নবূওতের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরায় বেহেশত ও দোযখের বর্ণনা ছিল। উক্ত সূরা কোন্ সূরা ছিল? উহা যদি সূরা আলাক না হইয়া থাকে, তবে এইরূপ হইতে পারে যে, 'সূরা' শব্দ বলিতে হযরত আয়েশা (রা) নির্দিষ্ট সূরা বিশেষকে না বুঝাইয়া ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এই শ্রেণীর সূরাসমূহে জান্নাতের পুরস্কারের ওয়াদা ও জাহান্নামের শাস্তির ব্যাপারে সতর্কবাণী বিবৃত হইয়াছে।[১] হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে আরও বলিয়াছিলেন– সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নাযিল হইয়াছিল নবূওতের শেষ দিকে, যখন লোকে ঈমানে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হইতেছিল এবং এই সময়ে তিনি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী ছিলেন। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ধীরে ধীরে হালাল-হারাম ইত্যাদি আদেশ-নিষেধ নাযিল করিয়াছিলেন। ইহা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ হিকমাত। যাহা হউক, হযরত আয়েশা (রা)-এর শেষোক্ত দুইটি কথার তাৎপর্য এই যে, ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী অথবা সূরা বিশেষ নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহার অবস্থান প্রথম দিকে না হইয়া শেষ দিকে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, সূরা বাকারা ও সূরা নিসা নবূওতের শেষ দিকে নাযিল হইলেও কুরআন মজীদে উহাদের অবস্থান প্রথম দিকে রহিয়াছে।

এই গেল কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি। তাঁহার উক্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মজীদের সূরাসমূহের যে কোনটিকে যে কোনটির পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করা বৈধ। কুরআন মজীদের সূরাসমূহের ক্ষেত্রে উপরোক্ত

---

[১] 'সূরা' শব্দ দ্বারা হযরত আয়েশা (রা) যে সমগ্র ক্ষুদ্রাবয়ব সূরা শ্রেণী না বুঝাইয়া একটি মাত্র সূরা 'সূরা মুদ্দাসসির'কেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন– ইহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, উক্ত সূরা সম্পূর্ণরূপে অবিচ্ছিন্নভাবে নবূওতের প্রথম দিকে নাযিল হইয়াছিল। উহাতে তাবলীগে দীনের আদেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ রহিয়াছে। উহার পূর্বে 'সূরা আলাক'-এর মাত্র পাঁচটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। উহাতে তাবলীগে দীনের আদেশ ছিল না।

অনুমোদন প্রযোজ্য হইলেও উহার সূরাসমূহের বিভিন্ন আয়াতের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য নহে। কারণ, আয়াতসমূহের বিন্যাস আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বয়ং নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কোনো সূরার যে কোনো আয়াতকে যে কোনো আয়াতের পূর্বে বা পরে তিলাওয়াত করিবার অনুমতি শরীআতে নাই বলিয়াই হযরত আয়েশা (রা) প্রশ্নকর্তাকে সেইরূপ অনুমতি দেন নাই। বরং তিনি স্বীয় কুরআন মজীদখানা বাহির করিয়া তাহার সূরাসমূহের কতগুলি আয়াত শুনাইয়া দিলেন। 'তুমি যে কোনো সূরাকেই পূর্বে পড়িতে পার'– প্রশ্নকর্তার প্রতি হযরত আয়েশা (রা)-এর এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'নামাযে যে কোনো সূরা পূর্বে বা পরে পড়া বৈধ।' সহীহ হাদীস গ্রন্থে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন– নবী করীম (সা) তাহাজ্জুদ নামাযে প্রথম সূরা বাকারা, তৎপর সূরা নিসা এবং তৎপর সূরা আলে ইমরান তিলাওয়াত করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী 'প্রতিবাদ পুস্তক' নামক স্বীয় গ্রন্থে আবূ বকর ইব্ন আম্বারীর এইরূপ উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ 'কুরআন মজীদে সূরাসমূহ যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, কেহ যদি উহা লঙ্ঘন করিয়া পূর্বে অবস্থিত সূরা পরে অথবা পরে অবস্থিত সূরা পূর্বে তিলাওয়াত করে, তবে উহা দ্বারা তাহার কোন সূরার আয়াতসমূহের বিন্যাসকে লঙ্ঘন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অথবা কোন শব্দের বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানকে পরিবর্তন করিয়া তিলাওয়াত করিবার অপরাধের ন্যায় অপরাধই হইবে। আবূ বকর ইব্ন আম্বারী স্বীয় অভিমতের পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, 'হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদ যেইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, উহাই অনুসরণীয়। উহার যে কোনরূপ লঙ্ঘনই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।' অবশ্য, সূরা তাওবার প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ না লিখিবার এবং সূরা আনফালকে দীর্ঘাবয়ব সাতটি সূরার অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত উসমান (রা)-এর নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনি উহার যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহের তারতীব বা বিন্যাস নবী করীম (সা) কর্তৃক নহে, বরং হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছিল। তিরমিযী শরীফসহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উহার সনদ মজবুত ও শক্তিশালী।[১]

ইতিপূর্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, হযরত আলী (রা) কুরআন মজীদকে উহার অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইয়া সংকলিত করিতে চাহিয়াছিলেন।[২] কাযী বাকিল্লানী বর্ণনা করিয়াছেন– 'হযরত আলী (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ।[৩] হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল مَالِكِ يَوْمِ

---

[১] ইতিপূর্বে লিখিত টীকায় এ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইমাম ইব্ন কাছীরের উক্ত ধারণা ঠিক নহে; বরং সূরাসমূহের বিন্যাসও স্বযং নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল।

[২] হযরত আলী (রা) সম্পর্কিত উক্ত তথ্য সত্য নহে। যদি উহা সত্য বলিয়া ধরা হয়, তবে উহার তাৎপর্য এই যে, তিনি আয়াতসমূহকে উহাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহেন নাই। এইরূপে উহাদিগকে সাজাইলে এক সূরার আয়াত অন্য সূরার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িত। বরং তিনি শুধু সূরাসমূহকে অখণ্ডিত ও পরিপূর্ণ রাখিয়া উহাদিগকে উহাদের অবতীর্ণ হইবার ক্রম অনুসারে সাজাইতে চাহিয়াছিলেন।

[১] রাবী সূরা আলাকের একটি আয়াত দ্বারা খোদ সূরাটিকেই বুঝাইয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত উবাই (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরার উল্লেখ করিতে গিয়া প্রতি ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার মাত্র একটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। তাই উহা দ্বারা উহার মাত্র একটি আয়াতকে না বুঝিয়া সমগ্র সূরাটিকেই বুঝিতে হইবে।

الدِّيْن। উহার পর যথাক্রমে বাকারা ও নিসা ছিল। উহাদের বিন্যাস ছিল (প্রচলিত কুরআন মজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস হইতে) পৃথক ও স্বতন্ত্র। তেমনি হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ছিল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ : উহার পর যথাক্রমে নিসা, আলে ইমরান, আনআম ও মায়িদা ইত্যাদি। উহাদের বিন্যাস ছিল লক্ষণীয়ভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র।[১]

অতঃপর কাযী বাকিল্লানী মন্তব্য করিয়াছেন– 'সম্ভবত সাহাবায়ে কিরামই স্বীয় ইজতিহাদ অনুযায়ী কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত করিয়াছেন।' তাফসীরকার মক্কীও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের সূরা তাওবার তাফসীরে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– 'সূরাসমূহের আয়াতের বিন্যাস এবং প্রতিটি সূরার পূর্বে বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফ স্থাপনের কার্যটি নবী করীম (সা) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।' একদল আহলে ইলমের ন্যায় ইব্‌ন ওহাব বলেন– আমি সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের নিকট শুনিয়াছি– 'একদা রবীআর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরানের পূর্বে আশিটির বেশী সূরা নাযিল হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সূরাদ্বয়কে কেন উহাদের পূর্বে কুরআন মজীদের প্রথম দিকে স্থাপন করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন– 'কুরআন মজীদকে যাঁহারা সংকলিত করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান মতে উহার সূরাসমূহ বিন্যস্ত হইয়াছে। উক্ত সূরাদ্বয়ের অবস্থানও তাঁহাদের জ্ঞান মতে নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান অনুযায়ী একমত হইয়াই উহা করিয়াছেন। অতএব এই বিন্যাস প্রক্রিয়ার মূলে তাঁহাদের (সাহাবীগণের) ঐকমত্যই সক্রিয় ছিল। আর তাঁহাদের ইজমা বা সর্ববাদীসম্মত রায়ের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তোলা যায় না।' ইব্‌ন ওহাব আবার বলেন– আমি ইমাম মালিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে কুরআন মজীদকে যেইরূপে শুনিয়াছেন, সেইরূপেই উহা বিন্যস্ত হইয়াছে।' আবুল হাসান ইব্‌ন বাত্তাল বলেন– "আমরা কুরআন মজীদের সূরাসমূহকে শুধু লিখিত অবস্থায় বিশেষ একটি রূপে বিন্যস্ত আকারে পাই। কিন্তু, উক্ত বিশেষরূপে বিন্যস্ত আকারেই উহা নামাযে কিংবা নামাযের বাহিরে তিলাওয়াতে বা শিক্ষাদানে পড়িতে হইবে এবং উক্ত বিন্যাসে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাইবে না, কেহ এইরূপ কথা বলিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কাহাকেও বলিতে শোনা যায় নাই যে, বাকারার পূর্বে কাহাফ অথবা কাহাফের পূর্বে 'হজ্জ' শিক্ষা করা অবৈধ বা নিষিদ্ধ। হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন– 'তুমি যে কোন সূরাকেই পূর্বে পড়িতে পারো। উহাতে কোন ক্ষতি নাই।' নবী করীম (সা) নামাযে প্রথম রাকআতে কোন একটি সূরা তিলাওয়াত করিয়া দ্বিতীয় রাকআতে উহার অব্যবহিত পরবর্তী সূরার পরিবর্তে অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করিতেন। আবুল হাসান বাত্তাল অতঃপর বলেন– 'হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআন মজীদ উল্টাভাবে পড়া ঘোরতর অপরাধ। যে ব্যক্তি উহা তদ্রূপ পড়ে, তাহার অন্তঃকরণই উল্টা। উহার তাৎপর্য এই যে, কোন সূরার শেষদিক হইতে তিলাওয়াত আরম্ভ করিয়া উহার প্রথমদিকে তিলাওয়াত শেষ করা জঘন্য গুনাহ ও অপরাধ। ইহা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

---

১. সাহাবায়ে কিরামের নিজস্ব কুরআন মজীদসমূহে সূরাসমূহের বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধিতা সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, এতদসম্বন্ধীয় কোন কোন রিওয়ায়েতের পশ্চাতে মিথ্যাবাদী রাবীগণের ষড়যন্ত্র কাজ করিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, সম্ভবত কোন কোন সাহাবী পশুচর্ম, অস্থি ইত্যাদিতে লিখিত আয়াতসমূহকে একত্রিত করিবার কালে কোন সূরার অংশবিশেষ একত্রিত করিবার পরই অন্য কোন সূরার সমগ্রটুকু একত্রিত করিয়াছেন। সে সূরার একত্রীকরণ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যথাস্থানে না রাখিবার এবং একত্রীকৃত অন্য সূরাটি তদস্থলে রাখিবার কারণে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কুরআন মজীদসমূহের সূরাসমূহের বিন্যাসের পরস্পর বিরোধিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ ইসহাক, শু'বা, আদম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

বনী ইসরাঈল, কাহাফ, মরিয়াম, ত্বা-হা ও আম্বিয়া এই সকল সূরা সম্বন্ধে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন– 'এইগুলি (নবূওতের) প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরা; ইহা আমার পুরাতন সম্পদ।' উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর ব্যক্তিগত কুরআন মজীদে উপরোক্ত সূরাসমূহের বিন্যাস যে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদের সেই সকল সূরার বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শু'বা, আবুল ওয়ালীদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর মদীনা শরীফে আগমন করিবার পূর্বেই আমি সূরা আ'লা শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম।' ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হিজরত সম্পর্কিত একটি হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। সূরা আ'লা (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) যে একটি মক্কী সূরা, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যেই ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ হামযা, আবদান ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শাকীক বলেন– একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা) অর্থগত দিক দিয়া ঘনিষ্টরূপে পরস্পর সম্পৃক্ত যে সকল সূরার (المفصل) দুইটি করিয়া প্রতি রাকআতে তিলাওয়াত করিতেন, সেইগুলি আমি নিশ্চয় চিনি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত হযরত আলকামা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলকামা বাহিরে আসিলে আমি তাঁহাকে উক্ত সূরাসমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন– 'উহা হইতেছে ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট সূরাসমূহের (المفصل) মধ্য হইতে প্রথম বিশটি সূরা। তবে এই বিশটি সূরা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বিন্যস্ত তাঁহার ব্যক্তিগত কুরআন মজীদের সূরাসমূহের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র আয়াত বিশিষ্ট সূরা সমষ্টির প্রথম বিশটি সূরা। উক্ত বিশটি সূরার শেষভাগে হইতেছে সূরা দুখান ও সূরা নাবা।'

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক গৃহীত কুরআন মজীদের যে ক্রমবিন্যাসের কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে, উহা একদিকে যেমন হযরত উসমান কর্তৃক গৃহীত বিন্যাসক্রমের বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি সাধারণভাবে সাহাবীগণ কর্তৃক অসমর্থিত ও প্রত্যাখ্যাত। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন মজীদে ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট সূরা শ্রেণী (المفصل) হইতেছে– সূরা হুজুরাত হইতে কুরআন মজীদের শেষ অংশের সূরা সকল। সূরা দুখান কোনক্রমেই উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। (অথচ, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বিন্যাসক্রম অনুসারে উক্ত সূরা মুফাস্সাল শ্রেণীভুক্ত)। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ

হযরত আওস ইব্ন হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন আওস ছাকাফী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান তায়েফী, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও

ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা (রা) বলেন- 'আমি একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আগত প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলাম।' অতঃপর হযরত আওস (রা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহার একাংশ হইতেছে এই ঃ 'প্রতিদিন ইশার নামায আদায় করিবার পর নবী করীম (সা) আমাদের প্রতিনিধি দলের সদস্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। একদা তিনি ইশার নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করিয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের নিকট আসিতে আজ আপনার বিলম্ব হইল কেন? তিনি বলিলেন- 'আজ কুরআন মজীদের একটি অংশ আমার সম্মুখে আসিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, উহা তিলাওয়াত না করিয়া বাহিরে আসিব না।' সকাল বেলায় আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাহাবীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম- তোমরা কুরআন মজীদ কোন্ নিয়মে অংশ অংশ করিয়া তিলাওয়াত কর? তাহারা বলিল- 'আমরা কুরআন মজীদের তিন সূরা, পাঁচ সূরা, সাত সূরা, নয় সূরা, এগার সূরা এবং তের সূরাকে একটি অংশ বানাইয়া (নামাযে) তিলাওয়াত করি। আর মুফাসসাল (المفصل) অংশটি হইতেছে- সূরা কাফ হইতে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত।' ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌ও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালা তায়েফী হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য।

কুরআন মজীদে নুকতা স্থাপন

কথিত আছে, খলীফা আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কুরআন মজীদে নুকতা লাগাইবার জন্যে সর্বপ্রথম নির্দেশ প্রদান করেন। তাহার নির্দেশে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করিবার কার্যে প্রবৃত্ত হন। হাজ্জাজ তখন ওয়াসিত নামক অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি হযরত হাসান বসরী ও হযরত ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামারকে উক্ত কার্যে নিয়োজিত করেন। তাঁহারা উহা সম্পন্ন করেন। ইহাও কথিত আছে- আবুল আসওয়াদ দুয়েলী সর্বপ্রথম কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করেন। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন- মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের একখানা কুরআন মজীদ ছিল। ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামা'র উহার অক্ষরসমূহকে নুকতা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআন মজীদের পার্শ্বদেশে দশমাংশসূচক চিহ্ন সর্বপ্রথম কে লাগাইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধেও ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন- উহাও হাজ্জাজ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন- খলীফা মামূন সর্বপ্রথম উক্ত কার্য সম্পাদন করেন। আবূ আমর দানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) কুরআন মজীদে দশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোকে অপছন্দ করিতেন। তিনি উহা ঘষিয়া উঠাইয়া দিতেন। মুজাহিদও উহা অপছন্দ করিতেন। ইমাম মালিক বলেন- 'কুরআন মজীদে কালি দ্বারা দশমাংশসূচক চিহ্ন লাগানোতে কোন দোষ নাই; তবে ভিন্ন রং দ্বারা উহা করা সঙ্গত নহে। মূল কুরআন মজীদে সূরাসমূহের প্রথম দিকে উহাদের আয়াতের সংখ্যা লিখিয়া রাখাকে আমি পছন্দ করি না; তবে ছোট ছোট বালক-বালিকা কুরআন মজীদের যে (খণ্ডিত বা সম্পূর্ণ) সংস্করণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া

থাকে, তাহাতে উহা ঐরূপে লিখিয়া রাখার দোষ নাই।[১] কাতাদাহ বলেন– 'লোকগণ প্রথমে কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহের নুকতা লাগাইয়াছে; অতঃপর উহাতে পঞ্চমাংশের চিহ্ন ও পরে দশমাংশের চিহ্ন লাগাইয়াছে।' ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর বলেন– মানুষ কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহে প্রথমে নুকতা লাগাইয়াছে। উহা অক্ষরের নূর। অতঃপর তাহারা আয়াতের শেষে নুকতা লাগাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। অতঃপর তাহারা কুরআন মজীদ ও উহার সূরাসমূহের প্রারম্ভে প্রারম্ভিক দোয়া এবং উহার সূরাসমূহের শেষে সমাপ্তিকালীন দোয়া সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। ইবরাহীম নাখঈ একদা একটি সূরার প্রারম্ভে প্রারম্ভিক দোয়া লিখিত দেখিয়া উহা মুছিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন– হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– কুরআন মজীদ বহির্ভূত কোন কথা তোমরা কুরআন মজীদের সহিত মিলাইয়া দিও না। আবূ আমর দানী বলেন– পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কুরআন মজীদের সকল সংস্করণে বিভিন্ন প্রকারের চিহ্ন লাগাইবার বিষয়ে একমত হইয়াছেন। তাহারা উহাকে জায়েয ও বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-এর সমীপে জিবরাঈল (আ)-এর কুরআন তিলাওয়াত

উক্ত শিরোনামে ইমাম বুখারী (র) বলেন– হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। ইমাম বুখারী আরও বলেন– হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ফাতিমা (রা) ও মাসরূক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন– নবী করীম (সা) আমাকে গোপনে বলিয়াছেন– 'হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতি বৎসর আমাকে কুরআন মজীদ শুনাইতেন। এই বৎসর তিনি আমাকে উহা দুইবার শুনাইয়াছেন। ইহাতে আমার মনে হয়, আমার ইন্তেকাল নিকটবর্তী হইয়াছে।' ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসটি এইস্থলে এইরূপ বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি অন্যত্র একাধিক স্থানে উহা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যুহরী, ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন কুযাআহ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) নেক কাজে লোকদের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। আবার রমযান মাসে তিনি উহাতে অন্যান্য সময়ের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। কারণ, রমযান মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতি রাত্রিতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। তাঁহার সহিত হযরত জিবরাঈল (আ) সাক্ষাৎ করিবার পর নেক কাজে তিনি প্রবহমান বাতাসের চাইতে অধিকতর দ্রুতগামী হইতেন।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী শরীফের প্রথম দিকে এতদসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আ)

---

১. এইরূপেই (ইমাম) মালিক বলেন– তিলাওয়াতের জন্য রক্ষিত কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ ও উহার লিখন পদ্ধতি উসমানী কুরআন মজীদের অক্ষরসমূহ ও উহাদের লিখন পদ্ধতির অনুরূপ হইতে হইবে। অবশ্য বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত কুরআন মজীদে তাহাদের সুবিধার জন্যে উহার ব্যতিক্রম ঘটানোতে দোষ নাই। কুরআন মজীদে উহার সূরাসমূহের আয়াতের সংখ্যা লিখিয়া রাখা সম্বন্ধে ইমাম মালিকের অভিমত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাবেঈন ও তাঁহাদের পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে উহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ লিখিত বিষয় কুরআন মজীদের সহিত মিলিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে না বিধায় উহাতে কোন দোষ নাই।

কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট কুরআন মজীদ আবৃত্ত হইবার হিকমত ও উদ্দেশ্য উহাতে বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ, আবূ হাসীন, আবূ বকর, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'প্রতি বৎসর একবার কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া নবী করীম (সা)-কে শুনানো হইত। তবে যে বৎসর তিনি ইন্তিকাল করেন, সেই বৎসর দুইবার তাঁহাকে উহা শুনানো হইয়াছিল। নবী করীম (সা) প্রতি বৎসর দশ দিন ই'তেকাফে বসিতেন। কিন্তু যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই বৎসর বিশ দিন ই'তেকাফে বসিয়াছিলেন।' ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও উহা উপরোক্ত রাবী আবূ বকর হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ একাধিক অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের অন্যতম রাবী আবূ বকর হইতেছেন আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ এবং উহার অন্যতম রাবী আবূ হাসীনের নাম হইতেছে– উসমান ইব্‌ন আসিম। হযরত জিবরাঈল (আ) এবং নবী করীম (সা) পরস্পর পরস্পরকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। কুরআন মজীদের কোন কোন আয়াত রহিত (মানসূখ) হইয়া যাইবার পর উহা যেইরূপে বলবৎ ছিল, সেইরূপেই যেন উহা নির্ভুল ও নিশ্চিতভাবে মাহফূজ ও সংরক্ষিত থাকে, সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা উহা তিলাওয়াত করিয়া পরস্পরকে শুনাইতেন। এই কারণেই সর্বশেষ বৎসরে তাঁহারা উহা দুইবার তিলাওয়াত করিয়া পরস্পরকে শুনাইয়াছিলেন। হযরত উসমান (রা) কুরআন মজীদের সর্বশেষ আবৃত্তি অনুযায়ী উহাকে সংকলিত করিয়াছিলেন। তিনি রমযান মাসেই উহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত মাসেই নবী করীম (সা)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হইয়াছিল। আর এই কারণেই রমযান মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতে কঠোর পরিশ্রম করিতেন। ইতিপূর্বে আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

কারী সাহাবাবৃন্দ

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আমর, শু'বা, হাফস ইব্‌ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন– আমি তাঁহাকে (হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে) সর্বদা ভালবাসিয়া যাইব। কারণ, নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমরা চারিটি লোকের নিকট হইতে কুরআন মজীদ গ্রহণ কর (১) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (২) সালিম (৩) মু'আয ইব্‌ন জাবাল এবং (৪) উবাই ইব্‌ন কা'ব।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী(র) সাহাবায়ে কিরামের সদগুণাবলী (مناقب) সম্পর্কিত পরিচ্ছেদের একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মাসরূক হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ প্রমুখ রাবীর অধঃস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে প্রশংসিত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং আবূ হুযায়ফা-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম হযরত সালিম (রা) ছিলেন প্রথম যুগের মুহাজির সাহাবা। হযরত সালিম (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একজন। মদীনায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে তিনি নামাযে ইমামতি করিতেন। উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং হযরত

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ছিলেন আনসার সাহাবা। তাঁহাদের স্থান ছিল নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে।

শাকীক ইব্ন সালমাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, হাফস, উমর ইব্ন হাফস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শাকীক বলেন– একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া বলিলেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি নিশ্চয় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের সত্তরোর্ধ্ব সূরার শিক্ষা লাভ করিয়াছি।[১] আল্লাহ্র কসম! নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ জানেন যে, 'তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী, আমি তাহাদের অন্যতম। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহি।' রাবী শাকীক বলেন– বক্তৃতা শেষ হইবার পর আমি লোকদের মজলিসে বসিয়া পড়িলাম। তাহারা কি বলে, তাহা শ্রবণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাহাকেও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত কথার বিরোধিতা করিতে শুনিলাম না।

আলকামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলকামা বলেন– একদা আমরা হিমস্ নগরে অবস্থান করিতেছিলাম। সেখানে একদিন হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল– ইহা কি এইরূপেই নাযিল হইয়াছে? হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে (উহা) পড়িয়া শুনাইয়াছি।[২] লোকটি বলিল– 'আপনি সঠিক পড়াই পড়িয়াছেন।' লোকটির মুখে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) মদের গন্ধ পাইলেন। তিনি বলিলেন– 'তুমি একদিকে মদ্য পান করো আর অন্যদিকে আল্লাহ্র কিতাবকে অবিশ্বাস করিতে সাহস করিতেছ?' অতঃপর তিনি (মদ্য পানের শাস্তিস্বরূপ) লোকটিকে দোররা মারিলেন।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম, আ'মাশ, হাফস, উমর ইব্ন হাফস ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন– যে সত্তা ভিন্ন কোন মা'বূদ নাই, সেই সত্তার কসম! কুরআন মজীদের প্রতিটি সূরার অবতীর্ণ হইবার স্থান সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের শানেনুযূল সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। আমি যদি জানিতে পারিতাম, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কোন ব্যক্তি রহিয়াছে, তবে তাহার নিকট উষ্ট্রযান পৌঁছিলে আমি উহাতে আরোহণ করিয়া তাহার নিকট পৌঁছিতাম।'

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) নিজের সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সত্য ও বাস্তব। নিজের সম্বন্ধে প্রয়োজনবোধে এইরূপ প্রশংসামূলক তথ্য প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে অন্যায় বা অসমীচীন নহে। এইরূপে হযরত ইউসুফ (আ) নিজের সম্বন্ধে মিশরের অধিপতির নিকট প্রশংসামূলক তথ্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ - اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ -

---

[১] হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহার 'ফাতহুল বারী' নামক ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ বদর হইতে আসিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত এই কথাটিও রহিয়াছে ঃ 'অবশিষ্ট সূরাসমূহ আমি সাহাবাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি।'

[২] ইমাম মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উহা এইরূপে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'স্বয়ং নবী করীম (সা) আমাকে উহা শিখাইয়াছেন।' উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'আমি লোকটির সহিত কথা বলিবার সময়ে তাহার মুখে মদের গন্ধ পাইলম........।'

(আমাকে যমীনে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন; আমি নিশ্চয় রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ও এতদসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অধিকারী।)

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় নবী করীম (সা)-এর এই বাণীই যথেষ্ট যে, নবী করীম (সা) বলেন– 'তোমরা চার ব্যক্তির নিকট হইতে কুরআন মজীদ শিক্ষা করিও।' অতঃপর নবী করীম (সা) সর্বপ্রথম হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুসআব ইব্ন মাকদাম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন– 'কুরআন মজীদ যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইরূপে অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে যেন উহা ইব্ন উম্মে আব্দ (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ)-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।' ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ মুআবিয়া প্রমুখ রাবী এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত দীর্ঘ এবং উহাতে একটি ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসায়ীও উহা উপরোক্ত রাবী আবূ মুআবিয়া হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম দারে কুতনী উহাকে সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর) উহাকে 'মুসনাদে উমর' নামক হাদীস সংকলনে উল্লেখ করিয়াছি। 'মুসুনাদে আহমদ' সংকলনে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদ যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, যে ব্যক্তি উহাকে ঠিক সেইরূপে অবিকৃত অবস্থায় পড়িতে চাহে, সে যেন উহা ইব্ন উম্মে আব্দ-এর কিরাআত অনুযায়ী পড়ে।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, হাফস্, ইব্ন উমর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কাতাদা বলেন– একদা আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম (সা)-এর যুগে কে কে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত (মুখস্থ) করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন– 'চার ব্যক্তি। তাঁহারা সকলেই আনসার সাহাবী ঃ (১) উবাই ইব্ন কা'ব (২) মু'আয ইব্ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ।' ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী হুমাম হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন– হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ, হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ এবং ফযলও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছুমামাহ ও ছাবিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুছান্না, মুআল্লা ইব্ন আসাদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আনাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ করেন নাই। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) আবূ দারদা (২) মু'আয ইব্ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ। আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী।'

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় উপরোক্ত চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ করেন নাই। প্রকৃত তথ্য এই যে, একাধিক মুহাজির সাহাবীও নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করেন নাই। এই কারণেই উক্ত হাদীসে শুধু

আনসার সাহাবীদের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (বুখারী ও মুসলিম উভয় কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুযায়ী) (১) হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব– (শুধু বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুয়ায়ী এইস্থলে অবশ্য হযরত আবূ দারদা) (২) হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) (৩) হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) এবং (৪) হযরত আবূ যায়দ (রা)। উক্ত সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ যায়দ (রা) ভিন্ন অন্য সকলে মশহুর ও সুপরিচিত। উক্ত হাদীস ভিন্ন অন্য কোন হাদীসে তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় নাই। তাঁহার নাম কি? সে সম্বন্ধে ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেন– তাঁহার নাম কয়েস ইব্‌ন সাকান ইব্‌ন কয়েস ইব্‌ন জাউরা ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন জুনদুব ইব্‌ন আমের ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নাজ্জার।' ঐতিহাসিক ইব্‌ন নুমায়ের বলেন– তাঁহার নাম হইতেছে সা'দ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন কয়েস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উমাইয়া। তিনি 'আওস' গোত্রের লোক ছিলেন।' কেহ কেহ বলেন– 'তাঁহারা স্বতন্ত্র নামের স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি। উভয়ই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত একত্রিত করেন।'

ইমাম আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক ওয়াকিদী তাঁহার যে নাম-পরিচয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই সঠিক। ওয়াকিদী কর্তৃক উল্লেখিত পরিচয়ে দেখা যায়– তিনি 'খাযরাজ' গোত্রের লোক ছিলেন। উহাই নির্ভুল। কারণ হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন– 'আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী।' আর হযরত আনাস (রা) যে খাযরাজ গোত্রের লোক, তাহা নিশ্চিত। এমনকি কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন– 'তিনি আমার জনৈক পিতৃব্য ছিলেন।' হযরত আনাস (রা) হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন– 'একদা আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের লোকেরা পরস্পর পরস্পরের কাছে গৌরব প্রকাশ করিবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইল। আওস গোত্রের লোকেরা বলিল– আমাদের গোত্রে এমন শহীদ রহিয়াছেন, যাহাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন– হানযালা ইব্‌ন আবূ আমের। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহাকে মৌমাছির ঝাঁক শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিল (حمته الدبر)। তিনি হইতেছেন আসিম ইব্‌ন ছাবিত। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার মৃত্যুতে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তিনি হইতেছেন– সা'দ ইব্‌ন মু'আয। আমাদের গোত্রে এমন লোকও রহিয়াছেন, যাহার একার সাক্ষ্যকে দুইজনের সাক্ষ্যের সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছিল। তিনি হইতেছেন খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত।' এবার খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বলিল– 'আমাদের গোত্রে এমন চারজন লোক রিহিয়াছেন, যাহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন (১) উবাই ইব্‌ন কা'ব (২) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (৩) যায়দ ইব্‌ন ছাবিত এবং (৪) আবূ যায়দ।' উক্ত রিওয়ায়েত সহ সকল রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আবূ যায়দের গোত্র পরিচয় সম্বন্ধে ওয়াকিদী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আবূ যায়দ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যুহরী হইতে মূসা ইব্‌ন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী বলেন– আবূ যায়দ কায়স ইব্‌ন সাকান 'জিসরে আবূ উবায়দ'-এর যুদ্ধে পনের হিজরীর শেষ দিকে শহীদ হন।

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যেও যে এমন সব ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত সংগ্রহ ও একত্র করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই

যে, নবী করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকা অবস্থায় নামাযে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবীগণের ইমাম বানাইবার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন– 'সাহাবীদের জামাআতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী, সে-ই তাহাদের ইমাম হইবে।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কুরআন মজীদের কিরাআতে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। শায়খ আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাঈল আশআরী এতদসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উপরোক্ত আলোচনা উহা হইতে গৃহীত হইয়াছে। শায়খের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় অখণ্ডনীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। হাফিজ ইব্ন সামআনী এ সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'মুসনাদে শায়খাইন' নামক হাদীস সংকলনে এই বিষয়ে আমি সুবিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মুহাজির সাহাবীদের মধ্যে যাহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত উসমান (রা) এবং হযরত হযরত আলী (রা)-ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত উসমান (রা) এক রাকাআতে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। আমি অচিরেই উহা আলোচনা করিব। কথিত আছে, কুরআন মজীদ যে তারতীবে নাযিল হইয়াছিল, হযরত আলী (রা) উহা সেই তারতীবে সংকলন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংকলন করিয়াছিলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের প্রতিটি আয়াতের অবতরণস্থল ও অবতরণের উপলক্ষ সম্বন্ধে আমি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী কেহ রহিয়াছেন, তবে তাহার নিকট উষ্ট্রযানে যাওয়া সম্ভবপর হইলে আমি তাঁহার নিকট গমন করিতাম।'

নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় যে সকল মুহাজির সাহাবা কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রা) তাঁহার স্থান ছিল অতি উর্ধ্বে। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। যে সকল মুহাজির সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নবী করীম (সা)-এর চাচাতো ভাই। তাঁহার পিতা হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহ এবং নবী করীম (সা)-এর পিতামহ একই ব্যক্তি– আবদুল মুত্তালিব। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র এবং কুরআন মজীদের ব্যাখ্যাতা। ইতিপূর্বে মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন– 'আমি দুইবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াত করিবার পর আমি থামিয়া গিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতাম।' যে সকল মুহাজির সাহাবা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন হাকীম ইব্ন সাফওয়ান, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মালীকাহ ও ইব্ন জুরায়জ এই উর্ধ্বতন অভিন্ন সনদাংশে এবং পৃথক পৃথক অধস্তন সনদাংশে ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন

আমর (রা) বলেন ঃ আমি কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়া উহা প্রতি রাত্রিতে তিলাওয়াত করিতাম। একদা এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে বলিলেন– 'উহা এক মাসে একবার তিলাওয়াত কর।' অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) আলোচ্য হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

---

[১] হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস সম্বন্ধে এখানে কিছু জরুরী বক্তব্য বিবৃত হইতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারজন সাহাবী ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করেন নাই, এইরূপ বর্ণনা সঠিক নহে। উহা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত বর্ণনা। কোন রাবী হয়ত ভুলক্রমে ঐরূপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত চারজন সাহাবী ভিন্ন একাধিক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করিয়াছিলেন।

তবে যেহেতু উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ, তাই উহার বক্তব্য বিষয়কে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্যে ব্যাখ্যাকারগণ উহার একেকরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে ব্যাখ্যাকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের নানারূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসে শুধু চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। উহাতে এইরূপ কোন কথা উল্লেখিত হয় নাই যে, উক্ত চারজন ভিন্ন অন্য কোন সাহাবা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করেন নাই। হাদীসে চারিজনের উল্লেখ কোনরূপ (حصر) সীমাবদ্ধকরণ নহে; বরং উহা সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের মধ্য হইতে কয়েকজনের নাম উল্লেখমাত্র।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদকে উহার সাতটি কিরাআতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবী যাঁহারা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারা উহা উহার সাতটি কিরাআতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

তৃতীয় ব্যাখ্যা এই যে, কুরআন মজীদের রহিত (منسوخ) ও অরহিত (غير منسوخ) এই উভয় শ্রেণীর আয়াতসমূহকে মাত্র উক্ত চারিজন সাহাবীই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যাঁহারা উহা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহার উভয় শ্রেণীর আয়াত নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

চতুর্থ ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে অন্যের মাধ্যমে নহে; বরং স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে সরাসরি শিক্ষা করত সংগ্রহ করা। উক্ত সাহাবী চতুষ্টয় স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা সম্পূর্ণত স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

পঞ্চম ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত চারিজন সাহাবী কুরআন মজীদ শিক্ষা প্রদানের কার্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবী উক্ত কার্যে তাঁহাদের ন্যায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে পারেন নাই। এইহেতু উক্ত সাহাবী চতুষ্টয় নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন– যে খ্যাতি অন্য কোন সাহাবী লাভ করেন নাই। অথবা অন্যান্য সাহাবী উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ের ন্যায় নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের শিক্ষা প্রদান কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেও তাঁহারা লোক প্রদর্শন বা রিয়াকারীর ভয়ে লোক সমক্ষে উহা প্রকাশ পাইতে দেন নাই। পক্ষান্তরে উক্ত চারিজন সাহাবী রিয়াকারীর রোগ হইতে নিজদিগকে মুক্ত মনে করিয়া এবং উহার আক্রমণ হইতে নিজেদের আত্মাকে নিরাপদ মনে করিয়া লোক সমক্ষে নিজেদের কার্যকে প্রকাশ পাইতে বাধা দেন নাই। ফলে একদিকে যেমন অন্যান্য সাহাবীর নাম এই বিষয়ে অপ্রকাশিত রহিয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি উক্ত

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া, সাদাকা ইব্‌ন ফযল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন– আলী (রা) হইতেছেন বিচারকার্যে আমাদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি ও উবাই (রা) হইতেছেন কিরাআতে আমাদের মধ্যে যোগ্যতম

(চলমান) সাহাবা চতুষ্টয়ের নাম এই বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। হযরত আনাস (রা) তাঁহার জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী মাত্র উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য একাধিক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে– লিখিত আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করা। উক্ত চারিজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ লিখিত আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন। অন্যান্য যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা মুখস্থ আকারে একত্রিত ও সংগৃহীত করিয়াছিলেন।

সপ্তম ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত সাহাবা চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী প্রকাশ করেন নাই যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ পরিপূর্ণরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র উক্ত সাহাবী চতুষ্টয়ই উহা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা উপরোক্তরূপ কথা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহারা কুরআন মজীদের সর্বশেষ আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে এইরূপ দাবী করা সমীচীন ও সঠিক নহে। পক্ষান্তরে, উক্ত চারিজন সাহাবী মনে করিয়াছেন যে, 'কুরআন মজীদের অবতীর্ণ আয়াতসমূহ তাঁহারা সংগ্রহ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা কুরআন মজীদ সংগ্রহ করিয়াছেন এইরূপ দাবী করা অসঙ্গত ও অসমীচীন নহে। এই কারণে হযরত আনাস (রা) মাত্র চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন।

অষ্টম ব্যাখ্যা এই যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত একত্রিতকরণ (الجمع) শব্দের তাৎপর্য হইতেছে– কুরআন মজীদ শ্রবণ করা, অন্তরে উহার প্রতি অনুগত হওয়া এবং উহা কার্যে পরিণত করা। আলোচ্য হাদীসে মাত্র উল্লেখিত সাহাবী চতুষ্টয়ই নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদকে উপরোক্ত অর্থে একত্রিত করিয়াছিলেন বলিয়াই হযরত আনাস (রা) মাত্র তাঁহাদের চারিজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ 'যুহদ' পরিচ্ছেদে আবূ যাহেদ নামক রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একটি লোক হযরত আবূ দারদা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল– আমার পুত্র কুরআন মজীদ জমা করিয়াছে। ইহাতে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন– 'আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের উপর আমল করিয়াছে, একমাত্র তাহার সম্বন্ধেই বলা চলে যে, সে কুরআন মজীদ জমা করিয়াছে।'

উপরে আলোচ্য হাদীসের যে সকল ব্যাখ্যা উল্লেখিত হইল, উহার অধিকাংশই কষ্ট-কল্পিত ব্যাখ্যা। বিশেষত সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি (অষ্টম ব্যাখ্যাটি) হইতেছে একেবারেই অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও বাতিল ব্যাখ্যা। উহা জ্বলন্ত সত্যের স্পষ্ট অস্বীকৃতি ভিন্ন কিছু নহে। এক কথায় সর্বশেষ ব্যাখ্যাটি সত্যের অপলাপ মাত্র।

আলোচ্য হাদীসের অন্য একটি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা এই যে, হযরত আনাস (রা) যেহেতু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই তিনি স্বীয় গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী আওস গোত্রের মুকাবিলায় খাযরাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া খাযরাজ গোত্রীর উক্ত চারিজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ জমা করিবার কৃতিত্ব আওস ও খাযরাজ এই দুই গোত্রের মধ্যে শুধু খাযরাজ গোত্রের রহিয়াছে; আওস গোত্র উক্ত কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারে নাই। উভয় গোত্রের বাহিরের কোন সাহাবী উক্ত কৃতিত্বের অধিকারী হইতে পারেন নাই– এইরূপ কথা বুঝানো হযরত আনাস (রা)-এর উদ্দেশ্য নহে।

আলোচ্য হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যাও কাহারও মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নহে। উহা এই যে, হযরত আনাস (রা) যেহেতু খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন, তাই উক্ত গোত্রের লোক ভিন্ন অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই– তিনি আনসারীই হউন আর মুহাজিরই হউন। তবে এইরূপ ব্যাখ্যার সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা যে একেবারেই কম তাহা না বলিলেও চলে।

ব্যক্তি। আর আমরা নিশ্চয় উবাই কর্তৃক পঠিত কিছু কিরাআত পরিত্যাগ করিব। এদিকে উবাই কিন্তু বলিয়া থাকেন– 'আমি উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে গ্রহণ করিয়াছি; সুতরাং কোনক্রমেই উহা পরিত্যাগ করিব না।' অথচ স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا -

ইমাম নাসাঈ সহীহ সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন– আমি কুরআন মজীদ জমা করিয়া প্রতি রাত্রিতে উহা তিলাওয়াত করিতাম। একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আমাকে বলিলেন– 'তুমি উহা একমাসে একবার তিলাওয়াত কর।' হাদীসের অবশিষ্টাংশ এইস্থলে অনুল্লেখিত রহিয়াছে। সহীহুল বুখারীতে আবূ হুযায়ফা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত সালিম (রা)-এর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। তাঁহারা সকলেই মুহাজির ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে হইতে যাঁহারা কারী ছিলেন, ইমাম আবূ উবায়দ তাহাদের নামের একটি তালিকা পেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মুহাজির ছিলেন, তাঁহাদের নাম এই ঃ চার খলীফা, হযরত তালহা, হযরত সা'দ, হযরত হুযায়ফা, হযরত সালিম, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সায়েব, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)– ইহারা সকলে মুহাজির পুরুষ। মহিলা মুহাজির কারীগণ হইতেছেন ঃ হযরত আয়েশা, হযরত হাফসা এবং হযরত উম্মে সালামা (রা)। অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর কুরআন মজীদের কিরাআতের শিক্ষা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতএব, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটি তাঁহাদের বিষয়ের সহিত সংঘর্ষশীল নহে। ইমাম ইব্‌ন আবূ দাউদ তাঁহার 'কিতাবুশ শারীআহ' নামক পুস্তকে মুহাজির কারী সাহাবীদের মধ্যে হযরত তামীম ইব্‌ন আওস দারী এবং হযরত উকবা ইব্‌ন আমেরের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। আনসার কারী সাহাবীদের মধ্যে তিনি হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত, হযরত মাআজ (যিনি আবূ হালীমা নামেও পরিচিত ছিলেন), হযরত মাজমা' ইব্‌ন হারিছা, হযরত ফুযালাহ ইব্‌ন উবায়েদ, মাসলামা ইব্‌ন মাখলাদ প্রমুখ সাহাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ জমা করিয়াছিলেন। আবূ আমর দানী কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নামও উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তী যুগের কোন কোন ঐতিহাসিক কারী সাহাবী হিসাবে হযরত আমর ইব্‌ন আস (রা), হযরত সা'দ ইব্‌ন ওক্কাস এবং হযরত উম্মে ওরাকার নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

(চলমান) বিপুলসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ হিফজ করিতেন। অত্র গ্রন্থের المبعث নামক পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় গৃহের আঙ্গিনায় একটি ব্যক্তিগত ইবাদতখানা বানাইয়াছিলেন। তিনি সেখানে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন। (অর্থাৎ কুরআন মজীদের যতটুকু নাযিল হইয়াছিল, তিনি উহার ততটুকুই তিলাওয়াত করিতেন।) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক সম্পর্কিত উক্ত তথ্য সন্দেহাতীতরূপে সত্য। কারণ, স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে কুরআন মজীদের শিক্ষা লাভ করিবার জন্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত। উভয়ের মক্কায় অবস্থানকালে নবী করীম (সা)-এর জন্যে তিনি নিজের মন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পার্থিব চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের চিন্তা স্থায়ীভাবে বিরাজমান ছিল। উভয়ে উভয়ের সহিত প্রায়ই মিলিত হইতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) সকালে-বৈকালে তাঁহাদের বাড়ীতে আগমন করিতেন। হিজরত সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে উহা বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) (মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়) বলিয়াছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী, সেই ব্যক্তি নামাযে তাহাদের ইমাম হইবে। অন্যত্র উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) উহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামাযে সাহাবীদের ইমাম হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সকল সাহাবীর মধ্যে কুরআন মজীদের কিরাআতে অধিকতর অগ্রগামী ছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরে কুরআন মজীদকে উহার অবতরণের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন।

'যদি আমি কোন আয়াত রহিত বা বিস্মৃত করিয়া দেই, তবে আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অথবা উহার সমকক্ষ আয়াত তদস্থলে স্থাপন করি।'

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো কখনো এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন– যাহাকে তিনি সঠিক ও নির্ভুল মনে করিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও অবাস্তব হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ইমাম মালিকের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন– 'এই কবরের অধিবাসী (নবী করীম সা) ভিন্ন কাহারো প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য নহে; বরং এই কবরের অধিবাসী ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তির কোনও কথা গ্রহণযোগ্য এবং কোনও কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ একমাত্র নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথাই গ্রহণযোগ্য; অন্য কাহারো প্রতিটি কথা সেইরূপ নহে।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) সূরা ফাতিহাসহ বিভিন্ন সূরার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। আমি প্রতিটি সূরার তাফসীরের সহিত উহার ফযীলত বর্ণনা করিয়াছি। অতএব এখানে উহার বর্ণনা প্রদান হইতে বিরত রহিলাম।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় রহমতের ফেরেশতার অবতরণ

হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, যায়দ ইব্‌ন হা'দ, লায়ছ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা রাত্রিকালে উসায়দ ইব্‌ন হুযায়ের সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার ঘোড়াটি তখন নিকটেই বাঁধা ছিল। সহসা উহা চতুর্দিকে লাফ দিতে লাগিল। তিনি চুপ করিলেন। ঘোড়াটিও থামিয়া গেল। তিনি আবার তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ঘোড়াটিও আবার লাফাইতে লাগিল। তিনি চুপ করিলেন। ঘোড়াটিও থামিল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। ঘোড়াটিও পুনরায় লাফাইতে লাগিল। এবার তিনি (তিলাওয়াত ত্যাগ করিয়া ঘোড়াটির কাছে) ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পুত্র ইয়াহিয়া ঘোড়াটির কাছে ছিল। তাঁহার মনে আশংকা হইয়াছিল, ঘোড়াটি তাঁহার পুত্রকে পদদলিত করিতে পারে। তিনি তাহাকে টানিয়া লইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।............... এক সময়ে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল।[১] সকাল বেলায় তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'ওহে ইব্‌ন হুযায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিলে না কেন? ওহে ইব্‌ন হুযায়র! তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকিলে না কেন?' হযরত উসয়দ ইব্‌ন হুযায়র বলিলেন– আমি আশংকা করিলাম যে, ঘোড়াটি (আমার পুত্র) ইয়াহিয়াকে পদদলিত করিবে। সে ঘোড়াটির কাছেই ছিল। আমি মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহার (স্বীয় পুত্রের) নিকট গেলাম। তথায় আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম, ঊর্ধ্বে চাঁদোয়ার মত

---

[১] হাফিজ ইব্‌ন হাজার আসকালানী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত বর্ণনায় কিছু বক্তব্য উহ্য রহিয়াছে। আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে এইরূপ উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ "... ... ...। তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তথায় চাঁদোয়ার ন্যায় একটি বস্তু রহিয়াছে। উহাতে লণ্ঠনের ন্যায় কতগুলি বস্তু (ঝুলন্ত) রহিয়াছে। উহা ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে একসময়ে অদৃশ্য হইয়া গেল।" বুখারী শরীফের কোন কোন রিওয়ায়েতে এইরূপ হযফ বা উহ্যকরণ পরিদৃষ্ট হয়। উহার কারণ এই যে, কোন অংশ (লোকের নিকট) বিদিত থাকিবার কারণে কোন কোন রাবী উহা উহ্য রাখেন; ইমাম বুখারী (র) স্বীয় বর্ণনায় তদনুযায়ী উহা উহ্য রাখিয়াছেন।

একটি বস্তু রহিয়াছে। উহাতে লণ্ঠনের ন্যায় কতগুলি বস্তু (ঝুলন্ত) রহিয়াছে। আমি বাহিরে আসিবার পর উহা আর দেখিতে পাইলাম না। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহা কি তাহা কি তুমি জান?' হযরত উসায়দ (রা) বলিলেন– '(ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) তাহা আমি জানি না।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহারা ছিলেন ফেরেশতা। উহারা তোমার কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্যে নিকটে আগমন করিয়াছিলেন। তুমি সকাল বেলা পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখিলে লোকে সকাল বেলায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত। তাঁহারা তখন লোকদের নিকট হইতে পর্দার অন্তরালে থাকিতেন না।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী যায়দ ইব্‌ন হাদী বলেন– হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব (রা) আমার নিকট উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রূপেই বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের উপরোক্ত দুইটি সনদের প্রথম সনদে দুইটি স্থানে বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে ঃ প্রথমত, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম তাবেঈ এবং হযরত উসায়েদ ইব্‌ন হুযায়ের– এই দুইয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। মুহাম্মদের পরিচয় হইতেছে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিছ তায়মী মাদানী তাবেঈ। তিনি হিজরী বিশ সনে অল্প বয়সেই মারা যান। হযরত উমর (রা) তাঁহার জানাযার নামাযে ইমামতী করেন। দ্বিতীয়ত, লায়ছ যেহেতু ইমাম বুখারীর উস্তাদ নহেন, তাই উক্ত হাদীস তিনি লায়ছের নিকট হইতে সরাসরি শুনেন নাই।

ইমাম বুখারীও বলেন নাই– 'লায়ছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' বরং তিনি বলিয়াছেন– 'লায়ছ বলিয়াছেন।' অতএব সনদের এই স্থলেও বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনা করিবার কালে এইরূপ বাকধারা খুব কমই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হাফিজ আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির স্বীয় 'আতরাফ' পুস্তকে অবশ্য উক্ত হাদীস লায়ছ নামক রাবীর পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– 'লায়ছ হইতে ইয়াহিয়া ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুকায়র উহা উপরোক্ত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।' আমি (ইব্‌ন কাছীর) উহা অন্য কোথাও উহার সনদের অন্যতম রাবী লায়েছের পর্যায়ে অবিচ্ছিন্নরূপে দেখিতে পাই নাই।

ইমাম আবূ উবায়দ 'ফাযায়েলুল কুরআন' পুস্তকে বলিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিছ তায়মী, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উসামাহ ইব্‌ন হাদী, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালিক ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (অতঃপর রাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন)। ইমাম আবূ উবায়দ অতঃপর বলিয়াছেন– হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাবও আমার নিকট উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।' হযরত উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ সাঈদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খাব্বাব, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন হাদী), সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ লায়ছ, দাঊদ ইব্‌ন মানসূর, শুআয়ব ইব্‌ন লায়ছ এবং আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হাকাম ও ইমাম নাসাঈ উহা 'ফাযায়েলুল কুরআন' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। লায়ছ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়রের অধস্তন সনদাংশেও ইমাম নাসাঈ উহা উক্ত পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ইমাম নাসাঈ উক্ত পুস্তকে উহা দুইটি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খাব্বাব, ইয়াযীদ ইব্ন হাদী, ইবরাহীম, ইয়া'কুব ইব্ন ইবরাহীম, আহ্মদ ইব্ন সাঈদ রিবাতী ও ইমাম নাসাঈ উহা 'সাহাবীগণের ব্যক্তিগত গুণাবলী' নামক পুস্তকেও বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন– 'একদা উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) স্বীয় অশ্বশালায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন।... ... .।' উহাতে একথা উল্লেখিত নাই যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বাহ্যত উহাই মনে হয়। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কা'ব, ইব্ন মালিক, ইব্ন শিহাব, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ বলেন যে, 'একদা তিনি স্বীয় গৃহের উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল মধুর।' অতঃপর রাবী পূর্বে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ছাবিত বান্নাঈ, হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ কুবায়সা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উসায়দ (রা) বলেন– একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম – হে আল্লাহ্র রাসূল! গত রাত্রিতে আমি একটি সূরা তিলাওয়াত করিতেছিলাম। উহা শেষ করিবার পর আমি আমার পশ্চাতে ধপাস্ করিয়া কোন কিছুর পড়িয়া যাইবার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি ভাবিলাম, আমার ঘোড়াটি হাঁটিতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– ওহে আবূ উসায়দ! তুমি বলিতে থাকো। তিনি ইহা দুইবার বলিলেন। হযরত উসায়দ বলিলেন[১] ঃ আমি তাকাইয়া দেখি, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে লণ্ঠনের মত কতগুলি বস্তু রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন– ওহে আবূ উসায়দ।! তুমি বলিতে থাক। হযরত উসায়দ বলিলেন– আল্লাহ্র কসম! আমি আর বলিতে পারিলাম না। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'উহারা ছিলেন ফেরেশতা। উহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রবণের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তুমি তোমার তিলাওয়াত কার্য চালাইয়া গেলে আশ্চর্যকর বিষয়সমূহ দেখিতে পাইতে।'

আবূ ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইসহাক হযরত বারা (রা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছেন ঃ একদা রাত্রিকালে এক লোক সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিল। সহসা সে স্বীয় বাহন অথবা অশ্বকে লাফাইতে দেখিল। সে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, (ঊর্ধ্বে) একখণ্ড মেঘের মতো কি যেন রহিয়াছে। লোকটি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন– 'উহা ছিল সাকীনাহ (প্রশান্তি)। উহা কুরআন মজীদের উদ্দেশে অথবা কুরআন মজীদের উপর নাযিল হইয়াছিল।' ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা উপরোক্ত রাবী শু'বার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত লোকটি ছিলেন, হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা)। এই বিষয়টি সনদ শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কিত। ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীস হইতেছে অতি বিরল বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণিত। তিনি উহা

---

১. মূল রিওয়ায়েতে এইরূপই উল্লেখিত রহিয়াছে। এইস্থলে এইরূপ হওয়া সঙ্গত ছিল ঃ 'হযরত উসায়দ (রা) বলেন, আমি বলিলাম।' হযরত উসায়দের ঘটনা সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ও আলোচ্য রিওয়ায়েতে অন্যরূপ অসঙ্গতিও বিদ্যমান রহিয়াছে। স্বচ্ছ দৃষ্টির সম্মুখে উহা গোপন থাকিবার কথা নহে।

ব্যতিক্রমধর্মী বর্ণনাভঙ্গিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষণীয় যে, উক্ত হাদীসের বক্তব্য বিষয় বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক প্রদত্ত 'কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের সময়ে রহমতের ফেরেশতার অবতরণ' এই শিরোনামে বিধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হযরত উসায়দের উপরোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা হযরত ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাম্মাসের বেলায়ও ঘটিয়াছিল। জারীর ইব্ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্ন হাযিম (জারীর ইব্ন ইয়াযীদের ভ্রাতুষ্পুত্র) ইবাদ ইব্ন উব্বাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জারীর ইব্ন ইয়াযীদ বলেন– মদীনার বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করা হইল– হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি শুনেন নাই যে, গত রাত্রিতে সারাক্ষণ ছাবিত ইব্ন কয়স ইব্ন শাম্মাসের গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত ছিল? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে সে হয়ত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিল।' অতঃপর ছাবিতের নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন– 'আমি সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিয়াছিলাম।'

'কোন জামাআত আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হইয়া যদি তাঁহার কিতাব তিলাওয়াত করে এবং একজন আরেকজনকে উহা শিক্ষা দেয়, তবে তাহাদের উপর নিশ্চিতভাবে প্রশান্তি নাযিল হয়, তাহাদিগকে রহমত বেষ্টন করিয়া লয়, ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখে এবং যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহিয়াছেন, তিনি তাহাদের নিকট সেই জামাআতের লোকদের বিষয় আলোচনা করেন।' ইমাম মুসলিম (র) উহা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ط اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'আর তুমি ফজরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো; ফজরের তিলাওয়াত নিশ্চয় পর্যবেক্ষিত হইয়া থাকে।'

কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন– 'ফেরেশতাগণ ফজরের তিলাওয়াত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।' বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– তোমাদের নিকট ফেরেশতাগণ রাত্রিতে ও দিনে পালাক্রমে আগমন করেন। তাঁহারা উভয় দলই ফজরের নামাযে এবং আসরের নামাযে (তোমাদের নিকট) একত্রিত হন। কোন দল যখন তোমাদের নিকট থাকিবার পর তাঁহার (আল্লাহ্ তা'আলার) নিকট প্রত্যাবর্তন করে; তখন তিনি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন– অবশ্য তিনি তোমাদের অবস্থা সম্বন্ধে সর্বোত্তম অবগত রহিয়াছেন– তোমরা আমার বান্দাদিগকে কোন অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছ? তাঁহারা বলেন– 'আমরা তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় পাইয়াছি; আবার তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কালে তাহাদিগকে নামায আদায়রত অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছি।'

তিনি দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই

আবদুল আযীয ইব্ন রফী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবদুল আযীয ইব্ন রফী' বলেন– একদা শাদ্দাদ ইব্ন মা'কাল এবং আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। শাদ্দাদ ইব্ন মা'কাল তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন– নবী করীম (সা) কি কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান

নাই।' আবদুল আযীয ইব্ন রফী' বলেন– আমরা মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়ার নিকট গমন করত তাঁহার নিকট সেই একই প্রশ্ন করিলে তিনিও বলিলেন– 'নবী করীম (সা) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উহার তাৎপর্য এই যে, নবী করীম (সা) এইরূপ কোন ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই যাহা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টিত হইতে পারে। এইরূপে জুওইরিয়ার ভ্রাতা আমর ইব্ন হারিছও বলেন– নবী করীম (সা) দীনার, দিরহাম, দাস-দাসী বা অন্য কোন ধন-সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। হযরত আবূ দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে ঃ 'নবীগণ দীনার-দিরহামকে উত্তরাধিকারের সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া যান নাই; তাঁহারা শুধু দীনী ইলমকে উত্তরাধিকারের সম্পদ হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করে, সে বিরাট সৌভাগ্যই গ্রহণ করে।' এই কারণেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন– 'নবী করীম (সা) দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন।' দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব হইতেছে কুরআন মজীদ। সুন্নাহ হইতেছে, কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। উহা কুরআন মজীদের অধীন ও অনুসারী। মুখ্য কাম্য বস্তু হইতেছে কুরআন মজীদ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا (স্বীয় বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়া লইয়াছি, অতঃপর তাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি।)

দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি জমা করিবার এবং উহা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পদ হিসাবে রাখিয়া যাইবার জন্যে আম্বিয়ায়ে কিরাম সৃষ্ট হন নাই। তাঁহারা সৃষ্ট হইয়াছেন আখিরাতের জন্যে। তাঁহাদের ব্রত হইতেছে মানুষকে আখিরাতের দিকে আহ্বান করা এবং তৎপ্রতি তাহাদের মনে আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা। এই কারণেই নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমরা নবীগণ যে পার্থিব সম্পত্তি রাখিয়া যাই, তাহা সাদকা হিসাবে বণ্টিত হইয়া থাকে।' নবী করীম (সা)-এর উক্ত মহৎ গুণকে উপরোক্ত পন্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বপ্রথম প্রকাশ করিয়াছেন। একদা তাঁহার নিকট নবী করীম (সা)-এর মীরাছ (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য সম্পত্তি) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত বাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় একাধিক সাহাবী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবীর নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরআন মজীদ শ্রেষ্ঠতম বাণী

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হুমাম, হাদিয়াহ ইব্ন খালিদ, আবূ খালিদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– যে নেককার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা লেবুর অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদ ও ঘ্রাণ উভয়ই ভাল। যে নেককার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা খেজুরের অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদ ভাল; কিন্তু উহাতে কোন সুঘ্রাণ

নাই। যে বদকার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা পুষ্প স্তবকের অবস্থার সমতুল্য। উহার ঘ্রাণ আনন্দদায়ক, কিন্তু উহার স্বাদ তিক্ত। আর যে বদকার ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের অবস্থার সমতুল্য। উহার স্বাদও তিক্ত এবং উহাতে কোন সুঘ্রাণও নাই।' ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকের সঙ্গে কাতাদাহ্র মাধ্যমে একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরিচ্ছেদের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্পর্ক এই যে, উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তির আত্মার মধ্যে সুঘ্রাণ থাকা বা না থাকা কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার আত্মা সুঘ্রাণযুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না তাহার আত্মা সুঘ্রাণ হইতে বঞ্চিত। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ হইতেছে নেককার বা বদকার যে কোনরূপ মানুষের কথা হইতে শ্রেষ্ঠতম।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া, মুসাদ্দাদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন– 'পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের হায়াতের তুলনায় তোমাদের হায়াত হইতেছে আসরের ওয়াক্ত হইতে মাগরিবের ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ের সমতুল্য। আর তোমাদের, ইয়াহুদীদের এবং নাসারাদের অবস্থা হইতেছে এইরূপ যে, একটি লোক কতকগুলি শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত করিল। লোকটি বলিল– মাত্র এক কীরাত (দিরহামের দ্বাদশাংশ)-এর বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সময় আমার কাজ করিয়া দিতে কে রাজী আছ? তাহার কথায় ইয়াহুদীগণ কাজ করিল। অতঃপর লোকটি বলিল– মাত্র এক কীরাতের বিনিময়ে বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আসর পর্যন্ত সময়ে কে আমার কাজ করিয়া দিতে রাজী আছ? তাহার কথায় নাসারাগণ কাজ করিল। এক্ষণে তোমরা দুই কীরাতের বিনিময়ে আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে কাজ করিতেছ। ইহাতে ইয়াহুদী ও নাসারারা বলিল– আমরা বেশী পরিশ্রম করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইয়াছি। নিয়োগকর্তা বলিল– আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে সামান্যও কম দিয়াছি? তাহারা বলিল– 'না।' নিয়োগকর্তা বলিল– 'উহাদিগকে প্রদত্ত অতিরিক্ত পারিশ্রমিক হইতেছে আমার দান। উহা যাহাকে ইচ্ছা করি, দান করি।' উপরোক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্বন্ধ এই যে, উহাতে বর্ণিত হইয়াছে, যদিও পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের লোকদের আয়ু অপেক্ষা উম্মতে মুহাম্মদীর লোকদের আয়ু স্বল্পতর, তথাপি এই উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ তোমরা হইতেছ মানবজাতির কল্যাণের জন্য মনোনীত সর্বোত্তম উম্মত।

বাহায ইব্ন হাকীমের পিতামহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকীম এবং বাহায ইব্ন হাকীম কর্তৃক 'মুসনাদ' ও 'সুনান' সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা সত্তরটি উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ উম্মত। আল্লাহ্র নিকট তোমরা সর্বোত্তম উম্মত।' কোন্ কারণে উম্মাতে মুহাম্মদী (সা) উক্ত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে? তাহারা কুরআন মজীদের বরকতের উসীলায় উক্ত ফযীলত ও মর্যাদার অধিকারী হইতে পারিয়াছে। কুরআন মজীদ

হইতেছে যাবতীয় আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিতাব। উহা অন্যান্য আসমানী কিতাবের মুহাফিজ ও অন্যান্য সকল আসমানী কিতাবের রহিতকারক। কুরআন মজীদের এই ফযীলতের কারণ কি? কুরআন মজীদের এই ফযীলতের কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সকল কিতাবই একবারে নাযিল হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, কুরআন মজীদ একবারে নাযিল হয় নাই; বরং উহা নাযিল হইয়াছে প্রয়োজন অনুসারে অংশ অংশ করিয়া। কারণ, কুরআন মজীদ এবং উহার ধারকগণ উভয়ই অত্যন্ত মর্যাদাশালী। অতএব, উহার একটি অংশের অবতারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পূর্ণ কিতাবের অবতারণের সমতুল্য।[১]

পূর্ববর্তী প্রধান দুইটি উম্মত হইতেছে ইয়াহুদী ও নাসারা। ইয়াহুদী জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নবূওতের কাল হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওতের কাল পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করেন। নাসারা জাতিকে তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওতের কাল হইতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নবূওতের কাল পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করেন। অতঃপর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মতকে তাঁহার নবূওতের কাল হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাদের কার্যকালকে দিনের শেষ অংশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন, এই উম্মতকে উহার দ্বিগুণ পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ববর্তী উম্মতগণ বলিয়াছে– হে আমাদের প্রভু! আমরা বেশী কাজ করিয়া কম পারিশ্রমিক পাইলাম কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক হইতে কোন অংশ কম প্রদান করিয়াছি? তাহারা বলিল– না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– অতিরিক্ত পারিশ্রমিকটুকু হইতেছে আমার কৃপার দান। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে উহা দান করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত প্রণিধানযোগ্য ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - لِئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ - وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমানে অটল থাক। তোমরা এইরূপ করিলে তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত হইতে দ্বিগুণ রহমত প্রদান করিবেন এবং তোমাদের জন্য নূর সৃষ্টি করিবেন। তোমরা উহার সাহায্যে চলিতে পারিবে। আর তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাময়। ফলত আহলে কিতাব জাতি জানিতে পারিবে যে, আল্লাহ্‌র কোন দানে তাহাদের কোন হাত নাই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই উহা দান করিতে পারেন। আর আল্লাহ্ মহাদানের অধিকারী।'

---

১. অন্যান্য আসমানী কিতাবের উপর কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে বর্ণিত উপরোক্ত কারণ গ্রহণযোগ্য নহে। কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত কারণ উহার নিজের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। কুরআন মজীদের ভাষা, উহার বর্ণনাশৈলী, উহার সর্ব কালোপযোগী জীবন ব্যবস্থা ইত্যাদি নিজস্ব গুণই উহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবের ধারক বলিয়া পরিচয় দানকারী জাতি স্বীকার করে না যে, তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি একবারে নাযিল হইয়াছিল। ইহা সত্য যে, কতকগুলি ওসিয়াত বা উপদেশ তাঁহার প্রতি একবারে নাযিল হইয়াছিল। কিন্তু তাবলীগ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত হযরত মূসা (রা)-এর ভাষণ অংশ অংশ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

আল্লাহ্‌র কিতাব আঁকড়াইয়া থাকিবার ওসিয়াত

তালহা ইব্‌ন মুসাররফ হইতে ধারাবাহিকভাবে মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তালহা বলেন– একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– নবী করীম (সা) কি কোন ওসিয়াত করিয়াছেন? তিনি বলিলেন– না। আমি বলিলাম– তবে ওসিয়াত করা মানুষের প্রতি ফরয হইল কিরূপে? ওসিয়াত করিতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে; অথচ নবী করীম (সা) ওসিয়াত করিলেন না! তিনি বলিলেন– 'নবী করীম (সা) আল্লাহ্‌র কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে (মানুষকে) ওসিয়াত করিয়াছেন।' ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন ইমাম বুখারী ও সিহাহ্‌ সিত্তার অন্যান্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস অন্যতম রাবী মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত 'দুই মলাটের মধ্যে রক্ষিত কিতাব ভিন্ন অন্য কিছুই নবী করীম (সা) রাখিয়া যান নাই' এই হাদীসের তুল্যার্থক। উক্ত হাদীসে 'অথচ ওসিয়াত করিতে মানুষকে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে' এই মর্মে রাবী তালহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা দ্বারা রাবী কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَ نِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ۔

(তোমাদের কেহ মৃত্যুকালে সম্পত্তির মালিক থাকিলে পিতা-মাতা এবং অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের জন্যে ওসিয়াত করাকে তাহার প্রতি ফরয করা হইল।)

নবী করীম (সা) যে পার্থিব সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, উহা উত্তরাধিকারের নিয়মে বণ্টনীয় ছিল না। উহা ছিল সাদকায়ে জারিয়াহ্‌ বা বহমান দান। অতএব, তিনি স্বীয় পার্থিব সম্পত্তির ব্যাপারে কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। তাঁহার ইন্তিকালের পর কে খলীফা হইবেন, তিনি সে বিষয়েও নামোল্লেখ করিয়া কোন ওসিয়াত করিয়া যান নাই। কারণ, বিষয়টি তাঁহার ইশারা ইঙ্গিতে ইতিপূর্বেই স্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইতিপূর্বে তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিলেন। একবার তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নাম উল্লেখ করত ওসিয়াত করিতে মনস্থ করিয়া উহা ত্যাগ করেন। তিনি শুধু বলিয়াছিলেন– আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং মু'মিনগণ আবূ বকর ভিন্ন অন্য কাহাকেও খলীফা হিসাবে দেখিতে নারায ও অনিচ্ছুক। ঘটনাও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। মোটকথা, নবী করীম (সা) শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলিতে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছেন।

সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ (তাহাদের জন্যে কি ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি– যাহা তাহাদের সম্মুখে পঠিত হইয়া থাকে।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন শিহাব, উকায়েল, লায়ছ, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন নবী সুরের সহিত আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিলে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে উহা শুনিয়া থাকেন, অন্য কিছুই তিনি সেইরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শুনেন না।' উক্ত হাদীসের জনৈক রাবী বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদীসের يتغنى শব্দের তাৎপর্য হইতেছে 'কুরআন মজীদ উচ্চৈঃস্বরে সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করা।' ইমাম বুখারী উহা উপরোক্ত রাবী ইব্ন শিহাব যুহরী হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ ও আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাদীনীর অধস্তন সনদাংশেও বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান বলেন– উক্ত হাদীসে যে يتغنى بالقران (সে সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত করে) শব্দগুচ্ছটি উল্লেখিত হইয়াছে, এইস্থলে উহার অর্থ হইবে 'সে কুরআন মজীদে তৃপ্ত থাকে।'

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কোন নবী শব্দ করিয়া সুরেলা কণ্ঠে যদি আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই তিলাওয়াত করাকে যেরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন, অন্য কিছুই সেইরূপ সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন না। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা ও ভীতি এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী পরিপূর্ণ অবস্থায় বর্তমান থাকিবার ফলে তাহাদের তিলাওয়াতের সুরে এক মহিমাময় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। তিলাওয়াতের চরম উদ্দেশ্যও তাহাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন– মহান আল্লাহ্ সকল শব্দ ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা নেককার ও বদকার সকলের কণ্ঠস্বর শুনিলেও নেককার বান্দাদের কিরাআতের সুর ও শব্দকে তিনি মহা মর্যাদা দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ـ

(তুমি যে কাজেই লিপ্ত থাকো না কেন এবং কুরআন মজীদের যে অংশই তিলাওয়াত করো না কেন, তোমাদের উক্ত কার্যে লিপ্ত থাকিবার কালে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি।) বলাবাহুল্য, সাধারণ নেককারদের তিলাওয়াত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যত প্রিয়, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালামের তিলাওয়াত তদপেক্ষা অনেক অনেক বেশী প্রিয়। আলোচ্য হাদীসে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য হাদীসে যে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করেন)-শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছে, এখানে উহার অর্থ হইবে 'তিনি নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।' তবে ইতিপূর্বে اذن (তিনি সন্তুষ্টি সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন) শব্দের যে অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাই এখানে উহার অধিকতর সঙ্গত অর্থ। হাদীসটির অন্যান্য শব্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার অর্থ করিলে প্রথমোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে। উহার একটি শব্দগুচ্ছ হইতেছে– يتغنى بالقران অর্থাৎ 'যিনি সুরের সহিত শব্দ করিয়া (আল্লাহ্র কিতাব) তিলাওয়াত করেন।' ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, হাদীসটির প্রথমোক্ত তাৎপর্যই অধিকতর সঙ্গত। কুরআন

মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতেও اذن শব্দটি 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও পালন করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ۔ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۔ وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۔ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۔ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۔

(যখন আকাশ ফাটিয়া যাইবে; আর উহা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে ও উহা পালন করিবে এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও উহা পালন করা উহার জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যখন পৃথিবীকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহা স্বীয় গর্ভে অবস্থিত বস্তুসমূহকে বাহিরে নিক্ষেপ করত উজাড় হইয়া পড়িবে। আর উহা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিবে ও উহা পালন করিবে এবং স্বীয় প্রভুর আদেশ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা ও উহা পালন করা উহার জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে।)

হযরত ফুযালা (রা) হইতে সহীহ সনদে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও لاذن শব্দটি 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

الله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران من صاحب القينة الى قينته

অর্থাৎ মালিক তাহার দাসীর কণ্ঠস্বরকে যতটুকু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে, সুরেলা কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আল্লাহ্ তা'আলা ততোধিক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ يتغنى শব্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইবে 'সে তৃপ্ত থাকে বা সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করে।' আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম প্রমুখ ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক নহে। এখানে উহা উক্ত শব্দের কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যাই বটে। আলোচ্য হাদীসের জনৈক রাবী বলিয়াছেন, উহার অর্থ হইবে 'সে শব্দ করিয়া সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করে।' হারমালা বলেন– একদা আমি সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাকে বলিতে শুনিলাম যে, উহার অর্থ হইবে 'সে নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করে।' ইমাম শাফেঈর নিকট আমি উহা ব্যক্ত করিলে তিনি বলিলেন– না, উহার অর্থ ঐরূপ নহে। ঐরূপ অর্থ বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিলে আলোচ্য হাদীসে يتغنى শব্দের পরিবর্তে يتغانى শব্দ উল্লেখিত হইত। প্রকৃতপক্ষে উহার অর্থ হইবে– 'সে সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করে।' মুযানী এবং রবী'ও ইমাম শাফেঈ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হারমালা বলেন– আমি ইব্‌ন ওহাবকে বলিতে শুনিয়াছি– উহার অর্থ হইবে, 'সে সুরের সহিত তিলাওয়াত করে।'

উপরে আলোচ্য হাদীসের যে সঠিক তাৎপর্য বর্ণিত হইল, তদনুযায়ী اَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الخ আয়াতকে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে উল্লেখ করা ইমাম বুখারীর পক্ষে প্রাসঙ্গিক হয় নাই।[১] কারণ, উদ্ধৃত আয়াতটিতে কুরআন মজীদ সুরের সহিত

---

১. এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে 'সুরের সহিত কুরআন মজীদের তিলাওয়াত' এই শিরোনামে লিখিত পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন কাছীর স্বীয় পুস্তকে তদনুরূপই উহা বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথমদিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তিলাওয়াত করিবার প্রসঙ্গ বর্ণিত হয় নাই। কাফিরগণ বলিত, মুহাম্মদের সত্যবাদিতার সমর্থনে কেন তাহার প্রতি নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না? তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا الاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ - اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّ ذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

'তুমি বল, নিদর্শনাবলী তো আল্লাহ্র নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। আমি তো শুধু এক সুস্পষ্ট সাবধানকারী। তাহাদের জন্যে কি ইহাই যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছি– যে কিতাব তাহাদের নিকট পঠিত হয়। যে জাতি সত্যকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহাদের জন্যে উহাতে নিশ্চয়ই রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।' আলোচ্য আয়াতটিতে প্রমাণিত হইতেছে যে, কুরআন মজীদই প্রয়োজনীয় নিদর্শন হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ নবী করীম (সা) ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর)। কুরআন মজীদের ন্যায় অনন্যসাধারণ মহাগ্রন্থ রচনা করা তাঁহার পক্ষে কোনক্রমে সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রন্থ তাঁহার প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার সত্যবাদিতার এক মহা নিদর্শন বটে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَّ لاَتَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ -

'ইতিপূর্বে তুমি না কোন কিতাব পড়িতে আর না স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা লিখিতে। উহা হইলে অবশ্য বাতিলপন্থীগণ সংশয় প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইত।'

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আলোচ্য হাদীসে সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার কথাই বলা হইয়া থাকুক, অথবা কুরআন মজীদের প্রাপ্তিতে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করিবার কথাই বলা হইয়া থাকুক, কোন অবস্থাতেই আলোচ্য আয়াত ইমাম বুখারীর এইস্থলে উদ্ধৃত করা সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হয় নাই।

সুরের সহিত তিলাওয়াত প্রসঙ্গ

হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন রুবাহ লখমী, কুব্বাছ ইব্‌ন রযীন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন– একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। আমরা তখন মসজিদে বসিয়া পরস্পরকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেছিলাম। তিনি বলিলেন– 'তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের ইলম হাসিল কর এবং উহাকে আঁকড়াইয়া ধর।' রাবী বলেন– আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন– وتغنوه (আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর)। অথবা উহা দ্বারা পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে কর।' অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন– 'যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! জলাশয়ে বাঁধা পশুকে ছাড়িয়া দিলে উহার পক্ষে ভাগিয়া যাওয়ার যতটুকু আশংকা থাকে, কুরআন মজীদের পক্ষে স্মৃতি হইতে চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

হযরত উকবা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী, মূসা ইব্ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ্ ও ইমাম আবূ উবায়দ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে পূর্বোল্লেখিত হাদীসে যেরূপ রাবীর সন্দেহ উল্লেখিত হইয়াছে, ইহাতে সেইরূপ কোন সন্দেহের উল্লেখ নাই। ইমাম নাসাঈও 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে উহা উপরোক্ত রাবী মূসা ইব্ন আলী হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা উপরোক্ত রাবী কুব্বাছ ইব্ন রযীন হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং কুব্বাছ ইব্ন রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক প্রমুখ রাবীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। আমরা তখন কুরআন মজীদ পড়িতেছিলাম। তিনি আমাদিগকে সালাম দিলেন..................।' এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত রত ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা অবৈধ বা অসঙ্গত নহে।

হযরত মুহাজির ইব্ন হাবীব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'হে কুরআন মজীদের ধারকগণ! তোমরা কুরআন মজীদকে বালিশ বানাইও না; উহা যেভাবে তিলাওয়াত করা দরকার, সকাল-সন্ধ্যায় সেইভাবে তিলাওয়াত করিও; আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর অথবা তোমরা উহা দ্বারা নিজকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও। আর উহাতে যাহা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভালরূপে জ্ঞান লাভ করিও; ইহাতে আশা করা যায়, তোমরা কামিয়াব হইতে পারিবে।' উক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। অতঃপর ইমাম আবূ উবায়দ বলিয়াছেন, تقنوه ও تغنوه উভয়ের অর্থ হইতেছে- তোমরা উহা দ্বারা নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও এবং উহাকেই নিজেদের পার্থিব সম্পদ মনে করিও।'

হযরত ফুযালা ইব্ন উবায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুহাজির, ইমাম আওযাঈ, আলী ইব্ন হামযাহ, হিশাম ইব্ন আম্মার ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'দাসীর মালিক উহার কণ্ঠস্বর যতটুকু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তদপেক্ষা অধিকতর মনযোগ সহকারে সুরেলা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী বান্দার তিলাওয়াত শ্রবণ করিয়া থাকেন।' ইমাম আবূ উবায়দ বলেন- উক্ত হাদীসের সনদে কোন কোন মুহাদ্দিস, হযরত ফুযালাহ (রা) এবং ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র মধ্যে হযরত ফুযালার মুক্ত গোলাম মায়সারার নাম অন্যতম রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ উহা ইমাম আওযাঈ হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদাংশে (মায়সারার নামসহ) এবং ইমাম আওযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ালীদ, রাশেদ ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন আবূ রাশেদের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে যে اذن শব্দটি উল্লেখিত রহিয়াছে, ইমাম আবূ উবায়দ তৎসম্বন্ধে বলেন- উহার অর্থ হইতেছে 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা।'

সায়েব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ মুলায়কা, সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ ও ইমাম আবুল কাসিম বাগবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব বলেন- একদা হযরত সা'দ (রা) আমাকে বলিলেন, তুমি কি কুরআন মজীদের কিরাআত শিখিয়াছ? আমি বলিলাম- 'হ্যাঁ।' তিনি বলিলেন- উহা সুরের

সহিত তিলাওয়াত করিও। কারণ, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমরা সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও; আর তোমরা (উহা পড়িবার কালে) ক্রন্দন করিও। যদি ক্রন্দন করিতে না পারো, তবে চেহারায় ক্রন্দনের ভাব আনিতে চেষ্টা করিও।'

হযরত সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাহীক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, লায়ছ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'নিশ্চয় এই কুরআন মজীদ চিন্তা-ভাবনার বিষয় লইয়া নাযিল হইয়াছে। তোমরা যখন উহা তিলাওয়াত কর, তখন ক্রন্দন করিও। ক্রন্দন করিতে না পারিলে মুখে ক্রন্দনের ভাব আনিতে চেষ্টা করিও। আর তোমরা উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত করিও, অথবা উহা দ্বারা নিজদিগকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে করিও। যে ব্যক্তি উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত না করে অথবা উহা দ্বারা নিজেকে পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে মুক্ত মনে না করে, সে ব্যক্তি আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।' উক্ত হাদীসের সনদ সম্বন্ধে বলিবার মত অনেক কথা রহিয়াছে। এইস্থল উহা বলিবার স্থান নহে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, আবদুল জব্বার ইব্‌ন বিরদ, আবদুল আ'লা ইব্‌ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উবায়দ বলেন– একদা হযরত আবূ লুবাবা আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। এক সময়ে তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরাও উহাতে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার গৃহ পুরাতন ও ভাঙ্গাচোরা; তাঁহার বৈষয়িক অবস্থায় দারিদ্র্যের ছাপ বিদ্যমান। আমরা তাঁহার নিকট আমাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিলে তিনি বলিলেন– মোটা আয়ের ব্যবসায়ী সকল। অতঃপর তিনি বলিলেন– নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ليس منا من لم يتغن بالقران 'যে ব্যক্তি সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না সে ব্যক্তি আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে।' রাবী আবদুল জব্বার বলেন–আমি আমার উস্তাদ ইব্‌ন আবূ মুলায়কার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ মুহাম্মদ! তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠস্বর মিষ্টি ও সুমধুর না হইলে সে কি করিবে? তিনি বলিলেন– যথাসম্ভব মধুর সুরে তিলাওয়াত করিবে।' উক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ মুলায়কা ও তাঁহার শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বযুগীয় আলিমগণ التغنى بالقران শব্দ দ্বারা 'কুরআন মজীদ সুরের সহিত তিলাওয়াত করা' বুঝিতেন। হাদীসের ইমামগণ উহার ঐরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওসাজাহ, তালহা, আ'মাশ, জারীর, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা তোমরা কুরআন মজীদ সৌন্দর্যমণ্ডিত কর।' উক্ত হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী তালহা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ এবং ইব্‌ন হাব্বান, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওসাজাকে বিশ্বস্ত রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে ইয্‌দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াহিয়া বলেন– 'আমি

মদীনাবাসীগণের নিকট আবদুর রহমান ইব্‌ন আওসাজাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছি। তাহারা তাহাকে বিশ্বস্ত লোক বলেন নাই।' শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ উবায়দ ও কাসিম ইব্‌ন সালাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, শু'বা বলেন- স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআন মজীদকে তোমরা সৌন্দর্যমণ্ডিত কর'- এই হাদীস বর্ণনা করিতে আইউব আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। আবূ উবায়দ বলেন- আমার ধারণা এই যে, উক্ত হাদীসের অপব্যাখ্যা করিয়া লোকে শরীআত বিরোধী সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে পারে, এই আশংকায়ই আইউব উহা বর্ণনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি- উক্ত রাবী শু'বা তথাপি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করিয়া উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, ভ্রান্ত ব্যাখ্যার ভয়ে যদি হাদীস বর্ণনা করা পরিত্যক্ত হয়, তবে নবী করীম (সা)-এর 'সুন্নাহ'-এর বিপুল অংশের বর্ণনা পরিত্যক্ত হইয়া পড়িবে। ফলে মানুষ সুন্নাহ্‌র বিপুল অংশের জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। শুধু সুন্নাহ নহে; বরং কুরআন মজীদের অনেক আয়াত বিকৃতরূপে ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি লোকদের নিকট হইতে উহা গোপন করিতে হইবে? আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁহার উপর নির্ভর করি। 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।'

হাদীসে যে সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার আদেশ রহিয়াছে উহার তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদ বিনয় মিশ্রিত, আন্তরিকতাপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী সুরের সহিত তিলাওয়াত করা কর্তব্য। হযরত আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র মূসা, আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম ও হাফিজ তাকী ইব্‌ন মুখাল্লাদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন- 'ওহে আবূ মূসা! গত রাত্রিতে আমি তোমরা কিরাআত যেরূপ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে পাইতে! আমি আরয করিলাম- 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার কিরাআত শুনিতেছেন, তবে আপনার জন্যে উহা অত্যন্ত সুন্দর, মধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিতাম।' ইমাম মুসলিম উহা তালহা নামক রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে এই অতিরিক্ত কথাটি রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।' ইমাম বুখারী উহা যে পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা সেই স্থানে শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত কালে তিলাওয়াতের সুর মধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিতে অত্যধিক চেষ্টা করা নিষিদ্ধ নহে। উক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ইয়ামানবাসী হযরত আবূ মূসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর ইয়ামানবাসীদের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর ছিল। উহাতে আল্লাহ্‌র ভয় ফুটিয়া উঠিত। আরও প্রমাণিত হয় যে, এই সব গুণ শরীআতের নিকট অভিপ্রেত গুণই বটে।

হযরত আবূ সালামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব, ইউনুস, লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে দেখিলে বলিতেন- হে আবূ মূসা! আমাদের প্রভুকে আপনি আমাদের হৃদয়ে স্মরণ করাইয়া দিন।' হযরত উমর (রা)-এর কথায় হযরত আবূ মূসা (রা) তাঁহার নিকট বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন।

আবূ উসমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান তামীমী ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান বলেন- হযরত আবূ মূসা (রা) নামাযে আমাদের ইমামতী

করিতেন। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও তাঁহার কণ্ঠস্বর হইতে মধুরতর কোন রাগ মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত কিংবা সেতারা-সারিন্দা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হইতে সৃষ্ট কোথাও শ্রবণ করি নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত, জুমহী, হানযালা ইব্ন আবূ সুফিয়ান, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, আব্বাস ইব্ন উসমান দামেশকী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাত্রিতে ইশার পর নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে আমার বিলম্ব হইল। নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার আসিবার পর তিনি বলিলেন– তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলিলাম, আপনার জনৈক সাহাবীর কিরাআত শুনিতেছিলাম। তাহার কিরাআত ও কণ্ঠস্বরের ন্যায় কিরাআত ও কণ্ঠস্বর আমি আর কাহারও নিকট শুনি নাই। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা) আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহার কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত চলিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন– এই ব্যক্তি হইতেছে 'আবূ হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিম (রা)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এইরূপ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত জুবায়র ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হযরত জুবায়র (রা) বলেন– 'আমি নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তাঁহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কণ্ঠস্বর অথবা তাঁহার কিরাআত অপেক্ষা অধিকতর মধুর কিরাআত আমি কাহারও নিকট শুনি নাই।' কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'আমি যখন নবী করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম– اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ (তাহারা কি বিনা স্রষ্টায় সৃষ্ট হইয়াছে? অথবা তাহারা নিজেরাই কি স্রষ্টা?) তখন আমার মনে হইল, আমার হৃদযন্ত্র ফাটিয়া গিয়াছে।[১] এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত জুবায়র (রা) এই সময়ে মুশরিক ছিলেন। বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রেরিত মক্কার কাফিরদের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হযরত জুবায়র (রা) মুসলমান হইয়া যান। আহা! সেই মানব সন্তানটি কত বড় মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাহার কুরআন তিলাওয়াত ভ্রান্ত বিশ্বাসে অটল একজন মুশরিকের হৃদয়কে কাড়িয়া লইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে উত্তম কিরাআত হইতেছে হৃদয় উৎসারিত বিনয়, ভীতি ও ভালবাসার সংযোগে সৃষ্ট কিরাআত। হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত তাউস (রা) বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করে, তাহার তিলাওয়াতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হযরত তাউস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র ইব্ন তাউস, ইব্ন জুরায়জ, সুফিয়ান কুবায়সা ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত তাউস (রা) বলেন– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভয় করে, তাহার কিরাআতের সুর সর্বাপেক্ষা উত্তম।' হযরত তাউস (রা) হইতে

---

[১] বুখারী শরীফে সূরা তূরের তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হযরত জুবায়র (রা) বলেন, 'আমার প্রাণ উড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।' উক্ত রিওয়ায়েতে হযরত জুবায়র (রা) সূরা তূরের তিনটি আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখিত আয়াতটি উক্ত তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াত।

ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউস ও হাসান ইব্‌ন মুসলিম, ইব্‌ন জুরায়জ, সুফিয়ান, কুবায়সা, ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন- 'যাহার কিরাআত শুনিলে তোমার মনে হইবে যে, সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাহার কিরাআতের সুর মধুরতম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন) নহে। তবে অন্যরূপ সনদে উহা অবিচ্ছিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র, মাজমা', ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর মাদানী, বিশর ইব্‌ন মাআজ, জারীর ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'যাহার কুরআন তিলাওয়াত শুনিলে আমাদের মনে হইবে যে, সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাহার কুরআন তিলাওয়াতের সুরই হইতেছে উত্তম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ মুত্তাসিল হইলেও দুইজন রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর এবং তাহার উস্তাদ ইবরাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল দুর্বল রাবী। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর হইতেছেন আলী ইব্‌ন মাদীনীর পিতা।

তিলাওয়াতের সুর সম্বন্ধীয় সারকথা এই যে, সুর কুরআন মজীদ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে, উহার অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে, উহার প্রতি বিনয়াবনত হইতে এবং উহা মানিয়া চলিতে শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে, সেই সুরই হইতেছে শরীআতের দৃষ্টিতে উত্তম ও মধুরতম সুর। শরীআত সেই সুরেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে মানুষকে আদেশ দিয়াছে। সেই সুরই হইতেছে মানুষের নিকট শরীআতের কাম্য ও অভিপ্রেত সুর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আধুনিক যুগে উদ্ভাবিত বিভিন্ন গ্রাম ও বিভিন্ন তাল-লয়ের সুর ও রাগ-রাগিণী যাহা মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিকে উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন করিয়া দেয় এবং মানুষের মন-মগজের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত উহাকে আল্লাহ্, রাসূল, কুরআন ও আখিরাতের ভালবাসা হইতে শূন্য ও বঞ্চিত করে, তাহা কখনও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যে অভিপ্রেত সুর ও রাগ-রাগিণী হইতে পারে না। মহান আল্লাহ্‌র বাণী কুরআন মজীদকে উক্ত সুর ও রাগ-রাগিনীর কলুষ হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখা আল্লাহ্-ভীরু মানুষের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য। এই বিষয়ে পবিত্র সুন্নাহ্য় পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। উহাতে এইরূপ সুর ও রাগ-রাগিনী হইতে কুরআন মজীদকে পবিত্র রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুহাম্মদ নামক জনৈক (অজ্ঞাত পরিচয়) বৃদ্ধ ব্যক্তি, হিসীন ইব্‌ন মালিক ফাযারী, বাকিয়াহ ইব্‌ন ওয়ালীদ, নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমরা আরবদের সুর ও লাহানে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও; ফাসিক সম্প্রদায় এবং ইয়াহুদী ও নাসারা জাতির সুর ও লাহানে উহা তিলাওয়াত করিও না। আমার পর অচিরেই একদল লোক আবির্ভূত হইবে। তাহারা কুরআন মজীদের শব্দে অতিরিক্ত বর্ণ আমদানী করত উহা কণ্ঠের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করিয়া উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কুরআন মজীদ তাহাদের কণ্ঠের নিম্নে গমন করিবে না (উহা তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না)। তাহাদের হৃদয় এবং তাহাদের আড়ম্বর ও জৌলুসে চমৎকৃত হৃদয় উভয়ই গোমরাহ ও বিভ্রান্ত।' আলীম হইতে ধারাবাহিকভাবে যাযান, আবূ উমর, আবুল ইয়াকযান, উসমান ইব্‌ন উমায়র, শারীক, ইয়াযীদ, ইমাম আবূ উবায়দ, কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আলীম বলেন- একদা আমরা একটি উপত্যকায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমাদের সঙ্গে নবী করীম (সা)-এর জনৈক সাহাবীও ছিলেন। রাবী ইয়াযীদ বলেন- আমার বিশ্বাস, আমার

উস্তাদ উক্ত সাহাবীর নাম বলিয়াছেন- হযরত আবেস গিফারী। উক্ত সাহাবী দেখিলেন, মহামারী লাগিবার কারণে লোকজন উহার ভয়ে এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন- ইহারা কাহারা? একজন বলিল- ইহারা মহামারী হইতে ভাগিয়া যাইতেছে। তিনি বলিলেন- ওহে মহামারী! আমাকে পাকড়াও কর। 'লোকটি বলিল- আপনি মৃত্যু কামনা করিতেছেন? অথচ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি- 'তোমাদের কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে।' তিনি বলিলেন- কতগুলি স্বভাব ও খাসলাত আমার যুগে মানুষের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। উক্ত স্বভাব ও খাসলাতসমূহ নবী করীম (সা)-এর উম্মতকে পাইয়া বসিতে পারে, তাঁহাকে এইরূপ আশংকা প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। উক্ত স্বভাব ও খাসলাতগুলি হইতেছে ঃ 'অপকৌশলে অপরকে অধিকার বঞ্চিত করিয়া সম্পাদিত ক্রয় বিক্রয় ,.............. ১; রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং কুরআন মজীদকে গীতিকাব্যে পরিণত করা। তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে এইরূপ এক ব্যক্তিকে ইমাম বানাইবে যে ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে না হইবে বিজ্ঞতম, আর না হইবে উত্তম। তাহারা তাহাকে আগে বাড়াইয়া দিবে শুধু এই জন্যে যে, সে কুরআন মজীদ অপসুর ও বিকৃত লাহানে গাহিয়া তাহাদিগকে শুনাইবে। সে উহাই তাহাদের জন্যে করিবে।' অতঃপর রাবী আরও দুইটি খাসলাত উল্লেখ করিয়াছেন। (আলোচ্য রিওয়ায়েতে উহা উহ্য রহিয়াছে।)

হযরত আবেস গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাযান, উসমান ইব্‌ন উমায়র, লায়ছ ইব্‌ন আবূ সালীম, ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম এবং ইমাম আবূ উবায়দ নবী করীম (সা) হইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, ইবরাহীম, ইয়া'কুব ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত আনাস (রা) জনৈক ব্যক্তিকে নব-উদ্ভাবিত আধুনিক রাগ-রাগিণীতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া উহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করত উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন।' সতর্কীকরণ সম্পর্কিত হাদীসের শ্রেণীভুক্ত উপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।২ উক্ত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক উচ্ছৃংখলতাপূর্ণ সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কবীরা গুনাহ। ইমামগণ উহা সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা

---

১. মূল গ্রন্থে স্থান শূন্য রহিয়াছে।

২. উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের বক্তব্য বিষয় সহীহ ও গ্রহণীয় হইলেও উহাদের একটির সনদও সহীহ নহে। ইমাম ইব্‌ন কাছীর অবশ্য উহাদের একটি অপরটির সহায়ক ও শক্তি বৃদ্ধিকারক হইবার কারণে উহাদিগকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একই বক্তব্য বিষয় একাধিক দুর্বল সনদে বর্ণিত হইলে মুহাদ্দিসগণ এইরূপ দুর্বল সনদসমূহকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে সুর সংযোজন সম্পর্কিত মৌলিক কথা এই যে, যে সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শ্রোতার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভয় হইতে উদ্ভূত বিনয় এবং প্রেরণা জাগরিত হয়, সেই সুরই কুরআন তিলাওয়াতের শারীআতসম্মত সুর। পক্ষান্তরে যে সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিলে শ্রোতার মন ও মগজ কুরআন মজীদের বক্তব্য বিষয়ের প্রতি নিবিষ্ট হইবার পরিবর্তে সুরের মূর্ছনায় আবিষ্ট হইয়া উহা উপভোগ করিতেই নিরত হইয়া যায়, সেই সুর কুরআন তিলাওয়াতের শারীআত বিরোধী সুর। দেখা যাইতেছে, প্রতিটি সুর যেরূপ শারীআতসম্মত নহে, প্রতিটি সুর তেমনি শারীআত বিরোধীও নহে। বলাবাহুল্য, শরীআতসম্মত সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হইলে উহা চিন্তাশীল হৃদয়বান মানুষের মন-মগজে আধ্যাত্মিক মহা আলোড়ন সৃষ্টি না করিয়া পারে না।

এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণিত হাদীসে যে التغنى بالقران। বাক্যাংশের উল্লেখ রহিয়াছে, উহার অর্থ হইতেছে কুরআন মজীদকে সুরের সহিত তিলাওয়াত করা। কিন্তু কোন কোন আলিম বলেন- উহার অর্থ

করিয়াছেন। আবার উপরোক্ত সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে গিয়া কেহ কেহ যদি কুরআন মজীদের শব্দে কোন বর্ণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটায়, তবে তাহার এই দ্বিমুখী বিকৃতি যে পূর্বোক্ত কবীরা গুনাহ অপেক্ষা জঘন্যতম কবীরা গুনাহের কার্য হইবে সে সম্বন্ধে বিজ্ঞ ইমামদের মধ্যে কোনরূপ মতভেদ নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

(চলমান) হইতেছে কুরআন মজীদ লাভ করিবার পর পার্থিব সম্পদের অভাব হইতে নিজেকে মুক্ত মনে করা। তাহাদের এইরূপ অর্থ বর্ণনা করিবার কারণ এই যে, বর্তমান যুগে পার্থিব ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন আধ্যাত্মিকতা বঞ্চিত জড়বাদী সমাজের অন্যতম প্রধান প্রিয় বিষয় হইতেছে গান বাজনা। উহা তাহাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। আর এই কারণেই একদল চরমপন্থী ফকীহ্ সকল প্রকারের গান-বাজনাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাহারা জানেন যে, প্রতিটি সুরই মানুষের অনুভূতি ও চিন্তা শক্তিকে কলুষিত করে না। তথাপি কলুষময় সুরের কুপ্রভাব হইতে মানুষের আত্মা পবিত্র রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহারা ঐরূপ ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন। তাহারা জানেন যে, হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট গীতিগ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি উহা গাহিয়া শুনাইবেন এই জন্যেই উহা তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত দাউদ (আ) সুমধুর সুরে আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেন। পক্ষীকুল উহা শুনিবার জন্যে তাঁহার নিকট জড়ো হইত। উহারা তাঁহার সুর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত এবং উহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গাহিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ 'আর আমি তাহার জন্যে পক্ষীর দলকে একত্রিত করিয়াছিলাম। সবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।' যুগ যুগ ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, তোতা বুলবুল প্রভৃতি পাখী মানুষের সুরেলা কণ্ঠের সুমিষ্ট গান শুনিবার জন্যে থামিয়া দাঁড়ায়। এমনকি প্রাণী বিশেষজ্ঞগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন কীট যেমন মৌমাছি, মধুর সুর শুনিয়া নাচিতে থাকে। কেহ কেহ গান শুনিবার কালে সাপকে নাচিতে দেখিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) বিভিন্নরূপ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া উহার সুললিত সুরের সহিত তাল মিলাইয়া যবুর কিতাব তিলাওয়াত করিতেন। হযরত দাউদ (আ)-এর গীতিগ্রন্থ ব্যতীত.বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ বলিয়া কথিত কিতাবসমূহের মধ্য হইতে কোন কিতাবেই আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, পবিত্রতা ও প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য যে, বনী ইসরাঈলের প্রতি অবতীর্ণ অন্যান্য আসমানী কিতাব বিকৃত হইয়া গেলেও উক্ত গীতসমূহ অবিকৃত রহিয়াছে। উক্ত গীতাবলীর শেষাংশে উহা সুরের সহিত গাহিবার নির্দেশ রহিয়াছে। আমরা অনেক খৃস্টান সাহিত্যিককে সুমধুর সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী ব্যক্তির তিলাওয়াত শুনিতে আগ্রহী দেখিয়াছি। তাহারা মানুষের হৃদয়ে এইরূপ তিলাওয়াতের সুদূরপ্রসারী সুপ্রভাব ও সুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবিরার অনন্য সাধারণ ক্ষমতার কথা স্বীকার করিয়াছেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মক্কার মুশরিকগণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মসজিদুল হারামে সালাত আদায় করিতে দিত না। ইহাতে তিনি নিজ গৃহেই সালাত আদায় করিতেন। তাহারা দেখিল, সালাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনিবার জন্যে সর্বশ্রেণীর মানুষ বিশেষত নারী ও শিশুগণ তাঁহার নিকট জড়ো হয় এবং তাঁহার কিরাআত তাহাদের অন্তরে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই কারণে তাহাদের সিদ্ধান্ত হইল, তাহারা তাঁহাকে সালাতে শব্দ করিয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতে বাধা দিবে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, আরবের লোকদিগকে ইসলামের পতাকাতলে টানিয়া আনিবার পশ্চাতে নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াতের বিস্ময়কর আকর্ষণীয় শক্তি বিশেষরূপে সক্রিয় ছিল। তাঁহারা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের হিদায়াতের পক্ষে সক্রিয় নবী রাসূলগণের মু'জিযা বা অলৌকিক কার্যসমূহের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াতের প্রবল আকর্ষণীয় শক্তি অদ্বিতীয় ও বৃহত্তম শক্তি হিসাবে কাজ করিয়াছিল।

সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার বিষয়টি এই পুস্তকে বর্ণিতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতদসম্পর্কিত পরিপূরক আলোচনা সম্বন্ধে পাঠকদিগকে অবহিত করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে উল্লেখিত হাদীস সম্বন্ধে হাফিজ ইব্ন হাজার আসকালানী কর্তৃক স্বীয় 'ফাতহুল বারী' নামক টীকাগ্রন্থে লিখিত টীকা এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। হাফিজ ইব্ন হাজার التغني।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কাহ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আখনাস, রওহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুআম্মার ও হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(চলমান) القران নামক কবিতায় নিম্নোক্ত কয়টি চরণে শব্দের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। তিনি ব্যাখ্যাকারদের সকল ব্যাখ্যাকেই সঠিক রাখিয়া কবিতাচরণ কয়টি দ্বারা হাদীসটির ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কবিতাচরণ কয়টি এই ঃ

تغن بالقران حسن به ـ الصوت حزينا جاهزارفم ـ واستغن عن كتب الالى طالبا غنى
يدو النفس ثم الزم ـ

অর্থাৎ সুমধুর সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো; বিনম্র, চিন্তাশীল ও অহংকার বর্জিত হইয়া উহা সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি কর; আর পার্থিব সম্পদ লাভ করিবার সহায়ক কিতাবসমূহ হইতে অমুখাপেক্ষী হইয়া যাও। উহাতে বাহিরের এবং অন্তরের সকল অভাব হইতেই মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। উহাতে সেই মুক্তি অন্বেষণ কর ও উহা আঁকড়াইয়া থাকো।

অতঃপর হাফিজ ইব্‌ন হাজার বলেন– শীঘ্রই স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে সুমধুর সুরের সহিত সম্পর্কিত বিষয়সমূহ লইয়া আলোচনা করা হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মানুষের হৃদয় সুরবিহীন আবৃত্তির প্রতি যতটুকু পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সুরযুক্ত আবৃত্তির প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, সুরের মধ্যে হৃদয় বিগলিত করিয়া দিবার এবং চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া দিবার মত দুর্নিবার সূক্ষ্ম শক্তি রহিয়াছে।

সকল মাযহাবের ফকীহ ও আলিমগণ এই বিষয়ে একমত যে, সুললিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত। বরং কর্কশ ও রুক্ষ সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা সুললিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠে উহা তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত কিনা এই বিষয়ে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

আবদুল ওহাব মালিকী বলেন, ইমাম মালিক বলিয়াছেন যে, সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হারাম। আবূ তাইয়েব তাবারী, ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী এবং ইব্‌ন হামদান ও একদল ফকীহ হইতে অনুরূপ ফতওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিকী মাযহাবের ইব্‌ন বাত্তাল, কাযী ইয়ায ও ইমাম কুরতুবী; শাফেঈ মাযহাবের মাওয়ার্দী, বান্দানীজী ও ইমাম গাযযালী; হাম্বলী মাযহাবের আবূ ইয়ালা ও ইব্‌ন উকায়েল এবং হানাফী মাযহাবের 'যাখীরাহ' গ্রন্থের রচয়িতা উহা মাকরূহ ও অপছন্দনীয় বলিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন বাত্তাল একদল সাহাবী ও তাবেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা উহা জায়েয ও শরীআত সম্মত বলিয়াছেন। ইমাম শাফেঈ হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তাহাবীও হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ হইতে অনুরূপ ফতওয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাফেঈ মাযহাবের ফকীহ ফাওরানী 'ইবানাহ' নামক পুস্তকে বলেন– উহা জায়েয ও শরীআতসম্মত; বরং উহা মুস্তাহাব বটে।

উপরে যে অভিমতের কথা বর্ণিত হইল, উহা ততক্ষণ প্রযোজ্য হইবে, যতক্ষণ না তিলাওয়াতের সুর ও রাগ-রাগিণী কোন শব্দ বা অক্ষরের উচ্চারণকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যথায় উহা সর্ববাদীসম্মতরূপে নাজায়েয ও হারাম। আল্লামা নববী স্বীয় 'তিবইয়ান' পুস্তকে ফকীহগণের উপরোক্ত সর্বসম্মত রায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণে কোনরূপ বিকৃতি না ঘটাইয়া সুমধুর ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যে মুস্তাহাব এই বিষয়ে ফকীহগণ একমত। আবার তদ্রুপ তিলাওয়াতে শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণে কোনরূপ বিকৃতি আসিলে উহা যে হারাম হইবে এই বিষয়েও ফকীহগণ একমত। পক্ষান্তরে সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে ইমাম শাফেঈ একস্থানে জায়েয ও অন্যস্থানে মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম শাফেঈর মতের এই বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁহার অনুসারীগণ বলিয়াছেন যে, একইরূপ তিলাওয়াতকে ইমাম শাফেঈ কখনও জায়েয আবার কখনও মাকরূহ বলিয়াছেন, ইহা ঠিক নহে; বরং তিনি দুইরূপ তিলাওয়াতের একটিকে জায়েয এবয়ং অন্যটিকে মাকরূহ বলিয়াছেন। সুর ও রাগ-রাগিণীর তাল ও লয়ের কারণে যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া না পড়ে, তবে ইমাম শাফেঈর মতে উহা জায়েয। পক্ষান্তরে, সুর ও রাগ-রাগিণীর তাল ও লয়ে পড়িয়া যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া পড়ে, তবে ইমাম শাফেঈর মতে উহা নাজায়েয ও হারাম।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ সুরের সহিত তিলাওয়াত করে না' (لم يتغنى بالقران) সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতঃপর হাফিজ আবূ বকর মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'আমাদের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হইতেছে ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছি তাহা। আর এই হাদীসের ব্যাপারে বলা যায় যে, উহার অন্যতম রাবী ইব্ন আবূ মুলায়কার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে সনদ বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

উক্ত হাদীস আবূ লুবাবাহ হইতে ইব্ন আবূ মুলায়কা ও তাঁহার নিকট হইতে আবদুল জব্বার ইব্ন বিরদ্ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সা'দ হইতে ইব্ন আবূ নুসায়েক, তাহার নিকট হইতে ইব্ন আবূ মুলায়কা, তাহার নিকট হইতে আমর ইব্ন দীনার ও লায়ছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মুলায়কা ও আসাল ইব্ন সুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে যথাক্রমে ইব্ন আবূ মুলায়কা ও হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর মুক্ত গোলাম নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন। (দেখা যাইতেছে, উহার প্রতিটি সনদেই বিতর্কিত রাবী ইব্ন আবূ মুলায়কা উপস্থিত রহিয়াছে।)

কুরআন পাঠকের সৌভাগ্য

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ফিকাহবিদ মাওয়ার্দী ইমাম শাফেঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম শাফেঈ বলেন– সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন তিলাওয়াত করিতে গিয়া কেহ যদি শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া দেয়, তবে উহা নাজায়েয ও হারাম হইবে। হাম্বলী মাযহাবের ইব্ন হামদানও স্বীয় 'রিআয়াহ' পুস্তকে (ইমাম শাফেঈ হইতে) অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। শাফেঈ মাযহাবের ইমাম গায্যালী ও বান্দানীজী এবং হানাফী মাযহাবের 'যাখীরাহ' গ্রন্থের প্রণেতা বলেন– যে সুর ও রাগ-রাগিণীর কারণে কুরআন মজীদের শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায় না, সেই সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যে সুর ও রাগ-রাগিণীর কবলে পড়িয়া উহার শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হইয়া যায়, সেই সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত উহা তিলাওয়াত করা নাজায়েয ও হারাম।

রাফেঈ একটি অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আমালী সারাখসী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুর ও রাগ-রাগিণীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা সর্বাবস্থায় জায়েয ও শারীআতসম্মত। ইব্ন হামদান ও হাম্বলী মাযহাবের একদল আলিম হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা একটি স্বল্প সমর্থিত অভিমত। উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

সারকথা এই যে, দলীল প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মধুর কণ্ঠস্বরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত। কাহারও কণ্ঠস্বর মধুর না হইলে যথাসম্ভব মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করিবার জন্যে তাহাকে চেষ্টা করিতে হইবে। ইতিপূর্বে বর্ণিত এতদসম্পর্কিত একটি হাদীসের অন্যতম রাবী ইব্ন মুলায়কা অনুরূপ কথাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদও সহীহ সনদে ইব্ন মুলায়কার মাধ্যমে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কণ্ঠস্বরকে শ্রুতিমধুর করিতে হইলে সুরবিধিও মানিয়া চলিতে হয়। কারণ, সুরবিধির অনুসরণ কর্কশ কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করিয়া দিতে না পারিলেও উহা কণ্ঠস্বরের মধ্যে কিছুটা মাধুর্য আনিয়া দিতে পারে। আর এইরূপে একটি কর্কশ কণ্ঠস্বরের কর্কশতা উহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়। অবশ্য শব্দ ও অক্ষরের সঠিক ও শুদ্ধ উচ্চারণ হইতেছে অপরিহার্য বিষয়। সুর বা স্বরকে মধুর করিতে গিয়া যদি কেহ শব্দ ও অক্ষরের উচ্চারণ বিকৃত করিয়া দেয়, তবে তাহার সেই সুর ও স্বর হারাম ও শরীআত বিরোধী হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যাহারা সুরবিধি পালনে তৎপর থাকে, তাহারা শব্দ তথা অক্ষরের উচ্চারণ-বিধি লঙ্ঘনেও তৎপর থাকে। সম্ভবত উক্ত কারণেই একদল ফকীহ্ সুর ও রাগ-রাগিনীর সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা অপছন্দ করিয়াছেন। অবশ্য শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধ ও সঠিক রাখিয়া সুরের সহিত কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যে শ্রেয়তর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'দুই ব্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না ঃ (১) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাব দান করিয়াছেন এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং (২) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সে উহা দিবা-রাত্র সাদকা করে।'

উপরোক্ত সনদে উহা শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। তবে যুহরী হইতে সুফিয়ানের মাধ্যমে উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাকওয়ান,সুলায়মান, শু'বা, রওহ, আলী ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'দুই ব্যক্তির প্রতি ছাড়া কাহারও প্রতি ঈর্ষা করা যায় না। (১) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে কুরআন মজীদের জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে আর তাহার কোন প্রতিবেশী উহা শুনিতে পাইয়া বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, আমাকে যদি উহার সমতুল্য জ্ঞান দান করা হইত, তবে আমিও তাহার ন্যায় আমল করিতে পারিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসঙ্গত হইবে না। (২) আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ধন-সম্পত্তি দান করিয়াছেন এবং সে উহা হক ও ন্যায় পথে ব্যয় করায় যদি কোন ব্যক্তি বলে, আহা! অমুক লোকটিকে যে ধন-সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, আমাকেও যদি উহার সমতুল্য ধন-সম্পত্তি দান করা হইত, তবে আমি তাহার ন্যায় আমল করিতাম; তবে তাহার এই ঈর্ষা অসঙ্গত হইবে না।'

উপরোক্ত দুইটি হাদীসের তাৎপর্য এই যে, কুরআন মজীদের জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী হওয়া ও উহা দিবা-রাত্র নামাযে তিলাওয়াত করা হইতেছে এক মহাসৌভাগ্য তথা আধ্যাত্মিক প্রশান্তি। অনুরূপভাবে ধন-সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করাও এক বিরাট আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য তথা পরিতৃপ্তি বটে। প্রথম সম্পদটি দ্বারা উহার মালিক নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় সম্পদটি দ্বারা সে অপরকেও উপকৃত করে। যাহা হউক, উপরোক্ত দুইটি সৌভাগ্য এতই মহান ও গুরুত্বপূর্ণ যে, কাহারও মধ্যে উহার কোনটি দেখিতে পাইয়া নিজের জন্য তাহা কামনা করা অন্যের পক্ষে অন্যায় বা অসঙ্গত তো নয়ই; বরং এইরূপ সৌভাগ্য কামনা করা কাম্যই বটে। নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত সৌভাগ্য দুইটির গুরুত্ব বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ -

"যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আর আমি তাহাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছি,তাহা হইতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সৎ পথে ব্যয় করে, তাহারা অবিনশ্বর তিজারতের আশা করিতে পারে।"

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে যে ঈর্ষাকে বৈধ ও সঙ্গত বলা হইয়াছে, উহার অর্থ অপরের সম্পদের বিলুপ্তি ও ধ্বংস কামনা নহে; বরং উহার অর্থ হইতেছে নিজের জন্যে অপরের সম্পদের তুল্য সম্পদ কামনা করা। অপরের কোন প্রশংসনীয় গুণ বা সৌভাগ্যের প্রতি এইরূপ ঈর্ষা বা কামনা নিন্দনীয় নহে। তবে উপরোক্ত দুইটি গুণ ও সৌভাগ্য যেহেতু

অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ, তাই হাদীসে বিশেষত উহার প্রতি ঈর্ষা করিবার অনুমতি ও বৈধতা বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস অন্যরূপ সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ্ বলেন– আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত এই কথাগুলি পাইয়াছি ঃ 'আমার নিকট আবূ তাওবা রবী' ইব্ন নাফে' লিখিয়াছেন– হযরত ইয়াযীদ ইবৃন আখনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাছীর ইব্ন মুররা, সালীম ইব্ন মূসা, যায়দ ইব্ন ওয়াকিদ ও হায়ছাম ইব্ন হামীদ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। এক. একটি লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের জ্ঞান দান করিয়াছেন। সে উহা রাত্র-দিন নামাযে তিলাওয়াত করে এবং উহার উপর আমল করে। উহা দেখিয়া অন্য একটি লোক বলে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত দান করিয়াছেন, আহা! আমাকে যদি তিনি উহার সমতুল্য নিআমাত দান করিতেন তাহা হইলে আমি তাহার ন্যায় রাত্র-দিন উহা নামাযে তিলাওয়াত করিতাম। দুই, একটি লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করিয়াছেন। সে উহা আল্লাহ্র পথে খরচ এবং সাদকা করে। উহা দেখিয়া অন্য একটি লোক বলে, আহা! আল্লাহ্ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে যে নিআমাত দান করিয়াছেন, আমাকেও যদি তিনি উহার সমতুল্য নিয়ামত দান করিতেন, তাহা হইলে আমি উহা সাদকা করিয়া দিতাম।'

ইমাম আহমদও প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত আবূ কাবশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আবুল বুহতারী আততাঈ, ইউনুস ইব্ন হাব্বাব, ইবাদাহ ইব্ন মুসলিম ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া তিনটি বিষয় তোমাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি এবং অন্য একটি বিষয়ে তোমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। তোমরা উহা স্মরণ রাখিও। প্রথম তিনটি হইতেছে এই ঃ (১) কোন বান্দার মাল সাদকার কারণে কমিয়া যায় না, (২) কোন ব্যক্তি অত্যাচারিত হইয়া সবর করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় উহার পরিবর্তে তাহার সম্মান বাড়াইয়া দেন এবং (৩) কোন ব্যক্তি অপরের নিকট হাত পাতিবার পথ গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাহার জন্যে অভাবের দরজা খুলিয়া দেন।

চতুর্থ বিষয়টি হইতেছে এই যে, দুনিয়াতে চারি শ্রেণীর লোক রহিয়াছে ঃ প্রথম শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল ও ইলম দান করিয়াছেন এবং সে স্বীয় প্রভুর দানের ব্যাপারে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলে। অধিকন্তু রক্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে এবং উক্ত দানে তাহার প্রভুর কি হক ও প্রাপ্য রহিয়াছে তাহা জানে। এই ব্যক্তি সর্বোত্তম স্থানে অবস্থান করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম দান করিয়াছেন, কিন্তু মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে. আহা! আমি যদি মালের মালিক হইতাম, তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিতাম! উক্ত দুই শ্রেণীর লোক সমান পুরস্কার লাভ করিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দান করিয়াছেন; কিন্তু ইলমের অভাবে মাল যত্রতত্র ব্যয় করে। উহার ব্যাপারে সে স্বীয় প্রভুকে ভয় করিয়া চলে না, উহা দ্বারা সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে না এবং উহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার যে হক ও প্রাপ্য রহিয়াছে, তাহাও চিনে না। এই শ্রেণীর লোক নিকৃষ্টতম স্থানে অবস্থান করে।

চতুর্থ শ্রেণীর লোক হইতেছে সেই বান্দা যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা না মাল দান করিয়াছেন আর না ইলম দান করিয়াছেন। তাই সে বলে, আহা! আমি যদি মালের মালিক হইতাম, তবে অমুক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করিতাম। উহা হইতেছে তাহার অন্তরের কামনা মাত্র। মালের ক্ষেত্রে ইহারা দুইজন সমান গুনাহ স্কন্ধে বহন করিবে।

হযরত আবূ কাবশা আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ, আ'মাশ, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'এই উম্মাতের লোক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল ও ইলম উভয়ই দান করিয়াছেন। আর সে ব্যক্তি স্বীয় ইলমের সাহায্যে মালের ব্যাপারে করণীয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রাপ্য আদায়ের ক্ষেত্রে খরচ করে। দ্বিতীয় প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইলম দান করিয়াছেন; কিন্তু মাল দান করেন নাই। তাই সে বলে, আহা! যদি আমি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম। তাহারা দুইজনে সমান পুরস্কার লাভ করিবে। তৃতীয় প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাল দিয়াছেন; কিন্তু ইলম দেন নাই। সে উহা যথেচ্ছভাবে ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ক্ষেত্র ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে ব্যয় করে। চতুর্থ প্রকারের লোক হইতেছে সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা না মাল দিয়াছেন, আর না ইলম দিয়াছেন। সে বলে, আহা! আমি যদি এই লোকটির ন্যায় মালের মালিক হইতাম, তবে উহার ব্যাপারে তাহার ন্যায় কাজ করিতাম। ইহারা দুইজনে সমান গুনাহ স্কন্ধে বহন করিবে।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

কুরআনের শিক্ষা লাভ ও শিক্ষা দান

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান, সা'দ ইব্‌ন উবায়দা, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ, শু'বা, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে উত্তম যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' উক্ত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী উত্তম মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে রাবী আবূ আবদুর রহমান হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল হইতে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফের কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদ তা'লীম দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন- 'এই হাদীসই আমাকে এই স্থানে উপবিষ্ট করিয়াছে।' ইমাম মুসলিম ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী আবূ আবদুর রহমানের অন্য নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হাবীব সালমী।

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ আবদুর রহমান সালমী, আলকামা ইব্‌ন মারসাদ, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হইতেছে সেই ব্যক্তি যে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান করে।' ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও উপরোক্ত রাবী হযরত সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। লক্ষ্যণীয় যে, পূর্ববর্তী হাদীসের সনদে

আলকামা ও আবূ আবদুর রহমান এই দুই রাবীর মধ্যবর্তী রাবী হিসাবে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হইয়া থাকিলেও শেষোক্ত হাদীসের সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আরও লক্ষ্যণীয় যে, প্রথমোক্ত সনদের যে পর্যায়ে শু'বার নাম উল্লেখিত রহিয়াছে, শেষোক্ত সনদের সেই পর্যায়ে হযরত সুফিয়ান ছাওরীর নাম উল্লেখিত রহিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী কর্তৃক উল্লেখিত সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখিত হয় নাই। আর হযরত সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য সনদ যেরূপে উল্লেখ করিয়াছেন উহাই যে সঠিক, তাহার পক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ রহিয়াছে। অবশ্য বিনদার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ উপরোক্ত হাদীস হযরত সুফিয়ান ছাওরীর মাধ্যমে বর্ণনা করিতে গিয়া সনদের পূর্বোল্লেখিত পর্যায়ে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহা তাঁহার একটি ভুল। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'সুফিয়ানের একদল শিষ্য তাঁহার নিকট হইতে উপরোক্ত হাদীসের সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম উল্লেখ না করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সুফিয়ান হইতে আমি যে সনদ উল্লেখ করিয়াছি, উহাই অধিকতর সহীহ।'

বিন্দার ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদের উপরোক্ত মন্তব্যও ভ্রান্ত। উক্ত সনদে সা'দ ইব্ন উবায়দার নাম অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে পূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। এই স্থলে সনদশাস্ত্র সম্পর্কিত দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করা যাইত। এখানে আলোচনা করিবার মতো সুদীর্ঘ বিষয়ও ছিল। তবে পাঠকের বিরক্তি এড়াইবার উদ্দেশ্যে উহা পরিত্যক্ত হইল। অবশ্য সংক্ষেপে যতটুকু বিবৃত হইল, উহা পরিত্যক্ত অংশের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানে যথেষ্ট। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত হাদীসে যে দুইটি গুণ উল্লেখিত হইয়াছে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলগণের অনুসারী মু'মিনদের গুণ। রাসূলগণ একদিকে নিজেরা পূর্ণ মানব ছিলেন এবং অন্যদিকে মানবজাতিকে পূর্ণ মানবতা শিক্ষা দিতে সচেষ্ট ছিলেন। আলোচ্য হাদীসে সর্বোত্তম মু'মিনের দুইটি সর্বোত্তম গুণ যথা কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ এবং উহার শিক্ষা প্রদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উত্তম গুণটি দ্বারা মু'মিন নিজে উপকৃত হয় এবং দ্বিতীয় উত্তম গুণটি দ্বারা অপরে উপকৃত হয়। ইহাই মু'মিনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। সে নিজেও কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণ করিয়া মানবতা লাভ করে এবং অপরকে উহার হিদায়েত দ্বারা মানবতা লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। পক্ষান্তরে কাফিরের স্বভাব ও আদর্শ ইহার ঠিক বিপরীত। তাহারা একদিকে নিজেরা কুরআন মজীদের হিদায়েত গ্রহণপূর্বক মানবতা লাভ করিতে অসম্মতি জানায় এবং অন্যদিকে অপরকে উহার হিদায়েত হইতে দূরে রাখিতে সচেষ্ট থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ 'যাহারা নিজেরা সত্যকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে এবং অপরকেও আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে রাখিয়াছে, আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করিতে থাকিব।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ 'তাহারা অপরকেও উহা গ্রহণ করিতে দেয় না আর নিজেরাও উহা গ্রহণ করিতে বিরত থাকে।'

পক্ষান্তরে মু'মিনদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ। 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানায় এবং নেক কাজ করে আর বলে, নিশ্চয় আমি সত্যের কাছে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত, কথায় তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে হইতে পারে?' আলোচ্য হাদীসটি কুরআন মজীদের উক্ত আয়াতের প্রতিধ্বনি বটে। উহার অন্যতম রাবী হযরত আবূ আবদুর রহমান আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব সালমী কূফী ইসলামের একজন ইমাম ও শায়েখ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত ও হাদীসে বর্ণনা মাকাম ও মর্যাদা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদের শিক্ষা গ্রহণ ও উহার শিক্ষা প্রদানে আত্মনিবেদিত হন। তিনি হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের যুগ হইতে হাজ্জাজের শাসনকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সত্তর বৎসর ধরিয়া মানুষকে কুরআন মজীদের তা'লীম ও শিক্ষা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার ঈপ্সিত মাকাম ও মর্যাদা প্রদান করুন। আমীন!

হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন আবূ হাযিম, আমর ইব্ন আওন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জনৈকা মহিলা আসিয়া বলিল– আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য নিজেকে সমর্পণ করিলাম। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'নারীতে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' ইহাতে জনৈক সাহাবী বলিলেন– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহাকে আমার সহিত বিবাহ দিন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তাহাকে একখানা কাপড় দাও।' সাহাবী বলিলেন– 'কাপড় দিবার সামর্থ্য আমার নাই।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তাহাকে একটি লোহার আংটি দিতে পারিলেও দাও।' সে উহাতেও অসমর্থ জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তুমি কুরআন মজীদের কতটুকু জানো?' সাহাবী বলিলেন– 'আমি উহার অমুক অমুক অংশ জানি।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশটুকু রহিয়াছে, উহা শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম।' উপরোক্ত হাদীস একাধিক সহীহ্ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এইস্থলে ইমাম বুখারী (র) উহা বর্ণনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, 'উল্লেখিত সাহাবী কুরআন মজীদের যতটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা সেই মহিলাকে শিক্ষা দিতে নবী করীম (সা) তাহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। আর কুরআন মজীদের এই তা'লীমকেই তিনি উক্ত মহিলার দেন-মহর হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন।'

অবশ্য কুরআন মজীদের তা'লীম দেওয়া বিবাহের দেন-মহর হইতে পারে কিনা; কুরআন মজীদের তা'লীমের পরিবর্তে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কিনা; এই ব্যবস্থা শুধু উপরোক্ত সাহাবীর জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল কিনা; তাহা লইয়া ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে বিশেষ অংশটুকু রহিয়াছে, উহার পরিবর্তে আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম'– নবী করীম (সা)-এর এই উক্তির তাৎপর্য কি এই হইবে যে, 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশ রহিয়াছে, তজ্জন্য তোমাকে মর্যাদা দিতেছি এবং বিনা মহরেই মহিলাটিকে তোমার সহিত বিবাহ দিতেছি?' অথবা উহার তাৎপর্য কি এই হইবে যে, 'তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশ রহিয়াছে, উহার তা'লীমের বিনিময়ে তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম?' এই ব্যাপারেই ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ইমাম আহমদ বলেন– নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত বাণীর তাৎপর্য এই যে,

উক্ত সাহাবীর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআন মজীদের অংশ বিশেষকে মর্যাদা দিয়া নবী করীম (সা) উক্ত মহিলাটিকে তাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তবে নবী করীম (সা)-এর বাণীর শেষোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ, মুসলিম শরীফে বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন– 'তুমি তাহাকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দাও।' উক্ত বিষয়টিকে (কুরআন মজীদের তা'লীমকে) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যেই ইমাম বুখারী এইস্থলে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মতভেদের অন্যান্য বিষয় বিবাহ ও ইজারা সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত

এইস্থলেও ইমাম বুখারী হযরত সাহল (রা) কর্তৃক বর্ণিত উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) সাহাবীকে বলিলেন– তোমার নিকট কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ রক্ষিত আছে? সাহাবী বলিলেন– আমার নিকট অমুক অমুক সূরা রক্ষিত রহিয়াছে। এই বলিয়া তিনি কয়েকটি সূরার নাম উল্লেখ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– তুমি কি সেইগুলিকে মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারো? সাহাবী বলিলেন– হ্যাঁ; আমি সেইগুলি মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন– যাও, তোমার নিকট কুরআন মজীদের যে অংশটুকু রক্ষিত রহিয়াছে, তাহার পরিবর্তে তোমাকে তাহার (মহিলাটির) মালিক বানাইয়া দিলাম (অর্থাৎ তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম)।

ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে 'কুরআন মজীদের মুখস্থ তিলাওয়াত' এই শিরোনামায় একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি উহা দ্বারা এই ইঙ্গিত প্রদান করিতে চাহিয়াছেন যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। তবে বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন– কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। কারন, উহা দ্বারা একদিকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সওয়াব এবং অন্যদিকে কুরআন মজীদ দেখিবার সওয়াব পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও সওয়াবের কাজ। পূর্বসুরী একাধিক বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা বলিয়াছেন। তাহারা কোন ব্যক্তির সারাদিনেও কুরআন মজীদ না দেখাকে মাকরূহ ও অপছন্দনীয় কাজ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা যে শ্রেয়তর, উক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণ করেন ঃ

জনৈক সাহাবী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান, সালীম ইব্ন মুসলিম, মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া, বাকিয়াহ ইব্ন ওয়ালীদ, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ ও ইমাম আবূ উবায়দ স্বীয় 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'ফরয নামায যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা শ্রেয়, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা সেইরূপ শ্রেয়।' উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী মুআবিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া মুআবিয়া, সদফীই হউক আর মুআবিয়াহ আতরাবলিসীই হউক, একজন দুর্বল রাবী।

'যর' হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম ও হযরত সুফিয়ান ছওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– 'তোমরা সর্বদা কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিও।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, আলী ইব্ন যায়দ ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) বাহির হইতে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার পর কুরআন মজীদ খুলিয়া লইয়া তিলাওয়াত করিতেন।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা আরও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট তাঁহার সহচরগণ একত্রিত হইলে তিনি কুরআন মজীদ খুলিয়া তাহাদিগকে উহার তিলাওয়াত অথবা তাফসীর শুনাইতেন। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাওয়ের ইব্ন আবূ ফাখতা, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন- তোমাদের কেহ যখন বাজার হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন সে যেন (সর্বপ্রথম) কুরআন মজীদ খুলিয়া উহা তিলাওয়াত করে।

খায়ছাম হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খায়ছাম বলেন- একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। তিনি তখন কুরআন মজীদ খুলিয়া উহা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন- এই হইতেছে আমার আজিকার রাত্রিতে তিলাওয়াত করিবার অংশ।

সাহাবায়ে কিরামের উপরোক্ত কার্যাবলী ও বাক্যাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর।[১] উহার একটি ফায়দা এই যে, এইরূপ তিলাওয়াত করিলে লিখিত কুরআন মজীদ বেকার, পরিত্যক্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে না। উহার আরও উপকার এই যে, কুরআন মজীদের হাফিজ উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে গিয়া উহার কোন শব্দ বা আয়াত ভ্রান্তরূপে তিলাওয়াত করিতে পারে অথবা এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত তিলাওয়াত করিতে পারে। এমতাবস্থায় উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা মুখস্থ তিলাওয়াত করা অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ ও ভ্রান্তির আশংকা হইতে অধিকতর মুক্ত।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াত তা'লীম দিবারকালে অবশ্য মুআল্লিমের মৌখিক তিলাওয়াতের সাহায্য লওয়া মুতাআল্লিম বা শিক্ষানবীসের কর্তব্য। কারণ, মুআল্লিমের মুখ হইতে নিঃসৃত উচ্চারণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া শুধু লিখিত কুরআন মজীদ দেখিয়া উহার তিলাওয়াত শিখিতে গিয়া শিক্ষানবীস অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উচ্চারণ শিখিয়া ফেলে। কারণ, লিখিত কুরআন মজীদে শুধু বর্ণ ও শব্দ লিখিত থাকে; উহার উচ্চারণ লিখিত থাকে না; থাকা সম্ভবপরও নহে। উহার উচ্চারণ উস্তাদের মুখ হইতেই শিখিতে হয়। অবশ্য উস্তাদ পাওয়া না গেলে অক্ষমতা বা ওজরের কারণে (ভাষা জ্ঞান ও উহার উচ্চারণ জ্ঞানের সাহায্যে) উহার তিলাওয়াত শিক্ষানবীসের নিজেকেই শিখিয়া লইতে হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনরূপ ভুল হইয়া গেলে আল্লাহ্ তা'অলার নিকট উহা ক্ষমার যোগ্য হইবে। কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিলেও ভুল হইতে পারে। অনিচ্ছাকৃত ভুল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমার্হ।

ইমাম আওযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন শুআয়ব, হিশাম ইব্ন ইসমাঈল দামেশকী ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমাম আওযাঈ বলেন- একদা সফরে একটি লোক আমাদের সঙ্গী হইয়াছিল। লোকটি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছিল। আমার মনে

---

[১] উহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের নিকট বিপুলসংখ্যক কুরআন মজীদ লিখিত আকারে রক্ষিত ছিল। উক্ত তথ্যটি অনেক লোকের নিকট অবিদিত থাকিলেও উহা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত।

পড়ে, সে উহা নবী করীম (সা)-এর হাদীস হিসাবেই বর্ণনা করিয়াছিল। লোকটি যাহা বর্ণনা করিয়াছিল, তাহা এই ঃ 'আল্লাহ্র কোন বান্দা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবারকালে কোন ভুল করিলে উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, ফেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইরূপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।'

বুকায়ের ইব্ন আখনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে শায়বানী, হাফস ইব্ন আবূ গিয়াস ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কথিত আছে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবারকালে কোন অনারব লোক বা অন্য কেহ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করিলে উহা যেরূপে নাযিল হইয়াছে, ফেরেশতা তাহার তিলাওয়াতকে সেইরূপেই (তাহার আমলনামায়) লিপিবদ্ধ করেন।

কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা কিংবা মুখস্থ তিলাওয়াত করার কোন্টি শ্রেয়তর, সে সম্বন্ধে একদল বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন ঃ শ্রেয়তর হইবার ভিত্তি হইতেছে আল্লাহ্র ভয়, ভালবাসা ও আন্তরিক বিনয়। কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করা এবং মুখস্থ তিলাওয়াত করা– ইহাদের মধ্যে যে তিলাওয়াতে আল্লাহ্র ভয় ও ভালবাসা এবং আন্তরিক বিনয় অধিকতর পরিমাণে অর্জিত হইবে, সেই তিলাওয়াতই শ্রেয়তর হইবে। উভয়বিধ তিলাওয়াতে সমপরিমাণের আল্লাহ্ ভীতি, আল্লাহ্ প্রেম ও আন্তরিক বিনয় অর্জিত হইলে কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করাই শ্রেয়তর হইবে। কারণ, উহাতে ভুলের আশাংকা কম থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, কুরআন মজীদের উভয়বিধ তিলাওয়াত সকল তিলাওয়াতকারীর উপরই সমান প্রভাব বিস্তার করে না। ব্যক্তির বিভিন্নতায় উহাদের প্রভাব বিস্তারেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী 'তিবয়ান' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন– 'পূর্বসূরী আহলে ইলমের এতদসম্পর্কীয় কথা ও কার্য এবং তাহাদের মতভেদ উপরোক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকেই এ সম্পর্কে তাহাদের পারস্পরিক মতভেদের স্বরূপ ও রহস্য উদঘাটন করিতে হইবে।

বর্তমান পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে আমরা দেখিয়াছি যে, ইমাম বুখারী হযরত সাহল ইব্ন সা'দ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা দ্বারা তিনি যদি প্রমাণ করিতে চাহিয়া থাকেন যে, কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করা উহা দেখিয়া তিলাওয়াত করা অপেক্ষা শ্রেয়তর, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন।[১] কারণ, হযরত সাহল ইব্ন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটি নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির ঘটনা। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবী লেখাপড়া জানিতেন না এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট উহা বিদিত ছিল। তাই উক্ত সাহাবী কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা নবী করীম (সা) তাহা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অতএব, উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, কুরআন মজীদ দেখিয়া তিলাওয়াত করিতে সমর্থ ও অসমর্থ– উভয় শ্রেণীর লোকের জন্যেই উহা মুখস্থ তিলাওয়াত করা শ্রেয়তর। এইরূপ ঘটনা দ্বারা উহা প্রমাণিত হইলে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার ঘটনা বর্ণনা করাই ইমাম বুখারীর জন্যে অধিকর সমীচীন ছিল।

---

[১] ইমাম বুখারী সম্বন্ধে ইমাম ইব্ন কাছীরের উপরোক্ত ধারণা প্রকাশ করা এবং উহার উত্তর দিতে চেষ্টা করা ভুল। কারণ, ইমাম বুখারী সেইরূপ দাবী করেন নাই। আলোচ্য হাদীস দ্বারা কুরআন মজীদ মুখস্থ করতে উহা হিফাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। কুরআন মজীদ দেখিয়া পড়া অপেক্ষা উহা মুখস্ত পড়া অধিকতর শ্রেয় অথবা অশ্রেয়, উহা দ্বারা উহার কোনটিই প্রমাণিত হয় না। ইমাম বুখারীও আলোচ্য হাদীস দ্বারা উহার কোনটি প্রমাণ করিতে চাহেন নাই। কুরআন মজীদ মুখস্থ করিবার মাধ্যমে উহা হিফাজত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিবার জন্যেই তিনি উহা এই স্থলে বর্ণনা করিয়াছেন।

কারণ, নবী করীম (সা) নিজে একজন উম্মী বা নিরক্ষর মানব ছিলেন। তাই তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতেন। বস্তুত আলোচ্য হাদীস দ্বারা শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সংশ্লিষ্ট সাহাবী স্বীয় স্ত্রীকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দিতে পারিবেন কিনা, তাহা জানিবার জন্যেই নবী করীম (সা) তাহার নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, তিনি কুরআন মজীদ মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে পারেন কিনা। ইহাতে মুখস্থ তিলাওয়াতের শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব– কোনটিই প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী।

বারংবার তিলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআন অবিস্মৃত রাখা

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের ধারক রশি দ্বারা বাঁধা উটের মালিকের মতো। উটের মালিক উহাকে বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার নাগালে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার নিকট হইতে ভাগিয়া যায়।' ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আইউব, মা'মার, আবদুর রায্যাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের ধারক হইতেছে উটের মালিকের ন্যায়। উটের মালিক উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার নাগাল ও অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়। ঠিক সেইরূপ কুরআন মজীদের ধারক রাত্রিদিন তিলাওয়াত করিয়া উহা ধরিয়া রাখিলে উহা তাহার নিকট থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে সে উহা ঐ রূপে ধরিয়া না রাখিলে উহা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যায়।' মুহাদ্দিস ইব্ন জাওযী 'জামেউল মাসানীদ' নামক হাদীস সংকলনে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবদুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসউদ) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসুর, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন আরআরা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কোন ব্যক্তির পক্ষে ইহা বলা বড়ই বেমানান যে, 'আমি কুরআন মজীদের অমুক অমুক আয়াত ভুলিয়া গিয়াছি'; বরং সে তো উহা স্বেচ্ছায় নিজকে ভুলাইয়া দিয়াছে। (অতএব উহা বলাই তাহার পক্ষে সমীচীন যে, আমি উহাকে ভুলাইয়া দিয়াছি।) আর তোমরা কুরআন মজীদ বারংবার তিলাওয়াত করিয়া উহা স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিও। কারণ, গৃহপালিত পশুর পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, উহার পক্ষে মানুষের স্মৃতি হইতে ভাগিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

বিশর ইব্ন মুহাম্মদ সাখতিয়ানী উপরোক্ত হাদীসটি পূর্বোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং শু'বা হইতে ইব্ন মুবারকের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহা শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং, শু'বা

হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ তায়ালেসী ও মাহমুদ ইব্‌ন গায়লানের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'মানসুর হইতে উসমান ইব্‌ন জারীরের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী মানসুর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মানসুর হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর, উসমান, যুহায়র ইব্‌ন হারব এবং ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাইতেছে যে, উল্লেখিত ইমামগণ সকলেই উপরোক্ত রাবী মানসূরের মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম নাসাঈ উহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসূর, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ও কুতায়বার সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করা সমর্থিত নহে।

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক, আবদাহ ও ইব্‌ন জুরায়জ প্রমুখ রাবী হইতেও উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা হইয়াছে। ইমাম মুসলিম উহা ইব্‌ন জুরায়জ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহা 'আল ইয়াওমু ওয়াল্লাইলাহ্' পুস্তকে উপরোক্ত রাবী ইবাদাহ ইব্‌ন আবূ লুবাবাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন জাহাদাহ প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদাহ, ইয়াযীদ, আবূ উসামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন– 'কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া উহা বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর। কারণ, যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার কসম! দড়ি দিয়া বাঁধা উটকে ছাড়িয়া দিলে উহার পক্ষে ভাগিয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, মানুষের স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ উসামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্‌ন আলা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরদ আশআরীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী মূসা ইব্‌ন আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক, আলী ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে শিখ, উহা পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর এবং উহা সুরের সহিত তিলাওয়াত কর। যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! জলাশয়ে দড়ি দিয়া বাঁধা গৃহপালিত পশুর ভাগিয়া যাইবার যতটুকু

আশংকা থাকে, স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের চলিয়া যাইবার তদপেক্ষা অধিকতর আশংকা থাকে।'

উপরোক্ত হাদীসসমূহের মূল বক্তব্য হইতেছে– কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান। কারণ, কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ্। আর পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিবার মাধ্যমেই উহা বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করা সম্ভবপর। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে উক্ত কবীরা গুনাহ হইতে রক্ষা করুন।

হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি, ঈসা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, খালিদ, খালফ ইব্ন ওয়ালীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– মাত্র দশজন লোকের উপর নেতৃত্বকারী ব্যক্তিকেও কিয়ামতের দিন হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। অধীন ব্যক্তিদের প্রতি আচরিত তাহার ন্যায়বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে উক্ত অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। অতঃপর নবী করীম (সা) কুরআন মজীদ শিখিবার পর যে ব্যক্তি উহা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে তাহার শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন (যাহা এখানে বর্ণিত হয় নাই।) উক্ত হাদীসটি যেরূপ উপরোক্ত রাবী ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ হইতে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ রিওয়ায়েত করিয়াছেন, তদ্রূপ উহা ইয়াযীদ হইতে জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়লও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলাইয়া দেওয়ার ঘটনার সহিত 'হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা)' হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াযীদ, ইব্ন আবূ যিয়াদ, ইব্ন ইদরীস ও মুহাম্মদ ইব্ন আ'লার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদে হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) এবং ঈসা ইব্ন ফায়েদ এই রাবীদ্বয়ের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোন রাবীর থাকিবার কথা উল্লেখিত হয় নাই। তেমনি উহা ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ বকর ইব্ন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ হইতে সাঈদও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় সনদের ব্যাপারে সন্দেহের উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত হাদীস আবার যায়দ ইব্ন ঈসা ইব্ন ফায়েদ হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার শিষ্যগণ ও ওয়াকী' কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

উক্ত সনদে উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ উহা 'মুসনাদে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা)' নামক হাদীস সংকলনেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্ন ফায়েদ, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ, আবদুল আযীয ইব্ন মুসলিম ও আবদুস সামাদ আমার নিকট বর্ণণা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন ব্যক্তি মাত্র দশ জন লোকের উপর নেতৃত্ব করিয়া থাকিলেও (কিয়ামতের দিন) তাহাকে হাতকড়া পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হইবে। নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিদের প্রতি কৃত তাহার ন্যায়বিচার ছাড়া কোন কিছুই তাহাকে উক্ত বন্দীদশা হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছে, কিয়ামতের দিন সে কর্তিত হস্ত হইয়া আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে।' উক্ত হাদীসটি ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে আবূ উআইনাহও বর্ণনা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, উহার সনদের বিষয়ে রাবীদের মধ্যে মিল নাই। তবে সতর্কীকরণ (ترهيب) সম্পর্কীয় হাদীসের ক্ষেত্রে সনদ সম্বন্ধীয় এইরূপ অমিল আপত্তিকর নহে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ

জ্ঞানী। এইরূপ অমিল সনদের হাদীস যখন অন্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়, তখন এইরূপ ক্ষেত্রে উহা বিশেষত গৃহীত হইয়াই থাকে। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে ঃ

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার সম্মুখে আমার উম্মতের নেক আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। এমনকি কোন ব্যক্তি মসজিদ হইতে যে খড়-কুটাটি অথবা পশুর লাদটি বাহির করিয়া ফেলে, উহার নেকীটিও। আর আমার সম্মুখে আমার উম্মতের বদ আমলসমূহ উপস্থাপন করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গেলে তাহার আমলনামায় যে বদী লেখা হয়, তদপেক্ষা বৃহত্তম কোন বদী আমি উহার মধ্যে দেখি নাই।

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আমার উম্মতের লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে যে সকল গুনাহের শাস্তি পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে, তাহাদের মধ্যে একটি বড় গুনাহ্ হইতেছে কোন ব্যক্তির কুরআন মজীদের কোন সূরার তিলাওয়াত শিখিবার পর উহা বিস্মৃত হইবার গুনাহ।' ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ ইয়া'লা এবং ইমাম বায্‌যারও উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতাব, ইব্‌ন জুরায়জ ও ইব্‌ন আবূ দাউদের অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন ঃ উক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে; অন্য কোন মাধ্যমে উহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত হয় নাই। আমি উহা ইমাম বুখারীর নিকট উল্লেখ করিলে তিনিও উহা সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।' ওয়ালেবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারেমী বলিয়াছেন– '(উপরোক্ত রাবী) মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানতার হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই।' আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, ইব্‌ন জুরায়জ, ইব্‌ন আবূ দাউদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আদমীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয়কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا - وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى -
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا - قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا
فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى -

'যে ব্যক্তি আমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, তাহার জন্য জীবিকা হইবে সংকুচিত। অতঃপর আমি কিয়ামতের দিনে তাহাকে অন্ধ করিয়া অন্যদের সঙ্গে উঠাইব। সে বলিবে, হে প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলে? আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলী) আসিয়াছিল; কিন্তু তুমি উহা ভুলিয়া রহিয়াছিলে। সেইরূপে আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকা হইবে।'

উপরোল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য বিষয় উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার সমগ্রটুকু না হইলেও উহার অংশবিশেষ বটে। কারণ, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত হইতে বিরত থাকা, উহা বিস্মৃত হওয়া এবং উহার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া কুরআন মজীদের প্রতি এক প্রকারের অবহেলা প্রদর্শন করা এবং উহা এক প্রকারের ভুলিয়া থাকা বৈ কিছু নহে। আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ কার্য হইতে আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– تعاهدوا القران অর্থাৎ তোমরা কুরআন মজীদ পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত করিয়া উহাকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা কর। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَسْتَذْكِرُوا الْقُرْاٰنَ - فَانَّهُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنْ صُدُوْرِالرِّجَال مِنَ النَّعْمِ অর্থাৎ তোমরা বারবার তিলাওয়াত করিয়া কুরআন মজীদকে অবিস্মৃত রাখো। গৃহপালিত পশুর পক্ষে পালাইয়া যাইবার যতটুকু আশংকা থাকে, মানুষের স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদের দূরে সরিয়া যাইবার ততোধিক আশংকা থাকে। التفصى। শব্দের অর্থ হইতেছে মুক্ত হওয়া, খালাস পাওয়া, দূরীভূত হওয়া। تفصى فلان من البلية অমুক ব্যক্তি বিপদ হইতে মুক্তি পাইয়াছে। تفصى النوى من التمرة খেজুর হইতে উহার দানা পৃথক হইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, গৃহপালিত পশুকে ছাড়িয়া দিলে উহার পালাইয়া যাইবার যত আশংকা থাকে, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত না করিয়া স্মৃতিতে রাখিয়া দিলে স্মৃতি হইতে উহার পালাইয়া যাইবার ততোধিক আশংকা রহিয়াছে।

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীম বলেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন– 'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে দেখি যে, সে কুরআন মজীদ শিখিবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং সে মোটা-সোটা রহিয়াছে, তবে তাহাকে মারিয়া ফেলিব।' যিহাক ইব্‌ন মুযাহিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ দাউদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিহাক ইব্‌ন মুযাহিম বলেন– 'কোন ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিখিবার পর ভুলিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, সে পূর্বে কোন গুনাহ্ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاَاَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আসে উহা তোমাদের হাতেরই উপার্জন বৈ নহে।' নিঃসন্দেহে কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া একটি মহা মুসীবত। এই কারণেই ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন– 'তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করা যেরূপ মাকরূহ, চল্লিশ দিনের মধ্যে কুরআন মজীদ আদৌ তিলাওয়াত না করা সেইরূপ মাকরূহ।' শীঘ্রই এতদসম্পর্কিত আলোচনা আসিতেছে।

যানবাহনে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আইয়াস, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল বলেন– মক্কা বিজয়ের দিনে আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় সূরা ফাতহ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই

উপরোক্ত হাদীস পূর্বোক্ত রাবী শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ আইয়াসের অন্য নাম হইতেছে মুআবিয়াহ ইব্ন কুররাহ। উক্ত হাদীস দ্বারাও গৃহে অবস্থান কিংবা বিদেশ ভ্রমণ, যে কোন অবস্থায় কুরআন মজীদ পুনঃ পুনঃ তিলাওয়াত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ফকীহ বলেন– যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করায় কোন দোষ নাই। তবে চলন্ত অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কোন কোন ফকীহ্র নিকট মাকরূহ।

হযরত আবূ দারদা (রা) সম্পর্কে ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন। হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ঐরূপ তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়াছেন। পক্ষান্তরে মালিক (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তদ্রূপ তিলাওয়াতকে মাকরূহ মনে করিতেন। ইব্ন ওহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রবী' ও ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন ওহাব বলেন ঃ একদা আমি ইমাম মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম– 'একটি লোক শেষ রাত্রিতে নামায আদায় করিতেছিল। নামাযে সে যে সূরা তিলাওয়াত করেছিল, উহা শেষ হইবার পূর্বেই সে মসজিদে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে সে অসমাপ্ত সূরাটির অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করিতে পারিবে কি ? ইমাম মালিক বলিলেন– রাস্তায় চলমান অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা যায় বলিয়া আমার জানা নাই।

শা'বী বলেন– তিনটি স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। (১) গোসলখানায় (২) পায়খানা (৩) চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান ঘর। পূর্বসূরি বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন– গোসলখানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা মাকরূহ নহে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইবরাহীম নাখঈ (র) প্রমুখ ফকীহ্গণ অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে ইব্ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি উহা মাকরূহ মনে করিতেন। আবূ ওয়ায়েল শাকীক ইব্ন সালমাহ, হাসান বসরী মাকহুল এবং কুবায়সাহ ইব্ন জুআয়েব সম্বন্ধে ইব্ন মুনযির বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা উহাকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলিয়াছেন। ইবরাহীম নাখঈ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি গোসলখানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে মাকরূহ মনে করিতেন।

পায়খানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা কেন মাকরূহ তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উহার কারণ স্পষ্ট। কুরআন মজীদের ইয্যাত ও সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেহ যদি পায়খানায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করাকে হারাম বলেন, তবে উহাও একটি উল্লেখযোগ্য অভিমত হিসাবে পরিগণিত হইবে। চক্র দ্বারা নির্মিত ঘূর্ণায়মান চড়কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা এই কারণে মাকরূহ যে, উহাতে কুরআন তিলাওয়াতকারীর অন্য কোন ব্যক্তির নীচে নামিতে হয় ও অন্য ব্যক্তি তিলাওয়াতকারীর উপরে উঠিতে পারে। আর সত্য সর্বদা উপরে থাকে ও উহার উপর কিছু থাকিতে পারে না, থাকা শোভা পায় না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বালক-বালিকাদের কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবূ বিশর, আবূ উআয়নাহ, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমার বয়স দশ বৎসর। এই বয়সেই আমি কুরআন মজীদের 'মুহকাম' (المحكم) অংশের তিলাওয়াত শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন– কুরআন মজীদের যে অংশকে তোমরা 'মুফাস্‌সাল' (المفصل) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকো, উহার এক নাম 'মুহকাম' (المحكم) বটে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ বিশর, হাশীম, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই আমি কুরআন মজীদের 'মুহকাম' অংশটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম।' রাবী সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম– কোন অংশটির নাম 'মুহকাম'? তিনি বলিলেন– 'মুফাস্‌সাল নামক অংশটির আরেক নাম হইতেছে 'মুহকাম।' উক্ত রিওয়ায়েতটি শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালক-বালিকাদের পক্ষে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করা জায়েয। কারণ স্বয়ং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথায় জানা যাইতেছে যে, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে তাঁহার বয়স দশ বৎসর ছিল এবং এই বয়সেই তিনি কুরআন মজীদের মুফাস্‌সাল অংশটুকু আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, সূরা হুজুরাত হইতে শেষ পর্যন্ত অংশ 'মুফাস্‌সাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইমাম বুখারী অন্যত্র হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের সময়ে আমি খতনাকৃত বালক ছিলাম। সেই সময়ে বালকদের বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বে তাহাদের খতনা সম্পাদিত হইত না।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্যের একটি পথ এই হইতে পারে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মাত্র দশ বৎসর বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার মধ্যে সামঞ্জস্যের আরেকটি পথ এই হইতে পারে যে, তিনি মাত্র দশ বৎসর বয়সে নহে; বরং দশ বৎসরের অধিক বয়সেই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দশ বৎসরের অতিরিক্ত বৎসরের সংখ্যা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সে যাহা হউক, উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালক-বালিকাগণকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া জায়েয। ইহা সহজবোধ্য কথা। এমনকি উহা কখনও কখনও মুস্তাহাব অথবা ওয়াজিবও হয়। কারণ, প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বে বালক-বালিকাগণ কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা করিলে নামাযের জন্যে প্রয়োজনীয় কুরআন মজীদের অংশ প্রাপ্তবয়স্ক হইবার কালে তাহাদের জানা থাকে। অধিক বয়সে কুরআন মজীদ হিফজ করা অপেক্ষা অল্প বয়সে হিফজ করা শ্রেয়তর। উহাতে কুরআন মজীদ সহজেই হিফজ হইয়া যায় এবং স্মৃতিতে অধিকতর দৃঢ়ভাবে গাঁথা থাকে। বাস্তব ঘটনাই ইহার প্রমাণ বহন করে।

পূর্বসূরী কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, বালক-বালিকাগণকে তাহাদের প্রথম বয়সে কিছু দিন খেলাধূলার জন্যে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তারপর তাহাদের মধ্যে কুরআন মজীদ পড়িবার মত দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা সৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া উচিত। এইরূপ করিলে তাহারা কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা করা আরম্ভ করিবার পর উহাতে বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হইয়া খেলাধূলায় ফিরিয়া আসিবে না। কেহ কেহ বলেন– শিশুর মধ্যে যতদিন কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি না আসে, ততদিন তাহাকে কুরআন

মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা না দেওয়াই ভাল। কিছুটা বুদ্ধি আসিবার পর তাহার বুদ্ধি অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। হযরত উমর (রা) শিশুকে পাঁচ আয়াত করিয়া শিক্ষা দেওয়া পছন্দ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট হইতে উহা সহীহ সনদে (অন্যত্র) বর্ণনা করিয়াছি।

কুরআন মজীদের বিস্মরণ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, যায়দ, রবী' ইব্‌ন ইয়াহিয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে মসজিদে বসিয়া কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।' উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবায়দ ইব্‌ন মায়মুন ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত বাণীর সহিত নবী করীম (সা) ইহাও বলিলেন– 'আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' উক্ত রিওয়ায়েতও শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হিশাম হইতে আলী ইব্‌ন মুসহার এবং আবাদাহও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা হিশাম হইতে উপরোক্ত দুই রাবী আলী ইব্‌ন মুসহার এবং আবাদার মাধ্যমে অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা হিশাম হইতে শুধু আবাদার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ্, হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্, আবূ উসামা, আহমদ ইব্‌ন আবূ রজা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে একটি সূরা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে দয়া করুন! সে আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি উহা অমুক সূরা হইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ উসামাহ হাম্মাদ ইব্‌ন উসামাহ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।[১]

---

[১] উপরোক্ত হাদীস এবং তদনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা ফকীহগণ প্রমাণ করেন যে, নবী করীম (সা)-ও ভুলিয়া যাইতেন এবং তিনিও বিস্মৃতির কবলে পতিত হইতেন। তবে ফকীহগণ সর্বসম্মতভাবে বলেন যে, নবী করীম (সা)-কে যে বিষয় লোকদের নিকট প্রচার ও তাবলীগ করিতে হইত, তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন না এবং তাহা ভুলিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয়কে গোপন করা নবী করীম (সা)-এর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তেমনি যে বিষয়ের প্রচার ও তাবলীগ তখনও সম্পন্ন হয় নাই, সেই বিষয় ভুলিয়া যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব ছিল। যে ধরনের বিস্মৃতি নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, উহা সম্ভবপর না থাকাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত ছিল। কারণ, এইরূপ বিস্মৃতি সম্ভবপর হইলে রিসালাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ঐরূপ বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনাযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ـ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ (অচিরেই আমি তোমাকে তিলাওয়াত শিখাইব। ফলত আল্লাহ্ যাহা চাহেন, তাহা ছাড়া কিছুই তুমি ভুলিয়া যাইবে না।)

উপরোক্ত আয়াতের একটি তাৎপর্য এই যে, আয়াতের প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শিক্ষা দিবেন। উহার ফলে তিনি আর উহা ভুলিবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মানসূর, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোন ব্যক্তির ইহা বলা বড়ই বেমানান যে, 'আমি কুরআন মজীদের অমুক অমুক আয়াত বা সূরা ভুলিয়া গিয়াছি। বরং সে তো উহা (অবহেলাভরে) বিস্মৃত হইয়াছে।' ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উহা উপরোক্ত রাবী মানসূর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এতদসম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা

(চলমান) যদিও অন্যেরা উহা ভুলিয়া যাইতে পারে; তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহার বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যদি নবী করীম (সা)-এর স্মৃতি হইতে কুরআন মজীদ ভিন্ন অন্য কিছু ভুলাইয়া দিতে চাহেন, তবে উহা তিনি ভুলিয়া যাইতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যে এইরূপ বিস্মৃতি চাহিবেনই, উহা দ্বারা তেমন কথা বুঝা যায় না। তিনি এইরূপ বিস্মৃতি চাহিতেও পারেন, না চাহিতেও পারেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

وَلاَ اَخَافُ مَاتُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا ـ

(আর তোমরা যাহাদিগকে তাঁহার শরীক ঠাওরাও, আমি তাহাদিগকে ডরাই না। কিন্তু আমার প্রতিপালক যদি কোন কিছু আমার ব্যাপারে চাহেন (তবে উহা স্বতন্ত্র কথা)।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে 'কিন্তু' শব্দের পর উল্লেখিত বাক্য দ্বারা যে ব্যতিক্রমের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা পূর্ববাক্যে বর্ণিত নেতিবাচক বিষয়ের সম-শ্রেণীভুক্ত নহে। এই ধরনের ব্যতিক্রম প্রকাশ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে استثناء منقطع –ইসতেছনায়ে মুনকাতি) নামে পরিচিত। পূর্ব বিষয় হইতে ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়কে ব্যতিক্রমমূলক বিষয় হিসাবে إلا শব্দ সহযোগে পরবর্তী বাক্যে প্রকাশ করা হয়। এইরূপ ব্যতিক্রম প্রকাশের একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। উহা এই যে, যেহেতু (إلا –কিন্তু)' শব্দের পর উল্লেখিত বস্তু বা বিষয়টি উহার পূর্বে উল্লেখিত বস্তু বা বিষয়ের সমশ্রেণীভুক্ত বস্তু বা বিষয় হইতে পারে না, তাই ব্যতিক্রম প্রকাশ ব্যতিরেকেই উভয় শ্রেণীর বস্তু বা বিষয়ের প্রতি প্রযোজ্য বক্তব্যও পৃথক এবং স্বতন্ত্র থাকে। তথাপি পূর্ব বাক্য দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশ্যেই বাক্যে এইরূপ ব্যতিক্রম প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। পূর্বোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্যেও আরবী বাগধারা সম্পর্কিত উপরোক্ত সূক্ষ্ম কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ ফররা বলেন– উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও অনুরূপ আয়াতে 'কিন্তু' সহযোগে 'সৃষ্ট' বাক্যদ্বারা প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ব্যতিক্রমই প্রকাশ করা হয় নাই; বরং উহা শুধু বরকত হিসাবে উল্লেখিত হইয়াছে। ফররার মতে বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত আদৌ ভুলাইয়া দেন নাই।

একদল ফকীহ ও মুহাক্কিক বলেন– 'তুমি ভুলিয়া যাইবে না' এই কথার তাৎপর্য এই যে, 'তুমি উহার আমল ভুলিয়া যাইবে না।' আর আলোচ্য হাদীসে যে বিস্মৃতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল ইতিপূর্বে প্রচারিত বিষয়ের বিস্মৃতি।

এই টীকাকার বলিতেছে, আলোচ্য হাদীসে যে বিস্মৃতির কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল সাময়িক বিস্মৃতি। উক্ত সাময়িক বিস্মৃতির পর নবী করীম (সা) বিস্মৃত আয়াতগুলিসহ সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করিতে পারিতেন।

অথবা বলা যায়, আলোচ্য হাদীসসমূহ গ্রহণযোগ্য নহে; বরং উহা প্রত্যাখ্যাতও বটে। ইমাম বুখারীর নিকট যদিও উহার সনদ সহীহ, তথাপি বলা যায়, ইমাম বুখারী (র) সহ সকল হাদীস শাস্ত্রবিদই রাবীদের সম্বন্ধে তাহাদের নিকট পরিজ্ঞাত বাহ্য তথ্যাদির ভিত্তিতে রাবীদিগকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী, স্মৃতিধর বা বিস্মৃতিপরায়ণ মনে করেন। স্বীকার করি, তাহাদের এইরূপ মনে করা সাধারণত সঠিক ও নির্ভুল ধরিয়া লওয়া যায়। তবে যে ক্ষেত্রে রাবীদের বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনার বিরোধী হয়, সে ক্ষেত্রে রাবীদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে, গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসগুলি শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। আরও উল্লেখ্য যে, হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কুরআন মজীদ ভুলিয়া যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

করা হইয়াছে। উক্ত হাদীস এবং উহার পরবর্তী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদকে স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিবার জন্যে কেহ যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনা করিবার পরও যদি সে উহা ভুলিয়া যায়, তবে তজ্জন্য সে দায়ী বা গুনাহ্গার হইবে না।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যাইবার কথা প্রকাশ করিবার সঠিক ভাষা ও আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কেহ কুরআন মজীদের কোন আয়াত বা সূরার তিলাওয়াত ভুলিয়া গেলে সে যেন না বলে– 'আমি অমুক আয়াত বা সূরা ভুলিয়া গিয়াছি।' বরং সে যেন বলে– 'আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।' কারণ, النسيان। (ভুলিয়া যাওয়া) প্রকৃতপক্ষে বান্দার ক্রিয়া নহে। তবে ভুলিয়া যাইবার কারণ বান্দাই ঘটাইয়া থাকে। ভুলিয়া যাইবার কারণ হইতেছে– অবহেলা, যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া ও পুনঃপুনঃ তিলাওয়াত না করা।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্ণীয়। উহা এই যে, কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যাইবার কথা প্রকাশ করিবার জন্যে 'আল্লাহ্ আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছেন' বলা সমীচীন নহে; বরং 'আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে' বলা সমীচীন।

অবশ্য বান্দাকেও কখন কখন ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানানো হইয়া থাকে। তবে উহা আলংকারিক প্রয়োগ বৈ কিছু নহে। প্রকৃতপক্ষে 'ভুলিয়া যাওয়া' ক্রিয়ার কর্তা বান্দা নহে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানাইয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (আর তুমি যখন ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর।)

ভুলিয়া যাওয়ার কারণ হইতেছে– অবহেলা, ঔদাসীন্য ইত্যাদি। উহা একটি গুনাহ্ বটে। আর উক্ত কারণের সংঘটক বা কর্তা হইতেছে বান্দা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'ভুলিয়া যাওয়া' ক্রিয়ার কর্তা বাহ্যত বান্দাকে বানাইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে বান্দার অবহেলা ইত্যাদি অপরাধকে উহার কর্তা বলিয়া বুঝাইয়াছেন।[১] আয়াতের তাৎপর্য এই যে, স্বীয় অবহেলারূপ অপরাধের কারণে তুমি যখন ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ কর। প্রভুর স্মরণে অপরাধ মাফ হইয়া যাইবে। কারণ নেক কাজে গুনাহ্ মাফ হইয়া যায়। অপরাধ মাফ হইয়া যাইবার পর বিস্মৃত বিষয় পুনরায় স্মরণে আসিবে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

---

১. ইমাম ইব্ন কাছীর (র) আলোচ্য হাদীসের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গত বান্দাকে ভুলিয়া যাওয়া ক্রিয়ার কর্তা বানাইবার বৈধতা-অবৈধতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লওয়া সুকঠিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ স্বীয় অবহেলা ও গাফলতির দরুণ কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ভুলিয়া যায়। এইরূপ ভুলিয়া যাওয়ার জন্যে আল্লাহ্ বা অন্য কেহ দায়ী নহে; উহার জন্যে বরং সে নিজেই দায়ী ও গুনাহ্গার। এইরূপ ব্যক্তি আর যাহাই হউক, অবুঝ শিশুর ন্যায় নিরপরাধ নহে। তাই আমি যদি বলি, 'আমি ভুলিয়া গিয়াছি' ও ভুলিয়া যাইবার জন্যে আমি দায়ী বা গুনাহ্গার নহি' তবে সে আরেকটি অপরাধে অপরাধী হইবে। অবশ্য এইরূপ ক্ষেত্রে যদি সে অপরাধী মনে লজ্জিত হইয়া বলে, 'আমিই ভুলিয়া গিয়াছি' তবে উহা অন্যায় হইবে না,– হইতে পারে না। কিন্তু অপরাধী মনে নিজের অপরাধকে লজ্জা ও বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিবার অধিকতর সঙ্গত ও উপযোগী ভাষা হইতেছে এই ঃ 'আমি অবহেলাভরে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছি।' তাই আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কাহারও পক্ষে 'আমি ভুলিয়া গিয়াছি' বলা বড়ই বেমানান; বরং (আমি ভুলাইয়া দিয়াছি বলাই মানানসই)। কারণ, সে নিজেই তো নিজকে ভুলাইয়া দিয়াছে। ইহাই উক্ত হাদীসের সঠিক ও প্রকৃত তাৎপর্য।

অতপর বলা যায়, বান্দা কখনও النسيان। (ভুলিয়া যাওয়া) ক্রিয়ার প্রকৃত কর্তাও হইতে পারে। কারণ, সে নিজের অবহেলায় অথবা অনিচ্ছায় যে কোন কারণেই ভুলিয়া যাইতে পারে, ভুলিয়া যায়ও। কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে النسيان। ক্রিয়ার কর্তা বানাইয়াছেন।

কুরআনের সূরার নামকরণ

হযরত আবূ মাসউদ উতবা ইব্ন আমর আনসারী বদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইবরাহীম, আ'মাশ, হাফস ইব্ন গিয়াছ, উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াছ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে উহা যথেষ্ট।'

সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) উহা আবার উপরোক্ত রাবী আলকামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাওয়ার আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল কারী, উরওয়া ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) বলেন– 'একদা আমি হিশাম ইব্ন হাকীম ইব্ন হিযামকে সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও উহা বর্ণিত হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবহিকভাবে উরওয়াহ ও হিশাম ইব্ন উরওয়াহ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে রাত্রিতে মসজিদে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে শুনিয়া বলিলেন– 'আল্লাহ্ তাহাকে অনুগ্রহ করুন। সে আমাকে অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করাইয়া দিয়াছে। আমি সেইগুলি অমুক সূরা হইতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।'

এইরূপে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি (হজ্জের সময়ে) উপত্যকা ভূমিতে দাঁড়াইয়া কংকর নিক্ষেপ করিবার কালে বলিতেন, এই স্থানে সূরা বাকারা নাযিল হইয়াছিল।

(চলমান) আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিতে গিয়া বলেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَئْنَا (প্রভু হে। যদি ভুলিয়া যাই অথবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদিগকে পাকড়াও করিও না।)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার শিষ্যের সফরের ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا (তাহারা দুইজনে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছিবার পর নিজেদের মৎস্যকে ভুলিয়া গেল।)

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ (আর যখন তুমি ভুলিয়া যাও, তখন স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ কর।)

এইস্থলে উহা অনুধাবনযোগ্য যে, মানুষ নিজেই ভুলিয়া যায়। ভুলের কারণ যাহাই হউক না কেন, উহা মানুষের হৃদয় হইতে আল্লাহ্ যে কুরআন মজীদ ভুলাইয়া দেয়। ইমাম ইব্ন কাছীর (র) শেষোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আয়াতটির অর্থ এই দাঁড়ায় ঃ আর তোমার অবহেলা যখন তোমাকে ভুলাইয়া দেয়, তখন তুমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ কর। এইরূপ অর্থ যে আয়াতের একটি কষ্টসাধ্য অর্থ, তাহা সহজেই বোধগম্য। উপরোল্লেখিত অপর দুইটি আয়াতের অর্থ বর্ণনা সম্বন্ধেও অনুরূপ কথা বলা চলে।

পূর্বসূরী কোন কোন ফকীহ্ অবশ্য বলিয়াছেন যে, কোন সূরাকে নির্দিষ্ট কোন নামে অভিহিত করা মাকরূহ। বরং কোন সূরাকে বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে- 'যে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, সেই সূরা। তাহাদের অভিমতের সমর্থনে তাহারা ইতিপূর্বে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

'হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইয়াযীদ ফারসী প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসমান (রা) বলেন- কুরআন মজীদের কোন আয়াত নাযিল হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন- 'যে সূরায় অমুক অমুক আয়াত রহিয়াছে, ইহা সেই সূরার অন্তর্ভুক্ত কর।'

ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই যে, উপরোক্ত পথই অধিকতর শ্রেয়। তবে পূর্ববর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরাসমূহকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা বৈধ ও অনুমোদিত। আর এই ব্যবস্থাই বর্তমান যামানায় সাধারণ ও ব্যাপক ব্যবস্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। কুরআন মজীদের সূরাসমূহ বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকে।

মন্থরগতিতে কুরআন তিলাওয়াত

আল্লহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلاً (আর তুমি কুরআন মজীদ মন্থরগতিতে তিলাওয়াত কর।)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ (আর আমি এইরূপে কুরআন নাযিল করিয়াছি যেন তুমি উহা থামিয়া ধীরে-সুস্থে তিলাওয়াত করিয়া লোকদিগকে শুনাইতে পার।)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فرقناه অর্থাৎ 'আমি উহার বিষয়বস্তুসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি।' তাই কুরআন মজীদ ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করা দূষণীয় নহে।

আবূ ওয়ায়েল হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসিল, মাহদী ইব্ন মায়মূন, আবূ নু'মান ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ওয়ায়েল বলেন- একদা আমরা সকাল বেলায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। জনৈক ব্যক্তি বলিল, গত রাত্রিতে আমি মুফাস্সাল সূরা তিলাওয়াত করিয়াছি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন- তোমার তিলাওয়াত আমি শুনিয়াছি। তুমি কুরআন মজীদকে ছন্দোবদ্ধ বাক্যের ন্যায় আবৃত্তি করিবে। পরস্পর পাশাপাশি সন্নিহিত যে সকল সূরা নবী করীম (সা) তিলাওয়াত করিতেন, উহা আমি নিশ্চয় স্মরণে রাখিয়াছি। সেইগুলি হইতেছে আঠারটি মুফাস্সাল সূরা এবং 'হা মীম' শ্রেণীর দুইটি সূরা।[১] ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস 'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, শাকীক ইব্ন সালামা, ওয়াসিল ইব্ন হাব্বান, আহদাব, মাহদী ইব্ন মায়মূন ও শায়বান ইব্ন ফাররূখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

---

[১] উক্ত সূরা দুইটি হইতেছে সূরা 'দুখান' (الدخان) ও সূরা 'জাছিয়াহ' (الجاثية)। কথিত আছে, উক্ত সূরাদ্বয় হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কুরআন মজীদে মুফাস্সাল অংশের সহিত মিলানো ছিল।

মুসলিম ইব্‌ন মিখরাক হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্‌ন নাঈম, হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন লাহীআ, কুতায়বা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন– একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জানানো হইল যে, কতেক লোক সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ এক রাত্রিতে একবার বা দুইবার তিলাওয়াত করে। ইহাতে তিনি বলিলেন– 'তাহারা পড়িলেও পড়ে নাই (অর্থাৎ তিলাওয়াত করে নাই)। আমি সারারাত নবী করীম (সা)-এর সহিত নামায আদায় করিতাম। তিনি (কখনও কখনও) সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান এবং সূরা নিসা তিলাওয়াত করিতেন। সতর্কীকরণমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তিনি অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। পক্ষান্তরে সুসংবাদমূলক যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং তাঁহার নৈকট্য কামনা করিতেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা, জারীর, কুতায়বা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– 'হযরত জিবরাঈল (আ) যখন ওহী লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিতেন, নবী করীম (সা) তখন স্বীয় জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইয়া উহা তিলাওয়াত করিতেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন।' অতঃপর হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উল্লেখিত হইয়াছে। শীঘ্রই উহা বর্ণিত হইবে। উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত হাদীস এবং উহার পূর্বে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মজীদ আস্তে-আস্তে তিলাওয়াত করা শরীআতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়। উহা অত্যন্ত দ্রুত তিলাওয়াত করা শরীআতের নিকট কাম্য ও অভিপ্রেত নহে। বরং শরীআত উহা ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে এবং উহা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিতে ও উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُوْلُوا الْاَلْبَابِ (উহা হইতেছে এইরূপ বরকতময় কিতাব যাহা আমি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, তাহারা উহার আয়াত লইয়া গভীরভাবে চিন্তা করিবে, আর প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তিগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– কুরআন তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বলা হইবে, 'তুমি তিলাওয়াত করিতে থাক আর উপরে উঠিতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যেরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিতে, সেইরূপ ধীরগতিতে তিলাওয়াত করিও। তুমি যেই স্তরে পৌঁছিয়া সর্বশেষ আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহাই হইবে তোমার বাসস্থান।'

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী ইবরাহীম বলেন– একদা আলকামা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে

কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তিনি উহা দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বলিলেন– 'আমার মা-বাপ তোমার জন্যে কুরবান হউন! তুমি কুরআন মজীদ মন্থর গতিতে পড়িবে। কারণ, কুরআন মজীদ সৌন্দর্যময়, শ্রুতি মাধুর্যময় ও আকর্ষণীয় করিয়া নাযিল করা হইয়াছে।' রাবী বলেন– 'আলকামা ছিলেন আকর্ষণীয় সুমধুর সূরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতকারী।'

আবূ হামযা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব, ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হামযা বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম– 'আমি কুরআন মজীদ দ্রুতগতিতে তিলাওয়াত করিয়া থাকি। আমি তিন দিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার তিলাওয়াত করিয়া থাকি।' ইহাতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন– 'তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করিয়া থাক বলিয়া দাবী করিতেছ, সেইরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা ধীরগতিতে এক রাত্রিতে মাত্র সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা এবং উহার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার নিকট নিশ্চয় অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয়।'

ইমাম আবূ উবায়দ আবার উহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, শু'বা ও হাজ্জাজের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতে 'তুমি যেরূপে তিলাওয়াত করিয়া থাক বলিয়া দাবী করিতেছ, সেইরূপে তিলাওয়াত করা অপেক্ষা' এই কথাটির স্থলে 'কুরআন মজীদ দ্রুত পড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা' এই কথাটি উল্লেখিত হইয়াছে।

কুরআনের অক্ষর টানিয়া পড়া

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্‌ন হাযিম ইযদী, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন ঃ 'একদা আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট নবী করীম (সা)-এর কিরাআত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন– নবী করীম (সা) 'মদ' (المد) -এর সহিত তিলাওয়াত করিতেন।' 'সুনান'-এর সংকলকগণও উপরোক্ত রাবী জারীর ইব্‌ন হাযিম হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, আমর ইব্‌ন আসিম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল– নবী করীম (সা)-এর কিরাআত কিরূপ ছিল? তিনি বলিলেন– 'উহা ছিল মদ (المد) -এর সহিত সম্পন্ন কিরাআত।' অতঃপর হযরত আনাস (রা) (بسم الله الرحمن الرحيم) তিলাওয়াত করিলেন। উহাতে তিনি (الله) শব্দের 'লাম' (الرحمن) শব্দের 'মীম' এবং (الرحيم) শব্দের 'হা' টানিয়া পড়িলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আবূ উবায়দ প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়া'লা ইব্‌ন মুমলিক, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, লায়ছ, ইব্‌ন সা'দ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক,

আহমদ ইব্‌ন উসমান ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) নবী করীম (সা)-এর কিরআতের পরিচয় এইরূপে দিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) প্রতিটি অক্ষর পৃথকভাবে সুস্পষ্ট ও সুবোধ্য করিয়া সুন্দররূপে উচ্চারণ করিতেন। অর্থাৎ তিনি একটি অক্ষরের উচ্চারণকে আরেকটি অক্ষরের উচ্চারণের মধ্যে এরূপ প্রবিষ্ট করিয়া দিতেন না, যাহার কারণে অক্ষরের উচ্চারণ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইমাম আহমদ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনাদাংশে এবং লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইসহাকের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ রামলীর অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ উহা উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং লায়ছ ইব্‌ন সা'দ হইতে কুতায়বার অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, ইব্‌ন জুরায়জ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ উমুবী ও হযরত ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ 'নবী করীম (সা) স্বীয় কিরাআতে ওয়াক্‌ফ করিতেন। তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া থামিতেন। অতঃপর مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়িয়া থামিতেন।' ইমাম আবূ দাউদ উহা উপরোক্ত রাবী ইব্‌ন জুরায়জ হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন– 'উহা অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই এবং উহার সনদও বিচ্ছিন্ন।' অর্থাৎ সনদের মূল বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে কোন হাদীস শ্রবণ করিবার সুযোগ পান নাই। উক্ত রাবী উহা প্রকৃতপক্ষে ইয়া'লা ইব্‌ন মুম্‌লিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা ঐরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

তিলাওয়াতে স্বর বিশেষের বারংবার নিঃস্বরণ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াস, শু'বা, আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল বলেন– 'আমি নবী করীম (সা)-কে স্বীয় চলন্ত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরূঢ় অবস্থায় সূরা ফাত্‌হ অথবা উহা অংশ বিশেষ মধুর ও বিনীত সুরে তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিলাওয়াতের মধ্যে তিনি কুরআন মজীদের শব্দের বহির্ভূত অতিরিক্ত স্বর একাধিকবার সংযোজন করিতেছিলেন।' উক্ত হাদীস 'বাহনারূঢ় অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বর্ণিত সেই হাদীসে ইহাও উল্লেখিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কর্তৃক সেইরূপে কুরআন মজীদ পঠিত হইবার ঘটনা মক্কা বিজয়ের দিন ঘটিয়াছিল। আলোচ্য

হাদীসে নবী করীম (সা)-এর তারজী'র (الترجيع।) কথা বর্ণিত হইয়াছে। উহার অর্থ হইতেছে কোন স্বরকে স্বরনালীতে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উচ্চারণ করা।'

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) পড়িতেছিলেন, 'আ-আ-আ।' উক্ত স্বরটি নবী করীম (সা)-এর কুরআন তিলাওয়াত করিবার কালে উটের গতির কারণে তাঁহার পবিত্র কণ্ঠে উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে গেলে যদি যানবাহনের গতির কারণে তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে ঐরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তথাপি যানবাহনে আরূঢ় অবস্থায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা জায়েয ও শরীআতসম্মত। এইরূপ অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতকারীর কণ্ঠে যেহেতু তাহার অনিচ্ছায় এইরূপ ধ্বনি বা স্বর উৎপন্ন হয়, তাই উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমার্হ। উপরোক্ত ক্ষমার্হ বিষয়টি নিম্নোক্ত ক্ষমনীয় বিষয়টির সমান। যেমন কোন ব্যক্তির বাহনে আরূঢ় থাকা অবস্থায় উহা যেদিকেই চলমান থাকুক না কেন, সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায আদায় করা তাহার জন্যে জায়েয ও অনুমোদিত। এইরূপ ব্যক্তি নামায বিলম্বিত করিলে পরবর্তী সময়ে উহা কিবলামুখী হইয়া আদায় করার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পশুপৃষ্ঠে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িলে তা আদায় হইবে। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

সুমধুর আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বুরদা, ইয়াহিয়া হাম্মানী, মুহাম্মদ ইব্ন খাল্ফ, আবূ বকর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'ওহে আবূ মূসা! তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে দাউদ (আ)-এর বংশধরদের একটি বাঁশী লাভ করিয়াছ।' (উহা দ্বারা নবী করীম (সা) হযরত আবূ মূসা (রা)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।) উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে 'উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানীর আরেক নাম আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ ইয়াহিয়া হাম্মানী হইতে মূসা ইব্ন আবদুর রহমান কিন্দীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ বুরদা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ বুরদা হইতে তাল্হা ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন তাল্হা প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে একটি ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে 'সুরের সহিত কুরআন তিলাওয়াত' পরিচ্ছেদে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার সহিত সম্পর্কিত বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অপরের মুখে তিলাওয়াত শ্রবণ

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা, ইবরাহীম, আ'মাশ, হাফস ইব্‌ন গিয়াছ, উমর ইব্‌ন হাফস ইব্‌ন গিয়াছ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– যাহা আপনার উপর নাযিল হইয়াছে, তাহা আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'অপরের মুখে উহা শুনিতে আমার নিকট ভাল লাগে।'

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ) (রা) হইতে বহুসংখ্যক মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহার আলোচনা দীর্ঘ।

ইতিপূর্বে ইমাম মুসলিম কর্তৃক হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, তাল্‌হা ইব্‌ন ইয়াহিয়া, ইব্‌ন তাল্‌হা প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে বলিলেন– 'ওহে আবূ মূসা! গত রাত্রিতে আমি যে মনোযোগ সহকারে তোমার কিরাআত শুনিয়াছি, তাহা যদি তুমি দেখিতে! হযরত আবূ মূসা (রা) বলিলেন– 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, আপনি আমার কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতেছেন, তবে আমি উহা আপনার জন্যে যথাসম্ভব অধিক মধুর ও আকর্ষণীয় বানাইতাম।' আবূ সালামা হইতে যুহরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা (রা)-কে দেখিলে বলিতেন– 'হে আবূ মূসা! আমাদিগকে আমাদের প্রতিপালক প্রভুকে স্মরণ করাইয়া দিন।' ইহাতে হযরত আবূ মূসা (রা) তাঁহাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। আবূ উসমান নাহদী বলেন– হযরত আবূ মূসা (রা) নামাযে আমাদের ইমামতী করিতেন। যদি আমি বলি যে, আমি কোনদিন তাহার কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিকতর মধুর কোন সেতার বা সারিন্দা অথবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের সুর শ্রবণ করি নাই (তাহা সত্যের অপলাপ হইবে না।)

তিলাওয়াতকারীকে থামিতে বলা

হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা, ইবরাহীম, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসউদ রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– আপনার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– হ্যাঁ। তখন আমি তাঁহাকে সূরা নিসা শুনাইতে লাগিলাম। আমি নিম্নোক্ত আয়াতের তিলাওয়াত শেষ করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন– থামো–

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا (আর যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে

তাহাদের বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব, তখন কি ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হইবে?) আমি নবী করীম (সা)-এর দিকে তাকাইয়া দেখি, তাহার চক্ষুদ্বয় হইতে দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে।'

ইমাম ইব্ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার সকল সংকলকই উক্ত হাদীস উক্ত রাবী আ'মাশ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'যতক্ষণ তোমাদের মন কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সাগ্রহে গ্রহণ করে, তোমরা উহা ততক্ষণ তিলাওয়াত করো। তোমাদের মন উহার তিলাওয়াত গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া গেলে উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখ।'

কতদিনে কুরআন খতম বিধেয়

ইমাম বুখারী (র) 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে উপরোক্ত শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত শিরোনামের সহিত নিম্নোক্ত শিরোনাম যুক্ত করিয়াছেন ঃ

فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ (অতঃপর উহা হইতে যতটুকু পার তিলাওয়াত কর।)

আয়াতের তাৎপর্য ঃ সুফিয়ান হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুফিয়ান বলেন ঃ

'একদা ইব্ন শুবরুমা আমাকে বলিলেন- নামাযে কুরআন মজীদের কতটুকু তিলাওয়াত করা একটি লোকের জন্যে যথেষ্ট তদ্বিষয়ে আমি চিন্তা করিয়াছি। তিন আয়াত হইতে কম আয়াত বিশিষ্ট কোন সূরা আমি পাই নাই। আমি (সুফিয়ান) বলিলাম- নামাযে তিন আয়াতের কম তিলাওয়াত করা কাহারও জন্যে ঠিক নহে।'

হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলকামা (ইব্ন কয়স), আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ, ইবরাহীম, মানসূর, সুফিয়ান, আলী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'যে ব্যক্তি রাত্রিতে সূরা বাকারার শেষ দুইটি আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহার জন্যে উহা যথেষ্ট হইবে।' রাবী আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ বলেন- একদা হযরত আবূ মাসউদ (রা) বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিতেছিলেন। সে সময়ে তিনি সরাসরি আমার নিকটও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। সনদের অন্যতম রাবী আলী হইতেছেন আলী ইব্ন মাদীনী। তাঁহার উস্তাদ হইতেছেন সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা। সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনার আরেক নাম আবদুল্লাহ্! তিনি কূফা নগরীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ ছিলেন। তাঁহার উপরোল্লেখিত অভিমত সুচিন্তিত অভিমত বটে।

'সুনান' সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'ফাতিহা শরীফ এবং অন্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করা ব্যতীত নামায হয় না। কিন্তু হযরত আবূ মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসই অধিকতর সহীহ ও বিখ্যাত। তবে বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদের শিরোনামের সহিত উহার সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বরং উহার সহিত সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনার অভিমতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আঁমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুগীরাহ, আবূ উয়াইনা, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ

'আমার পিতা আমাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি মহিলার সহিত বিবাহ করাইয়া দিলেন। তিনি স্বীয় পুত্রবধুর খোঁজ-খবর লইতেন। তিনি তাহার নিকট আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। আমার স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বলিত- লোকটি বড়ই ভালো; তবে কথা এই যে, সে তাহার নিকট আমার আগমনের পর হইতে এই পর্যন্ত কোন দিন না আমার শয্যাসঙ্গী হইয়াছে আর না আমার সহিত নির্জনে একটু সময় কাটাইল। আমার পিতা দীর্ঘদিন ধরিয়া পুত্রবধূর নিকট হইতে আমার বিরুদ্ধে উপরোক্তরূপ অনুযোগ শুনিবার পর একদা তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন।! নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তাহাকে লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।' আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে নীত হইলাম। তিনি আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তুমি কিভাবে রোযা রাখিয়া থাকো?' আমি আরয করিলাম- আমি প্রতিদিন রোযা রাখি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি কুরআন মজীদ কিভাবে খতম করিয়া থাকো?' আমি আরয করিলাম- আমি প্রতি রাত্রিতে একবার সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করিয়া থাকি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া রোযা রাখিও এবং প্রতিমাসে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও।' আমি বলিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় রোযা রাখিতে পারি এবং অধিকতর পরিমাণে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'তুমি প্রতি মাসে দিনে তিনটি করিয়া রোযা রাখিও।' আমি আরয করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- প্রতি তিন দিনের তৃতীয় দিনে রোযা রাখিও। আমি আরয করিলাম- আমি উহা অপেক্ষা অধিকতর ইবাদত করিতে পারি। নবী করীম (সা) বলিলেন- 'রোযা রাখিও; তবে রোযা রাখিবার সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে হযরত দাউদ (আ)-এর অনুসৃত রোযা রাখিবার পন্থা। উহা হইল একদিন পর একদিন রোযা রাখা। তাহা ছাড়া প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন- 'আহা! যদি আমি নবী করীম (সা) কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রদত্ত অনমুতিকে বরণ করিয়া লইতাম, তবে কতো ভালো হইত! কারণ, আমি এখন বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।' বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি স্বীয় পরিবারের জনৈক সদস্যকে দিনের বেলায় কুরআন মজীদের এক সপ্তমাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন। প্রথম জীবনে রাত্রিতে কুরআন মজীদ যতটুকু তিনি তিলাওয়াত করিতেন, বৃদ্ধাবস্থায় দিনের বেলায় ততটুকু তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেন, যাহাতে রাত্রিতে তিনি কম ক্লান্ত হন। আর যখন তিনি বেশী দুর্বল হইয়া পড়িতেন, তখন তিনি শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে হিসাব রাখিয়া কয়েক দিন রোযা রাখা বন্ধ করিতেন। অতঃপর শক্তি সঞ্চয় হইলে নির্ধারিত সংখ্যক দিনগুলিতে রোযা রাখিতেন, যাহাতে নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘিত না হয়।

কেহ কেহ বলেন- প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। কেহ কেহ বলেন- প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদের তিলাওয়াত সম্পন্ন করা সমীচীন। তবে অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন- প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করা সমীচীন।

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস 'সিয়াম অধ্যায়ে'ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী মুগীরা (রা) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, গুনদুর ও বিনদারের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহা উপরোক্ত রাবী মুজাহিদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মুজাহিদ হইতে হিসীন প্রমুখ রাবীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান বলেন– আমার মনে পড়ে আবূ সালামা আমার নিকট হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে নিম্নরূপ বর্ণনা প্রদান করেন ঃ

'হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– তুমি প্রতি মাসে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিও। আমি আরয করিলাম– আমি উহার অধিক তিলাওয়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে তুমি প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিও। তদপেক্ষা অতিরিক্ত তিলাওয়াত করিও না।'

উক্ত হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করা নিষিদ্ধ। ইমাম আবূ উবায়দ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত কয়স ইব্ন সা'সাআ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে, হাব্বান ইব্ন ওয়াসে, ইব্ন লাহীআ, হাজ্জাজ, উমর ইব্ন তারিক, ইয়াহিয়া ইব্ন বুকায়র ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত কয়স (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন– হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কতদিনে সমগ্র কুরআন মজীদ একবার খতম করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'প্রতি পনের দিনে একবার।' হযরত কয়স (রা) আরয করিলেন– আমি উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করিতে সমর্থ। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'তবে প্রতি সপ্তাহে একবার।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।

আবূ মাহলাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুলাবাহ, আইয়ুব, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) প্রতি আট দিনে একবার করিয়া এবং হযরত তামীম দারী (রা) প্রতি সাত দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আসওয়াদ প্রতি ছয় দিনে একবার করিয়া এবং হযরত আলকামা প্রতি পাঁচ দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

উল্লেখিত রিওয়ায়েত দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয়, তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত রিওয়ায়েতে বর্ণিত সময় অপেক্ষা স্বল্পতর সময়েও সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করা যায়। হযরত সা'দ ইব্‌ন মুনযির আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে', হাব্বান ইব্‌ন ওয়াসে', ইব্‌ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত সা'দ ইব্‌ন মুনযির আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন- 'হ্যাঁ।' রাবী বলেন যে, হযরত সা'দ (রা) আমৃত্যু উপরোক্ত নিয়মে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। উহার অন্যতম রাবী হাসান ইব্‌ন মূসা আশিয়াব একজন বিশ্বস্ত রাবী। তাঁহার মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণ তাঁহার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।' অপর এক রাবী ইব্‌ন লাহীআর মধ্যে অবশ্য দুইটি ত্রুটি ছিল ঃ (১) তাদলীস (التدليس) অর্থাৎ হাদীস বর্ণনায় বর্ণনকারীর স্বীয় উস্তাদের নাম উহ্য রাখা ও তদস্থলে উস্তাদের পূর্ববর্তী রাবীর নাম উল্লেখ করা এবং বর্ণনাকারী সরাসরি তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট হাদীসটি শুনিয়াছেন বলিয়া ধারণা দেওয়া। (২) স্মৃতি শক্তির দুর্বলতা। তবে উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি হাব্বান ইব্‌ন ওয়াসে'র নিকট উহা শ্রবণ করিয়াছেন। ইব্‌ন লাহীআ মিশরের তৎকালীন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। তাঁহার উস্তাদ হাব্বান এবং হাব্বানের পিতা ওয়াসে' ইব্‌ন হাব্বান উভয়েই নেককার মুসলমান ছিলেন। হযরত সা'দ ইব্‌ন মুনযির (রা) হইতে সিহাহ্ সিত্তার কোন সংকলক হাদীস বর্ণনা না করিলেও আলোচ্য হাদীসের সনদ সিহাহ্ সিত্তার অনেক সংকলকের নিজস্ব শর্তাবলীর নিরীখে টিকে। আলোচ্য হাদীসের সনদ তাহাদের নিকট প্রত্যাখ্যেয় নহে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত সা'দ ইব্‌ন মুনযির আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াসে', হাব্বান ইব্‌ন ওয়াসে', লাহীআ ইব্‌ন বুকায়র ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত সা'দ (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন- 'হ্যাঁ, যদি তোমার শক্তিতে কুলায়।' রাবী বলেন- হযরত সা'দ (রা) আমরণ উপরোক্ত নিয়মে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন খুমায়ের, কাতাদাহ, হুমাম, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিলে তুমি কুরআন মজীদের মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে না।' ইমাম আহমদ এবং অন্য চারিজন 'সুনান' সংকলকও উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মারাহ বিনতে আবদুর রহমান, তাইয়েব ইব্ন সুলায়মান, ইউসুফ ইব্ন উরফ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) তিন দিন অপেক্ষা অল্প সময়ে কুরআন মজীদ খতম করিতেন না।' উক্ত হাদীস অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উহার সনদ দুর্বল। কারণ ইমাম দারা কুতনী উহার অন্যতম রাবী তাইয়েব ইব্ন সুলায়মানকে দুর্বল রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া সে মুহাদ্দিসগণের নিকট তেমন পরিচিতও নহে। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্বসূরী বহু ফকীহ্ তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম আবূ উবায়দ, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ প্রমুখ পরবর্তী যুগের ফকীহগণও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে হাফস, হিশাম ইব্ন হাস্সান, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন– 'হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েত সহীহ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, সুফিয়ান, ইয়াযীদ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন– 'তিন দিনের কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করা গুনাহ্র কাজ।' হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দা, আলী ইব্ন বুযায়মাহ, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ উপরোক্তরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন যাকওয়ান, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) রমযান মাসে প্রতি তিন দিনে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন মজীদ খতম করা অপছন্দ করিতেন।' পক্ষান্তরে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পূর্ববর্তী বিপুল সংখ্যক ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি তিন দিন অপেক্ষা কম সময়ে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন খাসীফ, জুরায়জ, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'সায়েব ইব্ন ইয়াযীদ বলেন– একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইব্ন উসমান তায়মীর নিকট হযরত তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি লোকটিকে বলিলেন– তুমি চাহিলে আমি তোমাকে হযরত উসমান (রা)-এর নামায সম্বন্ধে তথ্য প্রদান করিতে পারি। লোকটি বলিল– তাহাই করুন। তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন– 'একদা আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, আজ সারা রাত জাগিয়া থাকিব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইলাম। আমার পার্শ্বেই একটি লোক স্বীয় মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া নামায আদায় করিতেছিল। লোকটির কারণে আমার নামাযের স্থান সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল।

লক্ষ্য করিয়া দেখি– তিনি হযরত উসমান (রা)। আমি পিছনে সরিয়া গেলাম। তিনি নামায আদায় করিতে লাগিলেন। তিনি যতটুকু সময় ধরিয়া কিরাআত পড়িতেন, ততটুকু সময় ধরিয়া সিজদা করিতেন। এক সময়ে আমি বলিলাম– পূর্বদিকে ফজরের পূর্ববর্তী চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি মাত্র এক রাকআত বেজোড় নামায আদায় করিলেন। তিনি উহা ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায় করিলেন না।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর, হাশীম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ বিদ্রোহীগণ হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার স্ত্রী নায়েলা বিনতে কুরাফসাহ কালবিয়া তাহাদিকে বলিয়াছিলেন– 'তোমরা তাঁহাকে হত্যাই কর অথবা উহা হইতে বিরত থাক; (জানিয়া রাখ) তিনি সারারাত জাগিয়া নামায আদায় করেন এবং এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য।

ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন সুলায়মান, আবূ মুআবিয়া, আসিম ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন বলেন ঃ 'হযরত তামীম দারী (রা) এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন।'

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন– 'আমি বায়তুল্লাহ্ শরীফে দাঁড়াইয়া এক রাকআত নামাযে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছি।'

আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম, মানসূর, জারীর ও ইমাম আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন– 'আলকামা এক রাত্রিতে সমগ্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়াছেন। তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের শত আয়াত বিশিষ্ট দীর্ঘ সূরা সমষ্টি তিলাওয়াত করিয়াছেন। আবার সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে আসিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের নাতিদীর্ঘ সূরা সমষ্টি তিলাওয়াত করিয়াছেন। পুনরায় সাতবার বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করিয়াছেন। অতঃপর মাকামে ইব্রাহীমে আসিয়া তথায় নামায আদায় করিয়াছেন। উক্ত নামাযে কুরআন মজীদের অবশিষ্টাংশ তিলাওয়াত করিয়াছেন।' উপরোক্ত সমুদয় রিওয়ায়েতের সনদই সহীহ।

ইব্‌ন আবূ দাউদ মুজাহিদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (মুজাহিদ) মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। মানসূর হইতে ইব্‌ন আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলী ইযদী রমযান মাসের প্রতি রাত্রিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মানসূর ইব্‌ন সা'দ বলেন– 'আমার পিতা স্বীয় পৃষ্ঠ ও হাঁটুকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতেন। যতক্ষণ সমগ্র কুরআন মজীদের তিলাওয়াত খতম না করিতেন, ততক্ষণ বাঁধন খুলিতেন না।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি– 'মানসূর ইব্‌ন যাযান সম্বন্ধেও বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে একবার কুরআন মজীদ খতম করিতেন। তবে তাহারা ইশার নামায বিলম্বে আদায় করিতেন। ইমাম

শাফেঈ সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি রমযান মাসে প্রতি দিবা-রাত্রিতে দুইবার করিয়া এবং রমযান মাস ভিন্ন অন্য সময়ে প্রতি দিবা-রাত্রিতে একবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'

এতদসম্পর্কিত সর্বাধিক বিস্ময়কর ঘটনা হইতেছে শায়খ আবূ আবদুর রহমান সালমী সূফী কর্তৃক বর্ণিত ঘটনা। তিনি বলেন– আমি শায়খ আবূ উসমান মাগরেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, ইব্ন কাতিব দিনে চারিবার এবং রাত্রিতে চারিবার করিয়া কুরআন মজীদ খতম করিতেন।'[১]

ইহা অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা বটে। উক্ত ঘটনা এবং উহার অনুরূপ অন্যান্য ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা এই যে, এই সকল ব্যক্তির নিকট পূর্ব বর্ণিত হাদীস পৌঁছে নাই বলিয়া তাঁহারা এত দ্রুতগতিতে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন ও তদবস্থায়ই উহা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিতেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী স্বীয় 'বয়ান' গ্রন্থে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ একটি লোকের পক্ষে প্রতিদিন কুরআন মজীদের কতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সমীচীন এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিধান দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনার অধিকারী করিয়াছেন, তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন যে, তিনি গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান দ্বারা কুরআন মজীদের যতটুকু অংশের মর্ম ও তাৎপর্য সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন, ততটুকু অংশই তিলাওয়াত করিবেন। যাহারা দীনী ইলম প্রচার অথবা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কার্যে রত রহিয়াছেন, তাহারা উক্ত কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিয়া যতটুকু অংশ তিলাওয়াত করা সম্ভবপর, ততটুকু অংশ তিলাওয়াত করিবেন। আর অন্যান্য মানুষ যতক্ষণ তিলাওয়াতে অনীহা ও অনিচ্ছা না আসে, ততক্ষণ তিলাওয়াত করিবে।

তিলাওয়াতকালে ক্রন্দন

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন উবায়দা, আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন– 'আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও।' আমি আরয করিলাম– আপনার প্রতি কুরআন নাযিল হইয়াছে আর আমি আপনাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন– 'অপরের মুখে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা আমার নিকট ভাল লাগে।'

---

[১] উক্ত খতমকরণের এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা পূর্ববর্তী রাত্রিতে ও দিনে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতে করিতে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে উহার শেষাংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন করিতেন। এইরূপে পূর্বে আরম্ভ করা তিলাওয়াত চলিতে চলিতে উক্ত সময়ে কুরআন মজীদের সর্বশেষ অংশের তিলাওয়াত সম্পন্ন হইত বলিয়া রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উক্ত সময়ে কুরআন মজীদ খতম করিতেন। একথা সুবিদিত যে, কুরআন মজীদের মর্ম উপলব্ধি করা ব্যতিরেকেই উহা দ্রুতগতিতে পড়িয়া গেলেও উক্ত সময়ের মধ্যে উহার এক চতুর্থাংশ অপেক্ষা অধিকতর অংশ তিলাওয়াত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অবশ্য রূহানী তিলাওয়াত অনেক দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতে পারে। তাসাউফপন্থীগণ অনেক বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আল্লামা শা'রানী কোন কোন উচ্চমার্গের সূফীসাধক সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ লক্ষ লক্ষ বার এবং কেহ কেহ কোটি কোটি বার কুরআন মজীদ খতম করিয়াছেন। তাঁহাদের তিলাওয়াত যবানী তিলাওয়াত নহে; বরং রূহানী তিলাওয়াত ছিল।

ইহাতে আমি নবী করীম (সা)-কে সূরা নিসা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলাম। আমি নিম্নোক্ত আয়াতে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, থামো ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا۔ (আর সেই সময়ে কিরূপ অবস্থা ঘটিবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন করিয়া সাক্ষী উপস্থাপন করিব এবং তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসাবে পেশ করিব।) এই সময়ে নবী করীম (সা)-এর চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িতেছিল।' উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহা উল্লেখিত হইয়াছে। উহা ইন্‌শা আল্লাহ্ আবার উল্লেখিত হইবে।

কুরআনের লোক দেখানো প্রীতির নিন্দা

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুআয়দ ইব্‌ন আফলা, খায়সামা, আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আলী (রা) বলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে, 'শেষ যামানায় এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা বয়সে অর্বাচীন এবং বুদ্ধিতে নির্বোধ হইবে। তাহাদের মুখের কথা হইবে বড়ই উত্তম। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করিয়া উহার বাহিরে চলিয়া যায়, তাহারা সেইরূপে ইসলাম ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে। তাহাদের ঈমান তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না (তাহাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করিবে না)। তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। কারণ, তাহাদিগকে যে ব্যক্তি হত্যা করিবে, কিয়ামতের দিনে সে পুরস্কার পাইবে।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস অন্যত্র দুইবার বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসায়ী উহা উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশের পর বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিছ তায়মী, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ, মালিক, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন– আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'তোমাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহাদের নামাযের তুলনায় নিজেদের নামাযকে এবং যাহাদের রোযার তুলনায় নিজেদের রোযাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে; কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না। যেরূপে তীর শিকার ভেদ করিয়া উহার বাহিরে চলিয়া যায়; তাহারা সেইরূপে দীন হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। শিকারী তীরের ফলকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতে কিছুই (রক্তের কোন চিহ্নই) নাই; সে তীর দণ্ডের দিকে তাকাইয়া দেখে– উহাতে কিছুই নাই। সে তীরের সংলগ্ন পালকের প্রতি তাকাইয়া দেখে উহাতেও কিছুই নাই। অবশেষে তীর ফলকের নল সদৃশ অংশে কোন কিছু লাগিয়াছে কিনা তাহা লইয়া সে চিন্তা-ভাবনা করে।

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীস অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও উহা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্‌ন

আবদুর রহমান ও মুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন নাজীহ উহা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান ও মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), কাতাদাহ, শু'বা, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং উহা আমল করে, তাহার অবস্থা লেবুর সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও সুখকর এবং ঘ্রাণও সুমধুর। আর যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না; তবে উহা আমল করে, তাহার অবস্থা খেজুরের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদ মধুর; কিন্তু উহাতে কোন সুঘ্রাণ নাই। যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, তাহার অবস্থা পুষ্পস্তবকের সহিত তুলনীয়। উহার ঘ্রাণ আনন্দকর; কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে না, তাহার অবস্থা হানযাল (মাকাল) ফলের সহিত তুলনীয়। উহার স্বাদও তিক্ত এবং ঘ্রাণও বিশ্রী।' ইমাম বুখারী উহা অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকও উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াত হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম প্রধান পথ ও মাধ্যম। হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'আর জানিয়া রাখ, কুরআন দ্বারা তুমি আল্লাহ্ তা'আলার যতটুকু নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে, ততটুকু নৈকট্য অন্য কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না।' কুরআন তিলাওয়াত এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও উহা মানুষকে দেখাইবার জন্যে করা উপরোক্ত হাদীসসমূহে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উপরোক্ত হাদীসসমূহে লোক দেখানো তিলাওয়াতের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হইয়াছে।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে যে গোমরাহ সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহা হইতেছে খারিজী সম্প্রদায়। ঈমান উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিয়া তাহাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে না। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান আন্তরিক ঈমান নহে; তাহাদের ঈমান নিছক মৌখিক ঈমান। তাহাদের সম্বন্ধে অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ ... ... তাহাদের কিরাআতের তুলনায় তোমাদের কিরাআত, তাহাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামায এবং তাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদের রোযা তোমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে।' খারিজীগণ কুরআন মজীদের তিলাওয়াতকারী এবং বাহ্যত কুরআন মজীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইলেও তাহাদের তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা প্রকৃতপক্ষে লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা। তাই হাদীসে তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ অবশ্য উক্ত লোক দেখানো তিলাওয়াত ও শ্রদ্ধা হইতে মুক্ত। কিন্তু তাহাদের তিলাওয়াত এবং শ্রদ্ধা যেহেতু ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাহারাও তাহাদের অন্যান্য স্বমতাবলম্বীদের ন্যায় ভ্রান্ত ও নিন্দনীয়। অন্তরের আকীদা ও তাকওয়ার উপরই যে নেক আমল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَه عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

(যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাকওয়া ও সন্তোষের উপর স্বীয় মসজিদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ভালো, না যে ব্যক্তি ধ্বংসোন্মুখ খাদের কিনারায় স্বীয় গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, অতঃপর উহা তাহাকে লইয়া জাহান্নামের আগুনে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, সেই ব্যক্তি ভালো? আর আল্লাহ্ জালিম কওমকে হিদায়েত করেন না।)

খারিজী সম্প্রদায় কাফির অথবা ফাসিক কিনা এবং তাহাদের দ্বারা বর্ণিত রিওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে উহা বিশদভাবে আলোচিত হইবে।

মুনাফিকের কুরআন তিলাওয়াতকে উপরোক্ত হাদীসে পুষ্পস্তবকের সুঘ্রাণের সহিত কেন তুলনা করা হইয়াছে, তাহা সহজে অনুমেয়। মূলত মুনাফিক মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে। তাহার এই অবস্থা পুষ্পস্তবকের তিক্ত স্বাদের সহিত তুলনীয়। মুনাফিকের রিয়াকারী বা লোক দেখানো মানসিকতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ـ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

(মুনাফিকগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করে। অথচ তাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করিতেছে। আর যখন তাহারা নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন উদাসীনভাবে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা লোক দেখানো ইবাদত করে। আর তাহারা আল্লাহ্কে সামান্যই স্মরণ করিয়া থাকে।)

কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগের গুরুত্ব

হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জওনী, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, আবূ নু'মান মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল আমের ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যতক্ষণ তোমাদের অন্তর কুরআন মজীদের প্রতি অভিনিবিষ্ট থাকে, শুধু ততক্ষণই উহা তিলাওয়াত করিবে। অভিনিবেশ ও মনোযোগ দূরীভূত হইবার পর উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখিবে।'

হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জওনী, সালাম ইব্ন আবূ মু'তী, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী, আমর ইব্ন আলী ইব্ন বাহর আল-ফাল্লাস ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কুরআন মজীদের সহিত যতক্ষণ তোমাদের হৃদয় লাগিয়া থাকে, শুধু ততক্ষণই উহা তিলাওয়াত করিবে। মনোযোগ ও অভিনিবেশ দূরীভূত হইবার পর উহার তিলাওয়াত স্থগিত রাখিবে।'

উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আবূ ইমরান হইতে হারিছ ইব্ন উবায়দ এবং সাঈদ ইব্ন যায়দ বর্ণনা করিয়াছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা এবং আব্বানের বর্ণনায় উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে নহে; বরং হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিজস্ব উক্তি

হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও গুনদুর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইমরান বলেন- 'আমি উহা হযরত জুনদুব (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি।' তেমনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান ও ইব্‌ন আওফ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন- 'তিনি উহা হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।' তবে হযরত জুনদুব (রা) হইতেই উহা অধিকতর সংখ্যক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে উহার বর্ণিত হওয়াই অধিকতর সহীহ ও সঠিক।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই উপরোক্ত হাদীস উক্ত রাবী আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, আবদুস সামাদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূরের সনদে একাধিক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম আবার উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিস ইব্‌ন উবায়দ, আবূ কুদামা ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়ার সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (ইমাম মুসলিম) উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বান আত্তার ও আহমদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাব্বান ইব্‌ন হিলালের সনদে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী অবশ্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাবী আব্বান এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম তাবারানী উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হারূন ইব্‌ন মূসা আল-আ'ওয়ার নাহবী, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমান নাসায়ী আবার উহা আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্‌ন কুরাফসাহ, সুফিয়ান ও পরবর্তী বিভিন্ন মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার উহা হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান, হাজ্জাজ, সুফিয়ান, যায়দ ইব্‌ন আবূ যারকা ও হারূন ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবূ যারকার সনদে হযরত জুনদুব (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি তিনি (ইমাম নাসাঈ) উহা হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা), আবূ ইমরান, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন, ইসহাক ইব্‌ন আজরাক ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীমের সনদে হযরত উমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন অন্য কোন হাদীসেই ভুল করেন নাই, তবে তিনি আলোচ্য হাদীসে ভুল করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে উহা হযরত জুনদুব (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস।' ইমাম তাবারানী উহা নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান, হারিছ ইব্‌ন উবায়দ, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, সাঈদ ইব্‌ন মানসূর ও আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (এখানে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।)

উপরোক্ত আলোচনা আলোচ্য হাদীসের বিভিন্ন সনদের সহিত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা। হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম ও শায়খ ইমাম বুখারী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই সহীহ, সঠিক ও গৃহীতব্য। তিনি বলিয়াছেন—'উক্ত হাদীস যে হযরত জুনদুব

(রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং উহা যে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع), ইহাই অধিকতর সহীহ ও সঠিক। অধিকাংশ সনদে উহা ঐরূপেই বর্ণিত হইয়াছে।'

যাহা হউক উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই যে, যতক্ষণ তিলাওয়াতকারীর অন্তর তিলাওয়াতের প্রতি নিবিষ্ট থাকে এবং কোন আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে সে উহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও অনুধাবন করিতে আগ্রহী ও ইচ্ছুক থাকে, শুধু ততক্ষণই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবার জন্যে নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়াছেন। তিলাওয়াত করিবার কালে কুরআন মজীদের আয়াতের প্রতি অন্তরের নিবিষ্টতা নষ্ট হইলে এবং উহার মর্ম ও তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিতে মন অনাগ্রহী হইয়া পড়িলে নবী করীম (সা) তিলাওয়াত স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়াছেন। কারণ, অমনোযোগী অবস্থায় তিলাওয়াত করিলে তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যই বানচাল হইয়া যাইবে। বলাবাহুল্য, কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে—উহার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করত তৎপ্রতি আমল করা। নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন—'তোমাদের মধ্যে যেই নেক (নফল) কাজ করিবার সামর্থ্য ও শক্তি রহিয়াছে, শুধু তাহাই করিবে। কারণ, তোমরা যতক্ষণ বিরক্ত ও ক্লান্ত হইয়া না পড়, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ বিরক্ত ও অনিচ্ছুক হন না।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন —যে নেক আমল বা কাজ নেককার ব্যক্তি স্থায়ীভাবে করিতে থাকে, উহার পরিমাণ কম হইলেও উহা অধিকতর পছন্দনীয় নেক কাজ।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাযাল ইব্‌ন সুবরাহ্, আবদুল মালিক ইবন মায়সারাহ্, শু'বা, সুলায়মান ইব্‌ন হারব ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন—একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন মজীদের একটি আয়াত এমনভাবে তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম—যাহা হইতে স্বতন্ত্ররূপে আমি নবী করীম (সা)-কে উহা তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—'তোমাদের উভয়ের তিলাওয়াতই সঠিক ও শুদ্ধ। তোমরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব উচ্চারণে তিলাওয়াত করিও।' আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) আরও বলিলেন—'তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা আসমানী কিতাব লইয়া মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহার পরিণতিতে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।'

ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত হাদীস শু'বা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উহার অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে কুরআন মজীদের কিরাআত লইয়া মতভেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত হাদীসই ইমাম বুখারী কর্তৃক 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণিত সর্বশেষ হাদীস। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ্ স্বীয় পিতার 'মুসনাদ' সংকলনে যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা উপরোক্ত হাদীসের প্রায় অনুরূপ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর ইব্‌ন হুরায়েশ, আসিম, আ'মাশ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ উমুবী, আবূ মুহাম্মদ সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল জারমী ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন—একদা কুরআন মজীদের একটি সূরা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেকা দিল। আমাদের একজন উহার আয়াতের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ এবং অন্যজন ছত্রিশ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিল। আমরা মীমাংসার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট

উপস্থিত হইলাম। সে সময়ে হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর সহিত কোন গোপন আলোচনায় রত ছিলেন। আমরা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম—'কিরাআতের বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে।' এতদশ্রবণে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গেল। হযরত আলী (রা) বলিলেন—'তোমাদিগকে যেরূপে শিখানো হইয়াছে, সেইরূপে পড়িতে নবী করীম (সা) আদেশ করিতেছেন।' সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য।

কতিপয় জরুরী হাদীস

এই পরিচ্ছেদে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত, উহার ফযীলত এবং তিলাওয়াতকারীর মর্যাদার সহিত সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইতেছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, ফিরাস, শায়বান, মুআবিয়া ইব্ন হিশাম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও হাফিজ যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তখন তাহাকে বলা হইবে, পড়িতে থাক আর (জান্নাতের উপর তলায়) উঠিতে থাক। সে পড়িতে থাকিবে এবং প্রতিটি আয়াতে একটি করিয়া স্তর অতিক্রম করত উপরে উঠিতে থাকিবে। এইরূপে তাহার নিকট্ সংরক্ষিত শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত করা পর্যন্ত সে উপরে উঠিতেই থাকিবে।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়ালীদ ইব্ন কয়স তাজীবী, বশীর ইব্ন আবূ আমর খাওলানী, হায়াত, আবূ আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'ষাট বৎসর পর একদল লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা সালাত পরিত্যাগ করিবে এবং স্বীয় কুপ্রবৃত্তিসমূহ চরিতার্থ করিবার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে। তাহারা ধ্বংস ও গোমরাহীতে নিপতিত হইবে। অতঃপর একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে, কিন্তু উহা তাহাদের কণ্ঠদেশ অতিক্রম করিবে না। আর তিন শ্রেণীর লোক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে ঃ মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজির (পাপাসক্ত শ্রেণী)।'

উক্ত হাদীসের রাবী বশীর বলেন, আমি আমার উস্তাদ ওয়ালীদকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই তিন শ্রেণীর লোকের পরিচয় কি ? তিনি বলিলেন, মুনাফিক শ্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়। ফাজির শ্রেণী হইতেছে লোক দেখানো রিয়াকার সম্প্রদায়। ইহারা শুধু মানুষকে দেখাইবার জন্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে। মু'মিন শ্রেণী হইতেছে কুরআন মজীদের প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপনকারী সম্প্রদায়।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খাত্তাব, আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, লায়ছ, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধের বৎসরে একটি খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়া লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ওহে! আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিব ? সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় অশ্ব অথবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া অথবা পদব্রজে গমনাগমন করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র পথে কাজ করিয়া যায় ও জিহাদ করিতে

থাকে। আর নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হইতেছে সেই পাপাসক্ত ব্যক্তি যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে, কিন্তু উহার কোন আদেশ-নিষেধের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না ও উহা পালন করে না।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, আমর ইব্‌ন কায়স, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান হামদানী, হুসাইন ইব্‌ন আবদুল আ'লা, মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হাইয়াজ কূফী ও হাফিজ আবূ বকর আল- বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে মগ্ন থাকিবার কারণে যে ব্যক্তি আমার নিকট দোয়া করিবার সময় ও সুযোগ পায় নাই, আমি তাহাকে শোকরগুযার কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্যে সংরক্ষিত উৎকৃষ্টতম পুণ্য ও নেকী প্রদান করিব।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন, যেরূপে সমস্ত সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে, সেইরূপে অন্যান্য সকল বাণী ও কালামের উপর আল্লাহ্‌র বাণী ও কালামের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।'

উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই।'

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বুদায়ল ইব্‌ন মায়সারাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন বুদায়ল ইব্‌ন মায়সারাহ, আবূ উবায়দা আল হাদ্দাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) বলিলেন—'মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার আপনজন ও নিজস্ব লোক রহিয়াছে।' নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহারা কাহারা ? নবী করীম (সা) বলিলেন—'কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীগণই হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার আপনজন ও নিজস্ব লোক।'

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাবিত, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান, খালিদ ইব্‌ন খিদাশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন শুআয়ব, সিমসার ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আনাস (রা) যখন কুরআন মজীদ খতম করিতেন, তখন তিনি স্বীয় সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে একত্রিত করিয়া তাহাদের জন্যে দোয়া করিতেন।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, যায়দ ইব্‌ন ইব্বান, আ'মাশ, শরীক, হাতিম ইব্‌ন ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্‌ন উব্বাদ মক্কী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদ হইতেছে এইরূপ একটি সম্পদ যাহা অর্জিত হইবার পর কোন অভাবকেই অভাব বলা যায় না এবং যাহা ভিন্ন অন্য কোন সম্পদকেই সম্পদ বলা যায় না।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাররির, আবদুর রায্‌যাক, সালমা ইব্‌ন শাবীব ও হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'প্রত্যেক বস্তুরই অলংকার থাকে। কুরআন মজীদের অলংকার হইতেছে সুমধুর সুর।' উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাররির একজন দুর্বল রাবী।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াফা খাওলানী, বিকর ইব্ন সাওয়াদা, ইব্ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন—একদা আমরা একদল লোক একস্থানে সমবেত ছিলাম। আমাদের মধ্যে আরব, অনারব, কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—'তোমরা সৌভাগ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছ। তোমরা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল বর্তমান রহিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিকট এইরূপ এক যামানা আসিবে, যখন তীরের ফলক কিংবা দণ্ড যেরূপ সরল ও সোজা করা হয়, লোকেরা উহাকে (কুরআন তিলাওয়াতকে) ঠিক সেইরূপ সরল ও সোজা করিবে। তাহারা দ্রুত তিলাওয়াত করিয়া নিজেদের পারিশ্রমিক আদায় করিবে এবং উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য হইবে না।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, উমর ইব্ন নাবহান, আবদু রব্বিহী ইব্ন আবদুল্লাহ, আমর ইব্ন আবূ কয়স, আবদুল্লহ ইব্ন জুহাম, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয়, উহাতে অধিক পরিমাণে কল্যাণ বর্ষিত হয়। পক্ষান্তরে যে গৃহে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করা হয় না, উহার কল্যাণের পরিমাণ কমিয়া যায়।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ রাক্কাশী, আবূ উবায়দা, ফযল ইব্ন সুবহ ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত আবূ মূসা (রা) একটি ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শে লোকজন জড়ো হইয়া গেল। তিনি তাহাদিগকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। একটি লোক নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল—হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, হযরত আবূ মূসা একটি গৃহে বসিয়া লোকদিগকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছেন। নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি কি আমার জন্যে এইরূপ একটি স্থানে বসিবার ব্যবস্থা করিতে পার যেখানে তাহাদের কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না ? লোকটি নবী করীম (সা)-কে সেইরূপ একটি জায়গায় রাখিল। তিনি হযরত আবূ মূসা (রা)-এর তিলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর বলিলেন—'সে যেন হযরত দাউদ (আ)-এর একটি বাঁশীর সাহায্যে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া থাকে।' উক্ত হাদীস অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উহার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দুর্বল রাবী।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, মুসআব ইব্ন সালাম ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন—একদা নবী করীম (সা) আমাদের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন—অতঃপর বলিবার বিষয় এই যে, সকল বাণীর মধ্যে অধিকতর সত্য বাণী হইতেছে কুরআন (আল্লাহ্র বাণী)। সকল পথের মধ্যে উৎকৃষ্টতম পথ হইতেছে সুন্নাহ (মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রদর্শিত

পথ)। সকল বিষয়ের মধ্যে নিকৃষ্টতম বিষয় হইতেছে বিদআত (নব-উদ্ভাবিত বিষয়)। আর প্রতিটি বিদআত (শরীআত বিরোধী) হইতেছে গোমরাহী।' অতঃপর নবী করীম (সা)-এর কণ্ঠস্বর ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং তাঁহার গণ্ডদ্বয় ক্রমশ রক্তিম হইতে রক্তিমতর হইতে লাগিল।' এখানে উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যখন কিয়ামতের কথা উল্লেখ করিতেন, তখন তাঁহার মধ্যে ভীতিমূলক উত্তেজনা দেখা দিত। তিনি তখন এইরূপ ভঙ্গিতে কথা বলিতেন যাহাতে মনে হইত, যেন তিনি কোন সেনাদলের বিরুদ্ধে লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। অতঃপর বলিলেন—'তোমাদের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িয়াছে। আমার এবং কিয়ামতের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব থাকা অবস্থায় আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি—এই বলিয়া নবী করীম (সা) স্বীয় তর্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যকার ফাঁকটুকু দেখাইলেন—'কিয়ামত সকাল-বিকাল সর্বদা তোমাদের নিকট আগমন করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে কোন সম্পত্তি রাখিয়া গেলে উহা তাহার আপনজনদের প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে তাহার উপর কোন ঋণ থাকিয়া গেলে উহা পরিশোধ আমার দায়িত্ব। এইরূপে সে কোন সম্পত্তি না রাখিয়া গেলে তাহার (অসহায়) পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমি বহন করিব।'

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, উসামা ইব্ন যায়দ, লায়ছী, আবদুল ওহাব ইব্ন আতা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় তথায় একদল লোক কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিল। এতদ্দর্শনে তিনি বলিলেন—তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর এবং উহার সাহায্যে মহান আল্লাহকে পাইতে চেষ্টা কর। তোমাদের পর এক সময়ে এমন একদল লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা উহাকে তীরের মত সোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে ক্ষিপ্রতা ও তাড়াহুড়া করিবে এবং উহার বিনিময়ে যেহেতু পারিশ্রমিক পাইবে, তাই তাহা করিবে. উহাতে তাহাদের বিলম্ব সহ্য হইবে না।'

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, হামীদ আল আ'রাজ, খালিদ, খালফ ইব্ন ওয়ালীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন-একদা নবী করীম (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন। সেই সময়ে আমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে অনারব এবং দেহাতী (বেদুইন) লোকও ছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর বলিলেন-তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিবে। কারণ, উহার সবটুকুই নেকীর কাজ। অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একদল লোকের আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা উহা তীরের ন্যায় সোজা করিবে। তাহারা উহার ব্যাপারে ত্বরা করিবে। বিলম্ব তাহাদের নিকট সহ্য হইবে না।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্লা কিন্দী, আ'মাশ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও ইমাম আবূ বকর বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআল্লা কিন্দী, আ'মাশ, আবদুল্লাহ ইব্ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব, মুহাম্মদ ইব্ন আ'লা ও ইমাম আবূ বকর বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন—'নিশ্চয় এই কুরআন মজীদ সুপারিশ করিবে এবং উহার সুপারিশ গৃহীতও হইবে। যে ব্যক্তি উহা মানিয়া চলিবে, উহা তাহাকে জান্নাতে লইয়া

যাইবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, উহা তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে দোযখে ফেলিয়া দিবে।' হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত জাবির (রা), আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আজলাহ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম আবূ বকর বায্‌যারও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর বরাত দিয়া তিনি উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, আলী, মূসা ইব্‌ন আলী, বুকায়র ইব্‌ন ইউনুস, আহমদ ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান, আবূ সখর ও হাফিজ আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার জন্যে এক কিনতার (قنطار) পরিমাণ নেকী লেখা হয়। এক কিন্‌তার একশত রতল (رطل)-এর সমান। এক রতল বারো উকিয়ার (اوقية) সমান। এক উকিয়া ছয় দীনারের (دينار) সমান। এক দীনার চব্বিশ কীরাতের (قيراط) সমান এবং এক কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি তিনশত আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আরা স্বীয় ফেরেশতাগণকে বলেন—'আমার বান্দা ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে যে, আমি তোমাদিগকে সাক্ষী বানাইব। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো—আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।' আর যদি কোন ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে কোন নেক কার্যের বিশেষ কোন ফযীলত বর্ণিত হয় এবং সে উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সওয়াব লাভ করিবার আশায় উক্ত ফযীলতের কার্য সম্পাদন করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই সওয়াব ও নেকী প্রদান করিয়া থাকেন। যদি উক্ত কার্য প্রকৃতপক্ষে সেইরূপ ফযীলতের কার্য নাও হয়, তথাপি সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে সেইরূপ সওয়াব লাভ করিবে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাবূস, জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যাহার পেটে কুরআন মজীদের অংশ নাই, সে পরিত্যক্ত গৃহের সমতুল্য।' ইমাম আবূ বকর বায্‌যার বলেন—উক্ত হাদীস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইমরান ইব্‌ন আবূ ইমরান, আবূ শায়বাহ, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ শায়াবাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে গোমরাহী হইতে বাঁচাইয়া সত্যপথে আনয়ন করেন এবং কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাকে হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা হইতে মুক্ত রাখিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقٰى (যে ব্যক্তি আমার হিদায়েত অনুসরণ করিয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইবে না আর বদনসীবও হইবে না।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার, ইব্‌ন লাহীআ, উসমান ইব্‌ন সালেহ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সালেহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া চিন্তান্বিত ও শংকাকুল হয়, সে কুরআন মজীদের সর্বোত্তম তিলাওয়াতকারী।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, সাঈদ, আবূ সাঈদ বাক্কাল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান, নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ, আবূ ইয়াযীদ কারাতেসী ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'তোমরা মধুর সুরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিও।' ইমাম তাবারানী উপরোল্লিখিত সনদেই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যাহারা কুরআন মজীদের ধারক, বাহক ও অনুসারী, তাহারাই আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতর সম্ভ্রান্ত।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ধারাবাহিকভাবে যুরারাহ ইব্‌ন আওফা, কাতাদাহ, সালেহ মাররী, ইবরাহীম ইব্‌ন আবূ সুআয়দ যাররা, মু'আয ইব্‌ন মুছান্না ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন—একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল—কোন কাজ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয়তম ? নবী করীম (সা) বলিলেন—আল হাল্লুল মুরতাহিল (স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনশীল আগন্তুক)। প্রশ্নকারী আরয করিল—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল হাল্লুল মুরতাহিল কে ? নবী করীম (সা) বলিলেন—কুরআন মজীদের যে ধারক ও সংরক্ষক এবং উহার প্রথমাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষাংশ পর্যন্ত ও উহার শেষাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমাংশ পর্যন্ত সমগ্র কুরআন মজীদ লইয়া চিন্তা ও গবেষণা করে, সেই হইতেছে اَلْحَالُّ الْمُرْتَحِلُ

কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিবার দোয়া

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও ইকরামা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম করশী, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, হুসায়ন ইব্‌ন ইসহাক তাসতারী ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী 'আল মাজমাউল কারী' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অন্তর হইতে কুরআন মজীদ ছুটিয়া যায়। (অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিতে পারি না)। নবী করীম (সা) বলিলেন—'আমি কি তোমাকে এমন কতগুলি কালাম শিখাইব যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এবং তুমি উহা যাহাকে শিখাইবে, তাহাকে উপকৃত করিবেন?' হযরত আলী (রা) আরয করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্যে আমার পিতা-মাতা কুরবান হউক। আমাকে উহা শিখান। নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি জুমুআর রাত্রিতে চারি রাক'আত নামায আদায় করিবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা হা-মীম আস্ সাজদাহ এবং

চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত করিবে। তাশাহ্‌হুদ শেষ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে, নবীগণের প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং মু'মিনদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত কামনা করিয়া এই দোয়া করিবে ঃ

اللهم ارحمنى بترك المعاصى ابدا ما بقيتنى - وارحمنى من ان اتكلف ما لا يعنينى - وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى - اللهم بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام والعزة التى لاترام - اسئلك يا اللّه يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبى حب كتابك كما علمتنى - وارزقنى ان اتلوه على النحو الذى يرضيك عنى - واسئلك ان تنور بالكتاب بصرى وتطلق به لسانى وتفرج به عن قلبى وتشرح به صدرى و تستعمل به بدنى وتقوينى على ذالك وتعيننى عليه - فانه لايعيننى على الخير غيرك ولاموفق له الا انت -

হে আল্লাহ্! আমাকে আমার সমগ্র জীবনে সর্বত্র পাপ বর্জনের ব্যাপারে সহায়তা কর। আর যাহা আমার জন্যে কোন কল্যাণ বহিয়া আনিবে না, তাহার জন্যে আমাকে কষ্ট করিতে না যাইবার তাওফীক দিয়া আমার প্রতি রহম কর। যাহার প্রতি আমি তাকাইলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে, উহার প্রতি তাকাইবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আয় আল্লাহ্! তুমি আকাশসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি মহামহিম ও মহাপরাক্রমশালী। তোমার পরাক্রমের সমতুল্য পরাক্রম কেহ কামনা করিতে পারে না। আয় আল্লাহ্! আয় রহমান! তোমার পরাক্রম এবং তোমার চেহারার নূর ও জ্যোতির মাধ্যমে তোমার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তুমি তোমার কিতাবকে যেরূপে ভালবাসিতে আমাকে শিক্ষা দিয়াছ, উহার প্রতি সেইরূপ ভালবাসা আমার হৃদয়ে স্থায়ীভাবে বসাইয়া দাও।

আর কুরআন মজীদ যেভাবে তিলাওয়াত করিলে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও, সেইভাবে উহা তিলাওয়াত করিবার জন্যে আমাকে তাওফীক দান কর। আর তোমার কাছে আবেদন জানাই যে, তুমি স্বীয় কিতাবের সাহায্যে আমার চক্ষু জ্যোতির্ময়, আমার জিহ্বাকে জড়তামুক্ত, আমার ভাষাকে অবাধ, আমার অন্তরকে উদার, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত এবং আমার দেহকে উহার আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী ও রূপদাতা কর। তোমার নিকট আরও আবেদন জানাই, কুরআন মজীদ আমার ভিতর কায়েম করিবার ব্যাপারে তুমি আমাকে শক্তি দাও এবং সাহায্য কর। কারণ, তুমি ভিন্ন নেক কাজে আমাকে সাহায্য করিবার এবং তাওফীক দান করিবার অন্য কেহ নাই।'

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন—'তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় উপরোক্ত আমল করিবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে তুমি কুরআন মজীদ স্মরণ রাখিতে পারিবে। কোন মু'মিন উক্ত আমল করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইতে পারে না।' নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত আদেশের পর সাত জুমআ অতিবাহিত হইয়া গেলে হযরত আলী (রা) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি এখন কুরআন মজীদ এবং পবিত্র হাদীস স্মরণ রাখিতে পারেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন—কা'বা ঘরের প্রভুর

শপথ! আলী মু'মিন। (হে আল্লাহ্‌!) তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো, তুমি আবুল হাসানকে ইলম দান করো।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন রাবাহ ও ইকরামা, ইব্‌ন জুরায়জ, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান দামেশকী, আহমদ ইব্‌ন হাসান ও ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) স্বীয় 'জামে' সংকলনের 'দোয়া' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন— একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে হযরত আলী (রা) তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন—আমার পিতা-মাতা আপনার জন্যে কুরবান হউক। কুরআন মজীদ আমার অন্তর হইতে তিরোহিত হইয়া যায়। আমি উহা মনে রাখিতে পারি না। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে আবুল হাসান! আমি কি তোমাকে কতগুলি কথা শিখাইব যদ্দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে উপকৃত করিবেন এবং তুমি যাহাকে উহা শিখাইবে, তাহাকেও উপকৃত করিবেন ? আর তুমি যাহা স্বীয় অন্তরে ধারণ করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তদ্দ্বারা উহা তোমার পক্ষে দৃঢ়সংবদ্ধ করিয়া দিবেন ?' হযরত আলী (রা) বলিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হ্যাঁ, আমাকে উহা শিক্ষা দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন—'যখন শুক্রবারের রাত্রি আসে, তখন যদি পারো, উহার শেষ তৃতীয়াংশে নামায আদায় করিবে। রাত্রির উক্ত অংশের ইবাদত, বিশেষত কুরআন তিলাওয়াত ফেরেশতাগণ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উক্ত সময়ের দোয়া কবূল হইয়া থাকে। আমার ভাই হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন ঃ

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ (আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।) তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—জুমআর রাত্রি আসিলে তিনি তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ইস্‌তিগফার করিবেন। রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে না পারিলে তুমি মধ্য রাত্রিতে নামায আদায় করিবে। উহাও না পারিলে রাত্রির প্রথম ভাগে নামায আদায় করিবে ও চারি রাকআত নামায পড়িবে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আলিফ-লাম-মীম আস-সাজদাহ্‌ এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা ও সূরা মুল্‌ক তিলাওয়াত করিবে। তাশাহ্‌হুদ শেষ করিবার পর সুন্দরভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে, আমার প্রতি এবং অন্যান্য সকল নবীর প্রতি সুন্দররূপে দরূদ পাঠ করিবে এবং মু'মিন নারী-পুরুষের জন্যে এবং যে সকল মু'মিন তোমার পূর্বে ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। অতঃপর নির্দেশিত দোয়া পড়িবে। (এই স্থানে পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত দোয়া উল্লেখিত হইয়াছে। তবে ইহাতে وتستعمل به بدنى (আর তুমি উহাকে আমার দেহে বাস্তবায়িত করিবে) স্থলে وان تغسل به بدنى (আর তুমি উহা দ্বারা আমার দেহকে ধৌত করিয়া দিবে) বাক্যটি রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সর্বশেষে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত রহিয়াছে ঃ

ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم "আর মহা মর্যাদাশীল মহান আল্লাহ্‌ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত (নেকী করিবার এবং বদী হইতে বাঁচিবার) কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নাই।"

নবী করীম (সা) বলিলেন—ওহে আবুল হাসান! তুমি উপরোক্ত আমল তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত জুমআয় করিবে। আল্লাহ্‌র হুকুমে তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে। যে সত্তা আমাকে সত্য সহকারে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ! কোন মু'মিন ব্যক্তি উক্ত আমল করিলে সে উহার সুফল লাভ না করিয়া পারে না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন—আল্লাহ্‌র কসম। পাঁচ বা সাত জুমআ অতিবাহিত হইবার পরই হযরত আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সেইরূপ মজলিসে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইতিপূর্বে আমি তিলাওয়াত করিতে যাইতাম, দেখিতাম, উহা আমার স্মৃতি হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। অথচ এখন আমি একসঙ্গে চল্লিশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক আয়াত শিখিয়া থাকি। উহা যখন মুখস্থ তিলাওয়াত করিতে যাই, তখন মনে হয়, আল্লাহ্‌র কিতাব আমার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি একটি হাদীস শুনিবার পর উহা যখন স্মরণ করিতে যাইতাম, দেখিতাম, উহা আমার স্মৃতিপট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আর বর্তমানে আমি একসাথে কতগুলি হাদীস শুনিয়া থাকি। উহা যখন স্মরণ করিতে যাই, উহার একটি বর্ণও স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত পাই না।' নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন—'ওহে আবুল হাসান। কা'বা ঘরের প্রভুর কসম! তুমি মু'মিন।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন—'উক্ত হাদীস যদিও একটি মাত্র মাধ্যমে বর্ণিত; তথাপি উহা গ্রহ্যণযোগ্য। উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম ভিন্ন অন্য কাহারও মাধ্যমে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না।' ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করিলেও উহা সে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে, পাঠকগণ ইতিপূর্বে তাহা দেখিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুসতাদরাক' সংকলনে উহা উক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের মাধ্যমে বর্ণনা করত মন্তব্য করিয়াছেন—'উক্ত হাদীসের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত হাদীস গ্রহণ সম্পর্কিত শর্তাবলী অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত হাদীস ইব্‌ন জুরায়জ হইতে শুনিয়াছেন। অতএব, উক্ত হাদীসের সনদ নিশ্চিতভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', (উবায়দুল্লাহ) আমরী, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদের অবস্থা হইতেছে রশি দ্বারা বাঁধা উটের অবস্থার সমতুল্য। মালিক তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং উহা বাঁধিয়া রাখিলে উহা তাহার অধিকারে থাকে। পক্ষান্তরে, সে উহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে এবং উহা ছাড়িয়া দিলে উহা তাহার অধিকারের বাহিরে চলিয়া যায়।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী উবায়দুল্লাহ আমরী হইতে উপরোক্ত বিভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উবায়দুল্লাহ আমরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দ ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবার উহা হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রায্‌যাকের সনদে নাফে', আইয়ুব ও মা'মারও প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার, মূসা'আর, হামীদ ইব্‌ন হাম্মাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ার, মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার ও হাফিজ (আবূ বকর) আল-বায্যার বর্ণনা করেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন—কোন্ ব্যক্তির কিরাআত সর্বোত্তম ? নবী করীম (সা) বলিলেন—'যাহার কিরাআত শুনিলে মনে হয় যে, সে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তাহার কিরাআত সর্বোত্তম কিরাআত।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'(কিয়ামতের দিন) কুরআন মজীদের ধারক, সংরক্ষক ও বাস্তবায়নকারীকে বলা হইবে, তুমি উহা পড়িতে থাকো এবং (জান্নাতের সিঁড়ি দিয়া) উপরে উঠিতে থাকো। আর তুমি দুনিয়াতে যেরূপে ধীরগতিতে সুন্দর করিয়া তিলাওয়াত করিতে, সেইরূপেই তিলাওয়াত করিবে। তুমি সর্বশেষ আয়াত (জান্নাতের) যে স্তর বা মনযিলে তিলাওয়াত করিবে, উহাই তোমার মনযিল বা বাসস্থান হইবে।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান হাবলী, হাই ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, ইব্‌ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করি; কিন্তু আমার স্মৃতি উহা ধরিয়া রাখিতে পারে না। নবী করীম (সা) বলিলেন—'তোমার অন্তরের ঈমান অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। বান্দা কুরআন মজীদ লাভ করিবার পূর্বে ঈমান লাভ করিয়া থাকে।' ইমাম আহমদ উপরোক্ত সনদেই বর্ণনা করেন ঃ

একদা এক লোক তাহার এক পুত্রকে লইয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইল। লোকটি আরয করিল—হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পুত্র দিনের বেলায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করে এবং রাত্রিবেলায় ঘুমাইয়া থাকে। নবী করীম (সা) বলিলেন—'তুমি তাহার মধ্যে কি দোষ দেখিতেছ ? সে তো দিনের বেলায় আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল থাকে এবং গুনাহমুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান, হাই, ইব্‌ন লাহীআ, মূসা ইব্‌ন দাঊদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—সিয়াম এবং কুরআন মজীদ কিয়ামতের দিনে বান্দার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করিবে। সিয়াম বলিবে—হে প্রভু! আমি তাহাকে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় গ্রহণ এবং যৌন বাসনা চরিতার্থকরণ হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করো। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদ বলিবে, আমি তাহাকে রাত্রিবেলায় নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি। অতএব তাহার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করো। উভয়ের সুপারিশই গৃহীত হইবে।'

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র, ইব্‌ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আমার উম্মতের অধিকাংশ কারী হইবে মুনাফিক।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদকে তোমরা শুদ্ধ ও সুস্পষ্ট করিয়া তিলাওয়াত করিও এবং উহার গভীর তাৎপর্যসমূহ বুঝিতে চেষ্টা করিও।'

হযরত ফুযালা ইব্‌ন উবায়দ ও হযরত তামীম দারী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, আবূ আবদুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্‌ন হারিছ যিমারী, ইসমাঈল ইব্‌ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকায়র হায্‌রামী, মূসা ইব্‌ন হাযিম ইস্‌পাহানী ও ইমাম আবুল কাসিম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি রাত্রিতে দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিবে, তাহার আমলনামায় এক কিনতার পরিমাণ নেকী লেখা হইবে। এক কিনতার পরিমাণ নেকী দুনিয়া ও উহাতে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। কিয়ামতের দিন তোমার প্রভু বলিবেন—'তুমি তিলাওয়াত করিতে থাকো আর প্রতিটি আয়াতের পরিবর্তে (জান্নাতের) একটি স্তর উপরে উঠিতে থাকো।' বান্দা যখন তাহার নিকট রক্ষিত সর্বশেষ আয়াতটির তিলাওয়াত সম্পন্ন করিবে, তখন তোমর প্রভু বলিবেন—'তুমি স্বীয় অধিকারে উহা গ্রহণ করো এবং দখল লও।' বান্দা তখন স্বীয় হস্তের ইঙ্গিতে আরয করিবে—প্রভু হে! তুমি তো শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। (অর্থাৎ আমি কতটুকু অংশের দখল লইব, তাহা তো জানি না, বরং উহা সম্বন্ধে তুমিই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।) তোমার প্রভু বলিবেন—'তুমি এই সম্পূর্ণ জান্নাত ও উহার নিয়ামতের পরিপূর্ণ দখল লও।'

تمت بالخير

'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় সমাপ্ত হইল এবং এতদ্বারা 'তাফসীরুল কুরআন' অধ্যায়ের উদ্বোধন করা হইল।

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শুখায়র, কাতাদাহ, হুমাম, ওয়াকী' ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ের মধ্যে কুরআন মজীদ খতম করে, সে উহার অর্থ ও মর্ম বুঝিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।' ইমাম আহমদ আবার উহা উপরোক্ত রাবী কাতাদাহ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও গুনদুরের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল মুহাজির, ইসমাঈল ইব্ন রাফে', ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ হাজ্জাজ তামীমী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই ও ইমাম আবুল কাসেম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিক্ষা করে, নবূওত যেন তাহার দুই পাঁজরের মধ্যে (অন্তরে) স্থান গ্রহণ করে। তবে শুধু (পার্থক্য এই) তাহার নিকট ওহী প্রেরিত হয় না। আর যে ব্যক্তি কুরআন মজীদ শিখিবার পর মনে করে যে, সে যাহা লাভ করিয়াছে, অন্য কেহ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু লাভ করিয়াছে, সে ব্যক্তি দুইটি অপরাধে অপরাধী। এক, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুকে কম মর্যাদা দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাকে অধিক মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। দুই, আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুকে মর্যাদা দান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি উহাকে কম মর্যাদার অধিকারী মনে করিল। কুরআন মজীদের ধারকের পক্ষে ইহা সমীচীন নহে যে, মূর্খতার জবাব মূর্খতা, ক্রোধের জবাব ক্রোধ ও আঘাতের জবাব আঘাত দ্বারা প্রদান করিবে। বরং তাহার জন্যে ইহাই সমীচীন যে, সে কুরআন মজীদের ফযীলতের কারণে ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করিবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, উব্বাদ ইব্ন মায়সারাহ, আবূ সাঈদ (বনূ হাশিম গোত্রের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম) ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাহার জন্যে বহুগুণান্বিত একটি নেকী লেখা হয় আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের একটি আয়াত নিজে তিলাওয়াত করে, কিয়ামতের দিনে উহা তাহার জন্যে নূর বা জ্যোতি হইবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও আবূ সালামা, যুহরী, আম্বাসা ইব্ন মিহরান, ইয়াহিয়া ইব্ন মুতাওয়াক্কিল, মুহাম্মদ ইব্ন হারব ও (হাফিজ আবূ বকর) আল-বায্যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কুরআন মজীদ সম্বন্ধে ঝগড়া করা কুফর।' উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আম্বাসা মন্তব্য করেন, উপরোক্ত সনদ শক্তিশালী নহে। তবে আমার নিকট উক্ত হাদীস অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকরাবীর পিতামহ, মাকরাবী, আবূ বকর ইব্ন ইদরীস ও হাফিজ আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূরা ফাতিহা

উপক্রমণিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে (আরম্ভ করিতেছি)।

(অগাধ জ্ঞানদীপ্ত অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রাজ্ঞ ইমাম পরম আল্লাহ্ভীরু ও আল্লাহ্প্রেমিক মনীষী শায়খ হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন খতীব আবূ হাফ্স উমর ইব্ন কাছীর আশ্শাফেঈ (র) বলেন)

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি স্বীয় কিতাব (আল-কুরআন) 'প্রশংসা' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক, পরম দাতা ও দয়ালু, বিচার দিবসের বাদশাহ আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য।)

তেমনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا - قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ
بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا
حَسَنًا مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا - وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا - مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَّلاَ لاِبَائِهِمْ - كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ - اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَذِبًا -

(সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের প্রাপ্য যিনি স্বীয় বান্দার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং উহাতে কোনরূপ বক্রতা রাখেন নাই। উহা মজবুত গ্রন্থ। উহা তাহার উপর এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছেন যে, সে আল্লাহ্র তরফ হইতে আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবে এবং যে সব মু'মিন নেক কাজ করিবে তাহাদিগকে এমন উত্তম প্রতিদানের (জান্নাতের) সুসংবাদ দিবে যেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আর যাহারা পুরুষানুক্রমে অজ্ঞতাবশত বলিয়া বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তান আছে, তাহাদিগকেও সাবধান করিয়া দিবে। তাহাদের মুখ নিসৃত উক্ত উক্তি বড়ই ঘৃণ্য। তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলিতেছে না।)

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টিকার্যের বর্ণনাও 'প্রশংসা' দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ - ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ -

(সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আঁধার ও আলোর জন্ম দিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও কাফিররা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর সমকক্ষ সত্তা গড়িয়া লয়।)

তারপর তিনি উহার পরিসমাপ্তির বর্ণনাও 'প্রশংসা' দিয়া শেষ করিয়াছেন। বেহেশত-দোযখ বিতরণোত্তর পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

(আর তুমি ফেরেশতাদিগকে আরশের পরিবেষ্টকরূপে দেখিবে; তাহারা তদবস্থায় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর প্রশংসা বর্ণনায় রত থাকিবে। অনন্তর তাহাদের (জ্বিন ও মানবের) ব্যাপারে ইনসাফভিত্তিক ফয়সালা প্রদান করা হইবে। তখন উচ্চারিত হইবে, সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভুর প্রাপ্য।)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

(আর আল্লাহ্ তো তিনিই, যিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। পূর্বাপর সর্বকালের সকল প্রশংসার অধিকারী তিনিই। অনন্তর বিধি-বিধান তাঁহারই চলিবে এবং তোমরা তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে।)

অনুরূপ অপর একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ -

(সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের প্রাপ্য যাঁহার মালিকানায় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমুদয় বস্তু রহিয়াছে। আখিরাতের সমস্ত প্রশংসাও তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী।)

আদি ও অন্তে সর্বকালে ইতিপূর্বে সৃষ্ট ও ভবিষ্যতে সৃষ্টব্য সকল বস্তুর ব্যাপারেই সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য। তিনি সকল সৃষ্টির জন্যই প্রশংসার পাত্র। আল্লাহ্‌র নেক বান্দা তাই মুনাজাতে বলিয়া থাকে, 'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্! আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যে পরিমাণ প্রশংসা ধরে এবং ভবিষ্যতেও তোমার নিত্য নতুন সৃষ্টির ভিতর যে পরিমাণ প্রশংসা ধরিবে, তত প্রশংসাই তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।' আর এই কারণেই জান্নাতবাসীগণ তাহাদের জন্য আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত স্থায়ী নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি সন্দর্শন করিয়া এবং তাঁহার

বিশাল পরাক্রম ও কুদরত উপলব্ধি করিয়া নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-বর্জনের সমসংখ্যক বার আল্লাহ্র গুণাবলী ও প্রশংসা বর্ণনা করিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ - دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا
سَلَامٌ - وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

(যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজসমূহ সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের প্রতিপালক প্রভু এই ঈমান ও আমলের বদৌলতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে লইয়া যাইবেন। সেইসব জান্নাতের নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকিবে। সেখানে তাহাদের স্বতোৎসারিত স্লোগান হইবে– 'হে আল্লাহ্, তুমি মহান, তুমি পবিত্র, তুমি সর্বগুণাধার।' আর সেখানে তাহাদের পারস্পরিক সম্বোধন হইবে 'শান্তি' (সবার উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। তাহাদের সকল কথার শেষ কথা হইবে 'সকল প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।')

মোটকথা সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি একাধারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন যেন (বিচার দিবসে) তাঁহার বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে কোন যুক্তি না থাকে। তিনি সর্বশেষে নিরক্ষর, আরবী ভাষাভাষী, মক্কা নিবাসী নবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে পাঠাইয়াছেন। সেই সর্বশেষ নবী ছিলেন সর্বাধিক দীপ্ত ও অধিকতম আলোকময় পথের দিশারী। আল্লাহ্ তাঁহার নবূওতের ধারার প্রথম সময় হইতে কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের যে কোন অংশে পৃথিবীতে অবস্থানকারী প্রতিটি মানুষ ও জ্বিনের কাছে তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا - اَلَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ - فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ - لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ -

(তুমি বল, হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল আর আল্লাহ্ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আন ও তাঁহার সেই নিরক্ষর নবীর প্রতি আস্থাবান হও যে রাসূল নিজেও আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীর উপর ঈমান রাখে। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে অনুসরণ কর; হয়ত ইহার ফলে তোমরা সঠিক ও সত্যপথ লাভ করিবে।)

অনুরূপ অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ (আমি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি যে, তোমাদিগকে এবং অন্যান্য যাহাদের নিকট ইহা পৌছিবে, তাহাদের সকলকেই ইহা দ্বারা সতর্ক করিব।)

অতএব আরবী হউক কিংবা আজমী, কৃষ্ণাঙ্গ হউক কিংবা শ্বেতাঙ্গ, এমনকি মানুষ হউক কিংবা জ্বিন, যাহারই নিকট আল-কুরআন পৌছিবে, তিনি তাহারই সতর্ককারীরূপে প্রেরিত হইয়াছেন।

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ (যে কোন শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তিই উহা প্রত্যাখ্যান করিবে, দোযখ তাহারই জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।)

মোটকথা আল্লাহ্ পাকের বাণী দ্বারা স্পষ্টত প্রমাণিত হইতেছে যে, উপরোল্লিখিত দলসমূহের যে ব্যক্তিই আল-কুরআন প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহারই ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

তদ্রূপ অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِىْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَايَعْلَمُوْنَ (যে ব্যক্তি এই বাণীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করে, দেখো, আমি তাহার সহিত কিরূপ আচরণ করি। শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে (না ফরমানী কাজে) এইরূপ অবকাশ দিব, যাহাতে তাহারা (মহাক্ষতির ব্যাপারটা) বুঝিতেও না পারে।)

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। মুজাহিদ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। মোটকথা নবী করীম (সা) মানুষ ও জ্বিন উভয় জাতির প্রতিই রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি যে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করিয়াছেন, তিনি উহা তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত মহাগ্রন্থে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে কোন বাতিল বা অসত্য প্রবেশ করিতে পারে না। উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ কিতাব। উক্ত মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ـ وَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

(তাহার কি আল-কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখে না? যদি উহা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট হইতে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে তাহারা উহার ভিতর অনেক স্ববিরোধীতা দেখিতে পাইত।)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرُوْا اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

(উহা সেই মুবারক কিতাব যাহা তোমার প্রতি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, লোকজন উহার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিবে এবং জ্ঞানীগণ উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবে।)

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (তাহারা কি আল-কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করে না? অথবা তাহাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে?)

অতএব আল্লাহ্ পাকের কালামের অর্থ সঠিকরূপে জ্ঞাত হওয়া ও অপরকে উহা জ্ঞাত করা এবং উহার তাৎপর্য ও রহস্যাবলী মানুষের নিকট তুলিয়া ধরা আলেমগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا - فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ -

(অনন্তর আল্লাহ্ কিতাব প্রাপ্ত জাতির নিকট হইতে এই দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, তোমরা অবশ্যই উহা সর্বসাধারণের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবে এবং উহার কিছুই গোপন করিবে না। তাহা সত্ত্বেও তাহারা উক্ত প্রতিশ্রুতি অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিল আর উহার পরিবর্তে তুচ্ছ স্বার্থ ক্রয় করিল। তাহারা যাহা ক্রয় করিতেছে তাহা বড়ই ঘৃণ্য ও জঘন্য।)

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَايَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

(যাহারা আল্লাহ্‌র নিকট প্রদত্ত স্বীয় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুচ্ছ স্বার্থ ক্রয় করে, আখিরাতে তাহাদের ভাগ্যে (নিয়ামতের) কোন হিস্‌সা নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন, না তাহাদের প্রতি তাকাইবেন, না তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। তাহাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিন্দা করিয়াছেন। কারণ তাহারা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব উপেক্ষা করিয়া পার্থিব সম্পদ পুঞ্জীভূত করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসরণ না করিয়া উহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। 'অতএব হে মুসলিম জাতি! যে পাপের কারণে আল্লাহ্ পাক পূর্ব গ্রন্থধারীদের নিন্দা করিয়াছেন, উহা হইতে বিরত থাকা আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। তেমনি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ তাঁহার কিতাব শিক্ষা করার ও অপরকে শিক্ষা দিবার এবং উহার অর্থ, তাৎপর্য ও রহস্যাবলী নিজেদের জ্ঞাত হইবার ও অপরকে জ্ঞাত করার যে আদেশ তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন করা আমাদের জন্য ফরয।' এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَايَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ - وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ - اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

(মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় আসে নাই যে, আল্লাহ্‌র উপদেশ ও তাঁহার অবতীর্ণ সত্যের জন্য তাহাদের অন্তর সন্ত্রস্ত হইবে? আর তাহাদের জন্য কি সেই সময়ও নাই যখন তাহারা পূর্ববর্তী গ্রন্থধারীদের ন্যায় আর বিভ্রান্ত হইবে না? তাহাদের পূর্ব গ্রন্থধারীদের অন্তরসমূহ (প্রত্যাদেশ বিহীন অবস্থায়) বহুকাল থাকার পর কঠিন (সত্য গ্রহণে পরান্মুখ) হইয়া গেল। ফলে তাহাদের বিপুল সংখ্যক লোক অবাধ্যতাপরায়ণ হইল। তোমরা জানিয়া রাখ যে, পৃথিবীর মৃত্যুর পর (মানব জাতির আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পর) আল্লাহ্ পাক উহাকে পুনর্জীবন

দান করিবেন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য (স্বীয়) নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছি। ফলে হয়ত তোমরা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিবে।)

উপরের আয়াত দুইটির প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব গ্রন্থধারীদের আত্মিক অধঃপতনের উল্লেখ করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টিতে তিনি উল্লেখ করিলেন মৃত পৃথিবীকে পুনর্জীবন দানের ব্যাপারটি। ইহাতে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, পৃথিবী বিশুষ্ক হইলে (বৃষ্টি দ্বারা) যেভাবে তিনি উহাকে পুনর্জীবিত ও ফুলে-ফলে সুসজ্জিত করেন, তেমনি পাপাচার ও অনাচারে বিশুষ্ক মানুষের কঠিন অন্তরসমূহ ঈমান ও হিদায়েতের বৃষ্টি দ্বারা পুনর্জীবিত তথা আলোকপ্রাপ্ত করেন। আল্লাহ্ পাকের কাছে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকেও অনুরূপ পবিত্র ও আলোকপ্রাপ্ত করেন। অবশ্যই তিনি উদারপ্রাণ মহান দাতা।

কুরআন পাকের ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? এ প্রশ্নের জবাব এই কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা কুরআন মজীদ দ্বারা করাই সর্বোত্তম পন্থা। কারণ দেখা যায় যে, কুরআনের এক জায়গায় কোন বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে অন্য জায়গায় উহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তবে আয়াত বিশেষের বেলায় যদি সেরূপ না হয়, তখন রাসূলের সুন্নাহ্র সাহায্যে উহার ব্যাখ্যা দান করিতে হইবে। কারণ, সুন্নাহ্ কুরআনেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, মহানবী (সা) যেসব আহকাম ও ফয়সালা প্রদান করিয়াছেন, তাহা কুরআনের আলোকেই করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهُ ـ وَلَاتَكُنْ
لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا ـ

(নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সত্যবাহী মহাগ্রন্থটি এই উদ্দেশ্যে নাযিল করিয়াছি যে, ইহার আলোকে তুমি মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসা প্রদান করিবে। অনন্তর তুমি আত্মসাৎকারীদের পক্ষাবলম্বন করিও না।)

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

(তোমার কাছে আমি এই জন্য কিতাব পাঠাইয়াছি যে, তাহাদের বিরোধ-বিসম্বাদের মূল সত্যটি তাহাদের নিকট পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং ঈমানদারের জন্য উহা আলোকবর্তিকা ও কল্যাণ ভাণ্ডার হইয়া দেখা দিবে।)

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (এবং আমি তোমার কাছে এই জন্য উপদেশগ্রন্থ পাঠাইয়াছি যে, মানব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে যাহা কিছু বলা হইল তাহা সবই তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে; তাহা হইলে হয়ত তাহারা চিন্তা-ভাবনা করিবে।)

এসব কারণে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা শোন, আমাকে আল-কুরআন ও তৎসহ অনুরূপ অন্য এক বস্তু প্রদান করা হইয়াছে।' বলাবাহুল্য আল-কুরআনের সহিত প্রদত্ত

অনুরূপ অন্য বস্তুটি হইল আস্ সুন্নাহ্ (কথা ও কাজের মাধ্যমে মহানবী (সা) কর্তৃক বর্ণিত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা) মহানবী (সা)-এর প্রতি কুরআনের মত সুন্নাহও অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে পার্থক্য এই, আল-কুরআন তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো হইত। পক্ষান্তরে আস্সুন্নাহ্ তাঁহাকে পড়িয়া শুনানো হইত না (বরং ভাব ও বিষয়বস্তু তাঁহাকে জানানো হইত এবং তিনি নিজ ভাষায় উহা প্রকাশ করিতেন)। আল-কুরআনের ন্যায় আস্ সুন্নাহও যে মহানবীর উপর অবতীর্ণ হইত, ইমাম শাফেঈ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বহু সংখ্যক দলীল দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই স্থানে উহা আলোচনার উপযোগী ক্ষেত্র নহে।

উপরের আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, আল-কুরআনের ব্যাখ্যা আমাদিগকে সর্বপ্রথম উহাতেই খুঁজিতে হইবে। উহাতে না পাইলে সুন্নাহ্ খুঁজিতে হইবে। প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ্য ঃ

বিখ্যাত সাহাবী মু'আয ইব্ন জাবালকে ইয়ামান প্রদেশের প্রশাসক করিয়া পাঠাইবার কালে নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কিসের সাহায্যে শাসনকার্য চালাইবে?' তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবের সাহায্যে। নবী করীম (সা) বলিলেন, উহাতে যদি (বিশেষ কোন সমস্যার সমাধান) না পাও? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলের সুন্নাহ্র সাহায্যে। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতেও যদি না পাও? তিনি জবাব দিলেন (কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে) নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সমাধান বাহির করিতে চেষ্টা করিব। নবী করীম (সা) হৃষ্টচিত্তে তাঁহার বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করি যিনি স্বীয় রাসূলের প্রতিনিধিকে তাঁহার মনোপূত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

হাদীসটি 'মুসনাদ' এবং 'সুনান' সংকলনে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। (এই গ্রন্থে) যথাস্থানে উহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল-কুরআনের বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যা যদি আমরা কুরআন বা সুন্নাহ্র কোনটিতে না পাই তাহা হইলে আমাদিগকে এতদসম্পর্কিত 'আছার' বা সাহাবাদের বাণী অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ, তাঁহারা এই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কেননা তাঁহারা এইরূপ কতগুলি প্রমাণ, চিহ্ন, নিদর্শন, অবস্থা ও প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ অন্যরা লাভ করেন নাই। তদুপরি তাঁহারা ছিলেন পূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান এবং নেক আমলের অধিকারী। ইল্ম ও আমলের দিক দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহাবীগণ তথা খোলাফায়ে রাশেদীন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দ এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয্যোহা, আ'মাশ, জাবির ইব্ন নূহ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন– 'আল্লাহ্র কসম! আমি আল-কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শানে নুযূল এবং অবতরণ স্থান সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত রহিয়াছি। যদি আমি জানিতাম, আল্লাহ্র কিতাবে কেহ আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও ব্যুৎপন্ন, তবে সম্ভবপর হইলে আমি (উক্ত জ্ঞান আহরণের জন্য) তাহার নিকট গমন করিতাম।' আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ আরও বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি কেহ দশটি আয়াত শিখিত তবে সে সেগুলির অর্থ না বুঝিয়া এবং সেগুলির উপর আমল না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিত না।

আবূ আবদুর রহমান সালফী তাহার কুরআন শিক্ষক সাহাবাবৃন্দ হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার শিক্ষক সাহাবীরা বলিয়াছেন– 'আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে এই নিয়মে আল-কুরআন শিখিতাম যে, দশটি আয়াত শিখিবার পর আমরা উহা পুরোপুরি আমল করিতাম এবং উহার পর পরবর্তী আয়াত শিখিতাম। অর্থাৎ পূর্বায়ত্ত দশটি আয়াত কার্যকরী না করিয়া পরবর্তী কোন আয়াত শিখিতাম না। এভাবে আমরা কুরআনের ইল্‌ম ও আমল একই সঙ্গে আয়ত্ত করিয়াছি।'

শীর্ষস্থানীয় সাহাবাবৃন্দের অন্যতম হইলেন মহানবী (সা)-এর খুল্লতাত ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। জ্ঞান সমুদ্ররূপ এই মহাপণ্ডিত ব্যক্তিটি মহানবী (সা)-এর দোয়ার বরকতে আল-কুরআনের তাফসীকার ও প্রভাষক হইবার বিরাট সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁহার জন্য আল্লাহ্ পাকের কাছে প্রার্থনা করিলেন ঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে দীনী ইল্‌মে ব্যুৎপত্তি দান কর এবং আল-কুরআনের রহস্যাবলী শিক্ষা দাও।'

মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর, ওয়াকী' এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন– হ্যাঁ, আল্ কুরআনের তাফসীরকার ও প্রভাষক হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)। অনুরূপভাবে মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয্‌যোহা, মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ, আ'মাশ, সুফিয়ান, ইসহাক আল আযরাক, ইয়াহিয়া ইব্‌ন দাউদ এবং ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন– হ্যাঁ, আল-কুরআনের ব্যাখ্যাকার ও শিক্ষক হইলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা)।

ইব্‌ন জারীর অন্যত্র উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যতম রাবী আ'মাশ হইতে জা'ফর ইব্‌ন আওন ও বিনদারের মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সেই রিওয়ায়েতেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রা) উপরোক্ত মন্তব্য করেন। উপরোক্ত বর্ণনার সূত্র যেহেতু বিশুদ্ধ, তাই সহীহ্ সনদে উক্ত মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হইল।

সঠিক ঐতিহাসিক বর্ণনামতে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হিজরী বত্রিশ সনে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উপরোক্ত মন্তব্যের পরও তিনি স্বীয় জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিত করার জন্য অন্তত ছত্রিশ বৎসর সময় পাইয়াছিলেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর মন্তব্যের পরবর্তী এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কি বিপুল জ্ঞানরাশি আহরণ করিয়াছিলেন।

আবূ ওয়ায়েল হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতের সময় একবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে হজ্জে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। তখন তিনি হাজীদের সামনে খুৎবা পাঠ করিলেন। সেখানে তিনি এক বর্ণনা মতে সূরা বাকারা ও অন্য বর্ণনামতে সূরা নূর পাঠ করত উহার তাফসীর বর্ণনা করিলেন। উক্ত তাফসীর এইরূপ অনুপম হইয়াছিল যে, রোমক, তুর্কী কিংবা কুর্দী সম্প্রদায়ের কাফিররা উহা শ্রবণ করিলেও সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিত।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত পাণ্ডিত্যের কারণেই দেখা যায়, তাফসীকার ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী আল কবীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উক্ত সাহাবীদ্বয় হইতে অধিকাংশ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ

ক্ষেত্রে তিনি 'আহলে কিতাব' কর্তৃক তাঁহাদের নিকট বর্ণিত গল্প-কাহিনীও তাঁহাদের বরাত দিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। নবী করীম (সা) অবশ্য আহলে কিতাব হইতে কোন কথা বর্ণনা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ 'আমার নিকট হইতে একটি বাণী পাইলেও উহা মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দাও। আর বনী ইসরাঈল হইতে কোন কিছু বর্ণনা করিতে পার। উহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার নামে জ্ঞাতসারে মিথ্যা কথা চালাইবে, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম।' এই হাদীসটি ইমাম বুখারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) ইয়ারমুকের যুদ্ধে আহলে কিতাবের গ্রন্থরাজী হইতে দুইখানা কিতাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তিনি উহা হইতে বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করিতেন।

অবশ্য আহলে কিতাব হইতে প্রাপ্ত কথা ও কাহিনী দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত করা যায় না। তবে (কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা) প্রমাণিত কোন বিষয় যখন আহলে কিতাবের নিকট প্রচার করা হয়, তখন দলীল হিসাবে তাহাদের কাছে উল্লেখ করা যায়। আহলে কিতাব হইতে প্রাপ্ত কথা ও কাহিনী তিন শ্রেণীর হইতে পারে। এক, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক সমর্থিত কথা ও কাহিনী। এই শ্রেণীটি বিশুদ্ধ তাই গ্রহণযোগ্য। দুই, কুরআন ও সুন্নাহ্ কর্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত কথা ও কাহিনী। ইহা সুস্পষ্টত প্রত্যাখ্যেয়। তিন, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা যেসব কথা ও কাহিনী সমর্থিত কিংবা অসমর্থিত কোনটাই হয় নাই। এই শ্রেণীর ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিরপেক্ষ হইবে। আমরা উহাকে সত্য বলিয়া যেমন গ্রহণ করিব না, তেমনি মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করিব না। তবে উপরের হাদীসের ভিত্তিতে আমরা উহা অপরের কাছে বর্ণনা করিতে পারি, তাহাতে কোন দোষ নাই। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব কথা ও কাহিনী দ্বারা দীন ইসলামের কোন উপকার সাধিত হয় না। যেহেতু স্বয়ং আহলে কিতাবের মধ্যে উহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আসহাবে কাহাফের নাম, তাহাদের কুকুরের রং, তাহাদের সংখ্যা, হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির মূল বৃক্ষের নাম, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব পাখী মারিয়া আবার জীবিত করিলেন সেইগুলির নাম, বনী ইসরাঈলদের নিহত ব্যক্তির হন্তা নির্ধারণার্থে জবাই করা গাভীর কোন অঙ্গ কাটিয়া উহার গাত্রে আঘাত করা হইল, উহার পরিচয়, কোন বৃক্ষ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিলেন তাহার নাম ইত্যাদি লইয়া তাফসীকারদের ভিতর মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অথচ এইগুলি নির্ণয়ের মধ্যে মানুষের ইহত্রিক বা পারত্রিক কোন লাভ নিহিত নাই। আর এই কারণেই আল্লাহ্ পাক উহা নির্ণয় করিয়া দেন নাই। তবে এই সব মতভেদ উল্লেখ করায় কোন দোষ নাই। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও অনুরূপ মতভেদ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদের একদল বলে, আসহাবে কাহাফ তিনজন ছিলেন, আর চতুর্থটি ছিল তাহাদের কুকুর। অন্য দল বলে, তাহারা পাঁচজন ছিলেন, ষষ্ঠটি ছিল তাহাদের কুকুর। উভয় দলই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া থাকে। আবার একদল বলে, তাহারা সাতজন ছিলেন, অষ্টমটি ছিল কুকুর। তুমি বলিয়া দাও, তাহাদের সঠিক সংখ্যা আমার প্রতিপালক প্রভুই ভাল জানেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা জ্ঞাত রহিয়াছে। তুমি তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভাসাভাসা আলোচনা করিতে পার। এই সম্পর্কে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। এমনকি তাহাদের নিকট ইহা লইয়া প্রশ্ন করিও না।'

উক্ত আয়াতে তৃতীয় শ্রেণীর কথা ও কাহিনীর ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কিংবা অকরণীয় বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবে কাহাফের সংখ্যা সম্বন্ধীয় তিনটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের প্রথম দুই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তৃতীয় অভিমত সম্পর্কে প্রতিকূল বা অনুকূল কোন ফয়সালা প্রদান করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, তৃতীয় অভিমত সত্য ও সঠিক। কারণ, উহা মিথ্যা ও বাতিল হইলে পূর্ববর্তী দুই অভিমতের ন্যায় উহাকেও দুর্বল বলিয়া ইঙ্গিত প্রদান করা হইত। অতঃপর বলা হইল, তাহাদের সংখ্যা জানার মধ্যে কোন কল্যাণ নিহিত নাই। তাই বলা হইল, 'তুমি বল, আমার রবই তাহাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অধিকতর অবহিত রহিয়াছেন। স্বল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানে। তুমি তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে শুধু হালকা আলোচনা করিতে পার। এ ব্যাপারে গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইও না। আর এই সম্বন্ধে তাহাদের কাহাকেও প্রশ্ন করিও না।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে স্বল্প সংখ্যক বান্দাকে তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানাইয়াছেন তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ তাহাদের সঠিক সংখ্যা জানে না। তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করিলেন, যে কাজে কোন লাভ নাই তাহাতে শক্তি ব্যয় করিয়া নিজকে কষ্ট দিও না আর এই সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে যাইও না। কারণ, তাহারা এই সম্বন্ধে আনুমানিক কথা ছাড়া কিছুই জানে না।

এই প্রেক্ষিতে জানা গেল, কোন ব্যাপারে মতভেদ উল্লেখ করার সর্বোত্তম পন্থা এই যে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের মধ্যকার বাতিল ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করিয়া সঠিক ও নির্ভুল অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করা। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অভিমতের পরিণতি বর্ণনা করিয়া মতভেদ জনিত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রয়োজনীয় কাজে মনোনিবেশ পূর্বক সময়ের অপচয় রোধের পন্থা অনুসরণ করিতে হইবে। তাই যে ব্যক্তি কোন বিরোধমূলক ব্যাপারের যাবতীয় অভিমত উল্লেখ না করিয়া প্রতিকূল অভিমতগুলি বর্জন করে সে ব্যক্তি অপরাধী। কারণ, হয়ত তাহার বর্জিত অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল অভিমত ছিল। এমতাবস্থায় তাহার পাঠক বা শ্রোতা তাহারই কারণে সত্য ও সঠিক বিষয়টি জানিবার ও উহা গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রহিল। তেমনি যে ব্যক্তি বিরোধীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত যাবতীয় অভিমত উল্লেখপূর্বক উহাদের সঠিক ও ভ্রান্ত অভিমতকে চিহ্নিত করে না, সে ব্যক্তিও অপরাধী। কারণ, সে তাহার পাঠক বা শ্রোতাকে সঠিক ও ভ্রান্ত বিষয়টি জানিতে সাহায্য করে না। অনুরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে ভ্রান্ত অভিমতকে সত্য বলিয়া থাকে, সে ভ্রান্ত ধারণার পোষক ও প্রচারক। আবার যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মতভেদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, সে ভ্রান্ত। তেমনি যে ব্যক্তি মূলত একই বস্তুকে বাহ্যত বিভিন্নরূপে দেখাইয়া বিভিন্নমতের উল্লেখ করে সেও ভ্রান্ত। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোক অপ্রয়োজনীয় কার্যে মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটায়। ইহারা অকার্যকর ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ পোষাক পরিধানকারী ব্যক্তি সমতুল্য। আল্লাহ্ই ন্যায় পথ অনুসরণের তওফীক দিয়া থাকেন।

কুরআনের কোন বিশেষ আয়াতের তাফসীর যদি কুরআন বা সুন্নাহ্র কোনটিতে না মিলে তখন কি করিতে হইবে? এ ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক ইমামের অভিমত এই যে, এমতাবস্থায় তাবেঈদের (সাহাবায়ে কিরামদের দর্শন লাভকারী মু'মিনদের) তাফসীর গ্রহণ করিতে হইবে। প্রসঙ্গত বিখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ ইব্‌ন জাবিরের নাম উল্লেখ করা যায়। তাফসীর শাস্ত্রে তাঁহার

বিশেষ বুৎপত্তি ও পারদর্শীতা ছিল। উক্ত মুজাহিদ হইতে ইব্ন সালেহ এবং তাঁহার নিকট হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন, আমি তিনবার সম্পূর্ণ কুরআনের তিলাওয়াত ও তাৎপর্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। প্রতিটি আয়াত তিলাওয়াতের পর তাঁহাকে থামাইয়া উহার অর্থ ও তাৎপর্য তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছি।

ইব্ন আবূ মালিকা হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান মক্কী, তালিক ইব্ন গানাম, আবূ কুরাইব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম ইব্ন মালিকা বলেন, আমি মুজাহিদকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কুরআন মজীদের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার কাছে লিখিত কুরআন মজীদ মওজুদ থাকিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিতেন, 'লিখিয়া লও'। এভাবেই তিনি তাঁহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর অবহিত হইয়াছিলেন। এই কারণেই হযরত সুফিয়ান আছ ছওরী বলিতেন, 'মুজাহিদ হইতে তোমার কাছে তাফসীর পৌঁছিলে উহা তোমার জন্যে যথেষ্ট।"

প্রসঙ্গত সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা (ইব্ন আব্বাসের (রা) ভৃত্য), আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, হাসান বসরী, মাকরূক ইব্ন আজদা', সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, যিহাক ইব্ন মুজাহিদ প্রমুখ তাবেঈ, তাবে' তাবেঈ ও তৎপরবর্তী ব্যক্তিবৃন্দের নাম উল্লেখ্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় তাহাদের বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বক্তব্যসমূহের ভিতর শাব্দিক বিভিন্নতার দরুণ অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেগুলিকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ভাবিয়া বসিয়াছে। তাই তাহারা সেইগুলিকে পরস্পর বিরোধীরূপেই অপরের কাছে উপস্থাপন করিয়াছে। মূলত সেইগুলি আদৌ পরস্পর বিরোধী নহে। বরং কেহ হয়ত কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য অনুরূপ কোন বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, আবার কেহ হয়তো সরাসরি বিষয়টিই উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। এমতাবস্থায় উভয়ের ভিতরে কোন তাৎপর্যগত বিরোধ থাকিতে পারে না। এই কথাটুকু উপলব্ধি করা যে কোন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরই কর্তব্য। আল্লাহই সঠিক পথের সন্ধানদাতা।

তাবেঈদের অভিমত গ্রহণের প্রশ্নে শু'বা ইব্ন হাজ্জাজ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, 'যে ক্ষেত্রে শরীআতের কম গুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়েই তাবেঈদের অভিমত গ্রহণ করা অপরিহার্য নহে, সেক্ষেত্রে তাফসীরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে তাহাদের অভিমত গ্রহণ কিরূপে অপরিহার্য হইতে পারে ? তাই তাবেঈদের তাফসীর গ্রহণ করা অপরের জন্য অপরিহার্য নহে।' বস্তুত ইহাই সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত অভিমত। তবে কোন বিষয়ে তাঁহারা যদি অভিন্ন মত পোষণ করেন, উহা গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। পক্ষান্তরে তাহারা যদি বিভিন্ন মত পোষণ করেন, তখন এক তাবেঈর মত যেরূপ অন্য তাবেঈর গ্রহণ করা অপরিহার্য নহে, তেমনি অন্য কাহারও জন্যেও উহা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদিগকে কুরআন, সুন্নাহ, আছার কিংবা আরবী অভিধানের শরণাপন্ন হইতে হইবে।

প্রসঙ্গত আল-কুরআনের শুধুমাত্র বুদ্ধিনির্ভর ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়টি বিবেচ্য। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তাফসীর করা হারাম। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আব্দুল আ'লা ইব্ন আমের ছা'লাবী, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন বিশর ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি কিংবা অনুমানের সাহায্যে কুরআনের ব্যাখ্যা করিবে দোযখ তাহার ঠিকানা হইবে।' ইমাম

তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীস সুফিয়ান পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদও হাদীসটি আবদুল আ'লা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী রাবী হইলেন আবূ আওয়ানা ও মুসাদ্দাদ। এই সনদে হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন। ইব্ন জরীর উহাকে আবদুল আ'লা পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ভিন্ন রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আবার অন্যত্র হানীফের বরাত দিয়া উহাকে 'মাওকুফ হাদীস' অর্থাৎ ইব্ন আব্বাসের উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র পর্যন্ত অভিন্ন রাবী এবং তাঁহার পর হইতে ধারাবাহিকভাবে বকর, লায়ছ ও মুহাম্মদ ইব্ন হামীদের বরাত দিয়া উহাকে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হযরত জুনদুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান আল জওনী, সাহ্ল, হাইয়ান ইব্ন হিলাল, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম, আম্বারী ও ইব্ন জরীর বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে কুরআনের তাফসীর বর্ণনা করে, সে ভ্রান্তির শিকার হয়।' আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উক্ত হাদীসটি সুহায়ল ইব্ন আবূ হায্মের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে অসমর্থিত হাদীস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী 'সুহায়ল' কোন কোন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিরূপভাবে সমালোচিত হইয়াছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, 'যে ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিতে আল্লাহ্র কিতাবের তাফসীর বর্ণনা করে, সে সঠিক তাফসীর করিলেও ভ্রান্তিতে পতিত।' নিজ বুদ্ধিতে সঠিক তাফসীর করিলেও সে এই কারণে ভ্রান্ত যে, অনুমানের ভিত্তিতে সে কোন বিষয়কে সত্য ও সঠিক বলিয়া দাবী করে। বর্ণিত তাফসীর সঠিক হইলেও তাহার অনুসৃত পন্থাটি ভ্রান্ত। যেহেতু কুরআনের তাফসীর কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা করিবার জন্য সে আদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উহা লঙ্ঘন করিয়া সে সঠিক তাফসীর করা সত্ত্বেও ভ্রান্ত ও বিপথগামী হইয়াছে। যেমন, কোন বিচারক অনুমানের ভিত্তিতে বিবদমান বিষয়ে রায় প্রদান করিলে সে জাহান্নামী হইবে। অবশ্য যে ব্যক্তির অনুমানভিত্তিক ব্যাখ্যা সঠিক হইবে, তাহার অপরাধ অনুমানভিত্তিক ভুল ব্যাখ্যাদানকারীর চাইতে কম। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোন ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া উহার সপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা অনুযায়ী সে মিথ্যুক সাব্যস্ত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করিতে না পারিলে তাহারা (ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপকরা) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মিথ্যাবাদী হইবে।' এখানে দেখা যাইতেছে যে, অভিযোগকারী সত্য অভিযোগ উত্থাপন করিলেও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় মিথ্যাবাদী ঘোষিত হইয়াছে। কারণ, যেভাবে অভিযোগটি উত্থাপন তাহার জন্য বৈধ নহে, সে তাহাই করিয়াছে। যদিও ব্যাপারটি সত্য। আল্লাহ্ই অধিক পরিজ্ঞাত।

উপরোক্ত কারণে পূর্বসূরী একদল বিশেষজ্ঞ অজ্ঞাত বিষয়ের তাফসীর করা হইতে সর্বদা বিরত থাকিতেন। আবূ মুআম্মার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবার্রাহ, সুলায়মান ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন, যদি আমি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে কিছু বলি, তাহা হইলে কোন্ মাটি আমাকে বুকে নিবে আর কোন্ আকাশই বা আমাকে ছায়া দিবে?

ইবরাহীম তায়মী হইতে ধারাবাহিকভাবে আওয়াম ইব্ন হাওশাব, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ কাসিম সালাম বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا আয়াতখণ্ডের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে আল্লাহ্ কিতাব সম্বন্ধে আমি যদি কিছু বলি, তাহা হইলে কোন্ যমীন আমাকে বুকে ধারণ করিবে আর কোন্ আসমান আমাকে ছায়া দিবে?

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ বিচ্ছিন্ন সনদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, ইয়াযীদ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন হযরত উমর (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا আয়াতাংশ পাঠ করিয়া বলিলেন, الفاكهة (ফল) আমাদের নিকট জ্ঞাত; কিন্তু الأبّ শব্দের তাৎপর্য কি? অতঃপর নিজেই নিজেকে বলিলেন, 'ওহে উমর! ইহা অহেতুক প্রচেষ্টা।' হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ ইব্ন যায়দ, সুলায়মান ইব্ন হারব ও মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার জামার পৃষ্ঠভাগে চারিটি তালি ছিল। তিনি وَفَاكِهَةً وَّأَبًّا আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, الأبّ শব্দের তাৎপর্য কি? অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওহে উমর! ইহা অহেতুক প্রচেষ্টা, উহা না জানিলে তোমার কি ক্ষতি হইবে?"

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত الأبّ শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর অজ্ঞতার তাৎপর্য এই যে, তাঁহারা উহার ধরণ ও শ্রেণী সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন এবং উহাই জানিতে আগ্রহী হইয়াছিলেন। নতুবা الأبّ শব্দের অর্থ যে এক শ্রেণীর তৃণ তাহা সর্বজনবিদিত ব্যাপার। অনুরূপ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَّعِنَبًا আয়াতাংশে উল্লেখিত حَبٌّ শব্দটির অর্থ শস্য হইলেও উহা কোন্ শ্রেণীর শস্য তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ুব ইব্ন আলীয়াহ্, ইয়াকুব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এমন একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যাহা সম্পর্কে অন্য কাহারো নিকট প্রশ্ন করা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর প্রদান করিতেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসম্মতি জানাইলেন। উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্।

ইব্ন আবূ মালিকাহ হইতে ক্রমাগত আইয়ুব, ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি কুরআনে বর্ণিত এক হাজার বৎসরের সমান দিন সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাকে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, কুরআনে বর্ণিত পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান দিনটি কি? লোকটি বলিল, আমি তো উহা আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছি। তিনি তখন বলিলেন, উপরোক্ত দিন দুইটি হইল কুরআন পাকে আল্লাহ্ তা'আলার উল্লেখিত দিন। আল্লাহ্ই উহাদের সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আল্লাহ্র কিতাব সম্বন্ধে যাহা জানিতেন না, তাহা অনুমান করিয়া বলা পছন্দ করিতেন না।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহদী ইব্ন মায়মূন, ইব্ন আলীয়াহ্, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ একদা তালিক ইব্ন হাবীব হযরত

জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া একটি আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে বলিলেন- 'তুমি মুসলিম হইয়া থাকিলে তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি, (এই ব্যাপারে আমার অজ্ঞতার কারণে রাগ করিয়া) তুমি আমার নিকট হইতে উঠিয়া যাইও না।[১]

ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ হইতে লায়ছ বর্ণনা করেন, হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা) কুরআন মজীদ সম্বন্ধে যতটুকু জানিতেন শুধু ততটুকুই বলিতেন, তিনি না জানিয়া অনুমানের ভিত্তিতে কিছুই বলিতেন না।

আমর ইব্‌ন মুর্‌রা হইতে শু'বা বর্ণনা করেন ঃ একদিন এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা)-এর নিকট কুরআন পাকের একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, 'আমার নিকট কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিও না; বরং সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা কর যাহার সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তিনি কুরআন মজীদের সকল রহস্যই সুপরিজ্ঞাত (অর্থাৎ ইকরামার নিকট জিজ্ঞাসা কর)।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ হইতে ইব্‌ন শাওয়াব বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ বলেন ঃ 'আমরা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেবের নিকট হালাল-হারাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করিতাম। তিনি তাঁহার যুগের বিজ্ঞতম ব্যক্তি ছিলেন। (তাই এতদসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অসম্মত হইতেন না।) কিন্তু আমরা তাঁহার নিকট কুরআন পাকের কোন আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন- যেন উহা শুনিতে পান নাই।'

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ, আহমদ ইব্‌ন উবাদা আয্‌যাদী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর বলেন ঃ 'আমি মদীনা শরীফের ফকীহ্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেখিয়াছি, তাহারা নিজদিগকে কুরআন মজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার অযোগ্য মনে করিয়া উহা এড়াইয়া চলিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব এবং নাফে'র নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, 'আমি (হিশাম) আমার পিতাকে (উরওয়া) কখনও কুরআন মজীদের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে শুনি নাই।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হইতে আইয়ূব ইব্‌ন 'আওন ও হিশাম আলুস্তোয়াঈ বর্ণনা করেন- 'আমি একদিন উবায়দা সালমানীর নিকট কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কুরআনের কোন্ আয়াত কোন্ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে তাহা যাঁহারা জানিতেন তাঁহারা দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়াছেন। এখন আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চল এবং দৃঢ়তার সহিত যথাবিহিত আমল ও আচরণ করিতে থাক।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ক্রমাগত ইব্‌ন 'আওন, মুআয ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন ঃ 'ইব্‌ন মুসলিম বলেন, আল্লাহ্‌র কালামের কোন আয়াতের আলোচনার পূর্বে উহার আগে পরের আয়াত সম্বন্ধে গভীরভাবে গবেষণা করিও।'

---

১. মূল রিওয়ায়েতটিতে হযরত জুনদুব (রা) বলেন-

اخرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عنى او قال ان تجالسنى

মুগীরা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, ইবরাহীম বলিয়াছেন, আমাদের যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইতে বিরত থাকিতেন। তাঁহারা উহাকে ভীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আস সাফ্ফাহ হইতে শু'বা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে কুরআনের প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিয়া বর্ণনা করার কাজ।' (তাই তিনি উহার উত্তর দানে বিরত ছিলেন)।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন আবূ যায়দাহ্, হাশিম ও আবূ উবায়দ বর্ণনা করেন, মাসরূক বলিয়াছেন, 'তোমরা কুরআন মজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিও। কারণ, উহা হইল আল্লাহ্র নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া বর্ণনা করার কাজ। উপরে প্রাথমিক যুগের ফকীহ ও ইমামবৃন্দ কর্তৃক অনুসৃত আল-কুরআনের তাফসীর সম্পর্কিত যে নেতিবাচক ভূমিকা বর্ণিত হইল, উহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, কুরআন মজীদ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা জানিতেন না, অনুমানের ভিত্তিতে তাহা বলিতেন না। পক্ষান্তরে শরী'আত ও অভিধানের সাহায্যে জ্ঞাত বিষয়কে মানুষের নিকট প্রকাশ করায় কোন দোষ নাই। তাই দেখা যায়, উল্লিখিত ফকীহ ও ইমামগণসহ অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিই কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা ও কাজে বিরোধ নাই। কারণ, তাঁহারা যাহা বলিতেন তাহাই বলিতেন এবং যাহা জানিতেন না তাহা অনুমান করিয়া বলিতেন না। মূলত ইহাই মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য। অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করিয়া বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি জ্ঞাত বিষয় প্রকাশ করা কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ 'তোমরা উহাকে (শরী'আতকে) মানুষের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবে এবং উহাকে গোপন করিবে না।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ইলম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবার পর উহা গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।'

উক্ত হাদীস একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত নিম্নোক্ত হাদীসটি পর্যালোচনা করা সমীচীন হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ্, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্, আবূ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ যুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসামা, আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীয ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা শিখাইতেন, উহা ভিন্ন অন্য কোন আয়াতের ব্যাখ্যা নবী করীম (সা) বর্ণনা করিতেন না।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ, জা'ফর ইব্ন খালিদ, মাআন ইব্ন ঈসা ও আবূ বকর, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ তারসূমী ও ইমাম জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মূলত উপরোক্ত হাদীসটি 'দুর্বল' ও উহা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী বিধায় 'মুনকার' এবং অন্য কোন সনদে বর্ণিত না হওয়ায় 'গরীব'। শেষোক্ত সনদের অন্যতম 'রাবী' জা'ফর হইতেছে

ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম আল কুরায়শী আয্‌ যুবায়রী। তাহার ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মন্তব্য, হইল, 'তাহার বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে অন্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না।' হাফিজ আবুল ফাতাহ ইযদী তাহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, 'তাহার বর্ণিত হাদীস দুর্বল ও সহীহ হাদীসের বিরোধী হইয়া থাকে।'

ইমাম আবূ জা'ফর নিম্ন মর্মে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ

'যে সকল আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে না আসা পর্যন্ত নবী করীম (সা)-এর পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভবপর ছিল না, উল্লেখিত হাদীসটি কেবল সেই সকল আয়াতের বেলায় প্রযোজ্য। তিনি শুধু সেই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রদানের ব্যাপারে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উপর নির্ভর করিতেন।'

আলোচ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ হইলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক। কারণ; কুরআন পাকের কিছু কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। তেমনি কতকগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই জানিতে পারেন। কতগুলি আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষাভাষী আরবগণ জানিতে পারে এবং কতিপয় আয়াতের ব্যাখ্যা আরবী ভাষার সাহায্যে সকলেই জানিতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণীর আয়াতের ব্যাখ্যা না বুঝার কাহারও কোন অজুহাত থাকিতে পারে না।

আবুয্‌ যানাদ হইতে ক্রমাগত সুফিয়ান, মুআম্মাল, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– তাফসীরের চারিটি প্রকার রহিয়াছে। এক প্রকারের তাফসীর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারে। আরেক প্রকারের তাফসীর যে কোন আরবী ভাষা জ্ঞাত ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। তাই তাহা না বুঝিবার পক্ষে কোন অজুহাত থাকিতে পারে না। অন্য প্রকার তাফসীর শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণই বুঝিতে পারে। আরেক প্রকার তাফসীর আল্লাহ্‌ তা'আলা ভিন্ন কেহই জানে না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত উম্মে হানীর গোলাম আবূ সালেহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েব ক্বালবী, আমর ইব্‌ন হারছা, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা সাদাফী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুকে চারিটি স্তরে বিভক্ত করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। এক স্তর হইতেছে হালাল-হারাম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহা না বুঝিবার পক্ষে কাহারও কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। আরেক স্তর হইতেছে যাহা আরবী ভাষাবিদগণ ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আরেক স্তর হইতেছে যাহা শুধু বিশেষজ্ঞ আলেমগণ ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অন্য স্তর হইতেছে 'মুতাশাবিহা আয়াত' যাহার অর্থ তাৎপর্য আল্লাহ্‌ ছাড়া কেহই জানে না। যে ব্যক্তি উহার অর্থ ও তাৎপর্য জানে বলিয়া দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন, উপরোক্ত হাদীসটির সূত্র দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, উহার অন্যতম বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়েব ক্বালবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। তবে ইহা হইতে পারে যে, উক্ত বর্ণনাকারী ভুলক্রমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তিকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (হাদীসে মারফু') বলিয়া ফেলিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

প্রয়োজনীয় কথা

হুমাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, কাযী ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক ও আবূ বকর ইব্ন আম্বারী বর্ণনা করেন ঃ "কাতাদাহ বলিয়াছেন, হিজরতের পর অবতীর্ণ (মাদানী) সূরাসমূহ হইতেছে– বাকারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, বারাআহ্ (তাওবা), রা'আদ, নাহ্ল, হুজ্জ,নূর, আহযাব,মুহাম্মদ, ফাত্হ, হুজুরাত, আর-রহমান, হাদীদ, মুজাদালা, হাশর, মুমতাহিনা, সফ, জুমুআ, মুনাফিকূন, তাগাবুন, তালাক, সূরা তাহরীমের প্রথম দশ আয়াত, সূরা যিল্যাল ও নস্র। অবশিষ্ট সূরাসমূহ হিজরতের পূর্বে (মক্কী) অবতীর্ণ হইয়াছে।"

কুরআন মজীদের আয়াতের সংখ্যা সর্বসম্মতভাবে অন্যূন ছয় হাজার। তবে উহার সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, ছয় হাজার। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চারিটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত চৌদ্দটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত উনিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত পঁচিশটি। কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছাব্বিশটি। আবার কেহ বলেন, ছয় হাজার দুইশত ছত্রিশটি।

আবূ আমর আদ্দানী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-বয়ান' এ উপরোক্ত তথ্য প্রদান করিয়াছেন।

আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে ফযল ইব্ন শাযান কর্তৃক বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের শব্দ সংখ্যা হইতেছে সাতাত্তর হাজার চারিশত ঊনচল্লিশ।

মুজাহিদ হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীরের বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী কুরআন মজীদের অক্ষরের সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ একুশ হাজার একশত আশি। ফযল ইব্ন আতা ইব্ন ইয়াসারের মতে উহার সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনের।

সালাম আবূ মুহাম্মদ আল হাম্মানী বলেন– একদা হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ কুরআন মজীদের কারী, হাফিজ এবং লেখকবৃন্দকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, 'কুরআনে কতগুলি অক্ষর আছে তাহা হিসাব করিয়া তোমরা আমাকে বল।' আমরা তাঁহার আদেশক্রমে হিসাব করিয়া দেখিলাম, উহাদের সংখ্যা হইতেছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত চল্লিশ। হাজ্জাজ বলিলেন, 'উহার মধ্যস্থল কোন্টি তাহা আমাকে জানাও।' হিসাব করিয়া দেখা গেল, উহার ঠিক মধ্যস্থল হইতেছে সূরা কাহাফের অন্তর্গত وليتلطف শব্দটির শেষ অক্ষর 'ফা' ও তৎপরবর্তী ولا يشعرن শব্দটির প্রথম অক্ষর 'ওয়াও' এর মধ্যবর্তী স্থান। কুরআন মজীদের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা বারাআতের প্রথম একশত আয়াতের শেষ পর্যন্ত, দ্বিতীয় এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে সূরা শু'আরার প্রথম একশত বা একশত এক আয়াতের শেষ পর্যন্ত এবং শেষ তৃতীয়াংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। কুরআন মজীদের প্রথম এক সপ্তমাংশ হইতেছে فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ ضَدًّا আয়াতাংশের শেষ অক্ষর 'দাল' পর্যন্ত। উহার দ্বিতীয় এক সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা আ'রাফের অন্তর্গত اُولٰئِكَ حَبِطَتْ আয়াতাংশের শেষ অক্ষরে 'তা' পর্যন্ত। উহার তৃতীয় এক সপ্তমাংশ হইতেছে সূরা রা'আদের অন্তগর্ত اُكُلُهَا শব্দের শেষ 'আলিফ' পর্যন্ত। উহার চতুর্থ এক সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা হজ্জের অন্তর্গত جَعَلْنَا مَنْسَكًا আয়াতাংশের শেষ 'আলিফ' পর্যন্ত। উহার পঞ্চম এক-সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা আহযাবের অন্তর্গত وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا

مُؤْمِنَةً আয়াতাংশের শেষ অক্ষর 'গোল তা' পর্যন্ত। উহার ষষ্ঠ সপ্তমাংশ হইতেছে তাহার পর হইতে সূরা ফাত্‌হের অন্তর্গত اَلظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ আয়াতাংশের 'ওয়াও' পর্যন্ত। উহার সপ্তমাংশ হইতেছে অবশিষ্টাংশ। পরিশেষে সালাম আবূ মুহাম্মদ বলেন, আমি চারি মাস সময় ব্যয় করিয়া উপরোক্ত তথ্য লাভ করি।'

কথিত আছে, হাজ্জাজ প্রতি রাত্রে কুরআন মজীদের এক-চতুর্থাংশ তিলাওয়াত করিতেন। তাঁহার তিলাওয়াতের প্রথম এক-চতুর্থাংশ ছিল সূরা আন'আমের শেষ পর্যন্ত। দ্বিতীয় এক চতুর্থাংশ তাহার পর হইতে সূরা কাহাফের وليتلطف শব্দ পর্যন্ত। তৃতীয় এক-চতুর্থাংশ ছিল তাহার পর হইতে সূরা যুমারের সমাপ্তি পর্যন্ত। চতুর্থ এক-চতুর্থাংশ ছিল তাহার পর হইতে কুরআন মজীদের অবশিষ্টাংশ।

শায়খ আবূ আমর আদ্‌দানী স্বীয় গ্রন্থ 'আল-বয়ান'-এ এইগুলি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

উপরে কুরআনের অক্ষর ভিত্তিক বিভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিলাওয়াত প্রশিক্ষণের জন্য উহাকে ত্রিশ পারায় (খণ্ডে) বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি খণ্ডকে আবার চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমি কুরআন মজীদকে সাহাবা কর্তৃক বিভক্তিকরণ সম্পর্কিত হাদীসের উল্লেখ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা হইতে মুসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানে আবূ দাঊদ, সুনানে ইব্‌ন মাজাহ প্রভৃতি হাদীস সংকলনে বর্ণিত নিম্ন হাদীসটিও উল্লেখ করিতেছি।

হযরত আওস ইব্‌ন হুযায়ফা নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় সাহাবাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা তিলাওয়াতের জন্য কুরআন মজীদকে কিভাবে ভাগ করেন? তাঁহারা বলিলেন– প্রথম মনযিলে প্রথম তিনটি সূরা, দ্বিতীয় মনযিলে পরবর্তী পাঁচ সূরা, তৃতীয় মনযিলে পরবর্তী সাত সূরা, চতুর্থ মনযিলে পরবর্তী নয় সূরা, পঞ্চম মনযিলে পরবর্তী এগার সূরা, ষষ্ঠ মনযিলে পরবর্তী তের সূরা এবং সপ্তম মনযিলে সূরা কাহাফ হইতে অবশিষ্টাংশ।

সূরা শব্দের অর্থ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ পৃথক ও উন্নত বিষয়। কুরআন পাকের পাঠক যেহেতু এক সূরা শেষ করিয়া আরেক সূরায় যাইতে এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উন্নীত হয়, তাই এই স্তরগুলিকে সূরা বলা হয়। আরব কবি নাবিগার নিম্নোক্ত পংক্তি হইতে সূরার অনুরূপ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়।

الم ترى ان الله اعطاك سورة - ترى كل ملك دونها يتذبذب -

'তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এইরূপ একটি সূরা দান করিয়াছেন যাহার সম্মুখে প্রত্যেক রাজা প্রকম্পিত হয়?'

কেহ কেহ বলেন, সূরা অর্থ উঁচু বস্তু। যেমন নগর প্রাচীরকে سور البلد (শহর রক্ষার্থে নির্মিত উঁচু দেয়াল) বলা হয়। কুরআন পাকের প্রতিটি সূরার বিষয় বস্তুই যেহেতু অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সূরা অর্থ খণ্ড, টুকরা, অংশ। যেমন পেয়ালায় অবস্থিত কোন দ্রব্যের অবিশষ্টাংশকে اسار الاناس বলা হয়। কুরআন শরীফের প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু উহার অংশ বা টুকরা, তাই উহা সূরা নামে অভিহিত।

সূরা শব্দের শেষোক্ত অর্থের ভিত্তিতে উহার ধাতু হইতেছে ‘সীন’ ‘হামযাহ’ ও ‘রা’। سورة শব্দটি মূলত سؤرة ছিল। হামযার পূর্ববর্তী সীনের উপর পেশ থাকায় সহজ উচ্চারণের প্রয়োজনে হামযার স্থলে ওয়াও আসিয়াছে। (এরূপক্ষেত্রে আরবী শব্দ গঠনরীতিতে যদিও হামযার স্থলে ওয়াও আসা জরুরী নহে, তবে আনা যাইতে পারে।)

আবার কেহ কেহ বলেন, সূরা শব্দের অর্থ পরিপূর্ণ বস্তু। বয়স্কা উষ্ট্রীকে سورة বলা হয়। কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা যেহেতু বিষয়বস্তুর বিচারে পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, সূরা শব্দের অন্যতম অর্থ পরিবেষ্টনকারী ও একত্রকারী বস্তু। নগর প্রাচীর যেহেতু নগরের ঘর-বাড়ী বেষ্টন করিয়া রাখে তাই হয়তো উহাকে سور البلد। বলা হয়। যেহেতু কুরআন মজীদের প্রত্যেকটি সূরা উহার আয়াতসমূহকে পরিবেষ্টিত ও একত্রিত করিয়া রাখে, তাই উহা সূরা নামে অভিহিত হইয়াছে। سورة শব্দের বহুবচন হইতেছে سور অর্থাৎ ‘ওয়াও’ অক্ষরে যবর ও ‘রা’ অক্ষরে দুই পেশ দিয়া ‘গোল তা’ হযফ করা হয়। কখনও উহার বহুবচন سورات আবার কখনও سورات হয়।

আয়াত (اية) শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন। কুরআন পাকের প্রত্যেকটি বাক্য যেহেতু উহার পূর্বাপর বাক্য হইতে পৃথক হইবার চিহ্ন বহন করে, তাই উহাকে আয়াত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (اية) শব্দটি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত বাক্যে চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ ‘তাহার রাজ্যাধিকারী হইবার চিহ্ন এই যে, সেই সিন্দুকটি তোমাদের কাছে পৌঁছিবে।’

কবি নাবিগার নিম্নোক্ত পংক্তিতে উক্ত অর্থ প্রকাশ পায় ঃ

توهمت ايات لها فعرفتها - لستة اعوام وذا العام سابع

‘তাহার কতগুলি চিহ্নকে আমি চিনিয়া লইয়াছিলাম। গত ছয় বছর ধরিয়া আমি সেইগুলি জানিয়া আসিয়া এখন সপ্তম বছরে উপনীত হইয়াছি।’

কেহ কেহ বলেন, আয়াত (اية) শব্দের অপর অর্থ দল বা বস্তুসমষ্টি। কুরআন মজীদের এক একটি বাক্য যেহেতু কতগুলি অক্ষরের সমষ্টি, তাই উহাকে আয়াত বলা হয়। দল বা সংঘ অর্থে আয়াত শব্দের ব্যবহার আরবী ভাষায় মিলে। যেমন–

خرج القوم باياتهم

‘গোত্রটি সদলবলে বাহির হইয়াছে।’ অন্য উদাহরণ ঃ

خرجنا من النقيل لاحى مثلنا - باياتنا نزجى للقاح المطافلا

“আমরা বৎস বিশিষ্ট দুগ্ধবতী উষ্ট্রীগুলিকে ধীরে ধীরে চালনা করিতে করিতে সদলবলে গিরিবর্তদ্বয় হইতে বহির্গত হইলাম। কোন গোত্রই তখন আমাদের সমকক্ষ ছিল না।”

কেহ কেহ বলেন, আয়াত অর্থ বিস্ময়কর বস্তু। কুরআন মজীদের প্রতিটি বাক্য যেহেতু বিস্ময়কর এবং অনুরূপ দৃঢ় ভাবব্যঞ্জক বক্তব্য, শব্দবিন্যাস ও রচনা নৈপুণ্য সম্বলিত বাক্য রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত, তাই উহা আয়াত নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিখ্যাত ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ সিবওয়াইর মতে, اية শব্দটি মূলত اَيَيَة ছিল। উহা شَجَرَة শব্দের সমওযনের। হরকত বিশিষ্ট দুই 'ইয়া'র পূর্বে যবর বিশিষ্ট হামযাহ আসায় যে উচ্চারণগত জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহা দূর করার জন্য এক 'ইয়া' আলিফে রূপান্তরিত হইয়া হামযার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফলে اَيَيَة এখন اية হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ কাসাইর মতে اٰيَة শব্দটি মূলত اٰمِنَة ওযনে اٰيِيَة ছিল। উচ্চারণের সুবিধার্থে প্রথম 'ইয়া'কে আলিফে পরিবর্তন করিয়া দুই আলিফের সমন্বয়ের কারণে এক আলিফ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে اَيَيَة শব্দ অবশেষে اٰيَة হইয়াছে।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ ফার্‌রার মতে اٰيَة শব্দটির মূলত اَيَّيَة ছিল। তাশদীদযুক্ত 'ইয়া' উচ্চারণে জটিলতার কারণে লুপ্ত হইয়া اية হইয়াছে। اية শব্দের বহুবচনে اياى - ايات - اى ব্যবহৃত হয়।

كلمة -এর অর্থ হইতেছে শব্দ। উহা দুই বা ততোধিক অক্ষরের সমন্বয়ে গঠিত হয়। শব্দের সর্বোচ্চ অক্ষর সংখ্যা হল দশ। দুই অক্ষরে গঠিত শব্দের উদাহরণ হইল ما ও لا এবং দশ অক্ষরের শব্দের উদাহরণ হইল ঃ

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ও اَنُلْزِمُكُمُوْهَا কিংবা فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ একটিমাত্র শব্দ কখনও একটি আয়াত হয়। যেমন ঃ وَالْفَجْرِ - وَالضُّحٰى - وَالْعَصْرِ ইত্যাদি।

কূফার ব্যাকরণবিদদের মতে الم - طه - يس - حم প্রভৃতির প্রত্যেকটি এক একটি আয়াত। তাহারা এমনকি حم ও عسق -কে দুইটি পৃথক আয়াত মনে করেন। অন্যান্য ব্যাকরণবেত্তাদের মতে শেষোক্ত শব্দগুলি আয়াত নহে; বরং সূরার পূর্বে অবস্থিত অক্ষর সমষ্টি মাত্র।

আবূ আমর আদ্‌দানী বলেন ঃ সূরা আর-রহমানের অন্তর্গত مُدْهَامَّتَانِ শব্দটি ভিন্ন অন্য কোন শব্দ আয়াতের মর্যাদা পাইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

কুরতুবী বলেন, বিশেষজ্ঞগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কুরআন মজীদে অনারবীয় ভাষার ব্যাকরণের নিয়মে একাধিক শব্দের সমাবেশ ও বিন্যাস নাই। তবে আরবীতে অনারবীয় কিছু নামবাচক বিশেষ্য রহিয়াছে। যেমন– لوط - نوح - ابراهيم ইত্যাদি। এই তিন শব্দ ভিন্ন অন্য কোন অনারবীয় শব্দ আরবীতে আছে কিনা তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম বাকিল্লানী ও ইমাম তাবারীর মতে আরবীতে উহা ভিন্ন অন্য কোন আজমী শব্দ নাই। তাঁহাদের মতে উহা ছাড়া যেসব শব্দ কুরআন মজীদে আজমী বলিয়া চিহ্নিত হইতেছে, মূলত উহা আরব-আজম উভয় অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়।

সূরা আল্-ফাতিহা

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

সূরা ফাতিহার নাম ফাতিহা বা ফাতিহাতুল কিতাব এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, উহা আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন মজীদের শুরুতে অবস্থিত এবং উহার দ্বারা সকল নামাযে কিরাআত আরম্ভ করা হয় فاتحة الكتاب। (ফাতিহাতুল কিতাব) অর্থ গ্রন্থের প্রারম্ভিকা।

উহার আরেক নাম উম্মুল কিতাব। ام الكتاب। (উম্মুল কিতাব) অর্থ গ্রন্থ-জননী বা গ্রন্থের নির্যাস। হযরত আনাস (রা) বলেন, অধিকাংশ আহলে ইলম উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু হযরত হাসান ও ইব্‌ন সীরীন এই নাম পছন্দ করেন নাই। তাঁহারা বলেন, উম্মুল কিতাব হইতেছে লাওহে মাহফূজে সংরক্ষিত ফলক। হাসান বলেন, সুস্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত (ايات محكمات) হইতেছে উম্মুল কিতাব। এইসব কারণেই তাঁহারা 'উম্মুল কুরআন' নামটি পছন্দ করেন নাই।

ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে– নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন' হইতেছে 'উম্মুল কুরআন' 'উম্মুল কিতাব' 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল কুরআনুল আযীম'।

উক্ত হাদীসটি সহীহ। ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

সূরাটির অপর নাম 'আলহামদু'। উহার আরেক নাম 'সালাত'। কারণ, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সালাত'-কে আমার ও আমার বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছি।' বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছে।' (হাদীসে কুদসীর অংশ বিশেষ।)

হাদীসে উহার 'সালাত' নামে অভিহিত হইবার কারণ এই যে, উহা সালাতের একটি রুকন।[১]

---

[১] ইমাম শাফেঈ বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। ইমাম আবূ হানীফা বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। ইমাম ইব্‌ন কাছীর ইমাম শাফেঈর ন্যায় নামাযে উহার তিলাওয়াতকে ফরয বলিয়াছেন। যাহা হউক, এইসব কারণেই উহা 'সালাত' নামে অভিহিত হইয়াছে।

সূরাটির অপর নাম الشفاء (আশ্‌শিফা) অর্থাৎ আরোগ্যদাতা, আরোগ্যর উপায় বা আরোগ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফাতিহাতুল কিতাব সর্বপ্রকার বিষক্রিয়ার শিফা। উক্ত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ইমাম দারামী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

উহার আর এক নাম الرُّقْيَة (আর রুকিয়্যাহ) অর্থাৎ যাহা পড়িয়া ফুঁক দেওয়া হয়। কারণ, একদা হযরত আবূ সাঈদ (রা) জনৈক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়িয়া বিষমুক্ত করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে জানিলে যে, উহা রুকিয়্যাহ? উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ্।

শা'বী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উহাকে اساس القران (আসাসুল কুরআন) নাম দিয়াছেন, যাহার অর্থ কুরআনের ভিত্তি বা উহার মৌলিক অংশ। তেমনি তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকে اساس الفاتحه (আসাসুল ফাতিহা) নাম দিয়াছেন।

সুফিয়ান ইবন উয়াইনিয়া সূরা ফাতিহাকে الواقية (আল-ওয়াকিয়া) নাম দিয়াছেন, যাহার অর্থ হইতেছে রক্ষক।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর নাম দিয়াছেন الكافية (আল-কাফিয়া)। অর্থাৎ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট; কারণ, উহা কুরআন মজীদের নির্যাস বিধায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। ফলে সমগ্র কুরআনের প্রয়োজন উহা পূরণ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহাকে বাদ দিয়া কুরআনের অবশিষ্টাংশ উহার প্রয়োজন মিটাতেই পারে না। যেমন, বিচ্ছিন্ন সনদের কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল কুরআন অবশিষ্ট কুরআনের পরিবর্তে কাজ করিতে পারে। পক্ষান্তরে উহা ভিন্ন অন্যান্য অংশ উহার পরিবর্তে কাজ করিতে পারে না।

উহার এক নাম 'আস্‌সালাত' অর্থাৎ সালাতে অবশ্য পঠনীয় সূরা। উহার অপর নাম 'আল্‌ কানয্' (খনি, আকর)। আল্লামা যামাখশারী তাঁহার 'আল কাশ্‌শাফ' নামক তাফসীর গ্রন্থে উক্ত নাম দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ ও আবুল আলীয়ার মতে সূরা ফাতিহা মক্কী সূরা। পক্ষান্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আতা ইব্‌ন ইয়াসার ও যুহরীর মতে উহা মাদানী সূরা। কথিত আছে, উহা দুইবার নাযিল হইয়াছে। একবার মক্কা শরীফে ও একবার মদীনা শরীফে। এই ব্যাপারে প্রথমোক্ত অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, সূরা ফাতিহা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ "নিশ্চয় আমি তোমাকে বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত ও মহা মর্যাদাশীল কুরআন প্রদান করিয়াছি।'[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আবূ লায়ছ সমরকন্দী বর্ণনা করেন যে, সূরা ফাতিহার একার্ধ মক্কায় ও অপরার্ধ মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

উক্ত বর্ণনা অযৌক্তিক, তাই অগ্রহণযোগ্য। সূরা ফাতিহার সাত আয়াত সম্পর্কে উম্মতের ইজমা রহিয়াছে। এই ইজমার বিরুদ্ধে মাত্র দুইজনের দুইটি মত দেখা যায়। এক, আমর ইব্‌ন

---

[১] উদ্ধৃত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সূরা ফাতিহা প্রত্যেক নামাযে বারবার পঠিত হয়। ইহা সর্বজনবিদিত যে, হিজরতের বহু পূর্বেই নামায ফরয হইয়াছে। সুতরাং হিজরতের বহু পূর্বেই যে এই সূরা মক্কা শরীফে নাযিল হইয়াছে তাহা অবধারিত সত্য।

উবায়দ বলেন, উহাতে আটটি আয়াত রহিয়াছে। দুই. হুসায়ন জা'ফী বলেন, উহাতে ছয়টি আয়াত রহিয়াছে।

কূফা নগরীর অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ, একদল সাহাবা ও তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, بسم الله الرحمن الرحيم সূরা ফাতিহার একটি পূর্ণ আয়াত।

পক্ষান্তরে মদীনার কিরাআত বিশেষজ্ঞ ও ফকীহগণ বলেন, উহা সূরা ফাতিহার পূর্বে বা প্রথমাংশে অবস্থিত বিধায় আদৌ কোন আয়াত নহে।

কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ণ আয়াত নহে, আয়াতের অংশ। এতদসম্পর্কিত আলোচনা আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার উপরে সকল কিছুই নির্ভরশীল।

সূরা ফাতিহার শব্দ সংখ্যা পঁচিশ এবং উহাতে একশত তেরটি অক্ষর রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর সংক্রান্ত অধ্যায়ে প্রথম দিকে বলিয়াছেন ঃ

"সূরা ফাতিহাকে ام الكتب (উম্মুল কুতুব) নামে এই জন্য আখ্যায়িত করা হয় যে, উহা কিতাবসমূহের (কুরআনের সূরাসমূহের) প্রারম্ভে লিখিত এবং নামাযসমূহের প্রারম্ভে পঠিত হয়।"

কেহ কেহ বলেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর একত্রকারী বা পরিচালক হইলে আরবী ভাষায় উক্ত বস্তু বা ব্যক্তিকে ام বলা হয়। এই কারণে মগজ বেষ্টনকারী মাথার খুলীকে বলা হয় ام الراس (উম্মুর রা'স)। যে পতাকার নীচে সেনাবাহিনী সমবেত হয় উহাকে ام (উম্মুন) বলা হয়। ইব্ন জারীর কবি যুর-রিম্মার নিম্নোক্ত পংক্তি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন ঃ

على راسه ام لنا نقتدى بها - جماع امور ليس نعصى لها امرا

"উহার (বর্শার) মাথার উপর আমাদের একটি পতাকা রহিয়াছে যাহাকে আমরা নেতা মানিয়া চলি। উহা আমাদের কার্যাবলী সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করিয়া রাখে। আমরা উহার কোন নির্দেশ অমান্য করি না।"

ইব্ন জারীর আরও বলেন, পবিত্র মক্কাকে উম্মুল কুরা (ام القرى) বলে। কারণ উহা সকল জনপদের সেরা জনপদ এবং অন্যান্য জনপদের জনমণ্ডলীকে একত্রে সমবেত করে। কেহ কেহ উক্ত নামকরণের কারণে এই বলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য জনপদ উক্ত জনপদ হইতেই বিস্তার লাভ করিয়াছে।

সূরা ফাতিহার নাম ফাতিহা (প্রারম্ভিকা) হইবার কারণ এই যে, উহা দ্বারাই কিরাআত আরম্ভ হয় এবং সাহাবাগণ প্রথম লিপিবদ্ধ কুরআন মজীদ উহা দ্বারাই আরম্ভ করিয়াছেন। উহার এক নাম السبع المثانى (আস্ সাবউল মাছানী) অর্থাৎ বারংবার পঠনীয় সাতটি আয়াত। উহা উক্ত নামকরণের কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, উহা নামাযের বারংবার পঠিত হয় অর্থাৎ প্রতি রাক'আতেই উহা পাঠ করা হয়। অবশ্য المثانى শব্দের উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থ রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে তাহা আলোচনা করা হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, হাশিম ইব্ন হুশায়ম, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) সূরা ফাতিহা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার নাম 'উম্মুল কুরআন' 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল্-কুরআনুল আযীম।'

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন আবূ যিব হইতে উপরোক্ত সনদে এবং ইব্ন আমরের মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, ইব্ন আবূ যিব, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর তাবারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, সূরা ফাতিহার নাম 'উম্মুল কুরআন' 'ফাতিহাতুল কিতাব' ও 'আস্-সাবউল মাছানী।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ আল মাকবারী, নূহ ইব্ন আবূ বিলাল, আব্দুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, আল মুআফী ইব্ন ইমরান, ইসহাক ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ আল মুসলী, মুহাম্মদ ইব্ন গালিব ইব্ন হারিছ ও আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদের বর্ণনা মতে হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্ন মূসা ইব্ন মারদুবিয়্যাহ তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' সাতটি আয়াতের সমষ্টি। উক্ত সাত আয়াতের একটি হইল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।' উহার নাম 'আস্সাবউল মাছানী, উম্মুল কুরআন ও আল্ কুরআনুল আযীম।'

ইমাম দারা কুতনীও উপরোক্ত হাদীসটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদের সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।

ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (কঃ), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'তাঁহারা وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ আয়াতের অন্তর্গত سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, بسم الله الرحمن الرحيم হইতেছে সূরা ফাতিহার সাত আয়াতের এক আয়াত।'

উক্ত হাদীসের পূর্ণ বিবরণ بسم الله الرحمن الرحيم-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে।

ইবরাহীম হইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন ঃ 'একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হইলেন– কুরআন মজীদের স্বীয় পাণ্ডুলিপিতে আপনি কেন সূরা ফাতিহা লিখেন নাই ? তিনি জবাব দিলেন– যদি লিখিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক সূরার শুরুতেই লিখিতাম।'

আবূ বকর ইব্ন দাঊদ হযরত ইব্ন মাসঊদের উপরোক্ত জবাবের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন– অর্থাৎ যে স্থানে উহাকে নামাযে তিলাওয়াত করা হয়। (উল্লেখ্য,সাহাবাগণ নামাযে পঠনীয় অন্যান্য সূরাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িতেন। তাহার আগে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়িতেন। অতএব প্রত্যেক সূরার পূর্ববর্তী স্থানই হইতেছে সূরা সালাতের তিলাওয়াতের বা লিপিবদ্ধ করার স্থান।)

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) আরও বলেন, যেহেতু মুসলমানদের উহা কণ্ঠস্থ রহিয়াছে, তাই উহা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি নাই।

কেহ কেহ বলেন, 'সূরা ফাতিহা' সর্বপ্রথম নাযিল হইয়াছে। ইমাম বায়হাকী কর্তৃক সংকলিত 'দালায়েলুন নবূওত' গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে অনুরূপ তথ্য বিবৃত হইয়াছে। ইমাম বাকিল্লানীও এতদসম্পর্কিত তিনটি অভিমতের একটি অভিমত হিসাবে উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, 'সূরা মুদ্দাছ্ছির' প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত একটি সহীহ্ হাদীসে উক্ত তথ্য পাওয়া যায়।

অন্যদের মতে 'সূরা আলাক' প্রথম নাযিল হইয়াছে। শেষোক্ত অভিমতই সহীহ্ ও সঠিক। যথাস্থানে উহা প্রমাণসহ বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করিতেছি।

সূরা ফাতিহার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

হযরত আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়েব ইব্ন আবদুর রহমান, শু'বা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন– একদিন আমার নামাযরত অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার ডাকে সাড়া না দিয়া নামায পড়িতে থাকিলাম। নামায শেষ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আসিলে না কেন ? আমি আরয করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি নামায পড়িতেছিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নাই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ 'হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও রাসূল যখন তোমাদিগকে জীবনদায়ক কোন কিছুর দিকে আহবান করিবে তখন তোমরা তাঁহাদের ডাকে সাড়া দিবে।'

আমি চুপ থাকিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, 'মসজিদ হইতে তোমার বাহির হইবার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম সূরা চিনাইয়া দিব।' এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া মসজিদ হইতে বাহির হইবার আয়োজন করিলেন। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো বলিয়াছেন, (মসজিদ হইতে নিষ্ক্রমণের পূর্বেই) আমাকে কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠতম সূরা চিনাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন– হ্যাঁ। উহা হইতেছে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। এবং উহাই 'আস্সাবউল মাছানী' ও 'আল-কুরআনুল আযীম'।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান হইতে উপরোক্ত সনদে এবং তাঁহার নিকট হইতে মুসাদ্দাদ ও আলী ইব্ন মাদানীর মাধ্যমে ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যত্র ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী শু'বা হইতে উক্ত সনদে এবং তাহা হইতে অন্যান্য বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা, হাফ্স ইব্ন আসিম, খুবায়ব ইব্ন আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন মু'আয আনসারী এবং ওয়াকিদীও উপরোক্ত হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আমের ইব্ন কুরায়ের গোলাম আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্ন আব্দুর রহ্মান ইব্ন ইয়াকূব আল খারকী এবং ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদিন মসজিদে নববীতে হযরত উবাই ইব্ন কা'বের নামায আদায়ের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ডাকিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। উবাই ইব্ন কা'ব বলেন, নবী করীম (সা) তাঁহার হাত আমার হাতের উপর রাখিলেন। তখন তিনি মসজিদ হইতে বাহিরে যাইতেছিলেন। আমার হাতে হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে এইরূপ একটি সূরা অবহিত করিব যাহার সমতুল্য সূরা না তাওরাতে, না ইন্জীলে, না কুরআনে নাযিল হইয়াছে। আশা করি উহার পূর্বে তুমি মসজিদ হইতে বাহির হইবে না।' আমি তাঁহার আশায় গতি মন্থর করিলাম। কিছুক্ষণ পর আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে কোন্ সূরা জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ? তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'নামাযের শুরুতে তোমরা কোন সূরা তিলাওয়াত কর ?' আমি তাঁহাকে আলহামদু লিল্লাহ্ সূরাটি শেষ পর্যন্ত শুনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন, উহা হইতেছে এই সূরা। উহাই 'আস্ সাবউল মাছানী' এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ 'আল-কুরআনুল আযীম।'

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ সাঈদ এবং তৎপূর্বে বর্ণিত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ ইব্ন মু'আল্লা একই ব্যক্তি নহেন। ইবনুল আছীর তাঁহার 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে উভয় আবূ সাঈদকে একই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত আবূ সাঈদ হইতেছেন একজন আনসার সাহাবা। পক্ষান্তরে শেষোক্ত আবূ সাঈদ হইলেন একজন তাবেঈ এবং খুযাআ গোত্রের একজন গোলাম। প্রথমোক্ত হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীস। পক্ষান্তরে শেষোক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ তাবেঈ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর সহিত সাক্ষাত লাভ করিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীস শুনিবার সুযোগ ঘটিয়া না থাকিলে উহা বিচ্ছিন্ন সনদের (حديث منقطع) হাদীসে পরিণত হইবে। যদি অনুরূপ সুযোগ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত নির্ধারিত শর্তসমূহে উত্তীর্ণ সহীহ ও অবিচ্ছিন্ন সনদের (حديث متصل) হাদীস বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত সূত্রেও উক্ত হাদীস হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম, 'আফ্ফান এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

একদিন হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) মসজিদে নামায আদায় করিতেছিলেন। নবী করীম (সা) তাহার নিকট আসিয়া ডাকিলেন, 'হে উবাই'। উবাই (রা) নবী করীম (সা)-এর প্রতি আড়চোখে তাকাইলেন, কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি নামায সারিয়া নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন- আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নবী করীম (সা) জবাবে বলিলেন, ওয়া আলাইকাস্সালাম, হে উবাই, তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না কেন ? তিনি আরয করিলেন- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি নামাযে ছিলাম।' নবী করীম (সা) বলিলেন, আমার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা যেই সব বাণী পাঠাইয়াছেন তাহাতে কি তুমি এই আয়াত দেখ নাই ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

'হে মু'মিনগণ! যাহা তোমাদিগকে জীবন দান করিবে তাহার দিকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা উহাতে সাড়া দিবে।' তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, পুনরায় এইরূপ করিব না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি ইহা পছন্দ কর যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা জানাইয়া দিব যাহার সমকক্ষ সূরা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যবূরে, না কুরআনে নাযিল হইয়াছে ? উবাই (রা) বলেন, আমি মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বেই আমি তোমাকে উহা জানাইব।' অতঃপর নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে মসজিদের দরজার দিকে আসিতে লাগিলেন। কথা বলা শেষ হইবার পূর্বেই যেন তিনি মসজিদের দরজায় পৌঁছিয়া না যান সেইজন্য আমি গতি মন্থর করিলাম। দরজার নিকট পৌঁছিয়া আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যে সূরাটি আমাকে জানাইবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন উহা কোন সূরা ? নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন– নামাযের শুরুতে কোন্ সূরা পড় ?' আমি তাঁহাকে 'উম্মুল কুরআন' পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি তখন বলিলেন– যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ ! উহার সমকক্ষ সূরা আল্লাহ্ তা'আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে, না যাবূরে, না কুরআনে নাযিল করিয়াছেন। উহা হইতেছে 'আস্ সাবউল মাছানী' (নিত্যপাঠ্য বাণীসপ্তক)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, দারোয়াদী, কুতায়বা এবং ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে অবশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমাকে প্রদত্ত 'আস্ সাবউল মাছানী' ও 'আল-কুরআনুল আযীম।'

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديث حسن صحيح (হাসান সহীহ্ হাদীস) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, আবূ উসামা, ইসমাঈল ইব্ন আবূ মুআম্মার এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদও উপরোক্ত হাদীস অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ক্রমাগত হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান,'আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল হামীদ ইব্ন জাফর, ফযল ইব্ন মূসা, আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্ন হারিছ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, উম্মুল কুরআনের সমতুল্য সূরা আল্লাহ্ তা'আলা না তাওরাতে, না ইঞ্জীলে নাযিল করিয়াছেন। উহা হইতেছে 'আস্ সাবউল মাছানী'। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, উহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া বিভক্ত।'

ইমাম তিরমিযী উহাকে একটিমাত্র সনদে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস (حديث حسن غريب) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইব্ন জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আকীল, হাশিম ইব্ন ফরীদ, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্ন জাবির (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন সবেমাত্র প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। আমি বলিলাম– আস্সালামু আলাইকা

ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এইরূপে তিনবার তাঁহাকে সালাম দিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শুধু হাঁটিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিলাম। এক ফাঁকে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি মসজিদে গিয়া উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি পবিত্রতা অর্জন করিয়া আমার নিকট আসিয়া আমাকে তিনবার বলিলেন- ওয়ালাইকাস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অতঃপর বলিলেন, ওহে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির! তোমাকে কি কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরাটি অবহিত করিব? আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, 'আল্‌হামদু সূরাটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত কর।'

উক্ত হাদীসের সনদ উত্তম। উহার অন্যতম রাবী ইব্‌ন আকীলকে বড় বড় ইমামগণ গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীসকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে বিবেচনা করিয়া থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির (রা) সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির আল 'আবদী। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তিনি হইলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাবির আল আনসারী আল বিয়াযী।

উপরোক্ত হাদীসও অনুরূপ অন্যান্য হাদীস দ্বারা অনেক আহলে ইলম প্রমাণ করেন যে, কুরআন মজীদের সকল আয়াত ও সকল সূরার মর্যাদা সমান নহে। বরং এক আয়াত অপর আয়াত অপেক্ষা এবং এক সূরা অপর সূরা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলত ও মর্তবার অধিকারী। এই মতাবলম্বীদের মধ্যে ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়াহ্, আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী, ইব্‌ন হিফার প্রমুখ মালেকী মাযহাবের আহলে ইমামগণের নাম উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে এক জামা'আত আহলে ইল্‌ম বলেন, কুরআন মজীদের কোন আয়াত অন্য আয়াত অপেক্ষা কিংবা কোন সূরা অন্য সূরা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলত বা মর্যাদার অধিকারী নহে; বরং উহার সকল আয়াত ও সকল সূরা সমান ফযীলত ও মর্তবার অধিকারী। কারণ, সবই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী। অধিকন্তু, এইরূপ পার্থক্য মানিয়া লইলে, যে আয়াত বা সূরাকে অধিকতর মর্যাদা ও ফযীলতের মনে করা হইবে, উহা ভিন্ন অন্যান্য আয়াত ও সূরাকে কম মর্যাদার মনে করা হইবে। ইহার ফলে মানুষের মনে কুরআন মজীদের সামগ্রিক মর্যাদাবোধ হ্রাস পাইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আল্ আশ্‌আরী, আবূ বকর বাকিল্লানী, আবূ হাতিম ইব্‌ন হাব্বান আল-বাস্তী, আবূ হাইয়ান ও ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন। স্বয়ং ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'বাদ, হিশাম, ওয়াহাব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্নার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী স্বীয় 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা একবার সফরের অবস্থায় যাত্রা বিরতি করিলাম। সেখানে একটি মেয়ে আসিয়া আমাদিগকে বলিতে লাগিল, 'এই গোত্রের সর্দারকে সাপে কামড়াইয়াছে। আমাদের লোকজন বাড়ীতে নাই। আপনাদের মধ্যে কেহ ঝাড়ফুঁক জানেন কি ?' ইহা শুনিয়া আমাদের একজন তাহার সঙ্গে গেল। সে ঝাড়ফুঁক জানে বলিয়া আমাদের জানা ছিল না। অথচ তাহার ঝাড়ফুঁকের ফলে সর্পদষ্ট লোকটি বিষমুক্ত হইয়া গেল। লোকটি তাহাকে ত্রিশটি বকরী পুরস্কার দিল এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করাইল। আমরা সেই সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলাম- তুমি কি ঝাড়ফুঁক জান ? ইহার পূর্বে তুমি কি ওঝাগিরি

করিয়াছ ? সে বলিল, আমি তো শুধু উম্মুল কুরআন পড়িয়া ঝাড়িয়াছি। আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম, 'নবী করীম (সা)-এর খেদমতে পৌঁছিয়া তাঁহার মতামত জানার পূর্বে এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা ঠিক হইবে না।'

অতঃপর আমরা মদীনায় পৌঁছিয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, সে কি করিয়া জানিল যে, উহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করিলে রোগ সারে ? তোমরা সকলে (বকরীগুলি) ভাগ করিয়া লও এবং আমাকেও একভাগ দাও।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত মা'বাদ ইব্ন সীরীন, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, হিশাম, আবদুল ওয়ারিছ এবং আবূ মুআম্মারও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবূ দাঊদও হাদীসটি উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন সীরীন হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইব্ন সীরীন হইতে হিশাম ইব্ন হাস্সান প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী স্বয়ং আবূ সাঈদ سليم (নিরাপদ) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমান্বয়ে সাঈদ ইব্ন জারীর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আম্মার ইব্ন যারীক এবং আবুল আহওয়াস সালাম ইব্ন সালীম প্রমুখ রাবীর বর্ণনা সূত্রে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদা নবী করীম (সা)-এর সহিত হযরত জিবরাঈল (আ) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে উপর হইতে একটি উচ্চ শব্দ নবী করীম (সা)-এর কানে আসিল। হযরত জিবরাঈল (আ) উপরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ইহা আকাশে একটি সদ্য উন্মুক্ত দ্বারের আওয়াজ। ইতিপূর্বে উহা কখনও উন্মুক্ত হয় নাই। অতঃপর উহার মধ্য দিয়া একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হইলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনাকে দুইটি নূর প্রদানের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ইতিপূর্বে কোন নবীকে উহা প্রদান করা হয় নাই। উহাদের একটি হইতেছে 'ফাতিহাতুল কিতাব' ও অপরটি হইল 'সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ।' উহার যে অংশটিই আপনি পড়িবেন, তদ্দ্বারা প্রার্থিত যে কোন বিষয় আপনাকে প্রদান করা হইবে। (সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদনযোগ্য অতীব প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াকুব আল খারকী, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-হানযালী অথবা ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ এবং ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন বর্জিত কোন নামায পড়ে, তাহার সেই নামায অসম্পন্ন, অসম্পন্ন, অসম্পন্ন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে (উক্ত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে) একজন বলিলেন, 'আমরা তো ইমামের পেছনে নামায পড়ি।' তিনি বলিলেন, তথাপি মনে মনে উহা পাঠ কর। কারণ, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সূরা সালাতকে আমি আমার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। আমার বান্দা যাহা চায় তাহা তাহাকে প্রদান করা হয়। যখন সে বলে- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। তখন আল্লাহ্ বলেন- বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। যখন সে বলে, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। তখন আল্লাহ্ বলেন- বান্দা

আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। যখন সে বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন, বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে।

(হযরত আবূ হুরায়রা (রা) একবারের বর্ণনায় 'বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে' স্থলে 'বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে' বলা হইয়াছে।)

যখন সে বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার ও বান্দার ভিতর জড়িত বিষয়। তাই বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইবে। অবশেষে যখন সে বলে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ -

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার বান্দার অংশ। আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহা সে পাইবে।"

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন যুহরার গোলাম আবূ সায়েব, আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমান, মালিক ও কুতায়বা উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। একই সনদে ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক ও আ'লা ইব্‌ন আবদুর ইব্‌ন ইয়াকূব আল খারকী, আবূ সায়েব, 'আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও ইব্‌ন আবূ উয়ায়য প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযীর মতে উহা حديث حسن বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস। তিনি এই সম্পর্কে আরও বলিয়াছেন যে, 'আমি একদিন আমার উস্তাদ আবূ যুহরার নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, হাদীসটির উভয় সনদই শুদ্ধ। আবদুর রহমান হইতে' আলা ইব্‌ন আবদুর রহমানের সনদ যেরূপ সহীহ্, তেমনি সহীহ্ আবূ সায়েব হইতে আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমানের সনদ।

হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াকূব আল খারকী, আ'লা ইব্‌ন আবদুর রহমান প্রমুখ রাবীর সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'ব ইব্‌ন উজরাহ্, সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক, মুতরাফ ইব্‌ন তরীফ, আব্বাস ইব্‌ন সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, সালেহ ইব্‌ন মিসমার আল্ মারূযী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফরমাইয়াছেন, আমি (সূরা) সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। সে যাহা চাহিবে তাহা সে পাইবে।' তাই যখন বান্দা বলে ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, বান্দা আমার প্রশংসা করিতেছে। যখন সে বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। তখন আল্লাহ্ পাক বলেন আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিতেছে। যখন সে বলে ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন আল্লাহ্ বলেন, ইহা আমার প্রাপ্য অংশ। সূরার অবশিষ্টাংশ তাহার প্রাপ্য।' উপরোক্ত হাদীসটি উল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই।

উক্ত হাদীস সম্পর্কে জরুরী আলোচনা

॥ এক ॥

হাদীসে صلوة শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে صلوة -কে আমার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া ভাগ করিয়া দিয়াছি। উক্ত সালাত শব্দের মর্মার্থ কিরাআত (নামাযে পঠিতব্য)। নিম্নোক্ত আয়াতে কিরাআত অর্থে সালাত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَلَاتَجْهَرْ بِصَلٰوتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا - وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلًا 'তোমরা কিরাআত না জোরে পড়, না আস্তে; বরং মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার ও তাঁহার বান্দার মধ্যে সালাতের আধাআধি বিভক্তিকরণের ব্যাপারেও বুঝা যায় যে, সালাত সেখানে কিরাআত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিভক্তি সম্পর্কিত বিশ্লেষণই দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতিহাকে তাঁহার ও বান্দার মধ্যে আধাআধি করিয়া দিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিরাআত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উহা নামাযের গুরুত্ব সম্পন্ন ফরযসমূহের অন্যতম। কারণ, উক্ত হাদীসে ইবাদতের অর্থে নির্ধারিত সালাত শব্দকে উহার একটি অংশ, 'কিরাআত' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ধরনের ব্যবহারের অন্য ক্ষেত্রেও উদাহরণ মিলে। এক জায়গায় قران শব্দ দ্বারা صلوة অর্থ বুঝানো হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ - اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا 'অনন্তর তুমি ফজরের সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় ফজরের সালাত পর্যবেক্ষিত হয়।'

উক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে قُرْاٰنَ الْفَجْرِ শব্দ দ্বারা 'ফজরের সালাত' অর্থ বুঝানো হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীসেও অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে 'ফজরের সালাতকে রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ প্রত্যক্ষ করেন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কিরাআত ফরয। ফকীহ ও আলিমগণের ইহাই সর্ববাদীসম্মত অভিমত। তবে নামাযে কি কুরআনের যে কোন আয়াত তিলাওয়াত করা ফরয, না নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয, তাহা লইয়া ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার শিষ্যগণ সহ একদল ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরয। কারণ, নামাযে কিরাআত ফরয হওয়া সম্পর্কিত আয়াতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলা হয় নাই; বরং উহাতে সাধারণভাবে কুরআন মজীদের যে কোন অংশ পাঠের কথা বলা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন হইতে যতটুকু পার পড়।'

অনুরূপভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও কুরআনের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"একদা জনৈক ব্যক্তি যথাযথভাবে নামায আদায়ে অপারগ হইয়া উহার অঙ্গহানি ঘটাইলে নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ নামাযে দাঁড়াইয়া 'আল্লাহু আকবার' বল; অতঃপর কুরআন মজীদের যতটুকু পার পড়।"

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে নামাযে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই; বরং কুরআন মজীদের যে কোন অংশ পাঠ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সহ অধিকাংশ ফুকাহার অভিমত এই যে, নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয এবং ইহা ব্যতীত নামায শুদ্ধ হইবে না। কারণ, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন ছাড়া নামায পড়ে তাহার নামায অপূর্ণ থাকে।' এই ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক পূর্বে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) خداج শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহার অর্থ অপূর্ণ বা অসম্পন্ন।'

অনুরূপ আরেক হাদীস হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহমূদ ইব্ন রবী' ও যুহরী প্রমুখ রাবীর সনদে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাটি এই ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি (নামাযে) ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না তাহার নামায হয় না।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা ও ইব্ন হাব্বান তাঁহাদের সংকলন গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে সালাতে উম্মুল কুরআন পঠিত হয় না, তাহা আদায় হয় না।'

আলোচ্য বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এতদসম্পর্কিত বিতর্ক বেশ দীর্ঘ। আমি উভয় অভিমতের প্রবক্তাদের বক্তব্য প্রমাণ সহ সংক্ষেপে তুলিয়া ধরিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সকলকে করুণাসিক্ত করুন।

॥ দুই ॥

অতঃপর প্রশ্ন জাগে, সালাতের প্রতি রাক'আতেই কি ফাতিহা পাঠ করা ফরয, না শুধু এক বা একাধিক রাক'আতে উহা ফরয?

ইমাম শাফেঈ (র) সহ একদল ফকীহ্র অভিমত হইল, প্রতি রাক'আত নামাযে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। আরেক দল ফকীহ্ বলেন, সালাতের শুধু অধিকাংশ রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরয।

হাসান বসরী সহ বসরা নগরীর অধিকাংশ ফকীহ্র মতে মাত্র এক রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। এই মতের প্রবক্তাগণ বলেন, 'যে ব্যক্তি ফাতিহা পাঠ করে না, তাহার নামাযই হয় না' হাদীসে কত রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্টভাবে বলা হয় নাই। তাই নামাযের রাক'আতের ন্যূনতম সংখ্যক এক রাক'আতে ফাতিহা পাঠ করিলেই ফরয আদায় হইবে।

অবশ্য হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নুযরাহ ও আবূ সুফিয়ান সা'দী প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফরয সহ অন্যান্য সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে আলহামদু (সূরা) পাঠ না করে তাহার সালাত আদায় হয় না।'

তবে উক্ত হাদীসের বিশুদ্ধতা তর্কাতীত ও সংশয়মুক্ত নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আওযাঈ বলেন, সালাতে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করা আদৌ ফরয নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিছু অংশ পাঠ করিলে কিরাআত পাঠের ফরয আদায় হইবে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاقْرَأُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ 'কুরআন মজীদ হইতে যতটুকু পার পড়।'[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। এই সম্পর্কে 'আহকামুল কবীর' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

॥ তিন ॥

প্রশ্ন জাগে যে, সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা কি মুক্তাদীর জন্যও ফরয। এ সম্পর্কে ফকীহ্বৃন্দের তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

প্রথম অভিমত এই যে, সালাতে ফাতিহা পাঠ করা যেরূপ ইমামের উপর ফরয, তেমনি মুক্তাদীর উপরও ফরয। কারণ, উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহ ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের বেলায়ই সমান প্রযোজ্য। উহার কোন হাদীসেই সালাতে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতাকে শুধু ইমামের সহিত সংশ্লিষ্ট করা হয় নাই।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, সশব্দ যথা, ফজর, মাগরিব, 'ইশা কিংবা নিঃশব্দ যথা জোহর ও আসর, কোন নামাযেই মুক্তাদীর উপর সূরা ফাতিহা বা কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা ফরয নহে। কারণ হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ من كان له امام فقراءة الامام له قراءة অর্থাৎ ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত। অবশ্য উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। ওয়াহাব ইব্ন কায়সানের বরাত দিয়া ইমাম মালিক উহাকে জাবির (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় অভিমত হইল এই যে, নিঃশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ পূর্বোল্লেখিত আয়াত ও হাদীসকেই নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।

---

১. কুরআন মজীদের উপরোক্ত আয়াত ও পূর্বোল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা নহে; বরং কুরআন মজীদের যে কোন স্থান হইতে কিয়দংশ পাঠ করা ফরয। এই প্রেক্ষিতে হানাফী মাযহাবে সালাতে নির্দিষ্টরূপে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয নহে। তবে হাদীস দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া সালাত পূর্ণ হয় না, তাই হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক প্রকারের সালাতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে ওয়াজিব বলিয়াছে। হানাফী মাযহাবে ফরয ও ওয়াজিবের ব্যবধান খুবই সামান্য। উভয় প্রকারের কার্যকেই এই মাযহাবে প্রায় সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং এই ধারণা ঠিক নহে যে, হানাফী মাযহাবে সালাত আদায়ে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব স্বীকৃত নহে। –অনুবাদক

তাঁহারা বলেন, সশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর উপর ফরয নহে। কারণ, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'মুক্তাদীর অনুসরণের জন্যই ইমামকে ইমাম বানানো হয়। অতএব যখন সে তাকবীর বলে, তখন তোমরাও তকবীর বলিবে। আর যখন সে কিরাআত পড়ে তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাকিও।' অতঃপর হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'সে (ইমাম) যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে চুপ থাকিও।'

মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজও উপরোক্ত হাদীসকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীস দুইটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সশব্দ নামাযে কিরাআত পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য ফরয নহে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা ফাতিহা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানগুলি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরার উদ্দেশ্যেই উপরোক্ত মাসআলাগুলি আলোচনা করিলাম। সূরা ফাতিহা ভিন্ন অন্য কোন সূরার সহিত এতসব মাসায়েল সংশ্লিষ্ট নহে।

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান আল জুনী, গাস্‌সান ইব্‌ন উবায়দ, ইবরাহীম ইব্‌ন সাঈদ আল জাওহারী ও হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার বর্ণনা করেনঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তুমি বিছানায় শায়িত হও, তখন যদি 'আলহামদু' ও 'কুল হুয়াল্লাহ' সূরা পাঠ কর, তাহা হইলে তুমি মৃত্যু ভিন্ন অন্য সব বিপদ হইতে মুক্ত থাকিবে।'

আউযুবিল্লাহর ব্যাখ্যা ও বিধান

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ
الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

'ক্ষমাশীলতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের পরিহার কর। এক্ষেত্রে যদি কখনও শয়তানের প্ররোচনা আসে, তখন আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সব শোনেন, সবই জানেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ - نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ - وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ -

'উত্তম ব্যবহার দ্বারা নিকৃষ্ট ব্যবহারকে প্রতিরোধ কর। তাহারা যাহা (মিথ্যা) আরোপ করে তাহা আমি ভালভাবেই জানি। তাই তুমি বল, প্রভু হে, শয়তানের প্ররোচনা হইতে আমি

তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। এবং হে পরোয়ারদিগার, আমার নিকট তাহাদের উপস্থিতি হইতে আমি তোমার কাছে আশ্রয় লইতেছি।

তিনি আরও বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ - فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ - وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ - اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

‘উত্তম ব্যবহার দ্বারা (নিকৃষ্ট ব্যবহারের) জবাব দাও। দেখিবে তোমার চরম শত্রু পরম বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। উহা শুধু সহিষ্ণু ব্যক্তিরাই পারে এবং বিরাট সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া উহা কেহ পারে না। তারপর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আসে, তাহা হইলে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।’

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সমার্থক অন্য কোন আয়াত নাই। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানব-শত্রুর সহিত ক্ষমাশীল, সহনশীল ও উদার ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। এরূপ ব্যবহারে শত্রুর অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সুপ্ত সদগুণাবলী জাগ্রত হইবে এবং নিজে নিকৃষ্ট স্বভাব ও আচরণের জন্য লজ্জিত হইবে। পরন্তু সৎ ও ভদ্র ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। পক্ষান্তরে শয়তান-শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ, শয়তান মানুষের মহৎ, উদার ও ক্ষমাশীল ব্যবহারের কোন মূল্য দেয় না। সে মানব জাতির জনক আদম ও তাহার মধ্যকার তীব্র শত্রুতার কারণে মানুষের ধ্বংস ভিন্ন অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰبَنِىْ اٰدَمَ لاَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ‘হে আদম সন্তান! শয়তান যেভাবে তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছে, তদ্রূপ সে তোমাদিগকেও যেন বিপথগামী না করে।’

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا - اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ -

‘নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাকে শত্রুই বিবেচনা করিও। সে তাহার দলে যোগদানকারীদিগকে দোযখের বাসিন্দা হইবার জন্য আহবান জানায়।’

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً -

‘শয়তান ও তাহার মানসপুত্রগণ তোমাদের শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আমাকে ছাড়িয়া তোমরা তাহাদিগকে বন্ধু বানাইবে? দূরাচারদের পরিণাম বড়ই খারাপ।’

শয়তান হযরত আদম (আ)-কে শপথ করিয়া বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই সে তাহার কল্যাণ চাহে। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে, সে আমাদের সহিত কিরূপ আচরণ করিবে। শয়তান তো বলিয়াই রাখিয়াছে ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ - إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ 'তোমার মহা মর্যাদার শপথ! তাহাদের সকলকে আমি বিভ্রান্ত করিব। বাদ থাকিবে শুধু তোমার নিবেদিত বান্দারা।' শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা হইতে বাঁচার পন্থা নির্দেশ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ -

"যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর, তখন বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা ঈমান আনিয়া স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে, তাহাদের উপর শয়তানের আধিপত্য নাই। শয়তানের কর্তৃত্ব চলে তাহাদের উপর যাহারা তাহাকে বন্ধু ভাবিয়াছে এবং আল্লাহ্র সহিত শির্কে লিপ্ত হইয়াছে।"

একদল ফকীহ্ ও কারী বলেন, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে তিলাওয়াতকারী শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাঁহারা উপরোক্ত আয়াতের এইরূপ অর্থই করেন। তাঁহারা বলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তিলাওয়াত শেষে তাঁহার নিকট শয়তান হইতে পানাহ চাহিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, তিলাওয়াত রূপ ইবাদত সম্পন্ন করিবার পর তিলাওয়াতকারীর মনে ইবাদতের অহংকার আসিতে পারে। তাহা দূর করাও শয়তান হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। সুতরাং উহা তিলাওয়াতের পরে হওয়াই সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

আবুল কাসিম ইউসুফ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন জুনাদাহ আল্ হাযলী আল্ মাগরেবী স্বীয় গ্রন্থ 'আল ইবাদাতুল কামিল' এ উল্লেখ করেন যে, ইব্‌ন ফাফুফা ও আবূ হাতিম সাজিস্তানী বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত হামযা উপরোল্লেখিত মতের সমর্থক ছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাঁহার বরাত দিয়া বর্ণিত উক্ত বর্ণনার কোন সমর্থন মিলে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌ন সীরীন হইতে অনুরূপ একটি অভিমত উধৃত করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ইবরাহীম নাখঈ, দাউদ যাহেরী এবং ইব্‌ন আলী আল ইস্পাহানীও উক্ত অভিমত পোষণ করিতেন।

মাজমূআহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইবনুল আরাবী ও ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত শেষে শয়তান হইতে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে। ইবনুল 'আরাবী অবশ্য উক্ত অভিমতকে সমর্থনের অযোগ্য বলিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী আরেকটি অভিমত উধৃত করিয়াছেন। তাহা এই যে, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় সময় শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। ইমাম রাযীও উপরোক্ত অভিমত উধৃত করিয়াছেন।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, এই অভিমত তিলাওয়াতের পূর্ব আর পরের ঝগড়ার অবসান ঘটায় এবং উভয় মতের ভিতর সমন্বয় সাধন করে।

অধিকাংশ ফকীহ্র অভিমত এই যে, তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের পূর্বে শয়তান হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে যাহাতে শয়তান প্ররোচনা দিয়া তিলাওয়াতকারীকে তিলাওয়াত হইতে বিরত রাখিতে না পারে। এই মতটিই সর্বত্র খ্যাত ও সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

এই মতের প্রবক্তারা বলেন, اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ অর্থ হইতেছে, 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করিতে ইচ্ছা কর।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহারা বলেন ঃ

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ আয়াতে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ الخ অর্থ হইতেছে 'যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা কর।' اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ -এর শেষোক্ত অর্থই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতাওয়াক্কিল আত্তাজী, আলী ইব্ন আলী আর রিফাঈ আল্ য়াশকারী, জা'ফর ইব্ন সুলায়মান; মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ইব্ন আনাস এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) রাত্রে নামাযে দাঁড়াইয়া তাকবীরে তাহরীমার পর বলিতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

অতঃপর বলিতেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অতঃপর বলিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ ـ

(বলাবাহুল্য ইহা কিরাআতের পূর্বের ব্যাপার)।

ইমাম নাসাঈ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী জা'ফর ইব্ন সুলায়মান হইতে ঊর্ধ্বতন সনদাংশ সহ বিভিন্ন অধস্তন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, এতদসম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে উপরোক্ত হাদীসই অধিকতর খ্যাত।

কেহ কেহ الهمز - النفخ - النفث শব্দত্রয়ের অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে গলা টিপিয়া হত্যা করা, অহংকার ও কবিতা।

হযরত যুবায়র আল মুতইম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ইব্ন যুবায়র আল মুতইম, আসিম আল গুয্যী, আম্র ইব্ন মুররা, শু'বা প্রমুখ রাবীর বরাত দিয়া ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত যুবায়র আল মুতইম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি নামাযের প্রারম্ভে তিনবার বলিতেন ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا

অতঃপর তিনবার বলিতেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

অতঃপর বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْثِهٖ

আমর ইবন মুর্রা (রাবী) বলেন, الهمز। অর্থ গলা টিপিয়া হত্যা করা النفخ। অর্থ অহংকার ও النفث। অর্থ কবিতা।

হযরত ইবন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আব্দুর রহ্মান সালমী, আতা ইব্ন সায়েব, ইবন ফুযায়েল, আলী ইব্ন মুনযির ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَهَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ -

রাবী বলেন– الهمز। অর্থ গলা টিপিয়া হত্যা করা النفخ। অর্থ অহংকার ও النفث। অর্থ কবিতা।

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা) হইতে জনৈক ব্যক্তি, তাহার নিকট হইতে ইয়ালা ইব্ন আতা, তাহার নিকট হইতে শরীক, তাহার নিকট হইতে ইসহাক ইব্ন ইউসুফ ও তাহার নিকট হইতে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) নামাযে দাঁড়াইয়া তিনবার الله اكبر। বলিতেন, তিনবার لا اله الا الله। বলিতেন, তিনবার سبحان الله وبحمد বলিতেন। অতঃপর বলিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ -

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র, ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ, আলী ইব্ন হিশাম, ইব্ন বারীদ, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন ইবন কূফী ও হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মুছান্না মওসেলী বর্ণনা করেন ঃ

'একদা দুইটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। ক্রোধে তাহাদের একজনের নাসিকা স্ফীত হইয়া উঠিল। রাসূল (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করিলে সে যাহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। বাক্যটি হইতেছে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'বিতাড়িত শয়তান হইতে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় লইতেছি।'

ইমাম নাসাঈও اليوم والليلة। গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী ইয়াযীদ ইব্ন যিয়াদ হইতে উর্ধ্বতন সনদ সহ পরবর্তী ফযল ইব্ন মূসা ও ইউসুফ ইব্ন মূসা আল মারূযীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, আব্দুল মালিক ইব্ন উমায়র, যায়দাহ ইব্ন কুদামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমেও ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে ক্রমাগত সুফিয়ান ছাওরী, ইব্ন মাহদী ও বিন্দারের সনদে ইমাম নাসাঈ উহা اليوم والليلة। গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযীও উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উপরোক্ত রাবী আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ, ইউসুফ ইব্ন মূসা ও যায়দার বরাতে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী

আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র হইতে আবূ সাঈদের বরাতে বর্ণনাটি উধৃত করেন। মোটকথা, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সনদে একই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। বর্ণনাটি এই ঃ

"একদিন দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। তাহাদের একজন ভীষণ উত্তেজিত হইল। আমার (মু'আয ইব্‌ন জাবাল) মনে হইল ক্রোধে তাহার নাসিকা স্ফীত হইল। রাসূল (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি তাহা উচ্চারণ করিলে সে যেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহা দূর হইবে।' আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহা কি? তিনি বলিলেন, সে পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ "আয় আল্লাহ্, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে তোমার নিকট আশ্রয় লইতেছি।' হযরত মু'আয (রা) তাহাকে উহা পড়িতে বলিলেন। কিন্তু সে তাহা পড়িল না এবং তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।"

ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি مرسل (বিচ্ছিন্ন)। কারণ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর সাক্ষাত পান নাই। কারণ, তিনি বিশ হিজ্‌রীর পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা সম্ভবত হাদীসটি হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে সরাসরি এবং হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে পরোক্ষভাবে শুনিয়াছেন। কারণ, উক্ত ঘটনা একাধিক সাহাবা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আদী ইব্‌ন ছাবিত, আ'মাশ, জারীর, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সামনে ঝগড়া করিতেছিল। আমরা তাঁহার খেদমতে উপবিষ্ট ছিলাম। তাহাদের একজন ক্রোধান্বিত হইয়া অন্যজনকে গালি দিতেছিল। তাহার মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি একটি বাক্য জানি। এই ব্যক্তি উহা পাঠ করিলে যাহা দ্বারা সে আক্রান্ত হইয়াছে, নিশ্চয় তাহা দূর হইয়া যাইবে। সে শুধু বলিবে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ উপস্থিত লোকগণ তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র রাসূল কি বলিতেছেন তাহা শুনিতেছ না? সে বলিল, আমি পাগল নহি।"

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসটি অন্যতম রাবী আ'মাশ হইতে পূর্ববর্তী সনদে ও পরবর্তী স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন।

الاستعاذه। (শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা) সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে। সকল হাদীস উল্লেখের স্থান ইহা নহে। আল্লাহ্ চাহেন তো আমার 'কিতাবুল আযকার' ও 'ফাযায়েলুল আ'মাল' গ্রন্থদ্বয়ে উহা বিশদভাবে আলোচিত হইবে। আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত জিবরাঈল (আ) কুরআন মজীদ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রথমবার আসিয়া তাঁহাকে الاستعاذه। পাঠ করার জন্য বলেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রাওক, বাশার ইব্‌ন আম্মারাহ, উসমান ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

‘হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথমবার কুরআনের বাণী লইয়া নবী করীম (সা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ‘হে মুহাম্মদ! ‘ইস্তিআযাহ্’ পাঠ করুন। নবী করীম (সা) পড়িলেন ঃ اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি বলুন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতঃপর বলিলেন ঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ الخ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ‘এই সূরাই হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ প্রথম সূরা।’

অবশ্য উক্ত হাদীস সমর্থিত নহে। শুধু জানাইবার জন্যই উহা উল্লেখ করিলাম। উহার সনদ দুর্বল। তাহা ছাড়া উহা حديث منقطع (ছিন্নসূত্রের হাদীস)। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অধিকাংশ ফকীহর মতে الاستعاذه। ফরয বা অপরিহার্য নহে; বরং উহা মুস্তাহাব। ইমাম রাযী বলেন, ‘আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্‌র মতে, নামাযের ভিতরে ও বাহিরে কুরআন মজীদ তিলাওয়াতের পূর্বে ইস্তি‘আযাহ ওয়াজিব। ইব্‌ন সীরীন বলিয়াছেন, জীবনে একবার ইস্তি‘আযাহ করিলেই ওয়াজিব আদায় হইয়া যাইবে। ‘আতা ইব্‌ন আবূ বিরাহ্‌র পক্ষে ইমাম রাযী নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেন ঃ

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআন পাঠের সময়ে ইস্তিআযাহ্ করার আদেশ করিয়াছেন। আদিষ্ট কাজ স্পষ্টতই ওয়াজিব। ইহার সপক্ষে তিনি নবী করীম (সা)-এর কার্যধারাও প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তিলাওয়াতের পূর্বে সর্বদা ইস্তি‘আযাহ্ করিতেন। অধিকন্তু উহা দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা প্রতিহত হয়। মূলত যে কার্যের সহায়তা ব্যতীত ওয়াজিব কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তাহাও ওয়াজিব হয়। সুতরাং ইস্তি‘আযাহ্ ওয়াজিব। উহা ওয়াজিব হইবার ইহাও একটি পূর্বশর্ত।

কেহ কেহ বলেন, ইস্তিআযাহ শুধু নবী করীম (সা)-এর জন্য ওয়াজিব ছিল। তাঁহার উম্মতের উপর ওয়াজিব নহে। ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ফরয নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন না। তিনি শুধু রমযানের প্রথ রজনীতে সুন্নাত (তারাবীহর) নামাযে ইস্তিআযাহ্ করিতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) তাঁহার الاملاء। গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ মুসল্লীরা সরবে ইস্তিআযাহ্ পড়িবে। তবে নীরবে পড়িলে ক্ষতি নাই। তিনি তাঁহার الام। গ্রন্থে বলেন, উহা উচ্চ কি অনুচ্চ যে কোন স্বরে পড়িলেই চলিবে। কারণ, হযরত উমর (রা) অনুচ্চ স্বরে ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উচ্চ স্বরে পড়িতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) প্রথম রাক‘আত ভিন্ন অন্যান্য রাক‘আতে ইস্তিআযাহ্ পাঠ করাকে মুস্তাহাব বলেন কিনা তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। একদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেন। অন্যদলের মতে তিনি মুস্তাহাব বলেন না। শেষোক্ত মতই সবল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, ইস্তি‘আযাহ্ পাঠে اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। বলিলেই চলিবে।

কেহ কেহ বলেন, উহাতে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িতে হইবে।

কেহ আবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ পড়িতে বলেন। সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আওযাঈ (র) প্রমুখ বলেন ঃ

'পূর্ববর্ণিত আয়াত ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে ইস্তিআযাহ্ নিম্নরূপ ঃ

اَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

তবে উপরোক্ত হাদীস অধিকতর অনুসরণযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, নামাযে যে ইস্তিআযাহ্ পড়ার বিধান রয়েছে, উহা কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, উক্ত বিধান নামাযের কারণে প্রদত্ত হইয়াছে। তাই ইমাম আবূ ইউসূফ বলেন, মুক্তাদী নামাযে কিরাআত পড়িবে না বটে, তা'আউয পড়িবে। তেমনি ঈদের নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পরও অতিরিক্ত তাকবীরের পূর্বে ইস্তিআযাহ পড়িবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীরের পর ইস্তিআযাহ্ পড়িতে হইবে।

ইস্তিআযার বিস্ময়কর উপকার এই যে, অন্যায় অশ্রাব্য বাক্য উচ্চারণের ফলে মুখে যে অপবিত্রতা লাগিয়া যায়, ইস্তিআযার ফলে তাহা ধৌত হয়। প্রকৃতপক্ষে মুখ হইতেছে পবিত্র কালাম তিলাওয়াতের অঙ্গ। ইস্তিআযার বদৌলতে উহা পাক কালাম তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্তিআযাহ্ দ্বারা শয়তানের মোকাবেলার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বান্দার নির্ভরতা ও অসহায়তা প্রকাশ পায়।

শয়তান মানুষের অদৃশ্য নিশ্চিত শত্রু। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ব্যতীত মানুষ তাহার অকল্যাণ হইতে বাঁচিতে পারে না। মানুষ মানুষের শত্রুতাকে উদারতা ও মহানুভবতা দিয়া বশ করিতে পারে, কিন্তু শয়তান উহাতে বশ হয় না। ইস্তিআযাহ্ সম্পর্কিত শুরুর তিন আয়াত ও নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ছাড়া শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা মানুষের নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً "নিশ্চয় আমার নেক বান্দার উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তোমার প্রতিপালকই অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট।"

এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে ইস্তিআযাহ্ মানুষের জন্য অপরিহার্য। মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ফিরিশতা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (অথচ শয়তানের আক্রমণ তো আরও মারাত্মক) এই প্রেক্ষিতেও ইস্তিআযার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের আক্রমণে নিহত হইলে শহীদের মর্যাদা পায়। অথচ শয়তানের আক্রমণে পর্যুদস্ত হইলে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের হাতে পরাজয় বরণ করিলে আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার পায়। পক্ষান্তরে শয়তানের কাছে পরাজিত হইলে পথভ্রষ্ট ও অভিশপ্ত হয়। তাই ইস্তিআযার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শয়তান মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখে না। তাই যে আল্লাহ্ শয়তানকে দেখেন, কিন্তু শয়তান তাঁহাকে দেখে না, সেই মহান শক্তির আশ্রয় ছাড়া শয়তানের হামলা হইতে বাঁচার বিকল্প পথ নাই। ইস্তিআযার গুরুত্ব এখানেই।

ইস্তিআযার অর্থ নিরূপণ

الاستعاذه শব্দের অর্থ হইতেছে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি হইতে বাঁচার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া। العياذه শব্দটি ক্ষতি প্রতিরোধক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে اللعياذ শব্দ ব্যবহৃত হয় কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সাহায্য প্রার্থনা অর্থে। কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত পংক্তিতে উক্ত শব্দদ্বয় পরস্পর পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

يامن الوذ به فيما اؤمله * ومن اعوذبه فمن احاذره

لايجبر الناس عظما انت كاسره * ولايهيضون عظما انت جابره

'ওহে সেই সত্তা, কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার জন্য আমি যাহার সাহায্য প্রার্থী এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় প্রার্থী; তুমি হে হাড্ডি গুড়া কর, তাহা কেহ জোড়া দিতে পারে না এবং যে হাড্ডি তুমি জুড়িয়া রাখ, তাহা কেহই ভাঙ্গিতে পারে না।'

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -এর তাৎপর্য হইতেছে এই যে, যে কার্য সম্পাদনের জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি তাহা সম্পাদনের ও যাহা হইতে বিরত থাকার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি তাহা পরিহারের পথে বিতাড়িত শয়তান যাহাতে বাধা সৃষ্টি করিয়া বিপরীত কিছু না ঘটাইতে পারে তাহার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া কেহই শয়তানের প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা হইতে বাঁচাইতে পারে না। এই কারণেই মানুষের শত্রুতা প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উদারতা ও ক্ষমাশীলতার উপদেশ দিলেও শয়তানের শত্রুতার হাত হইতে বাঁচার জন্য তিনি তাঁহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আদেশ দিয়াছেন। শয়তানের প্রকৃতি এতই জঘন্য ও অপবিত্র যে, উদারতা বা মহানুভবতাকে সে কোন মূল্যই দেয় না। মানুষ যত বড় শত্রুই হউক, উদারতা ও মহানুভবতা অনেক সময় তাহাকে অভিভূত করে এবং শত্রুতা ভুলিয়া সে বন্ধু হইয়া যায়। কিন্তু শয়তানকে কখনও উদারতা ও মহানুভবতা অভিভূত করিতে পারে না, পারে না শত্রুতা হইতে বিন্দুমাত্র নিরস্ত করিতে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই দুই শ্রেণীর শত্রুর মোকাবিলার জন্য দুই রূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইস্তিআযা সম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে উধৃত তিনটি আয়াতে উক্ত দুইরূপ ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -

এই অংশে মানুষের শত্রুতার প্রতিষেধক নির্দেশ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

এই অংশে শয়তানের শত্রুতার দাওয়াই বাতলানো হইয়াছে।

সূরা মু'মিনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ـ

এখানেও মানুষের শত্রুতার প্রতিকার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ

এখানে আবার শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা 'হা-মীম আস্ সাজদায়' তিনি বলেন ঃ

وَلَاتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ـ

এই অংশে মানুষের শত্রুতা ও হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এই অংশে শয়তানের শত্রুতা ও হামলা প্রতিহত করার ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে।

الشيطان শব্দের বিশ্লেষণ

الشيطان শব্দের ধাতু হইতেছে ش ـ ط ـ ن উহার অর্থ বিদূরিত বস্তু বা ব্যক্তি। শয়তান যেহেতু স্বভাব প্রকৃতিতে মানুষ হইতে দূরে অবস্থান করে, তাই তাহাকে শয়তান বলা হয়। তাহা ছাড়া স্বীয় অবাধ্য স্বভাবের দরুণ সে যাবতীয় কল্যাণ হইতে বিদূরিত বিধায় তাহাকে শয়তান বলা হয়।

কেহ কেহ বলেন, الشيطان শব্দের ধাতু হইল ش ـ ا ـ ط উহার অর্থ হইতেছে 'উত্তপ্ত বস্তু'। আগুন হইতে সৃষ্ট বলিয়া শয়তানকে শয়তান বলা হয়।

একদল বলেন, শয়তানকে উপরোক্ত উভয় অর্থেই শয়তান বলা হয়। তাই উহার ধাতু ও নামকরণ সম্পর্কিত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক।

আরবী সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যথার্থ। কবি উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সালত হযরত সুলায়মান (আ)-কে প্রদত্ত ঐশ্বর্য ও পরাক্রম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ايما شاطن عصاه عكاه ـ ثم يلقى فى السجن والاغلال 'যদি শয়তানও তাহার অবাধ্য হইত, তাহা হইলে তিনি তাহাকেও গ্রেফতার করিয়া জেলখানায় জিঞ্জীরাবদ্ধ করিতেন।'

কবি এখানে শয়তানকে বুঝাইবার জন্য شاطن শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। 'শাতেন' শব্দের শব্দমূল ش ـ ط ـ ن যদি উহার শব্দমূল ش ـ ا ـ ط হইত, তাহা হইলে তিনি شاطن শব্দের পরিবর্তে شائط শব্দ ব্যবহার করিতেন।

অনুরূপ কবি নাবিগা যুবয়ানী (যিয়াদ ইব্ন আমর ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন জাবির ইব্ন যুব্বাব য়্যারবূ ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন সা'দ ইব্ন যুরয়ান) বলেন ঃ

نأت بسعاد عنك نوى شطون - فباتت ولك له ادبها رهبن

'দূরবর্তী পথ সুআদকে তোমার নিকট হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে। সেখানেই সে নিশিযাপন করিয়াছে। অথচ হৃদয় তাহার নিকট বন্ধক রহিয়াছে।'

এখানে কবি দূরবর্তী شطون শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহার ধাতু হইতেছে ش - ط - ن যদি ش - ا - ط শব্দমূল হইত, তাহা হইলে তিনি شطون শব্দের বদলে شائط শব্দ ব্যবহার করিতেন।

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বলেন, আরবগণ বলিয়া থাকে تشيطن فلان অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি শয়তানের ন্যায় কার্য করিয়াছে! تشيطن শব্দের ধাতু ش - ا - ط হইলে উক্ত অর্থে তাহারা تشيطن না বলিয়া تشيط বলিত। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় شيطان শব্দটির অর্থ হইতেছে বিদূরিত বস্তু বা ব্যক্তি এবং উহার ধাতু হইতেছে ش - ط - ن

উপরোক্ত অর্থই সঠিক বিধায় দূরে অবস্থানকারী জ্বিন, ইনসান বা অন্য কোন প্রাণীকে شيطان নামে আখ্যায়িত করা হয়। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا -

"অনন্তর এইরূপে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান। তাহারা একে অপরের নিকট প্রতারণামূলক চটকদার কথা পৌঁছায়।"

উক্ত আয়াতে সত্য হইতে দূরে অবস্থানকারী জ্বিন ও ইনসান উভয়কেই شيطان বলা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে হযরত আবূ যর (রা) হইতে ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَيَاطِيْنِ الاِنْسِ وَالْجِنِّ -

(মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।) আমি (আবূ যর) আরয করিলাম, 'মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রহিয়াছে?' তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) বলিলেন– নারী, গাধা ও কালো কুকুর নামায ভঙ্গ করে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লাল ও হলুদ কুকুর হইতে কালো কুকুরের বিধান ভিন্ন কেন? তিনি বলিলেন ঃ الكلب الاسود شيطان। (কালো কুকুর শয়তান)।

আযলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ ইব্ন আযলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত উমর (রা) একটি তুর্কী অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বটি দাম্ভিকের ন্যায় হেলিয়া-দুলিয়া চলিতেছিল। তিনি উহাকে চাবুক মারিতে লাগিলেন। উহাতে তাহার অহংকারী ভাব আরও বাড়িয়া গেল। তখন তিনি উহা হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর খাদেমগণকে বলিলেন, তোমরা আমাকে একটি শয়তানের পিঠে চড়াইয়াছ? উহার অহংকারী চলার ভঙ্গী আমার মনেও অহংকার জাগাইতেছিল বলিয়া আমি নামিয়া পড়িয়াছি।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

الرجيم শব্দের বিশ্লেষণ

الرجيم শব্দটি الفعيل ওযনে সৃষ্ট ও المفعول ওযনের অর্থবোধক المفعول-এর মতই কর্মবাচ্যের অর্থ প্রকাশ করে। তাই উহার অর্থ দাঁড়ায় বিতাড়িত ও বিদূরিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ 'নিশ্চয় আমি পৃথিবী সন্নিহিত আকাশকে আলোকমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং সেইগুলিকে শয়তানের জন্য ক্ষেপণাস্ত্র বানাইয়াছি।'

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لاَيَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلاَءِ الاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ـ

'নিশ্চয় আমি পৃথিবী দৃষ্ট আকশকে নক্ষত্ররাজী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাকে সকল অবাধ্য শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি। উহারা সর্বোচ্চ মর্যাদার ফেরেশতাদের সংলাপ শুনিতে পারে না, চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়। অনন্তর তাহাদের জন্য রহিয়াছে অনিবার্য আযাব। তথাপি কেহ যদি ছোঁ মারিয়া কোন কথা লইয়া পালায়, তাহা হইলে উজ্জ্বল আলোকপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ ـ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ ـ اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ ـ

'নিশ্চয় আমি আকাশে কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে দর্শকদের জন্য সুসজ্জিত করিয়াছি। আর উহাকে সকল বিতাড়িত শয়তান হইতে হিফাজতের ব্যবস্থা করিয়াছি। তবে যদি কেহ আড়ি পাতে, তাহা হইলে উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাকে ধাওয়া করে।'

এতদ্ভিন্ন অনুরূপ আরও আয়াত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ الرجيم শব্দের অর্থ الرجم (নিক্ষেপক)। শয়তান যেহেতু মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনার তীর নিক্ষেপ করে, তাই তাহাকে الرجيم নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য পূর্বোক্ত তাৎপর্যই বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।

بسم الله الرحمن الرحيم

'অশেষ দাতা ও অপরিসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে'

বিসমিল্লাহ্‌র বিশ্লেষণ

সাহাবায়ে কিরাম বিসমিল্লাহ্ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব আল-কুরআনুল করীম শুরু করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উহা সূরা নামলের একটি আয়াত। তবে উহা সূরাগুলির শুরুতে অবস্থিত আয়াত বা আয়াতের অংশ কিনা তাহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

একদল বলেন, উহা সূরা বারাআত ভিন্ন অন্য সকল সূরার প্রত্যেকটির পূর্বে অবস্থিত একটি পূর্ণ আয়াত। এই মতের পরিপোষক হইলেন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্‌ন উমর (রা), হযরত ইব্‌ন জুবায়র (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত আলী (রা), 'আতা, তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জাবির, মাকহূল, যুহরী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, ইমাম শাফেঈ। এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়াহ্, আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম প্রমুখ।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁহাদের শিষ্যবৃন্দ বলেন, উহা কোন সূরারই পূর্বে অবস্থিত আয়াত বা আয়াতাংশ নহে। তাহাদের মতে 'বিসমিল্লাহ্' কুরআন মজীদের কোন আয়াত নহে। সূরার প্রারম্ভে শুধুমাত্র বরকত হাসিলের জন্য উহা সংযোজিত হইয়াছে।

ইমাম শাফেঈর একটি অভিমত এই যে, উহা সূরা ফাতিহার শুরুতে অবস্থিত একটি আয়াত। তবে অন্য কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত 'বিসমিল্লাহ্' সেই সূরার আয়াত নহে।'

ইমাম শাফেঈর অপর এক মতে উহা প্রত্যেক সূরার পূর্বে অবস্থিত সেই সূরার একটি আয়াতাংশ। অবশ্য তাঁহার এই শেষোক্ত অভিমত দুইটি আদৌ তাঁহার কিনা তাহা নিশ্চিত নহে।

দাউদ জাহেরী বলেন, উহা প্রত্যেক সূরার প্রারম্ভে অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র আয়াত। তবে কোন সূরার অংশ নহে। ইমাম আহমদ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আবূল হাসান কারখী হইতেও আবূ বকর রাযী অনুরূপ অভিমত উধৃত করিয়াছেন। আবূ বকর রাযী ও আবূল হাসান কারখী উভয়ই ইমাম আবূ হানীফার শীর্ষস্থানীয় শিষ্য ছিলেন। অন্যত্র এইসব ব্যাপার বিশদভাবে আলোচিত হইবে। এতক্ষণে 'বিসমিল্লাহ' শরীফের সূরা ফাতিহার আয়াত হওয়া প্রসঙ্গে উপরোক্ত আলোচনা করা হইল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সহীহ সনদে ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর নিকট بسم الله الرحمن الرحيم আয়াতটি নাযিল হইলেই তিনি বুঝিতেন, 'একটি সূরা শেষ হইল এবং আরেকটি সূরা শুরু হইতেছে।'

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ্ নিশাপুরীও স্বীয় সংকলন গ্রন্থ মুস্তাদরাকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও উহা حديث مرسل (বিচ্ছিন্ন) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা তাঁহার 'সহীহ' নামক সংকলন গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) নামাযে সূরা ফাতিহার পূর্বে بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করিতেন এবং উহাকে আয়াত হিসাবে গণ্য করিতেন।'

হাদীসটি উম্মে সালামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মালীকাহ, ইব্ন জুরায়জ, উমর ইব্ন হারূন বলখী প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেন। অবশ্য উমর ইব্ন হারূন বলখী একজন দুর্বল রাবী। তবে ইমাম দারা কুতনী হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (ক), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন অভিমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন ফকীহ সরব নামাযে বিসমিল্লাহ্ সরবে বা নীরবে পাঠ করা সম্পর্কে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাঁহারা উহাকে সূরা ফাতিহার অংশ কিংবা যে কোন সূরার পূর্বে অবস্থিত স্বতন্ত্র আয়াত বলেন না, তাঁহারা উহাকে সরবে পড়িতে নিষেধ করেন। যাঁহারা উহাকে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার পূর্বে অবস্থিত স্বতন্ত্র আয়াত বলেন, তাঁহারাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, উহা সূরাসমূহের পূর্বে অবস্থিত উহাদের আয়াত বা আয়াতাংশ, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম শাফেঈর মাযহাব এই যে, সরব নামাযে উহাকে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার সহিত সরবে পড়িতে হইবে। ইহা বিপুল সংখ্যক সাহাবা, তাবেঈ ও বিভিন্ন ইমামের মাযহাবও বটে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) উহা সরবে পড়িতেন। ইমাম ইব্ন আবদুল বার ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (ক) উহা সরবে পড়িতেন। খতীব বর্ণনা করেন, খোলাফায়ে রাশেদীন উহা সরবে পড়িতেন। অবশ্য খতীবের বর্ণিত রিওয়ায়েতের কোন সমর্থন মিলে না। নিম্নোক্ত তাবেঈগণ উহা সরবে পড়িতেন ঃ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, আবূ কুলাবাহ, যুহরী, আলী ইব্ন হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হাসান, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, 'আতা, তাউস, মুজাহিদ, সালেম, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল করযী, উবায়দ, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম, আবূ ওয়ায়েল, ইব্ন সীরীন, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, নাফে' [ইব্ন উমর (রা)-এর গোলাম], যায়দ ইব্ন আসলাম, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, আযরাক ইব্ন কায়স, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, আবূশ শাছা', মাকহুল এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মা'কাল।

উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগণের পক্ষ হইতে উপস্থিত যুক্তি ও প্রমাণ এই যে, বিসমিল্লাহ্ যেহেতু সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার অংশ, তাই সরব নামাযে সূরার অন্যান্য আয়াতের মতই উহা সরবে পড়িতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত ইমাম নাসাঈ তাঁহার সুনান সংকলনে, ইব্‌ন খুযায়মা ও ইব্‌ন হাব্বান তাঁহাদের স্ব-স্ব 'সহীহ্' সংকলনে এবং হাকিম তাঁহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ পড়িলেন। তারপর নামায শেষে বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর নামাযের সহিত আমার নামাযেরই অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে।'

ইমাম দারা কুতনী, ইমাম বায়হাকী ও খতীব প্রমুখ উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) بسم الله الرحمن الرحيم দিয়া নামায আরম্ভ করিতেন।'

ইমাম তিরমিযী বলেন, উক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। হাকিম তাঁহার মুস্তাদরাক সংকলনে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ্ পড়িতেন।'

হাকিম উক্ত হাদীসকে 'সহীহ্ হাদীস' বলিয়াছেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর কিরাআত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া হযরত আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) মদ্দের সহিত উহা টানিয়া টানিয়া পড়িতেন। তিনি মদ্দের সহিত 'বিসমিল্লাহির' মদ্দের সহিত 'রাহমানির' ও মদ্দের সহিত 'রহীম' পড়িতেন।'

হযরত উম্মে সালমা, (রা) হইতে ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইমাম আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে ও হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) ওয়াকফ (বিরতি) সহ কিরাআত পড়িতেন। তিনি (বিরতি চিহ্নে থামিয়া থামিয়া) এইরূপে পড়িতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -

ইমাম দারা কুতনী উহাকে 'সহীহ হাদীস' বলিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে এবং ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ শাফেঈ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত মু'আবিয়া (রা) মদীনা শরীফে নামায আদায় করিতে গিয়া উহাতে بسم الله الرحمن الرحيم পড়িলেন না। উপস্থিত মুহাজির সাহাবাবৃন্দ উক্ত কার্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি বিসমিল্লাহ সহ নামায আদায় করিলেন।

নামাযে সরবে বিসমিল্লাহ্ পড়ার সপক্ষে উপরোক্ত হাদীস ও আছারই যথেষ্ট। উক্ত অভিমতের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আরও হাদীস ও আছারের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উহার বিরোধী অসমর্থিত হাদীস ও রিওয়ায়েতের পর্যালোচনা, সেইগুলির সনদের দুর্বলতা ও সবলতা ইত্যাদি আলোচনার স্থান ইহা নহে। অন্যত্র তাহা আলোচনা করা হইবে।

আরেকদল ফকীহ ও বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, মুসল্লীরা নামাযে বিসমিল্লাহ্ নীরবে পড়িবে। ইহা খোলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্ফাল (রা), বিপুল সংখ্যক তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের ফকীহ ইমাম আবূ হানীফা, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম আহমদের অভিমত।

ইমাম মালিক বলেন, মুসল্লীরা সরবে কি নীরবে কোনভাবেই বিসমিল্লাহ্ পড়িবে না। ইমাম মালিকের সমর্থকগণ তাঁহার অভিমতের সপক্ষে নিম্নলিখিত রিওয়ায়েত পেশ করেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) তকবীর বলিয়া নামায আরম্ভ করিতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। বলিয়া কিরাআত আরম্ভ করিতেন।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছি। তাঁহারা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা (কিরাআত) শুরু করিতেন।' ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, তাঁহারা কিরাআতের পূর্বে বা পরে বিসমিল্লাহ্ পড়িতেন না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) হইতেও 'সুনান' সংকলনে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে ভিন্ন ভিন্ন মতের সপক্ষে বিভিন্ন রিওয়ায়েত পেশ করা হইল। উপরোক্ত অভিমতসমূহের মধ্যকার পার্থক্য খুবই সামান্য। কারণ, এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সরবে কি নীরবে বিসমিল্লাহ্ পাঠকারী সকলের নামাযই শুদ্ধ হইবে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ও সকল অনুগ্রহ তাঁহারই তরফ হইতে সমাগত।

বিসমিল্লাহ্র ফযীলত

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ওয়াহাব আল-জুনদী, সালাম ইব্ন ওয়াহাব আল-জুনদী, যায়দ ইব্ন মুবারক সানআনী, জা'ফর ইব্ন মুসাফির, আবূ হাতিম, আল্লামা ইমাম আবিদ আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

"একদা হযরত উসমান (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট بسم الله الرحمن الرحيم সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "উহা আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। চোখের পুতুল ও উহার শ্বেতাংশ যেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ, আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম নাম ও বিসমিল্লাহ সেরূপ পরস্পর সন্নিহিত ও ঘনিষ্ঠ।"

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যাও উপরোক্ত হাদীসটি উহার অন্যতম রাবী যায়দ ইব্ন মুবারক হইতে উহার উর্ধ্বতন সনদাংশ সহ ও পরবর্তী স্তরে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন মুবারক ও সুলায়মান ইব্ন আহমদের সনদে বর্ণনা করেন।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুসআব, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ এবং পরবর্তী স্তরে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সূত্রে হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা তাঁহাকে শিক্ষকের নিকট অর্পণ করিলেন যাহাতে শিক্ষক তাঁহাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করেন। শিক্ষক তাঁহাকে বলিলেন 'লিখ'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখিব? শিক্ষক বলিলেন, লিখ بسم الله الرحمن الرحيم। তিনি প্রশ্ন করিলেন, বিসমিল্লাহ্র অর্থ ও তাৎপর্য কি? তিনি বলিলেন الباء। অক্ষরের

তাৎপর্য হইতেছে بهاء (মহান মর্যাদা), السين। অক্ষরের তাৎপর্য হইতেছে سناء (নূর বা জ্যোতি), الميم। অক্ষরের তাৎপর্য হইতেছে مملكة (সার্বভৌম ক্ষমতা), الله। শব্দের অর্থ হইতেছে (সকল প্রভুর প্রভু), الرحمن। শব্দের অর্থ হইতেছে, দুনিয়া ও আখিরাতের করুণাদাতা এবং الرحيم। শব্দের অর্থ হইতেছে, আখিরাতে কৃপা বর্ষণকারী।'

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুসআব ও ইব্‌ন মাসউদ, জনৈক অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী, ইব্‌ন আবূ মালীকাহ, ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া, ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, ইবরাহীম ইব্‌ন আ'লা ওরফে ইব্‌ন রিবরীক প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন জারীরও উপরোক্ত রিওয়ায়েত উধৃত করেন। তবে উপরোক্ত রিওয়ায়েত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। হয়ত উহা নবী করীম (সা) ভিন্ন অন্য কাহারও উক্তি। ইহাও হইতে পারে যে, উহা ইসরাঈলীদের মনগড়া কাহিনী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। ইব্‌ন জুয়াইবির অনুরূপ একটি কাহিনী যিহাক হইতে তাহার নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বুরাইদার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরাইদা সুলাইমান ইব্‌ন বুরাইদা অথবা আবদুল করীম আবূ উমাইয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ প্রমুখ রাবীর সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন, আমার প্রতি এমন একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা সুলায়মান (আ) ও আমি ভিন্ন অন্য কোন নবীর প্রতি নাযিল হয় নাই। উহা হইতেছে, بسم الله الرحمن الرحيم

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রিহাহ, উমর ইব্‌ন যর, মু'আফী ইব্‌ন ইমরান, আবদুল করীম কবীর ইব্‌ন মু'আফী ইব্‌ন ইমরান ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হইবার পর মেঘ পূর্বদিকে সরিয়া গেল, বায়ু প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল, সমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ উৎকর্ণ হইল, অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশ শয়তানমুক্ত হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মর্যাদা ও পরাক্রমের শপথ করিয়া বলিলেন- তাঁহার এই নাম যাহাতে উৎকীর্ণ হইবে তাহাতেই তিনি বরকত দিবেন।'

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, আ'মাশ ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন ঃ

'যদি কেহ জাহান্নামের উনিশ দারোগার হাত হইতে আল্লাহ্র রহমতে মুক্তি পাইতে চায় তাহা হইলে সে যেন بسم الله الرحمن الرحيم পাঠ করে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার এক এক অক্ষরকে তাহার এক এক দারোগার হাত হইতে রক্ষাকারী বানাইবেন।'

ইব্‌ন আতিয়্যা এবং কুরতুবীও উক্ত বর্ণনা উধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন আতিয়্যা উহার তাৎপর্যও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করিয়াছেন ঃ

'একদা এক ব্যক্তি ربنا ولك الخمد حمدا كثيرا طيبا مباركا দোয়াটি পাঠ করিলে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি দেখিতে পাইলাম যে, ত্রিশোর্ধ সংখ্যক ফিরিশতা উহা লইয়া দ্রুত যাইতেছেন।'

উক্ত দোয়ায় ত্রিশোর্ধ সংখ্যক অক্ষর রহিয়াছে বলিয়াই উহার নেকীবাহক ফেরেশতার সংখ্যাও ত্রিশোর্ধ ছিল। ইব্‌ন আতিয়্যা হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর উক্ত অভিমতের সমর্থনে এইরূপ আরও হাদীস পেশ করিয়াছেন।

নবী করীম (সা) এর সওয়ারীতে তাঁহার পশ্চাতে উপবেশনকারী জনৈক সাহাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীমা, 'আসিম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ও ইমাম আহ্‌মদ বর্ণনা করেন ঃ

'সওয়ারী সহচর বলেন, একদিন নবী করীম (সা) সহ তাঁহার সওয়ারী হোঁচট খাইল। আমি বলিয়া উঠিলাম, শয়তান গোল্লায় যাউক। নবী করীম (সা) বলিলেন, শয়তান গোল্লায় যাউক কথাটি বলিও না। উহা বলিলে শয়তান গর্বে ফুলিয়া ওঠে এবং ভাবে 'আমিই তাহাকে নিজ ক্ষমতায় ফেলিয়া দিয়াছি।' পক্ষান্তরে যদি 'বিসমিল্লাহ' পাঠ কর তাহা হইলে সে দুঃখ ও সংকোচে ক্ষুদ্র মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।'

আবুল মালীহ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমা হাজিমী, খালিদ হাজ্জা প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম নাসাঈ তাঁহার 'আল ইয়াওমু ওয়াল লায়লা' গ্রন্থে এবং ইব্‌ন মারদুবিয়্যা তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর সওয়ারীতে তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলাম।' অতঃপর রাবী উপরোক্ত ঘটনা উল্লেখের পর বলেন, 'নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন, এইরূপ বলিও না, উহাতে শয়তান ফুলিয়া উঠিয়া ঘরের মত (বিশাল বস্তু) হইয়া যাইবে। বরং 'বিসমিল্লাহ্' বলিও। উহাতে সে মক্ষিকার মত হইয়া যাইবে।"

বিসমিল্লাহ্‌র বরকত ও প্রভাবেই শয়তানের এই দশা ঘটে। এই কারণেই প্রত্যেক কথা ও কার্যের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'বিসমিল্লাহ্ ব্যতীত কোন কাজ শুরু হইলে উহা বরকতশূন্য থাকে।' পায়খানায় যাওয়ার সময়ও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। অনুরূপ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ওযূ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে মুসনাদে আহমদ ও সুনান সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম না লইয়া ওযূ করে তাহার ওযূ হয় না।"

উক্ত হাদীস حديث حسن (বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য)।

কোন কোন ফকীহ বলেন, স্মরণে থাকিলে ওযূ করার আগে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কেহ কেহ আবার বলেন, স্মরণ থাকুক আর না থাকুক, ওযূ করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব।

ইমাম শাফেঈ সহ একদল ফকীহর মতে যবেহ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। আরেক দল বলেন, স্মরণে থাকিলে যবেহের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব। অন্যদল বলেন, স্মরণ থাকুক বা না থাকুক, যবেহ করার আগে উহা বলা ওয়াজিব। এই সম্পর্কে ইন্‌শাআল্লাহ্ যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করিব।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বিসমিল্লাহ্র ফযীলতের কতিপয় হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হাদীস এই ঃ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- যখন তুমি স্বীয় স্ত্রীর সহিত যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হও, তখন আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিও। যদি তোমার ঔরসে কোন সন্তান জন্ম নেয়, তাহা হইলে তাহার নিজের ও বংশধরদের নিঃশ্বাসের সমসংখ্যক নেকী তোমাকে প্রদান করা হইবে।'

ইমাম রাযীর উধ্বৃত উক্ত হাদীস ভিত্তিহীন। আমি (ইব্ন কাছীর) নির্ভরযোগ্য কি অনির্ভরযোগ্য কোন হাদীস গ্রন্থে উক্ত হাদীস দেখি নাই।

আহারের পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

'নবী করীম (সা) স্বীয় পালক পুত্র (হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর পূর্ব স্বামীর সন্তান) উমর ইব্ন আবূ সালামাকে একদিন বলেন, আল্লাহ্র নাম লইয়া খাও, ডান হাতে খাও এবং যে খাদ্য তোমার দিকে থাকে তাহা হইতে খাও।'

একদল ফকীহর মতে আহারের পূর্বে বিসমিল্লাহ্ বলা ওয়াজিব। স্ত্রী সহবাসের পূর্বেও বিসমিল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যদি কেহ স্ত্রী সংগমের পূর্বে বলে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

(আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ্ শয়তানকে আমাদের নিকট হইতে এবং আমাদিগকে যাহা দান করিবে তাহা হইতে দূরে রাখ) - তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কোন সন্তান দিলে শয়তান কখনও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

بسم الله বাক্যাংশটি কোন্ উহ্য শব্দের সহিত সম্পৃক্ত সে সম্বন্ধে ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ব্যাকরণবিদ বলেন, উহা একটি উহ্য অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সংযুক্ত। আরেকদল উহাকে একটি উহ্য সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করেন। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায়, মতভেদ খুবই সামান্য। কারণ, উভয় দলের মতের ভিত্তিতে بسم الله -এর সহিত সমাপিকা কি অসমাপিকা ক্রিয়া যাহাই যোগ করা হউক না কেন, সংগঠিত পূর্ণ বাক্যের অর্থে তেমন কোন তারতম্য হয় না।

অবশ্য প্রত্যেক দলের মতের সমর্থনে কুরআন মজীদে দলীল রহিয়াছে। যাহারা বলেন بسم الله এর পূর্ণরূপ হইতেছে بسم الله ابتدائى (আল্লাহ্র নামে আমার কার্যারম্ভ) তাহারা এই আয়াত পেশ করেন ঃ

وَقَالَ ارْكَبُوْا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمٌ

(অনন্তর সে (নূহ) বলিল, তোমরা উহাতে চড়, আল্লাহ্র নামে উহার গতি ও স্থিতি। নিশ্চয় আমার প্রভু ক্ষমাশীল, করুণাময়।)

আরেকদল বলেন, بسم الله-এর পূর্ণরূপ হইতেছে ابدا بسم الله (আল্লাহ্র নামে আরম্ভ কর) অথবা ابتدات بسم الله (আল্লাহ্র নামে আমি আরম্ভ করিলাম)। ক্ষেত্রভেদে

কখনও অনুজ্ঞাবোধক, কখনও বা সংবাদ জ্ঞাপক বাক্য হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে পড়।)

মূলত উভয় মতই সঠিক ও শুদ্ধ। কারণ, সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য অসমাপিকা ক্রিয়া অপরিহার্য। অতএব সমাপিকা বা অসমাপিকা যে কোন প্রকারের ক্রিয়ার সহিত উহা সম্পৃক্ত হইতে পারে। যে কাজ আরম্ভ করা হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য মানিতে হইবে। উহা দাঁড়ানো, বসা, খাওয়া, পান করা, কিরাআত পড়া, ওযূ করা, নামায পড়া ইত্যাকার যে কোন ক্রিয়া হইতে পারে। এই সকল ক্রিয়া যাহাতে বরকতময় ও সুসম্পন্ন হয় এবং আল্লাহ্র নিকট কবূল হয় তজ্জন্যই যে কোন ক্রিয়া আল্লাহ্র নামে শুরু করা উচিত ও বিধেয়। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রওক ও বাশার ইব্ন আম্মারা প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম এই বাণী লইয়া অবতীর্ণ হন, (হে মুহাম্মদ) বলুন, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم। অতঃপর বলুন بسم الله الرحمن الرحيم

রাবী বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, নবী করীম (সা) যেন তিলাওয়াত, উঠা, বসা, এক কথায় সকল কাজই আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করেন।

اسم -এর তাৎপর্য

কোন বস্তুর اسم (নাম) এবং উহার مسمّى (সত্তা) এই দুইয়ের সম্পর্কের প্রকৃতি নিরূপণ লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন। আবূ উবায়দা, সিবওয়াই (ব্যাকরণবিদ), বাকিল্লানী ও ইব্ন ফুরক এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম রাযী (ইবনুল খতীব অর-রী) বলেন, বস্তুর নাম ও সত্তা অভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ও নামকরণ (تسمية) এক নহে। পক্ষান্তরে মুতাযিলা সম্প্রদায় বলে বস্তুর নাম ও নামকরণ অভিন্ন বটে, কিন্তু নাম ও সত্তা এক নহে।

আমার (ইব্ন কাছীর) মতে ইহাই গ্রহণযোগ্য যে, বস্তুর اسم। উহার مسمى নহে, تسميه ও নহে, اسم -ই। অর্থাৎ নাম আদৌ সত্তা নহে, নামকরণও নহে, নাম নামই (অন্য কিছু) একত্রীকৃত কিছু অক্ষর-ও কতিপয় স্বরের সমাহার যে কোন বস্তুসত্তা নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি কেহ বলেন, বস্তুর নামের তাৎপর্য হইতেছে ইহার সত্তা তাহা অবশ্যই বিতর্কাতীত। তাই তাহা আলোচনায় সময়ক্ষেপণ নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম রাযী প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নাম ও সত্তা পৃথক ও স্বতন্ত্র। তিনি যুক্তি দেখান যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামের অস্তিত্ব মিলে, কিন্তু উহার সত্তার অস্তিত্ব থাকে না। যেমন المعدوم। (অস্তিত্বহীন বস্তু) নামটি। পৃথিবীতে 'অস্তিত্বহীন বস্তু' নামটি বিদ্যমান বটে, কিন্তু উহার কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই বস্তুর একাধিক নাম থাকে। যেমন সমার্থক শব্দাবলী। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার একই নামের একাধিক সত্তা বিদ্যমান। যেমন একাধিক অর্থবোধক শব্দাবলী। এই সকল বিষয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর নাম ও উহার সত্তা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া বস্তুর নাম হইল দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিহীন

عرض (বিষয়)। সুতরাং উহা কোন পদার্থই নহে। পক্ষান্তরে সত্তা হইতেছে সম্ভাব্য অথবা ও গভীরবিহীন (ذات)। উহা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ্ ও গভীরতার কোন এক বা একাধিক গুণের অধিকারী।

নাম ও সত্তার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের পক্ষে আরও প্রমাণ রহিয়াছে। মূলত নাম ও সত্তা এক হইলে 'আগুন' ও 'বরফ' এই নাম দুইটি মুখে উচ্চারণ করা মাত্র উচ্চারণকারী উহার উষ্ণতা ও শৈত্য অনুভব করিত। অন্যান্য নামের বেলায়ও এই কথা প্রযোজ্য।

আরও প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا 'আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নাম রহিয়াছে। অথচ এই সকল নামের সত্তা শুধু একটিই। উহা হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার ذات বা সত্তা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (তোমার মহান প্রভুর নামের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নামসমূহকে নিজের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। একটি জিনিস অন্য একটি জিনিসের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলে জিনিস দুইটির স্বাতন্ত্র্য বহাল থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ فادعوه بها (অনন্তর তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক)। যাহাকে ডাকা হয় এবং যাহা দ্বারা ডাকা হয়, এই দুই ব্যাপার এক নহে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও সত্তা অভিন্ন নহে। ইহা দ্বারা নাম ও সত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে যাহারা বলেন যে, নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন, তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের স্বপক্ষে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذُوا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "তোমার প্রভুর পরাক্রমশালী মহা সম্মানিত নাম বরকতময়।"

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজকে বরকতময় আখ্যায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাই হইতেছে বরকতময়। অতএব তাঁহার নাম ও সত্তা উভয়ই এক। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু বা ব্যক্তির নাম ও সত্তা এক ও অভিন্ন।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও নাম উভয়ই বরকতময়। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার বরকতের কারণেই তাঁহার নামও বরকতময়। তাঁহার সত্তা গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত বলিয়া তাঁহার নামও গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত। এই কারণেই উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাঁহার নামকে বরকতময় বলিয়াছেন।

নাম ও সত্তাকে যাহারা অভিন্ন বলেন, তাহাদের অপর যুক্তি হইল এই যে, কেহ যদি তাহার স্ত্রী যয়নাব সম্বন্ধে বলে, 'যয়নাবকে তালাক দিলাম' তাহা হইলে তাহার স্ত্রী যয়নাব তালাক

প্রাপ্তা হইয়া যায়। নাম ও সত্তা যদি অভিন্ন না হইত এবং তাহা যদি পরস্পর স্বতন্ত্র হইত, তাহা হইলে এরূপ ক্ষেত্রে যয়নাব তালাকপ্রাপ্তা হইত না। কারণ লোকটা যয়নাবের সত্তাকে নহে, বরং 'যয়নাব' নামকে তালাক দিয়াছে।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তর এই যে, 'লোকটির কথায় যয়নাব নাম্নী সত্তা তালাকপ্রাপ্তা হইয়া যায়।'

ইমাম রাযী আরেকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'নাম ও নামকরণ' এই দুইটি এক নহে। কোন সত্তাকে বুঝাইবার জন্য নির্ধারিত প্রতীক হইল 'নাম'। পক্ষান্তরে 'নামকরণ' হইল সেই প্রতীককে নির্ধারিত বস্তুর সহিত সংযোগ কার্য।

الله শব্দের গঠন প্রকৃতি ও তাৎপর্য

الله শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রভুর নাম। কেহ কেহ বলেন, উহাই الاسم الاعظم (ইসমে আজম)। কারণ, আল্লাহ শব্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰه اِلاَّ هُوَ - عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - يُسَبِّحُ لَه مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

(আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পবিত্র, শান্তিদাতা, আশ্রয়দাতা, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাক্ষমতাবান, সর্বোন্নত মর্যাদার অধিকারী। মানুষ তাঁহার সহিত যাহাদিগকে অংশীদার বানায় তাহাদের হইতে তিনি পূর্ণমাত্রায় পবিত্র। আল্লাহ্ হইতেছেন সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, শ্রেষ্ঠতম রূপদাতা, তাঁহার সুন্দর সুন্দর গুণবাচক নাম রহিয়াছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁহার পবিত্রতা-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত অন্যান্য সকল গুণকে الله-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا (আল্লাহ্‌র সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে, তোমরা সেইসব নামে তাঁহাকে ডাক।)

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلِ ادْعُو اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى "তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্‌কে ডাক, অথবা রহমানকে ডাক, যাহাকেই ডাক না কেন, তাঁহার (আল্লাহ্‌র) সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা আয়ত্ত করিবে সে জান্নাতে যাইবে।'

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতেও আল্লাহ্ তা'আলার নামের সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য উভয় রিওয়ায়েতে নামের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে জনৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার পাঁচ হাজার নাম রহিয়াছে। এক হাজার নাম আল-কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভিতরে, এক হাজার নাম তাওরাত কিতাবে, এক হাজার নাম ইঞ্জীল কিতাবে এবং এক হাজার নাম যবূর কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য এক হাজার নাম লওহে মাহ্ফূজে লিখিত রহিয়াছে।

'আল্লাহ্' একটি অনন্য নাম। মহাবিশ্বে একক মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে। এই কারণেই আরবী ভাষায় উহার সম-ধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বলেন যে, উহা اسم جامد যাহা গঠনগত দিক দিয়া একক শব্দ।[১] ইমাম কুরতুবী এই মতের সমর্থক বিপুল সংখ্যাক বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফেঈ, খাত্তাবী, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গায্যালী প্রমুখ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ খলীল ও সিবওয়াই বলেন ঃ الله শব্দের অন্তর্গত আলিফ ও লাম উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রমাণ স্বরূপ খাত্তাবী এই উদাহরণ পেশ করেন যে, সম্বোধনে আমরা يا الله বলিয়া থাকি; কিন্তু يا الرحمن বলি না। ইহাতে বুঝা যায়, উহার ال অক্ষরদ্বয় উহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাহা না হইলে উহাতে ال বহাল রাখিয়া সম্বোধন অব্যয় স্থাপন করা হইত না।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি اسم مشتق যাহা অন্য শব্দ হইতে গঠিত শব্দ। এই অভিমতের প্রবক্তাগণ কবি রুবাহ ইব্‌ন আজ্জাজের নিম্নোক্ত কবিতাংশকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে উপস্থাপন করেন ঃ

لله در الغانيات المده - سبحن واسترجعنا من تألهى

'প্রশংসাকারিণী গায়িকাগণ কতই না সৌভাগ্যবতী। কারণ, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে এবং মা'বূদ বনিয়া যাওয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।'

এখানে কবি تأله শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহা ا - ل - ه। এই তিনটি আরবী অক্ষর দ্বারা গঠিত একটি مصدر উহার আরেক রূপ হইতেছে الاهة। যাহার সমাপিকা ক্রিয়ার রূপ হইতেছে اله يأله (আলাহা-য়্যা'লুহ)। আল্লাহ্ শব্দের মূল অক্ষরও ا - ل - ه। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ শব্দের ধাতু হইতে সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া তৈরী হয়। অতএব উহা اسم مشتق।

---

[১] যে বিশেষ্য বা বিশেষণ না কোন শব্দ হইতে গঠিত এবং না উহা হইতে কোন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে اسم جامد বলা হয়। পক্ষান্তরে যে বিশেষ্য বা বিশেষণ অন্য শব্দ হইতে গঠিত এবং উহা হইতে অন্য শব্দ গঠিত হয় তাহাকে اسم مشتق বলা হয়।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি এইরূপ পড়িতেন ঃ

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْاِلٰهَتَكَ "আপনি কি মূসা ও তাহার গোত্রকে এমন সুযোগ দিবেন যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে বিশৃংখলা ঘটায় এবং আপনাকে আর আপনার দাসত্বকে ত্যাগ করে?"

অর্থাৎ লোকেরা ফিরআউনের দাসত্ব করিত এবং সে কাহারও দাসত্ব করিত না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)- এর কিরাআত অনুযায়ী আয়াতে الاهة অসমাপিকা ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে উহা আল্লাহ শব্দের সমধাতুজাত অসমাপিকা ক্রিয়া।

মূজাহিদও الله শব্দকে اسم مشتق বলিয়াছেন। উক্ত অভিমতের পক্ষে কেহ কেহ নিম্নের আয়াত পেশ করেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ (তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বত্রই 'আল্লাহ্'।)

উপরোক্ত মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ "তিনি সেই সত্তা যিনি গগনমণ্ডলীতেও প্রভু, পৃথিবীতেও প্রভু।"

প্রথম আয়াতে 'আল্লাহ্' শব্দটি দ্বিতীয় আয়াতে 'ইলাহ' শব্দের মতই اسم مشتق রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, উহার সহিত 'ফিস্ সামাওয়াতি' ও 'ফিল্ আরদি' স্থানবাচক শব্দদ্বয় সম্পৃক্ত হইয়াছে। ইহা اسم مشتق -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই বিখ্যাত ব্যাকরণবেত্তা খলীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الله শব্দটি পূর্বে اله ছিল উহা فعال ওযনে গঠিত শব্দ ছিল। প্রথম অক্ষর أ (হামযাহ) বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে ال যুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াই উহার নজীর হিসাবে দেখান যে, الناس শব্দটি পূর্বে اناس ছিল এবং প্রথম অক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত হইয়া তদস্থলে ال স্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি পূর্বে لاه ছিল। অধিকতর অর্থ প্রকাশার্থে উহাতে ال সংযুক্ত হইয়াছে। সিবওয়াইরও এই মত। নিম্নোক্ত পংক্তিতে উহার ব্যবহার দেখা যায় ঃ

لاه ابن عمك لا افضلت فى حسب - عنى ولا انت ديانى فتخزونى

'তোমার চাচাত ভাই (কবি নিজে) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। আমার উপর না তোমার বংশগত মর্যাদার প্রাধান্য রহিয়াছে, না কোনরূপ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাই তুমি আমাকে অপমান করিতে পার না।'

খ্যাতনামা ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফার্‌রা বলেন, الله শব্দটি পূর্বে الاله ছিল। মধ্যাক্ষর (হামযাহ) বিলুপ্ত করিয়া প্রথম ل কে দ্বিতীয় ل এর সহিত مدغم (যুক্ত) করা হইয়াছে। ফলে الاله শব্দটি الله শব্দে পরিণত হইয়াছে। যেমন لكنا هو الله ربى আয়াতের অন্তর্গত لكنا শব্দটি পূর্বে لكن انا ছিল। দ্বিতীয় শব্দের আদ্যাক্ষরটি ن এর সহিত مدغم (যুক্ত) করা

হইয়াছে; এইরূপে لكن انا শব্দটি لكنا হইয়াছে। উল্লেখ্য, হাসান উহাকে পূর্বরূপেই পড়িতেন।

اللّه শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন, اللّه শব্দটি وله শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। وله অর্থ হইল সে হয়রান পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। শব্দমূল হইল الوله অর্থাৎ হতবুদ্ধি হওয়া, বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটা। যেমন رجل واله ও امرأة ولهى او مولوهة অর্থ যথাক্রমে মরু প্রান্তরে পরিত্যক্ত হতবুদ্ধি পুরুষ ও মহিলা। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর কুল কিনারা পাইবার বিষয়ে তিনি মানুষ ও তাহার চিন্তা শক্তিকে হয়রান করিয়া দেন, তাই তাঁহার নাম اللّه হইয়াছে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুসারে اللّه শব্দটি পূর্বে الوله ছিল و অক্ষরটিকে বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে أ বসানো হইয়াছে। যেমন وشاح হইতে اشاح ও وسادة হইতে اسادة হইয়াছে। উক্ত শব্দদ্বয়ের و অক্ষরকে বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে أ বসানো হইয়াছে।

ইমাম রাযী বলেন, কাহারও কাহারও মতে اللّه শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে الهت الى فلان আমি অমুকের নিকট গিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি, কিংবা আমি অমুকের নিকট বসবাস করিয়াছি অথবা আমি অমুকের নিকট স্থিতি লাভ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা সচ্চিনানন্দ সত্তা, সকল গুণের পূর্ণ রূপের তিনি একক অধিকারী। মানুষের আত্মা এবং তাহার বুদ্ধি-অনুভূতি সেই সর্বগুণাকার পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার স্মরণ ভিন্ন অন্য কিছুতেই শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। তাই তাঁহার নাম اللّه হইয়াছে। নিম্নের আয়াতে ইহার সমর্থন মিলে।

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ 'শুনিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।'

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, اللّه শব্দটি لاه - يلوه - لاه ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। لاه অর্থ সে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্‌র পূর্ণ স্বরূপের উপলব্ধি দৃষ্টির নাগালের বাহিরে অবস্থিত, তাই তাঁহার নাম اللّه হইয়াছে।

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন- কেহ কেহ বলেন, اللّه শব্দ اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الفصيل أو لع بامه অর্থ শাবক উহার মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে কিংবা শাবক উহার মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।' যেহেতু বান্দা সর্বাবস্থায় বিনয় ও কান্নাকাটির সহিত আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে ছুটিয়া যায় এবং তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরে, তাই তাঁহার নাম اللّه হইয়াছে।

ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, اللّه শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الرجل يأله অর্থ লোকটি তাহার উপর আপতিত বিপদে ভীত হইয়া পড়িয়াছে, অতঃপর অমুক তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে اله ক্রিয়াটি 'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ভীত হওয়া' ও 'বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে যাবতীয় বিপদ হইতে আশ্রয় প্রদান করেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلَايُجَارُ عَلَيْهِ 'নিশ্চয় তিনি আশ্রয় প্রদান করেন 'এবং তাঁহার অমতে কেহ কাহাকেও আশ্রয় প্রদান করিতে পারে না।' তেমনি সকল দান ও নি'আমাত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আসে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ 'অনন্তর তোমাদের নিকট বর্তমান সকল নি'আমাতই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আসে।' আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে রিযিক দান করেন। তাই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَايُطْعَمُ 'তিনিই খোরাক দেন এবং তাঁহাকে কেহ খোরাক দেয় না।'

সকল বস্তু ও ঘটনার স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি বলেন ঃ

قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ 'বল, সবই আল্লাহ্র তরফ হইতে হয়।'

এক কথায় আল্লাহ্ তা'আলাই সকল সৃষ্টিকে বিপদে-বিপাকে আশ্রয় দেন এবং সর্বাবস্থায় প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করেন। তাই তাঁহার নাম اللّٰه হইয়াছে।

ইমাম রাযীর ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, اللّٰه শব্দটি নিশ্চিতরূপে اسم غير مشتق যাহা অন্য কোন শব্দ হইতে গঠিত নহে। প্রসিদ্ধ ব্যাকারণবিদ খলীল ও সিবওয়াই এবং অধিকাংশ ফকীহ্ ও ফিকাহ্র নীতি নির্ধারক বিশেষজ্ঞদের অভিমত উহাই। ইমাম রাযী উক্ত অভিমতের সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে উহার কয়েকটি প্রমাণ পেশ করিতেছি।

এক- اللّٰه শব্দটি اسم مشتق হইলে উক্ত শব্দে নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের অধিকারী সকল বস্তু বা ব্যক্তি اللّٰه নামে অভিহিত হইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত নামে অভিহিত নহে, হইতে পারে না।

দুই- আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নাম اللّٰه নামের গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন আমরা বলি, আল্লাহ্ তা'আলা الرحمن। তিনি الرحيم। তিনি الملك। তিনি القدوس। ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত হয় اللّٰه শব্দটি اسم مشتق নহে।

তিন- আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ اللّٰه নামে অভিহিত নহে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বলেন ঃ

هَلْ تَعْلَمُ لَه سَمِيًّا 'তুমি কি তাঁহার নামসম্পন্ন অন্য কাহাকেও জান?'

ইহাতেও প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে মুশতাক নহে। ইমাম রাযী বলেন ঃ اللّٰه العزيز الحميد (মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রশংসিত সত্তা আল্লাহ্) আয়াতাংশের অন্তর্গত اللّٰه শব্দটিকে কেহ কেহ اعراب الجر (সম্বন্ধকারকের) বিভক্তি দিয়া পড়েন। সেই ভিত্তিতে তাহারা বলে, এখানে اللّٰه শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দের বিশেষণ হইয়াছে। ইহা اسم مشتق -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আল্লাহ্ শব্দটি اسم مشتق বটে। ইমাম রাযী বলেন, ইহা ঠিক নহে। কারণ, এখানে اللّٰه শব্দটি বিশেষণ নহে; বরং عطف البيان (পূর্ববর্তী শব্দের পরিচায়ক

সংযোজিত শব্দ)। সুতরাং এই আয়াতাংশ দ্বারা الله শব্দের اسم مشتق হওয়া প্রমাণিত হয় না।

আমার (ইব্ন কাছীর) মতে الله শব্দের اسم جامد হইবার পক্ষে ইমাম রাযীর উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ সবল নহে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইমাম রাযী বলিয়াছেন- কেহ কেহ বলেন الله শব্দটি আরবী নহে, হিব্রু শব্দ। তিনি এই মতকে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলেন। আমার (ইব্ন কাছীর) মতেও উহা দুর্বল ও বর্জনীয় বটে।

ইমাম রাযী বলেন ঃ জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে। এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত ও পরিচয়ের মহাসমুদ্রে পৌঁছিয়া তথায় বিচরণ ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহারা আল্লাহ্র নূর ও জ্যোতির জগতে মহা সুখে ঘুরিয়া বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাত হইতে বঞ্চিত থাকিয়া বিভ্রান্তির অন্ধকারে হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দুই শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের দুই মেরুতে অবস্থান করিলেও একটি বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য রহিয়াছে। উহা এই যে, উভয় শ্রেণীই আধ্যাত্মিক জগতে ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রহিয়াছে। তবে এক শ্রেণীর জন্য সেই পরিক্রমা ও ঘূর্ণন সুখকর; আরেক শ্রেণীর জন্য দুঃখজনক। ইমাম রাযীর মতে উপরোক্ত কারণে وله ক্রিয়া হইতে الله নামটি সৃষ্টি হওয়াও যুক্তিযুক্ত।

ব্যাকরণবেত্তা খলীল ইব্ন আহমদ বলেন, الله শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, সকল সৃষ্টি তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি لاه ক্রিয়া হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। لاه অর্থ সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে বা সে উপরে উঠিয়াছে। لاهت الشمس অর্থ সূর্য উপরে উঠিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সর্বগুণে সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ আছেন, তাই তাঁহার নাম আল্লাহ্ হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, الله শব্দটি اله ক্রিয়া হইতে গঠিত হইয়াছে। اله الرجل অর্থ লোকটি অমুককে প্রভু বানাইয়াছে কিংবা লোকটি দাসত্ব করিয়াছে অথবা লোকটি অনুগত হইয়াছে। তেমনি تاله الرجل অর্থ লোকটি কুরবানী করিয়াছে কিংবা লোকটি ইবাদত করিয়াছে অথবা লোকটি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির দাসত্ব, আনুগত্য, ইবাদত ও কুরবানী পাইবার যোগ্য, তাই তাঁহার নাম আল্লাহ্ হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) পড়িতেন ঃ

وَيَذَرَكَ وَ اِلَاهَتَكَ তাঁহার পাঠ অনুসারে উক্ত আয়াতাংশে যে الاهة উহা اله (সে ইবাদত করিয়াছে) সমাপিকা ক্রিয়াটির অসমাপিকা রূপ। 'আল্লাহ্' শব্দটি পূর্বে 'আল্ ইলাহ' ছিল ইহার শব্দমূল أ - ل - ه (হামযাহ-লাম-হা)। আদ্যাক্ষর হামযাহ বিলুপ্ত করিয়া অতিরিক্ত ال এর ل বর্ণটি শব্দমূলের দ্বিতীয় বর্ণ ل এর সহিত সংযুক্ত (مدغم) করা হইয়াছে। ফলে الاه শব্দটি اله হইয়াছে। অতঃপর সম্মানার্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত লাম বর্ণের পূর্বে অতিরিক্ত লাম বসাইয়া الله করা হইয়াছে।

الرحمن الرحيم-এর তাৎপর্য

الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয় رحمة (সদয় হওয়া, কৃপাকারী) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। উভয় শব্দই اسم فاعل مبالغه (আধিক্যবোধক বিশেষ্য বা বিশেষণ)। তবে الرحمن হইতে ব্যাপকতর আধিক্য প্রকাশ পায়। ইমাম ইব্ন জারীরের একটি উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, বিশেষজ্ঞদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উভয় শব্দই اسم فاعل مبالغة শ্রেণীভুক্ত এবং প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থ রহিয়াছে। অন্য এক বিশেষজ্ঞও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন, الرحمن অর্থ ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে অতিশয় করুণা বর্ষণকারী এবং الرحيم অর্থ হইতেছে পরকালে অশেষ করুণা বর্ষণকারী।

কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم جامد কারণ, উহা اسم مشتق হইলে উহার সহিত مرحوم (কৃপাপ্রাপ্ত) ব্যক্তিরও উল্লেখ ঘটিত। অবশ্য الرحيم শব্দের সহিত مرحوم ব্যক্তিদের উল্লেখ ঘটিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا এই আয়াতাংশে رحيم এর مرحوم হইল মু'মিনীন।

ইবনুল আম্বারী তাঁহার الزاهر গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ মুবার্রাদের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, الرحمن আরবী শব্দ নহে; হিব্রু শব্দ।

আবূ ইসহাক আয্ যাজ্জাজ স্বীয় 'মাআনিল কুরআন' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া বলেন, الرحيم শব্দটি আরবী এবং الرحمن শব্দটি হিব্রু। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শব্দ একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন।' অতঃপর আবূ ইসহাক মন্তব্য করেন, উক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় যে اسم مشتق শ্রেণীভুক্ত ইমাম তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত ও তৎকর্তৃক সহীহ্ আখ্যায়িত নিম্নোক্ত হাদীসই তাহার প্রমাণ ঃ

হযরত আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'আমার নাম الرحمن (করুণাময়), আমি الرحم (জরায়ু) সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহা হইতে আমার একটি নাম গঠন করিয়াছি। যে ব্যক্তি الرحم-এর সম্পর্ক (রক্ত-সম্পর্ক) অক্ষুণ্ন ও অবিচ্ছিন্ন রাখিবে, আমি তাহার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিব।'

ইমাম কুরতুবী বলেন, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য শব্দদ্বয় اسم مشتق শ্রেণীভুক্ত। অতএব এ সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। তিনি আরও বলেন, আরবরা যে الرحمن নামটি তাহাদের কাছে অপরিচিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল, উহা শব্দটির আরবী শব্দ না হওয়ার ব্যাপার নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলার الرحمن নাম হওয়ার ব্যাপারটি। আল্লাহ্র গুণবাচক নামসমূহ সম্পর্কে তাহাদের সম্যক জ্ঞান

ছিল না। এই ব্যাপারে তাহারা ছিল অজ্ঞ ও মূর্খ। ইমাম কুরতুবী আরও বলেন ঃ الرحمن ও الرحيم। এই উভয় শব্দের অর্থ একই। যেমন ندمان (সহচর, বন্ধু) ও نديم (সহচর, বন্ধু) উভয় শব্দের একই অর্থ।

কেহ কেহ বলেন, فعلان ও فعيل এই দুই ওযনের শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। প্রথমোক্ত ওযনের শব্দ শুধু ক্রিয়ার আধিক্যমূলক কর্তৃবাচক বোধক اسم فاعل مبالغه হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন رجل غضبان (অতিশয় রাগান্বিত ব্যক্তি)। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ওযনের শব্দ কখনও কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم فاعل) এবং কখনও কর্মবাচ্যে বিশেষ্য বা বিশেষণ (اسم مفعول) হয়।

আবূ আলী ফারেসী বলেন, الرحمن শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহার অর্থ মু’মিন-কাফির সকলের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। উহা আল্লাহ্ তা‘আলার সার্বজনীন ও সর্বশ্রেণীর করুণার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে الرحيم শব্দ শুধু মু’মিনের প্রতি করুণা বর্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ‘অনন্তর তিনি মু’মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।’

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য শব্দদ্বয় কৃপামূলক দুইটি শব্দ (رقيقان) উহাদের একটি অপরটি অপেক্ষা অধিকতর কৃপামূলক (ارق)।

খাত্তাবী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত ارق শব্দের প্রয়োগের যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সম্ভবত এরূপ স্থলে ارق শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; বরং তিনি ارفق শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্নোক্ত হাদীসেও অনুরূপ স্থলে ارفق শব্দের সমধাতুজাত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলার নাম رفيق (বিনম্র)। তিনি সকল কাজে رفق (বিনয়) পছন্দ করেন। তিনি কঠোরতায় যাহা দান করেন না, বিনয়ে তাহা দান করেন।’

ইব্ন মুবারক বলেন, الرحمن শব্দের অর্থে এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় যাহার নিকট কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি কৃপা প্রদর্শন করেন। পক্ষান্তরে الرحيم শব্দের দ্বারা এরূপ কৃপাপরায়ণকে বুঝায় কৃপা প্রার্থনা না করিলে যিনি অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট কৃপা প্রার্থনা না করিলে যে তিনি অসন্তুষ্ট হন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ফারেসী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে তাহা বিবৃত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করে না, তিনি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।’

জনৈক কবি বলেন ঃ

الله يغضب ان تركت سؤاله - وبنى ادم حين يسئل يغضب

“আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট তুমি না চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন আর মানুষের নিকট চাহিলে সে অসন্তুষ্ট হয়।”

আযরামী হইতে ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্ন যুফার, আস্ সুরী ইব্ন ইয়াহিয়া তামিমী এবং ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আযরামী বলেন, الرحمن হইলেন সকল সৃষ্টির প্রতি কৃপাপরায়ণ। পক্ষান্তরে الرحيم হইলেন মু'মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ। বিশেষজ্ঞগণ উপরোক্ত বিশ্লেষণের সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمٰنُ 'অতঃপর 'রহমান' পূর্ণ পরাক্রমে আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى 'রহমান পূর্ণ পরাক্রমে আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ الرحمن শব্দের সহিত الاستوى (পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া) শব্দ উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, الرحمن হিসাবে তাঁহার অনুগ্রহ সকল সৃষ্টিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا 'তিনি মু'মিনদের প্রতি রহীম (কৃপাপরায়ণ)।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা الرحيم শব্দের সহিত শুধু মু'মিনদের উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, الرحيم হিসাবে তাঁহার রহমত শুধু মু'মিনদের প্রতি অবতীর্ণ হয়।

উপরোল্লিখিত দ্বিবিধ প্রয়োগ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, الرحمن শব্দ الرحيم হইতে অধিকতর مبالغه বা আধিক্যবোধক। কারণ الرحمن হইলেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সকল সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। পক্ষান্তরে الرحيم শুধু মু'মিনদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।

তবে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত দোয়ায় রহিয়াছে ঃ

رحمن الدنيا والاخرة ورحيمها

'দুনিয়া ও আখিরাত উভলোকের রহমান ও উহার রহীম।' الرحمن নামটি শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই নাম। সৃষ্টির কেহই উক্ত নামে আখ্যায়িত নহে।

এ সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى 'তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্ নামে ডাক আর আর রহমান নামে ডাক, যে নামেই ডাক না কেন, অনন্তর তাঁহার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يَّعْبُدُوْنَ -

'তোমার পূর্বে আমি যে সকল রাসূল পাঠাইয়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, আমি কি আর-রহমানের পরিবর্তে অন্য মা'বূদগুলি নিযুক্ত করিয়াছি?'

মিথ্যাবাদীকুল শিরোমণি মুসাইলামা নিজকে ইয়ামামা অঞ্চলের 'আর-রহমান' আখ্যায়িত করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে 'কায্‌যাব' নামে কুখ্যাত করিয়াছেন। মানুষ তাহাকে 'মুসায়লামাতুল কায্‌যাব' নামে স্মরণ করিয়া থাকে। আরবে তাহার নাম সর্বত্র মিথ্যাবাদীর উপমায় প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কেহ কেহ আবার বলেন, الرحيم। শব্দটি الرحمن। শব্দ হইতে আধিক্যবোধক শব্দ। কারণ الرحمن। শব্দের তাকীদ (التاكيد) হিসাবে الرحيم। শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা সুপরিজ্ঞাত ব্যাপার যে, দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটি যদি অপরটির তাকীদের জন্য আসে, তাহা হইলে তাকীদের জন্য ব্যবহৃত বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকে।

মূলত উক্ত অভিমত ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে الرحيم। শব্দটি الرحمن। শব্দটির শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। বরং উহা صفت (গুণবাচক শব্দ) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। صفت গুণ موصوف (গুণান্বিত) একে অপরের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজনীয় নহে।

الله। শুধু মহা বিশ্বের মহান প্রভুর নাম। সৃষ্টির কেহই এই নামে অভিহিত নহে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নামসমূহের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম উক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও الرحمن। নামে অভিহিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (ইহাতে বুঝা যায়, الله। নামের মত الرحمن। নামেও শুধুমাত্র তিনিই অভিহিত হইতেন।)

মুসাইলামাতুল কায্‌যাব নিজকে الرحمن। নামে অভিহিত করিলেও তাহার অনুসারী পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কেহই উহা স্বীকার করে নাই। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা الله। নামের অব্যবহিত পরেই الرحمن। নামটি উল্লেখ করিয়াছেন।

الرحيم। আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কাহাকেও অভিহিত করা যাইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

'নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল আগমন করিয়াছে। তোমাদের অনভিপ্রেত বিষয়গুলি সেই রাসূলের নিকট কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। সে তোমাদের অত্যন্ত অভিলাষী, মু'মিনদের প্রতি সে বড়ই স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু (রহীম)।

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নামেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ অভিহিত হইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ - فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

'নিশ্চয় আমি মানুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য (নর-নারীর) মিশ্র শুক্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাকে سميع (শ্রবণকারী) ও بصير (দর্শনকারী) বানাইয়াছি।

বিসমিল্লাহর ভিতর আর-রহমান নামের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা 'আর-রহীম' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পাকের নামসমূহ দুই প্রকারে বিভক্ত। এক প্রকারের নাম শুধু তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেহ এই নামে অভিহিত হইতে পারে না। যেমন আল্লাহ্, আর-রহমান, আল্-খালিক, আর্-রাযিক প্রভৃতি নাম। আরেক প্রকারের নামের প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। এই প্রকারের নামে অন্য কেহও অভিহিত হইতে পারে। বলাবাহুল্য যে, শেষোক্ত নামসমূহ হইতে প্রথমোক্ত নামসমূহ অধিকতর খ্যাত ও মর্যাদাসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নাম। ব্যবহারের ক্ষেত্রে নামের খ্যাতি ও মর্যাদার ভিত্তিতে উহার বিন্যাস বাঞ্ছনীয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বাক্যটিতে প্রথমে 'আল্লাহ্, তারপর 'আর-রহমান' ও শেষে 'আর-রহীম' নামটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, الرحمن নামে যেহেতু الرحيم হইতে গুণের আধিক্য বিদ্যমান, তথাপি الرحيم নামটি উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল কিসে? ইহার ভিতরে কি অন্য কোন রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে?

আতা খোরাসানী হইতে ইমাম ইব্ন জারীর উক্ত প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলার কোন সৃষ্টির জন্য الرحمن নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন সৃষ্টি উক্ত নাম গ্রহণ করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে 'আর-রহমান' নামের পরে 'আর-রহীম' নাম উল্লেখ করিয়া দ্বৈত ব্যবহারের মাধ্যমে নামটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। এখন এই নামে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য আর কাহাকেও বুঝাইবে না এবং অন্যের জন্য এই বিশিষ্ট নাম ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইল।' আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই 'আর-রহমান' নামটি আরবদের নিকট অপরিচিত ছিল। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করিবার কালে নবী করীম (সা) যখন হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন লিখ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তখন কাফির আরবরা বলিয়া উঠিল, আমরা 'আর-রহমান' চিনি না, 'আর-রহীম'ও চিনি না। নিম্নোক্ত আয়াতও কাফিরদের এই অজ্ঞতার সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا مَا الرَّحْمٰنُ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا -

"অতঃপর যখন অহাদের বলা হয়, তোমরা 'আর-রহমান'-কে সিজদা কর, তখন তাহারা বলে, 'আর-রহমান' কি বস্তু? তুমি যাহাকে সিজদা করিতে বলিবে আমরা কি তাহাকেই সিজদা করিব? অনন্তর তাহাদের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়।"

কোন কোন বর্ণনায় আছে কাফিররা বলিত, আর রহমান বলিতে আমরা তো শুধু ইয়ামামার আর-রহমানকে জানি।

আরবদের নিকট الرحمن । নামের এই অপরিচিতির কারণে বিসমিল্লাহ শরীফে উহার সহিত الرحيم । নাম জুড়িয়া দেওয়া হয়। তবে আরবদের নিকট الرحمن । নামটি অপরিচিত ছিল এই তথ্যটি সঠিক বলিয়া মানা যায় না। মূলত উক্ত নাম তাহাদের অবিদিত ছিল না। অবশ্যই তাহারা উহা জানিত। তথাপি সত্যের প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাহারা না জানার ভান করিত। জাহেলী যুগের কবিতায় তাহারা আল্লাহ্‌কে আর-রহমান নামে আখ্যায়িত করিত। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন, জাহেলী যুগের জনৈক কবির নিম্ন পংক্তিতে উহার প্রমাণ মিলে ঃ

الا ضربت تلك الفتاة هجينها - الا قضب الرحمن ربى يمينها

"সেই যুবতী কেন সেই হীনমনা লোকটিকে মারিল না? আমার প্রতিপালক প্রভু 'আর-রহমান' তাহার দক্ষিণ হস্ত কেন কর্তন করিলেন না?" অনুরূপ সালামা ইব্‌ন জুন্দুব নামক জাহেলী যুগের জনৈক কবির রচনায় দেখিতে পাই ঃ

عجلتم علينا اذ عجلنا عليكم - وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق

"আমরা তোমাদের উপরে যেরূপ ত্বরিত হামলা করিয়াছি, তেমনি তোমরাও আমাদের উপরে ত্বরিত হামলা করিয়াছ। অবশ্য 'আর-রহমানের' ইচ্ছায়-ই দৃঢ়তা বা শৈথিল্য ঘটিয়া থাকে।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যাহ্‌হাক, আবূ রওক, বিশার ইব্‌ন আম্মারা, উসমান ইব্‌ন সাঈদ, আবূ কুরাইব এবং ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

الرحمن । শব্দটি الفعلان । ওযনে সৃষ্ট। উহা الرحمة । শব্দ হইতে সংগঠিত। আরবী ভাষায় উহার প্রচলন রহিয়াছে। الرحيم - الرحمن । শব্দদ্বয়ের অর্থ হইতেছে, 'তিনি যাহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও রহমত বর্ষণ করিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতিশয় কৃপাপরায়ণ ও রহমত বর্ষণকারী। তেমনি তিনি যাহার প্রতি কঠোর ও শক্ত ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহার প্রতি অতি কঠোর ও শক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি নামের তাৎপর্য অনুরূপ হইবে।"

হযরত হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে 'আওফ, হাম্মাদ ইব্‌ন মাস'আদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

হযরত হাসান বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কাহাকেও الرحمن । নামে অভিহিত করা নিষিদ্ধ।'

হযরত হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আশহাব, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, আবূ সাঈদ ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল কাত্তান এবং ইমাম ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'আর-রহমান' নাম ধারণ করা কোন মানুষের জন্য বৈধ নহে। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত নাম শুধু নিজের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।"

হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত অংশ নিম্নে বর্ণিত নিয়মে প্রত্যেক আয়াতের শেষ ও শুরুর বর্ণকে পৃথক রাখিয়া তিলাওয়াত করিতেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -

এখানে তিনি বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ মীমকে আলহামদু শব্দের হামযাহ হইতে পৃথক করিয়া তিলাওয়াত করিতেন।

একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত নিয়মেই পড়েন। আরেক দল কিরআত বিশেষজ্ঞ الرحيم শব্দের 'মীম' শব্দকে الحمد শব্দের হামযাহর সহিত মিলাইয়া পড়েন। তাহার দুইটি অস্বরান্তিক ব্যঞ্জন বর্ণের পরস্পর সন্নিহিত হইবার কারণে 'মীম' বর্ণটিকে 'যের' দিয়া পড়েন। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। কূফাবাসীর মাধ্যমে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ 'কাসাঈ' বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন কোন আরব বিশেষজ্ঞ বিসমিল্লাহ শরীফের শেষ 'মীম'কে যবর দিয়া এবং 'আলহামদু' শব্দের হামযাহকে উহ্য করিয়া পড়েন। তাহারা 'মীম' বর্ণকে 'সাকিন' করিয়া হামযাহ বর্ণের যবরকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন। যেমন ঃ الم - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ।

এখানে الله শব্দের হামযার যবরকে الم আয়াতের মীমে স্থানান্তরিত করিয়া উক্তরূপে পড়া হয়।

ইব্ন আতিয়্যা অবশ্য বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কেহ উক্ত আয়াত দুইটি উপরোক্ত নিয়মে পড়েন নাই।

সূরা আল্-ফাতিহার তাফসীর শুরু

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১. যাবতীয় প্রশংসা বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

তাফসীর ঃ বিখ্যাত সাতজন কিরাআত বিশেষজ্ঞের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের الحمد শব্দের 'দাল' বর্ণে 'পেশ' (হরকত) হইবে। বাক্য বিচারে উহা বাক্যের উদ্দেশ্য অংশ। সুফিয়ান ইব্ন 'উয়ায়না ও রূবাহ ইব্ন 'আজ্জাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা বলেন, الحمد পদে এখানে কর্মকারকের বিভক্তি হিসাবে 'যবর' হইবে। উহার পূর্বে কোন অসমাপিকা ক্রিয়া উহ্য রহিয়াছে এবং الحمد পদটি উহারই কর্মকারক হইয়াছে।

ইব্ন আবূ আবালাহ এইরূপে পড়িতেন ঃ اَلْحَمْدُ لُلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তিনি الحمد পদের د বর্ণের পেশ হরকতের সহিত সাদৃশ্য বিধানের জন্য لله পদদ্বয়ের প্রথম ل বর্ণে 'পেশ' দিয়া পড়িতেন। আরবী ভাষায় অনুরূপ সাদৃশ্য বিধানের একাধিক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু এখানে উপরোক্ত নিয়মে পাঠ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের পাঠের পরিপন্থী।

হযরত হাসান ও হযরত যায়দ ইবাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা لله পদের প্রথম লামের হরকতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার্থে الحمد পদের শেষ বর্ণ দালে যের দিয়া নিম্নরূপ পড়িতেন ঃ اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কারণ, তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অসংখ্য নি'আমাত ও অবদানে বিভূষিত ও ধন্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইবাদতের জন্য এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালনের জন্য স্বীয় বান্দাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৈকল্যহীন ও কার্যোপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহাদের বিশ্বময় রূযী ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিকট

তাহাদের প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদিগকে অগণ্য ও অপরিমেয় সুখকর নি'আমাত ভোগ করাইতেছেন। যে আলোকময় পথে চলিলে মানুষ আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে, স্বীয় কৃপাপরায়ণতার কারণে তিনি তাহাদিগকে সেই পথ দেখাইয়াছেন। এরূপ অজস্র নি'আমাত দ্বারা তিনি মানুষকে লালন-পালন করিতেছেন। তাঁহার নি'আমাতের সংখ্যা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ গুনিয়া শেষ করিতে পারে না। এইসব নি'আমাত দানের ক্ষেত্রে তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার যে সকল সৃষ্টিকে মানুষ মা'বূদ বানাইয়া লইয়াছে, তাহাদেরও সেক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। তেমনি মানুষ যাহাদের মা'বূদ বানায় নাই তাহাদেরও উহাতে কোন কৃতিত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। এইসব নি'আমাত শুধু একক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দাগণের প্রতি প্রেরিত হইয়াছে। তাই সকল প্রশংসা সকল সময়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন, الحمد لله বাক্য দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে নিজের প্রশংসা করিয়া পরোক্ষভাবে স্বীয় বান্দাগণকে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতে নির্দেশ দিয়েছেন। উহা দ্বারা যেন তিনি বলিতেছেন, তোমরা বল, الحمد لله.

ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, الحمد لله বাক্যটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সকল মহৎ গুণের কারণে সকল প্রশংসা তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পক্ষান্তরে الشكر لله বাক্যের তাৎপর্য এই যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত সমূহের কারণে সকল প্রশংসা তাঁহার জন্য নিবেদিত।' ইমাম ইব্ন জারীর এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন—'সকল আরবী ভাষাবিদ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয়কে সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।' সূফী সম্প্রদায়ের ইমাম জা'ফর সাদিক (র) হযরত ইব্ন 'আতা (র) ও সালমী উক্ত শব্দদ্বয় সম্বন্ধে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, প্রত্যেক شاكر-ই الحمد لله বলিতে পারে। অর্থাৎ الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক।

ইমাম কুরতুবী ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে বলিয়াছেন, الحمد لله شكرا বাক্যটি শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এখানেও الحمد ও الشكر শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, شكرا শব্দটি এবং উহার উহ্য সমাপিকা ক্রিয়ার সমন্বয়ে গঠিত বাক্যটি الحمد لله বাক্যের তাকীদ অথবা তাফসীরের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমার (ইব্ন কাছীর) মতে, ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, পরবর্তী যুগের বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ এই অভিমত পোষণ করেন যে, الحمد শব্দের তাৎপর্য হইতেছে কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন দক্ষতা বা নৈপুণ্যের কারণে অথবা অপরের প্রতি তৎকর্তৃক প্রদত্ত নি'আমতের কারণে কথার মাধ্যমে উক্ত সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা তাহার প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। পক্ষান্তরে الشكر শব্দের তাৎপর্য হইতেছে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষ হইতে অপরের প্রতি প্রদত্ত নি'আমতের কারণে মন, মুখ অথবা অন্য কোন অঙ্গের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে প্রশংসা করা অথবা উক্ত সত্তার প্রতি নিবেদিত প্রশংসা। কবি বলেন ঃ

افادتكم النعماء منى ثلاثة - يدى ولسانى وضميرى المحجبا

'আমার তিনটি অঙ্গ তোমাদিগকে নি'আমত দান করিয়াছে; আমার হস্ত, আমার জিহ্বা ও আমার অদৃশ্য অন্তর।'

الحمد ও الشكر শব্দদ্বয়ের কোন্‌টির অর্থ ব্যাপকতর সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, 'আলহামদু'র অর্থ 'আশ্‌শুকরো' হইতে ব্যাপকতর। আরেক দল বলেন, 'আশ্ শুকরোর অর্থ আলহামদু হইতে ব্যাপকতর। তবে সঠিক কথা এই যে, উহার কোনটির অর্থই অন্যটি হইতে সার্বিকভাবে ব্যাপকতর নহে; বরং উহাদের প্রত্যেকটির অর্থই অপরটির অর্থ অপেক্ষা এক দিক দিয়া ব্যাপকতর এবং অন্য দিক দিয়া সংকীর্ণতর। (আরবী ভাষায় দুই শব্দার্থের এই সম্পর্ককে বলে 'নি'সবাতুল উমূম ওয়াল খুসূস'।) যেই কারণে কাহারও প্রতি الحمد বা الشكر নিবেদিত হয়, সেই কারণের বিবেচনায় الحمد শব্দের অর্থ الشكر শব্দের অর্থ হইতে ব্যাপকতর। কারণ, কোন ব্যক্তি বা সত্তার অন্তর্নিহিত গুণ কিংবা অপরের প্রতি তাহার প্রদত্ত নি'আমতের কারণে তাহার প্রতি হামদ নিবেদিত হয়। পক্ষান্তরে শোকর নিবেদিত হয় কেবলমাত্র শেষোক্ত কারণে। পক্ষান্তরে যে সব অঙ্গের মাধ্যমে কাহারও প্রতি শোকর বা হামদ নিবেদিত হয়, সেই অঙ্গসমূহের বিবেচনায় শোকর হামদ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ শোকর আদায়ে হস্ত, অন্তর, জিহ্বার যে কোন অঙ্গ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু হামদ আদায়ে শুধুমাত্র জিহ্বা কাজে আসে। আবার কাহারও বদান্যতার কারণে যেরূপ হামদ ব্যবহৃত হয়, তেমনি তাহার অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্যও হামদ ব্যবহার করা যায়। অথচ শোকর কেবল কাহারও বদান্যতার কারণে আদায় করা যায়, কিন্তু কাহারও অশ্ব চালনায় নৈপুণ্যের জন্য করা যায় না। পরবর্তী যুগের জনৈক বিশেষজ্ঞের লিখিত অভিমতের ইহাই সারকথা। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ নসর ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ জওহরী বলেন, الحمد (প্রশংসা) শব্দটি الذم (নিন্দা) শব্দের বিপরীতার্থক। ক্রিয়া রূপ حمد (সে প্রশংসা করিয়াছে), يحمد (সে প্রশংসা করে বা করিবে) الحمد - المحمدة (প্রশংসা করা), محمود - حميد (প্রশংশিত) التحميد (অধিক প্রশংসা করা)। الحمد শব্দের অর্থ الشكر শব্দের অর্থ হইতে ব্যাপকতর। الشكر শব্দের তাৎপর্য হইতেছে উপকারীর উপকারের কারণে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করা। অথবা উপকারীর উপকারের প্রতি আদায়কৃত কৃতজ্ঞতা। যেমন شكرته (আমি তাহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়াছি) এবং شكرت له (আমি তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়াছি) এই উভয়বিধ প্রয়োগই শুদ্ধ। তবে শেষোক্ত প্রয়োগে অধিকতর ব্যঞ্জনা-নৈপুণ্য বিদ্যমান। পক্ষান্তরে المدح (প্রশংসা করা) শব্দটির অর্থ الحمد শব্দের অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর। কারণ, জীবিত, মৃত, প্রাণী, অপ্রাণী সকলের প্রতিই উপকারের পূর্বে কি পরে সকল অবস্থায়ই এবং ব্যক্তির নৈপুণ্য-দক্ষতা কিংবা অপরের প্রতি কৃত উপকার ইত্যাকার সকল কারণেই المدح (প্রশংসা) প্রযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে الحمد অপ্রাণীর প্রতি নহে, বরং শুধু প্রাণীর প্রতি এবং মৃতের প্রতি নহে, বরং শুধু জীবিতের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

'আল্‌হাম্‌দু'র তাৎপর্য

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মালীকাহ, হাজ্জাজ, হাফ্‌স্‌, আবূ আম্মার আল কাতীঈ, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমরা سبحان الله ও لا اله الا الله -এর তাৎপর্য জানি, কিন্তু الحمد لله এর তাৎপর্য কি? ইহাতে হযরত আলী (রা) বলিলেন, 'উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নিজের জন্য মনোনীত ও তাঁহার মনঃপূত একটি বাক্য।'

উক্ত রিওয়ায়েতকে অন্যতম রাবী হাফ্‌স হইতে আবূ মুআম্মার ভিন্ন অন্য এক রাবী এইরূপ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত উমর (রা) একদিন হযরত আলী (ক) সহ অন্যান্য সঙ্গীদের বলিলেন, আমরা سبحان الله ও لا اله الا الله এবং الله اكبر -এর তাৎপর্য জানি; কিন্তু الحمد لله -এর তাৎপর্য কি? তখন হযরত আলী (ক) বলিলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিজের জন্য মনোনীত ও মনঃপূত একটি বাক্য। উহা পাঠ করা তাঁহার নিকট প্রিয় কার্য।

ইউসুফ ইব্‌ন মিহির হইতে আলী ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন জাদ'আন বর্ণনা করেন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ الحمد لله কৃতজ্ঞতা প্রকাশক একটি বাক্য। বান্দা যখন বলে الحمد لله তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় করিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিমও এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত যাহ্‌হাক, আবূ রওক, বিশ্‌র ইব্‌ন আম্মারাহ প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত আব্বাস (রা) বলেন, الحمد لله হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁহার সৃজন, পথ প্রদর্শন ইত্যাকার নি'আমাত সমূহের জন্য শোকর আদায়।'

কা'ব আহবার বলেন, الحمد لله হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

যাহ্‌হাক বলেন الحمد لله হইল আল্লাহ্ তা'আলার চাদর। এই মর্মে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

হাকাম ইব্‌ন উমায়র (রা) হইতে ক্রমাগত মূসা ইব্‌ন আবূ হাবীব, মূসা ইব্‌ন ইবরাহীম, বাকীয়্যা ইব্‌ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্‌ন আমর সুকূনী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তুমি বল, الحمد لله رب العالمين তখন তুমি উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শোকর আদায় কর। উহার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে আরও নি'আমাত দিবেন।'

'হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, আওফ, রওহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রসংশাসূচক একটি কবিতা রচনা করিয়াছি। উহা

কি আপনাকে শুনাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন, শুনিয়া রাখ, তোমার প্রতিপালক প্রভু প্রশংসা পছন্দ করেন।

হযরত আসওয়াদ ইব্ন সারী' (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, ইউনুস ইব্ন উবায়দ, ইব্ন আলীয়্যা, আলী ইব্ন হাজার ও ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ক্রমাগত তালহা ইব্ন ফারাশ, মূসা ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন কাছীর প্রমুখ বর্ণনাকারীর সূত্রে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম যিকর হইতেছে, لا اله الا الله এবং শ্রেষ্ঠতম দোয়া হইল الحمد لله।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে মাত্র একটি সূত্রে বর্ণিত বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য হাদীস حديث حسن صحيح বলেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন – নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও কোন নি'আমাত দান করিবার পর যদি সে বলে, الحمد لله। তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাহাকে তৎকর্তৃক প্রত্যাহৃত নি'আমাত হইতে উৎকৃষ্ট নি'আমাত দান করেন।'

হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ও 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের কাহারও অধিকারে যদি দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদ আসিয়া যায়, অতঃপর সে বলে, الحمد لله। তাহা হইলে তাহার الحمد لله উক্ত ধন-সম্পদ হইতে মূল্যবান হইবে।'

কুরতুবী প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ তাহার 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা তাহার প্রাপ্ত পার্থিব ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইবে। কারণ, পার্থিব সম্পদ স্থায়ী নহে, উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে আলহামদু লিল্লাহর নেকী ও সওয়াব স্থায়ী, উহা ধ্বংস হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً -

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধু পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ। পক্ষান্তরে তোমার প্রভুর কাছে পুরস্কার ও ভাল আশার ক্ষেত্রে স্থায়ীত্বশীল নেককার্য উত্তম।"

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদের বলেন, একদা আল্লাহ্ তা'আলার জনৈক বান্দা বলিল, يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِىْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ -

(হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তোমার মহা পরাক্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি যেরূপ 'হাম্দ'-এর যোগ্য তোমার প্রতি সেরূপ হাম্দ (প্রশংসা) নিবেদন করিতেছি।) এতদশ্রবণে কিরামান-কাতেবীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহারা উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিবেন তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আরয করিলেন,

'হে আমাদের প্রভু! জনৈক বান্দা একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। উহার পরিবর্তে কত নেকী লিখিব উহা আমাদের জ্ঞাত নহে।' বান্দা কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা ভালরূপে জানিতেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বান্দা কি বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে? ফেরেশতাদ্বয় আরয করিলেন, হে পরোয়ারদিগার! বান্দা বলিয়াছে, 'ইয়া রাব্বী লাকাল হামদু কামা য়্যাম্বাগী লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আজীমি সুলতানিকা।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়কে বলিলেন, 'আমার বান্দা যাহা বলিয়াছে তাহা অবিকল লিখিয়া রাখ। সে যখন আমার নিকট আসিবে, তখন আমি উহার প্রতিদান দিব।'

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ একদল বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, 'আলহাম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা হইতে অধিকতর নেকীর কাজ। কারণ, শেষোক্ত বাক্যে শুধু তাওহীদের ঘোষণা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত বাক্যে তাওহীদ ও হাম্‌দ দুইটি বিষয় নিহিত রহিয়াছে।'

আরেক দল বলেন, শেষোক্ত বাক্য প্রথমোক্ত বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠতর। কারণ, উহা দ্বারা মানুষের মু'মিন হওয়া না হওয়া নির্ণীত হয়। উহার দাবীতে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম জাতির পক্ষ হইতে অমুসলিম জাতিসমূহের নিকট উহা মানিয়া লইবার দাবী জানানো হয় এবং উহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইলে যতক্ষণ না তাহা মানিয়া লয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক হাদীসে অনুরূপ বিধান বিবৃত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন, আমার পূর্ববর্তী নবীগণ ও আমি যত কথা উচ্চারণ করিয়াছি, উহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছে, لا اله الا الله وحده لاشريك له

(আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই।)

ইতিপূর্বেও হযরত জাবির (রা) হইতে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলেন– افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে حديث حسن (বিশেষ নিয়মে বিশুদ্ধ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আয়াতের শুরুর ال (আলিফ-লাম) অক্ষরদ্বয় হাম্‌দের সকল শ্রেণীকে উহার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবী ভাষায় এরূপ 'আলিফ-লাম'কে আলিফ-লামে ইস্তিগরাকী (استغراقى) বলে। তাই الحمد অর্থ সকল শ্রেণীর সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–

اللهم لك الحمد كله - ولك الملك كله - وبيدك الخير كله - واليك يرجع الامر كله - الحديث

'হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসাই তোমার প্রাপ্য। সকল আধিপত্যই তোমার জন্য সংরক্ষিত। সকল মঙ্গলই তোমার হাতের মুঠায়। তাই সকল কাজই তোমার কাছে প্রত্যাবৃত্ত হয়...... (অসমাপ্ত)।'

الرب শব্দের অর্থ হইতেছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা; প্রভু, প্রতিপালক, ক্রমোন্নতি বিধায়ক ও ক্রমবিকাশ সাধক। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই الرب নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। তাঁহার কোন সৃষ্টি উক্ত নামে অভিহিত হইতে পারে না। তবে বস্তু বিশেষের মালিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট বস্তুর উল্লেখসহ কোন সৃষ্টিকেও উক্ত নামে অভিহিত করা যায়। যেমন رب الدار (ঘরের মালিক)। কেহ কেহ বলেন, الرب নামটিই আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম নাম (الاسم الاعظم)।

العالمين শব্দটি عالم শব্দের বহুবচন العالم অর্থ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য সকল অস্তিত্বশীল বস্তু। ইহা একটি বহুবচন পদ, ইহার সমধাতুজ কোন একবচনার্থক পদ নাই। العوالم বলিতে মহাবিশ্বে বিদ্যমান সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার ও শ্রেণীকে বুঝায়। উহার প্রত্যেক শ্রেণীও পৃথকভাবে العالم নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত যাহ্‌হাক, আবূ রওক ও বিশর ইব্‌ন আম্মারাহ বর্ণনা করেন ঃ 'আলহামদু লিল্লাহ'র তাৎপর্য হইতেছে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যকার সকল জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বস্তুর মালিক ও প্রভু।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইকরামা বর্ণনা করেন ঃ রব্বুল আলামীনের তাৎপর্য হইতেছে 'জ্বিন ও মানবমণ্ডলীর রব (প্রতিপালক প্রভু)।' সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ ও ইব্‌ন জুরায়জও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতেও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উহার সনদকে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ পেশ করিয়াছেন ঃ

لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا (যাহাতে সে [নবী (সা)] সকল জ্বিন ও মানবের জন্য সতর্ককারী হয়।)

এখানে العالمين শব্দের তাৎপর্য শুধু জ্বিন ও মানব জাতি। বিখ্যাত ভাষাবিদ ফার্‌রা ও আবূ উবায়দ বলেন, العالم শব্দটি শুধু বোধসম্পন্ন সৃষ্টির ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। নির্বোধ সৃষ্টির ব্যাপারে العالم শব্দের প্রয়োগ ঘটে না। মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান–ইহারা العالم পদবাচ্য। পশু শ্রেণী 'আল্-আলম' পদবাচ্য নহে।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও আবূ মুহায়মিন বলেন–প্রাণীমাত্রই العالم পদবাচ্য। কাতাদাহ বলেন, সৃষ্টির প্রতিটি শ্রেণী العالم পদবাচ্য।

الجعد (নীচাশয় ব্যক্তি) ও الحمار (গর্দভ) নামে খ্যাত উমাইয়া খলীফা মারোয়ান ইব্‌ন হাকামের জীবনীতেও হাফিজ ইব্‌ন আসাকির লিখিয়াছেন, মারোয়ান বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলার সতের হাজার মাখলূক (عالم)। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টি উহার একটি। অবশিষ্ট আলমসমূহের খবর একমাত্র আল্লাহ্‌ই রাখেন।'

আবূল 'আলীয়া হইতে ক্রমাগত রবী' ইব্‌ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'মানব জাতি একটি আলম। জ্বিন জাতি একটি আলম।

এতদ্ব্যতীত আঠার হাজার অথবা চৌদ্দ হাজার আলম রহিয়াছে (রাবীর সঠিক সংখ্যা স্মরণ নাই)। ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে রহিয়াছে। পৃথিবীর চারিটি দিক রহিয়াছে। প্রত্যেক দিকে সাড়ে তিন হাজার আলম রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।'

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উহা শুধু ইব্‌ন 'আলীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য কেহ উহা বর্ণনা করেন নাই। এরূপ কথা প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা যায় না।

সাবী' আল হুমায়রী হইতে ক্রমাগত মু'তাব ইব্‌ন সামী, ফুরাত ইব্‌ন ওয়ালীদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, হিশাম ইব্‌ন খালিদ, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম 'রব্বুল আলামীন'-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

সাবী' বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে এক হাজার আলম আছে। তন্মধ্যে ছয়শত আছে জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে।'

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব হইতেও অনুরূপ বর্ণনা মিলে। স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতেও উপরোক্ত মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির, মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন কায়সার, আবূ উব্বাদ উবায়দ ইব্‌ন ওয়াকিদ আল কয়সী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও তাঁহার নিকট হইতে হাফিজ আবূ ইয়ালা আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুছান্না স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় একবার রাষ্ট্রে পঙ্গপাল দেখা দিল। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পাইলেন, এই দেশে কেহ পঙ্গপাল দেখে নাই। তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পঙ্গপাল সম্পর্কে জানার জন্য ইয়ামান, সিরিয়া ও ইরাকে লোক পাঠাইলেন। ইয়ামানের সংবাদ সংগ্রাহক সেখান হইতে কতগুলি পঙ্গপাল ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। তিনি উহা দেখিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠিলেন। অতঃপর বলিলেন–আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, 'আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার উম্মত (প্রজাতি) সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের ছয়শত জলভাগে আছে ও চারিশত আছে স্থলভাগে। আর উহাদের মধ্য হইতে প্রথম বিলুপ্ত হইবে পঙ্গপাল। উহার ধ্বংস প্রাপ্তির পর একের পর এক সকল প্রজাতি এরূপ দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে যেভাবে ছিন্নমালার দানাগুলি পর পর দ্রুত পতিত হয়।'

উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন কায়সান একজন যঈফ রাবী।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব হইতে বাগবী বর্ণনা করেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাদের মধ্য হইতে ছয়শত জলভাগে রহিয়াছে এবং চারিশত রহিয়াছে স্থলভাগে।'

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন–আল্লাহ্ তা'আলা আঠার হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। দুনিয়া উহাদের মধ্যকার একটি আলম।

মুকাতিল বলেন–আলমের সংখ্যা হইতেছে আশি হাজার।

কা'ব আহবার বলেন–আলমের সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

ইমাম বাগবী উপরোক্ত অভিমতসমূহ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত খুদরী (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা চল্লিশ হাজার আলম সৃষ্টি করিয়াছেন। সমগ্র দুনিয়া উহাদের মধ্য হইতে মাত্র একটি আলম।

যাজ্জাজ বলেন–'আলম' বলিতে দুনিয়া ও আখিরাতে সৃষ্ট ও সৃজিতব্য প্রতিটি বস্তু ও বিষয়কেই বুঝায়।

ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করেন, যাজ্জাজের উক্ত অভিমতই সহীহ ও সঠিক। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ۔ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط
اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ۔

(ফিরআউন বলিল, 'রব্বুল আলামীন' আবার কি বস্তু? সে (মূসা) বলিল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যকার সকল বস্তুর প্রতিপালক প্রভু–যদি তোমরা বিশ্বাস করিতে।)

ইমাম কুরতুবী বলেন, "আল-আলম' 'আল-আলামাত' (চিহ্ন নিদর্শন)' হইতে উৎপন্ন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকেই 'আলম' বলা হয় যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব ও মাহাত্ম্যের এক একটি আলামত ও নিদর্শন। কবি ইবনুল মু'আয বলেন ঃ

فيا عجبا كيف يعصى الا له ۔ ام كيف يجحده الجاحد
وفى كل شئ له اية ۔ تدل على انه واحد

'কী আশ্চর্য! মানুষ কিভাবে স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করে অথবা নাস্তিক কিভাবে তাঁহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে? প্রত্যেকটি বস্তুতেই তো তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে। উক্ত নিদর্শন বলিয়া দেয় যে, তিনি এক, অদ্বিতীয়।'

(٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

২. অশেষ দয়াময়, অসীম দয়ালু।

তাফসীর ঃ বিসমিল্লাহ্ শরীফের ব্যাখ্যায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

ইমাম কুরতুবী বলেন رب العالمين শব্দ দুইটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরাক্রম ও ক্ষমতা সম্বন্ধে মানুষকে পরিজ্ঞাত করিয়া তাঁহার আযাবের ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে الرحمن الرحيم শব্দ দুইটি উল্লেখ করিয়া তিনি তাহাদের মনে আশার সঞ্চার তথা তাঁহার রহমত লাভ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। এভাবে অন্যত্রও তিনি তাঁহার বান্দাগণকে একদিকে তাঁহার রহমতের আশা প্রদান ও অন্যদিকে তাঁহার আযাবের ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۔

'আমার বান্দাগণকে খবর দাও যে, আমি অশেষ ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। পক্ষান্তরে আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ - وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ‘নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদাতা ; পক্ষান্তরে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।’

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ঈমানদাররা যদি জানিত, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত শাস্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে কেহই জান্নাতের আশা করিতে সাহসী হইত না। পক্ষান্তরে কাফিররা যদি জানিতে পাইত, আল্লাহ্ তাআলার নিকট কত রহমত রহিয়াছে, তাহা হইলে কেহই তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ হইত না।

(٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

৩. ‘প্রতিদান দিবসের বাদশাহ’।

তাফসীর ঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের প্রথম শব্দকে ملك এবং আরেকদল বিশেষজ্ঞ مالك রূপে পড়িয়াছেন। উভয় কিরাআতই শুদ্ধ এবং বিখ্যাত সাত কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত। কেহ কেহ উহাকে লামে সাকিন দিয়া ملك এবং কেহ কেহ مليك রূপেও পড়িয়াছেন কিরাআত শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ নাফে' উহার শেষে ى বর্ণ যুক্ত করিয়া ملكى রূপে পড়িয়াছেন।

একদল বিশেষজ্ঞ প্রথমোক্ত দুই কিরাআতের মধ্য হইতে প্রথম কিরাআতকে ও অন্যদল বিশেষজ্ঞ দ্বিতীয় কিরাআতকে অর্থগত দিক দিয়া শ্রেয়তর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলিয়াছেন। তবে উভয় কিরাআতকেই তাঁহারা শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলেন।

আল্লামা যামাখশারী ملك রূপ কিরাআতকে শ্রেয়তর বলিয়াছেন। কারণ, উহা পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের কিরাআত।

তাহা ছাড়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজ কাহার কর্তৃত্ব?)

কিংবা قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (তাঁহার কথাই সত্য হইবে এবং তাঁহারই রাজত্ব হইবে।)

‘এই দুই আয়াতে কিয়ামতের দিনে الملك (রাজত্ব) একমাত্র তাঁহারই বলা হইয়াছে। উক্ত الملك এর অধিকারী সত্তাকে الملك বলাই শ্রেয়। ইমাম আবূ হানীফা হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উহাকে مَلَك রূপে পড়িতেন। কারণ, الملك শব্দ হইতে مالك ملك ও مملوك এই তিনরূপ শব্দই গঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহার এই মতের বর্ণনাকারী একজন মাত্র এবং ইহা তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য সূত্রের বর্ণনার পরিপন্থী।

ইব্‌ন শিহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতরাফ, আবদুল ওয়াহাব ইব্‌ন আদী ইব্‌ন ফযল, আবূ আব্দির রহমান ইযদী ও আবূ বকর ইব্‌ন দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

ইব্‌ন শিহাব বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত মুআবিয়া (রা) ও তৎপুত্র ইয়াযীদ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ পড়িতেন।’

উক্ত রিওয়ায়েতের সমর্থনে অন্য কোন রিওয়ায়েত নাই।

তিনি আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لاَتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ـ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ (যেদিন উহা আসিবে, সেদিন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কেহ কিছু বলিতে পারিবে না.... ।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর তাৎপর্য এই যে, দুনিয়ায় যদিও অন্যান্য বিচারপতি ছিল, কিন্তু আখিরাতের অন্য কাহারো হাতে বিচারের ক্ষমতা থাকিবে না। সেদিন তাঁহার বিচারকার্যে অন্য কেহ শরীক হইতে পারিবে না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক আরও বর্ণনা করেন ঃ يَوْمِ الدِّيْنِ- এর তাৎপর্য এই যে, উহা সকল মানব ও জ্বিনের হিসাবের দিন। উহা কিয়ামতের দিন। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে তাহাদের কর্মফল প্রদান করিবেন। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল প্রদত্ত হইবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি কাহাকেও ক্ষমা করেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।'

হযরত আব্বাস (রা) ছাড়াও অন্যান্য অনেক সাহাবা, তাবেঈ ও পূর্বসূরী বিভিন্ন তাফসীরকার উহার অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত উহাই আয়াতের স্বাভাবিক তাফসীর।

অবশ্য ইমাম ইব্‌ন জারীর কোন কোন তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করেন, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। -এর তাৎপর্য হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত ঘটাইয়া বিচার দিবস কায়েমের ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাবান।' ইমাম ইব্‌ন জারীর এই উদ্ধৃতি দানের পর মন্তব্য করেন, বর্ণনাটি দুর্বল ও গ্রহণের অযোগ্য।

মূলত আয়াতের উভয়বিদ তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। তাহা ছাড়া উভয় পক্ষ উভয় তাফসীরকেই শুদ্ধ মনে করেন। তবে আয়াতের পূর্বাপর আয়াত বিবেচনা করিলে প্রথমোক্ত তাৎপর্যই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আয়াতের প্রথমোক্ত তাৎপর্যের সহিত নিম্নোক্ত আয়াতের সাদৃশ্য রহিয়াছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا

(সেদিন রহমানেরই রাজত্ব কার্যকর হইবে এবং কাফিরের জন্য হইবে কঠিন দিন।) পক্ষান্তরে আয়াতের শেষোক্ত তাৎপর্যের সাদৃশ্য নিম্নোক্ত আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنَ (যেদিন তিনি বলিবেন, হও, অনন্তর হইয়া যাইবে।)

আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই الملك। (শাহানশাহ্)। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ (আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা যিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি শাহানশাহ্, পবিত্রতম, শান্তির উৎস।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দার ঘৃণ্যতম আখ্যা হইতেছে ملك الاملاك (শাহানশাহ্)। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেহ مالك (শাহানশাহ্) নহেন।'

ইব্‌ন শিহাব আরও বলেন, সর্বপ্রথম মারোয়ান উহাকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ-এ রূপান্তরিত করেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলি, মারওয়ানের নিকট مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এর বিশুদ্ধতার প্রমাণ ছিল বলিয়াই তিনি উহাকে ঐরূপ পড়িয়াছেন। ইব্‌ন শিহাব সেই প্রমাণ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্‌ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক উদ্ধৃত একাধিক সনদে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) উহাকে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ রূপে পড়িতেন। مالك শব্দটি ملك (মালিকানা স্বত্ব) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ (নিশ্চয় আমি পৃথিবী ও উহাতে অবস্থিত সকল কিছুর মালিক এবং উহার সকল কিছুই আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ (বল, আমি মানুষের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি–মানুষের মালিকের নিকট।)

অপরদিকে দেখা যায় ملك শব্দটি الملك। (কর্তৃত্ব) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (আজ কাহার কর্তৃত্ব? একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র।) তিনি আরও বলেন ঃ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ (তাঁহার কথাই কার্যকর এবং রাজত্ব শুধু তাঁহারই)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا

(সেদিন শুধু রহমানেরই রাজত্ব চলিবে আর কাফিরের জন্য হইবে বড়ই কঠিন দিন।)

আলোচ্য আয়াতসমূহে বিচার দিবসে আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য সময়ে তাঁহার কর্তৃত্ব চলিবে না। কারণ, রব্বুল আলামীন হিসাবে সকল সৃষ্টির উপর সকল সময়ে তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিচার দিবসের কর্তৃত্বকে জোর দিয়া বলার কারণই এই যে, সেদিন তাঁহার অনুমতি ছাড়া কাহারও কিছুই বলার বা করার ক্ষমতা থাকিবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ

(সেদিন রূহ ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে এবং রহমানের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেহ কথা বলিতে পারিবে না।)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَخَشَعَتِ الاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلاَ تَسْمَعُ اِلاَّ هَمْسًا (অনন্তর সেদিন রহমানের ভয়ে কণ্ঠস্বরগুলি অনুচ্চ হইবে। ফলে তুমি ফিস ফিস শব্দ ছাড়া কিছুই শুনিতে পাইবে না।)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন নিজ হস্তে ধারণ করিয়া বলিবেন, আমিই শাহানশাহ (الملك)। কোথায় পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণ (ملوك)? কোথায় পরাক্রমশালী আমীর উমারাবৃন্দ (الجبارون)? কোথায় দাম্ভিক নাফরমানকুল (المتكبرون)? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন–আজ সর্বময় কর্তৃত্ব কাহার হস্তে? একমাত্র মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্র হস্তে।'

পৃথিবীতে আল্লাহ্ ভিন্ন তাঁহার সৃষ্টিও যে ملك নামে অভিহিত হইয়াছে, উহাতে শাহানশাহ বা রাজাধিরাজের অধিনস্থ্ রাজা অর্থ প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তালূতকে রাজা (ملك) করিয়া পাঠাইয়াছেন।)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا (আর তাহাদের পশ্চাতে জনৈক রাজা ছিল যে রাজা (ملك) জোর করিয়া প্রত্যেকটি নৌকা লইয়া যাইত।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا (কারণ, তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রাজা (ملك) বানাইয়াছেন।)

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ... مثل الملوك على الاسرة

সিংহাসনারূঢ় বাদশাহদের দৃষ্টান্ত হইতেছে ....।'

اَلدِّيْنُ অর্থ প্রতিদান, কর্মফল, প্রতিফল, হিসাব-নিকাশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ (সেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যথাযথ প্রতিফল দিবেন।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ '(অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন) আমাদিগকে কি সত্যই কর্মফল দেওয়া হইবে'?

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ۔

'সেই ব্যক্তি প্রকৃত বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নিজেই লইল এবং মরণোত্তর জীবনের জন্য কাজ করিল।'

হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ

حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وتأهبوا للعرض الاكبر على من لاتخفى عليه اعمالكم –

"তোমাদের হিসাব লওয়ার আগেই নিজেরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর। তোমাদের আমল পরিমাপিত হইবার পূর্বেই নিজেরা নিজেদের আমল মাপিয়া লও। যাঁহার কাছে তোমাদের কোন কাজই গোপন থাকিবে না, তাঁহার বৃহত্তম দরবারে হাজির হইবার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ "যেদিন তোমাদের হাজির করা হইবে সেদিন তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।"

(٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

৪. 'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য কামনা করি।'

তাফসীর ঃ বিখ্যাত সাত কিরাআত বিশেষজ্ঞসহ অধিকাংশ কিরাআত বিশেষজ্ঞ اياك শব্দের ی কে তাশদীদ (দ্বিত্ব) সহকারে পড়িয়াছেন। আমর ইব্‌ন যায়দ নামক জনৈক কিরাআত বিশেষজ্ঞ উহাকে তাশদীদ ছাড়া প্রথম বর্ণ أ (হামযাহ)-কে যের দিয়া পড়িয়াছেন। অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য কিরাআত বিশেষজ্ঞের কিরাআতের বিরোধী বিধায় আমর ইব্‌ন যায়দের উক্ত কিরাআত প্রত্যাখ্যানযোগ্য বটে। তাহা ছাড়া ايا শব্দের অর্থ সূর্যের কিরণ।

কেহ কেহ أ (হামযাহ)-কে যবর দিয়া ও ی-কে তাশদীদ দিয়া أيّاك পড়িয়াছেন।

কেহ কেহ আবার أ এর স্থলে ه বসাইয়া ی-কে তাশদীদ দিয়া هيّاك পড়িয়াছেন। আরবী সাহিত্যে অনুরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কবি বলেন ঃ

فهياك والامر الذى ان تراحبت ـ موارده ضاقت عليك مصادره

'সাবধান! কোন কার্যের প্রবেশ পথ সুগম হইলেও যদি উহার নিষ্ক্রমণ পথ দুর্গম হয়, তাহা হইতে দূরে থাকিও।'

ইয়াহিয়া ইব্‌ন ওয়াহাব ও আ'মাশ ভিন্ন অন্য সকল বিশেষজ্ঞ نستعين শব্দের প্রথম ن এ যবর দিয়া পড়িয়াছেন। উক্ত বিশেষজ্ঞদ্বয় উহাকে যের সহকারে পড়িয়াছেন। অবশ্য বনী আসাদ, রবীআহ ও বনী তামীম গোত্রত্রয় সমাপিকা ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের বহুবচনে অনুরূপভাবেই উচ্চারণ করিয়া থাকে।

العبادة শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল নীচতা, নত হওয়া। যেমন طريق المعبد অর্থ পদদলিত রাস্তা। তেমনি بعير معبد অর্থ পরিত্যক্ত উট।

শরীয়তের পরিভাষায় العبادة অর্থ পূর্ণ প্রীতি, ভীতি ও বিনয়ের সমাহার। اياك কর্মকারককে ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইবাদতকে একমাত্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট হওয়াকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করি না।

তেমনি আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাহি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও সাহায্য চাহি না। পূর্ণ ইবাদত ইহাই।

পূর্বসূরী জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'সূরা ফাতিহা কুরআনের তত্ত্বকথা এবং اياك نعبد واياك نستعين আয়াতটি সূরা ফাতিহার মূলতত্ত্ব। 'ইয়্যাকা না'বুদু' বলিয়া বান্দা সকল শিরক বর্জন করে এবং 'ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বলিয়া বান্দা নিজস্ব ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে যথেষ্ট না ভাবিয়া নিজেকে আল্লাহ্র সাহায্যের কাছে সোপর্দ করে। অন্যান্য অনেক আয়াতে মানুষকে উহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ - وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ "অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার নিকট নিজকে সঁপিয়া দাও। অনন্তর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের আমল সম্পর্কে অনবহিত নহেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا "বল, তিনি 'আর-রহমান'। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহারই উপর আমরা ভরসা করিয়াছি।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "তিনি পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক প্রভু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তাঁহাকেই অভিভাবক বানাও।"

পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নাম পুরুষ হিসাবে উল্লেখিত হইবার পর আলোচ্য আয়াতে তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহৃত হইয়াছে। বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর যেন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে হাজির হইয়াছে। তাই এখন তিনি তাঁহার জন্য মধ্যম পুরুষ ব্যবহার করিয়া বান্দাকে তাঁহার নিকট স্বীয় নিবেদন পেশ করিতে বলিতেছেন। ইহা দ্বারা তিনি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী আয়াতে তিনি স্বীয় মহিমান্বিত নামসমূহ উল্লেখ করিয়া যেরূপ নিজের প্রশংসাগুলি উল্লেখ করিলেন, বান্দা যেন সেরূপ উহা উল্লেখের মাধ্যমে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেহ যদি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা ছাড়া নামায আদায় করে, তাহা হইলে তাহা আদায় হইবে না।

'হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি সালাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না, তাহার সালাত হয় না।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত আবদুর রহমান, আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান (হারাকার গোলাম) প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাত (ফাতিহা)-কে আধাআধি ভাগ করিয়া দিয়াছি। উহার মাধ্যমে বান্দা যাহা চায় তাহা পাইবে। বান্দা যখন বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। সে যখন বলে اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিয়াছে। সে যখন বলে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছে। সে যখন বলে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত রহিয়াছে। আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে তাহা সে পাইবে। সে যখন বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -

তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহা আমার বান্দার প্রাপ্য অংশ। অনন্তর সে যাহা চাহিয়াছে তাহা সে পাইবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'ইয়্যাকা না'বুদু'র তাৎপর্য হইতেছে-'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, একমাত্র তোমাকেই ভয় করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট রহমত পাইতে আশা রাখি। আমরা না অন্য কাহারও ইবাদত করি, না অন্য কাহাকেও ভয় করি, আর না অন্য কাহারও নিকট রহমত পাবার আশা করি। 'ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন'-এর তাৎপর্য হইল যে, আমরা তোমার ইবাদত সহ সকল কার্যে তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।'

কাতাদাহ বলিয়াছেন-'আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহারই ইবাদত করিতে এবং সকল কাজে তাঁহারই সাহায্য কামনা করিতে স্বীয় বান্দাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।'

اِيَّاكَ نَعْبُدُ। বাক্যটি وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বাক্যের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করাই বান্দার মূল উদ্দেশ্য ও কাজ। পক্ষান্তরে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইল উক্ত মূল উদ্দেশ্য ও কাজের সহায়ক ব্যাপার। সুতরাং উদ্দেশ্যকে সহায়কের পূর্বে উল্লেখ করাই সমীচীন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রশ্ন হইতে পারে, আলোচ্য আয়াতের ক্রিয়াদ্বয়ের জন্য বহুবচন কর্তা ব্যবহারের কারণ কি? নামাযে প্রত্যেক মুসল্লীই একক ও স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনার সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা জানায়। এমতাবস্থায় ক্রিয়ার কর্তা তো বহু নহে, একজন। অনেক সময় সম্মান প্রদর্শনের জন্য এক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও বহুবচন ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন হইলেও উহার পদবাচ্য একবচন হয়। ইহা সেরূপ সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও নহে। তাই উহা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

তাফসীরকারগণ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, প্রত্যেক মুসল্লীই জামাআতে হউক কিংবা একাকী হউক, ইমাম কিংবা মুক্তাদী হইক, যেইরূপেই নামায আদায় করুক না কেন, সে নিজের ও তাঁহার মু'মিন ভাইদের পক্ষ হইতেই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার এবং কেবলমাত্র তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করার সংকল্প জ্ঞাপন করে বলিয়াই বহুবচন ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, হয়ত এক্ষেত্রে ক্রিয়ার কর্তা একজনই। কিন্তু সম্মানার্থে তাহার জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল হয়, তখন সম্মানিত বান্দায় পরিণত হয়। তাই আল্লাহ্ যেন তাহাকে বলিতেছেন, নামাযরত অবস্থায় তুমি সম্মানিত বিধায় তোমার একার জন্য বহুবচন ব্যবহার কর এবং বল, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ।

কিন্তু নামাযের বাহিরে তোমার সহিত লক্ষ-লক্ষ বান্দা থাকিলেও অন্যান্য বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন নিবেদন পেশ করিও না; বরং নিজের একার পক্ষ হইতে কর। তখন اعبد কি استعين ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার কর। কারণ, প্রত্যেক বান্দাই আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী।

কেহ কেহ উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, আল্লাহ্ যেরূপ মহান, তেমনি তাঁহার ইবাদতও মহৎ কাজ। এই কারণে উক্ত মহৎ কার্য সম্পাদনকারীকে সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষাই এখানে দেওয়া হইয়াছে। অনেকের নিকট প্রিয়জনের দাসত্বও সম্মান ও গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কবি বলেন ঃ

لاتدعنى الابيا عبدها - فانه اشرف اسمائى

'ওহে তাঁহার দাস'–এই সম্বোধন ছাড়া আমাকে অন্য কোনভাবে সম্বোধন করিও না। উহাই হইতেছে আমার অধিকতর সম্মানিত নাম।'

اعبد (আমি ইবাদত করি) ও استعين (আমি সাহায্য প্রার্থনা করি) ইত্যাদি একবচন শব্দ ব্যবহার করিলে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট বান্দা একাই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করে এবং সে একাই উক্ত মহা মর্যাদা ও মহা সম্মানের অধিকারী। পক্ষান্তরে বান্দার নিজের ও অন্যান্যের পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার কথা ব্যক্ত করিবার মধ্যে অধিকতর বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। এই জন্যই ক্রিয়ায় বহুবচন কর্তা ব্যবহৃত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত যে মহা মর্যাদার কাজ তাহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন সময়ে عبد নামে আখ্যায়িত করা হইতেও প্রকাশ পায়।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ (সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিবেদিত যিনি স্বীয় عبد -এর প্রতি আল-কিতাব নাযিল করিয়াছেন।)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে عبد নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ (সা) উপর আল-কিতাব অবতীর্ণ করার ভিতর দিয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে মহা সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। আর সে ক্ষেত্রেই তাঁহাকে عبد নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا "অতঃপর তাহারা এইজন্য ধিক্কার দিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র عبد যখন দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকে, তখন তাহারা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরার উপক্রম করে।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামাযরত অবস্থার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নিজের আব্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, রাসূলুল্লাহ্‌র নামাযরত অবস্থা তাঁহার একটি সম্মানজনক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থা।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً "যে সত্তা স্বীয় বান্দাকে নৈশভ্রমণ করাইয়াছেন তিনি পবিত্র ও মহান।"

এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত বায়তুল মুকাদ্দাস পরিভ্রমণ করাইবার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে স্বীয় 'আব্‌দ' নামে অভিহিত করেন। বলাবাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলী দেখিতে যাওয়া ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনের সবচাইতে গুরুত্ববহ সম্মানজনক ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত মহা মর্যাদাকর অবস্থাসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নিজের 'আব্‌দ' নামে আখ্যায়িত করায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'আব্‌দ' হওয়া তথা তাঁহার ইবাদত করা মহা মর্যাদার বিষয়। কাফিরদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনেক সময়ে খুবই মনঃক্ষুণ্ন হইয়া পড়িতেন। এইরূপ মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে লিপ্ত হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ ـ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ـ

'আমি নিশ্চয় জানি যে, তাহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার মনঃক্ষুণ্ন দশা ঘটে। তুমি স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ্ পাঠ কর ও নামায পড়িতে থাক। তোমার নিকট নিশ্চিত ব্যাপার (মৃত্যু) না পৌঁছা পর্যন্ত স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাক।'

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলেন ঃ مقام العبودية (দাসত্বের স্থান) مقام الرسالة (রিসালাতের স্তর) হইতে উর্ধ্বে অবস্থিত। কারণ, রিসালাত আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে প্রদত্ত হয় আর আবদিয়াত বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদিত হয়। তাহা ছাড়া রাসূল স্বীয় উম্মতের কল্যাণ সাধন করেন আর আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই স্বীয় আব্‌দের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'

ইমাম রাযীর উদ্ধৃত উপরোক্ত অভিমত ও উহার সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইমাম রাযী উহাকে দুর্বল বা প্রত্যাখ্যানযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করেন নাই।

একদল আধ্যাত্মিক সাধক (সূফী) বলেন ঃ নেকী লাভ অথবা আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, তাহা অনর্থক ইবাদত। কারণ, তাহা এক ধরনের স্বার্থপরতা। তেমনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইবাদত করা হয়, তাহাও নিম্নস্তরের ইবাদত। পক্ষান্তরে সকল মহৎ গুণের পূর্ণতার অধিকারী মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভালবাসার কারণে ও তাঁহার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে ইবাদত করা হয়, তাহাই উত্তম ইবাদত। এই কারণেই মুসল্লীরা নামাযের নিয়্যত اصلى لله (আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নামায পড়িতেছি) বলিয়া থাকে। নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়িলে উহা বাতিল হইয়া যাইবে।'

একদল তত্ত্ববিদ উপরোক্ত অভিমতের বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলাকে পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ইবাদত করা এবং নেকী হাসিল ও আযাব ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা একই কথা। ইহা পরস্পর বিরোধী নহে। এই দুই ধারণা একই সঙ্গে অন্তরে পোষণ করিয়া নামায পড়া সম্ভব।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবী করীম (সা)-এর নিকট একদিন এক বেদুইন

আরয করিল, আমি আপনার ন্যায় অথবা মুআযের ন্যায় সুন্দরভাবে স্বীয় নিবেদন নীরবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পেশ করিতে পারি না। আমি শুধু আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের ও দোযখ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমরাও উহারই চতুষ্পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে নিবেদন জানাই। (অর্থাৎ আমরাও উহার কাছাকাছি বা উহাকে কেন্দ্র করিয়া নিবেদন জানাই।)

(٥) اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ

৫. 'আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।'

তাফসীর ঃ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ الصراط কে ص দিয়া পড়িয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে س দিয়া السراط রূপে পড়িয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে ز দিয়া الزراط পড়িয়াছেন। বিখ্যাত ভাষাবিদ ফার্রা বলেন, বনী আজারাহ ও বনী কলব গোত্রদ্বয় الصراط শব্দকে الزراط রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে।

সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার নিকট বান্দার প্রার্থনা নিবেদিত হইতেছে। যেমন 'হাদীসে কুদসী'তে বর্ণিত হইয়াছে ঃ (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) উহার (ফাতিহার) অর্ধেক আমার অংশ এবং অর্ধেক আমার বান্দার অংশ। আর আমার বান্দা যাহা চাহিবে, তাহা পাইবে।'

প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি ইহাই যে, প্রার্থনাকারী স্বীয় প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পেশ করিবার পূর্বে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উদ্ধৃতির প্রার্থনা অন্য যে কোন পদ্ধতির প্রার্থনা হইতে উত্তম এবং উহা মঞ্জুর লাভের সম্ভাবনা বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে উক্ত পদ্ধতিতে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিতেছেন। বান্দা প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। অতঃপর নিজের ও অন্যান্য মু'মিন ভাইদের অভাব ও প্রয়োজন তাঁহার নিকট নিবেদন করিবে। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক বান্দার জন্য মনোনীত প্রার্থনা সম্পর্কিত সর্বোত্তম পন্থা।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বান্দার কোন কিছু প্রার্থনা করিবার একাধিক পন্থা রহিয়াছে। একটি হইল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট স্বীয় প্রয়োজন সরাসরি জ্ঞাপন করা। অপরটি হইল, তাঁহার নিকট স্বীয় প্রয়োজন প্রকাশ করা। আলোচ্য আয়াত প্রথম প্রকারের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত।

প্রার্থনা দ্বিতীয় পদ্ধতির আবার দুই রূপ। একটি রূপ এই যে, উহার পূর্বে কোন স্তুতি বাক্য উচ্চারিত হয় না; বরং সরাসরি বক্তব্য পেশ করা হয়। যেমন হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ "হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করিবে, আমি তাহার অবশ্যই মুখাপেক্ষী।"

দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রার্থনার দ্বিতীয় রূপ হইল এই যে, প্রার্থনার পূর্বে বান্দা আল্লাহ্র গুণ বর্ণনা সহকারে বক্তব্য পেশ করিবে। যেমন হযরত ইউনুস (আ) বলিয়াছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'তুমি ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ নাই। তুমি মহান ও পবিত্র। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।'

প্রার্থনার আরেকটি পদ্ধতি এই যে, প্রার্থনাকারী শুধু প্রার্থনা পূরণকারীর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করিবে। যেমন কবি বলেন ঃ

أأذكر حاجتى ام قد كفانى * حياؤك ان شيمتك الحياء
اذا اثنى عليك المرء يوما * كفاه من تعرضه الثناء

'আমি কি আমার প্রয়োজনকে উল্লেখ করিব অথবা আপনার মহা সম্ভ্রমবোধই আমার জন্য যথেষ্ট? নিঃসন্দেহে আপনার স্বভাব হইতেছে লজ্জা। কেহ আপনার একবার প্রশংসা করিলে তাহার আর কিছু বর্ণনা করার প্রয়োজন হয় না।'

আয়াতের الهداية ক্রিয়াটির অর্থ হইতেছে 'সরল পথ প্রদর্শন করা, সরল পথে পরিচালনা করা ও সরল পথে পৌঁছাইয়া দেওয়া।' الهداية ক্রিয়াটি কয়েক নিয়মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উহার মুখ্য কর্মের পূর্বে কখনও বা الى ও ل এই দুই حرف الجر (কারক অব্যয়) ব্যবহৃত হয়। কখনও বা উহার পূর্বে কোন কারক অব্যয় ব্যবহৃত হয় না। আলোচ্য আয়াতটি শেষোক্ত প্রকারের দৃষ্টান্ত।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ আমাদিগকে সরল পথ দেখাইয়া উহাতে পৌঁছাইয়া দাও; আমাদিগকে সরল পথের সন্ধান দাও, আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর ও আমাদের সামনে সরল পথ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধর। এই শেষোক্ত অর্থ প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত হইল এই ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'আমি তাহার নিকট ন্যায়-অন্যায় দুইটি বিষয়ই স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছি।' الهداية শব্দের ক্রিয়াপদের প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত ঃ

اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।' উহার আরেকটি দৃষ্টান্ত ঃ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ 'তাহাদিগকে দোযখের পথে লইয়া যাও।'

অন্য প্রকারের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'অনন্তর তুমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সরল পথ প্রদর্শন করিতেছ।' উহার দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا (জান্নাতীরা বলিবে) সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাদিগকে এখানে পৌঁছাইয়াছেন।' ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর বলেন–তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, الصراط المستقيم অর্থ 'পূর্ণরূপে বক্রতামুক্ত সরল সুস্পষ্ট পথ।' সকল আরব গোত্রই এই অর্থে উহা ব্যবহার করে। কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা আল্ খাতফী নিম্ন পংক্তিতে উহাকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

امير المؤمنين على صراط - اذا اعوج الموارد مستقيم

"যখন সব পথ বক্র হইয়া যায়, আমীরুল মু'মিনীন তখনও বক্রতামুক্ত সরল পথে অবস্থান করেন।"

অনুরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আরবগণ الصراط শব্দকে রূপকভাবে কথা, কার্য, গুণ, অবস্থা ইত্যাদির অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। বক্র কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা বুঝাবার জন্য তাহারা উক্ত শব্দের সহিত المعوج (বক্র) বিশেষণ প্রয়োগ করে। صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা। صراط معوج বক্র কথা, কার্য, গুণ বা অবস্থা।

তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপে اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তাহাদের শব্দ প্রয়োগে বিভিন্নতা থাকিলেও তাৎপর্য একই দাঁড়ায়। অর্থাৎ সকলের কথার তাৎপর্য হইল এই যে, 'সিরাতুল মুস্তাকীম' হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের পথ।'

একদল তাফসীরকার বলেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে 'আল্লাহ্‌র কিতাব আল কুরআন'। হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ আওয়ার, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ ইব্‌ন মুখতার তাঈ, হামযাহ্-আয-যাইয়াত, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামান, হাসান ইব্‌ন আরাফা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব।'

এই রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী হামযাহ ইব্‌ন হাবীব আয্ যাইয়াত হইতে উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং পরবর্তী বিভিন্ন সনদে ইমাম ইব্‌ন জারীরও উপরোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন।

আমার রচিত فضائل القران-এ হযরত আলী (ক) হইতে ক্রমাগত হারিছ আ'ওয়ার প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত যে. 'মারফু হাদীস' উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একাংশ এই ঃ

'(নবী করীম (সা) বলেন) আল-কুরআন হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার শক্ত রজ্জু; উহা সূক্ষ্ম জ্ঞানে পরিপূর্ণ উপদেশ গ্রন্থ এবং উহাই হইতেছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম'।'

উক্ত বর্ণনা 'মওকূফ হাদীস' রূপে হযরত আলী (ক)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হওয়ার পরিবর্তে হযরত আলী (ক)-এর উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, মনসূর ও হযরত ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে, 'আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে ইসলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ 'উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র দীন। উহাতে কোনরূপ বক্রতা নাই।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়্যুল কবীরও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ সহ একদল সাহাবা হইতে ক্রমাগত মুররা হামদানী ও ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস সুদ্দীয়ুল কবীর বর্ণনা করেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে ইসলাম।

হযরত জাবির (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ উকায়ল বর্ণনা করেন ঃ اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইল ইসলাম'। উহা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী স্থান হইতে প্রশস্ত।

ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইতেছে আল্লাহ্র সেই দীন যাহা ছাড়া অন্য কোন দীন তিনি কবূল করেন না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থ ইসলাম।

হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন হইতে ক্রমাগত জুবায়র ইব্ন নাফীর, মু'আবিয়া ইব্ন সালেহ, লায়ছ ইব্ন সা'দ, আবুল আ'লা হাসান ইব্ন সাওয়ার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন–আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপমা দিয়াছেন। একটি সরল রাস্তা রহিয়াছে (اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ)। উহার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া দেওয়াল রহিয়াছে। দেওয়াল দুইটিতে কতগুলি উন্মুক্ত দ্বার রহিয়াছে। দ্বারগুলিতে পর্দা ঝুলিয়া রহিয়াছে, রাস্তার ফটকে একজন আহ্বায়ক রহিয়াছে। সে লোকদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে–'ওহে লোক সকল! তোমরা সবাই এই রাস্তায় আস। উহা ছাড়িয়া বাঁকা রাস্তায় যাইও না।' উক্ত রাস্তার উপরও একজন আহ্বায়ক আছে। কেহ দেওয়ালের কোন দুয়ারের পর্দা তুলিতে চাহিলে সে ডাকিয়া বলে–খবরদার, উহা তুলিও না। তুলিলে বিপথগামী হইবে। সেই সরল রাস্তাটি ইসলাম। দেওয়াল দুইটি হইল আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমানা। পর্দা টানানো দুয়ারগুলি হইতেছে নিষিদ্ধ কাজসমূহ। রাস্তার ফটকে আহ্বানরত ব্যক্তি হইতেছে আল-কিতাব। রাস্তার উপর অবস্থানরত লোকটি হইল মু'মিনের বিবেক।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীরও উক্ত হাদীস উহার অন্যতম বর্ণনাকারী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উর্ধ্বতন সনদে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত নাওয়াস ইব্ন সুমআন (রা) হইতে ক্রমাগত জারীর ইব্ন নাফীর, খালিদ ইব্ন মা'দান, বাজীর ইব্ন সা'দ,. বাকীয়্যাহ, আলী ইব্ন হাজার, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

উহার সনদ حسن صحيح (বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য)। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মুজাহিদ বলেন– اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর তাৎপর্য হইতেছে الحق (সত্য)। তাই اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর অর্থ 'আমাদিগকে সত্য পথ প্রদর্শন কর।'

উক্ত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক এবং উহা পূর্বোক্ত তাৎপর্য সমূহের বিরোধী নহে।

আসিম আহওয়ান হইতে ক্রমাগত হামযাহ ইব্ন মুগীরাহ, আবূন নযর হাশিম ইব্ন কাসিম প্রমুখ রাবীর সনদে আবূ হাতীম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'একদা আবুল আলীয়্যা বলেন, اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইল নবী করীম (সা) এবং তাঁহার পরবর্তী দুই খলীফা।'

বর্ণনাকারী আসিম বলেন, আমরা আবুল আলীয়্যার এই ব্যাখ্যা হযরত হাসান বসরীর নিকট উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, আলীয়্যা ঠিকই বলিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত তাফসীরসমূহের প্রত্যেকটি শুদ্ধ ও সঠিক। উহাদের একটি অপরটির সহিত সংঘর্ষশীল নহে। বরং উহাদের একটি আরেকটির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একটি আরেকটির সমর্থক ও পরিপূরক। কারণ, যে ব্যক্তি নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর (রা)-কে অনুসরণ করে সে ব্যক্তি সত্যকেই অনুসরণ করে। তেমনি যে ব্যক্তি 'সত্য' কে অনুসরণ করে, সে ইসলামকেই অনুসরণ করে। তেমনি যে ব্যক্তি ইসলামকে অনুসরণ করে, সে কুরআনকেই অনুসরণ করে। 'আল-কুরআন' হইল আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁহার মজবুত রশি এবং তাঁহার সরল ও সোজা পথ। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই প্রাপ্য।

হযরত আব্দুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়েল, আ'মাশ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়দাহ, ইবরাহীম ইব্‌ন মাহদী আল মাসীসী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল সাকতী ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বলিয়াছেন الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হইল, নবী করীম (সা)-এর প্রদর্শিত পথ।

ইমাম জা'ফর ইব্‌ন জারীর বলেন, আমার নিকট اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর অধিকতর গ্রহণযোগ্য তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ

('হে প্রভু!) তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও দানে ধন্য বান্দাদের জন্য তুমি যে সব কথা ও কাজ পছন্দ ও মনোনীত করিয়া তাহাদিগকে উহা করার তাওফীক দান করিয়াছ, আমাদিগকে উহার উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকার তাওফীক দান কর।'

মূলত উপরোক্ত পথই হইতেছে সিরাতুল মুস্তাকীম। কারণ, নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ সহ অন্যান্য নেককার বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দান ও নি'আমতে ভূষিত ছিলেন। তাই তাঁহাদিগকে অনুসরণ করার তাওফীক ও সৌভাগ্য যাহারা লাভ করে তাহারা রসূলগণকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইবার, আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবকে আঁকড়াইয়া থাকিবার, তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করিবার এবং নবী করীম (সা), খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য নেককার বান্দাকে অনুসরণ করিবার তাওফীক ও সৌভাগ্য লাভ করে। আর ইহাই হইতেছে الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ।

প্রশ্ন হইতে পারে, মু'মিন বান্দা তো হিদায়েতের নি'আমতে ভূষিত হইয়াই মু'মিন হইয়াছে। সে কেন প্রতি সালাতে আবার অহরহ হিদায়েত বর্ণনা করিবে? ইহা কি 'অর্জিত বস্তু পুনঃঅর্জনের' প্রচেষ্টার শামিল নহে?

উত্তরে বলা যায়, উহা অর্জিত বিষয় পুনঃঅর্জনের (تحصيل حاصل) অহেতুক প্রচেষ্টা নহে। কারণ, মু'মিন ব্যক্তির اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ কামনার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 'প্রভু যতটুকু হিদায়েত আমাকে দান করিয়াছ, উহাতে আমাকে অবিচল রাখ এবং যে হিদায়েত আমি এখনও লাভ করি নাই তাহা আমাকে দান করা আমার জ্ঞানের পরিধিকে আরও বাড়াইয়া দাও; অধিকতর ইলম ও মা'রিফাত সমৃদ্ধ করিয়া দাও এবং আমাকে অধিকতর নেক আমল করার তওফীক দাও।'

বলাবাহুল্য, অনুরূপ সবিস্তার প্রার্থনায় 'তাহসীলে হাসিল' অনুসৃত ও অপরিহার্য হয় না; বরং প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উহা জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার অভাব ও প্রয়োজন

মিটাইবার জন্য সদা প্রস্তুত। যে বান্দা বারংবার কান্নাকাটি করিয়া তাহার অভাব পূরণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে তাহার প্রার্থনা তিনি অবশ্যই মঞ্জুর করেন।

উক্ত মর্মে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

'হে মু'মিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র উপর, তাঁহার রাসূলের উপর, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর এবং অতীতে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখ।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিশ্চয়ই নতুন করিয়া ঈমান আনিতে নির্দেশ দেন নাই; বরং অর্জিত ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল থাকিতে এবং অধিকতর ইলম ও মারিফাতের দ্বারা উহাকে সবল ও সমৃদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছেন। ইহা অবশ্যই অর্জিত বিষয় পুনরর্জনের আদেশ নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বস্তুত হিদায়েত লাভ করার পর হিদায়েত প্রাপ্ত ব্যক্তি যাহাতে হিদায়েতের উপর অবিচল থাকিতে পারে এবং উহা আরও সবল ও সমৃদ্ধ করিতে পারে, তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বারংবার প্রার্থনা করা তাহার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং মু'মিনদের নিম্নরূপ প্রার্থনা করিতে বলেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

'হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমাদিগকে হিদায়েত দান করিবার পর আমাদের অন্তরগুলি বিপথগামী করিও না। অনন্তর তুমি আমাদিগকে নিজের তরফ হইতে আরও রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহা দানশীল।'

হযরত আবূ বকর (রা) মাগরিবের নামাযের তৃতীয় রাকআতে ফাতিহা পড়ার পর উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতেন।

উপরোক্ত আলোচনা সমুহের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে হিদায়েতে অবিচল রাখ এবং বিপথগামী হইতে দিও না। (পরন্তু আমাদিগকে অধিকতর হিদায়েত প্রদান কর)।

(٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

(٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

৬. 'তাহাদের পথ যাহাদের তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছে;

৭. যাহারা অভিশপ্ত নহে এবং পথভ্রষ্টও নহে।'

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বান্দা যখন বলে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'ইহা আমার বান্দার অংশ এবং আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে তাহা পাইবে।'

মূলত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত তাৎপর্য অধিকতর ব্যাপক ও প্রশস্ত।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতের প্রথম শব্দ غير -কে পূর্ববর্তী আয়াতাংশ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর صفت হিসাবে الجر বিভক্তি সহকারে (যের দিয়া) পড়িয়াছেন।

আল্লামা যামাখ্‌শারী বলেন, কেহ কেহ উহাকে পূর্ববর্তী আয়াতের عليهم শব্দের অন্তর্গত هم সর্বনামের حال (হাল) হিসাবে نصب বিভক্তি সহকারে (যবর দিয়া) পড়িয়াছেন। নবী করীম (সা) এবং হযরত উমর (রা) উক্তরূপে পড়িতেন। ইব্‌ন কাছীর হইতেও অনুরূপ আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে نصب দিয়া পড়িলে পূর্ববর্তী আয়াতের অন্তর্গত انعمت সমাপিকা ক্রিয়াটি উহার নসব বিভক্তির عامل (সংঘটক) হইবে।

আয়াতত্রয়ের তাৎপর্য এই ঃ আমাদিগকে সরল পথ দেখাও–যাহাদিগকে বিশেষ দানে বিভূষিত করিয়াছ সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও অন্যান্য নেককারগণের পথ–তাহারাই (হিদায়েতপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-নিষেধ পালনকারী; যাহারা অভিশপ্ত তাহাদের পথে নহে। কাহারা অভিশপ্ত? যাহারা সত্যকে জানিয়া বুঝিয়া এবং চিনিয়াও উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারাই অভিশপ্ত। সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা নহে; রবং সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা হইতেছে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যাহারা পথভ্রষ্ট তাহাদের পথও নহে। কাহারা পথভ্রষ্ট? যাহারা অজ্ঞতার কারণে সত্যভ্রষ্ট ও সত্য হইতে বিচ্যুত তাহারাই পথভ্রষ্ট। সত্য-বিদ্বেষ নহে; বরং সত্যের প্রতি অনীহা হইতেছে তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আয়াতে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ -এর পূর্বে যে غير শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে الضالين -এর পূর্বে উহারই সমার্থক لا শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও اَلضَّالِّيْنَ একই শ্রেণীভুক্ত নহে; বরং দুইটি পৃথক শ্রেণী। তাহাদের এই পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত প্রদানের জন্যই الضالين শব্দের পূর্বে لا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শ্রেণী দুইটি হইতেছে যথাক্রমে ইয়াহুদী জাতি ও নাসারা জাতি। اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ হইল ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين হইল নাসারা জাতি।

এক দল ব্যাকরণবিদ বলেন, আয়াতে প্রযুক্ত غير শব্দটি استثناء (ইস্তিছনা) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহাকে استثناء ধরিলে উহা استثناء منقطع হইবে। কারণ, অভিশপ্ত শ্রেণী ও পথভ্রষ্ট শ্রেণী উভয়ই আল্লাহ্‌র দানে বিভূষিত শ্রেণী হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র।

আয়াতের اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও الضالين শব্দ দুইটির প্রত্যেকটির পূর্বে উহার مضاف হিসাবে صراط শব্দটি উহ্য রহিয়াছে। বাক্যটির পূর্ণরূপ হইল ঃ

غير صراط المغضوب عليهم ولاصراط الضالين

অর্থাৎ (আমাদিগকে সরল পথ দেখাও–যাহাদের তুমি বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ) যে পথ অভিশপ্তদের পথ হইতে ভিন্ন এবং পথভ্রষ্টদের পথ নহে।

পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে বলা হইয়াছে, 'আমাদিগকে সরল পথ দেখাও, যাহাদের তুমি অনুগ্রহে ভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ দেখাও।' উক্ত বক্তব্যের আলোকে বিবেচনা করিলে আলোচ্য

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর অর্থ হইতেছে, যাহাদিগকে তুমি বিবেকদানে বিভূষিত করিয়াছ তাহাদের পথ।'

মূলত ইহা পূর্ব বর্ণিত الصراط المستقيم এর ব্যাখ্যা। ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদদের মতে ইহা الصراط المستقيم এর بدل (বদল)। অবশ্যই ইহা الصراط المستقيم এর عطف البيان ও হইতে পারে।।[১] আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের বিশেষ দানে বিভূষিত করিয়াছেন, সূরা নিসায় তিনি তাহাদের পরিচয় দিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ـ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ـ

'অনন্তর যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অনুসরণ করে, তাহারা সেই সকল বান্দার সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ দানে ধন্য করিয়াছেন। তাহারা হইতেছে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেক্কারগণ। কতই উত্তম সঙ্গী তাহারা। আল্লাহ্র তরফ হইতে এই দান। এই ব্যাপারে আল্লাহ্র জ্ঞানই যথেষ্ট।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর তাৎপর্য হইতেছে ঃ

'তোমার দাসত্ব ও আনুগত্যের দানে যাহাদের ধন্য করিয়াছ, তাহাদের পথ; তাহারা হইতেছেন তোমার ফেরেশতাবৃন্দ, নবীকুল, সিদ্দীকগণ ও নেক্কার সম্প্রদায়।'

নিম্নোক্ত আয়াতও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

রবী' ইব্ন আনাস (রা) হইতে আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ এর তাৎপর্য হইল শুধু 'নবীগণ'।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন, اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -এর তাৎপর্য হইল 'মু'মিনগণ'। মুজাহিদও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকী' বলেন ঃ উহারা হইতেছেন 'মুসলমানগণ'।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ 'উহারা হইতেছেন নবীকুল ও তাঁহাদের অনুসারীবৃন্দ।'

---

[১] একই বস্তুর পরিচয়ের জন্য ব্যবহৃত দুইটি সমান পরিচয় জ্ঞাপক শব্দের দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির بدل (বদল) বলা হয়। পক্ষান্তরে একই বস্তুর পরিচয়ের জন্য দুইটি পদ ব্যবহৃত হইলে এবং দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত হইলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির عطف البيان (আতফুল বয়ান) বলা হয়। –অনুবাদক

আয়াতের পূর্বোল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের পূর্বে صراط শব্দকে উহাদের مضاف হিসাবে উহ্য মানাই সঙ্গত। সাহিত্যে موصوف-কে উহ্য রাখিয়া শুধু উহার صفت-কে উল্লেখ করার প্রথা রহিয়াছে। যেমন কবি বলেন–

كانك جمل من جمال بنى اقيش - يقعقع عند رجليه بشن

“তুমি যেন বনূ উকায়শ গোত্রের একটি উষ্ট্র যাহা দুই পায়ের সাথে একটি মশক লইয়া চলে।”

উক্ত চরণের বাক্যটি ছিল এইরূপ ঃ

كانك جمل من جمال بنى اقيش

جمل শব্দটি من جمال শব্দের موصوف অথচ উহাকে উহ্য রাখিয়া শুধু উহার صفت উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে উক্ত আয়াতে صراط শব্দটি একবার اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ও একবার الضالين। শব্দের مضاف হইয়াছে। উহা উহ্য রাখিয়া শুধু مضاف اليه উল্লেখ করা হইয়াছে।

একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, ولا الضالين শব্দের অন্তর্গত لا শব্দটি অতিরিক্ত। এখানে উহা কোন অর্থ প্রদান করে নাই। বাক্যটি মূলত এইরূপ ছিল ঃ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِيْنَ

সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। যেমন কবি আজ্জাজ বলেন ঃ

فى بئر لاحور - السعى وماشعر

‘যে অজ্ঞাতসারে দৌড়াইয়া কূপে পড়িয়া গেল।’ এখানে حور শব্দের পূর্ববর্তী لا শব্দটি অতিরিক্ত। উহা কোন অর্থ প্রদান করে নাই। মূল বাক্যটি এইরূপ ছিল ঃ

فى بئر حور -سعى وما شعر

মূলত উক্ত বিশেষজ্ঞদের এই মতটি ভ্রান্ত। আমি ইতিপূর্বে উক্ত لا শব্দের ব্যবহারের তাৎপর্য ও রহস্য বর্ণনা করিয়াছি, উহাই সঠিক ও শুদ্ধ। এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত ও অর্থহীন নহে বলিয়াই হযরত উমর (রা) لا শব্দের জায়গায় উহার সমার্থক শব্দ غير আনিয়া আয়াতটি এইরূপে পড়িতেন ঃ غير المغوب عليهم وغير الضالين

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আ‘মাশ ও আবূ মু‘আবিয়ার একটি বর্ণনার ভিত্তিতে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্‌ন সালাম স্বীয় فضائل قران গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত উমর (রা) এইরূপে পড়িতেন– غير المغضوب عليهم وغير الضالين

উক্ত বর্ণনার সূত্র শুদ্ধ। হযরত উবাই ইব্‌ন কা‘ব সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনিও আলোচ্য আয়াতটি উক্তরূপে পড়িতেন। তাহাদের এইরূপ পড়ার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হয় যে, তাহারা উহা আদত হিসাবে নহে; বরং আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে উক্তরূপে পড়িতেন।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এখানে لا শব্দটি অতিরিক্ত ও অনর্থক নহে। কেহ যাহাতে الضالين। শব্দকে الذين انعمت عليهم এর و শব্দ দ্বারা সংযোজিত বিধায় একই অর্থবোধক

না মনে করে, তজ্জন্য ও বিশেষত শব্দ দুইটি যে দুইটি পৃথক শ্রেণীর জন্য ব্যবহৃত তাহা বুঝাইবার জন্য الضالين। শব্দের পূর্বে لا শব্দ বসানো হইয়াছে। কারণ, যাহারা সত্যকে জানিয়া, বুঝিয়া, চিনিয়া শুধুমাত্র বিদ্বিষ্ট হইয়া উহা প্রত্যাখ্যান করে, তাহারা হইল المغضوب عليهم। পক্ষান্তরে যাহারা সত্যকে জানিতে, বুঝিতে ও চিনিতে চেষ্টা করে না, তাহারা হইল الضالين। প্রথমোক্ত দল হইল ইয়াহুদী সম্প্রদায় ও শেষোক্ত দল হইল নাসারা সম্প্রদায়। মু'মিন সম্প্রদায় যেন এই উভয় দল এবং তাহাদের ধ্যান-ধারণা ও আমল-আখলাক হইতে দূরে থাকে, তজ্জন্য উভয় দলকে পৃথকভাবে দেখাবার উদ্দেশ্যে الضالين। শব্দের পূর্বে لا শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইয়াহুদীরা সত্যকে জানিত, কিন্তু মানিত না। পক্ষান্তরে নাসারারা সত্যকে জানিতে চেষ্টা করিত না। মু'মিনকে সত্য জানিতেও হইবে, মানিতেও হইবে।

ইয়াহুদী ও নাসারা এই উভয় সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই একদিকে যেমন পথভ্রষ্ট, অন্যদিকে তেমনি অভিশপ্ত। তবে অভিশপ্ত হওয়া ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং পথভ্রষ্ট হওয়া নাসারা সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য।

ইয়াহুদী সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ 'যাহাদের আল্লাহ্ অভিশপ্ত কারিয়াছেন এবং যাহাদের উপর তাঁহার গযব আপতিত হইয়াছে।' পক্ষান্তরে নাসারা সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا - وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'তাহারা ইতিপূর্বে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং অনেক লোকও পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অনন্তর তাহারা সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।'

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ। যে ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين। যে নাসারা জাতি তাহা একাধিক হাদীস ও প্রাথমিক যুগের মনীষীদের উক্তি দ্বারা সুপ্রমাণিত। হযরত 'আদী ইবনে হাতেম তাঈ (রা) হইতে যথাক্রমে আব্বাস ইবনে হুবায়শ, সিমাক ইব্ন হারব, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) কর্তৃক প্রেরিত অশ্বারোহী বাহিনী আমার ফুফুসহ একদল লোককে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলে আমার ফুফু বলিলেন-'হে আল্লাহর রাসূল! আমার তত্ত্বাবধায়ক ও সেবক আমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছে। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধা। আমার নিজের কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন (আমাকে মুক্তি দিন)। আল্লাহ আপনার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবেন।' নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, আপনার তত্ত্বাবধায়ক কে? আমার ফুফু বলিলেন-'আদী ইব্ন হাতেম।' নবী করীম (সা) বলিলেন-সেই 'আদী ইব্ন হাতেম, যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হইতে ভাগিয়া গিয়াছে? অতঃপর তিনি আমার ফুফুকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি দিবার পর তিনি একটি লোক সঙ্গে করিয়া আমার ফুফুর নিকট আসিলেন এবং সেই লোকটির দিকে ইঙ্গিত করিয়া আমার ফুফুকে বলিলেন-ইহার নিকট হইতে সওয়ারী অশ্ব চাহিয়া নিন। আমার ফুফুর ধারণা, সেই লোকটি আলী হইবেন। আমার ফুফু অশ্ব চাওয়া মাত্র তিনি তাহাকে অশ্ব দিলেন। আমার ফুফু আমাদের নিকট পৌঁছিয়া আমাকে বলিলেন-'তুমি যাহা করিয়াছ তোমার পিতা জীবিত থাকিলে উহা করিত না। মুহাম্মদ

(সা) একজন সহৃদয় মহামানব। এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। সে তাঁহার দানে অনুগৃহীত হইল। আরেক ব্যক্তি আসিল। সেও তাঁহার দানে ধন্য হইল। (এইরূপ তাঁহার ভাণ্ডার মানব কল্যাণে নিয়োজিত)। আমি ('আদী ইব্ন হাতেম) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার নিকট নারী কি শিশুরাও আসে। তিনি তাহাদের সহিত নিরহংকারভাবে মেলামেশা করেন এবং তাঁহার চরিত্র এত মধুর যে, তাহারা নিঃসংকোচে তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করে। আমি বুঝিতে পাইলাম যে, তিনি রোমক সম্রাট কি পারস্য সম্রাটের মত (দাম্ভিক) নহেন। আমাকে তিনি বলিলেন–হে 'আদী! কেন তুমি لا اله الا الله বলিতেছ না? আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? কেন তুমি الله اكبر বলিতেছ না? আল্লাহ অপেক্ষা মহান কিছু আছে কি? ইহা শুনিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, المغضوب عليهم হইতেছে ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين হইতেছে নাসারা জাতি (অসমাপ্ত)।'

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী সিমাক হইতে ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং পরবর্তী স্তরে অন্য রাবীর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা সিমাক ইব্ন হারব ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহা غريب হাদীস হইলেও حسن غريب (বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য)।

হযরত আদী ইব্ন হাতেম হইতে যথাক্রমে মারী ইব্ন কিতরী, সিমাক ইব্ন হারব, হাম্মাদ ইব্ন সালামা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত আছে ঃ

"হযরত 'আদী ইব্ন হাতেম (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন المغضوب عليهم হইল ইয়াহুদীরা এবং الضالين হইল নাসারারা।"

'আদী ইব্ন হাতেম (রা) হইতে যথাক্রমে শা'বী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া প্রমুখ বর্ণনাকারীর সনদেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত 'আদী ইব্ন হাতেম (রা)-এর আলোচ্য হাদীসটি একাধিক সূত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাদের উল্লেখ দীর্ঘ হইবে বলিয়া এখানে উহা পরিত্যক্ত হইল।

জনৈক সাহাবী হইতে যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক, বুদাইল ইব্ন উকায়লী, মা'মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ

وادى القرى (ওয়াদিউল কোরা) নামক স্থান দিয়া একদিন নবী করীম (সা) যাইতেছিলেন। বনূ কয়েন গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! المغضوب عليهم এবং الضالين কাহারা ? তিনি বলিলেন, المغضوب عليهم হইল ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين হইল নাসারা জাতি। জারীর, উরওয়াহ ও খালিদ আল হাজ্জা উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক হইতে حديث مرسل (সাহাবী রাবীর নাম উহ্য) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যত্র উরওয়ার এক রিওয়ায়েতের সনদে সাহাবা রাবী হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন শাকীক, বুদায়ল ইব্ন মায়সারাহ্, ইবরাহীম ইব্ন তোহমান প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট المغضوب عليهم এবং الضالين -এর পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন المغضوب عليهم। ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين। নাসারা জাতি।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ মালিক, আবূ সালেহ ও সুদ্দী এবং হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) সহ একদল সাহাবী হইতে যথাক্রমে মুবার্রা হামদানী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ 'উল্লিখিত সাহাবীগণ বলেন, المغضوب عليهم। হইল ইয়াহুদী জাতি এবং الضالين। হইতেছে নাসারা জাতি।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক এবং ইবন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– المغضوب عليهم। হইতেছে ইয়াহুদী জাতি ও الضالين। হইতেছে নাসারা জাতি।'

রবী' ইব্‌ন আনাস, আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখ বহুসংখ্যক তাফসীরকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, 'আল মাগ্‌দূবি আলায়হিম' এবং 'আদ্‌দাল্লীন' এর উপরোক্ত তাফসীরের পরিপন্থী কোন তাফসীর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জ্ঞাত নহি। উপরোল্লেখিত হাদীস ও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ হইতেছে মুফাস্‌সিরগণ কর্তৃক বর্ণিত এতদসম্পর্কিত তাফসীরের ভিত্তি ও উহার যথার্থতার প্রমাণ।

সূরা বাকারায় 'বনী ইসরাঈল' সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ -

'তাহারা যে জিনিসের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রয় করিয়াছে, উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। উহা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহারা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার উপর চাহেন স্বীয় কৃপা বর্ষণ করেন। তাহারা ক্রোধের পর ক্রোধে দিশাহারা হইয়া ফিরিতেছে। অনন্তর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

সূরা মায়িদায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ -

'বল, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রাপ্তব্য প্রতিদানের দিক দিয়া নিকৃষ্টতম লোকদের পরিচয় দিব? স্বয়ং আল্লাহ্ যাহাদের অভিশপ্ত করিয়াছেন, যাহাদের উপর তাঁহার গযব আপতিত হইয়াছে এবং যাহাদের মধ্য হইতে তিনি বানর, শুকর ও তাগুতের গোলামে পরিণত করিয়াছেন তাহারাই। তাহাদের অবস্থান খুবই নিকৃষ্ট এবং সত্য হইতে তাহারা সর্বাধিক বিচ্যুত।'

তিনি আরও বলেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ - ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ - كَانُوْا لَايَتَنَاهُوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ - لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ -

“বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা দাঊদ এবং ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের মুখে অভিশপ্ত হইয়াছে। উহা এইজন্য যে, তাহারা অবাধ্য হইত এবং সীমা লজ্ঘন করিত। তাহারা যে পাপাচারে লিপ্ত ছিল তাহা হইতে বিরত হইত না। তাহাদের আচরণ ছিল বড়ই জঘন্য।’

জীবন চরিত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল সত্য ধর্মের সন্ধানে একদল সঙ্গীসহ সিরিয়া গমন করেন। ইয়াহূদীরা তাহাকে বলিল, তুমি আল্লাহর গযব মাথায় না লইয়া আমাদের ধর্মে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যায়দ বলিলেন, আমি উহা সহিতে পারিব না। তিনি ইয়াহূদী ধর্ম বা নাসারা ধর্ম কোনটিই গ্রহণ করিলেন না। অথচ তিনি মুশরিকদের ধর্ম ও মূর্তিপূজা হইতেও দূরে রহিলেন। তিনি স্বীয় বিবেক বুদ্ধি ও সহজাত স্বভাব অনুযায়ী চলিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গীগণ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিল। কারণ, তাহারা উহাকে ইয়াহূদী ধর্ম অপেক্ষা সত্যের কাছাকাছি মনে করিল। হযরত ওরাকা ইব্‌ন নওফিল (রা) তাহাদের অন্যতম ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে হিদায়েতের নি‘আমত দ্বারা সৌভাগ্যবান করিয়াছিলেন। নবূওত লাভ করিবার কালে নবী করীম (সা) যে ওহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি (হযরত ওরাকা) উহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন।

‘দাল্লীন’ ও ‘জাল্লীন’ সমস্যা

‘আরবী ض বর্ণ ও ظ বর্ণের মধ্যকার উচ্চারণগত ব্যবধান খুবই সামান্য। উহাদের উচ্চারণ স্থান পরস্পর কাছাকাছি অবস্থিত। ض এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিহবার তিন দিকের প্রান্তভাগ এবং তৎসন্নিহিত দন্তমূল। পক্ষান্তরে ظ এর উচ্চারণ স্থান হইতেছে জিহ্বার অগ্রভাগ এবং উপরস্থ মাড়ির সম্মুখের দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ। তদুপরি বর্ণদ্বয় উভয়ই الحروف المطبقه حروف الرخوه ও والحروف المجهوره শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত কারণে উহার উচ্চারণগত পার্থক্য নিরূপণ করা এবং তদনুযায়ী উহাদের সঠিক উচ্চারণ স্থান হইতে উচ্চারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাই একদল ফকীহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত বর্ণদ্বয়ের একটির উচ্চারণ স্থানে অপরটি উচ্চারণ করা আল্লাহ্ তা’আলার নিকট ক্ষমাযোগ্য ত্রুটি বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত অভিমতই সঠিক ও শুদ্ধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, ض বর্ণকে আমিই অধিকতর শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া থাকি−নবী করীম (সা)-এর বাণী বলিয়া কথিত এই উক্তিটি ভিত্তিহীন। উহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাণী নহে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ফাতিহার বিষয়বস্তু

মহা মর্যাদাশীল সপ্ত আয়াত বিশিষ্ট সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

সকল প্রশংসার মালিক ও প্রাপক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য নিবেদিত। তিনি মহা বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু, পরম করুণাময় ও নিরতিশয় কৃপাপরায়ণ।

নিশ্চয় একদিন মানুষের ভাল-মন্দ কার্যের বিচার অনুষ্ঠিত হইবে। সেই দিন সকল কর্তৃত্ব ও এখতিয়ার আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। সুতরাং একদিকে যেমন বদকারদের স্বীয় পাপাচারের শাস্তি এড়াইবার কোন পথ থাকিবে না, অন্যদিকে তেমনি নেককারদের স্বীয় পুণ্য কাজের পুরস্কার লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকিবে।

মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব ও ইবাদত করিবে এবং নিজ দাসত্ব ও ইবাদতে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।

মানুষ নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিবে। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে সে সর্বদা শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে।

মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সঠিক ও সরল পথের নির্দেশনা প্রার্থনা করিবে। পৃথিবীতে সে সরল পথে চলিতে পারিলে আখিরাতেও জান্নাতে প্রবেশের পথ তাহার জন্য সহজ সরল হইয়া যাইবে। পৃথিবীর সরল পথ হইতেছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের পথ। যাহারা বস্তু জগতে তাঁহাদের অনুসৃত আধ্যাত্মিক পথে চলিবে এবং তাঁহাদের সহিত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করিবে, তাহারা পারলৌকিক জীবনেও তাঁহাদের পথ ধরিয়া অনন্ত জান্নাত ধামে প্রবেশ ও বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিবে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁহার রাসূল, তাঁহার কিতাব ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া এবং নেক কাজ করিয়া চির আনন্দ নিকেতন জান্নাত ধামে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা।

আধ্যাত্মিক জীবন অনুসরণের জন্য যেরূপ সঠিক ও সরল পথ রহিয়াছে, তেমনি ভ্রান্ত ও বাঁকা পথও রহিয়াছে। উক্ত ভ্রান্ত ও বক্র পথে চলিয়া একদল মানুষ অভিশপ্ত এবং অন্য দল পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পথ হইতে মানুষকে সর্বদা দূরে থাকিতে হইবে। মানুষ তাহাদের পথ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। তাহাদের বিভ্রান্তির ফাঁদে জড়াইলে পারলৌকিক জীবনে যন্ত্রণাময় মহাশাস্তি মানুষের চিরসাথী হইবে। সুতরাং তাহাদের চক্রান্ত ও প্রতারণা হইতে মানুষকে সদা সতর্ক থাকিতে হইবে।

সূরা ফাতিহার কয়েকটি সূক্ষ্ম ও অনবদ্য শব্দ প্রয়োগ ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা الانعام। ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার করিয়া নিজেকে উহার কর্তা বানাইয়াছেন। পক্ষান্তরে الغضب। ক্রিয়াটির কর্তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা হইলেও তিনি কর্তা হিসাবে নিজেকে উল্লেখ না করিয়া উক্ত ক্রিয়া হইতে কর্মবাচ্যের বিশেষণ (اسم مفعول) ব্যবহার করিয়াছেন। الغضب। ক্রিয়াটির প্রকৃত কর্তা যে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ "তুমি কি তাহাদের কথা ভাবিয়াছ, আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন তাহাদেরকে যাহারা বন্ধু বানাইয়াছে?"

আরেকটি উদাহরণ। যদিও আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী হওয়ার শক্তি যোগাইয়া থাকেন, তথাপি এখানে তিনি নিজেকে কর্তা হিসাবে উল্লেখ করিয়া إضلال ক্রিয়াটি ব্যবহার করেন নাই। বরং মানুষকে কর্তা বানাইয়া إضلال ক্রিয়া হইতে কর্তৃবাচ্যের বিশেষণ (اسم فاعل) ব্যবহার করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই যে মানুষকে গোমরাহ হইবার শক্তি দান করেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ـ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا 'আল্লাহ্ যাহাকে সঠিক পথ দেখান সেই পথপ্রাপ্ত আর তিনি যাহাকে বিপথগামী করেন তাহার জন্য তুমি কোন দিশারী বন্ধু পাইবে না।'

অনুরূপ আরেকটি আয়াত এই ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهُ ـ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ "আল্লাহ্ যাহাদের পথভ্রষ্ট করেন, তাহাদের আর কোন পথ প্রদর্শক জোটে না। আর তিনি যাহাদের হাল ছাড়িয়া দেন, তাহারা স্বীয় অবাধ্যতার আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশান হইয়া ফিরে।"

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলি ছাড়া আরও একাধিক আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে হিদায়েতপ্রাপ্ত বা পথভ্রষ্ট করেন। القدرية সম্প্রদায় ও উহার অনুসারীগণ বলেন ঃ বান্দা নিজেই হিদায়েত অথবা গোমরাহীর পথ গ্রহণ করিয়া থাকে। সে এক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন।

কাদরিয়া সম্প্রদায়ের উপরোক্ত মতবিশ্বাস ভ্রান্ত ও বাতিল। তাহারা নিজেদের বিদআতী বিশ্বাসের সমর্থনে কুরআন মজীদের متشابه (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াত পেশ করিয়া থাকে। অথচ যে সকল আয়াত দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের উক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে। গোমরাহ ফির্কার অবস্থাই এইরূপ।

সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'কোন দলকে কুরআনের 'মুতাশাবাহা' আয়াতের পশ্চাতে পড়িতে দেখিলে তোমরা বুঝিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কথাই (সূরা আলে-ইমরানে) বলিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিও।'

উক্ত আয়াতে রাসূল (সা) নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهٖ ـ

"যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা ফিতনা সৃষ্টির জন্যে এবং ভ্রান্ত অর্থ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে উহার (মুতাশাবাহা আয়াতের) পশ্চাতে পড়িয়া যায়।"

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, কুরআন মজীদে বিদআতীদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রকৃত কোন প্রমাণ বিদ্যমান নাই। কারণ, কুরআন মজীদ আসিয়াছে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিল পৃথক করিয়া দিতে। উহাতে কোনরূপ স্ববিরোধিতার লেশমাত্র নাই। কারণ, উহা সর্বজন প্রশংসিত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ গ্রন্থ।

'আমীন' প্রসঙ্গ

ফাতিহা পাঠের শেষে امين (আমীন) বলা মুস্তাহাব। امين শব্দটি يس (য়্যা-সীন) শব্দের সমওজন বিশিষ্ট। উহার অর্থ–'আয় আল্লাহ্ কবূল কর।'

কেহ কেহ উহার প্রথম বর্ণ أ- (হামযাহ)-এর পর আলিফ যোগ না করিয়া উহাকে امين রূপে পড়েন।

'আমীন' বলা যে মুস্তাহাব নিম্নোক্ত হাদীস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হইতে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠের পর امين বলিতে শুনিয়াছি। তিনি আওয়াজ লম্বা করিয়া (مدبها صوته) উহা পাঠ করিয়াছেন।'

ইমাম আবূ দাউদের বর্ণনায় রহিয়াছে رفع بها صوته তিনি উচ্চস্বরে উহা পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি حديث حسن অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য। হযরত আলী (ক), হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবা হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'নবী করীম (সা) غير المغضوب عليهم ولا الضالين পাঠের পর বলিতেন امين 'আমীন'। প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ উহা শুনিতে পাইতেন।'

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উঁহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্‌র রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে, 'মসজিদে امين শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইত।' ইমাম দারা কুতনীও উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উহাকে حديث حسن বা গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত বিলাল (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিয়াছেন–'আমার পূর্বে امين বলিবেন না।' ইমাম আবূ দাউদ এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবু নসর কুশায়রী উল্লেখ করিয়াছেন–'হযরত হাসান ও হযরত জা'ফর সাদেক امين শব্দের م বর্ণকে তাশদীদ দিয়া উহাকে أمين البيت الحرام আয়াতের অন্তর্গত أمين শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিতেন।'

আমাদের (ইব্‌ন কাছীরের) ফকীহগণ ও অন্য একদল ফকীহ বলেন–নামাযের বাহিরে 'আমীন' বলা মুস্তাহাব এবং নামাযের ভিতরে আমীন্ বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। মুসল্লী একাকী হউক কিংবা ইমাম হউক অথবা মুক্তাদী হউক–যে কোন অবস্থায় 'আমীন' বলা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'ইমাম যখন আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন

বলিবে। কারণ, যাহার امـين ফেরেশতাগণের আমীনের সহিত মিলিয়া যাইবে, তাহার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।'

ইমাম মুসলিমের বর্ণনায় রহিয়াছে–নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'যদি কেহ নামাযে বলে, امـين আর আকাশের ফেরেশতারাও বলেন, 'আমীন' এবং একটি অপরটির সহিত মিলিয়া যায়, তবে তাহার অতীতের গুনাহ মাফ হইয়া যায়।'

একদল বিশেষজ্ঞ 'যদি ফেরেশতাদের আমীন বলার সহিত মুসল্লীর আমীন বলা মিলিয়া যায়'–এই বাক্যের এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, 'যদি উভয়ের আমীন কবূল হইয়া যায়।'

আরেকদল উহার এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যদি উভয়ের امـين ইখলাসপূর্ণ হয়।'

হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যখন বলে, ولا الضـالين তখন তোমরা বলিবে امـين আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উক্ত দোয়া কবূল করিবেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে যাহ্হাক ও যোয়াইবের বর্ণনা করেন–আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! امـين শব্দের অর্থ কি? তিনি জবাবে বলিলেন–'হে আমার প্রতিপালক! তুমি উহা কবূল কর।'

জওহারী বলেন–امـين অর্থ 'এইরূপ হউক।' ইমাম তিরমিযী বলেন– امـين অর্থ 'আমাদিগকে নিরাশ করিও না।'

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন امـين অর্থ 'আয় আল্লাহ্! আমাদের দোয়া কবূল কর।'

ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন–'মুজাহিদ, ইমাম জা'ফর সাদেক এবং হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ বলেন, امـين শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ একটি বর্ণনা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مـرفوع হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবূ বকর ইবনুল আরাবী উহাকে অশুদ্ধ ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উহা রাসূল (সা)-এর বাণী নহে।'

ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যবর্গ বলেন–ইমাম 'আমীন' বলিবেন না, তবে মুক্তাদী 'আমীন' বলিবে। কারণ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ সালেহ, সাম্মী ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন– "ইমাম যখন বলে ولا الضـالين তখন তোমরা বলিবে امـين।"

এতদ্ব্যতীত হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যখন পড়িবে ولا الضـالين তখন মুক্তাদিরা বলিবে امـين।

ইতিপূর্বে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হাদীসের বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (স) বলিয়াছেন, ইমাম যখন امـين বলে, তোমরাও তখন امـين বলিবে।'

ইতিপূর্বে উল্লিখিত অন্য বর্ণনায়ও রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) غيـر الـمغضـوب عليـهم ولا الضـالين পাঠ করার পর امـين বলিতেন।'

সরব নামাযে মুক্তাদী সরবে امـين বলিবে, না নীরবে বলিবে, তাহা লইয়া আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাহাদের মতভেদের সারসংক্ষেপ

এই যে, ইমাম যদি امين বলিতে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে মুক্তাদী জোরে 'আমীন' বলিবে। ইহা আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের সর্বসম্মত অভিমত। ইমাম যদি জোরে 'আমীন' বলে, তাহা হইলে আমাদের মাযহাবের উত্তরসূরী ফকীহদের অভিমত অনুযায়ী মুক্তাদী আস্তে 'আমীন' বলিবে। ইহা ইমাম আবু হানীফা (র)-এরও মাযহাব। ইমাম মালিক (রা) হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন–امين একটি যিক্র। নামাযের মধ্যে অন্যান্য যিক্র যেরূপ জোরে পড়া হয় না, উহাও তেমনি জোরে পড়া হইবে না।

পক্ষান্তরে আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের পূর্বসূরীদের অভিমত এই যে, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ই জোরে 'আমীন' বলিবে। ইহা ইমাম আহমদেরও মাযহাব। ইমাম মালিক (র) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন, 'নবী করীম (সা) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পাঠ করার পর امين বলিতেন এবং প্রথম কাতারের মুসল্লীগণ উহা শুনিতে পাইতেন। তখন উহা মসজিদে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইত।'

আমাদের (শাফেঈ) মাযহাবের ফকীহগণের তৃতীয় একটি অভিমত রহিয়াছে। উহা এই যে, মসজিদ ছোট হইলে মুক্তাদীগণ জোরে 'আমীন' বলিবে না। কারণ, সকল মুক্তাদীই ইমামের পাঠ শুনিতে পায়। কিন্তু মসজিদ বড় হইলে মুক্তাদীরাও জোরে 'আমীন' বলিবে যাহাতে মসজিদের সর্বত্র 'আমীন' শব্দের ধ্বনি পৌঁছিয়া যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইয়াহূদী জাতির বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন–আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে জুমআর নামাযের মত এক নি'আমাত দান করিয়াছেন যাহা হইতে ইয়াহুদীগণ বঞ্চিত রহিয়াছে। তিনি আমাদিগকে কিবলা দান করিয়াছেন যাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে। ইয়াহুদীগণ আমাদের জুমআর নামায, আমাদের কিবলা ও ইমামের পিছনে আমাদের امين বলার প্রতি যতখানি ঈর্ষা পোষণ করে, ততখানি ঈর্ষা অন্য কিছুতেই পোষণ করে না।'

ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এইরূপ ঃ

"(নবী করীম (সা) বলিলেন)–ইয়াহুদীগণ তোমাদের সালাম বিনিময় করা এবং امين বলার কারণে তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে, সেরূপ ঈর্ষা আর কিছুতে পোষণ করে না।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের امين বলার কারণে ইয়াহুদীগণ তোমাদের প্রতি যেরূপ ঈর্ষা পোষণ করে সেরূপ ঈর্ষা অন্য কোন কারণে করে না। অতএব তোমরা বেশী করিয়া امين বল।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদে তালহা ইব্ন আমর একজন দুর্বল রাবী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– امين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ('আমীন' হইতেছে মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত 'মহর'।)

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাকে নামাযের মধ্যে ও (অন্যত্র) দোয়ার পরে امين বলার বিধান প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে হযরত মূসা (আ) ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত বিধান প্রাপ্ত হন নাই। মূসা (আ) দোয়া করিতেন আর হারূন (আ) امين বলিতেন। তোমরা দোয়ার পর امين বলিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দোয়া কবূল করিবেন।'

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পরবর্তী বিষয় প্রমাণ করেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ج رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ - قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَاتَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ -

"মূসা বলিল–হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি ফিরআউন ও তাহার অনুসারীদের পার্থিব জীবনে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর দান করিয়াছ। হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তাহারা উহার বদৌলতে মানুষদিগকে তোমার পথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে। হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তুমি তাহাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস এবং তাহাদের অন্তর কঠিন কর, যাহাতে তাহারা আযাব না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের উভয়ের দোআ কবূল করা হইল। এখন তোমরা অবিচল থাক এবং অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করিও না।"

উক্ত আয়াতের قال موسى দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়াটি করিয়াছিলেন হযরত মূসা (আ) একাই। অথচ আয়াতের قد اجيبت دعوتكما অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁহারা উভয়ই দোয়া করিয়াছিলেন। ইহার সমন্বয় পাওয়া যায় পূর্বোক্ত হাদীসে। আয়াতের পরস্পর বিরোধীরূপে প্রতিভাত বিষয়টির যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া পেশ করিয়াছেন হযরত মূসা (আ) এবং হযরত হারূন (আ) امين বলিয়া শরীক হইয়াছেন। এই কারণে তিনিও দোয়াকারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন এবং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'তোমাদের উভয়ের দোয়া কবূল করা হইল' বলিয়া উহার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে কেহ দোয়া করিতে থাকিলে যাহারা 'আমীন' বলে তাহারাও দোআকারীরূপে গণ্য হয়। অতএব মুক্তাদী ইমামের পেছনে ফাতিহা পড়িবে না। কারণ, তাহার امين বলাই ফাতিহা পাঠের স্থলাভিষিক্ত হইবে।

এই কারণেই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'যে ব্যক্তি মুক্তাদী হইয়া ইমামের পিছনে নামায পড়ে, ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত বলিয়া গণ্য হইবে।'

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বিলাল (রা) বলিতেন–'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পূর্বে আপনি امين বলিবেন না।'

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সরব নামাযে কিরাআত পড়া মুক্তাদীর জন্য ফরয নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে কা'ব, ইব্ন আবূ সালীম, লায়ছ, জারীর, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালাম, আহমদ ইব্ন হাসান ও ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ইমাম যদি غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ বলিয়া امين বলে আর উহার সঙ্গে বিশ্ববাসী ও আকাশের বাসিন্দাদের امين মিলিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অতীতের গুনাহ মাফ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি امين না বলে, তাহার অবস্থা সেই ব্যক্তির অবস্থার সমতুল্য, যে ব্যক্তি একটি দলের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইল। অতঃপর দলের লোকেরা লটারী করিয়া প্রত্যেকের গনীমতের অংশ বুঝিয়া নিল। সে জিজ্ঞাসা করিল–আমার অংশ পাইলাম না কেন? উত্তর আসিল–তুমি امين বল নাই, তাই।

تمت بالخير

॥ সূরা ফাতিহার তাফসীর সমাপ্ত ॥

তৃতীয় অধ্যায়

আলিফ-লাম পারা

সূরা আল্ বাকারা

২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) বলেন–আমাকে আরেম, তাহাকে মু'তামার, তাহাকে তাহার পিতা, তাঁহাকে এক ব্যক্তি তাহার পিতা হইতে, তাহাকে মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল-বাকারা কুরআনের শীর্ষভাগে অবস্থিত সর্বোন্নত চূড়া। উহার প্রত্যেকটি আয়াতের সঙ্গে আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'আল্লাহু লাইলাহা ইল্লাহু আল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' শীর্ষক আয়াতটি আরশের নীচ হইতে বাহির করিয়া সূরা বাকারায় শামিল করা হইয়াছে। সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদয় সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ও পারলৌকিক সুফল লাভের জন্য উহা পাঠ করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে সূরাটি পড়িও।'

এই সনদটি শুধু ইমাম আহমদই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত অপর এক সনদে তিনি বলেন ঃ আমাকে আরেম, তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, তাহাকে সুলায়মান আত্‌তায়মী, তাঁহাকে আবূ উসমান (হিন্দী নহে), তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'সূরাটি মরণাপন্ন ব্যক্তির সম্মুখে পাঠ করিও।' অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন।

এই হাদীসের সনদে পূর্বোক্ত সনদের বেনামী ব্যক্তির নাম ব্যক্ত হইয়াছে এবং এই সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী হাকীম ইব্‌ন জুবায়রের সূত্রে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। হাকীম ইব্‌ন জুবায়র (জঈফ) আবূ সালেহ হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন–প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষ আছে। আল-কুরআনের শীর্ষ হইল সূরা বাকারা এবং উহাতে শ্রেষ্ঠতম আয়াত (আয়াতুল কুরসী) বিদ্যমান।'

সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, সুহায়ল ইব্ন আবি সালেহ তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-'তোমাদের ঘরগুলিকে কবরে পরিণত করিও না। নিশ্চয় যেই গৃহে সূরা বাকারা তিলাওয়াত হয়, সেই গৃহে শয়তান প্রবেশ করে না।'

ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন। আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্ন সালাম বলেন ঃ আমাকে ইব্ন আবূ মরিয়ম, তাহাকে ইব্ন লাহীয়াহ, তাহাকে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, তাহাকে সিনান ইব্ন সা'আদ ও তাহাকে আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

'নিশ্চয় শয়তান যেই গৃহে সূরা বাকারা পড়িতে শোনে, সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যায়।'

সিনান ইব্ন সা'আদ কিংবা সা'আদ ইব্ন সিনানকে ইব্ন মাঈন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের হাদীসকে আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখ 'মুনকার' বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, তাহাকে শু'বা, তাহাকে সালাম ইব্ন কোহায়েল, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'কোন ঘরে সূরা বাকারা পড়িতে শুনিলে শয়তান অবশ্যই সেই ঘর হইতে পলায়ন করে।'

বর্ণনাটি ইমাম নাসাঈ 'আল ইয়াওম ওয়াল লাইলা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' এ উহা শু'বার সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য উহা সহীহাইনে উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্ন মারদুবিয়্যা বলেন-আমাকে আহমদ ইব্ন কামিল, তাহাকে আবূ ইসমাঈল তিরমিযী, তাঁহাকে আইয়ুব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলাল, তাহাকে আবূ বকর ইব্ন আবূ উয়ায়স, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্ন আজলান, তাহাকে আবূ ইসহাক, তাহাকে আবুল আহওয়াস ও তাহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

'তোমাদের কাহাকেও যেন এইরূপ দেখিতে না পাই যে, পায়ের উপর পা চড়াইয়া গান করিতেছ এবং সূরা বাকারা পাঠ ছাড়িয়া দিয়াছ। নিশ্চয় শয়তান সেই ঘর হইতে পালায় যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। নিকৃষ্টতম ঘর সেইটি যেখানে কুরআন তিলাওয়াত হয় না।'

ইমাম নাসাঈ তাঁহার 'আল ইয়াওমু ওয়াল লাইলাহ্' নামক সংকলন গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন নসর হইতে ও তিনি আইয়ুব ইব্ন সুলায়মান হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইমাম দারেমী তাঁহার সনদে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ

'এমন কোন ঘর হয় না যেখানে সূরা বাকারা তিলাওয়াত হইলে শয়তান হাওয়া ছাড়িতে ছাড়িতে পালায় না।' তিনি আরও বলেন, 'প্রত্যেকটি বস্তুর শীর্ষভাগ আছে এবং আল-কুরআনের শীর্ষভাগ হইল আল-বাকারা। তেমনি প্রত্যেকটি বস্তুরই নির্যাস আছে এবং আল কুরআনের নির্যাস হইল বৃহদায়তন সূরাগুলি।'

ইমাম শা'বীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন-'রাত্রিকালে যে ব্যক্তি সূরা বাকারার দশটি আয়াত তিলাওয়াত করে, সেই ঘরে সেই রাত্রিতে শয়তান প্রবেশ করে না। আয়াত দশটি হইল, সূরা বাকারার শুরুর চারি আয়াত, আয়াতুল কুরসী, উহার

পরবর্তী দুই আয়াত ও সূরার শেষ তিন আয়াত।' অপর এক বর্ণনায় আছে–সেই রাত্রিতে সেই বাড়ির বাসিন্দাগণকে শয়তান কিংবা কোন অনভিপ্রেত বস্তু কোন ক্ষতি করিতে পারে না। উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পাগলের উপর ফুঁক দিলে পাগল ভাল হয়।

সহল ইব্ন সা'আদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–প্রত্যেকটি বস্তুর চূড়া আছে এবং আল-কুরআনের চূড়া হইল সূরা বাকারা। অনন্তর যে ব্যক্তি কোন রাত্রে তাহার গৃহে উহা তিলাওয়াত করে, শয়তান তিন রাত্রি পর্যন্ত সেই ঘরে প্রবেশ করে না। যদি কেহ তাহার ঘরে দিনে উহা পাঠ করে, তাহা হইলে তিন দিন অবাধ্য শয়তান সেই ঘরে ঢোকে না।"

বর্ণনাটি আবুল কাসিম আত-তাবারানী, আবূ হাতিম ও ইব্ন হিব্বান নিজ নিজ সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত করেন। ইব্ন মারদুবিয়্যা উহা আল আয্রাক ইব্ন আলী হইতে, তিনি হাসান ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি খালিদ ইব্ন সাঈদ আল মাদানী হইতে, তিনি আবূ হাযেম হইতে ও তিনি সহল হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বানের মতে খালিদ ইব্ন সাঈদ আল্ল মাদায়নী' (আল মাদানী নহে)।'

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর হইতে, তিনি সাঈদ আল মাকরাবী হইতে, তিনি আবূ আহমদের গোলাম আতা হইতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র দল অভিযানে পাঠাইতে গিয়া প্রত্যেককে কুরআন পাক হইতে তিলাওয়াত করিতে বলিলেন। তখন যে যাহা জানিত তাহাই পাঠ করিল। তিনি তখন এক তরুণের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–তোমার কতটুকু জানা আছে? সে বলিল, আমি অমুক অমুক আয়াত ও সূরা বাকারা জানি। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন–সূরা বাকারা তোমার মুখস্থ আছে? সে বলিল–হ্যাঁ। তিনি বলিলেন–যাও, তুমিই এই অভিযানে নেতৃত্ব দিবে। তখন একজন সম্ভ্রান্ত প্রধান ব্যক্তি বলিলেন–আল্লাহর কসম! আমি সূরা বাকারা এইজন্য মুখস্থ করি নাই যে, উহা আমল করিতে পারিব না। রাসূল (সা) বলিলেন–কুরআন শিখ ও উহা পাঠ কর। যে ব্যক্তি কুরআন শিখে, পাঠ করে ও উহা আমল করে সে হইল সুগন্ধি বিচ্ছুরক মিশ্কপূর্ণ পাত্রের মত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কুরআন শিখিয়া আমল করে না, সে যেন মিশ্কপূর্ণ সুগন্ধিবিহীন আবদ্ধ পাত্র।'

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করিয়া বলেন, হাদীসটি 'হাসান সহীহ।' তারপর উহা তিনি লায়ছ হইতে, তিনি সাঈদ হইতে, তিনি আবূ আহমদের গোলাম আতা হইতে 'মুরসাল হাদীস' হিসাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম বুখারী বলেন–লায়ছ বলিয়াছেন যে, আমাকে ইয়াযীদ ইবনুল হাদী, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ও তাঁহাকে উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'তিনি এক রাত্রে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তাঁহার পাশেই তাঁহার ঘোড়াটি বাঁধা ছিল। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফালাফি জুড়িয়া দিল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিলেন। ঘোড়াটিও স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার তিলাওয়াত শুরু করিলেন। ঘোড়াটি আবার লাফাইতে লাগিল। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া তাকাইলেন। ঘোড়াটিও সুস্থ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আবার তিলাওয়াত শুরু করিতেই ঘোড়া আবার লাফানো শুরু করিল। তাঁহার পুত্র ইয়াহিয়া

ঘোড়ার কাছাকাছি ঘুমাইতেছিল। তাঁহার ভয় হইল, পুত্রের গায়ে ঘোড়ার পায়ের আঘাত লাগিবে। তাই তিনিই পুত্রকে তুলিয়া আনিতে গেলেন। তখন একবার আকাশের দিকে তাকাইলেন এবং যাহা দেখার তাহা দেখিলেন। ভোর হওয়া মাত্র তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে গিয়া আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) শুনিয়া বলিলেন–'তুমি তিলাওয়াত বন্ধ করিলে কেন?' তিনি বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহিয়া আঘাত পাইবে এই ভয়ে বন্ধ করিয়াছি। কারণ, সে ঘোড়াটির কাছাকাছি ছিল। আমি তাহাকে সরাইতে গিয়া আকাশের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, একটি ছায়াপথে যেন সারিবদ্ধ দীপমালা জ্বলজ্বল করিতেছে। উহা ভালভাবে দেখার জন্য বাহির হইলাম। তখন উহা শূন্যে মিলাইয়া গেল।' রাসূল (সা) বলিলেন–তুমি কি জান উহা কি ছিল? তিনি বলিলেন–না। রাসূল (সা) বলিলেন–তাহারা ছিলেন একদল ফেরেশতা। তোমার তিলাওয়াতের সুরে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। যদি তুমি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করিতে তাহা হইলে তাঁহারাও সকাল পর্যন্ত থাকিতেন। লোকজন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইত এবং ফেরেশতাগণও তাহাদের দৃষ্টির আড়ালে যাইতেন না।'

ইমাম আবূ উবায়দ আল কাসিম ইব্‌ন সালাম তাঁহার 'ফাযায়েলুল কুরআন' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র লায়ছ হইতে বর্ণনা করেন। উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা) হইতে উহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সব ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

ছাবিত ইব্‌ন কয়স ইব্‌ন শিমাস (রা)-এর ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে এবং আবূ উবায়দ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইবাদ ইব্‌ন ইবাদ, তাঁহাকে জারীর ইব্‌ন হাযিম, তাহাকে তাহার চাচা জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ বলিয়াছেন যে, তাহাকে মদীনার প্রবীণ ব্যক্তিরা বর্ণনা করিয়াছেন–তাহারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন, 'আপনি কি দেখিতে পাইয়াছেন যে, ছাবিত ইব্‌ন কয়স ইব্‌ন শিমাসের গৃহটি সারারাত্রি দীপমালার আলোকে ঝলমল করিতেছিল?' রাসূল (সা) জবাবে বলিলেন–'সম্ভবত সে সূরা বাকারা পড়িয়াছিল।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি ছাবিতকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন–হ্যাঁ, আমি সূরা বাকারা পড়িয়াছিলাম।

এই সনদটি উত্তম। অবশ্য কিছুটা অস্পষ্টতা বিদ্যমান। হাদীসটি 'মুরসাল'। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সূরা আলে ইমরানসহ সূরা বাকারার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা

ইমাম আহমদ বলেন–আমাকে আবু নাঈম, তাহাকে বাশার ইব্‌ন মুহাজির, তাহাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদ তাহার পিতা বুরাইদা এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন ঃ

'আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছেন–'সূরা বাকারা শিখ। উহা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে আক্ষেপ মিলে। উহার উপর বাতিল শক্তির কোন ক্ষমতা চলে না।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিলেন। অতঃপর বলিলেন–'সূরা আল-বাকারা ও সূরা আলে ইমরান শিখ। কারণ, উহারা দুইটি আলোকপিণ্ড। কিয়ামতের দিন উহাদের পাঠকমণ্ডলীকে শামিয়ানা, মেঘপুঞ্জ কিংবা পাখীর ঝাঁকের মত মাথার উপরে আসিয়া ছায়া দিবে। কিয়ামতের দিন কুরআন পাঠক কবর

হইতে উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কুরআন এক তরুণের বেশে তাহার সামনে হাজির হইয়া বলিবে-আমাকে চিনিয়াছ কি? সে বলিবে-না, আমি তোমাকে চিনি না। তখন সেই তরুণ বলিবে-আমি তোমার সহচর কুরআন। আমি তোমাকে দিনের ক্ষুৎপিপাসা ও রাতের নিদ্রা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিলাম। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসার পিছনে লাগে। আজ সকল ব্যবসা তোমার পেছনে জড়ো হইয়াছে। তারপর তাহার ডানে প্রশস্ত রাজ্য এবং বামে স্থায়ী নিকেতন জান্নাত প্রদত্ত হইবে। তাহার মস্তকে মহামর্যাদার মুকুট স্থাপন করা হইবে। তাহার পিতামাতাকে এমন পোষাকে অলংকৃত ও সজ্জিত করা হইবে পৃথিবীবাসী তাহাদের সামনে কখনও যাহা উপস্থিত করিতে পারে না। তাহারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিবে-আমাদিগকে কেন ইহা পরানো হইল? জবাব আসিবে-তোমাদের সন্তানের কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ কুরআন তিলাওয়াত করিতে করিতে জান্নাতের সিঁড়ির ধাপগুলি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে থাক।' যত উর্ধ্বে গিয়া তাহার তিলাওয়াত শেষ হইবে তত উর্ধ্বে তাহার কক্ষ নির্ধারিত থাকিবে। তিলাওয়াত ধীরে চলুক কি দ্রুত, ফল একইরূপে পাইবে।

ইব্ন মাজাহ বাশার ইব্ন মুহাজির হইতে এই হাদীসের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি 'হাসান' শ্রেণীভুক্ত। কারণ, ইমাম মুসলিম বাশারের হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন মাঈন তাহাকে ছিকাহ রাবী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণে দোষ নাই। অবশ্য ইমাম আহমদ তাহার বর্ণিত এই হাদীসকে 'মুনকার' বলিয়াছেন। তবে তাহার হাদীস 'মু'তাবার বটে, কিন্তু উহাতে কখনও অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ ঘটে। ইমাম বুখারী বলেন, তাহার কোন কোন হাদীসের বিরোধিতা করা হইয়াছে। আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তাহার হাদীস উদ্ধৃত করা হয়, কিন্তু উহা দলীল হিসাবে কখনও পেশ করা হয় না। ইব্ন আদী বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস অনুসৃত হয় না। দারা কুতনী বলেন, তাহার হাদীস সবল নহে।

আমি বলিতেছি, তাহার এই হাদীসের কোন কোন অংশের সমর্থন অন্য হাদীসে মিলে। আবূ উমামা আল বাহেলীর হাদীস এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে আব্দুল মালেক ইব্ন উমর, তাহাকে হিশাম, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, তাহাকে আবূ সালাম ও তাহাকে আবূ উমামা বর্ণনা করেন ঃ

سمعت رسول الله صلعم يقول اقرءوا القرأن فانه شافع لاهله يوم القيامة اقرءوا الزهراوين البقرة وال عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كانهما عمامتان او كانهما غيايتان او كانهما فرقان من طير صواف يحاجان عن اهلهما يوم القيامة ثم قال اقرءوا البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة لاتستطيعها البطلة -

'আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'কুরআন পড়। কিয়ামতের দিন কুরআন উহার পাঠকদের জন্য শাফাআতকারী হইবে। তোমরা যুগ্ম আলোকপিণ্ড অর্থাৎ আল্ বাকারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত কর। কিয়ামতের দিন উহারা দুই খণ্ড মেঘ কিংবা শামিয়ানা কিংবা

পাখীর ঝাঁক হইয়া পাঠকারীর মাথার উপর ছায়া দিবে।' অতঃপর তিনি বলেন, 'সূরা বাকারা পড়। উহা গ্রহণে বরকত ও বর্জনে দুঃখ দেখা দেয় এবং কোন যাদুকর উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।'

ইমাম মুসলিমও 'সালাত' অধ্যায়ে মুআবিয়া ইব্ন সালামের অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। মুআবিয়া ইব্ন সালাম তাহার ভাই যায়দ ইব্ন সালাম হইতে, তিনি তাহার দাদা আবূ সালাম হইতে, তিনি আবূ উমামা সদী ইব্ন আজলান আল বাহেলী হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

উক্ত হাদীসে উল্লেখিত 'আয যহরাওয়ান' অর্থ আলোকপিণ্ডদ্বয়। 'আল গায়ায়াত' অর্থ উপরে ছায়াদায়ক শামিয়ানা। 'আল-ফুরক' অর্থ খণ্ড বস্তু। 'আস্ সাওয়াফ' অর্থ ঝাঁক বাঁধা। 'আল্ বুতলাত' অর্থ যাদু। 'লা তাস্তাতী'হা' অর্থ উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। কেহ বলেন, উহার পাঠকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আন্ নাওয়াস ইব্ন সিম্আনের হাদীসও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমদ বলেন–আমাকে ইয়াযীদ, তাহাকে ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন মুহাজির, তাঁহাকে ওয়ালিদ ইব্ন আবদুর রহমান আল জারশী ও তাঁহাকে জুবায়র ইব্ন নফীর বর্ণনা করেন যে, আমাকে আন্ নাওয়াস্ ইব্ন সিমআন বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন কুরআন ও উহার বাআমল পাঠকদের একত্রিত করা হইবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান তাহাদের অগ্রভাগে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এমন তিনটি উদাহরণ পেশ করিলেন যাহা আমি ভুলি নাই। তিনি বলিলেন–সূরা দুইটি দুই খণ্ড মেঘ, শামিয়ানা কিংবা দুই ঝাঁক পাখীর মত পাঠকদের মাথার উপর থাকিয়া ছায়া দান করিবে।'

ইমাম মুসলিম উক্ত বর্ণনাটি ইসহাক ইব্ন মনসূর হইতে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন আব্দে রব্বিহি হইতে উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী উহা আল ওয়ালিদ ইব্ন আবদুর রহমান আল্ জারশী হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন–হাদীসটি 'হাসান গরীব' শ্রেণীভুক্ত।

আবূ উবায়দ বলেন–আমাকে হাজ্জাজ, তাহাকে হাম্মাদ ইব্ন সালামা, তাহাকে আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র বর্ণনা করেন যে, আমাকে যতদূর মনে পড়ে হাম্মাদ আবূ মুনীর হইতে ও তিনি তাহার চাচা হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

'এক ব্যক্তি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়িল। যখন সে নামায শেষ করিল, কা'ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পড়িয়াছ ? সে বলিল–হ্যাঁ। কা'ব বলিলেন, যাঁহার মুঠায় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ। নিশ্চয় উহার ভিতর আল্লাহ্র এমন নাম রহিয়াছে যেই নামে কোন কিছু প্রার্থনা করিলেই কবূল হয়। লোকটি বলিল–উহা কোন্ নাম আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে তাহা বলিব না। কারণ, আমার ভয় হয় তুমি তাহা দ্বারা এমন কিছু প্রার্থনা করিবে যাহা তোমার, নয় তো আমার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন সালেহ, তাঁহাকে মুআবিয়া ইব্ন সালেহ, তাঁহাকে সালেহ ইব্ন আমের বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ উমামাকে বলিতে শুনিয়াছেন–'তোমাদের এক ভাই স্বপ্নে দেখিল, মানুষ দল বাঁধিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় বিচরণ করিতেছে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে দুইটি সবুজ বৃক্ষ হইতে গায়েবী আওয়াজ আসিতেছে,

"তোমাদের মধ্যে সূরা বাকারার পাঠক আছে কি ? তোমাদের ভিতরে সূরা আলে ইমরানের পাঠক আছে কি ?" বর্ণনাকারী বলেন, 'এক ব্যক্তি বলিল, হ্যাঁ। অমনি বৃক্ষ দুইটি তাহার দিকে ফলসহ ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন সে উহার সহিত ঝুলিয়া পড়িল। তাহাকে লইয়া গাছ দুইটি আবার পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া গেল।'

আমাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ হইতে ও তিনি আবূ ইমরান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি উম্মে দারদাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

'এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করিত। একবার সে তাহার প্রতিবেশির উপর চড়াও হইয়া তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সেও পাকড়াও হইল এবং নিহত হইল। সেই হইতে প্রতিদিন তাহার নিকট হইতে একটি করিয়া সূরা বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। শেষ পর্যায়ে অবশিষ্ট রহিল আল-বাকারা ও আলে ইমরান। এক সপ্তাহ পর আলে ইমরান বিদায় নিল। আল-বাকারা পরবর্তী সপ্তাহও অপেক্ষা করিল। তখন উহাকে বলা হইল ঃ

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আমার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। আমি কোন বান্দার উপর জুলুম করি না।' অতঃপর সূরা বাকারাও বিশাল মেঘখণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া বিদায় নিল।'

আবূ উবায়দ বলেন-'আমার মনে হয়, সূরা দুইটি তাহার সঙ্গে কবরে থাকিয়া তাহাকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতেছিল। উহারা তাহারা শেষ প্রহরী হিসাবে কাজ করিতেছিল।'

তিনি আরও বলেন-আমাকে আবূ মাসহার আল্ গাচ্ছানী সাঈদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয আত্‌তানূখী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল জারশী বলিতেন-'যে ব্যক্তি দিবাভাগে সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান পাঠ করে সে নিফাক হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি সূরা দুইটি রাত্রে পাঠ করে সে ফজর পর্যন্ত নিফাক হইতে বাঁচিয়া থাকে।' বর্ণনাকারী বলেন-ইয়াযীদ প্রতিদিন ও প্রতিরাতে কুরআনের অন্যান্য অংশ ছাড়াও সূরা দুইটি পাঠ করিতেন।

আমাকে ইয়াযীদ ওরাকা ইব্‌ন আয়াস হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ বলিয়াছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন-'যে ব্যক্তি আল-বাকারা ও আলে ইমরান রাত্রি বেলায় পাঠ করে, সে অনুগতদের তালিকাভুক্ত হয়।'

হাদীসটি 'মাকতু' (বিচ্ছিন্ন সূত্রের)। অবশ্য সহীহদ্বয়ে এই প্রমাণ মিলে যে, রাসূল (সা) একই রাক'আতে সূরাদ্বয় (রাতের নামাযে) পাঠ করিতেন।

দীর্ঘ সাত সূরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহ

আবূ উবায়দ বলেন-আমার নিকট হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল আদ্ দামেশকী, তাঁহার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন শুআয়ব, তাঁহার নিকট সাঈদ ইব্‌ন বাশীর, তাঁহার নিকট কাতাদাহ, তাঁহার নিকট আবুল মালীহ, তাঁহার নিকট ওয়াইলা ইবনুল আসকা' নবী করীম (সা) হইতে নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলেন-আমাকে তাওরাতের স্থলে সাতটি দীর্ঘ সূরা ও ইঞ্জীলের স্থলে দু'শ আয়াত বিশিষ্ট সূরা ও যবূরের স্থলে বারংবার পঠনীয় সূরাসমূহ প্রদান করা হইয়াছে এবং দীর্ঘ সূরাগুলি দিয়া আমাকে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে।'

হাদীসটি 'গরীব' ও ইহার অন্যতম রাবী সাঈদ ইব্‌ন বাশীর বিতর্কিত। অবশ্য আবূ উবায়দ উহা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ হইতে, তিনি লায়ছ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর তিনি (আবূ উবায়দ) বলেন–আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর, তাহাকে আমর ইব্‌ন আবূ আমর (মতলব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হান্তাবের ভৃত্য), তাহাকে হাবীব ইব্‌ন হিন্দ আল-আসলামী, তাহাকে উরওয়া ও তাহাকে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যে ব্যক্তি দীর্ঘ সাত সূরা পড়িল সে হৃষ্টচিত্ত হইল।' এই হাদীসটিও 'গরীব'। হাবীব ইব্‌ন হিন্দ আসলামী হইলেন হাবীব ইব্‌ন হিন্দ ইব্‌ন আসমা ইব্‌ন হিন্দাব ইব্‌ন হারিছাল আসলামী। তাহার নিকট হইতে আমর ইব্‌ন আমর ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বুকাঁরাতা হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হাতিম আররাযী তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোন ত্রুটির কথা বলেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদও উক্ত হাদীস সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ ও হুসায়ন হইতে এবং তাহারা উভয়ে ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর হইতে বর্ণনা করেন। ইহা ছাড়াও তিনি আবূ সাঈদ হইতে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল হইতে, তিনি হাবীব ইব্‌ন হিন্দ হইতে, তিনি উরওয়া হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন–'যে ব্যক্তি কুরআনের প্রথম সাত সূরা ধারণ করিল, সে পরিতুষ্ট হইল।'

ইমাম আহমদ বলেন–আমাকে হুসায়ন, তাহাকে ইব্‌ন আবূয্ যিনাদ, তাহাকে আল-আরাজ ও তাহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূল (সা) হইতে উক্ত বর্ণনা শুনাইয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ বলেন–কিতাবে এইভাবে আছে। অথচ আমি দেখিতেছি 'তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি আল আ'রাজ হইতে'। আমার পিতা কি পূর্ব সনদে বেখেয়াল হইলেন, না উহাই ঠিক তাহা বলিতে পারি না। হাদীসটি 'মুরসাল'।

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) একটি ক্ষুদ্র অভিযান পাঠাইতে গিয়া সূরা বাকারা মুখস্থ করার কারণে এক কিশোরকে উক্ত অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি বলিলেন–'যাও, তুমিই দলের নেতা।' ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

আবূ উবায়দ বলেন–হাশীম আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, আমাকে আবূ বাশার সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ আয়াতের বারংবার পঠিতব্য সাত সূরা হইল সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়িদা, সূরা আন'আম, সূরা আ'রাফ ও সূরা ইউনুস।

মুজাহিদ বলেন, উহা দীর্ঘ সাত সূরা। মাকহুল, আতিয়া ইব্‌ন কয়স, আবূ মুহাম্মদ আল ফারেসী, শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস, ইয়াহিয়া ইবনুল হারিস আয্ যিমারী প্রমুখও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উহার সংখ্যাগত বিন্যাসে সূরা ইউনুস সপ্তম সূরা।

সূরা বাকারা সম্পর্কিত জরুরী আলোনা

আল-বাকারা সর্বসম্মতভাবে মাদানী সূরা। ইহা প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের অন্যতম। অবশ্য–

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি শেষদিকে অবতীর্ণ আয়াত বলিয়া মনে করা হয়। তেমনি সুদ সম্পর্কিত আয়াতগুলিও শেষ পর্যায়ের আয়াত।

খালিদ ইব্ন মা'দান বলেন–আল-বাকারা কুরআনের ছাউনি। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, সূরা রাকারায় এক হাজার সংবাদ, এক হাজার নির্দেশ ও এক হাজার নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। উহার পরিসংখ্যান বিশারদরা বলেন–উহাতে দুইশত সাতাশিটি আয়াত, ছয় হাজার দুইশত একুশটি শব্দ ও পঁচিশ হাজার পাঁচ শত অক্ষর রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'আতার বরাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন–সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়র হইতে যথাক্রমে মুজাহিদ ও খাসীফ বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন–সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

ওয়াকিদী বলেন, আমাকে যিহাক উসমান ইব্ন আবুয্ যিনাদ হইতে, তিনি খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে ও তিনি তাহার পিতা যায়দ ইব্ন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেন ঃ সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

এইভাবে বহু আলিম, ইমাম ও মুফাস্সির সূরা বাকারাকে মাদানী বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়্যা বলেন–আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন মুআম্মার, তাহাকে আল হাসান ইব্ন আলী ইবনুল ওয়ালিদ আল ফারেসী ও তাঁহাকে খলফ ইব্ন হিশাম এবং অন্য সনদে আমাকে ঈসা ইব্ন মায়মূন, তাহাকে মূসা ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা ইত্যাকারের কুরআনের সূরাগুলির নামকরণ করিও না। বরং 'গাভী সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছে'. কিংবা 'ইমরান গোত্র সম্পর্কে যেই সূরায় আলোচিত হইয়াছে' এইভাবে কুরআনের সূরাগুলির উল্লেখ কর।'

এই হাদীসটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। ইহা রাসূল (সা)-এর বক্তব্য হইতে পারে না। কারণ, ঈসা ইব্ন মায়মূন হইল আবূ সালামাহ আল খাওয়াস। তাহার রিওয়ায়েত যঈফ এবং উহা কোন দলীল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সহীহদ্বয়ে ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বায়তুল্লাহ ডানে এবং মীনা বামে রাখিয়া 'বাতনে ওয়াদী' হইতে রাসূল (সা) যখন শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার উপর 'সূরা বাকারা' অবতীর্ণ হয়।' সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়্যাহ শু'বা হইতে, তিনি আকীল ইব্ন তালহা হইতে ও তিনি উতবা ইব্ন মারছাদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদের বিলম্ব দেখিয়া ডাক দিলেন, 'হে সূরা বাকারার সহচরবৃন্দ।'

আমার ধারণা হইতেছে, ইহা হুনায়নের যুদ্ধের ঘটনা। সেই দিন যখন ঘোরতর যুদ্ধে মুসলমানরা দিশাহারা ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, তখন তাহাদের নব উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য হযরত আব্বাসকে তিনি নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাইলেন–'ইয়া আসহাবুশ্ শাজারা!' অর্থাৎ 'হে বাইআতে রিযওয়ান গ্রহণকারীগণ।' অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে 'ইয়া আসহাবা সূরা আল-বাকারা।' এই আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ দৃঢ়তা ফিরিয়া পাইল এবং চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিল।

ইয়ামামার যুদ্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। মুসায়লামার বনূ হানীফা গোত্রের মরণপণ হামলায় মুসলমান সৈন্যরা পলায়নোন্মুখ হইলে আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরকে এইরূপ সম্বোধন করিলেন–'হে সূরা বাকারার সঙ্গীবৃন্দ।' ইহার ফলে তাহারা নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আল্লাহ্ পাক সকল সাহাবার উপরই সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

সূরা বাকারার তাফসীর শুরু

(١) الٓمّٓ ۝

১. আলিফ্-লাম-মীম।

তাফসীর ঃ হুরূফে মুকাত্‌তা'আত ঃ কুরআনের সূরাসমূহের শুরুতে অবস্থিত স্বতন্ত্র অক্ষরগুলি সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

একদল বলেন, উহা আল্লাহ্ পাকের বিশেষত সংকেতসূচক। উহার অর্থ ও তাৎপর্য একমাত্র তিনিই জানেন। তাই উহার অর্থ তাঁহার হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। কোন মানুষ উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিবে না। ইমাম কুরতুবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রমুখ এক কথায় সকলেরই এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমের আশ্ শা'বী, সুফিয়ান আছ ছাওরী, আর রবী' ইব্‌ন খায়ছাম প্রমুখও উক্ত অভিমতের সমর্থক। আবূ হাতিম ইব্‌ন হাব্বানের মতও ইহাই।

অপর দল উহার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন, উহা সংশ্লিষ্ট সূরার নাম। আল্লামা আবুল কাসিম মাহমুদ ইব্‌ন উমর আয্‌যামাখশারী তাঁহার তাফসীরে বলেন, উক্ত মতই অধিকাংশের মত। বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ সিবওয়াইর মতে উহার সমর্থনে দলীল রহিয়াছে। সহীহদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) শুক্রবার ফজরের নামাযে 'আলিফ-লাম-মীম-আস্ সাজ্‌দা' ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' পাঠ করিতেন।

সুফিয়ান আছছাওরী বলেন, মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নজীহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন–"আলিফ-লাম-মীম, হা-মীম, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ ও সোয়াদ ইত্যাদি কুরআনের কুঞ্জী। আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা কুরআনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।" মুজাহিদ

হইতে অন্যরাও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদের অন্য এক বর্ণনা ইব্ন আবূ নজীহ হইতে শিবলী ও তাঁহার নিকট হইতে আবূ হুযায়ফা মূসা ইব্ন মাসউদ এইরূপ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন—আলিফ-লাম-মীম কুরআনের অন্যতম নাম। কাতাদাহ এবং যায়দ ইব্ন আসলামও তাহাই বলেন। এই মতটি আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের মতের সহিত সামঞ্জস্যশীল। 'কুরআনের নাম' ও 'সূরার নাম' এই দুই মতে মূলত পার্থক্য নাই। কারণ, কুরআনের সূরাও কুরআন নামে অভিহিত হইতে পারে।

অবশ্য উক্ত মতটি অবাস্তব। কারণ, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ বলিতে সম্পূর্ণ কুরআন বুঝায় না। উহা বলিলে সূরা আ'রাফই বুঝায়। সুতরাং সূরার নাম আর কুরআনের নাম এক কথা নহে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

এক দল বলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলার নাম। আশ্ শা'বী বলেন—আল্লাহ্ তা'আলার সাংকেতিক নামে সূরা শুরু করা হইয়াছে। সালেম ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান (আস্‌সুদ্দী উল-কবীর) উক্ত একই কথা বলিয়াছেন। আস্ সুদ্দী হইতে শু'বা বর্ণনা করেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, 'আলিফ্-লাম-মীম' আল্লাহ্ তা'আলার একটি প্রধান নাম। শু'বার হাদীসের বরাত দিয়া ইব্ন আবূ হাতিম তাহাই বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর বিন্দার হইতে, তিনি ইব্ন মাহদী হইতে, তিনি শু'বা হইতে বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেন—'আমি সুদ্দীকে হা-মীম, তোয়া-সীন ও আলিফ-লাম-মীম' সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন উহা আল্লাহ্‌র বিশেষ নাম। ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবনুল মুছনী, আবুন্ নু'মান ও শু'বা ইস্‌মাঈল আস্-সুদ্দী হইতে ও তিনি মুর্‌রাহ্ আল-হামদানী হইতে এই বর্ণনা শুনান যে, মূর্রা আল হামদানী বলেন, আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, উহা কসম বিশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা কসম করিয়াছেন। মূলত উহা আল্লাহ্‌র নাম। ইকরামা হইতে যথাক্রমে খালিদ আল হিজা, ইব্ন আলীয়া, ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা বলিয়াছেন 'আলিফ-লাম-মীম, একটি শপথ বাক্য।' ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি আতা ইবনুস সায়েব হইতে, তিনি আবুয্ যোহা হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন—আলিফ-লাম-মীম অর্থ 'আনাল্লাহু আ'লামু' (আমি আল্লাহ্ অধিক জ্ঞাত)। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও এইরূপ বলিয়াছেন।

আস্‌সুদ্দী আবূ মালেক ও আবূ সালেহ হইতে ইব্ন আব্বাসের এক বর্ণনা এবং মুররাতুল হামদানী ইব্ন মাসউদের এবং অন্য এক সাহাবীর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয় 'আলিফ-লাম-মীম' বর্ণ বিশেষ এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাম।

আবূ জা'ফর আর্ রাযী রবী' ইব্ন আনাস হইতে, তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন—আল্লাহ্ পাকের কালামে 'আলিফ-লাম-মীম' অক্ষর তিনটি আরবী উনত্রিশ অক্ষরেরই অন্তর্ভুক্ত অক্ষর। তবে উহাতে সব রকম স্বাদই নিহিত। উহার প্রত্যেক অক্ষরই আল্লাহ্‌র নামের কুঞ্জী। উক্ত অক্ষরের প্রত্যেকটিই আল্লাহ্‌র নি'আমাত ও আযাবের পরিচায়ক। উহাতে কোন জাতির আবির্ভাবকাল ও আয়ুষ্কাল সম্পর্কিত তত্ত্বও বিদ্যমান। ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) সবিস্ময়ে বলিলেন—আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মানুষ তাঁহার নাম দ্বারা কথা বলে ও

তাঁহার রুজী খাইয়া বাঁচে, তারপরও কি করিয়া তাঁহার বিদ্রোহী হয়? ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, 'আলিফ' তাঁহার আল্লাহ্ নামের আদি অক্ষর, 'লাম' আল্লাহ্‌র লতীফ (মেহেরবান) নামের এবং 'মীম' আল্লাহ্‌র 'মজীদ' (মহীয়ান) নামের প্রথম অক্ষর। 'আলিফ দ্বারা 'আলাউল্লাহ' (আল্লাহ্‌র নি'আমত) 'লাম' দ্বারা 'লুতফুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র কৃপা ও 'মীম' দ্বারা 'মাজদুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র মহানুভবতা) প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া 'আলিফ' দ্বারা এক বছর, 'লাম' দ্বারা ত্রিশ বছর ও 'মীম' দ্বারা চল্লিশ বছর বুঝায়।

ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই সমস্ত বক্তব্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া সবগুলির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। মূলত এইগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। উহা একই সঙ্গে সূরার নাম, ও আল্লাহ্‌র নাম দুইটিই হইতে পারে। ইহা যেন আল্লাহ্‌র নামেই সূরার নাম রাখা হইল। উহার প্রত্যেকটি অক্ষরই তাঁহার নাম ও গুণের পরিচায়ক। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সূরাই তাঁহার হাম্‌দ, তাসবীহ ও তা'জীমমূলক আয়াত দ্বারা শুরু করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন–উক্ত অক্ষরগুলির দ্বারা কোথাও আল্লাহ্‌র নাম, কোথাও তাঁহার গুণ, কোথাও বা তাঁহার নির্ধারিত কোন কাল ইত্যাদি বুঝানো হইলে কোনই অসুবিধা দেখা দেয় না। যেমন রবী' ইব্‌ন আনাস আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন–একই শব্দ স্থান বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। 'উম্মত' শব্দটি কুরআনে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'উম্মত' শব্দ দ্বারা দীন বুঝানো হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ "(মুশরিকরা বলে) নিশ্চয় আমরা বাপ-দাদাকে এই দীনের উপর পাইয়াছি,"

কুরআনে 'অনুগত' অর্থে উহার ব্যবহারের উদাহরণ এই ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "নিশ্চয় ইবরাহীম আল্লাহ্‌র অনুগত ও একনিষ্ঠ সত্যানুসারী ছিল। সে আদৌ মুশরিক ছিল না।"

কুরআনে 'দল' অর্থে 'উম্মত' ব্যবহারের নমুনা ঃ

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ "একদল মানুষকে সেখানে তৃষ্ণা নিবারণে রত দেখিতে পাইল।"

আল্লাহ্ পাক এক জায়গায় 'জাতি বা সম্প্রদায়' অর্থও নিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً "আমি প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি।"

কখনও তিনি উহ্য 'কাল' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন ঃ

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ "দুইজনের মধ্যকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছুকাল বিস্মৃতির পর বলিল।"

এখানে 'উম্মত' শব্দের 'কাল' অর্থ গ্রহণই সঠিক মত। সুতরাং উক্ত অক্ষরগুলিও এইরূপ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ইব্‌ন আবূ হাতিমের সমগ্র বিশ্লেষণের ইহাই সারকথা। কিন্তু আবূল আলীয়ার অভিমতের সহিত ইহার মিল নাই। আবূল আলীয়া মনে করেন, উক্ত অক্ষর একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ

করে বটে, কিন্তু 'উম্মত' কিংবা এই ধরনের শব্দ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত একই সঙ্গে নহে; বরং পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। উহার একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। এই প্রশ্নে উসূলবিদদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহা সবিস্তারে আলোচনার স্থান ইহা নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তারপর 'উম্মত' শব্দটি উহার প্রতিটি অর্থ প্রকাশ করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া। কিন্তু উক্ত অক্ষরগুলি একই সঙ্গে বিভিন্ন নামের সম মর্যাদায় অর্থ প্রদান করে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া ব্যাপারটি বোধগম্য হইবার নহে। এই ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে এবং নির্দ্বিধায় অনুসরণের মত কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নাই। বিভিন্ন অর্থবোধক অক্ষরের যে একই সঙ্গে পরিবেশ-পরিস্থিতির ইঙ্গিত ছাড়াই সকল অর্থ সমভাবে প্রকাশের ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা সুপ্রমাণিত সত্য নহে। যেমন কবি বলেন ঃ

قلنا قفى لنا فقالت قاف - لاتحسبى انا نسينا الايجاف

'আমরা বলিলাম, দাঁড়াও। সে বলিল, দাঁড়াইতেছি। ভাবিও না, গর্ত ভুলিয়াছি।

অন্য কবি বলেন ঃ

ما للظلم عال كيف لايا - ينقد عنه جلده اذا يا

ইব্ন জারীর বলেন–এখানে কবি যেন বলিতে চাহেন, যখন এই কাজ করিবে, তখন যে উহা করিবে তাহার জন্য 'ইয়া' যথেষ্ট হইবে।

অপর কবি বলেন ঃ

بالخير خيرات وان شرا فا - ولا اريد الشر الا ان تا

"ভাল করিলে ভাল পাইবে, মন্দ করিলে মন্দ পাইবে। তুমি মন্দ না চাহিলে আমি মন্দের ইচ্ছা রাখি না।'–কবি এখানে 'ফা' অক্ষর 'ফাশাররুন' এবং 'ওয়া' অক্ষর 'তাশাও' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, এই অর্থ পরিবেশ-পরিস্থিতির চাহিদা মোতাবেকই গ্রহণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী প্রসঙ্গত এই হাদীস পেশ করেন ঃ

مَنْ اَعَانَ عَلى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشِطْرِ كَلِمَةٍ ...... الحديث -

সুফিয়ান ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমান হত্যার জন্য সামান্য কথা দিয়াও সাহায্য করে অর্থাৎ اقتل (হত্যা কর) শব্দের শুধু اق বলে, তাহা হইলেও উপরোক্ত হাদীসের নির্দেশিত ব্যবস্থার আওতায় আসিবে।'

খাসীফ বলেন–মুজাহিদ বলিয়াছেন, সূরার শুরুতে অবস্থিত প্রতিটি মুকাত্তাআত হরফই নির্দিষ্ট হরুফে হিজা। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ উহাদের হরুফুল মু'জাম বলিয়াছেন। কিছু উল্লেখ করাই অবশিষ্টগুলির জন্য যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টগুলির উল্লেখ বর্জন করা হয়। যেমন কেহ বলিল, যে, আমর 'আলিফ' 'বা' 'তা' 'ছা' লিখে। উহার অর্থ সে আটাশটি হরুফুল মু'জামের সকলই লিখে। তবে প্রথম কয়েকটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট বিধায় অবশিষ্টগুলির উল্লেখ বর্জিত হইয়াছে। উক্ত বিশ্লেষণ ইব্ন জারীরের।

আমার মতে সূরার শুরুতে উল্লেখিত অক্ষর মোট চৌদ্দটি। অবশিষ্ট অক্ষরের পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়া উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরগুলি হইল- আলিফ-লাম-মীম, সোয়াদ-রা, ক্বাফ-হা-ইয়া-আইন, তোয়া-সীন, হা-কাফ-নূন। এইগুলি শব্দাকারে একত্র করিলে বাক্যরূপ হয় نص حكيم قالع له سر এইগুলি মোট অক্ষরের অর্ধেক। যেগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে, অবশ্যই উহা বর্জিতগুলি হইতে উত্তম।

ইহা অক্ষরগুলির শব্দ ও পদ প্রকরণের বর্ণনা মাত্র। আল্লামা যামাখশারী বলেন–উপরোক্ত চৌদ্দটি অক্ষর উচ্চারণগত দিক হইতে অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে যে কয়টি শ্রেণীবিভাগ আরবী বর্ণমালার ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহার সবগুলিই জুড়িয়া আছে। যেমন, মাহমুসাত ওয়াল মাজহুরাত–আর রুখওয়াত ওয়াশ শাদীদাহ-আল মুত্বাকাত ওয়াল মাফতুহাত–আল মুস্তালিয়াত ওয়াল মুনখাফায়াত–আল কলকলা। তিনি এইগুলি সবিস্তারে বিশ্লেষণের পর বলেন–সেই মহান সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করি যাঁহার প্রত্যেকটি কাজেই নিহিত রহিয়াছে অজস্র কলাকৌশল। এই সীমিত জিনিসের বিশ্লেষণও অতি ব্যাপক হয়। ইহা হইতেই বিষয়টির মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায়। কেহ কেহ সকল কথার সারসংক্ষেপ এই বলিয়াছেন–আল্লাহ্ পাক এই অক্ষরগুলি অহেতুক প্রয়োগ করেন নাই। কেবল মূর্খরাই বলিতে পারে যে, এই সব অর্থহীন অক্ষর প্রয়োগ কুরআনে ঘটিয়াছে। ইহা চরম ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা। এই ভ্রান্তির অবসানের জন্যই অক্ষরগুলির অর্থ ও তাৎপর্য বলা হইয়াছে। সেইগুলির মধ্য হইতে নির্দোষগুলি গ্রহণ যোগ্য। অন্যথায় এই ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল মনে করিয়াছি। আমাদের শেষ কথা হইল ঃ

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا "আমাদের প্রভুর নিকট হইতে যাহা কিছু আসে তাহার সকল কিছুর উপরই ঈমান আনিয়াছি।"

উলামায়ে কিরামও এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন অর্থ ও তাৎপর্যের উপর একমত হইতে পারেন নাই। তাহাদের বিভিন্ন মতের যাহার কাছে যেই মত সঠিক ও সুপ্রমাণিত মনে হয়, সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথায় সত্য সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক্ষেত্রে চুপ থাকাই শ্রেয়।

যাহারা মনে করেন যে, সূরার শুরুতে প্রযুক্ত উক্ত অক্ষরগুলির নিজস্ব কোন অর্থ নাই এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রযুক্তও হয় নাই, তাহাদের মতও বিভিন্ন। তাহাদের একদল বলেন, শুধু সূরাকে বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অভিমত উদ্ধৃত করেন ইমাম ইব্ন জারীর। এই মতটি দুর্বল। কারণ, উক্ত অক্ষরগুলি ছাড়াও সূরার পার্থক্য ও বিভক্তি সুস্পষ্ট। এমন সূরাও আছে যাহার শুরুতে উহা ব্যবহৃত হয় নাই। কোন সূরায়, পড়ায় এবং কোন সূরায় লিখায় বিসমিল্লাহ দিয়া শুরুর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

তাহাদের অন্যদল বলেন–উহা দ্বারা শুরুর মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণই উদ্দেশ্য। মুশরিকরা কুরআন শুনিত না এবং অপরকেও না শোনার জন্য উপদেশ দিত। কারণ, উহা শুনিলেই আকৃষ্ট হইত। এই মতও ইব্ন জারীর উদ্ধৃত করেন। ইহাও দুর্বল অভিমত। কারণ, এই যুক্তি সত্য হইলে সকল সূরায়ই উহা প্রযুক্ত হইত। অন্তত অধিকাংশ সূরায় অবশ্যই হইত। তাহা তো হয় নাই। আরেক কথা, শ্রোতার মনোযোগের জন্য হইলে শুধু সূরার শুরুতে কেন, যে কোন আয়াতের শুরুতে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারিত। তাহা ছাড়া যে সকল সূরায় উহা সংযুক্ত হইয়াছে যথা আল-বাকারা ও আলে ইমরান, তাহা মাদানী সূরা এবং মদীনায় মুশরিকদের মনোযোগ আকর্ষণের ব্যাপারটি ছিল অনুপস্থিত। সুতরাং এই যুক্তি ভ্রান্তিকর।

তাহাদের অপর দল বলেন, কুরআনের উচ্চতম মর্যাদা ও অপরিসীম তাৎপর্যময়তা প্রকাশের জন্যই সূরা শুরুর উক্ত অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন সৃষ্টি যেন উহার মোকাবিলা করিতে না পারে। কারণ, উক্ত মুকাত্তাআত হরূফের তাৎপর্য উদ্ধার কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এই অভিমত হইল ইমাম রাযীর। তিনি তাঁহার তাফসীরে ইহা মুবার্রাদের বরাতে সবিস্তারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের এই সম্পর্কিত অভিমতও তিনি একত্রিত করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী, বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ফার্রা ও ভাষাবিদ কুতরাব হইতেও এই অভিমত উদ্ধৃত করেন। আল্লামা যামাখশারী তাঁহার 'তাফসীরে কাশ্শাফে' উহার পুনরাবৃত্তি করেন এবং উহার জোর সমর্থন জোগান। আশ্ শায়খ আবুল আব্বাস ইমাম ইব্ন তায়মিয়া এই অভিমতই সমর্থন করেন। আমার শায়খ হাফিজ ও মুজতাহিদ আবুল হুজ্জাজ আল মিয্যী আমাকে তাঁহার এই অভিমত অবহিত করেন।

আল্লামা যামাখশারী বলেন–উক্ত চতুর্দশ অক্ষর একসঙ্গে কুরআনের সূরাতে না আনার পিছনে হিকমত আছে। তাহা এই, বিভিন্ন সূরাতে বারবার আসায় আলংকারিক দিক হইতেও সুন্দর হইয়াছে। ফলে উহার স্থায়িত্ব ও কল্যাণকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুরআনে বেশ কিছু কাহিনীকে স্থায়ীভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

কখনও অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন ص - ن - ق ; কখনও দুই অক্ষর মিলিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন حم ; কখনও আবার তিন অক্ষর এক সঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন الم ; কখনও চার অক্ষর মিলাইয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন المر - المص ; কোথাও আবার পাঁচ অক্ষর এক সঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন كهيعص - حمعسق । কারণ আরবী ভাষায় এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দই বাক্যে ব্যবহারের রীতি রহিয়াছে। উহার বেশী অক্ষরের শব্দ ব্যবহারের রীতি নাই।

আমি বলিতেছি, এই কারণে যে সকল সূরা 'হরূফে মুকাত্তাআতে' দ্বারা শুরু হইয়াছে, তাহাতে অবশ্যই কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, উহার মু'জিযা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইবে। অনুরূপ স্থানগুলি পাঠ করিলেই এই সত্যটি জানা যাইবে। উনত্রিশটি সূরায় মুকাত্তাআত হরূফ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

الم - ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ । 'আলিফ-লাম-মীম। এই কিতাব সংশয় মুক্ত।'

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

الم - اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ط نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

'আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ্ এক। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তিনি তোমার নিকট যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সত্য এবং তোমার সম্মুখে অন্য যে সব কিতাব রহিয়াছে তাহার সত্যতা ঘোষণাকারী।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

المص - كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ। তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হইল। উহা হইতে তোমার অন্তরে কোন জটিলতা দেখা দিবে না।'

الٓر - كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

'আলিফ-লাম-রা। আমি তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যেন উহা মানুষকে তাহাদের প্রভুর ইচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া নেয়।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

الٓمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ 'আলিফ-লাম-মীম। রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে কিতাবের অবতরণের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নাই।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

حٰمٓ ۚ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'হা-মীম। পরম দাতা ও অশেষ করুণাময়ের তরফ হইতে কিতাবের অবতরণ ঘটিয়াছে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

حٰمٓ ۚ عٓسٓقٓ - كَذَالِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'হা-মীম-আইন-সীন-কাফ। এভাবে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ও মহা কুশলী আল্লাহ্ তোমার নিকট ওহী নাযিল করেন এবং তোমার পূর্ববর্তীদের নিকটও।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও অনুরূপ অন্যান্য আয়াত প্রমাণ করে যে, উপরে বর্ণিত অভিমত সঠিক। অবশ্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকের জন্য উহা সহজেই বোধগম্য হয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যাহারা অক্ষরগুলিকে কালনির্দেশক মনে করেন এবং উহা হইতে তাহারা দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও ঘটনা প্রবাহের কাল নির্ণয় করেন, তাহাদের দাবী অসার। তাহারা বেঘাটে নামিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসও যঈফ। সহীহ্ মানিয়া লইলে উহা দ্বারাও তাহাদের মতবাদ বাতিলের প্রমাণ মিলে। কিতাবুল মাগাযী প্রণেতা মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন–আমাকে আল কালবী আবূ সালেহ হইতে ইব্‌ন আব্বাসের বরাত দিয়া জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রুবাবের এই হাদীস শুনাইয়াছেন ঃ

'একদা আবূ ইয়াসার ইব্‌ন আখতাব একদল ইয়াহুদী সহকারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসেন। তখন তিনি সূরা বাকারার 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করিতেছিলেন। তারপর সে তাহার ভাই হুয়াই ইব্‌ন আখতাবের কাছে আসিল। সেও তখন একদল ইয়াহুদী পরিবৃত্ত ছিল। তখন সে তাহার ভাইকে বলিল, জান, আল্লাহ্র কসম, আমি মুহাম্মদকে আল্লাহ্র অবতীর্ণ আয়াত 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' পড়িতে শুনিয়াছি। হুয়াই ইব্‌ন আখতাব প্রশ্ন করিল, তুমি উহা নিজের কানে শুনিয়াছ? সে জবাব দিল, হ্যাঁ। (বর্ণনাকারী বলেন) অতঃপর হুয়াই ইব্‌ন আখতাব সমবেত ইয়াহুদী সমভিব্যহারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গেল। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল-সে কি আপনার উপর অবতীর্ণ 'আলিফ-লাম-মীম-যালিকাল কিতাবু লারায়বা ফীহ' আয়াত পাঠ করিতে শুনিয়াছে? জবাবে রাসূল (সা) বলিলেন–হ্যাঁ। তখন সে প্রশ্ন করিল, উহা লইয়া কি আপনার নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে জিবরাঈল আসিয়াছিল? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ। তখন সে বলিল, অতীতের যত নবীর কাছে ওহী পাঠানো হইয়াছে, কাহাকেও তাহাদের জাতি

ও রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে জানানো হয় নাই। এই বলিয়া সে দাঁড়াইয়া তাহার দলের মধ্যে গেল এবং বলিল, আলিফে এক, লামে ত্রিশ ও মীমে চল্লিশ মিলিয়া মোট একাত্তর বৎসর। তোমরা কি এমন নবীর দীন কবূল করবে যাহার উম্মত ও হুকুমতের আয়ুষ্কাল মাত্র একাত্তর বৎসর? তারপর সে রাসূল (সা)-এর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে ইহা ছাড়াও কি কোন আয়াত আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন–হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করিল, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ। সে বলিল–ইহা তো অধিকতর ভারী ও দীর্ঘ। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও সোয়াদে নব্বই মিলিয়া একশত একষট্টি বৎসর হইল। আবার সে প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আরও কোন আয়াত আসিয়াছে কি? তিনি জবাব দিলেন–হ্যাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল–তাহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-রা। সে বলিল, ইহা তো আরও ভারী ও লম্বা হইল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, রা-এ দুইশত, মোট দুইশত একত্রিশ বৎসর হইল। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে আরও আয়াত আসিয়াছি কি? তিনি জবাব দিলেন–হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করলি, উহা কি? তিনি বলিলেন, আলিফ-লাম-মীম-র। সে বলিল–ইহা তো অনেক ভারী ও দীর্ঘ হইয়া গেল। আলিফে এক, লামে ত্রিশ, মীমে চল্লিশ ও র-এ দুইশত, মোট দুইশত একাত্তর হইয়া গেল। হে মুহাম্মদ! আমাদের কাছে ব্যাপারটা ঘোলাটে হইয়া গেল। আপনাদের আয়ুষ্কাল কি সর্বোচ্চটি, না সর্বনিম্নটি তাহা বুঝা গেল না। অতঃপর সে দলবলকে বলিল, ইহার নিকট হইতে চল। আবূ ইয়াসার তখন তাহার ভাই হুয়াই ইব্ন আখতাব ও দলবলকে বলিল–হয়ত মুহাম্মদ ও তাহার উম্মতের জন্য উক্ত সকল সংখ্যা মিলাইয়া মোট সাত শত চারি বৎসর আয়ুষ্কাল নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা বলিল–আমাদের কাছে ব্যাপারটি ঘোলাটে হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই প্রেক্ষিতেই একদল মনে করেন–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ .

আয়াতটি উপরোক্ত দলের উক্ত মন্তব্য উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসের মূল বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবন সায়েব আল কলবী হইতে বর্ণিত একক সূত্রের হাদীস কখনও দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তাহা ছাড়া এই হাদীসকে নির্ভরযোগ্য ধরা হইলে কুরআনে ব্যবহৃত চৌদ্দটি মুকাত্তাআত হরফই গণনা করিতে হইবে। তাহা হইলে আয়ুষ্কাল অনেক দীর্ঘ হইয়া যাইবে। তারপর পুনরাবৃত্তি গণনায় আনিলে তো আরও বেশী দীর্ঘ হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রেষ্ঠ।

মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য

(٢) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

২. 'এই কিতাব সংশয় মুক্ত; মুত্তাকীদের পথ প্রদর্শক।'

তাফসীর ঃ ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ذالك الكتاب অর্থ 'এই কিতাব।' তাহা ছাড়া মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আস সুদ্দী, মাকাতিল,

ইব্‌ন হাইয়ান, যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন জুরায়জও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন, ذالك নিকট ও দূর উভয় ইঙ্গিতবহ বিধায় আরবরা هذا অর্থেও ব্যবহার করে এবং একটির স্থলে অবাধে অপর শব্দটি ব্যবহার করে। তাহাদের বাগবিধিতে এই রীতি সুপ্রচলিত। ইমাম বুখারী (র) মুআম্মার ইবনুল মুছান্না হইতে এবং তিনি আবূ উবায়দা হইতে অনুরূপ অভিমতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন 'যালিকা' শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত 'আলিফ-লাম-মীম'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন لَا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ (এখানে শেষোক্ত 'যালিকা' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে) কিংবা ذَالِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ (এখানে প্রথমোক্ত 'যালিকুম' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে) অথবা ذَالِكُمُ اللّٰهُ (এখানেও প্রথমোক্ত 'যালিকুম' পূর্বোক্ত আয়াতাংশের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে)। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী সহ একদল তাফসীরকার বলেন, ذالك দ্বারা আল-কুরআনের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উহা নাযিলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন, উহার ইঙ্গিত তাওরাতের দিকে। কেহ বলেন, ইঞ্জীলের দিকে। এভাবে দশটি মত পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশের মতেই উহা দুর্বল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

'আল-কিতাব' অর্থ 'আল-কুরআন'। ইব্‌ন জারীর প্রমুখ 'যালিকাল কিতাবু' দ্বারা 'তাওরাত-ইঞ্জীল' বুঝানোর যে অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা অবাস্তব কথা ও অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। কেবলমাত্র অজ্ঞরাই এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারে।

الريب অর্থ الشك (সংশয়, সন্দেহ)। আস্‌সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে এবং তাহারা ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন মুর্রা আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে এই বর্ণনাই শুনিয়াছেন যে, لاريب فيه অর্থ لاشك فيه (উহাতে সন্দেহ নাই)। আবূ দারদা, ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ মালিক, ইব্‌ন উমরের খাদেম নাফে', আতা, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আস্‌সদ্দী, কাতাদাহ্ ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালেদেরও এই মত। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–ইহার বিরোধী কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কখনও الريب ব্যবহৃত হয় التهمة (অপবাদ) অর্থে। যেমন করি জামীল বলেন ঃ

بثينة قالت جميل اربتنى - فقلت كلانا يابثين مريب

(বুছায়ানা অভিযোগ করিল–হে জামীল! তুমি আমাকে অপবাদ দিয়াছ। আমি জবাবে বলিলাম–হে বুছায়ানা! আমরা উভয়ই উভয়কে অপবাদ দিয়াছি।)

উহা কখনও 'প্রয়োজন' অর্থে আসে। যেমন অপর কবি বলেন ঃ

قضينا من تهامة كل ريب - وخيبر ثم اجمعنا السيوفا

'তেহামা ও খায়বার প্রান্তরেই আমরা সব প্রয়োজন মিটাইলাম। অতঃপর আমরা তরবারি গুটাইয়া নিলাম।'

তাই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কিতাবের অর্থাৎ কুরআনের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ সংশয় নাই। ইহা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্র নিকট হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন সূরা সাজ্দায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ ـ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ "রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে এই কিতাবের অবতরণের ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই।"

একদল বলেন, উক্ত আয়াতে ذَالِكَ الْكِتَابُ উদ্দেশ্য এবং لَارَيْبَ فِيْهِ উহার নৈয়ার্থক বিধেয় এবং অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এই কিতাবের ভিতরে সন্দেহের কোন ব্যাপার নাই বিধায় তোমরা উহাতে কোনরূপ সংশয় পোষণ করিও না।

একদল কিরাআত বিশেষজ্ঞ لَارَيْبَ বলিয়া থামেন এবং فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ পড়েন। মূলত উত্তম হইল لَارَيْبَ فِيْهِ বলিয়া থামা। কারণ, তখন هدى কুরআনের গুণবাচক বিশেষ্য হয়। ফলে فيه هدى হইতে لَارَيْبَ فِيْهِ অধিকতর অলংকার সম্মত হয়।

আরবী ভাষার বাগবিধি মতে هدى গুণবাচক হিসাবে 'মারফূ' হইতে পারে, আবার অবস্থা প্রকাশক হিসাবে 'মানসূব'ও হইতে পারে। এখানে 'হিদায়েত'-কে 'মুত্তাকীর' জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ط وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ـ

'বল, উহা (কুরআন) ঈমানদারের জন্য পথ প্রদর্শক ও রোগ বিদূরক এবং বেঈমানদের জন্য বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রদায়ক। তাই তাহারা (যেন) পরস্পরকে দূরবর্তী স্থান হইতে সম্বোধন করে।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط وَلَايَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ

"অনন্তর আমি কুরআন হইতে যাহা নাযিল করি, তাহা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত। অবশ্য জালিমদের উহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া কোনই লাভ হয় না।"

এই সকল আয়াত প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র ঈমানদাররাই কুরআন দ্বারা উপকৃত হইবে, অন্য কেহ নহে। কারণ, কুরআন নিজেই هدى বা পথ প্রদর্শক। তাই উহা অনুসরণকারীই শুধু পথপ্রাপ্ত হইবে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ـ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে মানব! তোমাদের সামনে প্রভুর তরফ হইতে উপদেশ গ্রন্থ পৌঁছিয়াছে। উহা তোমাদের (আত্মিক রোগের জন্য) দাওয়াই বিশেষ। ঈমানদারদের জন্য উহা হিদায়েত ও রহমতস্বরূপ।"

আস্‌সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে, তাঁহারা ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ আল-হামদানী হইতে এবং তাহারা ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থ মুত্তাকীদের আলোস্বরূপ। আবূ রওক যিহাক হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুত্তাকী হইল সেই সকল ঈমানদার যাহারা শিরক পরিহার করিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত থাকিয়া নেক আমল করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরামা, যায়দ ইব্‌ন ছাবিতের গোলাম মুহাম্মদ আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ মুত্তাকী সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয়ে তাঁহার নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াইয়া চলে এবং তাঁহার রহমতের আশায় আদেশসমূহ মানিয়া চলে।

সুফিয়ান আছ ছাওরী জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে আ'মাশের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন ঃ মুত্তাকী হইতে হইলে আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা বর্জন কর এবং যাহা ফরয করিয়াছেন তাহা আদায় কর।

আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ বলেন–আ'মাশ আমাকে মুত্তাকীর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা জানি তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন–আল কালবীকে জিজ্ঞাসা কর। আমি আল কালবীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন-যাহারা কবীরা গুনাহ এড়াইয়া চলে তাহারা মুত্তাকী। আমি এই জবাব আ'মাশের কাছে বিবৃত করিলাম। তিনি বলিলেন–অবশ্য এই ধরনেরই। মোটকথা তিনি উহা অস্বীকার করিলেন না।

কাতাদাহ বলেন–মুত্তাকীর গুণ স্বয়ং আল্লাহ্ বলিয়া দিয়াছেন। তাহা হইল اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এবং উহার পরবর্তী অংশ। ইমাম ইব্‌ন জারীর এই অভিমত গ্রহণ করিয়া বলেন, উক্ত আয়াতসমূহে সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। যথা অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস, নামায কায়েম ইত্যাদি।

আতিয়া আস সাফী হইতে আতিয়া ইব্‌ন কয়স ও রবীআ ইব্‌ন ইয়াযীদ, তাহাদের নিকট হইতে আবদুল্লাহ, তাহার নিকট হইতে আবূ আকীল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আকীল ও তাহার নিকট হইতে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'কোন বান্দাই মুত্তাকী গণ্য হইবে না যতক্ষণ পাপ কাজের ভয়ে পাপের কাছাকাছি কাজও পরিহার না করিবে।' ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমরান হইতে, তিনি ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান আর-রাযী হইতে, তিনি মুগীরা ইব্‌ন মুসলিম হইতে ও তিনি মায়মূন আবূ হামযাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, মায়মূন বলিয়াছেন, আবূ ওয়ায়েলের সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন মাআযের অন্যতম সহচর আবূ আফীফ সেখানে হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া সাকীফ ইব্‌ন সালামা বলিয়া উঠিলেন, হে আবূ আফীফ! মু'আয ইব্‌ন জাবালের কোন বর্ণনা কি আমাদিগকে শুনাইবেন না? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'কিয়ামতের দিন এক জায়গায় সকলকে আবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, মুত্তাকীরা কোথায়? তখন মুত্তাকীরা রহমানুর রহীমের এক বাহুতে দণ্ডায়মান হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাহাদের মাঝখানে পর্দা থাকিবে না এবং তিনিও তখন অদৃশ্য থাকিবেন না।' আমি তখন প্রশ্ন করিলাম,

মুত্তাকী কাহারা? তিনি জবাব দিলেন–'যাহারা শিরক ও মূর্তিপূজা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহারাই জান্নাতে যাইবে।' কখনও الهدى। শব্দটি স্থিতিশীল দৃঢ় ঈমানের অন্তরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে বান্দার অন্তরে ঈমানের স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা সৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হইতে পারে।

কারণ, তিনি বলেন ঃ

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ। 'নিশ্চয় তুমি যাহাকে পছন্দ করিবে তাহাকেই হিদায়েতের আলো প্রদান করিতে পারিবে না।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ "তাহাদের হিদায়েত লাভের জিম্মাদারী তোমার উপরে নহে।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ 'আল্লাহ্ যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করিবেন তাহার আর কোন পথ প্রদর্শক জুটিবে না।'

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ج وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا "আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সে পথপ্রাপ্ত হয়। আর তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করেন, কখনও তাহার জন্য তুমি অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক পাইবে না।'

এই সব আয়াত প্রমাণ করে, অন্তরে স্থিতিশীল ঈমান সৃষ্টি করা আল্লাহ্র কাজ এবং উহা করার ক্ষমতা কোন বান্দার নাই।

কখনও উক্ত শব্দ দ্বারা সত্য প্রকাশ ও উহার ব্যাখ্যাদানের অর্থ গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে সত্যের দিকে ইঙ্গিত দান ও উহার জন্য দলীল প্রদানই হিদায়েত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ "আর নিশ্চয় তোমার পথ প্রদর্শন সরল পথের দিকেই।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "তুমি শুধুই সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্যই পথ প্রদর্শক থাকে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى "ছামূদ জাতিকে আমি হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়েতের বদলে অন্ধত্ব পছন্দ করিল।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ "আমি তাহাদিগকে ভাল-মন্দ দুইটি পথ প্রদর্শন করিয়াছি। النجدين। শব্দের 'ভাল-মন্দ পথদ্বয়' অর্থই উত্তম। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাকওয়ার আসল অর্থ হইল খারাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা। মূলত উহা ছিল وقوى ও الوقاية। কবি নাবেগা বলেন ঃ

سقطه النصيف ولم ترد اسقاطه - فتناولته واتقتنا باليد

'ইনসাফের পতন হইল, যদিও তুমি তার পতন চাও না। অগত্যা আমাদের হাত খানাপিনা বাঁচাইয়াই চলিল।'

অন্য কবি বলেন–

فالقت قناعا دونه الشمس واتقت - باحسن موصولين كف ومعصم

"সে ওড়না উড়াইয়া সূর্য কিরণ আড়াল করিল এবং এভাবে স্বীয় হাত ও তালু দিয়া সুন্দরভাবে নিজকে বাঁচাইল।'

বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে 'তাকওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিলেন–হ্যাঁ। উবাই প্রশ্ন করিলেন–তখন আপনি কি করেন? তিনি উত্তর দিলেন–সতর্কতার সহিত কাঁটার আঁচড় হইতে শরীর ও কাপড় বাঁচাইয়া চলি। উবাই (রা) বলিলেন–উহাই তাকওয়া।

ইবনুল মু'তায তাঁহার কবিতায় এই অর্থেই উহা ব্যবহার করেন। যেমন ঃ

خل الذنوب صغيرها - وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق ارض - الشوك يحذر مايرى
لاتحقون صغيرة - ان الجبال من الحصى

"ছোট বড় সব পাপ ছাড়, উহাই তাকওয়া। কণ্টকাকীর্ণ পথ চলিতে পথিক যে সতর্কতা অবলম্বন করে, তাহাই কর। ছোট পাপ উপেক্ষা করিও না। নিশ্চয় ক্ষুদ্র কাঁকর হইতে পাহাড়ের সৃষ্টি।"

একদা আবূ দারদা এই চরণ আবৃত্তি করেন ঃ

يريد المرء ان يؤتى مناه * ويأبى اللّه الا ما ارادا
يقول المرء فائدتى ومالى * وتقوى اللّه افضل ما استفادا

"মানুষের কামনা যে, তাহার মনস্কাম পূর্ণ হউক। কিন্তু আল্লাহ্ যাহা চান না, তাহা হয় না। মানুষ বলিতে থাকে, আমার স্বার্থ, আমার সম্পদ। অথচ সকল স্বার্থ ও সম্পদের চাইতে তাকওয়া উত্তম।"

সুনানে ইব্ন মাজাহ্য় আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের সেরা উপকারী তাকওয়া, উহার পর নেককার স্ত্রী। স্বামী তাহাকে দেখিলে তৃপ্ত হয়। তাহাকে সে হুকুম করিলে তামিল করে। কোন কসম করিলে তাহা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে তাহার সম্পদ ও নিজের সতীত্বকে হেফাজত করে।

(٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

৩. যারা অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনে এবং তাহারা সালাত কায়েম করে আর আমি তাহাদিগকে যে রুযী দিয়াছি তাহা হইতে বিতরণ করে।

তাফসীর ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূল আওয়াস, আবূ ইসহাক, আ'লা ইবনুল মুসাইয়াব ইব্ন রাফে' ও আবূ জা'ফর আর-রাযী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন–সত্যকে স্বীকার করাই ঈমান। আলী ইব্ন তালহা প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন–তাহারা ঈমান আনে অর্থ তাহারা সত্যকে স্বীকার করে। ইমাম যুহরী হইতে মুআম্মার বর্ণনা করেন–ঈমান অর্থ আমল করা। রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন–ঈমান আনা অর্থ আল্লাহ্কে ভয় করা।

ইব্ন জারীর বলেন–ঈমান বিল গায়েবের উত্তম ব্যাখ্যা ইহাই যে, কথায়, বিশ্বাসে ও কাজে উহার পূর্ণ প্রতিফলন। আল্লাহ্কে ভয় করার যে ঈমান তাহার অর্থ হইল মুখের স্বীকৃতিকে কাজে পরিণত করা। ঈমান এমন একটি শব্দ যাহার অর্থ আল্লাহ্কে, তাঁহার কিতাবকে ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাসকে কথায় ও কাজে প্রতিফলিত করা।

আমার মতে, আভিধানিক অর্থে ঈমান হইল নিছক সত্যের স্বীকৃতি বা আস্থা স্থাপন। কুরআনেও আল্লাহ্ পাক এই অর্থে ঈমান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ "সে আল্লাহ্র উপর এবং ঈমানদারদের উপর আস্থা রাখে।"

তেমনি তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতার কাছে তাঁহার ভাইদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন ঃ

وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ "আপনি আমাদের উপর আস্থা আনিতেছেন না। অথচ আমরা সত্যবাদী ছিলাম।"

তেমনি আল্লাহ্ পাক আমলের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে ঈমানের উল্লেখ করেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ "যাহারা সত্যকে স্বীকার করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে, তাহারা নহে।"

অবশ্য যখন শরীয়তের পরিভাষায় ব্যাপক অর্থে ঈমানের ব্যবহার ঘটে, তখন অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা ও কাজে পরিণত করার অর্থই প্রকাশ পায়।

অধিকাংশ ইমামই এই মতের অনুসারী। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আবূ উবায়দা প্রমুখ অধিকাংশ ইমামের ইজমা হইল–'কওল ও আমলই ঈমান এবং উহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে।' এই মর্মে আমরা বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থের প্রথম ভাগে স্বতন্ত্রভাবে এই প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্ পাকেরই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ঈমানকে যাহারা خشية (ভয়) অর্থে ব্যবহারের পক্ষপাতী তাহারা দলীল হিসাবে আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীসমূহ পেশ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ "নিশ্চয় যাহারা তাহাদের অদৃশ্য প্রভুকে ভয় করে।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ "যে বা যাহারা অদৃশ্য রহমানকে ভয় করিল এবং বিনীত হৃদয়ে উপস্থিত হইল।"

তাহাদের মতে خشية (ভয়) ঈমান ও ইলমের সারবস্তু। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا "একমাত্র আলিম বান্দারাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"

তাহাদের একদল বলেন–ঈমানদাররা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয়ভাবে আস্থা স্থাপন করে এবং তাহাদের ঈমান মুনাফিকের ঈমানের মত নহে। মুনাফিক সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ط وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ - اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ -

"তাহারা যখন ঈমানদারদের দেখা পায়, তখন বলে, আমরা তো ঈমান আনিয়াছি। পক্ষান্তরে যখন তাহাদের শয়তান সহচরদের সঙ্গে সংগোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা ঈমানদারের সহিত ঠাট্টাকারী বৈ নহি।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ - وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ -

"যখন তোমার নিকট মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ তো জানেন অবশ্যই তুমি তাঁহার রাসূল। তাই আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।"

এই প্রেক্ষিতে আয়াতের অন্তর্গত بالغيب কথাটি حال বা অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ মানুষ হইতে যাহা অদৃশ্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে।

অবশ্য এখানে ব্যবহৃত الغيب -এর তাৎপর্য নিয়া পূর্বসূরীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। মূলত তাহাদের সবগুলি মতই সঠিক। উহার তাৎপর্যের আওতায় সবগুলিই পড়ে।

আয়াতের يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ -এর তাৎপর্য সম্পর্কে আবূ জা'ফর আর-রাযী রবী' ইব্‌ন আনাসের বরাত দিয়া আবুল আলীয়ার এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল আল্লাহ্‌র উপর, ফেরেশতার উপর, আসমানী গ্রন্থসমূহের উপর, রাসূলদের উপর, আখিরাতের উপর, জান্নাত-জাহান্নামের উপর, আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিতির উপর, মরণোত্তর জীবনের উপর,

পুনরুত্থানের উপর, এক কথায় এই সকল অদৃশ্য জিনিসের উপর ঈমান আনা। কাতাদাহ ইব্‌ন দুআমাও এই মত পোষণ করেন।

আস্‌সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ হইতে এবং তাহারা ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ আল-হামদানীর বরাতে ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ الغيب। বলিতে বান্দার দৃষ্টির অগোচরে অবস্থিত বস্তু তথা জান্নাত-জাহান্নাম সহ কুরআনে বর্ণিত অদৃশ্য বিষয়সমূহকে বুঝায়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন بالغيب অর্থ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে।

সুফিয়ান আছ ছাওরী আসিম হইতে ও তিনি যর হইতে বর্ণনা করেন ঃ الغيب। অর্থ আল-কুরআন। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ বলেন–আল্লাহ্‌র উপর যে ঈমান আনে সে অবশ্যই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনিল। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ বলেন ঃ গায়েবের উপর ঈমান আনা অর্থ ইসলামের নির্দেশিত অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা। যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ গায়েবের উপর ঈমান অর্থ তকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন। এই সকল অভিমত পরস্পর সন্নিহিত এবং তাৎপর্যগতভাবে একই। কারণ, উপরোক্ত সকল অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব।

সাঈদ ইব্‌ন মনসূর বলেন–আমার কাছে আবূ মুআবিয়া আ'মাশ হইতে, তিনি আম্মার ইব্‌ন উমায়র হইতে এবং তিনি আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমরা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের কাছে বসা ছিলাম। সেখানে রাসূল (সা)-এর সাহাবাদের উপর কি কি অবস্থা গিয়াছে তাহার বর্ণনা চলিতেছিল। তখন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন–মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারটি আমাদের কাছে তো প্রকাশ্য ব্যাপার ছিল। মহান অদ্বিতীয় মা'বূদের শপথ! তাঁহাকে না দেখিয়া যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদের ঈমানের চাইতে উত্তম ঈমান কাহারো নহে। অতঃপর তিনি–

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُولٰۤئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ। পর্যন্ত তিলাওয়াত করিলেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়্যা অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে আ'মাশের সূত্রে উহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। অবশ্য তাঁহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসের সম তাৎপর্যের একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি ইব্‌ন মুহায়রীযের। তাঁহার নিকট হইতে পর্যায়ক্রমে খালিদ ইব্‌ন সুরাইক, আসাদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান, আওয়াঈ ও আবুল মুগীরার মাধ্যমে তাঁহার কাছে পৌছে। ইব্‌ন মুহায়রীয বলেন ঃ আমি আবূ জুমআকে বলিলাম, রাসূল (সা) হইতে আপনার শুনা একটি হাদীস আমার কাছে

বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ! আমি তোমাকে একটি উত্তম হাদীস শুনাইব। আমরা একদিন রাসূল (সা)-এর সহিত নাশতা করিতেছিলাম। আমাদের সংগে আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ। ছিলেন। তিনি আরয করিলেন-'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার সাক্ষাতে ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিয়াছি। সুতরাং আমাদের চাইতে উত্তম কেহ হইবে কি? তিনি বলিলেন-হ্যাঁ। তোমাদের পরে যাহারা আমাকে না দেখিয়া ঈমান আনিবে তাহারা উত্তম।'

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা ভিন্ন সূত্রে তাহার তাফসীর গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। সালেহ ইব্‌ন জুবায়র হইতে মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ইসমাঈল ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর তাঁহার কাছে উহা বর্ণনা করেন। বর্ণনাটি এই ঃ

সালেহ ইব্‌ন জুবায়র বলেন-একদা বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় উপলক্ষে রাসূল (সা)-এর সহচর আবূ জুমআ আনসারী (রা) আমাদের মাঝে আসিলেন। আমাদের সঙ্গে তখন রিজা ইব্‌ন হায়াত (রা) ছিলেন। তিনি যখন আমাদের মধ্য হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, আমরাও তাঁহাকে আগাইয়া দেওয়ার জন্য সঙ্গে গেলাম। তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে উদ্যত হইলাম, তখন তিনি বলিলেন-নিশ্চয় তোমাদিগকে আমি এক উদ্দীপনামূলক বিনিময় হিসাবে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস শুনাইতে চাই। আমরা বলিলাম-আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি উহা শুনান। তিনি বলিলেন-আমরা রাসূল (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-ও ছিলেন। উহা ছিল অন্তরঙ্গ পরিবেশে উত্তম সাহচর্য। তাই আমরা বলিলাম-হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন কোন মানব গোষ্ঠী আছে কি যাহারা আমাদের চাইতে বেশী সওয়াবের অধিকারী? আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আপনার অনুসরণ করিতেছি। তিনি বলিলেন-ইহাতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রাসূল বিদ্যমান এবং আসমান হইতে অহরহ ওহী নাযিল হইতেছে। কিন্তু তোমাদের পরবর্তী যেই মানব গোষ্ঠী উহা গ্রন্থাকারে পাইয়া ঈমান আনিবে এবং উহার বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবে, তাহারা তোমাদের দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে।"

এই হাদীসটি তিনি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেন। যুমরাতা ইব্‌ন রবীআ মারযূফ ইব্‌ন নাফে' হইতে, তিনি সালেহ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি আবূ জুমআ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

এই হাদীস দ্বারা বিভিন্ন অবস্থায় আমলের সওয়াবে বিভিন্নতা প্রমাণিত হয়। এই প্রশ্নে হাদীসবেত্তাদের ভিতর মতান্তর রহিয়াছে। আমি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথম দিকে উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। পরবর্তীদের প্রশংসা এই বিশেষ ক্ষেত্রেই নির্ধারিত। সাধারণভাবে পূর্বসূরীরা উত্তম।

অনুরূপ আরেকটি হাদীস হাসান ইব্‌ন উরফা আল-আবদী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-আমার কাছে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ আল হেমসী আল্‌মুগীরা ইব্‌ন কয়স আত্ তামিমী হইতে, তিনি আমর ইব্‌ন শুআয়ব হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকট কাহাদের ঈমান বিস্ময়কর? সাহাবারা জবাব দিলেন-ফেরেশতাদের। তিনি বলিলেন-তাহাদের ঈমান না আনার কোন প্রশ্নই নাই। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে রহিয়াছেন। তাহারা

বলিলেন–নবীগণের। তিনি বলিলেন–তাঁহাদের ঈমান না আনার প্রশ্নই আসে না। কারণ তাহাদের নিকট ওহী নাযিল হয়। তাহারা বলিলেন–তাহা হইলে আমাদের। তিনি বলিলেন–তোমাদের ঈমান না আনার কি কারণ থাকিতে পারে? আমি স্বয়ং তোমাদের সামনে দীপ্যমান। অতঃপর তিনি বলিলেন–জানিয়া রাখ, আমার কাছে তাহাদের ঈমান বিস্ময়কর যাহারা তোমাদের পরে আসিবে এবং গ্রন্থাকারে আল্লাহ্র কিতাব পাইয়া ঈমান আনিবে ও উহার বিধি-বিধান আমল করিবে।

আবূ হাতিম আর রাযী বলেন–আল মুগীরা ইব্ন কয়স আল বসরীর হাদীস 'মুনকার' বলিয়া অভিহিত হয়।

আমার বক্তব্য এই যে, আবূ ইয়ালা তাঁহার মুসনাদে, ইব্ন মারদুবিয়্যাহ তাঁহার তাফসীরে এবং হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে মুহাম্মদ ইব্ন হামিদ হইতে, তিনি যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি উমর (রা) হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে অনুরূপ কিংবা উহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম উহার সূত্রকে সহীহ বলিয়াছেন। তবে সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও 'মারফূ হাদীস' হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–আমার কাছে আমার পিতা, তাহার কাছে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল মুসনাদী তাহার কাছে ইসহাক ইব্ন ইদরীস সরাসরি বর্ণনা করেন এবং ইবরাহীম ইবন জা'ফর ইব্ন মাহমুদ ইব্ন সালামা আনসারী ও জা'ফর ইব্ন মাহমুদ তাহার দাদী বুদায়লা হইতে খবর পৌঁছান যে, বুদায়লা বলিয়াছেন : 'আমি জোহর কি আসর নামায হারিছা মসজিদে আদায় করিতেছিলাম। ঈলিয়া মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দাস) আমাদের কিবলা ছিল। সবেমাত্র দুই রাকাআত পড়িয়াছি, এমন সময় খবর আসিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিবলা পরিবর্তন করিয়া বায়তুল হারামের দিকে মুখ করিয়াছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া গেলাম। এবং মেয়েদের জায়গায় পুরুষ ও পুরুষের জায়গায় মেয়েরা ঠাঁই নিল। তারপর আমরা বাকী দুই রাকআত নামায বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়া আদায় করিলাম।

ইবরাহীম বলেন–বনূ হারিছার এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূল (সা) এই খবর শুনিয়া বলিলেন–'তাহারাই অদৃশ্য বস্তুর উপর ঈমান আনিল।'

হাদীসটি একই সূত্রে বর্ণিত বিধায় 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ আরকান-আহকাম সহকারে সালাত কায়েম করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, ইকামাতে সালাত বলিতে রুকূ', সিজদা, তিলাওয়াত, খুশূ ও কিবলামুখী হওয়া পূর্ণ করাকে বুঝায়।

কাতাদাহ বলেন–ইকামাতে সালাত হইল উহার ওয়াক্ত, ওযূ, রুকূ' ও সিজদার হেফাজত করা।

মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন–সালাত কায়েমের অর্থ হইল উহার ওয়াক্তের হিফাজত, উহার জন্য পবিত্রতা অর্জনে পূর্ণতা, উহার রুকূ-সিজদা সুসম্পন্ন করা, উহাতে কুরআন তিলাওয়াত করা, তাশাহহুদ পড়া ও নবী (সা)- এর উপর দরূদ পাঠ করা। এই হইল ইকামাতে সালাত।

আলী ইব্ন তালহা প্রমুখ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করে।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালেহ্ হইতে তাঁহারা ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রাহ হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -এর অর্থ বর্ণনা করেন, 'পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা।' অবশ্য এই অভিমত যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বেকার।

যিহাক হইতে জুয়ায়র বর্ণনা করেন-এখানে 'খরচ করা' অর্থ সামর্থ্যানুযায়ী আল্লাহ্র ওয়াস্তে দান করা এবং কৃচ্ছ্রতা অনুসরণ করা। অতঃপর সূরা তওবার সপ্ত আয়াতে নির্ধারিত সাদকা ফরয হয় এবং উহার ফলে এই অনির্ধারিত দানের বিধান বাতিল হয়।

কাতাদাহ বলেন- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থ আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা সবই খরচ কর। কারণ, এই সম্পদ তোমার কাছে আমানত ও ঋণস্বরূপ আসিয়াছে। হে আদম সন্তান! অচিরেই এই সম্পদ ও তোমার ভিতর বিচ্ছেদ ঘটিবে।

ইব্ন জারীর এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশ দ্বারা যাকাত ও পারিবারিক খরচপত্র উভয়ই বুঝানো হইয়াছে। তিনি আরও বলেন-এই আয়াতের উত্তম ব্যাখ্যা হইল পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় প্রয়োজনের সকল খাতে উহা খরচ করা। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-দুঃখী ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার সকল ক্ষেত্রে খরচের জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা উহা সাধারণভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সব ধরনের খরচের মধ্যে যাকাত অধিক প্রশংসিত ও উত্তম।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে বহুবার সালাতের সহিত ইনফাকের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই জন্য যে, সালাত হইল আল্লাহ্র প্রতি বান্দার কর্তব্য ও আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত ইবাদত। আল্লাহ্র একত্ব ঘোষণা, তাঁহার প্রশংসা করা, তাঁহার উপর নির্ভর করা ইত্যাদি উক্ত নির্ধারিত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ইনফাক হইল বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য। আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে বান্দার কল্যাণ সাধনই ইহার লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রে উত্তম হইল দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন, গোত্রীয় লোকজন ও চাকর-চাকরাণীগণ। তারপর পাড়া-প্রতিবেশী ও অন্যান্য দেশবাসী। এই ধরনের সকল ওয়াজিব খাত ও যাকাতের ফরয খাত ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত।

এই কারণে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন-ইসলামের ভিত্তি হইল পাঁচটি যেমন-(১) কলেমা (২) নামায (৩) রোযা (৪) হজ্জ ও (৫) যাকাত। এই সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আরবদের পরিভাষায় সালাত অর্থ দোআ। কবি আল আশা বলেন ঃ

لها حارس لايبرح الدهر بيتها - وان ذبجب صلى عليها وزمزما
وقابلها الريح فى دنها - وصلى على دنها وارتسم

কবি আরও বলেন ঃ

تقول بنتى وقد قربت مرتحلا - يارب، ذنب ابى الاوصاب والوجعا
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى - نوما فان لجنب المرء مضطجعا

ইব্ন জারীর দলীল হিসাবে কবি আশার উক্ত পংক্তিগুলি আবৃত্তি করেন।

উপরোক্ত পংক্তিগুলিতে কবি দোআ অর্থে সালাত ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাই সালাতের প্রকাশ্য অর্থ। শরীঅতের পরিভাষায় বিশেষ ওয়াক্তে বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ শর্ত সহকারে রুকূ-সিজদাসহ বিশেষ ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সালাত বলে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–সালাতকে এই জন্য সালাত বলা হয় যে, মুসল্লী সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সওয়াব কামনা করে এবং নিজ প্রভুর কাছে স্বীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করে।

কেহ কেহ বলেন– صلوة শব্দটি الصلوين (মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বস্থ শিরাদ্বয়) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু নামাযের ভিতর রুকূ সিজদার সময়ে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের শিরা দুইটি নড়াচড়া করে, তাই উহাকে 'সালাত' বলা হয়। ইহা হইতেই ঘোড়ার স্তনের পেছনের অংশকে المصلى বলা হয়। ইহা বিতর্কিত মত।

কেহ কেহ উহাকে الصلى হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকেন। উহার অর্থ বস্তুর পারস্পরিক সংমিশ্রণ বা সংযোজন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقٰى "জঘন্য পাপী ব্যতীত কেহই জাহান্নামে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকিবে না।"

কেহ কেহ্ বলেন, صلوة শব্দটি تصلية শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষ জাহান্নামের 'তাসলিয়া' (কাষ্ঠ) হইবে। কিন্তু সালাত উহার বিনিময় হইয়া মানুষকে মুক্তি দিবে। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ "নিশ্চয় সালাত অনাচার ও পাপ কার্য হইতে বিরত রাখে এবং অবশ্যই আল্লাহ্র যিক্র শ্রেষ্ঠতম কাজ।"

মূলত দোআ অর্থের 'সালাত' হইতেই উহার উৎপত্তি। ইহাই স্বাভাবিক ও সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই যথাস্থানে করা হইবে।

(٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

৪. আর যাহারা তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে এবং পরকালের উপর সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلَكَ অর্থাৎ আল্লাহ্র তরফ হইতে যাহা তোমার নিকট আসিয়াছে ও যাহা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট আসিয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না ও তাহাদের নিকট তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে যাহা আসিয়াছে তাহা

লইয়া ঝগড়া করে না। আর وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ অর্থ পুনরুত্থান, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব, মীযান এই সকল কিছুর উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করে।

আখিরাতের নাম আখিরাত এই জন্য রাখা হইয়াছে যে, উহা পার্থিব জীবনের পরে আসিবে।

এই আয়াতে কাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে কি পূর্ববর্তী আয়াতে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদেরই গুণ বর্ণিত হইয়াছে, না অন্য কোন দলের? অন্যদল হইলে তাহারা কাহারা?

ইব্‌ন জারীর এই ব্যাপারে তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক, প্রথমে যাহাদের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, দ্বিতীয়বারেও তাহাদেরই গুণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা হইল সকল স্তরের মু'মিন, হোক আরব মু'মিন কিংবা আহলে কিতাব সহ অন্যান্য মু'মিন। এই মতের প্রবক্তা হইলেন মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও কাতাদাহ। দুই. তাহারা একই দল এবং তাহারা আহলে কিতাবের মু'মিনগণ। প্রথমোক্ত দল ও দ্বিতীয় দলের গুণ বর্ণনার মাঝখানে واو ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন ধরনের গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى - الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهٗ غُثَاۤءً اَحْوٰى -

"তোমার সর্বোন্নত প্রভুর তাসবীহ পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করিয়া সামঞ্জস্য দান করিয়াছেন; যিনি প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া তদনুসারে পথের দিশা দিয়াছেন এবং যিনি তৃণগুল্মের উদ্‌গম ঘটাইয়াছেন। অতঃপর উহা কৃষ্ণবর্ণ বিশুষ্ক করিয়াছেন।"

জনৈক কবির কাব্যেও এইরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে। যেমন ঃ

الى الملك القوم وابن الهمام - وليث للكتيبة فى المزدحم

এখানেও একই মওসুফের বিভিন্ন সিফাতের একটির সহিত অন্যটির সংযোগের জন্য واو ব্যবহার করা হইয়াছে।

তিন. প্রথমোক্ত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী আরব মু'মিনগণ এবং পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হইল আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারা মু'মিনগণ। আস্‌ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য বহু সাহাবার এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ইহার সমর্থনে আল্লাহ্‌ পাকের এই বাণী পেশ করেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ -

"আহলে কিতাবের ভিতর এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে এবং তোমাদের ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا
اٰمَنَّا بِه اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِيْنَ ـ اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ
مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

"পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাহার উপর ঈমান রাখে। যখন তাহাদের কাছে (কুরআন) পড়া হয়, তখন বলে, আমরা উহার উপরও ঈমান আনিলাম। উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত সত্য, আমরা ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। এই লোকদের দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে। কারণ, তাহারা সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছে এবং খারাপটি বদলাইয়া ভালটি গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহাদিগকে আমি যাহা কিছু রুযী দান করিয়াছি তাহা (আমার নির্দেশিত পথে) খরচ করে।"

ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ের শা'বী বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে। ইমাম শা'বী আবূ বুরদা হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন–তিন দলকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে। এক, আহলে কিতাবের যে ব্যক্তি তাহার নবীর উপর ও আমার উপর ঈমান আনিয়াছে। দুই, যে গোলাম আল্লাহ্র হক ও তাহার মালিকের হক দুইটিই যথাযথভাবে আদায় করে। তিন, যে ব্যক্তি নিজ দাসীকে আদব-কায়দা ভালভাবে শিখাইয়া আযাদ করত বিবাহ দিয়া দিল।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার মতের সমর্থনে যে দলীল পেশ করিয়াছেন, উহার সহিত কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনারও সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সূরার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পরিচয় দিয়াছেন। সেখানে যেভাবে তিনি কাফিরের দুই শ্রেণী দেখাইয়াছেন, কাফির ও মুনাফিক, তেমনি মু'মিনের দুই শ্রেণী দেখাইলেন–আরব মু'মিন ও কিতাবী মু'মিন।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, মুজাহিদের অভিমতই সুস্পষ্ট। তিনি ছাওরী হইতে, তিনি জনৈক ব্যক্তি হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে অভিমতটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া একাধিক ব্যক্তি ইব্ন আবূ নাজীহ্র বরাত দিয়া মুজাহিদের অভিমতটি বর্ণনা করেন। মুজাহিদ বলেন ঃ

"সূরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবর্তী দুই আয়াতে কাফিরের চরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, পরবতী তের আয়াতে মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। প্রথম চারি আয়াতে সাধারণত প্রত্যেক মু'মিনের গুণাবলী বর্ণনা করা হইয়াছে, সে আরবী কি কিতাবী কি আজমী কি মানব কি জ্বিন যাহাই হউক না কেন। উক্ত গুণাবলী আলাদা আলাদা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা ঠিক হইবে না। প্রত্যেকের জন্যই উক্ত গুণাবলী অপরিহার্য। কারণ, এক দলের জন্য ঈমান বিল গায়েব, সালাত ও যাকাত শর্ত করা হইবে এবং রাসূল (সা) এবং পূর্ববর্তী রাসূলদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবের উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনা শর্ত করা হইবে না, ইহা ঠিক হইতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিনের জন্য উক্ত গুণাবলীর সবগুলিই শর্ত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه
وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ـ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল, রাসূলের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ, এমনকি পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর উপর ঈমান আন।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَّاحِدٌ ۔

"আহলে কিতাবদের সহিত উত্তম পন্থায় তর্ক করিও। তবে তাহাদের জালিমদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে এই কথা বল যে, আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সব কিছুর উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের প্রভু ও তোমাদের প্রভু তো একজনই।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ .

"হে আহলে কিতাব! আমি এখন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহার উপর ঈমান আন। উহা তো তোমাদের কিতাবেরও সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ ۔

"বল, হে আহলে কিতাব, তোমাদের কোন ভিত্তিই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল ও এখন তোমাদের সম্মুখে যাহা অবতীর্ণ হইল তাহা কায়েম না করিবে।"

এই সবগুলি একত্র করিয়াও আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۔ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۔

"রাসূল তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার উপর অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহারা সকলেই আল্লাহ্‌র উপর, তাহার ফেরেশতার উপর, তাঁহার কিতাবের উপর ও তাঁহার রাসূলদের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করি না।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۔ "আর যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁহার রাসূলদের উপর ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে নাই।"

এই সমস্ত আয়াতে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, সকল মু'মিনই আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁহার রাসূলগণ ও তাঁহার কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনয়ন করিয়া থাকেন। তবে আহলে

কিতাবদ্বয়ের মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। কারণ, তাঁহারা পূর্ববর্তী কিতাবের সকল কিছুর উপর যেরূপ ঈমান আনিয়াছিল, তেমনি এই কিতাবের সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে। তাই তাহারা দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী। পক্ষান্তরে অন্য মু'মিনগণ তাহাদের কিতাবের তো সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে কিন্তু পূর্ববর্তী কিতাবের উপর মোটামুটিভাবে ঈমান রাখে। যেমন–সহীহ বুখারীতে আছে,–'আহলে কিতাব যদি তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করে তাহা হইলে মিথ্যা বলিও না, সত্যও বলিও না। এই কথা বল, আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আমরা উহার উপর ঈমান রাখি।'

অবশ্য কখনও আবার অন্য মু'মিনেরও মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণতম ও ব্যাপকতম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের ফলে আহলে কিতাবের দীক্ষিত মু'মিনের চাইতে ঈমানের পাল্লা ভারী হইয়া থাকে। তাহার ফলে কিতাবী মু'মিনের প্রাপ্ত দ্বিগুণ সওয়াবও অন্য মু'মিনরা অতিক্রম করিয়া থাকে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٥) أُولَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

৫. তাহারা তাহাদের প্রভুর নির্দেশিত হিদায়েতের উপর রহিয়াছে এবং তাহারাই সাফল্যমণ্ডিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাকের বাণী أُولَئِكَ অর্থ পূর্বোক্ত গুণাবলী যথা অদৃশ্য বস্তুতে ঈমান, সালাত কায়েম, আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী বিতরণ, রাসূল (সা) ও পূর্ববর্তী রাসূলদের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস। মূলত হারাম কার্যাবলী হইতে বাঁচিয়া নেক কাজ করার শক্তি ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য উক্ত গুণাবলী অপরিহার্য। আল্লাহ্র বাণী عَلَى هُدًى অর্থ আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত আলো, বর্ণনা ও প্রজ্ঞা। আয়াতাংশ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থ ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য অর্জন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রেরিত নূর ও উহার ধারক কুরআনের উপর স্থিতি লাভ। আর أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বাঞ্ছিত বস্তু পাইল এবং অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে রেহাই পাইল।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ-এর তাৎপর্য হইল এই যে, তাহারা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে প্রাপ্ত আলো ও দলীলের সাহায্যে দৃঢ়তা সহকারে সঠিক পথে চলার শক্তি অর্জন করিয়াছে। আর أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং আল্লাহ্, রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনিয়া নেক আমল করার মাধ্যমে তাহারা যাহা কিছু আশা করিয়াছে, তাহা পাইয়াছে। অর্থাৎ জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে ও আল্লাহ্ তাঁহার দুশমনদের জন্য যে জাহান্নাম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে রেহাই লাভ করিয়াছে।

ইব্ন জারীর অন্য এক দলের এই অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, أُولَئِكَ ইঙ্গিতবহ পদটির পুনরাবৃত্তিমূলক أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ও أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ দ্বারা আহলে কিতাবদের ইয়াহূদী মু'মিন ও নাসারা মু'মিনদের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই অভিমত যে ঠিক নহে, তাহা পূর্বেই বলা হয়াছে। বরং উহা আরবী, আজমী, কিতাবী অকিতাবী সর্বস্তরের ঈমানদারের প্রতি ইঙ্গিতবহ। উক্ত অবস্থায় وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ পূর্বের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া 'মুবতাদা' হিসাবে মারফূ' বিশিষ্ট হয় এবং উহার 'খবর' হিসাবে أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ। আসে। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত আস সুদ্দী উদ্ধৃত করেন। তিনি আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাহ আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ হইল আরব মু'মিনগণ এবং وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ হইল কিতাবী মু'মিনগণ এবং উভয় গ্রুপকে একত্র করিয়া বলা হইল أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মু'মিনদের জন্য চারি আয়াতে বর্ণিত সকল গুণাবলী সর্বপ্রকারের মু'মিনের থাকিতে হইবে। কাতাদাহ্, রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া মুজাহিদ হইতে এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, তাঁহাকে তাঁহার পিতা ও তাঁহাকে ইব্ন লাহিআ বলেন–আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা ও আবুল হায়ছাম সুলায়মান ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে এবং তাহারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের বরাতে নবী করীম (সা) হইতে এই হাদীস শুনান ঃ

একদিন নবী করীম (সা)-কে বলা হইল–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুরআন হইতে তিলাওয়াত করি এবং আশান্বিত হই। আবার এমন কিছু আয়াত তিলাওয়াত করি যাহাতে নিরাশ হইয়া পড়ি। তখন তিনি বলিলেন–আমি কি তোমাদের কাহারা জান্নাতী ও কাহারা জাহান্নামী তাহা বলিব? সবাই বলিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল বলুন। তখন তিনি 'আলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাবু' হইতে 'মুফলিহূন' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন–ইহারা জান্নাতী। আমি আশা করি, তোমরা তাহাদের দলে। অতঃপর তিনি 'ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ' হইতে 'আযাবুন আজীম' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন–ইহারা হইল জাহান্নামী। তাহারা বলিল–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তাঁহাদের মত নহি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন–হ্যাঁ।

(٦) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৬. নিশ্চয় যাহারা কাফির তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না কর একই কথা, তাহারা ঈমান আনিবে না।

তাফসীর ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অর্থাৎ সত্য যাহাদের নিকট আচ্ছাদিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ক্ষেত্রে এই বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে সতর্ক করা আর না করা সমান কথা, তাহারা কিছুতেই ঈমান আনিবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

"নিশ্চয় যাহাদের ব্যাপারে তোমার প্রভুর কথা বাস্তব হইয়া ধরা দিয়াছে, তাহাদের কাছে যাবতীয় নিদর্শন হাজির হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না তাহারা স্বচক্ষে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।"

আল্লাহ্ পাক আহলে কিতাবের ইসলাম দুশমনদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ "আহলে কিতাবদের নিকট যদি তুমি সকল প্রমাণাদিও সমুপস্থিত কর, তবু তাহারা কিছুতেই তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না।"

অর্থাৎ যাহার পাপী হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নেক্কার হওয়ার ভাগ্য হইবে না। তেমনি তিনি যাহার বিভ্রান্তি মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহার জন্য কেহ পথ প্রদর্শক হইতে পারে না। তাই তাহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিও না। তুমি তাহাদের কাছে তোমার রিসালাতের জিম্মাদারী আদায় কর। যাহারা তোমার ডাকে সাড়া দিবে, তাহারাই সৌভাগ্য লাভ করিবে আর যাহারা সাড়া দিল না, তাহাদের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না। "তোমার কাজ আমার বাণী পৌঁছানো আর আমার কাজ হিসাব-নিকাশ লওয়া। তুমি সতর্ককারী মাত্র আর আল্লাহ্ তা'আলাই সকল ব্যাপারের অভিভাবক।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া 'আলী ইব্ন আবূ তালহা আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন–রাসূল (সা) চাহিতেন যেন সকল লোক ঈমান আনে এবং তাঁহার নির্দেশিত হিদায়েতের পথ অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আল্লাহ্ পাকের ইলমে হিদায়েত লাভের সৌভাগ্য যাহাদের রহিয়াছে তাহারাই ঈমান আনিবে। আর যাহাদের সেই সৌভাগ্য নাই তাহারা ঈমান আনিবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন–আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অর্থাৎ তোমার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যাহারা অস্বীকার করে এবং বলে, আমরা আমাদের উপর তোমার পূর্বেই যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান রাখি। سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা তোমাকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের কিতাবই অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহাদের কিতাবে তোমার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে যে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহারা তাহার বিরোধী হইয়াছে। তাহারা যখন নিজেদের উপর ও তোমার উপর অবতীর্ণ উভয় কিতাব অস্বীকার করিতেছে, তখন তাহারা তোমার সতর্কতার প্রতি কি করিয়া কর্ণপাত করিবে? তাহারা তো জানিয়া শুনিয়াই কুফরী করিতেছে।

আবূ জা'ফর আর রাযী রবী' ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন–আলোচ্য আয়াতদ্বয় আহযাবের যুদ্ধের সেই সব নেতা সম্পর্কে আসিয়াছে যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ - جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا -

"তুমি কি তাহাদের দেখ নাই যাহারা আল্লাহ্র প্রদত্ত নি'আমতকে কুফরীর বিনিময়ে বদল করিয়াছে,....ইত্যাদি।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ 'আলী ইব্ন তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই সঠিক ও সুস্পষ্ট। আমি উহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। অবশিষ্ট আয়াতের তাৎপর্যও উহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম একটি বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন–আমাকে আমার পিতা, তাহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন উসমান ইব্ন সালেহ আল মিসরী, তাহাকে তাহার পিতা ও তাহাকে ইব্ন লাহি'আ বলেন–আমাকে উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা ও আবুল হায়ছাম সুলায়মান ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে এবং তাহারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে রসূলে পাক (সা) সম্পর্কিত নিম্ন ঘটনাটি বর্ণনা করেন ঃ

একদা নবী করীম (সা)-এর কাছে আরয করা হইল–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হই; আবার কিছু আয়াত তিলাওয়াত করিয়া নিরাশ হইয়া পড়ি। তখন তিনি বলিলেন–আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয় দিব? সকলেই বলিল–হ্যাঁ, দিন। তখন তিনি ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ হইতে 'লায়ু্য'মিনূন' পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন–ইহারা জাহান্নামী। তাহারা বলিল–'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা তাহাদের মত নহি।' তিনি বলিলেন–হ্যাঁ।

পাক কালামের لَايُؤْمِنُوْنَ পূর্বে বিষয়ের তাকীদজনিত বাক্য আর سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সর্বাবস্থায়ই কাফির থাকিবে। তাই আল্লাহ্ لَايُؤْمِنُوْنَ বলিয়া উহাতে তাকীদ সংযোগ করিলেন। لَايُؤْمِنُوْنَ আবার খবরও হইতে পারে। তখন اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا হইবে মুবতাদা। সেক্ষেত্রে سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ বাক্যটি জুমলা-ই-মু'তারাযা (বাক্যের মধ্যে স্বতন্ত্র বাক্য) হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٧) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ؗ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۟

৭. আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন ও তাহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়াছে এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী বলেন ঃ خَتَمَ اللّٰهُ অর্থ আল্লাহ্ সীল মারিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন–তাহাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করায় তাহারা শয়তানের অনুগত হইয়াছে। তাই

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন এবং চক্ষে তাহাদের পর্দা পড়িয়াছে। ফলে তাহারা সঠিক পথ দেখিতে পায় না, সঠিক কথা শুনিতে পায় না ও সঠিক ব্যাপার বুঝিতে পায় না।

ইব্ন জুরায়জ বলেন-মুজাহিদ বলিয়াছেন, خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ পাপের কালিমা অন্তরের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহা মোহরের কাজ দিতেছে। ইব্ন জুরায়জ বলেন-অন্তর ও কর্ণকুহরের জন্য মোহর শব্দ ব্যবহারের প্রচলন রহিয়াছে। ইব্ন জুরায়জ আরও বলেন-আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর বর্ণনা করেন যে, তিনি মুজাহিদকে বলিতে শুনিয়াছেন, الران। শব্দটি الطبع। হইতে সহজতর ও الطبع। শব্দ اقفال। হইতে সহজতর এবং اقفال। কুরআনে ব্যবহৃত তিন শব্দের ভিতরে কঠিনতর অর্থ প্রকাশ করে।

আ'মাশ বলেন-মুজাহিদ আমাদিগকে তাঁহার হাত দেখাইয়া বলিলেন-অন্তরটিও এইরূপ অর্থাৎ হাতের তালুর মতই। যখন বান্দা কোন পাপ করে তখন একটি অঙ্গুলি বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে পর পর পাপ করিতে থাকিলে একে একে পাঁচটি আঙ্গুল বন্ধ হইয়া মুষ্টিবদ্ধ হয়। ফলে সেই হাতের তালুতে আর কিছুই ঢুকিতে পারে না। ইহাকেই বলে অন্তরে মোহর মারা।

ইব্ন জারীর আবূ কুরাইব হইতে, তিনি ওকী' হইতে, তিনি আ'মাশ হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে অনুরূপ বর্ণনা শুনান।

ইব্ন জারীর বলেন যে, কেহ কেহ বলেন, خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ বাক্যটির দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অহংকার ভরে ঘাড় ফিরানোর খবর দিলেন। সত্যের ডাক শুনিয়াও তাহারা দম্ভভরে ঘাড় ফিরাইয়া নিল। যেমন বলা হয়, অমুক ইহা যেন শুনিতেই পায় না। ইহা তখনই বলা হয়, যখন কেহ কথা শুনিতেই রাযী হয় না এবং দম্ভভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

ইব্ন জারীর বলেন-উক্ত অভিমত ঠিক নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তো খবর দিলেন তাহাদের অন্তরে ও কর্ণ কুহরে তাঁহারই মোহর মারার।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, ইমাম ইব্ন জারীরের এই অভিমত খণ্ডনের জন্য আল্লামা যামাখশারী সুদীর্ঘ বহাস করিয়াছেন। তিনি আয়াতটির পাঁচটি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উহার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত দুর্বল। তাহার মু'তাযেলী ধ্যান-ধারণা তাঁহাকে এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যা দানে উৎসাহিত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং বান্দার অন্তরে মোহর লাগাইলেন ইহা তাঁহার কাছে খারাপ লাগিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খারাপ কিছু করিতে পারেন না বলিয়া তিনি সেই সব ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। অথচ তিনি যদি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে অনুরূপ ভুল করিতেন না। যেমন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ "তাহারা যখন অন্তর বাঁকা করিল তখন আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাদের অন্তর বাঁকা করিয়া দিলেন।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

"আমি তাহাদের অন্তর ও চক্ষু এমনভাবে ফিরাইয়া দেই যেন তাহারা প্রথম হইতেই ঈমান আনে নাই এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার ক্ষেত্রে এমন সুযোগ দেই, যেন তাহারা উধভ্রান্তের মত চক্কর খাইতে থাকে।"

এই ধরনের আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই অন্তরসমূহে মোহর মারিয়াছেন। ফলে তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হয় না। ইহাই সঠিক বিচার। যেহেতু সে জানিয়া শুনিয়া সত্য ত্যাগ করিয়া বাতিলের অনুসরণ করিতেছে, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ব্যাপারে ইনসাফ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার কোন খারাপ কাজ নহে, ইনসাফ তো সুন্দর কাজ। তিনি যদি এইটুকু জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন তাহা হইলে যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেন না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম কুরতুবী বলেন–উম্মতের ইজমা এই তাৎপর্যের উপরে যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং কোন কোন বান্দার সজ্ঞাত কুফরীর অপরাধে তাহার অন্তরে সীল মারিয়া দেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ "বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কুফরীর কারণে তাহাদের অন্তরে ছাপ মারিয়া দেন।"

তিনি প্রসঙ্গত অন্তর পরিবর্তনের تقليب القلوب হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে–"হে অন্তর পরিবর্তনকারী! তুমি আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির করিয়া দাও।"

তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-এর হাদীসও উদ্ধৃত করেন। হযরত হুযায়ফা (রা) নবী করীম (সা)-এর এই বর্ণনা শুনান ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'ফিতনা অন্তরের উপর বেষ্টনীর কাজ করে। উহা প্রভাব গ্রহণকারী অন্তরকে ধাপে ধাপে বিন্দু বিন্দু কালো দাগের আস্তরে আবদ্ধ করিয়া দেয়। যে অন্তর ফিতনার প্রভাব অস্বীকার করে, উহা সমগ্র অন্তরকে শুভ্র সমুজ্জ্বল করিয়া দেয়। ফলে কোন দিনই ফিতনা তাহারা ক্ষতি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ফিতনা গ্রহণকারীরা সেই মসীলিপ্ত অন্তরটি উপুড় করা কলসের মত ভাল-মন্দ চিনার ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া যায়।" (অসমাপ্ত)

ইব্ন জারীর বলেন- এই প্রশ্নে আমার কাছে এই হাদীসের বর্ণনাটি যথাযথ মনে হয়। আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বিশার, তাহাকে সাফওয়ান ইব্ন ঈসা, তাহাকে আজলান কা'কা' হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে এবং তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন- কোন মু'মিন যখন একটি পাপ করে, তখন তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি তওবা করে ও অনুতপ্ত হয়, তখন উহা মুছিয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি পাপ বাড়িতেই থাকে, তখন কালো দাগ বৃদ্ধি পাইয়া অন্তর গ্রাস করিয়া ফেলে। উহাই অন্তরের মরিচা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ "কখনই তাহা নহে; বরং তাহাদের পাপাচারের কারণে অন্তরে তাহাদের মরিচা পড়িয়া গিয়াছে।"

এই হাদীসটি উক্ত বর্ণনাসহ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ কুতায়বা ও লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উদ্ধৃত করেন। উহা ইব্ন মাজাহ্ উদ্ধৃত করেন হিশাম ইব্ন আম্মার হইতে এবং তিনি হাতিম, ইসমাঈল ও ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম হইতে এবং তাহারা উহা বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন- রাসূল (সা) বলিয়াছেন, পাপ যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্তরকে তালাবদ্ধ করিয়া দেয়। তখনই উহাতে আল্লাহ্র তরফ হইতে মোহর লাগিয়া যায়। ফলে সেই অন্তরে ঈমান প্রবেশের কোন রাস্তা থাকে না। আর কুফরও উহা হইতে বাহির হইতে পারে না। ইহাই মোহর লাগানো ও ছাপ মারা যাহা আল্লাহ্ তা'আলা خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ আয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন।

মোহর লাগানো ও সীল মারা পাত্র হইতে উহা না ভাঙ্গিয়া যে কোন কিছু ঢুকানো ও বাহির করা যায় না, তাহা তো সকলেই দেখিয়া থাকে। তেমনি মোহার লাগানো ও সীল মারা অন্তরেও উহার সীল ও মোহর অপসারণ না করা পর্যন্ত ঈমান ঢুকিতে কিংবা কুফর বাহির হইতে পারে না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ -এর পর পূর্ণ বিরতি হইবে এবং ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। কারণ মোহর বা সীল শুধু অন্তর ও কর্ণকূহরের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। الْغِشَاوَةُ অর্থ পর্দা বা আবরণ যাহা চক্ষুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ অর্থ তাহারা বুঝিতে পায় না, শুনিতেও পায় না এবং তাহাদের চোখে পর্দা সৃষ্টি করায় তাহারা দেখিতেও পায় না।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে তাঁহার চাচা হুসায়ন ইব্ন হাসান তাঁহার পিতা ও তাঁহার পিতা তাহার দাদা হইতে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, "আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ও কর্ণকুহরে মোহর লাগাইয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষে পর্দা ফেলিয়াছেন।" তিনি আরও বলেন- আমাকে কাসিম, তাঁহাকে হুসায়ন ইব্ন দাউদ, তাঁহাকে হাদ্দাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আ'ওয়ার ও তাঁহাকে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ মোহর হইল অন্তর ও কর্ণে এবং পর্দা হইল চক্ষে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ "আল্লাহ্ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তোমার অন্তরে তিনি মোহর লাগাইয়া দিতেন।"

তাই তিনি বলেন, মোহর হইল অন্তর ও কর্ণে এবং চক্ষে হইল পর্দা।

ইব্ন জারীর বলেন- কেহ কেহ جعل ক্রিয়াকে উহ্য ধরিয়া غشاوة শব্দটিকে নসবযুক্ত করেন। যেমন কুরআনের حُوْرٌ عِيْنٌ আয়াতাংশেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। কবি বলেন ঃ

علفتها تبنا وماء باردا - حتى شتت همالة عيناها

এই চরণে سقيتها উহ্য থাকিয়া ماء باردا -কে নসবযুক্ত করিয়াছে।

অন্যত্র কবি বলেন ঃ

ورأيت زوجك فى الوغى - متقلدا سيفا ورمحا

এই চরণে معتقلا শব্দ উহ্যা থাকিয়া رمحا শব্দকে নসবযুক্ত করিয়াছে।

সূরার প্রথম চারি আয়াতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর পরবর্তী আলোচ্য দুই আয়াতে কাফিরের পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া এখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মুনাফিকদের মুখে থাকে ঈমান ও অন্তরে বিরাজ করে কুফর। যেহেতু এই ব্যাপারটি ধরিতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, তাই ইহার আলোচনা দীর্ঘতর হইয়াছে। মুনাফিকের বিভিন্ন চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য ও উপমা দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। তদুপরি সূরা 'বারাআত' ও সূরা আল-মুনাফিকূন' মুনাফিকদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া সূরা 'নূর' সহ অন্যান্য সূরায় তাহাদের পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে যেন মু'মিনরা মুনাফিকদের সহিত মিশিয়া না যায় এবং তাহাদের প্রতারণা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

মুনাফিকদের পরিচয় ও দৃষ্টান্ত

(٨) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٩) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝

৮. একদল মানুষ বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়াছি'; অথচ তাহারা মু'মিন নহে।

৯. তাহারা আল্লাহ্ এবং মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেয়। মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়; অথচ তাহারা তাহা বুঝে না।

তাফসীর ঃ নিফাক হইল খারাপ ভাব লুকাইয়া রাখিয়া ভাল ভাব প্রকাশ করা। উহা কয়েক প্রকারের। এক, বিশ্বাসগত। ইহার অধিকারী জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। দুই, কর্মগত। উহা শ্রেষ্ঠতম পাপ। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন- মুনাফিকের কথা ও কাজ পরস্পর বিরোধী। তাহার বাহিরের সহিত ভিতরের মিল নাই। সে মুখে একরূপ, মনে অন্যরূপ। তাহার প্রকাশ্য দিক ও অপ্রকাশ্য দিক বিপরীতমুখী। নিফাকের পরিচয়বাহী সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ এই যে, মক্কায় নিফাক ছিল না। সেখানকার অবস্থা ইহার বিপরীত ছিল। যাহারা ভিতরে মু'মিন ছিল তাহাদেরও অনেকে প্রকাশ্যে কুফরী ভাব দেখাইতে বাধ্য হইত। অতঃপর যখন রাসূল (সা) মদীনায় হিজরত করিলেন এবং আওস ও খাযরাজ গোত্রের আনসারগণ তাহাদের সঙ্গী হইলেন, তখন তাহারা জাহেলী যুগের আরব মুশরিকদের মতই মূর্তিপূজা করিত। মুসলমানদের সঙ্গে আহলে কিতাবের ইয়াহুদীগণও পূর্ব পুরুষের রীতির উপর বহাল থাকিয়া চুক্তিবদ্ধ মিত্ররূপে যুক্ত হইল। তাহাদের তিন গোত্র ছিল। খাযরাজদের মিত্রগোত্র বনূ কায়নুকা এবং আওসদের মিত্র গোত্র বনূ নজীর ও বনূ কুরায়জা।

রাসূল (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, আওস ও খাযরাজ গোত্রের অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। কিন্তু ইয়াহুদী গোত্রসমূহের আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম সহ কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করিল। তখনও নিফাক জন্ম নেয় নাই। কারণ, তখনও মুসলমানদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয় নাই যাহা কাহারও ভয়ের কারণ হইতে পারে। তখনও রাসূল (সা) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ ইয়াহুদী গোত্র ও মদীনার পার্শ্ববর্তী আরব গোত্রগুলির সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। যখন বদরের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ঘটিয়া গেল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বাণীর বাস্তবায়ন ঘটাইলেন ও ইসলাম-মুসলিমের মর্যাদা সমুন্নত করিলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল তখন মুখ খুলিল। সে মদীনার সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা ছিল। খাযরাজ গোত্রের হইয়াও সে জাহেলী যুগে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের সরদার ছিল। তাহারা এমনকি তাহাকে মদীনার অধিপতি করার খেয়ালে ছিল। ইত্যবসের কল্যাণবাহী ইসলাম আসিল। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহাতে নিমগ্ন হইল। ইহাতে তাহার অন্তর্দাহ দেখা দিল। আশাহত হইয়া সে মুসলিম বিদ্বেষী হইল। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পর সে ঘাবড়াইল এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিল। তাহার গোত্রীয় সঙ্গীদেরও সে সেভাবে ইসলাম গ্রহণের পরামর্শ দিল। তাহাদের সঙ্গে আহলে কিতাবেরও কিছু লোক মুসলমান হইল। এখান হইতেই মদীনা ও উহার আশে পাশের এলাকায় মুনাফিক মুসলমান সৃষ্টি হইল।

পক্ষান্তরে মুহাজিরদের ভিতরে কোন মুনাফিক ছিল না। তাঁহারা তো ইসলামের জন্য হিজরত করিয়া আসিয়াছেন। ইহা নহে যে, হিজরত করিতে তাহাদিগকে কেহ বাধ্য করিয়াছে। তাঁহারা স্বেচ্ছায় নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, সহায়-সম্পদ সকলই বিসর্জন দিয়া আসিয়াছেন শুধু পরকালে আল্লাহ্র কাছে উহার বিনিময় লাভের আশায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- আমার কাছে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আউস ও খাযরাজ গোত্রের মুনাফিক ও তাহাদের অনুসারীবৃন্দ।

এভাবেই অন্যান্য ব্যাখ্যাদাতাগণ হইতেছেন আবুল 'আলীয়া, আল-হাসান, কাতাদাহ ও আস্ সুদ্দী। মু'মিনগণ যেন ধোঁকায় না পড়ে তাই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিলেন। মুনাফিকদের আবির্ভাবে মুসলমানরা ভীষণ ফাসাদে পড়িয়া গেলেন। যাহাদের ঈমানদার বলিয়া বিশ্বাস হয়, মূলত তাহারাই কাফির, ইহা হইতে বিপদের কথা আর কি হইতে পারে? তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা সামনে যতই ঈমানের কথা বলুক, পিছনে তাহারা অন্যরূপ। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ তাহারা এই কথাটি শুধু তোমার সামনে আসিলে বলে, মূলত তাহারা ইহা বলে না। তাই তাহারা দুইবার তাকীদমূলক শব্দ اِنَّ ও ل ব্যবহার করিয়াছে। তেমনি তাহারা যদিও জোর দিয়া বলে যে, আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছে, মূলত ইহা সত্য নহে। উক্ত আয়াতে যেইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্যকে মিথ্যা বলিয়া

আখ্যায়িত করিয়াছেন, তেমনি আলোচ্য আয়াতেও তিনি জানাইয়া দিলেন- মূলত তাহারা মু'মিন নহে।

আয়াতাংশ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাহারা ভিতরে কুফরী বিশ্বাস নিয়া বাহিরে যে ঈমানের কথা বলিতেছে, তাহা এই বোকা ধারণা নিয়া যে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোঁকায় ফেলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ফায়দা লুটিতে পারিবে। কারণ, মু'মিনদের কিছু লোককে এইভাবে ধোঁকা দিয়া ফায়দা লুটিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَىْءٍ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ -

"আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন তাহাদের সকলকে একত্রিত করিবেন, তখন তাহারা আল্লাহ্র কাছেও হলফ করিয়া বলিবে, যেভাবে তোমাদের কাছে হলফ করিয়া বলিতেছে। তাহারা মনে করিবে, তাহাদের একটা ভিত্তি হইল। জানিয়া রাখ, তাহারাই নিশ্চিতভাবে কাফির।"

তাই তাহাদের ধারণার ভ্রান্তি আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তুলিয়া ধরিলেন-

وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা এই চাতুর্য দ্বারা নিজেদেরই ধোঁকা দিতেছে, অন্য কাহাকেও নহে। অথচ তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ "নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্কে ধোঁকা দেয়, মূলত তাহারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়।"

একদল কিরাআতবিদ وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ পড়েন। অর্থগত দিক হইতে উহাতে কোন তারতম্য হয় না।

ইব্‌ন জারীর বলেন- যদি কেহ প্রশ্ন তোলে যে, মুনাফিকরা আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের কি করিয়া ধোঁকা দেয়? তাহারা তো বাঁচার জন্য মনের বিপরীত কথা মুখে বলিয়া থাকে। জবাবে বলা যায়, আরবে বাঁচার জন্যও যদি কেহ এরূপ বলে তাহাকেও প্রতারক বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ভাষারীতি অনুসারে ঠিকই হইয়াছে। দুনিয়ায় নিরাপত্তার জন্য তাহারা আল্লাহ্ ও মু'মিনদের প্রতারণামূলক কথা শুনাইতেছে। মূলত উহা তাহাদের পরকালের নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত করিতেছে বিধায় তাহারা নিজেদেরকেই প্রতারিত করিতেছে। তাহারা বাহ্যিক ঈমানের কথা বলিয়া আশা করিতেছে, পরকালেও তাহারা পার পাইবে এবং উহার সকল সুবিধা ভোগ করিবে। কিন্তু গিয়া দেখিবে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও কঠিন শাস্তি তাহাদিগকে অসহনীয় দুঃখ-দুর্দশার শিকার করিবে। সুতরাং তাহাদের মন যাহা বুঝাইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে চরম প্রতারণা হইয়া ধরা দিবে। ভাল আশা করিয়া গিয়া মন্দ পাওয়াই তো প্রতারিত হওয়া। খারাপ কাজ করিয়া ভাল আশা করাটাই তো প্রতারণামূলক ব্যাপার। এই কারণেই বলা হইয়াছে ঃ

وَمَايَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُوْنَ ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন- আমাদিগকে 'আলী ইব্‌ন মুবারক এই খবর পৌঁছাইয়াছেন যে, যায়দ ইব্‌ন মুবারককে মুহাম্মদ ইব্‌ন ছওর ইব্‌ন জারীর হইতে يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ -এর নিম্ন ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন ঃ

يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ অর্থাৎ প্রকাশ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়া বেড়ায় যেন তাহাদের জান-মাল রক্ষা পায়, কিন্তু ভিতরে তাহারা বিপরীত বিশ্বাস রাখে।"

সাঈদ ইব্ন কাতাদাহ আলোচ্য আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলেন ঃ 'অনেকের মতেই মুনাফিকের মূল চরিত্র হইল কপটতা। অর্থাৎ মুখে স্বীকার করা ও অন্তরে অস্বীকার করা, কথার বিপরীত কাজ করা, সকালে এক রকম ও সন্ধ্যায় আরেক রকম হওয়া, জো বুঝিয়া নৌকা ছাড়া এবং হাওয়া বুঝিয়া বাদাম উড়ানো।'

(١٠) فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ۬ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

১০. তাহাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ব্যাধি বাড়াইয়া দিলেন। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ তাহারা মিথ্যা বলিত।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা আল-হামদানী হইতে ও তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সংশয় এবং فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাড়াইয়া দিলেন।

ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থ সন্দেহ রোগ। মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ এই মতই পোষণ করেন।

ইকরামা ও তাউস বলেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ রিয়া। ইব্ন আব্বাসের বরাতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ নিফাক এবং فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ নিফাক বাড়াইয়া দিলেন। ইহা প্রথমোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ দীনি ব্যাধি, শারীরিক ব্যাধি নহে। তাহারা মুনাফিক আর তাহাদের ব্যাধি হইল সেই সংশয় যাহা তাহাদিগকে ইসলামে ঢুকাইয়াছে। فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا অর্থাৎ তাহাদের رجس (মনঃপীড়া) বাড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পড়িলেন ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ - وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ -

"যাহারা মু'মিন, তাহাদের ঈমান বাড়িয়া গিয়াছে এবং তাহারা মহা আনন্দিত। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদের মনঃপীড়ার সহিত আরও অন্তর্জ্বালা সংযুক্ত হইয়াছে।"

তিনি বলেন, উহার অর্থ ক্ষতির উপর ক্ষতি এবং ভ্রান্তির উপর ভ্রান্তি। আবদুর রহমান (র) ইহাকে 'হুস্‌ন' (ভাল কাজ) বলিয়াছেন। কারণ, উহা যথাযথ কর্মফল। পূর্বসূরীদের মত ইহাই। আল্লাহ্ পাকের কালামে ইহার আরও দলীল আছে। যেমন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ "যাহারা হিদায়েত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের হিদায়েতের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাহারা পরহেযগার হইয়াছে" আয়াতাংশ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ -কে- يكذّبون পড়া হয়। মুনাফিকদের এইরূপ দুইটি চরিত্রই ছিল। তাহারা নিজেরা তো মিথ্যা বলিত, অপরকেও মিথ্যাবাদী বলিত।

ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তাফসীরকার রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পাইয়াও কেন মুনাফিকদের হত্যা করেন নাই, এই প্রশ্নের জবাবে সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হাদীসটি পেশ করেন। উহাতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলেন, 'মুহাম্মদ তাহার সঙ্গীদের হত্যা করেন, এই কথা আরবরা বলাবলি করুক তাহা আমি পছন্দ করি না।' তিনি ভয় পাইতেন যে, ইহার ফলে বহু আরব ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, মুনাফিকরা প্রকাশ্যে মুসলমান নামে পরিচিত। তাহাদের অন্তরের কুফরী আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, সাধারণ মানুষ জানে না। সুতরাং কি কারণে তাহাদের হত্যা করা হইল তাহা বুঝানো কঠিন হইবে। এই ভুল বুঝাবুঝির ফলে সাধারণ আরবরা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হইয়া পড়িবে। তাহারা বলিয়া বেড়াইবে, মুহাম্মদ তাহার সঙ্গীদেরও কখন কি কারণে হত্যা করে তাহা কেহ জানিতে পারে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন– আমাদের আলিম সম্প্রদায়ের ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞের অভিমত ইহাই। মুনাফিকদের অন্তরের কলুষতা জানা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া চলিতেন। ইব্‌ন আতিয়্যা বলেন- ইমাম মালিকের অনুসারীবৃন্দের নীতি ইহাই। মুহাম্মদ ইবনুল জুহম কাজী ইসমাঈল আবহারী ও ইবনুল মাজেশুন এই মতের ভিত্তিতে দলীল পেশ করিয়াছেন। একটি দলীল এই, ইমাম মালিক (র) বলেন- রাসূল (সা) উম্মতকে ইহাই জানাইয়া দিলেন যে, বিচারক কখনও তাহার জানার উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন- অন্যান্য মাসআলায় মতভেদকারী সর্বস্তরের আলিম এই ব্যাপারে একমত যে, বিচারক নিজের অবগতির উপর ভিত্তি করিয়া রায় দিবেন না। তিনি বলেন- ইমাম শাফেঈ (র)-ও ইহা হইতে দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) মুনাফিকদের অন্তরের কথা জানা সত্ত্বেও মুখে ইসলাম প্রকাশ করায় তাহাদের হত্যা কার্য হইতে বিরত ছিলেন। কারণ, বিচার অন্তরের কথার ভিত্তিতে হইবে না, হইবে মুখের কথার ভিত্তিতে। সহীহদ্বয় ও অন্যান্য হাদীস সংকলনে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন রাসূল (সা) বলেন ঃ

"আমি (অবিশ্বাসী) লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। যতক্ষণ তাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলিবে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলিবে। যখন উহা বলিবে, তখন আমার হাত হইতে তাহাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ হইবে। হ্যাঁ, কিসাসের প্রশ্ন ভিন্ন। আর তাহাদের অন্য কোন ব্যাপার থাকিলে উহার হিসাব তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে দিবে।"

উক্ত হাদীসের তাৎপর্য এই, যখনই কেহ মুখে কলেমা বলিবে, তখন তাহাকে মুসলমান ধরা হইবে এবং সে ইসলামী বিধানের আওতায় আসিবে। অন্তরে তাহার যাহাই থাকুক না কেন। যদি উহা ভাল হয়, পরকালেও উহার সুফল পাইবে। যদি অন্তর খারাপ হয়, তাহা হইলে

দুনিয়ায় মুসলমান হিসাবে বিবেচিত হইয়াও কোন লাভ হইবে না। ত্রুটিপূর্ণ ঈমানের কারণে তাহারা চরম শাস্তি পাইবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ ۔

"(বিপন্ন মুনাফিকরা) মু'মিনদের ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না? তাহারা বলিবে– হ্যাঁ, কিন্তু তোমরাই তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রাখিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছ এবং তোমাদের ভ্রান্ত প্রত্যাশা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। এখন তো আল্লাহ্র ফয়সালা আসিয়া গিয়াছে।"

তাহারা হাশরের মাঠে একত্রে উঠিলেও যখন আল্লাহ্র ফয়সালা জারী হইবে, তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। বিভিন্ন হাদীসে আছে, তাহারা মু'মিনদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সিজদাবনত হইতে ব্যর্থ হইবে।

একদল অবশ্য বলেন- যেহেতু রাসূল (সা) বিদ্যমান ছিলেন, তাই তাহাদের ক্ষতি সাধনের সুযোগ ছিল না বিধায় তাহাদের নিফাক জানা সত্ত্বেও হত্যা করা হয় নাই। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর পরে অবস্থা অন্যরূপ বিধায় যাহাদের নিফাক প্রকাশ হইয়া যাইবে এবং সকল মুসলমানও জানিতে পাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) যুগের মুনাফিকরা এই যুগের কাফির।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই ঃ কোন মুসলমানের কুফরী প্রকাশ পাইলে, তাহার হত্যার ব্যাপারে আলিমদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তাহাকে কি তওবা করিতে বলা হইবে, না সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হইবে? তাহার কুফরী কি একবার প্রকাশ পাইলেই হইবে, না বারংবার প্রকাশ পাইতে হইবে? তাহার স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে প্রত্যাবর্তন কিংবা ভয়ে ইসলামে প্রত্যাবর্তন, ইহার কোন্টির কি বিধান? এইরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। উহা তাফসীরে আলোচনার স্থান নহে। ফিকাহ্ গ্রন্থই উহা আলোচনার উপযুক্ত স্থান।

জরুরী আলোচনা

যাহারা বলেন, রাসূল (সা) কিছুসংখ্যক মুনাফিক সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাহাদের দলীল হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা)-এর হাদীস। উহাতে চৌদ্দজনের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা তবূক যুদ্ধের সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গভীর অন্ধকারে কূপে ফেলিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দেন। হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের নাম জানানো হইয়াছে। তবে উপরে বর্ণিত হিকমতের কারণেই হয়ত তাহাদের হত্যা করা হয় নাই, কিংবা অন্য কারণেও হইতে পারে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। তাহাদের ছাড়া অন্য মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۔

"তোমাদের চতুষ্পার্শ্বে আরব মুনাফিকরা রহিয়াছে, মদীনার নিফাক বিশিষ্টরাও রহিয়াছে। তুমি তাহাদিগকে চিন না, আমি চিনি।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَيُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً - مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً -

"মুনাফিকরা যদি ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর নিয়া মদীনায় ফিতনা সৃষ্টি হইতে বিরত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি ইহার প্রতিকার করিব। ফলে তাহাদের নগণ্য লোকই মদীনায় তোমার কাছে ঠাঁই পাইবে। তাহারা অভিশপ্ত। যেখানেই যাইবে পাকড়াও হইবে এবং ঢালাওভাবে হত্যা করা হইবে।"

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা) তাহাদিগকে সরাসরি চিনিতেন না। তবে তাহাদের বর্ণিত চরিত্রাবলীর আলোকে তিনি কিছু কিছু লোককে চিহ্নিত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ -

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে তাহাদের চেহারা দেখাইয়া দিতে পারি। তবে তুমি অবশ্যই তাহাদের কথা ও কাজে চিনিতে পারিবে।"

সর্বাধিক খ্যাত মুনাফিক হইল আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল। যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) মুনাফিক সম্পর্কিত আয়াতের গুণাবলীর আলোকে তাহার ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে সাক্ষ্যদান সত্ত্বেও রাসূল (সা) অন্যান্য সাহাবা সহ তাহার জানাযা আদায় করেন। একদা হযরত উমর (রা) তাহার ব্যাপারে পদক্ষেপের প্রশ্ন তুলিলে রাসূল (সা) বলিলেন- 'আরবরা বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ তাহার সঙ্গী হত্যা করে, আমি ইহা পছন্দ করি না।' অন্য রিওয়ায়েতে আছে- তাহার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া বা না নেয়ার অধিকার আমাকে দেওয়া হইয়াছে। আমি পদক্ষেপ না নেয়া পছন্দ করিয়াছি।' আরেক রিওয়ায়েতে আছে ঃ আমি যদি জানিতাম, তাহার জন্য সত্তর বারের বেশী ক্ষমা চাহিলে সে ক্ষমা পাইবে, তাহা হইলে তাহাও করিতাম।'

(١١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ○

(١٢) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○

১১. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না,. তাহারা বলে, আমরা তো মীমাংসাকারী।'

১২. খবরদার! নিশ্চিতভাবে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝে না।

তাফসীর ঃ আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে আবূ মালিক হইতে তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রাতুত তাইয়েব আল হামদানী হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন

মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ অর্থাৎ মুনাফিকবৃন্দ আর কুফরী ও নাফরমানী কাজ।

আবূ জা'ফর রবী' ইব্ন আনাস ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীতে নাফরমানী ছড়াইও না। তাহাদের কাজটি ছিল আল্লাহ্র নাফরমানী করা। কারণ, পৃথিবীতে যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টি করে। মূলত আল্লাহ্র কথা শুনা ও মানার ভিতরেই পৃথিবীর শান্তি শৃঙ্খলা নিহিত।

রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহরও এই মত। ইব্ন জুরায়জ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যখন তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া ফিরে, তখন তাহাদিগকে বলা হয়, এই সকল কাজ করিও না। তাহারা জবাবে বলে, 'আমরা তো হিদায়েতের উপর থাকিয়া মীমাংসাকারীর কাজ করিতেছি।'

ওয়াকী', ঈসা ইব্ন ইউনুস ও ইছাম ইব্ন আলী আ'মাশ হইতে, তিনি মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি উব্বাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল আসাদী হইতে ও তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই আয়াতের চরিত্র সম্পন্ন লোক পরে আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীম, তাঁহাকে আবদুর রহমান ইব্ন শরীক, তাঁহাকে তাঁহার পিতা আ'মাশ হইতে ও তিনি যায়দ ইব্ন ওহাব প্রমুখ হইতে ও তাঁহারা সালমান ফারসী (রা) হইতে আলোচ্য প্রথম আয়াত সম্পর্কে এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ তাহারা আর আসে নাই।

ইব্ন জারীর বলেন- সালমান (রা) হয়ত ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত চরিত্রের অধিকারী মহা ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর যমানায় ছিল। আমাদের যমানায় সেইরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক অনুপস্থিত।

ইব্ন জারীর আরও বলেন- মুনাফিকরা আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাহাদের সংশয়, তাহাদের অবৈধ কার্যকলাপ, বৈধ ও অপরিহার্য কাজ বর্জন এবং দীনের মৌলিক ধ্যান-ধারণায় সন্দেহ পোষণ ইত্যাদিই মস্ত ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কারণ, মৌলিক বিশ্বাসে সংশয়ীদের কোন আমলই কবূল হয় না। তজ্জন্য চাই শর্তহীন দৃঢ় বিশ্বাস। তাহারা নিজেদের সংশয়ী মন লইয়া মু'মিনদের ব্যাপারে ভ্রান্ত প্রচারণা চালায়। কাফির বন্ধুদের কাছে মু'মিনদের গোপন ব্যাপারগুলি ফাঁস করিয়া দেয়। এই সব হইল জঘন্য ফাসাদের কাজ। সুযোগ মাত্রই তাহারা মু'মিনদের ভিতরে থাকিয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করে। অথচ এই কাজগুলিকে তাহারা মনে করে, খুব ভাল কাজ করিতেছে, মু'মিন ও কাফিরের বিরোধে আপোষ মীমাংসার কাজ করিতেছে।

হাসানও তাহাই বলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির বড় কাজই হইল কোন মু'মিনের কাফিরের সহিত বন্ধুত্ব রাখা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ -

"কাফিররা পরস্পর বন্ধু। তোমরাও যদি তাহা না হও (বরং মু'মিন ও কাফিরে বন্ধুত্ব স্থাপন কর) তাহা হইলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং উহা হইবে মস্ত বড় ফাসাদ।"

তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের বন্ধুত্ব নাকচ করিয়া দিলেন। তিনি বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا ـ

"হে মু'মিনগণ। তোমরা মু'মিন ভিন্ন কোন কাফিরকে বন্ধু বানাইও না। তোমরা কি চাও, আল্লাহ্‌র সকাশে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল দাঁড় করাইতে?"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ـ

"নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে ঠাঁই পাইবে। কখনও তাহাদের জন্য তুমি মদদগার পাইবে না।"

মুনাফিকদের মৌখিক ঈমান যেহেতু মু'মিনদিগকে ধোঁকায় ফেলে, তাই নিফাকের ফাসাদ সুস্পষ্ট। কারণ, তাহারা প্রতারণামূলক চটকদার কথা বলিয়া মু'মিনদের ভুলায় এবং মু'মিনদের ভিতরের কথা নিয়া কাফির বন্ধুদের বন্ধুত্ব রক্ষা করে। যদি তাহারা পূর্বাবস্থায় বহাল থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তো তাহাদের ক্ষতি ভয়াবহ। পক্ষান্তরে যদি তাহারা ইখলাসের সহিত ঈমান আনিয়া থাকে এবং কথা ও কাজে এক হয়, তাহাতেও তাহারা কাফিরের সহিত বন্ধুত্বের কারণে কল্যাণ ও মুক্তি পাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَتُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ অর্থাৎ আমরা মু'মিন ও কাফিরের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করিতেছি যেন উভয় দলের মধ্যে আপোষ ও শান্তি বজায় রাখিতে পারি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন ঃ

অর্থাৎ আমরা মু'মিন ও আহলে কিতাব এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আপোষ চাহিতেছি। ইহার জবাবেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّيَشْعُرُوْنَ "খবরদার! নিশ্চিতভাবে তাহারাই ফাসাদ সৃষ্টিকারী, কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতেছে না।"

অর্থাৎ জানিয়া রাখ, তাহারা যাহাকে নির্ভরযোগ্য ভাবিতেছে এবং যে কাজকে আপোষের কাজ মনে করিতেছে, উহাই আসলে ফাসাদের মূল। কিন্তু তাহাদের বোকামীর কারণে তাহারা উহার ফাসাদ হওয়াটা ঠিক পাইতেছে না।

(١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ○

১৩. আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, 'অন্যান্য লোকের মত তোমরাও ঈমান আন। তাহারা বলে, 'নির্বোধদের মত কি আমরাও ঈমান আনিব?' জানিয়া রাখ, তাহারাই নির্বোধ। কিন্তু তাহারা তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন মুনাফিকদিগকে বলা হয়, অন্যান্য লোক যেইভাবে আল্লাহ্র উপর, ফেরেশতার উপর, কিতাবের উপর, রাসূলের উপর, মরণোত্তর পুনরুত্থানের উপর, এক কথায় জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি যত কিছু মু'মিনদিগকে জানানো হইয়াছে উহার সকল কিছুর উপর ঈমান আনিয়াছে, তোমরাও সেইভাবে ঈমান আন এবং আল্লাহ্র রসূলের অনুগত হইয়া শরীআতের সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চল, তখন তাহারা বলে, আমরা কি নির্বোধদের (সাহাবায়ে কিরামের) মত ঈমান আনিব (আল্লাহ্র লা'নত হউক)?

আবুল 'আলীয়া ও আস্ সুদ্দী অনুরূপ ব্যাখ্যা নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রবী' ইব্ন আনাস, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। তাহারা আরও বলেন- মুনাফিকরা বলিতে চাহে, আমরা কি নির্বোধদের সমপর্যায়ে নামিয়া গিয়া একাকার হইব?

سفيه শব্দের বহুবচন سفهاء যেমন حكيم শব্দের বহুবচন حكماء এবং حليم শব্দের বহুবচন حلماء 'সফীহ' শব্দের অর্থ নির্বোধ, দুর্বল চিন্তা ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানের অধিকারী। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা নারী ও বালকদিগকে 'সুফাহা' আখ্যা দিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا "নির্বোধদের হাতে তোমাদের সম্পদ দিও না যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবন ধারণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সর্বস্তরের আলিম এখানে 'সুফাহা' অর্থ করিয়াছেন নারী ও বালক। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের উত্তরে তাহাদের ব্যবহৃত শব্দটিই ফেরত দিয়াছেন। পরন্তু أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ বলিয়া অত্যধিক জোরের সহিত নির্বুদ্ধিতাকে তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেন, وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন, তাহাদের নির্বুদ্ধিতা এমনই চরম যে, তাহাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কেও খবর নাই। ফলে তাহারা অন্ধত্বের চূড়ায় পৌঁছিয়াছে এবং হিদায়েত হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে।

(١٤) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ○

(١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

১৪. যখন তাহারা মু'মিনদের সহিত মিলিত হয়, তাহারা বলে, 'আমরা মু'মিন।' আর যখন তাহারা তাহাদের শয়তান নেতাদের সহিত সংগোপনে মিলিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গী, আমরা কেবল তামাশা করিতেছি।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাদের সহিত তামাশা করিতেছেন এবং তাহাদের নাফরমানীর রশি ঢিল দিয়াছেন যেন তাহারা উদভ্রান্তের মত ঘুরপাক খায়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যখন উক্ত মুনাফিকরা মু'মিনগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহাদের অন্তর নিফাক, জালিয়াতি ও কপটতাপূর্ণ থাকে এবং মু'মিনদের কাছে প্রতারণামূলকভাবে ঈমানের কথা, বন্ধুত্বের কথা ও সংহতির কথা বলে। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল মু'মিনদের সুযোগ-সুবিধা ও গনীমতের সম্পদে শরীক হওয়া। وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ অর্থাৎ চলিয়া গেলে এবং একান্তে মিলিত হইলে। এখানে خلوا ব্যবহৃত হইয়াছে انصرفوا অর্থে এবং الى -এর সহিত متعدى হইয়াছে। ফলে গোপন দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যাবর্তনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য কেহ কেহ الى এখানে مع অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই উত্তম। ইমাম ইব্‌ন জারীরের বক্তব্য তাহাই।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন, خلوا অর্থ مضوا (গমন করে) এবং شياطينهم অর্থ ইয়াহুদী ও মুশরিক সর্দার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রা আল হামদানী এবং তাঁহারা ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ অর্থাৎ কাফির নেতৃবৃন্দের নিকট যখন যায়।

যিহাক হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদের সঙ্গীদের সহিত মিলিত হয়। তাহারাই তাহাদের কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ অর্থাৎ ইয়াহুদী। তাহারাই রাসূল (সা)-এর রিসালাত প্রাপ্তি ও ওহী মিথ্যা বলিয়া থাকে।

মুজাহিদ বলেন ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ দ্বারা তাহাদের মুনাফিক ও মুশরিক সহচরবৃন্দের কথা বুঝানো হইয়াছে।

কাতাদাহ বলেন ঃ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ বলিয়া তাহাদের মুশরিক ও পাপিষ্ঠ নেতাদের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ মালিক, আবুল আলীয়া, আস্ সুদ্দী রবী' ইব্ন আনাস প্রমুখ উহার অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন, পথভ্রষ্টকারী সকল কিছুকেই শয়তান বলা হয়। উহা জ্বিনও হইতে পারে, মানুষও হইতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ـ

"এভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য আমি জ্বিন ও মানব শয়তানকে দুশমন বানাইয়া দেই। তাহারা একদল অপর দলের ভিতর কথা ছড়ায় এবং চটকদার কথা বলিয়া ধোঁকা দেয়।"

আল্ মুসনাদে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে- নবী করীম (সা) বলেন, আমরা জ্বিন ও ইনসান শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইনসানও কি শয়তান হয়? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

انا معكم। আয়াতাংশ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হইতে, তিনি ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল, তোমরা যাহার উপর আছ, আমরাও তাহার উপর আছি। আর اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ -এর তাৎপর্য হইল, সেই সম্প্রদায়ের সহিত আমরা শুধু তামাশা করিতেছি বা খেলা করিতেছি।

যিহাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ অর্থাৎ 'রাসূলের সহচরদের সহিত হাসি-তামাশা করিতেছি।' রবী' ইব্ন আনাস এবং কাতাদাহও এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই ছলা-কলার জবাবে বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ইব্ন জারীর ইহার ব্যাখ্যায় বলেন- আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের এই ঠাট্টার জবাব দিবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ ط بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ـ

'মুনাফিক নর-নারী সেই দিন মু'মিনদিগকে বলিবে, একটু আস্তে চল, তোমাদের আলোকে আমাদিগকেও চলিতে দাও। জবাবে বলা হইবে, তোমাদের পিছনে দেখ, সেখান হইতে আলো নাও। তাহারা পিছনে দেখা মাত্র উভয়ের মাঝখানে দেয়াল দাঁড়াইয়া যাইবে। উহার অভ্যন্তর ভাগে থাকিবে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَايَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا ـ

"আর অবিশ্বাসীরা কখনও যেন ধারণা না করে যে, তাহাদের কল্যাণের জন্য আমি তাহাদিগকে সময় সুযোগ দিতেছি; আমি তো তাহাদিগকে পাপ বৃদ্ধির সুযোগ দিতেছি।"

এইসব আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্তিহযার' (ঠাট্টার) স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে سخرية - مكر - خديعة ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ একদল বলেন, يستهزئُ بهم বলা হইয়াছে মুনাফিকদের সতর্কীকরণের জন্য। তাহাদের পাপাচারকে ভর্ৎসনা করার জন্যই অনুরূপ পরিভাষার প্রয়োগ ঘটিয়াছে। ইব্‌ন জারীর আরও বলেন, ধোঁকা বা উপহাস শব্দটির ব্যবহার এইভাবে ঘটিয়াছে যে, কোন ধোঁকাবাজ ধোঁকা দিতে ব্যর্থ হইয়া পাকড়াও হইলে যেমন পাকড়াওকারী বলিয়া থাকে, ধোঁকা দিতে আসিয়া তুমি নিজেই ধোঁকা খাইলে, ইহাও তেমনি। কেহ উপহাস করিতে গিয়া নিজেই উপহাসের পাত্র হইলে যাহা হয়, ইহাও তাহাই। এই আলোকেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ "আর তাহারা কূটচক্রান্ত করিল এবং আল্লাহ্ তাহাদের কূটচক্রান্ত ব্যর্থ করিলেন। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম কূটচক্র প্রতিবিধায়ক।"

আল্লাহ্ তা'আলার 'ইস্তিহযা'-ও এই অর্থে। কারণ, মকর বা ইস্তিহযা আল্লাহ্ পাকের কাজ নহে। আল্লাহ্ পাকের কাজ উহার প্রতিবিধান করা। এই প্রতিবিধান করাটাই তাহাদের জন্য উক্ত অর্থ প্রদান করিতেছে।

অন্য একদল বলেন– আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اِنَّمَا نَحْنُ - اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فيسخرون منهم سخر الله منهم এবং يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ও مُسْتَهْزِئُوْنَ কিংবা نسو الله فنسيهم অথবা অনুরূপ কোন বাণী মূলত প্রতিকার প্রতিবিধান অর্থে আসিয়াছে। তাহাদের উক্ত কার্যাবলীর যথাবিহীত শাস্তি তাহারা ভোগ করিবে, ইহাই উক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য। একই শব্দের দুই অর্থে ব্যবহারের নজীর কুরআনে অন্যত্র বিদ্যমান। যেমন جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا কিংবা فَمَنِ اعْتَدٰى فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ আয়াতদ্বয়ে প্রথমোক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ জুলুম ও দ্বিতীয়োক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ ইনসাফ। এখানে سيئة ও عدوان পাশাপাশি দুইবার ব্যবহৃত হইয়া দুই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই ধরনের শব্দগুলি কুরআনে প্রয়োগভেদে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন- একদল লোক বলেন, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে মুনাফিকদের ব্যাপারে খবর হিসাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। উহাতে তাহারা কি করিতেছে এবং উহার স্বাভাবিক ফল তাহারা কি পাইবে তাহা বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, তাহারা তাহাদের মন্ত্রণাদাতাদের কাছে গিয়া বলে, আমরা তোমাদের নীতিতেই অটল থাকিয়া মুহাম্মদ ও তাহার উপর অবতীর্ণ ওহী মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। তবে আমরা তাহাদের কাছে গিয়া যাহা বলিয়াছি তাহা ঠাট্টা হিসাবে বলিয়াছি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন, ইহার ফলে তাহারা পার্থিব জীবনে জান-মালের নিরাপত্তা পাইবে বটে, কিন্তু পরকালে তাহারা বিপরীত ফল দেখিয়া নিজেরাই ঠাট্টার শিকার হইবে। তাহারা চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিবে।

অবশেষে ইব্‌ন জারীর উক্ত শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ বলেন- ধোঁকা, উপহাস, খেল-তামাশা, কূটচক্রান্ত ইত্যাদি শাব্দিক অর্থে আল্লাহ্ পাকের তরফ হইতে ব্যবহার হইতে পারে না। ইহা সর্বসম্মত অভিমত। হ্যাঁ, উহা প্রতিদান, প্রতিবিধান ও জবাব অর্থে পরোক্ষভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় দোষ নাই। তিনি বলেন- আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাকে আবূ কুরায়ব, তাঁহাকে আবূ উসমান, তাঁহাকে বাশার আবূ রওক হইতে এবং আবূ রওক যিহাক হইতে ও যিহাক ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ অর্থাৎ 'তাহাদের তামাশার প্রতিদানমূলক তামাশা। فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি মুর্‌রা আল হামদানী হইতে ও তিনি ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

উহার তাৎপর্য হইল, তাহাদিগকে ঢিল দেওয়া, সময় দেওয়া। মুজাহিদ বলেন- তাহাদিগকে বাড়াইয়া দেওয়া। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَّايَشْعُرُوْنَ -

"তাহারা কিভাবে যে, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি বাড়াইয়া দিতেছি তাহাদের কল্যাণের জন্য? বরং তাহারা বুঝিতেছে না।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ "শীঘ্রই আমি এমনভাবে রশি টান দিব যে, তাহারা কোথা হইতে কি হইল তাহা জানিতেই পাইবে না।"

একদল বলেন, পাপের বর্ণনার পরে নি'আমাত লাভের বর্ণনা মূলত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ -

"যখন তাহারা সকল উপদেশ ভুলিয়া যায়, তখন সকল সুযোগ-সুবিধার দুয়ার আমি খুলিয়া দেই। যখন তাহারা ইহাতে উল্লসিত হয়, অমনি অকস্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করি। ফলে তাহারা হতভম্ভ হয়।"

অতঃপর বলেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ "এইভাবে জালিম জাতির সমূলে উচ্ছেদ ঘটে এবং সমস্ত প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই।"

ইব্‌ন জারীর বলেন- সঠিক ব্যাখ্যা এই, 'আমি তাহাদিগকে পাপ পথে সুযোগ দিয়া বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছার জন্য বাড়াইয়া দিব।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

“আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপরীতমুখী করিয়া দিব, কারণ তাহারা শুরু হইতেই ঈমান আনে নাই এবং তাহাদিগকে লাগামহীন করিব যেন তাহাদের সীমালজ্ঞনের ক্ষেত্রে তাহারা ঘুরপাক খাইয়া মরে।”

الطغيان। অর্থ কোন কিছুতে সীমালজ্ঞন করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَىُ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ “পানি যখন সীমা ছাড়াইল, তখন তোমাদিগকে আমি নৌকায় তুলিলাম।”

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা তাহাদের কুফরীর আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া ফিরিবে। আস্ সুদ্দী নিজস্ব সনদে সাহাবা হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। আবুল 'আলীয়া, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস, মুজাহিদ, আবূ মালিক ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ, অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন–তাহাদের কুফরী ও গোমরাহীর আবর্তে তাহারা পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরিবে।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ العمه। অর্থ বিভ্রান্তি। যখন কেহ পথ হারায়, তখন বলা হয় عمه فلان يعمه عمها و عموها অমুক চরমভাবে বিভ্রান্ত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা তাহাদের বিভ্রান্তি, কুফরী, ইতরামী ও হিংসার পংকিলতায় নিমজ্জিত হইয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিবে এবং বাহির হইয়া আসার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়াছেন, তদুপরি সীল লাগাইয়াছেন। তাহাদের চোখ পর্দা পড়িয়া অন্ধ হওয়ায় হিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না ও সঠিক পথের সন্ধান পায় না।

কেহ কেহ বলেন, عمى হইল চোখের অন্ধত্ব ও عمه হইল অন্তরের অন্ধত্ব। কালামে পাকে অন্তরের অন্ধত্বের জন্য عمى -ও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَاِنَّمَا لَاتَعْمَى الاَبْصَارُ وَلَكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ

“অনন্তর নিশ্চয় তাহাদের চোখ অন্ধ হয় নাই, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে লুকানো অন্তরগুলি।”

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই, ‘আমহুন’ শব্দের বহুবচন ‘উমহুন’ এবং চূড়ান্ত বহুবচন হইল ‘উমাহাউ’। যেমন কাহারও উট নিরুদ্দেশ হইলে বলা হয় ذهب ابله العمهاء তাহার উট হারাইয়া গিয়াছে।

(١٦) أُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

১৬. উহারাই হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করিল। তাই তাহাদের বাণিজ্য লাভজনক হইল না এবং তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল না।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রা আল-হামদানী, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও তাঁহার নিকট হইতে আস্ সুদ্দী নিজ তাফসীর বর্ণনা করেন।

أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى অর্থ ঃ 'উহারা গোমরাহী গ্রহণ করিল ও হিদায়েত বর্জন করিল।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন।

أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى অর্থ ঃ ঈমানের বিনিময়ে কুফরী খরীদ করা।

মুজাহিদ বলেন ঃ ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল।

কাতাদাহ বলেন ঃ সুপথ ছাড়িয়া যাহারা ভ্রান্তপথ পছন্দ করিল।

কাতাদাহর এই বক্তব্যের সহিত আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মিল রহিয়াছে ঃ

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى "অথচ ছামূদ গোত্রকে আমি হিদায়েত দান করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা হিদায়েত ছাড়িয়া অন্ধত্ব পছন্দ করিল।"

এই ব্যাপারে তাফসীরকারদের মূল বক্তব্য পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ মুনাফিকরা হিদায়েতের বদলে গোমরাহী গ্রহণ করিল। তাহারা সত্য পথের বিনিময়ে ভ্রান্তপথ কিনিল। মূলত أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى আয়াতের অর্থ ইহাই যে, তাহারা হিদায়েতের মূল্যে গোমরাহী কিনিল। এইদল ঈমান আনয়নকারী মুনাফিক হইতে পারে, বেঈমান মুনাফিকও হইতে পারে। ঈমান আনিয়া ঈমানের বদলে আবার কুফরী ক্রয়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ "ইহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনিয়া আবার কাফির হইল। তাই তাহাদের অন্তরসমূহে সীল মারিয়া দেওয়া হইল।"

মুনাফিকদের আরেকদল হইল যাহারা হিদায়েতের উপরে গোমরাহীকে প্রাধান্য দিয়া তাহাই অনুসরণ করিতেছে। মোটকথা তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ বলেন, فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ এই ব্যবসায়ে তাহারা মুনাফা পাইল না এবং তাহাদের ছলাকলা তাহাদিগকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হইল।

ইব্‌ন জারীর বলেন–আমাকে বশীর, তাঁহাকে ইয়াযীদ, তাঁহাকে কাতাদাহর বরাতে সাঈদ বর্ণনা করেন–কাতাদাহ বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা অবশ্যই দেখিতেছ, তাহারা সঠিক পথ ছাড়িয়া ভুল পথে চলিয়া গিয়াছে, দল ছাড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে,

নিরাপত্তা ছাড়িয়া তাহারা বিপদ মাথায় লইয়াছে, সুন্নাত ছাড়িয়া তাহারা বিদ্‌আত অনুসরণ করিয়াছে ইত্যাদি। কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী' ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এই বর্ণনা শুনান।

(١٧) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝
(١٨) صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ۙ

১৭. তাহাদের উপমা হইল সেই দলের মত, যে দলটি আগুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন দলটির চতুর্দিক আলোকিত হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তখন সেই আলো তুলিয়া নিলেন, আর তাহাদিগকে অন্ধকারে ছাড়িয়া দিলেন, তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

১৮. তাহারা বধির, বোবা, অন্ধ, ফিরিতেও পারিতেছে না।

তাফসীর ঃ আরবী ভাষায় مثل - مثل-কে مثل বলা হয়। উহার বহুবচনে امثال হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعَالِمُوْنَ "আর এই সকল উপমা যাহা মানুষের জন্য উপস্থাপিত হয় তাহা আলিমগণ ছাড়া কেহ বুঝিতে পায় না।"

যাহারা হিদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অবস্থা প্রকাশের জন্য এই উপমা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যেন দৃষ্টিশক্তির বিনিময়ে অন্ধত্ব ক্রয় করিল। ইহা যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়া চতুর্দিক আলোকিত করিয়া আশে পাশের সব কিছু দেখিতেছিল। তারপর হঠাৎ আগুন নিভিয়া গেল। ফলে সে অধিকতর অন্ধকারে নিপতিত হইল। এখন আর কিছুই দেখিতে পায় না। তাই পথও চলিতে পারে না। এই অবস্থায় সে যেন বোবা, বধির ও অন্ধের মত যথাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। যেখান হইতে আসিয়াছে সেখানেও ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না।

ঠিক এই অবস্থাই মুনাফিকদের। তাহারা হিদায়েতের আলো বিক্রয় করিয়া গোমরাহীর অন্ধকার ক্রয় করিয়াছে। সঠিক পথের চাইতে ভ্রান্তপথ পছন্দ করিয়াছে। এই উপমা প্রমাণ করে যে, তাহারা ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কাফির হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আমি যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে আস্ সুদ্দীর বরাত দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন–এখানে ব্যবহৃত উপমাটি অত্যন্ত যথাযথ হইয়াছে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিয়া প্রথমে আলো অর্জন করিল। পরবর্তীকালে নিফাক অনুসরণ করিয়া আলো হারাইয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। অর্থাৎ তাহারা চরম পেরেশানারীর মধ্যে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। কারণ দীনের ক্ষেত্রে পেরেশানীর চাইতে বড় পেরেশানী আর কিছুই নাই।

ইব্‌ন জারীর মনে করেন, এই উপমার উপমিত মুনাফিকগণ কখনই ঈমান আনে নাই। তাহার দলীল এই আয়াত ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিলেন যে, মুনাফিকগণ আদৌ মু'মিন নহে। সুতরাং তাহাদের ঈমান আনার প্রশ্ন কোথায়?

আসলে সঠিক ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উপমা তাহাদের নিফাক ও কুফর উভয় অবস্থার জন্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের সাময়িক ঈমান অর্জনের ব্যাপারটির ইহাতে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। পরে অবশ্য এই ঈমান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর প্রাসঙ্গিক এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেন নাই। যেমন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُوْنَ "তাহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনিয়া পুনরায় কাফির হইল, তাই তাহাদের অন্তরে সীল মারা হইল, তাই তাহারা বুঝিতে পায় না।"

এই কারণেই অনুরূপ উপমা আসিয়াছে। তাৎপর্য এই, মুখে কলেমা আওড়াইয়া তাহারা দুনিয়ার জীবন আলোকিত করিল। কিন্তু কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তির অন্ধকারে তাহারা নিমজ্জিত হইবে। তেমনি দলকে বহুবচনের বদলে একবচনে ব্যবহারও ঠিক হইয়াছে। কারণ, কুরআনের অন্যত্রও এরূপ ব্যবহার দেখা যায়। যেমন ঃ

رَئَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ

অর্থাৎ তাহাদের চোখ ছানাবড়া হওয়ায় মনে হইতেছে তাহাদের উপর মৃত্যু চাপিয়া বসিয়াছে। এখানেও বহুবচনের বিনিময়ে একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। দলের একজনকে বলিয়া পূর্ণ দলকে বুঝানোর অন্যতম নজীর এই ঃ

مَاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ "তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান একজনের সৃজন ও পুনরুত্থানের মতই।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا

"তাহাদের 'তাওরাত' বহনের উপমা হইল গাধার বোঝা বহনের মত।"

একদল বলেন– مَثَلُ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا মূলত ছিল مثل قصتهم كقصة الذين استوقد نارا অপর দল বলেন–অগ্নি প্রোজ্জ্বলক এখানে দলের পক্ষ হইতে আগুন জ্বালাইল। আরেক দল বলেন– الذى। এখানে الذين। অর্থ প্রকাশের জন্য আসিয়াছে। যেমন কবি বলেন ঃ

وان الذى حانت بفلج دماءهم ـ هم القوم كل القوم يا ام خالد

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হইল এই, আলোচ্য আয়াতেও দেখিতে পাই আল্লাহ্ তা'আলা একবচন ব্যবহার করিয়া বহুবচনের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি একবচনে فما اضائت

ماحوله এর জবাবে বহুবচনে ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ ব্যবহার করিয়াছেন। তেমনি وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ আয়াতাংশেও বহুবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি صم بكم عمى এর পর فهم لايرجعون ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় এই ধরনের বাক্য সর্বাধিক আলংকারিক বলিয়া বিবেচিত। আয়াতাংশ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ অর্থ যেই আলো তাহাদের কল্যাণ সাধন করিতেছিল তাহা তুলিয়া লওয়া হইল এবং তাহাদের জন্য অবশিষ্ট রহিল ক্ষতিকর ধোঁয়া ও দহন। আর وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ যেই সংশয়, কুফর ও নিফাকের অন্ধকারে তাহারা ছিল আবার সেইখানেই নিক্ষিপ্ত হইল। لايبصرون অর্থাৎ এখন আর তাহারা কল্যাণের পথ দেখিতে পায় না, উহা চিনিতেও পারে না। এই চরম দুর্গত অবস্থায় তাহারা صم অর্থাৎ কল্যাণের কথা শুনিতে পায় না, بكم অর্থাৎ তাহারা কল্যাণের কোন কথা বলিতে পারে না, عمى অর্থাৎ তাহারা বিভ্রান্তির অন্ধকারে থাকায় কল্যাণের পথ দেখিতে পায় না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ "অবশ্য তাহাদের চোখ অন্ধ হয় না, অন্ধ হইয়াছে তাহাদের বুকে নিহিত অন্তরসমূহ।"

সুতরাং لايرجعون অর্থাৎ তাহারা যেই সত্য পথে ছিল উহাতে আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে না। কারণ, সুপথের বিক্রয়মূল্যে তাহারা বিপথ ক্রয় করিয়াছে।

আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে পূর্বসূরীদের বক্তব্য

ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রা আল হামদানী, আবূ সালেহ ও আবূ মালিকের বর্ণনার বরাতে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهٗ অর্থাৎ মদীনায় দলে দলে লোক যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহারাও ইসলামে প্রবেশ করিল। অতঃপর তাহারা মুনাফিক হইল। এই ব্যাপারটি সেই ব্যক্তির মত যে লোক আগুন জ্বালাইয়া চারিদিক আলোকময় করত ভাল-মন্দ দেখিয়া নিজেকে বাঁচাইয়া চলার ব্যবস্থা করিল। হঠাৎ আগুন নিভিয়া গেল। এখন আর সে ভাল-মন্দ দেখিতে পায় না এবং নিজেকে বাঁচাইয়াও চলিতে পারে না। মুনাফিকদের এই দশা। তাহারা শির্কের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, ভাল, মন্দ, হালাল, হারাম সবকিছু চিনিতে পাইল। তারপর আবার যখন কাফির হইল, ভাল, মন্দ ও হালাল, হারাম বোধ হারাইল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন–নূর হইল তাহাদের মুখে উচ্চারিত ঈমানের কথা এবং জুলমাত হইল তাহাদের মুখের কুফরী ও নিফাকের বাক্যাবলী। তাহারা হিদায়েতে ছিল এবং পরে তাহারা পথ হারাইয়াছে।

মুজাহিদ বলেন ঃ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهٗ বলিতে মু'মিনের সঙ্গে হিদায়েতের দিকে তাহাদের অগ্রসর হওয়াকে বুঝায়।

আতা আল খোরাসানী বলেন– مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِيْ اسْتَوْقَدَ نَارًا আয়াতাংশ হইল মুনাফিকদের উদাহরণ। তাহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ দেখে ও চিনে বটে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি

অন্ধ হওয়ায় তাহা কবুল করিতে পারে না। ইকরামা, হাসান, সুদ্দী, রবী', ইবান প্রমুখ হইতে ইব্ন আবূ হাতিম অনুরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও আলোচ্য আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি প্রসঙ্গত আরও বলেন-যখন তাহারা ঈমান আনিল, তাহাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলিল, যেভাবে আগুন জ্বালাইলে চারিদিক আলোকিত হয়। তারপর যখন কাফির হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঈমানের আলো বিলুপ্ত করিলেন, যেভাবে আগুন নিভিয়া গেলে আলো বিলুপ্ত হয়। ফলে তাহারা অন্ধকারে পতিত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইল না।

ইব্ন জারীরের বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আব্বাস (রা) হইতে একটি বর্ণনা 'আলী ইব্ন আবূ তালহা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন আলোচ্য উপমাটি আল্লাহ্ পাক মুনাফিকদের জন্য প্রদান করিয়াছেন। তাহারা মুখে ইসলামের কথা বলিয়া মুসলমানরূপে গণ্য হয়। তাহাদের সমাজে বিবাহ-শাদী করে। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের গনীমতের মালের অংশ পায়। যখন মুনাফিকদের মৃত্যু হয়, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই সম্মান ও অধিকার লোপ করেন। ঠিক আগুন নিভিয়া গেলে যেভাবে আলো লোপ করা হয় তেমনি।

আবুল 'আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর আর রাযী বর্ণনা করেন-আলোচ্য উপমার তাৎপর্য এই যে, আগুন নিভিয়া গেলে যেভাবে আলো চলিয়া যায়, তেমনি মুনাফিকের ঈমানের আলো কুফরীতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়। যখন মুনাফিক মুখে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করে, তখন সে আলো পায়। যখন আবার সংশয় জাগে, অমনি অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয়।

যাহ্হাক বলেন ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ। অর্থাৎ তাহারা ঈমানের কথা বলিয়া যে নূর অর্জন করিয়াছিল তাহা আল্লাহ্ তুলিয়া নেন।

আবদুর রায্যাক মা'মারের বরাতে কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তাহাদিগকে আলো জোগাইল। দুনিয়ায় মু'মিন সাজিল। উহার ফলে তাহাদের পানাহার জুটিল। তাহাদের বিবাহ-শাদীর ব্যবস্থা হইল। জীবন-সম্পদের নিরাপত্তা হইল। যখন মারা যাইবে, আল্লাহ্ তা'আলা সেই আলো কাড়িয়া নিয়া তাহাদিগকে চরম অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবেন। ফলে তাহারা কিছুই দেখিতে পাইবে না।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাঈদ কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুনাফিকরা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিয়া দুনিয়ার জীবন আলোকময় করে। মু'মিনদের সঙ্গে বিবাহ-শাদী করে। তাহাদের গনীমতের সম্পদের ভাগ পায়। তাহাদের সম্পত্তির ওয়ারিস হয়। তাহাদের হাতে জান-মাল নিরাপত্তা পায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিক এই পার্থিব আলো হইতে বঞ্চিত হয়। কারণ, তাহার অন্তরে ঈমান নাই। তাহার আমলও সঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী আযাবের অন্ধকারে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ তাহারা কুফরীর

অন্ধকার ছাড়িয়া ঈমানের আলোকে আসিয়া সব কিছু দেখিতে পাইতেছিল। অতঃপর আবার কুফরী ও নিফাক গ্রহণ করিয়া সেই আলো নিভাইয়া দিল। ফলে হিদায়েতের পথ দেখিতে পায় না এবং সত্যের উপর কায়েম হইতে পারিতেছে না।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে স্বসনদে বর্ণনা করেন- وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ অর্থাৎ তাহাদের নিফাকীর অন্ধকারে।

হাসান বসরী বলেন- وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّايُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুনাফিকদের বদ আমলগুলি অন্ধকার হইয়া দেখা দিবে। কোন নেক আমল সে পাইবে না যাহা প্রমাণ দিবে যে, সে কলেমা-গো ছিল। আস্ সুদ্দী স্বসনদে বর্ণনা করেন- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ তাহারা হিদায়েতের কথা শুনে না, সুপথ দেখে না এবং উহা বুঝেও না। আবুল আলীয়া ও কাতাদাহ ইব্ন দুআমাও এই মত ব্যক্ত করেন।

فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হিদায়েতের পথে ফিরিবে না। রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ বলেন।

আস্ সুদ্দী স্বসনদে বলেন- فَهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা ইসলামে ফিরিয়া আসিবে না। لَايَرْجِعُوْنَ সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন-তাহারা তওবা করিবে না আর উপদেশও লাভ করিবে না।

(١٩) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ط وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكٰفِرِيْنَ ○
(٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ط كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ
عَلَيْهِمْ قَامُوْا ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৯. "অথবা আকাশের মেঘ-বৃষ্টির মত যাহাতে অন্ধকার, বজ্র ও বিদ্যুৎ বিদ্যমান। তাহারা মৃত্যুর (বজ্রের) ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

২০. যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তাহাদের চোখের জ্যোতি লইয়া যায়। যখন আলো দেয় তখন তো চলে, আঁধার হইয়া গেলেই দাঁড়াইয়া থাকে। আল্লাহ্ যদি চাহিতেন, অবশ্যই তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ ইহা মুনাফিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য দ্বিতীয় উপমা। এই শ্রেণীর মুনাফিকরা কখনও ইসলামকে সত্য ভাবে, কখনও সংশয়ে ভোগে। তাহাদের অন্তরসমূহ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোদুল্যমান। الصيب। অর্থ বৃষ্টি। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, অন্যান্য সাহাবাবৃন্দ, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা, হাসান বসরী, কাতাদাহ্, ‘আতিয়া আওফী, ‘আতিয়া খোরাসানী, আস্ সুদ্দী ও রবী’ ইব্‌ন আনাস এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

যিহাক বলেন, الصيب। অর্থ মেঘ। কিন্তু বৃষ্টি অর্থই খ্যাত হইয়াছে। উহা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়ই বর্ষিত হয়। অন্ধকারাচ্ছন্নতাই সংশয়, অবিশ্বাস ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। رعد অর্থ বজ্র, যাহার গর্জন অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। মুনাফিকদের জন্য অত্যধিক ভীতিপ্রদ ও কম্পন সৃষ্টিকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ‘তাহারা ভাবে, প্রত্যেকটি বজ্রই তাহাদের উপর পড়িবে।’ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَمَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ـ لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاءً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ـ

“তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলে, অবশ্যই তাহারা তোমাদের লোক। অথচ তাহারা তোমাদের লোক নহে। অধিকন্তু তাহারা বিভেদ সৃষ্টিকারী দল। যদি তাহারা আশ্রয় পাইত, পাইত কোন গুহা কিংবা প্রবেশস্থল, সেইদিকে ছুটিয়া যাইত এবং উহাতেই ঢুকিয়া পড়িত।”

والبرق অর্থ বিদ্যুৎ ঝলক যাহা এই শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে মাঝে মধ্যে চমকায় অর্থাৎ ঈমানের আলো দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ـ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ এই অবস্থায় তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। মৃত্যু তখন তাহাদের কাছে বজ্রতুল্য মনে হয়। তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া মরণোত্তর জীবনের সুকঠিন শাস্তির কথা এড়াইতে চায়। অথচ আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও ইচ্ছার বাহিরে যাইবার কোন ক্ষমতাই তাহাদের নাই। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ـ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ـ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ ـ

“তুমি কি ফিরআউন ও ছামূদের বাহিনীর ঘটনা শুনিয়াছ? তাহারা অবিশ্বাসী থাকিয়া দীনকে মিথ্যা বলিয়াছিল। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পিছন হইতে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিলেন।”

এইরূপ এক প্রসঙ্গেই তিনি বলেন ঃ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ

অর্থাৎ সেই (ঈমানী) বিদ্যুতের কাঠিন্য ও শক্তি তাহাদের চোখে অন্ধকার নামাইয়া আনে। আর তাহাদের দুর্বল দৃষ্টিশক্তি ও শিথিল ঈমান তাহা সহ্য করিতে পারে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ অর্থাৎ কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতে মুনাফিকদের নাম না বলিলেও তাহাদের সকল পরিচয় ও চক্রান্ত তুলিয়া ধরায় তাহারা চোখে অন্ধকার দেখিতেছে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন–আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ। অর্থাৎ সত্যের অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। যখন উহা–চমকায় তখন চলে আর যখন লোপ পায় তখন থমকিয়া দাঁড়ায়। মানে, যখন ঈমানের আলো জাগে এবং সেই আলোকে কোন আমল দেখে তো উহা অনুসরণ করে। কিন্তু যখন আবার সংশয় মাথাচাড়া দেয়, তখন অন্ধকার দেখিতে পায় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া থামিয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ كُلَّمَا اَضَاءَلَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ অর্থাৎ মুনাফিকরা যখন ইসলামের বিজয় দেখিতে পায়, তখন নিশ্চিন্ত মনে আগাইয়া আসে। আর যখন ইসলামের উপর কোন বিপদাপদ দেখে, অমনি থমকিয়া দাঁড়ায় এবং কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ نِ اطْمَأَنَّ بِهٖ

"একদল লোক (ইসলামের) কিনারায় দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যখন তাহারা ভাল অবস্থা দেখে তখন নিশ্চিন্ত হয়।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

كُلَّمَا اَضَاءَلَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا . অর্থাৎ যখন সত্য চিনিতে পায়, তখন তাহা নিয়া কথা বলে এবং অনুসরণও করে। কিন্তু যখন তাহাদের সংশয়ী মন কুফরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া যায়।

আবুল আলীয়া, হাসান বসরী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও আস্ সুদ্দী নিজস্ব সনদে সাহাবায়ে কিরাম হইতে উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। ইহাই সঠিক ও সর্বাধিক পরিচিত ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

কিয়ামতের দিনেও আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে প্রত্যেকের ঈমান অনুসারে নূর বা আলো প্রদান করিবেন। তাহারা নিজ নিজ প্রাপ্ত নূরের আলোকে পথ চলিবে। নূরের কম বেশীর উপর চলার দ্রুততা ও মন্থরতা নির্ভর করিবে। একদল এমন হইবে যাহারা কখনও আলো পাইবে, কখনও অন্ধকারে থাকিবে। একদল পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া যাইবে। খালেস মুনাফিকরা আদৌ আলো পাইবে না : তাহাদের ঈমানের নূর তখন নির্বাপিত থাকিবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُّوْرِكُمْ ج قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ط

"সেইদিন মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদারগণকে বলিবে আমাদিগকেও একটু দেখ, তোমাদের আলোতে আমাদিগকেও চলিতে দাও। বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো জোগাড় কর।'

মু'মিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ
يُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

"সেইদিন ঈমানদার নর-নারী দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ও ডানে শুধু আলো আর আলো ছড়াইয়া রহিয়াছে। আজ তোমাদের জন্য সুখবর। তাহা হইল নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান জান্নাত।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

"সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত করিবেন না। তাহাদের সামনে ও ডাইনে নূর ছড়াইয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

প্রাসঙ্গিক হাদীসসমূহ

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ আয়াতটি সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– মু'মিনদের কাহারাও নূর এত বেশী হইবে যে, মদীনা হইতে এডেন পর্যন্ত স্থান আলোকময় হইবে। কাহারও নূর আবার এত কম হইবে যে, শুধু দুই কদম স্থান আলোকিত হইবে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইমরান ইব্ন দাউদ আল কাত্তান হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

মিনহাল ইব্ন আমর কায়স ইবনুস সুকান হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক ঈমানদারকে তাহার ঈমান অনুপাতে নূর প্রদান করা হইবে। কেহ একটা খেজুর বৃক্ষ আলোকিত করার মত নূর পাইবে। কেহ আবার তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিমাণ নূর পাইবে যাহা কখনও জ্বলিবে, কখনও নিভিবে।

ইব্ন জারীর ইব্ন মুছান্না হইতে, তিনি ইব্ন ইদরীস হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি মিনহাল হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্ তানাফেযী ও তাঁহাকে ইব্ন ইদরীস বলেন–আমার পিতা মিনহাল ইব্ন আমর হইতে, তিনি কায়স ইবনুস সুকান হইতে ও তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ নিজ নিজ আমল মোতাবেক। কেহ পথ চলিবে

পাহাড় পরিমাণ নূর সামনে নিয়া, কেহ খেজুর গাছ পরিমাণ নূর নিয়া এবং ন্যূনতম পরিমাণ হইবে একটি বৃদ্ধাঙ্গুলির সমান নূর। কখনও উহা প্রোজ্জ্বল হইবে, কখনও উহা নির্বাপিত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিমও বলেন—আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-আহমাযী, তাঁহাকে আবূ ইয়াহিয়া আল হাম্মানী, তাঁহাকে উকবা ইবনুল য়্যাকজান, তাঁহাকে ইকরামা এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন—কিয়ামতের দিন এমন কোন তাওহীদ বিশ্বাসী হইবে না যাহাকে নূর দেওয়া হইবে না। তবে মুনাফিকের নূর নির্বাপিত হইবে, উহা দেখিয়া মু'মিনরা ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিয়া উঠিবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য পূর্ণ নূর প্রদান করুন।

আয্‌ যিহাক ইব্‌ন মুযাহিম বলেন—কিয়ামতের দিন দুনিয়ায় ঈমানদার বলিয়া পরিচিত ছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নূর দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন পথপ্রান্তে পৌঁছিবে, তখন মুনাফিকের নূর নিভিয়া যাইবে। তখন ঈমানদারগণ ঘাবড়াইয়া বলিবে—হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমাদিগকে পূর্ণ পথ চলিবার নূর প্রদান করুন।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্থিরিকৃত হইল যে, মানুষ কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। খালেস মু'মিন। সূরা বাকারার প্রথম চারি আয়াতে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। খালেস কাফির। তাহাদের বর্ণনা পরবর্তী দুই আয়াতে প্রদত্ত হইয়াছে মুনাফিক। তাহারা দুই শ্রেণীর। খালেস মুনাফিক। আগুন জ্বালানোর উপমা দিয়া তাহাদের পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। দ্বিধাগ্রস্ত মুনাফিক। কখনও ঈমানের আলোকে প্রদীপ্ত হয়, কখনও কুফরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। তাহাদিগকে বজ্র ও বিদ্যুতের উপমা দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। প্রথমোক্ত দলের অবস্থা হইতে তাহাদের মুনাফেকীর অবস্থা লঘুতর।

এই বর্ণনার সহিত সূরা নূরের বর্ণনার কোন কোন দিকের মিল রহিয়াছে। সেখানে মু'মিনদের উপমা বর্ণনা করা হইয়াছে। মু'মিনের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা যে হিদায়েতের নূর সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে কাঁচের চিমনী পরিবৃত্ত প্রদীপের সহিত উপমা দিয়াছেন এবং সেইটিকে উপমা দিয়াছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রের সহিত। উহাই মু'মিনের অন্তরের যথার্থ রূপ। দীপ্ত ঈমান ও নির্ভেজাল পরিস্ছন্ন শরীঅতের স্থায়ী প্রভাব উহাকে অনুরূপ করিয়াছে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ্ বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে।

অতঃপর সেই সব কাফির বান্দার উপমা প্রদান করা হইয়াছে, যাহারা মনে করে তাহাদেরও ধর্মীয় ভিত্তি রহিয়াছে। আসলে তাহাদের কোনই ভিত্তি নাই। তাহারাই 'জাহিলে মুরাক্কাব' অর্থাৎ ভেজাল মূর্খ। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

'কাফিরদের আমলগুলি হইল মরীচিকার মত। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দেখিয়া পানি মনে করে। যখন কাছে আসে, তখন কিছুই পায় না।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের দ্বিতীয় দলের উপমা দিলেন। তাহারা হইল নির্ভেজাল মূর্খ।

তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْدٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَاهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ ـ

"অথবা সেই গভীর সমুদ্র গর্ভের অন্ধকারের মত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে যাহার উপরিভাগ আচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং তাহার উপরে কালো মেঘ, আঁধারের উপর আঁধার–হাত বাহির করিলেও দেখা যায় না। আল্লাহ্ যাহাকে আলো যোগান নাই, তাহার কোন আলো থাকে না।"

কাফিরকে এখানে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। অনুসৃত কাফির ও অনুসারী কাফির। সূরা হজ্জের শুরুতে তাহাদের বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ ـ

"একদল মানুষ না জানিয়া আল্লাহ্র ব্যাপারে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং অন্ধভাবে প্রতি ক্ষেত্রে বিতাড়িত শয়তানকে অনুসরণ করে।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلاَهُدًى وَّلاَ كِتَابٍ مُّنِيْرٍ ـ

"একদল মানুষ না জানিয়া আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়া করে। না তাহারা হিদায়েতের উপর আছে, না আছে তাহাদের কোন আলোদায়ক গ্রন্থ।"

সূরা ওয়াকিআর শুরুতে ও শেষভাগে তিনি মু'মিনদের শ্রেণীভাগ দেখাইয়াছেন। এই সূরায় তিনি মু'মিনদের দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সাবেকূন বা মুকার্‌রাবূন ও আসহাবে ইয়ামীন বা আবরার।

এসব আয়াতের সারকথা হইল এই ঃ মু'মিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইলেন 'মুকার্‌রাবীন' বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী প্রিয় বান্দাগণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন 'আবরার' বা সাধারণ স্তরের নেককার বান্দাগণ। তেমনি কাফিররাও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী হইল কুফরের দিকে আহ্বানকারী বিশিষ্ট কাফির দল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছে কুফর অনুসরণকারী সাধারণ কাফিররা। মুনাফিকদেরও দুই শ্রেণী রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর মুনাফিক সেই সব কট্টর মুনাফিক যাহাদের অন্তরে ঈমানের লেশমাত্র নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনাফিকের অন্তরে কিছু ঈমান থাকিলেও নিফাকের সকল চরিত্র তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন–তিনটি চরিত্র যাহার মধ্যে রহিয়াছে সে কট্টর মুনাফিক। আর যাহার মধ্যে উহার একটি চরিত্র পাওয়া যাইবে, সে তাহা বর্জন না করা পর্যন্ত তাহাকে মুনাফিক চরিত্রের লোক বলিতে হইবে। সেই চরিত্র তিনটি হইল (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন সে অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে (৩) যখন সে আমানত রাখে, খেয়ানত করে।'

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে যেমন ঈমানী চরিত্র বিদ্যমান থাকে, তেমনি মুনাফিকী চরিত্রও বিদ্যমান থাকিতে পারে। ইহা যেমন আকীদা-বিশ্বাসে দেখা দিতে পারে, তেমনি দেখা দিতে পারে আমল-আখলাকে। কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় এবং পূর্বসূরী আলিমগণ এই অভিমতই পোষণ করিতেন। ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহা ইনশাআল্লাহ্ সবিস্তারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ নযর ও আবূ মুআবিয়া, শায়বান, লায়ছ, আমর ইব্ন মুর্‌রাহ, আবুল বুখতারী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন–মানুষের আত্মা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আত্মা প্রদীপের মত উজ্জ্বল এবং হীরকের মত স্বচ্ছ ধবধবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা আবৃত ও রুদ্ধ। তৃতীয় শ্রেণীর আত্মা অন্ধত্বের রোগে আক্রান্ত ও চতুর্থ শ্রেণীর আত্মা ঈমান ও নিফাকের সংমিশ্রণে ঘোলাটে বর্ণ। প্রথম শ্রেণীর আত্মা মু'মিনদের যাহা ঈমানের নূরে দীপ্ত-সমুজ্জ্বল। দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মা কাফিরদের যাহাতে আলো প্রবেশের কোন পথ নাই। তৃতীয় শ্রেণীর আত্মা কট্টর মুনাফিকদের যাহা ইসলামের আলো পাইয়াও প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। চতুর্থ শ্রেণীর আত্মা সাধারণ মুনাফিকদের যাহাতে ঈমানের আলো ও কুফরীর অন্ধকারের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঈমানের উদাহরণ হইল সেই সবুজ শসাটি যাহা পবিত্রতম পানির আদ্রতা লাভ করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আর মুনাফিকীর উদাহরণ হইল সেই বিষ ফোঁড়া বা ক্ষতস্থানটি যাহা হইতে অহরহ পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই দুইটি মৌল জিনিসের মধ্যে যেইটি বিজয়ী হয়, সেইটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।' উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও উত্তম।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করিয়া তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইকরামা বা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ, ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সত্যের পরিচয় পাইয়াও যখন তাহারা উহা বর্জন করিল, তখন আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতে পারেন। আর اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ এর মর্ম সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ শাস্তিদান কিংবা ক্ষমা প্রদর্শন উভয় ব্যাপারেই পূর্ণ ক্ষমতাবান।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ 'আল্লাহ্ পাক এখানে নিজেকে সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান বলিয়া এই কারণে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুনাফিকগণ যেন তাঁহার শাস্তি প্রদানের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া পথে আসে। তাঁহার শাস্তি যে তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহা তিনি এখানে তাহাদের অবহিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে তাহাদের অন্ধ ও বধির করার ক্ষমতা রাখেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে قدير শব্দ قادر অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন عليم বলিয়া عالم অর্থ গ্রহণ করা হয়।'

ইব্‌ন জারীর ও তাঁহার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন-আলোচ্য আয়াতের উদাহরণ দুইটি দ্বারা এক শ্রেণীর মুনাফিকের কথাই বুঝানো হইয়াছে। এখানে اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতাংশে او শব্দটি 'ও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন কালামে মজীদের-

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا (তাহাদের পাপ ও কুফরী অনুসরণ করিও না।)

আয়াতে او শব্দ 'ও' বা 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথবা এই আয়াতে او শব্দটি 'ইচ্ছা' ও 'মর্জী' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ মুনাফিকদের জন্য বর্ণিত উদাহরণদ্বয়ের তোমার ইচ্ছা মাফিক প্রথম উদাহরণ অথবা দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণনা কর।

ইমাম কুরতুবী বলেন-এখানে او শব্দটি 'সমতুল্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবী ভাষায় বলা হয়, جالس الحسن او ابن سيرين (হাসানের নিকট উপবিষ্ট হওয়া ইব্‌ন সিরীনের নিকট বসার সমতুল্য।) আল্লামা যামাখশারীও এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়, উহাদের জন্য এই দুই উদাহরণের যেইটিই ব্যবহার কর, করিতে পার। কারণ, একটি অপরটির সমতুল্য এবং উভয়টিই তাহাদের জন্য যথার্থ।

আমার (ইব্‌ন কাছীরের) মতে উদাহরণগুলির প্রত্যেকটি মুনাফিকদের শ্রেণী অনুসারে প্রযোজ্য হইবে। কেননা তাহাদের অবস্থাভেদে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তওবায় ومنهم - ومنهم - ومنهم বলিয়া উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা ও চারিত্রিক বিভিন্নতা তুলিয়া ধরিয়াছেন। সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণদ্বয় উহাদের দুই শ্রেণীর অবস্থা ও চরিত্রের সহিত সাদৃশ্য রাখে। যেমন সূরা নূরে অনুসারী কাফির ও অনুসৃত কাফিরের বর্ণনা প্রথমে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ (কাফিরদের কাজ মরুর বুকের মায়া মরীচিকার মত) আয়াতে এবং পরে اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُجِّىٍّ (অথবা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যকার প্রগাঢ় অন্ধকারের মত) আয়াতে প্রদান করা হইয়াছে। সূরা নূরের এই আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে নেতৃস্থানীয় অনুসৃত কাফিরের উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে গণ্ডমুর্খ অনুসারী কাফিরের উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে।

তাওহীদের প্রমাণ

(٢١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

(٢٢) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২১. হে মানব! তোমরা ইবাদত কর সেই প্রতিপালকের যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন; হয়ত তোমরা মুত্তাকী হইতে পারিবে।

২২. অনন্তর তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ গড়িয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। অতএব জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ করিও না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার একত্ব ও প্রভুত্বের বর্ণনা দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকুলকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ববান করিয়া নিজ বান্দাদের প্রতি বদান্যতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নানাবিধ নি'আমাত দান করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। পৃথিবীকে বিছানার মত আরামদায়ক করিয়া উহার বিভিন্নস্থানে পাহাড়-পর্বত স্থাপন পূর্বক সুস্থির ও অবিচলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তেমনি আকাশকে তিনি তাহাদের জন্য ছাদরূপে গড়িয়া রাখিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকের অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ "আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদরূপে গড়িয়া রাখিয়াছি। অথচ তাহারা উক্ত নিদর্শনাবলী হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয়।"

পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পানি বর্ষণ বলিতে ভূ-পৃষ্ঠের প্রয়োজনের সময় মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি মেঘ হইতে বারি সিঞ্চনের সাহায্যে ক্ষেত-খামারের ফসল ও বাগ-বাগিচায় ফল-মূল উৎপন্ন করেন। উহাই মানবকুল ও পশুপাখীর জীবিকায় পরিণত হয়। এই ব্যাপারটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ - فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুস্থিররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং আকাশকে গড়িয়াছেন ছাদরূপে। অতঃপর তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর বিভিন্ন

ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার সরবরাহ করিয়াছেন। এই হইলেন তোমাদের আল্লাহ্। অনন্তর বড়ই মেহেরবান সেই নিখিল সৃষ্টির মহান প্রতিপালক।"

বস্তুত এই সকল আয়াতের সারকথা হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। সমগ্র বিশ্বময় বসবাসকারী জীবকুল ও ছড়ানো সীমাহীন সম্পদের একমাত্র প্রভুত্ব ও মালিকানা তাঁহারই। সুতরাং তিনিই ইবাদত লাভের একমাত্র অধিকারী এবং অন্য কাহারও ইহাতে বিন্দুমাত্র অংশ নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে নির্দেশ দিলেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ "সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার বানাইও না।"

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন–আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ কোন্‌টি? রাসূল (সা) জবাব দিলেন–আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কাহাকেও অংশীদার করা এবং কোন দিক দিয়া কাহাকেও তাঁহার সমকক্ষ ভাবা। অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা (অসামপ্ত)।

তেমনি মু'আয (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন–তোমরা জান কি, বান্দার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার বড় দাবী কি? অতঃপর বলিলেন–তাহা হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা এবং কোনভাবেই কাহাকেও তাঁহার অংশীদার না করা।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–তোমরা কখনও এইরূপ বলিও না, আল্লাহ্ ও অমুক যাহা চাহেন, বরং এইরূপ বল, 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন' অথবা 'যাহা অমুক চাহেন।'

তোফায়েল ইব্‌ন সাখবারাহ (উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকার বৈপিত্রেয় ভাই) হইতে যথাক্রমে রবী' ইব্‌ন হারাশ, আব্দুল মালিক ইব্‌ন উমায়র ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা বর্ণনা করেন ঃ

তোফায়েল ইব্‌ন সাখবারাহ বলেন–আমি একদিন স্বপ্নে একদল লোক দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম–তোমরা কাহারা? তাহারা জবাব বলিল–আমরা ইয়াহুদী। অতঃপর আমি প্রশ্ন করিলাম–তোমরা উযায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র বল কেন? তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিল–'তোমরা 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন ও মুহাম্মদ যাহা চাহেন' বল কেন? অতঃপর আরেকদল লোক দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলাম–তোমরা কাহারা? তাহারা জবাবে বলিল-আমরা খৃস্টান। আমি প্রশ্ন করিলাম–তোমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বল কেন? তাহারা পাল্টা প্রশ্ন করিল–তোমরা আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ যহাা চাহেন' বল কেন? অতঃপর সকাল বেলা আমি কয়েকজনকে এই স্বপ্নের কথা বলিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সম্পূর্ণ স্বপ্ন বিবৃত করিলাম। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন–তুমি এই স্বপ্ন আর কাহাকেও শুনাইয়াছ? আমি বলিলাম–হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রসংশা করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিলেন–এই বালক একটি স্বপ্ন দেখিয়াছে, আমি উহা তোমাদিগকে জানাইতেছি। তাহা এই, তোমরা এমন সব কথা বলিয়া থাক যাহা তোমাদেরকে বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং 'আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ যদি চাহেন'–এমন কথা আর কখনও বলিও না। পক্ষান্তরে এইরূপ বল–'একমাত্র আল্লাহ্ পাকের যাহা মর্জী হয়।'

ইব্ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ্ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ও আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র হইতে বর্ণিত উক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইয়াযীদ ইবনুল আসিম ও আল্ আযলাহ ইব্ন আবদুল্লাহ আলকিন্দী ও সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আছছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলিল-'আল্লাহ্ ও আপনি যাহা চাহেন।' তখন নবী করীম (সা) বলিলেন-তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সমতুল্য করিয়াছ?বরং এইরূপ বল, 'একমাত্র আল্লাহ্ যাহা চাহেন।'

ইব্ন মারদুবিয়্যাও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ ও ঈসা ইব্ন ইউনুসও আযলাহ হইতে বর্ণিত সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লিখিত হাদীসসমূহে আল্লাহ্ পাকের একত্বের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও সমতুল্য অংশীদার বানাইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-আল্লাহ্ পাক يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ আয়াতটি কাফির ও মুনাফিক উভয় গ্রুপের জন্য নাযিল করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে 'তোমাদের প্রতিপালক শুধু ও তোমাদেরই সৃষ্টিকর্তা নহেন, এমনকি তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাঁহার সহিত কোন দিক দিয়া কাহাকেও শরীক করিও না এবং এককভাবে তাঁহারই প্রভুত্ব স্বীকার কর।'

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য ভাবিও না। কারণ, তাহারা তোমাদের ক্ষতি বা উপকার কোনটাই করিতে পারে না। তাহারা তোমাদের প্রতিপালকও নহে এবং তোমাদিগকে ও অন্যান্যকে জীবিকাও সরবরাহ করিতে পারে না। তোমরাও একথা ভালভাবেই জান। তোমরা ইহাও ভাল করিয়া জান যে, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদিগকে যে নির্ভেজাল একত্ববাদের আহ্বান জানাইতেছেন, তাহার সত্যতা সম্পর্কে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।"

কাতাদাহও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে ইকরামা, শাবীব ইব্ন বাশার, আবূ আসিম, আবূ যিহাক ইব্ন মুখাল্লাদ, আবূ আমর, আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ আসিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-রাতের আঁধারে কাঁকর বিছানো পথে চলমান পিপীলিকার চাইতেও শির্ক অতিশয় গুপ্ত ও সূক্ষ্ম জিনিস। মানুষ বলিয়া থাকে, 'আল্লাহ্র কসম ও তোমার জীবনের কসম! এই কুকুরটি না থাকিলে আমার ঘরে চোর আসিত এবং ঘরে হাঁসগুলি না থাকিলে সবকিছু চুরি হইয়া যাইত, ইত্যাদি। এইগুলি শিরিকী কথা এবং আল্লাহ্র সহিত শরীক করার শামিল। 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন ও যাহা তুমি চাহ'-এই ধরনের বাক্যও শিরিকী বাক্য এবং তাওহীদের পরিপন্থী। 'আল্লাহ্ না হইলে এবং তুমি না হইলে (আমার সর্বনাশ হইত)'-এইরূপ কথাও শিরিকী কথা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং আপনার যাহা মর্জী হয়' বলিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন–তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে কর?

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক না করিলে তোমরা উত্তম জাতি। কিন্তু তোমরা এইরূপ বলিয়া থাক যে, 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন ও অমুকে যাহা চাহেন।' ইহা শিরিকী বাক্য।

আবুল আলিয়্যা বলেন–'আল্লাহ্র সহিত তোমরা কাহাকেও শরীক করিও না এবং কাহাকেও তাঁহার সমতুল্য ভাবিও না।'

রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ মালিক, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ প্রমুখ মনীষীগণ অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন।

মুজাহিদ فَلَاتَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন–'আল্লাহ্ তা'আলা যে একক ও অদ্বিতীয় সত্তা এবং কোন দিক দিয়া কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে, একথা তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করিয়াও তোমরা জানিতে পাইয়াছ। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও তাঁহার শরীক করিও না।'

ইমাম আহমদ বলেন–আমার কাছে আফ্ফান, তাঁহার কাছে আবূ খলফ মূসা ইব্ন খলফ, তাহার কাছে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, তাঁহার কাছে যায়দ ইব্ন সালাম তাহার দাদা আর হারিছুল আশআরী হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'মহানবী (সা) বলিয়াছেন–আল্লাহ্ পাক ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার নিজের আমলের ও বনী ইসরাঈলদের আমল করাবার জন্য পাঁচটি কাজের আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া (আ) বেখেয়ালে তাহা বনী ইসরাঈলদের জানাইতে বিলম্ব করায় হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আপনার চলার ও বনী ইসরাঈলদের চালাবার জন্য যে পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিলেন, তাহা তো এখনও আপনি তাহাদের জানাইলেন না। উহা কি আমি তাহাদের জানাইব? তিনি বিব্রত হইয়া বলিলেন, আমিই জানাইব। আপনি জানাইলে আমার ভয় হয়, আমার উপর আযাব আসিবে, হয়তো যমীন আমাকে গ্রাস করিয়া নিবে। অতঃপর ইয়াহিয়া (আ) বনী ইসরাঈলদের বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইলেন উহা জনসমাগমে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা জ্ঞাপন ও গুণগান করিয়া বলিলেন–আল্লাহ্ পাক আমার ও তোমাদের অনুসরণের জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

প্রথম কাজটি হইল, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করিবে না। ইহার উদাহরণ হইল এই যে, এক ব্যক্তি রৌপ্য বা স্বর্ণের বিনিময়ে একটি ভৃত্য ক্রয় করিল এবং তাহাকে আয়-উপার্জনের কাজে নিয়োগ করিল। কিন্তু সে উপার্জিত সম্পদ নিজ প্রভুর বদলে অন্যকে দেয়। তোমরা কি ভৃত্যটির এই আচরণে সন্তুষ্ট হইতে পার? তাই যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সৃষ্টি করিয়া জীবিকার ব্যবস্থা করিতেছেন, তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। দ্বিতীয় কাজটি হইল নামায কায়েম করা। নামাযে যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা এদিক-সেদিক না তাকায়, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চেহারার দিকে তাকাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা

এদিক-ওদিক না তাকাইয়া মনোযোগের সহিত নামায পড়িবে। তৃতীয় নির্দেশ হইল, তোমরা রোযা রাখিবে। ইহার উদাহরণ হইল এই যে, এক ব্যক্তির নিকট একটি মিশকের পাত্র রহিয়াছে এবং তাহার সঙ্গীরা উহা হইতে সুঘ্রাণ লাভ করিতেছে। তেমনি রোযাদারের মুখ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মিশক হইতেও বেশী সুঘ্রাণ লাভ করেন। আল্লাহ্ পাকের চতুর্থ নির্দেশ হইল দান-সাদকা করা। ইহার উপমা এই যে, এক ব্যক্তিকে গলায় রশি লাগাইয়া হত্যা করার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে। তখন সে তাহার যাহা কিছু সম্পদ আছে তাহা মুক্তিপণ হিসাবে দিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইল। তোমাদের প্রতি পঞ্চম নির্দেশটি হইল সর্বদা আল্লাহ্ পাকের যিকির করা। ইহার উদাহরণ হইল এইরূপ যে, এক ব্যক্তি তাহার পশ্চাতে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসা শত্রুর হাত হইতে বাঁচার জন্য একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিয়া প্রাণে বাঁচিল। মানুষ আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হইলে শয়তানের আক্রমণ হইতে এইভাবে রক্ষা পাইয়া থাকে।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন–আমিও তোমাদের এমন পাঁচটি কাজের আদেশ দিতেছি যাহা আল্লাহ্ পাক আমাকে করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। উহা হইল সংঘবদ্ধ থাকা, নেতার কথা শ্রবণ করা, নেতার অনুগত হওয়া, আল্লাহ্র জন্য হিজরত করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধতা ছাড়িয়া এক বিঘত দূরে সরিল, সে তাহার গর্দান হইতে ইসলামের রজ্জু ছুঁড়িয়া ফেলিল। অবশ্য ফিরিয়া আসিলে অন্য কথা। যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের পথে ডাকিবে, সে জাহান্নামের জ্বালানীতে পরিণত হইবে। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল? যদি সে নামায রোযা করে, তবুও? মহানবী (সা) জবাব দিলেন–হ্যাঁ, যদিও সে নামায রোযা করে এবং নিজেকে মুসলমান ভাবে, তবুও। আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের যেভাবে মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহ্র বান্দা ইত্যাদি নামে সম্বোধন করিয়াছেন, তোমরাও তাহাদের সেই সব নামে সম্বোধন করিবে। কখনও জাহিলী নামে ডাকিবে না।'

মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে 'সহীহ-হাসান' বলিয়াছেন। এই হাদীস দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রিযিকের ব্যবস্থা করিতেছেন, সুতরাং তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।'

ইমাম রাযী সহ অনেক তাফসীরকার এই হাদীস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। উর্ধ্বজগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকুল, সৃষ্টিকুলের আকৃতি-প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও উহার সুশৃঙ্খল রীতি-নীতি এবং অজস্র কল্যাণকর ব্যবস্থাপনা মহাকুশলী সৃষ্টিকর্তার কুদরত ও হিকমতের নিদর্শনরূপে সর্বত্র বিরাজমান।

ইমাম রাযী বলেন ঃ জনৈক নিরক্ষর আরবের কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ চাওয়া হইলে সে উত্তর দিল, না দেখিয়া যেভাবে আমরা উটের অস্তিত্ব এবং পায়ের দাগ দেখিয়া আগন্তকের আগমনের কথা বুঝিতে পাই, সেভাবেই গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ, বৈচিত্র্য বিমণ্ডিত পৃথিবী ও তরঙ্গায়িত সমুদ্রের লীলাখেলা দেখিয়া আল্লাহ্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করি।

ইমাম রাযী আরও বলেন ঃ বাদশাহ হারুন অর রশীদ ইমাম মালিক (র)-এর নিকট আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ জানিতে চাহিলে তিনি জবাব দিলেন–মানুষের ভাষা, কণ্ঠস্বর ও সুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান।

তেমনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে কতিপয় নাস্তিক আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিলেন–'এসব কথা এখন রাখ। আমি এখন অন্য এক চিন্তায় নিমগ্ন। একদল

লোক বলিয়া গেল, বাণিজ্যিক মালামাল বোঝাই বিরাট এক নৌকা আপন হইতেই চলিতেছে এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। অথচ উহার কোন চালক নাই।' প্রশ্নকারী নাস্তিকগণ বলিল, আপনি কি চিন্তায় অযথা সময় নষ্ট করিতেছেন? কোন জ্ঞানী লোকের পক্ষে কি এমন কথা বলা সম্ভব'? এত বড় নৌকা তরঙ্গসংকুল সমুদ্রে নাবিক ছাড়া কি করিয়া চলিতে পারে? তখন ইমাম আবূ হানীফা (ব) বলিলেন, তোমাদের জ্ঞানের কথা ভাবিয়া আমারও অনুশোচনা জাগে। একটি নৌকা যদি নাবিক ছাড়া না চলিতে পারে, তাহলে এই বিশাল ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডলী ও উহার অসংখ্য সৃষ্টিকুল কি করিয়া পরিচালক ছাড়া সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে? জানিয়া রাখ, সেই পরিচালকই হইলেন নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ তা'আলা। নাস্তিকরা তাঁহার জবাবে বিস্মিত ও হতভম্ব হইল এবং জবাবের সারবত্তা ও সত্যতা উপলব্ধি করিয়া মুসলমান হইয়া গেল।

ইমাম শাফেঈ (র)-এর কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি জবাব দিলেন–তুত গাছের পাতা এক, তার রং এক, স্বাদ এক, রসও এক। গরু ছাগল, হরিণ, মাকড়, মক্ষিকা, গুটি পোকা ইত্যাকার বহু প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ উহার পাতা খায় ও রস পান করে। অথচ গুটি পোকা দেয় রেশম, মক্ষিকা দেয় মধু, ছাগল-গরু দেয় দুধ ও গোবর এবং হরিণ মিশ্‌ক উপহার দেয়। একই পাতায় এভাবে বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টির পেছনে কি কোন কুশলী স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভূত হয় না? তিনিই আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর নিকট এক সময় আল্লাহ্র অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দাবী করা হইলে তিনি জবাব দিলেন–মনে কর, এখানে এমন একটি সুদৃঢ় দুর্গ রহিয়াছে যাহার কোন দরজা-জানালা নাই। এমনকি কোন ছিদ্রও নাই। দুর্গটির বহির্ভাগ রৌপ্যের ও অভ্যন্তরভাগ স্বর্ণের প্রভায় দীপ্যমান। ডান-বাম ও উপর-নীচ সব দিক দিয়াই দুর্গটি আবদ্ধ। উহাতে জীব-জানোয়ার তো দূরের কথা, বায়ুও প্রবেশ করিতে পারে না। হঠাৎ উহার একটি দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িল। অমনি উহা হইতে চক্ষু-কর্ণ বিশিষ্ট সুন্দরকায় এমন একপ্রাণী বাহির হইল যাহারা কণ্ঠে রহিয়াছে মন ভুলানো মিষ্টি মধুর কল-কাকলী। বলতো সেই আবদ্ধ দুর্গে সৃষ্ট এই জীবের কোন স্রষ্টা রহিয়াছেন কিনা? সেই সৃষ্টিকর্তাই হইলেন মানব সত্তার অতীত এক মহান সত্তা। তাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি কি সীমিত, না সীমাহীন? তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

ইমাম সাহেব ডিমকে দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন। আল্লাহ্র অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটি বড় প্রমাণ। আবূ নুআস (র)-এর কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইলে তিনি জবাব দিলেন–

تأمل فی نبات الارض وانظر - الی اثار ما صنع الملیك - عیون من لجین
شاخصات باحداق هی الذهب السبیك - علی قضب الزبرجد شاهدات - بان
الله لیس له شریك -

আকাশ হইতে বারিবর্ষণ, উহা দ্বারা ধরার বুকে ফসল, ফলমূল ও গাছপালা-তরুলতার জন্মলাভ ও কচি-কচি ডগায় নানাবিধ ফুলের সমারোহ আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও একত্বের অকাট্য প্রমাণ।'

ইবনুল মু'তায বলেন–

فيا عجبا كيف يعصى الا له ام كيف يجحده الجاحد ـ وفى كل شىء له اية
ـ تدل على انه واحد ـ

'আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব অস্বীকার ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের কথা ভাবিলে মনে বিস্ময় সৃষ্টি হয়। মানুষ কতই না বেপরোয়া হওয়ার প্রয়াস চালায়। অথচ তাহার আশে পাশের প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।'

মহামানবগণ বলিয়াছেন–আকাশমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টিপাত কর এবং উহার উচ্চতা ও প্রশস্ততা এবং হাতে বিচরণশীল সমুজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে তাকাও। এদিক-সেদিক প্রবহমান নদ-নদীগুলি পর্যবেক্ষণ কর। দেখ, উহারা কিভাবে স্বীয় স্রোতধারার মাধ্যমে ক্ষেত-খামারের ফসল আর বাগ-বাগিচার গাছপালা ও ফল-মূলের তৃষ্ণা মিটাইয়া যমীনকে সবুজ শ্যামল করিয়া তোলে। ক্ষেত্র-খামার ও বাগিচার ফসল ও ফল-মূলের দিকে তাকাইয়া দেখ, উহারা কিভাবে একই পানির কল্যাণে বিচিত্র রং, রূপ, ঘ্রাণ, স্বাদ লাভ করিতেছে। এমনকি সেইগুলির উপকারীতায়ও রহিয়াছে অশেষ বৈচিত্র। বস্তু জগতের বৈচিত্র্য বিমণ্ডিত এই সৃষ্টিকুল তাহাদের ভাষায় প্রতিনিয়ত জানাইতেছে যে, তাহাদের এক মহান কুশলী সৃষ্টিকর্তা রহিয়াছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় বলিয়াই এত সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্তভাবে সব কিছু চলিতেছে। এইসব সৃষ্টি প্রত্যেকটি দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সামনে আল্লাহ্‌র অশেষ মহত্ত, অসীম ক্ষমতা, অপরিসীম দয়া ও অনাবিল প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার অনুপম ও অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন তুলিয়া ধরিতেছে। তাঁহার এতসব নজীরবিহীন নি'আমাত কি তাঁহার সীমাহীন বদান্যতার পরিচয় দেয় না? আমরা কায়মনে বিশ্বাস করি, তিনি ব্যতীত আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই আমাদের উপাস্য প্রভু। তিনিই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও ত্রাণকর্তা। তাই তিনি ব্যতীত আর কোন সত্তা আমাদের অবনত মস্তকে প্রদত্ত সিজদা লাভের যোগ্য নহে। হে দুনিয়ার মানুষ! আমি একমাত্র তাঁহারই দয়ার উপর নির্ভরশীল। আমার যাহা কিছু আশা ভরসা একমাত্র তাঁহারই কাছে। আমার মাথা অবনত করা ও উত্তোলন করা একমাত্র তাঁহারই দরবারে। আমার সকল প্রত্যাশা তাঁহারই কৃপার সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহারই দয়া ও অনুগ্রহের আশায় কেবলমাত্র তাঁহারই নাম জপনা করিতেছি।

কুরআনের চ্যালেঞ্জ

(٢٣) وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۖ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ○

(٢٤) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ
الْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

২৩. আমি আমার বান্দার উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকিলে, তোমরা উহার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর। তোমাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্য যত প্রভু আছে তাহাদেরও ডাকিয়া লও।

২৪. তারপরও যদি না পার এবং কখনই পারিবে না, তখন সেই আগুনকে ভয় কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর। উহা কাফিরদের জন্যই প্রস্তুত করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ তাওহীদ ও একত্ববাদের আলোচনার পর আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের রিসালাত এবং নবূওতের সত্যতা ও শুদ্ধতা প্রথাসিদ্ধ পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাই তিনি কাফিরদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমার বান্দা মুহাম্মদের প্রতি আমি যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা সম্পর্কে তোমাদের যদি সংশয় সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, উহা আল্লাহ্র কথা নহে, মুহাম্মদ নিজেই উহার রচয়িতা, তাহা হইলে কুরআনের কোন সূরার মত একটি সূরা রচনা করিয়া তোমরা দেখাও। এই ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি বা শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু তোমরা সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারাও তাহা পারিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতের شهداءكم শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, শব্দটির অর্থ হইল 'তোমাদের সাহায্যকারী' অর্থাৎ তোমাদের সাহায্যকারীগণকে অনুরূপ সূরা প্রণয়নের কাজে ডাক।

আবূ মালিকের উদ্ধৃতি দিয়া সুদ্দী বলিয়াছেন, শব্দটির অর্থ হইল তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র অংশীদার বানাইয়াছ, তাহাদিগকে ডাক। অর্থাৎ অন্য যতসব সহায়তাকারী তোমাদের রহিয়াছে তাহাদেরকে, এমনকি আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের যে সকল মা'বূদ রহিয়াছে তাহাদিগকেও ডাকিয়া সকলে মিলিয়া অনুরূপ একটি সূরা তৈরি কর।

উক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত ও আরবের শাসকবর্গকে বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কবি-সাহিত্যিক ও কর্ণধার-পরিচালক মণ্ডলীকে এই কাজে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া লও। কিন্তু ডাকিলেও লাভ হইবে না, সূরা তো দূরের কথা, একটি লাইনও রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের বহুস্থানে এইভাবে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আল-কাসাসে বলেন ঃ

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

"হে নবী! বলিয়া দাও, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তাওরাত ও কুরআনের চাইতে অধিক পথ প্রদর্শনকারী কোন কিতাব আল্লাহ্র নিকট হইতে নিয়া আস। আমিও সেই কিতাবকে অনুসরণ করিব।"

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَأْتُوْنَ
بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

"হে নবী! জানাইয়া দাও, সমগ্র মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায় একত্রিত হইয়াও যদি কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়, তবুও অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবে না। যদিও সকলের সমবেত প্রচেষ্টা উহাতে নিয়োজিত হয়।"

আল্লাহ্ পাক সূরা হূদে ঘোষণা করেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۔

"তাহারা কি বলিতেছে যে, তুমি নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়াছ? তুমি বল, তোমরা উহার মত দশটি সূরা রচনা করিয়া দেখাও এবং সেই কাজে আল্লাহ্ ব্যতীত যদি কেহ ক্ষমতা রাখে, তাহাকেও ডাকিয়া লও–যদি তোমাদের দাবী সত্য হইয়া থাকে।"

আল্লাহ্ পাক সূরা ইউনুসে বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۔

"এই কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও মনগড়া রচনা নহে। পরন্তু ইহা পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে সত্যায়িত করে। আর ইহা সবিস্তারে বর্ণিত কিতাব। নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ এক সংশয় মুক্ত কিতাব। তাহারা কি ইহাকে মিথ্যা বলিতেছে? তুমি বল, কুরআনের অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করিয়া দেখাও। আল্লাহ্ ব্যতীত যদি কাহারও ক্ষমতা থাকে তাহাকেও ডাকিয়া যদি পার তাহা হইলেও তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ কর।"

এই ধরনের আয়াত প্রথমে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়া মক্কাবাসীকে জব্দ করিয়া কুরআন ও কুরআনের নবীর বিশুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণ করে। অতঃপর মদীনায়ও একই উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আয়াতটির অন্তর্গত مثله শব্দের সর্বনাম দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। এক দলের মতে এই সর্বনাম দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হইয়াছে। তখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় কুরআনের সূরার মত কোন সূরা রচনা করিয়া দেখাও।' অপর দল বলেন, উক্ত সর্বনামটি দ্বারা মহানবী (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায়–'মুহাম্মদের মত নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে যদি এরূপ সূরা তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তোমরাও করিয়া দেখাও।'

প্রথম অভিমতের প্রবক্তা হইলেন মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)। ইব্ন জারীর, তাবারী, যামাখশারী, ইমাম রাযী প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত উমর, ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বুসরী (র) সহ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ হইতেও এই অভিমতেরই সমর্থন মিলে।

প্রথমোক্ত অভিমতের প্রাধান্য লাভের আরও কারণ আছে। এক, ইহা দ্বারা এককভাবে ও সমবেতভাবে উভয় পন্থায়ই সকলের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিতের যেমন পার্থক্য করা হয় নাই, তেমনি পার্থক্য করা হয় নাই আহলে কিতাব-গায়ের আহলে কিতাবেরও। সুতরাং ইহা নিরক্ষরদের প্রতি চ্যালেঞ্জের তুলনায় ব্যাপক ও সার্বজনীন। দুই. উপরোক্ত অন্য আয়াতে 'অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করিয়া দেখাও' বাক্যাংশটিও প্রমাণ করে যে, উক্ত সর্বনামটির ইঙ্গিত কুরআনের প্রতি, মুহাম্মদের প্রতি নহে। তিন, কুরআনের এই বারংবার চ্যালেঞ্জে আরবী ভাষাবিদ, কবি, সাহিত্যিক যাহার সাহায্য নিয়া সম্ভব তাহাদের সকলকেই শামিল করার আহ্বান জানানো হইয়াছে। তাই ইহা বিশেষ শ্রেণীর চ্যালেঞ্জ নহে; বরং সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি সর্বকালের জন্য সার্বিক চ্যালেঞ্জ। ফলে বারংবার ইহার উল্লেখ আসিয়াছে এবং পরিশেষে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে,তোমরা পার নাই আর কখনও পারিবে না।' মূলত মক্কা ও মদীনার তদানীন্তন সুধীমণ্ডলী চরম বিরোধী মনোভাব রাখিয়াও এই চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কুরআন কিংবা উহার দশটি সূরা অথবা উহা ক্ষুদ্রতম সূরাটির কোন আয়াতের অনুরূপ কিছু রচনা করিতেও অপারগ রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা لَنْ تَفْعَلُوْا (কখনই পারিবে না) ঘোষণা দ্বারা চ্যালেঞ্জের উপসংহার টানিলেন।

لَنْ تَفْعَلُوْا শব্দে ব্যাকরণবিধি অনুসারে ভবিষ্যৎ কালের নিশ্চিত না সূচক (نفى تاكيد) অব্যয় لن ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কুরআন পাকের অন্যতম মু'জিযা। একমাত্র কুরআনই নির্দ্বিধায় সর্বকালের স্বীয় অবিসংবাদিতার ঘোষণা দিতে পারে। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে এইরূপ রচনা কখনও কাহারো পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভবপর নহে। নিখিল সৃষ্টির যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহার রচনার সমকক্ষ কিছু রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে? কুরআন নিয়া যাহারা গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করিয়াছে, তাহারা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ইহার ভাষাশৈলীগত বাহ্যিক রূপ ও মর্মগত আত্মিক স্বরূপ উভয় দিক দিয়াই ইহা অতুলনীয় ও অবিসংবাদিত। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

"الٓرٰ - كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ" "ইহা এমন কিতাব যাহার আয়াতগুলি প্রথমে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। অতঃপর মহাজ্ঞানী ও মহাসংবাদ দাতার তরফ হইতে উহার বিশদ রূপ দান করা হইয়াছে।"

তাই কুরআনের ভাষা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ও উহার মর্ম অতিশয় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। ভাব ও ভাষা উভয় দিক দিয়াই উহা নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর। সমগ্র জগত উহার সমকক্ষতার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অপারগতার স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। উহাতে একদিকে যেমন অতীতের ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলীও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হইয়াছে। ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ সম্পর্কিত সকল কিছুই সুনিপুণভাবে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করিলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا "তোমার প্রতিপালক তাঁহার বাণীকে সত্য ও সঙ্গতভাবেই পূর্ণাঙ্গতা দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ সংবাদদাতা হিসাবে সত্য সংবাদ ও বিধান দাতা হিসাবে ন্যায়ানুগ বিধান প্রদান করিয়াছেন। ইহার প্রতিটি বিষয়ই সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ও পথ প্রদর্শক। ইহাতে কোন

রূপকথা, কিংবদন্তী ও কিংবা কাল্পনিক মিথ্যাচারের লেশমাত্র নাই। মিথ্যা ও কল্পনার ছড়াছড়ি ছাড়া কবিদের কাব্যগাথা রচিত হয় না। উহা ছাড়া নাকি তাহাদের কবিতা-কাব্যের আকর্ষণ উৎকর্ষ সৃষ্টি হয় না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ اَعْجَبُهُ اَكْذَبُهُ

অর্থাৎ কল্পনাপ্রসূত মিথ্যার প্রলেপ যত বেশী থাকিবে, কবিতার সৌন্দর্য, কমনীয়তা, মাধুর্য ও মাদকতা ততই বিকশিত হইবে ও পাঠককুলের কাছে তত বেশী সমাদৃত হইবে। উহার অবর্তমানে কবিতা হইবে নিষ্প্রাণ ও ব্যর্থ। তাই বড় বড় কবিরা বিরাট বিরাট কাব্য নারীর রূপ-গুণকীর্তন, পানীয় ও পানপাত্রের বিবরণ, উট-ঘোড়ার সৌন্দর্য বর্ণনা, ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা অর্চনা, যুদ্ধ বিগ্রহের লোমহর্ষক কাহিনী ও বিস্ময়কর চাতুর্যকলা কিংবা ভীতিপ্রদ রোমাঞ্চকর গল্প-গুজবে ভরপুর। উহা দ্বারা কবির শিল্প সৌকর্য ও অন্তর্লীণ মনোবিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে বটে; কিন্তু মানব সমাজ আদৌ উপকৃত হয় না। গোটা কাব্যের দু'একটি পংক্তি ছাড়া সবটুকুই অর্থহীন প্রলাপে পর্যবসিত হয়।

পক্ষান্তরে আল্-কুরআনের আগাগোড়া অত্যন্ত উঁচুমানের বাকভঙ্গী ও অতুলনীয় ভাষালংকারে সমুজ্জ্বল ও অনুপম উপমায় সুষমামণ্ডিত প্রতীয়মান হইবে। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষী মণ্ডলীই কেবল কুরআনের ভাষাশৈলী ও ভাব সম্পদের গভীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ। কুরআন যখন কোন সংবাদ পরিবেশন করে, হউক তাহা দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব, একবারের জায়গায় যদি তাহা বারংবারও বলা হয়, তথাপি উহার স্বাদ ও মাধুর্যে বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। যতই পাঠ করিবে ততই যেন অনির্বচণীয় এক স্বাদে চিত্ত উত্তরোত্তর আপ্লুত হইয়াই চলিবে। উহার পৌনঃপুনিক পাঠে যেমন সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তেমনি অসাধারণ পাঠকরাও বিন্দুমাত্র অস্বস্তিবোধ করেন না।

আল্-কুরআনের সতর্ক বাণী ও ভীতি প্রদর্শনমূলক বক্তব্যসমূহ অবলোকন ও অনুধাবন করিলে সুকঠিন মানবাত্মা তো দূরের কথা, সুদৃঢ় পর্বতমালা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত ও প্রকম্পিত না হইয়া পারে না। তেমনি উহার আশ্বাসবাণী ও পুরস্কার বিবরণী অবলোকন ও অনুধাবন করিলে অন্ধ মনের বন্ধ দুয়ার প্রলুব্ধ ও উন্মুক্ত হইয়া যায়, রুদ্ধ কর্ণ কুহরও প্রত্যাশ্যার পদধ্বনি শুনিতে পায় আর মৃত অন্তরাত্মা ইসলামের অমিয় সুধা পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই সব কিছু মিলিয়া অজান্তে হৃদয়রূপ বেতারযন্ত্রে বাজিয়া ওঠে আরশের আকাশ বাণীর প্রচারিত আল্লাহ্ প্রেমের মন মাতানো রাগ-রাগিণীর সুমধুর সুর লহরী। এখানে কয়েকটি আয়াত উদাহরণ স্বরূপ পেশ করিতেছি। যেমন উদ্দীপক বাণী ঃ

فَلَاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"নেক কাজের প্রতিদানে নয়ন জুড়ানো কি জিনিস নয়নের অগোচরে বিরাজ করিতেছে তাহা কেহই জানে না।"

অথবা ঃ

وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الاَعْيُنُ - وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"উহাতে (জান্নাতে) মনের চাহিদা মিটানো আর নয়নের পরিতৃপ্তি লাভের সমস্ত ব্যবস্থাই বিদ্যমান। সেখানে তোমাদের অবস্থান হইবে চিরন্তন।"

কিংবা ভীতিপ্রদ বক্তব্য ঃ

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ "ভূখণ্ডের কোন এক দিক তোমাদের সহ ধ্বসিয়া যাওয়া সম্পর্কে তোমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া গেলে?"

অথবা ঃ

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُوْرُ ـ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ـ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ ـ

"তোমরা কি উর্ধ্বজগতের সেই প্রবলতম সত্তার ব্যাপারে নির্ভিক হইলে, যিনি তোমাদিগকে অকস্মাৎ ভূমি সহ ধ্বসাইয়া দিবেন? তোমরা কি মহাকাশের সেই মহাপ্রতাপান্বিত সত্তার ব্যাপারে বেপরোয়া হইলে, যিনি মহাশূন্য হইতে কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন? শীঘ্রই এই সতর্কতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিবে।"

কিংবা হুঁশিয়ারীমূলক ঃ

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ "আমি প্রত্যেককেই পাপের জন্য পাকড়াও করি।"

অথবা ঃ

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَاءَ هُمْ مَاكَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ـ مَا أَغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ـ

"তুমি কি দেখ নাই আমি বেশ কয়েক বৎসর তাহাদিগকে ফায়দা লুটিবার সুযোগ দিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সামনে প্রতিশ্রুত ব্যাপার হাজির হইয়াছে। তখন ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাহাদের কোন উপকারে আসে নাই।"

আল-কুরআনকে এইভাবে ভাব ও ভাষায় সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত করা হইয়াছে। ইহার বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। ভাষালংকারের ঔজ্জ্বল্য, উপদেশের প্রাচুর্য, যুক্তি প্রমাণের অজস্রতা ও তত্ত্বজ্ঞানের বহুলতা কুরআনকে গ্রন্থ জগতে অবিসংবাদীতা দান করিয়াছে। বিধি-নিষেধের বাণীসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়ানুগ, কল্যাণকর, আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) সহ অনেক বিশেষজ্ঞ মনীষী বলিয়াছেন-'ইয়া আইউহাল্লাযীনা আমানূ' শুনার সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া পরবর্তী বক্তব্য শুন। কারণ, উহার পর হয় কোন কল্যাণের পথে ডাকা হইবে, নয় তো কোন অকল্যাণ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইবে।

আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ـ

'(আল-কুরআন) তাহাদিগকে ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করে এবং তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহ অবৈধ করে আর পায়ের বেড়ী ও গলার ফাঁস হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়।'

আল-কুরআনের কিয়ামত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ সেই দিনের বিভীষিকাময় বর্ণনা, জান্নাতের সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবরণ, জাহান্নামের অপরিসীম দুঃখ দুর্দশার চিত্র, নেককারদের বিভিন্ন লোভনীয় পুরস্কার ও বদকারদের নানাবিধ ভয়াবহ শাস্তি, পার্থিব জগতের সহায়-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অসারতা ও পারলৌকিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবিনশ্বরতা ইত্যাকার শিক্ষা ও কল্যাণমূলক আলোচনায় ভরপুর। এই সব বর্ণনা মানুষকে ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করে, হৃদয়কে সন্ত্রস্ত ও বিগলিত করে এবং শয়তানের প্ররোচনাসৃষ্ট অন্তরের কালিমা ধুইয়া-মুছিয়া সাফ করিয়া দেয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ মানুষের আস্থা লাভের জন্য প্রত্যেক নবীকে কিছু কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে। আমার মু'জিযা হইল আল-কুরআন। তাই আমি আশা রাখি যে, অন্যান্য নবীর তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হইবে। (কারণ, অন্যান্য নবীর মু'জিযা তাহাদের ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল-কুরআন মহানবী (সা)-এর ইন্তেকালের পরেও বর্তমান রহিয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা বহাল থাকিবে।)

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী (সা)-এর উক্তি 'আমার মু'জিযা হইল আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ'-এর তাৎপর্য এই যে, তাঁহাকে প্রদত্ত আল-কুরআন সর্বকালের সকল মানুষের কাছে অবিসংবাদী গ্রন্থরূপে বিরাজ করিবে। কোন কালের কোন মানুষই ইহার শ্রেষ্ঠত্বের কাছে মাথা নত না করিয়া পারিবে না। এই অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আর কোন আসমানী গ্রন্থের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তাই আল-কুরআন যুগে যুগে মহানবী (সা)-এর নবূওতকেও সত্যায়িত করিয়া চলিবে। অবশ্য আল কুরআন ছাড়াও মহানবী (সা)-এর অন্যান্য মু'জিযা রহিয়াছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

আল-কুরআনের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত ও মু'তাযিলা শাস্ত্রবিদগণ অনেক যুক্তি প্রমাণ তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্যের সারকথা হইল এই, কুরআন মুলতই সৃষ্টিকর্তার অবতীর্ণ কিতাব বিধায় কোন সৃষ্টির পক্ষে উহার মত কিছু রচনা করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই উহার অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্য। পক্ষান্তরে যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হয় যে, কুরআন স্রষ্টার অবতীর্ণ গ্রন্থ নহে, তাই উহার মত কিছু রচনা করা কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব, তাহা হইলেও কুরআনের বারংবার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বের উহার কট্টর বিরোধীরাও অদ্যাবধি উহার মত কিছু রচনা করিতে চরম অপারগতা প্রকাশ করায় কুরআনের অপ্রতিদ্বন্দ্বীতা সুপ্রমাণিত সত্যে পরিণত হইল। ইমাম রাযী এই প্রসঙ্গে কুরআনের ক্ষুদ্রতর সূরা 'আল আস্‌র'-এর অনুরূপ কিছু রচনা করিতেও বিরুদ্ধবাদীদের ব্যর্থতার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَقُوْدُوْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ আয়াতাংশের وقودها শব্দের, و অক্ষরটি যবর দিয়া পাঠ করা হয়। তাই ইহার অর্থ হইতেছে 'যাহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়।' যেমন কাষ্ঠ। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا . "জালিমগণ জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হইবে।"

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ - لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا - وَكُلٌّ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যমণ্ডলী অবশ্যই জাহান্নামের কাষ্ঠে পরিণত হইবে। তোমরা সকলেই উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। তোমাদের উপাস্যরা যথার্থ প্রভু হইলে কখনই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইত না অথচ উহারা হইবে জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা।"

এখানে حِجَارَةٌ বলিতে সুকঠিন বিশাল কালো গন্ধক পাথরকে বুঝানো হইয়াছে। উহা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইলে উহার উত্তাপ তীব্রতর ও স্থায়ী হয়। ইহা হইতে আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে রক্ষা করুন।

আবদুল মালিক ইব্‌ন মাইসারাহ আয যাররদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত ও আমর ইব্‌ন মায়মূন ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الْحِجَارَةُ। অর্থ বিরাট কালো গন্ধক পাথর। আল্লাহ্ পাক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময়ই কাফিরদের জন্য উহা সৃষ্টি করিয়া প্রথম আসমানে রাখিয়া দিয়াছেন।' ইব্‌ন জারীরও একই ভাষায় হাদীসটি বর্ণনা করেন। আবূ হাতিমও উহা উদ্ধৃত করেন। হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক'-এ উহা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তমাফিক হইয়াছে।

আস্ সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ মালিক, আবূ সালেহ্, ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ ইব্‌ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়–আয়াতাংশের অর্থ হইল, 'তোমরা সেই অনলকুণ্ড হইতে বাঁচিয়া থাক যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর।" এখানে পাথর বলিতে কালো গন্ধক পাথরের কথা বুঝানো হইয়াছে। উহা দ্বারা আগুন প্রজ্বলিত করিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

মুজাহিদ বলেন ঃ মৃত লাশের দুর্গন্ধের চাইতেও গন্ধক পাথরের দুর্গন্ধ তীব্রতর হইবে।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন আলী বলেন ঃ এখানে পাথর দ্বারা গন্ধক পাথর বুঝানো হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন ঃ জাহান্নামে কালো গন্ধক পাথর থাকিবে। আমাকে আমর ইব্‌ন দীনার বলিয়াছেন–ইহা দ্বারা বিশাল কালো গন্ধক পাথরের কথা বলা হইয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার বলেন ঃ الْحِجَارَةُ। বলিতে মূর্তি ও প্রতিমায় ব্যবহৃত পাথরের কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের অন্যান্য উপাস্য প্রভুরা জাহান্নামের কাষ্ঠ হইবে।"

ইমাম কুরতুবী এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম রাযীও এই অভিমতের প্রবক্তা। তাঁহারা উভয়ই এই ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাহারা বলেন–গন্ধক পাথর দ্বারা আগুন জ্বালানো কোন নতুন কথা নহে। সুতরাং এখানে প্রতিমা ও দেব-দেবীর আকার বিশিষ্ট পাথর হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

অবশ্য তাহাদের এই যুক্তি যথাযথ নহে। কারণ, গন্ধক পাথরের জ্বালানো আগুন অন্যান্য বস্তুর সাহায্যে জ্বালানো আগুনের তুলনায় অনেক বেশী তীব্র। উহার উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতা সর্বাধিক। সুতরাং প্রথমোক্ত অন্যান্য ব্যাখ্যাকারের অভিমতই গ্রহণযোগ্য। মূলত আয়াতের

উদ্দেশ্য হইল জাহান্নামীদের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির উত্তপ্ততা ও দহন ক্ষমতার তীব্রতা বর্ণনা করা। সেক্ষেত্রে প্রতিমা-মূর্তির সাধারণ পাথরের চাইতে গন্ধক পাথর বহুগুণ বেশী কার্যকর। তাই প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَا هُمْ سَعِيْرًا "যখন অগ্নি শিখার তীব্রতা কমিয়া যায়, তখন আমি উহা বাড়াইয়া দেই।"

ইমাম কুরতুবীও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার মতে এখানে সেই পাথরকেই বুঝানো হইয়াছে যাহা আগুনের তীব্রতা ও দহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কার্যকর। কারণ, জাহান্নামীদেরকে কঠোর শাস্তিদান এখানে উদ্দেশ্য। এই ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর নিকট হইতে বর্ণিত অনেক হাদীস পাওয়া যায়। একটি হাদীস এই ঃ

كل مؤذ فى النار ইহার অর্থ দুইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এক. 'মানুষকে কষ্টদায়ক প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে।' দুই. 'জাহান্নামে প্রত্যেক শ্রেণীর কষ্টদায়ক বস্তু থাকিবে।' অবশ্য হাদীসটি ত্রুটিমুক্ত ও সুপরিচিত নহে।

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। এখানে اعدت এর অন্তর্গত সর্বনামটির ইঙ্গিত সুস্পষ্টতই মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্বলিত জাহান্নামের দিকে। অবশ্য উক্ত সর্বনামটি পাথরের স্থলাভিষিক্তও হইতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়ায়, পাথরগুলি কাফিরদের শাস্তি প্রদানের জন্য তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত এই অর্থ দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একটি অপরটির পরিপূরক ও পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আগুন ছাড়া যেমন পাথর জ্বলে না, তেমনি পাথর ছাড়া আগুনের দহন ক্ষমতা বাড়ে না। সুতরাং উভয় বস্তুইও কাফিরদের কঠোর শাস্তি বিধানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক এই মর্মে একটি হাদীস মুহাম্মদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন–কাফিরদের জন্য সেইগুলি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ প্রমাণ দেন যে, 'সৃষ্টির সূচনাকাল হইতেই জাহান্নাম তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে।' জাহান্নাম যে বাস্তব আকারে বর্তমানে রহিয়াছে তাহার প্রমাণ অনেক হাদীস দ্বারাই পাওয়া যায়। যেমন–জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়ার বর্ণনা, জাহান্নামের প্রার্থনা মোতাবেক উহাকে বৎসরে শীত ও গ্রীষ্মে দুই বার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অনুমতি প্রদানের বর্ণনা ইত্যাদি। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, আমরা একটি বিকট শব্দ শুনিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঃ

'ইহা সত্তর বৎসর পূর্বে জাহান্নামের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত পাথরের জাহান্নামে পতিত হওয়ার আওয়াজ।' তেমনি সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কিংবা মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণনামূলক হাদীসসমূহেও প্রমাণ মিলে যে, আল্লাহ্ পাক জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। তবে মু'তাযিলাগণ অজ্ঞাতবশত ইহা স্বীকার করে না। অবশ্য স্পেনের কাজী মান্‌যার ইব্‌ন সাঈদ আল বালুতী ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মু'তাযেলী হইয়াও তিনি জান্নাত-জাহান্নাম বর্তমান থাকিবার অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ আলোচ্য আয়াতাংশ ও সূরা ইউনুসের بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ আয়াতাংশের বক্তব্য হইতেই বুঝা যায় যে, কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ উহার ছোট বড় যে কোন সূরার বেলায়ই প্রযোজ্য। কারণ, ব্যাকরণবিদদের মতে শর্তের সহিত অনির্দিষ্ট বিশেষ্য যুক্ত হইলে উহার যে কোন অংশের ক্ষেত্রেই উহা প্রযোজ্য, বিশেষ ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ছোট বড় সকল সূরাই যে অবিসংবাদিতার দাবীদার তাহা প্রমাণিত হইল। তাই এই ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারগণ শ্রেণী নির্বিশেষে মতৈক্য পোষণ করেন।

ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উহার মীমাংসা প্রদান করেন। তিনি বলেন ঃ যদি প্রশ্ন করা হয় যে, فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ চ্যালেঞ্জের আওতায় সূরা আল্ আসর, সূরা কাওসার ও সূরা কাফিরূন-এর মত ক্ষুদ্র সূরা শামিল করা হইলে এই ধরনের কিংবা উহার কাছাকাছি সূরা রচনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। সেক্ষেত্রে এগুলিকে চ্যালেঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা দীনের উপর অপবাদ চাপানোর নামান্তর নহে কি? ইহার জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই সকল সূরা যদি ভাষালংকারের বিচারেও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া চলে তাহা হইলেও আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এই জবাব আমাদের নিকট দুর্বলতর বিবেচিত হইতে পারে। উহার আরেক জবাব হইল এই, যদি তাহা সম্ভব বলিয়া আপাতত মানাও হয়, তথাপি উহার চরম বিরুদ্ধবাদীরাও উহা করিতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ায় আমাদের দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের প্রধান যুক্তি হইল এই যে, স্রষ্টার ছোট বড় কোন বাণীর সমকক্ষ বাণী সৃষ্টি করা কোন সৃষ্টির পক্ষে আদৌ সম্ভব নহে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, মানুষ যদি শুধু সূরা আল্ কাওসার নিয়া চিন্তা-ভাবনা করে তাহা হইলেই কুরআনের যে কোন অংশের অবিসংবাদী হওয়া সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত হইতে পারে। আমর ইবনুল আস (রা) হইতে আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদল প্রতিনিধিসহ মুসায়লামাতুল কায্যাবের কাছে গিয়াছিলেন। মুসায়লামা তাহাকে প্রশ্ন করিল—তোমাদের মক্কার বন্ধুর নিকট সদ্য কি কোন ওহী নাযিল হইয়াছে? তিনি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, তাহার নিকট অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ এক অনুপম সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। সে প্রশ্ন করিল—উহা কি? তিনি জবাবে সূরা আল্ কাওসার পাঠ করিলেন। সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—আমার উপরও তদ্রূপ একটি সূরা নাযিল হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তাহা কোন সূরা? সে জবাবে পাঠ করিল ঃ

يا وبر يا وبر - انما انت اذنان وصدر - وسائرك حقرفقر -

"হে ইঁদুর! হে ইঁদুর! তোর আছে শুধু দুইটি কান ও বুক। আর তো সবই তোর নগণ্য ও হীন।"

উহা পাঠান্তে সে জিজ্ঞাসা করিল—সূরাটি কিরূপ হে আমর! তিনি জবাব দিলেন—আল্লাহ্র কসম! তুমি অবশ্যই জান যে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানি।

(٢٥) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَّهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

২৫. যাহারা ঈমানদার ও নেক কাজ করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই জান্নাতের সুসংবাদ দাও যাহার নিম্নভাগে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। যখন তোমাদিগকে উহা হইতে ফলমূল খাইতে দেওয়া হইবে, তখন বলিবে, ইহা তো আমাদিগকে পূর্বেও দেওয়া হইত; দৃশ্যত তাহাদিগকে পূর্বানুরূপ ফলমূলই দেওয়া হইবে। সেখানে তাহাদের জন্য পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ রহিয়াছে এবং তাহারা সেখানে অনন্তকাল অবস্থান করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ও রসূলের দুশমনদের কুফরী ও নিফাকের জন্য নির্ধারিত কঠোর শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা প্রদানের পরক্ষণেই স্বীয় বন্ধুদের ঈমানদারী ও নেক আমলের অশেষ মর্যাদা ও পুরস্কারের বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। এই কারণেই কুরআন পাক 'মাছানী' নামে অভিহিত বলিয়া একদল আলিম অভিমত প্রকাশ করেন। এই অভিমতটি সঠিক। আমি যথাস্থানে সবিস্তারে ইহা আলোচনা করিব। উহাতে দেখাইব, কুরআনে সাধারণত ঈমানের পাশাপাশি কুফরীর, সৎ কাজের পাশাপাশি অসৎ কাজের, ভালর পাশাপাশি মন্দের, জান্নাতের পাশাপাশি জাহান্নামের এক কথায় পরস্পর বিপরীত বিষয়গুলি পাশাপাশি উল্লেখ করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–'নেককার ঈমানদারদের খবর দাও, তাহাদের জন্য রহিয়াছে পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান জান্নাত।' এখানে জান্নাতের অবস্থান ও উহার কিছু পরিচয় তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, উহার বাগ-বাগিচা ও ঘর-বাড়ী বিরাজমান এবং সেইগুলির পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান রহিয়াছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–জান্নাতের পাদদেশে প্রবহমান নহরগুলি (লেকের মতই) অগভীর হইবে, আর হাউজে কাওছারের দুই তীরে লালা-মতির গড়া বিরাট প্রাসাদ সাজানো রহিয়াছে। উহার মাটি মিশ্‌কে আম্বরের সুগন্ধে ভরপুর। উহার পথে বিছানো কাঁকরগুলো হইল লাল-জহরত, পান্না-চুন্নি সদৃশ। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে উহার প্রত্যাশী। তিনি পরম করুণাময় ও অশেষ দানশীল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে রবী' ইব্‌ন সুলায়মান বর্ণনা করেন, তাঁহাকে আসাদ ইব্‌ন মূসা, তাঁহাকে আবূ ছওবান, তাঁহাকে আতা ইব্‌ন কুর্‌রা ও তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জমরা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি শুনান ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতের নহরগুলি টিলার তলদেশ কিংবা মিশ্‌কের পাহাড়ের পাদদেশে হইতে প্রবাহিত হয়।"

আবূ হাতিম আরও বলেন–আমাদের নিকট আবূ সাঈদ ওয়াকী' আ'মাশ হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুর্‌রাহ হইতে ও তিনি মাসরূক হইতে এই হাদীসটি শুনান ঃ জান্নাতের নদী-নালা মিশকের পাহাড় হইতে প্রবাহিত হইতেছে।

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ مِنْ قَبْلُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও একদল সাহাবা হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিত এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ

"পূর্বেও আমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে"–কথাটির তাৎপর্য এই যে, পার্থিব জগতের ফল-মূলের অনুরূপ ফলমূল জান্নাতে পাইয়া তাহারা বলিবে, ইহা তো আমরা দুনিয়াতেও পাইয়াছিলাম। কাতাদাহ এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরামা বলেন–ইহার অর্থ হইল, 'গতকাল যাহা পাইয়াছিলাম, আজও তাহাই পাইলাম।' রবী' ইব্ন আনাস এই ব্যাখ্যার সমর্থক। উহার ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'ইহা পূর্বের মতই দেখায়।' ইব্ন জারীরও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, জান্নাতে প্রদত্ত ফলমূলের পারস্পরিক সাদৃশ্য এত বেশী থাকিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন ফলমূল দেখিয়াও জান্নাতীরা বলিবে, ইহাতো পূর্বেও পাইয়াছি।

وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا আয়াতাংশ সম্পর্কে সুনায়দ ইব্ন দাউদ বলেন–আমাদের কাছে মাসীসার শায়েখ আওযাঈর বরাতে ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীরের এই বর্ণনাটি শুনান ঃ জান্নাতীগণকে খাঞ্চাপূর্ণ আহার্য দান করা হইলে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর অন্য আহার্য প্রদান করা হইলে তাহারা বলিবে, এই বস্তুই তো আমাদিগকে পূর্বে দেওয়া হইত। তখন ফেরেশতাগণ বলিবেন–আকার-আকৃতি একরূপ হইলেও স্বাদ ও প্রকৃতি ভিন্ন।

ইমাম আবূ হাতিম বলেন–আমাদিগকে আমার পিতা, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান ও তাঁহাকে আমির ইব্ন ইয়াসাফ ইয়াহিয়া ইব্ন কাছীর হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ জান্নাতের তৃণ হইবে জাফরানী রঙের এবং উহার টিলাগুলি মিশকের ঘ্রাণে ভরপুর হইবে। গেলমানগণ খাঞ্চা ভরা ফল-মূল লইয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরিতে থাকিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে আহার করিবে। দ্বিতীয়বার অনুরূপ ফল-মূল লইয়া আসিলে তাহারা বলিবে, ইহাতো তোমরা একটু আগেই আমাদিগকে খাওয়াইয়াছ। তখন গেলমানরা বলিবে–ইহা খাইয়া দেখুন, রঙ-রূপ এক দেখা গেলেও স্বাদ-স্বরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا-এর তাৎপর্য ইহাই।

وَاُوْتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাসের বরাত দিয়া আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'জান্নাতের ফলমূলসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হইলেও স্বাদ হইবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।' ইব্ন আবূ হাতিম, রবী' ইব্ন আনাস ও সুদ্দী হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ইব্ন জারীর সুদ্দীর সনদে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইব্ন মাসউদও একদল সাহাবা হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও সুদ্দীর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতী ফলমূলের পারস্পরিক সাদৃশ্যতা হইবে বাহ্যিক আকার-আকৃতির, স্বাদ-প্রকৃতির নহে। ইব্ন জারীর এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন।

ইকরামা বলেন–বেহেশতের ফলমূল দুনিয়ার ফলমূলের সহিত দৃশ্যত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে বটে, কিন্তু দুনিয়ার ফলমূলের চাইতে বেহেশতের ফলমূল অনেক উত্তম হইবে।

সুফিয়ান ছাওরী আ'মাশ হইতে, তিনি আবূ জবিয়ান হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'দুনিয়ার কোন বস্তুই জান্নাতের কোন বস্তুর মত হইবে না, কেবলমাত্র নাম ছাড়া। অন্য এক হাদীসেও ইহার সমর্থন মিলে। উহাতে বলা হইয়াছে, 'দুনিয়ার কোন বস্তুই জান্নাতে পাওয়া যাইবে না, শুধু উহার নাম পাওয়া যাইবে।' বর্ণনাটি আবূ মু'আবিয়া হইতে ছওরী ও ইব্ন আবূ হাতিমের মাধ্যমে ইব্ন জারীর উদ্ধৃত করেন। আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন–জান্নাতীরা দুনিয়ার ফলমূলের মতই জান্নাতী ফলমূল দেখিয়াও বলিতে পারিবে, উহা আঙ্গুর, ইহা আপেল ইত্যাদি। তাই তাহারা বলিবে, ইহাতো আমরা দুনিয়াতেও খাইয়াছি। সুতরাং জান্নাতের ফলমূল দৃশ্যত দুনিয়ার ফলমূলের মতই হইবে, তবে স্বাদ হইবে ভিন্নতর।

لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাত দিয়া ইব্ন আবূ তালহা বলেন- জান্নাতের দম্পতি সর্বপ্রকার অপবিত্রতা ও কষ্ট হইতে মুক্ত হইবে। মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা ঋতুস্রাব, মল-মূত্র, সর্দি-কাশি, বীর্য-প্রসূতি ইত্যাকার সকল ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত থাকিবে। কাতাদাহ বলেন– জান্নাতের দম্পতিগণ দৈহিক ও আত্মিক সর্ববিধ অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকিবেন। তিনি অপর এক বর্ণনায় বলেন ঃ তাহাদের ঋতুস্রাব কিংবা অন্য কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না। আতা, হাসান, যিহাক, আবূ সালেহ, আতিয়্যা ও সুদ্দী প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন জারীর বলেন– আমার কাছে ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইব্ন ওহাব আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের হুরগণ এমন পূত-পবিত্র হইবেন যে, তাহাদের কখনও ঋতুস্রাব হইবে না। হযরত হাওয়া (আ)-কে তদ্রূপ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তাই তিনি আল্লাহ্র নাফরমানী করিলে আল্লাহ্ পাক তাহাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে জান্নাতে পূত-পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলাম। শীঘ্রই তোমাকে এই (গন্দম) বৃক্ষের মতই ঋতু প্রভাবাধীন ও ফলপ্রসূ করিব। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল (গরীব)।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যাহ বলেন ঃ নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা), আবূ নাজরাহ, কাতাদাহ, শু'বা আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক, আব্দুর রায্যাক ইব্ন উমর আল বাযীঈ, মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ আলকিন্দী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল খাওয়ারী ও জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হরবের বর্ণিত একটি হাদীস ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়– وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ আয়াতাংশ সম্পর্কে নবী করীম (সা) বলেন, জান্নাতীরা মল-মূত্র, হায়েয-নিফাস, সর্দি-কাশি, থুথু-বমি ইত্যাকার ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও মুক্ত হইবে।

এই হাদীসটিও সনদের দিক দিয়া দুর্বল (গরীব)। অবশ্য হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক' সংকলনে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াকূব, আল হাসান ইব্ন আলী ইব্ন আফ্ফান ও মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দের ধারাবাহিক সনদে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া বলেন– হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। কিন্তু, তাঁহার এই দাবী পর্যালোচনা সাপেক্ষ বটে। কারণ, আব্দুর রায্যাক ইব্ন আমর আল বাযীঈ বলিয়াছেন, এই হাদীসের অন্যতম রাবী আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল্ বুস্তীর বর্ণনাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ নহে।

এ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, এই হাদীসের বর্ণনার সহিত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত কাতাদার বর্ণিত হাদীসের সুস্পষ্ট মিল রহিয়াছে। وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই, জান্নাতীরা উহাতে অনন্তকাল অবস্থান করিবে এবং ইহাই সৌভাগ্যের পূর্ণতা বটে। এই স্থানের মতই ইহার নিয়ামতসমূহও চিরস্থায়ী। এখানে মৃত্যু ও বিলুপ্তির বিভীষিকা চিরতরে অন্তর্হিত। জান্নাতীগণ এই স্থান ও ইহার নিয়ামত হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। এখানে অনন্তকাল পর্যন্ত তাহারা অজস্র নিয়ামত ভোগ করিতে থাকিবে। মহা মহীয়ান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে জান্নাতীগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অসীম দয়ালু ও অপরিসীম দাতা।

কুরআনে প্রদত্ত উপমা ও ইহার প্রতিক্রিয়া

(٢٦) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ

(٢٧) الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মশা কিংবা তদুর্ধ্ব কিছু দ্বারা উদাহরণ দিতে লজ্জা পান না। অনন্তর যাহারা ঈমানদার, তাহারা জানেন, নিশ্চয় উহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির, তাহারা বলে, এই (তুচ্ছতম) উদাহরণ পেশের ভিতর আল্লাহ্‌র কি অভিপ্রায় রহিয়াছে? (এইভাবে) অনেককে উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট রাখেন ও অনেককে আবার পথপ্রাপ্ত করেন। মূলত ফাসিকগণ ব্যতীত কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না।

২৭. তাহারাই আল্লাহ্‌র সহিত সুদৃঢ় ওয়াদা করিয়া উহা ভঙ্গ করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারাই নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত।'

তাফসীর ঃ ব্যাখ্যাকার আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে মুর্‌রা, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ্ ও আবূ মালিকের পর্যায়ক্রমিক একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয়– মুনাফিকদের উপমা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ। مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا আয়াত ও اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ আয়াত সম্পর্কে মুনাফিকরা প্রশ্ন তুলিল, মহান আল্লাহ্ কখনও এই সব নগণ্য ও ক্ষুদ্র উপমা পেশ করিতে পারেন না। এই প্রশ্নের জবাবেই উপরোক্ত আয়াতদ্বয় অবতীর্ণ হয়।

মুআম্মার ও কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া আবদুর রায্যাক বলেন ঃ

আল্লাহ্ পাক যখন পাক কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির উপমা পেশ করেন, তখন মুশরিকগণ বলিল, আল্লাহ্র কালামে মাকড়শা ও মশা-মাছির মত ক্ষুদ্র কীট-পতংগের উপমা দেওয়া হইবে কেন? তখন আল্লাহ্ পাক اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحِي اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত নাযিল করেন।

কাতাদাহর বরাত দিয়া সাঈদ বলেন– আল্লাহ্ পাক সত্য প্রকাশের জন্য ছোট বড় যে কোন বস্তুর উল্লেখ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। পাক কালামে মাকড়শা ও মশার উল্লেখ করা হইলে ভ্রান্ত লোকরা বলিল, এহেন ক্ষুদ্র বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করার ভিতর আল্লাহ্র কি অভিপ্রায় থাকিতে পারে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحِي اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত নাযিল করেন।

(আমার বক্তব্য) পূর্বোল্লেখিত কাতাদাহর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আসলে তাহা ঠিক নহে। পরে কাতাদাহর উদ্ধৃতি দিয়া সাঈদ যাহা বর্ণনা করেন তাহাই সঠিক মনে হইতেছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জারীরও মুজাহিদের বরাতে কাতাদাহ হইতে বর্ণিত দ্বিতীয় ভাষ্যের অনুরূপ ভাষ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও সুদ্দী ও কাতাদাহর অনুরূপ ভাষ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন– আল্লাহ্ পার্থিব ভোগ বিলাসমত্ত দুনিয়াদার লোকদিগকে সতর্ক করার জন্য এই উদাহরণ পেশ করেন যে, মশা যতক্ষণ উপবাস থাকে, ততক্ষণ উহা বাঁচিয়া থাকে এবং যখনই সে আহার করিয়া মোটা-তাজা হয়, তখনই তাহার মৃত্যু হয়। উপমাটির তাৎপর্য এই যে, দুনিয়াদার মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকিয়া যখন ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা-তাজা হইতে থাকে, তখন অকস্মাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্র গজব পতিত হয়।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ 'যখন তাহারা আমার উপদেশের কথা ভুলিয়া যায়, তখন তাহাদের জন্য আমি প্রত্যেকটি বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেই।'

ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম, রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ অভিমতের সমর্থন মিলে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল নিয়া যে বিভিন্ন মত দেখা যায়, তাহার কোন্‌টি সত্য তাহা আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে ইব্ন জারীর সুদ্দীর বিবরণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, তাহার বর্ণনা পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা ছোট বড় যে কোন বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করিতে সংকোচ বোধ করেন না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা বর্ণনা করিতে ভীত হন না।

এই আয়াতাংশে ما শব্দটি স্বল্পতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবী ব্যাকরণের 'বদলের' নিয়মমাফিক بعوضة শব্দটি জবরের স্থানে অবস্থান করিতেছে। আরবীতে لاضربن ضربا ما অর্থ হইল 'আমি অবশ্যই খুব অল্প মারিব।' সুতরাং এখানে ما দ্বারা ক্ষুদ্রকায় বস্তু

বুঝানো হইয়াছে। অথবা এখানে بعوضة শব্দটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য এবং بعوضة শব্দটি উহার বিশেষণরূপে আসিয়াছে। ইব্‌ন জরীরের মতে এখানে ما শব্দটি اسم موصول (সংযোজক বিশেষ্য) এবং بعوضة শব্দটি তদনুসারে হরকত গ্রহণ করিয়াছে। আরবী ভাষায় ما ও من শব্দদ্বয় নিজ নিজ অবস্থানুসারে صله -কে হরকত প্রদান করে। কারণ, উহা কখনও نكره হয় এবং কখনও আবার معرفه হয়। হাস্‌সান বিন ছাবিতের একটি পংক্তিতে উহার ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ঃ

يكفى بنا فضلا على من غيرنا - حب النبى محمدايانا -

(মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য ভালবাসায় আমাদের অন্তর যে পরিপূর্ণ, অন্যান্যের উপর আমাদের মহত্ত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য ইহাই যথেষ্ট।)

কাহারও মতে, এখানে জেরদায়ক শব্দ উহ্য থাকায় بعوضة জবর বিশিষ্ট হইয়াছে। মূল বাক্যটি এইরূপ ছিল ঃ مَثَلاً مَّا بَيْنَ بَعُوْضَةً اِلى مَا فَوْقَهَا

ব্যাকরণবিদ কাসাঈ ও ফার্‌রা এই অভিমত পোষণ করেন। যিহাক ও ইবরাহীম ইব্‌ন আবলাহ পেশ দিয়া بعوضة পড়েন। ইব্‌ন জিন্নীর মতে يعوضة সংযোজক বিশেষ্য ما -এর صله হিসাবে বিরাজ করিতেছে। যেমন কালামে পাকে আছে ঃ تماما على الذى احسن 'পুণ্যবানকে পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।'

সিবুওয়াই বলেন, এখানে ما শব্দটি الذى শব্দের সমার্থক। সুতরাং ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, 'সমালোচক তোমার নিকট যাহা বলে আমি তদ্রূপ নহি।'

বস্তুত এখানে فما فوقها -এর অর্থ সম্পর্কে দুইটি মত দেখা যায়। প্রথম মত হইল এই, ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিক দিয়া ইহা হইতেও ক্ষুদ্রতর ও তুচ্ছতর বস্তুর উপমা দিতেও আল্লাহ্ তা'আলা সংকোচ বোধ করেন না। যেমন কেহ কাহারও কৃপণতা বা নীচতা সম্পর্কে কোন উপমা পেশ করিলে শ্রোতারা বলিয়া উঠে, সেই ব্যক্তি উহার চাইতেও অধম। কাসাঈ, আবূ উবায়দুল্লাহ প্রমুখ এই অভিমতের প্রবক্তা। হাদীস শরীফেও بعوضة শব্দ ব্যবহৃত হইয়া অনুরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছে। মহানবী (সা) বলেন ঃ

لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة - لما سقى الكافر منها شربة ماء

(পার্থিব জগতের মূল্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যদি মশার একটি ডানা সমতুল্য হইত, তাহা হইলেও তিনি কাফিরদিগকে উহার এক গ্লাস পানিও পান করিতে দিতেন না।)

দ্বিতীয় মত অনুসারে অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষুদ্রতম মশা হইতে শুরু করিয়া উপরের যে কোন বস্তুর উপমা দিতে লজ্জিত হন না। এই মতটির প্রবক্তা হইলেন কাতাদাহ ও ইব্‌ন দুআমা। আল্লামা ইব্‌ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর বর্ণিত এক হাদীসে এই মতের সমর্থন মিলে। মহানবী (সা) বলেন ঃ

ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها الا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة -

(কোন মুসলমান একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে কিংবা উহা হইতে কোন বড় আঘাত পাইলে উহার বিনিময়ে তাহার গুনাহ মার্জনা হয় এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।)

মোটকথা উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মশা কিংবা উহার ছোট ও বড় যে কোন বস্তুর সাহায্যে উপমা পেশ করিতে দ্বিধান্বিত হন না। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوْ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۔

'হে মানব! একটি উদাহরণ পেশ করা হইতেছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তোমরা যাহাদিগকে প্রভু বলিয়া ডাকিতেছ, তাহারা সকলে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিতে পারিবে না। তেমনি মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নিলেও তাহারা উহা ফেরৎ আনিবার ক্ষমতা রাখে না। বান্দা যেমন দুর্বল, মা'বূদও (তেমনি দুর্বল)। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۔ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۔

(আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তাহারা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যেন মাকড়শা। মাকড়শার বানানো আশ্রয়গৃহটি অবশ্যই সর্বাধিক নাজুক। তাহারা যদি ইহা জানিত।)

তিনি আরও বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ ۔ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ط وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ جْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۔ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وقف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ ۔

'তোমরা কি দেখ নাই কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উদাহরণ পেশ করেন? কলেমা তায়্যিবা যেন একটি পবিত্র বৃক্ষ। উহার শিকড় সুপ্রতিষ্ঠিত ও শাখা-প্রশাখা নভোমণ্ডলী জুড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় প্রতি মুহূর্তে উহা ফল দান করে। আল্লাহ্‌র এই উপমা প্রদান মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্য। তেমনি অপবিত্র কলেমার উপমা হইল একটি অপবিত্র বৃক্ষ। উহা ভূমির উপরে ভাসমান। উহার কোনই স্থিরতা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুদৃঢ় বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং জালিমদিগকে পথভ্রষ্ট রাখেন। আল্লাহ্‌র যেমন ইচ্ছা তেমনই করেন।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّايَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ 'আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক পরাধীন ভৃত্যের উপমা পেশ করিলেন, স্বেচ্ছায় যাহার কিছুই করার ক্ষমতা নাই।'

তিনি আরও বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ
اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَاْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ لا وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ـ

'আল্লাহ্ পাক দুই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করিতেছেন। একজন বোবা ও বধির ; সে কিছু করিতে পারে না, প্রভুর উপর বোঝা হইয়া আছে। অন্যজন ভাল কাজ করে ও ভাল কাজের নির্দেশ দেয়। উভয় কি সমান হইতে পারে?'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ط هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ
فِيْمَا رَزَقْنَاكُمْ ـ

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্ পাক তোমাদের দ্বারাই উদাহরণ পেশ করিতেছেন। আমি তোমাদিগকে যে সম্পদ দান করিয়াছি, তোমাদের ভৃত্যগণকে কি উহার অংশীদার মনে কর?'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُوْنَ 'আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করিতেছেন, যাহার সমমানের অনেক ঝগড়াটে অংশীদার রহিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعٰلِمُوْنَ 'এইসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য তুলিয়া ধরিয়াছি। তবে আলিম ছাড়া উহা কেহ বুঝিতে পারে না।'

আল-কুরআনে আরও অজস্র উদাহরণ বিদ্যমান। প্রথম যুগের কোন এক মনীষী বলিয়াছেন, আমি কুরআনের কোন উপমার তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হইলে অনুশোচনায় কাঁদিয়া ফেলি। কারণ, আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, এইসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য পেশ করিয়াছি বটে। কিন্তু আলিম ছাড়া কেহ উহা বুঝিতে পারিবে না।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলার যে কোন ছোট বড় উদাহরণের উপর ঈমান রাখে এবং উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। সেই সব উদাহরণ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদাহ বলেন ঃ 'ঈমানদারগণ জানে যে, এই উপমা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।' মুজাহিদ, হাসান ও রবী' ইব্ন আনাস অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদারগণ জানে যে, উহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রদত্ত সঠিক উপমা।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً আয়াতাংশের অনুরূপ আয়াত সূরা মুদ্দাচ্ছিরেও আসিয়াছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلاَّ مَلاَئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلاَيَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكَافِرُوْنَ ـ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً ط كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ط

'আমি জাহান্নামীদেরকে ফেরেশতা মুক্ত রাখি নাই এবং উহাদের সংখ্যাকে কাফিরদের দুর্ভাবনার ব্যাপারে পরিণত করিয়াছি। আহ্‌লে কিতাবগণও ইহা বিশ্বাস করে এবং ঈমানদারগণের ঈমান আরও বৃদ্ধি করে। এই বিষয়ে আহ্‌লে কিতাব ও ঈমানদারগণের কোন সংশয় নাই। কিন্তু ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোক ও কাফিররা প্রশ্ন তোলে, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কি বুঝাইতে চাহেন? এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট রাখেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। তোমার প্রতিপালকের সেনা-সৈন্যের হদিস তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও জানা নাই।'

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ـ وَمَايُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াত সম্পর্কে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক বর্ণিত এক হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হয় ঃ আয়াতে 'বহু লোককে পথভ্রষ্ট রাখেন' বক্তব্যটি মুনাফিকদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি 'বহু লোককে পথ প্রদর্শন করেন' বক্তব্যটি দ্বারা ঈমানদারগণকে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত উপমাকে মিথ্যা জানার দরুন উহাদের ভ্রান্তি বাড়িয়া যায় এবং উহাদের অন্তরের ব্যাধি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে উহারা অধিকতর বিভ্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র দেওয়া উপমা বিশ্বাস করায় ঈমানদারগণের ঈমানে সংযোজন ঘটে এবং তাহাদের ঈমান প্রবলতর হয়। ফলে তাহারা আরও পথপ্রাপ্ত হয়। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলার ভ্রান্ত করা ও পথ দেখানোর তাৎপর্য। আলোচ্য আয়াতের 'ফাসিক ব্যতীত কাহাকেও পথভ্রষ্ট রাখেন না' বক্তব্যটিও মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া বলেন ঃ ফাসিক বলিতে মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে। রবী' ইব্ন আনাসও এই অভিমত প্রকাশ করেন। মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জুরায়জ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এখানে ফাসিক অর্থ কাফির। কারণ, এই উপমার তাৎপর্য তাহারা বুঝিয়াও অস্বীকার করিতেছে।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের উপমা শুনিয়াও তাহারা মানে না বলিয়া ফাসিক আখ্যা পাইয়াছে। তাহাদের ফাসেকী কার্যের দরুন তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট রাখা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে আবূ সিনান, তাঁহাকে আমর ইব্ন মুর্‌রাহ, তাঁহাকে মাসআব ইব্ন সা'দ ও তাহাকে

তাঁহার পিতা সা'দ এই বর্ণনা শুনান যে, । يُضِلُّ بِهِ كَثِيْرًا আয়াতাংশ দ্বারা খারেজী সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে।

শু'বা আমর ইব্ন মুর্রাহ্ হইতে, তিনি মাসআব ইব্ন সা'দ হইতে ও তিনি সা'দ হইতে বর্ণনা করেন– اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ আয়াতাংশ দ্বারা হরুরীয়াগণকে বুঝানো হইয়াছে।

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের সূত্রে বর্ণিত উক্ত হাদীসের সনদ যদিও শুদ্ধ, তথাপি ব্যাখ্যাটিকে শাব্দিক বলা যায় না, উহাকে মর্মগত ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। কারণ, নাহরাওয়ানে যাহারা হযরত আলী (রা)-এর দল ত্যাগ করিয়া খারেজী হইল, তাহারা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের মাধ্যমে খারেজীদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার শানে নুযূল খারেজীরা নহে। ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ ও শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বর্জনের কারণে তাহাদিগকে উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আর এই কারণেই তাহাদিগকে খারেজী বলা হয়। আভিধানিক অর্থে আনুগত্য হইতে যাহারা খারিজ হয় তাহাদিগকে খারেজী বলে। আরবী পরিভাষায় 'ফাসিক' অর্থও আনুগত্য মুক্ত। উপরের খোসার বন্ধন মুক্ত হইয়া যখন শাঁস বাহির হয়, তখন আরবগণ বলেন, فسقت তাই আরবী ভাষায় ইঁদুরকে فويسقة বলা হয়। কারণ, ইহা মাটির আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া মানুষের ক্ষতি করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

خمس فواسق يقتان فى الحل والحرم ـ الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب والعقور ـ

'পাঁচ শ্রেণীর অনিষ্টকর জীব হারাম শরীফে কিংবা বাহিরে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে। উহা হইল কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও কালো কুকুর।'

এই হাদীসের আলোকে বুঝা যায়, কাফির, মুনাফিক ও পাপী সব শ্রেণীই ফাসিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। তবে কাফিরের পাপ ও অত্যাচার অধিক প্রকট ও প্রবল। তাই আলোচ্য আয়াতে ফাসিক বলিতে কাফিরগণকেই বুঝানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী ও উহার ভাষ্য হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

'যাহারা আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করার পর উহা ভঙ্গ করে ও আল্লাহ্ পাক যে সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দেন তাহা ছিন্ন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

উপরে বর্ণিত বিশেষণগুলি কেবল কাফিরদেরই বৈশিষ্ট্য। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ইহার বিপরীত।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَايَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ـ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ
مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ ـ ....
وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ـ

'যে ব্যক্তি তোমার প্রভুর নিকট হইতে তোমার কাছে অবতীর্ণ বাণীকে সত্য বলিয়া জানে, সে কি এই ব্যাপারে অন্ধ ব্যক্তির সমান হইতে পারে? শুধুমাত্র জ্ঞানীগণই উপদেশ গ্রহণ করে। যাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত ওয়াদা রক্ষা করে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না, আল্লাহ্ নির্দেশিত সম্পর্ক বহাল রাখে এবং তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে ও সন্ত্রস্ত থাকে কঠিন শাস্তির ভয়ে...... পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাহারাই অভিশপ্ত আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।'

এই আয়াতে কাফিরদের যে অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা বলা হইয়াছে তাহা কোন্ অঙ্গীকার উহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কিতাবে মানুষকে যে সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অমান্য করাকেই 'অঙ্গীকার ভঙ্গ করা' বলা হইয়াছে।

অপর দল বলেন, এখানে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ফাসিক বলিতে আহলে কিতাবের কাফির ও মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে। কারণ, তাহারা তাওরাত-ইনজীলের বিধান মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিয়াছিল। উহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহাকে ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থকে মানিয়া চলার নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহাকে ভালভাবে চিনিতে পারিয়াও মানিয়া নেয় নাই। ইহাকেই বলা হইয়াছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

ইব্ন জারীর এই অভিমত পছন্দ করিয়াছেন। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

তৃতীয় দল বলেন– এখানে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ফাসিক বলিতে সকল কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের বুঝানো হইয়াছে, কোন শ্রেণী বিশেষকে বুঝানো হয় নাই। কারণ, সকল মানুষের নিকট হইতে আল্লাহ্র একক প্রভুত্বকে মানিয়া চলার অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল। অথচ উহারা প্রাকৃতিক জগতের অজস্র নিদর্শন ও নবী রাসূলদের প্রদর্শিত অসংখ্য মু'জিযা দেখিয়াও আল্লাহ্র একক প্রভুত্ব মানিয়া নেয় নাই। ইহাই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানের একটি বর্ণনা এই মতকে সমর্থন করে। ইমাম রাযীও এই মতের দিকে ঝুঁকিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ কোন্ জিনিসের অঙ্গীকার নিয়াছেন? তাহার জবাবে বলিব, মানুষের জ্ঞানজগতে আল্লাহ্র একত্ববাদের যে প্রমাণ নিহিত রহিয়াছে, মানুষ তাহা মানিয়া চলিবে, এই অঙ্গীকারই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى 'তাহারা নিজেদের অনুকূলে নিজেরাই সাক্ষী হইয়াছিল। প্রশ্ন করা হইল– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? সকলেই জবাব দিল– হ্যাঁ।'

অতঃপর তাহাদিগকে যত কিতাব প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাতেও অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে ঃ

اَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ 'তোমরা আমাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ কর, আমিও তোমাদিগকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিব।'

চতুর্থ দল বলেন– আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গের ভাষ্য দ্বারা পৃথিবীতে আসার আগে মানুষের রূহসমূহ হইতে যে অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা ভঙ্গের কথা বুঝানো হইয়াছে। বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে আত্মাসমূহকে বাহির করার সময়ে আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার একক প্রভুত্ব মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার নেন। তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى -

'অনন্তর তোমার প্রভু আদমের পৃষ্ঠদেশে তাহার বংশাবলী থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন আর নিজেদের অঙ্গীকারের সাক্ষী তাহারা নিজেরাই ছিল– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা সকলেই জবাব দিল– হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি (তুমিই আমাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু)।'

সুতরাং অলোচ্য আয়াতে এই অঙ্গীকার ভঙ্গের কথাই বলা হইয়াছে। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান এই মতকেও সমর্থন করিয়াছেন। ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীরে উপরে বর্ণিত সকল মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

আয়াত প্রসঙ্গে আবূ জা'ফর রাযী রবী' ইব্ন আনাস ও আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্র সহিত কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকদের কাজ আর মুনাফিকীর পরিচয় হইল নিম্নবর্ণিত ছয়টি চরিত্র।

তাহারা বিজিত অবস্থায় থাকিলে ঃ এক. কথা বলিলে মিথ্যা বলে। দুই. ওয়াদা করিলে তাহা ভঙ্গ করে। তিন. আমানত রাখিলে খিয়ানত করে।

তাহারা বিজয়ী অবস্থায় থাকিলে ঃ চার. আল্লাহ্কে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। পাঁচ. আল্লাহ্র নির্দেশিত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ছয়. ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে।

আল্লামা সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে এই সূত্রে اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ কুরআনের বিধি-নিষেধ পাঠ করা এবং উহাকে সত্য বলিয়া জানার পর উহাকে অস্বীকার ও অমান্য করাই হইতেছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা, যাহা রক্ষা করার নির্দেশ রহিয়াছে। ইহা কাতাদাহর প্রদত্ত ব্যাখ্যা। এই আয়াতের মর্মের সহিত সামঞ্জস্যশীল অপর আয়াত এই ঃ

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اَنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ 'তোমরা যদি ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা ও তোমাদের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করার আশু সম্ভাবনা নয় কি?'

ইব্‌ন জারীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। অবশ্য উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলা হয় যে, উহার বক্তব্য বিশেষ ধরনের সম্পর্ক বা অবস্থার সহিত সম্পৃক্ত নহে, বরং উহা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ পাক যত কিছুর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়াছেন, উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অমান্য করাই এই আয়াতের তাৎপর্য।

هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যেমন কুরআন পাকের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ 'তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিসম্পাত ও নিকৃষ্ট নিবাস।'

যিহাকের বর্ণনা, ইব্‌ন আব্বাস বলিয়াছেন– কুরআন পাকে মুসলমান ব্যতীত অন্যান্যদের যেখানেই خَاسِرُوْنَ (ক্ষতিগ্রস্ত) বলিয়াছে, সেখানে কাফেরদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। আর যেখানে উহা মুসলমানদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে পাপী মুসলমানকে বুঝানো হইয়াছে।

اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্‌ন জারীর বলেন, خاسر শব্দের বহুবচন خَاسِرُوْنَ অর্থ তাহারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। কারণ, তাহারা নশ্বর পৃথিবীর লালসায় নিমজ্জিত ও আল্লাহ্ তা'আলার অনন্তকালীন রহমত হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। যেমন কেহ ব্যবসায়ে নামিয়া মূলধন নষ্ট করিলে কিংবা উহাতে ঘাটতি সৃষ্টি করিলে বলা হয় যে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তেমনি পরকালের পুঁজি আল্লাহ্‌র রহমত হইতে কাফির ও মুশরিকরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই ধরনের ক্ষতিগ্রস্তকে আরবী ভাষায় خسر يخسر - خسرانا - خسارا শব্দমালায় ভূষিত করা হয়। কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যার কবিতায় আছে ঃ

ان سليطافى الخسار انه * اولاد قوم خلقوا اقنه

'কর্কশভাষী সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, মানব জাতির সন্তান-সন্ততিকে দাসরূপেই সৃষ্টি করা হইয়াছে।'

পুনর্জীবনের প্রমাণ

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা মৃত ছিলে; তিনিই তোমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছেন। তিনি আবার তোমাদিগকে মৃত করিবেন এবং পুনরায় তোমাদের জীবন দান করিবেন। অবশেষে তোমরা তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অস্তিত্ব, মহাপরাক্রম, অসীম ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা হওয়ার যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ তোমরা কিরূপে সেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও অপরিসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করিবে কিংবা তাঁহার অংশীদার বানাইয়া উপাসনা করিবে, যিনি তোমাদিগকে অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে অস্তিত্ববান করিয়াছেন এবং আবার অস্তিত্বহীন করিয়া পুনরায় অস্তিত্ববান করিবেন? কুরআন মজীদের অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ - اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ - بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ -

'তাহারা কি কোন বস্তু ছাড়াই সৃষ্টি হইয়াছে, না তাহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? নভোমণ্ডলী ও পৃথিবী কি তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে? তাহা নহে, বরং তাহারা আস্থা স্থাপন করিতেছে না।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا - 'নিশ্চয় মানুষের সৃজন পরিক্রমায় এমন একটি দিন থাকে যখন তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু ছিল না।' কুরআনে এরূপ আরও বহু আয়াত বিদ্যমান। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল আহওয়াস, আবূ ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ হাশরের ময়দানে কাফিরদের বক্তব্য–

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا (হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদিগকে দুইবার মৃত করিয়াছ এবং দুইবার জীবিত করিয়াছ। তাই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিতেছি) এবং আলোচ্য وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আয়াতাংশের বক্তব্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইব্ন জুরায়জ আতা হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– তোমরা তোমাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে মৃতবৎ ছিলে,

তখন তোমরা কোন বস্তুই ছিলে না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। তারপর আবার মৃত করিলেন। পুনরায় পুনরুত্থান দিবসে জীবিত করিবেন। সুতরাং এই আয়াতের বক্তব্যের সহিত اَمِتْنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতের বক্তব্য মিলিয়া যাইতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া যিহাক বর্ণনা করেন ঃ رَبَّنَا اَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতে মর্ম হইতেছে এই যে, তোমরা সৃষ্টি করার পূর্বে মাটি ছিলে অর্থাৎ মৃত ছিলে। অতঃপর তোমাদিগকে সপ্রাণ সৃষ্টি করা হইল। ইহা তোমাদের প্রথম জীবন। অতঃপর তোমাদের মৃত করা হইবে এবং তোমরা কবরে যাইবে। ইহা তোমাদের দ্বিতীয় মৃত্যু। অবশেষে পুনরুত্থান দিবসে তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। ইহা হইল তোমাদের দ্বিতীয় জীবন। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুইবার মৃত্যু ও দুইবার জীবিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ হইতে এবং তাহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে এবং আবুল আলীয়া, আল্ হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ, যিহাক ও আতা আল খোরাসানী হইতে তাহাদের স্ব-স্ব সনদে আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সুদ্দী ও আবূ সালেহের উদ্ধৃতি দিয়া সুফিয়ান ছাওরী আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন– কবরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, আবার মৃত করিবেন।

ইব্ন জারীর ইউনুস হইতে, তিনি ইব্ন ওহাব হইতে ও তিনি অব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিক সনদে বর্ণনা করেন– আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে প্রথম বাবা আদমের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টি করেন। সেখানে তিনি তাহাদের নিকট হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি নেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তাহাদিগকে মৃত্যু দান করেন। বিচার দিবসে আবার তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন। ইহাই আল-কুরআনের قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য এই হাদীসটি ও পূর্বোক্ত হাদীসটি সনদের বিচারে 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও একদল তাবেঈনের যে সব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে উহাই সঠিক ও বিশুদ্ধ। তাঁহাদের বর্ণনার সহিত নিম্ন আয়াতের মিল রহিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ

'তুমি বল, আল্লাহ্ই তোমাদিগকে সপ্রাণ করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে নিষ্প্রাণ করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন– সেই দিনটি সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই।'

মুশরিকদের উপাস্য দেব মূর্তিগুলিকেও আল্লাহ্ তা'আলা মৃত বলেন ঃ

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ 'উহারা সবাই মৃত, কেহই জীবিত নহে। উহাদের বোধশক্তি বলিতেও কিছু নাই।'

আল্লাহ্ পাক ভূমির জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ

'আর তাহাদের জন্য মৃত-অনুর্বর ভূমিতেও নিদর্শন রহিয়াছে। উহাকে আমিই জীবিত-উর্বর ভূমি করিয়াছি এবং উহা হইতে বীজ-ফসলাদি উৎপন্ন করিয়াছি। তাহা হইতে সকলে আহার করে।'

মানুষের কল্যাণে আল্লাহ্র সৃষ্টি

(٢٩) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

২৯. তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং উহা সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করিলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানবের সৃষ্টি রহস্য ও তাহাদের ক্রমবিবর্তন ধারা বর্ণনার মাধ্যমে স্বীয় অসীম সৃজন কৌশল ও গোটা সৃষ্টি বিন্যাস ও নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম ক্ষমতার প্রমাণ তুলিয়া ধরেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সৃষ্টিতত্ত্ব ও উহাতে বিরাজমান বস্তুকুলকে স্বীয় অস্তিত্ব ও অসীম ক্ষমতার দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই তিনি তোমাদের স্বার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর সৃষ্টি পূর্ণতায় পৌছাইয়া তিনি নভোমণ্ডলের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সপ্ত আকাশের বিন্যাস ঘটান। استوى অর্থ ইচ্ছা করিলেন বা মনোনিবেশ করিলেন। উহার صله হইল الى। এবং فسوهن অর্থ বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা। আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়াইল, তিনি উহাকে সপ্ত আকাশে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করিলেন। এখানে السماء। শব্দটি اسم جنس(শ্রেণীবাচক বিশেষ্য)। তাই উহা দ্বারা আকাশমণ্ডলী বা সপ্ত আকাশের কথা বুঝানো হয়। وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন, তাঁহার জ্ঞান সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং আসমান যমীন সকল কিছু সম্পর্কেই তিনি পুরাপুরি অবহিত রহিয়াছেন। তিনি কুরআন পাকের অন্যত্র বলেন ঃ اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি কি অনবহিত ও বেখবর থাকেন?

সূরা 'হা-মীম' এ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ط
ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا

اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ـ ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ـ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِى يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ط ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

‘তুমি বল, তোমরা কি সেই মহান সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছ কিংবা তাঁহার অংশীদার দাঁড় করাইতেছ যিনি দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনিই তো নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক। তিনি পাহাড় গাড়িয়া ভূপৃষ্ঠ স্থিতিশীল করিয়াছেন এবং পৃথিবীকে নানাবিধ দানে ধন্য করিয়াছেন। অতঃপর চারিদিনে উহা বিন্যস্ত করিয়া উর্বরা শক্তি দিয়াছেন। জিজ্ঞাসুদের জন্য উহাতে সন্তোষজনক সমাধান রহিয়াছে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তখন আকাশ ছিল বাষ্পাকার। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বলিলেন– ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় আমার পরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ কর। তাহারা বলিল– আমরা স্বেচ্ছায় বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতেছি। এইভাবে দুই দিনে অকাশকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হইল এবং প্রত্যেক আকাশের কাজ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল। পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল এবং শয়তানের অনাচার প্রতিরোধের জন্য প্রহরার ব্যবস্থা হইল। এই হইল সেই মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা।’

এই আয়াতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি পরিকল্পনার সূচনা করিয়াছেন পৃথিবী সৃষ্টি দ্বারা। অতঃপর সপ্ত আকাশ সৃষ্টির পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। যে কোন স্থাপত্য শিল্পের নিয়মই হইল এই যে, সর্বপ্রথম সৌধের নিম্নভাগের ভিত্তি স্থাপন করা। অতঃপর সৌধের উপরিভাগের কাজে হাত দেওয়া। আল্লাহ্র এই সৃষ্টি পরিকল্পনাও অনুরূপভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াতের তদ্রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ব্যাপারে যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ ط بَنَاهَا ـ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ـ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا ـ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا ـ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا ـ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ

‘তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিন, না আকাশ বানানো কঠিন? আল্লাহ্ পাক উহার ব্যাপ্তিকে সুউচ্চ করিয়া উহাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। উহা হইতে দিবা-রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পৃথিবীকে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং উহা হইতে পানির প্রস্রবণ ও গাছ-পালার উদ্ভব ঘটাইয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছেন। ইহা সবই তোমাদের ও তোমাদের পশুকুলের প্রয়োজনের বস্তু।’

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃজন কার্যের সূচনা আকাশ দ্বারা করিয়াছেন। বাহ্যত এই আয়াত ও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্য বিপরীতমুখী দেখা যায়। মূলত দুই আয়াতে কোন বৈপরীত্য নাই। কারণ, আমাদের আলোচ্য আয়াতের ثُمَّ সংযোজন শব্দটি

خبر(সংবাদমূলক বক্তব্য)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, فعل (ক্রিয়া)-এর সহিত নহে। অর্থাৎ عطفহইয়াছে خبر -এর সহিত, فعل -এর সহিত নহে। সুতরাং এখানে ثم খবর পরিবেশনের সংযোগ রক্ষা করিতেছে, পূর্বাপর নির্ধারক হিসাবে কাজ করে নাই। আরবীতে ثم শব্দের নিছক সংযোগ কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রচলন রহিয়াছে। যেমন কবি বলেন ঃ

قل لمن ساد ثم ساد ابوه * ثم قد ساد قبل ذالك جده

(যে লোক নেতা হইয়াছে, তাহার পিতাও নেতা ছিল, আর ইহার পূর্বে তাহার পিতামহও নেতা ছিল, তাহাকেই বল।)

উক্ত চরণে ثم শব্দটি পূর্বাপর না বুঝাইয়া নিছক সংযোগ রক্ষা করিয়াছে ও পুরুষানুক্রমিক নেতৃত্বের খবর পরিবেশনের কাজ দিয়াছে।

একদল ব্যাখ্যাকার আয়াতদ্বয়ের আপাত বৈসাদৃশ্য দূরীকরণার্থে বলেন; এই আয়াতে পৃথিবীর সম্প্রসারণ ও বিন্যাস কার্যের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহা সৃষ্টির কথা বলা হয় নাই। সুতরাং আমাদের আলোচ্য আয়াতে প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পরে আকাশ সৃষ্টি এবং এই আয়াতে উহার পর পৃথিবীকে পরিপূর্ণরূপে বিন্যস্ত করা বুঝা যাইতেছে। ফলে কোন বৈপরীত্য ঘটিতেছে না।

কেহ কেহ বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পরপরই উহার সংস্থাপন কার্য করা হয়। এই অভিমতটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন।

আস্ সুদ্দী স্বীয় তাফসীরে ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ, ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ ও আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন– সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার আরশ পানির উপর সংস্থাপিত ছিল। পানির পূর্বে আল্লাহ্ পাক কোন বস্তুই সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং সৃজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম তিনি পানি হইতে বাষ্প সৃষ্টি করিলেন। উহা ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বলোকে উত্থিত হইল এবং উত্থিত বাষ্প ছাদরূপ পরিগ্রহ করিয়া আকাশে পরিণত হইল। এইজন্য উহার নাম হইল سماء (উর্ধ্বলোক)। অতঃপর পানি শুকাইয়া একটি ভূখণ্ড দেখা দিল। তখন উহাকে সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করা হইল। রবি-সোম দুই দিনে এই সপ্তখণ্ড সৃষ্টি হইল। অতঃপর পৃথিবীকে সেই মৎসের উপর স্থাপন করা হইল যাহার বর্ণনা সূরা 'নূন ওয়াল কলম'-এ আসিয়াছে। মৎসটি পানির উপর এবং পানির নীচে সকাত জাতীয় পদার্থ বা পরিচ্ছন্ন মৃত্তিকা শিলা বিদ্যমান। মৃত্তিকা শিলার ধারক হইলেন ফেরেশতা। ফেরেশতা দণ্ডায়মান প্রস্তরের আস্তরের উপর এবং প্রস্তরের আস্তরটি বায়ুমণ্ডলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। লুকমান হাকীম এই প্রস্তর আস্তরের কথাই বলিয়াছেন। উহা আকাশ কিংবা পৃথিবীর কোথাও স্থাপিত নহে। মৎসটি নড়াচড়া করা মাত্র পৃথিবী কম্পিত হয় এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। তাই পৃথিবীকে পাহাড় চাপা দেওয়া হইল। ফলে পৃথিবী সুস্থির হইল। পর্বত তাই পৃথিবীর কাছে নিজের বড়াই করিয়া থাকে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِى الاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ 'আর পৃথিবীকে স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি।'

পাহাড়-পর্বত, ফল-মূল, প্রাণীকুল, গাছপালা ইত্যাদি যাহা কিছু পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন ছিল, সব কিছু তিনি মঙ্গল-বুধ এই দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা হা-মীম সূরা হইতে ইতিপূর্বে উদ্ধৃত-

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا আয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন। অতঃপর وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا আয়াতাংশে গাছপালা-তরুলতা ও উহার উপরিভাগস্থ বস্তুসমূহ সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। এই সব সৃষ্টি করিতে যে মোট চারদিন লাগিয়াছে তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ আয়াতাংশের মাধ্যমে। আলোচ্য ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ আয়াতাংশের ধোঁয়া বা বাষ্প হইল পানির নিঃশ্বাস। উহা দ্বারা প্রথমে এক আকাশ ও পরে উহা হইতে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি হইয়াছে। এই কাজ বৃহস্পতি-শুক্র দুই দিনে সম্পন্ন হইয়াছে। যেহেতু আকাশ ও পৃথিবীর সমগ্র সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবারে একত্রিত করিয়াছেন, তাই উহার নাম ইয়াওমুল জুমুআ হইয়াছে।

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, নদ-নদী, বরফের পাহাড় ও নানাবিধ অজানা বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর নিকটতর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এক দিকে আকাশ ও পৃথিবীর শোভা বর্ধন ও অন্যদিকে শয়তানের অনাচার হইতে ঊর্ধ্বলোককে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহার পরিকল্পিত বস্তুসমূহ সৃষ্টি শেষে স্বীয় আরশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ "আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কাজ ছয় দিনে সম্পন্ন করিয়া তিনি আরশের উপর মনোনিবেশ করিলেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ "আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই বাষ্প ছিল। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছি। অনন্তর আমি প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সপ্রাণ করিয়াছি।"

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুছান্না, তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালেহ, তাঁহাকে আবূ মা'শার, সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রবিবার সৃষ্টি কাজ আরম্ভ করেন এবং রবি-সোম দুইদিনে পৃথিবীর সপ্তখণ্ড সৃষ্টি করেন। পর্বতরাজি ও জীবিকার শক্তি ও উপকরণ সৃষ্টি করেন মঙ্গল-বুধ দুই দিনে। বৃহস্পতি ও শুক্রবারে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেন। শুক্রবার দিন শেষভাগে তিনি অবসর হইলেন। তখনই কালবিলম্ব না করিয়া আদমকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টির এই শেষ সময়টিতেই সৃষ্টি ধ্বংসের কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ আকাশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর উহা হইতে ধোঁয়া উত্থিত হয়।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ মুজাহিদ বলেন ঃ সপ্ত আকাশ একটির উপর অপরটি এবং সপ্ত পৃথিবী একটির নিচে অপরটির অবস্থান। এই আয়াত প্রমাণ করে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। সূরা সাজদার আয়াতেও তাহাই বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ط ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ـ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ـ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ ـ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ق وَحِفْظًا ط ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ করে, পৃথিবী নভোমণ্ডলীর আগে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আলিমদের ভিতর এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই। কেবলমাত্র ইব্ন জারীর কাতাদাহর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর আগে নভোমণ্ডলী সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুরতুবী তাঁহার তাফসীরে এই ব্যাপারে মন্তব্য করা হইতে বিরত রহিয়াছেন। কারণ অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

أَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ـ وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا ـ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا ـ وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا ـ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا ـ

তাই তাহারা বলেন, এখানে সুস্পষ্টত বলা হইয়াছে, আকাশের পরে পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে হুবহু এই প্রশ্ন তোলা হইলে তিনি বলেন- আকাশের আগে পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে। অবশ্য পৃথিবীর বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের বহু আলিম এই প্রশ্নের অনুরূপ জবাবই প্রদান করিয়াছেন। আমিও সূরা নাযিআর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিন্যাসের কথাটি আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্যে সবিস্তারে বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَالاَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَاهَا ـ اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا

এখানে বিন্যাসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উর্বরা শক্তিকে সক্রিয় করিয়া জীবন ও জীবিকা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টিসমূহকে পূর্ণতা দান করা হইয়াছে। অতঃপর পৃথিবীর বুকে পানির প্রস্রবণ ঘটাইয়া উর্বরা শক্তিকে চাঙ্গা করা হইয়াছে এবং জীবিকার জন্য বিবিধ প্রকারের রঙ-বেরঙের গাছ-পালা, ফল-ফসল সৃষ্টি করা হইয়াছে। তেমনি আবার আসমানের বিন্যাস সাধন করা হইয়াছে। উহাকে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়্যা স্ব স্ব তাফসীরে এই সব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম শরীফ ও নাসাঈ শরীফে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন জুরায়জের সনদে উহা বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি বলেন- আমাকে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া, আইউব ইব্‌ন খালিদ হইতে, তিনি উম্মে সালামার গোলাম আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাফে' হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) আমার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করিলেন, রবিবারে পাহাড় সৃষ্টি করিলেন, সোমবারে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, মঙ্গলবারে অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করিলেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করিলেন, বৃহস্পতিবারে প্রাণীকুল সৃষ্টি করিলেন এবং আদমকে শুক্রবার আসরের পর সৃষ্টি করিলেন। উহা ছিল শুক্রবার দিবসের শেষ প্রহর অর্থাৎ আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়।"

সহীহ মুসলিমের শর্তে হাদীসটি 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও কতিপয় হাদীস সংরক্ষকও একই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা উহাকে কা'বের বক্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আল-আহবার হইতে উহা শুনিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনার সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকার কারণে হাদীসটিকে 'মারফূ' করিয়া ফেলিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী এই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মানুষের মর্যাদা

(۳۰) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

৩০. অনন্তর তোমার প্রভু ফেরেশতাদের সমাবেশে যখন বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি, তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা সেখানে ফিতনা-ফাসাদ করিবে ও রক্তপাত ঘটাইবে? অথচ আমরাই তো আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। তিনি (তোমার প্রভু) বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের উপর অজস্র অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে তিনি তাঁহার প্রিয়তম রাসূলের নিকট অন্যতম অনুগ্রহের সংবাদ পরিবেশন করিতেছেন। তাহা হইল আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে তিনি তাঁহার সর্বোচ্চ পরিষদের বিষয়টি যথারীতি উত্থাপন ও পর্যালোচনা করিয়া প্রসঙ্গটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন।

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গটি আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে উত্থাপন করিলেন এবং তাহা লইয়া

ফেরেশতাদের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হইল। অতঃপর তুমি তোমার জাতির কাছে এইসব ঘটনা বর্ণনা কর।

ইব্‌ন জারীর বলেন- আরবী ভাষাবিদ আবূ উবায়দা মনে করেন, উক্ত বাক্যে اذ শব্দটি অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয়। আসল বাক্যটি হইবে وَقَالَ رَبُّكَ ।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর আবূ উবায়দার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, সকল তাফসীরকারই আবূ উবায়দার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আয্ যুজাজ বলেন, ইহা আবূ উবায়দার চরম দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা। اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً। অর্থাৎ তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া বংশ ও গোত্র পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চলিবে।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ 'তিনিই তোমাদিকে (পালানুক্রমে) পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানাইবেন।' তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ "অনন্তর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীর খলীফা বানাইবেন।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلاَئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ "যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, অবশ্যই তোমাদের স্থলে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতাম যেন তাহারা পৃথিবীতে খিলাফত করে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ 'তাহাদের পরে অন্যদল খিলাফত করিল।' 'খলীফা' শব্দটিকে 'খুলাইফা' পড়ার ব্যাপারটি খুবই বিরল। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যায়দ ইব্‌ন আলী হইতে ইমাম কুরতুরী অনুরূপ পাঠের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'খলীফা' পরিভাষাটি শুধুমাত্র হযরত আদম (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট নহে। অবশ্য তাফসীরকারদের একদল এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম কুরতুবী ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) সহ সকল ব্যাখ্যাকারদের বরাত দিয়া অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বটে: কিন্তু উহা বিতর্কিত মত। অধিকাংশের মতে পরিভাষাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য তাফসীরকারও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রকাশ্যত বুঝা যায়, 'খলীফা' বলিতে শুধুমাত্র আদম (আ)-কে বুঝানো হয় নাই ; বরং আদম জাতিকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, ফেরেশতারা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তির কথা বলিয়া বনী আদমের কথাই বুঝাইয়াছেন, হযরত আদম (আ)-এর কথা বুঝান নাই।

এখন প্রশ্ন জাগে, তাঁহারা উহা বুঝিলেন কি করিয়া? জবাবে বলা যায়, হয় তাহারা বিশেষ জ্ঞানের সাহায্যে বুঝিতে পারিয়াছেন, অন্যথায় মানব প্রকৃতির সহজাত প্রবৃত্তির আলোকে তাহারা উহা বুঝিয়া লইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির উপাদান হিসাবে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুত মাটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং অনুরূপ মাটির সৃষ্ট মানুষের স্বভাব যাহা হইতে পারে তাহাই ফেরেশতারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিংবা যেহেতু মানুষকে খলীফা বলা হইয়াছে। খলীফার কাজ হইল ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা এবং রক্তারক্তি ও অন্যায়-অনাচার

রোধ করা। সুতরাং ফেরেশতারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আদম সন্তানদের ভিতর সেই সব কার্য সংঘটিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইহাও হইতে পরে যে, তাহরা ইহার পূর্বেকার জাতির উপর কিয়াস করিয়া উহা উপলব্ধি করিয়াছেন। আমি একটু পরেই এতদসম্পর্কিত তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এই প্রসঙ্গে ফেরেশতারা যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা প্রতিবাদের জন্য নহে; বনী আদমের প্রতি ঈর্ষার কারণেও নহে। কোন কোন তাফসীরকার সেরূপ ধারণার শিকার হইয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সৃষ্টিই করিয়াছেন এরূপ স্বভাবের করিয়া যে, আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ছাড়া তাহারা কখনও তাঁহার সামনে মুখ খোলেন না। এখানেও যখন তাহাদিগকে জানানো হইল নতুন সৃষ্টির কথা, তখন সে ব্যাপারে তাহাদের স্বভাবতই সব কিছু জানার কৌতুহল জাগিয়াছিল।

কাতাদাহ্ বলেন, তাহারা যে বনী আদমের ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তির আগাম কথা উত্থাপন করিলেন, তাহা উক্ত সৃষ্টির তত্ত্ব ও রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য করিয়াছেন। তাহারা যেন বলিতে চাহিয়াছেন, হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তাহাদিগকে সৃষ্টির করার পেছনে আপনার কোন্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, আপনি তাহাদের ফাসাদ ও রক্তারক্তি সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন? যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ইবাদত, তাহা হইলে কি আমাদের ইবাদতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে?

তাই ফেরেশতাদের اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ পাক জানাইলেন, اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে সব খারাপ দিক উল্লেখ করিয়াছ, উহা ছাড়া অনেক ভাল দিক রহিয়াছে যাহা শুধু আমিই জানি, তোমরা জান না। আমি অনতিকাল পরেই তাহাদের ভিতর নবী সৃষ্টি করিব, তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল মনোনীত করিব, তাহাদের মধ্যে সিদ্দীক, শহীদ, নেককার, আবিদ, যাহিদ, আওলিয়া, আবরার, মুকাররাব, আলিম, আল্লাহ্‌ভীরু, আল্লাহ্ প্রেমিক প্রভৃতি সৃষ্টি হইবে।

সহীহ হাদীসে রহিয়াছে যে, যখন ফেরেশতারা বান্দার আমল লইয়া ঊর্ধ্বজগতে আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছেন, তখন আল্লাহ পাক সব কিছু জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করেন– আমার বান্দাদিগকে কোন্ অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছ? তাহারা সমস্বরে জবাবে বলেন- আমরা গিয়া তাহাদিগকে নামাযে পাইয়াছি এবং আসার সময় নামাযে রাখিয়া আসিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, তাহারা একদল ফজরে আসে এবং আসরে চলিয়া যায় এবং অন্যদল আসরে আসে এবং ফজরে চলিয়া যায়। যেমন রাসূল (সা) বলেন ঃ

يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে রাতের আমল দিনের আগেই এবং দিনের আমল রাতের আগেই পৌঁছিয়া থাকে।

আল্লাহ পাকের জবাব— اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ -এর ইহাই যথাযথ তাফসীর। একদল বলেন, উহার তাফসীর এই যে, আদম জাতিকে সৃষ্টি করার পিছনে আমার ব্যাপক উদ্দেশ্য ও হিকমত রহিয়াছে। তোমরা যাহা বলিয়াছ, উহা ছাড়া আরও যে অজস্র ভাল দিক রহিয়াছে তাহা তোমাদের জানা নাই।

একদল তাফসীরকার বলেন, ফেরেশতাদের وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ বাক্যাংশের জবাবে আল্লাহ পাক اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা ইবাদতের কথা বলিতেছ, অথচ তোমাদের বড় আবেদ ইবলীসের খবর তোমরা রাখ না।

একদল তাফসীরকার বলেন, ফেরেশতাদের উভয় বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ বলিয়াছেন। কেননা উক্ত পূর্ণ বক্তব্যে বনী আদমের স্থলে তাহাদের পৃথিবীতে বসবাসের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তোমরা আকাশের উপযোগী এবং আকাশে অবস্থানই তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। অথচ তোমরা তাহা বুঝিতে পাইতেছ না। ইমাম রাযী প্রদত্ত কতিপয় ব্যাখ্যার ইহা অন্যতম। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাফসীরকারদের পর্যালোচনা

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে আর হাসান ইব্ন আল কাসিম, তাহাকে হাজ্জাজ, জারীর ইব্ন হাযেম ও মুবারক হইতে তাহারা হাসান ও আবূ বকর হইতে ও তাহারা কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন– আমি ইহা করিতে যাইতেছি। অন্য কথায় তিনি কি করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহাদিগকে তাহা অবহিত করিলেন মাত্র।

ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন - আস্ সুদ্দী বলেন, আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের অভিমত চাওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বয়ের মধ্যে আমার মতে প্রথমটিই উত্তম। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

فِى الْاَرْضِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাদিগকে আমার আব্বা, তাঁহাকে আবূ সালামা, তাঁহাকে হাম্মাদ ইব্ন আতা ইব্ন সায়েব, আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মক্কা হইতে পৃথিবীর বিস্তার শুরু হইয়াছে। মক্কার ঘরে প্রথম তাওয়াফ করেন ফেরেশতাগণ। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাইতে চাই অর্থাৎ মক্কায়।"

হাদীসটি মুরসাল। উহার সূত্রও দুর্বল। উহাতে 'মুদরাজ' বিদ্যমান। অর্থাৎ বর্ণনার ভিতর "অর্থাৎ মক্কায়" কথাটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'আরদ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক।

خَلِيْفَةً শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে, তিনি মুর্রাহ আল হামদানী হইতে এবং তিনি ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি। তখন ফেরেশতারা বলিলেন- হে আমাদের প্রতিপালক! সেই খলীফা কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন- "তাহার সন্তান-সন্ততি হইবে এবং তাহারা ঝগড়া-ফাসাদ ও হিংসা-বিভেদে লিপ্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবে।"

ইব্‌ন জারীর বলেন, এই প্রেক্ষিতে আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে এই যে, 'খলীফা' জ্বিন-ইনসানের ভিতর আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার বিধান মোতাবেক ইনসাফ কায়েম করিবেন। তাই প্রথম খলীফা হইলেন আদম (আ) এবং পরবর্তী খলীফারা হইলেন তাঁহার সেইসব উত্তরাধিকারী যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান মতে বনী আদমের ভিতর ইনসাফের অনুশাসন কায়েম করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা হিংসা-বিভেদ ও রক্তারক্তি অনুসরণ করিবে, তাহারা আল্লাহ্‌র খলীফা হওয়ার যোগ্যতা হারাইবে।

ইব্‌ন জারীর বলেন, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবহৃত 'খলীফা' শব্দের অর্থ হইল যুগের পর যুগ ধরিয়া বংশ পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চলা। তিনি বলেন خليفة শব্দটি فعيلة ওযনে সৃষ্ট। অর্থ হইল স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারী। কেহ যদি কোন ব্যাপারে কাহারও পরে তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহা হইলে বলা হয়, অমুক অমুকের খলীফা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সম্প্রদায়গত খিলাফত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ "অতঃপর তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি এই জন্য যে, তোমরা কি কাজ কর তাহা দেখিব।"

এই কারণেই শাসকবর্গের প্রধান ব্যক্তিকে 'খলীফা' বলা হয়। কারণ, তিনি পূর্ববর্তী শাসক প্রধানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ববর্তী শাসকের দায়িত্ব পালন করেন বলিয়া তাহাকে খলীফা বলা হয়।

ইব্‌ন জারীর বলেন- اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আয়াত প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলিতেন, 'এখানে আল্লাহ পাক বলেন যে, পৃথিবীতে তাহারা একের পর এক বসবাস করিবে এবং পৃথিবী আবাদ করিবে, অথচ তাহারা তোমাদের কেহ নহে।'

ইব্‌ন জারীর বলেন, আমাকে আবূ কুরায়েব, তাঁহাকে উসমান ইব্‌ন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইব্‌ন আম্মারা, আবূ রওক হইতে, তিনি যিহাক হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

'ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীতে প্রথম বসবাসকারী সম্প্রদায় হইল জ্বিন জাতি। তাহারা অবশেষে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিল এবং রক্তপাত ঘটাইয়া চলিল। এমনকি পরস্পর ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইবলীসের নেতৃত্বে একটি বাহিনী পাঠাইলেন তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্যে। ফলে ইবলীস ও তাহার সঙ্গীরা তাহাদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করিল। অল্প সংখ্যক জ্বিন সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের নির্জন গুহায় আত্মগোপন করিয়া বাঁচিয়া গেল। অতঃপর আদম জাতিকে সৃষ্টি করিলেন এবং বিশেষভাবে তাহাদিগকে পৃথিবীর বাসিন্দা করিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

সুফিয়ান আছ ছাওরী আতা ইব্‌ন সায়েব হইতে ও তিনি ইব্‌ন ছাবিত হইতে বর্ণনা করেনঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

আয়াত দ্বারা মূলত বনী আদমকেই বুঝানো হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন- আমি পৃথিবীতে নতুন এক মাখলূক সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি এবং সেখানে তাহাকে আমার খলীফা বানাইব। তখন শুধু ফেরেশতারাই তাঁহার সামনে মাখলূক হিসাবে ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীতে সেরূপ কোন মাখলূক ছিল না। তাই ফেরেশতারা আরয করিলেন,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ -

ইতিপূর্বে আস্ সুদ্দীর বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদম সন্তানরা কি করিবে না করিবে তাহা জানাইলে তখন তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

কিছু আগেই যিহাকের এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যেহেতু জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করিয়াছিল, তাই তাহার উপর কিয়াস করিয়া ফেরেশতারা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত্তানাফেসী, তাহাকে আবূ মু'আবিয়া, আ'মাশ হইতে, তিনি বুকায়ের ইবনুল আখনাস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন- বনী আদমের আগমনের আগে দুই হাজার বৎসর কাল জ্বিন জাতি পৃথিবীতে বসবাস করে। অতঃপর তাহাদের ভিতর ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি হওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফেরেশতা বাহিনী পাঠাইলেন। তাঁহারা তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করিলেন এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে গিয়া আত্মগোপন করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন ঃ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً উহার প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা প্রশ্ন করিলেন ঃ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ

اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَتَعْلَمُوْنَ হইতে اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً পর্যন্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মঙ্গলবার ফেরেশতা, বুধবারে জ্বিন ও শুক্রবারে আদমকে সৃষ্টি করেন। জ্বিন জাতি যখন বিদ্রোহী হইল, তখন ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিলেন। কারণ পৃথিবীকে তাহারা ফাসাদপূর্ণ করিয়াছিল। তাই তাহারা উহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আরয করিলেন– আপনি কি পৃথিবীতে এমন জাতি সৃষ্টি করিবেন যাহারা জ্বিন জাতির মত ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং তাহাদের মতই রক্তপাত ঘটাইবে ?

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে মুবারক ইব্ন ফুযালা ও তাঁহাকে আল-হাসান বর্ণনা করেন যে, ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্ তা'আলা اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً বক্তব্য দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, 'নিশ্চয় আমি ইহা করিতে যাইতেছি।' ফলে তাহারা তাহাদের প্রভুর কথার উপর ঈমান আনিল। তখন তাহাদিগকে কিছু ইল্ম দান করা হইল এবং কিছু ইল্ম হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা হইল। তাই তাহারা প্রাপ্ত ইল্মের ভিত্তিতে আরয করিলেন,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ -

তখন আল্লাহ্ পাক জবাব দিলেন ঃ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আল-হাসান বলেন- জ্বিন জাতি পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে এই কথা উদ্রেক করিলেন যে, শীঘ্রই উহা আবার ঘটিবে। সুতরাং তাহারা যাহা জানিত, তাহাই মুখে প্রকাশ করিল।

আবদুর রায্যাক মুআম্মার হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন- আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে এই জ্ঞান দান করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবেরা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে। এই কারণেই তাহারা উক্ত প্রশ্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে হিশাম আর রাযী, তাঁহাকে ইবনুল মুবারক মারূফ অর্থাৎ ইব্ন খুরবূজ আল মক্কী হইতে এবং তিনি আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী হইতে বর্ণনাকারীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফর বলেন ঃ

"আস সাজল' নামক এক ফেরেশতা আছেন। তাহার দুই সহচর হইলেন হারূত ও মারূত। তাহারা প্রতিদিন তিনবার লাওহে মাহফূজের দিকে তাকাইবার অনুমতি ছিল। একদিন তিনি এমন সময়ে দৃষ্টিপাত করিলেন যখন তাহার জন্য অনুমতি ছিল না। তখন তিনি আদম সৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপারসমূহ অবলোকন করিলেন এবং সংগোপনে হারূত-মারূতকে উহা জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের কাছে আদম সৃষ্টির অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, তখন তাহারা দুইজন উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেন। হাদীসটি 'গরীব'।

আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আল হুসাইন আল-বাকেরের বর্ণনা হিসাবে যদি ইহাকে শুদ্ধও বলা হয়, তথাপি বলিতে হয়, তিনি আহলে কিতাব হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহাতে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। তাই উহা প্রত্যাখ্যান করা অপরিহার্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাহা ছাড়া এই বর্ণনায় দেখা যায়, প্রশ্নকারী ফেরেশতা ছিলেন মাত্র দুইজন। উহা আয়াতের তাৎপর্যের পরিপন্থী। ফলে উহা অধিকতর অগ্রহণযোগ্য। কারণ, আয়াত হইতে বুঝা যায়, সমবেত সকল ফেরেশতাই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিমের এক বর্ণনায়ও ইহাই প্রমাণিত হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে হিশাম ইব্ন আবূ উবায়দাহ্, তাঁহাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর এই বর্ণনা শুনান যে, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রশ্নকারী ফেরেশতার সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সহসা আল্লাহর তরফ হইতে আগুন আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ফেলিল।

এই বর্ণনা ও পূর্ব বর্ণনাটির মত ইসরাঈলী বর্ণনা। তাই উহা গ্রহণের অযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- একদল ব্যাখ্যাকার বলেন যে, আল্লাহ্ ফেরেশতাদের আদম সৃষ্টি হইতে উদ্ভূত সকল পরিস্থিতি বর্ণনার পর তাহাদিগকে আলোচনা করার অনুমতি দিলে তাহারা উক্ত বক্তব্য উত্থাপন করেন। তাহারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা কি করিয়া আপনার নাফরমান সাজিবে? এরূপ নাফরমান জাতিকে আপনি কেন সৃষ্টি করিবেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এই জবাব

দিয়া আশ্বস্ত করিলেন যে, তোমরা তাহাদের বিষয়ে কিছু কথা জানিয়া থাকিলেও অনেক কিছুই তোমরা জান না। আমি তাহাদের বিষয়ে তোমাদের চাইতে অনেক বেশী কিছু জানি। তাহাদের ভিতর অনেক অনুগত বান্দাও সৃষ্টি হইবে।

ইব্‌ন জারীর বলেন, অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন যে, ফেরেশতারা এই ব্যাপারে অজানা বিষয় জানার জন্য উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারা যেন বলিলেন– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে সম্যক অবহিত করুন। সুতরাং ইহা অস্বীকারের উদ্দেশ্যে নহে; বরং অবগতির উদ্দেশ্যে। ইব্‌ন জারীর এই মতটি পছন্দ করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করেন. আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً আদম সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মতামত যাচাইয়ের জন্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাই তাহারা اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন। কারণ, তাহারা জানিতেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট ফিতনা-ফাসাদ ও খুন-খারাবীর চাইতে ঘৃণ্য কাজ আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রিয় কাজ হইল ইবাদত। তাই তাহারা وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ বলিয়া তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার টানিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলিলেন اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَاتَعْلَمُوْنَ। নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ইলমে রহিয়াছে যে, এই 'খলীফা' হইতে আম্বিয়া, রাসূল, নেককার ইত্যাকার জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

তিনি আরও বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আমাদিগকে নিম্নোক্ত বর্ণনা শুনানো হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ

'ফেরেশতারা যখন বলিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের চাইতে কোন মর্যাদাশীল ও উত্তম জীব সৃষ্টি করেন নাই এবং আমাদের চাইতে তাঁহার কোন সৃষ্টিই জ্ঞানী নহে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টিকেই এরূপ পরীক্ষায় ফেলেন— যেমন আসমান ও যমীনকেও তিনি আনুগত্যের পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক তাই বলিলেন ঃ

اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ। "(হে আকাশ ও পৃথিবী!) ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায়, আনুগত্য কর। তাহারা বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় অনুগত হইলাম।"

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ হইতে মুআম্মারের সূত্রে আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন ঃ তাসবীহ বলিতে তাসবীহ পাঠ এবং তাকদীস বলিতে সালাত বুঝিতে হইবে।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস ও মুর্‌রা হইতে, তাঁহারা ইব্‌ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থাৎ ফেরেশতারা বলিতেছেন, আপনার জন্য আমরা সালাত আদায় করিতেছি।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন ঃ আমরা আপনার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছি।

যিহাক বলেন- তাকদীস অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা। وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন, অর্থাৎ আমরা আপনার নাফরমানী করিতেছি না এবং আপনার অপছন্দনীয় কোন কাজ করিতেছি না।

ইব্‌ন জারীর বলেন, তাকদীস অর্থ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণনা করা। উহা হইতেই তাহাদের বক্তব্য 'সুব্বূহুন কুদ্দূসুন' এর উৎপত্তি হইয়াছে। সুব্বূহুন অর্থ তাঁহার নিষ্কলুষতা বর্ণনা এবং কুদ্দূসুন অর্থ তাঁহার পবিত্রতা ও মহত্ত্ব বর্ণনা। এই কারণে পবিত্র ঘরকে 'বায়তুল মুক্কাদাস' বলা হয়। সুতরাং ফেরেশতাদের বক্তব্য وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ অর্থ মুশরিকরা আপনার নামের সহিত যে সব কথাগুলি যুক্ত করিতেছে, উহা হইতে আমরা আপনার নিষ্কলুষতা ও বিমুক্ততা বর্ণনা করিতেছি। আর وَنُقَدِّسُ لَكَ অর্থ কাফিররা আপনার অস্তিত্ব ও গুণাবলীর সহিত যে নীচ ধ্যান-ধারণা ও ইতর আচার-আচরণমূলক কথাবার্তার সংযোজন ঘটাইতেছে, তাহা হইতে আমরা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা)-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, উত্তম বাক্য কোন্‌টি? তিনি জবাবে বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের জন্য যাহা পছন্দ করিয়াছেন তাহাই উত্তম এবং তাহা হইল- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী'।

আবদুর রহমান ইব্‌ন কারাত হইতে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন- 'মি'রাজের রাত্রিতে রাসূল (সা) ঊর্ধ্বাকাশে যে তাসবীহ শুনিয়াছেন তাহা হইল- 'সুবহানাল আলিয়্যিল আ'লা, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।'

قَالَ إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- তাঁহার ইলমে এই কথা বিদ্যমান ছিল যে, এই খলীফার মধ্য হইতে নবী-রাসূল, নেককার বান্দা ও জান্নাতী লোক সৃষ্টি হইবে।

উক্ত আয়াতের রহস্যাবলী সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবা (রা) এবং তাবেঈন (র) যাহা কিছু বলিয়াছেন শীঘ্রই তাহা আলোচিত হইবে।

ইমাম কুরতুবী প্রথম এই আয়াতের ভিত্তিতে 'খলীফা' নির্বাচনকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। খলীফার কাজ হইবে জনগণের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা করা ও তাহাদের বিরোধ-বিসম্বাদ দূর করা। তাহা ছাড়া মজলুমের সহায়তা করা, দণ্ডবিধি চালু করা, অন্যায়-অনাচার বিলোপ করা ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ খলীফা ছাড়া কেহ করিতে পারে না। ওয়াজিব কার্য সম্পাদনের জন্য যে ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য শর্ত হইয়া দাঁড়ায় তাহাও ওয়াজিব।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের একদল বলেন- ইমামত কুরআন সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত হইতে হইবে। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামত সেইভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্বয়ং রাসূল (সা) তাঁহাকে নামাযের ইমামত দিয়া সেই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাই অপরদল বলেন, রাসূলে খোদা (সা)-এর ইঙ্গিতও খিলাফত লাভের জন্য দলীল হইতে পারে। অথবা খলীফায়ে রাসূল যাহাকে মনোনীত করেন, তিনি খলীফা হইতে পারেন। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর ফারূক (রা)-কে মনোনীত করেন। অথবা নেককারদের শূরা দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। যেমন উমর ফারূক (রা) ছয়জন প্রধান সাহাবার শূরা মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হযরত উসমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচন করেন। অথবা জাতির 'আহলুল হল ওয়াল আকদ' অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাইয়াত গ্রহণ কিংবা তাহাদের প্রদত্ত

দায়িত্বের বলে যে কোন একজনের বাইয়াত গ্রহণের দ্বারা খলীফা নির্বাচিত হইতে পারে। যেমন হযরত আলী (ক) সেইভাবে খলীফা নির্বাচিত হইয়াছেন। যখন এইভাবে কেহ খলীফা নির্বাচিত হন, তখন অধিকাংশ ইমামের মতে তাহার আনুগত্য ওয়াজিব হইয়া যায়। ইমামুল হারামাইন বলেন, ইহার উপর উম্মতের ইজমা হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। যদি কেহ জবরদস্তির মাধ্যমে খিলাফতের মসনদ অলংকৃত করেন, তাহা হইলেও উম্মতের ঐক্য বহাল রাখা ও রক্তারক্তি হইতে উম্মতকে রক্ষার জন্য তিনি বৈধ খলীফা হিসাবে স্বীকৃত হইবেন। ইমাম শাফেঈ এই মতের সপক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন।

খিলাফত বৈধ হবার জন্য কি সাক্ষী প্রয়োজন? এই প্রশ্নে ইমামদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন, সাক্ষী শর্ত নহে। অপরদল বলেন, সাক্ষী শর্ত; তবে দুইজন সাক্ষীই যথেষ্ট।

আল জুবাঈ বলেন, চারিজন সাক্ষী এবং প্রস্তাবক ও প্রস্তাবিত লইয়া মোট ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ওয়াজিব। তাঁহার দলীল হইল হযরত উমর (রা)-এর মনোনীত ছয় সদস্য বিশিষ্ট মজলিসে শূরা। সেখানে চারিজন সাক্ষী ছিলেন, তাহা ছাড়া ছিলেন প্রস্তাবক আবদুর রহমান ইব্ন আওফ ও প্রস্তাবিত হযরত উসমান (রা)। এই মতটি বিতর্কিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

খলীফা হওয়ার জন্য ওয়াজিব হইল পুরুষ হওয়া, বয়স্ক হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, মুসলমান হওয়া, ইনসাফগার হওয়া, মুজাহিদ হওয়া, দূরদর্শী হওয়া, যুদ্ধোপযোগী স্বাস্থ্যবান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। ইহাই বিশুদ্ধ মত। কেহ কুরায়শ হওয়া শর্ত করিয়াছেন (সম্ভবত উহা সাময়িক শর্ত)। তবে হাশেমী হওয়া এবং নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়া শর্ত নহে। ইহা শিয়া ও রাফেজীদের প্রদত্ত শর্ত।

ইমাম বা খলীফা যদি কোন পাপ কার্য করেন, তাহা হইলে কি তাহাকে পদচ্যুত করা হইবে? ইহা লইয়াও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, পদচ্যুত করা যাইবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন.ঃ

الا ان تروا كفروا بواحا عندكم من اللّٰه فيه برهان -

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশিত প্রমাণের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট কাফির হিসাবে না দেখা পর্যন্ত তোমরা খলীফার আনুগত্য মানিয়া চল।

খলীফা নিজে কি পদত্যাগ করিতে পারেন? এই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম হাসান (রা) স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা তিনি বিশেষ কারণে করিয়াছিলেন এবং উহা প্রশংসিত ছিল। একই সঙ্গে দুইজন খলীফা হওয়া কিংবা দুইয়েরও অধিক হওয়া বৈধ নহে। কারণ, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-

من جاءكم وامركم جميع يريد ان يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের ভিতর আসিয়া ঐক্য বিনষ্টকারী কার্যকলাপের নির্দেশ দেয়, তাহাকে হত্যা কর, সে যেই হউক না কেন।

ইহাই অধিকাংশের মত। ইমামুল হারামাইনকে বাদ দিলে ইহার উপর উম্মতের ইজমা প্রমাণিত হয়।

কারামাতীরা বলেন, একই সঙ্গে দুইজন খলীফা থাকা বৈধ। যেমন একই সঙ্গে হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) খলীফা ছিলেন এবং উভয়ের আনুগত্য ওয়াজিব ছিল। একই সঙ্গে যখন একাধিক নবীর অবস্থান বৈধ ছিল, তখন একাধিক খলীফার অবস্থানও বৈধ। কারণ, নবূওত তো সর্বসম্মতভাবেই খিলাফতের চাইতে বেশী মর্যাদা রাখে।

আবূ ইসহাক হইতে ইমামুল হারামাইন বর্ণনা করেন- তিনি দুই খলীফার যুগপৎ খিলাফত বৈধ বলিয়াছেন এই শর্তে যে, রাষ্ট্র খুব বড় হইবে ও অনেক এলাকার সন্নিবেশ ঘটিবে এবং দূরত্বের কারণে এক খলীফার পক্ষে উহা পরিচালনা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

আমি বলিতেছি, ইহার উদাহরণ হইল সমসাময়িক কালে ইরাকের আব্বাসীয় খিলাফত, মিসরের ফাতেমী খিলাফত ও স্পেনের উমাইয়া খিলাফত। আমি ইনশাআল্লাহ ' কিতাবুল আহকাম'-এর শেষভাগে ইহা সবিস্তারে আলোচনা করিব।

(٣١) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِئُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٢) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٣٣) قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ○

৩১. অনন্তর তোমার প্রভু আদমকে সমস্ত কিছুর নাম শিখাইলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সামনে সেই সব বস্তু পেশ করিলেন এবং বলিলেন, আমাকে এইগুলির নাম বল, যদি তোমরা (পূর্ব বক্তব্যে) সত্যবাদী হইয়া থাক।

৩২. তাহারা বলিল, তুমি পবিত্র, তুমি যতটুকু বিদ্যা দান করিয়াছ তাহা ছাড়া তো আমাদের কোন বিদ্যা নাই, তুমিই সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

৩৩. তোমার প্রভু বলিলেন, হে আদম! তাহাদিগকে এইগুলির নাম বল; যখন সে তাহাদিগকে উহার নাম বলিয়া দিল, তোমার প্রভু বলিলেন- 'আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অদৃশ্য বস্তুর খবর রাখি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, তাহাও ভালভাবে জানি।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন। বিদ্যায় আদমের কাছে ফেরেশতারা হার মানিয়াছেন। বস্তু নিচয়ের পরিচয় দিতে ফেরেশতারা অপারগ হইলে আদম তাহাদিগকে শিখাইয়া দিয়া শিক্ষাগুরুর মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইলেন।

এই বৈশিষ্ট্য লাভের ঘটনাটি ঘটিয়াছে ফেরেশতাদের আদমকে সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাবার পরে। তথাপি পরের ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা এই জন্য আগে উল্লেখ করিলেন যে,

ফেরেশতারা যে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই আদম সৃষ্টির রহস্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে তাহাদের জ্ঞানের যে সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করিলেন, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করা। আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনার মাধ্যমে ফেরেশতাদের বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সৃষ্ট খলীফা জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا আয়াতাংশ সম্পর্কে আস্ সুদ্দী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেন- তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে তাহার সন্তান-সন্ততির প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেকটি জীব-জন্তুর নাম যথা-গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ যেই সব নাম দ্বারা মানুষ একে অপরকে ও জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীকে চিনিতে পারে এবং আসমান, যমীন, ভূ-ভাগ, সমুদ্র, ঘোড়া, গাধা, ইত্যাদির পরিচয় লাভ করে, তাহাই আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে শিক্ষা দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মাসউদ ইব্ন মা'বাদ, তাঁহার নিকট হইতে আসিম ইব্ন কুলাইব এবং তাঁহার নিকট হইতে ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যাবতীয় আসবাবপত্র ও হাড়ি-পাতিলের নাম শিখাইলেন। এমনকি উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ যায় নাই।

মুজাহিদ বলেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ তাহাকে তিনি পশু-পাখী সহ সকল কিছুর নাম শিখাইলেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্বসূরীরা উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন- যাবতীয় কিছুর নাম শিখাইলেন।

রবী' আশ্ শামী বলেন- নক্ষত্ররাজির নাম শিখাইলেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ বলেন- তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখাইলেন।

ইব্ন জারীরের অনুসৃত অভিমত হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সকল ফেরেশতার ও তাহার সকল সন্তান-সন্ততির নাম শিখাইয়াছেন। কারণ ثُمَّ عَرَضَهُمْ আয়াতাংশে هم সর্বনামটি বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই তিনি উক্ত অভিমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

অবশ্য هم সর্বনাম শুধু জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের জন্য নির্দিষ্ট, তাহা জরুরী নহে। বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণী বা বস্তুও উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। আরবী ভাষায় 'তাগলীব' হিসাবে তাহা করা হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ يَّخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ্ তা'আলা সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে। উহাদের এক শ্রেণী পেটে ভর দিয়া চলে, অন্য শ্রেণী চলে দুই পায়ে ভর করিয়া এবং এক শ্রেণী চার পায়ে চলে। আল্লাহ যাহা যেরূপ ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) عرضهم এর স্থলে عرضها পাঠ করিতেন। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) উহাকে عرضها পাঠ করিতেন অর্থাৎ নাম সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ।

বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সকল কিছুর নাম, শ্রেণী, গুণাবলী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করিলেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু, শ্রেণী ও তাহাদের ছোট-বড় সর্ববিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে তাহাকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ সংকলনের 'তাফসীর' অধ্যায়ে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমাকে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, তাহাকে হিশাম, কাতাদাহ হইতে ও তিনি আনাস ইব্ন মালিক হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'আমার খলীফা।'

আমাকে ইয়াযীদ ইব্ন যরী', তাহাকে সাঈদ, কাতাদাহ হইতে এবং তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ সমবেত হইয়া বলাবলি করিবে, কেহ যদি আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করিত। এতদুদ্দেশ্যে তাহারা আদম (আ)-এর কাছে গিয়া বলিবে- আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ পাক আপনাকে নিজের হাতে গড়িয়াছেন। তাঁহার ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করিয়াছেন। তিনি আপনাকে সকল কিছুর নাম শিখাইয়াছেন। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন; অন্তত এখানে যেন আমরা শান্তিতে থাকিতে পারি। তিনি বলিবেন, এখানে আমি তোমাদের কাজে আসিব না। তখন তিনি নিজের পাপ স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। অতঃপর বলিবেন, তোমরা নূহ (আ)-এর কাছে যাও। তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম রাসূল করিয়া দুনিয়াবাসীর কাছে পাঠাইয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার কাছে আসিবে। তিনিও বলিবেন, এখানে আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। তিনি নিজেই না জানিয়া আল্লাহ্র কাছে পুত্রের জন্য সুপারিশের ভুলটি স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবেন। তাই তিনি বলিবেন- তোমরা খলীলুল্লাহর কাছে যাও। তাহারা তাঁহার কাছে আসিলে তিনিও বলিবেন- এখানে আমি তোমাদের কোন কাজে আসিব না। বরং তোমরা মূসা (আ)-এর কাছে যাও। তাঁহার সহিত আল্লাহ্ পাক সরাসরি কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য আমি উপযুক্ত নহি এবং তিনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই এক ব্যক্তিকে হত্যার জন্য নিজ প্রভুর কাছে লজ্জিত হইবেন। তখন তিনি বলিবেন, তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি একাধারে আবদুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ, কলেমাতুল্লাহ ও রূহুল্লাহ। অতঃপর তাহারা তাঁহার কাছে যাইবে। তিনিও বলিবেন, এখানে তোমাদের জন্য আমি নহি। তোমরা আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও। আল্লাহ্ তাঁহার পূর্বাপর অপরাধ মাফ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার কাছে আসিবে। তখন আমি আমার প্রভুর অনুমতি গ্রহণের জন্য

যাইব। তিনি আমাকে শাফাআতের জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন। আমি যখন আমার প্রভুর সন্দর্শন লাভ করিব, সঙ্গে সঙ্গে সিজদারত হইব এবং তাঁহার মর্জী মোতাবেক প্রার্থনা করিব। অতঃপর বলা হইবে- মাথা উঠাও। এবারে দাবী পেশ কর, মঞ্জুর হইবে; বক্তব্য পেশ কর, শোনা হইবে এবং শাফাআত কর, কবূল হইবে। তখন মাথা তুলিব। অতঃপর তাঁহারই প্রদত্ত শিক্ষানুসারে তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিব। তারপর আমি শাফাআত করিব। উহা সীমিত সংখ্যায় মঞ্জুর হইবে। তাহাদিগকে আমি জান্নাতে পৌঁছাইব। আবার প্রভুর দরবারে আসিয়া সিজদাবনত হইব। তিনি অনুমতি দিলে পুনরায় শাফাআত করিব। তখন সীমিত সংখ্যক লোক মুক্তি পাইবে। তাহাদিগকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া তৃতীয়বার প্রভুর দরবারে ফিরিয়া আসিব। তখনও অনুরূপ হইবে। চতুর্থবার আসিয়া সকলকেই মুক্ত করিব। অবশেষে কেবল তাহারাই জাহান্নামে থাকিবে যাহাদিগকে কুরআন গতিরোধ করিবে। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করায় যে সব কাফির-মুশরিকের জন্য জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ওয়াজিব হইয়াছে।

ইমাম বুখারী পূর্বোক্ত আয়াতাংশ প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীসদ্বয় পেশ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ হিশাম ইব্ন আবূ আব্দুল্লাহ্ আদ্ দস্তওয়াইর বরাতে কাতাদাহ হইতে উহা বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবার সনদেও কাতাদাহ হইতে উক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এই দীর্ঘ হাদীসটি এখানে উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য শুধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্যটুকু ঃ

فيأتون ادم فيقولون انت ابو الناس خلق الله بيده واسجدلك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء -

(অতঃপর তাহারা আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি মানব জাতির পিতা। আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার ফেরেশতারা আপনাকে সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সকল কিছুর পরিচয় শিখাইয়াছেন।)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি জগতের সকল কিছুরই পরিচয় দিয়াছেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ। অর্থাৎ নামপদবাচ্য সকল কিছুই। যেমন আবদুর রায্যাক মুআম্মারের সনদে কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন- অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নামপদবাচ্য সকল কিছুই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, এইগুলির নাম বল।)

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা হইতে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সমগ্র সৃষ্টির পরিচয় জানাইয়া পরে উহা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন- 'অতঃপর নাম নির্দেশিত সৃষ্টিসমূহ ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিলেন।'

ইব্ন জারীর বলেন- আমাদিগকে আল কাসিম, তাঁহাকে আল হুসাইন, তাঁহাকে আল হাজ্জাজ, জারীর ইব্ন হাযিম ও মুবারক ইব্ন ফুযালা হইতে, তাঁহারা আবূ বকর আল-হাসান

ও কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ তাঁহাকে তিনি সকল কিছুর নাম শিখাইয়াছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া সেইগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পেশ করা হইয়াছে।

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। আয়াতাংশ সম্পর্কে এই সনদেই আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন, আমি এমন কোন কিছু সৃষ্টি করি নাই যাহা সম্পর্কে তোমাদের ভালভাবে জানা নাই। তথাপি যদি তোমরা (তোমাদের প্রকাশিত অভিমতে) সত্য হইয়া থাক, তাহা হইলে সেইগুলির নাম বল।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। অর্থ 'যদি তোমাদের এই জানা সত্য হয় যে, আমি পৃথিবীতে 'খলীফা' সৃষ্টি করিব না।'

ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে ক্রমাগত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুর্‌রা, আবূ সালেহ, আবূ মালিক ও আস্ সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ। অর্থাৎ বনী আদম পৃথিবীতে ঝগড়া-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে বলিয়া তোমরা যে ধারণা করিয়াছ, তাহাতে যদি তোমরা সত্য হও।

ইব্ন জারীর বলেন- এই ব্যাপারে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বিশ্লেষণই উত্তম। তিনি ইহার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন ঃ

'হে বক্তব্য পেশকারী ফেরেশতাবৃন্দ! তোমরা যে বলিলে, বনী আদম পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ রক্তারক্তি করিবে এবং বনী আদমের বদলে তোমাদের মধ্য হইতে খলীফা বানাইলে তাহার অনুগত থাকিয়া ইবাদত বন্দেগী করিবে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তোমাদের সামনে পেশকৃত বস্তুসমূহের নাম-পরিচয় বল। তোমরা এইগুলি সদা সর্বদা দেখা সত্ত্বেও যদি এই জ্ঞাত বস্তুসমূহের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হও, তাহা হইলে যেই ভাবী কার্যাবলী তোমরা জ্ঞাত নহ, তাহা সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি করিয়া সত্য হইতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলার এই প্রচ্ছন্ন ধমকের সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ

سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ হে সর্ববিষয়ের জ্ঞানাধার! হে সমগ্র সৃষ্টি ও কার্যাবলীর শ্রেষ্ঠতম কুশলী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা জ্ঞান দান কর ও যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখ। এই ব্যাপারে তোমার হিকমতই অতুলনীয় ও ন্যায়ানুগ।

ইহা ফেরেশতাদের তরফ হইতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনামূলক বক্তব্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার মর্জী ছাড়া তাঁহার সার্বিক জ্ঞানের কিছুমাত্রও কেহ অর্জন করিতে পারে না এবং তিনি যাহা শিখান নাই, তাহা কেহ শিখিতে পারে না। তাই তাহারা সবিনয়ে বলিলেন ঃ

سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মুলাইকা, হাজ্জাজ, হাফস ইব্ন গিয়াস, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- উহা আল্লাহ পাকের সর্ববিধ গর্হিত ব্যাপার হইতে পবিত্রতা বর্ণনামূলক শব্দ। হযরত উমর (রা) একদিন সহচর পরিবেষ্টিত হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন- 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থ তো জানি, কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' অর্থ কি? আলী (ক) উত্তর দিলেন- উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিজের জন্য মনোনীত একটি বাক্য। উহা পাঠ করাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে ফুযায়ল ইবনু নযর ইব্ন আদী বর্ণনা করেন– এক বক্তি মায়মূন ইব্ন মিহ্রানকে 'সুবহানাল্লাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন- উহা এমন একটি নাম যাহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা বর্ণিত হয়।

قَالَ يٰـاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে যায়দ ইব্ন আস্লাম বলেন- অর্থাৎ তুমি জিবরাঈল, তুমি মিকাঈল, তুমি ইসরাফীল, এইরূপ সমস্ত কিছুর নাম বলিতে গিয়া এমনকি কাকের নাম পর্যন্ত বলিলেন।

قَالَ يٰـاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন- কবুতর ও কাক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কিছুর নাম বলিলেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আল-হাসান ও কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

বস্তুসমূহের নাম পরিচয় শিক্ষা দানের ফলে যখন আদম (আ)-এর মর্যাদা ফেরেশতাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে আগেই বলি নাই যে, আমি দৃশ্য কি অদৃশ্য, গোপন কি প্রকাশ্য সকল কিছুই সর্বাধিক জানি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى "আর যদি তুমি প্রকাশ্যে কিছু বল, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি অন্তর্নিহিত গোপন কথাও জানিতে পাইবেন।

তেমনি হুদহুদ পাখি সম্পর্কে সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন ঃ

اَلاَّ يَسْجُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ـ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

"তাহারা কি সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হইবে না যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত বস্তুর প্রকাশ ঘটাইয়াছেন এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ তাহা যিনি জানেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।"

কেহ কেহ বলেন ঃ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ আমি যাহা উল্লেখ করি নাই (বরং গোপন রাখিয়াছি)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য ব্যাপারের মতই গোপনীয় ব্যাপার জানি। ইবলীস তাহার অন্তরে যে দম্ভ ও অহংকার লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা আমি জানি।

ইব্‌ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে ক্রমাগত ইব্‌ন আব্বাস, মুর্‌রা, আবূ সালেহ্, আবূ মালিক ও আস্ সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

ফেরেশতাদের বক্তব্য أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ হইল তাহাদের প্রকাশ্য কথা এবং ইবলীসের অন্তরে যে অহংকার নিহিত রহিয়াছে তাহাই গোপন কথা।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, আস্ সুদ্দী, যিহাক ও ছাওরী উক্ত আয়াতের অনুরূপ তাৎপর্য ব্যক্ত করিয়াছেন; ইব্‌ন জারীর এই অভিমতই পছন্দ করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, আল-হাসান ও কাতাদাহ বলেন ঃ 'আমাদের চাইতে বিজ্ঞ ও মর্যাদাবান আল্লাহ্ পাকের আর কোন সৃষ্টি নহে'- ফেরেশতাদের এই আলোচনাই হইল উক্ত আয়াতে উল্লেখিত গোপন কথা।

রবী' ইব্‌ন আনাসের বরাতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন- উক্ত আয়াতের প্রকাশ্য কথা হইল, 'আপনি কি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে ঝগড়-ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে?' পক্ষান্তরে উহার গোপন কথা হইল ফেরেশতাদের এই আলোচনা-আল্লাহ্ তা'আলার এমন কোন সৃষ্টি নাই যাহারা আমাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান।' অবশেষে তাহারা জানিতে পাইলেন যে, আল্লাহ আদম (আ)-কে তাহাদের চাইতে জ্ঞানী ও মর্যাদাবান করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন- আমাকে ইউনুস ও তাঁহাকে ইব্‌ন ওহাব, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ফেরেশতা ও আদম (আ) সম্পর্কিত কাহিনী প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন, যেভাবে তোমরা বস্তু নিচয়ের নামসমূহ জান না, তেমনি তোমরা বনী আদমের ঝগড়া-ফাসাদের ব্যাপারটি জানিলেও তাহাদের মধ্যে যে বহু অনুগত বান্দা হইবে তাহা তোমরা জান না। কারণ, নাফরমানীর ব্যাপারটি তোমাদিগকে জানিতে দিলেও ফরমাবরদারীর দিকটা তোমাদের কাছে গোপন রহিয়াছে।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম আরও বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা আগেই নাফরমানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন ঃ

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ "অবশ্যই আমি (নাফরমান) জ্বিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব।"

অথচ ফেরেশতারা তাহাও জানিতেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যাহা দান করিয়াছেন তাহা দেখিতে পাইয়া আদমের শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইলেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ এই ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমতই উত্তম। তিনি বলেন- অর্থাৎ আমি আমার আসমান ও যমীনের সকল গায়বী ব্যাপারে ইলমের সাহায্যে তোমরা যাহা বলিয়াছ আর যাহা গোপন করিয়াছ, সকল কিছুই ভালভাবে জানিয়াছি। বনী আদমের যে নাফরমানীর কথা বল তাহা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমাদের মধ্যকার ইবলীসের নাফরমানী ও অহংকারের কথাও। তিনি আরও বলেন ঃ

ইবলীসের গোপন মনোভাবটি সকলকে জড়াইয়া বলার রীতি আরবী ভাষায় বিদ্যমান। তাহারা দলের দু'একজন নিহত কিংবা পরাজিত হইলে বলে। قتل الجيش وهزموا

তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ "নিশ্চয় তোমাকে যাহারা হুজরার পিছন হইতে ডাকে।"

এখানে উদ্দিষ্ট মাত্র একজন। তিনি বনূ তমীমের লোক। সেইভাবে وَأَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ আয়াতটিও শুধু ইবলীসের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

শয়তানের অহংকার ও পতন

(٣٤) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩৪. অতঃপর যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ভিন্ন সকলেই সিজদা করিল। সে দম্ভভরে অস্বীকার করিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির মর্যাদা দিয়া বনী আদমের উপর বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ফেরেশতাগণের প্রতি আদম (আ)-কে সিজদা করার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এই মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। বহু হাদীসেও এই ব্যাপারটি বর্ণিত হইয়াছে। উপরে আলোচিত শাফাআতের হাদীসেও এবং ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কিত নিম্ন হাদীসটিতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

رب ارنى ادم الذى اخرجنا ونفسه من الجنة فلما اجتمع به قال انت ادم الذى خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته .... الحديث -

(প্রভু হে! আমাকে আদম (আ)-কে দেখান যিনি নিজেকে ও আমাদের সকলকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়াছেন। যখন তাহারা একত্রিত হইলেন তখন মূসা (আ) বলিলেন, আপনি সেই আদম (আ) যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া তাহাতে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন এই তাঁহার ফেরেশতারা তাঁহাকে সিজদা করিয়াছিলেন? .... আল-হাদীস)।

ইনশাআল্লাহ কিছু পরে হাদীসটি সবিস্তারে আলোচিত হইবে। ইব্ন জারীর বলেন ঃ

আমাকে আবূ কুরায়ব, তাঁহাকে উসমান ইব্ন সাঈদ, তাঁহাকে বাশার ইব্ন আম্মারা, আবূ রউফ হইতে, তিনি যিহাক হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীস ফেরেশতাদেরই একটি গোত্রভুক্ত ছিল। তবে তাহারা ছিল আগুনের সৃষ্টি। এই গোত্রটিকে জ্বিন বলা হইত। তাহার নাম ছিল হারিছ। সে জান্নাতের খাজাঞ্চী ছিল। তিনি আরও বলেন, এই গোত্র ছাড়া অন্য সব ফেরেশতারা ছিলেন নূরের সৃষ্টি। কুরআনে বর্ণিত জ্বিনরা অগ্নিশিখা হইতে সৃষ্টি। উহা উর্ধ্বগামী হয় এবং প্রজ্বলিত আগুন হইতে উদ্গত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ মাটির সৃষ্টি। পৃথিবীতে প্রথম বাসিন্দা ছিল জ্বিন জাতি। তাহারা পৃথিবীতে যখন চরম ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টি করিল এবং মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফেরেশতা বাহিনীর সঙ্গে সদলবলে ইবলীসকেও পাঠাইলেন। ইবলীসের দলও জ্বিন ছিল। তাহারা যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করিল এবং অবশিষ্টরা সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে ও পাহাড়ের গুহায় পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। এই বিজয় ইবলীসের মনে অহংকার সৃষ্টি

করিল। সে মনে মনে বলিল, আমি যাহা করিলাম তাহা আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মনের এই অবস্থা জানিতে পাইলেন। কিন্তু ফেরেশতাগণকে তাহা জানান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিলেন ঃ

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً (আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিতে যাইতেছি।)

ফেরেশতারা জবাবে বলিলেন ঃ

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (كما افسد الجن وسفكت الدماء وانما بعثنا عليهم لذالك) ـ

"আপনি কি পৃথিবীতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পৃথিবীতে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাইবে, যেভাবে জ্বিন জাতি ঘটাইয়াছে? অথচ আমরা তো তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্যই এখানে প্রেরিত হইয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যুত্তরে বলিলেন ঃ إِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ আমি ইবলীসের অন্তরের খবব রাখি যাহা তোমরা জান না। তাহার অন্তর দম্ভ ও অহংকারে পূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি আদম সৃষ্টির জন্য মাটি আনিতে বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে 'লাযিব' মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিলেন। 'লাযিব' বলা হয় পবিত্র ছানা মাটিকে। মাটিকে ছানিয়া খামীরার মত আঁটালো ও শক্ত করাকে 'হামাইম মাসনূন' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই মাটি দ্বারা নিজ হাতে আদমকে সৃষ্টি করিলেন। মাটির দেহ সৃষ্টি করিয়া চল্লিশ দিন রাখিয়া দিলেন। তখন ইবলীস আসিয়া তাহাকে লাথি মারিয়া ওলট-পালট করিয়া দেখিত যে, কোথাও ফাঁপা রহিয়াছে কিনা। যেহেতু উহা مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ছিল অর্থাৎ দোআঁশ মাটির গড়া পাত্রবৎ ছিল, তাই উহা আঘাত পাইয়া আওয়াজ করিত। তখন ইবলীস উহার মুখ দিয়া ঢুকিয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইত এবং মলদ্বার দিয়া ঢুকিয়া মুখ দিয়া বাহির হইত। অতঃপর বলিত, তুমি কোন বস্তুই নহ। কারণ, তোমাকে নগণ্য এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি যদি তোমার উপর কর্তৃত্ব পাই, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমাকে অমান্য করিব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাহার ভিতর প্রাণ প্রবিষ্ট করাইলেন, উহা যেহেতু মাথার দিক হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাই পূর্ণ দেহ তখনও সক্রিয় হয় নাই। শুধু সর্বাঙ্গে গোশ্ত ও রক্ত সৃষ্টি হইতেছিল। যখন প্রাণ নাভি পর্যন্ত পৌছিল, তখন আদম (আ) নিজ দেহের দিকে তাকাইয়া অবাক হইলেন এবং তখনই উঠার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ الاِنْسَانُ عَجُوْلاً "মানুষ বড়ই তাড়াহুড়া প্রিয় সৃষ্টি।" (১৭ ঃ ১১) অর্থাৎ ভাল-মন্দ কোন ক্ষেত্রেই তাহার ধৈর্য থাকে না।

অবশেষে যখন সর্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি হাঁচি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের ইঙ্গিত 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলিলেন। জবাব আল্লাহ পাক বলিলেন, 'য়্যারহামুকাল্লাহু য়্যা আদম।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীস ও তাহার সঙ্গী ফেরেশতাগণকে (আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে নহে) হুকুম দিলেন- 'আদমকে সিজদা কর।' তখন ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন, শুধু ইবলীস দম্ভভরে উহা অস্বীকার করিল। যখন তাহার অন্তরে

অহংকার ও বড়াই জাগ্রত হইল, তখন সে বলিল, আমি তাহাকে সিজদা করিব না। আমি তো তাহা হইতে উত্তম। আমি তাহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সৃষ্টির দিক দিয়াও আমি অধিক শক্তিশালী। তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আগুন দ্বারা। আর আগুন মাটি হইতে শক্তিশালী।

ইবলীস যখন সিজদা দিতে অস্বীকার করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাকে ইবলীস বলিয়া আখ্যা দিলেন অর্থাৎ সমস্ত কল্যাণ হইতে বিদূরিত ও বঞ্চিত করিলেন। অনন্তর তাহার নাফরমানীর শাস্তিস্বরূপ তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিলেন।

অতঃপর এইসব বস্তু ইবলীসের সঙ্গী অগ্নিসৃষ্ট ফেরেশতাদের সামনে পেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব না, তোমাদের এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এইগুলির নাম বল।'

উক্ত ফেরেশতারা যখন জানিতে পাইলেন যে, না জানিয়া শুনিয়া ভবিষ্যতের গায়বী কথা বলায় আল্লাহ্ তা'আলা নারাজ হইয়াছেন, তখন তাহারা সবাই বলিলেন- আল্লাহ ছাড়া কেহ গায়বী কথা জানে এরূপ অপবিত্র ধারণা হইতে আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। মূলত আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের অন্য কোন জ্ঞান নাই। আপনি তো যাহা শিখাইবার তাহা আদমকে শিখাইয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন- হে আদম, তাহাদিগকে এইগুলির নাম বলিয়া দাও। যখন আদম (আ) সেইগুলির নাম বলিয়া দিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– হে প্রশ্নকারী ফেরেশতাকুল! আমি কি বলি নাই যে, আমি আসমান যমীনের সকল গায়েবী খবর খুব ভালভাবেই জানি এবং আমি ছাড়া তাহা আর কেহ জানে না। তাই তোমরা যাহা প্রকাশ কর তাহা যেমন জানি, তেমনি জানি তোমরা যাহা প্রকাশ কর না তাহাও। অর্থাৎ ইবলীসের অন্তর্নিহিত দম্ভ ও অহংকারের খবরও রাখি।

উপরোক্ত হাদীসটি গরীব। ইহার ভিতরে এমন কিছু কথা আছে যাহা প্রশ্নাতীত নহে। মশহুর তাফসীরে এই সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আস্ সুদ্দী তাঁহার তাফসীরে আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্রা হইতে, তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার পছন্দনীয় সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া আরশে সমাসীন হইলেন, তখন ইবলীসকে আসমান ও যমীনের আধিপত্য প্রদান করিলেন। সে ফেরেশতা ছিল। জান্নাতের খাজাঞ্চীখানার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়া তাহাকে জ্বিন বলা হইত। এই বিশাল দায়িত্বভার তাহার অন্তরে এই গর্ব সৃষ্টি করিল যে, ফেরেশতাদের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে এত বড় দায়িত্ব দিয়াছেন। অন্তর্যামী ইহা জানিতে পাইয়া ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলিলেন- অবশ্যই আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করিব। তাঁহারা প্রশ্ন করিলেন, প্রভু হে, সেই খলীফা কিরূপ হইবে? তিনি বলিলেন, তাহার সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহারা পারস্পরিক হিংসায় লিপ্ত হইয়া একে অপরকে হত্যা করিবে। তাহারা তখন বলিলেন, পরোয়ারদেগার, আপনি কেন এরূপ ফাসাদ ও রক্তারক্তি সৃষ্টিকারী খলীফা পৃথিবীতে পাঠাইবেন? আমরাই তো আপনার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনার জন্য রহিয়াছি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাহাও জানি যাহা তোমরা জান না। অর্থাৎ তোমাদের ইবলীসের অবস্থাও জানি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী হইতে মাটি আনার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে পাঠাইলেন। পৃথিবী বলিল, তুমি আমাকে মাটি কমাইয়া সংকুচিত করিবে, ইহা হইতে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই। তখন জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং আরয করিলেন, পরোয়ারদেগার, পৃথিবী তোমার কাছে পানাহ্ চাওয়ায় আমি তাহাকে পানাহ্ দিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিকাঈল (আ)-কে পাঠাইলেন। তাঁহার কাছেও পৃথিবী অনুরূপ বলায় তিনিও ফিরিয়া আসিলেন এবং জিবরাঈল (আ)-এর মত একই ওজর পেশ করিলেন। অতঃপর মালিকুল মউত আযরাঈল (আ)-কে পাঠানো হইল। তাঁহার কাছেও পৃথিবী পূর্বানুরূপ বলিল। তখন তিনি বলিলেন, 'আমিও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁহার হুকুম পালন না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া হইতে পানাহ চাহিতেছি। এই বলিয়া তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি রঙের মাটি একত্র করিয়া লইয়া গেলেন। এই কারণে আদম সন্তানগণ বিভিন্ন রঙের হইয়াছে।

অতঃপর মাটিক ছানিয়া খামীরা বানানো হইল এবং ফেরেশতাগণকে বলা হইল– আমি মাটি দ্বারা মানুষ গড়িতেছি। যখন সঠিকভাবে গড়া হইবে এবং উহাতে আমি প্রাণ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহাকে সিজদা করিবে। আয়াত ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ - فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে আদমকে গড়িলেন। উদ্দেশ্য ইবলীস যেন আদম সৃষ্টির ব্যাপার লইয়া কোনরূপ অহংকারের সুযোগ না পায়। আদমের দেহ গড়িয়া চল্লিশ বছর রাখিয়াছিলেন। ফেরেশতারা তাহা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে ইবলীস বেশী অস্থির হইল। সে যখন উহার পাশ দিয়া যাইত, তখন আঘাত করিত। সঙ্গে সঙ্গে উহা পাতিল, হাঁড়ির মত আওয়াজ করিত। তখন সে বলিত, মাটি ছানিয়া ইহা কি বস্তু বানানো হইয়াছে? অতঃপর সে উহার মুখ দিয়া ঢুকিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইত। অতঃপর ফেরেশতাগণকে বলিত, ইহা হইতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। তোমাদের প্রভু অভাবমুক্ত এবং ইহা পেট সর্বস্ব। যদি আমি ইহার উপর আধিপত্য লাভ করি, তাহা হইলে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদমের দেহে প্রাণ সঞ্চারের ইচ্ছা করিলেন, তখন ফেরেশতাগণকে বলিলেন- যখন আমি উহাতে আমার প্রাণ হইতে প্রাণ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহাকে সিজদা করিবে। যখন উহার রূহ মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল, তখন আদম হাঁচি দিলেন। তখন ফেরেশতারা তাঁহাকে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিতে বলিলেন, তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- য়্যারহামুকা রব্বুকা। যখন তাহার চক্ষুদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি বেহেশতের ফল-মূল দেখিতে পাইলেন। যখন তাঁহার পেটে প্রাণ প্রবিষ্ট হইল, তখন ক্ষুধার্ত হইয়া জান্নাতের ফল-মূল খাইতে উদ্যোগী হইলেন। অথচ তখনও তাঁহার পদদ্বয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হয় নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

خُلِقَ الاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (মানুষকে তাড়াহুড়া-প্রিয় করিয়া গড়া হইয়াছে।)

তখন একমাত্র ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতা সিজদা করিলেন। সে দম্ভভরে অস্বীকার করিল এবং কাফির হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন- আমার নির্দেশ সত্ত্বেও কোন্ বস্তু তোমাকে আমার স্বহস্তে গড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সিজদা হইতে বিরত রাখিয়াছে? সে জবাব দিল- আমি তাহা হইতে উত্তম। তুমি যাহাকে মাটি দিয়া গড়িয়াছ, তাহাকে আমি সিজদা করিতে পারি না। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাকে বলিলেন ঃ

اُخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ (জান্নাত হইতে বাহির হইয়া যাও। উহা তোমার জন্য নহে।)

তারপর বলিলেন ঃ

اِنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ (জান্নাতে থাকিয়া যদি তুমি বড়াই কর, তাহা হইলে বাহির হইয়া যাও এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হও।)

অতঃপর তিনি আদম (আ)-কে সকল কিছুর পরিচয় শিখাইয়া সেইগুলি ফেরেশতাদের নিকট পেশ করিয়া বলিলেন- বনী আদম দুনিয়াতে শুধু ফিতনা-ফাসাদ আর খুন-খারাবী করিবে, তোমাদের এই জানা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এইগুলির পরিচয় দাও।

তখন তাহারা বলিলেন- আপনি পবিত্র। আপনি যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের আর কোন বিদ্যা নাই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলিলেন, হে আদম! তুমি তাহাদিগকে এইগুলির পরিচয় বলিয়া দাও। যখন সে তাহাদিগকে উহা বলিয়া দিল, তখন তিনি ফেরেশতাদিগকে বলিলেন- আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের অদৃশ্য খবর রাখি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর ও গোপন রাখ, সকল কিছুই আমি ভালভাবে জানি।

বর্ণনাকারী বলেন- তাহাদের প্রকাশ্য কথা হইল, 'আপনি কি পৃথিবীতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা ফাসাদ ও রক্তারক্তি করিবে?' আর তাহাদের অপ্রকাশ্য কথা হইল ইবলীসের অন্তরে লুকানো অহংকার।

আস্ সুদ্দীর তাফসীরে উক্ত সাহাবায়ে কিরামের বরাতে উদ্ধৃত এই হাদীসটি মশহুর বটে; কিন্তু ইহার ভিতর কিছু কিছু ইসরাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে। সম্ভবত ইহাতে 'মুদরাজ' অর্থাৎ বর্ণনাকারীর কিছু বক্তব্যও প্রবিষ্ট হইয়াছে যাহা সাহাবাদের বক্তব্য নহে। অথবা উহা পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। হাকিম তাঁহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে একই সনদে উহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন- হাদীসটি বুখারীর শর্ত পূরণ করিয়াছে।

মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলেন, তখন ইবলীসও সেই নির্দেশের আওতায় ছিল। যদিও সে নূরসৃষ্ট ফেরেশতা ছিল না। তথাপি ফেরেশতাদের এক গোত্রভুক্ত ছিল এবং কার্যত তাহাদের সদৃশ ছিল। সুতরাং উক্ত নির্দেশ তাহার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল এবং এই কারণেই তাঁহার নির্দেশ অমান্যটি নিন্দনীয় হইয়াছে। এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ اِلاَّ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ আয়াতের তাফসীরে আমি সবিস্তারে আলোচনা করিব।

এই কারণে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক খাল্লাদ হইতে, তিনি আতা হইতে, তিনি তাউস হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'ইবলীস নাফরমান হওয়ার আগে ফেরেশতা

ছিল। তাহার নাম ছিল আযাযীল। তবে সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল। ইলম ও ইজ্জতের ফেরেশতাকুল শ্রেষ্ঠ ছিল। ইহাই তাহাকে অহংকারী করিল। ফেরেশতাদের জ্বিন গোত্রে সে জন্ম নিয়াছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতেও খাল্লাদ আতা হইতে, তিনি তাউস হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমাকে আমার পিতা, তাঁহাকে সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, তাঁহাকে উবায়দ অর্থাৎ ইবনূল আওয়াম, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন হইতে, তিনি ইয়ালী ইব্ন মুসলিম হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। সে ফেরেশতাদের সর্দার ও চারিপাখা বিশিষ্ট ছিল। অতঃপর ইবলীস হইল।

সুনায়দ হাজ্জাজ হইতে ও তিনি ইব্ন জুরায়জ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ইবলীস ফেরেশতাদের সর্বমান্য সর্দার ছিল। সে বেহেশতের কোষাধ্যক্ষ ছিল। আসমান-যমীনের উপর তাহার পূর্ণ আধিপত্য ছিল।

যিহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আত তাওআমার ভৃত্য সালেহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ফেরেশতাদের জ্বিন নামে একটি গোত্র আছে। ইবলীস সেই গোত্রের ফেরেশতা। আসমান ও যমীনে তাহার আধিপত্য ছিল। যখন সে নাফরমান হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহা লোপ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিলেন।

এই বর্ণনাটি ইব্ন জারীরের। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করেন- ইবলীস পয়লা আকাশের ফেরেশতাদের সর্দার ছিল।

ইব্ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন বাশার, তাহাকে আলী ইব্ন আবূ আদী, তিনি আওফ হইতে, তিনি আল হাসান হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীস কখনও ফেরেশতা ছিল না। মাটির সৃষ্টি আদমের মতই সে হইল অগ্নিসৃষ্ট জ্বিন। অর্থাৎ মানুষ যেরূপ ফেরেশতা নহে, জ্বিনও তেমনি ফেরেশতা নহে।

আল-হাসান হইতে ইহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ আসলামও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

শহর ইব্ন হাওশাব বলেন- ফেরেশতারা যেই জ্বিন জাতিকে ধ্বংস করিয়াছে, ইবলীস তাহাদেরই একজন। ফেরেশতারা তাহাকে লুকাইয়া আসমানে লইয়া গিয়াছিল। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন।

সুনায়দ ইব্ন দাউদ বলেন- আমাকে হাশিম, তাহাকে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াহিয়া, মূসা ইব্ন নুসায়র ও উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন কামিল হইতে, তাহারা সা'দ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"ফেরেশতারা যখন জ্বিনদের সহিত লড়াই করিতেছিল, ইবলীস তখন শিশু ছিল। তখন ফেরেশতারা তাহাকে সঙ্গে নিয়া গেলেন যেন সে তাহাদের সংশ্রবে ইবাদতগার হয়। কিন্তু আদমকে যখন সিজদা করার হুকুম আসিল, তখন সে অস্বীকার করিয়া বসিল।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

اِلاَّ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ। (ইবলীস ছাড়া (সকলেই সিজদা করিল)। সে ছিল জ্বিন।)

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত ইকরামা, জনৈক ব্যক্তি, শরীক, আবূ আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এক শ্রেণীকে তিনি নির্দেশ দিলেন, আদমকে সিজদা করার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিলে তিনি আগুন পাঠাইয়া তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিলেন। অতঃপর আরেকদল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকেও অনুরূপ আদেশ করায় তাহারাও অস্বীকার করিল। তাই তাহাদিগকেও আগুনে ভস্মীভূত করা হইল। অবশেষে তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিয়া অনুরূপ আদেশ করিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল। শুধু ইবলীস অস্বীকার করিল। মূলত সে অস্বীকারকারী সৃষ্টিরই একজন ছিল।

এই হাদীসটি শুধু 'গরীব'ই নহে, ইহার সূত্র ও ক্রটিপূর্ণ। এই সনদে একজন অজ্ঞাতনামা বর্ণনাকারী রহিয়াছে। এই ধরনের সূত্র কখনও দলীল হইতে পারে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ, তাঁহাকে আবূ উসামা, তাঁহাকে সালেহ হাইয়ান ও তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদা বলেন ঃ

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়া ভস্মীভূত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া হইতে রবী' ও তাহার নিকট হইতে আবূ জামির (রা) বলেন ঃ

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ নাফরমানদের একজন।

وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে আস্ সুদ্দী বলেন- সেইদিন যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেন নাই তাহারা এবং তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণ।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-করযী বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে প্রথমে কুফরীর উপরে সৃষ্টি করেন। অতঃপর ফেরেশতার সাহচর্যে ভাল কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মূল অবস্থায় ফিরাইয়া দেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ। অর্থাৎ সে আগেও কাফির ছিল।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- আনুগত্য ছিল আল্লাহর জন্য এবং সিজদা ছিল আদমের জন্য। ফেরেশতাগণকে দিয়া সিজদা করাইয়া আল্লাহ্ আদমকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। একদল বলেন- উক্ত সিজদা ছিল সম্মানের সিজদা (ইবাদতের সিজদা নহে)। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا 'সে (ইউসুফ) তাহার পিতামাতাকে সিংহাসনে উঠাইল এবং তাহারা সকলেই সিজদাবনত হইল।'

এই সিজদা অতীতের উম্মতদের জন্য শরীয়তসম্মত ছিল। আমাদের এই উম্মতের জন্য উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

মু'আয (রা) বলেন- সিরিয়ায় গিয়া দেখিলাম, সেখানে উলামায়ে কিরাম ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা দানের প্রচলন রহিয়াছে। তাই বলিলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সিজদা লাভের

বেশী যোগ্য তো আপনি। রাসূল (সা) বলিলেন- না। যদি আমি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা দান বৈধ করিতাম, তাহা হইলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে সিজদা দানের নির্দেশ দিতাম। কারণ, সে অধিকতর হকদার।

ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। একদল বলেন- সিজদা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এবং আদম (আ)-কে কিবলা বানানো হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ (সূর্য ঢলিয়া পড়িলে নামায পড়।)

অবশ্য এই উপমাটি প্রশ্নাতীত নহে। মূলত প্রথম মতটিই উত্তম। আদমকে সিজদা দেওয়া হইয়াছে সম্মান প্রদর্শন ও প্রণতি জ্ঞাপনের জন্য এবং উহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্পন্ন হইয়াছে। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে এই মতটির উপর জোর দিয়াছেন এবং বিপরীত মত দুইটিকে দুর্বল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, কিবলা বানানোর মধ্যে মর্যাদা প্রকাশের ব্যাপার অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিনয় প্রকাশের জন্য মাটিতে মাথা ঠেকানোর ব্যাপারটিও দুর্বল।

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যে মর্যাদা দান করিলেন, আল্লাহ্‌র দুশমন ইবলীসের উহাতে হিংসার উদ্রেক হইল। সে বলিল ঃ আমি অগ্নিসৃষ্ট আর সে হইল মৃত্তিকাসৃষ্ট। আদি পাপ হইল অহংকার। অহংকারের কারণেই সে আদমকে সিজদা করিতে অস্বীকার করিল।

আমি বলি সহীহ্ হাদীসে আছে ঃ

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر

অর্থাৎ যাহার অন্তরে সরিষা বরাবর অহংকার আছে সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।

ইবলীসের অন্তর কুফর, হিংসা ও অহংকারপূর্ণ ছিল। এই কারণেই সে আল্লাহর রহমতের দরবার হইতে বিতাড়িত হইল।

কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন ঃ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ وصار من الكافرين (সে কাফির হইল)। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فكان من المغرقين (সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল) কিংবা فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (তাহা হইলে তোমরা আত্মপীড়ক হইবে)। কবি বলেন ঃ

بتيهاء قفر والمطى كانها * قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

এখানেও صارت অর্থে كانت লওয়া হইয়াছে।

ইব্‌ন ফাওরাক বলেন- উহার তাৎপর্য হইল এই যে, তাহার কুফরী আল্লাহ্‌র ইলমে বিদ্যমান ছিল। ইমাম কুরতুবী এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং এখানে তিনি একটি মাসআলার উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের আলিমগণ বলেন ঃ নবী ছাড়া যাহারা কারামাত ও অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ওলী হওয়ার দলীল হয় না। কোন কোন সূফী ও রাফেযী বিপরীত মত পোষণ করেন। তেমনি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন ঈমানের পরিপূর্ণতারও দলীল নহে। ইবলীস বহু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও কাফির ছিল।

এক্ষেত্রে আমার অভিমত হইল- এই ওলী ছাড়াও অন্য কেহ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারে। এমনকি কাফির, ফাসিক দ্বারাও উহা সম্ভব। ইব্‌ন সাইয়াদ কাফির হইয়াও তাহা করিয়াছিল।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) উহা প্রকাশ না করিয়া ইব্‌ন সাইয়াদকে প্রশ্ন করিলেন- বল তো আমার অন্তরে কি লুকানো রহিয়াছে? সে তক্ষুণি জবাব দিল 'আদ্ দুখ্'। তেমনি সে যখন ক্রুদ্ধ হইত তখন তাহার দেহ স্ফীত হইয়া পথ রুদ্ধ করিয়া-ফেলিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) তাহাকে হত্যা করেন। বহু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত যে, দজ্জাল অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে। তাহার নির্দেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে, পৃথিবী শস্য উৎপন্ন করিবে, খনিগুলি খনিজদ্রব্য উৎক্ষিপ্ত করিবে, এমনকি সে এক যুবককে হত্যা করিয়া পুনর্জীবিত করিবে ইত্যাদি।

ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা আস্ সদফী বলেন, ইমাম শাফেঈ (র)-কে বলিলাম যে, লায়ছ ইব্‌ন সা'দ বলেন- তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে পানির উপর দিয়া হাঁটিতে কিংবা হাওয়ায় উড়িতে দেখ, তাহা হইলেও কুরআন সুন্নাহর সহিত তাহার কার্যকলাপ না মিলাইয়া উহাতে মুগ্ধ হইও না। ইমাম শাফেঈ (র) বলিলেন- লায়ছ ইব্‌ন সা'দ (র) ঠিকই বলিয়াছেন, তবে কিছু কম বলিয়াছেন।

ইমাম রাযী প্রমুখ সিজদাকারীগণ সম্পর্কে আলিমদের দুইটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আদম (আ)-কে সিজদা দানের নির্দেশ কি শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, না আকাশ ও পৃথিবীর সকল ফেরেশতার জন্য ছিল? যদিও একদল আলিম শুধু পৃথিবীর ফেরেশতাদের জন্য উক্ত নির্দেশ নির্দিষ্ট বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তথাপি উহা দুর্বল অভিমত। পাক কালামের প্রকাশ্য বক্তব্য সকল ফেরেশতাকে উক্ত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। যেমন ঃ

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلَّا اِبْلِيْسَ (একমাত্র ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সমবেতভাবে সিজদা প্রদান করিয়াছে।)

উক্ত নির্দেশটি ব্যাপক হওয়ার পক্ষে চারিটি যুক্তিযুক্ত কারণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আদম (আ)-এর পরীক্ষা ও পদস্খলন

(٣٥) وَقُلْنَا يَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٣٦) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

৩৫. আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি সস্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর ও মুক্তভাবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা উহা হইতে ভক্ষণ কর। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হাইলে তোমরা আত্মপীড়কদের দলভুক্ত হইবে।'

৩৬. অতঃপর শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল। অবশেষে তাহাদিগকে তাহাদের নিবাস হইতে বহিষ্কার করিল। আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই পরস্পর শত্রুরূপে অবতরণ কর। অনন্তর তোমাদের জন্য পৃথিবীতে কিছুদিন অবস্থান ও উহার সম্পদ ভোগ নির্ধারিত হইল।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে কিরূপ মর্যাদা দিয়াছিলেন, এখানে সেই সংবাদ প্রদান করেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে ইবলীস ছাড়া সকল ফেরেশতাই সিজদা করিলেন। অতঃপর তিনি আদম (আ)-এর সস্ত্রীক অবস্থানের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করিলেন এবং জান্নাতের যেখান হইতে যাহা ইচ্ছা মুক্তভাবে খাওয়ার জন্য অনুমতি দিলেন যেন যত যাহা ইচ্ছা তৃপ্তি মিটাইয়া খাইতে পারে।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আদ দামেগানী হইতে, তিনি সালামা ইব্ন ফযল হইতে, তিনি মিকাঈল হইতে, তিনি লায়ছ হইতে, তিনি ইবরাহীম আততায়মী হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আবূ যর (রা) বলেন- আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি জবাব দিলেন- হ্যাঁ, তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত প্রকাশ্যে সরাসরি কথা বলিতেন। যেমন ঃ اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।)

আদম (আ) কোন্ জান্নাতে ছিলেন তাহা লইয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে। সেই বেহেশত কি আকাশে বিদ্যমান, না পৃথিবীর কোথাও? অধিকাংশের মত উহা আকাশে। ইমাম কুরতুবী মু'তাযিলা ও কাদরিয়াদের মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন- উহা পৃথিবীতে। ইনশাআল্লাহ সূরা আ'রাফে শীঘ্রই উহার সবিস্তার আলোচনা আসিতেছে।

আয়াতের বর্ণনাভঙ্গী বলিয়া দিতেছে, আদম (আ)-এর বেহেশতে প্রবেশের আগেই হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক উহার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে অভিশপ্ত করার পর আদম (আ)-এর দিকে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি তাঁহাকে সকল কিছুর নাম পরিচয় জ্ঞাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন- তাহাদিগকে এইগুলির নাম বলিয়া দাও... ইত্যাদি। বর্ণনাকারী বলেন- অতঃপর আদমকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করা হইল এবং তাঁহার বাম পাঁজর হইতে একখানা হাড় নিয়া সেই স্থানটি গোশ্তপূর্ণ করা হইল। তখনও আদম নিদ্রিত ছিলেন। ইত্যবসরে উক্ত হাড় দ্বারা তাহার স্ত্রী হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হইল এবং তাহাকে যথাযথ রূপ দান করা হইল যেন আদম তাহার সাহচর্যে পরিতৃপ্ত থাকেন। যখন তাঁহার তন্দ্রাচ্ছন্নতা কাটিল এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন হাওয়া (আ)-কে তাঁহার পাশে উপবিষ্ট দেখিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিলেন আমার গোশত, আমার রক্ত ও আমার স্ত্রী।

এই সব বক্তব্য আহলে কিতাব ও আহলে ইলম যথা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাহাকে দেখিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন- হে আদম, তুমি সস্ত্রীক জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখান হইতে যাহা খুশী খাও। তবে এই গাছটির কাছেও যাইও না। তাহা হইলে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

একদল বলেন, আদমের জান্নাতে প্রবেশের পর হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস হইতে, তিনি মুর্‌রাহ্ হইতে, তিনি ইব্ন মাসউদ ও অন্যান্য সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন- ইবলীসকে জান্নাত হইতে বহিষ্কার করা হইল এবং আদমকে জান্নাতে রাখা হইল। তিনি সেখানে নিঃসঙ্গ চলাফেরা করিতেন, সাহচর্য ও তৃপ্তি দানের জন্য কোন স্ত্রী ছিল না। একবার গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন এবং জাগিয়া তাঁহার মাথার পাশেই এক নারীকে বসা দেখিতে পাইলেন। তাহাকে আদমেরই পাঁজরের হাড় হইতে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন। আদম (আ) তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কে? হাওয়া (আ) বলিলেন- নারী। আদম (আ) প্রশ্ন করিলেন- কেন তোমাকে সৃষ্টি করা হইল? হাওয়া (আ) বলিলেন– আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভের জন্য।

যেসব ফেরেশতারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহারা প্রশ্ন করিলেন- হে আদম! উহার নাম কি? তিনি বলিলেন- হাওয়া। তাহারা বলিলেন- হাওয়া কেন হইল? তিনি জবাব দিলেন- উহা (حى) জীবিত কিছু হইতে সৃষ্টি বিধায় এই নাম হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলিলেন ঃ

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ـ

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ অর্থাৎ আদমের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ইহা ছিল পরীক্ষা। উহা কোন্ বৃক্ষ তাহা লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। আস্ সুদ্দী অন্য এক রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, আদম (আ)-এর জন্য যে গাছ নিষিদ্ধ হইল, তাহা আঙ্গুর গাছ। সাঈদ ইব্ন জুবায়র আস্ সুদ্দী, আশ শা'বী, জা'দাহ ইব্ন হুবায়রাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়সও এই মত পোষণ করেন।

আস্ সুদ্দী আবূ মালিক হইতে, তিনি আবূ সালেহ হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস ও মুর্‌রাহ হইতে এবং তাঁহারা ইব্ন মাসউদ ও একদল সাহাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন- নিষিদ্ধ বৃক্ষটি হইল আঙ্গুর বৃক্ষ। ইয়াহুদীদের ধারণা- নিষিদ্ধ গাছটি গম গাছ।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন সামারা আল আহমাসী, তাঁহাকে আবূ ইয়াহিয়া, তাঁহাকে আবূ নযর আবূ উমর আল খারায- ইকরামা হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নিষিদ্ধ গাছটি হইল সরিষা গাছ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আল-হাসান ইব্ন আম্মারা, ইবনুল আয়নিয়া ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন- উহা সরিষা গাছ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক জনৈক আলিম হইতে, তিনি হাজ্জাজ হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন- উহা গম গাছ।

ইব্ন জারীর বলেন, আমাকে মুছান্না ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, তাঁহাকে আল কাসিম, তাঁহাকে বনু তমীমের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা) আবুল জুলদকে প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কোন্ গাছ আদমের জন্য নিষিদ্ধ ছিল এবং কোন্ গাছের কাছে গিয়া তিনি তওবা করেন? তিনি জবাবে লিখিয়াছেন- প্রথমটি হইল সরিষা গাছ আর দ্বিতীয়টি হইল যয়তুন গাছ।

হাসান বসরী, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, আতিয়া আল আওফী, আবূ মালিক, মুহারিব ইব্ন দিছার ও আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লাও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক কোন এক ইয়ামানবাসী হইতে ও তিনি ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণনা করেন- উহা গম গাছ। তবে উহা জান্নাতের বিশেষ ধরনের গম গাছ।

সুফিয়ান ছাওরী হেসীন হইতে ও তিনি আবূ মালিক হইতে বর্ণনা করেন- উহা খেজুর গাছ।

মুজাহিদের বরাত দিয়া ইব্ন জারীর বলেন, উহা তীন গাছ। কাতাদাহ ও ইব্ন জুরায়জও অনুরূপ বলিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাসের বরাতে আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর আর-রাযী বলেন- উহা সেই বৃক্ষ যাহার ফল খাইলে অপবিত্রতা সৃষ্টি হয় এবং জান্নাতে অপবিত্রতা নিষিদ্ধ।

আবদুর রায্যাক বলেন– আমাকে উমর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মিহরান বলেন ঃ আমি ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সস্ত্রীক বেহেশতে বসবাসের অনুমতি দিয়া যে গাছটির ফল খাইতে নিষেধ করিলেন, উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ ছিল এবং ফেরেশতারা উহার ফল খাইয়া অমরত্ব লাভ করিত।

উক্ত গাছ সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত ছয়টি মত দেখা যায়। ইমামুল আল্লামা আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক কথা এই আল্লাহ্ তা'আলা আদম-হাওয়া (আ)-কে জান্নাতের নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাহা খাইয়াছিলেন। সেইটি কোন্ গাছ তাহা আমরা জানি না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে এমন কোন প্রমাণ রাখেন নাই যদ্দারা বান্দারা উহার নাম জানিতে পারে। এমনকি সহীহ হাদীস হইতেও উহার প্রমাণ মিলে না। অবশ্য কেহ বলেন, গম গাছ; কেহ বলেন, আঙ্গুর গাছ; কেহ বলেন তীন গাছ ইত্যাদি। সুতরাং উহার যে কোন একটি হইতে পারে। তবে উহা জানিয়া যেমন কোন উপকার হয় না, তেমনি না জানিলেও কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইমাম রাযী এইভাবে তাঁহার তাফসীরে সংশয়ের সমাধান পেশ করিয়াছেন এবং ইহাই সঠিক কথা।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا আয়াতাংশের ها সর্বনামটি দ্বারা বেহেশত বুঝানো যাইতে পারে। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায় فَأَزَلَّهُمَا অর্থাৎ শয়তান তাহাদিগকে বেহেশতচ্যুত করিল। আসিম অনুরূপ পাঠ করিতেন। অথবা উহা দ্বারা নিকটতম বিশেষ্যটি বুঝানো যাইতে পারে। তাহা হইল شجرة তখন অর্থ দাঁড়ায়, সেই গাছের কারণে তাহারা বেহেশতচ্যুত হইল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ يؤفك عنه من افك এখানেও সর্বনাম কারণের সাথেই সংযুক্ত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

فاخرجهما مما كانا فيه অর্থাৎ সুশোভন পরিচ্ছদ, আরামপ্রদ বাসস্থান, সুস্বাদু আহার্য ও সর্বাধিক সুখকর দ্রব্য হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল।

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ অবস্থান, জীবিকা ও জীবন সীমিত ও নির্দিষ্ট হইবে। তারপর কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

পূর্বসূরী তাফসীরকার আস্ সুদ্দী, আবুল আলীয়া, ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ বিভিন্ন সনদে ইসরাঈলী বর্ণনা হইতে সাপ-ইবলীসের চমকপ্রদ কিসসা, ইবলীসের কৌশলে বেহেশতে প্রবেশ ও কুমন্ত্রণা প্রদানের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। ইনশা আল্লাহ আমি উহা সূরা আ'রাফে বর্ণনা করিব। আল্লাহ পাক তওফীক দিবার মালিক।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আশকাব, তাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম, সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"উবাই ইব্ন কা'ব বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে দীর্ঘদেহী ও সতেজ খেজুর বৃক্ষের মত দীর্ঘ ঘন কেশ বিশিষ্ট করিয়া গড়িয়াছেন। যখন তিনি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহাদের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিলেন। সেদিন প্রথম তাঁহার নগ্নতা প্রকাশ পাইল। যখন তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন, তখন লজ্জায় জান্নাতে ছুটাছুটি শুরু করিলেন। ফলে তাঁহার দীর্ঘচুল গাছে জড়াইয়া গেল। তিনি যখন উহা ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে পালাইতেছ? তিনি সহজ জবাব দিলেন- হে আমার প্রতিপালক! তাহা নহে, আমি লজ্জায় পালাইয়া ফিরিতেছি।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন- আমাকে জা'ফর ইব্ন আহমদ ইব্ন হাকাম আল করশী, তাঁহাকে সুলায়মান ইব্ন মনসূর ইব্ন আম্মার, তাঁহাকে আলী ইব্ন আসিম- সাঈদ হইতে তিনি কাতাদাহ হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন– 'আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইয়াই ছুটিতে লাগিলেন। তখন জান্নাতের গাছের সহিত তাহার চুল জড়াইয়া গেল। অমনি গায়বী আওয়াজ হইল– হে আদম! আমার নিকট হইতে পালাইতেছ? তিনি বলিলেন- আপনার লজ্জায় পালাইতেছি। তখন আল্লাহ পাক বলিলেন- হে আদম! তুমি আমার প্রতিবেশ হইতে বাহির হইয়া যাও। আমার ইজ্জতের কসম! আমার নাফরমান আমার প্রতিবেশী হইতে পারে না। তোমার মত আদম সৃষ্টি করিয়া যদি আমি পৃথিবী ভরিয়াও ফেলি আর তাহারা সবাই তোমার মত নাফরমান হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে নাফরমানের নিবাসে ঠাঁই দেব।'

হাদীসটি 'গরীব' ও উহার সূত্রে কিছুটা বিচ্ছিন্নতাও রহিয়াছে। এমনকি কাতাদাহ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর সাক্ষাৎকার অসম্ভব মনে করা হয়।

হাকিম বলেন– আমাকে আবূ বকর ইব্‌ন বাকবিয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন নযর হইতে, তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আমর হইতে, তিনি আম্মারা ইব্‌ন আবূ মুআবিয়া আল বাজালী হইতে, তিনি যায়েদাহ হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– আদম (আ) আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যতটুকু সময় ততটুকু জান্নাতে ছিলেন।'

হাকিম বলেন, যদিও বুখারী মুসলিমে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের শর্তানুযায়ী উহা বিশুদ্ধ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন হুমায়দ তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করেন– আমাকে রওহ, হিশাম হইতে, তিনি আল হাসান হইতে বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) পৃথিবীর দিন হিসাবে একশ ত্রিশ বছর জান্নাতে ছিলেন।

রবী' ইব্‌ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর আর রাযী বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) নয় কি দশ ঘটিকায় জান্নাত হইতে বহির্গত হন। তাঁহার হাতে ছিল জান্নাতী বৃক্ষের একটি শাখা ও মাথায় ছিল জান্নাতী পাতায় গড়া তাজ।

اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আস্ সুদ্দী বলেন ঃ 'তাঁহারা সবাই পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। আদম (আ) 'হাজরে আসওয়াদ' ও জান্নাতের গাছের পাতা নিয়া ভারত উপমহাদেশে অবতরণ করেন। তিনি উক্ত গাছের পাতা ভারতময় ছড়াইয়া দেন। উহা হইতেই সুগন্ধী পাতার গাছ জন্ম নেয়। জান্নাত ত্যাগের সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি সেই পাতাগুলি ছিঁড়িয়াছিলেন।

ইমরান ইব্‌ন আয়নিয়া আতা ইবনুস সায়েব হইতে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) ভারত উপমহাদেশের 'দহনা' নামক স্থানে অবতরণ করেন।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে আবূ যরআ, তাঁহাকে উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, তাঁহাকে জারীর, আতা হইতে, তিনি সাঈদ হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আদম (আ) মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী, 'দহনা' নামক স্থানে অবতরণ করেন।'

হাসান বসরী (র)-এর সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ 'আদম (আ) ভারতে, হাওয়া (আ) জিদ্দায় ও ইবলিস বসরার কাছাকাছি দস্তামিসানে ও সাপটি ইস্পাহানে অবতরণ করে।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার ইবনুল হারিছ, তাঁহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন সাবিক, তাঁহাকে উমর ইব্‌ন আবূ কয়স– আয্‌যুবায়র ইব্‌ন আদী হইতে ও তিনি ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) সাফায় ও হাওয়া (আ) মারোয়ায় অবতরণ করেন।'

রিজা ইব্‌ন সালমাহ বলেন ঃ 'আদম (আ) হাঁটু ভর করিয়া নিচু মাথায় নামিলেন এবং ইবলীস আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে অবতরণ করিল।'

আবদুর রায্‌যাক বলেন যে, মুআম্মার বলিয়াছেন– আমাকে আওফ, কুসামা ইব্‌ন যুহায়র হইতে ও তিনি আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে নামাইয়া দিলেন, তখন তাহাকে সকল কারিগরী বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন এবং

পথের সম্বল হিসাবে বেহেশতের কিছু ফলমূল দিলেন। উহা দুনিয়ার ফলমূলের মতই ছিল। তবে দুনিয়ার ফল নষ্ট হয়, উহা নষ্ট হয় না।'

ইমাম যুহরী আব্দুর রহমান ইব্ন হরমুযুল আ'রাজের সনদে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'সর্বোত্তম দিন শুক্রবার। সেইদিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেইদিন তাঁহাকে বেহেশতে রাখা হইয়াছে এবং সেইদিনই তাঁহাকে বেহেশত হইতে বাহির করা হইয়াছে।' মুসলিম ও নাসাঈ হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর্ রাযী বলেন– এই আয়াতটিতে নাফরমানের জন্য বিভিন্ন কঠোর সতর্কবাণী রহিয়াছে। কারণ, প্রথমত লক্ষ্যণীয় যে, আদম (আ)-এর একটিমাত্র পদস্খলনের জন্য কত বড় শাস্তি প্রদান করা হইল। তাই কবি বলেন ঃ

يا ناظرا يرنو بعيني راقد * ومشاهدا اللامر غير مشاهد
تصل الذنوب الى الذنوب وترتجى * درج الجنان ونيل فوز العابد
انسيت ربك حين اخرج ادما * منها الى الدنيا بذنب واحد

অর্থাৎ হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি! চোখ খুলিয়া সজাগ দৃষ্টিতে ঘটনা প্রবাহ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। পাপের পর পাপ করিয়া চলিতেছ আর জান্নাতের সাফল্য অর্জনের আশা করিতেছ? তোমার প্রভু এত প্রিয় আদমকে একটি মাত্র পাপের জন্য জান্নাত হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন ঃ

ولكننا سبى العدو فهل ترى * نعود الى اوطننا ونسلم

অর্থাৎ তুমি কি দেখিতেছ, এখানে আমরা শত্রুর হাতে বন্দী রহিয়াছি? এখন দেখ, কখন আমরা নিরাপদে আমাদের স্বদেশে ফিরিতে পারি।

আর-রাযী বলেন যে, ফতহুল মুসেলী বলিয়াছেন ঃ 'আমরা জান্নাতের বাসিন্দা ছিলাম, শয়তান আমাদিগকে বন্দী করিয়া দুনিয়ায় আনিয়াছে। তাই এখানে আমাদের জন্য দুঃখ-দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নাই। যতদিন আমরা যেখান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি সেখানে ফিরিয়া না যাইব, ততদিন আমাদের শান্তি নাই।'

জমহুর উলামা বলেন যে, আদম (আ)-কে আসমানে অবস্থিত বেহেশতে রাখা হইয়াছিল, তাহা হইলে ইবলীস কি করিয়া আবার সেখানে প্রবেশ করিল? উহার এক জবাব হইল এই– আদম (আ) যে বেহেশতে ছিলেন উহা পৃথিবীতেই ছিল। আকাশে নহে। আমাদের 'আল-বিদায়া-নিহায়া' কিতাবে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। জমহুর উলামার পক্ষ হইতে উহার কয়েকটি জবাব দেওয়া হইয়াছে। এক, বৈধ ও সম্মানজনকভাবে তাহার জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল বটে, অবৈধ চোরাপথে অবমাননাকরভাবে প্রবেশ সম্ভব ছিল। তাই তাওরাতে দেখিতে পাই, ইবলীস সাপের মুখে লুকাইয়া জান্নাতে ঢুকিয়াছে। একদল বলেন, জান্নাতের দরজার বাহিরে থাকিয়া আদমকে কুমন্ত্রণা দিয়াছে। অন্য দল বলেন– সে পৃথিবীতে থাকিয়াই আদম-হাওয়াকে জান্নাতে কুমন্ত্রণা দিয়াছে। যামাখশারী প্রমুখ এই জবাব দিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী এই প্রসঙ্গে সাপ ও উহা হত্যা সম্পর্কিত বেশ কিছু হাদীস একত্র করিয়াছেন। হাদীসগুলি উত্তম ও কল্যাণপ্রদ।

আদম (আ)-এর তাওবা

(٣٧) فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৩৭. 'অতঃপর আদম তাহার প্রভুর নিকট হইতে কয়েকটি কথা শিখিল, তারপর তাহার তওবা কবূল হইল। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক মার্জনাকারী, শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ উক্ত কথা কয়টি সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, কালাম পাকের নিম্ন আয়াতেই উহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ তাহারা দুইজন বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আমাদের উপর জুলুম করিয়াছি। যদি তুমি ক্ষমা না কর ও দয়া না কর, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হইব।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবুল আলীযা, রবী' ইব্ন আনাস, আল-হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল করষী, খালিদ ইব্ন মা'দান, আতা আল-খোরাসানী ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম 'কালিমাতিন'-এর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

বনূ তামীমের এক ব্যক্তির সনদে আবূ ইসহাক আস সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, উক্ত ব্যক্তি বলেন ঃ আমার কাছে ইব্ন আব্বাস (আ) আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আদম (আ)-কে তাঁহার প্রভু কোন্ কথা শিখাইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন– হজ্জ সম্পর্কিত কথা।

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আব্দুল আযীয ইব্ন রযী' বলিয়াছেন, উবায়দ ইব্ন উমায়র হইতে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন (অন্য রিওয়ায়েতে মুজাহিদ) যে, তিনি বলেন ঃ

'আদম (আ) বলিলেন– হে আমার প্রতিপালক! আমি যে ভুল করিয়াছি তাহা কি আমার সৃষ্টির পূর্বেই আপনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, না আমি আমার তরফ হইতে নিজেই এই অপরাধের সূত্রপাত করিয়াছি? আল্লাহ্ পাক জবাব দিলেন– উহা তোমার সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ ছিল। আদম (আ) বলিলেন– আপনি যেহেতু উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাই আপনিই আমাকে মার্জনা করুন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ পাক বলিলেন ঃ

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

আস সুদ্দী এক ব্যক্তির সনদে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

আদম (আ) বলিলেন– 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি নিজ হাতে আমাকে গড়েন নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্ন করিলেন– আপনার প্রাণ হইতে কি আমার প্রাণ ফুঁকিয়া দেন নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন করিলেন– আমি হাঁছি দিলে আপনি কি 'য়্যারহামুকুমুল্লাহ' (আল্লাহ্ তোমাকে রহম করিবেন) বলেন নাই এবং আপনার সেই রহম কি আপনার গযব অতিক্রম করে নাই? উত্তর আসিল– হ্যাঁ। প্রশ্ন করিলেন– আমি যে ইহা করিব, তাহা কি আপনি পূর্বে লিখিয়া রাখেন নাই? উত্তর আসিল- হ্যাঁ। তখন আদম প্রশ্ন করিলেন– আমি যদি তওবা করি, তাহা হইলে কি আপনি আবার আমাকে জান্নাতে ঠাই দিবেন? উত্তর আসিল– হ্যাঁ।

আল আওফী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও সাঈদ ইব্ন মা'বাদও হযরত আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাকিমও তাঁহার মুস্তাদরাকে সাঈদ ইব্নে জুবায়রের সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, যদিও সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি উহার সূত্র সহীহ। আস্ সুদ্দী ও আতিয়্যা আল আওফীও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম এই প্রসঙ্গে তাহার কাছাকাছি একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

আমাকে আলী ইব্ন আল হুসাইন ইব্ন আশকাব, তাহাকে আলী ইব্ন আসিম- সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল-হাসান হইতে ও তিনি উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু, আমি যদি তওবা করি, তাহা হইলে কি আপনি আমাকে জান্নাতে ফিরাইয়া নিবেন? প্রভু বলিলেন- হ্যাঁ। এই প্রেক্ষিতেই তিনি বলিলেন- فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

হাদীসটি গরীব। উহাতে ছিন্নসূত্রতা বিদ্যমান।

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ আয়াত সম্পর্কে আবুল আলীয়া হইতে রবী' ইব্ন আনাসের সনদে আবূ জা'ফর আব্বাসী বর্ণনা করেন ঃ

'আদম (আ) যখন অপরাধ করিয়া ফেলিলেন, তখন বলিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! যদি তওবা করিয়া ঠিক হই, তাহা হইলে কি করিবেন? তিনি বলিলেন- তখন তোমাকে জান্নাতে নিব।' এই সেই কথাগুলি। ইহা ছাড়াও নিম্ন আয়াতটি উহার অন্তর্ভুক্ত ঃ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

উক্ত আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ বর্ণনা করেন যে, উক্ত কলেমাগুলি নিম্নরূপ ঃ

اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى انك خير الغافرين - اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى وارحمنى انك خير الراحمين - اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فتب على انك انت التواب الرحيم -

(আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই। তুমিই পবিত্র। প্রশংসা তোমারই, আমি আমার উপর জুলুম করিয়াছি। অনন্তর তুমি আমাকে মার্জনা কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম মার্জনাকারী। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন প্রভু নাই; তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি, আমি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে দয়া কর, নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম দয়ালু। আয় আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমারই। আমি আত্মপীড়ক হইয়াছি। তুমি আমার তওবা কবূল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠতম তওবা কবূলকারী।)

اِنَّهٗ هُوَ التَّـوَّابُ الرَّحِيْمُ। অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন যে ব্যক্তি তাঁহার কাছে ক্ষমা চায় ও তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه 'তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের তওবা কবূল করেন?'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

'وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه' 'যে ব্যক্তি পাপ কাজ করিয়াছে কিংবা আত্মপীড়ন করিয়াছে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا 'যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে এবং ভাল কাজ করিয়াছে।'

উক্ত আয়াতসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পাপ মার্জনা করেন, তওবাকারীর তওবা কবুল করেন এবং ইহা সৃষ্টির উপর তাঁহার করুণা ও বান্দার উপর তাঁহার অনুগ্রহ। তিনি ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনিই একমাত্র তওবা কবূলকারী ও শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

(٣٨) قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৮. আমি বলিলাম, 'তোমরা সকলেই উহা (জান্নাত) হইতে নামিয়া যাও। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার হিদায়েত পৌঁছিবে। অনন্তর যাহারা আমার হিদায়েত অনুসরণ করিল, তাহাদের না পরকালের কোন ভয়ের কারণ আছে, না তাহারা (ইহকালে) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে।'

৩৯. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করিল এবং আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলিল, তাহারাই নরক সহচর; তথাকার তাহারা চিরবাসিন্দা।

তাফসীর ঃ আদম, হাওয়া ও ইবলীসকে ঊর্ধ্বজগত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়ার সময়ে কি বলিয়া সতর্ক করা হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সেই তথ্য পরিবেশন করিতেছেন। এই সতর্কতার লক্ষ্য হইল তাহাদের সন্তান-সন্ততি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা শীঘ্রই তাহাদের নিকট কিতাব নাযিল করিবেন ও নবী-রাসূল পাঠাইবেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ নবী-রাসূল, কালাম ও নিদর্শনাবলী।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)। আল-হাসান বলেন ঃ الهدى। অর্থাৎ আল-কুরআন। এতদুভয় মতই বিশুদ্ধ এবং আবুল আলীয়ার মতটি ব্যাপক অর্থবোধক।

فمن تبع هدى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে অনুসরণ করিল। فلا خوف عليهم অর্থাৎ আখিরাতের ব্যাপারসমূহে তাহাদের ভয় নাই।

ولاهم يحزنون অর্থাৎ পৃথিবীতে যাহা হারায় তাহার জন্য তাহাদের দুশ্চিন্তা দেখা দেয় না। সূরা 'ত্বা-হা'য় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَيَشْقٰى -

'তিনি বলিলেন, তোমরা উভয় একত্রে নামিয়া যাও পরস্পর শত্রুরূপে। অতঃপর অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার হিদায়েত পৌঁছিবে। যে ব্যক্তি হিদায়েত অনুসরণ করিল, সে পথ হারাইবে না, কষ্টেও পড়িবে না।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- উক্ত আয়াতে يضل অর্থ দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হইবে না এবং يشقى অর্থ আখিরাতে কষ্টে পড়িবে না।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى -

'যে ব্যক্তি আমার যিকির হইতে বিরত থাকিল, তাহার জন্য জীবিকা সংকীর্ণ হইবে এবং কিয়ামতের দিন তাহারা অন্ধে পরিণত হইবে।'

ঠিক এইভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানেও বলিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থাৎ জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে এবং উহা হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না, উহাতে স্বস্তিও পাইবে না।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা দ্বিমুখী সূত্রের। তিনি আবূ সালামা সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদ হইতে, তিনি আবূ নাযরাতুল মানজার ইব্ন মালিক ইব্ন কিতআহ হইতে ও তিনি সাঈদ (সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান আল-খুদরী) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, স্থায়ী জাহান্নামীরা সেখানে জীবন্ত অবস্থায় কাটাইবে। কিন্তু যাহারা পাপের কারণে সাময়িক দোযখে যাইবে, তাহাদের উপর মৃত্যুর যবনিকাপাত ঘটিবে যতক্ষণ না শাফাআতের মাধ্যমে মুক্তিলাভ ঘটে।

দ্বিতীয় اهباط শব্দের ব্যবহার দ্বারা মূলত প্রথমবার হইতে ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য পেশ করা হইয়াছে। একদল মনে করেন, উহা তাগাদা ও জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, কাহাকেও জোর দিয়া উঠিতে বলিলে বলা হয়, উঠ উঠ। অন্যদল বলেন, প্রথম اهباط বলা হইয়াছে জান্নাত হইতে পৃথিবীর আকাশে নামার জন্য এবং দ্বিতীয় اهباط বলা হইয়াছে, পৃথিবীর আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামার জন্য। প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গ

(٤٠) يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ ○

(٤١) وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ۠ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۡ وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ○

৪০. 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদিগকে যেসব নিয়ামত প্রদান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আর আমাকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিব। তাহা ছাড়া বিশেষভাবে তোমরা আমাকে ভয় কর।

৪১. 'আর তোমরা আমার অবতীর্ণ সেই গ্রন্থের উপর ঈমান আন যাহা তোমাদের গ্রন্থকেও সত্য বলে। তোমরা উহার প্রথম সারির অবিশ্বাসী হইও না। আর আমার আয়াতকে তোমরা নগণ্য মূল্যে বিক্রি করিও না। তোমরা বিশেষভাবে আমার ব্যাপারে সতর্ক হও।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে ইসলাম গ্রহণ ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। তিনি ইয়াহুদীগণকে বনী ইসরাঈল বলিয়া সম্বোধন করত তাহাদিগকে পূর্বপুরুষের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে সত্যানুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তাহাদের পূর্ব পুরুষ ইসরাঈল অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ) আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। তাই বলা হইতেছে, হে আল্লাহ্‌র অনুগত নেককার বান্দার সন্তানগণ! তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষের মত সত্যানুসারী হও। যেমন বলা হয়, হে ভদ্রলোকের সন্তান, ভদ্রজনোচিত কাজ কর; অথবা হে বীরের পুত্র! বীরের মত বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াই কর; কিংবা হে আলিম তনয়! ইলম হাসিল কর ইত্যাদি।

এই ধরনের বক্তব্যই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র প্রদান করেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ - اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا 'নূহ তাহার সহিত যাহাদিগকে কিশতীতে বহন করিয়াছিল, ইহারা তাহাদেরই বংশধর। নিশ্চয়ই সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বান্দা ছিল।'

ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল। আবূ দাউদ তায়ালিসীর এক রিওয়ায়েত হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন– আমাদিগকে আব্দুল হামিদ ইব্ন বাহরাম, তাঁহাকে শহর ইব্ন হাওশাব, তাঁহাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, 'একদল ইয়াহুদী রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন– ইয়াকূব (আ)-ই যে ইসরাঈল

তাহা কি তোমরা জান? তাহারা জবাব দিল– আল্লাহ্র শপথ! আমরা তাহা জানি। নবী করীম (সা) বলিলেন– হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।

আ'মাশও ইসমাঈল ইব্ন রিজা' হইতে, তিনি ইব্ন আব্বাসের মুক্ত গোলাম উমায়র হইতে ও তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন– নি'আমাতসমূহ বলিতে এখানে উল্লেখিত ও অনুল্লেখিত সকল নিআমতের কথা বুঝানো হইয়াছে। যেমন, পাথর হইতে ঝরনা নির্গত হওয়া, মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ হওয়া, ফিরাউন গোষ্ঠীর দাসত্ব হইতে মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি।

আবুল আলীয়া বলেন– নি'আমতসমুহ হইতেছে তাহাদের মধ্য হইতে বহু নবী ও রাসূলের আবির্ভাব ও তাহাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলী।

আমি বলিতেছি, তাহার এই ব্যাখ্যা হযরত মূসা (আ)-এর নিম্ন বক্তব্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

يَا قَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَاٰتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ـ

'হে আমার জাতি! তোমাদিগকে প্রদত্ত আল্লাহ্র নি'আমাতসমূহ স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিতর হইতে নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনেককে বাদশাহ বানাইয়াছেন। আর তিনি তোমাদিগকে যত কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহা সৃষ্টি জগতের আর কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।'

অবশ্য তাহাদের নি'আমাত লাভের এই অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব তাহাদের কালেই সীমিত ছিল।

اُذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদের বরাতে ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন– অর্থাৎ ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়ের দাসত্ব ও নিপীড়ন হইতে তোমাদের পূর্বপুরুষ তথা তোমাদিগকে যে মুক্তি দান করা হইয়াছে, আমার সেই নি'আমতের কথা স্মরণ কর।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পর তাঁহাকে সত্য জানিয়া তাঁহার অনুসারী হওয়ার জন্য আমি তোমাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পালন কর। কারণ, তোমাদের মধ্যকার বাড়াবাড়ি ও পাপাচার বিলুপ্ত করার জন্যই তাঁহাকে পাঠানো হইল। তাঁহাকে অনুসরণের মাধ্যমে তোমরা সকল অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন– আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রদত্ত তাহাদের অঙ্গীকার নিম্ন আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ـ

'আর আল্লাহ্ অবশ্যই বনী ইসরাঈল জাতি হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন আহবায়ক প্রেরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর আল্লাহ্ বলিলেন ঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, আমার নবীদের প্রতি ঈমান আন। তাহাদিগকে মানিয়া চল এবং আল্লাহ্‌র পথে কর্জে হাসানা দাও। তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করিব আর নিশ্চয়ই তোমাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নীচে ঝরনা ধারা প্রবহমান রহিয়াছে।'

অন্যরা বলেন– তাওরাতে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে, 'শীঘ্রই ইসমাঈলের বংশ হইতে একজন মহান পয়গম্বর প্রেরিত হইবেন ও তাঁহাকে তোমাদের সকল শাখার লোকদের মানিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাকে তোমাদের যাহারা মানিয়া লইবে তাহাদের সকল পাপ মাফ করা হইবে এবং তাহাদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে। অধিকন্তু তাহারা দ্বিগুণ ফল পাইবে।' উহা দ্বারা মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে।

ইমাম রাযী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত বহু নবী রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন– وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ অর্থাৎ দীন ইসলাম অনুসরণ করার জন্য বান্দাগণের নিকট হইতে তাঁহার গৃহীত অঙ্গীকার।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন– اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইব ও তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব।

সুদ্দী, যিহাক, আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ অর্থাৎ বিশেষভাবে আমাকে ভয় কর। আবুল আলীয়া, সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস ও কাতাদাহ এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ আয়াতাংশে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– তোমাদের পূর্বপুরুষের উপর যেইরূপ বানরে পরিণত করা ইত্যাকার আযাব নাযিল করিয়াছিলাম তদ্রূপ আযাব আমি তোমাদের উপরেও নাযিল করিতে পারি, এই ভয় তোমাদের অবশ্যই থাকা চাই। প্রথমে উৎসাহ দান ও শেষে ভীতি প্রদর্শনের রীতি এখানে লক্ষ্যণীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিকে একদিকে উৎসাহ প্রদান ও অন্যদিকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যের দিকে আহবান করিতেছেন যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর অনুগত হয় এবং কুরআনের উপদেশ, বিধি-নিষেধ ও উহার খবরাখবরের সত্যতা মানিয়া লয়। আল্লাহ্ তাআলা যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। তাই তিনি বলিলেন ঃ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ অর্থাৎ উম্মী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উপরে আমার অবতীর্ণ আল-কুরআন মানিয়া লও। কারণ, মুহাম্মদ (সা) সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। তিনি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে সত্যবাণী লাভ করিয়াছেন। উহা তখন পর্যন্ত প্রচলিত আসমানীগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যতা ঘোষণা করিতেছে।

اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া (র) বলেন– অর্থাৎ হে পূর্ব-গ্রন্থানুসারীবৃন্দ! এখন আমি যাহা নাযিল করিলাম তাহার উপর ঈমান আন। উহা তো তোমাদের ধর্মগ্রন্থকেও সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই জন্য অনুরূপ আহবান জানাইলেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নাম পর্যন্ত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছে।

মুজাহিদ, রবী' ইব্ন আনাস ও কাতাদাহ্ হইতেও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে একদল আরবী ভাষাবিদ বলেন– অর্থাৎ উহা অস্বীকারকারীদের প্রথম দল তোমরা হইও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– যেহেতু তোমাদের নিকট কুরআন ও মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে খবর রহিয়াছে তাহা অন্য কাহারও কাছে নাই, তাই এতদসত্ত্বেও তোমরা উহা অস্বীকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর কাফির হইও না।

আবুল আলীয়া বলেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তোমাদের পূর্ব-গ্রন্থানুসারীদের মধ্য হইতে তোমরা যেহেতু প্রথম মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরিত হবার সংবাদ পাইয়াছ। তাই তোমরা তাঁহাকে প্রথম অস্বীকারকারী দল হইও না।

আল-হাসান, সুদ্দী ও রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ বলেন। ইব্ন জারীর বলেন– উক্ত আয়াতাংশের শব্দের সর্বনামের ইঙ্গিত কুরআনের দিকে। কারণ পূর্বোল্লেখিত بِمَا اَنْزَلْتُ বাক্যাংশে কুরআনের কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নয় বরং কুরআনকে অস্বীকার করার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মূলত উভয় অভিমতই বিশুদ্ধ। কারণ, মুহাম্মদ (সা) ও কুরআন পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। একটিকে অস্বীকার করার অর্থ অপরটিকেও অস্বীকার করা। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিল, সে কুরআনকেই অস্বীকার করিল। তেমনি যে ব্যক্তি কুরআন অস্বীকার করিল, সে মুহাম্মদ (সা)-কেই অস্বীকার করিল।

اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে প্রথম কাফির দল। কারণ, আরবের কুরায়শ ও অন্যান্য গোত্রের কুফরীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাই এখানে বনী ইসরাঈলের কুফরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইয়াছে। বিশেষত মদীনার প্রতিবেশী ইয়াহুদীগণের কথা বলা হইয়াছে। কারণ, কুরআনে তাহাদিগকে সামনে রাখিয়াই আহবান জানান হইয়াছে। তাহারা সেই সত্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুতরাং তাহাদের জাতির ভিতরে তাহারাই প্রথম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী দলে পরিণত হইল।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ নগণ্য পার্থিব লালসা ও আবেগ অনুভূতির বিনিময়ে তোমরা আমার রাসূল ও অবতীর্ণ অমূল্য বাণীর উপর ঈমান আনা হইতে বিরত হইও না। কারণ, পার্থিব স্বার্থ তো ক্ষণস্থায়ী ও লয়শীল। পক্ষান্তরে আমার বাণী অবিনশ্বর ও স্থায়ী সত্য।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন জাবিরের বরাতে হারূন ইব্ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র)-কে ثَمَنًا قَلِيْلًا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন–দুনিয়া ও তার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসমূহই হইল 'ছামানান কালীলা' (নগণ্য মূল্য)।

আতা ইব্‌ন দীনারের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ইব্‌ন লাহিআ বলেন– وَلَاتَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا আয়াতাংশের ايات। অর্থ তাহাদের নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থ ও ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থ দুনিয়া ও তার লোভ-লালসা।

আস সুদ্দী বলেন– উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তোমরা নগণ্য লালসার শিকার হইয়া আল্লাহ্‌র বাণী গোপন করিও না। এই লালসাই 'ছামান' (মূল্য)।

রবী' ইব্‌ন আনাসের বরাতে আবুল আলীয়া হইতে আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন– উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'তোমরা তোমাদের কাছে রক্ষিত ইলমের বিনিময়ে পার্থিব স্বার্থ গ্রহণ করিও না।' বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদের আদি গ্রন্থেও ইলমের বিনিময় গ্রহণ বনী আদমের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

একদল উহার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া বলেন– উহার তাৎপর্য এই যে, বয়ান, দরস, কিংবা মানব কল্যাণের ইলমের বিনিময় গ্রহণ অবৈধ। তেমনি নগণ্য ও অস্থায়ী পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হাসিলের জন্য ইলম গোপন করাও অবৈধ।

আবূ দাউদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব স্বার্থে শিক্ষা দান করে, সে কিয়ামতে জান্নাতের গন্ধমাত্রও পাইবে না।

বিনিময় নিয়া শিক্ষা দানের প্রশ্নে ইহা ঠিক যে, বিনিময় নির্ধারণপূর্বক শিক্ষা দান অবৈধ। তবে হ্যাঁ, বায়তুলমাল হইতে যদি শিক্ষাদানে সার্বক্ষণিক প্রয়োজনের খাতিরে কাহাকেও তাহার প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদানপূর্বক নিয়োজিত করা হয়, তাহা বৈধ হইবে। যেহেতু উহা প্রত্যেক শিক্ষকের প্রয়োজন ভিত্তিক ভাতা, তাই উহা নির্ধারিত ভাতারূপে গণ্য নহে। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও অধিকাংশ আলিমের মত ইহাই।

বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে সূরা ফাতিহা পড়ে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ঝাড়-ফুঁক করার বিনিময়ে কিছু বকরী লাভের ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله 'তোমরা যত কিছুর বিনিময় গ্রহণ কর, আল্লাহ্‌র কিতাব তাহার মধ্যে সর্বাধিক হকদার।' তেমনি এক বিবাহের মহরানা নির্ধারণের বেলায় নবী করীম (সা) পাত্রের জ্ঞাত কুরআন মজীদ পাত্রীকে শিক্ষাদানকেই মহরানা সাব্যস্ত করে বলেন ঃ

زوجتكها بما معك من القران এই সব হাদীসও উক্ত মাযহাবের সপক্ষে দলীল।

পক্ষান্তরে উবাদা ইব্‌ন সামিতের হাদীছে দেখা যায়, তিনি আহলে সুফ্‌ফার একজনকে কিছু কুরআন শিক্ষাদানের হাদিয়াস্বরূপ একটি তীর গ্রহণ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন ঃ

ان احببت ان تطوق بقوس من النار فاقبله 'যদি তুমি আগুনের তীর গলায় জড়িত হওয়া পছন্দ কর, তাহা হইলে উহা গ্রহণ কর।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহা বর্জন করেন। হাদীসটি আবূ দাউদে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উবায় ইবনে কা'বের অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। যদি উহার সনদ বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আবূ উমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহসহ বহু আলিম উহার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যদি কেহ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে শিক্ষা

দান করে, তাহা হইলে সওয়াবই তাহার কাম্য হইবে এবং নগণ্য পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে অমূল্য সওয়াব নষ্ট করা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। পক্ষান্তরে যদি কেহ শুরুতেই পার্থিব স্বার্থের জন্য শিক্ষাদান করে, তাহা হইলে তাহার জন্য উহা গ্রহণ করা বৈধ। উবাদা ইব্ন সামিতের হাদীস প্রথম ক্ষেত্রে ও আবূ সাঈদ খুদরী ও সহলের হাদীস দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আবূ হাতিম উমর আদ্ দাওরী হইতে, তিনি আবূ ইসমাঈল আল মুআদ্দাব হইতে, তিনি আসিমুল আহওয়াল হইতে, তিনি আবুল আলীয়া হইতে ও তিনি তলক ইব্ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'তাকওয়া হইল আল্লাহ্র রহমতের আশায় আল্লাহ্র নূরের আলোকে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের আনুগত্য করা। তেমনি তাঁহার ভয়ে তাঁহার নাফরমানী হইতে তাঁহারই নূরের আলোকে বাঁচিয়া থাকা।'

وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে সত্য গোপন করিয়া বিপরীত কথা বলার ও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতেছেন।

(٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٤٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

৪২. 'আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করিও না এবং যে সত্য তোমরা জান তাহা গোপন করিও না।

৪৩. অনন্তর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং রুকূ প্রদানকারীদের সহিত রুকূ' দাও।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইয়াহূদীগণকে সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত করার সংকল্প পরিহারের জন্যে নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যা প্রচারের যে পথ তাহারা অনুসরণ করিতে চাহিতেছে এই আয়াতে তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে সত্য ও মিথ্যা একই সঙ্গে চালাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং সত্যকে তুলিয়া ধরার জন্য নির্দেশ দিতেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ হকের সহিত বাতিল ও সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিশাইও না।

উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'তোমরা হককে বাতিলের সহিত মিশাইও না এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের কাছে সঠিক উপদেশ উপস্থাপন কর।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও রবী' ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ অর্থাৎ ইয়াহুদী ও নাসারার ধর্মমতকে ইসলামের সহিত মিলাইও না। অথচ তোমরা জান যে, ইসলাম আল্লাহ্‌র দীন এবং ইয়াহুদী ও নাসারা ধর্মমত তাহাদের মনগড়া ধর্মমত, আল্লাহ্‌র দীন নহে।

হাসান বসরীও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা কিংবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের কাছে আমার রাসূলের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহা লুকাইও না। কারণ, তোমরা তোমাদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবে উহা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইতেছ। আবুল আলীয়াও উক্ত আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ تَكْتُمُوا الْحَقَّ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয়।

আমি বলিতেছি। وتكتموا শব্দটি যেমন জযমযুক্ত হইতে পারে, তেমনি নসবযুক্তও হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা ও উহা একত্র করিও না। যেমন বলা হয়, মাছ খাইও না এবং দুধ পান কর।

আল্লামা যামাখশারী বলেন, ইব্‌ন মাসউদের কুরআন পঠনে وتكتمون الحق রহিয়াছে। অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের সত্য গোপন করার অবস্থায়। পরবর্তী অংশ হইবে وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ অর্থাৎ যে অবস্থায় তোমরা সত্য জানিতেছ। তখন উহার অর্থ দুইরূপ হইতে পারে। এই সত্য গোপনের বিরাট ক্ষতি তোমাদের জানা আছে। ইহার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। তোমরা উহা প্রকাশ করিলে মানুষ সহজেই পথ প্রাপ্ত হইত। অথচ তোমরা সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা প্রকাশের দ্বারা সত্যানুসারীর বিপরীত কাজ করিতেছ। এইভাবে সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটাইতেছ।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ আয়াত সম্পর্কে মাকাতিল বলেন– وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণকে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন। তেমনি وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাকাত আদায় করার আদেশ দিলেন। অবশেষে وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে উম্মতে মুহাম্মদীর সহিত রুকূ প্রদান করিতে বলিতেছেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদের সহিত থাক ও তাহাদের হইয়া যাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বলেন– যাকাতের ভিতর আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ইখলাস দুই জিনিসই আছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আবূ জানাব ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন– দুইশত বা ততোধিক দিরহামের জন্য যাকাত ওয়াজিব।

আল-হাসান হইতে মুবারক ইব্‌ন ফুযালা বলেন– যাকাত ফরয এবং কোন আমলই কল্যাণকর হয় না যাকাত ও নামায ছাড়া।

আল হারিছুল আকলী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাইয়ান আত তায়মী, জারীর, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ যারআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন– যাকাত অর্থ সাদকাতুল ফিতর।

وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ অর্থাৎ মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া তাহাদের ভাল ভাল কাজ যথা নামায, যাকাত ইত্যাদি সম্পন্ন কর।

উক্ত আয়াত দ্বারা বহু উলামায়ে কিরাম জামাআতের নামাযকে ওয়াজিব প্রমাণ করিয়াছেন। 'আল আহকামুল কবীর' কিতাবে ইনশাআল্লাহ্ আমি উহা সবিস্তারে আলোচনা করিব। ইমাম কুরতুবী জামাআত ও ইমামত সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন।

(٤٤) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৪৪. 'তোমরা মানুষকে পুণ্য কাজের নির্দেশ দিতেছ, আর তোমরা নিজেরাই উহা বিস্মৃত হইতেছ। অথচ তোমরা আল-কিতাব তিলাওয়াত করিতেছ। তোমরা কি বুঝিতেছ না?'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– হে পূর্ব-গ্রন্থানুসারীবৃন্দ! তোমাদের জন্য ইহা কি করিয়া শোভনীয় হইতে পারে যে, অপরকে তোমরা ভাল কাজ করার নির্দেশ দিতেছ, আর তোমরা নিজেরা তাহা বিস্মৃত হইয়া চলিতেছ? অথচ তোমরা অহরহ কিতাব পড়িয়া ভাল করিয়াই জানিতেছ যে, এই ধরনের নাফরমানীর জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি রহিয়াছে। তোমরা যে ভুলগুলি করিতেছ তাহা কি তোমরা বুঝিতে পাইতেছ না? তোমাদের দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আর অন্ধ থাকার মধ্যে তো কোনই তারতম্য নাই।

কাতাদাহ হইতে মুআম্মারের সনদে আবদুর রায্‌যাক উক্ত আয়াত সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন– বনী ইসরাঈলগণ অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে নির্দেশ দিত ও ভাল কাজ করার জন্য উপদেশ দিত। অথচ তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিতেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিলেন।

সুদ্দী ও ইব্‌ন জুরায়জ বলেন– اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ও মুনাফিকগণ মানুষকে নামায-রোযা করিতে বলিত এবং মানুষকে মুখে ভাল ভাল কাজ করার জন্য আহবান জানাইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন– তোমরা যাহা কিছু আদেশ করিতেছ তাহা তো তোমাদের বেশী করিয়া করা উচিত।

وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র কিংবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন– অর্থাৎ তোমরা নিজেরা উহা করিতেছ না।

وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের নবীর ব্যাপারে ও তাওরাতের ব্যাপারে মানুষকে কুফরী করিতে নিষেধ করিতেছ। অথচ তাওরাতেই তোমাদের নিকট হইতে

আমার পরবর্তী রাসূল ও কিতাবের উপর ঈমান আনার যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে তোমরাই কুফরী করিতেছ। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তোমরা তোমাদের জ্ঞাত বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছ।

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন– অর্থাৎ তোমরাই লোকদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর দীন গ্রহণের ও সালাত কায়েমের জন্য বলিয়া এখন নিজেরা তাহা করিতেছ না।

আবূ কুলাবা হইতে যথাক্রমে আইয়ুব সাখতিয়ানী, মুখাল্লাদ ইবনুল হুসাইন, আসলামুল হরমী, আলী ইবনুল হাসান ও আবূ জা'ফর জারীর বলেন ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজ প্রবৃত্তি ও আল্লাহ্র শত্রুর সহিত শত্রুতায় লিপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে যথার্থ বিজ্ঞ হইতে পারে না।

উক্ত আয়াতাংশ সম্পর্কে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন– উহাতে সেই সকল ইয়াহুদীর নিন্দা করা হইয়াছে যাহাদের কাছে কোন লোক কিছু ঘুষ ছাড়া অন্যায়ভাবে কিছু পাওয়ার জন্য ফতোয়া চাহিলে তখন ন্যায়ভাবে ফতোয়া দান করিত।

মোটকথা, এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই সকল ছল-চাতুরীর নিন্দা করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হইতে এবং তাহাদের প্রদত্ত উপদেশ প্রথমে নিজেদের আমল করিতে নির্দেশ দিতেছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা আমর বিল মা'রূফ বা ন্যায় কাজের নির্দেশ দানকে নিন্দনীয় বলা হয় নাই। বরং ন্যায় কাজের নির্দেশদাতারা নিজেরাও যেন ন্যায় কাজের অনুসরণ করিয়া চলে তাহার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নিজেরা আমল না করিয়া অপরকে নির্দেশ দানকেই এখানে নিন্দনীয় বলা হইয়াছে।

মূলত ন্যায় কাজের নির্দেশ দান শুধু ভাল কাজই নহে। পরন্তু প্রত্যেক আলিমের জন্যে উহা ফরয। তবে আলিমদের জন্যে উত্তম হইল, যাহা তাহারা নির্দেশ দিবে তাহা অবশ্যই নিজেরা আমল করিবে এবং উহার বিপরীত কাজ তাহারা করিবে না। যেমন শুআয়ব (আ) বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ ـ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ـ

'আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু করিতে নিষেধ করিয়াছি উহার বিপরীত কোন কাজ করিতে ইচ্ছা আমার নাই। আমি তো আমার সাধ্যানুসারে তোমাদের শুধু সংশোধন চাহিতেছি। আল্লাহ্ তাওফীক না দিলে আমার কিছুই করার সাধ্য নাই। তাহারই উপর আমি নির্ভর করিয়াছি এবং তাহারই সমীপে ফিরিয়া যাইব।'

তাই আমর বিল মা'রূফের প্রত্যেকটি কাজই ওয়াজিব। আমল না করিলে উহা করা যায় না তাহা নহে। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী আলিমদের সঠিক অভিমত ইহাই। অবশ্য একদল আলিম বলেন– কোন পাপীর পুণ্যের নির্দেশ দান ঠিক নহে। এই মতটি দুর্বল এবং উপরোক্ত আয়াত হইতে তাহাদের দলীল গ্রহণও দুর্বলতামুক্ত নহে। উহাতে তাহাদের মতের সমর্থন নাই। বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, আলিম ব্যক্তি ন্যায় কাজ না করিলেও ন্যায়ের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ করিলেও অন্যায় কাজে নিষেধ করিবে। তাহাতে অন্তত একটির জন্য সওয়াব পাইবে।

তাহা বলি না। আমি কাহাকে ইহাও বলি না যে, নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম ব্যক্তি, যদি তিনি আমার আমীরও হন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিজ নাড়িভূঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিতে দেখা গেল। গাভী যেইভাবে উহার খুঁটির চারিপাশে ঘুরিতে থাকে উহাও তদ্রূপ মনে হইতেছিল। তখন অন্যান্য জাহান্নামীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল– আপনার কি হইল? আপনি তো আমাদিগকে ভাল কাজের জন্য উপদেশ দিতেন এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিতেন। সে উত্তর দিল– আমি তোমাদিগকে ভাল কাজ করিতে বলিয়া নিজে উহা করিতাম না। তেমনি তোমাদিগকে খারাপ কাজ ছাড়িতে বলিলেও নিজে উহা ছাড়িতাম না।'

বুখারী ও মুসলিমেও সুলায়মান ইব্‌ন মিহরানুল আ'মাশ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ বলেন– আমাকে সাইয়ার ইব্‌ন হাতিম, তাঁহাকে জা'ফর ইব্‌নে সুলায়মান ও তাঁহাকে ছাবিত হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন– 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাধারণ মুসলমানগণকে এমন অনেক ব্যাপারে ক্ষমা করিবেন, যে সব ব্যাপারে আলিমগণকে ক্ষমা করিবেন না।' কোন কোন আছারেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলিমগণ হইতে সত্তর গুণ বেশী ক্ষমা করিবেন জাহিলগণকে। কারণ, আলিম ও জাহিল কখনও এক নহে। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوا الاَلْبَابِ -

'বলিয়া দাও, আলিম ও গায়ের আলিম কি সমান? নিঃসন্দেহে জ্ঞানীরাই উপলব্ধি করে।'

ইব্‌ন আসাকির·ওয়ালিদ ইব্‌ন উকবার জীবন চরিতে নবী করীম (সা)-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। নবী করীম (সা) বলেন ঃ একদল জান্নাতী একদল জাহান্নামীকে দেখিয়া বলিবে– তোমরা কেন জাহান্নামী হইয়াছ ? আল্লাহ্‌র কসম ! তোমাদের শিক্ষা না পাইলে আমরা জান্নাতী হইতে পারিতাম না। তাহারা জবাব দিল– 'আমরা যাহা বলিতাম তাহা করিতাম না।'

ইব্‌ন জারীর তাবারীও আহমদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল খুব্বাস আর রামলী হইতে, তিনি যুহায়র ইব্‌ন উব্বাদ আর রাওয়াসী হইতে, তিনি আবূ বকর আয যাহির আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাকীম হইতে, তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ হইতে, তিনি আশ্‌শাবী হইতে তিনি ওলীদ ইব্‌ন উকবা হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আসিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিল ঃ হে ইব্‌ন আব্বাস! আমি 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'-এর দায়িত্ব পালন করিতে চাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন– তুমি কি সেই স্তরে পৌঁছিয়াছ ? সে বলিল– উহা আমার আকাঙ্খা। তিনি বলিলেন– যদি তুমি কুরআনের তিন আয়াতের মর্মে পাকড়াও হবার ভয় না রাখ, তাহা হইলে করিতে পার। সে প্রশ্ন করিল উহা কোন্ কোন্ আয়াত ? তিনি বলিলেন ঃ

এক. اَتَامُرُوْنَ النَّاسُ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

দুই. لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে রবীআর সূত্রে মালিক (র) বলেন– যে ব্যক্তি ন্যায় কাজের নির্দেশ দিল ও অন্যায় কাজে বাধা দিল, সে তা আমল না করিলেও উক্ত ওয়াজিবের সওয়াব পাইল। কিন্তু যে ব্যক্তি আমলও করিল না এবং আমলের জন্যে উপদেশও দিল না সে তো কিছুই পাইল না। যে ব্যক্তি কিছুই পাইল না সে কি ঠিক কাজ করিল?

আমি বলিতেছি– আলিমের জন্য আমল না করিয়া উপদেশ দান নিন্দনীয়। কারণ, তাহারা জানিয়া বুঝিয়া উহার বিপরীত করিতেছে। গায়ের আলিম ও আলিম এক নহে। তাই হাদীসেও এই ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। আবুল কাসিম আত্ তাবারানী তাঁহার 'মু'জামুল কবীর' সংকলনে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ঃ

জুন্দুব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ তামীমাহ আল হুযায়ফা, আ'মাশ, আলী ইব্ন সুলায়মান আল কালবী, হিশাম ইব্ন আম্মার, আল হাসান ইব্ন আল উমরী ও আহমদ ইবনুল মাতালী আদ্দামেশকী বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আলিম নিজে নেক কাজ করে না, অথচ অপরকে নেক কাজের সবক দেয়, তাহার উদাহরণ হইল সেই প্রদীপ যাহা অপরকে আলো দেয়, অথচ নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

এই হাদীসটি গরীব। কারণ, ইহা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাহা এই ঃ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে যথাক্রমে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন যায়দ (ইব্ন জুদআন), হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ ও ওয়াকী' বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন– মি'রাজের রাত্রে আমি একদল লোকের আগুনের কাঁচি দ্বারা ওষ্ঠ কর্তন করিতে দেখিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা? উত্তর আসিল, আপনার উম্মতের দুনিয়াদার বক্তাগণ। তাহারা মানুষকে নেক কাজের নির্দেশ দিত। কিন্তু নিজেরা উহা করিত না। অথচ তাহারা কিতাব পড়িত, তাহারা কি উহা বুঝিত না?

আব্দ ইব্ন হুমায়দ তাঁহার মুসনাদ ও তাফসীরে উক্ত হাদীস আল-হাসান ইব্ন মূসা ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার সনদে উদ্ধৃত করেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে ইয়াযীদ ইব্ন হারূনও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন মারদুবিয়্যাও মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি মূসা ইব্নে হারূন হইতে, তিনি ইসহাক ইব্নে ইবরাহীম আত তাসতারী হইতে, তিনি মক্কী ইব্ন ইবরাহীম হইতে, তিনি আমর ইব্ন কায়স হইতে, তিনি আলী ইব্ন যায়দ হইতে, তিনি ছুমামা হইতে ও তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে শুধু 'হে জিবরাঈল' কথাটি সংযোজিত হয়।

ইব্ন হাব্বান তাঁহার 'সহীহ' সংকলনেও উহা উদ্ধৃত করেন। ইব্ন হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়্যা উহা পুনঃ হিশাম আদ্ দাস্তোয়ায়ী হইতে, তিনি মুগীরা (ইব্ন হাবীব) হইতে, তিনি মালিক ইব্ন দীনার হইতে, তিনি ছুমামা হইতে ও তিনি মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ আরও একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাঁহাকে ইয়ালী ইব্ন উবায়দ ও তাঁহাকে আ'মাশ উহা আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন। আবূ ওয়ায়েল বলেন– 'উসামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি হযরত উসমান (রা)-কে কিছু বলেন না কেন? আমি তখন তাঁহার পিছনে বসা ছিলাম। তিনি জবাব দিলেন– তোমরা অবশ্যই দেখিতেছ যে, আমি তাহাকে কিছু বলি না, বরং তোমাদের সকলের কথা শুধু শুনিতেছি। তবে তাঁহার ও আমার ভিতরে যাহা আলোচনা হবার তাহা হয়। আমি অবশ্য যাহা জানিতে পাই সঙ্গে সঙ্গেই

তিন. وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ

অতঃপর প্রশ্ন করিলেন– 'তুমি কি এইগুলি সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়াছ? সে জবাব দিল না। তখন বলিলেন– তাহা হইলে নিজের ব্যাপারেই সেই দায়িত্ব শুরু কর।' ইব্ন মারদুবিয়্যা তাঁহার তাফসীরে উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

তাবারানী বলেন– তাঁহাকে আব্দান ইব্ন আহমদ, তাঁহাকে যাযদ ইবনুল হারিছ, তাঁহাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন খারাশ, তাঁহাকে আওয়াব ইব্ন হাওশাব, তাঁহাকে মুসাইয়্যেব ইব্ন রাফে' ও তাঁহকে ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ ' যে ব্যক্তি মানুষকে কোন কথা বা কাজে আহ্বান জানায়, অথচ সে নিজে উহা করে না, সে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই কথা বা কাজ নিজে বাস্তবায়িত না করে, ততক্ষণ সে আল্লাহ্র অসন্তোষ বহন করিয়া চলে।' হাদীসটির সনদ দুর্বল।

ইবরাহীম নাখঈ বলেন– আমি উক্ত তিন আয়াতের কিস্সাটি অবশ্যই অপছন্দ করি।

সবর ও সালাতের গুরুত্ব

(٤٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ

(٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۧ

৪৫. আর তোমরা সালাত ও সবরের সাহায্যে আমরা মদদ চাও এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরু ছাড়া উহা অবশ্যই কঠিনতম কাজ।

৪৬. আল্লাহ্ভীরুগণ মনে করে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত মিলিত হইবে ও নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইবে।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মকাতিল ইব্ন হাব্বান তাঁহার তাফসীরে বলেন ঃ পরকাল প্রাপ্তির জন্য ফরযসমূহে সবর ও সালাতের মাধ্যমে মদদ চাও। সবর কি? বলা হইল, সিয়াম। মুজাহিদ এই ব্যাপারে দলীল পেশ করেন। কুরতুবী প্রমুখ বলেন– তাই রমযান মাস ধৈর্যের মাস বলিয়া খ্যাত। হাদীসেও এইরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়।

সুফিয়ান ছাওরী আবূ ইসহাক হইতে, তিনি জরী' ইব্ন কুলায়ব হইতে, তিনি বনূ সলীমের এক ব্যক্তি হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন, 'সাওম সবরের অর্ধেক।'

একদল বলেন– সবর অর্থ পাপ হইতে নিজকে বিরত রাখা। উহার ফলে ইবাদত আদায় ও উহার শ্রেষ্ঠরূপ সালাত সহজতর হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– আমাকে আমার পিতা তাঁহাকে আব্দুল্লাহ ইব্ন হামযাহ ইব্ন ইসমাঈল তাঁহাকে ইসহাক ইব্ন সুলায়মান আবূ সিনান হইতে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ সবর দুই ধরনের। বিপদে সবর। উহা ভাল। তবে উত্তম

হইল হারামে সবর। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– অনুরূপ বর্ণনা হাসান বসরী হইতেও পাওয়া গিয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে পর্যায়ক্রমে মালিক ইব্ন দীনার, ইব্ন লাহিআ ও ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন– সবর অর্থ যাহা কিছু ঘটে আল্লাহ্র তরফ হইতে ঘটে বলিয়া বান্দা উহা হৃষ্টচিত্তে মানিয়া লয় এবং উহার জন্য আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার আশা করে। কারণ যে ব্যক্তি বিপদে অস্থির হইয়া পড়ে তাহারও শেষ পর্যন্ত ধৈর্যধারণ ছাড়া পথ থাকে না। وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةَ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলীয়া বলেন– সবর হইল আল্লাহ্র মর্জীর উপর তাঁহাকে খুশি করার জন্য ধৈর্যধারণ। জানিয়া রাখ, উহাও আল্লাহ্র আনুগত্য। তেমনি সালাত হইল আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালনে দৃঢ়তা অর্জনের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক। কারণ, আল্লাহ্ বলেন ঃ

اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ـ

'তোমার নিকট আল-কিতাবের যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তিলাওয়াত কর ও সালাত কায়েম কর। নিশ্চয় সালাত নিষিদ্ধ ও নির্লজ্জ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং অবশ্যই আল্লাহ্র যিকির শ্রেষ্ঠতম।'

ইমাম আহমদ বলেন– আমাকে খলফ ইবনুল ওলীদ, তাঁহাকে ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দ ইকরামা হইতে, তিনি আম্মার হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আদ্ দাওলী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হুযায়ফার ভাই আবদুল আযীয বলেন যে, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) বলেন– 'রাসূল (সা) কোন কাজে পেরেশান হইলে নামায পড়িতেন।'

আবূ দাউদ মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা হইতে, তিনি যাকারিয়া হইতে, তিনি ইকরামা ইব্ন আম্মার হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। শীঘ্রই তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

ইব্ন জারীরও ইব্ন জুরায়জ হইতে, তিনি ইকরামা হইতে, তিনি আম্মার হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবূ উবায়দ ইব্ন আবূ কুদামা হইতে, তিনি আবদুল আযীয ইবনুল ইয়ামান ও তিনি হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– রাসূল (সা) কোন কারণে কাজে যখন অস্থির হইতেন, তখন নামাযে দাঁড়াইতেন।

একদল বর্ণনাকারী হুযায়ফার ভাই আব্দুল আযীযের বরাতে নবী করীম (সা) হইতে উহা মুরসালরূপে বর্ণনা করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন নসর আল মারূযী তাঁহার 'কিতাবুস সালাত'-এ বলেন– আমাকে সহল ইব্ন উসমান আল-আসকারী ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দাহ হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াহিয়া বলেন ঃ আমাকে ইকরামা ইব্ন আম্মার মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আদ দাওলী হইতে, তিনি আবদুল আযীয হইতে ও তিনি হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন– 'আহযাবের রাত্রিতে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় তখন নামাযে নিরত ছিলেন। যখনই কোন কাজে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেন, নামাযে দাঁড়াইতেন।

তিনি আরও বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মু'আয, তাঁহাকে তাঁহার পিতা, তাঁহাকে শু'বা আবূ ইসহাক হইতে, তিনি হারিছা ইব্‌ন মাযরাব হইতে ও তিনি আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, আমি বদরের রাত্রে রাসূল (সা) ছাড়া তোমাদের সকলকেই নিদ্রামগ্ন দেখিলাম। রাসূল (সা) সকাল পর্যন্ত নামাযে নিরত ছিলেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ রাসূল (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পেট কচলাইতেছেন। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন, اشم درد 'তোমার কি পেট ব্যথা করিতেছে। তিনি বলিলেন- হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন ওঠ, নামায পড়। নিশ্চয় নামায রোগ প্রতিষেধক।

ইব্‌ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইবনুল ফযল ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম, তাঁহাদিগকে ইব্‌ন আলীয়া, তাঁহাকে আয়নিয়া ইব্‌ন আব্দুর রহমান তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক সফরের সময় তাঁহার ভাই কুছামের মৃত্যুর খবর শুনিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ইন্নালিল্লাহ' পড়িয়া পথিপার্শ্বে উট থামাইয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। নামাযের বৈঠকে তিনি দীর্ঘক্ষণ কাটাইলেন। নামায শেষে তিনি সওয়ারীর দিকে যাবার পথে পাঠ করিলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلاَّ عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইব্‌ন জুরায়জ হইতে বর্ণনা করেন وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ الصَّلٰوةَ। অর্থাৎ সালাত ও সবর আল্লাহ্‌র রহমতের সহায়ক। আর اِنَّهَا لَكَبِيْرَةَ। বাক্যাংশের 'হা' সর্বনামটি মুজাহিদের মতে 'সালাত' শব্দের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। ইব্‌ন জারীরও এই মত গ্রহণ করেন।

অবশ্য উহা বাক্যের মর্ম الوصية। শব্দের দিকেও ইঙ্গিত হইতে পারে। যেমন কারূনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَيُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ -

'জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বলিল, তোমাদের জন্য আক্ষেপ। ঈমানদার নেককারদের জন্য আল্লাহ্‌র পুরস্কার উত্তম। ধৈর্যশীলগণ ব্যতীত উহার সাক্ষাৎ পাইবে না।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

'ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। তাহা হইলে তোমার ও তাহার ভিতর চরম শত্রুতা থাকিলেও পরম বন্ধুত্ব সৃষ্টি হইবে। ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবানগণ ব্যতীত উহার সন্ধান পাইবে না।'

এতদুভয় ক্ষেত্রেই يلقاها শব্দের ها সর্বনামটি الوصية। শব্দের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অর্থাৎ যে 'উপদেশ' দেওয়া হইয়াছে, উহা পালন করা ধৈর্যশীল ও ভাগ্যবান ছাড়া সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক, উভয় অবস্থায়ই 'ইন্নাহা লাকাবীরাতুন' অর্থ আল্লাহ্ভীরু ছাড়া অন্যদের জন্য উহা কঠিন ও কষ্টকর কাজ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন, 'খাশি'ঈন' অর্থ আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধানের সত্যায়ক দল। মুজাহিদ বলেন– খাশি'ঈন হইল যথার্থ মু'মিনগণ। আবুল আলীয়া বলেন– 'খাশি'ঈন' অর্থ খাইফীন (সন্ত্রস্তগণ)। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন– 'খাশি'ঈন' অর্থ বিনয়ীগণ। যিহাক বলেন– 'ইন্নাহা লাকাবীরাতুন' অর্থাৎ অবশ্যই উহা দুর্বহ। তবে যাহারা সত্যানুসারী, বিনয়ী ও আল্লাহ্ভীরু তাহাদের জন্য উহা ভারী কাজ নহে। কারণ, তাহাদের সামনে প্রতিশ্রুতি ও হুঁশিয়ারি বিদ্যমান। এই তাৎপর্যটি হাদীসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, রাসূল (সা)-কে উক্ত ভারী কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, 'নিশ্চয় যাহার জন্য আল্লাহ্ উহা সহজ করেন শুধু তাহার জন্যই সহজ।'

ইব্ন জারীর বলেন– আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইল, 'হে আহলে কিতাবের পাদ্রীবৃন্দ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য গ্রহণ ও অনাচার-ব্যভিচার বিদূরক সালাত কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্র মদদ কামনা কর। কারণ, উহাই আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। তবে উহার জন্য তোমাদিগকে আল্লাহ্ভীরু, বিনয়ী ও নিবেদিত প্রাণ হইতে হইবে।' তিনি আরও বলেন– যদিও আয়াতটি বনী ইসরাঈলগণকে সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি উহার তাৎপর্য সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য। বিশেষ উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইলেও উহা ব্যাপক অর্থ প্রদান করিতেছে।

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ আয়াতটি পূর্ব আয়াতের সম্পূরক। অর্থাৎ সালাত কিংবা অসিয়ত বড়ই কঠিন। শুধু সেই সকল আল্লাহ্ভীরুর জন্য সহজ যাহারা বিশ্বাস করে যে, অবশ্যই তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখীন হইবে এবং অবশ্যই তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবে। অন্য কথায়, তাহারা জানে যে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহ্র সমীপে সমবেত হইতে হইবে এবং তাহাদের কার্যকলাপ তাঁহার নিকট পেশ করা হইবে। অতঃপর তদনুযায়ী তাহাদের বিচারকার্য সম্পাদিত হইবে। যখন তাহারা পরকাল ও ফলাফল সম্পর্কে বিশ্বাসী হইল, তখন স্বভাবতই তাহাদের জন্য ইবাদত করা ও অন্যায় হইতে বিরত থাকা সহজতর হইয়া গেল।

يظنون শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্ন জারীর (র) বলেন– আরবরা 'বিশ্বাস' ও 'ধারণা' দু'টোর জন্যই 'জন্নুন' শব্দ ব্যবহার করে। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের একটি উদাহরণ হইল صدفة অর্থাৎ আলো ও অন্ধকার। তেমনি صارخا শব্দটি বাদী ও বিচারক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ আরও শব্দ আছে যাহা পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। যেমন দুরাইদ ইবনুস সিমাত বলেন ঃ

فقلت لهم ظنوا بالفى مدجج - سراتهم فى الفارسى المسرد

এখানে 'জান্নু' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস করা। কবি উমায়ের ইব্ন তারিক বলেন ঃ

فان يعبروا قومى واقعد فيكم - واجعل منى الظن غيا مرجما

এখানে 'আজ জান্নো' অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস।

ইব্‌ন জারীর বলেন- কবিদের কবিতায়ও 'জান্নুন' অর্থ 'একীন' লওয়া হইয়াছে। তাই উহার অর্থ শুধুই 'ধারণা' মাত্র নহে। জ্ঞানীদের জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌র কালামেও অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করার নজীর আছে। যেমন ঃ

وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَّوَاقِعُوْهَا 'পাপীগণ যখন জাহান্নাম দেখিল তখন বিশ্বাস করিল যে, তাহারা উহাতে নিপতিত হইবে।'

অতঃপর ইব্‌ন জারীর বলেন- আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার, তাঁহাকে আবূ আলিম, তাঁহাকে সুফিয়ান জাবির হইতে, তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন- কুরআনের প্রত্যেকটি ظن অর্থই 'একীন' বা দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি আরও বলেন- আমাকে মুছান্না, তাঁহাকে ইসহাক, তাঁহাকে আবূ দাউদ আল জবরী সুফিয়ান হইতে, তিনি ইব্‌ন আবূ নাজীহ হইতে ও তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কুরআনের প্রতিটি ظن শব্দই علم অর্থ প্রদান করে। সনদটি সহীহ।

আবূ জা'ফর আররাযী রবী' ইব্‌ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলীয়া হইতে বর্ণনা করেন- আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ظن অর্থ একীন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন- মুজাহিদ, আস্‌সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস ও কাতাদাহ উক্ত শব্দের অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন। উক্ত আয়াত সম্পর্কে সুনায়দ হাজ্জাজের সনদে ইব্‌ন জুরায়রের এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُوْا رَبِّهِمْ অর্থাৎ তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের প্রভুর সম্মুখীন হইবে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, সহীহ্ সংকলনে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এক বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন- আমি কি তোমাকে পরিবার-পরিজন দেই নাই? আমি কি তোমাকে মর্যাদাবান করি নাই? আমি কি তোমার সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করি নাই? সে বলিবে- হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন- 'তোমার কি বিশ্বাস ছিল না যে, তুমি আমার সম্মুখীন হইবে? সে বলিবে- না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন- তুমি যেভাবে আমাকে ভুলিয়াছিলে, আজ আমি তেমনি তোমাকে ভুলিব। 'নাসুল্লাহা ফানাসিয়াহুম' আয়াতের ব্যাখ্যায় শীঘ্রই এই প্রসঙ্গটি ইনশাআল্লাহ্ সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

বনী ইসরাঈলের নি'আমত প্রাপ্তি

(٤٧) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ○

৪৭. 'হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! তোমাদের উপর অবতীর্ণ নি'আমতরাজীর কথা স্মরণ কর। অনন্তর নিশ্চয় আমি নিখিল সৃষ্টির উপরে তোমাদিগকে মর্যাদা দিয়াছিলাম।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি ইতিপূর্বে প্রদত্ত নিআমতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তিনি যে সকল নি'আমাত প্রদান করিবার মাধ্যমে তৎকালীন জাতিসমূহের উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান

করিয়াছিলেন, সেইগুলির কথাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। লোকদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা এবং তাহাদের প্রতি বিপুলসংখ্যক আসমানী কিতাব নাযিল করা– উক্ত নি'আমাতসমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ নি'আমাত।

বনী ইসরাঈল জাতিকে যে আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন অন্যান্য সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ 'আর আমি নিশ্চয় জ্ঞানের প্রাধান্য দ্বারা তাহাদিগকে (তৎকালীন) অন্য সকল জাতির উপর মনোনীত করিয়াছি।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ
وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا وَّاٰتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ ۔

'আর (সেই সময়ের কথা স্মরণ-যোগ্য) যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল– হে আমার জাতি! তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নি'আমাতকে তোমরা স্মরণ কর। যখন তিনি তোমাদের মধ্য হইতে বিপুল সংখ্যক লোককে নবী বানাইয়াছেন, তোমাদিগকে রাজ্য-পরিচালক বানাইয়াছেন এবং অন্য কোন জাতিকে যাহা প্রদান করেন নাই, তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।'

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন– 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সুযোগ, রাসূলগণ এবং আসমানী কিতাবসমূহ প্রদান করিবার মাধ্যমে তৎকালীন অন্যান্য জাতির উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগেই عالم অর্থাৎ লোক সমাজ, জাতি বা শ্রেণী থাকে। বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা তৎকালীন অন্য সকল জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।' মুজাহিদ, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

'বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগের অন্য সকল জাতি বা উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন' উপরোক্ত আয়াতাংশের এইরূপ অর্থ করা সঠিক নহে। বরং তিনি তাহাদিগকে শুধু তৎকালীন অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন– উহার এইরূপ অর্থ করাই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ, নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর উম্মাত যে কোন যুগের অন্য উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহা সর্বজনবিদিত ও প্রমাণিত সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۔ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۔

'তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম উম্মাত যাহাকে মানব জাতির (হিদায়েতের) জন্যে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান করিবে এবং অসৎ কার্য হইতে বিরত

রাখিবে। আর তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। অন্যান্য আসমানী কিতাব প্রাপ্তগণ যদি ঈমান আনে, তবে উহা তাহাদের জন্যে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক হইবে।'

সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইব্ন হায়দাতুল কুশায়রী (রা) হইতে 'মুসনাদ' এবং 'সুনান' শ্রেণীর হাদীস সংকলনসমূহে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- 'তোমরা হইতেছ সত্তরতম উম্মাত। আল্লাহ্র নিকট তোমরা সকল উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম উম্মাত।'

উপরোক্ত বিষয়ে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেইগুলি আলোচিত হইবে।

কেহ কেহ বলেন, 'আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈল জাতির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা শুধু বিশেষ কোন দিক দিয়া সেই যুগের সব জাতির উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব। উহা দ্বারা কোনক্রমে প্রমাণিত হয় না যে, তাহারা সর্বদিক দিয়া সর্বযুগের অন্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ছিল।' ইমাম রাযী উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

কেহ কেহ আবার বলেন- বনী ইসরাঈল জাতি সর্বযুগের সর্বজাতির উপরই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে বিপুল-সংখ্যক ব্যক্তিকে নবূওতের মহা-সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন।' ইমাম কুর্তুবী স্বীয় তাফসীরে উপরোক্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, সকল জাতি কথাটি ব্যাপক। অথচ বনী ইস্রাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে আগত নবী হযরত ইব্রাহীম (আ) ছিলেন তাহাদের সকল নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আবার তাহাদের আগমনের পর আগত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ছিলেন সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি হইতেছেন দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বকালের সর্বদেশের সমগ্র মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলার শান্তি ও রহ্মতের ধারা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হউক।

(٤٨) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৪৮. সেইদিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও জন্য কোন ব্যাপারে যথেষ্ট হইবে না, কাহারও জন্য কোন সুপারিশ কবূল হইবে না; কাহারও কোনরূপ বিনিময় গৃহীত হইবে না; এমনকি তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

তাফসীর ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত নি'আমাত বা দানসমূহের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবার পর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনের দীর্ঘ ও কঠোর শাস্তির ব্যাপারে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়াতে তিনি বলিতেছেন- কিয়ামতের দিনে কেহ কাহারো সামান্যতম উপকারও করিতে পারিবে না। কেহ কাহারো জন্যে সুপারিশও করিতে পারিবে না। কোনোরূপ মুক্তিপণের বিনিময়ে কাহাকেও দোযখের আযাব হইতে মুক্তি প্রদান করা হইবে না। আর অন্য কোনো উপায়েও কেহ সাহায্য

পাইবে না। অতএব সেই দিন তথা সেই দিনের আযাব সম্বন্ধে তোমরা সতর্ক হও এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে মহাসত্য তথা কুরআন মজীদ ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।

لَاتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ কেহ কাহারো কোনো উপকার করিতে পারিবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 'কোনো বোঝাবহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ 'সেই দিন প্রত্যেক মানুষের নিজেরই এইরূপ মহা-গুরুত্বপূর্ণ কার্য থাকিবে যাহা তাহাকে অপরের কথা ভাবিতে অবকাশ দিবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّاتَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلَامَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ـ

'হে লোকসকল! স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে তোমরা ভয় করো এবং যেদিন না পিতা স্বীয় পুত্রকে আর না পুত্র স্বীয় পিতাকে কোনোরূপ উপকার করিতে পারিবে, সেই দিনকে ভয় করো।

শেষোক্ত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, কিয়ামতের দিনে পিতা-পুত্রের কেহ কাহারো কোনোরূপ উপকার করিতে পারিবে না।

وَلَايُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ অর্থাৎ কাফিরের পক্ষে কেহ কোনো সুপারিশ করিলে উহা গৃহীত হইবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ 'অতএব, সুপারিশকারীগণের সুপারিশ তাহাদের কোনো উপকার করিতে পারিবে না।'

দোযখবাসীগণের বক্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন ঃ

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ 'অতএব, আমাদের জন্যে না আছে কোনো সুপারিশকারী আর না আছে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু।'

وَلَايُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ অর্থাৎ কাহারো নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণও গ্রহণ করা হইবে না এবং উহার বিনিময়ে কাহাকেও মুক্তি প্রদান করা হইবে না।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْؤُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ـ

'যাহারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সত্যের প্রত্যাখ্যানকারী থাকিয়াই মরিয়াছে, তাহাদের কেহ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চাহে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইবে না।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيُفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

'যাহারা কাফির হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিনের আযাব হইতে মুক্তি পাইবার বিনিময়ে প্রদান করিবার জন্য যদি পৃথিবীর সমুদয় বস্তু এবং তৎসহ উহার সমপরিমাণ আরো সম্পদ তাহাদের অধিকারে আসিয়া যায়, তথাপি উহা তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না। আর তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَايُؤْخَذْ مِنْهَا 'সে (কাফির) যদি সম্ভাব্য সকল মুক্তিপণ প্রদান করিতে চাহে, তথাপি উহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না।'

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَامِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَأْوَاكُمُ النَّارُ - هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

'অতএব, আজ তোমাদের নিকট হইতে (মুনাফিকদের নিকট হইতে) আর অন্য কাফিরদের নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণ গৃহীত হইবে না। তোমাদের বাসস্থান হইতেছে দোযখ। উহাই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী। আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান!'

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আহ্‌লে কিতাবগণ যদি আল্লাহ্ তা'আলার রাসূলের প্রতি ঈমান না আনে, তাহাকে যে হিদায়েত দিয়া তিনি পাঠাইয়াছেন, উহার প্রতি যদি তাহারা অনুগত না হয় এবং এই অবস্থায়ই যদি তাহারা কিয়ামতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হয়, তবে না কোন আত্মীয়ের আত্মীয়তা আর না কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির সুপারিশ তাহাদিগকে কোনরূপ উপকার করিতে পারিবে। অনুরূপভাবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ মুক্তিপণ, হউক না উহা পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণ, তাহাও গৃহীত হইবে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَّشَفَاعَةٌ - 'সেই দিনের আগমনের পূর্বেই (তোমরা আমার পক্ষ হইতে প্রদত্ত নি'আমাতসমূহের একাংশ অপরের জন্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর।) যেদিন না কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়, না কোনরূপ বন্ধুত্ব আর না কোনরূপ সুপারিশ কার্যকর থাকিবে। তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

لَابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخِلَالٌ ...... 'যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় আর না কোন বন্ধুত্ব কার্যকর থাকিবে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সুনায়দ ولايؤخذ منها عدل এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন- عدل অর্থাৎ বিনিময়; মুক্তিপণ। সুদ্দী বলেন- কোনরূপ عدل

(মুক্তিপণ)-ই আল্লাহ্ তা'আলাকে عدل (ন্যায় বিচার) হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। কাফির ব্যক্তি পৃথিবীর সমপরিমাণের স্বর্ণও যদি স্বীয় মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাহে, তথাপি উহা গৃহীত হইবে না।'

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। আবুল আলীয়া হইতে ধরাবাহিকভাবে রবী' ইব্‌ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী ولايقبل منها عدلএই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন– عدل অর্থ মুক্তিপণ। ইব্‌নে আবূ হাতিম বলেন– আবূ মালেক, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জারীর, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্‌ন আনাস হইতেও উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আবদুর রায্‌যাক বলেন– হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌রাহীম তায়্‌মীর পিতা, ইবরাহীম তায়্‌মী, আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী আমার নিকট এক দীর্ঘ হাদীসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন– الصرف। এবং العدل। শব্দের তাৎপর্য হইতেছে যথাক্রমে নফল ইবাদত ও ফরয ইবাদত। উমায়র ইব্‌ন হানী হইতেও ধারাবাহিকভাবে উসমান ইব্‌ন আবুল আতিকাহ্ ও ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত শব্দের ঐরূপ তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য নহে। আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইয়াছে ঃ উমাইয়া বংশীয় জনৈক সিরীয় বুযুর্গ আমর ইব্‌ন কায়স মুলাঈ, আবদুর রহমান, হুমায়দ ইব্‌ন আবদুর রহমান, আলী ইব্‌ন হাকীম, নাজীহ ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন– হে আল্লাহ্‌র রাসূল! العدل। কি? তিনি বলিলেন, العدل। হইতেছে الفدية। (মুক্তিপণ)।

ولاهم ينصرون অর্থাৎ কেহই তাহাদের প্রতি সহৃদয় হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং আল্লাহ্‌র আযাব হইতে মুক্তি দিবে না। ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিনে কোন আত্মীয় বা প্রতাপান্বিত ব্যক্তি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে উপকৃত করিতে পারিবে না। তাহাদের নিকট হইতে কোনোরূপে মুক্তিপণও গৃহীত হইবে না। এই সকল পন্থায় উপকৃত হইবার জন্য তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করা হইতেছে তাহাদিগের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন। আর তাহাদের প্রতি কোনোরূপ কৃপা-প্রদর্শনই করা হইবে না। না তাহারা নিজেরা নিজেদের আর না অপরে তাহাদের কোনো উপকার বা সাহায্য করিতে পারিবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ 'অতএব, তাহার জন্যে না কোনো ক্ষমতাবানের ক্ষমতা আর না কোনো সাহায্যকারীর সাহায্য থাকিবে।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে কোনোরূপ মুক্তিপণ বা সুপারিশ গ্রহণ করিবেন না। তাই কোনো মুক্তিদাতা কোনো কাফিরকে তাঁহার আযাব হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারিবে না। ফলে কেহ তাঁহার আযাব হইতে রেহাই পাইবে না। সেদিন কেহ কোনো কাফিরকে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে বাঁচাইয়া নিজের আশ্রয়ে রাখিবে না আর রাখিবার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ يُجِيْرُ وَلاَيُجَارُ عَلَيْهِ 'তিনি আশ্রয় দিয়া থাকেন; তাঁহার বিরুদ্ধে কাহাকেও আশ্রয় দেওয়া সম্ভবপর নহে।'

তিনি আরও বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 'সেই দিন না আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তির সমতুল্য শাস্তি কেহ প্রদান করিবে আর না তাঁহার বাঁধনের ন্যায় বাঁধন কেহ দিতে পারিবে।' তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ - بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ 'তোমাদের কী হইল যে, (আজ) পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী সাজিয়াছে।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ط بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ -

'তাঁহারা আল্লাহ্কে ত্যাগ করিয়া যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, (আজ) তাহারা তাহাদিগকে কোনো সাহায্য করিতেছে না? কেন আজ তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উধাও হইয়াছে?'

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– 'উহার অর্থ হইতেছে, আজ তোমরা (কাফিরদের কৃত্রিম বন্ধুরা) আমার আযাব হইতে কাফিরদিগকে কেনো বাঁচাইতেছ না? অসম্ভব! অসম্ভব!! উহা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।'

ইমাম ইব্ন জারীর ولاينصرون এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন– সেইদিন যেইরূপ তাহাদের জন্যে কোনো সুপারিশকারী থাকিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোনো মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না, সেইরূপে কোনো সাহায্যকারী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিবে না। সেইদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব, উৎকোচ, সুপারিশ এবং সাহায্যের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইদিন মহাপরাক্রমশালী ও মহা ন্যায়-বিচারক আল্লাহ্ তা'আলাই একচ্ছত্র বিচারক হইবেন এবং তিনি পাপের পরিবর্তে উহার সমতুল্য শাস্তি আর পুণ্যের পরিবর্তে উহার বহুগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ - مَالَكُمْ لَاتَنَاصَرُوْنَ - بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ -

'থামাও তাহাদিগকে! তাহাদিগকে নিশ্চয় জওয়াবদিহী করিতে হইবে। তোমাদের কী হইল যে, তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করিতেছ না? বরং আজ তাহারা অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী।'

(٤٩) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

(٥٠) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

৪৯. (সেদিনের কথা স্মরণ কর) যখন আমি তোমাদিগকে ফিরাউন গোত্র হইতে মুক্তি দিলাম। তাহারা তোমাদিগকে নৃশংস শাস্তি দিত। তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করিত ও কন্যাগণকে জীবিত রাখিত। ইহার ভিতর তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বিরাট পরীক্ষা ছিল।

৫০. যখন আমি তোমাদের জন্য নদীকে বিভক্ত করিয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম ও ফিরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করিলাম, তখন তোমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের নৃশংসতম লোমহর্ষক অত্যাচার হইতে বনী ইসরাঈল জাতিকে মুক্ত করিবার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করিয়া দিতেছেন। ফিরাউন বনী ইসরাঈল জাতির সদ্যপ্রসূত পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত এক মহাবিপদ। হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল জাতিকে নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করাইয়া এবং ফিরাউন ও তদীয় লোক-লস্করকে উহাতে ডুবাইয়া মারিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে এই মহাবিপদ হইতে মুক্ত করেন।

বনী ইসরাঈল জাতির উপর ফিরাউনের পক্ষ হইতে উপরোক্ত হিংস্রতম অত্যাচার নামিয়া আসিবার পশ্চাতে একটা স্বপ্ন সক্রিয় ছিল। একদা ফিরাউন স্বপ্নে দেখিল– 'বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে একটা অগ্নিপিণ্ড বহির্গত হইয়া মিসর-দেশীয় ফিরাউন বংশীয় কিব্‌তি লোকদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিল। উহা বনী-ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহে প্রবেশ করিল না।' ফিরাউনের স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীগণ তাহাকে বলিল– 'উক্ত স্বপ্নের অর্থ এই যে, বনী ইসরাঈল গোত্রের একটা লোকের হাতে একদা তাহার রাজত্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে।' স্বপ্নদর্শণে এবং ব্যাখ্যা শ্রবণে ফিরাউন অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীগণ কর্তৃক তাহার নিকট উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবার পরে লোকদের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল যে, 'বনী ইসরাঈল জাতি তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। তাঁহার নেতৃত্বে তাহারা নির্যাতন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীনতা ও সম্মানের অধিকারী হইবে।' ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কিত হাদীছে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। 'সূরা ত্ব-হা'-এর ব্যাখ্যায় ইনশা আল্লাহ্ উহা বর্ণিত হইবে। যাহা হউক, অতঃপর ফিরাউন বনী ইসরাঈল গোত্রের নবজাত পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিতে এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিল। সে বনী ইসরাঈল গোত্রের লোকদিগকে চরম অবমাননাকর কঠোর পরিশ্রমের কার্যে নিযুক্ত করিতেও আদেশ দিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিবার ঘটনাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদের ব্যাখ্যা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সূরা ইব্‌রাহীমে উহাকে তাহাদের উপর নিপতিত বিপদ হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বিপদ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা-ইবরাহীম-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَائَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَائَكُمْ -

'তাহারা তোমাদের উপর জঘন্যতম নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাইত, তোমাদের পুত্র-সন্তানদিগকে মারিয়া ফেলিত এবং তোমাদের কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দিত।'

'সূরা-কাসাস'-এ ইনশাআল্লাহ্ এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা আসিবে। আল্লাহ্ই সাহায়ক ও সাহায্যকারী।

يسومون অর্থাৎ- তাহারা অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইত। আবূ-উবায়দাহ্ উহার ঐরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। আরবরা বলে سامه خطة خسف সে তাহার গায়ে অত্যাচারের চিহ্ন লাগাইয়া দিয়াছে, সে তাহার উপর অত্যাচার চালাইয়াছে'। কবি আমর ইব্ন কুল্ছুম বলেন ঃ

اذا ما الملك سام الناس خسفا
ابينا ان نقر الخسف فينا

'বাদশাহ্ যখন প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়, আমরা তখন কোনক্রমে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাইতে দিব না।'

কেহ কেহ বলেন- يسومون অর্থাৎ তাহারা স্থায়ী ভাবে অত্যাচার চালাইত। আরবগণ বলে- سائمة الغنم চারণভূমিতে স্থায়ীভাবে বিচরণশীল ছাগ-পাল। ইমাম কুরতুবী উহার ঐরূপ অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত নি'আমাত-বিশেষকে স্মরণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তিনি আলোচ্য আয়াতে ফিরাউন কর্তৃক বনী ইসরাঈল গোত্রের পুত্র সন্তানদের নিহত হইবার এবং তাহাদের কন্যা সন্তানদের জীবিত পরিত্যক্ত হইবার ঘটনাকে ফিরাউনের নৃশংসতম অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সূরা-ইবরাহীমের আয়াত বিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত নি'আমাতসমূহ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে আদেশ করিয়াছেন। তাই, তিনি পরবর্তী আয়াতে বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদিগকে ফিরাউনের হত্যা করিবার এবং তাহাদের কন্যা-সন্তানদিগকে জীবিত রাখিবার ঘটনাকে তাহার নৃশংসতম অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনা হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার একাধিক নিয়ামত বিবৃত হইতে পারে।

فرعون (ফিরাউন) শব্দটি মিশরের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। সে عملق (অমালীক) বংশীয়। এই বংশীয় লোকগণ আমালীকা নামে পরিচিত। অনুরূপভাবে قيصر (কায়সার) শব্দটি সিরিয়াসহ রোমক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। তেমনি كسرى (কিস্‌রা) শব্দটি প্রত্যেক পারস্য সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুরূপভাবে تبع (তুব্বা) শব্দটি ইয়ামান দেশের প্রত্যেক কাফির সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। তদ্রূপ نجاشى (নাজাশী) শব্দটি হাবশ (আবিসিনিয়া) দেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি। অনুরূপভাবে بطليوس (বাতলীয়ূস) শব্দটি ভারতীয় উপ-মহাদেশের প্রত্যেক সম্রাটের সাধারণ নাম বা উপাধি।

যাহা হউক, হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ফিরাউনের নাম ছিল وليد ابن مصعب ابن الريان (ওয়ালীদ ইব্ন মূসআব ইব্ন রাইয়ান)। কেহ কেহ বলেন- তাহার

নাম ছিল মুস্‌আব ইব্‌ন রাইয়ান। সে ছিল আমালীক ইব্‌ন আওদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ-এর বংশধর। তাহার উপনাম ছিল আবূ মুর্‌রা। মূলত সে ছিল পারস্য দেশীয় ইসতাখার হইতে আগত। সে যাহা হউক, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত নিপতিত হউক।

وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ 'ফিরাউনের লোকজনের অমানুষিক নির্যাতন হইতে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে আমার মুক্তি প্রদান করিবার কাজ তোমাদের প্রতি আমার এক মহা নি'আমাত ও উপকার।' উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন- 'এ স্থলে البلاء শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে 'নিয়ামত দান ও উপকার।' মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ, আবূ মালিক, সুদ্দী প্রমুখ ব্যক্তিগণও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

البلاء শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে الاختبار (পরীক্ষা করা)। বিপদ-আপদ এবং নি'আমাত ও সুখ শান্তি- ইহাদের যে কোনোটি দিয়া আল্লাহ্ মানুষকে পরীক্ষা করিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً 'আর আমি তোমাদিগকে বিপদ-আপদ ও সুখ-শান্তি উভয় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকি। এইগুলি পরীক্ষার মাধ্যম।'

তিনি আরো বলেন ঃ

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'তাহারা অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় আমি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য-বৈভব এবং অমঙ্গল-অকল্যাণ উভয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আরবরা কাহাকেও অমঙ্গল ও বিপদ-আপদে পতিত করিবার অর্থে বলিয়া থাকে- بلوته وابلوه بلاء (আমি তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছি ও বিপদে ফেলিব।) পক্ষান্তরে, কাহাকেও শান্তি ও কল্যাণ প্রদান করিবার অর্থে তাহারা বলিয়া থাকে- بليته

ابليته وابليه ابلاء وبلاء অর্থাৎ আমি তাহাকে শান্তি ও কল্যাণ দান করিয়াছি, শান্তি ও কল্যাণ দান করিব। (দেখা যাইতেছে- এই অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়া হিসাবে ابلاء ও بلاء এই উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) আরো দেখা যাইতেছে بلاء শব্দটি কাহাকেও বিপদাপন্ন করা, কাহাকেও শান্তি দান করা, উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবি যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালমা বলেন ঃ

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم

وابلاهما خير البلاء الذى يبلو

'তাঁহারা দুইজনে তোমাদের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, উহার বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে মঙ্গল দান করুন এবং তিনি যে নি'আমাত ও মঙ্গল দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সেই নি'আমাত ও মঙ্গল দান করুন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন- 'এইস্থলে কবি উভয় অর্থেরই সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। কারণ, তিনি বলিতেছেন- আল্লাহ্ তা'আলা যে নি'আমাত দ্বারা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদের দুইজনকে যেন সেই নি'আমাত দান করেন।'

কেহ কেহ বলেন وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ এই আয়াতাংশের بلاء عظيم শব্দ সমষ্টি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউনের পক্ষ হইতে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আপতিত সেই মহা বিপদের অর্থাৎ তাহাদের পুত্র-সন্তানদিগকে হত্যা করা ও কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত থাকিতে দেওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিতেছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ بلاء শব্দের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা। শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে- 'আর উহাতে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত মহাবিপদমূলক পরীক্ষা নিহিত ছিল।'

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ الى اخر الاية অর্থাৎ ফিরাউনের হাত হইতে আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিবার পরও মূসা (আ)-এর সহিত তোমাদের দেশ ত্যাগ করিবার কালে আমি সমুদ্রের পানিকে তোমাদের জন্য বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য স্থানে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা শুআরা'তে উহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে উহা আল্লাহ চাহেন তো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

فَاَنْجَيْنَاكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে তাহাদের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম, তোমাদের ও তাহাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার দুর্লংঘ প্রাচীর স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে ডুবাইয়া মারিয়াছিলাম। তোমরা উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছিলে- যাহাতে উহা তোমাদের অন্তরকে অতিশয় তৃপ্ত ও আনন্দিত এবং তোমাদের শত্রুদিগকে চরমভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মূন বলেন- 'হযরত মূসা (আ)-এর বনী ইসরাঈল জাতিকে সঙ্গে লইয়া মিশর ত্যাগ করিবার সংবাদ ফিরাউনের কানে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বীয় লোকজনকে আদেশ দিল—রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে মূসা ও তাহার লোকজনের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে রওয়ানা হইতে হইবে। সেইদিন রাত্রিতে মোরগ ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোকজন জাগিয়া উঠিল। সে একটি ছাগল যবাই করিয়া লোকদিগকে আদেশ করিল, আমি এই ছাগলের কলিজা ভক্ষণ শেষ করিবার পূর্বেই ছয় লক্ষ কিব্‌তীকে আমার পার্শ্বে সমবেত দেখিতে চাই। আদেশ অনুযায়ী তাহার ছাগ-যকৃৎ ভক্ষণ শেষ হইবার পূর্বেই কিব্‌তি বংশীয় ছয় লক্ষ লোক তাহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইল। এদিকে হযরত মূসা (আ) দরিয়ার নিকট পৌঁছিলে য়ূশা' ইব্‌ন নূন নামক তাহার জনৈক সঙ্গী বলিল- আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন? তিনি দরিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন- 'তোমার সম্মুখ দিকে।' ইহাতে লোকটি স্বীয় অশ্বকে জোর করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করাইল। উহা তাহাকে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছিল। অতঃপর উহা তাহাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে সে পুনরায় হযরত মূসা

(আ)-কে বলিল, 'হে মূসা! আপনার প্রভু আমাদিগকে কোন্দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন? আল্লাহ্র কসম! আপনি মিথ্যা বলেন নাই; আপনি মিথ্যা বলেন নাই।' এইরূপে সে তিনবার সমুদ্রের তলদেশে অশ্ব নামাইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন, 'তুমি স্বীয় লাঠি দিয়া সমুদ্রের পানিকে আঘাত করো।' তিনি তাহাই করিলেন। সমুদ্রের পানি বিভক্ত হইয়া গেল। পানির প্রত্যেকটি ভাগ বিরাট পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হইয়া গেলেন। ফিরাউন সদলবলে হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীদের পশ্চাতে চলিল। হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীদের সমুদ্র অতিক্রম করিবার পর সে তাহার দলবল যখন সমুদ্রের মধ্যে আসিয়া গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রের পানির উভয় খণ্ডকে পরস্পর মিলিত করিয়া দিলেন। উহাই- وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

এই আয়াতাংশে বিবৃত হইয়াছে।' পূর্বসূরী একাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈল সহ হযরত মূসা (আ)-এর সমুদ্র পার হইবার উপরোক্ত ঘটনা আশুরার দিনে অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে ঘটিয়াছিল। হযরত ইবন জুবায়র, আইউব, আব্দুল ওয়ারেছ, আফ্ফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, 'নবী করীম (সা) মদীনায় আগম করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ইয়াহুদীগণ 'আশুরা'র দিনে রোযা রাখে। তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- কোন্ উপলক্ষে তোমরা এই দিনে রোযা রাখ। তাহারা বলিল- এই দিন একটি শুভ দিন। এইদিনে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে ফিরাউনের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) সেই উপলক্ষে এই দিনে রোযা রাখিতেন। নবী করীম (সা) বলিলেন- হযরত মূসা (আ)-এর সহিত যতটুকু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তোমাদের রহিয়াছে, তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার রহিয়াছে। এই বলিয়া নবী করীম (সা) নিজে আশুরার রোযা রাখিলেন এবং সাহাবীদিগকে ঐদিনে রোযা রাখিতে আদেশ দিলেন।'

ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আইউব সাখ্তিয়ানী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ রক্কাশী, যায়দুল আমীয়্যা, সালাম ইব্ন সালীম, আবূ রবী' ও আবূ ইয়া'লা মুসেলী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তা'আলা আশুরায় অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশ তারিখে বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে সমুদ্রের পানিকে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।' উক্ত হাদীস সনদের দিক দিয়া দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী যায়দুল আমীয়্যা একজন দুর্বল রাবী। তাঁহার উস্তাদ ইয়াযীদ রক্কাশী তদপেক্ষা অধিকতর দুর্বল রাবী।

বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা

(٥١) وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(٥٢) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(٥٣) وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

৫১. আমি যখন মূসাকে চল্লিশ রজনীর প্রতিশ্রুতি দিলাম, অতঃপর তোমরা বাছুর পূজক হইয়াছ: ফলে আত্মপীড়ক ছিলে।

৫২. অতঃপর ইহা সত্ত্বেও আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৫৩. তারপর আমি মূসাকে হক ও বাতিলে পার্থক্য সৃষ্টিকারী গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি যেন তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত কতগুলি নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত চল্লিশ দিন ব্যাপী মুরাকাবা তথা অনন্য সাধনা সম্পাদন করিতে যান, তখন তাহারা বাছুর-পূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। তিনি তাহাদিগকে হিদায়েতের জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করেন। এই সকল দানই ছিল তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত মূসা (আ)-এর মুরাকাবা তথা অনন্য সাধনায় রত হইবার ঘটনা এবং তাহার উপর তাওরাত নাযিল হইবার ঘটনার উভয়ই ঘটিয়াছিল বনী ইসরাঈল সহ হযরত মূসা (আ)-এর দরিয়া পার হইবার ঘটনার পর। সূরা আ'রাফ-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও চল্লিশ দিনব্যাপী সাধনা সম্পন্ন করিবার জন্যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ "আর আমি মূসার জন্যে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম এবং তৎসহ দশ রাত্রিকে যুক্ত করিয়াছিলাম।"

কেহ কেহ বলেন- উক্ত চল্লিশ রাত্রি ছিল পূর্ণ যিল-কাদা মাস ও যিল-হাজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। তাওরাত নাযিল হইবার ঘটনা যে হযরত মূসা (আ)-এর নদী পার হইবার পর ঘটিয়াছিল, আ'রাফে উল্লেখিত ঘটনা পরম্পরা দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও উহা প্রমাণিত হয়।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ
وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

"আর পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়া দিবার পর মূসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। উহা ছিল লোকদের জন্যে জ্ঞানদায়ক বাক্যাবলী. হিদায়েত ও রহ্‌মাত। এই আশায় যে, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ অর্থাৎ আমি মূসাকে নিশ্চয় সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রদর্শনকারী তাওরাত কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম। এইস্থলে الكتاب ও الفرقان উভয় শব্দের তাৎপর্য একই অর্থাৎ তাওরাত কিতাব। কেহ কেহ বলেন, الفرقان শব্দের পূর্বে অবস্থিত و বর্ণটি অতিরিক্ত। প্রকৃতপক্ষে القرقان শব্দটি পূর্ববর্তী الكتاب শব্দটির বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।' উক্ত ধারণা অগ্রহণযোগ্য। কেহ কেহ বলেন- উভয় শব্দের পদবাচ্য এক হইলেও দ্বিতীয়টি প্রথমটির সহিত সংযোজক و অব্যয় দ্বারা সংযোজিত معطوف হইয়াছে। একই পদবাচ্যের নির্দেশক একাধিক সমার্থক শব্দের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজক অব্যয় حرف العطف দ্বারা সংযোজিত করিবার প্রক্রিয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত। কবি বলেন ঃ

وقدمت الاديم لراقشيه
فالفى قولها كذبا ومينا

'আর আমি (লিখিত) পরিপক্ক পশু-চর্মকে উহার লেখকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। সে তাহার (সেই মহিলাটির) কথাকে মিথ্যা ও অসত্য বলিয়া দেখিতে পাইল।'

كذب এবং مين শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এখানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহাদের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। আরেক কবি বলেন ঃ

الا حبذا هند وارض بها هند
وهند اتى من دونها النای والبعد

'শুনো! হিন্দ নামীয় মহিলাটি এবং সে যে স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানটি কতই না ভালো। হিন্দের অনুপস্থিতির কারণে বিরহ ও বিচ্ছেদ নামিয়া আসিয়াছে।'

النای এবং البعد উভয় সমার্থক শব্দ। কবি এইস্থলে সংযোজক অব্যয় দ্বারা ইহাদের একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। কবি আন্‌তারা বলেন ঃ

حييت من طلل تقادم عهده
اقوى واقفر بعد ام الهيثم

'আমি তো বসত বাটির পুরাতন ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বাঁচিয়া আছি। উম্মে- হায়ছম নামীয় মহিলার মৃত্যুর পর উহা বিরান ও জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে।'

الاقواء এবং الاقفار শব্দদ্বয় সমার্থক শব্দ। কবি এই স্থানে সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহার একটিকে অপরটির সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوٓا أَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

৫৪. অতঃপর যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, হে জাতি, নিশ্চয় তোমরা গো-বৎস পূজা করিয়া আত্মপীড়ক হইয়াছে। তাই তোমরা পরস্পরকে হত্যা করার মাধ্যমে নিজ প্রভুর নিকট তওবা কর। তোমাদের প্রভুর নিকট ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ। অতঃপর প্রভু তোমাদের তওবা কবূল করিলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার প্রায়শ্চিত্তের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরী (র) وَإِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতির অন্তরে গো-বৎস পূজার প্রবণতা যখন দৃঢ়ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল, তখনই হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে উহা বলিয়াছিলেন।' তিনি আরো বলিয়াছেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি হযরত মূসা (আ)-এর উপরোক্ত সতর্ক বাণী উচ্চারিত হইবার পর তাহারা স্বীয় পাপাচারের বিষয় অনুশোচনা করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্যে আকুল আবেদন জানাইয়াছিল। নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাদের এই তওবা ও ইস্তিগফারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِيْ أَيْدِيْهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আর যখন তাহারা অনুশোচিত হইল এবং বুঝিতে পারিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন বলিল- আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন না করেন এবং আমাদিগকে ক্ষমা না করেন, তবে আমরা অনিবার্যরূপে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইব।"

আবুল আলীয়া, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন- অর্থাৎ 'তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো।' আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা করো- এই কথা দ্বারা বনী ইসরাঈল জাতিকে হযরত মূসা (আ) এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দান করিয়াছিলেন যে, স্বীয় সৃষ্টিকর্তাকে পরিত্যাগ করত তাঁহার সৃষ্টিকে পূজা করিয়া তোমরা জঘন্যতম পাতকে পতিত হইয়াছ। এখন উহার পূজা ত্যাগ করিয়া সেই মহাপ্রভু সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরিয়া আস, তাহার নিকট তওবা কর এবং তাঁহার ইবাদত করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জারীর, কাসিম ইব্ন আবূ আইউব, আসবাগ ইব্ন যায়দ আল আর্রাক ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন- এই অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্ন রূপ অধস্তন সনদাংশে ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম

ইব্ন আবূ হাতেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তাহাদের তওবা এই যে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বীয় পিতা বা পুত্র যাহাকেই পাইবে, তাহাকেই কোনরূপ দয়াপ্রদর্শন ব্যতিরেকেই হত্যা করিবে। তাহারা তাহাই করিল। তাহাদের গুনাহের খবর হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইয়া থাকিলেও যেহেতু উহা আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ প্রদান করিলেন, তাহা তাহারা পালন করিল। আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয় শ্রেণীর লোকদের গুনাহই মাফ করিয়া দিলেন।' উক্ত হাদীস ফিতনা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বিশেষের একটা অংশ মাত্র। সূরা ত্বাহা-এর ব্যাখ্যায় উহা আল্লাহ্ চাহেন তো সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আবূ সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইবরাহীম ইব্ন বাশ্শার, আবদুল করীম ইব্ন হায়ছাম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বীয় লোকদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে নির্দেশ দিলেন। যাহারা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের নিকট তাঁহার নির্দেশ প্রদানের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা একত্রে বসিয়া উক্ত নির্দেশ কার্যকর করিবার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। যাহারা গো-বৎস পূজা হইতে পবিত্র ছিল, অতঃপর তাহারা তরবারি হস্তে ধারণ করত অপরাধীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে ঘন অন্ধকার তাহাদিগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। অন্ধকার কাটিয়া গেলে তাহারা দেখিতে পাইল, সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। যাহারা নিহত হইল এবং যাহাা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবায়ে তওবা মঞ্জুর হইল।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিক ভাবে কাসেম ইব্ন আবূ বোর্‌রা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং মুজাহিদ বলেন- আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের পর বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা আপন পর নির্বিশেষে তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে হযরত মূসা (আ) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করত হত্যাকার্য বন্ধ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন। তাহারা অস্ত্র ফেলিয়া দিল। দেখা গেল সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত মূসা (আ)-কে জানাইয়া দিয়াছিলেন- আর নহে, তুমি স্বীয় কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ। এই সময়েই হযরত মূসা (আ) স্বীয় বস্ত্র দ্বারা ইশারা করত হত্যাকার্য বন্ধ করিবার জন্যে বনী ইসরাঈলদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত আলী (রা) হইতেও অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদাহ্ বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদত্ত হইল। নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা ছোরা দিয়া পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। তাহাদের শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গৃহীত হইল। অতঃপর তাহাদের হস্ত হইতে ছোরাসমূহ ভূমিতে পতিত হইল। এইভাবে হত্যা প্রক্রিয়া বন্ধ হইল। জীবিত ব্যক্তিগণের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা এবং নিহত ব্যক্তিদের জন্যে শাহাদত লিখিত হইল।'

হাসান বসরী বলেন- 'এক সূচিভেদ্য অন্ধকার বনী ইসরাঈল জাতিকে ছাইয়া ফেলিল। তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। এক সময়ে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গেল। উক্ত হত্যাক্রিয়া তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা হিসাবে গৃহীত হইল।'

সুদ্দী বলেন- 'আল্লাহ্র তরফ হইতে নির্দেশ আসিবার পর অপরাধী ও নিরপরাধ সকলেই তরবারি দ্বারা পরস্পরকে হত্যা করিতে লাগিল। অপরাধী ও নিরপরাধ উভয় শ্রেণীর সকল

নিহত ব্যক্তিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট শহীদ বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারুন (আ) দোয়া করিলেন - হে প্রভু! বনী ইসরাঈল জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। হে প্রভু! অবশিষ্ট লোকদিগকে তুমি বাঁচাও।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অস্ত্র সংবরণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিলেন। অপরাধী ও নিরপরাধী উভয় শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইল, তাহারা শহীদ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পরিগণিত হইল। আর যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের গুনাহ মাফ হইয়া গেল।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ এই আয়াতাংশে তাহাদের তওবা কবূল হইবার ঘটনাই বিবৃত হইয়াছে।

যুহ্রী বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি যখন পরস্পরকে হত্যা করিবার নির্দেশ আসে, তখন তাহারা হযরত মূসা (আ) সহ ময়দানে সমবেত হইয়া একে অপরকে তরবারি ও ছোরা দ্বারা হত্যা করিতে লাগিল। এই সময়ে হযরত মূসা (আ) হাত উঠাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করিতে ছিলেন। এক সময়ে তাহাদের কেহ কেহ ঝিমাইয়া পড়িলে তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর হস্ত ধারণ করত উহাতে ঝুলিয়া পড়িয়া অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাঁহাকে বলিল- হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্যে দোয়া করুন! তাহারা এইরূপ করিতে থাকিলে এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কুবল করিলেন এবংতাহাদের পরস্পরের হাতকে পরস্পর হইতে বিরত ও অক্ষম করিয়া দিলেন। তাহারা স্বীয় হস্ত হইতে অস্ত্র ফেলিয়া দিল। এই গণহত্যা কার্যে বনী ইসরাঈল এবং হযরত মূসা (আ) বিমর্ষ ও মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন ' হে মূসা! তুমি কেনো চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছ? ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা নিহত হইয়াছে, তাহারা আমার নিকট জীবিত আছে। তাহারা এখানে রিযিক পাইয়া আসিতেছে। আর যাহারা জীবিত রহিয়া গিয়াছে, আমি তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছি। ইহাতে বনী ইসরাঈল এবং হযরত মূসা (আ) আনন্দিত হইলেন।' ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক বলেন- 'হযরত মূসা (আ) (আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট চল্লিশ দিন ব্যাপী বিশেষ সাধনা ব্রত পালন সমাপ্ত করত) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার এবং বণী ইসরাঈল কর্তৃক পূজিত গো-বৎসটি পোড়াইয়া উহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিবার পর স্বীয় জাতি হইতে মনোনীত কিছু সংখ্যক লোক সঙ্গে লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া পেশ করিবার এবং তাঁহার নিকট হইতে নির্দেশ লাভ করিবার নিমিত্ত নির্দিষ্ট স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইত্যবসরে বজ্রপাত (صاعقة) তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজার কারণে আল্লাহ্র নিকট তাহাদের জন্যে ক্ষমার আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিলে তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় তাহাদের তওবা কবূল এবং অপরাধ মার্জনা হইবে না।'

ইব্ন ইস্হাক বলেন- আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ)-কে বলিল- 'আমরা ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিব।' হযরত

মূসা (আ) আদেশ দিলেন- যাহারা গো-বৎস পূজা করে নাই, তাহারা গো-বৎসপূজকদিগকে হত্যা করিবে।' ইহাতে তাহারা উন্মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইল এবং লোকেরা তাহাদের গর্দানে তলোয়ার চালাইতে লাগিল। বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হইবার কারণে হযরত মূসা (আ) বিমর্ষ ও বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন। নারী ও শিশুগণ তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাতির তওবা কবূল করিলেন এবং তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) তলোয়ার চালানো বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। ফলে তলোয়ার চালানো বন্ধ হইল।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- হযরত মূসা (আ) স্বীয় জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎসপূজায় লিপ্ত দেখিয়া বলিলেন, তোমরা স্বীয় প্রভুর প্রতিশ্রুতির (আযাবের) দিকে অগ্রসর হও। উল্লেখ্য যে, মাত্র সত্তর জন লোক গো-বৎস পূজা হইতে বিরত ও পবিত্র থাকিয়া হযরত হারূন (আ)-এর সঙ্গে রহিয়া গিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর কথায় অপরাধীগণ বলিল- হে মূসা! তওবার কি কোনো পথ নাই? তিনি বলিলেন- হ্যাঁ, আছে। তোমরা একে অপরকে হত্যা করিবে। ইহাই তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। ইহাতে তিনি তোমাদের দিকে করুণা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিবেন। তিনি নিশ্চয় তওবা কবূলকারী, কৃপাপরায়ণ। তাহারা একে অপরের উপর তরবারি ও ছোরা চালাইতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উপর ঘুটঘুটে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল। তাহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়া একে অপরকে ধরিয়া হত্যা করিতে লাগিল। লোকেরা অন্ধকারে নিজেদের অজ্ঞাতে স্বীয় পিতা ও স্বীয় ভ্রাতাকেও হত্যা করিতে লাগিল। তাহারা উচ্চৈস্বরে বলিতেছিল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট ধৈর্য ও আনুগত্য গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ এবং আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া যাইবে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ কৃপা প্রদর্শন করুন! এইরূপে যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদের তওবা কবূল হইল।' অতঃপর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আস্লাম নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(٥٥) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ○

(٥٦) ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৫৫. আর যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখিয়া আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না, তখন তোমাদের উপর বজ্রপাত হইল এবং তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে।

৫৬. মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত তাঁহার আরেক নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্

তা'আলাকে চর্ম-চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিল। তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল যে, তাহারা চর্ম-চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে না দেখিলে হযরত মূসা (আ)-এর কথা বিশ্বাস করিবে না। তাহাদের এই দাবী ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অযৌক্তিক। কারণ, চর্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষ করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে। তাহাদের অবাধ্যতা ও অযৌক্তিক দাবী জ্ঞাপনের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর দোয়ায় তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। ইহা ছিল বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট দান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً এই আয়াতাংশের অন্তর্গত جهرة শব্দের অর্থ হইতেছে- প্রকাশ্যভাবে, চর্ম চক্ষু দ্বারা।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল ফুআয়্রিছ আব্বাস ইব্ন ইসহাক ও ইবরাহীম ইব্ন তিহ্মানও উক্ত শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রবী' ইব্ন আনাস বলেন- 'হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কালাম করিবার উদ্দেশ্যে গমন করিবার কালে বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে সত্তর জন লোককে নিজের সহিত লইবার জন্যে মনোনীত করিয়াছিলেন। তাহারা যথাসময়ে তাহার সহিত গন্তব্যস্থলে গমন করিল। এক সময়ে তাহারা একটি কালাম শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষরূপে চর্ম-চক্ষু দ্বারা না দেখিলে তোমার কথা বিশ্বাস করিব না। অমনি একটি বিকট শব্দ তাহাদের কানে আসিল। উহাতেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল।'

পবিত্র মক্কায় বক্তৃতা প্রদান করিবার কালে মারওয়ান ইব্ন হাকাম একদা বলেন ঃ فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ এই আয়াতাংশের অন্তর্গত الصاعقة শব্দের অর্থ হইতেছে আকাশ হইতে আগত ধ্বনি বা শব্দ। সুদ্দী বলেন- উহার অর্থ হইতেছে অগ্নি।

উর্ওয়া ইব্ন রোয়েম وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- তাহাদের একাংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং আরেকাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। অতঃপর মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পুনর্জীবিত হইয়াছিল। তৎপর দ্বিতীয়াংশ মরিয়া গিয়াছিল এবং পুনর্জীবিত প্রথমাংশ উহাদের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এইরূপে দুই দলেরই প্রত্যেকে পালাক্রমে অপরের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন- 'বনী ইসরাঈলের লোকেরা আকাশ হইতে আগত আগুনে মরিয়া যাইবার পর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন- প্রভু হে! আমি স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে কি বলিব? তুমি তো তাহাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছ। তিনি আরো বলিলেন ঃ

لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ - اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

"তুমি চাহিলে পূর্বেই তো তাহাদিগকে এবং আমাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে পাপ করিয়াছে, উহার কারণে তুমি কি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে?'

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এই মর্মে ওহী পাঠাইলেন যে, 'ইহারাও গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল।' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পুনর্জীবিত হইবার পর এই সকল লোক পৃথিবীতে চলাফেরা করিয়াছিল এবং জীবন-যাপন করিয়াছিল। তাহারা কিরূপে জীবিত থাকিয়া পৃথিবীতে চলাফেরা করিতেছে একে অপরকে দেখিয়া তাহা ভাবিয়া তাহারা অবাক হইত।' অতঃপর সুদ্দী ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ الخ। এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলেন- উহাতে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত উপরোক্ত নিআমতের কথা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন- তাহাদের মৃত্যু ছিল তাহাদের পাপের কারণে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত শাস্তি। উক্ত শাস্তি ভোগ করিবার পর দুনিয়াতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত বয়স পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে তাহারা পুনর্জীবিত হইয়াছিল। কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- 'হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখিয়া, স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূন (আ) ও সামেরী নামীয় গো-বৎস পূজার প্ররোচক ব্যক্তিকে যাহা বলিবার তাহা বলিয়া এবং পূজিত গো-বৎসকে পোড়াইয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে শীর্ষস্থানীয় সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করত তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা আল্লাহর নিকট চল; স্বীয় অপরাধের জন্যে তাঁহার নিকট তওবা কর এবং যাহারা এই স্থানে থাকিয়া যাইতেছে, তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর। তোমরা রোযা রাখ, শরীরকে পাক কর এবং কাপড়কে পবিত্র কর।' তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া সিনাই অঞ্চলের তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এইস্থানে নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া (চল্লিশ দিন ধরিয়া) বিশেষ ইবাদাতে লিপ্ত থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। উক্ত আদেশ পালন করিবার নিমিত্তই তিনি সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হইলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আদেশ না পাইয়া তিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত হইতেন না। উক্ত সত্তর ব্যক্তি পথিমধ্যে তাঁহাকে বলিল- হে মূসা! আমরা স্বকর্ণে স্বীয় প্রভুর কালাম শুনিতে চাই। তুমি তোমার প্রভুর নিকট আমাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্যে দাবী জানাইবে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন- আমি উহা করিব। যখন তিনি পর্বতের নিকটে পৌছিলেন, তখন এক খণ্ড মেঘ তাঁহার মাথার উপর আসিল। অতঃপর উহা সমগ্র পর্বতকেও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পর্বতের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীদিগকে তাহার নিকটে যাইতে বলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিতেন, তখন তাঁহার ললাটদেশে একটি প্রশস্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্যোতি বা নূর পতিত হইত। উক্ত জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তিনি নিজের সম্মুখে পর্দা টানিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহার নিকটে চলিয়া গেল। তাহারা মেঘের ছায়ার তলে পৌছিয়া সিজদায় রত হইল। এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কোন্ কার্য করিতে আদশে করিতেছেন, কোন্ কার্য করিতে নিষেধ করিতেছেন; বলিতেছেন- ইহা কর; উহা করিও না। কালাম শেষ হইবার পর হযরত মূসা (আ)-এর মাথার উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল এবং তিনি সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

তাহারা তাঁহাকে বলিল- আমরা আল্লাহকে চর্ম-চক্ষে না দেখিয়া তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না। ইহাতে তাহাদের উপর বজ্র পতিত হইয়া তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়া দিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতে লাগিলেন। তিনি আরয করিলেন- প্রভু হে! আমাদের মধ্য হইতে নির্বোধ ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি কি আমার অনুগামী এই সকল শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারিতে। আমি যাহাদিগকে সংগে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাদের কেহই জীবিত নাই। বনী ইসরাঈল জাতির নিকট ফিরিয়া গিয়া আমি তাহাদিগকে কি উত্তর দিব? তাহারা কিসের ভিত্তিতে আমার কথা বিশ্বাস করিবে? তাহারা ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে কি আমাকে বিশ্বাস করিবে? প্রভু হে! আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি।' তিনি এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার দোয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বনী ইসরাঈল জাতির পক্ষে তাহাদের গো-বৎস পূজার অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্যে আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- তাহারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিলে একমাত্র সেই অবস্থায় তাহাদের অপরাধের মার্জনা হইতে পারে।

ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান আস্ সুদ্দী বলেন- 'বনী ইসরাঈল জাতি পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার মাধ্যমে তাহাদের গো-বৎস পূজার মহাপাতক হইতে তওবা করিবার এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই তওবা কবূল করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন- তিনি যেন বনী ইসরাঈল জাতির সকল লোককে লাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা তথায় গো-বৎস পূজা এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ভীতি প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাহিবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত নির্দেশ মুতাবিক তাহাদের মধ্যে হইতে সত্তর জন লোককে বাছিয়া নিজের সম্মুখে আনিলেন। তাহারা স্বীয় অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাহিবে এই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আল্লাহর দরবারে রওয়ানা হইলেন।' অতঃপর সুদ্দী পূর্বোক্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

উপরোল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, وَ اِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ الخ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির স্বচক্ষে আল্লাহ দর্শন সম্পর্কিত অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবীর কথা উল্লেখ করিতেছেন। অবশ্য সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্ তা'আলাকে চর্ম চক্ষে দেখিবার জন্যে দাবী জানাইয়াছিল এবং জিদ ধরিয়াছিল- উক্ত আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা খুব কম তাফসীরকারই বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে যাহাদের উপরোক্ত অযৌক্তিক জিদ ও দাবীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ছিল হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মনোনীত ও আল্লাহর নিকট উপস্থাপিত সত্তর জন শীর্ষস্থানীয় বনী ইসরাঈল গোত্রীয় লোক।

ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এই স্থলে একটি অদ্ভূত কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উপরোক্ত সত্তর ব্যক্তি সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তাহারা পুনর্জীবিত হইবার পর হযরত মূসা (আ)-কে বলিল- ওহে মূসা! তুমি আল্লাহর কাছে যাহা চাও, তিনি তাহাই তো তোমার জন্য মঞ্জুর করিয়া থাকেন। তুমি দোয়া কর যেন তিনি আমাদিগকে নবী বানাইয়া দেন। হযরত মূসা (আ) তাহাই করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দোয়া কবূল করিলেন।'

ইমাম রাযী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ) এবং অতঃপর হযরত য়ূশা' ইব্ন নূন (আ) ছাড়া অন্য কেহ নবীর পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এইরূপ কথা জানা যায় না।

আহলে কিতাবগণ আরেক অদ্ভুত কথা বলিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে- 'উক্ত সত্তর ব্যক্তি স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখিয়াছিল।' তাহাদের উক্ত দাবী একটা চরম ভ্রান্তি বৈ কিছু নহে। কারণ, স্বয়ং হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঐরূপ আবেদন জানাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় সেই সত্তর জন লোক কিরূপে উহা লাভ করিতে পারে?

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যার আর একটা দিক রহিয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় বলেন- 'হযরত মূসা (আ) তাওরাত কিতাবসহ বনী ইসরাঈল কওমের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত দেখিয়া নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে। তাহারা তাহাই করিল। আল্লাহ তাহাদের তওবা কবূল করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন- এই হইতেছে আল্লাহর কিতাব তাওরাত। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কতগুলি কার্য সম্পাদন করিবার জন্যে তোমাদের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং কতগুলি কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্যে তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।' তাহারা বলিল- তোমার কথা কে মানিবে? আমরা যতক্ষণ না স্বচক্ষে আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করিব, ততক্ষণ তোমার কথা মানিব না। তিনি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন- ইহা আমার কিতাব, তোমরা উহাকে আঁকড়াইয়া ধর।' ওহে মূসা! আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপে তোমার সহিত কথা বলিয়া থাকেন, সেইরূপে আমাদের সহিত কথা বলেন না কেন?' উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً এই আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন, তাহাদের কথায় তাহাদের উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিল। বজ্রপাতে তাহাদের সকলের মৃত্যু ঘটিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন।' উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- 'অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধর। তাহারা বলিল- না; আমরা উহা মানিব না।' হযরত মূসা (আ) বলিলেন- তোমাদের কি হইল? তাহারা বলিল, আমাদের কি হইবে? আমাদের এই হইয়াছে যে, আমরা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইয়াছি। হযরত মূসা (আ) পুনরায় বলিলেন- তোমরা আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়াইয়া ধর। তাহারা উত্তর দিল, না; আমরা উহা মানিতে পারিব না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা একদল ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহারা তাহাদের উপর পর্বত উঠাইয়া ধরিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী ইসরাঈল জাতি পুনর্জীবিত হইবার পরও তাহাদের প্রতি শরীআতের আদেশ- নিষেধ প্রযুক্ত হইয়াছিল। ফকীহ মাওয়ার্দী এই বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরস্পর বিরোধী দুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) যেহেতু তাহাদের সম্মুখে আখিরাতের বিষয়সমূহ তথা অদৃশ্য বিষয় পরিষ্কার হইয়া দেখা দিয়াছে, তাই তাহাদের প্রতি শারীআতের আদেশ-নিষেধ প্রযুক্ত হইবার পক্ষে কোন যুক্তি

ছিল না। অদৃশ্য বিষয়সমূহ তাহাদের সম্মুখে সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দিবার পর উহা তাহাদের বিশ্বাস করার কোন সার্থকতা বা মূল্য ছিল না বিধায় তাহাদের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল। এমতাবস্থায় দীনের প্রতি অনুগত হইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ প্রদান করা অযৌক্তিক ও অনর্থক ছিল। এইরূপ অযৌক্তিক ও অনর্থক আদেশ প্রদান আল্লাহ্ করেন নাই, করিতে পারেন না।

(২) 'যেহেতু জ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই দীন ও শরীঅতের প্রযোজ্যতা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না, পারা অযৌক্তিক। তাই তাহারাও পুনর্জীবিত হইবার পর দীন ও শারীঅত পালন করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল- আদিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গতও ছিল।' ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'উপরোক্ত দুইটি অভিমতের শেষোক্ত অভিমতই সঠিক ও সমর্থনযোগ্য। কারণ, বনী ইসরাঈলের মৃত্যুর পর তাহাদের সম্মুখে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেওয়া এইরূপ কোন ঘটনা নহে, যাহার কারণে তাহারা দীন তথা শারীঅতের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। ইতিপূর্বে তাহারা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখনও তাহারা দীন ও শরীআতের বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। দীন ও শারীআত তখনও তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল এবং উহার প্রতি অনুগত হইবার ও উহাকে মানিয়া চলিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তখনও তাহারা আদিষ্ট ছিল।' ইমাম কুরতুবীর উপরোক্ত যুক্তির সারবত্তা স্পষ্ট। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

(٥٧) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ط كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ط وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

৫৭. 'অনন্তর আমি তোমাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া প্রদান করিয়াছিলাম এবং মান্না-সালওয়া অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে আমি যে পবিত্র রিযিক প্রদান করিয়াছি তাহা ভক্ষণ কর। তাহারা আমার উপর অত্যাচার করে নাই; বরং তাহারাই নিজেদের উপর অত্যাচার করিতেছিল।'

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল হইতে স্বীয় শাস্তি প্রত্যাহার করিয়া লইবার বিষয় উল্লেখ করিবার পর আলোচ্য আয়াত ও তৎপরবর্তী আয়াতসমূহে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত বিভিন্ন নি'আমাত সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ। অর্থাৎ আমি তোমাদের মাথার উপর মেঘমালা রাখিয়া তোমাদিগকে ছায়া প্রদান করিয়াছিলাম।

غمام শব্দটি غمامة শব্দের বহুবচন। উহার অর্থ মেঘ। যেহেতু মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাই মেঘকে غمامة (আচ্ছাদক) বলা হয়।

বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' মরু প্রান্তরে প্রখর রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্যে শুভ্র মেঘমালা দ্বারা ছায়া প্রদান করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাংশে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে গোলযোগ ও বিপদ-আপদ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- 'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' নামক মরু প্রান্তরে মেঘমালা দ্বারা তাহাদের মাথার উপর ছায়া প্রদান করিলেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা), রবী' ইব্ন আনাস, আবূ মাজলায, যিহাক এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাসান বসরী এবং কাতাদাহ বলেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রখর রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা বনভূমিতে তাহাদের মাথার উপর মেঘমালা দিয়া ছায়া প্রদান করিয়াছিলেন।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, অন্য এক দল ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন- বনী ইসরাঈলের প্রতি ছায়া প্রদানকারী মেঘমালা আকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অপেক্ষা অধিকতর শীতল ও আরামদায়ক ছিল।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ্ আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম, ইব্ন আবূ হাতিম আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত মেঘমালা আকাশে দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না। বরং উহা ছিল সেই মেঘমালা যাহার মধ্যে থাকিয়া কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা আগমন করিবেন। পৃথিবীতে বনী ইসরাঈল জাতি ছাড়া অন্য কাহারো উপর আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত মেঘমালা দিয়া ছায়া প্রদান করেন নাই।'

আবূ হুযায়ফা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুছান্না ইব্ন ইবরাহীম, ইমাম ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ, সুফিয়ান ছাওরী প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবত বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, উক্ত মেঘমালা সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা ছিল না; বরং উহা এই সকল মেঘ হইতে অধিকতর সুদৃশ্য, সুন্দর ও আরামদায়ক ছিল।' আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- আলাচ্য আয়াতে যে মেঘমালার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা ছিল আকাশে সাধারণত দৃশ্যমান মেঘমালা অপেক্ষা অধিকতর শীতল ও আরামদায়ক। নিম্নোক্ত আয়াতে যে মেঘমালার কথা বিবৃত হইয়াছে, উহা ছিল সেই মেঘমালা ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰئِكَةُ -

'তাহারা কি ইহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবং ফেরেশতাগণ মেঘমালার ছায়ায় পরিবৃত অবস্থায় তাহাদের নিকট আগমন করিবেন?'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন- উক্ত মেঘমালার মধ্যে থাকিয়াই বদরের যুদ্ধের দিন ফেরেশতাগণ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আরো বলেন, উক্ত মেঘমালা 'তীহ' মরু প্রান্তরে বনী ইসরাঈলের সহিত ছিল।

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى অর্থাৎ আর আমি তোমাদের উপর 'মান্না' ও সালওয়া' নাযিল করিয়াছিলাম।

المن শব্দের ব্যাখ্যা

'মান্না' কি বস্তু? এই সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ المن (আল-মান্ন) হইতেছে এক প্রকারের বস্তু, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে রাত্রিতে বৃক্ষপত্রে পতিত হইত। তাহারা সকাল বেলায় উহার কাছে গিয়া যতটুকু ইচ্ছা খাইত। মুজাহিদ বলেন ঃ المن হইতেছে ভক্ষণোপযোগী আটালো বৃক্ষ নির্যাস। ইক্‌রামা বলেন ঃ المن হইতেছে আকাশ হইতে পতিত এক প্রকারের শিশির বিন্দুবৎ বস্তু। উহার স্বাদ ফলের গাঢ় রসের স্বাদের ন্যায়।' সুদ্দী বলেন المن এক প্রকারের খাদ্য বা পানীয়, যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে আকাশ হইতে আদা গাছের পাতায় পতিত হইত। কাতাদাহ্ বলেন ঃ المن হইতেছে এক প্রকারের আহার্য, বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গৃহের ছাদের উপর তুষারের ন্যায় পতিত হইত। উহা দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রতর এবং মধু অপেক্ষা মিষ্টতর ছিল। উহা ভোর বেলায় সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময় ধরিয়া আকাশ হইতে পতিত হইত। প্রত্যেক ব্যক্তি উহা হইতে মাত্র একদিনের প্রয়োজন পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিত। তদপেক্ষা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিলে ইহা পঁচিয়া যাইত। তবে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনে তাহারা দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণে 'মান্না' একত্রে লইতে পারিত। কারণ সপ্তাহের সপ্তম দিন ছিল তাহাদের ঈদের দিন। সেই দিন তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার জন্যে বাহিরে যাইতে পারিত না।

বনী ইসরাঈলের জন্যে উপরোক্ত 'মান্না' নাযিল হইত তীহ প্রান্তরে। রবী' ইব্ন আনাস বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধুর ন্যায় এক প্রকারের পানীয় যাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে তাহাদের উপর নাযিল হইত। তাহারা উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিত। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, 'মান্না' হইতেছে পাতলা রুটির ন্যায় এক প্রকারের স্বচ্ছ আহার্য। আমের শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, ইসরাঈল, আবূ আহমদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন- মধু হইতেছে সত্তর প্রকারের; 'মান্না'-এর মধ্য হইতে এক প্রকার। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন- 'মান্না' হইতেছে মধু। কবি উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সল্ত-এর কবিতায় উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তিবি বলেন ঃ

فرأى اللّه انهم بمضيع
لابذى مزرع ولامشمورا
فسناها عليهم غاديات
ويرى مزنهم خلايا وخورا
عسلا ناطفا وماء فراتا
وحليبا ذابهجة مزمورا

'আল্লাহ্ তা'আলা দেখিলেন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবার মতো একস্থানে অবস্থান করিতেছে। সে স্থানে না আছে খাইবার মতো কোন শস্য আর না আছে কোন ফল। তাই তিনি

উহা (মান্না) নাযিল করিলেন। উহা ভোরবেলায় তাহাদের নিকট আসিত। তাহাদের নিকট আগত মেঘ প্রকৃতপক্ষে মধুর চাক ছিল। উহা ছিল প্রবহমান মধু, সুমিষ্ট পানি এবং মশক ভরিয়া লইবার মতো সদ্য-দুহিত দুগ্ধ।'

মোটকথা এই যে, তাফসীরকারগণ উক্ত শব্দের পরস্পর কাছাকাছি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে পানীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহ্যত বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে বিনা পরিশ্রমের দান হিসাবে যে খাদ্য বা পানীয় অথবা অন্য কোন নি'আমাত দান করিয়াছিলেন, উহাই হইতেছে المن। (আল মান্ন)। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। المن। শব্দের যে ব্যাখ্যা তাফসীরকারগণের নিকট অধিকতম পরিচিত, তদনুযায়ী উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত না করিয়া অবিমিশ্র অবস্থায় খাইলে উহাকে সুমিষ্ট খাদ্য বা আহার্য বলা যায়। পক্ষান্তরে, উহাকে পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উহাকে মিষ্ট পানীয় বলা যায়। তবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা المن। শব্দ দ্বারা শুধু উপরোক্ত বিশেষ শ্রেণীর খাদ্য তথা পানীয়কে বুঝান নাই। উহা দ্বারা বরং المن। এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয়কে বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য ও পানীয় যে المن। -এর অন্তর্ভুক্ত, নিম্নে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইবনে উমায়র ইব্‌ন হুয়াইরিছ, সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন- নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ব্যাঙের ছাতাও এক প্রকারের মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগের পক্ষে হিতকর।'

ইমাম আহ্মদ উপরোক্ত হাদীসকে অন্যতম রাবী আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং তাঁহার নিকট হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। একমাত্র ইমাম আবূ দাউদ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উহাকে উপরোক্ত রাবী আবদুল মালিক ইব্‌ন উমায়র হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে এবং বিভিন্ন অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উহাকে 'আমর ইব্‌ন হুয়াইরিছ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান উরনী, হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ্, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, সাঈদ ইব্‌ন আমের, আবূ উবাদাহ ইব্‌ন আবূ সাকার, মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ খেজুর ফল জান্নাতের ফল। উহাতে বিষনাশক ক্ষমতা রহিয়াছে। আর ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগে হিতকর।

ইমাম তিরমিযী ভিন্ন অন্য কোন মুহাদ্দিস উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেন নাই। তিনি উক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন- 'উক্ত হাদীস মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত; তবে উহা গ্রহণযোগ্য। উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর হইতে সাঈদ ইব্‌ন আমেরের মাধ্যমে ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। তবে হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা), হযরত আবূ সাঈদ (রা), হযরত জাবির (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, কাতাদাহ্, তাল্হা ইব্ন আবদুর রহমান, কাসিম ইব্ন ঈসা, আস্লাম ইব্ন সাহ্ল ও আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আহমদ বসরীর উদ্ধৃতি দিয়া হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন— ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের 'মান্না'। উহার রস চোখের রোগের পক্ষে উপকারী।

উপরোক্ত হাদীস একটি মাত্র সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত সনদের অন্যতম রাবী তাল্হা ইব্ন আবদুর রহমান হইতেছেন তালহা ইব্ন আবদুর রহমান সালমী ওয়সেতী। তাঁহার আরেক নাম আবূ মুহাম্মদ। কেহ কেহ বলেন, উক্ত তালহা ইব্ন আবদুর রহমান হইতেছেন আবূ সুলায়মান আল মুআদ্দাব। হাফিজ আবূ আহ্মদ ইব্ন আদী তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন- 'তালহা ইব্ন আবদুর রহমান কাতাদাহ হইতে অসমর্থিত অনেক কথা বর্ণনা করিয়াছেন।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, ইব্ন হিশাম, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, ব্যাঙের ছাতা হইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চক্ষের পক্ষে হিতকর। আর, খেজুর জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।'

ইমাম নাসাঈ উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বিশার হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি উহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবূ বিশ্র জা'ফর ইব্ন আয়াস, শু'বা, গুনদর, ও মুহাম্মদ ইব্ন বিশারের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, খালিদ হায্যা, আবদুল আ'লা ও মুহাম্মদ ইব্ন বিশারের সনদে উহার শুধু ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ উহার শুধু খেজুর সম্পর্কিত অংশ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ্ উহার ব্যাঙের ছাতা সম্পর্কিত ও খেজুর সম্পর্কিত উভয় অংশই হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, মাতার আল ওয়াররাক, আবূ আবদিস সামাদ ইব্ন আবদুল আযীয ইব্ন আবদুস সামাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন বিশার প্রমুখের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে শাহর ইব্ন হাওশাব যেহেতু হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস শুনিবার সুযোগ পান নাই, তাই তৎকর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন (منقطع)। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন গানাম, শাহর ইব্ন হাওশাব, কাতাদাহ্, সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা, আবদুল আ'লা, আলী ইব্ন হুসায়ন দিরহামী ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় 'সুনান' সংকলনের ওয়ালীমাহ (বিবাহোত্তর ভোজ) পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীর নিকট আগমন করিয়া তাহাদের একজনকে এই বলিতে শুনিলেন, ব্যাঙের ছাতা হইতেছে মৃত্তিকার বসন্ত রোগ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'ব্যাঙের ছাতা এক প্রকারের মান্না। উহার রস চোখের পক্ষে উপকারী।'

উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব উপরোক্ত হাদীস সরাসরি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা না করিয়া রাবী আবদুর রহমান ইব্ন গানাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতেও শাহর ইব্ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, জা'ফর ইব্ন আয়াস, আ'মাশ আস্‌বাত ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'ছত্রাক উদ্ভিদ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষু রোগের নিরাময়ক। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষদোষ নাশক।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্ন হাওশাব, আবূ বাশার জা'ফর ইব্ন আয়াস, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় 'সুনান' সংকলনের ওয়ালীমা পর্বে আরো বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ছত্রাক উদ্ভিদ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের রোগ উপশমক।'

ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আবার উহাকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর (ইব্ন হাওশাব), আবূ বাশার ও আ'মাশের অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম নাসাঈ এবং ইব্ন আয়াস ও আ'মাশের অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশ হইতে ইমাম নাসাঈ জারীর প্রমুখের মাধ্যমে এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ আ'মাশ হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ সালিমা প্রমুখের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ আবার উহাকে হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা উহাকে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নুয্‌রা, জা'ফর ইব্ন আয়াস, আ'মাশ, আম্মার ইব্ন রযীক, লাহিক ইব্ন ছওয়াব, আব্বাস দাওরী ও আহমদ ইব্ন উছমানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ আবুল আওয়াছ, হাসান ইব্ন রবী' আব্বাস দাওরী, আহমদ ইব্ন উসমান ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) কয়েকটি ছত্রাক উদ্ভিদ হাতে লইয়া আমাদের নিকট আগমন করত বলিলেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী হাসান ইব্ন রবী' হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাসান ইব্ন রবী' হইতে আমর ইব্ন মানসূরের পরবর্তী অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা উহাকে উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আ'মাশ হইত ধারাবাহিকভাবে শায়বান, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা, হাসান ইব্ন সালাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাকের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সেইরূপে ইমাম নাসাঈও উহাকে উপরোক্ত রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা হইতে আহমদ ইব্ন উসমান ইব্ন হাকীমের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব ইব্ন হাবহাব, হাম্মাদ, জুয়ায়রাহ ইব্ন আশরাস, হামদূন ইব্ন আহমদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন

মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মজীদে উল্লেখিত ছিন্নমূল বৃক্ষ (شَجَرَةٌ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ) সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন- সম্ভবত কুরআন মজীদে উক্ত ছিন্নমূল গাছটি ছত্রাক গাছ (الكمأة) হইবে। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন— ছত্রাক গাছ হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার নির্যাস চোখের পক্ষে উপকারী। আর খেজুর হইতেছে জান্নাতের ফল। উহা বিষেদোষ নাশক।

উপরোক্ত হাদীসের সবটুকু উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালামার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁহারই মাধ্যমে উহার অংশ বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ও শাহর ইব্‌ন হাওশাব বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীল ইব্‌ন আতিয়্যা, আবূ উবায়দা, হাদ্দাদ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আওন আল খাররায, আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান-এর ওয়ালীমা পর্বে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ব্যাঙের ছাতা হইতেছে এক শ্রেণীর মান্না। উহার রস চোখের পক্ষে উপকারী।

উপরোল্লিখিত কয়েকটি রিওয়ায়েতের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাবী শাহর ইব্‌ন হাওশাব সরাসরি কোন কোন সাহাবী হইতে আলোচ্য হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার উহাদের একটি সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব সরাসরি সাহাবীর নিকট হইতে নহে, বরং অপর এক রাবীর মাধ্যমে সাহাবী হইতে আলোচ্য হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আমার (ইব্‌ন কাছীরের) অভিমত এই যে, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব সম্ভবত একই হাদীসকে কখনো সরাসরি সাহাবীর মুখে শুনিয়া এবং কখনো অপরের মুখে শুনিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাই, তাঁহার উভয়রূপ বর্ণনাই সহীহ ও সঠিক। আমার এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার কারণ এই যে, শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব একজন সত্যবাদী রাবী। তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট সনদসমূহ উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা হউক, ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছে যে, মূল হাদীসটি সাহাবী হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে তর্কাতীতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

السلوى (আস্‌সাল্‌ওয়া) শব্দের ব্যাখ্যা

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ السلوى হইতেছে ভরত পক্ষীর (চড়ুই) ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। বনী ইসরাঈল জাতি উহার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিত। আবূ মালিক ও আবূ সালিহ্‌র মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও মুর্‌রার সূত্রে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং একদল সাহাবী হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'সাল্‌ওয়া' হইতেছে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাহ্‌যাম, কুর্‌রা ইব্‌ন খালিদ, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারেছ, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ السلوى হইতেছে السمانى অর্থাৎ ভরত পক্ষী (Quail)। মুজাহিদ, শা'বী, যিহাক, হাসান বসরী, ইক্‌রামা এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও উহার উপরোক্ত রূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইক্‌রামা হইতে বর্ণিত

রহিয়াছে; 'সাল্‌ওয়া' হইতেছে জান্নাতের এক প্রকারের পাখীর ন্যায় পাখী। আকারে উহা চড়ুই পাখী অপেক্ষা কিঞ্চিত বৃহত্তর অথবা উহার সমতুল্য হইবে। কাতাদাহ্ বলেন- আস্‌সালওয়া হইতেছে রক্তিমাভ এক প্রকারের পাখী। দক্ষিণা বাতাস উহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া বনী ইসরাঈল জাতির নিকট একত্রিত করিত। তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র একদিনের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, এইরূপ সংখ্যক পাখী প্রতিদিন যবেহ করিয়া রাখিতে পারিত। অতিরিক্ত রাখিলে উহা নষ্ট লইয়া যাইত। তবে, সপ্তাহের সপ্তম দিন তাহাদের ঈদের দিন তথা ইবাদতের দিন হওয়ায় যেহেতু তাহারা জীবিকা উপার্জন করিবার কাজে কোথাও যাইতে পারিত না, তাই ষষ্ঠ দিনে তাহারা ষষ্ঠ সপ্তম এই দুই দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া যবেহ করিয়া রাখিত। ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ বলেন- সাল্‌ওয়া হইতেছে কবুতরের ন্যায় হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটাসোটা এক প্রকারের পাখী। উহা তাহাদের নিকট জড়ো হইত। তাহারা প্রতিবার উহা হইতে এক সপ্তাহের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাখী ধরিয়া রাখিত।' ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ

'বনী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট নিজেদের জন্যে গোশ্‌ত চাহিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- আমি তাহাদিগকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পক্ষীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করাইব। তিনি তাহাদের নিকট বায়ু প্রেরণ করিলেন। ইহা সাল্‌ওয়া নামক এক প্রকারের পক্ষীকে তাহাদের বাসস্থানের নিকট একত্রিত করিল। السلوى। হইতেছে السمانى। অর্থাৎ ভরত পক্ষী। উক্ত পক্ষী এক বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া থাকিত। উহাদের ঘনত্ব ও গভীরতা ছিল মাটি হইতে উপরের দিকে বল্লম নিক্ষেপ করিলে উহা যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত। তাহারা উহা গোপনে পরবর্তী দিনের জন্যেও ধরিয়া রাখিত। ইহাতে তাহাদের রুটি ও গোশ্‌ত উভয়ই পঁচিয়া যাইত।'

সুদ্দী বলেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতি তীহ্ মরু প্রান্তরে পৌঁছিয়া হযরত মূসা (আ)-কে বলিল— এই স্থানে খাদ্য কোথায়? এখানে আমরা জীবনধারণ করিব কিরূপে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য মান্না অবতীর্ণ করিলেন। উহা আকাশ হইতে আদা গাছের পাতায় পতিত হইত। তিনি তাহাদের উপর সালওয়াও অবতীর্ণ করিলেন। উহা দেখিতে ভরত পক্ষীর ন্যায় এক প্রকারের পক্ষী। তবে, আকারে ভরত পক্ষী অপেক্ষা কিঞ্চিত বড় হইয়া থাকে। উক্ত পক্ষী বনী ইসরাঈলের বাসস্থানের নিকট একত্রিত হইত। তাহারা উহাদের মধ্য হইতে হৃষ্ট-পুষ্ট ও মোটা-মোটা পক্ষীগুলি যবেহ করিত এবং অপুষ্ট ও গোশ্‌তবিহীন পক্ষীগুরিকে ছাড়িয়া দিত। উহারা হৃষ্ট-পুষ্ট হইবার পর আবার তাহাদের নিকট আসিত। পুনরায় তাহারা বলিল, ইহাতো হইতেছে খাদ্য। পানীয় কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে স্বীয় লাঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। ফলে উহা হইতে বারোটি ঝরনা প্রবাহিত হইতে লাগিল। বনী ইসরাঈল জাতির বারোটি শাখার লোকেরা পৃথকভাবে উপরোক্ত বারোটি ঝরনার পানি পান করিতে লাগিল। পুনরায় তাহারা বলিল— এই তো হইল পানীয়। এখন ছায়া কোথায়? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর মেঘ-পুঞ্জ রাখিয়া তাহাদিগকে ছায়া প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা বলিল— এই তো হইল ছায়া। এখন পরিধেয় বস্ত্র কোথায়? ইহাতে এমন এক পোষাক পাইল, শিশুরা যেরূপ ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে, তাহাদের সেই পোষাক সেইরূপে তাহাদের দেহ-বৃদ্ধির সহিত তাল মিলাইয়া ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকিত। পক্ষান্তরে তাহাদের কোন পোষাকই পুরাতন হইত না বা ছিঁড়িয়া

যাইত না। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বনী ইসরাঈল জাতির সহিত সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى الخ

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ الخ

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ এবং আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতেও সুদ্দী কর্তৃক উপরোক্ত বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সানীদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'তীহ' মরু প্রান্তরে এক প্রকারের বস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহা না পুরাতন হইত আর না ময়লা হইত। ইব্ন জুরায়জ বলেন- 'তাহাদের কেহ একদিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে মান্না ও সালওয়া সংগ্রহ করিলে উহা পঁচিয়া যাইত। তবে জুমআর দিনে তাহার দুই দিনের মান্না ও সালওয়া সংগ্রহ করিতে পারিত। উক্ত দুই দিনের জন্যে একত্রে সংরক্ষিত খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট হইত না।'

ইব্ন আতিয়্যাহ বলেন- 'তাফসীরকারগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, সালওয়া এক শ্রেণীর পক্ষী। কবি হাযালী ভুলক্রমে উহাকে মধু মনে করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

وقاسمها بالله جهدا لانتم
الذمن السلوى اذا ما اشورها

'আর সে তাহাকে (সেই স্ত্রীলোকটিকে) দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিল- আমি যখন মৌচাক হইতে সালওয়া (মধু) আহরণ করি, তখন উহা যত সুস্বাদু থাকে, তোমরা নিশ্চয় তদপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু।'

উক্ত চরণদ্বয়ে দেখা যাইতেছে, কবি মধুকে 'সালওয়া' শব্দের সমার্থক মনে করিয়াছেন।'

ইমাম কুরতুবী বলেন- সর্বসম্মতরূপে সালওয়া শব্দের অর্থ হইতেছে পক্ষী, এই কথা ঠিক নহে। কারণ, বিশিষ্ট তাফসীরকার ও ভাষাবিদ মূআর্রিজ বলিয়াছেন-'সালওয়া' অর্থ হইতেছে 'মধু'। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি হাযালীর উপরোক্ত কবিতার চরণদ্বয় উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন- সালওয়া শব্দটি কেনান অঞ্চলের ভাষায় মধু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ, সালওয়া শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে শান্তিদায়ক বস্তু। মধু যেহেতু একটি শান্তিদায়ক বস্তু, তাই উহাকে সালওয়া বলা হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়া থাকে। عين سلوان তৃপ্তিদায়ক ঝরনা। জাওহারী বলেন- السلوى শব্দের অর্থ হইতেছে 'মধু'। তিনিও স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে কবি হাযালীর উপরোক্ত চরণদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন। السلوانة অর্থ মুক্তার দানা। মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করত প্রেমিক ব্যক্তি উহা পান করিলে আরবগণ বলিত سلا অর্থাৎ সে পানি মিশ্রিত মধু পান করিয়াছে।

কবি বলেন ঃ

شربت على سلوانه ماء مزنة
فلا وجد يد العيش يأمى ما اسلو

'আমি মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করত উহা পান করিয়াছি। আমি যাহা পান করি, উহার আনন্দ নিশ্চয় যে কোন সুখময় জীবনের আনন্দকে হার মানাইয়া দেয়।'

বৃষ্টির পানি মিশ্রিত মধুকে আরবগণ السلوان। নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, السلوان। হইতেছে হৃদরোগে ব্যবহার্য পানীয় ঔষধ বিশেষ। হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি উহা সেবন করিয়া আরোগ্য পাইয়া থাকে। চিকিৎসকগণ উহাকে مفرّج অর্থাৎ হৃদরোগের উপশমক নাম দিয়া থাকেন।'

একদল ভাষাবিদ বলেন ঃ السمانى। শব্দটি যেরূপে একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয় السلوى। শব্দটি সেইরূপে একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে ويليا শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়রূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ খলীল বলেন السلويا। শব্দটির একবচন হইতেছে السلواة। স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত চরণদ্বয় উপস্থাপন করিয়াছেন ঃ

وانى لتعرونى لذكراك هزة
كما انتفض السلواة من بلل القطر

'মধুর সহিত বৃষ্টির পানি মিশ্রিত করিলে উহা যেরূপে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তোমার কথা মনে পড়িলে আমার মনে নিশ্চয় সেইরূপে আনন্দের শিহরণ জাগিয়া উঠে।'

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন- السلوى। শব্দটি হইতে একবচন; উহার বহুবচন হইতেছে السلاوى। উপরোক্ত উক্তিসমূহ ইমাম কুরতুবী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَّا رَزَقْنٰكُمْ আয়াতাংশে পবিত্র রিযিক খাইবার আদেশ বাধ্যতামূলক আদেশ নহে; বরং উহা অনুমতিসূচক আদেশ। উক্ত আদেশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহার নি'আমাত্সমূহ ভোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে আমার দেওয়া নি'আমাতকে ভোগ করিতে এবং আমার ইবাদাত করিতে আদশে করিয়াছিলাম; কিন্তু, তাহারা উহা পালন না করিয়া আমার প্রতি অবাধ্যতা দেখাইয়াছিল। তাহারা আমার ইবাদত ত্যাগ করত কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের ইবাদতে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা উক্ত অবাধ্যতা দ্বারা আমার উপর কোন অত্যাচার করে নাই; বরং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত অবাধ্যতা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাদের সম্মুখে আমার অলৌকিক নিদর্শনাবলী সুপরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইবার পর।

বনী ইসরাঈল জাতির পৌনঃপুনিক অবাধ্যতা এবং স্বীয় নবীর নিকট আবদারের পর আবদার তুলিয়া তাহাকে জ্বালাতন ও উত্যক্ত করিবার ঘটনা উপরে বর্ণিত হইল। উক্ত ঘটনার পাশাপাশি সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর সাহাবীদের ঘটনা ও আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বিদেশ ভ্রমণে ও গৃহাবস্থানে সব অবস্থায় কত কষ্টই না ভোগ করিয়াছেন। তাবূকের যুদ্ধে দুর্বিষহ প্রখর রৌদ্রে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। শুধু কি তাবূকের যুদ্ধে তাঁহাদের উপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট নামিয়া

আসিয়াছে? এইরূপ দুঃসহ অবস্থা ইসলামের প্রতিটি যুদ্ধেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু, তদবস্থায় সাহাবীগণ কি করিয়াছেন? তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে কোনরূপ বায়না বা আবদার তুলেন নাই। সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা এবং সকল মুসীবাত তাঁহারা হাসি মুখে নির্দ্বিধায় বরণ করিয়াছেন। অন্য যে কোন নবীর পক্ষে তাঁহার উম্মতের আবদার পূরণ করা যতটুকু সহজ ছিল, নবী করীম (সা)-এর পক্ষে সাহাবীদের আবদার পূরণ করা তদপেক্ষা অধিকতর সহজ ছিল। একবার সাহাবীগণ ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবার পর খাদ্য বৃষ্টির জন্যে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে সবিনয়ে আবেদন জানাইলেন। নবী করীম (সা) সকলকে স্ব স্ব খাদ্য আনিয়া একস্থানে একত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। দেখা গেল, এক ডেগচী বকরীর ঝলসানো গোশত একত্রিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) প্রত্যেক সাহাবীকে উহা দ্বারা নিজের পাত্র পূর্ণ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাহাই করিলেন। কাহারো পাত্র অপূর্ণ রহিল না। তেমনি আরেকবার পানির অভাবে সাহাবীগণ ভয়াবহ কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মিনতি সহকারে পানির জন্যে আবেদন জানাইলেন। তাঁহাদের মাথার উপর একখণ্ড মেঘ আগমন করত বৃষ্টি বর্ষণ করিল। তাঁহারা নিজেরা পান করিলেন, পশুদিগকে পান করাইলেন এবং মশকগুলি পানিতে পূর্ণ করিয়া লইলেন। এই ছিল সাহাবীগণের আনুগত্যের নমুনা। উহার মধ্যে আমরা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের একটি কারণ খুঁজিয়া পাইতে পারি। উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় হইতেছে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন।

(৫৮) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ○

(৫৯) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

৫৮. অনন্তর আমি যখন বলিলাম, 'এই পল্লীতে প্রবেশ কর। অতঃপর উহার যেখান হইতে যাহা ইচ্ছা মুক্তভাবে খাও। আর সিজদাবনত হইয়া উহার দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও বল, ক্ষমাই কাম্য। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব, আর শীঘ্রই আমি কৃতজ্ঞ বান্দাগণকে বাড়াইয়া দিব।'

৫৯. তারপর জালিমগণ আদিষ্ট কথাটি পরিবর্তন করিল। ফলে আমি জালিমদের উপর ঊর্ধ্বলোক হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিলাম। কারণ, তাহারা পাপকার্য করিতেছিল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে পূর্ব-পুরুষদের নাফরমানীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন :

হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলগণ মিশর ত্যাগ করিয়া তাহাদের পৈত্রিক ভূখণ্ডে ফিরিয়া আসার পথে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আদেশ করিলেন কাফির

আমালিকাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া পিতৃভূমি উদ্ধার করার জন্যে। তাহারা উহা অস্বীকার করিল। শত্রুর মোকাবেলা করিতে তাহারা সাহসী হইল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে 'তীহ' প্রান্তরে কষ্টকর জীবন যাপনের জন্য রাখিয়া দিলেন। উহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। সূরা মায়িদায় উক্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, আবূ মুসলিম ইস্পাহানী প্রমুখ বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে যেই জনপদটিতে প্রবেশের নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা ছিল জেরুজালেম। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র হযরত মূসা (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّوْا ...... الى اخر الايت -

'হে আমার জাতি! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে পবিত্র জনপদ নির্ধারণ করিয়াছেন উহাতে প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করিও না.. ইত্যাদি।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটি হইতেছে اريحاء। (উরায়হা)। এই ব্যাখ্যা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দের বলিয়া কথিত। সে যাহাই হউক, উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। বনী ইসরাঈলগণ পিতৃভূমি জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে মিশর ত্যাগ করেন, উরায়হার উদ্দেশ্যে নহে। এমনকি উহা তাহাদের পথেও পড়ে না।

কেহ কেহ বললেন- উক্ত জনপদ হইতেছে মিশর। ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরে অনুরূপ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে। এই ব্যাপারে প্রথম কথাটিই শুদ্ধ ও সঠিক।

বনী ইসরাঈল জাতি চল্লিশ বৎসর তীহ্ প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করে। অতঃপর হযরত 'য়ূশা' ইব্ন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে যখন তাহারা পিতৃভূমি জয়ের জন্য অগ্রসর হইল এবং আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে জুমআর দিনে শত্রুর হাত হইতে উহা উদ্ধার করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যোদয়কে কিছুটা বিলম্বিত করিয়া দিলেন। বিজয় শেষে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা যেন তীহ প্রান্তর হইতে মুক্তিলাভ ও পিতৃভূমি উদ্ধারের সৌভাগ্য লাভের জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সিজদাবনত অবস্থায় শহরের দ্বার অতিক্রম করে।

وَادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ হইতেছে- 'আর তোমরা রুকূ'রত অবস্থায় নগরদ্বার অতিক্রম করিও।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, সুফিয়ান, আবূ আহমদ জুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًا। আয়াতাংশের অন্তর্গত سجدا। শব্দের অর্থ হইতেছে- আর তোমরা রকূ'রত অবস্থায় অনুচ্চ নগর-দ্বারটি অতিক্রম করিও।'

হাকিমও বর্ণনাটি সুফিয়ান ছাওরী হইতে উর্ধ্বতন অভিন্ন সনদাংশে ও ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে স্বীয় মুসনাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুরূপ সনদে ইব্ন আবূ হাতিমও উহা বর্ণনা

করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনাটিতে কিন্তু তাহারা সম্মুখ দিকে পিঠ ফিরাইয়া দ্বার অতিক্রম করিল, এতটুকু সংযোজিত হইয়াছে।

হাসান বসরী বলেন- আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলগণকে মাটিতে মুখমণ্ডল লাগাইয়া সিজদা করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। ইমাম রাযী এই ব্যাখ্যাটি অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন- এখানে السجود। অর্থ বিনয়াবনত হওয়া বা বিনয় প্রকাশ করা। কারণ, এখানে উহা আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা অসম্ভব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দ্বারটি হইল কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস) সম্মুখের দ্বার। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ, কাতাদাহ্, যিহাক ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, উহা হইল বায়তুল মুকাদ্দাসের 'বাবুল হিত্তা' অর্থাৎ বাবে ঈলিয়া।

ইমাম রাযী কোন কোন তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করেন- এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'দ্বার' বলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের এক প্রান্তকে বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও খসীফ বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণ শুইয়া পড়িয়া দেহের পার্শ্বদেশ মাটিতে ঘষিতে ঘষিতে নগরদ্বার অতিক্রম করে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ক্রমাগত আবুল কানুদ, আবূ সাঈদ ইযদী ও সুদ্দী বর্ণনা করেন- বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদাবনত অবস্থায় দ্বার অতিক্রম করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহার বিপরীতে মাথা উঁচু করিয়া দ্বার অতিক্রম করিল।

وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ অর্থাৎ 'আর তোমরা বল- 'হিত্তাতুন'।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইবন জুবায়র, মিনহাল [illegible] আব্বাস ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

'আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত حطة শব্দের অর্থ হইতেছে মাগফিরাত। অর্থাৎ তোমরা পাপ মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানাইবে।'

আতা, হাসান বসরী, কাতাদাহ ও রবী' ইব্ন আনাসও উক্ত শব্দের অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ حطة অর্থ ন্যায়সঙ্গত। অর্থাৎ তোমরা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে যে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন উহা ন্যায়সঙ্গত ছিল।

ইকরামা বলেন ঃ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ অর্থাৎ 'আর তোমরা বলিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

ইমাম আওযাঈ বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হইতেছে- 'এবং তোমরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিও।'

হাসান বসরী এবং কাতাদাহ বলেন- حطة অর্থাৎ আমাদের গুনাহ মাফ কর।

نَغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা আমার নির্দেশ পালন করিলে তোমাদের পাপ মার্জনা করিব এবং তোমাদের নেক আমলের সুফল বাড়াইয়া দিব।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে কথায় ও কাজে তাঁহার নিকট বিনয়ী হইতে, অপরাধ স্বীকার করিতে, ক্ষমাপ্রার্থী হইতে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ও নেক কাজের প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

'যখন আল্লাহর মদদ ও বিজয় আসে আর দলে দলে লোককে তুমি আল্লাহর দীনে প্রবেশ করিতে দেখ, তখন স্বীয় প্রভুর প্রশস্তি বর্ণনা কর এবং তাঁহার সমীপে ক্ষমাপ্রার্থী হও। নিশ্চয় তিনি সর্বাধিক মার্জনাকারী।'

উপরোক্ত সূরার ব্যাখ্যায় কোন কোন সাহাবী বলেন- উহাতে বিজয়কালে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উক্ত সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বাভাস প্রদান করেন। হযরত উমর (রা)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। বস্তুত উভয় ব্যাখ্যাই সঠিক ও শুদ্ধ। উক্ত সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে বিজয়ের জন্য তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার স্তুতি বর্ণনা ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিতেছেন এবং অপরদিকে তাঁহার ইন্তিকালের সময় নিকটবর্তী হইবারও সংবাদ প্রদান করিতেছেন। তাই উভয় ব্যাখ্যার ভিতর কোনরূপ বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা নাই।

নবী করীম (সা) বিজয়কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যধিক বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

'মক্কা বিজয়ের দিন তিনি পবিত্র মক্কার 'ছানিয়াতুল উলিয়া' নামক পথ দিয়া প্রবেশ করেন এবং প্রবেশকালে তিনি স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্যে এরূপ বিনয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার অশ্রু মুবারক উটের পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল। শহরে প্রবেশের পর তিনি আট রাকআত নামায পড়েন। তখন বেলা এক প্রহর। তাই কেহ কেহ বলেন- উহা ছিল সালাতুয যোহা বা চাশতের নামায। অপর একদল ব্যাখ্যাকার বলেন- উহা ছিল সালাতুল ফাতহি বা বিজয়ের নামায। তাই তাঁহারা বলেন মুসলিম বাহিনী কোন জনপদ অধিকার করিলে উহাতে প্রবেশের পর আট রাকআত সালুতশ শোকর বা কৃতজ্ঞতাসূচক নামায পড়া অধিনায়কের জন্য মুস্তাহাব। হযরত সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা) পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের পর আট রাকআত সালাতুশ শোকর আদায় করেন।'

কেহ কেহ বলেন- আর রাকআত সালাতুশ শোকর একই সালামে আদায় করা উচিত। সঠিক অভিমত এই যে, আট রাকাআত নামায দুই দুই রাকআত করিয়া চারি সালামে আদায় করা উচিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ অর্থাৎ অথচ সেই জালিমরা তাহাদের প্রতি আদিষ্ট কথার বিপরীত কথা উচ্চারণ করিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ, মুআম্মার ইব্‌ন মুবারক, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন;

রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম কর আর বল حطة (ক্ষমাই কাম্য)। অথচ তাহারা বলিল ঃ حبة فى شعر (খোসাবৃত দানা কাম্য)।

ইমাম নাসাঈ (র) উক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীমের বরাতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তিনি হাদীসটির অন্যতম রাবী ইব্ন মুবারক হইতে মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দ ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ বনী ইসরাঈলগণ حطة -এর স্থলে حنطة (শস্যকণা) বলিয়াছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ক্রমাগত ইমাম ইব্ন মুনাব্বিহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদাবনত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম করিও আর বলিও حطة (ক্ষমাই কাম্য)। কিন্তু তদস্থলে তাহারা বসিয়া পড়িয়া মাটিতে নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে গেইট পার হইল এবং বলিল حبة فى شعيرة (খোসাবৃত শস্যকণাই কাম্য)।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম বুখারী (র) উহা ইসহাক নযর হইতে, ইমাম মুসলিম উহা মুহাম্মদ ইব্ন রাফে' হইতে ও ইমাম তিরমিযী উহা আবদুর রহমান ইব্ন হামীদ হইতে বর্ণনা করেন। ইমামত্রয়ের উর্ধ্বতন সূত্রধারা পূর্বানুরূপ। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তাওয়ামার মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম সালেহ ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বিশ্বস্ত রাবী এবং এতদুভয় হইতে সালেহ ইব্ন কায়সার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

"বনী ইসরাঈলগণকে আল্লাহ্ তা'আলা সিজদারত অবস্থায় সদর দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু বসা অবস্থায় নিতম্ব ঘষিতে ঘষিতে ও حنطة فى شعيرة (যবের মধ্যের গম কাম্য) বলিতে বলিতে শহরের দরজা পার হইল।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব, সুলাইমান ইব্ন দাউদ, আহমদ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈলগণকে বলিলেন, তোমরা সিজদারত অবস্থায় নগর-দ্বার অতিক্রম কর এবং বল حطة (ক্ষমাই কাম্য)।

ইমাম আবূ দাউদ উহা হিশাম হইতে উর্ধ্বতন অভিন্ন সূত্রে ও পরবর্তী স্তরে ইব্ন আবূ ফুদায়ক ও আহমদ ইব্ন মুসাফিরের সূত্রে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়দ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সা'দ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবি ফুদায়ক, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনজির আল কায্যায, ইবরাহীম ইব্ন মাহদী, আব্দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

'আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিতে আমরা 'যাতুল হানযাল' নামক পার্বত্য পথ পার হইলাম। উহা অতিক্রম করার সময় নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে নগর-দ্বার সম্পর্কে বনী ইসরাঈলগণকে সিজদারত অবস্থায় অতিক্রম করার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং 'হিত্তাতুন' বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, আজিকার রাত্রির পার্বত্য পথ অতিক্রমের ব্যাপারটি উহার সমতুল্য।"

হযরত বারা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاس আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বারা (রা) বলেন ঃ

"সেই নির্বোধরা হইতেছে ইয়াহুদী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা রুকূ'র অবস্থায় শহরের দরজা অতিক্রম করিবে এবং বলিতে থাকিবে حطة (ক্ষমাই কাম্য)। কিন্তু তাহারা পিছন ফিরিয়া নগর-দ্বার পার হইল এবং বলিতে থাকিল, حنطة حمراء فيه شعيرة (যব মিশ্রিত লাল গমই কাম্য)। হযরত বারা আরও বলেন- তাহাদের উক্ত রদবদলের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল কানূদ, আবূ সাঈদ ইযদী, সুদ্দী ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা বলিবে, 'হিত্তাতুন' কিন্তু তাহারা বলিল, 'হিন্তাতুন হাব্বাতুন হামরাও ফীহে শাঈরাতুন।' তাহাদের এই পরিবর্তনের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্‌রাহ্, সুদ্দী ও ইসবাত বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণ তাহাদের ভাষায় বলিয়াছিলেন هطا سمعنا ازبة مزبا এবং উহার আরবীরূপ হইল ঃ

حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعيرة سوداء

অর্থাৎ কালো সূতায় গাঁথা লাল গম চাই। তাহাদের এই রদবদলের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, মিনহাল, আ'মাশ ও ছাওরী বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে অনুচ্চ প্রবেশ দ্বার দিয়া রুকূ'রত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা তদস্থলে সম্মুখে নিতম্ব ফিরাইয়া 'হিন্তাতুন' বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই পরিবর্তনের কথাই فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।"

আতা, মুজাহিদ ইকরামা, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন রাফে' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়।

তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহা কিছু বলিয়াছেন ও আয়াতদ্বয় হইতে যাহা প্রতিভাত হয় উহার সারকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে বিনয় ও কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রবেশ করিতে ও অতীতে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে বলায় তাহারা

উহার বিপরীতে মাথা উঁচু করিয়া সম্মুখে নিতম্ব রাখিয়া দম্ভ সহকারে 'যবের মধ্যস্থিত গম চাই' বলিতে বলিতে শহরে প্রবেশ করিল। তাহাদের এই চরম ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ -

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ

"কুরআন মজীদে যে কোন স্থানে উল্লেখিত رجز অর্থ হইতেছে আযাব বা শাস্তি।"

মুজাহিদ, আবূ মালিক, হাসান এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইতেছে গযব। শা'বী বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইল মহামারী, শিলাবৃষ্টি। সাঈদ ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ الرجز। শব্দের অর্থ হইতেছে মহামারী। সা'দ ইব্‌ন মালিক, উসামা ইব্‌ন যায়দ ও খুযায়মা ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, হাবীব ইব্‌ন সাবিত, সুফিয়ান, ওয়াকী', আবূ সাঈদ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"মহামারী হইতেছে এক প্রকার الرجز। এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে উহা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে।"

ইমাম নাসাঈ উহা অন্যতম রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে এবং অন্যরূপ অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অন্যতম রাবী হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিতের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ' কোন জনপদে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের কথা শুনিলে তোমরা সেখানে প্রবেশ করিও না।' অতঃপর হাদীসের পূর্বোদ্ধৃত অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমের ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, যুহরী, ইউনুস ইব্‌ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

"এই রোগ-ব্যাধি হইতেছে رجز (আযাব)। পূর্ববর্তী কোন কোন উম্মতকে উহা দ্বারা শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল।"

উক্ত বর্ণনাটুকু একটি পূর্ণাঙ্গ হাদীসের অংশমাত্র। বুখারী ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে আমের ইব্‌ন সা'দ হইতে যুহরীর মাধ্যমে এবং ভিন্ন সনদে আমের ইব্‌ন সা'দ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির ও সালিম ইব্‌ন আবূ নযরের মাধ্যমে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٦٠) وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ
اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৬০. অনন্তর যখন মূসা তাহার জাতির জন্য পানি প্রার্থনা করিল, তখন আমি বলিলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। অমনি উহা হইতে বারটি ফোয়ারা নির্গত হইল। প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের ফোয়ারা চিনিতে পাইল। (আমি বলিলাম) আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী খাও ও পান কর আর পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি করিয়া ফিরিও না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলগণের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার নিআমতের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মিশর হইতে পিতৃভূমিতে ফিরিয়া তাহারা পানির কষ্টে পড়িলে মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানির জন্য দোআ করিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করিতে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলেন। আল্লাহর ইশারায় পাথর হইতে বনী ইসরাঈলের দ্বাদশ গোত্রের জন্য বারটি ফোয়ারা নির্গত হইল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ফোয়ারা চিনিতে পাইল। উক্ত পাথরটি তাহারা নিজেদের সঙ্গে বহন করিত।

এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিনাশ্রমে পানাহারের জন্য মান্না-সালওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইসব নি'আমাত দান করিয়া তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন- তোমরা তৃপ্তি সহকারে এইগুলি খাও এবং পান কর। অতঃপর আর পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া ফিরিও না। তাহা হইলে নি'আমাতসমূহ তুলিয়া লওয়া হইবে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত পাথরটি কোন্ পাথর ছিল এবং উহা হইতে কিরূপে ঝরনা প্রবাহিত হইল, তাফসীরকারগণ তাহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের সামনে একখানা চতুষ্কোণ পাথর রাখা হইল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন তাঁহার লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত হানিতে। তিনি তাহা করা মাত্র উহার প্রত্যেক দিক হইতে তিনটি করিয়া মোট বারটি প্রস্রবণ উৎসারিত হইল। অতঃপর বনী ইসরাঈলের বার শাখার জন্য বারটি প্রস্রবণ নির্দিষ্ট হইল। তাহারা নিজ নিজ ঝরনার পানি ব্যবহার করিত। তাহারা যেখানেই যাইত সেই দ্বাদশ ফোয়ারার পাথরটি নিজেদের সামনে স্থাপিত দেখিতে পাইত।

উক্ত রিওয়ায়েতটুকু একটি সুদীর্ঘ রিওয়ায়েতের অংশমাত্র। পূর্ণ রিওয়ায়েতটি ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন জারীর ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত উহা 'ফিতনা' সম্পর্কিত একটি রিওয়ায়েতের অংশ বিশেষ।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের জন্য গরুর মাথার মত একখণ্ড পাথর তৈরী করা হইয়াছিল। উহা একটি গরুর পিঠে বহন করা হইত। তাহারা কোথাও অবতরণ করিলে উহা নামাইয়া রাখিত। তখন মূসা (আ) নিজ লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিতেন। অমনি বারটি ঝরনা সৃষ্টি হইত। পুনরায় তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিলে উহা আবার গরুর পিঠে তুলিয়া লইত। তখন উহার প্রস্রবণ বন্ধ হইয়া যাইত।

আতা খোরাসানী হইতে তাঁহার পুত্র বর্ণনা করেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের নিকট একখণ্ড পাথর ছিল। হযরত হারূন (আ) উহা কোথাও স্থাপন করিতেন। অতঃপর মূসা (আ) স্বীয় লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিতেন।"

কাতাদাহ বলেন ঃ "বনী ইসরাঈলদের কাছে রক্ষিত পাথরটি তাহারা তূর পাহাড় হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। তাহারা যেখানেই যাইত উহা সঙ্গে লইয়া যাইত। কোথাও

যাত্রাবিরতি হইলে হযরত মূসা (আ) উহাতে লাঠির আঘাত হানিয়া পানির প্রয়োজন মিটাইতেন।"

প্রসঙ্গত আল্লামা যামাখশারী নিম্ন অভিমতগুলি উদ্ধৃত করেন ঃ "কথিত আছে, উহা একটি মর্মর পাথর ছিল। উহার আয়তন এক বর্গহাত ছিল। একদল বলেন ঃ উহার আকৃতি ছিল মানুষের মাথার মত। অপরদল বলেন ঃ উহা জান্নাত হইতে আগত একখানা পাথর ছিল। উহার উচ্চতা হযরত মূসা (আ)-এর উচ্চতার মতই দশ হাত ছিল। উহাতে দুইটি প্রবৃদ্ধ স্থান ছিল। স্থান দুইটি হইতে আলো নির্গত হইত। উহা একটি গাধার পিঠে বহন করা হইত। কেহ কেহ বলেন- উহা হযরত আদম (আ) জান্নাত হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ উত্তরাধিকার সূত্রে উহার মালিক হইয়া আসিতেছিল। এক সময়ে উহা হযরত শুআয়ব (আ)-এর অধিকারে আসে। তিনি লাঠিখানাসহ উহা হযরত মূসা (আ)-কে প্রদান করেন। কেহ আবার বলেন- হযরত মূসা (আ) যে পাথরের উপর কাপড় রাখিয়া গোসল করিয়াছিলেন উহা সেই পাথর। হযরত জিবরাঈল (আ) বলিয়াছিলেন, পাথরখানা আপনি সাথে নিন। উহাতে বিশেষ গুণ নিহিত রহিয়াছে। তাই মূসা (আ) তাঁহার মালপত্রের সহিত উহাও তুলিয়া লইলেন।"

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত الحجر। শব্দের ال। নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক (عهدى) না হইয়া শ্রেণীবাচক (جنسى) হইলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় ঃ তুমি তোমার লাঠি দ্বারা প্রস্তর শ্রেণীতে আঘাত কর।

হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে নির্দিষ্ট কোন পাথরে আঘাত করিতে বলেন নাই। ইহাতে আল্লাহ পাকের কুদরত ও মূসা (আ)-এর মু'জিযা অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। মূসা (আ) যখনই স্বীয় লাঠি দ্বারা কোন পাথরে আঘাত করিতেন, তখনই উহা হইতে ঝরনা নির্গত হইত। পুনরায় উহাতে আঘাত করিলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইত। বনী ইসরাঈলরা বলিল- এই পাথর হারাইয়া গেলে তো আমরা পিপাসায় মরিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে লাঠির আঘাত না করিয়া পাথরকে পানি প্রদানের জন্য মৌখিক নির্দেশ দিতে বলিয়া জানাইলেন। তাহাতেও ঝরনা সৃষ্টি হইবে। ফলে বনী ইসরাঈলদেরও আস্থা সৃষ্টি হইবে। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

ইয়াহিয়া ইব্ন নযর বলেন ঃ "একদিন আমি জুওয়াইবিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম- বনী ইসরাঈলদের প্রত্যেকটি শাখা নিজ নিজ ফোয়ারা কিরূপে চিনিতে পারিল? তিনি জবাব দিলেন- মূসা (আ) পাথরটি স্থাপন করিয়া আঘাত হানার সময়ে বার শাখার বারজন প্রতিনিধি উহার পাশে দাঁড় করাইতেন। প্রস্রবণ নির্গত হওয়ার সময়ে যাহার গায়ে যেই প্রস্রবণের পানির ছিঁটা পড়িত সে উহাকে নিজেদের প্রস্রবণ বলিয়া জানিতে পাইত। তখন সে নিজ শাখার অন্যদের উহা হইতে পানি ব্যবহারের জন্য আহবান করিত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'বনী ইসরাঈলরা যখন 'তীহ' প্রান্তরে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, সাঈদ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ

"বনী ইসরাঈলদের জন্য পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত হইত 'তীহ' প্রান্তরে। মূসা (আ) নিজ লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করিতেন। অমনি বারটি ঝরনার সৃষ্টি হইত। বার গোত্রের প্রত্যেকের জন্য একেকটি ঝরনা নির্ধারিত ছিল। তাহারা উহা হইতে পানি পান করিত।"

মুজাহিদও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনাটি সূরা আ'রাফে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ। তবে সূরা আ'রাফ মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ায় সেখানে ইয়াহূদী বসতি নাই বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় উহাতে বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পুরুষের সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

لانجاس। অর্থ ঝরনা সৃষ্টি হওয়া। উহা ঝরনা প্রবাহিত হবার প্রাথমিক অবস্থা নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে لانفجار। অর্থ ঝরনা প্রবাহিত হওয়া। উহা ঝরনা প্রবাহিত হবার চূড়ান্ত পর্যায়কে নির্দেশ করে। সূরা আ'রাফের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমোক্ত শব্দ এবং আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত শব্দ ব্যবহার করেন। অবস্থার বিভিন্নতার কারণে শব্দ ব্যবহারের এই বিভিন্নতা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে দশটি বর্ণনাগত পার্থক্য বিদ্যমান। উহার কোনটি শব্দগত ও কোনটি অর্থগত। আল্লামা যামাখশারী নিজ তাফসীরে উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উভয় আয়াতে একই ঘটনা বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক আয়াতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞানের আধার।

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ
لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ
قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ۚ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا
سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৬১. আর যখন তোমরা বলিলে, 'হে মূসা! আমরা কিছুতেই আর এক ধরনের খাদ্য খাওয়ার ধৈর্য ধরিব না। তাই তোমার প্রভুকে ডাকিয়া বল, আমাদের জন্য তিনি মাটি হইতে বিভিন্ন তরকারী, শসা জাতীয় ফলমূল, গম, ডাল ও পিঁয়াজ উৎপন্ন করুন।' মূসা বলিল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টটির বদলে নিকৃষ্টটি চাহিতেছ। তাহা হইলে শহরে চলিয়া যাও। সেখানে তোমরা যাহা চাহিতেছ নিশ্চয়ই তাহা পাইবে।' 'তাহাদের জন্য লাঞ্ছনার যাযাবর জীবন নির্ধারিত হইল। আল্লাহ্‌র গযব মাথায় লইয়া ঘুরপাকই খাইয়া ফিরিবে। তাহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিতেছিল এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিতেছিল। আর তাহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির পথ অনুসরণ করিতেছিল।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদিগকে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া সতর্ক করিতেছেন।

বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা মান্না-সালওয়া নামক সহজলভ্য সুস্বাদু খাদ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ অকৃতজ্ঞ বনী ইসরাঈলগণ উহার বদলে নিকৃষ্টমানের খাদ্য যথা সব্জি, ডাল, গম ইত্যাদির জন্যে আবদার জানাইল।

হাসান বসরী (র) বলেন– 'বনী ইসরাঈলরা মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায় ছিল। তাহারা পিঁয়াজ, শসা, ডাল, সব্জি ইত্যাদির চাষ করিত। তাহারা নিজেদের পেশাগত পূর্ব-জীবনের কথা স্মরণ করিয়া উহাতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইল। তাই 'মান্না-সালওয়া' তাহাদের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়িল এবং অভ্যস্ত খাদ্য প্রদানের জন্য মূসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আবদার পেশ করিল।

মান্না ও সালওয়া দুই ধরনের খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলগণ উহাকে এই কারণে একই খাদ্য বলিয়াছে যে, প্রতিদিন উহাই খাইত এবং উহার বিকল্প কিছুই খাইতে পাইত না।

البقل অর্থ সব্জি, القثاء অর্থ শসা ও তজ্জাতীয় ফলমূল; العدس অর্থ ডাল; البصل অর্থ পিঁয়াজ ও الفوم অর্থ গম বা রসুন।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) فوم স্থলে ثوم পড়িতেন। উহার অর্থ রসুন। তাঁহার নিকট হইতে পর্যায়ক্রমে লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম ও মুজাহিদ বর্ণনা করেন ঃ الفوم শব্দের অর্থ হইতেছে রসুন। রবী' ইব্ন আনাস এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়রও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত হাসান, ইউনুস, আবূ আম্মারা, ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক বসরী, আমর ইব্ন রাফে' ও আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ الفوم অর্থ রসুন। তিনি আরও বলেন, প্রাচীন আরবরা উহা রুটি পাকানো অর্থে ব্যবহার করিত এবং বলিত فوموا لنا অর্থাৎ আমাদের জন্য রুটি পাকাও।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ فوم স্থলে ثوم পাঠের রিওয়ায়েতটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ف বর্ণটি উচ্চারণগত নৈকট্যের কারণে ث বর্ণে রূপান্তরিত হইয়াছে। ফলে কিরাআতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়াছে। আরবরা وقعوا فى عافور شر (তাহারা বিপদে পড়িয়াছে) স্থলে কখনও وقعوا فى عاثورشر বলিয়া থাকে। অর্থাৎ عافور ও عاثور শব্দদ্বয় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকে। তেমনি اثافى স্থলে اثاثى ও مغافير স্থলে مغاثير ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

অপর তাফসীরকারগণ বলেন الفوم শব্দের অর্থ হইল গম। নাফে' ইব্ন আবূ সাঈদ হইতে ক্রমাগত ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ

'একদা এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, فوم অর্থ কি? তিনি জবাবে বলিলেন– গম। স্বীয় দাবীর সমর্থনে তিনি কবি আহিহা ইব্ন জালাহ্র নিম্নোক্ত চরণ দুইটি শুনাইলেন ঃ

قد كنت اغنى الناس شخصا واحدا
ورد المدينة عن زراعة فوم

‘আমি মানুষকে একটি মাত্র লোকের সাহায্যে সম্পদশালী করিয়া দিতাম। লোকটি গমের চাষ ত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়াছিল।’

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কুরায়ব, রশীদ ইব্‌ন কুরায়ব, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, মুসলিম জুহানী, আলী ইব্‌ন হাসান ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ ‘বনূ হাশিমের ভাষায় فوم অর্থ গম।’

আলী ইব্‌ন তালহা, যিহাক এবং ইকরামাও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করেন। মুজাহিদ ও আতা হইতে ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ فوم অর্থ গমের আটার রুটি।

আবূ মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে হুসায়ন, হাসীন, ইউনুস ও হাশিম বর্ণনা করেন ঃ فوم অর্থ গম।

সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম প্রমুখও উহার উক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

জাওহারী বলেন ঃ الفوم। অর্থ গম।

ইব্‌ন দুরাইদ বলেন ঃ فوم অর্থ শস্যের ছড়া বা ফল। আতা ও কাতাদাহ হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ ‘যে সকল শস্য হইতে রুটি হয় তাহাকে فوم বলা হয়।’

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন, সিরীয় ভাষায় ছোলা বা চানাবুটকে فوم বলা হয় এবং উহার ব্যবসায়ীকে فامى বলা হয়। فامى হইল فومى শব্দের পরিবর্তিত রূপ।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সকল প্রকারের খাদ্যশস্যকেই فوم বলা হয়।

قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলগণকে হযরত মূসা (আ)-এর তিরস্কার ও ভর্ৎসনার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। কারণ, তাহারা উৎকৃষ্টমানের খাদ্যের বদলে নিম্নমানের খাদ্যের জন্য আব্দার জানাইয়াছিল।

اِهْبِطُوْا مِصْرًا আয়াতাংশে হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত মূল কুরআন শরীফে مصر শব্দটি تنوين সহ منصرف রূপে লিখিত রহিয়াছে। অধিকাংশ কারী ও বিশেষজ্ঞ উহাকে সেইভাবেই পড়িয়া থাকেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন– যেহেতু কুরআন শরীফের সকল উসমানী সংকলনে مصر শব্দটি منصرف রূপে تنوين সহ লিখিত রহিয়াছে, তাই আমি উহার অন্যরূপ পাঠ জায়েয মনে করি না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– আলোচ্য আয়াতের مصر শব্দ দ্বারা যে কোন শহর বুঝানো হইয়াছে। ইকরামা হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ বাক্কাল, ইব্‌ন মারযাবান প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী‘ ইব্‌ন আনাসও শব্দটির অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করেন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর কিরাআতে مصر শব্দটি غير منصرف হিসাবে তানবীন বিহীন অবস্থায় পঠিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) مصر শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন, উহা হইতেছে ফিরাউনের মিসর। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম, আবুল আলীয়া, রবী' এবং আ'মাশ হইতেও শব্দটির অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর বলেন- مصر শব্দটিকে منصرف হিসাবে تنوين যুক্তভাবে পড়িলেও উহার তাৎপর্য ফিরাউনের মিশর হইতে পারে। কারণ, সূরা দাহ্‌রের অন্তর্গত قوارير। শব্দটি মূলত غير منصرف হওয়া সত্ত্বেও কুরআন মজীদের মূল সংকলনে উহা তানবীনযুক্ত অবস্থায় লেখা আছে বলিয়া আমরা সকলেই তদ্রূপ পাঠ করি। مصر শব্দটিকেও সেই একই কারণে منصرف রূপে পাওয়া যাইতে পারে।

অতঃপর ইব্ন জারীর দ্বিধা প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত مصر শব্দটির তাৎপর্য কি ফিরাউনের মিশর, না যে কোন শহর? এই ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

ইব্ন জারীরের এই দ্বিধা সমর্থনযোগ্য নহে। বস্তুত এখানে مصر অর্থ যে কোন শহর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ তাফসীরকার এই তাৎপর্যই ব্যক্ত করিয়াছেন। এই তাৎপর্যের আলোকে আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই ঃ

'বনী ইসরাঈলগণের অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আব্দারে বিরক্ত হইয়া মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন- তোমরা যে সাধারণ খাদ্যের জন্য আব্দার তুলিয়াছ উহা তো যে কোন শহর বা জনপদে গেলেই পাইতে পার। তজ্জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে বিশেষভাবে দাবী জানাইবার কোন প্রয়োজন নাই।'

বনী ইসরাঈলগণের এই অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতামূলক খাদ্য পরিবর্তনের দাবী অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক বিধায় আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল মূসা (আ) কর্তৃক উহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ধৃষ্টতা ও অবাধ্যতার স্বাভাবিক পরিণতির কথা বিবৃত করিয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অস্বীকার করিয়াছে ও মানব প্রেমিক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হইয়াছে ও আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ লাঞ্ছনা ও নির্বাসনকে তাহাদের নিত্যসঙ্গী করিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র গযব মাথায় লইয়া ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সরাসরি ফরমান তাদের জন্য অবমাননাকর জীবন অপরিহার্য করিয়াছে। তাহারা অতীতেও অন্যান্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে থাকিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ অর্থাৎ তাহারা জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য থাকিবে এবং উহাই তাহাদের লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

হাসান ও কাতাদাহ হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ অর্থাৎ তাহারা লাঞ্ছিত ও অবমানিত অবস্থায় জিযিয়া কর প্রদান করিতে থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করার ফলে তাহারা অসহায় জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইয়াছে। তাহার পূর্বে তাহারা পারস্যে অগ্নিপূজকদের অধীনে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিয়াছে। তাহাদিগকে অবমাননাকর জিযিয়া কর দিতে হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও সুদ্দী বলেন ঃ المسكنة। অর্থ অর্থাভাবে অনাহার।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ المسكنة। অর্থ খাজনা বা কর। যিহাক বলেন ঃ المسكنة। অর্থ জিযিয়া কর।

وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ অনন্তর তাহারা আল্লাহ্র গযব মাথায় লইয়া ফিরিতেছে।

যিহাক বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্র গযব ভোগ করার যোগ্য হইয়াছে।

রবী' ইব্ন আনাস উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহাদের উপর আল্লাহ্র তরফ হইতে গযব পতিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা গযব ভোগ করার যোগ্য হইয়াছে।

ইব্ন জারীর উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আরবীতে باء - يبوء - بوء وبواء بخير او شر অর্থ যে কল্যাণ বা অকল্যাণ লইয়া ফিরিতেছে বা ফিরিবে। অর্থাৎ باء - يبوء ক্রিয়া خير অথবা شر শব্দের সহিত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় না। কুরআনের অন্যত্রও উহার অনুরূপ ব্যবহারই ঘটেছে। যেমন,

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ 'আমি তো ইহাই চাই যে, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপ মাথায় লইয়া ফিরিবে।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্র গযব সঙ্গে লইয়া ফিরিবে। কাজেই উহা তাহাদের নিত্য সহচর হইবে এবং কখনও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের চির লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ বর্ণনা করেন। তাহা এই যে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্য দীনের বাহক নবীগণকে ও তাঁহাদের অনুসারীগণকে লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের শিকার করিয়াছে এবং অহেতুক নিষ্পাপ নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। ইহা হইতে বড় পাপ আর নাই।

সর্বসম্মত সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, الكبر। (দাম্ভিকতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য) হইল সত্যকে তুচ্ছ করা, অমান্য করা ও মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করা।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুসাইন ইব্ন আব্দুর রহমান, আমর ইব্ন সাঈদ, ইব্ন আওন, ইসমাঈল ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'আমার জন্য নবী করীম (সা)-এর গোপন আলোচনা শোনার অনুমতি ছিল। একদিন আমি তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিকট মালিক ইব্ন মুর্রাহ আর রাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনারত ছিলেন। আমি গিয়া তাহার শেষ কথাটি শুনিতে পাইলাম। মালিক ইব্ন মুর্রাহ বলিতেছিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো জানেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিপুল সংখ্যক উট প্রদান করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ হইতে দুইটি জুতার ফিতা পরিমাণ নগণ্যতম সম্পদ বেশী পাইবে তাহা আমি পছন্দ করি না। আমার এই মানসিকতা কি البغى (খোদাদ্রোহীতা) হইবে? নবী করীম (সা) বলিলেন– না, উহা খোদাদ্রোহীতা নহে, البغى হইল البطر বা সত্যকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করা ও মানুষকে হেয় জ্ঞান করা। বনী ইসরাঈলগণকে এই অপরাধে অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান ও নবীগণকে হত্যা করার কারণে দুনিয়ায় লাঞ্ছিত জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে এবং পরকালের চরম লাঞ্ছনাও তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মুআম্মার, ইবরাহীম, আ'মাশ, শু'বা ও ইমাম আবূ দাউদ তায়ালেসী বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণ দিনের প্রথমভাগে তিনশত নবী হত্যা করিয়া দিনের শেষভাগে মহানন্দে শাক সব্জীর হাট বসাইত।'

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ওয়ায়েল, আসিম, আব্বান, আব্দুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

'কিয়ামতের দিন চারি শ্রেণীর লোক সর্বাধিক আযাব ভোগ করিবে। (১) যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তিকে কোন নবী হত্যা করিয়াছে (৩) কোন বিভ্রান্তির প্রবর্তক (৪) ভাস্কর্য শিল্পী বা মূর্তি নির্মাতা।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলদের অভিশপ্ত হইবার আরেকটি কারণ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, তাহারা নিষিদ্ধ কার্য করিত ও অনুমোদিত কার্যের সীমালঙ্ঘন করিত।

العصيان অর্থ নিষিদ্ধ কার্য করা এবং الاعتداء অর্থ অনুমোদিত কার্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ঈমান ও আমলের গুরুত্ব

(٦٢) إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٕيْنَ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬২. নিশ্চয় যাহারা মু'মিন, ইয়াহুদী, নাসারা ও সাবেঈ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়াছে ও পুণ্য কাজ করিয়াছে, তাহাদের না আছে পার্থিব জীবনে কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ বা দুশ্চিন্তা আর না আছে পারলৌকিক জীবনের জন্য কোন উৎকণ্ঠা বা আশংকা।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্য ও অবিশ্বাসী বান্দাদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি অনুগত বিশ্বাসী বান্দাদের পুরস্কারের কথা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মু'মিন, ইয়াহুদী, নাসারা, সাবেঈ ইত্যাকার যে উম্মাতের হউক না কেন, যাহারা ঈমান আনিবে ও নেক কাজ করিবে তাহারাই পুরস্কৃত হইবে। তাহারা না দুনিয়ার কোন ক্ষতি দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হইবে, না আখিরাতে তাহাদের কোন ক্ষতির আশংকা থাকিবে। তাহারা তাহাদের ঈমান ও আমলের পুরস্কারস্বরূপ চিরস্থায়ী শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ 'জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের মনে না থাকে ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশংকা আর না থাকে অতীতের কোন ক্ষতির জন্য দুঃখ।'

মু'মিনদের মৃত্যুকালীন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَنْ لَاّ تَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ـ

'নিশ্চয় যাহারা বলিল, আল্লাহ্ই আমাদের প্রভু, অতঃপর উহার উপর সুদৃঢ় হইয়া থাকিল, (মৃত্যুকালে) তাহাদের নিকট ফেরেশতারা অবতীর্ণ হইয়া বলিবে– তোমরা ভয় পাইও না ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইও না আর তোমরা তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।'

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্‌ন নাজীহ, সুফিয়ান, উমর ইব্‌ন আবূ উমর আল আদাবী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রা) বলেন ঃ

'আমি আমার পূর্ব ধর্মাবলম্বীদের পরকালীন মুক্তি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিলে উহার জবাবে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।'

সুদ্দী বলেন– হযরত সালমান ফারসী (রা) তাঁহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীদের পরিণতি জানিবার জন্য নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন যে, তাহারা নামায পড়িত, রোযা রাখিত ও আপনার উপর ঈমান রাখিত এবং সাক্ষ্য দিত যে, অদূর ভবিষ্যতে আপনি আগমন করিবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন– 'হে সালমান। তাহারা দোযখবাসী হইবে। ইহাতে সালমান ফারসী (রা) বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আলোচ্য আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ)-এর পর হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল বনী ইসরাঈল তাওরাত কিতাব ও হযরত মূসা (আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং নাজাত পাইবে। অতঃপর যে সকল বনী ইসরাঈল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ইঞ্জীল ও ঈসা

(আ)-এর সুন্নাহ মানিয়া চলিয়াছে, তাহারাও মু'মিন এবং নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে বনী ইসরাঈলদের যে সকল লোক তাহাদের সমসাময়িক কালে আসমানী কিতাব ও নবীর উপর ঈমান আনে নাই, তাহারা কাফির এবং আযাবপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়া কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারাই কেবল মু'মিন ও নাজাতপ্রাপ্ত হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা তাহা অস্বীকার করিবে তাহারা কাফির এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– ইমাম ইব্ন জারীর হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। আমি (ইব্ন কাছীর) উহার সমর্থনে আরেকটি দলীল পেশ করিতেছি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবি তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের পর নিম্ন আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

'যদি কেহ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা সন্ধান করে, তাহার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনই কবূল করা হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হইবে।'

আলোচ্য আয়াতের সহিত এই আয়াতের কোন বিরোধ নাই। কারণ, আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক যামানার লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ যামানার অবতীর্ণ কিতাব ও প্রেরিত পুরুষের উপর ঈমান আনিয়া তদানুসারে পুণ্য কাজ করিলে মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিন হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মহাপুরস্কার লাভ করিবে। তেমনি উপরে উদ্ধৃত আয়াতেও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ও কুরআন অবতরণের পর যে ইসলাম আত্মপ্রকাশ করিল, এখন হইতে উহা ছাড়া অন্য কোন দীন কিছুতেই কবূল করা হইবে না।

ইয়াহূদীরা হযরত মুসা (আ) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। اليهود শব্দটি الهوادة (মমত্ববোধ) কিংবা التهود (তওবা বা প্রত্যাবর্তন করা) হইতে সৃষ্ট। হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন ঃ انا هدنا اليك (প্রভু হে, নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তওবা করিতেছি)। ইয়াহূদীরা যেহেতু এইভাবে বারংবার তওবা করিয়াছিল, তাই উক্ত নাম হইয়াছে। অথবা তাহারা পরস্পর মমত্ববোধের স্থায়ী ডোরে আবদ্ধ বিধায় তাহাদের 'ইয়াহূদী' নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াহূদার নামানুসারে তাহার বংশধররা ইয়াহূদী নামপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আবূ আমর ইব্ন আ'লা বলেন ঃ التهود অর্থ নড়াচড়া করা। ইয়াহূদীরা যেহেতু হেলিয়া-দুলিয়া তাওরাত তিলাওয়াত করিত তাই তাহারা ইয়াহূদী নামে খ্যাত হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ নাসারা নামে পরিচিত। التناصر অর্থ একে অপরকে সাহায্য করা। নাসারারা একে অপরকে সাহায্য করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা নাসারা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদের অপর নাম 'আনসার' উহার অর্থ সাহায্যকারী। হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন ঃ مَنْ اَنْصَارِى اِلَى اللّٰه (কাহারা আমাকে আল্লাহ্র পথে সাহায্য করিবে?) ঃ হাওয়ারীগণ তখন বলিয়াছিল ঃ نَحْنُ اَنْصَارِى اِلَى اللّٰه – আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। এই কারণে ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ আনসার নামে খ্যাত হয়। কেহ কেহ

বলেন– নাসারা জাতি শুরুতে 'নাসিরা' নামক স্থানে অবস্থান করিত বলিয়া তাহারা 'নাসারা' খ্যাতি পাইয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্‌ন জুরায়জ এই মতের প্রবক্তা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। النصارى শব্দটি النصران শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় এই ওযনের শব্দের অনুরূপ বহুবচন হইয়া থাকে। যেমন النشوان হইতে النشاوى ও السكران হইতে السكارى ইতাদি। উহা স্ত্রীলিঙ্গে النصرانة (নাসরানী মহিলা) হয়। যেমন কবি বলেন ঃ نصرانة لم يحنف (তাওহীদ গ্রহণ করে নাই এমন নাসরানী মহিলা)।

নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) তথা কুরআন মজীদের উপর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা 'মু'মিন' নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ ও সুদৃঢ় হইয়াছে। তাহারা অতীত নবীদের উপর ও ভাবী অদৃশ্য ঘটনাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তাই তাহারা স্বভাবতই 'মু'মিন' নামে খ্যাত হইয়াছে। الصابئ শব্দের বহুবচন হইল الصابئين ও الصابئون (ধর্ম পরিবর্তনকারী)। তাহারা কাহারা? এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে লায়ছ ইব্‌ন আবূ সালীম ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ 'সাবেঈন সম্প্রদায় ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক সম্প্রদায়ের মত কোন ধর্মানুসারী সম্প্রদায় নহে। তাহারা ধর্মহীন সম্প্রদায় বিশেষ।' ইব্‌ন আবূ নাজীহও কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আতা এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, আবূ শা'ছা, জাবির ইব্‌ন যায়দ, যিহাক ও ইসহাক ইব্‌ন্ রাহবিয়াহ বলেন ঃ

'সাবেঈনরাও আহলের কিতাবের একটি শাখা। তাহারা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ 'যবূর' কিতাব পড়িয়া থাকে।'

এই ব্যাখ্যার আলোকেই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম ইসহাক বলেন– সাবেঈদের জবাই করা গোশত খাওয়া ও তাহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করা হালাল।

মিতরাফের বরাত দিয়া হাশিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিতরাফ বলেন ঃ

'একদা আমরা হাকাম ইব্‌ন উৎবার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন কূফার এক ব্যক্তি বলিলেন যে, হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন– 'সাবেঈগণ অগ্নিপূজকদের মতই এক সম্প্রদায়।' ইহা শুনিয়া হাকাম বলিলেন– 'আমি কি ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করি নাই ?'

হাসান বসরী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুআবিয়া ইব্‌ন আবদুল করীম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী বর্ণনা করেন ঃ 'সাবেঈগণ ফেরেশতা উপাসক এক সম্প্রদায়।'

হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে সুলায়মান, মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'একদা কূফার শাসনকর্তা যিয়াদের নিকট বলা হইল, সাবেঈগণ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। তাই তাহাদের জিযিয়া কর প্রত্যাহার করা হউক। ইহা শুনিয়া তিনি জিযিয়া প্রত্যাহারের মনস্থ করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট খবর আসিল যে, তাহারা ফেরেশতা উপাসক সম্প্রদায়।

আবূ জা'ফর রাযী বলেন ঃ 'আমি জানিতে পাইয়াছি যে, সাবেঈগণ ফেরেশতা পূজা করে, যবূর তিলাওয়াত করে ও কিবলামুখী হইয়া নামায পড়ে। কাতাদাহ হইতে সাঈদ ইব্ন আরূবাহ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবূ যানাদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ যানাদ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'সাবেঈগণ ইরাকের নিকটবর্তী 'কাওছা' নামক স্থানের অধিবাসী। তাহারা সকল নবীর উপর ঈমান রাখে, বৎসরে ত্রিশদিন রোযা রাখে ও প্রতিদিন পাঁচবার ইয়ামান দেশের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ে।'

একদা ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহর নিকট সাবেঈদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ 'তাহারা একত্ববাদী। তাহাদের নিকট আমল করিবার কোন কিতাব নাই। তথাপি তাহারা কোন কুফরী করে না।'

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈরা মোসেল দ্বীপের অধিবাসী এক ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা একত্ববাদী। 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নাই'– এইটুকুই তাহারা জানে ও মানে। তাহারা কোন নবী বা আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে না। তাহাদের এই একত্ববাদের সহিত মুসলমানদের সাদৃশ্যের কারণে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে সাবেঈ বলিত।

ভাষাবিদ খলীল বলেন– সাবেঈগণ নাসারাদের মতই একটি ধর্ম বিশ্বাসী সম্প্রদায়। তাহারা দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া নামায পড়ে এবং নিজদিগকে নূহ (আ)-এর অনুসারী মনে করে।

মুজাহিদ, হাসান ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ সাবেঈদের ঈমান-আকীদা ইয়াহুদী ও অগ্নিপূজকদের ঈমান-আকীদার সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের জবাই করা পশু খাওয়া বা তাহাদের নারীগণকে বিবাহ্ করা মুসলমানদের জন্য হালাল ও জায়েয নহে।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ জনৈক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সাবেঈ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামতের আলোকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা তাওহীদপন্থী হলেও নক্ষত্রকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ও মানব জীবনে প্রভাব বিস্তারক বলিয়া মনে করে।

আবূ সাঈদ ইস্তাখরীর নিকট সাবেঈদের সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়া হইলে তাহাদের উপরোক্ত আকীদার কারণে তিনি তাহাদিগকে 'কাফির' বলিয়া ফতোয়া দেন।

ইমাম রাযী বলেন– সাবেঈগণ এই বিশ্বাসে নক্ষত্রপূজা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্রমণ্ডলীকে দোয়া ও ইবাদতের কা'বা বা লক্ষ্যস্থল বানাইয়াছেন। অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'আলা এই বস্তুজগতের পরিচালনার দায়িত্ব নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম রাযীর উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'কাশরানী' গণকে সাবেঈন বলা যায়। কাশরানীগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের নক্ষত্রপূজারী সম্প্রদায়। তিনি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন।

একদল আহলে ইলম বলেন ঃ যাহাদের নিকট কোন নবীর দাওয়াত পৌঁছে নাই তাহারাই 'সাবেঈন' নামে খ্যাত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সাবেঈগণ সম্পর্কে মুজাহিদ ও তাঁহার অনুগামীবৃন্দ এবং ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তাঁহারা বলেন ঃ 'সাবেঈগণ ইয়াহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও মুশরিকদের মত কোন ধর্ম মানিয়া চলে না। তাহারা সহজাত আকীদা-বিশ্বাস ও তদনুরূপ আমল-আখলাকের একটি সম্প্রদায়। যেহেতু তাহারা প্রচলিত সকল ধর্মমত হইতে মুক্ত থাকে, তাই মক্কার মুশরিকরা মুসলমানগণকে প্রচলিত সকল ধর্মমত অস্বীকার করার কারণে 'সাবেঈ' নাম দিয়াছিল।' আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

বনী ইসরাঈলের অবাধ্যতা ও শাস্তি

(٦٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

(٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬৩. আর যখন আমি তোমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম ও তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া (বলিলাম) আমি যাহা প্রদান করিতেছি তাহা শক্ত হাতে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। তাহা হইলে হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাইবে।

৬৪. অতঃপর তোমরা এই অঙ্গীকার হইতে ফিরিয়া গিয়াছ। যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা না হইত তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ ও তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারটি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের নিকট হইতে তাওহীদে অবিচল থাকা, তাওরাত আঁকড়াইয়া ধরা ও নবীগণকে অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং নবীর পর নবী পাঠাইয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনার চেষ্টা করেন।

বনী ইসরাঈলদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরার কথা নিম্ন আয়াতে সবিস্তারে রহিয়াছে ঃ

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّ ظَنُّوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

'আর যখন আমি তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিলাম যেন উহা একটি চাঁদোয়া ছিল আর তাহারা ভাবিতেছিল উহা তাহাদের মাথার উপর পতিত হইবে। (আমি বলিলাম) আমি যাহা (তাওরাত) প্রদান করিতেছি তাহা শক্ত হাতে আঁকড়াইয়া রাখ আর উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। হয়ত তোমরা পরিত্রাণ পাইবে।'

الطور। অর্থ পর্বত বা পাহাড়। সূরা আ'রাফের এতদসংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, যিহাক, রবী' ইব্ন আনাস প্রমুখ তাফসীরকারগণ الطور। শব্দের উক্ত অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনা মতে الطور। অর্থ উদ্ভিদ উৎপাদনক্ষম পাহাড় বা পর্বত। যে পাহাড় বা পর্বতে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না উহাকে 'তূর' বলা হয় না।

ফিতনা সম্পর্কিত এক হাদীছে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈলগণ যখন আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য অস্বীকার করিতেছিল, তখন তাহাদের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

সুদ্দী বলেন– তাহারা সিজদা করিতে অসম্মত হইলে আল্লাহ্ পর্বতকে তাহাদের উপর নিপতিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। পর্বত তাহাদিগকে প্রায় আবৃত করিয়া ফেলিল। তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া গেল। তাহারা দেহের এক পার্শ্ব মাটিতে রাখিয়া সিজদা করিতেছিল ও অন্য পার্শ্ব উপরের দিকে রাখিয়া পতনোন্মুখ পাহাড়ের দিকে তাকাইতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিলেন। তাহাদের উপর হইতে পর্বত অপসারণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল– আল্লাহ্র কসম! যেই সিজদার ফলে গযব ও আযাব অপসৃত হইল, কোন সিজদাই আল্লাহ্র নিকট উহা হইতে প্রিয় হইতে পারে না। তাই এখনও তাহারা সেইরূপে সিজদা করিয়া থাকে। এই ঘটনাই وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান বলেন– خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে যে তাওরাত কিতাব দান করিলাম উহা মজবুতভাবে ধারণ কর।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন– بِقُوَّةٍ অর্থাৎ আনুগত্যের সহিত।

মুজাহিদ বলেন ঃ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ উহা আমল করিয়া।

কাতাদাহ বলেন ঃ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ ঃ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা শক্ত হাতে ধরিয়া রাখ। নতুবা তোমাদের মাথার উপর পর্বত নিক্ষেপ করিব। তাই তাহারা আল্লাহ্র কালাম শক্তভাবে ধরিয়া রাখার অঙ্গীকার করিল।

আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ وَاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ অর্থাৎ তাওরাতে যাহারা কিছু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা তিলাওয়াত কর ও আমল কর। ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ অর্থাৎ সুদৃঢ় অঙ্গীকারের পর তোমরা তাহা ভঙ্গ করিয়াছ।

فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদিগকে কৃপার দৃষ্টিতে না দেখিতেন এবং তোমাদের কাছে নবী-রসূলগণকে না পাঠাইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

(٦٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ۝

(٦٦) فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

৬৫. আর তোমাদের যাহারা শনিবারে বাড়াবাড়ি করিয়াছিল অবশ্যই তোমরা তাহাদিগকে জান। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম– 'লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।'

৬৬. অতঃপর আমি উহাকে সমসাময়িক ও পরবর্তী লোকদের জন্য একটি উদাহরণ ও উপদেশ বানাইলাম।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে ইয়াহুদীদের শনিবার সম্পর্কিত বিধান অমান্য করা, পরিণামে তাহাদের বানর হইয়া যাওয়া ও উহা সকলের জন্য উপদেশ হওয়া, প্রধানত এই তিনটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তাই এই দিনে সমুদ্রোপকূলের জলাভূমিতে প্রচুর মৎস্যের সমাগম হইত। উহার সন্নিহিত জনপদের ইয়াহুদী বাসিন্দারা উক্ত মৎস্য শিকারের এক ফন্দি বাহির করিল। শনিবারে তাহারা মৎস্য সমাগমের জলাভূমি আবদ্ধ করিয়া রাখিত। শনিবারের পরে তাহারা আবদ্ধ মৎস্যগুলি ধরিয়া আনিত। তাহাদের এই বাঁদরামী ফন্দির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বানর বানাইয়া দিলেন।

মানুষ ও বানরের বাহ্যিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেরূপ মানুষ ও বানর এক নহে, তেমনি শনিবারে আবদ্ধ করিয়া রবিবারে মাছ ধরাটা বাহ্যত বৈধ দেখাইলেও মূলত বৈধ ছিল না। বানর-মানুষের সাদৃশ্যরূপ বৈধ-অবৈধের এই সাদৃশ্যটিকে কৌশল হিসাবে ব্যবহারের অপরাধে তাহাদিগকে বানরে রূপান্তরিত করা হয়।

সূরা আ'রাফের নিম্নোক্ত আয়াতে উহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَأْتِيْهِمْ ـ كَذَالِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

'আর তাহাদিগকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, যখন তাহারা শনিবারের বিধানের সীমার লঙ্ঘন করিয়াছিল। মৎসগুলি শনিবারে আসিয়া তাহাদের কাছে ভীড় জমাইত এবং অন্যান্য দিন আসিত না। পাপাসক্তদের আমি এইভাবেই পরীক্ষা করি।'

সুদ্দী বলেন– আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত জনপদটির নাম 'ঈলা'। কাতাদাহও তাহাই বলেন। সূরা আ'রাফে ইনশাআল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীরকারের মতামত সবিস্তারে আলোচনা করিব। এই ব্যাপারে আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করিতেছি।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের যাহারা শনিবারের বিধানের সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদের আযাবের কথা অবশ্যই তোমরা জান।

فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ পরিণামে তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও। মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, শিব্ল, আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'সেই ইয়াহুদীরা বাহ্যত বানর হয় নাই। তবে তাহাদের অন্তঃকরণ বানরের অন্তঃকরণ হইয়া গিয়াছিল।' উহা আল্লাহ্ তা'আলার উদাহরণ ও সাদৃশ্যমূলক নির্দেশ ছিল। যাহার অর্থ বানরের চরিত্রের অধিকারী হও। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র এইরূপ উদাহরণমূলক বক্তব্য পেশ করেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا 'তাহাদের উদাহরণ হইল গর্দভ যাহা শুধু কিতাবের বোঝা বহন করে।'

মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ নাজীহ, ঈসা, আবূ হুযায়ফা, মুহাম্মদ ইব্ন উমর বাহিলী আবূ আসিম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উহার সনদ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তবে আলোচ্য আয়াত ও এতদসম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত দ্বারা স্পষ্টত যাহা প্রতীয়মান হয় মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা তাহার পরিপন্থী। তাই অন্যান্য তাফসীরকার তাঁহার ব্যাখ্যা সমর্থন করেন নাই। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَالِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ـ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتِ ـ

'তুমি বল, উহা হইতে নিকৃষ্টতম পরিণাম ও প্রতিদানের কথা আমি কি তোমাদিগকে অবহিত করিব? তাহা হইল যাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করিয়াছেন ও গযব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহাদের একদলকে বানর-শূকর বানাইয়াছেন ও অপর দলকে শয়তানের দাসে পরিণত করিয়াছেন।'

আওফী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হযরত আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোককে বানর ও শূকর বানাইয়াছিলেন। তাহাদের যুবকরা বানর ও বৃদ্ধরা শূকর হইয়াছিল।'

কাতাদাহ হইতে বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ শায়বান আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ বনী ইসরাঈলদের নর ও নারী উভয় শ্রেণীর মধ্য হইতে একদল বানর হইয়া লেজ নাড়াইতে লাগিল।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ তাহাদিগকে বলা হইল– 'হে জনপদের বাসিন্দাবৃন্দ! তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও।' তাহারা তাহাই হইল। তাহাদিগকে যাহারা সীমালঙ্ঘন করিতে বারণ করিয়াছিল তাহারা তাহাদের নিকট গিয়া বলিল– হে অমুক অমুক! আমরা কি তোমাদিগকে নিষেধ করি নাই? 'তাহারা মাথা নাড়িয়া 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিল।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম তায়েফী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন রবীআ, আলী ইব্‌ন হাসান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'যাহারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বানর বানাইয়া অত্যল্পকাল জীবিত রাখেন। তাহারা বানর হইয়া বংশবৃদ্ধির পূর্বেই মারা যায়। তাই তাহাদের কোন বংশধর নাই।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা একদল বনী ইসরাঈলকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে বানর বানাইয়াছিলেন। এই ধরনের রূপান্তরিত প্রাণী কখনও তিন দিনের বেশী বাঁচে না। তাহারাও মাত্র তিনদিন বাঁচিয়া ছিল। দুশ্চিন্তায় তাহারা পানাহার ও প্রজনন ক্রিয়ার কোনটিই তখনও করে নাই।' কুরআনের অন্যত্র আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বানর-শূকরসহ সমগ্র সৃষ্টি মাত্র ছয় দিনে সম্পন্ন করেন। তাহাদিগকে বানর-শূকর বানাইয়াছেন মুহূর্তের মধ্যে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা যেরূপে চাহেন করিতে পারেন।

আবুল আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন ঃ قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ অর্থাৎ ঘৃণ্য বানর সকল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী' ও আবূ মালিক হইতেও উহার অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবুল হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য যেভাবে জুম'আর দিনকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছেন, তেমনি বনী ইসরাঈলদের জন্যও উহাকে (সাপ্তাহিক) উৎসবের দিন বানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অমান্য করিয়া শনিবারকে তাহাদের উৎসবের দিন বানাইল। সেই দিনটিকে তাহারা বিরাট মর্যাদার দিন মনে করিত। তাহাদের এই মনগড়া মর্যাদার দিনটি তাহারা কিছুতেই ছাড়িতে রাযী হইল না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ অন্যান্য দিন যাহা তাহাদের জন্য বৈধ শনিবারে তাহা অবৈধ করিলেন। তাহারা ছিল 'ঈলা' ও 'তূর' পাহাড়ের মধ্যবর্তী মাদায়েন এলাকার বাসিন্দা। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য শনিবারে মৎস্য শিকার ও ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। অথচ শনিবারেই সমুদ্র উপকূলবর্তী তাহাদের এলাকার জলাশয়ে মৎসকুল বিপুল সংখ্যায় আসিয়া জমায়েত হইত। শনিবার পার হইলেই সেইগুলি অদৃশ্য হইত। আবার শনিবার আসিলে সংগোপনে সমবেত হইত। এইভাবে দীর্ঘদিন দেখিয়া মৎস্যানুরাগীরা ধৈর্য হারাইল। একদিন তাহাদের একজন গোপনে একা শনিবারে একটি মাছ ধরিয়া উহা সুতায় বাঁধিয়া একটি খুঁটির সহিত জুড়িয়া রাখিল। পরদিন উহা তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেল। ভাবখানা এই— যেন সে শনিবারে মাছ ধরে নাই। এইরূপে সে পরবর্তী শনিবারেও করিল। ইত্যবসরে তাহার মৎস্য পাক ও ভক্ষণের ঘ্রাণ পাইয়া অন্যরা বলিল– আমরা তোমার চালাকি বুঝিতে পারিয়াছি। অতঃপর তাহারাও সেই পথ অনুসরণ করিল। এইভাবে কিছুদিন গোপন কারবার চলিল। তখনও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। অতঃপর তাহারা বেপরোয়া হইয়া শনিবারে প্রকাশ্যে মাছ ধরিয়া হাট-বাজারে বেচা-কেনা আরম্ভ করিল। এতদ্দর্শনে তাহাদের পুণ্যবানরা নিষেধ করিতে লাগিল এবং তাহা সত্ত্বেও তাহারা উহা

চালাইতে লাগিল। যাহারা নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়া মাছও ধরিত না, নিষেধও করিত না, তাহারা নিষেধকারীগণকেও ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়িয়া নীরব ভূমিকা গ্রহণের আহবান জানাইল। তাহাদের যুক্তি ছিল এই যে, যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি দিবেন কিংবা ধ্বংস করিবেন তাহারা কিছুতেই উপদেশ শুনিবে না। কিন্তু বারণকারীরা যুক্তি দেখাইল যে, তাহারা শুনুক বা না শুনুক, আমরা আমাদের দায়িত্বে অবহেলার জন্য আল্লাহ্র দরবারে পাকড়াও হইব না। তাহা ছাড়া উপদেশ শুনিতে শুনিতে হয়ত তাহাদের ভিতরেও শুভ বুদ্ধির উদয় হইবে।

একদিন বনী ইসরাঈলদের এক জমায়েতে হাজির হইয়া ফরমাঁবরদারগণ নাফরমানদিগকে অনুপস্থিত দেখিতে পাইল। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিয়া তাহাদের খোঁজখবর লইতে গেল। তাহারা ভাবিয়াছিল, হয়ত কোন জরুরী কাজে জড়াইয়া সেই লোকগুলি উপস্থিত হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা গিয়া দেখিতে পাইল, তাহারা রাত্রিতে যে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া নিদ্রা গিয়াছিল তাহা সবই বন্ধ রহিয়াছে। উহার ফাঁক দিয়া তাহারা দেখিতে পাইল যে, তাহাদের নর-নারী ও শিশু সকলেই বানর হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে সুস্পষ্ট না জানাইতেন যে, তাহাদের নিষেধকারীরা মুক্তি পাইয়াছে, তাহা হইলে বলিতাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ আয়াতাংশে যে জনপদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা সেই জনপদের অধিবাসী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাকও প্রায় অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বনী ইসরাঈলগণ 'ঈলা' নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। উক্ত জনপদটি সমুদ্র তীরবর্তী একটি জনপদ ছিল।' আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের জন্য শনিবারে কোন কাজ করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অথচ সেইদিন সমুদ্রের অজস্র মাছ আসিয়া তাহাদের এলাকায় জড়ো হইত। সংখ্যাধিক্যের কারণে সেইগুলির গোঁফ পানিতে ভাসিতে থাকিত। শনিবার পার হইলেই তাহারা গভীর সমুদ্রে চলিয়া যাইত। এই মাছ সম্পর্কিত ঘটনাই আল্লাহ্ তা'আলা وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَأْتِيْهِمْ আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উহারা শুধু শনিবারে সমবেত হইত এবং অন্যান্য দিন উধাও হইত।

এতদ্দর্শনে কিছু লোক মাছের প্রতি প্রলুব্ধ হইল। তাহারা সমুদ্রোপকূলে জলাশয় গড়িয়া সমুদ্রের সহিত সংযোগ খাল রাখিল। শনিবারে উহা খোলা রাখিত। সমুদ্রের ঢেউ মাছগুলিকে ঠেলিয়া সংযোগ খাল দিয়া জলাশয়ে পৌঁছাইত। ঢেউ নামিয়া গেলে সংযোগ খালে পানির স্বল্পতার দরুন মাছগুলি আর যাইতে পারিত না। রবিবার দিন আসিয়া তাহারা উহা ধরিয়া নিত। তাহাদের বাড়ীতে যখন মাছ ভাজা হইত, গন্ধ পাইয়া প্রতিবেশীরা জানিয়া ফেলিত, ফলে তাহারাও সেইভাবে মাছ ধরা শুরু করিত। এইভাবে গোটা এলাকায় শনিবারে মাছ ধরার কাজ ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এই পাপাচারে শংকিত আলিমগণ তাহাদিগকে বলিলেন– হায়, হায়, শনিবারে মাছ ধরা তোমাদের জন্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা তাহা করিতেছ? তাহারা জবাব দিল– কৈ না তো? আমরা তো রবিবারে মাছ ধরি। আলিমরা বলিলেন–

তোমরা যেহেতু শনিবারে সংযোগ খাল খোলা রাখিয়া মাছ ঢুকিতে দিয়া শনিবারেই উহা বন্ধ করিয়া মাছ আটক কর, তাই শনিবারেই তোমাদের মাছ ধরা হইতেছে। তাহারা আলিমদের এই যুক্তি মানিল না এবং নির্দ্বিধায় পাপ কার্য চালাইতে লাগিল। এই নিষেধকারী আলিমগণকে অন্য একদল আলিম বলিলেন ঃ

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا نِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا 'কেন অনর্থক সেই জাতিকে উপদেশ দিতে যাও যাহারা উপদেশ শোনে না? তাহাদিগকে আল্লাহ্‌ই ধ্বংস করিবেন এবং কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।'

তাহারা জবাবে বলিলেন ঃ

مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ 'তোমাদের প্রভুর কাছে (দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত) কৈফিয়তের জবাব দিতে পারিব এবং তাহারা হয়ত সতর্ক হইয়া যাইবে এই আশায় উহা করিতেছি।'

ফরমাঁবরদার বান্দাগণ যখন নাফরমানদিগকে কোনমতেই নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাহারা বলিলেন, আমরা তোমাদের সহিত এক সঙ্গে বাস করিব না। এই বলিয়া তাহারা দেওয়াল খাড়া করিয়া জনপদটি বিভক্ত করিয়া লইলেন। ফরমাঁবরদার ও নাফরমানদের যাতায়াতের সদর দরজাও পৃথক হইয়া গেল। একদিন অনুগত দল গ্রামে বাহির হইয়া অবাধ্যগণের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তাহাদের সদর দরজাও বন্ধ দেখিতে পাইল। তখন তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া গিয়া দেখিল, তাহারা সকলেই বানর হইয়া গিয়াছে এবং একটি অপরটির উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। তখন অনুগত দল অবাধ্যগণের সদর দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলি বাহির হইয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ 'তাহারা যখন নিষিদ্ধ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করিল, তখন আমি বলিলাম, তোমরা ঘৃণ্য বানর হইয়া যাও।'

নিম্নোক্ত আয়াতেও তাহাদের অভিশপ্ত হওয়ার কথা রহিয়াছে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

'বনী ইসরাঈলগণের যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা দাউদ ও ঈসা ইব্‌ন মরিয়ামের মুখে অভিশপ্ত হইয়াছিল।'

সুদ্দী বলেন– উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত কাফিরগণই বানরে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, বিভিন্ন তাফসীরকারের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া আমি ইহার প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ যাহা বলিয়াছেন তাহা সকল তাফসীরকারের ব্যাখ্যার বিরোধী। সুতরাং মুজাহিদ যে বলিয়াছেন, তাহারা দৈহিক দিক দিয়া নহে, মানসিক দিক দিয়া বানর হইয়াছিল, তাহা ঠিক নহে। সঠিক অভিমত ইহাই যে, তাহারা দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়া বানর হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً 'অনন্তর আমি উহাকে দৃষ্টান্তমূলক বস্তু বানাইলাম।'

উপরোক্ত আয়াতাংশের এ সর্বনামটি কোন্ পদটির পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের ভিতরে মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন– উহা القردة। (বানরগুলি) পদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। অপরদল বলেন– উহা الحيتان। (মাছগুলির) শব্দের পরিবর্তে আসিয়াছে। কেহ বলেন– উহা القرية। (জনপদটি) পদের বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ আবার বলেন– العقوبة। (শাস্তিটি) পদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ইমাম ইব্ন জারীর তাঁহার তাফসীরে এই মতগুলির সন্নিবেশ ঘটাইয়াছেন। তবে সঠিক অভিমত এই যে, উহা القرية। পদের পরিবর্তে আসিয়াছে। তখন উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ পরিণামে আমি উক্ত জনপদকে (উহার বাসিন্দাসহ) সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন্ ঃ

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى 'পরিণামে আল্লাহ্ তাহাকে (ফিরাউনকে) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক বস্তু বানাইলেন।'

এখানেও তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا ... ... 'জনপদটি সেকালের মানুষ ও পরবর্তীকালের মানুষের জন্য উহা দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইল।'

لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল সেই জনপদের সম্মুখভাগ ও পশ্চাৎভাগে অবস্থিত তখনকার জনপদসমূহ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়রও প্রায় তদ্রূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন– তখন যাহারা সেখানে ও আশে-পাশে ছিল। অনুরূপ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ 'আর নিশ্চয় আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদসমূহ ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং বারবার নিদর্শনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আসে।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا - اَفَهُمُ الْغَالِبُوْنَ 'তাহারা কি দেখে না যে, আমি উহার (মক্কার) চতুষ্পার্শ্বের ভূমি (মুশরিকদের জন্য) ক্রমশ সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। ইহার পরেও কি তাহারা জয়ী হইবে?'

ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, কাতাদাহ ও আতিয়্যা আওফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বলেন– ما بينها অর্থাৎ উহার পূর্ববর্তী লোকগণ। আবুল আলীয়া, রবী' ও আতিয়্যা বলেন– وما خلفها অর্থাৎ অবাধ্যগণের ধ্বংসের পর অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলগণ। উক্ত তাফসীরকারদের মতে, فَجَعَلْنٰهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا অর্থ এই দাঁড়ায় ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের লোকদের জন্যে উপদেশের বস্তু বানাইয়াছেন।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উহা পরবর্তী কালের লোকদের জন্য উদাহরণ অবশ্যই হইতে পারে, কিন্তু উহার পূর্ববর্তী লোকদের জন্য উপদেশের বিষয় হইতে পারে না। এইরূপ ব্যাখ্যাকে কেহই বাস্তব ও সঠিক ব্যাখ্যা মনে করিতে পারে না। তাই বলা যায় যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের ব্যাখ্যাই সঠিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবুল আলীয়া হইতে পর্যায়ক্রমে রবী' ইব্‌ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বলেন ঃ

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অতীতের পাপসমূহের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিলেন।

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, ফার্‌রা এবং ইব্‌ন আতিয়্যা বলিয়াছেন ঃ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপরাধ ও পরবর্তীকালের লোকদের অনুরূপ অপরাধের জন্য উক্ত শাস্তি নির্ধারণ করিলেন।

ইমাম রাযী উক্ত আয়াতাংশের বিভিন্ন তাফসীরকার বর্ণিত তিনটি তাৎপর্য উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালের লোকদের জন্য উপদেশের বস্তু বানাইয়াছেন। পূর্ববর্তীকালের লোকেরা কিরূপে উপদেশ লাভ করিল? তাহারা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে পরবর্তীকালের এই ঘটনা জানিতে পাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত জনপদকে উহার আশে-পাশের জনপদের জন্য উদাহরণ দাঁড় করাইলেন।

(৩) আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শাস্তিকে তাহাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল অপরাধের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বানাইলেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি, ইমাম রাযীর উদ্ধৃত তিনটি তাৎপর্যের ভিতর দ্বিতীয় তাৎপর্যটিই সঠিক ও বাস্তব। অনুরূপ অর্থে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى 'নিশ্চয় আমি তোমাদের আশে-পাশের জনপদ ধ্বংস করিয়াছি।'

তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ -

'কাফিরগণ যে অপরাধ করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের উপর অথবা তাহাদের আবাসভূমি সংশ্লিষ্ট এলাকার উপর আকস্মিক বিপদপাত ঘটার রীতি অব্যাহত থাকিবে।'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِى الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا 'তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আমি (মুশরিকদের) ভূখণ্ড চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি।'

উপরোল্লেখিত বিশুদ্ধ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, 'আর আমি উহাকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্যও উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত বানাইলাম।'

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীরু লোকদের জন্য উপদেশের বিষয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ, ইব্‌ন হাসীন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন– 'কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আসিবে তাহাদের সকলের জন্য আমি উহাকে উপদেশের বস্তু বানাইয়াছি।' হাসান এবং কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

সুদ্দী ও আতিয়্যা বলেন– এখানে 'মুত্তাকীন' অর্থ উম্মতে মুহাম্মদী। আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি– এখানে موعظة অর্থ সতর্ককারী বস্তু বা বিষয়। তাই আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ হইবে, আমি উহাকে মুত্তাকীদের জন্য সতর্ককারী বিষয় বানাইয়াছি যেন উহা দেখিয়া তাহারা সতর্ক হয় এবং কোনরূপ কূট-কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাপকার্যে লিপ্ত না হয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালিমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ্ জাফরানী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ও ইমাম আবূ আবদিল্লাহ ইব্‌ন বাত্তা বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ ইয়াহূদীগণ যেইরূপ কূট-কৌশল ও কপট যুক্তির আশ্রয় লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত হারাম কাজকে হালাল করিয়াছে, তোমরা কখনও সেইরূপ করিও না।

উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহার অন্যতম রাবী আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমকে হাফিজ আবূ বকর খতীব বাগদাদী 'বিশ্বস্ত' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যান্য রাবীরা বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁহারা নির্ভরযোগ্য রাবী হবার শর্তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(٦٧) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

৬৭. আর যখন মূসা তাহার জাতিকে বলিল, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিতে আদেশ করিতেছেন।' তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের সহিত তামাশা করিতেছ?' মূসা বলিল, 'আউযু বিল্লাহ, আমি তো তাহা হইলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন– হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! আমার সেই অলৌকিক নিআমতের কথা স্মরণ কর যাহার মাধ্যমে তোমরা একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশের আঘাতে তোমাদের নিহতকে জীবিত করিয়া তাহার হত্যাকারীকে চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইয়াছ।

বিস্তারিত ঘটনা

উবায়দা সালমানী হইতে যথাক্রমে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন, হিসাম ইব্‌ন হাস্‌সান, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সারাহ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ভিতর একজন নিঃসন্তান ব্যক্তি ছিল। সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিল। তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র। এক রাত্রে সে পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া তাহার লাশ স্বগোত্রের জনৈক ব্যক্তির গৃহের সামনে রাখিয়া দিল। সকালে উঠিয়া সেই ব্যক্তি ও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে তাহার পিতৃব্য হত্যার অভিযোগ আনয়ন করিল। ফলে দুই দলের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হইল। তখন বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বলিলেন– তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা পরস্পরকে হত্যা করিতেছ? ইহা শুনিয়া তাহারা সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বলিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً 'তোমাদিগকে আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই একটি গাভী যবেহ করিতে আদেশ করিতেছেন।' তাহারা ইহা শুনিয়া বলিল ঃ

أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا 'তুমি কি আমাদের সহিত উপহাস করিতেছ?'

তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ 'আউযু বিল্লাহ, তাহা হইলে তো আমি জাহিলদের দলভুক্ত হইব।'

অতঃপর উবাইদা সালমানী বলেন ঃ 'তাহারা কোন প্রশ্ন না তুলিয়া যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলে চলিত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কষ্টসাধ্য নির্দেশ ডাকিয়া আনিল। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাদিগকে দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। তাহারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া এমন এক বিশেষত্বপূর্ণ গাভী যবেহের জন্য আদিষ্ট হইল, যাহা সারাদেশে মাত্র একটিই ছিল এবং উহার মালিক সুযোগ বুঝিয়া উহার চামড়ার থলিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ ধরানো যায় তাহাই উহার মূল্যস্বরূপ দাবী করিল। সে পরিষ্কার ঘোষণা করিল– আল্লাহ্‌র কসম! ইহার কমে আমি গাভী বিক্রয় করিব না। অগত্যা তাহারা সেই মূল্যে গাভী খরিদ করিল। তারপর উহা যবেহ করিয়া উহার একটি অংশ মৃত ব্যক্তির দেহে লাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল– তোমার হত্যাকারী কে? সে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখাইয়া বলিল– এই ব্যক্তি। ইহা বলিয়াই সে মরিয়া গেল। ফলে হন্তা ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সম্পত্তির সামান্যতম অংশও পাইল না। এই ঘটনার পর হইতে আর কোন হত্যাকারী নিহতের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় নাই।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর প্রায় অনুরূপ আরেকটি রিওয়ায়েত উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন হইতে উর্ধ্বাংশে অভিন্ন ও নিম্নাংশে আইউব ও অন্যান্য রাবীর ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আব্দ ইব্ন হামীদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহাকে অন্যতম রাবী ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আদম ইব্ন আবূ ইয়াস নিজ তাফসীরে উহার অপর এক রাবী হিশাম ইব্ন হাস্সান হইতে উর্ধ্বাংশ অভিন্ন সনদে ও নিম্নাংশে আবূ জা'ফর রাবীর সনদে উহা বর্ণনা করেন।

আবুল আলীয়া হইতে যথাক্রমে আবূ জা'ফর রাযী ও আদম ইব্ন আবূ ইয়াস নিজ নিজ তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে নিঃসন্তান এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার এক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। একদিন সে আশু সম্পদ লাভের আশায় তাহাকে হত্যা করিয়া চৌরাস্তার মোড়ে লাশটি রাখিয়া দিল। অতঃপর সে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে আল্লাহ্র নবী! আমার নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নিহত হইয়াছে। ফলে আমার উপর এক বড় বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। আমার আত্মীয়ের হত্যাকারীকে আপনি ছাড়া কেউ চিহ্নিত করিতে পারিবে না।

মূসা (আ) তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন- আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়া বলিতেছি, এই ব্যাপারে কাহারও কিছু জানা থাকিলে সে যেন অবশ্যই আমাকে জানায়। তাহাদের কাহারও এই ব্যাপারে কিছু জানা না থাকায় তাহারা কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন নিহতের নিকটাত্মীয় ব্যক্তিটি আরয করিল- হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমার আত্মীয়ের হন্তার নাম বলিয়া দেন। সে মতে মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিতেছেন। বনী ইসরাঈলগণ অবাক হইয়া বলিল- اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا আপনি কি আমাদের সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? তিনি বলিলেন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ 'আউযু বিল্লাহ, আমি তাহা হইলে জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

তখন তাহারা বলিল ঃ اُدْعُوْا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর পরিচয় বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা হইবে, না যুবতী? বরং উহা হইবে মাঝামাঝি বয়সের। এখন তোমরা তোমাদের জন্য আদিষ্ট কাজটি কর।

তাহারা আবার বলিল ঃ

اُدْعُوْا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا অর্থাৎ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর রঙ বলিয়া দেন।

তিনি বলিলেন ঃ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় প্রভু বলিতেছেন, উহা হলুদ রঙের গাভী। উহার রঙ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইবে যেন দর্শকদের চোখ তৃপ্ত হয়।

তাহারা তখন বলিল ঃ

اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِىَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে আদিষ্ট গাভীটির পূর্ণ পরিচয় দান করেন। কারণ, উহার পরিচয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ আমরা অবশ্যই চিনিতে পারিব।

তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الاَرْضَ وَلاَتَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيْهَا -

অর্থাৎ প্রভু বলিতেছেন, উহা এমন নিখুঁত গাভী হইবে যাহা লাঙ্গল টানে না আর জমি সেচের কাজও করে না। উহাতে কোন দাগ থাকিতে পারিবে না এবং উহা হইবে পরিপূর্ণ সুস্থ ও সবল।

তাহারা তখন বলিল ঃ

الْاٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এতক্ষণে আপনি সঠিক পরিচয় প্রদান করিলেন। فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিল। মূলত তাহারা উহা করিতে প্রস্তুত ছিল না।

অতঃপর আবুল আলীয়া বলেন ঃ 'বনী ইসরাঈলরা গাভী যবেহ করিতে আদিষ্ট হইবার পর যদি কোন প্রশ্ন না তুলিয়া যে কোন একটি গাভী যবেহ করিত তাহাতেই অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া সহজ কাজটি কঠোর ও জটিল করিয়া নিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরতা ও জটিলতায় নিপতিত করিলেন। অবশেষে যদি তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্ গাভী চিনিতে পারিব' কথাটি না বলিত, তাহা হইলে কোনদিনই উদ্দিষ্ট গাভী পাইত না।

আবুল আলীয়া আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাভী জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া আর কাহারও নিকট ছিল না। মহিলাটিকে কতকগুলি ইয়াতীম শিশু-কিশোরের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করিতে হইত। যখন সে জানিতে পাইল যে, তাহার গাভীটি ছাড়া তাহাদের অন্য কোন গাভীতে কার্য সিদ্ধি হইবে না, তখন সে উহার জন্য চড়া মূল্য হাঁকিয়া বসিল। তাহারা বিষয়টি হযরত মূসা (আ)-এর গোচরে আনিল। তিনি বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা তো তোমাদিগকে একটি সহজ কাজের নির্দেশ দিয়াছিলেন। তোমরা নিজেরা উহাকে জটিল করিয়া লইয়াছ। এখন মহিলা যে দাম চায় সেই দাম দিয়াই খরিদ কর। তাহারা অগত্যা তাহাই করিল। অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিলে মূসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া দিল। তারপর আবার সে মৃত হইল। হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড হইল। হযরত মূসা (আ)-এর কাছে যে ব্যক্তি অভিযোগ নিয়া আসিয়াছিল সেই ব্যক্তিই হন্তা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপে তাহার পাপের শাস্তি প্রদান করিলেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদের পিতামহ, সাঈদের পিতৃব্য, সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'হযরত মূসা (আ)-এর কালে বনী ইসরাঈলদের ভিতর জনৈক নিঃসন্তান ধনাঢ্য বৃদ্ধ ছিল। তাহার কতিপয় ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। তাহারা ছিল দরিদ্র। তাহারাই তাহার ভাবী উত্তরাধিকারী ছিল। তাহারা বলাবলি করিত– আহা, আমাদের চাচা যদি মারা যাইত তাহা হইলে আমরা এক্ষুণি তাহার সম্পত্তি পাইয়া যাইতাম। কিন্তু এই সব আলোচনার পর যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে মরিল না, তখন তাহারা ধৈর্য হারাইল। এই সুযোগে শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে পরামর্শ দিল– তোমরা কি তোমাদের চাচাকে হত্যা করিয়া একদিকে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে ও অন্যদিকে তাহাকে পার্শ্ববর্তী শহরের কাছে ফেলিয়া আসিয়া সেখানকার বাসিন্দাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পার না?

উল্লেখ্য যে, তৎকালে বনী ইসরাঈলগণ পাশাপাশি দুইটি শহরে বাস করিত। কোন নিহত ব্যক্তির লাশ দুই শহরের মধ্যবর্তী রাস্তায় পাওয়া গেলে উহা যে শহরের অধিকতর নিকটে পাওয়া যাইত, হত্যাকারীর হদিস না পাওয়া গেলে সেই শহরের বাসিন্দাগণকেই নিহতের আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত। যাহা হউক বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাকে হত্যা করিয়া রাতের আঁধারে তাহার লাশ পার্শ্ববর্তী শহরের প্রবেশদ্বারে রাখিয়া গেল। সকালে গিয়া তাহারা সেই শহরবাসীগণকে বলিল– তোমরা আমাদের পিতৃব্যকে হত্যা করিয়াছ। এখন আমাদিগকে তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। তাহারা বলিল– আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই এবং কে হত্যা করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না। এমনকি গত রাতে ফটক বন্ধ করিবার পর আর উহা খুলিও নাই। বৃদ্ধের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ তাহাতে নিরস্ত না হওয়ায় শহরবাসীগণ গিয়া হযরত মূসা (আ)-কে ঘটনা অবহিত করিলেন। তখন তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে খবর পাঠাইলেন যে, তুমি তাহাদিগকে বল ঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ করিয়া উহার একাংশ দিয়া নিহত ব্যক্তির দেহে আঘাত করিতে বলিতেছেন।'

সুদ্দী বলেন– বনী ইসরাঈল গোত্রে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একটি কন্যা ও একটি দরিদ্র ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। একদা ভ্রাতুষ্পুত্রটি তাহার কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তাহার নিকট প্রস্তাব পাঠাইল। পিতৃব্য উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সিদ্ধান্ত নিল যে, সে তাহার পিতৃব্যকে হত্যা করিয়া কন্যা ও সম্পদ সবই হস্তগত করিবে। একদিন একদল ব্যবসায়ী বনী ইসরাঈলদের অন্য শাখার নিকট তাহাদের পণ্য সম্ভার বিক্রয়ের জন্য আসিল। তখন যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র বৃদ্ধের নিকট গিয়া বলিল– চাচা, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া ব্যবসায়ীদের নিকট গিয়া ব্যবসার জন্য আমাকে কিছু পণ্য সম্ভার দিতে বলিলে তাহারা দিবে এবং আমি উহাতে বেশ লাভবান হইব।

পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া রাত্রি বেলায় তাহার সহিত বাড়ী হইতে বাহির হইল। ভাতিজা তাহাদের এলাকায় পৌছিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া সেখানে রাখিয়া আসিল। সকালে তাহাকে তালাশ করিবার নামে সেখানে পৌছিয়া এমন ভাব দেখাইল যে, সে কিছুই জানে না। লাশের পাশে যাহারা ভীড় জমাইয়াছিল সে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া বলিল– 'তোমরাই আমার চাচাকে হত্যা করিয়াছ। অতএব তোমরা আমাকে এখন হত্যার ক্ষতিপূরণ প্রদান কর।' এই বলিয়া সে 'চাচা' 'চাচা' বলিয়া বিলাপ শুরু করিল এবং নিজের মাথায় ধূলি

মাখিতে লাগিল। অতঃপর সে মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পিতৃব্য হত্যার অভিযোগ দায়ের করিল। হযরত মূসা (আ) অভিযুক্তদের নির্দেশ দিলেন ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। তাহারা আরজ করিল– 'হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি লোকটির হত্যাকারীর নাম আমাদিগকে জানাইয়া দেন। তাহা হইলে প্রকৃত হত্যাকারী শাস্তি পাইবে। আল্লাহ্র কসম! নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ দিতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু এই যুবকটির কারণে আমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া ধিকৃত জীবন যাপন করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি।'

এই অবস্থাটিই নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا - وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ 'আর যখন তোমরা একটি লোক হত্যা করিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন ব্যাপারটি উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছিলেন।'

যাহা হউক, তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে একটি গাভী যবেহ্ করিতে বলিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাহারা বলিল– আমরা আপনাকে হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন করিতে বলিতেছি আর আপনি আমাদিগকে গাভী যবেহ্ করিতে বলিতেছেন। তবে কি আপনি আমাদের সহিত মস্করা করিতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ নাউজুবিল্লাহ, তাহা হইলে তো আমি জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– তাহারা যে কোন একটি গাভী জবাই করিলেই চলিত। কিন্তু তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে নাজেহাল করার জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিল এবং নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাই তাহাদিগকে এক দুঃসাধ্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাহারা প্রথমে বলিল ঃ আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে গাভীর পরিচয় বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ উহা যুবতীও হইবে না, বৃদ্ধাও হইবে না, মাঝারি বয়সের হইবে। এখন যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা কর। শব্দার্থ ঃ الفارض। অর্থ সন্তান ধারণের বয়স অতিক্রান্তা বৃদ্ধা। البكر। অর্থ মাত্র একটি সন্তান হইয়াছে এইরূপ যুবতী। العوان। অর্থ একাধিক সন্তান হইয়াছে এবং উহার সন্তানেরও সন্তান হইয়াছে এইরূপ প্রৌঢ়া।

তাহারা আবার বলিলেন ঃ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীটির রঙ বলিয়া দেন।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ তিনি বলিতেছেন, গাভীটি এমন হলুদ বর্ণের যাহা দেখিলে দর্শকের চোখ জুড়াইয়া যায়।

তাহারা পুনরায় বলিল ঃ আপনার প্রভুকে বলুন তিনি যেন আমাদিগকে গাভীটির পরিপূর্ণ পরিচয় দান করেন। কারণ, গাভীর পরিচয় এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। তাহা হইলে ইনশা আল্লাহ্ অবশ্যই আমরা উহা ঠিক পাইব।

মূসা (আ) বলিলেন ঃ নিশ্চয় প্রভু বলিতেছেন, উহা দ্বারা চাষ করা হয় নাই আর পানি সেচের কাজ উহা করে নাই। সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল এবং কোথাও কোন দাগ-খুঁত নাই।

শব্দার্থ ঃ شية যে কোন ধরনের বা বর্ণের দাগ। তাহারা বলিল ঃ এতক্ষণে আপনি ঠিকমত বলিয়াছেন।

তারপর তাহারা উদ্দিষ্ট বিশেষ গাভীর সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু কোথাও সেই গাভী পাইতেছিল না। তখন বনী ইসরাঈলদের ভিতর অতিশয় পিতৃভক্ত একটি লোক ছিল। একদিন তাহার পিতার ঘুমন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলিল, আমার এই মহা মূল্যবান মুক্তাটি বিক্রয় করিব। তুমি কি উহা সত্তর হাজার মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করিবে? সে বলিল, হাঁ, আমি আশি হাজার মুদ্রায়ই খরিদ করিব। তবে তোমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, আমার নিদ্রিত পিতার শিয়রের নীচে আমাদের চাবি। তিনি ঘুম হইতে উঠিলে আমি তোমাকে মুদ্রা প্রদান করিব। লোকটি বলিল- তোমার পিতাকে ঘুম হইতে এক্ষুণি জাগাইয়া আমাকে মুদ্রা দিতে পারিলে আমি যাট হাজারে বিক্রি করিব। কিন্তু তাহাতেও লোকটি রাজী হইল না। ফলে সে আরও কমাইতে কমাইতে ত্রিশ হাজারে নামিল। তথাপি লোকটি তাহার পিতার ঘুম ভাঙাইতে রাজী হইল না। পরন্তু পিতার ঘুম পূর্ণ করিবার জন্য সে মুক্তার দাম বাড়াইতে বাড়াইতে এক লক্ষ মুদ্রায় পৌঁছিল। উহার পরেও যখন বিক্রেতা তাহার পিতার ঘুম ভাঙানোর জন্য পীড়াপীড়ি চালাইল, তখন সে বলিল- আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার মুক্তাটি কখনও কোন মূল্যেই খরিদ করিব না। লোকটি তাহার পিতৃভক্তির কারণে যখন একটি মহামূল্যবান মুক্তা অল্প দামে খরিদ করার সুযোগ হারাইল, তখন পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে একটি গাভী দান করিলেন। সেই গাভীটির ভিতরেই শুধু বনী ইসরাঈলদের অভিষ্ট গাভীর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

অবশেষে বনী ইসরাঈলগণ এই গাভীর সন্ধান পাইল। তাহারা গাভীর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে উহা দেখিতে পাইয়া মালিকের নিকট গেল এবং বলিল- তোমার গাভীটি আমাদিগকে দাও। আমরা উহার বিনিময় তোমাকে একটি ভাল গাভী দিব। সে উহাতে রাজী হইল না। তখন তাহারা দুইটি গাভী দিতে চাহিল। তাহাতেও সে সম্মত হইল না। তাহারা বাড়াইতে বাড়াইতে দশটি গাভী পর্যন্ত পৌঁছিল। তথাপি তাহাকে সম্মত করিতে পারিল না। তখন তাহারা সুপারিশের জন্য হযরত মূসা (আ)-কে ধরিল। তিনি লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেন- 'তোমার গাভীটি তাহাদিগকে দাও।' লোকটি বলিল- 'হে আল্লাহ্র রসূল!' আমার গাভীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক আমিই। হযরত মূসা (আ) বলিলেন- 'তুমি ঠিকই বলিয়াছ।' তারপর বনী ইসরাঈলের সেই লোকদিগকে বলিলেন- তোমরাই যেভাবে পার তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গাভীটি ক্রয় কর। তাহারা অগত্যা তাহাকে উক্ত গাভীর সমান ওযনের স্বর্ণ দিতে চাহিল। তাহাতেও যখন সে রাজী হইল না, তখন তাহারা বাড়াইতে বাড়াইতে দশগুণ স্বর্ণ দিয়া উহা খরিদ করিল।

তাহারা যখন গাভীটি আনিয়া জবাই করিল, তখন মূসা (আ) উহার একটি অংশ নিয়া নিহত ব্যক্তির লাশে লাগাইতে বলিলেন। তাহারা গাভীর দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী অংশটি নিয়া লাশের সহিত লাগানো মাত্র নিহত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হইল। উপস্থিত লোকজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে বলিল- 'আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার সম্পদ কুক্ষিগত ও কন্যাকে বিবাহ করার জন্য আমাকে হত্যা করিয়াছে।' ইহা শুনিয়া তাহারা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব করযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কয়স হইতে যথাক্রমে আবূ মা'শার, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ, সুনায়দ এবং মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলের একটি গোত্রের সংখ্যালঘু নেককাররা এক সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সংখ্যাগুরু বদকারদের সংশ্রবমুক্ত থাকার জন্য পৃথক নগরের পত্তন করেন ও পৃথকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যার পর তাহারা কাহাকেও নগরের বাহিরে থাকিতে দিতেন না। তাহাদের নেতা সকালে শহরের সদর দরজা খোলার সময়ে ভালভাবে দেখিয়া নিতেন উহার সম্মুখে কিছু আছে কিনা? নগরবাসীরা সারাদিন বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া সন্ধ্যা হওয়া মাত্র শহরে ফিরিত।

বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে তখন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাহার একমাত্র ভ্রাতা ছাড়া অন্য কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধনাঢ্য ব্যক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মরিতেছে না দেখিয়া তাহার ভ্রাতা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। অতঃপর লাশটি সংগোপনে উক্ত শহরের ফটকের সম্মুখে রাখিয়া আসিয়া স্বাভাবিক কাজ কর্মে লিপ্ত হইল। সকালে উক্ত শহর প্রধান ফটক খুলিয়া উক্ত লাশ দেখিতে পাইয়া ফটক আবার বন্ধ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে নিহত ব্যক্তির ভ্রাতা লোকজনসহ ফটকের কাছের লাশটি ঘিরিয়া শহরবাসীর উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল- 'হায়, হায়, তোমরা আমার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া এখন সদর দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছ?'

বনী ইসরাঈলদের ভিতর তখন হত্যাকাণ্ড বেশ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই হযরত মূসা (আ) জানাইয়া দিলেন- নিহতের লাশ যাহাদের এলাকায় পাওয়া যাইবে তাহাদিগকেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করা হইবে। উপরোক্ত হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া যখন নিহতের ভ্রাতার দলবল ও উক্ত শহরবাসীর মধ্যে সশস্ত্র লড়াইয়ের উপক্রম দেখা দিল, তখন তাহাদের বিজ্ঞজনদের পরামর্শক্রমে নিরস্ত হইয়া তাহারা মূসা (আ)-এর সমীপে হাজির হইল। নিহতের ভ্রাতার দলবল বলিল, হে মূসা! অমুক শহরবাসীরা লোকটিকে হত্যা করিয়া সদর দরজার বাহিরে রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তখন সেই শহরবাসীরা বলিল- হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি জানেন যে, বদকারদের সংশ্রব এড়াবার জন্য আমরা একটি পৃথক নগরী তৈরী করিয়া সেখানে বসবাস করিতেছি। আল্লাহ্র কসম! আমরা লোকটিকে হত্যা করি নাই এবং কে করিয়াছে তাহাও আমরা জানি না।

এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসিল ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً

উবায়দা সালমানী, আবুল আলীয়া, সুদ্দী প্রমুখ বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাবলীর ভিতর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য ও আপাত বিরোধ বিদ্যমান। সাধারণত বনী ইসরাঈলদের বিভিন্ন লোকের বর্ণনা হইতে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করা বৈধ হইলেও আমরা উহাকে সত্যও বলিতে পারি না, মিথ্যাও বলিতে পারি না। তাই উহার মধ্য হইতে আমরা ততটুকুই গ্রহণ করিতে পারি যতটুকু আমাদের সত্য দীনের পরিপন্থী নয়। তাহা ছাড়া সবটুকুই বর্জনীয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানাধার।

(٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ ○

(٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ ○

(٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّآ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ ○

(٧١) قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ۧ

৬৮. তাহারা বলিল, 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার পরিচয় প্রদান করেন।' সে বলিল– 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি না বৃদ্ধা, না যুবতী, বরং পৌঢ়া। সুতরাং তোমরা আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন কর।'

৬৯. তাহারা বলিল ঃ 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার বর্ণ বলিয়া দেন।' সে বলিল ঃ 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি এইরূপ হলুদ বর্ণের যেন দর্শকদের প্রাণ জুড়াইয়া যায়।'

৭০. তাহারা বলিল ঃ 'আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন উহার (পরিপূর্ণ) পরিচয় প্রদান করেন। নিশ্চয় গাভীটি আমাদের কাছে অস্পষ্ট (রহিয়াছে)। অতঃপর নিশ্চয় আমরা ইনশা আল্লাহ্ অবশ্যই ঠিক পাইব।'

৭১. সে বলিল ঃ 'নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, গাভীটি অবশ্যই কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নহে আর উহা নিশ্চয়ই সেচ কার্য করে নাই। উহা সুস্থ-সবল, সর্ববিধ দাগ-খুঁত মুক্ত।' তাহারা বলিল ঃ 'এতক্ষণে আপনি সঠিক কথা বলিয়াছেন।' অতঃপর তাহারা উহা যবেহ করিল, অথচ তাহারা উহা করার ধারে-কাছেও ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্র রসূলকে হয়রান ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে বনী ইসরাঈলগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট অহেতুক প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপনের ঘটনাটি বিবৃত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণকে বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি গাভী যবেহ করিতে বলিলেন। তাহারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের

উদ্দেশ্যও সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা আনুগত্যের সরল পথ ছাড়িয়া অবাধ্যতার বক্র পথ ধরিল। তাহারা অবাধ্য মন লইয়া আল্লাহ্‌র নবীকে হয়রান করার জন্য গাভী সম্পর্কে তাঁহাকে অহেতুক প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল। যদিও তাহাদের প্রশ্নগুলি নেহাৎ অপ্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি তাহাদের অবাধ্য মন উহাই করার জন্য তাহাদিগকে প্ররোচিত করিল। এইরূপে তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য চরম জটিলতা ডাকিয়া আনিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য কাজ চাপাইয়া দিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উবায়দা প্রমুখ তাফসীরকার বলেন– বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালিত হইত এবং তাহাদের উদ্দেশ্যও সাধিত হইত।

বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ)-কে বলিল ঃ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ অর্থাৎ আপনি আপনার প্রভুকে বলুন, তিনি যেন আমাদিগকে উহার পরিচয় বলিয়া দেন। অন্য কথায় তাহারা গাভীটির গুণাবলী জানিতে চাহিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মিনহাল ইব্‌ন আমর, আ'মাশ, হিশাম, ইব্‌ন আলী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলরা যদি একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিত, তাহাতেই তাহাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইত। কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য জটিলতা ডাকিয়া আনিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর দুঃসাধ্য বোঝা চাপাইয়া দিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্। উহা একাধিক বর্ণনাকারী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবায়দাহ, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরায়জ বলেন যে, 'আতা একদিন আমাকে বলেন ঃ বনী ইসরাঈলগণ বিনা প্রশ্নে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিলেই আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালিত হইত।'

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'বনী ইসরাঈলগণকে একটি সাধারণ গাভী যবেহ করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা নিজেরাই নিজেদের জন্য কঠোরতা ও জটিলতা চাহিতে লাগিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর কঠোর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! যদি তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্' না বলিত তাহা হইলে কোনদিনই তাহারা গাভী চিনিতে পারিত না।'

হযরত মূসা (আ) তাহাদের প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলিলেন ঃ

إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ -

উক্ত আয়াতের لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ অর্থ হইতেছে, গাভীটি অতি বৃদ্ধা কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কোনটিই হইবে না। আবুল আলীয়া, সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, আতিয়্যা, আওফী, আতা খোরাসানী, ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত শব্দদ্বয়ের এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (আ) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কার মধ্যবর্তী। এইরূপ পশুই সুদর্শন ও শক্তিশালী হইয়া থাকে। ইকরামা, মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, আতা খোরাসানী ও যিহাক হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ অর্থাৎ অতি বৃদ্ধা ও অপ্রাপ্ত বয়স্কার মধ্যবর্তী গাভী, যাহার সন্তান ও সন্তানের সন্তান রহিয়াছে।

হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে কাছীর ইব্‌ন যিয়াদ, জুওয়াইবির ও হাশিম বর্ণনা করেন ঃ

'বনী ইসরাঈলগণকে একটি বন্য গাভী যবেহ করিতে বলা হইয়াছিল।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা ও ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি হলুদ রঙের জুতা পরিধান করিবে, সে যতদিন উহা পরিধান করিবে, ততদিন সুখী ও আনন্দিত থাকিবে। تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ আয়াতাংশে উক্ত বক্তব্যের প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

মুজাহিদ এবং ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটির গোটা দেহ হলুদ বর্ণের হইবে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটির শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙ বিশিষ্ট হইবে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বর্ণনা করেন ঃ صفراء অর্থাৎ গাভীটি শিং ও পায়ের খুর হলুদ রঙ বিশিষ্ট হইবে।

হাসান হইতে যথাক্রমে আবূ রিজাহ, নূহ ইব্‌ন কয়স, নসর ইব্‌ন আলী, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গাভী। উক্ত ব্যাখ্যা অসমর্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক।

صفراء অর্থ হলুদ বর্ণের আর فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থ উহার রঙ অত্যন্ত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল। صفراء শব্দের উপর জোর দেওয়ার জন্য তাকীদ হিসাবে فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ব্যবহৃত হইয়াছে।

আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ উহার বর্ণ গাঢ় হলুদ হওয়ার কারণে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ উহার রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, হাসান এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে মুআম্মার ও শারীক বর্ণনা করেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ যাহার রঙ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

আওফী স্বীয় তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا অর্থাৎ গাঢ় হলুদ বর্ণের। গাঢ়তার জন্য যাহা প্রায় শুভ্র বর্ণ হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ দর্শককে যাহা মুগ্ধ করে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ বলেন ঃ تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ অর্থাৎ যাহার দিকে তাকাইলে মনে হয় যে, উহা হইতে সূর্য রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে।

তাওরাত কিতাবে উল্লেখ করা হয় যে, গাভীটি লোহিতাভ বর্ণের ছিল। সম্ভবত উহা তাওরাতের আরবী অনুবাদকের ভুল। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, গাভীটি গাঢ় হলুদ বর্ণের হওয়ায় দৃশ্যত উহা লোহিতাভ হইয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। إِنَّ الْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا অর্থাৎ

গাভীর সংখ্যাধিক্যের কারণে উদ্দিষ্ট গাভীটি চিনিয়া বাহির করা আমাদের জন্য সম্ভবপর হইতেছে না। সুতরাং হে মূসা, আপনি উহার পরিপূর্ণ পরিচয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরুন।

وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ আপনি উহার সমস্ত পরিচয় জ্ঞাপন করিলে আমরা ইনশা আল্লাহ্ উহা চিনিয়া আনিতে পারিব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ রাফে', হাসান, উব্বাদ ইব্‌ন মানসুর, মানসূর ইব্‌ন যাযানের ভ্রাতুষ্পুত্র সরুর ইব্‌ন মুগীরা ওয়াস্তী, আবূ সাঈদ আহমদ ইব্‌ন দাউদ হাদ্দাদ, আহমদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া আওফী ও ইমাম ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলগণ যদি ইনশা আল্লাহ না বলিত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট উহার পরিচয় স্পষ্ট হইত না। কিন্তু তাহারা 'ইনশা আল্লাহ্' বলিয়াছিল ....।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ রাফে', হাসান, উব্বাদ ইব্‌ন মানসূর, যাযান, সরুর ইব্‌ন মুগীরা ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলেন যে, বনী ইসরাঈলরা যদি ইনশা আল্লাহ্ না বলিত, তাহা হইলে গাভীটির পরিচয় কখনও তাহাদের কাছে সুনির্দিষ্ট হইত না। তাহারা যে কোন একটি গাভী যবেহ করিলে তাহাদের কার্য সিদ্ধি হইত। কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া নিজেরা নিজেদের জন্য কঠোরতা কামনা করিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর কঠোর ব্যবস্থা চাপাইয়া দিলেন।'

উপরোক্ত হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই একটিমাত্র সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তাই উহাকে বড় জোর তাঁহার নিজস্ব উক্তি বলা যায়। সুদ্দী হইতেও অনুরূপ কথা তাঁহার নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا -

অর্থাৎ গাভীটি কৃষিকার্য অথবা ফসলের ক্ষেতে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় নাই। ফলে উহা সবল, নিখুঁত ও সুদর্শন রহিয়াছে। উহাতে কোন ধরনের বা বর্ণের দাগ নাই।

কাতাদাহ হইতে যথাক্রমে মুআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন ঃ مسلمة অর্থাৎ নিখুঁত ও নির্দোষ। আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুজাহিদ বলেন ঃ مسلمة অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দাগমুক্ত। আতা খোরাসানী বলেন ঃ مسلمة অর্থাৎ উহার চরণগুলি নিখুঁত এবং সার্বিক গঠন নির্দোষ হইবে।

لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে কোনরূপ দাগ থাকিবে না।

মুজাহিদ বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে সাদা বা কালো দাগ থাকিবে না।

আবুল আলীয়া, রবী', হাসান ও কাতাদাহ বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে কোন সাদা দাগ থাকিবে না। আতা খোরাসানী বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহা অবিমিশ্র রং বিশিষ্ট্য হইবে। উহাতে অন্য কোন রঙ মিশ্রিত হইবে না। আতিয়্যা আওফী, ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ ও ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন ঃ لَا شِيَةَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে সাদা, কালো বা লাল কোন রঙেরই দাগ থাকিবে না। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ প্রায়ই এক।

কেহ কেহ বলেন ঃ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَاتَسْقِى الْحَرْثَ অর্থাৎ উহা শ্রমের কারণে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হইবে না। উহা চাষাবাদে ব্যবহৃত হইলেও সেচকার্যে ব্যবহৃত হইবে না।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী تُثِيْرُ الْاَرْضَ ব্যাক্যাংশটি পূর্ববর্তী ذلول শব্দের বিশেষণ না হইয়া ذلول এর পূর্ববর্তী بقرة শব্দের বিশেষণ হইয়াছে। তবে উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, تُثِيْرُ الْاَرْضَ বাক্যাংশটি ذلول শব্দের বিশেষণরূপে উহার তাৎপর্যকে সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করিয়াছে। তদ্রূপ لَاتَسْقِى الْحَرْثَ বাক্যাংশের অন্তর্ভুক্ত لا শব্দটি উহার পরে উহ্যভাবে অবস্থিত ذلول শব্দের বিশেষণরূপে বাক্যের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক করিয়াছে। ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকার অনুরূপ স্বাভাবিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার পথ অনুসরণ করিয়াছেন এবং উহাকেই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন।

قَالُوْا الْاٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তাহারা বলিল, এক্ষণে আপনি সঠিক পরিচয় প্রদান করিলেন।

কাতাদাহ বলেন ঃ الْاٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এখন আপনি বাঞ্ছিত পরিচয় প্রদান করিলেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ قَالُوْا الْاٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলদের আদিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যরা বলিল– আল্লাহ্র কসম! এখন উহাদের নিকট উদ্দিষ্ট পরিচয় আসিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তাহারা উপরোক্ত বিভিন্ন কথার উত্তর পাইয়াও যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাহারা নেহাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেই আদেশ পালন করিল।

আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলদের নিন্দা রহিয়াছে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাহাদের ইচ্ছা ছিল না গাভী জবেহের মাধ্যমে আল্লাহ্র আদেশ পালন করার। উপরোক্ত প্রশ্নাবলী দ্বারা আল্লাহ্র নবীকে নিরুত্তর করাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও মুহাম্মদ ইব্ন কয়স বলেন ঃ 'গাভীটির মূল্য অত্যধিক হওয়ায় তাহারা উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।'

এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নহে। কারণ, গাভীর অত্যধিক মূল্যের কথা কেবল বনী ইসরাঈলদের বর্ণিত কিস্সায় পাওয়া যায়। তাই উহা দলীল হইতে পারে না। আবুল আলীয়া ও সুদ্দীর বর্ণিত রিওয়ায়েতই উহার প্রমাণ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও আবুল আলীয়া এবং সুদ্দীর বর্ণিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। এইগুলি সবই ইসরাঈলী বর্ণনা। উবায়দা, মুজাহিদ, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, আবুল আলীয়া এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও বলিয়াছেন যে, তাহারা বিরাট মূল্য দিয়া গাভী খরিদ করিয়াছিল। অথচ তাহাদের

বর্ণনার মধ্যে পারস্পরিক মিল নাই। তাহা ছাড়া গাভীটির মূল্য সম্বন্ধে ভিন্নরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে।

ইকরামা হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইব্ন মাওকা, ইব্ন আইনিয়া ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ গাভীটির মূল্য মাত্র তিন দীনার ছিল। রিওয়ায়েতটির সনদ সহীহ। অবশ্য উহা ইকরামার নিজস্ব উক্তি এবং উহাও ইসরাঈলী বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, অপর একদল তাফসীরকার বলেন– বনী ইসরাঈলরা এই কারণে উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না যে, উহার ফলে প্রকৃত হত্যাকারীর নাম উদঘাটিত হইবে এবং তদ্দরুণ তাহারা তিরস্কৃত ও নিন্দিত হইবে।

কে এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, ইব্ন জারীর তাহা বলেন নাই। পরিশেষে ইব্ন জারীর বলেন– 'একদিকে গাভীটির অত্যধিক মূল্য ও অপরদিকে উহার ফলে তাহাদের গোপন রহস্য উদঘাটিত হইলে তাহারা নিন্দিত হইবে, এই দ্বিবিধ কারণেই তাহারা উহা যবেহ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।'

ইব্ন জারীরের এই ব্যাখ্যাও সঠিক নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক এই ব্যাপারে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহাই সঠিক, পূর্বে উহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞানী। তাঁহারই কাছে তাওফীক চাই।

মাসআলা ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম আওযাঈ, ইমাম লায়ছ এক কথায় পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন– গবাদি পশুতেও 'বায়-এ সালাম' বৈধ। ফকীহগণ তাহাদের অভিমতের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতদ্বয় পেশ করেন। তাহারা বলেন ঃ

'আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে যেইরূপ একটি গাভীর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে উহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তেমনি অদৃশ্য কোন পশুর বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে উহা সুনির্দিষ্ট করা যায়। এইরূপে বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর গরু, উট, বকরী ইত্যাদি যে কোন শ্রেণীর পশু 'বায়-এ সালাম'-এর পণ্য হইতে পারে।

উক্ত ফকীহবৃন্দ আরও বলেন– বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন নারী যেন তাহার স্বামীর কাছে অন্য কোন নারীর এরূপ বর্ণনা প্রদান না করে, যাহাতে তাহার স্বামীর মনে হয় যে, সেই নারীটিকে সে স্বচক্ষে দেখিতেছে।' এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন অদেখা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া উহা শ্রোতার নিকট সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচিত করা যায়। এইরূপে নবী করীম (সা) ও কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া অনিচ্ছাক্রমে কৃত হত্যা (قتل خطا) ও ভুলক্রমে কৃত হত্যার জন্য (قتل شبه عمد) ক্ষতিপূরণ আদায়ের যোগ্য উট সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রা), সুফিয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী ফকীহবৃন্দ বলেন– পশুর ক্ষেত্রে بَيْع سَلَم (আগাম মূল্যে অদেখা বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ নহে। কারণ, বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া কোন পশুকে এতখানি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নহে যাহাতে ঝগড়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান, আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরাহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ফকীহবৃন্দ হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

(৭২) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ

(৭৩) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

৭২. আর যখন তোমরা একটি লোক হত্যা করিয়া পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতেছিলে এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে আল্লাহ তাহা উদ্ঘাটন করিতে যাইতেছিলেন।

৭৩. অনন্তর আমি বলিলাম– 'তাহাকে (নিহতকে) উহার (গাভীর) একটি অংশ দ্বারা আঘাত কর। এইভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁহার নিদর্শন প্রদর্শন করেন যেন তোমরা বুঝিতে পার।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের হত্যাকাণ্ড গোপন রাখার প্রয়াস, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক উহার রহস্য উদঘাটন ও মৃতকে জীবিত করার নিদর্শন প্রদর্শনের মাধ্যমে কিয়ামতের পুনর্জীবনের সম্ভাব্যতা ইত্যাকার বিষয় বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী বলেন– فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا অর্থাৎ অতঃপর তোমরা তাহার ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হইয়াছিলে।

মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে আবূ নাজীহ, শিবল, আবূ হুযায়ফা, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

আতা খোরাসানী ও যিহাক বলেন ঃ فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا অতঃপর উহা লইয়া তোমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলে। ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ فَادّٰرَءْتُمْ فِيهَا অর্থাৎ অতঃপর তোমরা সেই ব্যাপারে পরস্পরকে দোষারোপ করিতেছিলে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামও উহার অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করেন।

وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ تَكْتُمُونَ অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখিতেছিলে।

মুসাইয়্যেব ইব্ন রাফে' হইতে যথাক্রমে সাদাকা ইব্ন রুস্তম, মুহাম্মদ ইব্ন তুফায়েল আবাদী, আম্মারা ইব্ন আসলাম বসরী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

কোন ব্যক্তি সাত তবক আবরণের মধ্যে থাকিয়াও যদি কোন নেক কাজ করে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দেন। তেমনি কেহ যদি সাত তবক আবরণে লুকাইয়া কোন পাপ কাজ করে তাহাও আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করিয়া দেন। وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ আয়াতাংশটি উহার দলীল।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا আয়াতাংশে উল্লেখিত গাভীর একাংশটি যে অংশই হউক না কেন, উহা দ্বারা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নবীর মু'জিযা প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য উক্ত অংশটি গাভীটির নির্দিষ্ট একটি অংশ ছিল। তবে তাহা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যদি আমাদের দীন ও

দুনিয়ার কোন কল্যাণকর ব্যাপার হইত, তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহা করিতেন। আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা উহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন ভাবেন নাই এবং কোন নির্ভরযোগ্য সনদে সেই সম্পর্কে কোন বর্ণনাও মিলে না, তাই আমরাও উহা অনির্দিষ্ট রাখিয়া দিলাম।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল ইব্ন আমর, আ'মাশ, আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ, আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, আহমদ ইব্ন সান্না ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"বনী ইসরাঈলগণ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া উক্ত গাভী সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। অতঃপর তাহারা এক ব্যক্তির কতিপয় গরুর মাঝে উহা দেখিতে পাইল। স্বভাবতই উহা মালিকের অত্যন্ত প্রিয় গাভী ছিল। তাহারা উহার বিনিময়ে অধিক মূল্য দিতে চাহিলেও সে সম্মত হইল না। ফলে মূল্য বাড়াইতে বাড়াইতে উহার চামড়ায় যত স্বর্ণ মুদ্রা ধরে ততগুলি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তাহারা উহা খরিদ করিল। তারপর জবাই করিয়া উহার একটি অংশ দিয়া যখন নিহতের লাশে আঘাত করিল, অমনি সে জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। এমনকি তাহার ঘাড়ের শিরাগুলির ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। উপস্থিত লোকজন প্রশ্ন করিল- তোমাকে কে হত্যা করিয়াছে? সে জবাব দিল-আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে।"

লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত বর্ণনায় গাভীর কোন নির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ নাই। হাসান ও আবদুর রহ্মান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের বর্ণনায়ও গাভীর অংশটি নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। তাহাতেও শুধু 'অংশ বিশেষ' বলা হইয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় গাভীটির নরম হাড়সংলগ্ন মাংসপিণ্ডের কথা বলা হইয়াছে মাত্র।

উবায়দা হইতে যথাক্রমে ইব্ন সিরীন, আইয়ুব, মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ তাহারা গাভীর 'অংশ বিশেষ' দ্বারা লাশটিকে আঘাত করিল।

কাতাদাহ হইতে মুআম্মার বর্ণনা করেন ঃ তাহারা গাভীটির রানের মাংসপিণ্ড দ্বারা লাশটিকে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইয়া বলিল- আমাকে অমুকে হত্যা করিয়াছে।

ইমাম আবূ হাতিম বলেন ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইকরামা হইতেও অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন- তাহারা গাভীটির স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড দ্বারা নিহত ব্যক্তির লাশে আঘাত করা মাত্র সে জীবিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল- কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে? সে বলিল- আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করিয়াছে।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ হযরত মূসা (আ) উহার একখানা হাড় নিয়া তাহাদিগকে লাশে আঘাত করিতে বলিলে তাহারা তাহাই করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল। অতঃপর তাহাদের নিকট তাহার হত্যাকারীর নাম বলিয়া সে মারা গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ তাহারা গাভীটির একটি আস্ত অংশ নিয়া লাশে লাগাইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা উহার জিহ্বা নিয়া লাশে ছোঁয়াইয়াছিল।

আবার কেহ বলেন ঃ তাহারা উহার লেজের গোড়ার অংশ দিয়া লাশ স্পর্শ করিয়াছিল।

كَذَالِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন- যেইরূপ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে উক্ত মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন, সেইরূপেই কিয়ামতে তিনি স্বীয় কুদরতে মৃতদিগকে পুনর্জীবন দান করিবেন। উক্ত ঘটনাটি উহারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তাহা ছাড়া উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের বিরাট এক কলহের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারার পাঁচ জায়গায় মৃতকে জীবিত করার কথা বলিয়াছেন।

এক ঃ ইতিপূর্বে বর্ণিত এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ "অনন্তর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিলাম।"

দুই ঃ আলোচ্য আয়াত।

তিন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۔

"তুমি তাহাদের কথা ভাবিয়াছ, যাহারা সংখ্যায় কয়েক হাজার হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন- 'তোমরা মরিয়া যাও।' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করিলেন।"

চার ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۔ قَالَ كَيْفَ يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۔ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۔

"অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি একটি জনপদ অতিক্রম করিতেছিল। উহা ওলট-পালট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছিল। সে বলিল- ইহা এইরূপ ধ্বংসের পর আল্লাহ কিরূপে আবাদ করিবেন? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে একশত বৎসর ধরিয়া মৃত রাখিলেন। তারপর তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।"

পাঁচ ঃ নিম্নোক্ত আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى ۔ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۔ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا ۔

"আর যখন ইবরাহীম বলিল, প্রভু হে, তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবে তাহা আমাকে দেখাও। প্রভু বলিলেন- তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল- হ্যাঁ, তথাপি উহা আমার অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য। প্রভু বলিলেন- তবে তুমি চারটি পাখী ধরিয়া তোমার প্রতি সেইগুলির আকর্ষণ সৃষ্টি কর। তারপর (টুকরা টুকরা করিয়া) উহাদের এক একটি অংশ ভিন্ন

ভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া আস। অতঃপর উহাদিগকে আহবান কর। উহারা তোমার দিকে দৌড়াইয়া আসিবে।"

উপরোক্ত আয়াতসমূহের ঘটনাবলী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে প্রমাণ দান করিলেন যে, এইভাবেই তিনি কিয়ামতে তাহাদিগকে নিজ কুদরতে পুনর্জীবন দান করিবেন। উহা হইতে যেন তাহারা উপদেশ নেয় ও পুনরুত্থান দিবসের প্রতি আস্থাবান হয়। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলা মৃত যমীনকে বৃষ্টির দ্বারা পুনর্জীবিত করার উদাহরণ পেশ করিয়াও মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাসী হইবার জন্য আহবান জানাইয়াছেন। উহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনর্জীবন দানের একটি দলীল হিসাবে তুলিয়া ধরেন।

হযরত আবূ রযীন উকায়লী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াকী' ইব্‌ন আদাস, ইয়ালী ইব্‌ন 'আতা, শু'বা ও ইমাম আবূ হাতিম বলেন ঃ

"একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ কিরূপে মৃতদিগকে জীবিত করিবেন? নবী করীম (সা) বলিলেন- তুমি কি কোন উপত্যকা ভূমিকে পূর্বে বিশুষ্ক ও মৃত অবস্থায় দেখিয়া পরে কি উহা সুজলা-সুফলা হইতে দেখিয়াছ? আমি বলিলাম- হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল উহা আমি দেখিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন- এইভাবেই মৃতদের পুনর্জীবন ঘটিবে। অথবা তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবেই মৃতদিগকে পুনর্জীবিত করিবেন।

নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত হাদীসের সমর্থন আছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ - اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ -
وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ - لِيَاْكُلُوْا مِنْ
ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ -

"আর তাহাদের জন্যে আরেকটি নিদর্শন হইতেছে মৃত যমীন। আমি উহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উহাতে শস্য উৎপন্ন করি; অতঃপর তাহারা উহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। আর উহাতে খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করি যাহাতে তাহারা ফল খাইতে পারে। তাহারা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?'

মাসআলা ঃ ইমাম মালিক (র) বলেন- নিহত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কাহারও নাম বলিয়া গেলে তাহার জবানবন্দী গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি স্বীয় অভিমতের সপক্ষে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিহত ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত মুমূর্ষু ব্যক্তি কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলার মানসিকতা রাখে না। তাঁহার অনুসারী ফিকাহবিদগণ ইমাম মালিকের এই মতের সমর্থনে নিম্ন হাদীস পেশ করেন ঃ

হযরত আনাস (রা) বলেন- একদা জনৈক ইয়াহূদী তাহার কতগুলি রৌপ্যালংকার নিখোঁজ হওয়ায় জনৈকা দাসীকে হত্যা করিল। সে দাসীটির মস্তক দুই পাথরের মাঝে রাখিয়া চূর্ণ করিয়াছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় দাসীটিকে তাহার হত্যাকারী সম্পর্কে নাম ধরিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে যখন ইয়াহূদীর নাম বলা হইল, তখন সে সম্মতিসূচক মাথা নাড়াইল। সঙ্গে

সঙ্গে সেই ইয়াহুদীকে গ্রেফতার করা হইল এবং শেষ পর্যন্ত সে অপরাধ স্বীকার করিল। তখন নবী করীম (সা) তাহার মাথাও দুই পাথরের মাঝখানে রাখিয়া চুর্ণ করার নির্দেশ দিলেন।

ইমাম মালিক বলেন- মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দীর গুরুত্ব রহিয়াছে বিধায় তাহার জবানবন্দীর ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের নিকট হইতে হলফ লইতে হইবে। অধিকাংশ ফিকাহবিদ ইমাম মালিকের এই মত সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা বলেন- মুমূর্ষু ব্যক্তির জবানবন্দী অতিরিক্ত গুরুত্বের অধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ؕ
وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْمَآءُ ؕ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৭৪. অতঃপর তোমাদের অন্তর পাথরের মত কঠিন হইয়া গেল, এমনকি পাথর হইতেও শক্ত। কারণ, পাথর হইতে তো সুনিশ্চিতভাবে ঝরনাধারা প্রবাহিত হয় আর ইহাও সুনিশ্চিত যে, এমন পাথরও আছে যাহা ফাটিয়া গেলে পানি বাহির হয়। পরন্তু ইহাও নিশ্চিত কথা যে, কোন কোন পাথর এমনও আছে যাহা আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত ও স্খলিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা যাহা করিতেছ তাহা হইতে উদাসীন নহেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের পাষাণ হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈলদের নিকট আল্লাহ্র বহু নিদর্শন আসিয়াছে। উহার ফলে স্বভাবতই তাহাদের অন্তর কোমল থাকা উচিত। কিন্তু অস্বাভাবিকতাই হইল বনী ইসলাঈলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখিয়া তাহাদের হৃদয় কোম[illegible] হইয়া কঠোরতর হইল। তাহারা বিনীত হইবার পরিবর্তে উদ্ধত হইয়া গেল। তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে প্রকম্পিত না হইয়া বেপরোয়া হইল। তাহাদের হৃদয় সত্যের জন্য উন্মুখ না হইয়া সত্য বিমুখ হইল। তাহারা আল্লাহ্র অনুগত হওয়ার বদলে অবাধ্য হইল। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈল জাতির উক্ত অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতার দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ তোমরা উক্ত নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও পাষাণের মত, এমনকি উহা হইতেও কঠিন ও অনুভূতিহীন হইয়া গেলে। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে বনী ইসরাঈলদের মত উপদেশ বিমুখ অন্তঃকরণের না হওয়ার জন্য সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَايَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ -

"মু'মিনদের জন্য কি এখনও সময় হয় নাই যে, তাহাদের অন্তর আল্লাহ্র উপদেশ ও অবতীর্ণ সত্যের জন্য বিনয়াবনত হইবে। আর তাহারা সেই আহলে কিতাবদের মত হইবে না,

সুদীর্ঘ কালক্রমে যাহাদের অন্তর পাষাণ হইয়া গিয়াছিল এবং অধিকাংশই যাহাদের পাপাচারী ছিল।"

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ "জবাই করা গাভীর একটি অংশ নিয়া লাশে আঘাত করা মাত্র লোকটি অতীত জীবনের চাইতেও অধিকতর প্রাণ চাঞ্চল্য লইয়া পুনর্জীবিত হইল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল- কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে? সে জবাবে বলিল- আমার ভাতিজারা আমাকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। তাহার ভাতিজারা বলিল- আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। এইরূপে তাহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াও উহা অস্বীকার করিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের উক্ত ঔদ্ধত্য ও সত্যবিমুখতার কথা বলা হইয়াছে।"

ثم قست قلوبكم অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার পর হত্যাকারী ভাতিজাদের অন্তঃকরণ ভীত না হইয়া পাষাণবৎ, এমনকি তাহা হইতেও কঠিন হইল। তেমনি তাহারা আল্লাহ্র বহু নিদর্শন দেখার পরেও নবীদের অবর্তমানে সুদীর্ঘ কালক্রমে তাহাদের অন্তর পাষাণবৎ, এমনকি তাহা হইতেও কঠিনতর হইল। তাহারা আল্লাহর আযাবের ভয়মুক্ত ও চরম সত্যবিমুখ হইয়া গেল। অনেক প্রস্তর এইরূপ আছে যাহা হইতে সুকোমল ঝরনাধারা উৎসারিত হয়। কিন্তু তাহাদের অন্তর হইতে কোনরূপ কোমলতাই প্রকাশ পায় না। আল্লাহ্ভীতিও তাহাদের অন্তর আদ্র করিয়া সত্য গ্রহণের উপযোগী করিতে সমর্থ হয় না। অনেক প্রস্তর এমনও আছে যে, বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে সুকোমল পানি নির্গত হয়। কিন্তু তাহাদের অন্তর বিদীর্ণ করিয়াও উহাতে এমনি সুকোমল কিছু পাওয়া যায় না যাহাতে সত্য শিকড় ছড়াইতে পারে। অনেক প্রস্তর এমন আছে যাহা আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হয়। কিন্তু তাহাদের পাষাণ অন্তর আল্লাহ্র ভয়ে বিন্দুমাত্র প্রকম্পিত হয় না। তাই উহা প্রস্তর হইতে কঠিনতর।

প্রস্তর ও অন্যান্য জড়পদার্থেও আল্লাহ্ভীতির অনুভূতি বিদ্যমান। তাহা নিম্নোক্ত আয়াতে জানা যায় ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ـ

"সপ্তাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় সৃষ্টি তাঁহার তাসবীহ পাঠ করিতেছে। কিন্তু তোমরা উহাদের তাসবীহ বুঝিতে পার না। নিশ্চয় তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।"

ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ কোন পাথর হইতে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া কিংবা পানি নির্গত হওয়া এবং পর্বত শৃঙ্গ হইতে পাথর বিচ্যুত হওয়া ইত্যাকার ঘটনা আল্লাহ্ভীতির কারণেই ঘটিয়া থাকে। তিনি স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসাবে আলোচ্য আয়াত পেশ করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ
الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের অন্তর এত সত্য বিমুখ, কঠোর ও অনুভূতিশূন্য যে, অনেক পাথর উহা অপেক্ষা অধিকতর নম্র ও অনুভূতিশীল।'

আবূ আলী আল জায়ানী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই ঃ অনেক শিলাখণ্ড আল্লাহ্‌র ভয়ে মেঘ হইতে যমীনে পতিত হয়।' কাযী বাকিল্লানী মন্তব্য করিয়াছেন- 'আবূ আলী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা একটি কল্পিত ব্যাখ্যা বৈ কিছু নহে। কারণ, এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতে হইলে বিনা প্রমাণে শব্দের বাহ্য অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয়।' ইমাম রাযীও উহাকে কল্পিত ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ তালিব (অর্থাৎ ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াকূব) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্‌ন হিশাম ছাকাফী, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ আয়াতাংশে মানুষের অতিরিক্ত ক্রন্দনের বিষয় এবং

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ আয়াতাংশে তাহার স্বল্প ক্রন্দনের বিষয় আর ।

وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ আয়াতাংশে অশ্রুপাত ব্যতীত শুধু অন্তরে ঘটিত তাহার ক্রন্দনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন- 'এস্থলে পাথরকে الخشوع। (বিনয় মিশ্রিত ভয়ে ভীত হওয়া) ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে বর্ণনা করা এক শ্রেণীর আলংকারিক বাগধারা বৈ নহে। প্রকৃতপক্ষে পাথরের মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি শক্তি নাই। তাই উহার পক্ষে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হওয়াও সম্ভবপর নহে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা আলংকারিক বাগধারায় দেওয়ালকে 'ইচ্ছুক হওয়া' ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ يريد ان ينقض 'দেওয়ালটি ধ্বসিয়া পড়িতে ইচ্ছুক ছিল। অর্থাৎ উহা বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে না পাথর আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীতি হইতে পারে, আর না দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা করিতে পারে। উপরোক্ত প্রয়োগ বাহ্য অবস্থার ভিত্তিতে আলংকারিক প্রয়োগ ভিন্ন অন্য কিছু নহে।'

ইমাম রাযী, ইমাম কুরতুবী প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় তাফসীরকারগণ বলেন- 'উপরোক্ত রূপ ব্যাখ্যা প্রদানের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা জড় পদার্থের মধ্যে অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করত উহা দ্বারা অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীর ক্রিয়ার ন্যায় ক্রিয়া ঘটাইতে পারেন।' অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا ـ

'নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং পর্বতরাজির নিকট বিশেষ আমানত রাখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহাকে বহন করিতে অসম্মতি জানাইল এবং উহাকে (উহা বহন করাকে) ভয় করিল।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ - وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ - اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ 'বৃক্ষ ও লতা উভয় শ্রেণীর উদ্ভিদই সিজদা করে।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ -

"আল্লাহ্ যে বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না? উহার ছায়া আল্লাহ্‌কে সিজদা করিতে করিতে ডানে বামে ঘুরে। আর উহারা বিনীত ও অনুগত।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ আকাশ ও পৃথিবী বলিল- আমরা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি অনুগত হইয়া আসিলাম।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ -

'যদি আমি এই কুরআনকে পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম, তবে তুমি উহাকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও বিদীর্ণ দেখিতে পাইতে।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا - قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ -

"আর তাহারা নিজেদের চামড়াকে বলিবে- তোমরা কেন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে? উহারা বলিবে, যে আল্লাহ্ সকল বস্তুকে বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে সাক্ষ্যদানের শক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

এতদ্ব্যতীত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) উহুদ পাহাড় সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন- 'এই পাহাড় আমাদিগকে মহব্বত করে এবং আমরা উহাকে মহব্বত করি।' বিপুল সংখ্যক সনদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) খেজুর বৃক্ষের যে কাণ্ডটির সহিত হেলান দিয়া খুতবা প্রদান করিতেন, উহা নবী করীম (সা)-এর বিরহে ক্রন্দন করিত।' মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন- 'আমার নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে যে পাথরখানা আমাকে সালাম দিত, আমি উহাকে এখনো চিনি।' হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর)-এর গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'যে ব্যক্তি উহাকে আন্তরিকতা সহকারে চুম্বন করিবে, উহা কিয়ামতের দিন তাহার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।'

উল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জড় পদার্থের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুভূতি শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা উহা দ্বারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হইতে পারে, তাঁহার আহবানে সাড়া দিতে পারে এবং অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণীদের ন্যায় অনুভূতিমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। উপরোক্ত রিওয়ায়েত ভিন্ন একাধিক রিওয়ায়েতে উপরোক্ত কথার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত او। (অথবা) শব্দটি কোন্ তাৎপর্যের বাহক, তৎসম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম কুরতুবী এবং ইমাম রাযী একদল তাফসীরকার হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ 'এস্থলে او। শব্দটি ব্যবহার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইয়াছেন যে, বনী ইসরাঈল জাতির অন্তরের কঠোরতাকে বুঝিবার জন্যে শ্রোতা আয়াতে উল্লেখিত দুইটি অবস্থার যে কোন অবস্থাকে উপলব্ধি করিতে পারে। উহা দ্বারাই সে তাহাদের অন্তরের কঠোরতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করিতে পারিবে।'

ইমাম রাযী এতদসম্পর্কিত আরেকটি অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এই যে, বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠোর; এমনকি তদপেক্ষা অধিকতর কঠোর-এই দুইয়ের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর কঠোর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অন্তর কোন্ শ্রেণীর হইয়া গিয়ছে, তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুনির্দিষ্ট থাকিলেও তিনি শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন। যেমন, কোন ব্যক্তি খেজুর ও রুটি -ইহাদের একটি খাইয়া কাহাকেও বলে । اكلت خبزا او تمرا। -আমি রুটি অথবা খেজুর খাইয়াছি। এই স্থলে বক্তা খেজুর ও রুটি -এই দুইটির কোন্‌টি খাইয়াছে, তাহা তাহার ভালরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও সে শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়া থাকে। সেইরূপ বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর কিরূপ কঠোর হইয়া গিয়াছে, তাহা আল্লাহ্ তা'আলার সুনির্দিষ্টরূপে জানা থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে তিনি শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন।'

কেহ কেহ বলেন-এই স্থলে او। শব্দটি সীমাবদ্ধকরণে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তর হয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, না হয় তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অন্তর উক্ত দুই শ্রেণীর কঠিন ভিন্ন অন্য কোনরূপ কঠিন হয় নাই। যেমন ঃ কেহ কাহাকেও বলিয়া থাকে - كل حلوا او حامضا তুমি হয় মিষ্টি, না হয় চুকা খাও। এই স্থলে বক্তা শ্রোতাকে দুইটি খাদ্যের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে খাইতে আদেশ করিয়া থাকে এবং তৃতীয় কোন খাদ্য খাইতে নিষেধ করিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্যও অনুরূপ হইবে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন-আলোচ্য আয়াতাংশে او। শব্দটি و (এবং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং উহা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়াছে। কুরআন মজীদের অন্যত্রও উহা অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا অর্থাৎ তুমি তাহাদের মধ্য হইতে কোন পাপাসক্ত এবং সত্য-দ্বেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও না।'

তিনি আরও বলেন ঃ

فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا অর্থাৎ যেই ফেরেশতারা দায়মুক্ত হইবার এবং অপরকে সতর্ক করিবার জন্যে উপদেশ প্রদান করে, তাহাদের শপথ।'

কবি নাবিগা যুবয়ানী বলেন ঃ

قالت الا ليتها هذا الحمام لنا
الى حمامتنا او نصفه فقد

"মহিলাটি বলিল—আহা! এই গোসলখানাটি যদি আমাদের মালিকানাধীন হইত এবং উহা আমাদের মালিকানাধীন উষ্ণ ফোয়ারাগুলির সহিত মিলিত হইয়া আমাদের অধিকারভুক্ত বস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিত, তবে কতই না ভাল হইত। আর উহার অর্ধাংশ তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন—'এই স্থলে কবি او শব্দটিকে و অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।' যেমন কবি জারীর ইব্‌ন আতিয়্যা বলেন ঃ

نال الخلافة او كانت له قدرا
كما اتى ربه موسى على قدر

"তিনি খিলাফত লাভ করিলেন যেইরূপে হযরত মূসা (আ) সম্মানিত হইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আগমন করিয়াছিলেন, উহা সেইরূপে তাহার জন্যে সম্মানজনক হইল।"

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন—'এই স্থলে কবি او শব্দটিকে و অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন—আলোচ্য আয়াতাংশে او শব্দটি بل (বরং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ—তাহাদের অন্তর পাষাণবৎ কঠিন; বরং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে। কুরআন মজীদের অন্যত্রও او শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذًا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً 'তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক মানুষকে ভয় করে—যতটুকু ভয় আল্লাহ্‌কে করা সমীচীন, ততটুকু ভয়; বরং তদপেক্ষা অধিকতর ভয় করে।' তিনি আরও বলেন ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِاَئَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ 'আর আমি তাহাকে এক লক্ষ, বরং তদপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى 'অতঃপর সে দুই ধনুকের দূরত্বে, বরং তদপেক্ষা স্বল্পতর দূরত্বে অবস্থান করিতে লাগিল।'

আরেকদল তাফসীরকার বলেন—আলোচ্য আয়াতাংশে او শব্দটি 'অথবা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ—'হে বনী ইসরাঈল! তোমাদের জ্ঞানানুসারে তোমাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে।' ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–'তাহাদের অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন–এই দুই রূপের একরূপ কঠিন হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অন্তর কোন্ রূপ কঠিন হইয়া গিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহা সুনির্দিষ্ট থাকিলেও শ্রোতার নিকট তাহাকে অনির্দিষ্ট রাখিবার জন্যে এই স্থলে او। শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি আবুল আস্ওয়াদ বলেন ঃ

أُحِبُّ مُحَمَّدًا حُبًّا شَدِيْدًا
وَعَبَّاسًا وَحَمْزَةَ وَالْوَصِيًّا
فَاِنْ يَّكُ حُبُّهُمْ رُشْدًا اُصِبْهُ
وَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ اِنْ كَانَ غَيًّا

"আমি মুহাম্মদ (সা)-কে, হযরত আব্বাস (রা)-কে, হযরত হামযা (রা)-কে এবং (আল্লাহ্র নবীর বিশেষ) 'অছী' (হযরত আলী (রা)-কে অতিশয় ভালবাসি। তাহাদিগকে ভালবাসা যদি নেক কাজ হয়, তবে আমি উহার ফল পাইব। আর তাহাদিগকে ভালবাসা যদি বদ কাজ হয়, তবে উহার ফলও আমাকে ভোগ করিতে হইবে।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন–'একথা নিশ্চিত যে, কবি আবুল আসওয়াদ এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত ছিলেন যে, কবিতায় উল্লেখিত ব্যক্তিগণকে ভালবাসা একটি নেক কাজ। এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কবিতায় শ্রোতার নিকট উহাকে অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন–কবি আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ তিনি উক্ত কবিতা আবৃত্তি করিবার পর তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তোমার মনে কি সন্দেহ রহিয়াছে ? তিনি বলিলেন–'আল্লাহ্র কসম! আমার মনে সন্দেহ নাই; থাকিতে পারে না।' অতঃপর তিনি স্বীয় বাগধারার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ উদ্ধৃত করিলেন ঃ

وَاِنَّا اَوْ وَاِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ "আর নিশ্চয় আমরা ও তোমরা হয় সত্য পথে চলমান, না হয় স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রহিয়াছি।"

অতঃপর কবি আবুল আসওয়াদ বলিলেন–'উপরোক্ত কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি কি কে সত্য পথে আছে, আর কে মিথ্যা পথে আছে, সে সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন ? নিশ্চয় নহে।'

কেহ কেহ বলেন – 'আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ তোমাদের অন্তর হয় পাষাণের ন্যায় কঠিন, আর না হয় তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে; উহাদের অবস্থা উক্ত দুইরূপ ভিন্ন অন্য কোন রূপ নহে।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– উপরোক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় ঃ 'তোমাদের কতকের অন্তর পাষাণবৎ কঠিন এবং কতকের অন্তর তদপেক্ষা অধিকতর কঠিন হইয়া গিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই অধিকতর সঙ্গত ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতসমূহকে আলোচ্য আয়াতাংশের সদৃশ আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ـ فَلَمَّا اَضَائَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَاتٍ لاَّيُبْصِرُوْنَ ـ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ ـ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَبَرْقٌ ـ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ـ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ ـ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ـ كُلَّمَا اَضَاءَلَهُمْ مَشَوْا فِيْهِ ـ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ـ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

উপরোক্ত আয়াতসমূহে او শব্দের প্রয়োগ সহকারে মুনাফিকদের দুইটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের অবস্থা উভয়রূপই। তাহাদের অবস্থা আয়াতোক্ত দুই অবস্থা ভিন্ন অন্য কোনরূপ নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা একরূপ এবং কতকের অবস্থা অন্যরূপ।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ـ حَتّٰى اِذَا جَاءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰهُ حِسَابَهٗ ـ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ـ اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ـ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ اِذَا اَخْرَجَ يَدَاهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ـ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে او শব্দের প্রয়োগে কাফিরদের দুইটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। উভয় অবস্থাই তাহাদের অবস্থা। তবে, তাহাদের অবস্থা উল্লেখিত অবস্থা হইতে বহির্ভূত কোন অবস্থা নহে। তাহাদের কতকের অবস্থা একরূপ এবং কতকের অবস্থা আরেকরূপ।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী উহাতে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তরের দুইটি অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা 'অথবা' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। উহার কারণ এই নহে যে, 'তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি। কিন্তু, কোন্‌টি তাহাদের অন্তরের অবস্থা তাহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট।' তেমনি উহাতে 'অথবা' শব্দটি ব্যবহার করিবার কারণ ইহাও নহে যে, 'তাহাদের অন্তরের অবস্থা উক্ত দুই অবস্থার মধ্য হইতে মাত্র একটি এবং উহা কোন্‌টি তাহা নির্দিষ্টরূপে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিদিত রহিয়াছে। কিন্তু, তিনি উহা শ্রোতার নিকট অবিদিত ও অনির্দিষ্ট রাখিতে চাহেন।' বরং আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত দুইটি অবস্থার উভয় অবস্থাই বনী ইসরাঈলের লোকদের অন্তরের অবস্থা। তাহাদের অন্তরের অবস্থা উভয়রূপের বহির্ভূত কোন অবস্থা নহে। উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে او শব্দটি 'অথবা' ও 'এবং' এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থলে او শব্দটি 'অথবা' ও 'এবং' এই দুই অর্থের কোন্ অর্থে ব্যবহৃত

হইয়াছে। এই প্রশ্ন অবান্তর হইয়া যায়। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যার পরিপেক্ষিতে এই স্থলে او শব্দটিকে 'অথবা' ও 'এবং' এই উভয় অর্থের যে কোন অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। এতদ্সম্পর্কীয় সর্বশেষ কথা এই যে, তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেও او শব্দটিকে যে কোনরূপ সংশয় প্রকাশ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবহার করেন নাই, তদ্বিষয়ে তাঁহারা একমত। আল্লাহ্ মহান; আল্লাহ্ পবিত্র।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হাতিব, আলী ইব্ন হাফস, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুছ ছালজ, মুহাম্মদ ইব্ন আইউব, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'তোমরা আল্লাহ্র যিক্র ভিন্ন অন্যরূপ কোন কথা বেশী পরিমাণে বলিও না। কারণ, আল্লাহ্র যিক্র ভিন্ন অন্য কথা বেশী বলিলে অন্তর শক্ত ও কঠিন হইয়া যায়। আর যাহার অন্তর শক্ত ও কঠিন, আল্লাহ্র নিকট হইতে সে অধিকতর দূরে থাকে।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে স্বীয় সংকলনের 'যুহদ' অধ্যায়ে ইমাম আহমদের সহচর অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবুছ ছালজ হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, তিনি উহাকে উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন হাতিব হইতে উপরোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস ইবরাহীম (ইব্ন আবদুল্লাহ)-এর মাধ্যমে ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

ইমাম বায্যার হযরত আনাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'চারটি অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক অবস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (১) চক্ষু হইতে অশ্রুপাত না ঘটা, (২) অন্তর শক্ত হইয়া যাওয়া, (৩) আকাঙ্ক্ষা অধিক হওয়া, (৪) দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ হওয়া।'

(٧٥) اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٧٦) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْآ اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْآ اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ○

(٧٧) اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ○

৭৫. (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা কি আশা করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের কথায় ঈমান আনিবে ? অথচ তাহাদের ভিতর তো এমন দলও ছিল যাহারা আল্লাহ্‌র কালাম জানিয়া-শুনিয়া ওলট-পালট করিত।

৭৬. আর যখন তাহারা ঈমানদারদের সহিত দেখা করে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আর যখন তাহারা নিজেরা পরস্পর মেলামেশা করে, তখন বলে, 'আল্লাহ্ তোমাদের নিকট যাহা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জানাইতেছ কেন ?' তাহারা তো তোমাদের প্রভুর সকাশে উহা দলীল হিসাবে পেশ করিবে। তোমরা কি তাহা বুঝিতেছ না?

৭৭. তাহারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহারা যাহা গোপন রাখে ও প্রকাশ করে তাহা সকলই জানেন?

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির সত্যদ্বেষী মানসিকতা বর্ণনা করিয়া তাহাদের ঈমান আনিবার বিষয়ে আশান্বিত হইতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন। সাথে সাথে বনী ইসরাঈলের কপটাচারী সত্যদ্বেষী লোকদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গোপন ও প্রকাশ্য–উভয় শ্রেণীর আমল ও কার্য সম্বন্ধে সমভাবে অবহিত রহিয়াছেন, তাই তাহারা যাহাই ভাবিয়া থাকুন না কেন, বিচারের দিনের শাস্তি হইতে তাহারা কোনক্রমেই রেহাই পাইবে না।

أَفَتَطْمَعُوْنَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ অর্থাৎ হে মু'মনিগণ! তোমরা কিরূপে আকাঙ্ক্ষা কর যে, এই সকল ইয়াহূদী–যাহাদের পিতৃ-পুরুষ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে। আর এইরূপে যাহাদের অন্তর কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া গিয়াছে, তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত হইবে ?

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ ইহাদেরই একটি দল আল্লাহ্‌র কালামকে শুনিবার এবং উহাকে ভালরূপে বুঝিবার পর উহার ভ্রান্ত ও অপ্রকৃত অর্থ বর্ণনা করিত। অথচ তাহারা জানিত যে, তাহাদের উক্ত কার্য জঘন্য পাপ ও অপরাধ। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ۔

"তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে আমি তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করিয়াছিলাম। তাহারা বাক্যসমূহকে উহাদের স্থান হইতে বিচ্যুত করিত।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللهِ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম তাওরাতকে শ্রবণ করিতেছিল।' তাহাদের উক্ত শ্রবণ তূর পর্বতে ঘটিয়াছিল। আর তূর পর্বতে উহা শ্রবণ করিয়াছিল বনী ইসরাঈল জাতির সকলে নহে;

বরং কিছু সংখ্যক লোক–যাহারা মূসা (আ)-এর নিকট দাবী জানাইয়াছিল যে, তিনি যেন তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করিবার ব্যবস্থা করেন। আর তদ্দরুণ আকাশ হইতে পতিত বজ্র তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিল। অতএব, আলাচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত فريق منهم (তাহাদের একটি দল) শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির উপরোক্ত দলকে বুঝাইয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, 'জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনী ইসরাঈল জাতির কিছু সংখ্যক লোক হযরত মূসা (আ)-কে বলিল–হে মূসা! আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে তো দেখিতে পাই না। আপনার সহিত আল্লাহ্ তা'আলা যখন কথা বলেন, তখন আপনি আমাদিগকে তাঁহার কথা শুনাইবেন।' হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহাদের ইচ্ছা পূরণ করিবার জন্যে আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ, আমি তাহাদিগকে আমার কথা শুনাইব। তুমি তাহাদিগকে বলো–'তাহারা যেন স্বীয় শরীর পবিত্র করে, স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করে এবং রোযা রাখে।' তাহারা তাহাই করিল। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে গমন করিলেন। তথায় মেঘ তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলে হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে সিজদায় পড়িয়া যাইতে বলিলেন। তাহারা তাহাই করিল। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কালাম করিলেন। তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম করা শুনিল। তাহারা শুনিল–আল্লাহ্ তাহাদিগকে কোন্ কোন্ কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন এবং কোন্ কোন্ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তাহারা শুনিল ও বুঝিল। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে লইয়া বনী ইসরাঈল জাতির অপর লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তাহার ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ পরিবর্তিত করিয়া দিল। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল জাতিকে বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে অমুক অমুক কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তখন তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধকে উল্টাইয়া বলিল–'না, আল্লাহ্ অমুক অমুক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং অমুক অমুক কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।' আলোচ্য আয়াতাংশে 'তাহাদের উপরোক্ত 'তাহরীফ' বা আল্লাহ্‌র কালামের পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

সুদ্দী বলেন–'আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈল জাতির লোকগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে তাওরাত কিতাবে আনীত তাহরীফ বা পরিবর্তনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

উপরে সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা উল্লেখিত হইল, উহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। ইমাম ইব্‌ন জারীর সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উহাই আয়াতাংশের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। একথা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতাংশে বনী ইসরাঈলের লোকদের আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু, আল্লাহ্‌র কালামকে হযরত মূসা (আ) যেরূপে সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কালামকে সেরূপে সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে না শুনিলে যে উহা শুনা হয় না–তাহা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কালাম অর্থাৎ তাঁহার কিতাবকে যে কোনভাবে শুনিলেই উহা 'আল্লাহ্‌র কালামকে শুনা' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّٰهِ

"আর কোন মুশরিক যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করো-যাহাতে সে আল্লাহ্র কালাম শুনিতে পারে।"

এই স্থলে মুশরিক ব্যক্তির আল্লাহ্র কালামকে শ্রবণ করিবার অর্থ-উহাকে সরাসরি আল্লাহ্র নিকট হইতে শ্রবণ করা নহে; বরং উহার অর্থ উহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সুদ্দী কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা উহার শাব্দিক তাৎপর্যের বিরোধী নহে। সুদ্দীর ন্যায় কাতাদাহও বলেন-'আলোচ্য আয়াতাংশে ইয়াহুদী জাতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের নিকট তাওরাত কিতাবই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর তাহারা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে তাওরাত কিতাবে পরিবর্তন আনিত। আর তাহারা উহার বাণীকে গোপন রাখিত।' আবুল আলীয়া বলেন- 'আলোচ্য আয়াতে আহলে কিতাব জাতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে উল্লেখিত নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী তথা নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচয় উহা হইতে তুলিয়া দিত।'

সুদ্দী বলেন- (وهم يعلمون) অর্থাৎ তাহারা জানিত যে, তাহাদের তাহরীফ বা পরিবর্তনের কাজ জঘন্য পাপ ও অপরাধ। ইব্ন যায়দ হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ' অর্থাৎ তাহারা তাওরাত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন আনিত। পরিবর্তনের মাধ্যমে হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাইয়াছিল। আর যে বিষয়কে উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে অসত্য বানাইয়া দিয়াছিল। এইরূপে যে বিষয়কে উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহারা পরিবর্তনের মাধ্যমে উহাকে সত্য বানাইয়া দিয়াছিল। কোন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আল্লাহ্র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। আবার, কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ সহকারে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আল্লাহ্র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। আবার কোন মিথ্যাশ্রয়ী ব্যক্তি উৎকোচ ছাড়া তাহাদের নিকট আসিলেও তাহারা আল্লাহ্র কিতাব হইতে তাহার পক্ষে যুক্তি ও রায় বাহির করিয়া দিত। ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ - اَفَلاَتَعْقِلُوْنَ -

"তোমরা অপরকে নেক কাজ করিতে বলিয়া নিজেদের কথা কিরূপে ভুলিয়া যাও? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাক। তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখ না?"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا - وَاِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الى اخر الاية -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মু'মিনদের সহিত

ইয়াহুদীদের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা মু'মিনদিগকে বলিত- 'আমরা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ নবী করীম সা) আল্লাহ্র রাসূল। তবে কথা এই যে, তিনি শুধু তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। আমাদের প্রতি নহে।' আবার শুধু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- 'সাবধান! আরবদের নিকট (মু'মিনদের নিকট) উহাও প্রকাশ করিও না। কারণ, ইতিপূর্বে তোমরা তো এই মুহাম্মদের সাহায্যে তাহাদের উপর জয়ী হইবার কথা বলিতে। এখন সে-ই তো তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।' অর্থাৎ 'ইয়াহুদীদের উক্ত আচরণ উপলক্ষে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।'

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, মু'মিনদের সহিত ইয়াহুদীদের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহাদের নিকট স্বীকার করিত যে, 'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্র রাসূল।' কিন্তু, শুধু তাহারা নিজেরা একত্রিত হইলে একদল আরেক দলকে বলিত- তোমরা কি মুসলমানদের নিকট স্বীকার করো যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল! সাবধান, তোমরা উহা তাহাদের নিকট স্বীকার করিও না। কারণ, তোমরা তো বেশ ভালরূপে জানো যে, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে মুহাম্মদকে অনুসরণ করিয়া চলিবার ব্যাপার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন। আর মুহাম্মদ তাহাদিগকে বলিয়া থাকে যে, সে হইতেছে আমাদের প্রতীক্ষিত রাসূল– আমরা যাহার আগমনের অপেক্ষায় রহিয়াছি। সে তাহাদিগকে আরও বলিয়া থাকে যে, 'তাহার আগমনের সংবাদ আমাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।' এই অবস্থায় যদি তোমরা তাহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া স্বীকার কর, তবে তো মুসলমানগণ তোমাদের স্বীকৃতিকে আল্লাহ্র সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করিবে এবং উহার সাহায্যে তাঁহার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে। অতএব, সাবধান উহা স্বীকার করিতে যাইও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাঁক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদী মুনাফিকরা সাহাবায়ে কিরামের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার কালে বলিত– 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা পূর্বে ঈমান আনিয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে মুনাফিক হইয়া গিয়াছিল। রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ প্রমুখ একাধিক পূর্বযুগীয় মুফাস্সির এবং পরবর্তী যুগীয় মুফাস্সিরও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) ঘোষণা করিলেন– 'মু'মিন ভিন্ন অন্য কেহ যেন মদীনা শহরে প্রবেশ না করে।' ইহাতে মুনাফিক ও অন্যান্য কাফির নেতৃবৃন্দ তাহাদের লোকদিগকে শিখাইয়া দিল– তোমরা মদীনায় প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগকে বলিবে– 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আবার মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপূর্ব কাফির হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা)-এর গোপন সংবাদ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় মদীনায় গিয়া বলিত– 'আমরা ঈমান আনিয়াছি। আবার সন্ধ্যার পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া যথাপূর্ব কাফির হইয়া যাইত।' অতঃপর এই ঘটনার সত্যতার সমর্থনে আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

একদল কিতাবধারী বলিয়াছে– মু'মিনদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে, তোমরা সকালের দিকে উহার প্রতি বিশ্বাস দেখাইবে এবং বৈকালের দিকে উহার প্রতি অবিশ্বাস দেখাইবে। এইরূপ করিলে লোকেরা ফিরিয়া আসিবে।

রাবী আব্দুর রহমান বলেন– 'এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের উক্ত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন। উহার পর তাহাদের মদীনায় প্রবেশ বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা যখন মদীনায় আসিত, তখন মু'মিনগণ তাহাদিগকে মু'মিন মনে করিয়া বলিত– আল্লাহ্ তা'আলা কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদিগকে অমুক অমুক কথা বলেন নাই? তাহারা বলিত– 'হ্যাঁ, তিনি বলিয়াছেন।' তাহারা স্বজাতির নিকট ফিরিয়া গেলে তাহাদের নেতারা তাহাদিগকে বলিত– আল্লাহ যাহা তোমাদের নিকট বলিয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা তোমাদের প্রভুর নিকট উহার সাহায্যে তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য ও বিতর্ক করিবে। তোমাদের কি বুদ্ধি নাই?'

আবুল আলীয়া বলেন ঃ

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদের যে পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও?'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কতক আহলে কিতাব বলিত, 'অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হইবেন।' ইহাতে অন্যান্য আহলে কিতাব তাহাদের নিজেদের সমাবেশে তাহাদিগকে বলিত–

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ আল্লাহ্ যাহা তোমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও....?

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন আবূ বুরযাহ ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযান চালাইবার দিনে নবী করীম (সা) তাহাদের দুর্গের নিম্নে বসিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন– 'ওহে বানর, শূকর ও শয়তান-দাসদের ভ্রাতৃগণ!' ইহাতে তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল– এই তথ্যটি মুহাম্মদকে কে জানাইল? ইহা তোমাদের মুখ ছাড়া অন্য কাহারো মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। তাহারা আরো বলিল ঃ

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ـ الى اخر الاية অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যে সব কথা প্রকাশ করিতে তোমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন– তাহা তোমরা কিরূপে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া দাও....?' এই স্থলে (فتح) শব্দের অর্থ হইতেছে– প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছেন।'

মুজাহিদ হইতে ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা) কর্তৃক তাহাদের নিকট হযরত আলী (রা) প্রেরিত হইবার এবং নবী করীম (সা)-কে তাহাদের কষ্ট দিবার কালে ঘটিয়াছিল।'

সুদ্দী বলেন– 'একদা কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী ঈমান আনিবার পর মুনাফিক হইয়া গিয়াছিল। তাহারা মু'মিনদের নিকট তাহাদের পিতৃপুরুষদের উপর অবতীর্ণ আযাবের কথা প্রকাশ করিয়া দিত। ইহাতে অপর ইয়াহুদীগণ তাহাদিগকে বলিল–

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ـ الى اخر الاية অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের উপর যে আযাব নাযিল করিয়াছেন, উহার কথা তোমরা মুসলমানদের নিকট কেন প্রকাশ করিয়া দাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা বলিবে যে, আমরা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। আর তাহারা উহার সাহায্যে তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে....?'

আতা খুরাসানী বলেন–

اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যে ফয়সালা বা আদেশ দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে কেন অবগত করিতে যাও?' আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন– একদল ইয়াহুদী মু'মিনদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার কালে তাহাদিগকে বলিত, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' আবার তাহারা তাহাদের নিজস্ব সমাবেশে একে অপরকে বলিত– 'আল্লাহ তোমাদের কিতাবে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা তোমরা মুহাম্মদের সহচরদের নিকট কেন বলিতে যাও? এইরূপ করিলে তো তাহারা তোমাদের কথার সাহায্যে আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্ক করিবে এবং তোমাদের উপর জয়ী হইবে।'

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۔

আবুল আলীয়া বলেন– مَا يُسِرُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যে কুফরকে গোপন রাখে উহা। তাহাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী তথা তাঁহার সত্যবাদী হইবার কথা লিখিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনে না। তাহাদের এই ঈমান না আনিবার বিষয়কে তাহারা গোপন রাখে।' কিন্তু তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত গোপন কুফরের সংবাদও রাখেন।' কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বলেন– مَا يُسِرُّوْنَ অর্থাৎ– তাহারা মু'মিনগণ হইতে গোপনে তাহাদের নিজেদের সমাবেশে থাকিয়া একে অপরকে যাহা বলে। তাহারা তাহাদের নিজেদের সামবেশে এক অপরকে বলে– 'আল্লাহ্ যে সকল বিষয়কে তাঁহার কিতাবে তোমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা তোমরা মুসলমানদিগকে কেন জানাইতে যাও। তোমরা এইরূপ করিলে তো তোমাদের দ্বারা প্রকাশিত কথার সহায়তায় তাহারা আল্লাহর সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করিবে। সাবধান! তোমরা এইরূপ করিও না।' কিন্তু, তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত গোপন নিষেধাজ্ঞার সংবাদও জানেন। وَمَا يُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মু'মিনদের নিকট প্রকাশ্যত যাহা বলে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে ঈমান না আনিলেও মু'মিনদের নিকট কপটভাবে প্রকাশ করে যে, 'তাহারা ঈমান আনিয়াছে।' আল্লাহ্ তাহাদের উক্ত প্রকাশ্য কপট দাবীর খবর রাখেন। আবুল আলীয়া, রবী' এবং কাতাদাহও শেষোক্ত অংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭৮) وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

(৭৯) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ○

৭৮. তাহাদের ভিতরকার অশিক্ষিতরা কিতাবের খবর তো রাখে না, শুধু কিছু মিথ্যা আশাবাদ ও ভ্রান্ত খেয়ালে নিমগ্ন।

৭৯. অনন্তর সর্বনাশ তো তাহাদের জন্য যাহারা নিজেরা কিতাব লিখিয়া বলে, ইহা আল্লাহ্‌র কালাম, এইভাবে উহার বিনিময়ে কিছু উপার্জন করে। তাহারা যাহা স্বহস্তে লিখিল আর উপার্জন করিল তাহা তাহাদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবধারী সম্প্রদায়ের লোকদের চরিত্রের বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে কতক আছে একেবারেই জ্ঞান-বুদ্ধি বর্জিত নির্বোধ প্রাণী। তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না। তাহারা কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া বাঁচিয়া আছে। তাহারা যাহা ভাবে ও বিশ্বাস করে, উহার পিছনে কোন যুক্তি নাই। আছে শুধু তাহাদের মনের ঝোঁক ও প্রবণতা। আবার উক্ত সম্প্রদায়ের কতক লোক স্বকপোলকল্পিত কথাকে লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া চালাইয়া দেয়। পার্থিব ধন-সম্পদ বা মান-মর্যাদা লাভ করিবার লোভই তাহাদিগকে এইরূপ জঘন্য মিথ্যা বলিতে প্ররোচিত করিয়া থাকে। তাহাদের উক্ত অপকর্মের শাস্তি কতই না কঠিন আর কতই না ভয়াবহ।

মুজাহিদ বলেন- ومنهم অর্থাৎ 'আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কতক লোক।' اميون শব্দটি امی শব্দের বহুবচন। আবুল আলীয়া, রবী', কাতাদাহ, ইবরাহীম নাখ্ঈ প্রমুখ একাধিক ব্যাখ্যাকার বলেন- امی অর্থ ভালরূপে লিখিতে অক্ষম লোক। لايعلمون الكتاب এই বিশেষণমূলক বাক্যটি দ্বারাও امی শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ প্রকাশিত হয়। لايعلمون الكتاب অর্থাৎ তাহারা জানে না কিতাবে কি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। নবী করীম (সা)-এর একটি বিশেষণ হইতেছে امی। কারণ, তিনি ভালরূপে লিখিতে জানিতেন না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتَابٍ وَلَاتَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ـ

'ইতিপূর্বে তুমি না কোন লিপি পাঠ করিতে আর না স্বীয় দক্ষিণ হস্তে উহা লিখিতে। এইরূপ হইলে হয়তো মিথ্যাশ্রয়ী লোকগণ সন্দেহ করিবার পক্ষে একটা বাহানা খুঁজিয়া পাইত।' নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমরা হইতেছি উম্মী উম্মাত। আমরা লিখিতেও জানি না আর মাসকে এইরূপে, ঐরূপে ও সেইরূপে হিসাবও করি না।' অর্থাৎ আমাদের ইবাদতের সময় সঠিকরূপে মনে রাখিবার জন্যে আমাদের লিখিত হিসাব রাখিবার প্রয়োজন নাই। উক্ত হাদীস একটি হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ 'তিনি হইতেছেন সেই সত্তা– যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।'

ইব্ন জারীর বলেন– আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে তাহার পিতার সহিত সম্পর্কিত না করিয়া তাহার মাতার সহিত সম্পর্কিত করিয়া থাকে। কারণ, নিরক্ষর ব্যক্তি নিরক্ষতার দিক দিয়া স্বীয় মাতার সহিত সাদৃশ্য রাখে। যেমন– فلان ابن فلانة অমুক মহিলার পুত্র অমুক। امى। অর্থ মাতার সহিত সম্পর্কিত। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– 'অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত কথার বিরোধী কথা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবু রওক, বিশর ইব্ন আম্মারাহ, উসমান ইব্ন সাঈদ, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اميون। অর্থ হইতেছে একটি জাতি– যাহারা না কোন রাসূলের উপর আর না কোন আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে। তাহারা মনগড়া কিতাব রচনা করিয়া জাহিল ও অজ্ঞ লোকদিগকে বলে– ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন– আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা اميون। সম্বন্ধে বলিয়াছেন– يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'তাহারা লিখিতে জানা সত্ত্বেও اميون। । অতএব বলা যায়, তাহারা যেহেতু আল্লাহ্র কিতাবসমূহ এবং তাহার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করে, তাই তাহারা اميون। নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করিবার পর মন্তব্য করেন ঃ 'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত اميون। শব্দ সম্পর্কিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় প্রচলিত এতদসম্পর্কিত অর্থের বিরোধী। কারণ, আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকেই امى। বলিয়া থাকে। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– 'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের বিশুদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নহে। বরং উহার সনদও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।'

لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلاَّ اَمَانِىَّ 'যাহারা কতগুলি আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন– امانى। অর্থাৎ কতগুলি বাজে গল্প।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ امانى। অর্থাৎ 'কতগুলি মনগড়া মিথ্যা কথা।' মুজাহিদ বলেন ঃ امانى। অর্থাৎ কতগুলি মিথ্যা কথা।'

মুজাহিদ হইতে ধরাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ও সুনায়দ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদল ইয়াহূদীর অবস্থা এই ছিল যে, তাহারা আসমানী কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখিত না। কিন্তু, অনুমানের ভিত্তিতে কিতাব বিরোধী কথা প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং উহা সম্বন্ধে দাবী করিত যে, উহা কিতাবের কথা। তাহারা কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কিছুই জানিত না ও বুঝিত না। امانى। অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করিত।' হাসান বসরী হইতেও امانى। শব্দের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

আবুল আলীয়া, রবী' এবং কাতাদাহ বলেন-' امانی। অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা আল্লাহ্ পূর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা অযৌক্তিকভাবে ধারণা করিয়া থাকে।' আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ امانی। অর্থাৎ কতগুলি অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা তাহারা অন্তরে পোষণ করে। তাহারা বলে- 'আমরা তো কিতাবের ধারক। আমরা তো আল্লাহর নিকট প্রিয়। তিনি তো আমাদিগকে বেহেশতে নিয়া দাখিল করিবেন।' প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিতাবের ধারকও নহে আর আল্লাহ তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিলও করিবেন না।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, 'হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক امانی। শব্দের যে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়।'

মুজাহিদ বলেন- 'এইস্থলে امیون। শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোককে বুঝাইয়াছেন, যাহারা হযরত মুসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাব তাওরাতের কিছুই বুঝে না, কিন্তু মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া লোকদের নিকট চালাইয়া দিতে চেষ্টা করে। আর امانی। শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে মনগড়া মিথ্যা কথা।' امانی। শব্দের সমধাতুজ শব্দ হইতেছে التمنی। । হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতে উক্ত التمنی। শব্দটি 'মনগড়া মিথ্যা কথা বলা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) বলেন- ماتغنيت ولاتمنيت 'আমি কোনদিন গানও গাহি নাই আর মিথ্যা কথাও বলি নাই।'

কেহ কেহ বলেন- امانی। শব্দকে তাশদীদ না দিয়াও পড়া যায়। তখন উক্ত শব্দের অর্থ হইতেছে- তিলাওয়াত ও পাঠ। অর্থাৎ 'উম্মীগণ কিতাবের তিলাওয়াত ছাড়া কিছুই বুঝে না।' তাহাদের কথা অনুযায়ী এই স্থলে لا। শব্দ দ্বারা সূচিত استثناء। টি হইতেছে منقطع শ্রেণীর استثناء । তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতকে নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

... ... اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ '....কিন্তু যখন সে তিলাওয়াত করে, তখন শয়তান তাহার তিলাওয়াতে (ওহী বহির্ভূত কথা) প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়।'

কবি কা'ব ইব্ন মালিক বলেন ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة
واخره لاقى حمام المقادر

'রাত্রির প্রথম ভাগে সে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল। আর উহার শেষ ভাগে নির্ধারিত মৃত্যুবরণ করিল।'

আরেক কবি বলেন ঃ

تمنى كتاب اخر ليلة ـ تمنى داود الكتاب على رسلى

'হযরত দাউদ (আ) যেইরূপে রাসূলগণের সম্মুখে আল্লাহ্‌র কিতাবকে তিলাওয়াত করিতেন, সে রাত্রির শেষ ভাগে সেইরূপে আল্লাহ্‌র কিতাবকে তিলাওয়াত করিল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ اِلاَّ اَمَانِىَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ। অর্থাৎ 'কিতাবের মধ্যে কি আছে, তাহা তাহারা জানে না। তাহারা শুধু অনুমানের সাহায্যে তোমার নবূওতের সত্যতাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে।'

মুজাহিদ বলেন ঃ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না।' কাতাদাহ, আবুল আলীয়া ও রবী' বলেন– وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে শুধু কতগুলি মিথ্যা ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।'

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ - الى اخر الاية -

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী জাতির আরেকটি দলের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এবং অন্যায়ভাবে মানুষের নিকট হইতে পয়সা খাইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকে।

ويل অর্থ ধ্বংস বা বিনাশ। উহা আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত একটি শব্দ। আবু ইয়ায হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন ফাইয়ায ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ويل জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত রক্ত মিশ্রিত পুঁজ।' আতা ইব্ন ইয়াসার বলেন– ويل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। উহা এতো উত্তপ্ত যে, উহাতে কতগুলি পর্বত নিক্ষেপ করিলে উহা গলিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল হায়ছাম, দাররাজ, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ويل হইতেছে জাহান্নামের একটি উপত্যকার নিম্ন ভূমি। উহা এতো গভীর যে, কাফির ব্যক্তি উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর উহার তলদেশে তাহার পৌঁছিতে চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হইবে।'

ইমাম তিরমিযীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী দাররাজ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহীআহ, হাসান ইব্ন মুসা ও আব্দুর রহমান ইব্ন হামীদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উপরোক্ত হাদীস ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, উক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন লাহীআহ ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত সনদ দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয়। এতদসত্ত্বেও উহার সনদে গণ্ডগোল রহিয়াছে। উক্ত গণ্ডগোল ইব্ন লাহীআহ্র পরবর্তী রাবীর মধ্যে। উক্ত হাদীস একটি দুর্বল হাদীস। সহীহ সনদে উহার বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উসমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কেনানাহ আদাবী, আব্দুল হামীদ ইব্ন জা'ফর, হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ, আলী ইব্ন জারীর, সালেহ কুশায়রী, ইবরাহীম ইব্ন আব্দুস সালাম, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ويل হইতেছে জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম।' উক্ত হাদীস মাত্র একটি সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'ويل অর্থ কঠোর শাস্তি।' খলীল ইব্ন আহমদ বলেন– 'ويل অর্থ অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবাঞ্ছিত বিষয় বা বস্তু।' সীবওয়াই বলেন– ويل অর্থ ধ্বংসে পতিত হইবার অবস্থা, পক্ষান্তরে ويح ধ্বংসের সম্মুখীন হইবার

অবস্থা।' আসমাঈ বলেন- ويل শব্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে, উহাতে বক্তার মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে না। পক্ষান্তরে, ويح শব্দটি কাহারো ভীতিকর অবস্থায় পতিত হইবার সংবাদ প্রদান করিবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহাতে কথকের মনে বিপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতির ভাব বর্তমান থাকে।' কেহ কেহ বলেন- ويل অর্থ দুঃশ্চিন্তা বা উদ্বেগ।' প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ বলেন- ويل - ويح - ويه ويك এবং ويب এই শব্দগুলি সমার্থক শব্দ। আবার কেহ কেহ উহাদের অর্থ পার্থক্য নির্দেশ করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন- ويل শব্দটি نكرة (অনির্দিষ্টবাচক) হওয়া সত্ত্বেও এই স্থলে উহা এই কারণে বাক্যের مبتدا। (আরবী বাক্যে ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপিত উদ্দেশ্য) হইতে পারিয়াছে যে, বাক্যটি একটি প্রার্থনাসূচক (دعائيه) বাক্য। কেহ কেহ বলেন- 'এই স্থলে ويل শব্দটিকে কর্মকারকের বিভক্তি نصب দিয়া ويلا রূপেও পাঠ করা যায়। এইরূপ অবস্থায় উহার পূর্বে الزم। (আল্লাহ্ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন) ক্রিয়াটিকে উহ্য ধরিতে হইবে। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ويل শব্দটিকে এই স্থলে কেহই ويلا রূপে পাঠ করেন নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহূদীদের উলামা সমাজের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে তাওরাতের কথা বলিয়া প্রচার করে।' কাতাদাহ হইতে সাঈদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'এই আয়াতে ইয়াহূদী জাতির লোকদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুর রহমান ইব্ন আলকামাহ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الخ। আয়াতে মুশরিক ও আহলে কিতাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন- একদল ইয়াহূদী মনগড়া কতগুলি মিথ্যা কথা লিখিয়া আরবের লোকদের নিকট এই বলিয়া বিক্রয় করিত যে, উহা আল্লাহ্র বাণী। এইরূপে মিথ্যার বিনিময়ে তাহারা মানুষের নিকট হইতে পয়সা কামাই করিত।

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল্লাহ ও যুহরী বর্ণনা করেন ঃ 'একদিন হযরত ইব্ন অব্বাস (রা) বলিয়াছেন, হে মুসলমানগণ। তোমরা কিরূপে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট কোন (দীনী) বিষয় জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ তা'আলার কিতাব তাঁহার বাণী ও কথাকে তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছে। উহা সদ্য অবতীর্ণ কিতাব। উহা তোমরা তিলাওয়াত করিয়া থাক। উক্ত কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আহলে কিতাব সম্প্রদায় আল্লাহ্র কিতাবে পরিবর্তন আনিয়াছে। তাহারা মনগড়া মিথ্যা কথাকে আল্লাহ্র বাণী নাম দিয়া মানুষের মধ্যে প্রচার করিয়াছে। এই সব তাহারা করিয়াছে তুচ্ছ ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদা কামাই করিবার উদ্দেশ্যে। তোমাদের নিকট আল্লাহ্র তরফ হইতে যে বাণী আসিয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহার নিকট দীনী বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করে নাই? আল্লাহ্র কসম! আমি তাহাদের কাহাকেও তোমাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে কোন কিছু তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে শুনি নাই।' ইমাম বুখারী উক্ত রিওয়ায়েতকে যুহরীর মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান ইব্ন আবুল হাসান বসরী বলেন– পৃথিবী ও উহার সমুদয় ধন-সম্পদই ثَمَنٍ قَلِيلٍ (স্বল্প মূল্য)। فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের মনগড়া মিথ্যা কথা লিখিয়া উহাকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া চালাইয়া দিবার এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ কামাই করিবার কারণে তাহাদের জন্যে রহিয়াছে মহা শাস্তি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করেন ঃ

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের মনগড়া মিথ্যা কথা লিখিয়া উহাকে আল্লাহ্‌র কালাম নাম দিয়া মূর্খ ব্যক্তিদের নিকট উহা প্রচার করিবার এবং তৎপরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ কামাই করিবার কারণে তাহাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

মোটকথা এই যে, ইয়াহুদীরা বাহির হইতে তাহাদের মনঃপুত কথা তাওরাতে আমদানী করিত এবং তাওরাতের অমনঃপুত কথা উহা হইতে ছাঁটিয়া ফেলিত। তাহারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নাম তথা তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী তাওরাত হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা উহা করিয়াছিল তুচ্ছ পার্থিব ধন-সম্পদ তথা মান-সম্মানের লোভে। তাহাদের এই জঘন্য পাপাচারের কারণে তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে।

(٨٠) وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۭ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮০. আর তাহারা বলে, 'নির্দিষ্ট কয়েকদিন ছাড়া অগ্নি কখনও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পাইয়াছ যে, আল্লাহ্ কখনও নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না? কিংবা, তোমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যাহা জান না তাহাই বলিতেছ?'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির মিথ্যা দাবী উল্লেখ করত উহার মিথ্যা হওয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইয়াহুদীগণ বলিত– আমাদিগকে মাত্র কয়েক দিন দোযখে থাকিতে হইবে। অতঃপর আমরা দোযখ হইতে মুক্তি পাইব। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন– তোমরা কি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এইরূপ কোন ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইয়াছ? এইরূপ হইলে অবশ্য তোমাদের দাবী সত্য হইত। কারণ, তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– 'না, তোমরা তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লও নাই। তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস, মন-মানসিকতা ও কার্যকলাপ যেইরূপ জঘন্য, তাহাতে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি তোমরা আদায় করিতে পারও না। বরং তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করিয়া থাক।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, সায়ফ ইব্ন সুলায়মান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদীগণ বলিত– এই দুনিয়া সাত হাজার বৎসর

টিকিবে। আর প্রতি এক হাজার বৎসরের পরিবর্তে আমাদিগকে একদিন দোযখে পুড়িতে হইবে। এই হিসাবে আমাদিগকে মাত্র সাত দিন দোযখে থাকিতে হইবে। ইহা স্বল্প কয়েকটি দিন মাত্র। তাহাদের উক্ত দাবী উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াত নাযিল করেন। উক্ত রিওয়ায়েতকে আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিত, 'আমাদিগকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকিতে হইবে।' তাহাদের উক্ত দাবীর অসত্যতা প্রমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণে কথিত হইয়াছে যে, 'উক্ত চল্লিশ রাত হইতেছে তাহাদের গো-বৎস পূজার স্থায়ীত্বের কালের সমান।' ইমাম কুরতুবীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহুদীরা দাবী করিত যে, 'তাহারা তাওরাত কিতাবে এই কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়াছে যে, জাহান্নামের উপরিভাগ হইতে উহার তলদেশ পর্যন্ত (যে স্থানে যাক্কূম (زقوم) বৃক্ষ অবস্থিত) চল্লিশ বৎসরের পথ।' আল্লাহ্র শত্রুরা (ইয়াহুদীরা) বলিত, উক্ত যাক্কূম বৃক্ষ পর্যন্ত পৌঁছিতে যতদিন লাগিবে, আমাদিগকে মাত্র ততদিন দোযখের আযাব ভোগ করিতে হইবে। আমাদের উক্ত বৃক্ষ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিবার পর জাহান্নাম ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যাইবে।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ايام معدودة অর্থাৎ যতদিন আমরা গো-বৎস পূজা করিয়াছি, ততদিন মাত্র।' ইকরামা বলেন- 'একদা ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-এর সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। তাহারা বলিল- 'আমাদিগকে মাত্র চল্লিশ রাত দোযখে থাকিতে হইবে। অতঃপর, অন্য এক জাতি আমাদের পরিবর্তে উহাতে প্রবেশ করিবে।' 'অন্য এক জাতি' দ্বারা তাহারা নবী করীম (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল। নবী করীম (সা) স্বীয় হস্ত তাহাদের মস্তকে রাখিয়া বলিলেন- 'না; বরং তোমাদিগকে তথায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে হইবে। তোমাদের পরিবর্তে কেহ তথায় প্রবেশ করিবে না।' এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ, লায়ছ ইব্ন সা'দ, আবূ আবদির রহমান আল মুকরী, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সখর, আব্দুর রহমান ইব্ন জা'ফর ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'খায়বার বিজয়ের দিন ইয়াহুদীদের পক্ষ হইতে নবী করীম (সা)-এর খেদমতে একটি বিষ মিশ্রিত রন্ধনকৃত বকরী হাদিয়া হিসাবে উপস্থাপিত হইল। নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন 'এখানে উপস্থিত সকল ইয়াহুদীকে আমার সম্মুখে আন।' তাহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন- 'তোমাদের পিতা কে? তাহারা বলিল, 'আমাদের পিতা অমুক ব্যক্তি।' তিনি বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাদের পিতা বরং অমুক ব্যক্তি।' তাহারা বলিল, 'আপনি ঠিক ও সত্য বলিয়াছেন।' অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কি সত্য ও সঠিক উত্তর দিবে?' তাহারা বলিল, 'হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ; আমরা সত্য ও সঠিক উত্তর

দিব। আর যদি আমরা মিথ্যা উত্তর দেই, তবে তো আপনি যেইরূপে আমাদের পিতার নামের ব্যাপারে আমাদের মিথ্যাকে ধরিয়া ফেলিয়াছেন, সেইরূপে উহাও ধরিয়া ফেলিবেন।' তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'কাহারা দোযখে যাইবে?' তাহারা বলিল 'সেখানে সামান্য কয়েকদিন আমাদিগকে থাকিতে হইবে। অতঃপর আমাদের পরিবর্তে আপনারা সেখানে থাকিবেন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– 'আল্লাহকে ভয় করিয়া কথা বল। আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমাদের পরিবর্তে সেখানে কোনদিন প্রবেশ করিব না?' অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– 'আমি তোমাদের নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা কি সঠিক ও সত্য উত্তর দিবে?' তাহারা বলিল– 'হে আবুল কাসিম! হ্যাঁ; আমরা সঠিক ও সত্য উত্তর দিব।' তিনি বলিলেন– 'তোমরা এই বকরীতে বিষ মিশাইয়াছ?' তাহারা বলিল– 'হ্যাঁ; আমরা ঐরূপ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন– 'তোমরা কেন এইরূপ করিয়াছ?' তাহারা বলিল– 'আমাদের উদ্দেশ্য, আপনি মিথ্যাবাদী হইলে আমরা আপনার হাত হইতে মুক্তি পাইব। আর যদি আপনি সত্যই নবী হন, তবে তো উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম আহমদও উক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী লায়ছ ইব্ন সা'দ হইতে উহার অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং অধস্তন বিভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ আয়াতের অন্তর্গত "اَم" শব্দটি এইস্থলে 'বরং' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٨١) بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٨٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৮১. 'হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ উপার্জন করিয়াছে আর নিজ পাপে যে আবিষ্ট রহিয়াছে, অনন্তর তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরদিন থাকিবে।'

৮২. আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, তাহারাই জান্নাতের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরকাল কাটাইবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো দোযখের শাস্তি ভোগ করিবার এবং জান্নাতের সুখ-শান্তি লাভ করিবার প্রকৃত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন– যে ব্যক্তি পাপাচার করিয়াছে আর তাহার নিকট কোন নেকী নাই, সে ব্যক্তি এই অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে চিরদিন দোযখে পুড়িতে হইবে। তাহার কোন খোশ-খেয়াল ও আত্মপ্রসাদ তাহাকে দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। ইয়াহূদীরা আল্লাহর নবী ও আল্লাহ্র কিতাবকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহারা সত্যের ঘৃণ্য শত্রু। তাহাদের নিকট কোন নেক আমল নাই। ঈমান না থাকিলে নেক আমল

বলিয়া ঘোষিত কাজও আল্লাহ্‌র নিকট নেক আমল বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তাহারা এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইলে 'আল্লাহ্ আমাদিগকে অতিশয় ভালবাসেন; তিনি আমাদিগকে বেশী দিন দোযখে রাখিবেন না' তাহাদের এইরূপ ধারণা, খোশ-খেয়াল ও আত্মপ্রসাদ সত্ত্বেও তাহারা চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহাদের উক্ত খোশ-খেয়াল তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহাদের উক্ত ধারণা তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। তাহাদের উক্ত আত্মপ্রসাদ তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে বাহিরে আনিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, সে জান্নাতবাসী হইবে। সেইখানে সে চিরদিন চিরস্থায়ীভাবে বাস করিবে। সে কোনদিন সেইস্থান হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। ইয়াহুদী তথা অন্যান্য কাফিরের শত্রুতামূলক আকাঙ্ক্ষায় কোন কাজ হইবে না। তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে, মু'মিনগণ দোযখে যাক, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে না পারুক, পারিলেও তথায় বেশী দিন থাকিতে না পারুক।' কিন্তু, এইসব শুধু তাহাদের হিংসাপূর্ণ কামনা ও আকাঙ্ক্ষা। উহা কোনদিন পূর্ণ হইবে না– পূর্ণ হইতে পারে না। বরং নেককার মু'মিনগণ দোযখে যাইবে না। তাহারা জান্নাতে যাইবে। জান্নাতে তাহারা চিরদিন বাস করিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বহিষ্কৃত হইবে না।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ন্যায় অনত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ ـ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ـ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ـ

'না তোমাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের কারণে, আর না আহলে কিতাবের আকাঙ্ক্ষাসমূহের কারণে কিছু ঘটিবে। বরং কোন ব্যক্তি পাপাচার করিলে সে উহার শাস্তি ভোগ করিবেই। আর সে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে না কোন বন্ধু আর না কোন সাহায্যকারী পাইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি মু'মিন অবস্থায় কোন নেক কাজ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আর কোন লোকের প্রতি সামান্যতম অত্যাচারও করা হইবে না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের (ইয়াহুদীদের) আমলের ন্যায় আমল করিবে, তোমাদের কুফর করিবার ন্যায় কুফর করিবে এবং তদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না....। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ سَيِّئَةً অর্থাৎ শিরক। ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– 'আবূ ওয়ায়েল আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্‌ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাসান ও সুদ্দী বলেন سَيِّئَةً অর্থাৎ কোন কবীরা গুনাহ্। মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ তাহার অন্তরের পাপ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে, যদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবূ ওয়ায়েল, আতা এবং হাসান বলেন وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ অর্থাৎ তাহার শিরক

তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে যদ্দরুণ তাহার নিকট কোন নেক আমল থাকিবে না।' রবী' ইব্ন খায়ছাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রযীন ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন, وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ' অর্থাৎ সে ব্যক্তি তওবা না করিয়াই স্বীয় গুনাহ্সমূহ লইয়া মরে। সুদ্দী এবং আবূ রযীন হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ, রবী' ইব্ন আনাস এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী মুজাহিদ ও হাসান বলেন ঃ وَاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ' অর্থাৎ যে গুনাহ দোযখে প্রবেশ করা ওয়াজিব করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি সেই গুনাহ করিয়াছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহ প্রায় পরস্পর একই ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়ায, আব্দু-রাব্বিহী, আমর ইব্ন কাতাদাহ, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'সাবধান। তোমরা ছোট ছোট গুনাহকে অবহেলা করিও না, বরং উহা হইতেও দূরে থাকিও। কারণ ছোট ছোট গুনাহ কাহারো মধ্যে একত্রিত হইলে উহা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। প্রসঙ্গত নবী করীম (সা) একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'একদল লোক একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইল। তথায় তাহাদের খাদ্য উপস্থিত হইল। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকে একখানা করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করত উহাদিগকে একস্থানে জড়ো করিল। তারপর উহাতে আগুন লাগাইয়া দিল। উক্ত আগুনে তাহারা যাহাই নিক্ষেপ করিল, তাহাই জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ - الى اخر الاية। অর্থাৎ হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা যাহা অবিশ্বাস করিয়াছ, উহা যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তোমরা যে নেক আমল কর নাই, উহা যাহারা করিয়াছে, তাহারা জান্নাতের অধিবাসী হইবে এবং উহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিবে।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে, কাফিরগণ চিরদিন দোযখে থাকিবে। তাহারা উহা হইতে কোনদিন বাহির হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, নেককার মু'মিনগণ চিরদিন বেহেশতে বসবাস করিবে। তাহারা কোনদিন উহা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না।

(٨٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ تف وَبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ
اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৮৩. আর আমি যখন বনী ইসরাঈলদের এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিবে না আর তোমরা বাপ-মা,' আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের প্রতি ইহসান করিবে, মানুষকে ভাল কথা বলিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে। তারপর তোমাদের নগণ্য লোক ব্যতীত সকলেই উহা উপেক্ষা করিল। মূলত তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া চলারই লোক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত অঙ্গীকারের এবং তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁহার ইবাদত করিতে, মাতা-পিতার প্রতি, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রতি, ইয়াতীমের প্রতি এবং দরিদ্রের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে, সকল মানুষের প্রতি প্রিয়ভাষী হইতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ করত এই সকল বিষয়ে তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিকে উহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকেই একমাত্র তাঁহাকে ইবাদত করিতে এবং শিরক হইতে পবিত্র থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাদিগকে পয়দা করিয়াছেন এই জন্যেই। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ -

'আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূল পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই; অতএব, তোমরা আমার ইবাদত কর।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

'আর নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির নিকট এই নির্দেশ দিয়া রাসূল পাঠাইয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং শয়তান হইতে দূরে থাক।'

আল্লাহ্র ইবাদত হইতেছে মানুষের সর্বপ্রধান কর্তব্য। উহা মানুষের নিকট প্রাপ্য আল্লাহ্র হক। অতঃপর বান্দার হকের স্থান। বান্দার নিকট বান্দার প্রাপ্য যতগুলি হক আছে, তন্মধ্যে মাতা-পিতার হক হইতেছে প্রধানতম। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হকের অব্যবহিত পর মাতা-পিতার হককে উল্লেখ করিয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ - اِلَىَّ الْمَصِيْرُ - "......এই যে, তুমি আমার প্রতি এবং তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى وَاٰتِ
ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

'আর তোমার প্রভু নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিও না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করিও। .... আর রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিও। আর দরিদ্রকে এবং পথিককেও...।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয

করিলাম- হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ নেক আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন- যথাসময়ে (ওয়াক্ত মত) নামায আদায় করা। আমি আরয করিলাম- অতঃপর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন- মাতাপিতার প্রতি সদাচার। আমি আরয করিলাম- অতঃপর কোন্ আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বলিলেন- আল্লাহ্র পথে জিহাদ।

একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কাহার প্রতি সদাচার করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার মায়ের প্রতি। সাহাবী আরয করিলেন- অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার মায়ের প্রতি। সাহাবী আরয করিলেন- অতঃপর কাহার প্রতি? নবী করীম (সা) বলিলেন- তোমার বাপের প্রতি। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কের নিকটতম আত্মীয়ের প্রতি। উহা একটি সহীহ হাদীস।

لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ তোমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত করিও না।

আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ لَاتَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ এই বাক্যটি দৃশ্যত সংবাদসূচক (خبريه) বাক্যের মত হইলেও এইস্থলে উহা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর এইরূপ অবস্থায় অনুজ্ঞাসূচক অর্থে অধিকতর জোর ও শক্তি সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন- 'বাক্যটি মূলত এই ছিল ঃ اَنْ لَاتَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ ও পূর্ব যুগীয় কোন কোন কিরাআত বিশেষজ্ঞ উহাকে ঐরূপে পড়িয়াছেনও। উহার اَنْ শব্দটিকে তুলিয়া দেওয়ায় আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিশেষ সূত্র অনুযায়ী উহার রূপ لَاتَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ হইয়াছে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উহাকে এইরূপে পড়িতেন ঃ لا تعبدوا الا الله উপরে لا تعبدون الا الله বাক্যের যে ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উহাকে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ সীবওয়াইহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সিবওয়াই উপরোক্ত বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী আরও বলিয়াছেন যে, ব্যাকরণবিদ কাসাঈ এবং ব্যাকরণবিদ ফার্‌রা, সীবওয়াইহ্ এর উক্ত বিশ্লেষণকে সমর্থন করিয়াছেন।

শব্দার্থ ঃ اليتمى। পিতা বা অন্য কোন উপার্জনক্ষম ভরণ-পোষণকারী অভিভাবকহীন শিশু-কিশোর। المساكين। যাহাদের নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পত্তি নাই। 'সূরা নিসা' এর وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا الخ এই আয়াতে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইবে।

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا অর্থাৎ লোকদের সহিত বিনীতভাবে কথা বলিও; তাহাদিগকে ভালো কথা বলিও এবং তাহাদের সহিত শিষ্টতা সহকারে মিলিত হইও। মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়াও উহার অন্তর্ভুক্ত। হাসান বসরী বলেন- 'মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়া, কেহ অসদ্ব্যবহার করিলে ধৈর্যধারণ করা তথা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া সবই حسن (সদাচার)-এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা আল্লাহ যে আচরণকে ভালবাসেন ও পছন্দ করেন, তাহাই حسن (সদাচার)।'

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত, আবূ ইমরান জওনী, আবূ আমের খাররায, রওহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন নেক কাজকেই ছোট নজরে দেখিও না। করিবার মত কোন নেক কাজ খুঁজিয়া না পাইলে স্বীয় ভ্রাতার সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর।'

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী উহা উপরোক্ত রাবী আবূ আমের খার্‌রায হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। রাবী আবূ আমের খার্‌রায-এর আরেক নাম হইতেছে, সালেহ্ ইব্‌ন রুস্তম।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ধন-সম্পত্তির মাধ্যমে মানুষের প্রতি ইহ্সান বা সদাচার করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর মৌখিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের প্রতি সদাচার করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে আলোচ্য আয়াতে আর্থিক সদাচার ও লৌকিক সদাচার উভয়েরই উল্লেখ রহিয়াছে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তা'আলা সামগ্রিকভাবে তাঁহার নিজের হকের বিষয় এবং বান্দার হকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর আয়াতে উপরোক্ত অংশে তাঁহার নিজের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হক সালাত এবং বান্দার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হক যাকাত এই দুইটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈল জাতির স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। এইরূপে তাহারা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। বস্তুত তাহারা একটি সত্যবিমুখ জাতি।

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে যেইরূপে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপে 'সূরা নিসা'-এর নিম্নোক্ত আয়াতে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার প্রতি উপরোক্ত বিষয়সমূহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى -
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا -

'আর আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁহার সহিত কোন কিছু শরীক করিও না; মাতা-পিতার কল্যাণ কর, তেমনি কল্যাণ কর আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থগণের। নিশ্চয় আল্লাহ দাম্ভিক স্বেচ্ছাচারীকে পছন্দ করেন না।'

দেখা গিয়াছে–এই উম্মতের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত নির্দেশকে অন্যান্য উম্মত অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য।

এই স্থলে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম একটি অদ্ভূত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামিদ ইব্ন উকবাহ, খালিদ ইব্ন সাবীহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (তানীসী), মুহাম্মদ ইব্ন খল্ফ আস্কালানী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন ঃ 'আসাদ ইব্ন ওয়াদাআহ পথ চলিবার কালে মুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা প্রত্যেককে সালাম দিতেন। একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ইয়াহুদী ও নাসারাকে কেন সালাম দেন? তিনি বলিলেন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا 'অনন্তর তোমরা মানুষের সহিত কথায় শিষ্টাচারী হও।'

তিনি বলিলেন–'এই স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে সালাম দিতে আদেশ করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'আতা খোরাসানী হইতেও উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।' আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আহলে কিতাবকে (ইয়াহুদী-নাসারাকে) প্রথমে সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٨٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ أَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

(٨٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَإِنْ يَّأْتُوْكُمْ أُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ
وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ط أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج
فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ
الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰٓى أَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٨٦) أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ز فَلَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

৮৪. আর যখন আমি তোমাদের পাক্কা ওয়াদা নিলাম যে, তোমরা পরস্পর রক্তপাত ঘটাইবে না ও কাহাকেও কেহ কেহ দেশ ত্যাগী করিবে না। তোমরা তাহা স্বীকার করিয়া নিয়াছ এবং তোমরাই উহার সাক্ষ্য দিতেছ।

৮৫. অথচ সেই তোমরাই পরস্পরকে হত্যা করিতেছ ও একদল অপরদলকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিতেছ। তাহাদের উপর পাপাচার ও বাড়াবাড়ির দৌরাত্ম্য চালাইতেছ। তাহারা বন্দী হইয়া আসিলে পণবন্দী আদায় করিতেছ। অথচ তোমাদের জন্য উহা হারাম

করা হইয়াছে। তোমরা কি কিতাবের কিছু কথা মানিতেছ ও কিছু কথা অস্বীকার করিতেছ? তোমাদের যাহারা তাহা করিতেছে তাহাদের শাস্তি হইল ইহকালের লাঞ্ছিত জীবন ও পরকালে তাহারা কঠিন আযাবে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নহেন।

৮৬. তাহারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করিল। তাই তাহাদের শাস্তি হ্রাস করা হইবে না এবং কোন সাহায্যই তাহারা পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার তৎকালীন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এতদসহ তাহাদের উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ তথা পাপাচারের অশুভ পরিণতির কথাও তাহাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত কিতাবে নর-হত্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) এক যুগে মদীনার ইয়াহূদীগণ সেই নর-হত্যারূপ জঘন্য পাপাচার লিপ্ত ছিল। মদীনাতে জাহেলী যুগে আওস ও খায্‌রাজ নামে দুইটি গোত্র বাস করিত। তাহারা মূর্তিপূজা করিত। নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর ইহারাই মুসলমান হইয়া আনসার (ইসলাম তথা আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী দল) নামে অভিহিত হন। জাহেলী যুগে আওস ও খায্‌রাজ গোত্রে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। মদীনাতে তখন তিনটি ইয়াহূদী গোত্র বাস করিত ঃ বনূ কায়নুকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যাহ্। ইহাদের প্রথমোক্ত গোত্রদ্বয় খায্‌রাজ গোত্রের এবং শেষোক্ত গোত্রটি আওস গোত্রের সন্ধিবদ্ধ সাহায্যকারী ছিল। তাহারা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহে স্ব-স্ব মিত্র পক্ষকে উহার বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করিত। তাহারা স্ব স্ব মিত্র পক্ষের সহিত রণাক্ষেত্রে থাকিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত। এইরূপে একদল ইয়াহূদী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া স্বজাতীয় ইয়াহূদী এবং বিজাতীয় পৌত্তলিকদিগকে হত্যা করিত ও বন্দী করিত। তাহারা বিপক্ষীয়দিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিত এবং তাহাদের ধন-সম্পত্তি লুট করিয়া লইত। স্বজাতীয় ইয়াহূদীকে হত্যা করা, তাহাকে নির্বাসিত করা ইত্যাদি কাজ তাহাদের কিতাব তাওরাতে স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি তাহারা উহা করিত। আবার যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর তাওরাতের নির্দেশ অনুযায়ী মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিত। اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ এই আয়াতাংশে উপরোক্তরূপে তাহাদের আল্লাহ্‌র কিতাবের কিয়দংশ মান্য করিবার এবং কিয়দংশ অমান্য করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ অর্থাৎ–তোমাদের একজন আরেকজনকে হত্যাও করিবে না আর একজন আরেকেজনকে তাহার গৃহ হইতে বহিষ্কৃতও করিবে না। উপরোক্তরূপ বাগধারা অন্যত্রও অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ "অতএব, তোমরা স্বীয় সৃষ্টিকর্তার নিকট তওবা কর; আর একে অপরকে হত্যা কর।"

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বনী ইসরাঈল জাতির জন্যে তাহাদের একজনকে আরেকজনের হত্যা করা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। উহার কারণ এই যে, তাহারা একই

দীন ও শরীআতের অনুসারীগণ সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র ব্যক্তির সমতুল্য। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনগণ তাহাদের পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহানুভূতি ও আত্মীয়তাবোধের দিক দিয়া সকলে সম্মিলিতভাবে একটি মাত্র দেহের সমতুল্য। উহার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে অন্যান্য অঙ্গ উত্তেজিত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া এবং রাত্রি জাগরণ করিয়া উহার রোগযন্ত্রণায় সাড়া দিয়া থাকে।

ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ –অর্থাৎ 'অতঃপর তোমরা উক্ত প্রতিশ্রুতিকে বুঝিবার এবং উহা সঠিক হইবার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলে। আর তোমরা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জারীর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ, ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মদীনার ইয়াহুদীগণ তিনটি গোত্রে বিভক্ত ছিল ঃ বনূ কায়নুকা, বনূ নাযীর এবং বনূ কুরায়যা। পক্ষান্তরে সেখানকার পৌত্তলিকরা দুইটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আওস এবং খায্রাজ। প্রথমোক্ত ইয়াহুদী গোত্রটি শেষোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। পক্ষান্তরে শেষোক্ত ইয়াহুদী গোত্র দুইটি প্রথমোক্ত পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। আওস ও খায্রাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে বনূ কায়নুকা গোত্রের লোকেরা খায্রাজ গোত্রের এবং বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা গোত্রের লোকেরা আওস গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিত। যুদ্ধের সময়ে এক পক্ষের ইয়াহুদীরা অন্য পক্ষের ইয়াহুদীদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের মালামাল লুট করিত এবং তাহাদিগকে গৃহত্যাগী করিত। পৌত্তলিকরা ছিল মূর্খ। তাহারা হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়, আখিরাত, বেহেশত-দোযখ কিছুই বুঝিত না। কিন্তু ইয়াহুদীদের হাতে তাওরাত কিতাব ছিল। উহাতে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সব কিছু লিপিবদ্ধ ছিল। উহাতে অহেতুক রক্তপাত, মানুষকে গৃহত্যাগী করা ইত্যাদি কাজ নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তথাপি তাহারা উক্ত নিষিদ্ধ কাজসমূহ করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে একদল ইয়াহুদী অন্য দলের বন্দী ইয়াহুদীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত এবং প্রত্যেক দলের লোকেরা অপর দলের লোকদের নিকট নিজেদের দলের নিহত ব্যক্তিদের জন্যে ক্ষতিপূরণ দাবী করিত। তাওরাত কিতাবে একদিকে অহেতুক রক্তপাত, নির্বাসন ইত্যাদি কার্য নিষিদ্ধ ছিল, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিবার জন্যে আদেশ ছিল। উপরোক্ত আচরণের মাধ্যমে তাহারা তাওরাতের কোন কোন বিধান মান্য করিত এবং কোন কোন বিধান অমান্য করিত। আমি (হযরত ইব্ন আব্বাস রা) যতদূর জানিতে পারিয়াছি তদনুযায়ী ইয়াহুদীদের উপরোক্ত আচরণ উপলক্ষে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে।'

সুদ্দী হইতে আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মদীনার কুরায়যা নামক ইয়াহুদী গোত্র আওস নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের এবং নাযীর নামক ইয়াহুদী গোত্র খায্রাজ নামীয় পৌত্তলিক গোত্রের সন্ধিসূত্রে মিত্র ছিল। কুরায়যা ও নাযীর গোত্রদ্বয়ের প্রত্যেক শাখা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক যুদ্ধে স্ব স্ব মিত্র গোত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক ইয়াহুদী গোত্রের লোকেরা অপর ইয়াহুদী গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিত, তাহাদিগকে বন্দী করিত, তাহাদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিয়া দিত এবং তাহাদিগকে গৃহ হইতে নির্বাসিত করিত। যুদ্ধ শেষ হইলে তাহারা বিপক্ষ দলের বন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দিত। ইহাতে আরবের অন্যান্য লোক

তাহাদিগকে লজ্জা দিয়া বলিত–তোমরা কিরূপে তোমাদের নিজেদের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাহাদের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় কর ? তাহারা বলিত–'মুক্তিপণ গ্রহণ করিবার জন্যে আমাদের প্রতি তাওরাতে আদেশ রহিয়াছে, তবে যুদ্ধ করা উহাতে নিষিদ্ধ রহিয়াছে।' লোকে বলিত–'তবে কেন যুদ্ধ কর?' আলোচ্য আয়াতগুলি ইয়াহূদীদের উপরোক্ত আচরণ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। উহাতে তাহাদের তাওরাত কিতাবের অংশবিশেষ মান্য করিবার এবং অংশবিশেষ অমান্য করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা সেই 'লজ্জাশীল' জাতিকে লজ্জা দিয়াছেন।'

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী ও আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াত কয়স ইব্ন হাতিম সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।'

আবুল খায়ের হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী ও আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা সালমান ইব্ন রবীআহ বাহিলীর সেনাপতিত্বে লানজার নামক স্থানে জিহাদে গমন করিলাম। উহার অধিবাসীদিগকে কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখিবার পর আমরা উহা জয় করিলাম। আমাদের বিজয়ের কারণে তাহাদের অনেক লোক আমাদের হাতে বন্দী হইল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) উহাদের মধ্য হইতে একটি ইয়াহূদী দাসীকে সাতশত মুদ্রার বিনিময়ে খরিদ করিয়া লইলেন। তিনি রা'সুল জালূত (رأس الجالوت) নামক জনৈক ইয়াহূদীর কাছ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে বলিলেন–হে রা'সুল জালূত! আমার নিকট তোমার স্বধর্মীয় একটি বৃদ্ধ দাসী রহিয়াছে। তুমি কি তাহাকে খরিদ করিবে ? সে বলিল–হ্যাঁ; আমি তাহাকে খরিদ করিতে চাই। তিনি বলিলেন–আমি উহাকে সাতশত দিরহামের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছি। সে বলিল–আমি আপনাকে উহার মূল্য হিসাবে চৌদ্দশত দিরহাম প্রদান করিব। তিনি বলিলেন–আমি হলফ করিয়াছি, চার হাজার দিরহামের কমে উহাকে বিক্রয় করিব না। সে বলিল–তাহাকে আমার খরিদ করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন–আল্লাহ্র কসম! উহাকে তোমার খরিদ না করা তোমার নিজের ধর্মকেই অস্বীকার তথা অমান্য করা ছাড়া কিছুই নহে। তিনি আরও বলিলেন–আমার আরও কাছে আস। সে তাঁহার আরও কাছে আসিলে তিনি তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া তাহাকে তাওরাত কিতাবের এই বাণীটি শুনাইলেন ঃ 'বনী ইসরাঈল জাতির কোন দাস-দাসী তোমার সামনে আসিলে তাহাকে খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিবে, অন্যথা যেন না হয়।' সে বলিল–আপনি কি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম ? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ; আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম। ইহাতে সে চার হাজার দিরহাম আনিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের হাতে দিল। তিনি উহা হইতে দুই হাজার দিরহাম রাখিয়া অবশিষ্ট দুই হাজার দিরহাম তাহাকে ফেরত দিলেন। এই উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস, আবূ জা'ফর রাযী ও আদম ইব্ন আবূ ইয়াস স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) কূফা নগরীতে বসবাসকারী রা'সুল জালূত (رأس الجالوت) নামক জনৈক ইয়াহূদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। ইয়াহূদী লোকটি অনারব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিত; কিন্তু আরব ব্যক্তির অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে সে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিত না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) তাহাকে বলিলেন–'তোমার নিকট রক্ষিত তাওরাত কিতাবে কি ইহা লিপিবদ্ধ নাই-যে, উভয় শ্রেণীর দাসীদিগকে তুমি মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিয়া আনিবে?'

যাহা হউক আলোচ্য আয়াতত্রয়ে ইয়াহূদী জাতির নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা যাহাকে তাওরাত বলিয়া দাবী করিত এবং যাহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাহাও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিত না। অতএব, তাহাদের কোন কথাই বিশ্বাস করা যায় না। এই সকল অবিশ্বাস্য লোক তাওরাত হইতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর নাম-পরিচয় এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী মুছিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের এই সকল কার্যের ভয়াবহ অশুভ পরিণতি বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন –

فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ اِلٰى قَوْلِه تَعَالٰى وَلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ -

অর্থাৎ ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিবার কারণে পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্যে লাঞ্ছনা ও অবমাননা রহিয়াছে আর পরকালীন জীবনে তাহারা কঠোরতম শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হইবে। তাহারা যেহেতু পার্থিব ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ তথা মান-মর্যাদা লাভের জন্য আখিরাত ও উহার স্থায়ী সুখ-শান্তির লোভ ত্যাগ করিয়াছে, তাই মুহূর্তের জন্যেও তাহাদের শাস্তি সামান্য হ্রাস করা হইবে না। আর তাহাদিগকে সেই চিরস্থায়ী শাস্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্যে কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।

(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ○

৮৭. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে আল কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পর ক্রমাগত রাসূল পাঠাইয়াছি। আর ঈসা ইব্ন মরিয়মকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছি এবং তাহাকে জিবরাঈল দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। তারপর যখন তোমাদের অনভিপ্রেত বস্তু নিয়া তোমাদের কাছে রাসূল আসিল, তখন তোমরা দম্ভভরে তাহাদের একদলকে মিথ্যা বলিয়াছ ও অন্য দলকে হত্যা করিয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির চিরাচরিত অবাধ্যতা ও সত্য বিদ্বেষের কথা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে হযরত মূসা (আ) এবং তাঁহার পর বিপুল সংখ্যক রাসূল পাঠাইয়াছেন। সর্বশেষে তাহাদের মধ্য হইতে হযরত ঈসা (আ)-কে তাহাদের হিদায়েতের জন্যে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহারা সর্বযুগে আল্লাহ্র রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছে। ইহা তাহাদের চিরাচরিত স্বভাব। সত্যকে অমান্য করা এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরোক্ত স্বভাবের নিন্দা করিয়াছেন।

وقفينا من بعده بالرسل অর্থাৎ 'মূসার পর আমি বহু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাওরাত কিতাবের শরীআত অনুযায়ী বনী ইসরাঈল জাতিকে পরিচালিত করিত।'

এতদ্সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ الى اخر الاية ـ

“নিশ্চয় আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম, উহাতে হিদায়েত ও নূর ছিল। উহার সাহায্যে নবীগণ তাহাদের ফয়সালা করিত যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল–তাহারা ইয়াহুদীদের জন্যে ফয়সালা করিত। আর নেককার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কিতাবকে হিফাজত করিবার জন্যে তাহারা আদিষ্ট হইয়াছিল, সেই কিতাবের সাহায্যে ফয়সালা করিত। আর তাহারা উহার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিত ... ...।

শব্দার্থ ঃ আবূ মালিক হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَقَفَّيْنَا –‘আর আমি পরবর্তীকালে পাঠাইয়াছি।’ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারও উহার উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ)-এর পর একাধিক নবী প্রেরিত হইবার বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرٰى ‘অতঃপর আমি রাসূলগণকে একের পর এক প্রেরণ করিয়াছি।’

وَاٰتَيْنَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ‘আর আমি ঈসা ইব্ন মরিয়মকে নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহাকে পবিত্র আত্মা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।’

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য হইতে তাহাদের জন্যে প্রেরিত শেষ নবী। তিনি তাওরাতের কোন কোন বিধানের পরিবর্তক বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কতগুলি বিশেষ মু'জিযা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ “অনন্তর আমি তোমাদের নিকট এই জন্যে প্রেরিত হইয়াছি যে, ইতিপূর্বে তোমাদের জন্যে যাহা যাহা হারাম করা হইয়াছিল, উহাদের কতগুলিকে হালাল বলিয়া ঘোষণা করিব। আর আমি তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে নিদর্শন সহকারে আগমন করিয়াছি।”

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ‘হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মু'জিযাসমূহ হইতেছে ঃ মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করা; মৃত্তিকা দ্বারা পক্ষী নির্মাণপূর্বক উহাতে ফুঁৎকার দিবার পর আল্লাহ্‌র আদেশে উহার জীবন্ত পক্ষী হইয়া যাওয়া; রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে রোগমুক্ত করা; অদৃশ্য বিষয়াবলী সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করা এবং রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল (আ)-এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার সাহায্যপুষ্ট হওয়া।’ এই সকল মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যবাদী হইবার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল। কিন্তু ইয়াহূদী জাতি ছিল সত্যদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ জাতি। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার তাওরাত

বিরোধী হইবার মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে মানিতে অস্বীকার করিল। তাহাদের কুফর ও অবাধ্যতার প্রকৃত কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র নবী কর্তৃক আনীত ব্যবস্থা ছিল তাহাদের প্রবৃত্তির বিরোধী। তাহারা তাওরাতে যে পরিবর্তন আনিয়াছিল, উহা বাদ দিয়া তাওরাতকে অনুসরণ করিবার জন্য আল্লাহর নবী তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের মানসিক প্রবৃত্তিও ছিল তথৈবচ। এই সকল সত্যদ্বেষী লোকগণ আল্লাহ্‌র রাসূলগণের কতককে শুধু অমান্য এবং কতককে অমান্য ও হত্যা করিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিতেছেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ ـ

রূহুল কুদুসের তাৎপর্য

রূহুল কুদুস (روح القدس) কি ? এই সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন–'রূহুল কুদুস' হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ)।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, ইসমাঈল ইব্‌ন খালিদ, সুদ্দী, রবী' ইব্‌ন আনাস, আতিয়্যা আওফী এবং কাতাদাহ্ও অনুরূপ বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাফসীরকারগণ বলেন–

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ (বিশ্বস্ত রূহ উহাকে তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছে–যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্যতম হইতে পার।)–এই আয়াতের অন্তর্গত 'বিশ্বস্ত রূহ' (الروح الامين) হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ)।

নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। ইমাম বুখারী (র) বলেন –হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), আবুয্ যানাদ ও ইব্‌ন আবুয্ যানাদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত হাস্সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর জন্যে মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা)-এর পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন–'আয় আল্লাহ্! হাস্সান যেইরূপে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) তোমার নবীর পক্ষে (কবিতার মাধ্যমে) প্রতিরোধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, তৎপরিবর্তে তুমি তাহাকে 'রূহুল কুদুস'-এর মাধ্যমে সাহায্য করিও।'

ইমাম বুখারী উপরোক্ত হাদীসকে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ উহাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, আবুয যানাদ এবং হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবূ আব্দির রহমান ইব্‌ন আবুয্ যানাদ ও ইব্‌ন সীরীনের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার ইমাম তিরমিযী উহাকে উপরোক্ত রাবী আবূ আবদির রহমান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ আবদির রহমান হইতে আলী ইব্‌ন হাজার এবং ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা আল ফায্যারীর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে অভিহিত করিয়াছেন।

'হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, যুহরী, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না প্রমুখ রাবীর সনদে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা হযরত হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা) মসজিদে নববীতে বসিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন। এই সময়ে হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। হযরত হাস্সান (রা)-এর প্রতি তিনি কটাক্ষপাত করিলে হযরত হাস্সান (রা) বলিলেন-'আমি এই মসজিদে দাঁড়াইয়া কবিতা আবৃত্তি করিতাম। তখন আপনি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি ইহাতে উপস্থিত থাকিতেন।' অতঃপর তিনি (হযরত হাস্সান (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রতি তাকাইয়া তাঁহাকে বলিলেন-আমি আপনাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়া বলিতেছি-আপনি কি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, '(হে হাসস্যন!) তুমি আমার পক্ষ হইতে কাফিরদের নিন্দাসূচক কবিতার উত্তর প্রদান কর। হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে রূহুল কুদুস-এর মাধ্যমে সাহায্য কর।' হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন-'আল্লাহ্র কসম, হ্যাঁ।' কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) হযরত হাস্সান (রা)-কে বলিলেন-'তুমি তাহাদের নিন্দা বর্ণনা কর। হযরত জিব্রাঈল (আ) তোমার সঙ্গে রহিয়াছেন।'

হযরত হাস্সান (রা)-এর কবিতার দুইটি চরণ হইতেছে এই ঃ

جبريل رسول الله فينا
وروح القدس ليس به خفاء

'আল্লাহ্র প্রেরিত ব্যক্তি হযরত জিবরাঈল (আ) আমাদের মধ্যে রহিয়াছেন। আর রূহুল কুদুসের বিষয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা নাই।'

হযরত শাহ্র ইব্ন হাওশাব আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হুসায়ন মক্কী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একদল ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-কে বলিল الروح। কে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্র দোহাই এবং বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের দোহাই দিয়া বলিতেছি-তোমরা কি জান না যে, الروح। হইতেছে হযরত জিবরাঈল (আ) আর তিনি হইতেছেন সেই ফেরেশতা-যিনি আমার নিকট আসিয়া থাকেন ?' তাহারা বলিল - হ্যাঁ।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ইব্ন হিব্বান স্বীয় হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'নিশ্চয় 'রূহুল কুদুস' আমার অন্তরে এই কথা নাযিল করিয়াছেন যে, 'কোন প্রাণীই তাহার রিযিক ও হায়াত পূর্ণ না করিয়া মরে না।' অতএব, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং উহার তালাশের ব্যাপারে সুন্দর ও সুষম পন্থা গ্রহণ করিও।'

কেহ কেহ বলেন-রূহুল কুদুস হইতেছে ইসমে আজম (শ্রেষ্ঠতম নাম)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, আবূ রওক, বিশর, মিনজাব ইব্ন হারিছ, আবূ যুরআহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ 'আমরা তাহাকে ইসমে আজম দিয়া সাহায্য করিয়াছি।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন-'হযরত ঈসা (আ) উক্ত ইসমে আজমের সাহায্যে মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করিতেন।' ইমাম ইব্ন জারীরও উপরোক্ত রাবী মিনজাবের নিকট হইতে

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন– সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতেও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী বলিয়াছেন ঃ উবায়দ ইব্ন উমায়র বলেন– 'রূহুল কুদুস হইতেছে ইসমে আজম।'

ইব্ন আবূ নাজীহ্ বলেন ঃ 'আররূহ হইতেছে ফেরেশতাদের একজন নেতার নাম।'

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্লাহ্।' হযরত কা'ব (রা)-ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং হাসান হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল-কুদুস হইতেছে মহান আল্লাহ্; আর, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)।' সুদ্দী বলেন–'আল কুদুস (القدس) –বরকত, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল-কুদুস অর্থ পবিত্রতা।

ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রূহুল কুদুস হইতেছে ইঞ্জীল কিতাব।

وَاَيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ অর্থাৎ 'আমি তাহাকে কিতাব দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদকে রূহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'আর এইরূপেই আমি তোমার নিকট আমার নির্দেশ সহকারে রূহকে (আল কুরআনকে) নাযিল করিয়াছি।"

ইব্ন যায়দ বলেন–'এইরূপে কুরআন মজীদ ও ইঞ্জীল কিতাব উভয়ই রূহ।'

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশে রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য হযরত জিবরাঈল (আ) হওয়াই অধিকতম সহীহ্ ও সঠিক।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَيْكَ ـ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ـ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً ـ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالاِنْجِيْلَ ـ الى اخر الاية ـ

"সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন–হে ঈসা ইব্ন মরিয়াম! তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি প্রদত্ত আমার নি'আমাতকে তুমি স্মরণ কর, তখন আমি তোমাকে রূহুল কুদুস দিয়া সাহায্য করিয়াছিলাম। তুমি দোলনায় থাকিয়া এবং প্রৌঢ় বয়সে উভয় অবস্থায় মানুষের সহিত কথা বলিতে। আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছিলাম।"

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য যদি ইঞ্জীল কিতাব হয়, তবে মানিতে হয় যে, উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিষয়কে অহেতুকভাবে দুইবার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার বলিয়াছেন اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ (যখন আমি তোমাকে ইঞ্জীল কিতাব দিয়া সাহায্য করিয়াছি।

আবার বলিয়াছেন ঃ

وَ اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ (আর যখন আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছি।)

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ 'মহান আল্লাহ্ উপরোক্তরূপ অহেতুক পুনরাবৃত্তি করা হইতে পবিত্র। অতএব, রূহুল কুদুস-এর তাৎপর্য ইঞ্জীল কিতাব হইতে পারে না। উহার তাৎপর্য হযরত জিবরাঈল (আ)।'

আমি (ইব্ন কাছির) বলিতেছি- উপরোক্ত আলোচনার প্রথমাংশে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রূহুল কুদুস হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তে নিবেদিত।

আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ روح القدس -পবিত্র রূহ। যেমন حاتم الجود দানবীর হাতিম তাঈ; رجل صدق -সৎ লোক। উপরোক্ত তিনটি শব্দ বাহ্যত مركب اضافى (সম্বন্ধ পদ ও মুখ্য পদের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি) হইলেও অর্থের দিক দিয়া উহারা مركب توصيفى (বিশেষ্য ও বিশেষণের সমন্বয়ে গঠিত পদ সমষ্টি।) আবার অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে روح منه (তাঁহার তরফ হইতে আগত বিশেষ রূহ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সেই স্থলে আল্লাহ্‌র সহিত রূহকে সম্পর্কিত করিবার কারণ হইল, সংশ্লিষ্ট রূহটি যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং উহার যে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারী তাহা প্রকাশ করা। অবশ্য কেহ কেহ বলেন-যেহেতু হযরত ঈসা (আ)-এর রূহের সহিত পুরুষের শুক্র এবং ঋতুবতী নারীর অপবিত্র ঋতুস্রাব মিশ্রিত হয় নাই, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে روح منه নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।' আল্লামা যামাখশারীর কথার তাৎপর্য এই যে, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং ঈসা (আ)-কে روح القدس (পবিত্র আত্মা) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।'

অতঃপর আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ 'কেহ কেহ বলেন, রূহুল কুদুস অর্থ জিবরাঈল (আ)। আবার কেহ কেহ বলেন-রূহুল কুদুস অর্থ ইঞ্জীল কিতাব। এইরূপে কুরআন মজীদকে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা 'রূহ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।' আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا 'আর এইরূপেই তোমার নিকট আমার ব্যবস্থাসহ রূহকে (কুরআন মজীদকে) নাযিল করিয়াছি।' আবার কেহ কেহ বলেন-রূহুল কুদুস অর্থ 'ইসমে আজম' যাহা উচ্চারণ করিয়া হযরত ঈসা (আ) মৃত ব্যক্তিদিগকে জীবিত করিতেন। فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা যামাখশারী বলেন - 'আল্লাহ্ তা'আলা وَفَرِيْقًا قَتَلْتُمْ (আর আরেক দলকে তোমরা হত্যা করিয়াছ) না বলিয়া বলিয়াছেন وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ (আর আরেক দলকে তোমরা হত্যা করিতেছ)। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইতে চাহেন-তাহারা এখন আল্লাহ্‌র রাসূলকে হত্যা করিবার কাজ চালাইতেছে। কারণ, তাহারা বিষ প্রয়োগ করিয়া এবং যাদু খাটাইয়া মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে হত্যা করিবার চেষ্টা চালাইয়াছিল। নবী করীম (সা) মৃত্যু শয্যায় বলিয়াছিলেন-'খায়বারে যে বিষ

মিশ্রিত গোশতের টুকরাটি আমি খাইয়াছিলাম, আমার মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া ক্রমশ তীব্রতর হইয়া আসিতেছে। এখন আমার মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত।'

আমি (ইব্ন কাছির) বলিতেছি ঃ উক্ত হাদীস বুখারী শরীফ সহ একাধিক হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে।

বনী ইসরাঈলের দুর্গতি ও শাস্তিভোগ

(৮৮) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ○

৮৮. আর তাহারা বলিল, 'আমাদের অন্তরসমূহ সুরক্ষিত রহিয়াছে।' বরং আল্লাহ্ তাহাদিগকে অভিশাপ দিয়াছেন তাহাদের কুফরীর জন্য। তাই তাহাদের নগণ্য সংখ্যকই ঈমান আনিবে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির জ্ঞান-বিদ্বেষী মানসিকতাকে উল্লেখ করিয়া উহার পরিণতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-কে বলিত–'তোমার কথায় সারবত্তা নাই। অতএব, তোমর কথা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না। আমরা তোমার কথা শুনিতে ও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।'

প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তর হইতেছে সত্য-দ্বেষী ও সত্য-বিমুখ। যে কথায় সারবত্তা রহিয়াছে, উহার প্রতি তাহাদের অন্তরে রহিয়াছে ঘৃণা ও শত্রুতা। যেহেতু আল্লাহ্র রাসূল (সা) ও তাঁহার কিতাব হইতেছে শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সত্য তাই উহাদের প্রতি তাহাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরে রহিয়াছে জঘন্যতম ঘৃণা ও শত্রুতা। সত্যের প্রতি তাহাদের উপরোক্ত ঘৃণা ও শত্রুতাই আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব তাহাদের না মানিবার প্রকৃত কারণ। তাহাদের অন্তরের উপরোক্ত সত্য-বিমুখ তাই নবী করীম (সা)-এর কথা উহাতে প্রবেশ না করিবার প্রকৃত কারণ। তাহারা গর্ব করিয়া বলে–'তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনিতে প্রস্তুত নহে। উহা তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–না, তাহাদের গর্ব করিবার মত কিছু নাই। হতভাগারা আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের কুফর তথা সত্য-বিমুখতার কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব, তাহারা ঈমান আনিবে না।

قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আয়াতাংশের তাফসীরকারগণ দুইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রথম ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর বুঝিতে সক্ষম নহে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

মুজাহিদ বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত।

ইকরামা বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

আবুল আলীয়া বলেন- قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর বুঝিতে সক্ষম নহে।

সুদ্দী বলেন – قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত।

কাতাদাহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ ও আচ্ছাদিত। অতএব, উহাতে আর কিছু ধরেও না এবং উহা আর কিছু বুঝেও না।' মুজাহিদ এবং কাতাদাহ্ বলেন–'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে পেশ দিয়া পড়িতেন। উহা غلاف (আচ্ছাদক বা পাত্র) শব্দের বহুবচন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর সকল জ্ঞানের আধার। উহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব, হে মুহাম্মদ! তোমার জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নাই।' আতা খুরাসানীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ্ বলেন– قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি বলেন–আলোচ্য আয়াতাংশটি নিম্নোক্ত আয়াতাংশের ন্যায় ঃ قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ (তোমরা আমাদিগকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাও, আমাদের অন্তর উহা হইতে সংরক্ষিত।)

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন–قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ। অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত অতএব, হে মুহাম্মদ! তুমি যাহা বল, উহার কিছুই উহাতে প্রবেশ করে না।' তিনি আলোচ্য আয়াতাংশকে قُلُوْبُنَا غُلْفٌ আয়াতাংশের ন্যায় মনে করিতেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত তাৎপর্যকেই গ্রহণযোগ্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত হাদীসকে উপস্থাপিত করিয়াছেন ঃ

হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল বুখতারী ও আমর ইব্‌ন মুররাহ জামালী প্রমুখ রাবী থেকে ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন – মানুষের অন্তর চারি প্রকারের হইতে পারে। অতঃপর তিনি চারি প্রকারের অন্তরের মধ্যে এক প্রকারের অন্তরের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ 'উহা আচ্ছাদিত ও আবদ্ধ হইয়া থাকে ও উহা আল্লাহ্র গযবপ্রাপ্ত অন্তর। উহাই কাফিরের অন্তর।'

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আরযামীর পিতামহ (নাম উহ্য), মুহাম্মদ (সা)-এর পিতা আব্দুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আরযামী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ আমাদের অন্তর চর্মাবৃত।

আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা বলিত–'হে মুহাম্মদ! তোমার কথা অন্তঃসারশূন্য। আমাদের অন্তর সংরক্ষিত। অতএব, উহাতে তোমার কথা প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাই তুমি আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না।'

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ। মুহাম্মদ বা তাহার ন্যায় লোকদের পক্ষ হইতে আগতব্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন উহার নাই।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতিয়্যা আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ অর্থাৎ 'আমাদের অন্তরে জ্ঞানের অবস্থান গ্রহণ করিবার জন্যে কোন স্থান নাই।' উপরোক্ত অর্থের ভিত্তিতে কোন কোন আনসারী সাহাবী غلف শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণকে ضمة পেশ দিয়া পড়িতেন। ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত কিরাআতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা যামাখশারী ইমাম ইব্ন জারীরের উক্ত বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছেন। غلف শব্দটি غلاف শব্দের বহুবচন ও غلاف শব্দের অর্থ হইতেছে পরিপূর্ণ পাত্র।

আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত অর্থের তাৎপর্য এই যে, ইয়াহূদীগণ বলিত-'হে মুহাম্মদ! আমাদের অন্তর জ্ঞানে পরিপূর্ণ। উহাতে আর কোন জ্ঞান রাখিবার স্থান নাই। অতএব, তোমার কথা আমরা আমাদের অন্তরে স্থান দিতে পারিতেছি না। তাই উহা মানিতেও পারিতেছি না।' بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ অর্থাৎ না, বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন।

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

প্রথম ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তাহারা ঈমান আনিবে না। কাতাদাহ উহার উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঈমানের পরিমাণ স্বল্প। কারণ, তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলেও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে না। ফলে তাহাদের ঈমানের পরিমাণ স্বল্প হইবার দরুণ উহা আল্লাহ্র নিকট মূল্যহীন। উহা তাহাদিগকে নাজাত দিবে না।

তৃতীয় ব্যাখ্যা

فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না। যাহাদের অন্তর সত্য-দ্বেষী ও সত্য-বিমুখ, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের জঘন্য অবস্থার কারণে তাহাদিগকে রহমত হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত করিয়াছেন। অতএব, তাহাদের কেহই ঈমান আনিবে না।

আরবগণ বলিয়া থাকে ঃ قلما رأيت مثل هذا قط অর্থাৎ 'আমি এইরূপ কখনও দেখি নাই।' 'আমি এইরূপ দেখিয়াছি, তবে কম' -আরবগণ উহাকে এইরূপ অর্থে ব্যবহার করে না।

প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ কাসাঈ বলেন-কোন ব্যক্তি কোন স্থানে ব্যভিচার বা যিনা করিলে আরবগণ সেই স্থান সম্বন্ধে বলিয়া থাকে قلما تنبت অর্থাৎ 'এই স্থানটিতে কোন উদ্ভিদ

জন্মিবে না।' 'এই স্থানটিতে উদ্ভিদ জন্মিবে; তবে কম'–তাহারা উক্ত বাক্যকে এইরূপ অর্থে ব্যবহার করে না।

ইমাম ইব্ন জারীর ভাষাবিদ কাসাঈর উপরোক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَوْلُهُمْ قُلُوْبُنَا غُلْفُ - بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ - فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً

"আর তাহাদের কথা–'আমাদের অন্তর সংরক্ষিত।' বরং তাহাদের কুফরের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরের পথটি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অতএব, তাহারা ঈমান কমই আনিবে।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٨٩) وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ
قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۡ فَلَعْنَةُ
اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৮৯. "আর যখন আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের সামনে সেই কিতাব আসিল যাহা তাহাদের কিতাবকেও সত্য বলে, আর আগে যেই কিতাবের উসিলায় কাফিরদের উপর জয়ী হইবার প্রার্থনা করিত, তাহা যখন আসিয়া গেল যাহা তাহাদের জানা-শোনাও ; তাহারা তাহা অস্বীকার করিল। কাফিরদের উপর আল্লাহ্র লা'নত।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী জাতির সত্য বিমুখতা বর্ণনা করিতেছেন। ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মুশরিকদিগকে বলিত, অদূর ভবিষ্যতে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে। তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার সাহায্যে আমরা তোমাদের উপর জয়লাভ করিব। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর দেখা গেল, তাহারা তাঁহাকে মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সত্যবাদী হইবার বিষয় জানিত। তথাপি তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। বস্তুত তাহাদের অন্তর সত্য-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ। তাই তাহারা নবী করীম (সা)-কে অমান্য করিয়াছে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের অন্তরের এই সত্য বিমুখতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ফলে তাহাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে রহিয়াছে লাঞ্ছনা, অপমান ও শাস্তি। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ অর্থাৎ ইয়াহূদীদের নিকট রক্ষিত তাওরাত কিতাবের সত্যতার স্বীকৃতি প্রদানকারী কুরআন মজীদ যখন তাহাদের নিকট আগমন করিল।

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا অর্থাৎ অথচ কুরআন মজীদ সহকারে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে তাহারা

ভবিষ্যতে মুশরিকদের উপর বিজয়ী হইবার বিষয়ে তাঁহারই সাহায্য কামনা করিত। মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিবার কালে তাহারা মুশরিকদিগকে বলিত–'অদূর ভবিষ্যতে আখেরী যামানায় একজন নবী আগমন করিতেছেন। আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তোমাদিগকে পূর্ব যুগীয় 'আদ জাতি' এবং 'ইরাম জাতির' ন্যায় হত্যা করিব।'

কয়েকজন বয়োবৃদ্ধ আনসার সাহাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, আসিম ইব্ন আমর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আনসার সাহাবীগণ বলেন–আল্লাহ্র কসম! আমাদের এবং ইয়াহুদীদের মধ্যকার ঘটনা উপলক্ষে وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। জাহেলী যুগে দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা ইয়াহুদীদের উপর বিজয়ী ছিলাম। আমরা ছিলাম মুশরিক আর তাহারা ছিল আহলে কিতাব। তাহারা আমাদিগকে বলিত–'অদূর ভবিষ্যতে একজন নবী প্রেরিত হইতেছেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় সমুপস্থিত। তাঁহার আবির্ভাবের পর আমরা তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে তোমাদিগকে আদ জাতি ও ইরাম জাতির ন্যায় হত্যা করিব।' অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শ বংশ হইতে তাঁহার নবীকে প্রেরণ করিলেন এবং আমরা তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলাম, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের উক্ত আচরণ এবং উহার শাস্তি সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। তাহারা বলিত, আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে মুহাম্মদকে সাহায্য করিব। অথচ আজ তাহারা করিয়াছে উহার উল্টা। তাহারা তাঁহার আগমনের পর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীগণ তাঁহার সাহায্যে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের উপর বিজয়ী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার নবীকে তাহাদের গোত্রের বহির্ভূত গোত্র হইতে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাহাদের উক্ত ইচ্ছার বিষয় তাহারা অস্বীকার করিল। ইহাতে হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল, বিশর ইব্ন বারা ইব্ন মা'রূর এবং দাউদ ইব্ন সালিমাহ তাহাদিগকে বলিলেন–'হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর আর ইসলাম গ্রহণ কর। তোমরা তো ইতিপূর্বে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহায্যে আমাদের উপর বিজয়ী হইবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে। আমরা তখন মুশরিক ছিলাম। তোমরা আমাদিগকে সংবাদ দিতে যে, 'অদূর ভবিষ্যতে মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইবেন। তোমরা তাঁহার পরিচয় এবং গুণাবলীও বলিয়া দিতে।' ইহার উত্তরে বনূ নাযীর গোত্রের সাল্লাম ইব্ন মিশকম নামক জনৈক ইয়াহুদী বলিল–'মুহাম্মদ তো ঐরূপ কোন পরিচয় ও নিদর্শন লইয়া আসে নাই, যাহা আমাদের নিকট পরিচিত ও বিদিত। আর আমরা ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট তাহার আগমনের বিষয় উল্লেখ করি নাই।'

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ الى اخر الاية -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে কিতাবধারীগণ মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সাহায্যে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয়ী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে আল্লাহ্ নবী পাঠাইয়াছেন, তখন তাহারা হিংসায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল।'

আবুল আলীয়া বলেন ঃ নবী করীম (সা)-এর আগমনের পূর্বে ইয়াহুদীরা তাঁহার সাহায্যে আরবের অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্যে প্রার্থনা করিত। তাহারা বলিত–'হে আল্লাহ্! যে নবীর পরিচয় ও গুণাবলী এবং যাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী আমরা আমাদের কিতাবে লিখিত দেখি, তুমি তাহাকে প্রেরণ কর। তিনি প্রেরিত হইলে তাঁহার সহায়তায় আমরা মুশরিকদেরকে শাস্তি দিব এবং তাহাদিগকে হত্যা করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে প্রেরণ করিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিয়াও মুশরিকদের গোত্র হইতে আবির্ভূত হইবার কারণে তাহাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية -

কাতাদাহ বলেন ঃ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইতিপূর্বে তাহারা তাঁহার সাহায্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইতে চাহিত। তাহারা আরও বলিত যে, অচিরেই একজন নবী আবির্ভূত হইবেন।' মুজাহিদ বলেন –'আলোচ্য আয়াতে ইয়াহুদীদের আচরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

(٩٠) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

৯০. যে বস্তুর বিনিময়ে তাহারা তাহাদিগকে বিক্রয় করিল তাহা কতই খারাপ। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাহার যেই বান্দার উপর যাহা খুশী নাযিল করিয়াছেন। তাহাতে রুষ্ট হইয়া তাহারা ঈমানের বদলে কুফরী ক্রয় করিল। তাহারা গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিল। কাফিরদের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির হিংসাপরায়ণতা এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা জানিত যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল। কিন্তু, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ইয়াহুদীদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে প্রেরণ

করিয়াছেন, তাই তাঁহার প্রতি তাহারা হিংসান্বিত ছিল। তাহাদের উক্ত হিংসাই তাহাদিগকে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে দেয় নাই। তাহাদের এই হিংসাপরায়ণ ও তজ্জনিত সত্য প্রত্যাখ্যান বড়ই নিন্দনীয়। উহার ফলে তাহারা পৃথিবীতে লাঞ্ছনার পর লাঞ্ছনা আর আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। আলোচ্য আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহারা যাহার বিনিময়ে নিজদিগকে বিক্রয় করিয়াছে, তাহা কতই না নিন্দনীয়।

মুজাহিদ বলেন ঃ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ–'ইয়াহূদীগণের বাতিলের বিনিময়ে সত্যকে বিক্রয় করা অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত সত্যকে গ্রহণ না করিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যান করা কতই না নিন্দনীয়।'

সুদ্দী বলেন – بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্যে যাহা ক্রয় করিয়াছে, তাহা বড়ই নিন্দনীয়। তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এই গ্রহণ বড়ই নিন্দনীয়। بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ তাহাদের কুফরের কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাঁহার মনোনীত বান্দার প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছেন–ইহাতে তাহারা হিংসাপরায়ণ। কোন হিংসাই উহা অপেক্ষা জঘন্যতর হইতে পারে না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ, মুহাম্মদ ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি এই কারণে হিংসুক ছিল যে, তিনি তাহাদের গোত্র ভিন্ন অন্য গোত্র হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ এই হিংসার কারণে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত কোন বান্দার প্রতি ওহী নাযিল করিবেন।

فَبَاءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ –ফলত তাহারা গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিয়াছে। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'তাহারা তাওরাত কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। আবার তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিয়াছে। সেই কারণে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপ তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।'

আবুল আলীয়া উহার ব্যাখ্যায় বলেন–'তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলায় তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। আবার তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলায় তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপে তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।' ইকরামা এবং কাতাদাহ্ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন 'তাহাদের গো-বৎস পূজা করিবার কারণে তাহাদের উপর গযব নাযিল হইয়াছে। আবার মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যাবাদী বলিবার কারণে তাহাদের উপর গযব নাযিল হইয়াছে। এইরূপে তাহাদের উপর গযবের উপর গযব নাযিল হইয়াছে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (আর কাফিরদের জন্যে রহিয়াছে লাঞ্ছনাকার শাস্তি।)

ইয়াহুদীদের উপরোক্ত কুফরের কারণ হইতেছে তাহাদের হিংসা। তাহাদের এই হিংসার মূলে রহিয়াছে তাহাদের অহংকার তথা সত্য-বিদ্বেষ। আর অহংকার ও সত্য বিদ্বেষের যোগ্য শাস্তি হইতেছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। উপরোক্ত আয়াতাংশে তাহাদের জন্যে সেই যোগ্য লাঞ্ছনাকর শাস্তির সংবাদই প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ "যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশ্চয় অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ (নাম উহ্য) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব, আমর ইব্‌ন শুআয়ব, ইব্‌ন আজলান, ইয়াহইয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– অহংকারী লোকদিগকে কিয়ামতের দিনে মানুষের আকৃতিতেই পিপীলিকার ন্যায় ক্ষুদ্রাবয়ব করিয়া জীবিত করা হইবে। সকল ক্ষুদ্র বস্তুই তাহাদের অপেক্ষা বৃহত্তর হইবে। তাহারা জাহান্নামের বুলুস (بولس) নামক একটি কয়েদখানায় প্রবেশ করিবে। উত্তপ্ততম অগ্নি তাহাদের মস্তকের উপর লেলিহান শিখা বিস্তার করিবে। তাহাদিগকে জাহান্নামীদের চেয়ে বিষাক্ত ও গাঢ় পুঁজ-রক্ত পান করানো হইবে।'

শব্দার্থ ঃ باء - يبوء - بوء –প্রত্যাবর্তন করা, যোগ্য হওয়া। এইস্থলে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত।

(٩١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٩٢) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

৯১: আর যখন তাহাদিগকে বলা হইল, আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিব এবং তাহার পরে যাহা আসিল তাহা তাহারা অস্বীকার করে। অথচ উহা সত্য ও তাহাদের কিতাবকেও সত্যায়িত করে। বল, যদি তোমরা ঈমানদারই হও তাহা হইলে পূর্বেকার আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করিতে কেন ?

৯২. আর অবশ্যই তোমাদের নিকট মূসা সুস্পষ্ট দলীলাদি লইয়া আসিয়াছিল। তারপরও তোমরা বাছুর পূজায় লিপ্ত হইলে এবং তোমরা পরিণামে আত্মপীড়ক হইয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ নাসারা ও ইয়াহুদীদের ঈমান সম্পর্কিত দাবী, উক্ত দাবীর মিথ্যা হওয়া এবং উহার মিথ্যা হইবার প্রমাণ বর্ণনা করিতেছেন। আহলে কিতাব

সম্প্রদায়ের নিকট ঈমানের দাওয়াত পেশ করা হইলে তাহারা বলিত–'আমাদের নিকট যে তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রশ্নই উঠে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা দাবী বৈ কিছু নহে। যাহারা মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক প্রাপ্ত কিতাবের প্রতি ঈমান রাখে না, তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাওরাত বা ইঞ্জীল–ইহাদের কোনটির উপরও ঈমান রাখে না। কারণ, ইহারাই অর্থাৎ ইহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরাই ইতিপূর্বে আল্লাহ্র নবীগণকে হত্যা করিয়াছে। বস্তুত, যে ব্যক্তি ঈমান আনিবার, সে আল্লাহ্র সকল কিতাবের প্রতিই ঈমান আনে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমান আনিবার নহে, সে তাঁহার কোন কিতাবের প্রতিই ঈমান আনে না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র একটি কিতাবকে অবিশ্বাস করিয়া অপর কিতাবকে বিশ্বাস করিবার দাবী করে, তাহার দাবী মিথ্যা। সে আদৌ মু'মিন নহে। অতএব মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবিশ্বাসী এই সকল আহলে কিতাব মিথ্যাবাদী। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র কোন কিতাবের প্রতিই ঈমান নাই।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ -

"আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়–আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আন, তখন তাহারা বলিল–আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাখি। পক্ষান্তরে তাহারা যাহা উহার পরে রহিয়াছে, তাহার প্রতি কুফরী করে। অথচ উহা সত্য এই কারণেও যে, উহা তাহাদের নিকট যাহা আছে, তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।"

اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তোমরা উহার প্রতি ঈমান আন।

قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا অর্থাৎ তখন তাহারা বলিল–আমাদের উপর যে তাওরাত ও ইঞ্জীল নাযিল হইয়াছে উহার উপর ঈমান আনাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। উহা ব্যতীত অন্য কিছুকে সত্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই।

وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهُ অর্থাৎ আর যাহা উহার পর নাযিল হইয়াছে, তাহারা উহাকে অবিশ্বাস করে।

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ অর্থাৎ অথচ তাহারা জানে যে, উহা সত্য। এই কারণে যে, উহা তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে তাহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ বাক্যাংশটি এই স্থলে حال (অবস্থা নির্দেশক) হিসাবে منصوب (কর্মকারকের বিভক্তি সম্বলিত পদ) হইয়াছে।

কুরআন মজীদ ইয়াহুদী-নাসারাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ইঞ্জীলের প্রকৃত অংশকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। এতদসত্ত্বেও তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই, কিয়ামতের দিন উক্ত বিষয়টি তাহাদের বিরুদ্ধে একটি মহাশক্তিশালী প্রমাণ ও যুক্তি হিসাবে উপস্থাপিত হইবে। তাহাদিগকে যখন বলা হইবে–তোমাদের নিকট আল্লাহ্র যে

বাণী রক্ষিত ছিল, কুরআন মজীদ উহাকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও তোমরা কেন কুরআন মজীদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ কর নাই, তখন তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। তাহাদের নিকট উহার কোন উত্তর থাকিবে না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ "আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে (মুহাম্মদকে) এইরূপে চিনে, যেইরূপে চিনে তাহারা নিজ পুত্রদিগকে।"

فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যই তাওরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়া থাক, তবে ইতিপূর্বে যে সকল নবী তাওরাতের অনুসারী হইয়া, উহাকে রহিত না করিয়া বরং উহার নির্দেশ অনুযায়ী ফয়সালা প্রদানকারী হইয়া তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছিল, তোমরা কেন তাহাদিগকে হত্যা করিতে ? তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিজেদের হিংসাপরায়ণ, সত্যবিমুখ ও অহংকারী স্বভাবের দরুণ। বস্তুত তোমরা তাওরাতের প্রতিও বিশ্বাসী নহ। তোমরা শুধু জান তোমাদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিতে। সত্যের প্রতি তোমাদের প্রবৃত্তির রহিয়াছে চিরাচরিত বিদ্বেষ ও শত্রুতা।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَاتَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ -

"যখনই তোমাদের নিকট কোন রাসূল এইরূপ বিষয় সহকারে আগমন করিয়াছে যাহা তোমাদের কুপ্রবৃত্তিতে চাহে না, তখনই তোমরা অহংকারের সহিত উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ। ফলত তোমরা একদলকে শুধু প্রত্যাখ্যান করিতে এবং একদলকে হত্যা করিতে।"

সুদ্দী বলেন—'আল্লাহ্ তা'আলা قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ এই আয়াতাংশ দ্বারা তাহাদিগকে লজ্জা ও ধিক্কার দিতেছেন।'

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ইয়াহুদীদিগকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান আনিতে বলিলে তাহারা যখন বলে, 'আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখি', তবে যে সকল নবীকে অনুসরণ করিবার পক্ষে তাওরাতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে, তোমরা কেন সেই সকল নবীকে হত্যা করিতে ? আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের তাওরাতের প্রতি ঈমান রাখিবার দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত তাহাদিগকে লজ্জা দিতেছেন।'

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহকারে তোমাদের নিকট মূসা আগমন করিয়াছিলেন। উক্ত নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করিত যে, মূসা আল্লাহ্‌র প্রকৃত নবী এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' উক্ত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী হইতেছে—তুফান, পঙ্গপাল, ছারপোকা, ব্যাঙ, রক্ত, লাঠি, সমুজ্জ্বল হাত, সাগরের পানি বিভক্ত হওয়া, মেঘ দ্বারা ছায়া দেওয়া, মান্না-সালওয়া, ঝরনা সৃষ্টিকারী পাথর ইত্যাদি।"

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ অর্থাৎ 'এতদসত্ত্বেও তোমরা মূসার যামানায় তোমাদের নিকট হইতে তাহার তূর পর্বতে যাইবার পর আল্লাহ্কে ছাড়িয়া গো-বৎসকে মা'বূদ বানাইয়াছ।' مِنْ بَعْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কথা বলিবার উদ্দেশ্যে তাহার তূর পর্বতে যাইবার পর।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ "মূসার জাতি তাহার (তূর পর্বতে গমনের) পর নিজেদের অলংকার হইতে একটি গো-বৎসের দেহ বানাইয়া লইল–যাহাতে হাম্বা হাম্বা রব ছিল।"

وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যে কোন মা'বূদ নাই, তাহা তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও তোমরা যে গো-বৎকে মা'বূদ বানাইয়াছিলে–এই কার্য দ্বারা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছিলে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ -

"আর যখন উহা (গো-বৎস) তাহাদের হাতে অপমানিত হইল এবং তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহারা নিশ্চয় পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল–আমাদের প্রভু যদি আমাদিগকে কৃপা না করেন এবং ক্ষমা না করেন, তবে আমরা নিশ্চয় মহাক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের দলভুক্ত হইব।"

(٩٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৯৩. আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিলাম এবং তোমাদের উপর পাহাড় তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম–'আমি যাহা তোমাদিগকে দিলাম তাহা শক্ত হাতে ধর ও আমার কথা শোন।' তোমরা বলিলে, 'আমরা শুনিলাম ও অমান্য করিলাম।' আর তাহাদের অন্তরসমূহে কুফরীর কারণে বাছুরের মোহ বিদ্যমান। বল, 'যদি তোমরা ঈমানদারই হও, তবে তোমাদের ঈমান কতই না খারাপ কাজের নির্দেশ করিতেছে।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার কথা বর্ণনা করিতেছেন। বনী ইসরাঈল জাতি আল্লাহ্র অবাধ্যতার মাধ্যমে একবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর পর্বত তুলিয়া ধরিলে তাহারা তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। কিন্তু, তাহারা পুনরায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইয়া গেল। এইরূপে বারংবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্য হওয়া তাহাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا (আমরা শুনলাম ও অমান্য করিলাম।) ইতিপূর্বে উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ হইতে আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহাদের অন্তরে গো-বৎস প্রেম দৃঢ়রূপে শিকড়বদ্ধ হইয়াছিল।' আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিলাল ইব্ন আবূ দারদা, খালিদ ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম গাস্সানী, ইছাম ইব্ন খালিদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কোন বস্তুকে তুমি প্রকৃতই ভালবাসিলে উহার ভালবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবে।'

ইমাম আবূ দাউদও উপরোক্ত হাদীসকে উপরোক্ত রাবী আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মরিয়াম গাস্সানী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং উক্ত আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে বাকিয়্যাহ ও হায়াত ইব্ন শোরায়েহর অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন— বনী ইসরাঈল জাতি যে (স্বর্ণ নির্মিত) বাছুরটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) উহাকে করাত দিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ছড়াইয়া দিলেন। ফলে, তৎকালে প্রবহমান সকল দরিয়াতেই উহার কিছু না কিছু অংশ পতিত হইল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন—তোমরা দরিয়ার পানি পান কর। তাহারা তাহাই করিল। ইহাতে যাহাদের অন্তরে গো-বৎস পূজা-প্রীতি রহিয়া গিয়াছিল, তাহাদের গোঁফ সোনালী রং ধারণ করিল। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে তাহাদের উক্ত গো-বৎস প্রীতির বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মারাহ ইব্ন উমায়র এবং আবূ আব্দির রহমান সালমী, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন রজা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) দরিয়ার কিনারায় বসিয়া উহাকে করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় ফেলিলেন। অতঃপর উহার পূজারীদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তিই সেই দরিয়ার পানি পান করিল, তাহারই চেহারা স্বর্ণ বর্ণের ন্যায় হইয়া গেল।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—'বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা যে (স্বর্ণ নির্মিত) গো-বৎসটিকে পূজা করিয়াছিল, হযরত মূসা (আ) উহাকে পোড়াইয়া করাত দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তাহারা দরিয়ার পানি স্পর্শ করিলে তাহাদের মুখমণ্ডল যাফরানী রং বিশিষ্ট হইয়া গেল।'

ইমাম কুরতুবী 'কুশায়রী'র কিতাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাহারা গো-বৎস পূজা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তিই উক্ত পানি পান করিয়াছিল, সে-ই পাগল হইয়া গিয়াছিল।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ''এই সকল বর্ণনা ও ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সহিত সম্পর্কিত নহে। সুতরাং এই স্থলে উহাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, আলোচ্য আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের গো-বৎস পূজার

সময়ে গো-বৎস প্রীতি ও গো-বৎস পূজা তাহাদের অন্তরে ছড়াইয়া গিয়াছিল এবং উহা তাহাদের হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছিল।' অথচ উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'গো-বৎস চূর্ণ মিশ্রিত পানি পান করিবার ফলে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের ওষ্ঠ ও মুখমণ্ডলে গো-বৎস পূজা প্রেমের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী, কবি নাবিগা কর্তৃক স্বীয় স্ত্রী উছামার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রচিত নিম্নোক্ত কবিতাচরণ কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

تغلغل حب عثمة فى فؤادى
فباديه مع الخافى يسير
تغلغل حيث لم يبلغ شراب
ولا حزن ولم يبلغ سرور
اكاد اذا ذكرت العهد منها
اطير لوان انسانا يطير

"আমার হৃদয়ে উছামার প্রেম সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করিয়াছে। এখন হৃদয়ের ভালবাসার তুলনায় বাহ্য ভালবাসা তুচ্ছ। উক্ত ভালবাসা এইরূপ স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, যেখানে মদাসক্তি, দুঃখ-তাপ, আনন্দ-আহলাদ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার সহিত জীবন যাপন করিবার স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন তাহার নিকট উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আহা! মানুষ যদি উড়িতে পারিত!

উক্ত কবিতায় যেইরূপে প্রেয়সীর ভালবাসা কবির হৃদয়ের গভীরতম স্থানে প্রবেশ করিবার কথা ব্যক্ত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতাংশে সেইরূপে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের অন্তরের সহিত গো-বৎস পূজা সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'অতীত ও বর্তমানে তোমরা যাহার উপর নির্ভর করিতেছ, উহা বড়ই জঘন্য ও বড়ই নিন্দনীয়। অতীতে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করিবার, আল্লাহ্কে ত্যাগ করিয়া গো-বৎস পূজা করিবার এবং নবীদের বিরোধিতা করিবার উপর তোমরা নির্ভর করিয়াছ। আর বর্তমানে মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধীতা করিবার উপর নির্ভর করিতেছ। তোমরা দাবী করিতেছ 'আমরা মু'মিন।' তোমাদের দাবীকৃত ঈমান তোমাদিগকে কুফরী করিতে আদেশ করে। তোমাদের ঈমান অতীতে তোমাদিগকে নবীদের বিরোধিতা করিতে আদেশ করিয়াছে এবং বর্তমানে সাইয়েদুল মুরসালীন ও খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অমান্য করিতে তথা তাঁহার বিরোধিতা করিতে আদেশ করিতেছে। তোমাদের ঈমান কত জঘন্য! তোমাদের ঈমান কত ঘৃণ্য!! প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে কোন ঈমান নাই। কুফরের প্রতি তোমাদের সত্য-দ্বেষী অন্তরের অবিচ্ছেদ্য ভালবাসাকেই তোমরা ঈমান নাম দিয়াছ।'

(٩٤) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٩٥) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

(٩٦) وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ
يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ ؕ
وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

৯৪. বল, 'পরকালের শান্তিধাম যদি আল্লাহ্ শুধু তোমাদের জন্যই নির্ধারিত রাখিয়া থাকেন, অন্য মানুষের জন্য না হয়, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ কর।'

৯৫. অথচ তোমাদের কৃতকর্মের ভয়ে তোমরা কখনও তাহা করিবে না। আল্লাহ্ জালিমদের ভালভাবেই জানেন।

৯৬. মানুষের ভিতরে তাহাদিগকেই তুমি দীর্ঘজীবী হওয়ার অধিক লালসাগ্রস্ত পাইবে। এমনকি মুশরিকদের হইতেও অধিক। তাহারা চায়, যদি হাজার বছর বাঁচিত। যতদিনই বাঁচুক শাস্তি হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী জাতির নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী, উক্ত দাবীর অসারবত্তার প্রমাণ এবং তাহাদের পরকালীন প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ইয়াহুদীরা বলিত– 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় ভালবাসেন। আখিরাতের নি'আমাত ও সুখ-শান্তি কেবল আমাদের জন্যেই নির্ধারিত রহিয়াছে। আমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ আমাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও উহা ভোগ করিতে দিবেন না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহাদের উক্ত দাবী যে মিথ্যা, তাহা তাহারা নিজেরাও জানে। উক্ত দাবী তাহাদের নিছক মৌখিক মিথ্যা দাবী। তাহাদের অন্তর ভালরূপে জানে যে, তাহারা জ্ঞান পাপী। তাহারা আল্লাহ্র নিকট জঘন্য শ্রেণীর অপরাধী। তাহাদের অন্তরের উক্ত অবস্থা প্রমাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন–'তুমি তাহাদিগকে বল, তোমাদের মৌখিক দাবীই যদি তোমাদের অন্তরের কথা হইয়া থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহারা কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। কারণ, তাহারা জানে, তাহাদের মহাপাতকের ফলে মৃত্যুর পর তাহাদের ভোগ করিবার জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।'

অতঃপর তিনি বলিতেছেন–তাহারা অধিক বয়সের জন্যে অন্য যে কোন মানুষ অপেক্ষা এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। একেকজনের আকাঙ্ক্ষা–'সে যদি হাজার

বৎসর হায়াত পাইত। এইরূপ হইলে অধিকতর পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিয়া লওয়া যাইত।' ইহাদের মনে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে দুনিয়ার মজা লুটিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। কিন্তু, আখিরাত ও উহার কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-ইহারা অধিক হায়াত পাইলে কি আখিরাতের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবে ? না, তাহা কোনক্রমেই হইবে না। অধিক হায়াত তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না। সুতরাং শাস্তি হইতে বাঁচিতে চাহিলে তাহারা যেন আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার কিতাবের প্রতি বিনীত হৃদয়ে অনুগত হয়। এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোন পথ কাহাকেও আখিরাতের আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।

تمنى الموت (মৃত্যু কামনা)-এর ব্যাখ্যা

আলোচ্য তিনটি আয়াতের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন ঃ 'তুমি তাহাদিগকে বল, আখিরাতের সুখ-শান্তি যদি শুধু তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, যাহা তোমরা দাবী করিয়া থাক, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' উক্ত' মৃত্যু কামনা'-এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

প্রথম ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য 'মৃত্যু কামনার' তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদী ও মুসলমান এই দুই দলের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, ইয়াহুদীরা অনির্দিষ্টরূপে তাহাদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। তাহারা বলিবে-'হে আল্লাহ্! আমরা ও মুসলমানগণ এই দুই দলের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট, তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। যদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। আর যদি আমরা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হইয়া থাকি, তবে তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। 'এইরূপ দোয়ার ফলে যাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে, এইরূপ দোয়া সত্ত্বেও যাহারা ধ্বংস হইবে না, তাহারা সত্যপথে অবস্থানকারী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহাদের দাবী অনুসারে বলা যায়-'তাহারা উপরোক্ত পন্থায় মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা মরিবে না। কারণ, তাহারা তো সত্য পথের অনুসারী ও আল্লাহ্‌র অতি প্রিয় পাত্র এবং কেবল তাহারাই আখিরাতের সুখ-শান্তি ভোগ করিতে পারিবে। উহাতে মরিবে শুধু মুসলমানগণ। কারণ, তাহারা যে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট এবং আখিরাতের সুখ-শান্তি তো তাহাদের কপালে নাই। এইরূপে লোকদের নিকট প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, ইয়াহুদীরা সত্যবাদী এবং মুসলমানগণ মিথ্যাবাদী।' প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত মুবাহালাকে مباهلة تمنى الموت (মৃত্যু কামনা সম্পর্কিত মুবাহালা) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), কাতাদাহ, আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্‌ন আনাস 'মৃত্যু কামনা'র উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য 'মৃত্যু কামনা'র তাৎপর্য এই যে, ইয়াহুদীরা নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিবে। ইয়াহুদীরা দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট অতি প্রিয় আর আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তাহারাই ভোগ করিবে। তাহারা মুখে

যাহা দাবী করে, উহাই যদি তাহাদের অন্তরের বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে বেশ তো, তাহারা নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করুক। তাহারা যত তাড়াতড়ি মরিবে তত তাড়াতাড়িই তো তাহাদের জন্যে রিজার্ভ করিয়া রাখা আখিরাতের মহা সুখ ও মহা শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং যুক্তি শাস্ত্রবাদী (متكلمين) বিশেষজ্ঞসহ একদল তাফসীরকার 'মৃত্যু কামনা'র উপরোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ (তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ অর্থাৎ 'তবে তোমরা অনির্দিষ্টরূপে দুই দলের মধ্য হইতে মিথ্যাবাদী দলের জন্যে মৃত্যু প্রার্থনা কর।' নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদিগকে উহা করিতে বলিলে তাহারা উহা করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যে পাপ করিয়াছে, উহার কারণে তাহারা কখনও মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিবে না। আর আল্লাহ্ সেই সকল মিথ্যাশ্রয়ী লোক সম্পর্কিত সকল বিষয় জানেন। তাহারা যে সেইরূপ দোয়া করিবে না তাহাও তিনি জানেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন—নবী করীম (সা)-এর কথায় যদি তাহারা ঐরূপে মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে পৃথিবীতে কোন ইয়াহূদী জীবিত থাকিত না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ অর্থাৎ তবে তোমরা মৃত্যুর জন্যে দোয়া কর।

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম জাযারী, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইত।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ, ইমাম আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তানাফিসী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত, তবে তাহাদের প্রত্যেকে মাত্র একটি হাঁচি দিত। (অর্থাৎ উহাতেই তাহার মৃত্যু হইত।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ।

হযরত আব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আমর, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'ইয়াহূদীরা যদি মৃত্যুর জন্যে দোয়া করিত' তবে তাহারা নিশ্চয় মরিয়া যাইত এবং নিজেদের অবস্থিতি জাহান্নামে দেখিতে পাইত। আর যাহাদিগকে আল্লাহর রাসূল মোবাহালা (পরস্পর মিলিতভাবে মিথ্যানুসারীর লা'নতের জন্যে বদ দোয়া করা) করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা গৃহে প্রত্যবর্তন করিয়া নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং মাল-দৌলত কিছুই দেখিতে পাইত না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আব্দুল করীম, ফুরাত, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াযীদ রাক্কী ও ইমাম আহমদ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বাদ ইব্ন মানসূর, সুরূর ইব্ন মুগীরাহ, ইবরাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন বিশার, হাসান ইব্ন আবূ আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উব্বাদ ইব্ন মানসূর বলেন–একদা আমি হাসান বসরীর নিকট وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ এই আয়াতাংশের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–ইয়াহূদীদিগকে যখন বলা হইয়াছিল যে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তখন যদি তাহারা মৃত্যু কামনা করিত, তবে কি তাহারা মরিয়া যাইত ? ইহাতে হাসান বসরী বলিলেন–তাহারা মৃত্যু কামনা করিলেও তাহারা মরিত না। বস্তুত তাহারা আদৌ মৃত্যু কামনাই করিত না। আল্লাহ্ তা'আলা কি বলিয়াছেন, তাহা তো জানই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ -

উক্ত রিওয়ায়েত একটি মাত্র মাধ্যমে হাসান বসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। (তাই উহার বিশুদ্ধতা সংশয়পূর্ণ)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ এই আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহাই উক্ত আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ 'তাহা হইলে তোমরা ইয়াহূদী ও মুসলমানের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী, অনির্দিষ্টরূপে সেই দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া কর।' ইমাম ইব্ন জারীর কাতাদাহ, আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতেও উক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়ছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
بِالظَّالِمِيْنَ - قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

"তুমি বল, 'হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে করিয়া থাক যে, কেবল তোমরাই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, অন্যলোক তাঁহার প্রিয় নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা করিয়া দেখাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। তাহাদের হস্ত যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহাতে তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না। আর আল্লাহ্ সেই পাপাচারীদের বিষয় সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। তুমি বল, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ, উহা নিশ্চয় তোমাদের সহিত অচিরেই সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্য উভয় শ্রেণীর বিষয় সম্বন্ধে অবগত সত্তার (আল্লাহ্র) নিকট প্রত্যাবৃত হইবে। তখন তিনি তোমাদিগকে তোমাদের আমলসমূহ সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান করিবেন।"

ইয়াহূদী ও নাসারারা যখন দাবী করিল যে, তাহারা আল্লাহ্র পুত্র ও প্রিয়পাত্র এবং ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহাদিগকে আহ্বান

জানানো হইল—তাহারা যেন এই দোয়া করে যে, ইয়াহুদী-নাসারা ও মুসলমান এই দুই দলের যে দল মিথ্যাবাদী, তাহাদিগকে যেন আল্লাহ্ ধ্বংস করিয়া দেন। কিন্তু, ইয়াহুদী-নাসরারা উহাতে সম্মত হইল না। উহাতে সকলের নিকট প্রমাণিত হইয়া গেল যে, তাহারা মিথ্যাবাদী ও অসত্যাশ্রয়ী। এইরূপেই নবী করীম (সা) 'নাজরান' হইতে আগত নাসারা প্রতিনিধি দলের সহিত সামান্য আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে সত্য বুঝাইয়া দিবার পর তাহাদিগকে দোয়া করিতে আহ্বান জানাইলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ـ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ـ

"তোমার নিকট যে জ্ঞান আগমন করিয়াছে, উহার উপস্থিতি সত্ত্বেও যাহারা তোমার সহিত তর্ক করে, তুমি তাহাদিগকে বল—আইস; আমরা আমাদের পুত্রদিগকে এবং তোমাদের পুত্রদিগকে, আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আর আমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের নিজদিগকে ডাকিয়া একত্রিত করি। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে মিথ্যাবদীদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র লা'নতের জন্যে বদ দোয়া করি।"

ইহা শুনিয়া তাহাদের একদল অপর দলকে বলিল—আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা এই নবীর সহিত বদ দোয়া করিতে লিপ্ত হও, তবে তোমাদের একটি লোকও জীবিত থাকিবে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং অধীন হইয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হইল। নবী করীম (সা) তাহাদের উপর জিযিয়া ধার্য করিলেন এবং হযরত আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্র উপর উহা আদায় করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন।

নিম্ন আয়াতে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়ের প্রায় সদৃশ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا অর্থাৎ 'আমাদের ও তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা গোমরাহীতে আছে, রহমান (আল্লাহ্) যেন তাহাকে আরও সুযোগ দিয়া তাহার বদ আমলকে বৃদ্ধি করিয়া দেন।' উক্ত আয়াত মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন—فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ আয়াতাংশে বর্ণিত 'মৃত্যু কামানা'র তাৎপর্য হইতেছে, ইয়াহুদীদের নির্দিষ্টরূপে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করা। অর্থাৎ 'হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা দাবী করিতেছ, তোমরা আল্লাহ্র অতি প্রিয় পাত্র। আখিরাতের সুখ-শান্তি কেবল তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তোমরা ভিন্ন অন্য কেহ উহা ভোগ করিতে পারিবে না। তোমাদের মুখের দাবী যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস হয়, তবে তোমরা নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর। এইরূপ করিলে যদি তোমরা মরিয়া যাও, তবে দুনিয়ার দুঃখ ও অশান্তি হইতে শীঘ্রই মুক্তি পাইয়া কিছু পূর্বেই আখিরাতের রিজার্ভ সুখ-শান্তি ভোগ করা আরম্ভ করিতে পারিবে। আর যদি না মর, তবে মানুষের নিকট তোমাদের মিথ্যাবাদী এবং বাতিলপন্থী হওয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে।'

ব্যাখ্যাকারগণ আরও বলেন–ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় উক্ত মৃত্যু কামনা হইতে বিরত রহিল। কারণ, তাহারা জানিত তাহারা যে আকীদা ও আমলের অধিকারী, তাহাতে মৃত্যুর পর আখিরাতের আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

মৃত্যু কামনার উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইয়াহুদীদিগকে 'মৃত্যু কামনা' করিতে বলিয়া নিরুত্তর করা যায় না। কেননা তাহাদের পক্ষে বলা যায়, ইয়াহুদীগণ তাহাদের দাবীর ব্যাপারে সত্যাবাদী হইলে যে তাহাদিগকে মৃত্যু কামনা করিতে হইবে এমন কথা বলা যায় না। কোন ব্যক্তি নেককার হইলে তাহার জন্যে নিজের মৃত্যু কামনা করা জরুরী নহে; বরং নেককার ব্যক্তির মৃত্যু যত দেরীতে আসে, সে তত বেশী উপকৃত ও লাভবান হয়। কারণ, উহাতে সে অধিকতর নেকী অর্জন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করত বেহেশতে অধিকতর উচ্চ মর্যাদা পাইতে পারে। হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যাহার বয়স দীর্ঘ এবং আমল নেক, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তাহাদের পক্ষে এতদ্ব্যতীত ইহাও বলা যায় যে, 'ওহে মুসলমানগণ! তোমরাও তো ধারণা পোষণ করিয়া থাক যে, মরিবার পর তোমরা জান্নাতের সুখ-শান্তি ভোগ করিবে। অথচ তোমরা তো নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না। তোমরা নিজেরা যে অবস্থায় নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা কর না, সেই অবস্থায় আমাদিগকে নিজেদের জন্যে মৃত্যু কামনা করিতে বলিতেছ কেন ?'

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলি দেখা যায়। পক্ষান্তরে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহার যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যা হইতেছে এই যে, 'ইয়াহুদী ও মুসলমান উভয় দল কোন দলকে নির্দিষ্ট না করিয়া অনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই নির্দিষ্ট না করিয়া অনির্দিষ্টরূপে মিথ্যাবাদী দলের বিরুদ্ধে মৃত্যুর জন্যে বদ দোয়া করিবে। প্রত্যেক দলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিবে–'হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে দল গোমরাহ ও মিথ্যাবাদী, তুমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।' ইহাতে ইয়াহুদীগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রশ্ন তুলিতে পারে না। কারণ, উভয় দলকে একই বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ইয়াহুদীগণ নাসারা জাতির লোকদের ন্যায় আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লিখিত 'মৃত্যু কামনা' হইতে দূরে রহিল। তাহারা জানিত, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা জানিত, তাহাদের আমল জঘন্যতর। তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। পরন্তু তাহারা মৃত্যু কামনা করিলে দোযখের আগুন যে সময়ে তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিত, তাহার পূর্বেই উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيٰوةٍ অর্থাৎ 'তুমি তাহাদিগকে অধিক বয়স পাইবার জন্যে সকল লোকের মধ্যে অধিকতর লালায়িত দেখিতে পাইবে।' অধিক বয়সের জন্যে তাহাদের লালায়িত হইবার কারণ এই যে, তাহারা জানে, তাহাদের আমলের কারণে এক মহা শাস্তি তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মৃত্যুর পর উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আর দুনিয়া হইতেছে মু'মিনের কয়েদখানা এবং কাফিরের জান্নাত। তাহারা ভাবে, আখিরাতের সেই মহা শাস্তি এড়াইয়া দুনিয়ারূপ জান্নাতের আরাম-আয়েশ যতবেশী ভোগ করা যায়, ততবেশী লাভ। অবশ্য, তাহারা যাহা এড়াইয়া থাকিতে চায়, উহা নিশ্চিতরূপেই একদিন

তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। আর অধিক বয়সের জন্যে তাহারা এত লালায়িত হইল বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা মোবাহালার বিষয় হিসাবে 'মৃত্যু কামনা'-কে বাছিয়া নিয়াছিলেন।

وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –তাহারা অধিক বয়সের জন্যে এমনকি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।

পূর্ববর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে অধিক বয়সের প্রতি সকল মানুষের মধ্যে অধিকতর লালায়িত বলিয়া আখ্যায়িত করিবার পর আলোচ্য আয়াতাংশে তাহাদিগকে অধিক বয়সের প্রতি মুশরিকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই স্থলে সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়কে সাধারণ নামে উল্লেখ করিবার পর সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে উহাদের মধ্য হইতে একটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার ভাষাগত বিধান প্রযুক্ত হইয়াছে। আরবী অলংকার শাস্ত্রে উক্ত বিধান عطف الخاص على العام নামে পরিচিত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুসলিম ইব্‌ন বাতীন, আ'মাশ, সুফিয়ান (ছাওরী), আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আহমদ ইব্‌ন সিনান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا অর্থাৎ তাহারা অধিক বয়সের জন্যে এমনকি 'অনারবগণ' অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি 'হাকিম' স্বীয় 'মুসতাদরাক' নামক হাদীস গ্রন্থে উহার অন্যতম রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত না হইলেও উহার সনদ তাহাদের উভয়ের নীতি অনুসারে সহীহ।' তিনি আরও বলিয়াছেন–'ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এই বিষয়ে একমত যে, সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাফসীর নির্ভরযোগ্য।'

হাসান বসরী বলেন–'মুনাফিকগণ অধিক বয়সের জন্যে অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা, এমনকি মুশরিক অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত।'

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক ইয়াহূদী কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর বয়স পাইত!' এইস্থলে 'احدهم' এর অন্তর্গত 'هم' শব্দের পদবাচ্য যে ইয়াহূদী, তাহা আয়াতের বক্তব্য বিষয় দ্বারা সহজেই বুঝা যায়।

আবুল আলীয়া বলেন– يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ প্রত্যেক অগ্নি উপাসক কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর হায়াত পাইত! আবুল আলীয়া কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ 'ইয়াহূদীরা অধিক বয়সের জন্যে মুশরিকদের অর্থাৎ অগ্নি উপাসকদের অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত। আর অগ্নি উপাসকদের প্রত্যেকে কামনা করে–আহা! সে যদি হাজার বৎসর আয়ু পাইত!'

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুসলিম ইব্‌ন বাতীন ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'এই আয়াতাংশে পারসিক অগ্নি উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ দশ হাজার বৎসর বয়স পাইবার জন্যে ও অভিলাষী হইয়া থাকে।' স্বয়ং সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আ'মাশ, আবূ হামযা, আলী ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন শাকীক, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন শাকীক ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশে অনারব (পারসিক) অগ্নি-উপাসকদের অধিক বয়স কামনা করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়া থাকে–আহা! যদি প্রতিটি দিন উৎসবের দিনে ন্যায় আনন্দমুখর হইত এবং এইরূপ আনন্দমুখর দিনের সমন্বয়ে গঠিত হাজার বৎসর আয়ু পাইতাম।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'তাহাদের পাপ অধিক বয়সকে তাহাদের নিকট প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত করিয়াছে।'

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুজাহিদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ অর্থাৎ 'তাহার অধিক বয়স পাওয়া তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী না হইবার কারণে অধিক বয়স কামনা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদীরা তাহাদের বদ আকীদা ও বদ আমলের দরুণ যে ভয়াবহ আযাব ভোগ করিবে, তৎসম্বন্ধে তাহারা অবগত থাকিবার কারণে অধিক বয়স কামনা করে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ। আয়াতাংশে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণকারী লোকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া ও ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ অর্থাৎ তাহাদের অধিক বয়স পাওয়া তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না।'

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ আয়াতাংশে যাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হাজার বৎসর বয়স পাইবার জন্যে লালায়িত থাকিত। আর ইয়াহুদীরা অধিক বয়স পাইবার জন্যে ঐ সকল লোক অপেক্ষাও অধিকতর লালায়িত থাকিত। আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, সে যেহেতু কাফির, তাই তাহাকে অনিবার্যরূপে আযাব ভোগ করিতে হইবে। তাহার অধিক বয়স পাওয়া তাহাকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে পারিবে না, যেমন পারিবে না ইবলীসকে আযাব হইতে মুক্তি দিতে তাহার অধিক বয়স পাওয়া।

وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ নেকী বদী যাহাই করে, আল্লাহ্ উহাদের সকল বিষয়েই অবগত, অবহিত ও প্রত্যক্ষকারী। তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

জিবরাঈলের মর্যাদা

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৯৭. জিবরাঈলের শত্রুদেরকে বল, 'সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুমোদনক্রমে তোমার অন্তরে উহা (কুরআন) অবতীর্ণ করিয়াছে। উহা তো উহার সম্মুখস্থ বস্তুর সত্যায়ক। আর মু'মনিদের পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।'

৯৮. 'যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতা ও রাসূল, বিশেষত জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু, অনন্তর নিশ্চয় আল্লাহ্ সেই কাফিরদের শত্রু।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী জাতির ফেরেশতা বিদ্বেষকে উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উহার পরিণতির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সত্য বিদ্বেষের আরেক নাম কুফর। আল্লাহ্ বিদ্বেষ, রাসূল বিদ্বেষ, কুরআন বিদ্বেষ, ফেরেশতা বিদ্বেষ ইত্যাদি সবই একই কুফরের বিভিন্ন শাখা। যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহ্, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা ইহাদের যে কোন একটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে ব্যক্তি জঘন্য সত্যদ্বেষী কাফির। বস্তুত, কোন ব্যক্তি ফেরেশতার প্রতি বিদ্বেষী হইয়া আল্লাহ্ বা তাঁহার রাসূল বা তাঁহার কিতাবের প্রতি অনুগত হইতে পারে না। ইয়াহূদীরা তাই যেমন ফেরেশতা বিদ্বেষী, তেমনি আল্লাহ্ বিদ্বেষী, রাসূল বিদ্বেষী এবং কিতাব বিদ্বেষী ছিল। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে সেই কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা প্রমুখ মহা সত্যের শত্রু নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ কাফিরের শত্রু। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাহার শত্রু, অর্থাৎ তিনি যাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, তাহাদের পরিণতি যে কত ভয়াবহ হইতে পারে, চিন্তাশীল হৃদয়ের নিকট তাহা অননুভূত থাকিতে পারে না। আয়াতে এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে তাহাদের কুফর তথা সত্য বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) বলেন ঃ 'তাফসীরকারগণ সকলে এই বিষয়ে একমত যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি ইয়াহূদীদের শত্রুতা প্রকাশ করিবার ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। একদা ইয়াহূদীগণ বলিয়াছিল—'জিবরাঈল ফেরেশতা আমাদের শত্রু। পক্ষান্তরে, মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের বন্ধু।' তাহাদের উপরোক্ত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাযিল হইয়াছে। তবে ইয়াহূদীদের কোন ঘটনা উপলক্ষে উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল, সেই বিষয়ে তাফসীরকারগণ একমত নহেন।

একদল তাফসীরকার বলেন–'একদা নবী করীম (সা)-এর নবূওতের বিষয়ে ইয়াহূদীগণ ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বিতর্কের এক পর্যায়ে ইয়াহূদীগণ উপরোক্ত উক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।' নিম্নে এতদসম্পর্কিত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত হইতেছে ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাহ্‌রাম, ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একদল ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–'হে আবুল কাসিম! আপনি আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আল্লাহ্‌র নবী ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) বলিলেন–'তোমরা আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাও, জিজ্ঞাসা করিতে পার। তবে হযরত ইয়াকূব (আ) যেইরূপে স্বীয় পুত্রদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ তোমাদের নিকট হইতে একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিব। আমি তোমাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারিলে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিবে তো?' তাহারা বলিল–'হ্যাঁ! আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন–'এখন তোমরা তোমাদের প্রশ্নসমূহ উপস্থাপন করিতে পার।' তাহারা বলিল– আমরা আপনার নিকট চারটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব।

প্রথম প্রশ্ন ঃ তাওরাত কিতাব নাযিল হইবার পূর্বে হযরত ইসরাঈল (আ) (হযরত ইয়াকূব আ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ নারীর বীর্য ও পুরুষের বীর্য কোন্‌টির বৈশিষ্ট্য কি আর সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়? তৃতীয় প্রশ্নঃ তাওরাত কিতাবে উল্লেখিত নিরক্ষর নবীর [নবী করীম (সা)-এর] বৈশিষ্ট্য কি? চতুর্থ প্রশ্ন ঃ কোন্ ফেরেশতা সেই নবীর [নবী করীম (সা)-এর] নিকট ওহী লইয়া আসেন? নবী করীম (সা) বলিলেনঃ তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারিলে তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনিবে তো? তাহারা দৃঢ় প্রতিশ্রুতি দিল যে, নবী করীম (সা) তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। নবী করীম (সা) বলিলেন–যে সত্তা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি–ইহা কি সত্য নহে যে, 'একদা হযরত ইয়াকূব (আ) (ইস্‌রাইল আ) কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইলে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মানত করিলেন যে, যদি তিনি রোগমুক্ত হন, তবে যে খাদ্য ও যে পানীয় তাঁহার নিকট অধিকতর প্রিয়, তাহা তিনি বর্জন করিবেন? তাঁহার সেই প্রিয়তম খাদ্য ও পানীয় কি ছিল না যথাক্রমে উটের গোশত ও উটের দুধ?' ইয়াহূদীগণ বলিল–হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের কথার সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন, যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং যিনি হযরত মূসা (অ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতেছি–ইহা কি সত্য নহে যে, পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা হইয়া থাকে এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে হইয়া থাকে আর পুরুষ ও নারী এই উভয়ের মধ্য হইতে যাহার বীর্য অপরজনের বীর্যের উপর জয়ী হয়, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান তাহারই সমলিঙ্গ ও সমআকৃতির হয়? পিতার বীর্য মাতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান পুরুষ ও পিতার সম-আকৃতি হইয়া থাকে

পক্ষান্তরে মাতার বীর্য পিতার বীর্য অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সন্তান নারী ও মাতার সম-আকৃতি হইয়া থাকে। তাহারা বলিল-হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন- হে আল্লাহ্। তুমি সাক্ষী থাকিও। অতঃপর তাহাদিগকে সেই আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি-'ইহা কি সত্য নহে যে, সেই নিরক্ষর নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমাইলেও তাঁহার অন্তর ঘুমায় না?' তাহারা বলিল-হ্যাঁ! ইহা সত্য। নবী করীম (সা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও। তাহারা বলিল-এবার আপনি কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন তাহা বলুন। আপনি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পর আমরা হয় ইসলাম গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত মিলিত হইব, আর না হয় যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় থাকিব। নবী করীম (সা) বলিলেন-আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি সকল নবীর নিকটই ওহী লইয়া আসিতেন।

ইয়াহুদীগণ বলিল-আমরা ইসলাম গ্রহণ করিব না। জিবরাঈল ভিন্ন অন্য কোন ফেরেশতা যদি আপনার নিকট ওহী লইয়া আসিতেন, তবে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতাম। নবী করীম (সা) বলিলেন-তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতে তোমাদের আপত্তি কেন? তাহারা বলিল-সে যে আমাদের শত্রু। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

এইরূপে ইয়াহুদীগণ গযবের উপর গযব লইয়া ফিরিয়া গেল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাহরাম, আবূ নযর হাশিম ইব্‌ন কাসিম এবং ইব্‌ন আহমদও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্‌ন বাহরাম, আহমদ ইব্‌ন ইউনুস এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন হামীদও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আবদুল হামীদ ইব্‌ন রাহরাম, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ মারূযী এবং ইমাম আহমদও প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার শাহর ইব্‌ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুসাইন এবং মুহম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইয়াসারও উহাকে 'বিচ্ছিন্ন সনদ (سند مرسل)' -এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহুদীগণ ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার শেষাংশ নিম্নরূপ ঃ

'ইয়াহুদীগণ বলিল-এবার আপনি রূহ (الروح) কি তাহা বলুন। নবী করীম (সা) বলিলেন-আমি তোমাদিগকে আল্লাহর দোহাই দিয়া এবং বনী ইসলাঈল জাতির প্রতি অবতীর্ণ তাঁহার নি'আমাতসমূহের দোহাই দিয়া বলিতেছি-'ইহা কি সত্য নহে যে, 'রূহ' হইতেছে জিবরাঈল আর জিবরাঈল হইতেছে সেই ফেরেশতা, যিনি আমার নিকট ওহী লইয়া আসিয়া থাকেন?' ইয়াহুদীগণ বলিল-'হ্যাঁ! ইহা সত্য; কিন্তু তিনি আমাদের শত্রু। তিনি বালা-মুসীবত এবং রক্তারক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। আপনার নিকট ওহী আনয়নকারী ফেরেশতা জিবরাঈল না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমরা ঈমান আনিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, বুকায়র ইব্‌ন শিহাব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ, আজালী, আবূ আহমদ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল-'হে আবুল কাসিম ! আমরা আপনার নিকট পাঁচটি প্রশ্ন উপস্থাপন করিব। যদি আপনি আমাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে পারেন, তবে বুঝিব যে, আপনি প্রকৃতই একজন নবী। এমতাবস্থায় আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব।' তখন হযরত ইসরাঈল (আ) স্বীয় পুত্রদের নিকট হইতে যেইরূপে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সূরা ইউসুফে যাহার বর্ণনা রহিয়াছে, ইয়াহুদীদের কথায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট হইতে সেইরূপ দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের প্রশ্নগুলি উপস্থাপন কর। তাহারা বলিল- নবীর আলামত ও বৈশিষ্ট্য কি? তিনি বলিলেন- নবীর চক্ষুদ্বয় ঘুমাইলেও তাঁহার অন্তর ঘুমায় না। তাহারা বলিল-সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন্ কারণে নারী হয়? তিনি বলিলেন- নারী ও পুরুষ উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হইবার পর পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান পুরুষ হয়। পক্ষান্তরে উভয়ের বীর্য পরস্পর মিলিত হইবার পর নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান নারী হয়। তাহারা বলিল-হযরত ইসরাঈল (আ) নিজের জন্য কোন্ কোন্ খাদ্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন-একদা হযরত ইসরাঈল (আ) দুরারোগ্য বাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ পশুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম পাইতেন না। (ইমাম আহমদ বলেন-'জনৈক রাবী বলিয়াছেন, উটের দুধ ছাড়া অন্য কিছুতেই তিনি উক্ত রোগে উপশম বোধ করিতেন না।)' ইহাতে তিনি নিজের জন্যে উহার গোশত হারাম করিয়াছিলেন।[১] তাহারা বলিল-আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। এবার বলুন-রাদ (الرعد।) কি? তিনি বলিলেন-রা'দ একজন ফেরেশতা। তিনি মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁহার হাতে একখানা অগ্নিদণ্ড আছে। যা দ্বারা মেঘে আঘাত করিয়া উহা আল্লাহ যেখানে লইয়া যাইতে নির্দেশ দেন, সেখানে লইয়া যান। তাহারা বলিল- আমরা যে আওয়াজ শুনিতে পাই, উহা কিসের আওয়াজ? তিনি বলিলেন-উহা তাহার আওয়াজ। তাহারা বলিল-আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আর মাত্র একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। আপনি উহার উত্তর দিতে পারিলেই আমরা আপনাকে নবী বলিয়া মানিয়া লইব। প্রত্যেক নবীর নিকট একজন ফেরেশতা ওহী লইয়া আসিতেন। আপনার নিকট কোন্ ফেরেশতা ওহী লইয়া আসেন? তিনি বলিলেন-আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তাহারা বলিল-জিবরাঈল? সে তো আমাদের শত্রু। সে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আযাব লইয়া আসে। আপনার নিকট যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী লইয়া আসিতেন, তবে আমরা ঈমান আনিতাম। মিকাঈল ফেরেশতা রহমত, বৃষ্টি ও ফসলাদি লইয়া আসেন।'

---

১. এইস্থানে মুল রিওয়ায়েত হইতেছে এই ঃ

(كان يشتكى عرق النساء ۔ فلم يجد شيئا يلائمه الا البان كذا) قال احمد قال بعضهم يعنى الابل ۔ (فحرم لحومها)

দেখা যাইতেছে, মূল রিওয়ায়েতেই অস্পষ্টতা রহিয়াছে। সম্ভবত উহার তাৎপর্য এই ঃ 'হযরত ইসরাঈল (আ) শুধু উটের দুধে উপশম বোধ করিতেন। উহার গোশতে রোগ বৃদ্ধি হইত। তাই তিনি উটের গোশত নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন।' তবে উক্ত তাৎপর্য ইতিপূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী। উক্ত রিওয়ায়েতাংশের ভিন্নরূপ তাৎপর্যও বর্ণনা করা যাইতে পারে।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রিওয়ায়েত উহার অন্যতম রাবী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওলীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহাকে সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

কাসিম ইব্‌ন আবী বায্‌যাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুনায়দ তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল—কোন্ ফেরেশতা আপনার নিকট ওহী লইয়া আসেন? তিনি বলিলেন—জিবরাঈল ফেরেশতা আমার নিকট ওহী লইয়া আসেন। তাহারা বলিল—সে তো আমাদের শত্রু। সে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অনভিপ্রেত বিষয় লইয়া আসে। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

মুজাহিদ হইতে ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইয়াহুদীগণ নবী করীম (সা)-কে বলিল—হে মুহাম্মদ। জিবরাঈল ফেরেশতা যখনই নাযিল হয়, তখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ, বালা-মুসীবত ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বিষয় সঙ্গে লইয়া আসে। সেইহেতু সে আমাদের শত্রু। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

ইমাম বুখারী বলেন ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ প্রসঙ্গে ইকরামা বলিয়াছেন, ميك، جبر ও اسراف শব্দত্রয়ের প্রত্যেকটির অর্থ عبد (দাস, গোলাম, বান্দা)। ايل অর্থ اللّٰه আল্লাহ্।' অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে হামীদ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন বিকর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুনীর আমার (ইমাম বুখারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ফলের বাগানে ফল পাড়িতেছিলেন। সেখানে তিনি মদীনায় নবী করীম (সা)-এর আগমনের সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন—আমি আপনার নিকট তিনটি প্রশ্ন করিব। আল্লাহর নবী ভিন্ন অন্য কেহ উহাদের উত্তর দিতে পারিবে না।

প্রথম প্রশ্ন ঃ কিয়ামতের প্রথম আলামত কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ জান্নাতবাসীদের প্রথম খাদ্য কি?

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ সন্তান কোন্ কারণে পুরুষ এবং কোন কারণে নারী হয়?

নবী করীম (সা) বলিলেন—কিছুক্ষণ পূর্বে হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানাইয়া গিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম প্রশ্ন করিলেন—জিবরাঈল? নবী করীম (সা) বলিলেন— হ্যাঁ, জিবরাঈল। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম বলিলেন—ইয়াহুদীগণ তাঁহার শত্রু। ইয়াহুদীগণ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে একমাত্র তাঁহারই শত্রু। ইহাতে নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন–এক, কিয়ামতের প্রথম আলামত হইতেছে একটি আগুন, যাহা পূর্বদিক হইতে লোকদিগকে তাড়াইয়া লইয়া পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে। দুই, জান্নাতীদের প্রথম খাদ্য হইতেছে মাছের কলিজার বর্ধিত অংশ। তিন, পুরুষের বীর্য নারীর বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান পুরুষ হয় এবং নারীর বীর্য পুরুষের বীর্যের উপর জয়ী হইলে সন্তান নারী হয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম বলিলেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল।) অতঃপর তিনি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল। ইয়াহূদী জাতি অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকারী একটি জাতি। তাহারা আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ জানিতে পারিলে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করিবে। অতএব আমার ইসলাম গ্রহণ করিবার সংবাদ তাহাদের কানে পৌছিবার পূর্বে আপনি তাহাদের নিকট আমার সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসা করিবেন। অতঃপর ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন ব্যক্তি? তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। তাঁহার পিতাও আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি। সে আমাদের নেতা। তাঁহার পিতাও আমাদের নেতা। নবী করীম (সা) বলিলেন–সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কেমন হইবে? তাহারা বলিল, আল্লাহ তাঁহাকে ইহা হইতে বাঁচাক! হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম সেইখানে একস্থানে লুকাইয়া ছিলেন। তাহাদের কথার পর তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন–আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল–'এই লোকটি আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। তাহার পিতাও আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি।' তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে আরও নিন্দাসূচক কথা বলিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বলিলেন– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা আমার বিরুদ্ধে এইরূপ নিন্দাসূচক মিথ্যা কথা বলিবে বলিয়া আমি পূর্বেই আশংকা করিয়াছিলাম।'

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত আনাস (রা)-এর নিকট হইতে ভিন্ন মাধ্যমে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ই অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, মুসলিম শরীফে নবী করীম (সা)-এর গোলাম ছাওবান (রা) হইতে প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থনে উহা উল্লেখ করিব।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ইমাম বুখারী বলেন যে, ইকরামা বলিয়াছেন ঃ ايل। শব্দের অর্থ আল্লাহ্।' উক্ত রিওয়ায়েত একটি বিখ্যাত রিওয়ায়েত। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকসূত্রে খসীফ এবং সুফিয়ান ছাওরীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম, ইবরাহীম ইব্ন হাকাম এবং আবদ ইব্ন হামীদও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্ন আসিম, ইসহাক ইব্ন মানসূর, হুসাইন ইব্ন ইয়াযীদ তাহ্হান ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرايل ও ميكائيل এই উভয় শব্দের প্রত্যেকটির অর্থ عبد الله। আল্লাহ্র বান্দা। ايل। শব্দের অর্থ আল্লাহ্।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা এবং ইয়াযীদ নাহভীও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বযুগীয় আরও একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। যথাস্থানে উহা আলোচিত হইবে।

অবশ্য কেহ কেহ বলেন– ايل শব্দের অর্থ عبد (বান্দা, দাস, গোলাম) এবং উহার পূর্বে অবস্থিত শব্দ جبر - ميك - عزر - اسراف ইহাদের প্রত্যেকটির অর্থ আল্লাহ্। কারণ, ايل শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে। পক্ষান্তরে উহার পূর্ববর্তী শব্দ পরিবর্তিত হইয়া থাকে। যেমন ঃ عزرائيل - اسرافيل - ميكائيل - جبرائيل আরবী ভাষায় উহাদের অনুরূপ নাম হইতেছে عبد الجليل، عبد الملك، عبد الرحمن، عبد الله، عبد الكافى، عبد السلام، عبد القدوس, (আল্লাহ্‌র বান্দা) ইত্যাদি। উক্ত নামাসমূহের প্রত্যেকটিতে عبد শব্দটি অপরিবর্তিত রহিয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে শুধু আল্লাহর নাম مضاف اليه (সম্বন্ধ পদটি)। এইরূপেই اسرافيل، مكائيل، جبرائيل ও عزرائيل শব্দগুলিতে ابل শব্দটি অপরিবৃর্তিত রহিয়াছে। পরিবর্তিত হইয়াছে আল্লাহ্‌র নাম مضاف اليه (সম্বন্ধ পদটি)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আরবী ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় مضاف اليه (সম্বন্ধ পদ) مضاف (যে মুখ্যপদের সহিত সম্বন্ধ পদ সম্পর্কিত হয়) এর পূর্বে স্থাপিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন–'আরেক দল তাফসীরকার বলেন–একদা নবী করীম (সা) সম্বন্ধে একদল ইয়াহুদী ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার এক পর্যায়ে ইয়াহুদীগণ হযরত জিবরাঈল (আ) সম্বন্ধে পূর্বোল্লেখিত উক্তি ব্যক্ত করিয়াছিল।' নিম্নে এদতসম্পর্কিত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণিত হইতেছে।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকবাবে দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, রবঈ ইব্‌ন আলীয়াহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা হযরত উমর (রা) 'রওহা' নামক স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, লোকেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া একটি প্রস্তররাশির পার্শ্বে অবস্থিত এক জায়গায় গিয়া নামায আদায় করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–এই সকল লোক এইরূপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া ঐ স্থানে নামায আদায় করিতে যাইতেছে কেন? লোকেরা বলিল, মানুষে বলে যে, নবী করীম (সা) ঐ স্থানে নামায আদায় করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন–'ইহা তো কুফরী। নবী করীম (সা) উপত্যকায় অবস্থান করিবার সময়ে যখন যেইখানে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইত, তিনি তখন সেইখানে নামায আদায় করিয়া সেইস্থানকে সেইরূপে রাখিয়া যাইতেন।' অতঃপর হযরত উমর (রা) লোকদের সহিত অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন–ইয়াহুদীগণ যখন তাওরাত কিতাব পড়িত, তখন আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতাম। দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতাম যে, কুরআন মজীদ এবং তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করিতেছে। একদা তাহাদের তাওরাত পড়িবার কালে আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহারা আমাকে বলিল–হে খাত্তাব পুত্র উমর! তুমি আমাদের নিকট তোমার যে কোন সঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় ব্যক্তি। আমি বলিলাম–উহার কারণ কি? তাহার বলিল, তুমি আমাদের নিকট মাঝে মাঝে আস। তখন আমি বলিলাম–'আমি তোমাদের নিকট আসিয়া এই দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হই যে, কুরআন মজীদ ও তাওরাত কিতাব কি সুন্দররূপেই না পরস্পরকে সমর্থন করে।' এই সময়ে নবী করীম (সা) আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা বলিল–ওই তোমাদের বন্ধু যাইতেছেন। তুমি গিয়া তাঁহার সহিত

মিলিত হও। আমি তাহাদিগকে বলিলাম–'যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, আমি তোমাদিগকে তাঁহার কসম দিয়া এবং তিনি যে কর্তব্যসমূহ তোমাদের উপর ওয়াজিব করিয়াছেন ও যে তাওরাত কিতাব তোমাদের নিকট নাযিল করিয়াছেন, সেই কর্তব্যসমূহ ও তাওরাত কিতাবের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি– তোমরা কি জান না যে, মুহাম্মদ (সা) প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল,' আমরা কথা শুনিয়া তাহার চুপ করিয়া রহিল। ইহাতে তাহাদের বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি অন্য লোকদিগকে বলিল–এই ব্যক্তি বড় শক্ত কসম ও দোহাই দিয়াছে। তোমরা তাহার কথার উত্তর দাও। তাহারা বলিল–'আপনি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞতম ও প্রবীণতম ব্যক্তি। আপনিই তাহার কথার উত্তর দিন।' তখন প্রবীণতম লোকটি বলিল–তুমি যখন এত বড় কসম ও দোহাই দিয়াছ, তখন আমাকে সত্য কথা বলিতে হইতেছে। শুন, আমরা জানি যে, তিনি (নবী করীম (সা)) প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল। আমি বলিলাম–তবে তো তোমাদের সর্বনাশ হইয়াছে। তাহার বলিল–না, আমাদের সর্বনাশ হইবে না। আমি বলিলাম–তিনি প্রকৃতই আল্লাহ্র রাসূল এই কথা জানিয়াও তোমরা তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিতেছ না ও মানিতেছ না। এমতাবস্থায় তোমাদের সর্বনাশ হইবে না কেন? তাহারা বলিল–ফেরেশতাদের মধ্য হইতে একজন ফেরেশতা আমাদের শত্রু এবং একজন ফেরেশতা আমাদের বন্ধু আছেন। এই লোকটির নিকট আমাদের সেই শত্রুটি ওহী লইয়া আসে। আমি বলিলাম–কোন্ ফেরেশতা তোমাদের শত্রু এবং কোন্ ফেরেশ্তা তোমাদের বন্ধু? তাহারা বলিল–আমাদের শত্রু হইতেছে জিবরাঈল আর আমাদের বন্ধু হইতেছেন মিকাঈল। জিবরাঈল আযাব, শাস্তি, বালা-মুসীবত, বিপদাপদ ইত্যাদির ফেরেশতা। পক্ষান্তরে মিকাঈল রহমত, নি'আমাত, দয়া, শান্তি, ইত্যাদির ফেরেশতা। আমি বলিলাম–তাহাদের প্রভুর নিকট তাহাদের কাহার কি মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল–তাহাদের একজন তাঁহার ডানে এবং অন্যজন বামে রহিয়াছেন। আমি বলিলাম–যে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাঁহার কসম! জিবরাঈল ও মিকাঈল এবং যিনি তাঁহাদের মাঝখানে আছেন তাঁহাদের সকলেই সেইসব লোকের শত্রু যাহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে শত্রুতা রাখে। আবার তাঁহাদের সকলেই সেইসব লোকের বন্ধু যাহারা জিবরাঈল ও মিকাঈলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। আর যে ব্যক্তি মিকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সহিত জিবরাঈল কোনক্রমেই বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখিতে পারেন না। আবার যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সহিত মিকাঈল কোনক্রমে বন্ধুত্ব রাখেন না, রাখিতে পারেন না।

হযরত উমর (রা) বলিলেন–ইয়াহুদীদিগকে এই কথা বলিয়া আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট চলিয়া আসিলাম। তিনি তখন একটি গৃহের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন–হে ইব্ন খাত্তাব! কিছুক্ষণ পূর্বে আমার প্রতি এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

আমি আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল। আমার মা-বাপ আপনার জন্যে কুরবান হউক! যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম! আপনাকে কিছুক্ষণ পূর্বে সংঘটিত একটি ঘটনা জানাইতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সর্বজ্ঞ সূক্ষ্মজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ উহা আপনাকে পূর্বেই জানাইয়া দিয়াছেন।'

আমের (শা'বী) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবূ উসামাহ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম, বর্ণনা করিয়াছেনঃ একদা হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদীদের নিকট গিয়া বলিলেন–যে সত্তা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি--তোমরা কি তোমাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাও? তাহারা বলিল–হ্যাঁ! আমরা আমাদের কিতাবসমূহে তাঁহার নাম ও তাঁহার আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী দেখিতে পাই। তিনি বলিলেন–তবে কেন তোমরা তাঁহাকে মান না ও তাঁহার প্রতি ঈমান আন না? তাহারা বলিল–প্রত্যেক নবীর জন্যে আল্লাহ্ একজন সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মুহাম্মদের সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হইতেছে জিবরাঈল। সে তাঁহার নিকট ওহী লইয়া আগমন করিয়া থাকে। ফেরেশতাদের মধ্যে সে আমাদের শত্রু। পক্ষান্তরে মিকাঈল ফেরেশতা আমাদের মিত্র। মিকাঈল যদি তাহার নিকট ওহী লইয়া আসিত, তবে আমরা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনিতাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন–যে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে সেই আল্লাহর কসম দিয়া প্রশ্ন করিতেছি, আল্লাহ্‌র নিকট উভয় ফেরেশতার কাহার কিরূপ মর্যাদা রহিয়াছে? তাহারা বলিল–জিবরাঈল আল্লাহর ডানে এবং মিকাঈল তাঁহার বামে অবস্থান করেন। তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তাহাদের কেহই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যাতিরেকে অবতীর্ণ হন না, হইতে পারেন না। আর যাহারা জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, মিকাঈল কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাখিতে পারেন না। অনুরূপভাবে, যাহারা মিকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, জিবরাঈলও কোনক্রমেই তাহাদের সহিত মিত্রতা রাখেন না, রাখিতে পারেন না। হযরত উমর (রা)-এর ইয়াহুদীদের নিকট থাকা অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা নবী করিম (সা)-কে দেখিয়া হযরত উমর (রা)-কে বলিল– হে খাত্তাব-পুত্র! তোমার বন্ধু যাইতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করনে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى قوله تعالى فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ

উপরোক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের সনদ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শা'বী উহা হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, শা'বী হযরত উমর (রা)-এর সমসাময়িক ছিলেন না বিধায় সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যারী; বশীর ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন ঃ

আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হযরত উমর (রা) ইয়াহুদীদের নিকট গেলেন। তাহারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন–আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট আমার আসিবার কারণ এই নহে যে, আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বা তোমাদের প্রতি আমার মনে কোন টান বা আকর্ষণ আছে। বরং তোমদের নিকট আমার

আসিবার কারণ এই যে, আমি তোমাদের নিকট হইতে কিছু তথ্য জানিব। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলেন এবং তাহারা তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। এক পর্যায়ে তাহারা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বন্ধুর (নবী করীম (সা)) বন্ধু কে? তিনি বলিলেন–'জিবরাঈল।' তাহারা বলিল–ফেরেশতাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই আমাদের শত্রু। সে মুহাম্মদকে আমাদের গোপন কথা জানাইয়া দেয়। আর যখন পৃথিবীতে আসে, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আকাল-দুর্ভিক্ষ সঙ্গে লইয়া আসে। পক্ষান্তরে আমাদের বন্ধুর (হযরত মূসা আ) বন্ধু ছিলেন মিকাঈল। তিনি যখন পৃথিবীতে আসিতেন, তখন শান্তি ও ফসলাদির প্রাচুর্য সঙ্গে লইয়া আসিতেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–আচ্ছা! তোমরা জিবরাঈলকে চিন; কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-কে চিন না! এই বলিয়া তিনি নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ইতিমধ্যেই তাঁহার উপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

তেমনি কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা'ফর, আদম, মুসান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহা আদম কর্তৃক লিখিত তাফসীর গ্রন্থেও উল্লেখিত হইয়াছে। তবে উহার সনদও বিচ্ছিন্ন। তেমনি হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দী এবং আসবাতও অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদও বিচ্ছিন্ন।

আব্দুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে হেসীন ইব্ন আব্দুর রহমান, আবূ জা'ফর, আব্দুর রহমান (দসতিলী) মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ও ইমাম ইব্ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হযরত উমর (রা)-এর সহিত জনৈক ইয়াহুদীর সাক্ষাৎ হইলে সে তাঁহাকে বলিলঃ তোমাদের বন্ধু (নবী করীম (সা)) যে জিবরাঈল ফেরেশতার কথা আলোচনা করিয়া থাকেন, সে তো আমাদের শত্রু। ইহাতে হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক হযরত উমর (রা)-এর কথাকেই কুরআন মজীদের আয়াত হিসাবে নাযিল করিলেন।

আবূ জা'ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নযর, হাশিম ইব্ন কাসিম এবং আবদ ইব্ন হামীদও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবী-লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্দুর রহমান, হাশিম, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইয়াহুদীগণ মুসলমানদিগকে বলিল–'যদি মিকাঈল ফেরেশতা ওহী লইয়া তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হইত, তবে আমরা তোমাদিগকে অনুসরণ করিতাম। কারণ, সে রহমত ও মেঘ লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, জিবরাঈল ফেরেশতা আযাব ও শাস্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকে। এই কারণে সে আমাদের শত্রু।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ - الى اخر الاية

তেমনি আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক, হাশিম, ইয়াকূব ও ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্তরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে

মূআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইয়াহুদীগণ বলিল—'জিবরাঈল আমাদের শত্রু। কারণ, সে আযাব ও আকাল লইয়া আসে। পক্ষান্তরে মিকাঈল শান্তি, প্রাচুর্য এবং শস্যাদির অধিক ফলন লইয়া আসে। অতএব, সে আমাদের মিত্র।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ الى الخر الاية

আয়াতদ্বয়ের তাফসীর ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَانَّهُ نَزَّ لَه عَلى قَلْبِكَ بِاذْنِ اللّٰه ـ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে যেন জানিয়া রাখে যে, সে আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত ফেরেশতা। সে আল্লাহর নির্দেশে ওহী লইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া থাকে। অতএব, সেও আল্লাহ তা'আলার একজন রাসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার একজন রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সকল রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে। কারণ, সকল রাসূলই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে মহাসত্য লইয়া আগমন করেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً ـ اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا ـ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

'যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফর করে এবং (ঈমান আনিবার ব্যাপারে) আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে আর বলে—আমরা (উহাদের) একজনের প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং অন্যজনের প্রতি অবিশ্বাস রাখি আর উভয়ের মধ্যবর্তী একটি পথ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারা নিশ্চিতরূপে কাফির। আর আমি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যাহারা সকল রাসূলের প্রতি ঈমান না আনিয়া কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং কোন রাসূলের প্রতি কুফর করে, তাহাদিগকে নিশ্চিত কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উপরে বলা হইয়াছে, 'হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্‌র একজন রাসূল।' অতএব যে ব্যক্তি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে সকল রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র সহিত শত্রুতা রাখে। কারণ, জিবরাঈল নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু লইয়া কাহারও নিকট নাযিল হন না। তিনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশেই ওহী লইয়া নাযিল হইয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ 'আর, আমি (জিবরাঈল) তোমার প্রভুর নির্দেশ ব্যতীত অবত্তীর্ণ হই না।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

'আর উহা (আল-কুরআন) নিশ্চয় জগতসমূহের প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থ। বিশ্বস্ত রূহ (জিবরাঈল) উহাকে তোমার অন্তরে নাযিল করিয়াছে। উহা এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হইয়াছে যে, তুমি একজন সতর্ককারী হইবে।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় পাত্রের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।' তাই আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা পোষণকারীদের উপর গযব নাযিল করিয়াছেন।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ কুরআন মজীদ উহার পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করে।

وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ উহা মু'মিনদের অন্তরের জন্যে হিদায়েত এবং তাহাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদদাতা। কুরআনের এই বৈশিষ্ট্য শুধু মু'মিনদের জন্যে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ 'তুমি বল উহা (কুরআন মজীদ) যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য হিদায়েত ও আরোগ্য বিধান।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ "আর আমি মু'মিনদের জন্যে আরোগ্য বিধান ও রহমত স্বরূপ কুরআন নাযিল করিয়া থাকি।"

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ -

"যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার রাসূলগণ, জিবরাঈল এবং মীকাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, আল্লাহ্ সেই সকল কাফিরদের শত্রু।"

মানুষের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত রাসূলগণ-উভয় শ্রেণীর রাসূলগণই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত رسل (রাসূলগণ) শব্দের পদবাচ্য। আল্লাহ্ তা'আলা যে মানুষ ও ফেরেশতা উভয় শ্রেণী হইতে মনোনীত করিয়া থাকেন নিম্নোক্ত আয়াতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ্ ফেরেশতা ও মানুষ-উভয় শ্রেণী হইতে রাসূল মনোনীত করিয়া থাকেন।'

জিবরাঈল ও মিকাঈল উভয়েই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত ملئكة (ফেরেশতাগণ) ও رسل (রাসূলগণ) এই উভয় শব্দের প্রত্যেকটির অন্তর্ভুক্ত। তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে জিবরাঈল ও মিকাঈল উভয়কে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। জিবরাঈলকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, হযরত জিবরাঈলের প্রতি ইয়াহুদীদের শত্রুতার নিন্দা ও পরিণতি বর্ণনা করিবার জন্যেই আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাযিল হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নাম স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মিকাঈলকে স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহারা 'মিকাঈল

তাহাদের বন্ধু' এইরূপ দাবী করিলেও প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈলের ন্যায় মিকাঈলের সঙ্গেও তাহাদের শত্রুতা রহিয়াছে। কারণ, যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সহিত শত্রুতা রাখে, সে মিকাঈলের সহিত বন্ধুত্ব রাখিতে পারে না। উল্লেখ্য, কতগুলি বিষয়কে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিবার পর বিশেষ উদ্দেশ্যে উহাদেরই মধ্য হইতে কোন বিষয়কে সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে পূর্বোক্ত শব্দ সমষ্টির সহিত সংযোজিত করিয়া উল্লেখ করিবার কার্যটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে عطف الخاص على العام নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতে হযরত জিবরাঈলের নামের সহিত হযরত মিকাঈলের নাম উল্লেখিত হইবার পশ্চাতে আরেকটি কারণ রহিয়াছে। উহা এই যে, হযরত মিকাঈলও মাঝে মাঝে নবীগণের নিকট ওহী লইয়া আসিতেন। যেমন, তিনি নবী করীম (সা)-এর নবূওতের প্রথম দিকে তাঁহার নিকট আসিতেন। অবশ্য হযরত জিবরাঈলই অধিকাংশ সময়ে নবীগণের নিকট ওহী লইয়া আসিতেন। হযরত মিকাঈলের প্রধান কার্য হইতেছে বৃষ্টি বর্ষণ করা ও ফসলাদি উৎপন্ন করা। একজনের দায়িত্ব মানবজাতির হিদায়েতের সহিত সম্পর্কিত এবং অন্যজনের দায়িত্ব সৃষ্টির রিয্‌কের সহিত সম্পর্কিত। তেমনি, হযরত ইসরাফীল (আ) কিয়ামতে শিঙ্গায় ফুঁৎকার দিবার দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাহাজ্জুদের নামায আদায় করিবার কালে (উপরোক্ত তিন ফেরেশতার নাম উল্লেখ করিয়া) বলিতেন—'হে আল্লাহ্! জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তুমি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় বিষয়ে অবগত। তোমার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছে, সে বিষয়ে তুমিই তাহাদের মধ্যে ফয়সালা প্রদান করিবে। যে সত্যের বিষয়ে মতভেদ করা হয়, তুমি স্বীয় আদেশে আমাকে সেই সত্য দেখাও। তুমি যাহাকে সত্যপথ দেখাইতে চাও, নিশ্চয় তাহাকে উহা দেখাইতে পার।'

শব্দার্থঃ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইমাম বুখারী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর ইকরামা হইতে এবং অন্যান্য রাবী ইকরামা ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبر ، ميك ও اسراف. এই সকল শব্দের প্রত্যেকটির অর্থ হইতেছে বান্দা, দাস, গোলাম এবং ايل অর্থ আল্লাহ্।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার গোলাম উমায়র, ইসমাঈল ইব্‌ন আবী রজা, আ'মাশ, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আহমদ ইব্‌ন সিনান ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرائيل শব্দটি অর্থের দিক দিয়া عبد الله ও عبد الرحمن -এর অনুরূপ।' বর্ণনাকারী বলেন جبر অর্থ বান্দা ও ايل অর্থ আল্লাহ্।'

আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যুহরী বলেন—একদা আলী ইব্‌ন হুসাইন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান, جبرائيل নামটি তোমাদের ভাষার কোন্ নামের সমার্থক শব্দ? আমরা বলিলাম—না, আমাদের উহা জানা নাই। তিনি বলিলেন—উহার সমার্থক শব্দ হইতেছে عبد الله (আল্লাহ্‌র বান্দা)। যে নামের শেষে ايل শব্দটি রহিয়াছে, উহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্‌র বান্দা।'

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, 'ইকরামা, মুজাহিদ, যিহাক এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়াসার হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।' আব্দুল আযীয ইব্‌ন উমায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ جبرائيل শব্দের অর্থ হইতেছে خادم الله (আল্লাহ্‌র সেবক)।' রাবী বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েতটি আমি আবূ সুলাইমান দারানীর নিকট বর্ণনা করিলে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, আমার নিকট এই রিওয়ায়েতটি আমার সম্মুখে উপস্থিত এই বৃহৎ পাণ্ডুলিপিটির অন্তর্গত যে কোন রিওয়ায়েত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়।'

ميكال ও جبرائيل শব্দদ্বয় বিভিন্নরূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অভিধান পুস্তক ও কিরাআত সম্পর্কিত পুস্তকে এতদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপ বিষয়সমূহের যতটুকু সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যার সহিত সম্পর্কিত, শুধু ততটুকু এই কিতাবে আমি আলোচনা করিয়া থাকি। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত আলোচনা এড়াইয়া চলিয়া থাকি। আল্লাহই ভরসাস্থল। তাঁহারই নিকট সাহায্য চাই।

فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ আয়াতাংশকে আল্লাহ তা'আলা فَاِنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ এইরূপে না বলিয়া فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ এইরূপে বলিয়াছেন। এই স্থলে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্যপদ ব্যবহার করিয়াছেন। 'যাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার সহিত শত্রুতা রাখে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের শত্রু এবং আল্লাহ্ যাহার শত্রু, তাহার পরিণাম ভয়াবহ, এই বিষয়টি কাফিরদের নিকট অধিকতর সুস্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই এই স্থলে আল্লাহ তা'আলা সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদ ব্যবহার করিয়াছেন। বিশেষ্য পদের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া বিশেষ্য পদকেই পুনরুল্লেখ করিবার রীতি সাহিত্যে বহুল প্রচলিত।

কবি বলেন ঃ

لا ارى الموت سبق الموت شيئ
سبق الموت ذا الغنى والفقير

'আমি মৃত্যুর সহিত দৌড় প্রতিযোগিতায় কাহাকেও জয়ী হইতে দেখি না। মৃত্যু ধনী-নির্ধন সকলের নিকটই দ্রুত পৌঁছিয়া যায়।'

এই স্থলে কবি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার الموت শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া الموت শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। আরেক কবি বলেন ঃ

ليت الغراب غداة ينعب دائبا
كان الغراب مقطع الاوداج

'আহা! কাক যদি ভোর বেলায় অবিরতভাবে কা-কা রব করিতে থাকিত, তবে কাক (বিরক্তিকর কা-কা শব্দে) শ্রোতার গর্দানের রগসমূহ কাটিয়া দিত।

এই স্থলে কবি দ্বিতীয়বার الغراب শব্দের পরিবর্তে সর্বনাম পদ ব্যবহার না করিয়া الغراب শব্দটিকেই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হইক, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার সহিত শত্রুতা রাখে, তাহার সর্বনাশ অনিবার্য। ইতিপূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।' অন্য এ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–সিংহ যেইরূপ যুদ্ধে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকে, আমি সেইরূপ আমার প্রিয় বান্দাদের পক্ষে থাকিয়া প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি।' আরেক সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–আমি যাহার বিরুদ্ধে থাকি, তাহার উপর বিজয়ী হইয়াই থাকি।'

(٩٩) وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ ○

(١٠٠) اَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهٗ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٠١) وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ ۙۗ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ○

(١٠٢) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ
فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ
وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ؕ وَ
لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

(١٠٣) وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ؕ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ○

৯৯. আর আমি নিঃসন্দেহে তোমাকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রদান করিয়াছি। পাপীরা ব্যতীত কেহই উহা অস্বীকার করিবে না।

১০০. তাহারা যখন কোন ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, তাহাদের একদল উহা প্রত্যাখ্যান করে; বরং তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনে না।

১০১. আল্লাহ্র তরফ হইতে যখন তাহাদের কাছে তাহাদের কিতাবেরও সমর্থক রাসূল আসিল, তখন সেই কিতাবধারীদের একদল আল্লাহ্র কিতাব এমনভাবে পিছনে সরাইয়া দিল যেন তাহারা কিছু জানেই না।

১০২. আর সুলায়মানের রাজত্বে তাহারা শয়তানের পঠিত বস্তু অনুসরণ করিল। সুলায়মান কুফরী করে নাই, শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহার মানুষকে যাদু আর ব্যাবিলনে হারূত ও মারূতের কাছে অবতীর্ণ বস্তু শিখাইত। তাহারা উহা শিখাইবার আগে প্রত্যেককে বলিত, 'আমরা কিন্তু পরীক্ষাস্বরূপ আসিয়াছি, তাই তোমরা কুফরী করিও না।' তারপর তাহারা তাহাদের নিকট স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ সৃষ্টির বিদ্যা শিখিত। আর তাহারা আল্লাহ্র মর্জী ছাড়া উহা দ্বারা কাহারও ক্ষতি করিতে পারিত না। আর তাহারা তাহাই শিখিতেছিল যাহা তাহাদের ক্ষতি ছাড়া কল্যাণ করিতেছিল না। তাহারা অবশ্যই জানিত যাহা তাহারা ক্রয় করিল তাহা তাহাদেরকে পরকালে কোনই হিস্‌সা দেবে না। যদি তাহারা জানিত তাহা হইলে বুঝিত নিজেদের বিনিময়ে তাহারা যাহা ক্রয় করিল তাহা কতই জঘন্য।

১০৩. পক্ষান্তরে যদি তাহারা ঈমান আনিত ও মুত্তাকী হইত, অবশ্যই আল্লাহ্র কাছে পুরস্কার পাইত, যদি তাহারা জানিত।

তাফসীর ঃ ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন- وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ। আমি তোমাদের প্রতি এইরূপ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি যাহা তোমার নবূওতের সত্যতাকে সমর্থন করে। উক্ত সুস্পষ্ট আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের গোপন কথা, তাওরাতের তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যাহার অন্তরে ন্যায়পরায়ণতার গুণ রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত আয়াতসমূহের আলোকে মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত সত্যকে সহজেই গ্রহণ করিবে। কারণ, মানবীয় কোন শিক্ষকের নিকট হইতে আসমানী কিতাব সম্পর্কিত কোনরূপ শিক্ষালাভ ছাড়াই মুহাম্মদ (সা) উক্ত আয়াতসমূহ ও উহাতে বর্ণিত তথ্যাবলী মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত নবী।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছি। তুমি উহা তিলাওয়াত করিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া থাক। উহাতে তাওরাত ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে উল্লেখিত তথ্যাবলী সঠিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ওহীর সাহায্য ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন উম্মী ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ তথ্যাবলী সঠিকরূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। তুমি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু উহা সঠিকরূপে বর্ণনা করিয়া থাক, অতএব ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, তুমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত নবী। তাহাদের অন্তরে বিবেক থাকিলে এইরূপ আয়াতসমূহ তাহাদের চক্ষুঃ খুলিয়া দিতে পারে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মাহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ইব্ন সাওরিয়া

কুত্বীনী (ابن صوريا قطويني) নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে বলিল-'হে মুহাম্মদ! তুমি এমন কোন বিষয় লইয়া আস নাই যাহা আমাদের নিকট পরিচিত। আর আল্লাহ্ কোন স্পষ্ট আয়াতও তোমার প্রতি নাযিল করেন নাই। এইরূপ হইলে হয়ত আমরা তোমাকে মানিতে পারিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ايَاتٍ بَيِّنَاتٍ الى اخر الاية '

অনুরূপভাবে একদা নবী করীম (সা) তাঁহার সম্বন্ধে কিতাবধারী জাতিসমূহের নিকট হইতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক গৃহীত প্রতিশ্রুতির কথা তাহাদগিকে স্মরণ করাইয়া দিলে, তাহাদের মধ্য হইতে মালিক ইব্ন সয়ফ নামক জনৈক ব্যক্তি বলিল-'আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ সম্বন্ধে আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন নাই।' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

اَوَ كُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَه فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ ـ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ ـ

হাসান বসরী بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন-'পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। তাহারা আজ প্রতিশ্রুতি দিয়া কালই উহা ভঙ্গ করিয়া থাকে।' সুদ্দী উহার ব্যাখ্যায় বলেন-'অধিকাংশ লোক মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত মহা সত্যকে গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে।'

কাতাদাহ বলেন ঃ نبذه فريق منهم অর্থাৎ তাহাদের একদল উহাকে (প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে) ভঙ্গ করিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর বলেন-لنبذ অর্থ নিক্ষেপ করা; ফেলিয়া দেওয়া। منبذ অর্থ নিক্ষিপ্ত নবজাতক। النبيذ। পানীয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পানিতে নিক্ষিপ্ত শুষ্ক খেজুর বা শুষ্ক আঙ্গুর। আবুল আসওয়াদ দুয়েলী বলেন ঃ

نظرت الى عنوانه فنبذته
كنبذك نعلا اخلقت من نعالك

'আমি উহার ভূমিকার উপর চোখ বুলাইয়া উহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম যেইরূপে তুমি তোমার পুরাতন জীর্ণ জুতাকে ছুঁড়িয়া মারিয়া থাক।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, আলোচ্য আয়াত কয়টিতে আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে নিন্দা করিতেছেন। তাহাদের নিকট অবতীর্ণ পূর্ববর্তী তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত কিতাবসমূহে নবী করীম (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার পক্ষে তাহাদের প্রতি নির্দেশ রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনে নাই। এই স্থলে তাহাদের এই সত্য বিদ্বেষের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। কুরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে নবী করীম (সা)-এর পরিচয় এবং গুণাবলী বর্ণিত থাকিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى
التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۔

"যাহারা উম্মী নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করিয়া চলে, যে নবীর পরিচয় ও গুণাবলী তাহারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত দেখিয়া থাকে।"

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الى اخر الاية অর্থাৎ কিতাবধারী জাতিসমূহের নিকট যে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিদ্যমান রহিয়াছে, উহাদের সত্যতার সমর্থক হইয়া মুহাম্মদ (সা) যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা তাওরাত ও ইঞ্জীল তথা উহাতে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তাওরাত ও ইঞ্জীলে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলীসহ তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার জন্যে নির্দেশ রহিয়াছে। অতএব, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাহাদের ঈমান না আনা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে পরিত্যাগ করিবারই শামিল। তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিবার মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এইরূপে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, যেন তাহারা উহাতে কি লিখিত রহিয়াছে, তাহা জানে না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান তো আনেই নাই; বরং যাদু শিখিয়া এবং উহাকে তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার بئر اروان (আরওয়ান কূপ) নামক একটি কূপের পাথরের নীচে চিরুণী, বস্ত্র পরিষ্কারক ব্রাসের পরিত্যক্ত অংশ পুরুষ খেজুর গাছের কাঁধির খোলসে রাখিয়া দিয়া নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছে। উক্ত কার্যে তাহাদিগকে নেতৃত্ব দিয়াছিল লাবীদ ইব্‌ন আ'সম নামক জনৈক পাপিষ্ঠ। তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে এতদসম্বন্ধে অবহিত করত তাঁহাকে উহা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বিশদভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। এই কিতাবে উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন– নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর ইয়াহূদীগণ তাওরাতের আলোকে নবী করীম (সা) এবং কুরআন মজীদকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইল, নবী করীম (সা) তাওরাতে বর্ণিত পরিচয় ও গুণাবলীর অধিকারী এবং তাওরাত ও কুরআন মজীদ একে অপরের সমর্থক। এতদসত্ত্বেও তাহারা নবী করীম (সা) এবং কুরআন মজীদের প্রতি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাতের শিক্ষাকে দূরে নিক্ষেপ করিল যেন তাহারা তাওরাতে কি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা আদৌ জানে না। তাহারা তাওরাতের পরিবর্তে 'আসিফের পুস্তক' নামে পরিচিত যাদু গ্রন্থ এবং হারূত ও মারূতের যাদুকে গ্রহণ করিল। (আসিফ হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রধানমন্ত্রীর নাম)। كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন– 'ইয়াহূদীগণ জানিত যে, তাওরাতে যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তদনুযায়ী মুহাম্মদ (সা) প্রকৃত নবী। এতদসত্ত্বেও তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল না। এইরূপেই তাহারা তাওরাত তথা উহার শিক্ষা ও নির্দেশকে ভূলুণ্ঠিত করিল।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ الى اخر الاية হযর ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ) সিংহাসনচ্যুত হইবার পর একদল জ্বিন ও মানুষ ইসলাম ত্যাগ করত কুপ্রবৃত্তির বশংবদ ভৃত্য হইয়া পড়িল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিবার পর লোকেরা যখন ইসলামের আওতায় প্রত্যাবর্তন করিল, তখন তিনি তাহাদের (যাদুর) পুস্তকসমূহ আবিষ্কার ও উদ্ধার করত স্বীয় সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দুরাচারী মানুষ ও জ্বিনগণ উক্ত পুস্তকসমূহ উদ্ধার করত লোকদের নিকট এইরূপ প্রচারণা চালাইতে লাগিল যে, এই কিতাবকে আল্লাহ্ হযরত সুলায়মানের উপর নাযিল করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি উহাকে আমাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন। ইহাতে লোকেরা উহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব হিসাবে গ্রহণ করত উহাকেই নিজেদের দীন বানাইয়া লইল। উক্ত পুস্তকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মানুষের মনকে ফিরাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাদের উপরোক্তরূপ আচরণের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰه الى اخر الاية

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ, আবূ উসামাহ, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আসিফ (اصف) ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রধান সচিব। তিনি ইসমে আ'জম জানিতেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশে প্রতিটি বিষয় লিখিয়া তাঁহার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকালের পর শয়তানরা উহা বাহির করত উহার দুই ছত্রের ফাঁকে যাদু ও কুফরী কালাম লিখিয়া লোকদিগকে বলিতে লাগিল– এই সকল বিষয়ের উপর হযরত সুলায়মান (আ) আমল করিতেন। ইহাতে জাহিল লোকেরা হযরত সুলায়মান (আ)-কে কাফির বলিতে এবং গালি দিতে লাগিল আর আলিমগণ তাঁহার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা হইতে বিরত রহিলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মিনহাল, আ'মাশ আবূ মুআবিয়াহ, আবূ সায়েব সালিমাহ ইব্ন জুনাদাহ সাওয়াঈ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত সুলায়মান (আ) মলত্যাগ করিতে যাইবার এবং কোন স্ত্রীর নিকট গমন করিবার পূর্বে স্বীয় আংটিটি জারাদাহ جرادة নাম্নী জনৈকা মহিলার নিকট রাখিয়া যাইতেন। এক সময় তাঁহার সম্মুখে আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা উপস্থিত হইল। একদা স্বীয় আংটিটি জারাদাহর নিকট রাখিয়া যাইবার পর শয়তান তাঁহার রূপ ধরিয়া আসিয়া জারাদাহর নিকট হইতে আংটিটি লইয়া গেল। সে উহা পরিধান করিবার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান, জ্বিন ও মানুষ তাহার প্রতি অনুগত হইয়া গেল। এদিকে হযরত সুলায়মান (আ) আসিয়া জারাদাহর নিকট স্বীয় আংটিটি চাহিলে সে বলিল–'তুমি মিথ্যা বলিতেছ, তুমি সুলায়মান নহ।' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার সম্মুখে আল্লাহ্র তরফ হইতে এক পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে

শয়তানরা যাদু ও কুফর সম্বলিত কতগুলি পুস্তক রচনা করত সেইগুলি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিল। এক সময়ে তাহারা উক্ত পুস্তকগুলি বাহির করিয়া জনগণের সম্মুখে পাঠ করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল– এই সকল কিতাবের সাহায্যেই সুলায়মান লোকদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং শাসন চালাইয়াছে। জনগণ তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাফির বলিতে লাগিল। তাহাদের উক্ত ধারণার অপনোদনে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

ইমরান (তাঁহার আরেক নাম হারিছ) হইতে ধারাবাহিকভাবে, সিরীন ইব্ন আব্দুর রহমান, জারীর ইব্ন হামীদ ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইমরান বলেন, একদা আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে একটি লোক তাঁহার নিকট আগমন করিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? লোকটি বলিল, আমি ইরাক হইতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইরাকের কোন্ অঞ্চল হইতে? সে বলিল– কূফা শহর হইতে। তিনি বলিলেন– কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন? সে বলিল– কূফার লোক বলিতেছে, হযরত আলী (রা) মরেন নাই; তিনি অদূর ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন। ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আতংকিত হইয়া বলিলেন– কি বলিতেছে? হযরত আলী (রা) না মরিলে আমরা না তাঁহার স্ত্রীদিগকে অন্যত্র বিবাহ দিতাম আর না তাহার সম্পত্তি তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতাম। শুনুন! এই বিষয়ে আপনাকে একটি তথ্য প্রদান করিতেছি। হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানগণ (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে গোপনে কান পাতিয়া কখনও কখনও দুই একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করিত। অতপর তাহারা একটি সত্যের সহিত সত্তরটি মিথ্যা যুক্ত করিয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেইগুলি বিশ্বাস করিয়া অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিত। এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে এই সকল মিথ্যা কথা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। তিনি সেইগুলি স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তান রাস্তায় দাঁড়াইয়া লোকদিগকে বলিল– হে লোকসকল! তোমরা শুন। সুলায়মানের অতুলনীয় সম্পদ তাহার সিংহাসনের নিম্নে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাহার কথায় লোকেরা সেইস্থান হইতে সেইগুলি বাহির করিলে শয়তান বলিল– ইহা হইতেছে যাদু। অতঃপর লোকেরা পুরুষাণুক্রমে সেইগুলি সংরক্ষণ ও বর্ণনা করিয়া আসিতেছে। উহারই একাংশকে ইরাকের লোকেরা বর্ণনা করিয়া বেড়ায়। উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

হাকিম তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী জারীর হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং জারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম ও আবূ যাকারিয়া আম্বারীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন ঃ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ অর্থাৎ সুলায়মানের যুগে। তিনি বলেন- হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) আকাশে ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথোপকথনে গোপনে কান লাগাইয়া মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কিত দুই একটি সত্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহা গণৎকারদের নিকট পৌঁছাইয়া দিত। তাহারা লোকদের নিকট উহা প্রচার করিয়া যখন দেখিতে পাইত যে, উহা বাস্তব ঘটনা দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং লোকেরা তাহাদের প্রতি আস্থাবান হইয়া পড়িয়াছে, তখন উহার সহিত সত্তরটি মিথ্যা কথা জুড়িয়া দিয়া তাহাদের নিকট প্রচার করিত। লোকেরা সেই সকল মিথ্যা কথা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করত জনগণের মধ্যে প্রচার করিত। এইরূপে বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের মধ্যে এই ধারণা বিস্তার লাভ করিল যে, 'জ্বিনেরা গায়েবী খবর বলিতে পারে। তাহারা গায়েব জানে।' ইহাতে হযরত সুলায়মান (আ) উক্ত কিতাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া সিন্দুকে পুরিয়া স্বীয় সিংহাসনের নীচে পুতিয়া রাখিলেন। কোন শয়তান তাঁহার সিংহাসনের নিকটবর্তী হইলেই পুড়িয়া মরিয়া যাইত। তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিলেন- যদি কাহাকেও বলিতে শুনি যে, শয়তানরা (অর্থাৎ দুরাচারী জ্বিনেরা) গায়েব জানে, তবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।' তাঁহার মৃত্যুর পর এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল তাহার সমসাময়িক আলিমগণের মৃত্যুর পর একদা শয়তান মানুষের রূপ ধরিয়া বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোকের নিকট আসিয়া বলিল- আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ একটি সম্পদ ভাণ্ডারের সন্ধান দিব যাহা খাইয়া তোমরা শেষ করিতে পারিবে না? তাহারা বলিল- বেশ। সেতো ভালো কথা। আপনি আমাদিগকে এইরূপ সম্পদ ভাণ্ডারের সন্ধান দিন। সে বলিল- তোমরা সুলায়মানের সিংহাসনের নীচের মাটি খনন কর। এই বলিয়া সে তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেল এবং তাহাদিগকে উহা দেখাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা বলিল- আপনি কাছে আসুন। সে বলিল- না, আমি কাছে আসিব না। তবে, এখানে তোমাদের নাগালের মধ্যেই রহিলাম। আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তোমরা আমাকে হত্যা করিও। তাহারা খনন করিয়া উহা উপরে তুলিলে শয়তান বলিল- সুলায়মান এই যাদুর সাহায্যেই মানুষ, জ্বিন এবং পক্ষীকুলের উপর আধিপত্য চালাইত। এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল। লোকদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে- 'সুলায়মান একজন যাদুকর ছিলেন।' আর বনী ইসলাঈল জাতির লোকেরা উক্ত কিতাবসমূহকে প্রিয় সম্পদ হিসাবে ধরিয়া রাখিল। নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাহারা এই সকল কিতাবের সাহায্যে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে তর্কে লিপ্ত হইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন- এক সময় কিছুদিন ধরিয়া এইরূপ ঘটিতে দেখা গেল যে, ইয়াহুদীগণ তাওরাত কিতাব সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট যে প্রশ্নই করিত, আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে উহার উত্তর জানাইয়া দিতেন। এইরূপে নবী করীম (সা) বিতর্কে তাহাদের উপর বিজয়ী হইতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা বলিল- এই ব্যক্তি আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখে। এক পর্যায়ে তাহারা যাদু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

রবী' ইব্ন আনাস বলেন– 'হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে দুরাচারী জ্বিনেরা যাদু, অদৃশ্য গণনা ইত্যাদি বিষয়ে একখানা পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিল। বস্তুত তিনি কোনরূপ গায়েব জানিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা উহা বাহির করিয়া লোকদের নিকট বলিতে লাগিল– এই বিদ্যাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় সুলায়মান উহাদের বিষয়ে অবহিত লোকদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তাই তাহাদের নিকট হইতে উহা গোপন রাখিয়া ছিলেন।' রবী' ইব্ন আনাস বলেন– নবী করীম (সা) তাহাদিগকে উপরোক্ত প্রকৃত তথ্যটি জানাইলেন। ইহাতে তাহারা নির্বাক হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া গেল। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যুক্তি মিথ্যা ও বাতিল প্রমাণ করিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন– হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগে শয়তানরা গোপনে আকাশে কান লাগাইয়া ওহী সংগ্রহ করিত। তাহারা একটি সত্যের সহিত দুইশত মিথ্যা মিলাইয়া লোকদের নিকট প্রচার করিত। এক সময়ে তিনি তাহাদের নিকট হইতে উক্ত মিথ্যা বাক্যাবলী লিখিত আকারে সংগ্রহ করিয়া (এক স্থানে) আবদ্ধ রাখিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শয়তানরা উহা উদ্ধার করত লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিল। বস্তুত উহা ছিল যাদু।'

সাঈদ ইব্ন জারীর বলেন– হযরত সুলায়মান (আ) অনুসন্ধান চালাইয়া শয়তানদের হাতে রক্ষিত যাদুসমূহ সংগ্রহ করত স্বীয় সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। শয়তানরা উহার নিকটবর্তী হইতে পারিত না। একদা তাহারা মানুষের নিকট আসিয়া বলিল– ওহে লোকসকল! যে বিদ্যার সাহায্যে সুলায়মান জ্বিন, বাতাস ইত্যাদিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা আয়ত্ত করিতে চাও? তাহারা বলিল– হ্যাঁ! আমরা উহা আয়ত্ত করিতে চাই। শয়তানরা বলিল– উহা তাহার সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত সম্পদশালায় রক্ষিত রহিয়াছে।' ইহাতে লোকেরা উক্ত স্থান খনন করিয়া উহা বাহির করত প্রয়োগ করিতে লাগিল। হিজাযের লোকেরা বলিত, ইহা যাদু আর সুলায়মান ইহা প্রয়োগ করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দোষীতার বর্ণনায় নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন– শয়তানরা (দুরাচারী জ্বিনেরা) হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া নানারূপ যাদু সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনা করিয়া উহার শেষে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নামে নকল মোহর লাগাইল এবং পরিচিত স্থানে 'ইহা বাদশাহ সুলায়মান ইব্ন দাউদ-এর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাফ ইব্ন বারখায়া কর্তৃক প্রণীত 'একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার' এই কথাটি লিখিয়া দিয়া উহা তাঁহার সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া

রাখিল। উক্ত যাদু পুস্তকে লিখিত ছিল– কেহ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করিতে চাহিলে সে যেন এই করে–....; কেহ অমুক উদ্দেশ্য লাভ করিতে চাইলে সে যেন এই করে... ইত্যাদি। অতঃপর এক সময়ে বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা উহা তুলিয়া উহার সহিত নূতন নূতন যাদু সংযোজিত করিয়া লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। এইরূপে ইয়াহূদীদের সমাজে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটিল এবং এই বিদ্যায় তাহারা অন্য সকল জাতিকে ছাড়াইয়া গেল। নবী করীম (সা) যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে ওহী পাইয়া হযরত সুলায়মান (আ)-কে একজন নবী হিসাবে বর্ণনা করিলেন, তখন মদীনার ইয়াহূদীরা বলিতে লাগিল– ওহে! তোমরা শুনেছ? মুহাম্মদ বলিতেছে– সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ একজন নবী ছিলেন। কত বড় আশ্চর্যকর কথা! আল্লাহ্‌র কসম? সে একজন যাদুকর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাহাদের উক্ত কথায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

শাহ্‌র ইব্‌ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর, হোসাইন ইব্‌ন হাজ্জাজ, কাসিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসনচ্যুত থাকিবার অবস্থায় তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে শয়তানরা (দূরাচারী জ্বিনেরা) একখানা যাদুর পুস্তক রচনা করিল। তাহারা উহাতে লিখিল, যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চাহে, সে যেন সূর্যের দিকে মুখ করিয়া...; যে ব্যক্তি অমুক উদ্দেশ্য হাসিল করিতে চাহে, সে যেন সূর্যের দিকে পিঠ দিয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করে....ইত্যাদি।' তাহারা উক্ত পুস্তকের পরিচিতি স্থানে লিখিল– এই পুস্তকখানা সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের নির্দেশে আসাফ ইব্‌ন বারাখয়া (اصف ابن برخيا) কর্তৃক লিখিত একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার। তাহার উহা তাঁহার সিংহাসনের নিচে পুঁতিয়া রাখিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ইবলীস জনগণকে বলিল– ওহে লোক সকল! সুলায়মান কোন নবী ছিল না, সে ছিল একজন যাদুকর। তোমরা তাহার ঘরে রক্ষিত তাহার সম্পদরাজির মধ্যে তাহার যাদুকে সন্ধান কর। অতঃপর সে তাহাদিগকে উক্ত নির্দিষ্ট স্থানটি দেখাইয়া দিল। তাহারা তথা হইতে উহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখিল– উহাতে যাদু লিখিত রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! সুলায়মান একজন যাদুকর ছিল। এই হইতেছে তাহার যাদু। আমরা ইহাকেই শক্ত করিয়া ধরিব আর ইহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিব। মু'মিনগণ বলিল– না। তিনি যাদুকর ছিলেন না, বরং নবী ছিলেন। অতঃপর নবী করীম আবির্ভূত হইয়া যখন হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী হিসাবে উল্লেখ করিলেন, তখন ইয়াহূদীরা বলিতে লাগিল– দেখ, মুহাম্মদ কি বলে! সে সত্যের সহিত মিথ্যাকে মিলাইয়া দেয়। সে সুলায়মানকে নবী বলিয়া আখ্যায়িত করে। সুলায়মান তো কোন নবী ছিল না; সে ছিল একজন যাদুকর। যাদুর সাহায্যে হাওয়ায় উড়িয়া বেড়াইত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ - الى قوله تعالى لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

আবূ মাজলায হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্ন জারীর, মু'তামির ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আ'লা ছানআনী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ) প্রতিটি জন্তু হইতে (কাহাকেও যন্ত্রণা না দিবার পক্ষে) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর কোন লোক কোন প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সে আক্রমণকারী জন্তুটিকে উক্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর লোকেরা ব্যাপক আকারে ছন্দোবদ্ধ কথা ও যাদুর প্রচলন ঘটাইল। তাহারা বলিতে লাগিল, সুলায়মান ইব্ন দাঊদ এই সকল যাদু প্রয়োগ করিয়া কার্যসিদ্ধ করিতেন। তাহাদের মিথ্যা দাবীর অপনোদনে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছেন।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মুসআব-এর গোলাম যিয়াদ, মাসউদী, আদম, ইমাম ইব্ন রাওয়াদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ শয়তানরা যাহা যাহা শুনাইত, উহার এক তৃতীয়াংশ ছিল ভবিষ্যৎ গণনা ও অদৃশ্য গণনা।' উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে উব্বাদ ইব্ন মানসূর, সুরূর ইব্ন মুগীরাহ, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও পৃথিবীতে যাদুর প্রচলন ছিল। তবে ইয়াহূদীরা যাদুকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সুশাসনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতাংশে তাঁহার সুশাসনের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের যাদু প্রয়োগ করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে পূর্বযুগীয় বিভিন্ন ইমাম কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও ঘটনা উল্লেখিত হইল। উক্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নাই, তাহা সূক্ষ্মজ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। আল্লাহই হিদায়েতের মালিক।

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ অর্থাৎ ইয়াহূদীরা তাহাদের নিকট রক্ষিত তাওরাতের নির্দেশ অমান্য করিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে প্রত্যাখ্যান পূর্বক সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে শয়তানগণ কর্তৃক প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়কে (অর্থাৎ যাদুকে) মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষেত্রে অণুসরণ করিয়াছে।'

مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ-এর তাৎপর্য হইতেছে– শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে তাহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যে যাদু লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইত। এই স্থলে على শব্দটি 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু تتلوا শব্দের তাৎপর্য হইতেছে তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোকদিগকে যাদু বাক্য পড়িয়া শুনাইত। তাই على শব্দকে 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–

এই স্থলে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুসারে مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ-এর তাৎপর্য হইতেছে শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বকালে লোকদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইত। ইব্ন জুরায়জ এবং ইব্ন ইসহাক হইতেও ইমাম ইব্ন জারীর এইস্থলে على শব্দটি 'তে' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি (ইব্ন কাছীর)

বলিতেছি, এইস্থলে على শব্দকে 'বিরুদ্ধে' অর্থে ব্যবহৃত বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বে পৃথিবীতে যাদু প্রচলিত ছিল। হযরত হাসান বসরীর এই উক্তি নিশ্চিতরূপে সত্য ও সঠিক। কারণ, হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যে লোকদের মধ্যে যাদু প্রচলিত ছিল, তাহা কুরআন মজীদে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত রহিয়াছে। আর সুলায়মান (আ) এবং তাঁহার পিতা দাঊদ (আ) ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর পরে আগত নবী। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى ...... তুমি কি মূসার পর আগত বনী ইসরাঈল জাতির একদল লোকের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ?.....।

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত 'একদল লোক'-এর ঘটনা উক্ত আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ 'আর দাঊদ জালূতকে হত্যা করিল, উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর পিতা হযরত দাঊদ (আ) হযরত মূসা (আ) (যাঁহার যুগে যাদু প্রচলিত ছিল)-এর পরে আগত নবী ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ রহিয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রের লোক। আর বনী ইসরাঈল গোত্র হইতেছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্র হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর। হযরত সালেহ (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে আগত নবী। তাঁহার সম্বন্ধে তাহার কওম বা জাতি উক্তি করিয়াছিল ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ الْمُسَحَّرِيْنَ তুমি একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নহ।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের পূর্বেও যাদু প্রচলিত ছিল।

وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ তাফসীরকারগণ উপরোক্ত আয়াতাংশের বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল তাফসীরকার বলেন– এইস্থলে انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটি একটি 'না' বোধক অব্যয় পদ। উহার অর্থ 'না'। এমতাবস্থায় ما انزل এর অর্থ হইতেছে 'নাযিল করা হয় নাই।' ইমাম কুরতুবী বলেন– 'এইস্থলে ما শব্দটি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ما انزل ক্রিয়াটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা পূর্ববর্তী ماكفر ক্রিয়ার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায় 'না সুলায়মান কুফরী করিয়াছে, আর না ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল করা হইয়াছে; বরং শয়তানরা কুফরী করিয়াছে। তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত। ইয়াহুদীরা বলিত জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতা যাদুসহ লোকদের নিকট নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দাবীকে বাতিল ও মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন– ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি কোনরূপ যাদু নাযিল করা হয় নাই। এমতাবস্থায়

ماروت ও هاروت এই শব্দদ্বয় উহাদের পূর্বে অবস্থিত الشياطين শব্দের بدل (বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের পরিচয়ের উদ্দেশ্যে উহার পর উল্লেখিত পদ) হইয়াছে। এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ঃ الشياطين শব্দটি হইতেছে একটি বহুবচন শব্দ; আর ماروت ও هاروت হইতেছে– দুইটি শয়তানের নাম। যেখানে দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বিবচন শব্দ প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়, সেখানে কিরূপে বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে? উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, আরবী সাহিত্যেও কখনও কখনও দুই বস্তুকে বহুবচন ধরিয়া উহার প্রতি বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فان كان له اخوة (আর যদি তাহার (মৃত ব্যক্তির) দুই বা ততোধিক ভাই থাকে)। هاروت ও ماروت এর থেকে বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইবার কারণ ইহাও হইতে পারে যে, هاروت ও ماروت ছাড়া অন্যান্য শয়তানও কুফরে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যেহেতু তাহারা দুইজনে কুফরে অন্য সকলকে টেক্কা মারিয়াছিল, তাই এইস্থলে শুধু তাহাদের দুইজনের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। সকল শয়তান মিলিয়া যেহেতু দুইয়ের অধিক ছিল, তাই তাহাদের প্রতি বহুবচন শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما পদটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় ধরিলে এবং وماروت ও هاروت কে الشياطين শব্দের بدل ধরিলে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ সুলায়মান কুফরী করেন নাই; বরং হারূত ও মারূত এবং তাহাদের ন্যায় শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা ব্যবিলন শহরে লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত। আর জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতার প্রতিও যাদু নাযিল করা হয় নাই। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যই শুদ্ধ ও সঠিক। অন্য সকল ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য অগ্রহণীয় ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (আ) হইতে আওফীর মাধ্যমে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ অর্থাৎ ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে যাদু অবতীর্ণ হয় নাই। রবী' ইব্ন আনাস হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু অবতীর্ণ করেন নাই। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ উহার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'শয়তানগণ সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তাহার রাজত্বের কালে) লোকদিগকে যে যাদু-বাক্য শুনাইত, ইহারা তাহা অনুসরণ করিয়াছে। আর সুলায়মানও কুফরী করে নাই এবং আল্লাহ্ ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতিও যাদু নাযিল করেন নাই; কিন্তু হারূত ও মারূত প্রমুখ শয়তানগণ কুফরী করিয়াছে। তাহারা বাবিল (ব্যাবিলন) শহরে লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিত।'

ইয়াহুদীগণ দাবী করিত, আল্লাহ্ জিবরাঈল ও মিকাঈল এই দুই ফেরেশতার মাধ্যমে সুলায়মান ইব্ন দাউদ-এর প্রতি যাদু নাযিল করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। উপরোক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী আয়াতে উল্লেখিত ফেরেশতাদ্বয় হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ) ও হযরত মিকাঈল (আ) এবং হারূত ও মারূত হইতেছে যাদু শিক্ষাদাতা দুইজন দুরাচারী মানুষ।'

আতিয়্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে ফুযায়ল ইব্ন মারযুক, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুসা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাদু নাযিল করেন নাই।

হুসাইন ইব্ন আবূ জা'ফর হইতে ধারাবাহিকভাবে বিকর (ইব্ন মুসআব), ইয়া'লী (ইব্ন আসাদ) মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, ফযল ইব্ন শাযান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাবী হুসাইন ইব্ন আবূ জা'ফর বলেন– 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবযী وَمَـا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ স্থলে وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانَ পড়িতেন।'

وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলীয়া হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তাহাদের দুইজনের (দাঊদ ও সুলায়মানের) প্রতি যাদু অবতীর্ণ করা হয় নাই; বরং তাহাদিগকে 'ঈমান ও কুফর' এই দুইটি বিষয়ের পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুত কুফর হইতেছে যাদু। তাহারা মানুষকে কুফরের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিতেন।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– 'আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত انزل। শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটি اسم موصول। আয়াতে উল্লেখিত হারূত ও মারূত দুইজন ফেরেশতার নাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি একদিকে যাদু শিখিতে ইচ্ছুক মানুষকে যাদু শিক্ষা দিবার জন্যে ফেরেশতাদ্বয়কে আদেশ দিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে উহা শিক্ষা করিতে নবীগণের মাধ্যমে মানুষকে নিষেধ করিয়াছিলেন। বস্তুত উহা ছিল মানুষের জন্যে একটি পরীক্ষা। আর হারূত ও মারূত ছিলেন উক্ত পরীক্ষার নিছক মাধ্যম। তাঁহারা যাহা করিতেন, তাহা আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করিতেন।' উহার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ

'শয়তানগণ যাহা (যে যাদুবাক্য) সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে (মতান্তরে তাহার রাজত্বের কালে) পাঠ করিয়া শুনাইত আর বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি যাহা (যে যাদু বাক্য) নাযিল করা হইয়াছিল, তাহাই তাহারা (ইয়াহুদীগণ) অনুসরণ করিয়াছে।' ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা যুক্তি হইতে দূরে অবস্থিত। ইব্ন হাযম প্রমুখ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, 'হারূত ও মারূত হইতেছে জ্বিন জাতির দুইটি গোত্রের নাম।' এই ব্যাখ্যাও যুক্তি হইতে অধিকতর দূরে অবস্থিত।

যিহাক ইব্ন মুযাহিম হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যিহাক وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ। আয়াতাংশের অন্তর্গত الملكين। শব্দের লাম বর্ণটিকে كسرة (যের) দিয়া পড়িতেন এবং তিনি বলিতেন, 'হারূত ও মারূত বাবিল শহরের দুইজন কাফির বাদশাহের নাম।' প্রশ্ন দেখা দেয়, হারূত ও মারূত কাফির হইলে তাহাদের প্রতি ওহী নাযিল হইয়াছিল কিরূপে? যিহাক ও তাহার অনুসারী ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, এইস্থলে انزل। ক্রিয়াটি 'ওহী নাযিল করা' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং উহা الخلق। (সৃষ্টি করা) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দ উপরোক্ত অর্থে অন্যত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ 'আর তিনি তোমাদের জন্য আট শ্রেণীর চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করিয়াছেন।' আরও বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ 'আর আমি লোহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। উহাতে অত্যধিক শক্তি রহিয়াছে।'

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا 'আর তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ হইতে রিয্ক অবতীর্ণ করেন।'

নবী করীম (সা) বলেন ঃ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً 'আল্লাহ প্রতিটি রোগের জন্যেই ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন।'

এতদ্ব্যতীত আরবী ভাষায় কথিত হইয়া থাকে ঃ

اَنْزَلَ اللّٰهُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ 'আল্লাহ্ মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'আর শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের বিরুদ্ধে যে যাদু পাঠ করিয়া শুনাইত এবং বাবিল শহরে হারূত ও মারূত নামক কাফির বাদশাহদ্বয়ের অন্তরে যে যাদু সৃষ্টি করা হইয়াছিল, উহাই ইয়াহুদীরা অনুসরণ করিয়াছে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন আবযী এবং হাসান বসরী হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহারা وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ-এর অন্তর্গত الملكين-এর লাম বর্ণকে كسرة (যের) দিয়া পড়িতেন।' ইব্ন আবযী বলেন, উক্ত বাদশাহদ্বয় হইতেছেন– হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما পদটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় পদ হিসাবে ধরিতে হইবে।' এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ আর হারূত ও মারূতসহ শয়তানরা বাবিল শহরে যে যাদু পাঠ করিয়া শুনাইত, উহাকে ইয়াহুদীগণ অনুসরণ করিয়াছে। আর দাউদ ও সুলায়মান এই বাদশাহদ্বয়ের প্রতি কোন যাদু নাযিল করা হয় নাই।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন, একদল তাফসীরকার বলেন, يعلمون الناس السحر-এর অন্তর্গত السحر শব্দের পর ওয়াকফ বা বিরতি হইবে। উহার পর وما انزل হইতে পৃথক কথা আরম্ভ হইয়াছে। এমতাবস্থায় انزل শব্দের পূর্বে অবস্থিত ما শব্দটিকে 'না' অর্থে ব্যবহৃত অব্যয় পদ বলিয়া ধরিতে হইবে।

ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা কাসিম ইব্ন মুহাম্মদের নিকট জনৈক ব্যক্তি وَمَا اُنْزِلَ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ - عَلَى الْمَلَكَيْنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল– তাহারা দুইজনে আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ বিষয় এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে অবতীর্ণ নহে এইরূপ বিষয়– এই দুইটির কোন্‌টি মানুষকে শিক্ষা দিত? তিনি বলিলেন– উহাদের যেইটিই হউক, আমার তাহাতে কিছু আসে যায় না। (অর্থাৎ আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র বাণীর প্রতি ঈমান রাখি।)

আনাস ইব্ন ইয়ায-এর জনৈক সহচর হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন ইয়ায, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা কাসিম (ইব্ন মুহাম্মদ)-এর নিকট পূর্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, আমি উহার প্রতি বিশ্বাস রাখি।'

পূর্বযুগীয় অনেক ব্যাখ্যাকার বলেন, হারূত ও মারূত আকাশ হইতে অবতীর্ণ দুইজন ফেরেশতা ছিলেন। তাহারা যাহা ঘটাইয়া ছিলেন তাহা তো ঘটাইয়া ছিলেনই। পরন্তু তাহারা ফেরেশতা ছিলেন ইহার সমর্থনে স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদ সংকলনে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই আমি (ইব্‌ন কাছীর) উহা উল্লেখ করিব। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র নিষ্পাপ বান্দা; তাঁহারা পাপ করেন না, করিতে পারেন না। এমতাবস্থায় হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় কিরূপে পাপ করিলেন? উহার উত্তর এই যে, ফেরেশতাগণ পাপ করেন না, করিতে পারেন না, ইহা সাধারণ নিয়ম। নির্দিষ্ট কয়েকজন ফেরেশতা উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত। হারূত ও মারূত হইতেছেন উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত ফেরেশতা। যেইরূপে ইবলীসও উক্ত নিয়মের আওতা হইতে বাহিরে অবস্থিত। ইবলীস যে একজন ফেরেশতা ছিল, একাধিক আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ আর (সেই সময়টা স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর। ইহাতে ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করিল।'

বলাবাহুল্য হারূত ও মারূতের পাপ ইবলীসের পাপ অপেক্ষা কম জঘন্য ছিল।

ইমাম কুরতুবী হযরত আলী (রা), হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্‌ন উমর (রা), কা'ব আহবার, সুদ্দী এবং কালবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন- 'হারূত ও মারূত দুইজন ফেরেশতা ছিলেন।'

হারূত-মারূত সম্পর্কিত হাদীস ও তৎসম্পর্কিত পর্যালোচনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মূসা ইব্‌ন জুবায়র, যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ)-কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেন, তখন ফেরেশতাগণ বলিল- প্রভু হে! তুমি কি তথায় এইরূপ একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবে যে জাতি উহাতে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে এবং রক্তপাত ঘটাইবে? আমরাই তোমার প্রশংসা বর্ণনা করিব এবং তোমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- 'নিশ্চয় আমি এইরূপ বিষয়ে অবগত রহিয়াছি, যে বিষয়ে তোমরা অবহত নহ।' তাহারা বলিল- 'আমরা বনী আদম অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে তোমার প্রতি অনুগত।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- 'তোমরা দুইজন ফেরেশতা উপস্থিত কর। আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেখিব তাহারা কিরূপ কার্য করে।' তাহারা বলিল- 'প্রভু হে! হারূত ও মারূতকে আমরা উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত করিতেছি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়া যুহরা নক্ষত্রকে অদ্বিতীয়া সুন্দরী নারীরূপে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। সে তাহাদের নিকট আসিলে তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল- 'তোমরা এই কথাটি' উচ্চারণ করিলে আমি তোমাদের কথা

শুনিব। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আমার কথা না শুনিলেন আমি তোমাদের কথা শুনিব না।' সে 'এই কথাটি' এর স্থলে একটি শিরকমূলক বাক্য উচ্চারণ করিল। হারূত ও মারূত বলিল– না, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কখনও আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।' ইহাতে সুন্দরী নারীটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে একটি শিশুকে কোলে করিয়া তাহাদের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইল। তাহারা তাহার নিকট পূর্বোল্লেখিত ইচ্ছা ব্যক্ত করিল। সে বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা না করিলে আমি তোমাদের কথা শুনিব না। তাহারা বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! আমরা উহাকে কোনক্রমেই হত্যা করিব না। ইহাতে সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে এক পেয়ালা শরাব লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা তাহার নিকট পূর্বোক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করিল। সে বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এই শরাব পান না করিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব না। তাহারা শরাব পান করিল। অতঃপর মাতাল অবস্থায় তাহার সহিত ব্যভিচার করিল এবং শিশুটিকে হত্যা করিল। তাহাদের মধ্যে হুঁশ আসিবার পর সে তাহাদিগকে বলিল– আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে সকল পাপ করিতে পূর্বে অসম্মতি জানাইয়াছিলে, মাতাল অবস্থায় উহাদের প্রত্যেকটিই করিয়াছ।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তি ইহাদের যে কোন একটিতে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার শাস্তিকে বাছিয়া লইল।

ইমাম আবূ হাতিম ইব্‌ন হাব্বান স্বীয় 'সহীহ' সংকলনে উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইয়াহিয়া ইব্‌ন বুকায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ শায়বাহ, সুফিয়ান ও হাসান এই অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে একমাত্র নাফে' বর্ণনা করিয়াছেন। মূসা ইব্‌ন জুবায়র ছাড়া উহার সনদের সকল রাবীই বিশ্বস্ত। উহাদের মাধ্যমে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত মূসা ইব্‌ন জুবায়র হইতেছে– মূসা ইব্‌ন জুবায়র আনসারী সালমী। তাহার মালিক হইতেছে মাদীনী আল হায্যা। সে (মূসা ইব্‌ন জুবায়র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ উমাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হানীফ, নাফে' এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক, এই সকল ব্যক্তির নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার (মূসা ইব্‌ন জুবায়রের) নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আব্দুস সালাম, বিকর ইব্‌ন মুযার, যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্‌ন সালিমাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন লাহীআ, আমর ইব্‌ন হারিছ এবং ইয়াহিয়া ইব্‌ন আইয়ুব এই সকল ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ তাঁহার মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম كتاب الجرح والتعديل (রাবীদের সমালোচনা সম্পর্কিত পুস্তক) নামক গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি উহাতে তাহার পক্ষে বা বিপক্ষে কাহারো কোন মন্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী।[১]

উক্ত রিওয়ায়েত স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مرفوع হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে তাঁহার গোলাম নাফে'র মাধ্যম ভিন্ন অন্য কাহারো মাধ্যমে

---

[১] ইব্‌ন হাব্বান তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন–'সে হাদীস বর্ণনায় ভুল করিত এবং অন্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হাদীস বর্ণনা করিত।' ইব্‌ন কাত্তান তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাহার পরিচয় জানা যায় না।' تهذيب التهذيب হইতে গৃহীত।

বর্ণিত হয় নাই। তবে উহাকে নাফে' হইতে মূসা ইব্‌ন জারীর ব্যতীত অন্য এক রাবীও বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' মূসা ইব্‌ন সারজাস, সাঈদ ইব্‌ন সালিমাহ, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রজা, হিশাম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হিশাম, দা'লাজ ইব্‌ন আহমদ ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন (এই স্থলে রাবী উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতটির অনুরূপ বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন)।

নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআবিয়াহ ইব্‌ন সালেহ, ফারজ ইব্‌ন ফুযালাহ, হুসাইন (সুনায়দ ইব্‌ন দাঊদ), কাসিম ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নাফে' বলেন, একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর সহিত সফর করিতেছিলাম। একদিন রাত্রির শেষভাগে তিনি আমাকে বলিলেন, 'ওহে নাফে'! দেখতো লাল নক্ষত্রটি (ভোর বেলায় পূর্বদিকে উদিত নক্ষত্র) উদিত হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম, 'উহা এখনও উদিত হয় নাই।' এইরূপে তিনি দুইবার বা তিনবার আমাকে উহা উদিত হইয়াছে কিনা, তাহা দেখিতে বলিলেন এবং আমি তাঁহাকে উহার উদিত না হইবার সংবাদ দিলাম। অতঃপর এক সময়ে তাহাকে বলিলাম, উহা উদিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, উহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি না।' আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ! উহা তো আমাদের সেবায় নিয়োজিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত একটি নক্ষত্র। তিনি বলিলেন- শুন। আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, শুধু তাহাই তোমাকে বলিতেছি। 'একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল ঃ হে প্রভু! তুমি বনী আদমের পাপ ও গুনাহকে কিরূপে সহিয়া যাও? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ 'আমি তাহাদিগকে পাপ ও গুনাহ্ করিবার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তোমাদিগকে উহার সুযোগ ও প্রবৃত্তি প্রদান করি নাই।' তাহারা বলিল, আমরা তাহাদের স্থানে থাকিলে তোমার নাফরমানী করিতাম না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তাহারা অনেক যাচাই বাছাই করিয়া হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত করিল।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটিও উপরোক্ত রাবী নাফে' ভিন্ন অন্য কাহারো মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উক্ত রিওয়ায়েতটির হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইবার পরিবর্তে কা'ব আহ্‌বার হইতে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইবার সম্ভাবনাই সমধিক। তাফসীরকার আবদুর রায্‌যাক স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উহাকে কা'ব আহ্‌বার হইতে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত হিসাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে আব্দুর রায্‌যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উদ্ধৃত হইতেছে ঃ

কা'ব আহ্‌বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্‌ন উমর (রা), সালিম, মূসা ইব্‌ন উক্‌বা, সুফিয়ান ছাওরী ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

একদা ফেরেশতাগণ বনী আদমের পাপ ও গুনাহের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইল- তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতা মনোনীত কর। তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে (হারূত ও মারূতকে) বলিলেন- 'আমি বনী আদমের নিকট রাসূল পাঠাইয়া থাকি; কিন্তু আমার ও তোমাদের মধ্যে কোন রাসূল থাকিবে না। তোমরা পৃথিবীতে যাও। আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না;

যিনা করিও না; আর শরাব পান করিও না।' কা'ব বলেন, আল্লাহ্র কসম! যেইদিন তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিল, সেই দিনেই নিষিদ্ধ সকল কাজ করিয়া ছাড়িল।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে দুইটি মাধ্যমে আব্দুর রাযযাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং সুফিয়ান ছাওরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আহমদ ইব্ন ইসামের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর আবার উহাকে নিম্নোক্ত সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কা'ব আহ্বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা), সালিম, মূসা ইব্ন উকবা, আব্দুল আযীয ইব্ন মুখতার, মুআল্লা (ইব্ন আসাদ), মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (এই স্থলে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করিয়াছেন।)

শেষোক্ত রিওয়ায়েতগুলির সনদে দেখা যাইতেছে যে, উহা কা'ব আহ্বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা) ও তৎপুত্র সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। সালিমের মাধ্যমে বর্ণিত শেষোক্ত রিওয়ায়েতগুলি নাফে'র মাধ্যমে বর্ণিত পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ ও সহীহ। সালিম হইতেছেন হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্র আর নাফে' হইতেছে তাঁহার গোলাম। সালিম নাফে' অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েত কা'ব আহ্বার কর্তৃক বনী ইসরাঈল জাতির গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ও বর্ণিত রিওয়ায়েত ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সাহাবী ও তাবেঈগণ কর্তৃক বিবৃত বিবরণ

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন সাঈদ, খালিদ হিয্মা, হাম্মাদ, হাজ্জাজ, মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যুহরা ছিল পারস্য দেশীয় এক সুন্দরী রমণী। সে একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিনী হইয়াছিল। তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিতে চাহিলে সে এই শর্তে সম্মত হইল যে, তাহারা তাহাকে আকাশে উঠিবার দোয়া বা মন্ত্র শিক্ষা দিবে। ফেরেশতাদ্বয় তাহার শর্ত মানিয়া লইল। যুহরা মন্ত্র পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে তারকায় রূপান্তরিত হইয়া গেল।'

উক্ত রিওয়ায়েতের রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে উহা হযরত আলী (রা) হইতে উমর ইব্ন সাঈদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন সাঈদ, আবূ খালিদ, মুআবিয়াহ, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, ফযল ইব্ন শাযান ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত দুইজন ملك হইতেছেন আকাশের ফেরেশতা।' হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদের পিতামহ (নাম উহ্য রহিয়াছে), জা'ফরের পিতা মুহাম্মদ, মুগীছের মুনীব জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ, মুগীছ ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা)

বলিয়াছেন ঃ (এই স্থলে রাবী পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি উল্লেখ করিয়াছেন।) উক্ত মাধ্যমে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত নহে।

'হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তুফায়েল ও জাবির প্রমুখ রাবীর সনদে দুইটি সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ যুহরা তারকার প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন! কারণ, সে হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়কে গুনাহে লিপ্ত করিয়াছে।' উক্ত রিওয়ায়েতটিও সহীহ্ নহে। উহা সহীহ্ রিওয়ায়েতের বিরোধীও বটে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসমান নাহ্‌দী, আলী ইব্‌ন যায়দ, হাম্মাদ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল, মুছান্না ইব্‌ন ইবরাহীম ও ইমাম ইন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা যখন অধিক হইয়া গেল এবং তাহারা যখন গুনাহ্ করিতে লাগিল, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর বিরুদ্ধে এবং পর্বতসমূহের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল 'হে প্রভু! তুমি তাহাদিগকে অবকাশ দিও না।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি এই ওহী পাঠাইলেন যে, 'আমি তোমাদের অন্তর হইতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে দূরে রাখিয়াছি। পক্ষান্তরে বনী আদমের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানকে অবতীর্ণ করিয়াছি। তোমরাও পৃথিবীতে অবতরণ করিলে তাহাদের ন্যায় পাপ করিতে।' ইহাতে ফেরেশতাগণ বলাবলি করিতে লাগিল, 'আমরা পরীক্ষায় পতিত হইলে পাপমুক্ত থাকিতাম।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট এই ওহী পাঠাইলেন ঃ বেশ! তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন অতি উত্তম ফেরেশতাকে মনোনীত কর। তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিয়া যুহরা তারকাকে পারস্য দেশীয় নারীরূপে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। লোকদের নিকট সে বায়দাখত নামে পরিচিত ছিল। উক্ত ফেরেশতাদ্বয় তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। ইতিপূর্বে ফেরেশতাগণ শুধু মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا 'আর তাহারা (ফেরেশতাগণ) মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিয়া থাকে।' তাহারা হারূত ও মারূতের পাপ কার্যে লিপ্ত হইবার পর পৃথিবীবাসী সকল লোকদের জন্যে দোয়া করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ 'আর তাহারা (ফেরেশতাগণ) পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য দোয়া করিয়া থাকে।'[১]

আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়কে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইল।

---

[১] কুরআন মজীদের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ইসতিগফার করিতে পারে না; এইরূপ করা নিষিদ্ধ। বলাবাহুল্য, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। তাহারা নিষিদ্ধ কাজ করেন না। উপরোক্ত রিওয়ায়েতে ফেরেশতাগণ উপরোক্ত নিষিদ্ধ কাজ করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহা কুরআন মজীদ বিরোধী রিওয়ায়েত। তাই উহা গ্রহণযোগ্য নহে। রিওয়ায়েতে যে আয়াতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা দ্বারা কাফিরদের জন্যে ফেরেশতাদের ইস্তিগফার করা প্রমাণিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে আয়াতে উল্লেখিত 'পৃথিবীবাসীগণ'-এর তাৎপর্য হইতেছে 'পৃথিবীবাসী মু'মিনগণ'।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মিনহাল ইব্ন আমর এবং ইউনুস ইব্ন খাব্বাব, যায়দ ইব্ন আবূ আনীসা, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর, আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর রাকী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ

'একদা আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর ভ্রমণসঙ্গী ছিলাম। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন– দেখতো الحمراء (প্রভাতী তারা) উদিত হইয়াছে কিনা। উহার প্রতি কোন অভিনন্দন নাই। উহা নিপাত যাক! উহা ফেরেশতাদ্বয়ের (হারূত ও মারূতের) ব্যভিচারের সঙ্গিনী ছিল। একদা ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল– আদম জাতির পাপীদিগকে আপনি কিরূপে অবকাশ প্রদান করেন? তাহারা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করে, আপনি যে সকল কাজ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন তাহা করে এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– 'আমি তাহাদিগকে পরীক্ষায় পতিত করিয়াছি। তোমাদিগকেও তাহাদের ন্যায় পরীক্ষায় পতিত করিলে ঐরূপ করিতাম না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– বেশ! তবে তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে অতি উত্তম দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।' তাহারা হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইব। তোমাদিগকে আদেশ দিতেছি, তোমরা শিরক করিবে না; যিনা করিবে না এবং খিয়ানত করিবে না। অতঃপর, তিনি অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিলেন এবং যুহরা তারকাকে একজন বিদুষী সুন্দরী নারীর রূপ দিয়া তাহাদের নিকট অবতীর্ণ করিলেন। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতে সচেষ্ট রহিল। একদা তাহারা তাহার সহিত ব্যভিচার করিবার জন্যে তাহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সে বলিল– আমি যে ধর্মের অনুসারিণী, উহার নির্দেশ এই যে, ভিন্ন ধর্মের অনুসারী কাহাকেও আমি দেহদান করিতে পারিব না। তাহারা বলিল–তুমি কোন্ ধর্মের অনুসারী? সে বলিল–আমি অগ্নি উপাসনার ধর্মের অনুসারিণী। তাহারা বলিল–'শিরক? আমরা উহার কাছেও যাইব না।' ইহাতে রমণীটি কিছুদিন তাহাদের নিকট হইতে দূরে রহিল। অতঃপর পুনরায় তাহাদের পিছনে লাগিল। তাহারা পুনরায় তাহার নিকট পূর্বোক্ত বাসনা প্রকাশ করিল। সে বলিল–'বেশ! তাহাই হইবে। তবে কথা এই যে, আমার স্বামী রহিয়াছে। তাহার কানে সংবাদটি পৌঁছিলে আমি অপমানিতা হইব। তোমরা আমার ধর্মকে গ্রহণ করিলে এবং আমাকে আকাশে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।' তাহারা তাহার কথা মানিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আকাশে উঠিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। তাহাদের ডানাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইল। তাহার ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়িয়া গেল এবং তাহারা কাঁদিতে লাগিল।

সে সময় পৃথিবীতে একজন নবী ছিলেন। তিনি দুই জুমআর মধ্যবর্তী দিনগুলিতে দোআ করতেন। ইহা পরবর্তী জুমআয় কবূল হইত। পাপী ফেরেশতাদ্বয় হারূত ও মারূত ভাবিল– আমরা অমুক নবীর নিকট গিয়া যদি তাঁহাকে আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করিতে বলি আর তিনি যদি তাঁহারা নিকট আমাদের জন্য ইস্তিগফার করেন, তবে হয়ত আমাদের গুনাহ মাফ হইতে পারে। তাহারা উক্ত নবীর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– আল্লাহ্ তোমাদিগকে রহম করুন! পৃথিবীবাসী কিরূপে আকাশবাসীর জন্যে ইস্তিগফার করিবে ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন– আমরা গুনাহ করিয়াছি। আল্লাহর

নবী বলিলেন–আচ্ছা! তোমরা আগামী জুমআর দিন আমার নিকট আসিও। তাহারা তাহাই করিল। তিনি বলিলেন–'তোমাদের বিষয়ে আমার দোয়া কবূল হয় নাই। আগামী জুমআয় আসিও! তাহারা তাহাই করিল। আল্লাহর নবী বলিলেন–তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব–এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইবার জন্য অনুমতি পাইয়াছ। তবে, তোমরা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইলে আখিরাতের আযাব মাফ হইয়া যাইবে এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। উহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।' ইহাতে তাহাদের একজন বলিল–দুনিয়ার বয়সের সামান্য অংশ অতিবাহিত হইয়াছে। উহা দীর্ঘদিন টিকিয়া থাকিবে। আমি দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইব না।' অন্যজন বলিল–ইতিপূর্বে আমি তোমার কথা মানিয়াছি। এইবার তুমি আমার কথা মান। অস্থায়ী আযাব স্থায়ী আযাবের সমতুল্য নহে।' প্রথমজন বলিল–'আমরা দুনিয়ার আযাব বাছিয়া লইলেও তো আখিরাতের আযাবের আশংকা থাকিয়া যাইতেছে।' দ্বিতীয়জন বলিল–'আশা করি, আল্লাহ্ যখন দেখিবেন যে, আমরা আখিরাতের আযাবের ভয়েই দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইয়াছি, তখন তিনি আমাদিগকে আখিরাতের আযাব দিবেন না।' অতঃপর, তাহারা দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইল। ইহাতে তাহাদের মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে রাখিয়া অগ্নিপূর্ণ একটি কূপের মধ্যে শিকলের সাহায্যে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। মনে রাখিতে হইবে, উহা স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হয় নাই; বরং হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে ইতিপূর্বে উল্লেখিত একটি কথা পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সূত্রে ইমাম ইব্‌ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত অনুরূপ একটি মারফূ' হাদীস স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে উল্লেখ করিবার পর পাঠকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছে যে, উক্ত মারফূ' হাদীস অপেক্ষা কা'ব আহ্‌বার হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও তৎপুত্র সালিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি সনদের দিক দিয়া অধিকতর সহীহ ও প্রামাণ্য। এই স্থলে বর্ণিত রিওয়ায়েতটিও হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কা'ব আহবার হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। 'যুহরা তারকাটি একটি সুন্দরী রমণীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল–'হযরত আলী (রা) হইতে এবং হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতদ্বয়ে উল্লেখিত এই উক্তি যুক্তি হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্‌ন উব্বাদ, রবী' ইব্‌ন আনাস, আবূ জা'ফর, আদম, ইসাম ইব্‌ন রউওয়াদ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আদম (আ)-এর পর মানুষ যখন কুফর ও আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হইল, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করিল--হে প্রভু! যে মানব জাতিকে তুমি শুধু তোমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছ, তাহারা তো কুফর, নরহত্যা, হারাম মাল ভক্ষণ, যিনা, চুরি ও শরাবখুরীতে লিপ্ত হইয়াছে।' অতঃপর, ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রতি বদ দোআ করিতে লাগিল। তাহাদের অন্তরে পাপী মানুষের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি রহিল না। আল্লাহ্ তা'আলা অহাদিগকে বলিলেন–মানুষ তো আমাকে দেখে না; (তাই, তাহারা পাপ করিতে সাহস পায়)। ইহাতেও ফেরেশতাদের অন্তরে তাহাদের প্রতি দরদ বা সহানুভূতি আসিল না। (তাহারা তাহাদিগকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করিতে লাগিল।) ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন অতি উত্তম ফেরেশতাকে মনোনীত কর। আমি তাহাদিগকে

আমার আদেশ-নিষেধসহ দুনিয়াতে পাঠাইব। তাহারা হারূত ও মারূত নামক দুইজন ফেরেশতাকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মানুষের অন্তরের কু-প্রবৃত্তির ন্যায় কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। আর তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন- 'তোমরা আমার ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না, হারাম মাল ভক্ষণ করিবে না এবং শরাব পান করিবে না।'

তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছুকাল লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগ ফয়সালা জারী করিল। তখন ছিল হযরত ইদরীস (আ)-এর যুগ। সেই সময় একটি রমণী ছিল। যুহরা তারকা যেমন সৌন্দর্যে সকল তারকার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া, উক্ত রমণীটি ছিল সেইরূপ সৌন্দর্যে সকল রমণীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া। একদা তাহারা উক্ত রমণীর নিকট আসিয়া তাহার সহিত যিনা করিবার বাসনা প্রকাশ করিল। তাহারা তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যে তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন জানাইল। সে বলিল-তোমরা আমার ধর্ম গ্রহণ করিলে আমি তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি। তাহার বলিল-তোমার ধর্ম কি? সে তাহাদিগকে একটি মূর্তি দেখাইয়া বলিল, আমি ইহাকে পূজা করিয়া থাকি। ইহাই আমার ধর্ম। তাহারা বলিল, 'উহার পূজা করিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই।'

এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। কিছুদিন এইরূপেই কাটিল। অতঃপর তাহারা পুনরায় রমণীটির নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। সে তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। তাহারা পূর্বের ন্যায় ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গেল। অতঃপর পুনরায় তাহারা তাহার নিকট আসিয়া পূর্বোক্ত বাসনা পুনর্ব্যক্ত করিল। রমণীটি যখন দেখিল যে, তাহারা তাহার শর্তকে মানিয়া লইতেছে না, তখন সে তাহাদিগকে বলিল-'তোমরা তিনটি কার্যের মধ্যে হইতে যে কোন একটি কার্য করিলেই আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব। হয় তোমরা এই মূর্তিটিকে পূজা করিবে; নতুবা এই মানুষটিকে হত্যা করিবে; অথবা এই শরাবটুকু পান করিবে।' তাহারা বলিল-'ইহাদের কোনটিই হালাল নহে; তবে শরাব পান করাই ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম জঘন্য হারাম কাজ।' এই বলিয়া তাহারা শরাব পান করিল। অতঃপর রমণীটির সহিত যিনা করিল। যিনা করিবার পর তাহাদের ভয় হইল, তাহাদের নিকট উপস্থিত লোকটি মানুষকে তাহাদের পাপের কথা জানাইয়া দিবে। তাই তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। হুঁশ আসিবার পর তাহারা আকাশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু ফিরিতে পারিল না। তাহাদেরও আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যকার পর্দা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, যাহারা আল্লাহ্কে দেখে না, তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় কম থাকা স্বাভাবিক। এই ঘটনার পর হইতে ফেরেশতাগণ পৃথিবীর সকল লোকের জন্য ইস্তিগফার করিতে লাগিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ "আর ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রভুর প্রশংসা বর্ণনা করিয়া থাকে এবং পৃথিবীবাসী লোকদের জন্য ইস্তিগফার করিয়া থাকে।"

অতঃপর অপরাধী হারূত ও মারূতকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-'তোমরা দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লও।' তাহারা বলিল-'দুনিয়ার

আযাব অস্থায়ী: পক্ষান্তরে আখিরাতের আযাব স্থায়ী।' তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যবিলন শহরে রাখিয়া দিলেন। সেইখানেই তাহারা আযাব ভোগ করিয়া আসিতেছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটি হাকিম স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে উপরোক্ত রাবী আবূ জা'ফর রাযী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ জা'ফর রাযী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন সালিম রাযী, (হাকাম একজন বিশ্বস্ত রাবী)[1] ইসহাক ইব্ন রাহবিয়াহ, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম ও আবূ যাকারিয়া আম্বারীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উহার সনদ সহীহ; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি যুহরা সম্বন্ধে বর্ণিত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্যে যুক্তির অধিকতর নিকটবর্তী। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ (ফারেসী), কাসিম ইব্ন ফযল হায্যাঈ, মুসলিম, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা নিকটতম আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণ পৃথিবীবাসী মানুষের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল তাহারা পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। ইহাতে তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিল–হে প্রভু! পৃথিবীবাসী মানুষ পাপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–তোমরা তো আমাকে দেখিতেছ; কিন্তু, তাহারা তো আমাকে দেখে না।' অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন–'তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে তিনজন ফেরেশতাকে মনোনীত কর।' তাহারা তাহাই করিল। মনোনীত ফেরেশতাদের নিকট হইতে এই বিষয়ে সম্মতি লওয়া হইল যে, তাহারা পৃথিবীতে অবতরণ করিবে এবং তথায় মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়া বলিলেন–'তোমরা পৃথিবীতে গিয়া শরাব পান করিবে না, মানুষ খুন করিবে না, যিনা করিবে না এবং মূর্তিপূজা করিবে না।' ইহাতে একজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করা হইতে অব্যাহতি চাহিলে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। অপর দুইজন ফেরেশতা পৃথিবীতে অবতরণ করিল। একদা তাহাদের নিকট মুনাহিয়াহ (مناهية) নাম্নী একজন বিদুষী সুন্দরী আগমন করিল। তাহার প্রতি উভয় ফেরেশতার মনে লোভ জন্মিল। তাহারা তাহার গৃহে আসিয়া তাহাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাহার নিকট আবেদন জানাইল। সে বলিল–'তোমরা শরাব পান করিলে, আমার প্রতিবেশীর পুত্রকে হত্যা করিলে এবং মূর্তিপূজা করিলে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারি।' তাহারা বলিল–'আমরা মূর্তিপূজা করিব না।' তাহারা শুধু শরাব পান করিল। তৎপর মানুষ খুন করিল এবং মূর্তিপূজাও করিল। আকাশের ফেরেশতাগণ তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদের অবস্থা দেখিল। রমণীটি তাহাদিগকে বলিল–'তোমরা যে বচনটি উচ্চারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাও, আমাকে উহা শিখাও।' তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। সে উহার সাহায্যে আকাশে উঠিয়া গেল। সেখানে সে একটি অগ্নিপিণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই অগ্নিপিণ্ডটিই যুহরা তারা নামে পরিচিত। আর সেই ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা

---

[1] কিন্তু 'তাকরীব' নামক সমালোচনা গ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিতেন। আবার তাহযীবু ত্তাহযীব নামক সমালোচনা গ্রন্থে আহমদ হইতে তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, 'তিনি আম্বাসা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিতেন।'

হযরত সুলায়মান (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিহকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকে বাছিয়া লইল। তাহারা এখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত রহিয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতে অনেক অতিরিক্ত কথা, উদ্ভট উক্তি এবং সহীহ বর্ণনার বচন উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সঠিক ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, যুহরী, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারূত ও মারূত ছিল দুইজন ফেরেশতা। একদা ফেরেশতাগণ বনী আদম জাতির বিচারকমণ্ডলীকে লইয়া উপহাস করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে বিচারক হিসাবে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদা জনৈকা মহিলা কোন এক বিষয়ে বিচার প্রার্থিনী হইয়া তাহাদের নিকট আসিলে তাহার তাহার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তাহারা আকাশে উঠিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদিগকে তথায় উঠিতে দেওয়া হয় নাই। তৎপর তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লয়।'

কাতাদাহ হইতে মুআম্মার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যাহাকেই যাদু শিক্ষা দিবে, তাহাকেই পূর্বে বলিয়া লইবে যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষার মাধ্যম মাত্র। তোমরা কুফরী করিও না।'

সুদ্দী হইতে ইসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয় পৃথিবীবাসী মানুষের বিচার কার্যকে লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন–আমি বনী আদমের অন্তরে দশ প্রকারের কুপ্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা সেই কারণেই পাপ করে। হারূত ও মারূত বলিল–[illegible] প্রভু! তুমি আমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলে আমরা নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য সম্পাদন করিব।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'বেশ। আমি তোমাদের অন্তরে সেই সকল কু-প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিলাম। তোমরা পৃথিবীতে অবতরণ কর। তথায় তোমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকার্য সম্পাদন করিবে।' তাহারা দীনাওয়ান্দ (دیناوند) রাজ্যের অন্তর্গত বাবিল শহরে অবতরণ করিল। তাহারা সারাদিন বিচারকার্য সম্পাদন করিয়া সন্ধ্যার দিকে আকাশে ফিরিয়া যাইত। একদা জনৈক মহিলা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া তাহাদের আদালতে আগমন করিল। তাহার অপরূপ সৌন্দর্য তাহাদিগকে বিমোহিত করিল। তাহার নাম আরবী ভাষায় যুহরা الزهرة। নাবাতী ভাষায় বায়দাখত بیدخت এবং ফারসী ভাষায় আনাহীদ (اناهید) ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন অন্যজনকে বলিল–'মহিলাটির সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।' অন্যজন বলিল–'আমার অবস্থাও তাহাই। আমি তোমার নিকট উহা প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু লজ্জার কারণে পারি নাই।' প্রথমজন বলিল– তবে কি তাহার নিকট আমাদের বাসনাটি প্রকাশ করিব? দ্বিতীয়জন বলিল–হ্যাঁ। তাহাই কর। কিন্তু ইহাতে যে আমাদিগকে আল্লাহ্র আযাব ভোগ করিতে হইবে। প্রথমজন বলিল–'আশা করি, তিনি স্বীয় রহমতে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।' পরের দিন মহিলাটি যখন স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লইয়া তাহাদের আদালতে উপস্থিত হইল, তখন তাহারা নিজেদের যৌন বাসনাটির কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল।

মহিলাটি বলিল–'তোমরা যদি বিচারাধীন মামলায় আমার স্বামীর বিরুদ্ধে আমার পক্ষে রায় প্রদান কর, তবে আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।' তাহারা তাহাই করিল। সে তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে যাইতে বলিল। তাহারা তথায় যাইবার পর তাহাদের মধ্য হইতে একজন ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার প্রস্তুতি নিলে মহিলাটি বলিল–'তোমরা যে কালাম পাঠ করিয়া আকাশে উঠিয়া থাক এবং যে কালাম পাঠ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া থাক, যতক্ষণ উহা আমাকে না শিখাইবে, ততক্ষণ আমি তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব না।' তাহারা তাহাকে উহা শিখাইল। সে কালাম পড়িয়া আকাশে উঠিয়া গেল; কিন্তু নামিবার কালাম আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ভুলাইয়া দিলেন। অতএব সে সেইখানেই রহিয়া গেল। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) যখনই উক্ত নক্ষত্রটি দেখিতেন, তখনই উহার প্রতি লা'নতের বদ দোয়া করিতেন এবং বলিতেন–এই নক্ষত্রটিই হারূত ও মারূতকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল।

'অতঃপর ফেরেশতাদ্বয় রাত্রিতে যখন আকাশে উঠিতে চাহিল তখন আর উঠিতে পারিল না। তাহারা বুঝিতে পরিল তাহাদের সর্বনাশ ঘটিয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল। ইহাতে তাহাদিগকে বাবিল শহরে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হইল এবং এই অবস্থায় তাহারা লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিতে লাগিল।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ফেরেশতাগণ, আদম জাতির নিকট রাসূল, কিতাব এবং স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আসা সত্ত্বেও তাহাদিগকে জুলুম-অত্যাচার এবং অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে দুইজন ফেরেশতাকে বাছিয়া লও। আমি তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিব। তাহারা তথায় গিয়া লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার করিবে।' তাহারা অনেক অনুসন্ধান চালাইয়া হারূত ও মারূতকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন। পাঠাইবার কালে তাহাদিগকে বলিলেন–বনী আদম জাতি আমাকে দেখে না। এই অবস্থায় তাহাদের নিকট রাসূল ও কিতাব যাওয়া সত্ত্বেও তাহারা পাপ করে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ। শুন, আমি তোমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইব না। তোমাদিগকে সরাসরি বলিয়া দিতেছি, 'তোমরা অমুক অমুক কাজ করিবে এবং অমুক অমুক কাজ হইতে দূরে থাকিবে।' তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া কিছুকাল অত্যন্ত নেককার হিসেবে জীবন যাপন করিল। সেই সময়ে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর নেককার কোন লোক পৃথিবীতে ছিল না। তাহারা ন্যায়পরায়ণতার সহিত মানুষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি করিত। তাহারা সারাদিন ধরিয়া বিচার সম্পাদন করিবার পর সন্ধ্যাকালে আকাশে উঠিয়া যাইত। রাত্রিতে সেইখানে তাহারা ফেরেশতাদের সহিত রাত্রি যাপন করিত।

একদা আল্লাহ্ তা'আলা যুহরা তারকাকে অতিশয় সুন্দরী নারীর বেশে তাহাদের নিকট অবতীর্ণ করিলেন। সে তাহাদের নিকট কোন এক বিষয়ে বিচার-প্রার্থিনী হইয়া আগমন করিল। তাহারা তাহার বিরুদ্ধে রায় দিল। তাহার প্রস্থানের সময়ে উভয়ের অন্তরেই তাহার প্রতি লোভ জন্মিল। তাহারা একে অপরের নিকট অন্তরের লোভের কথা ব্যক্ত করিল। অতঃপর তাহারা

তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইল–'তুমি পুনরায় আমাদের আদালতে হাজির হও। আমরা তোমার পক্ষে রায় দিব।' সে পুনরায় তাহাদের আদালতে হাজির হইলে তাহারা তাহাকে নিজেদের অন্তরের লোভের কথাটি জানাইয়া দিয়া তাহার পক্ষে রায় দিল। অতঃপর উভয়ে তাহার সহিত যিনা করিল।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাহাদের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার প্রক্রিয়া মানুষের যৌন বাসনা পূর্ণ করিবার প্রক্রিয়ার ন্যায় ছিল না। তাহাদের যৌনাঙ্গ তাহাদের দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, অতঃপর যুহরা সেতারা আকাশে উড়িয়া গেল। সে আকাশে পূর্বে যেই স্থানে অবস্থান করিতেছিল, সেইখানেই অবস্থান গ্রহণ করিল। এইদিকে সন্ধ্যাবেলায় হারূত ও মারূত আকাশে চড়িতে গেলে পথিমধ্যে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইল। তাহারা ধমক খাইল ও উপরে উঠিতে অনুমতি পাইল না। তাহাদের ডানাগুলি আর তাহাদিগকে উপরে লইয়া গেল না। তাহারা আদম জাতির একটি লোকের সাহায্যপ্রার্থী হইল। তাহারা তাহাকে বলিল–'আপনি স্বীয় প্রভুর নিকট আমাদের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বলিলেন–পৃথিবীর অধিবাসী (মানুষ) কিরূপে আকাশের অধিবাসীর (ফেরেশতার) জন্যে সুপারিশ করিবে? তাহারা বলিল–'আমরা আকাশে আপনার প্রভুকে আপনার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি।' ইহাতে তিনি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট একটি দিনে তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহাদের জন্যে দোআ করিতে লাগিলেন। এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দোয়া কবূল করিলেন। তাহাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব–এই দুইটির যে কোন একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইল। তাহাদের একজন অন্যজনের মতামত জানিতে চাহিলে সে বলিল–'আখিরাতের আযাব চিরস্থায়ী। আর সেখানকার আযাব বিভিন্ন শ্রেণীর। পক্ষান্তরে দুনিয়ার আযাব অস্থায়ী। উহার আযাব আখিরাতের আযাবের নয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।' (তাহারা দুনিয়ার আযাবকেই বাছিয়া লইল।) তাহাদিগকে বাবিল শহরে নামিতে বলা হইল। সেইখানে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইল। তাহাদের শাস্তি শেষ হইয়াছে।' কেহ কেহ বলেন–'তাহাদিগকে লোহার সহিত জড়াইয়া ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হইয়াছে। তাহারা এখনও সেখানে ডানা ঝাপটাইতেছে।'

বিপুল সংখ্যক তাবেঈ হইতে হারূত ও মারূত সম্পর্কিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুজাহিদ, সুদ্দী, হাসান বসরী, কাতাদাহ, আবুল আলীয়া, যুহরী, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বযুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় বিপুল সংখ্যক তাফসীরকারও স্ব-স্ব তাফসীর গ্রন্থে তাহাদের কিস্‌সা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সকল বিস্তারিত বিবরণ ও কাহিনীর উৎস হইতেছে বনী ইসরাঈল জাতি কর্তৃক বর্ণিত কিস্‌সা কাহিনী। এই সকল কিস্‌সা কাহিনী স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত কোন সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত ও প্রমাণিত নহে। আর কুরআন মজীদে হারূত ও মারূতের ঘটনা উল্লেখিত রহিয়াছে সংক্ষিপ্তরূপে। উহাতে তাহাদের ঘটনা বিস্তারিতরূপে উল্লেখিত হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহার প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ্ই প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারূত ও মারূত সম্বন্ধে অদ্ভূত ও আজব একটা কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি ঃ

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়াহ, হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ, ইব্‌ন আবূয যানাদ, ইব্‌ন ওয়াহাব, রবী' ইব্‌ন সুলায়মান ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা

করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন 'নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের অল্প কিছুদিন পর একদা দাওমাতুল জানদাল (دومة الجندل) নামক স্থান হইতে একটি স্ত্রীলোক আমার নিকট আগমন করিল। স্ত্রীলোকটি যাদু শিখিয়াছিল। কিন্তু উহা কোথাও প্রয়োগ করে নাই। যাদু শিখিবার কারণে তাহার উপর কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। সে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া উহার সমাধান লইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যে আগমন করিয়াছিল। যখন সে শুনিল, নবী করীম (সা) ইন্তিকাল করিয়াছেন, তখন সে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্নায় আমার মনে তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। সে বলিল–আমার ভয় হইতেছে, আমার সর্বনাশ ঘটিয়াছে। একদা আমার স্বামী আমাকে রাখিয়া উধাও হইয়া গেল। এই অবস্থায় একটি বৃদ্ধ মেয়েলোক আমার নিকট আসিল। আমি তাহাকে আমার বিপদের কথা জানাইলে সে বলিল–'আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিব, তুমি তাহা করিলে তোমার স্বামী তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে।' (আমি তাহার কথা মানিতে সম্মত হইলাম)।

রাত্রিতে বৃদ্ধাটি দুইটি কালো কুকুর লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। উহাদের একটিতে সে এবং অন্যটিতে আমি আরোহণ করিলাম। মুহূর্তে আমরা বাবিল শহরে পৌঁছিলাম। সেখানে দেখি দুইটি লোক মস্তক নীচের দিকে এবং পা উপরের দিকে থাকা অবস্থায় ঝুলন্ত রহিয়াছে। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি কোন উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছ? আমি বলিলাম, যাদু শিখিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তাহারা বলিল, 'আমরা পরীক্ষার মাধ্যম ছাড়া কিছু নহি। অতএব, তুমি কুফরী করিও না। যে অবস্থায় আসিয়াছ, সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাও।' আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম। তাহারা বলিল, 'তবে ঐ উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর।' আমি উহার কাছে গিয়া ভয়ে পেশাব না করিয়াই ফিরিয়া আসিলাম। তাহারা বলিল, পেশাব করিয়াছ তো? আমি বলিলাম, হ্যাঁ; করিয়াছি।' তাহারা বলিল, কিছু দেখিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না, কিছু দেখি নাই। তাহারা বলিল, 'তুমি পেশাব কর নাই। যাও দেশে ফিরিয়া যাও। কুফরী করিও না।' আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম। তাহারা বলিল, 'তবে এই উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর।' আমি উহার কাছে গেলে ভয়ে আমার লোম শিহরিয়া উঠিল। আমি পেশাব না করিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। বলিলাম, পেশাব করিয়াছি। তাহারা বলিল, কি দেখিলে? আমি বলিলাম, কিছুই না। তাহারা বলিল, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তুমি পেশাব কর নাই। যাও দেশে ফিরিয়া যাও। কুফরী করিও না। তুমি কিন্তু শেষ প্রান্তে আসিয়া গিয়াছ। অর্থাৎ তোমার ঈমান চলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি তাহাদের পরামর্শ মানিতে অসম্মতি জানাইলাম।

তাহারা বলিল–বেশ, তবে এই উনানটির কাছে গিয়া উহাতে পেশাব কর। আমি উহার কাছে গিয়া উহাতে পেশাব করিলাম। দেখিলাম, এক মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তি আমার দেহের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আকাশে উধাও হইয়া গেল। অতঃপর তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম 'আমি পেশাব করিয়াছি।' তাহারা বলিল, কিছু দেখিলে? আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিলাম। তাহারা বলিল, 'এইবার সত্য বলিয়াছ। মস্তকাবৃত অশ্বারোহী ব্যক্তিটি হইতেছে তোমার ঈমান। উহা তোমার মধ্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এখন দেশে

ফিরিয়া যাও।' আমি আমার সঙ্গী স্ত্রীলোকটিকে বলিলাম, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি কিছুই শিখি নাই এবং কিছুই জানি না। তাহারা আমাকে কিছুই শিখায় নাই।'

সে বলিল-'না; না; তোমার শেখা হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে তুমি যাহা ঘটাইতে চাহিবে, তাহাই ঘটিবে। লও এই গমের দানাটি লও। উহাকে লইয়া বপন কর।' আমি উহা তাহার নিকট হইতে লইয়া বপন করিলাম। অতঃপর বলিলাম, 'মাটি হইতে ফুঁড়িয়া বাহির হও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পাতা ছাড়াও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পাকিয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'শুকাইয়া যাও।' উহা তাহাই করিল। আমি বলিলাম, 'পিষিয়া আটা হইয়া যাও।' উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি বলিলাম, 'রুটি হইয়া যাও।' উহা তাহাই হইয়া গেল। আমি যখন দেখিলাম যে, আমি যাহা ঘটাইতে চাই তাহাই ঘটিয়া যায়, তখন আমি লজ্জিত ও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। হে উম্মুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র কসম! আমি উক্ত যাদু আর প্রয়োগ করি নাই এবং করিবও না।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিমও উপরোক্ত রাবী রবী' ইব্‌ন সুলায়মান হইতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার রিওয়ায়েতে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত কথাগুলি উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন-অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি সাহাবীদের নিকট তাহার সমস্যার সমাধান প্রার্থনা করিল। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর তখন বেশী দিন অতিবাহিত হয় নাই। বিপুল সংখ্যক সাহাবী তখন মদীনায় উপস্থিত। কিন্তু, তাঁহারা তাহাকে কি সমাধান দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। তাঁহারা সকলে এই ভয়ে ভীত ছিল যে, তাহারা কোন ফতোয়া দিলে উহা ভ্রান্তও হইতে পারে। তবে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) অথবা তাহার কোন এক সহচর স্ত্রীলোকটিকে বলিয়াছিল-'আহা। তোমার মাতা-পিতা অথবা উভয়ের একজন যদি জীবিত থাকিত!'

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী হিশাম বলেন-'আমাদের অবস্থা এই যে, স্ত্রীলোকটি আমাদের নিকট আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিলে আমরা যামীন হইয়া তাহাকে ফতোয়া দিতাম।' রাবী ইব্‌ন আবূয-যানাদ বলেন, হিশাম বলিতেন-'সাহাবীগণ ছিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। তাঁহাদের মধ্যে ছিল তাকওয়া ও পরহেযগারী। আমাদের নিকট অনুরূপ কোন মহিলা আসিয়া ফতোয়া প্রার্থনা করিলে আমরা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ না জানিয়া না বুঝিয়া অনুমানের ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতাম।' উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ।

যাদুর প্রভাব

যাদুর ক্ষমতা কতটুকু? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাদু প্রকৃতই এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে। তাহারা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটিকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, যাদুকর মহিলাটি একটি গমের কণাকে বপন করিয়া যাদুর সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে গাছ ও ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, বস্তুকে প্রকৃতই পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে রহিয়াছে।

আরেকদল বিশেষজ্ঞ বলেন—'এক বস্তুকে প্রকৃতই অন্য বস্তুতে পরিবর্তিত করিয়া দিবার ক্ষমতা যাদুর মধ্যে নাই। যাদু শুধু দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রুতি বিভ্রম ইত্যাদি ঘটাইয়া দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদির মনে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হিসাবে প্রতীয়মান করিতে পারে। ইহাতে দর্শক, শ্রোতা ইত্যাদি ব্যক্তি শুধু এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করে, যাদুর কারণে তাহারা ভ্রান্ত ধারণায় এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত, যাদুর কারণে বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।' তাহারা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়কে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ যাদুকরদের যাদুর বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ তাহারা (যাদুকররা) লোকদের চক্ষুকে বিভ্রান্ত করিয়া দিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিল। আর তাহারা মহা এক যাদু উপস্থাপিত করিল।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى অর্থাৎ তাহাদের যাদুর কারণে তাহারা (মূসার) নিকট প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উহা (যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত সর্প সদৃশ বস্তু) দৌড়াইতেছে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ধর্ম ও প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনিবার কোন ক্ষমাত যাদুর মধ্যে নাই। উহা শুধু মানুষের খেয়াল ও ধারণার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান করিবার ক্ষমতা রাখে।

একদল তাফসীরকার বলেন—কুরআন মজীদে উল্লিখিত বাবিল শহরটি দীনাওয়ান্দ (دينا وند) 'রাজ্যে অবস্থিত বাবিল নহে, বরং উহা ইরাকে অবস্থিত বাবিল। সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকার উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি পেশ করেন। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, উক্ত বাবিল শহরটি ইরাকে অবস্থিত বাবিল। আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ইব্ন সা'দ মুরাদী, ইব্ন লাহীআ ও ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, ইব্ন ওয়াহাব, আহমদ ইব্ন সালেহ, আলী ইব্ন হুসাইন ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সালেহ গিফারী বলেন ঃ

'একদা হযরত আলী (রা) সফরের অবস্থায় বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে মুয়ায্যিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইল। তিনি তথায় নামায আদায় না করিয়া শহর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর মুয়ায্যিনকে নামাযের ইকামত দিতে নির্দেশ দিলেন এবং শহরের বাহিরে নামায আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন—আমার হাবীব নবী করীম (সা) আমাকে কবরস্থানে ও বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, উহা একটি অভিশপ্ত শহর।'

আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ইব্ন সা'দ মুরাদী, ইব্ন ওয়াহাব, ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার, সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'একদা সফরের অবস্থায় হযরত আলী (রা) বাবিল শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন। এক সময়ে মুয়ায্যিন আসিয়া তাঁহাকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইবার কথা জানাইল। তিনি

তথায় নামায আদায় না করিয়া শহর অতিক্রম করিয়া গেলেন। অতঃপর মুয়ায্যিনকে নামাযের ইকামত দিতে বলিলেন এবং শহরের বাহিরে নামায আদায় করিলেন। নামায শেষ করিয়া বলিলেন–আমার হাবীব নবী করীম (সা) আমাকে কবরস্থানে এবং বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বাবিল শহরে নামায আদায় করিতে নিষেধ করিবার কারণ এই যে, উহা একটি লা'নতপ্রাপ্ত শহর।'

আবূ সালেহ গিফারী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্ন শাদ্দাদ, ইয়াহিয়া ইব্ন আযহার ও ইব্ন লাহীআ, ইব্ন ওয়াহাব, আহমদ ইব্ন সালেহ ও ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন দাউদ হইতে বর্ণিত পূর্বোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম আবূ দাউদের নিকট গ্রহণযোগ্য। কারণ, তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর উহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মন্তব্য করেন নাই। উক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাবিল শহরে নামায আদায় করা মাকরূহ; যেমন মাকরূহ ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে নামায আদায় করা। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে প্রবেশ করিতে হইলে ক্রন্দনরত অবস্থায় প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

ভূগোল শাস্ত্রবিদগণ বলেন ঃ আটলান্টিক মহাসাগর হইতে ইরাকে অবস্থিত ব্যাবিলন শহরের দূরত্ব হইতেছে সত্তর ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশ। পক্ষান্তরে বিষুব রেখা হইতে উহার দূরত্ব হইতেছে, বত্রিশ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ "আর তাহারা দুইজনে এই কথা না বলিয়া কাহাকেও শিক্ষা দিত না যে, 'আমরা পরীক্ষা করার জন্য আসিয়াছি। অতএব, তুমি কুফর করিও না।"

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কায়স ইব্ন উব্বাদ, রবী ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'আল্লাহ্ তা'আলা যাদুর সহিত দুইজন ফেরেশতাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি মানুষকে তাহাদের নিকট হইতে যাদু শিখিবার সুযোগ দিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিবার পূর্বে তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা এই কথা না বলিয়া কাহাকেও যাদু শিক্ষা দিবে না যে, আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি; অতএব তুমি কুফরী করিও না (অর্থাৎ যাদু শিখিও না)। উক্ত রিওয়ায়েতটি হাসান বসরী হইতে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তাহারা এই কথা না বলিয়া কাহাকেও যাদু শিক্ষা দিবে না যে, 'আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি; অতএব তুমি কুফরী করিও না।'

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী বলেন–'তাহাদের নিকট কেহ যাদু শিখিতে আসিলে তাহারা তাহাকে এই উপদেশ দিতেন–'তুমি কুফরী করিও না। আমরা পরীক্ষার মাধ্যম বৈ কিছু নহি।' সে তাহাদের উক্ত উপদেশ মানিতে অসম্মতি জানাইলে তাহারা তাহাকে একটি ছাই-এর গাদা দেখাইয়া বলিতেন–'এই ছাইয়ের গাদায় পেশাব কর।' সে উহাতে পেশাব করিলে তাহারা মধ্য হইতে একটি নূর বা জ্যোতি বাহির হইয়া আকাশে উধাও হইয়া যাইত। উক্ত নূর বা জ্যোতি হইতেছে তাহার ঈমান। অতঃপর ধোঁয়ার ন্যায় কালো একটি পদার্থ তাহার

কান ও অন্যান্য ছিদ্র দিয়া তাহার দেহে প্রবেশ করিত। উক্ত পদার্থটি হইতেছে আল্লাহর গযব। সে পেশাব করিয়া আসিয়া তাহাদিগকে উহা জানাইলে তাহারা তাহাকে যাদু শিক্ষা দিত।'

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ও সুনায়দ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফির ছাড়া অন্য কেহ যাদু শিখিবার সাহস করিতে পারে না।

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত فتنة শব্দের অর্থ হইতেছে পরীক্ষা।

কবি বলেন ঃ

وقد فتن الناس فى دينهم
وخلى ابن عفان شرا طويلا

'আর লোকেরা নিজেদের দীনের বিষয়ে পরীক্ষায় পতিত হইল। তাহারা হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে কঠিন বিপদে একাকী ছাড়িয়া দিল।'

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর কথাকে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِنْ هِىَ اِلاَّ فِتْنَتُكَ। "উহা তোমার পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু নহে।"

উপরোক্ত দুইটি দৃষ্টান্তের একটিতে فتنة শব্দটি এবং অন্যটিতে উহার সমধাতুজ ক্রিয়াটি যথাক্রমে 'পরীক্ষা' ও 'পরীক্ষা করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেহ কেহ প্রমাণিত করেন যে, 'যাদু শিক্ষা করা কুফর।' যে ব্যক্তি যাদু শিখে সে কাফির। তাহারা নিম্নোক্ত হাদীসকেও নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাম, ইবরাহীম, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও হাফিজ আবূ বকর আল বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন-'যে ব্যক্তি গণকের কাছে অথবা যাদুকরের কাছে যায় এবং গণক বা যাদুকর যাহা বলে তাহা বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রতি কুফরী করে।' উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহার সমার্থক একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ অর্থাৎ, 'লোকেরা হারূত ও মারূতের নিকট হইতে এইরূপ যাদু শিখিত যাহা দ্বারা তাহারা অসৎ ও অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে পারে। তাহারা যে যাদু শিখিত, উহা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট করিয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিত।' বলাবাহুল্য, ইহা শয়তানের কাজ। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তালহা ইব্‌ন নাফে', আবূ সুফিয়ান ও আ'মাশ প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ শয়তান পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করিয়া স্বীয় অনুচরদিগকে লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকে। তাহার যে অনুচরটি লোকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কার্যে অধিকতর সাফল্য অর্জন করিতে পারে, সে তাহার নিকট অধিকতর প্রিয় ও স্নেহভাজন হইয়া থাকে। একজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, 'আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহাকে দিয়া

এই (অশ্লীল) কথা বলাইয়া ছাড়িয়াছি।' শয়তান তাহাকে বলে, 'তুমি কিছুই কর নাই।' আরেকজন অনুচর আসিয়া তাহাকে জানায়, আমি অমুক লোকটির পিছনে লাগিয়া তাহার ও তাহার আপনজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শয়তান তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়। সে তাহাকে বলে, হ্যাঁ, তুমি একটি কাজের মত কাজ করিয়াছ।'

যাদুর সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটানো হয় কিরূপে? যাদুর সাহায্যে স্বামী বা স্ত্রীর নজরে স্ত্রী বা স্বামীকে কুৎসিত প্রতীয়মান করা হয়। অথবা একজনের মনে অন্যজনের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহাদের মধ্যে অবনিবনা ও বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়।

শব্দার্থ ঃ الـمرء। অর্থাৎ পুরুষ লোক। উহার বিপরীত লিঙ্গের শব্দ হইতেছে امرأة। অর্থাৎ স্ত্রীলোক। উহাদের প্রত্যেকটি হইতে দ্বিবচন শব্দ (تثنية) গঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু, উহাদের কোনটি হইতে বহুবচন শব্দ গঠিত হয় না। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ 'আর তাহারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনক্রমে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না।'

সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর অনুসারে।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন– بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ যাদুকর ও তাহার উদ্দেশ্যের মাঝে অবস্থিত প্রতিবন্ধকতাকে আল্লাহ্ তা'আলা দূর করিয়া দিবার কারণে।'

হাসান বসরী উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহিতেন, তাহাকে যাদুর সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্যে যাদুকরকে ক্ষমতা দিতেন এবং যাহাকে চাহিতেন না, তাহাকে উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্যে যাদুকরকে ক্ষমতা দিতেন না। যাদুকররা যাহা করিত, তাহা আল্লাহ্র ক্ষমতা প্রদানের কারণেই করিত। আল্লাহ্র ক্ষমতা প্রদান ব্যতিরেকে তাহারা কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না।' অন্য এক বর্ণনা অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী বলেন ঃ 'যাহারা যাদু শিখিত, উহা তাহাদিগকে ছাড়া অন্য কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিত না।'

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ অর্থাৎ যাহারা যাদু শিখিত, উহা তাহাদের দীনকে ধ্বংস করিয়া দিয়া তাহাদিগকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিত। উহা তাহাদের যে উপকারে আসিত ক্ষতির তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ যে সকল ইয়াহুদী নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে তাঁহার বিরুদ্ধে যাদু প্রয়োগ করিয়াছে, তাহাদের জন্যে যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ নির্ধারিত নাই, তাহা তাহারা বেশ ভালরূপেই জানে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেন–خَلَاقٍ অর্থাৎ, অংশ, হিস্সা।' কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ। অর্থাৎ তাহার জন্যে আখিরাতে আল্লাহ্র নিকট (বাঁচিবার) কোন পথ নাই।'

আব্দুর রায্যাক এবং হাসান বসরী বলেন– مَا لَهُ فِى الاخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ অর্থাৎ 'তাহার জন্যে আখিরাতে কোন দীন নাই।' কাতাদাহ হইতে সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا لَهُ فِى الاخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ অর্থাৎ 'ইয়াহূদীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ, উপদেশ ও সতর্কীকরণ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহার জন্য আখিরাতে কোন দীন নাই।' কাতাদাহ হইতে সা'দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِى الْاخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ অর্থাৎ ইয়াহূদীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ, উপদেশ ও সতর্কীকরণ বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাহারা জানে যে, যাদুকরের জন্যে আখিরাতের নিআমতের কোন অংশ বা হিস্সা নাই।'

وَلَبِئْسَ مَاشَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা ঈমান না আনিয়া তৎপরিবর্তে যে যাদুকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা নিশ্চয় বড় নিকৃষ্ট জিনিস। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাদুর পথ গ্রহণ না করিয়া যদি ঈমান আনিত এবং অন্যায় ও পাপ হইতে দুরে থাকিত, তবে উহা যাদুর পথ অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলময় হইত। আহা! তাহারা যদি বুঝিত।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصَّابِرُوْنَ -

'আর যাহারা জ্ঞানের অধিকারী তাহারা বলিল, ধ্বংসের দিকে যাইও না। যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তাহার জন্যে আল্লাহ্ যে পুরস্কার রাখিয়া দিয়াছেন, উহা উত্তম। শুধু ধৈর্যশীল ব্যক্তিগণকেই ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।'

যাদু শেখা কি কুফর? যাদুবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করা কুফর কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্বযুগীয় একদল ফকীহ্ বলেন, 'যাদ্কর ব্যক্তি কাফির।' ইমাম আহমদ হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْ الى اخر الاية এই আয়াতকে নিজেদের অভিমতের পক্ষে পেশ করেন। উক্ত আয়াতে যাদুকরদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'যদি তাহারা ঈমান আনিত।' উহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাদুকর ব্যক্তি মু'মিন নহে।

আরেকদল ফকীহ্ বলেন, যাদুকর ব্যক্তি কাফির নহে; তবে তাহার অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। যাদুকর ব্যক্তির শাস্তি হইতেছে মৃত্যুদণ্ড। তাহারা ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

বাজালা ইব্ন আবাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনিয়া, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বাজালা ইব্ন আবাদা বলেন, 'একদা হযরত উমর (রা) লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমরা প্রতিটি পুরুষ যাদুকর ও নারী যাদুকরকে হত্যা করিও।' ইহাতে আমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করিলাম।' ইমাম বুখারীও উক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, 'একদা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর একটি দাসী তাঁহার প্রতি যাদু প্রয়োগ করিল। তিনি তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলে তাহাকে হত্যা করা হইল।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ 'তিনজন সাহাবী হইতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাহারা যাদুকরকে মৃত্যুদণ্ড দিবার পক্ষে ফতোয়া দিয়াছেন।'

'হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যাদুকরের শাস্তি হইতেছে তরবারী, দ্বারা তাহার গর্দান কাটিয়া দেওয়া।'

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, উক্ত রিওয়ায়েতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। উহার অন্যতম রাবী ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম একজন দুর্বল রাবী। উক্ত রিওয়ায়েতটি প্রকৃতপক্ষে হযরত জুনদুব ইযদী (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে হাসান কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি, ইমাম তাবারানী উহা স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে হযরত জুনদুব ইযদী (রা) হইতে হাসান ও ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে যে, ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট একজন যাদুকর ছিল। সে তাহাকে যাদুর খেলা দেখাইত। সে একটি লোকের মস্তককে কাটিয়া ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত। অতঃপর লোকটির নাম ধরিয়া ডাক দিত। তাহাতে তাহার মস্তক পুনরায় ধড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যাইত। দর্শকগণ সবিস্ময়ে বলিত, 'সুবহানাল্লাহ! এই লোকটি মৃতকে জীবিত করিতে পারে।'

একদা জনৈক নেককার মুহাজির তাহাকে (অর্থাৎ তাহার ভেল্কিবাজীকে) দেখিল। পরের দিন সে গোপনে একখানা তরবারী সঙ্গে লইয়া তাহার ভেল্কিবাজী দেখিতে আসিল। যাদুকর যাদু প্রদর্শন আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সে আকস্মিক হামলা চালাইয়া তাহাকে খতম করিয়া দিল। সে বলিল, সে যদি সত্যই মৃতকে জীবিত করিতে পারে, তবে নিজেকে জীবিত করুক। অতঃপর সে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইল ঃ

أَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ "তোমরা কি জানিয়া বুঝিয়া যাদুর কাছে আসিবে?"

মুহাজির লোকটি যেহেতু ওলীদ ইব্ন উকবার নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া লোকটিকে হত্যা করিয়াছিল, তাই তিনি তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। অবশ্য, ওলীদ পরে তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হারিছা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইমাম আবূ বকর খুল্লাল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'জনৈক আমীরের নিকট একজন খেলোয়াড় ছিল। সে তাহাকে খেলা দেখাইত। একদা হযরত জুনদুব (রা) তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।' রাবী বলেন–'আমার মনে হয়, খেলোয়াড় লোকটি যাদুকর ছিল।'

উপরে যাদু ও যাদুকরের প্রতি হযরত উমর (রা) এবং হযরত হাফসা (রা)-এর যে আচরণ ও মনোভাব উল্লেখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন–'যে যাদু শিরক, তাহারা সেই যাদুর বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ আব্দিল্লাহ রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা যাদুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না। তাহাদের কেহ কেহ যাদুর অস্তিত্ব স্বীকারকারী ব্যক্তিকে কাফির বলেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন, যাদুকর ব্যক্তি যাদুর সাহায্যে আকাশে উড়িতে পারে এবং মানুষকে গাধায় ও গাধাকে মানুষে রূপান্তরিত করিতে পারে।' তাহারা বলেন–'যাদুকর যখন তাহারা যাদুমন্ত্র উচ্চারণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরিত করিয়া দেন। উহা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সৃষ্টিতে নক্ষত্র বা আকাশের কোন হাত নাই। তাহাদের সৃষ্টির কোন ক্ষমতা নাই।' পক্ষান্তরে দার্শনিকগণ, জ্যোতিষীগণ এবং নাস্তিকগণ বলেন–'নক্ষত্র ও আকাশের সৃষ্টি ক্ষমতা রহিয়াছে। তাহারা বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

আহলে সুন্নাত সম্প্রদায় স্বীয় দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন ঃ

وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ 'আর তাহারা (যাদুকরেরা) উহার (যাদুর) সাহায্যে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কাহাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে না।'

উক্ত আয়াতাংশে একাধারে যাদুর অস্তিত্ব এবং উহার দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক বস্তুর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এইরূপ রিওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করা হইয়াছিল। উহা তাঁহার দেহে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করিয়াছিল।

তাহা ছাড়া হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত ব্যবিলন শহর হইতে আগত যাদুবিদ্যা গ্রহণকারিণী স্ত্রীলোকটির ঘটনাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য।

এতভিন্ন যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ বাহক যে বিপুল সংখ্যক ঘটনা বিবৃত হইয়া থাকে, তাহাও এই স্থলে স্মরণযোগ্য।

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন–'যাদু শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। কারণ, বিদ্যা সে যে বিদ্যাই হউক না কেন, মূলত একটি সম্মানীয় ও গৌরবময় জিনিস।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ "তুমি বল, যাহারা জ্ঞানের অধিকারী, তাহারা আর যাহারা জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, তাহারা এই উভয় শ্রেণী কি পরস্পর সমকক্ষ হইতে পারে?"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইলম, জ্ঞান ও বিদ্যার উচ্চ মর্যাদা ও মাহাত্মের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানের মাহাত্মের বর্ণনায় তিনি নির্দিষ্ট কোন জ্ঞানকে উল্লেখ করেন নাই, বরং সকল জ্ঞানের মাহাত্মকে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা শুধু জায়েযই নহে; বরং ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ্‌র নবীর মু'জিযাকে সঠিকভাবে চেনা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ওয়াজিব ও জরুরী! আল্লাহ্‌র নবীর মু'জিযাকে সঠিকভাবে চিনিতে হইলে মু'জিযা ও যাদু এই উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যকে ভালরূপে জানিতে

হইবে। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যকে ভালরূপে জানিতে হইলে উভয়ের প্রত্যেকটিকে ভালরূপে জানিতে হইবে। এইরূপে যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে ওয়াজিব ও জরুরী।'

ইমাম রাযীর উপরোক্ত অভিমতের বিরুদ্ধে বলিবার মত কয়েকটি কথা রহিয়াছে। যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, এই কথা দ্বারা ইমাম রাযী যদি বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, 'যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা যুক্তির দিক দিয়া অন্যায় বা অসঙ্গত নহে, তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায়কে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা যথেষ্ট। কারণ, যুক্তিবাদী মু'তাযিলা সম্প্রদায় যাদুর অস্তিত্বকেই স্বীকার করে না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা শিক্ষা করিবার প্রশ্নই আসে না। অতএব, ইমাম রাযীর উপরোক্ত অভিমত যুক্তির ধোপে টিকে না।

ইমাম রাযী যদি স্বীয় বাক্য দ্বারা এই কথা বুঝাইতে চাহিয়া থাকেন যে, যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা শরীআতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ নহে, তবে তাহার সম্মুখে নিম্নোক্ত আয়াত উপস্থাপন করা যায় ঃ

وَاتَّبَعُوْا مَاتَتْلُوا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ـ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ
الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا يَعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ الى اخر الاية ـ

উক্ত আয়াতে যাদুর নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর নিকট গমন করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি কুফরী করে।'

'সুনান' শ্রেণীর হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি সূতায় গিরা দিয়া উহাতে ফুঁক দেয়, সে ব্যক্তি যাদু করে।

ইমাম রাযী দাবী করিয়াছেন ঃ 'বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ (المحققون) এই বিষয়ে একমত যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে।' অথচ কোন বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সকলে অথবা তাহাদের অধিকাংশ ঐকমত্য প্রকাশ করিলে বলা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অমুক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন, অনথায় নহে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অথবা তাহাদের অধিকাংশ কোথায় ঐকমত্য প্রকাশ করিয়াছেন?

ইমাম রাযী যাদুবিদ্যাকে মহতী বিদ্যা বলিবার পক্ষে যে আয়াতটি পেশ করিয়াছেন, উহাতে যাবতীয় ইলম ও বিদ্যার প্রশংসা বর্ণিত হয় নাই; বরং উহাতে শুধু দীন ইসলামের প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম রাযী বলিয়াছেন, 'যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়া মু'জিযা ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্যকে জানা সম্ভবপর নহে।' তাঁহার উক্ত উক্তিটি ভ্রান্ত। নবী করীম (সা)-এর প্রধান মু'জিষা হইতেছে কুরআন মজীদ। সকলেই জানেন যে, যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই কুরআন মজীদ ও যাদুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝা সম্পূর্ণ সম্ভবপর। কুরআন মজীদ যে একটি মু'জিষা, ইহা বুঝিবার জন্যে যাদুবিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। সাহাবীগণ, তাবেঈগণ এবং অন্যান্য কোটি কোটি মুসলমান যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা ছাড়াই বুঝিতে সক্ষম ছিলেন এবং আছেন যে, কুরআন মজীদ একটি মহা মু'জিযা। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর ইমাম রাযী বলিয়াছেন–যাদুকে আট প্রকারে বিভক্ত করা যায় ঃ

প্রথম প্রকার ঃ প্রথম প্রকারের যাদু হইতেছে নক্ষত্র পূজারীদের যাদু। নক্ষত্র পূজারীরা সূর্যের চতুষ্পার্শে ঘূর্ণায়মান সাতটি নক্ষত্রকে পূজা করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত–'উক্ত নক্ষত্রগুলি মহাবিশ্বের নিয়ন্তা; উহারাই মঙ্গল-অমঙ্গল ঘটাইয়া থাকে।' হযরত ইবরাহীম (আ) যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা এই নক্ষত্রপূজারী জাতি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের হিদায়েতের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের যুক্তি খণ্ডণ করত তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছিলেন।

السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والنجوم (সূর্য ও নক্ষত্ররাজির প্রতি সম্বোধন সম্পর্কিত গূঢ় রহস্য) নামক একটি পুস্তকে অতি সূক্ষ্মভাবে উপরোক্ত নক্ষত্র পূজারীদের পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে। পুস্তকটি ইমাম রাযীই প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। নক্ষত্রপূজারীরা কিরূপে, কোন পথে, কোন্ প্রক্রিয়ায় কোন্ নক্ষত্রকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় আবেদন-নিবেদন জানায়, তাহা উক্ত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে তাহাদের আকীদা-বিশ্বাস, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক ইত্যাদিও বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন–'ইমাম রাযী পরবর্তীকালে ঐ সকল বিষয় হইতে তওবা করিয়াছিলেন।' আবার কেহ কেহ বলেন–'ইমাম রাযী তওবা করিবেন কেন? তিনি কি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? তিনি শুধু নক্ষত্রপূজারীদের পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া তাহাদের আকীদা বিশ্বাস, কার্যকলাপ ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আকীদা বিশ্বাস, কার্যকলাপ ইত্যাদিকে তিনি গ্রহণ করেন নাই।'

দ্বিতীয় প্রকার ঃ দ্বিতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে–যাহারা স্বীয় আত্মার দৃঢ়তার সাহায্যে অপরের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে, তাহাদের যাদু। ইমাম রাযী বলেন–'মানুষের মনের বিশ্বাস ও ধারণা তাহার দেহ ও দৈহিক আবস্থাকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। একটি লোক বিস্তৃত ভূমির উপর শায়িত একটি কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দিয়া সহজেই হাঁটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু, সেই কাষ্ঠ দণ্ডটি নদীর উপর সাঁকো হিসাবে স্থাপিত হইলে সেই ব্যক্তিই উহার উপর দিয়া নদী পার হইতে অপারগ হয়। এইরূপ কেন হয়? এইরূপ হইবার কারণ এই যে, কাষ্ঠ দণ্ডের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির মনে দুই অবস্থায় দুই রূপ ধারণা বর্তমান থাকে। প্রত্যেকটি ধারণা তাহার দেহ ও দৈহিক কার্যের উপর স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে। ইমাম রাযী আরও বলেন– ' শরীর বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, নাসিকা হইতে রক্ত ঝরা রোগের রোগীর পক্ষে লোহিত বস্তুর দিকে তাকানো ক্ষতিকর। তেমনি মৃগী রোগাক্রান্তের জন্য অতিশয় উজ্জ্বল অথবা ঘূর্ণায়মান বস্তুর প্রতি তাকানো ক্ষতিকর। উহার কারণ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নহে যে, মানুষের অন্তরের ধারণা তাহার শরীর ও শারীরিক অবস্থার উপর অনিবার্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকে।'

ইমাম রাযী আরও বলেন–'বিজ্ঞানীগণ এই বিষয়ে একমত যে, নজর লাগা (অর্থাৎ কোন বস্তুর প্রতি কাহারো কুদৃষ্টি পড়িবার কারণে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া) একটি বাস্তব ও প্রকৃত বিষয়।' ইমাম রাযীর উক্ত অভিমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটি পেশ করা যায় ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'নজর লাগা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তকদীর যদি পরিবর্তিত হইত, তবে নজর লাগিবার কারণেই পরিবর্তিত হইত।'

অতঃপর ইমাম রাযী বলেন–'উপরোক্ত কথাগুলির প্রেক্ষিতে বলা যায়, মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার কার্যে কোন কোন যাদুকরের আত্মা জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আবার কোন কোন যাদুকরের আত্মা উহার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতিরেকেই তাহার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে। যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী, তাহারা জড় উপকরণের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে সকল যাদুকরের আত্মা অতিশয় শক্তিশালী নহে, তাহারা স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে জড় উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। আত্মা কখন শক্তিশালী এবং কখন দুর্বল হইয়া থাকে? আত্মা যখন দেহের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য করিবার ক্ষমতা অর্জন করে এবং উক্ত ক্ষমতাকে উহার উপর প্রয়োগ করে, তখন উহা শক্তিশালী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আত্মা যতক্ষণ উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে সমর্থ না হয়, ততক্ষণ উহা দুর্বল থাকে। মনে রাখিতে হইবে, দুর্বল আত্মার নিজের দেহের বাহিরে কোনরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে না। আত্মা কিসে উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে? আত্মা কম খাদ্য খাইয়া এবং মানুষের সহিত কম মেলামেশা করিয়া উপরোক্ত ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, শক্তিশালী আত্মা দেহ ও অন্যান্য জড় পদার্থের সহিত যতটুকু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তদপেক্ষা অধিকতর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে আত্মিক জগতের আত্মাসমূহের সহিত। শক্তিশালী আত্মা যেন আত্মিক জগতের অধিবাসী আত্মা। তাহা উহা জড় জগতের উপর অধিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–'ইমাম রাযী এই স্থলে যে যাদুকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, উহা হইতেছে আত্মার এক 'বিশেষ অবস্থা' দ্বারা অপরের উপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা। উক্ত বিশেষ অবস্থার দুইটি শ্রেণী রহিয়াছে।

প্রথম শ্রেণী ঃ এই অবস্থাটি শরীআত সম্মত অবস্থা। উহা আল্লাহ্র ওলীর আত্মার মধ্যে সৃষ্টি হইয়া থাকে। উহা দ্বারা সে অপরের মনে বদ কাজ হইতে বিরত থাকিবার এবং নেক কাজ করিবার অনুকূল প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইহা উম্মতে-মুহাম্মদিয়ার ওলী আল্লাহ্গণের কারামাত। উহা আল্লাহ্র নি'আমাত।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই অবস্থাটি শরীআত বিরোধী অবস্থা। উহা আল্লাহ্র শত্রুর মধ্যে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তির শেষোক্ত অবস্থার অধিকারী হওয়া আল্লাহর নিকট তাহার প্রিয় হইবার লক্ষণ বা প্রমাণ নহে। বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জাল অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইবে; তথাপি সে আল্লাহ্র শত্রু। তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হউক। মোটকথা এই যে, আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া কেহ তাঁহার ওলী হইতে পারে না। সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইলেও না।

ইমাম রাযী যদিও উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর অবস্থাকে যাদুর অন্তর্গত করিয়াছেন, তথাপি শরীআতের পরিভাষায় উহাদের প্রথম অবস্থাকে যাদু বলা হয় না। শরীআতের পরিভাষায় উহা 'কারামাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকার ঃ তৃতীয় প্রকারের যাদু হইতেছে পৃথিবীতে বসবাসকারী আত্মার সাহায্যে সম্পাদিত কার্যাবলী। উক্ত আত্মা হইতেছে জ্বিন। জ্বিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত রহিয়াছে ঃ মু'মিন

জ্বিন ও কাফির জ্বিন। কাফির জ্বিনই শয়তান নামে পরিচিত। আকাশের অধিবাসী আত্মার (আল্লাহ্, ফেরেশতা ও দেহত্যাগী মানবাত্মার) সহিত সংযোগ স্থাপন করা মানুষের পক্ষে যত সহজ, পৃথিবীর অধিবাসী আত্মার (জ্বিনের) সহিত সংযোগ স্থাপন করা তাহার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর সহজ। কারণ, পৃথিবীর অধিবাসী আত্মার সহিত তাহার সাদৃশ্য ও নৈকট্য অধিকতর।

মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং দার্শনিক সম্প্রদায় অবশ্য পৃথিবীবাসী আত্মার (জ্বিনের) অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

পৃথিবীবাসী আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে মানুষকে কোন না কোন আমল করিতে হয়? অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন–'মন্ত্র-তন্ত্র, ধুয়া, বিলাস-ব্যসন পরিত্যাগ, নির্জনতা ইত্যাদি কতগুলি সহজ প্রক্রিয়ায় মানুষ পৃথিবীবাসী আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারে।' এই প্রকারের যাদু عمل التسخير (বশীকরণ প্রক্রিয়া) ও العزائم (হিপনোটিজম) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রকার ঃ চতুর্থ প্রকারের যাদু হইতেছে দৃষ্টি বিভ্রমমূলক যাদু! এই প্রকারের যাদুতে যাদুকর ব্যক্তি দর্শকের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে একটি ঘটনাকে আরেকটি ঘটনারূপে প্রতীয়মান করে। এই প্রকারের যাদুতে যাদুকর দর্শকের দৃষ্টিকে বিশেষ একটি দৃশ্যের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। এই বিশেষ দৃশ্যটি যাদুকর নিজের কার্য দ্বারাই সৃষ্টি করে। বলা অনাবশ্যক যে, তাহার এই কার্যটি দর্শকের অনুভূতিতে চমক লাগাইবার মত না হইলে উহা তাহার দৃষ্টিতে নিজের প্রতি নিবদ্ধ রাখিতে পারে না। এইরূপে যাদুকর যখন দেখে যে, তাহার দর্শকের দৃষ্টি ও মনোযোগ অন্য সকল বিষয় হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন সে তাহার দৃষ্টির আড়ালে ত্বরিত গতিতে অন্য একটি ঘটনা ঘটাইয়া শুধু উহার পরিণতিটুকু তাহার সম্মুখে উপস্থাপন করে। কার্যটি যেহেতু দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে ঘটিয়া যায়, তাই সে উহার পরিণতি দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া যায়। কারণ না দেখিয়া শুধু কার্যটি দেখিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে এবং ঘটা স্বাভাবিকও। আবার যাদুকর কখনও কখনও দর্শকের সম্মুখে দৃশ্যমান কোন ঘটনাকেই তাহার কার্যের কারণ হিসাবে দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করে। ইহাতে সে অধিক বিস্মিত হয়। বস্তুত যাহা দেখিয়া দর্শক বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছে, সে উহার কারণ স্বরূপ পূর্ববর্তী ঘটনাটি দেখিতে পাইলে মোটেই বিস্মিত হইত না। প্রকৃতপক্ষে উহা যাদুকরের হাত সাফাই ভিন্ন অন্য কিছু নহে। যাদুকর অপরূপ কৌশলে দর্শকের চক্ষুকে প্রতারিত করিয়া কোন দৃশ্যমান কার্যের পূর্ববর্তী কারণকে অদৃশ্যে ত্বরিত গতিতে সম্পন্ন করিয়া ফেলে বলিয়া উহা দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন এবং যাদু বলিয়া পরিচিত হয়। অধিক উজ্জ্বল স্থানে অথবা স্বল্প আলোকিত অন্ধকারময় স্থানে যাদুকরের অবস্থান দর্শকের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিবার কার্যে যাদুকরকে সাহায্য করিয়া থাকে। অধিক আলো দর্শকের দৃষ্টিকে ঝাপসা করিয়া দেয়। আবার আলোর স্বল্পতা তাহাকে প্রকৃত ঘটনা ধরিয়া ফেলিতে বাধা দেয়।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–একদল তাফসীরকার বলেন, 'ফিরাউনের সম্মুখে হযরত মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে প্রদর্শিত যাদু উপরোক্ত শ্রেণীর যাদু ছিল। যাদুকরদের যাদুর সাপ প্রকৃতপক্ষে দৌড়াইতেছিল না; কিন্তু তাহারা কৌশলে দর্শকের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করিয়া উহাকে ধাবমান বলিয়া তাহার সম্মুখে প্রতীয়মান করিয়াছিল।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوْا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ

'যখন তাহারা (যাদুর সর্পকে) নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকদের চক্ষুকে যাদুগ্রস্ত করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া দিল। আরা তাহারা এক যাদুই উপস্থাপন করিল।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিতেছেন ঃ

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعٰى "তাহাদের যাদুর কারণে তাহার (মূসার) নিকট প্রতীয়মান হইল যে, উহা (সাপ) দৌড়াইতেছে।"

পঞ্চম প্রকার ঃ পঞ্চম প্রকারের যাদু হইতেছে জ্যামিতিক নিয়মে বিন্যস্ত একাধিক বস্তুর মাধ্যমে প্রকাশিত বিস্ময়কর ঘটনা। যেমন ঃ কতগুলি জড় বস্তুর সমন্বয়ে একটি অশ্বারোহী মূর্তি নির্মাণ করা হইল। মূর্তিটির হাতে একটি শিঙ্গা রহিয়াছে। তাহাকে কাহারও স্পর্শ করা ছাড়াই সে এক ঘন্টা পর পর উহাকে বাজায়। রূমীয় মূর্তিসমূহ এবং ভারতীয় মূর্তিসমূহ এই শ্রেণীর যাদুর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল মূর্তির কোন কোনটি এত নিখুঁতভাবে নির্মিত ছিল যে, দর্শক উহাকে মানব মূর্তি বলিয়া ধরিতে না পারিয়া রক্তগোশ্‌তে গড়া প্রকৃত মানব মনে করিয়া বসিত। (মানব মূর্তি ছাড়া অন্যান্য মূর্তির বেলায়ও অনুরূপ কথা প্রযোজ্য।) ইহা বিস্ময়কর নয় কি? নিশ্চয়ই বিস্ময়কর এবং অত্যন্ত বিস্ময়কর। আর সেই করণেই উহা এক প্রকারের যাদু। ফিরাউনের সম্মুখে যাদুকরগণ কর্তৃক প্রদর্শিত যাদু এই পর্যায়ের যাদু ছিল।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–ইমাম রাযী উপরোল্লেখিত বাক্যে ফিরাউনের যাদুকরদের যাদুর বিষয়ে তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন–'ফিরাউনের যাদুকররা তাহাদের রশি ও লাঠির মধ্যে পারদ ভরিয়া দিয়াছিল। পারদের কারণে উহারা সর্পিল গতিতে আঁকা-বাঁকা হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিল। ইহাতে দর্শকের নিকট এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছিল যে, উহারা প্রকৃত সাপ। আর প্রকৃত সাপ বলিয়া উহাদের মধ্যে স্বভাবতই প্রাণশক্তি রহিয়াছে। সেই প্রাণশক্তির জোরেই উহারা দৌড়াইতেছে।'

ইমাম রাযী বলেন–'বিভিন্ন শ্রেণীর ঘড়ি ও সেইগুলির বিস্ময়কর নির্মাণ প্রক্রিয়া এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। হালকা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারী ভারী বস্তুকে টানিয়া লইয়া যাইবার বিদ্যাও এই প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত।' তিনি আরও বলেন–'প্রকৃতপক্ষে সেইগুলিকে যাদু বলা যায় না। কারণ, উহাদের কারণসমূহ জানা রহিয়াছে। যে কেহ সেই কারণসমূহ জানিয়া লইয়া সেইগুলিকে নির্মাণ করিতে পারে।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–খ্রীস্টানরা জনগণকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ধর্মযাজকগণ কর্তৃক প্রযুক্ত বিভিন্ন প্রতারাণমূলক কৌশল এবং ব্যবস্থাও উপরোক্ত প্রকারের যাদুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঃ খ্রীস্টান পাদ্রীগণ জেরুজালেম শহরে অবস্থিত তাহাদের গীর্জার ঝাড় বাতিতে গোপন প্রক্রিয়ায় আগুন জ্বালায় এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে, উহা ধর্মীয় মু'জিযা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহাতে তাহারা মনে করে, ঝাড় বাতিগুলি গীর্জার বাতি বলিয়া কোন মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই ধর্মীয় অলৌকিক কারণে উহা সময়মত আপনিই জ্বলিয়া উঠে। পাদ্রীগণ অবশ্য স্বীকার করেন যে, তাহারা জনসাধারণকে তাহাদের ধর্মে অধিকতর শ্রদ্ধাশীল করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মুসলমানদের মধ্যে কারামিয়া (الكرامية) নামক একটি সম্প্রদায় আছে। একটি বিষয়ে উপরোক্ত পাদ্রীদের সহিত এই কারামিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মিল রহিয়াছে। তাহারা মানুষের মনে জান্নাতের নিআমতের লোভ এবং দোযখের শাস্তির ভয় আনিবার জন্যে এবং নেক কাজের প্রতি আগ্রহ ও বদ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিবার জন্য মিথ্যা হাদীস বানাইয়া প্রচার করাকে জায়েয ও হালাল মনে করে। অথচ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা ঠিক করিয়া রাখে।' নবী করীম (সা) আরও বলিয়াছেন–'তোমরা আমার নিকট হইতে হাদীস শুনিয়া (লোকদের নিকট) উহা বর্ণনা কর; কিন্তু, আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানাইও না। যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা হাদীস বানায়, সে দোযখে প্রবেশ করিবে।'

ইমাম রাযী এইস্থলে জনৈক খ্রীস্টান সন্ন্যাসীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন–'একদা জনৈক খ্রীস্টান সন্ন্যাসী একটি দুর্বল, অসহায়, অভুক্ত পাখীর বাচ্চাকে উহার বাসায় থাকিয়া কাতর স্বরে অস্ফুট আওয়াজ করিতে শুনিল। অতঃপর সে দেখিল, উহারা অসহায় কাতর আওয়াজ শুনিয়া অন্যান্য পাখী উহার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা উহার বাসায় যয়তুন ফল নিক্ষেপ করিতে লাগিল যাহাতে উহা ভক্ষণ করিয়া বাচ্চাটি ক্ষুধা মিটাইতে পারে। এতদ্দর্শনে সন্ন্যাসী একটি ফন্দি বাহির করিল। সে একটি পাখির মূর্তি বানাইল। উহার অভ্যন্তরভাগ শুন্য রাখিল। যাহাতে উহার মধ্যে বাতাস ঢুকিতে পারে। সে উহাকে এইরূপে নির্মাণ করিল যে, ইহার পেটের মধ্যে বাতাস ঢুকিলে উহা হইতে ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হয়। অতঃপর সে একটি কুঠরির মধ্যে পাখির মূর্তিটিকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া কুঠরির মধ্যে বসিয়া গেল এবং লোকদের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল যে, কুঠরিটি জনৈক নেককার পুরোহিতের কবরের উপর নির্মিত। যয়তুন ফল পাকিবার মৌসুমে সে উক্ত মূর্তিটির দিকে একটি জানালা খুলিয়া দিল। ফলে উহার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ আওয়াজ উৎপন্ন করিতে লাগিল। অন্যান্য সমগোত্রীয় পাখী উক্ত ক্ষীণ ও করুণ আওয়াজ শুনিয়া ভাবিল, পাখীটি বড় ক্ষুধার্ত; তাই এইরূপ করুণ স্বরে আওয়াজ করিতেছে।' তাহারা উহার প্রতি সদয় হইয়া বিপুল পরিমাণে পাকা যয়তূন ফল উক্ত কুঠরির উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। জনসাধারণ শুধু সেখানে বিপুল পরিমাণ যয়তুন ফল দেখিত, কিন্তু উহা কোথা হইতে কিভাবে আসিয়াছে, তাহা তাহারা ~~জানিত না। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে বলিতে লাগিল~~, 'ইহা এই কবরের বাসিন্দা নেককার পুরোহিতের কারামাতের কারণে এখানে আসিয়া থাকে।' ইহাতে জনসাধারণ ভক্তিতে গদ গদ হইয়া তথায় হাদীয়া তোহফা দিতে লগিল। আর সন্ন্যাসী উহা দ্বারা উদরপূর্তি করিতে লাগিল। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত বর্ষিত হইতে থাকুক।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন রূপ, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ চুম্বক লোহার কথা উল্লেখ করা যায়। উহা অন্য লোহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লয়। যাহা হউক, যাদুকর বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন দ্রব্যের কৌশলপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–কোন কোন লোক বিভিন্ন দ্রব্য (যেমন ঃ বিশেষ প্রকারের তেল, গাছ-গাছড়া ইত্যাদি) দেহে প্রয়োগ করিয়া আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যায় অথবা সর্প

বিষ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কিন্তু, উহা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। লোকে ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া যায়। তাহারা দাবী করে, 'আমরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী। নিজেদের আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যেই এই সব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাইয়া থাকি।' ইহাতে লোকদের মন তাহাদের প্রতি আধ্যাত্মিক ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উক্ত কার্যাবলী এবং অনুরূপ অন্যান্য কার্য যাদুর অন্তর্ভুক্ত।

সপ্তম প্রকার ঃ সপ্তম প্রকারের যাদুর ভিত্তি হইতেছে মিথ্যা। যাদুকর দাবী করে–'সে ইসমে আ'জম জানে। উহার সাহায্যে সে জ্বিনকে নিজের অধীন ও আজ্ঞাবহ করিয়া লইয়াছে। বশীকৃত জ্বিনকে সে যাহা করিতে বলে, সে তাহাই করে।' দুর্বলচেতা ব্যক্তিগণ তাহার দাবীকে সত্য মনে করিয়া তাহাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী ভাবে। তাহাদের মন তাহার ভয়ে ভীত থাকে। এইরূপ ভয়ের সুযোগে যাদুকর তাহাদের দ্বারা যাহা চাহে তাহাই করায়। এই প্রকারের যাদু القلب। تعليق (মানুষের অন্তরকে মিথ্যা দাবীর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া) নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–যাহারা মনস্তত্ত্ব বিশারদ, তাহারা স্বীয় মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাহায্যে সহজেই দুর্বলচেতা মানুষকে চিনিয়া লইতে পারে। এই শ্রেণীর যাদুর আরেক নাম التنبلة। (মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবগত কৌশল)।

অষ্টম প্রকার ঃ অষ্টম প্রকারের যাদু হইতেছে সূক্ষ্ম পন্থায় চোগলখোরী করিয়া একের বিরুদ্ধে অপরকে উত্তেজিত করিয়া দিবার প্রক্রিয়া। এই প্রকারের যাদু লোকদের মধ্যে বহুল প্রচলিত।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–চোগলখোরী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক, অসৎ উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এই প্রকারের চোগলখোরীতে ব্যক্তি নিছক অপরের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে একের বিরুদ্ধে অপরের কানে সত্য-মিথ্যা কথা লাগাইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেয়। সকল ফকীহদের মতে ইহা হারাম ও কবীরা গুনাহ।

দুই, লোকদের মধ্যে বিশেষত মু'মিনদের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত বা বনিবনা আনিবার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এইরূপ চোগলখোরী জায়েয ও হালাল। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

'যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্য লইয়া চোগলখোরী করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নহে।' অথবা কাফিরদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করিবার উদ্দেশ্যে চোগলখোরী করা। এইরূপ চোগলখোরী কাম্য ও অভিপ্রেত। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ 'যুদ্ধ হইতেছে প্রতারণা।' হযরত নাঈম ইব্ন মাসউদ (রা) বিখ্যাত আহযাবের যুদ্ধে (খন্দকের যুদ্ধে) এইরূপ চোগলখোরীই করিয়াছিলেন। তিনি বনূ কুরায়যা গোত্রের বিরুদ্ধে বহিরাগত কাফির বাহিনীগুলির কানে এবং বহিরাগত কাফির বহিনীগুলির বিরুদ্ধে বনু কুরায়যা গোত্রের কানে অসত্য কথা লাগাইয়াছিলেন। ইহাতে কাজও হইয়াছিল। তাঁহার চোগলখোরীর কারণে মানবাধিকারের শত্রু কাফির বাহিনীগুলির মধ্যে পারস্পারিক অনাস্থা ও অবিশ্বাস জন্ম নিয়াছিল। পরিণতিতে তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। ইহা আক্রান্ত নিরপরাধ মুসলমানদের আত্মরক্ষাকে সহজ করিয়া দিয়াছিল। বলা অনাবশ্যক যে, চোগলখোরী একটি বুদ্ধিনির্ভর বিদ্যা বটে। চোগলখোরী করা যে কোন লোকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। একমাত্র সূক্ষ্মবুদ্ধির মানুষই চোগলখোরী করিতে পারে এবং করিয়া কৃতকার্য হইতে পারে।

ইমাম রাযী উপরে যে সকল বিষয়কে– سحر (যাদু)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, সিহ্র শব্দের পরিভাষিক অর্থে উহাদের সবগুলি অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে উহাদের সবগুলিকেই সিহ্র বলা যায়। তিনি সিহ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুসারে উল্লেখিত বিষয়সমূহকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। السحر। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে এইরূপ বিষয়, যাহার কারণ সূক্ষ্ম, গোপন ও রহস্যাবৃত হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে–

ان من البيان لسحرا। “নিশ্চয় কোন কোন বক্তৃতা অবশ্যই সিহ্র।”

السحرى। অর্থ সেহরী। যেহেতু সেহরী রাত্রির শেষভাগে অন্ধকারে খাওয়া হয়, তাই উহা السحور। নামে অভিহিত হইয়া থাকে। السحر। ফুসফুস। যেহেতু ফুসফুস অদৃশ্য থাকে এবং উহার সহিত সম্পৃক্ত নাড়িগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম, তাই উহা, السحر। নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বদরের যুদ্ধের দিনে আবূ জাহিল উতবাহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, انتفخ سحره। অর্থাৎ ভয়ে তাহার ফুসফুস ফুলিয়া উঠিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحر ونحرى অর্থাৎ নবী করীম (সা) আমার ফুসফুস ও বুকে ঠেস লাগাইয়া ইন্তিকাল করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ তাহারা লোকদের চক্ষুকে প্রতারিত করিল। অর্থাৎ তাহারা লোকদের চক্ষু হইতে ঘটনার প্রকৃত কারণকে লুক্কায়িত ও রহস্যাবৃত রাখিল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ কুরতুবী বলেন–'আমরা বিশ্বাস করি, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদুর সাহায্যে যাহা চাহেন তাহা ঘটান বা সৃষ্টি করেন।' পক্ষান্তরে, মু'তাযিলা সম্প্রদায় এবং শাফেঈ মাযহাবের আবূ ইসহাক ইসফিরায়েনী বলেন–'যাদু অবাস্তব বিষয়, উহার কোন অস্তিত্ব নাই। উহা মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নহে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন–হাত সাফাইর সাহায্যে ত্বরিত গতিতে কোন ঘটনা ঘটাইয়া তন্ত্র-মন্ত্রকে উহার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়া দর্শকের মধ্যে বিস্ময় উৎপন্ন করা এক প্রকারের যাদু। ইব্ন ফারিস বলেন–'ইমাম কুরতুবীর উক্ত মন্তব্য সাধারণ লোকের মন্তব্য নহে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন–'মন্ত্র-তন্ত্রও এক প্রকারের যাদু। আবার, আল্লাহ্ তা'আলার নামসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দোয়াও এক প্রকার যাদু। আবার, দুষ্ট জ্বিন কর্তৃক সংঘটিত ঘটনাও যাদু। আবার, বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী বিভিন্ন ঔষধ এবং তেলও যাদু। এতদ্ব্যতীত যাদুর অন্যান্য প্রকারও রহিয়াছে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন ঃ 'কোন কোন বক্তৃতাও যাদু'–নবী করীম (সা)-এর এই বাণী সম্বন্ধে একদল ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা প্রশংসামূলক। আরেকদল ব্যাখ্যাকার বলেন, উহা নিন্দামূলক। উহাতে বাকচাতুর্যের নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন–'উক্ত হাদীসের শেষোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। কারণ, বক্তার বাকচাতুর্য মিথ্যাকে শ্রোতার নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া থাকে। নবী করীম (সা) বলেন ঃ

'এইরূপ ঘটা বিচিত্র নহে যে, তোমাদের কেহ স্বীয় অসততামূলক বাকচাতুর্যের জোরে বিপক্ষের যুক্তির উপর নিজের যুক্তিকে জয়ী করিয়া দিবার ফলে আমি তাহার পক্ষে রায় দিব।'

ওযীর আবুল মুজাফ্ফার ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হুরায়রা স্বীয় الاشـراف علـى مذاهـب الاشراف (জ্ঞানীগণের মাযহাবসমূহের পর্যালোচনা) নামক পুস্তকে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (র) ভিন্ন অন্য ইমামগণ এই বিষয়ে একমত যে, যাদু একটি বাস্তব বিষয়। উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে।' ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, 'যাদুর কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা প্রতারণা মাত্র। যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা এবং উহা প্রয়োগ করা সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ

'যে ব্যক্তি যাদু শিখে ও উহা প্রয়োগ করে, সে কাফির।' ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য বলেন, যাদুর ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে উহা শিক্ষা করা কুফর নহে; কিন্তু, উহাকে জায়েয বা উপকারী মনে করিয়া শিক্ষা করা কুফর। এইরূপে যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, 'জ্বিনেরা তাহার যে উপকার করিতে চাহে, তাহাই করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি কাফির হইয়া যাইবে।'

ইমাম শাফেঈ বলেন–'কেহ যাদু শিখিলে আমরা তাহাকে শেখা যাদুর বর্ণনা দিতে বলিব। তাহার বর্ণনায় যদি জানিতে পারি যে, সে কুফরী আকীদা পোষণ করে, তবে আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব। যেমন কেহ যদি ব্যবিলন শহরের অধিবাসীদের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান সাতটি তারকা মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে এবং উহাদিগকে পূজা করিলে উহাদের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহা হইলে সে কাফির হইয়া যাইবে। অথবা যদি তাহার বর্ণানায় জানিতে পারি যে, সে কোন কুফরী আকীদা পোষণ করে না। কিন্তু, যাদু শিক্ষা করাকে সে জায়েয মনে করে, তবুও আমরা তাহাকে কাফির মনে করিব।'

ওযীর ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মদ বলেন–অতঃপর প্রশ্ন দেখা দেয়, যাদুকর ব্যক্তিকে কি শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে? ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র) বলেন–'হ্যাঁ; যাদুকর ব্যক্তিকে শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণেই হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে।' ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করিলে শুধু তখনই তাহাকে হত্যা করা যাইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে শুধু তাহার যাদু শিখিবার এবং উহাকে প্রয়োগ করিবার কারণে তাহাকে হত্যা করা যাইবে না। অবশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–যাদুকর ব্যক্তি স্বীয় যাদুর সাহায্যে কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে, ইহা প্রামাণিত হইবার জন্যে স্বয়ং তাহার স্বীকারোক্তির প্রয়োজন থাকিবে না।

যাদুকর ব্যক্তিকে হত্যা করা হইলে তাহার হত্যাকে কোন্ শ্রেণীর হত্যা বলিয়া ধরিতে হইবে? ইমাম শাফেঈ (র) ভিন্ন অন্য ইমামগণ বলেন–তাহার হত্যাকে حد (শাস্তিমূলক হত্যা) বলিয়া ধরিতে হইবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন–'তাহার হত্যাকে قصاص (হত্যার পরিবর্তে সম্পাদিত হত্যা) বলিয়া ধরিতে হইবে।'

যাদুকরের তওবা কি (সরকারের নিকট) গৃহীত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র)-এর অভিমত এই যে, 'যাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে না।' ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) বলেন–'যাদুকরের তওবা গৃহীত হইবে।'

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যাদুকরের প্রতি কি উপরোল্লেখিত হত্যার বিধান প্রযুক্ত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–'মুসলিম যাদুকরের ন্যায় তাহার প্রতিও উপরোল্লিখিত হত্যার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে।' ইমাম শাফেঈ ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন–'আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের যাদুকরের প্রতি উপরোল্লিখিত হত্যার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে না।' তাহারা লাবীদ ইব্‌ন আ'ছামের ঘটনাকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। (সে নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু, নবী করীম (সা) তাহাকে হত্যা করেন নাই।)

মুসলিম মহিলা যাদুকরের বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হইবে? ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন–'তাহাকে হত্যা করা হইবে না; তবে তাহাকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে।' অন্য তিন ইমাম বলেন–'পুরুষ যাদুকরের প্রতি প্রযোজ্য আইনই তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে।' আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস, উমর ইব্‌ন হারূন, আবূ আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল), আবূ বকর মারূযী ও আবূ বকর খলীল বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুহরী বলেন–'মুসলমান যাদুকরকে হত্যা করিতে হইবে; কিন্তু মুশরিক যাদুকরকে হত্যা করা যাইবে না। কারণ, একদা জনৈকা ইয়াহূদী মহিলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি যাদু প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে হত্যা করেন নাই।'

ইমাম কুরতুবী ইমাম মালিক (র) সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন–'জিম্মী (মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) যাদুকর স্বীয় যাদু দ্বারা কোন লোককে মারিয়া ফেলিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।' জিম্মী যাদুকর যদি কাহারও প্রতি যাদু প্রয়োগ করে এবং উহাতে যদি লোকটি মারা না যায়, তবে তাহার বিষয়ে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে–সে সম্বন্ধে ইমাম মালিক (র) হইতে ইব্‌ন খুআয়েয মিনদাদ দুইরূপ ফতোয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একরূপ ফতোয়া ঃ 'তাহাকে তওবা করিতে বলা হইবে। তওবা করিলে ভাল ; নতুবা হত্যা করা হইবে। অন্যরূপ ফতোয়া ঃ 'সে ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় তাহাকে হত্যা করা হইবে।'

মুসলমান যাদুকরের যাদুর মধ্যে যদি কুফরী কালাম বর্তমান থাকে, তবে ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্য ফকীহ্র মতে সে কাফির হইয়া যাইবে। তাহার নিজেদের অভিমতের সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে পেশ করেন ঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ উক্ত আয়াতাংশে যাদু শিক্ষা করিবার কার্যকে 'কুফর' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইমাম মালিক (র) বলেন–'মুসলিম যাদুকরের কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত হইলে তাহার তওবা গৃহীত হইবে না।' কারণ সে যিনদীক–বেদীন। পক্ষান্তরে, তাহার কার্যকলাপে কুফরী প্রকাশিত হইবার পূর্বে সে তওবা করিলে আমরা তাহাকে গ্রহণ করিব। তবে স্বীয় যাদু দ্বারা সে কাহাকেও হত্যা করিলে তৎপরিবর্তে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন, সে যদি বলে–'আমি নিহত ব্যক্তির প্রতি যাদু প্রয়োগ করিলেও উহা দ্বারা তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য আমার অন্তরে ছিল না' তবে তাহাকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার সংঘটক ধরিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে দিয়াত (হত্যার আর্থিক ক্ষতিপূরণ) আদায় করিতে হইবে।

মাসআলা ঃ যাদুকর যাদু করিবার পর তাহাকে কি তাহার যাদু তুলিয়া লইতে (নষ্ট করিয়া দিতে) বলা যাইবে? ইমাম বুখারী সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাদুকরকে তাহার যাদু তুলিয়া লইতে বলায় কোন দোষ নাই।' আমের শা'বীও অনুরূপ ফতোয়া প্রদান করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) উহা মাকরূহ বলিয়াছেন। বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন-হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি (যাদুকরের সাহায্যে) যাদুকে নষ্ট করিয়া দিলেন না কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন-শুন! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে শিফা দিয়াছেন। আমার ভয় হইল আমি উহা করিলে লোকদের সম্মুখে একটি অন্যায়ের পথ খুলিয়া যাইবে।'

ওহাব হইতে ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওহাব বলেন-'সাতটি বরই পাতা ভালরূপে বাটিয়া উহা পানির সহিত মিশ্রিত করত আয়াতুল কুরসী পড়িয়া উহাতে ফুঁক দিয়া যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে উহা হইতে তিন ঢোক পান করাইয়া অবশিষ্টটুকু দিয়া তাহাকে গোসল করাইলে যাদুর প্রতিক্রিয়া দূর হইয়া যায়। যাদুর সাহায্যে যে স্বামীকে তাহার স্ত্রীর প্রতি বীতরাগ, বীতস্পৃহ ও অসন্তুষ্ট করা হয়, তাহার জন্যে উপরোক্ত ব্যবস্থাটি বিশেষ উপকারী।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-যাদুর প্রভাব দূর করিবার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হইতেছে উক্ত উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তক অবতীর্ণ সূরাদ্বয়-সূরা ফালাক ও সূরা নাস যাহা المعوذتان নামে পরিচিত। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করিবার মাধ্যমে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় লয়, সে ব্যক্তি সর্বোত্তম আশ্রয় গ্রহণকারী।' আয়াতুল কুরসীর তিলাওয়াতও অনুরূপ উপকারী। কারণ, উহা শয়তান ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব দূর করিয়া দেয়।

মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ

(١٠٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ؕ
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٠٥) مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১০৪. হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাইনা' বলিও না এবং তোমারা 'উনযুরনা' বলিও। আর তোমরা মনোযোগ দিয়া শুন। অনন্তর কাফিরদের জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি।

১০৫. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের যাহারা কাফির তাহারা তোমাদের প্রভুর তরফ হইতে তোমাদের উপর ভাল কিছু অবতীর্ণ হউক তাহা পছন্দ করে না। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট করেন। আর আল্লাহ্ মহান বখশিশ দাতা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কথায় ও কাজে কাফিরদের অনুকরণ হইতে দূরে থাকিতে বলিতেছেন এবং দ্বিতীয়টিতে তাহাদের বিরুদ্ধে কাফিরদের চরম শত্রুতা সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিতেছেন।

ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময়ে কখনো কখনো দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করিত। এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দের দুইটি অর্থের একটি হইত ব্যঙ্গাত্মক ও উপহাসসূচক এবং অন্যটি হইত অব্যাঙ্গাত্মক ও উপহাসবিহীন। এইরূপ শব্দকে তাহারা যুগপৎ উভয় অর্থে ব্যবহার করিত। তাহারা বাহ্য হাবভাবে প্রকাশ করিত যে, উক্ত শব্দকে তাহারা অব্যাঙ্গাত্মক ও উপহাসবিহীন অর্থে ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহাদের অন্তরে উহার ব্যঙ্গাত্মক ও উপহাস সূচক অর্থটিও লুক্কায়িত থাকিত। এইরূপ একটি শব্দ হইতেছে راعنا, উহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ 'আপনি আমাদের কথার প্রতি কান দিন।' দ্বিতীয় অর্থ - 'হে নির্বোধ'! ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি উক্ত শব্দটি ব্যবহার করিত। তাহারা বাহ্যত উহা দ্বারা উহার প্রথমোক্ত অর্থ বুঝাইলেও তাহাদের অপবিত্র অন্তরে উহার শেষোক্ত অর্থটিও লুক্কায়িত থাকিত। মু'মিনগণ তাহাদের (ইয়াহূদীদের) অন্তরে লুক্কায়িত ব্যঙ্গাত্মক অর্থটি সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন না। তাহারা উহাকে উহার প্রথমোক্ত অর্থে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিতেন। সত্যদ্বেষী ইয়াহূদীরা যে শব্দকে ব্যঙ্গাত্মক অর্থে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে, উহা মু'মিনগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিবে-যদিও তাহারা উহাকে অব্যঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় ছিল না। তাই তাহাদিগকে উক্ত শব্দের পরিবর্তে انظرنا (অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কথা শুনুন) শব্দ ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইয়াহূদীদের উপরোক্ত কুৎসিত মানসিকতার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا
وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ - وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَايُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"একদল ইয়াহূদী (তাওরাতের) বাক্যাবলীকে বিকৃত করিয়া দেয়। আর তাহারা বলে, 'আমরা শুনিলাম' কিন্তু মানিলাম না। আর তুমি শুন, অপমানিত না হইয়া শুন। আর আমাদের কথার প্রতি কর্ণপাত কর (অন্তরে লুক্কায়িত অর্থ-ওহে নির্বোধ)।' তাহারা দীনের প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়া উহা বলিয়া থাকে। যদি তাহারা বলিত, 'আমরা শুনিলাম ও মানিলাম। আর (যদি তাহারা বলিত) আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কথা শুনুন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক ও সঠিক হইত। কিন্তু

আল্লাহ্ তাহাদের কুফরের কারণে তাহাদের প্রতি লা'নত পাঠাইয়াছেন। অতএব, তাহাদের মধ্যে অল্প কয়জন ছাড়া অন্যদের কেহই ঈমান আনিবে না।"

কাফিরদের বাহ্য অনুকরণকেও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মু'মিনদের জন্যে পছন্দ করেন না। নিম্নোক্ত হাদীসে অনুকরণের ফল ও পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুনীব জারশী, হাস্সান ইব্ন আতিয়্যাহ, ছাবিত, আব্দুর রহমান, আবূ নযর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমি তলোয়ারসহ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে প্রেরিত হইয়াছি। যতক্ষণ এক আল্লাহ্র ইবাদত পৃথিবীতে কায়েম না হয়, ততক্ষণ আমি যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। আমার বর্শার ছায়ার নীচে আমার রিয্ক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি আমার নির্দেশকে অমান্য করিবে, তাহার জন্যে অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

ইমাম আবূ দাউদ উপরোক্ত রাবী আবূ নযর হাশিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ নযর হাশিম হইতে উসমান ইব্ন আবূ শায়বার এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে ব্যক্তি সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হইবে।'

উপরোক্ত হাদীসে কাফির জাতির কথাবার্তা, কার্যকলাপ, লেবাস-পোশাক, উৎসব-আনন্দ, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি যাহা আমাদের জন্যে হালাল নহে, সেই সব বিষয়ে তাহাদের অনুকরণ করিতে আমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

ইব্ন মাআন এবং আওন এই উভয় রাবী হইতে অথবা উহাদেরই একজন ধারাবাহিকভাবে মুসইর, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক, নাঈম ইব্ন হাম্মাদ, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা একটি লোক হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, 'যখন তুমি আল্লাহ্কে বলিতে শুনিবে يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মুমিনগণ!) তখন তাঁহার কথা কান লাগাইয়া শুনিবে। কারণ, আল্লাহ্ যেইখানে ঐরূপ সম্বোধনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেইখানে হয় কোন নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন, না হয় কোন বদ কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।'

খায়ছামা হইতে আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খায়ছামা বলেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন–يَـاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে মু'মিনগণ!)। পক্ষান্তরে তাওরাতে তিনি বনী ইসরাঈল জাতির মু'মিনদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন– يايها المساكين (হে মিসকীনগণ!')

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন–راعنا, অর্থাৎ আমাদের কথা শুনুন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহুদীরা নবী করীম (সা)-কে বলিত راعنا, অর্থাৎ আমাদের কথা শুনুন। راعنا শব্দটি عاطنا শব্দের ন্যায়।

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন –'আবুল আলীয়া, আবূ মালিক, রবী' ইব্‌ন আনাস, আতিয়্যাহ আওফী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।'

মুজাহিদ বলেন, لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا অর্থাৎ তোমরা (আল্লাহ্‌র রাসূলের কথার) বিরোধী কথা বলিও না। অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, মুজাহিদ বলেন– لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا অর্থাৎ তোমরা বলিও না যে, আপনি আমাদের কথা শুনুন, আমরা আপনার কথা শুনিব।'

আতা বলেন–'আনসার সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর প্রতি راعنا শব্দ ব্যবহার করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

হাসান বসরী–'الراعن' 'হইতেছে একটি উপহাসসূচক শব্দ। আল্লাহ্ তা'আলা উহা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ব্যবহার করিতে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।' ইব্‌ন জারীর হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সখর বলেন –নবী করীম (সা) যখন পথ চলিতেন, তখন প্রয়োজনবোধে সাহাবীগণ পিছন দিক হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন–'আমাদের কথা শুনুন।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলের প্রতি এইরূপ শব্দের প্রয়োগ পছন্দ করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে উহা প্রয়োগ করিতে নিষেধ করিয়া প্রয়োজনবোধে তৎপরিবর্তে 'আমাদের দিকে তাকান' ইহা বলিতে নির্দেশ দিলেন।'

সুদ্দী বলেন–'বনূ কায়নুক গোত্রের রিফাআহ ইব্‌ন যায়দ নামক জনৈক ইয়াহুদী মাঝে মাঝে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিত। সে নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় তাঁহাকে বলিত–

ارعنى سمعك واسمع غير مسمع। 'আপনি আমার কথা শুনুন; আর অপমানিত না হইয়া (কথা) শুনুন।' মু'মিনগণ মনে করিতে লাগিল–'এইরূপ কথায় নবীগণ সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।' তাই তাহাদের কেহ কেহ নবী করীম (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময়ে বলিতে লাগিলেন– اسمع غير مسمع 'আপনি অপমানিত না হইয়া শুনুন।' উক্ত ব্যাখ্যাটি সূরা নিসায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে راعنا (আমাদের কথা শুনুন) বলিতে নিষেধ করিলেন।' আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামও প্রায় অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন–আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর প্রতি راعنا শব্দ ব্যবহার করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি উক্ত শব্দ ব্যবহার করা তাঁহার নিকট পছন্দনীয় নহে। উক্ত নিষেধ নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত নিষেধের অনুরূপ ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আঙ্গুরকে الكرم। (আঙ্গুর-লতা) বলিও না; বরং উহাকে الحبلة। (আঙ্গুল-লতা) বলিও। তোমরা বলিও না عبدى (আমার গোলাম); বরং বলিও فتاى (আমার গোলাম)।'

এইরূপে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগের বিষয়ে এতদ্ব্যতীত অন্যরূপ নিষেধও হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الى اخر الاية উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি আহলে কিতাব ও মুশরিকদের চরম শত্রুতার কথা বর্ণনা করিয়া তাহাদিগকে উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করিতেছেন। উক্ত আহলে কিতাব ও মুশরিকদিগকে অনুকরণ করিতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতে তিনি মু'মিনদিগকে প্রদত্ত তাঁহার শরীআতের কথাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহা তাহাদিগকে প্রদত্ত তাহার নি'আমাত বটে।

রহিতকরণ প্রসঙ্গ

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(١٠٧) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১০৬. আল্লাহ্ তাঁহার বাণী হইতে যাহা চাহেন রহিত করেন অথবা বিস্মৃত করেন। উহার পরিবর্তে উহার মত অথবা উহা হইতেও ভাল (বাণী) উপস্থিত করেন। তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান?

১০৭. তুমি কি জান না, নিশ্চয় আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহ্‌র? আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও মদদগার নাই।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ যদি আমরা কোন আয়াতকে পরিবর্তিত করি।'

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে তুলিয়া দেই।' মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াতের লিখন ঠিক রাখিয়া উহার অন্তর্নিহিত আদেশ-নিষেধ বা বিধি-বিধান পরিবর্তিত করি।' মুজাহিদ উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর শিষ্যদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন-'আবুল আলীয়া এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব করযী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।' যিহাক বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি তোমাকে কোন আয়াত ভুলাইয়া দেই।'

আতা বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে বাদ দেই।' ইব্‌ন আবূ হাতিম আতার উপরোক্ত ব্যাখ্যার এইরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যদি আমি বিশেষ

কোন আয়াতকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করা বাদ দেই অর্থাৎ উহা তাহার উপর আদৌ নাযিলই না করি।'

সুদ্দী বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতকে উঠাইয়া লই।' ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম সুদ্দীর উপরোক্ত ব্যাখ্যার ব্যাখ্যায় বলেন-'যেমন নিম্নোক্ত আয়তদ্বয়কে আল্লাহ্ তা'আলা উঠাইয়া লইয়াছেন ঃ

الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة - (বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা নারী যখন যিনা করে, তখন তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যই পাথর মারিয়া হত্যা করিবে।) এবং لو كان لابن ادم واديان من ذهب لايتغى لهما ثالثا (আদম সন্তান যদি দুইটি স্বর্ণ উপত্যকার মালিক হয়, তবে সে নিশ্চয় উহার সহিত তৃতীয় আরেকটি পাইতে চাহিবে।)

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন- مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াতে বর্ণিত বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া তদস্থলে অন্যরূপ বিধান প্রবর্তিত করি। যেমন, যদি আমি কোন হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, মুবাহকে নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধকে মুবাহ করি।' ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন-'এইরূপ পরিবর্তন আদেশ-নিষেধ বিষয়ে হইতে পারে। তবে ইতিহাস বা ঘটনার বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্তন نسخ ঘটিতে পারে না।'

نسخ শব্দটির মূল অর্থ হইতেছে স্থানান্তরিত করা; অন্যত্র লইয়া যাওয়া। نسخ الكتاب অর্থাৎ সে কিতাবকে অন্য কাগজ ইত্যাদিতে লিখিয়া লইয়াছে। এইরূপে نسخ الحكم অর্থ হইতেছে কোন বিধানকে তুলিয়া দেওয়া। বিধানকে তুলিয়া লওয়া দুইরূপ হইতে পারে। প্রথমরূপ, বিধানের শব্দসহ উহা তুলিয়া লওয়া। দ্বিতীয়রূপ, শব্দ রাখিয়া দিয়া শুধু বিধানকে তুলিয়া লওয়া।

মূলনীতি শাস্ত্রবিদগণ (যাহারা ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন) النسخ (রহিতকরণ)-এর বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা প্রায় একরূপ। উহাদের মধ্যকার পার্থক্যের পরিমাণ একেবারেই সামান্য। কারণ, শরীআতের পরিভাষায় النسخ কাহাকে বলা হয়, তাহা বিশেষজ্ঞদের নিকট অবিদিত নহে। কেহ কেহ বলেন- النسخ হইতেছে পূর্ববর্তী কোন বিধানকে পরবর্তী কোন বিধানের সাহায্যে রহিত করিয়া দেওয়া বা তুলিয়া লওয়া।' উক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সহজ বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে কঠোর বিধান প্রবর্তন করা, কঠোর বিধানকে তুলিয়া লইয়া তদস্থলে সহজ বিধান প্রবর্তন করা, কোন বিধানের পরিবর্তে নতুন কোন বিধান প্রবর্তন না করিয়া শুধু বিধানটিকে তুলিয়া লওয়া ইত্যকার সবই النسخ-এর অন্তর্ভুক্ত। যাহা হউক النسخ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলী, উহার শর্তসমূহ ও প্রকারসমূহ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহশাস্ত্র সম্পর্কিত মূল-নীতিশাস্ত্রের পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

সালিমের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, সুলায়মান ইব্‌ন আরকাম, আব্বাস ইব্‌ন ফযল, আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াকিদ, তৎপুত্র আবূ সুমবুল উবায়দুল্লাহ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ দুইটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে একটি সূরা শিখিয়া উহা নামাযে আদায় করিত। একদা তাহারা রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইয়া উক্ত সূরা পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু, তাহারা উহার একটি হরফও স্মরণ করিতে

পারিল না। পরদিন সকাল বেলা তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘটনা জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন–'উক্ত সূরা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে বিস্মৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।' রাবী বলেন–'যুহরী এই আয়াতের অন্তর্গত ننسها শব্দের প্রথম নূন ن -কে পেশ দিয়া পড়িতেন।' উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী সুলায়মান ইব্‌ন আরকাম একজন দুর্বল রাবী।

আবূ উমামাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন হানীফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব, ইউনুস ও উকায়ল, লায়ছ, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ, আবূ উবায়দিল্লাহ নাসার ইব্‌ন দাউদ, আমাবারী ও তৎপুত্র ইমাম আবূ বকরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী حديث مرفوع হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ننسخ ক্রিয়ার পরবর্তী ক্রিয়া দুইরূপে পঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ উহাকে ننساها রূপে এবং কেহ কেহ উহাকে ننسها রূপে পড়িয়াছেন। او ننسأها অর্থাৎ 'অথবা যদি আমি উহা স্থগিত রাখি; অথবা যদি আমি উহার কার্যকরকরণের সময় পিছাইয়া দেই।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি কোন আয়াতকে পরিবর্তিত করিয়া দেই অথবা কোন আয়াতকে অপরিবর্তিত রাখিয়া দেই।'

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর শিষ্যদের নিকট হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ نَنْسَأْهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াতের লিপি বহাল রাখিয়া শুধু উহার বিধানকে পরিবর্তিত করিয়া দেই।'

আবদ ইব্‌ন উমায়র, মুজাহিদ এবং আতা বলেন, اَوْ نُنْسَأْهَا অর্থাৎ 'অথবা যদি আমি কোন আয়াতেকে স্থগিত রাখি।'

আতিয়্যাহ আওফী বলেন–اَوْ نُنْسَأْهَا অর্থাৎ অথবা যদি আমি কোন আয়াতকে তুলিয়া না লইয়া শুধু উহার কার্যকরকরণকে স্থগিত করিয়া রাখি।' সুদ্দী এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক বলেন– مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আয়াত রহিত করিয়া তদস্থলে অন্য এক আয়াত আনিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত নাযিল করিতে বিলম্ব করি।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত, ইসমাঈল (ইব্‌ন আসলাম), খাফ্‌ফাফ, খালফ, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইসমাঈল বাগদাদী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–'একদা হযরত উমর (রা) আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলিলেন–اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত স্থগিত করিয়া রাখি।'

اَوْ نُنْسِهَا এর তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ 'যদি আমি কোন আয়াত বিস্মৃত করিয়া দেই।'

কাতাদাহ বলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা যে আয়াত চাহিতেন, উহা নবী করীম (সা)-কে ভুলাইয়া দিতেন এবং তিনি যে আয়াত চাহিতেন, উহা রহিত করিয়া দিতেন।'

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, খালিদ ইব্ন হারিছ, সাওয়াদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ও ইমাম ইব্ন জারীর اَوْ نُنْسِهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কোন কিরাআত পড়িবার পর উহা ভুলিয়া গিয়াছেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ (হাজ্জাজ জাযরী), মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র হাররানী, ইব্ন নুফায়ল, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'এইরূপ ঘটনা ঘটিত যে, নবী করীম (সা)-এর উপর রাত্রিতে ওহী নাযিল হইয়াছে আর দিনে তিনি উহা ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا - الى اخر الاية

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আমার উস্তাদ আবূ জা'ফর ইব্ন নুফায়ল আমাকে বলিয়াছেন, হাজ্জাজ অবশ্য হাজ্জাজ ইব্ন আরাতাত নহেন; বরং তিনি হাজ্জাজ জাযরী।'

উবায়দ ইব্ন উমর বলেন–اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত তোমার নিকট হইতে তুলিয়া লই।'

কাসিম ইব্ন রবীআ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়ালা ইব্ন আতা, হাশীম, ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কাসিম ইব্ন রবীয়া বলেন–'একদা আমি হযরত সা'দ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা)-কে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نَنْسَهَا এইরূপ পড়িতে শুনিয়া তাঁহাকে বলিলাম–'সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপ পড়িয়া থাকেন।'[১] তিনি বলিলেন–কুরআন মজীদ মুসাইয়্যেবের উপরও নাযিল হয় নাই আর তাহার বংশধরদের উপরও নাযিল হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى তিনি আরও বলিতেছেন وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

উক্ত রিওয়ায়েতটি হাশিমের মাধ্যমে আব্দুর রায্যাকও বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম স্বীয় 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে উহা কাসিম ইব্ন রবীআহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়া'লা ইব্ন আতা, শু'বা, আদম ও ইমাম আবূ হাতিম রাযী প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন–'উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তাবলীতে টিকে। তবে তাহারা উহা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেন নাই।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, কাতাদাহ এবং ইকরামা হইতেও সাঈদের (ইবনুল মুসাইয়্যেব) উক্তির অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।'

---

১. তাফসীরে ইব্ন কাছীরের বিভিন্ন সংস্করণে রাবীর বর্ণনা উপরোক্তরূপেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীরের গ্রন্থে রাবীর বর্ণনা নিম্নোক্ত রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। কাসিম ইব্ন রবীআহ বলেন, একদা আমি হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نَنْسَاهَا এইরূপে পড়িতে শুনিয়া বলিলাম– সাইদ ইব্ন মুসাইয়োব উহাকে مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এইরূপে পড়িয়া থাকেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত, সুফিয়ান ছাওরী, ইয়াহইয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন– হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ 'আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী। এতদসত্ত্বেও আমরা নিশ্চয় উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।' উবাই বলেন–'আমি যাহা নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি, তাহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।' অথচ, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাবীব, সুফিয়ান (ছাওরী), ইয়াহইয়া ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত উমর (রা) বলেন, উবাই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কারী এবং আলী আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক। এতদসত্ত্বেও আমরা উবাই-এর কিরাআত সম্পর্কিত কোন কোন কথা বর্জন করিব।' উবাই বলেন–'নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে আমি যাহা শুনিয়াছি, উহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিব না।' অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا

نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ আমি মানুষের জন্যে রহিত আয়াত অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর বিধান অথবা উহার সমান কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহা উপরোক্ত আয়াতাংশের উক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলীয়া বলেন ঃ

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ যদি আমি কোন আয়াত নাযিল করিবার পর রহিত করিয়া দেই অথবা কোন আয়াত নাযিল করা স্থগিত রাখি, তবে উহার পরিবর্তে উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর অথবা উহার সমান কল্যাণকর কোন আয়াত নাযিল করি।'

সুদ্দী বলেন– نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا অর্থাৎ 'যে আয়াত আমি তুলিয়া লই উহা অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর আয়াত অথবা যে আয়াত নাযিল করা আমি স্থগিত রাখি, উহার সমতুল্য কল্যাণকর আয়াত নাযিল করি।'

কাতাদাহ বলেন ঃ

نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা আসানী, অনুমতি, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَانَصِيْرٍ -

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উপরোক্ত অংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে জানাইতেছেন যে, তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতা রাখেন। সকল সৃষ্টির মালিক এবং বিধানদাতা তিনিই। তাঁহার সৃষ্টিতে এবং বিধান প্রদানে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যেইরূপে কাহাকেও নেকবখত এবং কাহাকেও বদবখত করেন, কাহাকেও সুস্থ রাখেন এবং কাহাকেও অসুস্থ করেন, কাহাকেও ক্ষমতাবান এবং কাহাকেও ক্ষমতাহীন করেন, উহাতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারে না, সেইরূপে তিনি স্বীয় বান্দাদিগকে যেইরূপ নির্দেশ দিতে চাহেন, সেইরূপ নির্দেশ দেন। তিনি যাহা হালাল করিতে চাহেন, হালাল করেন এবং যাহা হারাম করিতে চাহেন, হারাম করেন। উহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তিনি যাহা করেন, তদ্বিষয়ে তাহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না। কিন্তু বান্দাগণ যাহা করে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে (তাঁহার নিকট) জওয়াবদিহী করিতে হয়। তিনি নসখ النسخ বা রহিতকরণের মাধ্যমে বান্দাকে তথা বান্দার আনুগত্যকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কোন কার্যের মধ্যে বান্দার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত দেখিয়া বান্দাকে উহা করিতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে উক্ত কার্য তাহার জন্যে অমঙ্গলজনক হইলে তিনি উহা করিতে তাহাকে নিষেধ করেন। কাজটি বান্দার জন্যে কখন মঙ্গলজনক এবং কখন অমঙ্গলজনক, সে বিষয়ে তিনিই বেশ ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হইতেছে—তিনি তাহাকে যখন যেইরূপ কাজ করিতে নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেইরূপ কাজ করা।

ইয়াহুদীরা বলিত—আল্লাহ্ কোন আদেশ দিয়া উহা পরিবর্তন করিতে পারেন না, পরিবর্তন করা যুক্তিসঙ্গতও নহে আর বিধান সঙ্গতও নহে। একদল ইয়াহুদী বলিত—'আল্লাহ্‌র কোন আদেশ পরিবর্তিত হওয়া যুক্তিবিরোধী।' তাহারা নিজেদের দাবীর পক্ষে মিথ্যা ও ভ্রান্ত যুক্তিও উপস্থাপন করিত। আরেক-দল ইয়াহুদী বলিত—তাওরাতে লিখিত রহিয়াছে, আল্লাহ্ তাঁহার আদেশ কখনও পরিবর্তন করেন না।' তাহারা নিজেদের দাবীর পক্ষে মনগড়া কথা 'তাওরাতের কথা নাম দিয়া প্রচার করিত। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের উপরোক্ত অংশ আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বলেন—

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ -

এর ব্যাখ্যা হইতেছে ঃ 'হে মুহাম্মদ! তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিপতি একমাত্র আমি আল্লাহ্! আকাশ, পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত সৃষ্টির প্রতি যখন যে হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান দিতে চাহি, তখন সেই হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান দেই এবং যখন যে হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে তুলিয়া লইতে চাহি, তখন সেই হুকুম, আদেশ, নিষেধ ও বিধান উহাদের উপর হইতে তুলিয়া লই। আমার কার্যে কেহ বাধা দিতে পারে না। আমাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না।'

অতঃপর ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন—আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যদিও নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছেন, তথাপি তিনি উহা দ্বারা ইয়াহুদী জাতির একটি দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইয়াহুদীরা বলিত, 'তাওরাতের কোন আদেশ, নিষেধ বা বিধি-বিধান রহিত منسوخ হইবে না, হইতে পারে না।' তাহারা উক্ত দাবীর

ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে অমান্য করিয়াছে। তাহারা উক্ত দাবীর ভিত্তিতে পবিত্র ইন্‌জীল ও কুরআন মজীদকে অমান্য করিয়াছে। তাহারা উক্ত দাবীর ভিত্তিতে উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্বয়ের প্রতি কুফর করিয়াছে। উক্ত নবীদ্বয় এবং কিতাবদ্বয় তাওরাতের কোন কোন আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া দিয়া তদস্থলে নতুন আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধান লইয়া আসিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের উপরোক্ত দাবীকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন–'আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যে কোন বিধানকে যে কোন সময় রহিত করিয়া দিতে পারেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এজন্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না। কারণ, একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা এবং একমাত্র তিনিই বিধানদাতা।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–ইয়াহূদীদের অন্তরের সত্য-বিদ্বেষই তাহাদিগকে আসমানী বিধানের রহিত হইবার যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। তাহারা জানিত, পূর্ববর্তী যুগে বিভিন্ন নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে রহিত منسوخ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর শরীআতে তাঁহার পুত্রদের সহিত তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহ দেওয়া হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উক্ত বিধান রহিত করিয়া ভগ্নীকে বিবাহ করা ভাই-এর জন্যে হারাম করিয়া দিয়াছেন। বিখ্যাত মহাপ্লাবনের ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর শরীআতে সকল প্রাণীকেই হালাল করিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনি কোন কোন প্রাণীকে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শরীআতে এক সাথে দুই বোনকে বিবাহ বন্ধনে রাখা হালাল করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাওরাত ও কুরআন মজীদে উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় পুত্র যবেহ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার উক্ত কার্য সম্পাদন করিবার পূর্বে তিনি উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির জনসাধারণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাহারা গো-বৎস পূজা করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিতে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে প্রায় নির্বংশ হইয়া যাইবার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যে উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ আরও ঘটনা রহিয়াছে যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানকে রহিত করিয়া থাকেন। ইয়াহূদীরা যে উহা জানিত না, তাহা নহে। উহা তাহারা জানিত। তথাপি তাহারা উহার জবাবে যাহা বলিত তাহা নিছক ঝগড়ার খাতিরে মুখেই বলিত। আসল সত্য তাহাদের ভালভাবেই জানা আছে। আর উদ্দেশ্য তো সত্যই। কারণ, তাহাদের কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ এবং তাঁহাকে অনুসরণের নির্দেশ সুবিদিত সত্য। তাহারা ইহাও জানে যে, মুহাম্মদের শরীআতই তাহাদিগকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া আল্লাহ্‌র দরবারে কাহারও কোন আমল কবূল হইবে না। এই সব ভালভাবে জানা সত্ত্বেও শুধুমাত্র বিদ্বেষান্ধতাই তাহাদিগকে সত্য অনুসরণ হইতে বিমুখ রাখিতেছে।

কেহ কেহ বলেন–পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর সেইগুলো বহালই ছিল না। অতএব তাঁহার আগমনের পর সেই সকল শরীআত রহিত হইবার প্রশ্নও থাকে না।

তাহারা বলেন ঃ যেমন ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে 'রাত্রি পর্যন্ত সময়ে' রোযা রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। রাত্রির কোন অংশ রাত্রি পর্যন্ত সময়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। সেইরূপ পূর্ববর্তী শরীআতসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা 'নবী করীম (সা)-এর নবূওত পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর নবূওতের সময়ের কোন্ অংশ 'তাহার নবূওত পর্যন্ত সময়ের' অন্তর্ভুক্ত নহে। তাই পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ তাঁহার নবূওতের সময়ের কোন অংশ বহালই ছিল না। অতএব তাঁহার আগমনে উহা রহিত منسوخ হইবার প্রশ্নই উঠে না।'

কেহ্ কেহ্ বলেন–'পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের জন্যে কোন সময় সীমা নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং উহা নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরও বহাল ছিল। তাঁহার নবূওতের পর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী শরীআতসমূহের বিধানসমূহ রহিত করিয়া দিয়াছেন।'

উপরোক্ত দ্বিবিধ বক্তব্যের যে বক্তব্যটিই সঠিক ও শুদ্ধ হউক না কেন, নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর তাঁহাকে মানা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনা সকল মানুষের প্রতি ফরয। এতদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন পথ নাই। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে নবী করীম (সা)-কে মানিবার জন্যে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন। তদনুসারেও ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে।

এখন আবার النسخ (রহিতকরণ) সম্পর্কিত আলোচনায় ফিরিয়া আসিতেছি। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিত–আল্লাহ্‌র বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন আসে না, আসিতে পারে না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। তিনি পরিবর্তন আনিতে পারেন এবং আনিয়া থাকেনও। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالاَمْرُ (জানিয়া রাখ, সৃষ্টি ও তাহার বিধান প্রদানের অধিকার এবং ক্ষমতা তাঁহারই)। এতদ্ব্যতীত 'সূরা আল ইমরান' এর প্রথমদিকে আল্লাহ তা'আলা কিতাবধারী জাতিসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ
اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ـ الى اخر الاية

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির শরীআতে বিধান পরিবর্তন النسخ -এর ঘটনা ঘটিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইনশাআল্লাহ্ যথাস্থানে উহার ব্যাখ্যা বর্ণিত হইবে। মুসলমানগণ এই বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানে পরিবর্তন النسخ আনিতে পারেন এবং আনিয়াছেনও।

মুফাস্‌সির আবূ মুসলিম ইসপাহানী অবশ্য বলেন–'কুরআন মজীদে কোনরূপ রহিতকরণ النسخ ঘটে নাই।' তাহার উক্ত উক্তি দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং অগ্রহণীয়। কুরআন মজীদের যে সকল হুকুম-আহকামে রহিতকরণ (النسخ) ঘটিয়াছে, তিনি সেই সকল হুকুম-আহকাম ও তদ্বিষয়ে সংঘটিত রহিতকরণের (النسخ) বিষয়ে নিজের পক্ষে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু, তাহার উত্তর প্রদান কষ্টকল্পিত ও ব্যর্থ। উক্ত বিষয়সমূহের কয়েকটি হইতেছে এই ঃ প্রথম বিষয়–স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে পূর্বে এক বৎসর ইদ্দত পালন করিতে হইত। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া চার মাস দশ দিনকে নারীর

পালনীয় ইদ্দত হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কোন গ্রহণযোগ্য উত্তর নহে। দ্বিতীয় বিষয়–পূর্বে আল বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের কিবলা ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান পরিবর্তন করিয়া পবিত্র মক্কায় অবস্থিত বায়তুল্লাহ শরীফকে তাহাদের কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দেন। উক্ত বিষয়ে আবূ মুসলিম যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। তৃতীয় বিষয়–পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দশজন কাফিরের বিরুদ্ধে একজন মু'মিনকে দৃঢ়তার সহিত লড়িতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে উক্ত নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া তিনি একজন মু'মিনকে দুইজন কাফিরের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত লড়িতে নির্দেশ দেন। চতুর্থ বিষয়– পূর্বে নবী করীম (সা)-এর সহিত কোন বিষয়ে গোপন পরামর্শ করিবার পূর্বে গরীব মিসকীনকে কিছু সাদকা দিবার বিধান ছিল। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধান তুলিয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত অনুরূপ আরও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মুসলমানদের কর্তব্য

(١٠٨) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রসূলকে প্রশ্ন করিতে চাও, যেইভাবে ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হইত? যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করে, অনন্তর সে অবশ্যই সঠিক পথ হারাইয়াছে।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

এইরূপ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ - وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ -

"হে মু'মিনগণ। তোমরা এইরূপ বিষয়সমূহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না–যে সব বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইলে উহা তোমাদিগকে বিব্রত, উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করিবে। আর কুরআন মজীদ নাযিল হইবার কালে যদি তোমরা উহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন কর, তবে উহাদিগকে তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।"

অর্থাৎ বিধি-নিষেধের আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর যদি তোমরা উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাও, তবে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। তাই কোন বিষয় ঘটিবার পূর্বে তোমরা উহা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। কারণ, এইরূপ করিলে তোমাদের প্রশ্নের দরুনই উহা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ বা হারাম করিয়া দেওয়া হইতে পারে।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'অধিকতর অপরাধী হইতেছে সেই মুসলমান, যে মুসলমান এইরূপ একটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল যে বিষয়টি হারাম ছিল না, কিন্তু তাহার প্রশ্নের দরুন উহা হারাম হইয়া গেল।'

একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল–'কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় স্ত্রীর সহিত কোন পর পুরুষকে দেখিতে পায়, তবে সে কি করিবে? এইরূপ ব্যক্তি উভয় সংকটে পতিত হয়। সে যদি মুখ খুলে, তবে তো বিরাট একটি কথা তাহাকে উচ্চারণ করিতে হয়। আবার যদি সে চুপ থাকে; তবে তো এইরূপ ঘৃণ্য ঘটনা তাহাকে হজম করিয়া যাইতে হয়।' নবী করীম (সা) উক্ত প্রশ্ন পছন্দ করিলেন না। তিনি উহা অপছন্দ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'লিআন "اللعان" এর বিধান[১] নাযিল করিলেন।

হযরত মুগীরাহ ইব্ন শু'বা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) অহেতুক তর্ক-বিতর্ক, সম্পত্তির অপচয় এবং অহেতুক অধিক প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিতেন।' মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছি ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমি যাহা তোমাদের নিকট উল্লেখ করিতে বিরত রহিয়াছে, তোমরা আমাকে তাহা উল্লেখ করা হইতে বিরত থাকিতে দাও। অহেতুক অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার দরুন এবং ইচ্ছা মতে নবীর পথ হইতে ভিন্ন পথ গ্রহণ করিবার দরুন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কোন আদেশ দিলে তোমরা যথাসাধ্য উহা পালন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে তোমরা উহা হইতে বিরত থাকিবে।'

উক্ত কথাগুলি নবী করীম (সা) কখন বলিয়াছিলেন? একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। ইহাতে জনৈক সাহাবী প্রশ্ন করিলেন–'হে আল্লাহ্র রসূল! প্রতি বৎসর?' নবী করীম (সা) তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। সাহাবী এইরূপে তিনবার প্রশ্ন করিলেন এবং নবী করীম (সা) তিনবারই নিরুত্তর রহিলেন। সাহাবী চতুর্থবার প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন–না; প্রতি বৎসর না।' তিনি আরও বলিলেন–'যদি আমি 'হ্যাঁ' বলিতাম, তবে প্রতি বৎসর হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরয হইত। আর প্রতি বৎসর হজ্জ করা তোমাদের উপর ফরয হইলে উহা আদায় করিতে পারিতে না।' অতঃপর নবী করীম (সা) উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন–'নবী করীম (সা) আমাদিগকে তাঁহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (অতঃপর আমরা আর কোন প্রশ্ন করিতাম না)। তখন গ্রাম হইতে কেহ আসিয়া প্রশ্ন করিলে আমরা নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে উহার উত্তর শুনিয়া আনন্দ লাভ করিতাম।'

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, আবূ সিনান, ইসহাক ইব্ন সুলায়মান, আবূ কুরায়ব ও হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসেলী স্বীয় 'মুসনাদ' নামক হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন–'আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট একটি বিষয়ে প্রশ্ন করিব বলিয়া মনে আশা পোষণ করিতাম। এই অবস্থায় পূর্ণ একটি বৎসর কাটিয়া যাইত। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও তাঁহার নিকট প্রশ্নটি প্রকাশ করিতে

---

[১] স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করিলে এবং সে স্বীয় অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাক্ষী উপস্থাপিত করিতে না পারিলে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাহাকে 'লিআন' বলা হয়। সূরা নূরের প্রথম রুকূতে উক্ত ব্যবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আমার মনে সাহস হইত না। আর আমরা কামনা করিতাম গ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া তাঁহার নিকট প্রশ্ন করুক যাহাতে আমরা তাহাদের প্রশ্নের কারণে অজানা কথা জানিতে পারি।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা ইব্‌ন সায়িব, ইব্‌ন ফুযায়ল, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না ও ইমাম আল বায্‌যার বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-'আমি নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ অপেক্ষা অধিকতর উত্তম কোন জনগোষ্ঠি দেখি নাই। তাঁহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট মাত্র বারোটি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ... ...

তাহারা তোমার নিকট শরাব এবং জুয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ... ...

আর তাহারা অতিশয় সম্মানিত (নিষিদ্ধ) মাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ... ...

আর তাহারা ইয়াতীমদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। ... ...

এবং অনুরূপ অন্য কয়েকটি প্রশ্ন যাহার উত্তর কুরআন মজীদে বর্ণিত রহিয়াছে।'

শব্দার্থ ঃ আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত م। শব্দটির এই স্থলে দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থ ঃ 'বরং।' দ্বিতীয় অর্থ ঃ 'কি?' অর্থাৎ নিষেধাত্মক প্রশ্নবোধক অব্যয়।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন এবং কাফির উভয় শ্রেণীর বান্দাকে সম্বোধন করিয়াছেন। কারণ, নবী করীম (সা) ও মু'মিন ও কাফির উভয় শ্রেণীর লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَئَلُوْا مُوْسٰى
اَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا جَهْرَةً ـ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ـ

'আহলে কিতাব জাতি তোমার নিকট দাবী জানায় যে, তুমি আকাশ হইতে একটি কিতাব তাহাদের নিকট নাযিল করাইবে। ইতিপূর্বে তাহারা মূসার নিকট তদপেক্ষা অধিকতর অসম্ভব দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছেন-'আমাদিগকে প্রকাশ্যরূপে আল্লাহ্‌কে দেখাও।' তাহাদের উক্ত অত্যাচারের পরিণতিতে বজ্র তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা রাফে' ইব্‌ন হুরায়মালাহ এবং ওয়াহাব ইব্‌ন যায়দ নবী করীম (সা)-কে বলিল-হে মুহাম্মদ! তুমি আকাশ হইতে আমাদের জন্যে একটি কিতাব লইয়া আস, যে কিতাব আমরা পড়িয়া দেখিব। আর তুমি আমাদের জন্য কতগুলি ঝরনাধারা উৎসারিত করিয়া দাও। তুমি আমাদের উক্ত দাবী পূরণ করিলে আমরা তোমাদের প্রতি ঈমান আনিব এবং তোমাকে মানিয়া চলিব।

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ ـ

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্‌ন আনাস ও ইমাম আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-কে বলিলেন–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের গুনাহের কাফ্‌ফারা যদি বনী ইসরাঈল জাতির গুনাহের কাফ্‌ফারার ন্যায় হইত তবে কত ভাল হইত!' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! আমরা উহা চাই না!' তিনি উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন–আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহা বনী ইসরাঈল জতিকে তিনি যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বনী ইসরাঈল জাতির কেহ কোন গুনাহ করিলে সে নিজে গৃহের দরজায় উহা এবং উহার কাফ্‌ফারার বিবরণ লিখিত দেখিত। সে যদি কাফ্‌ফারা প্রদান করিত, তবে উক্ত গুনাহ হইত তাহার জন্য ইহলৌকিক শাস্তির কারণ। আর যদি উহা প্রদান না করিত, তবে উক্ত গুনাহ হইত তাহার জন্যে পারলৌকিক শাস্তির কারণ। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, উহা বনী ইসরাঈল জাতিকে যে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেয়তর। 'যদি কেহ গুনাহ করে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে সে আল্লাহ্‌কে ক্ষমাশীল ও কৃপাময় পাইবে।' (আল কুরআন)। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন–'দুই জুমআর নামায ও প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহাদের মধ্যবর্তী দিন ও সময়সমূহের গুনাহের কাফ্‌ফারা।' তিনি আরও বলিলেন–'যদি কেহ কোন গুনাহ করিতে ইচ্ছা করে, অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় কোন গুনাহ লিখিত হইবে না। আর যদি গুনাহ করিবার ইচ্ছা করিবার পর গুনাহটি করে, তবে তাহার আমলনামায় মাত্র একটি গুনাহ লিখিত হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ কোন নেক কাজ করিতে ইচ্ছা করে অতঃপর উহা না করে, তবে তাহার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হইবে। আর যদি সে নেক কাজ করিবার ইচ্ছা করিবার পর নেক কাজটিও করে, তবে তাহার আমলনামায় অনুরূপ দশটি নেকী লিখিত হইবে। আর যে ব্যক্তি গুনাহ লইয়া আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সে মহা ধ্বংসে পতিত হইবে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْئَلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ الى الاية

মুজাহিদ বলেন–'كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেমন আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যরূপে দেখাইবার জন্যে মূসার নিকট দাবী জানানো হইয়াছিল।' মুজাহিদ আরও বলেন–একদা কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে বলিল–'হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের জন্যে সাফা পর্বতটিকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দাও। (তুমি এইরূপ করিলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিব।)' নবী করীম (সা) বলিলেন–'বেশ! তাহাই হইবে। উহা তোমাদের জন্যে বনী ইসরাঈল জাতির উদ্দেশ্যে আকাশ হইতে অবতীর্ণ খাদ্যের সমতুল্য হইবে।' ইহাতে মুশরিকরা ঈমান আনিতে অসম্মতি জানাইয়া ফিরিয়া গেল। সুদ্দী এবং কাতাদাহ হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সারকথা এই যে, বনী ইসরাঈল জাতি যেইরূপে সত্য বিদ্বেষের কারণে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট অযৌক্তিক দাবী জানাইয়াছিল, সেইরূপে সত্য বিদ্বেষে পরিচালিত হইয়া নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অযৌক্তিক দাবী জাননোকে নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিন্দা করিয়াছেন।

وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের বিনিময়ে কুফরকে খরিদ করে, সে ব্যক্তি সত্য পথ হইতে সরিয়া গিয়া মূর্খতা, গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।'

এইরূপে যাহারা সত্য বিদ্বেষে পরিচালিত হইয়া আল্লাহ্র নবীকে নিরুত্তর করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট অহেতুক ও অযৌক্তিক দাবী জানায়, তাহারাও ঈমানের বিনিময়ে কুফর ও গোমারাহী খরীদ করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ ج
يَصْلَوْنَهَا ط وَبِئْسَ الْقَرَارُ ـ

"তুমি কি সেই সকল লোকের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ, যাহারা আল্লাহ্র নিআমতের বিনিময়ে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বীয় দলবলকে ধ্বংস নিবাস জাহান্নামে নিপতিত করিয়াছে। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। আর উহা বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।"

আবুল আলীয়া বলেন–'কাফির ব্যক্তি শান্তির বিনিময়ে শাস্তিকে গ্রহণ করে।'

(١٠٩) وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى
يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(١١٠) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ
عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝

১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, তোমরা ঈমান আনার পর যদি কুফরীতে ফিরিয়া যাইতে। ইহা তো তাহাদের ভিতরে সত্য প্রকাশের ফলে সৃষ্ট বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। তাই তাহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

১১০. আর সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর। আর যাহা কিছু তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইবে তাহা আল্লাহ্র কাছে পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সকল কাজ দেখেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কিতাবধারী কাফিরদের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন ও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্য না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিবার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন এবং তাহাদিগকে নামায কায়েম রাখিতে ও যাকাত প্রদান অব্যাহত রাখিতে বলিতেছেন। কিতাবধারী কাফিররা জানে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনিতেছে না। তাহাদের ঈমান না আনিবার কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও বিদ্বেষ। আল্লাহ্ তা'আলা এই অবস্থায় মু'মিনদিগকে ধৈর্যধারণ করিতে বলিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে বলিতেছেন–একদিন তোমাদের নিকট আল্লাহ্র সাহায্য আগমন করিবে। সেই দিন এইসব সত্যদ্বেষী হিংসাপরায়ণ কাফিরের ষড়যন্ত্রমূলক অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। যতদিন আল্লাহ্র সেই প্রত্যাশিত সাহায্য না আসে, ততদিন তোমরা ধৈর্যধারণ করিতে থাক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হুয়াই ইব্ন আখতাব এবং আবূ ইয়াসির ইব্ন আখতাব নামক দুইজন ইয়াহুদী আরবের মুশরিকদের প্রতি অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ ছিল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে ইয়াহুদীদের ঘরে পয়দা না করিয়া মুশরিকদের ঘরে পয়দা করিয়াছিলেন। তাহারা মানুষকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া লইবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ - الى اخر الاية

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ' এই আয়াতে কা'ব ইব্ন আশরাফ নামক ইয়াহুদীর ইসলাম বিদ্বেষের কথা বর্ণিত হইয়াছে।'

আব্দুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আব্দুর রহমান, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কা'ব ইব্ন আশরাফ একজন ইয়াহুদী কবি ছিল। সে কবিতায় নবী করীম (সা)-কে নিন্দা করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ - الى اخر الاية

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একজন উম্মী নবী আহলে কিতাব জাতিকে তাহাদের কিতাব ও নবী সম্বন্ধে সংবাদ দিতেন এবং তাহাদের নিকট রক্ষিত সকল সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। অথচ তাহারা কি করিত? তাহারা সেই নবীকে এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ সত্যসমূহকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিত না এবং উহাদের প্রতি ঈমান আনিত না। তাহাদের এই কুফর ও অবাধ্যতার কারণ হিংসা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাহারা জানিত এবং বুঝিত যে, মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ওহী সত্য। এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিত না। উহার একমাত্র কারণ তাহাদের অন্তরের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা। وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ - الى اخر الايتين এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের উপরোক্ত হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ধিক্কার ও

লজ্জা দিয়াছেন; অন্যদিকে বিনয়ের সহিত সত্যকে মু'মিনদের গ্রহণ করিবার কারণে তাহাদিগকে বিপুল পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন– من عند انفسهم অর্থাৎ 'তাহাদের পক্ষ হইতে।' আবুল আলীয়া বলেন, مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ অর্থাৎ 'মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল এই সত্যটি তাহাদের নিকট স্পষ্ট হইবার পর। আহলে কিতাবের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীলে তাহারা নবী করীম (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত দেখিত। এতদসত্ত্বেও তাহারা এই হিংসায় তাঁহার প্রতি ঈমান আনিতে অসম্মতি জানাইত যে, তিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া অন্য সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' কাতাদাহ এবং রবী' ইব্‌ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ অর্থাৎ যতদিন আল্লাহ্র সাহায্য না আসে এবং ইসলামের বিজয় সূচিত না হয়, ততদিন কাফিরদের অত্যাচার চলিতে থাকিবে। তোমরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিও এবং মার্জনা করিও।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا ط وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ـ

'তোমাদের জান-মালের উপর বিপদ আসিবার মাধ্যমে তোমরা পরীক্ষিত হইবে। ... এমতাবস্থায় যদি তোমরা দৃঢ় ও অবিচল থাক এবং সংযম অবলম্বন কর, (তবে উহা তোমাদিগকে মহা কল্যাণ আনিয়া দিবে)। কারণ, উহা মহৎ গুণাবলীর অন্যতম গুণ।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا আয়াতাংশ পরবর্তীকালে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় দ্বারা রহিত منسوخ হইয়া গিয়াছে ঃ

فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ "মুশরিকদিগকে যেখানে পাও, সেখানে তাহাদিগকে হত্যা কর।"

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَايَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ ـ

"যে সকল কিতাবধারী লোক না আল্লাহ্র প্রতি আর না আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহ্ ও রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা হারাম করে না আর কোন ন্যায়-নীতি

মানিয়া চলে না, তাহারা যতদিন বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান না করে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিয়া যাও।"

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং সুদ্দীও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিরদের অত্যাচারের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করিবার জন্যে মু'মিনদের প্রতি যে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, জিহাদের আয়াত দ্বারা তাহা রহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পরবর্তী অংশ দ্বারাও উক্ত রহিত হইবার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উহার অব্যবহিত পরবর্তী অংশ হইতেছে حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ যতদিন আল্লাহ্ তাঁহার নির্দেশ (জিহাদের নির্দেশ) প্রদান না করেন।

হযরত উসামা ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন জুবায়র, যুহরী, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণ মুশরিক ও আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের জুলুম অত্যাচার সহিয়া যাইতেন। কাফিরদের জুলুম অত্যাচারের বিষয়ে তাহারা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা যখন জিহাদ ফরয করিলেন, তখন তিনি নবী করীম (সা)-এর দ্বারা কুরায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করাইলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ। আমি (ইব্ন কাছীর) উহা সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবে দেখি নাই। তবে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে প্রায় উহার অনুরূপ একটি কথা বর্ণিত রহিয়াছে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ـ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। সালাত ও যাকাতের উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সাহায্য করিবেন। যেই দিন কাফিরদের ক্ষমা প্রার্থনা তাহাদিগকে উপকৃত করিতে পারিবে না এবং তাহারা আল্লাহ্র লা'নতপ্রাপ্ত হইয়া জঘন্য বাসস্থানে থাকিতে বাধ্য হইবে, সেই ভয়াবহ দিনে সালাত ও যাকাত মু'মিনদিগকে সাহায্য করিবে।

"اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ" অর্থাৎ হে লোক সকল! আল্লাহ্ তোমাদের আমল ও কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তোমরা নেক আমল ও বদ আমল যাহাই কর না কেন, তিনি তোমাদিগকে উহার পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন–'উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নেক ও বদ সকল আমল প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি তোমাদের আমল অনুযায়ী তোমাদিগকে পুরস্কার বা শাস্তি

প্রদান করিবেন। অতএব, তোমরা বদ আমলের নিকটবর্তী হইও না।' উক্ত অংশটি সংবাদসূচক বাক্য (جملۂ خبریہ) হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা উহা দ্বারা মু'মিনদিগকে নেক আমল করিতে এবং বদ আমল হইতে দূরে থাকিতে নির্দেশ দিতেছেন। তাহারা নেক আমল করিলে তিনি তাহাদিগকে আখিরাতে পুরস্কার প্রদান করিবেন। যেমন অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

ইমাম ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ 'بصير শব্দটি مبصر শব্দের পরিবর্তিত রূপ। অনুরূপ পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হইতেছে নিম্নোক্ত শব্দসমূহ ঃ بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। اليم। শব্দটি مؤلم শব্দটির পরিবর্তিত রূপ।' আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, ইব্‌ন লাহীআ, ইব্‌ন বুকায়র, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উকবা ইব্‌ন আমের (রা) বলেন ঃ 'আমি নবী করীম (সা)-কে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিনি উহার শেষাংশ এইরূপে পড়িতেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ উহার তিলাওয়াত শেষ করিয়া তিনি বলিতেন– بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ '(তিনি) সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা।'

ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের অযৌক্তিক দাবী

(١١١) وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١١٢) بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ع

(١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ص وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ لا وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ج فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

১১১. আর তাহারা বলে, 'ইয়াহূদী ও নাসারা ছাড়া কখনও কেহ জান্নাতে যাইবে না।' ইহা তাহাদের কল্পনা বিলাস। তুমি বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, দলীল দেখাও।'

১১২. হ্যাঁ, যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করিয়াছে এবং সদাশয় হইয়াছে, অনন্তর তাহার প্রভুর সকাশে তাহার পুরস্কার রহিয়াছে। আর তাহাদের কোন ভয় নাই ও তাহারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয় না।

১১৩. নাসারারা বলে, 'ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নাই।' তেমনি ইয়াহূদীরা বলে, 'নাসারাদের কোন ভিত্তি নাই।' অথচ উভয় দল কিতাব পাঠ করিতেছে। যাহারা কিছুই জানে না তাহারাও অনুরূপ কথা বলিতেছে। অতঃপর আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যকার মতভেদের মীমাংসা প্রদান করিবেন।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী, নাসারা ও মুশরিকদের হিদায়েত সম্পর্কিত দাবীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া এতদ্সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহূদী, নাসারা এবং মুশরিকদের প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবী করে যে, একমাত্র তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের দাবীর সমর্থনে তাহাদের নিকট কোন যুক্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কাহারও দাবী সত্য নহে। যাহারা হৃদয়ে সত্যের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে, সত্য আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের সহিত উহা গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করতে নেক আমল করে, তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত এবং তাহারাই কেবল জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহূদী, নাসারা ও মুশরিক এই তিন সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদায়ই হিদায়েতপ্রাপ্ত নহে এবং তাহাদের কেহই জান্নাতে যাইতে পারে না। কারণ, তাহারা নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই এবং তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ সত্যকে বিনয়ের সহিত মানিয়া লয় নাই। এইরূপে তাহারা আল্লাহর নিকট বিনয়ের সহিত আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছে। আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজনীয় উপরোক্ত মৌলিক গুণাবলীর অপরিহার্যতা বর্ণনা করত ইয়াহূদী, নাসারা ও মুশরিকদের গোমরাহী প্রমাণিত করিয়াছেন। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ
بِذُنُوْبِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ -

'ইয়াহূদী ও নাসারারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্র পুত্র ও স্নেহভাজন। তুমি বল, 'তবে কেন তিনি তোমাদের গুনাহের কারণে তোমাদিগকে শাস্তি দেন? বরং আল্লাহ্ যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহার অন্তর্গত একদল মানুষ। তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহাকে ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে চাহিবেন তাহাকে শাস্তি দিবেন।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلاَّ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ
يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ -

"আর তাহারা (ইয়াহূদীরা) বলে–'আমাদিগকে মাত্র কয়েকদিন আগুনে পুড়িতে হইবে; অবশ্যই বেশী দিন আগুন আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না।' তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? অবশ্য তিনি তো কোনক্রমেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবেন না। অথচ তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এইরূপ কথা বল, যাহা তোমাদের জানা নাই।

আবুল আলীয়া বলেন–تلك امانيهم অর্থাৎ সেইগুলি তাহাদের অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা যাহা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ করিবেন বলিয়া তাহারা ভিত্তিহীনভাবে আশা করে।' কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাসও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ "তুমি বল, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়, তবে তোমরা নিজেদের দলীল উপস্থাপন কর।"

আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস এবং কাতাদাহ বলেন–برهان অর্থাৎ 'দলীল প্রমাণ।'

بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ বরং যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে আমল করে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ "যদি তাহারা তোমার সঙ্গে বাজে তর্ক করে, তবে বল, আমি আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।"

আবুল আলীয়া এবং রবী' ইব্ন আনাস (রা) বলেন– بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ বরং যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ অর্থাৎ 'বরং যে ব্যক্তি স্বীয় 'দীন'কে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে নির্দিষ্ট করে।'

وَهُوَ مُحْسِنٌ অর্থাৎ 'আর সে স্বীয় কাজকর্মে মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করে।' মানুষের আমল আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গৃহীত হইবার জন্যে দুইটি শর্ত রহিয়াছে। প্রথম শর্ত এই যে, উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উহা মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত মুতাবিক হইবে। কোন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করিলেও যদি উহা সঠিক অর্থাৎ নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত শরীআত অনুসারে না হয়, তবে উহা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গৃহীত হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'কোন ব্যক্তি যদি আমার অনুমোদনের বাহিরে গিয়া কোন কাজ করে, তবে উহা প্রত্যাখ্যাত হইবে।'

অতএব, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসব্রত আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইবে না। কারণ, সে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমল করে ইচ্ছা ধরিয়া লইলেও তাহার আমল মুহাম্মদ (সা)-এর শরীআত কর্তৃক অনুমোদিত নহে। বলা অনাবশ্যক যে, নবী করীম (সা) সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শকরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। সন্ন্যাসী এবং তাহাদের ন্যায় বিপথগামী লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা অন্যায় বলিতেছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا "আর আমি তাহাদের আমলের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে গিয়া উহাকে নগণ্য বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিয়াছি।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً - حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا -

'আর যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহাদের আমল মরু প্রান্তরে অবস্থিত মরীচিকার ন্যায়। যাহাকে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি দূর হইতে পানি মনে করে। অতঃপর সে যখন উহার নিকটে উপস্থিত হয়, তখন উহাকে কোন বস্তু হিসাবে দেখিতে পায় না।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ -

"সেইদিন কতগুলি মুখমণ্ডল ভীত-বিহ্বল, বিমর্ষ ও বিষণ্ন থাকিবে। তাহারা অতি উত্তপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করান হইবে।"

হযরত উমর (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ তিনি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ - الى اخر الاية এই আয়াতকে সন্ন্যাসীদের আমলের বিফলতা বর্ণনাকারী আয়াত মনে করিতেন।' উক্ত রিওয়ায়েত এই গ্রন্থে পরবর্তীতে বর্ণিত হইবে।

তেমনি আবার কাহারও আমল যদি বাহ্যত শরীআতসম্মত হয়; কিন্তু উহা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয়, তবে উহাও প্রত্যাখ্যাত হইবে। মুনাফিক এবং রিয়াকার মু'মিন বাহ্যত যে সকল শরীআত সম্মত কাজ করিয়া থাকে, তাহা এই শ্রেণীর আমল। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ - وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى - يُرَائُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً -

"মুনাফিকরা নিশ্চয় নিজেদের ধারণায় আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করে। মূলত তিনি তাহাদিগকে (অবকাশ দিয়া) প্রতারণার শিকার করেন। আর তাহারা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায়। তাহারা মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্‌কে কমই স্মরণ করিয়া থাকে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَائُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

"সেই সকল নামাযীর জন্যে ধ্বংস নির্ধারিত রহিয়াছে–যাহারা স্বীয় নামাযে উদাসীন থাকে। যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্যে ইবাদত করে আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া মানুষকে সাহায্য করে না।"

আখিরাতে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কার পাইতে হইলে একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই যে শরীআতসম্মত আমল করিতে হইবে, তাহা নিম্নোক্ত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا -

"যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দর্শন লাভ করিতে চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং স্বীয় প্রভুর ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে।"

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ -

অর্থাৎ– বরং যাহারা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নেক আমল করে, তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রভুর নিকট উহার পুরস্কার নির্ধারিত রহিয়াছে। আর তাহাদের উপর ভবিষ্যতে কোন বিপদাশংকাও থাকিবে না এবং তাহারা অতীত কোন ক্ষতির জন্যেও দুঃখ করিবে না।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ 'আখিরাতে বিপদাশংকা থাকিবে না আর দুনিয়াতেও তাহারা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইবে না।'

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -

উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবী মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নাজরান হইতে এক নাসারা প্রতিনিধিদল যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিল, তখন একদল ইয়াহূদী আলিম আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে তাহাদের সহিত তর্ক জুড়িয়া দিল। তাহাদের মধ্য হইতে রাফে' ইব্ন হার্মালা (رافع ابن حرملة) নামক জনৈক আলিম নাসারা দলকে বলিল–'তোমরা যাহা লইয়া আছ, তাহা কিছুই না।' (অর্থাৎ তোমরা যে ধর্ম লইয়া আছ, তাহা কোন ধর্মই না)। সে হযরত ঈসা (আ) এবং ইন্জীলের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করিল। ইহাতে জনৈক নাসারা ইয়াহূদীদিগকে বলিল–'তোমরা যাহা লইয়া আছ, তাহা কিছুই না।' (অর্থাৎ তোমাদের ধর্ম একেবারেই বাজে ও মিথ্যা ধর্ম।)' সে হযরত মূসা (আ)-এর নবূওত এবং তাওরাতের সত্যতাকে অস্বীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ -

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–'ইয়াহূদী ও নাসারা উভয় জাতির প্রত্যেকেই নিজ নিজ আসমানী কিতাবে অপর জাতির ও কিতাবের সত্যতার কথা পাঠ করিয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও তাহারা একে অপরের নবী এবং কিতাবকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন–'পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যক্ত তাহাদের দাবী সত্য নহে; বরং প্রথম যুগের ইয়াহূদী ও নাসারা সত্য ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।' এইরূপ কাতাদাহও উহার ব্যাখ্যায় বলেন–'ইয়াহূদী ও নাসারা উভয় জাতিই তাহাদের নিজ নিজ জন্মের প্রথমদিকে হক ও ন্যায়ের পথে ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা দীন বিরোধী মিথ্যা কথা নিজেদের দীনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইরূপে তাহারা দীন হইতে দূরে সরিয়া যায়।'

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাতাদাহও উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতে যে সকল ইয়াহুদী ও নাসারার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা ছিল নবী করীম (সা)-এর যুগের ইয়াহুদী ও নাসারা।' আবুল আলীয়া প্রমুখ ব্যাখ্যাকারের উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, 'ইয়াহুদী ও নাসারাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করিয়াছিল, তাহা সত্য ছিল। কিন্তু وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ (অথচ তাহারা কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকে) আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, 'তাহাদের একদল আরেকদলের বিরুদ্ধে যে উক্তি করিয়াছিল, উহা সত্য ছিল না এবং সেই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন।' উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, 'ইয়াহুদী ও নাসারা উভয় জাতিই আস্‌মানী কিতাব তিলাওয়াত করিয়া থাকে। তাওরাতে ইন্‌জীল কিতাব ও হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যতা এবং ইন্‌জীলে তাওরাত কিতাব ও হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা বর্ণিত রহিয়াছে। উক্ত কিতাবসমূহের শরীআত এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রবর্তিত শারীআত ছিল। এমতাবস্থায় তাহারা কিতাব পড়া সত্ত্বেও কিরূপে একদল আরেকদলকে ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারে? উহার কারণ তাহাদের অন্তরের সত্য বিদ্বেষ ছাড়া অন্য কিছু নহে।' উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী কাতাদাহ্‌ও আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন যে, ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের উপরোক্ত দাবী অজ্ঞ লোকদের ন্যায় মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত।

আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত اَلَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ (অজ্ঞ লোকেরা) কাহারা এই বিষয়ে তাফসীরকারণগণ একমত নহেন। রবী' ইবনে আনাস এবং কাতাদাহ বলেন ঃ 'উক্ত অজ্ঞ লোকেরা হইতেছে নাসারা বা খ্রিস্টান জাতি।' ইবনে জুরায়জ বলেন ঃ 'একদা আমি আতা'র নিকট উক্ত অজ্ঞ লোকেরা কাহারা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহারা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের পূর্বে অতিক্রান্ত কতগুলো জাতি।'

সুদ্দী বলেন ঃ তাহারা হইতেছে আরবের মুশরিক জাতি। তাহার বলিত, মুহাম্মদ যে ধর্ম পালন ও প্রচার করে, উহা কোন ধর্ম নহে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন ঃ 'উক্ত অজ্ঞ লোকেরা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক নহে, বরং যাহারা সত্য বিদ্বেষের কারণে আত্মপ্রতারিত হইয়া অযৌক্তিকভাবে নিজদিগকে সত্যের অনুসারী এবং অন্যদিগকে অসত্যের অনুসারী মনে করে, তাহারা যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, উক্ত অজ্ঞ লোকেরা তাহারাই।' ইমাম ইবনে জারীরের ব্যাখ্যাই সঠিক। কারণ উক্ত 'অজ্ঞ লোকেরা' বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোক এইরূপ বলিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আল্লাহ্‌ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাহাদের বিরোধ মীমাংসা করিবেন।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ـ

'মুমিন, ইয়াহূদী, সাবিঈন, নাসারা, অগ্নি উপাসক এবং মুশরিকগণের পারস্পরিক বিরোধ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে নিশ্চয় মীমাংসা করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করেন।'

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ـ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ـ

"তুমি বল, আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদিগকে একত্রিত করিবেন। অতঃপর তিনি আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন। তিনি মহান বিচারক, সূক্ষ্মজ্ঞানী।"

মসজিদ ধ্বংস প্রচেষ্টার শোচনীয় পরিণাম

(١١٤) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ
خَرَابِهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۗىِٕفِيْنَ ڛ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

১১৪. আর তাহার চাইতে জালিম কে হইতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদে গিয়া আল্লাহ্র নাম লইতে নিষেধ করিল ও উহা ধ্বংসের চেষ্টা চালাইল। তাহারাই উহাতে সন্ত্রস্ত না হইয়া ঢুকিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র মসজিদে আল্লাহ্র যিকর করিতে মু'মিনদিগকে কাহারা বাধা দিয়াছিল এবং কাহারা উহাকে আল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন–'উহারা ছিল নাসারা।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الى اخر الاية 'এই আয়াতে যাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে নাসারা।'

মুজাহিদ বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الى اخر الاية 'এই আয়াতে নাসারাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে কষ্টদায়ক বস্তু নিক্ষেপ করিত এবং লোকদিগকে উহাতে নামায আদায় করিতে বাধা দিত।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وسعى فِىْ خَرَابِهَا এই আয়াতাংশে বখতে নাসার بخت نصر বাদশাহ ও তাহার অনুচরবর্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সে বায়তুল মুকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। আর নাসারা জাতি উক্ত কার্যে তাহাকে সহায়তা করিয়াছিল।'

কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'যাহারা আল্লাহ্র মসজিদকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহারা হইতেছে আল্লাহ্র শত্রু খ্রীস্টান জাতি। ইয়াহুদী জাতির প্রতি তাহাদের অন্তরে যে শত্রুতা বিদ্যমান ছিল, উহার কারণে তাহারা ব্যবিলনের অধিপতি অগ্নি উপাসক বখতে নাসারকে বায়তুল মুকাদ্দাস বিধ্বস্ত করিবার কার্যে সহায়তা করিয়াছিল। সে উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া উহাতে পঁচা লাশ নিক্ষেপ করিয়াছিল। উক্ত কার্যে তাহাকে রোমক খ্রীস্টানদের সহায়তা করিবার কারণ এই যে, ইয়াহুদীরা হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-কে হত্যা করিয়াছিল।' হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন–যাহারা মূ'মিনদিগকে আল্লাহ্র মসজিদে তাঁহার যিকর করিতে বাধা দিয়াছিল এবং উহাকে আল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহারা হইতেছে মক্কার মুশরিকরা। নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইলে ইহারা পথিমধ্যে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যায়দ বলেন ঃ 'তাহারা হইতেছে মক্কার মুশরিকরা। নবী করীম (সা) উমরাহ্ পালন করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে তাহারা হুদায়বিয়ায় তাঁহার পথরোধ করিয়াছিল। তাহাদের বাধা দিবার কারণে তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে যাইতে পারেন নাই এবং পথিমধ্যেই যু-তওয়া (ذو طـوى) নামক স্থানে কুরবানীর পশু যবেহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহাদের বাধার কারণেই নবী করীম (সা) তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন–ইতিপূর্বে কেহ কাহাকেও এই ঘর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে আগত দেখিয়াও তাহাকে বাধা দেয় নাই।' তাহাতে তাহারা বলিয়াছিল–'যতদিন আমাদের একটি লোক জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা বদরের যুদ্ধে যাহারা আমাদের পিতৃদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদিগকে মক্কার ঘরে আসিতে দিব না।'

ইব্ন যায়দ وَسَعٰى فِىْ خَرَابِهَا (আর যাহারা উহাকে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে চেষ্টা করিয়াছে।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন–'মুশরিকরা মু'মিনদিগকে হজ্জ এবং উমরাহ্র উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র ঘরে আসিতে এবং উহা আল্লাহ্র যিকর দ্বারা আবাদ করিতে বাধা দিয়াছিল। তাহাদের উক্ত কার্যই হইতেছে আল্লাহ্র ঘরকে বিরাণ ও অনাবাদ করিতে চেষ্টা করা।'

ইমাম ইবনে আবী হাতিম বলেন–সালিমাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে আবী মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা নবী করীম (সা)-কে আল্লাহ্র ঘরের কাছে পৌছার পরে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ الى اخر الاية

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রথমটিকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। স্বীয় অভিমতের সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন–'কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা কখনও পবিত্র কা'বাকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। তবে রোমীয় খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অনাবাদ ও বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–তাফসীরকারগণ কর্তৃক ব্যক্ত অভিমতদ্বয়ের দ্বিতীয়টিই সঠিক বলিয়া মনে হয়। উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন যায়দ এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) শেষোক্ত অভিমতটি ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষোক্ত অভিমতটি এই কারণে সঠিক বলিয়া মনে হয় যে, খ্রীস্টানরা যখন ইয়াহূদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, তখন ইয়াহূদীদের ইবাদত ছিল আল্লাহ্র নিকট অগ্রহণীয়। কারণ, তাহাদের উপর হযরত দাঊদ (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মুখ হইতে লা'নত-এর বদদোয়া পড়িয়াছিল। উহার কারণ এই যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লঙ্ঘনকারী। এই সময়ে খ্রীস্টানরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইয়াহূদীদের অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় ছিল। উপরোক্ত কারণে বলা যায়, ইয়াহূদীদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নামায আদায় করিতে খ্রীস্টানদের বাধা দেওয়া অন্যায় ছিল না।

তাফসীরকারগণের দুইটি অভিমতের শেষোক্ত অভিমতটি সঠিক মনে হইবার আরেকটি কারণ আছে। উহা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের নিন্দা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি মুশরিকদের নিন্দা বর্ণনা করিতেছেন। কোন্ মুশরিকদের নিন্দা? যাহারা আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার সাহাবীগণকে তাহাদের গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করিতে বাধা দিয়াছিল, সেই মুশরিকদের নিন্দা।

ইমাম ইব্ন জারীর তাফসীরকারগণের প্রথম অভিমতের সমর্থনে যে যুক্তি পেশ করিয়াছেন এইবার উহা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাক। তিনি বলিয়াছেন–মক্কার মুশরিকরা কখনও বায়তুল্লাহ্ শরীফকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করে নাই। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহ্র ঘরকে অনাবাদ বা বিধ্বস্ত করিতে ত্রুটি করিয়াছে কোথায়? তাহারা আল্লাহ্র ঘরের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছে, অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ উহা অপেক্ষা কি জঘন্যতর হইতে পারে? তাহারা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং উহাতে দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ স্থাপন করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا
اَوْلِيَاءَهُ ـ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ ـ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ ـ

"এই বিষয়ে তাহাদের পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না? অথচ তাহারা মস্জিদুল হারামে যাইতে (মু'মিনদিগকে) বাধা দেয়। তাহারা তো তাঁহার (আল্লাহ্র) স্নেহভাজন নহে। তাঁহার স্নেহভাজন হইতেছে একমাত্র মুত্তাকীগণ; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (ইহা) জানে না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ـ
اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَ فِى النَّارِ هُمْ خَالِدُوْنَ ـ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ ـ فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

"মুশ্‌রিকরা কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবার অবস্থায় আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে আবাদ করিতে পারে না। তাহাদের আমলসমূহ বাতিল হইয়া গিয়াছে আর তাহারা চিরদিন দোযখে থাকিবে। আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে আবাদ করে একমাত্র তাহারা-যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করে না। তাই আশা করা যায়, তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ ـ وَلَوْ لاَرِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ـ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

"তাহারা তো সেইসব লোক-যাহারা কুফর করিয়াছে, তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দিয়াছে এবং কুরবানীর পশুকে উহার নির্ধারিত স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে। যদি এইরূপ আশংকা না থাকিত যে, যে সকল মু'মিন নারী-পুরুষকে তোমরা চিন না, তাহাদিগকে তোমরা পদদলিত করিয়া যাইবে; ফলে তোমাদের অজ্ঞাত অবস্থায় তাহাদের কারণে তোমাদিগকে ভ্রান্তি স্পর্শ করিবে; যদ্দরুন আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে স্বীয় রহমতে প্রবিষ্ট করাইবেন। তাহারা স্বীয় আচরণ হইতে ফিরিয়া না আসিলে আমি তাহাদের মধ্যকার কাফিরদিগকে নিশ্চয় কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ ـ

"মূলত তাহারাই মসজিদ আবাদ করে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও ভয় করে না।"

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় করে না, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে আবাদ করে।' যাহারা আল্লাহ্‌র ঘরকে আবাদ করে, মুশরিকরা সেই মু'মিনদিগকে উহা হইতে বিতাড়িত ও বঞ্চিত করিয়াছিল। তাহাদের উক্ত কার্য আল্লাহ্‌র ঘরকে অনাবাদ করা নয় কি? শুধু তাহাই নহে। তাহারা যাহা করিয়াছিল, কোন্ অনাবাদকরণ ও বিধ্বস্তকরণ উহা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য হইতে পারে? এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র ঘরকে আবাদ করিবার তাৎপর্য উহাকে বাহ্যিকভাবে কায়েম করা

এবং চাকচিক্যময় করা নহে; বরং উহার তাৎপর্য হইতেছে–উহাতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা, তাঁহার শরীআত উহাতে কায়েম করা এবং শির্‌ক ও অন্যান্য কুফর হইতে উহাকে পবিত্র করা।

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ বাক্যটি গঠনগত দিক দিয়া সংবাদসূচক বাক্য হইলেও তাৎপর্যগত দিক দিয়া উহা একটি আদেশসূচক বাক্য। উহার তাৎপর্য এই–'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন শক্তি সঞ্চয় করিবে, তখন ইহাদিগকে নিজেদের পদানত না করিয়া এবং উহাদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে দিও না।' এই কারণেই মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা) ঘোষক দ্বারা মিনার প্রকাশ্য স্থানে ঘোষণা করাইয়া দিয়াছিলেন ঃ 'শুন! আগামী বৎসর (নবম হিজরী সন) হইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং উলঙ্গ অবস্থায় কেহ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না। অবশ্য যাহাদের সহিত চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তি উহার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।' নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর উহাতে বর্ণিত নির্দেশকে বাস্তবায়িত করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) উপরোক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার সমর্থনে আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ـ

"হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা অপবিত্র ছাড়া কিছু নহে। অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।"

কোন কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতাংশ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ -এর নিম্নোক্ত তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'মু'মিনদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতন চালাইবার সুযোগ না থাকিলে তাহারা যাহা করিতেছে উহার উল্টাটি ঘটিত। তাহারা মু'মিনদিগকে আল্লাহ্‌র ঘর হইতে নির্বাসিত করিয়াছে। তাহাদের নির্যাতন চালাইবার ক্ষমতা না থাকিলে মু'মিনদের ভয়ে তাহারা কম্পমান থাকিত এবং তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় আল্লাহ্‌র ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না।'

কেহ কেহ বলেন–'আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দিতেছেন যে, তাহারা অদূর ভবিষ্যতে মসজিদুল হারামসহ সকল মসজিদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে এবং আল্লাহ্‌র ফযলে তাহারা মুশরিকদিগকে পদানত করিতে পারিবে। ফলে মুশরিকগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের অন্তরে ভয় থাকিবে যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে মুসলমানগণ তাহাদিগকে ধরিয়া হত্যা করিবে অথবা অন্য কোন শাস্তি দিবে।' যথাসময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছিলেন। উপরে আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে যে, মুশরিকগণ যেন এই বৎসরের পর আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে না পারে। এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা) ওসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, আরব উপদ্বীপে যেন ইসলামের পাশাপাশি অন্য কোন ধর্ম অবস্থান করিতে না পারে এবং ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিকে যেন উহা হইতে নির্বাসিত করা হয়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালিত হইয়াছে।

উপরোক্ত নির্দেশ কেন প্রদত্ত হইয়াছে? আরব উপদ্বীপ হইতেছে মসজিদুল হারামের চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত স্থান। উহা সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)-এর পবিত্র জন্মভূমি। মসজিদুল হারাম এবং মহানবী (সা) এই উভয়কে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কাফিরদের এইরূপ বহিষ্কৃত হওয়া তাহাদের জন্য ইহলৌকিক লাঞ্ছনা এবং শাস্তি। বলা অনাবশ্যক যে, অপরাধ যে ধরনের হইয়া থাকে, উহার শাস্তিও সেই ধরনের হইয়া থাকে। কাফিররা নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণকে যেইরূপে মসজিদুল হারাম এবং পবিত্র মক্কা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে সেইরূপে উক্ত স্থান এবং উহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তাহারা যে পাপ করিয়াছে, উহার দরুন তাহাদিগকে আখিরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তাহারা আল্লাহ্‌র ঘর হইতে তাঁহার রাসূলকে বহিষ্কার করিয়াছে, তথায় মূর্তি স্থাপন করিয়াছে, তথায় আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিয়াছে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের অমনোপুত অন্যান্য কার্য সংঘটিত করিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহারা বলেন–উক্ত আয়াতে খ্রিস্টান জাতির নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কা'ব আহবার উল্লেখ করেন যে, খ্রিস্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসকে অধিকার করিয়া উহাকে বিধস্ত করিয়া দিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এখন কোন খ্রিস্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

সুদ্দী বলেন–'যে কোন খ্রিস্টান নহে; বরং কোন রুমীয় খ্রিস্টান ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় সেইখানে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের মনে ভয় রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে ধরিয়া হত্যা করা হইতে পারে। অথবা তাহাদের উপর জিযিয়া কর আরোপিত হইবার ফলে তাহাদের মন ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।'

কাতাদাহ বলেন–খ্রিস্টানরা গোপনে ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় কোন মসজিদেই প্রবেশ করিতে পারে না। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–আলোচ্য আয়াতকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন। তদনুযায়ী উহাতে ইয়াহুদী, নাসারা এবং মুশরিক–ইহাদের সকলের নিন্দা এবং শাস্তি বর্ণিত হইয়াছে। খ্রিস্টান জাতি বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করিয়া ইয়াহুদীরা যে পাথরটির দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিত, উহাকে অবমাননা করিয়াছিল। এইজন্যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন। অবশ্য, এই বায়তুল মুকাদ্দাস তাহাদিগকে অনেক সময়ে নিজের মধ্যে স্থান দিয়াছে। আবার, ইয়াহুদীরা উহাকে অধিকতর পরিমাণে অবমাননা করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেইরূপে অধিকতর কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

সুদ্দী এবং ওয়ায়েল ইব্ন দাউদ বলেন–আলোচ্য আয়াতে কাফিরদের জন্য যে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা ইমাম মাহদী (আ)-এর আগমনের পর তাঁহার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক কাফিরদের প্রতি প্রদত্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন–'উহা হইল তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর আরোপিত হওয়া এবং লাঞ্ছিত অবস্থা উহা তাহাদের প্রদান করা।' তবে সঠিক কথা এই যে, ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত শাস্তি ও লাঞ্ছনা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

হাদীস শরীফে ইহলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা এবং পারলৌকিক শাস্তি ও লাঞ্ছনা উভয় হইতে আল্লাহ্র নিকট নবী করীম (সা)-এর আশ্রয় চাওয়া বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) উভয় প্রকারের শাস্তি ও লাঞ্ছনা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিয়াছেন।

হযরত বিশ্র ইব্ন আরতাত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আইউব ইব্ন মাইসারাহ ইব্ন হালস, তৎপুত্র মুহাম্মদ, হায়ছাম ইব্ন খারিজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) দোআ করিতেন-'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সকল কার্যের পরিণতিতে আমাদিগকে মঙ্গল ও কল্যাণ দান কর। আর তুমি আমাদিগকে দুনিয়ার আযাব ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের আযাব ও লাঞ্ছনা হইতে বাঁচাও।'

উক্ত হাদীসটি একটি গ্রহণযোগ্য হাদীস। তবে উহা 'সিহাহ সিত্তার' কোন গ্রন্থে উল্লেখিত হয় নাই। উক্ত হাদীসের রাবী সাহাবী হযরত বিশ্র ইব্ন আরতাত (যিনি ইব্ন আরাতাত নামেও পরিচিত) হইতে উপরোক্ত হাদীসটি ভিন্ন অন্য আর একটি মাত্র হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন , 'যুদ্ধক্ষেত্রে হাত কাটিবার শাস্তি প্রযুক্ত হইবে না।'

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ

(١١٥) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

১১৫. আর আল্লাহ্র জন্য পূর্ব ও পশ্চিম (সবই)। তাই যেদিকেই তোমরা ফির, আল্লাহ্র কিবলা পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাব্যাপক, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণকে কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে সান্ত্বনা দিতেছেন। পবিত্র মক্কায় অবস্থান করিবার কালে নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ্ শরীফকে সম্মুখে রাখিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। প্রিয় মসজিদ মসজিদুল হারামকে ত্যাগ করিয়া মদীনায় আসিয়া তিনি ষোল বা সতের মাস ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য উক্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। উপরোক্ত কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন জুরায়জ, উসমান ইব্ন আতা এবং হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদের সনদে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম স্বীয় 'কিতাবুন নাসিখ ওয়াল মানসূখ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) লিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। আমাদের নিকট যাহা উল্লেখিত হইয়াছে, তদনুসারে বলিতেছি-কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছে, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম সকল দিকের মালিক আল্লাহ্। অতএব, তোমরা (নামাযে) যে দিকেই মুখ কর, সে দিকেই আল্লাহ্কে পাইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাব্যাপক ও মহাজ্ঞানী।

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) নামাযে বায়তুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করা ত্যাগ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে লাগিলেন। অতঃপর, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত মানসূখ করিয়া দিয়া নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"যেই স্থান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই মসজিদুল হারামের দিকে (নামাযে) মুখ করিও। আর তোমরা যেইখানেই থাক না কেন, সেইখানেই (নামাযে) উহার দিকে মুখ করিও।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম রহিত হইয়াছিল, উহা হইতেছে কিবলা সম্পর্কিত আয়াত। রহিতকরণ সম্পর্কিত ঘটনা এই যে, নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে (নামাযে) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিতে আদেশ দিলেন। মদীনার অধিবাসীগণ ছিল ইয়াহুদী। তাহারা ইহাতে খুশী হইল। নবী করীম (সা) দশ মাসের অধিক (অনধিক বিশ মাস) সময় ধরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে থাকিলেন। নবী করীম (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিবলাকে (বায়তুল্লাহ্ শরীফকে) অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি উহাকে কিবলা হিসাবে পাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন এবং (উহা কবূলের আশায়) আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ـ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ـ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ـ

"নিশ্চয় আমি তোমার মুখমণ্ডলকে বারংবার আকাশের দিকে ফিরিতে দেখি। নিশ্চয় তোমাকে সেই কিবলার দিকে মুখ করাইব যাহাকে তুমি পছন্দ কর। তুমি স্বীয় মুখমণ্ডলকে মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর তোমরা যেখানেই (নামাযে) থাক না কেন উহার দিকে মুখ করিও।"

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর ইয়াহুদীরা বিদ্রূপের সহিত বলিতে লাগিল—"তাহারা যে কিবলাতে ছিল, কোন্ বিষয়টা উহা হইতে তাহাদিগকে ফিরাইল।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতংশ নাযিল করিলেন ঃ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা যেই দিকেই (নামাযে) মুখ কর, সেই দিকেই আল্লাহ্র কিবলা রহিয়াছে।'

মুজাহিদ বলেন- فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه অর্থাৎ ‘তোমরা যেইখানেই থাক না কেন, তোমাদের জন্য কিবলা নির্ধারিত হইল বায়তুল্লাহ।’

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আতা কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইবনে আবী হাতিম স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেন-‘আবুল আলীয়া, হাসান আতা খুরাসানী, ইকরামা, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।’

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ ‘আরেক দল তাফসীরকার বলেন-আলোচ্য আয়াতটি কা‘বা শরীফের দিকে মুখ করা ফরয হইবার পূর্বে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্ তা‘আলা নবী করীম (সা) এবং সাহাবীদিগকে এই কথা জানাইবার জন্যে উহা নাযিল করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্যে মাশরিক, মাগরিব যে কোন দিকেই (নামাযে) মুখ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। কারণ, তাহারা যেই দিকেই মুখ করিবে, সেই দিকেই আল্লাহ্ আছেন। কেননা, মাশরিক, মাগরিব সবদিকেরই মালিক আল্লাহ্ এবং এইরূপ কোন স্থান নাই, যেইখানে আল্লাহ্ নাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا “আর তাহারা ইহা অপেক্ষা কম বা বেশী হইলেও তাহারা যেইখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে নিশ্চয় থাকেন।”

তাঁহারা বলেন-‘অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য আয়াত রহিত করিয়া দিয়া মসজিদুল হারামকে কিবলা হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন।’

আমি (ইবনে কাছীর) বলিতেছি-প্রতিটি স্থানেই আল্লাহ্ আছেন, উপরোক্ত তাফসীরকারগণের এই উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, প্রতিটি স্থানই আল্লাহ্‌র ইলম ও জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি সঠিক। পক্ষান্তরে, তাহাদের উক্ত উক্তির তাৎপর্য যদি এই হয় যে, সর্বস্থানেই আল্লাহ্‌র সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে, তবে তাহাদের উক্তি ভ্রান্ত। কারণ, আল্লাহ্‌র সত্তা কোন সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করে না। আল্লাহ্ মহান। আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ একদল তাফসীরকার বলেন-‘আলোচ্য আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা‘আলা সফরের অবস্থায়, যুদ্ধের অবস্থায় এবং ভয়ের অবস্থায় যানবাহনে আরোহী থাকাকালে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করিবার অনুমতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।’

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক (ইব্‌ন আবী সুলায়মান), ইদরীস, আবূ কুরয়ব ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘হযরত ইব্‌ন উমর (রা) উটের পিঠে আরোহী থাকা অবস্থায় উট যেইদিকে চলিত সেই দিকেই মুখ করিয়া নামায আদায় করিতেন। তিনি বলিতেন-নবী করীম (সা) এইরূপে নামায আদায় করিতেন। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰه ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

এই আয়াতে অনুরূপ অনুমতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম এবং ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়্যাহ উপরোক্ত রিওয়ায়েত 'সাঈদ ইবনে জুবায়র হইতে আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবী সুলায়মান' এই অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) এবং হযরত আমের ইব্‌ন রবীআহ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। তবে উহাতে আলোচ্য আয়াতটির উল্লেখ নাই। তেমনি বুখারী শরীফে নাফে' হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কখনও صلوة الخوف। (ভীতির অবস্থার নামায) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উহার অবস্থা বর্ণনা করিতেন। অতঃপর বলিতেন-'ভীতি যদি ইহা অপেক্ষা প্রবলতর হয়, তবে লোকে যমীনে অথবা যানবাহনে যে কোন অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবে।' নাফে' বলেন-আমি মনে করি, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) উহা নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং বিখ্যাত রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন-'শান্তির সফর এবং যুদ্ধ বা ভয়ের সফর সকল প্রকারের সফরে যানবাহনে আরোহী থাকা অবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করা জায়েয।' ইমাম মালিক এবং তাঁহার অনুসারীগণ উহা নাজায়েয বলেন। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং আবূ সাঈদ ইসতাখারী বলেন-সফরে থাকা অবস্থায় এমনকি সর্বাবস্থায় যানবাহনে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করা জায়েয। ইমাম আবূ ইউসুফ হযরত আনাস (রা) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী বলেন-আরোহী অবস্থায় তো বটেই, এমনকি মাটিতে দাঁড়াইয়াও সফরের অবস্থায় এবং গৃহে অবস্থানের অবস্থায় সর্বাবস্থায় যে কোন দিকে মুখ করিয়া নফল নামায আদায় করা জায়েয।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন যে, অন্য এক দল তাফসীরকার বলেন-'একদা একদল সাহাবী কিবলা ঠিক করিতে না পারিয়া অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্নজন বিভিন্ন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলেন। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। উহাতে কিবলা ঠিক করিতে না পারা অবস্থায় অনুমানের ভিত্তিতে যে কোন দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার অনুমতি বর্ণিত হইয়াছে।'

হযরত আমের ইব্‌ন রবীআহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র আব্দুল্লাহ্, আসিম ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্, আবূ রবী' সামান, আবূ আহমদ যুবায়রী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আহওয়াযী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন-'হযরত আমের ইব্‌ন রবীআহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে থাকিবার অবস্থায় অন্ধকারময় রাত্রিতে পাথর সরাইয়া একটি স্থানকে পরিষ্কার করত উহাতে নামায আদায় করিলাম। সকাল হইবার পর বুঝিতে পারিলাম-আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। উক্ত ঘটনা আমরা নবী করীম (সা)-কে জানাইলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

ইমাম ইব্‌ন জারীর উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ রবী' সামান হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী' ও সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী'র

অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহা উপরোক্ত রাবী ওয়াকী' হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ওয়াকী' হইতে মাহমুদ ইব্‌ন গীলানীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ দাঊদ ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাকিমের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী আবূ রবী' সামান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ রবী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান ও হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ রবী' সামান-এর নাম আশআছ ইব্‌ন সাঈদ বসরী। সে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উক্ত হাদীস সহীহ্ অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের অর্থাৎ 'হাসান' (حسن) শ্রেণীর হাদীস। উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। উক্ত হাদীস আশ্আছ সামান (আবূ রবী' সামান) ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আশ্আছ একজন দুর্বল রাবী।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–'তাহার উস্তাদ আসিমও একজন দুর্বল রাবী।' ইমাম বুখারী (র) বলেন–'উক্ত রাবী (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী। সে সহীহ হাদীসের বিরোধী হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।' (ইয়াহিয়া) ইব্‌ন মুঈন বলেন–'সে (অর্থাৎ আশ্আছ সামান) একজন দুর্বল রাবী। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীস বিশ্বস্ত নহে। উহা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করা যায় না।' ইমাম ইব্‌ন হাব্বান–'তাহার (অর্থাৎ আশআছ সামান-এর) মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস প্রত্যাখ্যেয়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। উক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে উপরোক্ত দুর্বল রাবী আশআছ সামান ভিন্ন অন্যান্য রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখিত হইতেছে ঃ

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আব্দুল মালিক আযরামী, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাসান, তৎপুত্র আহমদ (পিতার কিতাব হইতে পুত্র কর্তৃক গৃহীত), হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন শাবীব, ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইসমাঈল ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) একদল সাহাবীকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। আমি উক্ত দলের একজন ছিলাম। আমাদের সফরে একদিন রাত্রিতে ভীষণ অন্ধকার পড়িল। ইহাতে আমরা কিবলা ঠিক করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। আমাদের মধ্য হইতে কয়েকজন বলিল-আমরা কিবলা ঠিক করিতে পারিয়াছি। ইহার উত্তর দিকে কিবলা অবস্থিত। সকলেই সেই দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিল এবং সেই দিকে মাটিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সকাল বেলা দেখা গেল আমরা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-এর নিকট বিবৃত করিলে তিনি কিছু বলিলেন না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা আবার উক্ত হাদীস 'হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ আযরামী প্রমুখ রাবীর' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়যীদ ওয়াসতী, দাউদ ইব্‌ন আমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল আযীয ও ইমাম দারা কুতনী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ 'একদা সফরে ছিলাম। এই অবস্থায় একদিন রাত্রিতে মেঘের কারণে আমরা কিবলা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলাম। কিবলা কোন্ দিকে অবস্থিত এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুমানের ভিত্তিতে একেক দিকে মুখ করিয়া পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করিল এবং কিবলামুখী হইয়া নামায আদায় করা হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্যে মাটিতে রেখা টানিয়া রাখিল। সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা নবী করীম (সা)-কে ঘটনাটি জানাইলে তিনি আমাদিগকে নামায দুহরাইতে আদেশ দিলেন না। বরং বলিলেন-তোমাদের নামায শুদ্ধ হইয়াছে।'

ইমাম দারা কুতনী বলেন-'আমার নিকট যে সনদে উপরোক্ত হাদীস পৌঁছিয়াছে, উহাতে রাবী 'আতা'-এর শিষ্য হিসাবে 'মুহাম্মদ ইব্‌ন সালিম' এই নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তবে অন্য রিওয়ায়েতের সনদে তদস্থলে 'মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ আযরামী' এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহাই হউক, উভয় রাবীই দুর্বল।'

'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও কালবী প্রমুখ রাবীর সনদেও ইমাম ইবনে মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) একটি বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। একদিন রাত্রিতে ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকার পড়িলে তাঁহারা দিক ভুলিয়া গিয়া কিবলা ঠিক করিতে অপারগ হইয়া পড়িলেন। তাহারা না জানিয়া কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলেন। সূর্যোদয়ের পর জানিতে পারিলেন-তাহারা কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছেন। সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা ঘটনাটি নবী করীম (সা)-কে জানাইলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ -

উপরোক্ত সনদসমূহ দুর্বল। তবে হয়ত উহাদের একটি অপরটির শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে।

ভুলে কেহ কিবলার দিক ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিলে ভুল ধরা পড়িবার পর তাহাকে নামায দুহরাইতে হইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন- উক্ত অবস্থায় নামায দুহরাইতে হইবে। পক্ষান্তরে অন্য একদল ফকীহ বলেন-উক্ত অবস্থায় নামায দুহরাইতে হইবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ অন্য একদল তাফসীরকার বলেন-আলোচ্য আয়াতটি হাব্‌শ-এর বাদশাহ নাজাশীর কিবলার দিক ভিন্ন অন্য দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবার প্রসঙ্গে নাযিল হইয়াছে।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম, তৎপুত্র মু'আয, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নাজাশীর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন-'তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার জন্যে জানাযার নামায আদায় কর।' সাহাবীগণ বলিলেন-আমরা কি একজন অমুসলিম ব্যক্তির জন্যে জানাযার নামায আদায় করিব? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ ۔ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۔ لاَيَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۔

ইহাতে সাহাবীগণ বলিলেন–সে তো কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিত না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۔ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۔

উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত সনদ ভিন্ন কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কেহ কেহ বলেন–'যে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কিবলারূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন, উহা নাজাশীর নিকট যতদিন না পৌঁছিয়াছিল, ততদিন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছিলেন।' ইমাম কুরতুবী কাতাদাহ হইতে অনুরূপ একটি উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন–যাহারা গায়েবানা জানাযা নামাযকে জায়েয বলেন, তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে উপরোক্ত ঘটনা উপস্থাপিত করেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন–আমাদের মাযহাবের ফকীহগণ (অর্থাৎ যাহারা গায়েবানা জানাযা নামাযকে নাজায়েয বলেন) উপরোক্ত ঘটনায় বর্ণিত গায়েবানা জানাযা নামাযকে নাজাশীর জন্য নির্দিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাহারা উপরোক্ত ঘটনায় তিনটি ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। প্রথম ব্যাখ্যা ঃ 'নাজাশী'র কবরস্থ হইবার পর যমীনকে চাপিয়া আনিয়া তাহার লাশকে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিবার অবস্থায় নাজাশীর জন্যে নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। অতএব উহা গায়েবানা নামাযে জানাযা ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ যেহেতু নাজাশীর দেশে তাঁহার জন্যে নামাযে জানায আদায়ের কোন লোক ছিল না, তাই নবী করীম (সা) তাঁহার জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। মুহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে ইমাম কুরতুবী বলেন–'একজন রাজার কোন প্রজা তাহার ধর্মের অনুসারী হইবে না এই কথা ~~মানিয়া লওয়া কষ্টকর।' ইবনুল আরাবী উহার~~ এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন যে, নাজাশীর প্রজাদের মধ্যে মু'মিন লোক কিছু ছিল। তবে নামাযে জানাযা যে শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত একটি বিধান, ইহা সম্ভবত তাহাদের জানা ছিল না। আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–ইবনুল আরাবীর উত্তর বেশ শক্তিশালী। তৃতীয় ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম (সা) অন্যান্য বাদশাহর মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নাজাশীর জন্যে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামাহ ও আবূ মা'শার প্রমুখ রাবীর সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–মদীনা, সিরিয়া এবং ইরাকের লোকদের জন্যে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের সহিত উপরোক্ত হাদীসের সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ উপরোক্ত রাবী আবূ মা'শার হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।'

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ মা'শার-এর নাম নাজীহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান আস্‌সুদ্দী আল মাদানী। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন–'উক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত রাবী আবূ মা'শার-এর বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার স্মৃতি শক্তিকে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ মাকবারী, উসমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুগীরাহ আখনাস, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর মাখযুমী, মুআল্লাহ ইব্‌ন মানসূর, হাসান ইব্‌ন বিকর মারূযী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে।'

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন–উক্ত হাদীস সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। তিনি ইমাম বুখারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য হাদীসের শেষোক্ত সনদটি প্রথমোক্ত সনদ অপেক্ষা অধিকতর সহীহ ও শক্তিশালী। ইমাম তিরমিযী বলিয়াছেন–পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা রহিয়াছে। এই হাদীসটি একাধিক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রহিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন–'তুমি পশ্চিম দিককে নিজের ডানে এবং পূর্ব দিককে নিজের বামে রাখিলে তোমার সম্মুখের দিকে কিবলা থাকিবে।'

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন নুমায়র, শুআয়ব ইব্‌ন আইউব, বনী হাশিমের গোলাম ইয়াকূব ইব্‌ন ইউসুফ, আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই দিকের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা অবস্থিত।'

ইমাম দারা কুতনী এবং ইমাম বায়হাকীও উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়্যা মন্তব্য করিয়াছেন–উক্ত রিওয়ায়েতটি হযরত উমর (রা) হইতে ইব্‌ন উমর কর্তৃক বর্ণিত হযরত উমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিয়া সমধিক খ্যাত।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন–'আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এইরূপও হইতে পারে ঃ তোমরা আমার নিকট দোয়া করিবার কালে যে দিকেই মুখ করিয়া দোয়া কর, সেই দিকেই আমার মুখ রহিয়াছে। আমি তোমাদের দোয়া কবূল করিব।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, হাজ্জাজ, হুসাইন, কাসিম ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।"

এই আয়াত নাযিল হইবার পর সাহাবীরা বলিলেন–'আমরা কোনদিকে মুখ করিয়া আল্লাহ্‌কে ডাকিব?'

ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কৃপা ও দয়া এবং তাঁহার ফযল ও মেহেরবানী সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত। মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও কার্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। কোন বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নাই।

আল্লাহ্ই পৃথিবী ও আসমানের স্রষ্টা

(١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

(١١٧) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

১১৬. আর তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন।' তিনি উহা হইতে পবিত্র। বরং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার সব কিছুই তাঁহার, সকল কিছুই তাঁহার অনুগত।

১১৭. তিনিই আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের উদ্গাতা। আর যখন তিনি কোন কাজের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি শুধু বলেন–হও; অনন্তর তাহা হইয়া যায়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা খ্রিস্টান, ইয়াহুদী ও আরবের মুশরিকদের আকীদাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ সন্তান জন্মদান করিয়াছেন। একদল বলিয়া থাকে–ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। অন্য একদল বলিয়া থাকে–ফেরেশতারা আল্লাহ্র কন্যা। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তাহাদের সকলের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ - بَلْ لَّهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা বলে–'আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্মদান করিয়াছেন। তিনি মহান; তিনি উহা হইতে পবিত্র। তাহারা যাহা বলে, প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে; বরং আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে যাহা রহিয়াছে, তাহা সমুদয়ই আল্লাহ্র অধীন বস্তু। তিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, রিযিকদাতা, নিয়োগকর্তা এবং যথেচ্ছ প্রয়োগকর্তা। সমুদয় বস্তুই তাঁহার অনুগত দাসানুদাস। অতএব তাহাদের কেহ কি করিয়া তাঁহার সন্তান হইতে পারে? দুইটি সমশ্রেণীর বস্তু হইতে সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইক্ষেত্রে 'আল্লাহ্ হইতে কোন সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে'–এই কথা

সত্য মানিলে মানিতে হইবে যে, মহাবিশ্বে আল্লাহ্র সমশ্রেণীর কাহারো অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সমশ্রেণীর কোন বস্তুর অস্তিত্ব মহাবিশ্বে নাই। অতএব তাঁহার কোন স্ত্রী নাই। তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোন সন্তান নাই।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ۔ اَنّٰى يَكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۔ وَلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٍ ۔

'তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কিরূপে তাঁহার সন্তান থাকিবে? তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছেন।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۔ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۔ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۔ وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِىَ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۔ لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۔ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۔

"আর তাহারা বলিয়াছে–'আর-রহমান সন্তান জন্মদান করিয়াছেন।' তোমরা নিশ্চয় একটি ভয়ংকর কথা উচ্চারণ করিয়াছ। উহাতে আকাশসমূহ ফাটিয়া যাইবার, যমীন বিদীর্ণ হইয়া যাইবার এবং পর্বতসমূহ ধড়াম করিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম করে। এই কারণে যে, তাহারা আর-রহমানের জন্যে সন্তান নির্দিষ্ট করে। আর-রহমানের জন্য ইহা মানায় না যে,তিনি সন্তান জন্মদান করিবেন। আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহারা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই তাঁহার সম্মুখে শুধু দাস হিসাবেই আগমন করিবে। তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে গণিয়া রাখিয়াছেন এবং ভালভাবে গণিয়া রাখিয়াছেন। আর তাহাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিনে তাঁহার নিকট একাকী অবস্থায় আসিবে।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"তুমি বল–তিনি এক আল্লাহ্। আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারও প্রজনক নহেন এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। অনন্তর কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।"

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ করিয়াছেন–'তিনি সুমহান এবং তাঁহার কোন সমকক্ষ বা শরীক নাই। সকল বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি। তিনিই সকলকে পালন করেন। অতএব তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না এবং তাঁহার কোন সন্তান নাই।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', ইব্ন জুবায়র (ইব্ন মুতইম), আব্দুল্লাহ ইব্ন আবুল হুসাইন, শুআয়ব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম বুখারী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা

বলেন-মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে। অথচ সে এইরূপ কাজ করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে এইরূপ কাজ করিতে পারে না। সে বলে যে, 'আমি তাহাকে পুনরুত্থিত করিতে পারিব না।' ইহাই আমাকে তাহার অবিশ্বাস করা। সে বলে যে, 'আমার সন্তান রহিয়াছে' ইহাই আমাকে তাহার গালি দেওয়া। আমি এই বিষয় হইতে পবিত্র যে, আমার কোন স্ত্রী অথবা সন্তান থাকিবে।

উক্ত হাদীসে উপরোক্ত মাধ্যমে শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'রাজ, আবূ যানাদ, মালিক, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ করবী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল তিরমিযী, আহমদ ইব্ন কামিল ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, অথচ সে আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারে না। আর সে আমাকে গালি দিয়াছে, অথচ সে আমাকে গালি দিতে পারে না। 'আল্লাহ্ আমাকে পুনর্জীবিত করিতে পারিবে না' তাহার এই কথাই আমাকে তাহার অবিশ্বাস করা। প্রকৃতপক্ষে প্রথমবার তাহাকে আমার সৃষ্টি করা, দ্বিতীয়বার তাহাকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজতর ছিল না। 'আল্লাহ্র সন্তান রহিয়াছে' তাহার এই কথাই আমাকে তাহার গালি দেওয়া। প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ্ একক ও অমুখাপেক্ষী। তিনি না কাহাকেও জন্ম দিয়াছেন আর না কাহারও কারণে জন্মলাভ করিয়াছেন। আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।'

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্ যতটুকু ধৈর্যধারণ করেন, তদপেক্ষা অধিকতর ধৈর্যধারণ অন্য কেহ করিতে পারে না। লোকে আল্লাহ্র সন্তান আছে ভাবে; অথচ তিনি সকলকে রিযিক দিয়া থাকেন এবং রোগমুক্ত করিয়া থাকেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়্যা, মুতরাফ, ইসবাত, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার নিকট দোয়া করে।'

ইকরামা এবং আবূ মালিক বলেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই একমাত্র তাঁহাকেই ইবাদত করে।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে সকলেই বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

সুদ্দী বলেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই কিয়ামতের দিন অনুগত হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

মুজাহিদ হইতে খসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ অর্থাৎ সকলেই তাঁহার নির্দেশের প্রতি অনুগত। তিনি বলিলেন-তোমরা মানুষরূপে পয়দা হও। আর তাহারা সেইরূপেই পয়দা হইল। তিনি বলিলেন-তোমরা গাধারূপে পয়দা হও। আর তাহারা সেইরূপেই পয়দা হইল।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كُلٌّ لَّه قَانِتُوْنَ অর্থাৎ 'সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত।' আল্লাহ্‌র প্রতি কাফিরের আনুগত্য রহিয়াছে তাহার ছায়ার সিজদার মধ্যে। সে আল্লাহ্‌কে সিজদা করিতে না চাহিলেও তাহার ছায়া আল্লাহ্‌কে সিজদা করিয়া থাকে।

ইমাম ইব্ন জারীর মুজাহিদের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যা আলোচ্য আয়াতাংশের সকল ব্যাখ্যাকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কারণ, আনুগত্যের দুইটি প্রকার রহিয়াছে। প্রথম প্রকার ঃ শরীআতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য (طاعت شرعى) দ্বিতীয় প্রকার ঃ প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত আনুগত্য। (এই আনুগত্য কেহই উপেক্ষা করিতে পারে না।) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ـ

'আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌কেই সিজদা করিয়া থাকে। আর তাহাদের ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহাকেই সিজদা করিয়া থাকে।'

কুরআন মাজীদে উল্লেখিত القنوت। (আনুগত্য) শব্দটির ব্যাখ্যায় একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উল্লেখ করিতেছি ঃ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূল হায়ছাম, আবূ সামহ দাররাজ, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব, ইউসুফ ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'কুরআন মজীদের যে কোন স্থানে القنوت। শব্দটি উল্লেখিত হউক না কেন, উহার অর্থ হইবে الطاعة। (আনুগত্য)।'

ইমাম আহমদ উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আবূ সামহ দাররাজ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আবূ সামহ দাররাজ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহীআ ও হাসান ইব্ন মূসার ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার সনদ দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। উক্ত রিওয়ায়েতকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী বলিয়া অভিহিত করা গ্রহণযোগ্য নহে। উহা সম্ভবত কোন সাহাবী তন্নিম্নস্থ ব্যক্তির নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

অনেকে আবার উপরোক্ত সনদে অগ্রহণযোগ্য তাফসীরসমূহ বর্ণনা করিয়া থাকে। উক্ত সনদে বর্ণিত তাফসীরসমূহ দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নহে। কারণ, উক্ত সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন নমুনা সম্মুখে না রাখিয়াই স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি দিয়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মুজাহিদ এবং সুদ্দী বলেন بَدِيْعُ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে–উদ্ভাবক।' بدعة নব-উদ্ভাবিত বিষয়।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ فان كل محدثة بدعة

অর্থাৎ প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয় (যে বিষয়ের প্রতি শরীআতের কোন সমর্থন নাই) হইতেছে– بدعة (বিদআত)। বিদআত দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের বিদআত

হইতেছে-শরীআত বিরোধী নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এইরূপ বিদআত সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'নিশ্চয় প্রতিটি নব-উদ্ভাবিত বিষয়ই হইতেছে- بدعة (বিদআত)।' দ্বিতীয় প্রকারের বিদআত হইতেছে শরীআতসম্মত নব-উদ্ভাবিত বিষয়। এইরূপ বিদআতের একটি উদাহরণ হইতেছে-হযরত উমর (রা) কর্তৃক প্রবর্তিত জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র নামায আদায় করিবার ব্যবস্থা ও প্রথা। হযরত উমর (রা) সাহাবীদের জন্যে জামাআতবদ্ধভাবে তারাবীহ্র নামায আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া এবং উহাকে প্রথা হিসাবে প্রবর্তিত করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ 'এই বিদআতটি কতই না উত্তম।'

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর উদ্ভাবক—স্রষ্টা।' তিনি বলেন ঃ بديع শব্দটি مبدع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যেমন ঃ اليم। শব্দটি مؤلم শব্দের এবং سميع শব্দটি مسمع শব্দের পরিবর্তিত রূপ। المبدع। নব-উদ্ভাবক। المبتدع। নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক; যে কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবক।

কবি আ'শা ইব্ন সালাবা, হাওয়া ইব্ন আলী হানাফীর প্রশংসায় বলিতেছেন ঃ

يدعى الى قول سادات الرجال اذا
ابد واله الحزم او ماشاءه ابتدعا

"তিনি যখন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কথার মধ্যে যুক্তি দেখিতে পান, তখন উহাকেই গ্রহণ করেন। অথবা যাহা চাহেন, নিজেই তাহা উদ্ভাবন করিয়া লন।"

এই স্থলে কবি الابتداع। ক্রিয়াটির 'নতুন বিষয় উদ্ভাবন করা' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ 'আল্লাহ্ মহান। তিনি পবিত্র। তাঁহার সন্তান থাকিতে পারে না। তাঁহার সন্তান থাকে কিরূপে? তিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যাহা আছে, তৎসমুদয়ের মালিক। সকলেই তাঁহার একত্বের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সকলেই তাঁহার প্রতি অনুগত। তিনি সকলের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক। তাহাদিগকে সৃষ্টি করিবার জন্যে তাঁহার কোন নমুনার প্রয়োজন হয় নাই। কোনরূপ নমুনা সামনে না রাখিয়াই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর আরও বলেন-'আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে জানাইতেছেন-যে ঈসাকে খ্রিস্টানরা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে, সেই ঈসাই সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সকলের স্রষ্টা ও মালিক। যে আল্লাহ্ কোনরূপ নমুনা ছাড়া আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে বিনা বাপে ঈসাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা সহীহ ও গ্রহণযোগ্য।

وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতের পরিপূর্ণতাকে বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন উহাকে শুধু একবার বলেন-'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া যায়।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তিনি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন তাঁহার কার্য শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে বলেন–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ "আমি যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহি, তখন উহাকে শুধু বলি–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার সৃষ্টিকার্য একটিমাত্র নির্দেশের ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নহে। যেন চোখের পলকের ব্যাপার।"

কবি বলেন ঃ

اذا اراد اللّه امرا فانما
يقول له كن قوله فيكون

"আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে চাহেন, তখন উহাকে একবার মাত্র বলেন–'হও।' তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়।"

আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদিগকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু 'হও' এই আদেশসূচক শব্দটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ - خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার (সৃষ্টির) বিষয়টি আদমের (সৃষ্টির) বিষয়ের ন্যায়। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে বলিয়াছেন–'হও' তৎক্ষণাৎ সে হইয়া গিয়াছে।"

(١١٨) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ
لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১১৮. আর অজ্ঞরা বলে, 'আল্লাহ্ যদি আমাদের সহিত কথা বলিতেন কিংবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসিত।' তাহাদের পূর্ববর্তীরাও তাহাদের মত বলিত। তাহাদের সকলের অন্তরে সাদৃশ্য বিদ্যমান। আস্থাবান জাতির জন্য অবশ্যই আমি দলীল উপস্থাপন করিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা

রাফে' ইব্ন হুরায়মালা নবী করীম (সা)-কে বলিল–'হে মুহাম্মদ! তুমি যদি সত্যই আল্লাহ্র রাসূল হইয়া থাক, তবে তাঁহাকে বল–তিনি যেন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আমরা যেন তাঁহার কথা শুনিতে পাই। ইহাতে আল্লাহ্-তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ط كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ط تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ط قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ـ

মুজাহিদ বলেন–আলোচ্য আয়াতটি খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছিল– لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَاْتِيْنَا اٰيَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সহিত কথা বলেন না কেন অথবা আমাদের নিকট পছন্দনীয় কোন নিদর্শন আসে না কেন?

ইমাম ইব্ন জারীর মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত শানে নুযূলকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত শানে নুযূলই সঠিক। কারণ, পূর্ববর্তী আয়াতে খ্রিস্টানদের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও তাহাদের বিষয়ে উল্লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, উহা দুর্বল। কুরতুবী বলেন ঃ

لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَاْتِيْنَا اٰيَةٌ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ, তোমার নবূওতের ব্যাপারে আল্লাহ্ আমাদিগকে বলেন না কেন?' আমার মতে আয়াতের ইহাই স্পষ্ট অর্থ। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস, কাতাদাহ্ এবং সুদ্দীও বলেন–'আলোচ্য আয়াতটি মক্কার মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারাই বলিয়াছিল, আল্লাহ্ সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন এবং আমাদের নিকট আমাদের পছন্দমত নিদর্শন আসে না কেন?'

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ আয়াতে বর্ণিত পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা? কুরতুবী বলেন–'তাহারা হইতেছে ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়।'

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْتَاْتِيْنَا اٰيَةٌ এই দাবীটি মক্কার মুশরিকরা উত্থাপন করিয়াছিল। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা ইহাও পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ এই আয়াতাংশে উল্লিখিত 'তাহাদের পূর্ববর্তী লোকগণ' হইতেছে ইয়াহুদী ও নাসারা জাতি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ـ

"আর যখন তাহাদের নিকট কোন আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্র পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা (যে সকল নিদর্শন) প্রদান করা হইয়াছিল, আমাদিগকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা প্রদান করা না হইবে, ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই ঈমান আনিব না।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَرْضِ يَنْبُوْعًا ـ اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ
مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلاَلَهَا تَفْجِيْرًا ـ اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ
عَلَيْنَا كِسَفًا ـ اَوْتَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً ـ اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ
تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ ـ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ـ قُلْ
سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً ـ

“আর তাহারা বলে–আমরা কোনক্রমে তোমার প্রতি ততক্ষণ ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্যে মৃত্তিকার মধ্য হইতে একটি প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে অথবা তোমার জন্যে খেজুর অথবা আঙ্গুরের একটি উদ্যান সৃষ্টি হইবে এবং তুমি উহার মধ্য দিয়া (অলৌকিক পন্থায়) সুষ্ঠুরূপে পানির নালাসমূহ প্রবাহিত করিবে। অথবা তুমি যেইরূপে বলিয়া থাক, সেইরূপে আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের মাথার উপর পতিত করিবে অথবা আল্লাহ্কে এবং ফেরেশতাগণকে সামনা-সামনিভাবে উপস্থিত করিবে। অথবা তোমার জন্যে স্বর্ণের একটি বাড়ি নির্মিত হইবে অথবা তুমি আকাশে চড়িবে। তেমনি তুমি যতক্ষণ না আমাদের নিকট একটি কিতাব নাযিল করাইবে যাহা আমরা পাঠ করিব, ততক্ষণ আমরা তোমার মন্ত্রকে বিশ্বাস করিব না। তুমি বল–আমার প্রভু মহান ও পবিত্র! আমি কি একজন বাণীবাহক মানব ভিন্ন অন্য কিছু?”

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَيَرْجُوْنَ لِقَائَنَا لَوْ لاَ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ـ

“যাহারা আমার দর্শন কামনা করে না, তাহারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতাগণকে অবতীর্ণ করা হয় না কেন অথবা আমরা আমাদের প্রভুকে দেখি না কেন?

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِءٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً “বরং তাহাদের প্রত্যেকে চায় যে, প্রত্যেককে কতগুলি বিস্তৃত পুস্তিকা প্রদান করা হউক।”

উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আরবের মুশরিকদের সত্য-বিদ্বেষ এবং সত্য বিমুখতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আরবের মুশরিকদের ন্যায় তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহও আল্লাহ্র রাসূলের নিকট সত্য বিদ্বেষমূলক অযৌক্তিক দাবী ও আবদার জানাইয়াছিল। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى
اَكْبَرَ مِنْ ذَالِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً ـ

“কিতাবধারীগণ তোমার নিকট দাবী জানায়–‘তুমি তাহাদের নিকট আকাশ হইতে একটি পুস্তক নাযিল করাও।’ ইতিপূর্বে তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অযৌক্তিক ও অসম্ভব দাবী জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যরূপে আল্লাহ্কে দেখাও।”

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً “আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন তোমরা মূসাকে বলিয়াছিলে–হে মূসা! আমরা যতক্ষণ না প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্কে দেখিব, ততক্ষণ কোনক্রমে তোমার প্রতি ঈমান আনিব না।”

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ কুফর ও সত্য বিদ্বেষের দিক দিয়া আরবের মুশরিকদের অন্তর তাহাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের লোকদের অন্তরের সমতুল্য।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذَالِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مَنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ -

“এইরূপে যখনই তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট কোন রাসূল আগমন করিয়াছে, তখনই তাহারা বলিয়াছে–'(এই লোকটি) যাদুকর অথবা পাগল।”

قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ অর্থাৎ আমি রাসূলগণের রিসালাতের দাবীর সমর্থনে বিপুল সংখ্যক সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শন বর্ণনা করিয়াছি। যাহাদের অন্তরে সত্যের প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে বিশ্বাস করিতে ও উহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক রহিয়াছে, তাহাদের ঈমান আনিবার জন্যে উক্ত সুস্পষ্ট আয়াত ও নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। অবশ্য যাহাদের অন্তর সত্যবিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের অন্তরে ও কানে মোহর মারিয়া দিয়াছেন আর চোখের উপর পর্দা রাখিয়া দিয়াছেন, তাহারা কোন অবস্থায়ই ঈমান আনিবে না। উক্ত সত্যদ্বেষী লোকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ - وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

“যাহাদের বিষয়ে তোমার প্রভুর বাক্য সত্য হইয়াছে, তাহারা যতদিন (দোযখের) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখিবে ততদিন ঈমান আনিবে না; তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন আসিলেও না।”

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালত

(١١٩) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ○

১১৯. “নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আর জহান্নামীদের জন্যে তুমি জবাবদিহী হ্ইবে না।”

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদাহ, শায়বান নাহবী, আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ আল ফায্যারী, আব্দুর রহমান ইব্ন সালেহ, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন

যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু আমার প্রতি নাযিল করিয়াছেন ঃ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا (নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি), তাই আমি মু'মিনকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদানকারী এবং কাফিরকে দোযখের বিরুদ্ধে সতর্ককারী।'

অধিকাংশ কারী আলোচ্য আয়াতের وَلَاتُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ এই অংশের অন্তর্গত لاتسئل শব্দটি تُ বর্ণটিকে পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় বাক্যটি সংবাদসূচক বাক্য (جمله خبريه) হইবে। হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) لاتسئل -এর স্থলে ماتسئل পড়িতেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) উহার স্থলে لن تسئل পড়িতেন। ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত কিরাআতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে-'হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি তোমার প্রতি কুফর করিবে, তাহার কুফরের জন্যে আমার নিকট তোমার জওয়াবদিহী করিতে হইবে না।' অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ "তোমার কাজ শুধু তাবলীগ করা আর আমার কাজ হিসাব গ্রহণ।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "তুমি উপদেশ প্রদান করিতে থাক। তুমি উপদেশদাতা বৈ কিছু নহ। তুমি তাহাদের দারোগা নহ।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ - فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ -

"তাহারা যাহা বলে, তৎসম্বন্ধে আমি অধিকতর অবগত রহিয়াছি। আর তুমি তো তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নহ। যাহারা আমার শাস্তিকে ভয় করে, তুমি তাহাদিগকে উপদেশ দিতে থাক।"

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর দায়িত্ব শুধু তাবলীগ। লোকদিগকে অন্যায় হইতে বিরত রাখিবার জন্যে তাহাদের প্রতি শক্তি প্রয়োগ তাঁহার কাজ নহে।

একদল কারী لاتسئل শব্দের অন্তর্গত تَ বর্ণটিকে فتح (যবর) দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় বাক্যটি নিষেধ-সূচক বাক্য হইবে। উহার অর্থ হইবে, 'তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।'

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব করযী হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দাহ ছাওরী ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন-'আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম! আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম! আহা! আমার মাতা-পিতা কোন্ অবস্থায় আছেন-তাহা যদি জানিতে পারিতাম!' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَلَاتُسْئَلْ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ "আর তুমি দোযখবাসীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না।"

অতঃপর নবী করীম (সা) জীবনে আর কোন দিন স্বীয় মাতা-পিতার কথা উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম ইব্ন জারীরও উপরোক্ত রিওয়ায়েত মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দাহ. ওয়াকী' ও আবূ কুরায়বের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব-এই দুই রাবী হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্রবিদগণ উক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন কা'বের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। 'তাহারা তৎকর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েতের বিশুদ্ধতার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কুরতুবী বলেন-'শেষোক্ত কিরআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে-'তুমি দোযখবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। কারণ, তাহারা যে অবস্থায় আছে, তাহা তোমার ধারণার বাহিরে।' ইমাম কুরতুবী আরও বলেন-'আমি আত্তাযকিরাহ (التذكرة) নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্যে তাঁহার মাতা-পিতাকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং তাহারা জীবিত হইবার পর ঈমান আনিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকে আমি নিম্নোক্ত হাদীসেরও উত্তর প্রদান করিয়াছি ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'নিশ্চয় আমার পিতা ও তোমার পিতা দোযখে আছেন।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার জীবিত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি না সিহাহ্ সিত্তার (বিখ্যাত ছয়টি হাদীস গ্রন্থ) অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রন্থে উল্লেখিত আছে, আর না অন্য কোন হাদীস গ্রন্থে। উহার সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

দাঊদ ইব্ন আবূ আসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ, হাজ্জাজ, হুসায়ন, কাসিম ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমার মাতা-পিতা কোথায় আছেন?' ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَلَاتُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ

ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত এবং দাঊদ ইব্ন আবূ আসিম কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত-এই উভয় রিওয়ায়েতের সনদদ্বয়ের কোনটিতেই রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। উভয় রিওয়ায়েতের সনদ মুরসাল (مرسل)।[১]

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব প্রমুখ রাবী হইতে বর্ণিত যে সকল রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) তাঁহার মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইমাম ইব্ন জারীর সেই সকল রিওয়ায়েত বাতিল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-'স্বীয় মাতা-পিতার অবস্থা সম্বন্ধে নবী করীম (সা) সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, আল্লাহ্র রসূল (সা) এইরূপ বিষয় সন্দিহান থাকিতে পারেন না।' ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত لاتسئل শব্দটির ت বর্ণটিকে পেশ হরকত দিয়া পড়াকেই শুদ্ধ বলিয়াছেন।

---

[১] নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত কোন হাদীসের সনদের গোড়ায় রাবী হিসাবে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ না থাকিলে সনদটিকে مرسل সনদ বলা হয়।

ইমাম ইব্ন জারীরের উপরোক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, নবী করীম (সা) এক সময়ে স্বীয় মাতা-পিতার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি তাঁহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ইস্তিগফারও করিয়াছিলেন। অতঃপর এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার মাতা-পিতার দোযখী হইবার সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সংবাদ জানিবার পর নবী করীম (সা) তাঁহাদের জন্যে আর ইস্তিগফার করেন নাই। একাধিক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতা দোযখী হইবেন। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে ধারাবাহিকভাবে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ ইব্ন সুলায়মান, মূসা ইব্ন দাঊদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"একদা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম–'তাওরাত কিতাবে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করুন।' তিনি বলিলেন–আল্লাহ্র কসম! কুরআন মজীদে নবী করীম (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে, তাওরাত কিতাবেও তাঁহার সেই পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখিত রহিয়াছে। উক্ত পরিচয় ও গুণাবলী এই ঃ –হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী ও নিরক্ষরদের রক্ষণাবেক্ষণকারী পাঠাইয়াছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে المتوكل। (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছি। সেই নবী কখনও কর্কশভাষী বা উগ্র-স্বভাবের হইবে না। সে বাজারে চিৎকার করিয়া কথা বলিবে না। সে তাহার প্রতি দুর্ব্যবহারের উত্তর দুর্ব্যবহার দ্বারা দিবে না; বরং সে ক্ষমা ও মার্জনা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ তাঁহার দ্বারা জাতিকে সত্য পথে না আনিয়া তাঁহাকে মৃত্যু দিবেন না। আল্লাহ্ তাঁহার দ্বারা জাতিকে সত্য পথে আনিবার পর জাতির লোকদের আদর্শ হইবে 'আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতির্ময়, বধির কর্ণকে শ্রুতিশীল এবং বদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্তদ্বার করিয়া দিবেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য কোন সংকলক বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা স্বীয় 'সহীহ' সংকলনের 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে উপরোক্ত রাবী ফালীহ ইব্ন সুলায়মান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং 'ফালীহ ইব্ন সুলায়মান হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সিনান' এই ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী হিলাল ইব্ন আলী হইতে আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ সালিমাহও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'উক্ত হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিলাল এবং সাঈদও বর্ণনা করিয়াছেন।' ইমাম বুখারী আবার উহা তাফসীর অধ্যায়ে 'হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হিলাল, আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ সালিমাহ ও আব্দুল্লাহর সনদে প্রায় অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন।' উপরোক্ত রাবী আব্দুল্লাহ্ হইতেছেন–আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাহ। ইমাম বুখারী 'আদব' অধ্যায়ে তাহার পরিচয় উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইব্ন মাসউদ দামেশকী বলিয়াছেন, 'উক্ত আব্দুল্লাহ্ হইতেছে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যর।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ ইব্ন সুলায়মান, মুআফী ইব্ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন বাররা, আহমদ ইব্ন হাসান ইব্ন আইউব ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সহিত এই অতিরিক্ত কথাটিও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আতা বলেন–অতঃপর কা'ব আহবারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকটও অনুরূপ প্রশ্ন করিলাম। তিনিও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিলেন।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

(١٢٠) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ○

(١٢١) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১২০. আর ইয়াহুদী ও নাসারারা কখনই তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইবে না যতক্ষণ না তুমি তাহাদের মিল্লাতের অনুসারী হইবে। বল, "নিশ্চয় আল্লাহ্র পথ প্রদর্শনই একমাত্র পথপ্রদর্শন। আর যদি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাহাদের অভিলাষ অনুসরণ কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র তরফের কোন বন্ধু ও মদদগার পাইবে না।"

১২১. "যাহাদিগকে আল-কিতাব প্রদান করা হইয়াছে তাহাদের যাহারা যথাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার উপর ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তি উহা অবিশ্বাস করে, অনন্তর তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।"

তাফসীর ঃ ইমাম ইব্ন জারীর বলেন– وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয় কোনদিন তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। অতএব তাহারা কিসে সন্তুষ্ট হয়, তুমি তাহা সন্ধান করিতে যাইও না। বরং আল্লাহ্ তোমার প্রতি যে সত্যকে নাযিল করিয়াছেন, সেই সত্যের প্রতি তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতে থাকিয়া আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিতে সচেষ্ট থাক।"

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি বল–আল্লাহ্ আমাকে যে হিদায়েত ও সত্য দিয়া পাঠাইয়াছেন, সেই হিদায়েত ও সত্যই সরল, সঠিক, পূর্ণ ও সার্বজনীন দীন ও হিদায়েত।

কাতাদাহ বলেন–'قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى' আয়াতাংশটি নবী করীম (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত একটি যুক্তি যাহার সাহায্যে তাঁহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইতেন। কাতাদাহ আরও বলেন–'আমার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী

করীম (সা) বলিতেন-যতদিন আল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ কাজটি (কিয়ামত) না ঘটে, ততদিন ধরিয়া আমার উম্মতের মধ্য হইতে একটি দল সত্যের পথে লড়িয়া যাইবে। তাহারা উক্ত লড়াইয়ে বিজয়ী হইতে থাকিবে। তাহাদের শত্রুগণ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلاَنَصِيْرٍ -

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের অনুসরণের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করিয়া তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে বলিতেছেন-'তোমাদের নিকট কুরআন সুন্নাহরূপ জ্ঞানের আলো আসিবার পর তোমরা যদি ইয়াহুদী ও নাসারা জাতির অন্যায় অভিলাষ অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন এবং উহা হইতে কেহ তোমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না।' আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উক্ত গোমরাহী হইতে রক্ষা করুন।

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত ملتهم শব্দদ্বয় দ্বারা একদল ফকীহ্ প্রমাণ করেন যে, সকল প্রকারের কুফর এক মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলেন-আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা এই দুই জাতির পৃথক দুইটি ধর্মকে বুঝাইবার জন্যে ملة (একটি ধর্ম) শব্দটিকে ব্যবহার করিয়াছেন। উহা একবচন শব্দ বিধায় প্রমাণিত হয়, কুফর যত প্রকারই হউক না কেন, উহারা মূলত একই মিল্লাতের বিভিন্ন শাখা মাত্র। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ "তোমাদের দীন তোমাদের জন্যে আর আমার দীন আমার জন্যে।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিভিন্ন দীনের প্রতি একবচন শব্দ دين (একটি দীন) প্রয়োগ করিয়াছেন। উহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকারের কুফর মূলত একটি মাত্র ধর্ম বা দীন।

উপরোল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফেঈ (র) এবং এক রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ (র) বলেন-মুসলিম ও অমুসলিম ইহাদের একে অপরের উত্তরাধিকারী না হইলেও এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের কাফিরের উত্তরাধিকারী হইবে। ইমাম মালিক এবং এক রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ বলেন-'এক ধর্মের কাফির অন্য ধর্মের কাফিরের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।' তাঁহারা বলেন, হাদীসে এইরূপ নির্দেশই রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ - الخ। 'এই আয়াতে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।' আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কাতাদাহ হইতে সাঈদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'উক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।'

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত যায়দ ইব্ন হারিছা, হযরত উসামা ইব্ন যায়দ, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামান, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমরান ইস্পাহানী, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ যখন তাহারা জান্নাত সম্পর্কিত কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ্র কাছে উহার জন্যে প্রার্থনা জানায়। আর যখন তাহারা দোযখ সম্পর্কিত আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন আল্লাহ্র কাছে উহা হইতে আশ্রয় কামনা করে।' হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আবুল আলীয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি—আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানা ও তদনুযায়ী আমল করা। উহা যেইরূপে নাযিল হইয়াছে, সেইরূপে তিলাওয়াত করা, উহার শব্দসমূহ ও বাক্যাবলীকে স্থানচ্যুত ও পরিবর্তিত না করা এবং কোন অংশের অর্থ ও মর্মকে বিকৃত না করা।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাকও উপরোক্তরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে মানসূর ইব্ন মু'তামারও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাবকে 'যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাতে বর্ণিত হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মনে করিয়া তদনুযায়ী আমল করা আর উহার কোন অংশকে স্থানচ্যুত বা পরিবর্তিত না করা।' ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন—'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।' হাসান বসরী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ্র কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত কবিবার তাৎপর্য হইতেছে উহার নিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المحكمات) উপর আমল করা এবং অনিশ্চিতার্থক আয়াতসমূহের (المتشابهات) প্রতি ঈমান রাখা আর উহার যে অংশের অর্থ ও তাৎপর্য বোধগম্য হয় না, তাহা বুঝিবার জন্যে সে বিষয়ে বিজ্ঞ আলেমের কাছে যাওয়া।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাঊদ ইব্নে আবূ হিন্দ, ইব্ন আবূ যায়দা, ইবরাহীম ইব্ন মূসা, আবূ যুরআ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, উহা যথোচিতভাবে মানিয়া চলা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন— وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا এই আয়াতের অন্তর্গত تلا ক্রিয়াটি যেইরূপে অনুসরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত يَتْلُوْنَ ক্রিয়াটিও সেইরূপে 'অনুসরণ করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইকরামা, আতা, মুজাহিদ, আবূ রযীন এবং ইবরাহীম নাখঈ হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবায়দ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাকে যথোচিতভাবে অনুসরণ করা।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ 'হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', মালিক ও নসর ইব্ন ঈসা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ অর্থাৎ 'তাহারা ডহাকে যথোচিতভাবে মানিয়া চলে।' অতঃপর ইমাম কুরতুবী বলেন–'প্রসিদ্ধ রাবী ও সমালোচক খতীবের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে একাধিক অজ্ঞাত পরিচয় রাবী রহিয়াছে। তবে উহার বক্তব্যের বিষয় সহীহ ও সঠিক।' হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন–'যে ব্যক্তি কুরআন মজীদকে মানিয়া চলে, সে উহাকে সঙ্গে লইয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে প্রবেশ করিবে।'

হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'আল্লাহ্‌র কালামকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্‌র নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করা এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আযাব হইতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) কুরআন মজীদকে এইরূপেই তিলাওয়াত করিতেন। তিনি রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রহমতের জন্যে দোয়া করিতেন এবং আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আযাব হইতে আশ্রয় চাহিতেন।

اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ (তাহারা উহার প্রতি ঈমান রাখে) আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যাহারা কিতাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা কিতাবকে যথোচিতভাবে তিলাওয়াত করিয়া থাকে।' উপরোক্ত অংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ দিতেছেন যে, 'তাহারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান আনে।' আলোচ্য আয়াতের উভয় অংশের তাৎপর্য এই যে, যাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহকে যথোচিতভাবে কায়েম করে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের উপরও ঈমান রাখে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

"আর তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা কায়েম করিত, তবে তাহারা নিশ্চয় তাহাদের উপর ও নীচ উভয় দিক হইতে বিপুল আহার্য লাভ করিত।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْئٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ -

"হে আহলে কিতাব! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে তোমাদের উপর অন্য যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা না যথোচিতভাবে কায়েম করিবে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।" অর্থাৎ তাহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর যে পরিচয় ও গুণাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহাকে অনুসরণ ও সাহায্য করিবার যে নির্দেশ প্রদত্ত রহিয়াছে

তাহা সত্য বলিয়া মনে প্রাণে গ্রহণ না করা পর্যন্ত তোমাদের মুক্তি নাই। তোমাদের এই কার্যই তোমাদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সত্যকে গ্রহণ করিবার দিকে লইয়া যাইবে এবং উহার ফলে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে।

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالاِنْجِيْلِ ـ

"তাহারা সেইসব লোক যাহারা উম্মী নবী ও রাসূলকে অনুসরণ করে–যে রাসূলের পরিচয় তাহারা নিজেদের নিকট (রক্ষিত) তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পাইতেছে।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لاَتُؤْمِنُوْا ـ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً ـ

"তুমি বল–তোমরা ঈমান আন অথবা না আন; উহার (কুরআন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের সম্মুখে যখন উহা (কুরআন মজীদ) তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বিনীতভাবে চিবুক মাটিতে রাখিয়া সিজদা করে আর বলে–আমাদের পরওয়ারদিগার অতি মহান! আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় পূর্ণ হইয়াছে।"

اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً অর্থাৎ আমাদের পরওয়ারদিগার মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের বিষয়ে আমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলেন নিশ্চয় উহা পূর্ণ হইয়াছে।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ـ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ـ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ – اُولٰئِكَ يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَئُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ـ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ

"আমরা উহার (কুরআন মজীদের) পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব প্রদান করিয়াছি, তাহারা উহার প্রতি ঈমান আনে। আর যখন উহা তাহাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা বলে–'আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। নিশ্চয় উহা আমাদের পরওয়ারদিগারের তরফ হইতে আগত সত্য। আমরা উহার আগমনের পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।' তাহাদিগকে তাহাদের সবরের কারণে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হইবে। আর তাহারা অশিষ্টতাকে শিষ্টতা দ্বারা প্রতিরোধ করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিযিক প্রদান করিয়াছি, উহা হইতে তাহারা দান করে।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالاُمِّيِّيْنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ـ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ ـ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

"আর আহলে কিতাব এবং উম্মীদিগকে তুমি বল–'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ?' যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইল। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করা হইতে ফিরিয়া থাকে, তবে তোমার উপর শুধু আমার কথা পৌঁছাইবার দায়িত্ব রহিয়াছে। অনন্তর আল্লাহ্ বান্দাদিগকে দেখিতেছেন।"

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ আর যাহারা উহার প্রতি কুফর করে, তাহারা মহা-ক্ষতিগ্রস্ত।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ "আর বিভিন্নদলের যাহারা উহার প্রতি কুফর করিবে, আগুন তাহাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি।"

এইরূপ সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'যেই সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই সত্তার কসম করিয়া বলিতেছি–ইয়াহুদীই হউক আর নাসারাই হউক এই উম্মতের (সমগ্র মানব জাতির) কাহারও কানে আমার আগমনের সংবাদ পৌঁছিবার পর যদি সে আমার প্রতি ঈমান না আনে, তবে তাহাদের দোযখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।'

বনী ইসরাঈলের প্রতি সতর্কবাণী

(١٢٢) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٢٣) وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

১২২. হে বনী ইসরাঈলবৃন্দ! আমি যেই সব নি'আমাত তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি তাহা স্মরণ কর। আর নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে সমগ্র সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করিয়াছিলাম।

১২৩. তোমরা সেই দিনটিকে ভয় কর যেইদিন কেহ কাহারও কোন উপকারে আসিবে না ও কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গৃহীত হইবে না। আর কাহারও সুপারিশ কাজে আসিবে না এবং তাহারা কোনই সাহায্য পাইবে না।

তাফসীর ঃ এই সূরার প্রথমদিকে এই আয়াতদ্বয়ের অনুরূপ দুইটি আয়াত উল্লেখিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত আয়াতদ্বয়ের বক্তব্যের গুরুত্বকে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থলে উহা পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতিকে তাহাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে এবং তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে বলিতেছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে যে কিতাব প্রদান করিয়াছেন, উহাতেই আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী এবং তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সহ তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার নির্দেশ উল্লেখিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–তাহারা যেন সত্য গোপন না করিয়া উহা গ্রহণ করে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া বরং আরব গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং আরব গোত্র শেষ নবীর দানে ধন্য হইল, এই অজুহাতে যেন তাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা না করে।' কারণ, তাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র অনুগ্রহ থাকিবে। পক্ষান্তরে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিবার শাস্তি অতিশয় ভয়াবহ। কোনরূপ হিংসা বা যে কোন কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারা কিয়ামতের দিনে মহা শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। কোন সাহায্যকারী বা সুপারিশকারী সেদিন তাহাদিগকে দোযখের ভয়াবহ শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। অতএব, তাহারা যেন সত্যকে গ্রহণ করিয়া আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সচেষ্ট হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা

(١٢٤) وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

১২৪. আর যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রভু কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, সে তাহা পূর্ণ করিল। নিশ্চয় আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করিব। সে বলিল–এবং আমার সন্তানগণকেও। তিনি বলিলেন, 'আমার এই প্রতিশ্রুতির আওতায় জালিমগণ আসিবে না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও ইয়াহূদী-নাসারাসহ সমগ্র মানব জাতিকে উপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মহান মর্যাদা ও উহার কারণ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে একাধিক কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া উহাতে তাঁহাকে কৃতকার্য পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে ঈমান ও আমলে মানব জাতির ইমাম ও নেতার মহাসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের বংশধরদের জন্যেও উক্ত ইমামত ও নেতৃত্বের মহাসম্মানের জন্যে প্রার্থনা জানাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে কাফির এবং জালিম লোকের আবির্ভাবও ঘটিবে। তাহারা আল্লাহ্র উক্ত প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র হইবে না। অতএব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণীয়ও নহে। লোকে যেন তাহাদিগকে অনুসরণ না করে। ইহাই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ অর্থাৎ–'হে মুহাম্মদ! তুমি মুশরিক ও ইয়াহূদী-নাসারা জাতিসমূহের নিকট ইবরাহীমের কাহিনী বিবৃত কর। আল্লাহ্ ইবরাহীমকে কতগুলি কঠিন আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম উহার সবগুলিতেই কৃতকার্য হইয়াছিল।' মুশরিক, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর

অনুসারী হইবার দাবী করিলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অনুসারী নহে; বরং নবী করীম (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণই হইতেছেন তাঁহার প্রকৃত অনুসারী। মুশরিক, ইয়াহুদী, নাসারা জাতিসমূহের জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى "আর সেই ইবরাহীম যে তাহার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করিয়াছিল।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ـ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল আল্লাহ্র প্রতি অনুগত সত্যানুরাগী ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল তাঁহার (আল্লাহ্র) নিআমাতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি তাহাকে বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং সরল পথ দেখাইয়াছিলেন। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছি এবং আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। অনন্তর আমি তোমার নিকট এই প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়াছি যে, তুমি ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করো। সে ছিল অনুগত সত্যানুরাগী এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"তূমি বলো– নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ দেখাইয়াছেন। উক্ত পথই হইতেছে সঠিক পথ। উহা ইবরাহীমের পথ। ইবরাহীম ছিল অনুগত সত্যানুরাগী। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তিনি আরো বলিতেছেন ঃ

مَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ইবরাহীম না ছিল ইয়াহুদী আর না ছিল নাসারা; কিন্তু সে ছিল সত্যানুরাগী ও মুসলিম। আর সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নিশ্চয় ইবরাহীমের নিকটতম ব্যক্তিগণ হইতেছে তাহারা যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে আর এই নবী এবং যাহারা (তাঁহার প্রতি) ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।"

শব্দার্থ ঃ كلمة শব্দের অর্থ হইতেছে–বিধান। এইস্থলে উহার তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান দুই প্রকারে বিভক্ত। كلمة শব্দটি উভয় প্রকারের বিধানের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের বিধান প্রাকৃতিক বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ "আর সে (মরিয়াম) স্বীয় প্রতিপালকের বিধানসমূহ এবং কিতাবসমূহকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।"

এইস্থলে كلمة শব্দের তাৎপর্য হইতেছে প্রাকৃতিক বিধানাবলী।

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً "আর তোমার প্রতিপালকের বিধান সত্যতা ও ন্যায্যতা উভয় দিক দিয়া পরিপূর্ণ হইয়াছে।"

এইস্থলে كلمة শব্দটির তাৎপর্য হইতেছে শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান।

শারীআতের মাধ্যমে প্রদত্ত বিধান আবার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ সত্য সংবাদ ও ন্যায্য আদেশ বা নিষেধ। وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ الخ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিধানাবলী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর বিধানাবলী অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধ।

قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিলেন–আমার সকল আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে তোমার পালন করিবার পুরস্কারস্বরূপ আমি তোমাকে দীনী ইমাম বা ধর্মীয় নেতা বানাইব। তুমি মানুষকে আমার দীনের প্রতি আহ্বান জানাইবে এবং মানুষ তোমাকে অনুসরণ করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা কি কি আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে এই বিষয়ে বিভিন্নরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জ সম্পর্কিত নির্দেশাবলীর (المناسك) মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তামীমী ও আবূ ইসহাক সাবীঈ উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্নে তাউস, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে মস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঁচটি এবং দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট পাঁচটি মোট দশটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিধানের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মস্তকের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশগুলি হইতেছে ঃ 'গোঁফ খাটো রাখা, কুলি করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, মিসওয়াক করা ও মাথার চুলে সিঁথি কাটা। দেহের অবশিষ্টাংশের সহিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশগুলি হইতেছে ঃ হাত-পায়ের আঙ্গুলের নখ কাটা, গুপ্ত স্থানের লোম মুণ্ডানো, খতনা করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেলা এবং মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।'

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–'সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, মুজাহিদ, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ সালেহ এবং আবূ জাল্‌দ হইতেও উপরোক্ত রূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–'হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে যে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত রহিয়াছে, উহাও প্রায় অনুরূপ। উক্ত রিওয়ায়েতটি এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– দশটি কার্য মানুষের الفطرة। বা সহজাত প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। যথা গোঁফ খাটো রাখা, দাড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দিয়া নাক সাফ করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরাগুলি ধৌত করা, বগলের লোম তুলিয়া ফেলা; গুপ্তস্থানের লোম মুণ্ডন করা, মলমূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা পরিষ্কার হওয়া (انتقاص الماء) দশম কার্যটি কি তাহা হযরত আয়েশা (রা) ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন–'সম্ভবত উহা হইতেছে কুলি করা।'

ওয়াকী' বলেন ঃ انتقاص الماء। অর্থাৎ মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর উহা নির্গমন স্থান পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।'

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (সুরুচিপূর্ণ প্রবৃত্তি) الفطرة। হইতেছে পাঁচটি ঃ খতনা করা, গুপ্তস্থানের লোম চাঁছিয়া ফেলা, গোঁফ খাটো করা; নখ কাটা এবং বগলের লোম তুলিয়া ফেলা।'

হানাশ ইব্নে আব্দুল্লাহ সুনআনী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন হুরায়রা, ইব্ন লাহীআ, ইব্নে ওয়াহাব, ইউনুস ইব্নে আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেন–আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দশটি আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্য হইতে ছয়টি মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত এবং চারটি হজ্জের সহিত সম্পর্কিত। মানব-দেহের সহিত সম্পর্কিত ছয়টি আদেশ হইতেছে এই ঃ গুপ্ত স্থানের লোম চাঁছিয়া ফেলা ও বগলের লোম তুলিয়া ফেলা, খতনা করা;[১] রাবী ইব্ন হুরায়রা বলেন–'উক্ত তিনটি মিলিয়া দুইটি হইয়াছে।' আর নখ কাটা; গোঁফ খাটো করা; মিসওয়াক করা এবং জুমআর দিনে গোসল করা। হজ্জের সহিত সম্পর্কিত চারটি আদেশ হইতেছে এই ঃ বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো, কংকর নিক্ষেপ করা এবং তাওয়াফে ইফাযা করা।

দাঊদ ইব্নে আবূ হিন্দ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইকরামা বলেন, একদা হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সকল আদেশ-নিষেধের পরীক্ষায় একমাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন। উক্ত পরীক্ষায় তিনি ভিন্ন অন্য কেহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই।' তাই হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ আমি (ইকরামা) প্রশ্ন করিলাম–'যে সকল আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন,

---

[১] الدر المنثور। গ্রন্থে এইস্থলে 'অথবা খতনা করা'–এইরূপ কথা উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত বর্ণনা অনুসারে প্রথম প্রকারের ছয়টি আদেশই রিওয়ায়েতে উল্লেখিত পাওয়া যায়। ইব্ন আবূ হাতিমের আলোচ্য রিওয়ায়েতে উল্লেখিত প্রথম প্রকারের আদেশসমূহের সংখ্যা ছয়টির অধিক দেখা যায়।

সেইগুলো কি কি? তিনি বলিলেন–ইসলাম ত্রিশটি অঙ্গ অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ লইয়া গঠিত। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইসলামের সেই ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা মু'মিনূনের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে (অর্থাৎ নয়টি আয়াতে) এবং সূরা মা'আরিজের কয়েকটি আয়াতে যথা–

اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ - اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ دَائِمُوْنَ - الى قوله تعالى - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ -

উক্ত ত্রিশটি আদেশ-নিষেধের মধ্য হইতে দশটি আদেশ-নিষেধ সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ - الى اخر الاية। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সকল আদেশ-নিষেধই পালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্যে দোযখ হইতে মুক্তি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।'

হাকাম, ইমাম আবূ জা'ফর ইব্নে জারীর এবং ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী দাউদ ইব্ন আবী হিন্দ হইতে পূর্বোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং বিভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যে সকল বিষয় الكلمات।-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং যে সকল বিষয় তিনি পরিপূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন, সেইগুলি হইতেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে নির্দেশ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বীয় জাতিকে পরিত্যাগ করা; বাদশাহ নমরূদের নিকট তাঁহার ইসলামের তাবলীগ করা এবং সাহসিকতার সহিত তাঁহার যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করা; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে বরণ করিয়া লওয়া; আল্লাহ্র তরফ হইতে নির্দেশ আসিবার পর তাঁহার সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে হিজরত করা; আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে জান-মাল দিয়া অতিথি সেবা করা; এবং আল্লাহ্র নির্দেশে স্বীয় পুত্রকে যবেহ করা।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কার্যসমূহ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করিবার জন্যে তাঁহাকে মনোনীত করিয়া এই আদেশ করিলেন– اسلم। (আমার নিকট আত্মসমর্পণ করো)। তিনি মানুষের পক্ষ হইতে

আগত বিরোধিতা ও নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে বলিলেন- أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ (আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।')

হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রজা, ইসমাঈল ইব্‌ন আলীয়া, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইমাম ইব্‌নে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নক্ষত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে চন্দ্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে হিজরতের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে খতনার মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যে তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।'

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরীঈ, বিশর ইব্‌ন মু'আয ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হাসান বসরী বলিতেন-আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে বিষয়ের মাধ্যমেই পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি উহাতেই কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতিপালক প্রভু চিরঞ্জীব ও অনন্ত। যে সত্তা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি মিথ্যা মা'বূদ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সেই সত্তার দিকে মুখ করিয়াছেন। আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিজরতের আদেশের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে স্বীয় জন্মভূমি ও স্বীয় জাতিকে ত্যাগ করিয়া সিরিয়ায় চলিয়া যান। তাঁহার হিজরতের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আগুনের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার পুত্রকে যবেহ করিতে আদেশ করিবার মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে খত্‌নার নির্দেশ দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি উহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক রাবী (নাম উহ্য রহিয়াছে), মুআম্মার ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হাসান বসরী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার পুত্রের যবেহ, আগুন, নক্ষত্র, চন্দ্র এবং সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হিলাল, সালেম ইব্‌ন তায়বাকু ইব্‌ন বিশার ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁহাকে ধৈর্যশীল ও সত্যের প্রতি অবিচল পাইয়াছিলেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা

করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে একটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (তিনি বলেন–নিশ্চয় আমি তোমাকে মানুষের জন্যে ইমাম বানাইব।)

উহাদের মধ্য হইতে আরেকটি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ "আর সেই সময়টি স্মরণ-যোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ (গাঁথিয়া) উচ্চ করিতেছিল।"

উহাদের মধ্য হইতে কয়েকটি হইতেছে ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি প্রদত্ত হজ্জ সম্পর্কিত আদেশ; হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে নির্ধারিত স্থান; বায়তুল্লাহ্ শরীফের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অধিবাসীদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার রিযিক দান এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দীনসহ প্রেরণ করা। এই বিষয়গুলো কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত রহিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ, উরায়কা, শাবাবাহ, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন 'আমি তোমাকে একটি বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিব। উহা কি হইবে বলো? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তুমি কি আমাকে লোকদের ইমাম বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–তবে জালিমগণ (অর্থাৎ কাফিরগণ) আমার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র নহে। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তুমি কি কা'বা ঘরকে লোকদের জন্যে পুণ্যস্থান বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আর উহাকে শান্তি নিকেতন বানাইবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আর আমাদের দুইজনকে (অর্থাৎ–পিতা-পুত্রকে) তোমার প্রতি অনুগত বানাইবে এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–মক্কার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিবে তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিবে? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'হ্যাঁ।' রাবী ইব্নে আবূ নাজীহ বলেন–'উক্ত রিওয়ায়েত আমি ইকরামার নিকট হইতে শুনিয়া উহা মুজাহিদের নিকট উপস্থাপন করিলে তিনি উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেন না।' ইমাম ইব্ন জারীর উহা 'মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ' এই ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং একাধিক অধস্তন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্নে আবূ নাজীহ ও সুফিয়ান ছাওরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন–'আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছেন, উহার বর্ণনা আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে রহিয়াছে ঃ

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِیْ ۔ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِيْنَ

রবী' ইব্ন আনাস হইতে আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন– আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে উহার বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا "নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্য ইমাম বানাইব।"

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا "আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য মিলনভূমি ও শান্তি-নিকেতন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম।"

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى "আর তোমার ইবরাহীমের অবস্থান স্থল-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাও।"

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম-তোমরা উভয়ে আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তিকাফকারীদের জন্যে, রুকূকারীদের জন্যে এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখো।"

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ "আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ উঁচু করিতেছিল।"

সুদ্দী বলেন-আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে উহাদের বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ ۔

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের দোআ কবূল কর; নিশ্চয় তুমি শ্রবণশীল, প্রজ্ঞাবান। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আর আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিও। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! অনন্তর তুমি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইও।"

ইমাম কুরতুবী বলেন-'ইমাম মালিকের মুআত্তা এবং অন্যান্য গ্রন্থে ইয়াহিয়া ইব্‌নে সাঈদ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যেব বলেন-সর্বপ্রথম খতনা করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথি সেবা করেন, তিনিই সর্বপ্রথম নখ কাটেন, তিনিই সর্বপ্রথম গোঁফ খাটো করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথম বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন। তিনি (স্বীয় মস্তকে) বার্ধক্যের চিহ্ন দেখিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিলেন-হে প্রভু! ইহা কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-ইহা সম্মানের প্রতীক। তিনি আরয করিলেন-হে প্রভু! আমাকে আরও সম্মান দান কর।

ইবরাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র সা'দ ও ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করিয়াছেন-সর্বপ্রথম মিম্বরের দাঁড়াইয়া খুৎবা প্রদান করেন হযরত ইবরাহীম (আ)। জনৈক ব্যক্তি (নাম উহ্য রহিয়াছে) বলেন-'সর্বপ্রথম প্রতিনিধি প্রেরণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ)।

তিনিই সর্বপ্রথম তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেন (অর্থাৎ জিহাদ করেন)। তিনিই সর্বপ্রথম মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন।'

হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–আমি মিম্বর ব্যবহার করিলে কি অন্যায়? আমার পিতা ইবরাহীমও ইতিপূর্বে ইহা করিয়াছেন। আর আমি লাঠি ব্যবহার করিলে কি ক্ষতি? আমার পিতা ইবরাহীমও ইতিপূর্বে লাঠি ব্যবহার করিয়াছেন।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–উপরোক্ত হাদীস সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম কুরতুবী উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের বর্ণনা শেষ করিবার পর উহাতে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে শরীআতে কি কি বিধান রহিয়াছে এবং শরীআতে উহাদের স্থান কোথায় তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর বলেন–'আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যার সবগুলি অথবা উহাদের যে কোনো একটি সহীহ্ ও সঠিক হইতে পারে। সহীহ্ হাদীস অথবা সর্বসম্মত অভিমত (اجماع)-এর সাহায্য ব্যতীত উহাদের কোন একটি ব্যাখ্যাকে নির্দিষ্ট করিয়া সহীহ্ ও সঠিক বলা যায় না। বস্তুত, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের কোনটিই এক বা একাধিক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র একজন রাবী অথবা একাধিক স্বল্প সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস (خبر واحد)-এর উপর আমল করা ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে বিপুল সংখ্যক রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব।'

ইমাম ইব্নে জারীর অতঃপর বলেন–'অবশ্য নবী করীম (সা) হইতে এইরূপ দুইটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে যাহা সহীহ্ হইলে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে বিবেচিত হইতে পারিত। রিওয়ায়েত দুইটির একটি হইতেছে এই ঃ

হযরত সাহল ইব্ন মুআয ইব্ন আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকসূত্রে যাবান ইব্ন ফায়েদ, রাশিদ ইব্ন সা'দ ও আবূ কুরায়ব আমার (ইমাম ইব্ন জারীর) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন–নবী করীম (সা) বলিতেন–আমি কি তোমাদিগকে বলিব, কেন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় خليل (ঘনিষ্ঠ বন্ধু) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন? কোন্ ইবরাহীম? যিনি সকল বাঞ্ছিত কঠিন কর্তব্য সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার স্বীয় 'খলীল' নামে অভিহিত করিবার কারণ এই যে, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ اللهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُسْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

"তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়া থাকে। আর তোমার রাত্রিতে এবং দ্বিপ্রহরে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।"

আরেকটি রিওয়ায়েত হইতেছে এই ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, জা'ফর ইব্‌ন জুবায়র, ইসমাঈল, আতিয়্যা, হাসান ও আবূ কুরায়েবের সূত্রে আমার (ইব্‌ন জারীরের) নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন- وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে বলিয়াছেন-'ইবরাহীম পূর্ণ করিয়াছিল।' তোমরা কি বলিতে পার ইবরাহীম (আ) কি পূর্ণ করিয়াছিলেন? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। নবী করীম (সা) বলিলেন-তিনি প্রতিদিন দিনের বেলায় চারি রাকাত নামায আদায় করিতেন। উহাই তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি আদমও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উপরোক্ত রাবী জা'ফর ইব্‌ন জুবায়র হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং জা'ফর ইব্‌ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ, ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং আব্‌দ ইব্‌ন হামিদের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতদ্বয় উল্লেখ করিবার পর উহাকে দুর্বল রিওয়ায়েত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-'উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের দুর্বলতাকে উল্লেখ না করিয়া উহাকে শুধু বর্ণনা করা জায়েয নহে। উহা কয়েক দিক দিয়া দুর্বল। উহার সনদদ্বয়ের প্রতিটি সনদেই একাধিক দুর্বল রাবী রহিয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয়ের বক্তব্য বিষয়সমূহও এইরূপ যদ্দ্বরা প্রমাণিত হয় যে, উহা দুর্বল রিওয়ায়েত। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।'

অতঃপর ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ঃ 'যদি কেহ বলে যে, মুজাহিদ, আবূ সালেহ ও রবী' ইব্‌ন আনাস আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা অন্যান্য তাফসীরকার কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সহীহ, তবে তাহার কথা উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে সকল বিষয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এবং উহাদের অনুরূপ আয়াতসমূহে সেই সকল বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেমন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا "আমি নিশ্চয় তোমাকে মানুষের জন্যে ইমাম বানাইব।"

কিংবা,

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলাম, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তেকাফকারীদের জন্যে, রুকূ'কারীদের জন্যে এবং সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত দুইটি অভিমতের মধ্য হইতে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর শক্তিশালী। এতদ্‌সম্পর্কিত তাঁহার প্রথম অভিমতটি এই যে, 'আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেখিত বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার সব কয়টিই অথবা উহাদের যে কোন একটি সহীহ ও সঠিক হইতে পারে। তবে নির্দিষ্ট

কোন ব্যাখ্যাকে সহীহ্ ও সঠিক বলিয়া অভিহিত করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।' এতদ্সম্পর্কিত তাঁহার দ্বিতীয় অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াতের মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যাই অধিকতর সহীহ্ ও সঠিক।' বস্তুত, আলোচ্য আয়াতের গ্রন্থি-অবস্থিতি (سَيَاق وسبق) দ্বারা বুঝা যায়, মুজাহিদ প্রমুখ কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ভিন্ন উহার অন্যরূপ সহীহ্ ও সঠিক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِى قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইবার পর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন, তাঁহার পর তিনি যেন তাঁহার বংশধরদের মধ্যে হইতেও ইমাম নিযুক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিলেন। তবে তাঁহাকে ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম অর্থাৎ কাফির লোকও জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা তাঁহার উক্ত প্রতিশ্রুতির আওতায় পড়িবে না এবং তাহাদিগকে তিনি ইমামতের সম্মান দান করিবেন না। অতএব তাহারা লোকদের জন্যে অনুসরণযোগ্য হইবে না।' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত দোয়া যে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করিয়াছিলেন, 'সূরা 'আনকাবূত'-এর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ (আর আমি তাহার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্যে নবূওত ও কিতাবকে ন্যস্ত করিয়াছি।)

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর আল্লাহ্ তা'আলা যত নবী প্রেরণ করিয়াছেন এবং যত কিতাব নাযিল করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এবং উহাদের সবগুলিকেই তাঁহার বংশধরদের মধ্যে ন্যস্ত করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে খাসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قَالَ لَايَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ তোমার বংশে জালিমগণও পয়দা হইবে এবং আমি তাহাদিগকে ইমামতের সম্মানে ভূষিত করিব না। ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন–ঐ আয়াত অর্থাৎ আমি কোন জালিমকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব না।' মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর এবং সুফিয়ানও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসূর, শারীক, মালেক ইব্ন ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন ঃ ' ঐ আয়াত অর্থাৎ বংশধরদের মধ্য হইতে যাহারা নেককার ও যোগ্য হইবে, আমি তাহাদিগকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। কিন্তু যাহারা জালিম হইবে তাহাদের নিকট আমার এই প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না।' মুজাহিদ বলেন–এইস্থলে কোন নির্দিষ্ট নিআমতের প্রতিশ্রুতি উল্লেখিত হয় নাই। উহা যে কোনরূপ নিআমতেরই প্রতিশ্রুতি হইতে পারে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ 'ঐ আয়াত অর্থাৎ কোন মুশরিক ব্যক্তি ইমাম হইতে পারিবে না।' ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন–'পরওয়াদেগার! আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও কিছু লোককে ইমাম বানাইও।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার কোন জালিম বংশধরকে ইমাম বানাইবেন না।' আতা বলেন– 'عهد অর্থাৎ বিষয়।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক ইব্ন হারব, ইসমাঈল ফরিয়াবী, আমর ইব্ন ছাওর কায়সারী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন-নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইব। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন জানাইলেন-'আমার বংশধরদের মধ্য হইতে কিছু লোককেও ইমাম বানাইও।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আবেদনকে নামঞ্জুর করিয়া বলিলেন-'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমগণ পর্যন্ত পৌঁছিবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই সংবাদ দিলেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম লোকও জন্মিবে। তাহারা আল্লাহ্‌র খলীলের বংশধর হইলেও যেহেতু তাহারা জালিম, তাই তাহারা ইমামত বা অনুরূপ কোন নি'আমাত লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তাঁহার বংশে নেককার যোগ্য লোকও জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহাদের বিষয়ে তাঁহার দোয়া কবূল হইল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে মানব জাতির ইমাম বানাইবেন।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ 'জালিমদের বিষয়ে আমার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি এইরূপ কোন নির্দেশ নাই যাহা তোমাকে পালন করিতে হইবে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুসলিম আল আ'ওয়ার, ইসরাঈল, আব্দুর রহমান ইব্ন আব্দুল্লাহ, ইসহাক ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুতি নাই। আর যদি তুমি তাহাদিগকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকো, তবে উহা ভঙ্গ করো।' মুজাহিদ, আতা এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

আন্তারা হইতে ধারাবাহিকভাবে তৎপুত্র হারূন ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আন্তারা বলেন ঃ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমের বিষয়ে আমার কোন প্রতিশ্রুতি নাই। কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলেন-لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমের জন্যে আখিরাতের নিআমতের বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি নাই। জালিম আখিরাতে আল্লাহ্‌র কোন নি'আমাত পাইবে না। তবে দুনিয়াতে সেও আল্লাহ্‌র নি'আমাত ভোগ করিতে পারিবে। এই কারণেই দুনিয়াতে সে নিরাপদ থাকে, আহার পায় এবং জীবিত থাকে।' ইবরাহীম নাখঈ, আতা, হাসান এবং ইকরামাও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন- لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের জন্যে আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কিত কোন প্রতিশ্রুতি নাই। তাহারা আল্লাহ্‌র দীন লাভ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ - وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ

'আর আমি তাহার (ইবরাহীমের) প্রতি এবং ইসহাকের প্রতি বরকত নাযিল করিয়াছি। তাহাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে নেককার এবং প্রকাশ্য আত্মপীড়ক উভয় শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে।'

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সকল বংশধরই হক ও সত্যের অনুসারী নহে। আবুল আলীয়া, আতা এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

যিহাক হইতে জুওয়াইবির বর্ণনা করিয়াছেন যে, لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আমার কোন শত্রু আমার ইবাদত করিবে না এবং আমার স্নেহভাজন প্রিয় বান্দাই আমার ইবাদত করিবে।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আব্দুর রহমান্ সালমী, সাঈদ ইব্ন উবায়দাহ, আ'মাশ, ওয়াকী', আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ দামেগানী, আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামেদ ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ একমাত্র সৎকার্য বা সৎ আদেশকে অনুসরণ করিতে হইবে। অসৎ কার্য বা অসৎ আদেশকে অনুসরণ করা যাইবে না।

সুদ্দী বলেন– لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমগণের নিকট নবূওত সম্পর্কীয় আমার কোন প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না, তাহারা নবী হইতে পারিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর এবং ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম পূর্বসূরী তাফসীকারগণ কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য আয়াতাংশের যে সকল ব্যাখ্যা তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, উপরে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে প্রত্যক্ষভাবে বলিতেছেন যে, জালিমদের নিকট ইমামত সম্পর্কিত আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি পৌঁছিবে না এবং তাহারা ইমামতের ন্যায় মহা নি'আমাত লাভ করিতে পারিবে না। অন্যদিকে তিনি পরোক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাঁহার বংশধরদের মধ্যে জালিম লোকও জন্ম নিবে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন খুআয়য মিনদাদ মালেকী বলেন–জালিম ব্যক্তি খলীফা, শাসনকর্তা, মুফতী, সাক্ষী এবং রাবী–ইহাদের কোনটিই হইবার যোগ্য নহে।

বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ط وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ط

১২৫. আর যখন আমি কা'বা ঘরকে মানুষের জন্য পুণ্যতীর্থ ও নিরাপদাগার বানাইয়াছি; অনন্তর মাকামে ইবরাহীমকে তোমরা সালাতের স্থান বানাও।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ লোকেরা এখানে বারবার আসা-যাওয়া করিবে। তাহারা একবার এখানে আসিবে এবং এখান হইতে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর আবার তাহারা এখানে আসিবে।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ 'লোকজন এখানে সমবেত হইবে।' উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটি ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মুসলিম, ইসরাঈল, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রজা, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা এখানে সমবেত হইবে। অতঃপর তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন–আবুল আলীয়া, এক রিওয়ায়েত অনুসারে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আতা, মুজাহিদ, হাসান, আতিয়্যা, রবী' ইব্ন আনাস এবং যিহাক হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

উবাদাহ ইব্ন আবূ লুবাবা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর (আওযায়ী), ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম, আব্দুল করীম ইব্ন আবূ উমায়র ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উবাদা ইব্ন আবূ লুবাবা বলেন ঃ কেহ এখানে একবার আসিয়া মনে করিবে না যে, তাহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এখানে আবার আসিবার প্রয়োজন নাই। বরং লোকেরা এখানে বারবার আসিবে এবং বারবার উপকৃত হইবে।

ইব্ন যায়দ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ বলেন ঃ 'পৃথিবীর সকল অঞ্চল হইতে লোকেরা এখানে সমবেত হইবে।'

ইমাম কুরতুবী জনৈক কবির দুইটি চরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে কা'বা শরীফের مَثَابَةً لِّلنَّاسِ (লোকদের জন্য মিলন-স্থান) হইবার তাৎপর্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। কবি বলেন ঃ

جعل البيت مثابا لهم
ليس منه الدهر يقضون الوطر

"আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরকে লোকদের জন্য মিলন-ভূমি বানাইয়াছেন। তাহারা যুগ যুগ ধরিয়া উহার নিকট আসিবার পরও উহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে না।"

ইকরামা, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী এবং এক রিওয়ায়েত অনুসারে সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ লোকদের সমবেত ও একত্রিত হইবার স্থান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وامنا অর্থাৎ 'লোকদের জন্য শান্তি নিকেতন।' আবুল আলীয়া হইতে

ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ وامنا অর্থাৎ শত্রু হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবার স্থান। এই স্থানে কোনরূপ অস্ত্র আনয়ন করা নিষিদ্ধ।' আবুল আলীয়া আরও বলেন–'জাহেলী যুগে দূর-দুরান্ত হইতে লোকেরা কা'বা ঘরের দিকে ছুটিয়া আসিত। এখানে তাহারা নিরাপদ থাকিত। এমনকি কেহ কাহাকে গালিও দিত না।' মুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাহারা বলেন– وامنا অর্থাৎ যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে।'

উপরে আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের তাৎপর্য এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা শরীফের প্রাকৃতিক ও শরীআত কর্তৃক প্রদত্ত সম্মান এবং মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কা'বা শরীফের সহিত মানুষের আত্মার নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে। লোকেরা যুগ যুগ ধরিয়া দূর-দূরান্ত হইতে প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া একত্রিত হইতেছে এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটাইতেছে। কা'বা শরীফের নিকট লোকদের এই প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই–যাইবার নহে। উহার নিকট তাহাদের প্রয়োজন চিরকাল থাকিবে। কা'বা শরীফের এইরূপ সম্মান ও ফযীলত কেন? উহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কা'বা শরীফকে এইরূপ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিবার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন পেশ করিয়াছিলেন ঃ

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

(হে আমাদের পরওয়ারদিগার!) অনন্তর, তুমি কিছুসংখ্যক লোকের অন্তরকে তাহাদের (মক্কাবাসীদের) দিকে লইয়া আসো। আর তুমি তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান কর। আশা করা যায়, তাহারা শোকর আদায় করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরও আবেদন জানাইয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (প্রভু হে! আর তুমি আমার দোআ কবূল কর।)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। তাই যুগ-যুগ ধরিয়া মানুষ দূর-দূরান্ত হইতে কা'বার নিকট আসিতেছে এবং আসিতে থাকিবে। কা'বা শরীফের আরেকটি সম্মান ও ফযীলত এই যে, উহা মানুষকে নিরাপত্তা দান করে। উহাতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে, ইতিপূর্বে যে অপরাধই করিয়া থাকুক না কেন, সে নিরাপদ থাকে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন–'জাহেলী যুগেও কেহ কা'বা ঘর বা উহার পার্শ্বে স্বীয় পিতা বা ভ্রাতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইয়াও তাহাকে কিছু বলিত না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আল্লাহ্ সম্মানিত ঘর কা'বাকে লোকদের জন্যে নিরাপদ স্থান বানাইয়াছেন। যাহারা উহাতে অবস্থান করে, আল্লাহ্ উহার সম্মানের কারণে তাহাদিগকে বিপদমুক্ত রাখেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–মানুষ যদি এই ঘরে আসিয়া হজ্জ না করিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা যমীনের জন্যে

আসমানের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন। (অর্থাৎ যমীনের বাসিন্দাদের প্রতি রহমতের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতেন।)

কা'বা ঘর উপরোক্ত সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী হইয়াছে শুধু উহার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ بَوَّانَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ দিয়ছিলাম যে, তুমি কোন কিছুকে আমার সহিত শরীক ঠাওরাইও না, কা'বা ঘরের অঞ্চলকে তাহার বসবাসের স্থান বানাইয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ - فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ - وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا -

(মানুষের ইবাদতের জন্যে সর্বপ্রথম নির্মিত ঘর হইতেছে মক্কায় অবস্থিত ঘর। উহা বরকতময় ও সমগ্র জগদ্বাসীর জন্যে পথ নির্দেশক। উহাতে অনেক স্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে। মাকামে ইবরাহীম এইরূপ একটি নিদর্শন। যে ব্যক্তি উহাতে (উক্ত ঘরে) প্রবেশ করিবে, সে নিরাপত্তা লাভ করিবে।)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাকামে ইবরাহীম' এ নামায আদায় করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে নির্দেশ দিতেছেন। বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا - وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

(আর তোমরা মাকামে ইব্রাহীমের যে কোন অংশকে নামায আদায় করিবার স্থান বানাইও।)

মাকামে ইবরাহীম (مقام ابراهيم) কোন্ স্থান? এই বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, আবূ খল্‌ফ (আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ঈসা), আমর ইব্‌ন শাব্বা নুমায়রী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'মাকামে ইবরাহীম হইতেছে সমগ্র হারাম শরীফ এলাকা।' মুজাহিদ এবং আতা হইতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ্ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আমি আতার নিকট وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশে উল্লেখিত 'মাকামে ইবরাহীম' কোন্ স্থান তাহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশে উল্লেখিত মাকামে ইবরাহীম হইতেছে মসজিদের (অর্থাৎ মাসজিদুল হারামের) অন্তর্গত এই মাকামে ইবরাহীম। তবে অন্যত্র উল্লেখিত 'মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন যে, উহা হইতেছে হজ্জের সমুদয় কার্য। রাবী ইব্‌ন জুরায়জ বলেন—অতঃপর আতা আমার নিকট হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কথার এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিলেন ঃ 'হজ্জের কার্যসমূহ (মাকামে ইবরাহীম) হইতেছে এই ঃ আরাফাতের

ময়দানে অবস্থান করা, আরাফাতের ময়দানে দুই রাকাআত নামায আদায় করা, কা'বা ঘর তওয়াফ করা, মিনায় কুরবানী করা, কংকর নিক্ষেপ করা এবং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো।' আমি (ইব্ন জুরায়জ) তাহার (আতার) নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম–হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিজেই কি উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন–'না' তিনি নিজেই উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন مَقَامُ اِبْرَاهِيْمَ اَلْحَجُّ كُلُّهٗ (হজ্জের সকল কার্যই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–উহা কি আপনি স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন–হ্যাঁ; আমি উহা স্বয়ং তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি।'

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (কা'বা ঘরের পার্শ্বে সংরক্ষিত) কালো পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে রহমত বানাইয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হাতে পাথর উঠাইয়া দিতেন আর হযরত ইবরাহীম (আ) উহার (কালো পাথরটির) উপর দাঁড়াইয়া কা'বা ঘরের দেওয়ালে গাঁথিতেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র আরও বলেন–কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাথরের উপর বসিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় মস্তক ধৌত করিতেন। কিন্তু, উক্ত ধারণা সঠিক নহে। তিনি উহার উপর বসিয়া স্বীয় মস্তক ধৌত করিলে নিশ্চয় উহার বিভিন্ন দিকে তাঁহার পায়ের দাগ পড়িত।

সুদ্দী বলেন ঃ কালো পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর স্ত্রী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে উহার উপর বসাইয়া তাঁহার মাথা ধোয়াইয়া দিতেন। ইমাম কুরতুবী সুদ্দীর উপরোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উহাকে দুর্বল উক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি সুদ্দীর অভিমত ভিন্ন অন্য অভিমতকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম রাযী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস হইতে সুদ্দীর অভিমতের অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, ইব্ন জুরায়জ, আবদুল ওয়াহাব ইব্ন আতা, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাবাহ ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) নবী করীম (সা)-এর হজ্জের বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে বলেন–নবী করীম (সা)-এর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে হযরত উমর (রা) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, ইহাই কি আমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর মাকাম? নবী করীম (সা) বলিলেন–হ্যাঁ; ইহাই আমাদের পিতার মাকাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন–আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى -

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মায়সারাহ, আবূ ইসহাক, যাকারিয়া, আবূ উসামাহ ও উসমান ইব্ন আবূ শাবাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম–হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাই কি আমাদের প্রভুর খলীলের

মাকাম? তিনি বলিলেন—হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন—আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন মায়মূন, আবূ ইসহাক, যাকারিয়া ইব্ন আবূ যায়দাহ, মাসরূক ইব্ন মারযাবান, গায়লান ইব্ন আবদুস সামাদ, দালাজ ইব্ন আহমদ ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন মায়মুন বলেন ঃ হযরত উমর (রা) মাকামে ইব্রাহীমের নিকট দিয়া যাইবার কালে নবী করীম (সা)-কে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি আমাদের প্রভুর খলীলের 'মাকাম'-এ থামিব না? নবী করীম (সা) বলিলেন—হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন—আমরা কি উহাকে নামাযের স্থান বানাইব না? তাঁহার উক্ত প্রশ্নের অল্পক্ষণ পরই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, মালিক ইব্ন আনাস, ওয়ালীদ, হিশাম ইব্ন খালিদ, জুনায়দ, আলী ইব্ন হুসায়ন, আলী ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ক্বাযবীনী ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) যখন 'মাকামে ইবরাহীম'-এর নিকট থামিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা কি সেই মাকামে ইবরাহীম যাহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

নবী করীম (সা) বলিলেন—হ্যাঁ। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ওয়ালীদ বলেন, 'আমি আমার উস্তাদ মালিককে জিজ্ঞাসা করিলাম—উক্ত রিওয়ায়েতে দেখা যাইতেছে যে, মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর উপরোক্ত প্রশ্ন করিবার পূর্বেই وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى এই আয়াতাংশ নাযিল হইয়াছিল। আপনার শায়খ কি উহা ঐরূপেই আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন? আমার উস্তাদ বলিলেন—হ্যাঁ। তিনি উহাকে ঐরূপেই আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত সুস্পষ্টত হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের পূর্বে আলোচ্য আয়াতাংশের নাযিল হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসাঈও উহা উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى সম্পর্কিত পর্বে। বলেন ঃ مَثَابَةً অর্থাৎ—'যে স্থানে লোকে বারংবার আগমন করে।' হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ও মুসাদ্দাদের সূত্রে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি আমার প্রভুর তিনটি বিধান নাযিল হইবার পূর্বেই উহার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। অথবা বলা যায়, তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করিবার পর আমার প্রভু উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমার অভিমতের অনুরূপ বিধান নাযিল করিয়াছেন। প্রথম বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে

আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যদি আপনি 'মাকামে ইবরাহীম'-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাইতেন, তবে ভাল হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

দ্বিতীয় বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে আরয করিলাম–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার গৃহে ভাল ও মন্দ উভয় শ্রেণীর লোকই আগমন করিয়া থাকে। যদি আপনি উম্মাহাতুল মুমিনীনকে পর্দা করিবার নির্দেশ দিতেন, তবে ভাল হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন। তৃতীয় বিষয় ঃ একদা আমি জানিতে পারিলাম যে, নবী করীম (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে তিরস্কার করিয়াছেন। ইহাতে আমি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীদের নিকট গিয়া বলিলাম–'হয় আপনারা নবী করীম (সা)-কে অসন্তুষ্ট করিবার মত কার্য হইতে বিরত থাকিবেন, না হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলের জন্যে আপনাদের পরিবর্তে আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম সহধর্মিণীর ব্যবস্থা করিবেন।' ইহাতে নবী করীম (সা)-এর জনৈকা সহধর্মিণী আমাকে বলিলেন–'হে উমর! নবী করীম (সা) নিজে কি স্বীয় সহধর্মিণীদিগকে উপদেশ দিতে পারেন না যে, তুমি আসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছ?' এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ
قٰنِتٰتٍ تٰئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ـ

তিনি (আল্লাহর রাসূল) তোমাদিগকে তালাক দিলে তাহার পরওয়ারদেগার তোমাদের পরিবর্তে তাঁহাকে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর উত্তম পত্নী দিবেন- যে সকল পত্নী হইবে অনুগতা, মু'মিনা, বিনয়ের সহিত নামায আদায়কারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, বিধবা ও কুমারী।)

ইমাম বুখারী আবার উপরোক্ত রিওয়ায়েত হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আইঊব ও ইব্‌ন আবূ মরিয়ামের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদের সর্বশেষ রাবী ইব্‌ন আবূ মরিয়াম (সাঈদ ইব্‌ন হাকাম) ইমাম বুখারীর উস্তাদ হইলেও এবং উক্ত রিওয়ায়েত তিনি সরাসরি তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া বর্ণনা করিলেও সনদ বর্ণনায় তিনি 'ইব্‌ন আবূ মরিয়াম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' এইরূপ উপরোক্ত সনদ অবিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইমাম বুখারী উহার বর্ণনার ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন সনদের বর্ণনার বেলায় প্রযোজ্য পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। উহার কারণ এই যে, আলোচ্য সনদের অন্যতম রাবী ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ আইঊব গাফেকীর মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রহিয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইমাম আহমদ তাঁহার (ইয়াহিয়ার) সম্বন্ধে বলিয়াছেন–তাহার স্মৃতি-শক্তি দুর্বল ছিল। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। ইমাম বুখারীর উপরোক্ত উস্তাদ ইব্‌ন আবূ মরিয়াম সম্বন্ধে এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইমাম বুখারী ভিন্ন 'সিহ্‌হা সিত্তার' অন্য কোন সংকলক তাহার নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে হাদীস বর্ণনা করেন নাই। তবে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক পরোক্ষভাবে (অপরের মাধ্যমে) তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আনাস (রা), হামীদ, হাশীম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি তিনটি বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিবার পর আমার প্রতিপালক উক্ত তিনটি বিষয়ে আমার অভিমতের অনুরূপ বিধান নাযিল করিয়াছেন। প্রথম বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম–'হে আল্লাহ্র রসূল! যদি আপনি 'মাকামে ইবরাহীম'-এর যে কোন অংশকে নামাযের স্থান বানাইতেন, তবে ভালো হইত।' ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

দ্বিতীয় বিষয় ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম–হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি স্বীয় সহধর্মিণীদিগকে পর্দা করিতে আদেশ দিতেন, তবে ভাল হইত। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করিলেন। তৃতীয় বিষয় ঃ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই নামক মুনাফিক সর্দারের মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা আদায় করিবার জন্যে উপস্থিত হইলে আমি আরয করিলাম–হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি এই মুনাফিক কাফিরের জন্যে নামাযে জানাযা আদায় করিবেন? নবী করীম (সা) বলিলেন–'হে খাত্তাব-পুত্র! আমাকে বাধা দিও না।' ইহার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ (তাহাদের (মুনাফিকদের) মধ্য হইতে কেহ মরিলে তুমি কখনও তাহার জন্যে দোয়া করিও না এবং তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইও না (অর্থাৎ তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দোয়া করিও না)।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ। এইস্থলে কেহ বলিতে পারে, উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতসমূহ পরস্পর বিরোধী। কারণ, উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের একটিতে যে তিনটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যটিতে তাহা ভিন্ন অন্য তিনটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সবগুলি সহীহ হইতে পারে না। বরং উহাদের এক প্রকারের রিওয়ায়েত সহীহ হইলে অন্য সকল প্রকারের রিওয়ায়েত গায়ের সহীহ বা অশুদ্ধ হইবে। তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, উক্ত রিওয়ায়েতসমূহের মধ্য হইতে কোন্ প্রকারের রিওয়ায়েত সহীহ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সবগুলি রিওয়ায়েতই সহীহ। উক্ত রিওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত সবগুলি বিষয়েই আল্লাহ্ তা'আলা বিধান নাযিল করিবার পূর্বেই হযরত উমর (রা) উহার অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত সকল বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সুপ্রমাণিত বিধায় সংখ্যার বিরোধ পরিত্যাজ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞানের অধিকারী।[১]

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর ও ইব্ন জুরায়জ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) কাঁধ দোলাইয়া দৌড়াইয়া তিনবার এবং হাঁটিয়া চারিবার কা'বা ঘর তাওয়াফ করিলেন। তাওয়াফ শেষ করিয়া তিনি মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দাঁড়াইয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

হযরত জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, তৎপুত্র জা'ফর, হাতিম ইব্ন ইসমাঈল, ইউসুফ ইব্ন সালমান ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা)

---

[১] বর্ণনাকারী যেহেতু বিভিন্ন এবং ঘটনাকালও ভিন্ন ভিন্ন তাই সংখ্যার বিভিন্নতা স্বাভাবিক। সকল ঘটনা মিলাইয়া বিষয়ের ভিত্তিতে মোট সংখ্যা নির্ণীত হইবে।

রুকনকে (কা'বা ঘরের ডান পার্শ্বের কোনা) স্পর্শ করিয়া কাঁধ দোলাইয়া দৌড়াইয়া তিনবার এবং হাঁটিয়া চারিবার কা'বা শরীফ তাওয়াফ করিলেন। অতঃপর তিনি মাকামে ইব্রাহীমের নিকট গিয়া এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى

তারপর মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও কা'বা শরীফের মাঝখানে রাখিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। উক্ত হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ মাত্র। পূর্ণ হাদীসটি ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী হাতিম ইব্ন ইসমাঈল হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) কা'বা শরীফ সাতবার তাওয়াফ করিয়া মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকআত নামায আদায় করিয়াছিলেন।

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরটিই হইতেছে মাকামে ইবরাহীম। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কা'বা ঘরের দেওয়াল গাঁথিবার সময়ে উহা উচ্চ হইয়া গেলে হযরত ইসমাঈল (আ) উক্ত পাথরটি তাঁহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন। তিনি উহার উপর দাঁড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিতেন। একদিকের দেওয়াল গাঁথা শেষ হইবার পর তাহারা উহাকে পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের জন্য স্থানান্তরিত করিতেন। এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরখানার উপর দাঁড়াইয়া কা'বা ঘরের সকল দেওয়াল গাঁথিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার ঘটনায় শীঘ্রই বিবৃত হইবে। বিস্তারিত ঘটনাটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে।

উপরোল্লেখিত পাথরখানার উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের দাগ স্পষ্টরূপে দেখা যাইত। ইহা জাহেলী যুগের আরবদের নিকট একটি সুবিদিত বিষয় ছিল। আবূ তালিব তাহার বিখ্যাত লাম অন্ত কবিতায় বলেন ঃ

وموطئى ابراهيم فى الصخر رطبة
على قدميه حافيا غير ناعل

'আর এই প্রস্তর খণ্ডে ইবরাহীমের নগ্ন পদদ্বয়ের চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।'

প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণও উক্ত পাথরের হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ও আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি স্বচক্ষে পাথরখানার উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলি সহ পায়ের পাতার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে মানুষের হাতের ঘষায় ঘষায় চিহ্নগুলি উঠিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্ন যারীঈ, বিশর ইব্ন মুআয ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামায আদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন, উহাতে হাত বুলাইতে বলেন নাই। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ যেরূপে মনগড়া

বিধান বানাইয়া লইয়াছিল, এই উম্মত সেইরূপে মনগড়া বিধান বানাইয়া লইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাকামে ইব্রাহীমের উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের গোড়ালি ও আঙ্গুলের ছাপ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, এই উম্মতের লোকেরা উহাতে হাত বুলাইয়া আসিতেছে। তাহারা উহাতে এত বেশী হাত বুলাইয়াছে যে, তাহাদের হাত বুলাইবার কারণে উক্ত ছাপ উহা হইতে মুছিয়া গিয়াছে।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ পূর্বকালে 'মাকামে ইবরাহীম' কা'বা শরীফের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন ছিল। তখন উহা যে স্থানে ছিল, সে স্থানটি কা'বা শরীফের দরজার দিকে উহার ডানে হিজর নামক স্থানের নিকট অবস্থিত। উহা একটি স্বতন্ত্র স্থান। স্থানটি এখনও লোকদের নিকট নির্দিষ্ট ও পরিচিত। হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিবার পর উহা কা'বা শরীফের দেওয়ালের কাছে উক্ত স্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন; অথবা দেয়ালে গাঁথিতে গাঁথিতে উক্ত স্থানে তাঁহার পৌঁছিবার পর কা'বা শরীফের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং উহা সেখানেই রহিয়া গিয়াছিল। উক্ত স্থান পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌঁছিবার পর যেহেতু কা'বা শরীফের নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই তাওয়াফ শেষ করিবার পর উক্ত স্থানে নামায আদায় করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের যুগে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত উপরোক্ত পাথরখানাকে স্থানান্তরিত করেন। হযরত উমর (রা) ছিলেন সত্য পথপ্রাপ্ত খলীফাগণের অন্যতম। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আমার ইন্তিকালের পর তোমরা দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ করিও। তাহারা হইতেছে-আবূ বকর ও উমর।' হযরত উমর (রা)-এর অভিমতের অনুকূলে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত পাথরের কাছে নামায আদায় করিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উপরোল্লেখিত কারণেই দেখা যায়, সাহাবীগণ তাঁহার উপরোক্ত কার্যে বাধা দেন নাই।

আতা প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন-'উহাকে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরখানাকে সর্বপ্রথম স্থানান্তরিত করেন হযরত উমর (রা)। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আ'রাজ, মুআম্মার ও আব্দুর রায্যাক আরও বর্ণনা করিয়াছেন-'হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক ব্যবহৃত পাথরখানা বর্তমান স্থানে আনয়ন করেন হযরত উমর (রা)।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, দুরাওয়ার্দী, আবূ ছাবিত, আবূ ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল সালমী, কাযী আবূ বকর আহমদ ইব্ন কামিল, আবূ হুসাইন ইব্ন ফযল আল কাত্তান ও হাফিজ আবূ বকর আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন-নবী করীম (সা)-এর যুগে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যুগে 'মাকামে ইবরাহীম' ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল। অতঃপর হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের আমলে উহা স্থানান্তরিত করেন।' উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহের সনদ সহীহ।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ উমর আদানী, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে মাকামে

ইবরাহীম বায়তুল্লাহ্ শরীফের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। হযরত উমর (রা) স্বীয় খিলাফতের আমল وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী সত্ত্বেও উহা স্থানান্তরিত করেন। একদা পানির স্রোত উঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়া দিলে হযরত উমর (রা) আবার সেইখানেই (যে স্থানে তিনি উহাকে রাখিয়াছিলেন) পুনঃস্থাপিত করেন। সুফিয়ান ইব্ন আলীয়া বলেন–হযরত উমর (রা) কর্তৃক স্থানান্তরিত হইবার পূর্বে মাকামে ইবরাহীম কি কা'বা ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল অথবা উহা হইতে পৃথক ছিল কিংবা পৃথক থাকিলে উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ছিল তাহা আমার জানা নাই।'

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত রিওয়ায়েতের মূল রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না তাঁহার সমসাময়িক মক্কাবাসীদের ইমাম ছিলেন। সাহাবী ও তাবেঈগণের উপরোক্ত উক্তিসমূহ মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের বক্তব্যকে সমর্থন করিতেছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্ন মুহাজির, শরীক, আদম (ইব্ন আবী আয়াস), মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহাব ইব্ন আবূ তামাম ইব্ন উমর (আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম) ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন–'হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমরা 'মাকামে ইবরাহীম'-এর পিছনে নামায আদায় করিতাম, তবে ভালো হইত।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى

মুজাহিদ বলেন–'মাকামে ইবরাহীম' তখন কা'বা ঘরের সহিত সংলগ্ন ছিল। নবী করীম (সা) উহা এখনকার স্থানে আনয়ন করিলেন। মুজাহিদ আরও বলেন–কখনও কখনও এইরূপ ঘটিত যে, হযরত উমর (রা) কোন বিষয়ে একটি অভিমত প্রকাশ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অভিমতের অনুরূপ বিধানসহ আয়াত নাযিল করিতেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ বিচ্ছিন্ন। কারণ, হযরত উমর (রা)-এর সহিত মুজাহিদের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। এমতাবস্থায় মুজাহিদ উক্ত রিওয়ায়েত সরাসরি হযরত উমর (রা)-এর নিকট শুনেন নাই; বরং তিনি উহা অন্য কোন রাবীর নিকট শুনিয়াছেন। অথচ সনদে তিনি তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত রিওয়ায়েতটি ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আ'রাজ, মুআম্মার ও আবদুর রায্যাক কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের বিরোধী। ইতিপূর্বে উল্লেখিত মুজাহিদ হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতে বিবৃত হইয়াছে যে, 'মাকামে ইবরাহীমকে বর্তমান স্থানে সর্বপ্রথম আনিয়াছিলেন হযরত উমর (রা)।' ইমাম আব্দুর রায্যাক কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অপেক্ষা অধিকতর সহীহ। এতদ্ব্যতীত উহা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হয়। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

মক্কা শরীফের মর্যাদা

(١٢٥) وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ
وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ○
(١٢٦) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ
الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ
قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○
(١٢٧) وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○
(١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠
وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১২৫. আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিলাম, ‘আমার ঘর ই‘তেকাফ, তাওয়াফ ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পাক পবিত্র করিয়া রাখ।

১২৬. আর যখন ইবরাহীম বলিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপত্তাদায়ক শহর বানাও এবং যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী উহার সেই সব বাসিন্দাকে ফল ফসলের রিযিক দান কর।’ তিনি বলিলেন, ‘আর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে তাহাকেও স্বল্পকালীন (জীবনের) সুবিধা দান করিয়া অবশেষে তাহাকে দোযখের আযাবে নিক্ষেপ করিব। আর উহা বড়ই খারাপ ঠিকানা।’

১২৭. এবং (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা ঘরের ভিত দাঁড় করাইল, তখন দোয়া করিল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ইহা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।’

১২৮. ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে তোমার ফরমাঁবরদার বানাও ও আমাদের সন্তান-সন্ততিকেও তোমার ফরমাঁবরদার বানাইও। আর আমাদিগকে হজ্জের রীতি-নীতি শিখাও ও আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি অশেষ তওবা কবূলকারী, অসীম মেহেরবান।’

তাফসীর ঃ হাসান বসরী বলেন ঃ وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা কা‘বা ঘরকে অপবিত্র বস্তু ও আবর্জনা হইতে পবিত্র রাখিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইব্ন জুরায়জ বলেন ঃ 'একদা আমি আতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ এই আয়াতাংশের অন্তর্গত عهدنا ক্রিয়াটির অর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন-উহার অর্থ হইতেছে আমি আদেশ দিয়াছিলাম।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ অর্থাৎ অতঃপর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে নির্দেশ দিয়াছিলাম। এই স্থলে عهدنا ক্রিয়ার সহিত اِلٰى অব্যয়টির ব্যবহৃত হওয়া এই কারণে শুদ্ধ হইয়াছে যে, عهدنا ক্রিয়াটির মধ্যে ওহী পাঠানোর অর্থও নিহিত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আয়াতাংশটির তাৎপর্য হইতেছে এই-'আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের প্রতি ওহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে মূর্তি হইতে পবিত্র রাখিও।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে মূর্তি, পাপের কথা, মিথ্যা এবং পাপকার্য হইতে পবিত্র রাখিও।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-উবায়দ ইব্ন উমায়র, আবুল আলীয়া, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা এবং কাতাদাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ অর্থাৎ তোমরা আমার ঘরকে لا اله الا الله (আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই) এই কলেমা দ্বারা শিরক হইতে পবিত্র রাখিও।

للطائفين অর্থাৎ কা'বা ঘরের তাওয়াফকারীদের জন্যে। তাওয়াফের শরীআতী তাৎপর্য সুবিদিত। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ للطائفين অর্থাৎ যাহারা মক্কা ভিন্ন অন্য এলাকা হইতে আসিয়া কা'বা ঘরকে তাওয়াফ করিবে, তাহাদের জন্যে এবং العاكفين। অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীদের জন্যে।

অনুরূপভাবে কাতাদাহ এবং রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ العاكفين। অর্থাৎ মক্কার অধিবাসীগণ।

আতা-হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক ইব্ন আবূ সুলায়মান ও ইয়াহিয়া কাত্তান বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আতা বলিলেন-العاكفين। অর্থাৎ যাহারা অন্য এলাকা হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করে তাহারা। রাবী আব্দুল মালিক বলিলেন-আমরা তো কা'বার প্রতিবেশী। তদুত্তরে আতা বলেন-তোমরাই হইতেছ العاكفين।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আবূ বকর হুযালী ও ওয়াকী' বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন কা'বা ঘরে বসিয়া থাকে ও সেখানে অবস্থান নিয়া ইবাদত করে, তখন তাহাকে العاكف। বলা যায়।

ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমা, মূসা ইব্ন ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমায়রকে বলিলাম-'আমি আমীরকে বলিয়া লোকদিগকে মসজিদুল হারামের মধ্যে নিদ্রা যাওয়া হইতে বিরত রাখিব। কারণ, সেখানে তাহারা নিদ্রারত অবস্থায় স্বপ্নদোষ বা বায়ু

ত্যাগের কারণে উহা অপবিত্র হয়।' ইহাতে আব্দুল্লাহ্ বলিলেন–আপনি এইরূপ করিবেন না। কারণ, একদা ইহাদের সম্বন্ধে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন–ইহারা হইতেছে العاكفون। (ই'তেকাফকারী)। উক্ত রিওয়ায়েত আবদ ইব্ন হামীদও উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে উক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং হাম্মাদ ইব্ন সালামা হইতে সুলাইমান ইব্ন হারবের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) অবিবাহিত অবস্থায় মসজিদে নববীতে নিদ্রা যাইতেন।

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের জন্যে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আবূ বকর হাযলী ও ওয়াকী' বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ অর্থাৎ নামায আদায়কারীগণ। আতা এবং কাতাদাহও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর এখানে فى يومه اربع فى النهار বক্তব্য সম্বলিত হাদীসদ্বয়কে দুর্বল সূত্রের বলিয়াছেন।[১]

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ

وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য এই ঃ 'অনন্তর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিলাম–তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র করো।' আল্লাহ্র ঘরকে পবিত্র করিবার তাৎপর্য হইতেছে উহাকে, মূর্তি, মূর্তিপূজা এবং শিরক হইতে পবিত্র করা। অতঃপর ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–এইস্থলে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে, তবে কি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কা'বা ঘর নির্মাণ করিবাব পূর্বে তথায় অপবিত্র কিছু বিদ্যমান ছিল? উক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। প্রথম উত্তর এই যে, হযরত নূহ (আ)-এর যামানায় কা'বা ঘর মূর্তিপূজা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত মূর্তি ও মূর্তিপূজা হইতে উহাকে পবিত্র করিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে লোকদের জন্যে ইমাম বানাইয়াছিলেন, তাই তাঁহার ইন্তিকালের পর পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁহার অনুসরণে উহাকে মূর্তি, মূর্তিপূজা ও শিরক হইতে পবিত্র করিবে।'

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ আলোচ্য আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ বলেন ঃ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ অর্থাৎ মুশরিকগণ আমার ঘরে যে সকল মূর্তি রাখিয়া উহাদিগকে পূজা করে, সেই সকল মূর্তি ও শিরক হইতে তোমরা উহাকে পবিত্র করো।'

---

[১] মূল পুস্তকে এইস্থলে লিখিত রহিয়াছে ঃ فى يومه اربع فى النهار অবশ্য ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে দুর্বল প্রমাণ করিয়াছেন। উহাদের প্রতিটি সনদেই একাধিক দুর্বল রাবী রহিয়াছে। উক্ত রাবীদ্বয়ের রিওয়ায়েত শুদ্ধ নহে। মূল পুস্তকের টীকায় উপরোক্ত কথাগুলির প্রথমাংশকে অর্থহীন এবং দ্বিতীয়াংশকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে–আল-আযহারের কুতুবখানায় রক্ষিত তাফসীরে ইব্ন কাছীরের সংস্করণে উক্ত কথাগুলি লিখিত নাই।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি–উপরোক্ত ব্যাখ্যায় এই কথা দাবী করা হইয়াছে যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আগমনের পূর্বে কা'বা শরীফে মূর্তিপূজা ও শিরক চলিত'। উক্ত দাবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে উহার সমর্থনে নবী করীম (সা) হইতে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত থাকা প্রয়োজন।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন–উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের উদ্দেশ্যে কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে কা'বা ঘরের নির্মাণের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য শিরক মুক্ত তথা পবিত্র হইবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِىُ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয় ও সন্তুষ্টির উপর উহার (মসজিদের) ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, সে কি উত্তম, না যে ব্যক্তি বিধ্বস্তমুখ শূন্যগর্ভ উপকূলের প্রান্তে উহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে এবং অতঃপর উহা সহ দোযখের আগুনের মধ্যে পতিত হইয়াছে, সে উত্তম? আর আল্লাহ্ জালিম জাতিকে হিদায়েত করেন না।"

সুদ্দী আলোচ্য আয়াতাংশের যে তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। সুদ্দী বলেন ঃ

اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ অর্থাৎ 'তোমরা তাওয়াককারীদের জন্যে আমার ঘরকে নির্মিত কর।'

ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় উত্তর অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে এই ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন, তাহারা যেন একমাত্র আল্লাহ্র নামে এবং একমাত্র তাঁহার সন্তোষের উদ্দেশ্যে তাঁহার ঘরটি নির্মাণ করেন এবং মানুষ উহাতে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাওয়াফ করিবে, ই'তেকাফ করিবে এবং নামায আদায় করিবে। এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমকে এই নির্দেশ দিয়া তাহার জন্যে কা'বা ঘরের এলাকাকে আবাসস্থলরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলাম যে, তুমি আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইও না আর আমার ঘরকে তাওয়াফকারীদের জন্যে, ইবাদতে দণ্ডায়মান লোকদের জন্যে এবং রুকূ ও সিজদাকারীগণের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

কা'বা ঘর তাওয়াফ করা এবং উহার কাছে নামায আদায় করা, এই উভয় ইবাদতের কোন্টি অধিকতর সওয়াবের কাজ তদ্বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক বলেন–'বহিরাগত ব্যক্তিদের জন্যে উহাকে তাওয়াফ করা অধিকতর সওয়াবের কাজ। অন্য ইমামগণ বলেন–'স্থানীয় এবং বহিরাগত উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যেই

উহার কাছে নামায আদায় করা অধিকতর সওয়াবের কাজ।' উক্ত অভিমতদ্বয়ের প্রত্যেকটির দলীল ও যুক্তি ফিকাহর কিতাবসমূহে উল্লেখিত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাহাদের কার্যকে জঘন্য পাপ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। লোকে কা'বা ঘরে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবে-এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দিয়া উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, মুশরিকগণ উহার মধ্যে নানারূপ দেব-দেবীর মূর্তি রাখিয়া উহাদের পূজা করিত। অধিকন্তু, তাহারা তাওহীদ-পন্থী মু'মিনদিগকে উহাতে ইবাদত করিতে বাধা দিত। এইরূপে তাহারা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের দাবী ছিল, ইবরাহীম মুশরিক ও পৌত্তলিক ছিলেন। তাহাদের এই দাবী ছিল মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তাওহীদপন্থী মহাসাধক। পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ্র দীন কায়েম করিবার জন্যে তিনি স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মানুষ কা'বা ঘরে একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দিয়া উহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে তাঁহাদিগকে আদেশ দিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এইরূপ আদেশও দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন উহা তাওহীদপন্থী ইবাদতকারীদের জন্যে পবিত্র রাখে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর নির্মাণের উপরোক্ত ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া মুশরিকদের দাবীকে মিথ্যা এবং তাহাদের কার্যকে জঘন্য পাপ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

এইস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, তাওয়াফ করা, ই'তেকাফ করা এবং নামায আদায় করা-কা'বা ঘরের সহিত এই তিন প্রকারের ইবাদত সম্পর্কিত। এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিবার শাস্তি বর্ণনা করার সঙ্গে উহা নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য ই'তেকাফকে উল্লেখ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, মুশরিকগণই কা'বা ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়াছিল। সূরা হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِىْ
جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ نِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ـ وَمَنْ يُّرِيْدُ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ
نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

"যাহারা কুফ্র করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) আল্লাহ্র পথ ও সেই মসজিদুল হারাম হইতে দূরে রাখিতেছে, যে মসজিদুল হারামকে আমি অবস্থানকারী ও বহিরাগত উভয়ের সমভাবে ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করিয়াছি। আর যদি কেহ উহাতে কুফ্র ও জুলুম করিতে চাহে, তবে আমি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।"

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু কা'বা ঘরের সহিত সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হইতে ই'তেকাফকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাই পরবর্তী আয়াতে তিনি উক্ত তিন প্রকারের ইবাদতের মধ্য হইতে তাওয়াফ ও নামাযকে উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لاَّ تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে কা'বা ঘরের অঞ্চলকে আবাসস্থল রূপে নির্ধারিত করিয়াছিলাম। তাহাকে আদেশ দিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইও না আর আমার ঘর তাওফকারীদের জন্যে, দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদতকারীদের জন্যে এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও।"

আলোচ্য আয়াতে তিনি নামাযে প্রধান তিনটি অঙ্গের মধ্য হইতে মাত্র রুকূ' ও সিজদাকে উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে (আলোচ্য আয়াতে) তিনি কিয়ামকে উল্লেখ করেন নাই। এইস্থলে কিয়ামকে উল্লেখ না করিবার কারণ এই যে, সূরা সিজদাতে তাহা উল্লেখিত হওয়ায় উহার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু, কিয়াম ব্যতীত যে রুকূ' সিজদা হইতে পারে না, তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

তাই মূলত আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের সহিত সম্পর্কিত তিন প্রকারের ইবাদত-তাওয়াফ, ই'তেকাফ এবং নামায-সবগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন।

যে সকল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করে না, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয় স্বীকার করিয়া থাকে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) একজন উচ্চ মর্যাদাশীল নবী ছিলেন। আর তাহারা ভালভাবেই জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা কা'বা ঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল লোক একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তোষের উদ্দেশ্যে উহা তাওয়াফ করিবে, উহাতে ই'তেকাফ করিবে এবং নামায আদায় করিবে। অথচ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ কা'বা ঘরে হজ্জ ও উমরাহ পালন তথা উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের নির্মাণের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতিদ্বয়ের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন। এইরূপে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক, ইয়াহুদী ও নাসারা সকলের কার্যকে নিন্দা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আ) সহ একাধিক নবী কা'বা ঘরে আসিয়া হজ্জ সম্পাদন করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে-'আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলের নিকট ওহী পাঠাইয়া তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম, তোমরা একমাত্র তাওহীদপন্থী মু'মিনদের ইবাদতগাহ হিসাবে আমার ঘরটি নির্মাণ কর। তোমরা উহা তওয়াফকারীদের জন্যে, ইতেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখিও। আমার ঘর তোমরা শিরক ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত রাখিও।

আলোচ্য আয়াত, নিম্নোক্ত আয়াত এবং একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদকে ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি হইতে পবিত্র রাখা জরুরী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ - يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

যেই সকল ঘরকে সম্মান দিতে এবং যেইগুলির মধ্যে তাঁহার নাম যিকির করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, সেইগুলির মধ্যে তাহারাই সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া থাকে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ মসজিদসমূহ সেই উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়া থাকে; যে উদ্দেশ্যে উহা নির্মাণ করা হইয়াছিল।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহান ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদসমূহ নির্মিত হইয়া থাকে।

মসজিদ, উহার ফযীলত এবং এতদসংশ্লিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে আমি (ইব্‌ন কাছীর) স্বতন্ত্র একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত।

কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস

সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, পৃথিবীতে হযরত আদম (আ)-এর আগমনের পূর্বে ফেরেশতাগণ কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। আবূ জা'ফর বাকের মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবীও হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতটি অন্য কোন হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, 'হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন।' আতা, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব প্রমুখ ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ ও আব্দুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'হযরত আদম (আ) পাঁচটি পর্বত হইতে পাথর আনিয়া কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঁচটি পর্বত হইতেছে-হেরা, সিনাই, যায়তা (زيتا), লেবানন এবং জূদী। অবশ্য উক্ত রিওয়ায়েতও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), কা'ব আহবার, কাতাদাহ এবং ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ সর্বপ্রথম কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন হযরত শীছ (আ)।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েতসমূহ সম্ভবত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে। উল্লেখ্য, যতক্ষণ না কোন বিষয় সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়, ততক্ষণ এইরূপ রিওয়ায়েতকে সত্য বা মিথ্যা কোনটিই বলা যায় না। অবশ্য এইরূপ রিওয়ায়েতের সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে উহা অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

অর্থাৎ সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, 'প্রভু হে! তুমি ইহাকে নিরাপদ জনপদ বানাইও আর উহার অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিবে, তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিও।'

এই প্রসঙ্গে হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান ইব্‌ন মাহদী ইব্‌ন বিশার ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র ঘর (কা'বা)-কে সম্মানিত ও নিরাপদ ঘোষণা করিয়াছিলেন আর আমি মদীনা শহর অর্থাৎ উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি। উহাতে শিকার করা এবং উহার কাঁটা-বৃক্ষ কাটা যাইবে না।'

উক্ত হাদীস ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বিশার হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উহা উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ছাওরী হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং সুফিয়ান ছাওরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আহমাদ যুবায়রী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আমর ইব্ন নাকেদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে‘, আশআছ, আব্দুর রহীম রাযী, আবূ কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর এবং উক্ত আশআছ হইতে ইব্ন ইদরীস, আবূ কুরায়ব, আবূ সায়েব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, ‘হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার খলীল (ঘনিষ্ট বন্ধু)। আর আমি হইলাম আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আর আমি সম্মানিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি মদীনা শহরকে। উহার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানের কাঁটা-গাছ কাটা যাইবে না, উহার অভ্যন্তরে প্রাণী শিকার করা যাইবে না এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না। এমনকি উটের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহার কোন গাছপালা কাটা যাইবে না।’

উক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত সনদে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত কোন হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত নাই। তবে উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য-বিষয় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য মাধ্যমে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন–লোকেরা গাছের প্রথম ফলটি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে লইয়া আসিত। নবী করীম (সা) উহা হাতে লইয়া বলিতেন–‘হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দাও, তুমি আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর, তুমি আমাদের সা‘ (الصاع) (চারি সের মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি আমাদের মুদ্দ (المد) (পঞ্চাশ তোলা মাপার পাত্র)-এর মধ্যে বরকত দাও। হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেছেন তোমার বান্দা, তোমার খলীল ও তোমার নবী; আর আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী। হযরত ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন মক্কা নগরীর জন্যে; আর আমি তোমার নিকট দোয়া করিতেছি মদীনার জন্যে। হযরত ইবরাহীম (আ) তোমার নিকট মক্কার জন্যে যতটুকু নি‘আমতের দোয়া করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট মদীনার জন্যে ততটুকু নি‘আমতের এবং তৎসহ উহার সমান নি‘আমাতের (মক্কা শরীফের দ্বিগুণ নি‘আমতের) দোয়া করিতেছি।’ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) কনিষ্ঠতম কিশোরকে ডাকিয়া তাহাকে (অন্য এক রিওয়ায়েত অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত শিশু-কিশোরদের কনিষ্ঠতম কিশোরকে) উহা প্রদান করিতেন। অন্য এক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে–নবী করীম (সা) উহা হাতে লইয়া বলিতেন ঃ ‘হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের শহরে, আমাদের ফলসমূহে, আমাদের ‘মুদ্দ’-এ এবং আমাদের সা‘-এ বরকতের পর বরকত নাযিল কর।’

হযরত রাফে‘ ইব্ন খাদীজ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমার ইব্ন উসমান, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাদ, বিকর ইব্ন মুযার, কুরায়ব ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত ঘোষণা

করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করিতেছি মদীনার প্রস্তরময় দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে (সমগ্র মদীনা শহরকে)।'

উক্ত রিওয়ায়েত 'সিহাহ্ সিত্তা'র সংকলকগণের মধ্য হইতে শুধু ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা উপরোক্ত রাবী কুতায়বা ইব্ন সাঈদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) আবূ তালহাকে বলিলেন–আমার খেদমতের জন্যে তোমাদের একটি কিশোরকে জোগাড় করিয়া আনো। তাই আবূ তালহা আমাকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। অতঃপর নবী করীম (সা) কোথাও যাত্রাবিরতি করিলে আমি তাঁহার খেদমত করিতাম।' এইস্থলে হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা)-এর একটি সফরের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনার একাংশে বলেন–অতঃপর নবী করীম (সা) সম্মুখে চলিলেন। এক সময় পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি বলিলেন–'এই পাহাড় আমাদিগকে ভালবাসে এবং উহাকে আমরা ভালবাসি।' অতঃপর মদীনার সমীপবর্তী হইয়া তিনি বলিলেন–'হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) যে সম্মানে মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের দুই পর্বতের মধ্যে অবস্থিত স্থানকে (মদীনা শহরকে) সেই সম্মানে সম্মানিত করিতেছি। হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে (মদীনাবাসীর জন্যে) তাহাদের 'মুদ্দ' ও 'সা'-এর মধ্যে বরকত দান কর।'

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের অন্য এক রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের পরিমাপের পাত্রসমূহে বরকত দাও, তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের সা' এর মধ্যে বরকত দাও এবং তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের 'মুদ্দ'-এর মধ্যে বরকত দাও।

হযরত আনাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরও বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'হে আল্লাহ্! তুমি মক্কা নগরীতে যে বরকত নাযিল করিয়াছ, মদীনা শহরে উহার দ্বিগুণ বরকত নাযিল কর।'

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) যেভাবে মক্কা নগরীকে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং উহার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি মদীনাকে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি এবং উহার অধিবাসীদের কল্যাণ ও উহার পরিমাপ পাত্র সা' ও মুদ্দের বরকতের জন্য দোয়া করিয়াছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'হযরত ইবরাহীম (আ) যেইরূপে সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছিলেন মক্কা নগরীকে এবং তিনি দোয়া করিয়াছিলেন উহার (মক্কার) অধিবাসীদের জন্যে; আমিও সেইরূপ সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি মদীনা শহরকে আর আমি দোয়া করিয়াছি মদীনা শহরের জন্যে–'উহার সা'-এর বিষয়ে এবং উহার 'মুদ্দ'-এর বিষয়ে। হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কার অধিবাসীদের জন্য যতটুকু (বরকতের) দোয়া করিয়াছিলেন, উহার দ্বিগুণ (বরকতের) দোয়া আমি মদীনার জন্য করিয়াছি।'

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'হে আল্লাহ্! হযরত ইবরাহীম (আ) সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছেন মক্কা নগরীকে; আর আমি সম্মানিত ঘোষণা করিয়াছি মদীনাকে-উহার দুই রণক্ষেত্রের মধ্যবর্তী স্থানকে। উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো যাইবে না, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অস্ত্র বহন করা যাইবে না এবং পশুকে খাওয়াইবার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে উহাতে অবস্থিত কোন গাছের পাতা ছিন্ন করা যাইবে না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের শহরে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের সা'-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের জন্যে আমাদের 'মুদ্দ'-এর মধ্যে বরকত নাযিল কর। হে আল্লাহ্! তুমি একটি বরকতের পর দুইটি বরকত নাযিল কর।'...(অসমাপ্ত)

বিপুলসংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) মদীনা শরীফকে 'হারম' الحرم। (বিশেষ বিধি বিধানের মাধ্যমে সম্মানিত) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যে সকল হাদীসে মদীনা শরীফের হারম হইবার বর্ণনার সহিত হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক মক্কা শরীফের হারম ঘোষিত হইবার বর্ণনা রহিয়াছে, এইস্থলে আমরা শুধু সেই সকল হাদীসই উল্লেখ করিয়াছি। কারণ, আলোচ্য আয়াতের সহিত শুধু উপরোক্তরূপ হাদীসেরই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা একদল আহলে-ইলম প্রমাণ করেন যে, মক্কা শরীফ 'হারম' ঘোষিত হইয়াছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যামানায় তাঁহারই মুখে। কেহ কেহ বলেন-'উহা 'হারম' হইয়াছে পৃথিবী যখন সৃষ্টি হইয়াছে, সেই হইতে।' উক্ত অভিমতই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও শক্তিশালী। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কতগুলি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার কালেই মক্কা নগরীকে হারম করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) বলিলেন-আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিনই এই শহরকে (মক্কা নগীরকে) الحرم। (পবিত্র ও সম্মানিত) করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত 'হুরমত' (সম্মান ও পবিত্রতা)-এর কারণে কিয়ামত পর্যন্ত 'হারম' থাকিবে। উহাতে যুদ্ধ করা আমার পূর্বে কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। আর আমার জন্যেও মাত্র সামান্য সময় উহাতে যুদ্ধ করা হালাল করা হইয়াছিল। আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হুরমাতের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম থাকিবে। উহাতে অবস্থিত কাঁটা-গাছ কাটা যাইবে না; উহাতে অবস্থিত শিকার তাড়ানো যাইবে না; উহাতে পতিত হারানো বস্তু উহার মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহার প্রাপ্তির সংবাদ প্রচার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য কেহ উহা উঠাইতে পারিবে না। আর উহাতে অবস্থিত তৃণ কেহ কাটিতে পারিবে না।' অতঃপর হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্র রাসূল! ইযখির (সুগন্ধ তৃণ বিশেষ) ছাড়া? কেননা উহা লোকদের শিল্পকর্মে এবং গৃহ নির্মাণ-কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' নবী করীম (সা) বলিলেন- ইযখির তৃণ ছাড়া।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিবার পর ইমাম বুখারী বলিয়াছেন-'হযরত সফিয়াহ বিনতে শায়বা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মুসলিম ও ইব্বান ইব্ন সালেহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা)

বলেন–'আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ্ (রা) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা ঐরূপে বিচ্ছিন্ন সনদে (سند معلق) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ্ উক্ত হাদীসকেই অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিম্নোক্তরূপে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সফিয়াহ বিনতে শায়বাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মুসলিম ইব্ন ইয়ানাক, ইব্বান ইব্ন সালেহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ইউনুস ইব্ন বুকায়র, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র ও ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত সফিয়াহ্ বিনতে শায়বাহ (রা) বলেন–আমি নবী করীম (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা দিবার সময় বলিতে শুনিয়াছি–'হে লোক সকল! আল্লাহ্ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সেই দিনই তিনি মক্কা নগরীকে الحرام (পবিত্র ও সম্মানিত) করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত 'হারম' থাকিবে। উহার গাছপালা কাটা যাইবে না; উহার শিকার তাড়ানো যাইবে না এবং উহাতে পড়িয়া থাকা হারানো জিনিস উঠানো যাইবে না; তবে যে ব্যক্তি উহার মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে উহা পাইবার সংবাদ প্রচার করিবে, সে উহা উঠাইতে পারিবে।' নবী করীম (সা)-এর এই ঘোষণা প্রদানের পর হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন–ইযখির তৃণ ব্যতীত? কারণ, উহা ঘর-বাড়ী নির্মাণে এবং কবরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন–ইযখির তৃণ ব্যতীত।

হযরত আবূ শুরায়হ আদাবী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন–আমর ইব্ন সাঈদ যখন যুদ্ধের জন্যে মক্কা নগরীতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম–হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন। আমি নবী করীম (সা)-এর একটি বাণী শুনাই। মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে উহা নিঃসৃত হইয়াছিল, আমার নিজ কর্ণদ্বয় তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছিল, আমার অন্তর উহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং আমার নিজ চক্ষুদ্বয় উহা তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নিঃসৃত হইবার দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম। তাহা এই ঃ "নবী করীম (সা) প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন–'মক্কা নগরীকে কোন মানুষ 'হারম' বলিয়া ঘোষণা করে নাই; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই উহাকে 'হারম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, তাহার জন্যে উহার মধ্যে রক্তপাত ঘটানো নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি উহাতে আল্লাহ্র রাসূলের যুদ্ধ করিবার ঘটনা দ্বারা যুদ্ধ করাকে হালাল বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে তোমরা তাহাকে বলিও, আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু তোমাদিগকে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন নাই।' আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে উহাতে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন, তাহাও মাত্র সামান্য সময়ের জন্যে। উহার হুরমাত গতকাল যেরূপ ছিল, আজ পুনরায় সেইরূপেই ফিরিয়া আসিয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দেয়।" হযরত আবূ শুরায়হ্ (রা) উক্ত ঘটনাকে তাঁহার শিষ্যদের নিকট বর্ণনা করিবার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি আমর ইব্ন সাঈদ-এর নিকট উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর সে আপনাকে কি উত্তর দিয়াছিল? তিনি বলিলেন ঃ আমর ইব্ন সাঈদ বলিল, 'হে আবূ শুরায়হ! এ সম্বন্ধে তোমার অপেক্ষা আমি অধিকতর জ্ঞান রাখি। হারম শরীফ অপরাধী ব্যক্তি, খুনী, পলাতক

আসামী এবং দুষ্কৃতিকারী ইহাদের কাহাকেও আশ্রয় দেয় না।' উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে দুই শ্রেণীর হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এক শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কা নগরী হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে তাঁহার মুখেই 'হারম' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। আরেক শ্রেণীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলাই মক্কা নগরীকে 'হারম' করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, উপরোক্ত দুইরূপ বর্ণনার মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। বস্তুত, মক্কা নগরীকে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে হারম করেন নাই; বরং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলাই মক্কা নগরীকে 'হারম' করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার যুগে আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত বিধান জগদ্বাসীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন মাত্র।

এইস্থলে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাতামুন নাবিয়্যীন হিসাবে নির্দিষ্ট ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে একজন নবী পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ الخ - 'প্রভু হে! আর তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ একজন নবী পাঠাইও...।'

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত দোয়া কবুল করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবীকে পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যে নবীকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে পাঠাইবার বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কবূল করিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন; তিনি হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্র নিকট তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে নির্ধারিত। আল্লাহ্ তা'আলা জানিতেন—ইবরাহীম স্বীয় পুত্র ইসমাঈলের বংশে একজন নবী পাঠাইবার জন্যে তাঁহার নিকট দোয়া করিবে এবং তিনি উহা কবূল করিবেন। তদনুসারে তিনি হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে নবী হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই নবী করীম (সা)-এর নবী হিসাবে নির্ধারিত থাকা এবং তাহাকে পাঠাইবার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া করা ও উহা কবূল হওয়া, এই সবের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই। অনুরূপভাবে বলা যায়, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টির সময়েই আল্লাহ্র নিকট মক্কা নগরীর 'হারম' হিসাবে নির্ধারিত থাকা এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগে তাঁহার মুখে উহার 'হারম' হইবার বিষয় ঘোষিত হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ বা পরস্পর বিরোধিতা নাই।

উপরে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে যে নবী পাঠাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) ছিলেন সেই নবী। এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা সাহাবীগণ আরয করিল—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আবির্ভাব সম্পর্কিত ঘটনা আমাদিগকে জ্ঞাত করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন—'আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল ও হযরত

ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের পরিণতি। আমার মা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়া) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়া ফেলিল।' উক্ত বাণীর এই অংশটিরই আলোকিত হইবে।

এইস্থলে একটি বিষয় অনালোচিত থাকিয়া যাইতেছে। উহা হইতেছে এই ঃ মক্কা নগরী এবং মদীনা শহর– এই পবিত্র ও বিশেষ সম্মানে সম্মানিত স্থান দুইটির কোন্‌টি অধিকতর ফযীলতের অধিকারী? অধিকাংশ ফকীহ বলেন, মক্কা নগরী অধিকতর ফযীলতের অধিকারী। ইমাম মালিক ও তাঁহার অনুসারীগণ বলেন, মদীনা শহর অধিকতর ফযীলতের অধিকারী। আল্লাহ্ চাহেন তো ভবিষ্যতে উভয় পক্ষের যুক্তির উল্লেখসহ এতদসম্বন্ধে আলোচনা করিব। আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা রাখি।

পবিত্র মক্কা সম্বন্ধে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا অর্থাৎ 'প্রভু হে! তুমি ইহাকে একটি নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত শহর বানাইও।' ফলত মক্কা নগরীকে আল্লাহ্ তা'আলা শরীআতের বিধান এবং প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা এই উভয় দিক দিয়া নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত শহর বানাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا 'আর কেহ উহাতে প্রবেশ করিলে সে নিরাপদ হইয়া যায়।' তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ 'তাহারা কি দেখে না যে, আমি তাহাদের জন্যে একটি সম্মানিত নিরাপদ স্থান বানাইয়াছি আর তাহাদের চতুষ্পার্শ্ব হইতে লোকদের উপর হামলা করা হইয়া থাকে।'

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ব্যতীত একাধিক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরীর নিরাপদ ও সম্মানিত হইবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে উল্লেখিত একাধিক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মক্কা ভূমিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম।' হযরত জাবির (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মক্কা ভূমিতে অস্ত্র বহন করা কোন ব্যক্তির জন্যেই হালাল নহে।'

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে দোয়ার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা তিনি কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে কা'বা ঘরের অঞ্চলটি জনপদে পরিণত হয় নাই। এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে দেখা যাইতেছে–হযরত ইবরাহীম (আ) তখন উক্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে 'জনপদটিকে' শব্দ প্রয়োগ না করিয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন 'ইহাকে' শব্দ। তিনি বলিয়াছিলেন–

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا 'প্রভু হে! তুমি 'ইহাকে' একটি নিরাপদ জনপদে পরিণত কর।'

পক্ষান্তরে, সূরা ইবরাহীমের নিম্নোক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে দোয়ার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা তিনি কা'বা ঘর নির্মাণের কার্য সম্পন্ন করিবার বেশ কয়েক বৎসর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কা'বা ঘরের চতুষ্পার্শ্বে

একটি জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই 'সূরা ইবরাহীম' এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট আয়াতে দেখা যায়–হযরত ইবরাহীম (আ) তখন উক্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে 'জনপদ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সূরা ইবরাহীমের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি হইতেছে এই ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا 'আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, 'প্রভু হে! তুমি এই জনপদটিকে নিরাপদ বানাও।'

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দ্বিতীয়বার দোয়া করিয়াছিলেন নিশ্চিতরূপে হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের পর। কারণ, দ্বিতীয়বারের দোয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ - اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্যে যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। নিশ্চয় আমার প্রভু অবশ্যই দোয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন।'

এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, হযরত ইসহাক (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) অপেক্ষা তের বৎসরের কনিষ্ঠ। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

আলোচ্য এই আয়াত দুইরূপে পঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ কারী ও ব্যাখ্যাকার বলেন–উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত قال ক্রিয়াটির কর্তা হইতেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা। তদনুসারে তাহারা امتع। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا-কে এবং শেষ বর্ণ ع -কে ضمه (পেশ) হরকত দিয়া পড়েন। এইরূপে তাহারা উহার অন্তর্গত اضطر। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا-কে فتحة (যবর) এবং শেষ বর্ণ ر -কে ضمة (পেশ) দিয়া পড়েন।

পক্ষান্তরে কোন কোন কারী ও তাফসীরকার বলিয়াছেন–আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত قال ক্রিয়াটির কর্তা হইতেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। তদনুসারে তাহারা امتع। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا -কে যবর এবং শেষ বর্ণ ع -কে জযম দিয়া পড়িয়াছেন। এইরূপে তাহারা اضطر। ক্রিয়াটির প্রথম বর্ণ ا -কে كسره (যের) দিয়া পড়িয়াছেন।

প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা ও কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার উত্তরে বলিলেন–আমি তোমার দোয়া কবূল করিলাম। উহাকে আমি নিরাপদ ও ভীতিমুক্ত জনপদে পরিণত করিব এবং তোমার দোয়া অনুসারে উহার অধিবাসী মু'মিনদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দিব। অধিকন্তু উহার অধিবাসীদের মধ্য হইতে যাহারা কুফরী করিবে, আমি তাহাদিগকেও মু'মিনদের ন্যায় রিযিক দিব। তবে আমাদের (কাফিরদের) বেলায় আমার রিযিকের সময়ের পরিধি হইবে সীমাবদ্ধ। তাহারা আমার রিযিক ও নি'আমাত শুধু তাহাদের ইহ জীবনেই ভোগ করিতে পারিবে। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে উক্ত নি'আমাত ভোগ করিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিধায় আমি তাহাদিগকে উহা ভোগ করিতে দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে দোযখে নিক্ষেপ করিব। আর দোযখ বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়।'

পক্ষান্তরে, শেষোক্ত ব্যাখ্যা ও কিরাআত অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ্! আর যাহারা

কুফরী করিবে, তুমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন (অর্থাৎ তাহাদের পার্থিব জীবনে) নি'আমাত ভোগ করিতে সুযোগ দিও; অতঃপর তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর দোযখ বড়ই নিকৃষ্ট নিবাস।' উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত কিরাআত বিখ্যাত সাতটি কিরাআতের কোন কিরাআতের অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহা ছাড়া শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি আয়াতের গ্রন্থি অবস্থিতির সহিত সামঞ্জস্যশীল নহে। উহা সঠিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; বরং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ الخ –এই অংশটি হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিবেদিত একটি দোয়া। উহাতে হযরত ইবরাহীম (আ) বলিতেছেন–'হে আল্লাহ্! আর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে, তুমি তাহাকে অল্প কিছুদিন নি'আমাত ভোগ করিতে দিও। অতঃপর, তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিও। আর, উহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান!'

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া, রবী' ইব্ন আনাস ও ইমাম আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন–

وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

এই আয়াতাংশটি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত উত্তর।'

মুজাহিদ এবং ইকরামাও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই শুদ্ধ ও সঠিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ ইব্ন আবূ সলীম ও আবূ জা'ফর বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন– وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلاً ثُمَّ اضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ। অর্থাৎ–আর যে ব্যক্তি কুফ্‌রী করিবে, আমি তাহাকেও সামান্য রিযিক দান করিব। অতঃপর তাহাকে আগুনের শাস্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন–হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোককে ইমাম বানাইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে দোয়া করিয়াছিলেন, উহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন–'তাঁহার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করিবে এবং তিনি কাফিরকে লোকদের ইমাম বানাইবেন না। তাঁহার বংশে কাফিরও জন্মলাভ করিবে ইহা জানিতে পারিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ্র মহব্বতে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় বংশধরদের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে বাদ দিয়া শুধু মু'মিনদের জন্যে দোয়া করিলেন। তিনি কা'বা ঘরের অঞ্চলের ভবিষ্যৎ অধিবাসী মু'মিনদিগকে রিযিক দান করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন। তাঁহার দোয়ার উপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন–আমি মু'মিনকে রিযিক দান করিব এবং তৎসহ কাফিরকেও রিযিক দান করিব। তবে কাফিরকে রিযিক দান করিব সামান্য কিছুদিন। তাহাকে শুধু তাহার পার্থিব জীবনে রিযিক দান করিব। অতঃপর তাহাকে দোযখের আযাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্যস্থান!

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আম্মার, যাহাবী, হামীদ খাররাত ও হাতিম ইব্ন ইসমাঈল বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন–হযরত ইবরাহীম (আ) কাফিরদিগকে বাদ দিয়া শুধু মু'মিনদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন–'(প্রভু হে!) আর, তুমি উহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনিবে তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান করিও।' তাঁহার দোয়ার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'আমি যেইরূপ মু'মিনদিগকে রিযিক দান করিব, সেইরূপে কাফিরদিগকেও রিযিক দান করিব। আমি কি কাহাকেও সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করিব? না, তাহা করিব না, করিতে পারি না। বরং আমি কাফিরদিগকেও রিযিক দান করিব। তবে, তাহাদিগকে রিযিক দান করিব অল্প কিছুদিনের জন্যে (শুধু পার্থিব জীবনে)। অতঃপর তাহাদিগকে দোযখের আযাবের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব। আর উহা বড়ই জঘন্য গন্তব্য স্থান। অতঃপর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

كُلاًّ نُمِدُّ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا 'আমি তোমার প্রভুর দান হইতে এই দলকে এবং ওই দলকে উভয় দলকে সাহায্য করিয়া থাকি। আর, তোমার প্রভুর দান (দল বিশেষের জন্যে) সংরক্ষিত নহে।"

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং ইকরামা হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَايُفْلِحُوْنَ ۔ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۔

'যাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাহারা কোনক্রমে সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারিবে না। তাহাদের জন্যে দুনিয়াতে কিছু ভোগের উপকরণ রহিয়াছে। তারপর তাহাদিগকে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।'

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُمْ ۔ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۔

"যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহাদের কুফরী যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে। তাহাদিগকে আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে। তৎপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কার্যসমূহ সম্বন্ধে অবগত করাইব। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। আমি তাহাদিগকে সামান্য কয়েক দিন ভোগের উপকরণ প্রদান করিব। অতঃপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির দিকে ঠেলিয়া দিব।"

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ لاَ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ
سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ - وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّسُرُرًا عَلَيْهَا
يَتَّكِئُوْنَ - وَزُخْرُفًا - وَاِنْ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِيْنَ -

"আর যদি সকল লোক একই দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকত তবে আমি যাহারা 'রহমান'-এর প্রতি কুফরী করে, তাহাদের জন্যে তাহাদের গৃহসমূহের নিশ্চয় রৌপ্য দ্বারা ছাদ প্রস্তুত করিয়া দিতাম আর তাহাদের উপরে উঠার সোপানসমূহও। আর তাহাদের গৃহসমূহের দ্বার এবং পালঙ্কও (অদ্রূপ করিতাম) যাহার উপর তাহারা হেলান দিয়া বসিত। আর স্বর্ণও (দিতাম)। আর এই সবই নিশ্চয় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ; আর আখিরাত (উহার নি'আমাতসমূহ) তো তোমার প্রভুর নিকট মুত্তাকীদের জন্যেই সংরক্ষিত রহিয়াছে।"

ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'কাফিরদিগকে আমরা পার্থিব জীবনে কুফরী করিবার সুযোগ দিয়া আখিরাতে তাহাদিগকে শক্ত হাতে ধরিব এবং দোযখের ভীষণ শাস্তির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইব।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا - وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ "আর কত জনপদের জালিম হওয়া অবস্থায় আমি উহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি। অতঃপর আমি উহাদিগকে শক্ত হাতে ধরিয়াছি। আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।" -

বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্ যতটুকু ধৈর্যধারণ করেন, ততটুকু ধৈর্যধারণ অন্য কেহই করে না। লোকে তাঁহার জন্যে সন্তান ঠাওরায়; তথাপি তিনি সকলকে রিযিক দেন।' সহীহ হাদীসে আরও বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে সুযোগ ও অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাকে ধরেন, তখন তাহাকে আর ছাড়েন না।' অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

وَكَذَالِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ - اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ -

"জনপদসমূহের জালিম থাকা অবস্থায় তোমার প্রভু যখন উহাদিগকে ধরেন, তখন তাঁহার ধরা এইরূপ (শক্ত) হইয়া থাকে। নিশ্চয় তাঁহার ধরা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক।"

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا - اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ -
وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا - وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

শব্দার্থ ঃ القواعد শব্দটি قاعدة শব্দের বহুবচন। القاعدة অর্থ ভিত্তি বা স্তম্ভ।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে তাঁহার নিকট যে হৃদয় উৎসারিত দোয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-হে মুহাম্মদ! তুমি মানব জাতির নিকট ইবরাহীম ও ইসমাঈলের কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার ইতিহাস বর্ণনা কর। তাহারা কা'বা ঘরের ভিত্তি গাঁথিয়া উঁচু করিবার কালে বলিতেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শ্রবণ করিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' তাহারা আরও বলিতেছিল, 'হে আমাদের প্রভু! আর তুমি আমাদের দুইজনকে তোমার প্রতি অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশে তোমার প্রতি অনুগত একদল লোক সৃষ্টি করিও। আর তুমি আমাদিগকে আমাদের ইবাদতসমূহ শিক্ষা দাও এবং আমাদের তওবা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবূলকারী এবং দয়াময়।'

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতের অন্তর্গত-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এই দোয়াটি হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) উভয়ই আল্লাহ্র নিকট পেশ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ তাফসীরকার উপরোক্ত ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন-'হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করিতেছিলেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্র নিকট এই দোয়া করিতেছিলেন।' উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; বরং প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই শুদ্ধ ও সঠিক। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই যে শুদ্ধ ও সঠিক তাহা দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত দোয়া দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শীঘ্রই এতদসম্বন্ধীয় বিবরণ আসিতেছে।

হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াত এইরূপ তিলাওয়াত করিতেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا - اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দোয়ার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। উহাদের একটি এই যে, তাঁহারা আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিবার কালে তাঁহাদের উক্ত ইবাদত কবূল করিবার জন্যে আল্লাহ্র নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করিতেছিলেন। ইহা অতি উচ্চস্তরের চিন্তাধারা এবং হৃদয়-বৃত্তি। আল্লাহ্র অতি মর্যাদাবান বান্দাগণ ইবাদত করিবার কালে এইরূপ দোয়াই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মনে যেরূপ তাঁহাদের ইবাদত কবূল হইবার আশা বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ উহা কবূল না হইবার আশংকাও বিদ্যমান থাকে। তাই তাঁহারা যে কোন ধরনের ইবাদত করিবার কালে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়া থাকেন যেন তিনি উহা তাঁহাদের নিকট হইতে কবূল করেন।

ওয়াহিব ইব্ন বিরদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন খুনায়স্র মক্কী প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা ওয়াহিব ইব্ন বিরদ আলোচ্য আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করিয়া ক্রন্দনের সহিত বলিতে লাগিলেন-হে আর-রহমানের

খলীল! তুমি আর-রহমানের ঘরের ভিত্তি নির্মাণ কর আর তোমার মনে এই ভয় থাকে যে, আল্লাহ্ উহা কবূল নাও করিতে পারেন। (অর্থাৎ তোমার মন আল্লাহ্‌র ভয়ে কতই না ভীত!)

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরের উপরোক্ত মহা মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ অর্থাৎ 'আর যাহাদের অন্তর সাদকা ইত্যাদি দান করিবার কালে এই ভয়ে ভীত থাকে যে, আল্লাহ্ উহাকে কবূল নাও করিতে পারেন।' নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে উহা বর্ণিত হইবে।

এইস্থলে ইমাম বুখারী একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে উহা বর্ণনা করিতেছি। এতদসহ এই সম্পর্কে আরও কতগুলি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইতেছে। যেমন ঃ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আইউব সাখতিয়ানী এবং কাছীর ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদাআ (উভয়ের রিওয়ায়েতের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে) মুআম্মার, আব্দুর রায্যাক, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–'দীর্ঘ ভ্রমণকারিণী প্রথম মহিলা হইতেছেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হযরত হাজেরা (রা)। তিনি হযরত সারাহ (রা) হইতে অনেক দূরে চলিয়া যাইবার জন্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে এবং তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে লইয়া মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। সেই সময়ে মক্কা ছিল একটি জনমানব শূন্য পানিবিহীন স্থান। তখন যমযম কূপের স্থানটি ছিল কা'বা ঘরের স্থান অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ। দীর্ঘ সফরের পর হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় পৌঁছিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে একটি চত্বরের পার্শ্বে যমযম কূপের স্থানের ঠিক উপরে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি তাহাদের বাঁচিবার জন্যে তাহাদের নিকট রাখিয়া গেলেন শুধু এক থলি শুকনা খেজুর এবং এক মশক পানি। ইসমাঈলের মাতা তাহাকে অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন–হে ইবরাহীম! এই জনমানবহীন খাদ্য-পানীয় শূন্যস্থানে আমাদিগকে একাকী ফেলিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন? ইসমাঈলের মাতা একাধিকবার তাঁহাকে উহা বলা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার প্রতি ফিরিয়া তাকাইলেন না। অতঃপর ইসমাঈলের মাতা বলিলেন–আল্লাহ্ তা'আলাই কি আপনাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন? ইহাতে তিনি বলিলেন–'হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছেন।'. ইসমাঈলের মাতা বলিলেন–'তবে তিনি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না।' এই বলিয়া ইসমাঈলের মাতা পূর্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি এক গিরিবর্তে পৌঁছিয়া স্ত্রী ও পুত্রের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যাইবার পর কা'বা ঘরের স্থানের দিকে মুখ করিয়া হাত উঠাইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দোয়া করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

"হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট শস্যবিহীন একটি উপত্যকায় এই উদ্দেশ্য বসবাস করাইয়াছি যে, তাহারা সালাত কায়েম করিবে। অতএব, তুমি কতগুলি মানুষের অন্তরকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া লইয়া আসিও আর তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান করিও। আশা করা যায়, তাহারা শোকরগুযারী করিবে।"

অতঃপর তিনি গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। এদিকে ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন এবং নিজে মশকের পানি পান করিয়া ও থলির খেজুর খাইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। পুত্র ইসমাঈল ও তিনি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িলেন। পানির পিপাসায় শিশুপুত্র ছট্‌ফট্ করিবার দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তিনি পানির তালাশে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কাছেই অবস্থিত ছিল সাফা পাহাড়। কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলে তাহার নিকট পানির সন্ধান পাইবেন এই আশায় তিনি উহাতে চড়িয়া উপত্যকার চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি পাহাড় হইতে উপত্যকায় নামিয়া স্বীয় কামীছের কিনারা উপরে তুলিয়া বিপদগ্রস্ত মানুষের ন্যায় দৌড়াইতে লাগিলেন। এইরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতে তিনি মারওয়া পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর উহাতে চড়িয়া কোন মানুষকে দেখা যায় কিনা তাহা জানিবার জন্যে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথাও কোন মানুষকে দেখিতে পাইলেন না। এইরূপ সাতবার পাহাড়ে উঠানামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন–এই কারণেই লোকে (হজ্জের সময়ে) সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সাঈ (السعى) (দৌড়ান) করিয়া থাকে।

শেষবার মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়া তিনি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। আওয়াজ শুনিয়া নিজেই নিজেকে বলিলেন–'থামো।' অতঃপর মনোযোগ সহকারে কান লাগাইয়া সেই একই আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। এইবার আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন, 'ওহে! কাহার আওয়াজ শুনিতেছি? তোমার নিকট যদি পানি থাকে...।' হঠাৎ তিনি দেখিলেন যমযম কূপের স্থানের কাছে এক ফেরেশতা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ফেরেশতা পায়ের গোড়ালি দ্বারা অথবা ডানা দ্বারা (এইস্থলে রাবী গোড়ালি ও ডানা এই দুইটি শব্দের কোনটি শুনিয়াছেন, তাহা তাহার মনে নাই।) মাটি খুঁড়িলেন। ফলে উক্ত স্থান হইতে ঝরনা উৎসারিত হইল। ইসমাঈলের মাতা হাত দিয়া ঠেকাইবার কাজ করিয়া (অর্থাৎ চারিপাশে মাটি দ্বারা বাঁধ দিয়া) পানিকে গড়াইয়া যাইতে বাধা দিতে লাগিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া পানি উঠাইয়া মশক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পানি উঠাইবার পর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত স্থান পুনরায় পানিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা ইসমাঈলের মাতাকে রহম করুন! যদি তিনি যমযমকে উহার নিজ গতিতে চলিতে দিতেন অথবা (বর্ণনাকারীর দ্বিধা) যদি তিনি অঞ্জলি ভরিয়া পানি না উঠাইতেন, তবে যমযম কূপ নিশ্চয় চতুর্দিকে প্রবহমান একটি ফোয়ারা হইত।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'অতঃপর ইসমাঈলের মাতা নিজে পানি পান করিলেন এবং শিশুকে স্তন্য পান করাইলেন। তারপর ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন–'তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবার আশংকা করিও না। এখানে আল্লাহ্‌র একখানা ঘর রহিয়াছে। শিশুটি এবং তাহার পিতা উহাকে (ঘরটিকে) নির্মাণ করিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা উহার অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিবেন না।'

বায়তুল্লাহ্ তখন ছিল টিলার ন্যায় উচ্চ একটি স্থান। বৃষ্টির পানির ঢল উহার ডান বাম দিয়া প্রবাহিত হইত। কিন্তু, উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে পারিত না। যাহা হউক, মাতা ও শিশুপুত্রের দিন এইভাবে চলিতে লাগিল। একদা জুরহুম (جرهم) গোত্রের একটি কাফেলা কোদা (كداء) নামক এলাকার রাস্তা দিয়া যাইবার কালে মক্কার নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিল। তাহারা একটি পাখীকে আকাশে চক্রপথে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়া বলাবলি করিল, এই পাখীটি নিশ্চয় পানির উপর (ঘুরিয়া ঘুরিয়া) আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমরা এই পথ দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এখানে তো পানি দেখি নাই।' অতঃপর তাহারা প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্যে তদন্তকারী লোক পাঠাইল। তদন্তকারী লোক আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া কাফেলাকে উহার সংবাদ জানাইল। তাহারা আসিয়া ইসমাঈলের মাতাকে বলিল–আমাদিগকে এই স্থানে বসবাস করিতে অনুমতি দিবেন কি? তিনি বলিলেন–'হ্যাঁ। অনুমতি দিতেছি। তবে, এই পানিতে আপনাদের কোন হক (দাবী) থাকিতে পারিবে না।' তাহারা বলিল–'হ্যাঁ। আমরা উহা মানিয়া লইলাম।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, 'ইসমাঈলের মাতা চাহিয়াছিলেন, এইস্থানে আরও মানুষের বসতি কায়েম হউক যাহাতে নির্জনতার কষ্ট দূর হইয়া যায়। এখানে কাফেলার বসতি স্থাপনের কারণে উহার নির্জনতা দূর হইল।'

যাহা হউক, তাহারা সেখানে অবতরণ করিয়া পরিবারের লোকদিগকেও সেখানে আনয়ন করিল। এইরূপে জুরহুম গোত্রের কয়েকটি পরিবার সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিল। এদিকে ইসমাঈল সন্তান-বৎসল মাতার স্নেহে দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী জুরহুম গোত্রীয় লোকদের নিকট আরবী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র ও চালচলন সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতে লাগিল। সকলের স্নেহ ও ভালবাসার মধ্য দিয়া শিশু ইসমাঈল কিশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হইল। এই সময়ে তাহারা তাহাদের একটি কন্যাকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সহিত বিবাহ্ দিল। কালের গতিতে এক সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা ইন্তিকাল করিলেন। একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পরিজনকে দেখিতে আসিয়া হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বাড়িতে পাইলেন না। পুত্রবধুর নিকট তিনি তাঁহার সংবাদ জানিতে চাহিলে সে বলিল, তিনি রিযিকের সন্ধানের বাহিরে গিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাহাদের দিন কিভাবে চলিতেছে তাহা তাহার নিকট জানিতে চাহিলে সে বলিল–'আমরা বড় কষ্ট ও অভাব অনটনের মধ্যে আছি।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'তোমার স্বামী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার পক্ষ হইতে সালাম জানাইবে এবং তাহাকে নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে বলিবে।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে কোন লোকের আগমন অনুভব করিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন–আমাদের বাড়ীতে কি কোন লোকের আগমন ঘটিয়াছিল? তাঁহার স্ত্রী বলিল–'হ্যাঁ, এই এই চেহারা চরিত্রের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে আসিয়াছিল। সে আমার নিকট আপনার সংবাদ জানিতে চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে আপনার বাহিরে যাইবার সংবাদ জানাইয়াছি। লোকটি আমাদের দিন কিরূপে কাটিতেছে তাহাও জানিতে চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, আমরা বড় কষ্ট ও অভাবের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতেছি। হযরত ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–তিনি কি তোমাকে

কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহার স্ত্রী বলিল–হ্যাঁ! লোকটি আমাকে এই আদেশ দিয়া গিয়াছে যে, আমি যেন তাহার পক্ষ হইতে আপনাকে সালাম জানাই এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে বলি। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'তিনি হইতেছেন আমার পিতা। তিনি তোমাকে তালাক দিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলিয়া যাও।'

এইরূপে হযরত ইসমাঈল (আ) স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়া জুরহুম গোত্রের অপর একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ) পুনরায় মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে পাইলেন না। তিনি পুত্রবধুর নিকট তাঁহার সংবাদ জানিতে চাহিলে পুত্রবধু বলিলেন–'তিনি রিযিকের তালাশে বাহিরে গিয়াছেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন– তোমাদের দিন কিভাবে কাটিতেছে? পুত্রবধু বলিলেন–'আমরা সুখে আছি। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিলেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–তোমরা কি খাদ্য খাও? পুত্রবধু বলিলেন–'আমরা গোশত খাই।' হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–তোমরা কি পানীয় পান কর? পুত্রবধু বলিলেন–আমরা পানি পান করি। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের গোশত ও পানিতে বরকত নাযিল কর।' নবী করীম (সা) বলেন–সেই যুগে তাহারা খাদ্য হিসাবে শস্যদানা পাইতেন না। যদি তাহাদের নিকট শস্যদানা থাকিত, তবে হযরত ইবরাহীম (আ) উহাতে বরকত নাযিল করিবার জন্যেও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফল এই হইয়াছে যে, মক্কা ভিন্ন অন্যত্র কোন লোক শুধু গোশত ও পানি খাইয়া বাঁচিতে না পারিলেও মক্কার লোকে শুধু উক্ত খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যাহা হউক হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রবধুকে বলিলেন–'তোমার স্বামী বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম জানাইবে এবং তাহাকে তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে বলিবে।' হযরত ইসমাঈল (আ) বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন–কোন লোক কি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিল? তাহারা স্ত্রী বলিলেন–'হ্যাঁ! জনৈক সুগঠন বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাদের বাড়িতে আসিয়াছিলেন।' তাঁহার স্ত্রী এইরূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও প্রশংসামূলক পরিচয় বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন–'বৃদ্ধ লোকটি আমার নিকট আপনার সংবাদ এবং আমাদের সাংসারিক অবস্থা জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি আমরা সুখে আছি।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–তিনি কি তোমাকে কোন আদেশ দিয়া গিয়াছেন? তাঁহার স্ত্রী বলিলেন–'হাঁ! তিনি আমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে আপনাকে সালাম জানাইতে বলিয়াছেন এবং আপনার ঘরের দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'তিনি হইতেছেন আমার পিতা। যে চৌকাঠটিকে তিনি অপরিবর্তিত রাখিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, তুমিই হইতেছ সেই চৌকাঠ। তিনি স্ত্রী হিসাবে তোমাকে অপরিবর্তিত রাখিবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।'

কিছুদিন পর হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে দেখিবার জন্যে পুনরায় মক্কার আগমন করিলেন। এই সময়ে হযরত ইসমাঈল (আ) যমযম কূপের কাছে একটি টিলার নীচে বসিয়া তীরের শলাকা প্রস্তুত করিতেছিলেন। পিতাকে দেখিবা মাত্র তিনি তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গেলেন। পিতা-পুত্রে কোলাকুলি হইবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত

ইসমাঈল (আ)-কে বলিলেন-'হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে একটি কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন-'আপনার প্রভু আপনাকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছেন, তাহা পালন করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-তুমি উহাতে আমাকে সাহায্য করিবে তো? হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন-'আমি অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করিব। হযরত ইবরাহীম (আ) একটি উঁচুস্থানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন-'আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে একটি ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর পিতাপুত্র মিলিয়া কা'বা ঘরের ভিত গাঁথিয়া উঁচু করিতে লাগিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-পাথর আনিয়া দিতে লাগিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) ইমারত গাঁথিতে লাগিলেন। এক সময়ে কা'বার নির্মীয়মান দেওয়াল উঁচু হইয়া গেলে হযরত ইসমাঈল (আ) এই পাথরখানা আনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) উহার উপর দাঁড়াইয়া দেওয়াল গাঁথিতে লাগিলেন। কা'বা ঘর নির্মাণ করিতে করিতে পিতা-পুত্র আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেছিলেন-'হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে ইহা কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাকো এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' তাঁহারা কা'বা ঘর নির্মাণ করিতেন এবং উহার চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপরোক্ত দোয়া পেশ করিতেন।'

উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত সনদে আব্‌দ ইব্‌ন হামীদও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার, ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম উহা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আব্দুর রায্যাক হইতে আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাম্মাদ তাবরানীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম ইব্‌ন জারীর উহা উপরোক্ত রাবী আব্দুর রায্যাক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং আব্দুর রায্যাক হইতে আহমদ ইব্‌ন ছাবিত রাযীর ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশের সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। কাছীর ইব্‌ন কাছীর হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মালিক ইব্‌ন জুরায়জ, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ যাঞ্জী, আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আযরাকী, বিশর ইব্‌ন মূসা, ইসমাঈল ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইসমাঈল ও ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাছীর ইব্‌ন কাছীর বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি, উসমান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুসাইন সহ একদল লোক সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলিলেন-'আমি তোমাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বেই তোমরা প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট হইতে জ্ঞানের বিষয় জানিয়া লও।' ইহাতে লোকেরা মাকামে ইবরাহীম সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। তিনি তাহাদের নিকট হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে শ্রুত উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিলেন। (এইস্থলে ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়্যা উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতটি বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাছীর ইব্‌ন কাছীর, ইবরাহীম, ইব্‌ন নাফে', আবূ আমের আব্দুল মালিক ইব্‌ন আমর, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার অপর স্ত্রীর মধ্যে যা ঘটিয়াছিল, তাহা ঘটিবার পর তিনি ইসমাঈল ও তাঁহার মাতাকে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল পানি ভর্তি একটি ছোট

পুরাতন মশক। পথে ইসমাঈলের মাতা মশক হইতে পানি পান করিতেন। উহার ফলে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইত। এইরূপে দীর্ঘ ভ্রমণের পর তাঁহারা মক্কায় পৌছিলেন। মক্কায় হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাদিগকে একটি টিলার নীচে রাখিয়া গৃহের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাহাদিগকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইবার কারণে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিছনে চলিলেন। কোদা (كداء) নামক স্থানে পৌছিবার পর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন- আপনি আমাদিগকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-'তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট রাখিয়া যাইতেছি।' ইসমাঈলের মাতা বলিলেন-'আমি আল্লাহ্র আশ্রয়কে সন্তুষ্টি সহকারে গ্রহণ করিলাম।' এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

এইস্থানে থাকিয়া তিনি নিজে মশক হইতে পানি পান করিতে লাগিলেন এবং উহার ফলে শিশুপুত্র ইসমাঈল পান করিবার জন্যে অধিক পরিমাণে দুধ পাইতে লাগিল। এক সময়ে মশকের পানি ফুরাইয়া গেল। ইসমাঈলের মাতা ভাবিলেন- কোথাও কোন লোক দেখা যায় কিনা তজ্জন্য চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর নীচে নামিয়া তিনি দৌড়াইয়া মারওয়া পাহাড়ে পৌছিলেন। এইরূপে সাতবার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন-'কলিজার টুকরা শিশুটির অবস্থা একবার দেখিয়া আসি।' গিয়া দেখিলেন বাচ্চাটি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। এইরূপে পূর্বের ন্যায় সাতবার পাহাড়ে উঠা-নামা ও উপত্যকায় দৌড়াদৌড়ি করিলেন। কিন্তু, কোথাও কোন লোক দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর ভাবিলেন-'কলিজার টুকরা শিশুটিকে একবার দেখিয়া আসি।' এমন সময়ে একটি আওয়ায শুনিতে পাইলেন। আওয়াজ শুনিয়া বলিলেন-ওহে! কাহার আওয়ায শুনিতে পাইতেছি? তোমার নিকট পানি থাকিলে উহা দ্বারা আমাকে সাহায্য কর।' চাহিয়া দেখেন-তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) পায়ের পোড়ালি দ্বারা 'এইরূপ' করিলেন। এই বলিয়া রাবী শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য নিজের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করিলেন। ইহাতে উক্ত স্থান হইতে পানি উৎসারিত হইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইসমাঈলের মাতা এই ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি স্থানটিকে খুঁড়িতে লাগিলেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন-'ইসমাঈলের মাতা উক্ত স্থানটিকে উহার নিজ অবস্থায় থাকিতে দিলে নিশ্চয় উহার পানি উপচাইয়া চারিদিকে প্রবাহিত হইত।' যাহা হউক, ইসমাঈলের মাতা উক্ত পানি পান করিতে লাগিলেন এবং উহার ফলে তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র পান করিবার জন্য অধিক পরিমাণে দুধ পাইতে লাগিল।

একদা জুরহুম গোত্রের কতগুলি লোক মক্কার উপত্যকার নিম্নাংশ দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে একটি পাখী দেখিতে পাইল। এই স্থানে পাখী দেখিতে পাওয়া ছিল তাহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তাহারা বলাবলি করিল-'নিশ্চয় এখানে কোথাও পানি রহিয়াছে।' অতঃপর তাহারা সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইল। সে আসিয়া পানি দেখিতে পাইয়া সঙ্গীদিগকে উহার সংবাদ জানাইল। তাহারা ইসমাঈলের মাতার নিকট আসিয়া বলিল-হে

ইসমাঈলের মাতা! আপনি কি আমাদিগকে এইস্থানে পানির নিকট আপনার সহিত বসবাস করিবার জন্য অনুমতি দিবেন? অতঃপর ইসমাঈল (মাতৃস্নেহে ও প্রতিবেশীদের আদরে) লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে শিশু ইসমাঈল কিশোর ইসমাঈলে এবং কিশোর ইসমাঈল যুবক ইসমাঈলে পরিণত হইলেন। প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পর তিনি জুরহুম গোত্রীয় জনৈকা নারীকে বিবাহ করিলেন।

একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি স্বীয় পরিজনকে দেখিতে আসিবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌঁছিয়া তিনি সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বলিল–'তিনি শিকারে গিয়াছেন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'ইসমাঈল গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করিয়া ফেলিতে বলিও।' হযরত ইসমাঈল (আ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পর স্ত্রীর মুখে পিতার আদেশের কথা শুনিয়া বলিলেন–'তুমিই আমার ঘরের দরজার সেই চৌকাঠ। তুমি স্বীয় পরিজনের নিকট চলিয়া যাও।' পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে আসিবেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বাসস্থানে পৌঁছিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–ইসমাঈল কোথায়? পুত্রবধু বলিলেন–'তিনি শিকারে গিয়াছেন। মেহেরবানী করিয়া অপেক্ষা করুন এবং খানাপিনা গ্রহণ করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–তোমরা কি খাদ্য খাইয়া থাক এবং কি পানীয় পান করিয়া থাক? পুত্রবধু বলিলেন–'আমরা গোশ্‌ত খাই এবং পানি পান করি।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'হে আল্লাহ্! 'তুমি তাহাদের জন্যে তাহাদের খাদ্য ও পানীয়তে বরকত নাযিল কর।' হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন–'ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলে অবতীর্ণ বরকত।'

যাহা হউক, পুনরায় একদিন হযরত ইবরাহীম (আ) সিদ্ধান্ত করিলেন, তিনি ইসমাঈলকে দেখিতে আসিবেন। স্বীয় স্ত্রীকে জানাইয়া তিনি মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি যমযম কূপের পশ্চাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) তখন একটি তীর সোজা করিতেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে বলিলেন–হে ইসমাঈল! তোমার প্রভু আমাকে তাঁহার ইবাদতের জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'পিতঃ! স্বীয় প্রভুর আদেশ পালন করুন।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'আমার প্রভু আমার মাধ্যমে তোমাকে আমার কার্যে সাহায্য করিতে আদেশ করিয়াছেন।' হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আল্লাহ্ যেহেতু আদেশ দিয়াছেন, অতএব আমি আপনার কার্যে আপনাকে সাহায্য করিব।' রাবী বলেন–'অথবা হযরত ইসমাঈল (আ) অনুরূপ অন্য কিছু বলিলেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া দিতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ) গাঁথুনি গাঁথিতেন। নির্মাণ কালে তাঁহারা বলিতেন–'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল কর। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।' কা'বা ঘরের দেওয়াল গাঁথা হইতে হইতে উহা উঁচু হইয়া গেলে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষে পাথর উঠাইয়া দেওয়াল গাঁথা কষ্টকর হইলে তিনি মাকামে ইবরাহীমে অবস্থিত পাথরখানার উপর দাঁড়াইলেন। এই অবস্থায় হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার

হাতে পাথর তুলিয়া দিতেন এবং তিনি দেওয়াল গাঁথিতেন। দেওয়াল গাঁথিবার কাজ চলিবার কালে পিতা-পুত্র আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট দোয়া করিতেন ঃ ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের নিকট হইতে আমাদের এই ইবাদতটুকু কবূল করো। নিশ্চয় তুমি সকল কথা শুনিয়া থাক এবং সকল বিষয়ে অবগত রহিয়াছ।’

ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত দুই মাধ্যমে ‘নবীগণ’ অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ্ স্বীয় ‘মুসতাদরাক’ সংকলনে অন্যতম রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে‘ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদাংশে এবং ইবরাহীম ইব্ন নাফে‘ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আলী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল মজীদ হানাফী মুহাম্মদ ইব্ন সিনান আল কাযযায ও আবুল আব্বাস আসিমের অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—‘উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে টিকে, কিন্তু তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।’

হাকিমের উপরোক্ত মন্তব্য বিস্ময়কর বটে। কারণ, ইমাম বুখারী উহা উপরোক্ত রাবী ইবরাহীম ইব্ন নাফে‘র মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে উহা স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত রিওয়ায়েত কিছুটা সংক্ষেপ। কারণ, উহাতে যবেহের কথা উল্লেখিত হয় নাই। সহীহ্ রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, ‘হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরিবর্তে যে দুম্বাটি যবেহ করিয়াছিলেন, উহার শিং দুইটি কা‘বা ঘরে লটকানো ছিল।’ আবার ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, ‘হযরত ইবরাহীম (আ) বোরাকে চড়িয়া বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে মক্কায় দ্রুতগতিতে আসা যাওয়া করিতেন।’ আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এইস্থলে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, উপরে বর্ণিত রিওয়ায়েতটির কোন কোন অংশ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে বর্ণিত। এইরূপ স্থানসমূহে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ‘নবী করীম (সা) বলিয়াছেন’ এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আলী (রা) হইতেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ উপরোক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের বিরোধী। নিম্নে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উল্লেখিত হইতেছে।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছা ইব্ন মাযহাব, আবূ ইসহাক, সুফিয়ান, মুআম্মার, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন—আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা‘বা ঘর নির্মাণ করিতে আদেশ দিলে তিনি হযরত হাজেরা (রা) এবং ইসমাঈলকে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। এখানে আসিয়া দেখিলেন, কা‘বা ঘরের স্থানের সোজা উপরের আকাশে মেঘের ন্যায় একটি জিনিস রহিয়াছে। উহার মধ্যে মানুষের মাথার ন্যায় একটি বস্তু রহিয়াছে। বস্তুটি তাঁহাকে বলিল—হে ইবরাহীম! আমার ছায়ার সমান অথবা বলিল, আমার সমান স্থান জুড়িয়া একটি ঘর বানাও। দেখিও ঘরটির স্থান যেন উহা অপেক্ষা বড় বা ছোট না হয়। আদেশ মতে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিয়া ইসমাঈল ও হযরত হাজেরা (রা)-কে মক্কায় রাখিয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন—হে ইবরাহীম! আমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছ? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন—তোমাদিগকে

আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। ইহাতে হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন–'তবে তুমি চলিয়া যাও। আল্লাহ্ আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না।' এক সময়ে ইসমাঈল তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িল। হযরত হাজেরা (রা) সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু (অর্থাৎ পানি বা মানুষ) দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর পুনরায় সাফা পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনি এইরূপে সাতবার প্রত্যেক পাহাড়ে চড়িয়া চারিদিকে তাকাইলেন। অতঃপর (মনের দুঃখে) বলিলেন–'হে ইসমাঈল! আমার অসাক্ষাতে মরিয়া যা।' অতঃপর তিনি ইসমাঈলের কাছে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহার শিশু পুত্র তৃষ্ণায় মাটিতে পা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। এই সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন–তুমি কে? হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন–এই শিশুটি ইবরাহীমের পুত্র। আমি তাহার মাতা হাজেরা। হযরত জিবরাইল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–ইবরাহীম তোমাদিগকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন? হযরত হাজেরা (রা) বলিলেন–'তিনি আমাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।' হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–'তিনি তোমাদিগকে যে সত্তার আশ্রয়ে রাখিয়া গিয়াছেন, সে সত্তা তোমাদের জন্যে যথেষ্ট।' এই বলিয়া তিনি নিজের আঙ্গুল দ্বারা এক স্থানের মাটি খুঁড়িলেন। ইহাতে উক্ত স্থান হইতে পানি উৎসারিত হইল। উহাই আজিকার যম্‌যম্ কূপ। হযরত হাজেরা (রা) পানি আটকাইয়া রাখিতে লাগিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ) বলিলেন–পানির গতি রুদ্ধ করিও না। এইস্থলে তুমি অনেক বেশী পরিমাণে পানি পাইবে।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও তাঁহার মাতা হাজেরাকে মক্কায় রাখিয়া যাইবার পূর্বে কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছেন। উভয় রিওয়ায়েতের বক্তব্যের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) দুইবার কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি একাকী কা'বা ঘরের স্থানে শুধু মাটির সহিত মিলিত একটি ঘেরাও নির্মাণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) বড় হইবার পর পিতা-পুত্র উভয়ে মিলিয়া কা'বা ঘরের যে নির্মাণের কথা উল্লেখিত রহিয়াছে, উহা ছিল উহার দ্বিতীয়বারের নির্মাণ।

খালিদ ইব্ন আরআরা হইতে ধারাবাহিকভাবে সিমাক, আবুল আহওয়াস, হিন্দ ইব্ন সারী ও ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, খালিদ ইব্ন আরআরা বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বলিল–আপনি আমার নিকট কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস বর্ণনা করুন। উহা কি পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর? হযরত আলী (রা) বলিলেন–না; তবে উহা পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম বরকতময় ঘর। উহাতে মাকামে ইবরাহীম রহিয়াছে। উহাতে কেহ প্রবেশ করিলে নিরাপদ হইয়া যায়। উহার নির্মাণ ইতিহাস এই ঃ একদা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে আদেশ দিলেন–তুমি আমার জন্য পৃথিবীতে একখানা ঘর বানাও। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহাতে চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা 'সাকীনাহ (সান্ত্বনা)' পাঠাইলেন। উহা ছিল দ্রুতগামী বায়ু। উহার ছিল দুইটি মস্তক। উহাদের একটি অপরটিকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে বায়ুটি মক্কায় পৌঁছিল। অতঃপর উহা কা'বা ঘরের স্থানের উপর ঢালের ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, সাকীনাহ্

যে স্থানে গিয়া থামিবে, তুমি সেই স্থানে আমার ঘর নির্মাণ করিবে। হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত স্থানে আল্লাহ্র ঘর নির্মাণ করিতে লাগিলেন। নির্মাণ কার্যের এক পর্যায়ে হযরত ইসমাঈল (আ) পাথর আনিতে রওয়ানা হইলে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে নির্দিষ্ট ধরনের একখানা পাথর আনিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উহা লইয়া আসিয়া দেখিলেন-হযরত ইবরাহীম (আ) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর)-কে উহার স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-পিতঃ! আপনাকে এই পাথরখানা কে আনিয়া দিল? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন-'যিনি তোমার নির্মাণ করিবার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন না, তিনিই আমাকে ইহা আনিয়া দিয়াছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান হইতে উহা আমাকে আনিয়া দিয়াছেন।' অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ্র ঘরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিলেন।

কা'ব আহবার হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব, বিশ্র ইব্ন আসিম, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল মাকারী ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'কা'ব আহবার বলেন-'কা'বা ঘর যে স্থানে অবস্থিত, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করিবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে সেই স্থানে পানির উপর ফেনা মিশ্রিত আবর্জনা ছিল। উক্ত স্থান হইতেই পৃথিবীকে চতুর্দিকে বিস্তৃত করা হইয়াছে। সাঈদ (ইব্ন মুসাইয়্যেব) আরও বলেন-একদা হযরত আলী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিলেন ঃ (কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার আদেশ পাইয়া) হযরত ইবরাহীম (আ) আরমেনিয়া হইতে মক্কার দিকে আগমন করিলেন। তখন তাহার সঙ্গে ছিল 'সাকীনাহ' (সান্ত্বনা)। উহা তাঁহাকে মাকড়সার ঘর নির্মাণ করিবার পদ্ধতিতে ঘর নির্মাণ করা শিক্ষা দিতেছিল। উহা মক্কায় আসিয়া নিজের মধ্য হইতে এইরূপ কতগুলি পাথর বাহির করিল যাহার একটিকে উঠাইতেই চল্লিশজন লোক লাগিত।

অতঃপর সাঈদ (ইব্ন মুসাইয়্যেব) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিলাম-হে আবূ মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তা'আলা যে বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ গাঁথিয়া উঁচু করিতেছিল।) অর্থাৎ উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কার্যে ব্যবহৃত পাথরসমূহ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-ও তুলিতে পারিতেন। হযরত আলী (রা) বলেন-উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল।

সুদ্দী বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে আদেশ দিলেন, 'তোমরা তাওয়াফকারীদের জন্যে, ই'তেকাফকারীদের জন্যে এবং রুকূ'কারী ও সিজদাকারীদের জন্যে 'আমার ঘরটি' নির্মাণ কর। আদেশ পাইয়া হযরত ইবরাহীম (আ) মক্কায় আগমন করিলেন। পিতা-পুত্র কোদাল ধরিলেন; কিন্তু, তাঁহারা আল্লাহ্র ঘর কোথায় অবস্থিত তাহা জানিতেন না। এই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা দ্রুতগামী একটি বাতাস পাঠাইলেন। উহার দুইটি ডানা এবং সাপের মাথার ন্যায় একটি মাথা ছিল। উহা কা'বা ঘরের প্রথম বুনিয়াদের উপর হইতে মাটি সরাইয়া দিয়া উহাকে দৃশ্যমান করিয়া দিল। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া উক্ত স্থান পরিষ্কার করত পুনরায় উহা নির্মাণ করিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরোক্ত কার্যকেই বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ بَوَّانَا لِاِبْرٰهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আমি কা'বা ঘরের অঞ্চলকে ইবরাহীমের জন্যে আবাস-স্থল বানাইয়াছিলাম।)

কা'বা ঘরের ভিত্তি নির্মাণ করিতে করিতে তাঁহারা 'রুকন' (কা'বা ঘরের অংশবিশেষ) পর্যন্ত পৌঁছিলে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বলিলেন–বৎস! একখানা সুন্দর পাথর আনো, উহা এই স্থানে বসাইব। হযরত ইসমাঈল (আ) বলিলেন–'আব্বা! আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।'

হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'তৎসত্ত্বেও যাও।' হযরত ইসমাঈল (আ) পাথরের সন্ধানে গেলেন। এদিকে হযরত জিব্রাঈল (আ) হিন্দুস্তান হইতে 'হাজরে আস্ওয়াদ' খানা (কালো পাথর) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। উক্ত পাথরখানা ইয়াকূত জাতীয় একখানা পাথর। হযরত আদম (আ) উহা বেহেশত হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রথমে উহা ছিগামা'র (الثغامة। এক প্রকারের সাদা ফুল) ন্যায় সাদা ছিল। মানুষের পাপের কারণে উহা ক্রমশ কালো হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, হযরত ইসমাঈল (আ) একখানা পাথর লইয়া আসিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পার্শ্বে উক্ত কালো পাথরখানা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–আব্বা! আপনার নিকট এই পাথরখানা কে আনিয়াছে? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–'উহাকে তোমার অপেক্ষা অধিকতর কর্মতৎপর এক ব্যক্তি আনিয়াছে।' যাহা হউক, আল্লাহ্ তা'আলা যে বাক্যগুলি দ্বারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) উহাদের সাহায্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিতেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিতেছিলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ـ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘর নির্মাণ করিবার পূর্বেই উহার ভিত্তিসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত ভিত্তি পুনঃনির্মিত করিতে গিয়া উহার উপর দেয়াল নির্মাণ করিয়াছিলেন। একদল ইতিহাসকার উপরোক্তরূপ বর্ণনাকেই সঠিক মনে করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আইউব, মুআম্মার ও ইমাম আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন–হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেই কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) উহা পুনঃনির্মিত করিয়াছিলেন মাত্র। উক্ত আয়াতাংশে তাঁহার পুনঃনির্মাণ করিবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আতা ইব্ন আবূ রুবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতার আত্মীয়-সাউওয়ার, হিশাম ইব্ন হাস্সান ও ইমাম আবদুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা ইব্ন আবূ রুবাহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে যখন বেহেশত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেন, তখন তাঁহার পা দুইখানা ছিল পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি ছিল আকাশে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের অধিবাসীদের কথাবার্তা এবং দোয়াসমূহ শুনিতেন। তিনি তাহাদের সহিত মেলামেশা করিয়া শান্তি লাভ করিতেন। ইহাতে ফেরেশেতাগণ আশংকিত হইয়া দোয়া ও নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হযরত আদম (আ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন। ফেরেশতাদের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া হযরত আদম (আ) একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার কারণে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগিতে লাগিলেন। তিনি দোয়ায় ও নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিজের যন্ত্রণার কথা জানাইলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে মক্কায় আগমন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি যে যে স্থানে পা রাখিলেন, সেই সেই স্থানে বাসোপযোগী হইয়া গেল এবং তাঁহার দুই পা ফেলিবার স্থানের মধ্যবর্তী স্থান মরুভূমি হইয়া গেল। এইরূপে তিনি মক্কায় পৌঁছিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট বেহেশত হইতে একখানা ইয়াকূত পাথর অবতীর্ণ করেন। উহা বর্তমান কা'বা ঘরের স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি উহা তাওয়াফ করিতেন। হযরত নূহ (আ)-এর যুগের মহাপ্লাবনে পাথরখানা উক্ত স্থান হইতে অপসারিত হয়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উক্ত পাথরটির স্থানে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার সেই ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ـ

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুরায়জ ও ইমাম আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আদম (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিলেন–'আমি ফেরেশতাদের আওয়াজ শুনিতে পাই না।' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন–'তুমি তোমার গুনাহের কারণে তাহাদের আওয়াজ শুনিতে পাও না। তুমি পৃথিবীতে নামিয়া গিয়া সেখানে আমার ইবাদতের জন্যে একখানা ঘর বানাও এবং ফেরেশতাদিগকে যেরূপে আকাশে অবস্থিত আমার ঘরকে তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছ, সেইরূপে উহাকে তাওয়াফ কর।' কথিত আছে, হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরকে পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলেন–হেরা পাহাড়, যায়তা পাহাড়, সিনাই পাহাড় এবং জুদী পাহাড়।[১] তবে উহার ভিত্তি হেরা পাহাড়ের পাথর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। কা'বা ঘর হযরত আদম (আ) কর্তৃক নির্মিত হইবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) উহাকে পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতটি সহীহ সনদে আতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার কোন কোন অংশ অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর যুগে কা'বা ঘর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বেহেশত হইতে হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার পা দুইটি পৃথিবীর বুকে এবং মাথাটি আসমানে ছিল। এই অবস্থায় ফেরেশতাগণ

---

[১] রিওয়ায়েতে পাহাড়ের সংখ্যা পাঁচটি বলিয়া উল্লেখিত হইলেও চারটি পাহাড়ের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। তবে ইতিপূর্বে বর্ণিত এ রিওয়ায়েতে পাঁচটি পাহাড়ের নাম রহিয়াছে।

তাঁহাকে ভয় করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দেহের দৈর্ঘ কমাইয়া উহা ষাট হাত করিয়া দিলেন। উহার ফলে হযরত আদম (আ) ফেরেশতাদের আওয়াজ ও তাসবীহ্ শ্রবণ করা হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলেন। তাই তিনি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই অস্বস্তি দূর করিবার জন্যে দোয়া করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন–হে আদম! আমি তোমার জন্যে পৃথিবীতে একটি ঘর নাযিল করিয়াছি। যেরূপে আমার আরশের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা হয়, সেইরূপে তুমি উক্ত ঘর তাওয়াফ করিবে এবং যেরূপে আমার আরশের নিকট নামায আদায় করা হয়, সেইরূপে তুমি উক্ত ঘরের নিকট নামায আদায় করিবে। আদেশ পাইয়া হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথ অতিক্রম করিবার কালে তিনি দীর্ঘ ব্যবধানে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুইটি পদক্ষেপে মধ্যবর্তী স্থানসমূহ মরুভূমি হইয়া গেল। পরবর্তীকালে উক্ত স্থানসমূহ মরুভূমিই রহিয়া গেল। যাহা হউক, হযরত আদম (আ) কা'বা ঘরে পৌঁছিয়া উহা তাওয়াফ করিলেন। অন্য নবীগণও উহা তাওয়াফ করিয়াছেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, হাফ্‌স ইব্‌ন হামীদ, ইয়াকূব, উম্মী ইব্‌ন হামীদ ও ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'পৃথিবী সৃষ্টির দুই হাজার বৎসর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা পানির চারিটি স্তম্ভের উপর কা'বা ঘরকে নির্মিত করিয়াছিলেন। এইরূপে কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এক সময়ে উহার নিম্নে পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়া দেন।'

মুজাহিদ প্রমুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা ঘরের অঞ্চলকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে আবাস ভূমি হিসাবে নির্ধারিত করিবার পর হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়া হইতে স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্র ইসমাঈলকে সঙ্গে লইয়া বুরাকের পিঠে চড়িয়া হযরত জিবরাঈল (আ)-এর পথ নির্দেশনায় মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে কোন জনপদ দেখিলেই তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন–হে জিবরাঈল! আমাকে কি আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে আসিতে আদেশ করিয়াছেন? হযরত জিবরাঈল (আ) বলিতেন–'আরও পথ যাইতে হইবে।' মক্কায় পৌঁছিবার পর তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন–আল্লাহ্ তা'আলা কি এইস্থানে ইহাদিগকে রাখিয়া যাইবার জন্যে আমাকে আদেশ করিয়াছেন? হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন–হ্যাঁ। এইস্থানেই রাখিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সে সময়ে মক্কা ছিল বাবুল ইত্যাদি কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ জঙ্গলময় একটি স্থান। দূরে আমালীক (عماليق) নামক একটি সম্প্রদায় বাস করিত। কা'বা ঘরের স্থানটি ছিল একটি লাল টিলা। হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈলসহ হাজেরা (রা)-কে হাজরে আসওয়াদ–এর স্থানে রাখিয়া তাহাকে উক্ত স্থানে একখানা ঝুপড়ি বানাইয়া লইতে বলিলেন। এই সময়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট এই দোয়া করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِیَّتِیْ بِوَادٍ غَیْرِذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّمِ - رَبَّنَا لِیُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِیْ اِلَیْهِمْ - وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُوْنَ -

'হে আমাদের প্রভু! আমি আমার বংশধরদের একটি অংশকে তোমার ঘরের নিকট শস্যহীন একটি উপত্যকায় বাস করিবার জন্যে এই উদ্দেশ্যে বসাইয়াছি যে, লোকে নামায আদায় করিবে। অতএব তুমি কিছু সংখ্যক লোকের অন্তরকে তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আন আর তাহাদিগকে ফলসমূহ হইতে রিযিক দান কর। আশা করা যায়, তাহারা শোকর গুযারী করিবে।'

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, হিশাম ইব্ন হাস্সান ও ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন বস্তু সৃষ্টি করিবার দুই হাজার বৎসর পূর্বে কা'বা ঘরের স্থানটি সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তরে প্রোথিত রহিয়াছে।

তেমনি মুজাহিদ হইতে লায়ছ ইব্ন আবূ সালীম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ পৃথিবীর সপ্তম স্তর পর্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে।

উলিয়া ইব্ন আহমার হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল মুমিন ইব্ন খালিদ, আব্দুল ওহাব ইব্ন মুআবিয়া, আমর ইব্ন রাফে', ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা যুল-কারনাইন বাদশাহ মক্কায় আসিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-কে পাঁচটি পাহাড় হইতে পাথর আনিয়া কা'বা ঘরের ভিত্তিসমূহ নির্মাণ করিতে দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–তোমরা কাহার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আমার রাজ্যে ঘর নির্মাণ করিতেছ? হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–আমরা এই ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদিষ্ট দুই বান্দা। যুল-কারনাইন বলিলেন–নিজেদের দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাতে পাঁচটি দুম্বার জবান খুলিয়া গেল। উহার বলিল–'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইবরাহীম ও ইসমাঈল এই ঘর নির্মাণ করিবার জন্যে আল্লাহ্র তরফ হইতে আদেশপ্রাপ্ত দুই বান্দা। যুল-কারনাইন বলিলেন–'আমি এই প্রমাণে সন্তুষ্ট হইলাম।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আযরাকী স্বীয় 'মক্কার ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'যুল-কারনাইন বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত কা'বা ঘর তাওয়াফ করিয়াছিলেন।' উক্ত রিওয়ায়েতদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যুল-কারনাইন বাদশাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ـ

القواعد। শব্দটি القا عدة। শব্দের বহুবচন। القاعدة। অর্থ বুনিয়াদ, ভিত্তি المرأة। القاعدة। অর্থাৎ যে নারীর স্বামী হারাইয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা নারী। উক্ত অর্থেও القاعدة। শব্দের বহুবচন القواعد।

অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিক সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (রা) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা), সালিম ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন শিহাব, মালিক ও ইসমাঈলের মাধ্যমে আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–তুমি কি জান না, তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহ দ্বারা নির্ধারিত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রাখিয়াছে? আমি আরয করিলাম–হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিসমূহের উপর

পুনর্নির্মিত করিবেন না? নবী করীম (সা) বলিলেন–তোমার কওম মাত্র অল্প দিন পূর্বে কুফর ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের বয়স স্বল্প না হইয়া দীর্ঘ হইলে আমি তাহাই করিতাম। রাবী সালিম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) উক্ত হাদীসটি শুনিয়া বলিলেন–সম্ভবত এই কারণেই দেখা গিয়াছে যে, নবী করীম (সা) কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে হাজরে আসওয়াদের নিকটে অবস্থিত খুঁটি দুইটি স্পর্শ করেন নাই। অর্থাৎ নবী করীম (সা) উক্ত খুঁটি দুইটি হইতে দূরে মূল কা'বা ঘরের সীমানার বাহিরে থাকিয়া তাওয়াফ করিয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস ইমাম বুখারী আবার 'হজ্জ অধ্যায়ে' উক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে কা'নাবীর ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। পুনরায় তিনি উহা 'নবীগণ অধ্যায়ে' উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফের ভিন্ন অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম উহা উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে ইব্‌ন ওহাব প্রমুখের ভিন্নরূপ অধস্তন সনাদংশেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ উহা উপরোক্ত রাবী মালিক হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদাংশে এবং মালিক হইতে আব্দুর রহমান ইব্‌ন কাসিম প্রমুখের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

'হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা)[১], হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ও রাফে' প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরের ধন সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে দান করিয়া দিতাম; উহার দরজা নীচু করিয়া চত্বর সংলগ্ন করিয়া দিতাম এবং হাতিমকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম।'

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা ইব্‌ন জুবায়র আমাকে বলিলেন, হযরত আয়েশা (রা) তোমার নিকট অনেক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে কি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন? আমি বলিলাম–তিনি কা'বা ঘর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আয়েশা (রা) বলেন–একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–'হে আয়েশা! তোমার কওম (অর্থাৎ কুরায়শ) যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া উহাতে দুইটি দরজা নির্মাণ করিতাম। একটি দরজা দিয়া লোকে উহাতে প্রবেশ করিত এবং আরেকটি দরজা দিয়া তাহারা উহা হইতে বাহির হইত।' পরবর্তীকালে ইব্‌ন জুবায়র কা'বা ঘরকে উপরোক্তরূপে নির্মাণও করিয়াছিলেন।

---

[১] প্রকৃতপক্ষে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর নহে; বরং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর হইতেছেন রিওয়ায়েতটির রাবী। ইমাম মুসলিম কর্তৃক অন্যত্র বর্ণিত রিওয়ায়েতে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকরই উল্লেখিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর তাঁহার পিতার খিলাফতের আমলেই ইন্তিকাল করেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী উহা 'ইলম অধ্যায়ে' বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ মুআবিয়া, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–তোমার কওম সদ্য কুফরত্যাগী না হইলে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করিতাম। কারণ, কুরায়শ গোত্র উহা পুনঃনির্মিত করিবার কালে উহার মূল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রহিয়াছে। আর আমি উহাতে একটি পশ্চাদ-দ্বার নির্মাণ করিতাম।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম আবার হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন নুমায়র, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়বের সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইব্ন জুবায়র, সাঈদ ইব্ন মায়না, সালীম ইব্ন হাইয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–হে আয়েশা! তোমার কওম যদি সদ্য শিরক ত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা চত্বরের সহিত সমতল করিয়া পুনঃনির্মাণ করিতাম, উহার পূর্বে দিকে একটি দরজা এবং পশ্চিম দিকে একটি দরজা নির্মাণ করিতাম এবং ছয় হাত পরিমিত 'হাতীম' উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম। কারণ, কুরায়শ উহা পুনঃর্নির্মিত করিবার কালে উহার মূল ভিত্তির আওতার অন্তর্ভুক্ত স্থানের কিয়দংশ উহার বাহিরে রাখিয়াছে।

উক্ত রিওয়ায়েতটিও শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহা বর্ণনা করেন নাই।

কুরায়েশ কর্তৃক কা'বা ঘরের পুননির্মিত হওয়ার ঘটনা

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার হাজার-হাজার বৎসর পর নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার পাঁচ বৎসর পূর্বে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিয়াছিল। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্যে নবী করীম (সা)-ও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি লোকদের সহিত কাঁধে করিয়া পাথর বহিয়া আনিতেন। তাঁহার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র তরফ হইতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হইতে থাকুক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার স্বীয় 'সীরাত' পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা)-এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বৎসর, তখন কুরায়শ গোত্রের লোকেরা কা'বা ঘরকে পুনর্নির্মিত করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। তখন কা'বা ঘরে ছাদ ছিল না। উহা তখন মাত্র প্রস্তর নির্মিত ভিত্তি ও দেওয়ালের সমষ্টি ছিল। কুরায়শগণ চাহিয়াছিল, তাহারা উহা ভাঙ্গিয়া ছাদ বিশিষ্ট করিয়া উহা পুনঃনির্মিত করিবে। কিন্তু তাহারা উহা ভাঙ্গিতে ভয় পাইত। ইতিমধ্যে একটি

ঘটনা ঘটিয়া গিয়া কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিয়াছিল। কা'বা ঘরের ধনরাজি উহার মধ্যে অবস্থিত একটি কূপে রক্ষিত থাকিত। একদা উহা চুরি হইয়া গেল। অবশ্য دوبيك (দুবায়েক) নামক একটি লোকের নিকট উহা প্রাপ্ত হওয়ায় উহা উদ্ধার করাও হইল। দুবায়েক ছিল খুযাআহ (خزاعة) গোত্রের বনী মালীহ ইব্‌ন আমর নামক একটি শাখার লোকদের গোলাম। কুরায়শরা বিচারের মাধ্যমে তাহার হাত কাটিয়াছিল। কথিত আছে, কা'বা ঘরের ধনরাজির প্রকৃত চোর দুবায়েক ছিল না; বরং প্রকৃত চোরেরা তাহার নিকট উহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত চুরির ঘটনা কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বাড়াইয়া দিল। ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। তাহা এই ঃ

কা'বা ঘরের মধ্যে অবস্থিত কূপে একটি ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ বাস করিত। লোকেরা সাপটির জন্যে প্রতিদিন কূপের মধ্যে খাদ্য নিক্ষেপ করিত। উহা প্রতিদিন কা'বার দেওয়ালের উপর আসিত। একদিন একটি বড় পাখী আসিয়া সাপটিকে কা'বার দেওয়াল হইতে ধরিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনা কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার বিষয়ে কুরায়শের মনে দুই দিক দিয়া সাহস আনিয়া দিল। সাপটি ছিল স্বভাবতই ভয়ঙ্কর ও ভীতিকর। কেহ উহার নিকটে গেলে উহা ফনা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। সাপটিকে পাখীতে ধরিয়া লইয়া যাইবার পর উহার আক্রমণের ভয় দূর হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত কুরায়শগণ সাপটির অপসারণকে তাহাদের কার্যের প্রতি আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও অনুমোদনের লক্ষণ মনে করিল। তাহারা মনে করিল, কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত তাহাদের পরিকল্পনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি রহিয়াছে। এই কারণেই তিনি সাপটিকে দূর করিয়া দিয়া তাহাদের কার্যকে সহজ করিয়া দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আরেকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। উহা কুরায়শের জন্যে তাহাদের পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে আরও সহজ করিয়া দিল। একদা জনৈক রোমক বণিকের একখানা সামুদ্রিক নৌকার ভগ্নাবশেষ জেদ্দায় আসিয়া ঠেকিল। উহার মজবুত তক্তাগুলি কা'বা ঘরের ছাদ নির্মাণের জন্যে বিশেষ উপযোগী ছিল। মক্কায় তখন জনৈক অভিজ্ঞ কিবতী সুতার বাস করিত। তাহার গৃহ নির্মাণ বিদ্যা কুরায়শের পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পক্ষে অনুকূল ও সহায়ক ছিল।

উপরোক্ত আনুকূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কুরায়শের লোকগণ কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্যে হাত দিল। সর্বপ্রথম ইব্‌ন ওহাব[১] ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আয়েয ইব্‌ন আবদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন মাখযুম নামক জনৈক ব্যক্তি কা'বা ঘরের একখানা পাথর স্থানচ্যুত করিয়া হাতে উঠাইল। সঙ্গে সঙ্গে উহা তাহার হাত হইতে পূর্বস্থানে পড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি বলিলেন–হে কুরায়শগণ! তোমাদের কেহ যেন এই ঘর নির্মাণ করিবার কার্যে ব্যভিচারলব্ধ অর্থ, সুদলব্ধ অর্থ ও অত্যাচারলব্ধ অর্থ দান না করে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ একদল ইতিহাসকার বলেন–ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাখযুম উপরোক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুরায়শরা পূর্বেই কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার কার্যকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া কুরায়শের একেকটি শাখা বা একাধিক শাখার উপর একেকটি অংশ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিল। কা'বা ঘরের দরজা ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু আব্দে মানাফ এবং যুহরা উপগোত্রের উপর। রুকনে আসওয়াদ (হাজরে আসওয়াদ) এবং রুকনে ইয়ামানীর

---

[১] কোন কোন সংস্করণে এই স্থানে ইব্‌ন ওহাব এর পরিবর্তে 'আবূ ওহাব' লিখিত রহিয়াছে। উহার টীকায় লিখিত রহিয়াছে–'ইনি নবী করীম (সা)-এর পিতা আব্দুল্লাহর মাতুল ছিলেন। ইনি একজন শরীফ ও সৎ-স্বভাব বিশিষ্ট লোক ছিলেন।'

মধ্যবর্তী স্থান ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু মাখযুমসহ কয়েকটি উপগোত্রের উপর। কা'বার পশ্চাতের অংশ ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনূ জুমহ এবং বনূ সাহমের উপর। 'হাতীম' ভাঙ্গিবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল বনু আবদি দার ইব্ন কুসাই, বনু আসাদ ইব্ন আব্দুল উয্যা ইব্ন কুসাই এবং বানূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআর উপর। প্রথম ভঙ্গকারী ইব্ন ওহাব-এর হাত হইতে পাথর ফসকাইয়া পড়িবার কারণে লোকদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা ভাঙ্গিবার কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস পাইল না। এই সময়ে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা বলিল-'আমি উহা সর্বাগ্রে ভাঙ্গিতেছি।' এই বলিয়া সে কোদাল হাতে লইয়া কা'বা ঘরে উঠিয়া বলিতে লাগিল-'হে আল্লাহ্! আমাদিগকে ভীত করিও না। হে আল্লাহ্! কা'বা ঘরের মঙ্গল ছাড়া আমাদের মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।' অতঃপর সে কা'বা ঘরের রুকনদ্বয়ের দিকের দেওয়ালের একাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অতঃপর লোকেরা বলিল, আগামী দিন পর্যন্ত ভাঙ্গিবার কার্য স্থগিত থাকুক। রাত্রিতে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ আপতিত হইলে আমরা আর কা'বা ঘর ভাঙ্গিব না, যেটুকু ভাঙ্গা হইয়াছে, উহা মেরামত করিয়া কা'বা ঘরকে উহার পূর্বাবস্থায়ে ফিরাইয়া দিব। পক্ষান্তরে ইব্ন মুগীরার উপর কোন বিপদ না আসিলে বুঝিব, আল্লাহ আমাদের কার্যে সন্তুষ্ট রহিয়াছেন। অতঃপর পরিকল্পনা মুতাবিক কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিবার এবং পুনঃনির্মাণ করিবার কাজ পুনরায় আরম্ভ করিব।'

পরের দিন দেখা গেল, ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাসহ সকলে কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার কার্যে লাগিয়া গেল। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত মূলভিত্তি পর্যন্ত পৌঁছিল। উহার পাথরগুলি ছিল সবুজ রঙের। উহারা দন্তমালার ন্যায় একটির সহিত আরেকটি সুসংবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন-যাহারা আমার নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের একজন আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'কুরায়শের একটি লোক উক্ত মূলভিত্তি ভাঙ্গিবার উদ্দেশ্যে উহার দুইখানা পাথরের মধ্যে শক্ত একটি দন্ত প্রবেশ করাইয়া নাড়া দিল। ইহাতে একখানা পাথর নড়িয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মক্কা নগরী প্রকম্পিত হইল। ইহাতে কুরায়শগণ উক্ত মূলভিত্তি ভাঙ্গিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ 'অতঃপর প্রত্যেক শাখা-গোত্র পৃথক পৃথকভাবে পাথর সংগ্রহ করিয়া স্ব-স্ব দায়িত্বের অংশ নির্মাণ করিতে লাগিল। তাহাদের নির্মাণ কার্য হাজরে আসওয়াদের স্থানে পৌঁছিবার পর উহা যথাস্থানে স্থাপন করা লইয়া তাহাদের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। প্রত্যেক শাখা-গোত্রই দাবী করিল, তাহারাই হাজরে আসওয়াদকে উহার স্থানে লইয়া যাইবে। তাহাদের দ্বন্দ্ব ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া অবশেষে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিবার আয়োজন করিল। বনূ আবদিদ্দার এবং বনূ আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুআ রক্তভর্তি একটি পাত্রের মধ্যে হাত রাখিয়া শপথ করিল-'তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে শেষ হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন গোত্র-শাখাকে উক্ত পাথর উঠাইতে দিবে না।' এইরূপ থমথমে অবস্থায় চার পাঁচ দিন অতিবাহিত হইল। অতঃপর বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মসজিদে হারমে মিলিত হইল।'

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ জনৈক রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সময়ে আবূ উমাইয়া ইব্ন মুগীরা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন মাখযুম একটি প্রস্তাব দিল। সে ছিল কুরায়শ গোত্রের জ্যেষ্ঠতম ব্যক্তি। সে বলিল-হে কুরায়শের লোকগণ! তোমরা একটি লোককে সালিস মানো।

কাহাকে সালিস মানিবে? যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এখানে উপস্থিত হইবে, সেই হইবে তোমাদের সালিস। সে ব্যক্তি যে রায় দিবে, সকলে তাহাই মানিবে।' সকলে তাহার এই প্রস্তাবকে মানিয়া লইল। তাহারা প্রথম আগন্তুকের আগমনের জন্যে অপেক্ষা করিতে থাকিল। তাহারা দেখিল, সেখানে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আসিতেছে, সে হইতেছে তাহাদের প্রিয় 'আল আমীন'— মুহাম্মদ। উল্লেখ্য যে, নবূওত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (সা) স্বীয় বিশ্বস্ততার কারণে মক্কাবাসীর নিকট হইতে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রিয় 'আল-আমীন'কে দেখিয়া তাহারা বলিতে লাগিল-'এই তো আল-আমীন; আমরা মানিয়া লইলাম; এই তো মুহাম্মদ।' 'আল-আমীন' তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা তাঁহাকে ঘটনা খুলিয়া জানাইল। তিনি বলিলেন ঃ 'আমাকে একখানা কাপড় আনিয়া দাও।' তাহারা তাঁহাকে একখানা কাপড় আনিয়া দিলে তিনি উহা বিছাইয়া নিজ হাতে পাথরখানা উহার উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন-প্রত্যেক শাখা-গোত্রের লোকে কাপড়খানার কিনারা ধরিয়া পাথরখানা বসাইবার স্থানে লইয়া যাও।' তাহারা তাহাই করিল। তিনি নিজ হাতে পাথরখানা কাপড়ের উপর হইতে উঠাইয়া লইয়া উহা যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কুরায়শ গোত্রের এক ভয়াবহ বিরোধ মিটিয়া গেল। অতঃপর কুরায়শগণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বীয় পরিকল্পনা মুতাবিক কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্যের অবশিষ্টাংশ সম্পন্ন করিল। কা'বা ঘরের পুনঃনির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর জুবায়র ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের কূপে বসবাসকারী পূর্বোল্লেখিত ভয়ংকর সাপটির অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করিল ঃ

عجبت لما تصوبت العقاب
الى الثعبان وهى لها اضطراب
وقد كانت يكون لها كشيش
واحيانا يكون لها وثاب
اذا قمنا الى التأسيس شدت
تهيبنا البناء وقد تهاب
فلما ان خشينا الرجز جائت
عقاب تتلئب لها ائصباب
فضمتها اليها ثم خلت
لنا البنيان ليس له حجاب
فقمنا حاشدين الى بناء
لنا منه القوعد والتراب

غداة نرفع التاسيس منه
وليس على مساوينا ثياب
اغزبه المليك بنى لؤى
فليس لاصله منهم ذهاب
وقد حشدت هناك بنو عدى
ومرة قد تقدمها كلاب
فبوأنا المليك بذاك عزا
وعند الله يلتمس الثواب

'সাপটির উপর যখন 'উকাব' পাখী (বাজ পাখী হইতে অধিকতর শক্তিশালী এক প্রকারের শিকারী পাখী) নামিয়া আসিল, তখন আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেলাম। সাপটির স্বভাব ছিল অতিশয় উগ্র। অনেক সময়েই উহার ফোঁস ফোঁসানি শোনা যাইত। আবার অনেক সময়ে উহা মানুষকে তাড়াইত। আমরা কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে গেলেই উহা আমাদিগকে আক্রমণ করিত। উহা আমাদিহকে ভয় দেখাইয়া কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিতে বাধা দিত। বস্তুত উহা ভীতিকর প্রাণীই ছিল। আমরা ভয় করিতাম, পুনঃনির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ও কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে গেলে আমাদের পাপ হইবে। এই অবস্থায় একদিন অকস্মাৎ একটি 'উকাব' পাখী আসিয়া সরল গতিতে উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর উহা সুদৃঢ় নখরে ধরিয়া লইয়া উধাও হইল। আমাদের জন্যে কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কার্যকে নিবিঘ্ন করিয়া দিল। অতঃপর আমাদের সম্মুখে আর কোন বিঘ্ন রহিল না। আমরা অতি সকালে দ্রুত আমাদের একটি ঘরের দিকে চলিয়া গেলাম। উহাতে ছিল মাত্র ভিত্তি ও মাটি। আমরা উহাকে যখন পুনঃনির্মাণ করিতেছিলাম, তখন আমাদের দেহের উর্ধ্বাংশে বস্ত্র ছিল না। সৃষ্টির অধিপতি আল্লাহ্ 'বনু-লুআ'কে উহার দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। তাহারা উহার নির্মাণ কার্যে কোনরূপ অলসতা দেখায় নাই। 'বনু আদী'ও সেখানে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আর একবার 'কিলাব' শাখাগোত্রও উহার নির্মাণ কার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে বিশ্বের অধিপতি আল্লাহ্ উহার মাধ্যমে আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন। আর আল্লাহর নিকট আমরা নিবেদন করিতেছি- তিনি যেন আমাদিগকে সওয়াব দান করেন।'

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ 'নবী করীম (সা)-এর যুগে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য আঠার হাত ছিল। প্রথমদিকে কা'বা ঘর 'কিবতী' (এক শ্রেণীর কাতান) বস্ত্রে আবৃত করা হইত। পরবর্তীকালে উহা 'বুরূদ' (পাড় বিশিষ্ট চাদর) দ্বারা আবৃত করা হইত। উহা রেশম বস্ত্রে সর্বপ্রথম আবৃত করেন হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ।'

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি-কুরায়শ গোত্র যেরূপে কা'বা ঘর নির্মাণ করিয়াছিল, উহা পবিত্র মক্কার সুশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালের প্রথম দিক পর্যন্ত সেইরূপেই অটুট ছিল। ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার রাজত্বকালের শেষ দিকে এবং পবিত্র মক্কার সুশাসক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া তাঁহাকে তথায়

অবরুদ্ধ করিবার কালে উক্ত বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণে কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়া যায় এবং উহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা ছিল হিজরী ষাট সনের পরের ঘটনা। উক্ত ঘটনার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরকে ভূমির সমতল করিয়া ভাঙ্গিয়া উহা হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তির উপর পুনঃনির্মিত করেন। তিনি 'হাতিম'কে পূর্ণভাবে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভূমির সহিত সংলগ্ন করিয়া মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করেন। উক্ত পুনঃনির্মাণ কার্য সম্পাদন করিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) নবী করীম (সা)-এর এতদ্‌সম্পর্কিত ইচ্ছাটি পূরণ করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি তাঁহার খালা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে নবী করীম (সা)-এর উক্ত ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত কা'বা ঘরের উপরোক্ত আকার ও গঠন অটুট ছিল। তাঁহার শাহাদাতের পর উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া নির্মাণ করা হয়। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ তাঁহাকে শহীদ করিয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের নির্দেশে কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পূর্বের আকার ও গঠনে পুনঃনির্মাণ করেন।

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ সুলায়মান, ইব্ন আবূ যায়দা, হিনদ ইব্ন সিররী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলেন-ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিয়ার রাজত্বকালে তাহার সেনাবাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্রে কা'বা ঘরে আগুন লাগিয়া যাইবার কারণে উহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহা তদবস্থায় রাখিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হজ্জের সময়ে লোকেরা কা'বা ঘর যিয়ারত ও তাওয়াফ করিতে আসিয়া ইয়াযীদ বাহিনীর অত্যাচারের আলামত ও নিদর্শন দেখিয়া ইয়াযীদের প্রতি রুষ্ট হইবে ও তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইবে। হজ্জের সময়ে লোকেরা পবিত্র মক্কায় একত্রিত হইলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন-হে লোক সকল! তোমরা আমাকে কা'বা ঘরের বিষয়ে পরামর্শ দাও। উহা ভাঙ্গিয়া পুনঃনির্মাণ করিব অথবা শুধু উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করিব? হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন-'আমার অভিমত এই যে, নবী করীম (সা)-এর নবূওত লাভ করিবার সময়ে এবং লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার সময়ে আল্লাহর ঘর যে অবস্থায় ছিল, আপনি শুধু উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটুকু মেরামত করিয়া উহা সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন।' হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র বলিলেন-'তোমাদের কাহারও বাসভবন (আংশিকভাবে) পুড়িয়া গেলে তো সে উহা সম্পূর্ণরূপে নতুন করিয়া পুনর্নির্মাণ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকিতে না। এমতাবস্থায় আল্লাহর ঘরের বিষয়ে কোন্ ব্যবস্থা গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে মানাইতে পারে? এই বিষয়ে আমি তিন দিন ধরিয়া আমার প্রভুর নিকট ইসতেখারা (কোন বিষয়ে আল্লাহর নিকট পথ নির্দেশনা চাহিয়া বিশেষ আমল করা) করিব। অতঃপর এই বিষয়ে করণীয় স্থির করিব।' তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) সিদ্ধান্ত করিলেন- তিনি কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পুনর্নির্মিত করিবেন। কিন্তু কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে গেলে তাহার উপর আসমান হইতে বিপদ নাযিল হইতে পারে, এই আশংকায় কেহ উহা ভাঙ্গিবার জন্যে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এক সময়ে একটি লোক সাহস সঞ্চয় করিয়া উহার উপরে উঠিল এবং উপর হইতে একখানা পাথর খুলিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। লোকে দেখিল, তাহার উপর কোন বিপদ নাযিল হয় নাই। ইহাতে এক এক করিয়া সকলে উহাকে ভাঙ্গিবার কার্যে লাগিয়া গেল। এইরূপে উহাকে ভাঙ্গিয়া ভূমির সমতল করা হইল। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) উহার ভিত্তির উপর কতগুলি খুঁটি গাড়িয়া রাখিলেন। এই সময়ে

তিনি লোকদিগকে একটি হাদীস শুনাইলেন। তিনি বলিলেন-আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

'একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন-'জনগণ যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত এবং আমার নিকট যদি প্রয়োজনীয় অর্থ থাকিত, তবে আমি নিশ্চয় 'হিজর (হাতিম)' এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থান কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করিতাম এবং উহাতে প্রবেশ করিবার একটি দরজা ও বাহির হইবার একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা লাগাইতাম।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলিলেন-'আমার নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ রহিয়াছে এবং জনগণের বিভ্রান্ত হইবার আশংকাও দূরীভূত হইয়াছে। এমতাবস্থায় নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা পূরণ করায় কোন বাধা দেখিতেছি না।' তিনি 'হিজর' এর পাঁচ হাত পরিমিত স্থানকে কা'বা ঘরের সীমানার অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহাতে ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ইতিপূর্বে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্য ছিল আঠার হাত। 'হিজর' ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার প্রস্থ পাঁচ হাত বৃদ্ধি পাওয়ার পর লোকদের নিকট উহা দৈর্ঘ্যে খাটো বিবেচিত হইল। ইহাতে তিনি উহার দৈর্ঘ্য পাঁচ হাত বাড়াইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে প্রবেশ করিবার জন্যে একটি দরজা এবং বাহির হইবার জন্যে একটি দরজা, মোট দুইটি দরজা নির্মাণ করিলেন। এইরূপে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর শাসনকালে তাঁহার উদ্যোগে নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা অনুসারে হাতিম এর সম্পূর্ণ অংশ কা'বার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং উহাতে দুইটি দরজা নির্মিত হইল।

কা'বা ঘর পুনর্নির্মিত হইবার পর উহা উক্ত অবস্থায় বেশীদিন থাকিতে পারিল না। হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে শহীদ করিয়া খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ানকে লিখিয়া জানাইল ঃ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র মক্কার নেককার ও ন্যায়বাদী মহলের সম্মতি লইয়া কা'বা ঘর নতুন আকার ও গঠনে নির্মিত করিয়াছেন। এই অবস্থায় কা'বা ঘরের বিষয়ে কি অবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ জানিতে চাই।' খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাহাকে আদেশ দিলেন ঃ আমরা কোন বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র এর অনুসারী নহি। সে কা'বা ঘরের দৈর্ঘ্যের দিকে যে স্থানকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা অপরিবর্তিত রাখো। কিন্তু, সে উহার প্রস্থের দিকে 'হিজর' (হাতিম)-এর যে অংশকে সংযোজিত করিয়াছে, উহা কা'বা ঘর হইতে পৃথক করিয়া ফেল আর ইব্ন যুবায়র কর্তৃক স্থাপিত নূতন দরজাটি বন্ধ করিয়া দাও।' খলীফার আদেশ পাইয়া হাজ্জাজ কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে উহা পুনঃনির্মাণ করিলের।

উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর যে বাণীটি বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম নাসাঈ উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ ব্যতিরেকে শুধু উহা উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) কা'বা ঘরকে যে আকার ও আকৃতিতে পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন, উহাই ছিল নবী করীম (সা)-এর আকাঙ্ক্ষিত আকার ও গঠন। নবী করীম (সা) উক্ত আকার ও গঠনেই কা'বা ঘর পুনঃনির্মিত করিবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে তিনি এই আশংকায় স্বীয় আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করেন নাই যে, জনগণ অল্প দিন পূর্বে কুফর ত্যাগ করত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা কা'বা ঘর ভাঙ্গিতে এবং উহার আকৃতি ও গঠন পরিবর্তন করিতে দেখিলে বিভ্রান্ত হইতে পারে। আর নবী করীম (সা)-এর উক্ত আকাঙ্ক্ষার বিষয় প্রথম দিকে খলীফা অব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ানের কথা জানা ছিল না। তাই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র কর্তৃক পুনর্নির্মিত কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া উহা পূর্বের

আকার ও গঠনে পুনর্নির্মিত করিবার জন্যে হাজ্জাজকে আদেশ দিয়াছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি উক্ত হাদীস জানিতে পারিয়া নিজের কার্যে অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন–'আহা! ইব্‌ন যুবায়র কা'বা ঘরকে যে আকার ও গঠনে পুনর্নির্মিত করিয়াছিল, যদি আমি উহাকে সেই আকারে ও গঠনে রাখিয়া দিতাম, তবে কত ভাল হইত। এই স্থলে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতটি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র এবং ওয়ালীদ এবং ইব্‌ন আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুরায়জ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা হারিস ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবী রবীআহ প্রতিনিধি হইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের খিলাফতের যুগে তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। খলীফা তাঁহাকে বলিলেন–'আমার ধারণা, আবূ হাবীব যে হাদীস (যাহাতে কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে) শুনিয়াছে বলিয়া দাবি করিয়াছিল, উহা মিথ্যা দাবি ছিল।' ইহাতে হারিস ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ বলিলেন–না; তাঁহার দাবি মিথ্যা ছিল না। আমিও হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উক্ত হাদীস শুনিয়াছি।' খলীফা বলিলেন–আপনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট কি শুনিয়াছেন ? হারিস ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ বলিলেন–হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন–'তোমার কওম কা'বা ঘরকে উহার মূল আকার ও আয়তনে পুনর্নির্মাণ না করিয়া উহার একাংশ বাহিরে রাখিয়া পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন। তাহারা যদি সদ্য শিরকত্যাগী না হইত, তবে আমি উহার পরিত্যক্ত অংশ উহার সহিত সংযোজিত করিয়া উহা পুনর্নির্মিত করিতাম। তোমার কওম যদি পূর্বের আকার ও আয়তনে উহা পুনর্নির্মিত করিতে চাহে, তবে তাহাদিগকে কতটুকু স্থান উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে, আস, তাহা আমি তোমাকে দেখাইয়া দেই। এই বলিয়া নবী করীম (সা) আমাকে প্রায় সাত হাত পরিমিত জায়গা দেখাইলেন।' হাদীসের উক্ত অংশটুকু রাবী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন উমায়র কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ওয়ালীদ ইব্‌ন আতা নিম্নোক্ত অতিরিক্ত অংশটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হারিছ আরও বলিলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন- নবী করীম (সা) বলিলেন, তাহা ছাড়া আমি উহার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভূমি সংলগ্ন করিয়া দুইটি দরজা স্থাপন করিতাম। আর তুমি কি জান, তোমার কওম কেন কা'বা ঘরের দরজাকে ভূমি হইতে উচ্চে স্থাপন করিয়াছিল? আমি বলিলাম-হে আল্লাহর রাসূল। আমি উহা জানি না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তাঁহারা গর্ব, অহংকার ও বৈষম্যমূলক মনোবৃত্তির কারণে এইরূপ করিয়াছিল। তাহারা যাহাকে উহাতে প্রবেশ করিতে দিতে চাহিত, সে ছাড়া অন্য কেহ যেন উহাতে প্রবেশ করিতে না পরে সেই উদ্দেশ্যে তাহারা উহার দরজা ভূমি হইতে উচ্চে স্থাপন করিয়াছিল। এই কারণেই দেখা যাইত, কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে উপরে আরোহণ করিতে দিত। অতঃপর সে ব্যক্তি দরজার কাছে চলিয়া গেলে তাহারা তাহাকে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিত।'

যাহা হউক, হারিস ইব্‌ন উবায়দুল্লাহর বর্ণনা শুনিয়া খলীফা বলিলেন, আপনি নিজ কানেই কি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে উক্ত হাদীস শুনিয়াছেন ঃ হারিস বলিলেন–হ্যাঁ, আমি নিজ কানে উহা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া খলীফা চিন্তামগ্ন হইয়া

হাতের লাঠি দ্বারা কিছুক্ষণ মাটি খুঁড়িলেন। অতঃপর বলিলেন–'আহা! ইব্‌নে যুবায়র যাহা করিয়াছে, যদি আমি উহা অক্ষুণ্ন রাখিতাম, তবে কতই না ভালো হইত!'

ইমাম মুসলিম আবার উপরোক্ত রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রাবী ইব্‌ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুর রায্‌যাক ও আবদ ইব্‌ন হামীদের ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে এবং উক্ত রাবী ইব্‌ন জুরায়জ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জিবিল্লার ভিন্নরূপ অধস্তন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুয্‌আ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাতিম ইব্‌ন আবূ সগীরা, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বিকর সাহমী; মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ কুয্‌আ বলেন ঃ একদা খলীফা আব্দুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবার কালে বলেন–আল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়রের উপর লা'নত বর্ষণ করুন। কারণ, সে উম্মুল মুমিনীন (হযরত আয়েশা রা)-এর নামে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে বলিয়াছে–আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন–একদা নবী করীম (সা) আমাকে বলিয়াছিলেন–'হে আয়েশা! তোমার কওম যদি সদ্য কুফরত্যাগী না হইত, তবে আমি নিশ্চয় কা'বা ঘর ভাঙ্গিয়া হাতিমকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতাম। কারণ, উহা কা'বা ঘরের অংশ ছিল। তোমার কওম কা'বা ঘর পুনঃনির্মাণ করিবার কালে উহা কা'বা ঘরের বাহিরে রাখিয়াছে।' ইহা শুনিয়া হারিস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রবীআহ বলেন–'হে আমীরুল মু'মিনীন ইব্‌ন যুবায়র সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিবেন না। কারণ, আমি নিজ কানে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট হইতে উক্ত হাদীসটি শুনিয়াছি।' ইহাতে খলীফা বলিলেন–আমি কা'বা ঘর ভাঙ্গিবার আদেশ দিবার পূর্বে উহা জানিতে পারিলে কা'বা ঘরকে ইব্‌ন যুবায়র যেরূপে পুনর্নির্মাণ করিয়াছিল সেইরূপেই উহা রাখিয়া দিতাম।'

উপরোল্লিখিত হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক প্রায় নিশ্চিতরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক উহার বর্ণিত হইবার বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে একাধিক সহীহ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হযরত আয়েশা (রা) হইতে আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, হারিস ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ রবীআহ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা), আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) যাহা করিয়াছিলেন, তাহা অভ্রান্ত ছিল। তাঁহার নির্মাণকে অক্ষুণ্ন রাখা খলীফা মারওয়ানের জন্যে সমীচীন ছিল।

এইস্থলে প্রশ্ন দেখা দেয়, অতঃপর কা'বা ঘর নবী করীম (সা) কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আকার ও আয়তনে পুনঃনির্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে কিনা? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কা'বা ঘরের উপর একাধিক ভাঙ্গা-গড়া চলিবার কারণে কোন কোন ফকীহ উহাকে বর্তমান অবস্থায়ই রাখিয়া দিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কথিত আছে, একদা খলীফা হারূন অর-রশীদ অথবা তাঁহার পিতার মাহদী ইমাম মালিকের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে ইমাম মালিক বলেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্‌র ঘরকে রাজা-বাদশাহগণের খেলনা বানাইবেন না। উহা যে চাহিবে, সেই ভাঙ্গিবে, এইরূপ অবস্থা চলিবার পক্ষে সম্মতি

দেওয়া যায় না।' ইমাম মালিকের কথায় খলীফা হারূন অর-রশীদ অথবা তাঁহার পিতা মাহদী স্বীয় পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিলেন। কাযী আয়ায এবং ইমাম নববী উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। কা'বা ঘর শেষ যামানা পর্যন্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত ও সংরক্ষিত থাকিবে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'শেষ যামানায় কা'বা ঘর আল্লাহ্র শত্রু কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবে। উহাকে বিধ্বস্ত করিবে জনৈক হাবশী। তাহার পায়ের নিম্নার্ধ হইবে খর্বাকৃতির।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'জনৈক হাবশী কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করিবে। তাহার পায়ের নিম্নাংশ হইবে খর্বাকৃতির।' হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আমি যেন তাহাকে চোখের সামনে দেখিতেছি। সে হইবে কৃষ্ণাঙ্গ। তাহার পা দুইটি হইবে বাঁকা। উহার দরুন সে হাঁটিবার কালে পায়ের পাতার সম্মুখের অংশ ভিতরে দিকে এবং গোড়ালি বাহিরের দিকে ফেলিবে। আমি যেন তাহাকে (কা'বা ঘরের) পাথরগুলি এক একখানা করিয়া তুলিতে দেখিতেছি।'

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্ন আবূ নাজীহ, ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্ন সালিমা, আহমদ ইব্ন আব্দুল মালিক হাররানী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-জনৈক হাবশী কা'বা ঘর বিধ্বস্ত করিবে। তাহার পায়ের নিম্নার্ধ হইবে খর্বাকৃতি।' সে কা'বা ঘরের অলঙ্কার (অর্থাৎ উহার সম্পদ) ছিনাইয়া লইবে এবং উহার গিলাফ খুলিয়া ফেলিবে। আমি যেন চোখের সামনে তাহাকে দেখিতেছি, দেখিতেছি তাহার মাথার সম্মুখভাগে চুল নাই ও তাহার হাত পা বাঁকা। ইহাও দেখিতেছি যে, সে কোদাল ও বেলচা দিয়া কা'বা ঘরের পাথরগুলিকে এক এক করিয়া খুলিয়া ফেলিতেছে।'.

কা'বা ঘর বিধ্বস্ত হইবার ঘটনা সম্ভবত ইয়াজুজ-মাজূজের প্রাদুর্ভাবের পর ঘটিবে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন- ইয়াজুজ-মাজূজ-এর প্রাদুর্ভাবের পরও লোকেরা কা'বা ঘরে আসিয়া হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করিবে।'

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

আলোচ্য উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম্ ইব্ন জারীর বলেন ঃ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ অর্থাৎ- 'আমাদের দুইজনকে তোমার আদেশের প্রতি অনুগত এবং তোমার ইবাদতে বিনয়ী বানাও যেন আমরা ইবাদত ও আনুগত্যে কাহাকেও তোমার শরীক না ঠাওরাই।' আব্দুল করীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'কাল ইব্ন উবায়দুল্লাহ, রজা ইব্ন হাব্বান আল হুসায়নী আল করশী, ইসমাঈল, ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ তুমি আমাদের দুইজনকে একমাত্র তোমার ইবাদতে নিষ্ঠাবান বানাও, আর আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে একদল লোককে শুধুমাত্র তোমার ইবাদতে আন্তরিক বানাইও।'

সালাম ইব্ন আবূ মু'তী হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আমের, মিকদাম, আলী ইব্ন হুসায়ন ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সালাম ইব্ন আবূ মু'তী বলেন-'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) পূর্ব হইতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত ছিলেন। উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত তাঁহাদের দোয়ার অর্থ হইতেছে-'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে তোমার আনুগত্যে দৃঢ় ও অবিচল রাখিও।'

ইকরামা বলেন-'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন ঃ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-আমি কবূল করিলাম, তাঁহারা দোয়া করিলেন- وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ এবং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন-আমি কবূল করিলাম।

সুদ্দী বলেন- وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ আয়াতাংশে উল্লেখিত দোয়া তাঁহারা করিয়াছিলেন শুধু হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ অর্থাৎ আরব দেশের অধিবাসীগণের জন্যে।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন ঃ 'উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন।' হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে বনী ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতএব ইহাই সঠিক যে, তাহারা দোয়া করিয়াছিলেন বনী ইসমাঈল এবং বনী ইসরাঈল এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ 'আর মূসার কওমে এইরূপ একদল লোক ছিল যাহারা লোকদিগকে সত্য পথ দেখাইত এবং নিজেরা সত্য পথে চলিত।'

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি-ইমাম ইব্ন জারীর এবং সুদ্দীর ব্যাখ্যা পরস্পর বিরোধী নহে। কারণ, 'হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) মিলিতভাবে বনী ইসমাঈলের জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন'-এ কথার তাৎপর্য এই নহে যে, তাঁহারা অন্যদের জন্যে দোয়া করেন নাই। অবশ্য আলোচ্য আয়াতাংশের বক্তব্য ও ইঙ্গিত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) বনী ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তাহারা আরও বলিল-'হে আমাদের প্রভু। আর তুমি তাহাদের মধ্য হইতে এইরূপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিখাইবেন আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। নিশ্চয় তুমি মহা পরাক্রমশালী এবং মহা প্রজ্ঞাবান।' বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত রাসূল হইতেছেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। শেষোক্ত দোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) ইতিপূর্বে বনী

ইসমাঈলের জন্যেই দোয়া করিয়াছিলেন। এইস্থলে শেষোক্ত দোয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উক্ত দোয়াটি কবূল করিয়াছিলেন। আর কবূল করিয়াছিলেন বলিয়াই তো বনী ইসমাঈলের মধ্যে নবী করীম (সা)-কে পাঠাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ 'তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।' এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) শুধু মক্কার নিরক্ষর লোকদের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি পৃথিবীর অন্য সকল লোকের নিকটও প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا 'তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল।'

এতদ্ব্যতীত একাধিক নিশ্চিত প্রমাণ রহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) পৃথিবীর সকল লোকের নিকট প্রেরিত রাসূল।

স্বীয় সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে কল্যাণ কামনা করা এবং তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করা প্রত্যেক মুত্তাকী মু'মিনের জন্যে কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী মু'মিনের প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا -

আর যাহারা বলে–'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে চোখ জুড়ানো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর আর আমাদিগকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানাও।'

বস্তুত, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতকে ভালবাসিলে সে স্বভাবতই কামনা করিবে যে, তাহার আত্মীয়-পরিজন এবং সন্তান-সন্ততিও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতকে ভালবাসুক। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার অতি প্রিয় মুত্তাকী মু'মিন ছিলেন, তাই তাঁহারা স্বভাবতই তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদের জন্যে উপরোক্ত দোয়া করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (আমি নিশ্চয় তোমাকে মানবদের জন্যে ইমাম বানাইব) তখন তিনি স্বভাবতই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনামূলক প্রশ্ন নিবেদন করিলেন ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ (আর আমার বংশধরদের মধ্যে হইতেও) অন্যত্র অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিয়াছিলেন ঃ

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الاَصْنَامَ 'আর আমাকে এবং আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা হইতে পবিত্র রাখিও।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মানুষ মরিয়া গেলে তিনটি সূত্র ছাড়া সকল সূত্রে তাহার নেক আমল বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত সূত্র তিনটি হইতেছে এই ঃ 'সাদকায়ে জারিয়া-যে সাদকার ফল চলিতে থাকে; এইরূপ ইলম যদ্দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকে এবং এইরূপ নেক সন্তান যে মাতা-পিতার জন্যে দোয়া করে।' উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নেককার সন্তান দুনিয়াতে রাখিয়া যাওয়া খোদ মাতা-পিতার পরকালীন জীবনের জন্যেও উপকারী এবং লাভজনক। এইরূপে আলোচ্য আয়াতাংশসহ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সন্তান-সন্ততির নেককার হইবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করা এবং তজ্জন্য চেষ্টা করা একদিকে সন্তান-সন্ততির জন্যে উপকারী এবং লাভজনক, অন্যদিকে উহা স্বয়ং পিতার জন্যেও উপকারী এবং লাভজনক।

আতা হইতে ইমাম ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থাৎ আর তুমি আমাদিগকে আমাদের হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দাও। মুজাহিদ বলেন- وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا অর্থাৎ আর তুমি আমাদিগকে আমাদের কুরবানীর স্থানসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত কর। আতা এবং কাতাদাহ্ হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে খাসীফ, ইতাব ইব্‌ন বাশীর ও সাঈদ ইব্‌ন মানসূর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন ঃ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا (আর তুমি আমাদিগকে আমাদের জন্য করণীয় হজ্জের কার্যাবলী শিখাও।)

ইহাতে হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহার নিকট আগমন করত তাঁহাকে কা'বা ঘরের স্থানে আনয়ন করিয়া বলিলেন-'এখানে আল্লাহ্‌র ঘরের ভিত্তিসমূহ গাঁথিয়া উচ্চ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। কা'বা ঘরের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর হযরত জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া তাঁহাকে সাফা পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন-ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের একটি স্থান। অতঃপর তাঁহাকে মারওয়া পাহাড়ে লইয়া গিয়া বলিলেন-ইহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হজ্জের একটি স্থান। অতঃপর তাঁহাকে মিনায় লইয়া গেলেন। সেখানে 'জামারায়ে আকাবা'য় পৌঁছিয়া তাঁহারা বৃক্ষের নিকট ইবলীসকে দণ্ডায়মান দেখিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন-'আপনি তাকবীর বলিয়া উহার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। ইহাতে ইবলীস সেই স্থান হইতে হটিয়া গিয়া 'জামারায়ে উসতা'য় দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা তাহার কাছ দিয়া যাইবার কালে হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন-'তাকবীর বলিয়া উহার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করুন।' তিনি তাহাই করিলেন। ইহাতে খবীছ ইবলীস ভাগিয়া গেল। তাহার ইচ্ছা ছিল, সে হজ্জের কার্যাবলীর মধ্যে নিজস্ব কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু, তাহা পারিল না। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) হাত ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-কে 'আল-মাশআরুল হারাম'-এ লইয়া গিয়া বলিলেন-'এই হইতেছে আল-মাশআরুল হারাম।' অতঃপর তিনি হাত ধরিয়া তাঁহাকে আরাফাতে লইয়া গিয়া বলিলেন-আমি আপনাকে যে সকল স্থান দেখাইলাম, সেইগুলিকে আপনি চিনিয়া রাখিয়াছেন তো? তিনি তিনবার উহা বলিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর দিলেন-'হ্যাঁ; আমি চিনিয়া রাখিয়াছি।' আবূ মাজলায এবং কাতাদাহ্ হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তুফায়েল, আবূ আসিম গানাবী, হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালেসী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের স্থানসমূহ দেখাইবার কালে শয়তান 'সাঈ'র স্থানে (সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মিনায় লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে আল-মানাখ (লোকদের অবস্থান-স্থান)। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) জামারাতুল আকাবায় পৌঁছিলে শয়তান পুনরায় তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। উহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল উসতায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে জামরাতুল কুছওয়ায় লইয়া আসিলেন। এখানেও শয়তান তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার প্রতি সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে সে দূর হইয়া গেল। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে মুযদালিফায় লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে 'আল-মাশআর।' অতঃপর তিনি তাহাকে আরাফাতে লইয়া আসিয়া বলিলেন–এই হইতেছে 'আরাফাত'। অতঃপর বলিলেন– আপনি চিনিয়াছেন তো?'

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ

(١٢٩) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১২৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের (বংশধরদের) নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে রাসূল পাঠাইও। সে তাহাদের নিকট তোমার আয়াত পাঠ করিবে ও তাহাদিগকে আল-কিতাব এবং হিকমাত শিক্ষা দিবে আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। নিশ্চয় তুমি মহা প্রতাপান্বিত ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

তাফসীর ঃ কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কার অধিবাসী তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে দোয়া পেশ করিয়াছিলেন, আলোচ্য আয়াতে উহার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করিবার কালে আরও দোয়া করিলেন–'হে আমাদের প্রভু! আর তুমি আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এইরূপ একজন রাসূল পাঠাইও যিনি তাহাদিগকে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিখাইবেন আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন; নিশ্চয় তুমি অশেষ ক্ষমতাশালী ও মহাপ্রজ্ঞাবান।'

উপরোক্ত দোয়ায় হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যে 'রাসূল'কে উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির হিদায়তের জন্য বনী ইসমাঈলের মধ্য হইতে প্রেরিত রাসূল হিসাবে পূর্বেই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উপরোক্ত দোয়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্বেই নির্ধারিত ফয়সালার সহিত সামঞ্জস্যশীল ছিল।

হযরত ইরবায ইব্ন সারিয়া (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল আ'লা ইব্ন হিলাল সালমী, সাঈদ ইব্ন সুআয়দ কালবী, মুআবিয়া ইব্ন সালেহ, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট খাতামুন্নাবিয়্যীন হিসাবে নির্ধারিত ছিলাম। আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে এই ঃ আমার জন্যে আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছেন। অবশেষে আমার মাতা আমার সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখার তাহা দেখিয়াছেন। নবীদের মাতাগণ এইরূপ স্বপ্নই দেখিয়া থাকেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়েত ইব্ন ওহাব, লায়ছ এবং তাঁহার চুক্তিবদ্ধ গোলাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালেহও উপরোক্ত রাবী মুআবিয়া ইব্ন সালেহ হইতে উক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আবূ মরিয়ামও উহা উপরোক্ত রাবী সাঈদ ইব্ন সুআয়দ হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদাংশে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে লুকমান ইব্ন আমের, ফারাজ, আবূ নযর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম –হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ কি? নবী করীম (সা) বলিলেন–আমার আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বিবরণ হইতেছে, আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) আমার জন্যে দোয়া করিয়াছিলেন, হযরত ঈসা (আ) আমার আগমন সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং আমার মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের (সিরিয়ার) প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়াছে।'

উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটিতে নবী করীম (সা)-এর আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনায় উল্লেখিত হইয়াছে ঃ دعوة ابى ابراهيم

উহার তাৎপর্য এই যে, 'হযরত ইবরাহীম (আ) লোকদের নিকট সর্বপ্রথম নবী করীম (সা)-এর প্রশংসামূলক বর্ণনা প্রদান করিয়াছিলেন।' উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

بشرى عيسى بى উহার তাৎপর্য এই যে, 'বনী ইসরাঈল জাতির সর্বশেষ নবী হযরত ঈসা (আ) নবী করীম (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে লোকদিগকে সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন।' একদা হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ -

(নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত রাসূল; আমার সম্মুখে যে তাওরাত কিতাব রহিয়াছে, উহা আমি সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছি আর এইরূপ এক রাসূল সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিতেছি যিনি আমার পর আগমন করিবেন। তাঁহার নাম হইবে আহমদ।)

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলেন–'আমার মাতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মধ্য হইতে একটি জ্যোতি বাহির হইয়া শাম দেশের প্রাসাদসমূহ আলোকিত করিয়া ফেলিল।'

কথিত আছে–নবী করীম (সা)-এর মাতা বিবি আমেনা তাঁহাকে গর্ভে ধারণ করিবার পর উক্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া তিনি নিজ লোকজনকে উহা জানাইয়াছিলেন। এইরূপে উহা লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল।' বস্তুত, নবী করীম (সা)-এর মাতাকে উক্ত স্বপ্ন দেখাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে চিনিতে পারা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনা লোকদের জন্যে আসান করিয়া দিয়াছিলেন। এইস্থলে প্রশ্ন দেখা দেয়, 'নবী করীম (সা) পৃথিবীর সকল স্থানের অন্ধকারকে দূরীভূত করিয়া উহা আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় স্বপ্নে আলোকিত স্থান হিসাবে শুধু শামদেশ প্রদর্শিত হইবার তাৎপর্য কি?' এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, 'মুহাম্মদ (সা)-এর দীন ও নবূওত শামদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

বস্তুত, আখেরী যামানায় শামদেশে হইবে ইসলাম এবং মুসলমানদের আশ্রয়স্থল আর উহারই অন্তর্গত দামেশ্ক নগরের মসজিদের পূর্ব দিকে অবস্থিত শুভ্র মিনারায় হযরত ঈসা (আ) অবতীর্ণ হইবেন এবং ইসলামকে দুনিয়াতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবেন। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ একদল লোক থাকিবে যাহারা সত্যকে সাহায্য করিবে। মানুষের বিদ্রূপ ও বিরোধিতা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।' বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতে উহার পর এই অতিরিক্ত কথাটি উল্লেখিত রহিয়াছে ঃ 'আর তাহারা থাকিবে শামদেশে।'

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী' ইব্ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবুল আলীয়া বলেন–'আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দোয়ায় যে রাসূলের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি হইতেছেন নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত দোয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন-তোমার দোয়া কবূল করিলাম। সেই রাসূল আখেরী যামানায় আবির্ভূত হইবেন।' কাতাদাহ এবং সুদ্দীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (আর যিনি তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবেন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হাসান (বসরী) কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আবূ মালিক প্রমুখ তাফসীরকার বলেন ঃ الكتاب। অর্থাৎ কুরআন মজীদ এবং الحكمة। অর্থাৎ সুন্নাহ।' কোন কোন তাফসীরকার বলেন الحكمة। অর্থাৎ দীনী ইলম।' প্রকৃতপক্ষে الحكمة। শব্দের উপরোক্ত তাৎপর্যদ্বয় পরস্পর বিরোধী নহে।

وَيُزَكِّيْهِمْ (আর যিনি তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন) আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন- ويزكيهم অর্থাৎ আর যিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত বানাইবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ আর যিনি তাহাদিগকে ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। ইহাতে তাহারা ভাল কাজ এবং ন্যায় কাজ করিবে আর মন্দ কাজ ও অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকিবে। পরন্তু যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করিবার কার্যাবলী এবং তাঁহার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞান দান করিবেন। ইহাতে তাহারা তাঁহার সন্তোষ লাভ করিবার কার্যাবলী করিতে এবং তাঁহার অসন্তোষে পতিত হইবার কার্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে পারিবে।'

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ নিশ্চয় তুমি মহা ক্ষমতাবান; তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পারো; তোমাকে কেহ কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতে পারে না। আর তুমি মহা প্রজ্ঞাবান; তোমার কথা ও কাজ হিকমতপূর্ণ: তাই তুমি প্রতিটি বস্তুকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া থাক।

ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা

(١٣٠) وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ
اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(١٣١) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(١٣٢) وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ
فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

১৩০. আর যে ব্যক্তি ইবরাহীমের মিল্লাত হইতে মুখ ফিরায় (তাহা) মূর্খতাবশত বৈ নহে। এবং অবশ্যই আমি তাহাকে দুনিয়ার বুকে মনোনীত করিয়াছি আর আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারগণের অন্তর্গত।

১৩১. যখন তাহার প্রভু তাহাকে বলিলেন, 'অনুগত হও'; সে বলিল, 'আমি নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের অনুগত হইলাম।'

১৩২. আর উহার জন্য ইবরাহীম তাহার পুত্রকে ওসিয়ত করিলেন এবং ইয়াকূবও- 'হে আমার পুত্র! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য 'দীন' মনোনীত করিয়াছেন। তাই তোমরা মুসলিম না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ে কাফিরদের শিরকের বিরুদ্ধে ইবরাহীম (আ)-এর তাওহীদ প্রচারকে প্রশংসা করা হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন মহান সত্যসাধক। জ্ঞান লাভ করিবার পর অল্প বয়সেই তিনি শিরকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা ছিল পৌত্তলিক সমাজ। তাঁহার ঘোষণায় তাঁহার পিতাসহ সমগ্র সমাজই তাঁহার শত্রু হইয়া গিয়াছিল। এইজন্যে তাহাদের পক্ষ হইতে তাঁহার উপর নামিয়া আসিয়াছিল কঠোর নির্যাতন ও নিপীড়ন। তাওহীদের সুতীব্র ভালবাসায় তিনি সবই সহিয়া গিয়াছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসার বর্ণনা প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"হে আমার জাতি! তোমরা যাহাদিগকে শরীক বানাও, উহাদিগকে শরীক বানানো হইতে আমি নিশ্চয় মুক্ত রহিলাম। আমি নিশ্চয় সেই সত্তার দিকে মুখ ফিরাইলাম, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি একমাত্র সেই সত্তার প্রতি অনুগত হইলাম এবং আমি কোনক্রমে শির্‌ক করিব না।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ـ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ ـ

"আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও জাতিকে বলিয়াছিল−তোমরা যাহাদিগকে ইবাদত করিয়া থাক, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে ইবাদত করা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, (তাঁহার দিকে আমি মুখ ফিরাইলাম।) নিশ্চয় তিনি অচিরেই আমাকে পথ দেখাইবেন।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ـ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ـ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ـ

"আর স্বীয় পিতার জন্যে ইবরাহীমের ইস্‌তিগফার করা ছিল শুধু একটি প্রতিশ্রুতির কারণে, যে প্রতিশ্রুতি সে ইতিপূর্বে তাহাকে প্রদান করিয়াছিল। অতঃপর যখন তাহার নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রু, তখন ইবরাহীম উক্ত বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অতিশয় অনুগত ও ধৈর্যশীল।"

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ـ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ـ وَّاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

"নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ ও আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত এক ব্যক্তি। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্‌র নিআমতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সত্য পথ দেখাইয়াছিলেন। আর আমি তাহাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং আখিরাতে সে নিশ্চয় নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।"

উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং ন্যায়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি আল্লাহ্ ভিন্ন সকল মনগড়া মা'বূদের ইবাদতকে ঘৃণা করিতেন। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ অর্থাৎ ইবরাহীমের দীন হইতে যাহারা দূরে থাকে, তাহারা স্বীয় মূর্খতার দরুন নিজেদের উপরই অত্যাচার করিয়া থাকে। বস্তুত, নিজেদের উপর তাহাদের উক্ত অত্যাচার হইতেছে জঘন্যতম অত্যাচার। কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা (হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ প্রসঙ্গে) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চয় শিরক অতি বড় অত্যাচার।'

আবুল আলীয়া এবং কাতাদাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ এই আয়াত ইয়াহূদী জাতি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন ত্যাগ করত মনগড়া দীন অনুসরণ করিতেছে। আবুল আলীয়া এবং কাতাদাহর উক্ত অভিমতের পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখিত হইয়া থাকে ঃ

وَمَا كَانَ اِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"ইবরাহীম না ইয়াহুদী ছিল আর না নাসারা; বরং সে ছিল বাতিলের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত; আর সে মুশরিকও ছিল না। নিশ্চয় ইবরাহীমের অধিকতর নিকটবর্তী হইতেছে তাহার যথার্থ অনুসরণকারীরা। বিশেষত এই নবী এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। আর আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু।"

وَاِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ 'তাহার প্রভু যখন তাহাকে বলিল, 'আমার প্রতি অনুগত হও।' সে বলিল, 'জগতসমূহের মহা প্রতিপালকের প্রতি অনুগত হইলাম।' এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীআতী বিধান উভয় বিধানে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হইলেন।

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ অর্থাৎ –'ইবরাহীম এবং ইয়াকূব নিজ নিজ পুত্রদিগকে ইবরাহীমের 'দীন' আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল।'

এইস্থলে بها শব্দদ্বয়ের অন্তর্গত هَا (المرجع) اَلْعَالَمِيْنَ সর্বনামটির উদ্দিষ্ট বস্তু الكلمة (বাণীটি)ও হইতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতাংশটির অর্থ হইবে ঃ 'আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্ব-স্ব পুত্রদিগকে اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ বাণীটি আঁকড়াইয়া থাকিতে উপদেশ দিল।'

বস্তুত, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্ত ওসিয়াত বংশ পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল। এ সম্বন্ধে অনত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهِ "আর আল্লাহ্ উহাকে (তাওহীদের কলেমাকে) তাহার (ইবরাহীমের) পরেও বিদ্যমান থাকার কলেমায় পরিণত করিলেন।"

একদল বিশেষজ্ঞ আলোচ্য আয়াতাংশের অন্তর্গত يعقوب শব্দটিকে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। এমতাবস্থায় অর্থগত দিক দিয়া উহা ابراهيم শব্দের সহিত নহে, বরং بنيه শব্দের সহিত 'মা'তূফ' (সংযোজক অব্যয়) পদ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতাংশটির অর্থ হইতেছে এই ঃ 'আর ইবরাহীম স্বীয় পুত্রদিগকে এবং (স্বীয় পৌত্র) ইয়াকূবকে উক্ত দীন আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিল।' উক্ত কিরাআত ও অর্থ অনুসারে আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য কুশায়রী বলেন–'হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইন্তিকালের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম কুরতুবী তাঁহার উক্ত অভিমতটি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলে উহাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বস্তুত, উক্ত অভিমতের পক্ষে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা বাহ্যত মনে হয়, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত সারা (রা)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ - وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ "এমতাবস্থায় আমি তাহাকে (সারা (রা)-কে) ইসহাক এর জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করিলাম এবং ইসহাকের পর তাহাদের পৌত্র ইয়াকূব জন্ম লাভ করিবে বলিয়াও তাহাকে সু-সংবাদ প্রদান করিলাম।"

উল্লেখযোগ্য যে, এখানে يعقوب শব্দটি যবর দিয়া গঠিত হইয়াছে। اسحاق শব্দের পূর্বে যেরূপে ب অব্যয় রহিয়াছে, উহার পূর্বেও সেইরূপে ب অব্যয় ছিল। উক্ত অব্যয়কে উহ্য করিয়া اسحاق শব্দটিকে 'নসব' সহকারে পাঠ করা হইয়া থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা (রা)-কে তাঁহাদের জীবদ্দশায়ই তাঁহাদের পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ) জন্মলাভ করিবে বলিয়া সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।' এইরূপ না হইলে হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধর নবীগণের মধ্য হইতে শুধু হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জন্মলাভ সম্পর্কিত সুসংবাদ প্রদত্ত হইবার পশ্চাতে বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকে না। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

এইরূপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَه اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ - وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِه النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ "আর আমি তাহাকে (ইবরাহীমকে) ইসহাক এবং ইয়াকূবকে দান করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি তাহার বংশে নবূওত ও কিতাব প্রদান করিয়াছিলাম।"

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রদত্ত নিআমাত হিসাবে হযরত ইসহাক (আ)-এর সহিত হযরত ইয়াকূব (আ)-কে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً "আর আমি তাহার জন্য ইসহাককে এবং অতিরিক্ত নি'আমাত হিসাবে ইয়াকূবকে দান করিয়াছিলাম।"

এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হইতেছেন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাতা। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন-একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম-হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ মাসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে? নবী করীম (সা) বলিলেন-মসজিদুল হারাম সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে। আমি আরয করিলাম-অতঃপর সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে? নবী করীম (সা) বলিলেন-অতঃপর সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হইয়াছে। আমি আরয করিলাম-উভয়ের নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? নবী করীম (সা) বলিলেন-উভয়ের নির্মাণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান চল্লিশ বৎসর।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপরোক্ত তথ্য এবং উপরোল্লেখিত হাদীসের বক্তব্য একত্র করিলে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মিত হইবার চল্লিশ বৎসর পর হযরত ইয়াকূব (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইমাম ইব্ন হাব্বান উপরোল্লেখিত হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা করিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। ইমাম ইব্ন হাব্বানের উপরোক্ত ধারণা অন্য একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করিয়াছেন-হযরত সুলায়মান (আ)-ই বায়তুল মুকাদ্দাস সর্বপ্রথম নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ শেষ হইবার কয়েক হাজার বৎসর পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাতা নহেন; বরং তিনি উহার পুনঃনির্মাতা ও সংস্কারক মাত্র। ইমাম ইব্ন হাব্বান তাঁহাকে উহার প্রথম নির্মাতা মনে করিয়াই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ এবং তাঁহার যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার এই মত প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। মূলত তাঁহাদের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান সহস্রাধিক বৎসর। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতাংশের শেষোক্ত কিরাআতের শেষোক্ত অর্থই যে সঠিক, উহার পক্ষে আরেকটি প্রমাণ রহিয়াছে। উহা এই যে, হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্রদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উহা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন। স্বভাবতই বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতাংশে হযরত ইয়াকূব (আ) উপদেষ্টারূপে উল্লেখিত হন নাই; বরং তিনি এখানে উপদিষ্টরূপে উল্লেখিত হইয়াছেন।

يَابَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা এই দীনকে সারা জীবন ধরিয়া আঁকড়াইয়া থাক। এইরূপ করিলে আশা করা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উক্ত দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় মৃত্যু দিবেন। কারণ, মানুষ সারা জীবন যে দীনকে আঁকড়াইয়া থাকে, প্রায়শ দেখা যায়, সেই দীনে থাকা অবস্থায়ই সে মরে। আর ইহা নিশ্চিত যে, সে যে দীনে থাকা অবস্থায় মরে, সেই দীনের অনুসারী হিসাবেই সে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি নেক ও ন্যায় কাজ করিতে চাহে, তিনি তাহার জন্যে উহা আসান করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলার উক্ত নিয়ম নিম্নোক্ত হাদীসের বিরোধী নহে ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'এইরূপ ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ নেক আমল করিতে করিতে এত উন্নতি করে যে, তাহার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত বা উহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধান থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে বদ আমলে লিপ্ত হয় এবং দোযখে প্রবেশ করে। আবার এইরূপও ঘটিয়া থাকে যে, মানুষ বদ আমল করিতে করিতে এত নীচে নামিয়া যায় যে, তাহার ও দোযখের মধ্যে মাত্র এক হাত বা উহা অপেক্ষা কিছু অধিকতর পরিমিত স্থান ব্যবধান থাকে। এই সময়ে তাহার তাকদীর তাহার উপর জয়ী হয়। ফলে সে নেক আমলে লিপ্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।'

উক্ত হাদীসের বক্তব্য আল্লাহ্ তা'আলার উপরোল্লেখিত নিয়মের বিরোধী নহে— এই কারণে যে, উক্ত হাদীস কোন কোন সনদে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'মানুষ দৃশ্যত নেক আমল করিতে থাকে।... ... এবং মানুষ দৃশ্যত বদ আমল করিতে থাকে ... ...।' এতদ্বারা প্রমাণিত হয়, মানুষ নেক আমল বা বদ আমল যাহাই করিয়া থাকে, তাহার তাকদীর উহার বিরোধী হয় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى - وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى -

"যে ব্যক্তি দান করে আর তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে এবং সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্যে নেক কাজকে নিশ্চয় আসান করিয়া দেই। আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সত্য বিমুখ হয় এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখান করে, আমি তাহার জন্যে বদ কাজকে নিশ্চয় আসান করিয়া দেই।"

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর তাহার নেক আমল বা বদ আমলের বিরোধী কোন তাকদীর চাপাইয়া দেন না; বরং তিনি প্রত্যেককে তাহার নেক আমল বা বদ আমলের উপকরণ যোগাইয়া তাঁহাকে নিজ ইচ্ছা অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামের পথে চলিতে দেন।

প্রত্যেকের কর্মফল তাহারই জন্য

(١٣٣) اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا
تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَ
اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

(١٣٤) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৩. 'তোমরা কি ইয়াকূবের মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলে? যখন সে তাহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে?' তাহারা জবাব দিল, 'আমরা তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের একমাত্র প্রভুর ইবাদত করিব। আমরা তাঁহারই অনুগত।'

১৩৪. এই এক গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের উপার্জন তাহাদের জন্য আর তোমাদের উপার্জন তোমাদের জন্য। তাহারা কি কাজ করিত, তজ্জন্য তোমরা জবাবদিহী হইবে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মুশরিক বংশধর আরবগণ এবং হযরত ইয়াকূব (আ)-এর কাফির বংশধর বনী ইসরাঈলগণের দাবীর প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, 'ইয়াকূবের মৃত্যুর সময়ে সে স্বীয় পুত্রদিগকে কি ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল, তাহা কি তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শুনিয়াছিলে? নিশ্চয় তোমরা তাহার মৃত্যুর সময়ে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলে না। অতএব, তোমরা কিভাবে নিশ্চিতরূপে দাবী করিয়া থাক যে, ইয়াকূব মুশরিক, ইয়াহুদী বা নাসারা ছিল? বস্তুত, মৃত্যুকালে ইয়াকূব স্বীয় পুত্রদিগকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিতে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি বলিতেছেন–কোন ব্যক্তিই অপরের ভাল কাজে পুরস্কৃত বা মন্দ কাজে শাস্তি প্রাপ্ত হইবে না। অতএব, প্রত্যেককেই নিজের নাজাতের জন্যে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। যে সকল পূর্ব পুরুষকে তোমরা মুশরিক, ইয়াহুদী বা নাসারা বলিয়া দাবী করিতেছ, তাহাদের ঈমান ও আমলে তোমাদের কোন উপকার বা অপকার হইবে না। নিজেদের নাজাতের জন্যে তোমাদিগকেই ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে হইবে। অতএব, আখিরাতে নাজাত পাইতে চাহিলে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও।

হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতৃব্য। এখানে দেখা যাইতেছে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ইসহাক

(আ)-এর সহিত হযরত ইসমাঈল (আ)-কেও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাহাদের এইরূপ অভিহিত করা تغليب -এর নিয়ম অনুসারে ঘটিয়াছে। অর্থাৎ দুর্বল দিককে সবল দিকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন–এখানে পিতৃব্যকে 'পিতা' নামে অভিহিত করিবার কারণ 'তাগলীব'-এর নিয়ম প্রয়োগ নহে; বরং আরবগণ পিতৃব্যকে পিতা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। সেই কারণে এখানে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতৃব্য হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার পিতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইমাম কুরতুবী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'নাহ্‌হাস বলেন যে, আরবগণ পিতৃব্যকে পিতা নামেও অভিহিত করিয়া থাকে।'

মৃত ব্যক্তি মৃত্যুকালে পিতামহকে রাখিয়া গেলে উক্ত পিতামহ মৃত ব্যক্তির ভাইদিগকে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবার পথে মৃত ব্যক্তির পিতার ন্যায় অন্তরায় হইবে কিনা এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত আয়েশা (রা), হাসান বসরী, তাঊস, আতা, ইমাম আবূ হানীফা প্রমুখ বিপুলসংখ্যক ফকীহ বলেন–মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকিতে যেরূপ তাহার ভাইগণ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, তাহার পিতামহ জীবিত থাকিতে সেইরূপে তাহার ভাইগণ তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। তাঁহারা তাঁহাদের অভিমতের পক্ষে আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতটি উল্লেখ করেন। উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতামহ হওয়া সত্ত্বেও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালিক এবং বিখ্যাত রিওয়ায়েত অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেন-মৃত ব্যক্তির পিতামহ জীবিত থাকিলে তাহার ভাইগণ তাহার পিতামহের সহিত তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইবনে মাসঊদ (রা), হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) প্রমুখ বিপুল সংখ্যক ফকীহ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ উক্ত অভিমতকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হযরত ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে উপরোক্ত অভিমত বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন–'এই বিষয়ে কেহ অন্য কোনরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।' যাহা হউক এই বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিব ইনশাআল্লাহ্।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ অনন্তর আমরা তাঁহার প্রতি অনুগত। বস্তুত, সকল সৃষ্টিই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অনুগত। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ "আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যত কিছু রহিয়াছে, উহাদের সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহার প্রতি অনুগত; আর তাহারা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"

সকল নবীর শরীআত এক না হইলেও তাহাদের সকলের দীন 'এক'। আর সেই একটি মাত্র দীন হইতেছে ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ ও তাঁহার প্রতি আনুগত্য।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۔

"আর আমি তোমার পূর্বে যত রাসূলই পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি এই ওহী পাঠাইয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর।"

কুরআন মজীদের বিপুল সংখ্যক আয়াতে উপরোক্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে বিপুল সংখ্যক হাদীসেও উহা বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদের একটি হাদীস হইতেছে এই ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমরা নবীগণ সকলে (দীনের দিক দিয়া) পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সকলের দীন এক।'

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۔ وَلاَتُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, উহারা হইতেছেন বিগত লোক সকল। তোমরা নিজেরা নেককার না হইলে এই সকল নেককার বান্দাগণের সহিত বংশগত দিক দিয়া তোমাদের সম্পর্কিত হওয়া তোমাদের কোন উপকার আসিবে না। কারণ, তাহাদের আমল তাহাদের উপকারে আসিবে আর তোমাদের আমল তোমাদের উপকারে আসিবে। অনুরূপভাবে তাহাদের কার্য সম্বন্ধেও তোমাদিগকে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে না। অতএব নাজাত পাইতে চাহিলে নিজেরা ঈমান আনিয়া নেক আমল করিতে প্রবৃত্ত হও। ইহাই নাজাতের সঠিক পথ।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–'আমল যাহাকে পিছনে টানিবে, তাহার বংশ গৌরব তাহাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।'

আবুল আলীয়া বলেন– تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ অর্থাৎ ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাঁহাদের উত্তরসূরিগণ।'

ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের বিভ্রান্তি

(١٣٥) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১৩৫. আর তাহারা বলিল, 'তোমরা ইয়াহূদী, অথবা নাসারা হইয়া যাও, তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইবে।' তুমি বল, 'বরং ইবরাহীমের মিল্লাতই সুস্পষ্ট সত্য। তিনি মুশরিক দলভুক্ত ছিলেন না।'

তাফসীর ঃ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সওরিয়া নবী করীম (সা)-কে

বলিল–'আমরা যে ধর্ম লইয়া আছি, উহা ছাড়া অন্য কিছুই হিদায়েত নহে। হে মুহাম্মদ! তাই তুমি আমাদিগকে অনুসরণ কর। আমাদিগকে অনুসরণ করিলে তুমি হিদায়েত লাভ করিবে।' তেমনি খ্রিস্টানগণও নবী করীম (সা)-কে তদ্রূপ কথা বলিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا - قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا الى اخر الاية

অর্থাৎ তোমরা যে ইয়াহুদী ধর্ম ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছ, আমরা উহা অনুসরণ করিব না; বরং আমরা সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড ইবরাহীমের দীনকে অনুসরণ করিব।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব করযী এবং ঈসা ইব্‌ন জারিয়াহ বলেন– الحنيف। শব্দের অর্থ المستقيم। (দৃঢ় সরল; অবিচল)। মুজাহিদ হইতে খাসীফ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الحنيف। অর্থ المخلص। (একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الحنيف। অর্থ হজ্জ পালনকারী। হাসান, যিহাক, আতিয়্যা এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলীয়া বলেন–যে ব্যক্তি স্বীয় নামাযে কা'বামুখী থাকে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করা তাহার উপর ফরয, সে ব্যক্তিই হানীফ।'

মুজাহিদ এবং রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন– الحنيف। অর্থ সত্যানুসারী।

আবূ কুলাবাহ বলেন–'যে ব্যক্তি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সেই ব্যক্তি حنيف।'

কাতাদাহ বলেন–'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই, সে ব্যক্তিই হানীফ। মাতা, কন্যা, খালা ও ফুফুকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া জানাসহ আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম বলিয়া ঘোষিত সকল বিষয়কে হারাম বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া, খতনা করা ইত্যাদি সবই উক্ত সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।"

মুসলমানদের বিশ্বাসের স্বরূপ

(١٣٦) قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও আমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর আর যাহা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহাদের উত্তরসূরীদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আর যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপরও। আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও পৃথক করি না আর আমরা তাঁহার অনুগত্যে আত্মসমর্পণকারী।'

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ সবিস্তারে জানিয়া উহার প্রতি বিস্তারিতভাবে ঈমান আনিতে এবং পূর্ববর্তী সকল নবীর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহ মোটামুটিভাবে জানিয়া মোটামুটিভাবে উহার প্রতি ঈমান আনিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন। তিনি তাহাদিগকে আদেশ দিতেছেন–'যাহারা আল্লাহ্র কতিপয় নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কতিপয়ের প্রতি কুফরী করে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না; বরং তাঁহার সকল নবীর প্রতিই তোমরা ঈমান আন।' এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকজন নবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া অন্য সকল নবীকে 'নবীগণ' শব্দের মাধ্যমে সমষ্টিগতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কতেক নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কতেকের প্রতি কুফরী করে, তাহাদের ঈমান ঈমান নহে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহার কোনই মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً - اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا - وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا -

"যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি কুফরী করে আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করিতে চাহে এবং বলে আমরা একাংশের প্রতি ঈমান রাখি ও একাংশের প্রতি কুফরী করি আর উহার মধ্যে থাকিয়া একটি পথ বানাইয়া লইতে চাহে, তাহারা নিশ্চয় কাফির; আর আমি কাফিরদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিমা ইব্ন আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আলী ইব্ন মুবারক, উসমান ইব্ন আমারাহ, মুহাম্মদ ইব্ন বিশার ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন–আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোকেরা ইব্রানী ভাষায় তাওরাত কিতাব পাঠ করিয়া মুসলমানদিগকে উহার আরবী অনুবাদ শুনাইত। একদা নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন–আহলে কিতাব সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত বিষয়সমূহকে তোমরা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। তোমরা বলিও–আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তিনি যাহা নাযিল করিয়াছেন, তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ও উসমান ইব্ন হাকাম প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–নবী করীম (সা) অধিকাংশ সময়ে ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকআত নামাযের প্রথম রাকআতে– قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ - الخ এই আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন।'

শব্দার্থ ঃ আবুল আলীয়া, রবী' ইব্‌ন আনাস ও কাতাদাহ বলেন– الاسباط অর্থাৎ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র এবং তাহাদের বংশধরগণ।'

খলীল ইব্‌ন আহমদ প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বলেন–ইসমাঈল বংশের বনী ইসমাঈলগণ যেভাবে গোত্রকে قبيلة বলে, ইয়াকূব বংশের বনী ইসরাঈলগণ তেমনি গোত্রকে سبط বলে। উহারই বহুবচন হইতেছে اسباط ।

আল্লামা যামাখশারী স্বীয় আল-কাশ্‌শাফ (الكشاف) গ্রন্থে বলেন ঃ اسباط হইতেছে–'হযরত ইয়াকূব (আ) এর পৌত্র-প্রপৌত্রগণ। অর্থাৎ তাঁহার বার পুত্রের বংশধরগণ।' ইমাম্‌ রাযী আল্লামা যামাখশারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে বিনা মন্তব্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উহাকে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত কিছুই বলেন নাই। ইমাম বুখারী বলেন ঃ الاسباط অর্থাৎ বনী ইসরাঈল জাতির গোত্রসমূহ।'

الاسباط শব্দের উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য দাঁড়ায় ঃ 'তোমরা বল–আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের উপর আর ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব–এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং ইয়াকূবের বংশধরদের উপর তাহাদের নবীগণের মাধ্যমে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্য সকল নবীর নিকট আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রেরিত গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে যে আল্লাহ্ তা'আলা বহুসংখ্যক নবী পাঠাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে হযরত মূসা (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا

"তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অতীতে প্রদত্ত নি'আমাত স্মরণ কর; যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ বানাইয়াছেন।"

নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈল জাতির বারটি গোত্রকে الاسباط নামে অভিহিত করিয়াছেন ঃ

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ اَسْبَاطًا "আর আমি তাহাদিগকে বারটি গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি।"

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ السبط (আস্‌সিবতু) দল, গোত্র। উহার বহুবচন হইতেছে الاسباط। বনী ইসরাঈল জাতি যেহেতু বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত, তাই তাহারা الاسباط নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ الاسباط শব্দটি السبط (আস্ সাবাতু) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। السبط হইল একই মূল হইতে উৎপন্ন একাধিক বৃক্ষের সমষ্টি (যেমন, বাঁশ ঝাড়)। উহার একবচন হইতেছে سبطة বনী ইসরাঈল জাতির প্রতিটি গোত্র যেহেতু একেকটি سبط এর ন্যায়, তাই তাহার সমষ্টি الاسباط নামে অভিহিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সিমাক, ইসরাঈল, আসওয়াদ ইব্‌ন আমের, আবূ নাজীদ দাক্কাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আমবারী ও যাজ্জাজ বর্ণনা

করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–নিম্নোক্ত দশজন নবী ছাড়া সকল নবীই বনী ইসরাঈল জাতি হইতে প্রেরিত হইয়াছেন ঃ হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ), হযরত সালেহ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকূব (আ), হযরত ইসমাঈল (আ) এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।[১]

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ السبط। একই ব্যক্তি হইতে উদ্ভূত জনগোষ্ঠী, গোত্র। উহার বহুবচন হইতেছে الاسباط।

কাতাদাহ্ বলেন–'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি, তাঁহার সকল কিতাবের প্রতি এবং তাঁহার সকল নবীর প্রতি ঈমান আনিতে মুমিনদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন।'

সুলায়মান ইব্‌ন হাবীব বলেন–'আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবদ্বয়ের প্রতি শুধু ঈমান আনিতে আদেশ দিয়াছেন; কিন্তু, উহা আমল করিতে আদেশ দেন নাই। হযরত মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালীহ্, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হামীদ, মুআম্মাল, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসআব সওরী ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন–তোমরা তাওরাত, যবূর এবং ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান রাখিও; কিন্তু তোমাদের আমলের জন্যে কুরআন মজীদই যথেষ্ট।'

•

(١٣٧) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(١٣٨) صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ۝

১৩৭. যদি তাহারা তোমাদের মত উহাতে ঈমান আনে, তাহা হইলে তাহারা পথপ্রাপ্ত হইল। আর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা পাপাচারে লিপ্ত হইল। অনন্তর শীঘ্রই আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে যথেষ্ট হইবেন। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৩৮. আল্লাহ্‌র রঙ, আর আল্লাহ্‌র রঙের চাইতে উত্তম রঙ কি হইতে পারে? আর আমরা তাঁহারই ইবাদতগার।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–'হে মুমিনগণ! আহলে কিতাব ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায় যদি তোমাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান আনে এবং কোন নবীর প্রতি কুফরী না করে, তবে তাহারা হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহারা সত্যকে গ্রহণ না করিয়া মিথ্যাকেই আঁকড়াইয়া থাকে, তবে তাহারা হিদায়েত হইতে দূরেই থাকিয়া যাইবে। হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তাহাদের বিরুদ্ধে

---

[১] প্রথম নবী হযরত আদম (আ) সহ দশজন হয়। রাবী সম্ভবত ভুলে উহা উল্লেখ করেন নাই। তাহা ছাড়া রাবী হয়ত খ্যাতনামা দশজনের কথা বলিয়াছেন। অখ্যাতদের সংখ্যা আরও বেশী।

তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের উপর তোমাকে জয়ী করিবেন; আর তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।'

নাফে' ইব্ন আবূ নাঈম হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন ইউনুস, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আব্দুল আ'লা ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাফে' ইব্ন আবূ নাঈম বলেন ঃ একদা হযরত উসমান (রা)-এর কুরআন মজীদখানা জনৈক খলীফার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল যাহাতে তিনি উহার ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃপ্রস্তুত করাইয়া উহা সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে পরবর্তী রাবী যিয়'দ ইব্ন ইউনুস প্রশ্ন করিলেন−লোকে বলে, হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময়ে উক্ত কুরআন মজীদখানা তাঁহার কোলে ছিল এবং

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

এই আয়াতাংশের উপর রক্ত পড়িয়াছিল। ইহা কি সত্য? নাফে' ইব্ন আবূ নাঈম জবাব দিলেন ঃ 'আমি স্বচক্ষে সেই কুরআন মজীদখানার এই আয়াতাংশের উপর রক্তের দাগ দেখিয়াছি। উক্ত কুরআন মজীদ পুরাতন হইয়া গিয়াছিল।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صبغة الله অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন। মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, ইকরামা, ইবরাহীম (নাখঈ) হাসান (বসরী), কাতাদাহ্, যিহাক, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর, আতিয়্যা আওফী, রবী' ইব্ন আনাস এবং সুদ্দী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

এখানে صبغة শব্দটির উপর 'নসব' হইবার কারণ এই যে, উহার পূর্বে الزموا। তোমরা আঁকড়াইয়া ধর অথবা عليكم তোমাদের জন্য অপরিহার্য অথবা অনুরূপ অর্থের কোন ক্রিয়া উহ্য রহিয়াছে। উক্ত ক্রিয়ার مفعول به (কর্মকারক) হিসাবে উহাতে نصب হইয়াছে। অনুরূপ কারণে 'নসব' হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে− فِطْرَةَ الله অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট স্বভাব ধর্মকে (ইসলামকে) আঁকড়াইয়া ধর।'

কেহ কেহ বলেন ঃ صبغة الله শব্দটি قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا আয়াতাংশের অন্তর্গত ملة শব্দের بدل হইবার কারণে উহার উপর 'নসব' হইয়াছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের অর্থ হইতেছে ঃ 'তুমি বল, বরং আমরা সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড একত্ববাদী ইবরাহীমের দীন তথা আল্লাহ্র দীনকে অনুসরণ করিব।'

সীবওয়াই বলেন ঃ صبغة শব্দটির পূর্বে صبغ ক্রিয়া উহ্য থাকিয়া উহাকে 'নসব' দিয়াছে। এমতাবস্থায় উহা مفعول مطلق (সমধাতুজ কর্মকারক) হিসাবে منصوب (কর্মকারকের বিভক্তি যুক্ত) হইয়াছে। পূর্ণ বাক্যটি হইতেছে এইরূপ ঃ صبغنا الله صبغة অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের অন্তরকে তাঁহার আনুগত্যের রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন। বস্তুত উহা اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا - الخ বাক্যের তাকীদ বা দৃঢ়করণের জন্যে উক্ত হইয়াছে। অনুরূপ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এইঃ وَعْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ وَعَدَ اللّٰهُ وَعْدًا (আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আশআছ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ রাবীর সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈল জাতির লোকেরা হযরত মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করিয়াছিল-হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া থাকেন? হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন-'তোমরা আল্লাকে ভয় কর।' এই ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন-হে মূসা! উহারা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, আপনার প্রভু কি রং লাগাইয়া থাকেন? তুমি (উহাদিগকে) বলো-'হ্যাঁ, আমার প্রভু তাঁহার রংসমূহের মধ্য হইতে লাল, সাদা, কালো এবং অন্য সকল রং লাগাইয়া থাকেন।' অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম মারদুবিয়্যা উপরোক্তরূপে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম উহাকে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সনদ সহীহ হইলে উহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

প্রত্যেকের কর্মফল তাহার নিজের জন্য

(١٣٩) قُلْ اَتُحَاجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ
اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ

(١٤٠) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطَ
كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ
شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٤١) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ
عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۙ

১৩৯. তুমি বল, 'তোমরা কি আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্র ব্যাপারে ঝগড়া করিতেছ? তিনি আমাদের ও তোমাদের সকলের প্রভু। আমাদের কাজের দায়িত্ব আমাদের আর তোমাদের কাজের দায়িত্ব তোমাদের। আমরা তাঁহার জন্য নিবেদিত প্রাণ।'

১৪০. ‘তোমরা কি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ইয়াকূব ও তাহাদের উত্তরসূরিগণকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা বলিয়া দাবী করিতেছ?’ তুমি বল– ‘তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? তাহার চাইতে জালিম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসা সাক্ষ্য তাহার সামনেই গোপন করে? আর আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে উদাসীন নহেন।’

১৪১. ‘এই উম্মত অতীত হইয়াছে। তাহাদের জন্য তাহাদের উপার্জন আর তোমাদের জন্য তোমাদের উপার্জন। তাহারা কি করিতেছিল তাহার জন্য তোমরা জবাবদিহী হইবে না।’

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিতর্কের উত্তরে নবী করীম (সা)-কে শিখাইয়া দিতেছেন যে, তুমি তাহাদিগকে বল– ‘তোমরা কি আল্লাহ্‌র একত্ব, তাঁহার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিবার বিষয় লইয়া আমাদের সহিত তর্ক করিতেছ? অথচ তিনি আমাদের এবং তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক প্রভু। আমাদের এবং তোমাদের সকলেরই কর্তব্য একমাত্র তাঁহার প্রতি অনুগত হওয়া এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা। আর আমরা ভোগ করিব আমাদের কর্মফল এবং তোমরা ভোগ করিবে তোমাদের কর্মফল। তোমাদের আমল আমাদিগকে বা আমাদের আমল তোমাদিগকে কোন উপকার বা অপকার করিতে পারিবে না। অতএব আমাদের ও তোমাদের সকলেরই কর্তব্য স্বীয় বিবেক প্রয়োগ করিয়া উহার নির্দেশ অনুসারে চলা। আমরা তদনুসারে একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করিয়াছি।’

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ـ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

“তথাপি যদি তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে (তাহাদিগকে) বল-আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে; আমার আমলের দায়িত্ব হইতে তোমরা মুক্ত এবং তোমাদের আমলের দায়িত্ব হইতে আমি মুক্ত।’

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ “এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তবে তুমি বলিও–আমি এবং আমার অনুসারীগণ আমরা সকলে আল্লাহ্‌র নিকট নিজদিগকে সঁপিয়া দিয়াছি।”

অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ ‘আর তাঁহার কওমের লোকেরা তাঁহার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইল। তিনি বলিলেন–তোমরা আল্লাহ্‌র বিষয়ে আমার সহিত তর্ক করিতেছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন।’

তিনি আরও বলিতেছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ "তুমি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছ যাহাকে আল্লাহ্ রাজ্যাধিকারী বানাইবার কারণে উহার গর্বে সে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর বিষয়ে ইবরাহীমের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল?"

আয়াতত্রয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের মিথ্যা দাবীর প্রতিবাদ করিতেছেন। ইয়াহুদী জাতি ও নাসারা জাতি প্রত্যেকেই দাবী করিত যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসমাঈল (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকূব (আ) এবং বনী ইসরাঈল জাতির অন্যান্য নবীগণ তাহাদের ন্যায় ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের কেহই ইয়াহুদী ও নাসারাগণের ন্যায় সত্যদ্বেষী ছিলেন না। ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায় এসম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান রাখে, আল্লাহ্ তদপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপে জানেন, তাহাদের কেহই ইয়াহুদী বা নাসারা ছিলেন না। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যে উহা জানে না, তাহাও নহে; বরং তাহারাও জানে যে, ইবরাহীম প্রমুখ নবীগণ সকলেই সত্যপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাহারা ইয়াহুদী ও নাসারাগণের ন্যায় আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্য ছিলেন না; বরং তাহারা ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি অনুগত। কিন্তু, ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয় উক্ত সত্য গোপন করিয়া তাঁহাদের নামে মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকে। বস্তুত, উক্ত কার্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের উপর অতি অবিচার করিয়াছে। তাহাদের কার্য সম্বন্ধে আল্লাহ্ অনবগত নহেন। তিনি তাহাদের কার্য সম্বন্ধে বেশ ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। একদিন তাহাদিগকে নিজেদের কার্যের জন্যে আল্লাহ্র নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে।

এইরূপে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَانَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"ইবরাহীম ইয়াহুদী ছিল না এবং নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল সত্যপরায়ণ মুসলিম; আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ "আর যে ব্যক্তি নিজের নিকট রক্ষিত সাক্ষ্যকে আল্লাহ্র নিকট হইতে গোপন রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম কে হইতে পারে?"

হাসান বসরী বলেন–ইয়াহুদী ও নাসারাগণ তাহাদের কিতাবে পড়িত যে, দীন হইতেছে একমাত্র ইসলাম; মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও অন্যান্য নবী ইয়াহুদিয়াত ও নাসরানিয়াত হইতে পবিত্র ছিলেন। তাহাদের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাহারা প্রকৃত মু'মিন ছিল, তাহারা উহার পক্ষে আল্লাহ্র নিকট সঠিক সাক্ষ্য দিত। কিন্তু, নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর ইয়াহুদী ও নাসারাগণ উক্ত তথ্য গোপন করিত।'

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাদের সকল কার্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে তোমাদের কার্যের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করিবেন। অতএব, এখনও সত্য-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া ঈমান ও আনুগত্যের পথ গ্রহণ কর।'

আয়াতত্রয়ের তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন–'পূর্ব পুরুষগণের নেক আমল তোমাদের কোন উপকার করিবে না; বরং তোমাদের উপকার করিবে তোমাদের নিজস্ব নেক আমল।' অতএব, আখিরাতে দোযখ হইতে বাঁচিতে চাহিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ নি'আমাতপূর্ণ জান্নাত লাভ করিতে চাহিলে সত্য-বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি, তাঁহার সকল কিতাবের প্রতি এবং তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চল।'

বস্তুত, শুধুমাত্র কোন নবীর সহিত সম্পর্কের মৌখিক দাবী করিয়া কেহ পার পাইবে না–তাহা ছাড়া আল্লাহ্‌র যে কোন নবীকে অস্বীকার করা সকল নবীকে অস্বীকার করার শামিল। বিশেষত সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতির জন্য নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের প্রেরিত নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে মানিয়া চলা সকলের জন্য সমান অপরিহার্য। আল্লাহ্ পাক তাঁহার ও আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর শান্তি ও রহমত নাযিল করুন।

আলিফ লাম পারা সমাপ্ত

ইফা-২০১৩-২০১৪-প্র/২৫৫(উ)-৮২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

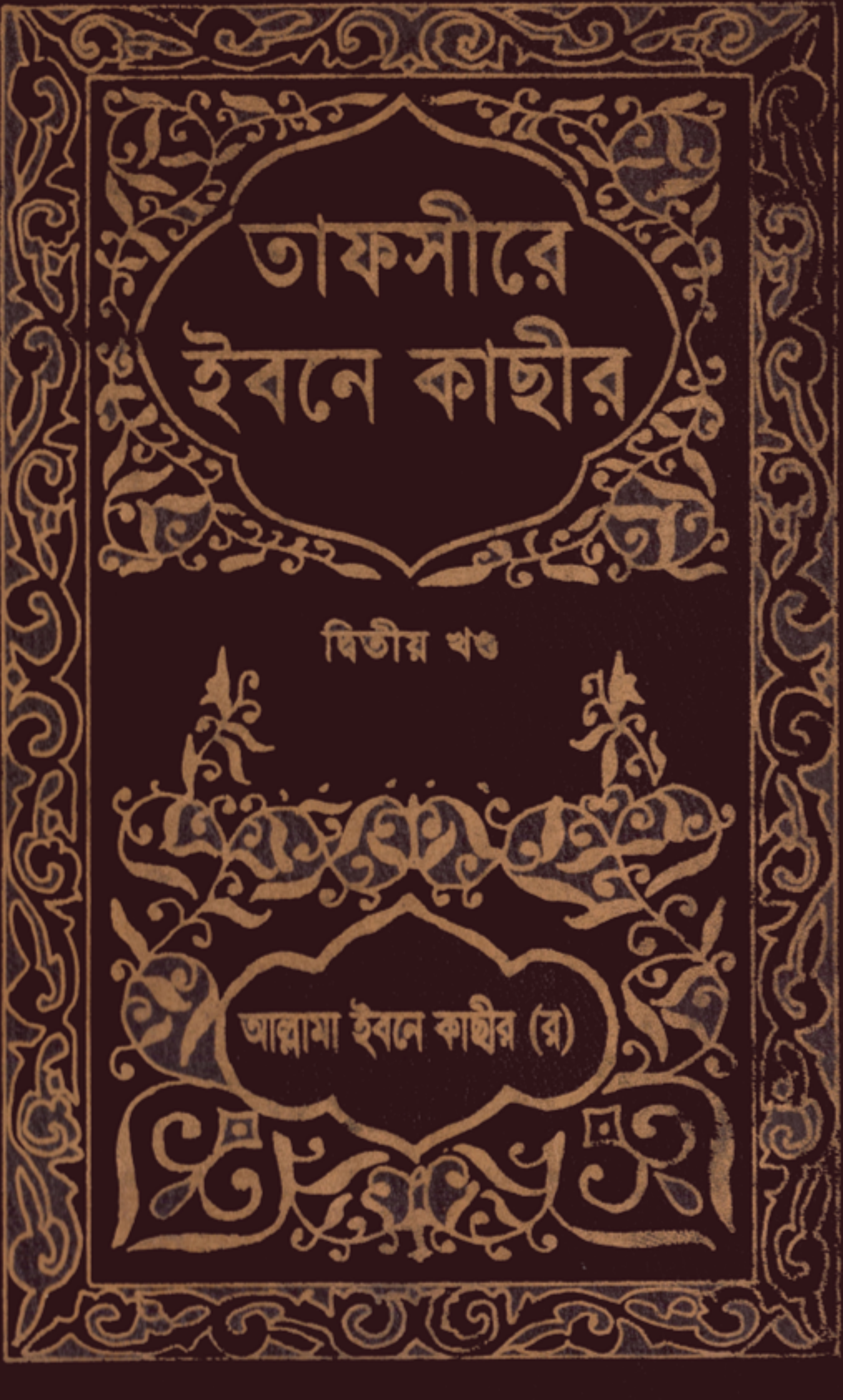

তাফসীরে ইবনে কাছীর

দ্বিতীয় খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

দ্বিতীয় খণ্ড

(ফাযায়েলুল কুরআন, সূরা ফাতিহা ও আলিফ লাম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত

ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৫৪
ইফা প্রকাশনা : ১৫৫২/৫
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0432-5

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৮

ষষ্ঠ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫৮০.০০ (পাঁচ শত আশি) টাকা

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 580.00 ; US Dollar : 17.00

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পারা ১৯
কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ ২১
কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতার নির্দেশ ৩৭
ধৈর্যশীলদের মর্যাদা ৪২
সাফা-মারওয়ায় সাঈ করার অনুমোদন ৪৮
ইল্‌ম গোপন করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৫২
আল্লাহর একত্বের দলীল ৫৪
হালাল খাওয়ার নির্দেশ ৬৩
কতিপয় হারাম খাদ্য ৬৬
মুমিন-মুত্তাকীর গুণাবলী ৭৪
কিসামের নির্দেশ ৮০
ওসীয়াতের নির্দেশ ৮৬
সিয়ামের নির্দেশ ৯১
রমযানের মাসায়েল ৯৭
পরস্বাপহরণ অবৈধ ১২৩
নবচন্দ্রের তাৎপর্য ১২৪
জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নির্দেশ ১২৭
ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহর নির্দেশ ১২৯
হজ্ব ও উমরার নির্দেশ ১৩৩
হজ্বের সংশ্লিষ্ট মাসসমূহ ১৪৭
তাওয়াফে ইফাযার নির্দেশ ১৬৬
মানাসিক ও যিকরুল্লাহর নির্দেশ ১৬৯
নির্দিষ্ট দিবসে আল্লাহর যিকর ১৭৩
আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ ১৭৬
ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশের নির্দেশ ১৮২
মুমিনের অগ্নিপরীক্ষা ১৯২
পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য ব্যয়ের নির্দেশ ১৯৫
জিহাদের নির্দেশ ১৯৫
মর্যাদার মাসে যুদ্ধের অনুমোদন ১৯৭
শরাব ও জুয়া সম্পর্কিত আয়াত ২০৩
ইয়াতীমকে সহায়তা দানের নির্দেশ ২০৪
মুশরিকের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম ২০৯
হায়েযগ্রস্তা নারীর বিধান ২১২
নারী তোমাদের কৃষিক্ষেত্র ২১২
আল্লাহর নামে কথায় কথায় হলফ করা নিষিদ্ধ ২৩০

ঈলার মুদ্দাত	২৩৬
তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দাত	২৪০
শরঈ তালাকের সংখ্যা	২৪৫
আল্লাহর বিধান সংরক্ষণের নির্দেশ	২৬৯
স্তন্যপানের সময়সীমা	২৭৪
স্বামীহারার ইদ্দাত	২৭৯
সালাতের হিফাজাতের নির্দেশ	২৯৪
মুমিনের জন্যে আল্লাহর সাহায্য	৩২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ তৃতীয় পারা	**৩৩১**
সকল নবীর উপর রাসূলুল্লাহর মর্যাদা	৩৩৩
আয়াতুল কুরসীর ফযীলত	৩৩৬
আয়াতুল কুরসী সম্পর্কিত নানা ঘটনা	৩৩৭
নমরূদ ও ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী	৩৫৭
উযায়ের (আ)-এর ঘটনা	৩৬০
ইবরাহীম (আ)-এার মৃতকে জীবিত করার ঘটনা	৩৬৩
আল্লাহর পথে ব্যয়ের মর্তবা	৩৬৫
সুদ নিষিদ্ধকরণ	৩৯২
লেন-দেন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ	৪১৩
আমানত আদায় ও সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ	৪২৩
আল্লাহ, ফেরেশতা, ঐশীগ্রন্থ ও রসূলের প্রতি ঈমান	৪৩২
সূরা আল ইমরানের গুরুত্ব ও ফযীলত	৪৩৯
তিনিই তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে রূপ দিতেছেন	৪৪০
মুহকাম ও মুতাশাবিহা আয়াত	৪৪১
মুত্তাকীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা	৪৫৪
মুত্তাকীর গুণাবলী	৪৬০
আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণই একমাত্র দীন	৪৬৯
আল্লাহপ্রাপ্তির একমাত্র পথ রসূলের অনুসরণ	৪৭৪
আল্লাহর পসন্দনীয় বান্দা	৪৭৫
যাকারিয়া (আ)-এর প্রার্থনা	৪৮১
মরিয়ম (আ)-কে ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ দান	৪৮৯
ঈসা (আ)-এর মুজিযা	৪৯১
ঈসা (আ)-এর আনসারবৃন্দ	৪৯৪
ঈসা (আ)-কে তুলিয়া নেওয়া	৪৯৫
ঈসা (আ)-এর উপমা হইল আদম (আ)	৫০০
মুসলমানরাই ইবরাহীম (আ)-এর যথার্থ উত্তরসুরি	৫১৩
নবীদের নিকট হইতে মুহাম্মদ (স)-এর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ	৫২৯
ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন দীন গ্রহণ করিবেন না	৫৩২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ চতুর্থ পারা ৫৩৯
আল্লাহর পথে প্রিয়তম বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ ৫৪১
কাবাঘর মানুষের জন্য নির্মিত প্রথম খোদার ঘর ৫৪৭
কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়াইয়া থাকার নির্দেশ ৫৫৯
আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকারের নির্দেশ ৫৬৮
বদরের যুদ্ধে মুমিনদের জন্য গায়বী মদদ ৫৯০
রাসূল প্রেরণ মুমিনদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ৬০২
একমাত্র শহীদরা জীবিত ৬৬৬
কার্পণ্যের নিন্দা ও শাস্তি ৬৮৩
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কিত আয়াত ৬৮৩
জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ৭০০
চার বিবাহের শর্তাধীন অনুমোদন ৭৩৩
ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী ৭৪৮
মীরাছের আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ৭৫৪
সমকাম ও ব্যভিচারের শাস্তি ৭৬৭
তাওবার জন্য উৎসাহ দান ৭৬৮
যাহাদিগকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ৭৮৮

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে।

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর ষষ্ঠ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

উৎসর্গ

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ
সেই মরহুম শায়েখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

সবিনয় নিবেদন

অশেষ প্রশংসা সেই রহমানুর রহীমের যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর যাঁহার হিদায়াত ও শাফাআত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদেগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

সবেমাত্র তাফসীরে ইব্‌ন কাছীরের বংগানুবাদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এখনও পাড়ি বহু দূর। আল্লাহই তাওফীক দিবার মালিক। দ্বিতীয় খণ্ডে আমি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পারাভিত্তিক গ্রন্থনা দ্বারা খণ্ডগুলির কলেবরে সমতা সৃষ্টি সহজতর হয় ও এতদ্দেশে পঠন-পাঠন ও বিভাজনে এই পন্থাই সাধারণত অনুসৃত হয় বলিয়াই আমি উহা করিয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গও ইহা পসন্দ করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ডের এই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের ভূত এড়ানো গেল না বলিয়া আমি দুঃখিত। আশা করি, ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে এই তাড়াহুড়াজনিত ত্রুটিবিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি যাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পাইয়াছি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ লুতফুল হক ও সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সামাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন কল্যাণ দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহা কিছু কৃতিত্ব তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহা কিছু অকৃতিত্ব তাহা অধমের। গাফুরুর রহীম এই নগণ্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আহকার

আখতার ফারূক

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিজ আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল কারশী আল বাসরী (র) ৭০০ হিজরী মোতাবেক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়েখ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িককালে একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়েখ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাম্বী শাহবার কাছে ফিকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত-তাম্বীহ ফী ফুরুইশ শাফেঈয়া' ও আল্লামা ইব্ন হাজিব মালেকীর (মুখতাসার) নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীসশাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য উস্তাদ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফফার ইব্ন আসাকির, শায়খুজ জাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুয়ায়দী ইবনুর রাযী, হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ আল মিযযী শাফেঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আল হাররানী, আল্লামা হাফিজ কামালুদ্দীন যাহবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিছ আল্লামা হাফিজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিযযী আশ শাফেঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীসশাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিছ হিসাবে স্বীকৃতি দান পূর্বক হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জ্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা র্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীসশাস্ত্রে তো তিনি 'হুফফাজুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিয জালালুদ্দীন মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিজ আবুল মাহাসিন হুসায়নি দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকাহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীসশাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর।"

হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাস শাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হইলেন ইমাম ইব্‌ন কাছীর।"

শায়েখ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযা বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।'

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকাহস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইব্‌ন হুজ্জী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

আল্লামা হাফিয নাসিরুদ্দীন আদ দামেশকী বলেন ঃ

"আল্লামা হাফিয ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন ঃ

"হাদীসের মতন ও রিজালশাস্ত্রের পঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় লোক। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।'

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য উস্তাদ আল্লামা হাফিজ শামসুদ্দীন কাশরীর ইন্তেকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ-আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহাকে উত্তব রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ। দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমন কি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৩৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৬ শে শাবান রোজ বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে .... রাজেউন)।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আব্দুর রহমান আল কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ আল কারশী মুসলিম জাহানে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীরের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আত তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়ায যুআফা ওয়াল মুজাহিল। ইহা রিজালশাস্ত্রের (বর্ণনাকারী-বিশ্লেষণ) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিযযীর তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২। আল হাদ্‌য়্যু ওয়াস সুনানু ফী আহাদীছিল মাসানীদে ওয়াস সুনান। গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসনীদ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়েতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩। আত্-তাবাকাতুশ শাফিঈয়া—এই গ্রন্থে শাফিঈ মাযহাবের ফিকাহবিদগণের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৪। মানাকীবুশ শাফিঈ—এই গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৫। তাখরীজু আহাদীছে আদিল্লতিত তাম্বীহ।

৬। তাখরীজু আহাদীছে মুখতাসার ইবনিল হাজিব।

৭। শারহু সহীহিল বুখারী—বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৮। আল আহকামুল কবীর—অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্ব' পর্যন্ত লেখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৯। ইখতিসারু উলূমিল হাদীস—ইহা আল্লামা ইবনুস সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

১০। মুসনাদুশ শায়খাইন—ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১১। আস সীরাতুন নবুবিয়াহ-ইহা রসূল (স)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১২। আল ফসূল ফী ইখতিসারি সীরাতির রাসূল-ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১৩। কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৪। মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লেইমাম বায়হাকী-ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৫। রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ-খ্রীস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৬। রিসালা ফী ফাযায়িলিল কুরআন-ইহা তাফসীর ইব্ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৭। মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল-ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তিবরানীর 'মুজাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৮। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া-এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৯। তাফসীরুল কুরআনিল কারীম। ইহাই তাফসীর ইব্ন কাছীর' নামে খ্যাত।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পারা

সূরা বাকারা

১৪২-২৮৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١٤٢) سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○
(١٤٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ
عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ؕ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ؕ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪২. "মানুষের মধ্য হইতে শীঘ্রই মূর্খ লোকেরা বলিবে, যেই কিবলার উপর তাহারা ছিল তাহা হইতে কোন্ বস্তু তাহাদিগকে ফিরাইল ? তুমি বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহর। তিনি যাহাকে চাহেন সরল পথ দেখান।"

১৪৩. "আর এই ভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যস্থ উম্মত বানাইয়াছি যেন তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। আর আমি তোমার পূর্ববর্তী কিবলা এই জন্যে নির্ধারণ করিয়াছিলাম যেন জানিতে পারি, কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ঘাড় ফিরাইয়া নেয়। অবশ্য যদিও উহা আল্লাহ যাহাদিগকে পথ দেখাইয়াছেন তাহাদের ছাড়া (অন্যের জন্য) খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। আর আল্লাহ্ তোমাদের ঈমান বরবাদ করিবার জন্য নহেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের ব্যাপারে অবশ্যই করুণাময়, দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আয যাজ্জাজ বলেন ঃ এখানে اَلسُّفَهَاءُ। (মূর্খ) বলিতে আরবের মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা হইল ইয়াহুদী ধর্মযাজকবৃন্দ।

আস সুদ্দী বলেন ঃ তাহারা মুনাফিক সম্প্রদায়।

মূলত উপরোক্ত সকল দলই উক্ত আয়াতের মূর্খ পরিভাষার আওতাভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম বুখারী বলেন-আমাকে আবূ নাঈম, তাহাকে যুহায়ের, তাহাকে আবূ ইসহাক ও তাহাকে বারাআ (রা) বলেন, "রাসূল (সা) ষোল কি সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন। তিনি মনে মনে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন যেন কা'বাঘর তাঁহার কিবলা হয়। আর তিনি কা'বার দিকে প্রথম যে নামায পড়েন তাহা আসর নামায। তাঁহার সহিত একদল লোকও সেই নামায পড়েন। তাহাদের একজন বাহির হইয়া অন্য এক মসজিদের নামাযরত মুসল্লীগণকে রুকূর অবস্থায় পাইয়া বলিলেন-"খোদার কসম করিয়া আমি সাক্ষ্য দিতেছি, রাসূলুল্লাহর (সা) সহিত আমি মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িয়াছি।" তাহারা সংগে সংগে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরিল। আর যাহারা কিবলা পরিবর্তনের আগে মারা গেল বা নিহত হইল, তাহাদের ব্যাপার কি হইবে তাহা আমরা জানিতেছিলাম না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ج اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করিবার জন্য নহেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য অবশ্যই করুণাময় ও দয়ালু।"

উপরোক্ত বর্ণনাটি ইমাম বুখারী একাই প্রদান করেন। ইমাম মুসলিম ভিন্নরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাহা এই ঃ

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন-আমাকে ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, তাহাকে আবূ ইসহাক ও তাহাকে বারাআ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেন। আর বারংবার আকাশের দিকে তাকাইয়া আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

"অবশ্যই আমি তোমার আকাশের দিকে মুখ তোলা লক্ষ্য করিয়াছি। তাই নিশ্চয়ই আমি তোমার পসন্দমত কিবলা পরিবর্তন করিব। অতঃপর তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।"

মুসলমানদের কিছু লোক বলিল, কিবলা পরিবর্তনের আগে আমাদের যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের পরিণতি সম্পর্কে যদি জানিতে পারিতাম। আর আমরা এতদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের

দিকে ফিরিয়া যে নামায পড়িলাম তাহাই বা কি হইবে ? তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ আয়াতাংশ নাযিল করিলেন।

আহলে কিতাবের মূর্খরা প্রশ্ন তুলিল, এতদিন তাহারা যে কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িত তাহা হইতে কি কারণে তাহারা অন্য দিকে ফিরিল ? এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ আয়াতাংশ নাযিল করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন-আমাকে আবূ যুরআ, তাহাকে হাসান, তাহাকে আতিয়া, তাহাকে ইসরাঈল আবূ ইসহাক হইতে ও তিনি কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) ষোল কি সতের মাস যাবত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেছিলেন। অথচ তিনি কা'বাঘরের দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা تَقَلُّبَ وَجْهِكَ .... شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি নাযিল করেন। ফলে তিনি কা'বাকে কিবলা করিলেন। তখন মূর্খরা প্রশ্ন তুলিল مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. "বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহর। তিনি যাহাকে চাহেন, তাঁহাকে সরল পথের নির্দেশ দেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দেন। তাহাতে ইয়াহুদীরা খুশি হইল। রাসূল (সা) উনিশ মাস সেই কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলার জন্য উৎসুক ছিলেন। তজ্জন্য তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিতেন এবং আকাশের দিকে (ওহীর জন্য) বারংবার তাকাইতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই ওহী নাযিল করেন ঃ

فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ

অর্থাৎ তোমরা উহার দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও।

ইহার ফলে ইয়াহুদীগণের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হইল এবং তাহারা প্রশ্ন তুলিল-তাহাদের এই কিবলা পরিবর্তনের কারণ কি ? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

এই ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মোটকথা এই, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে আদিষ্ট হন। মক্কায় থাকাকালে তিনি কা'বার দুই রুকনের মাঝে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেন। ফলে একই সংগে কা'বা ও সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাস কিবলা হইত। তারপর তিনি যখন মদীনায় হিজরত করিলেন, তখন দুই কিবলা একত্র করায় অসুবিধা দেখা দিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সরাসরি বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানাবার নির্দেশ দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অধিকাংশের বর্ণনার ইহাই সারকথা।

অবশ্য বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ কি ওহীর মাধ্যমে আসিয়াছে, না হযরতের (সা) ইজতিহাদের মাধ্যমে অর্জিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম

কুরতুবী তাঁহার তাফসীরে ইকরামা, আবুল আলিয়া ও হাসান বস্‌রীর বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার ব্যাপারটি হযরত (সা)-এর ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ছিল। মূল কথা এই, হযরতের (সা) মদীনায় হিজরতের পর তিনি উনিশ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়েন ও কা'বাকে কিবলা করার জন্য বেশী বেশী প্রার্থনা করিতে থাকেন। কারণ, উহা ইব্‌রাহীম (আ)-এর কিবলা ছিল। অবশেষে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং তিনি বায়তুল আতীক (কা'বা)-কে কিবলা করার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তখন তিনি উপস্থিত লোকদের মাঝে উহা ব্যক্ত করিলেন এবং ইহার পর সকলেই জানিতে পাইল।

সহীহ্‌দ্বয়ে বারাআ (রা)-এর বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যায়, কা'বাকে কিবলা করিয়া তিনি প্রথম যে নামায পড়েন উহা আসরের নামায। আবূ সাঈদ ইবনুল মুআল্লার বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ উহা ছিল যুহরের নামায। আবূ সাঈদ বলেন ঃ প্রথম যাহারা কা'বার দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন তাহাদের মধ্যে আমার সাথী সহ আমিও ছিলাম। একাধিক তাফসীরকার ও অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন ঃ যখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূল (সা) মসজিদে বনু সালমায় দুই রাকাআত যুহর নামায সম্পন্ন করিয়াছিলেন। (অবশিষ্ট দুই রাকাআত কা'বার দিকে ফিরিয়া পড়েন)। তাই উহাকে 'দুই কিবলার মসজিদ' বলা হয়। নাবীলা বিন্‌ত মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে আছে, তাহারা যখন এই খবর পাইলেন, তখন তাহারা যুহর নামায পড়িতেছিলেন। নাবীলা বলেন ঃ তখন আমাদের নারীদের জায়গায় পুরুষ এবং পুরুষদের জায়গায় আমরা স্থানান্তরিত হইলাম। হাদীসটি শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার উদ্ধৃত করেন। কুব্বা মসজিদে দ্বিতীয় দিন ফজর পর্যন্ত খবর পৌঁছে নাই। সহীদদ্বয়ে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, কুব্বার মসজিদে মুসল্লীগণ ফজর নামায পড়িতেছিল। ইত্যবসরে একজন আসিয়া খবর দিল, রাসূল (সা) রাত্রে ওহী পাইয়া কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তোমরা সেই দিকে কিবলা কর। ইহা শুনিয়া তাহারা সিরিয়ার দিক হইতে কা'বার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, কোন হুকুম বাতিল হইয়া নতুন হুকুম আসিলে উহা যখন জানা যাইবে তখন হইতে কার্যকর হইবে, নতুন হুকুম যখনই আসুক না কেন। কারণ, কুব্বার মুসল্লীগণকে পূর্ববর্তী আসর, মাগরিব ও ইশা পুনরায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই ঘটনা ইয়াহুদীকুলের মুনাফিক ও কাফিরদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করিল এবং তাহারা বিভ্রান্ত হইল। তাই প্রশ্ন তুলিল- مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا অর্থাৎ এই লোকগুলির কি হইল যে, একবার এই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ে, আরেকবার ওইদিকে ফিরিয়া নামায পড়ে? উহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা জানাইলেন ঃ

قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ অর্থাৎ হুকুম দেওয়া, বাতিল করা, এক কথায় হুকুম সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। তাই- فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ আর لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ অর্থাৎ

আল্লাহর হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে পালন করায়ই পুণ্য রহিয়াছে এবং তিনি যখন যেই দিকে ফিরিতে বলেন সেই দিকে ফিরাতেই তাঁহার আনুগত্য নিহিত। তিনি যদি দিনে কয়েকবারও দিক পরিবর্তনের নির্দেশ দেন, তবে তাঁহার ভৃত্য হিসাবে আমাদের তাহাই করিতে হইবে। আল্লাহ তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা) ও উম্মতে মুহাম্মদীর উপর বিরাট নি'আমত ও রহমত হিসাবে তাহাদের জন্য ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর কিবলা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার সর্ব পুরাতন আল্লাহর ঘর কা'বাকে তাহাদের কিবলা বানাইয়াছেন। আল্লাহর পরম বন্ধু ইব্রাহীম (আ) উক্ত ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই আল্লাহ পাক বলিলেন ঃ

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

ইমাম আহমদ (রা) আলী ইবনে আসিম হইতে, তিনি হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান হইতে, তিনি আমর ইব্ন কায়স হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইবনুল আশআছ হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) আহলে কিতাবগণ সম্পর্কে বলেন-তাহারা আমাদের জুমআর দিন, আমাদের কিবলা ও আমাদের ইমামের পিছনে আমীন বলার ব্যাপারে যত হিংসা পোষণ করে, তত হিংসা অন্য কিছুতে করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে এইগুলির সন্ধান দিয়াছেন এবং তাহারা উহা হারাইয়াছে।"

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا-

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তোমাদিগকে ইব্রাহীমের কিবলায় এই জন্য ফিরাইয়াছি যে, তোমাদিগকে সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করিব যেন তোমরা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের বেলায় সাক্ষী হইতে পার। কারণ, সকলেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মধ্যস্থতার স্বীকৃতিদানকারী হইবে।" ইহাই মূলত আমাদের উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ। যেমন কুরায়েশগণ وسط العرب। বলিতে ঘর-বর সবদিকে উত্তম ব্যক্তিকে বুঝায়। তাই রাসূল (সা) তাঁহার সম্প্রদায়ের وسط (মধ্যস্থ) ছিলেন অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। তদ্রূপ صَلٰوةُ الْوُسْطٰى। অর্থাৎ সর্বোত্তম নামায। উহা হইল আসর নামায। সহীহ সংকলন ও সুনান প্রভৃতিতে উহা সুপ্রমাণিত। যখন উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম জাতি বানাইলেন, তখন তিনি তাহাদের শরী'আতকে পরিপূর্ণ পদ্ধতিতে সুদৃঢ় ও তাহাদের ধর্মমতকে সুস্পষ্ট ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ. مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ .

“তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদের দ্বীনের ভিতর কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের পিতা ইব্‌রাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বেই তোমাদের নাম রাখিয়াছেন মুসলিম। বর্তমানেও তাহাই। উহা এই জন্য যে, রাসূল যেন তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী হইতে পারেন আর তোমরাও যেন গোটা মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষী হইতে পার।”

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে ওয়াকী, তাহাকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে, তিনি আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি (বাণী) পৌঁছাইয়াছ ? উত্তরে তিনি বলিবেন, হাঁ। তখন তাহার সম্প্রদায়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের কাছে কি (বাণী) পৌঁছানো হইয়াছে ? তাহারা বলিবে, আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী বা অন্য কেহ আসে নাই। তখন নূহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার সাক্ষী কে? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, মুহাম্মদ ও তাহার উম্মত। রাসূল (সা) বলেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا আয়াতাংশের ইহাই তাৎপর্য। তিনি আরও বলেন اَلْوَسْطُ অর্থ হইল العدل। অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে ডাকা হইবে, তোমরা বাণী পৌঁছানোর সাক্ষ্য প্রদান করিবে এবং আমি তোমাদের (সততার) ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিব।

বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাও আ'মাশের সনদে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদ আরও বলেন, আমাদিগকে আবূ মুআবিয়া, তাহাদিগকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে ও তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

“নবী করীম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন একজন নবী আসিবেন এবং তাঁহার সংগে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি থাকিবেন। তখন তাহার সম্প্রদায়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমাদের কাছে কি এই লোক (বাণী) পৌঁছাইয়াছে ? তাহারা উত্তরে বলিবে, না। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে. তুমি কি তোমার সম্প্রদায়কে (দাওয়াত) পৌঁছাইয়াছ ? তিনি বলিবেন, হাঁ। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে, তোমার সাক্ষী কে ? তিনি উত্তর দিবেন, মুহাম্মদ ও তাহার উম্মত। তখন মুহাম্মদ ও তাহার উম্মতগণকে ডাকা হইবে। তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, এই লোক কি তাহার সম্প্রদায়কে দাওয়াত পৌঁছাইয়াছে ? তাহারা বলিবে, হাঁ। তখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কিভাবে জানিয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমাদের কাছে আমাদের নবী আসিয়াছিলেন ও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, নিশ্চয় রাসূলগণ নিঃসন্দেহে দাওয়াত পৌঁছাইয়াছেন। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ এবং لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য।”

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমাকে আবূ মুআবিআ, তাহাকে আ'মাশ আবূ সালেহ হইতে ও তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ وَكَذَالِكَ جَعْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا অর্থাৎ عَدَلاً (ন্যায়পরায়ণ)। হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ হইতে, তিনি আবূ মালিক আশজাঈ হইতে,

তিনি মুগীরা ইব্‌ন উতায়বা ইব্‌ন আব্বাস হইতে, তিনি মাকাতিল হইতে ও তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-আমি ও আমার উম্মত কিয়ামতের দিন অন্যদের উর্ধ্বে একটি লক্ষণীয় উঁচু স্থানে অবস্থান করিব। সেদিন এমন কোন লোক থাকিবে না, যে আমাদের দেখিবে না ও এমন কোন নবী থাকিবেন না, যাহাকে তাহার সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী বানানোর ফলে তিনি তাহার দীনের দাওয়াত পৌঁছাবার ব্যাপারে আমাদের সাক্ষ্য কামনা করিবেন না।"

হাকাম তাহার মুস্তাদরাকে ও ইব্‌ন মারদুবিয়া তাহার গ্রন্থে মাসআব ইব্‌ন ছাবিত হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কাদরী হইতে ও তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা) বনু সালমার এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহার পাশেই ছিলাম। তখন একটি লোক বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি বড় ভাল ছিল। লোকটি খুবই দয়ালু মুসলমান ছিল এবং সকলেই তাহার প্রশংসা করিত। নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি করিয়া তাহা বলিতেছ ? লোকটি বলিল, তাহার ভিতরের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। বাহ্যত আমাদের কাছে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিতেছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গেল। তারপর তিনি বনু হারিছার এক ব্যক্তির জানাযায় উপস্থিত হইলেন। তখনও আমি রাসূল (সা)-এর পার্শ্বে ছিলাম। সেখানেও একটি লোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি বড়ই খারাপ ছিল। খারাপ কিছু প্রকাশের যত বড় জঘন্য শব্দই হউক উহা তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তখন রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কিভাবে উহা বলিতেছে ? লোকটি বলিল, তাহার ভিতরের খবর তো আল্লাহই ভাল জানেন। তবে বাহ্যত আমাদের কাছে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাই বলিতেছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গেল।"

মাসআব ইব্‌ন ছাবিত বলেন ঃ এই প্রসংগে আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন-রাসূল (সা) ব্যাপারটিকে সত্যায়িত করিলেন। অতঃপর তিনি পড়িলেন,

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অবশেষে হাকাম মন্তব্য করেন ঃ হাদীসটির সূত্র সঠিক। তবে সহীহ্‌দ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইমাম আহমদ বলেন-আমাকে ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ, তাহাকে দাউদ ইব্‌ন আবুল ফুরাত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরাইদা হইতে ও তিনি আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমি তখন মদীনায় ছিলাম। তখন সেখানে মহামারী চলিতেছিল এবং লোকজন মরিতেছিল। আমি উমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে বসা ছিলাম। তাহার কাছে জানাযা আসিল। মৃত ব্যক্তির সাথীরা তাহার প্রশংসা করিতেছিল। উমর (রা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি অপর এক জানাযায় শরীক হইলেন। তাহার সম্পর্কে কুৎসা বর্ণনা চলিতেছিল। উমর (রা) বলিলেন, ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। তখন আবুল আসওয়াদ প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! কি

ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি তাহাই বলিলাম যাহা রাসূল (সা) বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-"যাহাকে চার ব্যক্তি ভাল বলিল, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে নিবেন।" আমরা তখন প্রশ্ন করিলাম, যদি তিন ব্যক্তি ভাল বলে ? তিনি জবাব দিলেন, তিন জন হইলেও। আমরা আবার প্রশ্ন করিলাম, যদি দুইজনে ভাল বলে ? তিনি জবাব দিলেন, তবুও। আমরা তখন আর একজনের ব্যাপারে প্রশ্ন করিলাম না।

বুখারী, তিরমিযী এবং নাসায়ীও আবুল ফুরাতের সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইবনে মারদুবিয়া বলেন-আমাকে আহমদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন ইয়াহিয়া, তাহাকে আবূ কুলাবা আর্‌রাক্কাসী, তাহাকে আবুল ওয়ালিদ, তাহাকে নাফে ইব্‌ন উমর, তাহাকে উমাইয়া ইব্‌ন সাফওয়ান আবূ বকর ইব্‌ন আবূ যুহায়ের আছ ছাকাফী হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে এই বর্ণনা শুনান ঃ

"আবূ যুহায়ের আছ ছাকাফী বলেন-আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, শীঘ্রই তোমাদের ভাল ও মন্দ লোকদের চিনিতে পারিবে। উপস্থিত লোকগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। তাহা কিভাবে সম্ভব হইবে ? তিনি বলিলেন, মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার দ্বারা। কারণ, তোমরাই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ পাকের সাক্ষী।"

ইব্‌ন মাজাহ উক্ত হাদীস আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা হইতে ও তিনি ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ উহা ইয়াযিদ ইব্‌ন হারুন, আবদুল মালিক ইব্‌ন আমর ও শুআয়েব হইতে, তাহারা নাফে' হইতে ও তিনি ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ-

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমি যে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্দেশ করিয়া পরে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলাম, তাহা এই জন্য যে, ইহার ফলে আমি জানিতে পারিব, কে তোমার যথার্থ অনুসারী হইয়া তাহা নির্দ্বিধায় মানিয়া চলে আর কে-ইবা তোমার অনুসরণ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় অর্থাৎ মুরতাদ হইয়া যায়।

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তনের কাজটি যদিও তাহাদের জন্য কঠিন মনে হয়, কিন্তু আল্লাহ যাহাদের অন্তরকে হিদায়াতের জন্য প্রশস্ত করিয়াছেন তাহাদের জন্য উহা আদৌ কঠিন নয়। কারণ, আল্লাহর রাসূলের প্রতি আস্থা তাহাদের এতই সুদৃঢ় যে, তাহারা রাসূল (সা) যখন যাহা বলেন, তাহা নির্দ্বিধায় সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন যাহা চাহেন তাহাই করিতে পারেন এবং যখন যাহা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। কারণ, তিনি নিজ বান্দার ক্ষেত্রে ইচ্ছামতে নির্দেশ দান ও বাতিলকরণের পূর্ণ এখতিয়ার রাখেন। বান্দার ভাল-মন্দের ব্যাপারে কি করিতে হইবে, কি হইবে না, তাহা তিনিই ভাল জানেন। তাহার প্রতিটি কাজে পূর্ণাঙ্গ হিকমাত ও প্রবল

যৌক্তিকতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধ চিত্তের মানুষ যখনই নতুন কিছু দেখিতে পায়, তখনই সন্দেহের শিকার হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًاوَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ-

"যখন কোন সূরা নাযিল হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, ইহা দ্বারা কাহার ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে ? বস্তুত যাহারা ঈমানদার তাহাদেরই কেবল ঈমান বৃদ্ধি পায় ও তাহারা আনন্দিত হয়। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তর রোগাক্রান্ত তাহাদের অন্তরের কলুষতার সাথে কেবল কলুষতাই বৃদ্ধি পায়।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَّالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى.

"বল, উহা বিশ্বাসীদের জন্য হিদায়েত ও প্রতিষেধক। আর অবিশ্বাসীদের কর্ণ কুহরে উহা কুশ্রাব্য হয়। উহা তাহাদের উপর অন্ধকার চাপাইয়া দেয়।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا-

"আর আমি কুরআনের যাহা নাযিল করি তাহা মু'মিনদের জন্য মহৌষধ ও রহমত। পক্ষান্তরে যালিমদের উহাতে কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।"

সুতরাং যাহারা রাসূল (সা)-কে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়া নির্দ্বিধায় তাঁহার আনুগত্য করিয়াছে এবং তাঁহার কথামতে আল্লাহ পাক যখন যে দিকে কিবলা নির্দেশ করিয়াছেন সেদিকেই কিবলা করিয়াছে, তাহারাই সঠিক ঈমানদার। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম এই শ্রেণীভুক্ত। একদল বলেন-মুহাজির ও আনসারদের শুধু প্রথম পর্যায়ের সাহাবাগণই উভয় কিবলায় নামায পড়িয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে ইমাম বুখারী তাহার তাফসীর অধ্যায়ে বলেন ঃ আমাকে মুসাদ্দাদ, তাহাকে ইয়াহইয়া সুফয়ান হইতে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার হইতে ও তিনি ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"মসজিদে কুব্বায় মুসল্লীরা ফজরের নামায পড়িতেছিল। ইত্যবসরে একটি লোক আসিয়া বলিল-নবী করীম (সা)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে। তাহাতে কা'বাকে কিবলা করার নির্দেশ আসিয়াছে। তাই তোমরা উহাকে কিবলা কর। তখন তাহারা কা'বার দিকে ফিরিল।"

ইমাম মুসলিমও ইব্‌ন উমর ভিন্ন অন্য এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উহাতে আছে-তাহারা তখন রুকুরত ছিল এবং রুকুরত অবস্থায়ই তাহারা কা'বার দিকে ঘুরিয়া গেল। ইমাম মুসলিম হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। হাম্মাদ ছাবিত হইতে ও তিনি আনাস (রা) হইতে উহা বর্ণনা করেন। এই সব হাদীস প্রমাণ করে যে, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ ও রাসূলের কিরূপ অন্ধ অনুসারী ছিলেন। মু'মিনের আনুগত্যের উহাই উত্তম নমুনা।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া আদায় করা তোমাদের নামাযসমূহ আল্লাহ তা'আলা নষ্ট করিবেন না এবং উহার ছাওয়াব তোমরা আল্লাহর কাছে পাইবে। সহীহ সংকলনে আবূ ইসহাক সাঈদ হযরত বারা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন-যাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়া অবস্থায় মারা গেল, তাহাদের নামাযের কি হইবে এই প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ আয়াতাংশ নাযিল করেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীস ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ও উহাকে বিশুদ্ধ বলেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন-আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ, ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রথম কিবলা অনুসরণ ও নবীকে সত্য জানিয়া পরবর্তী কিবলা গ্রহণ এবং উভয়ের ছাওয়াবই তোমরা পাইবে। اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর বড়ই কৃপাপরায়ণ ও দয়ালু।

হাসান বসরী (র)-বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে কিংবা তাহার সহিত তোমাদের কিবলা পরিবর্তনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না। اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই সদয় ও দয়ার্দ্র।

সহীহ সংকলনে আছে ঃ রাসূল (সা) একটি নারীকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকট হইতে তাহার সন্তানকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই যখন কোন সন্তানকে কাছে পাইত তাহাকেই বুকের সহিত জড়াইয়া ধরিত। সে তাহার সন্তানের জন্য ছটফট করিয়া ছুটাছুটি করিত। অতঃপর যখন সে সন্তানটি পাইল, বুকের ভিতর জড়াইয়া নিয়া স্তন্য দান করিল। তখন রাসূল (সা) সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন-এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানটিকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে ? তাহারা জবাব দিলেন-না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলিলেন-তাহা হইলে আল্লাহর কসম ! এই নারী হইতেও আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বেশী স্নেহপরায়ণ।

(١٤٤) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا ۠ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৪. "নিঃসন্দেহে আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল ফিরানো অবলোকন করিতেছি। তাই আমি তোমার পসন্দমতো কিবলা অবশ্যই পরিবর্তন করিব। অনন্তর তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ কর। তোমরা যেখানেই থাক, সেই দিকে তোমাদের মুখ ফিরাও। আর আহলে কিতাবগণ অবশ্যই জানে, নিশ্চয় ইহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে সত্য। আর তাহারা যাহা করে, আল্লাহ্ তাহা সম্পর্কে উদাসীন নহেন।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন-কুরআনে প্রথম কিবলার হুকুম মানসূখ হয়। রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী ইয়াহূদী ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ দিলেন। ইয়াহূদীরা ইহাতে খুশি হইল। রাসূল (সা) উনিশ মাস যাবত সেই কিবলায় নামায পড়েন। অথচ তিনি ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা পসন্দ করিতেন। তাই আল্লাহ তা'আলার কাছে উহা প্রার্থনা করিতেন এবং নির্দেশ লাভের আশায় আকাশের দিকে তাকাইতেন। তখন আল্লাহ তা'আলা قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ .... فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ আয়াতাংশ নাযিল করেন। ইয়াহূদীরা ইহাতে সংশয়াপন্ন হইল। তাহারা প্রশ্ন তুলিল ঃ

مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا (কি কারণে তাহারা পূর্ববর্তী কিবলা হইতে ফিরিয়া গেল) ? তাই قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ (বল, পূর্ব ও পশ্চিম সকলই আল্লাহ্র) আয়াতাংশ নাযিল হইল। অর্থাৎ তোমরা যে দিকেই ফির, সেখানেই আল্লাহ আছেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.

"তোমার পূর্ববর্তী কিবলা আমি এই জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলাম যে, উহার দ্বারা জানিতে পাইব, কে তোমাকে অনুসরণ করে আর কে ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে যায়।"

ইব্ন মারদুবিয়া আল কাসিমুল উমরী হইতে, তিনি তাহার চাচা ইবাদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে, তিনি দাউদ ইবনুল হেসীন হইতে, তিনি ইকরামা হইতে ও তিনি আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িতেন, তখন সালাম ফিরাইয়া আকাশের দিকে তাকাইতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ কা'বার মীযাবের

দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার নির্দেশ দান করেন। জিব্‌রাঈল (আ) সেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ায় ইমামতি করেন।

হাকাম তাঁহার মুস্তাদরাকে শু'বার হাদীস উদ্ধৃত করেন। শু'বা ইয়ালী হইতে ও তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন কিত্তাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে কা'বার মীযাবের কাছে বসা দেখিতে পাইলাম। তিনি فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন এবং বলিলেন-অর্থাৎ মীযাবে কা'বার দিকে। হাকাম বলেন-হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম হাদীসটি হাসান ইব্‌ন আরাফা হইতে, তিনি হিশাম হইতে ও তিনি ইয়ালী ইব্‌ন আতা হইতে বর্ণনা করেন। অন্য বর্ণনাকারীও ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেঈর (র) একটি মতও অনুরূপ। মোটকথা, মূল কা'বা ঘরকে কিবলা করাই উদ্দেশ্য। অধিকাংশের মত ইহাই। হাকাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে, তিনি উসায়ের ইব্‌ন যিয়াদ আল কিন্দী হইতে ও তিনি আলী ইবনে আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। অর্থাৎ কা'বার দিকে কিবলা কর। অবশেষে হাকাম মন্তব্য করেন-হাদীসটির সূত্র সঠিক। অথচ সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখের মতও ইহাই। অপর এক হাদীসে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে "পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা।"

কুরতুবী বলেন ঃ ইব্‌ন জারীজ আতা হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন-রাসূল (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যকার মসজিদুল হারামের বাসিন্দাদের জন্য কা'বা ঘর কিবলা, হারামবাসীদের জন্য মসজিদুল হারাম কিবলা এবং বাহিরের সমগ্র পৃথিবীর জন্য পূর্ণ হারাম এলাকাই কিবলা।

আবূ নঈম আল ফযল ইব্‌ন দাকীক বলেন ঃ আমাকে যুহায়ের আবূ ইসহাক হইতে, তিনি বারা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন-নবী করীম (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া ষোল কি সতের মাস নামায পড়েন। অথচ তিনি মনেপ্রাণে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরিয়া নামায পড়া পসন্দ করিতেন। তিনি বায়তুল্লাহর দিকে প্রথম আসর নামায পড়েন। তাহার সহিত অন্যেরাও পড়েন। তাহাদের একজন বাহির হইয়া এক মসজিদের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিল। সেখানে মুসল্লীরা তখন রুকুতে ছিল। তখন সে বলিল, "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি রাসূলুল্লাহর সহিত মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িয়াছি।" তাই তাহারা যথাঅবস্থায় বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরিয়া গেল।

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ আমাকে ইসরাঈল আবূ ইসহাক হইতে ও তিনি বারাআ হইতে বর্ণনা করেন-রাসূল (সা) মনেপ্রাণে কামনা করিতেন যে, কা'বা শরীফ কিবলা হউক। তাই নাযিল হইল قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ অতঃপর কিবলা কা'বার দিকে পরিবর্তন হইল।

ইমাম নাসায়ী আবূ সাঈদ আল মুআল্লা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে আমরা সকাল সকাল মসজিদে যাইতাম। আমরা সেখানে নামায পড়িতাম। একদিন সেখানে গিয়া রাসূল (সা)-কে মিম্বরে বসা দেখিলাম। তাই বলিলাম, নিশ্চয় কোন নতুন ব্যাপার ঘটিয়াছে। ফলে সেখানে বসিলাম। তখন রাসূল (সা) -এই আয়াত পড়িলেন قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا তিনি আয়াতটি পড়া শেষ করিলে আমি আমার সংগীকে বলিলাম-রাসূল (সা) নামার আগেই চল আমরা নির্দেশিত কিবলায় দুই রাকআত নামায পড়ি। এই বলিয়া আমরা প্রথম দুই রাকআত নামায পড়িলাম। অতঃপর রাসূল (সা) মিম্বর হইতে নামিলেন এবং সকলকে সংগে নিয়া সেদিনের যুহর নামায পড়িলেন।"

ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) কা'বামুখী হইয়া প্রথম যুহর নামায পড়েন এবং উহাই صَلٰوةُ الْوُسْطٰى বা মধ্যবর্তী নামায।" অবশ্য মশহুর বর্ণনা ইহাই যে, হযরত (সা)-এর কা'বামুখী প্রথম নামায হইল আসরের নামায। আর এই কারণেই কুব্বার মসজিদে খবরটি পৌঁছিতে ফজর পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ, তাহাকে আল হুসায়েন ইব্‌ন ইসহাক আত তাস্তারী, তাহাকে রিজা ইব্‌ন মুহাম্মদ আস সাকতী, তাহাকে ইসহাক ইব্‌ন ইদরীস, তাহাকে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন জাফর, তাহাকে তাহার পিতা তাহার দাদী নাবীলা বিন্‌ত মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"মসজিদে বনু হারিছায় আমরা যুহর কিংবা আসর নামায পড়িলাম। আমরা ঈলিয়া মসজিদকে কিবলা করিয়া দুই রাকআত নামায পড়িলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল-রাসূল (সা) বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়াছেন। তখন আমরা নারীরা ঘুরিয়া পুরুষের জায়গায় গেলাম ও পুরুষরা ঘুরিয়া নারীর জায়গায় দাঁড়াইল। অতঃপর আমরা বাকী দুই রাকআত আদায় করিলাম। এইভাবে আমরা বায়তুল হারামকে কিবলা করিয়া নামায পড়িলাম। তখন আমাকে বনু হারিছার এক ব্যক্তি বলিল-রাসুল (সা) বলিয়াছেন যে, এই ধরনের লোকই ঈমান বিল গায়েবের অধিকারী।"

ইব্‌ন মারদুবিয়া আরও বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দুহায়েম, তাহাকে আহমদ ইব্‌ন হাযিম, তাহাকে মালিক ইসমাঈল আন নাহদী, তাহাকে কায়েস যিয়াদ ইব্‌ন আলাকা হইতে ও তিনি আম্মারা ইব্‌ন আউস বর্ণনা করেন ঃ

"তখন আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামাযরত ছিলাম ও তখন রুকু চলছিল। হঠাৎ দরজায় দাঁড়াইয়া একজন লোক ঘোষণা করিল, কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন হইয়াছে। তখন দেখিলাম, আমাদের ইমাম সেই দিকে ঘুরিয়া গিয়াছেন। ফলে অন্যান্য পুরুষ ও শিশুরা রুকুরত অবস্থায় কা'বার দিকে ফিরিল।"

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব কি পশ্চিম যে দিকেই যাহারা থাক না কেন, সকলেই কা'বার দিকে কিবলা কর। আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের আওতায় সকল নামাযই অন্তর্ভুক্ত। শুধু সফরে বাহনের উপর নফল নামায আদায়ের

ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা রহিয়াছে। তখন বাহন যেই দিকে যায় সেই দিকে মুখ করা যাইবে। অবশ্য অন্তরে কা'বাকে কিবলা করার নিয়ত থাকিতে হইবে। তেমনি যুদ্ধরত অবস্থায়ও এই শিথিলতা রহিয়াছে। তখন যেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার সুযোগ মিলে সেই দিকে ফিরিয়া নামায পড়া যাইবে। তেমনি কিবলা ঠিক না পাইলে চিন্তা-ভাবনা করিয়া কিবলা স্থির করিয়া নামায পড়িবে। উহা ভুল হইলেও ক্ষতি নাই। কারণ, আল্লাহ বলেন ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

"আল্লাহ কাহাকেও ক্ষমতার বাহিরের কিছুর জন্য জবাবদিহি করিবেন না।"

মাসআলা

মালেকী মাযহাবের ইমামগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে, মুসল্লীগণ ইমামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে, সিজদার জায়গায় নহে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার কথা বলিয়াছেন। মালেকীরা বলেন فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতাংশে মসজিদে হারামের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে বলা হইয়াছে। যদি সিজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইতে হয়। ফলে কিয়াম (দাঁড়ানো) পূর্ণাংগ হয় না। অপর এক দল বলেন-মুসল্লীগণের দৃষ্টি বুকের উপর নিবদ্ধ থাকিবে।

কাযী শুরায়েক বলেন-কিয়ামের সময়ে সিজদার জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহাই অধিকাংশের মত। কারণ, ইহার ফলে নামাযে মনোসংযোগ হয় ও বিনয়াবনত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইহার সমর্থনে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি রুকুর অবস্থায় দুই পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিবে ও সিজদার অবস্থায় নাসিকা স্থাপনের জায়গায় দৃষ্টি দিবে এবং বসার অবস্থায় নিজ ক্রোড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবে।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যে সব ইয়াহূদী কা'বাকে কিবলা করার ব্যাপারটি স্বীকার করে না এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হইতে কিবলা পরিবর্তনে রাযী নহে, তাহারা তাহাদের গ্রন্থের মাধ্যমে ভালভাবেই রাসূল (সা) ও তাঁহার কিবলা সম্পর্কে জানে। তাহারা রাসূলের উম্মতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত। কিন্তু তাহারা হিংসা, দ্বেষ ও কুফরীর বশবর্তী হইয়া উহা স্বীকার করিতেছে না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিলেন ঃ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যাপারে উদাসীন নহেন।

(١٤٥) وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ
بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

১৪৫. "আর যদি তুমি আহলে কিতাবগণের সম্মুখে সকল দলীল উপস্থিত কর, তাহা হইলেও তাহারা তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না। তেমনি তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী নহ। তাহারা একদল অপর দলের কিবলার অনুসারী নহে। তোমার কাছে ইলম পৌঁছার পরেও যদি তাহাদের অভিলাষের অনুসারী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তুমি যালিমগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের কুফর, হিংসা, জিদ ও বিরোধিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহারা রাসূল (সা) সম্পর্কে সকল কিছু জানিয়া বুঝিয়াই এইরূপ করিতেছে। তাই বলিতেছেন, তুমি যত বেশি ও বিশুদ্ধ দলীল ইহার সমর্থনে পেশ করনা কেন, তাঁহারা কিছুতেই তোমার কিবলার সত্যতা স্বীকার করিবে না। সেক্ষেত্রে তুমি তাহাদের খুশি-অখুশির তোয়াক্কা করিও না। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ. وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا
الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ.

"নিশ্চয় যাহাদের উপর তোমার প্রভুর বাণী কার্যকর হইয়াছে, তাহারা ঈমান আনিবে না। যদিও তাহাদের সামনে সকল নিদর্শন হাযির হয়, এমন কি কঠিন কষ্টদায়ক শাস্তিও তাহারা দেখিতে পায়।"

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলিতেছেন ঃ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ যদিও তুমি আহলে কিতাবগণকে সকল প্রমাণ প্রদান কর, তথাপি তাহারা তোমার কিবলা অনুসরণ করিবে না।

وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ– আর তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসারী হইবে না আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের দৃঢ়তা সম্পর্কে অত্যন্ত আস্থা সহকারে সংবাদ দিতেছেন। অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যখন তাহাদের মনগড়া খেয়াল অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করিতেছে, তখন রাসূল (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নির্দেশ বেশ বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। তাই তিনি ইয়াহুদীগণকে খুশি করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসার পর আর কিছুতেই বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কোন ইলম হাসিলের পর খেয়ালখুশির বশে উহার বিরোধী কাজ করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেন। যেমন তিনি রাসূলকে সামনে রাখিয়া তাঁহার উম্মতগণকে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থাৎ তোমার কাছে ইলম পৌঁছার পরেও যদি তুমি তাহাদের খেয়ালখুশির অনুসারী হও, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(١٤٦) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ
الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٤٧) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

১৪৬. "আহলে কিতাবগণ উহাকে নিজ সন্তানগণের মতই চিনিতে পায়। আর নিশ্চয় তাহাদের একদল জানিয়া বুঝিয়াই সত্য গোপন করে।"

১৪৭. "তোমার প্রভুর তরফ হইতে ইহা সত্য। তাই কখনই তুমি সন্দিগ্ধগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, রাসূল (সা) যে সত্য লইয়া উপনীত হইয়াছেন, আহলে কিতাবের 'আলিমগণ তাহার সত্যতা নিজ সন্তানের মতই বুঝিতে পাইতেছে!

আরবগণ কোন কিছুর সত্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুরূপ উপমা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই হাদীসেও এই উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে সন্তানসহ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তানটি কি তোমার ? সে বলিল, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় সে তোমার নিকট হইতে গোপন হইতে পারিবে না আর তুমিও তাহার নিকট হইতে গোপন হইতে পারিবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মুহাম্মাদ (সা)-কে তোমার সন্তানের মতই চিন ? তিনি বলেন - "হাঁ, বরং তাহা হইতেও অধিক। আসমানের আল-আমীন দুনিয়ার আল-আমীনের কাছে নামিয়া আসিয়াছে। তাই তাহাকে আমি বর্ণিত গুণাবলীর ভিত্তিতে চিনি। অবশ্য সন্তান তো চিনি, কিন্তু সময়ের পরিচয় জানি না।"

আমি বলিতেছি ঃ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ মানুষ যেভাবে অন্যান্য সন্তানের মধ্যে নিজ সন্তানকে নির্দ্বিধায় চিনিতে পায়, তেমনি ইয়াহূদী আলিমগণ রাসূলুল্লাহর সত্যতা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পায়।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, তাহাদের এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিজ্ঞাত সত্যটি অবশ্যই তাহারা গোপন করিতেছে। অর্থাৎ তাহাদের গ্রন্থের রাসূলুল্লাহর (সা) পরিচয় সম্বলিত গুণাবলীর অংশটি তাহারা কাহাকেও দেখাইতেছে না। আর ইহা তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই করিতেছে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) ও মুমিনগণকে তাঁহার প্রেরিত সত্যের উপর দৃঢ় থাকার কথা বলিতেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন-ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রেরিত সত্য। তাই তোমরা কখনও সন্দিগ্ধদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

(١٤٨) وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

১৪৮. "আর প্রত্যেকেরই একটি কিবলা রহিয়াছে। সেই দিকে সে মুখ করিয়া থাকে। তাই তোমরা কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সকলকে সমবেত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আওফী বর্ণনা করেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর। তিনি বলেন, প্রত্যেক গোত্রের স্ব স্ব মনোনীত কিবলা রহিয়াছে। মু'মিনের কিবলা আল্লাহ তা'আলার মনোনীত কিবলা।

আবুল আলিয়া বলেন-ইয়াহুদীর কিবলায় ইয়াহুদীরা মুখ করে ও নাসারার কিবলায় নাসারারা মুখ করে। তাই হে উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে যে কিবলা নির্দেশ করিয়াছেন উহাই তোমাদের কিবলা।

মুজাহিদ, আতা, যিহাক, রবী ইব্ন আনাস এবং সুদ্দীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। আল হাসান ও মুজাহিদ বলেন–প্রত্যেক সম্প্রদায়কে কা'বার দিকে ফিরিয়া নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস, আবূ জা'ফর আল বাকের ও ইব্ন আমের আয়াতটি এইভাবে পড়িয়াছেন ঃ

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلَّاهَا

উক্ত আয়াতের অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا.

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন মত ও পথ সৃষ্টি করিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকে একই জাতি করিতেন। কিন্তু তোমাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি সেই ব্যাপারে পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য। তাই কল্যাণের প্রতিযোগিতায় অগ্রগামী হও। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর কাছে ফিরিতে হইবে।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَيْنَمَا تَكُونُوْا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. । অর্থাৎ তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে আবার একত্রিত করার ক্ষমতা রাখেন, যদিও পৃথিবীতে তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে।

(١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ○

(١٥٠) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

১৪৯. "এবং যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, অতঃপর তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। আর উহা অবশ্যই তোমার প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য। এবং আল্লাহ তোমাদের কার্যধারা সম্পর্কে উদাসীন নহেন।"

১৫০. "আর যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, অতঃপর তোমার মুখমণ্ডল সেই মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং যেখানেই তোমরা থাক, অতঃপর সেখান হইতে তোমাদের কিবলার দিকে মুখ কর। তোমাদের ব্যাপারে যেন মানুষ কোন দলীল দাঁড় করিতে না পারে। হাঁ, তাহাদের যালিম সম্প্রদায়ের কথা ভিন্ন। তাহাদিগকে ভয় করিও না, আমাকে ভয় কর। তাহা হইলে আমি তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করিব আর হয়ত তোমরা পথপ্রাপ্ত হইবে।"

তাফসীর ঃ মসজিদুল হারামকে কিবলা করার জন্যে দুনিয়ার সকল এলাকার লোকদের প্রতি ইহা আল্লাহ তা'আলার তৃতীয় নির্দেশ। এই ব্যাপারটি কেন তিনবার পুনরাবৃত্তি করা হইল তাহার রহস্য লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। একদল বলেন–যেহেতু ইহা ইসলামের প্রথম নসখ অর্থাৎ পূর্ব নির্দেশ বাতিলকরণ, তাই জোর দেওয়ার জন্য উহা করা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস প্রমুখ ইহাকে কুরআনের প্রথম মানসূখ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। অপরদল বলেন–ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে নির্দেশের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। প্রথম নির্দেশ কা'বার কাছাকাছি লোকদের জন্য দেওয়া হয়। দ্বিতীয় নির্দেশ দেওয়া হয় কা'বার দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত মক্কাবাসীর জন্য। তৃতীয় নির্দেশ আসে অন্যান্য শহরের লোকদের উদ্দেশ্যে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

কুরতুবী বলেন–প্রথম নির্দেশ মক্কাবাসীর জন্য দ্বিতীয় নির্দেশ অন্যান্য শহরবাসীর জন্য। তৃতীয় নির্দেশ হইল সফরে নির্গত প্রবাসীর জন্য। কুরতুবীর এই ব্যাখ্যাটিই প্রাধান্য পাইয়াছে।

অন্য একদল বলেন–তিন ধরনের অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনবার নির্দেশ আসিয়াছে। প্রথমত 'অবশ্যই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখ তোলা প্রত্যক্ষ করিতেছি' এবং 'নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ অবশ্যই জানে যে, উহা তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে আগত সত্য আর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কার্যধারা সম্পর্কে উদাসীন নহেন'–এই নির্দেশ আসিয়াছে নবী করীম (সা)-এর প্রার্থনার জবাবে তাঁহাকে খুশি করার ও আল্লাহর খুশি থাকার খবর হিসাবে। দ্বিতীয়ত 'আর যেখান হইতে তুমি বাহির হইয়াছ, সেই মসজিদুল হারামের দিকে তোমার কিবলা কর এবং নিশ্চয় উহা অবশ্যই তোমার প্রভুর তরফ হইতে সত্য আর তোমাদের কার্যধারা সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নহেন'–এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নির্দেশের সত্যতার উপর জোর দিয়াছেন ও তাঁহার রাসূলের পসন্দ-অপসন্দের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তৃতীয়ত 'বিরোধী ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসা ও যুক্তি খণ্ডনের জন্য বলা হইল যে, তাহারা তাহাদের

গ্রন্থের মাধ্যমে রাসূলের (সা) এই কিবলার ব্যাপার সম্যকভাবে অবহিত রহিয়াছে। এই রাসূল (সা) যে তাহাদের কিবলার বদলে ইব্রাহীম (আ)-এর কিবলা অনুরসরণ করিবে তাহা তাহাদের জানা আছে।' তাই রাসূল (সা) যখন ইয়াহুদীদের কিবলা ছাড়িয়া মক্কা শরীফকে কিবলা করিলেন, তখন যেহেতু উহা তাহারাও উত্তম মনে করে, তাই তাহাদের মুখ বন্ধ হইল। তাহারা বিস্মিত ও হতভম্ব হইল।

এই প্রশ্নের আরও বিভিন্ন জওয়াব দেওয়া হইয়াছে এবং আরও অনেক হিকমাত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম রাযী ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার উহা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞানের অধিকারী।

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ এই উম্মতের বর্ণিত পরিচয়ের আলোকে জানিত যে, তাহারা কা'বা কেন্দ্রিক হইবে। যখন এই গুণটি তাহাদের অবর্তমান ছিল, তখন তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া যুক্তি দেখাইত যে, এই নবী সেই নবী নহেন ও তোমরা সেই উম্মত নহ। দ্বিতীয়ত বায়তুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানরা কিবলা করায় তাহারা তাহাদের প্রাধান্যের দলীল হিসাবে উহা পেশ করিত। এই ব্যাখ্যাটিই অধিকতর সংগত।

আবুল আলিয়া বলেন ঃ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবগণ যুক্তি প্রদান করিত যে, মুহাম্মাদ (সা) যখন আমাদের কিবলা অনুসরণ করিতেছেন, তখন আমাদের ধর্মও অনুসরণ করিবেন। কিন্তু যখন কা'বা শরীফকে কিবলা করা হইল, তখন তাহাদের সেই যুক্তি নস্যাৎ হইয়া গেল। এখন বলা শুরু করিল যে, লোকটি যখন পৈতৃক কিবলায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তখন পৈতৃক ধর্মেই ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আতা, মুজাহিদ, যিহাক ও রবী ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহারা اِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন–অর্থাৎ মক্কার কুরায়েশগণ। তাহাদের যুলুমের যুক্তিটি হইল এই যে, তাহারা বলিত–মুহাম্মদ (সা) দাবী করেন যে, তিনি ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসারী, অথচ ইব্রাহীমের কিবলা ছাড়িয়া ইয়াহুদীদের কিবলা অনুসরণ করিলেন কেন আর এখনই-বা ইব্রাহীমের কিবলায় ফিরিলেন কেন ? মূলত লোকটির কোন স্থিরতা নাই। ইহার জবাব হইল এই যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার পরম অনুগত বান্দা। আল্লাহ তাঁহার জন্য যখন যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়াছেন। বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিছুদিন কিবলা রাখার মধ্যে অবশ্যই তাঁহার হিকমত নিহিত রহিয়াছে। দ্বীনের দাবী হইল আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ। এই ক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ পূর্ণ আনুগত্যের উজ্জ্বলতম উদাহরণ পেশ করিয়াছেন।

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ অর্থাৎ ভয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই করা চলে, কোন মানুষকে নহে। কে কি বলিল পরোয়া না করিয়া আল্লাহ তা'আলা যাহা বলেন তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে।

وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ عَلَيْكُمْ আয়াতংশটি لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ আয়াতাংশের সহিত সংযোজক অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত। অর্থাৎ কা'বাকে তোমাদের কিবলা বানাইয়া তোমাদের শরীআত তথা আমার নিআমতকে সর্বদিক হইতে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে চাই।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ অন্যান্য উম্মত যাহা হারাইয়াছিল তোমাদিগকে উহার সন্ধান দিলাম। উহা হইল আল্লাহর সর্বপুরাতন ঘরকে কিবলা করা। এই কারণে এই উম্মত অন্যান্য উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিল।

(١٥١) كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ۟

(١٥٢) فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ۟

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছি। সে তোমাদের নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করে ও তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিখায় আর তোমরা যাহা জানিতে না তাহা জানায়।

১৫২. অনন্তর আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার প্রতি সকৃতজ্ঞ হও ও অকৃতজ্ঞ হইও না।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণের উপর যে বিরাট নি'আমত অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছেন। তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল হিসাবে পাঠাইয়া পাক কালাম শুনাইয়াছেন ও তাহাদিগকে নিকৃষ্ট স্বভাব, কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও মূর্খতাজনিত কার্যকলাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র করিয়াছেন। ফলে তাহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন হইতে বাহির হইয়া আলোকময় জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে কিতাব অর্থাৎ কুরআন আর হিকমাত অর্থাৎ সুন্নাহ শিক্ষা দিয়াছেন। এমন কি তাহাদের অজ্ঞাত ব্যাপারে তাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। তাহারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, নির্বোধ দুরাচারী ছিল। অতঃপর রিসালাতের বরকতে তাহারা বিজ্ঞ আলিম ও প্রাজ্ঞ আওলিয়ায় পরিণত হইল। তাহারা গভীর পাণ্ডিত্য, স্বচ্ছ শুভ্র পবিত্রতা ও সততা-সত্যতায় বিমণ্ডিত হইল। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ.

"অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর বিরাট ইহসান করিয়াছেন যখন তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের রাসূল পাঠাইয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে তাঁহার কালাম শুনাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিয়াছেন।"

অতঃপর যাহারা এই অনুপম নি'আমতের মূল্যায়নে অপারগ হইয়াছে, তিনি তাহাদের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ.

"তুমি কি তাহাদিগকে দেখিয়াছ যাহারা আল্লাহর নি'আমতের কুফরী করিয়াছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য তাহারা জাহান্নামকে বৈধ করিয়া নিয়াছে ?"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–আল্লাহ্ তা'আলার সেই নি'আমত মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ তা'আলা এই নি'আমত কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করার জন্যে মু'মিনগণকে প্রশংসা করিয়াছেন। তাই তিনি বলেন ঃ অনন্তর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব আর আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর এবং অকৃতজ্ঞ হইও না।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِّنْكُمْ আয়াতাংশ প্রসংগে মুজাহিদ বলেন–অর্থাৎ আমি যেমন ইহা করিয়াছি, তাই আমাকে স্মরণ কর।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব, হিশাম ইব্‌ন সাঈদ হইতে ও তিনি যায়েদ ইব্‌ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মূসা (আ) প্রশ্ন করিলেন–হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করিব ? তখন তাহাকে তাহার প্রতিপালক বলিলেন- আমাকে স্মরণ করিয়া চল এবং কখনও আমাকে ভুলিও না। যখনই তুমি আমাকে স্মরণ কর, তখন আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করিয়া থাক। আর যখন আমাকে ভুলিয়া যাও, তখনই অকৃতজ্ঞ হও।

হাসান বসরী, আবুল আলিয়া, সূদ্দী ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন–আল্লাহ তা'আলাকে যে ব্যক্তি স্মরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্মরণ করেন আর যে ব্যক্তি তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তিনি তাহাকে বাড়াইয়া দেন এবং যে ব্যক্তি তাঁহার অকৃতজ্ঞ হয়, তাহাকে তিনি শাস্তি দিবেন।

পূর্বসুরীদের কেহ কেহ আল্লাহর বাণী وَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন–অনুগত থাকিবে ও নাফরমানী করিবে না, স্মরণ রাখিবে ও বিস্মৃত হইবে না এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করিবে ও অকৃতজ্ঞ হইবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন–আমাকে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবনুস সাবাহ, তাহাকে ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূন, তাহাকে আম্মারা আস সায়দালানী ও তাহাকে মাকহুলুল ইয়াযদী বর্ণনা করেনঃ

"আমি ইব্‌ন উমরকে প্রশ্ন করিলাম–আপনি কি কোন হন্তা, শরাবখোর, চোর বা ব্যভিচারীকে দেখিয়াছেন যে, সে আল্লাহকে স্মরণ করে ? অথচ আল্লাহ বলেন–আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তিনি বলিলেন–তাহারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তিনি তাহাদিগকে লা'নতের সহিত স্মরণ করেন।

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হাসান বসরী বলেন–অর্থাৎ আমি তোমাদের উপর যাহা ফরয করিয়াছি তাহা পালনের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর। উহার ফলে তোমাদের জন্য আমার উপর যাহা ওয়াজিব হয় তাহা পূরণের মাধ্যমে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।

উহার ব্যাখ্যা প্রসংগে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন– আমার ইবাদতের মাধ্যমে আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের মাগফিরাতের মাধ্যমে তোমাদিগকে স্মরণ করিব। অন্য বর্ণনায় আছে, আমার রহমতের মাধ্যমে স্মরণ করিব।

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "তোমাদিগকে তাঁহার স্মরণ করা তাঁহাকে তোমাদের স্মরণ করা হইতে শ্রেয়।"

সহীহ্ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- আমাকে যে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাহাকে মনে মনে স্মরণ করি। তেমনি আমাকে যে পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করে, আমি তাহাকে তাহার চাইতেও পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করি।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে আবদুর রায্যাক, তাহাকে মুআম্মার কাতাদাহ্ হইতে ও তিনি আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! আমাকে যদি তুমি মনে মনে স্মরণ কর, আমিও তোমাকে মনে মনে স্মরণ করিব। আর আমাকে যদি তুমি পরিপূর্ণভাবে স্মরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে ফেরেশতা হইতেও পরিপূর্ণভাবে স্মরণ করিব। অথবা তিনি বলেন, তোমার চাইতে উত্তম ভাবে স্মরণ করিব। যদি তুমি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমার দিকে এক হাত অগ্রসর হইব। যদি তুমি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি তোমার দিকে এক গজ অগ্রসর হইব। আর তুমি যদি আমার দিকে হাটিয়া আস, আমি তোমার দিকে দৌড়াইয়া যাইব।

হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। বুখারী শরীফে উহা কাতাদার সনদে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম বুখারীকে কাতাদাহ বলেন-আল্লাহ অত্যন্ত মেহেরবান। তাঁহার পাক কালামে وَاشْكُرُوْالِىْ وَلاَ تَكْفُرُوْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায়ের নির্দেশ দিলেন এবং কৃতজ্ঞতার বিনিময়ে অধিক কল্যাণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ.

"আর আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের কাছে ঘোষণা প্রদান করা হইতেছে যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, অবশ্যই আমি তোমাদিগকে বাড়াইয়া দিব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শাস্তি অবশ্যই সুকঠিন।"

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে রওহ্, তাহাকে শু'বা কয়েস গোত্রের ফুযায়েল ইব্ন ফুযালা হইতে ও তিনি আবূ রিজা আল আত্তারদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন-আমাদের নিকট ইমরান ইব্ন হেসীন আসিলেন। তাহার গায়ে সিল্কের চাদর জড়ানো ছিল। উহা তাহার গায়ে পূর্বে কখনও দেখি নাই, পরেও দেখি নাই। তিনি বলিলেন-রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ যাহাকে কোন নি'আমত প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইহা পসন্দ করেন যে, তাহার সৃষ্টির উপরে সেই নি'আমতের প্রকাশ ঘটুক। রওহ দ্বিধান্বিত হইয়া বলেন- তাহার বান্দার উপর।

(١٥٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

(١٥٤) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

১৫৩. "হে ঈমানদারগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।"

১৫৪. "আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলিও না; বরং তাহারা জীবিত এবং তোমরা তাহা বুঝিতেছ না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা শোকর সম্পর্কে বলার পর এখন সবর সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। সবর ও সালাতের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর মদদ কামনার নির্দেশ দিতেছেন। বান্দা যদি আল্লাহর নি'আমত লাভ করে, তাহা হইলে শোকর আদায় করিবে। যদি সে কোন কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহা হইলে সবর এখতিয়ার করিবে। হাদীসেও তাই বলা হইয়াছে। যেমন ঃ "মু'মিনের জন্য মজার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাহার জন্য যাহাই ফয়সালা করুন না কেন, তাহাতেই তাহার মংগল রহিয়াছে। যদি সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞ হইবে। উহা তাহার কল্যাণ দিবে। তেমনি যদি সে বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে ধৈর্য ধারণ করিবে। উহাও তাহার জন্য কল্যাণময় হইবে।"

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিপদের সময়ে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর মদদ কামনাকে উত্তম ও কল্যাণবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে–"রাসূল (সা) যখন কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতেন, তখন নামায পড়িতেন।" সবর দুই প্রকারের। এক. হারাম ও পাপকার্য বর্জনের সবর। দুই. ইবাদাত ও নৈকট্য লাভের কার্য সম্পাদনের সবর। দ্বিতীয় সবরে ছাওয়াব বেশি। কারণ, উহাই জীবনের উদ্দেশ্য। তৃতীয় সবর হইল বিপদাপদে সবর। ইহাও গুনাহ হইতে তাওবা করার মতই যরুরী। যেমন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন–ধৈর্য দুই প্রকারের। এক. আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উপর ধৈর্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত থাকা, যদিও উহা দেহ ও আত্মার জন্য কষ্টদায়ক হয়। দুই. আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর কাজ হইতে বিরত থাকা, যদিও প্রবৃত্তির নিকট উহা বড়ই প্রিয়। যাহারা এইরূপ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারাই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিয়াছে।

আলী ইবনুল হুসায়েন ও হযরত যয়নুল আবেদীন বলেন ঃ

কিয়ামতের দিন ঘোষক ঘোষণা করিবে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার ধৈর্যশীলগণ কোথায় ? তখন একদল লোক উঠিয়া জান্নাতের দিকে যাইতে থাকিবে। জান্নাতের ফেরেশতাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিবেন–হে আদম সন্তানবৃন্দ! তোমরা কোথায় যাইতেছ ? তাহারা বলিবে, আমরা বেহেশতে যাইতেছি। ফেরেশতারা প্রশ্ন করিবেন, হিসাব-নিকাশের আগেই ? তাহারা বলিবে, হাঁ, হিসাব-নিকাশের আগেই। ফেরেশতারা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে তোমরা কাহারা ? তাহারা বলিবে, আমরা ধৈর্যশীল সম্প্রদায়। তাহারা তখন প্রশ্ন করিবেন, তোমরা কোন্ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিয়াছ ? তাহারা বলিবে, আমরা আজীবন আল্লাহর ফরমাঁবরদারীর উপর থাকা ও তাঁহার নাফরমানী হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করিয়াছি। তখন ফেরেশতারা বলিবে– তাহা হইলে তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। তোমাদের প্রতিদান ইহাই। তাই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। সৎকর্মশীলদের জন্য কত সুন্দর এই প্রতিদান!

আমি বলিতেছি– ইহার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার নিম্ন বাণী পেশ করা যায় ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণকে অপরিমেয় প্রতিদান দেওয়া হইবে।"

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন–ধৈর্য ধারণের অর্থ হইল, আল্লাহর তরফ হইতে যাহাই আসুক না কেন উহা মানিয়া লইয়া আল্লাহর কাছে উহার বিনিময় আশা করা। আর যতই অস্থিরতা আসুক না কেন, ধৈর্যের মাধ্যমে প্রসন্নভাবে উহা সামলাইয়া চলা।

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, শহীদগণ আলমে বারযাখে জীবিত রহিয়াছে ও রুজী পাইতেছে। সহীহ মুসলিমে আছে–শহীদের আত্মা সবুজ পাখীর আকার ধারণ করিয়া জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়ায়। অবশেষে তাহারা আরশের নিচে জ্বলন্ত বাতিসমূহের উপর আসিয়া বসিয়া থাকে। এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমরা কি চাও ? তাহারা জবাব দেয়–হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদিগকে এত কিছু দিয়াছ যাহা আর কোন সৃষ্টিকে দাও নাই। তাই আমরা আর কি চাহিব ? আল্লাহ্ তা'আলা আবার তাহাদিগকে পূর্বানুরূপ প্রশ্ন করিবেন। যখন তাহারা দেখিবে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া ছাড়িবেন না, তখন তাহারা বলিবে–আমরা চাই, আপনি আমাদিগকে আবার দুনিয়ায় পাঠান। তারপর আমরা আবার জিহাদ করিয়া আরেকবার শহীদ হই। শহীদের অপরিমেয় সুফল দেখিয়া তাহারা অনুরূপ আবদার করিবে। তখন মহামহিম আল্লাহ তা'আলা বলিবেন–আমি সুনির্দিষ্টভাবে লিখিয়া রাখিয়াছি যে, কোন লোকই দুনিয়া ছাড়িয়া আসিলে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিবে না।

ইমাম আহমদ ইমাম শাফেঈ হইতে, তিনি ইমাম মালিক হইতে, তিনি যুহরী হইতে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) বলেন–মু'মিনদের আত্মা একটি পাখি স্বরূপ জান্নাতের বৃক্ষে অবস্থান করিবে। কিয়ামতের দিন উহারা নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিবে।' এই হাদীস প্রমাণ করে, পাখি হইয়া জান্নাতে অবস্থান সকল মু'মিনেরই ব্যাপার। তবে কুরআনে বিশেষভাবে শহীদদের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করেন।

(١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ

(١٥٦) الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۗ

(١٥٧) اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○

১৫৫. "আর অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব শত্রুর ভয় দ্বারা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা, জান-মাল দ্বারা, ফল-ফসলের বিপর্যয় দ্বারা এবং ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দান কর।

১৫৬. তাহারা যখনই কোন বিপদ আসে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

১৫৭. তাহাদেরই উপর আল্লাহর আশীর্বাদ ও রহমত রহিয়াছে এবং তাহারাই হেদায়েতপ্রাপ্ত দল।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে পরীক্ষা করিবেন অর্থাৎ তাহাদিগকে বাছাই করার জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করিবেন। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

"আর অবশ্যই আমি তোমাদিকে পরীক্ষা করিব যাহাতে আমি মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলগণ সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারি।"

কখনও আল্লাহ তা'আলা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, কখনও দুঃখ-দুর্দশা দ্বারা, কখনও ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ-

"অতঃপর আল্লাহ তাহাকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও ভয়-ভীতির ভূষণের স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।"

যেহেতু ভীতিগ্রস্ত ও ক্ষুধার্তের উপর ভয় ও ক্ষুধার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা সেই প্রভাবকে ভূষণ আখ্যা দিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা بِشَىْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ বলিয়া ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার সামান্য অংশ দ্বারা পরীক্ষা করার কথা বলিয়াছেন। তেমনি وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ অর্থাৎ কিছুটা ধন-সম্পদের ক্ষতি। وَالْاَنْفُس অর্থাৎ আপন জন, সহচর ও বন্ধু-বান্ধবের কাহারও মৃত্যু হওয়া وَالثَّمَرَاتِ অর্থাৎ ফল-ফসল হানি।

একদল পূর্বসুরী বলেন-যেমন, বাগানে বহু খেজুর গাছ থাকে। অথচ তাহাতে খেজুর হয় না। মোটকথা, এই সকল বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। তখন যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, সে পুরস্কৃত হয় আর যে ব্যক্তি ধৈর্য হারাইয়া বিপথগামী হইবে, সে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ প্রদান কর।

একদল তাফসীরকার বলেন–ভয়-ভীতি দ্বারা এখানে খোদা-ভীতিকে বুঝানো হইয়াছে। তেমনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা রমযানের রোযার কথা বলা হইয়াছে। মালের ক্ষতি বলিয়া যাকাত বুঝানো হইয়াছে। জানের ক্ষতি বলিতে রোগ-ব্যাধি বুঝানো হইয়াছে। ফল-ফসল দ্বারা সন্তান-সন্ততি বুঝানো হইয়াছে। তবে এই সকল ব্যাখ্যা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের পরিচয় দান প্রসংগে বলেন, তাহারা উক্ত অবস্থা সমূহের মোকাবিলায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে। যেমন اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহাদের উপর বিপদ আসে, তখন তাহারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। তাহারা জানে যে, সকল কিছুরই মালিক আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি বান্দার ক্ষেত্রে করিতে পারেন। তাহারা ইহাও জানে, কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র ক্ষতির আশংকা নাই। এইভাবে তাহারা আল্লাহর বান্দা হওয়ার স্বীকৃতি দান করিয়া থাকে এবং

কিয়ামতে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তনের ধারণা পোষণ করে। এই সকল বান্দার প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ । অর্থাৎ তাহাদের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহ রহিয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন–ইহার ফলে তাহারা জাহান্নামের শাস্তি হইতে নিস্তার লাভ করে।

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই পথপ্রাপ্ত। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন–কতই সুন্দর সেই দুইটি পুরস্কার আর কতই চমৎকার উহার মাধ্যমে অর্জিত বস্তুসমূহ। أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ অর্থাৎ উক্ত পুরস্কার দুইটি হইল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ এবং كَتَابٌ অর্থাৎ উক্ত পুরস্কার দুইটিতে প্রাপ্তব্য বস্তু হইল হেদায়েত। উহা অতিরিক্ত প্রাপ্তি। এই ভাবেই উহার বিনিময় ও অতিরিক্ত পুরস্কার দান করা হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলার কালাম اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। অর্থাৎ 'ইস্তিরজা' এর ছাওয়াব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীস সেইগুলির অন্যতম। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ, তাহাকে লায়েছ ইব্ন সা'দ ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে, তিনি উসামা ইবনুল হাদ হইতে, তিনি আমর ইব্ন আবূ আমর হইতে, তিনি মুত্তালিব হইতে ও তিনি উম্মে সালমা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"আমার কাছে একদিন আবূ সালমা রাসূল (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়া বলিলেন–আমি রাসূল (সা)-এর একটি কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। তাহা এই, যখন কোন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হইয়া ইস্তিরজা অর্থাৎ ইন্না লিল্লাহ পড়ে ও তাহার পর বলে اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময় দান কর এবং ইহা হইতে আমাকে উত্তম প্রতিদান দাও, তাহা হইলে অবশ্যই তাহা করা হয়।'

অতঃপর উম্ম সালমা বলেন ঃ আমি দু'আটি মুখস্থ করিলাম। তারপর যখন আবূ সালমার মৃত্যু হয়, তখন আমি প্রথমে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িলাম ও পরে আল্লাহুম্মা আজেরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা' পাঠ করিলাম!

অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিলাম-আবূ সালমা হইতে উত্তম ব্যক্তি কোথায় পাইব ? যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হইল, তখন আমি একদিন চর্ম পরিশুদ্ধ করিতেছিলাম। এমন সময়ে রাসূল (সা) শুভাগমন করিয়া ভিতরে আসিবার অনুমতি চাহিলেন। আমি হাত ধুইয়া উক্ত চামড়ার গদি বিছাইয়া দিলাম। হুযুর (সা) উহাতে উপবেশন করিলেন এবং তিনি আমার নিকট আমাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রস্তাবে আমার অমত হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমি বড় আত্মশ্লাঘা সম্পন্না মেয়ে। আমার ভয় হয়, আমার দ্বারা আপনার অসন্তুষ্টির কোন কারণ ঘটিলে আমি আল্লাহর গযবে পতিত হইব। তাহা ছাড়া আমি বয়স্কা ও সন্তানাদির জননী। হুযুর (সা) বলিলেন ঃ শোন, তুমি যে আত্মশ্লাঘার কথা বলিয়াছ, উহা আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমা হইতে বিলুপ্ত করিবেন। তারপর বয়সের কথা তুলিয়াছ। আমার বয়স তোমার বয়সের কম নহে। আর তোমার সন্তানাদি

তো আমারই সন্তান-সন্ততি হইবে। উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি আমাকে হুযুর (সা) -এর খেদমতে সোপর্দ করিলাম। সেমতে রাসূল (সা) আমাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত দু'আর বরকতে উত্তম প্রতিদান দান করিলেন। আমি আবূ সালমা হইতে উত্তম ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে লাভ করিলাম।

সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেনঃ 'আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এমন কোন বান্দা নাই, যে বিপদে পড়িয়া ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন পড়ার পর 'আল্লাহুমা আজেরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খায়রাম মিনহা' পাঠ করিল, অথচ আল্লাহ তা'আলা হইতে উহার প্রতিদান ও উহা হইতে উত্তম বস্তু লাভ করে নাই।'

অতঃপর উম্মে সালমা (রা) বলেনঃ আবূ সালমা যখন মারা যান, তখন আমি ইন্নালিল্লাহ সহ উক্ত দু'আ পাঠ করি। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাহা হইতে উত্তম প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর রাসূল (সা)-কে প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদের নিকট ইয়াযীদ ও ইবাদ ইব্ন উব্বাদ, তাহাদের নিকট হিশাম ইব্ন আবূ হিশাম, তাহাদের নিকট ইবাদ ইব্ন যিয়াদ তাহার মাতা হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাহার পিতা হুসায়েন ইব্ন আলী (রা) হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন-এমন কোন মুসলিম নর-নারী নাই যে মুসীবাতে পড়িয়া বিলম্বে হইলেও উক্ত দু'আ পড়িয়াছে, অথচ আল্লাহ তাহার দু'আর তাৎক্ষণিক সুফল দান করেন নাই।' ইবাদের বর্ণনায় 'বিলম্ব হওয়া'র স্থলে 'পুরাতন হওয়া' রহিয়াছে।

উক্ত হাদীস ইব্ন মাজাহ তাহার সুনানে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা হইতে, তিনি ওয়াকী হইতে, তিনি হিশাম ইব্ন যিয়াদ হইতে, তিনি তাহার জননী হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তেমনি ইসমাঈল ইব্ন উলিয়া ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হিশাম ইব্ন যিয়াদ হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্ত হুসায়েন হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাক সিলজিনী হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে ও তিনি আবূ সিনান হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সিনান বলেন–আমার এক মৃত সন্তানকে দাফন করিতে গিয়া আমিও কবরে নামিয়া পড়িলাম। তখন আবূ তালহা আল খাওলানী আমার হাত ধরিয়া আমাকে উপরে তুলিয়া বলেন–শোন, আমি তোমাকে একটি সুসংবাদ শুনাইব কি ? আমি বলিলাম–হাঁ, বলুন। তিনি বলিলেন, যিহাক ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউযিব আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রশ্ন করেন, হে মালিকুল মউত! তুমি কি আমার এক বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করিয়াছ ? তুমি কি তাহার চক্ষু শীতলকারী ও কলিজার টুকরার জান কবয করিয়াছ ? মালিকুল মউত জবাব দিল, হাঁ! তিনি আবার প্রশ্ন করেন, তখন সে কি বলিয়াছে ? সে জবাব দিল, তোমার প্রশংসা করিয়াছে ও ইন্নলিল্লাহ পড়িয়াছে। তখন আল্লাহ বলেন–তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী কর এবং উহার নাম রাখ 'বায়তুল হামদ'।

ইমাম আহমদ উহা আবার আলী ইব্ন ইসহাক হইতে ও তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক হইতে বর্ণনা করেন। তেমনি ইমাম তিরমিযী উহা সুয়ায়দ ইব্ন নসর হইতে ও তিনি ইবনুল

মুবারক হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হাদীসটি 'হাসান গরীব' ও আবূ সিনান হইলেন ঈসা ইব্ন আবূ সিনান।

(١٥٨) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۭ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ○

১৫৮. "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই যে ব্যক্তি হজ্ব কিংবা উমরা করিল, তাহার জন্য উহার তাওয়াফ করা দোষের নহে। আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উত্তম কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ উহার মূল্যায়ক ও সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেনঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল হাশেমী, তাহাকে ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ ইমাম যুহরী হইতে, উরওয়া হইতে ও তিনি আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন-'(হে উরওয়া!) তুমি কি আল্লাহ্ পাকের اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا কালামটির দিকে লক্ষ্য করিয়াছ ? আমি বলিলাম, খোদার কসম! এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, যদি কেহ সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ না করে তাহা হইলে গুনাহ হইবে না। তখন তিনি বলিলেন-হে আমার ভাগিনা! তুমি ইহা ঠিক বল নাই। তুমি যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছ তাহা সত্য হইলে আয়াতটি হইত فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا তাহা ছাড়া আয়াতটির শানে নযুল হইল এই ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আনসারগণ মুছাল্লাল নামক স্থানে মানাত মূর্তি পূজা করিত। সেই মূর্তির সামনে যাহারা লাব্বায়েক বলিত, তাহারাই সাফা মারওয়া তাওয়াফ করা অন্যায় মনে করিত। পরবর্তীকালে তাহারা এই ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল-হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলী যুগে সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফ করা অন্যায় মনে করিতাম (এখন কি করিব?)। ইহার জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

'অতঃপর রাসূল (সা) সাফা-মারওয়ার তাওয়াফকে সুন্নাত করিয়া দিলেন। তাই উহা বর্জন করার কাহারও অনুমতি নাই।'

উক্ত হাদীস সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম যুহরীর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন-আমি এই হাদীসটি আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশামের নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, ইহা অবশ্যই এমন একটি শিক্ষণীয় কথা যাহা আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনি নাই। আমি বরং একদল আলিমকে বলিতে শুনিয়াছি, হযরত আয়েশা (রা) কাহারও নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু 'একদল লোক' বলিয়াছেন এবং তাহারা বলিত, আমরা জাহেলী যুগে এই পাহাড় দুইটির মাঝখানে তাওয়াফ করিতাম।

একদল বলেন ঃ আনসারগণ বলিয়াছেন যে, আমরা বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং সাফা-মারওয়ায় তাওয়াফের জন্য আদিষ্ট হই নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ।اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ। আয়াতটি নাযিল করেন। আবূ বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন, সম্ভবত এই উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ইমাম মালিক হইতে, তিনি হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। অতঃপর ইমাম বুখারী বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ও তাহাকে আসিম ইব্‌ন সুলায়মান বলেন, হযরত আনাস (রা)-এর কাছে সাফা-মারওয়া সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন- আমরা দেখিতাম, উহা জাহেলী যুগের কাজ ছিল। যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল, তখন আমরা উহা বর্জন করিলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন।

ইমাম কুরতুবী তাহার তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাসের এরূপ বর্ণনা উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন-সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে বহু মূর্তি ছিল। শয়তানরা সারারাত সেখানে চক্কর দিত। ইসলামের আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই পাহাড়দ্বয়ের মাঝে তাওয়াফের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইল। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল।

শা'বী বলেন-'আসাফ' নামক মূর্তিটি ছিল সাফা পাহাড়ে ও 'নাএলা' নামক মূর্তিটি ছিল মারওয়া পাহাড়ে। লোকজন সেই দুইটিকে চুমু খাইত। ইসলামের আবির্ভাবের পর তাহারা উক্ত পাহাড়দ্বয়ের তাওয়াফ হইতে বিরত রহিল। তখন উক্ত আয়াত নাযিল হইল।

আমি বলিতেছি-মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক তাহার ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আসাফ এক পুরুষের নাম ও নাএলা এক নারীর নাম। তাহারা দুইজন কা'বা ঘরের ভিতর ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিল। পরিণামে তাহারা দুইটি পাথরে রূপান্তরিত হইল। মানুষ যাহাতে ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে এই জন্য কুরাইশগণ পাথর দুইটিকে কা'বা ঘরের বাহিরে স্থাপন করিল। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকজন উহার পূজা শুরু করিল। তখন হইতে তাহারা উহাকেও মারওয়ায় স্থাপন করিল। তাহারা সাফা-মারওয়া তাওয়াফ করিয়া পাথর দুইটিকে চুম্বন করিতে লাগিল। এই কারণেই আবূ তালিব তাহার এক প্রসিদ্ধ কবিতায় আসাফ ও নাএলা নামক মূর্তিদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ

وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم - لمفضى السيول من اساف ونائل

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবিরের এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'রাসূল (সা) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিয়া রুকনের দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং উহাতে চুম্বন দান করিলেন। অতঃপর বাবে সাফা দিয়া বাহির হইয়া যান। তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুরু করিয়াছেন, আমিও সেভাবে শুরু করিলাম।

নাসায়ীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে-'আল্লাহ তা'আলা যেভাবে শুরু করিয়াছেন, তোমরাও সেভাবে শুরু কর।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাদিগকে শুরায়হ, তাহাদিগকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআম্মাল আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ হইতে, তিনি সফিয়া বিন্‌ত শায়বা হইতে ও তিনি হাবীবা বিন্‌ত আবূ তুর্জারাহ হইতে বর্ণনা করেন-আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি সাফা ও মারওয়া তাওয়াফ করেন এবং লোকজন তাঁহার আগে আগে চলিতেছিল ও তিনি তাহাদের পিছনে পিছনে ছিলেন। তিনি দ্রুত ছুটিতেছিলেন। এমনকি দ্রুতগমনের কারণে তাঁহার হাটুর নিম্নভাগ দেখা যাইতেছিল এবং তাঁহার তহবন্দ এদিক ওদিক দুলিতেছিল। সেই অবস্থায় তিনি বলিতেছিলেন–তোমরা দ্রুত চল। কারণ, আল্লাহ তোমাদের উপর সাঈ (দ্রুত চলা) অপরিহার্য করিয়াছেন।

অতঃপর ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ আমাকে আবদুর রাজ্জাক, তাহাকে মুআম্মার আবূ আয়নিয়ার মুক্ত দাস ওয়াসিল হইতে, তিনি মূসা ইব্‌ন উবায়দা হইতে ও তিনি সফিয়া বিন্‌তে শায়বা হইতে বর্ণনা করেন-তাহাকে এক মহিলা এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-কে সাফা ও মারওয়ায়ার মাঝে বলিতে শুনিয়াছেন, তোমরা দ্রুত গমন কর। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সাঈ করা অবশ্য পালনীয় করিয়াছেন।

সাফা ও মারওয়ার সাঈকে যাহারা হজ্জের রুকন বলেন, তাহারা উক্ত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইহা ইমাম শাফেঈ ও তাঁহার সমর্থকগণের মাযহাব। ইমাম আহমদের এক বর্ণনায় ইহার সমর্থন মিলে। ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত ইহাই। কেহ কেহ ইহাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন বটে, কিন্তু হজ্জের রুকন বলেন নাই। তাই যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া কিংবা ভুল বশত উহা বর্জন করে, তাহা হইলে তাহাকে একটি পশু 'দম' হিসাবে জবাই করিতে হইবে। ইমাম আহমদও তাহাই বলিয়াছেন। অপর একদলও এই মত পোষণ করেন।

অন্য দল বলেন-উহা মুস্তাহাব। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, ছাওরী, শা'বী ও ইব্‌ন সিরীনের মাযহাব। হযরত আনাস, হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। আল-আতাবিয়ায় ইমাম মালিকের অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, তাহাদের দলীল হইল فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আয়াতটি।

অবশ্য প্রথম মতটি শক্তিশালী। কেননা, রাসূল (সা) সাফা-মারওয়ার তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া বলেন ঃ "তোমরা আমার নিকট হইতে তোমাদের 'মানাসিক' গ্রহণ কর।" তাই তিনি হজ্জের ক্ষেত্রে যাহা কিছু করিয়াছেন উহা ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে। উহা কার্যকরী করা অপরিহার্য। অবশ্য বিশেষ দলীল প্রমাণের দ্বারা যদি কোনটি ওয়াজিব হইতে বাদ পড়ে তাহা ভিন্ন কথা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইতিপূর্বে রাসূল (সা)-এর হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ اسعوا فان الله كتب عليكم السعى। অর্থাৎ তোমরা দ্রুত চল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের উপর সাঈর বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত অর্থাৎ তিনি ইব্‌রাহীম (আ) -এর জন্য উহা হজ্বের 'মানাসিক' হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে হযরত ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার প্রকৃত ঘটনা হইল এই ঃ হযরত হাজেরা (আ) তাঁহার সন্তানের পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন হযরত

হাজেরা ও তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে এই স্থানে রাখিয়া যান এবং তাহাদের আহার্য ও পানীয় দ্রব্য শেষ হইয়া যায়, তখন তাহাদিগকে সাহায্য করিবার মত কোন লোক ছিল না। তাই যখন পানির অভাবে শিশু ইসমাঈলের প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দিল, তখন মা হাজেরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি পবিত্র সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে অত্যন্ত অস্থিরতার সহিত ত্রস্ত ও সন্ত্রস্ত পদবিক্ষেপে ছুটাছুটি করিলেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দুশ্চিন্তার হাত হইতে রেহাই দেন ও তাহার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেন। তিনি তাহাকে যমযম কূপ সৃষ্টি করিয়া দেন। উহার পানি ক্ষুধায় আহার্যের কাজ দিল ও রোগে ওষুধের কাজ দিল। সুতরাং এই পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত স্থানে যাহারা সাঈ করিবে, তাহাদের উচিত হইবে দীনতা ও কাতরতা প্রকাশ করা। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্বীয় আত্মিক ও বাস্তব অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের এবং নিজ নিজ গুনাহ হইতে নিষ্কৃতির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। তেমনি প্রার্থনা করা উচিত সিরাতুল মুস্তাকীমে স্থির থাকার ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য এবং নিজের সার্বিক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য। যেমন হযরত হাজেরা (আ) করিয়াছিলেন।

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا আয়াতাংশ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন ঃ অর্থাৎ যদি কেহ সাত তাওয়াফের বেশী আট, নয় কিংবা ততোধিক তাওয়াফ নিজের জন্য ওয়াজিব করিয়া লয়, তাহা উত্তম কাজ। আবার কেহ কেহ বলেন, নফল হজ্ব অথবা উমরায়ও সাফা মারওয়ার তাওয়াফ করা ভাল। কেহ আবার আয়াতাংশটিকে সকল ইবাদতের বেলায় প্রযোজ্য বলিয়াছেন। ইমাম রাযী হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (নিশ্চয় আল্লাহ কৃতজ্ঞতার মূল্যদাতা ও সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ তিনি সামান্য কর্মের বিনিময়ে বিরাট ছাওয়াব দান করেন এবং প্রতিদানের যথাযথ পরিমাণ সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং না তিনি কাহাকেও কম ছাওয়াব দিবেন আর না তিনি কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করিবেন; বরং পুণ্যের বহুগুণ বেশি ছাওয়াব দিবেন এবং তাঁহার তরফ হইতে আশাতীত ছাওয়াব প্রদত্ত হইবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَّاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ বিন্দু মাত্র যুলুম হইবে না। যদি কোন পুণ্য হয় তাহার ছাওয়াব গুণান্বিত করা হইবে এবং আল্লাহর দরবারে উহার জন্য বড় রকমের বিনিময় প্রদত্ত হইবে।

(١٥٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ۙ

(١٦٠) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

(١٦١) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ○

(١٦٢) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

১৫৯. "যাহারা আমার অবতীর্ণ নিদর্শনসমূহ ও হেদায়েতকে গোপন করে, যাহা আমি মানুষের জন্য আমার কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাদিগকে আল্লাহ ও অন্যান্য অভিসম্পাত দাতারা অভিশাপ প্রদান করেন।"

১৬০. "কেবল যাহারা তাওবা করিল, সংশোধিত হইল ও উহা প্রকাশ্যে বর্ণনা করিল, আমি তাহাদের তাওবা কবুল করিব। আর আমি সর্বাধিক তাওবা কবুলকারী, অত্যন্ত মেহেরবান।"

১৬১. "নিশ্চয় যাহারা কাফির ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেল, তাহাদেরই উপর আল্লাহর ফেরেশতাগণের ও মানুষের সকলেরই অভিসম্পাত।

১৬২. তাহারা চিরকাল উহাতে অবস্থান করিবে, তাহাদের শাস্তি হ্রাস করা হইবে না ও তাহাদিগকে কোন অবকাশই দেওয়া হইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহর রাসূল মানুষকে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য সেই সব দলীল-প্রমাণ ও হেদায়েত-নিদর্শন লইয়া আবির্ভূত হন যাহা আল্লাহর কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়। যাহারা তাহা গোপন করে তাহাদের বিরুদ্ধে এখানে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে।

আবুল আলিয়া বলেন-এই আয়াত সেই সকল আহলে কিতাবদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা নবী করীম (সা)-এর পরিচয় গোপন করিত। অতঃপর তাহাদিগকে জানান হইতেছে যে, তাহাদের এই কার্যকলাপের জন্য তাহারা সকলেরই অভিসম্পাত কুড়াইয়াছে। দ্বীনের যথার্থ আলিমের জন্য যেমন নিখিল সৃষ্টির সকল কিছুই, এমন কি পানির মাছ ও বায়ু মণ্ডলের পাখ-পাখালী পর্যন্ত দোয়া করিতে থাকে, তেমনি উহার বিপরীতে আহলে কিতাবের সেই সকল আলিমের জন্য সকল অভিসম্পাতকারীই অভিসম্পাত দিতে থাকে।

সহীহ হাদীসে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা প্রমুখ সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন– যে ব্যক্তি তাহার জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া উহা গোপন করিল, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরানো হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন – যদি কুরআনে إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى। আয়াতটি না থাকিত, তাহা হইলে আমি কাহারও নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করিতাম না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন– আমাদিগকে আল-হাসান ইব্‌ন আরাফা, তাহাদিগকে আম্মার ইব্‌ন মুহাম্মদ লায়েছ ইব্‌ন আবূ সলীম হইতে, তিনি মিনহাল ইব্‌ন আমর হইতে, তিনি যাজান আবূ উমর হইতে ও তিনি বারাআ ইব্‌ন আযিব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত জানাযায় শরীক হইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন— কাফিরদের কপালে এত জোরে হাতুড়ি পেটা করা হয় যে, জ্বিন ও ইনসান ছাড়া সকল প্রাণীই শুনিতে পায়। তখন যে সকল প্রাণী উহা শুনিতে পায়, উহাদের সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দিতে থাকে। ইহাই আল্লাহ তা'আলা أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ আয়াতাংশে বলিয়াছেন। এখানে اللَّاعِنُوْنَ। অর্থ পৃথিবীর প্রাণীকুল।

ইব্‌ন মাজাহ মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ হইতে ও তিনি আমের ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ বলেন اللَّاعِنُوْنَ। বলিতে এখানে পৃথিবীর জ্বিন, ইনসানসহ সকল প্রাণী বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ বলেন ঃ যখন খরার দরুন সব কিছু শুকাইয়া যায় ও ফসলহানি ঘটে, তখন অন্যান্য প্রাণীকুল বলে, ইহা বনী আদমের পাপাচারের জন্য হইয়াছে এবং উহারা বনী আদমকে অভিসম্পাত দিয়া থাকে।

আবুল আলিয়া, কাতাদাহ ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ অর্থাৎ ফেরেশতা ও মু'মিনগণ লা'নত প্রদান করেন।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আলিমদের জন্য সকল কিছুই এমন কি সমুদ্রের মৎস্য পর্যন্ত দু'আ করিতে থাকে। আবার আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ইলম গোপনকারী আলিমগণকে আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেই অভিশাপ দিতে থাকে। এমন কি সকল ধরনের অভিশাপদাতারাই অভিশাপ দান করে। বাকশক্তি সম্পন্নগণ ভাষায় ও বাকশক্তিহীনরা অবস্থার মাধ্যমে উহা প্রকাশ করে। কিয়ামতের দিনেও তাহারা অভিসম্পাত বর্ষণ করিবে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীগণকে উক্ত অভিশাপ হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ঃ

لاَّ الَّذِيْنَ تَابُوا وَاَصْلَحُوْا। অর্থাৎ যাহারা উক্ত অপকর্ম হইতে বিরত হইয়া নিজদিগকে সৎকর্মশীল করিয়াছে এবং মানুষের কাছে যাহা গোপন করিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিয়াছে।

فَاُولٰئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ এই আয়াতাংশ প্রমাণ করে যে, কুফরী ও বিদ'আতের প্রচারকরাও যদি তাওবা করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তাওবা কবুল করেন। অথচ বর্ণিত আছে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের তাওবা অন্যান্য যুগে এইভাবে কবুল হইত না। ইহা শুধু ক্ষমা ও দয়ার নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর শরী'আতের বরকতে হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়াছেন, যাহারা কাফির ও কাফির থাকিয়াই মারা গেল, তাহাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত বর্ষিত হয়। আর সেই অভিসম্পাতের জাহান্নামে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অভিসম্পাতের পরিণতিতে প্রাপ্ত জাহান্নামের চরম শাস্তি তাহাদের স্থায়ী সহচর হইবে।

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ অর্থাৎ তাহাদের সেই শাস্তি কখনওহ্রাস করা হইবে না।

وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ এক মুহূর্তের জন্য শাস্তি হইতে তাহারা অবকাশ পাইবে না, বরং উহা ক্রমাগত স্থায়ীভাবে তাহাদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে। তাই আমরা উহা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।

আবুল আলিয়া ও কাতাদাহ বলেন– কাফিররা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করিবেন। অতঃপর ফেরেশতারা অভিশাপ দিবেন। তারপর সকল মানুষই অভিসম্পাত প্রদান করিবে।

মাসআলা

কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ সম্পর্কে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। হযরত উমর ফারূক (রা) ও পরবর্তীকালে আয়িম্মায়ে কিরাম দু'আ কুনূত ইত্যাদির মাধ্যমে কাফিরদের উপর লা'নত বর্ষণ করিতেন। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কাফিরের উপর লা'নত বর্ষণের ব্যাপারে ইমামদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। একদল বলেন– কোন নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিশাপ দেওয়া যাইবে না। কারণ, তাহার মৃত্যু কি কাফির অবস্থায় হইবে, না সে মু'মিন হইয়া মরিবে, তাহা আমাদের জানা নাই। তাহাদের দলীল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَم الْمَلَائِكَةَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা কাফির ও কাফির থাকিয়া মরিল, তাহাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।

অন্যদল বলেন– নির্দিষ্ট কাফিরকে অভিসম্পাত দেওয়া জায়েয। মালেকী ফিকাহবিদ আবূ বকর ইবনুল আরাবী এই মত পোষণ করেন। তবে তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে যেই হাদীস পেশ করিয়াছেন উহা যঈফ।

তৃতীয় দল বলেন– যেই কাফির আল্লাহ ও রাসূলকে (সা) ভালবাসে না, শুধু তাহাকে অভিশাপ দেওয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাঁহারা এই হাদীসটি পেশ করেন ঃ এক কাফির নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হযরত (সা)-এর কাছে কয়েকবার নীত হইলে তিনি তাহাকে দণ্ড প্রদান করেন। তখন এক ব্যক্তি তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিল যে, বারংবার লোকটি একই কাজ করিতেছে, তাহার উপর আল্লাহর লা'নত হউক। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, তাহাকে অভিশাপ দিও না। কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে (সা) ভালবাসে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١٦٣) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۟

১৬৩. "আর তোমাদের প্রভু একজন। তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি অনন্ত দয়ালু, অশেষ দাতা।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক ও লা-শরীক। তাঁহার কোন প্রতিনিধিত্বকারীও নাই। বরং সেই আল্লাহ নির্ভেজাল একক সত্তা। তিনি সর্বতোভাবেই স্বনির্ভর। তিনি ছাড়া কোনই প্রভু নাই। আর অবশ্যই তিনি অনন্ত দয়ালু, অশেষ দাতা। সূরা ফাতিহার শুরুতে এই গুণবাচক নাম দুইটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

শাহর ইবনুল হাওশাব আসমা বিন্তে ইয়াযীদ ইব্নুস সুকান হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন – وَالٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। আয়াতদ্বয়ের মধ্যে ইসমে আযম বিদ্যমান। অতঃপর তিনি আসমান, যমীন ও উহার মধ্যকার সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁহার এককত্ব ও অনন্যতা প্রমাণ করেন।

(١٦٤) اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِىْ
تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۠ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১৬৪. “নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি আর দিবস ও রজনীর তারতম্য ও মানুষের কল্যাণদায়ক সমুদ্রগামী জলপোত এবং মৃত পৃথিবীকে জীবিত করণার্থে নভোমণ্ডল হইতে আল্লাহর অবতীর্ণ বৃষ্টি আর পৃথিবীতে ছড়ানো সর্ববিধ জীব-জন্তু এবং বায়ু প্রবাহ ও মেঘপুঞ্জের আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যপথে শূন্যে পরিক্রমা অবশ্যই বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন স্বরূপ।”

তাফসীর ঃ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন- নভোমণ্ডলের উচ্চতা, সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, উহার ভাসমান তারকারাজি ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের নভোমণ্ডল পরিক্রমা এবং এই ভূমণ্ডলের মৃত্তিকার ঘনত্ব, গভীরতা, উহার পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র ও উহার উত্তাল তরঙ্গরাজি, উহার বুকে বিরঞ্জিত সৌধরাজি ও অন্যান্য কল্যাণকর বস্তু এবং দিবস রজনীর তারতম্য ও আগমন- নির্গমনে নিয়মতান্ত্রিকতা ও সময়ানুবর্তিতা নিশ্চয়ই জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لاَالشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

“না সূর্যের এই অধিকার আছে যে, চন্দ্রকে স্পর্শ করে এবং না রাত্রি দিবসের অগ্রগামী হইতে পারে। প্রত্যেকেই নভোমণ্ডলে পরিক্রমা চালাইতেছে।”

দিন ও রাত কখনও একটি বড় হইতেছে ও অপরটি ছোট হইতেছে। কখনও দিবসের অংশ রাতের ও রাতের অংশ দিবসের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর আবার উভয় সমান হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ

অর্থাৎ রাত্রি বড় হইয়া দিবসের ভিতর প্রবেশ করে আবার দিবস বড় হইয়া রাত্রির অংশ দখল করে।

وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ অর্থাৎ সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া জলপোতগুলিকে উহার বক্ষে এদিক ওদিক নিরাপদে বিচরণের ব্যবস্থা করার ফলে মানুষ উহার সাহায্যে বিভিন্ন দেশের পণ্যসম্ভার আমদানী-রপ্তানী ও অন্যান্য কল্যাণ আহরণের সুযোগ পাইতেছে।

وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মৃত ধরণীকে পুনর্জীবিত করার জন্য আকাশ হইতে যে বর্ষা বর্ষণ করেন তাহার ভিতরেও জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ.

"আর মৃত পৃথিবী তাহাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। আমি উহা জীবিত করি ও উহা হইতে বীজ উদ্গাত করি। অতঃপর উহা হইতে তাহারা খায়।"

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاَبَّةٍ অর্থাৎ উহার বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রং ও ভিন্ন ভিন্ন উপকারিতা, উহার ক্ষুদ্রত্ব ও বিশালত্ব, উহার সবগুলির ব্যাপারে জ্ঞাত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা ইত্যাদিও আল্লাহ্‌র নিদর্শনের অন্যতম। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَاَبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

"আর পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যাহার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত নহে এবং তিনি উহার আশ্রয়স্থল ও চারণভূমির খবর রাখেন না। সকল কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।"

وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ অর্থাৎ কখনও হাওয়া রহমত নিয়া আসে, কখনও আসে গযব নিয়া। কখনও মেঘের আগে আগে উহা বারিপাতের সুসংবাদ নিয়া আসে, কখনও উহা মেঘ হাঁকাইয়া নিয়া যায়। কখনও মেঘ পুঞ্জীভূত করে, কখনও উহাকে বিক্ষিপ্ত করে, কখনও উহা বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া দেয়। কখনও উত্তর হইতে আসে, কখনও দক্ষিণ হইতে আসে, কখনও পূর্ব হইতে আসে আবার কখনও পশ্চিম হইতে আসে। তাই মানুষ বায়ু ও বৃষ্টি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছে এবং সেই সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছে। এখানে সেই সব সুদীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নহে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে পরিক্রমশীল এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় প্রবহমান।

لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এই সকল বস্তু সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ.
اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির পার্থক্য অবশ্যই সেই সকল জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন, যাহারা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণ করে আর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়া গবেষণা করে। (তাহারা তখন বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই, তোমারই পবিত্রতা (বর্ণনা করি) । অনন্তর আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দান কর।"

হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম, তাহাকে আবূ সাঈদ আদ দামেশকী, তাহাকে তাহার পিতা আশআছ ইব্ন ইসহাক হইতে, তিনি জা'ফর ইব্ন আবুল মুগীরা হইতে, তিনি সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হইতে ও তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"একদল কুরায়শ মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে মুহাম্মদ! আমরা চাই, তুমি তোমার প্রভুকে বল তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন। তারপর আমরা উহা দ্বারা অশ্ব ও অস্ত্র ক্রয় করিব। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার সঙ্গে থাকিয়া জিহাদ করিব। রাসূল (সা) বলিলেন– আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ হও, যদি আমার প্রভুকে বলার পর তিনি সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা ঈমান আনিবে। তাহারা তাঁহার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। তখন তিনি তাঁহার প্রভুর কাছে দু'আ করিলেন। ফলে তাহার নিকট জিবরাঈল (আ) আসিলেন এবং বলিলেন – নিশ্চয় আপনার প্রভু তাহাদের জন্য সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করিবেন। তবে শর্ত এই যে, তারপরও যদি তাহারা ঈমান না আনে তাহা হইলে তাহাদিগকে তিনি এমন শাস্তি দিবেন, যাহা তিনি নিখিল সৃষ্টির আর কাহাকেও দেন নাই। রাসূল (সা) বলিলেন – না, তাহা হয় না। হে আমার প্রতিপালক ! তুমি আমাকে ও আমার সম্প্রদায়কে অবকাশ দাও। আমি দিনের পর দিন তাহাদিগকে তোমার দিকে ডাকিতে থাকিব।"

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

ইব্ন আবূ হাতিম উক্ত হাদীস ভিন্নভাবে জা'ফর ইব্ন আবুল মুগীরা হইতে উদ্ধৃত করেন এবং উহার শেষভাগে সংযোজন করেন ঃ

"তাহারা কিভাবে তোমার কাছে সাফা সম্পর্কে দাবি জানায়? তাহাদের সম্মুখে তো উহা হইতেও অনেক বড় বড় নিদর্শন রহিয়াছে।"

ইব্ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ আমাদিগকে আমাদের পিতা, তাহাদিগকে আবূ হুযায়ফা, তাহাদিগকে শিবল, ইব্ন আবূ নাজীহ হইতে ও তিনি আতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "নবী করীম (সা)-এর উপর মদীনায় وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাহা শুনিয়া মক্কার কুরায়শগণ প্রশ্ন তুলিল- মানুষ কি করিয়া এক প্রভুর পিছনে ছুটিতে পারে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ .... لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি একক সত্তা এবং তিনি সকল কিছুরই প্রভু ও সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। ওয়াকী ইব্নুল জার্রাহ বলেন- আমাকে সুফিয়ান তাহার পিতা হইতে ও তিনি আবুয যুহা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"যখন وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ আয়াতটি নাযিল হইল, তখন মক্কার কুরায়শরা বলিল, প্রভু যে একজনই, তাহার প্রমাণ দাও। উহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ .... لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

আদম ইব্ন আবূ আয়াস ও আবূ জা'ফর রাযী হইতে, তিনি সুফিয়ানের পিতা সাঈদ ইব্ন মাসরূক হইতে ও তিনি আবুয যুহা হইতে উহা বর্ণনা করেন।

(١٦٥) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۭ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ○

(١٦٦) اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ○

(١٦٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۭ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ○

১৬৫. "আর একদল মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অংশীদার বানাইয়া সেইগুলিকে আল্লাহর মতই ভালবাসে। অথচ ঈমানদারগণ শুধু আল্লাহকেই সুদৃঢ়ভাবে ভালবাসে। আফসোস! যদি যালিমরা দেখিতে পাইত।

১৬৬. যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, দেখিবে, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ। আর নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদাতা। সেই আযাব প্রত্যক্ষ করিয়া অনুসৃতগণ অনুসারীবৃন্দকে অস্বীকার করিবে ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে।

১৬৭. আর অনুসারীগণ তখন বলিবে, হায়, যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহাদের মত আমরাও তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতাম। এভাবেই আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের কার্যাবলীর আক্ষেপজনক পরিণতি প্রত্যক্ষ করাইবেন আর তাহারা জাহান্নাম হইতে নিস্তার পাইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে পৃথিবীতে মুশরিকরা যে ভ্রান্ত কার্যকলাপ করিতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, পরকালে তাহাদের জন্য আক্ষেপজনক কঠিন শাস্তি ছাড়া

আর কিছুই প্রাপ্য নহে। কারণ, তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহর সমকক্ষ শরীক বানাইয়া আল্লাহর সহিত তাহাদিগকেও সমানভাবে ভালবাসিয়াছে ও পূজা-অর্চনা করিতেছে। অথচ আল্লাহ এক ও লা শারীক । তাহার কোন প্রতিপক্ষ নাই, বিকল্প নাই, অংশীদারও নাই।

সহীহদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল।! শ্রেষ্ঠতম পাপ কোন্‌টি ? তিনি জবাব দিলেন; যদি তুমি আল্লাহর কোন শরীক বানাও। অথচ তোমাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ অর্থাৎ অবশ্যই ঈমানদারগণের ভালবাসা শুধু আল্লাহর জন্য। তাহাদের আত্মিক সংযোগ, তাহাদের মর্যাদা দান ও একনিষ্ঠতা শুধু তাঁহারই জন্য। তাহারা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, বরং শুধু তাঁহারই ইবাদত করে, তাঁহারই উপর ভরসা করে এবং সকল ব্যাপারে শুধু তাঁহারই কাছে আশ্রয় কামনা করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আত্মপীড়ন সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

ব্যাখ্যাকারদের কেহ কেহ উক্ত আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল এই যে, যদি তাহারা আযাব প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পাইত, তখন সকল ক্ষমতাই শুধু আল্লাহ তা'আলার হাতে। অর্থাৎ সেখানে হুকুম-আহকাম সবই সেই একক ও লা-শারীক আল্লাহর চলিতেছে এবং সকল কিছুই তাহার প্রভাবাধীন রহিয়াছে। তাহারা তখন ইহাও প্রত্যক্ষ করিবে যে, وَاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ–

"সে দিন না কেহ তাঁহার মত শাস্তি দিতে পারিবে আর না কেহ তাঁহার মত পাকড়াও করিতে পারিবে।"

আল্লাহ পাক বলেন ঃ তাহারা যদি জানিত যে, পরকালে তাহারা কি দৃশ্যের সম্মুখীন হইবে ও তাহাদের শিরক, কুফরী, গোমরাহীর কারণে তাহারা কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হইবে, তাহা হইলে তাহারা কিছুতেই উহা করিত না। অতঃপর তিনি তাহাদের উপাস্যগণের সহিত সেদিন তাহাদের করুণ সম্পর্ক সম্পর্কে অবহিত করিতেছেন। সেদিন অনুসৃতরা অনুসারীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। যেমন তিনি বলেন ঃ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا। অর্থাৎ তাহাদের উপাস্য ফেরেশতারা সেদিন তাহাদের উপাসকদের সহিত সম্পর্ক অস্বীকার করিয়া বলিবে ঃ

تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ

"আমরা তোমার কাছে উহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। তাহারা কখনও আমাদের উপাসনা করে নাই।"

তাহারা আরও বলিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ.

“তুমি পবিত্র, মহান ! তুমিই আমাদের অভিভাবক। তাহারা আমাদের কেহ নহে। তাহারা জ্বিনের পূজা করিত এবং তাহাদের অধিকাংশই জ্বিনদের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল।”

অতঃপর জ্বিনরাও তাহাদের সম্পর্ক অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগকে যে পূজা করা হইয়াছে তাহাও তাহারা অস্বীকার করিবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ.

“আর যাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছিল এবং আল্লাহ ছাড়া যাহাদিগকে উপাসনা করা হইয়াছিল, কিয়ামতের দিন তাহারা উপাসকদের ডাকে সাড়া দিবে না। যখন মানুষকে সমবেত করা হইবে, তখন উপাস্যরা উপাসকদের শত্রু হইবে এবং উপাসকরা উপাস্যদের প্রতি অবিশ্বাসী হইবে।”

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْالَهُمْ عِزًّا. كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِداًّ.

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ ছাড়া আরও প্রভু বানাইয়াছিল, যেন তাহাদের তাহারা সহায়ক হয়। কখনও নহে। শীঘ্রই তাহারা পূজারীদের উপাসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহারা তাহাদের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইবে।

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَاْوَاكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ.

“সন্দেহ নাই, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাগুলিকে উপাস্য বানাইয়াছ ও পার্থিব জীবনের পারস্পরিক ভালবাসায় মগ্ন রহিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একদল অপরদলকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিশাপ দিবে। আর তোমাদের ঠাঁই হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য কোন মদদগার থাকিবে না।”

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ نِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে হাযির হইয়া যাহা যালিমরা দেখিবে তাহা যদি আজ দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তাহারা একে অপরকে দোষারোপ করিতেছে। এবং অধীনস্থরা অধিকর্তাগণকে বলিতেছে, তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَا كُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ. وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَّاَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَءَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلاَلَ فِي اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"অধিকর্তারা তখন অধীনস্থগণকে বলিবে, আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়েতের ডাক আসার পর উহা হইতে বিরত রাখিয়াছি ? বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। আর অধীনস্থরা অধিকর্তাগণকে বলিবে, বরং তোমরাই দিন-রাত আমাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছ, যখন তখন নির্দেশ দিয়াছ যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি ও তাঁহার অংশীদার বানাই এবং যখন আযাব দেখিবে তখন লজ্জাবনত হইবে আর আমি সেই কাফিরদের গলায় জিঞ্জীর পরাইব। তাহাদিগকে কি তাহাদের কর্মফল প্রদান করা হইবে না ?"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيٍّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ আর যখন (আল্লাহর) ফয়সালা সম্পন্ন হইবে, তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে যে কথা দিয়াছিলেন তাহা সত্য হইয়াছে। আর আমি তোমাদিগকে যে ওয়াদা দিয়াছিলাম, তাহার খেলাফ করিয়াছি। আমার উপর তোমাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই। শুধু এতটুকুই যে, আমি তোমাদিগকে ডাকিয়াছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তাই আমাকে আর দোষারোপ করিও না, বরং নিজেদেরই দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগকে ঘাড়

ধরিয়া কিছু করাই নাই আর তোমরাও আমাকে জোর করিয়া কিছু করাও নাই। তোমরা আমাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল শিরক কার্য করিয়াছ আমি তাহা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করিয়াছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য কঠোর শাস্তি রহিয়াছে।

وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ অর্থাৎ আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। তথাপি তাহারা জাহান্নাম হইতে নাজাত পাইবে না এবং পালাবারও কোন পথ পাইবে না।

ইব্‌ন নাজীহ ও মুজাহিদ বলেন ঃ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا অর্থাৎ যদি আমাদের জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের বিধান থাকিত, তাহা হইলে আমরাও তাহাদিগকে সেইভাবে অস্বীকার করিতাম যেভাবে আজ তাহারা আমাদিগকে অস্বীকার করিল। তখন আমরা আর তাহাদের উপাসনা করিতাম না, বরং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতাম। মূলত তাহারা এই ব্যাপারেও মিথ্যাবাদী। পৃথিবীতে তাহারা ফিরিয়া আসিলে আবার উহাই করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মিথ্যাবাদিতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাই তিনি বলেন ঃ

كَذَالِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ তাহাদের কার্যাবলী বিলুপ্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট থাকিবে শুধু আক্ষেপ ও হা-হুতাশ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا.

"আর আমি তাহাদের অপকর্মের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিলাম এবং উহাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলাম।" আল্লাহ পাক আরও বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ–

"যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরী করে তাহাদের কার্যাবলী যেন বালুর বাঁধ। সজোরে বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে উহা হাওয়া হইয়া যায়।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِّقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً–

"কাফিরদের কার্যাবলী মরীচিকা সদৃশ। পিপাসার্ত ব্যক্তি উহাকে পানি ভাবে।"

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যেহেতু তাহাদের সকল আমল বরবাদ হইবে, তাই তাহারা জাহান্নাম হইতে কখনও নিস্তার পাইবে না।

(١٦٨) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(١٦٩) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

১৬৮. "হে মানব! পৃথিবীতে উৎপন্ন পবিত্র বৈধ বস্তু ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সন্দেহ নাই, তোমাদিগকে সে পাপাচার ও অনাচারের নির্দেশ দেয় আর আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমরা যাহা জান না তাহাই বলিতে বলে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ব ও সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার একক ক্ষমতা ও অধিকারের বর্ণনার পর তাঁহার প্রতিপালন ব্যবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তিনিই নিখিল সৃষ্টির রিযিকদাতা। তিনি দুনিয়াব্যাপী সকল সৃষ্টির রুজীর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এখন উহার ব্যবহারবিধি বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলেন– পৃথিবীতে যাহা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা বৈধ করিয়াছেন আর যাহা তোমাদের জন্য রুচিকর ও দেহ বা মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর নহে, তাহা সকলই খাও। তবে শয়তানের পদাংক অনুকরণ করিও না। উহা হইল মনগড়া রীতি-পদ্ধতি। উহা অনুসরণ করিলে তোমরা বিভ্রান্তির শিকার হইবে। যেমন বাহীরা, সাএবা, ওয়াসিলা ইত্যাকার হালাল উটকে মনগড়া রীতিতে হারাম করিয়া লইয়াছ। উহা জাহেলী রীতি।

সহীহ মুসলিমে আব্বাস ইবনে হাম্মাদের বর্ণিত হাদীসে আছে যে, " রাসূল (সা) বলেন – আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি আমার বান্দাকে যেসব আহার্য দান করিয়াছি তাহা তাহার জন্য বৈধ করিয়াছি।"

উক্ত হাদীসে আরও বর্ণিত আছে– আমি আমার বান্দাকে তাওহীদবাদী করিয়া গড়িয়াছি। কিন্তু শয়তান আসিয়া তাহাকে সত্য দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি যাহা হালাল করিয়াছি তাহা হারাম করিয়াছে।"

হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন আহমদ, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন শায়বা মিসরী, তাহাকে আল হুসায়েন ইব্ন আবদুর রহমান এহতিয়াতী, তাহাকে ইব্রাহীম ইব্ন আদহামের বন্ধু আবূ আবদুল্লাহ জুজানী, তাহাকে ইব্ন জারীজ আতা হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন - নবী করীম (সা)-এর নিকট يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا আয়াতটি তিলাওয়াত করা হইলে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস দাঁড়াইয়া বলিলেন – হে আল্লাহ্র রাসূল। আমাদের দু'আ যেন সর্বদা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, তাঁহার কাছে এই প্রার্থনা করুন। রাসূল (সা) বলিলেন – হে সা'দ! পবিত্র আহার্য গ্রহণ কর, তোমার দু'আ সর্বদা কবুল হইবে। যাহার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তির উদরে এক লোকমা হারাম খাদ্য প্রবেশ করিল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার দু'আ কবুল হইবে না। আর যে বান্দা হারাম ও সুদের মাল দ্বারা দেহ পুষ্ট করিয়াছে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুনই শ্রেয়।

اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ যেহেতু শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তাই উহাকে ঘৃণা করিবে ও ভয় করিয়া চলিবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ-

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। তাই তাহাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। নিঃসন্দেহে সে তাহার অনুসারী দলকে জাহান্নামের সহচর হইবার জন্য আহ্বান জানায়।"

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً-

"তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে (শয়তান) ও তাহার সন্তানদিগকে বন্ধু বানাইতেছ। অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু। যালিমদের জন্য কতই জঘন্য প্রতিদান রহিয়াছে।"

وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- আয়াতাংশ সম্পর্কে কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতিটি নাফরমানীই শয়তানের পদাংকানুসরণ। ইকরামা বলেন ঃ উহা শয়তানের কুমন্ত্রণা। মুজাহিদ বলেন ঃ উহা শয়তানের বিভ্রান্তি বা ভ্রান্তিসমূহ। আবূ মাজলিস বলেন ঃ উহা হইল পাপের পথে মানত করা। শাবী বলেন – এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে জবাই করার মানত করিলে মাসরূক তাহাকে ফতোয়া দিলেন একটি ভেড়া জবাই করার এবং বলিলেন, এই ধরনের মানতই হইল শয়তানের পদাংক অনুসরণ।

আবূয্ যুহা মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বকরীর একটি গুর্দার সহিত লবণ যুক্ত করিয়া আসিয়া উহা খাইতে লাগিলেন। তখন দলের একজন সেখান হইতে সরিয়া বসিল। তখন তিনি অন্যদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের সাথীকেও খাইতে দাও ! তদুত্তরে সে বলিল, আমি উহা খাইব না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি রোযা রাখিয়াছ কি ? সে বলিল, না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে তুমি খাও না কেন ? সে বলিল, আমি উহা খাওয়া আমার উপর হারাম করিয়াছি। তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, ইহাই শয়তানের পদাংক । তুমি উহা খাও এবং শপথ ভঙ্গের জন্য কাফফারা দাও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম উক্ত বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে হাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-মিসরী সুলায়মান আততায়মী হইতে ও তিনি আবূ রাফে' হইতে বর্ণনা করেন– আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। সে বলিল, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক না দাও, তাহা হইলে সে একদিন ইয়াহূদী হইবে ও একদিন খ্রিস্টান হইবে এবং তাহার সাথে দাস-দাসী আযাদ হইয়া যাইবে। আমি তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের কাছে আসিয়া সব বলিলাম। তিনি বলিলেন, ইহাই শয়তানের পদাংক। যয়নব বিন্‌ত উম্মে সালমাও এই কথা বলিলেন। তিনি তখনকার বড় এক ফিকাহবিদ ছিলেন। আসিম ও ইব্‌ন উমর একই কথা বলিয়াছেন।

আবদ ইব্‌ন হামীদ বলেন ঃ আমাকে আবূ নঈম শরীফ হইতে, তিনি আবদুল করীম হইতে, তিনি ইকরামা হইতে ও তিনি ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাগের বশবর্তী হইয়া যে শপথ বা মানত করা হয়, তাহাই শয়তানের পদাংক। উহার কাফফারা হইল শপথ ভঙ্গের কাফফারা।

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَاَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ । অর্থাৎ তোমাদের শত্রু শয়তান তোমাদিগকে পাপ কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত করে। যেমন ব্যভিচার কিংবা অনুরূপ কোন অনাচার। ইহা সাধারণ পাপ হইতে জঘন্যতম। উহা হইতেও জঘন্য হইল না জানিয়া আল্লাহর ব্যাপারে কোন কথা বলা। প্রত্যেক কাফির ও বিদ'আত সৃষ্টিকারী এই কাজ করিয়া থাকে।

(١٧٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

(١٧١) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

১৭০. "আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ কর। তাহারা বলে, বরং আমরা পূর্বপুরুষগণকে যাহার উপর পাইয়াছি তাহাই অনুসরণ করিব। যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই বুঝে নাই, আর হেদায়েতও পায় নাই।"

১৭১. "আর কাফিরদের উদাহরণ হইল সেই বধিরের মত, যে শুধু ডাকাডাকির আওয়াজই শুনিতে পায় (কথা বুঝে না)। তাঁহারা মূক, বধির, অন্ধ, তাই বুঝিতে পায় না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ সেই কাফির ও মুশরিকগণকে যখন আল্লাহর রাসূলের উপর অবতীর্ণ বাণী অনুসরণের কথা বলা হয় এবং তাহারা যে বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা অনুসরণ করিতেছে তাহা বর্জন করিতে বলা হয়, তখন তাহারা বলে, আমরা বাপ- দাদার মূর্তিপূজা ও অংশীবাদিতার ধর্মই অনুসরণ করিব। তাই আল্লাহ্ তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন ঃ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ যদিও তাহাদের অনুসৃত পূর্বপুরুষগণের না কোন জ্ঞান আছে, না তাহারা হেদায়েতপ্রাপ্ত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা কিংবা সাইদ ইব্ন জুবায়ের, মুহাম্মদ ও ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

"উক্ত আয়াত একদল ইয়াহূদীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সা) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলে তাহারা বলিল, আমরা বাপ-দাদার ধর্ম লইয়াই থাকিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যথাযথ উপমা উপস্থাপন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِلَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ–

"যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহারা যেন এক পাষণ্ড।" তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যাহারা বিভ্রান্ত, পথহারা ও মূর্খ তাহারা যেন মাঠে

বিচরণকারী জানোয়ার। যখন উহার রাখাল উহাকে কিছু বলে, তখন শুধু সে শব্দই শুনিতে পায়, অর্থ বুঝে না।"

ইব্‌ন আবাস (রা) হইতে আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, হাসান, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী ও রবী' ইব্‌ন আনাস অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ এখানে কাফিরগণকে মূর্তির সহিত উপমা দান করা হইয়াছে। কারণ, মূর্তির কাছে যত কিছুই বলা হউক, উহাকে যতই ডাকাডাকি করা হউক, উহা কিছুই শুনিতে পায় না, দেখিতে পায় না ও বুঝিতে পায় না। মূলত প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম। কারণ, মূর্তি প্রাণহীন বস্তু বলিয়া উহা দেখে না, বুঝে না। এমনকি শব্দও শুনে না। তাই উহা আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত উপমা হইতে পারে না।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ অর্থাৎ সত্যের ডাক শুনিতে পায় না, সত্যের ডাকে সাড়া দিতে পারে না ও সত্য পথ দেখিতে পায় না।

فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কিছুই বুঝিতে পায় না বলিয়া সত্যের মর্মও অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَأْ
يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

"আর যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করিল, তাহারা বধির ও বোবা। গভীর অন্ধকারে আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন ও যাহাকে চান সরল পথে উপনীত করেন।'

(١٧٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○
(١٣٧) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৭২. "হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছি, তাহা হইতে হালাল আহার্য গ্রহণ কর ও আল্লাহর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা যথার্থ ইবাদতগার হও।"

১৭৩. "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য মৃত জীব, শোণিত ও শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জবাই করা জীব তিনি হারাম করিয়াছেন। অতঃপর যদি কেহ নাফরমানী ও বাড়াবাড়ি ছাড়া (অনন্যোপায় হইয়া) যৎকিঞ্চিত গ্রহণ করে, তাহার জন্য কোন পাপ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অসীম ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাগণকে আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক হইতে হালাল আহার্য গ্রহণের নির্দেশ দিতেছেন। আর এই জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে বলিতেছেন। কারণ, হালাল রুজী বান্দাগণের ইবাদত ও দু'আ কবুলের জন্য জরুরী। তেমনি তিনি তাহাদিগকে হারাম রুজী বর্জনের নির্দেশ দিতেছেন। কারণ, হারাম রুজী ইবাদত ও মুনাজাত কবুলের অন্তরায় হয়। হাদীসে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাযিম, আদী ইব্ন ছাবিত, ফুযায়েল ইব্ন মারযুক, আবূ নসর ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলেন – হে মানব! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র । পবিত্র কিছু ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ রাসূলগণকে যাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, মু'মিনগণকেও তাহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন ঃ

يَآيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

"হে রাসূলবৃন্দ! পবিত্র আহার্য ভক্ষণ কর আর পুণ্য কাজ কর। তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আমি তাহা সুপরিজ্ঞাত।"

তেমনি আল্লাহ বলিলেন يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ হে ঈমানদারগণ ! আমার প্রদত্ত রুজী হইতে পবিত্র আহার্য গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি বলেন – এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ব্যাপী সফর করিতেছে। তাহার কেশরাজি ধূলি ধূসরিত হইয়াছে। সেই অবস্থায় সে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া কাতর স্বরে 'ইয়া রব ইয়া রব' বলিয়া মুনাজাত করিতেছে। অথচ তাহার খানা হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, উহাতেই সে পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিভাবে তাহার দু'আ কবুল হইবে ?"

হাদীসটি ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীও ফুযায়েল ইব্ন মারযূকের সনদে উহা বর্ননা করেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে হালাল আহার্য গ্রহণের জন্য নির্দেশ দানের পর হারাম বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। তিনি বলেন – তোমাদের জন্য শুধুমাত্র কয়েকটি জিনিস হারাম করিলাম। তাহা এই ঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত জীব এবং শরীআতসম্মত উপায়ে যবেহ করা ছাড়া অন্য ভাবে মৃত জীব। যেমন, গলা টিপিয়া মারা বা গলায় ফাঁস লাগাইয়া হত্যা করা কিংবা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা অথবা কোথাও হইতে পড়িয়া মারা যাওয়া কিংবা হিংস্র জন্তুর শিংগের গুঁতায় মারা যাওয়া জীব। তবে অধিকাংশ ইমাম পানির মধ্যকার মৃত জীবকে হারামের তালিকা বহির্ভূত মনে করেন। তাহাদের দলীল হইল আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

"তোমাদের জন্য পানির শিকার বৈধ করা হইল এবং উহা ভক্ষণ করাও।"

ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই আমি এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে সকল কিছু সবিস্তারে আলোচনা করিব। সহীহ, মুনসাদ, মুআত্তা ও সুনানে উদ্ধৃত আম্বরের বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ هوا الطهور ماءه والحل ميتته অর্থাৎ সমুদ্রের পানি পবিত্র ও উহার মৃত বস্তু হালাল।

ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইব্‌ন মাজাহ্ ও দারে কুতনী বর্ণিত ইব্‌ন উমর (রা)-এর এক মারফূ হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ احل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال অর্থাৎ দুই মৃত ও দুই রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। দুই মৃত হইল মৎস্য ও টিড্ডি এবং দুই রক্ত হইল কলিজা ও তিল্লী। সূরা মায়িদায় ইনশা'আল্লাহ্ এই সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

মাসআলা

মৃত জীবের দুধ ও উহার ভিতরে প্রাপ্ত ডিম অপবিত্র । ইমাম শাফেঈ ও অন্যান্যের মত ইহাই। কারণ, উহা মৃত জীবেরই অংশ। ইমাম মালিক বলেন – উহা মূলত পাক। কিন্তু নাপাক মৃতের সংস্পর্শে উহা নাপাক হইয়াছে। মৃত জীবের কলিজা বা গুর্দার অবস্থাও তাই। তবে এই ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। মশহুর অভিমত ইহাই যে, উহা নাপাক।

অবশ্য একদল লোক সাহাবায়ে কিরামের মজুসীদের হাতে তৈরি পনীর ভক্ষণের নজির পেশ করিয়া বলেন যে, উহাও পাক ও বৈধ। কিন্তু ইমাম কুরতুবী ইহার জবাবে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, উহাতে খুব কম দুধ মিশ্রিত হয়। সুতরাং নাপাকীর নগণ্যতার কারণে উহা বৈধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য ক্ষেত্রে নাপাকীর আধিক্য থাকায় উহা বৈধ হইবে না। কারণ, প্রবহমান অধিক পানিতে সামান্য নাপাকীর সংযোগ উহাকে অপবিত্র করে না।

সালমান ফারসী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ উছমান আন্-নাহ্দী, সুলায়মান আত তায়মী, সায়ফ ইব্‌ন হারূন ও ইব্‌ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-কে মৃত পনীর ও খরগোশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন ঃ

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব যাহা হালাল করিয়াছে তাহা হালাল ও যাহা হারাম করিয়াছে তাহা হারাম এবং যেক্ষেত্রে নীরব রহিয়াছে উহা ক্ষমার যোগ্য।

তেমনি শূকরের মাংসও হারাম। উহা জবাই করা হউক কিংবা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে মারা যাউক, যে কোন অবস্থায়ই উহা অবৈধ। শূকরের চর্বি ও মাংসের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। উহাতে মাংসের আধিক্যের কারণে কিংবা নাপাক বস্তুর সংমিশ্রণ লাভের কারণে উহা অবৈধ হওয়াটা কিয়াসেরও দাবি।

তদ্রূপ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে যবেহ করা জীবও হারাম করা হইয়াছে। যেমন, জাহেলী যুগের লোকেরা মূর্তি ও বাতিল উপাস্যগণের সন্তুষ্টি এবং ভাগ্যক্রমে সফলতা অর্জনের জন্য পশু উৎসর্গ করিত।

ইমাম কুরতুবী বলেন–ইব্‌ন আতিয়া হাসান বসরীর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই ঃ একটি মেয়ে লোক আসিয়া তাঁহার কাছে তাহার খেলনা পুতুলের বিবাহ উপলক্ষে যবেহ করা পশুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে ফতোয়া চাহিলে তিনি মেয়েলোকটিকে উহা খাইতে নিষেধ করেন। কারণ উহা আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ না করিয়া খেলার পুতুলের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হইয়াছে।

ইমাম কুরতুবী হযরত আয়েশা (রা) হইতেও একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) -এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অনারব লোকেরা তাহাদের যে কোন ঈদ-পার্বনে পশু জবাই করিয়া থাকে। তাহারা উপঢৌকন হিসাবে উহার গোশত মুসলমানগণকেও দিয়া থাকে। তাহা খাওয়া বৈধ হইবে কিনা ? তদুত্তরে তিনি বলেন–শুধু ঈদ পার্বণের দিনটির শ্রেষ্ঠত্বের জন্যেই যদি উহা জবাই করা হয় তাহা হইলে খাইও না। তবে তাহাদের দেওয়া ফলমূল খাইতে পার।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি অন্য কোন খাদ্য খাদক কোথাও কিছু না মিলে, তখন প্রাণে বাঁচিয়া থাকার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন অনুসারে অবৈধ আহার্যও গ্রহণ করা যাইবে।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ যে নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য ছাড়া অগত্যা হালাল-হারামের সীমা অতিক্রম করে। فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ কেহ হারাম দ্রব্য খাইলে তাহার এইক্ষেত্রে কোন পাপ হইবে না।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ বলেন ঃ প্রাণের দায়ে অনন্যোপায় হইয়া নাফরমানী ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্য ছাড়া কেহ যদি ছিনতাই বা রাহাজানির মাধ্যমে শুধুমাত্র পেট বাঁচাবার ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে উহা তাহার জন্য বৈধ হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহর নাফরমানী ও ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য তাহা করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার এই বিশেষ অনুমোদন তাহার বেলায় প্রযোজ্য হইবে না।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের অপর এক বর্ণনায় বলেন غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ হারাম বস্তুকে হালাল করার উদ্দেশ্য না হইলে। আস্‌ সুদ্দী বলেন غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ উহার আকাঙ্ক্ষী না হওয়া।

আতা খোরাসানী হইতে পর্যায়ক্রমে তৎপুত্র উছমান ইব্‌ন আতা, যুমরাহ ও আদম ইব্‌ন আবূ আয়াস বর্ণনা করেন–মৃত জন্তুর মাংস মজাদাররূপে ভুনা বা রান্না করিয়া খাওয়া উচিত নহে এবং উহা এক টুকরার বেশি খাওয়াও ঠিক নহে। তেমনি হালাল বস্তু প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যতটুকু মাংস বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু মাংস সাথে রাখিতে পারিবে এবং যখনই হালাল কিছু পাইবে, উহা ফেলিয়া দিবে। ইহাই হইতেছে وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ হালাল পাওয়ার পর হারাম স্পর্শ না করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা যেন কেহ পেট ভরিয়া তৃপ্তি মিটাইয়া না খায়। আস্‌ সুদ্দী বলেন–এই ক্ষেত্রে সীমালংঘন না করা। غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ নাফরমান হইয়া মৃত জীব খাইবে না এবং وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ খাওয়ার বেলায় ন্যূনতম প্রয়োজনের বেশি খাইবে না। فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদাহ বলেন ঃ غَيْرَ بَاغٍ অর্থাৎ মৃত জীবকে হালাল ভাবিয়া খাইবে না এবং কোর্মা-বিরিয়ানী ইত্যাকার মজাদারভাবে রান্না করিয়া খাইবে না। মুজাহিদ হইতে কুরতুবী বর্ণনা করেন ঃ فَمَنِ اضْطُرَّ অর্থাৎ অনন্যোপায় হইয়া কিংবা বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইয়া।

মাসআলা

নিরুপায় ব্যক্তি যদি মৃত জীব ও অপরের হালাল আহার্য নাগালে পায় এবং অপরকে আঘাত করিয়া কিংবা ডাকাতি করিয়া উহা হাত করিতে না হয়, তাহা হইলে মৃত জীব ছাড়িয়া অপরের দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ইহাই সর্বসম্মত মাসআলা। এখন প্রশ্ন রহিল, যাহার দ্রব্য ভক্ষণ করিল, তাহাকে ক্ষতিপূরণ বা দাম দিতে হইবে কিনা ? এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। উক্ত মত দুইটি ইমাম মালিক হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি সুনানু ইব্ন মাযায় শু'বার হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত উব্বাদ ইব্ন শারহীল আল-উনযী হইতে যথাক্রমে আবূ আয়াস, জা'ফর ইবনে আবূ ওহশিয়া ও শু'বা বর্ণনা করেন ঃ

"একবার আমরা দুর্ভিক্ষের শিকার হই। তখন আমি মদীনায় চলিয়া আসি। আমি একটি যবের ক্ষেতে ঢুকিয়া কিছু যবের খোসা খুলিয়া উহা খাইতে থাকি ও কিছু সব চাদরে বাঁধিয়া লই। ইত্যবসরে ক্ষেতের মালিক উপস্থিত হইল। সে আমাকে মারধোর করিল এবং আমার চাদর ছিনাইয়া লইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সকল ঘটনা তাহাকে জানাইলাম। তখন রাসূল (সা) সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন– "এই লোকটি যখন ক্ষুধার্ত, তখন তুমি তাহাকে খাওয়াও নাই ও তাহার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাও কর নাই। তেমনি সে যখন অজ্ঞ, তখন তুমি তাহাকে জ্ঞান দান কর নাই।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে চাদর ফিরাইয়া দিবার নির্দেশ দিলে সে চাদরটি ফিরাইয়া দিল। অতঃপর তাহাকে এক কিংবা অর্ধ ওয়াসাক (প্রায় চার মণে এক ওয়াসাক) খাদ্যদ্রব্য প্রদানের নির্দেশ দেন। উক্ত হাদীসের সনদ সঠিক, শক্তিশালী ও উত্তম এবং উহার সমর্থনে অনেক হাদীস রহিয়াছে। আমর ইব্ন শুআয়েব হইতে অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-এর কাছে ফলবান বৃক্ষের ফলমূল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন–যদি কেহ অতি প্রয়োজনে উহা হইতে খায় ও নিয়া না যায়, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে না।"

فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন-কেহ নিরুপায় হইয়া কিছু খাইলে তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে উহা তিন গ্রাসের বেশী হওয়া উচিত নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের বলেন ঃ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে হারাম খাওয়ার ব্যাপারে তিনি ক্ষমাশীল এবং হারামকে নিরুপায় ব্যক্তির জন্য হালাল করার ব্যাপারে তিনি দয়ালু।

মাসরূক হইতে পর্যায়ক্রমে আবুয যুহা, আ'মাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করেন ঃ "যে ব্যক্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া যে কোন পথে খানা-পিনার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পানাহার না করিয়া মারা গেল, সে জাহান্নামী।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম খাওয়া ইচ্ছাধীন নহে, অপরিহার্য।

ইমাম গাজ্জালীর সহকর্মী ও 'আল কিয়াল হারাসী' নামে খ্যাত আবুল হাসান তাবারী বলেন–ইহাই আমাদের কাছে বিশুদ্ধ মত। রোগীর জন্য রোযা ভংগ যেমন অপরিহার্য, নিরুপায় মুমূর্ষের জন্য তেমনি হারাম খাওয়া অপরিহার্য।

(١٧٤) إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ
أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ○

(١٧٥) أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ
فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ○

(١٧٦) ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ
لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ○ ع

১৭৪. "নিশ্চয় যাহারা কিতাব হইতে আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী গোপন করে এবং উহার বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করে, তাহারা তাহাদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই ভক্ষণ করে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না আর তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের জন্য কষ্টকর শাস্তি রহিয়াছে।"

১৭৫. "তাহারাই সুপথের বিনিময়ে বিপথ এবং ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করিল। তাই তাহারা জাহান্নামের আগুনে মস্ত বড় ধৈর্যশীল।"

১৭৬. "ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা সত্য সহকারে আল-কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ যাহারা তাহাতে মতানৈক্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহারা নিশ্চিত সুদূরপ্রসারী দুষ্কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ اَلَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন–একদল ইয়াহূদী তাহাদের কিতাবে বর্ণিত মুহাম্মদ (সা)-এর সেই সকল পরিচয় ও গুণা গোপন করিতেছে, যাহা তাহার রিসালাত ও নবুওতের সাক্ষ্য প্রদান করে। আর তাহা এইজন্য করিতেছে যে, উহা প্রকাশ পাইলে তাহাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব চলিয়া যাইবে এবং পূর্ব পুরুষদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া এতদিন তাহারা যে আরববাসীর হাদিয়া-তোহ্ফা আদায় করিতেছিল, তাহার অবসান ঘটিবে। তাহাদের ভয় হইল যে, উক্ত গুণাবলী প্রকাশ পাইলে সকল লোক তাহার অনুগত হইবে এবং তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। তাহাদের এতদিনের প্রাপ্ত মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা বহাল রাখার স্বার্থেই তাহারা সত্য গোপন করিতেছে (তাহাদের উপর আল্লাহ্র লা'নত হউক)।

মূলত তাহারা সেই নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিত। অর্থাৎ নিজের ঈমান, হেদায়েত, সত্য রাসূল (সা) ও তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ ঐশী কিতাবের উপর আস্থা স্থাপনের পরিবর্তে তাহারা নগণ্য পার্থিব হাদিয়া-তোহফাকে প্রাধান্য দিল। ফলে তাহাদের ইহকাল ও

পরকাল উভয়ই বরবাদ হইল। তাহাদের ইহকাল ধ্বংস হইল এইভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের (সা) সত্যতা এরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, দলে দলে লোক উহা সহজেই উপলব্ধি করিয়া তাঁহার অনুসারী ও জিহাদের ময়দানে তাঁহার সহায়ক হইয়া গেল। পরিণামে তাহারা মুষ্টিমেয় লোক সত্য বঞ্চিত থাকায় নিজেদের উপর আল্লাহর গযব ও বিপদ ডাকিয়া আনিল। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্যত্র তাহাদের নিন্দা করেন। আলোচ্য আয়াতেও অদ্রূপ নিন্দা করা হইল। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً

অর্থাৎ তাহারা সত্য গোপনের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের নগণ্য স্বার্থ ক্রয় করিল।

اُولٰئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلاَّالنَّارَ অর্থাৎ সত্য গোপনের বিনিময়ে তাহারা যাহা খাইল তাহা তাহাদের পেটে আগুন হইয়া ঢুকিল এবং কিয়ামতের দিন উহার যথার্থ প্রজ্বলন শুরু হইবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"নিশ্চয় যাহারা জোর-যুলুম করিয়া ইয়াতীমের ধন-সম্পদ খায়, তাহারা নিঃসন্দেহে তাহাদের পেটে আগুন ঢুকায়। আর তাহারা শীঘ্রই উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইবে।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان الذى ياكل ويشرب فى انية الذهب والفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم-

"যে ব্যক্তি স্বর্ণ কি রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করে সে তাহার পেটকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পূর্ণ করে।"

وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সত্য গোপনকারীদের উপর অসন্তুষ্ট, তাই তিনি কিয়ামতের দিন তাহাদের সহিত কথা বলিবেন না। বরং নিজেদের জন্য তাহারা গযব অপরিহার্য করিয়া লইয়াছে। তেমনি তিনি সেদিন তাহাদের পবিত্র করিবেন না। অর্থাৎ তাহাদের প্রশংসা বা নির্দোষিতা ব্যক্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদিগকে তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হাযিম, আ'মাশ, ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা) বলিয়াছেন–আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের লোকের দিকে তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। এক. বৃদ্ধ ব্যভিচারী। দুই. মিথ্যাবাদী শাসক। তিন. অহংকারী দরিদ্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিতেছেন اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَ وُالضَّلاَةَ بِالْهُدٰى অর্থাৎ তাহারাই সুপথের বিনিময়ে বিপথ কিনিল। তাহাদের বর্জিত সুপথ

হইল তাহাদের কিতাবে শেষ রাসূল (সা) সম্পর্কে যাহা কিছু আছে তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা, বিভিন্ন নবীর কিতাবে তাঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে তাহা সকলকে জানাইয়া দেওয়া এবং সেই রাসূলের (সা) সত্যতা মানিয়া লইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে তাহাদের অর্জিত বিপথ হইল তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া অস্বীকার করা এবং তাহাদের কিতাবে বর্ণিত তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী গোপন করা।

وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ তাহারা ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি ক্রয় করিল। তাহা হইল উপরি বর্ণিত নাফরমানীসমূহের স্বাভাবিক পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের আগুনে প্রবিষ্ট হওয়া।

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তাহারা কঠিন কষ্টদায়ক জাহান্নামের আগুনে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবে। তাই যাহারা তখন তাহাদিগকে দেখিবে, তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিবে, তাহাদের কি বিরাট ধৈর্য! কারণ, তাহারা তখন কঠিন আযাব ও কঠোর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহিতে থাকিবে। আল্লাহ আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ আয়াতাংশের অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, যেই সকল নাফরমানী তাহাদিগকে এত কঠিন শাস্তির শিকার করিবে তাহা অহরহ করার জন্য কোন্ বস্তু তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিল ?

ذَالِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ এই কারণে তাহারা উক্ত কঠিন শাস্তির যোগ্য হইবে যে, মুহাম্মদ (সা) ও পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আল্লাহ তা'আলা যে সকল কিতাব নাযিল করিয়াছেন উহা সত্য। উহা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে ও মিথ্যাকে ধ্বংস করে। অথচ তাহারা এইগুলিকে তামাশা ভাবিয়াছিল। তাহাদের কিতাবসমূহ তাহাদিগকে নির্দেশ দেয় উহার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিতে। অথচ তাহারা উহার বিরোধিতা করিল ও উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিল। আখেরী পয়গাম্বর (সা) তাহাদিগকে আল্লাহর পথে ডাকিতেছে এবং তাহাদিগকে ন্যায় কাজ করিতে ও অন্যায় হইতে ফিরিয়া থাকিতে নির্দেশ দিতেছে। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিতেছে, তাহার বিরোধিতা করিতেছে, তাঁহার সহিত তর্ক করিতেছে এবং তাঁহার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানিয়া বুঝিয়াই গোপন করিতেছে। ফলত তাহারা রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ লইয়া তামাশা করিতেছে। এই কারণে তাহারা কঠিন শাস্তি ও কঠোর লাঞ্ছনার যোগ্য হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

ذَالِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتَابِ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ-

অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা সত্যসহ আল-কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং নিশ্চয় যাহারা উহাতে মতান্তর করিয়াছে তাহারা পাপাচারের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে।

(١٧٧) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ
وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

১৭৭. "তোমাদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করার ভিতর কোন পুণ্য নাই। মূলত পুণ্য হইল আল্লাহ্, আখিরাত, ফেরেশতা, ঐশী কিতাব ও আম্বিয়ার উপর ঈমান আনয়ন করায় আর আপনজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথিক, ভিক্ষুক ও পণবন্দীর জন্য প্রাণপ্রিয় সম্পদ প্রদান করায়; আর সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা, বিপদ-আপদ ও সংকটময় ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণে। এই সকল কার্য সম্পাদনকারীরাই সত্যনিষ্ঠ ও মুত্তাকী।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে মোটামুটিভাবে মৌলিক পুণ্য কাজ, মৌল রীতি-নীতি ও সঠিক আকীদা-বিশ্বাস বিধৃত হইয়াছে।

আবূ যার (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, আবদুল করীম, আমের ইব্‌ন শফী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আমর, উবায়েদ ইব্‌ন হিশাম আল হালাকী, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঈমান কাহাকে বলে? ইহার জবাবে তিনি তাহাকে এই আয়াত পড়িয়া শোনাইলেন لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ তাঁহাকে আবার প্রশ্ন করা হইলে তিনি আবারও উহা তিলাওয়াত করিলেন। তৃতীয়বার তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ "যাহার কারণে তোমার অন্তর নেক কাজে খুশী হইবে ও বদ কাজে নাখোশ হইবে।"

হাদীসটি ছিন্ন সূত্রের। কারণ, মুজাহিদ আবূ যার (রা)-এর সাক্ষাৎ পান নাই। তিনি অনেক আগেই ইন্তেকাল করিয়াছেন।

মাসউদী বলেন ঃ আমাকে কাসিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বলেন যে, এক ব্যক্তি হযরত আবূ যার (রা)-এর কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, ঈমান কি জিনিস? তিনি তদুত্তরে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ.... আয়াত তিলাওয়াত শেষ হইলে লোকটি আবার প্রশ্ন করিল, আমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম উহা কি পুণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত নহে? তখন আবূ যার (রা) বলিলেন, তুমি আমার কাছে আসিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ, ঠিক সেই প্রশ্নটি এক ব্যক্তি রাসূল করীম (সা)-কেও করিয়াছিল। তখন তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়াছেন। কিন্তু তোমার মতই সেই লোকটিও তৃপ্ত হইতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছিল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন-"ঈমানদার ব্যক্তি যখন কোন নেক কাজ করে, তাহার অন্তর পুলকিত হয় ও উহার

পুরস্কার আশা করে। আর যখনই কোন পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তখন তাহার অন্তর বিষণ্ন হয় ও উহার জন্য শাস্তির আশংকা করে।"

এই হাদীসটিও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহাও ছিন্নসূত্রের। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, মু'মিগণকে প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। অতঃপর যখন কা'বা ঘরকে কিবলা করার নির্দেশ আসিল, তখন কিছু মু'মিনের ও আহলে কিতাবগণের একদলের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হইল। এই পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাযিল হইল। ইহাতে এই পরিবর্তনের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, আসল উদ্দেশ্য তো হইল আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আনুগত্য করা ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ পালন করা। সুতরাং কিবলার ব্যাপারে যখন যেরূপ নির্দেশ আসে, তখন সেরূপেই তাহা পালন করিতে হইবে। উহাতেই পুণ্য, পরহেযগারী ও ঈমানের পূর্ণতা নিহিত। উহা উপেক্ষা করিয়া পূর্ব কি পশ্চিম দিকে কিবলা আঁকড়াইয়া থাকায় কোনই পুণ্য নাই। কারণ আল্লাহর নির্দেশ ও শরীআতের বিধানের বাহিরে কোন ইবাদত হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

তেমনি আল্লাহ তা'আলা ঈদুয যুহার কুরবানী সম্পর্কে বলেন ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَدِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ কখনও কুরবানীর গোশত ও শোণিত আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে না। তাঁহার সকাশে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ "তোমরা শুধু নামায পড়িবে, অন্যান্য হুকুম-আহকাম পালন করিবে না, ইহাতে কোনই পুণ্য নাই। ইহা তো ছিল মক্কা হইতে মদীনায় আসার পূর্ব পর্যন্ত হুকুম। মদীনায় আসার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিবিধ ফরয আহকাম ও দণ্ডবিধি নাযিল করেন এবং উহা কার্যকর করার নির্দেশ দেন।"

যিহাক ও মাকাতিল হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আবুল আলিয়া বলেন ঃ ইয়াহুদীরা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ইবাদত করিত। পক্ষান্তরে নাসারাদের কিবলা ছিল পূর্বদিকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করার ভিতর কোন পুণ্য নাই। পুণ্য তো যথার্থ ঈমান ও আমলে নিহিত রহিয়াছে।

আল হাসান ও রবী ইব্ন আনাস হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহর আনুগত্যের যে প্রেরণা অন্তরে ঠাঁই নেয় তাহাই পুণ্য।

যিহাক বলেন ঃ ফরয কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পন্ন করাই পুণ্য ও পরহেযগারী।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান আছ ছাওরী বলেন ঃ উক্ত আয়াতে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে উহার সবগুলিই পুণ্য কাজ। যে ব্যক্তি এই

সকল গুণে গুণান্বিত হইয়াছে, সে পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হস্তগত করিয়াছে। উক্ত কার্যসমূহ হইল ঃ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে দৌত্যের দায়িত্ব পালনকারী ফেরেশতাগণের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন, আল-কিতাবে বিশ্বাস অর্থাৎ আসমান হইতে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট অবতীর্ণ সকল কিতাব বিশ্বাস করা যাহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে শেষ পয়গাম্বরের প্রাপ্ত সর্বোত্তম গ্রন্থ অবতরণের মাধ্যমে। পরন্তু ইহাও বিশ্বাস করা যে, আল-কুরআন যাহার অপর নাম আল-মুহায়মিন অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন, উহাই সকল কল্যাণের ভাণ্ডার এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সৌভাগ্য উহাতেই নিহিত রহিয়াছে। এমনকি উহার অবতরণের সাথে সাথে পূর্ববর্তী সকল কিতাব বাতিল হইয়া গিয়াছে। তেমনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আস্থা স্থাপন। আদম (আ) হইতে মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত প্রত্যেককেই সত্য বলিয়া জানা। এইগুলি হইল ঈমান-আকীদার পূর্ণ কাজ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ অতি প্রিয় যেই সম্পদ তাহা হইতে সে দান করে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন মাসউদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ। সহীহদ্বয়ে উহার প্রমাণ বিদ্যমান। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত এক 'মারফু' হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

"সর্বোত্তম দান হইল সুস্থ-সবল অবস্থায় সম্পদের প্রচণ্ড মায়া ও ধনী হওয়ার উদগ্র বাসনা লইয়া দারিদ্র্যের আশংকা থাকা সত্ত্বেও দান করা।"

হাকেম তাহার মুস্তাদরাকে শু'বা ও ছাওরীর হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, যায়েদ, মানছুর, ছাওরী ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন ঃ

اَفضلُ الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تامل الغنى وتخشى الفقر

অর্থাৎ উত্তম সদকা হইল তুমি এমন অবস্থায় দান করিতেছ যে, তুমি সুস্থ, সম্পদলিপ্সু, ধনাঢ্যতা প্রিয় ও দারিদ্য ভীতু।

হাকেম বলেন ঃ হাদীসটি শায়খাইনের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। অথচ তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রাহ, যায়েদ, সুফিয়ান, আমাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন। তাই বিশুদ্ধ মত ইহাই যে, ইহা একটি 'মাওকুফ' রিওয়ায়েত।

দান-খয়রাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
اللّٰهِ لاَ نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلاَ شُكُوْرًا–

"আর তাহারা (মু'মিনগণ) খাদ্যাভাব সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীগণকে খাবার দান করে এবং বলে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা তোমাদিগকে খাওয়াইতেছি। আমরা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় এবং কৃতজ্ঞতা চাই না।"

তিনি আরও বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ–

“তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় সম্পদ হইতে দান-খয়রাত না করিবে, ততক্ষণ কিছুতেই পুণ্য লাভ করিবে না।”

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

“আর তাহারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়।”

এই শেষোক্ত দল হইল সর্বাধিক মর্তবার অধিকারী। কারণ, তাহারা নিজেদের অত্যধিক প্রয়োজনীয় জিনিস অপরের স্বার্থে উৎসর্গ করিয়া থাকে। অন্যরা নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিস দান করিয়া থাকে।

ذَوِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ নিকটাত্মীয় ব্যক্তি। দান প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাহার অগ্রাধিকার রহিয়াছে। তাহাকে দান করাই উত্তম দান।

হাদীসে আছে ঃ الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذوى الرحم ثنتان صدقة وصلة فهم اولى الناس بك وببرك واعطائك অর্থাৎ “গরীব-মিসকীনকে দান করিলে এক দানের ছাওয়াব মিলে আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করিলে দুই দানের ছাওয়াব পাওয়া যায়। এক ছাওয়াব দানের জন্য ও আরেক ছাওয়াব আত্মীয়তা রক্ষার জন্য। তাহারা হইল তোমার জন্য, তোমার নেকীর জন্য ও তোমার দানের জন্য সকল মানুষের চেয়ে উত্তম ব্যক্তি।” স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

وَالْيَتَامٰى অর্থাৎ যাহাদিগকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অসহায় রাখিয়া পিতা মারা গিয়াছে। ইয়াতীম সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেহ ইয়াতীম থাকে না।

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আন্ নাযাল ইব্ন সিবরা, যিহাক জুয়াইবির, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্তির পর কোন ইয়াতীম থাকে না।

وَالْمَسَاكِيْنَ অর্থাৎ যাহার খোরপোষ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই, এরূপ ব্যক্তিকে এমনভাবে দান করা উচিত, যাহাতে তাহার সকল অভাব দূর হইয়া যায়। সহীহ্দ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ

ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه ولا يفضن له فيتصدق عليه–

অর্থাৎ যাহারা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া একটি কি দুইটি খেজুর আর এক লোকমা কি দুই লোকমা খাবার কুড়াইয়া খায়, তাহারা মিসকীন নহে। পক্ষান্তরে যাহারা পরমুখাপেক্ষী হওয়ার

মত বিত্তহীন নহে, অথচ যাহা আছে তাহাতে ন্যূনতম অভাব মিটিতেছে না, তাহারাই মিসকীন।

وَابْنَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ এমন পথচারী বা মুসাফির যাহার রাহা খরচ নাই। তাহাকে এই পরিমাণ দান করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে সে নিরাপদে ঘরে ফিরিতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি দীনের কাজে বাহির হয়, তাহার রাহা খরচ না থাকিলে তাহারও যাতায়াত খরচ দিতে হইবে। মেহমানকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন-সেই মেহমানও মুসাফির হিসাবে গণ্য হইবে, যিনি কোন মুসলমান বাড়ীতে মেহমান হন ও তাহার রাহা খরচ না থাকে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ জা'ফর আল বাকের, আল হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, যুহরী, রবী ইব্‌ন আনাস এবং মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالسَّائِلِيْنَ অর্থাৎ যাহারা নিজের অভাব প্রকাশ করিয়া মানুষের কাছে কিছু চাহিয়া বেড়ায় ইহাঁদিগকে ভিক্ষুক বলা হয়। যাকাত ও সদকার তাহারাও প্রাপক।

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তৎপুত্র হুসাইন (রা) ফাতিমা বিন্তে হুসাইন (রা), ইয়ালী ইবনে ইয়াহয়া, মুহাম্মদ, মূসআব, সুফিয়ান, আব্দুর রহমান, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ للسائلين حق ولو جاء على الفرس অর্থাৎ "ভিক্ষুক অশ্বারোহণে আসিলেও ভিক্ষা পাইবার অধিকারী।"

وَفِى الرِّقَابِ অর্থাৎ কাহারও দাসত্বমুক্তির জন্য দান করা। যেই সকল ক্রীতদাস এই শর্তে দাসত্ব করিতেছে যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সে মালিককে দিলে মুক্তি পাইবে, অথচ উহা সে সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, তাহাকে সেই পরিমাণ অর্থ দান করা। সূরা বারাআতে সদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এই ব্যাপারে ইনশাআল্লাহ সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

ফাতিমা বিন্‌ত কয়েস হইতে ক্রমাগত শা'বী, আবূ হামযা, শুরাইক, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল হামীদ, আবূ হাতিম ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাকাত ছাড়াও সম্পদ হইতে অন্য কিছু দেয় রহিয়াছে কি ? তদুত্তরে তিনি وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।"

ফাতিমা বিন্‌ত কয়েস হইতে যথাক্রমে শা'বী, আবূ হামযা, শুরাইক, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল হামীদ, আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস এবং ইব্‌ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে বর্ণিত আছে ঃ

রাসূল (সা) বলেন-যাকাত ছাড়াও সম্পদ হইতে দেয় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَرِبِ আয়াতটির وَفِى الرِّقَابِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন।

হাদীসটি ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবূ হামযাকে দুর্বল রাবী বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে শা'বী হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন সালিম,

ইসমাঈল এবং সাইয়ারও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ অর্থাৎ রুকু-সিজদাসহ নামাযের প্রত্যেকটি বিষয় যথাসময়ে পরিপূর্ণ রূপে প্রশান্ত চিত্তে ভীতি ও বিনয়ের সহিত যথারীতি আদায় করা।

وَاٰتَى الزَّكٰوةَ আয়াতাংশের زَكٰوةَ শব্দের তাৎপর্য হইল আত্মার সংশোধন ও নিকৃষ্ট স্বভাব হইতে উহা পরিশুদ্ধ করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সাফল্য লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহাকে মন্দের সহিত সংমিশ্রিত করিয়াছে, সে ধ্বংস হইয়াছে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউনকে বলিয়াছিলেন ঃ

هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى

"তুমি কি তোমার আত্মাকে সংশোধন করিতে চাও না? আমি তো তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে ডাকিতেছি। অথচ তুমি ইহাতে ভয় পাও।"

যে সকল মুশরিক নিজদিগকে সংশোধন করে নাই, তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

"যে সকল মুশরিক যাকাত আদায় করে না, তাহাদের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম।" অর্থাৎ যাহারা শিরক হইতে নিজদিগকে পরিশুদ্ধ করে না, তাহাদের জন্য ওয়াইল দোযখ।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ এখানে যাকাত বলিতে সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

অবশ্য এই পর্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা সম্পদের সাদকা সম্পর্কিত ছিল অর্থাৎ পুণ্য ও প্রতিদানের আশায় অতিরিক্ত দান সম্পর্কিত। ফাতিমা বিন্ত কয়েসের হাদীসেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا অর্থাৎ যখন অংগীকারকারীগণ নিজ নিজ অংগীকার পালন করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلاَيَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ

"যাহারা আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়া থাকে এবং অংগীকার ভংগ করে না।"

এই গুণের বিপরীত দিক হইল কপটতা। যেমন সহীহ হাদীসে আছে ঃ

اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان

অর্থাৎ মুনাফিকের তিনটি লক্ষণ। যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে; আর যখন অংগীকার করে, উহা ভংগ করে এবং যখন আমানত রাখে, তাহা খেয়ানত করে। অপর এক হাদীসে আছে ঃ

واذا حدث كذب واذا عهد غدر واذا خاصم فجر–

“যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে; যখন সে অংগীকার করে ভংগ করে ও যখন সে ঝগড়া করে, গালি দেয়।” وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ আয়াতাংশে এখানে اَلضَّرَّاءِ অর্থ দারিদ্র্য, কষ্ট اَلْبَأْسَاءُ। অর্থ রোগ, শোক, জরা ক্লিষ্টতা এবং حِيْنَ الْبَأْسِ অর্থ রণাংগনে শত্রুর মোকাবিলায় কষ্ট স্বীকার। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, আবুল আলিয়া, মুর্রা আল হামদানী, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আল হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, আবূ মালিক, যিহাক প্রমুখ মনীষী উক্তরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। اَلصَّابِرِيْنَ। শব্দটি এখানে প্রশংসা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে উক্ত কঠিন কষ্টকর অবস্থায় যাহারা ধৈর্য ধারণ করে, তাহাদিগকে প্রশংসার মাধ্যমে উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে। اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا অর্থাৎ এই সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরাই কথা ও কাজে সংগতি সম্পন্ন যথার্থ ঈমানদার। وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ আর এই সকল লোকই সত্যিকারের খোদাভীরু। কেননা তাহারা নিজদিগকে আল্লাহর বান্দা বলিয়া দাবী করার পর সকল পাপ কার্য হইতে দূরে থাকে।

(١٧٨) - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(١٧٩) وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৭৮. “হে ঈমানদার সমাজ! তোমাদের জন্য হত্যার বিনিময়ে কিসাস (দণ্ড) অপরিহার্য করা হইল। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। যদি কোন হত্যাকারীকে তাহার নিহত ভাইয়ের উত্তরাধিকারীর তরফ হইতে ক্ষমা করা হয়, প্রচলিত রীতিতে তাহা মানিয়া লইয়া ন্যায়সংগত ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে লঘুদণ্ড ও অনুগ্রহ। অতঃপর যাহারা ইহার ব্যতিক্রম করিবে তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।

১৭৯. হে জ্ঞানীবৃন্দ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত; তোমরা হয়ত খোদাভীরু হইবে।”

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! কিসাস গ্রহণের সময়ে অবশ্যই তোমরা ইনসাফের পথ অনুসরণ করিবে। কোন আযাদ ব্যক্তি যদি হত্যাকারী হয়, তাহা হইলে আযাদ ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হইবে। তেমনি কোন গোলাম হত্যাকারী হইলে গোলাম এবং কোন নারী হত্যাকারিণী হইলে নারীই দণ্ডনীয় হইবে। এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের পূর্ব

পুরুষগণের মত সীমালংঘনকারী হইও না। তাহারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত দণ্ডবিধিতে রদবদল ঘটাইয়াছিল।

শানে নুযুল ঃ উক্ত আয়াতের শানে নুযুল এই যে, জাহেলী যুগে বনূ নজীর ও বনূ কুরায়যার ভিতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। উক্ত যুদ্ধে বনূ কুরায়যার পরাজয় ঘটে এবং বনূ নজীরগণ তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর বনূ নজীরের কেহ যদি বনূ কুরায়যার কাহাকেও হত্যা করিত, তাহা হইলে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত। অথবা বনূ নজীরের হত্যাকারীর দ্বিগুণ বিনিময় মূল্য দিতে হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা কিসাসের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিলেন। পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী ও বিদ্বেষের কারণে আল্লাহর বিধানে রদবদল ঘটাইয়া মানব সমাজে বিশৃংখলা ঘটাইয়াছে, তাহাদিগকে অনুসরণ না করার নির্দেশ দিলেন।

আলোচ্য আয়াতের অপর এক শানে নুযুলও বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হইতে ক্রমাগত আতা ইব্ন দীনার, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহিয়াহ, ইয়াহয়া ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বুকায়ের, আবূ যরআ ও আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেনঃ

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে জাহেলী যুগে প্রায়ই আরব গোত্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড চলিত। তখন একটি গোত্র অপর এক গোত্রের কিছু নারী ও দাস হত্যা করিয়াছিল। ইত্যবসরে ইসলাম আসায় তাহারা মুসলমান হইল। কিন্তু উক্ত হত্যাকার্যের প্রতিশোধ স্পৃহা তখনও তাহাদের ভিতর জাগ্রত ছিল। তাই যখন তাহাদের সংখ্যা ও সম্পদ বাড়িল, তখন তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা আমাদের নিহত নারী ও ক্রীতদাসের বদলা নিব তাহাদের পুরুষ ও স্বাধীন লোকদের হত্যা করিয়া। তাহাদের এই অন্যায় সংকল্প উপলক্ষেই নাযিল হইল ঃ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অর্থাৎ স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস ও নারীর বদলে নারী। অবশ্য এই আয়াত পরবর্তী اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ । (ব্যক্তির বদলে ব্যক্তি) আয়াত দ্বারা মানসূখ হইয়া যায়। এই আয়াতে নিহত ব্যক্তির বদলে শুধু হন্তাকেই প্রাণদণ্ড দানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন কি পরাধীন নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে এই নির্দেশ সমানে পাল্য।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অর্থাৎ এই নির্দেশের আলোকে তাহারা নিহত নারীর বদলে হন্তা পুরুষকে হত্যা করিত না; বরং নিহত পুরুষের বদলে যে কোন পুরুষ এবং নিহত নারীর বদলে যে কোন নারী হত্যা করিত। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

অর্থাৎ জীবনের বদলে জীবন ও চক্ষুর বদলে চক্ষু লওয়া হইবে। সুতরাং স্বেচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হন্তা স্বাধীন, পরাধীন, পুরুষ, নারী যাহাই হউক না কেন, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। তেমনি অংগ হানি ঘটানোর ব্যাপারেও নির্দিষ্ট অংগের বদলে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে নির্দিষ্ট অংগ গ্রহণ করা হইবে।

আবূ মালিক হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ। আয়াত দ্বারা اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ। আয়াতটি রহিত করা হইয়াছে।

মাস'আলা

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে দাস হত্যার বদলে স্বাধীন হন্তাকে হত্যা করা হইবে। কারণ, সূরা মায়িদার আয়াতে এই ব্যাপকতা বিদ্যমান। সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবূ লায়লা, দাউদ (র) প্রমুখের অভিমতও তাই। আলী (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব (রা), ইব্‌রাহীম নাখঈ, কাতাদাহ ও হাকেম (র)-ও এই মতের অনুসারী।

ইমাম বুখারী, আলী ইব্‌ন মাদিনী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইব্‌রাহীম নাখঈ সামুরাহ হইতে বর্ণিত আল-হাসানের ব্যাপকার্থক হাদীসের আলোকে উক্ত মতই সমর্থন করেন। তাহাদের মতেও ক্রীতদাস হত্যার বদলে হন্তা মনিবকে হত্যা করা হইবে। উক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ وَمَنْ خَصَاهُ خَصَيْنَاهُ

অর্থাৎ যদি কেহ তাহার দাসকে হত্যা করে, আমরা তাহাকে হত্যা করিব; যদি তাহার নাক কাটে, আমরা তাহার নাক কাটিব ও যদি তাহাকে খাসী করে, আমরা তাহাকে খাসী করিব।

তবে 'জমহুর উলামা' এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ দাসের বদলে স্বাধীনকে হত্যা করা যাইবে না। কারণ, দাস হইল পণ্যস্বরূপ। যদি কেহ ভুলক্রমে দাসকে হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার উপর দিয়াত ওয়াজিব হয় না; বরং উহার মূল্য পরিশোধ ওয়াজিব হয়। তাহা ছাড়া প্রভুর হাতে দাসের হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদির কোন ক্ষতি হইলে উহার কিসাস গ্রহণের হুকুম নাই। সুতরাং স্বেচ্ছায় দাস হত্যার ব্যাপারেও নীতি স্বভাবত-ই প্রযোজ্য হইবে।

জমহুর উলামা আরও বলেন ঃ কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে না। তাহারা ইহার সমর্থনে বুখারী শরীফের বর্ণিত আলী (রা)-এর এই হাদীস পেশ করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন—

لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ অর্থাৎ কোন কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে না।

এই হাদীসের পরিপন্থী কোন হাদীস বর্ণিত হয় নাই এবং ইহার কেহ অন্য কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করেন নাই। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ কাফির হত্যার বদলে মুসলমান হত্যা করা যাইবে। কারণ, সূরা মায়িদার আয়াত ব্যাপকার্থক।

আল হাসান ও আতা বলেন ঃ নারীর বদলে পুরুষ হত্যা করা যাইবে না। ইহাই তাহাদের মাজহাব আর উক্ত আয়াতই তাহাদের দলীল। জমহুর উলামা এই মতের বিরোধী। তাহারাও সূরা মায়িদার আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি পেশ করেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন— اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَابَ اَئُهُمْ। অর্থাৎ মুসলমানের রক্তের দাম সকলের সমান।

লায়েছ বলেন ঃ বিশেষত যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে হত্যা করে তাহা হইলে স্ত্রী হত্যার বদলে স্বামীকে হত্যা করা যাইবে না।

চার ইমাম ও অধিকাংশ আলিমের মায্হাব মতে যদি কয়েকজন মিলিয়া একজনকে হত্যা করে তাহা হইলে একজনের বদলে কয়েকজনকে হত্যা করা যাইবে। হযরত উমর (রা) তাঁহার খিলাফতের সময়ে সাত ব্যক্তি মিলিয়া একটি গোলাম হত্যা করায় উক্ত সাত জনকেই মৃত্যুদণ্ড দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ সান'আবাসী সকলে মিলিয়া যদি তাহাকে হত্যা করিত, তাহা হইলে আমি সকল সান'আবাসীকে হত্যার নির্দেশ দিতাম। তাঁহার এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন সাহাবাই আপত্তি তুলেন নাই। সুতরাং ইহা ইজমার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

ইমাম আহমদ হইতে উদ্ধৃত এক বর্ণনায় বলা হয়, একজনের বদলে একদলকে হত্যা করা যাইবে না এবং এক ব্যক্তির বদলে শুধু এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা যাইবে। ইবনুল মানজার এই মতের সমর্থনে মুআজ, ইব্ন যুবায়ের, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান, যুহরী, ইব্ন সিরীন ও হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত প্রমুখের অভিমত উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন – এই মতটিই বিশুদ্ধ। এক ব্যক্তির জন্য একদলকে হত্যা করার সমর্থনে কোন দলীল নাই। ইব্ন যুবায়ের যখন এই মত পোষণ করেন, তখন সাহাবাদের মতৈক্যের প্রশ্ন ওঠে না এবং সাহাবাদের মতৈক্য ছাড়া ইজমা হওয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করেন فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস প্রাণদণ্ডের স্থলে যদি বাদী অর্থদণ্ডে রাযী হয়, উহাই আসামীর জন্য ক্ষমা প্রদর্শন। আবুল আলিয়া, আবূ শা'ছা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, আতা, হাসান, কাতাদাহ ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এই মত পোষণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ অর্থাৎ বাদী যদি আসামীকে কিছু ছাড় দেয়। যেখানে প্রাণদণ্ড দানের অধিকার পাইবার সেখানে উহার বিনিময়ে যদি অর্থদণ্ড প্রদানে রাযী হয়, উহাই আসামীর প্রতি তাহার অনুকম্পা প্রদর্শন। আর فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ বাদীর এই দয়া সরলভাবে মানিয়া وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ বাদানুবাদ ও কাল বিলম্ব না করিয়া বিবাদীর উহা আদায় করা উচিত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত মুজাহিদ, আমর, সুফিয়ান ও হাকাম বর্ণনা করেন ঃ হত্যাকারী যথাযথভাবে দিয়াত আদায় করিবে। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, আবূ শার্ছা, জাবির ইব্ন যায়েদ হাসান, কাতাদাহ, আতা খোরাসানী, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম মালিক (র) হইতে ইব্ন কাসিমের বর্ণিত মশহুর অভিমত এবং ইমাম আহমদের অন্যতম অভিমত অনুসারে নিহতের অভিভাবক হন্তার সম্মতি ব্যতীত কিসাসের বদলে তাহার নিকট হইতে দিয়াত গ্রহণ করিতে পারিবে না। অবশিষ্ট ফিকাহবিদগণ দিয়াত গ্রহণের বেলায় হন্তার সম্মতি জরুরী মনে করেন না।

পূর্বসূরিদের একদল বলেন ঃ নারী হত্যার ব্যাপারে দিয়াতের অনুকম্পা প্রযোজ্য নহে। আল হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, ইব্ন শিবরিমা, লায়েছ ও আওযাঈ এই মত পোষণ করেন। অবশিষ্ট

সকল ফিকাহবিদ এই মতের বিরোধিতা করেন। কারণ, ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের জন্য স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়াত গ্রহণের অনুমতি প্রদান আল্লাহর তরফ হইতে উদারতা ও অনুকম্পা প্রদর্শন বৈ নহে। কারণ, অতীতের উম্মতের জন্য কিসাসই অপরিহার্য ছিল, কিসাস ও দিয়াতের ব্যাপারটি ঐচ্ছিক ছিল না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুজাহিদ, আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্ন মানসুর বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের জন্য হত্যার বদলে হত্যা অপরিহার্য ছিল এবং কোনরূপ অনুকম্পার ব্যবস্থা ছিল না।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ .... فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ আয়াতে অনুকম্পা বলিতে স্বেচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়াত গ্রহণের অনুমতিকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা বনী ইসরাঈলদের জন্য প্রদত্ত ব্যবস্থা হইতে উদার ও সদয় ব্যবস্থা। তাই ইহা যথাযথভাবে অনুসৃত ও সুষ্ঠুভাবে আদায় হওয়া উচিত। আমর ইব্ন দীনার হইতে একাধিক বর্ণনায় ইহাই বিবৃত হইয়াছে। ইব্ন হাব্বান তাঁহার সহীহ্ সংকলনে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ ও তাঁহার নিকট হইতে একদল বর্ণনাকারী উক্ত আয়াতের এই ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেন।

কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ ذَالِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে দিয়াত খাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে এই সুযোগ প্রদান করেন নাই। তাওরাত অনুসারীদের জন্য হয় কিসাস, নয় ক্ষমার ব্যবস্থা ছিল, দিয়াতের ব্যবস্থা ছিল না। পক্ষান্তরে ইঞ্জীল অনুসারীদের জন্য শুধু ক্ষমার বিধান ছিল। শুধুমাত্র এই উম্মতের জন্য কিসাস, দিয়াত ও ক্ষমা এই তিন ব্যবস্থাই রহিয়াছে। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও রবী ইব্ন আনাস (রা) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যদি কেহ দিয়াত গ্রহণের কিংবা দিয়াত গ্রহণে সম্মত হওয়ার পরেও হত্যা করে, তাহা হইলে তাহার জন্য কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান অনুরূপ ব্যাখ্যা-বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ দিয়াত গ্রহণের পর হত্যা করাকেই তাহারা সীমালঙ্ঘন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আবূ শুরায়েহ আল খুযাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন আবুল আওফা, হারিছ ইব্ন ফুযায়েল ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আবূ শুরায়েহ বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির কেহ নিহত অথবা আহত হয়, তাহা হইলে তাহার তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে। হয় সে কিসাস গ্রহণ করিবে, নতুবা দিয়াত গ্রহণ করিবে, অন্যথায় ক্ষমা করিবে। ইহা ছাড়া যদি সে চতুর্থ কোন ব্যবস্থা করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দান কর। উক্ত তিন ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের পর যদি কেহ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে উহা বাড়াবাড়ি হইবে এবং উহার পরিণতি হইবে অনন্ত নরকবাস।"

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত সামুরা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হাসান, কাতাদাহ ও সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

“যে ব্যক্তি দিয়াত গ্রহণ করিয়াও হত্যা করিয়াছে, তাহার দিয়াত আমি স্বীকার করিব না অর্থাৎ তাহাকে হত্যার নির্দেশ দিব।”

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যার যে বিধান জারি করা হইল, ইহার ভিতরেই তোমাদের জীবনের নিরাপত্তা নিহিত রহিয়াছে। ইহার লক্ষ্য হইল মানব জাতির সংরক্ষণ ও তাহাদের বংশধারাকে স্থায়িত্ব প্রদান। কারণ, যখন সবাই জানিতে পাইবে যে, হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইবে, তখন যে কেহ হত্যা করিবার ক্ষেত্রে সংযত হইবে। সুতরাং এই প্রাণদণ্ডের বিধান তোমাদের প্রাণের রক্ষাকবচ হইবে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে ছিল القتل انفى للقتل। অর্থাৎ প্রাণদণ্ড হত্যার প্রতিরোধক ব্যবস্থা। অথচ কুরআনের ভাষ্য وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ (কিসাসেই জীবন) ইহা অত্যন্ত আলংকারিক ও ব্যাপক তাৎপর্যবহ।

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ আয়াতাংশ সম্পর্কে আবুল আলিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিসাসকে এই ভাবে জীবনদায়ক করিয়াছেন যে, অসংখ্য লোক প্রাণদণ্ডের ভয়ে হত্যাকার্য হইতে বিরত থাকিতেছে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ মালিক, হাসান, কাতাদাহ, রবী ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে জ্ঞানী, সুধী ও বিবেকবান ব্যক্তিবৃন্দ! হয়ত ইহার ফলে তোমরা আল্লাহর নির্দেশিত নিষিদ্ধ ও পাপ কার্য হইতে বিরত থাকিবে।

تَقْوٰى শব্দটি এমন এক ব্যাপকার্থক বিশেষণ, যাহা দ্বারা একই সঙ্গে পুণ্য কর্ম সাধন ও যাবতীয় পাপ কার্য বিসর্জনকে বুঝায়।

(١٨٠) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ۝

(١٨١) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(١٨٢) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৮০. "তোমাদের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তোমরা কোন সম্পদ রাখিয়া গেলে উহার ব্যাপারে পিতা-মাতা ও স্বজনদের জন্য ন্যায়ভাবে ওসিয়ত করিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয করা হইল। মুত্তাকীদের ইহা দায়িত্ব।

১৮১. অনন্তর উহা (ওসিয়ত) শোনার পর যে ব্যক্তি উহাতে পরিবর্তন ঘটাইবে, সেই পরিবর্তনকারীরা নিঃসন্দেহে পাপ করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৮২. তবে যদি কেহ ওসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্বের কিংবা পাপাচারের আশংকা করে বলিয়া ওসিয়ত প্রাপ্তদের ভিতর আপোসে সংশোধন করিয়া দেয়, তাহাতে কোন পাপ নাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অনন্ত ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়াবান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য কালামে পাকে পিতা-মাতা ও আপনজনদের জন্য ওসিয়ত করাকে অপরিহার্য ঘোষণা করা হইয়াছে। সঠিক মত অনুসারে মীরাছের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। অতঃপর যখন মীরাছের ফরায়েয সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইল, তখন ইহার অপরিহার্যতা লোপ পাইল এবং আল্লাহর তরফ হইতে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত অংশ ফরয করা হইল। ফলে অংশীদারগণ ওসিয়ত ছাড়াই নিজ নিজ অংশের অধিকারী হইল এবং ওসিয়তকারীর ওসিয়ত নিষ্ক্রিয় হইল।

সুনানসহ অন্যান্য হাদীস সংকলনে এই প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন খারিজার এক হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-এর এক ভাষণে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন-আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ওয়ারিছের জন্য ওসিয়তের কোন অবকাশ নাই।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিরীন হইতে পর্যায়ক্রমে ইউনুস ইব্‌ন উবায়েদ, ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন উলিয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন সিরীন বলেন ঃ একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক বৈঠকে সূরা বাকারা পড়িতে পড়িতে এই আয়াতে পৌঁছিলেন اِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۨ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ। এবং বলিলেন, এই আয়াত মানসূখ হইয়াছে।

ইউনুস হইতে পর্যায়ক্রমে হুশায়েম ও সাঈদ ইব্‌ন মানসূরও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে উহা বর্ণনা করেন এবং বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে উহা বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন, الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ "বাপ-মা থাকা অবস্থায় ওসিয়ত ছাড়া আপনজনদের অন্য কেহ কোন অংশ পাইত না। অতঃপর মীরাছের আয়াত নাযিল হইল। ফলে পিতা-মাতার অংশ নির্ধারিত হইল ও অন্যান্য স্বজনদের জন্য মৃতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়তের অধিকার বহাল থাকিল।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ক্রমাগত আতা, উছমান ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইউনুস, সাবাহ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ। আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে এই আয়াত-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

"পুরুষদের জন্য তাহাদের বাপ-মা ও অন্যান্য আপনজন যাহা ছাড়িয়া যায় তাহাতে অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাহাদের বাপ-মা ও অন্যান্য আপনজন যাহা ছাড়িয়া যায় তাহাতে অংশ রহিয়াছে। উহা কম হউক কিংবা বেশি হউক। এই অংশ ফরয করা হইয়াছে।"

অতঃপর ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন উমর, আবূ মূসা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন, ইকরামা যায়দ ইব্ন আসলাম, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদাহ, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, তাউস, ইব্রাহীম নাখঈ, শুরায়েহ, যিহাক ও যুহরী বলেন, মীরাছের আয়াত আসিয়া আলোচ্য আয়াত মানসূখ করিয়াছে।

আশ্চর্য যে, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন উমর আর রাযী (র) কি করিয়া তাঁহার তাফসীরে কবীরে আবূ মুসলিম ইস্পাহানী হইতে উদ্ধৃত করিলেন যে, এই আয়াত মানসূখ হয় নাই। এই আয়াত মীরাছের আয়াতের ব্যাখ্যারূপে বহাল রহিয়াছে। তাই উহার তাৎপর্য এই যে, তাহা ওসিয়ত করিয়া যাওয়া তোমাদের জন্য ফরয করা হইল।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের সন্তানদের (মীরাছের) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওসিয়ত করিতেছেন। ইমাম রাযী আরও বলেনঃ ইহাই অধিকাংশ তাফসীরকার ও নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদদের অভিমত। তিনি আরও বলেন, তাফসীরকারদের একদল বলেন যে, এই আয়াত কেবল তাহাদের বেলায় মানসূখ মানা যায়, যাহাদের অংশ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহাদের অংশ সম্পর্কে মীরাছের আয়াত নীরব রহিয়াছে, তাহাদের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাস, হাসান মাসরূক, তাউস, যিহাক, মুসলিম ইব্ন ইয়াসার ও আলা ইব্ন যিয়াদের মায্হাব ইহাই।

আমি বলিতেছি ঃ সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদাহ এবং মাকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা আমাদের উত্তরসূরীদের পরিভাষার 'মানসূখ' কথাটি ব্যবহার করেন নাই। তাহাদের বক্তব্য এই যে, মীরাছের আয়াত আসিয়া ওসিয়াতের ব্যাপকার্থক আয়াতের মধ্য হইতে কতিপয়ের অংশ নির্ধারিত করিয়াছে মাত্র। কারণ, স্বজন কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই মীরাছের আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ ছাড়া অন্যান্য আপনজনদের বেলায় ওসিয়তের অপরিহার্যতা বহাল রহিয়াছে।

একদল ইমাম বলেন, ইসলামের শুরুতে ওসিয়ত করা মুস্তাহাব ছিল। মীরাছের আয়াত আসিয়া সেই হুকুম রহিত করিয়াছে। অন্যান্য ইমামগণ বলেন, ওসিয়ত ওয়াজিব ছিল। পাক কালামের ভাষ্য হইতে তাহাই প্রকাশ পায়। মীরাছের আয়াত আসিয়া ওসিয়তের হুকুম রহিত করিয়াছে। ইহাই অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফিকাহবিদের অভিমত। সুতরাং ইহা নিশ্চিত হইল যে, পিতা-মাতা ও অন্যান্য মীরাছপ্রাপ্ত আপনজনদের বেলায় সর্বসম্মতভাবেই ওসিয়ত বাতিল

হইয়াছে। এমন কি পূর্বোল্লেখিত হাদীস অনুসারে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সকল হকদারের হক নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাই ওয়ারিছের জন্য আর ওসিয়তের অবকাশ নাই। সেক্ষেত্রে মীরাছের আয়াত স্বতন্ত্র হুকুম লইয়া আসিয়াছে, উহা ওসিয়তের আয়াতের ব্যাখ্যা নহে। উহা জবিল ফরূয ও আসাবাদের হক নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ওয়াজিব হইয়া আসিয়াছে। তাই উহা আলোচ্য আয়াতের হুকুম সর্বতোভাবে রহিত করিয়াছে। তবে হাঁ, মীরাছ বহির্ভূত আপনজনদের বেলায় মৃতের সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওসিয়ত করা তাহার জন্য মুস্তাহাব। উহার ভিত্তি হইল এই ওসিয়তের আয়াত। তাহা ছাড়া সহীহ্‌দ্বয়ের ওসিয়তের ব্যাপারে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি এই ঃ

ما حق امرىء مسلم له شيئى يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده.

অর্থাৎ যে মুসলমানের কাছে ওসিয়ত করিয়া যাওয়ার মত কিছু রহিয়াছে, তাহার ওসিয়তনামা লিখিয়া সঙ্গে না রাখিয়া এমন কি দুই রাত্রি অতিবাহিত করা তাহার জন্য উচিত হইবে না।

ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর নিকট হইতে এই হাদীস শোনার পর এমন একটি রাত্রি আমাদের কাটে নাই যখন আমার সাথে লিখিত ওসিয়তনামা ছিল না। যাহা হউক, আপনজনদের সহিত সুসম্পর্ক রাখার ও তাহাদের হিত সাধনের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা রহিয়াছে।

আব্‌দ ইব্‌ন হামীদ তাঁহার মুসনাদে বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ্ মুবারক ইব্‌ন হাসান হইতে, তিনি নাফে' হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! দুইটি ব্যাপার তোমার আয়ত্তাধীন নহে। একটি হইল তোমার গোপন দানের বিনিময়ে আমিই তোমাকে পুণ্য ও পবিত্রতা দান করি। দুই. তোমার মৃত্যুর পর আমার নেক বান্দার দো'আ আমিই তোমাকে পৌঁছাইয়া থাকি।"

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا। অর্থাৎ সম্পদ। ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলিয়া, আতিয়া, আওফী, যিহাক, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও কাতাদাহ প্রমুখ হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

একদল বলেন, মীরাছের মতই সম্পদ কম হউক বা বেশি, ওসিয়তের বিধান প্রযোজ্য হইবে। তাহাদের অপর দল বলেন, সম্পদ বেশি না হইলে ওসিয়ত করা যাইবে না। এই মতভেদের ভিত্তিতেই ওসিয়তযোগ্য সম্পদের পরিমাণ নিয়া মতভেদ দেখা দিয়াছে।

উরওয়া হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল মাকবারী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত আলী (রা)-কে বলা হইল যে, কুরায়শের এক ব্যক্তি তিন-চারিশত দীনার রাখিয়া মারা গিয়াছে। অথচ সে কোন ওসিয়ত করিয়া যায় নাই। আলী (রা) বলিলেন, তাহার কিছুই দরকার নাই। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন اِنْ تَرَكَ خَيْرًا।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ উরওয়া হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, ইব্‌ন সুলায়মান ও হারূন ইব্‌ন ইসহাক আল হামদানীর মাধ্যমে আমার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, উরওয়া বলেন ঃ

"আলী (রা) নিজ গোত্রের এক রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষার জন্য উপস্থিত হইলে সে বলিল, আমাকে ওসিয়ত সম্পর্কে বলুন। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম সম্পদের জন্য ওসিয়তের নির্দেশ দিয়াছেন। তুমি তো নগণ্য সম্পদ রাখিয়া যাইতেছ। উহা তোমার সন্তানের জন্য রাখিয়া যাও।"

হাকাম বলেন, আব্বান আমাকে ইকরামার সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই বর্ণনা শোনান যে, তিনি বলেন। اِنْ تَرَكَ خَيْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তত ষাট দীনার রাখিয়া যায় নাই, সে ভাল সম্পদ রাখিয়া যায় নাই।

হাকাম আরও বলেন ঃ তাউস বলিয়াছেন যে, অন্তত আশি দীনার রাখিয়া না গেলে তাহাকে ভাল সম্পদ বলা যায় না। কাতাদাহ বলেন ঃ সাধারণত বলা হইত যে, হাজার বা তদুর্ধ দীনার না হইলে ভাল সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি সহকারে। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আল হাসান হইতে পর্যায়ক্রমে উব্বাদ ইব্‌ন মানসুর, মারূর ইবনুল মুগীরা, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিশার, হাসান ইব্‌ন আহমদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আল হাসান বলেন ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ অর্থাৎ হাঁ, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হইল মৃত্যুর প্রাক্কালে এরূপ সুন্দর ও ন্যায়সংগত ওসিয়ত করা, যাহাতে তাহার ওয়ারিছদের উপর চাপ না পড়ে এবং অপচয়ের সুযোগ না থাকে।

সহীহ্দ্বয়ে আছে, হযরত সা'দ (রা) প্রশ্ন করিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার তো বেশ কিছু সম্পদ রহিয়াছে। অথচ একমাত্র কন্যা ছাড়া আমার কোন ওয়ারিছ নাই। এখন কি আমি দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ ওসিয়ত করিয়া যাইব ? রাসূল (স) জবাব দিলেন–না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে কি অর্ধেক সম্পদ ওসিয়ত করিব ? তিনি জবাব দিলেন–না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইলে এক-তৃতীয়াংশ করিব ? তিনি জবাব দিলেন–এক-তৃতীয়াংশ। তবে তাহাও বেশি হইয়া যায়। তোমার ওয়ারিছগণকে দরিদ্র ও দুয়ারে দুয়ারে হাত পাতিয়া বেড়ানোর মত ভিক্ষুক অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে তাহাদিগকে সম্পদশালী রাখিয়া যাওয়া উত্তম।

সহীহ্ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ হায়, মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়ত করার বদলে এক-চতুর্থাংশ ওসিয়ত করিত। কারণ, রাসূল (সা) বলিয়াছেনঃ 'এক-তৃতীয়াংশ এবং এক-তৃতীয়াংশও বেশী।'

ইমাম আহমদ (র) বনূ হাশিমের গোলাম যিয়াদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন হাঞ্জালা হইতে বর্ণনা করেন যে, হাঞ্জালা ইব্‌ন জুজায়িস ইব্‌ন হানীফার দাদা হানীফা তাহার এক পালক ইয়াতীম পুত্রকে একশত উট ওসিয়ত করেন। ইহা তাহার সন্তানগণের উপর কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। ফলে

ব্যাপারটি রাসূল (সা) পর্যন্ত গড়ায়। হানীফা রাসূল (সা)-কে বলিলেনঃ আমি এই ইয়াতীম ছেলেটিকে লালন পালন করিয়াছি। তাই তাহাকে একশত উট ওসিয়ত করিয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ “না, না, না। সদকা হইবে হয় পাঁচ, নয় দশ, নয় পনের, নয় বিশ, নয় পঁচিশ, নয় ত্রিশ, নয় পঁয়ত্রিশ, বড় জোর চল্লিশ।” বর্ণনাকারী অতঃপর দীর্ঘ হাদীসটি সম্পূর্ণ বর্ণনা করেন।

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যদি কেহ ওসিয়ত শোনার পর উহার বক্তব্য, ভাষা ও পরিমাণে পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটায় অর্থাৎ উহাতে হ্রাস-বৃদ্ধি সাধন করে কিংবা উহার কিছু সুনিপুণভাবে গোপন করে, সে পাপী হইবে।

فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কতিপয় ব্যাখ্যাকার বলেন, মৃত ব্যক্তি তাঁহার ওসিয়তের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট পুরস্কার পাইবে এবং পাপের ভাগ বর্তাইবে ওসিয়ত পরিবর্তনকারীগণের উপর।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত আল্লাহ তা'আলা শুনিয়াছেন এবং তিনি মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত ও পরিবর্তনকারীর পরিবর্তনের ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত।

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, যিহাক, সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ الجنف। অর্থাৎ ভুল। ভুল যত রকমের হইতে পারে সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোন ওয়ারিছকে কৌশলে বা কোন বাহানা করিয়া অংশ বাড়াইয়া দিল। যথা অমুক জিনিসটি অমুকের কাছে বিক্রয়ের কথা ওসিয়ত করিল কিংবা অতি বাৎসল্যের কারণে মেয়ের ঘরের নাতিকে বেশি পরিমাণ ওসিয়ত করিয়া গেল ইত্যাদি। ইহা যদি ভুলক্রমে বাৎসলাধিক্যবশত হয় কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে এই পাপ কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই শরীআতসম্মতভাবে ইহা পরিবর্তন করা যাইবে। ওসিয়তকৃত বস্তুর কাছাকাছি অথবা উহার সদৃশ কিছু দ্বারা উহা এমনভাবে সংশোধন করা যেন ওসিয়তকারীর উদ্দেশ্য ও শরীআতের পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই ধরনের সংশোধন ও সাযুজ্য সৃষ্টিতে মূলত কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই ইহাকে পৃথকভাবে নিষেধাত্মক বাক্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে, যাহাতে বুঝা যায়, ইহা তেমন কিছু নহে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, যুহরী, আওযাঈ, ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ “পক্ষপাতদুষ্ট ওসিয়তকারীর ওসিয়ত যেভাবে তাহার মৃত্যুর পরে প্রত্যাখ্যাত হইবে, তেমনি পক্ষপাতদুষ্ট সদকাদাতার সদকা তাহার জীবদ্দশায়ই প্রত্যাখ্যাত হইবে।”

আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ হইতে আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, হাদীসটি বর্ণনায় ওয়ালিদ ইব্‌ন মযীদ ভুল করিয়াছে। এই বর্ণনাটি মূলত উরওয়ার নিজস্ব বক্তব্য। কারণ, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উহার সূত্র উরওয়া পর্যন্ত গিয়া শেষ করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, উমর ইবনুল মুগীরাহ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইউসুফ, মুহাম্মাদ, আহমদ ইব্‌ন

ইব্‌রাহীম ও ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ الجنف فى الوصية من الكبائر। অর্থাৎ ওসিয়তে পক্ষপাতদুষ্টতা কবীরা গুনাহ।

এই হাদীসটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারেও প্রশ্ন রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে উত্তম হাদীস বর্ণনা করেন আবদুর রাযযাক।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আশআছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير سبعين سنة فاذا اوصى حاف وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة.

অর্থাৎ নিশ্চয় একটি লোক সত্তর বৎসর পর্যন্ত নেক আমল করার পর পক্ষপাতদুষ্ট ওসিয়ত করিয়া বদ আমল দ্বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে অপর একটি লোক সত্তর বৎসর পর্যন্ত বদ আমল করার পর ন্যায়ানুগ ওসিয়ত করিয়া নেক আমল দ্বারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় ও জান্নাতে প্রবেশ করে।

আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতটি তোমরা পড়িয়া নিও ঃ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا "এই হইল আল্লাহর দেওয়া সীমানা। ইহা অতিক্রম করিও না।"

(١٨٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ

(١٨٤) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১৮৩. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইল, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হইয়াছিল; হয়ত তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

১৮৪. সীমিত কয়েকদিন মাত্র। তারপর তোমাদের যাহারা অসুস্থ কিংবা সফরে থাক, তাহারা অন্য দিনগুলোতে উহা পূর্ণ করিও। আর অক্ষম ব্যক্তি উহার ফিদিয়া হিসাবে মিসকীনকে খাওয়াইবে। যে ব্যক্তি ভাল কাজ বাড়াইয়া করে, তাহা তাহার জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানিতে (তাহা হইলে বুঝিতে) রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে এই উম্মতের ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করিতেছেন। রোযা হইল একমাত্র আল্লাহ তা'আলার

সন্তুষ্টির জন্যে পানাহার ও যৌনাচার হইতে বিরত থাকা। ইহার দ্বারা আত্মার পরিশুদ্ধি ও স্বভাবের পরিমার্জনা অর্জিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিতেছেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরেও রোযা অপরিহার্য করা হইয়াছিল। তাহাদের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় আদর্শ নিহিত ছিল। তাহারা ইহা পূর্ণভাবে পালন করিতে যত্নবান হইত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَكُمْ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ-

"আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য পথ ও পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন অবশ্যই সকলকে একই উম্মত করিয়া দিতেন। কিন্তু তোমাদিগকে যাহা কিছু তিনি দিয়াছেন তাহা দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য। অতএব তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতার সহিত অগ্রসর হও।"

এই প্রেক্ষিতেই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ রোযা ফরয করা হইয়াছে তদ্রূপ তোমাদের উপরও রোযা ফরয করা হইল। কারণ, ইহা শরীরের পবিত্রতা আনে ও শয়তানের পথগুলি সংকীর্ণ করে। তাই সহীহ্ সংকলনদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

يامعشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء-

অর্থাৎ হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে বিবাহ করার যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার বিবাহ করা উচিত। আর যাহার ক্ষমতা নাই তাহার রোযা রাখা উচিত। তাহার জন্য রোযা রাখাই খোজা হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রোযার পরিসংখ্যান বর্ণনা করেন। তিনি জানান যে, প্রতিদিনের জন্য রোযা নহে, তাহা মানুষের জন্য কষ্টকর হইবে। তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিবে না। তাই সীমিত কয়েক দিনের জন্য রোযা নির্ধারিত হইয়াছে।

ইসলামের প্রারম্ভে ঈমানদারগণ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা রাখিত। অতঃপর রমযানের একমাস রোযার বিধান আসায় উহা বাতিল হয়। শীঘ্রই উহার বর্ণনা আসিতেছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ অতীতের উম্মতদের উপর যেরূপ প্রতিমাসে তিন দিন রোযা ধার্য করা হইয়াছিল, মু'মিনরা শুরুতে তাহাই অনুসরণ করিতেছিল। মুআজ, ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, আতা, কাতাদাহ ও যিহাক হইতে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যিহাকের বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে, নূহ (আ)-এর যামানা হইতে রমযানের একমাস রোযা ফরয না হওয়া পর্যন্ত উক্ত একই বিধান অব্যাহত ছিল।

হাসান বসরী হইতে উব্বাদ ইব্‌ন মানসুর আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ হাঁ আল্লাহ তা'আলা অতীত উম্মতদের জন্য আমাদের মতই পূর্ণ একমাস রোযা ফরয করিয়াছিলেন আর اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থ হইল নির্দিষ্ট কয়েকদিন। সুদ্দী হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মদীনা নিবাসী আবূ রবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্‌ন আইয়ুব, আবূ আবদুর রহমান আল-মাকরী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ

“রাসূল (সা) বলেন–আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যও রমযান মাসে রোযা ফরয করিয়াছিলেন।” অবশ্য এই বর্ণনাটুকু একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ।

ইব্‌ন উমর হইতে পর্যায়ক্রমে জনৈক বর্ণনাকারী, রবী ইব্‌ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য রোযার সময়ে কাহারও ইশার নামায পড়িয়া নিদ্রা যাওয়ার পর পরবর্তী ইশার নামাযান্তে নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসাহচর্য নিষিদ্ধ ছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস, আবুল আলিয়া, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সায়মা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, রবী ইব্‌ন আনাস ও আতা খোরাসানীও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খোরাসানী আলোচ্য كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের উপরও এই নির্দেশ ছিল। শা'বী, সুদ্দী ও আতা খোরাসানী হইতে একই রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতঃপর ইসলামের প্রারম্ভিক অবস্থার জন্য রোযার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। তাই তিনি বলিলেন – فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ রুগ্ন ও সফরকারী রোযা রাখিবে না। কারণ, রোগাক্রান্ত কিংবা সফরের অবস্থায় রোযা রাখা অধিকতর কষ্টকর। তাই তখন রোযা ভংগ করিবে এবং পরে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সেই দিনগুলির কাযা রোযা আদায় করিবে। তাহা ছাড়া সুস্থ মুকীমগণের যদি কেহ রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও না রাখিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে এক রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীন খাওয়াইতে হইবে। কেহ যদি খুশি হইয়া এক রোযার বিনিময়ে একাধিক মিসকীন খাওয়ায় তাহা আরও উত্তম। উহা হইতেও উত্তম যদি তাহারা রোযা রাখে। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, তাউস, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ পূর্বসূরী আলোচ্য আয়াতদ্বয় প্রসঙ্গে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ ...... كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ মুআজ ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, আমর ইব্‌ন মুর্রা, মাসউদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ নামায ও রোযার তিন তিনবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নামাযের অবস্থার পরিবর্তন হইল এই, নবী করীম (স) মদীনায় আসিয়া সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়েন। অতঃপর قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ আয়াত নাযিল হওয়ার ফলে তিনি মক্কার দিকে ফিরিয়া নামায পড়া শুরু করেন। এই হইল প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন এই যে, নামাযের জন্য একত্রিত করার উদ্দেশ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া মুসল্লীগণকে আনা হইত। প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এইরূপ

ডাকাডাকি ও বাড়ি বাড়ি ছুটাছুটি এক কষ্টকর ব্যাপার ছিল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আব্দে রাব্বিহী নামক আনসার রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া আরয করিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি অর্ধনিদ্রিত ও অর্ধজাগ্রত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, সবুজ বর্ণের দুই পরিচ্ছদ পরিহিত এক ব্যক্তি কিবলামুখী হইয়া বলিতেছেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং এইভাবে কাদ কামাতিস সালাত দুইবার উহার সহিত যোগ করিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন –বিলালকে উহা শিখাও, সে উহা দ্বারা আযান দিবে। বস্তুত হযরত বিলালই প্রথম এই আযান দেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) আসিয়াও রাসূল (স)-কে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিও অনুরূপ দেখিয়াছি। অবশ্য আপনার কাছে অপর ব্যক্তি আমার আগে পৌছিয়াছে। যাহা হউক, ইহা হইল নামাযের ব্যবস্থায় দ্বিতীয় পরিবর্তন।

নামাযের ব্যবস্থায় তৃতীয় পরিবর্তন হইল এই যে, প্রথম দিকে মুসলমানদের কেহ যদি বিলম্বে হুযুর (সা)-এর পরিচালিত জামাআতে শরীক হইত, তাহা হইলে ইশারায় নামাযরত কোন মুসল্লীর কাছে কত রাকাআত পড়া হইয়াছে তাহা জানিয়া নিয়া আলাদাভাবে উহা পড়িয়া পরে জামাআতে শরীক হইত। বর্ণিত আছে, হযরত মুআজ (রা) ইহা অপসন্দ করিতেন এবং বলিতেন, আমি বিলম্বে আসিলে সঙ্গে সঙ্গে হুযুর (সা)-এর পেছনে ইক্তেদা করিয়া নামাযে শামিল হইব এবং তাঁহার সালাম ফিরাইবার পর অবশিষ্ট নামায আদায় করিব। বস্তুত একদিন তিনি বিলম্বে আসায় তাহাই করিলেন। হুযুর (সা) তাহা শুনিয়া বলিলেন, মুআজ তোমাদের জন্য একটি সুন্দর নিয়ম বাহির করিয়াছে। এখন হইতে তোমরাও তাহা করিবে। এইভাবে তৃতীয়বার নামাযের ব্যবস্থায় পরিবর্তন সাধিত হয়।

রোযার তিন অবস্থার একটি হইল এই যে, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করিয়া প্রথমদিকে প্রতিমাসে তিনটি রোযা ও আশুরার রোযা রাখিতেন। তারপর যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল, তাহাতে এখতিয়ার দেওয়া হইল যে, যাহার ইচ্ছা রমযানের একমাস রোযা রাখিবে এবং যাহার ইচ্ছা উহার প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে। অতঃপর যখন شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ হইতে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত নাযিল হইল, তখন সুস্থ মুকীমদের জন্য রোযা অপরিহার্য করা হয়, রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় কাযা আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য রোযার বিনিময়ে মিসকীন খাওয়ানো ঠিক রাখা হয়। ইহা হইল রোযার দ্বিতীয় অবস্থা।

বর্ণিত আছে যে, প্রথম দিকে মু'মিনগণ রোযার মাসে নিদ্রা যাইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও যৌনাচার অব্যাহত রাখিত। নিদ্রাগমনের পর হইতে উহা নিষিদ্ধ ভাবা হইত। জনৈক আনসার একবার সারাদিনের কর্মক্লান্তি নিয়া বাসায় ফিরিয়া ইশার নামায পড়িয়া খাওয়া-দাওয়া ছাড়াই ঘুমাইয়া পড়িলেন। অতঃপর না খাইয়াই পর দিন রোযা রাখিলেন। হুযুর (সা) তাহাকে অতি মাত্রায় ক্লান্ত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উক্ত আনসার সাহাবী উত্তরে আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর হুযুর (সা)-এর কাছে গিয়া উহা ব্যক্ত করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ হইতে ثُمَّ

اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ আয়াতটি নাযিল করেন এবং উহাতে সুবহে সাদিক হইতে মাগরিবের আযান পর্যন্ত রোযার সময় নির্ধারিত হয় আর অবশিষ্ট সময়টুকুতে পানাহার ও যৌনাচার বৈধ করা হয়। ইহা রোযার তৃতীয় অবস্থা। আবূ দাঊদ তাঁহার সুনানেও উহা উদ্ধৃত করেন ও হাকাম তাহার মুস্তাদরাকে মাসউদীর সনদে উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে অনুরূপ একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে যথাক্রমে উরওয়া ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ “প্রথমে আশুরার রোযা রাখা হইত। তারপর যখন রমযানের ফরয রোযার আয়াত নাযিল হইল, তখন যাহার ইচ্ছা উহা রাখিত, যাহার ইচ্ছা উহা রাখিত না।” ইমাম বুখারী ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন মাসউদ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে হযরত মাআজ (রা) বলেন, প্রারম্ভে রোযার অবস্থা ছিল এই যে, যাহার ইচ্ছা হইত রাখিত, যাহার ইচ্ছা হইত না রাখিত না এবং প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাওয়াইত।

ইমাম বুখারী সালমা ইব্‌ন আকূ' হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন অবস্থা ছিল এই যে, যাহার ইচ্ছা হইত রোযা না রাখিয়া উহার বিনিময়ে ফিদিয়া প্রদান করিত। পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিল। পরবর্তী আয়াত আসায় সেই অবস্থার অবসান ঘটিল। নাফে'র সনদে উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, উক্ত ইচ্ছাধীন ব্যবস্থা মানসূখ (রহিত) হইয়াছে। সুদ্দী মুর্রার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন আবদুল্লাহ উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ يُطِيْقُوْنَهُ অর্থাৎ যাহাদের জন্য রোযা কষ্টকর হয়। তিনি আরও বলেন-তাই যাহার ইচ্ছা রোযা রাখিত, যাহার ইচ্ছা রোযা ভংগ করিয়া মিসকীন খাওয়াইত। فَمَنْ تَطَوَّعَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন–অতিরিক্ত মিসকীন খাওয়ানো। আল্লাহ বলেন ঃ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ অর্থাৎ উহা রোযা ভংগকারীর জন্য ভাল। তবে وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ উহা হইতে তোমাদের জন্য উত্তম হইল রোযা রাখা। এই ব্যবস্থা মানসূখের আয়াত না আসা পর্যন্ত চালু ছিল। উক্ত আয়াত হইল فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -অতঃপর যে ব্যক্তি (রমযান) মাসটি পাইবে, তাহার উচিত হইবে রোযা রাখা।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা, আমর ইব্‌ন দীনার ও যাকারিয়া ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন এবং বলেন, মানসূখ হয় নাই। বরং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য রোযা রাখা কষ্টকর বিধায় তাহারা প্রতিদিন একজন মিসকীন খাওয়াইবে। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়েরের সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একাধিক বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আশআস ইব্‌ন সাওয়ার, আবদুর রহীম ইব্‌ন সুলায়মান ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত দ্বারা রোযা

রাখিতে অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক রোযার বদলে সে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে।

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আবূ লায়লা হইতে যথাক্রমে খালিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ওহাব ইব্‌ন বাকিয়্যা, হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহরাম আল মাখযুমী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ বর্ণনা করেন-আমি রমযানে একদিন হযরত আতার (রা) খিদমতে উপস্থিত হই। দেখিলাম, তিনি আহার করিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন যে, ইবন্ আব্বাস (রা) বলিয়াছেন فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন শুধু অতি বৃদ্ধদের জন্য উহার হুকুম অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের যাহার ইচ্ছা হয় রোযার বদলে মিসকীন খাওয়াইয়া নিজে পানাহার করিবে।

মোটকথা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সুস্থ মুকীমের জন্য রমযানের রোযা রাখা বাধ্যতামূলক হইয়া গিয়াছে এবং অক্ষম বৃদ্ধদের জন্য রোযার বদলে মিসকীন খাওয়াবার নির্দেশ অব্যাহত রহিয়াছে। এই রোযার তাহাদিগকে কখনও কাযা আদায় করিতে হইবে না। কারণ, তাহাদের এমন অবস্থা ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই যে, তাহারা উহার কাযা আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, যেই বৃদ্ধ মিসকীন খাওয়াবার ক্ষমতা রাখে, তাহার জন্য রোযার বদলে মিসকীন খাওয়ানো কি ওয়াজিব ? এই ব্যাপারে উলামাদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন ঃ মিসকীন খাওয়ানো জরুরী নহে। কারণ, অতি বার্ধক্য মানুষকে রোযা রাখিতে অক্ষম করিয়া দেয়। তাই তাহার উপর ফেদিয়া দেওয়া ওয়াজিব হয় না। যেমন শিশুর বেলায় তাহার প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কাহারও ক্ষমতার বাহিরে কোন দায়িত্ব চাপান না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর দুইটি মতের ইহা অন্যতম। তবে তাহার দ্বিতীয় মতই বিশুদ্ধ এবং অধিকাংশ উলামার মতের সহিত সামঞ্জস্যশীল। তাহা এই যে, অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার রোযার বিনিময়ে ফিদিয়া প্রদান ওয়াজিব। কারণ, সাহাবায়ে কিরামের কওল ও আমল দ্বিতীয় মতেরই সমর্থন জোগায়। যেমন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ কতিপয় সাহাবা وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, যাহার রোযা রাখিতে কষ্ট হয়, সে যেন প্রতি রোযার বদলে ফিদিয়া হিসাবে একজন মিসকীন খাওয়ায়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-ও উক্ত আয়াতাংশের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রোযা রাখিতে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ফিদিয়া হিসাবে মিসকীন খাওয়াইবে। হযরত আনাস (রা) অতি বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম হওয়ায় এক বৎসর কিংবা দুই বৎসর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে গোশ্‌ত রুটি খাওয়াইয়াছেন।

অবশ্য ইমাম বুখারী শেষোক্ত হাদীসটিকে 'মুআল্লাক' আখ্যা দিয়াছেন। তবে হাফিয আবূ ইয়ালী আল মুসেলী তাহার মুসনাদে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া উহার সনদ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাআজ, তাঁহাকে আমার পিতা ও তাহাকে ইমরান আইয়ুব ইব্‌ন আবূ তামীমা হইতে বর্ণনা করেন -হযরত আনাস (রা) যখন রোযা রাখিতে অক্ষম হইয়া পড়েন, তখন গোশ্‌ত-রুটি তৈরী করিয়া ত্রিশজন মিসকীন ডাকিয়া খাওয়াইলেন। এই

হাদীসটি আব্দ ইব্ন হামীদ ও রওহ ইব্ন উবাদাহ হইতে, তিনি ইমরান ইব্ন জারীর হইতে ও তিনি আইয়ুব হইতে বর্ণনা করেন। আব্দ ছাড়াও হযরত আনাস (রা)-এর ছয়জন সহচর তাঁহার সম্পর্কিত অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

গর্ভবতী ও প্রসূতির মাসআলাও অনুরূপ। যদি রোযা রাখার দরুন তাহার নিজের জীবন কিংবা বাচ্চার জীবন বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সে কোন্ পথ অনুসরণ করিবে তাহা লইয়া উলামাদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। একদল বলেন, সে তখন রোযার বদলে ফিদিয়া দিবে ও পরে রোযার কাযা আদায় করিবে। অপর দল বলেন, তাহাকে রোযার বদলে ফিদিয়া দিতে হইবে না, শুধু কাযা আদায় করিতে হইবে। চতুর্থ দল বলেন, তাহাকে রোযা রাখিতে হইবে না, উহার বিনিময়ে ফিদিয়াও দিতে হইবে না এবং উহার কাযাও আদায় করিতে হইবে না। এই মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ 'কিতাবুস সিয়াম'-এ স্বতন্ত্রভাবে প্রদান করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নিবেদিত এবং একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশী।

(١٨٥) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۖ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১৮৫. "মাহে রমযান হইল সেই মাস যাহাতে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়। উহা মানুষের জন্যে পথ নির্দেশনার প্রমাণপঞ্জি ও সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা সেই মাসটি পাইবে, সেক্ষেত্রে তাহাদের রোযা থাকা চাই। আর যাহারা অসুস্থ কিংবা ভ্রমণরত, তাহারা অন্য দিনগুলিতে উহা পূর্ণ করিবে। আল্লাহ তোমাদের ব্যাপার সহজ করিতে চাহেন এবং কঠিন করার অভিলাষী নহেন। আর তিনি চাহিতেছেন, তোমরা (সুবিধামতে) কাযা পূর্ণ কর আর আল্লাহ প্রদত্ত পথনির্দেশনার জন্য তোমরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। আর হয়ত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে মাহে রমযানের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতেছেন। সকল মাসের মধ্য হইতে তিনি রমযান মাসকে বাছিয়া লইয়াছেন কুরআন নাযিলের জন্য। ইহা ছাড়াও মাসটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ এই মাসেই আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য অম্বিয়ায়ে কিরামের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন ঃ ওয়াছিলা ইবনুল আসকাআ হইতে যথাক্রমে আবূ ফালীহ, কাতাদা, ইমরান আবুল আওয়াম ও বনূ হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ আমাদের নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ সহীফায়ে ইব্রাহীম রমযানের প্রথম রাত্রে, তাওরাত রমযানের ছয় তারিখে, ইঞ্জীল রমযানের তের তারিখে ও কুরআন রমযানের চব্বিশ তারিখে অবতীর্ণ হয়।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত আছে, যবূর রমযানের বার তারিখে ও ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং অন্যগুলি পূর্বোক্ত তারিখে অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ সহীফাসমূহ তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জীল সংশ্লিষ্ট নবীর উপর একবারেই নাযিল হইয়াছে। পক্ষান্তরে কুরআন একবারে নাযিল হইয়াছে পৃথিবীর আকাশের বায়তুল ইযযতে এবং তাহা রমযানের শবে কদরে অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. "আমি ইহাকে (কুরআন) মুবারক রাত্রে নাযিল করিয়াছি।" অতঃপর উহা পৃথক পৃথক ভাবে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আকরাম (সা)-এর উপর নাযিল হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

তেমনি ইসরাঈল সুদ্দী হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আবুল মুজালিদ হইতে, তিনি মুসলিম হইতে ও তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট হযরত আতিয়্যা ইব্ন আসওয়াদ জিজ্ঞাসা করেন -আমার অন্তরে এই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন, রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন যে, আমি ইহাকে (কুরআন) কদরের রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি। আবার এক আয়াতে বলেন, নিশ্চয় আমি ইহাকে (কুরআন) এক·পবিত্র রাত্রে নাযিল করিয়াছি। অথচ ইহা শাওয়াল, যিলহাজ্ব, মুহাররম, সফর, রবিউল আউয়াল ইত্যাকার বিভিন্ন মাসে অবতীর্ণ করেন। উত্তরে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন রমযান মাসে কদরের রাত্রিতে সম্পূর্ণটাই একবারে নাযিল হয়। অতঃপর উহা প্রত্যেক মাসে ও দিনে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইতে থাকে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ভাষাও ইহাই।

অপর এক রিওয়ায়েতে সাঈদ ইব্ন জুবায়ের হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রমযানে সমগ্র কুরআন প্রথম আকাশে অবতীর্ণ করা হয় এবং বায়তুল ইযযতে উহা রাখা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মানুষের প্রশ্নের জবাবের প্রেক্ষিতে বিশ বৎসর ধরিয়া অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইকরামা কর্তৃক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অপর এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পবিত্র রমযানের কদরের রাত্রিতে সম্পূর্ণ কুরআন একবারে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সহিত পর্যায়ক্রমে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছেন এবং যে কোন মুশরিক রাসূল (স)-এর নিকট ঝগড়া ও প্রশ্নাদি লইয়া আসিলে তাহাদিগকে উহার জবাব দান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

"কাফিররা বলিত যে, এই কুরআন সম্পূর্ণই একবারে কেন অবতীর্ণ হয় নাই ?" উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا.

"উহা এইজন্য একসাথে অবতীর্ণ করা হয় নাই যেন তোমাদের অন্তরকে সুদৃঢ় ও মজবুত রাখা যায়।"

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ এই আয়াতে কুরআন করীমের প্রশংসা করা হইতেছে যে, ইহা মানুষের অন্তরের জন্য পথ নির্দেশক এবং উহাতে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ রহিয়াছে। পরন্তু যে ব্যক্তি ইহার ব্যাপারে গবেষণা ও চিন্তা করিয়াছে, সে ইহা দ্বারা হেদায়েতের পথে পৌঁছিতে পারিয়াছে। কেননা ইহা গোমরাহী বিদূরক, সঠিক পথের সন্ধানদাতা এবং জটিলতা ও বক্রতা বিরোধী হক ও বাতিলের আর হালাল ও হারামের মধ্যে প্রভেদকারী।

পূর্বসূরি কোন কোন বুযুর্গ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা 'রমযান মাস' ছাড়া শুধু 'রমযান' বলাকে মাকরূহ জানিতেন। এই মর্মে হযরত ইব্ন আবি হাতিম এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ আমাদের নিকট আমার পিতা, মুহাম্মদ ইব্ন বক্কার ইব্ন রাইয়্যান-আবূ মা'শার মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকুরাবী ও সাঈদ মাকবেরী হইতে ও তাঁহারা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা রমযান বলিও না, কেননা রমযান হইল আল্লাহর নামসমূহের মধ্য এক নাম; বরং তোমরা রমযান মাস বলিও। ইব্ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন যে, মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) ইহাতে অনুমতি দান করিয়াছেন।

এই ক্ষেত্রে আমি বলিতে চাই যে, আবূ মা'শার নাজীহ ইব্ন আবদুর রহমান আলমাদানী যিনি মাগাযী ও সীরাতের (যুদ্ধের ও রাসূলুল্লাহ্র জীবনী বর্ণনার) ইমাম ছিলেন, তাঁহার রিওয়ায়েতকে দুর্বল গণ্য করা হয়। কেননা তাঁহার নিকট হইতে তদীয় পুত্র মুহাম্মদ এক হাদীস রিওয়ায়েত করিয়াছেন এবং হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত হাদীসকে হাফিয ইব্ন আদী অস্বীকার করিয়াছেন এবং শক্তভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। কেননা তাঁহার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসকে মারফূ বলাতে তাহার প্রতি সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে এক অধ্যায় বাঁধিয়াছেন যাহার নামকরণ করিয়াছেন 'রমযান অধ্যায়' এবং উহাতে রমযান সম্পর্কিত হাদীস জড়ো করিয়াছেন। যথা – من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه অর্থাৎ যে রমযানের রোযা বিশ্বাস ও ইয়াকীনের সহিত রাখিবে, তাহার অতীতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। উহাতে আরও এই ধরনের হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি রমযান মাসের চাঁদ প্রত্যক্ষ করিবে এবং যখন চাঁদ উদিত হয় তখন যদি সে স্বগৃহে থাকে, ভ্রমণে না থাকে এবং শরীর সুস্থ থাকে, তবে তাহার উপর রোযা রাখা ফরয হইবে এবং পূর্ববর্তী আয়াত ইহা দ্বারা রহিত হইয়া গেল। উক্ত আয়াতে ইহাকে মুবাহ বলা হইয়াছে এবং স্বগৃহে অবস্থানরত সুস্থ ব্যক্তিও রোযা ভাংগিতে পারিত এবং তৎপরিবর্তে ফিদিয়া হিসাবে প্রতিদিনের জন্য এক মিসকীনকে খাওয়াইত।

রোযার বর্ণনা শেষ হওয়ার পর উহাতে যে অবকাশ দান করা হইয়াছে উহার আলোচনা করিতেছেন। তাহা এই যে, রুগ্ন ও মুসাফির ব্যক্তিকে কাযা করার শর্ত সাপেক্ষে রোযা না রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যেমন. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ

أُخَرَ। অর্থাৎ যাহার শরীর রোগাক্রান্ত হয় ও তদ্দরুন রোযা রাখিতে অক্ষম হয় অথবা কষ্টদায়ক হয় অথবা ভ্রমণরত থাকে, তাহার রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রহিয়াছে। যদি সে রোযা না রাখে তবে সে ভ্রমণকালিন যে কয়দিন রোযা ভাঙ্গিয়াছে, সেই কয়দিন পরবর্তী সময়ে কাযা আদায় করিয়া লইবে। যেহেতু আল্লাহ তাহার বান্দার কাজ সহজ করিতে চান ও কষ্টদায়ক করিতে চান না, তাই বলা হইল يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ অর্থাৎ আল্লাহ ভ্রমণাবস্থায় ও রোগাক্রান্ত অবস্থায় রোযা রাখা ফরয থাকা সত্ত্বেও তোমাদিগকে এই অনুমতি দান করিয়াছেন। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল তোমাদের উপর ইহসান করা এবং অনুগ্রহ করা।

মাসআলা

এখানে অত্র আয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। প্রথমত পূর্ববর্তী বুযুর্গদের এক জামাআত এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের শুরুতে নিজ গৃহে অবস্থান করে ও তারপর মাসের মধ্যে ভ্রমণে চলিয়া যায়, তাহার জন্য সফরের কারণে রোযা ভঙ্গ করা জায়েয হইবে না। কেননা কালামে পাকে এরশাদ করা হইয়াছে فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ যে রমযানের চাঁদ দর্শন করিবে, তাহাকে অবশ্যই রোযা রাখিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি ভ্রমণাবস্থায় রমযানের চাঁদ দেখিবে, তাহার জন্য রোযা রাখা মুবাহ করা হইয়াছে। কিন্তু এই রিওয়ায়েত বিরল।

আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাযম স্বীয় কিতাব 'আলমুহাল্লায়' সাহাবা ও তাবেঈনদের এক জামাআতের নিকট হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, উহা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

পক্ষান্তরে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই মর্মে তাঁহার সুন্নাত প্রমাণিত আছে যে, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) রমযান মাসে বাহির হন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন তিনি রোযা ছাড়িয়া দেন এবং অন্য লোকদিগকেও রোযা ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। হাদীসটি সহীহাইন সংকলনকগণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাবেঈনদের অপর একদল এই দিকে গিয়াছেন যে, ভ্রমণাবস্থায় রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (তাহা হইলে তাহারা অন্য সময় কাযা রোযা আদায় করিয়া লইবে)। তবে জমহুর সাহাবাগণের বক্তব্যই হইল শুদ্ধ। তাহাদের মত হইল, রোযা রাখা না রাখা ইহা মুসাফিরের ইচ্ছাধীন, জরুরী নহে। কারণ, সাহাবায়ে কিরামগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রমযান মাসে সফরে বাহির হইতেন। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের মধ্য হইতে কেহ রোযা রাখিতাম এবং কেহ রোযা ছাড়িয়া দিতাম। ইহাতে রোযাদারগণ বেরোযাদারগণের উপর দোষারোপ করিত না। যদি রোযা ত্যাগ করা ওয়াজিব হইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে রোযা রাখিতে নিষেধ করা হইত।

পক্ষান্তরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কর্মধারা হইতে যাহা প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই রকম অবস্থায় রোযাদার ছিলেন। যেমন, হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে সহীহাইনে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রমযান মাসে ভীষণ গরমের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। অত্যধিক গরমের দরুন

আমরা মাথার উপর হাতে রাখিয়া চলিতেছিলাম। এবং আমাদের মধ্যে একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) ব্যতীত আর কেহই রোযা রাখিয়াছিল না।

তৃতীয়ত শাফেঈ (র) সহ উলামাদের এক জামাআতের অভিমত এই যে, সফরকালে রোযা রাখা রোযা না রাখার চাইতে উত্তম। কেননা, হুযুর (সা) সফরের অবস্থায় রোযা রাখিয়াছিলেন। পূর্বে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

একদল বলিয়াছেন যে, রোযা না রাখাই বরং উত্তম। তাঁহারা আয়াতে উল্লিখিত অবকাশকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। উপরন্তু হুযূর (সা) হইতে ইহার প্রমাণও আছে। হুযুর (সা) -কে সফরকালে রোযা রাখা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে, তিনি বলেন– "যে রোযা ত্যাগ করিয়াছে এবং যে রোযা রাখিয়াছে তজ্জন্য তাহার কোন দোষ হয় নাই।" অপর এক হাদীসেও হুযুর (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা (রোযা না রাখার) যে অবকাশ দান করিয়াছেন, উহা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।"

কেহ্ বলিয়াছেন যে, রোযা রাখা যদি কষ্টদায়ক হয় তাহা হইলে রোযা না রাখা উত্তম। কারণ, হযরত জাবির (রা) কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার উপর ছায়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুযুর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার ? লোকেরা বলিল, ইনি রোযা রাখিয়াছেন। হুযুর (সা) বলিলেন, 'সফর কালে রোযা রাখা কোন সৎকর্ম নয়'। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি সংকলন করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ্য এই যে, যদি কেহ সুন্নাত হইতে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং রোযা না রাখাকে মাকরূহ মনে করে, তবে তাহার জন্য রোযা না রাখা অবশ্যই কর্তব্য হইবে এবং রোযা রাখা হারাম হইয়া যাইবে।

অনুরূপ মুসনাদে ইমাম আহমদ প্রভৃতিতে হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত জাবির (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া অবকাশ গ্রহণ না করে, তাহার গোনাহ আরাফাত পাহাড়ের ন্যায় বিরাট হইবে।

চতুর্থ মাসআলা হইল কাযা রোযা সম্পর্কে। ইহা কি একাধারে রাখা ওয়াজিব অথবা পৃথক পৃথকরূপে রাখা শুদ্ধ হইবে ? এই সম্পর্কে দুই প্রকার অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এক অভিমত অনুযায়ী একাধারে রোযা রাখাকে ওয়াজিব বলা হইয়াছে। কেননা ফরয রোযা আদায়ের অবিকল অনুকরণ করাকে কাযা বলা হয়। দ্বিতীয় অভিমত হইল, একাধারে কাযা করা ওয়াজিব নয়; বরং যদি ইচ্ছা হয় পৃথক পৃথক ভাবে কাযা করিবে, আর যদি ইচ্ছা হয় একাধারে একটার পর একটা করিয়া কাযা আদায় করিবে। এইটি হইল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বুযুর্গদের মাযহাব এবং ইহার উপর বহু দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কেননা একের পর এক এইরূপে একাধারে রোযা রাখা রমযান মাসের রোযাকে রমযান মাসের মধ্যেই যথাযথ ভাবে আদায়ের প্রয়োজনে ওয়াজিব করা হইয়াছে। কিন্তু রমযান মাস চলিয়া যাওয়ার পর যে কয়দিন সে রোযা ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই কয়দিনের রোযা কেবল গণনা করিয়া রাখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (অন্য সময়ের দিনগুলিতে ঐ গণনার রোযাগুলি রাখিতে হইবে)। অতঃপর বলিতেছেন يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا

يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের কাজ আসান করিতে চাহেন, কঠিন করিতে চাহেন না।

এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রা) এক হাদীস বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট আবূ সালমা আল খুযাঈ ও আবূ জিলাল, জাদীদ ইব্‌ন জিলাল, আল আদবী হইতে, তিনি কাতাদাহ হইতে, তিনি আল আরাবী হইতে বর্ণনা করেন-"নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, উত্তম ধর্ম হইল উহা সহজ হওয়া। উত্তম ধর্ম হইল উহা সহজ হওয়া।"

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমাকে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন, তাহাকে ইব্‌ন জিলাল, তাহাকে আমের ইব্‌ন উরওয়া এবং তাহাকে আবূ উরওয়া বর্ণনা করিয়াছেন- একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করিলেন। তাঁহার মাথা হইতে ওযু অথবা গোসলের পানির ফোঁটা পড়িতেছিল। নামায শেষে একদল লোক তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি অমুক কর্ম করিতে অসুবিধা আছে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন-" আল্লাহর দীন হইল সহজ হওয়া"। তিনবার তিনি এই কথা বলেন।

ইমাম আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে আসিম ইব্‌ন হিলাল হইতে মুসলিম ইব্‌ন আবি তামীম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর, তাঁহার নিকট শো'বা ও তাঁহার নিকট আবূ তাইয়্যাহ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (র)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-"হে লোকসকল! তোমরা আসান কর, কঠোরতা করিও না, সান্ত্বনা দান কর, ঘৃণা করিও না।" সহীহাইনে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহাইনে আরও বর্ণিত আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত মুআজ ও হযরত আবূ মুসাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তখন তাহাদিগকে বলেন, "তোমরা উভয়ই লোকদিগকে সুসংবাদ দান করিও, ঘৃণা দেখাইও না, সহজ ব্যবহার করিও, কঠোর ব্যবহার করিও না, পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিও না।"

সুনান ও মুসনাদসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন بعثت بالحنيفية السمحة। অর্থাৎ আমি এক নিরবিচ্ছিন্ন সহজ ধর্মের সহিত প্রেরিত হইয়াছি।

হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ আমাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, তাহাকে ইয়াহয়া ইব্‌ন আবি তালিব, তাহাকে আবদুল ওহাব ইব্‌ন আতা, তাহাকে আবূ মাসঊদ হারিরী আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক হইতে ও তিনি মুহজান ইব্‌ন আদরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন- রাসূলুল্লহ (সা) এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখেন ও তাহার প্রতি অনেকক্ষণ পর্যন্ত ভাল করিয়া দেখিতে থাকেন। অতঃপর বলেন, তোমরা উহাকে সততার সহিত নামায পড়িতে দেখিতেছ ? বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি মদীনার লোকদের মধ্যে সর্বাধিক নামায আদায়কারী। হুযুর (সা) বলিলেন, ইহা তোমরা তাহাকে শুনাইও না, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের কাজ সহজ করিতে চাহেন, ইহাদের সহিত কঠোরতা করিতে চাহেন না।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ আয়াতের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তোমাদিগকে অসুস্থাবস্থায়, সফর ও এই ধরনের অসুবিধার সময় রোযা ভঙ্গ করার অবকাশ দান করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তোমাদের কাজ সহজ করা। আর তোমাদিগকে কাযা আদায়ের হুকুম দিয়াছেন, উহাও অসম্পূর্ণ দিনগুলি পূর্ণ করার জন্য। ফলে যেন তোমরা ইবাদত-বন্দেগী যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতে পার। আল্লাহর এই পথ নির্দেশনার স্মরণে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তাই বলা হইল ঃ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدَاكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন তজ্জন্য তোমাদের উর্চিত আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। কুরআন পাকে অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের সকল আহকাম প্রতিপালন করিয়া শেষ কর, তখন আল্লাহকে তোমাদের এমনভাবে স্মরণ করা উচিত যেরূপ তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে স্মরণ করিয়া থাক অথবা তদপেক্ষা অধিক। তেমনি অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُو
اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ যখন তোমাদের নামায আদায় শেষ হয়, তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহর দান অন্বেষণ কর এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিতে পার।

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ. وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
وَاِدْبَارَ السُّجُوْدِ-

অনন্তর সূর্যাস্তের পূর্বে এবং সূর্যোদয়ের আগে তোমার প্রভুর গুণ-গানপূর্ণ তাসবীহ পাঠ কর এবং নিশিকালে সিজদার পর তাঁহার তাসবীহ পাঠ কর।

এই কারণেই সুন্নাত হইল এই যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহ তা'আলার হামদ, তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করা উচিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায হইতে অবসর গ্রহণ একমাত্র আল্লাহু আকবার বাক্য দ্বারা জানিতাম। আলোচ্য আয়াত হইতে একদল উলামা ঈদুল ফিত্‌রের নামাযের মধ্যে তাকবীর বলাকে ওয়াজিব বলিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যেমন দাউদ ইব্ন আলী ইস্পাহানী আজ জাহেরী ঈদুল ফিত্‌রের তাকবীর বলাকে ওয়াজিব বলিয়াছেন। কারণ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ এর মধ্যে সুস্পষ্টরূপে আদেশসূচক পদ (আমরের সীগা) ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশ্য হযরত আবূ হানীফা (র)-এর মায্‌হাব হইল বিপরীত। তাঁহার মতে ঈদুল ফিত্‌রের তাকবীর বলা ওয়াজিব নহে, সুন্নত। অন্যরা ইহাকে মুস্তাহাব বলিয়া থাকেন। এতদসম্পর্কিত কতিপয় মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাকে তাঁহার ইবাদত করার হুকুম প্রদান করিয়াছেন, তখন তোমরা তাঁহার যাবতীয় ফরয কার্য সম্পন্ন কর, সকল হারাম কার্য ত্যাগ কর এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমানা লংঘন না করিয়া সংযমশীল হও। তাহা হইলে তোমরা তাঁহার কৃতজ্ঞ বান্দাগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

(١٨٦) وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ۭ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○

১৮৬. "যখন আমার বান্দারা তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, (তখন তুমি বলিয়া দাও) আমি খুবই সন্নিকটে আছি। যে কোন আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, তখন আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া থাকি। সুতরাং তাহাদের উচিত আমার কথায় সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর বিশ্বাস রাখা। হয়ত তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ আমাকে আমার পিতা তাহাকে ইয়াহয়া ইব্ন মুগীরা জারীর হইতে, তিনি ইবাদহ ইব্ন আবূ বুরয়া হইতে, তিনি সখতিয়ানী হইতে, তিনি সালত ইব্ন হাকীম ইব্ন মুআবিয়া ইব্ন হাইদাতুল কুশায়রী হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তাহার পিতা তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন-জনৈক আরব হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রভু কি আমাদের নিকটে আছেন, না দূরে আছেন ? যদি নিকটে থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত গোপনে কথা বলিব। আর যদি দূরে থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে উচ্চস্বরে আহ্বান করিব। এতদশ্রবণে নবী করীম (সা)-চুপ হইয়া রহিলেন। তখনই নাযিল হইল ঃ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَانِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ অর্থাৎ যখন আমি লোকদিগকে আমার নিকট প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়াছি, তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিলে আমি উহা কবুল করিব।

ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন হামীদ আর রাযী হইতে ও তিনি জারীর হইতে হাদীসটি রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া ও আবূ শাইখ আল ইস্পাহানী ও মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হামীদ হইতে ও তিনি জারীর হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক বলিয়াছেন যে, জা'ফর ইব্ন সুলায়মান আউফ হইতে ও তিনি হযরত হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসান বলিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের প্রভু কোথায় ? তখন মহিমান্বিত প্রভু এই আয়াত অবতীর্ণ করেন اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَانِّىْ قَرِيْبٌ হযরত ইব্ন জুবায়র হযরত আতা (রা) হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, যখন وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে বলিতেছেন যে, তোমরা আমারই নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করিব) আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ সময় দোয়া করিব তাহা যদি আমরা জানিতে পারিতাম ? অতঃপর وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَانِّىْ قَرِيْبٌ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ বলেনঃ আবদুল ওহাব ইব্ন আবদুল মজীদ সাকাফী ও খালিদ আলহাযা আবূ উছমান নাহদী হইতে ও তিনি আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন- আমরা হুযুর আকরাম (সা)-এর সহিত এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমরা যে কোন উঁচু স্থানে উঠিবার সময় এবং প্রত্যেক উপত্যকায় অবতরণের সময় উচ্চস্বরে তাকবীর বলিতে থাকিতাম। হুযুর আকরাম (সা) আমাদের নিকটে আগমন করিয়া বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা স্বীয় আত্মার প্রতি দয়া কর, তোমরা কোন বধির ও দূরবর্তীকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ তিনি তো অত্যধিক শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। তিনি তোমাদের যে কোন ব্যক্তির বাহনের গর্দান হইতেও অতি নিকটবর্তী রহিয়াছেন। হে আবদুল্লাহ ইব্ন কায়েস! তোমাকে কি জান্নাতের চাবির কথা বলিব ? "লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ" হইল জান্নাতের চাবি।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহীহাইনেও উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যরাও আবূ উছমান নাহদী হইতে (যাহার নাম হইল আবদুর রহমান ইব্ন আলী) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আমাকে সুলায়মান ইব্ন দাউদ, তাহাকে শু'বা ও তাহাকে কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِيْ وَاَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমার প্রতি আমার বান্দা যেরূপ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে আমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকি।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেনঃ আমাকে আলী ইব্ন ইসহাক, তাহাকে আবদুল্লাহ, তাহাকে আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির, তাহাকে ইসমাঈল ইব্ন উবায়দুল্লাহ করীমা বিন্ত ইব্ন খুশখাশ আল মুনীয়া ও তাহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন- আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا مَعَ عَبْدِىْ مَا ذَكَرَنِىْ وَتَحَرَّكَتْ بِىْ شَفَتَاهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমার বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে এবং আমার স্মরণে তাহার ওষ্ঠদ্বয় যখন নড়াচড়া করে, তখন আমি তাহার সহিত থাকি।

আমি বলিতেছি ঃ ইহা আল্লাহ তা'আলার কালামে পাকের অনুরূপ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ

"যাহারা খোদাভীরু ও সৎলোক তাহাদের সহিত আল্লাহ রহিয়াছেন।" তেমনি তিনি হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى–

"আমি তোমাদের উভয়ের সহিত থাকিয়া শুনিয়া থাকি ও দেখিয়া থাকি।"

ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা বৃথা যাইতে দেন না আর তিনি সেই প্রার্থনা হইতে অনবহিত থাকেন এমনও নহে; বরং তিনি সকল প্রার্থনা শ্রবণকারী।

এখানে দু'আর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং উহা যে আল্লাহ তা'আলার নিকট বৃথা যায় না, এই ওয়াদাও করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে ইয়াযীদ,

তাহাকে কোন এক ব্যক্তি, তাহাকে আবূ উছমান আন নাহদী ও তাহাকে হযরত সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করেন যে, হুযুর (সা) বলেন- আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন বান্দা যখন দুই হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া কোন কিছু কামনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শূন্য হাতে ফিরাইয়া দিতে লজ্জাবোধ করেন।

ইয়াযীদ বলেন ঃ আমার নিকট লোকেরা উক্ত ব্যক্তির নাম জাফর ইব্‌ন মায়মুন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আবূ দাউদ তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় জাফর ইব্‌ন মায়মুনের নিকট হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান গরীব বলিয়াছেন। আরও অনেকেই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে মারফূ হাদীস বলেন নাই। শায়েখ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আলমুযী (র) তাঁহার আতরাফে উহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং আবূ হাম্মাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি যবরকান ইহার অনুসরণে সুলায়মান তায়মী হইতে ও তিনি আবূ উছমান নাহদী হইতে অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেনঃ আবূ আমের আলী ইব্‌ন আবিল মুতাওয়াক্কিল আন নাজীর আবূ সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন-যদি কোন বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন দু'আ করে, যাহাতে গোনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক কর্তনের কিছু না থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তিন অবস্থার মধ্য হইতে একটি অবশ্যই দান করিয়া থাকেন। হয় সংগে সংগেই তাহার দু'আ কবুল করা হইয়া থাকে, অথবা পরকালের জন্য উহা সংরক্ষিত রাখা হয়, কিংবা উহা দ্বারা কোন বান্দার মুসীবত অথবা এই ধরনের বিপদ-আপদ দূরীভূত করিয়া থাকেন। এতদশ্রবণে সকলে আরয করিল-ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমরা অধিক পরিমাণে দু'আ করিব। হুযুর (সা) বলেন ঃ তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও অধিক পরিমাণে দান করিবেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে ইসহাক ইব্‌ন মনসুর আল কাওসাজ, তাহাকে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ, তাহাকে ছাওবান তাহার পিতা হইতে, তিনি মাকহুল হইতে ও তিনি জুবায়ের ইব্‌ন নফীর হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত তাহাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-পৃথিবীর বুকে অবস্থানকারী যে কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট দু'আ করিলে আল্লাহ তা'আলা উহা কবুল করিয়া থাকেন এবং যে যাহা চায় তাহাকে সাথে সাথে উহা দান করা হইয়া থাকে অথবা যদি কোন পাপমূলক বা আত্মীয়তা ছিন্নের দু'আ না করে তো উক্ত দু'আর বদৌলতে তাহার কোন বালা-মুসিবত দূর হইয়া যায়। আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত ও ইব্‌ন ছাওবান হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ফরিয়াবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান দারেমী ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আজহারের গোলাম আবূ উবায়েদ, ইব্‌ন শিহাব ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ তাহার দু'আর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করিবে, তাহার দু'আ কবুল হইবে। তাড়াহুড়া হইল এইরূপ বলা যে, আমি তো দু'আ করিলাম, কিন্তু আমার দু'আ কবুল হইল না।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ইমাম মালিকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারীর ভাষ্যে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ তা'আলা প্রতিদানে তাহাকে জান্নাত দান করেন।'

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ ইদ্রীস খাওশানী, ইয়াযীদ, মুআবিয়া ইব্‌ন সালেহ, রবীআ, ইব্‌ন ওহাব, আবূ তাহির ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যদি কোন বান্দা কোন পাপ অভিলাষ চরিতার্থের কিংবা আত্মীয়তা ছিন্নের প্রার্থনা না জানায় এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া না করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রার্থনা অবশ্যই কবুল করেন। লোকেরা প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ার অর্থ কি ? তিনি জবাব দিলেন-কাহারও এইরূপ বলা যে, নিশ্চয় দু'আ করিয়াছি, নিঃসন্দেহে দু'আ করিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, দু'আ কবুল হইল না। এই বলিয়া দু'আ করা ছাড়িয়া দেওয়া।

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাতাদাহ, আবূ হিলাল, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন- যতক্ষণ বান্দা তাড়াহুড়া না করিবে, ততক্ষণ মংগলে থাকিবে। লোকেরা প্রশ্ন করিল, তাড়াহুড়া কাহাকে বলে ? তিনি জবাব দিলেন, কাহারও এইরূপ বলা যে, আমি আল্লাহকে ডাকিলাম, কিন্তু তিনি আমার ডাকে সাড়া দিলেন না।

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কুসায়েত, আবূ সখর, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইমাম আবূ জাফর তাবারী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কোন বান্দা যখন কিছু প্রার্থনা করে এবং যদি সে তাড়াহুড়া না করে কিংবা ধৈর্যহীন না হয়, তাহা হইলে হয় যথাসত্বর দুনিয়ায় তাহাকে তাহা দেওয়া হয়, অন্যথায় পরকালের জন্য তাহা সংরক্ষিত রাখা হয়। উরওয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-হে আম্মা! তাড়াহুড়া ও ধৈর্যহীন হওয়ার অর্থ কি ? তিনি জবাব দিলেন-কাহারও এইরূপ বলা যে, প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কিছুই দেওয়া হইল না। ডাকিলাম, কিন্তু সাড়া পাইলাম না।

ইব্‌ন কুসায়েত বলেনঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন যুবায়েরকেও হযরত আয়েশা (রা)-এর অনুরূপ বলিতে শুনিয়াছি।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে যথাক্রমে আবূ আবদুর রহমান আল খাওলানী, বকর ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন লাহীআ, হাসান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

অন্তররাজির একটি হইতে অপরটি অধিকতর সংরক্ষণ তৎপর (ব্যস্ত)। তাই হে মানব! আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার সময়ে নিশ্চিত কবুলের বিশ্বাস লইয়া প্রার্থনা করিবে। কারণ, তিনি কখনও উদাসীনের অমনোযোগী প্রার্থনা মঞ্জুর করেন না।

ইব্‌ন আবি নাফে ইব্‌ন মা'দীকারেব হইতে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইসহাক ইব্‌ন আইয়ুব ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবি নাফে' ইব্‌ন মা'দীকারেব বলেন ঃ আমি ও হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহর (সা) খিদমতে اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। রাসূল (সা) তখন বলিলেন-হে পরোয়ারদেগার! আয়েশার এই প্রশ্নের উত্তর কি দিব ? তক্ষুণি হযরত জিব্‌রাঈল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন-আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম প্রদান করিয়া জানাইতেছেন যে, উক্ত আয়াতের তাৎপর্য হইল এই, যদি কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তি পবিত্র অন্তরে সৎ নিয়তে আমাকে ডাকে, তাহা

হইলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দেই ও তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। হাদীসটি সূত্র বিচারে 'হাসান গরীব শ্রেণীভুক্ত।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে যথাক্রমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আল কালবী ও ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন ঃ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলেন-"হে আল্লাহ! আমি দু'আর জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাই তোমার উপর কবুলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম। আমি হাযির হইয়াছি, আমি হাযির হইয়াছি, হে লাশরীক আল্লাহ! আমি উপস্থিত হইয়াছি। যত সব প্রশংসা, নি'আমত ও বাদশাহী একমাত্র তোমার। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি এক ও অদ্বিতীয়। তুমি কাহাকেও জন্ম দাও নাই এবং তোমাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তাই কেহই তোমার সমকক্ষ নহে। আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার সাক্ষ্য সত্য, বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, কিয়ামতের দিনের আগমন সন্দেহাতীত সত্য এবং কবরবাসীগণের পুনরুত্থানও সত্য।"

হযরত আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল হাসান, সালেহ আল মুযযী, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া আল কিতঈ, আল-হাসান ইব্ন ইয়াহয়া আল-ইযদী ও হাফিয আবু বকর আল বাযযার বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন-আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার কাজ হইল, তুমি একমাত্র আমারই ইবাদত করিবে এবং আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আমার কাজ হইল তোমার প্রতি কাজের বিনিময় দান এবং কোন কাজই বৃথা যাইতে না দেয়া। আর তোমার ও আমার যৌথ কাজ হইল তোমার দু'আ করা ও আমার কবুল করা।

দু'আর এই আয়াত রোযার আহকাম বর্ণনার মাঝে নাযিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা মূলত রোযার মাসে বিশেষত প্রতিদিন ইফতারীর সময় বেশি বেশি দু'আ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। যেমন ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র মুহাম্মদ, মুহাম্মদের পুত্র শুআয়েব, তাহার পুত্র আবূ মুহাম্মদ মালেকী ও ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি-"রোযাদারের ইফতারের সময়ের দু'আ কবুল হয়। তাই হে আবদুল্লাহ! যখন ইফতার করিবে, স্ত্রী ও সন্তানদিগকে একত্রে ডাকিয়া দু'আ করিবে। সেমতে তিনি ইফতারের সময়ে সকলকে একত্র করিয়া দু'আ করিতেন।"

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করেন যে, আমাকে হিশাম ইব্ন আম্মার, তাহাকে ওলীদ ইব্ন মুসলিম, তাহাকে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ আল মাদানী, তাহাকে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা ও তাহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"রোযাদারের ইফতারের সময়ের দু'আ কবূল হয় এবং উহা প্রত্যাখ্যান করা হয় না।"

উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা বলেন- আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে ইফতারের সময়ে এই দু'আ পড়িতে শুনিয়াছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সেই রহমত চাই যাহা সকল কিছুর ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। আর তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মুসনাদে আহমদ, সুনানে তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজায় বর্ণিত এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

"তিন ব্যক্তির দু'আ কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় না। ন্যায়পরায়ণ শাসকের দু'আ, রোযাদারের ইফতারকালীন দু'আ ও মযলুমের দু'আ। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মযলুমের দু'আকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ঠাঁই দিবেন এবং উহার আগমনের জন্য আকাশের সকল দুয়ার খুলিয়া দিবেন। অতঃপর বলিবেন-আমার মর্যাদার কসম! বিলম্বে হইলও আজ আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিব।"

(١٨٧) اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ
وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۠ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ
اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
فَلَا تَقْرَبُوْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

১৮৭. "সিয়ামের রাত্রিতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হইল। তাহারা তোমাদের ভূষণ ও তোমরা তাহাদের ভূষণ। তোমরা যে নিজেদের ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে তাহা আল্লাহ পরিজ্ঞাত। তাই তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। এখন হইতে স্ত্রী গমন কর এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা সন্ধান কর। আর প্রত্যূষের কালো রেখা বিলুপ্ত হইয়া সাদা রেখা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত পানাহার কর। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গে যাইও না। এই হইল খোদাপ্রদত্ত সীমারেখা। তাই ইহার পাশেও ঘেঁষিও না। এইভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁহার বাণীগুলি স্পষ্টভাবেই বিবৃত করেন যেন তাহারা বাঁচিয়া চলে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে রোযাদারগণকে বিশেষ সুযোগ দান করা হইয়াছে। ইসলামের প্রথমাবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ ছিল, এই আয়াতে তাহা বৈধ করা হইয়াছে। ইসলামের প্রথম যুগে ইফতারের পর ইশার নামায পর্যন্ত শুধু পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ ছিল। যদি কেহ ইহার পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িত কিংবা ইশার নামায পড়িয়া ফেলিত, তাহা হইলে পরবর্তী রাত্রি না আসা পর্যন্ত তাহার জন্য পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হইয়া যাইত।

ফলে তাহার পক্ষে উহা খুবই কষ্টকর হতই। এই কারণে উক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং রোযাদারগণকে সুযোগ দান করা হয়।

رَفَثْ শব্দটি এখানে স্ত্রী সংগম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, তাউস, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, উমর ইব্‌ন দীনার, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, যিহাক, ইব্‌রাহীম নাখঈ, সুদ্দী, আতা খোরাসানী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ

هُنَّ سَكَنٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ سَكَنٌ لَّهُنَّ অর্থাৎ স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শান্তিস্বরূপ ও তোমরা তাহাদের জন্য শান্তিস্বরূপ। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী ইব্‌ন আনাস বলেনঃ هن لحاف لكم وانتم لحاف لهن তাহারা তোমাদের জন্য লেপ স্বরূপ ও তোমরা তাহাদের জন্য লেপ স্বরূপ।

এই সকল ব্যাখ্যার সারকথা হইল এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়কে একসংগে অহরহ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হয় এবং পরস্পরের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে জীবন কাটাইতে হয়। পরন্তু একই শয্যায় তাহাদিগকে শয়ন করিতে হয়। সুতরাং তাহাদের জন্য রোযা যেন কষ্টকর ও পীড়াদায়ক না হয়, তার জন্য রমযানের রাতে স্ত্রীসহবাস বৈধ করা হইয়াছে।

এই আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে রাবী আইয়ুবের হাদীসে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। আবূ ইসহাক, বারাআ ইব্‌ন আযিব হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাবৃন্দের অবস্থা এই ছিল যে, তাঁহাদের কেহ যদি রোযা রাখিতেন এবং ইফতারের পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িতেন, তাহা হইলে রাত্রে জাগার পর আর পানাহার করিতেন না। ফলে তাহার জন্য সেই রাত্রিসহ পূর্ণ একটি দিন অতিবাহিত করার পর পাহানার বৈধ হইত। কয়েস ইব্‌ন সুরাকা আনসারী একদিন রোযা রাখিলেন। তিনি সারাদিন ক্ষেতে কাজ করার পর ইফতারের সময় আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-তোমার নিকট কিছু খাবার আছে কি ? সে জবাব দিল, না। তবে তোমার জন্য কোথাও হইতে কিছু খাবার জোগাড় করিয়া আনিতেছি। কয়েস ইব্‌ন সুরাকা সারাদিন পরিশ্রমের ফলে প্রবল ঘুম পাওয়ায় তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাহার স্ত্রী খাবার নিয়া আসিয়া দেখিল যে, তিনি ঘুমাইতেছেন। তখন সে বলিল, আফসোস, তুমি ঘুমাইয়া পড়িলে ? অতঃপর না খাইয়া পরদিন রোযা থাকায় বেলা দ্বিপ্রহরে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়েন। রাসূল (সা)-এর নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। অতঃপর উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহার ফলে সকলেই আনন্দিত হইল।

ইমাম বুখারী আবূ ইসহাকের সূত্রে হযরত বারাআ (রা) হইতে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয় ঃ রমযানের রোযার আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম সারা রমযান মাসে কখনও স্ত্রীগমন করিতেন না। কিন্তু কোন কোন সাহাবা ঘটনাচক্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইতেন। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে। অনন্তর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ রমযান মাসে মুসলমানগণ যখন ইশার নামায সম্পন্ন করিত, তাহার পর হইতে পরবর্তী মাগরিব পর্যন্ত তাহাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রীসংগম হারাম হইয়া যাইত। তথাপি তাহাদের কাহারও কাহারও ক্ষেত্রে রমযান মাসে উহার ব্যতিক্রম কার্য ঘটিয়া যায়। তাহাদের ভিতর হযরত উমর (রা)-ও ছিলেন। ফলে একদল লোক নবী করীম (সা)-এর দরবারে এই অভিযোগ উত্থাপন করে। তখন আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দানের এই আয়াত নাযিল করেন।

হযরত আওফা মূসা ইব্ন উকবা হইতে, তিনি কুরায়েব হইতে ও তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

মুসলমানগণ সিয়ামের এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রাত্রিকালে পানাহার ও স্ত্রীগমন করিত। কিন্তু যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন হইতে পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহারা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করিত না। এতদসত্ত্বেও একদিন আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, উমর ইব্ন খাত্তাব ঘুম হইতে জাগিয়া স্ত্রীগমন করিয়াছেন। ইত্যবসরে তিনি নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হইয়া আরয করিলেন- 'আমি আমার কৃতকার্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের নিকট অভিযোগ করিতে আসিয়াছি।' রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন-তুমি কি করিয়াছ ? তিনি জবাব দিলেন-'আমি রোযা রাখার ইচ্ছা পোষণ করিয়াও ঘুম হইতে জাগিয়া স্ত্রীগমন করিয়াছি।' রাসূল (সা) বলিলেন- ইহা তোমার জন্য শোভনীয় কাজ হয় নাই। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।'

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আতা ইব্ন রুবাহ, কয়েস ইব্ন সা'দ ও সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া বর্ণনা করেন ঃ

এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগে রমযানে মুসলমানগণ ইশার নামায শেষ করার পর নিদ্রা গেলে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাদের জন্য পানাহার ও স্ত্রী সংগম হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব ইশার নামাযের পর স্ত্রী সংগম করেন এবং সুরাকা ইব্ন কয়েস আনসারী মাগরিবের নামাযের পর নিদ্রা কাতর হইয়া ঘুমাইয়া পড়েন এবং রাসূল (সা)-এর ইশার নামায পড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন থাকেন। অতঃপর ইশার নামায পড়িয়া তিনি পানাহার করেন। পর দিন সকালে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর খিদমতে এই সকল অবস্থা ব্যক্ত করেন। তখনই নাযিল হইল ঃ

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ ..... ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

বস্তুত ইহা আল্লাহ তা'আলার বিরাট করুণা ও অনুগ্রহ বৈ নহে।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা হইতে যথাক্রমে হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান ও হিশাম বর্ণনা করেন ঃ

"একদিন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিগত রাত্রিতে আমি আমার স্ত্রীর কাছে সেই অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলাম, যাহা একটি পুরুষ নারীর

কাছে করিয়া থাকে। আমার স্ত্রী জানাইল, সে নিদ্রা গিয়াছিল। আমি উহাকে তাহার বাহানা ভাবিয়া তাহার সহিত সহবাস করিয়াছি।' তখনই তাহার উপলক্ষে এই আয়াত নাযিল হইলঃ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ ..... ইব্‌ন আবূ লায়লা হইতে শু'বা ও আমর ইব্‌ন শু'বা পর্যায়ক্রমে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। কা'ব ইব্‌ন আবদুল মালেক হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব বনু সালমার গোলাম মূসা ইব্‌ন জুবায়ের, আবূ লাহীআ, ইব্‌নুল মুবারক সুয়ায়েদ, মুছান্না ও আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"রমযান মাসে লোকদের অবস্থা এই ছিল যে, যদি কেহ রোযা রাখিয়া রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িত তাহা হইলে উহার পর হইতে তাহার জন্য পরবর্তী ইফতার পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হইত। এক রাত্রে উমর ইব্‌ন খাত্তাব রাসূলুল্লাহর (সা) দরবার হইতে দেরীতে ঘরে ফিরেন। তখন তাহার স্ত্রী ঘুমাইতেছিলেন। তিনি তাহার কাছে কামনা চরিতার্থের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, আমি তো নিদ্রা গিয়াছিলাম। তিনি উহা অবিশ্বাস করিলেন এবং তাহার সহিত সহবাস করিলেন। কা'ব ইব্‌ন মালেক বলেন-প্রত্যূষেই উমর ইব্‌ন খাত্তাব রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হন এবং তাঁহাকে এই অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْاٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ অর্থাৎ তোমরা যে নিজ ব্যাপারে খিয়ানত করিতেছিলে, তাহা আল্লাহ তা'আলা জানিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তাওবা কবূল করিয়াছিলেন তাই এখন হইতে তোমরা স্ত্রীগমন কর।

অনুরূপভাবে মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, কাতাদাহ প্রমুখ হযরত উমর (রা) ও সুরাকা ইব্‌ন কয়েস আনসারীর ঘটনাকে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহর রহম, অনুগ্রহ ও ভালবাসা স্বরূপ রমযানের সারা রাত্র স্ত্রী সহবাস করা, আহার করা ও পান করাকে আল্লাহ তা'আলা মুবাহ করিয়া দিয়াছেন।

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ (আল্লাহ তোমাদের জন্য যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, উহা অন্বেষণ কর) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন আব্বাস, আনাস, কাজী শুরাইহ, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম, হাকাম ইব্‌ন উতবা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, হাসান বসরী, যিহাক, ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ সাহাবা ও তাবেঈন বলেনঃ ইহার অর্থ 'সন্তান'।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর অর্থ 'সহবাস' করিয়াছেন। উমর ইব্‌ন মালেক আল বুকরী আবূ জাওযা হইতে ও তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ এর অর্থ লাইলাতুল কদর করিয়াছেন। ইব্‌ন আবি হাতিম ও ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক বলেনঃ মুআম্মার আমাকে সংবাদ দান করিয়াছেন যে, কাতাদাহ বলিয়াছেনঃ وَابْتَغُوْا الرُّخْصَةُ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ يَقُوْلُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা সেই অবকাশের অনুসন্ধান কর যাহা তোমাদের জন্য লিখিত হইয়া গেল। কেহ বলিয়াছেন ঃ "যাহা কিছু তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে উহার অনুসন্ধান কর।"

আবদুর রাযযাক আরও বলেনঃ ইব্ন উয়াইনা উমর ইব্ন দীনার হইতে ও তিনি আতা ইব্ন আবি রুবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ আয়াত আমরা কিভাবে তিলাওয়াত করি ? তিনি বলিলেন, যেভাবে ইচ্ছা তিলাওয়াত করিতে পার। কারণ, তিলাওয়াত করাই শ্রেয়। ইব্ন জারীর আয়াতটিকে বর্ণিত সকল ক্ষেত্রের জন্য ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

"অর্থাৎ যতক্ষণ না ভোরের কালো রেখা হইতে সাদা রেখা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আহার কর, পান কর, ইহার পর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।"

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের দ্বারা রোযাদার ব্যক্তির জন্য রাত্রির অন্ধকার হইতে প্রত্যূষের আভা রাত্রির যে কোন অংশে উদ্ভাসিত হইয়া উঠা পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস সহ আহার করা ও পান করা মুবাহ করিয়াছেন। ইহাকেই কালো সুতা হইতে সাদা সুতা উদ্ভাসিত হওয়া বলা হইয়াছে। এবং এই অর্থ পরিগ্রহণে যে সন্দেহের কারণ দেখা দিতে পারিত আয়াতে উল্লিখিত 'মিনাল ফাজরে।' (অর্থাৎ প্রত্যূষের আভা) দ্বারা উহা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট ইব্ন আবি মরিয়ম, তাহার নিকট আবূ গাস্সাল মুহাম্মদ ইব্ন মাতরাফ, তাহার নিকট সহল ইব্ন সা'দ হইতে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, সহল ইব্ন সা'দ বলিয়াছেন-যখন وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ। নাযিল হয়, তখন مِنَ الْفَجْرِ নাযিল হয় নাই। ফলে যখন লোকেরা রোযা রাখিত, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের পদদ্বয়ে কাল সুতা ও সাদা সুতা বাঁধিয়া লইত এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত সুতাদ্বয়ের কাল ও সাদা রঙ স্পষ্টরূপে দেখা না যাইত, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পানাহার করিতে থাকিত। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ। আয়াতাংশ নাযিল করেন। অতঃপর সকলে জানিতে পারিল যে, ইহার অর্থ হইল রাত্রি ও দিন।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ আমাকে হিশাম, তাহাকে হেসীন শা'বী হইতে ও তিনি আদী ইব্ন হাতিম হইতে বর্ণনা করেন-যখন এই আয়াত নাযিল হয়, তখন আমি কাল ও সাদা দুইটি সুতা লইয়া উহা আমার বালিশের নিচে রাখিয়া দিলাম। আমার নিকট যখন কাল হইতে সাদার পার্থক্য পরিষ্কার হইয়া উঠিল, তখন আমি পানাহার বন্ধ করিলাম। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গমন করিলাম এবং যাহা করিয়াছি উহা সকলই ব্যক্ত করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ان وسادك لعريض انما ذلك بياض النهار من سواد الليل। অর্থাৎ 'তোমার বালিশ তো বিরাট লম্বা হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য হইল, রাত্রির অন্ধকার হইতে দিনের আলো পরিস্ফুট হইয়া উঠা।'এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আলী হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রাসূল (সা) কর্তৃক বর্ণিত 'তোমার বালিশ বিরাট লম্বা' এই কথার মর্ম এই যে, যদি কাল সুতা ও সাদা সুতা বালিশের নিম্নে ঠাঁই পায়, তাহা

হইলে উহার নিম্নে দিনের আলো ও রাত্রির আঁধারের স্থান সংকুলান হইয়া গিয়াছে। অতএব উক্ত বালিশের পূর্ব ও পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া আবশ্যক হইবে।

সহীহ্ বুখারীতে আদী ইব্‌ন হাতিম হইতে পর্যায়ক্রমে শা'বী, হেসীন, আবূ আওয়ানা ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল বর্ণনা করেনঃ আমি একটি সাদা সুতা ও একটি কাল সুতা ধারণ করিতাম। কোন কোন রাত্র এমন হইত যে সাদা ও কাল ভালভাবে দেখা যাইত না। এক রাত্রে এইরূপ হইল। যখন সকাল হইল তখন হুযুর (সা)-কে গিয়া বলিলাম- আমার বালিশের নিচে কাল সুতা ও সাদা সুতা রাখিয়া দিয়াছি। হুযুর (সা) তাহা শুনিয়া বলিলেন-যদি তোমার বালিশের নিচে সাদা সুতা ও কাল সুতার স্থান সংকুলান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো তোমার বালিশ নিশ্চয় বিরাট লম্বা হইবে।

কোন কোন রিওয়ায়েতে লম্বা গর্দানও আসিয়াছে। কেহ আবার লম্বা গর্দানের দ্বারা স্মৃতিশক্তি কম হওয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই অর্থ ঠিক নহে। বরং ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, যদি তাহার বালিশ লম্বা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার গর্দানও লম্বা হইবে। বুখারী শরীফের রিওয়ায়েতেও ইহার এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কুতায়বা ও জারীর মাতরাফ হইতে, তিনি শা'বী হইতে ও শা'বী হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাদা সুতা ও কাল সুতা কি ? উহা প্রকৃতই কি দুই প্রকার সুতা ? হুযুর (সা) বলিলেন-তুমি যদি দুই প্রকার সুতা দেখিয়া থাক, তবে নিশ্চয় লম্বা গর্দানওয়ালা সাজিয়াছ। তারপর বলেন-না; বরং উহা হইল রাত্রির অন্ধকার ও দিনের আলো। সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করাকে সিদ্ধ করিয়া দেওয়ায় সেহরী খাওয়া যে মুস্তাহাব উহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কেননা ইহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ এবং ইহা গ্রহণ করা ও প্রিয় হওয়া উচিত। এই কারণেও প্রিয় হওয়া উচিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সেহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী হাদীসেও বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

تسحروا فان فى السحور بركة অর্থাৎ তোমরা সেহরী খাও, কেননা সেহরীর মধ্যে বরকত নিহিত রহিয়াছে। মুসলিম শরীফে হযরত উমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- "আমাদের এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহরী খাওয়া।" ইমাম আহমদ বলেনঃ ইসহাক ইব্‌ন ঈসা ওরফে ইব্‌ন তাব্বা আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে, তিনি আতা ইব্‌ন ও তিনি আবূ সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- সেহরী খাওয়া বড় বরকতের কাজ। উহা পরিহার করিও না। অন্তত এক ঢোক পানি হইলেও পান করিও। কেননা আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতারা সেহরী ভক্ষণকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করিয়া থাকেন। অনুরূপ সেহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদায়ক আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এমনকি এক ঢোক পানি পান করাকেও আহারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া সেহরী খাওয়াকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই মর্মে

হযরত আনাস ইব্ন মালেক কর্তৃক যায়েদ ইব্ন ছাবিত হইতে এক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসে উল্লিখিত আছে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাহরী খাইতাম এবং তার পরেই নামাযের জন্য চলিয়া আসিতাম। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, আমি হযরত যায়েদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আযান এবং সাহরীর মাঝখানে কতটুকু সময় থাকিত ? তিনি বলেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত পরিমাণ সময় থাকিত।

ইমাম আহমদ মূসা ইব্ন দাউদ ইব্ন লাহীয়া হইতে, তিনি সালিম ইব্ন গায়লান হইতে, তিনি সুলায়মান ইব্ন আবি উছমান হইতে, তিনি ইবনুল হামিদ হইতে ও তিনি হযরত আবূ যর (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমার উম্মত যতদিন পর্যন্ত শীঘ্র করিয়া ইফতার করিবে এবং বিলম্বে সাহরী খাইবে ততদিন মঙ্গলের মধ্যে থাকিবে।" এইরূপ হাদীস এই মর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহরী খাওয়াকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বরকতময় খাদ্য নাম রাখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ প্রমুখ হাম্মাদ ইব্ন সালমা হইতে, তিনি আসিম ইব্ন বাহদালাহ হইতে, তিনি যায়েদ ইব্ন জাইশ হইতে এবং তিনি হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এমন সময় সাহরী খাইয়াছি যে, তখন দিন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সূর্য উদিত হইয়াছিল না।" অবশ্য অত্র হাদীসের অন্যতম রাবী আসিম ইব্ন আবূ নাজওয়াদ ইহা একাই বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ী ইহা দ্বারা দিবাভাগের প্রারম্ভ বুঝাইয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে বলেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْا هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ.

অর্থাৎ যখন ঐ সকল স্ত্রী নিজ নিজ সময়ে পৌঁছিয়া যাইবে অর্থাৎ যখন কোন ইদ্দতকাল শেষ হইয়া যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিবে, তখন হয় ভদ্রোচিত নিয়মে তাহাকে রাখিয়া দিবে অথবা উত্তমরূপে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করাইয়া দিবে। তদ্রূপ অত্র হাদীসের ক্ষেত্রেও এই উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে যে, তাহারা সাহরী খাইতেন, কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকিত না। এমনকি কেহ ধারণা করিত যে, সকাল হইয়া গিয়াছে এবং কাহারও আবার এই ধারণার উদয় হইত না। পূর্ববর্তী সাহাবাগণের অধিকাংশ সাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন-সুবহে সাদিকের একেবারে নিকটবর্তী সময় আমরা সাহরী খাইতাম। এই ধরনের বর্ণনা হযরত আবূ বকর, উমর, আলী, ইব্ন মাসউদ, হুযায়ফা, আবূ হুরায়রা, ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) প্রমুখ সম্মানিত সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাবেঈনদের এক বিরাট জামাআত হইতেও সুবহে সাদিকের উদয় হওয়ার নিকটবর্তী সময় সাহরী খাওয়া সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন, আবূ মাজলাজ, ইব্রাহীম নাখঈ, আবূদ্দোহা, আবূ ওয়ায়েল প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। তাঁহারা শিষ্য হইলেন হযরত ইব্ন মাসউদ, আতা, হাসান, হাকাম ইব্ন উয়াইনা, উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, আবূ শা'ছা জাবির ইব্ন যায়েদ প্রমুখ বুযুর্গের। আ'মাশ ও জাবির ইব্ন রাশেদও এই মত পোষণ করেন। আমি কিতাবুস সিয়ামিল মুফরাদে ইহাদের সকল সূত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে কোন কোন ব্যক্তির বরাত দিয়া সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সাহরী খাওয়াকে জায়িয বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেরূপ সূর্যাস্তের পর ইফতার করা জায়িয হইয়া থাকে। কিন্তু আমি বলিব, আমার যতদূর বিশ্বাস, এই উক্তি কোন বিদ্বান ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা কুরআনের অকাট্য প্রমাণ ইহার বিরোধিতায় বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন, কুরআনে বলা হইয়াছে- "তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না প্রত্যূষের কাল সুতা হইতে সাদা সুতা পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পায়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা সম্পূর্ণ কর।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে এক হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান যেন তোমাদিগকে স্বাহরী হইতে বিরত না রাখে। কারণ সে রাত্রি বাকী থাকিতে আযান দিয়া থাকে। সুতরাং তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মে মাকতুমের আযান না শুনিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করিতে থাকিবে। কারণ সে যতক্ষণ না সুবহে সাদিক হয়, ততক্ষণ আযান দেয় না।'

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মূসা ইব্‌ন দাউদ মুহাম্মদ ইব্‌ন জাবির হইতে, তিনি কয়েস ইব্‌ন তাল্‌ক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আকাশের প্রান্তে যে দীর্ঘ বিলম্বিত আলো দেখা যায় উহা সকাল নহে, বরং আকাশের কিনারায় যে লাল আভা ছড়াইয়া পড়ে, উহা হইল সকাল। ইমাম তিরমিযী (র)-ও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর ভাষা হইল "তোমরা পানাহার করিতে থাকিবে। প্রথমে প্রত্যূষের যে আলো উপরের দিকে ওঠে, উহা দেখিয়া পানাহার বন্ধ করিও না, বরং যতক্ষণ লাল রেখা না দেখা যায়, ততক্ষণ পানাহার করিতে থাকিবে।" ইব্‌ন জারীর বলেনঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী হইতে, তিনি হযরত শু'বা হইতে, তিনি কুশায়েরের এক শাইখ হইতে এবং তিনি সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-"যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত না হয়, ততক্ষণ যেন বিলালের আযান আর আকাশের শুভ্রতা তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে।"

ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ সওয়াদ ইব্‌ন হানযালা শু'বা হইতেও তিনি হযরত সা'মুরা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান এবং দীর্ঘায়িত সকাল যেন তোমাদিগকে সাহরী হইতে বিরত না রাখে; বরং সকাল তখন হয় যখন আকাশের কিনারায় কিনারায় শুভ্রতা ছড়াইয়া পড়ে। অন্য এক সূত্রেও হাদীসটি হযরত সামুরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আমাকে ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলীয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাওদা আল কুশাইরী হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বিলালের আযান এবং প্রাথমিক শুভ্রতা যেন তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে। প্রাথমিক শুভ্রতা অর্থাৎ সুবহে কাযিব বা সকালের প্রারম্ভ। ইহাই পরে সুবহে সাদিকে বিস্তার লাভ ঘটে।

মুসলিম শরীফেও অনুরূপ হাদীস যুহায়ের ইব্‌ন জারব হইতে ও তিনি ইসমাঈল হইব্‌ন ইব্‌রাহীম ওরফে ইব্‌ন আলীয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন হামীদ ও ইবনুল মোবারক সুলায়মান তায়মী হইতে, তিনি আবূ উছমান নাহদী হইতে ও তিনি ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলালের আযান শুনিয়া অথবা বিলালের আহ্বানে তোমরা কেহ সাহরী খাওয়া বর্জন করিও না। কেননা বিলাল রাত্রি থাকিতে আযান দিয়া থাকে। অথবা ইহা বলিয়া থাকিবেন যে, নিদ্রা হইতে জাগ্রত করার জন্য এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়ার জন্য বিলাল রাত্রি থাকিতে আযান দিয়া থাকে। এই ভাবে হওয়াকে ফজর বলা হয় না, ঐভাবে না হওয়া পর্যন্ত।" অর্থাৎ আকাশের ঊর্ধ্ব দিকে সাদা রেখা ফজর নয়, বরং আকাশের কিনারায় প্রশস্তভাবে ছড়াইয়া পড়া শুভ্রতা হইতেছে ফজর।

তায়মী হইতে এই ধরনের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হাসান ইব্‌ন জুবায়ের হইতে, তিনি ইব্‌রাহীম হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ উসামা মুহাম্মদ ইব্‌ন আবি যি'ব হইতে, তিনি হারিছ ইব্‌ন আবুদর রহমান হইতে ও তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাওবান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফজর দুই প্রকারের। এক তো শৃগালের লেজের মত। উহা দ্বারা রোযাদারের উপর কোন বস্তু হারাম হয় না। বরং ফজর হ'ল যাহা ছড়াইয়া যায় আকাশের কিনারায়। তখন ফজরের নামায পড়া বৈধ হয় আর রোযাদারের আহার করা হারাম হইয়া যায়"। (হাদীসে মুরসাল)

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ ইব্‌ন জুবায়ের আতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি, ফজর দুইটি। যে শুভ্রতা নিচের দিক হইতে উপরের দিকে উঠিয়া যায়, উহার সহিত নামাযের বৈধতা এবং রোযার অবৈধতার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু যে ফজর পাহাড়ের চূড়াকে আলোকিত করিয়া দেয়, উহাই পানাহারকে হারাম করিয়া দেয়। আতা আরও বলেন, শুভ্রতা যখন আকাশে উদ্ভাসিত হয় এবং উহা লম্বা হইয়া আকাশের উপরের দিকে উঠিতে থাকে, উহা দ্বারা না রোযাদারের পানাহার নিষিদ্ধ হইয়া যায়, না নামাযের সময় বুঝা যায়, না হজ্ব বাতিল হয়। কিন্তু যখন উহা পাহাড়ের চূড়ায় পরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয়, তখন রোযাদারের পানাহার হারাম হইয়া যায় এবং হজ্ব নষ্ট হইয়া যায়! হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও আতার নিকট হইতে উহার সূত্র শুদ্ধ এবং পূর্ববর্তীগণের মধ্য হইতে একাধিক ব্যক্তি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

মাসআলা

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু রোযাদারদের জন্য সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস ও পানাহারের শেষ সময় নির্ধারণ করিয়াছেন, তাই প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি সকাল বেলা অপবিত্র অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করিলে গোসল করিয়া রোযা পূর্ণ করিবে। উহাতে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। চার ইমামসহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উলামার মাযহাব ইহাই। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, রাসূল (সা) অপবিত্র অবস্থায় সকালে শয্যা ত্যাগ করিতেন। তাঁহার এই অপবিত্রতা সহবাস জনিত ছিল, স্বপ্নদোষ ঘটিত নহে। তারপর তিনি গোসল করিয়া রোযা পূর্ণ করিতেন। হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, তজ্জন্য রাসূল (সা) না রোযা ভংগ করিতেন, না কাযা করিতেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ "এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজর নামাযের সময় হইয়া যায়। এমতাবস্থায় আমি রোযা রাখিব কি ? তিনি জবাব দিলেন, আমারও অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের সময় হইয়া যায়। তারপরও আমি রোযা রাখি। সে বলিল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার তুল্য নহি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অগ্র- পশ্চাতের সকল পাপ মাফ করিয়া দিয়াছেন। রাসূল (সা) বলিলেন - আল্লাহর কসম! আমি তো মনে করি, আমি তোমাদের সকলের চাইতে আল্লাহ তা'আলাকে বেশি ভয় করিয়া চলি। পরন্তু পরহেযগারী সম্পর্কে আমিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

ইমাম আহমদ তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রাযযাক মুআম্মার হইতে, তিনি হাম্মাম হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও তিনি রাসূল (সা) হইতে বর্ণনা করেনঃ

রাসূল (সা) বলেন- "তোমাদের কাহারও অপবিত্র থাকা অবস্থায় যদি ফজরের নামায শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে সে যেন সেই দিন রোযা না রাখে।"

এই হাদীসটির সূত্রও উত্তম এবং শায়খাইনের শর্তও ইহাতে পূর্ণ হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ফযল ইব্‌ন আব্বাস হইতে ও তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। সুনানে নাসায়ীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উসামা ইব্‌ন যায়েদ হইতে ও তিনি ফজল ইব্‌ন আব্বাস হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। মারফূ হাদীসরূপে ইহা বর্ণিত হয়। অবশ্য একদল আলিম বলেন, হাদীসটি মারফূ নহে। যাঁহারা এই হাদীসের অনুসারী তাঁহারা হইলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা), সালিম, আতা, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, হাসান বসরী প্রমুখ।

পক্ষান্তরে একদল আলিম এই দুই মতের মধ্যে এইভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন যে, অপবিত্র হইয়া নিদ্রিত থাকা অবস্থায় যদি সকাল হইয়া যায়, তাহা হইলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সালমা (রা)-এর হাদীসের মর্ম ইহাই। কিন্তু যদি সে ইচ্ছা করিয়াই গোসল না করিয়া সকাল পর্যন্ত কাটায় তাহা হইলে তাহার রোযা হইবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের মর্ম তাহাই। উরওয়া, তাউস ও হাসান বসরীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

অপর একদল আলিম ফরয রোযা ও নফল রোযার ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যদি ফরয রোযা হয়, তাহা হইলে উহা পূর্ণ করিবে এবং পরে কাযা করিয়া লইবে। পক্ষান্তরে নফল রোযা হইলে কোন ক্ষতি নাই। ইব্‌রাহীম নাখঈ হইতে মানসূর ও তাঁহার নিকট হইতে সুফিয়ান ছাওরী এইরূপ বর্ণনা করেন। হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

একদল আলিম বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত সালমা (রা)-এর হাদীস দ্বারা মানসূখ (রহিত) হইয়াছে। অবশ্য তাঁহাদের এই বক্তব্যের সমর্থনে সঠিক কোন প্রমাণ মিলে না। ইব্‌ন হায্‌ম বলেন, কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি আবূ হুরায়রার হাদীসটিকে রহিত করিয়াছে। ইহা অনেক দূরের কিয়াস। কারণ, এই আয়াত যে উক্ত হাদীসের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু বাহ্যত ইহার সময়কাল উহার বিপরীত প্রমাণ দেয়।

কেহ আবার বলেন, হযরত আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসের তাৎপর্য হইল রোযা অপূর্ণ হওয়া, বাতিল হওয়া নহে। অর্থাৎ রোযা হইবে বটে, কিন্তু পূর্ণাংগ হইবে না। হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস হইতে ইহার সিদ্ধতা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহাই সঠিক মায্হাব। অন্যান্য ব্যাখ্যা হইতে এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও সুন্দর। এই ব্যাখ্যা উভয় রিওয়ায়েতের ভিতর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ অর্থাৎ অতঃপর রাত্রি আসা পর্যন্ত তোমরা রোযা পূর্ণ কর। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা চাই। শরীআতের বিধান ইহাই। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছ যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم

অর্থাৎ যখন এক দিকে রাত্রি আগমন করে ও অন্যদিকে দিবস অতিক্রান্ত হয়, তখন রোযাদারের ইফতার হইয়া যায়।

হযরত ইব্ন সা'দ সায়েদী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

অর্থাৎ যতদিন মানুষ জলদি ইফতার করিবে, ততদিন তাহারা কল্যাণ পাইতে থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ বলেন ঃ ওলীদ ইব্ন মুসলিম, আওযাঈ ও কুর্রা ইব্ন আবদুর রহমান ইমাম যুহরী হইতে, তিনি আবূ সালমা হইতে ও তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ يقول الله عز وجل ان احب عبادى الى اعجلهم فطرا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা সে, তাড়াতাড়ি ইফতার করে যে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি আওযাঈ হইতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম আহমদ আরও বলেন ঃ আমার কাছে আফ্ফান ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন ইয়াদ বর্ণনা করেন যে, আমরা ইয়াদ ইব্ন লকীত ও তিনি বশীর ইব্ন খাসাসিয়ার স্ত্রীর নিকট হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি ইফতার না করিয়া দুটি রোযা মিলাইয়া রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় আমার স্বামী বশীর আমাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূল (সা) এই রূপ রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, উহা খ্রিস্টানদের কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা যেভাবে রোযা রাখিতে বলিয়াছেন, তুমি সে ভাবেই রোযা রাখ। আর আল্লাহর নির্দেশ হইল রাত্রি পর্যন্ত রোযা রাখা। সুতরাং রাত্রি হওয়া মাত্র ইফতার কর।

এইভাবে আরও বহু হাদীসে রোযার সহিত রোযা মিলাইয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইফতারবিহীনভাবে ক্রমাগত রোযা রাখাকে 'সওমে বিসাল' বলে। ইমাম আহমদ এই সম্পর্কে বলেন ঃ আমাকে আবদুর রাযযাক, তাঁহাকে মুআম্মার, তাঁহাকে যুহরী, তাঁহাকে আবূ সালমা ও তাঁহাকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই বর্ণনা শুনান যে, রাসূল (সা) বলেন لا تواصلوا অর্থাৎ

এক রোযার সহিত অন্য রোযা মিলাইও না। প্রশ্ন করা হইল – আপনি কেন মিলাইয়া রোযা রাখেন ? তিনি জবাব দিলেন ঃ – فانى لست مثلكم انى ابيت يطعمنى ويسقيى

অর্থাৎ আমি তোমাদের মত নহি। আমি রাত্রি অতিবাহিত করি এইভাবে যে, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে পানাহার করান। তথাপি কিছু লোক মিলাইয়া রোযা রাখা অব্যাহত রাখিল। তখন হুযুর (সা) একাধারে দুই রাত্রি রোযা রাখিলেন। ইত্যবসরে ঈদের চাঁদ দেখা দিল। হুযুর (সা) বলিলেন– যদি চাঁদ আরও পরে দেখা দিত তাহা হইলে আমি একাধারে আরও রোযা রাখিতাম। ইহা দ্বারা তিনি সওমে বিসালে অন্যান্যের অপারগতার প্রতি ইংগিত প্রদান করেন।

বুখারী ও মুসলিমে ইমাম যুহরীর অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা), ইব্‌ন উমর (রা) ও আনাস (রা) হইতেও সওমে বিসাল নিষিদ্ধ করার হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মতের উপর রহমতস্বরূপ সওমে বিসাল নিষিদ্ধ করিয়াছেন। লোকেরা প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন মিলিত রোযা রাখিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– আমি তোমাদের মতো নহি। আমার প্রভু আমাকে রাত্রিতে পানাহার করাইয়া থাকেন।

ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, উম্মতদের জন্য মিলিত রোযা রাখা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং ইহাও প্রমাণিত হইল যে, মিলিত রোযা রাখা একমাত্র হুযুর (সা)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল এবং আল্লাহর তরফ হইতে তাঁহাকে সাহায্য করা হইত। প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্ত পানাহার প্রকৃত পানাহার ছিল না। তিনি প্রকৃতই যদি আল্লাহর তরফ হইতে প্রাপ্ত বস্তু পানাহার করিতেন, তাহা হইলে ইহাকে কখনও রোযা বলা ঠিক হইত না। বরং ইহা তাহার আত্মিক আহার ছিল। যেমন, আরবের কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

لها احاديث من ذكراك تشغلها. عن الشراب وتلهيها عن الزاد

অর্থাৎ প্রেমিকার কথা ও স্মৃতি তোমাকে পানাহার ভুলাইয়া রাখে।

অবশ্য যদি কেহ দ্বিতীয় দিনের সাহরী পর্যন্ত পানাহার হইতে বিরত থাকিতে চায়, তবে ইহা তাহার জন্য জায়িয হইবে। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر অর্থাৎ এক রোযার সহিত অপর রোযা মিলাইয়া রাখিও না; একান্তই যদি কাহারও মিলাইয়া রোযা রাখার ইচ্ছা হয়, তবে সাহরী পর্যন্ত যেন রাখে। লোকেরা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো মিলিত রোযা রাখেন । রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– আমি তোমাদের মত নহি। রাত্রি যাপনকালেই আমাকে আহার প্রদানকারী আহার করাইয়া থাকেন ও পানকারী পান করাইয়া থাকেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এই রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আমাকে আবূ কুরাইব, তাঁহাকে আবূ নঈম, তাঁহাকে আবূ ইসরাইল আল-উনসী আবূ বকর ইব্‌ন হাফস হইতে, তিনি হাতিব ইব্‌ন আবূ বুলতার (উম্মে ওয়ালাদ) মাতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহরী খাইতেছিলেন। সেই সময় উক্ত মহিলা সাহাবী ঐদিক দিয়া যাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে আহার করার জন্য আমন্ত্রণ

জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমি রোযাদার । রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করিলেন, তুমি কিভাবে রোযা রাখিয়া থাক ? তিনি উহার বর্ণনা দান করিলেন। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন– মুহাম্মদের (সা) সন্তানদের মিলিত রোযা এক সাহরী হইতে দ্বিতীয় সাহরী পর্যন্ত। তোমরা উহা হইতে কোথায় রহিয়াছ ? ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবদুর রাযযাক ও ইসরাইল আবদুল আ'লা হইতে, তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী হইতে ও তিনি হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) এক সাহরী হইতে অপর সাহরী পর্যন্ত মিলাইয়া রোযা রাখিতেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়ের ও অন্যান্য পূর্বসূরির নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা পর পর কয়েকদিন ধরিয়া বিনা ইফতারীতে ক্রমাগত রোযা রাখিতেন । তাঁহাদের এই রোযা সম্পর্কে অনেকেই বলিয়াছেন যে, ইহা তাঁহারা আত্মিক সংযম সাধনার জন্য করিতেন, ইবাদত হিসাবে নহে। আল্লাহই ভাল জানেন। ইহা হইতে পারে যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞাকে উম্মতের উপর তাঁহার করুণা ও অনুগ্রহ হিসাবে মনে করিতেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসেও তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়ের, তৎপুত্র আমের ও অন্যান্য যাহারা সওমে বিসাল রাখিতেন, তাহারা ইহাতে কষ্ট পাইতেন না, বরং শক্তি লাভ করিতেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ইহাও বর্ণিত আছে যে তাহারা রোযা শেষে তিক্ত কিছু দিয়া ইফতারী করিতেন, যেন পেটে জ্বালা সৃষ্টি না করে। ইব্‌ন জুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি একাধারে সাতদিন রোযা রাখিতেন এবং দিবা-রাত্রিতে কখনও কিছু খাইতেন না। অথচ সপ্তম দিবসে তাহাকে সকলের চাইতে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান দেখা যাইত।

আবুল আলিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দিবসের রোযা ফরয করিয়াছেন। অতঃপর যখন রাত্রির আগমন ঘটে, তখন যাহার ইচ্ছা আহার করুক আর যাহার ইচ্ছা না করুক।

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফে থাকার সময়ে স্ত্রীসংসর্গে যাইও না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে কিংবা অন্য সময়ে মসজিদে ই'তিকাফরত রহিয়াছে, তাহার জন্য এই আয়াতে ই'তিফাকের অবস্থায় স্ত্রীসহবাস হারাম করা হইয়াছে।

যিহাক বলেন ঃ ইহার পূর্বে লোকেরা ই'তিকাফের সময়ের ভিতর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া স্ত্রীগমন করিত। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং উহা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। মুজাহিদ ও কাতাদাহসহ অনেকেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, মুজাহিদ, আতা, হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল প্রমুখ হাদীসবেত্তা বর্ণনা করেন যে, ই'তিকাফকারী স্ত্রীর নিকটবর্তী হইবে না। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হইল এই যে, ই'তিফকারী যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে ই'তিকাফরত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য স্ত্রীগমন হারাম থাকিবে। যদি কোন অত্যাবশ্যকীয় কাজে তাহার গৃহে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অত্যাবশকীয় কাজটি করিতে যতটুকু সময় দরকার ঠিক ততটুকু সময়ই সে গৃহে অবস্থান করিতে পারিবে। যেমন প্রস্রাব-পায়খানা করা কিংবা আহার করা। ইহা ব্যতীত স্ত্রীকে চুম্বন করা, জড়াইয়া ধরা কিংবা অন্য কোন কিছু করা বৈধ

হইবে না। এমন কি রোগী দেখার জন্যও ঘরে যাওয়া জায়িয নহে। অবশ্য পথ চলাকালে রোগীর দেখা পাইলে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করা জায়িয আছে। ই'তিকাফ অধ্যায়ে এই ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে কোন্ কোন্ ব্যাপারে ইমামদের মতৈক্য রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়াছে তাহাও আলোচিত হইয়াছে। 'কিতাবুস সিয়ামের' শেষভাগে উহা স্বতন্ত্রভাবে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। কুরআন করীমে যেহেতু রোযার বর্ণনার পর ই'তিকাফের বর্ণনা আসিয়াছে, তাই ইসলামী শাস্ত্রবিদগণও তাহাদের গ্রন্থে রোযার বর্ণনা শেষে ই'তিকাফের বর্ণনা ঠাঁই দিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা রোযার সাথে ই'তিকাফের উল্লেখ করার মাধ্যমে এই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন যে, ই'তিকাফ রোযার অবস্থায় হইতে হইবে এবং রমযান মাসের শেষভাগে হইতে হইবে। স্বয়ং রাসূল (সা) এর সুন্নাতও তাহাই ছিল। তিনি রমযান মাসের শেষ দিকে ই'তিকাফ করিতেন। এমন কি এই সুন্নাত তিনি আমরণ অনুসরণ করেন। তাঁহার ইন্তিকালের পর উম্মাহাতুল মুমিনীগণও সেই ভাবে ই'তিকাফ করিয়া গিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম স্ব-স্ব সংকলনে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সফিয়া বিন্‌তে হাই (রা) ই'তিকাফের সময়ে রাসূল (সা)-এর সহিত মসজিদে সাক্ষাত করিতেন এবং আবশ্যকীয় কথাবার্তা সম্পন্ন করিয়া আসিতেন। একবার রাসূল (সা) রাত্রিকালে হযরত সফিয়া (রা)-কে গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার সাথে গমন করেন। কারণ, তাহার গৃহ মসজিদে নববী হইতে দূরে মদীনার প্রান্তদেশে উসামা ইব্ন যায়দের গৃহের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই দুইজন আনসার তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইল। তাহারা তাহাদিগকে দেখিয়া দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয় যে, রাসূল (সা)-কে সস্ত্রীক দেখিয়া তাহারা লজ্জায় গা ঢাকা দিয়াছিল। তখন রাসূল (সা) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন– তোমাদের রাসূলের সঙ্গিণী হইলেন সফিয়া বিনতে হাই। অর্থাৎ রাসূল (সা) তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সহিত যে স্ত্রীলোকটি রহিয়াছেন তিনি তাঁহার স্ত্রী বৈ নহেন। তখন তাহারা বলিয়া উঠিল– সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহাতে আমাদের কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ?) তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– শয়তান আদম সন্তানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তের মত প্রবাহিত হইয়া থাকে। আমি এই ভয় করি যে, পরে শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন ভুল ধারণার উদ্রেক না ঘটায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, শয়তান যেন তোমাদের অন্তরে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি না করে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ এই ঘটনার মাধ্যমে রাসূল (সা) উম্মতগণকে এই শিক্ষা প্রদান করেন যে, অপরাধের স্থান হইতে সকলের বাঁচিয়া থাকা উচিত। মূলত উক্ত আনসারদ্বয়ের রাসূল (সা) সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না।

مُبَاشَرَةْ শব্দ দ্বারা এখানে সংগম ও উহার আনুষঙ্গিক কার্যসমূহ যথা চুম্বন, জড়াজড়ি কিংবা অনুরূপ অন্য কোন কার্য বুঝানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্ত্রীর নিকট হইতে কোন কিছু লেন-দেন করায় আপত্তির কিছুই নাই। সহীহ্'দ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে,

"রাসূল (সা) ই'তিকাফরত অবস্থায় আমার দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া দিতেন এবং তাঁহার মাথা মুবারক আঁচড়াইয়া দিতাম। অথচ আমি ঋতুবতী থাকিতাম।"

রাসূল (সা) একমাত্র মানবিক তথা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া কখনও গৃহে প্রবেশ করিতেন না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি ই'তিকাফরত অবস্থায় গমনাগমন পথে রোগীদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতাম। تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ এই হইল আমার দেওয়া সীমারেখা। অর্থাৎ আমি যাহা কিছু বর্ণনা করিলাম ও যাহা কিছু বিধি- নিষেধ জ্ঞাত করিলাম, ইহাই আমার নির্ধারিত সীমানা । সাবধান! ইহা অতিক্রম করা তো দূরের কথা উহার কাছেও ঘেঁষিও না।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে যিহাক ও মাকাতিল বলেন ঃ এখানে ইহার অর্থ হইল, ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীসংগম হইতে দূরে থাকা।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ উক্ত সীমা হইল চারটি। এই বলিয়া তিনি اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ হইতে ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর বলেন ঃ আমার পিতা ও তাহার অন্যান্য মাশায়েখ ইহাই বলিতেন এবং আমাদিগকে এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শোনাইতেন।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ অর্থাৎ যে ভাবে আমি সিয়ামের আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, তেমনি অন্যান্য যাবতীয় বিধি-বিধান আমি আমার রাসূলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্যে বর্ণনা করিয়া থাকি।

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে সকল মানুষ সংযত জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে এবং তাহারা পৃথিবীতে সঠিক জীবন যাপনের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে যেন সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"সেই আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় বান্দার উপর বাণী অবতরণ করেন তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে পৌঁছাইবার জন্য। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সদয় ও করুণাময়।"

(১৮৮) وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ
لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

১৮৮. "আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করিও না এবং বিচারকগণকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া প্রতিপক্ষের সম্পদ হস্তগত করিও না। অথচ তোমরা উহা অবগত রহিয়াছ।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি জানিয়া-শুনিয়া দুর্বল প্রতিপক্ষের সম্পদ বিচারককে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া কুক্ষিগত করে তাহার কার্যধারা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মুজাহিদ, সাইদ ইব্ন জুবায়ির, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, , আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম প্রমুখও বলেন ঃ এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তুমিই আত্মসাৎকারী তাহা জানা সত্ত্বেও তুমি বিচারে জিতিয়া তাহা অর্জনের চেষ্টা করিও না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন– "আমিও তো মানুষ। আমার নিকট মানুষ মোকদ্দমা লইয়া আসে। হয়ত একজনের চাইতে অপরজন বিচক্ষণ যুক্তিবাদী । আমি তাহার যুক্তি প্রমাণে হয়ত প্রতারিত হইয়া তাহার পক্ষে রায় দিতে পারি। এভাবে আমি যদি এক মুসলমানকে অপরের প্রাপ্য প্রদান করি, উহা হইবে একটি আগুনের টুকরা। সে এখন উহা গ্রহণ করিতে পারে অথবা বর্জন করিতে পারে।"

আলোচ্য আয়াত ও এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিচারকের রায় দ্বারা কোন বস্তুর আসল হুকুমের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। তাই যাহা হারাম তাহা বিচারকের রায়ে হালাল হয় না। তেমনি যাহা হালাল তাহাও হারাম হয়না। কারণ, বিচারকের বিচারের রায় তো প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। উহা যথাযথ না-ও হইতে পারে। তথাপি বিচারক ছাওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু বিচারককে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করিয়া অসত্যকে যে ব্যক্তি সত্যে পরিণত করার প্রয়াসী হইবে, তাহার ঘাড়েই পাপের বোঝা চাপানো হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–তোমাদের দাবি অসত্য জানিয়াও লোকদের স্বত্ব আত্মসাৎ করার জন্য মিথ্যা মামলা সাজাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়া উপস্থিত হইও না।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদাহ বলেন ঃ হে আদম সন্তান! জানিয়া রাখ, বিচারকের বিচারক্রমে তোমার জন্য হারাম বস্তু হালাল হইবে না আর অসত্যও সত্যে পরিণত হইবে না। বিচারক নিজ সীমিত বিবেক-বুদ্ধি ও বাহ্যিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করিয়া থাকেন। সুতরাং বিচারকের রায় যদি প্রকৃত সত্যের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্য বাতিল হইয়া যায় না। পরন্তু মহাবিচারকের দরবারে উক্ত মোকদ্দমা বহাল থাকে এবং হাশরের ময়দানে মহা বিচার দিবসে মহাবিচারক অসত্যের উপরে সত্যের বিজয় দান করিবেন। সেই বিচারে দুনিয়ার সকল ত্রুটিযুক্ত বিচার ত্রুটিমুক্ত ও উত্তম হইয়া দেখা দিবে।

(١٨٩) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِیْتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ ؕ وَ لَیْسَ الْبِرُّ
بِاَنْ تَاْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَ اْتُوا الْبُیُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪
وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

১৮৯. "তাহারা তোমার নিকট নব চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। তুমি বল, ইহা মানুষের সময় জানার ও হজ্বের মাস নির্ণয়ের জন্য। তোমাদের গৃহের পশ্চৎদ্বার দিয়া প্রবেশ করায় কোন পুণ্য নাই, বরং খোদাভীরু হওয়া পুণ্যের কাজ। তোমরা গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে একদল লোক নব চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। চাঁদ দ্বারা লেন-দেনের সময়কাল

জ্ঞাত হওয়া যায়, নারীদের ঋতুর সময়কাল জানা যায়, তেমনি হজ্বের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল হওয়া যায়।

আবূ জা'ফর রবী ইব্ন আনাস হইতে ও তিনি আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, একদল লোক রাসূল (সা)-এর কাছে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! চাঁদ কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

মুসলমানদের রোযা শেষ করার জন্য, নারীদের ইদ্দতকাল গণনার জন্য ও ঋণগ্রস্তদের ঋণের সময়সীমা জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা চাঁদ সৃষ্টি করেন বলিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন। এই দলে রহিয়াছেন আতা, যিহাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাস। ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ রাওয়াদ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন– আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষের সময় নির্ধারণের জন্য। তাই তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ ও চাঁদ দেখিয়া রোযা শেষ কর। আর যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহা হইলে ত্রিশদিন পূর্ণ কর।

হাকেমও তাঁহার মুস্তাদরাকে ইব্ন আবূ রাওয়াদ হইতে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। তিনি ইব্ন আবূ রাওয়াদকে বিশ্বস্ত, আবিদ, মুজতাহিদ ও শরীফ বংশজাত বর্ণনাকারী বলিয়া অভিহিত করেন এবং হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন। তবে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয় নাই।

মুহাম্মদ ইব্ন জাবির কয়েস ইব্ন তাল্ক হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা চাঁদ সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব যখন তোমরা চাঁদ দেখিতে পাইবে তখন রোযা রাখিবে এবং যখন পরবর্তী চাঁদ দেখিবে তখন রোযা বর্জন করিবে। কিন্তু যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহা হইলে ত্রিশদিন পূর্ণ করিবে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا অর্থাৎ পিছনের দুয়ার দিয়া ঘরে ঢোকার ভিতর কোন প্রকার কল্যাণ নাই, বরং খোদাভীরুতার ভিতর মংগল নিহিত রহিয়াছে। তাই তোমরা সামনের দুয়ার দিয়া ঘরে যাতায়াত কর।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হযরত বারাআ (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ ইসহাক, ইসরাঈল ও উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন যে, জাহেলী যুগের মানুষ যখন হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধিত, তখন পশ্চাৎদ্বার দিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিত। তাই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত বারাআ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালেসীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ " আনসারদের ভিতর প্রথা ছিল যে, তাহারা সফর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সম্মুখদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতনা। তাহাদের এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়।

হযরত জাবির (রা) হইতে যথাক্রমে আবূ সুফিয়ান ও আ'মাশ বর্ণনা করেন ঃ কুরায়শরা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য নিজেদিগকে 'হুমুস' বলিয়া দাবি করিত এবং ইহরাম অবস্থায় তাহারা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত। কিন্তু আনসারসহ আরবের অন্যান্য গোত্র ইহরাম বাঁধা অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত এক বাগানে বসা ছিলাম। সেখান হইতে রাসূল (সা) উহার সদর দরজা দিয়া বাহির হন। তাঁহার সহিত কুতবা ইব্‌ন আমের আনসারীও বাহির হন। তখন একদল লোক আরয করিল- হে আল্লাহর রাসূল! কুতবা ইব্‌ন আমের একজন ব্যবসায়ী হইয়াও আপনার সহিত একই দরজা দিয়া বাহির হইয়াছে। তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি কেন তাহা করিয়াছ? সে জবাব দিল, আপনাকে যাহা করিতে দেখিয়াছি আমিও তাহাই করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তো হুমুসের অধিকারী। তখন সে বলিল, আমি তো আপনার দীনের অনুসারী। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আওফী ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মুজাহিদ, যুহরী, কাতাদাহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহেলী যুগে বেশ কিছু গোত্রের ভিতর এই প্রথা চালু ছিল যে, তাহারা সফরের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়ার পর কোন কারণে সফর স্থগিত হইলে সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিত না; বরং পিছনের দিক দিয়া দেয়াল টপকাইয়া ঢুকিত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া উহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন ঃ বেশ কিছু লোক ই'তিকাফের অবস্থায়ও সদর দরজা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত না। উহা হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখার জন্য এই আয়াত নাযিল হয়।

আতা ইব্‌ন রুবাহ বলেন ঃ মদীনাবাসীগণ ঈদের দিন যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত, পশ্চাৎদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিত এবং ইহাকে বেশ পুণ্যের কাজ ভাবিত। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া জানাইয়া দিলেন—পশ্চাৎদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশে কোন পুণ্য নাই; বরং আল্লাহকে ভয় করিয়া চলায় পুণ্য রহিয়াছে। আর তাহাতে তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধি-নিষেধ জারি করিয়াছেন, তাহা হুবহু পালন করিয়া চল, যেন শেষ বিচারে তোমরা সুফল লাভ করিতে পার।

(١٩٠) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

(١٩١) وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَإِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۗ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٩٢) فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٩٣) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا
فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ○

১৯০. "তোমাদের বিরুদ্ধে যাহারা লড়াই করে তোমরাও তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর (নির্দেশিত) পথে লড়াই কর এবং বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ্ সীমালজ্ঘনকারীকে পসন্দ করেন না।

১৯১. তাহাদিগকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাহারা যেভাবে তোমাদিগকে বহিষ্কার করিয়াছে, তোমরাও সেভাবে তাহাদিগকে বহিষ্কার কর। হত্যাকার্য হইতেও ফিতনা-ফাসাদ জঘন্য। মসজিদুল হারামের আওতায় তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করা পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। যদি তাহারা তোমাদের সহিত লড়াই বাধায় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর। কাফিরদের ইহাই সমুচিত প্রতিফল।

১৯২. যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও সদয়।

১৯৩. তাহাদের সহিত ততক্ষণ লড়াই চালাইয়া যাও যতক্ষণ ফিতনা-ফাসাদ-নির্মূল হইয়া আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। অতঃপর যদি তাহারা বিরত হয়, তাহা হইলে একমাত্র যালিম ছাড়া তাহাদের কাহারও উপর হস্তক্ষেপ করিও না।"

তাফসীর ঃ আবুল আলিয়া হইতে যথাক্রমে রবী ইব্‌ন আনাস ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত এই প্রথম আয়াতটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল (সা) শুধু আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন এবং যাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইত, তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। সূরা বারাআত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকে।

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (মুশরিকগণকে যেখানে পাও হত্যা কর) আয়াত আসার পর এই আয়াত 'মানসূখ' হয়।

অবশ্য এই অভিমতটি বিচার সাপেক্ষ। কারণ, اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ আয়াতে মুসলমানদিগকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। তাহা এই জন্য যে, তাহারা ইসলাম ও উহার পতাকাবাহীগণকে নির্মূল করিতে চাহিয়াছিল। তাই বলা হইল, তাহারা যেভাবে তোমাদিগকে উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল, তোমরাও তাহাদিগকে সেইভাবে উৎখাতের জন্য সংগ্রাম কর। তেমনি অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً.

অর্থাৎ মুশরিকরা যেরূপ সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তোমরাও তদ্রূপ তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হও। আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে যেখানেই পাও, হত্যা কর এবং তোমাদিগকে যেখান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত কর। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে, তোমরা যথাবিহিত

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মানসিক ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যেন যে কোন ধরনের আঘাতের জবাবে যথাযোগ্য প্রত্যাঘাত হানিতে পার।

(١٩٤) اَلشَّهۡرُ الۡحَرَامُ بِالشَّهۡرِ الۡحَرَامِ وَالۡحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ اعۡتَدٰى عَلَيۡكُمۡ فَاعۡتَدُوۡا عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا اعۡتَدٰى عَلَيۡكُمۡ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِيۡنَ ○

১৯৪. নিষিদ্ধ মাসের জবাব নিষিদ্ধ মাসে। যাহার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তাহার অবমাননা সকলের জন্য সমান। অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাদের উপর যুলুম করিবে, তোমরাও সমপরিমাণে যুলুমের জবাব দিবে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীগণের সংগে আছেন।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক, কাতাদাহ্, মাকসাম, রবী' ইব্ন আনাস, আতা ও ইকরামা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম ষষ্ঠ হিজরীতে যখন উমরা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, তখন পথিমধ্যে মুশরিকগণ কর্তৃক বায়তুল্লাহ পৌঁছিতে এবং প্রবেশ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তাহারা তাঁহাকে তাঁহার সহচরবৃন্দসহ অবরোধ করিয়া রাখে। সেই মাসটি ছিল জ্বিল্‌কাদ আর উহা হইল شَهْرٌ حَرَامٌ (নিষিদ্ধ মাস)। অবশেষে এই শর্তের উপর মুশরিকদের সাথে সন্ধি হয় যে, এইবারে মুসলমানরা ফিরিয়া যাইবে ও আগামী বছর উমরা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন—اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে কাফিরদের এই অন্যায়ের সমতুল্য জবাব দানের অনুমতি প্রদান প্রসংগে বলেনঃ নিষিদ্ধ মাসের অবমাননার জবাবে নিষিদ্ধ মাসকে অবমাননা করা যাইবে। কারণ, শাহরে হারামকে মর্যাদা দানের দায়িত্ব উভয় দলের সমান।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়ের, লাইছ ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন ঈসা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কখনও নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করিতেন না। অবশ্য যদি নিষিদ্ধ মাসসমূহে মুসলমানদের সহিত কাফিরগণ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত তাহা হইলে তিনিও যুদ্ধ করিতেন। অন্যথায় কখনও যদি যুদ্ধ করিতে করিতে নিষিদ্ধ মাস উপস্থিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তিনি উহা চলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখিতেন। হাদীসটি সহীহ্ সনদ দ্বারা বর্ণিত।

হুদায়বিয়ার তাঁবুতে অবস্থানরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল যে, হযরত উছমানকে মুশরিকরা হত্যা করিয়াছে, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বার্তা লইয়া মক্কায় গিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার চৌদ্দশত সাহাবীকে নিয়া একটি বৃক্ষের তলায় মুশরিকদের সংগে জিহাদ করার বাইআত গ্রহণ করেন। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যে, উছমান (রা)-কে হত্যা করা হয় নাই, তখন তিনি উহা স্থগিত রাখেন এবং সন্ধি ও শান্তি বিধানের ব্যাপারে অগ্রসর হন। ফলে পরবর্তীতে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছিল।

অনুরূপভাবে 'হাওয়াযিন' গোত্রের সাথে সংঘটিত হুনাইনের যুদ্ধে যখন তিনি সাফল্য লাভ করেন, তখন মুশরিকরা তায়েফে গিয়া দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে অবরোধ করেন। সহীহদ্বয়ে হযরত আ'মাশ (রা)-এর বর্ণনা মতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত এই অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে বেশ কিছু সাহাবীর শাহাদাতের পর উহা অবিজিত রাখিয়া অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কার দিকে রওয়ানা হন। তখন জু'রানা নামক স্থান হইতে তিনি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। এখানেই তিনি যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য বণ্টন করেন। উল্লেখ্য যে, ইহা সংঘটিত হইয়াছিল অষ্টম হিজরীর জিল্‌কাদ মাসে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ যাহারা তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে তোমরাও তাহাদের উপর সেই পরিমাণ অত্যাচার কর। এই আয়াতাংশে এমনকি মুশরিকদের ব্যাপারেও ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখার নির্দেশ রহিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অর্থাৎ তাহারা যদি তোমাদিকে তাড়া করে তাহা হইলে তোমরাও তাহাদিগকে ততটুকুই তাড়া কর যতটুকু তোমাদিগকে করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আবারও বলিতেছেন ঃ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا অর্থাৎ অন্যায়ের বিনিময় অন্যায় দ্বারা ততটুকুই নিবে যতটুকু সে করিয়াছিল।

হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُمْ। এই আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয় যেখানে মুসলমানদের কোন মর্যাদা বা সম্মান ছিল না। অতঃপর এই আয়াতটি মদীনা শরীফে অবতীর্ণ জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু ইব্‌ন জারীর (রা) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন —এই আয়াতটি 'মাদানী' এবং ইহা উমরা পালনোত্তর কালে নাযিল হইয়াছিল। মুজাহিদও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রহিয়াছেন)। এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে আল্লাহকে ভয় করার ও তাঁহার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়া এই সুসংবাদ প্রদান করিতেছেন যে, ইহ ও পরকালে আল্লাহর মদদ ও সাহায্য মুত্তাকীদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে।

(١٩٥) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৯৫. আর আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর ও নিজেরা নিজদিগকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিও না। আর ইহসান কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইহসানকারীগণকে ভাল বাসেন।

তাফসীর ঃ হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়ায়িল, সুলায়মান, শু'বা, নযর, যিহাক ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ। (আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর ও স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করিও না এবং হিত সাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিত সাধনকারীদেরকে ভালবাসেন) এই আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয়কারীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। এই হাদীসটি অন্য এক রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ, ইকরামা, সা'আদ ইব্‌ন যুবায়ের, আতা, যিহাক, হাসান, কাতাদাহ ও সুদ্দী অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আসলাম আবূ ইমরান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব ও লাইস ইব্‌ন সা'আদ বর্ণনা করেন যে, আসলাম আবূ ইমরান বলেন ঃ মুহাজিরগণের মধ্য ইহতে এক ব্যক্তি কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে কাফিরদের সৈন্যবাহিনীর উপর বীরত্বপূর্ণ হামলা চালায় এবং তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুসৈন্যদের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। আমাদের সঙ্গে আবূ আইয়ূব আনসারীও (রা) ছিলেন। তখন কতকগুলো লোক পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল, দেখ! এই ব্যক্তি নিজকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন—এই আয়াতের সঠিক অর্থ আমরাই ভাল জানি। এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। তাঁহার সাথে জিহাদেও অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং সদাসর্বদা তাঁহার কাছেই থাকিয়াছি। সর্বদা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছি। অবশেষে ইসলাম বিজয়ীবেশে প্রকাশিত হয় এবং মুসলমানরা জয় লাভ করে। তখন আমরা আনসারগণ একদা একত্রিত হইয়া এক সৌজন্য বৈঠকে পরামর্শ করি যে, মহান আল্লাহ তাঁহার নবী (সা)-এর সাহচর্যের বরকতে আমাদেরকে সম্মানিত করিয়াছেন। এখন আল্লাহর ফযলে ইসলাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। মুসলমানরা বিজয়ী হইয়াছে এবং যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এতদিন ধরিয়া আমরা আমাদের জায়া-জননী আর সন্তান-সন্ততিদের খবরাখবর লইতে পারি নাই। ধন-দৌলত, জমি-জমা ও বাগ-বাগিচার পরিচর্যা করিতে পারি নাই। সুতরাং এখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়—

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَاتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

অর্থাৎ জিহাদ ত্যাগ করিয়া ছেলে-মেয়ে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইল নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার শামিল।

ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হামিদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, ইব্‌ন আবূ, হাতিম, ইব্‌ন জারীর, ইব্‌ন মারদুবিয়াহ, হাফিয আবূ ইয়া'লা তাহার মুসনাদে, ইব্‌ন হাব্বান তাহার সহীহ হাদীস সংকলনে ও হাকেম তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ

'সুবহানাল্লাহ ! লোকটি তো নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে।' ইহা শুনিয়া আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন ঃ হে লোকসকল ! তোমরা এই আয়াতটিকে অন্যায়ভাবে অপাত্রে ব্যবহার করিতেছ। এই আয়াতটি আনসারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। আমরা

পরস্পর বলাবলি করিতেছিলাম, এখন আল্লাহ তাঁহার দীনকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং ইহার সহযোগীও বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং এখন আমরা যদি আমাদের ধন-সম্পদ রক্ষণ ও বর্ধনের কাজে অগ্রসর হই, তাহাতে কি অসুবিধা রহিয়াছে ? তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হইল।

আবূ ইসহাক শা'বী হইতে আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বর্ণনা করেন ঃ হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি আমি একাকী শত্রুসারির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি আর এই কারণে যদি আমি নিহত হই, তাহা হইলে কি এই আয়াত অনুসারে আমি নিজের জীবনের নিজে ধ্বংসকারী হিসাবে পরিগণিত হইব ? তিনি বলেন—না, না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে বলিয়াছেন, فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ আর উক্ত আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়্যাও ইহা বর্ণনা করেন আর হাকাম সনদসহ ইহা আবূ ইসহাক হইতে হাদীসে ইসরাঈল রূপে তাহার মুসতাদরাকে উদ্ধৃত করেন। তিনি আরও বলেন যে, শায়খাইনের হাদীস সংকলনের শর্তের দৃষ্টিতে এইটিও সহীহ্ হিসাবে গণ্য। অবশ্য তাঁহারা কেহই তাহাদের সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

বারাআ (রা) হইতে ইসহাক ও ইসহাক হইতে কায়েস বিন রাবী' এবং তিরমিযীর অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, মানুষের পাপের উপর পাপ কাজ করিয়া যাওয়া এবং তাওবা না করাই হইতেছে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমাকে আমার পিতা, তাহাকে আবূ সালেহ, তাহাকে লাইছ, তাহাকে আবদুর রহমান বিন খালিদ বিন মুসাফির, তাহাকে ইব্ন শিহাব, তাহাকে আবূ বকর ইব্ন নুমাইর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম বলেন যে, আবদুর রহমান আসওয়াদ ইব্ন আবদে ইয়াগুছ বলেন ঃ মুসলমানগণ যখন দামেস্ক অবরোধ করেন, তখন ইযদিশাওয়া নামক গোত্রের এক ব্যক্তি বীরবিক্রমে শত্রুদের মাঝে ঢুকিয়া যায় এবং তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাতে মুসলমানগণ তাহাকে ভর্ৎসনা করে এবং তাহারা এই লোকটির ব্যাপারে আমর ইব্ন আসের নিকট অভিযোগ পেশ করে। হযরত আমর (রা) তাহাকে ডাকিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (স্বহস্তে নিজের ধ্বংস ডাকিও না)।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব পর্যায়ের।

আসলাম আবূ ইমরান হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আসলাম আবূ ইমরান বলেন ঃ আমাদের কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে মিসরীয়দের অধিনায়ক ছিলেন হযরত উতবা ইব্ন আমের এবং সিরীয়দের অধিনায়ক ছিলেন হযরত ইয়াযিদ ইব্ন ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ। রোমক বাহিনী হইতেও বিশাল এক বাহিনী মদীনা হইতে সমরাভিযানে বাহির হইল। অতঃপর আমরা যথাস্থানে পৌঁছিয়া যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হইলাম। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি একটি রোমক বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। এমন কি সে তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। অতঃপর আবার আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলে সকলে তাহাকে ঘিরিয়া এই বলিয়া চিৎকার জুড়িল ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।)

এই আয়াত প্রসংগে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবায়ের ও আতা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করার মানে জীবনকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা নয়, বরং আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় না করাই হইতেছে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া। উহার তাৎপর্য এই যে, সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া আল্লাহর পথে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকিয়া নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

যিহাক ইব্ন আবূ জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ও হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ বর্ণনা করেন, আনসারগণ নিজেদের ধনমাল আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদকাহ্ দিতে ও খরচ করিতে থাকেন। কিন্তু এক বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় তাহারা আল্লাহর পথে মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতটি নাযিল হয়।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর মর্মার্থ হইতেছে বখিলী। এই আয়াত সম্পর্কে নুমান ইব্ন বশীর হইতে সিমাক ইব্ন হারব বলেন ঃ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ পাপীদের আল্লাহর দয়া হইতে নিরাশ হওয়াই হইতেছে ধ্বংস হওয়া। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার পরেই বলেন ঃ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্ন মারদুবিয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহা উবায়দুল্লাহ সালমানী, হাসান, ইব্ন সিরীন ও ইব্ন কুলাবাহও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ নুমান ইব্ন বশীরের অনুরূপ। বস্তুত পাপকার্য সম্পাদনের পর ক্ষমাপ্রাপ্তি হইতে নিরাশ হইয়া পুনরায় পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার অর্থই হইতেছে স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংস করা। অর্থাৎ উপর্যুপরি পাপের কারণে সে ধ্বংস হইয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ اِلَى التَّهْلُكَةِ এর অর্থ হইল আল্লাহর আযাব। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকারযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার ইব্ন ওহাব, ইউনুস, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আল কারযী وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ আয়াতাংশের ব্যাখায় বলেন ঃ আখিরাতের সম্বলের মধ্যে দান করাই উত্তম সম্বল বিধায় লোকজন সর্বস্ব আল্লাহর পথে দান করিয়া দিত এবং হাতে এক কপর্দকও রাখিত না। ফলে তাহারা বিপদে পতিত হইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَتُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

উপরোক্ত সনদের নিম্নতম সূত্রে ইব্ন ওহাব, যায়েদ ইব্ন আসলাম ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়ায এই আয়াত প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ লোকজনকে রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠাইতেন। কিন্তু তাহারা সংগে করিয়া খাদ্যদ্রব্য নিত না। ফলে তাহারা ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত অথবা অন্যের ঘাড়ে বোঝা হইয়া দাঁড়াইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিজেদের খাদ্য-পণ্য হইতে ব্যয় করার দির্দেশ দেন এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে নিষেধ করেন। কারণ ক্ষুধায়, পিপাসায় এবং মরুভূমির তপ্ত বালুকায় হাটিয়া তাহারা মারা যাইত।

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ হিতসাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীগণকে ভালবাসেন। এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইতেছে আল্লাহর পথে খরচ করা এবং আল্লাহর ইবাদত ও নৈকট্য লাভের প্রতিটি মত ও পথের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। বিশেষ করিয়া শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধের জন্য অর্থ ব্যয় করা এবং যাহাতে শত্রুদের অপেক্ষা মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টা করা। বস্তুত সক্ষমগণের ইহা হইতে বিরত থাকার অর্থ নিজেকে নিজে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। মূলত হিতসাধন করা হইতেছে উচ্চ পর্যায়ের আনুগত্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ হিতসাধন করিতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীদেকে ভালবাসেন।

(١٩٦) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ
اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ
اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১৯৬. অনন্তর তোমরা হজ্ব ও উমরা পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য সহজসাধ্য কুরবানী কর। আর যতক্ষণ কুরবানীর পশু যথাস্থানে না পৌঁছে ততক্ষণ তোমরা মাথা মুণ্ডন করিও না। তারপর তোমাদের যাহারা অসুস্থ ও মস্তকে ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদের জন্য ফিদিয়া হইল রোযা অথবা সাদকা কিংবা কুরবানী। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ থাক, তখন যদি কেহ হজ্ব ও উমরার মাঝে তামাত্তু' কর, তাহা হইলে সহজসাধ্য কুরবানী কর। তারপর যে ব্যক্তি উহা না পাইবে, সে হজ্বের মধ্যে তিনদিন রোযা রাখিবে এবং সাতটি রাখিবে যখন তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে। এই হইল পূর্ণ দশটি। ইহা মাসজিদুল হারামের বাসিন্দা বহির্ভূতদের জন্য। আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তিদাতা।

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা রোযার বর্ণনার পর জিহাদের বর্ণনা করিয়াছেন। এখন তিনি এই আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ও উমরা পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান ও তাহার নিয়মাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়াতের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যাইতেছে যে, হজ্ব ও উমরা শুরু করার পর ইহার প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ করা আবশ্যকীয়। যদিও আল্লাহ তা'আলা পরেই বলিতেছেন, فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা বায়তুল্লায় পৌঁছিতে বা হজ্বব্রত সম্পাদন করিতে বাধাপ্রাপ্ত হও। আলিমগণও এই ব্যাপারে এক মত যে, হজ্জ বা উমরা ব্রত আরম্ভ করিবার পর তাহা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। যদিও উমরা ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। উহা আমি দলীল-প্রমাণসহ 'কিতাবুল আহকামে' পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য।

হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন সালমা, আমর ইব্ন মুররা ও শায়বা বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতাংশে হজ্ব পূর্ণ করার অর্থ হইল, নিজ নিজ বাড়ি হইতে ইহরাম বাঁধা। এইভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, তাউস ও সুফিয়ান ছাওরী উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, এইগুলি পূর্ণ করার অর্থ হইল, নিজ নিজ বাড়ি হইতে ইহরাম বাঁধা এবং হজ্ব ও উমরা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকা। তাহা ছাড়া মীকাত (যেই স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিতে হয়)-এ পৌছিয়া উচ্চস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ করা। পক্ষান্তরে যদি কখনো মক্কার নিকটে পৌছিয়া বল, (এই সুযোগে) হজ্ব বা উমরা করিয়া লওয়া হউক, তাহা হইলে এইভাবেও হজ্ব ও উমরা আদায় হইয়া যাইবে বটে, কিন্তু পূর্ণভাবে আদায় হইবে না। বস্তুত পূর্ণ হজ্ব বা উমরা হইল কেবল হজ্ব বা উমরার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হওয়া।

মকহুল বলেন, হজ্ব ও উমরা পূর্ণ করার অর্থ হইল, উহা মীকাত হইতে আরম্ভ করা। যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি আমাকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উমর (রা)-এর উক্তি সম্পর্কে অবহিত করাইয়া বলেন, وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এখানে পূর্ণ করার অর্থ হইল, (হজ্ব ও উমরা) পৃথক পৃথক ভাবে আদায় করা এবং হজ্বের মাসে উমরা আদায় না করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। ইব্ন আ'ওন হইতে হিশাম বলেন, আমি কাসিম ইব্ন'মুহাম্মদ থেকে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেনঃ হজ্বের মাসসমূহে উমরা পালন করিলে তাহা অসম্পূর্ণ হয়। (এই কথা বলার পর) তিনি জিজ্ঞাসিত হন যে, হারাম মাসসমূহে উমরা করার বিধান কি ? উত্তরে তিনি বলেন, পূর্বের লোকগণ ইহাকে তো পূর্ণই মনে করিতেন। কাতাদাহ ইব্ন দুআ'মাহ হইতেও উপরোক্ত রূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উক্তিটির উপরে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। কারণ, ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চারটি উমরা করেন এবং চারটিই তিনি জিলকাদ মাসে সম্পাদন করেন। প্রথমটি হইল 'উমরাতুল হুদায়বিয়া' ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসে। দ্বিতীয়টি হইল 'উমরাতুল কাযা' সপ্তম হিজরীর জিলকাদ মাসে। তৃতীয়টি হইল উমরাতুল জু'রানা অষ্টম হিজরীর জিলকাদ মাসে। চতুর্থটি হইল বিদায় হজ্বের সাথে একই ইহরামে সম্পাদিত। আর ইহা ছিল দশম হিজরীর জিলকাদ মাসে। এই চারটি উমরা ব্যতীত হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কোন উমরা করেন নাই। তবে তিনি উম্মে হানীকে বলিয়াছিলেন, عمرة فى رمضان تعدل حجة معى অর্থাৎ রমযান মাসে উমরা করা আমার সাথে হজ্ব করার সমান (ছওয়াব)। এই কথা তিনি তাহাকে এই জন্যেই বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে হজ্ব করিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যানবাহনের সমস্যার কারণে তিনি তাহাকে সঙ্গে নিতে পারেন নাই। সহীহ বুখারী শরীফে এই ঘটনাটি পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সাইদ ইব্ন যুবায়র (রা) পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, ইহা উম্মে হানীর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুদ্দী বলেন وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ আয়াতাংশের অর্থ হইল তোমরা হজ্ব ও উমরা কায়েম কর। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা

করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থ হইল যে ব্যক্তি হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধে, তাহার উহা পূর্ণ না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া অনুচিত। আর হজ্ব পূর্ণ হয় কুরবানীর দিন। অর্থাৎ যখন যামরাতুল আকাবায় পাথর মারা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা হয় এবং যখন সাফা-মারওয়ার মধ্যস্থলে দৌড়ান হয়, তখন হজ্ব 'পূর্ণ' হইয়া যায়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদাহ ও যারারাহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্ব হইল আ'রাফার নাম এবং উমরা হইল তাওয়াফের নাম। আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ও আ'মাশ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াত সম্বন্ধে তিনি বলেন وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থ তোমরা হজ্জ ও উমরাকে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর। সুতরাং উমরার সময় বায়তুল্লার তাওয়াফ হইয়া গেলেই উমরা পূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য ইহা আবদুল্লাহর কিরাআতের ভিত্তিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা।

ইব্রাহীম বলেনঃ আমি এই সম্বন্ধে হযরত সাইদ ইব্ন যুবায়ের (র)-এর সঙ্গে আলোচনা করিলে তিনি বলেন-'হযরত ইব্ন আব্বাসের (রা) কিরাআতও (পঠন পদ্ধতি) ইহাই ছিল।' হযরত আলকামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম, আ'মাশ ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আলকামা বলেন-'হজ্জ ও উমরাকে তোমরা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।' এইভাবে ছাওরী (র) ধারাবাহিকভাবে মানসূর ও ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম এইভাবে পড়িতেন ঃ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اِلَى الْبَيْتِ অর্থাৎ 'হজ্ব ও উমরাকে তোমরা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পূর্ণ কর।'

শা'বীর পঠনে الْعُمْرَةُ শব্দে পেশ দেওয়া রহিয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, উমরা ওয়াজিব নহে। তবে তাহার থেকে এই ব্যাপারে পূর্বানুরূপ বর্ণনাও উল্লিখিত হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা) সহ সাহাবাদের একটি দল হইতে বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্ব ও উমরা উভয়টিকে একই ইহরামে একত্রিত করিয়াছেন। সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীগণকে বলিয়াছেন, যাহার নিকট কুরবানীর জন্তু রহিয়াছে সে যেন হজ্ব ও উমরার ইহরাম বাঁধে। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজ্বের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

উপরোক্ত আয়াতটির শানে নুযূল সম্পর্কে ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম (র) একটি গরীব হাদীস উদ্ধৃত করেন। হাদীসটি আলী ইব্ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ হারবী, গাচ্ছান হারবী, ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান, আতা ও আফওয়ান ইব্ন উমাইয়াহ বর্ণনা করেন। আলী ইব্ন হুসাইন বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জাফরান মাখিয়া আসাতে তাহার থেকে সুগন্ধি আসিতেছিল। লোকটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমার ব্যাপারে ইহরামের নির্দেশ কি? বর্ণনাকারী হুসাইন বলেন ঃ তখনই وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -এই আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল (সা) আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, জাফরানযুক্ত বস্ত্র খুলিয়া ফেল,

শরীরকে যথাযথভাবে ঘর্ষণ করিয়া ধৌত কর এবং হজ্বের বেলায় যাহা তুমি করিয়া থাক, উমরার বেলাও তাহাই কর।

ইয়া'লা ইব্‌ন উমাইয়া হইতে সহীহ্‌দ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি যদি জুব্বা পরিধান করিয়া এবং সুগন্ধি মাখিয়া উমরা করার ইচ্ছা করে, তাহার ব্যাপারে কি হুকুম হইবে? প্রশ্ন শুনিয়া হুযুর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। অতঃপর ওহী আসে এবং হুযুর (সা) মাথা উঁচু করিয়া বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? প্রশ্নকারী বলেন, এই যে, আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, জুব্বা খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং যে স্থানে সুগন্ধি মাখা হইয়াছে ঐ স্থানটুকু ধৌত করিতে হইবে। অতঃপর যেভাবে হজ্ব পালন করিয়াছ অনুরূপ উমরাও পালন করিবে। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটিতে শরীর যথাযথভাবে ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করার কথা উল্লেখ নাই এবং ইহাও বলা হয় নাই যে, এইজন্য বা এই সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। আরও উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী হইলেন ইয়ালা ইব্‌ন উমাইয়া, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর বলা হইতেছে فَانْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ অর্থাৎ 'তোমরা যদি বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহা হইলে যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ কর।' তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশটি ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা যাইতে বাধা দিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে পূর্ণ আল-ফাতাহ সূরাটিও নাযিল হয়। আর সাহাবীগণ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেখানেই তাহাদের কুরবানীর জন্তুগুলি যবেহ করিয়াছিলেন। তথায় সত্তরটি উট যবেহ করা হয়, মাথা কামান হয় এবং ইহরাম ভেঙ্গে ফেলা হয়। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ শুনিয়া সাহাবীগণ প্রথমে কিছুটা ইতস্তত করিতেছিলেন। কেননা তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, হয়ত এই অপ্রত্যাশিত নির্দেশ রহিতকারী কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের দোটানাভাব দেখিয়া বাহিরে আসিয়া নিজেই মস্তক মুণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হন। ফলে তাঁহার দেখাদেখি সকলেই অগ্রসর হইয়া মাথা মুণ্ডন করেন। অবশ্য কতেক মাথা মুণ্ডন করেন এবং কতেক চুল ছাঁটিয়া ফেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মস্তক মুণ্ডনকারীদের উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা চুল ছাঁটিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের জন্যও দু'আ করুন। কিন্তু তিনি পুনরায় মুণ্ডনকারীদের জন্য দু'আ করেন। তৃতীয়বার তিনি চুল ছোটকারীদের জন্যে দু'আ করেন। তাঁহারা এক একটি উষ্ট্রে সাতজন করিয়া অংশীদার ছিলেন। সাহাবীরা সংখ্যায় ছিলেন মোট চৌদ্দশতজন। হারম-এর বাহিরে তাঁহারা অবস্থান নিয়াছিলেন। অবশ্য কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা হারম-এর সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন। আলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে যে, যাহারা শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে কেবল তাহাদের জন্য কি এই নির্দেশ, না যাহারা রোগের কারণে ইহা করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্যও এই অনুমতি রহিয়াছে? এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

প্রথমত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন দীনার, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়াযিদ আলমুকিররী ও আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউসের পিতা ও ইব্‌ন তাউস এবং অন্য সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

ইব্‌ন নাজীহ্ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেবল শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইহার অবকাশ নাই। কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে অথবা পা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা খোঁড়া হইয়া গেলেও তাহার জন্য এই অনুমতি নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, فَاِذَآ اَمِنْتُمْ অর্থাৎ 'যখন তোমরা নিরাপদ থাক।' সেক্ষেত্রে কেবল শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হইলেই নিরাপত্তাহীনতা হয়। অতএব যে কোন অসুবিধা ঘটিলেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না। ইব্‌ন উমর (রা) তাউস, জুহরী ও যায়দ ইব্‌ন আসলামও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত ঃ শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হওয়া বা শত্রুর কবলে পতিত হওয়া এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হওয়া বা রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা পথ হারাইয়া আশংকাজনক অবস্থায় পতিত হওয়ার ক্ষেত্রেও অনুমতি রহিয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর আনসারী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে একরামা, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, হাজ্জাজ ইব্‌ন সাওয়াফ, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তির হাত পা ভাংগিয়া যায় বা রুগ্ন হইয়া পড়ে অথবা খোঁড়া হইয়া যায়, সে ব্যক্তি হালাল হইয়া যায় (অর্থাৎ তাহার ইহরাম ভাংগিয়া যায়) এবং তাহার উপর পুনর্বার হজ্ব বর্তায়। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারী হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর আনসারী (র) বলেন, আমি এই হাদীসটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বর্ণনা করিলে তাহারা বলেন, হাদীসটি সত্য। সুনানে আরবায়ায় ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর হইতে ঊর্ধ্বতন সনদেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজার বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, খোঁড়া হইয়া গেলে অথবা পা ভাংগিয়া গেলে অথবা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এই সকল অবস্থায়ও উক্ত অনুমতি রহিয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আবূ উছমান সাওয়াফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আলীয়া, হাসান ইব্‌ন আরাফাহ ও আবূ হাতিম অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা), ইব্‌ন যুবায়ের, আলকামা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়র, মুজাহিদ, নাখঈ, আতা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন, শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত হইলে, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে অথবা হাত-পা ভাংগিয়া গেলেও উক্ত অনুমতি রহিয়াছে। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, প্রত্যেক বিপদ ও কষ্টের ওজর একই ধরনের।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে বুখারী শরীফে ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূল (সা) জাবাগাতা বিন্‌ত যুবাইর ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের বাড়ি তাশরীফ নেন। তখন জাবাগাতা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্ব করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকি। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি হজ্বে চলিয়া যাও এবং এই শর্তের উপর নিয়াত কর যে, তোমার ইহরাম ভাংগার স্থান হইবে সেটিই, যেখানে তুমি রোগের কারণে থামিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়াই একদল আলিম বলেন, হজ্বের মধ্যে শর্ত করা জায়িয। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস শাফেঈ (র) বলেন, যদি এই হাদীসটি সহীহ্ হইয়া থাকে তাহা হইলে এই

অভিমতটিও সঠিক। তবে ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীসের হাফিযগণ বলেন যে, এই হাদীসটি সহীহ্। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ কর। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদের পিতা, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইমাম মালিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ বকরী (কুরবানী করা)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উষ্ট্র-উষ্ট্রী, বলদ-গাভী, ছাগ-ছাগী এবং ভেড়া-ভেড়ী এই আট প্রকারের মধ্যে হইতে সাধ্যানুসারে কুরবানী করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাবীব ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন ঃ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থ হইল বকরী (কুরবানী করা)! আতা, মুজাহিদ, তাউস, আবুল আলীয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসাইন, আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম, শা'বী, নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, যিহাক, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) এবং অন্যান্য মুফাসসিরে অভিমতও এইরূপ। ইমাম চতুষ্টয়ের মাযহাবও ইহাই।

হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ খালিদ আহমার, আবূ সাঈদ আশআজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন-সহজপ্রাপ্য হিসাবে উট-গরু ব্যতীত অন্য কিছু তো দেখিতেছি না। সালিম, কাসিম, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়রও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছিঃ হুদায়বিয়ার ঘটনাই সম্ভবত তাহাদের দলীল হইবে। কেননা, ঐ সময় ছাগ-ছাগী যবাই করা হইয়াছিল বলিয়া কোন সাহাবী থেকেই বর্ণিত হয় নাই, তাহারা শুধু গরু ও উটই কুরবানী করিয়াছিলেন। সহীহ্দ্বয়ে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন-(হুদায়বিয়ায়) আমাদিগকে একটা গরু বা উটে সাতজন করিয়া শরীক হইতে আদেশ করা হইয়াছিল।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউসের পিতা, তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আপন সামর্থ্যানুযায়ী জন্তু যবেহ করিবে। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, যদি ধনী হয় তবে কুরবানী দিবে, ইহার চাইতে কম সামর্থ্যবান হইলে গরু দিবে এবং ইহার চাইতে কম সামর্থ্যবান হইলে ছাগল কুরবানী করিবে।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ অর্থাৎ স্বল্প মূল্যের জীব কুরবানী দিবে। জমহুরের বক্তব্যই তাহাদের দলীল অর্থাৎ ছাগ-ছাগী দেওয়াই যথেষ্ট। কেননা কুরআনের মধ্যে সহজলভ্যতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তবে জন্তুটি এমন হইতে হইবে যাহা যবেহ করিলে কুরবানী বলা যাইতে পারে। আর উহা হইল উট, গরু ও ছাগল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতৃব্য পুত্র মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যও ইহার সমর্থনে রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (র) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে

বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ছাগল দ্বারা কুরবানী করিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ (যে পর্যন্ত কুরবানীর জন্তু তাহার স্বস্থানে না পৌঁছে সেই পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিও না) এই আয়াতাংশের সংযোগ হইল وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ -এর সংগে এবং فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ -এর সংগে নয়। অর্থাৎ ইব্ন জারীর যাহা ধারণা করিয়াছিলেন তাহা নয়। ইব্ন জারীর এইখানে ভুল করিয়াছেন। কেননা হুদায়বিয়ায় রাসূল (সা) ও তাঁহার সংগীগণকে যখন হারম শরীফে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা হয়, তখন তাহারা সকলেই হারমের বাহিরেই মস্তক মুণ্ডন করেন এবং কুরবানী করেন। কিন্তু নিরাপদাবস্থায় হারমে পৌঁছার পর মাথা মুণ্ডন জায়িয নাই। حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهٗ অর্থাৎ যতক্ষণ না কুরবানীর প্রাণী যবেহ স্থানে পৌঁছিয়া যায় এবং হাজীগণ তাহাদের হজ্ব ও উমরার যাবতীয় কার্য হইতে অবকাশ লাভ করেন। অথবা ইফরাদ বা তামাত্তু হজ্বকারী যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের অন্যান্য যাবতীয় কাজ হইতে অবকাশ লাভ করিবে। যেমন হাফসাহ (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সকলে তো উমরার ইহরাম থেকে হালাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনি যে এখনও হালাল হন নাই ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন-আমি আমার মাথা আঠাযুক্ত করিয়াছি এবং আমার কুরবানীর প্রাণীর গলায় চিহ্ন ঝুলাইয়া দিয়াছি। সুতরাং যে পর্যন্ত না উহা যবেহ করার স্থানে যায় সে পর্যন্ত আমি ইহরাম ভাংগিব না।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ 'কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অথবা তাহার মস্তক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে রোযা কিংবা সদকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তাহার বিনিময় করিবে।'

আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন ইস্পাহানী, শু'বা, আদম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মা'কাল বলেন ঃ আমি একদা এই মসজিদে (অর্থাৎ কুফার মসজিদে) কা'ব ইব্ন আ'জরার পাশে বসিয়াছিলাম। তখন আমি তাহাকে রোযার ফিদিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, একদা আমাকে রাসূল (সা)-এর নিকট নিয়া যাওয়া হয়। তখন আমার মুখের উপর উকুন হাঁটিতেছিল। আমার এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'তোমার অবস্থা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে তাহা তো আমি ধারণাও করি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, তোমার একটি বকরী যবেহ করার সামর্থ্য আছে কি ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন,তবে তুমি মস্তক মুণ্ডন কর এবং তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকিনকে অর্ধ সা' (প্রায় সোয়া ছটাক) করিয়া খাদ্য দান কর।' অতঃপর রাবী বলেন, এই (আলোচ্য) আয়াতটি আমাকে উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছে। তবে ইহার নির্দেশ সাধারণভাবে প্রত্যেক ওযরগ্রস্তের জন্যই প্রযোজ্য।

কা'ব ইব্ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, আইয়ূব, ইসমাইল ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আজরাহ বলেন ঃ একদা আমি

উনুনে পাতিল চড়াইয়া আগুন জ্বালাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করেন। তখন তিনি আমাকে বলেন, ঐগুলি কি তোমাকে কষ্ট দেয় না ? আমি বলিলাম, হাঁ! অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, মাথা মুণ্ডাইয়া ফেল, তিনটি রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকিনকে খাওয়াও কিংবা একটি বকরী সদকা কর। আয়ূব বলেন, এই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নাই।

কা'ব ইব্‌ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ আবূ বাশার, হিশাম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্‌ন আজরাহ বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে হুদায়বিয়ায় ছিলাম। আমরা ইহরামের অবস্থায় ছিলাম। অথচ মুশরিকরা আমাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে বাধা দিতেছিল। তখন আমার মাথায় বড় বড় চুল ছিল ও তাহাতে অত্যধিক উকুন হওয়াতে উহা আমার মুখের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিত। এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পার্শ্ব দিয়া গমন করেন এবং আমার এই অবস্থা দেখিয়া বলেন, তোমাকে কি উকুনে কষ্ট দিতেছে না ? অতঃপর তিনি আমাকে মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলিতে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ بِهِ اَذًى مِّنْ رَاْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ অর্থাৎ কেহ যদি তোমাদের মধ্যে পীড়িত হয় অথবা তাহার মস্তক ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে রোযা অথবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা ফিদিয়া আদায় করিবে।

আবূ বাশার (র) ওরফে জা'ফর ইব্‌ন ইয়াস হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা ও উছমান এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিকাম ও শু'বা এবং কা'ব ইব্‌ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ও শু'বাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি সূত্রে কা'ব ইব্‌ন আজরাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, হামীদ ইব্‌ন কয়েস ও ইমাম মালিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বাস ইব্‌ন সালেহ ও সাইদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আজরাহ্ বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী কা'ব ইব্‌ন আজরাহ্ হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বকরী যবেহ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্‌ন কায়েসের হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে হাদীসটির বর্ণনা সূত্র খুবই যঈফ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নুসুক হইল বকরী কুরবানী করা আর রোযা হইল তিনটি এবং এক ফারক পরিমাণ খাদ্য ছয় ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। আলী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, আতা, সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কা'ব ইব্‌ন আজরাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা, মুজাহিদ, আবদুল করীম ইব্‌ন মালিক জারী, মালিক ইব্‌ন আনাস, আবদুল্লাহ ইব্‌ন, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্‌ন আজরাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে তাহার মাথার উকুনগুলি অত্যন্ত যন্ত্রণা দিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তাহার মাথা মুড়াইয়া ফেলিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, তিন দিন রোযা রাখ অথবা ছয়জন মিসকীন ব্যক্তির প্রত্যেককে দুই মুদ্দ বা এক সের করিয়া খাদ্য দান কর অথবা একটি বকরী যবেহ কর। আর ইহা হইল উহার বিনিময় স্বরূপ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও লাইছ ইব্ন আবী সালীম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে স্থানে اَوْ (আও) শব্দ দিয়া একাধিক পন্থা বর্ণনা করা হইয়াছে, সেখানে যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার বা স্বাধীনতা থাকে। ইব্ন আবূ হাতিম বলেনঃ মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, তাউস, হাসান, হামিদ আ'রাজ, ইব্রাহীম নাখঈ এবং যিহাক হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইমাম চতুষ্টয় এবং সাধারণ আলিমগণের মাযহাবও ইহা। এই স্থানে ইহার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যে, হয় রোযা রাখিবে, না হয় এক ফরক পরিমাণ সদকা করিবে। আর এক ফরক হইল তিন সা'। তাই ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেককে আধা সা' করিয়া সদকা করিবে। আর ইহা হইল দুই 'মুদ্দ' বা একসের পরিমাণ। অথবা একটি বকরী যবেহ করিবে এবং উহা দরিদ্রদের মধ্যে সাদকা করিয়া দিবে। ইহাই হইল উহার বিনিময় স্বরূপ। কুরআনের মাধ্যমেই এই বিষয়ে ইচ্ছা বা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে আর ইচ্ছা বা স্বাধীনতা মানে সহজসাধ্যতা । অতএব ইহা হইল রোযা রাখা, সাদকা দেওয়া বা যবেহ করার যে কোন একটিকে গ্রহণ করা। অবশ্য কা'ব ইব্ন আজরাহ্কে রাসূল (সা) যখন বলিয়াছিলেন, তখন তিনি উত্তমকে রাখিয়া এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, বকরী যবেহ কর অথবা ছয়জন দরিদ্রকে খাদ্য দান কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ। তবে ছোট হইলেও প্রত্যেকটি সৎ কাজই নিজ স্থানে আপন মহিমায় মহিমান্বিত। সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

আ'মাশ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ, আবূ কুরায়েব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন ঃ ইব্রাহীম সাঈদ ইব্ন যুবায়রকে আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহা দ্বারা খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি তাহার কাছে খাদ্য থাকে তবে উহা বিক্রি করিয়া একটি ছাগল ক্রয় করিবে। নতুবা রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা ছাগলের মূল্য নির্ণয় করিয়া নিবে এবং তাহা দিয়া খাদ্য খরিদ করিবে। অতঃপর তাহা সাদকা করিয়া দিবে। অথবা অর্ধ সা'-এর পরিবর্তে একটা করিয়া রোযা রাখিবে।

হাসান (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে আশ'আছ, মাআজ, উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাআজ, ইব্ন আবী ইমরান ও ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় যদি কোন লোকের মাথায় রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে সে মাথা মুড়াইয়া ফেলিবে। অতঃপর নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি দ্বারা ফিদিয়া আদায় করিবে।

১। দশ দিন রোযা রাখিবে। ২। অথবা দশজন মিসকীনকে দুই মাকুক পরিমাণ খাদ্য সাদকা দিবে। অর্থাৎ এক মাকুক খেজুর এবং এক মাকুক গম। ৩। অথবা একটি বকরী কুরবানী করিবে। ইকরামা ও হাসান হইতে কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল দশজন মিসকীন খাওয়ানো।

তবে সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আলকামা, হাসান বসরী ও ইকরামা হইতে উদ্ধৃত বর্ণনা দুইটি গরীব পর্যায়ের এবং ইহার সত্যতার ব্যাপারেও সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা কা'ব ইব্ন আজরাহ

হইতে মারফূ' হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার জন্য ছয়টি নয়, তিনটি রোযা রাখিতে হইবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াইতে হইবে অথবা বকরী যবেহ করিতে হইবে। অবশ্য ইহার যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে। কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। এই বিধান ইহরামের অবস্থায় শিকারীর জন্য প্রযোজ্য। কুরআনেও তাহা বলা হইয়াছে এবং ফকীহগণের ইহার উপর ইজমা হইয়াছে। তবে উপরোক্ত মতের উপর কতিপয় ফকীহ একমত নহেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে লায়ছ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেনঃ কুরবানী ও সাদকাহ মক্কাতেই করিতে হইবে। তবে রোযা যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখিতে পারিবে। মুজাহিদ, আতা ও হাসান বসরীও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হিশাম বলেন, আমাকে আতা হইতে হাজ্জাহ ও আবদুল মালিক প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলিয়াছেন, কুরবানী মক্কাতেই করিতে হইবে। আর খানা খাওয়ানো অথবা রোযা রাখা যে কোন স্থানেই চলিবে। ইব্‌ন জাফরের (র) গোলাম আবূ আসমা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন খালিদ, ইয়াকূব, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আবূ আসমা বলেন ঃ একবার হযরত উসমান ইব্‌ন আফফান (র) হজ্বে বাহির হন। তাহার সঙ্গে ছিলেন হযরত আলী (রা) ও হযরত হুসাইন (রা)। আবূ আসমা বলেন, আমি ছিলাম ইব্‌ন জাফরের সঙ্গে। আমরা পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিতে পাই। তাহার উষ্ট্রীটি তাহার শিয়রে বাঁধা ছিল। আবূ আসমা বলেন, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলাম, হে নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি! তিনি ঘুম হইতে উঠিলে দেখিলাম যে, তিনি আলীর পুত্র হুসাইন। অতঃপর তাহাকে ইব্‌ন জাফর সঙ্গী করেন। অবশেষে আমরা 'সাকীয়া' নামক স্থানে পৌঁছি। পরে আলী (রা) এবং তাঁহার সাথে আসমা বিনতে উমায়েসও আমাদের সহিত মিলিত হন। তথায় হুসাইন (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলে আমরা সেখানে বিশ দিন অবস্থান করি। আবূ আসমা বলেন, একদিন আলী (রা) হুসাইন (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার স্বাস্থ্য এখন কেমন? তখন হুসাইন (রা) হাত দ্বারা তাঁহার মাথায় প্রতি ইঙ্গিত করেন। হযরত আলী (রা) তাহাকে মাথা মুণ্ডাইতে বলেন। ইহার পর উষ্ট্রী যবেহ করেন।

এখানে যদি তাঁহার এই উট কুরবানী ইহরাম ভাংগিয়া হালাল হওয়ার জন্য হইয়া থাকে তবে তাহা ভাল কথা। আর যদি ইহা ফিদিয়ার জন্য হইয়া থাকে তবে ইহা স্পষ্ট কথা যে, এই কুরবানী মক্কার বাহিরে হইয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ 'অতঃপর তোমরা যখন শান্তিতে থাক, তখন যে ব্যক্তি হজ্বের সহিত উমরার ফল ভোগ কামনা করে, তখন যাহা সহজপ্রাপ্য তাহাই উৎসর্গ করিবে।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্বে তামাত্তু করিবে, তাহারও কুরবানী করিতে হইবে। সে হজ্ব ও উমরার ইহরাম এক সাথে বাঁধিয়া থাকুক অথবা প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া উহার কার্যাবলী সম্পন্ন করার পর হজ্বের ইহরাম বাঁধুক। ফকীহগণের নিকট ইহা বিশেষ তামাত্তু বলিয়া পরিচিত। আর তামাত্তুয়ে আম বা সাধারণ তামাত্তু বলিতে উভয়টিকে বুঝায়। কোন কোন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তামাত্তু করিয়াছিলেন। তবে অন্য রিওয়ায়েতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি হজ্বে কিরান

করিয়াছিলেন। তাই বুঝা যায় যে, তামাত্তুয়ে আম উভয়টিকেই বুঝায়। কারণ তাঁহার নিকট কুরবানীর জন্তু ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ। অর্থাৎ জন্তুর মধ্যে যেইটির সামর্থ্য থাকে তাহা কুরবানী করা। আর ইহার নিম্নতম পর্যায় হইল বকরী কুরবানী করা। তবে গরু কুরবানী করাই ভাল। কেননা নবী (সা) তাঁহার পত্নীদের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী দিয়াছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর ও আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার পত্নীদের পক্ষ হইতে গরু কুরবানী করিয়াছিলেন। আর সেই হজ্ব ছিল তামাত্তু। ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াহ। তামাত্তু শরীআতসম্মত হওয়ার ইহাই দলীল। যেমন ইমরান ইব্ন হাসান (র) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ 'কুরআনে তামাত্তুর আয়াত সন্নিবেশিত হইয়াছে আর আমরা হুযুরের (সা) সংগে হজ্বে তামাত্তু করিয়াছি। অবশ্যই পরবর্তীতে ইহা হারাম করার কোন আয়াত নাযিল হয় নাই এবং হুযুর (সা) নিজেও ইহা করিতে নিষেধ করেন নাই। এই অবস্থায়ই হুযুরের (সা) ইন্তিকাল হইয়া যায়। অথথ লোকগণ নিজেদের মতানুসারে ইহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেক কিছু বলিতেছে।' বুখারী (র) বলেন, এই ইঙ্গিতবহ কথা কয়টি হযরত উমর (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। মুহাদ্দিসগণের মতে ইমাম বুখারীর এই অভিমত সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা হযরত উমর (রা) জনগণকে হজ্বে তামাত্তু করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার কিতাবকে গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে উহার মধ্যেই হজ্ব ও উমরাকে পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন করার নির্দেশ রহিয়াছে। যথা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা হজ্ব ও উমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর।' তবে এই কথাও সত্য যে, হযরত উমর (রা)-এর এই বাধা দান করা হারাম হিসাবে ছিল না। বরং তিনি এইজন্য নিষেধ করিতেন যে, যেন মানুষ বেশি করিয়া হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারত করিতে আসে। বস্তুত ইহাই ছিল তাঁহার নিষেধ করার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ অর্থাৎ তবে কেহ যদি তাহা না পায়, তবে হজ্বের সময় তিন দিন এবং যখন তোমরা প্রত্যাবর্তিত হও তখন সাত দিন, এই পূর্ণ দশদিন রোযা রাখিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরবানী করিতে অক্ষম থাকিবে, সে হজ্বের সময় তিনটি রোযা রাখিবে। অর্থাৎ হজ্বের দিনগুলির মধ্যে।

আলিমগণ বলেনঃ এই রোযাগুলি দশ তারিখের আরাফার দিনের পূর্বে রাখাই উত্তম। আতা (র)-ও ইহা বলিয়াছেন অথবা ইহরাম বাঁধার পরেই এই রোযাগুলি রাখিবে। ইহা বলিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ। কেননা আয়াতে فِى الْحَجِّ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হজ্বের মধ্যে। আবার কেহ কেহ এই রোযাগুলি শাওয়ালের প্রথম দিকেও রাখা জায়িয বলিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন তাউস, মুজাহিদ, প্রমুখ ব্যক্তি। শা'বী বলেন, এই রোযাগুলি আরাফার দিন এবং তাহার পূর্বের দুই দিন মিলাইয়াও রাখা জায়িয। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, সুদ্দী, আতা, তাউস,

হিকাম, হাসান, হাম্মাদ, ইব্‌রাহীম, আবূ জাফর বাকের, রবী' ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা যদি কুরবানীর জন্তু সংগ্রহ করিতে অপারগ থাক, তাহা হইলে আরাফার দিনের পূর্বে তিনটি রোযা রাখিবে। যদি তৃতীয় রোযাটি আরাফার দিনে উপস্থিত হইয়া যায় তবে উহা স্থগিত রাখিবে। সাতটি বাড়ি ফিরিয়া পূর্ণ করিবে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাররাহ ও আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, 'তারবিয়ার' দিনের পূর্বে একটি রোযা রাখিবে। আর 'তারবিয়াহ' বলা হয় আরাফার দিনকে। আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ও জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, যদি কেহ এই রোযাগুলি কুরবানীর পূর্বে না রাখে অথবা যদি কিছু কুরবানীর পূর্বে রাখে এবং কিছু বাকি থাকিয়া যায়, তবে কি বাকি রোযাগুলি কুরবানীর দিনগুলিতে রাখা জায়িয হইবে ? এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ইমাম শাফেঈর পূর্বের মত হইল যে, ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা জায়িয। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন উমর (রা) ও আয়েশা (রা) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, কুরবানীর দিনগুলিতে একমাত্র সেই ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করিবে না, যাহার কুরবানীর জন্তু নাই। আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও মালিক এবং ইব্‌ন উমর (রা) হইতে সালিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যক্তিদ্বয় হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেনঃ যে ব্যক্তি হজ্বের দিনগুলিতে ঐ তিনটি রোযা ছাড়িয়া দিবে সে উহা ঈদের দিনগুলিতে পালন করিবে। এইভাবে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, হাসান বসরী ও ইকরামা প্রমুখ হইতে উবাইদ ইব্‌ন উমাইর ও লাইছ বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়াছিলেন فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ আয়াতাংশ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ হজ্বের দিনগুলির মধ্যে কুরবানীর দিনগুলিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ইমাম শাফেঈর নতুন অভিমত হইল যে, কুরবানীর দিনগুলিতে রোযা রাখা জায়িয নহে। মুসলিম শরীফে কুতায়বাতুল হায্‌লী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কুরবানীর দিনগুলি হইল খাওয়া, পান করা ও আল্লাহ তা'আলার যিকির করার দিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ অর্থাৎ হজ্ব হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সাতটি রোযা রাখিবে। এই ব্যাপারেও দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল যখন তাহারা স্বীয় সওয়ারীর দিকে চলিবে। তাই মুজাহিদ (র) বলেন, তবে ইচ্ছা করিলে বাড়ি ফিরিবার সময় পথেও এই রোযাগুলি রাখিতে পারিবে। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহও (র) ইহা বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত হইল এই, যখন নিজ আবাসস্থলে পৌঁছিয়া যাইবে। সালিম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ছাওরী (র) বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমরের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন যে, যখন (হজ্ব থেকে) পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আবূ আলীয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী ও রবী' ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইহার উপর ইমামগণেরও ঐকমত্য রহিয়াছে।

ইব্ন উমর (রা) হইতে এক দীর্ঘ হাদীসে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ, ইব্ন শিহাব, আকীল, লাইছ, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বিদায় হজ্বে 'তামাত্তু' করিয়াছিলেন। কুরবানীর জন্তু তাঁহার সাথে ছিল এবং 'জুলহুলায়ফায়' উহা কুরবানী করেন। তিনি প্রথমে উমরা ও পরে হজ্ব করেন এবং লোকজনও তাঁহার সাথে সাথে হজ্বে তামাত্তু করেন। অনেকে সঙ্গে করিয়া কুরবানীর জন্তু নিয়াছিলেন এবং উহা কুরবানী দেন। কিন্তু কয়েকজন সাথে করিয়া কুরবানীর জন্তু নিয়াছিলেন না। অতঃপর রাসূল (সা) মক্কায় পৌঁছিয়া ঘোষণা করেন যে, যাহাদের নিকট কুরবানীর জন্তু রহিয়াছে, তাহারা হজ্ব শেষ না করা পর্যন্ত ইহরামের অবস্থায়ই থাকিবে। আর যাহাদের নিকট কুরবানীর জন্তু নাই, তাহারা বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়াইবার পর ইহরাম ভাংগিবে। অতঃপর মাথা মুণ্ডাইয়া ফেলিবে অথবা ছাটিয়া ফেলিবে। তারপর হজ্বের ইহরাম বাঁধিবে। আর যাহারা কুরবানী দিতে অক্ষম থাকিবে, তাহারা হজ্বের মধ্যে তিনটি রোযা রাখিবে এবং সাতটি রোযা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়া যাইয়া রাখিবে। এইভাবে তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও যুহরীও সালিমের পিতা হইতে সালিমের অনুরূপ রিওয়ায়েত করেন। যুহরী হইতে ঊর্ধ্বতন সনদে সহীহ্দ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে ঃ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ অর্থাৎ এই পূর্ণ দশ দিন। কেহ কেহ বলেন, (কুরআনের) এই বাক্যাংশটি কেবল তাকিদের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলেন, رَئَيْتُ بِعَيْنِىْ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, سَمِعْتُ بِاُذُنِىْ আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, كَتَبْتُ بِيَدِىْ আমি স্বহস্তে লিখিয়াছি ইত্যাদি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ না কোন পাখী যাহা তাহার দুই পাখার সাহায্যে উড়িয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ তুমি তোমার ডান হাত দ্বারা লিখিও না। অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, وَوَعَدْنَا مُوْسٰى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً অর্থাৎ আমি মূসার (আ) সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করিয়াছি এবং আরো দশ দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়াছি। অতঃপর তাহার প্রভুর নির্দিষ্ট চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হইল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন كَامِلَةٌ অর্থ হইল পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণকরণ। ইব্ন জারীর এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, كَامِلَةٌ অর্থ হইল কুরবানীর সম্পূরক কোন বিষয়। হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদ ইব্ন রশিদ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহা হইল কুরবানীর পরিবর্তে করণীয় বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। অর্থাৎ এই নির্দেশ সেই সকল লোকদের জন্য, যাহাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারামে অবস্থানকারী নয়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ শরী'আতের ব্যাখ্যাতাগণ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ইখতিলাফ করিয়াছেন। অবশ্য পরে ইজমা হইয়াছে যে, হারমবাসীরা তামাত্তু করিতে পারিবে না। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই নির্দেশ হারমবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্যরা ইহার মধ্যে গণ্য নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ছাওরী, আবদুর রাহমান ও ইব্ন বাশার বর্ণনা করেন যে, আব্বাস (রা) বলেন, উহারা হইল মক্কাবাসী। এইভাবে ছাওরী (র) হইতে ইব্ন মুবারকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কাতাদাহসহ একটি দল বলেন, আমাদেরকে বলা হইয়াছে যে, একদা ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-হে মক্কাবাসীরা! তোমাদের জন্য তামাত্তু নহে। ইহা বিদেশীদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে এবং তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে। কেননা তোমাদেরকে মক্কায় পৌছিতে অল্প হাটিতে হয়। অথবা তিনি ইহা বলেন, তোমাদের এবং হারমের মধ্যে মাত্র একটি গ্রামই পার্থক্য। তাই অল্পদূর গিয়াই তোমরা ইহরাম বাঁধিয়া থাক।

তাউস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ তামাত্তু অন্যদের জন্য, মক্কাবাসীদের জন্য নহে। অর্থাৎ যে মক্কাবাসী নয় সে তামাত্তু করিতে পারিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন-'এই নির্দেশ তাহাদের জন্যে, যাহাদের পরিবার-পরিজন মসজিদে হারমের বাসিন্দা নহে।'

আবদুর রাযযাক (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাসের সূত্রেও আমি তাউসের অনুরূপ রিওয়ায়েত জানিতে পারিয়াছি। কেহ কেহ বলেন, উহা হইল হারমবাসী এবং যাহারা মীকাতসমূহের মধ্যে বসবাস করে। আতা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন, যাহারা মীকাতসমূহের কাছাকাছির অধিবাসী হইবে, তাহারাও মক্কাবাসীদের অনুরূপ তামাত্তু করিতে পারিবে না।

মাকহুল (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক বলেন যে, ذَالِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মকহুল (র) বলেন ঃ যাহারা মীকাতের নিকটবর্তী অধিবাসী হইবে, তাহাদের জন্য তামাত্তু জায়িয নহে।

আতা (র) হইতে ইব্ন জারীজ বলেন ঃ এই নির্দেশ তাহাদের জন্য, যাহাদের পরিবার পরিজন মসজিদে হারামে অবস্থানকারী না হয়। তাই আরাফা, মুযদালিফা, উরনাহ ও রজী'র অধিবাসীরাও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যুহরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যাহারা মক্কা হইতে একদিনের পথ দূরে থাকিবে অথবা ইহার চাইতেও কম দূরের হইবে, তাহারা হজ্বে তামাত্তু করিতে পারিবে। যুহরী (র) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়েতে

বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা হইতে এক কি দুই দিন পথের দূরের অধিবাসী হইলে সে তামাত্তু করিতে পারিবে।

এই ব্যাপারে ইব্‌ন জারীর ইমাম শাফেঈর (র) মায্‌হাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত হইল এই যে, হারমের অধিবাসী অথবা মক্কা হইতে যাহারা এতটুকু দূরে রহিয়াছে যেখানে গেলে তাহাদের জন্য কসর জায়িয হয় না তাহাদের সকলের জন্য এই নির্দেশ। কেননা তাহাদিগকে মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। ইহার বাহিরে যে স্থানে মক্কাবাসীরা গেলে মুসাফির হইবে, সেখানের অধিবাসীদের জন্য তামাত্তু করা জায়িয হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর।' অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশাবলী মানিয়া চল এবং নিষেধাবলী পরিহার কর।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ জানিয়া রাখ যে, তিনি তাঁহার অবাধ্যদিগকে কঠিন শাস্তি দিয়া থাকেন।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁহার নির্দেশ অমান্য করে এবং তিনি যে সকল নিষেধের ব্যাপারে কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছেন সেইগুলিকে অনুসরণ করে।

(১৯৭) اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ
وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰاُولِي الْاَلْبَابِ ○

১৯৭. "হজ্বের জন্য নির্দিষ্ট মাস রহিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি উহাতে হজ্ব অপরিহার্য করিল, তাহার জন্য ইহরাম অবস্থায় নারী গমন, পাপ কার্য ও ঝগড়া-বিবাদ নিষিদ্ধ। আর তোমরা যে সকল ভাল কাজ কর, তিনি তাহা জানেন। এবং পাথেয় সংগ্রহ কর, নিশ্চয় সর্বোত্তম পাথেয় তাকওয়া। হে জ্ঞানীবৃন্দ! আমাকেই শুধু ভয় কর।"

তাফসীর ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবীবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, 'হজ্ব হইল ঐ মাসগুলিতে, যাহা বিদিত ও নির্দিষ্ট। সুতরাং ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হজ্বের মাসগুলিতে ইহরাম বাঁধা অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধা অপেক্ষা উত্তম এবং বেশি পূর্ণতাপ্রদানকারী। তবে অন্যান্য মাসে ইহরাম বাঁধিলে তাহাও শুদ্ধ হইবে।'

ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইমাম ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়াহ, ইমাম ইব্‌রাহীম নাখঈ, ইমাম ছাওরী ও ইমাম লাইছ ইব্‌ন সা'আদ (র) বলেন যে, বছরের যেকোন মাসে ইহরাম বাঁধা যাইতে পারে। তাহাদের দলীল হইল এই আয়াতটি يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ হে নবী! তাহারা আপনাকে নব চন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, এইগুলি হইতেছে মানুষের উপকারার্থে এবং হজ্বের জন্য সময় নিরূপক।' যেহেতু কুরআনে হজ্ব এবং উমরা উভয়টিকেই نُسُكٌ বলা হইয়াছে আর উমরার ইহরাম প্রত্যেক মাসেই বাঁধা যায়, তাই হজ্বের ইহরামও প্রত্যেক মাসে বাঁধা যাইবে।

অন্যদিকে ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ হজ্বের ইহরাম হজ্বের মাসগুলিতেই বাঁধিতে হইবে। অন্য মাসে হজ্বের ইহরাম বাঁধিলে তাহা শুদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাসগুলির পূর্বে বা পরে ইহরাম বাঁধিলে উহা কার্যকরী হইবে না; বরং বাতিল হইয়া যাইবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, অন্যান্য মাসে উমরার ইহরাম বাঁধা যাইবে কি ? ইহার জবাবে তাহার দুইটি উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উক্তি হইল, হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত ইহরাম শুদ্ধ নয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও জাবির (রা) হইতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের হইতেই আতা, তাউস, মুজাহিদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের দলীল হইল, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট অর্থাৎ এই আয়াতাংশের উহ্য বিষয়টি নির্দিষ্ট । আরবী ব্যাকরণবিদগণের অভিমত তাই। অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। সমগ্র বছরের মাসগুলি হইতে এই মাসগুলিকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, হজ্বের মাসগুলির পূর্বে ইহরাম বাঁধিলে উহা জায়িয হইবে না। কারণ, নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হওয়ার পূর্বে কেহ নামায পড়িলে উহা আদায় হয় না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, উমর ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ ও ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে ইহরাম বাঁধা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট।

ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আ'ওয়ার, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন মালিক সাওসী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হামিক ইব্‌ন উতায়বা এবং হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র) হইতে দুইটি সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত হজ্বের ইহরাম না বাঁধাটাই সুন্নাত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হাকাম, শু'বা, আবূ কালিদ আহমার, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন খুযাইমাহ স্বীয় সহীহ্ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত হজ্বের ইহরাম বাঁধিবে না। কেননা হজ্বের সুন্নাত হইতেছে হজ্বের মাসসমূহে ইহরাম বাঁধা। ইহার সনদ সহীহ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা সাহাবীদের সুন্নত। তবে ইহাও পরম্পর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ন্যায় গ্রহণীয় বলিয়া অধিকাংশের ধারণা। কেননা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়েতটি কোন দিক দিয়াই দুর্বল নয়। ইহা যদি তাহার নিজস্ব অভিমতও হইয়া থাকে, তাহা হইলেও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন কারণ নাই। কারণ, তিনি ছিলেন সর্বসম্মতভাবেই স্বীকৃত মুফাস্‌সিরে কুরআন বা কুরআনের ভাষ্যকার। উল্লেখ্য যে, অন্যসূত্রে এই সম্পর্কীয় মারফূ হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আবূ যুবায়ের, সুফিয়ান, আবূ হুযায়ফা, হাসান ইব্‌ন মুছান্না, নাফে, আবদুল বাকী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ কাহারো হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত অন্য মাসে হজ্বের ইহরাম বাঁধা উচিত নয়। ইহার সনদসমূহ সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত। আবূ যুবায়র (র) হইতে ইব্‌ন

জারীজের সূত্রে বায়হাকী ও শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যুবাইর (র) বলেন, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, হজ্বের মাসগুলির পূর্বে ইহরাম বাঁধা যায় কি? তিনি উত্তরে বলেন, না। হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে মারফূ সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

এখন অবশিষ্ট থাকে সাহাবীদের মাযহাব নির্ধারণ। তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হজ্বের মাসসমূহ ব্যতীত অন্য মাসে ইহরাম না বাঁধাই হইল সুন্নত। আল্লাহ তা'আলা বলেন اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ। অর্থাৎ হজ্বের মাসসমূহ নির্দিষ্ট। বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ উহা হইল শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্বের দশদিন। এই উক্তিটি ইব্‌ন জারীর (র) হইতে পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার, ওরাকা, আবূ নাঈম ও আহমদ ইব্‌ন হাজিম ইব্‌ন আবূ জাগারাহ বর্ণনা করেন যে, اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, উহা শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহজ্বের দশদিন। ইহার বর্ণনাসূত্রটি সহীহ। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, উবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর, হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আফফান ও আসিম হইতে হাকাম তাহার মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বুখারী ও মুসলিমের নিকট ইহা গ্রহণযোগ্য।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা) হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতা, তাউস, মুজাহিদ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, ইব্‌ন সিরীন, মাকহুল, কাতাদাহ, যিহাক ইব্‌ন মাযাহিম, রবী ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। আর ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ও ইমাম আবূ ছুর (র) প্রমুখের মাযহাবও ইহাই। ইব্‌ন জারীরও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, اَشْهُرٌ শব্দটি বহুবচন হইলেও ইহার ব্যবহার দুই মাস বা তৃতীয় মাসের কিয়দংশের উপর হইতে পারে। যেমন আরবী ভাষাভাষীরা বলেন, رايته اليوم - رايته العام অর্থাৎ আমি এক বছর বা একদিন তাহাকে দেখিয়াছি। অবশ্য তাহাকে সারা বৎসর ধরিয়া বা সারাদিন ধরিয়া দেখা হয় নাই। বস্তুত, দেখার সময় অল্পই হইয়া থাকে। কিন্তু বলার সময় এইভাবেই বলা হইয়া থাকে। তাই এখানেও তৃতীয় মাস এই নিয়মে উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরআনেও বলা হইয়াছে, যে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়া দুই দিনে সম্পন্ন করে তাহাতে তাহার কোন দোষ নাই। অথচ সেই তাড়াহুড়া দেড় দিনের হইয়া থাকে। কিন্তু দিন গণনায় পূর্ণ দুই দিনই ধরা হইয়াছে। অবশ্য ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) ও ইমাম শাফেঈর (র) পূর্বের অভিমত ছিল যে, উহা শাওয়াল, জিলকাদ ও পূর্ণ জিলহাজ্জ মাস। ইব্‌ন উমর (র) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাজির, শরীফ, আবূ আহমদ, আহমদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, (উহা হইল) শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ।

ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ

আমি নাফেকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম যে, আপনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে হজ্বের মাসসমূহের ব্যাপারে কিছু শুনিয়াছেন কি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) শাওয়াল, জিলকাদ এবং জিলহাজ্জকে হজ্বের মাস বলিতেন। ইব্‌ন শিহাব, আতা ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহও এইরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীজ (র) হইতে ইহার উর্ধ্বতন সনদও সহীহ। তাউস, মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, রবী ইব্‌ন আনাস এবং কাতাদাহও এইরূপ বলিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল বলিয়া গণ্য। কেননা হাদীসটি হাফিয ইব্‌ন মারদুবিয়া (রা) হাসীন ইব্‌ন মাখারিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাসীন ইব্‌নে মাখারিকের উপর কৃত্রিম হাদীস বর্ণনা করার অপবাদ রহিয়াছে। আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাওশাব ইব্‌ন শাহর (রা) ও ইউসুফ ইব্‌ন উবাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٍ شَوَّالَ ذُوْالْقَعْدَةَ وَذُوالْحَجَّةَ। অর্থাৎ হজ্বের মাসগুলির নির্দিষ্ট ও সুবিদিত আর উহা হইলে শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ। এই হাদীসটি মারফূ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মূলত ইহা মারফূ নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ফায়েদা ঃ ইমাম মালিকের (র) মাযহাব হইল যে, (হজ্ব হইল) জিলহাজ্ব মাসের শেষ পর্যন্ত। কেননা উহা কেবল হজ্বের জন্যেই নির্দিষ্ট। আর জিলহাজ্বের বাকি কয়দিনের মধ্যে উমরা করাও মাকরূহ। যদিও কুরবানীর রাতের পরে আর হজ্ব শুদ্ধ নয়।

তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্‌ন মুসলিম, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আহমদ ইব্‌ন সুনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বর্ণনা করেন, যে তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ (রা) বলেন যে, হজ্বের মাসগুলি নির্দিষ্ট। আর ইহার মধ্যে কোন উমরা নাই। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন ঃ শাওয়াল, জিলকাদ ও জিলহাজ্জ হইল হজ্বের মাস। এই মাসগুলি উমরার জন্য নয়। ইহা কেবল হজ্বের জন্যই নির্দিষ্ট আর হজ্ব পর্ব মিনার দিন অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই শেষ হইয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (রা) বলেন ঃ এমন কোন আলিম নাই, যিনি হজ্বের মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে উমরা করাকে এই মাসগুলির মধ্যে উমরা করা অপেক্ষা উত্তম মনে করিতে দ্বিধা করিয়া থাকেন। ইব্‌ন আউন (র) বলেন ঃ আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদকে হজ্বের মাসগুলিতে উমরা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, মুসলিম মনীষীগণ ইহাকে যথাযথ হজ্ব বলিয়া মনে করিতেন না।

আমি ইব্‌ন কাছির বলিতেছিঃ হযরত উমর (রা) ও হযরত উছমান (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা হজ্বের মাসগুলি ছাড়া অন্য মাসে উমরা করাকেই পসন্দ করিতেন এবং হজ্বের মাসগুলিতে উমরা করিতে নিষেধ করিতেন। আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে

হজ্বের সংকল্প করে অর্থাৎ হজ্বের ইহরাম বাঁধে। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্বের জন্য ইহরাম বাঁধিয়া তা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সবাই এই ব্যাপারে একমত যে, এই স্থলে ফরয বলার উদ্দেশ্য হইতেছে ওয়াজিব প্রমাণ ও গুরুত্বারোপ করণ।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ আয়াতাংশ দ্বারা হজ্ব অথবা উমরার ইহরাম বন্ধনকারীদেরকে বুঝান হইয়াছে। আতা (র) বলেন ঃ এখানে فَرَضَ (ফরয) এর অর্থ হইল ইহরাম। ইব্রাহীম (র) ও যিহাক (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্ন আতা, ও ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ এর মর্মার্থ হইল ইহরাম বাঁধিয়া লাব্বাইক পাঠ করার পর কোন স্থানে থামিয়া না যাওয়া।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত ইব্ন মাসউদ, হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত ইব্ন যুবায়র, হযরত মুজাহিদ, হযরত আতা, হযরত ইব্রাহীম নাখঈ, হযরত ইকরামা, হযরত যিহাক, হযরত কাতাদাহ, হযরত সুফিয়ান ছাওরী, হযরত যুহরী ও হযরত মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে। তাউস ও কাসিম বলেন ঃ এখানে 'ফরয' এর অর্থ হইল 'তালবিয়াহ' পাঠ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلاَ رَفَثَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিবে, সে স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকিবে। অর্থাৎ তখন স্ত্রী গমন না করা। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ অর্থাৎ রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী গমন হালাল করা হইয়াছে।

এইভাবে ইহরাম বাঁধিয়া চুম্বন করা এবং যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধকারী যে কোন কাজও হারাম। স্ত্রীদের সঙ্গে প্রেমালাপ করাও হারাম। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ইউনুস ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ اَلرَّفَثُ। হইল স্ত্রী মিলন ঘটা। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে পরস্পরের বোধগম্য করিয়া যৌনমূলক কোন কথা বলাও রাফাছের অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার (র) ও ইব্ন ওহাব (র) ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আলীয়া বিয়াহী, রিজাল, কাতাদাহ, শুবা, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) যৌনমূলক একটি পংক্তি আবৃত্তি করিতেছিলেন। অথচ তখন তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। পংক্তিটি এই ঃ

وهن يمشين بنا هميسا. ان تصدق الطير ننسك لميسا

আবূ আলীয়া বলেন, তখনই আমি তাহাকে বলিলাম-আপনি 'রাফাছ'মূলক কথা বলিতেছেন, অথচ আপনি ইহরামের অবস্থায় আছেন। উত্তরে তিনি বলেন-স্ত্রীদের সামনে এই ধরনের কথা

বলিলে رَفَثَ (রাফাছ) হইয়া থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া, ইব্ন হুসাইন, যিয়াদ এবং আ'মাশও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে হযরত আবূ হুসাইন ইব্ন কায়েস হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন হুসাইন, আউফ, ইব্ন আবূ আদী মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুসাইন ইব্ন কায়েস বলেন ঃ হজ্বে যাত্রা কালে আমি ইব্ন আব্বাসের সফরসঙ্গী ছিলাম, কিন্তু সামান্য অগ্রবর্তী হইয়া চলিতেছিলাম। আমরা ইহরাম বাঁধিয়া নিবার পরে হযরত ইব্ন আব্বাস উটের পার্শ্ব ঘেঁষিয়া মনের আবেগে বলিতেছিলেন ঃ

وهن يمشين بنا هميسا. ان تصدق الطير ننسك لميسا

অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি رَفَثَ (যৌন কবিতা পাঠ) করিতেছেন; অথচ আপনি তো ইহরাম বাঁধিয়া নিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলেনঃ মহিলাদের মধ্যে এইভাবে বলা হইলে রাফাছ হইত।

আবদুল্লাহ ইব্ন তাউস তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহার মর্মার্থ হইল যৌন সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে বিরত থাকা। আরবরা উহা এই অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা হইল رَفَثَ এর নিম্নতম স্তর।

আতা ইব্ন আবূ রুবাহ বলেন ঃ رَفَثَ অর্থ হইল স্ত্রী সহবাস আর যৌনতায় সুড়সুড়ি দেয় এমন অশ্লীল বাক্যসমূহ। আমর ইব্নে দীনার (র)-ও অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। আতা (র) বলেন ঃ ইহরামের অবস্থায় আরবগণ যে সবল শব্দ ব্যবহার করিতে অপসন্দ করেন, তাহাই হইল রাফাছ। তাউস (র) বলেন ঃ রাফাছ হইল স্ত্রীকে বলা যে, ইহরাম গেলেই তোমার সংগে সহবাস করিব। আবুল আলীয়াও (র) অনুরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ رَفَثَ (রাফাছ) হইল স্ত্রীদের সংগে মাখামাখি করা, চুম্বন দেওয়া ও আলিঙ্গন করা এবং যে সব অশ্লীল বাক্য দ্বারা যৌন মিলনের আবেদন প্রকাশ পায় তাহা বলা ইত্যাদি। অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ رَفَثَ অর্থ হইল মহিলাদের সংগে মাখামাখি করা। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরামা, মুজাহিদ ও আতা হইতে আবুল আলীয়া, মাকহুল, আতা খোরাসানী, আতা ইব্ন ইয়াসার, আতিয়াহ, ইব্রাহীম নাখঈ, রবী', যুহরী, সাদী, মালিক ইব্ন আনাস, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আবদুল করীম প্রমুখগণের বর্ণিত উক্তিও উপরোল্লিখিত রূপ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَفُسُوْقَ ইব্ন আব্বাস হইতে মাকসাম এবং জনৈক ব্যক্তি রিওয়ায়েত করেন যে, فُسُوْقَ (ফুসুক)- এর অর্থ হইল পাপ করা। 'আতা, মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, ইব্রাহীম নাখঈ, যুহরী, রবী' ইব্ন আনাস, আতা ইব্ন ইয়াসার, আতা খোরাসানী, মাকাতিল

ইব্‌ন হাইয়ান ও ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে' ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ اَلْفُسُوْقُ। অর্থ শিকার জাতীয় কোন পাপ কার্য সংঘটিত হওয়া। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে' ইউনুস ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন ঃ اَلْفُسُوْقُ। অর্থ হারমে বসিয়া কোন পাপ করা। অপর একদল বলেন ঃ اَلْفُسُوْقُ। বলিতে গালমন্দ করা বুঝায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন উমর (রা), ইব্‌ন যুবায়র (রা), মুজাহিদ, সুদ্দী, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও হাসান এই মত পোষণ করেন। তাঁহাদের দলীল হইল সহীহ সূত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ, আবূ ওয়াএল, যুবায়দ, সুফিয়ান ছাওরী ও হিবর, আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

سباب المسلم فسوق و قتاله كفر অর্থাৎ মুসলমানকে গালি দেয়া ফিস্‌ক ও তাহাকে হত্যা করা কুফর। আবদুর রহমান তাহার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে এবং সা'দ হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন সা'দ ও আবূ ইসহাক উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ এখানে اَلْفُسُوْقُ। অর্থ দেব-দেবীর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ.

অর্থাৎ অথবা যাহা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা হইয়াছে তাহা ফিসক।

অন্য একদল বলেন ঃ এখানে اَلْفُسُوْقَ।-এর তাৎপর্য এই যে, সাধারণত যে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার পাপ মূলত সমান। কিন্তু নিষিদ্ধ মাসসমূহে নিষিদ্ধ কাজ করার পাপ অত্যধিক। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ তন্মধ্যে নিষিদ্ধ চারটি। ইহাই স্থায়ী জীবন বিধান। সেই মাসসমূহে অত্যাচার ও আত্মপীড়ন করিও না।

নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহিতার ইচ্ছা করিবে তাহাকে আমি কষ্টদায়ক শাস্তি দিব। ইব্‌ন জারীর বলেনঃ এখানে 'ফিসক'-এর ভাবার্থ হইতেছে সেই সমস্ত কাজ যাহা ইহরামের অবস্থায় নিষিদ্ধ। যেমন, শিকার করা, মস্তক মুণ্ডন করা ও নখ কাটা ইত্যাদি।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পূর্বেও এই ধরনের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। আমার ধারণা মতে ইহাই হইল উত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহই ভাল জানেন।

সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফের এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ হাযিম (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করিবে, সে যেন 'রাফাছ' এবং ফিস্‌ক না করে। তাহা হইলে সে এমনই নিষ্পাপ হইবে যেমন সে তাহার জন্মের দিন নিষ্পাপ ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ অর্থাৎ 'হজ্জের মধ্যে কলহ করিও না।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা দুইটি দল দুইভাবে করিয়াছেন।

প্রথমোক্ত দল বলেন ঃ তোমরা হজ্বের সময়ের ও উহার রোকনসমূহের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই ইহার স্পষ্ট ও পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে পারস্পরিক ঝগড়াঝাটি অবাঞ্ছনীয়।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ উদ্ধৃত করেন যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ হজ্বের মাসকে ভুলিয়া না যাওয়া, উহাতে কম-বেশি ও পূর্ব-পর না করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি পূর্বের মুশরিকদের কীর্তিকাণ্ড উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহারা হজ্বের রোকনগুলির মধ্যে বেশকম করিত এবং সময়ের ব্যাপারে আগ-পিছ করিত। অথচ সঠিকভাবে উহা আদায় করা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি দায়িত্ব ছিল।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ইব্‌ন রফী' ও ছাওরী বর্ণনা করে যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক হজ্বের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলে এই ব্যাপারে কম-বেশি ও পূর্ব-পর করা চলিবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হাজ্জাজ, হিশাম ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, وَلاَجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ হজ্বের কাজে মুনাফিক ও রিয়াকারের ভূমিকা গ্রহণ করা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, মালিক (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ উহার তাৎপর্য হইল 'হজ্বের সময় কলহ করা'। আল্লাহই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্বের সময় কুরাইশরা হারামের মাসে 'মাশআরে হারাম' মুযদালিফায় অবস্থান করিত এবং আরবের বাকি লোকজন আরাফায় অবস্থান করিত। আর তাঁহারা পরস্পরের ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হইয়া একে অপরকে বলিত, আমরা সঠিক পথের উপর আছি। অন্যদল বলিত-না, আমরাই সঠিক পথের উপর আছি। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন ঃ তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিত। আর এই নিয়া তাহাদের মধ্যে ঝগড়া হইত এবং প্রত্যেকের দাবি ছিল, আমরাই ইব্‌রাহীম (আ)-কে অনুসরণ করিতেছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে হজ্বের রোকনসমূহ এবং বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানের স্থানসমূহ জানাইয়া দিলে এই বিবাদের চির অবসান হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাখার ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন ঃ হজ্বের সময় কুরাইশরা যখন মিনায় জমায়েত হইত, তখন তাহারা অন্যদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, আমাদের হজ্ব তোমাদের হজ্বের তুলনায় পূর্ণ এবং অধিক পুণ্যময়। অন্যরা আবার কুরাইশদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, আমাদের হজ্ব তোমাদের হজ্বের চাইতে পূর্ণ ও অধিক পুণ্যময়।

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির ইব্‌ন হাবীব ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হজ্বের মধ্যে কলহ করা। যেমন তাহাদের কেহ কেহ বলিত, হজ্ব আগামী কাল হইবে এবং কেহ কেহ বলিত, আজ হজ্ব হইবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সারকথা হইল এই যে, হজ্বের বিধান নাযিল হওয়ার পরে পূর্বের সকল বিবাদ-কলহের অবসান ঘটিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন। দ্বিতীয় দল বলেন ঃ এই স্থানে جِدَالَ -এর অর্থ হইল যে কোন ঝগড়া-কলহ। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আহওয়াস, আবূ ইসহাক, শরীক, ইসহাক আবদুল হামীদ ইব্ন হাসসান ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ এই আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ একে অন্যকে গালি দিত, ফলে ঝগড়াঝাটি হইত।

উপরোক্ত সনদের ঊর্ধ্বতন অংশ তামীমী হইতে আবূ ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস جِدَالَ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন ঃ হজ্বের পথে লোক তাঁহার সংগীকে গালি-গালাজ করিত, ফলে ঝগড়া বাধিত।

আবূ আলীয়া, আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, ইকরামা, জাবির ইব্ন যায়েদ, আতা খোরাসানী, মাকহুল, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আমের ইব্ন দীনার, যিহাক, রবী ইব্ন আনাস, ইব্রাহীম নাখঈ, আতা ইব্ন ইয়াসার, হাসান, কাতাদাহ এবং যুহরীও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ 'হজ্বের মধ্যে কলহ করিতে পারিবে না' কথার অর্থ হইল যে, হজ্বের মধ্যে একে অন্যকে গালাগালি করার ফলে ঝগড়া বাধিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (এই আয়াত দ্বারা) উহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ইব্রাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর মর্মার্থ হইল, ঝগড়া-কলহের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা। হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ -এর মর্মার্থ হইল, পারস্পরিক ঝগড়া এবং গালাগালি করা। এইভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ইউনুস ও ইব্ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হজ্বের মধ্যে কলহ করার অর্থ হইল, পরস্পরে গালমন্দ ও বিবাদ বিসংবাদ করা।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্রাহীম, হাসান, আবূ যুবায়র ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ এর الْجِدَالَ অর্থ রাগ, গোস্বা। অর্থাৎ কোন মুসলমান ব্যক্তির উপরে গোস্বা হওয়া বা রাগতস্বরে গর্জন করে কথা বলা। তবে কাহারও নিজ দাসের প্রতি শাসন-গর্জন করা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তাহাকে মারিতে পারিবে না।

এই প্রসংগে আমার কথা হইল যে, যদি মনিব তাহার দাসকে এমতাবস্থায় মারে, তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। মুসনাদে ইমাম আহমদের নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটি ইহার দলীল। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যুবায়র, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, ইয়াহয়া ইব্ন ইবাদ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রীস ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে হজ্বের সফরে ছিলাম এবং আরয নামক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলাম। হযরত আয়েশা (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পাশে বসিয়াছিলেন এবং আমি আমার পিতা হযরত আবূ বকরের (রা) নিকট বসা ছিলাম। হযরত আবূ বকর (রা) ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের আসবাবপত্র হযরত আবূ বকর (রা) এর একটি গোলামের কাছে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই সে আসিয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সংগে উট না দেখিয়া হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, উট কেথায় ? সে বলিল, গত রাতে উটটি হারাইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) (রাগতস্বরে) তাহাকে বলিলেন, একটি মাত্র উট তাহাও দেখিয়া রাখিতে পারিলে না, হারাইয়া ফেলিলে ? এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে প্রহার করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মুচকি হাসিয়া বলিলেন ঃ " তোমরা দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি কাজ করিতেছেন ?" এই হাদীসটি ইব্ন ইসহাকের রিওয়ায়েতে আবূ দাউদ (র) এবং ইব্ন মাজাহ্ (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই প্রহার ছিল হজ্ব শেষ হইবার পর। অবশ্য লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর "দেখ, তিনি ইহরামের অবস্থায় কি করিতেছেন" এই কথার মধ্যে ইহরামের অবস্থায় গোলামকে মারার অস্বীকৃতিসূচক সূক্ষ্ম ইংগিত রহিয়াছে। কেননা অস্পষ্ট হইলেও হাদীস দ্বারা এই কথা বুঝা যাইতেছে যে, তাহাকে না মারাই উত্তম ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ, মূসা ইব্ন উবাইদার ভাই, মূসা ইব্ন উবাইদা ও উবাইদুল্লাহ ইব্ন মূসার বরাতে ইমাম আবদ ইব্ন হুমায়দ তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন– জাবির ইব্ন উবায়দুল্লাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

من قضى نسكه وسلم المسلون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এইরূপ অবস্থায় হজ্ব সম্পন্ন করিল যে, কোন মুসলমান তাহার মুখের দ্বারা এবং হাতের দ্বারা কষ্ট পাইল না, তাহার পূর্বের সমস্ত পাপ মাফ হইয়া গেল।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ অর্থাৎ তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তাহা অবগত আছেন।

উপরে যেহেতু অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাই এই আয়াতে পুণ্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন প্রতিটি সৎকাজের পুণ্য প্রদান করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ "তোমরা হজ্বের সময়ে নিজেদের সাথে পাথেয় নিয়া যাও। মূলত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হইতেছে তাকওয়া।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ কিছু লোক হজ্বের জন্য বাহির হইয়া যাইত, কিন্তু পথের জন্য কোন আহার বা খাদ্য সামগ্রী তাহারা সংগে করিয়া নিত না। ফলে তাহারা লোকজনের কাছে গিয়া বলিত–আমরা হজ্ব করিতে আসিয়াছি, এখন তোমরা কি আমাদিগকে খাওয়াইবে না ? তাই আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তোমরা সামর্থ্য অনুযায়ী সংগে করিয়া খাদ্য লইয়া যাইবে।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্‌ন দীনার, সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ মুকিররী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা বলেন ঃ লোকগণ পাথেয় ছাড়াই হজ্বের জন্য বাহির হইয়া পড়িত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

ওয়ারাকা হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা, ইমাম বুখারী শাবাবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্‌ন বাশারের মাধ্যমে ওয়ারাকার সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

আবূ মাসউদ আহমদ ইব্‌ন ফুরাত রাযীর সূত্রে আবূ দাউদ নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমের ইব্‌ন দীনার, ওয়ারাকা, শাবাবাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাখযূমী ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইয়ামানবাসীরা হজ্বে যাওয়ার সময় সাথে করিয়া কোন খাদ্যদ্রব্য নিত না এবং তাহারা বলিত, আমরা মুতাওয়াক্কিল। অর্থাৎ আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসাকারী। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আয়াতের এই অংশটি নাযিল করেন।

উপরোল্লিখিত বর্ণনাটি শাবাবাহ হইতে আব্দ ইব্‌ন হুমায়েদ স্বীয় তাফসীরে এবং ইব্‌ন হাব্বান তাহার সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আমের ইব্‌ন আবদুল গাফফার ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন তাহারা ইহরাম বাঁধিত তখন তাহাদের কাছে যে পাথেয় থাকিত তাহা তাহারা ফেলিয়া দিত এবং পুনরায় নতুন করিয়া পাথেয় সংগ্রহের প্রয়াস পাইত। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى এই আয়াতটি নাযিল হয়। আর তাহাদের তদ্রূপ করিতে নিষেধ করিয়া বলা হয় যে, তাহারা যেন আটা, ছাতু, রুটি ইত্যাদি খাদ্য পাথেয় হিসাবে সংরক্ষণ করে।

ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলীয়া, মুজাহিদ, ইকরামা, শা'বী, নাখঈ, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আতা খোরাসানী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ খাদ্যের জন্য আটা, ছাতু ও রুটি পাথেয়রূপে গ্রহণ কর। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন সাওকাহ ও সুফিয়ানের সূত্রে ওয়াকী' ইব্‌ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, وَتَزَوَّدُوْا অর্থাৎ ছাতু জাতীয় খাদ্যদ্রব্যাদি। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইবরাহীম মক্কী ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ সম্মানিত ভদ্রজনরা সফরে যেন উত্তম খাদ্য বহন করেন। আবূ রায়হান হইতে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা উপরোক্ত বর্ণনার সাথে আরেকটু বাড়াইয়া বলেনঃ ইব্‌ন উমর তাহার সাথীদের প্রতি উদারভাবে খরচ করার তাকিদ দিতেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ নিশ্চয়, তাকওয়াই হইল উত্তম পাথেয়।

উল্লেখ্য যে, ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা وَتَزَوَّدُوْا বলিয়া পার্থিব পাথেয় সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন। এখন এই আয়াতাংশের দ্বারা অপর্থিব বা পারলৌকিক জগতের পাথেয় সঞ্চয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করিতেছেন। আর তাহা হইল, ' তাকওয়া অবলম্বন করা'। যেমন অন্যস্থানে আল্লাহ বলেন ঃ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ 'খোদাভীরুতার পোশাকই হইতেছে উত্তম'। এখানে বাহ্যিক পোশাকের কথা উল্লেখ পূর্বক আত্মিক পোশাকের কথা বর্ণনা করিতেছেন। আর তাহা হইল আল্লাহর কাছে বিনয়ী, নম্র, অনুগত এবং ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া থাকা। তিনি এই কথাও বলেন যে, আত্মিক পোশাক দৈহিক পোশাক হইতে বহুগুণে শ্রেয় ও উত্তম ফলদায়ক।

এই আয়াতের মর্মার্থে আতা খুরাসানী বলেন ঃ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থ তাকওয়াই হইল আখিরাতের পাথেয়। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ, কায়েস, ইসমাইল, মারওয়ান ইব্‌ন মুআবিয়া, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবদান ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি দুনিয়ায় পাথেয় সংগ্রহ করিবে তাহা আখিরাতে তাহার উপকারে আসিবে।' মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ وَتَزَوَّدُوْا এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন দরিদ্র এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া হুজুর (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে তো কিছু নাই, আমি কোথা হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিব ?' উত্তরে রাসূল (সা) বলেন– এতটুকু তো রহিয়াছে যে, তোমাকে কাহারও কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। বস্তুত উত্তম পাথেয় হইতেছে তাকওয়া। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ 'হে জ্ঞানবানগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।' অর্থাৎ হে জ্ঞানী ও সুধীমণ্ডলী! তোমরা আমার নাফরমানদের জন্য নির্ধারিত লাঞ্ছনা ও আযাবকে ভয় কর।

(١٩٨) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ○

১৯৮. "তোমাদের প্রভুর প্রদত্ত অবদান খুঁজিয়া লওয়ায় তোমাদের কোন পাপ নাই। অতঃপর যখন তোমরা (তাওয়াফের জন্য) আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন 'মাশআরে হারামের' নিকট আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন থাকিও এবং যেভাবে তোমাদিগকে শিখানো হইয়াছে সেভাবে তাহা করিও। যদিও তোমরা ইতিপূর্বে এই ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিলে।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন উআয়না, মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে উক্কায, মুজিন্না ও জুল মাজায নামে তিনটি বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্বের সময় সাহাবীগণ

সেই বাজারগুলিতে ব্যবসা করা পাপ বলিয়া ধারণা করিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দেন যে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহাতে তোমাদের কোন অপরাধ নাই। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে সেইসব স্থানগুলিতে ব্যবসা করা কোন দোষের কাজ নয়। আবদুর রাযযাক, সাঈদ ইব্ন মানসুর এবং সুফিয়ান ইব্ন উআয়না হইতেও উপরোক্ত সনদে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদলের মতে ঘটনাটি এই যে, ইসলামের বিজয়ের পর অনেকে ব্যবসা করার ইচ্ছা করিলে তাঁহারা হুযূর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন।

অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার ও জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ জাহিলী যুগে লোকজন উক্কায, মুজিন্না ও জুল মাজায নামক বাজারগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। কিন্তু ইসলামের বিজয়ের পর মুসলমানগণ কাফির মুশরিকদের সেই বাজারগুলিতে ব্যবসা করিতে ইতস্তত বোধ করিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ ও আবূ দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুসলমানগণ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা- বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় হইতে বিরত থাকিত এবং তাহারা বলিত, এই সময়টা আল্লাহর যিকরের সময়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহা তোমাদের পক্ষে কোন অপরাধ নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, হাজ্জাজ, হিশাম ইব্রাহীম, ইয়াকুব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস বলেন ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিলে তাহা তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নয়। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা করা কোন পাপ বা অপরাধের কাজ নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ও তালহা ইব্ন আমর, খাযরামী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস আয়াতটি এইভাবে পড়িতেন لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য করা কোন অপরাধ নয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উআয়না ও আবদুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ইয়াযীদ বলেন ঃ আমি আয়াতটি ইব্ন যুবায়রকে এইভাবে পড়িতে শুনিয়াছি ঃ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فِىْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ। অর্থাৎ হজ্বের মৌসুমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় করা অপরাধ বা দোষের নয়।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইকরামা, মনসুর ইব্‌ন মু'তামার, কাতাদাহ্, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও রবী' ইব্‌ন আনাস প্রমুখও উহা উপরোক্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবূ উমামাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, শাবাবা ইব্‌ন সাওয়ার, হাসান ইব্‌ন আরাফা ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আমি শুনিয়াছি, ইব্‌ন উমর জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন লোক যদি হজ্ব করার সাথে ব্যবসাও উদ্দেশ্য করে, তাহার ব্যাপারে নির্দেশ কি ? তখন তিনি এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শোনান- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ

হাদীসটি মাওকুফ পর্যায়ের হইলেও শক্তিশালী। অবশ্য কেহ কেহ ইহা মারফূ সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ উমামাহ তাইমী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন আমের ফাকীমী, আসবাত ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ উমামা তাইমী বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমরা হজ্বে জন্তু ভাড়া দিয়া থাকি ; তাহাতে আমাদের হজ্ব হইবে কি ? তিনি উত্তরে বলেন, তোমরা কি বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব কর না তোমরা কি আরাফায় অবস্থান করা না ? শয়তানকে কি তোমরা পাথর মার না ? তোমরা কি মস্তক মুন্ডাও না ? আমি বলিলাম, হাঁ এইগুলি তো আমরা করি। অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) বলেন-

এই প্রশ্নই এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-কে করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। ইতিমধ্যে জিব্‌রাইল (আ) এই আয়াতটি নিয়া আগমন করেন- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ অতঃপর হুযূর (সা) লোকটিকে ডাকিয়া বলেন, তুমি হাজী। অর্থাৎ তোমার হজ্ব হইয়া গিয়াছে।

বনূ তামীমের জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আলা ইব্‌ন মুসাইয়াব, ছাওরী ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আবদুল্লাহ! আমরা হজ্বের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেওয়ার কারবার করি। সেহেতু আমাদের ধারণা যে, আমাদের হজ্ব শুদ্ধ হয় না। তদুত্তরে তিনি বলেন- তোমরা কি ইহরাম বাঁধ না যেভাবে বাঁধা হইয়া থাকে ? তোমরা কি তাওয়াফ কর না যেভাবে তাওয়াফ করা হইয়া থাকে ? যেভাবে পাথর নিক্ষেপ করা হয় সেভাবে কি তোমরা পাথর নিক্ষেপ কর না ? আমরা উত্তরে বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমাদের হজ্ব হইয়া যায়। অতঃপর ইব্‌ন উমর বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া তোমরা আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহাই করিলে এই আয়াতটি নাযিল হয়।- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ আবদুর রাযযাক হইতে আবদ ইব্‌ন হুমায়েদও স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছন। উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ সূত্রে ছাওরী হইতে আবূ হুযায়ফাও উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা ব্যতীত অন্য সনদেও হাদীসটি 'মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ উমামা তাইমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'লা ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইবাদ ইব্‌ন আওয়াম, হাসান ইব্‌ন উরাফাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা তাইমী বলেন ঃ আমি

ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, অনেক লোক হজ্বের সময় সাওয়ারী ভাড়া দেওয়ার কাজ করে। ইহা করাতে তাহারা ভাবিয়া থাকে যে, তাঁহাদের হজ্ব বুঝি হয় না। এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? উত্তরে তিনি বলেন, তবে তাহারা কি ইহরাম বাঁধে না ? তাওয়াফ করে না ? কুরবানী করে না ? আমি বলিলাম, হাঁ, ইহা তাহারা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে! তিনি বলেন, তাহা হইলে তাহাদের হজ্বও হইয়া যায়। অতঃপর তিনি বলিলেন, জনৈক ব্যক্তি হযুর (সা)-কে হুবহু এই প্রশ্নই করিয়াছিল যাহা তুমি আমাকে করিলে। ইত্যবসরে এই আয়াতটি নাযিল হয় لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَبِّكُمْ অতঃপর রাসূল (সা) সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া ইহা শোনান এবং বলেন– তোমরা হাজী।

আ'লা ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে শরীফুলক্বারী, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ ও মাসউদ ইব্‌ন সা'দও অনুরূপভাবে হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন।

আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন উমর আল ফাকীমী, আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ, তালীক ইব্‌ন মুহাম্মদ ওয়াসেতী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা তাইমী বলেনঃ আমি ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন কোন লোক হজ্বের সময় সাওয়ারীর জন্তু ভাড়া দেওয়ার কাজ করে তাহাদের হজ্ব হইবে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহারা কি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে না ? আরাফায় অবস্থান করে না ? পাথর নিক্ষেপ করে না ? তাহারা কি মাথা মুণ্ডায় না ? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহার পর তিনি বলেন, কোন এক ব্যক্তি হযূর (সা)-কে এই রকম প্রশ্ন করিলে তিনি কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। তখন জিব্‌রাঈলের (আ) মাধ্যমে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ.

অতঃপর নবী করীম (সা) বলেন - তোমাদের হজ্ব পূর্ণ হইয়াছে।

উমর (রা)-এর গোলাম আবূ সালেহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাজির, গুনদুর, আবূ আহমাদ, আহমাদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ সালেহ বলেন ঃ আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কি হজ্বের দিনেও ব্যবসা করিতেন ? তিনি উত্তরে বলেন– উহা ছাড়া ব্যবসার মৌসুমই বা কোনটা ছিল ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ অর্থাৎ "অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তিত হও তখন পবিত্র স্মৃতি-স্থানের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর।"

উল্লেখ্য, এই স্থানে عَرَفَاتٍ শব্দটি منصرف হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও ইহার মধ্যে غير منصرف এর পূর্ণ দুইটি লক্ষণই বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ علميت এবং تانيث উহা এই জন্যে مُؤَنَّثٌ যে عرفات শব্দটি প্রকৃতপক্ষে বহুবচন। যেমন مُسلِمَاتِ ও مؤمنات

তবে غير منصرف কে منصرف হিসাবে ব্যবহার করার কারণ হইল এই যে عرفات বলিয়া এখানে নির্দিষ্ট একটি স্থানকে বুঝানো হইয়াছে। মূলত এই জন্যেই منصرف হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র্) -এর অভিমত ইহাই। আরাফাত সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে অবস্থান করা হজ্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আদ দুয়েলী হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, বুকাইর, ছাওরী ও ইমাম আহমদ এবং সুনান সংকলকগণ সহীহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়া'মার আদ দুয়েলী বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)- কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি তিনবার বলিলেন– 'হজ্ব হইতেছে আরাফাত।' অতঃপর তিনি বলেন– "যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছিয়া গেল সে হজ্ব প্রাপ্ত হইল এবং মিনার জন্যে হইতেছে তিনদিন। তথাপি যে ব্যক্তি দুইদিনে তাড়াতাড়ি করিল তাহারও কোন পাপ নাই এবং বিলম্ব করিলে তাহারও কোন পাপ নাই।"

আরাফায় অবস্থান হইল নয়ই জিলহজ্ব সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া যাওয়া হইতে শুরু করিয়া দশই জিলহজ্ব ফজর প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। কেননা নবী করীম (সা) বিদায় হজ্বের সময় যুহরের নামাযের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "আমার নিকট হইতে তোমরা হজ্বের নিয়মাবলী শিখিয়া নাও।"

হাদীসে বলা হইয়াছে, 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বেই আরাফায় পৌঁছিল সে হজ্ব পাইল।' ইহাই ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম শাফেঈ (র)-এর মায্হাব।

ইমাম আহমদ বলেন, আরাফার প্রথম দিন হইতে অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জের শুরু হইতেই হইতেছে আরাফায় অবস্থানের সময়। নিম্নোক্ত হাদীসটি তাঁহার দলীল ঃ

উরওয়া ইব্‌ন মাদরাস ইব্‌ন হারিছাহ ইব্‌ন লামতায়ী হইতে শা'বী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুযদালিফায় নামাযের জন্যে অগ্রসর হন, তখন একজন লোক রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি 'তায়' পাহাড় হইতে আসিয়াছি। আমার আরোহণের পশুটি ক্লান্ত হইয়া পড়ায় বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। আল্লাহর শপথ! অবশ্য আমি প্রত্যেক পাহাড়ের টিলায়ই অবস্থান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমার হজ্ব হইয়াছে কি ?' তদুত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন- ' যে ব্যক্তি এইখানে আমাদের এই নামাযে পৌঁছিয়া যাইবে এবং প্রস্থান পর্যন্ত আমাদের সংগে অবস্থান করিবে, আর রাতেই হউক বা দিনেই হউক, সে যদি ইহার পূর্বে আরাফায় অবস্থান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হজ্ব পূর্ণ হইয়া যাইবে।' অর্থাৎ ফরয পালনের গুরুদায়িত্ব হইতে সে অবকাশ লাভ করিবে। হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকবৃন্দ। ইমাম তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

আরাফার নামকরণ প্রসংগ

আ'লী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুসাইয়াব, জারীজ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে হযরত ইব্‌রাহীম (রা)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে হজ্ব করাইয়াছেন। তাঁহারা আরাফাতে

পৌঁছিলে জিব্‌রাঈল (আ) ইব্‌রাহীম (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি (এই স্থানটি) চিনিতে পারিয়াছেন কি ? হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন, হাঁ, চিনিতে পারিয়াছি। কেননা, পূর্বেও আমি এখানে আসিয়াছিলাম। এই জন্যেই এই স্থানকে ' আরাফাত' নামকরণ করা হইয়াছে।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, আতা বলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে হজ্বের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি দেখাইয়া দিতেছিলেন। অতঃপর আরাফায় পৌঁছিয়া জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীমকে জিজ্ঞাসা করেন, স্থানটি চিনিতে পারিয়াছেন ? ইব্‌রাহিম (আ) বলেন, হাঁ চিনিতে পারিয়াছি। এই কারণে আরাফাতকে আরাফাত বলিয়া নামকরণ করা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন উমর (রা) ও আবূ মুজাল্লাযও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাহা ছাড়া আরফাতকে 'মাশআরুল হারাম','মাশআরুল আকসা' এবং 'ইলাল'ও বলা হয়। উহাকে জাবালুর রহমতও বলা হয়। আবূ তালিব তাহার গীতিকবিতায় 'মাশআরুল আকসা 'ও 'ইলাল' নাম ব্যবহার করিয়াছেন ঃ

وبا المشعر الاقصى اذا قصدواله   الال الى تلك الشراج القوابل

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সালমাহ, ইব্‌ন ওয়াহরাম, যামআ' ইব্‌ন সালেহ, আবূ আমের, হাম্মাদ ইব্‌নে হাসান ইব্‌ন উআইনা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকেরাও আরাফায় অবস্থান করিত। কিন্তু রৌদ্র যখন মাথার পাগড়ির মত পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করিত, তখন তাহারা সেখান হইতে চলিয়া যাইত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যাস্তের পর সেখান হইতে প্রস্থান করেন।

অবশ্য যামা'আ ইব্‌ন সালেহ হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়ার বর্ণিত হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি মুযদালিফায় পৌঁছিয়া তাঁবু খাটান এবং অতি প্রত্যূষে রাতের আঁধারের সহিত সকালের আবছা আলোর মিলনক্ষণে তিনি ফজরের নামায পড়েন এবং ফজরের শেষভাগে সেখান হইতে যাত্রা করেন।

হাদীসবিশারদগণের নিকট এই হাদীসটির সূত্র পরম্পরা 'আহসান' হিসাবে গণ্য।

হযরত মুসাইয়াব ইব্‌ন মাখরামা হইতে ধরাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস ও ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাখারামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফার ময়দানে আল্লাহর প্রশংসার পর আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দান করেন। উহাতে তিনি বলেন ঃ 'আম্মাবাদ' (তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাস ছিল, যে কোন বয়ানের প্রথমে আল্লাহর প্রশংসার পর 'আম্মাবাদ' বলা) নিশ্চয়ই আজকের দিনেই আকবরী হজ্ব। মুশরিক ও প্রতিমাপূজকরা সূর্যাস্তের আগেই এখান হইতে প্রস্থান করিত। সে সময় মানুষের মাথার পাগড়ির ন্যায় পর্বত শিখরে রৌদ্র কিরণ বিরাজ করিত। কিন্তু আমরা সূর্যাস্তের পর এখান হইতে বিদায় নিব। আর 'মাশআরে হারাম' হইতে তাহারা সূর্যোদয়ের পর রওয়ানা করিত। তখনও রোদও এতটুকু উপরে উঠিত যে, উহা পর্বতের চূড়ায় মানুষের মাথার পাগড়ির মত প্রকাশ পাইত। কিন্তু আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই সেখান হইতে যাত্রা করিব। কেননা আমাদের পদ্ধতি মুশরিকদের পদ্ধতির উল্টা। ইব্‌ন মারদুবিয়া ও হাকেম (স্বীয় মুসতাদরাকে) অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা হাদীসটি

ইব্ন জারীজ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল ওয়ারিছ ইব্ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্ন মুবারক আয়েশীর সূত্রে বর্ণনা করেন। হাকেম (র) হাদীসটিকে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের (র) শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য তাহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই। ইহা দ্বারা ইহাও সাব্যস্ত হইলো যে, হযরত মুসাইয়াব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা শুনিয়াছেন এবং সেই লোকদের কথা সঠিক নয়, যাহারা বলেন যে, হযরত মুসাইয়াব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিকট ইহা শুনেন নাই।

হযরত মারূর ইব্ন সুয়ায়েদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন রিজা যুবায়দী, শু'বা ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, হযরত মারূর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা)-কে আরাফাত হইতে ফিরিতে দেখিয়াছি। সেই দৃশ্য আজও আমার সামনে ভাসিতেছে। তিনি স্বীয় উষ্ট্রের উপর আসীন ছিলেন এবং বলিতেছিলেন– 'আমরা প্রত্যাবর্তনকে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল পাইয়াছি।'

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসে বিদায় হজ্বের বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন। যখন সূর্য লুপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ হলুদবর্ণ প্রকাশ পায়, তখন তিনি নিজের সাওয়ারীর উপর হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে পিছনে বসাইয়া নেন এবং তিনি উষ্ট্রের লাগাম টানিয়া ধরেন যাহাতে উষ্ট্রের মাথা গদির নিকটে আসিয়া যায়। অতঃপর ডান হাতের ইশারায় চলন্ত অবস্থায় জনগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– হে জনমণ্ডলী! তোমরা ধীরে ধীরে আরামের সহিত পথ চল'। আর যখনই কোন পাহাড়ের সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি লাগাম কিছুটা ঢিল দিতেন, যাহাতে পশুটি সহজে উপরে উঠিতে পারে। অতঃপর মুযদালিফায় পৌঁছিয়া তিনি এক আযান ও দুই ইকামতের মাধ্যমে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। তবে মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময় কোন সুন্নত নামায পড়েন নাই। ইহার পরে তিনি শুইয়া পড়েন। সুবহে সাদিক প্রকাশিত হইলে আযান ও ইকামতের মাধ্যমে ফজরের নামায আদায় করেন। তাহার পর 'কাসওয়া' নামক উটনীতে আরোহণ করিয়া মাশআরে হারামে আসেন এবং কিবলামুখী হইয়া দু'আ করেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার ও লা-ইলাহা আল্লাল্লাহু যিকিরের দ্বারা আল্লাহর একত্ব বর্ণনা করিতে থাকেন। তারপর তিনি খুব তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়েন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান হইতে রওয়ানা হন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উসামা ইব্ন যায়দ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উসামা (রা)কে প্রশ্ন করা হয়, রাসূলুল্লাহ (সা) এই স্থান হইতে যাওয়ার সময় কেমন গতিতে পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন– তিনি মধ্যম গতিতে সাওয়ারী চালনা করিয়াছিলেন। তবে রাস্তা প্রশস্ত দেখিলে কিছুটা দ্রুতগতিতেও চালাইতেন।

الْعُنُق। অর্থ প্রশস্ত পথ এবং النص। অর্থ অতি প্রশস্ত পথ।

সুফিয়ান ইব্ন উআয়না হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুহাম্মদ ইব্ন বিনতে শা'ফী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উআয়না فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ। আয়াত প্রসংগে বলেন ঃ ইহা হইল দুই নামাযকে একত্রিত করা।

আমর ইব্ন মায়মুন হইতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মায়মুন বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে মাশআরিল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব

থাকেন। যাত্রীদল মুযদালিফায় অবতরণ করিলে তিনি বলেন, প্রশ্নকারী কোথায়? এই স্থানই হইতেছে 'মাশআরে হারাম।' হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই 'মাশআরে হারামের' অন্তর্ভুক্ত।' ইব্ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, হাজ্জাজ ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন ঃ এই পাহাড় এবং ইহার আশপাশের স্থান হইল মাশআরে হারাম।

ইব্রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম বলেন ঃ ইব্ন উমর কুবা নামক স্থানে লোকজনকে ভিড় করিতে দেখিয়া বলেন, 'লোকগুলো এক জায়গায় ভিড় করিয়াছে কেন? এখানকার সব জায়গাই তো মাশআরুল হারাম।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইকরামা, মুজাহিদ, সুদ্দী, রবী ইব্ন আনাস, হাসান এবং কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানই মাশআরে হারাম।

ইব্ন জারীজ বলেন ঃ আমি আতা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মুযদালিফা কোথায়? উত্তরে তিনি বলিলেন,'আরাফা হইতে রওয়ানা হইয়া তাহার দুই প্রান্ত অতিক্রম করিয়া গেলেই মুযদালিফা আরম্ভ হইয়া যায়। মুহাসসার নামক উপত্যকা ইহার শেষ সীমা। ইহার মধ্যবর্তী যেখানে ইচ্ছা সেখানেই অবস্থান করা যায়। তবে আমি 'কুবায়' থামিয়া যাওয়াই পসন্দ করি যাহাতে লোক চলাচলের পথের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ اَلْمَشَاعِرُ (মাশাইর) বলা হয় স্মৃতিচিহ্ন বা নিদর্শনগুলিকে। মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উহাকে 'মাশআরে হারাম' বলা হয়। এই স্থানে অবস্থান করা হজ্জের বিশেষ একটি রোকন। ইহা পালন না করিলে হজ্ব শুদ্ধ হয় না।

পূর্ববর্তী মনীষীগণের একটি দল এবং ইমাম শাফেঈর কোন কোন বিশিষ্ট সহচর যেমন, কাফফাল ও ইব্ন খুযায়মার ধারণাও এইরূপ। কেননা হযরত উরওয়া ইব্ন মাযরাস হইতে এই অর্থেরই একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফেঈ (রা) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি কেহ এই স্থানে অবস্থান না করে তাহার একটি কুরবানী করিতে হইবে। অবশ্য তাঁহার দ্বিতীয় উক্তি অনুসারে ইহা মুস্তাহাব হিসাবে গণ্য এবং ইহা বর্জন করিলে কোন কুরবানী করিতে হইবে না। এই প্রসংগে ইহাই তাঁহার চূড়ান্ত মত। এই পর্যন্ত আমরা তিনটি মত উদ্ধৃত করিয়াছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া এই সম্পর্কীয় আলোচনা এইখানেই শেষ করা সমীচীন মনে করিতেছি। আল্লাহই ভালো জানেন।

যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ছাওরী ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, আরাফার সমগ্র প্রান্তরই অবস্থানস্থল। আর আরাফা হইতে উঠো এবং মুহাসসার ব্যতীত মুযদালিফার প্রত্যেক প্রান্তরই অবস্থানস্থল। হাদীসটি 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত।

নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র ইব্ন মুতইম, সুলায়মান ইব্ন মুসা, সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয, আবূ মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ 'সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং আরাফা হইতে প্রস্থান কর। মুযদালিফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানের জায়গা এবং ওয়াদীয়ে মুহাস্সার হইতে প্রস্থান কর। আর মক্কার প্রত্যেকটি অলি-গলিই কুরবানীর স্থান এবং আইয়্যামে তাশরিকের দিনগুলি হইতেছে কুরবানীর কয়েকদিন।' কিন্তু এই হাদীসটি মুনকাতে সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেননা সুলায়মান ইব্ন মূসা আশদাক জুবায়র ইব্ন মুতইমকে জীবিত পান নাই।

সুলায়মান হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আবদুল আযীয ও সুআয়দ ইব্ন আবদুল আযীয এবং ওলীদ ইব্ন মুসলিমও ইহা বর্ণনা করেন। অতঃপর মুতইম হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র ইব্ন মুতইম, ওলীদ এবং নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবায়র, নাফে ইব্ন জুবায়র ও সুয়াইদ অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন তদ্রূপ তাঁহাকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদিগকে হজ্বের বিষয়ে হেদায়েত নির্দেশ প্রদান ও সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। হিদায়েত ছিল ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন- وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِه لَمِنَ الضَّالِّيْنَ এবং যদিও তোমরা ইহার পূর্বে বিভ্রান্তগণের অন্তর্গত ছিলে। অর্থাৎ হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে কুরআন অবতরণ ও রাসূল (সা)-এর আগমনের পূর্বে তোমরা ভ্রান্তির মধ্যে ছিলে।

(١٩٩) ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৯৯. অতঃপর মানুষ যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেখান হইতে (তাওয়াফের জন্য) প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্র কাছে ইস্তিগফার করিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অশেষ দয়ালু।

তাফসীর ঃ ثُمَّ শব্দটি এখানে خبر -এর উপর خبر -এর সংযোগ স্থাপনের জন্য আসিয়াছে, যেন শৃংখলা বজায় থাকে। অর্থাৎ আরাফায় অবস্থানকারীগণকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন এখান হইতে মুযদালিফায় গিয়া 'মাশআরে হারাম'-এর নিকট আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিতে থাকে। আরও বলা হইতেছে যে, তাহারা সমস্ত লোকের সঙ্গে আরাফাতে অবস্থান করিবে, যেমন পূর্ববর্তীগণ অবস্থান করিত। তবে মুশরিক কুরায়শরা যেমন করিত তেমন নয়। কেননা তাহারা হারাম শরীফের সীমা হইতে বাহিরে যাইত না। তাহারা হারাম শরীফের শেষ সীমানায় অবস্থান করিত এবং বলিত–'আমরা আল্লাহর দলের এবং তাঁহারই শহরের নেতা ও তাঁহারই ঘরের খাদেম'।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, মুহাম্মদ ইব্ন হাযিম, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কুরায়শ ও তাহাদের মতানুসারীরা মুযদালিফায় অবস্থান করিত এবং নিজেদেরকে 'হুমুস' নামে অভিহিত করিত। আর অবশিষ্ট সমস্ত আরবরা আরাফায় অবস্থান করিত। অতঃপর ইসলাম আসিয়া নবী (সা)-কে আরাফায় অবস্থান করিতে এবং আরাফা হইতেই প্রস্থান করিতে নির্দেশ দান করে। এইজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ অর্থাৎ যে স্থান হইতে লোকজন প্রত্যাবর্তন করিত।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, 'আতা, কাতাদাহ, সুদ্দী প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন এবং ইমাম ও আলিমগণের ইহার উপর ইজমা রহিয়াছে বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

জুবায়র ইব্ন মুতইম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন জুবায়র, ইব্ন মুতইম, মুজাহিদ, আমর, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইব্ন মুতইম বলেনঃ "আমার উটটি আরাফায় হারাইয়া যায়। খুঁজিতে বাহির হইলে তথায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবস্থানরত দেখিতে পাই। আমি তাহাকে বলিলাম–ইহা কেমন কথা যে, আপনি 'হুমুস' হইয়া হারাম শরীফের বাহিরে অবস্থান করিয়াছেন!' হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরাইব, মূসা ইব্ন উকবা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الافاضة শব্দের ভাবার্থ হইতেছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা হইতে মিনায় যাওয়া'। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন জারীর (রা) যিহাক ইব্ন মাযাহিম হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ النَّاسُ শব্দ দ্বারা ইব্রাহীম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্মার্থ হইতেছে 'ইমাম বা নেতা'। ইমাম ইব্ন জারীর বলিয়াছেন, যদি ইহার বিপরীত ইজমা হওয়ার প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলে এই উক্তিটিরই প্রাধান্য হইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (অনন্তর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়) অর্থাৎ এখানে আল্লাহর নিকট অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিতেছেন। অবশ্য এই নির্দেশ সাধারণত ইবাদতের পরে কার্যকর হইয়া থাকে।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয নামায সমাপ্ত করিবার পর তিনবার 'ইস্তিগফার' করিতেন।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'তিনি তেত্রিশবার করিয়া 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' পড়ার নির্দেশ দিতেন'।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মিরদাস সালমী (রা) হইতে ইস্তিগফার সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফার দিন উম্মতের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করিয়াছেন।'

ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আরাফার বরকতের উসিলা করিয়া তিনি উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।' বুখারী হইতে শাদ্দাদ ইব্ন তাউসের বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া। উহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– বান্দার জন্যে শ্রেষ্ঠ দু'আ এই ঃ

اَللّٰهُمْ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اَلٰهَ الاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرلِىْ فَانَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ الاَّ اَنْتَ.

(হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি আপনার দাস। আমি সাধ্যানুযায়ী আপনার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর রহিয়াছি। আমি যে অন্যায় করিয়াছি তাহা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। আমার প্রতি আপনার যে নি'আমত রহিয়াছে তাহাও আমি স্বীকার করিতেছি এবং আমার পাপকেও আমি স্বীকার করিতেছি! সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত ক্ষমা করিবার অন্য কেহ নাই।)

যে ব্যক্তি এই দু'আটি রাত্রে পড়িবে এবং সে যদি সেই রাত্রেই মারা যায় তাহা হইলে সে অবশ্যই বেহেশতী হইবে। আর যে ব্যক্তি ইহা দিনে পড়িবে এবং সে যদি সেই দিনে মারা যায় তাহা হইলে সে অবশ্যই জান্নাতবাসী হইবে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোন একটি দু'আ শিখাইয়া দিন, যাহা আমি নামাযে পাঠ করিব।" তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– আপনি বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ, "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার জীবনের উপর বড়ই অত্যাচার করিয়াছি এবং আপনি ছাড়া কেহই ক্ষমা করার নাই। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার হইতে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল এবং করুণার আধার।"

এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কীয় বহু হাদীস রহিয়াছে।

(٢٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ○

(٢٠١) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

(٢٠٢) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

২০০. অনন্তর যখন তোমরা তোমাদের 'মানাসিক' পূর্ণ করিলে, তখন তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে স্মরণ করার মতই কিংবা তাহারও বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যে সকল লোক বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীতেই দাও, তাহাদের জন্য পরকালে কোন পাওনা নাই।

২০১. আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ্য দাও এবং পরকালের স্বাচ্ছন্দ্য দাও আর আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও,

২০২. তাহাদের জন্য তাহাদের উপার্জিত পাওনা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা হজ্ব সমাপনের পর খুব বেশি করিয়া আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ দিতেছেন। অবশ্য كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে মনীষীগণ মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উহার অর্থ হইল, 'শিশুর যেমন তাহার পিতা-মাতা থাকে, অনুরূপ'। অর্থাৎ শিশুরা যেমন তাহাদের পিতা-মাতাকে সদাসর্বদা স্মরণ করে, তোমরাও হজ্ব সমাগমের পর আল্লাহ্ তা'আলাকে তদ্রূপ স্মরণ কর।

যিহাক রবী' ইব্ন আনাস ও ইব্ন জারীর আওফীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থটি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়ঃ হজ্বের সময় একত্রে বসিয়া পরস্পরে বলাবলি করিত যে, আমার পিতা একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের নেক কাজ করিয়া দিতেন। তিনি মানুষের দিয়াত (শোণিত মূল্য) আদায় করিয়া দিতেন, ইত্যাকার কথা তাহারা বলিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া আদেশ দান করেন যে, فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا অর্থাৎ তোমরা যেইরূপে তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করিতে, তদ্রূপ আল্লাহকে স্মরণ কর। বরং তদপেক্ষা আরও বেশি বেশি স্মরণ কর।

ইব্ন আবূ হাতিম এবং আনাস ইব্ন মালিক হইতে সুদ্দীও উহা বর্ণনা করেন। তেমনি আতা ইব্ন আবূ রুবাহ তাঁহার একমতে অনুরূপ অর্থ ব্যক্ত করেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়র এক বর্ণনায় উহা উদ্ধৃত করেন। আর মুজাহিদ, সুদ্দী, আতা খুরাসানী, রবী' ইব্ন আনাস, হাসান, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়্যানও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন। একটি জামাত থেকে ইব্ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোটকথা হইল, খুব বেশি বেশি করিয়া আল্লাহর যিকির করিতে হইবে। এই জন্যেই تَمِيْزٌ বা প্রভেদের উপর ভিত্তি করিয়া اَوْ اَشَدَّ এর 'খবর' দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যেভাবে তোমরা তোমাদের বড়দের জন্যে গৌরব বোধ করিয়া থাক, সেইভাবেই আল্লাহকে সগৌরবে স্মরণ কর। বরং তাহার চাইতেও জোরালোভাবে স্মরণ কর।

اَوْ দ্বারা এখানে خَبر -এর সাদৃশ্য নিরূপণ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَهِىَ كَا لْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً
يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةً
فَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

(উল্লেখ্য যে, اَوْ اَشَدُّ خَشْيَةً – اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً اَوْ يَزِيْدُوْنَ এবং اَوْ اَدْنٰى এর মধ্যে خبر এর উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্যে اَوْ ব্যবহৃত হইয়াছে)

অবশ্য এই সকল স্থানের কোথাও اَوْ শব্দটি কখনই সন্দেহের জন্যে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং যাহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহারই বিশ্লেষণের জন্যে। অর্থাৎ উক্ত যিকির পূর্বকৃত যিকিরের চাইতেও বেশী হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ আল্লাহর যিকির বেশী বেশী করত তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে থাক। কেননা ইহা হইতেছে প্রার্থনা কবূলের সময়। সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোকের অমঙ্গল কামনা করা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহর নিকট শুধু দুনিয়া লাভের জন্যেই প্রার্থনা জানাইয়া থাকে এবং আখেরাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ অর্থাৎ আর মানবদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন আছে, যাহারা বলিয়া থাকে– হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালে দান করুন। এবং তাহাদের জন্যে পরকালে কোনই অংশ নাই। অর্থাৎ আখিরাতে তাহাদের লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা ছাড়া পাওয়ার আর কিছুই নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বর্ণনা করেন ঃ আরবের বিভিন্ন বংশের লোকজন হারামে অবস্থান করিয়া প্রার্থনা করিত, হে আল্লাহ! এই বৎসর আমাদের চাহিদা অনুযায়ী বৃষ্টি বর্ষণ কর, ভাল ফসল দান কর এবং দান কর সুসন্তান। কিন্তু তাহারা প্রতিপালকের নিকট আখিরাত বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকেই উদ্দেশ্য করিয়া এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে, যাহারা বলিয়া থাকে–হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন, এবং তাহাদের জন্য পরকালে কোনই অংশ নাই।

ইহার পরের আয়াতেই মু'মিনদের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহর কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন আর দোযখের আগুন হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ অর্থাৎ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহাদের জন্যে তাহারই অংশ রহিয়াছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

আলোচিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা গেল, তাহাদের প্রার্থনা উভয় জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষামূলক ছিল বলিয়াই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ উল্লেখ্য যে, তাহাদের এই প্রার্থনায় ইহকালের কল্যাণ ও উন্নতি এবং পরকালের মঙ্গল-কল্যাণ উভয়ই একত্রিত হইয়াছে। কেননা ইহকালীন কল্যাণ বলিতে নিরাপত্তা, সুস্থ পরিবেশ, প্রশস্ত বাড়ী, সুন্দরী রমণী, অঢেল খাদ্য-খাবার, বিদ্যা, নেক আমল, সম্মান-প্রতিপত্তি ও অন্যান্য সেই সকল প্রশংসনীয় গুণাবলী বুঝায় যাহাতে ব্যাখ্যাতার বর্ণিত বিষয়গুলির সঙ্গে বৈপরিত্য না ঘটে। কেননা দুনিয়ায়ও যাহা কল্যাণকর তাহা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর আখিরাতের মঙ্গলের মধ্যে সর্বোত্তম পর্যায় হইল বেহেশতে প্রবেশ করা এবং তাহার পথের ঘাঁটিসমূহ নিরাপদে অতিক্রান্ত হওয়া, হিসাব সহজ হওয়া এবং যাহা কিছু আখিরাতের ব্যাপারে কল্যাণার্থক তাহা সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

আর দোযখের আগুন হইতে মুক্তি চাওয়ার অর্থ দোযখ হইতে মুক্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে পাপ ও হারামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিকারী ও সন্দেহমূলক কাজ এবং সুস্পষ্ট হারামসমূহ হইতে আল্লাহ তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

কাসিম আবূ আবদুর রহমান বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরময় জিহবা এবং ধৈর্যশীল দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের সমগ্র মঙ্গল পাইয়া দোযখের কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

তাই এই প্রার্থনাটি অতি গুরুত্বের সঙ্গে বুখারী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয, আবদুল ওয়ারিছ, মুআম্মার ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন- اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়ার কল্যাণ দাও এবং আখিরাতের সার্বিক কল্যাণসমূহ এবং জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও।

আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আহমদ বর্ণনা করেন, আবদুল আযীয ইব্‌ন সুহাইব বলেন ঃ হযরত কাতাদাহ (রা) হযরত আনাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী (সা) কোন্ দু'আটি বেশী করিয়া পড়িতেন ? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি পড়িতেন ঃ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ। তাই হযরত আনাস (রা) যখন কোন দু'আ পড়িতেন এবং যখন কোন দু'আ করিতেন তখন তিনি এই দু'আটি পড়িতেন। হাদীসটি মুসলিম (র) বর্ণনা করেন।

আবদুস সালাম ইব্‌ন শাদ্দাদ অর্থাৎ আবূ তালুত হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাঈম, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ তালুত বলেন ঃ আমি আনাস ইব্‌ন মালিকের

নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাহাকে ছাবিত বলেন ঃ আপনার ভাইটির আকাঙ্ক্ষা যে আপনি তাহার জন্যে দু'আ করিবেন। তখন তিনি বলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ। অতঃপর কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর যখন তিনি চলিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি তাহাকে আবার বলিলেন, হে আবূ হামযাহ! তোমার ভাই উঠিয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছে, তাই বিদায়ের কালে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আবারও দু'আ কর। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি তোমার জন্য এই সকল একত্রিত বিষয় কি খণ্ড খণ্ড করিতে চাহিতেছ ? কেননা এই দু'আটির মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ ও জাহান্নামের অগ্নি হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা সমবেত করিয়া দিয়াছেন। মোটকথা, সকল রকম কল্যাণের প্রার্থনাই ইহার ভিতর উপস্থিত রহিয়াছে।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হুমাইদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আ'দী ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একজন রোগাক্রান্ত অসুস্থ মুসলমানকে পরিদর্শন করিতে যাইয়া দেখেন যে, রোগীটি একেবারে হাড্ডিসার হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করিয়াছ ? অথবা তুমি আল্লাহর নিকট কোন প্রার্থনা করিয়াছিলে কি? সে বলিল, হ্যাঁ! আমি এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম– হে আল্লাহ! আপনি পরকালে আমাকে যে শাস্তি দিবেন সেই শাস্তি আমাকে দুনিয়াতে ভোগ করাইয়া দিন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলেন, সুবহানাল্লাহ! কাহারও কি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আছে? এখন তুমি رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ এই দু'আটি পড়। অতঃপর রুগ্ন ব্যক্তি তখন থেকে এই দোআটি পড়িতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে আরোগ্য দান করেন। ইব্‌ন আবূ আদীর রিওয়ায়েতে ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ, সাইব-এর গোলাম ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবাইদ, ইব্‌ন জারিজ, সাঈদ ইব্‌ন সালিম কদ্দাহ ও ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাইব নবী (সা)-কে রুকনে বনী জামাহ ও রুকনে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে বলিতে শুনিয়াছেন– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ। ইব্‌ন জারীজ হইতে ছাওরী এবং হুযুর (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা ও ইব্‌ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটির বর্ণনাসূত্র দুর্বল বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হরমুয, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, আহমদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুসাব্বির, আবদুল বাকি ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– যখনই আমি রুকনের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছি তখনই আমি ফেরেশতাদিগকে আমীন বলিতে শুনিয়াছি। তাই তোমরা যখনই

সেখান দিয়া যাইবে, তখনই পড়িবে– رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম বিত্তীন, আ'মাশ, জারীর, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুস সালাম, আবূ যাকারিয়া আম্বরী ও হাকাম তাহার মুসতাদরাক সংকলনে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাসের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলেন যে, আমি একটি যাত্রী দলের সেবা কার্যে এই শর্তের উপর নিযুক্ত হইয়াছি যে, তাহারা আমাকে তাহাদের সাওয়ারীর উপর উঠাইয়া নিবে এবং হজ্বের সময় হজ্ব করার অবকাশ থাকিবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য দিনে আমি তাহাদের খিদমত করিব। ইহাতে কি আমার হজ্ব হইবে ? ইহার বদলে কোন প্রতিদান কি আমি আল্লাহ্র নিকট পাইব ? তদুত্তরে তিনি বলেন, তুমি তো সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাহাদের সম্বন্ধে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহাদের জন্য তাহারই অংশ রহিয়াছে। হাকাম বলেন, হাদীসটি সহীহ্দ্বয়ের শর্তে সহীহ্ বটে, কিন্তু উহাতে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই।

(٢٠٣) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২০৩. আর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (আইয়ামে তাশরীকে) আল্লাহ্র যিকর কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনেই উহা সম্পন্ন করে তাহার কোন পাপ নাই এবং যে ব্যক্তি দুই দিন উহাতে বিলম্ব ঘটায় তাহারও কোন পাপ নাই। (এই অবকাশ) মুত্তাকীর জন্যে। অনন্তর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তাহার নিকট সমাবিষ্ট হইবে।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'আইয়ামি মা'দুদা' হইল তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ্জ। আর আইয়ামি মালুমাহ হইল আইয়ামি আশারা অর্থাৎ – জিলহজ্জ মাসের দশদিন।

ইকরামা (রা) বলেন ঃ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থাৎ কুরবানীর তিন দিন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলা।

উক্বাহ ইব্ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী, মূসা ইব্ন আলী, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, উকবাহ ইব্ন আমের বলেন ঃ হুযুর (সা) বলিয়াছেন– আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলি ইহরামওয়ালাদের জন্যে ঈদের দিন। সেই দিনগুলি হইল পানাহার করার দিন। ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

নাবীসাতুল হাযলী হইতে ধারাবাহিকাভাবে আবূ মালীহ, খালিদ, হিশাম ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, নাবীসাতুল হাযলী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন– আইয়ামি তাশরীক হইতেছে খাওয়া, পান করা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

জুবায়র ইব্‌ন মুতইম হইতে এই হাদীসটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, আরাফার সমস্ত জায়গাই হইতেছে অবস্থানের জায়গা এবং আইয়ামি তাশরীকের প্রতিটি দিনই হইল কুরবানীর দিন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ামার দুইলী হইতে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মিনার দিন হইতেছে তিন দিন। তবে কেহ যদি দুই দিনের মধ্যে (তড়িঘড়ি করিয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে) তাহাতে কোন পাপ নাই। পক্ষান্তরে কেহ যদি দুইদিন বিলম্ব করিয়াও প্রত্যাবর্তন করে তাহাতেও কোন পাপ নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমাহ, আমর ইব্‌ন আবূ সালমা, হিশাম, খাল্লাদ ইব্‌ন আসলাম, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন যে, তাশরীকের দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইব্‌ন শিহাব, সালিহ, রওহ ও খালিদ ইব্‌ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়ফাকে মিনায় গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহা বলিতে আদেশ দেন যে, তোমরা কেহ এই দিনগুলিতে রোযা রাখিও না। কেননা এই দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন, হিশাম ও ইয়াকুব বর্ণনা করেনঃ হুযুর (সা) কুরবানীর দিনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযায়ফাকে উচ্চস্বরে ইহা বলিতে আদেশ করেন– 'এই দিনগুলি হইল পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের দিন। কিন্তু যাহার উপর কুরবানীর পরিবর্তে রোযা রহিয়াছে তাহার জন্য ইহা হইল অতিরিক্ত পুণ্য।' হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আমর ইব্‌ন দীনার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ও হিশাম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিনে বাশার ইব্‌ন সুহাইয়াকে (উচ্চস্বরে) এই কথা জানাইয়া দিতে বলেন যে, এই দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ লাইলা ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর দিনগুলিতে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন– وهى ايام اكل وشرب وذكر الله। অর্থাৎ ইহা হইল পানাহার ও আল্লাহর যিকির করার দিন।

মাসউদ ইব্‌ন হাকাম আয্ যারকীর মাতা হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসউদ ইব্‌ন হাকাম যারকী, হাকীম ইব্‌ন হাকীম, ইসহাক ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, মাসউদ ইব্‌ন হাকাম যারকীর মাতা বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাদা গাধাটার উপর আরোহণ করিয়া 'শু'বে আনসার'-এ দাঁড়াইয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেছিলেন–হে লোকসকল! এই দিনগুলি রোযা রাখিবার জন্যে নয়। এইগুলি হইল পানাহার ও আল্লাহর ইবাদত করার দিন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মাকসাম বর্ণনা করেন যে, الْاَيَّامُ الْمَعْدُوْدَاتُ এর অর্থ হইল اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলি। আর কুরবানীর জন্তু যবেহ করার দিন এবং উহার পরবর্তী দিনকে আইয়ামে তাশরীক বলে।

ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন যুবায়র, আবূ মূসা, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ মুলাইকা, ইব্‌রাহীম নাখঈ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, যুহরী, রবী ইব্‌ন আনাস, যিহাক, মাকাতিল ইব্‌ন হইয়ান, আতা খুরাসানী, মালিক ইব্‌ন আনাস প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ উহা হইল তিন দিন–'কুরবানীর দিন (অর্থাৎ ১০ তারিখ) এবং উহার পরবর্তী দুইদিন। অবশ্য তোমার যেদিন ইচ্ছা সেদিন কুরবানী করিতে পারিবে। তবে প্রথম দিনেই (কুরবানী করা) উত্তম।' তবে তাহার প্রথম উক্তিটিই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আর কুরআনের আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ দুই দিনের মধ্যে তড়িঘড়ি বা দুইদিনের চেয়ে বিলম্ব উভয়ই ক্ষমার্হ। কাজেই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈদের পর তিন দিন হওয়াও যুক্তিযুক্ত। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার এই কথারই পরিপোষক وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدَاتٍ অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করার সময় হইতেছে কোরবানীর পশু যবেহ করার সময়।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে ঈমাম শা'ফিঈ (র)-এর মাযহাবই প্রাধান্য পায়। আর তাহার ভাষ্য হইল যে, কুরবানীর সময় হইতেছে ঈদের দিন হইতে নিয়া আইয়ামে তাশরীকের শেষ পর্যন্ত।

আয়াতে উল্লিখিত الذِّكْرُ শব্দটিও ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অবশ্য উহা নামাযের শেষের নির্দিষ্ট যিকিরগুলিও হইতে পারে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর যিকিরও হইতে পারে। ইহার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ উক্তি হইল যে, উহার সময় হইল আরাফার দিনের সকাল হইতে নিয়া আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসরের নামায পর্যন্ত। এই ব্যাপারে দারে কুতনী একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মারফূ হওয়া সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার তাঁবুর মধ্যে তাকবীর পাঠ করিতেন এবং তাঁহার তাকবীর ধ্বনি শুনিয়া বাজারে অবস্থানকারীরাও তাকবীর পাঠ করিত। ফলে মিনা প্রান্তর তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। এই প্রেক্ষিতে ইহার ভাবার্থ ইহাও হইতে পারে যে, শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিকির করা। তবে তাহা হইবে আইয়ামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনেই।

আবূ দাউদ প্রভৃতি সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ায় দৌড়ান এবং শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি সকলই আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার মানসে পালনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হজ্বের প্রথম ও দ্বিতীয় তাওয়াফের উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন মহাদেশের লোকসকলের এই ভূমি ছাড়িয়া নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার প্রাক্কালে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ

তোমরা আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং বিশ্বাস রাখিও যে, তোমাদেরকে তাঁহারই সামনে একত্রিত হইতে হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ। অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। আব'ব তাঁহারই সম্মুখে তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে।

(٢٠٤) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ○

(٢٠٥) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ○

(٢٠٦) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(٢٠٧) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ○

২০৪. "অনন্তর এক ধরনের লোক পার্থিব কথাবার্তায় তোমাকে মুগ্ধ করিবে; সে আল্লাহকে তাহার অন্তরের সাক্ষী বানায়; মূলত সে ভীষণ ফাসাদী।

২০৫. অতঃপর যখন সে ফিরিয়া যায়, ভূপৃষ্ঠে ফিতনা সৃষ্টির প্রয়াস পায় এবং উহার ফসল ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করে। আল্লাহ্ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না।

২০৬. আর যখন তাহাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তাহার সম্ভ্রমবোধ তাহাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। তাহার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট আর বড়ই নিকৃষ্ট সেই ঠিকানা।

২০৭. আবার এক ধরনের লোক আল্লাহর রাজি-খুশির জন্য নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছে, আর আল্লাহ বান্দার ক্ষেত্রে বড়ই করুণাময়।"

তাফসীর ঃ সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াত আখনাস ইব্‌ন শরীক ছাকাফী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া মুসলমানী জাহির করিত, কিন্তু মনে-প্রাণে ছিল একজন কট্টর ইসলাম বিরোধী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা সেই মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় যাহারা হযরত খুবাইব (রা) ও তাহার সঙ্গীদেরকে প্রতারিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে বাজী নামক স্থানে শহীদ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুনাফিকদের নিন্দা এবং খুবাইব ও তাহার সঙ্গীদের প্রশংসা করিয়া এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ কোন কোন লোক এই রকম আছে যাহারা আল্লাহর পরিতুষ্টি সাধনের জন্যে আত্মাহুতি দান করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতগুলি সাধারণভাবে মুনাফিকদের নিন্দা এবং মু'মিনদের প্রশংসা হিসাবে নাযিল হইয়াছে। কাতাদা, মুজাহিদ, রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখের বক্তব্য ইহাই এবং ইহাই সঠিক।

হযরত নাওফ বাক্কালী হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরতুবী, সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযিদ, লাইছ ইব্‌ন সাআদ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে পারদর্শী হযরত নাওফ বাক্কালী বলেন ঃ আমি এই উম্মতের একদল লোকের গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত গ্রন্থের মধ্যে পাইয়াছি। তাহারা প্রতারণা করিয়া দুনিয়া কামাই করে। আর তাহাদের কথা মধুর হইতেও মিষ্টি, কিন্তু তাহাদের অন্তর নিমের চেয়েও তিক্ত। উপরন্তু মানুষকে দেখানোর জন্যে তাহারা ছাগলের চামড়া পরিধান করে, কিন্তু তাহাদের অন্তর নেকড়ের চেয়েও হিংস্র। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–'আমার সামনে সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আমার সাথে প্রতারণা করিয়া থাকে। আমার সত্তার কসম! আমি তাহার উপর এমন পরীক্ষা পাঠাইব যে, সহিষ্ণু লোকেরাও হতভম্ব হইয়া পড়িবে'।

কুরতুবী (র) বলেন– আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করিয়া মুনাফিকদের সম্পর্কে এই আয়াতটি পাইলাম ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে এমনও লোক আছে, যাহার পার্থিব ব্যাপারের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করিয়া তোলে, আর সে নিজের সততা সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী করে, কিন্তু সে বড়ই কুটিল ব্যক্তি।

আবূ মাশআর নাজীহ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মাশআর বর্ণনা করেন যে, আবূ মাশআর নাজীহ বলেন ঃ 'আমি সাঈদ মুকবেরীকে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব-এর সঙ্গে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। আলোচনাকালে সাঈদ মুকবেরী বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া বলিতে থাকেন যে, কতকগুলি লোকের কথা মধুর চাইতেও মিষ্টি, কিন্তু তাহাদের অন্তর নিমের চাইতেও তিক্ত। আর তাহারা লোক দেখানোর জন্যে প্রকাশ্যে ছাগলের চামড়া পরিধান করে। মূলত তাহারা দীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

على تجترئون وبى تغترون وعزتى لابعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران

অর্থাৎ তাহারা আমার উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং আমার সঙ্গে প্রতারণা করে। আমার সম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তাহাদের উপর এমন কষ্টদায়ক ও অসহ্য আযাব অবতীর্ণ করিব যাহা দেখিয়া সহিষ্ণু ব্যক্তিরাও হতভম্ব হইয়া যাইবে। অতঃপর মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন – ইহা তো কুরআন শরীফেও রহিয়াছে। সাঈদ বলিলেন, কুরআনের কোন স্থানে ইহা রহিয়াছে ? অতঃপর (কা'ব) এই আয়াতটি পাঠ করেন وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ইহা শুনিয়া সাঈদ বলিলেন-আপনি জানেন কি এই আয়াতগুলি কোন সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে ? উত্তরে কা'ব বলেন, প্রথমে এই আয়াতগুলি কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই নাযিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন উহা সার্বজনীন হিসাবে প্রযোজ্য।' এই বর্ণনাটি সম্পর্কে কারযী (র) বলেন, ইহা হাসান-সহীহ।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهِ

উক্ত আয়াতটিকে ইব্‌ন মুহাইসীন يَشْهَدُ اللّٰهَ এর اليَاء এ যবর এবং اللّٰهُ এর ه এ পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। তখন عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهِ অর্থ দাঁড়ায় 'তাহারা যতই মিষ্টি কথা বলুক না কেন

তাহাদের অন্তরের নোংরামী সম্পর্কে আল্লাহ খুবই ভালো জানেন।' যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

اِذَا جَآئَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ
وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ.

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ!) যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তখন তাহারা বলে–নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাহারই রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' অবশ্য জমহুর (অধিকাংশ ইমাম বা আলিম) ' এর গঠনে الياء। পেশ এবং اللّٰهُ। এর এ যবর রহিয়াছে। তখন وَيَشْهَدُ عَلٰى مَافِىْ قَلْبِىْ অর্থ হইবে 'তাহারা লোক-দেখানো মুসলমানী প্রকাশ করে কিন্তু তাহাদের মনের কুফরী ও মুনাফিকীও আল্লাহর নিকট প্রকাশমান। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ হইতে গোপন করিতে পারিবে না। আর ইহাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইকরামা, মুহম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল যে, 'মানুষের সামনে তাহারা ইসলাম প্রকাশ করে এবং আল্লাহর শপথ করিয়া বলে যে, তাহারা মুখে যাহা বলিতেছে তাহাদের অন্তরেও তাহাই রহিয়াছে।' ইহাই আয়াতের সঠিক অর্থ। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম ইহাই বলিয়াছেন এবং ইব্‌ন জারীরও এই অর্থই পছন্দ করিয়াছেন। আর ইব্‌ন আব্বাসও এই অর্থকে সমর্থন করিয়াছেন এবং মুজাহিদ হইতেও অনুরূপ অর্থ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ

الد। এর অভিধানিক অর্থ হইল لاعوج। অর্থাৎ অত্যধিক বক্র। যথা وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا। অর্থাৎ 'ইহার দ্বারা তুমি বাঁকা জাতিকে ভয় প্রদর্শন কর।' আর মুনাফিকরাও এইভাবে সাক্ষী দিতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, সত্য হইতে দূরে থাকে, সরল ও সঠিক পথ ছাড়িয়া দিয়া মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং গালি দিয়া থাকে।

সহীহ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ 'মুনাফিকদের আলামত তিনটি। যথা– কথা বলিলে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করিলে তাহা ভঙ্গ করে ও ঝগড়া করিলে গালি দেয়।'

মারফূ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলাইকা, ইব্‌ন জারীজ, সুফিয়ান ও কুবাই বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি ঘৃণ্য ঐ ব্যক্তি, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

অন্য আর একটি সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলাইকা, ইব্‌ন জারীজ, সুফিয়ান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)

বলেনঃ নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি অতি ঘৃণ্য, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।

মুআম্মার হইতে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন ঃ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হযরত আয়েশা (রা) ইব্‌ন আবূ মুলাইকা ও ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم অর্থাৎ– 'আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ ব্যক্তি অতি অপছন্দনীয়, যে অত্যন্ত ঝগড়াটে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ। অর্থাৎ 'যখন সে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন সে পৃথিবীতে প্রধাবিত হইয়া অশান্তি উৎপাদন এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তু ধ্বংস করে। আর আল্লাহ অশান্তি ভালবাসেন না।' অর্থাৎ তাহারা অতি বক্র ও কর্কশভাষী এবং তাহাদের কার্যাবলীও অতি জঘন্য। আর তাহাদের কাজ তাহাদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা মিথ্যাবাদী ও অসৎ আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী। অর্থাৎ তাহারা অতি বক্রভাষী ও কুস্বভাবের অধিকারী এবং তাহাদের কথা ও কার্যে সর্বক্ষণই গরমিল। তাহারা মিথ্যাবাদী, অসৎ আকীদা বিশ্বাস পোষণকারী এবং অতি জঘন্য কাজ সংঘটনকারী।

এখানে السعى। এর অর্থ হইল 'ইচ্ছা করা'। যেমন ফিরআউনের কথা উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى. فَحَشَرَ فَنَادٰى. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الاَعْلٰى. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى.

"অতঃপর সে সতর্কতানুসরণের অভিলাষী হইল! অনন্তর সকলকে সমবেত করিয়া ঘোষণা দিল। বলিল, আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক। পরিণামে আল্লাহ তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শন করিলেন। নিশ্চয়ই উহাতে খোদাভীরুর জন্য উপদেশ রহিয়াছে।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

অর্থ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকিরের জন্য দ্রুত অগ্রসর হও।' অর্থাৎ ইচ্ছা বা সংকল্প করিয়া উহার দিকে অগ্রসর হও। কেননা অংগের দ্বারা নামাযের দিকে দৌড়াইয়া যাওয়া সম্পর্কে নবী (সা)-এর নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, 'তোমরা যখন নামাযের দিকে আস তখন তোমরা দৌড়াইয়া আসিও না, বরং তোমরা যখন নামাযের দিকে আসিবে তখন স্থির ও শান্তভাবে আসিও।'

মোটকথা, কাপুরুষ মুনাফিকদের কাজ হইতেছে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা এবং শস্য ধ্বংস করা। আর এই দুইটি কাজে খাদ্যশস্য এবং জন্তু-জানোয়ারের বংশ বৃদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে। অথচ ইহার উপরই ভিত্তি করিয়া মানুষ নিজেদের জীবন নির্বাহ করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ যখন তাহারা পৃথিবীর উপর ফাসাদ সৃষ্টি করে তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বন্ধ করিয়া দেন। ফলে শস্য ও জীব-জানোয়ারের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ পছন্দ করেন না। কিংবা আল্লাহ তা'আলা এই (ফাসাদ) বিশেষণটি পছন্দ করেন না এবং যাহার দ্বারা ইহা প্রকাশিত হয় তাহাকেও পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

অর্থাৎ 'যখন তাহাকে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাহাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করিয়া দেয়।' অর্থাৎ যখন এমন পাপিষ্ঠকে তাহার কীর্তিকাণ্ড উল্লেখ করিয়া উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়, আল্লাহকে ভয় কর, কথা ও কাজের গরমিল পরিত্যাগ কর এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, তখন তাহারা তাহাদের পাপকার্যের উল্লেখ করায় আরও বেশি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং বিরোধিতার উত্তেজনায় পাপ কার্যে আরও বেশি লিপ্ত হইয়া পড়ে!

আলোচ্য আয়াতটির সহিত সংগতিপূর্ণ আর একটি আয়াত ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمُنْكَرَ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ যখন তাহাদের সামনে আমার প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহ পাঠ করা হয় তখন তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিবে এবং মনে হইবে, পাঠকদের উপর তাহারা লাফাইয়া পড়িবে। জানিয়া রাখ, কাফিরদের জন্যে আমার নির্দেশ হইতেছে দোযখাগ্নি এবং তাহা হইল অত্যন্ত জঘন্য স্থান।'

তেমনি আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে ঃ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ অর্থাৎ 'অতএব জাহান্নাম তাহার জন্যে যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই উহা নিকৃষ্টতম আশ্রয়স্থল।' অর্থাৎ তাহাদের কর্মের ফল হিসাবে ইহাই উপযুক্ত!

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'কোন লোক এইরূপ আছে যে, আল্লাহর পরিতুষ্টি সাধনের জন্যে আত্মাহুতি দান করে।' মুনাফিকদের হীন চরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার পর এখানে মু'মিনদের প্রশংসামূলক আলোচনার সূত্রপাত হইতেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আনাস, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ উসমান নাহদী, ইকরামা ও একদল আলিম বলেন ঃ এই আয়াতটি হযরত সুহাইব ইব্‌ন সিনান রুমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, তিনি মক্কায় ইসলাম গ্রহণের পর মদীনায় হিজরত করার ইচ্ছা করিলে মক্কার কাফিররা তাহাকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাকে মাল-সম্পদ নিয়া মদীনায় যাইতে দিব না। মালপত্র ছাড়িয়া গেলে যাইতে পার। অতঃপর তিনি তাহার সমস্ত মাল পৃথক করিয়া কাফিরদের হাতে তুলিয়া দিয়া মদীনা অভিমুখে হিজরত করেন। তাই তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অপর দিকে মদীনায় হযরত উমর (রা) ও সাহাবাদের (রা) বিরাট একটি দল তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে 'হুররা'-এর উপকণ্ঠ পর্যন্ত আগাইয়া আসেন এবং তাহাকে মুবারকবাদ জানাইয়া বলেন, আপনি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া প্রতি উত্তরে তিনিও বলিলেন, আপনাদের ব্যবসায়ও যেন আল্লাহ আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলেন, আমাকে এই খোশ আমদেদ জানানোর কারণ কি ? তাঁহারা বলিলেন, আপনার সম্পর্কে আল্লাহ এই (আলোচ্য) আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ সুহাইব বড় লাভজনক ব্যবসা করিয়াছে।

হযরত সুহাইব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসমান নাইম, আউফ, জা'ফর ইব্‌ন সুলাইমান যাব্বী, সুলাইমান ইব্‌ন দাউদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিসতাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত সুহাইব (রা) বলেন ঃ আমি যখন মক্কা হইতে হিজরত করিয়া নবী (সা)-এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম, তখন কুরাইশরা আমাকে বলিল ঃ হে সুহাইব! তুমি যখন মক্কায় আগমন করিয়াছিলে, তখন তোমার কাছে কোন মাল-সম্পদ ছিল না। অথচ তুমি এখন মালামালসহ চলিয়া যাইতেছ। আল্লাহর কসম! আমরা কখনও এমন হইতে দিব না। অতঃপর আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তবে তোমরা কি চাও, আমি সব মাল তোমাদের হাতে তুলিয়া দিয়া যাই ? তাহারা বলিল-হ্যাঁ। অতএব আমি আমার সমস্ত মাল-সম্পদ তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলাম এবং মদীনার পথে যাত্রা করিয়া নবী (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া দুইবার বলিলেন– সুহাইব, লাভজনক কাজ করিয়াছে, সুহাইব, লাভজনক কাজ করিয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন সাঈদ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সামলা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন ঃ সুহাইব (রা) হুযুর (সা)-এর মতো মদীনাভিমুখে হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কুরাইশদের একদল লোক তাহার পিছু নিলে তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া তুন হইতে তীর বাহির করিয়া বলিলেন ঃ হে মক্কাবাসী! আমার তীর চালনা সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। আমার একটি তীরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না এবং আমার তুনের তীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে বিদীর্ণ করিয়া যাইব। ইহার পর চালাইব তরবারী। মোটকথা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে কোন অস্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মুকাবিলা করিয়া যাইব। ইহার পরে তোমরা আমার সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করিতে পারিবে। অথবা তোমরা যদি চাও তাহা হইলে আমি আমার সমুদয় সম্পদ তোমাদিগকে দিয়া দিতেছি। অতঃপর আমি মদীনায় গিয়া হুযুর (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন ঃ 'ব্যবসায়ে বড় লাভ করিয়াছ।' সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন– এই আয়াতটি তাহারই সম্পর্কে নাযিল হয় ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ.

অবশ্য অধিকাংশের মত হইল যে, এই আয়াতটি আল্লাহর পথের প্রতিটি মুজাহিদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদদের উদ্দেশ্যেই ইহা নাযিল হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের বিনিময়ে মু'মিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া নিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আর তাহারা হত্যা করে এবং নিহতও হয়। আল্লাহর এই সত্য অঙ্গীকার তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিক সত্য অঙ্গীকারকারী আর কে হইতে পারে? হে ঈমানদারগণ! তোমরা এই ক্রয়-বিক্রয়ে এবং আদান-প্রদানে সন্তুষ্ট হইয়া যাও, আর ইহাই হইল বড় কৃতকার্যতা।

হযরত হিশাম ইব্‌ন আমের (রা) যখন কাফিরদের দুইটি ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়েন এবং একাকীই তাহাদের উপর আক্রমণ চালান, তখন কতক লোকে তাহার এই আক্রমণকে শরীআত বিরোধী মনে করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী ইহার প্রতিবাদ করেন এবং তাহারা وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

(٢٠٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٢٠٩) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২০৮. "হে ঈমানদারগণ! ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. যদি তোমরা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পাইয়াও বিচ্যুত হও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ জবরদস্ত কুশলী।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দা ও তাহার নবী (সা)-এর সত্যতা স্বীকারকারীদেরকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন সাধ্যানুযায়ী শরীআতের প্রতিটি আদেশকে মান্য করে এবং যে সকল বিষয়ের প্রতি আল্লাহর নিষেধ রহিয়াছে তাহা হইতে বিরত থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আওফী, মুজাহিদ, তাউস, যিহাক, ইকরামা, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল, 'ইসলাম'। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস হইতে যিহাক, আবুল আলীয়া ও রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ আর মর্মার্থ হইল 'আনুগত্য'। কাতাদা বলেন ঃ উহার মর্মার্থ হইল 'সততা'। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَافَّةً ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ আবুল আলীয়া, ইকরামা, রবী' ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান ও মুজাহিদ (র) كَافَّةً এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইসলামের প্রতিটি নেক বিষয়ের এবং নেক কাজের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা ও স্তরের উপর আমল করা।

হযরত ইকরামা (রা)-এর অভিমত হইল যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) আসাদ ইব্‌ন উবাইদ ও ছা'লাবা প্রমুখ যখন ইহুদী ধর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাওরাতের নির্দেশিত শনিবারের উৎসব পালন এবং রাত্রি বেলায় তাওরাতের উপর আমল করার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা (আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে) তাহাদিগকে ইসলামের নিদর্শনসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ববর্তী কিতাবের আমল ছাড়িয়া দিয়া ইসলামের উপর পুরাপুরি আমল করার তাগিদ দেন। অবশ্য এই স্থলে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামের নাম উল্লেখের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তাঁহার শনিবারের উৎসবের অনুমতি চাওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞ ও ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মুসলমান। উপরন্তু তিনি পূর্ব কিতাবগুলির কোন্ কোন্ নির্দেশ বাতিল ঘোষিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে সে সব ব্যাপারে ছিলেন পূর্ণ সচেতন।

কোন কোন তাফসীরকার كَافَّةً শব্দটিকে الدَّاخِلُ এর 'হাল' বলিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সবাই ইসলামের মধ্যে পুরঃ প্রবেশ কর।' অবশ্য প্রথম উক্তিটিই অধিকতর সঠিক। কেননা সেখানে ঈমানের প্রতিটি স্তর ও শরীআতের প্রতিটি নির্দেশের উপর সাধ্যানুযায়ী আমল করার অর্থ করা হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আউন, ইসমাঈল ইব্‌ন যাকারিয়া, হাইছাম ইব্‌ন ইয়ামান, আহমদ ইব্‌ন সাবাহ, আলী ইব্‌ন হুসাইন ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ আহলে কিতাবগণ ইসলাম গ্রহণের পরেও তাওরাতে অবতীর্ণ কতকগুলি নির্দেশ মানিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরাপুরিভাবে প্রবেশ কর। তোমরা পরিপূর্ণভাবে দীনে মুহাম্মদীর প্রতিটি বিধান প্রতিপালন কর এবং উহার কোন একটি আমলও পরিত্যাগ করিও না। আর তোমাদের জন্য তাওরাত এবং তাওরাতের মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে উহার উপর বিশ্বাস বা ঈমান রাখাই যথেষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলিতেছেন ঃ وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং শয়তান যে সকল বিষয় পালনের আদেশ করে তাহা হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা সে অসৎ ও অন্যায়েরই নির্দেশ দিয়া থাকে। আর আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করার কথা বলে এবং তাহার দলের ইচ্ছা ইহাই যে, তোমরা দোযখবাসী হইয়া যাও। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের পরিশেষে সতর্কতা স্বরূপ ঘোষণা করিতেছেন اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। মাতরাফ (র) বলেন ঃ আল্লাহর বান্দাকে শয়তান নিজের বান্দা বানাইতে চায়।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ 'তোমাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণাদি সমাগত হওয়ার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও।' আর দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করার পরেও যদি তোমরা সত্য হইতে সরিয়া পড় তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। অর্থাৎ শেষবিচার বা প্রতিদানের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত। আর তাঁহার নিকট হইতে কাহারও পলায়ন করার সাধ্য নাই; তাঁহার উপর কেহ প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে না; উপরন্তু তিনি তাঁহার নির্দেশ কার্যকরী করা, রহিত করা এবং শিথিল করার ব্যাপারে সুদক্ষ ও সুবিজ্ঞ।

তাই আবুল আলীয়া, কাতাদা ও রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ তিনি প্রতিদানের ব্যাপারে প্রবল পরাক্রান্ত এবং নির্দেশ কার্যকরী করার ব্যাপারে সুদক্ষ ও মহাপ্রাজ্ঞ। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ তিনি কাফিরদের উপরে প্রভুত্ব বিস্তারের ব্যাপারে মহা পরাক্রমশালী এবং তাহাদের ওযর ও প্রমাণ খণ্ডন করার ব্যাপারে অশেষ নৈপুণ্যের আধিকারী।

(٢١٠) هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ
وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۝

২১০. "তাহারা কি শুধু এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, আল্লাহ মেঘমালার ছত্রছায়ায় ফেরেশতাগণকে লইয়া হাযির হইবেন? অথচ সব ব্যাপারই মীমাংসিত রহিয়াছে। আল্লাহর কাছেই সকল কাজ প্রত্যাবর্তিত হইবে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন ঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ অর্থাৎ তাহারা কি শুধু এই অপেক্ষাই করিতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা মেঘদলের ছত্রতলে ফেরেশতাগণকে সঙ্গে নিয়া আসিবেন ? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হইল পূর্ববর্তী সকলের জন্যে বিচার বা রায় প্রাপ্তির দিন। সবাই নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল পাইবে। সেদিন পুণ্যবান পাইবে উৎকৃষ্ট পরিণাম এবং পাপিষ্ঠ পাইবে নিকৃষ্ট পরিণাম।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ সমস্ত কার্যের নিষ্পত্তি হইয়া রহিয়াছে এবং আল্লাহরই নিকট সমস্ত কার্য প্রত্যাবর্তিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجِيْئَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى.

অর্থাৎ যেদিন পৃথিবী টুকরা টুকরা হইয়া মিশিয়া যাইবে এবং স্বয়ং তোমার প্রতিপালক উপস্থিত থাকিবেন, ফেরেশতাগণ দাঁড়াইয়া যাইবে এবং জাহান্নামকেও সামনে প্রকাশিত করা হইবে; সেই দিন এই সব লোক শিক্ষা লাভ করিবে বটে; কিন্তু তাহাতে আর কি উপকার হইবে ?

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِىَ بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ

অর্থাৎ 'তাহারা কি এই অপেক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের নিকট ফেরেশতারা আসিবেন বা স্বয়ং প্রভুই উপস্থিত হইবেন কিংবা তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে কতকগুলি নিদর্শন প্রকাশিত হইবে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) 'শিংগা' সম্পর্কিত এক দীর্ঘ হাদীসে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ

যখন মানুষ দীর্ঘকাল অবস্থানের পর ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে, তখন তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশের জন্য আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া প্রত্যেক নবীর নিকট আবেদন জানাইবে। কিন্তু সবাই অপারগতা প্রকাশ করিবেন। অবশেষে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিবেন–আমি প্রস্তুত রহিয়াছি এবং আমিই উহার অধিকারী। কার্যত তিনিও ঘাবড়াইয়া যাইবেন এবং আল্লাহর আরশের নিচে সিজদায় পড়িবেন। তিনি আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবেন যেন তিনি দ্রুত বান্দাদের ফয়সালার কার্যে প্রবৃত্ত হন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সুপারিশ কবূল করিবেন এবং তিনি মেঘমালার ছত্রছায়া'য় সমাগত হইবেন। প্রথমে দুনিয়ার আকাশ ফাটিয়া যাইবে এবং সেখানকার সমস্ত ফেরেশতা উপস্থিত হইবেন। এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় হইতে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ফাটিয়া তথাকার সকল ফেরেশতাগণ আসিয়া যাইবেন। আল্লাহর আরশবাহী ফেরেশতারা আরশ লইয়া অবতরণ করিবেন। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু মেঘমালার ছত্রতলে অবতীর্ণ হইবেন এবং সমস্ত ফেরেশতা তাসবীহ পাঠে লিপ্ত থাকিবেন। তাঁহারা বলিতে থাকিবেন ঃ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْجَبَرُوْتِ
سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلاَئِقَ وَلاَ يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ
قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلٰى سُبْحَانَ ذِى
السُّلْطَانِ وَالْعَظْمَةِ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ اَبَدًا اَبَدًا

অর্থঃ পবিত্রতা তাঁহারই যিনি সকল রাজ্য ও ফেরেশতামণ্ডলীর অধিপতি। শ্রেষ্ঠত্ব ও শ্রেষ্ঠ প্রতিপত্তির অধিকারীর পবিত্রতা। পবিত্রতা তাহারই, যিনি অমর ও চিরঞ্জীব। পবিত্রতা সেই মহান সত্তার, যিনি সকল সৃষ্টি মারেন এবং নিজে মরেন না। তিনিই সর্বাধিক যিকির ও পবিত্রতার অধিকারী। ফেরেশতাকুল ও আত্মাসমূহের অধিপতির পবিত্রতা। আমাদের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সত্তার পবিত্রতা। রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর পবিত্রতা। তাঁহার পবিত্রতাই চিরন্তন ও সর্বকালের।

হাদীসটি মশহুর এবং ইহার একজন বর্ণনাকারী ব্যতীত সকলেই 'ছিকাহ' অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যামূলক বহু হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে হাদীসগুলির মধ্যে দুর্বলতাও রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সেইগুলির মধ্য হইতে একটি হইল এই ঃ নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মাসউদ, মাসরুক, আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মাইসারাহ ও মিনহাল ইব্‌ন আমর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট একটি সময়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকদিগকে একত্রিত করিবেন। আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া বিচারের অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা মেঘদলের ছত্রছায়ায় আরশ হইতে কুরসীতে অবতরণ করিবেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীল কায়সী, মুতামার ইব্‌ন সালীমা, আবূ বকর ইব্‌ন আতা ইব্‌ন মুকাদ্দাস, আবূ যরাআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে সময় তিনি অবতরণ করিবেন সেই সময় তাঁহার এবং সৃষ্ট জীবের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা থাকিবে। সেই পর্দাগুলি হইবে আলো, অন্ধকার ও পানির। আর পানি অন্ধকারের মধ্যে এমন শব্দ করিবে যাহার ফলে অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিবে।

ওলীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ওযীর দামেশকী, ইব্‌ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ওলীদ বলেন ঃ আমি যুবায়র ইব্‌ন মুহাম্মদকে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ মেঘপুঞ্জের ছায়াতল 'ইয়াকুত' দ্বারা সজ্জিত থাকিবে এবং তাহা হইবে মুক্তা ও পান্না বিশিষ্ট। মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, উহা সাধারণ কোন মেঘ নয়; বরং উহা হইল সেই মেঘপুঞ্জ, যাহা তীহ উপত্যকায় বনী ইসরাঈলের মাথার উপরে বিরাজিত ছিল।

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্‌ন আনাস ও আবূ জাফর রাযী বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতাগণ মেঘদলের ছায়াতলে আসিবেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাতে ইচ্ছা তাহাতেই আসিবেন।

কোন কোন পঠনে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ ও রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা কি এই অপেক্ষায়ই রহিয়াছে যে, আল্লাহ তাহাদের নিকট আসিবেন এবং ফেরেশতারাও মেঘমালার ছায়াতলে আসিবে ? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنْزِيْلاً অর্থাৎ সেইদিন আকাশ মেঘসহ ফাটিয়া যাইবে এবং ফেরেশতাগণ দলে দলে অবতরণ করিবেন।

(٢١١) سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(٢١٢) زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا م وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২১১. "বনী ইসরাঈলগণকে জিজ্ঞাসা কর-তোমাদিগকে কতকগুলি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল ? আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নি'আমত পাইয়াও বদলাইয়া ফেলে, তাহার পরিণতিতে নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"

২১২. "কাফিরদের জন্য পার্থিব জীবন চাকচিক্যময় করা হইয়াছে। ফলে তাহারা মু'মিনগণকে উপহাস করিতেছে। অথচ কিয়ামতের দিনে মুত্তাকীদের মর্যাদাই উপরে থাকিবে। আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমেয় রুযী দান করেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের ঘটনার প্রতি সাবধানী ইংগিত প্রদানপূর্বক বলিতেছেন যে, আমি মূসাকে বহু স্পষ্ট ও অখণ্ডনীয় প্রমাণ দান করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে হাতের ঔজ্জ্বল্য, লাঠি, সমুদ্র দ্বিখণ্ডন, পাথর প্রক্ষালন, কঠিন গরমের সময়ে মেঘের ছায়া দান এবং মান্না ও সালওয়া ইত্যাদি উল্লেখ্য। এই নিদর্শন সকল আমার কর্তৃত্ব এবং অপরিসীম ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করিয়াছে। পরন্তু ইহার দ্বারা মূসার নবূওয়তীরও সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও বনী ইসরাঈলের অনেক লোক আমার দেওয়া নি'আমতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফরী গ্রহণ করিয়াছে। মোটকথা, তাহারা এতকিছুর পরেও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَائَتْهُ فَانَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ যে কেহ তাহার নিকট আল্লাহর নি'আমত আসার পর তাহা পরিবর্তন করিয়া ফেলে, তবে জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরায়শ কাফিরদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

অর্থাৎ "তুমি কি ঐ লোকদিগকে দেখ নাই যাহারা আল্লাহর নি'আমতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের নিবাসে নিক্ষেপ করিয়াছে ?"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পার্থিব ভোগ-লিপ্সার আলোচনা করিয়া বলেন, তাহারা উহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছে। এমনকি উহাতেই তাহারা প্রশান্তি পাইয়াছে এবং সম্পদ পুঞ্জিভূত করিয়া উহা আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় করা হইতে বিরত থাকিতেছে। পক্ষান্তরে যে সকল মু'মিন এই নশ্বর জগত হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ বিলাইয়া দিয়াছে, তাহাদিগকে উহারা উপহাস করিয়া থাকে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান সেই মু'মিনরাই। কিয়ামতের দিন মু'মিনদের মর্যাদা দেখিয়া কাফিরদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে। সেদিন নিজেদের দুর্ভাগ্য ও মু'মিনদের সৌভাগ্য লক্ষ্য করিয়া তাহারা অনুধাবন করিতে পারিবে যে, কাহারা উচ্চ পদস্থ এবং কাহারা নিম্ন প্রদস্থ।

এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতেই অসংখ্য, অপরিমিত ও অঢেল সম্পদ দান করেন। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ابن ادم انفق انفق عليك। অর্থাৎ 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার পথে ব্যয় কর আর আমি তোমাকে দিব।'

নবী (সা)-ও বলিয়াছেন ঃ 'হে বিলাল! তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক এবং আরশের অধিকারী হইতে সংকীর্ণতার আশংকা করিও না।' কুরআন মজীদের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু খরচ করিবে আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতিদান দিবেন। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ প্রতিদিন সকালে আকাশ হইতে দুইজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। একজন বলিতে থাকেন–'হে আল্লাহ! আপনার পথে ব্যয়কারীকে আপনি বরকত দান করুন। অপরজন বলিতে থাকেন-'হে আল্লাহ! কৃপণের মাল ধ্বংস করিয়া দিন।'

অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "বনী আদম আমার মাল আমার মাল বলিয়া থাকে। অথচ তোমার মাল তো সেইগুলিই যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছ। যে কাপড় তুমি পরিধান করিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ এবং যাহা তুমি (আল্লাহর পথে) দান করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য সবকিছুই তুমি ছাড়িয়া বিদায় হইবে এবং মানুষের জন্য রাখিয়া যাইবে।"

নবী (সা) হইতে মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له। অর্থাৎ দুনিয়া তাহারই ঘর যাহার কোন ঘর নাই এবং দুনিয়া তাহারই মাল যাহার কোন মাল নাই। আর দুনিয়া ঐ ব্যক্তি সংগ্রহ করে যাহার কোন বিবেক নাই।

(٢١٣) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً قف فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ص
وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا

اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২১৩. "মানব জাতি ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীগণকে পাঠাইলেন এবং তাহাদের সঙ্গে সত্যবাহী কিতাব পাঠাইলেন যেন তদ্বারা মানুষ তাহাদের পারস্পরিক বিরোধের বিষয়গুলি মীমাংসা করিয়া লয়। এইরূপ সুস্পষ্ট দলীল পাইয়া তাহাদের একদল উহার বিরোধী হইল। ফলে আল্লাহ তা'আলা এই বিরোধের ক্ষেত্রে নিজ মর্জী মোতাবেক ঈমানদারগণকে পথ প্রদর্শন করিলেন। আল্লাহ যাহাকে চাহেন সরল পথ দেখান।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা, হুমাম, আবূ দাউদ, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ হযরত নূহ (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর মধ্যে দশটি যুগের পার্থক্য ছিল এবং এই দীর্ঘকালের সকল লোকগণই সঠিক শরীআতের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (তাহাদের মধ্যে) সুসংবাদবাহক এবং সতর্ককারী রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর পঠনের রূপ হইল এই ঃ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا অবশ্য মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ধারাবাহিকভাবে বিনদার ও হাকেম (স্বীয় মুস্তাদ্রাকে) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার বলেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাসূত্র সহীহ। তবে সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই। অনুরূপভাবে উবাই ইব্ন কা'ব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আলীয়া ও আবূ জা'ফর রাযী বর্ণনা করেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বও আয়াতটি كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ এই রূপে পড়িতেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা এই আয়াতটির এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ 'তাহারা সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন।' فَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ অতঃপর প্রথম নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। মুজাহিদও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রথমোক্ত ব্যক্তব্যের অনুরূপ বলেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'তাহারা সকলেই কাফির ছিল। فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ। অর্থাৎ অতঃপর তিনি সুসংবাদবাহক এবং ভীতি প্রদর্শক রূপে নবীগণকে প্রেরণ করেন।'

অবশ্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রথম উক্তিটিই অর্থগতভাবে এবং বর্ণনাসূত্রের সত্যতার ভিত্তিতে অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, প্রথমে সকল মানুষ আদম (আ)-এর মতাদর্শের

অনুসারী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা শুরু করিলে আল্লাহ তাহাদের প্রতি হযরত নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। তাই বলা যায় যে, মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে নবী হিসাবে হযরত নূহ (আ)-ই প্রথম প্রেরিত মহা পুরুষ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. অর্থাৎ তাহাদের আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ছিল, যাহা দ্বারা জনগণের প্রতিটি সমস্যা ও মতভেদের মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ প্রমাণাদির পরেও শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ বশত তাহারা সেই কিতাব নিয়ে মতভেদ ঘটাইয়া বসিল। অর্থাৎ প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং মতভেদের মীমাংসা সম্পর্কীয় বিধান প্রাপ্তির পরেও তাঁহারা শুধুমাত্র পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও গোঁড়ামির ফলে (একমত হইতে পারে নাই)। فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে সুপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং তাঁহারা মতবিরোধের চক্র হইতে বাহির হইয়া সরল-সঠিক পথের সন্ধান লাভ করেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, সুলায়মান, আ'মাশ, মুআম্মার ও আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ নবী (সা) বলেন যে, আমাদের দুনিয়ায় আগমন হিসাবে আমরা সবার শেষে, কিন্তু আমরা কিয়ামতের দিন বেহেশতে প্রবেশক হিসাবে সবার প্রথম হইব। আহলে কিতাবগণকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে পরে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সত্যের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করায় আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়েত দান করেন। আর এই দিনটি নিয়াও তাহারা মতভেদ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ আমাদিগকে এই ব্যাপারে হেদায়েত দান করেন। আর লোক সকল এই ব্যাপারেও আমাদের পরবর্তী রহিয়া যায়। কেননা কাল (শনিবার) হইল ইয়াহুদীদের (জুমআ) এবং তাহার পরদিন হইল নাসারাদের (জুমআ)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক এবং অন্য আর একটি সূত্রে যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও ইব্‌ন ওহাব বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জুমআর ব্যাপারেও তাহারা মতবিরোধ করিলে শনিবার ইয়াহুদীগণ এবং রবিবার খ্রিস্টানগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীগণই সঠিক দিন হিসাবে শুক্রবার প্রাপ্ত হন। তাহারা কিবলার ব্যাপারেও ইখতিলাফ করিয়াছিল। অতঃপর খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে এবং ইয়াহুদীরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে পাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মদীগণই সঠিক কিবলা প্রাপ্ত হইল। তাহারা নামাযের ব্যাপারেও মতভেদ করিয়া পরে কেহ সিজদা ছাড়া রুকু দ্বারা, কেহ রুকু ছাড়া সিজদা দ্বারা, কেহ নামাযের মধ্যে কথা বলিয়া, আবার কেহ হাটিয়া হাটিয়াও নামায পড়িত। অতঃপর মুসলমানরাই প্রকৃত নামায প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। রোযার ব্যাপারেও তাহারা মতানৈক্য করিয়াছিল। কেহ কেহ দিনের কিয়দংশে রোযা রাখে, আবার কেহ

কেহ নির্দিষ্ট কোন খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া রোযা রাখে। অতঃপর উম্মতে মুহাম্মদীগণই সুপথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ব্যাপারে মতপার্থক্য করিয়া খ্রিস্টানরা বলিত যে, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা বলিত যে, তিনি ইয়াহুদী ছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান। সুতরাং এই বিষয়েও আমরাই বিশুদ্ধ জ্ঞান পাইয়াছি। হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারেও মতভেদ করিয়া ইয়াহুদীরা তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল এবং তাহার মাতাকে জঘন্যতম অপবাদে কলংকিত করার অপচেষ্টা করিয়াছিল। আর খ্রীষ্টানরা তাঁহাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর পুত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। অথচ উম্মতে মুহাম্মদীগণই কেবল তাঁহাকে রুহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সত্য পথের ধারক হইয়াছে।

রবী' ইব্ন আনাস فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ –এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

অর্থাৎ প্রথমে সমস্ত লোক সাধারণত তাওহীদবাদী ছিল। তাহারা আল্লাহরই ইবাদত করিত, আল্লাহর সাথে শরীক করা হইতে বিরত থাকিত, নামায পড়িত ও যাকাত দিত। অতঃপর মধ্যভাগেই তাহাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অবশেষে শেষ উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা মতানৈক্যের নিগড় হইতে মুক্তি দিয়া প্রথম দলের ন্যায় সত্য-সরল পথে নিয়া আসেন। আর এই উম্মতগণই অন্যান্য উম্মতের উপরে অর্থাৎ হযরত নূহ (আ)-এর কাওম, হযরত হুদ (আ)-এর কাওম, হযরত সালেহ (আ)-এর কাওম, হযরত শুয়াইব (আ)-এর কাওম, এমন কি আলে ফিরআউনের উপরেও তাহারা সাক্ষী হইবে। কেননা অন্যান্য উম্মতগণ তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে তাহাদের কাছে দীনের দাওয়াত না পৌছানোর মিথ্যা অভিযোগ করিবে। আর মুসলমানরাই সত্যের পক্ষ ধরিয়া নবীগণ দাওয়াত পৌছাইয়াছেন বলিয়া সাক্ষী দিবেন।

হযরত উবাই ইব্ন কা'বের পঠিত আয়াত এইরূপ ঃ لِيَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ। অর্থাৎ যেন তাহারা কিয়ামতের দিন জনগণের উপর সাক্ষী হয়, আর আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।' আবুল আলীয়া বলেন ঃ এই আয়াতটিতে সন্দেহ, ভ্রান্তি এবং বিবাদ হইতে মুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর বলেন ঃ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ (এই হেদায়েত) আল্লাহ তা'আলার ইলম এবং তাঁহার পথ প্রদর্শনের মাধ্যমেই প্রাপ্ত হইয়াছে। وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ। অর্থাৎ সত্য-সরল পথের দিকে তিনি তাঁহারই প্রজ্ঞা এবং সত্যতার চূড়ান্ত নিদর্শনসমূহ দ্বারা পথ দেখান।

সহীহ্দ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রে যখন নামাযের জন্য উঠিতেন, তখন তিনি বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اَخْتَلَفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍمُسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! হে জিব্‌রাঈল, মীকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং প্রকাশ্য ও গুপ্ত বস্তুর জ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের পারস্পরিক মতভেদের মীমাংসা করিয়া থাকেন। অতঃপর আমার প্রার্থনা হইল যে, যে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে যাহা সঠিক আমাকে আপনি সেই পথেই পরিচালিত করুন। বস্তুত আপনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সরল পথ দেখান।’

এই বিষয়ে হুযূর (সা) হইতে আর একটি দু'আ নকল করা হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهَ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ وَلاَ تَجْعَلَهُ مُلْتَبَسًا عَلَيْنَا فَنَضِلُّ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! যাহা সত্য তাহা আমাদিগকে সত্যরূপে অবলোকন করান এবং অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আর মিথ্যাকে মিথ্যারূপেই আমাদিগকে পরিদৃষ্ট করান এবং তাহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করুন। আর আমাদের প্রতি সত্য ও মিথ্যাকে মিশ্রিত করিবেন না, যাহাতে আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। পরন্তু হে আল্লাহ! আমাদিগকে সৎ ও খোদাভীরু লোকদের ইমাম বানাইয়া দিন।’

(٢١٤) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ○

২১৪. “তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, এমনিই বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে না? তাহাদের উপর কঠিনতম দুঃখ-কষ্ট ও আঘাত আসিয়াছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁহার ঈমানদার সংগীরা জিৎকার জুড়িয়াছিল-কোথায় আল্লাহর মদদ? জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর মদদ খুবই সন্নিকটে।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ অর্থাৎ তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলিয়া যাইবে তোমাদিগকে নিরীক্ষণ, নির্বাচন ও পরীক্ষার পূর্বে ? যেমন পূর্ববর্তী উম্মতগণও আশা করিয়াছিল ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ অর্থাৎ ‘অথচ তোমরা এখনও সেই লোকদের অবস্থা অতিক্রম কর নাই, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে। তাহাদের উপর আসিয়াছিল বিপদ ও কষ্ট। আর তাহা হইল রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও দুর্ভাগ্য-দুর্ঘটনা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত আবুল আলীয়া, হযরত মুজাহিদ, হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হযরত মুররাতুল হামদানী, হযরত হাসান, হযরত কাতাদা, হযরত যিহাক, হযরত রবী', হযরত সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ اَلْبَأْسَاءُ অর্থ দারিদ্র্য। اَلضَّرَّاءُ অর্থ ব্যাধি। وَزُلْزِلُوْا অর্থাৎ তাহাদিগকে শত্রুদের ভয় কঠিনভাবে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল আর তাহারা হইয়াছিল পরীক্ষার কষ্টিপাথরে কঠিনভাবে পরীক্ষিত।

খাব্বাব ইব্‌ন আরাছ (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করিতেছেন না ? (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন—"তোমাদের পূর্ববর্তীগণও তাওহীদবাদী ব্যক্তি ছিল, যাহাদের মস্তকোপরি করাত রাখিয়া পা পর্যন্ত ফাড়িয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা তাওহীদের বিশ্বাস এবং দীনের অনুসরণ হইতে বিন্দুমাত্রও সরিয়া পড়েন নাই। আর কাহার কাহারও লোহার চিরুনী দিয়া দেহের গোশ্‌ত আঁচড়াইয়া হাড্ডি হইতে আলগ করা হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাহারা আল্লাহর দীন পরিত্যাগ করেন নাই। অতঃপর বলেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের এই দীনকে আল্লাহ পরিপূর্ণ করিবেনই। তখন যে কোন অশ্বারোহী 'সানআ' হইতে 'হাযরা মাউত' পর্যন্ত আল্লাহর ভয় ব্যতীত নির্ভয়ে পদচারণা করিতে পারিবে। তবে কাহারও এই ভয় আসা অন্য কথা যে, হয়তো তাহার বকরীর উপর বাঘে আক্রমণ করিবে। কিন্তু (আমি শংকিত) তোমরা ত্বরিত বিজয় চাহিতেছ।"

তাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

الَـمَ. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

অর্থাৎ "লোকেরা কি মনে করিয়াছে যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি এই কথা বলিলেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ? অবশ্য আমি তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই সত্যবাদীদিগকে জানিয়া নিবেন এবং যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও জানিয়া নিবেন।"

এই ভাবেই আল্লাহ খন্দকের যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামগণের পরীক্ষা নিয়াছিলেন। তাই তিনি সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِذْ جَاءُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمَنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْزَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا. وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا.

অর্থাৎ 'যখন কাফিররা তোমাদের উপরের দিক হইতে এবং নিচের দিক হইতে হামলা করিয়াছিল আর যখন ভয়ে-বিস্ময়ে তোমাদের চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হইয়াছিল, এবং তোমাদের

প্রাণসমূহ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা করিতেছিলে; বস্তুত সেখানে মু'মিনদিগকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল কঠিন পরীক্ষায় আর যখন মুনাফিকরা এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল তো আমাদিগকে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদা দিয়াছেন।"

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তোমাদের কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি ? আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন-হাঁ। হিরাক্লিয়াস পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ? তিনি বলিলেন-কখনও আমরা বিজয়ী হইয়াছি, কখনও তাহারা বিজয়ী হইয়াছে। অতঃপর হিরাক্লিয়াস বলেন-এইভাবেই নবীগণ পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছেন এবং পরিণামে বিজয় তাহাদেরই হইয়া থাকে।'

مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তাহাদের পদ্ধতিতে যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিধরগণকে ধ্বংস করিয়াছি এবং অতীতের লোকদের মত তাহারাও গত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে শিহরিত হইতে হইয়াছে যাহাতে আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে পর্যন্ত এ কথা বলিতে হইয়াছে যে, কখন আসিবে আল্লাহর সাহায্য! অর্থাৎ তাহারা শত্রুদের কবল হইতে মুক্তির জন্য এবং কঠিন সংকটময় পরিস্থিতি হইতে অতি সত্বর মুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলিতেছেন ঃ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا। অর্থাৎ অনন্তর মুশকিলের সাথে অবশ্যই আসান রহিয়াছে; নিশ্চয় মুশকিলের পরেই আসান রহিয়াছে। মোটকথা, যখনই কোন কঠোরতা দেখা দেয়, তখনই সাহায্যও অগ্রসর হইয়া আসে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।'

আবূ রযীনের এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, বান্দা যখন নিরাশ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বিস্মিত হইয়া বলেন -আমার সাহায্য তো আসিয়াই যাইতেছে, অথচ তাহারা নিরাশ হইতেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ব্যস্ততার জন্য কৌতুক অনুভব করেন। কেননা, তিনি তো জানেনই যে, তাহাদের বিপদ হইতে মুক্তি অত্যাসন্ন।

(٢١٥) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

২১৫. "তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহারা কিভাবে কি খরচ করিবে ? বল, তোমরা উত্তম সম্পদ যাহা কিছু খরচ করিবে তাহা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন ও রাহাগীর-মুসাফিরের জন্য করিবে। তোমরা ভাল যাহা কিছুই কর না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাহা সুপরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ এই আয়াতটি হইতেছে নফল দান সম্পর্কীয়। সুদ্দী বলেন ঃ যাকাতের বিধান সম্পর্কীয় আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। তবে এই কথাটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় না-ইহার ব্যাপারে আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। আয়াতটির ভাবার্থ হইল এই যে, হে নবী! মানুষ তোমাকে অর্থ ব্যয় করার পদ্ধতি ও পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ (র) বলেন যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জিজ্ঞাসার জাবাবে বলেন ঃ

قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ। অর্থাৎ "(হে নবী)! (তাহাদিগকে) বলিয়া দাও-যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তাহা হইবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-অনাথ, অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য।" অর্থাৎ তোমরা এই পদ্ধতিতে ব্যয় কর।

হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, 'তোমরা তোমাদের মাতা, পিতা ভগ্নী, ভ্রাতা ও নিকটতম আত্মীয়দিগকে দান কর।'

মায়মুন ইব্ন মিহরান (রা) এই হাদীস বর্ণনা করত আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন ঃ 'এইগুলিই হইতেছে দান করার পাত্র। ঢোল-তবলা কিংবা ছবি ক্রয় এবং দেয়ালে কাপড় মোড়ানো, এইগুলি ব্যয় করার পাত্র নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তোমরা যে সকল সৎকর্ম কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত। তোমাদের দ্বারা যে সকল সৎকর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে আল্লাহ তা'আলা সে সকল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং অতি সত্ত্বরই তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। আর তিনি বিন্দু পরিমাণও অন্যায় করেন না।

(٢١٦) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

২১৬. "তোমাদের জন্য জিহাদ ফরয করা হইল, যদিও উহা তোমাদের জন্য কষ্টদায়ক। আর হয়ত কোন বস্তু তোমরা অপ্রীতিকর মনে কর, অথচ উহা তোমাদের জন্য কল্যাণপ্রদ; এবং এমনও হইতে পারে, যে বস্তু তোমরা পসন্দ কর তাহা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর। মূলত আল্লাহই (তাহা) জানেন এবং তোমরা (তাহা) জান না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য জিহাদ ফরয করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাহারা যেন ইসলামের দুশমনদের ক্ষতিসাধনের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে। ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ রণাংগণের সৈনিক কিংবা গৃহবাসী নাগরিক প্রত্যেকের জন্য জিহাদ ফরয। গৃহবাসী নাগরিকদেরও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখনই কোনরূপ সাহায্য চাওয়া হইবে, সাহায্য করিবে। যেমন, যখন পানি সরবরাহের প্রয়োজন হইবে পানি সরবরাহ করিবে এবং যখন ময়দানে যাওয়ার ডাক আসিবে, তখন ময়দানে অবতীর্ণ হইবে। অবশ্য যদি তাহার গৃহে অবস্থান অপরিহার্য না হয়।

আমি বলিতেছি ঃ এই কারণেই বিশুদ্ধ হাদীসে দেখিতে পাই-

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحِدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদ না করিয়া এবং নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত না রাখিয়া মারা গেল সে জাহেলের মৃত্যু বরণ করিল। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) ঘোষণা করেন-মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রশ্ন নাই। এখন বাকি রইল জিহাদ ও জিহাদের সংকল্প। যখনই তোমাদিগকে ময়দানে ডাকা হইবে, তখনই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কাছে ইহা খুবই কঠিন ও কষ্টকর। তাহা এই যে, তোমরা কেহ নিহত হইবে, কেহ আহত হইবে, কেহবা সফরের দুর্ভোগ সহ্য করিবে এবং শত্রুর মোকাবেলা করিতে গিয়া ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহর সাহায্য লাভ ও শত্রুর উপরে বিজয় অর্জিত হইবে এবং তাহাদের শহর, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আল্লাহ পাকের বাণী ঃ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ অর্থাৎ ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কেহ হয়ত কোন জিনিস ভাল মনে করে, অথচ উহাতে কোন কল্যাণ থাকে না। যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা হয়ত কেহ ভাল মনে করে। অথচ ইহার ফলে তাহার শত্রু তাহার দেশ ও প্রশাসন দখল করিয়া থাকে।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কোন ব্যাপারের পরিণতি সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তাই তিনি তোমাদের ইহ ও পরকালে কল্যাণকর ও অকল্যাণকর সকল কিছুই তোমদিগকে জানাইয়া দিলেন। তাঁহার সেই হেদায়েত অনুসরণ কর ও তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চল। তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাইবে।

(٢١٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَصَدٌّ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ
وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ
اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ○

(٢١٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ
يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২১৭. "তোমাকে হারাম মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। তুমি বল, উহাতে যুদ্ধ করা বড় রকমের অন্যায়। তবে আল্লাহর নিকট উহার চাইতেও বড় অন্যায় হইল আল্লাহর পথ হইতে বিরত রাখা, মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেওয়া এবং উহা হইতে উহার বাসিন্দাদের বহিষ্কার করা। হত্যার চাইতেও ফিতনা বড়। তাহারা সাধ্যমত ততদিন তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখিবে যতদিন তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে বিচ্যুত না করিতে পারিবে। আর তোমাদের যাহারা দীন হইতে ফিরিয়া গেল, অতঃপর সেই কুফরী অবস্থায় মারা গেল, তাহারা তাহাদের ইহ-পরকালের সকল ভাল কাজ বরবাদ করিল, তাহারা জাহান্নামের সহচর হইল, সেখানেই তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

২১৮. নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আর যাহারা হিজরত করিল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিল, তাহারাই আল্লাহর রহমতের আশা রাখে এবং আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে জুন্দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ আবুস সাওয়ার আল-হাযরামী, সালমান, মুতামার ইব্‌ন সালমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর আল মাকদামী ও আমার পিতা আমাকে এই বর্ণনা শোনান যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ উবায়দা ইব্‌নুল জাররাহর নেতৃত্বে একদলকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি যখন সদলবলে অগ্রসর হন, তখন বিশেষ কারণে তাহার স্থলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশকে অভিযানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আর তাহার কাছে একটি পত্র পাঠাইয়া নির্দেশ দেওয়া হয় যেন অমুক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত পত্রটি পাঠ করা না হয়। তিনি আরও জানান, তুমি তোমার সহচরদের কাহাকেও অভিযানে থাকিতে বাধ্য করিবে না। অতঃপর যথাস্থানে পৌঁছিয়া তিনি পত্র পাঠ করেন। তখন বলেন, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশ অবশ্য পাল্য। অতঃপর তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর পূর্বক প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে সকলকে রাসূল (সা)-এর অভিপ্রায় জানাইলেন এবং পত্র পাঠ করিয়া শোনাইলেন। সেমতে মাত্র এক ব্যক্তি অভিযান হইতে বিরত থাকিল ও অপর

সকলেই অগ্রসর হইল! অতঃপর তাহারা ইব্‌নুল হাযরামীকে আক্রমণ ও হত্যা করিল। অথচ তাহারা জানিত না যে, উহা কি রজব মাস, না জামাদিউস্‌সানি ? ফলে মুশরিকরা মুসলমানগণকে বলিতে লাগিল ঃ তোমরা হারাম মাসে হত্যাকার্য সংঘটিত করিয়াছ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সেই প্রসঙ্গে এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ –

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুররা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সালেহ, আবূ মালেক ও সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) সাত জনের একটি দলকে এক যুদ্ধ অভিযানে প্রেরণ করেন। উহার নেতৃত্ব দেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ আল-আসাদী। উক্ত দলে ছিলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবিআ, সা'দ ইব্‌ন আবী উক্কাস, উতবা ইব্‌ন গাযোয়ান আস সালমী (বনূ নওফেলের বন্ধু), সোহায়েল ইব্‌ন বায়যা, আমের ইব্‌ন ফাহীরা এবং ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইয়ারবূঈ (উমর ইব্‌নুল খাত্তাবের বন্ধু)। রাসূল (সা) ইব্‌ন জাহাশকে একটি পত্র দেন এবং বাতনে নাখলায় না পৌঁছে তা পাঠ করিতে নিষেধ করেন। তিনি তাহার দলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন–যদি তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে সকলে অগ্রসর হও, অন্যথায় বিরত হও। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলাম মাত্র। আমি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে চলিলাম। অতঃপর তিনি সা'দ ইব্‌ন আবি উক্কাস ও উতবা ইব্‌ন গাযোয়ানের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বাতনে নাখলায় পৌঁছিলেন। তাঁহারা হাকাম ইব্‌ন কায়সান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরার সম্মুখীন হইলেন। ফলে সংঘর্ষ দেখা দিল। ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আমরকে হত্যা করিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহর (সা) উক্ত সাহাবাগণ উত্তম গনীমত লাভ করিলেন। যখন তাহারা গনীমত ও কয়েদীগণকে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মক্কায় মুশরিকগণ বলিতে লাগিল-মুহাম্মদ নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অনুসারী বলিয়া মনে করে। অথচ হারামের মাসে যুদ্ধ করাকে সে হালাল করিয়াছে এবং আমাদের সাথীকে রজব মাসে হত্যা করিয়াছে। উহার জবাবে মুসলমানরা বলিতেছিল, আমরা তাহাকে জামাদিউছ ছানীতে হত্যা করিয়াছি। মূলত তাহারা জামাদিউছ ছানীর শেষ দিন গত রজবের রাত্রির প্রারম্ভে হত্যা করিয়াছিল। এই বিতর্কের সমাধানের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ –

অর্থাৎ হাঁ, উহা বৈধ নহে ঠিকই; তবে হে মুশরিক দল! তোমরা হারামের মাসে হত্যাকার্যের চাইতেও অবৈধ কাজ করিতেছ আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করিয়া, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণকে দীনের কাজে বাধা দিয়া এবং মসজিদুল হারামের বাসিন্দা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সহচরগণকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ মুশরিকরা নিষিদ্ধ মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দেয় ও তাঁহাকে বিরত রাখে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর জন্য পরবর্তী বছর হইতে নিষিদ্ধ মাসকে উন্মুক্ত করিয়া দেন। ফলে মুশরিকগণ

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই বলিয়া দোষারোপ করিতে লাগিল যে, তিনি নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ–

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ও তাঁহার সহিত কুফরী করা এবং মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড হইতেও বড় অপরাধ। তাহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র অভিযান প্রেরণ করেন। তাহারা আমর ইব্‌নুল হাযরামীকে তায়েফ হইতে অগ্রসর হইতে দেখিলেন। সময়টি ছিল জমাদিউছ ছানীর শেষ রাত ও রজবের প্রথম রাত। রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবাগণ উহাকে জমাদিউছ ছানীর রাত্রি মনে করায় তাহাদেরই একজন তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করিল। মুশরিকরা এই জন্যে তাহাদিগকে অপবাদ দিতে লাগিল। তাই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবারা যাহা করিয়াছেন তাহা হইতে বড় অপরাধ হইল মসজিদুল হারামের বাসিন্দাগণকে উহা হইতে বহিষ্কার করা ও আল্লাহর সহিত শরীক করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও আবূ সাঈদ আল বাক্কালও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয়, উক্ত আয়াত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের অভিযান ও আমর ইব্‌নুল হাযরামীর হত্যা প্রসংগে নাযিল হয়। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার আল মাদানী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে যিয়াদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল বাকায়ী ও আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম (সীরাত প্রণেতা) ইব্‌ন ইসহাকের সীরাতের উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশকে রজব মাসে এক অভিযানে পাঠান। তাঁহার সহিত আটজন মুহাজির সাহাবী ছিলেন এবং কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না। তাহার সংগে একখানা পত্রও প্রদান করেন। নির্দেশ দেন যেন তাহা দুই দিনের সফর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পড়া হয়। সেমতে দুই দিনের সফর শেষে উহা পাঠ করা হয় এবং পত্রের নির্দেশানুযায়ী কাজ করা হয়।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের সংগীরা মুহাজির ছিলেন। বনূ আবদে শামস ইব্‌ন আবদে মানাফের আবূ হুযায়ফা উতবা ইব্‌ন রবীআ ইব্‌ন আবদে শামস ইব্‌ন আবদে মানাফ তাহাদের অন্যতম। তাহা ছাড়া তাহাদের মিত্রবর্গের অন্যতম ছিলেন অভিযানের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশ। তেমনি ছিলেন উক্কাশা ইব্‌ন মুহসিন। বনু আসাদ ইব্‌ন খুযায়মারও একজন ছিলেন। তাহাদের অন্যতম মিত্র ছিলেন বনু নওফেল ইব্‌ন আবদে মানাফের উতবা গাযোয়ান ইব্‌ন জাবির। সা'দ ইব্‌ন আবি উক্কাস ছিলেন বনু যুহরা ইব্‌ন কিলাবের লোক। বনু কা'বেরও ছিলেন আদী ইব্‌ন আমের ইব্‌ন রবীআ। বনু তামীমের ছিলেন ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদে মান্নাফ ইব্‌ন

আরস ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন য়্যারবু। বনু সা'দ ইব্‌ন লায়েছের ছিলেন খালিদ ইবনুল বুকায়ের। বনু হারিছ ইব্‌ন ফাহারের ছিলেন সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা। যথাসময়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ পত্রটি পাঠ করেন। উহাতে দেখিতে পান, তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ রহিয়াছে এবং সেখানে এক কুরায়শ কাফেলার জন্য ওঁৎ পাতিয়া অপেক্ষা করার কথা বলা হইয়াছে। পরন্তু পরবর্তী খবরাখবর মদীনায় পৌঁছানোর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পত্র পাঠের পর আবুদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ বলেন ঃ আমার কাজ নির্দেশ শোনা ও মানা। অতঃপর তিনি তাহার সংগীদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন– আমাকে রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়াছেন নাখলায় গিয়া কুরায়শদের জন্য ওঁৎ পাতিয়া অপেক্ষা করিতে ও তাহাদের খবরাখবর মদীনায় পৌঁছাইতে। পরন্তু তিনি আমাকে এই অভিযানে কাহাকেও অংশগ্রহণে বাধ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই তোমাদের যাহারা শাহাদত পিপাসু তাহারা অগ্রসর হও, আর যে ব্যক্তি তাহা পসন্দ কর না সে ফিরিয়া যাও। আমার কথা হইতেছে, আমি রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অনুসারে আগাইয়া চলিব। এই বলিয়া তিনি যাত্রা করিলেন এবং তাহার সংগীরাও সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

অতঃপর যখন তাহারা নাজরান পৌঁছিলেন, তখন সা'দ ইব্‌ন আবী উক্কাস ও উতবা ইব্‌ন গাযোয়ানের উট হারাইয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। তাহাদের সন্ধান পাইয়া অবশিষ্ট সংগীগণকে লইয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ অগ্রসর হইলেন এবং নাখলায় পৌঁছিলেন। সেই পথে তেল ও চর্বিজাত দ্রব্যসহ ব্যবসায়ের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য লইয়া কুরায়শদের একটি দল অতিক্রম করিতেছিল। তাহাদের অন্যতম ছিল আমর ইবনুল হাযরামী। হাযরামীর আসল নাম হইল আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবাদ। তাহা ছাড়া সেই দলে ছিল উছমান ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইবনুল মুগীরা, তাহার ভাই নওফেল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হিশাম ইবনুল মুগীরার গোলাম হাকাম ইব্‌ন কায়সান।

তাহাদিগকে দেখামাত্র মুসলমানগণ তাহাদের গতিরোধ করিল এবং উক্কাশা ইব্‌ন মুহসিন তাহাদিগকে পর্যবেক্ষণের জন্য অগ্রসর হইল। তাহাকে দেখিয়া বলিল, হে আম্মার। কুরায়শদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভয়ের কারণ নাই। অতঃপর তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল। উহা ছিল রজবের শেষ দিন। পরামর্শ শেষে তাহারা বলাবলি করিল– আল্লাহর কসম! এখন যদি তোমরা তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তাহারা হারাম মাসের আওতায় চলিয়া যাইবে এবং তখন হত্যা করিলে অবশ্যই নিষিদ্ধ মাসে হত্যা করা হইবে। এই কথার পর তাহারা কিছুটা দ্বিধান্বিত হইল। অতঃপর সকলে মিলিয়া তাহাদিগকে হামলা করিল এবং যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহাদের আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করিল এবং উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সানকে বন্দী করিল। তাহাদের ব্যবসায়ের বিপুল পণ্যসামগ্রীও হস্তগত করিল। আমর ইবনুল হাযরামীকে হত্যা করিল ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ তামিমী। পরিশেষে আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ বন্দী ও গনীমত লইয়া মদীনায় রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের কোন কোন বংশধর বলেন– আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ তাহার সংগীগণকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদের প্রাপ্ত গনীমতের সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রাপ্য। সেমতে গনীমতের খুমুস আলাদা করা হয়। ইহা

আল্লাহ তা'আলার খুমুস ফরয করার পূর্বের ঘটনা। খুমুস বাদে অবশিষ্ট সম্পদ তিনি সংগীদের ভিতর বন্টন করেন।

ইব্ন ইসহাক আরও বলেন ঃ তাহারা যখন রাসূল (সা)-এর সামনে হাযির হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন– নিষিদ্ধ মাসে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে কোন বস্তু বাধ্য করিল ? অতঃপর তিনি উক্ত গনীমত ও কয়েদী গ্রহণে বিরত হইলেন। ফলে অভিযাত্রীগণ অত্যন্ত অসহায় বোধ করিল এবং ভাবিল তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে। তাহাদের মুসলিম ভাইয়েরাও তাহাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিল। অপরদিকে কুবায়শরা বলিতে লাগিল- মুহাম্মদ ও তাহার সংগীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে বৈধ করিয়াছে, উহাতে রক্তপাত ঘটাইয়াছে, সম্পদ লুট করিয়াছে ও লোকজনকে বন্দী কয়িয়াছে। এই অপবাদ হইতে বাঁচার জন্য মুসলমানদের কেহ কেহ বলিত, উক্ত ঘটনা শা'বান মাসে ঘটিয়াছে। ইয়াহুদীরাও এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অপবাদ দিতে লাগিল এবং হাযরামী গোত্রকে ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিল। মুসলমানদের জন্য ইহা এক কঠিন বিব্রতকর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের উপর এই আয়াত নাযিল করেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ الخ অর্থাৎ আজ যদি তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড চালাইয়া থাক তো তাহারা ইতিপূর্বে তোমাদিগকে আল্লাহর পথে চলিতে বাধা প্রদান করিয়াছে ও আল্লাহর সহিত কুফরী করিয়াছে। এমনকি তোমরা মসজিদুল হারামের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে বহিষ্কার করিয়াছে। এইগুলি তো আল্লাহর কাছে নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ড হইতেও বড় পাপ। আর ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ডের চাইতেও জঘন্য কাজ। এই ফিতনার মাধ্যমে কাফিররা মু'মিনগণকে কুফরীর পথে ফিরাইয়া নিতে প্রয়াস পাইত। আল্লাহ্র কাছে ইহা হত্যাকার্য হইতেও বড় অপরাধ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَايَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا। অর্থাৎ তাহারা সাধ্য থাকিলে তোমাদের সহিত লড়াই চালাইয়া যাইবে যতক্ষণ না তোমাদিগকে তোমাদের দীন হইতে ফিরাইতে পারে। মূলত ইহা তো সর্বাধিক জঘন্য কাজ। অথচ এই কাজে তাহারা সর্বদা লাগিয়া রহিয়াছে এবং উহা হইতে তওবা করিয়া বিরত হইতেছে না।

ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাযিল করিয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ মাসের প্রতিবন্ধকতা দূর করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েদী বুঝিয়া নিলেন। ইত্যবসরে কুরায়শগণ ইছমান ইব্ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্ন কায়সানের মুক্তিপণের পাওনা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু রাসূল (সা) ঘোষণা করিলেন- সা'দ ইব্ন আবি উক্কাস ও উতবা ইব্ন গাযোয়ানকে না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। যদি তোমরা আমাদের সেই দুই সহচরকে হত্যা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাদের এই দুইজনকে আমরা হত্যা করিব।' অতঃপর সা'দ ও উতবাকে হাযির করা হয়। ফলে রাসূল (সা) তাহাদের দুইজনকে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু তন্মধ্য হইতে হাকাম ইব্ন কায়সান ইসলাম গ্রহণ করিয়া ভাল মুসলমান হইয়া

গেল এবং বীরে মাউনায় শাহাদত বরণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে অবস্থান করিল। অথচ উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ মুক্তি পাইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেল এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ও তাহার সংগীদের উপর হইতে যখন উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পরিস্থিতির অপনোদন ঘটিল তখন তাঁহারা উক্ত কার্যের পুণ্য লাভের ব্যাপারে উৎসাহিত হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমরা জিহাদ করিয়াছি এবং মুজাহিদের মর্যাদা ও পুণ্য হাসিল করিয়াছি ? ইহার জবাবে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ "নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং যাহারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বাধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে উচ্চ আশার অধিকারী করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ উক্ত মর্মে এই ব্যাপারে কয়েকটি হাদীসই বর্ণিত হইয়াছে। উরওয়া হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান ও ইমাম যুহরী এবং উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র হইতে যথাক্রমে ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের প্রায় একই মর্মে বর্ণনা প্রদান করেন। যুহরী হইতে মূসা ইব্‌ন উকবাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে যথাক্রমে যুহরী ও শুআয়েব ইব্‌ন আবূ হাকামও তদ্রূপ বর্ণনা করেন।

উহাতে বলা হয়ঃ মুসলমান ও মুশরিকদের ভিতর লড়াইয়ে প্রথম নিহত ব্যক্তি হইল আমর ইবনুল হাযরামী। এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষে একদল কুরায়শ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমীপে হাযির হইয়া প্রশ্ন করিল– আপনি কি নির্দিষ্ট মাসগুলিতে হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়াছেন ? তদুত্তরে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী তাহার দালায়েলুন নুবুয়া কিতাবে এই ঘটনা হইতে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন ঃ

ইব্‌ন ইসহাক হইতে পর্যায়ক্রমে যিয়াদ ও ইব্‌ন হিশাম বলেন– আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের পরিবারের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি তাহার সংগীদের ভিতরে চার-পঞ্চমাংশ 'ফায়' বন্টন করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য আলাদা করিয়া রাখেন। ইব্‌ন হিশাম আরও বলেন – এই গনীমত ছিল মুসলমানদের প্রাপ্ত প্রথম গনীমত ও আমর ইবনুল হাযরামী মুসলমানদের হাতে প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং উছমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইব্‌ন কায়সান মুসলমানদের হাতে সর্বপ্রথম বন্দী হয়।

ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের জিহাদ সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং কাহারও মতে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ কুরায়শদের প্রতিবাদ ও অপবাদের জবাব দেন। ইব্‌ন হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ এইভাবে জবাব দেন ঃ

تعدون قتلا فی الحرام عظیمة – واعظم منه لویری الرشد راشد
صدودکم عما یقول محمد – وکفر به واللّه راء وشا هد
واخراجکم من مسجد اللّه اهله – لئلا یری للّه فی البیت ساجد
فانا وان عیرتمونا بقتله – وارجف بالاسلام با غ وحاسد
سقینا من ابن الحضرمی رماحنا – بنخلة لما اوقد الحرب واقد
دما وابن عبد اللّه عثمان بیننا – ینازعه غل من القید عائد

অর্থ ঃ তোমরা নিষিদ্ধ মাসে হত্যাকাণ্ডকে বড় অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করিতেছ। উহা হইতে বড় অপরাধ হইল হেদায়েতকারীর হেদায়েতের পথ হইতে দূরে থাকা। মুহাম্মদ (সা)-এর কথার বিরুদ্ধে তোমাদের বাধা সৃষ্টি ও তাহাকে অস্বীকার করা আরও অপরাধ। আল্লাহই তাহার সাক্ষী। আর তোমাদের মসজিদুল হারামের বাসিন্দাকে উহা হইতে বহিষ্কার করা যেন আল্লাহ সেখানে তাহাতে সিজদা দানের লোক না দেখেন, সেটা আরও জঘন্য কাজ। অতঃপর আমরকে হত্যার ব্যাপারে তোমরা আমাদিগকে দোষারোপ করিতেছে ? অথচ সে ইসলামের ভয়ংকর বিরোধী, হিংসুক ও নিন্দুক ছিল। তাই আমরা আমাদের তীরের পিপাসা ইবনুল হাযরামীর রক্ত দিয়া নিবারণ করিয়াছি। আর তাহা নাখলা প্রান্তরে ঘটিয়াছে যখন ওয়াকিদ যুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত করিল। তাহার রক্ত প্রান্তর রঞ্জিত করিল এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উছমানকে হাতকড়া দিয়া বন্দী করিল।

(٢١٩) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَآ
اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ
لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ○
(٢٢٠) فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ
وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

২১৯. "তাহারা কি তোমাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে? বল, উভয়ের ভিতরে বড় পাপ রহিয়াছে, আবার মানুষের জন্য কিছু কল্যাণও রহিয়াছে। আর উভয়ের মধ্যকার পাপ উহার কল্যাণ হইতে অনেক বড়।"

"আবার তোমাকে কি তাহারা প্রশ্ন করিতেছে যে, তাহারা কি পরিমাণে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিবে? বল, প্রয়োজনাতিরিক্ত সবটুকু। এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা চিন্তা কর দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ব্যাপারেই।

২২০. “আর তোমাদের ইয়াতীম প্রসংগে তাহারা প্রশ্ন করিতেছে। বল, তাহাদের মংগলের জন্য কাজ করা উত্তম। যদি তাহাদিগকে তোমাদের সহিত মিলাইয়া নাও, তাহা হইলে তাহারা তো তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা‘আলা কে কল্যাণকামী আর কে অকল্যাণকামী তাহা জানেন। আর যদি আল্লাহ চাহিতেন তাহা হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই কষ্টকর বিধান দিতেন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মহাপ্রতাপান্বিত ও অশেষ কুশলী।”

তাফসীর ঃ হযরত উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাইসারা, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, খালফ ইব্‌ন ওয়ালিদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ যখন শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হইল, তখন উমর (রা) প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ! শরাবের ব্যাখ্যাটি আমাদিগকে পুরোপুরি বর্ণনা করুন। ফলে সূরা বাকারার এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ

তখন উমর (রা)-কে ডাকিয়া ইহা শোনান হইল। তিনি আবারও প্রার্থনা করিলেন– হে আল্লাহ! আমাদিগকে শরাবের ব্যাপারে আরও সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করুন। অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের কাছেও যাইও না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতের সময়ে ঘোষণা দিতেন, কোন নেশাগ্রস্ত যেন কোনমতে সালাতে অংশ না নেয়। উমর (রা)-কে ডাকিয়া এই আয়াত শোনানোর পর তিনি আবারও প্রার্থনা করিলেন– হে আল্লাহ! আমাদিগকে শরাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত বর্ণনা প্রদান করুন। কিন্তু যখন আয়াতের এই অংশে পৌছিলেন ঃ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ অতঃপর তোমরা কি থামিবে না ? অমনি উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন– আমরা থামিয়াছি, আমরা থামিয়াছি।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী ইসরাঈল ও আবূ ইসহাকের সূত্রে এরূপ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্‌ন শুরাহ্‌হীল আল হামদানী আল কুফী ওরফে মাইসারা আবূ ইসহাক ও ছাওরীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আবু মাইসারা ভিন্ন উমর (রা) হইতে এই বর্ণনা আর কেহ শোনান নাই। আবূ যুরআ বলেন – আবূ মাইসারা উমর (রা) হইতে কোন বর্ণনা শোনেন নাই। আল্লাহ ভাল জানেন। আলী ইবনুল মাদানী বলেন– এই সূত্রটি নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ। ইমাম তিরমিযীও বর্ণনাটিকে শুদ্ধ বলিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমের বর্ণনায় ‘আমরা থামিয়াছি, আমরা থামিয়াছি’ এর সহিত ‘নিশ্চিয় উহা সম্পদ ও জ্ঞান বিলুপ্ত করে’ বক্তব্যটি যুক্ত হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে উক্ত হাদীস ইমাম আহমদের বর্ণনায় শীঘ্রই আবার আসিতেছে। উহা সূরা মায়েদার নিম্ন আয়াত প্রসংগে বর্ণিত হইবে ঃ

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَسْئَلُوْ نَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر الْخَمْرُ। এর তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেনঃ জ্ঞান আচ্ছাদন বা বিলুপ্তকারী যে কোন বস্তুই 'খামর'। আর الْمَيْسِرُ। অর্থ জুয়া। এইগুলির আরও বিশ্লেষণ সূরা মায়িদায় আসিতেছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاس এ اِثْمُهُمَا। বলিতে দীনের দৃষ্টিতে উভয়ের পাপের কথা বুঝানো হইয়াছে এবং فِيْهِمَا বলিতে উভয়ের পার্থিব কল্যাণের কথা বুঝানো হইয়াছে। যথা শারীরিক সবলতা, খাদ্যদ্রব্য হজম হওয়া, পায়খানা পরিষ্কার হওয়া, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশকে সতেজ করা ও বিশেষ ধরনের তীব্র স্বাদ অনুভব করা। যেমন হাসসান বিন ছাবিতের জাহেলী যুগের কবিতায় দেখিতে পাই ঃ

ونشربها فتركنا ملوكا – واسدا لاينهنا اللقاء–

তেমনি উহার বেচাকেনায় আর্থিক লাভ হয়। জুয়া খেলিয়া অনেকে লাভবান হইয়া সংসার পরিচালনা করে। কিন্তু এইসব লাভের চাইতে উহার জ্ঞানগত ও দীনি ক্ষতি অনেক বেশী। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ উভয়ের উপকার হইতে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। যদিও এই আয়াত শরাব জুয়াকে হারাম করার ভূমিকার মত বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি ইহাতেই হারাম হওয়ার ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইজন্যই হযরত উমর (রা) এই আয়াত শুনিয়া প্রার্থনা করিলেন- হে আল্লাহ! আমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন। ফলে সূরা মায়িদায় সুস্পষ্টভাবে হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। যেমন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُوَ الْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ – اِنَّمَا يُرِيْدُالشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْ قِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ। নিঃসন্দেহ শরাব, জুয়া, দেবতার জন্য উৎসর্গিত জীব ও ভাগ্য নির্ধারণী তীর জঘন্য বস্তু, এইগুলি শয়তানের কাজ। তাই উহা হইতে বাঁচিয়া থাক, হয়ত তোমরা কল্যাণ পাইবে। অবশ্যই শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের ভিতর শত্রুতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে ও তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত হইতে বিরত রাখিতে চায়। তবুও কি তোমরা ক্ষান্ত হইবে না ?" ইনশাআল্লাহ সূরা মায়িদায় এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আরও আলোচনা করা হইবে। ইব্ন উমর, শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলেনঃ সূরা বাকারার এই আয়াতটি শরাব সম্পর্কে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সূরা নিসার আয়াতটি নাযিল হয়। অবশেষে সূরা মায়িদায় শরাব হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

এই আয়াতটির শেষ অক্ষর পেশ ও জবর দিয়া পঠিত হইয়াছে। উভয়ই শুদ্ধ ও কাছাকাছি অর্থবোধক! ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেনঃ আমাদিগকে আমার পিতা, তাহাদিগকে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল, তাহাদিগকে আবান ও তাহাদিগকে ইয়াহিয়া এই বর্ণনা শোনান যে, তিনি জানিতে পাইয়াছেন, মাআজ ইব্‌ন জাবাল ও ছালাবা রাসূলল্লাহ (সা)-এর সমীপে আসিয়া বলিলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের সম্পদের দুশ্চিন্তায় পরিবারবর্গসহ বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে মাকসাম ও হাকাম বর্ণনা করেন ঃ اَلْعَفْوَ। শব্দের তাৎপর্য হইল পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের পর উদ্বৃত্ত যাহা থাকে তাহা। ইব্‌ন উমর, মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, কাতাদা, কাসেম, সালেম আতা খোরাসানী ও রবী ইব্‌ন আনাস সহ অনেকেই قُلِ الْعَفْوَ এর অর্থ করিয়াছেন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ। তাউস উহার অর্থ করিয়াছেন সর্ব কিছু হইতে কিছু অংশ। রবী ইব্‌ন আনাস বলেনঃ ইহা হইল সম্পদের উত্তম ও পবিত্র অংশ। এই সকল অর্থের সারকথা হইল উদ্বৃত্ত সম্পদ।

আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়েদ 'আফওয়া'র তাফসীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন যে, আল-হাসান হইতে যথাক্রমে আওফ ও হাওজাতুল খলীফা বলেনঃ যাহা কষ্টকর না হয় এবং যদি মানুষের ভিতর তাহার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইব্‌ন জারীরের এক বর্ণনায় ইহার সমর্থন মিলে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল মুকবেরী, ইব্‌ন আজলান, আবূ আসিম, আলী ইব্‌ন মুসলিম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেনঃ "এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, উহা নিজের জন্য খরচ কর। সে বলিল-আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে! রাসূল (সা) বলিলেন-উহা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ কর। সে বলিল, আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন– উহা তোমার ছেলের জন্য খরচ কর। সে বলিল-আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, এখন তুমিই বিবেচনা কর।

উক্ত হাদীস সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত জাবির (রা) হইতেও মুসলিমে অপর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হয় ঃ রাসূল (সা) এক ব্যক্তিকে বলেন, নিজেকে দিয়ে শুরু কর। অতঃপর স্ত্রীকে দাও। অতঃপর যদি থাকে তো পরিবারবর্গকে দাও। তারপর যদি থাকে তো আত্মীয়-স্বজনকে দাও এবং এইভাবে অগ্রসর হও।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেনঃ উত্তম সদকা হইল ধনাঢ্য অবস্থায় দান আর উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম এবং তোমার আপনজন হইতে দান শুরু কর।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "হে আদম সন্তান! যদি তুমি তোমার বাড়তি সম্পদ খরচ কর, তাহাই উত্তম আর যদি জমাইয়া রাখ, তাহা ক্ষতিকর। তোমার পর্যাপ্ত খরচের জন্য তুমি নিন্দিত হইবে না।"

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, যাকাতের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এই আয়াত মানসূখ হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আলী ইব্ন তালহা উক্ত বর্ণনা প্রদান করেন। আতা খোরাসানী ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা শোনান। পক্ষান্তরে মুজাহিদ সহ অন্যান্য বর্ণনাকারী বলেন– যাকাতের আয়াত এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে আসিয়াছে। এই আয়াতের অস্পষ্ট বক্তব্য উহাতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। এই মতটিই প্রাধান্য পাইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰ يٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ، فِى الدُّ نْيَا وَالْاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ এই বিধান কয়টি যেভাবে সুস্পষ্টরূপে বুঝানো হইল, এই ভাবেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাঁহার সকল বিধি-নিষেধ, আশ্বাস, হুঁশিয়ারী ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যেন তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত নিয়া চিন্তাভাবনা করিতে পার। আলী ইব্ন আবূ তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন– فِى الدُّ نْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ দুনিয়ার ধ্বংস ও নশ্বরতা এবং আখিরাতের সৌভাগ্য ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে।

সাএক তামিমী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ উসামা, আলী ইব্ন মুহাম্মদ আত তানাফেসী, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সাএক তামিমী বলেনঃ আমি আল হাসানের সহিত দেখা করিলাম। তিনি সূরা বাকারার এই আয়াতটি পড়িলেন ঃ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ، فِى الدُّ نْيَا وَالْاٰخِرَةِ অতঃপর বলিলেন আল্লাহর কসম। যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়া চিন্তা করিয়াছে, সে অবশ্যই জানিতে পাইয়াছে যে দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার ও ইহা ধ্বংসশীল। তেমনি যে ব্যক্তি আখিরাত নিয়া চিন্তা করিয়াছে, সে অবশ্যই জানিতে পাইয়াছে যে, আখিরাত ফলাফল লাভের স্থান ও উহা স্থায়ী নিবাস।

কাতাদা ও ইব্ন জারীজ প্রমুখ এই আয়াত সম্পর্কে অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। কাতাদা হইতে যথাক্রমে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সে অবশ্যই দুনিয়ার উপর আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারিবে। কাতাদা হইতে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে– ইহার ফলে দুনিয়ার উপর আখিরাতের প্রভাবের প্রাধান্য দেখা দিবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى. قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ.

এই আয়াত প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আতা ইবনুস সাএব, জারীর, সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যখন وَلَاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ও اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا এই আয়াত দুইটি নাযিল হইল, তখন ইয়াতীমরা আলাদা হইয়া গেল এবং তাহাদের পানাহারও পৃথকভাবে চলিতে লাগিল। ফলে অভিভাবকরা দায়মুক্তভাবে শুধু বাড়তি কিছু থাকিলে তাহাদিগকে দিত। তাহারা

উহা খাবার যোগ্য হইলে খাইত, অন্যথায় ফেলিয়া দিত। এই অবস্থায় ইয়াতীমদের খুবই দুঃখ-কষ্ট দেখা দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা বর্ণনা করিল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى. قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ায় তাহারা ইয়াতীমগণকে আবার তাহাদের খানাপিনায় শরীক করিয়া একই সংসারভুক্ত করিলেন। আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন মারদুবিয়া ও হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে আতা ইব্‌ন সাএবের সূত্রে এই বর্ণনাই উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালেহ, আবূ মালেক ও সুদ্দী অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। উক্ত আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরও বহু বিশেষজ্ঞ এই অভিমত পেশ করেন। যেমন মুজাহিদ, আতা, শা'বী, ইব্‌ন আবূ লায়লা, কাতাদা প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরিগণ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, হাম্মাদ, আদ দাস্তওয়ায়ী প্রণেতা হিশাম ও ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার নিকট ইয়াতীমদের সম্পদ আলাদা থাকিবে আর আমি তাহাদিগকে আমার খানাপিনায় শরীক করিব, ইহা আমি অবশ্যই অপসন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের সব কিছু আলাদা রাখা।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ যদি তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের খানাপিনায় শরীক রাখ তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ, তাহারা তো তোমাদের দীনের ভাই। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ অর্থাৎ কাহার অন্তরে গোলমাল সৃষ্টির অভিলাষ রহিয়াছে আর কাহার অন্তরে মংগল কামনা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন। وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে কষ্টদায়ক বিধান দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে সুযোগ দিয়াছেন ও সংকীর্ণতার স্থলে প্রশস্ততা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদিগকে ইয়াতীমের একান্নবর্তী হওয়ার পথ উন্মুক্ত করিলেন। ইহা তোমাদের জন্য সহজতর হইল। وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ ইয়াতীমের সম্পদ হইতে ভোগ করা তোমাদের দরিদ্র ব্যক্তির জন্য সীমিত পরিমাণে বৈধ করা হইল এই শর্তে যে, কোন সক্ষম ব্যক্তি উহা পরিশোধের জামিন হইবে। কিংবা আশ্রয়দাতা হিসাবে তাহা ভোগ করিবে। ইনশা আল্লাহ সূরা নিসায় শীঘ্রই এই ব্যাপারে আবার আলোচিত হইবে।

(٢٢١) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۟

২২১. "আর তোমরা কোন মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ্ করিও না এবং অবশ্যই ঈমানদার দাসী মুশরিক নারী হইতে উত্তম; যদিও সে তোমাদিগকে বিমুগ্ধ করে। তেমনি কোন মুশরিক পুরুষকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করিও না। এবং অবশ্যই ঈমানদার দাস বিমুগ্ধকারী মুশরিক পুরুষ হইতে উত্তম। তাহারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে জান্নাত ও ক্ষমা লাভের দিকে আহ্বান জানান। আর তিনি তাঁহার বিধানসমূহ খোলাখুলি বর্ণনা করেন, যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা মু'মিন ও মু'মিনাদের জন্য প্রতিমাপূজক মুশরিকদের বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাপক অর্থে আহলে কিতাবদের মধ্যকার মুশরিকগণসহ সকল মুশরিকের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য নিম্ন আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবের নারী বিবাহ্ করা বৈধ রাখা হইয়াছে ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِ يْنَ أُوْتُوْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اَتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ.

অর্থাৎ আর তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের স্ত্রীগণকে তোমরা যথারীতি মহরানা দিয়া বিবাহ্ করিতে পার, অবৈধ সম্পর্ক কায়েম করিতে পার না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা বলেন ঃ

وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

(আর মুশরিক নারীদের ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ্ করিও না) আয়াতাংশ দ্বারা আহলে কিতাবের নারীদের উহার আওতা বহির্ভূত করা হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, মাকহুল, আল হাসান, যিহাক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, রবী ইব্ন আনাস প্রমুখও এই মতের প্রবক্তা। একদল বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা শুধুমাত্র মূর্তিপূজক মুশরিকদের বুঝানো হইয়াছে, আহলে কিতাবদের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। মূলত প্রথম মতটিই উত্তম।

শাহ্র ইব্ন হাওশাব হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল হামীদ ইব্ন বাহরাম ফাযারী, আদম ইব্ন আবূ ইয়াস আসকালানী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শাহ্র ইব্ন হাওশাব বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ (সা) মু'মিনা ও মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত কয়েক প্রকারের মহিলাদের বিবাহ্ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারিণীদেরকে বিবাহ্ করা হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত কুফরী কাজ মিলাইয়াছে তাহার আমল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

'তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) একজন ইয়াহূদী মহিলা এবং হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান একজন খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ্ করায় হযরত উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে উদ্যত হন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ই বলিলেন, আমরা উহাদিগকে তালাক দিয়া দিব,

আপনি রাগান্বিত হইবেন না। উমর (রা) বলিলেন, তালাক দেওয়া যদি হালাল হইবে তাহা হইলে বিবাহও হালাল হওয়া উচিত ছিল।

আমি তাহাদিগকে তোমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিব এবং অত্যন্ত অপমানের সহিত তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিব। হাদীসটি গরীব এবং উমর (রা) হইতে উহার বর্ণনাসূত্র আরও গরীব। হযরত আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করার বৈধতার উপর ইজমা হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, উমর (রা) ইহা পছন্দ করেন নাই। কেননা, ইহার ফলে লোক মুসলিম নারীগণের প্রতি অনাগ্রহী হইয়া যাইবে। অথবা তাঁহার ইহা ভাল না লাগার অন্য কোন কারণ ছিল।

শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলাত ইব্‌ন বাহরাম, ইব্‌ন ইদ্রীস ও আবূ কুরাইব বর্ণনা করেন যে, শাকীক বলেন ঃ 'হযরত হুযায়ফা (রা) ইয়াহুদী মহিলা বিবাহ করিলে হযরত উমর (রা) চিঠির মাধ্যমে তাহাকে বলেন যে, তাহাকে মুক্ত করিয়া দিন। অতঃপর হযরত হুযায়ফা (রা) হযরত উমর (রা)-কে লিখেন যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিব, কিন্তু কেন আপনি ইহা হারাম মনে করেন ? উত্তরে উমর (রা) বলেন– আমি হারাম মনে করি না। তবে আমার ভয় হয়, কেন তোমরা মুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করিতেছ না!' এই বর্ণনাটির সূত্র সহীহ।

সিলাত হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল এবং খাল্লালও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্‌ন ওহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার, আবদুর রহমান মাসরুকী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ওহাব বলেন ঃ উমর (রা) বলিয়াছেন– মুসলমান পুরুষ খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ করিতে পারিবে, কিন্তু মুসলমান মহিলার সহিত খ্রিস্টান পুরুষের বিবাহ হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, পূর্বের রিওয়ায়েত অপেক্ষা এইটি অধিক বিশুদ্ধ।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আশআছ ইব্‌ন সাওয়ার, ইসহাক আযরাকী ও তামীম ইব্‌ন মুনতাসার বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, 'আমরা আহলে কিতাবদের নারীদিগকে বিবাহ করিতে পারি; কিন্তু আমাদের নারীদেরকে আহলে কিতাবরা বিবাহ করিতে পারিবে না।' ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ এই হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে কিছুটা দুর্বলতা থাকিলেও ইহার উপরেই উম্মতের ইজমা হইয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মুন ইব্‌ন মাহরান, জা'ফর ইব্‌ন বারকান, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আহমাসী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা) আহলে কিতাবকে বিবাহ করা অপছন্দ করিয়া যুক্তি হিসাবে এই আয়াতটি পেশ করেন– وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ অর্থাৎ তোমরা মুশরিক নারীদিগকে বিবাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান গ্রহণ করে।

মুশরিকদের প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) ইব্‌ন উমরের (রা) একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ কোন মহিলা যদি বলে, ঈসা (আ) তাহার রব (প্রতিপালক) তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা কোন বড় শিরক আছে কিনা আমার জানা নাই। সালেহ ইব্‌ন আহমাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন ও আবূ বকর খাল্লাল হাম্বলী বলেন ঃ আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

এই আয়তটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ 'ইহার দ্বারা আরবের সেই সকল মুশরিক মহিলাদেরকে বুঝানো হইয়াছে যাহারা মূর্তি পূজা করিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ, অর্থাৎ অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম; যদিও তাহাদিগকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে।

সুদ্দী (র) বলেনঃ কুরআনের এই বাক্যটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার কালো একটি দাসী ছিলো। একদা ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি তাহাকে একটি চড় বসাইয়া দেন। অতঃপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাকে জিজ্ঞাসা করেন–সে (আদর্শিকভাবে) কোন ধারণার অনুসারীন্? তিনি বলিলেন–সে রোযা রাখে, নামায পড়ে, ভালভাবে ওযু করে এবং এই কথার সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন–হে আবদুল্লাহ! তবে সে তো মুসলমান। তখন তিনি বলিলেন, যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ, আমি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব এবং আমি তাহাকে বিবাহ করিব। অতঃপর তিনি তাহার দাসীকে বিবাহ করায় অনেক মুসলমানের সমালোচনার শিকার হন। কেননা তাহাদের ইচ্ছা ছিল, তাহারা মুশরিকদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিবে যাহাতে বংশীয় সম্প্রীতি বজায় থাকে। অতঃপর কুরআনের وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ এবং وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ এই বাক্য দুইটি নাযিল হয়। অর্থাৎ আযাদ মুশরিকা মহিলা হইতে মুসলমান দাসী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপভাবে আযাদ মুশরিক পুরুষ হইতে মুসলমান দাস বহুগুণে উত্তম।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ আফরিকী, জাফর ইব্‌ন আওন ও আবূ হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ "নারীদের শুধু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। হইতে পারে যে, তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের মধ্যে অহংকার উৎপাদন করিবে। আর নারীদেরকে কেবল সম্পদশালী দেখিয়াই বিবাহ করিও না। হয়ত তাহাকে তাহার সম্পদ অবাধ্য করিয়া তুলিবে। তাই বিবাহ করিলে ধর্মপরায়ণতা দেখিয়া বিবাহ কর। বস্তুত কালো কুৎসিৎ দাসীও যদি ধর্মপরায়ণা হয় তবে সে উহাদের হইতে অনেক উত্তম।" এই হাদীসটির রাবীদের মধ্যে আফ্রিকীই দুর্বল।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ তোমরা চারটি বিষয় দেখিয়া নারীদের বিবাহ কর—সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য এবং ধর্মপরায়ণতা। তবে তোমরা ধর্মপরায়ণ মেয়েই অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ গ্রহণ কর)। ইমাম মুসলিম (র) জাবিরের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন উমারের সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুনিয়া একটি সম্পদ বিশেষ। আর দুনিয়ার সম্পদ সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ হইতেছে নেককার সতী নারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا (তোমরা মুশরিক নারীদিগকে বিবাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ঈমান আনয়ন করে) অর্থাৎ মুশরিক পুরুষদের সহিত মুসলমান নারীদের বিবাহ দিও না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ অর্থাৎ কাফির মহিলারা মুসলমান পুরুষদের জন্য বৈধ নয় এবং মুসলমান পুরুষেরা কাফির মহিলাদের জন্য বৈধ নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ (একজন মুসলমান ক্রীতদাস একজন মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভালো, যদিও তোমরা তাহাদের দেখিয়া মোহিত হও...) অর্থাৎ মু'মিন পুরুষ যদি কাফ্রী ক্রীতদাসও হয় তবুও সে স্বাধীন কাফির হইতে অনেক উত্তম। কারণ اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ। (তাহারা দোযখের দিকে আহ্বান করে) অর্থাৎ তাহাদের সহিত বসবাস ও মেলামেশা করিলে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা জন্মে এবং আখেরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। আর ইহার পরিণাম হইতেছে নির্ঘাত জাহান্নাম। অন্যদিকে وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ, (আর আল্লাহ নিজের অভিপ্রায়ে আহবান জানান জান্নাত ও ক্ষমার প্রতি) অর্থাৎ তাহার প্রদত্ত শরীআতের আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে। وَيُبَيِّنُ اٰيَاتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তিনি মানুষকে নিজের হুকুম আহকাম বাতলাইয়া দেন যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

(٢٢٢) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○
(٢٢٣) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

২২২. "আর তোমাকে হায়েযগ্রস্তা নারী সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে। বল, উহা অপবিত্র। তাই হায়েয অবস্থায় নারী হইতে দূরে থাক। আর যতক্ষণ তাহারা পবিত্র না হয় ততক্ষণ তাহাদের কাছে যাইও না। অতঃপর যখন তাহারা পবিত্র হয়,তখন আল্লাহর নির্দেশিত পথে তাহাদের সহিত মিলিত হও। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীকেও ভালবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র। তাই তোমাদের কৃষিক্ষেত্রে গমন কর যেভাবে তোমাদের ইচ্ছা হয়। আর নিজেদের পরিত্রাণের জন্য নেক আমল পেশ করিতে থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় তোমরা তাহার সম্মুখীন হইবে। আর মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ।"

তাফসীর ঃ আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ 'ইয়াহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের সাথে খাইতে দিত না এবং তাহারা এক ঘরেও ঘুমাইত না। সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে উহার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় ঃ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ। অর্থাৎ "তোমার কাছে হায়েযগ্রস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? তুমি বলিয়া দাও, উহা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন হইতে বিরত থাকে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের নিকটবর্তী হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হইয়া যায়।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'তাহাদের সঙ্গে সহবাস ব্যতীত সব কিছুই জায়েয।' এই কথা শুনিয়া ইয়াহুদীরা বলিল– এই লোকটার কাজই হইল আমাদের বিরুদ্ধতা করা। ইহার পর হযরত উসায়িদ ইব্ন হুযায়ের এবং হযরত ইবাদ ইব্ন বাশার (রা) হুযুর (সা)-কে ইয়াহুদীদের বক্তব্য বর্ণনাপূর্বক আরয করেন-হে আল্লাহর রাসূল! আমাদিগকে তাহা হইলে সহবাস করারও অনুমতি দিন। এই কথা শুনিয়া হুযুর (সা)-এর চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া তাহারা ধারণা করেন যে, তিনি তাহাদের উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেলে এক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ কিছু দুধ নিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের পিছনে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকেন এবং তাহাদিগকে দুধ পান করান। ইহার পর তাহারা বুঝিতে পারেন যে, হুযুর (সা)-এর রাগ প্রশমিত হইয়াছে। এই হাদীসটি ইব্ন মুসিলম (র) হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ ইব্ন সালমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ (তাই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন হইতে বিরত থাক) অর্থাৎ সহবাস করিও না। যেমন, হুযূর (সা) বলিয়াছেন, 'সহবাস ব্যতীত অন্যান্য সব কিছুই জায়িয।' তাই অধিকাংশ আলিম বলিয়াছেন যে, 'সহবাস করা বৈধ নয় বটে, তবে স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করা বৈধ।'

নবী (সা)-এর কোন একজন স্ত্রী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আইয়ুব, হাম্মাদ, মূসা ইব্ন ইসমাঈল ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা)-এর কোন স্ত্রী বলেন ঃ হুযূর (সা) তাহার সহধর্মিণীদের সহিত তাহাদের হায়েয অবস্থায় যদি মেলামেশা বা আলাপ-আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তাহারা তাহাদের গুপ্তস্থান (অতিরিক্ত) কাপড় দিয়া ঢাকিয়া লইতেন।

আম্মার ইব্ন গারাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ওরফে ইব্ন যিয়াদ, আবদুল্লাহ ওরফে ইব্ন উমার ইব্ন গানিম, শা'বী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আম্মার ইব্ন গারবের ফুফু হযরত আয়েশা (রা)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ ঋতুবতী অবস্থায় যদি তোমাদের আলাদাভাবে শোয়ার ব্যবস্থা না থাকে এবং একই বিছানায় যদি শুইতে হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপারে তোমাকে হুযূর (সা)-এরই কোন ঘটনা নকল করিয়া শোনাইতেছি! একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে আসিয়াই তাহার নামায়ের স্থানে চলিয়া যান। আবূ দাউদের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সা) বাড়িতে আসিয়াই তাহার নামাযের জায়গায় চলিয়া যান এবং নামাযে লিপ্ত হন। তিনি নামাযে অনেক বিলম্ব করিলে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু তিনি খুব

শীত অনুভব করিলে আমাকে (ডাকিয়া) কাছে আসিতে বলেন। আমি বলিলাম, আমি ঋতুবতী। (তবুও) তিনি আমাকে আমার উরুর উপর হইতে কাপড় সরাইতে বলেন। আমি উরুর উপর হইতে কাপড় সরাইয়া ফেলিলে তিনি আমার উরুর উপর তাহার কাঁধ ও গন্ডদেশ রাখিয়া শুইয়া পড়েন। আমিও তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়ি। ফলে শীত বিদূরিত হইয়া কিছুটা গরম অনুভব করিলে তিনি ঘুমাইয়া যান।

কাত্তাব আবূ কুলাবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ূব, আবদুল ওহাব, ইব্‌ন বাশার ও আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ কুলাবাহ বলেন ঃ একদা হযরত মাসরূক (রা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, নবী (সা) ও তাহার পরিবারগণের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। হযরত আয়েশা (রা) তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেন এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন-আমি আপনার নিকট একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে লজ্জা হইতেছে। তিনি বলিলেন, (লজ্জা কিসের) আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে। (সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে পার।) অতঃপর তিনি বলিলেন, ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ লজ্জাস্থান (অর্থাৎ সহবাস) ব্যতীত সবকিছুই জায়িয।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে মারওয়ান আসফার, উআইনা ইব্‌ন উবায়দুর রহমান ইব্‌ন জাওশন, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী'র হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা' বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে ঋতুবতী স্ত্রীর সহিত স্বামীর কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত— এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন–সহবাস ব্যতীত সবকিছুই জায়িয। ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, ইকরামা (র) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, হাজ্জাজ, ইব্‌ন আবূ যায়দা, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মায়মুন বলেন ঃ আমি তাহাকে (ঋতুবতী মহিলাকে) পাজামার উপরিভাগ দিয়া ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন–এই ব্যাপারে আমার অভিমত হইল যে, উহার সহিত মেলামেশা করা জায়েয এবং উহার সহিত নির্ভয়ে একই থালায় খাওয়া যাইবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন– আমার ঋতুবতী অবস্থায় হুযূর (সা) গোসলের সময় আমাকে তাহার মাথা ধৌত করিয়া দিতে বলিতেন। আমার ঐ অবস্থায় তিনি আমার ক্রোড়ে হেলান দিয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন– হায়েযের অবস্থায় আমি হাড় চুষিয়া তাহাকে দিলে তিনিও ঐখানেই মুখ দিয়া চুষিতেন। আমি পানি পান করিয়া তাহাকে দিলে তিনি আমার পান করার স্থানেই মুখ লাগাইয়া পান করিতেন।

খালাসান আল হিজরী হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির ইব্‌ন সাবিহ, ইয়াহিয়া, মুসাদ্দাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, খালাসান হিজরী (র) বলেন ঃ আমি আয়েশা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– আমার হায়েযের অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) একই বিছানায় শয়ন করিতাম। আর তাহার কাপড়ের কোন জায়গা খারাপ হইয়া গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকুই

ধুইয়া ফেলিতেন। কিন্তু পরিধেয় পাল্টাইতেন না এবং ঐ কাপড়েই নামায পড়িতেন। তেমনি শরীরের কোন জায়গায় কিছু লাগিয়া গেলেও ঐ জায়গাটুকুই ধুইয়া ফেলিতেন।

তবে অপর একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উম্মে যারাহ, আবূ ইয়ামান, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি ঋতুবতী হইলে (হুযুর (সা)-এর বিছানা হইতে নামিয়া নিচে মাদুরের উপর চলিয়া আসিতাম। আর আমি ইহা হইতে পবিত্র না হইলে হুযূর (সা) আমার নিকটে আসিতেন না।

উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনাটির আবেদন সিদ্ধান্তমূলক নয়; বরং ইহা নিছক সতর্কতামূলক বলিয়া বিবেচ্য। সারকথা হইল, ইহা নিষিদ্ধতার জন্যে নহে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি (ঋতুবতী স্ত্রীদের গুপ্তস্থানে) কাপড় মোড়ান অবস্থায় তাহাদের সহিত সহবাস করিতেন।

সহীহ্দ্বয়ে মাইমূনা বিনতে হারিছ হিলালিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) ঋতুবতী কোন স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা করিলে তাহাকে গুপ্ত স্থানে কাপড় বাঁধিয়া নেয়ার নির্দেশ দিতেন। ইহা হইল বুখারীর ভাষা। সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা)-এর সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'আদ আনসী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন হাকীম ও আবদুল আলার সূত্রে ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'আদ আনসারী বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় তাহার সঙ্গে আমার কোন কিছু বৈধ হইবে কি ? উত্তরে তিনি বলেন– পাজামার উপর দিয়া সব কিছুই জায়েয।

মুআজ ইব্‌ন জাবাল হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, মুআজ ইব্‌ন জাবাল বলেন ঃ আমি হুযূর (সা)-কে প্রশ্ন করিলাম-আমার স্ত্রীর হায়েযের অবস্থায় তাহার সহিত কোন কিছু করা জায়েয হইবে কি ? তিনি বলিলেন– কাপড়ের উপর দিয়া সব কিছুই জায়িয রহিয়াছে। তবে ইহা হইতে বিরত থাকা উত্তম।

ইহাই ছিল পূর্বে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) এর রিওয়ায়েতের তাৎপর্য এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) ও শুরাইহ (র) এর উক্তিও ইহাই। আর এই হাদীসটি এবং এই ধরনের অন্য হাদীসগুলি তাহাদের দলীল, যাহারা কাপড় বা পাজামার উপর দিয়া হায়েযের অবস্থায় স্ত্রীর সহিত মেলামেশা করা জায়েয মনে করেন। ইমাম শাফেঈ (র) এর দুইটি উক্তির মধ্যে ইহাও একটি এবং অধিকাংশ ইরাকী আলিমদের মত হইল সতর্কতামূলকভাবে দূরে থাকা। তাহাদের বক্তব্য হইল এই— যে সকল জিনিস হারামের দিকে আকর্ষণ করে তাহাও হারাম। কেননা, উহা সেই কাজের দিকে আকৃষ্ট করে যাহা আল্লাহ হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। আর ঋতুর সময় স্ত্রীর সহিত রতিমিলন হারাম হওয়ার উপর সকল আলিমই একমত। কেননা ইহা জঘন্যতম অপরাধ এবং যে ব্যক্তি ইহা করিবে সে নিশ্চয়ই পাপে লিপ্ত হইবে। সুতরাং তাহার উচিত হইবে আল্লাহর নিকট মাফ চাওয়া এবং তওবা করা।

ঋতুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিলে তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে কিনা, এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। প্রথমটি হইল, তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে। কেননা, ইমাম আহমাদ ও সুনানসমূহের সংকলকগণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহার হায়েযওয়ালী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে, সে যেন এক দীনার অথবা অর্ধ দীনার সদকা করিয়া দেয়।

তিরমিযী (র)-এর বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রক্ত যদি লাল হয় তাহা হইলে এক দীনার এবং হলুদ রঙের হইলে অর্ধ দীনার। ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হায়েয অবস্থায় সহবাস করিলে হুযুর (সা) এক দীনার সাদকা করার নির্দেশ দিতেন এবং স্ত্রীর হায়েয বন্ধ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু গোসল করে নাই; এই অবস্থায় সহবাস করিলে অর্ধ দীনার সাদকা করিতে বলিতেন।

দ্বিতীয় উক্তি হইল যে, কাফফারা দিতে হইবে না; বরং আল্লাহর নিকট তাওবা করাই যথেষ্ট। জমহুরের মত ইহাই এবং ইমাম শাফেঈ (র)-এর শেষ এবং চূড়ান্ত মতও ইহা। মূলত ইহাই সহীহ। কেননা তাহাদের দৃষ্টিতে উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ নয়। অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরম্পর সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য পূর্বে এই হাদীসগুলি মারফূ সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে মাওকুফ বলিয়াই অধিকাংশ হাদীসবিশারদের মত। মূলত এই কথাই সহীহ্।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট যাইও না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হয়। ইহার উপরের বাক্যে বলা হইয়াছে– فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ অর্থাৎ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগণ হইতে পৃথক থাক। এই আয়াতাংশটি আসিয়াছে উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ। অর্থাৎ ইহার দ্বারা ঋতুবতী মহিলাগণের ঋতু চলা অবস্থায় তাহাদের সহিত সহবাস করা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সার কথা হইল, তাহাদের ঋতুস্রাব চলিয়া গেলে হালাল হইয়া যাইবে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوْا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ

আর তোমার কাছে তাহারা হায়েযগ্রস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তাহাদিগকে বলিয়া দাও, এটাই অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন হইতে বিরত থাক। ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের নিকটবর্তী হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হইয়া যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন তাহাদের কাছে গমন কর–'এখানে পবিত্রতার অর্থ হইল, উহার নিকটে যাওয়া বৈধ।' এই প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) ও মায়মুনা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের মধ্যে যখন কেহ ঋতুবতী হইতেন, তখন তিনি কাপড় বাঁধিয়া নিতেন এবং নবী (সা)-এর সংগে এক চাদরে শুইয়া যাইতেন। এই কথার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, নিকটে যাওয়া হইতে নিষেধ করার অর্থ হইল সহবাস হইতে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (তাহারা যখন পবিত্র হইয়া যায়, তখন তাহাদের কাছে যাও, যেভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন) অর্থাৎ তাহারা গোসল করিবার পর তাহাদের সহিত সহবাস কর। ইব্‌ন হাযম (রা) বলেনঃ হায়েয হইতে পবিত্র হইবার পর তাহাদের সংগে সঙ্গম করা ওয়াজিব। তাহার দলীল হইল فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ এই আয়াতটি। তবে এই আয়াতটি তাহার মতের শক্তিশালী দলীল নয়। কেননা, ইহা অবৈধতা অপসারিত হওয়ার ঘোষণা মাত্র। তবে এই ব্যাপারে উসুলে ফিকাহ বিশারদগণের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রচলিত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ওয়াজিব বটে, তবে সাধারণ পর্যায়ের অর্থাৎ সাধারণভাবে করণীয়। ইব্‌ন হাযমের দলীলটিই তাহারা ইব্‌ন হাযমের বিরুদ্ধে পেশ করিয়াছেন।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই নির্দেশটি শুধু অনুমতিসূচক। কেননা, নির্দেশের পূর্বে নিষিদ্ধতা ঘোষণা হইয়াছে বিধায় ইহার ওয়াজিব হওয়া রহিত হইয়া ইহা সাধারণ করণীয় হিসাবে পালনীয় হইবে। কিন্তু এই কথাটি বিবেচনাসাপেক্ষ।

তবে উপরোক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা গেল যে, পূর্বে নিষিদ্ধ এবং পরে নির্দেশ আরোপিত হইলে উহা স্বীয় মূলের উপরই বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ উহা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যেমন ছিল, এখন তেমনই থাকিবে। নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে যদি ওয়াজিব থাকিয়া থাকে, তবে এখনও ওয়াজিব থাকিবে ; যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ। অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হইয়া গেলে তোমরা মুশরিকদেরকে হত্যা কর। তেমনি যদি নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ বা মুবাহ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে নিষিদ্ধতা অপসারিত হইয়া উহা মুবাহই থাকিয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا অর্থাৎ ইহরাম ভাঙিয়া দিলে তোমরা শিকার কর। অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ নামায আদায় করিবার পর তোমরা যমীনে ছড়াইয়া পড়। এই বিষয়ের উপর বিভিন্ন দলীল ও যুক্তি উদ্ধৃত করা হইল। ইমাম গাজ্জালী (র) প্রমুখও ইহাই বলিয়াছেন। উপরন্তু পরবর্তী কালের ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণও এই মত পসন্দ করিয়াছেন। আর ইহাই সহীহ।

এই ব্যাপারে প্রায় সকল আলিমই একমত যে, হায়েয বন্ধ হইয়া গেলে পানি দ্বারা গোসল না করা পর্যন্ত সহবাস করা যাইবে না। তবে গোসল করায় অসুবিধা বা আশংকা থাকিলে তায়াম্মুম করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ হায়েযের শেষ সময়কাল অর্থাৎ দশদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে গোসল না করিলেও কেবল হায়েয বন্ধ হইয়া গেলেই সহবাস করা যাইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ حَتّٰى يَطْهُرْنَ এর দ্বারা বুঝান হইয়াছে রক্ত বন্ধ হওয়া এবং فَاِذَا تَطَهَّرْنَ এর দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, (উহার পর) পানি দ্বারা গোসল করিয়া পবিত্র হওয়া। মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও লায়েছ ইব্‌ন সাউদ প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (যেভাবে আল্লাহ তোমাদিগকে হুকুম দিয়াছেন) অর্থাৎ সংগমস্থল দিয়া।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فَأْتُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ (তাহার সংগে সহবাস কর যে স্থান দিয়া আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অনুমতি দান করিয়াছেন) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ স্ত্রীলিংগ দিয়া এবং ইহা ব্যতীত অন্যস্থান নয়। অন্যস্থান দিয়া করিলে তাহা হইবে সীমা লংঘনের শামিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহাহিদ (র) ও ইকরামা (র) مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ শিশু জন্ম নেওয়ার স্থান দিয়া। উল্লেখ্য যে, ইহার দ্বারা পায়খানার রাস্তা দিয়া রমণ করা হারাম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইনশা আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে অতি সত্বরই বিস্তারিত বর্ণনা আসিতেছে। আবূ রাযীন, ইকরামা (র) ও যিহাক (র) প্রমুখ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ অর্থাৎ পবিত্রাবস্থায় যে পথে সংগম বৈধ, হায়েয হইতে পবিত্র হইলে সেই পথে সংগম করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালবাসেন) অর্থাৎ পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী এবং হায়েযের অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হইতে দূরে অবস্থানকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন। আর وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন) অর্থাৎ বিপথে নোংরামী করা এবং হায়েযের অবস্থায় সংগম করা হইতে পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, ক্ষেত্রটি হইল সন্তান প্রসবের স্থান। فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ (তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের শস্যক্ষেত্র ব্যবহার কর) অর্থাৎ সম্মুখ করিয়া অথবা পিছন করিয়া যেভাবে সংগম করিতে চাও কর। মোটকথা নিয়ম পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও স্থান একই। বিভিন্ন হাদীসে ইহাই প্রমাণিত হয়।

ইব্‌ন মুনকাদির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, আবূ নাঈম ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মুনকাদির বলেনঃ আমি হযরত জাবির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– ইয়াহুদীরা বলিত যে, পিছন দিয়া সংগম করায় স্ত্রী গর্ভবতী হইলে সে সন্তান টেরা হয়। এই প্রেক্ষাপটে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরীর (র) সূত্রে হযরত মুসলিম (রা) ও হযরত আবূ দাউদ (রা)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ, ছাওরী, ইব্‌ন জারীজ ও মালিক ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ তাহাদিগকে বলিয়াছেনঃ ইয়াহুদীরা মুসলমানদিগকে বলিত, পিছন দিক দিয়া সহবাস করায় যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তাহা হইলে সেই সন্তান টেরা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উত্তরে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীজ একটি হাদীসে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "পিছন দিয়া ও সম্মুখ দিয়া যে দিক দিয়া ইচ্ছা মিলিতে পারিবে। কিন্তু স্থান হইবে যৌনদ্বার।"

বাহায ইব্‌ন হাকীম ইব্‌ন মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দাতুল কুশায়রী তাহার পিতা ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার দাদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আমাদের স্ত্রীর কাছে কিরূপে আসিব ? উত্তরে তিনি বলেন– তাহারা তোমাদের ক্ষেত্র স্বরূপ। তাহাদিগকে যেভাবে যে দিক দিয়া ইচ্ছা হয় ব্যবহার কর। তবে তাহাদের মুখের উপরে মারিও না, গালমন্দ করিও না এবং ক্রোধবশত তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া অন্য ঘরে যাইও না। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হানাশ, আমের ইব্‌ন ইয়াহয়া, ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ হাবীব, ইব্‌ন লাহীআ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ হুমায়ের গোত্রের এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পরে বলেন যে, আমার সাথে আমার স্ত্রীদের ভাল ভাব রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে যে বিধানাবলী রহিয়াছে তাহা আমাকে জানাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল করেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাাহিকভাবে হানাশ, আমির ইব্‌ন ইয়াহয়া মাগাফিরী, হাসান ইব্‌ন ছাওবান, রুশদাইন, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর কয়েকজন আনসার হুযুর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যে পদ্ধতিতেই কর না কেন 'যৌন' দ্বার দিয়াই সংগম করিতে হইবে।

আবূ সাইদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, হিশাম ইব্‌ন সাআদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে, ইয়াকুব ইব্‌ন নাফে, ইয়াকুব ইব্‌ন কাসিব, আহমদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন মূসা ও আবূ জাফর তাহাবী স্বীয় মুশকিলুল হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর সংগে উল্টা দিক হইতে সংগম করার ফলে মানুষ তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য একটি হাদীসে ইয়াকুব হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা মুসালী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খায়ছাম, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাবিত বলেন ঃ

আমি হাফসা বিনতে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, আমি আপনার নিকট একটা বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। তিনি বলিলেন– হে ভ্রাতুষ্পুত্র! লজ্জা করিও না, যাহা জিজ্ঞাসা করার জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর আমি বলিলাম, পিছন হইতে স্ত্রীদের ব্যবহার করা যায় কি ? তিনি বলিলেন –হযরত উম্মে সালমা আমাকে বলিয়াছেন যে, আনসারগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে উল্টা করিয়া শোয়াইয়া দিতেন। ইহাতে ইয়াহুদীগণ বলিতেন যে, এইভাবে সহবাস করিলে সন্তান

টেরা হয়। অতঃপর মুহাজিরগণ মদীনায় আনসার মহিলাগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদিগকে উল্টা করিয়া সংগম করিতে চাহিলে এক মহিলা অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন যে, হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি ইহা করিতে পারিব না। অতঃপর মহিলাটি হুযুর (সা)-এর দরবারে গেলে হযরত উম্মে সালমা তাহাকে বসাইয়া দিয়া বলেন, হুযুর (সা) এখনই আসিয়া পড়িবেন। কিন্তু হুযুর (সা) আসিলে তাহাকে উহা শরমে জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া সে চলিয়া গেল। তখন উম্মে সালমা (রা) হুযুর (সা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আনসার মহিলাটিকে ডাক। তাহাকে ডাকিয়া আনিলে হুযুর (সা) তাহাকে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পড়িয়া শোনান এবং বলেন, তবে সংগম করার স্থান একটিই। আবূ খায়ছাম হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, ইব্ন মাহদী, বিন্দার, তিরমিযী এবং হাসানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ একটি রিওয়ায়েত উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, ইব্ন খায়ছাম, আবূ হানীফা ও হাম্মাদ ইব্ন আবূ হানীফার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) বলেন –জনৈকা মহিলা তাহাকে বলেন যে, 'আমার স্বামী আমার সহিত সম্মুখে এবং পশ্চাতে উভয়ভাবেই সংগম করে; কিন্তু ইহা আমার ভাল লাগে না।' অতঃপর হাফসা (রা) হুযুর (সা)-কে ইহা জানাইলে তিনি বলেন– স্থান একটি; পদ্ধতি ভিন্ন হওয়াতে কোন দোষ নাই।

অন্য আর একটি হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, জা'ফর, ইয়াকুব ওরফে আলকামা, হাসান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) হুযুর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোন্ জিনিস তোমাকে ধ্বংস করিয়াছে ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন– রাত্রে আমি আমার সওয়ারী উল্টা করিয়াছি। কিন্তু হুযুর (সা) কোন উত্তর দিলেন না। তখনই আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-এর প্রতি নাযিল করেন ঃ

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ অতঃপর রাসূল (সা) বলেন– তুমি সম্মুখ পশ্চাতে দুইটি দিক হইতেই আসিতে পার, উভয়টিরই তোমার অধিকার রহিয়াছে; কিন্তু হায়েযের অবস্থায় আসিও না, পায়খানার রাস্তায় আসিও না। ইহা তিরমিযী (র) ও আবদ ইব্ন হুমাইদ হইতে হাসান ইব্ন মূসা আশিয়াবের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান গরীব বলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়েদ ইব্ন আসলাম, হিশাম ইব্ন সাআদ, আবদুল্লাহ ইব্ন নাফে, হারিছ ইব্ন শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে তাহার স্ত্রীর সহিত পশ্চাত দিক হইতে সহবাস করিলে লোকজন সমালোচনা করিতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে পশ্চাত দিক হইতে সহবাস করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আব্বান ইব্ন সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মদ ওরফে ইব্ন সালমা, আবদুল আযীয ইব্ন ইয়াহয়া, আবূ আসবাগ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ইব্ন উমর (রা) বলেন – (তাহাকে যেন আল্লাহ মাফ করেন; কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন) আনসারগণ পূর্বে মূর্তিপূজক ছিলেন এবং ইয়াহুদীরা ছিল 'আহলে কিতাব'। ইয়াহুদীরা বিদ্যা-জ্ঞানে আনসারদের চাইতে উপরে ছিল। উপরন্তু ইয়াহুদীদের কিতাবের উপরও বিশ্বাস ছিল। আহলে কিতাবরা স্ত্রীদের সংগে একই পদ্ধতিতে সংগম করিত। ফলে আনসারগণও তাহাদের প্রাধান্যে প্রভাবিত হইয়া একই পদ্ধতিতে স্ত্রীদের সহিত সংগম করিত। কিন্তু কুরাইশগণ তাহাদের স্ত্রীদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্মুখ ও পশ্চাত দিক দিয়া সংগম করিয়া বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণ করিত। পরবর্তীতে মুহাজিরগণ মদীনায় আসার পর একজন মুহাজির একজন আনসার মহিলাকে বিবাহ করিয়া বিভিন্ন ভাবে সহবাস করিতে চাহিলে সে অস্বীকৃতি জানায় এবং মহিলাটি শেষ পর্যন্ত বলিয়া দেয় যে, যদি এক পদ্ধতিতে করিতে পার তাহা হইলে কর, নতুবা সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। এই কথাটা ক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছে। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ আয়াতাংশটি নাযিল করেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের পিছন-সামনে উভয় পার্শ্বদিয়াই ব্যবহার করা যাইবে, কিন্তু সংগম স্থান হইবে একটিই। অর্থাৎ সন্তান প্রসবের স্থান।

আবূ দাউদ এই হাদীসটিকে পূর্বে বর্ণিত সকল রিওয়ায়েত হইতে তুলনামূলকভাবে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উম্মে সালমা (রা)-এর রিওয়ায়েতটিরও এই রিওয়ায়েতের বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এইটিকেও বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্বান ইব্ন সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বান (রা)-এর নিকট কুরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি এবং প্রতিটি আয়াতে থামিয়া তাহার ব্যাখ্যা ও আনুসঙ্গিকতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন ধারাবাহিকভাবে نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছিলে তিনি (ইহার ব্যাখ্যা স্বরূপ) বলেন– মক্কার লোকেরা পূর্ব হইতেই তাহাদের স্ত্রীদের সাথে বিভিন্নরূপে সহবাস করিয়া হরেক স্বাদ গ্রহণ করিত। অতঃপর তিনি পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়েতটিরই অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ ইব্ন উমরকে আল্লাহ মাফ করুন। কেননা তিনি সন্দেহে পতিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি এই সম্বন্ধে বুখারীর রিওয়ায়েতটির বর্ণনার প্রতি ইংগিত দেন। তাহা এই ঃ

নাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আওন, নযর ইব্ন শুমাইল ও ইসহাক বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ ইব্ন উমর (রা) কুরআন শরীফ পড়িলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। কিন্তু একদিন আলোচ্য আয়াতটি পাঠকালীন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, জান কি, ইহা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল? আমি বলিলাম– না, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা উক্ত ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত:পর তিনি তিলাওয়াত চালাইতে থাকেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, আইয়ুব, আবদুস সামাদের পিতা ও

আবদুস সামাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতাংশ প্রসংগে বলেনঃ ইহা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আওন, ইব্‌ন অলীয়া, ইয়াকুব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নাফে বলেনঃ আমি একদিন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পড়িতে থাকিলে ইব্‌ন উমর (রা) আমাকে বলেন– তুমি কি জান, ইহা কোন্ ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন– ইহা স্ত্রীদের পশ্চাত দিয়া সহবাস করা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে,' আইয়ূব, আবদুল ওয়ারিছ, আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ ও আবূ কুলাবাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেনঃ 'পেছন দিক দিয়া সহবাস করা।' ইব্‌ন উমার (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে নাফে' ও মালেকও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার বর্ণনাসূত্র সহীহ নয়।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ উআইস, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাকাম ও ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে পেছন হইতে সহবাস করিলে মহিলাটি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, দাউদ ইব্‌ন কাইস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী হাদীসটিও নাসায়ীর পূর্বের বর্ণনার সমর্থক আর উহা হইল ঃ পিছন দিক হইতে সামনের নির্দিষ্ট স্থানেই সহবাস করা।

ইব্‌ন উমরের গোলাম নাফে' হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযির, কা'ব ইব্‌ন আলকামা, ফযল ইব্‌ন ফুযালাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান তাবীল, সাঈদ ইব্‌ন ঈসা, আলী ইব্‌ন উছমান নুকাইলী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযিল বলেন ঃ 'নাফে'কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি এই কথা বলিয়া বেড়ান যে, হযরত ইব্‌ন উমর (র) গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা জায়িয বলিয়াছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন– লোকে আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে। তবে এই ব্যাপারে ইব্‌ন উমরের অভিমতটিও তোমরা শোন। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একদা কুরআন শরীফ পড়িতেছিলেন এবং আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তিনি যখন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন তিনি আমাকে বলেন– এই আয়াতটি কি বিধান সম্বলিত তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন– কুরাইশরা তাহাদের স্ত্রীদের সাথে স্বাধীনভাবে বহু পদ্ধতিতে সহবাস করিত। তাই তাঁহারা মদীনায় যাইয়া আনসার মহিলাদেরকে বিবাহ করিয়াও ঐরূপ করিতে চাহিলে তাহারা ইহা অপছন্দ করিল। আনসার নারীরা ইয়াহূদীদের রীতি গ্রহণ করিল। তাঁহারা একমাত্র সম্মুখ দিয়াই সহবাস করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى

شئْتُمْ এই আয়াতটি নাযিল করিয়া এই সম্পর্কিত বিধান জানাইয়া দেন। ইহার সনদও সহীহ্।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েত কা'ব ইব্‌ন আলকামা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াশ, মুফাযযাল ইব্‌ন ফুযালাহ, যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, কাতিব উমরী, হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক, তিবরানী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্‌ন আলকামা বলেন ঃ ইব্‌ন উমর হইতে পূর্বে বর্ণিত উক্তির বিপরীত উক্তিও বর্ণিত হইয়াছে। এই মতের অনুসারী মদীনার এক বিশেষ ফিকাহবিশারদ দল রহিয়াছেন। কিতাবুসসির-এ কেহ কেহ এই মতটি একক ইমাম মালিক (র)-এর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে অনেকে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ইহা কিভাবে হইতে পারে? কেননা যদিও বেশ কিছু সহীহ হাদীসে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অনেক হাদীসে এই ব্যাপারে কঠোর সাবধানবাণী ঘোষিত হইয়াছে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির, সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালিহ, ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াশ ও হাসান ইব্‌ন আরাফাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা লজ্জাবোধ করিতে পার, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্যকথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না। খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্‌দ ইব্‌ন শাদ্দাদ, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষদেরকে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত খাতামী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ্ আকিকী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন হুসাইন আলাবী, ইয়াযীদ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উসামা ইব্‌ন হাদ, ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত খাতামী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা লজ্জাবোধ কর, কিন্তু আল্লাহ কোন ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।

অবশ্য নাসায়ী এবং ইব্‌ন মাজাহও এই হাদীসটি খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহার সূত্রধারার ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। অপর একটি রিওয়ায়েত ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাব কুরাইব, মুখরিমা ইব্‌ন সুলায়মান, যিহাক ইব্‌ন উছমান, আবূ খালিদ আহযাব, আবূ সাঈদ, নাসায়ী এবং আবূ ঈসা তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের সংগে পুরুষে সমকাম করিলে এবং পুরুষ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইব্‌ন হাব্বান স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনেও উপরোক্ত হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন হাযম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। কিন্তু যিহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে ওয়াকী ও হান্নাদের রিওয়ায়েতে নাসায়ী ইহাকে মাওকুফ বলিয়াছেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও আব্দ বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাসকে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া

সহবাস করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে কুফরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছ ? বর্ণনাটি সহীহ। মুআম্মার হইতে ইব্‌ন মুবারকের সূত্রে নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাকাম ও আব্দ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরামা (রা) বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলেন যে, আমি আমার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করি। কেননা আমি শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ তাই আমি ধারণা করিয়া নিয়াছি উহাও হালাল। এতদশ্রবণে তিনি বলেন– সর্বনাশ! فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ এর অর্থ হইল যে, দাঁড়াইয়া, বসিয়া, সম্মুখ দিয়া, পশ্চাত দিয়া সহবাস করা যাইবে, কিন্তু যোনিদ্বার ব্যতীত অন্য কোন স্থানে হইবে না।

আমর ইব্‌ন শুআয়বের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, কাতাদা, হাম্মাম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর মলদ্বার দিয়া সংগম করিবে, সে লুতের কওমের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ বলেনঃ আমাকে হাম্মামের বরাতে হাদাবাহ বর্ণনা করেন যে, মলদ্বার দিয়া স্ত্রী সহবাসকারী সম্পর্কে কাতাদাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন শুআয়েব তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে এই বর্ণনা শোনান -নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, উহা ছোট লাওয়াতাত (সমকামিতা)।

আবূ দারদা হইতে ধারাবাহিকভাবে উকবাজ ইব্‌ন বিসাজ ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ এই কাজ একমাত্র কাফিরই করে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আইয়ুব, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি অধিকতর সহীহ। আল্লাহই ভাল জানেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়েব, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, হুমাইদ আরাজ, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও আব্দে ইব্‌ন হুমাইদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান হাবলী, আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আনআম, ইব্‌ন লায়লা, কুতায়বা, জাফর ফারিয়াবী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সাত প্রকারের লোকের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও (মাফ) করিবেন না; বরং তাহাদিগকে বলিবেন, যাও দোযখীদের সাথে দোযখে প্রবেশ কর। তাহারা হইল (১) ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী বা সমকামীদ্বয়। (২) হস্তমৈথুনকারী। (৩) চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সংগমকারী। (৪) স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সংগমকারী। (৫) স্ত্রী ও স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধকারী। (৬) প্রতিবেশীর মহিলাদের সংগে ব্যভিচারকারী। (৭) প্রতিবেশীকে এমন ভাবে পীড়নকারী যে, শেষ পর্যন্ত সে তাহাকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু এই হাদীসটির বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্‌ন লায়লা ও তাহার শায়েখ উভয়ই 'দুর্বল বর্ণনাকারী।'

তবে অন্য একটি হাদীসে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্‌ন সালাম, ঈসা ইব্‌ন হাত্তান, আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলিতে লজ্জা বোধ করেন না। ইমাম আহমদ (র) ইহা আবূ মুআবিয়ার (রা) সূত্রে এবং আবূ ঈসা তিরমিযী (রা) আবূ মুআবিয়া হইতে আসিম আহওয়ালের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহাতে কিছু বেশিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই বর্ণনাটি হাসান বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। অবশ্য যাহারা এই হাদীসটি আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের চেয়ে ইমাম আহমাদের মতন যাহারা আলী ইব্‌ন তালিকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের বর্ণনাই সহীহ।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন মুখাল্লাক, সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালেহ, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন–'যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে তাহার প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না।'

একটি মারফূ রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন মুখাল্লাদ, সুহাইল, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাসকারীর প্রতি আল্লাহ করুণার দৃষ্টিতে তাকান না। তারিক সুহাইল-এর সূত্রে ইব্‌ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন মুখাল্লাদ, সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালেহ, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে।'

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, আলী ইব্‌ন আবদুর রহমান ও মুসলিম ইব্‌ন খালিদ যানজী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তাহার স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করে। তবে ইহার বর্ণনাকারী মুসলিম ইব্‌ন খালিদের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীমাহ হুজাইমী, হাকাম, আছরাম, হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমাহ ও সুনানের সংকলকগণ এবং ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে হায়েয অবস্থায় সহবাস করিবে অথবা স্ত্রীর সাথে গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিবে অথবা জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস করিবে, সে নিশ্চিতভাবে মুহাম্মদের উপর যাহা আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সহিত কুফরী করিল। তিরমিযী (র) বলেন, বুখারী (র) ইহাকে 'যঈফ' বলিয়াছেন। আবূ তামীমাহ হইতে হাকাম তিরমিযীর বর্ণনা সম্পর্কে বলেন যে, এই স্থানে বর্ণনার সূত্র পরম্পরা রক্ষিত হয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, যুহরী, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয, আবদুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ সানাআনী, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান, উছমান ইব্‌ন

আবদুল্লাহ ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবনত হও। তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।' একমাত্র নাসায়ী হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

হামযা ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কিনানী আল হাফিয বলেন ঃ যুহরী, আবূ সালমা ও আবূ সাঈদের বর্ণনার দ্বারা এই হাদীসটি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য হইয়াছে। এই হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল মালেক যদি সাঈদ হইতে এই হাদীস শুনিয়াও থাকেন, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই তাহার স্মৃতি বিভ্রাটের কালে শুনিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী আবূ সালমা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনিও অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। তবে তিনি সরসারি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে নবী করীম (সা)-এর হাদীস শুনিয়াছেন কিনা তাহা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অবশ্য এই হাদীসের ভাল সমালোচনাও রহিয়াছে। আবদুল মালেকের স্মৃতিবিভ্রাটের ব্যাপারটি একমাত্র হামযা তাহার পিতা আল কিনানী হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য কেহ ইহা বলেন নাই। অবশ্য আল কিনানী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তবে দুহায়েম, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন হাব্বান তাহার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইব্‌ন হাব্বান বলেন–তাহার কোন বর্ণনা দলীল হিসাবে পেশ করা বৈধ নহে। আল্লাহ ভালো জানেন।

কিন্তু সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয হইতে যায়েদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন উবায়েদও উপরোক্ত হাদীসটি আবূ সালমা হইতে ভিন্ন দুই সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ইহার তুলনায় অধিক সহীহ কোন হাদীসই নাই। অন্য একটি বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ ইব্‌ন আবূ সালিম মাহদী, সুফিয়ান ছাওরী, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, ইসহাক ইব্‌ন মনসূর ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া পুরুষদের সহবাস করা কুফরী। উপরোক্ত সূত্রে আবদুর রহমান হইতে বিন্দার বর্ণনা করেন যে, 'স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা হইল কুফরী। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও ছাওরীর সূত্রে মওকুফ রিওয়ায়েতে ইমাম নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য আর একটি মওকুফ রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও আলী ইব্‌ন নাদীমার সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ ও বকর ইব্‌ন খুনাইছ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীদের বা পুরুষদের গুহ্যদ্বারে সংগম করিল, সে কুফরী করিল।' উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাওকূফ হওয়াই অধিকতর সত্য এবং ইহার বর্ণনাকারী বকর ইব্‌ন খুনাইছকে রাবী হিসাবে অনেক ইমামই দুর্বল বলিয়াছেন। আর তাহার এই দুর্বলতার দরুন ইহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউস, যামআহ ইব্‌ন সালিহ, ওয়াকী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবান বলখী এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হাদ হইতে আমর ইব্‌ন দীনার বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলিতে লজ্জা করেন না। আর তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।' উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন হাদ, তাউস, ইব্‌ন তাউস, যা'মাহ

ইব্‌ন সালেহ, উছমান ইব্‌ন ইয়ামান, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকুব তালিকানী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সংগম করিও না।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাদ লায়ছী হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার, যা'মাআ ইব্‌ন সালেহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাকীম ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাদ লায়ছী বলেন ঃ 'উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহর (নিষেধাবলী লংঘনের) ব্যাপারে তোমরা লজ্জিত হও। কিন্তু আল্লাহ হক কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।' এই রিওয়ায়েতটিকে মওকুফ বলাই অধিকতর সহীহ।

ইয়াযীদ ইব্‌ন তালাক অথবা তালাক ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্‌ন সালাম, ঈসা ইব্‌ন হাত্তান, আসিম আহওয়াল, শু'বা, মুআয ইব্‌ন মুআয, গুন্দর ও ইমাম আহমদও উপরোক্তরূপে বর্ণনা করেন। শু'বা হইতেও একাধিক ব্যক্তি উহা বর্ণনা করেন। তেমনি তালাক ইব্‌ন আলী কিংবা আলী ইব্‌ন তালাক হইতে যথাক্রমে মুসলিম ইব্‌ন সালাম, ঈসা ইব্‌ন হাত্তান, আসিম আল আহওয়াল, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকও অনুরূপা বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একটি হাদীসে আবূ বকর আছরাম স্বীয় সুনানে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাকা' ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন কাকা, উনাইস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ মুসলিম জারামী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, 'স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা হারাম।' ইব্‌ন মাসউদ হইতে মওকুফ রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কাকা, ছিকা রাবী আবূ আবদুল্লাহ শুকরী উরফে সালমা ইব্‌ন তামাম, শু'বা, সুফিয়ান ছাওরী এবং ইসমাইল ইব্‌ন আলীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাটিই অধিকতর সঠিক।

অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উবায়দাহ, যায়েদ ইব্‌ন রফী', মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া সায়রী, আবূ আবদুল্লাহ মুহামিলী ও ইব্‌ন আদী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়া সহবাস করিও না।

তবে ইহার রাবীদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্‌ন হামযা আল জাযরী এবং তাঁহার শায়েখের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন রহিয়াছে এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব, বাররা ইব্‌ন আযিব, উকবাহ ইব্‌ন আমির ও আবূ যর-এর নিকট হইতে তাহাদের সনদেও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। তাই তাহাদের সূত্রে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাইবে না। আল্লাহই ভাল জানেন।

আবূ জাওরীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে মুতামার, সিলত ইব্‌ন বাহরাম ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আবূ জাওরীয়া বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আলী (রা)-কে স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, পিছনে করিলে আল্লাহ পিছনে ফেলিয়া রাখিবেন। (অতঃপর বলেন) কেন, তুমি কি এই ব্যাপারে আল্লাহর কথা শোন নাই ? (লুতকে লক্ষ্য করিয়া) আল্লাহ বলিয়াছিলেন, 'তোমরা এমন নির্লজ্জতার কাজ করিয়াছ, যাহা তোমাদের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কেহই কখনও করে নাই।'

পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা), হযরত আবূ দারদা (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) প্রমুখ ইহাকে হারাম

বলিয়াছেন। ইহাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরও (রা) ইহাকে হারাম বলিতেন।

সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার আবূ হাব্বাব হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন ইয়াকূব, লায়েছ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ ও আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ দারেমী স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার আবূ হাব্বাব বলেন ঃ আমি ইব্‌ন উমরকে জিজ্ঞাসা করিলাম– দাসীদের সহিত কি আমি 'তামহীয' করিতে পারি ? তিনি প্রশ্ন করিলেন– 'তামহীয' কি জিনিস ? আমি বলিলাম-মলদ্বারে সংগম। তিনি অবাক কণ্ঠে বলিলেন– কোন মুসলমান কি ইহা করে ?

ইব্‌ন ওহাব ও কুতায়বা লায়েছ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। আর উহা হারাম হওয়ার ব্যাপারে এই উদ্ধৃতিও একটি স্পষ্ট দলীল। সুতরাং এই বিষয়ে বিভিন্ন অশুদ্ধ রিওয়ায়েত দ্বারা ইব্‌ন উমরের উপর যে অপবাদ লাগানো হইয়াছে, তাহা এইসব মজবুত রিওয়ায়েত দ্বারা বাতিল হইয়াছে।

মালিক ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম, আবূ যায়েদ আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবূ উমর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ মালিক ইব্‌ন আনাসকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আবূ আবদুল্লাহ! লোকজন বলে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলিয়াছেন যে, আবূ আবদুল্লাহ মিথ্যা বলিয়াছে কিংবা কুফরী করিয়াছে। উত্তরে তিনি বলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমানও নাফে' (রা)-এর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাকে আবার বলা হইল যে, আবূ হাব্বাব সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার হইতে হারিছ ইব্‌ন ইয়াকুব বলেন যে, তিনি ইব্‌ন উমর (রা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি দাসী ক্রয় করিতেছি, আমি কি তাহার সহিত তামহীয করিব ? তিনি প্রশ্ন করিলেন– 'তামহীয' কি বস্তু? জবাবে বলা হইল– মলদ্বারে সংগম। ইব্‌ন উমর বলেন ঃ হায় হায়! কোন মুসলমান এই কাজ করে ? তখন মালিক ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ আমি সাক্ষী যে, ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাব্বাব ও রবীআ' আমাকে নাফে'র অনুরূপ বর্ণনা শুনাইয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে আসবাগ ইব্‌ন ফারাজ আল ফকীহ, রবী ইব্‌ন কাসিম বলেন ঃ আমি মালিক (র)-কে বলিলাম যে, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াকূব ও মিসরের লায়েছ ইব্‌ন সা'দ আমাকে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন–আমি ইব্‌ন উমরকে (রা) বলিয়াছিলাম যে, আমরা দাসী ক্রয় করিতেছি। আমি কি তাহার সহিত তামহীয করিব ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–'তামহীয' কি বস্তু ? জবাবে বলিলাম-আমরা তাহাদের গুহ্যদ্বার ব্যবহার করিব। তিনি বলিলেন–হায় হায়। কোন মুসলমান কি এই কাজ করে ?

অতঃপর মালিক (র) আমাকে বলেন ঃ আমাকে রবীআ (র) সাঈদ ইয়াসার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ইব্‌ন উমরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহাতে কোন

দোষ নাই। নাসায়ী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করাকে ইব্‌ন উমর কোন দোষ বা পাপ মনে করিতেন না। অবশ্য মালিক হইতে মুআম্মার ইব্‌ন ঈসা ইহাকে হারাম বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইসরাইল ইব্‌ন রওহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্‌ন হুসাইন ও আবূ বকর ইব্‌ন যিয়াদ নিশাপুরী বর্ণনা করেন যে, ইসরাইল ইব্‌ন রওহ বলেন ঃ আমি মালিক ইব্‌ন আনাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা সম্পর্কে আপনার কি মত ? তিনি বলেন, 'তুমি ত আরব। বল, কেহ কি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বীজ বপন করে? তাই তোমরা যোনী ব্যতীত অন্য স্থানে সংগম করিও না'। আমি বলিলাম, হে আবূ আবদুল্লাহ! লোক ত আপনার মত সম্পর্কে অন্য কথা বলে! অতঃপর তিনি বলেন, তাহারা মিথ্যা বলে, তাহারা আমার উপর অপবাদ দিয়াছে।' এই রিওয়ায়েতটি দ্বারা ইমাম মালিকের নিকট উহা হারাম প্রমাণিত হইল।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও তাহাদের সহচরবৃন্দদের মতও ইহাই। অর্থাৎ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ সালমা, ইকরামা, তাউস, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, মুজাহিদ ইব্‌ন যুবাইর ও হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ কঠোরভাবে ইহা নিষেধ করেন এবং পূর্ববর্তীগণের জমহুর উলামা ইহা করাকে কুফরী বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। মদীনার কোন কোন ফকীহ যথা ইমাম মালিক (র) হইতেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে এই বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে।

অবশ্য তাহাবী (র) আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম হইতে আসবাগ ইব্‌ন ফারাজের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীদের গুহ্যদ্বার দিয়া সহবাস করা দীনের দৃষ্টিতে হালালের ব্যাপারে সন্দেহ করে এমন ব্যক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। অতঃপর তিনি نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এই আয়াতাংশটি পড়িয়া বলেন, ইহা হইতে স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ?

হাকেম (র) দারে কুতনী (র) ও খতীব বাগদাদী (র) ইমাম মালিক (র)-এর সূত্রে ইচ্ছাধীনভাবে যে কোন স্থান দিয়া সহবাস বৈধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বর্ণনাসূত্র অত্যন্ত দুর্বল। হাফিয আবূ আবদুল্লাহ যাহাবী ইহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

তাহাবী (র) বলেন ঃ আমাদিগকে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম বলিয়াছেন যে, তিনি শাফেঈকে (র) বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন– হুযূর (সা) হইতে ইহার হালাল এবং হারামের ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তবে যুক্তিতে ইহা হালাল বলিয়াই সাব্যস্ত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আব্বাস আসিম, আবূ সাঈদ সায়রাফী ও আবূ বকর খতীব বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকীম বলেন ঃ আমি শাফেঈ (র)-কে অনুরূপ বলিতে শুনিয়াছি অর্থাৎ তিনি ইহা বলিয়াছেন।

কিন্তু আবূ নসর সাব্বাগ বলেন যে, রবী' আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেন যে, ইব্‌ন আবদুল হাকীম মিথ্যা বলিয়াছে। শাফেঈ (র) তাহার ছয়টি কিতাবের প্রতিটিতে উহা হারাম

বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ (নিজেদের জন্য তোমরা আগেই কিছু পাঠাইয়া দাও) অর্থাৎ নিষিদ্ধ হারাম বিষয় হইতে বিরত থাকিয়া সৎকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُلاَقُوْهُ , (আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ যে, তাহার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ করিতেই হইবে) অর্থাৎ তিনি তখন তোমাদের সার্বিক আমলের হিসাব নিবেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দান কর) অর্থাৎ আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত যেই ব্যাপারে তিনি শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইতে দূরে অবস্থানকারীগণকে।

আতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর, হুসাইন, কাসিম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন ঃ আমি وَقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, (ইহার ভাবার্থ হইল) সহবাসের প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ বলা।

সহীহ বুখারীর অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা কেহ স্ত্রী সহবাস করার ইচ্ছা করিলে পূর্বেই ইহা পড়িবে– بِاسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا অতঃপর বলেন ঃ যদি উক্ত সহবাসের দ্বারা শুক্র ভ্রূণে পৌঁছে, তাহাতে যে সন্তান হইবে শয়তান কখনও উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

(٢٢٤) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ
النَّاسِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٢٥) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ط
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

২২৪. "আর তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহকে ঢাল বানাইও না। যদি তোমরা পবিত্র হও, পরহেয কর ও মানুষের ভিতরে আপোসের কাজ কর (তবে তাহা উত্তম)। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

২২৫. "আল্লাহ তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করিবেন না। তবে তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্য পাকড়াও করিবেন। আর আল্লাহ অশেষ ক্ষমাশীল ও অসীম ধৈর্যশীল।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তোমরা নেক কাজ পরিত্যাগ এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করিতে আমার নাম নিয়া কসম করিও না।

তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَأْتَلِ اُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْيَعْفُوْا وَالْيَصْفَحُوْا اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ.

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যাহারা মর্যাদা ও সচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন আত্মীয়দেরকে, দরিদ্রদেরকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে না দেওয়ার শপথ না করে; তাহারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করার অভ্যাস করে! আর তোমরা কি ইহা ভালবাস না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ? তাই এইরূপ দীর্ঘ সময়ের শপথকারীর জন্য কাফফারা দিয়া কসম ভাংগিয়া ফেলা উচিত।

বুখারীর রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাম ইব্‌ন মাম্বাহ্‌, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন-'আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে আগমন করিয়াছি বটে; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরাই সর্বাগ্রে গমন করিব।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ আল্লাহর শপথ, যে ব্যক্তি কসম করিয়া আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাফফারা আদায় না করিয়া উহা দীর্ঘায়িত করে, সে মহাপাপী। মুসলিমের রিওয়ায়েতে আবদুর রাযযাক ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সূত্রে ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, মুআবিয়া ইব্‌ন সালাম, ইয়াহয়া ইব্‌ন সালেহ, ইসহাক ইব্‌ন মানসুর ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি কসম দীর্ঘায়িত করিবে এবং উহা ভাংগিয়া কাফফারা আদায় করিবে না, সে মস্তবড় পাপে লিপ্ত থাকিবে। অর্থাৎ উহা বড় পাপ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলী' ইব্‌ন তালহা وَلاَ تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা ইহাকে কসমের বস্তুতে পরিণত করিও না যে, ভাল কাজ করিব না; বরং উক্ত কসমের কাফফারা দিয়া ভাল কাজ করার শপথ গ্রহণ কর।

মাসরুক, শা'বী, ইব্‌রাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা, ইকরামা, মাকহুল, যুহরী, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, রবী ইব্‌ন আনাস, যিহাক, আতা খোরাসানী ও সুদ্দী প্রমুখও আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আর জমহুরের বক্তব্যও ইহার সমর্থনে রহিয়াছে। সহীহদ্বয়ের রিওয়ায়েতে আবূ মূসা আশআরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহর কসম! যদি আমি কোন শপথ করি এবং তাহা ভাংগিয়া দেওয়াতে মঙ্গল বুঝিতে পারি, তবে আমি অবশ্যই তাহা ভাংগিয়া দিব এবং তাহার কাফফারা আদায় করিব।"

সহীহ্‌দ্বয়ের অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুর রহমান ইব্‌ন সামূরা (রা)-কে বলিয়াছেন–"হে আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা! নেতৃত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিও না। কেননা তোমার না চাওয়াতে তাহা যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। আর তাহা যদি তুমি চাহিয়া নাও, তাহা হইলে তোমাকেই তাহা সমর্পণ করা হইবে। তেমনি যদি তুমি কোন শপথ কর এবং তাহার বিপক্ষে যদি মঙ্গল দেখিতে পাও, তবে স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করিয়া সেই কাজটি সম্পন্ন করিয়া নাও।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি শপথ করিবার পর যদি তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে কসম ভংগ করিয়া কাফফারা আদায় করত সেই কাজটি করা উচিত।"

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআইব, খলীফা ইব্‌ন খায়্যাত, বনী হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর শপথ করিবার পর যদি সে উহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে শপথ ছাড়িয়া দেওয়াই হইতেছে উহার কাফফারা।"

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুআইব ও আবূ উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আখনাসের সূত্রে আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–সেই জিনিস বা বিষয়ে মানত ও কসম নাই। যাহা মানুষের অধিকারের বাহিরে। যেমন অধিকার নাই আল্লাহর অবাধ্য কাজের এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করার। আর কেহ কোন বিষয়ের উপর কসম করিবার পর উহার চাইতে অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে যদি মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইলে কসম ভংগ করাই হইল কাফফারা।" ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ঃ কসম সম্পর্কিত প্রতিটি সহীহ হাদীসেই রহিয়াছে যে, 'কসমের কাফফারা দিবে।'

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমারাহ, হারিছা ইব্‌ন মুহাম্মদ, আলী ইব্‌ন মাসহার, আলী ইব্‌ন সাঈদ কিন্দী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন– যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ও কোন পাপ সিদ্ধির জন্য শপথ করে, সেই শপথ ভংগ করিয়া তাহার উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করাই উচিত।" তবে এই হাদীসটি যঈফ। কেননা ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে 'হারিছা' হইল আবূ রিজাল মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের পুত্র। এই ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিটি হাদীসই পরিত্যাজ্য। উপরন্তু এই হাদীসটি সর্বসম্মতভাবেই দুর্বল বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মাসরূক, ইব্‌ন জারীর, শা'বী প্রমুখ বলিয়াছেন যে, 'পাপের ব্যাপারে কোন কসম নাই, উহার জন্য কোন কাফফারাও নাই।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَيُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ অনিচ্ছা বশত অভ্যাসগতভাবে মুখ দিয়া গুরুত্ব ও উদ্দেশ্যহীনভাবে কসম উচ্চারিত হইলে তাহার জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন না এবং দোষীও করিবে না। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হুমাইদ

ইব্‌ন আবদুর রহমান ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ 'কোন ব্যক্তি 'লাত' ও উযযার নামে কসম নিয়া ফেলিলে সে যেন তৎক্ষণাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িয়া নেয়।'

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশটি সেই লোকদের উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, যাহারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তখনও জাহেলী যুগের শপথ বাক্যগুলি তাহাদের মুখে মুখেই ছিল। তাই তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, যদি অভ্যাসগতভাবে তাহাদের মুখ দিয়া এইরূপ শিরকমূলক শব্দ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে যেন তাহারা তৎক্ষণাৎই কলিমা তাওহীদ পাঠ করিয়া নেয়। তাহা হইলে উহার কাফফারা হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ অর্থাৎ যেসব শপথ মনের সংকল্প অনুসারে করা হয়, সেইগুলি আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ধরিবেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ যে কসম বা শপথ সম্পর্কে তোমরা সংকল্প করিয়াছ।

'অর্থহীন' শপথ ও কসমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের উপর আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌রাহীম অর্থাৎ সায়িগ, হাইয়ান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদা শামী ও আবূ দাউদ 'অনর্থক কসম' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–অনর্থক কসম মানুষ ঘরোয়াভাবে কথায় কথায় করিয়া থাকে। যেমন, না, আল্লাহর কসম উহা দিব না। তবে অন্য একটি মওকুফ রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌রাহীম সায়িগ ও দাউদ ইব্‌ন ফুরাতের সূত্রে আবূ দাউদ অনুরূপ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আয়েশা (রা) হইতে মাওকূফ রিওয়ায়েতে আতা, মালিক ইব্‌ন মাগলুল, আবদুল মালিক ও যুহরীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে মাওকূফ রিওয়ায়েতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ লাইলা ও ইব্‌ন জারীজও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া ও আবূ মুআবিয়া, আবাদাহ, ওরাকী, হান্নান ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ (তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন না) আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ 'না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম, এইরূপ বলা।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদ এবং আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, যুহরী, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদ এবং আরো একটি সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইব্‌ন ইসহাক, সালমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইদও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, মু'আম্মার ও আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْٓ اَيْمَانِكُمْ এই

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ লোক যদি সাধারণত কথায় কথায় বলিয়া ফেলে যে, 'আল্লাহর কসম, হাঁ–আল্লাহর কসম, না-খবরদার, আল্লাহর কসম'–ইহা কসম হইবে না।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া-হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবাদাহ অর্থাৎ ইব্‌ন সুলায়মান, হারুন ইব্‌ন ইসহাক হামদানী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ لَايُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল, 'না, আল্লাহর কসম, হাঁ, আল্লাহর কসম, এইরূপ বলা।'

উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসওয়াদ ইব্‌ন লাহিয়া, আবূ সালেহ ও আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, 'হাসি-তামাসার সাথে যদি বলা হয়, 'না, আল্লাহর কসম' তাহা হইলে ইহার জন্য কোন কাফফারা নাই। তবে মনের সংকল্পের সাথে কসম করিয়া উহার উল্টা করিলে কাফফারা দিতে হয়।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), শা'বী, ইকরামা, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ সালেহ, যিহাক প্রমুখ হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাদের দুইটি উক্তির একটি ইহার অনুরূপ।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, ইব্‌ন শিহাব এবং নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনাকারী হইতে ইব্‌ন ওহাব ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) لَايُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কেহ যদি কোন কাজের সঠিকতার উপর ভরসা করিয়া শপথ গ্রহণ করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি উহা তদ্রূপ না হয়, তাহা হইলে সেই শপথ করাটা পূর্বের পর্যায়ে হইবে (অর্থাৎ শপথ না করিলে যাহা হয় তাহাই)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ ও ইব্‌রাহীম নাখঈ প্রমুখের দুইটি উক্তির একটিও ইহার অনুরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইকরামা, হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত, সুদ্দী, মাকহুল, মুকাতিল, তাউস, কাতাদা, রবী' ইব্‌ন আনাস, ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ ও রবীআ' প্রমুখের বর্ণনাও উপরোক্ত বর্ণনার অনুরূপ এবং আমার মতও ইহাই।

হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ আরাবী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাইমুন মুরুসী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসা জারশী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একদা কোন এক দলের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা তীরবাজী করিতেছিল। হুযুর (সা)-এর সঙ্গে একজন সাহাবীও ছিলেন। তীরবাজদের এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে বলিতেছিল, 'আল্লাহর কসম, আমার তীর নিশানায় পৌঁছিবে। কখনও বলিতেছিল, আল্লাহর কসম, আমার তীরের নিশানা ব্যর্থ হইবে'। অতঃপর হুযুর (সা)-এর সঙ্গী লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। 'লোকটিত কসম ভাংগিয়া ফেলিল'। হুযুর (সা) তাহাকে বলেন, এই তীর নিক্ষেপের শপথ বেহুদা শপথ। তাই ইহার কোন কাফফারা নাই এবং ইহার জন্য কোন শাস্তিও হইবে না। হাদীসটি অত্যন্ত হাসান ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ, জাবির, শায়বান, আদাম ও ইসাম ইব্‌ন রাওয়াদ বর্ণনা করেন যে, বেহুদা শপথ হইল, না, 'আল্লাহর কসম কিংবা হ্যাঁ,

আল্লাহর কসম বলা। তেমনি সে যদি কোন বিষয় নিজের দৃষ্টিতে সঠিক মনে করে, অথচ বাস্তবে তাহা না হয়।'

অন্যান্য বর্ণনা

ইব্‌রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, হিশাম ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন ঃ (বেহুদা শপথের অর্থ হইল) কোন জিনিসের উপর কসম করিয়া উহা ভুলিয়া যাওয়া। যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ (উহার অর্থ হইল), কেহ কাহাকে শপথ করিয়া ইহা বলা যে, তুমি যদি উহা কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করিয়া দিবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, আতা, খালিদ, মুসাদ্দাম ইব্‌ন খালিদ, আলী ইব্‌ন হুসাইন ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'বেহুদা শপথ হইল রাগের অবস্থায় শপথ করা।' অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ বাশার, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর, আবূ জামাহির ও আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'অনর্থক শপথ হইল, আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা নিজের জন্যে হারাম করার শপথ করা। তাই ইহাতে কোন কাফফারা নাই।' সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন শুআয়েব, হাবীব আল মুআল্লিম, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন মিনহাল ও আবূ দাউদ 'রাগের সময় কসম করা' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব বলেন ঃ আনসার দুই ভাইয়ের মধ্যে মীরাছের সম্পদের ঝগড়া থাকায় এক ভাই অন্য ভাইকে উহা ভাগ করিয়া দিতে বলিলে দ্বিতীয় ভাই (রাগত স্বরে) বলিল, তুমি যদি ইহার ভাগ চাও, তাহা হইলে আমি সবই কা'বা ঘরে দান করিয়া দিব। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন–কা'বা শরীফ তোমার অর্থের মুখাপেক্ষী নয়। তুমি তোমার শপথ ভাংগ এবং তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আপোস কর। অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন–আল্লাহর অস্বীকৃত পথে নজর করার, আত্মীয়তা ছিন্ন করার এবং অধিকার বহির্ভূত জিনিসের উপর কসম করার মূল্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (তোমরা স্থির সংকল্পের সাথে যে শপথ করিবে তাহার জন্যে তোমাদিগকে ধরা হইবে)। অর্থাৎ উহা মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যদি তুমি শপথ কর, তবুও এই জন্যে আল্লাহ পাক তোমাকে পাকড়াও করিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন– وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ অর্থাৎ তোমাদের কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদিগকে ধরিবেন। অবশেষে তিনি বলেন ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(٢٢٦) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢٢٧) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২২৬. "যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের সহিত ঈলা (রতি বিরতির শপথ) করে, তাহাদের নির্ধারিত শপথ হইল চারি মাস। অতঃপর যদি তাহারা মিলিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অশেষ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

২২৭. আর যদি তাহারা তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ যদি কোন ব্যক্তি কিছুদিন পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করার শপথ গ্রহণ করে, তাহা হইলে এইরূপ শপথকে ঈলা বলা হয়। তবে এই বিচ্ছেদের সময় চার মাসের কম যদি হয়, তাহা হইলে সময় গত হওয়ার অপেক্ষা করিবে এবং স্ত্রীও ধৈর্য ধারণ করিবে। অতঃপর সহবাস করিবে। চার মাসের ভিতরে স্ত্রী মিলনের জন্য আবেদন করিতে পারিবে না। সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার একমাসের ঈলার জন্য শপথ করিয়াছিলেন এবং ঊনত্রিশ দিনের পর বলেন, ঊনত্রিশ দিনেও মাস হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে সময় চার মাসের অধিক হইয়া গেলে স্বামীর নিকট স্ত্রীর এই আবেদন জানাইবার অধিকার থাকিবে যে, হয় সে মিলিত হইবে, না হয় তালাক দিবে। অতঃপর প্রয়োজনে বিচারক স্বামীকে এই দুইটির একটি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে যেন মহিলার দুর্ভোগ পোহাইতে না হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِلَّذِيْنَ يُوْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ অর্থাৎ 'যাহারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করিবে না বলিয়া কসম করে।' ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, 'ঈলা কেবল স্ত্রীদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং দাসীদের বেলায় নয়। আর ইহাই হইল জমহুর উলামার মাযহাব।

تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ (তাহাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রহিয়াছে।) অর্থাৎ স্বামীর শপথের মুহূর্ত হইতে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাহাকে বাধ্য করা হইবে, হয় সে স্ত্রী গ্রহণ করিবে নতুবা তালাক দিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ فَاءُوْا (অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া আসে)। অর্থাৎ তাহারা যদি আগের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হয়। এখানে ফিরিয়া আসার দ্বারা সহবাস করার কথা বুঝা যাইতেছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের ও ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখ এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।) অর্থাৎ তাহারা যদি পুনরায় মিলিত হয়, তখন স্বামীর পক্ষ হইতে শপথকালীন সময়ে স্ত্রীর যে কষ্ট হইয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইহা সেই সকল ইমামের জন্যে দলীল যাহারা বলেন যে, শপথকারী চার মাস 'ঈলা' করার পর পুনরায় মিলিত হইলে তাহার কাফফারা দিতে হইবে না। ইমাম শাফেঈর পূর্বের মতও ছিল এইরূপ। ইহার সমর্থনে সেই হাদীসও রহিয়াছে যাহা পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা ও আমর ইব্‌ন শুআইব বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে 'কোন ব্যক্তি শপথ করার পর উহা ভাংগিয়া দেওয়ার মধ্যে যদি মঙ্গল দেখিতে পায়, তাহা হইল শপথ ভাংগিয়া ফেলিবে। আর ইহাই শপথের কাফফারা।'

তবে ইমাম আহমদ (র), আবূ দাউদ (র), তিরমিযী (র) ও জমহুর উলামা এবং ইমাম শাফেঈর (র) পরবর্তী সিদ্ধান্ত হইল যে, সাধারণত কাফফারা দেয়া ওয়াজিব হওয়ার কারণে প্রত্যেক শপথ ভংগকারীর উপর উহার কাফফারাও ওয়াজিব। ইহা পূর্বের উল্লিখিত সহীহ্ হাদীসসমূহেও বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ অর্থাৎ চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি তালাক দেওয়ার সংকল্প করে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'ঈলার' পর চার মাস অতিক্রান্ত হইলেই তালাক পতিত হয় না। পরবর্তী যুগের জমহুরের মতও ইহাই।

তবে অন্য একটি দল বলেন যে, চার মাস অতিবাহিত হইলে তালাক পতিত হইবে। আর ইহা সহীহ সনদে হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা) ও হযরত যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা) প্রমুখের সূত্রে ইব্ন সিরীন, মাসরূক, কাসিম, সালিম, হাসান, শুরাইহিল কারী, কুবাসা ইব্ন যুআইব, আতা, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্ন তারখান তামিলী, ইব্রাহিম নাখঈ, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এইভাবে চারমাস অতিবাহিত হইলে 'তালাক রজঈ' পতিত হইবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিছ ইব্ন হিশাম, মাকহুল, রবীআ' যুহরী ও মারওয়ান ইব্ন হিকাম প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহাতে 'তালাকে বাইন' পতিত হইবে। ইহার প্রবক্তা হইলেন হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্ন উমর (রা) ও হযরত যায়েদ ইব্ন ছাবিত (রা)। তাহাদের সূত্রে আতা, মাসরূক, ইকরামা, হাসান, ইব্ন সিরীন, মুহাম্মদ ইব্ন হানীফা, ইব্রাহীম, কুবাইসা ইব্ন যুআইব, আবূ হানীফা, ছাওরী ও হাসান ইব্ন সালেহ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করেন। চার মাস অতীত হইয়া গেলে তালাক পতিত হইবে বলিয়া যাহারা বলিয়াছেন, ইদ্দত পালন তাহারা ওয়াজিব বলিয়াছেন।

কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ শাছা (রা) বর্ণনা করেন যে, যদি চার মাসের মধ্যে সেই স্ত্রীলোকটির তিনটি হায়েয শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহার ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মতও ইহা। তবে পরবর্তী জমহুর উলামার মত হইল যে, সময় (চার মাস) অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামীকে আবেদন জানানো হইবে যাহাতে সে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সুতরাং কেবল সময় অতিবাহিত হইয়া গেলেই তালাক পতিত হইবে না।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে'ও মালেক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সাথে 'ঈলা' করিলেই তালাক পতিত হয় না। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হয় তাহাকে তালাক দিবে, নতুবা তাহারা পুনঃ মিলিত হইবে। হাদীসটি বুখারী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও শাফেঈ বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ আমি কম পক্ষে দশজন

সাহাবী (রা) হইতে জানিয়াছি যে, তাহারা সকলেই বলেন, সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ঈলাকারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ উক্ত সাহাবাদের ন্যূনতম সংখ্যা হইল তের।

হযরত আলী (রা) হইতে ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন যে, 'ঈলা'কারী অপেক্ষা করিবে। অতঃপর বলেন, আমাদের বক্তব্যের দলীল এই যে, উমর (রা) ইব্‌ন উমর (রা) আয়েশা (রা), উছমান (রা) ও যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) সহ দশজনের অধিক সাহাবার একটি দল হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুহাইল ইব্‌ন আবূ সালেহ, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, ইয়াহয়া ইব্‌ন আইউব, ইব্‌ন আবূ মরিয়াম; ইব্‌ন জারীর ও ইমাম শাফেঈ বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন, আমি এগার জন সাহাবীকে স্ত্রীদের সহিত 'ঈলা' করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই বলেন, চার মাস অতিবাহিত হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত ইহাতে কিছুই হয় না। উহা অতিবাহিত হওয়ার পরে ইচ্ছা করিলে মিলিত হইবে, না হয় তালাক দিবে। ইহা সুহাইলের (রা) সূত্রেও দারে কুতনী (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইহা হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবূ দারদা (রা), উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা), হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখের সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র), মুজাহিদ, তাউস, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব ও কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাই ইমাম মালিক (র), ইমাম শাফেঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও তাহাদের সাথীদের মাযহাব। ইব্‌ন জারীরও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে লাইছ, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া, আবূ উবাইদ, আবূ ছাওর ও দাউদ প্রমুখ বলেন, যদি চার মাসের পরে তালাক না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হইবে। তবুও যদি না দেয়, তাহা হইলে বিচারক বা হাকিম নিজ ক্ষমতাবলে তালাক দিয়া দিবেন। তবে এই তালাক তালাকে রজঈ। আর তালাকে রজঈ অবস্থায় ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার থাকিবে।

কিন্তু ইমাম মালিক (র) বলেন, ইদ্দতের মধ্যে সহবাস না করিলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়া জায়েয নয়। তবে এই উক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল।

ফকীহগণ 'ঈলা' চার মাস দীর্ঘ হওয়ার সপক্ষে সাধারণত একটি ঘটনা বলিয়া থাকেন। উহা আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার হইতে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস স্বীয় সংকলিত মুআত্তায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এইঃ

একদা হযরত উমর (রা) রাত্রে বাহির হইলে এক মহিলার কণ্ঠ শুনিতে পান। সে বলিতেছিল ঃ

تطاول هذا الليل واسود جانبه - وارقنى ان لا خليل الاعبه
فوالله لو لا الله انى اراقبه - لحرك من هذا السرير جوانبه

অর্থাৎ হায়! এই সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কাল রাত্রে স্বামী আমার সংগে শায়িত নাই। তিনি থাকিলে চলিত রঙ-তামাশা, হইত কত উপভোগ।

আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় আমার না থাকিত, তাহা হইলে এই রাত্রে আমার খাটের পায়া অবশ্যই কাঁপিত।

উমর (রা) তাহার কন্যা হাফসাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে কতদিন ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারে ? তিনি উত্তরে চার মাস অথবা ছয় মাস বলিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন– তাহা হইলে আমি এখন হইতে কোন সৈন্যকেই একাধারে ইহার অধিক সময় রাখিব না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম সাএব ইব্‌ন যুবায়ের হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন যে, জনৈক সাহাবী (রা) আমাকে বলিয়াছেন, আমি উমর (রা) সম্পর্কীয় সে ঘটনাটি এখনও আদৌ ভুলি নাই। তাহা হইল যে, তিনিই প্রথম মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরিতেন। একদা এমনই রাত্রে তিনি শুনিতে পান, একটি আরব মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মধ্যে বসিয়া গাহিতে ছিলেন ঃ

تطاول هذا اليل وازور جانبه - وار قنى ان لا ضجيع الاعبه
الاعبه طورا وطورا كانما - بدا قمر فى ظلمة الليل حاجبه
يسربه من كان يلهو بقربه - لطيف الحشا لا يحتويه اقاربه
فوالله لو لا الله لا شىء غيره - لنقض من هذا السرير جوانبه
ولكنى اخشى رقيبًا موكلا - بانفاسنا لا يفتر الدهر كانبه
مخافة ربى والحياء يصدنى - واكرام بعلى ان تنال مراكبه

রজনী দীর্ঘ হয়, পাশে নেই বিছানার সাথী– ভোগ উপভোগে আজ কাটাবার নিদ্রাহীন রাতি। রাতের মেঘের ফাঁকে চাঁদের যে লুকোচুরি খেলা– সেভাবেই বারবার চালাতাম সুখরতি লীলা। খেলার সাথীর সাথে সুনিবিড় জড়াজড়ি মাঝে— হারিয়ে যেতাম কভু ডুবিতাম বিনোদন কাজে। খোদার শপথ! যদি না জাগিত খোদাভীতি প্রাণে– আমার পালঙ্ক বটে কম্পমান হত প্রতিক্ষণে। সতত এ ভয় হৃদে স্রষ্টা তো দেখেন সৃষ্টিকুল –প্রতিটি নিশ্বাস লেখা যুগের পাতায় নির্ভুল। খোদাভীতি লোকলজ্জা বাধা দেয় সে কাজে আমায়— পতির মর্যাদা হৃদে দিন কাটে মিলিত আশায়।

(٢٢٨) وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ
اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۪
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২২৮. "আর তালাক প্রাপ্তারা যেন তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এবং তাহাদের গর্ভে আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের জন্য বৈধ নহে, যদি তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়। ইহার ভিতর তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনার বেশি অধিকার তাহাদের স্বামীদের, যদি তাহারা সংশোধনকামী হয়। তাহাদের জন্য ন্যায়সংগত প্রাপ্য অন্যান্যের অনুরূপ হইবে। তাহাদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ এখানে মিলনের পরে তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তালাকের পর তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদের অপেক্ষায় রাখে। অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তির পর তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়াই আল্লাহর বিধান। ইহার পর ইচ্ছা করিলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে চার ইমামই ইহা হইতে দাসীদের পৃথক রাখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দাসীকে দুই হায়েয অপেক্ষা করিতে হইবে। কেননা দাসীরা আযাদ মহিলাদের অর্ধেক অধিকার রাখে। তাই ইদ্দতও তাহাদিগকে অর্ধেক পালন করিতে হইবে। কিন্তু তিন হায়েযকে সমান অর্ধেক ভাগ করা যায় না বিধায় তাহাদিগকে দুই হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাসিম, মাজাহির ইব্‌ন আসলাম মাখযূমী আল মাদানী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, দাসীদের তালাক দুইটি এবং ইদ্দতও দুই হায়েয পর্যন্ত। এই বর্ণনাটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অবশ্য ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী মাজাহির অত্যন্ত দুর্বল রাবী। হাফিজ দারে কুতনী (র) বলেন, আসল কথা হইল যে, ইহা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদের নিজস্ব উক্তি।

অবশ্য উক্ত হাদীস ইব্‌ন মাজাহ (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে আতিয়া আওফী হইতে মারফূ হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। তার এই বর্ণনাটি সম্পর্কেও ইমাম দারে কুতনী বলেন–ইহা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) এর নিজস্ব উক্তি।

এ কথা সর্বসম্মত যে, এই মাসআলায় সাহাবীদের কোন মতদ্বৈততা ছিল না। কেবল পরবর্তী কোন এক মনীষী বলিয়াছেন, দাসী ও আযাদ মহিলাদের ইদ্দাতের মুদ্দত সমান। কেননা আয়াতটির ভাষ্যে সাধারণভাবে উভয়ই উক্ত হইয়াছে। মূলত ইহাই স্বাভাবিক। দাসী ও আযাদ মহিলা প্রকৃতিগতভাবে এই ব্যাপারে সমান। এই মতের প্রবক্তা হইলেন ইব্‌ন সিরীন (র)। তাহার সূত্রে শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইহা বর্ণনা করেন। কোন কোন আহলে জাহেরের মত ইহাই। তবে এই মতটিকে যঈফ বলা হইয়াছে।

মুহাজির হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র আমর, ইসমাইল ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ আয়মান, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহাজির বলেন ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান আনছারী বলেন যে, হুযূর (সা)-এর নবুওয়াতের প্রথম দিকে তালাক দেওয়া হইত, কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন ইদ্দত ছিল না। অতঃপর আমি (আসমা) তালাকপ্রাপ্তা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা ইদ্দত সম্পর্কিত এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

অবশ্য এই বর্ণনাটি দুর্বল।

উল্লেখ্য যে, قُرُوْءٍ শব্দের অর্থ নিয়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে বরাবরই মতভেদ চলিয়া আসিয়াছে। ইহার দুইটি অর্থ করা হইয়াছে। একটি হইল طُهْرٌ অর্থাৎ পবিত্রতা।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, ইব্ন শিহাব ও ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী হাফসা বিনতে আবদুর রহমানকে তিন তুহুর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরবর্তী হায়েয শুরু হওয়ার প্রাক্কালে স্বামী পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। উরওয়ার (রা) পরবর্তী বর্ণনায় 'হযরত আয়েশার (রা) দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী' বলা হইয়াছে।

হযরত উমর (রা) ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, লোকজন তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন– আল্লাহর কিতাব বলিতেছে, ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ অর্থাৎ তিনবার পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত।

হযরত আয়েশা (রা) লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন قُرُوْءٍ শব্দের অর্থ কি তোমরা জান? জানিয়া রাখ, কুরু অর্থ তুহুর (পবিত্রতা)।

ইমাম মালিক (র) ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমানকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন-আমি এমন কোন ফকীহ দেখি নাই, যিনি হযরত আয়েশার (রা) অভিমত গ্রহণ করেন নাই।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে ও মালিক বর্ণনা করেন ঃ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিবার পর স্ত্রীর তৃতীয় হায়েয শুরু হইলেই সে স্বামী হইতে মুক্ত হইয়া যাইবে এবং স্বামীও স্ত্রী হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন–আমাদের মাযহাব ইহাই।

ইব্ন আব্বাস (রা), যায়েদ ইব্ন ছাবিত, সালেম, কাসিম, উরওয়া, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান, আব্বাস ইব্ন উছমান, কাতাদা, যুহরী এবং অন্যান্য সাতজন ফকীহ হইতেও অনুরূপ অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম শাফেঈ (র) ও ইমাম মালিকের (র) মায্হাব ইহাই। আবূ ছাওর হইতে ইমাম আবূ দাউদও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইহতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

তাহাদের দলীল হইল এই আয়াতাংশ ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তাহাদিগকে পবিত্রতার মধ্যে তালাক দাও। তাহারা বলেন, যে তুহুরে তালাক দেওয়া হইবে উহাও গণ্য করা হইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কুরু অর্থ তুহুর। তাই বলা হইয়াছে যে, পবিত্রতার দ্বারা ইদ্দতের পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং তৃতীয় হায়েয শুরু হইলে স্বামীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইবে। হায়েযের ন্যূনতম মুদ্দাত হইল দুই দিন বা তিন দিন অথবা দুই দিন ও তৃতীয় দিনের কিছু অংশ।

আবূ উবায়দা প্রমুখ এই ব্যাপারে দলীল হিসাবে আ'শার নিম্ন পংক্তি দুইটি উদ্ধৃত করেন ঃ

ففى كل عام انت جاشم غزوة – تشد لاقصاها عزيم عزائكا
مورثة مالا وفى الاصل رفعة – لما ضاع فيها من قروء نسائكا

এখানে কবি তৎকালীন আমীরদের একজনের রণক্ষেত্রে বীরত্বের প্রশংসা করিতে গিয়া তাহার স্ত্রীর পবিত্র অবস্থা বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করেন।

قُرُوْءٍ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইল হায়েয। তাই তিন হায়েয পূর্ণ না হইলে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হইবে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন–যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল করিয়া পবিত্র না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দত বাকী থাকিবে। আর হায়েযের ন্যূনতম মুদ্দত হইল তিন দিন। তাই তালাকপ্রাপ্তা নারীর পূর্ণ ইদ্দতের মুদ্দত অন্যূন তেত্রিশ দিন ও তদূর্ধ্ব কিছু সময়।

আলকামা হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম, মনসূর ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আলকামা বলেন ঃ আমরা হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক মহিলা আসিয়া তাহাকে বলিল, আমার স্বামী আমাকে এক কিংবা দুই তালাক দেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট এমন সময়ে আসেন যখন আমি কাপড় ছাড়িয়া দরজা বন্ধ করিতেছিলাম (অর্থাৎ তৃতীয় হায়েয হইতে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে গোসলের প্রস্তুতি নিতেছিলাম)। ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া উমর (রা) বলেন– আমার তো ধারণা রজাআত (পতিগ্রহণ) হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ বলিলেন–আমারও ধারণা তাহাই।

কুরূ শব্দের হায়েয অর্থ গ্রহণের প্রবক্তা হইলেন আবূ বকর, উমর, আলী, আবূ দারদা, উবাদা ইব্ন সামিত, আনাস ইব্ন মালিক, ইব্ন মাসউদ, সাআদ, উবাই ইব্ন কা'ব, আবূ মূসা আশআরী, ইব্ন আব্বাস, মাসউদ, মুসাইয়াব, আলকামা, আসওয়াদ, ইবরাহীম, আতা, তাউস, সাঈদ, ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন, হাসান, কাতাদাহ, শা'বী, রবী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী, মাকহুল, যিহাক, আতা খোরাসানী প্রমুখ সাহাবা ও তাবেঈন রাজিয়াল্লাহু আনহুম। ইমাম আবূ হানীফা ও তাহার সহচরগণের মাযহাবও ইহাই।

অধিকতর বিশুদ্ধ এক রিওয়ায়েতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল হইতে আছরাম বর্ণনা করেন–রাসূল (সা)-এর বড় বড় সাহাবী বলিয়াছেন, কুরূ অর্থ হায়েয। ছাওরী, আওযাঈ, ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্ন শিবরিমা, হাসান ইব্ন সালেহ ইব্ন হাই, আবূ উবায়দা, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুখের মায্হাব ইহাই।

এই মতের সমর্থনে আবূ দাউদ ও নাসায়ীর এক বর্ণনা রহিয়াছে। ফাতিমা বিনতে জায়েশ হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ইব্ন জুবায়ের ও মাঞ্জার ইব্ন মুগীরা বর্ণনা করেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, কুরূর দিনগুলিতে তুমি নামায বন্ধ রাখিও।' ইহা দ্বারা সম্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরূ অর্থ হায়েয।

অবশ্য উক্ত হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী মাঞ্জার অপরিচিত ব্যক্তি। রাবী হিসাবে কোন প্রসিদ্ধি নাই। তবে ইব্ন হাব্বান তাহাকে ছিকা রাবী বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন– আরবী পরিভাষায় কোন জিনিসের নির্ধারিত সময়ে নিয়মিত আসা-যাওয়াকে কুরূ (قُرُوْءٍ) বলা হয়।

এই আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, এই শব্দটির অর্থ দুইটিই হইতে পারে। কোন কোন উসূল বিশারদও ইহাই বলিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

আসমায়ী বলেন, 'কুরূ' অর্থ হইল সময়। তবে আবূ আমর ইব্‌ন আলা বলেন, আরবীভাষীরা হায়েযকেও 'কুরূ' বলে, পবিত্রতাকেও 'কুরূ' বলে। আবার কখনও উভয়কেই 'কুরূ' বলে। শায়েখ আবূ উমার ইব্‌ন আবদুল বার বলেন ঃ আ'লিম এবং ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন মতভেদ নাই যে 'কুরূ' হায়েয এবং পবিত্রতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। তবে মতভেদ হইয়াছে এই (আলোচ্য) আয়াতের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে। অর্থাৎ ইহার দুইটি অর্থ থাকার কারণে দুইটি দল ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ (তাহাদের জরায়ুতে যাহা রহিয়াছে তাহা গোপন করা বৈধ নয়।) অর্থাৎ তাহারা গর্ভবতী, না ঋতুস্রাবী (তাহা জানাইয়া দিবে)। এই ভাবার্থ করিয়াছেন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হযরত ইব্‌ন উমর (রা), মুজাহিদ, শা'বী, হাকাম ইব্‌ন উআইনাহ্, রবী ইব্‌ন আনাস ও যিহাক প্রমুখ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ যদি তাহাদের আল্লাহর উপর ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস থাকে। ইহার দ্বারা ইদ্দত পালনকারী মহিলাদেরকে অসত্য বলার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। তবে ইহার দ্বারা আর এক কথা বুঝা যাইতেছে যে, এ ব্যাপারে তাহাদের কথাই বিশ্বাস্য। কেননা, ইহা এমন একটি ব্যাপার যাহা অন্য কারো জানার অবকাশ নাই। আর ইহার সত্য-মিথ্যা প্রমাণের জন্য বাহ্যিক কোন প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। উপরন্তু তাহাদেরকে ইহা হইতেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন ইদ্দত হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হওয়ার জন্য হায়েয না হওয়া সত্ত্বেও হায়েয হইয়া গিয়াছে না বলে। কিংবা ইদ্দতকে বাড়াইয়া দেওয়ার জন্যে হায়েয হওয়া সত্ত্বেও যেন তাহারা হায়েয হয় নাই না বলে। অর্থাৎ তাহারা যেন কোন ব্যাপারেই বাড়াইয়া বা কমাইয়া না বলে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِىْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا (আর যদি সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে চায় তাহা হইলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিবার অধিকার তাহাদের স্বামীর রহিয়াছে) অর্থাৎ তালাকপ্রদত্তা স্ত্রীকে তাহার ইদ্দতের মধ্যেই প্রত্যাবর্তিত করা উত্তম, যদি তাহাকে ফিরাইয়া নিবার মধ্যে তাহার সংশোধন ও কল্যাণের মনোভাব থাকে। আর ইহাই হইল রজঈ তালাকের বিধান।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তালাকে বাইনের বিধান কি ? উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি নাযিলের সময় 'তালাকে বাইন' বলিতে কিছু ছিল না। বরং সে সময় শত তালাক দিলেও 'তালাকে রজঈ-ই' থাকিত। কারণ এই আয়াতে সংক্ষেপে সাধারণ তালাকপ্রাপ্তার অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তীতে তালাকের বিভিন্ন রূপ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সেখানে তিন তালাককে বাইন তালাক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। এই মাসআলায় অসূলশাস্ত্রবিদদের মতানৈক্য রহিয়াছে। সাধারণ তালাক ও বিশেষ তালাকের কোন্‌টি এই আয়াতের উদ্দেশ্য, তাহা বিতর্কিত ব্যাপার। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রহিয়াছে, তেমনিভাবে নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীদের অধিকার রহিয়াছে পুরুষদের উপর)। অর্থাৎ স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রহিয়াছে, যেমনিভাবে পুরুষদের উপর স্ত্রীদের অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং একে অপরের সুবিধা ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। যথা মুসলিম (র) জাবিরের (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর (সা) তাঁহার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন– তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহর আমানত হিসাবে পাইয়াছ। আর আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে তাহাদের গুপ্তাংগ তোমাদের জন্য হালাল হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু তাহারা বিছানায় এমন কাহাকেও আহবান করিবে না যাহা তোমরা অপসন্দ কর। যদি এমন কার্য তাহারা করিয়া বসে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে প্রহার কর। কিন্তু এমন স্থানে প্রহার করিও না যাহা প্রাকাশ্যে দেখা যায় এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাদিগকে খাওয়াও এবং পরাও।

একটি হাদীসে মুআবিয়া ইব্‌ন হাইদাতাল কুশাইরীর দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পিতা মুআবিয়া ইব্‌ন হাইদাতাল কুশাইরী ও বাহায ইব্‌ন হাকীম বর্ণনা করেন যে, মুআবিয়া ইব্‌ন হাইদাতাল কুশাইরীর দাদা জিজ্ঞাসা করেন ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের স্ত্রীদের আমাদের উপর কি অধিকার রহিয়াছে ?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যখন তুমি খাইবে তাহাকেও খাওয়াইবে, যখন তুমি পরিবে তাহাকেও পরাইবে। আর তাহাকে তাহার মুখাবয়বের উপর প্রহার করিবে না, তাহাকে গালি দিবে না এবং তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া তাহাকে অন্য ঘরে রাখিবে না, বরং নিজের ঘরেই রাখিবে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, বশীর ইব্‌ন সুলায়মান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমার পত্নীকে আমি নিজের হাতে সুন্দর করিয়া মনের মত সাজাইয়া দেই যেভাবে সে আমাকে খুশী রাখার উদ্দেশ্যে নিজেকে সুন্দর সাজে সাজাইয়া থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ। অর্থাৎ পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রহিয়াছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও পুরুষদের উপর অধিকার রহিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে)। অর্থাৎ নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে দৈহিক, চারিত্রিক, শ্রেণীগত, শরীয়াতের প্রতিপালন, ব্যয় বহন, সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ, বিধিনিষেধ এবং ইহ ও পরকালের সামাজিক মর্যাদাগত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

অর্থাৎ আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন বিধায় পুরুষরা হইল নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। তাহা এজন্য যে, তাহারা তাহাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করিয়া

থাকে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (আল্লাহ হইলেন পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অবাধ্যদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে মহাপরাক্রমশালী এবং তাহার নির্দেশ, বিধান ও কুদরতের ব্যাপারে মহা বিজ্ঞ।

(٢٢٩) اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ؕ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوْنَ ○
(٢٣٠) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ
وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

২২৯. "রজঈ তালাক দুইবার। অতঃপর হয় তাহাকে যথারীতি গ্রহণ করিবে, অন্যথায় ন্যায়ভাবে বিদায় দিবে। আর (বিদায় দিলে) তাহাদিগকে তোমাদের প্রদত্ত বস্তু হইতে কোন কিছু রাখিয়া দেওয়া হালাল হইবে না। হ্যাঁ, যদি তোমরা (স্বামী স্ত্রী) আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখা কায়েম রাখিতে না পারার আশংকা কর (তাহা ভিন্ন কথা)। তাই যদি তোমরা ভয় কর যে, আল্লাহর সীমারেখা তোমরা রক্ষা করিবে না, তখন তোমাদের জন্য তাহাদিগকে (স্ত্রীদের) প্রদত্ত বস্তু গ্রহণে পাপ নাই। ইহাই খোদাদত্ত গণ্ডী, তাই তাহা অতিক্রম করিও না। আর যাহারা খোদাদত্ত গণ্ডী অতিক্রম করে তাহারাই যালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে অন্য স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করা পর্যন্ত সে তাহার জন্য হালাল হইবে না। তারপর সে (পরবর্তী স্বামী) যদি তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে আল্লাহর সীমারেখায় থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে করিলে তাহাদের বিবাহে কোন পাপ নাই। এই হইল আল্লাহর বিধিনিষেধের গণ্ডী। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য ইহা স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন।"

তাফসীরে ঃ এই আয়াতটিতে একটি বিশেষ বিষয়ের পুনরালোচনা করা হইয়াছে। ইসলামপূর্বকালে স্বামী স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়াও আবার তাহারা স্ত্রীদেরকে তাহাদের ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ করিত। ফলে স্ত্রীগণ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হইত। কিন্তু আল্লাহ ইহার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়া বলেন–তাহারা প্রথম অথবা দ্বিতীয় তালাকের মধ্যে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে, কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর উহাদিগকে ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার রহিত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ তালাক হইল দুইবার পর্যন্ত। তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করিবে। আবূ দাউদ (র) স্বীয় সুনানে باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث অনুচ্ছেদে এই ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াযীদ নাহবী, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদের পিতা, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ মারূযী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِىْ اَرْحَامِهِنَّ (তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন হায়েয পর্যন্ত আত্মসংবরণ করিয়া থাকিবে এবং আল্লাহ তাহাদের গর্ভে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা তাহাদের গোপন করা জায়েয হইবে না) এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়িয়া বলেন ঃ স্বামী তাহার তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণের অধিকার রাখে। কিন্তু যদি তিন তালাক দিয়া ফেলে তবে আর পুনঃ গ্রহণ করা চলিবে না। অতঃপর বলেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ (তালাক দুইবার) অর্থাৎ দুই তালাক পর্যন্ত পুনঃগ্রহণ চলে। ইহা নাসায়ী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়ার মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবাদাহ অর্থাৎ ইব্‌ন সুলায়মান, হারুন ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার পিতা বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলেন যে, আমি তোমাকে কখনও ছাড়িয়া দিব না এবং রাখিবও না। ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোক বলিলেন, ইহা কিরূপে ? উত্তরে স্বামী বলিলেন, তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরাইয়া আনিব। আবার তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই ফিরাইয়া আনিব। এইভাবে করিতে থাকিব। ইহার পর স্ত্রীলোকটি আসিয়া হুযুর (সা)-কে এই ঘটনা শোনান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। অর্থাৎ তালাকে 'রজঈ' হইল দুই তালাক পর্যন্ত।

এইভাবে ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে জারীর ইব্‌ন হুমাইদ ও ইব্‌ন ইদ্রীসের সূত্রে এবং আবূ ইব্‌ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীরে জাফর ইব্‌ন আওয়েনের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা ও হিশাম হইতে বর্ণনা করেন যে, হিশামের পিতা বলেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে স্বামীরা স্ত্রীদেরকে যত ইচ্ছা তত তালাক দিত এবং ইদ্দত চলাকালীন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিত। এমনিভাবে ইসলামের প্রথম যুগে জনৈক আনসার তাহার স্ত্রীকে রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিল যে, আমি তোমাকে একেবারে ছাড়িয়াও দিব না এবং রাখিবও না। ইহা শুনিয়া মহিলা বলেন, ইহা কিভাবে ? উত্তরে উক্ত আনসার বলেন, তোমাকে তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পূর্বে আবার ফিরাইয়া আনিব। আবারো তালাক দিব এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে ফিরাইয়া আনিব। এইভাবে করিতে থাকিব। ইহার পর মহিলাটি হুযুর (সা)-এর নিকট গিয়া ইহা বলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ। তালাক দুইবার। তিনি

আরও বলেন যে, ইহার পর লোকজন তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হইয়া চলিতে থাকে এবং অসংযমীগণ সংযমী হইয়া যায়। আর ইহার দ্বারা তাহাদের বাড়তি অধিকারটুকু রহিত হইয়া যায়।

তিরমিযী (র) উপরোক্ত রাবীর সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইয়ালা ইব্ন শুআইব ও কুতায়বা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হিশামের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন ইদ্রীস ও আবূ কুরাইবের বর্ণনায় ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর শুদ্ধমত যে, ইহার বর্ণনা সূত্র মুরসাল। হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে উপরোক্ত সূত্রে ইয়ালা ইব্ন শুআইব হইতে ইয়াকূব ইব্ন হুমাইদ ইব্ন কাছীরের মাধ্যমেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহার সনদসমূহও সম্পূর্ণ সহীহ।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্ন হুমাইদ, ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেনঃ (পূর্বে) তালাকের জন্য নির্দিষ্ট সময় ছিল না। স্বামীরা তাহাদের স্ত্রীদেরকে যখন তখন তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরাইয়া নিয়া আসিত। তবে একদা জনৈক আনসারের সাথে তাহার স্ত্রীর বচসা হয় যাহা সাধারণত এক স্থানে থাকিলে হইয়া থাকে। তখন স্বামী এক পর্যায়ে গিয়া স্ত্রীকে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাখিবও না এবং ছাড়িয়াও দিব না। অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক দিল এবং স্ত্রীর ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাওয়ার আগে তাহাকে ফিরাইয়া আনিল। এই ভাবে সে একাধিকবার করার পর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (তালাক রজঈ হইল দুইবার পর্যন্ত–তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে অর্থবা সহৃদয়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করিবে) অর্থাৎ ইহার দ্বারা একত্রে তিন তালাক প্রদান করার পর তাহাকে অন্যত্র বিবাহ না দিয়া ফিরাইয়া আনার অবকাশ রহিত হইয়া যায়। কাতাদা ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী, ইব্ন যায়েদ এবং ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি ইহাকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

অতঃপর হয় নিয়মানুযাযী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে পরিত্যাগ করিবে) অর্থাৎ এক তালাক বা দুই তালাক প্রদানের পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণের অধিকার স্বামীর রহিয়াছে। আর তাহাকে পুনঃ গ্রহণের উদ্দেশ্য হইবে স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাহাকে অনুগ্রহ করা। আর যদি বাইন তালাক দিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে ইদ্দত পূর্ণ করিতে দাও এবং সহৃদয়তার সঙ্গে তাহাকে বর্জন কর যাহাতে সে পুনঃ বিবাহের যোগ্য থাকিয়া যায়। আর তাহার অধিকার হরণ এবং ক্ষতি সাধন করিও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ স্ত্রীকে দুই তালাক দিবার পর তৃতীয় তালাক দিতে আল্লাহকে ভয় করা উচিত। অর্থাৎ তাহাকে

নিয়মানুযায়ী রাখিলে তাহার সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখিবে, নতুবা সহৃদয়তার সাথে বর্জন করিবে। কখনও তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। আবূ রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', সুফিয়ান ছাওরী, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ রযীন (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হুযুরের (সা) নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاحْسَانٍ এই আয়াতের মধ্যে তিন তালাকের বর্ণনা কোথায় রহিয়াছে? উত্তরে হুযূর (সা) বলেন ঃ اَلتَّسْرِيْحُ بِاحْسَانٍ (সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করিবে) আয়াতাংশে রহিয়াছে তৃতীয় তালাকের কথা।

আব্দ ইব্ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি ইসমাইল ইব্ন সামী' হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ও ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাকিমের রিওয়ায়েতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ রযীন আসাদী (রা) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)। আপনি কি এই اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (তালাক দুইবার) আয়াতাংশের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন? ইহাতে তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاحْسَانٍ (সহৃদয়তার সাথে পরিত্যাগ কর) ইহা হইল তৃতীয় তালাক।

ইমাম আহমদ (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', আবূ মুআবিয়া, ইসমাইল ইব্ন যাকারিয়া, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও সাঈদ ইব্ন মানসূরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে আবূ রযীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাইল ইব্ন সামী', কাইস ইব্ন রবী ও ইব্ন মারদুবিয়া, ইহা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মারদুবিয়া নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন মালিক, ইসমাইল ইব্ন সামী' ও আবদুল ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি রিওয়ায়েতে এইভাবে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা ইব্ন আয়েশা, আবদুল্লাহ ইব্ন জারীর ইব্ন জিবিল্লাহ, আহমদ ইব্ন ইয়াহিয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন আবদুর রহীম বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া এক ব্যক্তি বলিল–হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহ তা'আলা তো দুই তালাকের কথা বলিয়াছেন। অতএব তৃতীয় তালাকের বর্ণনা কোথায়? উত্তরে হুযূর (সা) বলেন ঃ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاحْسَانٍ। অর্থাৎ তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখিবে, না হয় সহৃদয়তার সাথে বর্জন করিবে (ইহাই তৃতীয় তালাক)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا, (আর নিজের দেওয়া সম্পদ তাহাদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েয নহে)। অর্থাৎ (তৃতীয় তালাক দিয়া স্ত্রীকে মুক্ত করার সময়) তাহাদের প্রতি চাপ ও সমস্যা সৃষ্টি করিয়া তোমাদের দেওয়া উপহার ও মহরানার কিছু অংশ তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে এভাবে সংকটময় অবস্থায় নিক্ষেপ করিও না যে, তোমরা তাহাদিগকে প্রদত্ত বস্তু হইতে কিছু গ্রহণ করিবে। তবে স্ত্রী যদি আনন্দ চিত্তে কিছু দিয়া স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে তাহা হইলে উহা দোষের নহে। তেমনি আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا অর্থাৎ যদি তাহারা খুশি মনে তোমাদের জন্যে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা ইহা তৃপ্তির সাথে ভক্ষণ করিতে পার।

মোটকথা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যদি মনে ব্যথা থাকে আর স্বামী যদি স্ত্রীর হক আদায় না করে, এইরূপ অবস্থায় যদি স্বামীর দেয়া বস্তু হইতে তাহাকে কিছু প্রদান করিয়া স্ত্রী তালাক আদায় করে, তখন সেই বিনিময় গ্রহণ করা দোষের নয়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে নিজের দেয়া সম্পদের কিছু ফিরাইয়া নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এই ব্যাপারে ভয় করে যে, তাহারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখিতে পারিবে না, আর সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়া অব্যাহতি নিয়া নেয়, তবে ইহাতে কাহারও কোন পাপ নাই।

উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি স্বামীর কোন অপরাধ ব্যতীতই তাহার নিকট হইতে অব্যাহতি চায় তবে উহাতে পাপ রহিয়াছে। এই প্রসংগে ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ছাওবান, জনৈক বর্ণনাকারী, আবূ কুলাবা, আইয়ুব ইব্‌ন আলিয়া, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আবদুল ওহাব ও ইব্‌ন বাশার আমাকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– 'স্বামীর বিনা অপরাধে স্ত্রী যদি তাহার কাছে তালাক প্রার্থনা করে তাহা হইলে জান্নাতের ঘ্রাণও তাহার নসীব হইবে না।'

উপরোক্ত সূত্র হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল ওহাব ইব্‌ন আবদুল মজীদ ছাকাফী, বিন্দার এবং তিরমিযী (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহার বর্ণনাসূত্রকে হাসান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসমা, আবূ কুলাবা ও আইয়ুবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আইয়ুব হইতে অন্য একটি সনদেও কেহ কেহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা 'মারফূ' নয়।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উসামা, আবূ কুলাবা, আইয়ুব, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত ছাওবান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন— 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তাহার জন্য বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।' অনুরূপভাবে আবূ দাউদ ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন জারীরের গ্রন্থে উপরোক্ত সূত্রে হাম্মাদের হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম ছাওবান, লাইছ ইব্‌ন আবূ ইদ্রীস, মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে, তাহার জন্যে বেহেশতের সুগন্ধিও হারাম।' তিনি আরও বলেন, 'এইরূপ অব্যাহতি প্রার্থিনী বিশ্বাসঘাতিনী।'

ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইদ্রীস, আবূ সুরাআ', খাত্তাব, লাইছ ওরফে ইব্‌ন আবূ সালেম, দাউদ ইব্‌ন আলীয়া, মাযাহিম ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন আলিয়া, আবূ কুরাইব এবং তিরমিযী ও ইব্‌ন জারীর উভয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ছাওবান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— 'বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থিনী স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী।' তিরমিযী (র) বলেন, এই রিওয়ায়েতটি 'গরীব'। আর ইহার সনদসমূহও শক্তিশালী নয়।

তবে অন্য একটি হাদীসে ধারাবাহিকভাবে উকবা ইব্‌ন আমের, ছাবিত ইব্‌ন ইয়াযীদ, হাসান, আশআছ ইব্‌ন সাওয়ার, কাইস ইব্‌ন রবী, হাফস ইব্‌ন বাশার, আইয়ুব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমের বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— 'নিশ্চয়ই বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনীরা বিশ্বাসঘাতিনী'। এই বর্ণনাটিও গরীব। আবার কেহ কেহ যঈফও বলিয়াছেন।

অপর একটি হাদীসে নবী করীম (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা, হাসান, আইয়ুব, ওহাইব, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ বিবাহ বন্ধন হইতে স্বামীর নিকট বিচ্ছেদ প্রার্থিনী মহিলারা বিশ্বাসঘাতিনী।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, আম্মারা ইব্‌ন ছাওবান, জাফর ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন ছাওবান, আবূ আসিম, বকর ইব্‌ন খলফ, আবূ বাশার ও ইব্‌ন মাজাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'যে স্ত্রী বিনা কারণে তাহার স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করিবে সে বেহেশতের সুগন্ধও পাইবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধ চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইতেও আসিয়া থাকে।' পূর্বসূরি আলিমগণের বিশেষ একটি দল এবং উত্তরসূরি ইমামগণের অভিমত হইল যে, 'খোলা' তালাক বৈধ হইবে না। তবে যদি স্ত্রীর পক্ষ হইতে ক্রমাগত অবাধ্যতা ও দুষ্টামি প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন স্বামীর জন্যে অব্যাহতি বা 'খোলা' প্রদান করা জায়িয রহিয়াছে।

তাঁহারা দলীল হিসাবে এই আয়াতটি পেশ করিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰه

অর্থাৎ নিজের দেওয়া সম্পদ তাহাদের নিকট হইতে কিছু ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জায়েয নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই এই ব্যাপারে ভয় করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ রাখিতে পারিবে না, সেক্ষেত্রে জায়েয। অতঃপর তাঁহারা বলেন, এই অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় 'খোলা' বৈধ নয়। কেহ অন্য কিছু বলিলে তাহাকে দলীল পেশ করিতে হইবে। মূলত অন্য কোন দলীলের অস্তিত্ব নাই।

এই মতের সমর্থকগণ হইলেন ইব্ন আব্বাস, তাউস, ইব্রাহীম, আ্তা, হাসান ও জমহুর উলামা। ইমাম মালিক ও আওযাঈ বলিয়াছেন যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া কিছু গ্রহণ করে এবং উহা প্রদান যদি স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর জন্য উহা ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব। সেক্ষেত্রে তালাকে রজঈ সম্পন্ন হইবে।

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ মতানৈক্যের সময় যদি গ্রহণ করা বৈধ হয়, তাহা হইলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করাতেও অসুবিধার কিছু থাকিতে পারে না।

ইমাম শাফেঈ (র) আরও বলেন ঃ মতানৈক্যের সময় যদি কিছু গ্রহণ করা জায়েয হয়, তাহা হইলে মতৈক্যের সময় গ্রহণ করা জায়েয হইবে। ইহা তাহার সহচরবৃন্দেরও অভিমত।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার স্বীয় কিতাব 'আল ইসতিযকার'-এ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ মুযনী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার অভিমত হইল 'খোলা'র হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

وَاِنْ اٰتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা যদি তাহাদের কাহাকে ধনভাণ্ডারও দিয়া থাক, তথাপি তাহা হইতে তোমরা কিছুই গ্রহণ করিও না। তবে ইব্ন জারীর বলেন ঃ এই যুক্তিটি দুর্বল এবং পরিত্যাজ্য।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ এই আয়াতটি ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাস ও তাঁহার স্ত্রী হাবীবা বিনতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। আমরা এখন এই সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস বিভিন্ন বর্ণনার শাব্দিক মতভেদ সহ উদ্ধৃত করিব।

ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাসের স্ত্রী হাবীবা বিনতে সহল আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান ইব্ন সাঈদ যরাবাহ ও ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অন্ধকার থাকিতে ফজরের নামায পড়িতে বাহির হইলে দরজার নিকট হাবীবা বিনতে সহলকে দাঁড়ান দেখেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি ? তিনি বলিলেন, আমি হাবীবা বিনতে সহল। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন, কেন তুমি আসিয়াছ ? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আমি থাকিতে পারি না অথবা ছাবিত ইব্ন কাইস আমার স্বামী থাকিতে পারে না।' ইতিমধ্যে তাহার স্বামী ছাবিত ইব্ন কাইস আসিয়া পড়িলে তাহাকে রাসূল (সা) বলিলেন, হাবীবা বিনতে সহল তোমার সম্পর্কে আমাকে যাহা বলিল, হয়ত তাহা তোমাকেও বলিয়াছে। ইহা শুনিয়া হাবীবা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা সবই আমার সংরক্ষণে রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ছাবিত! তুমি ইহার নিকট হইতে এগুলি গ্রহণ কর। অতঃপর ছাবিত হাবীবার নিকট হইতে তাহার দানকৃত বস্তুগুলি গ্রহণ করিলে হাবীবা তাহার পিত্রালয়ে গমন করেন।

মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী ও ইমাম আহমদও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য রিওয়ায়েতে মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'নাবা ও আবূ দাঊদ এবং মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কাসিম, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিমা ও নাসায়ী উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিক- ভাবে উমারা, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর, আবূ আ'মের হাদূসী, আবূ আমর, মুহাম্মদ ইব্ন মুআম্মার, ইব্ন জারীর ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

হাবীবা বিনতে সহল (রা) ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। একদা স্বামী তাঁহাকে প্রহার করিলে তাঁহার শরীরের কোন অংশ ভাংগিয়া যায়। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট আসিয়া স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযাগ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন— তুমি স্ত্রী হইতে কিছু মাল গ্রহণ করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দাও। ছাবিত বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা কি ঠিক হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ পূর্ণ দুরস্ত রহিয়াছে। ছাবিত বলিলেন, তাহাকে আমি দুইটি বাগান দিয়াছিলাম যাহা এখন তাহার অধিকারে রহিয়াছে। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি বাগান দুইটা গ্রহণ করিয়া তাহাকে পৃথক করিয়া দাও। পরিশেষে তাহাই হইল। হযরত ইব্ন জারীর (র) এবং আবূ আমের সাদূসী অর্থাৎ সাঈদ ইব্ন সালিমা ইব্ন আবূ হিশামও হুবহু এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় একটি হাদীসে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, খালিদ, আবদুল ওহাব ছাকাফী, আজহার ইব্ন জামীল ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ছাবিত ইব্ন কাইস ইব্ন শিমাসের স্ত্রী নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া (তাঁহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তাঁহার চরিত্র এবং ধর্মের ব্যাপারে অভিযোগ করিতেছি না। তবে আমি ইসলামের মধ্যে কুফরকে অপসন্দ করি। রাসূলূল্লাহ (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি তাহাকে বাগান দিয়া দিতে পারিবে ? মহিলা বলিলেন, জ্বী পারিব! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার স্বামীকে বলিলেন, তুমি তাহার নিকট হইতে বাগান গ্রহণ কর এবং উহার বিনিময়ে তাহাকে তালাক প্রদান কর।

আজহার ইব্ন জামালের সনদে ইমাম নাসায়ী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, খালিদ অর্থাৎ ইব্ন মিহরান আলহাযা, খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ তাহাবী, ইসহাক ওয়াসেতী ও বুখারী (র)-ও এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী (র) অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা ও আইয়ুবের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, '(উক্ত মহিলা) বলিলেন, এই ব্যাপারে আমি এখন ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না।' ইহা একমাত্র বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ ও সুলায়মান ইব্ন হারব বর্ণনা করেন যে, উক্ত মহিলার নাম ছিল জামীলা (রা)। আরও কেহ কেহ ইহা বলিয়াছেন। তবে প্রসিদ্ধ মত হইল যে, তাঁহার নাম ছিল হাবীবা (রা)। পূর্বের বর্ণনাগুলিতেও এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদাহ, সাঈদ, আবদুল আলা, উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমার কাওয়ারীরী, আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আযীয বাগবী, আবূ ইউসুফ, ইয়াকুব ইব্ন ইউসুফ তাব্বাখ ও ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন বাত্তা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জামিলা বিনতে সুলুল (রা) নবীর (সা) নিকট আসিয়া বলিলেন— আল্লাহ্র শপথ! ছাবিত ইব্ন কাইসের উপর তাহার ধর্মাচরণ ও চরিত্রের ব্যাপারে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি

ইসলামের মধ্যে কুফরের সংমিশ্রণ পসন্দ করি না। এবং আমি এখন এই ব্যাপারে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ইহার পর নবী (সা) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি তাহাকে বাগান দিয়া দিবে? মহিলা বলিলেন, জ্বী হাঁ, দিব। অতঃপর নবী (সা) তাহার স্বামীকে বলিলেন, যাহা দিয়াছিলে তাহা ছাড়া বেশি নিও না।

আবদুল আলা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মারওয়ান, মুসা ইব্‌ন হারূন ও ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আজহার ইব্‌ন মারওয়ানের সনদে ইব্‌ন মাজাহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রটি উত্তম ও শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রুবাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হুসাইন ইব্‌ন ওয়াকিদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন ওয়াযিহ, ইব্‌ন হুমাইদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ জামীলা বিনতে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সুলুল (রা) ছাবিত ইব্‌ন কাইসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীকে অপসন্দ করিলে নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলেন— হে জামীলা! ছাবিতের কোন কাজটি তোমার খারাপ লাগে? জামীলা (রা) বলিলেন, তাহার ধর্ম বিষয়ক এবং চারিত্রিক কোন বিষয়ই আমার নিকট অপসন্দনীয় নয়। তবে তাহার অসুন্দর ও কুৎসিৎ অবয়বই আমার নিকট অপসন্দনীয়। ইহার পর রাসূল (সা) মহিলাকে বলিলেন—তাহাকে বাগানটি ফিরাইয়া দিতে রাজী আছ? তিনি বলিলেন, জ্বী, রাজী আছি। অতঃপর বাগান ফিরাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জারীর, ফুযাইল, মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আ'লা ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আবূ জরীর (র) ইকরামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আসলে ইসলামে খোলা'র কোন অস্তিত্ব আছে কি? উত্তরে ইকরামা (রা) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বরিয়াছেন-ইসলামে প্রথম খোলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইর বোনের ব্যাপারে। কেননা, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথা আর আমার স্বামীর মাথা আর কোন জিনিস কখনও একত্রিত করিতে পারিবেন না। কেননা, কয়েক জন লোকের সঙ্গে আমার স্বামী আসিতেছিল। দৈবাৎ তখন আমি তাঁবুর পর্দা উঠাইয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা কালো, খাট ও কুৎসিত। তাঁহার স্বামী ইহা শুনিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাকে আমার সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম ও অতি ফলনী একটি বাগান দিয়াছিলাম। সে যদি আমাকে তাহা ফিরাইয়া দেয় তাহা হইলে আমিও তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব। ইহার পর হুযুর (সা) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তুমি কি বল? তিনি বলিলেন, আমি রাজী। যদি ইহার চাইতে বেশী চায় তাহা হইলেও রাজী আছি। অতঃপর তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

আমর ইব্‌ন শুআয়েবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, আমর ইব্‌ন শুয়ায়েব, হাজ্জাজ, আবূ খালিদ আহমার, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন মাজাহ্ বর্ণনা করে যে, আমর ইব্‌ন শুআয়েবের দাদা বলেন ঃ হাবীবা বিন্‌তে সহল (রা) ছাবিত ইব্‌ন কায়েস ইব্‌ন শিমাসের (রা) স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ছাবিত (রা) ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তি। তাই হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া বলেন, আল্লাহর কসম! আমার যদি আল্লাহর ভয় না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমার নিকট গমন করিলেই তাহার মুখে থুথু মারিয়া দিতাম।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- তোমাকে দেওয়া তাহার বাগান তুমি তাহাকে ফিরাইয়া দিতে রাজী আছে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ রাজি আছি। তিনি বাগানটি তাহাকে ফিরাইয়া দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

তবে এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, খোলা'র ব্যাপারে স্বামীর স্ত্রীকে প্রদত্ত বস্তু হইতে বেশি নেওয়া জায়েয আছে কিনা? জমহুর বলিয়াছেন যে, জায়েয আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইহা সাধারণভাবেই বলিয়াছেন যে, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়া অব্যাহতি নিয়া নেয় তাহা হইলে ইহাতে উভয়ের কোন পাপ নাই।

কাছীরের গোলাম ইব্‌ন সামুরা হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, ইব্‌ন আলীয়া, ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন সামুরা বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এর নিকট এক মহিলা আসিয়া তাহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিলে তিনি মহিলাকে পূঁতিগন্ধময় একটা প্রকোষ্ঠে বন্দী করিয়া রাখার নির্দেশ দেন। পরে মহিলাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কেমন ছিলে ? উত্তরে মহিলা বলেন, আমি তাহার নিকট কখনও আরাম পাই নাই। দীর্ঘদিন পর এই একটি রাতই আমি আরামে কাটাইয়াছি।

উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, তাহাকে তাহার অলংকারের বিনিময়ে হইলেও অব্যাহতি দাও। ইব্‌ন সামুরার গোলাম কাছীর হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাহাকে তিন দিন পর্যন্ত কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা ও সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা উমরের (রা) নিকট তাহার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করিলে উমর (র) তাহাকে একটি পূঁতিগন্ধময় কুঠরীতে বন্দী করিয়া রাখেন। অতঃপর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া সকাল হইলে উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি অতিবাহিতের স্থানটা কেমন লাগিল ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এই রাত্রির চাইতে অধিক আরামের রাত্রি তাহার সংগে আমার একটিও অতিবাহিত হয় নাই। অতঃপর উমর (রা) তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, তাহার কাছ হইতে এক গুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হইলেও তাহাকে অব্যাহতি দান কর।

বুখারী (র) বলেন ঃ উছমান (রা) চুলের গুচ্ছ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে খোলা জায়েয বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তাঁহাকে রবী' বিনতে মুয়াউয়াজ ইব্‌ন আ'ফরা বলিয়াছেন যে, আমার স্বামী বাড়িতে থাকিলেও আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন না। আর বিদেশে থাকিলে তো সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিতাম। একদিন তাহার সাথে আমার ঝগড়া হইলে আমি তাহাকে বলিলাম, আপনার দেয়া আমার নিকট যাহা রহিয়াছে তাহার সবকিছুর বিনিময়ে হইলেও আপনি আমাকে 'খোলা' দান করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ, ঠিক আছে। আমি বলিলাম, ঠিক হইলে

তাহাই হুউক। অতঃপর এই ঘটনাটি আমার চাচা মুআয ইব্ন আ'ফরা (রা) হযরত উছমানের (রা) কর্ণগোচর করিলে তিনি বলেন, চুলের গুচ্ছ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিসের বিনিময়ে 'খোলা' করিতে পারিবে।

মোটকথা, অল্প-বেশি তুচ্ছ-মূল্যবান যাহা কিছু তাহার কাছে আছে সব কিছুই গ্রহণ করিতে পারিবে একমাত্র চুলের বেনী ব্যতীত।

ইব্ন উমর (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, নাখঈ, কুবাইসা, ইব্ন জুবায়ের, হাসান ইব্ন সালেহ ও উছমান বাত্তী প্রমুখেরও এই অভিমত। ইমাম মালিক, লায়েস, ইমাম শাফেঈ ও আবূ ছাওরের মাযহাব ইহাই। জারীরও এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফার (র) সহচরবৃন্দের অভিমত হইল এই যে, স্ত্রীর দোষে যদি 'খোলা' হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহার প্রদত্ত সকল সম্পদই গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে উহার অতিরিক্ত নেওয়া বৈধ নহে। হাঁ, যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত কিছু দেয় তাহা নেওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে স্বামীর দোষে যদি খোলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী কিছুই ফেরত পাইবে না। হাঁ, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় কিছু দেয়, তাহা স্বামীর জন্য নেওয়া বৈধ।

ইমাম আহমদ (রা), আবূ উবায়েদ ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুখ বলেনঃ যে কোন অবস্থায় স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ নহে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আতা, উমর ইব্ন শুআয়েব, যুহরী, তাউস, হাসান, শা'বী, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও রবী ইব্ন আনাস প্রমুখও উপরোক্ত মত পোষণ করেন।

মুআম্মার ও হাকাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ খোলা গ্রহণকরিণী মহিলা হইতে তাহাকে প্রদত্ত বস্তুর চাইতে অধিক কিছু গ্রহণ করিও না। ইমাম আওযাঈ বলেনঃ বিচারকগণ স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীর প্রদত্ত বস্তুর অধিক কিছু গ্রহণ করা স্বামীর জন্য বৈধ মনে করেন না।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ উপরোক্ত অভিমত পোষণকরীদের দলীল হইল পূর্বোক্ত সেই হাদীসটি, যাহাতে ছাবিত ইব্ন কায়েস ও তাহার স্ত্রী হাবীবার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা ও কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ছাবিত ইব্ন কায়েসকে নির্দেশ দিলেন- 'তুমি স্ত্রীর নিকট হইতে বাগানটির অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করিও না।'

আতা হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন জারীর, সুফিয়ান, কুবায়সা ও আব্দ ইব্ন হুমায়েদ বর্ণনা করেন যে, আতা বলেন ঃ রাসূল (সা) খোলা গ্রহণকারিণীর নিকট হইতে স্বামী কর্তৃক তাহার প্রদত্ত বস্তুর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা অপসন্দ করিতেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতের একাংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা স্বরূপ আসিয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ অর্থাৎ স্বামী বিবাহের চুক্তি মোতাবেক স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছিল তাহা যদি স্ত্রী খোলার জন্য ফেরত দেয়, তাহা গ্রহণ করিলে কাহারও কোন পাপ হইবে না। মূলত ইহা হইল আয়াতের পূর্ববর্তী অংশের ব্যাখ্যা। উহাতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلاَ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَنْ لاَ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তাকে তোমাদের দেওয়া সম্পদ হইতে কোন কিছু ফেরত নিও না। তবে হাঁ, যদি তোমরা উভয়ে এই আশংকায় খোলা তালাক গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহা হইল فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক ফেরত দেয়া বস্তু স্বামী গ্রহণ করিলে উভয়ের কাহারও কোন পাপ হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ এই হইল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। তাই ইহা অতিক্রম করিও না। আর যাহারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করিবে, তাহারাই যালিম।

বিশেষ অনুচ্ছেদ

ইমাম শাফেঈ (র) বলেন ঃ আমাদের সহচরদের ভিতরে খোলা তালাকের ব্যাপারে ব্যাপক মতানৈক্য রহিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার ও সুফিয়ানের মাধ্যমে আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী হইতে খোলা তালাক গ্রহণ করে, তাহা হইলে উভয়ে ইচ্ছা করিলে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে। তাঁহার দলীল হইল আলোচ্য আয়াতের এই অংশটি ঃ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ .... اَنْ يَّتَرَاجَعَا

ইকরামা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আমর, সুফিয়ান ও ইমাম শাফেঈ (র) বলেন যে, ইকরামা (রা) বলেন ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে যদি সম্পদকে সম্পৃক্ত করা হয় তাহা হইল তালাক হইবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, আমর ইব্‌ন দীনার, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও ইমাম শাফেঈ (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন ওয়াক্কাস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন-কেহ যদি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর খোলা তালাক গ্রহণ করে, তাহা হইলে কি তাহাদের পুনঃবিবাহ হইতে পারিবে ? তদুত্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-হাঁ পারিবে।

কারণ খোলা তালাক মূলত তালাক নহে। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের প্রথমাংশে ও শেষাংশে তালাকের কথাই বলিয়াছেন, আর মাঝখানে শুধু খোলার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায়, খোলা তালাক মূলত তালাকের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করেন اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ (তালাক দুইবার হইতে পারিবে। অতঃপর হয় তাহাকে নিয়ম মাফিক রাখিবে, অন্যথায় সহৃদয়তার সহিত বর্জন করিবে।) অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন ঃ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (তারপরও যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য স্বামী গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার জন্য হালাল হইবে না)।

অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেনঃ খোলা মূলত তালাক নয়, বরং উহা বিবাহকে বাতিল করিয়া থাকে। হযরত উছমান (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাউস ও ইকরামার অভিমতও তাহাই। তাহাদের সূত্রে আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া, আবূ ছাওর, দাউদ ইব্‌ন আলী জাহেরী প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম শাফেঈর (রা) পূর্ব অভিমতও ইহাই ছিল। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই মতেরই পরিপোষক।

খোলার ব্যাপারে দ্বিতীয় মত হইল এই যে, যদি খোলা দ্বারা একাধিক তালাকের নিয়াত করে তাহা হইলে বাইন তালাক হইবে। উম্মে বকর আসলামিয়া হইতে পর্যায়ক্রমে জমহানের পিতা, জমহান, হিশাম ইব্ন উরওয়া ও মালিক বর্ণনা করেন যে, উম্মে বকর আসলামিয়া বলেনঃ আমার স্বামী হইতে খোলা গ্রহণ করার পর এই ব্যাপার নিয়া আমি হযরত উছমান (রা) এর নিকট গেলে তিনি বলেন-ইহার দ্বারা তালাক হইয়া গিয়াছে। যদি নির্দিষ্ট কোন তালাকের সংখ্যা বলিয়া থাক তাহা হইলে তাহাই কার্যকরী হইবে।

অবশ্য উক্ত বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী জমহান অপরিচিত ব্যক্তি। তাই আহমদ ইব্ন হাম্বল বর্ণনাটিকে যঈফ বলিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

উমর (রা), আলী (রা) ইব্ন মাসউদ (রা), ইব্ন উমর (রা) প্রমুখের সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, হাসান আতা, শুরায়েহ, শা'বী ইবরাহীম এবং জাবির ইব্ন যায়েদেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, ছাওরী, আওযাঈ, আবূ উছমান বাত্তী ও ইমাম শাফেঈ (র)-এর পরবর্তী মত ইহাই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমতের তাৎপর্য হইল এই যে, খোলা গ্রহণকারী যদি এক তালাকের নিয়াত করে, এক তালাক হইবে। দুই তালাকের নিয়াত করিলে দুই তালাক হইবে এবং তিন তালাকের নিয়াত করিলে তিন তালাক হইবে। আর যদি সে কিছু না বলে তাহা হইল এক তালাক বাইন হইবে। ইমাম শাফেঈ (র)-এর একটি অভিমত হইল এই যে, যদি খোলার সময়ে তালাক শব্দ ব্যবহৃত না হয় কিংবা এই ধরনের কিছু প্রমাণিতও না হয়, তাহা হইলে তালাকই হইবে না।

মাসআলা

ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হানীফা (রা), ইমাম শাফেঈ (রা), ইমাম আহমদ (র) ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র) প্রমুখ ইমামের অভিমত হইল এই যে, খোলাপ্রাপ্তা মহিলা যদি ঋতুবতী হয় তাহা হইলে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার মতই তাহার ইদ্দত হইল তিন হায়েয।

উমর (রা), আলী (রা) ও ইব্ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদেরই সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, উরওয়া, মালিক, আবূ সালমা, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, ইব্ন শিহাব, হাসান, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, আবূ ইয়ায, খাল্লাস ইব্ন উমর, কাতাদা, সুফিয়ান ছাওরী, আওযাঈ, লায়েছ ইব্ন সাআদ, আবুল আবীদ প্রমুখও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের অধিকাংশের অভিমত ইহাই। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু খোলাও এক প্রকারের তালাক, তাই উহার ইদ্দতও তালাকের ইদ্দতের অনুরূপ।

খোলার ইদ্দত সম্পর্কিত দ্বিতীয় মত হইল এই যে, উহার ইদ্দত মাত্র এক ঋতু। ইহাতেই তাহার ভ্রূণ পরিচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ ও ইব্ন শায়বা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেনঃ রবীআ তাহার স্বামীর নিকট হইতে খোলা করিয়া তাহার চাচা উছমান (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে মাত্র এক ঋতু ইদ্দত পালন করিতে বলেন। কিন্তু ইব্ন উমর (রা) খোলার জন্য তিনি ঋতু ইদ্দত পালন করিতে বলিলেন। তবে তিনি সাথে সাথে এই কথাও বলিলেন যে, উসমান (রা) আমাদের চাইতে অধিক উত্তম ও অধিক জ্ঞানী ছিলেন। অবশ্য এক বর্ণনায় ইব্ন উমর (রা)-ও এক হায়েয

ইদ্দতের কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, উবায়দুল্লাহ ও ইবাদাহ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ খোলার ইদ্দত মাত্র এক হায়েয।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে তাউস, লায়েছ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুহারিবী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার ইদ্দত হইল তিন হায়েয। ইকরামা ও আব্বান ইব্‌ন উসমানের অভিমতও এক হায়েযের অনুকূলে। যাঁহারা এক হায়েয ইদ্দতের পক্ষপাতী, তাহারা বলেন, খোলা দ্বারা বিবাহ নষ্ট হয়, উহা তালাক নহে। তাহাদের দলীল হইল ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবূ দাউদের উদ্ধৃত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীস।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আমর ইব্‌ন মুসলিম, মুআম্মার, হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ, আলী ইব্‌ন ইয়াহয়া ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম বাগদাদী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হুযুর (সা)-এর যমানায় ছাবিত ইব্‌ন কায়েসের স্ত্রী তাহার নিকট হইতে খোলা করিলে হুযুর (সা) তাহাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করিতে বলিয়াছিলেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের। অবশ্য ইকরামা হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্‌ন মুসলিম মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের সনদে ইহা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

রবীআ্ বিনতে মুআওয়াজ ইব্‌ন আফরা হইতে পর্যায়ক্রমে সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, আলে তালহার গোলাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, সুফিয়ান, ফযল ইব্‌ন মূসা, মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, রবীআ বিনতে মুআওয়াজ বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় খোলা করিলে তিনি আমার অথবা আমার স্বামীর নিকট আমাকে এক হায়েয ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) তাহাকে এক হায়েয পর্যন্ত ইদ্দাত পালনের নির্দেশ দেন।

রবীআ বিনতে মুআওয়াজ ইহতে ভিন্ন সূত্রে পর্যায়ক্রমে ইবাদা ইব্‌ন ওলীদ ইব্‌ন ইবাদা ইব্‌ন সামিত, ইব্‌ন ইসহাকদ, ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহী ইব্‌ন সা'দ, আলী ইব্‌ন সালমা নিশাপুরী ও ইমাম ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, রবীআ ইব্‌ন মুআওয়াজ বলেনঃ আমি আমার খোলা সম্পন্ন করার পর হযরত উছমান (রা)-এর নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-আমার ইদ্দত কিরূপ হইবে ? তিনি বলিলেন, উহার ইদ্দত নাই। তবে যদি খোলা গ্রহণের পূর্বক্ষণে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া থাক, তাহা হইলে একটি ঋতু আসা পর্যন্ত তাহার নিকট অবস্থান কর। অবশ্য মরিয়াম মুগনিয়ার খোলার ব্যাপারে তিনি হুযুর (সা)-এর নির্দেশেরই অনুরসরণ করিয়াছিলেন।

রবীআ বিনতে মুআওয়াজ হইতে ক্রমাগত মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইব্‌ন ছাওবান, আবূ সালমা, আবুল আসওয়াদ ও ইব্‌ন লাহিয়া বর্ণনা করেন যে, রবীআ বিনতে মুঅওয়াজ বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, ছবিতে ইব্‌ন কায়েসের স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত খোলা করিলে হুযুর (সা) তাহাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করিতে নির্দেশ দেন।

মাসআলা

জমহুর উলামা ও ইমাম চতুষ্টয়ের মতে খোলা গ্রহণকারিণী স্ত্রীকে তাহার স্বামী রাজি খুশি

না করিয়া ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। কেননা সে সম্পদ দিয়া নিজকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া নিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফী, মাহান হানাফী, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও ইমাম যুহরী প্রমুখ বলেন ঃ স্বামী তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দিলে তাহার সম্মতি ছাড়াই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। আবূ ছাওরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে সুফিয়ান ছাওরী বলেন ঃ খোলার মধ্যে তালাকের কোন উল্লেখ যদি না থাকে তাহা হইলে উহাকে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ মনে করিতে হইবে। সুতরাং এই অবস্থায় ফিরাইয়া নেওয়ার কোন অধিকারই থাকে না। তবে যদি তালাকের উল্লেখ থাকে তাহা হইলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরাইয়া নিতে পারিবে। দাউদ ইব্‌ন আলী জাহেরীও ইহা বলিয়াছেন।

অবশ্য সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মত থাকিলে ইদ্দতের মধ্যে তাহারা পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারিবে। কেবলমাত্র শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার এক দলের বরাতে বলেন ঃ ইদ্দতের মধ্যে যেমন স্ত্রী কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না, তেমনি তাহার স্বামীও তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। অবশ্য এই অভিমতটি একান্তই বিরল ও বর্জনীয়।

মাসআলা

খোলা প্রাপ্তা স্ত্রীলোককে আবার তালাক দেওয়া যায় কি ? এই ব্যাপারে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

(এক) ইদ্দতের মধ্যে আর কোন তালাক কার্যকর হইবে না। কারণ, সে এখন স্বামীর অধিকার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন। ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন যুবায়ের (রা), ইকরামা, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, হাসান বসরী, ইমাম শাফেঈ, ইমাম ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহবিয়া ও আবূ ছওর প্রমুখ এই মত পোষণ করেন।

(দুই) ইমাম মালিক (র) বলেন; খোলার পর নিশ্চুপ না থাকিয়া যদি সংগে সংগে তালাক দেয় তাহা হইলে তালাক কার্যকর হইবে। পরে দিলে হইবে না। ইব্‌ন আবদুল বার বলেন ঃ এই মতটি উসমান (রা)-এর বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(তিন) খোলাপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের মধ্যে যখনই তালাক দিবে তখনই কার্যকর হইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র), তাহার সহচরবৃন্দ, ছাওরী ও আওযাঈ এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহা ছাড়া সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, শুরায়হ, তাউস, ইবরাহীম, যুহরী, হাকাম, হিকাম ও হাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুলায়মানও এই মত সমর্থন করেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও আবূ দারদা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ইব্‌ন আবদুল বার বলেন ঃ উপরোক্ত অভিমতটি যে তাহাদের নিকট হইতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সুপ্রমাণিত নহে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থাৎ এই বিধানসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাই তোমরা উহা অতিক্রম করিও না। যাহারা উহা অতিক্রম করিবে তাহারা

অবশ্যই যালিম।

হাদীসেও অনুরূপ বক্তব্য রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে- 'আল্লাহ তা'আলা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, অতএব উহা অতিক্রম করিও না। তিনি নির্দিষ্ট বিষয়গুলি ফরয করিয়াছেন, অতএব উহা বিনষ্ট করিওনা। তিনি নিকৃষ্ট ও গর্হিত কাজগুলি হারাম করিয়াছেন, উহার অবমাননা করিও না আর যেসব বিষয়ে তিনি মেহেরবানি করিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন, সেইগুলির ব্যাপারে তোমরা প্রশ্ন তুলিও না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ভুল-ক্রটি হইতে পূর্ণ পবিত্র।'

একই কথায় তিন তালাক দেওয়া হারাম-এই মতের প্রবক্তারা আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইহা ইমাম মালিক (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের মাযহাব। তাহাদের নিকট একটি করিয়া তালাক দেওয়া সুন্নত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ তালাক দুইবার। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন -'এই হইল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। কাজেই তোমরা ইহা অতিক্রম করিও না। বস্তুত যাহরা আল্লাহর দেওয়া গণ্ডী অতিক্রম করে তাহারাই যালিম।'

সুনানে নাসায়ীতে উদ্ধৃত মাহমুদ ইব্ন লবীদের বর্ণনাটি এই অতিমতকে অধিকতর জোরদার করিয়াছে। মাহমুদ ইব্ন লবীদ হইতে পর্যায়ক্রমে মাখরামা ইব্ন বুকায়ের, বুকায়ের, ইব্ন ওহাব ও সুলায়মান ইব্ন দাউদ বর্ণনা করেন যে, মাহমুদ ইব্ন লবীদ বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি একই সংগে তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। এই খবর রাসূল (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি দাঁড়াইয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন-আমি বর্তমান থাকিতেই তোমরা আল্লাহর কিতাব লইয়া খেলা শুরু করিয়াছে ? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে- হে আল্লাহর রাসূল ? আমি কি তাহাকে হত্যা করিব না ? অবশ্য এই বর্ণনাটির সূত্র পরম্পরায় ছেদ রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দিবার পর তৃতীয় তালাক দেয়, তখন তাহার জন্য সেই স্ত্রী ব্যবহার করা হারাম হইয়া যায়। হাঁ, যদি তাহাকে অন্য কেহ বিবাহ করিয়া তালাক দেয় তাহা হইলে তাহাকে পুনর্বিবাহ করা হালাল হইবে। কিন্তু বিবাহ ছাড়া যদি সে কোন পুরুষের সংগলাভ করে কিংবা কাহারও দাসী হয়, তাহা হইলেও সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। কেননা, উহাতে তাহার জন্য স্বামী গ্রহণ করার শর্ত পূরণ হয় না। তেমনি যদি সে যথারীতি দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সহিত তাহার সহবাস না হয়, তাহা হইলেও সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে না।

কেননা তখন দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হয় না।

অবশ্য হযরত সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব সম্পর্কে ফিকাহবিদগণের মধ্যে খ্যাত আছে যে, তিনি বলেন ঃ বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী সহবাস না করিয়া তালাক দিলেও সে তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যাইবে। তবে এই বর্ণনাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার তাঁহার 'ইসতিকার নামক কিতাবে এই সংশয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন উমর (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মালেক ইব্ন আবদুল্লাহ, সালিম ইব্ন রাযীন, আলকামা ইব্ন মারসাদ, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর, ইব্ন বাশার ও আবূ জাফর ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

"নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বেই তালাক দেয় এবং সেই মহিলা যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া সহবাসের পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা হয় তখন কি তাহার পূর্ব স্বামী তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে ? নবী করীম (সা) উত্তর দিলেন-পারিবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামীর সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।"

উল্লেখ্য যে, এই বর্ণনাটিও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের এবং বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন ইব্ন জারীর। ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। বর্ণনাটি এইরূপ -নবী করীম (সা) হইতে ইব্ন উমর, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, সালেম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, সালেম ইব্ন রযীন, আলকামা ইব্ন মারসাদ, শু'বা ও মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর বর্ণনা করেন ঃ "নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর উক্ত মহিলা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দিল। এমতাবস্থায় কি প্রথম স্বামী তাহাকে পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন, যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহণ করিবে ততক্ষণ পারিবে না।"

ইমাম নাসায়ী আমর ইব্ন খালফী আল-ফাল্লাস হইতে ও ইমাম ইব্ন মাজা মুহম্মদ ইব্ন বাশশার বিন্দার হইতে এবং উভয়ে শু'বা হইতে মুহাম্মদ ইব্ন জাফর গুন্দরের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্ন উমর (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের উপরোক্ত বর্ণনাটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার যে মন্তব্য ও বর্ণনা প্রথমে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দুর্বল ও স্ববিরোধী। তাই তাহার বর্ণিত শক্তিশালী হাদীসের মোকাবেলায় তাহার ব্যক্তিগত দলীলবিহীন উক্তির কি মূল্য থাকিতে পারে ? আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন জারীর ইব্ন উমর (রা) হইতে নিম্ন হাদীসটি উদ্ধৃত করেন ঃ

ইব্ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে রযীন ইব্ন সুলায়মান আনসারী, আলকামা ইব্ন মারছাদ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ায় সে অন্যত্র বিবাহ বসে। কিন্তু স্বামী তাহার সহিত দরজা বন্ধ করিয়া ও পর্দা ঝুলাইয়া একান্তে সহবাস করার পূর্বেই তালাকপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন- না, যতক্ষণ না সে যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

অপর এক হাদীসে আনাস ইব্ন মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াযীদ হানায়ী, মুহাম্মদ ইব্ন দীনার, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর অন্য এক জনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু সে তাহার সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই

তাহাকে তালাক দেয়। এই অবস্থায় সেই মহিলাকে তাহার পূর্ব স্বামী বিবাহ করিতে পারিবে কি ? রাসূল (সা) তদুত্তরে বলিলেন-না, যতক্ষণ না তাহার দ্বিতীয় স্বামী তাহার মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে ও সে তাহার দ্বিতীয় স্বামীর মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন দীনার হইতে পর্যায়ক্রমে হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আনমাতী ও ইমাম ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বর্ণানা করেন।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইব্‌ন আবূ ফুরাত বলেন-উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্‌ন দীনার ইব্‌ন সান্দাল আবূ বকর ইযদী (পরবর্তীকালে তায়ী ও বসরী বলিয়া পরিচিত) সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। কেহ তাহাকে দুর্বল এবং কেহ আবার তাহাকে সবল ও উত্তম বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তবে আবূ দাউদ (র) বলেন-মৃত্যুর প্রাক্কালে লোকটি বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অপর এক হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হারিছ গিফারী, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর শায়বান, তাহার পিতা, উবায়েদ ইব্‌ন আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস আসকালানী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"রাসূল (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর যদি সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়, তাহা হইলে কি তাহাকে প্রথম স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে ? হুযুর (সা) বলেন-না, যতক্ষণ না একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।" অপর এক রিওয়ায়েতে শায়বান অর্থাৎ ইব্‌ন আবদুর রহমানও অনুরূপ বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল হারিছ অপ্রসিদ্ধ।

অপর এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়কমে কাসিম, আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

"আমি রাসূল (সা)-কে এই প্রশ্ন করিলাম যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় তাহার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু সহবাসের পূর্বেই দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে তালাক দেয়। সে অবস্থায় প্রথম স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিতে পরিবে কি ? তদুত্তরে রাসূল (সা) বলেন-না, যতক্ষণ না সে প্রথম স্বামীর মত দ্বিতীয় স্বামীরও যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে।"

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী (র) প্রমুখও হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কাসিম ইব্‌ন আবূ জুবায়ের ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর আল উমরীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

অপর এক সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়াদ (র), ইব্‌রাহীম, আ'মাশ এবং আবূ মুআবিয়া হইতে আবূ হালিম রিফায়ী, সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইসমাঈল হিবারী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

"রাসূল (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওযায় সে অন্য স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সহবাস করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়। এমতাবস্থায় সে কি তাহার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে ? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন-ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহার দ্বিতীয় স্বামীর সহিত যৌন সম্পর্ক আদান প্রদান না করিবে।"

নাসায়ী (র) আবূ কুরায়েব হইতে ও আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাদ হইতে এবং তাহারা উভয়ে আবূ মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

সহীহ্ মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) মুসাদ্দাদ হইতে এবং তাহারা উভয়ে আবু মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় যহরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হিশামের পিতা, হিশাম, আবূ উসামা ও মুহাম্মদ ইব্ন আলা আল হামদানী বলেনঃ

"জনৈক মহিলাকে কোন এক পুরুষ বিবাহ করিয়া পরে তালাক দেওয়ায় সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পূর্বেই তাহাকে তালাক দেয়। তখন রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাস করা হয় যে, সেই মহিলা পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইবে কি ? তদুত্তরে তিনি বলেন-না যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তাহার যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে (ততক্ষণ প্রথম স্বামীর জন্য সে হালাল হইবে না।)

ইমাম মুসলিম (র) বলেনঃ উক্ত হাদীস আবূ বকর ইব্ন শায়বা, আবূ ফুযায়েল, আবূ কুরায়েব ও আবূ মুআবিয়া প্রমুখ শুধু হিশামের সূত্রেই বর্ণনা। করেন ইমাম বুখারীও উহা হিশাম হইতে আবূ মুআবিয়া মুহাম্মদ ইব্ন হালিমের সূত্রে বর্ণনা করেন।

অবশ্য ইমাম মুসলিম উহা ভিন্ন দুইটি সূত্রেও আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর ইমাম ইব্ন জারীর মারফূ সূত্রে হযরত আয়েশা (রা হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া ও আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের সনদে উহা বর্ণনা করেন। এই সনদটি অতি উত্তম। ইব্ন জারীর অপর এক সনদে রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে হযরত আয়েশা (রা), মুহাম্মদের মাতা আমীনা ও আলী ইব্ন যায়েদ ইব্ন জাদআদের সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারীর বর্ণিত হাদীসের বিভিন্ন মতের সংক্ষিপ্ত সার এইঃ নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে হযরত আয়েশা (রা, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইয়াহয়া, আমর ইব্ন আলী ও ইমাম বুখারী এবং আয়েশা (রা) হইতে উরওয়া, হিশাম, আব্বাস, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

"হযরত আয়েশা (রা) বলেন-রাফাআতুল কারযী বিবাহ করার পর স্ত্রীকে তালাক দেন। উক্ত স্ত্রীলোকটি (দ্বিতীয় স্বামী সম্পর্কে) রাসূল (সা)-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, সে আমার যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণে অক্ষম এবং সে এই ব্যাপারে কাপড়ের আঁচল হইতে অধিক নহে, তাই পূর্ব স্বামীর কাছে যাইতে চাই। উত্তরে রাসূল (সা) বলেন, তাহা হইবে না, যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তাহার যৌন স্বাদ গ্রহণ কর।"

একমাত্র ইমাম বুখারীই এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অপর এক সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল আলা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেনঃ

"একদা রাফআতুল কারযীর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর দরবারে আসেন। তখন আমি এবং আবূ বকর (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে বলিল-রিফাআত আমাকে তালাক দিয়াছে এবং আমি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়েরের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তাহার অবস্থা হইল কাপড়ের আঁচলের মত। এই বলিয়া সে রাসূল (সা)-এর সামনে ওড়নার আঁচল নাড়াইয়া দেখাইল। খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্নুল আস্ দুয়ারে দাঁড়ানো ছিল। তাহাকে না বলিয়াই মহিলা

ভিতরে গিয়াছিল। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন–হে আবূ বকর! মহিলাটি রাসূল (সা)-এর সামনে যাহা করিতেছে তাহাতে আপনি বাধা দিতেছেন না কেন ? রাসূল (সা) ইহা শুনিয়া শুধুমাত্র মুচকি হাসি হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন–মনে হয় তুমি রিফাআর কাছে ফিরিয়া যাইতে চাও। তাহা হইবে না, যতক্ষণ না সে তোমার ও তুমি তাহার যৌন-স্বাদ গ্রহণ করিবে।

ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারকের, ইমাম মুসলিম আবদুর রাযযাকের ও ইমাম নাসায়ী ইয়াযীদ ইব্‌ন জারীজের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবদুর রাযযাকের সনদে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন ঃ 'রিফাআহ তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিল'।

এই সনদে আরও একদল উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাহা ছাড়া আবূ দাউদ সুফিয়ান ইব্‌ন উআ ইনার সূত্রে, বুখারী উকাইলের সূত্রে ও মুসলিম ইউনুস ইব্‌ন ইয়াযীদের সূত্রে উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী উহা বর্ণনা করেন আইয়ুব ইব্‌ন মূসা হইতে। সালেহ ইব্‌ন আবুল আখযার বলেন–তাহারা সকলেই হযরত আয়েশা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উরওয়া ও যুহরীর সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

যুবায়ের ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের ও মুসাওয়ার ইব্‌ন রাফাআতা আল কারযী হইতে ইমাম মালিক বর্ণনা করেন ঃ

"রাসূল (সা)-এর জীবদ্দশায় রাফাআতা ইব্‌ন সুমওয়াল তামীমা বিন্‌ত ওয়াহাবকে তিন তালাক দেন। অতঃপর তাহাকে আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়র বিবাহ করেন। কিন্তু উক্ত মহিলা অভিযোগ করেন যে, সে তাহার সহিত সহবাস করিতে অক্ষম। তাই উভয়কে যেন রাসূল (সা) আলাদা করিয়া দেন। তখন রাফাআতা ইব্‌ন সুমওয়াল তাহাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেহেতু সে তাহার প্রথম স্বামী ছিল, তাই রাসূল (সা) তাহাদের বিবাহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বলেন— সে তোমার জন্য হালাল হইবে না, যতক্ষণ না তুমি আবদুর রহমানের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিবে।"

ইমাম মালিক হইতে মুআত্তা সংকলকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই বর্ণনাসূত্রে ছেদ রহিয়াছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে যুবায়ের ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের রাফাআহ, মালিক, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহমানও পরম্পরা সূত্রে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

পরিচ্ছেদ

মোটকথা, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার অর্থ হইতেছে স্ত্রীর সহিত তাহার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া ও স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে রাখার উদ্দেশ্য থাকা। পূর্ব স্বামীর পুনর্বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার ইহাই হইল পূর্বশর্ত। ইমাম মালিক (র) এক্ষেত্রে বৈধ পন্থায় যৌন সম্পর্ককে শর্ত করিয়াছেন। তাই ইহরামের অবস্থায়, রোযার অবস্থায়, ইতিকাফের অবস্থায়, হায়েয নিফাসের অবস্থায় যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিলে ইহা দ্বারা সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। তেমনি যদি দ্বিতীয় স্বামী অমুসলিম হয়, তাহা হইলে এই বিবাহ দ্বারা কোন মুসলিম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। কেননা মুসলিম নারীর সহিত কাফিরের বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য।

শায়েখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার ইমাম হাসান বসরীয় উদ্ধৃতি দিয়া বলেন ঃ স্ত্রীর সহিত দ্বিতীয় স্বামীর যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে বীর্যপাত অপরিহার্য শর্ত। তাহার দলীল হইল রাসূলের (সা) এই বাণী–'যতক্ষণ না তোমরা একে অপরের যৌন স্বাদ গ্রহণ করিবে'।

এখানে উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী (র)-এর বর্ণিত হাদীসের দ্বারা যদি পুরুষের বীর্যপাত শর্ত হয় তাহা হইলে নারীর বীর্যপাত শর্ত হওয়া বুঝায়। মূলত উপরোক্ত হাদীসসমূহের عَسِيْلَةٌ শব্দটির অর্থ বীর্য নহে। কেননা ইমাম আহমদ (র) ও নাসায়ী (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন–সাবধান! আসীলাতা অর্থ হইল সহবাস।

আরও উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় বিবাহের উদ্দেশ্যই যদি হয় প্রথম বিবাহ হালাল করা, তাহা হইলে সেই বিবাহ নিন্দনীয় ও অভিশপ্ত। তাই জমহুর ইমামদের অভিমত হইল এই যে, এরূপ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টত প্রকাশ পাইলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

উক্ত অভিমত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথম হাদীস

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুযায়েল, আবূ কায়েস, সুফিয়ান, ফযল ইব্‌ন হাকীম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ উলকী প্রদানকারিণী ও উলকী গ্রহণকারিণী, কেশ বিন্যাশকারিণী ও কেশ বিন্যাশ গ্রহণকারিণী, হিলা গ্রহণকারী ও হিলা গ্রহণকারিণী এবং সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতাদের উপর রাসূল (সা) অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন'।

উপরোক্ত সনদে এই হাদীস ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আরও বলেন– আহলে ইল্‌ম ইমামগণ এই হাদীসের উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন হযরত উমর (রা), উছমান (রা), ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ। তাবেঈন ও ফকীহগণের মাযহাব ইহাই। আলী (রা), ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখের অভিমতও ইহাই।

অপর এক সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল ওয়াকিল, আবদুল করীম, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

'যে ব্যক্তি হিলা করে এবং যাহার জন্য হিলা করে তাহারা উভয়ই অভিশপ্ত'।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) অপর এক সূত্রে পর্যায়ক্রমে হারিছ আল আওয়ার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুর্রা, আ'মাশ, ইমাম নাসায়ী ও আহমদ বর্ণনা করেন ঃ 'সুদ দাতা, সুদ গ্রহীতা এবং জ্ঞাতসারে সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা অভিশপ্ত। তেমনি কেশ বিন্যাসকারিণী ও কেশ বিন্যাস গ্রহণকারিণী, যাকাত অস্বীকারক ও যাকাত গ্রহণে আতিশয্যকারী, হিজরতের পরে ইসলাম বর্জনকারী এবং হিলা গ্রহণকারীরা সকলেই কিয়ামত পর্যন্ত রাসূল (সা) কর্তৃক অভিশপ্ত থাকিবে।

দ্বিতীয় হাদীস

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, শা'বী, জাবির, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'সুদ দাতা ও গ্রহীতা, সুদের সাক্ষ্যদাতা ও লেখক, সৌন্দর্যের জন্য চিত্রাংকনকারী ও উহা গ্রহণকারী, সাদকা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী এবং হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর প্রতি রাসূল (সা) অভিসম্পাত করিয়াছেন। তেমনি তিনি মাতম করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।'

হযরত আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, শা'বী, ইব্‌ন ইয়াযীদ ওরফে জাবির, শু'বা ও গুন্দুরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, হুসায়েন ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুখালিদ ইব্‌ন সাঈদ ও শা'বী (র) হইতে ইব্‌ন আওনও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও শা'বীর উদ্ধৃত হাদীসেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অপর এক হাদীসে আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, আবূ ইসহাক, ইসমাঈল, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'সুদ দাতা ও গ্রহীতা, সুদের লেখক ও সাক্ষ্যদাতা, হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারীর উপর রাসূল (সা) লা'নত করিয়াছেন'।

তৃতীয় হাদীস

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে শা'বী, মুজালিদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ আল আয়সী, আশআস ও আবু সাঈদ আশাজ এবং আলী (রা) হইতে হারিছ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ও হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত দান করিয়াছেন।'

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ এই হাদীসের সনদ শক্তিশালী নহে। কারণ মুজালিদ নামক বর্ণনাকারী খুবই দুর্বল এবং সে আলিম নহে। এই হাদীসটি আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে জাবির, শা'বী, মুজাহিদ ও ইব্‌ন নুমায়েরের নির্ভরযোগ্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে ইব্‌ন নুমায়রের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করা হইয়াছে। তবে প্রথম হাদীসটি সূত্র বিচারে বিশুদ্ধতম হিসাবে সুপরিচিত।

চতুর্থ হাদীস

উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাসআব মাযরাহ ওরফে ইব্‌ন আহান, লায়েছ ইব্‌ন সা'আদ,উছমান ইব্‌ন সারেহ মিসরী, ইয়াহয়া ইব্‌ন উছমান ও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

'একদা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রশ্ন করেন– আমি তোমাদিগকে ধার করা ষাঁড় সম্পর্কে বলিব কি ? সকলেই সমস্বরে জবাব দিল–হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বলিলেন–উহা হইল হিলাকারী। কেননা আল্লাহ তা'আলা হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।'

অবশ্য এই হাদীসটি একমাত্র ইব্‌ন মাজাই বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে অন্যরা ইহার বর্ণনায় উছমানের উপস্থিতির কারণে ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিয়াছেন।

তবে আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি– উছমান একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কারণ, ইমাম বুখারী তাহার সহীহ সংকলনে উছমানের বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে অনেকেই তাহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। লায়েছ, আবূ সালেহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ, আল আব্বাস

ওরফে ইব্ন ফরীদ ও জাফর সুরিয়ানীও তাহার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কেননা তাহাদের কালে তিনি নিখুঁত বর্ণনাকারী হিসাবে বিবেচিত হইতেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

পঞ্চম হাদীস

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, সালমা ইব্ন ওহরান, যামাআ ইব্ন সালেহ, আবূ আমের, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন।'

অন্য এক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্ন হেসীন, ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আবূ হানীফা, ইব্ন আবূ মরিয়াম ও দামেস্কের খতীব হাফিয ইমাম আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব আল জাওবানী আস্ সাদী (র) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলার বিবাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেন–না, ইহা কোন বিবাহই নহে। ইহা একটি খেলামাত্র। ইহা কুরআন নিয়া খেলা করা। যথার্থ বিবাহ (উভয়ের) আগ্রহের সহিত সম্পন্ন হইবে এবং একে অপরের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।

আমর ইব্ন দীনার হইতে পর্যায়ক্রমে মূসা ইব্ন আবূ ফোরাত, হুমায়েদ ইব্ন আবদুর রহমান ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বার বর্ণিত অনুরূপ একটি হাদীস উপরোক্ত বর্ণনাত্রয়কে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছে। তাই যে কোন মুরসাল হাদীসের তুলনায় ইহা অনেক শক্তিশালী বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ষষ্ঠ হাদীস

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে উছমান ইব্ন মুহাম্মদ মুকবেরী, ইব্ন জা'ফর ওরফে আবদুল্লাহ, আবূ আমের ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূল (সা) হিলাকারী ও হিলা গ্রহণকারী উভয়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করিয়াছেন।'

আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফর কুরায়শীর সূত্রে আবূ বকর আবূ শায়বা ও জাওজানী আল বায়হাকীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আহমদ ইব্ন হাম্বল (র), আলী ইব্ন মাদানী ও ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন প্রমুখ উহার সূত্রকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উছমান ইব্ন মুহাম্মদ আল আখনাসীর সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ সংকলনেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাঈদ আল মুকবেরীর বরাতে ইব্ন মুঈন এই বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন। ইমাম বুখারীও এই ব্যাপারে একমত।

সপ্তম হাদীস

নাফে' হইতে পর্যায়ক্রমে উমর ইব্ন নাফে, আবূ ইয়ামান মুহাম্মদ ইব্ন মাতরাফ আল মাদানী, সাঈদ ইব্ন আবূ মরিয়াম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সুনআনী, আবুল আব্বাস ও ইমাম হাকেম (স্বীয় মুস্তাদারকে) বর্ণনা করেন ঃ

'জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করেন – এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পর তাহার ভাই এই উদ্দেশ্যে তাহাকে বিবাহ করে যে, সে যেন তাহার ভাইর জন্য হালাল হইয়া যায়। ইহাতে কি সে তাহার ভাইয়ের জন্য হালাল হইবে ? তিনি জবাব দিলেন– না, আমরা নবীর (সা) যুগে ইহাকে ব্যভিচার বলিয়া গণ্য করিতাম। বিবাহ তো

উহাকেই বলে যাহাতে পরস্পরের প্রতি আগ্রহ থাকে। এই বর্ণনাটির সূত্র বিশুদ্ধ। অবশ্য সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নাফে এবং ছাওরীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, হাদীসটি মাওকুফ পর্যায়ের হইলেও উহার ভিতর নবী (সা)-এর সময়কার বর্ণনা উল্লেখ থাকায় উহা মারফূ পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে কুবায়সা ইব্‌ন জাবির, মুসাইয়াব ইব্‌ন রাফে, আ'মাশ, আবূ বকর ইব্‌ন শায়বা জাওজানী, হারব আল কিরমানী ও আবূ বকর আছরাম বর্ণনা করেন ঃ

উমর (রা) বলেন– যদি কেহ হিলা করে বা করায় উভয়কেই আমি ব্যভিচারের শাস্তি দিব অর্থাৎ প্রস্তরাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিব।

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে বুকায়ের ইব্‌ন আশাজ, ইব্‌ন লাহিআ ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ

‘এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে এই জন্য বিবাহ করে যে, সে পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যায়। এই খবর হযরত উমরের (রা) নিকট পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।’

হযরত আলী (রা), হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَإِنْ طَلَّقَهَا অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী যদি সহবাসের পর তালাক দেয়। فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا অর্থাৎ তাহা হইলে তাহাদের উভয়ের পুনর্বিবাহে কোন পাপ নাই। إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ অর্থাৎ যদি তাহারা আল্লাহর হুকুম বজায় রাখিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া মনে করে। শেষ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ যদি প্রতারণামূলক না হইয়া থাকে। وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ অর্থাৎ ইহাই শরীআতের নির্দেশ ও আল্লাহর বিধান। يُبَيِّنُهَا অর্থাৎ ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়। لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যাহারা উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য।

কোন লোক যদি তাহার স্ত্রীকে এক বা দুই তালাক দেয় আর তাহার স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্য স্বামীর যথারীতি সহবাস গ্রহণ করিয়া তালাকপ্রাপ্তা হয় এবং পুনরায় তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কয় তালাকের অধিকারী হইবে ? ইমামগণের মধ্যে এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মাযহাব এই যে, সে কেবল বাকি এক বা দুই তালাকের অধিকারী হইবে। সাহাবাদের বিশেষ একটি দলের অভিমত ইহাই। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাহার অনুসারিগণের অভিমত হইল এই যে, সে ব্যক্তি নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হইবে। তাহাদের যুক্তি হইল যে, দ্বিতীয় স্বামীর তালাক প্রদানের পর প্রথম স্বামী তাহাকে বিবাহ করার সাথে সাথে যখন দ্বিতীয় স্বামীর তিন তালাকের অধিকার রহিত হইয়া যায়, তখন প্রথম স্বামীর নতুনভাবে তিন তালাকের অধিকারী হইতে অসুবিধা কোথায় ?

(٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم
مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ○

২৩১. "যখন তোমরা স্ত্রী তালাক দাও, তখন তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ হইয়া আসিলে তাহাদিগকে যথারীতি ফিরাইয়া আন, নয় তো সদ্ভাবের সহিত বিদায় দাও। আর তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ঝুলাইয়া রাখিও না। যে ব্যক্তি তাহা করিবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে। আল্লাহর বাণী লইয়া তোমরা তামাশা করিও না। এবং তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। বিশেষত তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও হিকমতের কথা যদ্দারা তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ অবশ্যই সকল কিছু জানেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে পুরুষদের প্রতি ইহা একটি বিশেষ নির্দেশ। অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় আর তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়ার অবকাশ থাকে, তাহা হইলে ইদ্দত শেষ হইতে চলিলে তাহাকে ফিরাইয়া নিবে। অর্থাৎ যতটুকু সময় বাকি থাকিতে ফিরাইয়া নিবার অবকাশ থাকে। অতঃপর যদি তাহাকে ফিরাইয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে নিয়মানুগভাবে উহা সম্পন্ন করিবে। অর্থাৎ সাক্ষী রাখিবে এবং সদ্ভাবে বসবাস করার নিয়াত করিবে। অথবা ইদ্দত শেষ হইলে সদ্ভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং ঝগড়া-বিবাদ, মনোমালিন্য ও শত্রুতা না করিয়া উত্তম পন্থায় বিদায় করিয়া দিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا (এবং তোমরা তাহাদিগকে জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আবদ্ধ রাখিও না)।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, মাসরূক, হাসান, কাতাদা, যিহাক, রবী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ জাহেলি যুগের লোকেরা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তাহার ইদ্দত শেষ হবার পূর্ব সময়ে তাহাকে জ্বালাতন করার উদ্দেশ্যে বার বার ফিরাইয়া আনিত, যাহাতে সে অন্যের সাথে বিবাহ বসিতে না পারে। অতঃপর তাহাদিগকে আবার তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হবার মুহূর্তে আবার তালাক দিত, যাহাতে ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। ফলে তাহারা অসহনীয় জীবন যাপনে বাধ্য হইত। তাই করুণাময় মহান আল্লাহ এই ব্যাপারে ঘোষণা করেন যে, وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَقَلْ ظَلَمَ نَفْسَهُ অর্থাৎ যাহারা এইরূপ করিবে নিশ্চয়ই তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিবে। অর্থাৎ এইরূপ করিলে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবুল আ'লা আল-আওদায়ী, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবদুস সালাম ইব্‌ন হাযর, ইসহাক ইব্‌ন মানসুর, আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) একবার আশআরী গোত্রের উপর অসন্তুষ্ট হন। ইহা শুনিয়া আবূ মূসা আশআরী (রা) রাসূলুল্লাহর নিকট আসিয়া আশআরীদের প্রতি তাহার অসন্তুষ্টির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, তারা বলে যে, আমি তালাক দিয়াছি এবং ফিরাইয়া নিয়াছি। বস্তুত এইগুলো তালাক নয়, বরং তালাক ইদ্দতের পূর্বে দিতে হয়।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে আবূ খালিদ দাল্লাল হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহার সনদের ব্যাপারে সন্দেহ করা হইতেছে।

মাসরূক (র) বলেন ঃ তাহারা বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিত। স্ত্রীকে বারংবার তালাক দিত এবং ফিরাইয়া নিত যেন স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘায়িত হয়। ইহাতে স্ত্রীরা ভীষণ অসুবিধায় পড়িত এবং অভিশপ্তময় জীবন যাপনে বাধ্য হইত।

হাসান, কাতাদা, আতা আল-খোরাসানী, রবী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ তাহারা স্ত্রীকে বলিত যে, তোমাকে বিবাহ করিলাম ও আযাদ করিয়া দিলাম। ইহা বলিয়া আবার বলিত যে, উহা হাস্যচ্ছলে বলিয়াছিলাম। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না। এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে হুযুর (সা) বলেন ঃ হাসি-তামাশা করিয়া তালাক দিলেও উহা পতিত হইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুবারক ইব্‌ন ফুযালাহ, আদম, ইসাম ইব্‌ন বাওয়াদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ লোকেরা তালাক দিত কিংবা আযাদ করিত। আবার তাহারা বিবাহ করিত আর বলিত, আমি তামাশা করিয়া ইহা বলিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ আল্লাহ কঠোরভাবে বলেন– তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, লায়েছ, সুফিয়ান, ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহয়া, জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ আল সামসার, আবূ আহমদ আস্ সাইরাফী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে হাস্যচ্ছলে তালাক দিত, মূলত বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা তালাক দিত না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ হাস্যরস করিয়া বলিলেও উহাতে তালাক পতিত হইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুবারক ইব্‌ন ফুযালাহ, আদম, ইমাম ইব্‌ন রাওয়াদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ লোকগণ তাহাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিত, অথচ তাহারা বলিত যে, আমরা তামাশা করিয়াছি। আযাদ করিয়া দিত, অথচ বলিত রসিকতা করিয়াছি। তাহারা বিবাহ করিত এবং বলিত যে, আমরা তামাশা

করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তালাক দেওয়া, গোলাম আযাদ করা, বিবাহ করা এবং বিবাহ করান, তাহা অন্তরের সাথে হউক বা তামাশা করিয়া হউক– যে কোনভাবে হইলেই উহা কার্যকর হইয়া যাইবে।

হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন আরকাম, যুহরী এবং ইব্ন জারীরও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি মুরসাল।

আবূ দারদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আমর ইব্ন উবাইদ ও ইব্ন মারদুবিয়াও, মাওকুফ সূত্র উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইসমাঈল ইব্ন সালমা, আবূ মুআ'বিয়া, ইয়াহয়া, ইব্ন আবদুল হামীদ, ইয়াকুব ইব্ন আবূ ইয়াকুব ও আহমদ ইব্ন হাসান বর্ণনা করেন যে, ইবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সময়ে লোকগণ একে অপরকে বলিত যে, তোমার বোন বিবাহ করিলাম! কিন্তু পরে তাহারা বলিত, উহা তামাশা করিয়া বলিয়াছিলাম। তাহারা আরো বলিত, তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। কিন্তু পরে তাহারা বলিত যে, উহা তামাশা করিয়া বলিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেন ঃ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করিও না। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তালাক, আযাদ এবং বিবাহের ব্যাপারে তিনবার গ্রহণ বা বর্জনের কথা রসিকতা করিয়া বলুক অথবা শান্তভাবে বলুক, উহা কার্যকর হইয়া যাইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মাহিক, আতা ও আবদুর রহমান ইব্ন হাবীব, ইব্ন আদরাক, ইব্ন মাজা (র), তিরমিযী (র) ও আবূ দাউদ (র) এই মশহুর হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় রহিয়াছে যাহা মনের ইচ্ছার সাথে হউক বা হাস্য-রহস্যে হউক, যে কোনভাবে হইলেই উহা কার্যকর হইয়া যাইবে। ঐ তিনটি হইল বিবাহ, তালাক ও রাজাআত। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ (আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যাহা তোমাদের উপর রহিয়াছে) অর্থাৎ তিনি তোমাদের হেদায়েতের জন্য রাসূল পাঠাইয়াছেন এবং তাহার নির্দেশসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ (এবং তাহাও স্মরণ কর যে, কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হইয়াছে)। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত পথ। يَعِظُكُمْ بِهٖ (যাহার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়) অর্থাৎ তাহার মাধ্যমে তোমাদিগকে সত্যের প্রতি আদেশ করা হইয়াছে এবং মিথ্যা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আর হারাম কাজের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর) অর্থাৎ তোমরা যে কাজ কর বরং যে কাজ হইতে বিরত থাক সব কাজেই আল্লাহকে ভয় কর। وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে

জ্ঞানবান)। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমার প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কোন কাজই গোপন নহে। আর ইহার ভিত্তিতেই তোমাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে।

(٢٣٢) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ○

২৩২. "আর যখন তোমরা স্ত্রীগণকে তালাক দাও, অতঃপর যখন তাহারা ইদ্দত পূর্ণ করিবে, তখন যদি তাহারা পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ বসে উভয়ের ইচ্ছানুসারে ন্যায়ভাবে, তাহাতে তাহাদিগকে বাধা দিও না। তোমাদের ভিতরে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে তাহাদের জন্য এই উপদেশ প্রদত্ত হইল। ইহাতে রহিয়াছে তোমাদের পবিত্রতা ও অনাবিলতা। আর আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তোমরা জান না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটির বিষযবস্তু হইল এই যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষ হইয়া গেলে তাহারা ইচ্ছা করিলে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে বা রাজাআ'ত করিতে পারে। অবশ্য অনেক সময় অভিভাবকগণ ইহাতে বাধা দান করেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এই ব্যাপারে বাধা দিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সূত্রে আওফীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসরুক, ইব্‌রাহীম নাখঈ, যুহরী ও যিহাক বলেন ঃ উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যেই ইহা নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের ভিত্তিতে তাহারা বলিতেছেন যে, মহিলাগণ নিজের ইচ্ছায় বিবাহ করার অধিকারী নয় এবং মহিলাদের বিবাহের অভিভাবক অপরিহার্য। এই আয়াতটি ইহার দলীল।

তিরমিযী (র) এবং ইব্‌ন জারীরও (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইহা বলিয়াছেন। হাদীসেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক মহিলা অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না এবং সে নিজেও নিজের বিবাহ সম্পাদন করিতে পারে না। সেই মহিলারা ব্যভিচারী যাহারা নিজেদের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করে।

অন্য হাদীসে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, সুস্থ অভিভাবক এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। এই বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রহিয়াছে। তবে উহা তাফসীরের বিষয়বস্তু নহে। তাই আমি উহা আমার 'কিতাবুল আহকাম' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বুখারী (র) স্বীয় বুখারী শরীফে বলেন ঃ এই আয়াতটি মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার মুযনী এবং তাহার বোনের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইবাদ ইব্‌ন রাশিদ, আবূ আমের ইকদী ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ বর্ণনা করেন যে, মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ আমার নিকট আমার বোনের বিবাহের প্রস্তাব আসিলে আমি তাহার বিবাহ দিয়া দেই।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান বসরী, ইউনুস, ইব্‌রাহীম ও বুখারী (র) এবং হাসান হইতে ইউনুস, আবদুল ওয়ারিছ ও আবূ মা'মার এবং ইব্‌রাহীম ও বুখারী (র) উভয় রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন ঃ মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসারের বোনকে তাহার স্বামী তালাক দিয়া পরিত্যাগ করে। পরে তাহার ইদ্দত শেষ হইলে পূর্বের স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মা'কাল তাহা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ অর্থাৎ অতঃপর তাহাদিগকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিবাহ করিতে বাধা দান করিও না।

মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে 'হাসান' সূত্রে বিভিন্ন রাবী এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ইব্‌ন মারদুবিয়া, ইব্‌ন জারীর, ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তিরমিযী (র) একটি সহীহ সূত্রে এইভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-এর যুগে মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) তাহার বোনকে একজন মুসলমানের নিকট বিবাহ দেয়। পরবর্তীতে স্বামী তাহাকে তালাক দেয় এবং ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনঃ গ্রহণ না করায় সে ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নেয়। কিন্তু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ থাকায় স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া আবার তালাক দিয়াছিলেন। তাই আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমি পুনরায় তোমার সাথে আমার বোনকে বিবাহ দিব না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মিলনের বৈধতা ঘোষণা ও উহার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ হইতে وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত দীর্ঘ আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ 'তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়া দাও এবং তারপর তাহারা নির্ধরিত ইদ্দত পূর্ণ করিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে পূর্ব স্বামীদের সাথে বিবাহ বসিতে বাধা দান করিও না। এই উপদেশ তাহাকেই দেওয়া হইতেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর ইহা আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। মা'কাল (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশ শুনিলাম এবং মানিয়া নিলাম। অতঃপর তিনি তাহার ভগ্নিপতিকে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলে তাহার সঙ্গে পুনরায় বোনের বিবাহ দেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া আর একটু বাড়াইয়া বলেন যে, ইহার পর তিনি তাহার কসমের কাফফারাও আদায় করেন।

ইব্‌ন জারীজের সূত্রে ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ (মা'কালের বোন) জামিল বিনতে ইয়াসারের (রা) স্বামী হইল আবুল বাদাহ (রা)। তবে আবূ ইসহাক সাবীঈর সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, তাহার বোনের নাম ছিল ফাতিমা বিনতে ইয়াসার। পূর্ববর্তী আলিম ও মুসলমানগণ বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার ও তাহার বোন সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। পক্ষান্তরে সুদ্দী (র) বলেন ঃ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) তাহার চাচাতো বোন সম্বন্ধে এই আয়াতটি নাযিল হয়। অবশ্য প্রথমটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (এই উপদেশ তাহাকেই দেওয়া হইতেছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে)। অর্থাৎ ইহাতে পুরুষ ও মহিলাদের যাহারা স্বাধীনভাবে পছন্দমত বিবাহ করিতে চায়, তাহাদের অভিভাবকগণকে তাহাদের স্বাধীন মতামত ও পছন্দের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন।

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ অর্থাৎ হে লোকসকল! এই উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইতেছে يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ যাহারা আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধানের উপর ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করিতেছে, পরকালের আযাবের ভয়ে সন্ত্রস্ত রহিয়াছে এবং পরিণামফলের আশা-নিরাশায় যাহারা ভীত-প্রকম্পিত।

ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ (ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা)। অর্থাৎ পুরুষ ও মহিলাদের ব্যাপারে তাদের পছন্দ মত বিবাহে অভিভাবকদের বাধা না দিয়া এই বিষয়ে শরীআতের অনুসরণ করা এবং নিজকে আল্লাহর বিধানের নিকটে সমর্পণ করা উচিত। কেননা, ইহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে পরিশুদ্ধতা এবং আত্মিক পবিত্রতা। وَاللّٰهُ يَعْلَمُ (আল্লাহ জানেন)। অর্থাৎ আদেশ-নিষেধের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (তোমরা জান না)। অর্থাৎ কোন্ কাজে মঙ্গল এবং কোন্ কাজে অমঙ্গল তাহা তোমরা জান না, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

(٢٣٣) وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ
اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৩. "আর জননীরা পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাইবে, যদি কেহ স্তন্যদানের মুদ্দত পূর্ণ করিতে চাহে। আর সন্তান পালনের জন্য জনক রীতিমত জননীর ভাত-কাপড় যোগাইবে। কাহাকেও সাধ্যাতীত চাপ দেওয়া যাইবে না। সন্তানের জন্য না জননীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে, না জনককে। ওয়ারিছদের বেলায়ও এই নিয়ম। তারপর যদি তোমরা আপোসে স্তন্য পান ছাড়াইতে চাও, তাহাতে উভয়ের কোন পাপ হইবে না। যদি তোমরা সন্তানকে ধাত্রীমাতার স্তন্য পান করাইতে চাও, তাহাতেও তোমাদের দোষ নাই, যদি তোমরা জননীর পাওনা সার্বিকভাবে আদায় কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শিশুর জননীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শিশুদেরকে দুধ পান করানোর পূর্ণ সময় হইতেছে দুই বছর। ইহার পরে দুধ পান করাইলে তাহা ধর্তব্য হইবে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ অর্থাৎ যদি দুধ পানের পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করিতে চায়।

অধিকাংশ ইমামের অভিমত হইল যে, দুই বছরের মধ্যে দুধ পান করিলে দুধ-ভাই বা দুধ-বোন হওয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যদি ইহা হইতে বয়স অধিক হইয়া যায়, তাহা হইলে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তিরমিযীর একটি অধ্যায়ের শিরোনামে লেখা হইয়াছে– 'কেবল দুই বছর বয়সের পূর্বে দুধ পান করিলে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।'

উম্মে সালমা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ফাতিমা বিনতে মানযার, হিশাম ইব্ন উরওয়া, আবূ আওয়ানা ও কুতায়বা বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, পেট পুরিয়া দুধ পান করিলেই কেবল দুধ-সম্পর্ক কায়েম হয় না। উহা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হইতে হইবে। হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ পর্যায়ের।

বিজ্ঞ সাহাবাগণের অধিকাংশের আমলও ইহার উপরে যে, দুই বছরের মধ্যে স্তন্যপান করিলে দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ণ দুই বছর অতিক্রান্ত হইবার পর স্তন্যপান করিলে কোন সম্পর্কই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হইবে না।

উল্লেখ্য যে, ফাতিমা বিনতে মানযার ইব্ন যুবাইর ইব্নুল আওয়াম হইল হিশাম ইব্ন উরওয়ার স্ত্রী।

আমি বলিতেছি, এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযীই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস বর্ণনা শর্তের উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসের এই বাক্যটির لا ماكان فى الثدى। অর্থ হইল, স্তন্য পানের সময় হইল দুই বছর বয়সের মধ্যে।

বাররা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, ওয়াকী, গুনদুর ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ নবীপুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর সময় নবী (সা) বলিয়াছিলেন, আমার পুত্র স্তন্যপানের সময় মারা গিয়াছে। নিশ্চয় তাহাকে স্তন্য দানের জন্য বেহেশতে (কেহ) নির্দিষ্ট রহিয়াছে।

শু'বা ইতে ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হুযুর (সা) ইহাই বলিয়াছিলেন। কেননা তাহার পুত্র ইব্রাহীমের (রা) মৃত্যু কালে বয়স ছিল মাত্র এক বছর দশ মাস।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'স্তন্যপানের সময়সীমা দুই বছর মাত্র।' দারে কুতনীর একটি রিওয়ায়েতও ইহার সহায়ক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা ও হাইছাম ইব্ন জামীল বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, স্তন্যপান দ্বারা হুরমাত প্রমাণ হইব না, যদি না তাহা দুই বছরের মধ্যে হয়।

উল্লেখ্য যে, এই রিওয়ায়েতটি হাইছাম ইব্ন জামীল ব্যতীত অন্য কেহ ইব্ন উআইনা হইতে বর্ণনা করেন নাই। বস্তুত, তিনি বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী এবং হাদীসের হাফিয।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি ঃ মারফূ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ছাওর ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইমাম মালিক স্বীয় মুআত্তায়ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ছাওরীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে এই বাক্যটি বেশি সংযুক্ত রহিয়াছে যে, 'দুই বছর পূর্তি হওয়ার পর স্তন্যপান করিলে উহা দ্বারা কিছুই প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।' এই রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধতম।

জাকির (রা) হইতে আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ স্তন্য পানের নির্ধারিত সময়ের পর স্তন্যপান করিলে দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বয়োপ্রাপ্তির পরে ইয়াতীমের হুকুম অবশিষ্ট থাকে না।

সারকথা হইল, এই সব কিছু প্রমাণ করে যে, স্তন্য ত্যাগ করার সময় হইতেছে দুই বছরের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ স্তন্য ত্যাগ করা এবং গর্ভ বহন করার মোট সময় হইতেছে ত্রিশ মাস।

উল্লেখ্য যে, আলী (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), জাবির (রা), আবু হুরায়রা (রা), ইব্‌ন উমর (রা), উম্মে সালমা (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা), আ'তা ও জমহুরের মত হইল যে, দুই বছরের পরে স্তন্য পান দ্বারা হুরমত প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ, ইসহাক, ছাওরী, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মাযহাবও ইহা।

তবে ইমাম মালিক (র) হইতে একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, উহার সময়সীমা হইল দুই বছর দুই মাস। তাহার নিকট হইতে অন্য আর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে যে, উহার সময়সীমা হইল দুই বছর তিন মাস।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ উহার সময়সীমা হইল দুই বছর ছয় মাস।

ইমাম যুফার ইব্‌ন হুযাইল (র) বলেন ঃ তিন বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করান যাইতে পারে।

আওয়াঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ কোন শিশু যদি দুই বছরের পূর্বে দুধ ছাড়িয়া দেয় এবং সে দুই বছর পর অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে, তাহা হইলে উহা দ্বারা 'হুরমাত' প্রতিষ্ঠিত হইবে না। কেননা এখন উহা শিশুর খাদ্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

আওযাঈ (র) হযরত উমর (রা) ও আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুধ পান ত্যাগ করার পর নতুনভাবে দুধ-সম্পর্ক গড়ার পথ বন্ধ হয়। পরে তাহারা যদি দুই বছরের বাকী সময়টা পূর্ণ করিয়া নেয়ার ইচ্ছা করে আর সেই সময়ে যদি অন্য মহিলার স্তন্য পান করায়, তাহা হইলেও দুধ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। জমহুর ওলামার অভিমতও এইরূপ।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পরে অথবা পূর্বে যখনই দুধ ত্যাগ করুক না কেন, তখন হইতেই দুধ-সম্পর্ক গড়ার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আয়েশা (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, তিনি দুই বছর পরে এমনকি বড়দের দুধ পানকেও হুরমাত বলিয়া মনে করিতেন। আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ এবং লাইছ ইব্‌ন সাআদও (র) ইহা বলিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) যেখানে কোন পুরুষ লোকের যাতায়াত দরকারী মনে করিতেন, সেখানে নির্দেশ দিতেন যে, সেখানকার স্ত্রীলোকেরা যেন তাহাকে দুধ পান করাইয়া নেয়।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য স্ত্রীগণ ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। ইহা কোন কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জমহুর ওলামাদের কথাও তাই। তাঁহারা নবী-পত্নীগণের অভিমতকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

মোটকথা, ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফিকাহ বিশারদ, বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম এবং আয়েশা (রা) ব্যতীত নবী-পত্নীগণের অভিমত হইল ইহা। আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস হইল প্রতিপক্ষের দলীল। উহাতে বলা হয় ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের ভাই কোন্‌টি তাহা বিচার করিয়া লও। কেননা দুধ-সম্পর্ক তখন সাব্যস্ত হয় যখন দুধ ক্ষুধা নিবারণ করিয়া থাকে'। এই সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলা وَاُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ আলোচনা করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ আর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সন্তানের অধিকারী পিতার উপর হইল সেই সকল স্ত্রীর খোরপোশের দায়িত্ব। অর্থাৎ শিশুর জনকগণ শহর, গ্রাম বা সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী জননীদেরকে ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করিবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অতিরিক্ত বা অতি কম না হয় ও নিয়মিতভাবে তলব মতে ব্যবস্থা হইয়া যায়।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اَتَاهُ اللّٰهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهَ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

অর্থাৎ-সচ্ছল ব্যক্তি তাহার সচ্ছলতা অনুপাতে এবং দরিদ্র ব্যক্তি তাহার দরিদ্রতা অনুপাতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। অতি সত্ত্বর আল্লাহ কাঠিন্যের পর সহজ করিয়া দিবেন।

যিহাক বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তাহার সহিত যদি তাহার শিশু সন্তান থাকে, তাহা হইলে সেই শিশুর দুগ্ধ পানের সময় পর্যন্ত শিশুর মায়ের খরচ বহন করা তাহার পিতার উপর ওয়াজিব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا (আর মাতাকে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না) অর্থাৎ শিশুকে তাহার মায়ের নিকট লালন-পালনের উদ্দেশ্যে দেওয়া যাইবে। আর ইহা তাহার কর্তব্যও বটে। কিন্তু তাহার প্রতি চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না। তাই দুধ পান শেষ হইয়া গেলে পিতা তাহাকে নিজ দায়িত্বে নিয়া নিবে। অন্য দিকে পিতাকেও এই ব্যাপারে অসংগত কারণে বিপদে ফেলা জায়েয হইবে না এবং এই ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি করাও সঙ্গত হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ مَوْلُوْدٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ (এবং যাহার সন্তান তাহাকেও তাহার সন্তানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না)।

অর্থাৎ শিশুর পিতা মাতাকে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদা, যিহাক, যুহরী, সুদ্দী, ছাওরী ও ইব্‌ন যায়েদ প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ অর্থাৎ আর উত্তরাধিকারীদের উপরও এই দায়িত্ব। উত্তরাধিকারীরা যেন শিশুর মাতাকে সংকটে পতিত না করেন। মুজাহিদ, শা'বী ও যিহাক বলেন যে, জমহুর ওলামা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ শিশুর উত্তরাধিকারীদের উচিত তাহার মায়ের জন্য তাহার পিতা যে পরিমাণ খোরপোশ এবং যে রকম বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিল তেমন ব্যবস্থা করা। তাহারা যেন অযথা সংকটে পতিত না হয়। ইব্‌ন জারীরও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

হানাফী এবং হাম্বলীগণের মধ্যে একদল বলেন যে, এই ব্যাপারে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমে খোরপোশের দায়িত্ব বহন করা ওয়াজিব।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের অভিমত একটি মারফূ হাদীসে সামুরা (রা) হইতে হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন। উহা এই ঃ যে ব্যক্তি তাহার রক্ত সম্পর্কিত ব্যক্তির দায়িত্ব লইবে, সেই ব্যক্তি মুক্ত হইয়া যাইবে। এই হাদীসটিও তাহারা দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দুই বছর পরে শিশুকে দুধপান করানো শিশুর জন্যে ক্ষতিকর। তাহা দৈহিক হোক বা মানসিক হোক। আলকামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌রাহীম, আ'মাশ ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন ঃ আলকামা (রা) জনৈক স্ত্রী লোককে দেখেন যে, সে তাহার দুই বছরের চাইতে বড় শিশুকে দুধ পান করাইতেছে। তখন তিনি তাহাকে দুধ পান করাইতে নিষেধ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ اَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

(তারপর যদি পিতা-মাতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দুই বছরের মধ্যেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাতে তাহাদের কোন পাপ নেই)। অর্থাৎ পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে যদি দুই বছরের পূর্বেই দুধ ছাড়াইয়া দেয় এবং তাহাতে যদি উপকার হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন পাপ নাই। তবে যদি ইহাতে কোন একজন অসম্মত থাকে তাহা হইলে ইহা ঠিক হইবে না। কেননা ইহাতে শিশুর ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ছাওরী (র) প্রমুখ।

ইহা হইল আল্লাহর নিজ বান্দাদের প্রতি পরম করুণা যে, তিনি বাপ-মাকে এমন কাজ হইতে বিরত রাখিলেন যাহা শিশুর ধ্বংসের কারণ হয় এবং তাহাদিগকে এমন কাজ করার নির্দেশ দিলেন যাহাতে একদিকে শিশুকে রক্ষা করার ব্যবস্থা হইল, অপর দিকে বাপ-মার পক্ষেও তাহা হিতকর হইল।

সূরা তালাকে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرٰى

অর্থাৎ যদি স্ত্রীগণ তোমাদের শিশুদিগকে দুধপান করায় তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিবে এবং এই ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখিবে এবং তোমরা উভয়ে যদি সংকটপূর্ণ অবস্থায় পতিত হও, তাহা হইলে অন্যের দ্বারা দুধ পান করাইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

(আর যদি তোমরা কোন স্ত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদিগকে দুধ খাওয়াইতে চাও, তাহা হইলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়া দাও, তাহাতে কোন পাপ নাই।) অর্থাৎ পিতা-মাতা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে অথবা স্ত্রীর কোন অসুবিধার কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা দুধ পান করায় তাহা হইলে উহাতে কাহারো পাপ হইবে না। আর যদি জনক-জননী পরস্পর সম্মত হইয়া কোন ওজর বশত অন্য কাহারো দ্বারা দুধ পান করাতে শুরু করে এবং পূর্বের পারিশ্রমিক যদি পূর্ণভাবে জননীকে প্রদান করে, তাহা হইলে কোন পাপ নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর)। অর্থাৎ প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (জানিয়া রাখ, আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ সম্বন্ধে ভাল করিয়াই জানেন)। অর্থাৎ তাহার নিকট তোমাদের কোন অবস্থা এবং কোন কথাই গোপন নহে।

(٢٣٤) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৩৪. "আর যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে মৃত্যু বরণ করে ও স্ত্রীগণকে রাখিয়া যায়, সেই স্ত্রীগণ যেন চারি মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে। অতঃপর যখন তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়, তখন তাহারা নিজেদের ব্যাপারে প্রথামতে যাহা করে তাহাতে কোন পাপ নাই। আর আল্লাহ তোমাদের সকল কাজের খবর রাখেন।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সকল স্ত্রীদের স্বামী মৃত্যু বরণ করিয়াছে তাহাদিগকে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য ইহা সহবাসকৃতা এবং সহবাসপূর্ব উভয়ের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য। এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। সহবাসপূর্ব স্ত্রীদের বিষয়ে কুরআনের ভাষ্য দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। ইমাম আহমাদ, আহলে সুনান ও ইমাম তিরমিযী সহীহ সূত্রের এক হাদীসে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, একটি লোক বিবাহ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস হওয়ার পূর্বেই সে মারা যায়। তাহার জন্য কোন মহরও ধার্য ছিল না। এই স্ত্রীলোকটির ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হইবে ? তাহারা কয়েকবার তাহার নিকট যাতায়াত করার পর তিনি বলেন, ইহার সিদ্ধান্ত আমি আমার নিজস্ব মতানুসারে দিতেছি। যদি ঠিক হয় তাহা হইলে মনে করিবে ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে হইয়াছে।

আর যদি ভুল হয় তাহা হইলে মনে করিবে যে, ইহা আমার এবং শয়তানের পক্ষ হইতে হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ এবং রাসূল ইহা হইতে পবিত্র। (শোন!) সেই স্ত্রীকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে। তবে ইহা তাহার স্বামীর আর্থিক অবস্থার উপর বিবেচ্য। ইহাতে কোন রকমের কম-বেশি করা বৈধ হইবে না। পরন্তু তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে এবং সে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হইবে। ইহা শুনিয়া মা'কাল ইব্‌ন ইয়াসার আল আশজাঈ (রা) উঠিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কেও এই ফয়সালা দান করিতেন শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ অত্যন্ত খুশি হন।

অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আশজা'র বহু লোক দাঁড়াইয়া বলেন– আমরা সাক্ষী দিতেছি যে, হুযুর (সা) বারু বিনতে ওয়াশিক সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন।

তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য এই হুকুম নয়। কেননা তাহার ইদ্দত হইল সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত । কারণ কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاُولاَتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ গর্ভবতীদের ইদ্দত হইতেছে তাহাদের সন্তান প্রসব করণ পর্যন্ত।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, গর্ভবতীর ইদ্দত হইতেছে সন্তান প্রসব করার পরে আরও চার মাস দশ দিন। তাই সবচাইতে দীর্ঘ ও বিলম্বিত ইদ্দত হইতেছে গর্ভবতীদের ইদ্দত। এই বর্ণনাটি বেশ উত্তম এবং শক্তিশালীও বটে।

তবে হাদীস বা সুন্নত দ্বারা অন্যরূপ প্রমাণিত হয়। সহীহদ্বয়ের বিভিন্ন সূত্রে সাবী'আতাল আসলামীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবী'আতাল আসলামী (রা) তাহার স্বামী সা'দ ইব্‌ন খাওলার মৃত্যুকালে গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মৃত্যুর একরাত পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর তিনি নিফাস হইতে পবিত্র হইয়া ভাল পোশাক পরিধান করিলে আবুস সানাবিল ইব্‌ন বা'কাক (রা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন– সুন্দর পোশাক পরিয়াছ যে, বিবাহ বসিতে চাও নাকি ? আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি, চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হইলে তুমি বিবাহ বসিতে পার না। সাবীআ (রা) বলেন, আমাকে ইহা বলার পর আমি ভালো কাপড় চোপড় খুলিয়া রাখিয়া সন্ধ্যায় রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন– সন্তান প্রসবের পরই তুমি ইদ্দত হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছ। সুতরাং এখন তুমি ইচ্ছা করিলে বিবাহ বসিতে পার।

আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (রা) বলেন ঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও সাবীআ (রা)-এর হাদীসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন এই হাদীসটি তাঁহার উক্তির মোকাবেলায় দলীল হিসাবে পেশ করা হয়, তখন তিনি ইহা মানিয়া নেন। আহলে ইমামগণ বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) শিষ্যগণ সাবীআ'র (রা) হাদীস দ্বারা ফতওয়া প্রদান করিতেন।

উল্লেখ্য যে, আযাদ মহিলাগণ হইতে দাসীরা পৃথক। কেননা তাহাদের ইদ্দত হইতেছে আযাদ মহিলাদের অর্ধেক, অর্থাৎ দুই মাস পাঁচ দিন। ইহাই জমহুরের মত। দাসীদের শাস্তি যেমন আযাদদের অর্ধেক, তেমনি ইদ্দতও তাহাদের অর্ধেক।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) সহ বহু আলিম এবং আহলে জাহেরদের অনেক বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আযাদ এবং দাসীদের ইদ্দতকাল সমান। কেননা, ইদ্দত হইল একটি হুকুম বিশেষ আর এই হুকুম সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসাবে সকলের বেলায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও আবুল আলীয়া প্রমুখ বলেন ঃ এই ক্ষেত্রে ইদ্দতকাল দীর্ঘ রাখার রহস্য হইল এই যে, স্ত্রী যদি গর্ভবতী হয় তাহা হইলে এই দীর্ঘ চার মাসের মধ্যে উহা অবশ্যই প্রকাশিত হইবে।

সহীহ্‌দ্বয়সহ বিভিন্ন হাদীস সংকলনে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'প্রত্যেক মানবই চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের ভ্রূণে বীর্যের আকারে থাকে। তারপর জমাট রক্ত হইয়া চল্লিশ দিন থাকে। অতঃপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাংসপিণ্ড আকারে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা পাঠাইয়া দিয়া তাহার মধ্যে আত্মা ফুকিয়া দেন। এই তিন চল্লিশে মোট চার মাস হইল। আর সাবধানতার জন্য অতিরিক্ত দশদিন রাখা হইয়াছে। কেননা কখনও কখনও মাসের মধ্যে দিন কম বেশি হইয়া থাকে। আত্মা ফুঁকিয়া দিলে সন্তানের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে থাকে। ফলে গর্ভ প্রকাশ হইয়া পড়ে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবাহ বলেন ঃ আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবকে প্রশ্ন করিলাম যে, এই অতিরিক্ত দশ দিন রাখার হেতু কি ? তিনি বলেন, এই সময় রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়।

রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ আমি আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, চার মাসের সংগে দশ দিনকে যুক্ত করা হইয়াছে কেন ? তিনি বলেন, এই সময়ের মধ্যে আত্মা ফুঁকিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন জারীরও এই রিওয়ায়েত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এই বিষয়ে ইমাম আহমাদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এ ব্যাপারে আযাদ মহিলা এবং দাসীদের ইদ্দত এক। কেননা দাসীদেরও আযাদ মহিলাদের মত একই পরিস্থিতির মোকাবেলা করিতে হয় এবং তাহারা আমাদের মতই অংকশায়িনী হয়।

আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুবায়সা ইব্‌ন আইউব, রাজা ইব্‌ন হায়াত, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন ও ইমাম আহমাদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ তোমরা আমাদের সম্মুখে নবীর (সা) সুন্নতের মিশ্রণ করিও না। দাসীর মনিব মারা গেলেও তাহার ইদ্দতকাল চার মাস দশ দিন।

গুন্দুর হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ দাউদ, আবুল আলা ও ইব্‌ন মুছান্না অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে ধরাবাহিকভাবে কুবাইসা, রজা ইব্‌ন হায়াত, মাতার আল ওরাক, সাইদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, রবী, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ ও ইব্‌ন মাজা (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে ইমাম আহমাদ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি এই হাদীসটি অস্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কুবাইসা আমর ইব্‌ন আস হইতে শোনেন নাই।

পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, হাসান ইব্‌ন সীরীন, আবূ হাসান, যুহরী ও উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

কাতাদা ও তাউস বলেন ঃ দাসীর মনিব মারা গেলে তাহাকে দুই মাস পাঁচ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

আবূ হানীফা ও তাহার শিষ্যগণ এবং ছাওরী ও হাসান ইব্‌ন হাই বলেনঃ তাহাকে তিন ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আলী (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা), আতা ও ইব্‌রাহীম নাখঈও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদের (রা) একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রহিয়াছে যে তাহার ইদ্দত হইল এক হায়েয মাত্র।

ইব্‌ন উমর (রা) শা'বি, মাকহুল, লাইছ, আবূ উবাইদ, আবূ ছাওয়া এবং জমহুরের মাযহাবও ইহা। লাইছ (রা) বলেন ঃ যদি ঋতুর অবস্থায় কোন দাসীর মনিবের মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই ঋতু শেষ হইলেই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

মালিক (রা) বলেন ঃ যদি তাহার ঋতু না আসে, তাহলে তাহার ইদ্দতকাল হইল তিন মাস। ইমাম শাফেঈ (র) সহ জমহুর ওলামা বলেন ঃ আমাদের নিকট তাহার উদ্দতকাল এক মাস তিন দিনই বেশি পসন্দনীয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

(তারপর যখন ইদ্দত পূর্ণ করিবে, তখন নিজের ব্যাপারে নীতি সংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় কোন পাপ নাই। আর তোমাদের যাবতীয় কাজের ব্যাপারেই আল্লাহর অবগতি রহিয়াছে)। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৃত স্বামীর জন্য ইদ্দতকালে শোক করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। সহীহ্‌দ্বয়ে উম্মে হাবীবা (রা) ও যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ বলেন ঃ যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহার পক্ষে কোন মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়। হ্যাঁ, তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালন করিবে।

সহীহ্‌দ্বয়ে উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল - হে আল্লাহর রাসূল! আমার মায়ের স্বামী মারা গিয়াছে। তাহার চক্ষুদ্বয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তাই আমি তাহার চোখে সুরমা লাগাইয়া দিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, না। এইভাবে মহিলা পুনরাবৃত্তি করিয়া দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে হুযুর (সা) একই উত্তর দেন। অতঃপর বলেন, ইহা তো মাত্র চার মাস দশ দিন। জাহেলী যুগে তো তোমরা বছরের পর বছর ধরিয়া অপেক্ষা করিতে।

যয়নাব বিনতে উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ পূর্বে কোন মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে কুড়েঘরের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইত এবং নিকৃষ্টতম কাপড় পরিয়ে দেওয়া হইত। আর কোন সুগন্ধি স্পর্শই করিতে দেওয়া হইত না। এইভাবে দীর্ঘ একটি বছর অতিবাহিত হইয়া যাইত । ইহার পর যখন বাহির হইত তখন তাহার প্রতি উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা হইতে।

অতঃপর গাধা, ছাগল বা পাখির শরীরের সাথে নিজের শরীরকে ঘর্ষণ করিতে হইত। ইহাতে কোন সময় সে মারাও যাইত।

তবে বহু আলিম বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াতের দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। উহা হইল এই ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

(আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের স্ত্রীদেরকে ঘর হইতে বাহির না করিয়া এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়াত করিয়া যাইবে।) ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এই বিষয়ে আরও কথা রহিয়াছে। শীঘ্রই উহার বিবরণ আসিতেছে।

উল্লেখ্য যে, ইদ্দতের সময় সৌন্দর্য চর্চা করা, সুগন্ধি মাখা এবং এমন কাপড় ও অলংকার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ, যাহাতে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিধবাদের ইদ্দতের সময়ই কেবল ইহা ওয়াজিব। তালাকে রাজঈর ইদ্দতের সময় ইহা পালন করা ওয়াজিব নয়।

ইহা তালাকে বাইনের সময় পালনীয় বা ওয়াজিব কিনা, সে বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। তবে স্বামী মারা গেলে প্রতিটি ছোট-বড় আযাদ ও দাসীর ইদ্দত পালন করিতে হইবে। সাধারণভাবে আয়াতের অর্থেও ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ইমাম ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সংগীগণ বলেন ঃ কাফির মহিলার উপর ইহা ওয়াজিব নহে। এই মতের সমর্থক আশহাব ও ইমাম মালিকের সহচরদের নিকট হইতে ইব্ন নাফে দলীল হিসাবে রাসূলের (সা) এই কথাটি পেশ করেন। যে মহিলা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহার জন্যে মৃতের উপর তিন দিনের বেশি বিলাপ করা বৈধ নয়। হাঁ, তবে স্বামীর জন্যে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করিতে হইবে।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ইদ্দত পালন একটি ইবাদাত। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র), তাহার সংগীগণ ও ছাওরী (রা) বলেন ঃ নাবালেগার জন্য ইবাদাত নাই বলিয়া ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সাথীগণ দাসীদের বেলায়ও এই নির্দেশ প্রতিপাল্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেননা তাহারা স্বয়ম্ভর নহে। তবে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার স্থান ইহা নহে। ফিকাহ বিষয়ক গ্রন্থেই এই সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা যায়। তাফসীর গ্রন্থে ইহা নিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা সমীচীন নহে। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ. অর্থাৎ তাহারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিবে। যিহাক ও রবী ইব্ন আনাস (রা) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হইবার পরে فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (উহাতে তোমাদের কোন পাপ নাই)। যুহরী (রা) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, সে নিজের ব্যাপারে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে অভিভাবকদের কোন পাপ হইবে না। فِيْمَا فَعَلْنَ (নীতিসংগত ব্যবস্থা নিলে) অর্থাৎ ইদ্দত পালন সমাপ্ত করিয়া থাকিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়াকী (রা) বলেন ঃ স্বামী তালাক দিলে অথবা মারা গেলে ইদ্দত পালনের 'পর নতুন কোন পুরুষকে তাহার সাথে বিবাহে আকৃষ্ট করার জন্য সৌন্দর্য চর্চা করা বৈধ। মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ হইতে ইব্ন জারীজ বলেন ঃ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِى اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ অর্থাৎ বিবাহ একটি হালাল এবং পবিত্র কাজ। হাসান হইতে যুহরী এবং সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٣٥) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

২৩৫. "কোন পাপ নাই তোমাদের সেই স্ত্রীদের ইংগিতে বিবাহের পয়গাম দিতে কিংবা অন্তরে বিবাহের ইচ্ছা পোষণে। আল্লাহ্ জানিয়াছেন যে, তোমরা অবশ্যই যথাশীঘ্র তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। তবে তোমরা গোপনে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিও না। হ্যাঁ, বিধিসম্মত কথাবার্তা বলিতে পার। আর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ্ বন্ধনের সিদ্ধান্ত নিও না। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন, তাই তাহাকে ভয় কর। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে তাহার ইদ্দত পালন কালে আকারে ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম পেশ করাতে কোন দোষ বা পাপ নাই।

তবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মনসুর, জুবায়র, শু'বা ও ছাওরী (রা) প্রমুখ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ এই আয়াতের মর্মার্থে বলেনঃ পয়গাম পেশ করা অর্থাৎ এই ভাবে বলা যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই এবং আমি এই ধরনের মেয়েকে পসন্দ করি। এক কথায় স্পষ্ট ভাষায় প্রস্তাব পেশ করা । অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি চাই যে, আল্লাহ্ যেন আমাকে পসন্দমত স্বামী মিলাইয়া দেন, এই ধরনের কথা বলা। তবে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বাক্য বলিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই।

অন্য আর একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে বিবাহ করিতে চাই না এবং আমি কোন সতী ও ধর্মভীরু স্ত্রীলোককে বিবাহ্ করিতে চাই। কোন বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকেও তাহার ইদ্দতের মধ্যে এইরূপ শব্দ বলিয়া পয়গাম দেওয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, মনসুর, যায়েদ, তালিক ইব্ন গানাম ও বুখারী (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ এইভাবে পয়গাম পেশ করা যে, আমি বিবাহ করিতে চাই, আমার স্ত্রীর প্রয়োজন এবং যদি কোন সতী-সাধ্বী মেয়ে হইত।

মুজাহিদ, তাউস, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইব্‌রাহীম নাখঈ, শা'বি, হাসান, কাতাদা, যুহরী, ইয়াযীদ ইব্‌ন কুসাইত, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ প্রমুখ এবং পূর্ববর্তী আলিম মনীষীগণের একটি দল ও কতিপয় ইমাম পয়গাম পেশ সম্বন্ধে বলেন ঃ মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীকে অস্পষ্ট ভাষায় বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েয রহিয়াছে। বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকেও এইভাবে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ।

ফাতিমা বিনতে কায়েসকে (রা) যখন তাহার স্বামী আবূ আমর ইব্‌ন হাফস (রা) তৃতীয় তালাক দিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন– 'তুমি ইব্‌ন মাকতুমের ঘরে ইদ্দত অতিবাহিত কর। তিনি আরো বলেন যে, তোমার ইদ্দত পালন শেষ হইয়া গেলে আমাকে জানাইবে'। অতঃপর তিনি ইদ্দত হইতে মুক্ত হইলে উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং উসামার সহিত তাহার বিবাহ হয়।

তবে তালাক রজঈর ইদ্দত চলাকালে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্যে পয়গাম দেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِىْ اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ মহিলাদেরকে বিবাহের ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মনে যাহা গোপন রাখিয়াছ।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَايُعْلِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য অভিসন্ধী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত রহিয়াছেন। তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন। وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ

অর্থাৎ আমি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে সবচাইতে বেশী জানি। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ

'আল্লাহ তা'আলা খুব ভালোভাবেই জানেন যে, তাঁহার বান্দাগণ তাহাদের কাঙ্ক্ষিত নারীদেরকে অন্তরে স্মরণ করিবে।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতাংশের দ্বারা এই বিষয়ে মনের সংকীর্ণতা দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا কিন্তু গোপনভাবে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিও না।

আবূ আজলায, আবূ শা'শা, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, হাসান বসরী, ইব্‌রাহীম নাখঈ, কাতাদা, যিহাক, রবী ইব্‌ন আনাস, সুলায়মান তাইমী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সুদ্দী (রা) এই আয়াত সম্বন্ধে বলেনঃ ইহার মর্মার্থ হইল, ব্যভিচার । ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর (রা) বর্ণনায়ও এইরূপ মর্মার্থ উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীরও (রা) ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا এই আয়াত সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন ঃ এইভাবে না বলা যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তুমি অংগীকার কর যে, আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে না ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে শা'বি, ইকরামা, আবূ যুহা, যিহাক, যুহরী, মুজাহিদ ও ছাওরী (রা) বলেনঃ মহিলার নিকট হইতে এইভাবে কথা নেওয়া যে, 'তাহাকে ছাড়া সে অন্য কাউকে বিবাহ করিবে না'।

মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ পুরুষ ব্যক্তির মহিলাকে এইভাবে বলা যে, 'তুমি আমাকে ভুলিও না, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।'

কাতাদা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীদের ইদ্দতের সময় তাহাদের নিকট হইতে এইভাবে কথা নেওয়া যে, তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবে না। এইভাবে বলিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। তবে বিবাহে আগ্রহ দেখান ও পয়গাম পেশ করা এই নির্দেশের ব্যতিক্রম।

ইব্ন যায়েদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَلٰكِنْ لَّاتُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا অর্থাৎ ইদ্দতের সময় গোপনে বিবাহ করিয়া ইদ্দত পরবর্তী সময়ে তাহা প্রকাশ করা।

উল্লেখ্য যে,এই স্থানে উল্লিখিত প্রতিটি উক্তিই আলোচ্য আয়াতাংশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا অর্থাৎ 'শরী'আতের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী কোন কথা সাব্যস্ত করিয়া নিবে।'

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, সুদ্দী, ছাওরী ও ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন ঃ সাধারণ পয়গাম পেশ করার চাইতে বাড়াবাড়ি না করা। যথা, ইহা বল যে, আমি তোমার প্রতি আসক্ত ইত্যাদি।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেনঃ আমি উবায়দা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এই আয়াতাংশের অর্থ কি ? তিনি বলেন, মহিলার তাহার অভিভাবকদেরকে বলা যে, আপনারা (আমার বিবাহের ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করিবেন না। অর্থাৎ আমাকে না জানাইয়া বিবাহ দিবেন না। ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ (আর নির্ধারিত ইদ্দত সমাপ্তি পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বিবাহ করার কোন সংকল্প করিবে না)। অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, শা'বী, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, আবূ মালিক, যায়েদ ইব্ন আসলাম, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যুহরী, আতা খোরাসানী, সুদ্দী, ছাওরী ও যিহাক (র) প্রমুখ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ অর্থাৎ ইদ্দত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না। সকল ইমামের এই বিষয়ে ইজমা রহিয়াছে যে, ইদ্দত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে বিবাহ শুদ্ধ নয়।

কোন ব্যক্তি যদি ইদ্দতের মধ্যে কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে স্ত্রী কি তাহার জন্য চিরকালের মত হারাম হইয়া যায় ? এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। জমহুরের অভিমত হইল যে, সে তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে না; বরং তাহার ইদ্দত শেষ হইলে সে বিবাহের প্রস্তাব করিতে পারিবে।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ সে চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। তিনি দলীল হিসাবে ইব্ন শিহাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

ইদ্দতের মধ্যে যে মহিলার বিবাহ হয় এবং স্বামীর সহিত যদি তাহার মিলন না ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এই মহিলা তাহার পূর্ব স্বামীর

ইদ্দত শেষ করিয়া ফেলিলে তখন এই লোকটিও অন্যান্য লোকের মতই তাহাকে বিবাহের পয়গাম দিতে পারিবে। কিন্তু যদি দুই জনের মধ্যে মিলন ঘটিয়া যায় ও পরে তাহাদেরকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এই মহিলা তাহার পূর্ব স্বামীর ইদ্দতকাল শেষ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দত পালন করিবে। ইহার পর দ্বিতীয় স্বামী আর কখনো তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

যেহেতু সে তাড়াহুড়া করিয়া আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়-সীমার ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিল না, সেহেতু তাহাকে এই শাস্তি দেওয়া হইল যে, সেই স্ত্রী তাহার জন্যে চিরদিনের তরে হারাম হইয়া গেল। এই মতের মনীষীগণ সকলেই উহার এই কারণ ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হয়।

ইমাম শাফেঈ (র) ইমাম মালিক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম বায়হাকী (রা) বলেন যে, ইমাম মালিকের (র) প্রথম উক্তি অবশ্য ইহাই ছিল। কিন্তু তিনি পরে ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পরবর্তী অভিমত হইল যে, দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে। কেননা আলীর (রা) অভিমত হইল যে, তাহাকে বিবাহ করা জায়েয হইবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারিবে)।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি যে, হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত এই বিষয়ক হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে ছেদ রহিয়াছে। তবে মাসরুক হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আশআছ ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে বলিয়াছেন যে, মহরানা আদায় করিয়া ইদ্দত শেষ হওয়ার পর উহারা পরস্পরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ (জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা জানেন। অতএব তোমরা তাহাকে ভয় কর।') অর্থাৎ মহিলাদের ব্যাপারে পুরুষের অন্তরে যে চিন্তা বা কামনার সৃষ্টি হয়, উহা হইতে আল্লাহ সাবধান করিয়াছেন। পরন্তু মনকে মন্দ চিন্তা-চেতনা হইতে পবিত্র রাখিয়া উত্তম ও মহৎ ভাবনায় ব্রত রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ না হওয়ার কথা বলিয়া ঘোষণা করেন যে, وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ অর্থাৎ আর তোমরা জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ অতি দয়ালু এবং ক্ষমাশীল।

(٢٣٦) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ○

২৩৬. "যে সকল স্ত্রীকে তোমরা স্পর্শ কর নাই কিংবা কোন মহরানা ধার্য কর নাই, তাহাদিগকে যদি তালাক দাও তাহাতে পাপ নাই। আর তাহাদিগকে সচ্ছলরা সচ্ছলতা অনুসারে ও দরিদ্ররা দারিদ্র্য অনুপাতে ন্যায়সংগত সম্পদ দিয়ে দাও। পুণ্যবানদের ইহা বিশেষ দায়িত্ব।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহের পর সহবাসের পূর্বেও স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়িয রাখিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), তাউস ও হাসান বসরী বলেন ঃ আয়াতে উল্লিখিত الـمس। শব্দটির অর্থ হইল বিবাহ। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া বৈধ। তবে মহর নির্ধারিত না থাকিলেও তাহাকে মনঃকষ্ট না দিয়া খুশি করা মানবিক দায়িত্ব বটে। তাই আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে স্বামীর অবস্থানুপাতে আর্থিক সাহায্য করিতে বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইসমাঈল ইব্‌ন আমীয়া ও সুফীয়ান ছাওরী (রা) বলেনঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দান করার ব্যাপারে সবচাইতে উত্তম হইল পরিচারক দান করা। ইহার চাইতে নিম্নমানের হইল নগদ অর্থ দান করা। সর্বনিম্ন হইল কাপড় দান করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা বলেন ঃ স্ত্রী যদি ধনী হয় তাহা হইলে খাদেম বা পরিচালক ইত্যাদি দান করিবে। আর গরীব হইলে তিনখানা কাপড় দান করিবে। শা'বি বলেন ঃ এই বিষয়ে মধ্যম পন্থা হইল জামা, দোপাট্টা, লেপ ও চাদর দেওয়া। শুরাইহ বলেন ঃ পাঁচশত দিরহাম প্রদান করিবে।

আইয়ুব ইব্‌ন সীরীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আম্মার ও আবদুর রাযযাক বলেনঃ গোলাম দিবে অথবা খাদ্য দিবে অথবা কাপড় দিবে। হাসান ইব্‌ন আলী (রা) তাহার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে দশ হাজার দীনার বা দিরহাম দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের তুলনায় ইহা অতি নগণ্য বটে। ইমাম আবূ হানীফার (রা) অভিমত হইল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে 'মুতা' লইয়া যদি বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহার বংশের মহিলাদের যে মহর নির্ধারিত রহিয়াছে উহার অর্ধেক প্রদান করিবে।

ইমাম শাফেঈর (র) সর্বশেষ অভিমত হইল যে, মুতআর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট জিনিসের জন্য স্বামীকে চাপ দেওয়া যাইবে না। বরং এমন অল্প বস্তু যাহাকে 'মুতা' বলা যায় উহাই যথেষ্ট। আর আমি মনে করি যে, ঐ কাপড়কে 'মুতা' বলা যাইবে যাহাতে নামায আদায় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তাহার পূর্বের অভিমত হইল যে, মুতার জন্য কোন নির্ধারিত জিনিস আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে কমপক্ষে ত্রিশ দিরহাম দেওয়াকে আমি ভাল মনে করি। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

উলামাগণ এই বিষয়ে ইখতেলাফ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কি 'মুতা' দিতে হইবে, না শুধুমাত্র সহবাস করা হয় নাই এইরূপ নারীকেই মুতা দিতে হইবে ? প্রথম দলের অভিমত হইল যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই মুতা প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً.

অর্থাৎ হে নবী ! আপনি আপনার স্ত্রীদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি ইহলৌকিক জীবন ও উহার সৌন্দর্য পসন্দ কর তাহা হইলে আস, আমি তোমাদিগকে কিছু আসবাব দিয়া নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ করি।' অবশ্য তাঁহাদের সকলেরই মহরানা নির্ধারিত ছিল এবং তাঁহারা সকলেই ছিলেন সহবাসকৃতা।

ইহা হইল সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, আবুল আলীয়া ও হাসান বসরী প্রমুখের উক্তি। ইমাম শাফেঈরও (রা) অনুরূপ একটি অভিমত রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এইটাই তাঁহার সর্বশেষ ও সঠিক অভিমত। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয় দল বলেন ঃ তালাকপ্রাপ্তা সহবাসকৃতা স্ত্রীই মুতা প্রাপ্তির একমাত্র উপযুক্ত। যদিও তাহার মহরানা ধার্য থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً.

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপনকারিণী নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদিগকে সহবাস করার পূর্বে তালাক প্রদান কর, তখন তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাদের কোন ইদ্দত নাই যাহা তাহারা অতিবাহিত করিবে। তাই তোমরা তাহাদিগকে কিছু আসবাবপত্র দিয়া দাও এবং নিয়মানুযায়ী পরিত্যাগ কর।"

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের (র) সূত্রে কাতাদা হইতে শু'বা প্রমুখ বলেন ঃ

সূরা আহযাবের এই আয়াতটি সূরা বাকারার আলোচ্য আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। বুখারী (র) সহল ইব্‌ন সাআদ ও আবূ সাঈদ হইতে তাঁহার সহীহ হাদীস সংকলন বুখারী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উমাইমা বিনতে শারহীল (রা)-কে বিবাহ করেন। তাহাকে বিবাহ করার কালে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দেন। কিন্তু তিনি উহা খারাপ মনে করেন। তখন রাসূলাল্লাহ (সা) হযরত উসাইদ (রা)-কে বলেন, "তাহাকে দুইখানা নীল কাপড় দিয়া বিদায় দিয়া দাও।"

তৃতীয় দলের অভিমত হইল যে, সেই তালাকপ্রাপ্তা মহিলা মুতা পাইবে যাহার সংগে তাহার স্বামীর সহবাস হয় নাই এবং তাহার মহরও নির্ধারিত হয় নাই। আর যদি মহর নির্ধারিত না থাকে এবং সহবাস হওয়ার পর যদি তালাক প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই মহিলা মহরে 'মিছাল' প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ সেই মহিলার নিকটাত্মীয়াদের বিবাহে যে মহর নির্ধারিত হইয়াছে সেই পরিমাণ পাইবে। অন্যদিকে মহর নির্ধারিত স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক প্রদান করিলে তাহাকে অর্ধেক মহর দিতে হইবে। কিন্তু মহর নির্ধারিত স্ত্রীর সংগে সহবাস হইয়া থাকিলে তাহাকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে। আর ইহাই তখন 'মুতার' বিনিময় হিসাবে পরিগণিত হইবে। হাঁ, তবে সেই বিপদগ্রস্তা মহিলার জন্যে মুতা দিতে হইবে যাহার সংগে সহবাস হয় নাই এবং মহরও নির্ধারিত করা হয় নাই, এমতাবস্থায় তালাক দেওয়া হইয়াছে। কুরআনের ভাষ্যও ইহা। ইব্‌ন উমর (রা) ও মুজাহিদের অভিমতও এইরূপ।

তবে আলিমদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা নারীকেই কিছু না কিছু দেওয়া মুস্তাহাব। কিন্তু যাহাদেরকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেওয়া হইয়াছে এবং মহর ধার্য করা

হয় নাই, তাহাদিগকে অবশ্যই উহা দিতে হইবে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত সূরা আহ্যাবের আয়াতটির ভাবার্থও ছিল ইহা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং অসমর্থদের জন্য তাহাদের সাধ্য অনুযায়ী যে খরচ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা দান করা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য প্রচলিত নিয়মানুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, ইহা সেই আলিমগণের দলীল যাহারা প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে কিছু না কিছু দেওয়া উত্তম বলিয়া উক্তি করিয়াছেন।

শা'বী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইব্ন আবূ কাইস ওরফে আমর, মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন ইসহাক, কাছীর ইব্ন শিহাব আল কুযাইনী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেনঃ শা'বীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে মুতা' না দিলে কি আল্লাহর নিকট দায়ী থাকিতে হইবে? তদুত্তরে তিনি এই আয়াত পড়েন عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ অতঃপর বলেন, আল্লাহর কসম! আমি কাহাকেও এই অপরাধে শাস্তি প্রদান করিতে দেখি নাই। আল্লাহর কসম, ইহা যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইত, তাহা হইলে বিচারকগণ এই ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিগণকে বন্দী করিয়া অবশ্যই শাস্তি দিতেন!

(٢٣٧) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَنْ يَّعْفُوْنَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؕ
وَأَنْ تَعْفُوْٓا أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ؕ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ؕ إِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৩৭. "আর যদি তোমরা স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীগণকে তালাক দাও এবং তাহাদের মহর নির্ধারিত করিয়া থাক, তাহা হইলে অর্ধেক মহর আদায় করিবে। তবে হাঁ, যদি স্ত্রী ক্ষমা করিয়া দেয় কিংবা স্বামী পূর্ণ মহর আদায় করে (তাহাতে দোষ নাই)। আর স্বামী পূর্ণ মহর দিলে তাহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটতর হইবে। তোমরা পরস্পরের উপকার ভুলিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমরা যাহা কর তাহা দেখেন।"

তাফসীর ঃ এই পবিত্র আয়াতটি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, পূর্বের আয়াতে মুতার জন্য যাহাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে কেবল তাহারাই মুতার উপযুক্ত প্রাপক। কেননা, এই আয়াতটিতে তাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সহবাস পূর্বে তালাকপ্রাপ্তা ও মহর নির্ধারিত মহিলা নির্ধারিত মহরের অর্ধেক প্রাপ্ত হইবে। যদি অর্ধেক মহর ছাড়া মুতা ওয়াজিব

হইত তাহা হইলে অবশ্যই উহা বর্ণনা করা হইত। কেননা দুইটি আয়াতে এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হইতেছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া অর্ধ মহরের উপর আলিমদের ইজমা হইয়াছে। কিন্তু তিন জন আলিম বলিয়াছেন, স্বামী-স্ত্রীর সহাবস্থানের পর সহবাস প্রমাণিত না হইলেও পূর্ণ মহর দিতে হইবে। ইমাম শাফেঈর (র) পূর্বের মতও ছিল এইরূপ । খুলাফায়ে রাশিদাও এইরূপ নির্দেশ দিতেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, লাইছ ইব্‌ন আবূ সালীম, ইব্‌ন জারীর, মুসলিম ইব্‌ন খালিদ ও শাফেঈ (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করা স্ত্রীর সহিত সহাবস্থান করিয়াছে, কিন্তু তাহার সাথে সহবাস করে নাই, এমতাবস্থায় তাহাকে তালাক দিলে সে কেবল অর্ধ মহর পাইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

অর্থাৎ 'যদি মহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়া দাও, তাহা হইলে যে মহর সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক দিতে হইবে।' শাফেঈ (র) বলেন, আমাদের অভিমত স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়েতের একজন বর্ণনাকারী লাইছ ইব্‌ন আবুল সালিমের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। তবে এই রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ তালহার (র) সূত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন لاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করিয়া দেন। অর্থাৎ নারীরা যদি স্বেচ্ছায় মহর মাফ করিয়া দেয় তাহা হইলে স্বামী দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও সুদ্দী (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সায়্যিবা (কুমারিত্ব হারা) মহিলা যদি স্বামীকে মহর মাফ করিয়া দেয়, তাহা হইলে উহা কার্যকর হইবে। ইহা ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিমের অভিমত।

শুরাইহ, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইকরামা, মুজাহিদ শা'বী, হাসান, নাফে, কাতাদা, জাবির ইব্‌ন যায়িদ, আতা খোরাসানী, যিহাক, যুহরী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, ইব্‌ন সীরীন, রবী ইব্‌ন আনাস ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল কারযী এই ব্যাপারে মতান্তর প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, لاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ। এর অর্থ হইল, স্ত্রীকে স্বামীর মাফ করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ পুরুষ তাহার অর্ধেক অংশসহ পূর্ণ মহরই যদি দিয়া দেয় তবে তাহার এই অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য এই উক্তিটি অত্যন্ত বিরল উক্তি। কেননা ইহা অন্য আর কেহই বর্ণনা করেন নাই বা বলেন নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অর্থাৎ কিংবা বিবাহের বন্ধন যাহার অধিকারে সে যদি ক্ষমা করিয়া দেয় তাহা স্বতন্ত্র কথা।'

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন শুআ'ইবের দাদা, তাহার পিতা, আমর ইব্ন শুআ'ইব, ইব্ন লাহিয়া ও ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ 'বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।' আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহিয়ার হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়াও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আমর ইব্ন শুআ'ইব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন লাহিয়া ও ইব্ন জারীরও রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদ এইভাবে বর্ণিত হয় নাই যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা ও দাদার পিতা হইতে আমর ইব্ন শুআইব বর্ণনা করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আসিম ওরফে ঈসা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ হাতিম ওরফে জাবির, আবূ দাউদ, ইউনুস ইব্ন হাবীব ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আসিম বলেনঃ শুরাইহকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ আমি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী কি স্ত্রীর অভিভাবকগণ ? আলী (রা) বলেন- 'না, বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।' একাধিক রিওয়ায়েতে ইব্ন আব্বাস (রা), জুবাইর ইব্ন মুতইম ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব এবং শুরাইহর এক অভিমতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী ইকরামা, নাফে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, যিহাক, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আলকারযী, জাবির ইব্ন যায়েদ, আবূ মাজলায, রবী ইব্ন আনাস, ইয়াস ইব্ন মুআবিয়া, মাকহুল ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলেন ঃ বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি– ইমাম শাফেঈর (র) নতুন অভিমতও ইহা। ইমাম আবূ হানীফা (রা) ও তাঁহার সাথীগণ, ছাওরী, ইব্ন শিবরিমাহ ও আওযাঈর মাযহাবও ইহা এবং ইব্ন জারীর ও এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন।

মূলত বিবাহ বন্ধনের অধিকারী হইল স্বামী। কেননা বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা, ভাংগিয়া দেওয়া, আলাদা করিয়া দেওয়া ইত্যাদি ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী স্বামী। অথচ অভিভাবক যেমন অভিভাবকত্বের অধীন ব্যক্তির সম্পত্তি কাহাকেও দান করিতে পারে না, তেমনি কাহারও স্ত্রী মহর মাফ করিয়া দিতে পারে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, হাম্মাদ ইব্ন মুসলিম, ইব্ন আবূ মরিয়াম ও আমার পিতা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আয়াতে বর্ণিত বিবাহ বন্ধনের অধিকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন ঃ ইহার অধিকারী হইল স্ত্রীর ভাই, বাপ এবং সে সকল ব্যক্তি যাহাদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হয় না। আলকামা, হাসান, আ'তা তাউস, যুহরী, রবীআ', যায়েদ ইব্ন আসলাম, ইব্রাহীম নাখঈ ও ইকরামা এবং মুহাম্মদের দুইটি উক্তির একটি হইল যে, স্ত্রীর অভিভাবকগণই উহার অধিকারী। ইমাম মালিকের (র) মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈর (র) পূর্ব অভিমতও ছিল ইহা। কেননা, মূলত যে অধিকারে সে এখন অধিকারী তাহার অবিভাবকরাই তাহাকে এই অধিকার প্রদান করিয়াছে। তাই এই ব্যাপারে তাহাদের হস্তক্ষেপের অধিকার রহিয়াছে। অবশ্য তাহার অন্যান্য সম্পদের ব্যাপারে অভিভাবকদের কোন অধিকার নাই।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান, সাঈদ ইব্ন রবী আল রাযী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মাফ করার অধিকার দিয়াছেন। তাই যে কোন স্ত্রীর জন্যই মাফ করা জায়েয রহিয়াছে। তবে স্ত্রী যদি কার্পণ্য ও সংকীর্ণতার দরুন মাফ করিতে সংকোচ বোধ করে তাহা হইলে তাহার অভিভাবকগণও মাফ করিয়া দিতে পারেন। এই বিষয়ে তাহাদেরও মাফ করার বৈধ অধিকার রহিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, অভিভাবকগণ তখনই অধিকার প্রয়োগ করিবে যখন সে এই বিষয়ে কঠোরতা প্রদর্শন করিবে। শুরাই হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু শা'বী ইহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেনঃ ইহার অধিকারী হইল স্বামী। এমনকি তিনি শেষে এই কথার উপর মুবাহালা করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ আর তোমরা যদি ক্ষমা কর, তবে তাহা হইবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী।

ইব্ন জারীর প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা পুরুষ মহিলা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'তা ইব্ন আবূ রুবাহ, ইব্ন জারীর, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে মাফ করিয়া দিবে সে বেশী পরহেযগারীর নিকটবর্তী হইবে। শা'বি (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ, নাখঈ, যিহাক, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, রবী ইব্ন আনাস ও ছাওরী (রা) বলেন ঃ উভয়ের মধ্যে উত্তম সে যে নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দিবে। অর্থাৎ হয় স্ত্রী তাহার অর্ধেক প্রাপ্য স্বামীকে ছাড়িয়া দিবে অথবা স্বামী স্ত্রীর প্রাপ্য অর্ধেক মহরের পরিবর্তে পূর্ণ মহর দিয়া দিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (তোমরা পরস্পরের উপকারকে ভুলিয়া যাইও না)। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের কৃতজ্ঞ হও। সাঈদ ইহার এই মর্মার্থ বলিয়াছেন। যিহাক, কাতাদা, সুদ্দী, আবূ ওয়াইল আল মা'রূফ প্রমুখ বলেন ঃ অর্থাৎ একে অপরকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না, বরং কর্মসংস্থান করিয়া দাও।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ, আবদুল্লাহ ইব্ন ওলীদ আর বসাফী, ইউনুস ইব্ন বুকাইর, উকবাহ ইব্নে মুকাররাম, মূসা ইব্ন ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মানুষের উপর এমন একটি বেদনাময় যুগ আসিবে যে, মু'মিনগণও তাহার হাতের জিনিস দাঁত দিয়া গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ মানুষেরা কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করিবে ও উপকার ভুলিয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 'তোমরা পরস্পপরের অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া যাইও না।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ شرار يبايعون كل مضطر অর্থাৎ "সেই সকল লোক নিকৃষ্টতম যাহারা অপরের অভাব ও অসহায়তার সুযোগে তাহাদের জিনিস -পত্র সস্তা মূল্যে কিনিয়া নেয়।" রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ হঠকারিতা অর্থাৎ অভাবের সময় অভাবীদের নিকট হইতে সস্তা মূল্যে ক্রয় করাকে নিষিদ্ধ করিয়া বলেন– তোমার নিকট কোন ভালো পয়গাম থাকিলে তাহা অন্য ভাইকে পৌঁছাও। তবে অন্যের ধ্বংস তাণ্ডবের অবাঞ্ছিত কাজে অংশ নিও

না। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই সমতুল্য। তাই তাহাকে কষ্ট দিবে না এবং মঙ্গল হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিবে না।।

আবূ হারুন হইতে সুফিয়ান বলেন ঃ

আমি আউন ইব্ন আবদুল্লাহকে আল কারযীর মজলিসে দেখিয়াছি। তিনি আমাদিগকে হাদীস বলিতেন এবং তাঁহার আঁসু বহিয়া শশ্রু সিক্ত হইয়া যাইত। আর তিনি বলিতেন –আমি যখন ধনীদের সংগে থাকি তখন মনে বড় দুশ্চিন্তা অনুভব করি। কেননা, তখন যেই দিকেই তাকাই সেই দিকের সবাইকে আমার চাইতে উত্তম পোশাক, দামী সুগন্ধি ও চমৎকার আরোহীতে দেখিতে পাই। তবে গরীবদের মজলিসে বসিলে মনে বড় আনন্দ পাই। অতঃপর তিনি وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ ভিক্ষুক আসিলে তাহাকে কিছু না দিতে পারিলেও অন্তত তাহার মঙ্গলের জন্য দো'আ কর। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সার্বিক কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেন। অর্থাৎ তাহার নিকট তোমাদের কোন কাজ ও কোন অবস্থা স্পষ্ট নয় এবং অতি সত্ত্বরই তিনি প্রত্যেককে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন।

(٢٣٨) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ○

(٢٣٩) فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ○

২৩৮. "তোমরা নামাযের হিফাযত কর, বিশেষত মধ্যবর্তী নামায। আর আল্লাহ্র জন্য সবিনয়ে দণ্ডায়মান হও।"

২৩৯. "তারপর যদি সন্ত্রস্তাবস্থায় থাক, তাহা হইলে হাটা অবস্থায় কিংবা বাহনে চড়িয়া (নামায পড়)। অতঃপর যখন নিরাপদ হইবে, তখন সেইভাবে আল্লাহর নাম লও যেভাবে তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা তোমরা জানিতে না।"

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা নামাযের নির্ধারিত সময়ের হিফাযত, তাহার সীমাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময়ের প্রথম অংশে নামায আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। সহীহদ্বয়ে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোন্ আমলটি সবচাইতে উত্তম? তিনি বলেন, সময় মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পরে? তিনি বলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পরে ? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সংগে সদ্ব্যবহার করা। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি যদি রাসূলুল্লাহকে (সা) আরও জিজ্ঞাসা করিতাম তাহা হইলে তিনি আরো বলিতেন।

রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বাই'আত গ্রহণকারিণীদের মধ্যে অন্যতম উম্মে ফারওয়াহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্ন গনামের দাদী উম্মে আবীহি দুনিয়া, কাসিম ইব্ন গনাম যে, উম্মে ফারওয়াহ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আমলের বর্ণনা সম্বন্ধে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমলসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয় আমল হইল আউয়াল ওয়াকতে নামায পড়ার জন্য তাড়াহুড়া করা। আবূ দাউদ (র) এবং তিরমিযীও (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন ঃ এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে উমরী নামক ব্যক্তি আমাদের নিকট অপরিচিত। উপরন্তু হাদীসবেত্তাগণের নিকট তাহার কোন রিওয়ায়েত নির্ভরযোগ্যও নয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে অন্যান্য নামায হইতে মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে অত্যধিক গুরুত্ব ও তাগাদার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। তবে মধ্যবর্তী নামায কোন্টি, এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ মতভেদ করিয়াছেন। আলী (রা) এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম মালিকের (র) মুআত্তার এক বর্ণনা সূত্রে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা হইল ফজরের নামায।

আবূ রিজা আল আ'তারিদী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'উফ আল আ'রাবী, শরীক, আবদুল ওহাব, ইব্ন আবী আদী, গুন্দুর, ইব্ন আলীয়া ও হাশীম বর্ণনা করেন যে, আবূ রিজা আল আ'তারিদী (র) বলেন ঃ আমি একদা ইব্ন আব্বাসের (রা) পিছনে ফজরের নামায পড়িয়াছিলাম। সেই নামাযে তিনি হাত উঠাইয়া কুনুতও পড়িয়াছিলেন। অতঃপর বলিয়াছিলেন, ইহা সেই মধ্যবর্তী নামায যাহাতে আমাদেরকে কুনুত পড়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খাল্লাস ইব্ন আমর ও আ'উফের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) একদা বসরার মসজিদে ফজরের নামায পড়ার সময় রুকুর পূর্বে কুনুত পড়িয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, ইহাই হইল মধ্যবর্তী নামায, যাহার কথা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কিতাবে বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পড়েন ঃ

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত দাঁড়াও।"

আবুল আলীয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্ন আনাস, ইব্ন মুবারক ও মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা দামিগানী বর্ণনা করেন যে, আবুল আ'লীয়া বলেন ঃ একদা আমি বসরায় আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারকের (র) পিছনে ফজরের নামায পড়ি। তখন আমি আমার পাশের এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মধ্যবর্তী নামায কোন্টি ? তিনি বলিলেন, এই নামাযটি।

অন্য একটি সূত্রে আবুল আলীয়া হইতে রবী বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া বহু সাহাবীদের সহিত ফজরের নামায পড়েন। নামায শেষ করিয়া তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মধ্যবর্তী নামায কোন্টি ? তদুত্তরে তাহারা বলেন, যে নামায আপনি কিছু পূর্বে আদায় করিয়াছেন, তাহাই।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন উসামা ও ইব্‌ন বাশার বর্ণনা করেন ঃ ফজরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায। ইব্‌ন উমর (রা), আবূ উমামা, আনাস, আবুল আলীয়া, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, আ'তা, মুজাহিদ, জাবির ইব্‌ন যায়েদ, ইকরামা ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন হাদ হইতে ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ র্বণনা করিয়াছেন। শাফেঈ (র)-ও নিজের পক্ষে এই দলীল পেশ করিয়াছেন। আর তাঁহার নিকট কুনুত হইল ফজরের নামাযের দু'আ।

যাহারা বলেন যে, ফজরের নামাযই হইল মধ্যবর্তী নামায, তাহাদের যুক্তি হইল যে, এই নামাযের মধ্যে কোন অবস্থাতেই কম করা যায় না। উপরন্তু ইহার আগে-পরে চার রাকাআতওয়ালা দুই ওয়াক্ত নামায রহিয়াছে। উহা বিশেষ সময় সংক্ষিপ্তভাবেও আদায় করা যায়। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। তাহাদের যুক্তি হইল যে, ইহার পরে রাত্রে শব্দ করিয়া পড়ার দুইটি ওয়াক্ত রহিয়াছে এবং ইহার পূর্বেও আছে নিঃশব্দে পড়ার দুই ওয়াক্ত নামায।

আবার কেহ বলিয়াছেন ঃ উহা হইল জুহরের নামায। ইব্‌ন মা'বাদ ওরফে যুহরা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আমর ওরফে যবারকান, ইব্‌ন আবূ যুআব ও আবূ দাউদ তায়ালেসী স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মা'বাদ বলেন ঃ আমরা অনেকে যায়েদ ইব্‌ন ছাবিতের (রা) নিকট বসা ছিলাম (অর্থাৎ উক্ত মজলিসে এই বিষয় নিয়া আলোচনা হইতেছিল)। তখন উসামার (রা) নিকট লোক পাঠাইয়া মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন-উহা হইল যুহরের নামায। আর রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা সময়ের প্রথম ভাগে আদায় করিতেন।

যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, যবারকান, আমর ইব্‌ন আবূ হাকীম, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামায সব সময়ই সময়ের প্রথম ভাগে আদায় করিতেন। আর সাহাবীদের নিকট ইহার চাইতে ভারী কোন নামায ছিল না। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ অর্থাৎ 'তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করিয়া মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে আর আল্লাহর সামনে বিনয়ের সাথে দণ্ডায়মান হও।' তিনি আরো বলেন যে, ইহার পূর্বেও দুইটি নামায রহিয়াছে এবং পরেও দুইটি নামায রহিয়াছে। শু'বার সনদে আবূ দাউদ (র) তাহার সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আহমাদ (র) ইহা বলিয়াছেন।

যবারকান হইতে ইব্‌ন আবূ ওহাব বর্ণনা করেন যে, কুরাইশদের একটি মাহফিলের নিকট দিয়া যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) যাইতেছিলেন। তাহারা তাহাকে যাইতে দেখিয়া তাহার নিকট দুইজন লোক পাঠাইয়া মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন-উহা হইল আসরের নামায। পুনরায় দুটি লোক তাহার নিকট এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন-উহা যুহরের নামায। অতঃপর সেই লোক দুইটি হযরত উসামাকে (রা) ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, উহা হইল যুহরের নামায। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সা) বেলা সামান্য হেলিলেই

যুহরের নামায আদায় করিতেন। তাই তাহার পিছনে তখন একটি বা দুইটি সারি হইত। কেননা লোকজন তখন বিশ্রাম নিত এবং ব্যবসায় ব্যস্ত থাকিত। তদুপলক্ষে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন -হয় লোক এই অভ্যাস ত্যাগ করিবে, অন্যথায় ইচ্ছা হয় তাহাদের ঘর-বাড়ি জ্বালাইয়া দিই। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী যবারকানের পরিচয় হইল যে, তিনি আমর ইব্ন উমাইয়া আল যামারীর পুত্র। অথচ তাহাকে সাহাবাদের কেহই চিনেন না। তবে ইহার পূর্ববর্তী উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও যুহরা ইব্ন মা'বাদের রিওয়ায়েত দুইটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা.হুমাম এবং শু'বা বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল যুহরের নামায। যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আব্বান ইব্ন উছমানের পিতা, আবদুর রহমান ইব্ন আব্বান, উমর ইব্ন সুলায়মান, শু'বা, আবূ দাউদ তায়ালেসী প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ যুহর হইল মধ্যবর্তী নামায। একটি মারফূ' হাদীসে যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন সুলায়মান, শু'বা আবদুস সামাদ, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ যায়েদা ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন, মধ্যবর্তী নামায হইল যুহরের নামায। ইব্ন উমর (রা), আবূ সাঈদ (রা) ও আয়েশাও (রা) ইহা বলিয়াছেন। উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবূ হানীফা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী ও বাগবী (র) বলেন ঃ উহা হইল আসরের নামায। সুবিজ্ঞ সাহাবাগণের অধিকাংশের অভিমতও ইহা । কাযী মাওয়ারদী (র) বলেন ঃ জমহুর তাবিয়ীনদের অভিমতও এইরূপ। হাফিজ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ অধিকাংশ হাদীসবিশারদের উক্তিও এই ধরনের। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আতীয়া স্বীয় তাফসীরে লিখেন ঃ অধিকাংশ লোকই এইমত পোষণ করেন। হাফিজ আবূ মুহাম্মদ আবদুল মুমিন ইব্ন খলফ দামিয়াতী (র) স্বীয় পুস্তক كشف الغطا فى تبيين الصلاة الوسطى -এ বিভিন্ন যুক্তি-দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা হইল আসরের নামায।

উমর (রা), আলী (রা) ইব্ন মাসউদ (রা), আবূ আইউব (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা), সুমরা ইব্ন জুন্দুব (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সাঈদ (রা), হাফসা (রা), উম্মে হাবীবা (রা), উম্মে সালমা (রা), ইব্ন উমর (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আয়েশা (রা) প্রমুখ হইতেও সহীহ সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। আর তাহাদের সূত্রে ইব্রাহীম নাখঈ, রযীন, রযীন ইব্ন হুবাইশ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্ন সীরীন, হাসান, কাতাদা, যিহাক, কালবী, মাকাতিল ও উবাইদ ইব্ন মারিয়াম প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাযী মাওয়াদী (র) বলেন ঃ ইহাই হইল ইমাম আহমদ (র) এবং শাফেঈর (র) মাযহাব। ইমাম আবূ হানীফা (র), আবূ ইউসুফ (র) ও মুহাম্মদের মাযহাবও ইহা। ইব্ন হাবীব মালেকী (র) এইমত পসন্দ করিয়াছেন।

ইমামগণের দলীল ঃ আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাতীর ইব্ন শাকীল, মুসলিম, আ'মাশ আবূ মু'আবিয়া ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, তাহারা (কাফিররা) আমাদিগকে মধ্যবর্তী আসর নামায হইতে বিরত রাখিয়াছে-আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর ও ঘরগুলিকে আগুন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিন। অতঃপর হুযুর (সা), ঈসা ইব্ন ইউনুসের (র) হাদীসে আর তাঁহারা উভয়ে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা), শাতীর ইব্ন শাকিল ইব্ন হুমাইদ, আবূ যুহা, মুসলিম ইব্ন সাবীর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য আর একটি সূত্রে আলী (রা) হইতে ধারারাহিকভাবে ইয়াহিয়া ইব্ন জাযার, হাকাম ইব্ন উমার, শু'বা ও মুসলিমও (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহদ্বয়, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও বিভিন্ন মুসনাদ, সুনান ও সহীহ সংকলকগণ আলী (রা) হইতে উবায়দা সালমানীর দীর্ঘ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী ও নাসায়ী আলী (রা) হইতে হাসান বসরীর সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী (র) এই রিওয়ায়েতটি সম্পর্কে বলেন যে, তাহার নিকট হইতে শোনার ব্যাপারটি অপ্রসিদ্ধ।

আবূ যার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী, আহমাদ ইব্ন সিনান ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যার (রা) উবাইদাকে হযরত আলী (রা)-এর নিকট মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে বলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রা) বলেন ঃ আমি ইহার ভাবার্থে ফজর অথবা আসরকে বুঝিতাম। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহর (সা) মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি বলেন, তাহারা আমাদিগকে মধ্যবর্তী নামায-আসর থেকে বিরত রাখিয়াছে। হে আল্লাহ! তাহাদের সমাধি, উদর ও ঘর সমূহ তুমি আগুন দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও।

ইব্ন মাহদী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিন্দার ও ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করেন। আহযাবের হাদীসেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবাগণকে মুশরিকরা সেই দিন অসরের নামায আদায় করিতে দিয়াছিল না।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি বিশাল একদল সাহাবা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি বিষয়ের উপর এতগুলো হাদীস উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হইল, মধ্যবর্তী নামায বা সালাতুল উসতা যে আসরের নামায তাহার একটি প্রমাণ্য চিত্র তুলিয়া ধরা। বার্রা ইব্ন আযিব (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতেও মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদা ও আব্বান বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পড়েন حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। এবং বলেন, ইহার নির্দিষ্ট নাম হইল আসরের নামায।

সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান (রা), কাতাদা, সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও রওহ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ উহা হইল আসরের নামায। ইব্ন জা'ফর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহকে (সা) মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। (অতঃপর তিনি ইহা বলিয়াছিলেন।) সামুরা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, কাতাদা ও সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়ার হাদীসে তিরমিযী (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই

হাদীসটি হাসান এবং সহীহ অর্থাৎ উত্তম ও বিশুদ্ধ । তবে তাঁহার নিকট হইতে অন্য হাদীসও শোনা গিয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, তাইমী, আবদুল ওহাব ইব্ন আতা, আহমদ ইব্ন মুনী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায।

ভিন্ন সূত্রে অন্য একটি হাদীস কুহাইল ইব্ন খালিদ, ওলীদ ইব্ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন আহমদ আলজারশী আল ওয়াসেতী, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কুহাইল ইব্ন হারমালা (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) মধ্যবর্তী নামায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হন এবং তিনি বলেন, এই বিষয়টি নিয়া তোমাদের মধ্যে যেভাবে ইখতিল্লাফ সৃষ্টি হইয়াছে, এমনিভাবে আমাদের মধ্যেও একবার ইখতিলাফ হইয়াছিল। 'কিন্তু সেই সময়টায় আমরা হুযুরের (সা) বাসভবনের খুব নিকটবর্তী ছিলাম। আমাদের মধ্যে আবূ হাশিম ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ ইব্ন আব্দে শমস (রা) নামক এক বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের জন্য এই বিষয়ের ফয়সালা জানিয়া আসি। ইহা বলিয়া তিনি উঠেন এবং হুযুরের (সা) ঘরে ঢোকার জন্য অনুমতি চান এবং অনুমতি পূর্বক ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর বাহির হইয়া বলেন, তিনি বলিয়াছেন যে, উহা হইল আসরের নামায। অবশ্য এই বর্ণনার সূত্রটি 'গরীব' পর্যায়ের।

ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ দামেস্কী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জুবায়ের মুনীব মুসলিম, আবদুস সালাম, আবূ আহমদ, আহমাদ ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ দামেস্কী (র) বলেনঃ একদা আমি আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ানের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন এই নিয়া আলোচনা হইলে তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া ইহা জিজ্ঞাসা কর যে, আপনি মধ্যবর্তী নামায সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কি শুনিয়াছেন ? ইহা শুনিয়া সেই মজলিসে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলেন, আমার বাল্যাবস্থায় আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-ও এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত জানার জন্য আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাঠান । আমি তাঁহাকে মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমার কনিষ্ঠাংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল ফজরের নামায। ইহার পর তাহার পার্শ্বের অংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল যুহরের নামায। অতঃপর বৃদ্ধাংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল মাগরিবের নামায। ইহার পর তাহার পার্শ্বের আংগুলিটি ধরিয়া বলেন, এইটা হইল ইশার নামায। অতঃপর আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বল, কোন অংগুলিটি বাকি রহিয়াছে ? আমি বলিলাম, মধ্যাংগুলিটি বাকি রহিয়াছে। তারপর বলেন, আর কোন্ নামায বাকি রহিয়াছে ? আমি বলিলাম, আসরের নামায। পরিশেষে তিনি বলেন, উহা (মধ্যবর্তী নামায) হইল আসরের নামায।' এই বর্ণনাটিও গরীব ।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ মালিক আল-আশআরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্ন উবাইদ, আবূ যমযম ইব্ন যরাআহ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আশে'র পিতা, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আ'শ, মুহাম্মদ ইব্ন আওফ আত্তায়ী ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশআরী (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায।' তবে ইহার সনদসমূহ ক্রটিযুক্ত।

অপর একটি রিওয়ায়েতে আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধরাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, হুমাম ইব্‌ন মাওরিক আলআজালী, আমর ইব্‌ন হাব্বান (র) স্বীয় সহীহ্ হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আসরের নামায হইল মধ্যবর্তী নামায।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মারবাত আল হামদানী, যুবাইদ আলইয়াসী ও মুহাম্মদ' ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন মাসরাফের হাদীসে তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মধ্যবর্তী নামায হইল আসরের নামায।' তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসের রিওয়ায়েতটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহার (র) সূত্রে মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ মুসলিম শরীফেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিমের (র) রিওয়ায়েতের হুবহু শব্দগুলি হইল যে, 'তাহারা আমাদিগকে মধ্যবর্তী নামায আসর হইতে বিরত রাখিয়াছিল।'

এতক্ষণ এই বিষয়ের উপর এত দলীল-প্রমাণ উল্লেখের দ্বারা আমরা এই সম্পর্কিত সংশয় ও প্রশ্ন হইতে মুক্ত ইসলাম। সহীহ হাদীসে সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও যুহরী বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার আসরের নামায ছুটিয়া গিয়াছে, তাহার যেন সহায়-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ ধ্বংস হইয়া গেল।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে বুরায়দা ইব্‌ন হাসান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুজাহির, আবূ কাছীর, আবূ কুরাবা, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর ও আওযাঈ (র) বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা ইব্‌ন হুসাইব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মেঘলা সময় তোমরা আসরের নামায সময়ের প্রথম ভাগে আদায় কর। কেননা যে আসরের নামায তরক করিল তাহার সকল আমলই বিনষ্ট হইয়া গেল।

আবূ নাযরাতুল গিফারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ তামীম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা, ইব্‌ন লাহীআ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইসহাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযরাতুল গিফারী (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে 'গিফার' গোত্রের 'হামিস' নামক উপত্যকায় আসরের নামায পড়ি। তখন তিনি বলেন, এই (আসরের) নামায তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা ইহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিত। তাই যে ব্যক্তি এই নামায যথাসময়ে পড়িবে, তাহাকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দেওয়া হইবে। আর এই নামাযের পর তারকা না দেখা পর্যন্ত কোন নামায নাই।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্‌ন নঈম্, লাইছ ও ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি লাইছ হইতে ধারাবাহিকভাবে কুতায়বা এবং মুসলিম ও নাসায়ী উভয়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুবায়রা সাবারী হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্‌ন নয়ীম আল হাযরামী, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইহসাকও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আয়েশার (রা) গোলাম আবূ ইউনুস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'কা ইব্‌ন হাকীম যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, মালিক, ইসহাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইউনুস বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) আমাকে কুরআনের একটি একটি করিয়া আয়াত

লিখিতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন এই আয়াতটি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى। পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন আমাকে অবহিত করিবে। সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى-এর সঙ্গে وَصَلَاةَ الْعَصْرَ যোগ করিয়া দেন। আর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইহাই শুনিয়াছি। ফলে এখন আয়াতটি এইরূপ দাঁড়াইল حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ মালিক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া ও মুসলিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার (র) পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, হাম্মাদ, হাজ্জাজ, ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার পিতা বলেনঃ আয়েশা (রা) লিখাইয়াছিলেন حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَهِيَ صَلَاةَ الْعَصْرِ। হাসান বসরীর (র) সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি উপরোক্ত রূপেও পড়িয়াছিলেন।

আমর ইব্‌ন রাফি' (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ও ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন রাফি' (রা) বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণী হযরত হাফসার (রা) কুরআনের কপির লেখক ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যখন তুমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিবে, তখন আমাকে জানাইবে। তাই আমি এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি وَصَلَاةَ الْعَصْرَ আয়াতাংশটি যোগ করিয়া দেন। অর্থাৎ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ। লেখাইলেন।

আমর ইব্‌ন নাফে' এবং ইব্‌ন উমরের (রা) গোলাম নাফে' ও আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন নাফে' অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে এই শব্দগুলিও উল্লিখিত হইয়াছে যে,' আমি হুযুর (সা) হইতে এই ভাবে শুনিয়াছিলাম এবং মুখস্থ করিয়াছিলাম।

হযরত হাফসার (রা) সূত্রে অন্য একটি হাদীস সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল ইযদী, আবূ বাশার, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশার ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ হাফসা (রা) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন শরীফের হস্তলিপি কপি তৈরি করার জন্য আদেশ করেন এবং তাহাকে বলেন, যখন তুমি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিবে আমাকে বলিবে। আমি এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে জানাইলে তিনি বলেন, লেখ حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

অন্য একটি সূত্রে ধারাবাহিকভাবে নাফে' হইতে উবায়দুল্লাহ, আবদুল ওহাব, ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, নাফে' বলেন ঃ আমার মনিব হাফসা (রা) আমাকে তাহার জন্য কুরআন শরীফের একটি হস্তলিপি কপি তৈরীর জন্য আদেশ করেন এবং বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রসর হইবে না। কেননা হুযুরকে (সা) আমি এই আয়াতটি যেভাবে পড়িতে শুনিয়াছি

অনুরূপভাবে লিখাইব। অতঃপর এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া তাহাকে অবহিত করিলে তিনি এইভাবে লিখিতে বলেন, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوْةِ الْوُسْطٰى وَصَلَاةَ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ নাফে' (র) বলেন, আমি কপিটি পড়িয়াছি। উহাতে وَاوَ শব্দটি সংযুক্ত ছিল।

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তাহারা উভয়েই ইহা পড়িয়াছেন। উমরের (রা) গোলাম আমর ইব্‌ন রাফি, আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, উবায়দা আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উমরের (রা) গোলাম আমর ইব্‌ন রাফি (রা) বলেন ঃ হাফসার (রা) কপিতে আমি পড়িয়াছি حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوْةِ الْوُسْطٰى وَصَلَوْةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, وَاوَ অক্ষরটি عَطْفَ এর জন্য আসিয়া থাকে আর مَعْطُوْفَ ও مُعْطُوْفَ عَلَيْه র মধ্যে বিষয়গত তারতম্য হইয়া থাকে। অর্থাৎ صَلَاةَ الْوُسْطٰى এর সংগে صَلَاةَ الْعَصَرً কে সংযুক্ত করা হইয়াছে। তাই সাধারণত বুঝা যাইতেছে, صَلَاةَ الْوُسْطٰى এক জিনিস এবং صَلَاةَ الْعَصَرَ অন্য জিনিস।

ইহার উত্তর হইল যে, এই সম্পর্কে যতগুলি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে-সবই 'খবরে ওয়াহিদ' একমাত্র আলীর (রা) হাদীসটিই নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধতম। তবে হইতে পারে যে, এখানে وَاوَ টি অতিরিক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمَجْرِمِيْنَ- وَكَذَالِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ
مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ.

অথবা عطف -এর صفات বা বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, عطف এর ذات এর জন্য নয়। যথা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى

এই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। যথা কবি বলেন ঃ

الى الملك القرم وابن الهمام   وليست الكتيبة فى المزدحم

আবূ দাউদ আল ইয়াদী বলেন ঃ

سلط الموت والمنون عليهم   فلهم فى صدى المقابر هام

আ'দী ইব্‌ন যায়িদ আল ইবাদী বলেন ঃ

فقددت الاديم لراهشيه   فالفى قولها كذبا ومينا

উপরের পংক্তিতে منون ও موت একই মৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপভাবে এই পংক্তিটিতেও كذب ও مبين একই মিথ্যা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইলমে নাহুর ইমাম শাইখ সীবুইয়াহ (র) বলিয়াছেন ঃ مررت باخيك وصاحبك বলাও জায়েয। অর্থাৎ এই স্থানেও صاحب ও اخ। দ্বারা একই ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ ভাল জানেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলো যদি خبر واحد হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, خبر واحد দ্বারা কুরআনের আয়াতের বিশুদ্ধতা বিচার করা যায় না। কেননা উহার জন্য জরুরী خبر متواتر বা পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত বিশুদ্ধতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। উপরন্তু আমীরুল মু'মিনীন উছমানের (রা) সংকলিত কুরআনের কপি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না। আর প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায় এমন কোন ব্যক্তি দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয় না। সপ্ত কিরাআতের মধ্যেও ইহা নাই। এমন কি নাই অন্য কাহারও পঠন-পাঠনে কোথাও। অধিকন্তু ইমাম মুসলিমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস দ্বারা এই কিরাআত রহিত হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ বার্রা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক ইব্ন উকবা, ফুযাইল ইব্ন মারযুক ইয়াহিয়া ইব্ন আদম, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, বার্রা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاةِ وَصَلَوَةِ الْعَصْرِ-আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমরা তো হুযুরের সামনে ইহা পড়িতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহা রহিত করিয়া দেন এবং নাযিল করেন যে, حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى তখন তাহাকে শাকীকের সাথী যাহির বলেন, ইহা কি আসর ? তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন এবং কিভাবে রহিত করিয়াছেন, (হুবহু) উহাই তোমাদিগকে বলিলাম।

শাকীক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়াদ, ছাওরী ও আশজাঈও ইহা বর্ণনা করেন। তবে আমার ধারণা মতে শাকীক (র) মুসলিমের এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহই ভাল জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই নতুন পঠন নাযিল হওয়া দ্বারা আয়েশা (রা) ও হাফসার (রা) রিওয়ায়েত বা তিলাওয়াত শাব্দিকভাবে রহিত হইয়া গিয়াছে। আর যদি তাহাদের তিলাওয়াতের অর্থ معطوف عليه ও معطوف হিসাবে করা হয়, তাহা হইলে অর্থগত দিক দিয়াও রহিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কেবল শব্দগতভাবেই রহিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদের ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ খলীলের চাচা, আবূ খলীল, কাতাদা, সাঈদ ইব্ন বশীর, আবূ জামাহির ও জামাহির বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হইল মাগরিবের নামায। কুবাইসা ইব্ন যুআইব হইতে ইব্ন জারীরও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তিনি কাতাদা হইতে ভিন্নমতের হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সমর্থনে যুক্তি হিসাবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা চার রাকআতওয়ালা নামায ও দুই রাকআতওয়ালা নামাযের মধ্যবর্তী তিন রাকআতওয়ালা নামায। দ্বিতীয়ত ফরয নামায সমূহের

মধ্যে মাগরিবই একমাত্র বেজোড় নামায। উপরন্তু ইহার ফযীলতের বিষয়ে বহু হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ ইহা হইল ইশার পরের নামায। আলী ইব্ন আহমাদ আলওয়াহিদী তাহার প্রসিদ্ধ তাফসীরেও ইহা পসন্দনীয় হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা হইল অনির্দিষ্টভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যে কোন এক ওয়াক্ত। ইহার নির্দিষ্ট ওয়াক্তের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। যেভাবে কদরের রাতটি কোন বছর, কোন মাস বা রমযানের শেষের দশদিনের কোন রাত্রি, এই বিষয়ে আমাদের নিকট সন্দেহ রহিয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, শুরাইহ আলকারী, ইব্ন উমরের (রা) গোলাম রাফে' (রা) ও রবী ইব্ন কায়ছামও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। যায়েদ ইব্ন ছাবিতও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমামুল হারামাইন আলমুযাইনী (র) তাহার 'নিহায়াহ' নামক কিতাবেও ইহা পসন্দীয় হিসাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সমষ্টিকে মধ্যবর্তী নামায বলা যায়। ইহা ইব্ন উমরের (রা) সূত্রে আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আশ্চর্যের কথা হইল, মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগর এলাকার ইমাম শাইখ আবূ আমর ইব্ন আবদুল বার আল নামরীও (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। হয়ত তিনি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হইতে ইহা শুনিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাহার সমর্থনে কোন আয়াত, হাদীস ও সাহাবাদের উক্তি পাওয়া যায় না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন-উহা হইল ইশা এবং ফজরের নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন - জামাতের নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন - জুমআর নামায।

কেহ কেহ বলিয়াছেন- ভয়ের নামায বা সালাতুল খাওফ।

কেহ বলিয়াছেন - ঈদুল ফিতরের নামায।

কেহ বলিয়াছেন -কুরবানীর ঈদের নামায।

কেহ বলিয়াছেন- চাশতের নামায।

কেহ বলিয়াছেন- বিতরের নামায।

অন্যান্য সকলেই এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন -এই বিষয়ে অসংখ্য ব্যক্তি মতবিরোধ করিয়াছেন। অথচ কোন একটিকে আমরা প্রাধান্য দেওয়ার মত যুক্তি খুঁজিয়া পাই না। কেননা, একটি উক্তির উপরও ইজমা হয় নাই এবং সাহাবীদের যুগ হইতে আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে মতানৈক্য চলিয়া আসিতেছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, ইব্ন মুছান্না, মুহাম্মদ ইব্ন বাশার এবং ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা) সাহাবীগণের মধ্যেও মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে ইখতিলাফ ছিল। ইহা বলিয়া তিনি হাতের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংগুলিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, শেষের উক্তি-উদ্ধৃতিগুলি সবই দুর্বল। আসল আলোচ্য বিষয় হইল ফজর এবং আসর। অবশ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা আসরের নামাযই বিশেষভাবে প্রমাণিত।

হারমালা ইব্‌ন ইয়াহয়া লাখমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাতিম রাযীর (র) পিতা ও ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম রাযী স্বীয় পুস্তক 'কিতাবুশশাফেঈর' মধ্যে বর্ণনা করেন যে, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহয়া লাখমী বলেন ঃ শাফেঈ (র) বলিয়াছেন, আমার যে কোন উক্তির বিরুদ্ধে যদি সহীহ্ হাদীস পাও, তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসই উত্তম মনে করিবে। কখনও তোমরা আমাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে না। ইমাম শাফেঈ (র) হইতে আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র), যাফরানী এবং রবীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

শাফেঈ (র) হইতে মূসা আবুল ওয়ালিদ ইব্‌ন আবূ জারূদ (র) বলেন ঃ যদি আমার অভিমতের বিরুদ্ধে কোন সহীহ্ হাদীস পাই, তাহা হইলে আমি আমার মত হইতে হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করি। তিনি আরও বলিয়াছেন, এখন হইতে এইটি আমার মাযহাব। ইহাই হইল ইমামগণের ইমামত ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ইমামেরই মানসিকতা ছিল এই ধরনের। আল্লাহ তাহাদের প্রতি রাযী থাকুন ও তাঁহাদিগকে রহম করুন। আমীন।

তাই কাযী মাওয়ার্দী বলেন ঃ যদিও 'আল জাদীদ' ইত্যাদিতে ফজর নামাযকে ইমাম শাফেঈর মত বলা হইয়াছে, তথাপি মূলত ইমাম শাফেঈর মাযহাব হইল আসরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায। কারণ, সহীহ্ হাদীসসমূহে ইহার সমর্থন মিলে। মুহাদ্দিসগণের বিশেষ একটি জামাআতেরও মাযহাব ইহা। তবে শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইমাম শাফেঈর মাযহাব হইল এই যে, উহা আসরের নামায। কেননা ইমাম শাফেঈর একটি মাত্র উক্তি রহিয়াছে যে, উহা হইল ফজর। ইহা ব্যতীত তাহার অন্য যে সব অনুসারী বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে তাঁহার দুইটি মত রহিয়াছে, তাহাদের কথার জবাবে দীর্ঘ আলোচনার স্থান ইহা নহে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ (আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সংগে দাঁড়াও) অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে, সবিনয়ে ও একান্ত দীনহীনভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াও। এই কথা ইহা প্রমাণ করে যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ। বিশেষ করিয়া নিজের স্বার্থেও কথা না বলা উচিত। এই জন্যেই হুযুর (সা) নামাযের মধ্যে ইব্‌ন মাসউদের সালামের উত্তর দেন নাই। বরং নামায শেষ করিয়া বলেন, 'নামায হইল বিশেষ ও একান্ত আত্মনিমগ্নতার কাজ।'

সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুআবিয়া ইব্‌ন হাকাম সালমী (রা) নামাযের মধ্যে কথা বলিলে রাসূল (সা) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, নামাযের মধ্যে লৌকিক কোন কথা বলিতে নাই। উহাতে কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও আল্লাহর যিকিরই করণীয়।

যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, হারিছ ইব্‌ন শুবাইল, ইসমাইল, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন ঃ

লোকজন নামাযের মধ্যে তাহার অন্য সাথীর সংগে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সারিয়া নিত। অতঃপর قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল হইলে হুযুর (সা) আমাদিগকে নামাযের মধ্যে নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেন। ইসমাঈলের সূত্রে ইব্‌ন মাজা এবং অন্য একটি জামাআতও

ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য হাদীসের আলোকে আলিমগণ এই হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, নামাযে কথা বলা হারাম হইয়াছে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পূর্বে এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে হুযুর (সা)-কে আমরা নামাযের মধ্যে সালাম দিতাম এবং তিনি নামাযের মধ্যেই উত্তর দিতেন। কিন্তু আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসার পর হুযুর (সা)-কে সালাম দিলাম, অথচ তিনি উত্তর দিলেন না। অতঃপর সালামের উত্তর না পাইয়া আমি পূর্বাপর ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি, না আমার সম্বন্ধে কোন ওহী নাযিল হইল ? অতঃপর নামায শেষ করিয়া হুযুর (সা) সালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, আমি নামাযে ছিলাম, তাই তোমার সালামের উত্তর দেই নাই। আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নির্দেশ দেন। আল্লাহ্ নূতন নির্দেশ দান করিয়াছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কথা বলিবে না।

এখন কথা হইল যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং পরে মক্কায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন। আর সর্বসম্মতভাবে এই আয়াতটিও নাযিল হইয়াছে মদীনায়।

তাই আলিমগণ উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন যে, 'লোকজন নামাযের মধ্যে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলিত' - যায়েদ ইব্‌ন আরকাম ইহা বলিয়া কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হইল, তাহার জ্ঞান মতে 'নামাযের মধ্যে কথা বলা যে হারাম তাহা প্রমাণ করা।'

কেহ কেহ বলেন ঃ এই ঘটনা ঘটিয়াছিল হিজরতের পরে মদীনায়। আর ইহা দুইবার জায়িয হইয়াছিল এবং দুইবার হারাম হইয়াছিল। সাহাবাদের পূর্বোক্ত কথাটিই অধিকতর স্পষ্ট। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাইয়াব, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহ্‌য়া, বাশার ইব্‌ন ওলীদ ও হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা নামাযের মধ্যে একে অপরকে সালাম দিতাম। তবে একদা রাসূল (সা)-কে নামাযের অবস্থায় সালাম দিলে তিনি উত্তর দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। তখন আমি ভাবিয়া অস্থির হইতেছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হইল নাকি ? অতঃপর নবী (সা) নামায শেষ করিয়া বলিলেন -হে মুসলমান! وَعَلَيْكَ اَلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা মতে নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তোমরা নামাযের অবস্থায় নীরব থাকিবে এবং কথা বলিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ অতঃপর যদি তোমাদের কাহারো বিপদের ভয় থাকে, তাহা হইলে পথ চলার অবস্থাতেই পড়িয়া নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাইবে,

তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমাদের শিখানো হইয়াছে। অথচ তোমরা ইতিপূর্বে উহা জানিতে না।

পূর্বাহ্নে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অন্যতম ইবাদাত নামাযকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ এবং উহাকে নিয়মানুযায়ী আদায় করার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে যাহারা বা যে ব্যক্তি উহা যথাযথভাবে ও নিয়মানুযায়ী আদায় করিতে অপারগ থাকিবে, যথা প্রাণভয়ে বা যুদ্ধের সময়ে, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا যদি তোমাদের কাহারও ভয়ের কারণ থাকে, তাহা হইলে পথ চলার অবস্থাতেই উহা পড়িয়া নাও অথবা সওয়ারীর উপরে পড়। অর্থাৎ পদব্রজে অথবা সওয়ারীর উপরে যে কোন অবস্থাতেই নামায পড়িয়া নাও, তাহা কিবলার দিকে মুখ করিয়া হউক বা না-ই হউক।

নাফে' (রা) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা)-কে খাওফ বা ভয়ের নামায এবং উহার কাতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি বলেন, যদি ভয় অত্যধিক রকমের হয়, তাহা হইলে সবাই আপন সম্মুখপানে দাঁড়াইয়া নামাযে ব্রতী হইবে। চাই সওয়ারী কিবলামুখী হউক বা অন্য দিকে ফিরিয়া থাকুক, সেই দিক ফিরিয়াই নামায পড়িবে। নাফে' (রা) বলেন, আমি ইহা ইব্ন উমর (রা) ব্যতীত অন্য কাহাকেও বলিতে শুনি নাই।

বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উপরোল্লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মুসলিম (র)। অন্য একটি সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর (রা), নাফে', মূসা ইব্ন উকবাহ ও ইব্ন জারীর (র) ইহা অনুরূপভাবে অথবা প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীস ইব্ন উমর (রা) হইতে মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইহা হইতেও যদি অত্যধিক ধরনের ভয় দেখা দেয়, তাহা হইলে সওয়ারী এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি যথা অবস্থাতেই ইংগিতে নামায আদায় করিবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস আল জুহনীর (রা) হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) তাহাকে (আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইসকে) খালিদ ইব্ন সুফিয়ান আল হাযলীকে হত্যা করার জন্য পাঠাইলেন। উক্ত স্থান অনেক মাইলের দূরত্বে ছিল। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছিয়া গেলে আসরের ওয়াক্ত হইয়া গেল। তখন নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার আশংকা করিয়া তিনি ইশারায় নামায পড়িয়াছিলেন। ইমাম আহমদ এবং আবূ দাউদ ইহা আরও উত্তম সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বন্দাদের উপর কর্তব্য সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং বোঝা হালকা করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, শাবীব ইব্ন বাশার ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সওয়ারী সওয়ারের ওপর এবং পদচারী পথের উপর নামায পড়িবে। হাসান, মুজাহিদ, মাহকুল, সুদ্দী, হাকাম, মালিক, আওযাঈ, ছাওরী ও হাসান ইব্ন সালেহও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহারা এই কথাটুকু বেশি বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যে দিকে সম্ভব সে দিক ফিরিয়া ইশারায় নামায পড়।'

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতিয়া, মাতরাফ, ইব্ন আলীয়া ওরফে দাউদ, গাসসান ও তাঁহার পিতা বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ (ভয়ের অবস্থায় যদি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তখন যেদিকে ফিরিয়া হউক ইশারায়

নামায আদায় করিয়া লইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَرِجَالاً اَوْ رُكْبَانًا অর্থাৎ পদব্রজের অবস্থায় বা সওয়ারীর অবস্থায় হোক, যে কোনভাবে নামায আদায় করিয়া নিবে। হাসান, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্নে জুবাইর, আতা, আতীয়া , হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদা প্রমুখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়া বলেন ঃ কখন কখন অতিরিক্ত ভয়ের সময় এক রাকআতও পড়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও বুকাইর ইব্ন আখনাস আলকুখী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ রাসূলের (সা) মাধ্যমে নামায ফরয করিয়াছেন মুকীম অবস্থায় চার রাকআত, সফরের অবস্থায় দুই রাকআত এবং ভয়ের সময় এক রাকআত। হাসান বসরী, কাতাদা ও যিহাক প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন মাহদী, ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেন ঃ আমি হাকাম, হাম্মাদ ও কাতাদাকে ভয়ের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলে বলেন-এক রাকআত। ছাওরীও তাহাদের নিকট হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াাছেন।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ আল ফকীর, মাসউদী, বাকীয়া ইব্ন ওয়ালিদ, সাঈদ ইব্ন আমর আস্সাকুনী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ভয়ের নামায হইল এক রাকআত। ইব্ন জারীরও ইহা বলিয়াছেন।

বুখারী (র) বুখারী শরীফে 'দুর্গ বিজয়ের সময় ও শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হওয়ার সময় নামায আদায় করা' শিরোনামে একটি অধ্যায় রাখিয়াছেন। আওযাঈ বলেন ঃ যদি বিজয় লাভ অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে আর যদি নামায আদায়ের সুযোগ না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে সুযোগ অনুযায়ী ইশারায় নামায আদায় করিয়া নিবে। যদি এইটুকু সুযোগও না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ অবসান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। ইহার পর যদি নিরাপদ মনে হয়, তাহা হইলে দুই রাকআত পড়িবে, নচেৎ দুই সিজদা দ্বারা এক রাকআত নামায পড়িবে। আর যদি ইহারও সুযোগ না হয়, তাহা হইলে অপেক্ষা করিবে। কেননা শুধু তাকবীর বলা যথেষ্ট নয়। অতঃপর নিরাপদ অবস্থা ফিরিয়া আসিলে যথাযথভাবে আদায় করিবে। মাকহুলও ইহা বলিয়াছেন। মালিক ইব্ন আনাস্ (রা) বলেন ঃ তাসতার দুর্গের যুদ্ধে আমিও সৈনিক হিসাবে ছিলাম। ফজরের সময় তুমুল লড়াই চলিতেছিল। আমরা নামায পড়ার সুযোগ পাইলাম না। অনেক বেলা হইলে পর নামায পড়িলাম। আমরা আবূ মূসা আশআরীর (রা) দলে ছিলাম। অবশেষে আমাদের বিজয় হয়। অতঃপর আনাস (রা) বলেন, সেই নামাযের বিনিময়ে যদি আমাকে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে সব দেওয়া হয় তাহা হইলেও আমি সন্তুষ্ট নই।

ইহা হইল সহীহ বুখারীর বর্ণনা। বুখারী অন্য আর একটি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় সূর্য পূর্ণ অস্তমিত না হওয়ার আগে হুযুর (সা) আসরের নামায পড়ার সুযোগ পান নাই।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সহাবীগণকে বনী কুরাইযার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কেহই বনী কুরাইযার এলাকায় না পৌঁছিয়া আসরের নামায পড়িবে না। কিন্তু পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেলে অনেকে এই বলিয়া পথিমধ্যে গিয়া নামায আদায় করেন যে, হুযুরের (সা) ওখানে গিয়া নামায পড়িতে বলার উদ্দেশ্য ছিল -জলদি গিয়া ওখানে পৌছা। তবে অনেকেই পড়িলেন না। অবশেষে সূর্য অস্তমিত হয় এবং বনী কুরাইযার এলাকায় গিয়া তাহারা আসরের নামায পড়েন। অথচ হুযুর (সা) ইহা জানিতে পারিয়া কোন পক্ষকেই কিছু বলিলেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা ইমাম বুখারী (র) যুদ্ধক্ষেত্রে নামাযকে বিলম্ব করা বৈধ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন্। পক্ষান্তরে জমহুর ইহার বিপরীত বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সালাতুল খাওফ বা ভয়ের নামায সম্পর্কে সূরা নিসায় আলোচনা হইয়াছে। আর এই হাদীসের ঘটনা ঘটিয়াছে খন্দকের যুদ্ধের সময়। অথচ নামাযের শরিআতী বিধি-বিধান ইহার পরে নাযিল হইয়াছে। কারণ সূরা নিসা খন্দকের যুদ্ধের পরে নাযিল হইয়াছে। আবূ সাঈদের (রা) হাদীস দ্বারা ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

কিন্তু মাকহুল, আওযাঈ ও বুখারী বলেন ঃ ভয়ের নামাযের বিধি-বিধান এই ঘটনার পরে নাযিল হওয়ার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, যুদ্ধের সময় নামায বিলম্ব করা যাইবে না। কেননা, হযরত উমরের (রা) যুগে তাসতার দুর্গ বিজয়ের সময় নামাযে বিলম্ব করা হয়। অথচ কেহই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।

তাঁহারা আরও বলেন ঃ সালাতুল খাওফের নির্দেশ পরে নাযিল হইয়াছে বলিয়াই নামায বিলম্বকরণ অবৈধ হইতে পারে না। অবশ্য এমন পরিস্থিতির উদ্ভবও খুব কম হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ (অতঃপর তোমরা যখন নিরাপত্তা পাইবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর) অর্থাৎ আল্লাহ নামায পড়িতে যেভাবে নির্দেশ দিয়াছেন অনুরূপভাবে আদায় কর। অন্য কথায় যথাযথভাবে কায়মনোবাক্যে কিয়াম, রুকু, জিসদা ও কুউদ আদায় কর।

كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (যেভাবে তোমাদেরকে শিখানো হইয়াছে, যাহা তোমরা ইতিপূর্বে জানিতে না)। অর্থাৎ যেমন তোমাদেরকে নিআমত দেওয়া হইয়াছে, ঈমান দান করিয়া হেদায়েত দেওয়া হইয়াছে আর দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি তোমাদেরকে শিখানো হইয়াছে। তাই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং উচিত আমাকে স্মরণ করা। যেমন ভয়ের নামাযের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
كِتَابًا مَوْقُوْتًا

অর্থাৎ যখন তোমরা নিরাপদ হইবে তখন নামায উত্তম রূপে আদায় করিবে। কেননা নামায নির্দিষ্ট সময় আদায় করা মু'মিনদের উপর ফরয।

ভয়ের নামায সম্পর্কিত হাদীসসমূহে সূরা নিসার আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হইবে এবং সেখানে বিশদভাবে ক্যাখ্যার প্রয়াস পাওয়া যাইবে ইনশাআল্লাহ।

(٢٤٠) وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

(٢٤١) وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

(٢٤٢) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

২৪০. "তোমাদের যাহারা স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে, তাহাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের খোরপোশ ওসিয়াত করিয়া যাওয়া ও স্ত্রীগণকে ঘর হইতে বহিষ্কার না করা উচিত। অতঃপর যদি তাহারা চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা সদ্ভাবে যাহা করিল তাহার জন্য তোমাদের কোন পাপ নাই। আর আল্লাহ্ মহা প্রতাপশালী ও অশেষ কুশলী।

২৪১. আর তালাক প্রাপ্তদের ন্যায়সংগত সম্পদ দান মুত্তাকীদের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব।

২৪২. এভাবেই আল্লাহ তাঁহার ওসিয়াতসমূহ তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যেন তোমরা বুঝিতে পাও।" .

তাফসীর ঃ অধিকাংশ আলিমের অভিমত হইল যে, এই আয়াতটি ইহার পূর্ববর্তী يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবী মুলায়কা, হাবীব, ইয়াযীদ ইব্‌ন জাবির উমাইয়া ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবাইর বলেনঃ আমি উছমান ইব্‌ন আফফানকে (র) বলিলাম, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا এই আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। আপনি এই আয়াতটি লিখিবেন না, বাদ রাখিয়া দিন। তদুত্তরে তিনি বলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! যে আয়াতটি আমি যেমন পাইয়াছি বা পূর্বে যেমন ছিল তেমনই থাকিবে। ইহার মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কোন অধিকার আমার নাই।

কথা হইল যে, ইব্‌ন জুবাইর হযরত উছমানকে (রা) প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, চার মাসের ইদ্দতের আয়াত দ্বারা যখন এই আয়াতটির হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন গতানুগতিকভাবে ইহাকে রাখার কোন অর্থ হইতে পারে কি ? অথচ হুকুম রহিত হইয়া যাওয়ার পর আয়াত অবশিষ্ট রাখিলে পরবর্তীকালে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তরে উছমান (রা) বলেন, যদিও এই আয়াতটির হুকুম অকার্যকর হইয়াছে, কিন্তু আমি তো কপিতে লেখা পাইয়াছি। তাই পূর্ববর্তী কপির অপরিবর্তনীয় সংস্করণ হিসাবে আমিও লিখিয়া রাখিব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, উছমান ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাদের স্ত্রীদেরকে ঘর হইতে বাহির না করিয়া এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়াত করিয়া যাইবে।

পূর্বে এই নির্দেশ ছিল যে, বিধবা স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীর সম্পদ হইতে এক বছর খোরপোশ গ্রহণ করিবে এবং তাহার বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু পরবর্তীতে মীরাছের আয়াত দ্বারা ইহা মানসুখ হইয়া গিয়াছে। এখন বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়।

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইব্ন যুবাইর, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আতা, খোরাসানী ও রবী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ বলেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলীর (রা) সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথম যুগে মৃত ব্যক্তি স্ত্রী রাখিয়া গেলে তাহাকে মৃত স্বামীর ঘরে এক বছর ইদ্দত পালন করিতে হইত আর স্বামীর সম্পদ হইতে তাহার ব্যয়ভার বহন করা হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করিবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছাড়িয়া যাইবে, সেই স্ত্রীদের কর্তব্য হইল নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখা। ইহা হইল মৃত স্বামীর বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত। তবে গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দত হইল গর্ভপ্রসব করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

অর্থাৎ আর যদি তাহাদের সন্তান না থাকে তাহা হইলে মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ স্ত্রী পাইবে। আর যদি সন্তান থাকে তাহা হইলে পাইবে এক-অষ্টমাংশ। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বিধবা স্ত্রীর মীরাছ এবং খোরপোশের কথা বলিয়াছেন।

মুজাহিদ, হাসান, ইকরামা, কাতাদা, যিহাক, রবী' ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটিকে اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এই আয়াত রহিত করিয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ এই আয়াতটিকে সূরা আহযাবের يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ এই আয়াতটি দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ মাকাতিল ও কাতাদা হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বলেন, এই আয়াতটিকে মিরাছের আয়াত আসিয়া রহিত করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ নাজীহ, শিবাল, রওহ, ইসহাক ইব্‌ন মানসুর ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে ছাড়িয়া যায়' ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইদ্দতওয়ালী স্ত্রীর জন্য তাহার স্বামীর বাড়িতে ইদ্দত পূরণ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ
غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوْفٍ.

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করে এবং পত্নীগণকে রাখিয়া যায়, তাহারা যেন পত্নীগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া না দেয় আর এক বছর পর্যন্ত তাহাদের খরচের ব্যাপারে ওসীয়ত করিয়া যায়। অতঃপর যদি সেই পত্নীরা স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় এবং তাহারা যদি নিজেদের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই।'

মুজাহিদ (র) আরো বলেন ঃ এক বছরের মধ্যে চার মাস দশ দিন হইতেছে মূল ইদ্দত। ইহা স্বামীর ঘরে অতিবাহিত করা ওয়াজিব। আর অবশিষ্ট সাত মাস বিশ দিন স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীর বাড়িতেও থাকিতে পারে, না হয় চলিয়া যাইতেও পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিবে না। তবে যদি তাহারা স্বেচ্ছায় চলিয়া যায়, তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই।'

পক্ষান্তরে আতা (র) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন-'ইদ্দত যে শুধু স্বামীর ঘরে পালন করিতে হইবে, অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করিতে পারিবেন না- এই কথা এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।'

সুতরাং ইচ্ছা করিলে স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন ও দিন গুযরান করিতে পারিবে। আর ইচ্ছা করিলে অন্য স্থানে ইহা পালন করিতে পারিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ অর্থাৎ তাহারা যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা নেয়, তাহা হইলে উহাতে কোন দোষ নাই।

আতা (র) আরো বলেন ঃ তবে মীরাছের আয়াতটি তাহার ইচ্ছাধীনভাবে অন্ন-সংস্থানের ব্যাপারটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ সে যে কোন স্থানে ইদ্দত পালন করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাকে খোরপোশের যোগান দিতেই হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম বুখারীও মুজাহিদ ও আতার অনুরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি দ্বারা পূর্ণ একটি বৎসর ইদ্দত পালন করার কথা প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে জমহুর ওলামা এই ব্যাপারে বলেন اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا অর্থাৎ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালনের এই আয়াত দ্বারা উহা মানসূখ ইয়া গিয়াছে।

আসলে ইহার মর্মকথা হইল যে, যদি স্বামীর স্ত্রীকে খোরপোশের ব্যবস্থা করার কোন সংস্থান থাকে, তাহা হইলে স্বামীর বাড়িতেই এক বছর অতিবাহিত করিবে। অন্যথায় অবশ্য পালনীয় ইদ্দত শেষ করিয়া সে অন্যত্রও চলিয়া যাইতে পারিবে। কেননা আল্লাহ

তা'আলা وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ বলিয়াছেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য ওসীয়ত করার জন্য আল্লাহ উপদেশ দান করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেনঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ অর্থাৎ সন্তানদের জন্য ওসীয়ত করার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করিতেছেন। তেমনি অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ। অর্থাৎ ইহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে ওসীয়ত।

কেহ কেহ বলিয়াছেনঃ وَصِيَّةً শব্দের পূর্বে فَلْتُوْصُوْالَهُنَّ বাক্য উহ্য থাকিয়া وَصِيَّةً কে যবর দিয়াছে। আবার কেহ কেহ وَصِيَّةٌ শব্দের পূর্বে كُتِبَ عَلَيْكُمْ বাক্য উহ্য রাখিয়া وَصِيَّةٌ কে পেশ দিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) শেষোক্ত মত পসন্দ করিয়াছেন। আর ইহা পূর্বের ব্যাখ্যার বিপরীত অর্থও প্রকাশ করে না। অর্থাৎ স্ত্রীর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন অথবা গর্ভ প্রসবের পর ইচ্ছা হইলে স্বামীর ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিবে। ইহাতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِىْ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ

অর্থাৎ পত্নী যদি স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যায় এবং নিজেদের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করিয়া নেয়, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। ইমাম আবুল আব্বাস ইব্‌ন তাইমিয়া (র) ও শাইখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বারও (র) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) এবং তাঁহার অনুসারিগণ বলেন ঃ মীরাছের আয়াত এই আয়াতটিকে রহিত করিয়াছে। এই কথা দ্বারা যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে, সে যদি চার মাস দশ দিনের পরও থাকার ইচ্ছা করে তাহাও পারিবে, তাহাতে কোন দ্বিমত নাই। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, চার মাস দশ দিনের খোরপোশও তাহাকে দিতে হইবে না অর্থাৎ ইচ্ছা হইলে সে স্বামীর মৃত্যুর পরই চলিয়া যাইতে পারিবে, তাহা হইলে এই ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর (র) দুইটি অভিমত রহিয়াছে। তিনি বলেন, স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করিবে আর তাহাকে অন্নবস্ত্রও দিতে হইবে। নিম্ন হাদীসটিও উহার দলীল।

আবূ সাঈদ খুদরীর (রা) ভগ্নী ফারীআহ বিনতে মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যয়নাব বিনতে কা'ব ইব্‌নে আজরা, সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন আজরা ও ইমাম মালিক স্বীয় মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরীর (রা) ভগ্নী ফারীআহ বিনতে মালিক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করেন-আমি কি আমার পিত্রালয়ে যাইব ? কেননা, আমার স্বামী পলাতক গোলাম খুঁজিতে গিয়া কুদুম নামক স্থানে তাহাদিগকে পাইলে তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া পালায়। তাই আমি কি আমার পিত্রালয়ে বনী খাদরায় যাইব? কেননা আমার স্বামী থাকার একটু স্থান এবং খাওয়ার জন্য একটু অন্নও রাখিয়া যায় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন-হাঁ। অতঃপর আমি উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে লাগিলে তিনি আমাকে ডাকেন অথবা কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠান। অতঃপর বলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে ? তখন আমি আমার স্বামীর অবস্থাসহ পূর্ণ ঘটনাটি পুনর্বার তাঁহাকে বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি এইবার বলিলেন, ইদ্দত কাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমার ঘরেই থাক। তাই আমি ওখানেই চার মাস দশ দিন ইদ্দত অতিবাহিত করি। উছমান (রা) তাঁহার খিলাফতের সময় আমাকে

ডাকিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ণ ঘটনাটি তাহাকে বলি। অতঃপর তিনি এই মোতাবেক সিদ্ধান্ত দিলেন।

ইমাম মালিকের হাদীসের সূত্রে আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাজাও (র) সাঈদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ অর্থাৎ উত্তম এবং বিশুদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ 'তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য।' আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, ইতিপূর্বে অবতীর্ণ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ আয়াতটি সম্পর্কে লোকগণ বলেন, যদি আমরা ভালো মনে করি তাহা হইলে দিব, না হয় না দিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

বহু সংখ্যক আলিম এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে পেশ করিয়া বলেন ঃ

তালাকপ্রাপ্তা যে কোন নারীকেই 'মুতা' দেওয়া ওয়াজিব। সে সহবাসকৃতা হউক বা না হউক এবং না-ই বা থাকুক তাহার জন্য মোহর নির্দিষ্ট। এইটিই হইল ইমাম শাফেঈর (র) মাযহাব। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং পূর্বযুগের মনীষীগণও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরও ইহা পসন্দ করিয়াছেন। আর যাঁহারা বলেন, সাধারণ 'মুতা' দেওয়া ওয়াজিব নয়, তাঁহাদের দলীল হইল এই আয়াত ঃ

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْتَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْاهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার আগে এবং মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়া দাও, তাহা হইলে এমতাবস্থায় তোমার উপর মোহরের দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করিও না। তবে তাহাদিগকে কিছু খরচ দিবে। সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাহাদের সাধ্যানুযায়ী। অতএব যে খরচ প্রচলিত রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের উপর দায়িত্ব।

এই মতের উপর প্রথম দলের উত্তর হইল যে, এই আয়াত দ্বারা ঢালাওভাবে 'মুতা' ওয়াজিব নয় বলা হয় নাই। বরং সমগ্র বিধবা মহিলাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে ভিন্ন করিয়া বিশেষভাবে এইখানে বলা হইয়াছে। এইটিই হইল প্রসিদ্ধ মাযহাব। আল্লাহই ভাল জানেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ (এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন বর্ণনা করেন)। অর্থাৎ হালাল, হারাম, ফরয ইত্যাকার আদেশ নিষেধের নির্দিষ্ট সীমাগুলি স্পষ্ট করিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোথাও অস্পষ্টতার ছাপ নাই। لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা ভাবিতে পার এবং বুঝিতে পার।

(٢٤٣) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص
فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○

(٢٤٤) وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢٤٥) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط
وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২৪৩. "তুমি কি সেই হাজার হাজার মানুষকে দেখিয়াছ, যাহারা মৃত্যুর ভয়ে তাহাদের শহর-জনপদ ছাড়িয়া গিয়াছিল? অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে বলিলেন, মরিয়া যাও। আবার তাহাদিগকে জীবিত করিলেন। নিশ্চয় আল্লাহ অবশ্যই মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। অথচ অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

২৪৪. আর আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

২৪৫. যে ব্যক্তি আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়, আল্লাহ তাহাকে বহুগুণ বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহই কমান ও বাড়ান এবং তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হইবে।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, তাহারা সংখ্যায় চল্লিশ হাজার ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা সংখ্যায় ছিল আট হাজার। আবূ সালিহ বলেন, তাহারা ছিল নয় হাজার। ওহাব ইব্‌নে মাম্বাহ এবং আবূ মালিক বলেন, তাহারা সংখ্যায় ত্রিশ হাজারের কিছু বেশি ছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা 'যাওয়ারদান' গ্রামের অধিবাসী ছিল। সুদ্দী ও আবূ সালিহ বলেন, তাহারা ওয়াসিতের কাছাকাছি যাওয়ারদান নামক কোন স্থানের অধিবাসী ছিল। সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয বলেন, তাহারা 'আযরুআতের' অধিবাসী ছিল। আতা হইতে ইব্‌ন জারীর বলেন, ইহার কোন বাস্তবতা নাই। এইটা একটা উপমা বা বাগধারা মাত্র। আলী ইব্‌ন আসিম বলেন, তাহারা ছিল ওয়াসিতের কাছাকাছি কারসাখ অঞ্চলের 'যাওয়ারদান' গ্রামের বাসিন্দা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মিনহাল ইব্‌ন আমর আল আসাদী, মাইসারাহ, ইব্‌ন হাবীব আল হিন্দী, সুফিয়ান ও ওয়াকী' ইব্‌ন জাররাহ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা চল্লিশ হাজার লোক প্লেগের ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া অন্য দেশে পালাইয়া গিয়াছিল। সেখানে প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর ভয় ছিল না। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বলেন ঃ مُوْتُوْا অর্থাৎ মরিয়া যাও। তাহারা মরিয়া গেল। ঘটনাক্রমে একজন নবী সেখান দিয়া

যাইতেছিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদের পুনর্জীবনের জন্য দু'আ করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে পুনর্জীবন দান করেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتَ অর্থাৎ 'তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল ? অথচ তাহারা ছিল হাজার হাজার।

পূর্বের মনীষীগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন শহরের বাসিন্দারা দেশে কঠিন রকমের মহামারী দেখা দেওয়ার ফলে শহর ছাড়িয়া পালাইয়া 'আফীহ' নামক উপত্যকায় যাইয়া অবস্থান নিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি দুইজন ফেরেশ্‌তা পাঠান। তাহাদের একজন সেই স্থানের নিম্নদেশ হইতে এবং অন্যজন উর্ধ্ব দিক হইতে বিকটভাবে শব্দ করিলে তাহারা সকলে মরিয়া যায়। পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এই সংবাদ জানিতে পাইল, তখন সেখানে গিয়া এত লোকের দাফন-কাফন করা সহজ নয় বিধায় চারিদিকে দেয়াল দিয়া একটি কূপের মত করিয়া সেখানে তাহাদিগকে সমাহিত করিল। স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের মৃত দেহগুলি পচিয়া গলিয়া নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল এবং হাড়গুলো ছড়াইয়া রহিয়াছিল।

দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের নবী হিযকীল (আ) সেখান দিয়া যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গুলি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তিনি তাহাদেরকে জীবিত করার জন্য আবেদন করিলে আল্লাহ তাঁহাকে এই সম্পর্কে অবহিত করান। অতঃপর তাহাকে আল্লাহ তা'আলা এই বলিয়া নির্দেশ করিতে বলিলেন, ايها العظام ان الله يامرك ان تجتمعى (হে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হইতে আদেশ করিতেছেন)। অতঃপর প্রতিটি অস্থিকাঠামো ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জমায়েত হইয়া গেল। তাহার পর এই বলিয়া নির্দেশ করেন যে, ايها العظام ان الله يامرك ان تسكنى لحما وعصبا وجلدا 'হে অস্থিগুলি! আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ-চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও। 'তাহারা চোখের সামনেই উহা হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিতে আদিষ্ট হইলেন ঃ ايتها الا رواح ان الله يامرك ان ترجع كل روح الى الجسد الذى كانت تعمره অর্থাৎ হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে নিজ নিজ শরীরে ফিরিয়া আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা উচ্চারিত হইতেই নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হইয়া দাঁড়াইল এবং আশ্চর্যান্বিত হইয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আর সবাই বলিতে লাগিল ঃ سبحانك لا اله الا انت তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। এই মৃতদের জীবন্তকরণের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষণীয় বিষয়। ইহা একটি দলীলও বটে যে, আল্লাহ তা'আলা এভাবে কিয়ামতের দিন নির্জীব বিক্ষিপ্ত লাশগুলোকে পুনর্জীবিত করিবেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ -আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। অর্থাৎ তিনি মানুষকে বড় বড় নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণাদি প্রদর্শন করাইয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে দীন-দুনিয়ার সমুদয় নিয়ামত দান করা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর শোকর করে না।

ইহা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা এবং ইহা কয়েকটি বিষয়ের দলীলও বটে। যেমন, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকরী নয়। আর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব হইতে ভাগিয়া যাওয়ার কোন স্থান নাই। অবশেষে তাহার দিকেই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কেননা সেই লোকগুলি জীবন বাঁচাইবার জন্য প্লেগের ভয়ে পালাইয়া যাইয়াও বাঁচিতে পারে নাই, বরং একসঙ্গে সবাইকে এক মুহূর্তের মধ্যে ইহলীলা সাঙ্গ করিতে হইয়াছে।

এই বিষয়ে একটি সহীহ হাদীস আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ইব্ন নাওফিল, আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খাত্তাব, যুহরী, ইমাম মালিক, আবদুর রাযযাক ও ইসহাক ইব্ন ঈসা বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে 'সারাগা' নামক স্থানে সেনাবাহিনী প্রধান আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহর (রা) ও তাহার সংগীগণের সাথে সাক্ষাত হয়। তাহারা তাহাকে বলিলেন যে, সিরিয়ায় ভয়াবহ ভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। ইহার পর ইহা নিয়া সেখানে মতদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) বিশেষ প্রয়োজনে কোথায় যেন গিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে তিনিও উপস্থিত হন এবং বলেন, এই বিষয়ে আমার জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, যদি কোন এলাকায় মহামারী দেখা দেয় এবং তোমরা যদি সেই এলাকায় থাক তাহা হইলে তোমরা সেই এলাকা হইতে অন্য কোথাও যাইবে না। আর যদি তোমরা শোন যে, অমুক এলাকায় মহামারী চলিতেছে, তাহা হইলে তোমরা সেই এলাকায় যাইবে না। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্! অতঃপর তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া যান।

সহীহ্দ্বয়ে যুহরীর হাদীসে অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আমের ইব্ন রবীআ হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, ইব্ন আবূ যিইব, যায়দ আল আ'মী, হাজ্জাজ এবং আহমদ বলেন ঃ সিরিয়ায় অবস্থানের সময় আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) উমর (রা)-কে হুযুরের (সা) হাদীস উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ

"হুযুর (সা) বলিয়াছেন যে, প্লেগ নামক গযব দ্বারা আল্লাহ পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে শাস্তি দিয়াছেন। তোমরা যদি কোথাও প্লেগের কথা শোন তাহা হইলে তথায় প্রবেশ করিবে না। আর যদি তোমাদের স্থানে তাহা দেখা দেয় তাহা হইলে ভাগিয়াও যাইবে না।" তিনি আরও বলেন, অতঃপর উমর (রা) সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন। সহীহ্দ্বয়ে যুহরী হইতে ইমাম মালিকের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জানিয়া রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন)। অর্থাৎ যেমন মৃত্যুর ভয়ে তাহারা পলায়ন করিয়াও তাকদীরের অমোঘ নিয়ম হইতে রক্ষা পায় নাই, অনুরূপভাবে জিহাদ হইতে পলায়ন করাও বৃথা। কেননা, মৃত্যু পরেও আসিবে না, আগেও আসিবে না-মৃত্যুর সময় নির্ধারিত ও অবধারিত এবং প্রত্যেকের

আহার্যও নির্ধারিতভাবে বন্টনকৃত। ইহাতে কমও হইবে না, বেশিও হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْاَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ
الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ যাহারা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নাই, পরন্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তাহারা যদি আমাদের কথা শুনিত তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। (হে রাসূল) আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন যে, যদি মৃত্যু হইতে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিজেকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلاَتُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً. اَيْنَمَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ
الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُشَيَّدَةٍ.

অর্থাৎ তাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর যুদ্ধ কেন ফরয করিয়াছেন, কেন আমাদেরকে সামান্য কিছু দিনের জন্য অবসর দিলেন না ? (হে নবী! আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন) ইহলৌকিক জীবন খুব সামান্য এবং মুত্তাকীদের জন্য পারলৌকিক জীবনই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অত্যাচার করা হইবে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা যেখানেই থাক মৃত্যু তোমাদেরকে পাইবেই ! যদি তোমরা সুরক্ষিত গম্বুজেও অবস্থান কর।

জীবনের সায়াহ্নকালে ইসলামের অগ্রসেনানী, ইসলামের দুর্দিনের ঘনঘটার আশ্রয়স্থল, ইসলামের শুক্রদের মোকাবেলায় আল্লাহর শানিত তরবারি বলিয়া খ্যাত আবূ সুলায়মান খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) বলেন ঃ

মৃত্যুভীত ও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফেরারী পুরুষেরা কোথায় রহিয়াছ, দেখ! আমার শরীরে এতটুকু স্থান অবশিষ্ট নাই, যে স্থান তীর, তরবারী, বর্শা ও বল্লমের আঘাতে বিদীর্ণ হয় নাই। অথচ আমি এখন গাধার মত বিছানার উপর মরিতেছি। অর্থাৎ তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া কেন আমার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হইল না ? হায়! আমি এখন খোয়াড়ের পশুর মত বিছানায় মৃত্যুবরণ করিতেছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ -বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।' এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে নুযুলে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ من يقرض

غير عديم ولا ظلوم কে এমন আছ, যে সেই আল্লাহকে ঋণ দান করিবে, যিনি দরিদ্রও নন, অত্যাচারীও নন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ, হুমাইদ আল আ'রাজ, খলফ ইব্ন খলীফা, হাসান ইব্ন আরাফা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ (এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয, অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ দাহদা আনসারী (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাদের কাছে ঋণ চাহিতেছেন ? রাসূল (সা) বলিলেন, হাঁ, হে আবূ দাহদা! আবূ দাহদা বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আপনার হাতখানা দিন। নিজের হাতের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাত রাখিয়া বলিলেন, আমি আমার ছয়শত খেজুর বৃক্ষ বিশিষ্ট সাজানো বাগানটি আমার সম্মানিত প্রভুকে ঋণ দান করিলাম। এই বলিয়া সেখান হইতে তিনি সরাসরি বাগানে আগমন করিলেন এবং স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে উম্মে দাহদা! শুনিয়া রাখ, আমি আমার বাগানটি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিয়াছি।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন মারদুবিয়ার সূত্রে একটি মারফূ হাদীসেও হুবহু এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَرْضًا حَسَنًا উত্তম ঋণ। সলফে সালেহীনদের কেহ কেহ উমরের (রা) সূত্রে قَرْضًا حَسَنًا এর ভাবার্থে বলেনঃ আল্লাহর পথে দান করা। আবার কেহ বলিয়াছেন, সন্তানের জন্য খরচ করা। অন্য একদল বলিয়াছেন, ইহার ভাবার্থ হইল তাসবীহ পড়া এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَيُعفَه لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ.

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা দ্বিগুণ করিয়া দান করেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অতি সত্বরই আসিতেছে!

আবূ উছমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন যায়দ, মুবারক ইব্ন ফাযালাহ, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান নাহদী বলেন ঃ

আমি আবূ হুরায়রার (রা) নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি শুনিয়াছি যে, আপনি নাকি বলেন, এক-একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য পাওয়া যায় ? তদুত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন। হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত এই হাদীসের

একজন বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদআন ইমাম আহমাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। কিন্তু আবূ উছমান নাহ্দী হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়দ আল-জাদআন, মুহাম্মদ ইব্ন উকবাহ আল রিফায়ী, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ আল মুআদ্দাব, আবূ খাল্লাদ সুলায়মান ইব্ন খাল্লাদ আল মুআদ্দাব ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান নাহ্দী বলেন ঃ

আবূ হুরায়রার (রা) খিদমতে আমার চাইতে বেশি কেহই থাকেন নাই। তিনি হজ্বে রওয়ানা করিয়া গেলে আমি তাঁহার পিছনে পিছনে রওয়ানা করি। বসরায় যাইয়া শুনিতে পাই যে, সেখানে লোকেরা তাঁহার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া থাকেন।' আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আল্লাহর শপথ! আবূ হুরায়রার (রা) সাহচর্যে আমার চাইতে বেশি কেহ থাকে নাই। কিন্তু আমি তো তাঁহার নিকট হইতে এমন হাদীস শুনি নাই। পরিশেষে এই ব্যাপারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা নিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসি। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি হজ্বে চলিয়া যান। আমিও এই ব্যাপারে তাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভের জন্য হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া যাই। সেখানে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরাবাসীরা কিভাবে আপনার উদ্ধৃতি দিয়া ইহা বর্ণনা করিতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ? অতঃপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আবূ উছমান। ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে ? আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ ذَاالَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَه اَضْعَافًا كَثِيْرَةً

অর্থাৎ এমন কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে উত্তম ঋণ ? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। আমার আত্মা যাহার হাতে সেই মহান সত্তা আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লক্ষ হইতে দুই লক্ষ পর্যন্ত পুণ্য দান করেন।

তিরমিযী (র) এই বিষয়ের উপর একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত হাদীসেও আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও আমর ইব্ন দীনার বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাজারসমূহের মধ্যে কোন একটি বাজারে প্রবেশ করিবার সময় বলিবে لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আল্লাহ তাহার জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্য লিখিবেন এবং তাহার লক্ষ লক্ষ পাপ মোচন করিয়া দিবেন।

ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ঈসা ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ ইসমাইল মুআদ্দাব, ইসমাঈল ইব্ন বিসাম, আবূ যারআহ ও আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে। আল্লাহ

যাহাকে উচ্ছা ইহা হইতেও বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর আল্লাহ অতি দানশীল ও সর্বজ্ঞ। এই আয়াত নাযিল হওয়া মাত্র রাসূলাল্লাহ (সা) বলেন-হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বেশি বাড়াইয়া দিন। অতঃপর নাযিল হইল مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً (অর্থাৎ এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করয দিবে উত্তম করয? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।-তখন রাসূল (সা) বলিলেন, হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিন। অতঃপর নাযিল হয় اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অর্থাৎ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিতভাবে তাহাদের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

কা'ব আল-আহবার হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, কা'ব আল-আহবারকে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিতেছিলেন, যে ব্যক্তি একবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়িবে তাহার জন্য জান্নাতে মণিমুক্তার দশ হাজার কোঠা তৈরী করা হইবে, ইহা কি সত্য ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে কি তুমি ইহাতে বিস্ময় বোধ করিতেছ ? সে বলিল, হাঁ। তিনি তখন বলেন, ইহাতে বিস্ময় বোধ করার কি আছে ? বরং বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার এবং এতো বেশি হইতে পারে যে, উহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো গণনা করার সাধ্য নাই। অতঃপর তিনি পড়েন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً এমন কে আছে, যে আল্লাহকে ঋণ দিবে উত্তম ঋণ ? অতঃপর আল্লাহ তাহাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।' নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ হইতে অধিক বা বহুগুণ কোন বিষয় স্বভাবতই মানুষের গণনার সাধ্যের বাহিরে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ "আল্লাহই সংকুচিত করেন এবং প্রশস্ততা দান করেন।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং কার্পণ্য করিও না। কেননা, তিনিই কাহারো রিযিক সংকুচিত বা হ্রাস করেন এবং কাহারো রিযিকে প্রশস্ততা দান করেন। আর ইহার মধ্যে রহিয়াছে গভীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

(٢٤٦) اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ
ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ
دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

২৪৬. "মূসার পরবর্তী কালের বনী ইসরাঈলের সেই দলটির খবর রাখ কি ? যখন তাহারা তাহাদের নবীকে বলিল, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ পাঠাও, আমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিব। তিনি তখন বলিলেন, তোমাদের উপর যদি যুদ্ধ ফরয করা হয় তাহা হইলে কি তোমরা নাফরমানী করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে না ? তাহারা বলিল, আমরা কেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিব না ? অথচ আমাদিগকে সন্তান-সন্ততিসহ আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল, তখন তাহাদের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। আর আল্লাহ যালিমদিগকে ভালভাবেই জানেন।"

তাফসীর ঃ কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ (এই আয়াতটিতে যে নবীর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে) তাঁহার নাম হইল ইউশা ইব্‌ন নুন (আ)। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইউশা ইব্‌নে নুন (আ) অর্থাৎ ইউশা ইব্‌ন নুন ইব্‌ন আফরাইম ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকুব (আ)।

তবে এই উক্তি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা, ইহা মূসা আলাইহিস সালামেরও বহু পরে দাউদ আলাইহিস সালামের যুগের ঘটনা। ঘটনার আলোকে ইহাই স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। মূসা (আ) এবং দাউদের (আ) মধ্যে প্রায় এক হাজার বছরের ব্যবধান। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুদ্দী বলেন ঃ এই নবীর নাম হইল শামউন (আ)।

মুজাহিদ বলেন ঃ এই নবীর নাম হইল শামুয়েল (আ)। ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ তাঁহার নাম হইল শামুয়েল ইব্‌ন বালী ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন তারখাম ইব্‌ন আল ইয়াহাদ ইব্‌ন বাহরায ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন মাজা ইব্‌ন উমরাসা ইব্‌ন উযরিয়া ইব্‌ন সাফীয়াহ ইব্‌ন আলকামা ইব্‌ন আবূ ইয়াশিফ ইব্‌ন কারুন ইব্‌ন ইয়াছহার ইব্‌ন কাহিছ ইব্‌ন লাভী ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম খলীল আলাইহিমুস সালাম।

ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলেন ঃ

হযরত মূসার (আ) ইন্তিকালের পরেও কিছু দিন বনী ইসরাঈলগণ সত্যদীনের উপরে ছিল। পরবর্তীতে তাহারা অধর্ম, অনাদর্শ এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হইয়া যায়। তবে তখনও তাহাদের মধ্যে নবীগণের মাধ্যমে তাওরাতের নির্দেশিত পথে সত্য মিথ্যার প্রতি নির্দেশনা অব্যাহত ছিল। প্রচারণা চালু ছিল, কোনটা গর্হিত আর কোনটা পালনীয়। কিন্তু তাহাদের অন্যায় কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শত্রুদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়া দেন এবং শত্রুপক্ষরা তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করে ও অসংখ্য লোককে বন্দী করিয়া নিয়া যায়। আর বহু শহর তাহারা দখল করিয়া নেয়। তাঁহারা কেহই মোকাবেলা না করাতে অনায়াসে তাহারা দখলদার হইয়াছে।

তাহাদের নিকট তাওরাত এবং মূসা কালিমুল্লাহ (আ) হইতে মিরাছী সূত্রে প্রাপ্ত পূর্বেকার তাবুত বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু তাহাদের অপকর্ম ও জঘন্য পাপের কারণে মহান আল্লাহ এই নিয়ামত ও পবিত্র তাওরাত তাহাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া যান। অবশ্য তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না, যে এই পবিত্র আমানত ধারণ করিয়া রাখিবে। কেননা লাভী নামক ব্যক্তির বংশের মধ্যে পর্যায়ক্রমে নবুওয়াত চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহারা সবাই যুদ্ধসমূহে মারা যায়। তাই নবুয়াতের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তবে সেই বংশে মাত্র একজন গর্ভবতী মহিলা জীবিত ছিল। তাহাকেও ধরিয়া নিয়া বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহাদের রোষাগ্নি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহ তাহাকে একটি পুত্র সন্তান দান করেন।

বস্তুত সেই মহিলাও আল্লাহর নিকট অব্যাহত দু'আ করিতেছিল, যেন আল্লাহ তাহাকে এমন একটি পুত্র সন্তান দান করেন, যিনি আগামীতে তাহাদের নবুওয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন। আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবুল করেন। তাঁহার নাম রাখা হয় শামুয়েল। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার নাম ছিল শামউন ইহারও একই অর্থ। তিনি কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং তাহার বরকতে দেশ শস্য-শ্যামলায় ধন্য হইয়া উঠিল। অতঃপর তাহার নবুওয়াতীর বয়স হইলে আল্লাহ তাহার প্রতি ওহী পাঠান এবং লোকদিগকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে আদেশ করেন।

অবশেষে তিনি বনী ইসরাঈলকে দাওয়াত দিতে লাগিলে তাহারা প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করা হউক। তাহা হইলে তাহারা তাহার নেতৃত্বে শত্রুদের মোকাবেলায় জিহাদে অংশ নিবে। আসলে বাদশা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছিল। অথচ তাহারা স্পষ্টভাবে উহা মালুম করিতে পারে নাই। তাই তিনি তাহাদের ব্যাপারে সন্দেহের বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপন করেন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা বাদশাহ নির্ধারিত করিয়া দিলে তাহার অবাধ্যতা করিবে না তো ? জিহাদের নির্দেশ হইলে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া এই অভিযোগ তো করিবে না যে, কেন এমন কষ্টকর নির্দেশ দেওয়া হইল ? তাহারা বলিল, আমাদের কি হইয়াছে যে, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিব না ? অথচ আমরা বিতাড়িত হইয়াছি নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সন্তান-সন্ততি হইতে। তাহারা আমাদের শহরগুলি ছিনাইয়া নিয়াছে এবং পরিবার-পরিজনকে হত্যা ও বন্দী করিয়াছে।

অতঃপর যখন যুদ্ধের হুকুম হইল, তখন সামান্য কয়েকজন ব্যতীত তাহাদের সবাই ঘুরিয়া দাঁড়াইলো। 'আর আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে ভালো করিয়া জানেন।' অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ লোক অংগীকার ভংগ করিয়া জিহাদ করিতে যে অস্বীকৃতি জানাইবে, আল্লাহ তাহা ভালো করিয়া জানেন।

(٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ
الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ
يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৪৭. "আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তালূতকে বাদশাহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর কি করিয়া সে রাজ্যাধিপতি হইতে পারে? তাহার চাইতে রাষ্ট্রপতি হবার অধিকার আমাদের বেশি। তাহাকে তো বিত্তশালী করা হয় নাই। নবী বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাকেই মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রাচুর্য দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার রাজ্য দান করেন আর আল্লাহ প্রশস্ততা দানকারী ও সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ তাহারা তাহাদের নবীকে তাহাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করিতে বলিলে তিনি তালূতকে তাহাদের জন্য মনোনীত করিলেন। তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। তবে তিনি রাজবংশের কোন ব্যক্তি ছিলেন না। কেননা রাজবংশ হইল 'ইয়াহুদা' বংশ। তাই জনসাধারণ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তাহা কেমন করিয়া হয় যে, তাহার শাসন চলিবে আমাদের উপর! অর্থাৎ আমাদের উপর তালূতের রাজত্ব কিরূপে হইতে পারে ? 'অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার

ক্ষেত্রে তাহার চাইতে আমাদের অধিকার বেশি। আর সে আর্থিক দিক দিয়াও সচ্ছল নয়।'অর্থাৎ সে দরিদ্র ব্যক্তি, তাহার কোন ধন-সম্পদ নাই। একদল বলিয়াছে ঃ তিনি ভিস্তীওয়ালা ছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছে ঃ তিনি একজন চর্ম পরিশোধক ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ইহাই ছিল নবীর আনুগত্যের বিরুদ্ধে তাহাদের স্পষ্টভাবে প্রথম বিরোধিতা।

ইহার জবাবে নবী বলিলেন ঃ

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাহাকে পসন্দ করিয়াছেন।' অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা এই ব্যাপারে আল্লাহই তোমাদের চাইতে ভাল জানেন। উপরন্তু এই নিয়োগ আমার পক্ষ হইতে হয় নাই যে, আমি পুনর্বিবেচনা করিব। বরং আল্লাহ তোমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতেই আমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়া তাহাকে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তোমাদের চাইতে জ্ঞান, দেহ সৌষ্ঠব, শক্তি, যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা ও পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠ। তিনি এই সকল বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। যে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের জ্ঞানী, গুণী এবং আত্মিক ও শারীরিক দিক দিয়া পরিপূর্ণ ও শক্তিমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ 'আল্লাহ তাহাকেই রাজ্য দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা করেন।' অর্থাৎ তিনি হইলেন মহাপ্রজ্ঞাময়, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। কাহার ক্ষমতা আছে তাহার কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করিবে ?

তাই তিনি বলেন ঃ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ হইলেন প্রশস্ততা দানকারী এবং সর্বজ্ঞ। অর্থাৎ তাঁহার মুক্ত দানশীলতা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করুণা করেন। আর তিনি সর্বজ্ঞ বিধায় কে রাষ্ট্র পাবার উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত সে বিষয়ে খুব ভালো করিয়া জানেন।

(٢٤٨) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

২৪৮. "আর তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিল, তাহার বাদশাহ হইবার নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের কাছে তাবূত নিয়া হাযির হইবেন। উহাতে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে স্বস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং মূসা ও হারূনের বংশের পরিত্যক্ত সম্পদ রহিয়াছে। ফেরেশতারা উহা বহন করিয়া আনিবে। ইহার ভিতরে অবশ্যই নিদর্শন বিদ্যমান, যদি তোমরা আস্থাবান হও।"

তাফসীর ঃ নবী তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তালূতের রাজত্বের বরকতের নিদর্শন হিসাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে 'তাবূত' ফিরাইয়া পাইবে। উহা তোমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছিল ঃ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ যাহার মধ্যে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হইতে শান্তি ও বরকতের বস্তু রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহার মধ্যে রহিয়াছে সম্মান ও পদমর্যাদা। কাতাদা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মু'আম্মার ও আবদুর রাযযাক বলেন ঃ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ (উহার মধ্যে 'সাকীনা' রহিয়াছে) অর্থাৎ সম্মান রহিয়াছে। রবী (র) বলেন ঃ (উহার মধ্যে রহিয়াছে) রহমত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ আমি

আতাকে فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহর এই নির্দর্শনসমূহ চিনিতেছ না ? ইহা হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে সকীনা বা প্রশান্তি। হাসান বসরীও ইহা বলিয়াছেন। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন. সাকীনা হইল স্বর্ণের একটি খাঞ্চা। উহার মধ্যে রাখিয়া নবীগণের কলবসমূহ ধৌত করা হইত। ইহা আল্লাহ মূসাকে (আ) দান করেন। আর তিনি লাওহে মাহফুয হইতে ওহী হিসাবে যাহা নাযিল হইত তাহা (কপি করিয়া) উহার মধ্যে রাখিতেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, সালমা ইব্ন কুহাইল ও সুফিয়ান ছাওরী বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ 'সাকীনাহ্, মানুষের চেহারা সদৃশ চেহারা ছিল। উপরন্তু উহার মধ্যে হৃদয়ও সঞ্চারিত ছিল।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খালিদ ইব্ন ওয়ারওয়ারা, সাম্মাক, আবুল আহওয়াস, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, শু'বা, আবূ দাউদ, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ সাকীনা হইল তীব্র বেগময় এক ঝাপসা বাতাসতুল্য। তবে উহার দুইটি মাথা ছিল।

মুজাহিদ বলেন ঃ উহা দুইখানা পাখা এবং একটি লেজ বিশিষ্ট ছিল। ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ সাকীনা হইল একটি মৃত বিড়ালের মাথা। সেটা যখন তাবূতের মধ্য হইতে শব্দ করিত, তখন সে শব্দকে সাহায্যের আশ্বাস হিসাবে বিশ্বাস করা হইত। ফলে তাহারা অবধারিতভাবে যুদ্ধে বিজয় লাভ করিত।

ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বিকার ইব্ন আবদুল্লাহ ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ওহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) বলেন ঃ সাকীনা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি আত্মা বিশেষ। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইলে উহা তাহার ফয়সালা করিয়া দিত এবং তাহারা কোন গোপন বিষয় জানিতে চাহিলে তাহাও জানাইয়া দিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ তাহাতে থাকবে মুসা, হারূন এবং তাহাদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, হাম্মাদ, আবূ ওলীদ, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ঃ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেনঃ উহা হইল মুসা (আ) এর লাঠি এবং তাহার প্রতি নাযিলকৃত ওহীর পাণ্ডুলিপিসমূহ। তবে কাতাদা, সুদ্দী, রবী ইব্ন আনাস ও ইকরামা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, উহা হইল তাওরাত শরীফ।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ অর্থাৎ উহা হইল মূসা (আ) ও হারূনের (আ) লাঠি এবং উভয়ের ওহীর পাণ্ডুলিপি ও মান্না। আতা ইব্ন সাঈদ (র) বলেনঃ উহা হইল মূসা (আ) ও হারূনের (আ) লাঠি, মূসা (আ) ও হারূনের (আ) কাপড় এবং ওহীর পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশ।

আবদুর রাযযাক (র) বলেনঃ আমি ছাওরীকে (র) وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ এই আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, কেহ কেহ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, উহা হইল মান্না নামক মধুর চাক এবং ওহীর পাণ্ডুলিপিসমূহ। কেহ কেহ বলিয়াছেন-লাঠি এবং এক জোড়া জুতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ অর্থাৎ উহা বহন করিয়া আনিবেন ফেরেশতারা। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইর্ব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জারীজ বলেনঃ

ফেরেশতাগণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্য পথ দিয়া তাবূত বহন করিয়া আনিয়া তালূতের সামনে রাখিবেন। আর লোকজন উহা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। সুদ্দী (র) বলেন, লোকজন সকালে উঠিয়া 'তাবূত' বস্তুটিকে তালূতের ঘরে দেখিতে পাইয়া শামউনের (আ) নবুয়াত এবং তালূতের রাজত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিল।

কোন কোন বুযুর্গ হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেনঃ ফিরিশতাগণ উহা একটি গাভীর পিঠে করিয়া হাঁকাইয়া নিয়া আসিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দুইটি গাভীর পিঠে করিয়া হাঁকাইয়া নিয়া আসিয়াছিল।

অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাবূত একটি সিন্দুক সদৃশ বস্তু ছিল। যুদ্ধে জয়ী হইলে মুশরিকরা উহা নিয়া যায় এবং তাহাদের মণ্ডপ ঘরের মধ্যে বড় মূর্তিটির পায়ের নিচে উহা রাখিয়া দেয়। কিন্তু সকালে উঠিয়া দেখে যে, উহা মূর্তিটির মাথার উপরে উঠিয়া রহিয়াছে। তাহারা পুনরায় উহা মূর্তির পায়ের নিচে রাখিয়া দেয়। পরদিন সকালে গিয়া আবারো একই অবস্থায় দেখিতে পায় এবং পুনরায় মূর্তিটিকে উপরে করিয়া দেয়। কিন্তু এইবার সকালে উঠিয়া দেখে যে, মূর্তিটি ভাংগা অবস্থায় একদিকে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, ইহা আল্লাহর লীলা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কেননা এই রকম আর কখনও হয় নাই! অতঃপর তাহারা সেই তাবূতটি তাহাদের শহর হইতে বাহির করিয়া একটি গ্রামে রাখিয়া আসে। সেই গ্রামে মহামারী ছড়াইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া বনী ইসরাঈলের এক বন্দিনী মহিলা গ্রামবাসীকে বলিল, ইহা বনী ইসরাঈলদের নিকট ফিরাইয়া দিয়া না আসিলে মহামারী বন্ধ হইবে না। অতঃপর উহা দুইটা গাভীর পিঠে উঠাইয়া দুইটি লোক হাঁকাইয়া আনিতেছিল।

অনতিদূরে গিয়াই একজন মারা গেল। অতঃপর বনী ইসরাঈলদের শহরের নিকট পৌঁছিয়া গাভী দুইটি রশি ছিড়িয়া দৌড়াইয়া পালাইল। এইভাবে বনী ইসরাঈলগণ উহা পাইয়া উঠাইয়া নিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা উহা দাউদের (আ) হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। সে উহা লইয়া তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ দুইটি যুবক বাক্সটি বহন করিয়া আনিয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তাবূতটি ফিলিস্তিনের কোন একটী গ্রামে ছিল। আর সেই গ্রামটির নাম হইল, 'আযদাওয়াহ'।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ (নিশ্চয়ই ইহাতে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে।) অর্থাৎ নবুওয়াতের বিষয়ে তোমাদের নিকট যাহা আসিয়াছে তাহার সত্যতা স্বীকার এবং তালূতের বিষয়ে তোমাদের যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা অনুসরণের ভিতরে। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক) অর্থাৎ আল্লাহ এবং আখিরাতের উপরে।

(٢٤٩) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ
فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ
كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

২৪৯. "অতঃপর যখন তালূত সসৈন্য অভিযানে বাহির হইল, তখন সে বলিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে একটি ঝর্ণা দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। তাই যে ব্যক্তি উহা হইতে (যথেচ্ছা) পান করিবে, সে আমার দলের নহে। আর যে উহা এক অঞ্জলী ব্যতীত পান করিবে না, সে আমার দলভুক্ত হইবে। অতঃপর মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত সবাই (যথেচ্ছা) পান করিল। অতঃপর যখন সে ও তাহার সংগী ঈমানদাররা রওয়ানা হইল, তখন তাহারা বলিল, জালূত ও তাহার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি আজ আমাদের নাই। যাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত লাভের চিন্তা করে, তাহারা বলিল, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিরাট বিরাট দলের উপর আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয়ী হইয়াছে। আর আল্লাহ্ অবশ্যই ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের বাদশা তালূতের সেই সময়ের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, যখন তিনি তাহার বনী ইসরাঈলের সহযোগী ও অনুসারীদিগকে নিয়া যুদ্ধে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সুদ্দীর উক্তি অনুযায়ী উহাদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। আল্লাহই ভাল জানেন।

আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন। অর্থাৎ ঝর্ণা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, এই নদীটি জর্দান ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। অর্থাৎ এই ঝর্ণাটি 'নাহরে শরীআহ' নামে পরিচিত। অতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে ঃ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىْ যে উহা হইতে পানি পান করিবে, সে আমার নয়। অর্থাৎ ঝর্ণা হইতে পান করার কারণে আজ আমার সংগী হইতে পারিবে না।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِه আর যে লোক তাহার স্বাদ গ্রহণ করিল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরিয়া সামান্য খাইয়া নিবে (তাহার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর নয়)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ অতঃপর সামান্য কয়েকজন ব্যতীত সবাই সেই পানি পান করিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি আঁজলা ভরিয়া পান করিয়াছে, সে যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছে এবং যে ব্যক্তি বেশি পান করিয়াছে, সে যুদ্ধে শরীক হইতে পারে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক ও সুদ্দীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা ও ইব্ন শুয়াবও উহা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ মোট আশি হাজার সৈন্য ছিল। তাহাদের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার সৈন্য পানি পান করিয়াছিল। তাই তাহার সাথে যুদ্ধে শরীক হইয়াছিল মাত্র চার হাজার সৈন্য।

বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক সাবীঈ, মাসআর ইব্ন কাদ্দাম ও সুফীয়ান ছাওরীর সূত্রে ইব্ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, বারাআ ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ প্রায়ই বলিতেন, বদরের জিহাদে আমাদের সংখ্যা যেমন তিন শত তের জন ছিল, তালূতের সাথীদের সংখ্যাও ততজন ছিল অর্থাৎ যাহারা তাহার সাথে নদী পার হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত কেবল তাহারাই নদী পার হইতে সক্ষম হইয়াছিল যাহারা মু'মিন ছিল।

বুখারীও (র) বারাআ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাকের দাদা, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল ইব্ন ইউনুস ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাজার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বারাআ (রা) অনুরূপ বলিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ অতঃপর সে ও তাহার ঈমানদার সংগীরা নদী অতিক্রম করিয়া গেল। তখন তাহারা বলিল, জালূতের ও তাহার সেনাবাহিনীর সাথে মুকাবিলা করার শক্তি আজ আমাদের নাই। অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সৈন্যের পরিমাণ বেশি দেখিয়া তাহাদের অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। অথচ তাহাদের মধ্যে যাঁহারা আলিম ছিলেন তাঁহারা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, বিজয় লাভ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হইয়া থাকে, ইহা সৈন্যের আধিক্যের উপর নির্ভরশীল নয়।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ কত ক্ষুদ্র দলই বিরাট দলের মুকাবিলায় জয়ী হইয়াছে আল্লাহর হুকুমে। আর যাহারা ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ তাহাদের সাথে রহিয়াছেন।

(٢٥٠) وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٢٥١) فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ۫ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

(٢٥٢) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

২৫০. "আর যখন তাহারা জালূত ও তাহার সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল, তাহারা বলিল-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ধৈর্য প্রশস্ত করিয়া দাও এবং আমাদের পদক্ষেপকে সুদৃঢ় কর আর আমাদিগকে কাফির সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় সাহায্য কর।

২৫১. অতঃপর তাহারা আল্লাহর ইচ্ছায় তাহাদিগকে পরাজিত করিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল। আল্লাহ্ তাহাকে রাষ্ট্র ও প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং নিজ মর্জি মোতাবেক তাহাকে শিক্ষা দিলেন। যদি আল্লাহ্ মানুষের একদল দিয়ে অপর দলকে শায়েস্তা না করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই পৃথিবী বরবাদ হইত। কিন্তু আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।

২৫২. ইহা আল্লাহর এক নিদর্শন, তোমাকে আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিতেছি আর অবশ্যই তুমি অন্যতম রাসূল।"

তাফসীর ঃ যখন মু'মিনদের তথা তালূতের ক্ষুদ্র সেনাদলটি জালূতের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হইল, তখন তাহারা বলিতে লাগিল- رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে প্রতিপালক! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করিয়া দিন।' অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনার পক্ষ হইতে 'ধৈর্য' নাযিল করুন। আর وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا 'আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখুন।' অর্থাৎ শত্রুদের মুকাবিলায় অবিচল থাকা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা এবং দুর্বলতায় মুষড়ে না পড়ার শক্তি দিন। আর وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ আমাদিগকে সাহায্য করুন কাফির জাতির বিরুদ্ধে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ -'অতঃপর তাহারা আল্লাহর হুকুমে জালূতের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিল।' অর্থাৎ মু'মিন সেনারা কাফির জালূত বাহিনীর উপর বিজয়ী হইল। وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ -'এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল।'

ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, দাউদ একটি ঢিল নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। তালূত দাউদের নিকট অংগীকার করিয়াছিলেন, যদি সে জালূতকে হত্যা করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার মেয়ে দাউদের সংগে বিবাহ দিবেন, রাজত্বের অর্ধেক দিবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাহাকে সমান অর্ধেক ক্ষমতা দিয়া দিবেন। সেমতে তিনি সকল ওয়াদা পূরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একচ্ছত্র সম্রাট হন এবং সম্মানিত নবূয়াতও আল্লাহ তাহাকে দান করেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ আর আল্লাহ তাহাকে রাজ্য দান করিলেন– যে রাজ্য তালূতের অধিকারে ছিল। وَالْحِكْمَةَ এবং দান করিলেন প্রজ্ঞা। অর্থাৎ শামুয়েলের পর তাহাকে নবূয়াত দান করিলেন। وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ –আর তাহাকে যাহা চাহিলেন শিখাইলেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছানুযায়ী তাহাকে বিশেষ বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ। –আল্লাহ যদি এক দলকে অপর দলের দ্বারা প্রদমিত না করিতেন, তাহা হইলে গোটা পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। অর্থাৎ আল্লাহ যদি এক জাতিকে অপর জাতি দ্বারা প্রতিহত না করিতেন। যথা বনী ইসরাঈলের প্রতিপক্ষকে যদি দাউদের বীরত্ব এবং তালূতের সৈন্যবাহিনী দ্বারা প্রতিহত না করা হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। এভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ
يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ যদি এইরূপ একদলকে অন্যদলের দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তাহা হইলে ইমারত, হাট-বাজার, ইবাদত-বন্দেগী এবং মসজিদসমূহ যেখানে আল্লাহকে বেশি বেশি করিয়া স্মরণ করা হয়, সবই ধ্বংস হইয়া যাইত।

ইব্ন উমর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে উকবা ইব্ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্ন সাওকা, হাফস ইব্ন সুলায়মান, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, বনী মুগীরার বংশের আবূ হুমাইদ আল-হামসী এবং ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা একজন নেককার মুসলমানের বদৌলতে তাঁহার আশেপাশের একশত পরিবারকে বিপদাপদ হইতে নিরাপদ রাখেন। ইহা বলিয়া ইব্ন উমর (র) এই আয়াতটি পড়েনঃ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ অর্থাৎ 'আল্লাহ যদি একদলকে অপর দলের দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে গোটা পৃথিবী অশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।' এই হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ ওরফে ইব্ন আত্তার হুমাসী দুর্বল রাবী বিধায় এই হাদীসটিও দুর্বল হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদার, উছমান ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইয়াহ্য়া ইব্‌ন সাঈদ, আবূ হুমাইদ আল হুমাইসী ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন বুযুর্গ ও নেককার মুসলমানের বদৌলতে তাঁহার সন্তান, তাঁহার সন্তানের সন্তান, পাড়া-প্রতিবেশী ও তাঁহার সমাজকে ততক্ষণ পর্যন্ত আপন হিফাযতে রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত এলাকায় বাঁচিয়া থাকে। এই হাদীসটিও অবশ্য পূর্বের হাদীসটির ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল।

ছাওবানের (র) সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাসামান, আবূ কুলাবা, হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আইয়ুব, যায়দ ইব্‌ন হাব্বাব, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্য়া ইব্‌ন সাঈদ, আলী ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (র) এক হাদীসে বলেন ঃ সব সময় তোমাদের মধ্যে এমন সাতজন ব্যক্তি থাকিবেন, যাহাদের কারণে তোমদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্য করা হইবে, বৃষ্টি বর্ষণ হইবে এবং আহার দেওয়া হইবে।

অপর একটি রিওয়ায়েতে উবাদা ইব্‌ন সামিত (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আশআশা সানআনী, আবূ কুলাবা, কাতাদা, আম্বাসাতিল খাওয়াস, উমর আল বাযযার, যায়দ ইব্‌ন হাব্বান, আবূ মাআয, নাহার ইব্‌ন মাআয, ইব্‌ন উছমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন ইয়াযীদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল থাকিবে, তাহাদের কারণে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে এবং তোমাদেরকে আহার্য দান করা হইবে। কাতাদা বলেন, আমার মনে হয়, হাসান বসরীও তাহাদের একজন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। অর্থাৎ ইহা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহ যে, তিনি একদলকে অপর দল দ্বারা প্রদমিত করেন। বান্দাদের জন্য আল্লাহর প্রতিটি কাজই প্রজ্ঞা ও নিদর্শন দ্বারা পরিপূর্ণ।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ। -'এইগুলি হইল আল্লাহর নিদর্শন, যাহা আমি তোমাকে যথাযথভাবে শোনাইতেছি। আর তুমি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।' অর্থাৎ এই আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে সত্য নবী হিসাবে পাঠাইয়াছি। আর তোমার নবুওয়াতের ব্যাপারে আহলে কিতাবদেরও ভাল করিয়া জানা আছে। কেননা বনী ইসরাঈলকে আমি তোমার সম্পর্কে জানাইয়াছিলাম।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের শেষাংশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বলেন যে, وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ হে মুহাম্মদ! তুমি নিশ্চিতই আমার রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বের সংগে কসম খাইয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই তুমি আমার রাসূল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পারা

(٢٥٣) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ م مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ط وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ط
وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاۤءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ
وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ط وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ۝

২৫৩. "এই সকল রাসূলের আমি একদলের উপর অপর দলের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি। তাহাদের কাহারও সহিত আল্লাহ (সরাসরি) কথাবার্তা বলিয়াছেন এবং একজনের উপর অন্যজনের মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর আমি ঈসা ইব্ন মরিয়মকে বিভিন্ন নিদর্শন দিয়াছি এবং তাহাকে জিব্রীল দ্বারা সাহায্য করিয়াছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে লড়াই বাধিত না। অথচ তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। তাহাদের একদল ঈমান আনিয়াছে ও অন্যদল কুফরী করিয়াছে। আল্লাহ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পর কাটাকাটি করিত না। কিন্তু আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই করেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কোন রাসূলকে কোন রাসূলের উপর ফযীলত প্রদান করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থাৎ আমি কোন নবীকে কোন নবীর উপর বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছি এবং দাউদকে 'যাবূর' দান করিয়াছি। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ এই রাসূলগণ–আমি তাহাদের কাহাকে কাহারো উপর মর্যাদা দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে কেহ তো এমন ছিল, যাহার সাথে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন।' অর্থাৎ মূসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)। আদম (আ) সম্পর্কেও সহীহ রিওয়ায়েতে আবূ যর (র) হইতে ইব্ন হাব্বান (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আর কাহারো মর্যাদা উচ্চতর করিয়াছেন। যথা মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) মি'রাজে গমনকালে আল্লাহর নিকট নবীগণের মর্যাদানুসারে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন আসমানে দেখিতে পান।

যদি বলা হয়, আলোচ্য আয়াতটি এবং আবূ হুরায়রা (র) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আলোচিতব্য হাদীসটির মধ্যে আপাত বিরোধের নিষ্পত্তি কি? উক্ত হাদীসটি হইল এই যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ একজন মুসলমান এবং একজন ইয়াহুদীর মধ্যে নবীগণের পারস্পরিক প্রাধান্যের বিষয়ে বিতর্কের এক পর্যায়ে গিয়ে ইয়াহুদী ব্যক্তি বলেন, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর সকল নবীর চাইতে মূসাই (আ) সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা শুনিয়া মুসলমান ব্যক্তি তাহার গালে চড় কষাইয়া দিয়া বলিল, হে খবীছ। মুহাম্মদের (সা) চাইতে কে শ্রেষ্ঠ? অতঃপর ইয়াহুদী লোকটি রাসূলের (সা) নিকট আসিয়া নালিশ করিলে হুযুর (সা) বলেন, আমাকে কোন নবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হইতে বিরত থাক। কেননা কিয়ামতের দিন লোকজন যখন বেকারার হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে, তখন সর্বাগ্রে আমি উঠিয়া সুপারিশের জন্য আল্লাহর আরশের দিকে যাইব। কিন্তু আমি যাইয়া দেখিব মূসা (আ) কঠিন হস্তে আরশ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাই কিভাবে বলি যে, তূর পাহাড়ের সেই (ঐতিহাসিক) ঘটনার দ্বারা আমার চাইতেও তিনি প্রাধান্যপ্রাপ্ত হন নাই? তাই তোমরা আমাকে কোন নবীর উপর প্রাধান্য দান করিও না।' অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ لَاتَفْضَلُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নবীগণের মধ্যে মর্যাদায় পার্থক্য করিও না।'

প্রথম জওয়াব ঃ এই হাদীসটি তিনি বর্ণনা করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করার পূর্বে। তবে এই উক্তিটি ততটা শক্তিশালী নয়। কেননা ইহার বক্তব্যের বিষয়ের উপর সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় জওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নিছক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের খাতিরে বলিয়াছেন।

তৃতীয় জওয়াব ঃ তিনি উপরে উল্লিখিত হাদীসের ঘটনার মত দুই পক্ষের তর্কবিতর্কের সময় এইভাবে প্রাধান্য দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

চতুর্থ জওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা দ্বারা গোড়ামি করিয়া এক নবীর উপর অন্য নবীকে মর্যাদা দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

পঞ্চম জওয়াব ঃ কোন নবীকে কোন ব্যক্তির প্রাধান্য দান করার অধিকার নাই। ইহা একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছাধীন। আর ঈমানদারদের কাজ হইল আল্লাহর সিদ্ধান্তকে নত শিরে মানিয়া নেওয়া। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ (এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে বিভিন্ন মু'জিযা দান করিয়াছি) অর্থাৎ ইহা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, বনী ইসরাঈলদের নিকট যাহাকে পাঠান হইয়াছে তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনি আরও বলেন ঃ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ। (এবং তাহাকে আমি 'রুহুল কুদুস' দ্বারা শক্তি দিয়াছি) অর্থাৎ আল্লাহ তাহাকে জিব্‌রাঈলের (আ) মাধ্যমে সাহায্য করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَاقْتَتَلُوْا.

অর্থাৎ আর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিলে নবীগণের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পর পরস্পর পরস্পরের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। অতঃপর তাহাদের কেহ ঈমান আনিল এবং কেহ কাফির হইল। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না।

এক কথায় সবকিছুই আল্লাহর ফয়সালা এবং তাকদীরের অমোঘ নিয়মানুযায়ী সংঘটিত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلٰكِنْ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ অর্থাৎ আল্লাহ তাহাই করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন।

(٢٥٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৫৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে যাহা কিছু রুযী দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় কর সেই দিন আসার আগেই, যেদিন বেচা-কেনা চলিবে না, কোন বন্ধুত্ব থাকিবে না, কোন সুপারিশ মিলিবে না; আর অবিশ্বাসীরা অবশ্যই যালিম।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন নেক কাজে নিজেদের মাল খরচ করে এবং উহা তাহার প্রতিপালকের নিকট জমা থাকিবে। তাই প্রত্যেকের ইহলৌকিক জীবনে দান-খয়রাত করিয়া যাওয়া উচিত। مِنْ قَبْلُ اَنْ يَّاْتِى يَوْمٌ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস উপস্থিত হইবার পূর্বে। لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ যাহাতে না আছে বেচাকেনা, না আছে বন্ধুত্ব কিংবা সুপারিশ। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন নিজেকে বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য কোন লেনদেন চলিবে না। ঢের মাল খরচ করিলেও কোন কাজে আসিবে না। কাজে আসিবে না পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করিলেও। আর কোন উপকারে আসিবে না বন্ধু-বান্ধব কিংবা নিকটাত্মীয় কোন ব্যক্তিও। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ

অর্থাৎ 'যখন শিংগা ফুঁকিবে তখন না কাহারও কোন বংশ পরিচয় থাকিবে আর না একে অপরের ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করিবে।' এমন কি সুপারিশ করারও কেহ থাকিবে না। অর্থাৎ সেইদিন সুপারিশকারীদেরও কোন সুপারিশ কার্যকরী হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ 'আর কাফিররাই প্রকৃত অত্যাচারী।' উল্লেখ্য যে, মুবতাদা (উদ্দেশ্য) সর্বদা খবরের (বিধেয়) উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ তাহার চাইতে জঘন্য অত্যাচারী কেহ নয়, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কাফির অবস্থায় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে।

আতা ইব্‌ন দীনার (র) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্‌ন দীনার (র) বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি কাফিরদিগকে অত্যাচারী বলিয়াছেন, কিন্তু অত্যাচারীদিগকে কাফির বলেন নাই।

(٢٥٥) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۚ لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

২৫৫. "আল্লাহ–তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থির। তাঁহাকে নিদ্রা ও তন্দ্রা স্পর্শ করে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ছাড়া তাঁহার কাছে সুপারিশ করার মত কে আছে? তাঁহার সামনে ও পিছনে যাহা কিছু আছে তাহা সবই তিনি জানেন। তাহারা তাঁহার ইচ্ছার বাহিরে তাঁহার জ্ঞান হইতে কিছুই আয়ত্ত্ব করিতে পারে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল জুড়িয়া তাঁহার আসন পরিব্যাপ্ত। সেই দুইটির সংরক্ষণ তাঁহার জন্য কষ্টকর নহে। আর তিনিই সর্বোন্নত ও শ্রেষ্ঠতম।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতটি হইল 'আয়াতুল কুরসী'। ইহার মর্যাদা সব আয়াতের চাইতে উচ্চে। কুরআন শরীফের মধ্যে সবচাইতে ফযীলতের আয়াত সম্পর্কে সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন রিবাহ, আবূ সালীল, সাঈদ আল জারীরী, সুফিয়ান, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, একদা উবাই ইব্‌ন কা'বকে নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন–কুরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে মর্যাদাপূর্ণ? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই তাহা বেশী জানেন। হুযুর (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আয়তুল কুরসী। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, হে আবুল মানযার! তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার আত্মা। ইহার একটি জিহবা ও দুইটি ঠোঁট রহিয়াছে যাহা দ্বারা সে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

অন্য একটি সূত্রে জারীরী (র) হইতে আবদুল আলা ইব্‌ন আবদুল আলা, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের বর্ণনায় 'যেই মহা সত্তার হাতে আমার আত্মা' এই হইতে অতিরিক্ত অংশ উল্লিখিত হয় নাই।

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত সম্পর্কে উবাই ইব্ন কা'বের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব (র), উবাইদা ইব্ন আবূ লুবাবা, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আওযাঈ, মাইসারাহ, আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী ও হাফিজ আবূ ইয়ালা আল মোসেলী (র) বর্ণনা করেন, যে, উবাই ইব্ন কা'বের (র) পিতা তাহাকে বলেন ঃ আমার খেজুর ভর্তি একটি বস্তা ছিল এবং প্রত্যেকদিন সেইটা আমি পরিদর্শন করিতাম। কিন্তু একদিন কিছুটা খালি দেখিয়া রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, যুবক ধরনের কে একজন আসিল! আমি তাহাকে সালাম দিলাম; সে সালামের উত্তর দিল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি জ্বিন না ইনসান? সে বলিল, আমি জ্বিন। আমি বলিলাম, তোমার হাতটা বাড়াও তো। সে বাড়াইলে আমি তাহার হাতে হাত বুলাই। হাতটা কুকুরের হাতের গঠনের মত এবং কুকুরের লোমও রহিয়াছে। আমি বলিলাম, সকল জ্বিন কি এই ধরনের? সে বলিল, সমগ্র জ্বিনের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। ইহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, যে উদ্দেশ্যে তুমি আসিয়াছ উহা তুমি কিভাবে সাহস পাইলে ? সে উত্তরে বলিল, আমি জানি যে, আপনি দানপ্রিয়। তাই ভাবিলাম, সবাই যখন আপনার নিয়ামতের দ্বারা উপকৃত হইতেছে, তাহা হইলে আমি কেন বঞ্চিত হইব ? অবশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের অনিষ্ট হইতে কোন্ জিনিস রক্ষা করিতে পারে ? সে বলিল, তাহা হইল 'আয়াতুল কুরসী'।

সকালে উঠিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়া রাত্রির ঘটনাটি বলিলে হুযুর (সা) বলেন, দুষ্ট তো ঠিক বলিয়াছে।

হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরকে উবাই ইব্ন কা'বের (রা) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন উবাই ইব্ন কা'ব (র) হাযরামী ইব্ন লাহিক, ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, হরব ইব্ন শাদ্দাদ ও আবূ দাউদ তায়ালুসীর (র) সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম (র) ইহার বর্ণনাসূত্রকে সহীহ্দ্বয়ের শর্ত মোতাবেক বলিয়াছেন, কিন্তু তাহারা উহা তাহাদের সংকলনে উদ্ধৃত করেন নাই।

অপর একটি সূত্রে আবূ সালীল হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্ন ইতাব, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালীল (র) বলেনঃ নবী (সা)-এর কোন এক সাহাবীর সাথে লোকজন কথা বলিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে তিনি ঘরের ছাদের উপর উঠেন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার জিজ্ঞাসা করেন যে, বলিতে পার, কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ? তখন জনৈক সাহাবী বলেন, اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (এই আয়াতটি সবচাইতে বড়)। অতঃপর সেই লোকটি বলেন, আমি এই উত্তর দেওয়ার পর হুযুর (সা) আমার কাঁধের উপর হাত রাখেন এবং আমি উহার শীতলতা বুক পর্যন্ত অনুভব করিতেছিলাম। অথবা তিনি বুকে হাত রাখিয়াছিলেন এবং আমি উহার শীতলতা কাঁধ পর্যন্ত অনুভব করিতেছিলাম। অতঃপর হুযুর (সা) বলেন, হে আবূ মানযার! তোমাকে এই উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

অপর একটি হাদীসে আসকা আল বিকরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আসকার গোলাম উমর ইব্ন আতা, ইব্ন জারীজ, মুসলিম ইব্ন খালিদ, ইয়াকূব ইব্ন আবূ ইবাদ আল মক্কী, আবূ ইয়াযীদ আল কারাতিসী ও হাফিজ আবুল কাসিম আত্ তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, আসকা বিকরী (র) শুনিয়াছেন যে, একদা নবী (সা) মুহাজিরদের নিকট গেলে এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের মধ্যে সবচাইতে বড় আয়াত কোন্টি ? নবী (সা) বলেন ঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ হইতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

অপর একটি হাদীসে সালমা ইব্ন ওয়ার্দান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন ওয়ার্দান বলেন, তাহাকে আনাস ইব্ন মালিক (র) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ ? সাহাবী বলিলেন, না, আমার কাছে ধন-সম্পদ কিছুই নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তোমার নিকট কি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ নাই ? তিনি বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। ইহার পর বলেন, তোমার নিকট কি قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ নাই ? তিনি বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআন শরীফের এক-চতুর্থাংশ। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি اِذَا زُلْزِلَتْ নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। তিনি বলিলেন, ইহা হইল কুরআন শরীফের এক-চতুর্থাংশ। রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। হুযুর (সা) বলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নিকট কি 'আয়াতুল কুরসী' নাই ? সাহাবী বলিলেন, জ্বী, আছে। রাসূল (সা) বলিলেন, ইহাও কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

অপর একটি হাদীসে আবূ যর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ ইব্ন খাশখাশ, আবূ উমর দামেশকী, মাসউদী, ওয়াকী ইব্ন জাররাহ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর জুনদুব ইব্ন জানাদাহ (র) বলেন ঃ

একদা আমি নবীর (সা) নিকট আসিলে তাঁহাকে মসজিদে বসা দেখিতে পাই এবং আমিও গিয়া তাঁহার নিকট বসি। অতঃপর নবী (সা) বলেন–হে আবূ যর! নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, উঠ, নামায আদায় কর। আমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার গিয়া বসিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তখন বলেন, মানুষ শয়তান হইতে এবং জ্বিন শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষও শয়তান হয় নাকি ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নামায সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, ইহা একটি উত্তম বিষয়। তবে যাহার ইচ্ছা বেশি অংশ নিতে পারে এবং যাহার ইচ্ছা কম অংশ নিতে পারে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আর রোযা ? তিনি বলিলেন, ইহা একটি উত্তম ফরয এবং উহা আল্লাহর নিকট অতিরিক্ত জমা থাকিবে। আমি

বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সাদকা ? তিনি বলিলেন, ইহা বহুগুণ বিনিময় আদায়কারী। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দান সবচাইতে উত্তম ? তিনি বলিলেন, অল্প সংগতি থাকিতে বেশি দেওয়ার সাহস করা এবং দুস্থ মানুষকে গোপনে সাহায্য-সহযোগিতা করা। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে ? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ)। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! তিনি কি নবী ছিলেন ? রাসূল (সা) বলিলেন, হাঁ, তিনি আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী নবী ছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল কতজন ছিলেন? তিনি বলিলেন, তাঁহারা হইলেন তিনশত দশের কিছু বেশি। তবে অন্য সময় রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন তিনশত পনের জন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি সবচাইতে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাযিল হইয়াছে ? রাসূল (সা) বলিলেন, 'আয়াতুল কুরসী। এই হাদীসটি নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্ন আবূ লায়লার ভাই, ইব্ন আবূ লায়লা, সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (র) বলেন ঃ আমার একটি খাদ্যভাণ্ডার ছিল এবং সেই ভাণ্ডার হইতে জ্বিন খাদ্য চুরি করিয়া নিয়া যাইত। আমি ইহা টের পাইয়া হুযুর (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করি। হুযুর (সা) আমাকে শিখাইয়া দেন যে, তুমি যখন উহাকে আসিতে দেখিবে, তখন ইহা পড়িবে ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ اَجِيْبِىْ رَسُوْلَ اللّٰهِ -অতঃপর জ্বিন আসিলে আমি উহা পড়িয়া জ্বিনটিকে ধরিয়া ফেলি। জ্বিনটিকে ধরার পরে সে বলিতেছিল যে, আমি আর চুরি করিতে আসিব না। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দেই। ইহার পর হুযুর (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, উহাকে ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে বলিল যে, আর আসিবে না। এই কথার উপর তাহাকে মুক্তি দিয়াছি। অতঃপর হুযুর (সা) বলিলেন, (দেখিবে) সে আবার আসিবে। বাস্তবিকই আমি তাহাকে এই ভাবে দুই তিন বার ধরিলাম। কিন্তু সে দ্বিতীয় বার না আসার অংগীকার করিলে তাহাকে আমি ছাড়িয়া দেই। ইহার পর আবার হুযুর (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলেন, বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, আবারও আসিলে তাহাকে বন্দী করিয়াছিলাম। কিন্তু পুনরায় না আসার ওয়াদা করিলে ছাড়িয়া দিয়াছি। হুযুর (সা) এবারও বলিলেন, দেখিবে সে আবার আসিবে। সত্যিই সে আবার আসিলে আমি তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিলে সে বলে, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে একটি বিষয় শিখাইয়া দিতেছি। অতঃপর তোমার নিকট আর কোন দিন কোন কিছু আসিবে না। তাহা হইল-'আয়াতুল কুরসী'। অতঃপর নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলে তিনি বলেন, যদিও সে মিথ্যাবাদী, কিন্তু এই কথাটি সত্যই বলিয়াছে।

আহমদ যুবাইরী (র) হইতে বিন্দারের (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযীও 'ফাযায়িলুল কুরআন' অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের। আরবী ভাষায় الغول (গাওল)-এর অর্থ হইলো রাত্রিকালে জ্বিনের আত্মপ্রকাশ।

বুখারী (র) স্বীয় সহীহ্ হাদীস সংকলনে বুখারী শরীফের 'ফাযায়িলুল কুরআন', 'ওয়াকালা' ও 'সিফাতে ইবলীস' অধ্যায়সমূহে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, আওফ ও উছমান ইব্ন হাইছাম আবূ আমর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে রমযানের যাকাতের মালামাল সংরক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি আসিয়া উহা হইতে খাদ্য তুলিয়া নিতে থাকিলে আমি তাহাকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলি। অতঃপর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাওয়ার কথা বলিলে সে অনুনয় করিয়া বলিল, আমি অত্যন্ত অভাবী। পরিবার-পরিজন অনাহারে রহিয়াছে। তাই খাদ্যের আমার এত প্রয়োজন যে তাহা অবর্ণনীয়। অতঃপর তাহাকে আমি ছাড়িয়া দেই। কিন্তু সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন, হে আবূ হুরায়রা! রাতের বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! সে আমার নিকট পরিবারের ভীষণ অভাবের অভিযোগ করিলে দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে। মুক্তি দান করি। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছে, দেখিবে, সে আবার আসিবে। তাই আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বলিয়াছেন যে সে আসিবে, তখন আসিবেই। আমিও টহল দিতে থাকিলাম। সত্যিই সে আসিয়া খাদ্য নিতে থাকিলে আমি তাহাকে পাকড়াও করিলাম। অতঃপর বলিলাম, তোমাকে এইবার অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব। সে কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, আমার সংসার বড় অভাবের সংসার, আমি অত্যন্ত গরীব, আর আসিব না, আপনি আমাকে মুক্তি দিন। তাই আমি করুণাবশত তাহাকে মুক্তি দান করি।

সকালে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন, হে আবূ হুরায়রা! বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে তাহার অবর্ণনীয় অভাবের কথা বলিলে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে মুক্তি দান করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে তোমাকে মিথ্যা বলিয়াছে। দেখিবে, সে আবার আসিবে। অতঃপর তৃতীয়বার আসিয়াও সে খাদ্য নিতে প্রবৃত্ত হইলে এইবারও তাহাকে বন্দী করিয়া বলিলাম, তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব। কেননা তিনবার তোমাকে পাকড়াও করিয়াছি, আর প্রত্যেকবার তুমি বলিয়াছ, আর আসিব না। অথচ তুমি ওয়াদা ভংগ করিয়া প্রত্যেক বারই আসিয়াছ (তাই তোমাকে এইবার আর ছাড়িব না)। তখন সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দিন। আপনাকে এমন কতকগুলো বাক্য শিখাইব যাহার দ্বারা আল্লাহ আপনার কল্যাণ সাধন করিবেন। আমি বলিলাম, উহা কি ? সে বলিল, যখন আপনি শুইতে যাইবেন, তখন বিছানায় 'আয়াতুল কুরসী' পড়িবেন। অর্থাৎ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহা হইলে আল্লাহ আপনার রক্ষক হইবেন এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। ইহার পর তাহাকে আমি মুক্তি দান করি।

অতঃপর সকালে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন, গত রাতের বন্দীকে কি করিলে ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। সে আমাকে উপকারী কতকগুলো বাক্য শিখাইয়া দিলে তাহাকে আমি মুক্তি দান করি। রাসূল (সা) বলিলেন, কি শিখাইয়াছে ? আবূ হুরায়রা (রা)

বলিলেন, সে আমাকে বলিয়াছে যে, যখন আপনি বিছানায় শুইতে যাইবেন, তখন 'আয়াতুল কুরসীর' প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িবেন ; তাহা হইলে আপনি সেই রাত্রিতে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর হিফাযতের বহির্ভূত হইবেন না। আর সকাল পর্যন্ত শয়তানও আপনার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। উপরন্তু সেই রাত্রিতে যাহা কিছু হইবে সবই কল্যাণকর হইবে। পরিশেষে রাসূল (সা) বলিলেন, সে মিথ্যাবাদী হইলেও ইহা সে সত্যই বলিয়াছে। তবে হে আবূ হুরায়রা! জান কি, তুমি এই তিন রাত কাহার সংগে কথা বলিয়াছিলে ? আমি বলিলাম, না। রাসূল (সা) বলিলেন, সে হইল শয়তান। উছমান ইব্ন হাইছামের সূত্রে ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকূব হইতে নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, রাত্রে এবং দিনে এইভাবে সে প্রতিদিন দুইবার করিয়া আসিত।

উপরোক্ত বর্ণনার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুতাওয়াক্কিল নাজী, ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম আলআব্দী, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আহমাদ ইব্ন যুহায়ের ইব্ন হারব, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আমরুবীয়া আসসাফার ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ

তাহার নিকট সাদকার মালামাল রাখার ঘরের চাবি থাকিত। সেই ঘরের মধ্যে খেজুর রাখা ছিল। কিন্তু একদিন গিয়া দেখেন যে, সেই খেজুর হইতে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার দাগ রহিয়াছে। অন্য আর একদিন গিয়া দেখেন যে, উহা হইতে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে। অতঃপর তৃতীয় দিনও গিয়া সেইভাবে মুষ্টি ভরিয়া নেওয়ার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ইহার পর আবূ হুরায়রা (রা) এই বিষয়ে হুযুর (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যে, তুমি কি তাহাকে বন্দী করিতে চাও ? তিনি বলিলেন, হাঁ। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহা হইলে যখন তুমি দরজা খুলিবে তখন তুমি পড়িবে- سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحَمَّدٌ সেমতে তিনি পরদিন দরজা খুলিবার সময় বলিলেন– سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ مُحَمَّدٌ

অমনি আশ্চর্যজনকভাবে এক ব্যক্তিকে তিনি সামনে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুমিই কি এই কাজ কর ? সে বলিল, হাঁ। তবে এই বারের মত আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি আর কখনো আসিব না। মূলত আমি ইহা একটি গরীব জ্বিন পরিবারের জন্য নিতেছি। অতএব আমাকে মুক্তি দিন। তাই তাহাকে মুক্তি দিলাম। তবুও সে দ্বিতীয়বার আসিল। ইহার পর তৃতীয় বার আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি আর না আসার ওয়াদা করিয়াছিলে, তবু কেন তুমি আসিলে ? তাই তোমাকে নবী (সা)-এর নিকট নিয়া যাইব।

সে বলিল, নবী (সা)-এর নিকট না নিয়া আমাকে যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে আপনাকে এমন কতকগুলো বাক্য শিখাইব যাহা পড়িলে ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ কোন জ্বিনই আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ইহার পর সে বলিল, ইহাতে আপনি কি সম্মত আছেন? আমি বলিলাম, হাঁ, উহা কি ? জবাবে সে اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ। অর্থাৎ আয়াতুল

কুরসী শেষ করিল। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম এবং আর আসে নাই। পরিশেষে আবূ হুরায়রা (রা) নবী (সা)-এর নিকট ইহা বলিলে তিনি বলেন, তুমি যাহা জানিয়াছ উহা বস্তব।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল মুতাওয়াক্কিল, ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম, শুআইব ইব্‌ন হারব আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ ও ইমাম নাসায়ীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব বর্ণিত উবাই ইব্‌ন কা'ব (র)-এর বর্ণনাটি নিয়া এই বিষয়ের মোট তিনটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করা হইল।

অন্য একটি ঘটনা

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আবূ আসিম ছাকাফী, আবূ মুআবিয়া ও আবূ উবাদ তাহার কিতাবুল গরীবে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে জ্বিনের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের পর জিনটি সেই ব্যক্তিকে বলিল, আমার সাথে মল্লযুদ্ধ করিবে ? তুমি যদি আমার সাথে মল্লযুদ্ধে বিজয়ী হইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে কুরআনের এমন একটি আয়াত শিখাইয়া দিব, যাহা পড়িয়া তুমি ঘরে প্রবেশ করিলে শয়তান তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অতঃপর মানুষটি জ্বিনটিকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিল। যুদ্ধের পর সেই ব্যক্তি জ্বিনটিকে বলিল যে, তুমি তো দুর্বল ও কাপুরুষ এবং তোমার হাত কুকুরের হাতের মত। তোমরা জ্বিনেরা কি সবাই এই ধরনের, না কেবল তুমি এই ধরনের ? সে বলিল, আমিই জ্বিনের মধ্যে সবার চাইতে শক্তিশালী। দ্বিতীয়বার আবার সে মল্লযুদ্ধের জন্য আহবান করিলে সেইবারও জ্বিনটি পরাজিত হয়। তখন জ্বিনটি বলিল, সেই আয়াতটি হইল 'আয়াতুল কুরসী।' যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় ইহা পড়িবে, তাহার বাড়ি হইতে শয়তান গাধার মত চিৎকার করিতে করিতে পালাইয়া যাইবে।

ইব্‌ন মাসঊদ (র) ইহা বর্ণনা করার পর এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই লোকটি কি উমর (রা) ? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উমর (রা) ব্যতীত ইহা কাহারও দ্বারা কি সম্ভব! আবূ উবাইদ (রা) বলেন ঃ الضئيل। অর্থ দুর্বল শরীর।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, হাকীম ইব্‌ন জুবাইর আসাদী, সুফিয়ান, হুমাইদী, বাশার ইব্‌ন মূসা, আলী ইব্‌ন হাশ্‌শাদ ও আবূ আবদুল্লাহ আর হাকাম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সূরা বাকারার মধ্যে এমন একটি আয়াত রহিয়াছে, যে আয়াতটি সমগ্র কুরআনের নেতা স্বরূপ। উহা পড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিলে শয়তান বাহির হইয়া যায়। উহা হইল 'আয়াতুল কুরসী।' অনুরূপভাবে যায়দের সূত্রে হাকীম ইব্‌ন জুবাইর হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার বর্ণনাসূত্র বিশুদ্ধ। অন্যদিকে যায়দের হাদীসে তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে পাহাড়ের মত অটল অতি সম্মানিত বড় নেতা থাকে। অনুরূপভাবে কুরআনের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন হইল সূরা বাকারার।

আর ইহার নেতা বা সর্দার হইল একটি আয়াত। উহা হইল 'আয়াতুল কুরসী'। ইমাম তিরমিযী (র) বলেনঃ এই হাদীসটি গরীব এবং অপরিচিত। অবশ্য হাকীম ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর হাদীসটি ইহার ব্যতিক্রম। কিন্তু শু'বা (র) উহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি–আহমাদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুঈন ও কোন কোন ইমামও ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন। ইব্‌ন মাহদী ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। উপরন্তু সাদী বলেন, ইহা একটি মিথ্যা হাদীস।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন উমর (রা) ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইয়ামার, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আকীল, ইয়াহ্ইয়া, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়সান, ঈসা ইব্‌ন মূসা গানজার, উমর ইব্‌ন মুহাম্মদ বুখারী, ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ মারুযী, আবদুল বাকী ইব্‌ন নাফে ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) একবার শহরতলীর কতগুলো লোককে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ বলিতে পার, কুরআন শরীফের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত আয়াত কোন্‌টি? তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার ইহা ভালো জানা আছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ হইল কুরআনের সবচাইতে সম্মানিত আয়াত।

অন্য একটি হাদীসে ইস্‌মে আযম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর ইব্‌ন হাওশাব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকাইর ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (র) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এবং الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এই দুই আয়াতে ইসমে আযম রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাস হইতে, তিরমিযী (র) আলী ইব্‌ন খাশরাম হইতে এবং ইব্‌ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রত্যেকেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ যায়দ (র) হইতে ঈসা ইব্‌ন ইউনুসের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

উপরোল্লিখিত হাদীসের মর্মরূপে উর্ধ্বতন সূত্রে আবূ ইমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আলা ইব্‌ন ইয়াযীদ, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, ইসহাক ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুসাইর ও ইব্‌ন মারদূবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা দু'আ করিলে উহা আল্লাহ কবূল করেন। আর উহা সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও তোয়াহা-এর মধ্যে রহিয়াছে।

দামেস্কের খতীব হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) বলেন ঃ সূরা বাকারার মধ্যে ইসমে আযমের আয়াত হইল اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ও আলে ইমরানের মধ্যে হইল الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এবং তোয়াহা-এর মধ্যে হইল وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ এই আয়াতটি

অন্য একটি হাদীসে আবূ ইমামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইর, হাসান ইব্‌ন বাশার বাতারসূস, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহরায ইব্‌ন ইউনাবির আল আদমী ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়িবে তাহাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু বেহেশতে যাইতে বাধা দেয় না।

হাসান ইব্‌ন বাশারের সূত্রে নাসায়ী (র) একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহাতে বলা হইয়াছে, দিনে এবং রাত্রে দুইবার পড়িলে। মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইরের সূত্রে ইব্‌ন হাব্বানও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন হুমাইর ওরফে হামসী (র) ইমাম বুখারীর দৃষ্টিতে সত্যবাদী বর্ণনাকারী। উপরন্তু এই হাদীসের পূর্ণ সনদটিই বুখারীর শর্তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। অবশ্য আলী (র), মুগীরা ইব্‌ন শুবা (র) ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহর (র) হাদীসে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুসা আশআরী (র) হাসান, কাতাদা, মুছান্না, আবূ হামযা সিকরী, যিয়াদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইয়াহয়া ইব্‌ন দারসতূইয়া আল মারুযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন যিয়াদ আল মূকিররী ও ইব্‌ন মারুদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-কে ওহী মারফত জানান যে, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়িবে। কেননা যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ইহা পড়িবে আল্লাহ তাহাকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়, যিকিরকারী জিহবা, নবীগণের মত পুণ্য ও সিদ্দীকগণের মত কর্ম দান করিবেন। তবে ইহার উপর নবী, সিদ্দীক এবং যে বান্দাকে আল্লাহ্ ঈমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন অথবা আল্লাহ যাহাকে দীনের পথে শহীদী মর্যাদায় সৌভাগ্যবান করার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই-ই দৃঢ়পদ থাকিতে পারে। এই হাদীসটি 'মুনকার' পর্যায়ের অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য।

আয়াতুল কুরসী দিনের এবং রাতের প্রথমভাগে পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রক্ষক হইবেন। এই বিষয়ের উপর একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা (রা)। যারারা ইব্‌ন মাসনাব, আবদুর রহমান আল মালিকী, ইব্‌ন আবূ ফিদিয়াক, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা, আবূ সালমা আল মাখযুমী আল মাদাইনী ও আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকালে حٰمٓ। الْمُؤْمِنُ হইতে ।اِلَيْهِ। الْمَصِيْرُ পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সে আল্লাহর বিশেষ আশ্রয়ে থাকিবে। আর যদি সন্ধ্যায় ইহা পড়ে তাহা হইলে সকাল পর্যন্ত সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকিবে। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। উপরন্তু কোন কোন আলিম আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মুলাদকী আলমালিকীর (র) স্মরণ শক্তি কমের অভিযোগ করিয়া তাঁহার হাদীস অগ্রহণযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

এই আয়াতের ফযীলতের উপর আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কিন্তু সেইগুলির সনদ দুর্বল। দ্বিতীয়ত আলোচনা সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে সেইগুলির উদ্ধৃতি হইতে বিরত রহিলাম। যথা আলী (র)-এর হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্তনে দোষ হইলে উহা পাঠ করিয়া দুই স্তনের মাঝখানে দম করিতে হয়। আর আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা জাফরান দিয়া সাতবার লিখিয়া দিলে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এই উভয় রিওয়ায়েতই ইব্ন মারদুবিয়া (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পবিত্র আয়াতটিতে পৃথক পৃথক দশটি অর্থ রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি জীবসমূহের একক ইলাহ বা উপাস্য। اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ চিরঞ্জীব, তাঁহার কোন মৃত্যু হইতে পারে না। কেননা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব তাঁহার উপর নির্ভরশীল। উমর (র) اَلْقَيُّوْمُ কে اَلْقَيَّامُ পড়িতেন। ইহার অর্থ দাঁড়ায় সমগ্র সৃষ্টি জীব তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নন। আর তাঁহার হুকুম ব্যতীত সব কিছুই অস্তিত্বহীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

'তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে এইটিও একটি নিদর্শন যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তাঁহারই নির্দেশ বলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।'

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ অর্থাৎ কোন অনিষ্টই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি স্বীয় সৃষ্ট জীব হইতে কখনো উদাসীন নহেন। প্রত্যেকের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। সুতরাং তিনি মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক নহেন। যে যেই অবস্থায় আছে সবই তাঁহার দৃষ্টির গোচরে। তাই কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির আড়ালে নাই। তাঁহার দৃষ্টি হইতে কাহারও গোপন থাকার শক্তি নাই। কেননা তাঁহাকে তন্দ্রাও স্পর্শ করিতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। لَا تَاْخُذُهٗ -এর শাব্দিক অর্থ হইল তাঁহাকে কাবু করিতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ক্লান্তিহীন ও সর্বদা সজাগ। سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তিনি তন্দ্রা ও নিদ্রার চাইতে অধিক শক্তিশালী।

আবূ মূসা (র) হইতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা হুযুর (সা) আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া চারটি কথা বলিলেন। তাহা এই-নিশ্চয়ই আল্লাহ নিদ্রা যান না। আর তাঁহার জন্য নিদ্রা শোভনীয়ও নয়। কেননা তিনি দাঁড়িপাল্লা সমুন্নত করিয়া রাখেন। আর তাঁহার নিকট রাত্রির আমল দিনের পূর্বে এবং দিনের আমল রাত্রির পূর্বে পেশ করা হয়। তাঁহার ও সৃষ্টি জগতের মাঝখানে নূর বা আগুনের পর্দা রহিয়াছে। যদি উহা অপসারিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টি গোচরের সব কিছুই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকাম ইব্ন আব্বান, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাসের গোলাম ইকরামা لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ

হযরত মূসা (আ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কি তন্দ্রা যান? তখন আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইয়া ফেরেশতাদেরকে জানাইয়া দেন, তাহারা যেন

মূসাকে উপর্যুপরি তিনরাত জাগাইয়া রাখে। তাঁহারা তাহাই করিলেন। তাহাকে পরপর তিনরাত নির্ঘুম রাখিয়া তাঁহার দুই হাতে দুইটা শিশি দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত তন্দ্রাবিভূত হওয়ার কারণে শিশি দুইটি হাত হইতে আলগ হইয়া বারবার পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তিনি বারবার শক্ত করিয়া ধরেন। এইভাবে কয়েক বারের পর একবার ঘুমের তীব্রতায় অচেতনের মত হেলাইয়া পড়িলে একটা শিশির উপর আর একটা শিশি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। ইহার দ্বারা তাহাকে বুঝানো হইয়াছে যে, হে মূসা! ঘুমের জ্বালায় মাত্র দু'টি শিশি রাখিতে গিয়া তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। তাহা হইলে তন্দ্রায় গিয়া এই পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিচালনা করা যায় কিভাবে ?

আবদুর রাজ্জাক হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন ইয়াহিয়া ও ইব্‌ন জারীরও উহা উপরোল্লিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েত। কেননা মূসা (আ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী হইয়া আল্লাহর এই বিশেষণ হইতে অজ্ঞাত থাকিবেন ইহা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উপরন্তু বর্ণনাসূত্রগতভাবেও ইব্‌ন জারীরের (র) এই রিওয়ায়েতটি সবচাইতে দুর্বল।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে ইকরামা, হাকাম ইব্‌ন আব্বাস, উমাইয়া ইব্‌ন শিবিল, হিশাম ইব্‌ন ইউসুফ, ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইস্‌রাঈল ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিম্বারের উপর বসিয়া মূসা (আ)-এর ঘটনা বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, মূসা (আ)-এর মনে প্রশ্ন জাগিল, আল্লাহ কি ঘুমান ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার কাছে ফেরেশতা পাঠাইয়া তিন রাত্রি বিনিদ্র রাখিলেন। ফেরেশতাটি তাহার দুই হাতে দুইটি শিশি দিয়া বলিয়া গেলেন যে, লক্ষ্য রাখিবেন, ইহা যেন পড়িয়া ভাঙ্গিয়া না যায়। কিন্তু তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে হাত দুইখানা একত্রিত হইয়া গেল এবং তিনি অসাবধানতাবশত জাগ্রত হওয়ার প্রাক্কালে একটি শিশির সাথে অন্যটির সংঘর্ষ হইয়া উভয়টি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। হুযুর (সা) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলা ঘুমাইতেন তাহা হইলে আসমান এবং যমীন স্থির থাকিত না।"

এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। আর এই কথা স্পষ্ট যে, এই রিওয়ায়েতটিও ইসরাঈলী এবং পরম্পরা সূত্রও অবিচ্ছিন্ন নহে। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জা'ফর ইব্‌ন আবূ মুগীরা, আশআশ ইব্‌ন ইসহাক, আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের দাদা, তাঁহার পিতা, আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, আহমদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন আতিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

"বনী ইসরাঈলরা বলিয়াছিল যে, হে মূসা! তোমার প্রভু কি ঘুমায় ? মূসা (আ) তাহাদিগকে বলেন, 'আল্লাহকে ভয় কর'। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, তাহারা তোমাকে তোমার প্রতিপালক নিদ্রা যায় কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তাহা হইলে তুমি দুই হাতে দুইটা বোতল নিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। মূসা (আ) তাহাই করিলেন। কিন্তু তিন রাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তাহার কব্জি দুর্বল হইয়া যায়। এক সময় দুর্বলতায় হাত দুইখানা একত্রিত হইয়া যায়। ফলে রাতের শেষের দিকে অতি দুর্বলতা ও অস্থিরতার কারণে

বোতল দুইটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলেন, হে মূসা! যদি আমি ঘুমাইতাম, তাহা হইলে পৃথিবী ও আসমানসমূহও এই কাচের বোতলের মত ধ্বংস হইয়া যাইত।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ক আলোচনা সম্বলিত 'আয়াতুল কুরসী' নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَهُ مَافِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ অর্থাৎ ইহার মর্যাদা হইল যে, সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার দাসত্বে নিয়োজিত, সবই তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, সবই তাঁহার আয়ত্তাধীন এবং সব কিছুর উপর তাহার একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা আল্লাহ অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.

অর্থাৎ "আসমানসমূহ ও যমীনের সমুদয় বস্তুই করুণাময়ের দাসত্বে উপস্থিত রহিয়াছে। অবশ্য তাহাদের সকলকেই তিনি ঘিরিয়া রাখিয়াছেন এবং এক এক করিয়া গুনিয়া রাখিয়াছেন। আর সমগ্র সৃষ্ট জীবই একে একে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ অর্থাৎ এমন কে আছে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার সামনে কাহারও সুপারিশ করিতে পারে?

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوَاتِ لاَتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ يَرْضٰى

অর্থাৎ "আকাশসমূহে বহু ফেরেশতা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সুপারিশ কোন কাজে আসিবে না। তবে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কাহাকেও অনুমতি দান করেন তবে তাহা অন্য কথা।"

অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى অর্থাৎ তাহারা কাহারও জন্যে সুপারিশ করেন না, কিন্তু একমাত্র তাহার জন্য সুপরিশ করেন যাহার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট রহিয়াছেন।

ইহার দ্বারা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং উচ্চতম মর্যাদার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আয়াতে বলা হইয়াছে, তাহার অনুমতি ব্যতীত কাহারও জন্য সুপারিশ করার সাহস কাহার আছে? যেমন শাফা'আতের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, (রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন) আমি আরশের নিচে গিয়া সিজদায় পড়িয়া থাকিব। আল্লাহ তাহার ইচ্ছা মোতাবেক আমাকে ডাকিবেন আর বলিবেন, মাথা তোল এবং যাহা বলিতে হয় তাহা বল, তোমার আবেদন শোনা হইবে। তুমি সুপারিশ করিলে তাহা গৃহীত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, সুপারিশের জন্য আমাকে সংখ্যা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে তাহাদিগকে আমি বেহেশতে নিয়া যাইব।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উক্তি নকল করিয়া বলেন ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

অর্থাৎ আমরা তোমার প্রভুর নির্দেশ ব্যতীত অবতরণ করিতে পারি না। আমাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সমস্ত জিনিসই তাহার অধিকারে রহিয়াছে এবং তোমার প্রভু ভুল-ক্রটি হইতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَاءَ অর্থাৎ কেহই তাহার জ্ঞানের একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করিতে পারে না। তবে আল্লাহ যাহাকে জানাইবার ইচ্ছা করেন, সে-ই কেবল কিছু জানিতে পারে। ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ তাঁহার জাতিসত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে কাহাকেও জ্ঞান দান করেন না। তবে যাহাকে জানাবার ইচ্ছা করেন তাহাকে জানান। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهِ عِلْمًا অর্থাৎ আর তাহারা তাঁহাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে বেষ্টন করিতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ তাহার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জা'ফর ইব্‌ন আবুল মুগীরা, মাতরাফ ইব্‌ন তারীফ, ইব্‌ন ইদ্রীস, আবূ সায়ীদ আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ। এই আয়াত প্রসংগে বলেনঃ ইহার পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও জানা নাই।

মাতরাফ ইব্‌ন তারীফ হইতে হাইছাম ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদ্রীস উভয়ে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিমের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, কুরসীর ভাবার্থ হইল, 'দুইটি পা রাখার স্থান।' আবূ মূসা, সুদ্দী, যিহাক ও মুসলিম বিত্তীনও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ (র) স্বীয় তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুসলিম বিত্তীন, আম্মার, যুহরী, সুফীয়ান, আবূ আসিম ও শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "কুরসী হইল দুইটি পা রাখার স্থান। তবে আরশের পরিধি সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন।"

শুজা ইব্‌ন মুখাল্লাদ আলফাল্লাস (র)-এর সূত্রে হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা সূত্রে ভুল রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুসলিম বিত্তীন, আম্মার যাহাবী, সুফিয়ান ও ওয়াকী' স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'কুরসী' বলা হয় দুইটি পা রাখার স্থানকে এবং আরশের পরিধি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির কোন ধারণা নাই।" ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সনদে সুফিয়ান ছাওরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসিম, মুহাম্মদ ইব্ন মাআ'ব, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ মাহবুবী ও হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, সহীহদ্বয়ের শর্তানুযায়ী এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুদ্দীর পিতা, সুদ্দী, প্রত্যাখ্যাত বর্ণনাকারী হাকাম ইব্ন যহীর আল ফাযালী ও ইব্ন মারদুবিয়াও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহা সহীহ্ নয়।

আবূ মালিক (র) হইতে সুদ্দী বলেন ঃ 'কুরসী' হইল আরশের নিচে অবস্থিত। সুদ্দী (র) বলেন ঃ পৃথিবী ও আকাশসমূহ কুরসীর বলয়ের অভ্যন্তরে এবং কুরসী হইল আরশের সম্মুখে অবস্থিত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক (র) বলেন ঃ সাত আসমান এবং সাত যমীনকে যদি একটি একটি করিয়া আলাদা করা হয়, অতঃপর একটির সাথে আর একটিকে যদি পাশাপাশি মিলাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহা কুরসীর তুলনায় এতই ক্ষুদ্র হইবে যেন বিশাল মরু প্রান্তরে উহা একটি বিন্দু মাত্র। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন যায়েদের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন যায়েদ, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন যায়েদের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সাতটি আকাশ কুরসীর মধ্যে এভাবে বিরাজমান, যেভাবে একটি থলের মধ্যে সাতটি দিরহাম বিদ্যমান থাকে।

আবূ যর গিফারী (রা) ধারাবাহিকভাবে আবূ ইদ্রীস খাওলানী, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ছাকাফী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ তাইমী, মুহাম্মদ ইব্ন আবু ইউসর আসকালানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাইব মুকিররী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর গিফারী (রা) বলেন ঃ নবী (সা)-এর নিকট কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, যেই মহাসত্তার হাতে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! কুরসীর তুলনায় পৃথিবী ও সাত আকাশ যেন দিগন্তহীন মরু প্রান্তরে একটি বৃত্ত মাত্র।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন খলীফা, আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, ইব্ন আবূ বকর, যহীর ও আবূ ইআলা মুসলী (রা) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করেন ঃ (হে আল্লাহর রাসূল) আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতবাসিনী করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর শান এত বড় যে, তাহার কুরসী পৃথিবী ও আকাশসমূহকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার মহত্তের ভারে উহা নতুন গদির মতন প্রতি মুহূর্তে চড় চড় করিয়া শব্দ করে।" এই হাদীসটি হাফিল বাযযার (র) তাঁহার প্রসিদ্ধ মুসনাদে, আবূ ইব্ন হুমাইদ ও ইব্ন জারীর তাহাদের তাফসীরে, তিবরানী ও ইব্ন আবূ হাতিম কিতাবুস সুন্নায় এবং আবদুল্লাহ ইব্ন খলীফা হইতে আবূ ইসহাক সাবিঈর সূত্রে হাফিয যিয়া 'কিতাবুল মুখতারে'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা প্রসিদ্ধ নহে এবং উমর (রা) হইতে ইহা শোনার মধ্যেও সন্দেহ রহিয়াছে।

অবশ্য উমর (রা) হইতে এই হাদীসটি কেহ কেহ মাওকুফ ও মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ উহা হইতে হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াও বলিয়াছেন। তবে সবগুলির মধ্যে আরশের বর্ণনা সম্বলিত জুবাইর ইব্‌ন মুতইমের (র) রিওয়ায়েতটিই সর্বাপেক্ষা দুর্বল। উহা আবূ দাউদ স্বীয় সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন জাবির প্রমুখ বুরাইদার সনদে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কুরসীকে ফয়সালার জন্য রাখা হইবে। উল্লেখ্য যে, ইহা এই আয়াতের আলোচ্য বিষয় নয়।

তবে কোন কোন মুসলিম বিজ্ঞানীর ধারণা যে, কুরসী হইল অষ্টম আকাশ, যাহাকে فلك الثوابت বলা হয়। তাহার উপরেও নবম আকাশ রহিয়াছে, যাহাকে فلك الاثير বলা হয়। কেহ কেহ ইহাকে اطلس ও বলিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য আলিম ইহার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে জুআইবিরের সূত্রে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

আরশই হইল কুরসী। তবে সঠিক কথা হইল যে, কুরসী আরশ নয় এবং আরশ কুরসীর চাইতে বড়। আর ইহাই হাদীস ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে ইব্‌ন জারীর (র) উমর (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন খলীফার হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন। কিন্তু আমাদের নিকট এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا (আর সেইগুলিকে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নয়।) অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং ইহার অভ্যন্তরের প্রতিটি সৃষ্টিকে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার জন্য কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়; বরং ইহা তাহার জন্য খুবই সহজ। আর তিনি সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার নিকট অতি নগণ্য ও তুচ্ছ এবং সকলেই তাঁহার নিকট মুখাপেক্ষী ও দরিদ্র। তিনি ঐশ্বর্যশালী ও অতি প্রশংসিত। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তাঁহাকে হুকুম দিবার কেহ নাই। নাই তাঁহার কার্যের কোন হিসাব গ্রহণকারী! তিনিই সকল বস্তুর উপর একচ্ছত্র ক্ষমতাবান ও সকলের হিসাব আদায়কারী, সকল জিনিসের একমাত্র মালিকানা তাঁহার। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, নাই কোন প্রতিপালক।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ তিনি সমুন্নত মহীয়ান। তেমনি অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ وَهُوَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ অর্থাৎ তিনি মহীয়ান-গরীয়ান।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি এবং এই ধরনের যত আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে, এই সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলিমগণের অভিমত হইল যে, এই বিষয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা জানার চেষ্টা না করিয়া ও প্রলম্বিত আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া উহা যেইভাবে আল্লাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন, সেইভাবে উহার প্রতি ঈমান রাখা এবং কোন বস্তুর সাথে উহার পরিমাপ ও তুলনা না করাই ঈমানদারের কাজ। তাহা হইলে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

(٢٥٦) لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

২৫৬. 'দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। ভ্রান্ত পথ হইতে অবশ্যই সত্য পথ সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই যে ব্যক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে ও আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিবে, অনন্তর সে মযবুত রশি শক্ত হাতে ধারণ করিল। তাহা আর ছিন্ন হইবার নহে। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ দীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা নাই। অর্থাৎ কাহাকেও জোর করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিও না। কেননা ইহা স্পষ্ট এবং ইহার যুক্তি-প্রমাণাদি জ্ঞানগ্রাহী বটে। উপরন্তু ইসলাম কাহাকেও জোর করিয়া তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মুখাপেক্ষী নয়। বরং যাহাকে আল্লাহ্ ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান করিবেন, তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচিত করিয়া দিবেন। ফলে সে আপনা হইতে ইসলামে প্রবিষ্ট হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাহার সত্যগ্রহের হৃদয় কপাট রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং অন্তর্দৃষ্টি অন্ধ ও কর্ণ বধির করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে জবরদস্তি করিয়া ইসলামে দাখিল করা হইলেও তাহার কোন ফায়দা হইবে না।

অনেকে বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি আনসারদের একটি গোত্রকে উপলক্ষ করিয়া নাযিল হইয়াছিল। যদিও ইহার নির্দেশ সবার উপর সমানভাবেই প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ বাশার, শু'বা ইব্ন আবূ আ'দী, ইব্ন ইয়াসার ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

বন্ধ্যা স্ত্রীরা সন্তান প্রার্থনা করিয়া বলিত যে, যদি ছেলেমেয়ে হয় তাহা হইলে উহা ইয়াহূদীদের হাতে সমর্পণ করিব। এইভাবে ইয়াহূদীদের বনূ নযীর গোত্রের নিকট অনেক সন্তান জমা হইয়া যায়। অতঃপর মদীনাবাসীরা মুসলমান হইয়া গেলে বনূ নযীরদের নিকট হইতে তাহাদের সন্তানদিগকে আনিয়া মুসলমান করার ইচ্ছা করে। তখন তাহাদিগকে ইহা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলাও এই আয়াতটি নাযিল করেন যে, দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। নিঃসন্দেহে হেদায়েত গোমরাহী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে।

বিন্দারের সূত্রে নাসায়ী ও আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে শু'বা হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শু'বার সূত্রে ইব্ন হাব্বান তাঁহার সহীহ হাদীস সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী ও হাসান বসরী (র) প্রমুখও ইহার অনুরূপ শানে নুযূল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইকরামা, যায়দ ইব্ন ছাবিত, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ জারশী ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ আয়াতটি নাযিল হওয়া প্রসংগে বলেন ঃ

আনসারদের বনী সালিম ইব্ন আউফ গোত্রে 'হুসাইনী' নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। তাহার দুইটি পুত্র ছিল খ্রিস্টান। অবশ্য সেই ব্যক্তি মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে খ্রিস্টানদের নিকট হইতে জোরপূর্বক আনিয়া ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য হুযুর (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। ইব্ন জারীর এবং সুদ্দীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় এতটুকু বেশি রহিয়াছে যে, খ্রিস্টানদের একটি যাত্রীদল ব্যবসার জন্য সিরিয়া হইতে কিশমিশ নিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের হাতে দুইটি সন্তান খ্রিস্টান হইয়া যায়। উক্ত যাত্রীদল রওয়ানা হইলে ছেলে দুইটিও তাহাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। অতঃপর তাহাদের পিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন, আপনি অনুমতি দান করিলে আমি তাহাদিগকে জোর করিয়া আনিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিতাম। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। আসবাক (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে আবূ হিলাল, শরীক, আমর ইব্ন আ'উফ, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আসবাক (রা) বলেন ঃ

আমি আমার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দাস হিসাবে নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন। আমিও তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতেছিলাম। তখন তিনি বলেন, 'ইসলামের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই'। তিনি আরও বলেন, হে আসবাক! তুমি ইসলাম গ্রহণ করিলে তোমার অনেক কল্যাণ হইত।

আলিমগণের বৃহৎ একটি দল বলেন, এই আয়াতটি সেই সকল কিতাবীদের বেলায় প্রযোজ্য যাহারা তাহাদের দীন বিলুপ্তির পূর্বে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জিযিয়া দিয়া থাকিত।

অন্য একটি দল বলেন, যুদ্ধের আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। তাই এখন সকল সম্প্রদায়কে সত্য-সরল ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব। এখন যদি কেহ ইহা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় অথবা জিযিয়া দান করিয়া মুসলমানদের অধীনতা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে হইবে। এই হইল 'ইকরাহ' বা জবরদস্তির আসল অর্থ। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُوْلِى بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ–

"অতি সত্বরই তোমাদিগকে ভীষণ শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের দিকে আহ্বান করা হইবে, হয় তোমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হইবে, না হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন এবং তাহাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করুন।"

কুরআনের অন্য স্থানে রহিয়াছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের আশেপাশের কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তাহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন কর এবং বিশ্বাস রাখিও যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সঙ্গে রহিয়াছেন।"

বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل। -তোমাদের প্রভু সেই লোকদের প্রতি বিস্মিত হন, যাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বেহেশতের দিকে হেঁচড়াইয়া নেওয়া হয়। অর্থাৎ সেই সকল কাফির যাহাদিগকে বন্দী অবস্থায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যুদ্ধের মাঠ হইতে টানিয়া আনা হয়। অতঃপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাহাদের আমল ভাল হইয়া যায় আর আত্মা পবিত্রতা লাভ করে। ফলে তাহারা চির জান্নাতী হইয়া যায়।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন যে, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, ইসলাম গ্রহণ করিতে মন চায় না। রাসূল (সা) বলিলেন, যদি মন না-ও চায় তবুও ইসলাম গ্রহণ কর।" হাদীসটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের এবং সহীহ। অর্থাৎ সহীহ সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাত্র তিনজন রাবী দ্বারা এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা এইটা মনে করা উচিত হইবে না যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বরং ইহার অর্থ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দীনের আহ্বান জানাইয়াছিলেন মাত্র। অতঃপর সে তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, উহা গ্রহণ করিতে তাহার মন চাহে না। উপরন্তু তাহার নিকট ইসলাম অনিষ্টকারী বলে বিবেচ্য। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, যদিও তোমার নিকট খারাপ লাগে, তবুও ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা ইহার দ্বারা আল্লাহ তোমার নিয়্যত ও ইখলাসের মধ্যে উত্তম পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاانْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(যে ব্যক্তি গোমরাহকারী শয়তানকে মানিবে না এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে ধারণা করিয়া নিয়াছে সুদৃঢ় রজ্জু যাহা ছিন্ন হইবার নহে। আর আল্লাহ সবই শোনেন এবং সবই জানেন।) অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিমা, ভূত-প্রেত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর পূজার প্রতি শয়তানী আহ্বান পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করিয়া এক আল্লাহর উপাসনায় রত হইবে, সে সুদৃঢ় রজ্জু ধারণ করিবে। অর্থাৎ সে তাহার বিশ্বাস ও কর্মকে সুদৃঢ় করিয়াছে এবং সে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার চিরন্তন পথ ও পাথেয়কে।

হযরত উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন কায়িদুল আবাসী ওরফে হাসসান, আবূ ইসহাক, আবুল আহওয়াস সাল্লাম ইব্ন সলীম, আবূ রুহুল বালাদী ও আবূ কাসিম বাগবী বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

'জিব্‌ত' অর্থ যাদু এবং 'তাগুত' অর্থ শয়তান। আর বীরত্ব ও কাপুরুষতা উভয় বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে থাকে। একজন বীর পুরুষ একজন অপরিচিত লোকেরও সাহায্যার্থে জীবন পণ চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে কাপুরুষ নিজের মায়ের বিপদের কালেও দৌড়াইয়া পালায়। ধর্মভীরুতা

মানুষকে উচ্চাসনে সমাসীন করে আর সৎ চরিত্র হইল মানুষের প্রকৃত পরিচয়; হউক সে ইরানী অথবা কিব্তী।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাস্সান ইব্ন কায়িদ আবসী, আবূ ইসহাক, ছাওরী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ

তাগুতের অর্থ যথার্থই শয়তান। কেননা সেই সমস্ত মন্দ কাজ তাগুত শব্দের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যেগুলি অজ্ঞতার যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যথা প্রতিমা পূজা, প্রতিমার কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا সে ধারণা করিয়া নিয়াছে সুদৃঢ় রজ্জু যাহা ছিন্ন হইবার নহে) অর্থাৎ সে দীনের বিষয়গুলিকে সুদৃঢ় রজ্জুর মত আঁকড়িয়া ধরিল যাহা কখনও ছিন্ন হইয়া যাইবার নহে। কেননা ইহা এমন একটি শক্ত ভিত্তির সঙ্গে সংযুক্ত, যাহা ছিড়িয়া যাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন-ধারণ করিয়াছে এমন মজবূত রজ্জু, যাহা ছিন্ন হইবার নহে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقَى অর্থ ঈমান।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল ইসলাম।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও যিহাক (র) বলেন ঃ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقَى অর্থাৎ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقَى এর অর্থ হইল কুরআন।

সালিম ইব্ন আবুল জা'আদ বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব রাখা এবং শত্রুতাও তাহার সন্তুষ্টির জন্য রাখা।

উপরোক্ত প্রতিটি অর্থই সঠিক ও পরস্পর বৈপরীত্যহীন। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) لاَانْفِصَامَ لَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত ইহা ছিন্ন হইবে না।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَانْفِصَامَ لَهَا এই আয়াতটি পড়ার পর বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।"

মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস ইব্ন ইবাদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আওফ, ইসহাক ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস ইব্ন ইবাদা (র) বলেন ঃ

একদা আমি মসজিদে (নববীতে) অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করেন, যাহার মুখাবয়বে খোদাভীতির স্পষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি হাল্কাভাবে দুই রাকাআত নামায পড়িলেন। লোকজন তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল যে, লোকটি বেহেশতী। তিনি বাহির হইয়া গেলে আমিও তাঁহার সাথে সাথে বাহির হইয়া আসিয়া কথাবার্তা বলিতে

থাকি। এক মুহূর্তে আমি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলি, আপনি মসজিদে প্রবেশ করিলে লোকজন আপনাকে দেখিয়া এইরূপ এইরূপ বলিতেছিল। তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ! কাহারো এই ধরনের কথা বলিতে নাই, যাহা তাহার অজানা। তবে রাসূল (সা)-এর যমানায় আমি একবার একটি স্বপ্ন দেখিয়া উহা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। উহাতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি সবুজ-শ্যামল একটি উদ্যানে বিচরণ করিতেছি। উহার মধ্যস্থলে একটি লৌহ স্তম্ভ দেখিতে পাই। যাহার নিম্নভাগ পৃথিবীর সাথে মিলিত এবং উর্ধ্বভাগ আকাশের সাথে সম্পৃক্ত আর তাহার চূড়ায় একটা লৌহকড়া লটকানো রহিয়াছে। আমাকে উহার উপরে উঠিতে বলিলে আমি অপরাগতা জানাই। অতঃপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আমাকে উঁচু করিয়া ধরিলে আমি সহজেই একেবারে চূড়ায় উঠিয়া যাই এবং সেই কড়াটা ধরিয়া থাকি। লোকটি বলিল, উহা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক। কড়াটি আমি ধরিয়া রহিয়াছি এই অবস্থাতেই আমার ঘুম ভাংগিয়া যায়। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া স্বপ্ন বলিলে তিনি বলেন, সেই উদ্যান হইল বেহেশতের একটি উদ্যান এবং স্তম্ভটি হইল ইসলামের স্তম্ভ এবং মজবুত কড়াটি ধারণ করিয়া থাকার অর্থ হইল যে, তুমি ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করিবে। উল্লেখ্য যে, এই স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি হইলেন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)।

তিনি মসজিদে উপস্থিত হইয়া নামায শুরু করিলে তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া যিনি তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন সেই আবদুল্লাহ ইব্ন আউফের (র) সূত্রে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছে। তবে ইমাম বুখারী মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে খারিশা ইব্ন হুর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাইয়াব ইব্ন রাফে, আসিম ইব্ন বাহদালা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, উছমান, হাসানান ইব্ন মূসা এবং ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, খারিশা ইব্ন হুর বলেন ঃ

আমি মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়া বয়োবৃদ্ধ লোকদের মজলিসে বসিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে একজন অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠি ভর দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়া লোকজন বলিতে লাগিল যে, তোমরা বেহেশতী মানুষ দেখিয়া নাও। তিনি একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত নামায পড়িলেন। আমি গিয়া তাহার নিকট বলিলাম যে, লোকজন আপনার সম্বন্ধে এইরূপ এইরূপ বলে।

অতঃপর তিনি বলিলেন, বেহেশত আল্লাহর। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উহাতে প্রবেশ করাইবেন। তবে আমি রাসূল (সা)-এর যমানায় একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, একটি লোক আসিয়া আমাকে বলিল, আমার সাথে চল। আমি তাহার সাথে চলিলাম। আমরা গিয়া একটি প্রশস্ত মাঠে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি বামদিকে হাটিয়া যাইতে থাকিলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি এই পথের পথিক নও। অতঃপর আমি ডানদিকে চলিতে থাকি। হঠাৎ আমি একটি পাহাড় দেখিতে পাই। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া সেই পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত তুলিয়া নেন। এই পাহাড়ের উপর আমি একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ দেখিতে পাই। উহার শীর্ষভাগে ছিল একটি সোনার কড়া! তিনি আমাকে সেই স্তম্ভের উপর তুলিয়া দেন এবং আমি উহা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া রাখি। তিনি আমাকে বলেন, শক্ত করিয়া ধরিয়াছ তো ? আমি বলিলাম, হাঁ। ইহার পর তিনি উহার উপরে সজোরে পদাঘাত করেন। কিন্তু তবুও সেই কড়াটি আমার হাত

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর নিকট গিয়া ইহা বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, এইটি খুবই উত্তম স্বপ্ন। আর সেই মাঠটি হইল হাশরের মাঠ এবং বামদিকের পথটি হইল জাহান্নামীদের পথ। তবে তুমি সেখানকার বাসিন্দা নও এবং ডানদিকের পথটি জান্নাতীদের পথ। স্তম্ভটি হইল শহীদদের স্থান এবং কড়াটি হইতেছে ইসলামের কড়া। মৃত্যু পর্যন্ত উহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক। অতঃপর তিনি বলেন, আমি পূর্ণ আশাবাদী যে, আমাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ আমাকে জান্নাতবাসী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, এই ব্যক্তি হইলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম। আফফানী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমদ ইব্‌ন সুলায়মান ও নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং মূসা ইব্‌ন আশীব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন মূসা, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সূত্রে রিওয়ায়েত করিয়াছেন। খারিশা ইবনুল হুর আল কারখী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমান ইব্‌ন মাসহার ও আমাশের সূত্রে সহীহ মুসলিমেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

(٢٥٧) اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟

২৫৭. "আল্লাহ ঈমানদারগণের অভিভাবক; তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে নিয়া আসেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের অভিভাবক হইল শয়তান; তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে নিয়া যায়। তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা; তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।"

তাফসীর ঃ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি কামনা করে, তাহাদিগকে তিনি শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং সন্দেহ, কুফর ও শিরকের অন্ধকার হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া সত্যের আলোর দিকে নিয়া আসেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের অভিভাবক হইল শয়তান। তাই তাহারা তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগে তাহাদের সামনে কুফর ও শিরককে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করিয়া তুলিয়া ধরে এবং তাহাদিগকে সত্য হইতে ভাগাইয়া নিয়া মিথ্যার অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে।

اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ উহারাই কাফির আর উহারাই অনন্তকাল জাহান্নামে থাকিবে। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটিতে নূর (نُوْرٌ) এক বচনে ব্যবহার করা হইয়াছে; কিন্তু (ظُلُمَاتٌ)-কে বহু বচনে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল যে, নূর অর্থাৎ সত্য পথ একটিই। অন্যদিকে মিথ্যা বা ভ্রান্ত পথ হইল অসংখ্য। আর মিথ্যার প্রতিটি পথ ও শাখা-প্রশাখা বাতিল বলিয়া বিবেচ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ আমার সত্য পথ একটিই। সুতরাং তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথে চলিও না। তাহা হইলে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। এইভাবে তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ অর্থাৎ তিনিই আলোক ও অন্ধকারসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ। অর্থাৎ ডান দিক হইতে ও বাম দিক হইতে। এই প্রকারের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সত্য পথ একটিই। আর বাতিল বা মিথ্যার অসংখ্য পথ ও মত রহিয়াছে।

আইয়ুব ইব্ন খালিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন উবায়দা, আবদুল আযীয ইব্ন আবূ উছমান, আলী ইব্ন মাইসারা, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব ইব্ন খালিদ বলেন ঃ

কল্যাণাকঙ্ক্ষীদেরকে উঠান হইবে অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, পরীক্ষিতদেরকে উঠান হইবে-যাহার আকাঙ্ক্ষা শুধু ঈমান হইবে, তাহার চেহারা আলোয় দীপ্যমান থাকিবে। আর যাহার মনের কামনা হইবে কুফরী, তাহার চেহারা হইবে মলিন ও কুৎসিত। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاؤَهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থাৎ যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক। তাহাদিগকে তিনি বাহির করিয়া আনেন অন্ধকার হইতে আলোর দিকে। আর যাহারা কুফরী করে তাহাদের অভিভাবক হইতেছে শয়তান। তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারের দিকে বাহির করিয়া আনে। ইহারাই হইল জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তাহাদের সেইখানেই থাকিতে হইবে।

(٢٥٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ
اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۚ

২৫৮. "তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ, যে ব্যক্তি ইবরাহীমের সঙ্গে তাহার প্রতিপালকের ব্যাপারে ঝগড়া করিয়াছে, অথচ তাহাকে আল্লাহ রাজ্য দান করিয়াছিলেন। যখন ইবরাহীম বলিল, আমার প্রভু বাঁচান ও মারেন। সে বলিল, আমিও বাঁচাই এবং মারি। ইবরাহীম বলিল, অনন্তর আল্লাহই সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত করেন। তাই তুমি পশ্চিম দিকে

উদিত কর। অতঃপর কাফিরটি চুপ হইয়া গেল। আর আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।”

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সংগে বিতর্ক করিয়াছিল, সে হইল বেবিলনের রাজা নমরুদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কাওশ ইব্ন শাম ইব্ন নূহ। কেহ কেহ বলিয়াছেন, সে হইল নমরূদ ইব্ন ফালিখ ইব্ন আবির ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশায্ ইব্ন শাম ইব্ন নূহ। প্রথম অভিমতটি হইলো মুজাহিদ (র) প্রমুখের। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ চার ব্যক্তি পূর্বে হইতে পশ্চিম পর্যন্ত তথা সমকালীন সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিয়াছেন। তাহাদের দুইজন হইল মু'মিন এবং দুইজন হইল কাফির। মু'মিন দুইজন হইলেন হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) এবং হযরত যুল কারনাইন। আর কাফির দুইজন হইলেন নমরূদ ও বখতে নাসর। আল্লাহই ভাল জানেন।

اَلَمْ تَرَ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি কি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখ নাই ? اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِىْ رَبِّهٖ অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়াছিল ইব্রাহীমের সঙ্গে। সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছিল। যেমন তাহার পরবর্তীতে ফিরআউন তাহার প্রজাবর্গের নিকট নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করিয়াছিল। তাই সে বলিয়াছিলঃ

مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ আমি ব্যতীত তোমাদের দ্বিতীয় খোদা সম্পর্কে আমার জানা নেই। বস্তুত দীর্ঘকাল রাজত্ব করার কারণে তাহার মস্তিষ্কে ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার স্বভাবে অবাধ্যতা, অহংকার এবং আত্মগরিমা ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। ফলে সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবি করার মত ধৃষ্টতা প্রকাশের দুঃসাহস দেখাইয়াছিল। কেহ কেহ বলেনঃ সে দীর্ঘ চারশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَنْ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ অর্থাৎ 'আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।' ইব্রাহীম (আ) তাহাকে খোদার প্রতি আহ্বান জানাইলে সে খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাহার নিকট দলীল তলব করিয়াছিল। অতঃপর ইব্রাহীম (আ) বলিয়াছেন رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ (আমার পালনকর্তা হইলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান) অর্থাৎ এইটি হইল মহান সৃষ্টিকর্তার অপরিহার্য প্রমাণ। কেননা, পূর্বে প্রাণীসমূহের কোন অস্তিত্ব ছিল না, অথচ এখন রহিয়াছে। অতঃপর আবার কখনও থাকিবে না, তাই সদা অস্তিত্বময় অংশীদারিত্বহীন মহান রবের ইবাদতের জন্য তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল।

নমরূদ ইহার উত্তরে বলিল ঃ اَنَا اُحْيِىْ وَاُمِيْتُ অর্থাৎ আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাইয়া থাকি। কাতাদা, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন, ইহার পর সে দুইজন লোককে ডাকিয়া পাঠান, যাহাদের উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ জারি করা হইয়াছিল। তারপর সে একজনকে হত্যার নির্দেশ দিয়া হত্যা করায় এবং অন্যজনকে হত্যা না করাইয়া মুক্তি দেয়। তারপর সে-ই এই হত্যা ও মুক্তিকে যথাক্রমে মৃত্যু ঘটান এবং জীবন দান বলিয়া অভিহিত করে। ইহা যে কত অসার ও অবাস্তব প্রমাণ তাহা আল্লাহই সবার চাইতে ভাল জানেন। এই উত্তর হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রশ্ন ও দাবির সংগে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। কেননা ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতা বুঝায় না। অবশ্য নমরূদ ইহা দ্বারা বোকার মত বুঝাইতে চেষ্টা

করিয়াছিল যে, সে-ই জীবন-মৃত্যুর মালিক। কিন্তু তাহার কর্ম দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় নাই। তাই কাণ্ডজ্ঞানহীনদের মত সদম্ভে সে বলিয়াছিল, আমি ব্যতীত তোমাদের যে অন্য কোন খোদা আছে তাহা আমার জানা নাই।

অতঃপর ইব্‌রাহীম (আ) তাহার গর্ব খর্ব করিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, فَانَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ (নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্ব দিক দিয়া সূর্য উদিত করান, এইবার তুমি তাহা পশ্চিম দিক দিয়া উদিত কর!) অর্থাৎ তুমি যখন সৃষ্টি করা ও মৃত্যু দান করার দাবি করিয়াছ, তখন গ্রহরাজি তথা প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর উপরেও তোমার আধিপত্য বা নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এবং থাকা উচিত। অতএব আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন আর উহা আমার প্রভুর আদেশ পালন করিয়া নিয়মিত পূর্ব দিকে উদিত হইতেছে। এখন তুমি উহাকে নির্দেশ দাও যে, উহা যেন পশ্চিম গগনে উদিত হয়। এইবার সে হতভম্ব হইয়া অপারগতা জাহির করিল। এমন কি সে ইহার উত্তরে কোন কথাই বলিতে পারিল না। অতঃপর খোদায়ী যুক্তি নমরূদের ভিত্তিহীন যুক্তির উপর পূর্ণরূপে বিজয়ী হইল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না)। অর্থাৎ তাহার এই যুক্তিগুলি কোন কাজের নহে; বরং খুবই হালকা এবং আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য। উপরন্তু তাহার উপর রহিয়াছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মর্মবিদারক শাস্তি।

একদল তর্কশাস্ত্র বিশারদ বলেন ঃ

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) প্রথম যুক্তি হইতে দ্বিতীয় যুক্তিটির এই জন্য অবতারণা করিয়াছিলেন যে, প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয় যুক্তিটি খুবই উজ্জ্বল ও দীপ্যমান। উল্লেখ্য যে, মূলত ব্যাপারটি তাহা নয়। বরং প্রথম দলীলটি ছিল দ্বিতীয় দলীলটির ভূমিকা স্বরূপ। তাই উভয়টিই নমরূদের যুক্তির অসারতা প্রমাণে পরস্পরের সহায়ক ছিল। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) অগ্নির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসার পর নমরূদের সাথে তাঁহার বাদানুবাদ হইয়াছিল। ইহার পূর্বে তাঁহার সাথে ইব্‌রাহীম (আ)-এর কোন সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে এই তর্কটি হয়।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ

খাদ্যভাণ্ডার ছিল নমরূদের হাতে। জনগণ তাহার নিকট হইতে খাদ্য আনিত। ইব্‌রাহীম (আ)-ও তাহার নিকট খাদ্য আনিতে যান। তখনই এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে সে তাহাকে খাদ্য দেয় নাই। অবশেষে তিনি খালি হাতে বাহির হইয়া আসেন। তখন তাঁহার গৃহে খাদ্য বলিতে কিছুই ছিল না। বাড়ির নিকটবর্তী হইলে তিনি দুইটি বস্তায় মাটি বোঝাই করিয়া নেন, যাহাতে লোকজন মনে করে যে, তিনি শূন্য হাতে আসেন নাই। বাড়ি পৌঁছিয়া বস্তা দুইটি রাখিয়া তিনি বিশ্রাম নেন এবং ঘুমাইয়া পড়েন। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে তাঁহার স্ত্রী সারা বস্তা

দুইটি খুলিয়া দেখেন যে, উহা উত্তম খাদ্যশস্যে পরিপূর্ণ। উহা হইতে তিনি আহার্য তৈরি করেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ঘুম হইতে উঠিয়া দেখেন, খাদ্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি খাদ্য পাইলে কোথায় ? স্ত্রী উত্তরে বলিলেন- আপনি যে খাদ্য ভর্তি বস্তা দুইটি আনিয়াছিলেন, উহা হইতে কিছু নিয়া খাদ্য তৈরি করিয়াছি। তখন ইব্‌রাহীম (আ) বুঝিয়া নেন যে, এই রিযিক আল্লাহর তরফের এবং তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ

আল্লাহ তাহার (নমরূদের) নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি তাহাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু সে তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ফেরেশতা তাহাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করেন। কিন্তু সে এইবারও প্রত্যাখ্যান করে। ফেরেশতা তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে তুমি তোমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত কর, আমিও আমার সেনাবাহিনী নিয়া আসিতেছি। অতঃপর নমরূদ এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়া সূর্যোদয়ের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। এদিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্ট মশকের দল পাঠাইয়া দেন! এত অধিক সংখ্যক মশক উপস্থিত হয় যে, সূর্য দৃষ্টি হইতে অন্তরাল হইয়া যায়। আল্লাহ তাহার মশক বাহিনীকে নমরূদের সেনাবাহিনীর উপর নিয়োজিত করেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের রক্তমাংস খাইয়া হাড়িডসার করিয়া ফেলে। এইভাবে নমরূদের সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানেই ধ্বংস হইয়া যায়। সেই মশাগুলির একটি নমরূদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া আল্লাহ তাহাকে আযাব দিতে থাকেন। আর দীর্ঘকাল সে এই যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তে হাতুড়ি দিয়া উপর্যুপরি মাথায় আঘাত করিতে থাকিত। অবশেষে এভাবেই সেও ধ্বংস হইয়া যায়।

(٢٥٩) اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ
اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ
يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৫৯. "অথবা সেই ব্যক্তিকে কি দেখিয়াছ, যে লোক একটি জনপদ দিয়া অতিক্রম করিতে গিয়া দেখিল, উহা ওলট-পালট হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সে বলিল, আল্লাহ্ কিভাবে এই বিধ্বস্ত জনপদ আবাদ করিবেন? তখন আল্লাহ তাহাকে মৃত করিয়া একশত বছর রাখিলেন। অতঃপর পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলিলেন, কতক্ষণ (মৃত) ছিলে? সে বলিল, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ। তিনি বলিলেন, বরং তুমি একশত বছর (মৃত) ছিলে। এখন দেখ তোমার খাদ্য ও পানীয় কিছুমাত্র বিনষ্ট হয় নাই। আর তোমার গাধাটি দেখ। আমি তোমাকে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানাইতে চাই। এবারে দেখ, হাড়িডগুলি কিভাবে জুড়িয়া ফেলিতেছি ও উহা মাংস চর্মে আবৃত করিতেছি। যখন সে ইহা দেখিল, তখন বলিল, আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি কি সেই লোকটিকে দেখ নাই, যে ইব্‌রাহীমের (আ) সাথে পালনকর্তার ব্যাপারে বিতর্ক করিয়াছিল? উক্ত ঘটনার সাথে সংযোগ রাখিয়াই এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا অর্থাৎ তুমি কি সেই লোকটিকে দেখ নাই, যে ব্যক্তি এমন এক জনপদ দিয়া যাইতেছিল যাহার বাড়িগুলি ভাংগিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল ?

উল্লিখিত জনপদ দিয়া অতিক্রমকারী ব্যক্তি কে ছিলেন, ইহা লইয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাজিয়াহ ইব্‌ন কাআব, আবূ ইসহাক, ইস্‌রাঈল, আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস, ইসাম ইব্‌ন দাউদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত ওযায়ের (আ)। নাজিয়াহ হইতে ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর, ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন আব্বাস, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদা প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে এইটিই প্রসিদ্ধ অভিমত।

ওহাব ইব্‌ন মাম্বাহ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইদ বলেনঃ সেই ব্যক্তির নাম ছিল 'আরমিয়া ইব্‌ন হালকিয়াহ। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বলেনঃ আমাকে ওহাব ইব্‌ন মাম্বাহ বলিয়াছেন যে, ইহাই খিযির (আ)-এর নাম। সালমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ইয়াসার আল-জারী ইব্‌ন আবূ মাতরাফ, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা) বলেন ঃ সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, মৃত্যুর একশত বৎসর পর আল্লাহ যে ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইল হিযকিল ইব্‌ন রাওয়াব (আ)।

মুজাহিদ ও ইব্‌ন জারির (র) বলেন ঃ সেই ব্যক্তি ছিলেন বনী ইসরাঈল গোত্রভুক্ত এবং তাহার অধিবাস ছিল প্রসিদ্ধ বায়তুল মুকাদ্দাস।

প্রসিদ্ধ রহিয়াছে যে, বখতে নসর বাইতুল মুকাদ্দাস সংলগ্ন জনপদে তাহার হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাইবার পর সেই এলাকাটি সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অতঃপর একদিন সেই ব্যক্তি এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। وَّهِىَ خَاوِيَةٌ অর্থাৎ উক্ত এলাকায় দুঃখ করিবারও কোন লোক অবশিষ্ট ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ عَلٰى عُرُوْشِهَا অর্থাৎ বাড়িঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলি ভাংগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া তিনি চিন্তান্বিত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন- اَنّٰى يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (কেমন করিয়া আল্লাহ মৃত্যুর পর ইহাকে জীবিত করিবেন?) অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপে পরিণত এই জনপদটিকে কি আর কখনও পূর্বের ন্যায় আবাদ করা সম্ভব ? فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ (অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একশত বৎসর মৃত অবস্থায় রাখিলেন।) এই দিকে তাঁহার মৃত্যুর সত্তর বৎসর পর বনী ইসরাঈলদের দ্বারা সেই জনপদটি পুনর্বার আবাদ হইয়া জনবসতির কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবন দান করার সময়ে প্রথমে তাঁহার চোখ দুইটিকে দৃষ্টি শক্তিদান করেন যাহাতে সে দেখিতে পারে যে, তাহার মৃত শরীরে কিভাবে জীবন সঞ্চালিত করা হয়। এভাবে তাহাকে জীবিত করার পর ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাহাকে

জিজ্ঞাসা করেন ঃ কতকাল এইভাবে ছিল ? তিনি বলিলেন, আমি ছিলাম একদিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম সময়। ইহা বলার কারণ হইল যে, দিনের প্রথম দিকে তাহার জীবন হরণ করা হইয়াছিল আর যখন তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছিল, তখন ছিল দিনের শেষ ভাগ। তিনি জীবিত হইয়া দেখিতেছিলেন যে, সূর্য অস্ত যাইতেছে। তাই তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, হয়ত এই সময়টুকুই আমি মৃত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছি। তিনি ইহা বলার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন ঃ بَلْ لَّبِثْتَ مَائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ الٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ অর্থাৎ তাহা নয়, বরং তুমি তো একশত বৎসর ছিলে। এইবার চাহিয়া দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে, সেগুলি নষ্ট হইয়া যায় নাই।

বলা হয় যে, খাদ্য হিসেবে তাহার সাথে ছিল আংগুর, তীন এবং ফলের রস। আর তিনি সেগুলি যেভাবে রাখিয়াছিলেন, অনুরূপ অপরিবর্তনীয়ই পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ ফলের রস নষ্ট হয় নাই, ডুমুর বা তীন টক হয় নাই এবং আংগুর পচিয়া যায় নাই।

অতঃপর আল্লাহ বলিলেন ঃ وَانْظُرْ الٰى حِمَارِكَ (এইবার তাকাও তোমার গাধাটির দিকে)। অর্থাৎ তোমার চোখের সামনে আমি উহাকে কিভাবে জীবিত করিতেছি তাহা দেখ ঃ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আমি তোমাকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানাইতে চাই। ইহা যেন কিয়ামতের পুনরুত্থানের জন্য মজবুত দলীল হইয়া থাকে।

وَانْظُرْ الَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا অর্থাৎ হাড়গুলির প্রতি চাহিয়া দেখ, আমি উহা কিভাবে জুড়িয়া দেই! অর্থাৎ তিনি দেখিতে দেখিতে অস্থিগুলি স্ব-স্ব স্থানে সংযুক্ত হইয়া গেল।

যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা, ইসমাঈল ইব্‌ন হাকীম ও নাফে ইব্‌ন আবূ নাঈমের সনদে হাকেম তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) كَيْفَ نُنْشِرُهَا অর্থাৎ ر এর স্থানে ز দিয়া পড়িতেন। মুজাহিদ (রা) বলেন ঃ তিনি نَنْشُرُهَا ও পড়িতেন। ইহার অর্থ হইল, উহাকে জীবিত করিবেন।

ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا (অতঃপর সেইগুলির উপর মাংসের আবরণ পরাইয়া দেই।) সুদ্দী প্রমুখ বলেন, গাধার হাড্ডিগুলি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়াইয়াছিল এবং শুভ্রতায় চকচক করিতেছিল। অতঃপর বাতাসের ঝাপটায় বিক্ষিপ্ত অস্থিগুলি একত্রিত হইয়া যথাস্থানে একটার সাথে আর একটি সংযুক্ত হইয়া একটি পূর্ণ কাঠামোরূপে দাঁড়াইল। উহার শরীরে গোশত ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে গাধার শরীরে গোশত, রক্ত, শিরা এবং চামড়া পরাইয়া দেন। তারপর একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া উহার নাসারন্ধ্র দিয়া জীবন ফুঁকিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে গাধাটি দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। হযরত উযাইরের (আ) সামনেই আল্লাহর হুকুমে এই সকল কার্য সংঘটিত হইতেছিল। অতঃপর তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (আমি খুবই জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।) অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে এই যুগে আমিই সবার চাইতে বেশি জ্ঞানী। কেননা আমি স্বচক্ষে তাহার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেহ কেহ 'আ'লামু' স্থলে 'এ'লাম' পড়িয়াছেন। উহার অর্থ দাঁড়ায়-তুমি জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতাবান।

(٢٦٠) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ۖ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ
قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ ۖ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا ۚ
وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

২৬০. **"আর যখন ইব্রাহীম বলিল, হে আমার প্রতিপালক! মৃতকে কিভাবে তুমি জীবিত কর তাহা আমাকে দেখাও। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর না? সে বলিল, হাঁ, তবে আমার অন্তরকে আশ্বস্ত করার জন্য। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে চারটি পাখি ধরিয়া উহা টুকরা টুকরা করিয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া ফেল। অতঃপর সেইগুলিকে ডাক। তোমার কাছে উহারা দৌড়াইয়া আসিবে। আর জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মহা প্রতাপান্বিত।"**

তাফসীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই প্রশ্ন করার কারণ হইল যে, তিনি নমরূদকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রভু জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। আল্লাহর এই শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাহার তো বিশ্বাস রহিয়াছেই, কিন্তু ইহা বাস্তবে দর্শন করিয়া তিনি তাহার বিশ্বাস প্রগাঢ়তম করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিলেন ঃ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ। অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে দেখাও, কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে। আল্লাহ বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? সে বলিল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখিতে চাই যাহাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।

এই আয়াত সম্পর্কে বুখারী (র) একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা সাঈদ, ইব্ন শিহাব, ইউনুস, ইব্ন ওহাব ও আহমাদ ইব্ন সালিহ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) অপেক্ষা আমরা বেশি সন্দেহ পোষণের দাবি করিতে পারি। কেননা তিনি বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রভু, আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে। (আল্লাহ) বলিলেন, তুমি কি (ইহা) বিশ্বাস করনা ? ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি , কিন্তু দেখিতে চাই যাহাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।"

ওহাব হইতে হারমালা ইব্ন ইয়াহ্য়ার সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তির ইহা ধারণা করার কোন অবকাশ নাই যে, আল্লাহর এই ক্ষমতার ব্যাপারে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কোন সন্দেহ ছিল। বরং ইহা দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দৃঢ়চেতা ঈমানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত হাদীসটির জবাবে আমি অন্য একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি।[১]

قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ বলিলেন, তাহা হইলে চারটি পাখি ধর। সেইগুলিকে পোষ মানাইয়া নাও।

মুফাসসিরগণ এই ব্যাপারে ইখতিলাফ করিয়াছেন যে, চারটি কি পাখি ছিল ? উল্লেখ্য যে, এইটি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবুও কুরআনে আলোচিত হইয়াছে বিধায় আমরাও খানিক চেষ্টা করিতেছি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, উক্ত পাখি চারটির একটি ছিল কলঙ্গ, একটি ছিল ময়ূর, একটি ছিল মোরগ এবং একটি কবুতর। তাহার নিকট হইতে অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, সেইগুলি ছিল জল কুককুট, সী মোরগের বাচ্চা, মোরগ এবং ময়ূর।

মুজাহিদ ও ইকরামা বলেনঃ উহা ছিল কবুতর, মোরগ, ময়ূর এবং কাক।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, আবূ মালিক, আবুল আসওয়াদ দোইলী, ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হাসান ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ এর অর্থ হইল কাটিয়া টুকরা টুকরা করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ এর অর্থ হইল সম্মিলিত করা। অর্থাৎ তাহারা একত্রিত বা সম্মিলিত হওয়ার পর উহাদিগকে যবাই কর। অতঃপর উহাদের দেহের এক একটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ

তিনি চারটি পাখি ধরিয়া জবাই করেন এবং উহাদের পালকগুলি আলাদা করিয়া ফেলিয়া

---

[১] আল্লামা বাগবী (র) বলেন ঃ

আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহিয়া আল-মুযনী হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযাইমা (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য হাদীস সম্পর্কে আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহয়া আল-মুযনী (র) বলেন- আল্লাহ যে মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম, এই ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা) এবং ইব্‌রাহীম (আ) উভয়ের কাহারো লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। বরং সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি দিবেন না। আবূ সুলায়মান খাত্তাবী (র) বলেনঃ

'ইব্‌রাহীম (আ) হইতে তাহারা এই সন্দেহ করার বেশী হকদার।' এই কথার দ্বারা তাঁহার ইহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে, এই ব্যাপারে তাঁহার সন্দেহ রহিয়াছে আর ইব্‌রাহীম (আ)-এর কোন সন্দেহ ছিল না। বরং ইহা দ্বারা সন্দেহের সঠিক নিরসন করা হইয়াছে। মূলত তাঁহার কথার উদ্দেশ্য হইল যে, আমার তো সন্দেহ নাই-ই, আমার সন্দেহহীনতার চাইতেও ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিসংশয়তা বহু শক্তিশালী। কেননা এই ব্যাপারে তাহার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ আর অবশিষ্ট ছিল না। তবে তিনি এই কথাটি বলিয়াছেন বিনয় প্রকাশের জন্যে। উল্লেখ্য যে, ইহা বলা দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্দেহ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এই ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কেননা বাস্তব জ্ঞান দ্বারা কোন জিনিস বা তাহার শক্তি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। আর অবাস্তব কোন জিনিস দলীল হিসাবেও পেশ করা যায় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর লোকজন বলিতেছিলেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এই ব্যাপারে সন্দেহ করিয়াছিলেন। অথচ আমাদের নবী (সা)-এর এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর রাসূল (সা) তাওয়াযূর দৃষ্টিতে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে তাহার চাইতে এই ব্যাপারে উন্নত ও অধিকতম জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করিলেন।

ভিন্ন ভিন্ন করিয়া ভাগ করার পরে সবগুলি মিলাইয়া ফেলেন। অতঃপর বহু অংশে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সাতটি পাহাড়ের উপর রাখেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

তবে সেইগুলির মাথাসমূহ তাহার হাতের মধ্যে ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে ডাকার নির্দেশ দান করিলে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী তিনি উহাদিগকে ডাকিলেন। অতঃপর দেখিতে পাইলেন যে, যার যার পালক তার তার দেহে সংযোজিত হইয়া যাইতেছে। আর রক্ত মাংস ও অন্যান্য অংগগুলি একই সাথে একত্রে সংযুক্ত হইয়া পূর্ণ পাখিরূপে উড়িয়া তাহার নিকটে আসিল। ফলে তিনি তাহার প্রশ্নের বাস্তব ও যথাযথ উত্তর পাইয়া প্রশান্তি লাভ করেন। পাখিগুলি উড়িয়া তাহার নিকট আসিলে তাহার হাতের মাথাগুলি উহার যথাস্থানে সংযোজন করেন। কারণ, একটির মাথা অন্যটির দেহে সংযোজন করিলে উহা সংযুক্ত হইত না। অবশেষে উহারা সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা পাইলে আল্লাহর নির্দেশে আবার উড়িয়া চলিয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। অর্থাৎ তিনি কখনও কোন কাজে ব্যর্থ হন না এবং কেহ তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। আর কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তিনি তাঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন করেন। কেননা তিনি তাঁহার যে কোন ইচ্ছা সম্পাদনের বেলায় অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং তিনি তাঁহার কথায়, কাজে, আইন প্রণয়নে ও নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাপারে অত্যন্ত বিচক্ষণতার অধিকারী।

(٢٦١) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

২৬১. "যাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাহাদের উদাহরণ হইল একটি বীজ। উহা সাতটি শীষ জন্ম দেয়। প্রতিটি শীষে একশত দানা হয়। এবং আল্লাহ যাহাকে চাহেন বহুগুণ বাড়াইয়া দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির ছাওয়াব বৃদ্ধি হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যে লোক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার পথে দান করেন। উহার একটি ছাওয়ার বৃদ্ধি পাইয়া দশ হইতে সাতশত পর্যন্ত পৌছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উপমা।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) উহার ব্যাখ্যায় বলেনঃ অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে যাহারা স্বীয় ধনসম্পদ ব্যয় করে। মাকহূল (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেনঃ জিহাদের জন্য ঘোড়া লালন-পালন এবং অস্ত্রশস্ত্র কেনা ইত্যাদিতে যাহারা অর্থ ব্যয় করে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও শাবীব ইব্ন বাশার বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ যাহারা জিহাদ এবং হজ্ব পালনে অর্থ ব্যয় করে তাহারা এক টাকা ব্যয় করার বিনিময়ে সাতশত টাকা ব্যয় করার ছাওয়াব পাইবে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ (তাহাদের উপমা হইল একটি বীজ যাহা হইতে সাতটি শীষ জন্মায় আর প্রত্যেকটি শীষে একশত দানা থাকে।)

উল্লেখ্য যে, 'একের বিনিময়ে সাতশত' কথাটির চাইতে এই উপমাটি অতি সূক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন ও যুক্তিপূর্ণ। ইহা দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে যে, সৎকাজ সম্পাদনকারীর আমল সেভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যেমন উর্বর যমীনের রোপা-বীজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, একটি সৎকাজের পুণ্য বর্ধিত হইয়া সাতশত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে।

ইয়ায ইব্‌ন গাতীফ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্‌ন আবূ সাইফ জারমী, ইব্‌ন উআইনার গোলাম ওয়াসিল, ইব্‌ন রবী, আবূ খাদ্দাশ ও ইমাম আহমাদ(র) বর্ণনা করেন যে, ইয়ায ইব্‌ন গাতীফ (র) বলেন ঃ

হযরত আবূ উবায়দা (রা) পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইলে আমরা তাহাকে দেখিতে যাই। তখন তাঁহার পত্নী তাঁহার শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাহাকে আবূ উবায়দার (রা) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ, তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন। তখন তাঁহার মুখ দেওয়ালের দিকে ফিরানো ছিল। ইহা শুনিয়া তিনি আগত মেহমানদের দিকে ফিরিয়া বলেন-না, আমি রাত্রি কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে কাটাই নাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি একটি পয়সা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে সাতশত পয়সা ব্যয় করার ছওয়াবের অধিকারী হয়। যে ব্যক্তি নিজের জন্য ও পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করে, সে দশগুণ পুণ্য লাভ করিবে। যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতে যায়, তাহারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। আর রোযা যতক্ষণ বহাল থাকে ততক্ষণ উহা হইল ঢাল স্বরূপ। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যথায় আক্রান্ত হয়, উহা তাহার পাপসমূহ ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। নাসায়ীও (র) একটি পরম্পরা সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য একটি মওকূফ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, সুলায়মান, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী আল্লাহর পথে দান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, লোকটি কিয়ামতের দিন লাগাম বিশিষ্ট সাতশত উষ্ট্রী প্রাপ্ত হইবে। আ'মাশ হইতে সুলায়মানের সূত্রে ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী নিয়া আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আল্লাহর রাহে দান করিলাম। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, তুমি ইহার বিনিময়ে কিয়ামতের দিন সাতশত উষ্ট্রী লাভ করিবে।

অন্য একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াজ, ইব্‌রাহীম আলহিজরী, আমর ইব্‌ন মাজামা, আবুল মাঞ্জার আলকিন্দী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে একটি পুণ্যের বিনিময়ে সাতশত পুণ্য দান করেন। রোযা উহার ব্যতিক্রম। কেননা, আল্লাহ বলিয়াছেন, রোযা আমারই জন্যে রাখা হয়. আর আমিই উহার প্রতিদান প্রদান করিব। রোযাদারদের জন্য দুই খুশি রহিয়াছে- একটি হইল ইফতারের সময় এবং অন্যটি হইল কিয়ামতের দিন। আর রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধময়।

অন্য একটি হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আ'মাশ, ওয়াকী ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রতিটি পুণ্যের বিনিময় দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরও যত ইচ্ছা তত বৃদ্ধি করিয়া দেন। তবে একমাত্র রোযা ব্যতীত। কেননা আল্লাহ বলেন, উহা একমাত্র আমার জন্যেই রাখা হয় এবং আমিই উহার প্রতিদান প্রদান করিব। যেহেতু আমার জন্যেই তাহারা পানাহার হইতে বিরত থাকে, তাই রোযাদারের জন্য দুইটি খুশি রহিয়াছে। একটি হইল ইফতারের সময় এবং অন্যটি হইল তাহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময়। আর রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের চাইতেও বেশি সুগন্ধময়।

হারীম ইব্ন ওয়াইল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্ন আমালিয়া, দাকীন যায়েদা, হুসাইন ইব্ন আলী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, হারীম ইব্ন ওয়াইল (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি দীনার দান করে আল্লাহ বিনিময়ে তাহাকে উহার সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া পুণ্য দান করেন।

আইয়ূব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব (রা) বলেন ঃ وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ এই আয়াতটি সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, আমার দৃষ্টিতে কুরআনের মধ্যে এই আয়াতটির চাইতে আশাবাদমূলক অন্য কোন আয়াত নাই।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, যায়েদ ইব্ন আলী, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

আবদুল্লাহ ইব্ন আ'মর ইব্ন আসের (রা) সহিত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের (রা) সাক্ষাত হইলে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার নিকট কুরআন মজীদের কোন্ আয়াতটি উম্মাতের জন্য বেশি আশা উৎপাদনকারী বলিয়া বিবেচ্য ? আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেনঃ এই আয়াতটি قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا অর্থাৎ "হে আমার পাপী বান্দারা। তোমরা আমার করুণা হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ মোচন করিয়া দিবেন।" অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আপনার নিকট এই আয়াতটি বেশী আশা উৎপাদনকারী, অথচ আমার নিকট হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই কথাটি সবচাইতে বেশী আশা উৎপাদনকারী رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে ? তিনি বলিলেন, তুমি

কি বিশ্বাস কর না ? ইব্‌রাহীম বলিলেন, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখিতে এইজন্য চাই যাহাতে আমি অন্তরে প্রশান্তি লাভ করিতে পারি।"

ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সালমা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিহ, ইব্‌ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) সংগে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসের (রা) সাক্ষাত হইলে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার নিকট কুরআনের কোন্ আয়াতটি বেশি আশাব্যঞ্জক ? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন আল্লাহ তা'আলার এই কথাটি قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন-আপনার নিকট উহা হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট এই আয়াতটিই সবচাইতে বেশি আশা সঞ্চারক وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى যখন ইব্‌রাহীম বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও কেমন করিয়া তুমি মৃতকে জীবিত করিবে ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি কি ইহা বিশ্বাস কর না ? ইব্‌রাহীম বলিলেন, হাঁ অবশ্যই বিশ্বাস করি।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হাঁ বাঁচক উত্তরের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আর তিনি যদি ইতস্তত ও চিন্তাভাবনা করিয়া উত্তর দিতেন, তাহা হইলে শয়তানও প্ররোচনার সুযোগ পাইত।

আবদুল আযীয ইব্‌ন আবূ সালমা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাশার ইব্‌ন উমর যাহরানী, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবদুল্লাহ সাদী এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন আহযাম ও হাকেম তাহার মুসতাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তেও এই সনদটি সহীহ। কিন্তু তাঁহারা উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সহল ইবন মু'আযের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মু'আয, যিবান ইব্‌ন ফায়িদা, সাঈদ ইব্‌ন আবূ আইয়ুব ও ইয়াহয়া ইব্‌ন আইয়ুব, ইব্‌ন ওয়াহাব, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সারা ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্‌ন মু'আযের পিতা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নামায, রোযা ও যিকিরের জন্য অর্থ ব্যয় করিলে যে পুণ্য হইবে, উহার প্রতিটি পুণ্যকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, খলীল ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ইব্‌ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হাসীন (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অর্থ দান করে, সে নিজে জিহাদে শরীক না হইলেও তাহাকে এক টাকার বিনিময়ে সাতশত টাকার ছওয়াব দেওয়া হইবে। আর যদি সে নিজে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এক টাকার বিনিময়ে সাত লক্ষ টাকার ছাওয়াব দান করিবেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করিয়া দেন।' তবে এই হাদীসটি গরীব। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ উছমান হিন্দীর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীস এতটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, একটি পুণ্যকে বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ গুণ পুণ্য দেওয়া হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا

فَيُضَا عِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে কর্জ দিবে আল্লাহ তাহাকে উহার বহুগুণ বিনিময় দান করিবেন।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে', ঈসা ইব্ন মুসাইয়াব, মাহমুদ ইব্ন খালিদ দামেশকীর পিতা, মাহমুদ ইব্ন খালিদ দামেশকী, হাসান ইব্ন আলী ইব্ন শাবীর, আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আসাকেরী আলবাযযার ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ তখন নবী (সা) বলিলেন, رَبِّ زِدْ اُمَّتِىْ (হে প্রতিপালক! আমার উম্মাতকে আরো বাড়াইয়া দিন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا তখনও তিনি বলেন ঃ رَبِّ زِدْ اُمَّتِىْ (হে প্রতিপালক! আমার উম্মাতকে আরো বাড়াইয়া দিন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন- اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলদের অসংখ্য পুণ্য দেওয়া হইবে।

ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, ঈসা ইব্ন মুসাইয়াব, আবূ ইসমাঈল আল মুআদ্দাব, আবূ উমর হাফস ইব্ন উমর ইব্ন আবদুল আযীয মুকিররী ও ওহাজিব ইব্ন আরাকীনের সনদে আবূ হাতিম ও ইব্ন হাব্বানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ (এবং আল্লাহ যাহার জন্য ইচ্ছা করেন তাহাকে বর্ধিত করিয়া থাকেন)। অর্থাৎ তাহার আমলের ইখলাসের ভিত্তিতে তাহাকে পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (আল্লাহ প্রাচুর্যদাতা ও সর্বজ্ঞ)। অর্থাৎ তাঁহার করুণা ও দানশীলতা অধিকাংশ সৃষ্টির উপরই প্রশস্ত এবং তিনি জানেন, কে কি পরিমাণ পুণ্যলাভের হকদার কিংবা হকদার নয়।

(٢٦٢) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ
اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
(٢٦٣) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ ○
(٢٦٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ
يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ۗ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬২. "যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের সম্পদ খরচ করে, অতঃপর উহার জন্য কাহাকেও খোঁটা ও কষ্ট দেয় না, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট বিশেষ বিনিময় রহিয়াছে এবং তাহাদের না আছে (পরকালে) ভয় আর না আছে (ইহকালে) দুর্ভাবনা।

২৬৩. "দান করিয়া মনোকষ্ট দেওয়ার চাইতে মিষ্ট ভাষায় মাফ চাওয়াই উত্তম। আর আল্লাহ মহাবিত্তশালী ও অসীম ধৈর্যশীল।"

২৬৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া তোমাদের দান নষ্ট করিও না। যাহারা লোক দেখানোর জন্য দান করে আর আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহাদের উপমা হইল একখণ্ড পিচ্ছিল পাথর, যাহাতে ধূলা জমার পর বৃষ্টি উহার সবটুকুই ধুইয়া পাথরকে খালি করিয়া ফেলে। (এভাবে) তাহারা যাহা কিছু জমায় তাহা রাখিতে পারে না। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই সকল বান্দাদের প্রশংসা করিতেছেন যাহারা তাহার পথে ব্যয় করে, অথচ তাহারা দান গ্রহীতাদের কাছে অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং তাহারা উহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদানেরও আশা করে না। এমনকি তাহারা উহাদিগকে কথা ও কাজের দ্বারাও কোন ধরনের কষ্ট দেয় না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا أَذًى (আর কষ্ট দেয় না)। অর্থাৎ উহাদের নিকট অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়া অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে না। কারণ, ইহা তাহাদের পূর্বের অনুগ্রহকে পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তাহাদের উত্তম প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন। তাই বলিতেছেন - لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাহাদের জন্যে পালনকর্তার নিকট রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার) অর্থাৎ তাহাদের পুরস্কার প্রদান আল্লাহর দায়িত্ব এবং সকলের পুরস্কার সমান হইবে না।

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (তাহাদের কোন আশংকা নাই) অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের কঠিন বিপদের সম্মুখেও তাহারা শংকাহীন থাকিবে এবং وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (তাহারা চিন্তিতও থাকিবে না)। অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিদের বিরোধিতা, বার্ধক্য এবং অর্থসম্পদ ব্যয়ের কোন ব্যাপারে তাহারা বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা চিন্তিত হইবে না। কেননা, তাহারা জানে যে, যাহা করিয়াছে উহা এইসব অসুবিধার চাইতে বহু উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ (নম্র কথা বলিয়া দেওয়া।) অর্থাৎ মিষ্টি ও নম্র কথা বলিয়া দেওয়া এবং মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দু'আ করা। وَمَغْفِرَةٌ (এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা)। অর্থাৎ ক্ষমা করিয়া দেওয়া এবং বাক্যের ও কর্মের অত্যাচার হইতে বিরত থাকা। خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى সেই দান-খয়রাত হইতে উত্তম, যাহার পরে কষ্ট দেওয়া হয়।

আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'কাল, আবদুল্লাহ ইব্ন ফুযাইল, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন দীনার বলেন ঃ

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট নম্র ও মিষ্টি কথা বলার চাইতে আর উত্তম কোন দান নাই। কেননা, তোমরা কি শোন নাই যে, আল্লাহ তা'আলা

বলিয়াছেন ঃ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا اَذًى وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ নম্র কথা বলিয়া দেওয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা সেই দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যাহার পরে কষ্ট দেওয়া হয়, আল্লাহ তা'আলা সম্পদশালী (সৃষ্টিকুল হইতে মুখাপেক্ষীহীন) এবং সহিষ্ণু। অর্থাৎ তিনি ধৈর্যশীল, করুণাময় এবং অপরাধীদের ক্ষমাকারী।

দান-খয়রাত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধ বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খারাশা ইব্ন হুর, সুলায়মান ইব্ন মাসহার, আ'মাশ ও শু'বা (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের সংগে কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি তাকাইয়াও দেখিবেন না। এমনকি তাহাদিগকে পবিত্রও করিবে না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক কঠিন শাস্তি। প্রথম, যাহারা দান করিয়া প্রকাশ করে। দ্বিতীয়, যাহারা পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গোড়ালির নিচে ঝুলাইয়া পরে। তৃতীয়, যাহারা মিথ্যা শপথ করিয়া নিজের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দারদা (রা), আবূ ইদ্রীস, ইউনুস ইব্ন মাইসারা, সুলায়মান, উকবা, হাশীম ইব্ন খারিজা, উছমান ইব্ন মুহাম্মদ দাওরী, আহমদ ইব্ন উছমান ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পিতা-মাতার অবাধ্যতাকারী, অনুগ্রহ প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তাকদীর অবিশ্বাসকারী কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইউনুস ইব্ন মাইসারার হাদীসে ইব্ন মাজা ও ইমাম আহমাদও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াসার আল আরাজের হাদীসে নাসায়ী, হাকেম, ইব্ন হাব্বান ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের পিতা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পিতা-মাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহারকারী সন্তান, মদ্যপায়ী ও দান-খয়রাত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশকারীর প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না।

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, খাসীফ আল জারীর, ইতাব ইব্ন বশীর, মালিক ইব্ন সাআদের চাচা রাওহ ইব্ন ইবাদা, মালিক ইব্ন সাআদ ও নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মদ্যপায়ী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশকারী কখনও বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, খাসীফ, ইতাব, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন ইসার আল মুসালী ও ইব্ন আবু হাতিম এবং মুজাহিদের সূত্রে আল কারীম ইব্ন মালিক আল-হাওরীর হাদীসে ইমাম নাসায়ী এবং আবূ সাঈদ হইতে মুজাহিদ এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুজাহিদ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়া ও কষ্ট দিয়া নিজেদের দান-অনুদান বরবাদ করিও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে,

দান-খয়রাত করিয়া তাহা প্রকাশ করিলে বা দান গ্রহীতাকে কষ্ট দিলে সাদকা বাতিল হইয়া যায়। কেননা, ইহা দ্বারা উহার পুণ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاس (সেই ব্যক্তির মত যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে) অর্থাৎ দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করা এবং দানগ্রহীতাকে কষ্ট দেওয়ার তুলনা সেই ব্যক্তির সঙ্গে করা হইয়াছে -যে ব্যক্তি লোক দেখানোর মানসে দান করে আর প্রকাশ্যে বলে যে, আল্লাহর ওয়াস্তে দিলাম। মূলত তাহার উদ্দেশ্য থাকে মানুষের প্রশংসা কুড়ানো অথবা তাহাকে লোকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করুক। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখ্যাতি ও যশ লাভের প্রত্যাশী হওয়াই 'রিয়া'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (এবং সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহা দ্বারা সেই সকল লোককে মুনাফিকদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (কেননা, মু'মিনের দান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যতীত হইতে পারে কি ?)

যিহাক (র) বলেন ঃ নিফাকের কারণেই তাহারা দান করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ অর্থাৎ সেই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হইল একটি মসৃণ পাথর। صَفْوَانٌ হইল صَفْوَاةٌ এর বহুবচন। তবে এইখানে বহুবচনকে একবচন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। মূল ধাতু হইল صَفًا অর্থাৎ মসৃণ পাথর। عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ (যাহার উপর কিছু মাটি পড়িয়াছিল, অতঃপর উহার উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইল) অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টি বর্ষণে ধুইয়া সাফ হইয়া গেল। ধূলা মাটি কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না। লোক দেখানো দানকারীর দানের পুণ্যও প্রবল বৃষ্টিতে ধুইয়া নেওয়া মসৃণ পাথরের জমা মাটির ন্যায় আমলনামা হইতে পরিষ্কার হইয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ। অর্থাৎ তাহারা সেই বস্তুর কোন ছাওয়াব পায় না, যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(٢٦٥) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا
وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

২৬৫. "যাহারা আল্লাহকে খুশি করার জন্য ও নিজেদের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্যে তাহাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের উপমা সেই উঁচু বাগান, যাহাতে বৃষ্টি হইলে ফসল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায় আর না হইলেও হালকা বর্ষণই যথেষ্ট। আর আল্লাহ যাহা তোমরা কর তাহা ভালভাবেই দেখেন।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মু'মিনদের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন যাহারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় দান করিয়া থাকে। وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ 'এবং নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে!' অর্থাৎ ইহার উত্তম প্রতিদান প্রাপ্তির ব্যাপারে তাহারা পূর্ণ নিশ্চিত এবং তাহারা জানে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে অতিসত্বরই এই অনুদানের প্রতিদান প্রদান করিবেন। যথা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোযা রাখে এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহ ইহা তাহার উপর বিধান করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসে যে, আল্লাহর নিকট ইহার উত্তম প্রতিদান রহিয়াছে।

শা'বী (র) وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ নিজের মনকে সুদৃঢ়রূপে বিশ্বাস করানোর জন্যে। ইব্‌ন যায়েদ, আবূ সালিহ ও কাতাদা এই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইব্‌ন জারীরও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন ।

মুজাহিদ (র) ও হাসান (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাহারা দান-অনুদানের ছওয়াব নষ্ট হইয়া যাওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্ক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ তাহাদের উদাহরণ টিলায় অবস্থিত বাগানের মত অর্থাৎ উঁচু বাগান ।

জমহুর-ওলামা বলেন ঃ সাধারণ যমীন হইতে কিছুটা উঁচু জায়গা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও যিহাক (র) একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'যে উঁচু বাগানের মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়াছ।'

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ رَبْوَةٍ শব্দটি তিনভাবে পঠিত হয়। মদীনা, হিজায ও ইরাকীরা উহার উপর পেশ দিয়া পাঠ করেন এবং সিরিয়া ও কুফাবাসীরা উহার উপর যবর দিয়া পাঠ করেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাই তামীমীর অভিধান স্বীকৃত। তবে উহার নিচে যের দিয়াও পড়া হয় এবং উহাকে আব্বাসের (রা) পঠন বলিয়া ধরা হয়।

اَصَابَهَا وَابِلٌ -যাহাতে বৃষ্টিপাত হয়। অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া। ইহার পূর্বেও এই শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। فَاٰتَتْ اُكُلَهَا —অতঃপর ফসল দান করে। অর্থাৎ খাদ্যশস্য দান করে। ضِعْفَيْنِ দ্বিগুণ ! অর্থাৎ অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় দ্বিগুণ ফসল দান করে। فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ অর্থাৎ 'যদি এমন বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হালকা বর্ষণই যথেষ্ট।

যিহাক (র) বলেন ঃ উহার ভাবার্থ হইল, সামান্য সামান্য বৃষ্টিপাতেই মাটি নরম হইয়া যায়, তাই প্রবল বৃষ্টির দরকার হয় না। তাই বলা হইয়াছে, যদি প্রবল বৃষ্টি নাও হয়, তবে হালকা বৃষ্টিই যথেষ্ট। অর্থাৎ জমি উত্তম হওয়ার কারণে একদিন বৃষ্টি হইলেই তাহাতে বহুগুণ ফসল জন্মায়। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের আমল কখনও বিনষ্ট হয় না। উপরন্তু তাহাদের বিশুদ্ধ নিয়্যতের কারণে আল্লাহ তাহাদের আমল কবুল করেন এবং একটি করিলে তাহা বৃদ্ধি করিয়া কয়েকটির ছাওয়াব দেন।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সমস্তই প্রত্যক্ষ করেন ।' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তাঁহার বান্দাদের কোন কাজকর্মই গোপন নাই।

(٢٦٦) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ
فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُوْنَ ۟

২৬৬. "তোমাদের কেহ কি ইহা পসন্দ করে যে, তাহার একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান আছে, যাহার নিচ দিয়া নহর প্রবহমান, তাহাতে সে সব ধরনের ফলমূল পায়, সে বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, অতঃপর এক অগ্নিঝড় আসিয়া তাহা জ্বালাইয়া দিল। এই ভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনাবলী বর্ণনা করেন যেন তোমরা বুঝিতে পার।"

তাফসীর ঃ উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) হইতে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মুলায়কার সূত্রে এবং অপর এক সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, ইব্‌ন জারীজ, ইব্‌ন ইউসুফ ওরফে হিশাম, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও বুখারী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) বলেন ঃ একদা উমর (রা) সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ সম্বন্ধে আপনারা কিছু জানেন কি ? তারা বলিলেন, আল্লাহই ভাল জানেন। ইহাতে উমর (রা) রাগান্বিত হইয়া বলেন, আপনারা বলেন, জানেন কি জানেন না, তাহা স্পষ্টভাবে বলুন। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই সম্বন্ধে আমার একটি কথা জানা আছে। উমর (রা) তাহাকে বলেন হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমিই বল, নিজেকে তুচ্ছ মনে করিও না। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা একটি বিষয়ের উদাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। উমর (রা) বলেন, বিষয়টি কি ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ধনী ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজ করিত। অতঃপর আল্লাহ তাহাকে পরীক্ষার জন্য শয়তান পাঠান। ফলে সে পাপকার্যে লিপ্ত হইয়া সকল পুণ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাই আয়াতের তাৎপর্য।

অন্য একটি সূত্রেও ইব্‌ন জারীজ হইতে হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল আওয়ার, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যাআফরানী ও বুখারী (র) উহা বর্ণনা করেন। এই সূত্রটিতে একমাত্র বুখারীই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি এই আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট। উদাহরণটি হইল, একটি লোক প্রথমে আল্লাহর অনুগত থাকিয়া পুণ্য কাজ করিত। পরে তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর তাহার সকল পুণ্য পাপ দ্বারা পরিবর্তন হইয়া যায় এবং পূর্বের সকল আমল পরের আমলের কারণে বাতিল হইয়া যায়। অতঃপর তাহার যখন পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত আমলের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি জাগে, তখন তাহার সময় ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে আর তখন হারানো ধন পাইবার কোন সুযোগ ছিল না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَاَصَابَهَا اِعْصَارٌ (সে বার্ধক্যে উপনীত হইল এবং বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসিল।) অর্থাৎ তীব্রগতির হাওয়ার প্রবাহ। فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ যাহাতে আগুন রহিয়াছে, অনন্তর বাগানটি ভস্মীভূত হইয়া গেল অর্থাৎ সেই বাগানের ফল-ফলাদি এবং বৃক্ষগুলি আগুন ভস্মীভূত করিয়া দিল। এমন পরিস্থিতিতে তাহার কি অবস্থা হইবে ?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ একটি চমৎকার উপমা উপস্থাপন করিয়াছেন; আর আল্লাহর প্রতিটি উপমা-উৎপ্রেক্ষার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পড়েন ঃ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهُ جَنَّةٌ .... فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

অর্থাৎ তোমরা কি কেহ পসন্দ কর যে, তাহার একটি খেজুর ও আংগুরের বাগান হইবে, উহার তলদেশে নহর প্রবাহিত হইবে, উহাতে সর্বপ্রকার ফল-ফসল থাকিবে,সেও চরম বৃদ্ধ হইবে ও তাহার দুর্বল কতিপয় সন্তান-সন্ততি থাকিবে আর এমতাবস্থায় অগ্নিঝড় আসিয়া তাহার বাগানটি জ্বালাইয়া ফেলিবে ? (তখন তাহার জন্য আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকিবে না)। ঠিক তেমনি কাফিররাও কিয়ামতের দিন পুণ্যহীনতার কারণে শোকতাপ করিয়া ফিরিবে। বৃদ্ধের যেভাবে ক্ষমতা ছিল না নতুন বাগান করার, তেমনি কাফিরদেরও নতুন পুণ্য অর্জনের ক্ষমতা থাকিবে না। বৃদ্ধের যেরূপ সক্ষম আপনজন ছিল না কোন সহায়তা করার, তেমনি কাফিরদেরও কোন সহায়ক থাকিবে না।

হাকেম মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আর মধ্যে বলিতেন - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِضَاءِ عُمْرِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার বার্ধক্যের সময় ও আয়ু শেষ হইয়া যাওয়ার সময় আমাকে আপনার রূযী হইতে বেশী দান করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। অর্থাৎ এই উপমার অর্থ ও ইহা নাযিল করার কারণ সম্বন্ধে যেন গভীর চিন্তা-ভাবনা কর। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلاَّ الْعٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ এই দৃষ্টান্তসমূহ আমি মানবকুলের জন্যেই বর্ণনা করিয়া থাকি এবং আলেমরাই এইগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকে।

(٢٦٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○

(٢٦٨) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۖۚ○

(٢٦٩) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ
وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

২৬৭. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপার্জিত ও যমীন হইতে আমার উৎপাদিত উৎকৃষ্ট জিনিস হইতে ব্যয় কর আর উহা হইতে অপবিত্র ও নিকৃষ্ট কিছু ব্যয়ের মনস্থ করিও না। অথচ তোমরা উহা খোলা চোখে কখনো গ্রহণ করিতে না। আর জানিয়া রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম প্রশংসিত।"

২৬৮. ''শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও লজ্জাকর কাজ করিতে নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্য দাতা ও সর্বজ্ঞ।''

২৬৯. "তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিকমত দান করেন আর যাহাকে হিকমত দেয়া হল সে অশেষ কল্যাণ পেল । আর জ্ঞানীরা ছাড়া কেহ উপদেশ নেয় না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিনদিগকে ব্যয় করার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আর ব্যয় করার অর্থ হইল সাদকা করা। স্বীয় উপার্জন হইতে উত্তম বস্তু ব্যয় করা প্রসংগেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ ব্যবসা হইতে তাহার যাহা দেওয়া সহজ হয় তাহা দান কর। আলী (রা) ও সুদ্দী (র) مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ এর ভাবার্থে বলেন ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ভূমি হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এখানে পবিত্র বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বস্তু সাদকা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ হইলেন পবিত্র এবং তিনি উত্তম ও পবিত্র বস্তু ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার মনস্থ করিও না। কেননা তাহা তোমরা কখনও গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ এমন জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করিও না যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইলে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে না। সেক্ষেত্রে তোমরা সেরূপ জিনিস কিরূপে আল্লাহকে দান কর?

কেহ কেহ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সাদকার জন্য মাল হালাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা হালাল মালই হইল উত্তম ও উৎকৃষ্ট মাল। অর্থাৎ হালাল জিনিস রাখিয়া হারাম জিনিস দান না করা।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিরাত আল-হামদানী, সাবাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইসহাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে সেভাবেই চরিত্র বন্টন করিয়া দিয়াছেন যে ভাবে তোমাদের মধ্যে রুযী বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন এবং যাহাকে ভালবাসেন না

তাহাকেও পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কিন্তু দীন একমাত্র তাহাকেই দান করেন যাহাকে তিনি ভালবাসেন। আর আল্লাহ যাহাকে দীন দান করেন সে তাহার বন্ধু হইয়া যায়। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, কোন বান্দা তখন পর্যন্ত সত্যিকারের মুসলমান হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার হৃদয় ও জিহ্বা মুসলমান না হইবে এবং সে ততক্ষণ মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতিবেশী তাহার উৎপীড়ন হইতে নির্ভয় ও নিরাপদ না হইবে। জনৈক সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! উৎপীড়ন কি ? তিনি বলিলেন, উহা হইল প্রতারণা ও অত্যাচার । যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে আল্লাহ তাহাতে বরকত দান করেন না এবং তাহার দান-খয়রাতও গ্রহণ করেন না। উপরন্তু সে যাহা রাখিয়া যাইবে তাহা তাহার জন্য জাহান্নামেরই পাথেয় হইবে। আর আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা বিদূরিত করেন না; বরং মন্দকে ভাল দ্বারা দূরিভূত করেন এবং অপত্রিতা কখনও অপবিত্র কিছু দ্বারা বিদূরিত হয় না।

বাররা ইব্ন আযিব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, সুদ্দী, আসবাত, উমর, হুসাইন ইব্ন উমর এবং ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ খেজুরের মৌসুমে আনসাররা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ আনিয়া মসজিদের স্তম্ভের সাথে লটকানো রশিতে ঝুলাইয়া রাখিতেন। গরীব মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময় উহা হইতে খাইতেন। কিন্তু সাদকার গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন একটি লোক একগুচ্ছ কাঁচা ও শুকনা খেজুর আনিয়া উহাতে ঝুলাইয়া রাখিল। অবশ্য সে মনে করিয়াছিল যে, ইহাতে কোন দোষ নাই। অতঃপর তাহার এই কর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের এই আয়াতাংশ নাযিল করেন ঃ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ 'তাহা হইতে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করিতে মনস্থ করিও না। কেননা তাহা তোমরা কখনও গ্রহণ করিবে না। তবে হাঁ, তোমরা চোখ বন্ধ করিয়া নিলে নিতে পার। তিনি আরও বলেন, যদি কাহাকেও কোন উপঢৌকন দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার যাহা পসন্দ এবং অন্যের পক্ষ হইতে তুমি যে ধরনের উপঢৌকন কামনা কর ও পসন্দ কর, সেই ধরনের উপঢৌকন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।' বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক গিফারী, ইসমাঈল ইব্ন আবদুর রহমান ওরফে সুদ্দী, ইসরাঈল, উবাইদুল্লাহ ওরফে ইব্ন মূসা আ'বসী, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুর রহমান দারেমী ও তিরমিযী (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি 'হাসান -গরীব ' পর্যায়ের।

সহল ইব্ন হানীফ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উমাম ইব্ন হানীফ, যুহরী, সুলায়মান, ইব্ন কাছীর, আবূ হাতিম এবং ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ ইমামা ইব্ন সহল ইব্ন হানীফ (র) বলেন ঃ রাসূল (সা) ভাল-মন্দ খেজুরকে একত্রে মিশ্রিত করিয়া দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা অনেক লোক নষ্ট খেজুরের সহিত কিছু ভাল খেজুর মিশ্রিত করিয়া দান করিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই নাযিল করেন وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহা হইতে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করার মনস্থ করিও না।

যুহরী (র) হইতে সুফিয়ান ইব্ন হুসাইনের হাদীসে আবূ দাউদ এবং যুহরী (র) হইতে সুলায়মান ইব্ন কাছীর ও আবুল ওয়ালিদ বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ হুযুর (সা) কিছু ভাল ও কিছু মন্দ খেজুর মিশ্রিত করিয়া দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আবু উমাম (র)

হইতে যুহরী ও আবদুল জলীল ইব্‌ন হুমাইদ ইয়াসীর সূত্রে নাসায়ীও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল জলীল হইতে ইব্‌ন ওহাবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন সাইব, জারীর, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, وَلَا تَيَمَّمُوا। الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ। এর ভাবার্থে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) বলেন যে, মুসলমান কখনও নিকৃষ্ট জিনিস আয় বা অর্জন করিতে পারে না। আর তাহারা কাঁচা শুকনা নষ্ট খেজুর মিশ্রিত করিয়াও দান করিতে পারে না। বস্তুত ইহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসওয়ান, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সুলায়মান ওরফে হাম্মাদ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর খিদমতে একবার গুই সাপের মাংস পেশ করা হইল ; কিন্তু তিনি উহা খাইলেন না এবং অন্যকেও খাইতে বারণ করিলেন না। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তবে ইহা মিসকিনকে খাইতে দিন ? রাসূল (সা) বলিলেন,'যাহা তুমি খাও না তাহা তাহাদেরকেও খাওয়াইও না।' হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও আফফান হইতে নিম্নতন সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন- আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তবে ইহা মিসকিনকে দেই? তিনি বলেন , যাহা তুমি খাও না তাহা তুমি তাহাদিগকেও খাওয়াইও না।

বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মালিক, সুদ্দী ও ছাওরী বর্ণনা করেন যে, বাররা (রা) وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর কাহারো দাবি থাকে আর যদি সে তাহাকে যেমন তেমন কোন জিনিস উপহার দেয়, তবে কি সে উহা সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিবে ? তবে চক্ষু লজ্জায় গ্রহণ করিতে রাজী হওয়া বা গ্রহণ করাটা ভিন্ন কথা। ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি ধার দিয়া থাক আর সে যদি উহা শোধ করার সময় অনুরূপ মাল না দিয়া মন্দ মাল দেয়, তখন নতুন দাম না ধরিয়া উহা গ্রহণ কর কি? অতঃপর তিনি বলেন, তাই আল্লাহ বলিয়াছেন - اِلاَّ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ। অর্থাৎ 'তোমরা নিজেদের জন্য যাহা পসন্দ কর না তাহা আল্লাহর জন্য কিভাবে পসন্দ কর ?' অতএব যে জিনিস উত্তম ও পসন্দনীয় তাহাই আল্লাহর জন্যে দান করিও।

তবে ইব্‌ন জারীর উহা হইতে একটু বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ 'তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজের প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাহে ব্যয় না করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ 'জানিয়া রাখ, আল্লাহ অভাবমুক্ত ও অতি প্রশংসিত। অর্থাৎ আল্লাহ যে তাহার পথে তোমাদিগকে উত্তম ও পসন্দনীয় বস্তু ব্যয় করিতে বলিয়াছেন, ইহাতে মনে করিও না যে, তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী। বস্তুত তাহার বেলায় ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্নই হইতে পারে না। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট তোমাদের কুরবানীর মাংসও পৌঁছে না এবং রক্তও পৌঁছে না— তাঁহার নিকট পৌঁছে একমাত্র তোমাদের 'তাকওয়া'।" তিনি সমস্ত সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ মুকাপেক্ষীহীন। বরং সমস্ত সৃষ্টি তাঁহারই মুখাপেক্ষী। তিনি অত্যন্ত দরাজ হস্ত, তাঁহার করুণা হইতে কেহই বঞ্চিত নয়। তাই যে ব্যক্তি উপার্জিত উত্তম মাল হইতে দান করিবে সে অবশ্যই এই কথা ভাবিবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি দরাজ হস্ত ও সহানুভূতিশীল। আর তিনি সত্বরই ইহার দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করিবেন । যাহাকে তুমি তাহার অসাক্ষাতেই ঋণ দান করিয়াছ, তিনি অত্যাচারী নন, বরং তিনি অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। অর্থাৎ তাহার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি নির্দেশ বিধানই প্রশংসিত। আর তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, নাই কোন প্রতিপালক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ 'শয়তান তোমাদিগকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমতা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুপরিজ্ঞাত'।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুর্রা আল হামদানী, আতা ইব্ন সায়িব, আবুল আহওয়াস, হিন্দ ইব্ন সির্রী, আবুয যারাআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শয়তান বনী আদমের মনে এক রূপ ধারণা জন্মায় এবং ফেরেশতা একরূপ ধারণা জন্মায়। অর্থাৎ শয়তান মন্দ কাজের ও সত্যকে অস্বীকারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং ফেরেশতারা মঙ্গল ও সত্যকে গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। যাহার মনে এই উৎসাহ উদগত হইবে, সে যেন ভাবে যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে হইয়াছে। অতঃপর যেন সে আল্লাহর প্রশংসায় ব্যাপৃত হয়। আর যাহার মনে মন্দভাব উদগত হয়, সে যেন তৎক্ষণাৎ আল্লাহর নিকট উহার প্ররোচনা হইতে পানাহ চাহিয়া নেয়। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পড়েন ঃ اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً অর্থাৎ 'শয়তান তোমাদিগকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমতা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।'

হিন্দ ইব্ন সিররীর সূত্রে তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) উভয়ে তাহাদের হাদীস সংকলনের 'তাফসীর অধ্যায়ে' এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দ (র) হইতে আবূ ইয়ালার সূত্রে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। কেননা আবুল আহওয়াস অর্থাৎ সালাম ইব্ন সালীম খুবই অপরিচিত বর্ণনাকারী। আর এই সূত্রটি ব্যতীত অন্য কোন 'মারফূ' 'সূত্রে ইহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণিত হয় নাই। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমাদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস, আওফ ইব্ন মালিক ইব্ন নাযলাহ, আতা ইব্ন সায়িব ও মাসআবের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ। ইহার ভাবার্থ হইল, শয়তান এই ভয় দেখায় যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করিলে তোমরা দরিদ্র হইয়া যাইবে। وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۤءِ অর্থাৎ সে অশ্লীলতার আদেশ দেয়। অর্থাৎ সন্তানাদির ভবিষ্যতের প্রতি আশংকা প্রদর্শন করিয়া তাহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হইতে বিরত রাখে। আর পাপ-পংকিলতা, হারাম কার্য এবং সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি আদেশ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ (আল্লাহ তোমাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের ওয়াদা করেন)। অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনার মুকাবিলায় আল্লাহ এই ওয়াদা করিয়াছেন। শয়তান তাহাকে দরিদ্র হইয়া যাওয়ার ভয় দেখাইতেছে। তাহার মুকাবিলায় আল্লাহ তাহাকে তাহার সীমাহীন অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলিয়াছেন। وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ প্রাচুর্যদাতা, সর্বজ্ঞ।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হিকমাতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন- অর্থাৎ কুরআনের রহিত-অরহিত, পূর্বাপর, হালাল-হারাম ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা সংবলিত আয়াতগুলি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান দান।

একটি 'মারফূ' সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ও জুআইবির বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'হিকমাতের অর্থ হইল, কুরআনের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ উহার তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। কেননা ইহার দ্বারা লোক পাপ ও পুণ্যকে পরিষ্কারভাবে জানিতে পারে। মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, যাহাকে হিকমাত দান করা হয়, সে আল্লাহর কথার প্রকৃত ভাবার্থ বুঝিতে পারে।

মুজাহিদ (র) হইতে লাইছ ইব্ন সালীম (র) বলেন ঃ

'আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান বা হিকমাত দান করেন'। ইহার অর্থ নবুয়াত দান করা নয়, বরং ফিকাহ ও কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান দান করা। আবুল আলীয়া (র) বলেন ঃ হিকমাত বলে আল্লাহকে ভয় করাকে। কেননা হিকমাতের মূলকথা হইল আল্লাহকে ভয় করা। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবূ আম্মার আসদী, উছমান ইব্ন জা'ফর জুহ্নী ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ হিকমাতের মূল কথা হইল আল্লাহভীরুতা। আবুল আলীয়া (র) এক রিওয়ায়েতে বলেন ঃ হিকমাতের অর্থ হইল, আল্লাহর কিতাব এবং উক্ত কিতাবের ব্যাপারে প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান। ইব্রাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ সুন্নাত। মালিক (র) হইতে ইব্ন ওহাব বলেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ হইল আকল বা জ্ঞান-বুদ্ধি।

মালিক (র) বলেন ঃ আমার ধারণা মতে হিকমাতের অর্থ হইল আল্লাহর দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান। আর আল্লাহ তাহার বিশেষ অনুগ্রহে দীন সম্পর্কে যে সকল আত্মিক জ্ঞান কাহারো হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান। অবশ্য লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বহু লোক পার্থিব বিষয়ে খুবই পারদর্শী। অথচ অনেক লোক এই বিষয়ে খুবই দুর্বল। কিন্তু আল্লাহ তাহাদিগকে দীনের গভীর জ্ঞান দিয়া সুশোভিত করিয়া রাখেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ হিকমাত অর্থ নবুয়াত।

তবে জমহুরের কথাই সঠিক যে, ইহা নবুয়াতের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোন লোকই ইহার অধিকারী হইতে পারে। অবশ্য ইহার উচ্চতর পর্যায় হইল নবুয়াত এবং রিসালাত লাভ করা। তবে তাহাদের অনুসারীদেরকেও আল্লাহ ইহা হইতে বঞ্চিত করেন না। যথা হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, من حفظ القران فقد ادرجت النبوة بين كتفيه غير انه لايوحى اليه অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করিয়াছে, তাহার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝে নবুয়াত চড়িয়া বসিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট ওহী নাযিল হয় না'।

অবশ্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি, ইসমাঈল ইব্‌ন রাফে ও ওয়াকী ইব্‌ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, এইটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের (রা) নিজস্ব উক্তি। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আবূ হাকিম ওরফে কাইস, ইব্‌ন আবূ খালিদ ওরফে ইসমাঈল, ওয়াকী, ইয়াযীদ এবং ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই ব্যক্তির উপর হিংসা করা যায়। এক ব্যক্তি হইল যাহাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়াছেন এবং উহা ন্যায় ও সত্য পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়াছেন। আর সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ হিকমাত বা প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন এবং সে উহা অনুযায়ী বিচার করে ও উহা শিক্ষা দান করে। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইব্‌ন মাজা (র), নাসায়ী (র) এবং সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ 'উপদেশ তাহারাই গ্রহণ করে যাহারা জ্ঞানবান'। অর্থাৎ–ওয়াজ ও উপদেশ তাহাদেরই উপকারে আসে যাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। অর্থাৎ কুরআনের ভাষ্য-বিষয় ও উহার অর্থের প্রতি যাহারা গভীর মনোযোগী।

(٢٧٠) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(٢٧١) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

২৭০. 'তোমরা যে যেই খাতে খরচ কর আর যেখানে যেভাবে মানত কর, আল্লাহ তাহা সবই জানেন। আর যালিমের জন্যে কোন মদদগার নাই।

২৭১. যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তাহাও ভাল। আর যদি উহা গোপনে কর এবং দরিদ্রদের দাও, তাহা হইলে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম। আর উহা তোমাদের কিছু পাপও মোচন করিবে। আর তোমরা যাহা কর তাহার খবর আল্লাহ সর্বাধিক রাখেন।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা দান-খয়রাত ও মানত করে, তাহাদের সকলের কার্য সম্বন্ধে তিনি যথাযথভাবে খবর রাখেন। যে সকল বান্দা তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলে, সৎকার্য সম্পাদনের পর পুণ্যের প্রত্যাশা করে এবং তাহার ওয়াদার প্রতি পূর্ণ আস্থা

রাখে, তাহাদিগকে তিনি উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাহার অনুগত্য অস্বীকার করে, তাহার ওয়াদার উপর আস্থা না রাখে এবং তাহার ইবাদাতের সহিত অন্যকে শরীক করে, তাহাদের জন্য নির্ধারিত রাখিয়াছেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ (অন্যায়কারীদের কোন সাহায্যকারী নাই।) অর্থাৎ কিয়ামাতের কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করার জন্য সেইদিন তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ (যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর, তবে তাহা কতই না ভাল) অর্থাৎ প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করাও ভাল। ইহার পর বলেন ঃ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ (যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্য আরো উত্তম।) ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, গোপন দান প্রকাশ্য দান হইতে উত্তম। কেননা, এই অবস্থায় রিয়া বা অহমিকা হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

তবে প্রকাশ্য দানের মধ্যে উপকারিতা হইল যে, উহার দেখাদেখি অন্য লোকও দান-খয়রাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। তাই এই দিক দিয়া উক্ত পন্থাকেও উত্তম বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, প্রকাশ্যে দানকারী উচ্চ শব্দে কুরআন পাঠকারীর ন্যায় আর গোপনে দানকারী নিঃশব্দে কুরআন পাঠকারীর ন্যায়।

তবে কথা হইল যে, এই আয়াত দ্বারা গোপন দানকে উত্তম বলা হইয়াছে। উপরন্তু সহীহ্দ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে তাঁহার (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দান করিবেন। সেদিন সেই ছায়া ভিন্ন অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। তাহারা হইল ন্যায় বিচারক বাদশাহ, আল্লাহর ইবাদতে যৌবন উৎসর্গকারী যুবক, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বে আবদ্ধ ও শত্রুতায় লিপ্ত ব্যক্তি, মসজিদ পাগল মুসল্লী, নীরবে-নিভৃতে আল্লাহর যিকিরে অশ্রু বিসর্জনকারী, আল্লাহর ভয়ে সুন্দরী ও অভিজাত নারীর অশ্লীল আহ্বান উপেক্ষাকারী এবং এরূপ গোপনে দানকারী, যাহার ডান হাত দান করিলে বাম হাত তাহা জানে না।"

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস ইব্ন মালিক (রা), সুলায়মান ইব্ন আবূ সুলায়মান, আওয়াম, হাওশাব, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর ইহা দুলিতে থাকে। অতঃপর তিনি পর্বত সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পুঁতিয়া দেন। ফলে পৃথিবীর কম্পন থামিয়া যায়। (এত শক্ত ও বিরাটাকারের) পাহাড় দেখিয়া ফেরেশতারা আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রভু! পাহাড়ের চেয়েও শক্ত-কঠিন কোন সৃষ্টি আপনার আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, লোহা। তাহারা বলিলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে লোহা অপেক্ষা কঠিন বস্তু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আগুন। তাহারা বলিলেন, হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে আগুন অপেক্ষা শক্তিশালী আর কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ পানি। তাহারা আবারো আরজ করিলেন, হে প্রভু! আপনার

সৃষ্টিসমূহের মধ্যে পানি অপেক্ষা শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ইহা হইতেও শক্তিশালী হইল বাতাস। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রভু! আপনার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে বাতাস হইতেও শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সেই আদম সন্তান যে এত গোপনে দান করে যে, তাহার ডান হাত যাহা দান করে বাম হাত তাহা জানে না।"

আবূ যর (রা) হইতে আয়াতুল কুরসীর ব্যাখ্যায়ও আমরা এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছি। উহাতে তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহর রাসূল। কোন্ সাদকা সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, দরিদ্রকে গোপনে দান করা অথবা মাল-সম্পদের স্বল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উমামা, কাসিম, আলী ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম আহমাদ (র) উপরোক্ত বর্ণনাটি আরো বাড়াইয়া বলেন। সেখানে বলা হয়, তিনি ইহার পর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে কতই না উত্তম। আর যদি দান-খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়া দাও, তবে তাহা তোমাদের জন্যে আরো উত্তম। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, গোপন দান দ্বারা আল্লাহর ক্রোধ প্রশমিত হয়।

আমের শা'বী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুসাইন ইব্ন যিয়াদ আল মাহারিবী, ইব্ন আবূ হাতিমের পিতা ও ইব্ন আবু হাতিম ঃ اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহার সম্পদের অর্ধেক নিয়া হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করেন। হুযুর (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন- হে উমর! পরিবারবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া আসিয়াছ কি ? তিনি বলেন, তাহাদের জন্য সম্পদের অর্ধেক রাখিয়া আসিয়াছি। আর হযরত আবূ বকর (রা) তাঁহার সমস্ত সম্পদ নিয়া হুযুর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করেন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইহা প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল না। তাই তিনি ইহা খুব সন্তর্পণে হুযুর (সা)-এর নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন। তখন হযরত নবী (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ বকর! পরিবারবর্গের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ ? তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের অঙ্গীকার। তখন হযরত উমর (রা) কাঁদিয়া বলেন, হে আবূ বকর! আমার পিতা-মাতা তোমার কদমে উৎসর্গ হউন। আল্লাহর শপথ! পুণ্যের কাজে আমরা কখনও তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। সব সময় তুমিই অগ্রগামী থাকিলে।

শা'বী (র) বলেন ঃ

এই আয়াতটি যদিও তাহাদের উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহার বিধান সবার জন্য সমানভাবে কার্যকর ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ দান ফরয হউক বা নফল হউক গোপনে প্রদান করাই উত্তম। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহার (র) সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নফল দানকে প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করার জন্য সত্তর গুণ

ছাওয়াব বেশি রাখিয়াছেন। আর ফরয দান গোপনে প্রদান অপেক্ষা প্রকাশ্যে করার জন্য পঁচিশ গুণ ছাওয়াব বেশি রাখিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ (তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করিয়া দিবেন।) অর্থাৎ সাদকা গোপনে প্রদান করা হইলে তাহার বিনিময়ে তোমাদের পুণ্য বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে এবং এই কারণে তোমাদের পাপও বিদূরিত হইবে। তবে কেহ কেহ وَيُكَفِّرُ কে সাকিনের সহিত পড়েন। তখন শর্তের জবাব فَنِعِمَّاهِيَ এর সহিত সংযুক্ত হইবে। যেমন فَاصَّدَّقَ এর اكون ও اكنْ।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তোমাদের কোন কাজই গোপন নয় এবং ইহার জন্য তিনি তোমাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(٢٧٢) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○

(٢٧٣) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○ۧ

(٢٧٤) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ۘ

২৭২. 'তোমার উপর তাহাদের হেদায়েতের দায়িত্ব নহে এবং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়েত করেন। আর উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে তাহা তোমাদের নিজেদেরই উপকারার্থে হইবে। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ছাড়া দান করিও না। এবং তোমরা উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে, তোমাদিগকে তাহা পূরণ করা হইবে ও তোমরা যুলুমের শিকার হইবে না।'

২৭৩. 'যে সব অভাবগ্রস্ত আল্লাহর কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহারা ভূখণ্ডে বিচরণ করিয়া উপার্জনে সক্ষম হয় না, তাহাদের হাত না পাতার কারণে মূর্খরা তাহাদিগকে ধনী মনে করে। তাহাদের চেহারা দেখিয়া তুমি চিনিতে পাইবে। তাহারা মানুষকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিখ মাগে না। অতঃপর তোমরা উত্তম বস্তু হইতে যাহা দান করিবে, তাহা অবশ্যই আল্লাহ অবগত হইবেন।

২৭৪. যাহারা দিবস যামি গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে তাহাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে। তাহাদের পরকালে কোন আশংকা নাই আর ইহকালেও কোন দুশ্চিন্তা নাই।'

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জা'ফর ইব্‌ন ইয়াস, আ'মাশ, সুফিয়ান, কারইয়াবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুস সালাম ইব্‌ন আবদুর রহীম ও আবূ আবদুর রহমান নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

মুসলমানগণ তাহাদের মুশরিক আত্মীয়দের সহিত আদান-প্রদান করিতে অপছন্দ করিতেন। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে হুযুর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে উহাদের সহিত লেন-দেন করার অনুমতি প্রদান করেন। এই উপলক্ষে নাযিল হইল ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সৎপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, তাহা নিজ উপকারার্থেই কর। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করিও না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহার পুরাপুরি পুরস্কারই পাইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না।

সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে আবূ দাউদ, আবূ আহমদ যুবাইরী, ইব্‌ন মুবারক ও আবূ হুযায়ফাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর, জাফর ইব্‌ন আবূ মুগীরা, আ'শআছ ইব্‌ন ইসহাক, আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান দাস্তাকীর পিতামহ, পিতা ও তিনি এবং আহমদ ইব্‌ন কাসিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) কেবলমাত্র মুসলমানদেরই সাদকা দিবার আদেশ করিতেন। অতঃপর لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হওয়ার পর তিনি আদেশ করেন যে, ভিক্ষুক যে কোন ধর্মেরই হউক না কেন তাহাদিগকে সাদকা দেওয়া যাইবে। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা لاَ يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। এই বিষয়ে আসমা বিনতে সাদীকেরও হাদীস রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ 'যে সম্পদ তোমরা ব্যয় করিতেছ, তাহা নিজেদের উপকারার্থেই করিতেছ। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ।

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি সৎকাজ করিল, সে তাহা নিজের উপকারার্থেই করিল।" কুরআনে এই ধরনের আরও আয়াত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিও না।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ

যদিও মু'মিনরা নিজস্ব প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে, তবুও মূলত তাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। আতা খুরাসানী (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

অর্থাৎ যখন তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাহাকেও কিছু দান কর, তখন ইহা দেখার নয় যে, সে কে এবং কি করে। এই অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর।

মোটকথা, যদি কোন দানকারী আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করে, তখন উহার প্রতিদান প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহর উপরই বর্তায়। তখন তাহার ইহা দেখার নহে যে, সে ভাল কি মন্দ কিংবা উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত। সে যাহাই হউক না কেন তাহার সৎ উদ্দেশ্যের বদৌলতে ইহার প্রতিদান পাইবে। (উপরন্তু যদি সে দোখয়া-শুনিয়া বিচার-বিবেচনা করিয়াও দান করে, অতঃপর যদি ভুল হইয়া যায়, তবুও তাহার দানের পুণ্য বিনষ্ট হইবে না)।

তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষাংশে বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহার পুরস্কার পুরাপুরিভাবে পাইয়া যাইবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না'।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'রাজ ও আবূ যিনাদের সূত্রে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি এই পণ করে যে, সে আজ রাতে দান করিবে। অতঃপর সে অর্থ নিয়া বাহির হয়। পরিশেষে সে উহা এক পতিতার হাতে তুলিয়া দেয়। সকালে লোকে সমালোচনা করিতে থাকে যে, পতিতাকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে আল্লাহর নিকট বলে, হে আল্লাহ! আমার সাদকা তো অপাত্রে পড়িয়াছে। অতঃপর সে আবার প্রতিজ্ঞা করে, আজ রাত্রেও সাদকা করিব। কিন্তু সেই রাত্রিতে এক ধনীর হাতে দেওয়া হয়। সকালে লোকে সমালোচনা করিতে থাকে যে, ধনীকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে বলে, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসাই আপনার প্রাপ্য, আমার সাদকা তো ধনীর হাতে পড়িয়াছে। অতঃপর সে আবার প্রতিজ্ঞা করে যে, আজ রাত্রেও সাদকা করিবে। তাই রাত্রি হইলে সে সাদকা নিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু উহা একটি চোরের হাতে দেওয়া হয়। পূর্বানুরূপ সকালে লোকজনে সমালোচনা করিতে থাকে যে, চোরকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে।। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসাপূর্বক সে তাহার নিকট ফরিয়াদ করে যে, হে আল্লাহ! আমার সাদকাগুলি একাধারে পতিতা, ধনী ও চোরের হাতে পড়িয়াছে। ইহার পর সে স্বপ্নে দেখে যে, কে যেন আসিয়া তাহাকে বলিতেছে, তোমার সবগুলি দানই আল্লাহ কবূল করিয়াছেন। হয়ত পতিতা নারী তোমার দান পাইয়া পতিতা বৃত্তি হইতে বিরত হইবে, ধনী লোকটি ইহার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে, আর হয়ত চোরটিও ইহা পাইয়া চৌর্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه (খয়রাত সেই সকল দরিদ্র লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।) অর্থাৎ খয়রাত সেই সকল দরিদ্র লোকদের জন্য, যাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের নির্দেশে মাতৃভূমি ও আত্মীয় স্বজনের মায়া ছিন্ন করিয়াছে এবং মদীনায় অবস্থান নিয়াছে এবং তাহাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় বা ব্যবস্থা নাই যাহার মাধ্যমে তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের ন্যূনতম সংস্থান হইয়া যায়। কেননা لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

ضَرَبَ বলে পৃথিবীতে সফর বা ভ্রমণ করাকে। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে –

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْامِنَ الصَّلٰوةِ

যখন তোমরা ভ্রমণে থাকিবে তখন নামায সংক্ষেপ করিলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ অন্যত্র আরও বলেন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ তিনি জানেন যে, শীঘ্রই তোমাদের একদল রুগ্ন হইবে ও অন্য দল আল্লাহ্র নিয়ামত সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে বিচরণ করিবে এবং অপর একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবে।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ অজ্ঞ লোকেরা, হাত না পাতার কারণে তাহাদের অভাবমুক্ত মনে করে। অর্থাৎ মূর্খ লোকেরা তাহাদের বাহ্যিক অবস্থা, কথাবার্তা ও পরিপাটি পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে করে যে, ইহারা অভাবী নয়, সম্পদশালী।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

সেই ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া দুই-একটি খেজুর, দুই-এক লোকমা রুটি এবং দুই-একদিনের খাদ্য ভিক্ষা করে। বরং সত্যিকারের মিসকীন সেই ব্যক্তি, যাহার এতটুকু পরিমাণ খাদ্যের সংস্থান নাই, যে কারণে তাহার অন্যের নিকট মুখাপেক্ষী না হইতে হয়। আর সে এমনভাবে চলে যাহাতে লোকে তাহাকে সাদকার উপযুক্ত বলিয়া ধারণা করিতে না পারে। পরন্তু সে লোকের নিকট কখনও ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে না। ইব্ন মাসউদের (রা) সূত্রে ইমাম আহমদও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ 'তুমি তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষণ দ্বারা চিনিবে। অর্থাৎ অভাবের লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে চিহ্নিত কর। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের মুখাবয়বে যে চিহ্নসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ অর্থাৎ 'তোমরা অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদের ভাবভঙ্গিতে চিনিতে পারিবে।' সুনানের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তোমরা মু'মিনদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা, তাহারা আল্লাহর নূরের দৃষ্টিতে তাকান।" অতঃপর বর্ণনাকারী এই আয়াত পাঠ করেন اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন রহিয়াছে।

কেননা তাহারা لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا (মানুষের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না। অর্থাৎ তাহারা ভিক্ষা মাগিয়া মানুষকে কষ্ট দেয় না ও ত্যক্ত-বিরক্ত করে না। তাহাদের নিকট সামান্য খাদ্যবস্তু থাকা অবস্থায় অন্যের দ্বারে হাত বাড়ায় না। প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে দল ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকেই পেশাদার ভিক্ষুক বলা হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন উমাইর, শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নামার, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবী মরিয়াম ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মিসকীন, যে কখনও অন্যের দ্বারে গিয়া হাত পাতে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا অর্থাৎ তাহারা মানুষের কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নামার ও ইসমাঈল ইব্ন জাফরের হাদীসে ইমাম মুসলিমও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার ওরফে শরীক, ইসমাঈল, আলী ইব্ন হাজর ও আবদুর রহমান নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে মিসকীন নয় যে লোক একটা খেজুর বা দুই এক গ্রাস ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বরং সত্যিকারের সংযমশীল মিসকীন ব্যক্তিরা ভিক্ষার জন্য অন্যের দ্বারে গিয়া কাকুতি-মিনতি করে না। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করেন لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا। অর্থাৎ 'তাহারা মানুষের নিকট কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা চায় না।"

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ যিয়াদ ও শু'বার সূত্রে বুখারী (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওলীদ ইব্ন আবূ যিব, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা দুই-এক গ্রাস খাদ্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তাহারা মিসকীন নয়, বরং সত্যিকারের মিসকীন তাহারা, ভিক্ষার জন্য যাহারা মানুষের দ্বারে গিয়া কাকুতি-মিনতি করে না। সালেহ ইব্ন সুয়াইদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্ন মালিক, মু'তামার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"যাহারা দুই-এক মুষ্টি খাদ্যের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেয়, তাহারা সত্যিকারের অভাবী নয়, (তাহারা পেশাদার ভিক্ষুক)। বরং সত্যিকারের আত্মসংযমশীল অভাবী ব্যক্তিরা চুপচাপ থাকে এবং তাহারা অভাবেও ভিক্ষার জন্য অন্যের নিকট হস্ত প্রসারিত করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا অর্থাৎ তাহারা মানুষের নিকট গিয়া ভিক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি করে না।"

আবদুল হামীদ ইব্ন জাফরের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল হামীদ, আবূ বকর হানাফী ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল হামীদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"উম্মে মুযাইন গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাহার মাতা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে অন্য লোকেরা যেভাবে চাহিয়া আনে, তুমিও সেভাবে তাঁহার নিকট গিয়া কিছু চাহিয়া আন না কেন ? সেমতে সে হুযুর (সা)-এর নিকট কিছু চাহিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু সে গিয়া দেখে যে, তিনি দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ভিক্ষা

প্রার্থনা করা হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, আল্লাহও তাহাকে নিবৃত্ত থাকার শক্তি দেন এবং যে মুখাপেক্ষীহীন থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহও তাহাকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। আর যাহার নিকট পাঁচ 'আওকীয়া' (দুইশত দিরহাম) মূল্যের জিনিস রহিয়াছে, অথচ সে ভিক্ষা করিতেছে, সে অভাবী নয়, সে পেশাদার ভিক্ষুক'। তখন সে মনে মনে বলিল, আমার তো একটি উষ্ট্রী রহিয়াছে ও তাহার মূল্য তো ইহার চেয়ে বেশি হইবে। পরন্তু একটি শাবক উষ্ট্রীও রহিয়াছে। উহার মূল্যও ইহার চেয়ে বেশি। অতঃপর সে তাহার নিকট কিছু চাহিল না এবং চলিয়া আসিল।"

আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ (রা) আম্মারা ইব্ন আরাফা, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রিজাল, কুতায়বা ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া কিছু চাহিতে বলেন। তাই আমি এই উদ্দেশ্য নিয়া তাহার নিকট গিয়া বসিলাম। তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহও তাহাকে মুখাপেক্ষীহীন রাখেন। আর যে ব্যক্তি ভিক্ষা হইতে বিরত থাকার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাহাকে ভিক্ষার অভিশাপ হইতে মুক্ত রাখেন এবং যে ব্যক্তি মানুষের সাহায্যের প্রত্যাশা করে না, আল্লাহই তাহার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান। আর এক উকীয়া মূল্যের জিনিস থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে, সে পেশাদার ভিক্ষুক।" বর্ণনাকারী বলেন, আমি ভাবিলাম, আমার 'ইয়াকুতা' নামক উষ্ট্রীর মূল্য তো এক উকিয়ার চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম এবং তাহার নিকট কিছুই চাহিলাম না।"

কুতায়বার সূত্রে নাসায়ী (র) ও আবূ দাউদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ রিজাল (র) হইতে হিশাম ইব্ন আম্মার ও আবূ দাউদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সামান্য কয়েকটা কথা বেশী বর্ণনা করা হইয়াছে।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ সাঈদ, আম্মারা ইব্ন আরাফা, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুর রিজাল ও আবূ জামাহির ইব্ন আবূ হাতীম বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যাহার নিকট এক উকীয়া পরিমাণ মূল্যের জিনিস থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে পেশাদার ভিক্ষুক।' আর চল্লিশ দিরহামে এক উকীয়া হয়।

বনী আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, ইয়াযীদ ইব্ন আসলাম, সুফিয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার নিকট এক উকীয়া অথবা সমমূল্যের সম্পদ রহিয়াছে, সে যদি ভিক্ষা করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে পেশাদার ভিক্ষুক।"

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রহমান, হাকীম ইব্ন জুবাইর, সুফীয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার নিকট এতটুকু পরিমাণ জিনিস রহিয়াছে যে, তাহার অন্যের নিকট ভিক্ষা চাইতে হয় না, তবুও যদি সে ভিক্ষা চায়, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন

তাহার চেহারায় ডোরা ডোরা দাগ অথবা গভীর ক্ষত দেখা যাইবে। লোকজন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাহাকে অভাবমুক্ত বলা যাইবে ? তিনি বলিলেন, (যাহার নিকট) পঞ্চাশটি দিরহাম বা উহার সমমূল্যের স্বর্ণ মওজুদ থাকিবে। সুনান চতুষ্টয়েও হাকীম ইব্‌ন জুবাইর আসাদী কুফীর (র) সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে শু'বা ইব্‌ন হাজ্জাজ (র) ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন হাসান, আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, আবূ হুসাইন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদের পিতা, আবূ হুসাইন আদবুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হাযরামী ও হাফিয আবুল কাসিম সীরীন বলেন ঃ

কুরাইশের হারিছ নামক এক ব্যক্তি সিরিয়ায় বসবাস করিতেন। তিনি জানিতে পারেন যে, আবূ যর (রা) অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন। তাই তিনি তাহাকে তিনশত দীনার পাঠাইয়া দেন। ইহা পাইয়া আবূ যর (রা) বলেন, আবদুল্লাহ কি আমার চেয়ে কোন অভাবগ্রস্ত লোক পাইল না? কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনিয়াছি, যাহার নিকট চল্লিশটি দিরহাম থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষা করে, সে সত্যিকারের অভাবী নয়, বরং সে হইল পেশাদার ভিক্ষুক। অথচ আবূ যরের কাছে তো চল্লিশটি দিরহাম, চল্লিশটি বকরী এবং দুইজন পরিচালক রহিয়াছে।' আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ (রা) বলেন ماهن (মাহিন) অর্থ হইল পরিচালক।

আমর ইব্‌ন শুআইবের (র) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, তিনি, দাউদ ইব্‌ন সবুর, সুফিয়ান, আবদুল জব্বার, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আযাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির নিকট চল্লিশ দিরহাম মওজুদ থাকা সত্ত্বেও সে ভিক্ষা করে, সে হইল পেশাদার ভিক্ষুক এবং সে বালুর তুল্য।" ইব্‌ন উআইনা ওরফে সুফিয়ান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আহমাদ ইব্‌ন আদম, আহমাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ও ইমাম নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন!

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (তোমরা যে অর্থ ব্যয় করিবে, তাহা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।) অর্থাৎ ইহার কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন নয় এবং অতি সত্ত্বরই তিনি ইহার উত্তম প্রতিদান প্রদান করিবেন। আর কিয়ামতের ভয়াবহ সংকটকালে তিনি তাহাদের সংকটের নিরসন করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (যাহারা রাত্রে এবং দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের জন্যে পুণ্য রহিয়াছে তাহাদের পালন কর্তার নিকট। আর তাহাদের কোন আশংকা নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না) এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল লোকদের প্রশংসা করিয়াছেন, যাহারা দিন-রাত এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অসহায় অভাবী লোককে সাহায্যের জন্য হন্যে হইয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের বছর সাআদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অসুস্থ হইয়া পড়িলে রাসূল (সা) তাহাকে দেখিতে যান। তবে কোন

রিওয়ায়েতে বিদায় হজ্বের বছর বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে বলেন, "তুমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাহা ব্যয় করিবে, তিনি উহার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন। এমনকি তুমি যদি তোমার স্ত্রী-পরিজনকেও খাওয়াও, তাহা হইলেও তুমি উহার প্রতিদান পাইবে।"

আবূ মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী, আদী ইব্ন ছাবিত, শু'বা মুহাম্মদ ইব্ন জাফর বাহার ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ (রা) বলেন ঃ 'রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, "মুসলমানগণ তাহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্যে যাহা ব্যয় করে তাহাও সাদকার মধ্যে গণ্য।" শু'বার (র) হাদীসেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই আল মালেকীর (র) দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, তিনি, সাঈদ ইব্ন ইয়াসার, মুহাম্মদ ইব্ন শুআইব, সুলায়মান ইব্ন আবদুর রহমান, আবূ যারাআ ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করে তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّ عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা রাত্রে এবং দিনে, গোপনে এবং প্রকাশ্যে নিজেদের ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাহাদের জন্য পুণ্য রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকটে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব ও হাবল সানআনী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা ঘোড়ার পাল আল্লাহ্র রাহে দান করে, তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইমামা সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও মাকহুলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জুবাইর (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জুবাইর, আবদুল ওহাব ইব্ন মুজাহিদ, ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামান, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, জুবাইর (র) বলেন ঃ আলী (রা) এর নিকট চারটি দিরহাম ছিল। উহা তিনি একটি দিনে একটি রাত্রে এবং একটি গোপনে ও একটি প্রকাশ্যে দান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّ عَلَانِيَةً এই আয়াতটি নাযিল হয়। একটি যঈফ রিওয়ায়েতে আবদুল ওহাব ইব্ন মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে ইব্ন জারীরও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়া অন্য আর একটি সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইহা আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রহিয়াছে) অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের মানসে তাহারা যাহা ব্যয় করে, উহার ফসল তাহারা কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হইবে। আর وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (তাহাদের কোন আশংকা নাই এবং তাহারা চিন্তিতও হইবে না।) ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(٢٧٥) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ
وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭৫. 'যাহারা সুদ খায়, তাহাদের উত্থান হইবে জ্বিনগ্রস্ত মাতালের মত। তাহা এই জন্য যে, তাহারা বলে, সুদ তো ব্যবসার মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করিয়াছেন ও সুদ হারাম করিয়াছেন। তারপর যাহার কাছে তাহার প্রভুর তরফ হইতে উপদেশ পৌঁছিয়াছে, তারপর সে বিরত হইয়াছে, তাহার যাহা কিছু অতীত হইয়াছে, তাহার সেই ব্যাপার আল্লাহর বিবেচ্য। আর যাহারা উহার পুনরাবৃত্তি করিল, তাহারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।'

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা দানশীল সৎপথে ব্যয়কারী এবং অভাবী প্রতিবেশীদের আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাদকা ও যাকাত প্রদানকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে এখানে সুদখোর ও অসৎ পন্থায় সঞ্চয়কারী পাপীদের কথা বর্ণনা করিতেছেন। যাহারা সুদ খাইবে, কিয়ামতের দিন তাহারা কবর হইতে পাগল ও ভূতগ্রস্তের মত উত্থিত হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ (যাহারা সুদ খায়, তাহারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হইবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় শয়তানের স্পর্শে মোহাবিষ্ট ব্যক্তি) অর্থাৎ তাহারা কিয়ামতে কবর হইতে এইভাবে উঠিবে, যেভাবে মদ্যপায়ী মদ পান করিয়া অজ্ঞান হইয়া উদভ্রান্তের মত ছুটাছুটি করে। বস্তুত শয়তান তাহাকে দাগা দিয়া উহার প্রতি মোহাবিষ্ট করিয়া ফেলে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সে সেই দিন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "সুদখোররা কিয়ামতের. দিন উদভ্রান্ত ও পাগলের মত উঠিবে"।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ আওফ ইব্‌ন মালিক, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল যে, তাহারা কিয়ামতের মাঠে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। মুজাহিদ, যিহাক ও ইব্‌ন যায়েদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহও ইহা বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রা) পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), যামারা ইব্‌ন হানীফ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মারিয়ামের (র) হাদীসে ইব্‌ন আবূ হাতিম

(র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রা) পিতা এই আয়াতটি এভাবে পড়েন اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ (অর্থাৎ তাহার গঠনে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ শব্দ দুইটি বেশি রহিয়াছে)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, রবীআ ইব্‌ন কুলছুমের পিতা, রবীআ ইব্‌ন কুলছুম, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন সুদখোরদেরকে বলা হইবে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র নিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। অতঃপর তিনি পড়েন اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَايَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ অর্থাৎ এই অবস্থা হইবে তখন, যখন তাহারা কবর হইতে পুনরুত্থিত হইবে।

আবূ সাঈদের (রা) মি'রাজের হাদীসে এবং সূরা বনী ইসরাঈলের ব্যাখ্যায়ও বর্ণিত হইয়াছে যে, মি'রাজের রাত্রে হুজুর (সা) এমন কতগুলি লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যাহাদের কবর আযাব চলিতেছিল। আর তাহাদের পেটগুলি এক একটা বড় বড় ঘরের মত ছিল। অতঃপর তিনি তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে বলা হইল যে, ইহারা হইল সুদখোর।' বায়হাকী (র) ইহা আরো দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সিলত, আলী ইব্‌ন মযয়েদ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, হাসান ইব্‌ন মূসা, আবু বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "মি'রাজের রাত্রে আমি এমন কতগুলি লোকের পার্শ্ব দিয়া আসিয়াছিলাম যাহাদের পেটগুলি এক-একটা বিশাল ঘরের মত ছিল। আর সেই পেটগুলি ছিল সাপে ভরপুর, যাহা বাহির হইতেও দেখা যাইতেছিল। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিব্‌রাঈল! ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারা হইল সুদখোর।" হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, আফফান এবং ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে কিছুটা দুর্বলতা রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে মি'রাজের হাদীসে সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"যখন আমি রক্তের মত লাল একটি নদীর তীরে পৌঁছি, তখন হঠাৎ দেখিতে পাই যে, একটি লোক উহার মধ্যে সাঁতার কাটিয়া তীরের দিকে আসিতেছে। অন্য এক ব্যক্তি নদীর তীরে একরাশ পাথরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তারপর সেই লোকটি সাঁতার কাটিয়া যখন পাথরের নিকট দাঁড়ানো লোকটির নিকট আসিল, তখনই তাহাকে হা করাইয়া তাহার পেটের মধ্যে আস্ত পাথরগুলি পুরিয়া দিতে লাগিল। ইহারা হইল সুদখোর।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْاۤ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا (তাহাদের এই অবস্থার কারণ এই যে, তাহারা বলিয়াছে, ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ ব্যবসারই মত! অথচ আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করিয়াছেন এবং সুদ হারাম করিয়াছেন)। অর্থাৎ তাহারা সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের মত হালাল মনে করিত!

তাই ইহা বলিয়া তাহারা আল্লাহর এই নির্দেশ ও শরীআতের বিধানের প্রতিবাদ করে। অবশ্য তাহারা যে সুদকে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কেয়াস করিয়া বলিয়াছে, তাহা নহে। কেননা, তাহারা পূর্ব হইতেই ইসলামী ক্রয়-বিক্রয় নীতিকে অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। আর যদি তাহারা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কেয়াস করিয়া বলিত, তাহা হইলে তাহারা এইভাবে বলিত যে, 'সুদ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই'। এবং তাহারা বলিত না যে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মত।' তাহাদের আসল প্রশ্ন হইল যে, একটাকে কেন হারাম করা হইল এবং অপরটিকে কেন হালাল করা হইল? তাই তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে। وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।

তবে এই কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহা তাহাদের কথার প্রতিবাদ স্বরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হালাল-হারামের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আবার তাহার উপরে প্রশ্ন কিসের? সর্বজ্ঞাতা ও সূক্ষ্মদর্শী আল্লাহর উপর প্রশ্ন উত্থাপন করার তোমরা কাহারা? কাহারো তাহার কার্যের বিচার-বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করার অধিকার নাই। প্রত্যেকটি নির্দেশ-বিধানের তত্ত্ব জ্ঞান একমাত্র তাহারই রহিয়াছে। কোন্ জিনিসে উপকারিতা রহিয়াছে এবং কোন্ জিনিসে অপকারিতা রহিয়াছে তাহা একমাত্র তিনিই ভাল জানেন। আর তিনি ক্ষতিকর বিষয়সমূহকে হারাম করিয়াছেন এবং উপকারী বিষয়সমূহকে হালাল করিয়াছেন। বস্তুত স্তন্যদাত্রী মাও তাহার দুগ্ধপায়ী সন্তানের উপর যতটা দয়া ও সহানুভূতিশীল, আল্লাহ তাহার বন্দাদের উপর উহার চেয়েও অধিক দয়া ও সহানুভূতিশীল।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ (অতঃপর যাহার নিকট তাহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে উপদেশ আসিয়াছে এবং উপদেশ আসার পর সে উহা করা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তাহার এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল) অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ সুদকে হারাম করিয়াছেন, অতঃপর তখন হইতে সে যদি সুদের ব্যাপারে বিরত থাকে, তাহা হইলে তাহার এই সম্বন্ধীয় পূর্বের সকল পাপ মোচন করিয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন, عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ঃ অর্থাৎ সে পূর্বে যত পাপ করিয়াছে, আল্লাহ উহা সমস্ত ক্ষমা করিয়াছেন। যেমন নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন ঘোষণা করিয়াছিলেন وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين واول ربا الخ অর্থাৎ "জাহেলিয়াতের সময়ের সকল সুদ আমার পদদ্বয়ের তলে মথিত ও বাতিল হইয়া গেল। আর সর্বপ্রথম যাহার সুদ বাতিল করিতেছি তাহা হইতেছে ইব্‌ন আব্বাসের সুদ।" ইহাতে দেখা যায়, জাহেলিয়াতের সময় যত সুদ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তা ফিরাইয়া দিতে তিনি নির্দেশ দান করেন নাই। বরং পূর্বের সকল অন্যায় ক্ষমা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ 'এই নির্দেশ নাযিলের পূর্বে যে সুদ নেওয়া হইয়াছে তাহার মালিক সে নিজেই এবং তাহার তওবা কবূল হইয়াছে। তবে তাহার আন্তরিকতা ও অকপটতার বিষয়টি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।'

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সুদ্দী বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে সে উহা হইতে যাহা খাইয়াছিল।

উম্মে ইউনুস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, জারীর ইব্‌ন হাযিম, ইব্‌ন ওহাব, আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল হাকাম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইউনুস (র) বলেন ঃ যায়েদ ইব্‌ন আরকামের উম্মে ওয়ালাদ উম্মে বাহনা (রা) হযরত আয়েশার (রা) খেদমতে গিয়া বলেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি কি যায়েদ ইব্‌ন আরকামকে চিনেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চিনি। উম্মে বাহনা বলিলেন, আমি যায়েদ ইব্‌ন আরকামের নিকট হইতে আটশত দিরহামে একটি গোলাম এই শর্তে বিক্রয় করি যে, আতা আসিলে সে টাকা পরিশোধ করিবে। কিন্তু আমার টাকা পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাহার নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে সে সেই গোলামটি বিক্রি করিতে প্রস্তুত হয়। অতঃপর আমি গোলামটি ছয়শত দিরহামে ক্রয় করিয়া লই। ইহা শুনিয়া আয়েশা (রা) বলেন, তুমি এবং সে উভয়েই খারাপ কাজ করিয়াছ। তাই যায়েদ ইব্‌ন আরকামকে বল যে, যদি সে ইহা হইতে তওবা না করে, তাহা হইলে হুযুর (সা)-এর সঙ্গে জিহাদ করায় তাহার যে সাওয়াব হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি বলেন-অতঃপর আমি বলিলাম, তবে আমি যদি উক্ত দুইশত দিরহাম তাহাকে ছাড়িয়া দেই এবং ছয়শত যদি আদায় করি, তাহা হইলে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ (ইহা বৈধ)! ইহার পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ অর্থাৎ যাহার নিকট তাহার পালনকর্তার পক্ষ হইতে উপদেশ আসিয়াছে এবং উপদেশ আসার পর সে পূর্বের গর্হিত কাজ হইতে নিজেকে নিবৃত্ত রাখিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহার তাওবা গ্রহণ করিয়াছেন। আর পূর্বে উহা হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহার। ইহা একটি প্রসিদ্ধ আছার এবং এই আছারটি তাহাদের স্বপক্ষের দলীল, যাহারা মাসআলাতুল উআইনাকে হারাম বলিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে বহু হাদীসও রহিয়াছে, যাহা 'কিতাবুল আহকামে' উদ্ধৃত হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ عَادَ অর্থাৎ সুদের নিষিদ্ধতা তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করার পরও যদি সে ইহা পরিত্যাগ না করে, তবে তাহার জন্য শাস্তি অবধারিত। এই অবাধ্যতাই তাহার দোযখে জ্বলার জন্য প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই দোযখে যাইবে এবং চিরকাল সেখানেই অবস্থান করিবে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খাইছাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন রিজা মক্কী, ইয়াযীদ ইব্‌ন মুঈন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবু দাউদ ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন ঃ যখন اَلَّذِيْنَ يَاكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ। এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখনও মুখাবিরা পরিত্যাগ করিল না, সে যেন আল্লাহ ও তাহার রাসূলের মুকাবিলায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। আবূ খাইছামের (র) সূত্রে হাকাম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা রিয়াছেন। ইহা মুসলিমের কঠোর বিচারের মানদণ্ডেও শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। তবে তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইহা দ্বারা মুখাবিরাকেও হারাম করা হইয়াছে। মুখাবিরা অর্থ হইল, 'বর্গা জমির কতক অংশকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এক পক্ষকে বলা যে, এই নির্দিষ্ট অংশের উৎপাদিত শস্য আপনার।' অর্থাৎ বর্গা জমির নির্দিষ্ট একাংশের উৎপাদিত ফসল এক পক্ষকে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া।

পক্ষান্তরে মুযাবিনা হইল, একটি খেজুর গাছের খেজুরের বদলে নির্ধারিত পরিমাণ অন্য খেজুর দেওয়া। তেমনি মুহাকিলা হইল, ক্ষেতের অকর্তিত শস্যকে নির্ধারিত পরিমাণ কর্তিত শস্যের বিনিময়ে ক্রয় করা। লেনদেনের এই সকল পদ্ধতিকেও হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে কার্যত সুদের মূলসহ উৎপাটিত হইয়া যায়। ইহা হারাম হওয়ার কারণ হইল যে, লেন-দেনের বিষয় দুইটির একটির পরিমাণ অনির্ধারিত এবং অজানা। তাই ফিকাহ বিশারদগণ বলিয়াছেন, লেন-দেনের মধ্যে পরিমাণ অনির্ধারিত থাকা মূলত সুদেরই নামান্তর। অর্থাৎ যে কাজে বিনিময়ের মধ্যে অসমঞ্জস্যতার সন্দেহ থাকে, সেই সকল বিষয়ই হারাম। সুদের বিষয়টি খুবই জটিল এবং ব্যাপক। শরীআতের উৎস হইতেও এই ব্যাপারে তেমন কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই। তাই এই ব্যাপারে ফিকাহ বিশারদগণের মতামতকেই বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে- যদি মূল সূত্রের পরিপন্থী না হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর এবং গবেষণা-বিশ্লেষণ করিয়া নতুন কিছু উদ্ভাবন করার অবকাশ দিয়াছি। তবে উহা নির্ধারিত মূলনীতির বিরোধী হইতে পারিবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুদের বিষয়টি খুবই জটিল। আলিমগণের অনেকেরই ইহার বিভিন্ন মাসআলার উপর বিভিন্ন প্রশ্ন রহিয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন- বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বিস্তারিত জ্ঞান আহরণের আগেই তিনি আমাদের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া যান। আর তাহা হইল, দাদার উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপার এবং সুদের দুই অবস্থা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সুদ ও পরোক্ষ সুদ। কতগুলি অবস্থা যাহার মধ্যে সুদের গন্ধ পাওয়া যায় তাহাও হারাম। কেননা, যে সকল বিষয় হারামের দিকে আকর্ষণ করে শরীআতের দৃষ্টিতে সেইগুলিও হারাম বলিয়া গণ্য। যেমন সেই সকল বিষয়কেও ওয়াজিব করা হইয়াছে যেগুলি ব্যতীত ওয়াজিব পূর্ণভাবে পালন করা যায় না।

নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "নিশ্চয়ই হালাল এবং হারাম খুবই স্পষ্ট। তবে ইহার মধ্যে কতগুলি বিষয় আছে সন্দেহযুক্ত। তাই যে ব্যক্তি সন্দেহগুলি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিল, সে সঠিক ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিল। আর যে লোক সন্দেহের গ্রাসে নিপতিত হইল সে হারামে লিপ্ত হইল। কোন রাখাল যদি কাহারও রক্ষিত চারণভূমির আশে পাশে পশু চরায়, তাহা হইলে রাখালের যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যেরূপ উহার মধ্যে পশু ঢুকিতে পারে, এই বিষয়টিও তেমনি।"

হাসান ইব্‌ন আলী (র) হইতে সুনানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "যে জিনিস তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা পরিত্যাগ কর এবং যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তাহা গ্রহণ কর।"

অন্য হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে, যে ব্যাপারে তোমার অন্তরে খটকা বাজে আর যাহা মনের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং তোমার যে বিষয় সমাজে প্রকাশ হওয়া তুমি পছন্দ কর না, উহা সবই পাপ।'

অন্য একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তোমার বিবেকের নিকট সিদ্ধান্ত চাও। লোকে যদি ভিন্ন মতও পোষণ করে, তথাপি তুমি তোমার বিবেকের সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ কর।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আসিম ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে তাহার মধ্যে সুদের আয়াতটিই শেষ আয়াত। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কুবাইসার সূত্রে বুখারীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া, ইয়াহয়া ও আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

উমর (রা) বলিয়াছেন, 'শেষের দিকে যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহার মধ্যে সুদের আয়াতটিও একটি।' আর আমরা হুযুর (সা) হইতে সুদ এবং সন্দেহের বিষয়গুলি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানিয়া নিবার আগেই তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সকলকে সুদ এবং সন্দেহের প্রত্যেকটি পথ-পদ্ধতিকে পরিহার করার আহ্বান জানান।'

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযরা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা ও হাইয়াজ ইব্ন বুস্তামের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ "উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এক ভাষণে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে নিষেধ বাণী শোনাইব যাহা তোমরা হয়ত সহজেই মানিয়া নিতে পারিবে এবং এমন কয়েকটা বিষয় সম্পর্কে আদেশ করিব যাহা হয়ত সহজে মানিতে চাহিবে না। কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত হইল সুদের আয়াত এবং হুযুর (সা) মৃত্যুবরণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই বিষয় সম্পর্কে আমাদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলিয়া যান নাই। অতঃপর তিনি বলেন, যে বিষয়টি তোমাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাহা পরিত্যাগ কর এবং যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত তাহা গ্রহণ কর।" ইব্ন আবূ আদী (র) একটি 'মাওকুফ' সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকেও উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। '

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, ইব্রাহীম, যায়েদ, শু'বা ইব্ন আবূ আদী, আমর ইব্ন আলী সাইরাফী ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন যে, সুদের পাপের তিহাত্তরটি স্তর রহিয়াছে। আমর ইব্ন আলী ফাল্লাসের (র) হাদীসে হাকেম (র) স্বীয় মুস্তাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে এইটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, (তিনি বলেন) সুদের সর্বনিম্ন স্তর হইল মায়ের সাথে ব্যভিচার করা এবং উহার সর্বোচ্চ স্তর হইল কোন মুসলমানের সম্মান হানি করা। ইহা সহীহদ্বয়ের শর্তেও বিশুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ মুকবেরী, আবূ মা'শার আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদ্রীস আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, সুদের পাপের সত্তরটি স্তর রহিয়াছে। উহার সর্বনিম্ন স্তরের পাপ হইল মায়ের সহিত ব্যভিচার করার সমতুল্য।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, সাঈদ ইব্‌ন আবূ খাইরা, ইবাদ ইব্‌ন রশীদ, হুসাইন ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এমন একটি সময় আসিবে যখন মানুষ ব্যাপকভাবে সুদ খাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, (সাহাবীগণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল মানুষই কি সুদ খাইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহাদের মধ্যে যে লোক সুদ খাইবে না তাহার গায়েও উহার ধূলা লাগিবে।'

হাসান (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ খাইরার রিওয়ায়েতে ইব্‌ন মাজা (র) নাসায়ী (র) ও আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, হারামের এই ধরনের ব্যাপকতা সর্বস্তরের মানুষকে হারামে জড়াইয়া ফেলে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, মুসলিম ইব্‌ন সাবীহ, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ "সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া মসজিদের দিকে যান এবং তথায় উপস্থিত সকলকে উহা পড়িয়া শোনান। তখন তিনি মদের ব্যবসা হারাম বলিয়াও ঘোষণা করেন।"

আ'মাশের সূত্রে তিরমিযী (র) সহ একটি দল হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সুদের উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বুখারী (র) বর্ণনা করেন– এই উপলক্ষে মদের ব্যবসাও হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং হযরত আয়েশা (রা) উহা এইভাবে বর্ণনা করেন যে, সুদ সম্পর্কিত সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা সকলকে পড়িয়া শোনান। অতঃপর মদের ব্যবসাকেও হারাম বলিয়া ঘোষণা করেন'।

এই হাদীস প্রসঙ্গে ইমামগণের অনেকে বলেন ঃ সুদের মত মোহময় বস্তু যথা মদ এবং ইহার সহায়ক যে কোন ব্যবসাই উহার দ্বারা হারাম করা হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, ইয়াহুদীগণকে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দান করিয়াছেন। কেননা তাহাদের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা জ্বালাইয়া বাজারে বিক্রি করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করিত। ইতিপূর্বে حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ এর ব্যাখ্যায় আলী (রা) ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হিলা' কারীর উপরেও আল্লাহর লা'নত বা অভিসম্পাত রহিয়াছে। (অর্থাৎ যাহারা তিন তালাক প্রাপ্তা নারীকে তালাক প্রদানকারী স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে।)

রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ 'সুদ গ্রহণকারী, সুদের সাক্ষ্যদানকারী এবং সুদের লেখকদের উপর আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত দান করিয়াছেন।

অনেকে বলেন ঃ কুরআনের আয়াত দ্বারা তো সুদের সাক্ষ্যদাতা এবং উহার লেখকের কথা বুঝা যায় না। অতএব উহাদিগকে অভিশাপের অন্তর্ভুক্ত করা অনধিকার চর্চা বই কি ? ইহার

উত্তর হইল যে, আয়াতের শুধু বাহ্যিক অর্থের দিকে তাকাইলে হইবে না, বরং দেখিতে হইবে যে, আয়াতের মূল বক্তব্য বা উদ্দেশ্য কি ? কেননা নিয়ত দ্বারাই কর্মের বিচার করা হয়। যথা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বাহ্যিক আবরণ ও সম্পদরাজির আলোকে বিচার করেন না, বরং তিনি বিচার করেন তোমাদের হৃদয় ও কর্মের আলোকে।

ইমাম আল্লামা আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) 'হিলা' খণ্ডনের ব্যাপারে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। উহার পার্শ্ব আলোচনায় তিনি অবৈধ বিষয় সমূহের প্রতিটি মাধ্যমের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি এই বিষয়ের উপর একটি উত্তম গ্রন্থ।

(٢٧٦) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ○
(٢٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

২৭৬. 'আল্লাহ সুদকে ঘাটান ও দানকে বাড়ান। আর আল্লাহ অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।'

২৭৭. 'নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে আর সালাত কায়েম করিয়াছে ও যাকাত আদায় করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর নিকট বিনিময় রহিয়াছে। তাহাদের না আছে কোন ভয়, না আছে কোন দুশ্চিন্তা।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি সুদকে বিনাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা বিনষ্ট করিয়াছেন। হয় তাহা তিনি গ্রহীতার হাতেই নষ্ট করিয়াছেন অথবা উহার বরকতসমূহ নষ্ট করিয়াছেন। ফলে উহা কোনই উপকারে আসে না, বরং উহাতে পার্থিব জগতেও কোন সুখ থাকে না। উপরন্তু পরকালের শাস্তিও রহিয়াছে। যথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قُلْ لَايَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

অর্থাৎ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্ময়াভিভূত করে। অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَيَجْعَلُ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِىْ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ তিনি অপবিত্র ও পংকিলতাপূর্ণ জিনিসকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া নরকে নিক্ষেপ করিবেন। সুদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْ فِىْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْ عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রদত্ত সুদ দ্বারা তোমরা তোমাদের সম্পদ যে বৃদ্ধি করিতেছ, তাহা কিন্তু আসলে আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাইতেছে না।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন জারীর (র) বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সুদ যদি বেশিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা কমিয়া যায়।

ইমাম আহমাদ (র) স্বীয় মুসনাদেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী, রকীক ইব্‌ন রবী, শরীক ও হাজ্জাজ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সুদ যদি বেশিও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ক্রমে কমিয়াই যায়।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্‌ন উমায়লা ফযারী, রকীব ইব্‌ন রবী, ইস্রাঈল, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবু যায়েদা, আমর ইব্‌ন আওন, আব্বাস ইব্‌ন জা'ফর ও ইব্‌ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, যতই অত্যধিক পরিমাণ সুদ সঞ্চয় করিবে, পরিণতিতে তাহা ক্রমে হ্রাসই পাইতে থাকিবে।"

উছমানের (রা) গোলাম ফারূখ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইয়াহয়া মক্কী, হাইছাম ইব্‌ন নাফে যাহেরী, বনী হাশিমের গোলাম আবু সাঈদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ফারূখ (র) বলেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পথে শস্যদানা ছড়ানো দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, এইগুলি এইখানে কেন? লোকজন বলিল ঃ ইহা বিক্রির জন্য আনা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ ইহাতে বরকত দান করুন। লোকজন বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! এই মাল উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যেই পূর্ব হইতে গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি বলেন, এই কাজ কে করিয়াছে? সকলে বলিল, একজন হইল উছমানের গোলাম ফারূখ এবং অন্যজন হইল উমরের অমুক গোলাম। তখন তাহাদের নিকট লোক পাঠান হইল। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলমানদের খাদ্যে দাম বাড়িয়া যাওয়ার জন্য তোমরা ইহা কেন করিয়াছ? তাহারা উভয়ে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন, মাল ক্রয়-বিক্রয় করাই আমাদের পেশা। অতঃপর উমর (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে খাদ্য-শস্য জমা করিয়া রাখে, তাহাকে আল্লাহ দরিদ্র করিয়া দিবেন অথবা তাহাকে কুষ্ঠরোগ আক্রান্ত করিবে।"

ইহা শুনিয়া ফারূখ বলিলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করিতেছি এবং আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি যে, এই কাজ আর কখনও করিব না। কিন্তু উমরের আযাদকৃত গোলাম বলিল, আমি আমার অর্থ দিয়া মাল ক্রয় করি এবং বিক্রয় করি। ইহাতে আবার দোষের কি ? আবূ ইয়াহয়া (র) বলেন, আমি উমরের সেই গোলামকে পরবর্তীতে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় দেখিয়াছি'। ইব্‌ন মাজা হাইছাম ইব্‌ন রাফের (র) সনদে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চমূল্যে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উহা জমা করিয়া রাখে, আল্লাহ তাহাকে দরিদ্র করিবেন অথবা তাহাকে কুষ্ঠরোগ দ্বারা আক্রান্ত করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَيُرْبِى। الصَّدَقَت অর্থাৎ তিনি দান-সাদকাকে বর্ধিত করেন। يُرْبِى এর প্রথম ইয়াকে পেশ ও দ্বিতীয় ইয়াকে সাকিন পড়া হয়। তখন অর্থ দাঁড়ায় অধিক হওয়া ও বর্ধিত হওয়া। কাহারও মতে প্রথম ইয়াকে পেশ এং দ্বিতীয় ইয়াকে তাশদীদ দ্বারাও পড়া হয়। সেক্ষেত্রে ইহার উৎপত্তি হইল تَرْبِيَةٌ হইতে এবং ইহা প্রতিপালন অর্থ দেয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ, আবূ নাযার, কাছীর, আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার কষ্টার্জিত হালাল খেজুর হইতে একটি খেজুর দান করে, আল্লাহ উহা স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন এবং তিনি উহা পালন করেন। যেভাবে তোমাদের কেহ পশুর বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বৃদ্ধি কর, তেমনি আল্লাহও ক্ষুদ্র খেজুরটি পাহাড়ের সমান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্র জিনিস ব্যতীত অপবিত্র জিনিস গ্রহণ করেন না।" বুখারী (র) স্বীয় বুখারীর 'যাকাত' অধ্যায়েও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহা আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার হইতে খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলালের সনদে 'তাওহীদ' অধ্যায়েও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ হইতে আহমাদ ইব্ন উছমান ইব্ন হাকীমের সূত্রে মুসলিম শরীফেও 'যাকাত অধ্যায়ে' ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিনি বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), আবূ সালিহ, সুহাইল, যায়িদ ইব্ন আসলাম এবং মুসলিম ইব্ন আবূ মরিয়ামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ এই হাদীসটি বুখারী (র) মুসলিম ইব্ন আবু মরিয়ামের সূত্রে এবং যায়েদ ইব্ন আসলামের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মুসলিম (র) উহা ব্যতীত স্বীয় সহীহ হাদীস সংকলনে ইহা যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন সাঈদ, আবু ওয়াহাব ও আবু তাহির ইব্ন সাবাহ এবং সুহাইলের সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইয়াকুব ইব্ন আবদুর রহমান, কুতায়বা ও মুসলিম এতদুভয় রিওয়ায়েতেই বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একটি হাদীস হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ইব্ন দীনার, ওয়ারাকা ও বুখারী (র) এবং অন্য সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, ইব্ন উমর ইয়াশকারী ওরফে ওয়ারাকা, আবূ যিনাদ হাশিম ইব্ন কাসিম, আব্বাস মারুযী, আসিম, হাকিয ও হাফিম আবূ বকর বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় অর্জিত মাল হইতে একটি খেজুরও আল্লাহর রাহে দান করে, উহা আল্লাহ স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি সেভাবেই পালন করিয়া বৃদ্ধি করেন যেভাবে কোন ব্যক্তি পশুর বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বড় করে।"

সাঈদ মুকবেরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে লাইছ ইব্ন সাআদ ও কুতায়বার সূত্রে নাসায়ী, তিরমিযী ও মুসলিম (র) এবং নাসায়ী (র) ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ আনসারী (র) হইতে মালিকের রিওয়ায়েতে এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আজমনের (র) সূত্রে ইয়াহয়া কাত্তান (র)-এই রিওয়ায়েত তিনটি সরাসরি হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন ইয়াসার ও আবূ হাব্বাব মাদানীর (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য একটি সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ইবাদ ইব্‌ন মানসুর, ওয়াকী, আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওদী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "মহামহিম আল্লাহ তা'আলা দান-সাদকা সাগ্রহে কবুল করেন এবং তিনি উহা স্বীয় ডান হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহা তোমাদের বকরীর বাচ্চার মত লালন-পালন করিয়া বৃদ্ধি করেন। অথবা তোমরা যেভাবে গাধার বাচ্চা পালন করিয়া বড় কর, আল্লাহও তেমনি তোমাদের সেই দান পালন করিয়া বর্ধিত করেন। আর আল্লাহর রাহে এক লোকমা খাদ্য দানের পুণ্য ওহুদ পাহাড় পরিমাণ বড়।" ইহার সত্যতার প্রমাণ আল্লাহর কিতাবেই রহিয়াছে ঃ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেন এবং দান-সদকাকে বর্ধিত করিয়া দেন।

তাফসীরে ওয়াকী'র উদ্ধৃতিতে ওয়াকী (র) হইতে ইমাম আহমাদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াকী (র) হইতে আবূ কুরাইবের (র) সূত্রে তিরমিযীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের। তবে ইমাম তিরমিযী ইহা ইবাদ ইব্‌ন মানসুরের সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি কাসিম (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারা, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যুমারা ও ইবাদ ইব্‌ন মানসুর এবং ইব্‌ন মুবারক ও খলফ ইব্‌ন ওয়াকীদের রিওয়ায়েতে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আইয়ুব, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– "বান্দা যদি তাহার পবিত্র সম্পদ হইতে দান-খয়রাত করে, তবে আল্লাহ উহা কবুল করেন এবং তিনি উহা স্বীয় ডান হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি বৃদ্ধি করিয়া দেন যেভাবে তোমাদের কেহ বকরী অথবা উটের বাচ্চা লালন-পালন করিয়া বড় করে। তেমনি কেহ এক লোকমা খাদ্য দান করিলে আল্লাহ নিজ হস্তে উহার (ছওয়াব) বৃদ্ধি করিয়া দেন। এত বেশি বাড়ান যে, এক লোকমাকে তিনি ওহুদ পর্বত পরিমাণ বর্ধিত করেন। তাই তোমরা দান-সদকা কর।"

আবদুর রাযযাকের সূত্রে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রের সনদ যদিও দুর্বল, কিন্তু সহীহ। ইহার উপস্থাপনাও খুবই আকর্ষণীয়! উপরন্তু উপরোল্লিখিত বর্ণনাগুলির সহিত ইহার সাযুজ্য রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, ছাবিত, হাম্মাদ, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দানকৃত একটি খেজুর ও এক লোকমা খাদ্যকে সেভাবেই বর্ধিত করিয়া ওহুদ পর্বত পরিমাণ করিয়া দেন, যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উটের বাচ্চাকে পালন করিয়া বড় কর।" এই সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আয়েশা (রা), আমুরাহ, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, ইসমাঈলের পিতা, ইসমাঈল, ইয়াহয়া ইব্ন মুআল্লী, ইব্ন মানসু ও রাযযাক এবং অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে যিহাক ইব্ন উছমান (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) এবং উপরোক্ত সূত্র হইতে আয়েশা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যদি সৎ পন্থায় উপার্জিত বস্তু হইতে দান-খয়রাত করে, তবে তাহা আল্লাহ হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা তিনি সেভাবে বর্ধিত করিয়া দেন যেভাবে তোমরা বকরী অথবা উষ্ট্রী শাবক লালন-পালন করিয়া বড় কর। আর আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন না।" অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ এবং আবূ উআইস ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (আল্লাহ ভালবাসেন না কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে)।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন অবিশ্বাসী হৃদয়, প্রতিশ্রুতি ভংগকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে। কেননা তাহারা আল্লাহ তা'আলার শরীআত নির্ধারিত হালালের সীমা অমান্য করিয়া অন্যায়ভাবে বিভিন্ন পন্থায় মানুষের সম্পদ লুটিয়া নেয়। তেমনি তাহারা পাপী। কেননা তাহাদেরকে সম্পদ দেওয়া হইয়াছে। তবুও তাহারা আল্লাহর নির্দেশ অস্বীকার করিয়া অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ অপহরণ করে।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রশংসা করিয়া বলেন, তাহারা তাহাদের প্রভুর অনুগত ও অন্যান্য সৃষ্টির উপর সহানুভূতিশীল এবং তাহারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দান করে। অতঃপর তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া তিনি বলেন, কিয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তাহাদের আশংকার কারণ নাই। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ (নিশ্চয় যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, সৎকাজ করিয়াছে, নামায প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং যাকাত দান করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের পালনকর্তার নিকট পুরস্কার রহিয়াছে। তাহাদের কোন শংকা নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।)

(٢٧٨) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٢٧٩) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ○

(٢٨٠) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٨١) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٨١﴾

২৭৮. 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর ও সুদ যাহা বাকি রহিয়াছে তাহা ছাড়িয়া দাও, যদি তোমরা ঈমানদার হও।'

২৭৯. অতঃপর যদি তাহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তাওবা কর, তাহা হইলে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের আসল টাকা। তোমরা যুলুম করিও না, তোমাদিগকে যুলুম করা হইবে না।

২৮০. যদি সংগতি সম্পন্ন লোক হয়, তাহা হইলে তাহা সহজভাবে দেওয়ার সুযোগ দাও। আর যদি তাহাদিগকে সদকা করিয়া দাও, তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে পাইতে।'

২৮১. সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হইবে। তারপর প্রত্যেককে তাহার অর্জিত আমলের বিনিময় দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে ঠকানো হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাদিগকে নির্দেশ স্বরূপ বলিতেছেন যে, তোমরা তাহার নিষেধাবলী হইতে দূরে থাক-যে সকল বিষয় তোমাদিগকে আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত করে এবং যে সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক।

তাই আল্লাহ বলিতেছেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ (হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর)। অর্থাৎ তাহাকে ভয় কর এবং প্রতিটি কাজের বেলায় তাহার আদেশ ও নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখ। আর وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا (বকেয়া সুদ পরিত্যাগ কর)। অর্থাৎ এই ভীতি প্রদর্শনের পর তোমরা মানুষের নিকট হইতে তোমাদের লগ্নীর মূল অংক ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিও না। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক)। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় হালাল এবং সুদকে হারাম করিয়া আল্লাহ যে বিধান প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রতি যদি তোমরা বিশ্বাসী হইয়া থাক।"

যায়দ ইব্‌ন আসলাম, ইব্‌ন জারীজ, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ

শাকীক গোত্রের আমর ইব্‌ন উমাইর (রা) এবং বনী মাখযুম গোত্রের মুগীরা (রা) সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা জাহেলিয়াতের সময় ইহাদের মধ্যে সুদের লেনদেন ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর শাকীক গোত্রের লোকটি মুগীরার নিকট সুদ চাহিতে থাকিলে সে বলে যে, ইসলাম গ্রহণের পর আমি উহা আদায় করিতে পারিব না। এই নিয়া তাহাদের মধ্যে বচসার সৃষ্টি হয়। অতঃপর মক্কার ইতাব ইবনে উসাইদ (রা)-কে প্রতিনিধি করিয়া ইহা লিখিয়া হুযুর (সা)-এর নিকট পাঠান হয়। তখন ইহার মীমাংসা স্বরূপ এই আয়াতটি নাযিল হয় এবং রাসূল (সা)-ও ইহা লিখিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُوْلِه.

ফলে আমরসহ সকলে আল্লাহর নিকট ইহার জন্য তওবা করে এবং তাহাদের বকেয়া সুদও পরিত্যাগ করে। সুদের অবৈধতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও যাহারা উহা গ্রহণ করিতেছিল, ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীজ (র) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ আয়াতাংশে তাহাদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলার অর্থ হইল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করা হইতে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, রবীআ ইব্‌ন কুলছুমের পিতা ও রবীআ ইব্‌ন কুলছুম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন সুদখোরকে বলা হইবে যে, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আল্লাহর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাও। ইহার পর তিনি এই আয়াতটি পড়েন فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُوْلِه অর্থাৎ 'তোমরা যদি সুদ গ্রহণ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُوْلِه এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'যে যখন মুসলমানদের ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান থাকিবেন, তাহার কর্তব্য হইল, যাহারা সুদখোর তাহাদিগকে উহা হইতে তওবা করান এবং যাহারা সুদ পরিত্যাগ করে না, তাহাদিগকে উহা পরিত্যাগ করান। তবুও যদি তাহারা উহা হইতে তওবা না করে বা উহা পরিত্যাগ না করে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান উহাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দিবে।

ইবনে সীরীন ও হাসান বসরী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন হাসসান, আবদুল আলা, মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশার, আলী ইব্‌ন হুসাইন ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন সীরীন ও হাসান (র) বলেন ঃ

আল্লাহর কসম! এই সমস্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে যাহারা সুদখোর, তাহাদিগকে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছে। যদি কোন ন্যায়বান শাসক জনগণকে শাসন করে, তাহা হইলে তাহার কর্তব্য হইল তাহাদিগকে অস্ত্রের মুখে নিক্ষেপ করা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ

ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং সর্বত্রই তাহাদের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার কথা বিবৃত হইয়াছে। তাই সকলের উচিত বেচাকেনা বা লেনদেনের বেলায় সুদের সংমিশ্রণ হইতে পবিত্র থাকা। কেননা আল্লাহ তা'আলা উত্তম, পবিত্র ও হালাল বিষয়ের পরিধিকে ব্যাপক করিয়াছেন। অতঃপর যদি ভুখাও থাকিতে হয়, তবুও তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হইও না। ইব্‌ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুদখোরদিগকে হত্যা করার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর (র)।

সুহাইলী (র) বলেন ঃ

এই ব্যাপারেই হযরত আয়েশা (রা) উআইনার মাসআলা প্রসঙ্গে যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, যদি উহা হইতে তওবা না করে তবে তাহার হুযুর (সা)-এর সঙ্গে কৃত মহা মর্যাদাপূর্ণ ও পুণ্যময় জিহাদও বিফলে যাইবে। কেননা জিহাদ হইল আল্লাহর শত্রুদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। অথচ সুদখোর নিজেই আল্লাহর অবাধ্য হইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰه وَرَسُوْلِه "তোমরা যদি সুদ পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাও।" এই অর্থ অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আয়েশার (রা) সনদে এই অর্থটি খুবই দুর্বল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُوْنَ (যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন প্রাপ্ত হইবে, কাহারো প্রতি অত্যাচার করা হইবে না।) অর্থাৎ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হইবে না! وَلاَ تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ মূলধন যাহা তুমি লগ্নি করিয়াছিলে তাহা অবশ্যই পাইবে। আর বেশি গ্রহণ করিয়া তুমিও তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে না এবং সেও তোমাকে মূলধনের কম দিয়া তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে না।

আমর ইব্ন আহওয়াস (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান আমর ইব্ন আহওয়াস, শুবাইব ইব্ন আমর ইব্ন গরকাদাহ মুবারকী, শাইবান, উবাউদুল্লাহ ইব্ন মুসা, মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আশকাব ও ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আহওয়াস (রা) বলেন ঃ

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–জানিয়া রাখ! জাহিলিয়াতের যুগের তোমাদের সকল সুদ আমি বাতিল করিয়া দিয়াছি। তোমরা শুধু মূলধন প্রাপ্ত হইবে। তোমরা যুলুম করিবে না তোমাদের প্রতিও যুলুম করা হইবে না। আর সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের প্রাপ্য সুদ বাতিল করিলাম। অতঃপর সকলের সুদই বাতিল বলিয়া জানিবে। সুলায়মান ইব্ন আহওয়াসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহওয়াস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন আযর, শুবাইব ইব্ন গারকাদাহ, আবুল আওহায়াস, মুসাদ্দাদ, মুআয ইব্ন মুছান্না, শাফেঈ ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আহওয়াস (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "জানিয়া রাখ! জাহিলিয়াতের সকল সুদ বাতিল করিয়া দিলাম। তোমরা কেবল তোমাদের মূলধন পাইবে। তোমরা কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না এবং কেউ তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করিবে না।" ইব্ন খারিজা ওরফে আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা রাকাশী, আলী ইব্ন যায়দ ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার (র) হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাহাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করিয়া দাও, তবে তাহা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি

করিয়া থাক।) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, খাতক যদি উহা পরিশোধ করিতে অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করে, তবে তাহাকে উহা পরিশোধ করিতে অবকাশ দিয়া ধৈর্য ধারণ কর। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ অর্থাৎ যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাহাদের সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত উহা পরিশোধ করিতে অবকাশ দেওয়া উচিত। এই কথা বলার কারণ হইল যে, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণদাতারা ঋণ শোধের নির্ধারিত সময় আসিলে ঋণ গ্রহীতাকে বলিত, হয় তোমরা ঋণ শোধ কর, নতুবা উহা মূল হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অতঃপর ইসলাম আগমনের পর সেই ঋণের বর্ধিত অংককে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। উপরন্তু আরো বলা হয় যে, খাতক যদি অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করে, তবে উহা সাকুল্যে মাফ করিয়া দেওয়ার মধ্যে বহু ছাওয়াব ও কল্যাণ রহিয়াছে। তাহাই আল্লাহ এইভাবে বলেন যে, وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (আর যদি ক্ষমা করিয়া দাও, তবে তাহা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উহার পুণ্যময়তা উপলব্ধি করিয়া থাক।) অর্থাৎ মূলধনের সম্পূর্ণ অংশই ঋণ গ্রহীতাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাকে ঋণ হইতে মুক্তি দেওয়া।

এই সম্পর্কে বহু হাদীস বিভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীস ঃ আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যরাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ যিয়াদ, মুহাম্মদ ইব্ন বকর বারসামী, ইয়াযীদ ইব্ন হাকীম মুকাওয়াম, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ শুআইব মিরজানী ও তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আসআদ ইব্ন যরারাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্যকোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন যদি কেহ ছায়া কামনা করে, তবে তাহার উচিত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ ক্ষমা করিয়া দেওয়া অথবা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করা।"

দ্বিতীয় হাদীস ঃ বুরাইদা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা, মুহাম্মাদ ইব্ন জিহাদা, আবদুল ওয়ারিছ, আফফান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, বুরাইদা (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, "তিনি বলেন, যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ভদ্রতার সহিত ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ প্রদান করিবে, যতদিন ঋণগ্রহীতা উহা পরিশোধ করিতে না পারিবে ততদিন পর্যন্ত সে প্রতিদিন সেই পরিমাণ দানের ছাওয়াব পাইতে থাকিবে।" তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে শালীনতার সহিত অবকাশ প্রদান করে, অতঃপর যতদিন পর্যন্ত সে উহা পরিশোধ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত ঋণদাতার ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ ছাওয়াব হইতে থাকিবে।' আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একবার বলিয়াছেন, প্রতিদিন ঋণ পরিমাণ ছাওয়াব হইবে, আবার অন্য সময় বলিয়াছেন যে, প্রতিদিন ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ সাদকা দেওয়ার ছাওয়াব হইতে থাকিবে, ইহার সামঞ্জস্য কিসে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন যে, ঋণ আদায়ে অবকাশ দানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু ঋণ

পরিমাণ ছওয়াব পাইবে এবং ঋণ আদায়ে অবকাশ দেওয়ার পর হইতে ঋণের দ্বিগুণ পরিমাণ ছাওয়াব হইতে থাকিবে।

তৃতীয় হাদীস ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাআব কারযী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ জা'ফর খাতামী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাআব (রা) বলেন ঃ

আবূ কাতাদার (রা) নিকট এক ব্যক্তি ঋণী ছিল। তাই তিনি উহার তাগাদায় প্রায়ই তাহার বাড়ি যাইতেন। আর সেই ব্যক্তি তাহাকে দেখা না দিয়া লুকাইয়া থাকিতেন। কিন্তু একদা তিনি তাহার বাড়িতে আসিয়া বাচ্চাকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া তাহার নিকট তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বাচ্চাটি বলিল যে, তিনি ঘরে আছেন এবং খানা খাইতেছেন। অতঃপর তিনি তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "হে অমুক! বাহিরে আস। আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি ঘরেই আছ।" সে বাহির হইয়া তাহার সামনে আসিল। তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি, তুমি আমার নিকট হইতে লুকাইয়া থাকিতেছ কেন ? লোকটি বলিলেন, "আমি অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, ঋণ শোধ করার মত কোন জিনিসই আমার নিকট নাই।" তিনি বলিলেন, আল্লাহর শপথ করিয়া বল, সত্যই কি তুমি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত? সে বলিল, হ্যাঁ, অত:পর আবূ কাতাদা (রা) কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করে অথবা সাকুল্যে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহাকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।" ইহা মুসলিম (র) সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস ঃ হুযাইফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবিআ ইব্‌ন হিরাশ, আবূ মালিক আশজাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফুযায়ল, আখনাস, আহমাদ ইব্‌ন ইমরান ও হাফিয ইয়ালা মূসেলী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার এক বান্দাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি দুনিয়াতে আমার জন্য কি আমল করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হে আমার প্রভু! আমি দুনিয়াতে আপনার সন্তুষ্টির জন্য এমন কোন ক্ষুদ্র আমলও করিতে পারি নাই যাহা এখন আপনার সকাশে পেশ করিব। আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তাহাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করবেন। শেষবারে বান্দা বলিবে, হে প্রভু! আপনি আমাকে কিছু ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন এবং লোকজন আমার নিকট হইতে অর্থ নিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। অতঃপর তাহাদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র এবং ঋণ শোধ করিতে অপারগতা প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে আমি ঋণ পরিশোধের জন্য অবকাশ দিতাম এবং বেশী অভাবগ্রস্তকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। তবে ধনীদের বেলায় দরিদ্রদের অপেক্ষা কিছুটা কষাকষি করিতাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, বস্তুত আমিই সর্বাপেক্ষা সহজকর্তা ও অবকাশদানকারী। যাও তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর।'

হুযায়ফা (রা) হইতে রবী ইব্‌ন হিরাশের সূত্রে বুখারী, মুসলিম ও মাজাও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম মুসলিম নবী (সা) হইতে আবূ মাসউদ (রা) ও উকবাহ ইবনে

আয়েরের (রা) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) ইহা অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, যুহরী, ইয়াহয়া ইব্‌ন হামযা, (র) হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

তিনি হযরত নবী (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "এক ব্যবসায়ী লোকদিগকে ঋণ দিত। দরিদ্র ঋণগ্রহীতারা তাহার নিকট অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ঋণ ক্ষমা করিয়া দিতেন যে, আল্লাহও যেন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ দান করিয়াছেন।"

পঞ্চম হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সহল ইব্‌ন হানীফ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকাইল (র), আমর ইব্‌ন ছাবিত, আবূ ওয়ালিদ, হিশাম ইব্‌ন আবদুল মালিক, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব ও হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সহল ইব্‌ন হানীফ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মুজাহিদকে অথবা গাযীকে অথবা অভাবগ্রস্ত ঋণীকে অথবা নির্ধারিত অর্থে মুক্তির চুক্তিবদ্ধ গোলামকে আর্থিক সাহায্য দান করিবে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিন স্বীয় ছায়ায় স্থান দিবেন যেদিন একমাত্র তাহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।" ইহার বর্ণনা সূত্রসমূহ সহীহ।

ষষ্ঠ হাদীস ঃ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়েদ উম্মী, ইউসুফ ইব্‌ন সুহাইফ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবাইদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তাহার দু'আ কবুল হউক এবং তাহার বিপদ কাটিয়া যাক, সে যেন অভাবীদের অভাব দূর করে।" একমাত্র ইমাম আহমাদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তম হাদীস ঃ হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী ইব্‌ন হিরাশ, আবূ মালিক, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

"এক ব্যক্তি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে। আল্লাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি দুনিয়ায় কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি দুনিয়ায় সামান্য কোন পুণ্যের কাজও করি নাই। এইভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিবেন। তৃতীয় বারে সেই লোকটি বলিবে, হ্যাঁ, আপনি আমাকে দুনিয়ায় কিছু ধন সম্পদ দিয়াছিলেন এবং আমি উহা দ্বারা ব্যবসা করিতাম। এমন কি ধনী বকেয়াদারকেও বাকি উসুলের বেলায় তেমন কঠোরতা করিতাম না এবং দরিদ্র বকেয়াদার অভাবগ্রস্ততার অভিযোগ করিলে তাহাকে বকেয়া মাফ করিয়া দিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি আমার যে কোন বান্দার চেয়ে বহু বহুগুণে ক্ষমাশীল। পরিশেষে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

আবু সাঈদ (রা) বলেন, ইহাই আমি হযরত নবী আকরাম (সা)-এর মুখে শুনিয়াছি। আবূ মালিক সাঈদ ইব্ন তালিকের সূত্রে ইমাম মুসলিমও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অষ্টম হাদীস ঃ ইমরান ইব্ন হাসীন (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ, আ'মাশ, আবূ বকর, আসওয়াদ ইব্ন আমের ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হাসীন (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তির কাহারও নিকট ঋণ থাকে এবং যদি সে ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দান করে, তবে ঋণ আদায়ে অবকাশদাতা প্রতিদিন তাহার ঋণের পরিমাণ সাদকা দেওয়ার ছাওয়াব পাইবে।" এই সূত্রে হাদীসটি গরীব বটে। তবে বুরাইদার (র) সূত্রে পূর্বে এই ধরনের আরও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

নবম হাদীস ঃ আবূ ইয়াসার (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে রবী, আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর, যায়েদা, মুআবিয়া ইব্ন আমর ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ ইয়াসার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দান করিবে অথবা ঋণ মাফ করিয়া দিবে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন ছায়া দান করিবেন, যেদিন তাহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না।"

মুসলিম (র) স্বীয় মুসলিম শরীফে অন্য একটি সূত্রে ইবাদ ইব্ন ওলীদ ইব্ন ইবাদা ইব্ন সামিতের (র) হাদীসে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

"আমি এবং আমার পিতা ইচ্ছা করিলাম যে, সাহাবাগণ গত হইয়া যাওয়ার আগে আমরা তাহাদের নিকট হইতে কিছু শিখিয়া রাখিব। তাই আমি এবং আব্বা ইলম সন্ধানে প্রথমে আনসারদের নিকট আসি। সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহচর আবুল ইয়াসারের (রা) সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। তাহার সঙ্গে ছিল একটি গোলাম এবং একটি খাতা। আবুল ইয়াসারের (রা) গায়েও একটি মাগাফিরী চাদর ছিল এবং গোলামের গায়েও অনুরূপ একটি চাদর ছিল। আমার পিতা তাহাকে বলিলেন, চাচা! আপনাকে রাগান্বিত মনে হইতেছে! তিনি বলিলেন, দীর্ঘ দিন ধরিয়া অমুক ব্যক্তির নিকট কিছু ঋণ ছিল। পরিশোধের নির্ধারিত সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই আজকে তাহার বাড়ি গিয়া সালাম দিয়া সে বাড়ীতে আছে কি-না জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার আব্বা কোথায়? বাচ্চাটি বলিল, যে আপনার আগমন টের পাইয়া খাটের নিচে লুকাইয়াছেন। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি যে ঘরের ভিতর লুকাইয়া আছ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। পরে সে বাহির হইয়া আসে। আমি তাহাকে বলিলাম, কোন্ কারণে তুমি এরূপ লুকাইয়া থাকিতেছ ? সে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আছি। সুতরাং সাক্ষাৎ করিলে হয় তো আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিতে হইবে অথচ ইহা হইতে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তেমনি হয়ত আপনার সহিত কোন ওয়াদা করিতাম যাহা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। অথচ আপনি একজন আল্লাহর রাসূলের সাহাবী। সত্য সত্যই আমি অভাবগ্রস্ত। আমি বলিলাম, তবে আল্লাহর কসম করিয়া বলিতে পার? সে তাহার কথার সত্যতার উপরে আল্লাহর কসম করিল। অতঃপর আমি খাতা হইতে তাহার নাম কাটিয়া

ফেলিলাম এবং বলিলাম যে, যদি কখনো ইহা শোধ করিতে পার, তাহা হইলে শোধ করিও, নতুবা মাফ করিয়া দিলাম। কেননা আমার দুইটি চক্ষু দেখিয়াছে, এই দুইটি কান দ্বারা শুনিয়াছি এবং আমার খুবই ভাল করিয়া মনে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করিতে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ একেবারেই ক্ষমা করিয়া দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন।"

দশম হাদীস ঃ উছমান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার গোলাম মাহজান, যিয়াদ কুরশী, হিথাম ইব্ন যিয়াদ কুরশী, আব্বাস ইব্ন ফযল আনসারী, হাসান ইব্ন উসাইদ ইব্ন সালিম কুফী, আবূ ইয়াহিয়া রাযযাক, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উছমান (রা) বলেন ঃ

আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সেই সকল লোকদের তাহার ছায়ায় স্থান দিবেন, যাহারা দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে ঋণ আদায়ের জন্য অবকাশ দান করে, অথবা উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিয়া দেয়।"

একাদশতম হাদীস ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, ইব্ন জাওনা সালামী খুরাসানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দিকে আগমন করেন এবং তখন তিনি আবূ আবদুর রহমানকে হাত দ্বারা মাটির দিক ইশারা করিয়া বলেন, "যে দুঃস্থ মানুষকে ঋণ আদায়ে অবকাশ দিবে অথবা উহা মাফ করিয়া দিবে, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামের প্রখরতর লেলিহান শিখার প্রজ্বলন হইতে রক্ষা করিবেন। জানিয়া রাখ, জান্নাতের পথ তিনটি কারণে কন্টকাকীর্ণ এবং জাহান্নামের পথ খুবই সহজ ও নিষ্কন্টক। আর সেই লোকেরাই পুণ্যবান যাহারা ফাসাদ ও বিশৃংখলা হইতে পবিত্র। আর যে মানুষ ক্রোধ হযম করিয়া ফেলে সে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার অন্তর আল্লাহ তা'আলা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।" এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমাদই (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্ন উআইনা ইব্ন আবুল মুতআদ, হিকাম ইব্ন জারূদ, হাসান ইব্ন আলী সাদায়ী, হুদাইবিয়ার কাযী আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ বাওরানী ও তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অভাবী ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রকাশ করিয়া অবকাশ দান করে, আল্লাহও তাহার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইয়া উহার তওবা কবুল করিয়া নেন।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার সকল বান্দাকে পৃথিবীর ধ্বংসশীলতা এবং ইহার অভ্যন্তরের সকল বস্তুর লয়শীলতা, সকলের পরকালে উপস্থিতি, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং সকল সৃষ্টিকে তাহার সকাশে আমলের হিসাব-নিকাশ প্রদান, পাপ-পুণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিচার-বিশ্লেষণকরণ ও পরকালের কঠিন পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ সেইদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তাহার কর্মের ফল পুরোপুরি পাইবে এবং তাহাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হইবে না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন – এই আয়াতটিই কুরআনের নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াত।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন দীনার ও ইব্ন লাহাব বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

কুরআনে যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আয়াতটি। ইহা নাযিল হওয়ার মাত্র নয় দিন পর দোসরা রবিউল আউয়াল সোমবার হযরত নবী (সা) ইন্তেকাল করেন। ইব্ন আবূ হাতীম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত ও মাসউদীর হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি হইল কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত।'

অন্য একটি সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ইয়াযীদ নাহভীর হাদীছে নাসায়ী (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আয়াতটি। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক এবং আওফীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, কালবী ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ এই আয়াতটি কুরআনে অবতীর্ণ সর্বশেষ আয়াত। আর এই আয়াতটির নাযিলকরণ এবং হুযুর (সা)-এর মৃত্যুর খবরের মধ্যে মাত্র একত্রিশ দিনের ব্যবধান ছিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সর্বশেষ আয়াত হইল وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ আয়াতটি। ইব্ন জারীর (র) আরও বলেন, একদল মনীষী বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর দশদিন হুযুর (সা) জীবিত ছিলেন। শনিবার দিন তাঁহার মৃত্যুরোগ আরম্ভ হয় এবং সোমবার দিন তিনি ইন্তেকাল করেন।'

আবূ সাঈদ (রা) হইতে ইব্ন আতীয়া (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এই আয়াতটিই সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে।

(٢٨٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ
وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ
فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ
فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ
يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا
فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ
تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَاَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ؕ
وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيْمٌ ○

২৮২. “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য লেন-দেন কর, তখন উহা লিপিবদ্ধ কর। আর তোমাদের মধ্যকার লেখকের উচিত যথাযথভাবে লেখা। আর আল্লাহর শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন লেখকের লিখিতে অস্বীকার করা উচিত নহে। তাই তাহার লেখা উচিত এবং যাহা সত্য তাহাই লেখা উচিত। এবং তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে তাহার ভয় করা উচিত ও উহাতে কোন কিছু বেশকম করিবে না। অতঃপর যাহার পাওনা লেখা হইবে সে যদি বোকা কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় অথবা লিখিতে অক্ষম হয়, তখন অভিভাবকের সত্যনিষ্ঠভাবে উহা লেখা চাই। আর চাই দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখা। তবে যদি দুইজন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে একজন পুরুষ ও এমন দুইজন নারী হইবে যাহাদের সাক্ষী দিতে মনোনীত করিবে; যদি একজন ভুল করে, তাহা হইলে অন্যজন স্মরণ করাইয়া দিবে। আর সাক্ষীরা তলবমতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিবেনা। এবং নির্ধারিত সময়ের জন্য ছোটবড় যত কথা আছে তাহা লেখা হইতে বাদ দিবে না। তোমাদের এই কাজ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক ন্যায়সংগত ও সাক্ষ্যের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের পারস্পরিক সংশয়মুক্তির ন্যূনতম ব্যবস্থা। তবে যদি তোমরা নগদ হাত বহাত বেচা-কেনা কর, তখন উহা না লিখিলে দোষ নাই এবং বেচা-কেনার সময়ে সাক্ষী রাখিও। আর লেখক ও সাক্ষীর ক্ষতি করা যাইবে না। এবং যদি তোমরা তাহা কর, তাহা হইলে অবশ্য উহা তোমাদের পাপাচার। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহ তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। এবং আল্লাহ সর্ব ব্যাপারেই মহাজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ এই আয়াতটি কুরআনে করীমের সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন শিহাব, ইউনুস, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ও ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আরশ হইতে আগত কুরআনের সর্বাপেক্ষা নূতন আয়াত হইল ঋণের আয়াত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান, আলী ইব্‌ন যায়িদ, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আফফান ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঋণের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ধারকর্য বা লেন-দেন চুক্তি করিয়া হযরত আদম (আ)-ই সর্বপ্রথম উহা অস্বীকার করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাবার পরে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যত সন্তান-সন্তুতি হইবে সব বাহির হইয়া আসে এবং সেই সকল সন্তানকে তাহার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি উহাদের মধ্য হইতে একজনকে অত্যন্ত সুশ্রীকায় দেখিতে পান। অতঃপর আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, হে প্রভু! এই ব্যক্তি কে ? তিনি বলেন, এই হইল তোমার পুত্র দাউদ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার বয়স কত হইবে ? আল্লাহ বলিলেন, সত্তর বৎসর। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! ইহার বয়স বাড়াইয়া দিন। আল্লাহ বলিলেন, না তাহা হয়না, হয়ত তোমার বয়স হইতে তাহাকে কিছু দিতে পার। আদম (আ)-এর বয়স ছিল এক হাজার বৎসর। অতঃপর তাঁহার বয়স হইতে তিনি দাউদকে চল্লিশ বৎসর দান করেন। ইহা লিখিয়া নেয়া হয় এবং ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী মানা হয়। কিন্তু যখন আদম (আ)-এর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতা জান কবযের জন্য উপস্থিত হন, তখন তিনি তাহাকে বলেন, আমার তো বয়স এখনও চল্লিশ বৎসর বাকী আছে। তদুত্তরে তাহাকে বলা হয়, কেন, আপনি তো আপনার পুত্র দাউদকে আপনার বয়স হইতে চল্লিশ বৎসর দান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই। অতঃপর তাহাকে সেই দলীল-পত্র দেখান হয় এবং সেই ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হয়।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) হইতে আসওয়াদ ইব্‌ন আমেরের বর্ণনায় ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কেও একশত বৎসর জীবিত রাখিয়াছিলেন এবং আদম (আ)-এর বয়স এক হাজার বৎসর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ দাউদ তায়ালুসী, ইউসুফ ইব্‌ন আবূ হাবীব ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার একজন বর্ণনাকারী আলী ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জাদআন প্রত্যাখ্যাত রাবী বলিয়া গণ্য। অবশ্য আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুকবেরী ও হারিছ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ আছারের সনদে হাকাম স্বীয় মুসতাদরাকেও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে শা'বী ও আবূ দাউদ ইব্‌ন হিন্দের রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ

হুরায়রা (রা), আবূ সালিহ, যায়েদ ইব্ন আসলাম ও ইমাম ইব্ন সাআদের (র) হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَاتَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও।' ইহার দ্বারা আল্লাহ তাঁহার মু'মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিতেছেন যে, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন লেন-দেন সম্পাদন করিবে, তখন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নিবে। ইহাতে ব্যাপারটা পাকাপাকি হইয়া উহার পরিমাণ, সময়-সীমা ও সাক্ষীসমূহ সংরক্ষিত হইবে। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের শেষের দিকে বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلاَّ تَرْتَابُوْا অর্থাৎ এই লিপিবদ্ধতার পদ্ধতি আল্লাহর সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, ইনসাফকে অধিক সুষ্ঠু রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, ইব্ন আবূ নাজীহ ও সুফিয়ান সাওরী (র) বর্ণনা করেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ এই আয়াতটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেন করার ব্যাপারে নাযিল করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাসান আ'রাজ ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পূর্ববর্তী কালেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেন-দেনের প্রচলন ছিল। উহাকে আল্লাহ তা'আলা বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اِذَاتَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى –অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মিনহাল, আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর, ইব্ন আবূ নাজীহ ও সুফীয়ান ইব্ন উআইনার রিওয়ায়েতে বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

হযরত নবী (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীরা এক, দুই বা তিন বৎসরের জন্য অনির্ধারিতভাবে ঋণ আদান-প্রদান করিত। ইহা দেখিয়া হুযুর (সা) বলেন, যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহা ধর্তব্য নয়। তবে এখন হইতে (তোমরা) মাপ ও ওজন নির্ধারিত করিয়া উহার (পরিশোধের) সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া নাও। ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা লেখার মাধ্যমে ব্যাপারটিকে দৃঢ়তর ও সংরক্ষিত করার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই কথার প্রেক্ষিতে যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমরা নিরক্ষর উম্মত, লিখিতেও জানি না এবং হিসাব করিতেও জানি না। সেক্ষেত্রে এই বৈপরীত্যপূর্ণ উক্তি দুইটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি ? ইহার উত্তর হইল যে, দীনের বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করার তেমন কোন প্রয়োজন নাই। কেননা উহা আল্লাহ তা'আলা এত সহজ করিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন যে, তাহা মানুষের স্মরণ রাখা

কোনই কঠিন ব্যাপার নয়। এইভাবে রাসূল (সা)-এর সুন্নতসমূহও সংরক্ষিত রহিয়াছে। তবে তিনি জাগতিক খুঁটিনাটি আনুষঙ্গিক কোন কোন বিষয়কে লিপিবদ্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। বস্তুত তিনি কোন অপরিহার্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এইভাবে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দান করেন নাই। অনেক মনীষীই এই উক্তি করিয়াছেন।

ইব্ন জারীজ (র) বলিয়াছেন ঃ ঋণদাতার দায়িত্ব হইল উহা লিখিয়া রাখা এবং বিক্রেতার দায়িত্ব বিক্রিত দ্রব্যের উপর সাক্ষী রাখা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ দীর্ঘকাল কাআব (রা)-এর সংস্পর্শপ্রাপ্ত আবূ সুলায়মান মারাআশী (র) একদা তাঁহার সহচরদিগকে বলেন, তোমরা কি সেই ময্লুমকে চিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করে, কিন্তু তাহার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না ? তাহারা সকলে বলিল, ইহা কিভাবে হইতে পারে ? তিনি বলিলেন, নির্ধারিত সময়ের জন্য সে ঋণ দেয়, কিন্তু ইহার ব্যাপারে কোন সাক্ষী নির্ধারণ করে না এবং উহা লিখিয়াও রাখে না। অতঃপর নির্ধারিত তারিখ হইয়া যাওয়ার পর সে তাহাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাগাদা দিতে থাকে, কিন্তু অনুগৃহীত ব্যক্তি উহা অস্বীকার করিয়া বসে। ফলে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। আর এই অবস্থায় এই মযলুম ব্যক্তির দু'আ কবুল করা হয় না। কেননা, সে সেই ব্যাপারে সাক্ষী না রাখিয়া বা উহা লিপিবদ্ধ না করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়াছে।

আবূ সাঈদ শা'বী, রবী ইব্ন আনাস, হাসান, ইব্ন জারীজ ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেনঃ এইভাবে লিপিবদ্ধ করা বা সাক্ষী-প্রমাণ রাখা প্রথমে ওয়াজিব ছিল। কিন্তু এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার মাধ্যমে তা রহিত হইয়া যায় ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ। অর্থাৎ যদি তোমরা একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হও, তবে যাহার নিকট আমানত রাখা হইবে সে যেন উহা আদায় করিয়া দেয়। অবশ্য নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি ইহার দলীল যে, উহা দ্বারা সাক্ষী রাখা এবং লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন হরমুয, জা'ফর ইব্ন রবী'আ, লাইছ, ইউনুস ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাহিলে সে বলিল, সাক্ষী আন। ঋণপ্রার্থী ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ্র সাক্ষীই যথেষ্ট। অতঃপর সেই ব্যক্তি বলিল, তবে জামিন আন। সে বলিল, আল্লাহ্র জামিনই যথেষ্ট। ইহার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলিল যে, তুমি সত্যিই বলিয়াছ। অতঃপর ঋণ পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করিয়া তাহাকে এক হাজার দীনার গুনে দেয়। ইহার পর ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করার জন্য সমুদ্রের তীরে আসিয়া কোন জাহাজের অপেক্ষা করিতে থাকে। উদ্দেশ্য, কোন জাহাজ পাইলে পার হইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিবে, কিন্তু সে কোন জাহাজ পাইল না। তখন একখণ্ড কাঠ খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে হাজার দীনার এবং সেই ব্যক্তির নামে এক খানা পত্র লিখিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহ! আপনি ভাল করিয়াই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়াছিলাম। ঋণ গ্রহণে সে সাক্ষী চাহিলে আমি আপনাকেই সাক্ষী

করিয়াছিলাম এবং সে জামিন চাহিলে আমি আপনাকেই জামিন করিয়াছিলাম। আর সে ইহাতেই রাযী হইয়াছিল। এখন আমি তাহার নিকট গিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহাকে উহা প্রদান করার ইচ্ছায় নদীর তীরে জাহাজ খুঁজিতেছি। কিন্তু পারাপারের জন্য কিছুই পাইলাম না। তাই উক্ত দীনারগুলি আপনাকে সোপর্দ করিয়া এই কাষ্ঠে ভরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলাম। আমার ফরিয়াদ এই যে, এইগুলি তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। ইহার পর সে নদীর তীর হইতে চলিয়া আসিল।

এদিকে সেই ঋণদাতা ব্যক্তি এই ভাবিয়া নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, ঋণগ্রহীতা সেই ব্যক্তির আজ ঋণ পরিশোধের তারিখ। তাই হয়তো লোকটি জাহাজযোগে তাহার পাওনা নিয়া আসিতে পারে। বারবার তিনি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কোন এক জাহাজে সেই ব্যক্তির আগমনের প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নদীর কুলে এক ফালি কাঠ দেখিতে পান। শেষ অবধি এই ভাবিয়া তিনি সেই কাঠটি তুলিয়া নেন যে, আর না হোক ইহা দ্বারা জ্বালানি তো হইবে। মূলত ইহার মধ্যেই ছিল সেই দীনারগুলি। তিনি বাড়ি গিয়া সেই কাঠটি কাটিয়া টুকরা করার সময় দীনারগুলি এবং চিঠিটা পান। এই দিকে সেই ব্যক্তিও পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল যে, নিন আপনার প্রাপ্য। আল্লাহর শপথ! আমি অনেক চেষ্টা করিয়া পারাপারের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। তাই যথাসময়ে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। তাহার ইহা বলার পর ঋণদাতা ব্যক্তি বলিলেন, আপনি কি টাকাগুলা অন্য উপায়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন ? সে বলিল, আমি তো আগেই বলিলাম যে, কোন জাহাজ পাই নাই বিধায় আসিতে পারি নাই। তিনি বলিলেন, আপনার অর্থ আপনার পক্ষ হইতে আল্লাহ আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন-যাহা আপনি কাঠের মধ্যে করিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আপনি আপনার এই অর্থ নিয়া যান। ইহার সনদসমূহ বিশুদ্ধ। বুখারী (রা) স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে এই হাদীসটি সাতবার বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (তখন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক তাহা ন্যায়সংগতভাবে লিখিয়া নিবে।) অর্থাৎ লেখক যেন ন্যায় এবং সততার সহিত লিখেন। তিনি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব যেন না করেন এবং যাহা লিখিবেন তাহা যেন সর্বসম্মতভাবেই লিখেন। আর লেখায় যেন কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি না করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ 'লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না। আল্লাহ তাহাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার উচিত তাহা লিখিয়া দেওয়া।' অর্থাৎ কেহ যদি অনুনয় করিয়া (দলীল বা চুক্তিপত্র) লিখিয়া দিতে বলে, তবে সে উহা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কেননা আল্লাহ তাহাকে শিক্ষার তাওফীক দিয়াছেন, তাই লিখিয়া দেওয়া তাহার নৈতিক দায়িত্ব বটে। যেমন হাদীস শরীফে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কোন কার্যরত ব্যক্তিকে সাহায্য করা অথবা অক্ষম ব্যক্তির কাজ করিয়া দেওয়া উভয়ই সাদকার মধ্যে গণ্য। অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, ইল্ম শিক্ষা করিয়া তাহা যে ব্যক্তি গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেয়া হইবে।

মুজাহিদ (র) ও আতা (র) বলেন ঃ 'লেখককে উহা লিখিয়া দেওয়া ওয়াজিব।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ এবং ঋণ গ্রহীতা

যেন লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে উহা লেখকের দ্বারা লিখাইয়া নেওয়ার দায়িত্ব হইল ঋণ গ্রহীতার উপরে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখিয়া লেখালেখি সম্পন্ন করা চাই আর وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا (লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশকম না করা)। অর্থাৎ কোন বিষয়কে গোপন না করা। فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا (অতঃপর ঋণ গ্রহীতা যদি দুর্বল বুদ্ধির হয়।) অর্থাৎ ইহা বুঝার মত বয়স যদি তাহার না হইয়া থাকে ইত্যাদি। اَوْضَعِيْفًا (অথবা যদি দুর্বল হয়)।' অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বা পাগল হয়। اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ অথবা যদি নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলিয়া দিতে সক্ষম না হয়। অর্থাৎ জ্ঞান-বুদ্ধি কম থাকার কারণে লেখার বিষয়বস্তুতে ভুল হওয়ার যদি আশংকা থাকে। তবে فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (তাহার অভিভাবক ন্যায়-সংগতভাবে লিখাবে।)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ (দুইজন সাক্ষী কর তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে।) অর্থাৎ লেখার সাথে সাথে দুইজন সাক্ষীও করিতে হইবে যাহাতে ব্যাপারটা শক্ত ও পরিষ্কার হইয়া যায়। আর فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ (যদি দুইজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা।) অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে ইহার দ্বারা কেবল সম্পদকেই নির্দিষ্ট করা যাইবে না। আর একজন পুরুষের স্থানে দুইজন মহিলা করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল মহিলাদের জ্ঞানের স্বল্পতা।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুকবেরী, আমর ইব্‌ন আবূ আমর, ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর, কুতায়বা ও মুসলিম (র) স্বীয় মুসলিম শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হে মহিলা সকল! সাদকা কর এবং বেশি করিয়া ইসতিগফার পড়। কেননা জাহান্নামে আমি তোমাদের সংখ্যাই বেশি দেখিয়াছি।' তখন একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি কারণে আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামবাসী হইবে ? তিনি বলেন, তোমরা খুব বেশি অভিশাপ দাও এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। পক্ষান্তরে যদিও তোমাদের দীন ও বুদ্ধিমত্তায় দীনতা রহিয়াছে, কিন্তু তোমরাই পুরুষদের মন হরণে সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য। আবার সেই মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন এবং জ্ঞানের স্বল্পতা কিরূপে ? তিনি বলিলেন, জ্ঞানের স্বল্পতা তো ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, দুইজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। আর দীনের স্বল্পতা হইল যে, ঋতুর সময় তোমরা নামায পড় না এবং ঋতুর অবস্থায় তোমরা রোযা ভাঙ্গিয়া থাক ও পরে উহা কাযা কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (সেই সাক্ষীদের যাহাদিগকে তোমরা মনোনীত কর!) ইহার দ্বারা সাক্ষীর সততা ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। ইমাম শাফেঈ (র) বলেন- কুরআনের যে স্থানেই সাক্ষীর কথা আলোচিত হইয়াছে, সেই স্থানেই শব্দে অথবা ভাবে ন্যায়পরায়ণতার অর্থ অবশ্যই আলোচিত হইয়াছে। এই আয়াতটিই হইল উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা ইহাতে মনোনীত সাক্ষীদ্বয়ের জন্য সততার শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। উহার পরের বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا

(একজন যদি ভুলিয়া যায়)। অর্থাৎ মহিলা সাক্ষীদ্বয়ের একজন যদি ভুলিয়া যায়। فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى। (অন্যজন তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে)। অর্থাৎ সাক্ষী করার সময় যাহা ঘটিয়াছিল বা যাহার জন্য সাক্ষী করা হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ فَتُذْكِرْ কে فَتُذَكِّرَ ও পড়িয়া থাকেন। বস্তুত যাহারা বলেন, উভয় মহিলার সাক্ষ্য যদি একে অপরের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়, কেবল তখনই তাহাদের সাক্ষীকে একজন পুরুষের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া ধরা হইবে, অন্যথায় নয়, ইহা হইল তাহাদের মনগড়া ব্যাখ্যা বা অভিমত। প্রথম ব্যাখ্যাই সর্বসম্মত ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا (সাক্ষীদেরকে সাক্ষী প্রদান করিতে ডাকিলে যেন অস্বীকার না করে।) কেহ কেহ ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন যে, যে কেহকে সাক্ষী প্রদান করার জন্য বলা হইলে বা ডাকা হইলে উহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন না করা। কাতাদা (র) ও রবী ইব্ন আনাসও (র) ইহা বলিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের প্রাথমিক দিকে বলিয়াছেন : وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ অর্থাৎ লেখক লিখিতে অস্বীকার করিবে না, আল্লাহ তাহাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার উচিত তাহা লেখিয়া দেওয়া। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, সাক্ষী রাখা ফরযে কিফায়া। বলা হইয়াছে যে, ইহাই জমহুরের অভিমত। তাই বলা হইয়াছে, وَلَا يَاْبَ الشُّهَدَاۤءُ اِذَا مَا دُعُوْا। (যখন ডাকা হয়, তখন অস্বীকার করা উচিত নয়।) অর্থাৎ সত্য ঘটনা বিবৃত করা চাই। আর الشُّهَدَاۤءُ। এর ভাবার্থ হইল, সাক্ষী নির্ধারণ করার পর সাক্ষী প্রদান করার জন্য ডাকা হইলে ডাকে সাড়া দেওয়াই উচিত। উহা ফরয নয়; বরং উহা ফরযে কিফায়া বটে। আল্লাহ ভাল জানেন।

মুজাহিদ (র) ও আবূ মিজলায (র) বলেন :

কাহাকেও যদি সাক্ষী হওয়ার জন্য বলা হয় তবে ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। কিন্তু যদি সাক্ষী করার পর সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয় তবে ইহা তাহার উপর ওয়াজিব। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর যায়েদ ইব্ন খালিদ (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ উমরা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সাক্ষীর কথা বলিব ? সেই ব্যক্তি উত্তম যাহার নিকট সাক্ষ্য না চাহিতেই সাক্ষ্য দিয়া থাকে।

সহীহ্দ্বয়ে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট সাক্ষীর কথা বলিব ? যাহারা সাক্ষী গ্রহণের পূর্বেই সাক্ষী প্রদানের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তাহারাই নিকৃষ্টতম সাক্ষী। যথা রাসূল (সা) বলিয়াছেন : ثم ياتى قوم تسبق ايمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم ايمانهم অর্থাৎ অতঃপর এমন এক দল আসিবে যাহারা সাক্ষী প্রদানের পূর্বে শপথ করিতে থাকিবে এবং শপথের পরে সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। অন্য এক বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, এমন একটি জাতি আসিবে যাহাদের সাক্ষ্য প্রার্থনা করা হইবে না, অথচ তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, ইহারাই হইল মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা সম্প্রদায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সাক্ষীর সাক্ষ্য দান করা উচিত, সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা উচিত নয়।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَسْئَمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْكَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِه অর্থাৎ বিষয় ক্ষুদ্র হোক বা বৃহৎ হোক উহার নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ করিতে অবহেলা করিও না। ইহাই হইল চূড়ান্ত কথা। আর ইহা দ্বারা লেন-দেনের ছোট-বড় বিষয়কেও লিপিবদ্ধ করিয়া নিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ছোট-বড় যে কোন বিষয় লিখিতে অবহেলা বা ভুল না করা উচিত। তাহা হইলে চুক্তির ছোট-বড় কোন বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা লেখা দেখিয়া বিস্মৃত কথাও স্মরণ হইয়া যায়। আর মতানৈক্য হইলেও ইহা দেখিয়া মীমাংসায় পৌঁছা খুবই সহজ হয়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَالِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا (এই, লিপিবদ্ধ করা আল্লাহর দৃষ্টিতে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে সুষ্ঠু রাখে এবং ইহা তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।) অর্থাৎ লেন-দেন যদি বাকি হয় তবে চুক্তিপত্রে উহা লিখিয়া রাখা একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু ইহা আল্লাহর নিকট সুবিচারের উত্তম পন্থা এবং সাক্ষী-সাবুদের ব্যাপারেও সন্দেহহীন থাকা যায়। অর্থাৎ সাক্ষীরা যদি ভুলে বা সন্দেহে নিপতিত হয়, তবে ইহা দেখিয়া সন্দেহের অবসানও সহজে করা যায়।

وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا (ইহা তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত।) অর্থাৎ সন্দেহে পতিত না হওয়ার ব্যাপারে ইহা খুবই কার্যকরী পদক্ষেপ। কেননা লেখা বিস্মৃত কথাও স্মরণ করায়। পক্ষান্তরে লেখা না থাকিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সকল বিষয় লেখা থাকিলে সন্দেহে পতিত হওয়ার কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকে না তদুপরি মতানৈক্য সৃষ্টি হইলে ইহা দেখিয়া সন্দেহাতীতভাবে মীমাংসায় পৌঁছা যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا (কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তাহা না লেখিলেও তোমাদের কোন অপরাধ নাই।' অর্থাৎ হাতে হাতে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় বিবাদের কোন আশংকা না থাকিলে উহা না লেখিয়া রাখায় কোন পাপ নাই।

এখন আলোচ্য হইল ক্রয়-বিক্রয়ের সাক্ষীর ব্যাপারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ (তোমাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ)। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন দীনার, ইব্‌ন লাহীয়া, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আবূ যারআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) বলেনঃ লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় বাকি হউক অথবা নগদ হউক, যে কোন অবস্থায়ই সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। জাবির ইব্‌ন যায়েদ, মুজাহিদ, আতা ও যিহাকও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী ও হাসান বলেন ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ (যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে তখন যাহাকে বিশ্বাস করে তাহার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা) এই আয়াতাংশ দ্বারা উক্ত নির্দেশ রহিত হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, জমহুর উলামা মনে করেন যে, সাক্ষী গ্রহণের নির্দেশটি ওয়াজিব নির্দেশ নয়; বরং ইহা একটি মুস্তাহাব ব্যাপার মাত্র। খুযাইমা বিনতে ছাবিত আনসারীর হাদীসটি ইহার দলীল। আম্মারা ইব্ন খুযায়মা আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, শুআইব, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আম্মারা ইব্ন খুযায়মা আনসারী সাহাবীদের সূত্রে বলেন যে, জনৈক বেদুঈনের নিকট হইতে রাসূল (সা) একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। বেদুঈন মূল্য নেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার বাড়ির দিকে আসিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্রুত পথ চলিতেছিলেন এবং বেদুঈন একটু ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ঘোড়াটি যে বিক্রি হইয়া গিয়াছে তাহা লোকজন আঁচ করিতে না পারিয়া তাহারাও উহার দাম করিতে থাকে এবং ঘোড়াটি যে মূল্যে বিক্রি হইয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে দাম বেশি হইতে থাকে। কিন্তু হুযুর (সা) ক্রয়ের সময় কোন সাক্ষী নির্ধারণ করিয়াছিলেন না। এই সুযোগে বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাকিয়া বলিল, ওহে! আপনি ঘোড়াটি ক্রয় করিলে করুন, না হয় আমি অন্যের নিকট বিক্রয় করিব। ইহা শুনিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ান এবং বলেন, তুমি তো ঘোড়াটি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। সুতরাং আবার কি বলিতেছ ? বেদুঈন তখন বলিল, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নিকট বিক্রয় করি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ, তুমি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। এই অবস্থা দেখিয়া লোকজন এ-কথা ও-কথা বলিতে থাকে। তখন বেদুঈন বলে যে, আপনার নিকট বিক্রয় করিয়া থাকিলে তাহার সাক্ষী আনুন। মুসলমানগণ আসিয়া বেদুঈনকে বলিতে থাকে, ওরে হতভাগা। তিনি তো আল্লাহর রাসূল, তাহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া মিথ্যা নিসৃত হয় না। ইতিমধ্যে খুযাইমা (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ও বেদুঈনের মধ্যকার ঘটনা শোনেন। কিন্তু বেদুঈনের একই কথা যে, আপনি সাক্ষী আনুন। এই কথা শুনিয়া খুযায়মা (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এই ঘোড়াটি বিক্রয় করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ (সা) খুযায়মার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিয়া সাক্ষ্য দিলে ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সত্যবাদিতার উপর আমি সাক্ষ্য দিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) খুযায়মার সাক্ষীকে দুইজন সাক্ষীর মর্যাদা দান করেন। শুআইবের হাদীসে আবূ দাউদ (র) এবং মুহাম্মদ ইব্ন ওলীদ যুবায়দীর রিওয়ায়েতে নাসায়ী (র) এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা যুহরীর (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

সার কথা হইল, বিশেষ সাবধানতার জন্যেই সাক্ষী রাখা উচিত।

তবে আবূ মূসা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, শা'বী, ফিরাস, শু'বা ও মুআয ইব্ন মাআয আম্বরীর সূত্রে হাকেম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এবং আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের দু'আ কবুল করিবেন না। এক. সেই ব্যক্তি যাহার বন্ধনে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রহিয়াছে, অথচ সে তহাকে তালাক দেয় না। দুই. সেই ব্যক্তি যে ইয়াতীমের মাল তাহার বয়প্রাপ্তির পূর্বেই তাহাকে সমর্পণ করে। তিন. সেই ব্যক্তি যে কাহাকেও ঋণ দেয়, কিন্তু কোন সাক্ষী রাখে না। এই হাদীসটির সনদসমূহ সম্পর্কে হাকাম (র) বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তেও ইহা শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। কারণ শু'বার (র) শিষ্যগণ এই হাদীসটিকে আবূ মূসা আশআরীর (রা) উপর 'মাওকূফ' করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা

সর্বসম্মতরূপে সাব্যস্ত যে, ثَلَاثَةٌ يُؤْتُوْنَ اَجْـرَهُمْ مَـرَّتَيْـنِ হাদীসটি শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে পরস্পরা সূত্রে বর্ণিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَاشَهِيْدٌ (উহার লেখক ও সাক্ষী ক্ষতিগ্রস্ত করিবে না!) হাসান ও কাতাদা প্রমুখ বলেন ঃ

এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল, লেখকের লেখার মধ্যে হেরফের করা এবং সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের প্রাক্কালে মূল ঘটনাকে বিকৃত করিয়া বলা অথবা সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই গোপন করিয়া ফেলা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, ইহার দ্বারা লেখক ও সাক্ষ্য দানকারীদের কাহারো ক্ষতি না করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, সুফিয়ান, হুসাইন ওরফে ইব্‌ন হাফস, উসাইদ ইব্‌ন আসিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও লেখার জন্য এবং সাক্ষ্যদানের জন্য বলে আর যদি সে কোন কাজে লিপ্ত থাকে, তখন এই বলিয়া তাহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহাদর কাজের ক্ষতি করা যাইবে না যে, ইহা ওয়াজিব। ইকরামা, মুজাহিদ, তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যিহাক, আতীয়া, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, রবীআ ইব্‌ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ (যদি তোমরা এইরূপ কর তবে তাহা তোমাদের পক্ষে পাপের কাজ।) অর্থাৎ আমি যাহা করিতে নিষেধ করি তাহা করা এবং যাহা করিতে আদেশ করি তাহা অমান্য করা- তোমাদের জন্য পাপ ও অন্যায়। বস্তুত তোমাদের কর্তব্য হইল আমার নির্ধারিত সীমা রক্ষা করা ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়া।

পরিশেষে বলা হইতেছেঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহকে ভয় কর।) অর্থাৎ প্রতিটি কাজে তাঁহার ভয় অন্তরে জাগ্রত রাখা, তাহার আদেশ মান্য করা এবং নিষেধসমূহ বর্জন করা। وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ। 'তিনি তোমাদিগকে শিক্ষা দান করেন।' যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اِنْ تَتَّقُوْا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

অর্থাৎ (হে ঈমানদার সকল! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহা হইলে তোমাদেরকে দলীল প্রদান করা হইবে।) অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اتَّقُوْ اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ.

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাহার রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ করুণা দান করিবেন, যাহার ঔজ্জ্বল্যে তোমরা চলিতে থাকিবে)।

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ -(আর আল্লাহ সব কিছু জানেন)। অর্থাৎ কার্যসমূহের তাত্ত্বিক রহস্য এবং উহার উপকারিতা ও পরিণাম সম্পর্কে তিনি সর্বজ্ঞ। কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে নয়; বরং মহাবিশ্বে সব কিছুই তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত।

(٢٨٣) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

২৮৩. "আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং লেখক না পাও, তাহা হইল বন্ধকী দ্রব্য হস্তগত রাখ। তবে যদি তোমরা পরস্পরের প্রতি আস্থা রাখ, তাহা হইলে যাহাকে আস্থাবান ভাবা হইল, তাহার উচিত দেনা পরিশোধ করা এবং তাহার উচিত তাহার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করা। আর সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে ব্যক্তি উহা গোপন করিবে, তাহার অন্তর পাপাসক্ত। আর তোমরা যাহা কর তাহা আল্লাহ্ জানেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ (আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক।) অর্থাৎ প্রবাস কালে যদি তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ দিতে চাও। وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا (এবং তখন যদি কোন লেখক না পাও।) তোমাদের দলীল লিখিয়া দিবে এমন কোন লোক যদি না পাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ

লোক পাওয়া গেলেও যদি কাগজ অথবা দোয়াত কলম না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখিবে অর্থাৎ বন্ধকী বস্তু ঋণদাতার অধিকারে রাখিবে। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ (তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।) কেননা বন্ধকী বস্তু যেই পর্যন্ত ঋণদাতার অধিকারে না আসিবে, সেই পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে না। ইহা হইল ইমাম শাফেঈ (র) ও জমহুরের (র) মাযহাব। অন্য একদল ইহার দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, বন্ধকদাতার কাছেই বন্ধকী বস্তু থাকা জরুরী। ইমাম আহমদ (র) হইতেও ইহা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে।

পরবর্তী মনীষীদের একটি দল এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, সফরের অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন সময় বন্ধক রাখা শরীআত সম্মত নয়। আর মুজাহিদ (র) প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাহার লৌহবর্মটি একজন ইয়াহুদীর নিকট তিন ওসাক যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিল। উক্ত যব তিনি তাহার পরিবারবর্গের জন্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।' অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা তিনি মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন।

শাফেঈর (র) রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ শাহাম নামক এক ইয়াহুদীর নিকট তিনি উহা বন্ধক রাখিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ইসলামী বিধানের বড় বড় কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য এবং তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ (যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাহাকে বিশ্বাস করা হয়, তাহার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা।'

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে উত্তম সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশটি দ্বারা ইহার পূর্বের বর্ণিত নির্দেশ রহিত হইয়া গিয়াছে।

শা'বী (র) বলেন ঃ

যদি পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা থাকে, তাহা হইলে না লিখিলে বা সাক্ষী না রাখিলেও তাহাতে দোষ নাই। ইহার সাথে সাথেই আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ (এবং স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করা উচিত।) অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপিত ব্যক্তির আল্লাহকে ভর করা উচিত। সামুরা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ও কাতাদার রিওয়ায়েতে সুনান সংকলকগণ এবং ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, সামুরা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহা তুমি গ্রহণ করিয়াছ তাহা তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত পরিশোধ না করিবে ততক্ষণ উহা হাতে থাকিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ (তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না।) অর্থাৎ সাক্ষ্য গোপন ও বেশকম না করা এবং উহা প্রকাশ করা হইতে বিরত না থাকা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ উহার অর্থ হইল, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া এবং সাক্ষ্যকে গোপন না করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ অর্থাৎ যে কেহ উহা গোপন করিবে তাহার অন্তর পাপপূর্ণ হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহার আত্মা পাপাচারী। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছে ঃ

وَلاَنَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰ ثِمِيْنَ

অর্থাৎ আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি না এবং যদি আমরা এইরূপ করি তবে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَااَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاكُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
اوِالْوَالِدَيْنِ وَالْاَ قْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا
الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْ وَاِنْ تَلْوُوْا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا!

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, যদিও তাহা তোমাদের নিজেদের পিতামাতার এবং আত্মীয়জনের প্রতিকূল হয়। আর যদি সে ধনী হয় বা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাহাদের অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া নাও বা এড়াইয়া চল, তবে মনে রাখিও, আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত। এই কথাই আল্লাহ এখানে এইভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না। যে কেহ তাহা গোপন করিবে, তাহার অন্তর পাপপূর্ণ হইবে! তোমরা যাহা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত।

(٢٨٤) لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

২৮৪. "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর জন্য। তোমরা তোমাদের অন্তরসমূহের যাহা কিছু প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহর সমীপে তোমাদের উহার হিসাব-নিকাশ হইবে। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন ও যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর অসীম ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন–আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সকল কিছুই আল্লাহর। উহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, সূক্ষ্ম ও সুপ্ত, ভিতর ও বাহির, এক কথায় সকল কিছুই তাঁহার কাছে সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান। তিনি আরও জানান–শীঘ্রই তাঁহার সমীপে তাঁহার বান্দাগণের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কার্যকলাপ ও ধ্যান-ধারণার হিসাব-নিকাশ হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল, যদি তোমাদের অন্তরে কিছু লুকাও কিংবা উহা প্রকাশ কর, আল্লাহ্ উহা জানেন এবং তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের অন্তর্গত সকল কিছুই জানেন। এবং আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" তেমনি অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

"আল্লাহ্ অন্তর্নিহিত ও লুকানো ব্যাপারে জানেন।"

মোটকথা এই ব্যাপারে এরূপ আরও বহু আয়াত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক অন্তরের খবর জানা ও উহার হিসাব লওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করার ফলে সাহাবায়ে কিরাম খুবই আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। বিশেষত গোপন ও প্রকাশ্য এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কাজ ও ধ্যান-ধারণার হিসাব দিতে হইবে ভাবিয়া তাহারা ভয়ে অস্থির হন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ আবদুর রহমান, আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম, আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন–আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইলে সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। তাহারা সকলে মিলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন–হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য সালাত, সিয়াম,

জিহাদ, সাদকা ইত্যাকার যে সব বিধান নির্ধারিত হইয়াছে তাহা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী হইয়াছে। কিন্তু এই আয়াতে যে বিধান আসিয়াছে তাহা আমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। তখন রাসূল (সা) বলিলেন–"তোমরা কি অতীতের উম্মতের মত বলিতে চাও ? তাহারা বলিত, শুনিলাম ও অমান্য করিলাম। তাই তোমরা বল, শুনিলাম ও মানিলাম, হে আমাদের পরোয়ারদেগার প্রভু; তোমারই কাছে ক্ষমার প্রত্যাশা আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।" যখন তাহারা অনুরূপ বলিলেন, তখন উক্ত আয়াতের কড়াকড়ি বাতিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ الخ

(কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে বিধান দেওয়া হইবে না। যে ব্যক্তি যাহা উপার্জন করিবে তাহাকে ততটুকুর জন্যই দায়ী করা হইবে।)

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে 'আলার পিতা, আলা, রাওহ ইবনুল কাসিম ও ইয়াযীদ ইব্‌ন সরীর সূত্রে ইমাম মুসলিম এককভাবেও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করেন। উহাতে আরও আছে–তাহারা যখন (রাসূলুল্লাহর নির্দেশ মতে) কাজ করিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোর আয়াতটির হুকুম বাতিল করিয়া নাযিল করিলেনঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا ...... رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের ভুল বা ভ্রান্তি ধরিও না।) তিনি বলেন-হাঁ। رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا (হে আমাদের পরোয়ারদিগার! আমাদের উপর সেরূপ ভারি বোঝা চাপাইও না যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপাইয়াছ।) তিনি বলিলেন- হাঁ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ (হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সাধ্যাতীত কোন বোঝা চাপাইওনা।) তিনি বলিলেন- হাঁ। وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ। (আর আমাদের ধরিও না, আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমিই আমাদের মনিব। তাই আমাদিগকে কাফিরদের উপর বিজয়ী কর।) তিনি বলিলেন-হাঁ।

এই ব্যাপারে ইব্‌ন আব্বাসের হাদীস ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, সুফিয়ান, ওয়াকী ও ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এই আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন সাহাবাদের অন্তরে এমন এক ত্রাস সৃষ্টি হইল যাহা ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন - তোমরা বল, শুনিলাম, মানিলাম ও আত্মসমর্পণ করিলাম। (তাহারা উহা বলিলে) আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে সুদৃঢ় ঈমান সঞ্চার করেন। তখন তিনি নাযিল করেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ...... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا .... فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াকী, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আবূ কুরায়েব ও আবূ বকর ইব্‌ন শায়বার সূত্রে ইমাম মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এইটুকু

বাড়াইয়া বর্ণনা করেন ঃ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا তিনি বলেন, আমি অবশ্যই করিয়াছি। رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا তিনি বলেন, আমি নিঃসন্দেহে করিয়াছি! رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ তিনি বলেন, আমি অবশ্যই করিয়াছি। وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ.... الْكَافِرِيْنَ তিনি বলেন, অবশ্যই আমি করিয়াছে।

ভিন্ন সূত্রের বর্ণনা ঃ

মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে হামীদ আল আ'রাজ, মুআম্মার, আবদুর রায্যাক ও ইমাম আহমদ (র) বলেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ

আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম- হে আবূ আব্বাস! আমি ইব্ন উমরের (রা) কাছে ছিলাম। তিনি وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ আয়াতটি পড়িতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন ইব্ন আব্বাস বলিলেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার সংগে সংগে রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ ভয়ানক উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এমনকি অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা ধ্বংস হইয়াছি। আমরা আমাদের কথা ও কাজের জন্য পাকড়াও হইতে পারি; কিন্তু অন্তরের উপর তো আমাদের হাত নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন- তোমরা বল, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا আমরা শুনিলাম এবং মানিলাম। তাহারা তাহাই বলিলেন। অতঃপর উক্ত আয়াতের হুকুম বাতিলের জন্যে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ হইতে وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হইল। ফলে অন্তরের কথা বাদ দিয়া শুধু বাহ্যিক কার্যকলাপের জন্য পাকড়াও হবার বিধান প্রদত্ত হইল।

অপর একটি সূত্র ঃ

সাঈদ ইব্ন মুর্জানা হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন শিহাব, ইউনুস ইব্ন ইয়াযিদ, ইব্ন জারীর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ মুজাহিদ (র) বলেন যে, আমি ইব্ন উমরের সংগে বসা ছিলাম। তখন তিনি لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ হইতে فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলেন- আল্লাহর কসম! যদি এই আয়াত অনুযায়ী আমরা পাকড়াও হই, তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যাইব। এই বলিয়া ইব্ন উমর কান্নায় ভাংগিয়া পড়িলেন। তখন আমি সেখান হইতে উঠিয়া ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কাছে আসি এবং তাহার কাছে ইব্ন উমরের বক্তব্য ও তাহার ক্রন্দনের কথা বর্ণনা করি। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ আবদুর রহমানকে আল্লাহ ক্ষমা করুন, আমার জীবনের কসম! এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন সকল মুসলমানেরই আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের অবস্থা দেখা দিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا হইতে সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত নাযিল করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন-ফলে মনের ওয়াসওয়াসা মুসলমানের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে বিধায় উহার বিচার হইবে না; বিচার হইবে তাহাদের কথা ও কাজের।

অপর সূত্র ঃ

সালিম হইতে পর্যায়ক্রমে যুহরী, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ইসহাক, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, সালিম বলেন ঃ তাহার পিতা وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ

اَنْفُسِكُمْ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই ঘটনা যখন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছ পৌছিল, তখন তিনি বলিলেন- আল্লাহ তা'আলা আবূ আবদুর রহমানকে রহম করুন। এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণ যাহা করিয়াছেন সেও তাহাই করিল। অতঃপর এই আয়াত মানসূখ হইয়া পরবর্তী এই আয়াত আসিল ঃ لاَ يُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে এই বর্ণনাগুলি পাওয়া গিয়াছে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে।

জনৈক সাহাবী হইতে পর্যায়ক্রমে মারোয়ানুল আসগর, খালিদ আস সফা, শু'বা, রাওহ, ইসহাক ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইব্‌ন উমর (রা)-কে وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ الخ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন - পরবর্তী আয়াত দ্বারা উক্ত আয়াত মানসূখ হইয়াছে।

হযরত আলী (রা) ইব্‌ন মাসউদ (রা), কাআব ইবনুল আহবার, শা'বী, নাখঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারযী, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর ও কাতাদাও বলেন যে, পরবর্তী আয়াত আসিয়া উক্ত আয়াত মানসূখ করিয়াছে।

তাহা ছাড়া আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে যিরারা ইব্‌ন আবূ আওফা ও কাতাদার সূত্রে একদল হাদীসবেত্তা তাহাদের সুনানে উদ্ধৃত করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার ও আমার উম্মতের অন্তরে লুক্কায়িত কথা ক্ষমা করিয়াছেন এবং মুখের কথা ও কাজের হিসাব নিবেন।

সহীহ্‌দ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আ'রাজ, আবূয যিনাদ ও সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, যখন আমার বান্দা কোন পাপের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন তাহা লিখিওনা। অতঃপর যখন তাহা কার্যকরী করে, তখন সেই পাপটি লিখ। পক্ষান্তরে যখন সে কোন পুণ্য করার ইচ্ছা করে, কিন্তু যদি তাহা কার্যকারী নাও করে, তথাপি একটি পুণ্য লিখ। অতঃপর যদি সে তাহারকার্যকরী করে, তাহা হইলে দশটি পুণ্য লিখ।

মুসলিম শরীফে এককভাবে এই বর্ণনাটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল আলার পিতা, আলা ও ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- আমার বান্দা যখন কোন পুণ্যের মনোভাব গ্রহণ করে, তখন আমি তাহার জন্য একটি পুণ্য পর্যন্ত লিখি। অতঃপর যখন সে তাহা কার্যকরী করে, তখন তাহার দশটি পুণ্য হইতে সাতশ পুণ্য পর্যন্ত লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কার্যের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহা হইলে আমি তাহা লিখি না। অতঃপর যখন সে তাহা কার্যকরী করে, তখন তাহার একটি পাপই লিখি।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হুমাম ইব্‌ন মুনীহ, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন - যখন আমার বান্দা মনে মনে একটি পুণ্য কাজ করার কথা বলে, তখন আমি তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখি। অতঃপর যখন সে উহা কার্যকরী করে, তখন তাহার জন্য অনুরূপ দশটি পুণ্য লিখি। পক্ষান্তরে যদি সে কোন পাপ কাজ করার কথা মনে মনে বলে, তাহা আমি উপেক্ষা করি ও লিখি না। অতঃপর যখন সে উহা কার্যকরী করে, তখন একটি পাপই লিখি।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ ফেরেশতারা বলেন, হে পরোয়ারদেগার, তোমার বান্দা একটি পাপ কাজ করার অভিলাষী। অবশ্য তিনি নিজেই উহা অধিক দেখেন। তখন আল্লাহ বলেন, অপেক্ষা কর। অতঃপর যদি সে উহা কার্যকরী করে, তাহা হইলে সেই পাপটিই লিখ। আর যদি সে পাপ অভিলাষটি বর্জন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখ।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ যখন কেহ ইসলামের কাজগুলি সুন্দরভাবে করে, তখন তাহার প্রত্যেকটি পুণ্য কাজের জন্য অনুরূপ দশটি হইতে সাতশত পুণ্য লিখা হয়। পক্ষান্তরে কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাপের জন্য একটি পাপই লিখা হইবে।

মুসলিম শরীফে এককভাবে আবদুর রাযযাক হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উহার কিছু বর্ণনা বুখারী শরীফেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন সিরীন, হিশাম, খালিদ আল আহমার ও আবূ কুরায়েব বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করিল, কিন্তু কার্যকরী করিতে বিরত হইল, তাহার জন্য একটি পুণ্য লিখা হইবে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একটি পুণ্য কাজের ইচ্ছা করিল এবং উহা কার্যকরীও করিল, তাহার জন্য দশটি হইতে সাতশত পুণ্য পর্যন্ত লেখা হইবে। আর যদি সে কোন পাপের ইচ্ছা করে, কিন্তু কার্যকরী না করে, তাহার জন্য উহা লেখা হইবে না। তবে যদি সে উহা কার্যকরী করে তাহা হইলে লেখা হইবে। এই বর্ণনাটি ইমাম মুসলিম একাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। অন্য কোন হাদীসবেত্তা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

মুসলিম শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ রিজা আল আত্তারদী, আল জাআদ আবূ উছমান, আবদুল ওয়ারিছ ও শায়বান ইব্‌ন ফারূখ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পাপ ও পুণ্য লিখেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কোন পুণ্য কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা কার্যকরী না করে, তাহার জন্য সেই পুণ্যটি পরিপূর্ণরূপেই লেখা হয়। অতঃপর যদি সে উহার ইচ্ছা করার পর কার্যকরীও করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য দশটি হইতে সাতশত এমনকি উহা হইতেও বহুগুণ বেশি লিপিবদ্ধ করেন। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যকরী না করে তাহা হইলে একটি পাপই লিখেন।

সহীহ মুসলিমে আবদুর রায্‌যাকের হাদীসের অনুরূপ অপর একটি বর্ণনা আল জাআদ আবূ উছমান হইতে পর্যায়ক্রমে জাফর ইব্‌ন সুলায়মান ও ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াহয়ার সনদে উদ্ধৃত

হইয়াছে। উহাতে ومحاها الله ولا يهلك على الله الا هالك বাক্যটি অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উহা বিলুপ্ত করিয়াছেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ধ্বংসকারীর ধ্বংস করার ক্ষমতা নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সোহায়লের পিতা ও সোহায়ল বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর একজন সাহাবী আসিলে জনগণ তাহাকে প্রশ্ন করিল, আমাদের অন্তরে এমন ভয়ানক কথাও জাগে, যাহা কেহ মুখে বলিতে পারেনা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি তাহা তোমাদের হয় ? তাহারা জবাব দিল-হাঁ। তিনি বলিলেন -ইহা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। বর্ণনাটি সহীহ মূসলিমের। মুসলিম শরীফে রাসূল (সা) হইতে আবূ হুরায়রার (রা) সূত্রে পর্যায়ক্রমে আবূ সালেহ ও আ'মাশ অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা, ইব্‌রাহীম ও মুগীরা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-কে মনের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন- ইহা ঈমানের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

এই আয়াতটি মানসূখ হয় নাই। কিয়ামতের দিন যখন সকল সৃষ্টিকে একত্রিত করা হইবে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমাদের অন্তরের যেসব কথা ফেরেশতাও জানে নাই, আমি তাহা তোমাদিগকে জানাইতেছি। ঈমানদারগণকে তাহা জানানো হইবে এবং তাহাদের অন্তরের কথার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। এইজন্যই আল্লাহ বলিয়াছেন- আল্লাহর সমীপে সেই ব্যাপারে তোমাদের হিসাব নিকাশ হইবে। পক্ষান্তরে সন্দিগ্ধ মুনাফিকগণের অন্তরে লুকানো মিথ্যাসমূহ তাহাদিগকে জানানো হইবে এবং তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে পাকড়াও করা হইবে। তাই আল্লাহ বলেন, অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করা হইবে এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেওয়া হইবে। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের অন্তরের উপার্জনের জন্য পাকড়াও করিবেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের নিফাক ও সংশয়ের ব্যাপারে তোমাদিগকে পাহড়াও করা হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও যিহাকও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। যিহাক ও মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন জারীরও বর্ণনা করেন।

হাসান বসরী হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ আয়াতটি মুহকাম ও উহা মানসূখ হয় নাই। ইব্‌ন জারীর এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তাঁহার দলীল হইল এই যে, হিসাব নেওয়া দ্বারা শাস্তি দান করা অপরিহার্য নহে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হিসাব নিয়া যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। এই আয়াত প্রসংগে বর্ণিত এক হাদীসেও তাহা বুঝা যায়। যেমন ঃ

সাঈদ ইব্ন হিশাম হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ আদী ও ইব্ন বিশার এবং ইব্ন হিশাম হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আলীয়া ও ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম এবং উভয় বর্ণনাকারী সাফোয়ান ইব্ন মিহরান হইতে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সাফোয়ান ইব্ন মিহরান বলেন ঃ

আমরা আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের সহিত বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিতেছিলাম। তাঁহার তাওয়াফকালেই এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আরয করিল, হে ইব্ন উমর! রাসূল (সা) গোপন পরামর্শ সম্পর্কে কি বলিয়াছেন তাহা কি শোনেন নাই ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, এক মু'মিন যখন আল্লাহর নিকটবর্তী হইবে, তখন তিনি তাহার কাঁধে হাত রাখিলে সে তাহার পাপসমূহ স্বীকার করিবে। তিনি গোপনে প্রশ্ন করিবেন, তুমি কি এই ঘটনা জান ? তখন সে বলিবে, জানি। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা এই ব্যাপার চলিবে। অবশেষে তিনি বলিবেন, আমি দুনিয়াতে তোমার দোষ গোপন করিয়াছি এবং আজ তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তখন তাহাকে পুণ্য কিংবা ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিকগণকে প্রকাশ্যে ডাকা হইবে (ও প্রকাশ্যে হিসাব নেওয়া হইবে)। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلاَ لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَي الظَّا لِمِيْنَ.

অর্থাৎ এই লোকগণই তাহাদের প্রভুকে মিথ্যা বলিয়াছিল। জানিয়া রাখ, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত রহিয়াছে।

কাতাদা হইতে বিভিন্ন সূত্রে সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

যায়দ হইতে পর্যায়ক্রমে আলী ইব্ন যায়দ, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, সুলায়মান ইব্ন হরব, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِنْ تُبْدُوْا مَافِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এখন পর্যন্ত আমাকে কেহ এই ব্যাপারে প্রশ্ন করে নাই। আমি এই ব্যাপারে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলেন, ইহা বান্দার সহিত আল্লাহর লেন-দেনের কারবার। ঈমানদার বান্দা অগ্নি, ধ্বংস ও বিপর্যয়যোগ্য হইয়া দুঃখকষ্ট করিবে এবং প্রভু তাহাদের ক্ষমা করিয়া দিয়া পাপমুক্ত করিবেন। হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইমাম তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

আমি বলিতেছি- এই সূত্রের মূল বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জাদাআন গরীব হাদীসই বর্ণনা করেন। এই হাদীস তিনি তাহার পিতার অন্যতম পত্নী উম্মে মুহাম্মদ উমাইয়ার বরাতে আবদুল্লাহর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

(٢٨٥) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۟
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

(٢٨٦) لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟
وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

২৮৫. "রাসূল তাহার প্রভুর তরফ হইতে তাহার প্রতি অবতীর্ণ বস্তুর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং মু'মিনগণও। তাহারা সকলেই আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ ও কিতাবসমূহ ও তাহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না। তাহারা আরও বলে, আমরা শুনিলাম ও মানিয়া নিলাম। হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।"

২৮৬. "আল্লাহ কাহারো ক্ষমতার বাহিরে বোঝা চাপান না। সে তাহাই পাইবে যাহা সে উপার্জন করিবে এবং উপার্জিত বোঝাই তাহার উপর আরোপিত হইবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ বোঝা চাপাইয়াছিলে আমাদের উপর সেরূপ বোঝা চাপাইও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা সেই বোঝা বহন কারাইও না যাহা আমাদের ক্ষমতার বাহিরে। আর আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদিগকে মার্জনা কর ও আমাদিগকে দয়া কর। অনন্তর আমাদিগকে কাফিরদের মোকাবেলায় সাহায্য কর।"

প্রথম হাদীস

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুর রহমান, ইব্‌রাহীম, সুলায়মান, মনসূর, শু'বা, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এই আয়াত দুইটি পাঠ করিল।

রাসূল (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন মাসউদ (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌রাহীম, মনসুর, সুফিয়ান ও আবূ নঈম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে বাকারার শেষ আয়াত দুইটি পাঠ করিল, উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইল।

অন্যরা সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান আল আমাশের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। সহীহ্‌দ্বয়ে এই বর্ণনাটি আবদুর রহমান, ইব্‌রাহীম, মনসুর ও সাওরীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহ্দ্বয়ে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা ও আবদুর রহমানের সনদেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি একবার ইব্ন মাসউদের সাথে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আহমদ ইব্ন হাম্বলও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

নবী কীরম (সা) হইতে ইব্ন মাসউদ (রা), আলকামা, মুসাইয়েব ইব্ন রসফ, আসিম, শরীক ও ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করিবে উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় হাদীস

আবূ যর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মারূর ইব্ন সুয়াইদ, খারাশ ইবনুল হার, রবঈ, মনসূর, শায়বান, হুসাইন ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ আরশের নিচের ভাণ্ডার হইতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দেওয়া হয় নাই।

আবূ যর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে যায়দ ইব্ন যাবিয়ান, রবঈ, মনসূর, সাওরী, আশজাদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আরশের নিচের খনি হইতে আমাকে সূরা বাকারার শেষাংশ প্রদান করা হইয়াছে।

তৃতীয় হাদীস

আবদুল্লাহ হইতে পর্যায়ক্রমে মুর্রা, তালহা, যুরায়র-ইব্ন আদী, মালেক ইব্ন মুগাওয়াল, তমীর,আবদুল্লাহ ইব্ন তমীর, যুবায়র, উসামা, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বলেন ঃ

মি'রাজের রাত্রে যখন নবী করীম (সা) সপ্তম আকাশে অবস্থিত সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছিলেন - যেখানে নিম্ন জগত ও উর্ধ্ব জগত আসিয়া মিলিত ও সমাপ্ত হইয়াছে, তখন সিদরাতুল মুন্তাহাকে যাহা আচ্ছাদন করার তিনি আচ্ছাদন করিলেন। উহার সমতল স্বর্ণের তৈরী। রাসূল (সা)-কে তখন তিনটি জিনিস দেওয়া হইল- পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সূরা বাকারার শেষাংশ ও তাঁহার উম্মতের যাহারা শির্ক করে নাই, তাহাদের ক্ষমার সুসংবাদ।

চতুর্থ হাদীস

উকবা ইব্ন আমের আল-জুহনী হইতে পর্যায়ক্রমে মারদাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল ইয়ামানী, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সালমা ইবনুল ফযল, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম আর রাযী ও ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুইটি পাঠ কর। অবশ্যই আমাকে উহা আরশের নিচে অবস্থিত ভাণ্ডার হইতে প্রদান করা হইয়ছে। এই সদনটি উত্তম। তবে উহা কোন সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই।

পঞ্চম হাদীস

হুযায়ফা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে রবঈ, আবূ মালেক, ইব্ন আওয়ানা, মারওয়ান, ইব্রাহীম ইব্ন ইসহাক আল হরবী, আহমাদ ইব্ন কাসিম ও ইব্ন মারদুরিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল

(সা) বলেন ঃ তিনটি বস্তু দ্বারা আমাদিগকে মানব জাতির ভিতর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল, আমাকে আরশের নিচের রত্ন ভাণ্ডার হইতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত কয়টি প্রদান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কাহাকেও ইহা দেওয়া হয় নাই এবং আমার পরেও ইহা কাহাকেও দেওয়া হইবে না। হুযায়ফা (রা) হইতে রবঈর সূত্রে নঈম ইব্‌ন আবূ হিন্দাও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ষষ্ঠ হাদীস

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হারিছ, আবূ ইসহাক, মালিক ইব্‌ন মুগাওয়ালা, জা'ফর ইব্‌ন আওন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম ইব্‌ন বুযায়আ, ইসমাঈল ইবনুল ফযল, আবদুল বাকী ইব্‌ন নাফে ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ কোন জ্ঞানী মুসলমানকে দেখি নাই যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়িয়া ঘুমান। কারণ, তোমাদের নবী (সা)-কে উহা আরশের নিচের খনি হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল মুখারেকী, উমায়ের ইব্‌ন আমর, আবূ ইসহাক, ইসরাইল ও ওয়াকী তাহার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণকারী কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখি নাই যে, তিনি রাত্রিকালে আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষাংশ না পড়িয়া নিদ্রা যান। কারণ উহা আরশের নিচের প্রকোষ্ঠ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

সপ্তম হাদীস

নুমান ইবনে বশীর হইতে পর্যয়ক্রমে আবুল আশআছ আল-সুনআনী, আবূ কুলাবা, আশআছ ইব্‌ন আবদুর রহমান আল হরমী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আবদুর রহমান মাহদী, বিন্দার ও আবূ ঈসা আত্ তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে একখানি গ্রন্থ লিখেন। উহা হইতে দুইটি আয়াত সূরা বাকারার শেষভাগে নাযিল করেন। পর পর তিনরাত্রি যে ঘরে সেই আয়াত দুইটি পড়া হয়না, সেই ঘরে শয়তান ঠাঁই নেয়। ইমাম তিরমিযী বলেন- হাদীসটি গরীব। হাকেম তাঁহার মুস্তাদরাকে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন - ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

অষ্টম হাদীস

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইউসুফ ইব্‌ন আবুল হুজ্জাজ, ইব্‌ন মরিয়ম, ইসমাঈল ইব্‌ন আমর, আল হাসান ইবনুল জুহাম, আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাদীন ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) যখন সূরা বাকারার শেষাংশ ও আয়াতুল কুরসী পড়িতেন, তখন হাস্যোজ্জ্বল হইতেন। তিনি বলিতেন-এইগুলি করুণাময়ের আরশের নিচের খনি হইতে প্রদত্ত। পক্ষান্তরে যখন وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِهٖ কিংবা وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى কিংবা وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى পড়িতেন, তখন বিচলিত ও গম্ভীর হইতেন।

নবম হাদীস

মা'কাল ইব্ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মালীহ, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ হামীদ, মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন বকর, আহমদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন হামযা, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কূফী ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ আমাকে আরশের নিচ হইতে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ দেওয়া হইয়াছে। মুফাস্সাল সূরা আমার প্রতি বাড়তি দান।

দশম হাদীস

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন জুবায়ের আবদুল্লাহ ইব্ন ঈসা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর কাছে জিব্রাঈল (আ) বসা ছিলেন। হঠাৎ ঊর্ধ্বলোকে একটি শব্দ হওয়ায় জিব্রাঈল (আ) উপরের দিকে তাকাইলেন। অতঃপর বলিলেন, এখন আকাশের সেই দরজাটি খোলা হইল যাহা পূর্বে কখনও খোলা হয় নাই। তখন সেখান হইতে একজন ফেরেশতা অবতরণ করিলেন এবং নবী করীম (স) আগাইয়া আসিলেন। তখন সেই ফেরেশতা তাহাকে বলিলেন - আপনাকে প্রদত্ত দুইটি নূরের আমি সংবাদ দিতেছি। এই দুইটি আপনার পূর্বে আর কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। তাহা হইল ফাতিহাতুল কিতাব ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনাকে দেওয়ার আগে কখনও আপনি ইহার কোন হরফ পড়েন নাই। মুসলিম ও নাসয়ীতে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ অর্থাৎ রাসূল তাহার প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা মানিয়া নিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) সম্পর্কে সংবাদ দান করিলেন।

কাতাদা হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ, ইয়াযীদ, বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, রাসূল (সা)-এর নিকট যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি বলেন, তাহার উপর হক হইতেছে ঈমান আনা।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াহয়া ইব্ন আবূ কাছীর, আবূ আকীল, খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহয়া, মুআজ ইব্ন নাজদাহ আল কারশী ও আবূ নযর ফকীহ্র সনদে হাকেম তাহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ যখন এই আয়াত নাযিল হইল তখন নবী (সা) বলিলেন যে, তাহার জন্য ঈমান রাখা এখন হক হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হাকেম বলেন সনদটি বিশুদ্ধ বটে। কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

আল্লাহ তা'আলার বাণীর وَالْمُؤْمِنُوْنَ পদটি (এবং মু'মিনগণ) রাসূল শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর সকলের মিলিত অবস্থার সংবাদ দান করা হইয়াছে। তাই তিনি বলেন ঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

অর্থাৎ তাহাদের সকলেই আল্লাহ, তাহার ফেরেশতাগণ, তাহার কিতাবসমূহ ও তাহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না।

তাই মু'মিনগণ একক, স্বয়ম্ভর, লা-শরীক প্রতিপালক প্রভু আল্লাহর উপর ঈমান আনে। তেমনি সকল নবী-রাসূল এবং বান্দার জন্যে নবী-রাসূলের কাছে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাবকে তাহারা সত্য বলিয়া মানে। তাহারা নবী-রাসূলগণের কাহাকেও পৃথক দৃষ্টিতে দেখে না। একজনকে মানিয়া অন্য কাহাকেও অমান্য করে না। তাহাদের নিকট সকলেই সত্যবাদী, পবিত্রতাকারী, সত্যপথের দিশারী, কল্যাণের পথ প্রদর্শনকারী। যদিও আল্লাহর মর্জী মোতাবেক তাহাদের একজনের শরীআত আসিয়া অপর জনের শরীআত বাতিল করিয়াছে (তাহা ভিন্ন কথা)। শেষ নবীর এই শরীআত কিয়ামত পর্যন্ত চলিবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার উম্মতের একটি দল এই সত্যের উপর অবিচল থাকিবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ তাহারা বলে, হে প্রভু, আমরা তোমার কালাম শুনিয়াছি, উহা বুঝিয়াছি, উহার উপর স্থির রহিয়াছি ও সেই অনুসারে আমল করিতেছি।

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا অর্থাৎ হে প্রভু! তোমার ক্ষমা, দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা ইবনুল মুসাইয়েব, ইব্‌ন ফযল, আলী ইব্‌ন হরব মোসেলী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের اٰمَنَ الرَّسُوْلُ .... غُفْرَانَكَ অংশ সম্পর্কে বলেন- তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়াছ। وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের দিনের আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ।

জাবির হইতে পর্যায়ক্রমে হাকীম, সিনান জারীর, ইব্‌ন হামীদ ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর উপর যখন اٰمَنَ الرَّسُوْلُ ....وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন জিব্‌রাঈল (আ) বলেন - আল্লাহ তা'আলা আপনার ও আপনার উম্মতের বেশ প্রশংসা করিয়াছেন।

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ কাহাকেও তাহার শক্তির বাহিরে কোন বিধান দেওয়া হইবে না। ইহা নিঃসন্দেহে বান্দার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও মহানুভবতা বৈ নহে। এই আয়াত পূর্ববর্তী وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ আয়াত বাতিল করিয়াছে। কারণ, উহা অবতীর্ণ হওয়ার পর পর সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। ফলে উহার হিসাব-নিকাশ হইলেও উহার জন্য শাস্তি দেওয়া হইবে না। মোটকথা, যাহার উপর বান্দার নিয়ন্ত্রণ নাই, তাহার জন্য বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। উহা হইল মনের ওয়াসওয়াসা ও জল্পনা-কল্পনা। উহার উপর মানুষের দায়-দায়িত্ব থাকে না। অবশ্য ঈমানের ত্রুটি হইতেই খারাপ ওয়াসওয়াসার সূত্রপাত হয়।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ لَهَا مَاكَسَبَتْ অর্থাৎ কল্যাণকর কাজ। وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ অর্থাৎ খারাপ কাজ। এই কাজগুলিই হিসাব-নিকাশের আওতায় আসিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দাগণের শিক্ষাদাতা হিসাবে তাহাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিতেছেন ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا (হে আমাদের পরোয়ারদেগার! আমাদের ভুল-ত্রুটি ধরিও না)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এইরূপ প্রার্থনা তিনি কবূল করেন। উক্ত প্রার্থনার তাৎপর্য হইল এই যে, আমি যদি ভুলক্রমে কোন ফরয তরক করি কিংবা হারাম কাজ করিয়া-ফেলি কিংবা অজ্ঞতার কারণে ঠিক মনে করিয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বেঠিক কোন কাজ করি, তাহা ক্ষমা করিয়া দাও।

ইমাম মুসলিমের হাদীসে দেখা গিয়াছে, এই প্রার্থনায় আল্লাহ তা'আলা ইতিবাচক জবাব দিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসেও তাহাই দেখা যায়।

ইব্ন মাজা তাহার সুনাম ও ইব্ন হাব্বান তাহার সহীহ্ সংকলনে আতার সূত্রে আবূ আমর আল আওযাঈ হইতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন মাজা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এবং তিবরানী ও ইব্ন হাব্বান ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উবায়েদ ইব্ন উমায়ের ও আতার সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন—আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতকে ভুল-ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত ব্যাপারের দায়দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আবূ হাতিম অন্য একটি সূত্রেও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে উম্মে আবূ দারদা (রা), শাহর, আবূ বকর আল হাযলী, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি ব্যাপার হইতে আমার উম্মতকে মুক্তি দিয়াছেন। ভুল-ত্রুটি ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ব্যাপার।

আবূ বকর বলেন—আমি হাসানের নিকট ইহা বর্ণনা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি এই আয়াত লক্ষ্য কর নাই, যাহা আমরা সর্বদা পাঠ করি ঃ

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! আমরা যে সব ভুল-ত্রুটি করি তাহা ধরিও না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا অর্থাৎ সাধ্যাতীত কোন বিধান আমাদের উপর চাপাইও না। অতীতের উম্মতকে যেভাবে ক্ষুৎপিপাসা ও নানা বাধ্যবাধকতার পরীক্ষায় ফেলিয়াছ, তেমনি আমাদিগকে ফেলিও না। কারণ, তোমার নবী মুহাম্মদকে রহমতের নবী করিয়া পাঠাইয়াছ। তাহার দীনকে দীনে হানীফ ও সহজ দীন করিয়াছ। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা উক্ত মুনাজাতের জবাবে সম্মতিসূচক হাঁ বলিয়াছেন।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলেন-আমি অবশ্যই করিয়াছি।

তাহা ছাড়া বিভিন্ন সূত্রের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন—আমি সরল-সহজ দীনে হানীফ নিয়া প্রেরিত হইয়াছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ অর্থাৎ দুঃসহ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের পরীক্ষায় আমাদিগকে নিপতিত করিও না।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসংগে মকহুল বলেন ঃ নিঃস্বতা কিংবা কামার্ততার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করেন। এই প্রার্থনার জাবাবেও আল্লাহ ইতিবাচক সাড়া দেন। ইহা অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ وَاعْفُ عَنَّا অর্থাৎ তোমার ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারে যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তুমি জ্ঞাত রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা কর।

وَاغْفِرْ لَنَا অর্থাৎ তোমার বান্দাদের ও আমাদের মধ্যকার ব্যাপারে যে সব ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায়- অবিচার হইয়াছে তাহা ক্ষমা কর।

وَارْحَمْنَا অর্থাৎ ভবিষ্যতে যাহা কিছু ত্রুটি-বিচুতি ঘটিবে তাহা হইতে বাঁচার জন্য তোমার তৌফিক চাই। তুমি আমাদের ব্যাপার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিও না।

তাই অনেকে বলেন-পাপী বান্দারা তিনটি জিনিসের মুখাপেক্ষী। এক, আল্লাহ পাক যেন তাঁহার ও বান্দার মধ্যকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না ধরেন। দুই. বান্দার সহিত বান্দার সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অপরাধ হইয়াছে তাহা যেন তিনি ঢাকিয়া দেন। তিন. তাহাকে যেন সার্বক্ষণিক হেফাযতে রাখা হয় যাহাতে সে কোন অন্যায় পদক্ষেপ না নিতে পারে। এই প্রার্থনার জবাবে আল্লাহ পাক সম্মতি জানাইয়াছেন।

আল্লাহ পাকের কালাম ঃ اَنْتَ مَوْلٰنَا অর্থাৎ তুমি আমাদের অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং তোমার উপরেই আমাদের ভরসা ও তোমার সাহায্যই আমাদের একমাত্র কাম্য। তুমি ছাড়া আমাদের আশ্রয় নাই ও তোমার শক্তি ছাড়া আমাদের শক্তি নাই।

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ. অর্থাৎ যাহারা তোমার দীনের ব্যাপারে ঝগড়া করিতেছে, তোমার একত্বকে অস্বীকার করিতেছে, তোমার রাসূলকে অমান্য করিতেছে, তুমি ছাড়া অন্যদের বন্দেগী করিতেছে এবং তোমার কোন বান্দাকে তোমার শরীক করিতেছে, তাহাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য আমাদিগকে সাহায্য কর। এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য আমাদিগকে দান কর। এই প্রার্থনার জবাবেও আল্লাহ তা'আলা হাঁ বলিয়া সম্মতি জানাইয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়ছে।

আবূ ইসহাক হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান, আবূ নঈম, মুছান্না ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুআয (রা) এই সূরার শেষাংশ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ পাঠ করার পর আমীন বলিতেন।

অপর এক ব্যক্তি হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইসহাক, সুফিয়ান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) সূরা বাকারা শেষ করিয়া আমীন বলিতেন।

❁ সূরা বাকারার তাফসীর সমাপ্ত হইল ❁

সূরা আলে ইমরান

২০০ আয়াত ঃ ২০ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহর নামে

ইহা মাদানী সূরা। কারণ, এই সূরার প্রথম ৮৩টি আয়াত নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিল হিজরী নবম সনে। ইহাতে ‘আয়াতে মুবাহালার’ ব্যাখ্যাও আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ। সূরা বাকারার প্রারম্ভে সূরা বাকারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোকপাত করা হইয়াছে।

(١) الٓمّٓ ۙ

(٢) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۙ

(٣) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۙ

(٤) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۬ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

১. আলিফ-লাম-মীম, আল্লাহ মহান

২. তিনি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

৩. তিনিই সত্যসহ সেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা তাহার পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যতা স্বীকার করে।

৪. ইতিপূর্বে তিনিই তাওরাত এবং ইঞ্জীল অবতীর্ণ করিয়াছেন। (এই সমস্ত) মানুষের সত্যপথ প্রদর্শনকারী এবং তিনিই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

তাফসীর ঃ আয়াতুল কুরসীর তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে এক হাদীসে আলোচিত হইয়াছে যে, ইসমে আ'যম এই আয়াত এবং আয়াতুল কুরসীতে বিদ্যমান। সূরা বাকারার প্রারম্ভে الٓمٓ। সম্বন্ধেও ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। কাজেই এখানে ইহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ। এই আয়াতের তাফসীরও আয়াতুল কুরসীতে আলোচিত হইয়াছে।

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর সত্য ও ন্যায় সহ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। বরং নিশ্চিত রূপেই ইহা আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ এবং ইহা তিনি তাঁহার জ্ঞানসহ অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ফেরেশতাগণ সাক্ষী আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ —এই কুরআন উহার পূর্বেকার সমস্ত গ্রন্থের সত্যতার স্বীকৃতি দিতেছে। আর সেই সমস্ত গ্রন্থও কুরআনের সত্যতার প্রমাণ দিয়াছে। কারণ, সেই সমস্ত গ্রন্থে এই নবীর আবির্ভাব এবং তাঁহার নিকট পবিত্র কিতাব তথা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ এই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনিই ইমরান পুত্র মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মরিয়ম-তনয় হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ইঞ্জীল অবতীর্ণ করিয়াছেন। هُدًى لِّلنَّاسِ —এই দুইটি গ্রন্থই সেই যুগের লোকদের জন্য সত্য ও ন্যায় পথের দিশারী ছিল। وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ —তিনিই ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহা সত্য ও ন্যায় পথ এবং অসত্য ও অন্যায় পথের পার্থক্য সৃষ্টিকারী। ইহার উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণসমূহ সকলের জন্যই যথেষ্ট। ইহাতে কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোন প্রকার শোবা-সন্দেহের অবকাশই নাই। হযরত কাতাদা এবং রবী' ইব্ন আনাস বলেন যে, فُرْقَانَ এখানে কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শব্দটি মূলধাতু। যেহেতু ইতিপূর্বে কুরআনের আলোচনা করা হইয়াছে, এই জন্যই এখানে فُرْقَانَ বলা হইয়াছে।

আবূ সালেহ বলেন ঃ فُرْقَانَ শব্দ দ্বারা এখানে তাওরাত উদ্দেশ্য। তবে তাহার এই কথা খুবই দুর্বল। কেননা, তাওরাতের আলোচনা ইতিপূর্বে অতীত হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ —যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে এবং বাতিলের দ্বারা হককে প্রত্যাখ্যান করে, কিয়ামতের দিন তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ —আল্লাহ পরাক্রান্ত ও পরাক্রমশালী। ذُوانْتِقَامٍ —যাহারা তাঁহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে ও তাঁহার প্রেরিত নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা করে, তাহাদের অপকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে তিনি সমর্থ।

(٥) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ ○

(٦) هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট যমীন ও পৃথিবীর কোন বস্তুই গোপন নয়।

৬. তিনি মাতৃগর্ভে তোমাদিগকে যেভাবে ইচ্ছা আকৃতি দান করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি অশেষ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি আসমান-যমীনের সমস্ত অদৃশ্য বিষয়ই উত্তমরূপে জানেন। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নহে। তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে আকৃতি দান করেন। তিনি যেইভাবে ইচ্ছা ভাল-মন্দ ও সৎ-অসৎ সৃষ্টি করেন। তিনি ব্যতীত মা'বূদ নাই। তিনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানবান। অতএব যখন তিনি একাই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা অন্য কাহারো ইবাদত করিবে কেন ? বরং তিনিই এককভাবে তোমাদের ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তিনিই সমস্ত ইজ্জত-সম্ভ্রমের মালিক, তিনিই সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। এখানে এই কথার প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। শুধু ইঙ্গিত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে জোর দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-ও আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনিও মহান আল্লাহর দরবারে অবনত মস্তকে সিজদা করিতেন। যেমন, বিশ্বের সমস্ত মানুষ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখিতে সুযোগ পাইয়া থাকে, তিনিও ঠিক তেমনিভাবেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি মা'বূদ হইবেন কিরূপে ? অথচ হতভাগা নাসারাগণ তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তার মর্যাদা দিয়া তাঁহার ইবাদত করিতেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ

অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃগর্ভে তিন-তিনটি অন্ধকারের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করাইয়া সৃষ্টি করেন।

(৭) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

(৮) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

(৯) رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

৭. "তিনিই তোমাদের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন; এইগুলি কিতাবের মূল অংশ; আর অন্যগুলি রূপক, যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘনের প্রবণতা রহিয়াছে, শুধু তাহারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত ইহার ব্যাখ্যা কেহ জানে না। আর যাহারা জ্ঞানে সুগভীর তাহারা বলে, "আমরা ইহা বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত এবং বোধশক্তি সম্পন্নরা ব্যতীত অপর কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।"

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্যলংঘনপ্রবণ করিও না এবং তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে করুণা দাও, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

৯. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমাবেশ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কিছু আয়াত রহিয়াছে, যাহা এতই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, যে কাহারও পক্ষে উহার অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ। উহাতে কোন প্রকার জটিলতা নাই, কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নাই। আর কিছু আয়াত এমনও রহিয়াছে, যাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা খুব সহজ হয় না। এখন যে ব্যক্তি এই দ্বিতীয় প্রকার আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের সহিত মিলাইয়া লয় অর্থাৎ যে সমস্যার সমাধান যে আয়াতে পায় সেখান হইতেই তাহা গ্রহণ করে, তবেই সে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ত্যাগ করিয়া এমন আয়াতসমূহের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খোঁজ করে যাহাতে সে আরও সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে আটকাইয়া যায়, তাহার পক্ষে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান লওয়া সহজ হয় না। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত আয়াতকে أُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াত বলিয়াছেন, যাহাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নাই। অর্থাৎ তোমরা সুস্পষ্ট বিধানসমূহ পালন কর ও কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়িও না। আর যে সমস্ত আয়াত তোমার বুঝে আসে না, সেইগুলিকেও সুস্পষ্ট আয়াত হইতে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। তাহা ছাড়া কিছু আয়াত এমনও রহিয়াছে, যাহার একটি অর্থ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বটে, তবে তাহাতে অন্য অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান। অর্থাৎ ইহার শব্দ ও বাক্য বিন্যাস পদ্ধতি হইতে তেমনটি বুঝা যায়, তাহা না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে এমন নয়। এই ক্ষেত্রে তোমরা অন্য কোন অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইও না।

مُحْكَمٌ ও مُتَشَابِهٌ সম্বন্ধে প্রাচীন মনীষীদের নিকট হইতে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য সর্বাগ্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন— যে সমস্ত আয়াত অন্যান্য আয়াতকে রহিত করে তাহাই মুহকামাত এবং এই সমস্ত আয়াতে থাকে হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুমের বর্ণনা, নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের বিবরণ, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির বর্ণনা, বিভিন্ন কাজের নির্দেশ ইত্যাদি। তিনি আরও বলেন ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا—এই আয়াত এবং ইহার পরবর্তী আয়াতসমূহ মুহকাম। অনুরূপ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا এবং ইহার পরবর্তী তিনটি আয়াতও মুহকাম।

আবূ ফাখতা বলেন—প্রত্যেক সূরার শুরুতেই আয়াতে মুহকাম রহিয়াছে।

ইয়াহয়া ইব্‌ন ইয়াসার বলেন ঃ বিভিন্ন নির্দেশ অর্থাৎ ফরয, হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধ সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত মুহকাম।

সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন ঃ এইগুলিই মূল কিতাব। এইজন্যই বলা হয় যে, এইগুলি সমস্ত গ্রন্থেই বিদ্যমান। মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ এইজন্যই সকল ধর্মে ইহার স্বীকৃতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মুতাশাবাহাত সম্পর্কে বলা হয় যে, এইগুলি مَنْسُوْخٌ বা রহিত আয়াত। যে আয়াতকে অগ্রে কিংবা পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং যে সমস্ত আয়াত দ্বারা উদাহরণ

দেওয়া হইয়াছে অথবা যে সমস্ত আয়াত দ্বারা শপথ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত বিষয় শুধু বিশ্বাসযোগ্য, বাস্তবে বর্ণনীয় নয়, উহাই মুতাশাবিহাত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও তাহাই বলেন। মাকাতিল বলেন ঃ মুতাশাবাহাত হইল সূরার প্রারম্ভে বিচ্ছিন্ন বর্ণনাসমূহ।

মুজাহিদ বলেন ঃ মুতাশাবাহাত আয়াতের একটি অপরটিকে সত্যায়িত করে। যেমন অন্য স্থানে বলা হইয়াছে ঃ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ প্রসংগত এই কথাও বলা হইয়াছে যে, অভিন্ন পদ্ধতিতে যে সমস্ত বাণী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাই مُتَشَابِهٌ এবং যেখানে পরস্পর বিরোধী দুইটি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে তাহাই مَثَانِيْ যেমন বেহেশত ও দোযখের আলোচনা কিংবা সৎ ও অসতের আলোচনা ইত্যাদি। তবে এখানে مُتَشَابِهٌ অবশ্য مُحْكَمٌ আয়াতের বিপরীত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আমরা ইতিপূর্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাই যথার্থ। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসারও এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এইগুলি আল্লাহ্‌র প্রমাণ। ইহাতে বান্দার মুক্তির উপায় বিদ্যমান, তাহাদের বিবাদ-বিসংবাদের ফায়সালা ও বাতিলের প্রতিবিধান। যে উদ্দেশ্যে এই সমস্ত আয়াত গঠন করা হইয়াছে তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। এইগুলির অর্থ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন, তাহাতে কোন হেরফের করা চলে না এবং তাহাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত দ্বারা বান্দার ঈমানের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। যেমন তিনি হালাল-হারাম দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই এই সমস্ত আয়াত কাহাকেও সত্য ও ন্যায় হইতে বিমুখ করিয়া অন্যায় ও অসত্যের প্রতি ধাবিত করে না।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ

অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে ও যাহারা সত্যবিমুখ, তাহারাই কেবল আয়াতে মুতাশাবাহ দ্বারা নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে প্রয়াস প্রায়। শাব্দিক মতবিরোধ দ্বারাই তাহারা এই ঘৃণ্য তৎপরতা চালাইতে সুযোগ লাভ করিয়া থাকে। কেননা, মুহকাম আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। যেহেতু মুহকাম আয়াতসমূহের শব্দগুলি সুস্পষ্ট ও খুবই উজ্জ্বল, তাই তাহাতে তাহারা বেশ-কম করিতে পারে না এবং তাহা দ্বারা তাহাদের অসৎ প্রমাণ সংগ্রহ করাও সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা। ইহা দ্বারা তাহারা তাহাদের অনুসারীগণকে বিভ্রান্ত করিতে সুযোগ পায় এবং নিজেদের ঘৃণ্য বিদআতসমূহে পবিত্র কুরআনকে দলীল হিসাবে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। অথচ পবিত্র কুরআন বিদআত প্রতিরোধ করিয়া থাকে। যেমন ঈসায়ীগণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত رُوْحُ اللهِ ও كَلِمَةُ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র প্রমাণ করিতে অন্তহীন চেষ্টা-সাধনা করিয়াছে। অথচ এই আয়াতে মুতাশাবাহ ব্যতীত সুস্পষ্ট আয়াত বিদ্যমান, তাহারা সেইগুলির প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। যেমন اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ। অর্থাৎ হযরত ঈসা আল্লাহ্‌র সেই দাস বৈ আর কিছু নয়, যাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছেন। অপর এক স্থানে রহিয়াছে ঃ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ। অর্থাৎ হযরত ঈসার উদাহরণ আল্লাহ্‌র নিকট হযরত আদম (আ)-এর ন্যায়। তাহাকে আল্লাহ মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন হও, তিনি হইয়া গেলেন।

অনুরূপ আরও অনেক সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা সেই সমস্ত আয়াত উপেক্ষা করার প্রয়াস পায়। অথচ ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

তারপর তিনি বলেন ঃ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهٖ অর্থাৎ তাহাদের অপর উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌র কালামকে তাহাদের অসৎ ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিবর্তন করা। মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও সুদ্দী বলেন, তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যে, তাহাদের অন্যায় বস্তুর প্রমাণ তাহারা কুরআন হইতে অবহিত হইবে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াকুব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ..........اُولُوا الْاَلْبَابِ — এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, যখন তোমরা সেই সমস্ত লোককে দেখ যাহারা ইহাতে বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে ত্যাগ কর। কেননা এই আয়াতে তাহারাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। অনুরূপ একটি হাদীস ইমাম আহমদ ও ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি আরও অনেক সূত্রে বিভিন্ন সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ বুখারীতেও এই হাদীসটি এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমের কিতাবুল কদরেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবূ দাঊদও তাঁহার সুনানে সুন্নাতের আলোচনায় ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উকবা, ইয়াযীদ ইব্‌ন ইবরাহীম তাস্তারী, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা ও কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, যখন তোমরা সেই সমস্ত লোককে দেখ, যাহারা আয়াতে মুতাশাবাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যস্ত, তখন তোমরা তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিবে। কেননা ইহারাই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। ইমাম তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহা উত্তম হাদীস।

ইমাম আহমদ বলেন—আবুল কাসিম ও হাম্মাদ আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ উযযাকে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, তিনি فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, ইহারা খাওয়ারিজ এবং يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ আয়াত সম্পর্কেও বলেন, ইহারা খাওয়ারিজ।

ইব্‌ন মারদুবিয়া বিভিন্ন সূত্রে যথা আবূ গালিব ও আবূ উযযার সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এই হাদীসটি কমপক্ষে মওকূফ জাতীয় হাদীস হইবে। তবে ইহার অর্থ ও সারমর্ম যথার্থ। যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে তাহারা সর্বপ্রথম বিদআত সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা কোন পার্থিব কারণেই এই ফিতনার সৃষ্টি করিয়াছিল। নবী করীম (সা) যখন হুনাইনের যুদ্ধে গনীমতের মাল বন্টন করিতেছিলেন, তখন তাহাদেরই বিকৃত চিন্তাধারায় হুযুর (সা)-এর বন্টন পদ্ধতিতে ইনসাফের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অতএব যুল খুওয়াইছারা নামক এক ব্যক্তি হুযুর (সা)-এর সামনে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, আপনি ইনসাফ করুন। আপনি বন্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিশ্ববাসীর নিকট পরম বিশ্বাসী করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন আমি যদি তোমার দৃষ্টিতে ন্যায় ও ইনসাফ হইতে বিচ্যুত হই, তবে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ; শুধু ক্ষতিগ্রস্তই নয়, বরং তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ।

অতঃপর এই ব্যক্তি ফিরিয়া গেলে যহরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব তাহাকে হত্যা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। কেননা, তাহার বংশধরদের মধ্য হইতে এমন একদল লোক জন্মগ্রহণ করিবে যে, তোমরা তোমাদের নামায অপেক্ষা তাহাদের নামাযকে শ্রেয় মনে করিবে এবং তাহাদের কুরআন পাঠকে তোমাদের কুরআন পাঠ অপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞান করিবে। তাহারা মূলত দীনের গণ্ডি হইতে এমনভাবে বাহির হইয়া যাইবে, যেমনি তীর শিকারীর ধনুক হইতে বাহির হইয়া যায়। অতএব তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে হত্যা করিবে। তাহাদের হত্যাকারীকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিতে করা হইবে।

অতঃপর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফতের যুগে এই নরাধমগণ আত্মপ্রকাশ করে এবং তিনি তাহাদিগকে খাওয়ারিজের যুদ্ধে হত্যা করেন। তারপর ইহারা বিভিন্ন গোত্রে, বিভিন্ন চিন্তাধারায় বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ইহারা বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র ধরনের বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচলন করিয়া দীনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এইভাবে তাহারা আল্লাহ্‌র দীন হইতে বহু দূরে সরিয়া যায়। অতঃপর আবির্ভাব ঘটে কাদারিয়া সম্প্রদায়ের, তারপর মু'তাজিলা সম্প্রদায়ের, তারপর জুহমিয়া সম্প্রদায়ের। এইরূপে ইহাদের বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং এমনিভাবেই হুযুর (সা)-এর এই বিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়— وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة অর্থাৎ অচিরেই এই উম্মত ৭৩টি দল-উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। উহার একটি মাত্র দল ব্যতীত অন্য সবই দোযখের ইন্ধনে পরিণত হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কোন্ দল ? হুযুর (সা) বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যেইমতে ও পথে আছি। হাকেম তাহার মুসতাদরাকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেজ আবূ ইয়ালা বলেন— আবূ মূসা, আমর ইব্‌ন আসিম, আল-মুতামার তাহার পিতা হইতে, কাতাদা ও হাকাম ইব্‌ন জুন্দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে এমন এক দল লোক জন্ম গ্রহণ করিবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে, কিন্তু তাহারা উহাকে খেজুরের বীচির ন্যায় নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা দ্বারা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করিবে!

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন— وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ ইহার প্রকৃত অর্থ এবং ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এখানে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকদের মধ্যে একটি বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, এখানে اللّٰهُ শব্দের উপরই পূর্ণচ্ছেদ হইবে কি-না।

তবে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, তাফসীর চারি প্রকার। প্রথম— যে তাফসীর বুঝিতে কাহারো কোন কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়— যে তাফসীর ভাষাভাষী লোকজন সাধারণত ভাষা হইতে বুঝিয়া থাকে। তৃতীয়— যে তাফসীর শুধু বিচক্ষণ জ্ঞানী লোকগণই বুঝিতে পারে। চতুর্থ— যে তাফসীর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। হযরত আয়েশা (রা), হযরত উরওয়া (রা), আবূশাছা, আবূ যাহিদ প্রমুখ সাহাবী হইতেও এই কথা বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাশিম 'মুজামুল কবীর' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন, হাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আ'রাজ, তাহার পিতা, যুমযুম ইব্‌ন যারআ ও শুরাইহ ইব্‌ন উবাইদ আবূ মালিক আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, "আমি আমার উম্মতের জন্য কেবল তিনটি বিষয়ের ভয় করি। প্রথমত

সম্পদের প্রাচুর্য। ইহাতে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হইবে এবং পারস্পরিক হানাহানি শুরু হইবে। দ্বিতীয়ত, কুরআন তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফলে বিশ্বাসী লোকগণও উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইবে। অথচ উহার বাস্তব ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানে না। আর জ্ঞান-গরিমায় উচ্চস্তরের লোকগণ বলিবে যে, আমরা উহাতে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, তাহাদের জ্ঞানের দম্ভ হইবে। ফলে জ্ঞানকে তাহারা এমনভাবে ধ্বংস করিবে যে, কেহ কাহাকেও জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।" এই হাদীসটি বিরল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ, ইবরাহীম, আহমদ ইব্‌ন আমর, হিশাম ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে, আমর ইব্‌ন শোয়াইব তাঁহার পিতা হইতে এবং ইব্‌নুল আস্ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "কুরআন এইজন্য নাযিল হয় নাই যে, ইহার এক অংশ অপর অংশকে মিথ্যারোপ করিবে। অতএব তোমরা উহার যতটুকু বুঝ তাহাই কার্যে পরিণত কর। আর যাহা মুতাশাবাহ তাহাতে ঈমান আন।"

আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ মুআম্মার ও ইব্‌ন তাউস তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিতেন— وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّسِخُوْنَ...... اٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ ইহার বাস্তব ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং তত্ত্বজ্ঞানী লোকগণ বলেন যে, আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। অনুরূপ ইব্‌ন জারির উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং মালিক ইব্‌ন আনাসের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাহারাও মুতাশাবাহার প্রতি ঈমান রাখিতেন এবং উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানিতেন না। ইব্‌ন জারির এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের কথাও ছিল এই ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আয়াতে মুতাশাবাহার অর্থ অন্য কেহই জানে না এবং গভীর জ্ঞানী লোকগণ বলেন যে, আমরা ইহার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল। উবাই ইব্‌ন কা'বও এই কথাই বলেন এবং ইব্‌ন জারীরও এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হইল সেই সমস্ত লোকদের কথা যাহারা اِلاَّ اللّٰهُ শব্দের উপর وقف (পূর্ণচ্ছেদ) মানিয়া পরবর্তী বাক্যটি পৃথক করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে কিছু লোক وَالرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ বাক্যাংশের উপর وقف বা পূর্ণচ্ছেদ টানেন। অধিকাংশ মুফাস্‌সির ও নীতিবিদই এই কথা বলেন। তাহাদের প্রধান যুক্তি হইল এই, যে কথা বুঝে আসে না বা যে কথা বোধগম্য নহে, তাহা বলা বাহুল্য। তাহাদের এই দাবির সমর্থনে নিম্ন হাদীসসমূহ পেশ করেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— اَنَا مِنَ الرَّسِخِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ تَاْوِيْلَهُ —"যে সমস্ত লোক আয়াতে মুতাশাবিহার অর্থ জানে, আমিও সেই সমস্ত গভীর জ্ঞানীদের অন্তর্ভুক্ত।" ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন— "গভীর জ্ঞানের লোকগণ আয়াতে মুতাশাবাহর অর্থ জানেন এবং তাহারা বলেন যে, ইহার প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস বিদ্যমান।" রবী ইব্‌ন আনাসও এই কথাই বলেন।

অবশ্য মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— প্রকৃত ব্যাখ্যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন এবং গভীর জ্ঞানী লোকগণ

বলেন যে, আমরা ইহার প্রতি বিশ্বাসী। অতঃপর আয়াতে মুহকাম দ্বারা সেই আয়াতে মুতাশাবিহার ব্যাখ্যা করেন, যাহাতে কাহারো কোন কথা বলার অধিকার নাই।

তাহাদের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআনের বিষয়বস্তু মিলিয়া যায় এবং ইহার এক অংশ অপর অংশকে সত্যায়িত করে। ফলে ইহা দ্বারা সঠিক প্রমাণ দাঁড়াইয়া যায়। এই ব্যাপারে যেসব ওযর-আপত্তি ছিল তাহাও বাতিল ও দূরীভূত হইয়া যায় এবং কুফরের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। হাদীসেও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর জন্য দু'আ করিয়াছেন যে, "হে আল্লাহ! তাহাকে দীনের বুঝ দান কর এবং ব্যাখ্যা করার মত জ্ঞান তাহাকে দান কর।"

অপর এক দল আলিম এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন ঃ تَاْوِيْلُ শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমত, تَاْوِيْلُ অর্থ হইল বস্তুর মৌল তত্ত্ব। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ يَا اَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُؤْيَايَ — হে পিতা! ইহাই আমার স্বপ্নের মৌল ব্যাখ্যা। অনুরূপ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ — কাফিরগণ শুধু ইহার বাস্তবতা প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। অতএব যেদিন ইহার বাস্তবতা প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ যখন তাহারা পরকালের প্রকৃত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হইবে। যদি تَاْوِيْلٌ দ্বারা এই অর্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে اِلاَّ اللّٰهُ শব্দের উপর وَقَفَ বা পূর্ণচ্ছেদ হইবে। কেননা, বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা মৌল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই অবহিত নয়। তখন وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ হইবে। مبتدا বা বাক্যের উদ্দেশ্য এবং بَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّابِهٗ হইবে خبر বা বিধেয়। তখন এই বাক্যটি সম্পূর্ণরূপেই একটি পৃথক বাক্য হইবে।

কিন্তু যদি تَاْوِيْلٌ শব্দটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন وقف হইবে وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ-এর উপর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন- نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ অর্থাৎ আমার নিকট ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ কর। কারণ, গভীর জ্ঞানী লোকগণ সাধারণত জানেন এবং বুঝেন যে, তাহাদিগকে কি বলা হইল। যদিও বস্তুর মৌল তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে তাহাদের পূর্ণ জ্ঞান নাই। এই অবস্থায় يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ বাক্যটি হইবে পূর্ববর্তী বাক্যের অবস্থাজ্ঞাপক বিশেষণ । তখন পূর্ববর্তী বাক্যের সহিত ইহাকে عطف বা সংযুক্ত করা সম্ভব হইবে। কারণ معطوف عليه ব্যতীতও কোন কোন সময় معطوف ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। যেমন لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ اِلٰى ...... এবং অন্য এক স্থানে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ইত্যাদি। প্রথম আয়াতে মূলত ছিল اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُخْرِجُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ অথচ দ্বিতীয় اُخْرِجُوْا ব্যবহার করা হয় নাই। অনুরূপ দ্বিতীয় আয়াতে ছিল وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَاءَ الْمَلَكُ সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় جَاءَ ব্যবহৃত হয় নাই।

তারপর তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিয়া বলা হইল, তাহারা বলে যে, আমরা ইহাতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, মুহকাম ও মুতাশাবাহ

প্রত্যেকটিই সত্য এবং এই সবই আল্লাহর নিকট হইতে আগত। এই দুইটির প্রত্যেকটিই একটি অপরটির সত্যতার স্বীকৃতি দেয় ও সাক্ষ্য বহন করে। কারণ, সব কিছুই তো আল্লাহর নিকট হইতে আগত। এই জন্যই কুরআনে বলা হইল যে, আল্লাহর নিকট হইতে না হইয়া যদি ইহা অন্য কাহারো নিকট হইতে আসিত, তাহা হইলে ইহাতে অনেক মতবিরোধ ও বিতর্ক পরিদৃষ্ট হইত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَا يَذَّكَّرُ اِلاَّ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সঠিক উপলব্ধির যোগ্যতা ব্যতিরেকে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুধাবন করা সহজ নয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ আল-হামসী, নঈম ইব্‌ন হাম্মাদ ও ফাইয়ায রুকী, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আনাস, আবূ উসামা, আবূ দারদা প্রমুখ সাহাবীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, اَلرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ আয়াতের গভীর জ্ঞানী লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, যাহার শপথ যথার্থ, যে সত্যবাদী, যাহার পেট হারাম আহার্য হইতে পবিত্র এবং যাহার গুপ্ত অঙ্গ ব্যভিচার হইতে পবিত্র, সেই ব্যক্তি গভীর জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ মুআম্মার, যুহরী এবং আমর ইব্‌ন শুয়াইব তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলূল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক লোককে পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে বিতর্ক করিতে দেখিয়া বলিলেন, শোন! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকগণ এইরূপ করিয়াই ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহর কিতাবের এক আয়াতকে অপর আয়াতের বিপরীত ভাবিয়া বিতর্ক করিত। অথচ আল্লাহর কিতাব এমনভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে এক আয়াত অপর আয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি দেয়। কাজেই ইহার এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিও না। বরং তোমরা যাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষমও হও, তাহাই বল আর যাহা বুঝ না, তাহা যে জানে তাহার নিকট সোপর্দ করিয়া দাও।

ইব্‌ন মারদুবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবূ হাযিম ও আমর ইব্‌ন শুয়াইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি আবূ ইয়ালা মুসেলী তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কুরআন সাতটি হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমরা ইহার যাহা কিছু বুঝ তাহাই কার্যে পরিণত কর। আর যাহা বুঝ না, তাহা তাহার মহান জ্ঞাতার প্রতি সোপর্দ করিয়া দাও।" এই সনদটি একটি উত্তম ও বিশুদ্ধ সনদ। ইহাতে ত্রুটি শুধু এততুটুকুই যে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি শুধু আবূ হুরায়রা ব্যতীত অন্য কোন সুত্র হইতে ইহা পাই না। ইব্‌ন মানযার তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূল হাকাম ও ইব্‌ন ওহাব নাফে' ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেনঃ اَلرَّسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর পরম অনুগত, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যাহারা পরম বিনয়ী, যাহারা তাহাদের উপরস্থ লোককে খুবই বড় এবং নিম্ন লোকগণকে ঘৃণ্য মনে করে না, গভীর জ্ঞানী লোক হইল তাহারাই।

তারপর তাহাদের অবস্থার বিবরণ দিয়া আল্লাহ বলেনঃ رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের অন্তরকে যখন তুমি সত্যের আলোকে দীপ্ত করিয়া দিয়াছ, ইহার পর আর আমাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করিও না। অর্থাৎ আমাদিগকে যখন তুমি সত্য পথের সন্ধান দিয়াছ, তখন যাহারা কুরআনের আয়াতে মুতাশাবাহার পিছনে পড়িয়া নিজদিগকে ধ্বংস করিয়াছে, তাহাদের ন্যায় আমাদিগকে সত্যবিমুখ করিয়া ধ্বংস করিও না। বরং আমাদিগকে তুমি তোমার সহজ সরল পথে সুদৃঢ় রাখ। وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً অর্থাৎ তোমার রহমতের ধারা বর্ষণ করিয়া আমাদের হৃদয়-মনে স্থিরতা-স্থিতিশীলতা দান কর। আমাদের অন্তরের অস্থিরতা দূর করিয়া ঈমান-ইয়াকীনকে মযবুত করিয়া দাও। اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ। অর্থাৎ তুমি যে মহান দাতা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আমর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওদির সূত্রে ও ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আবূ কুরাইবের সূত্রে এবং উভয়ই ওয়াকী, আবদুল হাকীম ইব্‌ন বাহরা, বাহর ইব্‌ন হাওশাব ও উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিয়া বলিতেন ঃ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ। অর্থাৎ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার সত্য দীনে সুদৃঢ় রাখ। তারপর তিনি পাঠ করিতেন ঃ

رَبَّنَا لاَتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ-

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন বিকার আবদুল হামিদ ইব্‌ন বাহরাম ও উম্মে সালমা, আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন মা'কাল হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময়ই তাঁহার প্রার্থনার সময় বলিতেনঃ اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ আসমা বিনতে ইয়াযীদ বলেন ঃ

একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্তরে কি পরিবর্তন হয় ? তিনি বলিলেন–হাঁ, প্রত্যেক মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা স্থির রাখেন আর ইচ্ছা করিলে উহা পরিবর্তন করিয়া দেন। অতএব আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি যে, আয় আল্লাহ! একবার যখন আমাদিকে হেদায়েতের আলো দান করিয়াছ, ইহার পর আমাদের অন্তর আর সত্যবিমুখ করিও না। আমরা তোমার দয়া প্রার্থনা করি। তুমি যে পরম দাতা।

ইব্‌ন জারীরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আসাদ ইব্‌ন মূসা এবং আবদুল হামিদ ইব্‌ন বাহরামও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তদুপরি তিনি অপর একটি সূত্র দ্বারাও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তিনি এতটুকু সংযোজন করিয়াছেন যে, 'আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন দু'আ শিক্ষা দিবেন কি, যাহা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য দু'আ করিব ? হুযুর (সা) বলিলেন, তবে পাঠ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُعَضَّلاَتِ الْفِتَنِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিপালক! আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমার অন্তরের কঠোরতা ও উত্তেজনা দূর করিয়া দাও এবং বিভ্রান্তকারী ফিতনা-ফাসাদ হইতে আমাকে রক্ষা কর। ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন ঃ

সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন ইব্‌ন বিকার দামেস্কী, আব্বাস ইব্‌ন ওয়ালিদ খাল্লাল, ইয়াযীদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, সাঈদ ইব্‌ন বশীর, কাতাদা ও হাসান আ'রাজ হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় দু'আ করিতেন ঃ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

একদিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি প্রায়ই এই দু'আ করেন কেন ? তিনি বলিলেন, প্রতিটি অন্তরই আল্লাহর দুইটি অঙ্গুলির মধ্যে বিদ্যমান। তিনি যখন ইহাকে স্থির ও সুদৃঢ় রাখিতে ইচ্ছা করেন তাহাই করেন আর যখন ইহাকে অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তুমি কি শোন নাই ঃ

رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ–

এই সূত্রটি খুবই বিরল। কিন্তু মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তবে সেইসব সূত্রে এই আয়াতের উল্লেখ নাই।

এই হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্‌ন মারদুবিয়া আবূ আবদুর রহমান মাকবেরী হইতে এবং নাসায়ী ইব্‌ন হাব্বান ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে, তারপর উভয়েই সাঈদ ইব্‌ন আবূ আইয়ুব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ালিদ তাজীবি ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের সূত্রে হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রাত্রিতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইতেন, তখন বলিতেন ঃ لَااِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَاتُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ "আয় আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তুমি পবিত্রতম। আমি আমার পাপের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার দয়া ভিক্ষা করিতেছি। আয় আল্লাহ! আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দাও। তুমি যখন আমার অন্তরকে হেদায়েতের আলোকে দীপ্ত করিয়া দিয়াছ, ইহার পর আর উহাকে সত্যবিমুখ করিও না। তোমার নিকট হইতে রহমত দানে আমাকে ধন্য কর। তুমি পরম দাতা।" ইহাই ইব্‌ন মারদুবিয়ার বর্ণনা ।

আবদুর রাযযাক বলেন ঃ

মালেক ও সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালেকের মুক্ত দাস আবূ উবাইদ ইবাদা ইব্‌ন নাসীর সূত্রে বলেন যে, তিনি কায়েস ইব্‌ন হারিছকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আবূ আবদুল্লাহ সানাবেহী বলেন, তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিকের (রা) পিছনে মাগরিবের নামায পড়িয়াছেন। হযরত আবূ বকর প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আরও দুইটি সূরা পাঠ করিয়াছেন এবং তৃতীয় রাকআতেও পাঠ করিলেন। তখন আমি তাহার খুবই নিকটে চলিয়া গেলাম। এমন কি আমার কাপড় তাঁহার কাপড় স্পর্শ করিতেছিল। তখন আমি শুনিলাম যে, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন–رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا

আবূ উবায়েদ বলেন ঃ

ইবাদা নাসী আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি উমর ইব্ন আবদুল আযীযের খিলাফতের যুগে তাঁহার নিকট ছিলেন। অতঃপর উমর কায়েসকে বলিলেন, তুমি উবায়দুল্লাহ্ হইতে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছ, তাহা শোনার পর আমি ইহা কোন দিনই ত্যাগ করি নাই। যদিও ইতিপূর্বে আমি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করিতাম। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, ইতিপূর্বে আমিরুল মু'মিনীন কি পাঠ করিতেন ? তিনি বলিলেন, আমি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পাঠ করিতাম।

এই ঘটনাটি ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম ও মালেক আওযাঈ হইতে এবং তাহারা উভয়ই আবূ দাউদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ওয়ালিদ এই ঘটনাটি জাবির, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া গাচ্ছানী ও মাহমুদ, ইব্ন লবীদ সানাবেহী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আবূ বকর (রা) -এর পিছনে মাগরিবের নামায পড়িলেন। তিনি প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আরও দুইটি ছোট সূরা সশব্দে পাঠ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন তৃতীয় রাকআতে দাঁড়াইয়া কুরআন পাঠ শুরু করিলেন, তখন আমি তাহার খুব নিকটে চলিয়া গেলাম। এমন কি আমার কাপড় তাহার কাপড় ঘর্ষণ করিতেছিল। তখন আমি শুনিলাম যে, তিনি আয়াতখানি পাঠ করিলেনঃ رَبَّنَا لَاتُزِغْ قُلُوْبَنَا

আল্লাহর কালাম– رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ (হে প্রতিপালক! তুমি বিশ্ব-মানবকে একদিন জমা করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই) অর্থাৎ তাহারা তাহাদের দু'আয় বলেন–হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার সৃষ্টি জীবকে তাহাদের প্রত্যাবর্তন কেন্দ্রে সমাবিষ্ট করিবে এবং তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসা প্রদান করিবে এবং প্রত্যেককেই স্ব-স্ব কার্য অনুযায়ী দণ্ডপ্রাপ্ত কিংবা পুরস্কৃত করিবে।

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۙ

(١١) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

১০. "কাফিরদের ধন-সম্পদ ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সমীপে তাহাদের কোন উপকারেই আসিবে না। আর তাহারা হইবে দোযখের ইন্ধন।

১১. যেমন ফিরআউনের বংশধরদের এবং তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থা। তাহারা আমার নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের অপরাধের জন্য ধরপাকড় করিলেন। এবং তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, কাফেরগণ দোযখের ইন্ধন হইবে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ لَايَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

"সেইদিন যালিমদের ওযর-আপত্তি কোনই কাজে আসিবে না। তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের প্রত্যার্তনস্থল খুবই নিকৃষ্ট। তাহাদিগকে যে ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি দান করা হইয়াছে, তাহা আল্লাহর সমীপে তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না। উহা আল্লাহর কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দিবে না।

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ-

"তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে। আল্লাহ চান যে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে শাস্তি দিবেন এবং কুফরীর অবস্থাতেই তাহাদের জীবনের অবসান ঘটিবে।" আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لاَيَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ الْبِلاَدِ مَتَاعُ قَلِيْلُ ثُمَّ مَاْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"শহরময় কাফিরদের ঘোরাফেরা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ইহা তো সামান্য বিলাস। তারপর তাহাদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই জাহান্নাম এবং তাহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।"

এখানে তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে ও তাঁহার রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাহারা আল্লাহর কিতাবের বিরোধিতার দরুন নবীদের নিকট প্রেরিত ওহী দ্বারা কোন উপকারই সাধন করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ

অর্থাৎ যাহা দ্বারা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হয়।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তোমরা এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেনঃ আমার পিতা, ইব্‌ন আবূ মরিয়ম, ইব্‌ন লাহীআ, ইবনুল হাদ ও হিন্দ বিনতে হারিছ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের জননী উম্মুল ফজল হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ

আমরা মক্কায় ছিলাম। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিতে উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন هَلْ بَلَّغْتُ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ আমি কি আমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? আয় আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়া দেই নাই ? এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। তখন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হাঁ, আপনি সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছেন। তারপর রাত্রি প্রভাত হইল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন- শোন! অচিরেই ইসলাম বিজয়ী হইবে এবং কুফর তাহার স্থানে ফিরিয়া যাইবে। এমনকি মুসলিমগণ ইসলাম লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিবে। স্মরণ রাখিবে, এমন একটি সময় আসিবে, যখন মানুষ কুরআন শিক্ষা করিবে, পাঠ করিবে এবং গর্ব করিয়া বলিবে, আমরা কারী, আমরা আলেম, আমাদের চাইতে উত্তম কে আছে ? প্রকৃত প্রস্তাবে এই সমস্ত লোকের মধ্যে কোন প্রকার কল্যাণ থাকিতে পারে কি ?

সাহাবীগণ আরয করিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহারা আবার কি ? তিনি বলিলেন, উহারা তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হইতেই জন্ম গ্রহণ করিবে এবং উহারাই জাহান্নামের ইন্ধন। এই হাদীসটি অন্য সূত্রে মূসা ইব্‌ন উবায়দা, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম বিন্‌তে হাদ ও আব্বাস্ ইব্‌ন মুত্তালেব হইতেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লাহর বাণী كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরদের রীতিনীতির ন্যায় তাহাদের আচার-আচরণ। যিহাক হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন– كَصَنِيْعَ اٰلَ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরের আচরণের ন্যায় তাহাদের আচরণ। অনুরূপ ইকরামা, মুজাহিদ, আবূ মালিক এবং যিহাক প্রমুখ বলেনঃ كَصَنِيْعِ اٰلِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধরদের কার্যপদ্ধতির মত। كشبه ال فرعن –ইহাও প্রায় একই অর্থ বোধক। دأب -কর্ম, অবস্থা, বিষয়, চরিত্র-স্বভাব। যেমন বলা হয়ঃ لايزال هذا ودأبى ودأبك অর্থাৎ আমার ও তোমার চরিত্র এই থাকিবে। তেমনি ইমরাউল কায়েস বলেন ঃ

وقوفا بها صحبى على مطيهم – يقولون لا تاسف اسى وتجمل
كدأبك من ام الحويرث قبلها – وجارتها ام الرباب بمأسل

'আমার বন্ধুগণ সেখানে আমার নিকট তাহাদের বাহনের পশুগুলি দাঁড় করাইয়া বলিতে লাগিল, অনুতাপ করিয়া ধ্বংস হইও না, ধৈর্য ধারণ কর। তোমার স্বভাব তো ইতিপূর্বেও উম্মুল হুয়ায়রাছ এবং তাহার প্রতিবেশী মাআসালের উম্মে রোবাবের সঙ্গে এইরূপই ছিল।

অর্থাৎ যেমন উম্মুল হুওয়ায়রাছের বেলায়ও তোমার স্বভাব ছিল এই যে, তাহার জন্যে নিজেকে ধ্বংস করিতে উদ্যত ছিলে এবং তাহার ঘরের স্মৃতি দর্শন করিয়া কাঁদিতেছিলে।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন কাজেই আসিবে না, বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইবে ও শাস্তি দেওয়া হইবে। যেমন চলিয়া আসিয়াছে ফিরআউনের বংশধরদের অবস্থা এবং তাহাদের পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে তাহাদের অবস্থা। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। তাঁহার শাস্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই এবং কোন শাস্তি হইতে কাহাকেও মুক্তি প্রদানেরও কোন উপায় নাই। বরং তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অবশ্যই কার্যকরী করেন। তিনি সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালকও নাই!

(١٢) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○
(١٣) قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ؕ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ○

১২. 'কাফেরগণকে বলিয়া দাও যে, অচিরেই তোমরা পরাজিত হইবে এবং জাহান্নামে তোমাদিগকে সমাবিষ্ট করা হইবে। ইহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শয্যা।

১৩. নিশ্চিতরূপেই তোমাদের জন্য একটি উপদেশমূলক নিদর্শন ছিল সেই দুইটি দলের ভিতর, যাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল। একটি দল আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ছিল, অপরটি খোদাদ্রোহী। তাহারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। এবং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিয়া বিজয়ী করেন। ইহাতে অবশ্যই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) তুমি কাফেরগণকে বলিয়া দাও যে, তোমরা অচিরেই দুনিয়ার জীবনে পর্যুদস্ত হইবে এবং কিয়ামতের দিনও তোমাদিগকে জাহান্নামে একত্রিত করা হইবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বলেন যে, আসিম ইব্‌ন আমর ইব্‌ন কাতাদা বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের যুদ্ধাশেষে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তিনি বনূ কায়নুকার বাজারে ইয়াহুদীগণকে জমা করিয়া বলিলেন, হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। অন্যথায় তোমাদিগকেও কুরাইশদের ন্যায় অপমানের গ্লানি বহন করিতে হইবে। তদুত্তরে সেই সব ইয়াহুদী বলিল, "হে মুহাম্মদ! আপনি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ কুরাইশগণকে পরাজিত করিয়া গর্ববোধ করিবেন না। উহারা তো সম্পূর্ণরূপেই যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী, অনভিজ্ঞ। আল্লাহর কসম, যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ হইত তবে দেখিতেন, যুদ্ধ কাহাকে বলে এবং দেখিতেন আমরা কোন্ ধরনের পুরুষ! আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন সুযোগ আপনার হয় নাই। কাজেই আপনার এই অহমিকা।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক আরও বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ যায়দ এবং ইকরামা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَدْكَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ অর্থাৎ হে ইয়াহুদীগণ! তোমরা যাহাই বলনা কেন, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সত্য দীনকে মর্যাদা দান করিবেন, তাঁহার রাসূলকে তিনি বিজয়ী করিবেন, তাঁহার বাণীকে তিনি প্রাধান্য দিবেন এবং সমুন্নত রাখিবেন।

দুইটি দল বদরের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। একটি দল আল্লাহর পথে সংগ্রামরত ছিল এবং অপরটি কাফের অর্থাৎ মক্কার মুশরিক কুরাইশদের দল। يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ অর্থাৎ তাহারা বিপক্ষ দলকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। কেহ কেহ বলেন ঃ ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানগণকে সংখ্যায় তাহাদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে ইসলামের বিজয়ের একটি কারণ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে মুশরিকগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা নাই। তবে সমস্যা হইল এই যে, যুদ্ধের পূর্বে মুশরিকগণ উমর ইব্‌ন যায়দকে পাঠাইয়াছিল মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে।

অতঃপর সে তাহাদিগকে খবর দিয়াছিল যে, মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় তিন শতের কিছু বেশি বা কম হইতে পারে। বাস্তবেও ছিল তাহাই। মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় ছিল তিনশতের কিছু ঊর্ধ্বে। তারপর যখন যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় এক সহস্র ফেরেশতা পাঠাইয়া দিলেন মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য।

অপর একটি ব্যাখ্যা এই যে, মুসলিম বাহিনী কাফের বাহিনীকে সংখ্যায় তাহাদের দ্বিগুণ দেখিতেন! এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। এই ব্যাখ্যায় কোন সমস্যাই নাই। কারণ আওফী ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

বদরের দিন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিনশত তের জন আর মুশরিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল ছয়শত ছাব্বিশ জন। এই কথাটিই আয়াতের বাহ্য অর্থ হইতে গৃহীত। তবে ইহা ঐতিহাসিকদের নিকট অখ্যাত। কারণ, তাহাদের মতে মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয় শত হইতে এক হাজারের মধ্যে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেনঃ ইয়াযীদ ইব্ন রূমান উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ হাজ্জাজের হাবশী দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুরাইশদের সংখ্যা কত ? সে বলিল, অনেক। হুযুর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈনিক তাহারা কত উট জবাই করে ? সে বালিল, কোন দিন নয়টি, কোন দিন দশটি। হুযুর (সা) বলিলেন, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যা নয় শত হইতে এক হাজার। আবূ ইসহাক সাবিঈ একটি বাঁদী হইতে বর্ণনা করেনঃ সে হযরত আলী হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। ইব্ন মাসউদও তাহাই বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল নয় শত হইতে এক হাজার। যাহা হউক, মুশরিকদের সংখ্যা ছিল মুসলিম বাহিনীর তিনগুণ। এই বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় কথায়ও সমস্যার সৃষ্টি হইল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তবে ইব্ন জারীরের মত ইহাই এবং তিনি ইহাকেই বিশুদ্ধ মনে করিয়াছেন। কারণ আরবদের রীতি হইল যে, কেহ যদি বলে, আমার নিকট এক হাজার আছে, আমার ইহার দ্বিগুণ প্রয়োজন। তখন তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তিন হাজার। এই অর্থ গ্রহণ করিলে আর কোন সমস্যা অবশিষ্ট থাকে না। তবে একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে যে, এই দুইটি কথা এবং বদরের যুদ্ধ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার এই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য হইবে কিরূপে ?

وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ
اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً.

অর্থাৎ "যখন তোমরা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হইলে তখন তিনি তাহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে কম করিয়া দেখাইতেছিলেন এবং তোমাদের সংখ্যা তাহাদের দৃষ্টিতে অতি নগণ্য করিয়া দেখাইতেছিলেন। যাহাতে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা যেন তিনি বাস্তবায়িত করেন।" ইহার জবাবে বলা যায় যে, ইহা ছিল এক সময় আর দ্বিতীয়টি ছিল অন্য এক সময়ে। যেমন সুদ্দী বলেন ঃ

ইব্ন মাসউদ হইতে তাইয়েব এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইহা ছিল বদরের দিন। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ বলেন, আমরা মুশরিকদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম যে, তাহারা আমাদের কয়েকগুণ হইবে। তার পর আবার তাকাইয়া দেখিলাম যে, তাহারা আমাদের চাইতে একটি লোকও বেশী হইবে না। আর ইহাই আল্লাহর কথা যে, যখন তিনি তোমাদের দৃষ্টিতে

তাহাদিগকে নগণ্য দেখাইতেছিলেন এবং তাহাদের দৃষ্টিতেও ঠিক তোমাদিগকে নগণ্য দেখাইতেছিলেন।

আবূ ইসহাক বলেন ঃ

আবূ আবাদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমাদের দৃষ্টিতে তাহাদের সংখ্যা এতই নগণ্য দেখাইতেছিল যে, আমি আমার পাশের এক ব্যক্তিকে বলিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা তো ৭০ জনের বেশি হইবে না। সে বলিল, না, আমার মতে তাহাদের সংখ্যা একশত হইবে। অতঃপর আমরা তাহাদের এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমাদের সংখ্যা কত ছিল ? সে বলিল, এক হাজার। তেমনি উভয় দলই একে অপরকে দেখার সময় নিজেদের চাইতে বহুগুণ বেশি দেখিতেছিল। মুসলমানগণ মুশরিকগণকে তাহাদের দ্বিগুণ দেখিল, যাহাতে তাহারা নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভরসা করে এবং আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে সাহায্য কামনা করে। অনুরূপ মুশরিকগণও মুসলিম বাহিনীকে তাহাদের হইতে অনেকগুণ বেশি দেখিল, যাহাতে অন্তরে ভয়ভীতি সৃষ্টি হয় এবং মানসিকভাবে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়ে। তারপর যখন তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইল তখন প্রত্যেকেই একে অপরের দৃষ্টিতে নগণ্য দেখাইতেছিল, যাহাতে উভয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ করিতে সাহসী হয়।

لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ তা'আলা তাহার ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন। অর্থাৎ যাহাতে তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে চরম মীসাংসা করিয়া দেন। ঈমানের বাণীকে তিনি যেন কুফরের বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিজয়ী করিয়া দেন। ইহা দ্বারা তিনি চান যে, মুসলমানগণকে সম্মানিত করিবেন এবং কাফেরগণকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বদরের দিনগুলিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, যখন তোমরা ছিলে অত্যন্ত দুর্বল ও হেয়। তেমনি এখানেও বলিয়াছেনঃ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ অর্থাৎ ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে সেই সমস্ত লোকের জন্য, যাহারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন। ফলে তাহারা আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে ও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথার্থ সন্ধান পাইবে এবং উপলব্ধি করিবে যে, আল্লাহর বিধান হইল মু'মিনগণকে এই দুনিয়ায় এবং পরকালে সাহায্য করা।

(١٤) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○

(١٥) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ
تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ
اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۚ○

১৪. "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আর তাঁহারই নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।"

১৫. "বল, আমি কি তোমাদিগকে এই সব বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট কোন কিছুর সংবাদ দিব? যাহারা তাকওয়া অবম্বন করিয়া চলে, তাহাদের জন্য উদ্যানসমূহ রহিয়াছে যাহার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবহমান। সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে; তাহাদের জন্য পবিত্র সংগিনী এবং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিতেছেন যে, বিভিন্ন প্রকারের ভোগ্য সামগ্রী দ্বারা মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুশোভিত করা হইয়াছে, যেমন নারী ও সন্তান। প্রথমেই নারীর কথা বলা হইয়াছে। যেহেতু নারী ঘটিত ফিতনা-ফাসাদই দুনিয়ার জীবনে অত্যন্ত কঠিন। বিশুদ্ধ হাদীসে ইহার সমর্থন রহিয়াছে। যেমন, হুযুর (সা) বলেন ঃ ما تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء

"আমি দুনিয়াতে মানুষের জন্য নারীর চাইতে অধিকতর অনিষ্টকর কোন ফিতনা রাখিয়া যাই নাই।" অতএব যদি নারীর উদ্দেশ্য হয় পবিত্রতা ও সাধুতা এবং সন্তানের আধিক্য, তবে তো ইহা আকাঙ্ক্ষা ও কামনার বস্তু। যেমন হাদীসেও শুধু বিবাহই নয়, বরং অধিক বিবাহের জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। পরন্তু বলা হইয়াছে যে, এই উম্মতের মধ্যে যাহার অধিক স্ত্রী সে উত্তম ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দুনিয়া উপভোগের সামগ্রী। তবে ইহার সর্বোত্তম হইল, সতী নারী। স্বামী যখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তখন তাহাকে সুখি করে, যদি তাহাকে কোন আদেশ করে তখন সে তাহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং স্বামী যদি তাহাকে রাখিয়া কোথাও চলিয়া যায়, তখন সে তাহার নিজের পবিত্রতা যেমন রক্ষা করে, তেমনি স্বামীর ধন-সম্পদেরও সংরক্ষণ করে।

এক হাদীসে আছে, হুযুর (সা) বলিয়াছেন, 'আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি দ্রব্য খুবই প্রিয়বস্তু! তবে নামাযে আমার হৃদয়-মনে প্রশান্তি আসে।' হযরত আয়েশা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নারীর চাইতে অধিকতর প্রিয় ঘোড়া ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। অতএব নারীর প্রেম যেমন প্রশংসনীয় তেমনি নিন্দনীয়। অনুরূপ সন্তান-সন্ততির স্নেহ-বাৎসল্য, যদি তাহা গর্ব করা বা অহমিকা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে হয়, তবে ইহা যে নিন্দনীয় বিষয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যদি তাহা দ্বারা উদ্দেশ্য হয় বংশ বৃদ্ধি এবং হুযুর (সা)-এর এমন উম্মতের আধিক্য, যাহারা এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দগী করিবে, তবে ইহা যে প্রশংসনীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন হাদীসেও ইহার স্বীকৃতি বিদ্যমান। হুযুর (সা) বলিয়াছেন, প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবিনী নারী বিবাহ কর। আমি তোমাদের সংখ্যার আধিক্য দ্বারা অন্যান্য উম্মতের উপর কিয়ামতের দিন গর্ব করিব।

ধন-সম্পদের প্রীতিও অনুরূপ। কখনও বা প্রশংসনীয়, আবার কখনও নিন্দনীয়। কারণ, অধিক সম্পদ দ্বারা কখনও মানুষ দুর্বল ও অসহায় লোকদের উপর অহংকার এবং তাহাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করে। ইহা খুবই নিন্দনীয়। আবার কখনও সে ধন-সম্পদ আত্মীয়

প্রতিপালন ও বিভিন্ন সৎকর্ম অনুষ্ঠানের উপায় হয়। তখন ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

قِنْطَارٌ-এর পরিমাণ সম্বন্ধে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। তবে ইহার সারকথা এই যে, অগণিত ধনরাশিকে قِنْطَارٌ বলা হয়। ইমাম যিহাক ও অন্যান্য ইমাম ইহাই বলিয়াছেন। এই ব্যাপারে অন্যান্য মত উদ্ধৃত করা হইল ঃ

এক হাজার দীনার, বার শত দীনার, বার হাজার দীনার, চল্লিশ হাজার, ষাট হাজার, সত্তর হাজার, আশি হাজার ইত্যাদি। ইমাম আহমদ বলেন ঃ আবদুস সামাদ, হাম্মাদ, আসিম, আবূ সালিহ ও আবূ হুরায়রা (র) বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বার হাজার উকীয়ায় এক কিনতার। আর এক উকীয়া দুনিয়া ও আকাশের সর্বোত্তম বস্তু। এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিছ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর ও বিন্দার, ইব্‌ন মাহদী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন বাহদালা ও আবূ সালিহ আবূ হুরায়রার সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াকী তাহার তাফসীরে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন বাহদালা, যাকওয়ান, আবূ সালিহ ও আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হাজার উকীয়ায় এক কিনতার এবং এক উকীয়া আসমান যমীনের সর্বোত্তম বস্তু।' ইহাই বিশুদ্ধতম মত এবং ইব্‌ন জারী, মুআয ইব্‌ন জাবাল প্রমুখ ইব্‌ন উমর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তদুপরি ইব্‌ন আবূ হাতিম আবূ হুরায়রা এবং আবূ দারদা হইতেও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন যে, এক কিনতার বার শত উকীয়া।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহয়া যারীর, শাবাবা, মুখাল্লাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহেদ, আলী ইব্‌ন আতা ইব্‌ন মায়মুনা ও যর ইব্‌ন হাকীম উবাই ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এক কিনতার সমান বার শত উকীয়া। এই হাদীসটি সম্পূর্ণই পরিত্যক্ত। তবে পরিত্যক্ত না বলিয়া ইহা উবাই ইব্‌ন কা'ব ও অন্যান্য সাহাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া মূসা ইব্‌ন উবায়দা আর রাবাযী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম, মূসা উম্মুদ দারদা ও আবূ হুরায়রা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি এক শত আয়াত পাঠ করে, তাহার নাম উদাসীনদের মধ্যে লেখা হয় না। আর যে ব্যক্তি এক শত হইতে এক হাজার আয়াত পাঠ করে সে এক কিনতার পুণ্য লাভ করে। কিনতারের পরিমাণ আল্লাহর নিকট একটি বিরাট পাহাড় তুল্য।

ওয়াকী মূসা ইব্‌ন উবাইদা হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম তাহার মুস্তাদারকে বলিয়াছেন যে, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াকুব, আহমদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন যায়দ লাখমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবূ সালমা, যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ হামীদ আত্ তাবীল এবং অপর এক ব্যক্তি আনাস ইব্‌ন মালেক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "একদা হুযুর (সা)-কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত اَلْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنْطَرَةُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন যে, قِنْطَارٌ বলা হয় দুই হাজার উকীয়াকে। এই বর্ণনাটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী যদিও বিশুদ্ধ, তবে তাহারা তাহাদের হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে ইহার উল্লেখ করেন নাই। হাকেম এইরূপই

বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেনঃ আহমদ ইব্ন আবদুর রহমান রুকী, আমর ইব্ন আবু সালাম, যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ, হামীদ তাবীল এবং অপর ব্যক্তি অর্থাৎ ইয়াযীদ রাক্কাশী হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–এক হাজার দীনারে এক কিনতার। তিবরানী আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ মরিয়াম ও আমর ইব্ন আবূ সালমার সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পরবর্তী সনদ পূর্ববৎ।

ইব্ন জারীর হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বার শত দীনারে কিনতার হয়। আওফীও ইব্ন আব্বাস হইতে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে যিহাক বলেন ঃ আরবদের রীতি হইল, তাহাদের কেহ বার শত দীনারকে কিনতার বলে, আবার কেহ বার হাজার দীনারকেও কিনতার বলে। ইব্ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে বলিয়াছেন যে, আসিম, সায়ীদ হারসী ও আবূ নুদরা আবূ মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুসা হারসী তাহাই বলিয়াছেন। এই বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধ মতে ইহা সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত।

অশ্বের আকর্ষণ তিন প্রকারের। কেহ কেহ অশ্ব পোষে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সে আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে। ইহাতে তাহাকে পুরস্কৃত করা হইবে। আবার কেহ কেহ অশ্ব পোষে খ্যাতির উদ্দেশ্যে এবং ইহা হয় তাহার গর্বের বস্তু। ইহা অবশ্যই পাপকার্য। আবার কেহ কেহ অশ্ব পোষে নিজের ব্যবসা ও উহার বংশ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তবে এই ব্যাপারে তাহার উপর আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে সে উদাসীন নয়। এইজন্য তাহাকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না এবং তাহাকে পুরস্কৃতও করা হইবে না। বরং ইহা তাহার মালিকের আবরণ বিশেষ। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্পর্কিত হাদীস অচিরেই وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ পাঠকদের সামনে পেশ করা হইবে।

مُسَوَّمَةَ মাঠে বিচরণশীল এবং যে অশ্বের চারটি পা ও কপাল সাদা চিহ্নযুক্ত থাকে। ইহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা। অনুরূপ মুজাহিদ, ইকরামা, সায়ীদ ইব্ন যুবাইর, আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবযা, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস, আবূ সিনান প্রমুখ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। মাকহুল বলেন, مُسَوَّمَةَ বলা হয় সেই অশ্বকে, যাহার কপালে ও পায়ে সাদা চিহ্ন বিদ্যমান।

তাহা ছাড়া এই সম্বন্ধে অন্যান্য কথাও রহিয়াছে। ইমাম আহমদ বলেন ঃ ইয়াহয়া ইব্ন যায়দ, আবদুল হামীদ ইব্ন জাফর, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবিব, সুয়াইদ ইব্ন কায়েস ও মুআবিয়া ইব্ন খাদীজ হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি আরবী অশ্বই প্রত্যহ ফজরের সময় আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দু'আ করিয়া থাকে। দু'আয় ইহারা বলে–আয় আল্লাহ! আমাকে যে লোকের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছ, তাহার অন্তরে তাহার সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চাইতেও আমাকে অধিকতর প্রিয় করিয়া দাও।

اَنْعَام। অর্থাৎ গরু, বকরী, উট ইত্যাদি পশু। حَرْثَ ফল-ফসলের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা। ইমাম আহমদ বলেন ঃ রূহ ইব্ন উবাদা, আবূ নূআমা আদবী, মুসলিম ইব্ন

বুদায়েল, আয়াস ইব্‌ন যুহাইর ও সুয়াইদ ইব্‌ন হাবীব রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হইল অধিক বংশধর বিশিষ্ট অশ্ব এবং অধিক ফলবান খেজুর বৃক্ষ।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, এই সমস্তই এই নশ্বর পার্থিব জীবনের সুখের সম্পদ বৈ কিছুই নয়। তবে উত্তম ফলদায়ক প্রত্যাবর্তনস্থল আল্লাহর নিকট। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন হামীদ, জারীর, আতা, আবূ বকর ইব্‌ন হাফস্ ও উমর ইব্‌ন সা'দ বলেন যে, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ –এই আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (র) বলিলেন, আয় পরওয়ারদেগার! তুমি এই জীবনকে বিভিন্ন উপাদানে সুশোভিত করিয়াছ। তখন নাযিল হইল– قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থাৎ হে নবী! বলিয়া দাও যে, আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়ার অস্থায়ী সুখ-সম্পদের চাইতেও উত্তম বস্তুর খবর দিতেছি। আর সেই সমস্ত বস্তু চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর। তাহা হইল এই, যে সমস্ত লোক সংযম অবলম্বন করে তাহাদের জন্য থাকিবে জান্নাত বা বিভিন্ন প্রকার ফলে-ফুলে সুশোভিত বাগ-বাগিচা। উহার পাদদেশে প্রবাহিত নানা প্রকার উপাদেয় পানীয় দ্রব্য যথা মধু, শরাব ও পানীয় ইত্যাদির নহর বা নদ-নদী। আর এইগুলি এতই উত্তম ও উন্নতমানের যে, কোন চক্ষু তাহা দেখে নাই, কোন কর্ণ তাহা শুনে নাই এবং এই সমস্ত বস্তু সম্পর্কে কোন অন্তরে কোন ধারণাও জন্মে নাই।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাহারা পরম সুখে চিরদিন বাস করিবে। তাহারা এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হইতে চাহিবে না।

وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ –এবং তাহাতে আরো থাকিবে পবিত্র নারীগণ। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে নারীগণ যে সমস্ত কার্য দ্বারা অপবিত্র হয়, যথা মাসিক ঋতুস্রাব, পায়খানা-প্রস্রাব ইত্যাদি কার্য ও ময়লা-আবর্জনা হইতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র থাকিবে।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ সর্বোপরি তাহারা লাভ করিবে আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইহার পর তাহারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি আর কোন দিন দেখিবে না। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা বারাআতের এক আয়াতে বলিয়াছেন– وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিই পরম ও চরম সম্পদ। অর্থাৎ যে সমস্ত চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর সম্পদ লাভ করিবে তন্মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্ব প্রধান নিয়ামত হইল আল্লাহর সন্তুষ্টি। وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ –অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কাজেই তিনি প্রত্যেককেই তাহার যোগ্য পুরস্কার দানে ভূষিত করিবেন।

(١٦) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ○
(١٧) اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ○

১৬. "যেই সমস্তলোক বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি, অনন্তর আমাদের পাপরাশি মার্জনা কর আর আমাদিগকে অগ্নিদহনের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

১৭. তাহারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত উপাসক, দানশীল ও অতি প্রত্যূষে তাওবাকারী।"

তাফসীর ঃ তারপর আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত সংযমী লোককে বিরাট পুরস্কার, অগণিত ও অভাবনীয় সম্পদ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাহাদের গুণাবলীর বর্ণনা দিয়া বলেন-যাহারা বলে যে, হে প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি অর্থাৎ তোমার প্রতি, তোমার কিতাব ও তোমার নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا আমাদের কল্যাণে আমাদের অপরাধ ও আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা কর! وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। এবং দোযখের কঠিন শাস্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর!

তারপর আল্লাহ বলেন ঃ الصّٰدِقِيْنَ। যাহারা ধৈর্যশীল। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের পথে অটল থাকিয়া এবং বিভিন্ন অবৈধ কাজ পরিত্যাগ করিয়া পরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

الصَّدِقِيْنَ। যাহারা সত্যবাদী। অর্থাৎ যাহারা তাহাদিগকে যে সমস্ত বিষয়ের খবর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছে এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কঠিন হইতেও কঠিনতর কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছে।

الْقٰنِتِيْنَ। এবং আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্য ও বিনয় প্রদর্শন করিয়াছে।

وَالْمُنْفِقِيْنَ এবং সর্বপ্রকার সৎকার্য, আত্মীয় প্রতিপালনে, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে অকাতরে তাহাদের সম্পদ ব্যয় করিয়া থাকে।

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ -এবং যাহারা প্রাতঃকালে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহর এই কথা দ্বারা প্রাতঃকালে ক্ষমা প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয়। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে একদল সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– মহান আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রির শেষ প্রহরে নিকটতম আকাশে অবতরণ করিয়া বলেন, "কোন প্রার্থী আছে কি, আমি তাহাকে দান করিব ? কোন দু'আকারী আছে কি যে, আমি তাহার দু'আ মঞ্জুর করিব ? কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি যে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ?"

হাফিয আবূ হাসান দারেকুতনী এই সম্বন্ধে পৃথকভাবে একটি অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক রাত্রিতেই বিতর পড়িতেন। তিনি রাত্রির প্রথম প্রহর, মধ্যম অংশ এবং শেষাংশে বিতর পড়িতেন। তবে প্রত্যূষে তাহার বিতর পড়া শেষ হইত! তেমনি আবদুল্লাহ ইব্ন উমর রাত্রিতে নামায পড়িতেন। তারপর ক্রীতদাস নাফেকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে নাফে! প্রাতঃকাল হইয়াছে কি ? যদি নাফে ইতিবাচক জবাব দিতেন, তবে তিনি দু'আ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত হইতেন। আর এইভাবেই তাহার সকাল হইত।

ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইব্ন জারীর বলিয়াছেন যে, ওয়াকী তাহার পিতা হইতে এবং হারিছ ইব্ন আবূ মাতার তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শেষ রাত্রিতে মসজিদের কোণে কাহাকেও বলিতে শুনিলাম যে, হে প্রতিপালক! তুমি যাহা নির্দেশ দিয়াছ তাহা অকাতরে পালন করিয়াছি। এই তো প্রাতঃকাল! আমাকে ক্ষমা কর। তারপর তাকাইয়া দেখি যে, তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (র)। ইব্ন মারদুবিয়াও আনাস ইব্ন মালিক হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

বলিয়াছেন, আমরা যখন রাত্রিতে নামায পড়িতাম, তখন আমাদিগকে সত্তরবার ইস্তিগফার করিতে নির্দেশ দেওয়া হইত।

(١٨) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ
لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟
(١٩) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ
بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○
(٢٠) فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۟

১৮. "আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। এবং ফেরেশতাগণ ও জ্ঞানীগুণী লোকগণ ন্যায়তই সাক্ষ্য দেয় যে, সেই পরাক্রান্ত জ্ঞানময় আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মাবূদ নাই।

১৯. আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ একমাত্র দীন। কিতাবধারীগণ তখনই মতভেদ করিয়াছে যখন তাহাদের নিকট জ্ঞানের আলো আসিয়াছে। আর ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের পারস্পরিক বিদ্বেষপ্রসূত। অতঃপর আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে যে ব্যক্তি অস্বীকার করে, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ্ খুবই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. তারপরও যদি তাহারা তোমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন বলিয়া দাও যে, আমি ও আমার অনুসারীগণ সকলেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কিতাবধারীগণকে এবং তাহাদের নিরক্ষর জনগণকে বলিয়া দাও যে, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করিয়াছ? যদি তাহারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তাহারাও সত্য-ন্যায়ের সন্ধান পাইবে। আর যদি তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়, তবে (ইহাতে তোমার কোন দায়-দায়িত্ব নাই)। তোমার দায়িত্ব হইল (আল্লাহর পয়গাম বিশ্বমানবের নিকট) পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সমস্ত কাজকর্ম অতি উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।"

তাফসীর ঃ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এখানে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং তাঁহার সাক্ষ্যদানই যথেষ্ট। কারণ, তিনি পরম সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী। সকল সৃষ্টি জগতের একক সৃষ্টিকর্তা তিনিই। আর সকলই তাহার দান এবং তাঁহার সৃষ্ট জীব। তিনিই কেবল একক ও অভাবমুক্ত আর সৃষ্টির সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। কাজেই তিনিই একক উপাস্য, তাঁহার কোনই শরীক নাই। এইজন্য তিনি এই আয়াতের সহিত যোগ করিয়াছেন- لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا

اَنْزَلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট অবতীর্ণ কিতাবের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিতেছেন।

অতঃপর ফেরেশতাদের সাক্ষ্য এবং জ্ঞানী-গুণী লোকদের সাক্ষ্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে। এখান হইতে আলেমদের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় قَائِمًا بِالْقِسْطِ অর্থাৎ তিনি সত্য-ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই গুণ তাঁহার চিরস্থায়ী। অতঃপর আল্লাহ পূর্ববর্তী কথার দৃঢ়তার উদ্দেশ্যে পুনঃ বলিয়াছেন ঃ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি পরাক্রান্ত ও মহান এবং তাঁহার মহত্ত্বের আর কোন তুলনা নাই। তিনি তাঁহার সকল কাজকর্মে, কথাবার্তায় এবং প্রতিটি বিষয়ে জ্ঞানবান।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

ইয়াযীদ ইব্ন আবদে রাব্বিহি, বাকিয়া ইব্ন ওয়ালিদ ও জুবাইর ইবনুল আওয়াম বলেন যে, আমি নবী করীম (সা)-কে আরাফাতের ময়দানে شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, আমিও ইহার সাক্ষী হে প্রতিপালক! ইব্ন আবূ হাতিমও অন্য সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন, মুহাম্মদ ইব্ন মুতাওয়াক্কিল আসকালানী, উমর ইব্ন হাফস ইব্ন ছাবিত, আবূ যায়দ আনসারী ও আবদুল মালেক ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন উব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি তাঁহার দাদা যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহকে (সা) এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, হে প্রতিপালক! আমি ইহার সাক্ষী।

হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী তাহার মু'জামে কবীরে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আবদান ইব্ন আহমদ ও আলী ইব্ন যায়দ রাযী উভয়েই বলেন, আমর ইব্ন উমর মুখতার তাঁহার পিতা হইতে ও তিনি গালিব কাত্তান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ

একদা আমি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে কুফায় আসিয়া আ'মাশের নিকটেই অবস্থান করিলাম। রাত্রিতে আ'মাশ তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে দাঁড়াইলেন এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلاَمُ। এই আয়াতটি যখন পাঠ করিলেন, তখন বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন, আমিও সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছি। আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এই সাক্ষ্য আমানত রাখিয়াছেন। তাই আমি তাঁহার সাক্ষ্য যথাযথ আদায় করিয়া দিতেছি। তারপর বারবার এই আয়াত পাঠ করিলেন। আমি ভাবিলাম যে, নিশ্চয়ই তিনি এই সম্বন্ধে কোন হাদীস শুনিয়া থাকিবেন। অতএব অতি প্রত্যূষে আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম-হে আবূ মুহাম্মদ! আপনি এই আয়াতটি বারবার পাঠ করিয়াছেন তাহা আমি শুনিয়াছি! ইহার কারণ কি ? তিনি বলিলেন, ইহার কারণ সম্বন্ধে তুমি অবগত নও? আমি বলিলাম, জনাব! আমি তো প্রায় একমাস যাবত আপনার খেদমতে আছি। অথচ আপনি তো ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোন হাদীস বলেন নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আরও এক বৎসর পর্যন্ত আমি তোমার নিকট এই হাদীস বলিব না। অতএব সুদীর্ঘ এক বৎসর তাহার নিকট অতিবাহিত করিলাম! অতঃপর বৎসর যখন পূর্ণ হইল তখন বলিলাম, জনাব! বৎসর তো চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আবূ ওয়ায়েল আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন-এই আয়াত পাঠকারীকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আনাইবেন এবং বলিবেন,

এই বান্দা আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। আমি প্রতিশ্রুতি পালনে সর্বাধিক হকদার। সুতরাং আমার এই বান্দাকে বেহেশতে নিয়া যাও।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ বৈ তাঁহার নিকট অন্য কোন দীনের স্বীকৃতি নাই! আর সকল নবী-রাসূলের অনুসরণই আত্ম সমর্পণের ধর্ম এবং তাহাদের ক্রমধারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন। এখন হইতে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার কাছে অন্য কোন তরীকা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমতের অনুসন্ধান করে তাহা তাঁহার নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই আয়াতেও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, ইসলাম বা আত্মসমর্পণই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্মমত।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর পাঠ পদ্ধতি ছিল شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ এবং اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ আয়াতাংশদ্বয়ের প্রথম স্থানে হামযা জেরযুক্ত এবং দ্বিতীয় স্থানে হামযা জবরযুক্ত করা। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত হইল উভয় স্থানে হামযা জেরযুক্ত করা। অর্থের দিক দিয়া উভয় পাঠ পদ্ধতিই যথার্থ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতই অধিকতর সুস্পষ্ট। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

তারপর বলা হইল, পূর্ববর্তীগণকে যে সমস্ত কিতাব দেওয়া হইয়াছে, সেই কিতাবধারীগণ কেবল পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই মতবিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাও আবার তাহাদের নিকট নবী-রাসূলগণের আগমন এবং বিভিন্ন কিতাব অবতরণের পরই এই মতবিরোধ তীব্ররূপে দেখা দেয়। অতঃপর আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াত বা নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহার মিথ্যাচার ও বিরোধিতার জন্য তাহাকে শাস্তি দিবেন।

তারপর তিনি বলেন ঃ فَاِنْ حَاجُّوْكَ অর্থাৎ ইহার পরও যদি তাহারা আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তবে বলিয়া দাও যে, আমি পরম নিষ্ঠার সহিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি। তাঁহার কোনই শরীক নাই, তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই, তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তাঁহার কোন স্ত্রীও নাই। যাহারা আমার পদাংক অনুসরণ করে, তাহারাও আমার মতই বলে, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ

অর্থাৎ বল, ইহাই আমার পথ। আমি সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞানের সঙ্গেই তোমাদিগকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাইতেছি এবং আমার অনুসারীগণও।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে এবং তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়া বলেন, হে নবী! ইয়াহুদী ও নাসারা এবং নিরক্ষর মুশরিকগণকে তোমার দীন ও শরীআত এবং তোমাকে যে সব বিষয় দান করা হইয়াছে, তৎপ্রতি আহ্বান জানাও। তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে,

তাহারাও যেন ইসলাম গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহারাও যেন আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহারাও সত্য-ন্যায়ের সন্ধান পাইবে। আর যদি তাহারা তোমার কথা অমান্য করিয়া সত্যবিমুখ হইয়া যায়, তবে আর কোন কথাই নাই। তোমার দায়িত্ব হইল আল্লাহর পয়গাম তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবেন। তাহারা শেষ পর্যন্ত একমাত্র তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা সত্য-ন্যায়ের সন্ধান দান করেন ও যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহার জ্ঞান ও হিকমত অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তিনি উভয়কেই জানেন। তিনি জানেন যে, কাহারা সত্য ও ন্যায়ের যোগ্য এবং কাহারা ভ্রষ্টতার যোগ্য। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَاد অর্থাৎ এই ব্যাপারে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত তলব করার কোন অধিকার কাহারো নাই।

এই আয়াত এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াতই প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত এবং বিশ্ব নবীর (সা) শরীআতের হুকুমা আহকাম দ্বারা এই সত্য অতি স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আল্লাহর কিতাবের বহু আয়াত, এমনকি বহু হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত সত্য। তন্মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত হইল এই ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে লোক সকল। ! আমি তোমাদের সকলের প্রতিই আল্লাহর প্রেরিত নবী।"

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَا لَمِيْنَ نَذِيْرًا

"আল্লাহ মহান ও বরকতময়। তিনি তাঁহার বান্দার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি সকল সৃষ্ট জীবের জন্য সতর্ককারী হিসাবে গণ্য হন।" সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থের বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যরূপেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বিশ্বের বিভিন্ন রাজা-বাদশার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া এবং বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্ এবং আরব- অনারবের অন্যান্য লোকের নিকট চিঠি-পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন ও তাহাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। এইরূপেই তিনি তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। এই মর্মে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মুআম্মার ও হুমাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, এই উম্মতের হউক কিংবা ইয়াহুদী হউক আর নাসারা হউক, যাহার কানে আমার নবুয়াতের খবর পৌঁছিয়াছে এবং আমি যেসব বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াছি, তাহার খবর পাইয়াছে, অতঃপর সে আমার প্রতি এবং আমার নিকট প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে, সে অবশ্যই জাহান্নামী। মুসলিম শরীফেও এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন—بعثت الى الا حمر والاسود অর্থাৎ আমি সাদা-কালো সকলের নিকটই

প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আরও বলিয়াছেন كان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীই তাঁহার বিশেষ কওম বা জাতির নিকট প্রেরিত হইতেন। কিন্তু আমাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ বলেন ঃ

মুতাওয়াক্কাল, হাম্মাদ ও ছাবিত হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একটি ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযুর পানি আনিয়া দিত এবং তাঁহার জুতা জোড়া আগাইয়া দিত। একদা সেই বালক অসুস্থ হইয়া পড়িল। হুযুর (সা) তাহাকে দেখিতে গেলেন। তখন তাহার মাথার নিকট বালকের পিতাও বসিয়াছিল। হুযুর (সা) বালকের নাম ধরিয়া বলিলেন, হে বালক ! তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। বল, لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ —বালক তাহার পিতার মুখের প্রতি তাকাইয়া নীরব রহিল। হুযুর (সা) পুনঃ বলিলেন-বল, لاَ اِلَه اِلاَ اللّٰهُ এইবার বালক তাহার পিতার মুখের প্রতি তাকাইল। তখন তাহার পিতা বলিল, তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য স্বীকার কর। তখন বালক বলিল, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰه এই কথা শুনিয়া তিনি এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন— اَلْحَمْدُ لِلّٰه الَّذِىْ اَخْرَجَهُ بِىْ مِنَ النَّار। অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমার মাধ্যমে ইহাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দিলেন।

ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ্ গ্রন্থে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

২১. “যে সমস্ত লোক আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, অনর্থক নবীগণকে হত্যা করে এবং যে সমস্ত লোক সত্য-ন্যায়ের নির্দেশদাতাগণকে হত্যা করে, তুমি তাহাদিগকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর দাও।

২২. ইহ ও পরকাল উভয় স্থানেই তাহাদের সকল কার্য ব্যর্থ ও নিষ্ফল এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।”

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের মধ্যে যাহারা আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করিতেছিল এবং আল্লাহর দেওয়া বিধানকে পদদলিত করিয়া বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত ছিল, শুধু তাহারাই নয়, যাহারা তাহাদের নিকট প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিতেছিল, এমন কি তাহারা এতই উদ্ধত ছিল যে, তাহাদিগকে যাহারা ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ দিত তাহাদিগকেও নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে তাহারা হত্যা করিত, এখানে সেই সমস্ত আহলে কিতাবদের তিরস্কার করা হইল। সত্য-ন্যায়কে অস্বীকার করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করাই অহংকারের চরম সীমা। যেমন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে, সত্য-ন্যায়কে অস্বীকার করা এবং সত্য ও ন্যায়ের অধিকারীকে হীন ও নীচ মনে করাই অহংকার, ইহাই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

আবূ যুবাইর হাসান ইব্ন আলী ইব্ন মুসলিম নিশাপুরী (যিনি মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন), আবূ হাফস্ উমর ইব্ন হাফস, ইয়ালী ইব্ন ছাবিত ইব্ন যারারা আনসারী, মুহাম্মদ ইব্ন হামযা, বনু আসাদের এক মুক্ত দাস আবুল হাসান মাকহুল, আবূ কাবিছা ইব্ন যিবখুযাঈ ও হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) বর্ণনা করেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কিয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন শাস্তি হইবে কাহার ? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে অথবা এমন কোন লোককে হত্যা করিয়াছে যে ব্যক্তি সত্য-ন্যায়ের নির্দেশ দিত এবং অন্যায়-অসত্য হইতে বিরত করিত। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন— اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আবূ উবায়দা ! শোন, বনু ইসরাঈল দিনের প্রথম প্রহরে এক ঘণ্টায় অর্থাৎ একই সময়ে ৪৩ জন নবীকে হত্যা করিল। তারপর তাহাদের মধ্যে ১৭০ জন লোক ইহার প্রতিবাদ করিয়া তাহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের আহবান জানাইল এবং অন্যায় ও অসত্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকেও সেই দিনই শেষ প্রহরে হত্যা করিয়াছিল! এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কথাই আলোচনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীরও এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আবূ উবায়দা আল ওসাবী, মুহাম্মদ ইব্ন হাফস, ইব্ন হামীর ও বনু আসাদ গোত্রের মুক্ত দাস আবুল হাসান মাকহুল হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, বনু ইসরাঈল দিনের প্রথম প্রহরে তিনশত নবীকে হত্যা করিয়া দিনের শেষ প্রহরে তাহারা বাজারে সবজি বিক্রয় করিতে বসিয়া গেল। ইব্ন আবূ হাতিমও তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব তাহারা যখন সত্য-ন্যায় গ্রহণ করিতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিল এবং আল্লাহর সৃষ্ট জীবের সম্মুখে অহংকার প্রকাশ করিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ইহ ও পরকালে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যবস্থা দ্বারা ইহার প্রতিকার বিধান করিলেন।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির সংবাদ দাও এবং বলিয়া দাও যে, اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ ইহ ও পরকালের জীবনে তাহাদের সকল কার্য ব্যর্থ। তাই তাহাদের পক্ষে কোন সাহায্যকারীও তাহারা পাইবে না।

(২৩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

(২৪) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(২৫) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۣ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

২৩. "আপনি কি সেই সমস্ত লোককে দেখেন নাই, যাহাদিগকে কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হইয়াছে? তাহাদের পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কিতাবের প্রতি আহবান জানান হয়। অতঃপর তাহাদের একটি দল তাহা হইতে বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়।

২৪. কারণ, তাহারা বলে যে, সামান্য দিন কয়টি ব্যতীত অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শই করিবে না। এবং তাহাদের মনগড়া ধারণায় তাহারা বিভ্রান্ত।

২৫. সেদিন কেমন হইবে, যেদিন আমি তাহাদিকে একত্রিত করিব? সেদিন সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র যুলুম করা হইবে না।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ইয়াহূদী ও নাসারাদের এই দাবীও অসার যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি তাহাদের ঈমান রহিয়াছে। কেননা, যখন সেই সমস্ত কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান জানান হয় এবং শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে বলা হয়, তখন তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। অতএব ইহা দ্বারা তাহাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় এবং তাহাদের অহংকার, অহমিকা ও হিংসা বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। তাহাদের এই ঔদ্ধত্য এবং সত্যবিমুখতার ফলে তাহারা নিজেদের মনগড়া বিশ্বাস দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াই বলে যে, আমরা মাত্র কয়েক দিন দোযখের আগুনে দগ্ধ হইব। মাত্র সাত দিন অর্থাৎ সৌরজগতের বর্ষপঞ্জি হিসাবে প্রতি এক হাজার বৎসরে এক দিন ধরিয়া সেই হিসাব মতে মাত্র সাত দিন। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার তাফসীরে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাহাদের এই অলীক ও মনগড়া ধারণার ফলেই তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদের এই বিশ্বাসের মূলে কোন ভিত্তি নাই। আল্লাহর তরফ হইতে তাহাদের এই ধারণা সম্বন্ধে কোন যুক্তি-প্রমাণ নাযিল হয় নাই। ইহা দ্বারা তাহারা নিজেরাই আত্ম প্রবঞ্চনা করিয়াছে মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক ও তিরস্কার করিয়া বলেন ঃ

তাহারা তো তাহাদের এই অন্যায় ও মিথ্যা ধারণার ফলে আল্লাহর কিতাবের উপর অধিকতর মিথ্যারোপ করিতে দুঃসাহস করিয়াছে এবং সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া হত্যা করিয়াছে। অথচ সেই দিন তাহাদের অবস্থা কত শোচনীয় আর কতইনা অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করিবে, যে দিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতিটি কার্যের পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিব। সেদিন প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী পূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি বিধান করিব এবং তখন কাহারও প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হইবে না। সেই দিন অবশ্যই আসিবে, ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢٧) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

২৬. (হে মুহাম্মদ !) বল, আয় আল্লাহ্, তুমিই সমগ্র জগতের মালিক ; তুমি যাহাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা রাজত্ব কাড়িয়া লও, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমার হস্তেই মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত এবং তুমি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান।

২৭. তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত কর এবং দিবসকে রাত্রিকে পরিণত কর। তুমি মৃত হইতে জীবিতকে বাহির কর ও জীবিতকে মৃতে পরিণত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা বে-শুমার জীবিকা দান কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, তাঁহার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সমস্ত কাজ আল্লাহর নিকট সোপর্দ কর এবং তাঁহার প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া নিম্ন বাক্যগুলি দ্বারা তাঁহার সাহায্য কামনা কর ঃ

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ অর্থাৎ আয় আল্লাহ! সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার্বভৌম মালিক তুমি। تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ........ অর্থাৎ তুমি একমাত্র দাতা, তুমিই একমাত্র হরণকারী, তোমার ইচ্ছাই সকল বস্তুর উপর কার্যকর। তুমি যাহা চাও তাহাই হয়, তুমি যাহা চাও না তাহা হয় না। এই আয়াতে এই ইঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈল বংশ হইতে নবুয়ত ছিনাইয়া আনিয়া আরবের কুরাইশ বংশের নিরক্ষর মুহাম্মদ (সা)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া আরববাসীদের প্রতি যে অপ্রত্যাশিত নিয়ামত দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তদুপরি তিনি তাঁহাকে শেষ নবীর এবং বিশ্বনবীর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে সমাবেশ ঘটাইয়াছেন পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলগণের গুণাবলী, পরন্তু তাঁহাকে এমন সব বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হইয়াছে, যাহা অন্য কোন নবীকেই দেওয়া হয় নাই। যেমন আল্লাহর সত্তাগত জ্ঞান, তাহার প্রদত্ত শরীআতের তত্ত্বজ্ঞান, অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর বিবরণ দান, পারলৌকিক তত্ত্বাবলী, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সর্বত্র তাহার আনীত ধর্মমতের প্রসারতা ও সমস্ত ধর্মমতের উপর তাহার প্রচারিত ধর্মমতের প্রাধান্য দান এবং যতদিন পর্যন্ত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর করুণারাশি অবতীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্যন্ত তাহার ধর্মমত বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে।

তারপর তিনি বলেন—বল, তুমিই সৃষ্টি জগতে বিবর্তনকারী, তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। ইহা দ্বারা তিনি প্রতিবাদ করেন সেই সমস্ত লোকদের কথার, যাহারা বলে যে, এই নগরদ্বয়ের কোন মহান ব্যক্তির উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কালাম নাযিল করেন নাই কেন ? তিনি অন্যত্র বলেন— اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

তাহারা কি তোমার প্রতিপালকের রহমতের বন্টনকারী সাজিয়াছে ? না, বরং আল্লাহর রহমত বিতরণে কাহারও কোন দখল নাই। আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা নবুয়ত দানে ভূষিত

করেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি করার অধিকার নাই, প্রতিবাদ করারও কোন অধিকার নাই। এই সম্বন্ধে যে গূঢ় রহস্য বিদ্যমান, যে প্রমাণ বিদ্যমান, তাহা কেবল তিনি জানেন। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপেই জানেন যে, তিনি কাহাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিবেন। অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

লক্ষ্য কর, কিরূপে আমি একেকে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়াছি।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির তাহার ইতিহাস গ্রন্থে ইসহাক ইব্‌ন আহমদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে খলীফা মা'মুন হইতে বর্ণনা করেন যে, খলীফা রোমের একটি প্রাসাদগাত্রে আসিরীয় ভাষায় কিছু লিখা দেখিয়া উহা আরবীতে অনুবাদ করিতে বলিলেন। অতএব উহা আরবী ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইলে দেখা গেল যে, উহার সারমর্ম হইল এই ঃ

باسم اللّه ماالختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء فى الفلك الا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطا نه الى ملك وملك ذى العرش دائم ابدا ليس بفان ولا بمشترك.

"আল্লাহ্‌র নামে শুরু। রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন ঘটে না, শূন্যমণ্ডলে নক্ষত্রের গতি পরিবর্তিত হয় না, অথচ এক সম্রাটের সম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া উহার বিভিন্ন নিয়ামত অন্য সম্রাটের নিকট স্থানান্তরিত হয়। অথচ মহান আরশের অধিপতির সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী, চিরন্তন, অবিনশ্বর এবং অবিভাজ্য।"

তারপর বলা হইল—তুমিই রাত্রির অতিরিক্ত অংশ দিবসে যোগ করিয়া দিবসকে রাত্রির সমান করিয়া দাও এবং এক দিকের এক অংশ অন্য দিকে সংযোজন করিয়া একটিকে বড় ও অপরটি ছোট করিয়া থাক। তারপর আবার উভয়কে সমান সমান করিয়া থাক। তুমিই গ্রীষ্ম, বসন্ত, হেমন্ত, শীত ইত্যাকার বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তন করিয়া থাক।

তারপর বলা হইল—তুমিই শস্যকণা হইতে শস্যক্ষেত এবং শস্যক্ষেত হইতে শস্যকণা, বীচি হইতে খেজুর বৃক্ষ এবং খেজুর বৃক্ষ হইতে খেজুর বীচি, মু'মিনের ঔরসে কাফের ও কাফেরের ঔরসে মু'মিনের জন্মদান কর। মুরগীর পেট হইতে ডিম এবং ডিম হইতে মুরগীর বাচ্চা দিয়া থাক। এইরূপে সমস্ত বস্তুই তোমার ক্ষমতার অধীন। অনুরূপ তুমি যাহাকে ইচ্ছা অগণিত ধনরাশি দান কর আর যাহাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকীর্ণ করিয়া দিয়া থাক। মূলত ইহাতে তোমার গূঢ় রহস্য বিদ্যমান এবং তোমার ইচ্ছা ও তোমার উদ্দেশ্য বিদ্যমান।

তিবরানী বলেন—মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা আলায়ী, জা'ফর ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন ফরকাদ, তাহার পিতা, উমর ইব্‌ন মালেক, আবু জাওযা ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, সূরা আলে ইমরানের এই আয়াতেই اسم اعظم তথা আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি বিদ্যমান। সেই নামে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দিয়া থাকেন।

(٢٨) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

২৮. "বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে শোভনীয় নয় যে, তাহারা বিশ্বাসীগণকে ছাড়িয়া কাফেরদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন দায়িত্ব নাই। তবে হ্যাঁ, যদি ইহা দ্বারা তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিতে চাও তবে তাহা স্বতন্ত্র কথা এবং আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র নিকটই তোমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে নির্দেশ দিতেছেন। অতএব তিনি বলেন ঃ কোন বিশ্বাসী লোকের পক্ষে ইহা মোটেই শোভনীয় নয় যে, সে বিশ্বাসী লোকগণকে রাখিয়া কাফেরদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে ও তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিবে। বরং মুনাফিকদের কর্তব্য হইল তাহাদের একে অপরকে ভালবাসিবে, একে অন্যকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে। তারপর তিনি ইহার জন্য ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র এই নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কোন দায়-দায়িত্ব নাই। যেমন অন্য এক স্থানে বলা হইয়াছে—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ .... وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না।...... অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ করিল, সে সত্য ও ন্যায়ের পথ হারাইল। অপর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا.

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বিশ্বাসীগণকে ত্যাগ করিয়া কাফেরগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। তোমরা কি চাও যে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ খাড়া করিবে ?" অপর এক স্থানে আল্লাহ বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

"হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাগণ একে অপরের বন্ধু। সুতরাং তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাগণকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে, সে তাহাদেরই দলভুক্ত।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন, মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য বিশ্বাসী আরবদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের গুরুত্ব ও তাহাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ

"আর কাফেরগণ পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তোমরাও যদি এইরূপ না কর, তবে পৃথিবীতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইবে এবং বিরাট দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে।"

তারপর যাহারা সংখ্যালঘু অবস্থায় বিভিন্ন কাফের রাষ্ট্রে বাস করে এবং কোন কোন সময় তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সঙ্গে মিলমিশ রাখে, অর্থাৎ প্রকাশ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাহাদের জন্য ইহার অনুমতি দিয়া তিনি বলেন ঃ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً — তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তাহাদের অনিষ্ট হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ করিবে, আন্তরিকভাবে নয়। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলিয়াছেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ

انا لنكثر فى وجوه اقوام وقلوبنا تلعنهم। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন জাতির সহিত প্রসন্ন বদনে মিলিয়া থাকি। তবে আন্তরিকভাবে আমরা তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিতে থাকি।

সাওরী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আত্মরক্ষার জন্য মৌখিকভাবে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইতে পারে, আন্তরিকভাবে নয়। আওফীও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল আলিয়া, আবুশ শা'ছা, যিহাক ও রবী' ইব্‌ন আনাসও তাহাই বলেন। তাহাদের এই কথার সমর্থন মিলে আল্লাহ্‌র এই কালামে ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدَ اِيْمَا نِهِ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পর আবার কুফরী করে—তবে যাহাকে বল প্রয়োগে কুফরী করিতে বাধ্য করা হয়, অথচ তাহার অন্তর ঈমানের পথে অবিচল (তাঁহার কথা স্বতন্ত্র)।" বুখারী (র) বলেন যে, ইমাম হাসান বলিয়াছেন—আত্মরক্ষার এই বিধান কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

তারপর আল্লাহ বলেন ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার বন্ধুগণের দুশমনের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে, তাহাদিগকে আল্লাহ তাঁহার কঠিন শাস্তি, প্রতিশোধ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন।

তারপর তিনি বলেন ঃ প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং তিনি প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্মের পুরস্কার অথবা শাস্তি বিধান করিবেন। এই সম্বন্ধে ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ তাহার পিতা, সুয়াইদ, মুসলিম ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন আবি হুসাইন ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত মায়মুন ইব্‌ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—একদিন হযরত মাআয (রা) আমাদের নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আওদ গোত্রের লোকজন! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা নিশ্চতরূপেই জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন হয় জান্নাত তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে, নতুবা জাহান্নাম।

(٢٩) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ط وَيَعْلَمُ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣٠) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۛ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۛ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

২৯. "বল, যদি তোমরা তোমাদের অন্তরের কথা গোপন অথবা প্রকাশ কর, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ জ্ঞাত থাকেন। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই জানেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩০. যেই দিন প্রত্যেক লোক তাহার প্রতিটি কৃতকর্ম বাস্তবে উপস্থাপিত দেখিবে, সেদিন সে একান্তই কামনা করিবে—হায় যদি তাহার ও তাহার মন্দ কাজের মধ্যে বিরাট দূরত্ব বিদ্যমান থাকিত! আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার ব্যাপারে বিশেষ করুণাময়।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ যেমন জানেন, তেমনি তোমাদের অন্তস্থলের গোপন রহস্যও জানেন। তিনি তো অন্তর্যামী। তাহার নিকট কোন বিষয়ই গোপন নাই। তাঁহার জ্ঞানের বাইরে কোন বস্তুই নাই—তাহা নভোমণ্ডলেই হউক আর ভূমণ্ডলেই হউক, সমুদ্রের অতল গহবরেই হউক আর পর্বতের গগনচুম্বি চূড়াতেই হউক। সর্বযুগ, সর্বস্থল ও সর্বাবস্থায় সব কিছুই তাঁহার নখদর্পণে। সব কিছুই তাঁহার শক্তির আওতাভুক্ত। সকল বস্তুর উপর তাঁহার ক্ষমতা সমভাবে কার্যকর। অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা পুরস্কার দিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন। এমন পরম জ্ঞানী-গুণী, এমন শক্তিশালী আল্লাহকে সকলেরই ভয় করা কর্তব্য। তাঁহার নির্দেশ পালন করা এবং তাঁহার নিষেধ মানিয়া চলা প্রতিটি মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু তিনি শুধু তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাতই নন, তিনি সর্বশক্তিমানও বটে। কাজেই তিনি হয়ত কাহাকেও অবকাশ দিয়া থাকেন। তবে যখন তিনি কাহাকেও ধরিবেন, তখন তিনি অত্যন্ত কঠিন হস্তে পাকড়াও করিবেন। তখন আর তাহার জন্য কোন অবকাশ থাকিবে না।

এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا.

"এমন একদিন আসিবে যেদিন প্রত্যেকটি মানুষই তাহার কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে।"

কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষের সামনে তাহার ভাল-মন্দ সকল কাজই উপস্থাপিত করা হইবে। যেমন অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ.

"সেই দিন প্রতিটি মানুষকেই তাহার পূর্বাপর সমস্ত কৃতকর্মের খবর দেওয়া হইবে।" পরিণামে জান্নাতের অশেষ সুখ ভোগ করিবার সুযোগ মিলিবে অথবা জাহান্নামের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইবে। সেদিন মানুষ তাহার উত্তম কর্ম দেখিয়া যারপরনাই সুখী হইবে অথবা মন্দকর্ম দর্শনে দুঃখ- বেদনায় দাঁত কামড়াইয়া পরিতাপ করিবে। তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায়! যদি তাহার মধ্যে এবং তাহার কর্মের মধ্যে বিপুল ব্যবধান থাকিত, তবে কতইনা মঙ্গল হইত। অনুরূপ যে শয়তানের প্ররোচনায় দুনিয়াতে সে মন্দ কাজ করিত, তাহাকে দেখিয়া বলিবে ঃ

يَا لَيْتَ بَيْنِىْ وبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنِ.

“হে শয়তান! যদি আজ তোমার ও আমার মধ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ব্যবধান সূচিত হইত, তবে কতই মঙ্গল হইত। কতই না খারাপ এই নৈকট্য।”

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৎ ও নিষ্ঠাবান বান্দাগণ যাহাতে তাঁহার অসীম করুণা হইতে নিরাশ না হন সেই জন্য তাহাদিগকে শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া বলিতেছেন যে, আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। হাসান বসরী বলেন—তাঁহার অন্যতম অনুগ্রহ এই যে, তিনি পাপীর শাস্তি সম্পর্কে তাহাদিগকে আগেই সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। অন্য আলিমগণ বলেন—তিনি তাঁহার জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। মানুষ সৎ ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকুক এবং তাহারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করুক, ইহাই তিনি চান।

(٣١) قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٣٢) قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ○

৩১. “বল, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা পোষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

৩২. “বল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। অতঃপর যদি তাহারা সত্যবিমুখ হইয়া যায়, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ কাফেরগণকে অবশ্যই ভালবাসেন না।”

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার দাবি করে, অথচ সে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসৃত পথে চলে না, সে অবশ্যই মিথ্যাবাদী। যতক্ষণ না সে তাহার কথা, কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহর (সা) অনুসরণ করিবে, ততক্ষণ তাহার দাবি সত্য হইবে না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যাহাতে আমার কোন নির্দেশ নাই, তাহার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। এইজন্যই এখানে বলা হইয়াছে ঃ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন) অর্থাৎ তোমরা তাঁহার প্রতি মহব্বত ও প্রেম-প্রীতির যে দাবি কর, উহার চাইতে অধিক তোমাদিগকে দান করা হইবে। তাহা হইল তোমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আর ইহা প্রথমোক্তটির চাইতে মহত্তর। অর্থাৎ তোমাদের ভালবাসার চাইতে তোমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা মহত্তর। যেমন কোন কোন সূক্ষ্মদর্শী আলিম বলেন, তোমার ভালবাসার, তোমার প্রেম-প্রীতির কোনই মূল্য নাই। উহার মূল্য তখনই, মর্যাদা তখনই, যখন আল্লাহ তোমাকে ভালবাসেন। হাসান বসরীসহ কিছু পূর্বসুরী আলিম বলেন ঃ একদল লোক দাবি করিল যে,

তাহারা আল্লাহকে ভালবাসে। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে এই আয়াত দ্বারা জানাইয়া দিলেন যে, তোমরা যদি আল্লাহ-প্রেমের দাবি কর, তবে আমার রাসূলকে অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার পিতা, আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ তানাফেসি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবদুল আলা ইব্‌ন আয়ুন, ইয়াহয়া ইব্‌ন কাছীর ও উরওয়া হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিদ্বেষ পোষণ করাই দীন। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ

আবূ যারআ বলেন ঃ আবদুল আলা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

তারপর আল্লাহ বলেন— তোমাদের নবীর অনুসরণের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। ইহা তাঁহারই অনুকরণের ফল। তারপর সর্বশ্রেণীর মানুষকে তিনি এই নির্দেশ দেন ঃ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا (বল, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। তারপরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়) অর্থাৎ যদি তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ কাফেরগণকে ভালবাসেন না। এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের অনুসৃত রীতি-পদ্ধতির বিরোধিতা করা কুফর। যে ব্যক্তির মধ্যে এই স্বভাব বিদ্যমান, সে যদিও দাবি করে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রেমিক এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত, তবুও আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না, যতক্ষণ না সে অনুসরণ করিবে আল্লাহ্‌র রাসূলের রীতি-পদ্ধতির। এমন কি যদি তাঁহার যুগে অন্য নবী-রাসূলগণ বিদ্যমান থাকিতেন, তবে তাঁহাদের জন্য তাঁহার অনুকরণ হইত অপরিহার্য। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতীত তাহাদেরও কোন গত্যন্তর থাকিত না। অচিরেই এতদসম্পর্কে وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হইবে।

(٣٣) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

(٣٤) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۚ

৩৩. "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বের জনমণ্ডলীর মধ্যে আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরগণকে নির্বাচন করিয়াছেন।

৩৪. তাহারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিতেছেন যে, এই সমস্ত মনীষীকে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। তিনি হযরত আদম (আ)-কে নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান দান করিয়া ফেরেশতাগণের দ্বারা তাঁহাকে সিজদা করাইয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। তারপর তাঁহাকে বেহেশতে স্থান দিয়াছেন এবং এক গূঢ় রহস্যময় কারণে

তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। তারপর তিনি হযরত নূহ (আ)-কে মনোনীত করেন। যখন এই দুনিয়ার বুকে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার প্রচলন ছিল, দুনিয়ার মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার শির্ক-বিদআত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সর্বপ্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁহার কাওমের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দিবা-রাত্রি প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর পথে আহবান জানাইলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। বরং তাহারা তাঁহার নিকট হইতে দূরে, আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছেন। অবশেষে আল্লাহ তাহাদিগকে বন্যার পানিতে ডুবাইয়া মারিলেন। যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়া আল্লাহর পথ অবলম্বন করিয়াছিল কেবল তাহারাই আল্লাহ্র সেই গযব হইতে রেহাই পাইল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরকে মনোনীত করিয়াছেন। তন্মধ্যে নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) রহিয়াছেন। ইমরানের বংশধর দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত মরিয়মের পিতা ইমরান। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর মাতামহ। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার ইমরানের বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমরান ইব্ন ইয়াশিম ইব্ন মিশা ইব্ন হিযকিয়া ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন গারায়া ইব্ন নাউশ ইব্ন আজর ইব্ন বাহওয়া ইব্ন নাযিম ইব্ন মুকাসিত ইব্ন ঈশা ইব্ন ইয়ায ইব্ন রুখিআম ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)। অতএব হযরত ঈসা (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর এবং এতদসম্পর্কে সূরা আনফালের তাফসীর প্রসঙ্গে ইনশা আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(٣٥) إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٣٦) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ
الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

৩৫. "ইমরানের স্ত্রী যখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভস্থিত সন্তানকে আমি তোমার জন্য স্বাধীন ও মুক্ত করিয়া দিব বলিয়া মানত করিয়াছি। অতএব তুমি আমার এই মানত কবূল কর; তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৬. অতঃপর যখন সে কন্যা সন্তান প্রসব করিল, তখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো কন্যা প্রসব করিয়াছি! 'সে যাহা প্রসব করিয়াছে সেই সম্পর্কে আল্লাহ ভালরূপেই অবহিত আছেন।' আর পুরুষ স্ত্রীর তুল্য নয় এবং আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি মরিয়ম। আমি তাহাকে ও তাহার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তান হইতে তোমার আশ্রয়ে সঁপিতেছি।"

তাফসীর ঃ একদল বলেন যে, এই ইমরানের স্ত্রীই ছিলেন নিঃসন্তান। তাহার কোন সন্তান হইত না। একদিন তিনি এক পথিককে দেখিলেন যে, সে তাহার বাচ্চাকে দুধ পান করাইতেছে। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে সন্তান লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি পয়দা হইল। অতএব তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট সন্তানের আবেদন জানাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর তিনি স্বামী সান্নিধ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই গর্ভ ধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভ যখন নিশ্চিত হইল, তখন তিনি মানত করিলেন, আয় আল্লাহ্! আমি আমার গর্ভস্থিত সন্তানটি তোমার পবিত্র ঘর বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবার উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবেই মানত করিয়াছি। তুমি আমার মানত কবূল কর। অবশ্যই তুমি প্রার্থনা সম্পর্কে অবহিত এবং আমার নিয়ত সম্পর্কেও তুমি উত্তমরূপে অবহিত। এই মহিলা জানিতেন না যে, তাহার গর্ভস্থিত সন্তানটি পুরুষ, না স্ত্রী। অতঃপর যখন তিনি মেয়ে সন্তান প্রসব করিলেন, তখন বলিলেন, আয় এলাহী! আমি তো এই গর্ভস্থিত সন্তানটি তোমার পবিত্র ঘরের সেবার জন্য মানত করিয়াছিলাম! এখন যে আমি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি। আর আমি যাহা প্রসব করিয়াছি সেই সম্পর্কে তুমি তো উত্তমরূপেই অবহিত আছ। অথবা, তিনি যাহা প্রসব করিয়াছেন সেই সম্পর্কে আল্লাহ উত্তমরূপেই অবহিত আছেন।

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى অর্থাৎ মসজিদে আকসার সেবা এবং ইবাদতের জন্য শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়া পুরুষ মহিলার তুল্য নয়। وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ অর্থাৎ আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি মরিয়ম নামে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জন্মের দিনও নামকরণ করা বৈধ এবং ইহাই আয়াতের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায়। অতএব ইহা আমাদের পূর্বেই শরিআতসিদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই বিষয়টি বারবার বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ولد لى الليلة ولد سميته باسم ابى ابراهيم অর্থাৎ অদ্য রত্রিতে আমার একটি সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে। আমি আমার পিতা ইবরাহীমের নামানুসারে তাহার নাম রাখিয়াছি ইবরাহীম।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিকের একটি ভাই জন্মগ্রহণ করিলে তিনি তাহাকে লইয়া হুযূর (সা)-এর খিদমতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার জন্য বরকতের দু'আ করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন আবদুল্লাহ।

সহীহ্ বুখারীতে আরো বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করিয়াছে। তাহার কি নামকরণ করিব ? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমার সন্তানের নাম রাখ 'আবদুর রহমান'।

অনুরূপ অপর এক সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসাইদ (রা)-এর একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি সেই সন্তানের মুখে হুযুর (সা)-এর চিবানো খেজুর দানের জন্য তাহার দরবারে লইয়া আসিলেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে এই সন্তানের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। অগত্যা সন্তানের পিতা সন্তানকে বাড়িতে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। তারপর সেই বৈঠকেই হুযূর (সা)-এর এই সন্তানের কথা স্মরণ হইল। তখন তিনি তাহার নামকরণ করিলেন 'মুনযির'।

কাতাদা ও হাসান বসরী সামুরা ইব্ন জুন্দুব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه

“প্রত্যেক শিশুই তাহার আকীকার দায়ে আবদ্ধ থাকে। সুতরাং সপ্তম দিনে তাহার আকীকা করা হউক, নাম রাখা হউক এবং মাথা মুণ্ডন করা হউক।” এই হাদীসটি আহমদ ও অন্যান্য সুনানে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় يُذْبَحُ শব্দের পরিবর্তে يُدْمى (অর্থাৎ রক্ত প্রবাহিত করা হউক) বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য বর্ণনা অপেক্ষা ইহাই অধিকতর বিশুদ্ধ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। পক্ষান্তরে কিতাবুন নসবে হযরত যুবাইর ইব্‌ন বিকার বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) (عق عن ولده ابراهم وسماء ابراهيم) তাঁহার পুত্র ইবরাহীমের আকীকা করার পর তাহার নামকরণ করেন ইবরাহীম। তাহার এই বর্ণনাটির কোন সনদ নাই। এমন কি ইহা বিশুদ্ধ হাদীসের পরিপন্থী। আর যদি ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে বলিতে হইবে যে, এই দিন হইতে তিনি ইবরাহীম নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

অতঃপর ইমরানের স্ত্রীর বক্তব্য وَانِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ আমি তাহার এবং তাহার সন্তান-সন্ততির জন্য অভিশপ্ত শয়তানের আক্রমণ হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার এই দোয়া কবূল করিলেন।

আবদুর রায্‌যাক বলেন ঃ মুআম্মার, যুহরী ও ইব্‌ন মুসাইয়াব আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد فيستهل اياه الا مريم وابنها

অর্থাৎ যখনই কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন শয়তান তাহাকে স্পর্শ করিয়া থাকে এবং শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে তখন চিৎকার করে। তবে হযরত মরিয়ম এবং তাহার সন্তান ইহার ব্যতিক্রম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন-তোমরা ইচ্ছা করিলে وَانِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ এই দু'আ পড়িতে পার। এই হাদীসটি আরও বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর, আহমদ ইব্‌ন ফরজ, বাকীয়া, যুবাইদী, যুহরী, আবূ সালমা ও আবূ হুরায়রার সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কায়েস, আনাস ও আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ما من مولود الا وقد عصره الشيطان عصرة او عصرتين الاعيسى ابن مريم ومريم অর্থাৎ যখনই কোন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন শয়তান তাহাকে একটি খোঁচা বা দুইটি খোঁচা দিয়া থাকে; তবে হযরত ঈসা এবং তাহার মাতা মরিয়ম ইহার ব্যতিক্রম।

তদুপরি আলা তাহার পিতা হইতে ও তিনি আবূ হুরায়রা হইতে এবং মুসলিম আবূ তাহের, ইব্‌ন ওয়াহাব, উমর ইব্‌ন হারিছ ও আবূ ইউনুস আবূ হুরায়রা হইতে এবং ইব্‌ন ওয়াহাব ও ইব্‌ন আবূ জি'বও শামআলের মুক্তদাস আজলান আবূ হুরায়রা হইতে এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছাবিত ও আবূ হুরায়রার মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে মূল হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। লাইছ ইব্‌ন সা'দ, জা'ফর ইব্‌ন রবিআ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল আরাজ বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–

'যে কোন মানব সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন শয়তান তাহর পাঁজরে খোঁচা দেয়। একমাত্র ঈসা ইব্‌ন মরিয়াম ইহার ব্যতিক্রম। তিনি জন্ম গ্রহণ করার সময়ও শয়তান খোঁচা দিতে গিয়াছিল এবং পর্দায় খোঁচা দিয়াছিল।'

(٣٧) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ
كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ
هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৭. "অতঃপর তাহার প্রতিপালক উত্তমরূপে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং চমৎকাররূপে তাহাকে প্রতিপালন করিলেন এবং যাকারিয়াকে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। যাকারিয়া যখনই মিহ্‌রাবে তাহার নিকট গমন করিত তাহার নিকট জীবিকা দেখিতে পাইত; (একবার) সে জিজ্ঞাসা করিল, হে মরিয়ম! এই সমস্ত তুমি কোথা হইতে পাও? সে বলিল, ইহা তো আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়া থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপ্রত্যাশিতভাবে জীবিকা দান করেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আমাদের প্রতিপালক এই কথা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তিনি মরিয়মকে তাহার মায়ের মানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহার লালন-পালনের উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি তাহার আকৃতিকে করিয়াছেন চমৎকার লাবণ্যময়, তাহাকে দান করিয়াছেন নিখুঁত সৌন্দর্য এবং তাহাকে পালন করার উপায়-উপকরণ করিয়াছেন তাহার জন্য সহজলভ্য। অবশেষে তাহাকে স্থান দিয়াছেন তাঁহার এক দল সৎকর্মশীল পুণ্যবান লোকের কাছে। তিনি তাহাদের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেন এবং দীন ও কল্যাণের ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا অর্থাৎ যাকারিয়ার উপর তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হইল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন–ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি ছিলেন ইয়াতীম বা অনাথ বালিকা। অবশ্য অন্যরা বলিয়াছেন যে, বনূ ইসরাঈলগণ সে বৎসরে কঠিন দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়াছিল। এই কারণেই হযরত যাকারিয়াকে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে এই দুইটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন হযরত যাকারিয়ার উপর। ইহা তাহার এক পরম সৌভাগ্য। যেহেতু তিনি ইহাতে হিতকর জ্ঞান অনুশীলন ও পুণ্যকার্য শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। তদুপরি হযরত যাকারিয়া ছিলেন তাহার খালু। ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন জারীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের মত ইহাই। অবশ্য কেহ কেহ বলেন – তিনি ছিলেন তাহার ভগ্নিপতি। বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থে فاذا بيحى وعيسى وهما ابنا الخالة অর্থাৎ মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াহয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত হুযুর (সা)-এর সাক্ষাৎ হইল এবং তাহারা দুইজন ছিলেন খালাত ভাই। ইব্‌ন ইসহাকের কথা অনুযায়ী এই হাদীস যথার্থ। যেহেতু আরবী পরিভাষায় মায়ের খালার সন্তানকেও খালাত ভাই বলা হইয়া থাকে। অতএব প্রমাণিত হইল যে, হযরত মরিয়ম তাহার খালার তত্ত্বাবধানেই ছিলেন। অনুরূপ সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা) ও হযরত হামযা (র)-এর কন্যা আমারার প্রতিপালনে বিতর্ক দেখা দিলে

তাহার খালা আবূ তালিবের পুত্র জা'ফরের স্ত্রীর পক্ষে ফায়সালা দিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্ত।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাহার ইবাদতের স্থানের বিশেষত্ব ও গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া যখনই মিহরাবে তাহার নিকট যাইতেন তখন তাহার নিকট জীবিকা দেখিতে পাইতেন। এই প্রসঙ্গে মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ শা'ছা, ইবরাহীম নাখঈ, যিহাক, কাতাদা, রবী' ইব্ন আনাস, আতিয়াতুল আওফি ও হাদী প্রমুখ মনীষী বলেন যে, হযরত যাকারিয়া তাহার নিকট গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফলমূল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফলমূল দেখিতে পাইতেন। মুজাহিদ আরও বলেন ঃ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ইহার অর্থ হইল যে, তাহার নিকট জ্ঞান পাইলেন অথবা এমন কোন গ্রন্থ পাইলেন যাহা জ্ঞানে পূর্ণ। ইহাই ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে প্রথম কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কারণ, উহা দ্বারা ওলি আল্লাহগণের অলৌকিক ক্ষমতার কথাই প্রকাশ পায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে ইহার অসংখ্য নযীর বিদ্যমান।

অতঃপর হযরত যাকারিয়া মরিয়মের নিকট ফলমূল দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا হে মরিয়ম! ইহা তুমি কোথায় পাইয়াছ ? তখন হযরত মরিয়ম উত্তর দিলেন ঃ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ ইহা আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহাকে খুশি অপ্রত্যাশিতভাবে জীবিকা দান করেন।

হাফিয আবূ ইয়া'লা বলেন –সহল ইব্ন যাঞ্জালা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালেহ, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহী'আ ও মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার কয়দিন পর্যন্ত হুযুর (সা) অনাহারে রহিলেন। অতঃপর অনাহারজনিত কষ্টে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া তাহার পত্নীদের ঘরে ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু কোথাও কোন কিছু পাইলেন না। অবশেষে তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-এর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন –হে কন্যা! তোমার নিকট আহার করার মত কিছু আছে কি ? আমি ক্ষুধার্ত। হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, ফাতিমার এক প্রতিবেশিনী তাহার নিকট দুইটি রুটি ও এক টুকরা গোশত পাঠাইয়া দিল। হযরত ফাতিমা (রা) তাহা গ্রহণ করিয়া একটি পাত্রে রাখিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আজ ইহাতে আমি আমার নিজের এবং আমার নিকট যাহারা আছে তাহাদের সকলের উপর আল্লাহ্র রাসূলকে প্রাধান্য দিব। অথচ তাহারা সকলেই ছিলেন অনাহারী। অতএব তিনি হযরত হাসান বা হুসাইন (রা)-কে পাঠাইলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ডাকিয়া আনিতে। হুযূর (সা) ফিরিয়া আসিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু খাওয়ার বস্তু পাঠাইয়াছেন, আমি তাহা আপনাকে আহার করাইবার উদ্দেশ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, হে কন্যা, শীঘ্র আন। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, তখন আমি সেই পাত্রটি আনিয়া খুলিয়া দেখিলাম যে, তাহা রুটি ও গোশতে পূর্ণ। আমি ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং বুঝিলাম যে, ইহা আল্লাহর দেওয়া বরকত। আমি আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী (সা)-এর উপর দরূদ পাঠ করিতে করিতে সেই পাত্রটি হুযূর (সা)-এর সম্মুখে

পেশ করিলাম। তিনিও তাহা দর্শন করিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা তুমি কোথায় পাইলে? হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন –

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি তোমাকেও বনী ইসরাইলের মহিয়সীর মত করিয়াছেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কোন জীবিকা দান করিতেন এবং লোকে তাহাকে সেই জীবিকা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিত, তখন তিনিও বলিতেন اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ, আলী, ফাতিমা, হাসান-হুসাইন এবং হুযূর (সা)-এর পত্নীগণসহ পরিবার-পরিজনের সকলেই পরম তৃপ্তিসহ আহার করিলেন। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, তারপরও সেই পাত্র পূর্বাবস্থায়ই রহিল। সুতরাং আমি অবশিষ্ট আহার্য সমস্ত প্রতিবেশীকে দিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাহাতে অফুরন্ত বরকত ও কল্যাণ দান করিলেন।

(٣٨) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ○
(٣٩) فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى
مُصَدِّقًاۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(٤٠) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۚ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ○
(٤١) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۚ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا
رَمْزًا ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

৩৮. 'তখন হযরত যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করিল, হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট হইতে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান কর। তুমি তো আবেদন গ্রহণকারী।

৩৯. অতঃপর একদা সে মিহরাবে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিল। সেই সময় ফেরেশতাগণ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্‌য়া নামক একটি সন্তানের শুভ সংবাদ দিতেছেন। সে আল্লাহর কলেমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবে, আল্লাহ তাহাকে নেতা বানাইবেন এবং তাহাকে নিষ্কাম-নিষ্পাপ নবী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

৪০. যাকারিয়া বলিল, হে প্রতিপালক! আমার সন্তান জন্মিবে কিরূপে? আমি যে বৃদ্ধ, এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বলিলেন, এইরূপেই আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন।

৪১. তখন যাকারিয়া বলিল, হে প্রতিপালক! তবে ইহার জন্য কোন নিদর্শন আমাকে দান করুন। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন হইল এই যে, তুমি তিন দিন ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলিতে পারিবে না, অতএব তুমি তোমার প্রভুকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাহার গুণ কীর্তন কর।"

তাফসীর ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) যখন প্রত্যক্ষ করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মরিয়মকে গ্রীষ্মের সময়ে শীতকালীন ফলমূল এবং শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফলমূল দ্বারা জীবিকা দান করিতেছেন, তখন তাহার এই বার্ধক্যেও সন্তানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। যদিও তাহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ও মাথার চুলগুলি সাদা হইয়াছিল এবং তাহার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা, এতদসত্ত্বেও একটি সন্তানের আকুতি তাহার অন্তরের গভীরে দানা বাঁধিয়া উঠিল। তিনি অতি গোপনে মহান প্রতিপালকের দরবারে সন্তান লাভের জন্য আকুল কণ্ঠে নিবেদন করিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

'হে প্রতিপালক! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। আপনি নিবেদন গ্রহণকারী।' তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَاءِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ 'অতঃপর একদা হযরত যাকারিয়া মিহরাবে দাঁড়াইয়া নামাযরত ছিলেন। ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইয়াহয়া নামক একটি সন্তানের শুভ সংবাদ দিতেছেন। আপনার ঔরসে একটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার নাম হইবে ইয়াহয়া।

কাতাদা ও অন্যান্য হাদীসবিদ বলেন – তাহার নামকরণ করা হইল ইয়াহয়া এই জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ঈমানী জীবন দান করিয়াছিলেন। مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বাণীর সত্যতা স্বীকার করিবেন। এই সম্বন্ধে আওফী ও অন্যরা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান, কাতাদা, ইকরামা, মুজাহিদ, আবূ শা'ছা, সুদ্দী, রবী ইব্‌ন আনাস, যিহাক প্রমুখ বলিয়াছেন যে, এই আয়াতে كَلِمَةٍ শব্দ দ্বারা হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

রবী' ইব্‌ন আনাস বলেন – তিনিই সর্বপ্রথম হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। কাতাদা বলেন – তাহার জীবন পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দান করেন। ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্বন্ধে বলেন যে, হযরত ইয়াহয়া ও ঈসা দুই খালাত ভাই ছিলেন। ইয়াহয়ার মাতা মরিয়মকে বলিতেন, আমার গর্ভস্থ সন্তানটি তোমার গর্ভের সন্তানকে সিজদা করিতেছে বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। ইহা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই তাহার স্বীকৃতি। আর তিনিই সর্ব প্রথম হযরত ঈসাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। অবশ্য তিনি হযরত ঈস (আ)-এর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। সুদ্দীও অনুরূপ বলিয়াছেন।

وَسَيِّدًا এই শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবুল আলীয়া, রবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর প্রমুখ বলেন ঃ 'সহিষ্ণু' অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অবশ্য কাতাদা এই কথাও বলেন যে, এখানেও ইবাদতে নেতৃত্বদানকারী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস, সাওরী ও যিহাক বলেন سَيِّدٌ শব্দের অর্থ 'পরম সহিষ্ণু ও সংযমী'। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন– ইহার অর্থ তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ও বিজ্ঞজন। আতিয়া বলেন – তিনি স্বভাব-চরিত্র ও দীন-ধর্মে নেতা ছিলেন। ইকরামা বলেন ঃ سَيِّدٌ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি উত্তেজিত হইয়া জ্ঞানহারা হন না। ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ শরীফ বা ভদ্র-বিনয়ী। মুজাহিদ ও অন্যান্য মনীষী বলেন– মহান আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

حَصُوْرً চিরকুমার। ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবূ শা'ছা ও আতিয়া আল-আওফী প্রমুখ বলেন ঃ حَصُوْرً বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যিনি স্ত্রীসঙ্গম করেন না। আবুল আলিয়া ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ حَصُوْرً অর্থ যে ব্যক্তির সন্তান হয় না এবং যাহার বীর্য নাই। ইব্‌ন জারীর, আবূ হাতিম, ইয়াহয়া ইব্‌ন মুগীরা, জারীর ইব্‌ন কাবুস ও তাহার পিতা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে حَصُوْرً এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যাহার বীর্যপাত হয় না। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, এই হাদীসটি খুবই দুর্বল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আবূ জাফর, মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব বাগদাদী, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, ইবাদ ইব্‌ন আওয়াম ও ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান ইয়াহয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিতেন, আল্লাহর সৃষ্টির এমন কোন লোক নাই, যে কোন পাপ করে নাই। কিন্তু হযরত ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া একমাত্র ব্যতিক্রম। তারপর পাঠ করিলেন وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا। তারপর হাতে মাটি লইয়া বলিলেন, حَصُوْرً হইল যাহার লিঙ্গ এইরূপ এবং তিনি তাহার শাহাদাত অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

এই হাদীসটি ইব্‌ন মুনযিরও তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে আহমদ ইব্‌ন দাউদ সামনানী, সুয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ, আলী ইব্‌ন মাসহার ও ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এমন কোন আল্লাহর বান্দা নাই, যে পাপ ছাড়া আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তবে ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া একমাত্র ইহার ব্যতিক্রম। কারণ আল্লাহ বলেন - وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا

বর্ণনাকারী বলেন ঃ তাহার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের আঁচলের ন্যায় দুর্বল। তিনি বলিয়াছেন وانما ذكره مثل هدبة الثوب অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ ছিল কাপড়ের আঁচলের ন্যায়। এবং তিনি তাহার অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, ঈসা ইব্‌ন আহমদ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন সালমা মুরাদী উভয়ই বলিয়াছেন যে, হাজ্জাজ ইব্‌ন সুলায়মান জাফরী, লাইছ ইব্‌ন সা'দ, মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলান, কা'কা ও আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

'প্রত্যেক আদম সন্তান কিছু না কিছু পাপসহ আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। সেইজন্য তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন অথবা দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিবেন। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম হইলেন হযরত ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া। কেননা তিনি حَصُوْرً ও سَيِّدً এবং সৎকর্মশীল একজন নবী। তারপর রাসূল (সা) মাটি হইতে কিছু আবর্জনা উঠাইয়া বলিলেন وكان ذكره مثل هذه القذاة অর্থাৎ তাহার লিঙ্গ ছিল এই আবর্জনার ন্যায়।

কাযী আয়ায 'কিতাবুন নিকাহে' বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা حَصُوْرً শব্দ দ্বারা হযরত ইয়াহয়া (আ)-এর প্রশংসা করিয়াছেন। তাই যাহারা বলেন যে, নপুংসক অথবা তাহার লিঙ্গ ছিল না, তাহা ঠিক নয়। কেননা বিজ্ঞ তাফসীরকারক এবং বিশিষ্ট আলিমগণ ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ইহা এমন একটি দোষ বা ত্রুটি, যাহা নবী-রাসূলগণের পক্ষে শোভনীয় নয়। বরং ইহার অর্থ হইল যে, তিনি ছিলেন নিষ্পাপ অর্থাৎ তিনি কোন পাপকার্যের ধারে কাছে যান

নাই। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি তাহার প্রবৃত্তিকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ছিলেন حَصُوْرٌ (নিষ্পাপ বা নিষ্কাম)। আবার কেহ এই কথাও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার কোন মোহ ছিল না।

এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হয় যে, বিবাহে অক্ষমতাও একটি ত্রুটি আর বিবাহের যোগ্যতার বিদ্যমানতা একটি বৈশিষ্ট্য। তারপর সেই ক্ষমতাকে চেষ্টাসাধনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন হযরত ঈসা (আ) করিয়াছিলেন। কিংবা উহাকে আল্লাহর তরফ হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন হযরত ইয়াহয়া (আ)-এর কামশক্তি আল্লাহ তা'আলা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সকল দূষণীয় বিষয় নয়। তারপর বড় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, কামশক্তি যাহার মধ্যে বিদ্যমান, অথচ কামের যথাযথ ব্যবহার করার পরও সে আল্লাহ বিমুখ হয় নাই। এই সর্বোচ্চ স্তর হইল আমাদের নবী করীম (সা)-এর। কারণ, অনেক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর ইবাদতে ত্রুটি করেন নাই। বরং ইহা দ্বারা তাহার ইবাদতের বিভিন্ন দিকের উন্নতি হইয়াছে। যেমন, তাহাদের হিফাযত, তাহাদের ভরণ-পোষণ, তাহাদিগকে হেদায়েত দান ইত্যাদি। বরং তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত তাহার দুনিয়ার অংশ নয়, যদিও অন্যের জন্য এই সমস্ত দুনিয়ার অংশ হিসাবে গণ্য। তদুপরি হুযুর (সা) বলিয়াছেন ঃ حُبِّبَ اِلَىَّ دُنْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমাদের দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর মধ্যে কিছু বস্তু আমার নিকট প্রিয়তর।

সারকথা, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াহয়ার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন حَصُوْرٌ অর্থাৎ তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে মুক্ত-পবিত্র। ইহা দ্বারা তাহার পক্ষে বিবাহ করা, বৈধ স্ত্রী সংগম, সন্তান উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ বুঝা যায় না, বরং হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দু'আ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারও বংশধর ছিল। কারণ তিনি দু'আ করিয়াছিলেন ঃ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً অর্থাৎ তিনি যেন বলিলেন, আমাকে একটি সন্তান দান কর যাহার বংশধরও উত্তম থাকে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ তিনি হইবেন একজন যোগ্য নবী। ইহা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর নিকট হযরত ইয়াহয়ার জন্মের পর তাহার নবুয়ত প্রাপ্তি সম্পর্কে দ্বিতীয় একটি শুভ সংবাদ। ইহা প্রথমটি হইতেও উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসার জননীকে বলেন ঃ

اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আমি তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব, তদুপরি তাহাকে প্রেরিত পুরুষদের মহান মর্যাদায় ভূষিত করিব।

অতঃপর এই শুভ সংবাদ যখন হযরত যাকারিয়ার নিকট নিশ্চিত হইয়া গেল, তখন তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে কিরূপে সন্তানের জন্ম দিবেন তাহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ

'হে প্রতিপালক! কিরূপে আমার সন্তান জন্মিবে? আমি যে বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা'। তখন ফেরেশতারা বলিলেন ঃ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ এইরূপই হয়, তাহার নিকট কোন কিছু বড় নয় বা তাহার অক্ষমতার কোন কিছু নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তখন হযরত যাকারিয়া আবেদন করিলেন ঃ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً অর্থাৎ হে

প্রতিপালক! এমন কোন একটা নিদর্শন আমাকে দান করুন যাহাতে আমি বুঝিতে পারি যে, আমার সন্তান হইতেছে। জবাবে বলা হইল ঃ

قَالَ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا অর্থাৎ তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়াও তিন দিন কথা বলিতে পারিবে না। তবে ইশারা-ইঙ্গিতে বলিতে পারিবে। তারপর তাহাকে এই অবস্থায় অধিকতর যিকির ও আল্লাহর গুণ-গান করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাহার তসবীহ বা গুণ-গান কর। ইনশাআল্লাহ সুরা মরিয়মের শুরুতেই এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

(٤٢) وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٤٣) يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ○

(٤٤) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۖ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ○

৪২. 'স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মরিয়ম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীর মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করিয়াছেন।'

৪৩. 'হে মরিয়ম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকু করে তাহাদের সহিত রুকু কর।'

৪৪. 'ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যাহা তোমাকে ঐশী বাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মরিয়মের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে, ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল, তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না। তাহারা যখন বাদানুবাদ করিতেছিল, তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ সম্পর্কে ফেরেশতাগণ হযরত মরিয়মের সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্তা আলোচনা করিয়াছেন তাহা হুযূর (সা)-কে অবহিত করার উদ্দেশ্যেই এই আয়াতের অবতারণা। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাহার অধিক ইবাদত, তাহার দুনিয়া বিরাগ ও পূত-পবিত্রতার দরুন তাহাকে সর্বপ্রকার মলিনতা ও অপবিত্রতা হইতে পাক-সাফ করিয়া নির্বাচন করিয়াছেন এবং তাহার মহত্ত্বের দরুন তাহাকে বিশ্ব নারী সমাজের উপর মর্যাদা দিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক বলেন ঃ মু'আম্মার, যুহরী ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব এই আয়াত সম্বন্ধে হযরত আবু হরায়রার (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

خير نساء ركبن الابل نساء قريش احناه علي ولد فى صغره وارعاه على
زوج فى ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط.

'উটের পীঠে আরোহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে কুরাইশ মহিলাগণই শ্রেষ্ঠ। শিশুদের প্রতি তাহারা অত্যন্ত সদাশয়, স্বামীর সম্পদের প্রতি অধিকতর যত্নবান। আর ইমরানের কন্যা মরিয়ম কিন্তু কোন দিনই উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই।' মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এই হাদীস পাওয়া যায় না। তবে মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে' আবদ ইব্‌ন হামীদ হইতে এবং এই দুইজনই আবদুর রায্‌যাক হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া তাহার পিতা হইতে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফর হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হইল মরিয়ম বিনতে ইমরান এবং খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লাদ। এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হিশাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন– আবূ বকর ইব্‌ন জানজুবিয়া, আবদুর রায্‌যাক, মুআম্মার ও কাতাদাহ আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– বিশ্বে চারজন মহিলা শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম বিনতে ইমরান, খাদিজা বিনতে খুয়ায়লাদ, ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ এবং ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। তিরমিযী একাই এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জা'ফর রাযী তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছাবিত বানানী হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বিশ্বে চারিজন মহিলা শ্রেষ্ঠ। মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া, খাদিজা বিনতে খুওয়ায়লাদ এবং ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ। ইব্‌ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ভিন্ন সূত্রে শু'বা মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা হইতে ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের মধ্যে অনেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তবে মহিলাদের মধ্যে মাত্র তিনজন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছেন–মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও খাদিজা বিনতে খুয়ায়লাদ। আর মহিলা জগতে আয়েশার বৈশিষ্ট্য হইল যেমন সর্বপ্রকার খাদ্যের উপর পায়েসের বৈশিষ্ট্য।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ

মুছান্না, আদম আসকালানী, শু'বা, আমর ইব্‌ন মুররা বলিয়াছেন যে, আমি মুররা হামদানীকে আবূ মূসা আশআরী হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– পুরুষের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছে অনেকেই। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছিলেন কেবল মরিয়ম বিনতে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। মুহাদ্দিসদের একটি জামাত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আবূ দাউদ শু'বার সূত্রে শুধু বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারীর ভাষ্যটি এই যে, পুরুষের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতা অর্জন করিতেছে, কিন্তু মহিলাদের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করিয়াছেন কেবল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া ও মরিয়ম বিনতে ইমরান। আর মহিলা জগতে হযরত আয়েশার বৈশিষ্ট্য হইল সকল খাদ্যের উপর পায়েসের বৈশিষ্ট্য সমান।

আমি আমার গ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায়' হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম প্রসঙ্গে আলোচনায় এই হাদীসের সূত্র ও উহার ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের খবর দিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা অধিক ইবাদত করিতে এবং নিয়মিত আমল করিতে পরামর্শ দিলেন। কেননা, তাহার দ্বারা আল্লাহ যে মহান কার্য সম্পাদন করিতে স্থির করিয়াছেন তাহাতে তাহার খুবই কষ্ট হইবে এবং ইহা দ্বারাই তিনি দুনিয়া ও পরকালে তাহার মর্যাদা উন্নীত করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহা হইতে পিতা ছাড়া পুত্র জন্মাইয়া তাহার মহান কুদরতের বিকাশ ঘটাইতে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

এখানে قُنُوْت অর্থ ইবাদতে একনিষ্ঠতা। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ

'আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক তিনি এবং প্রত্যেকেই তাঁহার অনুগত।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা, ইব্‌ন ওয়াহাব, আমর ইব্‌ন হারিছ, দাররাজ আবু সামাহ, আবূ হাইছাম ও আবূ সাঈদ রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ كل حرف فى قرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের যে সব জায়গায় قُنُوْت শব্দ আসিয়াছে, তাহা আনুগত্যের অর্থে ব্যবহৃত। ইব্‌ন জারীরও ইব্‌ন লাহিয়ার সূত্রে দাররাজ হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত মরিয়ম রাত্রিতে দীর্ঘসময় ইবাদত করিতেন, যাহার ফলে তাহার দুই পায়ে খুঁত আসিয়াছিল। কারণ قُنُوْت অর্থ হইল নামাযে দীর্ঘ সময় দাঁড়ান। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম কার্যকরী করা।

আওযাঈ বলেন ঃ

তিনি মিহরাবে সর্বক্ষণ রুকু, সিজদা ও কিয়ামে নিরত থাকিতেন। ফলে তাঁহার দুই পায়ে খুঁত আসিয়াছিল। হাফিয ইব্‌ন আসাকের মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউনুছ কাদিমীর সূত্রে বর্ণিত তাহার জীবনী প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা একটি বিতর্কিত বিষয়।

আলী ইব্‌ন বাহর ইব্‌ন রবী, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম ও আওযাঈ ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যে সিজদা করিতেন তাহাতে চক্ষে পানির ঢল নামিত। ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া বলেন ঃ হাসান ইব্‌ন আবদুল আযীয ও যুমরা আবূ শাওজাব হইতে বলেন যে, হযরত মরিয়ম প্রতি রাত্রিতেই গোসল করিতেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূলকে এই মহান ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত করিয়া বলেন ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ এই সব অদৃশ্যের খবর। ওহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে এই সব ব্যাপারে অবহিত করিতেছি। مَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ অর্থাৎ তুমি তখন তথায় উপস্থিত ছিলে না। বরং আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে অবহিত করিয়াছেন। অতএব হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে যাহা কিছু তিনি বলিয়াছেন তাহা যেন তুমি

প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছ। হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের ব্যাপারে তাহাদের এই আকুল আগ্রহের কারণ ছিল পুরস্কার প্রাপ্তির আশা।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ

কাসিম, আল-হাসান, হাজ্জাজ ইব্‌ন জারীজ, আল-কাসিম ও ইব্‌ন আবূ বাযাহ ইকরামা হইতে এবং আবূ বকর ইকরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তারপর ইমরানের স্ত্রী নবজাত শিশু সন্তানকে ন্যাকড়ায় মুড়িয়া হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারুনের (আ) উত্তরপুরুষ বনু কাহিনের নিকট লইয়া গেলেন। তখন তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বে হাজবা সংলগ্ন স্থানে বাস করিত। তিনি বলিয়াছেন, এই গ্রহণ কর তোমাদের মানত সন্তান। আমি ইহাকে স্বাধীন করিয়া দিব বলিয়া মানত করিয়াছিলাম। অথচ ইহা যে স্ত্রী জাতীয়। কোন ঋতুস্রাবে আক্রান্ত মহিলাই গির্জার সেবা করিতে পারে না। কিন্তু আমিও তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া নিব না। তখন তাহারা বলাবলি করিল যে, এইটি আমাদের ইমামের কন্যা। তাই আমাদের কুরবানীর জন্য অধিক উপযোগী। ইমরান তাহাদের নামাযে ইমামতি করিতেন। তখন হযরত যাকারিয়া বলিলেন, ইহাকে আমার হাওয়ালায় ছাড়িয়া দাও। যেহেতু তাহার খালা আমার স্ত্রী। তাহারা বলিল, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কেননা, এইটি আমাদের ইমামের কন্যা। অতঃপর যে কলম দ্বারা তিনি তাওরাত লিখিতেন তাহা দ্বারা তাহারা লটারীর ব্যবস্থা করিল। অবশেষে হযরত যাকারিয়া (আ) লটারীতে জিতিলেন এবং হযরত মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

ইকরামা, সুদ্দী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাসসহ একদল পূর্বসুরী বর্ণনা করেন ঃ

অতঃপর তাহারা সকলেই জর্দান নদীর তীরে আসিয়া এইরূপ লটারীর ব্যবস্থা করিল যে, তাহারা সকলে তাহাদের হস্তস্থিত কলমগুলি পানির স্রোতে নিক্ষেপ করিবে। যাহার কলম এই স্রোতে স্থির থাকিবে সে তাহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। অতএব তাহারা সকলেই স্ব-স্ব কলম নিক্ষেপ করিলেন। পানির স্রোতে সকলের কলম ভাসিয়া গেল। কিন্তু হযরত যাকারিয়ার (আ) কলমটি স্থির রহিল। আরও বলা হয় যে, তাহার কলমটি পানির স্রোত উপেক্ষা করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে চলিল। তদুপরি তিনি ছিলেন তাহাদের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহাদের নেতা, ইমাম এবং নবী (আ)।

(٤٥) اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ
(٤٦) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(٤٧) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ۭ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ۭ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

৪৫. ‘স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিল, আল্লাহ্ তোমাকে তাহার পক্ষ হইতে একটি ‘বাণীর’ সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্–ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম। সে ইহ ও পরকালে সম্মানিত ও নৈকট্য প্রাপ্তদের অন্যতম’।

৪৬. ‘সে দোলনায় ও ক্রোড়ে থাকা অবস্থায়ই মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন।’

৪৭. ‘সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, কিরূপে আমার সন্তান হইবে?’ তিনি বলিলেন, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা এভাবেই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, ‘হও’ এবং উহা হইয়া যায়’।

তাফসীর ঃ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ। অর্থাৎ একটি সন্তান হইবে আল্লাহর বাণী দ্বারা مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ এর ইহাই অর্থ। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের অনুরূপ মতামত পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

اِسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ। দুনিয়ার জীবনে তিনি খুবই খ্যাতি ও যশ লাভ করিবেন। সমস্ত বিশ্বাসী লোকই তাহাকে চিনিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার নামের সঙ্গে الْمَسِيْحُ। উপাধি যোগ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে প্রাচীন আলিম সমাজের কেহ কেহ বলেন-তাহার অধিক পর্যটনের প্রেক্ষিতেই তাহাকে এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, যেহেতু তাহার পদযুগল ছিল খুবই মসৃণ ও তাহাতে কোন ছিদ্র ছিল না, এই জন্যই তাহাকে মসীহ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, কারণ তিনি দুরারোগ্য রোগীকে স্পর্শ করিলে আল্লাহর হুকুমে তাহার ব্যাধি দূর হইয়া যাইত। عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ অর্থাৎ তাহাকে তাহার মায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত করা হইয়াছে, যেহেতু তাহার পিতা ছিলেন না।

وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট দুনিয়ার জীবনেও যেমন মর্যাদাশালী, পরকালের জীবনেও তেমনি মর্যাদাশালী। ইহকালে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে একটি জীবন বিধান তথা শরীআত দান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে দান করিয়াছিলেন একটি কিতাব অর্থাৎ ইঞ্জিল। আর পরকালেও তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে মানুষের জন্য সুপারিশ করিবেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণের ন্যায় তাহার সুপারিশও গৃহীত হইবে।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ অর্থাৎ তিনি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া মানবমণ্ডলীকে আহ্বান জানাইবেন সত্য-ন্যায়ের পথে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করিতে এবং তাহার সহিত অন্য কিছুকে অংশীদার না করিতে। ইহা ছিল আল্লাহর তরফ হইতে মু'জিযা বা অলৌকিক কর্ম এবং আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতার নিদর্শনস্বরূপ। প্রৌঢ়কালে আল্লাহর নিকট হইতে ওহী প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই একই কর্ম করিতেন যাহা মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াও করিতেন।

وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ তিনি তাহার কথা ও কর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাহার জ্ঞান ছিল বিশুদ্ধ এবং তাহার কর্ম ছিল পরিমার্জিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন শুরাহবিল আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ما تكلم احد

فى صغره الا عيسى وصاحب جريج অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) এবং জারীজের বালক ব্যতীত অন্য কেহই শৈশবে কথা বলে নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আবূ সাকর ইয়াহয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কুযা, মারুযী, জারীজ অর্থাৎ ইব্ন আবূ হাযিম ও মুহাম্মদ, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হযরত ঈসা, জারীজের এক বালক এবং অপর আরও একটি বালক ব্যতীত মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া কেহ কথা বলে নাই।

অতঃপর হযরত মরিয়ম যখন ফেরেশতাদের কাছে এই শুভ সংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি মুনাজাতে বলিলেন ঃ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ অর্থাৎ এই সন্তান আমা হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে ? আমি তো বিবাহিতা নই, বিবাহ করার কোন সংকল্পও আমার নাই। এমনকি আমি ব্যভিচারিণীও নই। ফেরেশতাগণ তাহাকে বলিলেন-আল্লাহ মহান, তাঁহার কর্মকাণ্ডই এইরূপ। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন। তাহার ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার কেহই নাই।

এখানে আল্লাহ يَخْلُقُ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অথচ হযরত যাকারিয়ার ঘটনা বিবৃত করিতে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন يَفْعَلُ শব্দ। ইহার কারণ এই যে, এই শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাক ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কিত সংশয়ের নিরসন ঘটাইয়াছেন।

আল্লাহর বাণী اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ তিনি যখন কোন কাজ করিতে স্থির করেন, তখন বলেন 'হও' আর তখনই তাহা হইয়া যায়। অর্থাৎ তাহার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হইয়া যায়, বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

অর্থাৎ আমার নির্দেশ একবার মাত্র। ইহাতে দ্বিতীয়বারের প্রয়োজন হয় না। নির্দেশ হওয়া মাত্রই যে কোন বস্তু চক্ষের পলকে ক্ষিপ্রগতিতে সম্পন্ন হইয়া যায়।

(٤٨) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝
(٤٩) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ
اَنِّيْٓ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًاۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا
تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
(٥٠) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ
عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۣ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝
(٥١) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۭ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

৪৮. 'এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইঞ্জীল'।

৪৯. 'আর তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন। সে বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পাখির আকৃতি তৈরী করিব। অতঃপর উহাতে ফুঁক দিব; ফলে আল্লাহর হুকুমে উহা পাখি হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবিত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে'।

৫০. 'আমি আসিয়াছি আমার সামনে তাওরাতের যাহা বিদ্যমান তাহার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতগুলিকে বৈধ করিতে। আর আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।'

৫১. 'আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। ইহাই সোজা পথ।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে হযরত মরিয়মকে তাহার পুত্র ঈসা সম্বন্ধে যে শুভ সংবাদ দিলেন, উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া বলিতেছেন, আল্লাহ্ তাহাকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন اَلْكِتَابَ। অর্থ লিখন। তাওরাত অর্থাৎ মূসা ইব্‌ন ইমরানের উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল اَنْجِيْلَ। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। হযরত ঈসা (আ) ইহা সংরক্ষণ করিতেন।

وَرَسُوْلاً اِلى بَنِى اِسْرَاءِيْلَ অর্থাৎ তিনি বলিতেন যে, আমি বনু ইসরাঈলের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে রাসূল হিসাবে আগমন করিয়াছি।

اَنِّى قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শনসহ আসিয়াছি। আমি মাটি দ্বারা তোমাদের জন্য পাখির আকৃতি তৈয়ার করিয়া উহাতে ফুঁক দিব। অতঃপর উহা আল্লাহর নির্দেশে পাখি হইয়া উড়িয়া যাইবে।

তারপর তিনি এইরূপই করিতেন। অর্থাৎ মাটি দ্বারা তিনি পাখির আকৃতি গড়িতেন। তারপর উহাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর উহা বাস্তবিকই আল্লাহর হুকমে পাখি হইয়া যাইত। হযরত ঈসা (সা) যে আল্লাহর প্রেরিত নবী, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা একটি স্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ এই মু'জিযা বা অস্বাভাবিক শক্তি তাহাকে দান করিয়াছিলেন।

وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ–اَكْمَهْ বলে সেই ব্যক্তিকে, যে দিনে দেখে ও রাত্রিতে দেখে না। আবার কেহ কেহ ইহার উল্টা বলেন। কেহ কেহ বলেন–যে ব্যক্তি রাত্রিতে দেখে না। আবার কেহরা বলেন–যে ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি দুর্বল। কেহ বলে–জন্মান্ধ। এই শেষোক্ত কথাই সঠিক। যেহেতু

ইহা দ্বারা অলৌকিকতা পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এবং ইহাই কঠোরতম চ্যালেঞ্জ। وَالْاَبْرَصَ শ্বেতকুষ্ঠ।

وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ অনেকেই এই কথা বলিয়াছেন যে, যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেই যুগের উপযোগী মু'জিযা ও অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার প্রাধান্য ছিল, তাই সেই যুগে যাদু বিদ্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। অতএব আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে এমন অলৌকিক কর্মকাণ্ডের ক্ষমতা দান করিলেন যে, তদ্দর্শনে সকলের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত এবং সকল যাদুকর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যাইত। তারপর যখন তাহারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিল যে, ইহা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট হইতে আসিয়াছে তখনই তাহারা আত্মসংশোধনের উদ্দেশ্যে অনুগত হইয়া গেল। এমন কি অবশেষে তাহারা সৎকর্মশীল বান্দায় পরিণত হইল।

হযরত ঈসা (আ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগে এবং প্রকৃতি বিদ্যার উন্নতির যুগে। অতএব তিনি এমন সব অলৌকিক কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করিলেন যে, কোন মানুষের জন্য তাহা সম্ভব নয়, যদি না মহান আল্লাহর নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসকগণ কোথায় পাইবে জড় পদার্থকে জীবন দানের ক্ষমতা অথবা জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগের তদ্রূপ চিকিৎসার ক্ষমতা ? কিয়ামত পর্যন্ত কবরে আবদ্ধ ব্যক্তিকে পুনরুত্থানের শক্তিই বা তাহারা পাইবে কোথায় ? অনুরূপ কবি-সাহিত্যিকদের এক চরম উৎকর্ষের যুগে আবির্ভূত হইলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। তিনি সঙ্গে নিয়া আসিলেন মহান আল্লাহর নিকট হইতে এমন এক কিতাব যে, সারা বিশ্বের মানব ও জ্বিন সমবেতভাবে আজীবন চেষ্টা-তদবীর করিয়াও এরূপ কিতাব রচনা তো দূরে, বরং সেই কিতাবের সূরাসমূহের দশটি সদৃশ সূরা, এমন কি উহার সদৃশ একটি সূরা রচনা করিতে সক্ষম হয় নাই, হইবেও না। যদি তাহারা এই রচনাকর্মে একে অপরকে সাহায্য করে তথাপিও পারিবে না। কারণ, ইহা যে অন্য কিছুই নয়, ইহা মহান আল্লাহর বাণী। এই বাণীর সঙ্গে সৃষ্ট জীব রচিত কোন বাণীর সাদৃশ্য থাকিতে পারে না।

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ অর্থাৎ আমি বলিয়া দিব তোমাদের যে কেহ আজ কি আহার করিয়াছ এবং আগামীকালের জন্য সে তাহার ঘরে কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ অর্থাৎ এই সমস্ত বিষয় দ্বারা আমি যাহা নিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছি উহারই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং আমার পূর্বে যে তাওরাত নাযিল হইয়াছিল উহার সার্থকতা স্বীকার কর।

وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ) তাওরাতের কিছু বিধান বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাই যথার্থ কথা। কিছু সংখ্যক আলিমের মতে হযরত ঈসা (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের কোন কিছুই বিলোপ করেন নাই। বরং তাহারা ভুল করিয়া যেসব বিষয়ের হালাল-হারাম নিয়া ঝগড়া করিতেছিল, তিনি তাহাদের

সেই ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া তাহা হালাল করিয়া দিলেন মাত্র। যেমন অন্য এক আয়াতে বিধৃত আছে ঃ وَلاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ

অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করিতেছ উহার কিছু অংশের জন্য ব্যাখ্যা দান করিব।

তারপর আল্লাহ বলেন وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ আমার সত্যতা সম্বন্ধে আমি যোগ্য দলিল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি। فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ

'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমারও প্রতিপালক, তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত কর। অর্থাৎ আমি এবং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসাবে একই পর্যায়ের। কাজেই তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি এবং নিজেদের দীনতা-হীনতা প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ইহাই সরল-সহজ পথ।

(٥٢) فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○
(٥٣) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ○
(٥٤) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○

৫২. 'অতঃপর ঈসা যখন তাহাদের কুফরীর মনোভাব অনুধাবন করিল, তখন সে বলিল, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছ ? হাওয়ারীগণ বলিল ঃ আল্লাহর পথে আমরা আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস করিয়াছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।

৫৩. হে প্রতিপালক! আমরা উহাতে ঈমান আনিয়াছি যাহা আপনি নাযিল করিয়াছেন এবং আমরা আপনার রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব আপনি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিখিয়া রাখুন।

৫৪. আর তাহারা চাতুর্য অবলম্বন করিল এবং আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করিলেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ অর্থাৎ ঈসা (আ) যখন অনুধাবন করিলেন যে, তাহারা কুফরী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং চাতুর্যের পথে চলিতে অবিচল, তখন তিনি বলিলেন مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্যকারী কে আছে ?

মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমাকে অনুসরণ করিবে ?

সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা বলেন ঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে ?

মুজাহিদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি এই ইচ্ছাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর দীনের দাওয়াতে আমাকে কে সাহায্য করিবে ? যেমন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-ও হিজরতের পূর্বে হজ্জের মৌসুমে বলিতেন, এমন পুরুষ কে আছে, যে আমাকে আশ্রয় দিবে আর আমি আমার প্রতিপালকের বাণী মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিব ? কেননা কুরাইশগণ তাহাকে তাহার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। অতঃপর তিনি মদীনার আনসারগণকে পাইলেন। তাহারা তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং সর্বতোভাবে তাহারা তাহাকে সাহায্য-সহযোগিতা দান করিলেন। অবশেষে তিনি তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাহারা তাহার সুখ-দুঃখের ভাগী হইয়াছেন এবং তাহাকে ছোট-বড় সর্বপ্রকারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট রাখুন। অনুরূপ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর জন্য বনী ইসরাঈলের একটি দল সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। তাহারা তাহার উপর ঈমান আনিল, তাহাকে সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিল এবং তাহারা সেই নূর বা জ্যোতির অনুসরণ করিল যাহা হযরত ঈসার (আ) নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিলেন ঃ

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ.

'হাওয়ারীগণ বলিল, আমরা আল্লাহর পথে আপনাকে সাহায্য করিব। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ আমরা তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। অতএব আমাদিগকে সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে লিখিয়া নাও।

اَلْحَوَارِيُّوْنَ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন ঃ ইহারা ছিল ধোপা। আবার কেহ বলেন ঃ ইহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সাদা ধবধবে ছিল বলিয়া ইহাদিগকে এই নামে অভিহিত করা হয়। আবার কেহ বলেন ঃ ইহারা ছিল শিকারী। তবে যথার্থ কথা এই যে حَوَارِىْ অর্থ সাহায্যকারী।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পরিখার যুদ্ধের সময় যখন লোকের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করিলেন, তখন হযরত যুবাইর (রা) সাহায্য দানের জন্য অগ্রসর হইলেন। হুযূর (সা) পুনঃ সাহায্য কামনা করিলেন। এইবারও হযরত যুবাইর (রা) সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হইলেন। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী ছিল। আমার হাওয়ারী যুবাইর।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ, ওয়াকী, ইসরাঈল, সাম্মাক ও ইকরামা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলেন, উম্মতে মুহাম্মদীর সঙ্গে আমাদিগকে গণ্য করুন। ইহাই সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাঈল নেতাদের অসৎ সংকল্পের বিষয় খবর দিয়া বলেন যে, তাহারা ঈসা (আ)-কে হত্যা করিতে সংকল্প করিল এবং তাহাকে শুলিতে চড়াইতে চাহিল। তাই তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার বিরুদ্ধে সমসাময়িক সম্রাটের নিকট অভিযোগ পেশ করিল

যে, এখানকার একটি লোক জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। সে জনসাধারণকে রাজ আনুগত্য স্বীকারে বাধা দিতেছে এবং প্রজা সাধারণের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছে। সে পিতা-পুত্রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। এই প্রকারের মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ পেশ করিয়া তাহারা সম্রাটকে ক্ষেপাইয়া দিল। তাহারা আরও বলিল, লোকটি আসলে জারজ সন্তান। সন্তানটি মূলত নাস্তিক ও কাফের। সম্রাট উত্তেজিত হইয়া হযরত ঈসাকে গ্রেফতার করিয়া শুলিতে চড়াইয়া হত্যা করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অতঃপর সম্রাটের প্রেরিত লোকগণ একটি ঘর ঘেরাও দিয়া তাহাকে আটক করিল এবং তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের কাজ সফল হইয়াছে।

মূলত আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহাদের মধ্য হইতে সেই ঘরের খিড়কি পথে বাহির করিয়া নিয়া গেলেন এবং তাহাকে মুক্তি দিয়া আকাশে উঠাইয়া নিলেন। তদুপরি তাহার সেই ঘরে তখন যাহারা ছিল তন্মধ্যে একজনকে হযরত ঈসার আকৃতি দিলেন। রাত্রির অন্ধকারে সম্রাটের লোকজন সেই ব্যক্তিকেই হযরত ঈসা মনে করিয়া গ্রেফতার করিল এভং তাহাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করিয়া শুলিতে চড়াইয়া হত্যা করিল। তাহারা তাহার মাথায় কাটা গাড়িয়া দিল। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা কৌশল করিয়া তাহার নবীকে নাজাত দিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিলেন। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাই ছড়াইয়া দিলেন যে, তাহারা তাহাদের কাজে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে সফল হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরকে প্রস্তরের ন্যায় কঠোর করিয়া দিলেন এবং সত্যের বিরোধিতার মনোভাব তাহাদের অন্তরে স্থায়ী করিয়া দিলেন। এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদিগকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার পাত্রে পরিণত করিয়া দিলেন। এই কারণেই আল্লাহ বলেন, তাহারা আল্লাহ্র নবীর সাথে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ ষড়যন্ত্র ব্যর্থকারী ও শ্রেষ্ঠতম কুশলী।

(٥٥) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰٓى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

(٥٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

(٥٧) وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ
الظّٰلِمِيْنَ ○

(٥٨) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ○

৫৫. যখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিয়া তোমাকে আমার নিকট উঠাইয়া নিয়া আসিব এবং কাফেরগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব, আর যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তাহাদিগকে আমি কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উপর মর্যাদা দান করিব। অতঃপর তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন কেন্দ্র আমার নিকট।

৫৬. অতঃপর যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদিগকে ইহ ও পরকালে কঠোর শাস্তি দিব এবং তাহাদের জন্য অন্য কোন সাহায্যকারী নাই।

৫৭. আর যাহারা ঈমান আনিয়া সৎকার্য করিয়াছে তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিব। আর আল্লাহ্ যালিমদিগকে ভালবাসেন না।

৫৮. এইসব আমি যাহা তোমার নিকট পাঠ করিতেছি তাহা আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নিদর্শন ও মহান যিকির হইতে পাঠ করিতেছি।

তাফসীর ঃ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। কাতাদাসহ অন্যান্য মুফাস্‌সির বলেন – এখানে ব্যাকরণগত নিয়ম অনুযায়ী অগ্রপশ্চাৎ রহিয়াছে। এখানে ভাষ্যটি এইরূপ হইবে ঃ اِنِّىْ رَافِعُكَ وَمُتَوَفِّيْكَ অর্থাৎ তোমাকে উঠাইয়া নিয়া তোমার ওফাত দান করিব।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহার অর্থ হইল مُمِيْتُكَ আমি তোমার মৃত্যু দান করিব। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (যাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাকে উঠাইয়া নেন, তখন তাহাকে দিনের প্রথমাংশে তিন ঘন্টার জন্য মৃত্যু দান করেন। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ নাসারাগণ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সাত ঘন্টার জন্য মৃত্যুদান করেন। তারপর আবার তাহাকে জীবিত করেন। ইসহাক ইব্‌ন বাশার ইদ্রীছ হইতে ও তিনি ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তিন দিন মৃত রাখেন। তারপর তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উঠাইয়া নেন। মাতারুল ওয়ারাক বলেন ঃ 'আমি দুনিয়াতে তোমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ করিব, তবে ইহা মৃত্যু দ্বারা নয়।'

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ تَوَفِّيْهِ অর্থাৎ رَفَعُهُ তাহাকে উঠাইয়া নিলেন। তবে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে وَفَاةٌ অর্থ মৃত্যু নয়, নিদ্রা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ

অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে রাত্রিতে মৃত্যু দান করেন। অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে মৃত্যুর সময় ওফাত দান করেন আর যে আত্মা নিদ্রার সময় মারা যায় নাই–।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রহ হইয়া বলিতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেন।'

আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই কথার জবাব প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ
عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ اِلٰى قَوْلِهٖ وَمَا
قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا. وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ
لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ তাহাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি তাহাদের জঘন্য অপবাদ এবং তাহাদের দাবী যে, আমরা আল্লাহর রাসূল মাসীহ্ ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি– মূলত তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই এবং শুলিতে দেয় নাই, বরং ইহা তাহাদের জন্য একটা সাদৃশ্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অবশ্যই তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার সান্নিধ্যে উঠাইয়া নিয়াছেন। আল্লাহ মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। তাহার মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত আহলে কিতাবই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবে।

এখানে قَبْلَ مَوْتِهٖ বাক্যাংশে যে সর্বনামটি রহিয়াছে ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত ঈসা (আ)। অর্থাৎ প্রত্যেক আহলে কিতাবই হযরত ঈসার মৃত্যুর পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। সেইটা হইবে যখন তিনি কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে অবতরণ করিবেন তখন। এই প্রসঙ্গ সম্মুখে আলোচিত হইবে। সেই সময় সকল আহলে কিতাবই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। তখন তিনি দেশ রক্ষা কর বা জিযিয়া ধার্য করিবেন এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমত তাহার নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার পিতা, আহমদ ইব্‌ন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জাফর, তাহার পিতা ও রবী ইব্‌ন আনাস হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ সম্বন্ধে বলেন যে, এখানে وفاة অর্থ নিদ্রা। এই নিদ্রার অবস্থায়ই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাহার নিকট উঠাইয়া নেন। হাসান আরও বলেন –রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহ্দীগণকে বলিয়াছেন ঃ ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) মৃত্যু বরণ করেন নাই। তিনি কিয়ামতের পূর্বে তোমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবেন।

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا 'আর আমি কাফেরগণ হইতে তোমাকে পবিত্র করিব।' অর্থাৎ তোমাকে আমি আমার নিকট আকাশে উঠাইয়া আনিব।

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

অর্থাৎ যাহারা তোমার অনুসরণ করে আমি তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের উর্ধ্বে স্থান দিব।

হযরত ঈসাকে যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে উঠাইয়া নিলেন, তখন তাহার অনুসারীগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া গেল। তাহাদের এক দল ছিল যাহারা বিশ্বাস করিত যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল এবং আল্লাহর বাঁদীর সন্তান। দ্বিতীয় এক দল ছিল যাহারা এই ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিয়াছে। তাহারা দাবি করিয়াছে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। অপর এক দল বলিল যে, তিনি নিজেই আল্লাহ। আরও একটি দল আছে। তাহারা বলে যে, তিনি তিনের তৃতীয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রত্যেক দলের বক্তব্য পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এইভাবে প্রায় তিনশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়। অতঃপর কনস্টানটাইন নামক একজন গ্রীক সন্তান তাহাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। সে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। তাহার খ্রিস্টধর্ম অবলম্বন সম্পর্কে বলা হয় যে, সে খ্রিস্টধর্মকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিল। কেননা সে ছিল দার্শনিক ও পণ্ডিত। আবার কেহ বলেন যে, এই ব্যক্তি ছিল অজ্ঞ

মূর্খ। তবে সে হযরত ঈসার ধর্মমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। কোন কোন বিষয় হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে।

সে তাহাদের জন্য নানা প্রকার আইন প্রণয়ন করিল এবং সে মহান আমানতকে ঘৃণিত খেয়ানতে পরিণত করিল। তাহার যুগেই সে শূকরের মাংস হালাল করিল এবং তাহার নির্দেশে খ্রিস্টানরা পূর্বদিকে ফিরিয়া নামায পড়িতে শুরু করিল। তাহারা গির্জায় ও ইবাদতখানায় মূর্তি তৈয়ার করিল। সে তাহাদের জন্য দশ দিনের রোযা বৃদ্ধি করিল। কেননা সে তাহাদের ধারণা মতে অতীতে যে পাপ করিয়াছিল, সেই পাপের কাফফারা স্বরূপ দশ দিন রোযা বাড়াইয়া দিয়াছিল। এইরূপে হযরত ঈসার দীনের আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। বরং ইহা কনস্টাইনটাইনের ধর্মে পরিণত হইল। তবে সে তাহাদের জন্য প্রায় ১২ হাজার গির্জা, ইবাদত খানা ও খানকাহ তৈয়ার করিয়াছিল এবং তাহার নামানুসারে একটি শহরও নির্মাণ করিয়াছিল। খ্রিস্টানদের মধ্যে যালিকিয়া সম্প্রদায়ের লোকগণ তাহার সমস্ত বিধান মানিয়া লইল। তবে তাহারা সকলেই ইয়াহুদীদিগকে করতলগত করিতে উৎসাহী ছিল। আল্লাহ তাহাকে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে মদদ দিয়াছেন। যদিও তাহারা সকলেই কাফের ছিল, কিন্তু ইয়াহুদীদের তুলনায় তাহারা সত্যের নিকটবর্তী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নবী করিয়া প্রেরণ করিলেন। তখন যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিলেন তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের প্রতিও ঈমান আনিল এবং পৃথিবীর বুকে তাহারাই সকল নবীর সফল অনুসারী। কেননা, তাহারাই বিশ্বমানবের নেতা, সর্বশেষ রাসূল, নবীয়ে আরাবী ও উম্মীকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। তিনি যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাজেই তাহারাই সকল নবীর সফল উম্মত হওয়ার দাবিদার। পক্ষান্তরে যাহারা দাবি করে যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর মত ও পথের অনুসারী, তাহারা তাহার ধর্মমতকে এরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে যে, উহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। তাহাদের পক্ষে হযরত ঈসার উম্মত বলিয়া দাবি করার কোন অধিকার নাই। তদুপরি শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সমস্ত ধর্মমতকে রহিত করিয়াছেন। এই ধর্মমত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী এবং সকল ধর্মমতের উপর বিজয়ী হইবে ও প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকিবে। এক বিন্দু পরিমাণও ইহাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহার সাহাবীগণের হাতে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমস্ত দেশের উপর বিজয় দান করিয়াছেন ও সমস্ত রাজ্যকে তাঁহাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা চুরমার করিয়া দিয়াছেন পারস্য সম্রাট কিসরা ও রোম সম্রাট কাইজারের বিরাট সাম্রাজ্যদ্বয়, হরণ করিয়াছেন তাহাদের ধনভাণ্ডার এবং বিলাইয়া দিয়াছেন তাহা আল্লাহর কাজে যেভাবে তাহাদের নবী তাহাদিগকে আল্লাহর তরফ হইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا.

“তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে দুনিয়ার খিলাফত তথা শাসনক্ষমতা প্রদান করিবেন, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে খিলাফতে সমাসীন করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের দীনকে দৃঢ় ও মযবুত করিয়া দিবেন–যে দীন তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি তাহাদের ভয়-ভীতিকে অভয়ে পরিবর্তন করিয়া দিবেন। যেহেতু তাহারা আমার ইবাদত করে এবং আমার সহিত অন্য কিছুকেই শরীক করে না”।

কাজেই তাহারাই হযরত ঈসা (আ)-এর যথার্থ অনুসারী। তাহারা খ্রিস্টানদের হাত হইতে সিরিয়া ছিনাইয়া নিল এবং তাহাদিগকে রোমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। অতঃপর তাহারা কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইসলাম ও মুসলমানগণ তাহাদের উপর কিয়ামত পর্যন্তই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকিবে।

মহান সত্যবাহী মহানবী (সা) তাহার উম্মতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সর্বশেষে তাহারা কনস্টান্টিনোপল জয় করিবে এবং সেখানকার সমস্ত ধন-সম্পদ তাহারা দখল করিবে। রোমানগণকে পাইকারীভাবে হত্যা করিবে। সেই হত্যার কোন নযীর পূর্বেও পাওয়া যাইবে না, পরেও পাওয়া যাইবে না। রোমকদের পরাজয় ও তাহাদের হর্ত্যা সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র একটি পুস্তক রচনা করিয়াছি।

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاۤ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ. فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ.

“যাহারা আপনার অনুসরণ করিবে আমি তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর প্রাধান্য দান করিব যাহারা কুফরী করে। তারপর তোমাদের সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তোমরা যেসব বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে তখন আমি সেই সব বিষয়ে মীমাংসা দান করিব। আর যাহারা কুফরী করে আমি তাহাদিগকে দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালে কঠোর শাস্তি দিব। আর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।”

অতএব যে সমস্ত ইয়াহুদী হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি কুফরী করিয়াছে বা তাহার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিয়াছে অথবা যে সমস্ত খ্রিস্টান তাহার সঙ্গে অহমিকা প্রদর্শন করিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণই করিয়াছেন। তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বা বন্দী করিয়া দুনিয়াতে শাস্তি দিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত ধন-সম্পদ ও রাজত্ব কাড়িয়া নিয়াছেন এবং পরকালেও তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন وَمَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাদের হিফাযতের জন্য কেহই থাকিবে না।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ

“আর যাহারা ঈমান আনিয়া সেই অনুযায়ী সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার প্রদান করিবেন।” অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেও এবং পরকালের জীবনেও। দুনিয়াতে বিজয়

দান করিবেন ও পরকালে বেহেশতে স্থান দান করিবেন।

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যালিমগণকে ভালবাসেন না।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনায় তাহার জন্মের ইতিকথা রহিয়াছে এবং তাহার দীনের পরিচয় মিলে সেই সব ঘটনা তোমাকে বলা হইল। উহা আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুয হইতে ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতএব উহাতে দ্বিধা-সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মরিয়মে বলেন ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"তিনিই ঈসা ইব্ন মরিয়ম। একটি পরম সত্য কথা যাহাতে তোমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতেছ। আল্লাহ তা'আলার জন্য সমীচীন নয় যে, তিনি কাহাকেও নিজ সন্তান হিসাবে গ্রহণ করিবেন। তিনি পবিত্রতম। তিনি যখন কোন ব্যাপারে ইচ্ছা করেন তখন শুধু বলেন, হও, আর তখনই তাহা হইয়া যায়।"

(٥٩) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۭ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٦٠) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

(٦١) فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۣ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ○

(٦٢) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٦٣) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

৫৯. 'নিশ্চয়ই ঈসার উদাহরণ আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। তিনি তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর তাহাকে বলিলেন–হও, তখনই হইয়া গেল'।

৬০. ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে পরম সত্য কথা। অতএব ইহাতে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিবে না।'

৬১. 'অতঃপর যাহারা এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে তোমার নিকট পরম সত্য আসার পরও, তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, আস, আমরা ডাকিয়া লই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং আমাদের নিজেকে ও তোমাদের নিজেকে। তারপর আমরা মুবাহালা করি। একে অপরের উদ্দেশ্যে মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত করি।'

৬২. 'নিশ্চয়ই উহা পরম সত্য ঘটনা এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই পরম পরাক্রমশালী ও প্রাজ্ঞ।'

৬৩. 'ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়, তবে মনে রাখিবে, আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীগণকে ভালরূপেই চিনেন।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ। অর্থাৎ ঈসার উদাহরণ আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। ঈসাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করায় আল্লাহর যে কুদরত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হযরত আদমকে সৃষ্টির তুল্য। যেহেতু আদমকে তিনি পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ তাহাকে (আদম) সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি হইতে। তারপর তাহাকে বলিলেন 'হও' তৎক্ষণাৎ হইয়া গেল। অতএব যিনি আদমকে পিতা-মাতা ছাড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উত্তমরূপে কোন পিতা ছাড়া ঈসাকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। সুতরাং যদি ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবী করা হয় শুধু এইজন্যই যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে আদমকে উত্তমরূপেই আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবি করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইবে। অথচ সকলেরই জানা কথা যে, আদমকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবি করা সম্পূর্ণরূপেই অন্তঃসারশূন্য। কাজেই ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া দাবী করা অধিকতর অন্তঃসার শূন্য। তবে মহান আল্লাহ তা'আলা তাহার সৃষ্টির অসাধারণ কৌশল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং তিনি স্ত্রী-পুরুষের সংমিশ্রণ ব্যতীতই আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনি হাওয়াকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্ত্রী ব্যতীত শুধু পুরুষ হইতে। অথচ তিনি অন্যান্য সৃষ্টি জগতকে নারী পুরুষের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা মরিয়মের এক স্থানে বলিয়াছেন وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ আদমকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন করিব।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ অর্থাৎ হযরত ঈসা সম্পর্কিত এই কথা পরম সত্য, ইহা আল্লাহর নিকট হইতে আগত। কাজেই ইহা ব্যতীত আর কোন সত্য নাই এবং এই সত্যের বিপরীত যাহা তাহা অনিবার্যরূপেই বিভ্রান্তিকর। অতঃপর তিনি তাঁহার রাসূলকে বলিলেন যে, যাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত সত্য প্রকাশ হওয়ার পরও ইহা মানিয়া লইতে অস্বীকার করে, তাহাদের সঙ্গে মুবাহালা কর।

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِمَا جَائَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ
وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ আস, আমরা মুবাহালা করি একে অপরের বিরুদ্ধে-- মিথ্যাবাদীর প্রতি লা'নত করি।

সূরার প্রথম হইতে এই মুবাহালার আয়াত পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। নাজরানের খ্রিস্টানগণ হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া হযরত ঈসা সম্পর্কে তাহাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী বিতর্ক জুড়িয়া দিল। তাহারা বলিল যে, হযরত ঈসা আল্লাহর পুত্র এবং তিনি যথার্থই মা'বুদ বা উপাস্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দাবির প্রতিবাদে এই সূরার প্রথম অংশ অবতীর্ণ করেন। ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার প্রমুখ মনীষী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে বলিয়াছেন– নাজরানের খ্রিস্টানদের ৬০ জন অশ্বারোহী হুযূর আকরাম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইল। এই দলে তাহাদের ১৪ জন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিল, যাহাদের নিকট তাহারা সদাসর্বদাই পরামর্শ শ্রবণ করিত। তাহারা হইল আল আকিব (তাহার নাম ছিল আবদুল মসীহ), আস সাইয়েদ (তাহার নাম ছিল আল আইহাম), আবূ হারিছা ইব্‌ন আলকামা (আবূ বকর ইব্‌ন ওয়াইলের ভাই), উয়াইস ইব্‌ন হারিছ, যায়দ, কায়স, ইয়াযীদ এবং তাহার দুই পুত্র, খুওয়ায়লিদ, আমর, খালিদ, আবদুল্লাহ, মুসলিম। তবে ইহারা সকলেই প্রথমোক্ত তিন জনের পরামর্শে কাজ করিত। আল আকিব ছিল এই কাওমের আমীর এবং পরামর্শদাতা। যে কোন সিদ্ধান্ত তাহার পরামর্শ ব্যতীত গৃহীত হইত না। আস সাইয়েদ ছিল তাহাদের বিজ্ঞ ব্যক্তি। সে ভ্রমণ ও বাসস্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবূ হারিছা ইব্‌ন আলকামা ছিল তাহাদের বিশপ ও শিক্ষক। সে মূলত আরবের বনু বকর ইব্‌ন ওয়াইলের সদস্য। কিন্তু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় রোম সম্রাট ও সেখানকার রাজ-রাজাগণ তাহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাহাকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন করা হয়। এমন কি তাহারা তাহার জন্য বহু গির্জা নির্মাণ করে। সে যখন তাহাদের ধর্মের প্রতি তাহার সুদৃঢ় আস্থার কথা ঘোষণা করিল, তখন তাহারা তাহার সেবার জন্য বহু লোক নিয়োগ করিল। অথচ সে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপেই অবহিত ছিল। কারণ, সে পূর্ববর্তী বিভিন্ন কিতাব পাঠ করিয়া শেষ নবীর বিভিন্ন গুণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইয়াছিল। তবে তাহার প্রতি খ্রিস্টানগণ যে অভূতপূর্ব শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিল এবং তাহাদের নিকট তাহার যে মর্যাদা সে প্রত্যক্ষ করিল তাহাতে সে খ্রিস্টধর্মে অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন যুবাইর বলেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মদীনায় আগমন করিল। তারপর তাহারা যখন মসজিদে প্রবেশ করিল, তখন হুযূর (সা) আসরের নামায পড়িতেছিলেন। তাহারা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, জুব্বা ও চাদর পরিধান করিয়াছিল এবং তাহারা ছিল বনু হারিছ ইব্‌ন সা'বের সুন্দর সুপুরুষ। হুযূর (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে যাহারা তাহাদিগকে দেখিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন যে, ইহার পর তাহাদের সমতুল্য কোন প্রতিনিধিদল আর দেখি নাই। তখন তাহাদের নামাযের সময়ও নিকটবর্তী হইল এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদেই নামায পড়িতে দাঁড়াইল। হুযূর (সা) বলিলেন, তাহাদিগকে তাহাদের পথে ছাড়িয়া দাও। অতএব তাহারা পূর্বদিকে ফিরিয়া নামায পড়িল।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন– তাহাদের মধ্যে আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, আল আকিব আবদুল মসীহ ও আস সাইয়েদ আল আইহাস খ্রিস্টধর্মে তথা তাহাদের বাদশাহ্র দীনে অটল ছিল। অবশ্য তাহাদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ভিন্ন। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলিল। তাহারা বলিল, হযরত ঈসা স্বয়ং আল্লাহ। আবার বলিল, তিনি আল্লাহর পুত্র। আবার বলিল, তিনি তিনের তৃতীয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সমস্ত দাবি হইতে পবিত্র। অতঃপর হযরত ঈসা যে স্বয়ং আল্লাহ–এই দাবির যৌক্তিকতা পেশ করিয়া বলিল যে, তিনি মৃতকে জীবন দান করিতেন, শ্বেতকুষ্ঠ, জন্মান্ধতা এবং অন্যান্য রোগ নিরাময় করিতেন এবং অদৃশ্যের খবর দিতেন। তিনি মাটি দ্বারা পাখির আকৃতি তৈয়ার করিয়া উহাতে ফুঁক দিতেন আর তাহা পাখি হইয়া উড়িয়া যাইত। অথচ এইসব তিনি করিতেন আল্লাহর নির্দেশে। আল্লাহ তাহাকে বিশ্ব মানবের সম্মুখে একটি নিদর্শন হিসাবে দাঁড় করাইবার জন্যই এইরূপ করিয়াছেন। তাহারা তাহাকে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া দাবি করিল এবং উহার যৌক্তিকতা পেশ করিল যে, যেহেতু তাহার কোন পিতা ছিল না; তদুপরি তিনি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়াই কথা বলিতেন। অথচ ইতিপূর্বে কোন মানব সন্তানই এইরূপ করে নাই। তিনি যে তিনের তৃতীয় ছিলেন, এই দাবির যৌক্তিকতা পেশ করিয়া তাহারা বলিল যে, আল্লাহ তা'আলা فعلنا وامرنا وخلقنا وقضينا ইত্যাদি বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি আল্লাহ এক হইতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি বলিতেন– فعلت وامرت وخلقت وقضيت অর্থাৎ এক বচন ব্যবহার করিতেন। তাই তাহারা তিনজন। তিনি ঈসা ও মরিয়ম।

আল্লাহ তা'আলা এই নরাধম যালিমদের দাবি হইতে পবিত্র এবং সেই আলোকেই কুরআনের আয়াত নাযিল হইল। তারপর দুইজন পাদ্রী যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলিল, তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। তাহারা উভয়েই বলিল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নাই। অতএব ইসলাম গ্রহণ কর। তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। যেহেতু তোমাদের দাবি আল্লাহর সন্তান রহিয়াছে, তোমাদের ত্রিশূল পূজা এবং শূকরের মাংস ভোজন ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তোমরা ইসলাম হইতে বিরত। তখন তাহারা প্রশ্ন করিল, হে মুহাম্মদ! তবে বলুন তো, তাহার পিতা কে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন, তাহাদিগকে কোন জবাব দিলেন না।

অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সব কথা এবং তাহাদের মতবিরোধ সম্পর্কে সূরা আলে-ইমরানের শুরু হইতে ৮৭টি আয়াত নাযিল করেন। ইব্ন ইসহাক ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন–তারপর যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আল্লাহর তরফ হইতে খবর ও তাহার এবং তাহাদের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার চূড়ান্ত ফায়সালা আসিল এবং হুযূর (সা)-কে তাহাদের সহিত পারস্পরিক অভিসম্পাত প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল এবং হুযূর (সা) যখন তাহাদিগকে মুবাহালা বা পারস্পরিক অভিসম্পাতের জন্য আহ্বান করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আবুল কাসিম! আমাদিগকে অবকাশ দিন। আমরা এই ব্যাপারে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা

করিব। তারপর আপনার নিকট আসিব। দেখি, আপনি যে দাওয়াত দিয়াছেন সেই ব্যাপারে আমরা কি করিতে পারি!

অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। তারপর আল আকিবের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিল। আল আকিব ছিল তাহাদের চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাহারা বলিল, হে আবদুল মসীহ! এই ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি ? সে বলিল, হে নাসারার দল। এই ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় পাইয়াছ। তিনি যে সত্য নবী ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি তো তোমাদের নবী সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা আনিয়া দিয়াছেন। আর তোমরা এই কথাও জান যে, যে কেহ কোন সত্য নবীর সঙ্গে মুবাহালা করিয়াছে তাহাদের কোন বৃদ্ধও অবশিষ্ট থাকে নাই এবং কোন শিশুও আর জন্মে নাই। তাই যদি তোমরা তাহা করিতে যাও, তবে তোমরা সমূলে উৎপাটিত হইবে। বাস্তবিকই যদি তোমরা তোমাদের দীনকেই ভালবাস এবং তোমরা যদি একান্ত তোমাদের কথায় ও বিশ্বাসে অবিচল থাকিতে চাও তবে তোমরা এই ব্যক্তির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া চল।

অতঃপর তাহারা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল–আবুল কাসিম! আমরা চিন্তা-ভাবনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, আপনার সঙ্গে মুবাহালা করিব না। তবে আপনাকে আপনার দীনে রাখিয়া আমরা আমাদের দীনে ফিরিয়া যাইতেছি। আপনি আপনার পছন্দ মত একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিন। তিনি আমাদের লেন-দেনের বিষয়সমূহে মীমাংসা করিয়া দিবেন। কারণ, আপনি আমাদের নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় ব্যক্তি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর বলেন–অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা দ্বিপ্রহরে আবার আস। আমি তোমাদের সঙ্গে একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোক দিব।

হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি আমীর হওয়ার জন্য কখনও আকাঙ্ক্ষা করি নাই। কিন্তু আজ হুযূর (সা) আমীরের যে সব গুণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতেই আমি ইহার জন্য উৎসাহিত হইয়াছি। অতএব আমি এই দিন খুব তাড়াতাড়ি যুহরের নামায পড়িতে হাযির হইলাম। অতঃপর হুযূর (সা) যখন যুহরের নামায শেষ করিলেন, তখন ডানে ও বামে ফিরিয়া দেখিলেন। তখন আমি উঁকি দিয়া ঘাড় লম্বা করিয়া রাখিলাম যেন তিনি আমাকে দেখিতে পান। অতঃপর তিনি অনুসন্ধান করিয়াই চলিলেন। অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন– তুমি ইহাদের সঙ্গে যাও এবং ইহাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ মীমাংসা করিয়া দাও। হযরত উমর (রা) বলেন– অতঃপর আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ তাহাদের সঙ্গে চলিয়া গেলেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া অন্য সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সূত্রটি এইঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন লবীব রাফে ইব্‌ন খাদীজ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাজরানের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর খেদমতে আসিল-অবশিষ্ট ঘটনা পূর্বের ন্যায়। তবে এতটুকু বেশি আছে যে, এই প্রতিনিধি দলে তাহাদের বারজন নেতা ছিল।

হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলত ইব্‌ন যাফর, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম, আব্বাস ইব্‌ন হুসাইন ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ

নাজরানের দুইজন নেতা আ'কিব ও সাইয়িদ মুলাআনার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিল বটে। কিন্তু তাহারা উপস্থিত হইয়া একজন অপরজনকে বলিল, এই কাজ করিও না। আল্লাহর শপথ, যদি ইনি নবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সাথে মুলাআনায় বিজয়ী হইতে পারিব না। উপরন্তু পরবর্তীতে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। অতএব তাহারা উভয়ে একমত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করিল–জনাব! আপনি আমাদের কাছে যাহা চাইবেন আমরা তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইবেন। অবশ্যই লোকটিকে বিশ্বস্ত হইতে হইবে। উত্তরে রাসূল (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন-হে আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ! দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইলেন! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন–এই লোকটি এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

হুযায়ফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলভ, আবূ ইসহাক ও ইসরাঈলের সনদে ইব্ন মাজা, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসলিম ও বুখারী (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সিলভ, আবূ ইসহাক ও ইসরাঈলের সূত্রে ইব্ন মাজা, নাসায়ী ও আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস (রা), আবূ, কুলাবা, খালিদ, শু'বা, আবুল ওলীদ ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 'প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকে এবং এই উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইল আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আবদুল করীম ইব্ন মালিক জাযরী, ইসমাঈল ইব্ন ইয়াযীদ আলরাজী, আবূ ইয়াযীদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আবূ জাহিল বলিয়াছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে (সা) কা'বায় নামায পড়িতে দেখিতাম, তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, (ইহা শুনিয়া) রাসূল (সা) বলিয়াছিলেন, সে যদি এইরূপ করিত তাহা হইলে সবাই দেখিতে পাইত যে, ফেরেশতাগণ তাহারই গর্দান উড়াইয়া দিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত হইত আর তাহারা তাহাদের স্থান জাহান্নামের মধ্যে দেখিতে পাইত। অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মুবাহালার ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহারা যদি এইজন্য আসিত, তাহা হইলে তাহারা ফিরিয়া গিয়া ধন-সম্পদ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিছুই পাইত না। আবদুল করীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের সূত্রে নাসায়ী, তিরমিযী ও বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ ও হাসান পর্যায়ের।

বায়হাকী (র) তাহার 'দালাইলুন নুবুয়াহ' গ্রন্থে নাজরান হইতে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা সেইটি উপস্থাপন করিব। কেননা উহা বর্ণনা করাতে বহু উপকার রহিয়াছে। যদিও ইহার বর্ণনা সূত্রে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তথাপি ঘটনাটি আমাদের আলোচনার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ বটে।

সালমা ইব্ন আব্দ ইয়াসূ'র দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা, সালমা ইব্ন আব্দ ইয়াসূ, ইউনুস ইব্ন বুকাইর, আহমাদ ইব্ন আবদুল জব্বার, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্ন

ইয়াকুব, মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ফযল, আবূ আবদুল্লাহ আল হাকাম ও বায়হাকী (র) বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন আবদ ইয়াসূ (র) তাহার দাদা ও পিতার সূত্রে বলেন ঃ তাহারা উভয়ে পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন, পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহারা বলেন ঃ طس سليمان নাযিল হওয়ার পূর্বে নাজরানের বাদশার কাছে হুযূর (সা) এই পত্রটি লিখেন ঃ

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران واهل نجران اسلم فانى احمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولا ية العباد فان ابيتم فالجزية فان ابيتم فقد اذنتكُم بحرب والسلام

অর্থাৎ 'ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের প্রভুর নামে আরম্ভ করিতেছি। আর ইহা হইল আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মদ-এর পক্ষ হইতে নাজরানের বাদশাহ ও নাজরানের অধিবাসীদের প্রতি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। আমি তোমাদের সামনে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কুবের প্রভুর প্রশংসা করিতেছি। অতঃপর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টির উপাসনা ত্যাগ করিয়া স্রষ্টার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিতেছি এবং আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ প্রীতির দিকে ডাকিতেছি। যদি তোমরা আমার এই দাওয়াত অস্বীকার কর তাহা হইলে জিযিয়া দিয়া অধীনতা স্বীকার কর। আর যদি ইহার কোনটিতেই সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমাদের প্রতি আমার যুদ্ধের ঘোষণা রহিল। ওয়াস্সালাম।

বাদশার হাতে পত্রখানা পৌছিলে তিনি উহা পড়িয়া অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তিনি শুরাহবীল ইব্ন ওদাআকে নাজরানে ডাকিয়া পাঠান! তিনি ছিলেন হামদান গোত্রের লোক। তিনি সেই দেশের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে আইহাম, সাইয়িদ ও আকিবের পূর্বেই তাহার পরামর্শ নেওয়া হইত। তিনি উপস্থিত হইলে বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানি তাহার হাতে দেন। পত্রটি পড়া হইলে বাদশাহ তাহাকে বলেন, হে আবূ মরিয়াম! তোমার কি অভিমত ? শুরাহবীল বলিলেন, আপনার খুব ভাল করিয়াই জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হযরত ইসমাঈলের বংশধর হইতে একজন নবী প্রেরণ করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইনিই হয়তো সেই প্রতিশ্রুত নবী। ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ? আর নবুয়তের বিষয়ে আমি কি অভিমত পেশ করিব ? তবে পার্থিব রাজ্যের ব্যাপারে কোন কিছু হইলে চিন্তা-ভাবনা করিয়া কোন একটা পন্থা বাহির করিতাম। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে পৃথক জায়গায় বসাইয়া দিতে বলিলে তাহাকে পৃথক জায়গায় বসান হয়।

ইহার পর বাদশাহ আবদুল্লাহ ইব্ন শুরাহবীলকে নাজরানে ডাকিয়া পাঠান। তিনি ছিলেন বনী হুমাইর গোত্রের একজন বিশিষ্ট পরামর্শদাতা। তিনি আসিলে বাদশাহ সেই পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া পড়াইলেন। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই বিষয়ে আপনার অভিমত কি ? তিনিও শুরাহবীলের অনুরূপ উত্তর দেন। অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, ইহাকেও পৃথক স্থানে বসাইয়া দাও। তখন তাহাকে পৃথক স্থানে বসাইয়া দেওয়া হয়।

বাদশাহ যখন লক্ষ্য করিলেন যে, এই ব্যাপারে প্রত্যেকের একই অভিমত, তখন তিনি শঙ্খ বাজাইতে এবং অগ্নি প্রজলিত করিতে নির্দেশ দান করেন। তাহাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপস্থিত হইলে এইভাবে শঙ্খ ধ্বনি দিয়া এবং আগুন প্রজলিত করিয়া জনগণকে ডাকা হইত। এই উপত্যকাটি এত দীর্ঘ ছিল যে, একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দৌড়াইলেও উহার প্রান্তে পৌঁছিতে সক্ষম হইত না। এই উপত্যকাটিতে তিহাত্তরটি গ্রাম ছিল এবং একলক্ষ বিশ হাজার তরবারী চালক বাস করিত। অতঃপর সেই এলাকার সকল লোক একত্রিত হইলে বাদশাহ তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানা পাঠ করিয়া শোনান এবং এই বিষয়ে তাহাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। তখন সকল লোক একবাক্যে বলিল যে, শুরাহবীল ইব্‌ন ওদাআ হামদানী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুরাহবীল আসবাহী এবং জব্বার ইব্‌ন ফায়েয হারিসীকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান হউক। তাহারা সেখান হইতে যথাযথ সংবাদ নিয়া আসুক। সেমতে সেই তিনজনের নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি মদীনায় পৌঁছিয়া সফরের কাপড় পাল্টাইয়া রেশনের প্রশস্ত চাদর, লুঙ্গি এবং হাতে স্বর্ণের আংটি পরিধান করিল। অতঃপর লম্বা চাদরের ঝুলানো প্রান্ত টানিয়া টানিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাকে সালাম করিল। কিন্তু হুযূর (সা) তাহাদের সালামের উত্তর দিলেন না এবং তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বর্ণের আংটি হাতে দেখিয়া তাহারা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তাহাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করিলেন না।

অগত্যা তাহারা সেখান হইতে উঠিয়া আসিয়া হযরত উছমান ইব্‌ন আফফান এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফের (রা) খোঁজে বাহির হইল। তাহাদের উভয়ের সাথে তাহাদের পূর্বের পরিচয় ছিল। মুহাজির-আনসারদের সম্মিলিত একটি সভায় উভয়ের সাথে তাহাদের সাক্ষাত হয়। তাহাদিগকে পাইয়া তাহারা বলিল–হে উছমান! হে আবদুর রহমান! তোমাদের নবী আমাদের নিকট একটি পত্র লিখিয়াছেন। উহার উত্তর দেওয়ার জন্যেই আমরা উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু আমরা তাহার নিকট গেলাম, সালাম দিলাম, অথচ তিনি আমাদের সালামের উত্তরও দিলেন না এবং দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি আমাদের সাথে কোন কথা বলিলেন না। এখন তোমরা কি বল ? আমরা কি এমনিই চলিয়া যাইব ? অতঃপর তাহারা উভয়ে সেই সভায় উপস্থিত হযরত আলী (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে হাসানের পিতা! ইহাদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? এই কথার উত্তরে তখন আলী (রা) হযরত উছমান ও আবদুর রহমানকে (রা) বলিলেন, আমার পরামর্শ হইল যে, এই লোকগুলির উচিত তাহাদের চাদর-লুঙ্গি ও আংটি পাল্টাইয়া তাহাদের সফরের সেই সাধারণ কাপড়গুলি পরিয়া আবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হওয়া।

অবশেষে লোকগুলি তাহাই করিল এবং সফরের সেই সাধারণ কাপড়গুলি পরিয়া দ্বিতীয়বার হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম করিল। হুযূর (সা) তাহাদের সালামের জবাব দেন। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন ঃ যেই মহান সত্তা আমাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার শপথ! এই লোকগুলি যখন আমার নিকট প্রথম আসিয়াছিল, তখন তাহাদের সাথে 'ইবলীস' ছিল।

অতঃপর তাহাদের আলোচনা শুরু হয়। রাসূলুল্লাহর নিকট তাহারা প্রশ্ন করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) জবাব প্রদান করিতেছিলেন। এক পর্যায়ে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, ঈসা (আ) সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি ? আমাদিগকে দেশে ফিরিতে হইবে। আমরা খ্রিস্টান বিধায় আপনি নবী হিসাবে এই সম্পর্কে আপনার মতামত আমাদের জানা একান্তই জরুরী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন যে, এই বিষয়ে এখন আমার সত্যিকার জ্ঞান নাই। তোমরা অপেক্ষা কর, দেখি আমার প্রভুর পক্ষ হইতে ঈসা (আ) সম্পর্কে আমাকে কিছু জানান হয় নাকি।

পরের দিন সকালে তাহারা আবার হুযূর (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। তখন اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ এই আয়াতটির اَلْكَاذِبِيْنَ পর্যন্ত নাযিল হয়। তাহারা তখন এই আয়াতের মর্ম মানিয়া নিতে অস্বীকার করিল। পরের দিন সকালে 'মুলাআ'নার' জন্য হুযূর (সা) হাসান ও হুসাইনকে চাদরে জড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকেন। আর ফাতিমাও (রা) তাহার পিছনে পিছনে আসেন। তাহার সাথে তাহার কয়েকজন সহধর্মিণীও ছিলেন। ইহা দেখিয়া শুরাহবীল তাহার সঙ্গীদিগকে বলিল, তোমরা জান যে, জনগণ কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া আমার অভিমতকেই স্বাগত জানাইয়াছিল। আল্লাহর কসম! এই মুহূর্তে ব্যাপারটি আমার নিকট খুবই সংগীন মনে হইতেছে। কেননা তিনি যদি সত্যিই নবী হইয়া থাকেন তবে ইহা করিলে আরবের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম তাহার রোষ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া অভিশাপের গ্লানি বহন করিব। আর আমরাই তাহার সত্য নবুয়তের প্রথম উপেক্ষাকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইব। পরন্তু এই কথা তাহার এবং তাহার সহচরদের হৃদয় হইতে আর কখনও মুছিয়া যাইবে না এবং আমাদের উপর কোন কঠিন আযাব আপতিত হইতে পারে। অথচ সমগ্র আরবের মধ্যে আমরাই তাহার নিকটতম প্রতিবেশী। তাই তাহার সাথে 'মুলাআনায়' লিপ্ত হইলে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আপাদমস্তক কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাহার অভিশাপে আমরা সমূলে ধ্বংস হইব।

ইহা শুনিয়া তাহার সংগীগণ বলিল– হে মরিয়মের পিতা! তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান ? সে বলিল, আমার মতে 'মুলাআ'নায়' লিপ্ত না হইয়া আমরা তাহাকেই আমাদের নির্দেশ দাতা বানাইব। তিনি আমাদিগকে এই ব্যাপারে যাহা নির্দেশ দিবেন আমরা তাহা মানিয়া নিব। তিনি কখনও অন্যায় নির্দেশ দিবেন না। সংগীরা তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিল। অতঃপর শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল-হযরত! আমি পরস্পরের মুলাআ'না অপেক্ষা আপনাকে একটি উত্তম প্রস্তাব প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা কি ? সে বলিল, আগামী রাত্রি এবং কালকের সকাল পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত পেশ করিবেন, আমরা তাহা গ্রহণ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হয়ত তোমাদের অন্যান্য লোক ইহা মানিয়া নিতে অসম্মতি জানাইবে। শুরাহবীল বলিল, আপনার এইরূপ সন্দেহ হইলে আমার এই সাথীদ্বয়কে ইহা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি সেই দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল–গোটা উপত্যকার সমস্ত লোক তাহার কথা মত চলে। সেখানে তাহার সিদ্ধান্তকে অমান্য করার মত কাহারো দুঃসাহস নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মুলাআনা বাতিল করিয়া দেন এবং তাহারা তখনকার মত ফিরিয়া গেল। পরের দিন সকালে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাতে একটি চুক্তিপত্র দেন। তাহা এই ঃ

"পরমদাতা ও করুণাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। এই পত্রটি আল্লাহর রাসূল– নবী মুহাম্মদের পক্ষ হইতে নাজরানবাসীদের প্রতি। তাহাদের প্রত্যেক হলুদ, শ্বেত ও কৃষ্ণকায় আযাদ ও দাস-দাসীর প্রতি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তবে সকল বিষয় তাহাদের ইখতিয়ারাধীন করিয়া দেওয়া হইল। কেবল প্রতি বছর তাহাদিগকে মাত্র দুই হাজার লুঙ্গি ও চাদর প্রদান করিতে হইবে। এক হাজার রজব মাসে প্রদান করিবে এবং এক হাজার সফর মাসে শোধ করিবে ইত্যাদি।"

এইভাবে একটি পূর্ণ চুক্তিপত্র তাহাদিগকে দেওয়া হয়।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, তাহাদের উক্ত প্রতিনিধিদলটি নবম হিজরীতে আগমন করিয়াছিল। তাই আল্লামা যুহরী (র) বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম নাজরানবাসীরাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিযিয়া কর প্রদান করেন। আর জিযিয়া সম্বন্ধীয় আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়াতটি হইল এই ঃ..... قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, মুহাম্মদ ইব্ন দীনার, বাশার ইব্ন মিহরান, আহমাদ ইব্ন দাউদ মক্কী, সুলায়মান ইব্ন আহমদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

একদা আকিব ও সাইয়িদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাহাদের সাথে মুলাআনা করার জন্য তাহারা নবী (সা)-কে আহ্বান জানান। নবী (সা)-ও বাধ্য হইয়া তাহাদের সাথে মুলাআনা করার জন্য ওয়াদা প্রদান করেন। সকাল হইলে নবী (সা) আলী (রা), ফাতিমা (রা), হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে সঙ্গে নিয়া মুলাআনা করার জন্য বাহির হন। কিন্তু তাহাদিগকে মুলাআনার প্রস্তুতি সংবাদ পাঠাইলে তাহারা নবী (সা)-এর সাথে ইহা করিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে পরদিন তাহারা খিরাজ প্রদান করিতে সম্মত হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সত্তার কসম! যদি তাহারা উভয়ে ইহাতে স্বীকৃতি জানাইত, তাহা হইলে তাহাদের উপত্যকার উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ হইত। জাবির (রা) বলেন ঃ نَدْعُ اَبْنَائَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَائَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ এই আয়াতটি তাহাদের সম্বন্ধেই নাযিল হয়। অর্থাৎ আস, আমাদের সন্তানগণ ও তোমাদের সন্তানগণ, আমাদের নারীগণ ও তোমাদের নারীগণ এবং আমাদিগকে ও তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তিনি আরও বলেন ঃ اَنْفُسَنَا দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) ও আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বুঝান হইয়াছে। وَاَبْنَائَنَا দ্বারা হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-কে বুঝান হইয়াছে وَنِسَائَنَا দ্বারা ফাতিমা (রা)-কে বুঝান হইয়াছে।

দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্ন মাসহার, আলী ইব্ন হাজর, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল আযহারী, আলী ইব্ন ঈসা ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হাকাম বলেন যে, সহীহ্দ্বয়ের শর্তের উপর ইহা সহীহ্। তবে তাহারা ইহা এইভাবে বর্ণনা করেন নাই।

শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুগীরা, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালুসীও পরম্পরা সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি বর্ণনাকারীদের দিক দিয়া বিশ্বস্ততম বটে। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং বার্‌রা (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ। ঈসা সম্পর্কে আমি যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছি তাহা পরম সত্য। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ঈসা সম্পর্কে আমি যাহা তোমাকে বর্ণনা করিয়াছি, তাহার মধ্যে সামান্যও কম-বেশি নাই।

وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ اللّٰهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا– অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় অর্থাৎ ইহা সত্ত্বেও যদি তাহারা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নেয়, তাহা হইলে فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ দুষ্কর্মকারীদেরকে যথাযথ ভাবেই জানেন। অর্থাৎ যাহারা সত্য হইতে মিথ্যার দিকে অগ্রসর হয় তাহারাই দুষ্কৃতিকারী। তাহাদিগকে আল্লাহ ভাল করিয়া জানেন। আর ইহার প্রতিফলস্বরূপ তাহারা পাইবে নিকৃষ্টতম প্রতিদান। তিনি এতই শক্তিশালী ও বিচক্ষণ যে, তাহার নিকট কারচুপির কোন অবকাশ নাই। তিনি পবিত্রতম। তিনি সকল প্রশংসার একমাত্র পাত্র। তাহার ক্রোধাগ্নি হইতে তাহারই নিকট আশ্রয় চাই।

(٦٤) قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ○

৬৪. (হে মুহম্মদ) বল, ওহে কিতাবধারী সম্প্রদায়! আইস, আমরা এমন একটি কথায় একমত হই, যাহা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা হইল, আমরা কেহই আল্লাহ ছাড়া কাহারও ইবাদত করিব না ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না। আর আমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমাদেরই একদল লোককে মনিব বানাইব না। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তোমরা বল, তোমরা সাক্ষী হও যে, আমরা মুসলিম।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও এই ধরনের অন্যান্য সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া সাধারণভাবে বলা হইয়াছে ঃ قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ অর্থাৎ 'বল, হে আহলে কিতাব, আইস একটি কথার দিকে।'

كَلِمَةٍ (কালিমা) শব্দটি এমন বাক্যে ব্যবহার হয় যাহা দ্বারা কোন কল্যাণময় কথা বলার ইচ্ছা হয়। তাই ইহার পরবর্তী বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন سَوَاءٍ بَيْنَنَا بَيْنَكُمْ অর্থাৎ যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। অর্থাৎ যাহা ন্যায় এবং যাহাতে আমরা ও তোমরা সমান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূল বিষয় ব্যক্ত করিতেছেন اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ তাহা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো বন্দেগী করিব না ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।' অর্থাৎ না প্রতিমার, না ক্রুশের, না ভূতের, না শয়তানের, না আগুনের। বরং একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করিব। আর তাঁহার সহিত কোন শরীক করিব না।

উল্লেখ্য যে, ইহা সকল নবীরই আহ্বান ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল পাঠাইয়াছি তাহাদের সকলের নিকট এই প্রত্যাদেশই করিয়াছি যে, আমি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠাইয়া এই কথা বলিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের উপাসনা হইতে বিরত থাক।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلاَ يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও নিজের প্রভু বা খোদারূপে গ্রহণ করিব না।

ইব্ন জারীজ (র) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্যতায় আমরা একে অপরের অনুসরণ করিব না।

ইকরামা বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, আল্লাহ ব্যতীত একে অপরকে সিজদা না করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ এই দাওয়াত প্রদান করিলে যদি তাহারা পরান্মুখ হয়, তবে পরিষ্কার বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। অর্থাৎ তাহারা যদি এই ন্যায় ভিত্তিক আহ্বানকেও অস্বীকার করে, তবে তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তোমরা চিরকালের জন্য সাক্ষী থাক যে, আল্লাহ যে ইসলামী সংবিধান দিয়াছেন সেই ইসলামকে আমরা বরণ করিয়া নিয়াছি।

আবূ সুফিয়ান (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আব্বাস (রা), উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ ও যুহরীর বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে বুখারীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছি। আবূ সুফিয়ান যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-র বংশের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অগত্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-র বংশের আভিজাত্যের কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রশ্নেরই তিনি স্পষ্ট উত্তর দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই ঘটনার সময় তিনি মুশরিক ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে। হাদীসে উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর রোম সম্রাট যখন তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন ? তিনি তদুত্তরে বলেন যে, না, তবে ইদানিং তাহার সহিত আমাদের একটা চুক্তি হইয়াছে। না জানি তিনি এই ব্যাপারে কি করেন। এই ব্যাপারে ইহার চাইতে অতিরিক্ত কোন মন্তব্য করা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। আসল কথা হইল যে, ইহার পর তাহার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্রখানা পেশ করা হয়। তিনি উহা পড়েন। তাহাতে লেখা ছিল ঃ

'দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-র পক্ষ হইতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। হেদায়েতের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর আপনি

ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তির অংশীদার হউন। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিফল প্রদান করিবেন। আর বিমুখ হইলে সমগ্র রাষ্ট্রপ্রধানদের পাপ আপনার উপর বর্তাইবে। 'হে আহলে কিতাব, একটি কথার দিকে আস, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তাহা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও বন্দেগী করিব না, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না এবং আমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজেদের রব বা খোদারূপে গ্রহণ করিব না। এই দাওয়াত কবূল করিতে তাহারা যদি প্রস্তুত না হয়, তবে পরিষ্কার বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম।'

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বলেন ঃ সূরা আলে ইমরানের প্রথম হইতে কম বেশী অষ্টাশি আয়াত পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ এই লোকরাই সর্বপ্রথম জিযিয়া কর প্রদান করেন। অবশ্য এই কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, জিযিয়ার আয়াতটি মক্কা বিজয়ের পরে অবতীর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে যে, যদি ইহা মক্কা বিজয়ের পরে নাযিল হইয়া থাকে তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) কি করিয়া এই আয়াতটি হিরাক্লিয়াসের পত্রে লিখিয়াছিলেন ? উক্ত পত্র সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও যুহরী স্ব-স্ব গ্রন্থে বর্ণনাও করিয়াছেন।

ইহার কয়েকটি উত্তর রহিয়াছে। প্রথম উত্তর হইল ঃ সম্ভবত এই আয়াতটি দুইবার নাযিল হইয়াছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে একবার এবং দ্বিতীয়বার মক্কা বিজয়ের পরে। দ্বিতীয় উত্তর হইল ঃ হয়তো সূরার প্রথম হইতে এই আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত নাজরানের প্রতিনিধিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আর এই আয়াতটি সেইগুলির পূর্বে অবতীর্ণ হয়াছিল। তবে এই অবস্থায় ইব্‌ন ইসহাকের 'আশির উপরে আরও কিছু আয়াত' উক্তিটির সত্যতা রক্ষিত হয় না। কেননা আবূ সুফিয়ানের (রা) বর্ণিত ঘটনাটি ইহার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়।

তৃতীয় উত্তর হইল ঃ হয় তো নাজরানের প্রতিনিধিগণ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আসিয়াছিল এবং যাহা কিছু দিতে সম্মত হইয়াছিল তাহা জিযিয়া হিসাবে নয়, বরং মুবাহালা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য চুক্তি হিসাবে দিয়াছিল। ইহা সর্বসম্মত কথা যে, জিযিয়ার আয়াত এই ঘটনার পরে অবতীর্ণ হয়। অবশ্য এই ঘটনার সাথে আয়াতের পূর্ণ সাজুয্য রহিয়াছে। যথা আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা) বদরের পূর্বেকার জিহাদে প্রাপ্ত গনীমাতকে পাঁচ ভাগ করিয়া উহার একভাগ রাখিয়া বাকিগুলি সৈন্যদের ভিতর বন্টন করিয়া দেন। অথচ ইহার পরে গনীমতের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং তাহাতে এই বিধানই বিধৃত হয়।

চতুর্থ উত্তর হইল ঃ হয়তো রাসূলুল্লাহ (সা) যে পত্রখানা হিরাক্লিয়াসকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি সেই কথাগুলি নিজের পক্ষ হইতে লিখিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার সেই ভাষাতেই ওহী নাযিল হয়। যেমন, হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শ মুতাবিকই পর্দা ও যুদ্ধবন্দী এবং মুনাফিকদের জানাযার নামায না পড়ার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়। তেমনি মাকামে ইব্‌রাহীমে নামায পড়া এবং রাসূল (সা)-এর পত্নীগণকে তালাক দেওয়ার ধমক প্রদান সম্পর্কিত আয়াত দুইটিও তাহার পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের অনুকূলে অবতীর্ণ হয়।

(٦٥) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○
(٦٦) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○
(٦٧) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ؕ
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○
(٦٨) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ
وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

৬৫. "হে কিতাবীগণ! ইব্‌রাহীম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তাহার পরেই অবতীর্ণ হইল ? তোমরা কি বুঝ না ?"

৬৬. "দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, তোমরা সেই ব্যাপারে তর্ক করিয়াছ। তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।"

৬৭. 'ইব্‌রাহীম ইয়াহূদী ছিল না নাসারাও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।"

৬৮. "যাহারা ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা ও এই নবী এবং যে সকল মানুষ ঈমান আনিয়াছে, তাহারাই ইবরাহীমের যথার্থ দাবিদার; আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

তাফসীর ঃ ইয়াহূদীরা দাবি করিত যে, ইবরাহীম (আ) ইয়াহূদী ছিলেন এবং খ্রিস্টানরা দাবি করিত যে, ইবরাহীম (আ) খ্রিস্টান ছিলেন। ইহা নিয়া তাহারা পস্পরে কলহ করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের মিথ্যা দাবি খণ্ডন করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা অথবা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মদ মাওলা যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'নাজরান হইতে আগত খ্রিস্টান এবং ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়াই পরস্পরে ধর্মীয় ব্যাপারে বচসায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে ইয়াহূদী পাদ্রীরা দাবি করিয়া বসিল যে, ইব্‌রাহীম ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোক ছিলেন না। খ্রিস্টানরাও বলিতে লাগিল যে, ইব্‌রাহীম খ্রিস্টান ভিন্ন অন্য কোন ধর্মানুসারী ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ হে কিতাবীগণ! "তোমরা ইব্‌রাহীম সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে কেন ঝগড়া কর ? অর্থাৎ হে ইয়াহূদীরা! তোমরা কিভাবে ইব্‌রাহীমকে তোমাদের বলিয়া দাবি করিতেছ ? অথচ তাহার যুগ তো মূসার প্রতি

তাওরাত নাযিল হওয়ার বহু পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে। আর হে খ্রিস্টানরা! তোমরাও কিভাবে এই দাবি কর ? অথচ তোমাদের বহু বহু পূর্বে ইব্‌রাহীমের যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন–اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি এতটুকু কথাও বুঝ না ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখ, সেই বিষয় লইয়া তো যথেষ্ট বিতর্ক করিলে। এখন যেসব বিষয়ে তোমাদের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান নাই তাহা লইয়া কেন বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহিতেছ ? ইহার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের যেসব বিষয়ে জ্ঞান নাই সেসব বিষয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্কের বিষয়কে নাকচ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা ইব্‌রাহীম (আ)-কে লইয়া তর্ক করে। অথচ সে সম্পর্কে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। তাহারা ধর্মীয় জানা বিষয়গুলি লইয়াও যদি তর্ক করিত তাহাও একটা কথা ছিল। অথচ যে সকল বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান নাই সেই সকল বিষয় তো সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকটই সমর্পণ করা উচিত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান তো আল্লাহর রহিয়াছে, তোমরা তো কিছুই জান না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّ لٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ইব্‌রাহীম না ছিল ইয়াহূদী, না ছিল খ্রিস্টান; বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। অর্থাৎ সে শিরক হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিত এবং ঈমানের উপর দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত। পরন্তু وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ সে মুশরিকের মধ্যে শামিল ছিল না। এই আয়াতটি সূরা বাকারার এই আয়াতটিরই মর্মরূপঃ

وَقَالُوْاكُوْنُوْا هُوْدًا اَوْنَصَارٰى تَهْتَدُوْا

অর্থাৎ 'তাহারা বলিল, তোমরা ইয়াহূদী হইয়া যাও অথবা খ্রিস্টান হইয়া যাও, তবেই সুপথ প্রাপ্ত হইবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'ইব্‌রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাঁহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে। তাই এই সম্পর্ক রাখার অধিকারী হইতেছে এই নবী এবং তাহার অনুসারী ঈমানদার লোকগণ। বস্তুত আল্লাহ কেবল তাহাদেরই সহায়ক যাহারা ঈমানদার।"

ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বুঝাইয়াছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীমের (আ) অনুসরণের সবচেয়ে বেশি দাবিদার সেই সকল লোক, যাহারা তাহার দীনের অনুসরণ করিয়াছিল। তাহারা হইল এই নবী অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আর তাহার অনুসারী আনসার ও মুহাজিরগণ এবং পরবর্তীতে যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, আবূ যুহা, সাঈদ ইব্‌ন মাসরূক, আবুল আহওয়াস ও সাঈদ ইব্‌ন মানসূর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্য হইতে একজন বন্ধু থাকেন। তাই তাহাদের মধ্য

হইতে আমার বন্ধু হইলেন আমার জনক ও আল্লাহর দোস্ত হযরত ইব্রাহীম (আ)।' ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পড়েন وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ অর্থাৎ 'ইব্রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে।'

ইহার উর্ধ্বতন সূত্রে সুফিয়ান সাওরী হইতে আহমদ যুবাইরীর সনদে বাযযার এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বাযযার (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুহা, সুফিয়ান ও আহমাদের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহা উপরোক্ত মাসরূকের রিওয়ায়েতের অনুরূপ নয়। সুফিয়ান হইতে ওয়াকীর সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন-এইটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ সূত্র।

ওয়াকী তাঁহার তাফসীরে রিওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, সুফিয়ানের পিতা ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, 'প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্যে একজন বন্ধু থাকেন। তাই তাহাদের মধ্যে আমার বন্ধু হইল আমার পূর্বপুরুষ ও আমার প্রভুর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ)।' ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ ইব্রাহীমের সহিত সম্পর্ক রাখার সবচেয়ে বেশি অধিকার রহিয়াছে তাহাদের, যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে। তাই এখন সম্পর্ক রাখার বেশি অধিকারী হইতেছে এই নবী এবং তাহার অনুসারী ঈমানদারগণ।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ وَلِىُّ । الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কেবল তাহাদেরই সহায়ক ও সাহায্যকারী যাহারা ঈমানদার। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান আনিবে, আল্লাহ তাহাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিবেন।

(٦٩) وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ -
وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٧٠) يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ○

(٧١) يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٧٢) وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٧٣) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى
اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ
يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

(٧٤) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

৬৯. "কিতাবীদের একদল তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে চাহিয়াছিল; অথচ তাহারা তাহাদের নিজদিগকেই বিপথগামী করে, কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।"

৭০. "হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরাই উহার সাক্ষ্য বহন কর।"

৭১. "হে কিতাবীগণ! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর ? অথচ তোমরা জান।"

৭২. "কিতাবীদের একদল বলিল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, দিনের প্রারম্ভে তাহা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তাহা প্রত্যাখ্যান কর। হয়ত তাহারা ফিরিতে পারে।"

৭৩. আর যাহারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে তাহাদিগকে ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। বল, আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। তেমনি বিশ্বাস করিও না যে, তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, অনুরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হইবে। অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তাহারা তোমাদিগকে যুক্তিতে পরাভূত করিবে। বল, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহা প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাহাকে ইচ্ছা বিশেষ করিয়া বাছিয়া লন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ইয়াহুদীদের হিংসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা মু'মিনগণকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিতেছে। কিন্তু তাহারা নিজেরাই ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইতেছে। তিনি আরও বলিতেছেন, ইহার কারণে যে তাহারাই ধ্বংস হইতেছে তাহাদের সেই খবর নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ অর্থাৎ হে আহলে কিতাব! আল্লাহর নিদর্শনসমূহ কেন অস্বীকার করিতেছ ? অথচ তোমরা নিজেরাই তো তাহা প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছ। অর্থাৎ তাহাদের কিতাবসমূহে মুহাম্মদ (সা)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে বর্ণনা ছিল তাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখিতেছে। অথচ ইহার সত্যতার ব্যাপারে তাহারা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত ছিল। তাই তাহাদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন ঃ

وَقَالَتْ طَّاۤئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ
النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্যে একটি দল বলে যে, এই নবীর প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য যাহা নাযিল হইয়াছে তাহার প্রতি তোমরা সকাল বেলা ঈমান আন আর সন্ধ্যা বেলা তাহা অস্বীকার কর। তাহা হইলে তাহারা ফিরিয়া যাইবে। এই কার্য করিয়া তাহারা দুর্বল মুসলমানদের ঈমান হরণের দুরভিসন্ধি আঁটিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে,

আমরা নিজেরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনিয়া মুসলমানদের সংগে নামায পড়িব এবং দিনের শেষাংশে ইহা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলিব। তাহা হইলে মূর্খ ও স্বল্প জ্ঞানের মুসলমানরা ধারণা করিবে যে, ইসলামের মধ্যে দোষ-ত্রুটির ব্যাপার রহিয়াছে। ফলে তাহারা দীন হইতে বিমুখ হইয়া পড়িবে। এই ভাবিয়া তাহারা বলিয়াছিল - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ এই কৌশল অবলম্বন করিলেন মু'মিনরা নিজেরাই ঈমান হইতে ফিরিয়া যাইবে।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহার মাধ্যমে ইয়াহুদীদের এই কার্যকলাপের প্রতি ইংগিত প্রদান করিয়াছেন যে, ইয়াহুদীরা নবী (সা)-এর সঙ্গে ফজরের নামায পড়িত এবং ষড়যন্ত্র করিয়া তাহারা অপরাহ্নে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। যাহাতে লোকজন এই কথা ভাবে যে, এই সব (বুদ্ধিমান) লোক সকালে ইসলাম পালন করিল, অথচ এখন বিকালে পালন করিতেছে না। তাহা হইলে অবশ্যই ইহারা ইসলামের মধ্যে কোন ত্রুটি পাইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন ঃ

আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল, যাহাদের সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর কোন সাহাবীর সকালে সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহাদিগকে বলিত যে, তোমরা ঈমান আন। আর বিকালের দিকে দেখা হইলেই বলিত যে, তোমরা তোমাদের নামাযসমূহ যথাযথভাবে পালন কর। এই উদ্দেশ্যে তাহারা ইহা করিত যে, লোকজন যেন তাহাদিগকে উহাদের চাইতে পণ্ডিত পরহেজগার মনে করে। কাতাদা, সুদ্দী, রবী ও আবূ মালিক (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। وَلاَ تُؤْمِنُوْا اِلاَّ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ অর্থাৎ তাহারা পরস্পর বলাবলি করিত যে, নিজেদের ধর্মমতের লোক ব্যতীত অন্য কাহারও কথা মানিও না। অর্থাৎ নিজেদের ধর্মের লোক ব্যতীত অন্যের উপর আস্থা স্থাপন করিও না। আর তোমাদের হাতে রক্ষিত (পূর্বের) গ্রন্থের বক্তব্যসমূহ তাহাদের নিকট বলিও না। তাহা হইলে তাহারা উহার উপরে ঈমান আনিতে থাকিবে এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের কথা তাহাদের জন্য দলীল হইয়া যাইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ হে নবী! তাহাদিগকে বলিয়া দাও, প্রকৃত হেদায়েত হইতেছে আল্লাহর হেদায়েত। অর্থাৎ তিনি সেই বিষয়ের উপর মুসলমানদের পূর্ণ ঈমান স্থাপন করার সুযোগ দিবেন যাহা তিনি তাহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি স্পষ্ট ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ সহ অবতীর্ণ করিয়াছেন। যদিও ইয়াহুদীরা তাহাদের গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি নকল করা হইয়াছে তাহা গোপন করিয়া রাখিতেছে।

اَنْ يُّؤْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ইহা তাঁহারই নীতি যে, এক সময় তোমাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল তাহাই অন্য কাহাকেও দেওয়া হইবে। অথবা অন্য লোকেরা তোমাদের খোদার সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে পেশ করার জন্য কোন মজবুত প্রমাণ পাইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের লোকদিগকে বলিত যে, তোমাদের নিকট (পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থের) যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহা মুসলমানদের নিকট বলিও না, তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানে বাড়িয়া যাইবে। পরন্তু বর্তমানে ইহার প্রতি তোমাদের যে বিশ্বাস রহিয়াছে তাহার চেয়েও তাহাদের গ্রন্থের প্রতি তাহাদের দৃঢ় ঈমানের কারণে অধিকতর বিশ্বাস বাড়িয়া যাইবে। অথবা

তাহাদের রবের নিকট ইহা তাহারা দলীল হিসাবে পেশ করিবে। অর্থাৎ তাহা হইলে তোমাদের গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারাই তোমাদের উপর তাহারা আপিল দায়ের করিবে। এই দলীল তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য মজবুত হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ হে নবী! বলিয়া দাও, অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান সবই খোদার হাতে। তিনি যাহাকে চাহেন দান করেন। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ই তাহার অধিকারে রহিয়াছে। তিনি প্রদানকারী আবার তিনিই বঞ্চিতকারী। আর যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ঈমান, আমল ও অনুগ্রহরূপ সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সত্য হইতে অন্ধ ও ইসলামের বাণী শ্রবণ হইতে বধির এবং সঠিক জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহার সকল কাজই সুনিপুণ এবং প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ তিনি ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ। নিজের অনুগ্রহদানের জন্য যাহাকে চাহেন নির্দিষ্ট করিয়া নেন। আর তাহার অনুগ্রহও অনেক বেশি এবং বিরাট। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তিনি তোমাদের উপর অপরিসীম অনুগ্রহ দান করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদের নবীকে সকল নবীর উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তোমাদিগকে সত্য ও পূর্ণ শরীআতের প্রতি হেদায়েত দান করিয়াছেন।

(٧٥) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○
(٧٦) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৭৫.. "কিতাবীদের মধ্যে এমন লোক রহিয়াছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখিলেও ফেরত দিবে। আবার এমন লোকও আছে, যাহার নিকট একটি দীনারও আমানত রাখিলে তাহার পিছনে লাগিয়া না থাকিলে সে ফেরত দিবে না। ইহা এই কারণে যে, তাহারা বলে, কাফেরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই এবং তাহারা জানিয়া-শুনিয়া আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলে।"

৭৬, "হাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন।"

তাফসীর ঃ ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া থাকে, এখানে সেই সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের সতর্ক করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, তাহারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে।

مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ তাহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যদি তুমি তাহার নিকট পুঞ্জীভূত ধনরাশিও রাখিয়া দাও, তবুও সে তোমার ধন তোমার নিকট ফিরাইয়া দিবে।

وَمِنْهُمْ مَنْ اِنَ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لاَّ يُؤَدِّه اِلَيْكَ اِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْه قَائِمًا তবে তাহাদের মধ্যে এইরূপ লোকও আছে যে, যদি তুমি তাহার নিকট একটি দীনারও গচ্ছিত রাখ,

তবে সে তাহাও তোমাকে প্রত্যর্পণ করিবে না! অবশ্য দিতে পারে যদি তুমি তাহার শিরোপরি দণ্ডায়মান থাক। অর্থাৎ উহা আদায়ের জন্য যদি বারবার তাগাদা দিতে থাক।

সূরার প্রথম দিকে কিনতার (قنْطَارٌ) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আর দীনার তো এতই পরিচিত জিনিস, যাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। মালিক ইব্ন দীনার (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্ন হাইছাম, বুকাইর, সাঈদ ইব্ন আমর আস্ সাকুতী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন দীনার বলেন ঃ

দীনারকে দীনার বলার কারণ হইল এই যে, উহা দীনও এবং আগুনও। কেহ কেহ ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন-যে ব্যক্তি ন্যায় পথে আয় ও ব্যয় করিবে, তাহা তাহার জন্য দীনের বিধি পালনের সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। আর যে উহা অসৎভাবে আয় ও ব্যয় করিবে তাহা তাহাদের জন্য দোযখের আগুন হইয়া ধরা দিবে। এখানে সেই হাদীসটি বর্ণনা করা যথোপযুক্ত বলিয়া মনে হইতেছে, যাহা ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীতে বিভিন অধ্যায়ে একাধিকবার বর্ণনা করিয়াছেন। তবে কিফালার অধ্যায়ে উহা যেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, উহাই উত্তম ও স্পষ্ট মনে হয়।

রাসূল (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হরমুয আল আরাজ, জাফর ইব্ন রবীআ, লাইছ ও ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ

বনী ইসরাঈলের একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চাইলে লোকটি বলিল, সাক্ষী নিয়া আস। সে বলিল, আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষীই যথেষ্ট। সে বলিল, তাহা হইলে জামিন নিয়া আস। সে বলিল, আল্লাহর জামিনই যথেষ্ট। সে ইহাতে সম্মত হইয়া গেল এবং পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়া তাহাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়া দিল। উহার পর ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি সামুদ্রিক সফরে বাহির হইয়া যায়। কাজ-কর্ম শেষ করিয়া সে মেয়াদ শেষে সমুদ্রের তীরে আসিয়া তরীর জন্যে অপেক্ষা করিতে থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু পারাপারের জন্য কোন তরী না পাইয়া একখণ্ড গাছের গুড়ি নিয়া তাহার মধ্যে ফাঁক করিল এবং উহাতে এক হাজার দীনার রাখিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিল। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! আপনি খুব ভাল করিয়াই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে এক হাজার দীনার ঋণ নিয়াছিলাম। সেই ব্যাপারে আপনাকেই সাক্ষী ও জামিন রাখিয়াছিলাম। সেও সন্তুষ্টচিত্তে উহা আমাকে প্রদান করিয়াছিল। এখন আমি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার ঋণ শোধ করার জন্যই এই সমুদ্রের তীরে নৌকা খুঁজিতেছি। কিন্তু কোন নৌকাই পাইলাম না। তাই বাধ্য হইয়া আপনার উপর ভরসা করিয়া গাছের গুড়ি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে টাকাগুলি রাখিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলাম। আপনি তাহাকে তাহা পৌঁছাইয়া দিন।

এই প্রার্থনা করিয়া সে চলিয়া গেল এবং গাছের গুঁড়িটিও ডুবিয়া গেল। তথাপি নৌকার অনুসন্ধানে থাকিল যেন নিজে যাইয়া হাতে হাতে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে। অপর দিকে সেই মহাজন ব্যক্তিও এই উদ্দেশ্যে সমুদ্রের তীরে আসিল যে, হয়ত ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি তাহার নৌকা নিয়া এই পথে আসিতে পারে। অবশেষে কোন নৌকা বা যাত্রী না দেখিয়া সে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। এমন সময় তীরে গাছের একটি গুড়ি তাহার দৃষ্টিতে পড়িল।

জ্বালানির কাজ হইবে ভাবিয়া সে উহা তুলিয়া নিয়া ফাড়িয়া কাঠ করিতে থাকিলে উহার মধ্য হইতে এক হাজার দীনার এবং একটি চিঠি বাহির হইল। এদিকে ঋণগ্রহীতা লোকটিও সমুদ্র পার হইয়া ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে আসিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল-আল্লাহ্ জানেন, আমি যথাসময় চেষ্টা করিতেছিলাম যে, একটি নৌকা পাইলেই তাহাতে পার হইয়া নির্ধারিত সময়র মধ্যে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। কিন্তু কোন নৌকা না পাওয়ায় একটু বিলম্ব হইয়া গেল। এই নিন আপনার টাকা। তখন ঋণদাতা বলিল যে,আপনি যে মুদ্রা পাঠাইয়াছিলেন তাহা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এখন আপনি আপনার এই সহস্র মুদ্রা নিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরিয়া যান।

কোন কোন সহীহ্ হাদীস সংকলনে ইহা লাইছের মুক্ত দাস আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালেহ হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে দীর্ঘভাবে লাইছ হইতে ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুআদ্দাবের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বায্‌যার স্বীয় মুসনাদে হযরত নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা (রা), উমর ইব্‌ন আবূ সালমার পিতা, উমর ইব্‌ন আবূ সালমা, আবূ আওয়ানা, ইয়াহয়া ইব্‌ন হাম্মাদ ও হাসান ইব্‌ন মুদরিকের সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, নবী (সা) হইতে এই হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيِّيْنَ سَبِيْلٌ অর্থাৎ আমাদের উপর এই সব অশিক্ষিতদের ব্যাপারে কোন দায়-দায়িত্ব নাই। অর্থাৎ তাহারা সত্য গোপন করিয়া ভণ্ডামী করিয়া বলিত যে, উম্মীদের ধন-সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার আমাদের বৈধ অধিকার রহিয়াছে এবং উহাতে আমাদের দীনের কোন ক্ষতিও নাই।

উল্লেখ্য যে, এখানে উম্মী বলিতে আরবদের বুঝান হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ বস্তুত তাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করিতেছে আর তাহারাও ইহা জানে। অর্থাৎ তাহারাও জানিত যে ইহা অন্যায়। কেননা আল্লাহ্ তাহাদিগকে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস ব্যবহার বা ভক্ষণ করাকে হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। তাই তাহাদের দাবি ছিল মিথ্যা ও মনগড়া।

এই আয়াতাংশের হুকুমের ব্যাপারে মতবিরোধ রহিয়াছে। আবূ শা'ছা ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক হামদানী, মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, আবূ শা'ছা ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাসকে প্রশ্ন করেন যে, আমরা কখনও কখনও যুদ্ধের সময় জিম্মীদের মুরগী, ছাগল ইত্যাদি খাইয়া থাকি। ইহা শুনিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এটাকে তোমরা কেমন মনে কর ? উত্তরে তাহারা বলিল যে,আমরা তো ইহাতে কোন দোষ আছে বলিয়া মনে করি না। অবশেষে তিনি বলিলেন, পূর্ববর্তী কিতাবীরাও এইভাবে বলিত যে, মূর্খদের মাল গ্রহণে কোন পাপ নাই। তবে জানিয়া রাখ যে, যাহারা জিযিয়া কর দিয়া থাকে তাহাদের কোন জিনিস এইভাবে নেওয়া জায়েয নয়, যদি তাহারা খুশি মনে না দেয়। ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে সাওরীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর, ইয়াকুব, আবূ রবী আয্ যহরানী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

কিতাবীদের নিকটে যখন রাসূল (সা) এই কথা শোনেন যে, উম্মীদের ব্যাপারে তাহাদের কোন দায়-দায়িত্ব নাই, তখন তিনি বলেন, আল্লাহর দুশমনরা মিথ্যা বলিতেছে। জাহেলী যমানায় যত রকম রেওয়াজ ছিল, সবকিছুই আমার পদতলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে-একমাত্র আমানত ব্যতীত। কেননা আমানত পাপী কি পুণ্যবান যাহারই হউক, তাহা প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে আর আহলে কিতাব হইয়া স্বীয় ধর্মগ্রন্থের হেদায়েত অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহার কথা স্বতন্ত্র।

উল্লেখ্য যে, সকল নবীর নিকট হইতে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল এবং অঙ্গীকার প্রতিপালনের দায়িত্ব তাহাদের উম্মতগণের উপর তাহারা অর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবৈধকৃত বিষয়বস্তু হইতে দূরে থাকে ও তাহার শরীআতের অনুসরণ করে এবং নবীগণের নেতা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, সে-ই মুত্তাকী। তাই বলা হইয়াছে ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদিগকে ভালবাসেন।

(٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৭. "নিশ্চয় যাহারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার ও তাহাদের শপথ অতি নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, তাহারাই পরকালের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে কথা বলিবেন না, তাহাদের দিকে তাকাইবেন না ও তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না। আর তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ এখানে তাহাদের ব্যাপারে বলা হইয়াছে, যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করিতেছে না। তাহারা উত্তম চরিত্র ও গুণাবলী এবং পার্থিব কিছু স্বার্থ হাসিল করে বটে, কিন্তু اُولٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ। অর্থাৎ পরকালে তাহাদের জন্য কোন অংশ নাই। তাহা ছাড়া وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন আল্লাহ না তাহাদের সহিত কথা বলিবেন, না তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি থাকিবে না। ফলে তিনি তাহাদের সহিত মোলায়েম ভাষায় কথা বলিবেন না এবং তাহাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে তাকাইবেন না। উপরন্তু وَلَا يُزَكِّيْهِمْ তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। অর্থাৎ তিনি

তাহাদিগকে পাপ-পংকিলতা হইতে পবিত্র করিবেন না; বরং তাহাদিগকে জাহান্নামে নিয়া যাইতে নির্দেশ দান করিবেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মবিদারক কঠিন শাস্তি। এই সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটি হাদীস আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম হাদীস

আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে খুরশাতা ইব্‌ন হুর, আবূ যারাআ, আলী মুদরিক, শু'বা, আফফান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন, তিন ধরনের লোকের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলিবেন না ও তাহাদের প্রতি চাহিয়া দেখিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন আযাব। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকগুলি কাহারা, যাহারা এত বড় ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে নিপতিত? রাসূল (সা) তিনবার উহা বলেন। অতঃপর বলেন যে, যাহারা পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলাইয়া কাপড় পরে, মিথ্যা শপথ করিয়া যাহারা পণ্য বিক্রি করে এবং যাহারা অনুগ্রহ করিয়া পরে তাহা প্রকাশ করিয়া বেড়ায়। শু'বার (র) সনদে ইমাম মুসলিম এবং সুনানের সংকলকগণও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আইয়াশ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আ'লা ইব্‌ন শুখাইর জারীবী, ইসমাঈল ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়াশ (র) বলেন ঃ

আমি আবূ যর (রা)-এর সথে সাক্ষাত করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শুনিয়াছি আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন- হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে রং চড়াইতে পারিব না এবং পারিব না তাহার উপর মিথ্যারোপ করিতে। আচ্ছা, আপনি আমার সূত্রে কি শুনিয়াছেন তাহা বলুন তো? তদুত্তরে আমি বলিলাম-আমি শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, আর তিন ব্যক্তির প্রতি তিনি শত্রুতা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন- হাঁ, আমি ইহাই রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছি এবং ইহাই বলিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই ব্যক্তিরা কাহারা, যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলায় বীরত্বের সহিত দাঁড়াইয়া যায়। হয় সেই যুদ্ধে শহীদ হয়, নতুবা সাথীদের সংগে বিজয়ীর বেশে ফিরিয়া আসে। তেমনি যে ব্যক্তি কোন যাত্রী দলের সহিত সফররত হইয়াছে। বহু রাত পর্যন্ত যাত্রী দল চলিতে থাকে। যখন তাহারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন এক জায়গায় অবতরণ করে। ক্লান্ত বদনে সবাই তো অঘোরে ঘুমায় কিন্তু সেই ব্যক্তি জাগ্রত থাকিয়া নামাযে মশগুল হইয়া যায় এবং যাত্রার সময় হইলেই আবার সকলকে জাগাইয়া দেয়। আর সেই ব্যক্তি যাহাকে অন্য লোক কষ্ট দেয় এবং সে অম্লান বদনে সবকিছু সহিয়া যায়। এইভাবে ততক্ষণ করে যে পর্যন্ত না তাহার মৃত্যু হয় অথবা তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমি বলিলাম, সেই তিন ব্যক্তি কাহারা যাহাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট? তিনি বলিলেন, অত্যধিক শপথকারী ব্যবসায়ী অথবা তিনি বলিয়াছেন, অত্যধিক

শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র এবং অনুগ্রহ প্রচারকারী কৃপণ। অবশ্য হাদীসটি এই সনদে গরীব।

দ্বিতীয় হাদীস

আদী ওরফে ইব্ন উমাইর আল-কিন্দী (রা) হইতে ধারবাহিকভাবে রিজা ইব্ন হায়াত, উ'রস ইব্ন উমাইর, আদী ইব্ন আদী, জারীর ইব্ন হাযিম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমাইর আল-কিন্দী বলেন ঃ

কিন্দা গোত্রের ইমরুল কাইস নামক এক ব্যক্তির সংগে হাযারামাউতের এক ব্যক্তির জমাজমি লইয়া বিবাদ বাধে। ইহা মীমাংসার জন্য তাহারা হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। অতঃপর হুযূর (সা) হাযরামী গোত্রের ব্যক্তিকে প্রমাণ পেশ করিতে বলিলেন। কিন্তু সে প্রমাণ পেশ করিতে পারিল না। ইহার পর তিনি ইমরুল কাইসকে বলিলেন. তুমি তোমার দাবীর সত্যতার উপর শপথ কর। ইহা শুনিয়া হাযরামী গোত্রের লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! সে শুধু শপথ করিয়া বলিলেই হইয়া যাইবে ? তাহা হইলে আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সে আমার জমি মিথ্যা শপথ করিয়া নিয়া নিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করিয়া কাহারো মাল নিজের করিয়া নিবে, সে যখন আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিবে, তখন আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট থাকিবেন। আদী (রা) বলেন,, ইহার পর হুযূর (সা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন। ইহা শুনিয়া ইমরুল কাইস বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেহ তাহার ন্যায্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া দেয় তবে সে ইহার কি প্রতিদান পাইবে ? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ জান্নাত। ইমরুল কাইস বলিল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আমার ন্যায্য অংশ ছাড়িয়া দিলাম।' আদী ইব্ন আদীর সনদে নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি কাহারো সম্পদ অসৎ পন্থায় দখল করার উদ্দেশ্য মিথ্যা শপথ করে, সে যখন আল্লাহ পাকের সাথে সাক্ষাৎ করিবে, তখন তিনি তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইবেন।' তখন আ'মাশ বলেন- আল্লাহর শপথ, ইহা আমারই সম্পর্কে বলা হইয়াছিল। কেননা আমার ও একজন ইয়াহূদীর যৌথ মালিকানায় একখণ্ড জমি ছিল। কিন্তু সে আমার অংশের কথা অস্বীকার করিলে আমি সেই ব্যাপারে রাসূল (সা)-এর বিচার প্রার্থনা করি। অতঃপর হুযূর (সা) আমাকে বলেন যে, তোমার দাবির সপক্ষে তোমার নিকট কোন প্রমাণ আছে ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি ইয়াহূদীকে বলিলেন, তুমি তোমার দাবির সত্যতার উপর কসম কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি কসম করিয়া তো আমার সম্পদ নিয়া নিবে! তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সহিত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য বা নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে, পরকালে তাহাদের জন্য কোনই অংশ নাই।

অন্য একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাকীক ইব্‌ন সালমা, আসিম ইব্‌ন আবু নাজওয়াদ, আসিম, আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ, ইয়াহয়া ইব্‌ন আদম ও আহমদ (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করিবে, সে আল্লাহ্‌র সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ পাক তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন।' এমন সময় হযরত আ'মাশ ইব্‌ন কায়েস (রা) তথায় আগমন করেন এবং বলেন, আবূ আবদুর রহমান আপনার নিকট হাদীসটি কিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ? অতঃপর আমি ইহা দ্বিতীয়বার বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, এই হাদীস আমার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কেননা আমার এবং আমার চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে একটি কূপ লইয়া বিবাদ ছিল। কূপটি তাহারই দখলে ছিল। হুযূর (সা)-এর নিকট ইহার মীমাংসার জন্য গেলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি তোমার দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ কর যে, কূপটি তোমারই। নতুবা তাহার শপথের উপর ফয়সালা করা হইবে।

তিনি আরও বলেনঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কোন প্রমাণ নাই। আর যদি তাহার শপথের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসা করেন, তাহা হইলে সে আমার কূপ নিয়া নিবে। কেননা আমার প্রতিপক্ষ দুশ্চরিত্র লোক। তখন রাসূল (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের মাল আত্মসাৎ করে, সে আল্লাহর সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতটি পড়েনঃ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সহিত প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে, পরকালে তাহাদের জন্য কোনই অংশ নাই।

চতুর্থ হাদীস

মু'আয ইব্‌ন আনাস হইতে ধারবাাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আনাস, যিয়াদ, রশীদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করে যে, মুআয ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার কতক বান্দার সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি তাকাইবেনও না। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি অনীহা ও অসন্তোষ প্রকাশকারী এবং যে পুত্রের প্রতি পিতা অসন্তুষ্ট। আর সেই ব্যক্তি যাহার প্রতি কোন সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহা অস্বীকার করে এবং তাহার উপর সহনশীলতা ও কৃতজ্ঞতার মনোভাব পোষণ করেনা।

পঞ্চম হাদীস

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবরাহীম ইব্‌ন আবদুর রহমান ওরফে সাকিস্তী, ইব্‌ন হাওশাব, হাশিম, হাসান ইব্‌ন আরাফ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি বাজারে বিক্রির জন্য পণ্যদ্রব্য জমা করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছিল, আমার এইগুলি এত টাকা দরে দিলেও আমি কাহাকে দিব না।

ইহা বলিয়া মুসলমানদিগকে ধোঁকায় ফেলিয়া উহা বেশি দামে বিক্রি করিতেছিল। তাহার উদ্দেশ্যে তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

আওয়াম হইতে অন্য সূত্রে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ হাদীস

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবহিকভাবে আবূ সালেহ, আ'মাশ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি তাকাইবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। বরং তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি। (এক) যাহার নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি মজুদ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে কোন তৃষ্ণার্ত পথযাত্রীকে একটু পানি পান করায় না। (দুই) যে ব্যক্তি শপথ করিয়া পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে কিংবা শপথ করিয়া বাদশার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। অতঃপর যদি বাদশাহ তাহাকে কিছু স্বার্থ দেন তাহা হইলে সে বাইআত রক্ষা করে; নতুবা স্বার্থহীনতার কারণে সে বাইআত ভঙ্গ করিয়া ফেলে। ওয়াকীর সূত্রে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান ও সহীহ্ পর্যায়ের।

(٧٨) وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

৭৮. "আর তাহাদের মধ্যে একটি দল রহিয়াছে, যাহারা কিতাবের ঢঙ্গে কিছু পাঠ করে যেন তোমরা উহাকে কিতাব মনে কর। অথচ উহা কিতাবের কিছু নহে। আর তাহারা বলে, ইহা আল্লাহর তরফ হইতে আসিয়াছে; অথচ উহা আল্লাহর তরফের নহে এবং তাহারা জানিয়া শুনিয়াই আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

তাফসীর ঃ এখানেও সেই অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন একটি চক্র রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহর কালামের মধ্যে রদ-বদল ও বিকৃতি আনয়ন করে এবং শব্দ উলট-পালট করিয়া অর্থ বদলাইয়া দেয়। আর ইহার মাধ্যমে তাহারা সাধারণ অশিক্ষিত লোকদেরকে বিভ্রান্তির শিকার বানায়। অশিক্ষিতরা ভাবে, এইগুলিও আল্লাহর কালাম। বস্তুত তাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী। আর তাহাদের এই মিথ্যা কথা সম্পর্কে তাহারা খুবই অবহিত। তাই আল্লাহ বলেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা জানিয়া শুনিয়াই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা কথা আরোপ করিতেছে।'

মুজাহিদ, শা'বী, হাসান, কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন ঃ يَلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল এই যে, তাহারা কিতাব পাঠ করার সময় জিহবাকে ওলট-পালট করে। অর্থাৎ উহার মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। বুখারী শরীফে ইব্‌ন আব্বাস (রা)

হইতে ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তন ঘটাইত এবং এক স্থানের বাক্য অন স্থানে অপসারণ করিত। অথচ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যে আল্লাহর কিতাবের একটি শব্দও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ক্ষমতা রাখে। আসল কথা হইল যে, তাহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল বাজে ও বিকৃত।

ওহাব ইব্ন মাম্বাহ বলেন ঃ

আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত তাওরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃতই ছিল। আল্লাহ একটি অক্ষরও পরিবর্তন করেন নাই কিন্তু উক্ত কুচক্রিরা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান ও সংস্কার সাধন করিয়া উহার মধ্যে বিকৃতি ঘটায়। অথচ তাহারা বলিত, আমরা যাহা কিছু পড়ি তাহা সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রাপ্ত। অবশ্য আল্লাহর কিতাব সংরক্ষিতই আছে। তাহা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। ওহাবের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোল্লিখিত বক্তব্যের অর্থ এই যে, তাহাদের নিকট এখন যে সংস্করণ রহিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে উহার পরিবর্তিত রূপ। আর আরবীতে অনূদিত যে সংস্করণ রহিয়াছে তাহা অসংখ্য দোষত্রুটিতে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে রহিয়াছে বাড়াবাড়ি ও হ্রাস-বৃদ্ধি। আসলে আরবীতে যাহা রহিয়াছে তাহা মূলত উহার ব্যাখ্যা। তাও এমন যে, মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। তাহার সবটুকুকেই মিথ্যা ও বানোয়াট বলা হইলে অতিরিক্ত কিছু বলা হয় না। ওহাবের কথার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, যাহা আল্লাহর কিতাব তাহা নিঃসন্দেহে যথাযথভাবে রক্ষিত আছে ও তাহার মধ্যে কোন ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি কল্পনাই করা যায় না।

(৭৯) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ۝

(৮০) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ؕ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৭৯. ‘কোন মানুষের জন্য ইহা শোভনীয় নহে যে, তাহাকে আল্লাহর কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দেওয়ার পর সে মানুষকে বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়িয়া আমার বান্দা হইয়া যাও। বরং সে বলিবে, তোমরা আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব পড় ও পড়াও।”

৮০. “আর তাহারা এই নির্দেশও তোমাদিগকে দিবে না যে, ফেরেশতা ও নবীগণকে তোমরা প্রভু রূপে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কি তাহারা তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?”

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন আহলে নাজরানের ইয়াহুদী ও নাসারারা জমায়েত হইল এবং তিনি তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তাঁহাকে আবূ রাফে‘ বারমী বলিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনার কি ইচ্ছা যে, আমরা আপনার সেভাবে উপাসনা করি যেভাবে নাসারারা মরিয়মের পুত্র ঈসার উপাসনা করিয়া থাকে ? নাজরানের এক খ্রিস্টান ব্যক্তি, যাহাকে রঈস বলা হইত, সে তখন বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনার ইচ্ছা কি ? আপনি কি আমাদিগকে আপনার উপাসনা করার জন্য ডাকিতেছেন ? অথবা সে এই ধরনের কিছু বলিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন- আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করা হইতে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই এবং আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদতের প্রতি আদেশ করি না। তিনি এইজন্য আমাকে প্রেরণ করেন নাই এবং আমি এইজন্য আদিষ্ট হই নাই। অথবা হুযূর (সা) প্রায় এইরূপই বলিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাহাদের উভয়ের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটির مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ হইতে بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন। অর্থাৎ কোন মানুষেরই এই কাজ নহে যে, আল্লাহ তো তাহাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করিবেন, আর সে ইহা লাভ করিয়া লোকদিগকে বলিবে যে, তোমরা খোদার পরিবর্তে আমার দাস হইয়া যাও। সে তো ইহাই বলিবে যে, খাঁটি আল্লাহওয়ালা হও। যেমন সেই কিতাবও ইহার তাকীদ দিতেছে যাহা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকেও পড়াও। সে কখনো তোমাদেরকে এই কথা বলিবে না যে, ফেরেশতা অথবা পয়গাম্বরদেরকেই নিজেদের উপাস্য বানাইয়া লও। তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে, তাহা কি সম্ভব ?

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّىْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ কোন মানুষের জন্য উহা বাঞ্ছনীয় নয় যে, আল্লাহর কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুয়াত প্রাপ্তির পর সে মানুষকে আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করাইয়া তাহার উপাসনার প্রতি আহবান জানাইবে। অর্থাৎ আল্লাহর সহিত তাহাকেও ইবাদতের মধ্যে শামিল করিতে বলিবে। কোন নবী রাসূলের জন্যই যখন ইহা বৈধ নয়, তখন কোন সাধারণ ব্যক্তির জন্য এরূপ আহবান জানানো কতই না বোকামী! তাই হাসান বসরী (রা) বলেন যে, একজন সাধারণ মু'মিন দ্বারা কস্মিনকালেও ইহা হইতে পারে না যে, সে মানুষকে তাহার উপাসনার প্রতি আহ্বান করিবে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাহাদের পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের উপাসনা করিত, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেন اتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের আলিম ও পাদ্রীদেরকে প্রভু বানাইয়া নিয়াছিল। ‘আদী ইব্ন হাতিম (রা) সম্বন্ধে মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ

হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা তো পাদ্রীদের উপাসনা করিত না। রাসূলুল্লহ (সা) বলিলেন, 'হাঁ, তাহারা হালালকে হারাম করিয়াছিল এবং হারামকে হালাল করিয়া নিয়াছিল, আর উহারা তাহাদের অনুসরণ করিত। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা তাহাদের উপাসনার অন্তর্ভুক্ত।'

সুতরাং ভণ্ড আলিম, পাদ্রী এবং পীরেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই ব্যাখ্যার অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে রাসূল (সা) এবং তাঁহার অনুসারী আমলদার হক্কানী আলিমগণ ইহার অন্তর্ভুক্ত নহেন। কেননা আল্লাহ্ পাক রাসূল (সা)-এর উপর যে সকল আদেশ করিয়াছেন তাহারা তাহাই প্রচার করেন এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহারা মানুষকে তাহা করিতে বারণ করেন। মূলত রাসূলগণ হইলেন আল্লাহ ও তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দূত স্বরূপ। তাঁহাদের মাধ্যমে তিনি মানুষের প্রতি তাঁহার পয়গাম ও আমানতসমূহ পৌঁছাইয়া থাকেন। রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্যই হইল সৃষ্টিকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করা এবং তাহাদের নিকট সত্যবাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

অর্থাৎ সে তো ইহাই বলিবে যে, খাঁটি আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও। যেমন সেই কিতাবও ইহার তাকীদ দিতেছে যাহা তোমরা নিজেরা পড় ও অন্যকে পড়াও। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল লোকদিগকে বলিবে যে, তোমরা সকলে আল্লাহওয়ালা হইয়া যাও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ রযীন (রা) প্রমুখ বলেনঃ এখানে আহবানকারী হিসাবে প্রজ্ঞাময় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ আলিমদেরকে বুঝান হইয়াছে।

হাসান (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা ফকীহদেরকে বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদা আতা খোরাসানী, আতীয়া আওফী এবং রবী ইব্‌ন আনাসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,, উহারা হইলেন আবিদ ও মুক্তাকীগণ।

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এর ভাবার্থে যিহাক বলেনঃ কুরআন শিক্ষাকারীর উপর দাবী হইল তাহাকে সুবিবেচক ও সমঝদার হইতে হইবে, যাহাতে সে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করিতে পারে। تَعْلَمُوْنَ কে তাশদীদ দ্বারাও কেহ কেহ পড়েন। তখন ইহার অর্থ হইবে শিক্ষাদান করা। وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ এর অর্থ হইল শব্দসমূহ মুখস্থ বা আয়ত্ত করিয়া ফেলা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ।وَلاَ يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا। ঃ অর্থাৎ সে এই নির্দেশ করে না, যে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত কর; হউক সে প্রেরিত কোন নবী বা নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা।

اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যখন মুসলিম, তখন একজন নবী তোমাদিগকে কুফরীর নির্দেশ দিবে ইহা কি সম্ভব, এই কাজ সে করিতে পারে যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহবান করে। কেননা যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে সে কুফরী করে। পক্ষান্তরে নবীদের কাজ হইল ঈমানের দাওয়াত দেওয়া। ঈমানের দাবী হইল আল্লাহর সাথে কোন শরীক না করিয়া একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ. অর্থাৎ তোমার পূর্বেও আমি যত রাসূল পাঠাইয়াছিলাম সকলেরই উপরে এই ওহী পাঠাইয়াছিলাম যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এই দাওয়াত লইয়া রাসূল পাঠাইয়াছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতের উপাসনা হইতে বিরত থাক। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُعْبَدُوْنَ

অর্থাৎ তোমার পূর্বেকার সকল নবীকে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য মা'বুদ নির্ধারিত করিয়াছি যাহাদের তোমরা ইবাদত করিবে ? পরিশেষে সকলকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِنْ دُوْنِهٖ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ তাহাদের যে ব্যক্তি বলে- আল্লাহকে বাদ দিয়া আমিই মা'বূদ, আমি তাহাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করাইব এবং এইভাবে আমি অত্যাচারীদিগকে প্রতিদান দিয়া থাকি।

(٨١) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(٨٢) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৮১. "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি আর তোমাদের কাছে যাহা আছে, তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে, তখন নিশ্চয় তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন, তোমরা কি স্বীকার করিলে ? আর এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করিলে? তাহারা বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম।

৮২. ইহার পর যাহারা বিমুখ হইবে তাহারাই সত্য বর্জনকারী।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন, হযরত আদম (আ) হইতে শুরু করিয়া হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে যে, বর্তমানে তোমাদিগকে কিতাব ও কর্মকৌশল দিয়া পাঠাইলাম। পরবর্তীতে যদি তোমাদের নিকট ঠিক একই শিক্ষার সমর্থন লইয়া কোন নবী আসে, তাহা হইলে তাহার প্রতি তোমাদের ঈমান আনিতে হইবে এবং তাহাকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করিতে হইবে। তখন কোন নবীই এই ভাবিয়া পরবর্তী নবীর সাহায্য-সহযোগিতা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না যে, উহা তো আমার নিকটও আছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ। অর্থাৎ স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন যে, আজ আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত হইতে যাহা দিয়াছি। তিনি আরও বলেন ঃ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ অর্থাৎ অতঃপর অপর কোন নবী তোমাদের নিকট ঠিক সেই শিক্ষার সমর্থন লইয়া যদি আসে যাহা তোমাদের নিকট পূর্ব হইতে বিদ্যমান আছে, তবে তাহার প্রতি তোমাদের ঈমান আনিতে হইবে এবং তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি ইহার অঙ্গীকার করিতেছ এবং এই সম্পর্কে আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতির গুরুদায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছ ?

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদা ও সুদ্দী বলেন ঃ اِصْرِىْ। অর্থ হইল অঙ্গীকার।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ اِصْرِىْ। অর্থ হইল দৃঢ় অঙ্গীকার।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذَالِكَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, 'হাঁ, আমরা স্বীকার করিতেছি। আল্লাহ বলিলেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী রহিলাম। ইহার পর যে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিবে, অর্থাৎ এই ওয়াদা ও অঙ্গীকার লংঘন করিবে, فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ। তাহারাই হইবে ফাসিক।

আলী ইব্ন আবূ তালিব ও আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাঁহার যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করেন, তবে তাহার অবশ্য কর্তব্য হইবে তাঁহার উপর ঈমান আনা, তাঁহাকে সাহায্য করা এবং স্বীয় উম্মত ও অনুসারীদেরকেও তাঁহার উপর ঈমান আনিতে বলা ও তাঁহার আনুগত্য করার জন্য আদেশ দেওয়া।

তাউস, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট হইতে তাহাদের একে অপরের সত্যতা মানিয়া লওয়ার অঙ্গীকার নিয়াছেন। আলী (র) এবং ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উপরোল্লিখিত বর্ণনার সহিত এই বর্ণনার কোন বৈপরীত্য নাই, বরং একটি অপরটির পরিপোষক বটে। ইব্ন তাউস তাহার পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার, আবদুর রাযযাক, আলী (রা) ও ইব্ন আব্বাসের (রা) বরাতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, জাবির, সুফিয়ান, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

উমর (রা) হুযূরের (সা) খিদমতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার এক কুরাইযী ইয়াহূদী ভাইকে তাওরাতের সমস্ত কথা লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তাই সে আমার

জন্য সমগ্র তাওরাতটি লিখিয়া আনিয়াছে। উহা আপনার সম্মুখে পেশ করিব কি? ইহা শোনার পর হুযূর (সা)-এর চেহারা পরিবর্তন হইয়া যায়। তখন আমি উমরকে বলিলাম, আপনি কি হুযূর (সা)-এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করিতেছেন না? তৎক্ষণাৎ উমর (রা) বলিলেন, আমি সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, ইসলামকে দীনরূপে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূলরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। ইহার ফলে নবী (সা)-এর ক্রোধ বিদূরিত হয় এবং বলে, যে মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা তাঁহার শপথ! যদি আজ মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে আগমন করেন আর যদি তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ কর তবে তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কেননা, সমস্ত উম্মতের মধ্যে আমার অংশের উম্মত তোমরা এবং সকল নবীগণের মধ্যে আমিই তোমাদের অংশের নবী।

অপর এক হাদীসে জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, মুজাহিদ, হাম্মাদ, ইসহাক ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কিতাবীদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তাহারা কিভাবে তোমাদিগকে সৎ পথ দেখাইবে? তাহারা নিজেরাই তো পথভ্রষ্ট। তাহাদের কথায় পড়িয়া তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে করিবে এবং কোন সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন করিবে। আল্লাহর শপথ! যদি হযরত মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিতেন, তবে তাহার জন্যও আমার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই বৈধ হইত না।' কোন কোন হাদীসে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'যদি হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে তাহাদেরও আমার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোন পন্থা থাকিত না।'

সুতরাং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-ই শেষ নবী এবং সর্ব রাসূলের নেতা। তাই যে কোন যুগেই তিনি নবী হইয়া আসিলে তাঁহার আনুগত স্বীকার করা সবার জন্যে ওয়াজিব হইত এবং সেই যুগে সকল নবীর উপরে তাঁহার আনুগত্য অগ্রগণ্য হইত। এই কারণেই মি'রাজের রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁহাকে সকল নবীর ইমাম করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আল্লাহ্র নিকট একমাত্র সুপারিশকারীও তিনিই হইবেন। ইহাই হইল সেই 'মাকামে মাহমুদ' বা 'প্রশংসিত স্থান' যাহার একমাত্র তিনিই অধিকারী। অবশেষে একমাত্র তিনিই প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন আর এমতাবস্থায় নবুওয়াত ও রিসালাতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে সালাম ও দরূদ প্রেরণ করিয়া থাকেন।

(٨٣) أَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا
وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○

(٨٤) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ ○

(٨٥) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

৮৩. "তাহারা কি আল্লাহর দীন ছাড়া অন্য কিছু চাহিতেছে? অথচ আসমান-যমীনের সকল কিছুই ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তাঁহারই কাছে তাহারা ফিরিয়া যাইবে।"

৮৪. "বল, আমরা আল্লাহর উপর, আমাদের উপর অবতীর্ণ বস্তুর উপর, ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ বস্তুর উপর এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর নিকট আমাদের প্রতিপালকের তরফ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাঁহাদের কাহাকেও পৃথক করি না আর আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী।"

৮৫. "কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহা কখনও কবূল করা হইবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম হইবে।"

তাফসীর ঃ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই ইচ্ছায় হউক কি অনিচ্ছায় হউক, খোদার নির্দেশের অধীন হইয়া আছে।'

অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْئٍ يَّتَفَيَّؤُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ. يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ "তাহারা কি দেখে না যে, সমগ্র সৃষ্ট জীবের ছায়া ডানে ও বামে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আল্লাহকে সিজদা করিয়া থাকে আর আকাশসমূহের সমস্ত জিনিস এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাকুল আল্লাহরই জন্য সিজদা করিয়া থাকে। উহারা কেহই অহংকার করে না; বরং তাহারা সবাই স্বীয় প্রভুকে ভয় করিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে তিনি যে নির্দেশ দান করেন তাহারা তাহা পালন করেন।

বস্তুত মু'মিনরা আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় ভাবেই আল্লাহর আনুগত্য মানিয়া চলে আর কাফেররা তাঁহার হাতের মুঠায় রহিয়াছে বিধায় বাধ্য হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেয়। কেননা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে এমন কোন শক্তি নাই যে তাঁহার মুকাবিলা ও বিরোধিতা করিবে।

একটি গরীব হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) হইতে আতা ইব্‌ন আবূ রিহাব, আওযাঈ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহসান আল আক্কাশী, সাঈদ ইব্‌ন হাফস নুফাইলী, আহমাদ ইবনুন নযর আসকারী ও হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী (সা) وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ আকাশের স্বেচ্ছাধীন মুসলিম হইল ফেরেশতাগণ যাহারা আল্লাহরই ইবাদতে নিয়োজিত থাকে আর পৃথিবীর হইল যাহারা ইসলামের উপরই জন্ম নিয়াছে। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাবশত মুসলমান তাহারা যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুসলমানদের হাতে শৃংখলবদ্ধভাবে আনীত হয়। মূলত এই লোকগুলিকে জান্নাতের দিকে টানিয়া নেওয়া হয় তাহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহান প্রতিপালক সেই সব লোকদের প্রতি বিস্ময়বোধ করেন যাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধভাবে বেহেশেতের দিকে টানিয়া আনা হয়। এই হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস রহিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য হাদীসের অর্থই আয়াতের সহিত অধিকতর সাজুয্যপূর্ণ।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মানসুর ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এই আয়াতটির মর্মার্থ ঠিক নিম্ন আয়াতটির অনুরূপ ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবী ও আকাশ্নসমূহ কে সৃষ্টি করিয়াছে তবে তাহারা উত্তরে অবশ্যই বলিবে যে, আল্লাহ্।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ, আ'মাশ ও সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا এর ভাবার্থে বলেনঃ ইহার দ্বারা সেই প্রথম দিনটিকে বুঝানো হইয়াছে যেদিন সকলের নিকট হইতে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল। وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আর সবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট দিনে যে দিন আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহার কর্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ...... قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا হে নবী! বল, আমরা আল্লাহকে এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহা মানি। অর্থাৎ কুরআন।

وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاط আর ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়া'কূবের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে এবং তাহার বংশধরদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র যাহা ইয়া'কূবের বারটি পুত্র সন্তান দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। وَمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى এবং মূসা ও ঈসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ যথাক্রমে তাওরাত ও ইঞ্জীল।

وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ এবং অন্যান্য পয়গাম্বরকে তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা দেয়া হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে সর্বস্তরের নবীগণকে শামিল করা হইয়াছে।

لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ আমরা তাহাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য করি না। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকেরই উপর আমরা সমান বিশ্বাস রাখি।

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ এবং আমরা আল্লাহর ফরমানের অধীন ও মুসলমান। সুতরাং মুসলমানরা প্রত্যেক নবীকেই বিশ্বাস করে এবং যত আসমানী গ্রন্থ রহিয়াছে তাহার একটি বাক্যকেও তাহারা অস্বীকার করে না। এবং তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত প্রত্যেকটি বাক্য ও বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীর উপরই তাহারা বিশ্বাস ও আস্থাশীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন যে অনুসন্ধান করিতে চায়, তাহার সেই দ্বীনকে মোটেই কবূল করা হইবে না।' অর্থাৎ যে অন্য কোন পন্থায় জীবন পরিচালনা করিবে তাহার কিছুই কবূল করা হইবে না। উপরন্তু وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ। সে পরকালে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।

সহীহ্ হাদীসে নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করে যাহা আমার আদেশ ও আদর্শের বহির্ভূত, তাহা প্রত্যাখ্যাত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইবাদ ইব্‌ন রশীদ, বনু হাশিমের গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেনঃ মদীনায় বসিয়া একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন- কিয়ামতের দিন আমলসমূহ আসিতে থাকিবে। নামায আসিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ! আমি নামায। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর আছ। সাদকা আসিয়া বলিবে, হে প্রভু! আমি সাদকাহ। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর রহিয়াছ। রোযা আসিবে এবং বলিবে, হে প্রতিপালক, আমি রোযা। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মংগলের উপর রহিয়াছ। অন্যান্য আমল আসিবে এবং আল্লাহ বলিবেন, মংগলের উপর রহিয়াছ। অতঃপর ইসলাম আসিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি হইলেন সালাম আর আমি হইলাম ইসলাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমিও মংগলের উপর রহিয়াছ। আর আজ আমি তোমারই কারণে লোকদেরকে শাস্তি দিব কিংবা পুরস্কৃত করিব। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

"যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করিতে চায় তাহার সেই পন্থা একেবারেই কবূল করা হইবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হইবে।"

এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার একজন বর্ণনাকারী ইবাদ ইব্‌ন রশীদ ছিকা বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু হাসান প্রত্যক্ষভাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা শোনেন নাই।

(٨٦) كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّ جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٨٧) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ۙ

(٨٨) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○ۙ

(٨٩) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৮৬. "সেই জাতিকে আল্লাহ কিরূপে পথ দেখাইবেন, যাহারা ঈমানদার হইয়া পরে কাফের হইল? অথচ তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, এই রাসূল সত্য ও তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ সে আসিয়াছে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

৮৭. "এই সমস্ত লোকের উপর তাহাদের কর্মফল হিসাবে আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।"

৮৮. "তাহারা উহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি কমানো হইবে না আর তাহাদিগকে আদৌ অবকাশ দেওয়া হইবে না।"

৮৯. "তবে যাহারা অতঃপর তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করিয়া নেয়, তাহারা স্বতন্ত্র। অনন্তর আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু!"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাযী আল-বসরী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন

যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আনসারদের একটি লোক ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুশরিকদের সংগে যোগ দেয়। পরে অনুশোচিত হইয়া তাহার গোত্রের এক লোক পাঠাইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করায় যে, সে তাওবা করিয়া ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে কি ? তখনই كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ হইতে فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর সে নতুন করিয়া মুসলমান হয়।

দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দের (র) সূত্রে নাসায়ী, হাকেম ও ইব্‌ন হাব্বানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম ইহার সনদকে শুদ্ধ বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা তাহার মুসনাদে উদ্ধৃত করেন নাই।

মুজাহিদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ আল আ'রাজ, জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মান ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হারিছ ইব্‌ন সুয়ায়েদ (রা) হুযূর (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফের হইয়া স্বগোত্রের নিকট ফিরিয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সম্বন্ধে كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ হইতে غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ অতঃপর তাহার গোত্রের এক লোক আসিয়া তাহার নিকট এই আয়াতগুলি পড়িয়া শোনাইল। তখন হারিছ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, আপনি একজন সত্যবাদী এবং রাসূলুল্লাহ (সা) আপনার অপেক্ষাও অধিক সত্যবাদী। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবেই ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ.

"যাহারা ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পর পুনরায় কুফরী অবলম্বন করে, তাহাদিগকে আল্লাহ কিরূপে হেদায়েত দান করিতে পারেন? অথচ তাহারা নিজেরা এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, এই রাসূল সত্য এবং তাহাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ আসিয়াছে।" অর্থাৎ রাসূলের সত্যতা প্রমাণের জন্য সকল দলীলসহ তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। উহা খুবই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। কিন্তু তবুও তাহারা তাঁহার নিকট হইতে অন্ধকারময় শিরকের দিকে যাইতেছে। অতএব আল্লাহ কিভাবে তাহাদিগকে হেদায়েত দান করিবেন, যাহারা আলোর বর্তমানে অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয় ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহ যালিমদিগকে কখনই হেদায়েত দান করেন না।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

"তাহাদের যুলুমের প্রতিদান তো এই হইতে পারে যে, তাহাদের উপর আল্লাহ তা'আলা, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষেরই অভিশাপ বর্ষিত হয়।" অর্থাৎ আল্লাহ এবং সমগ্র সৃষ্টি তাহার প্রতি

অভিসম্পাত দেন। خَالِدِيْنَ فِيْهَا 'তাহারা চিরদিন এই অবস্থাতেই থাকিবে।' অর্থাৎ তাহারা চিরদিন অভিশাপের মধ্যেই থাকিবে।

لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْظَرُوْنَ 'তাহাদের উপর হইতে বিন্দুমাত্র শাস্তিও হ্রাস করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিশ্রামও দেওয়া হইবে না।' অর্থাৎ তাহাদের উপর হইতে কখনই শাস্তি বন্ধ করা হইবে না এবং হাল্কাও করা হইবে না।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'পরিশেষে সেইসব লোক এই অভিশাপ হইতে মুক্ত থাকিবে, যাহারা তাওবা করিয়া নিজেদের জীবনধারা ও কর্মনীতি সংশোধন করিয়া লইবে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অর্থাৎ ইহাই হইল তাঁহার করুণা, মেহরবানি ও ক্ষমাশীলতা যে, তিনি তাওবা করার পর তাঁহার বান্দাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়া নেন।

(٩٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ○

(٩١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৯০. "নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনার পর সত্য প্রত্যাখ্যান করে,তারপর যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি বাড়িয়াই চলে, তাহাদের তাওবা কখনও কবূল হইবে না। তাহারাই পথভ্রষ্ট।"

৯১. "যাহারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মারা যায়, তাহাদের কেহ বিনিময় হিসাবে দুনিয়াজোড়া স্বর্ণ প্রদান করিলেও তাহা আদৌ কবূল করা হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এবং তাহাদের কোন সহায়ক নাই।"

তাফসীর ঃ অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত লোকদের সাবধান করিয়া দিতেছেন, যাহারা ঈমান গ্রহণের পর আবার কুফরী অবলম্বন করে এবং এই অবস্থাতেই মৃত্যু পৌঁছে। কারণ, মৃত্যুর সময় তাহাদের তাওবা কবূল করা হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ অর্থাৎ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পাপ কার্যে লিপ্ত ব্যক্তি মৃত্যু দেখিয়া তাওবা করিলে তাহা আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। অনুরূপ এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰئِكَهُمُ الضَّالُّوْنَ 'তাহাদের তাওবা আদৌ কবূল করা হইবে না এবং এই ধরনের লোক একেবারেই পথভ্রষ্ট।' অর্থাৎ ইহারাই সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রান্তপথে পরিচালিত হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী', মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাযী ও হাফিজ আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধর্মত্যাগী হইয়া যায়। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার ইসলাম ত্যাগ করে। অতঃপর তাহারা তাহাদের গোত্রের অন্যান্য লোকদের নিকট এই অবস্থায় কি করা যাইতে পারে সেই পরামর্শ চাহিয়া পাঠায়। তখন তাহাদের গোত্রের লোকেরা ইহার সমাধানের জন্য রাসূল পাক (সা)-এর নিকট উপস্থিত হন। ফলে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পর কুফরীর দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের তাওবা কবূল করা হইবে না। হাদীসটির সনদসমূহ খুবই উত্তম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا بُوَا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ

অর্থাৎ নিশ্চিত জানিয়া রাখ, যাহারা কুফরী অবলম্বন করিয়াছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি নিজেকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য পৃথিবী জোড়া স্বর্ণও বিনিময় হিসাবে দান করে, তবে তাহাও কবূল করা হইবে না।' অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরীর উপর মৃত্যুবরণ করিবে তাহার কোন পুণ্য কাজই কবূল হইবে না। যদিও সে দুনিয়াজোড়া স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আবদুল্লাহ ইব্ন জাদআন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন, যদি সে একজন অতিথিপরায়ণ ও গোলাম আযাদকারী ব্যক্তি হয়, তবুও কি এইগুলি তাহার কোন উপকারে আসিবে না ? হুযূর (সা) বলিলেন-'না। কেননা সে জীবনে একবারও এই কথা বলে নাই যে, হে আমার প্রভু! কিয়ামতের দিন আমার সমস্ত পাপ মোচন করিয়া দিন।' অতএব সে যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দেয়, তবু তাহা গ্রহণীয় হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তাহাদের বিনিময়ও গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য কোন সুপারিশও কাজে আসিবে না।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ

'সেই দিন না থাকিবে কোন বিকিকিনির ব্যবস্থা, আর না কাজে আসিবে কোন বন্ধুত্ব ও ভালবাসা।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আল্া বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অর্থাৎ পৃথিবী পরিমাণ জিনিসও যদি কাফেরদের নিকট থাকে এবং আরও এই পরিমাণ জিনিস যদি হয় আর তাহারা যদি উহা কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রদান করে, তবুও তাহা গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদিগকে সেই কঠিন শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।'

আল্লাহ তা'আলা এখানেও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُوَا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ.

অর্থাৎ নিশ্চিত জানিও, যাহারা কুফরী অবলম্বন করিয়াছে এবং কাফের অবস্থায়ই প্রাণত্যাগ

করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি নিজেকে শাস্তি হইতে বাঁচাইবার জন্য পৃথিবী ভরা স্বর্ণও বিনিময় হিসাবে দান করে, তবু তাহা কবূল করা হইবে না।

وَلَوِ افْتَدٰى بِهٖ এর واو টি 'আতফ'বা সংযোগের জন্য। আর আতফ এর মা'তুফ আলাইহ্ সাধারণত ভিন্ন বস্তু বা বিষয় হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই واو টি অতিরিক্ত واو তবে এই মতের চাইতে পূর্বোক্ত মতটিই উত্তম। কেননা সেক্ষেত্রে অর্থ দাঁড়ায় যে, কাফেরদিগকে আল্লাহর শাস্তি হইতে কোন বস্তু বা তদবীর রক্ষা করিতে পারিবে না। যদিও সে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, মাটি, বালু, মরুভূমি, শক্তভূমি ইত্যাদি সব কিছুর সমান ওযনের স্বর্ণও প্রদান করে, তবু তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইমরান জাওনী ও শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- কিয়ামতের দিন একজন দোযখীকে বলা হইবে যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি সবই তোমাকে দেওয়া হয়, তবে কি তুমি এই দিনের ভীষণ শাস্তির বিনিময়ে উহার সব কিছুই মুক্তিপণ স্বরূপ প্রদান করিবে ? সে বলিবে, হাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমার নিকট ইহা হইতে অনেক কম চাহিয়াছিলাম। যখন তুমি তোমার পিতা আদমের পৃষ্ঠে ছিলে তখন আমি তোমার নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া শিরকে লিপ্ত হইয়াছিলে। সহীহ্‌দ্বয়েও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

অন্য একটি সূত্রে আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, রূহ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণন করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন একজন বেহেশতীকে আনা হইবে এবং তাহাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! কিরূপ স্থান পাইয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভু! উত্তম স্থান পাইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তখন বলিবেন, আরও কিছু চাওয়ার থাকিলে চাও এবং মনে কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহা প্রকাশ কর। সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আমার বলার কিছুই নাই আর চাওয়ারও কিছু নাই। এখন আমার একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, যদি আপনি আমাকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইতেন এবং আমি আবার শহীদ হইয়া যাইতাম। অতঃপর যদি আপনি আমাকে জীবিত করিতেন এবং আমি আবার শহীদ হইয়া যাইতাম। এইভাবে যদি আমি দশবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মর্যাদা লাভ করিতে পারিতাম! কেননা শহীদের উঁচু মর্যাদা আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি।

এইভাবে একজন দোযখীকে ডাকা হইবে। তাহাকে বলা হইবে, হে আদম সন্তান! কেমন জায়গা পাইয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভু! অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান পাইয়াছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ দিয়া এই ভয়ানক শাস্তি হইতে মুক্তি লাভ করাটা পসন্দ কর কি ? সে বলিবে, প্রভু! হ্যাঁ' অতঃপর মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট ইহার চেয়েও বহু কম ও সহজ জিনিস চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কর নাই। অতঃপর তাহাকে আবার দোযখে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক শাস্তি এবং তাহারা এমতাবস্থায় কাহাকেও সাহায্যকারী হিসাবে পাইবে না। অর্থাৎ তাহাদের এমন কোন লোক থাকিবে না, যে তাহাদিগকে এই কঠিন শাস্তি হইতে সুপারিশ করিয়া মুক্তি দিবে কিংবা তাহাদের শাস্তিকে অন্তত কিছুটা হাল্কা করিয়া দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পারা

(৯২) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○

৯২. "তোমরা কখনও কল্যাণ পাইবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় সম্পদ হইতে দান করিবে। আর তোমরা যাহা কিছু দান কর তাহা অবশ্য আল্লাহ্ ভালভাবে জানেন।"

তাফসীর ঃ আমর ইব্‌ন মায়মুন (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, শরীক ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মুন (র) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না অর্থাৎ বেহেশতে যাইতে পারিবে না।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ তালহা, মালিক, রূহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

মদীনার আনসারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ছিলেন হযরত আবূ তালহা (রা)। মসজিদে নববীর সংলগ্ন বিপরীত দিকে তাহার একটি বাগানে 'বীরহা' নামক একটি কূপ ছিল। তাহার সম্পদসমূহের মধ্যে তাহার নিকট এইটাই সবচেয়ে প্রিয় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মাঝে মাঝে এই বাগানে পদার্পণ করিতেন এবং ইহার মিষ্ট পানি পান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আবূ তালহা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আল্লাহ তা'আলা তো বলিয়াছেন, প্রিয় বস্তু হইতে দান না করিলে কখনও কল্যাণ পাইবে না আর আমার সব বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে 'বীরহা' আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি ইহা আল্লাহর পথে দান করিতে চাই। আপনি যে কাজে পসন্দ করেন, ইহা খরচ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বাহ্ বাহ্, এইটি তো খুবই মুনাফার বস্তু, খুবই মূল্যবান সম্পত্তি। তুমি ইহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। আবূ তালহা (রা) বলিলেন-আপনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহাই আমি করিব। অতঃপর আবূ তালহা (রা) উহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন।' সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, উমর (রা) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু দেখিতেছি না যাহার প্রতি আমার আন্তরিক আকর্ষণ রহিয়াছে-একমাত্র খাইবারের ভূখণ্ডটুকু ব্যতীত। এই সম্পর্কে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, মূল জমিটুকু নিজ দখলে রাখ এবং উহার উৎপাদিত শস্য আল্লাহ্‌র পথে দান কর।

হামযা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমের ইব্‌ন হুমাম, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন, আবূ খাত্তাব যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহয়া আল হাসানী ও হাফিয আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

কুরআন শরীফ পাঠ করার সময় যখন আমি لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছি; তখন আল্লাহ আমাকে দেওয়া সকল সম্পদ সম্পর্কে চিন্তা করি। কিন্তু আমার রুমী দাসীটি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন জিনিস আমি ভাবিয়া পাইলাম না। কাজেই আমি উহাকে আল্লাহর পথে আযাদ করিয়া দিলাম। অবশ্য দানকৃত কোন জিনিস যদি প্রত্যাবর্তন করা যাইত, তাহা হইলে আমি উহাকে প্রত্যাবর্তন করাইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতাম।

(٩٣) كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۗ قُلْ فَأْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٩٤) فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

(٩٥) قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۗ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৯৩. "তাওরাত নাযিলের পূর্বে বনী ইসরাঈলের জন্য সকল খাদ্যই হালাল ছিল কেবলমাত্র তাহারা নিজেরা যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত। বল, তাওরাত সামনে আন ও পাঠ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৪. "যাহারা ইহার পরেও আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করিবে, তাহারাই যালিম।"

৯৫. "বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। তাই ইবরাহীমের ভারসাম্যপূর্ণ দীন অনুসরণ কর। আর সে মুশরিক ছিল না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর, আবদুল হামীদ, হাশিম, ইব্‌ন কাসিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একবার কয়েকজন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আমরা আপনাকে কতগুলি প্রশ্ন করিব-যাহার উত্তর শুধু নবীই দিতে পারিবেন। রাসূলুল্লাহ বলিলেন-উহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। কিন্তু, আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া সেই অঙ্গীকার কর, যাহা হযরত ইয়া'কূব (আ) তাহার পুত্রদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইল এই, আমি যদি সেই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারি তবে তোমাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে হইবে।'

তাহারা ইহাতে সম্মত হইয়া অঙ্গীকার করিল। অতঃপর তাহারা বলিল, আপনি আমাদের চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এক হযরত ইস্‌রাঈল (আ) (ইয়া'কূব আ) নিজের জন্য কোন খাদ্য হারাম করিয়াছিলেন ? দুই. পুরুষের বীর্য এবং স্ত্রীলোকের বীর্য কোন্‌টি কিরূপ এবং কখনও পুত্র এবং কখনও কন্যা হয় কেন ? তিন. শেষ নবীর ঘুম কোন্ ধরনের হয় ? চার. কোন্ ফেরেশতা তাহার নিকট ওহী নিয়া আসেন ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার তাহাদের নিকট হইতে উপরোক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাওরাতে জানাইয়াছিলেন যে, একদা ইস্‌রাঈল কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। দীর্ঘ দিন তিনি এই রোগে ভুগিতে থাকায় আল্লাহ্‌র

নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি আল্লাহ তাহাকে রোগ হইতে মুক্তি দান করেন তবে তিনি তাহার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ও পানীয় চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিলো উটের গোশত এবং উহার দুধ। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, উত্তর সঠিক হইয়াছে।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহাদের কথায় আপনি সাক্ষী থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই আল্লাহ যিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং যিনি হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল করিয়াছেন, যাহা তোমরাও জান, তাঁহার নামে বলিতেছি যে, পুরুষদের বীর্য হয় গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীদের বীর্য হয় তরল ও হলুদ বর্ণের। অতঃপর ইহাদের মধ্যে স্ত্রীর বীর্য যদি স্বামীর বীর্যের উপরে ঠাঁই পায় তবে আল্লাহর হুকুমে সন্তান মেয়ে হয় এবং স্বামীর বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের উপরে ঠাঁই পায় তবে সন্তান ছেলে হয়।' তাহারা বলিল, হাঁ, এই উত্তরও সঠিক। রাসূলুল্লাহ বলিলেন-হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের কথার সাক্ষী থাকুন। অবশেষে তিনি বলেন, 'সেই আল্লাহর নামে বলিতেছি, যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল করিয়াছিলেন যাহা তোমরাও জান। নিরক্ষর নবীর ঘুমের সময় চক্ষু মুদিত থাকে বটে, কিন্তু তাহার অন্তর জাগ্রত থাকে। তাহারা বলিল, উত্তর সঠিক হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের স্বীকারোক্তির ব্যাপারে সাক্ষী থাকুন। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'আমার নিকট জিব্‌রাঈল (আ) ওহী নিয়া আসেন এবং অন্যান্য সকল নবীর নিকটও তিনি ওহী নিয়া আসিতেন।'

ইহা শুনিয়াই তাহারা চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল- হায়, আপনার সঙ্গী জিব্‌রাঈল! জিব্‌রাঈল না হইয়া অন্য কেহ হইলে আমরা আপনার দীন অনুসরণ করিতাম। ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ الخ অর্থাৎ তুমি বলিয়া দাও, 'যাহারা জিব্‌রাঈলের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে ইত্যাদি।' আবদুল হামীদের সূত্রে হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে ইমাম আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, বুকাইর ইব্‌ন শিহাব, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়ালিদ আজলী, আবূ আহমদ যুবাইরী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা কয়েকজন ইয়াহুদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল-হে আবুল কাসিম! আমরা আপনাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিব। যদি আপনি তাহার উত্তর দিতে পারেন তবে আমরা বুঝিব যে, সত্যিই আপনি নবী এবং আমরা আপনাকে অনুসরণ করিব। এই কথার পর নবী (সা) তাহাদিগকে সেইরূপ অঙ্গীকার করিতে বলিলেন যেরূপ অঙ্গীকার হযরত ইয়াকুব (আ) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাহারা তদ্রূপ অঙ্গীকার করিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কি প্রশ্ন তোমাদের বলো। তাহারা বলিল, বলুন-নবীর নিশানা কি? তিনি বলিলেন, তাহারা চক্ষু মুদিয়া ঘুমায় বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর জাগ্রত থাকে।' এবারে বলুন, কেন সন্তান পুত্র হয় এবং কন্যা হয়? তিনি বলিলেন, 'পুরুষের বীর্য যদি স্ত্রীর বীর্যের উপর প্রাধান্য প্রাপ্ত হয় তবে সন্তান পুত্র হয় এবং যদি স্ত্রীর বীর্য প্রাধান্য পায় তবে সন্তান কন্যা হয়।' এবার বলুন, ইস্‌রাঈল (আ) নিজের জন্য কি খাদ্য হারাম করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন-তিনি ভীষণ ভাবে 'আরাকুন নিসা' রোগে আক্রান্ত হইলে দুধ পরিত্যাগ করাই

তাঁহার একমাত্র নিরাময় ভাবিয়া তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আহমাদ (র) এবং অন্যান্য মনীষীর বর্ণনায় আছে, তিনি নিজের জন্য উটের গোশত হারাম করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। এইবার বলুন, বজ্র কি বস্তু ? তিনি বলিলেন, আল্লাহর একজন ফেরেশতা মেঘ পরিচালনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এবং তাহার হাতে রহিয়াছে একটি আগুনের চাবুক। তাহা দ্বারা তিনি আল্লাহর নির্দেশে মেঘগুলো এদিক সেদিক তাড়াইয়া থাকেন। তাহারা প্রশ্ন করিল, সেই শব্দগুলি কিসের, যাহা আমরা শুনিতে পাই ? তিনি বলিলেন, উহা সেই মেঘ তাড়ানোর শব্দ! তাহারা বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। এখন একটি প্রশ্ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার উত্তর দিতে আপনি সক্ষম হইলেই আমরা আপনার অনুসারী হইয়া যাইব। তাহা হইল এই যে, প্রত্যেক নবীর জন্য একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতা রহিয়াছেন। তিনি তাহার নিকট ওহী নিয়া আসেন। বলুন, আপনার সেই ফেরেশতা সাথী কে ? তিনি বলিলেন, জিব্‌রাঈল আলাইহিসসালাম। তাহারা বলিল, সেই জিব্‌রাঈল, যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আযাব নাযিল করে ? সে তো আমাদের শত্রু। যদি মিকাঈল (আ)-এর কথা বলিতেন যিনি রহমত নাযিল করেন, শস্য উৎপাদন করেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাহা হইলে আমরা মানিয়া নিতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেনঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّه نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ যাহারা জিব্‌রাঈলের শত্রু তাহাদিগকে বল, অনন্তর আল্লাহর ইচ্ছায় সে তোমার অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা সম্মুখবর্তী গ্রন্থাদির সত্যায়ক এবং মু'মিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদাতা। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ আজলীর সনদে নাসায়ী এবং তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেনঃ হাদীসটি 'হাসান গরীব' পর্যায়ের।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেনঃ ইস্‌রাঈল বলা হয় ইয়াকুব (আ)-কে। 'আরাকুন নিসা' নামক রোগ তাহাকে রাত্রিকালে অসহনীয় যন্ত্রণা দিত। ফলে রাতে সম্পূর্ণভাবে তাহার ঘুম বিনষ্ট হইত এবং দিনের বেলায় কাতর হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি তিনি এই রোগ হইতে মুক্তি পান, তাহা হইলে তিনি আর উটের গোশত খাইবেন না। ফলে পরবর্তীতে তাহার সন্তানগণও উটের গোশত খাইতেন না। যিহাক এবং সুদ্দীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার অনুসরণে পরবর্তীতে তাঁহার পুত্রগণও উহা নিজেদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করিয়া লইয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে তাহারা নিজেদের উপর যাহা হারাম করিয়া লইয়াছিল!

আমার কথা এইঃ এই আয়াতের সঙ্গে পূর্ববর্তী আয়াতের যোগসূত্রের বিশেষ দুইটি দিক রহিয়াছে। একটি হইল এই যে, ইস্‌রাঈল (আ) তাহার প্রিয় পসন্দনীয় বস্তুসমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা তাহাদের শরীআত সিদ্ধ ছিল বটে। পক্ষান্তরে আমাদের শরীআতে বলা হইয়াছে ঃ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

'তোমরা কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে তোমরা ব্যয় না কর।' অর্থাৎ প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ না করিয়া উহা হইতে আল্লাহর পথে ব্যয় কর। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ মালের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও সে দান করে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ নিজের চাহিদা থাকিতেও তাহারা অন্যকে খাদ্য খাওয়ায়।

দ্বিতীয় যোগসূত্র হইল এই যে, পূর্বে নাসারাদের মতাদর্শ এবং ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহ খণ্ডন করা হইয়াছে। পরন্তু তাহাদের অনুসৃত রীতিনীতি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে একদিকে যেমন সত্য ঘটনা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতার জন্ম বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। আর কিভাবে আল্লাহর কুদরতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং বনী ইস্‌রাঈলদিগকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবার জন্য তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাও বলা হইয়াছে। অন্যদিকে তেমনি ইয়াহুদীদের বাড়াবাড়িকেও আল্লাহ অপসন্দ করিয়াছেন। বিশেষত তাহারা নতুন করিয়া রহিতকরণ ও বৈধকরণকে অগ্রাহ্য করিতেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাওরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নূহ (আ) নৌকা হইতে অবতরণ করার পর তাহার জন্য সকল বস্তুই ভক্ষণ করা বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইস্‌রাঈল (আ) উটের গোশত এবং তাহার দুধ নিজের জন্য অবৈধ করিয়া নেন। অতঃপর তাহার সন্তানেরাও তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। তাওরাত আসিয়াও এইগুলির অবৈধতার স্বীকৃতি দান করে এবং আরো কিছু বস্তুকে অবৈধ ঘোষণা করে। আদম (আ)-এর সময় আপন ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীতে তাহা অবৈধ করিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌রাহীম (আ)-এর সময় আযাদ মহিলার সংগে দাসীকেও একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে রাখা জায়েয ছিল। যথা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) স্বয়ং সারার পর হাজেরাকে বিবাহ করেন। অথচ তাওরাত আসিয়া এইগুলিকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে। কোন যুগে একই ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আপন দুই বোনকে রাখা জায়েয ছিল। যথা হযরত ইয়াকুব (আ) স্বয়ং দুই বোনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাওরাত ইহা হারাম করিয়া দেয়। এই সব হইল রহিতকরণ ও বৈধকরণ সিদ্ধতার দলীল। এইভাবে ইঞ্জীলও আসিয়া বহু বিষয় রহিত করিয়াছে এবং বহু বিষয় নতুন করিয়া বৈধ করিয়াছে। তাই এইসব বিষয়কে অস্বীকার করা কি সত্যকে অমান্য করা এবং সত্য ধর্মের বিরোধিতা করা নয়? আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য ও সঠিক ধর্ম, সহজ-সরল পথ এবং ইব্‌রাহীম (আ)-এর আদর্শের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না কেন?

এই প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىْ اِسْرَاۤءِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَاۤءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَاْتُوْ بِالتَّوْرٰةِ

'তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইয়াকুব যেগুলি নিজের জন্য হারাম করিয়াছিল সেগুলি ব্যতীত সমস্ত আহার্য বস্তুই বনী ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল।' অর্থাৎ হযরত ইস্‌রাঈল (আ) নিজের উপর যাহা হারাম করিয়াছিলেন তাহা ব্যতীত তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে সকল আহার্যই হালাল ছিল।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ 'তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা হইলে তাওরাত নিয়া আস এবং তাহা পাঠ কর।'

অতঃপর যাহারা উহা বলিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ আল্লাহর প্রতি যাহারা মিথ্যা আরোপ করিয়াছে তাহারাই সীমালংঘনকারী যালিম। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও শনিবারকে হালাল করিয়াছে, তাহারা তাহাদের দাবির সমর্থনে তাওরাত হইতে দলীল দেখাক। কেননা আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষ হইতে নবীদের নিকট প্রেরিত গ্রন্থে অবশ্যই উল্লিখিত হইয়াছে।

যেহেতু তাহারা দলীল প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, অতএব فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ তাহারা যালিম তথা সীমালংঘনকারীদের মধ্যে পরিগণিত হইল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ -হে মুহাম্মদ! বল, আল্লাহ যাহা নির্দেশ করিয়াছেন এবং কুরআন যাহা বিধান করিয়াছে তাহা সত্য।

অতএব فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'সবাই ইব্‌রাহীমের ধর্মের অনুগত হও, যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সত্যধর্মানুসারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' অর্থাৎ যেই কুরআন মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করাই হইল ইব্‌রাহীমের অনুসরণ করা। উহাই হইল সন্দেহাতীতভাবে সত্যধর্ম। তাঁহার অপেক্ষা বড় কোন নবীও নাই এবং তাঁহার দীন অপেক্ষা উত্তম, স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ কোন জীবন বিধানও নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ হে নবী! বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর ইব্‌রাহীমের ধর্মও ছিল সুদৃঢ় ও সহজ এবং তিনি মুশরিকদের অন্যতম ছিলেন না।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি তোমাকে জানাইয়া দিয়াছি যে, তুমি ইব্‌রাহীমের আদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

(٩٦) اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(٩٧) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯৬. "নিশ্চয় মানব জাতির ইবাদতের জন্য তৈরী পয়লা ঘর হইল মক্কার ঘর। উহা নিখিল সৃষ্টির জন্য মঙ্গলময় ও পথনির্দেশক।

৯৭. উহাতে সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে - মাকামে ইব্রাহীম। সেখানে যে প্রবেশ করিল, নিরাপদ হইল। মানুষের ভিতর যাহাদের পাথেয় রহিয়াছে তাহাদের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ্ব করা কর্তব্য আর ইহা কেহ অমান্য করিলে তাহার জানা উচিত, নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি হইতে বেনিয়াজ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, সমগ্র বিশ্ববাসীর ইবাদত, উৎসর্গ, তাওয়াফ, সালাত ও ইতেকাফের জন্যে পৃথিবীর এই প্রথম ঘরখানা তৈরী করা হইয়াছে। لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ দ্বারা কা'বাকে বুঝান হইয়াছে। উহার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হইলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। ইয়াহুদী ও নাসারা সকলেই তাঁহার ধর্মানুসরণের দাবি করে। অথচ তাহারা কেহই হজ্জ করার জন্য পবিত্র কা'বায় আসে না। উহা আল্লাহর নির্দেশে নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং সকল মানুষকে তিনি কা'বা ঘরে হজ্জ করার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা উহাকে مُبٰرَكًا বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহা বরকতময়। وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত স্বরূপ।'

আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম তামিমীর পিতা, ইব্রাহীম তামিমী, আ'মাশ; সুফিয়ান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, মসজিদে হারাম। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! অতঃপর কোন্ মসজিদটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুইটি নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ? তিনি বলিলেন, চল্লিশ বৎসর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোন্ ঘর ? তিনি বলিলেন, পৃথিবীর সমগ্র ভূখণ্ডটিই মসজিদ-যেখানে নামাযের সময় উপস্থিত হয়, সেইখানেই নামায আদায় করিয়া লও।' আ'মাশের সনদে সহীহ্দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, মুজাহিদ, শরীক, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেনঃ ইহার পূর্বেও বহু ঘর ছিল, কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রথম ঘর এইটিই।

খালিদ ইব্ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে সাম্মাক, আবুল আহওয়াস, রবী ও হাসান ইব্ন যরী বর্ণনা করেন যে, খালিদ ইব্ন উরওয়া (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা) এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন, পৃথিবীর পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম কি এই ঘরটি নির্মাণ করা হইয়াছে ? তিনি উত্তরে বলেন, না! তবে মাকামে ইব্রাহীমে নির্মিত ঘরটি প্রথম বরকতময় ঘর এবং উহাতে যে প্রবেশ করিবে সে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা পাইবে। এই সম্পর্কিত সকল হাদীসেই হযরত

ইব্রাহীম (আ) কর্তৃক এই ঘরটি নির্মাণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সূরা বাকারায় এই সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ভূ-পৃষ্ঠের ঘর হিসাবে সর্বপ্রথম এইটি নির্মিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য হযরত আলীর (রা) উক্তিটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

বায়হাকী (র) কা'বা নির্মাণ সম্পর্কে স্বীয় 'দালাইলুন নুবুয়াহ' কিতাবে মারফূ সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল খায়ের, ইয়াযীদ ইব্ন আবু হাবীব ও ইব্ন লাহীআর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর নিকট জিব্রাঈল (আ)-কে কা'বা নির্মাণের নির্দেশ দিয়া পাঠান। আদম (আ) কা'বা ঘর নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে উহা তাওয়াফ করিতে নির্দেশ দান করেন এবং বলেন, তুমিই সর্বপ্রথম মানব এবং এই গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ যাহা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হইল।' ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্ন লাহীআ অত্যন্ত দুর্বল ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইহা আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের ব্যক্তিগত অভিমতও হইতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে, ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি আহলে কিতাবদের যে দুইটি থলিয়া পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ইহা লেখা ছিল।

لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ নাম হইল বক্কা। এই নামকরণের কারণ হইল এই যে, এই স্থানে আসিলে প্রত্যেক অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারীর দম্ভ চূর্ণ হইয়া যায়। অর্থাৎ যাহারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া ইহা ভাংগিতে বা বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইত তাহারা পর্যুদস্ত ও ধ্বংস হইয়া যাইত এবং লাঞ্ছনার ঝুলি কাঁধে লইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইত। তাই ইহাকে বক্কা বলা হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বিভিন্ন লোক এইখানে মিশ্রিত হইয়া যায়। তাই ইহাকে বক্কা বলা হয়। ইহার সমর্থনে কাতাদা বলেন ঃ এই স্থানে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, সর্বস্তরের লোক, এমনকি মহিলারাও এক ইমামের পিছনে নামায আদায় করে, যাহা বিশ্বের আর কোথাও হয় না। মুজাহিদ, ইকরামা সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আমর ইব্ন শুআইব ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আ'তা ইব্ন সাইব ও হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ফাজ্জ হইতে তানঈম পর্যন্ত হইল মক্কা এবং বায়তুল্লাহ হইতে বাতহা পর্যন্ত হইল বক্কা।'

ইব্রাহীম নাখঈ হইতে ধারাবাহিকভারে মুগীরা ও শু'বা বর্ণনা করেন যে, ইব্রাহীম নাখঈ বলেন ঃ 'বায়তুল্লাহ এবং তৎপার্শ্বস্থ মসজিদকে বক্কা বলা হয়।' যুহরী (র) ও ইহা বলিয়াছেন।

ইকরামার (রা) একটি রিওয়ায়েতের বরাত দিয়া মায়মুন ইব্ন মাহরান বলেন ঃ বায়তুল্লাহ এবং তৎসংলগ্ন স্থান হইল বক্কা ও তাহার আশপাশের স্থান হইল মক্কা।

আবূ মালিক, আবূ সালিহ, ইব্‌রাহীম নাখঈ, আতীয়া আওফী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন ঃ বায়তুল্লাহ যে স্থানটুকুতে প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানটুকু হইল বক্কা আর ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট স্থান হইল মক্কা।

মক্কার বহু নাম রহিয়াছে। যথা, মক্কা, বক্কা, বাইতুল আ'তীক, বায়তুল হারাম, বালাদুল আমীন, মামুন, উম্মে রহম, উম্মুল কুরা, সিলাহ, আরশ, কাদিস (উহা মানুষকে পাপ-পংকিলতা মুক্ত করে) মুকাদ্দাস, নাসসাহ বা বাসসাহ, হাতিম, রা'স, কাওছা, বালাদা, বাইয়্যেনা, কা'বা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ ইহাতে রহিয়াছে সুস্পষ্ট নিদর্শন। অর্থাৎ ইব্‌রাহীম (আ) যে ইহা নির্মাণ করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা যে তাহাকে মহা সম্মানিত ও মহা মর্যাদাবান করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই স্পষ্ট দলীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ অর্থাৎ যাহার উপর দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাঈলের হাত হইতে পাথর নিয়া বায়তুল্লাহর দেওয়াল গাথিয়া উঁচু করিতেন। প্রথম দিকে উহা বায়তুল্লাহ শরীফের দেওয়ালের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাঁহার খিলাফতের সময় তাহা সরাইয়া সামান্য পূর্বমুখী করেন যেন উহা তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া যাহারা উহাকে সম্মুখে করিয়া নামায পড়িতে চান তাহাদের যেন কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ 'মাকামে ইব্‌রাহীমকে তোমরা নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে পূর্বে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (রা) فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহার মধ্যে মাকামে ইব্‌রাহীম এবং অন্যান্য নিদর্শন রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেনঃ মাকামে ইব্‌রাহীমের উপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর যে পদচিহ্ন রহিয়াছে উহাই একটি নিদর্শন।

আবূ তালিব তাহার একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেন ঃ

وموطئى ابرا هيم فِى الصخر رطبة - على قدميه حافيا غير ناعل

অর্থাৎ প্রস্তরের উপর ইব্‌রাহীমের (আ) সজীব পদচিহ্ন বিদ্যমান, জুতামুক্ত দুই পায়ের পাতার বেষ্টনী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন জারীজ, সুফিয়ানা, ওয়াকী, আবূ সাঈদ, আমর আওদা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)

مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ হারমের সম্পূর্ণটাই মাকামে ইব্‌রাহীমের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমর (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাথরে ঘেরা স্থানটুকুই মাকামে ইব্‌রাহীম।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ হজ্জ পালনের সকল স্থানই মাকামে ইব্‌রাহীমের অন্তর্ভুক্ত।

وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا এই আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ (র) এর ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন ঃ মক্কাকে হারাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ যখন কোন সন্ত্রস্ত ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করে তখন সে প্রতিশোধকামীর হাত হইতে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে। জাহিলিয়াতের যুগেও এই নিয়ম কার্যকরী ছিল। হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ পূর্বযুগে কোন ব্যক্তি হত্যা করিয়া হারামের মধ্যে প্রবেশ করার পর নিহত ব্যক্তির পুত্রের সংগে সাক্ষাৎ হইলেও সে তাহাকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিত না, যতক্ষণ না সে হারাম হইতে বাহিরে আসে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা, আবূ ইয়াহয়া তামীমী, আবু সাঈদ আসাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ আশ্রয় গ্রহণ করে, বায়তুল্লাহ তাহাকে আশ্রয় দান করে। কিন্তু তাহাকে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় না এবং পানীয় কিংবা খাদ্যও দেওয়া হয় না। যখন সেখান হইতে বাহির হইবে, তখন তাহার অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যাইবে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

অর্থাৎ তাহারা কি দেখে না যে, আমি হারামকে নিরাপত্তার স্থান করিয়াছি ও উহার চতুর্দিকের মানুষকে আকৃষ্ট করিতেছি ?

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

অর্থাৎ তাই তাহাদের বায়তুল্লাহর প্রতিপালকের ইবাদত করা চাই, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় আহার্য দেন ও ভয়ের সময় নিরাপত্তা দান করেন।

শুধু যে সেখানে মানুষকেই নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছে তাহা নয়, বরং তথায় শিকার করা, শিকার তাড়াইয়া দেওয়া, তথাকার বৃক্ষ কর্তন করা এবং জীব-জানোয়ারকে ভীতি প্রদর্শন করাও নিষিদ্ধ। সাহাবীগণের একটি দল হইতে মারফূ এবং মাওকুফ সূত্রে এই সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ্‌দ্বয়েও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন, ইহার পর আর কোন হিজরত নাই একমাত্র জিহাদের জন্য ব্যতীত। যখন তোমরা জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইবে তখন জিহাদের

স্থানে চলিয়া যাইবে।' মক্কা বিজয়ের দিন তিনি আরও বলিয়াছেন, আসমান যমীন সৃষ্টির দিন হইতে আল্লাহ তা'আলা এই শহরকে হারাম করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এই হারাম বলবৎ থাকিবে। আমার পূর্বে ইহাতে কাহারো জন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা বৈধ ছিল না । আমাকেও মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দান করা হইয়াছিল। অতঃপর পূর্বের ন্যায় ইহার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা চিরকালের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হারামের বৃক্ষ কর্তন, শিকার তাড়ান এবং জন্তুর শরীরে দাগ দেওয়াও হারাম করা হইয়াছে। তবে জন্তুর পরিচয়ের জন্যে ইহা করা যাইতে পারে। এখানে স্ত্রী সহবাসকেও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রশ্ন করেন- 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার ঘাসও কি কাটা যাইবে না ? উহা তো আমাদের ঘর তৈরীর কাজে লাগে । হুযূর (সা) উত্তরে বলিলেন -হাঁ, ঘাস কাটা যাইবে।' আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ শুরাইহ হইতে ইমাম মুসলিমও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আমর ইব্‌ন সাঈদ যখন মক্কায় অভিযান চালাইলেন, তখন শুরাইহ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এমন একটি হাদীস শোনাইব যাহা আমি নিজ কানে শুনিয়াছি, নিজ চোখে দেখিয়াছি ও নিজ অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহা এই ঃ রাসূলল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কাকে হারাম করিয়াছেন। মানুষের পক্ষ হইতে ইহাকে হারাম করা হয় নাই। যাহারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদের জন্য উহার অভ্যন্তরে কোন হতাহত করা এবং উহার কোন বৃক্ষ কর্তন করা বৈধ নয়। তবে একমাত্র আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে উহার অভ্যন্তরে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কাহাকেও এই অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য আমাকেও কয়েক ঘন্টার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহার পর চিরকালের তবে উহা হারাম করিয়া দেওয়া হয়। অতএব এই নির্দেশ তোমরা অজানাকে জানাইয়া দাও। অতঃপর আবূ শুরাইহকে জিজ্ঞাসা করা হইল-আমর এই সম্পর্কে কি বলিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, আমর বলিয়া উঠিলেন -হে আবূ শুরাইহ! এই বিষয়ে তোমার চাইতে আমার বেশি জানা আছে। নিশ্চয়ই হারাম পাপীকে আশ্রয় দেয় না, হত্যাকারীর হিফাযত করে না এবং যেকোন আশ্রয় গ্রহণকারীকে নিরাপত্তা দান করে না।

জাবির (রা) বলেন ঃ 'আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাহারো জন্য অস্ত্র নিয়া মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়।' ইমাম মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হামরা যুহরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি মক্কার হাব্বরা নামক বাজারে দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন ঃ

"আল্লাহর শপথ! সমগ্র ভূখণ্ডের মধ্যে তুমিই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড এবং আল্লাহর নিকটও তুমি সর্বাপেক্ষা পসন্দনীয়। আমাকে যদি এই স্থান হইতে বহিষ্কার করা না হইতে তবে কখনও এই স্থান পরিত্যগ করিতাম না। ইমাম আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী ইহাকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন । ইব্‌ন

আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ্। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম আহমদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন জা'দাহ ইব্‌ন হুবায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ ইব্‌ন আবূ আইয়াশ, ইব্‌ন মাখযুমের মুক্তদাস যারীক ইব্‌ন মুসলিম আল আ'মা, বাশার ইব্‌ন আসিম, বাশার ইব্‌ন আযহার আল সাম্মান, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইয়াহয়া ইব্‌ন জা'দাহ ইব্‌ন হুবায়রা وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ পাওয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন মুহাইমিন, ইব্‌ন মুআম্মাল, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ওয়াসতী, আহমাদ ইব্‌ন উবাইদ, আবুল হাসান আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন আবদান ও বায়হাকী (র) আলোচ্য আয়াতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করিল, সে পুণ্যময়তায় প্রবেশ করিল এবং সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সে উহা হইতে বাহির হইবে ক্ষমাকৃত ব্যক্তিরূপে।" অবশ্য বায়হাকী ইহাও বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি একমাত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুআম্মালের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নহেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً 'এই গৃহের হজ্জ করা হইল সেই মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রাপ্য যাহার সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার।' এই আয়াতাংশটি জমহুর উলামা হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল হিসাবে পেশ করেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ হজ্জ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ এই আয়াতাংশ দ্বারা ফরয হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত মতটিই অধিকতর সঠিক। বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজ্জ ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ। ইহা ফরয হওয়ার ব্যাপারে মুসলমানগণ একমত। এই কথাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের প্রতি তাঁহার জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন যাহিদ, রবী ইব্‌ন মুসলিম কারশী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিতেছিলেন যে, 'হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরয করা হইয়াছে, তোমরা হজ্ব পালন কর। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল -হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বছরই কি হজ্ব করিতে হইবে ? রাসূল (সা) নিশ্চুপ রহিলেন। লোকটি এই ভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন - 'আমি যদি হাঁ বলিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসরই তোমাদের প্রতি হজ্ব করা ফরয হইত। অথচ তোমরা প্রত্যেক বৎসর হজ্ব পালন করিতে ব্যর্থ থাকিতে।" তিনি আরও বলেন, আমি যাহা ব্যক্ত করিতে চাহি না তাহা তোমরা ব্যক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবে না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা

তাহাদের নবীর নিকট অসংলগ্ন প্রশ্ন করার ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। আমি যাহা নির্দেশ দেই তাহা সাধ্যমত পালন কর এবং আমি যাহা নিষেধ করি তাহা হইতে বিরত থাক।" ইয়াযীদ ইব্ন হারূন হইতে যুহাইর ইব্ন হারবের সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সিনান দাওলী ওরফে ইয়াযীদ ইব্ন আমীয়াহ্, যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্ন হারব, আবদুল জলীল ইব্ন হুমাইদ, সুলায়মান ইব্ন কাছীর ও সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ভাষণ দিতেছিলেন যে, "হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি হজ্ব ফরয করিয়াছেন।" এই কথা বলার পর আকরা ইব্ন হাবস (রা) দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি বলি হাঁ, তবে প্রত্যেক বৎসর হজ্ব করা তোমাদের প্রতি ওয়াজিব হইয়া যাইত। আর যদি এইভাবে ওয়াজিব হয়, তবে তোমরা তাহা পালন করিতে অসমর্থ থাকিবে। হজ্ব জীবনে একবার করা ফরয। যদি কেহ অতিরিক্ত করিতে চায়, তবে তাহা তাহার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।" আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্ন মাজা ও হাকাম যুহরীর সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সাম্মাক এবং শারীকও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উসামা ইব্ন যায়েদও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বাখতারী, আবদুল আ'লা, ইব্ন আবদুল আ'লা মানসুর ইব্ন ওয়ার্দান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, যখন وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً। এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর ? রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর দিলেন না। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে ? তিনি বলিলেন -না। যদি আমি বলিতাম হাঁ, তবে তাহাই তোমাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاْءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! এমন সব ব্যাপারে প্রশ্ন করিবে না, যাহা প্রকাশ পাইলে তোমাদের জন্য দুঃখজনক হইবে।" মানসুর ইব্ন ওয়ার্দানের সনদে হাকেম, ইব্ন মাজা এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি 'হাসান গরীব' পর্যায়ের। তবে ইহাতে সংশয় রহিয়াছে। কেননা, বুখারী (র) বলেন - আবূ বাখতারী নিজে আলী (রা) হইতে ইহা শোনেন নাই।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবূ উবায়দা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উবায়দা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বৎসরই কি হজ্ব পালন করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন,"যদি আমি বলিতাম, হাঁ, তবে তাহা তোমাদের জন্য ওয়াজিব হইয়া যাইত। অথচ তোমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইতে না। অন্য দিকে ওয়াজিব পালন করিতে ব্যর্থ থাকিলে আল্লাহর আযাবে নিপতিত হইতে।"

সহীহ্দ্বয়ে সুরাকা ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে জাবির, আতা ও ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, সুরাকা ইব্‌ন মালিক (রা) প্রশ্ন করেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হজ্ব কি শুধু এই বৎসরের জন্যই, না প্রতি বৎসরের জন্যে? তিনি বলিলেন, প্রতি বৎসরের জন্য।" অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, "বরং সর্বকালের জন্যে।"

আবূ ওয়াকিদ লাইছীর সনদে ইমাম আহমাদ ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, হজ্ব শেষ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার স্ত্রীগণকে বলিলেন, সংযম সমুপস্থিত। অর্থাৎ ঘরমুখো হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর ঘর হইতে বাহির হইবে না। উল্লেখ্য যে, কোন কোন লোক নিজেই হজ্ব করিতে সমর্থ হয় এবং কোন কোন লোকের সাহায্যের দরকার হয়। ফিকাহ কিবাতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। উহা দ্রষ্টব্য।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবাদ, জা'ফর, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ, আবদুর রাজ্জাক, আবূ ইব্‌ন হুমাইদ ও আবূ ঈসা তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন- হে আল্লাহর রাসূল! হাজী কাহাকে বলে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অবিন্যস্ত কেশ ও ধূলি ধূসরিত পরিচ্ছদ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হাজী বলে। অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন -হে আল্লাহর রাসূল! কোন হজ্ব সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলিলেন, যে হজ্বের মধ্যে বেশি কুরবানী করা হয় এবং বেশি লাব্বাইক বলা হয়। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'সাবীল' কাহাকে বলে? রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, পানাহারের দ্রব্য ও যানবাহনকে 'সাবীল' বলা হয়।

ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াযীদ ওরফে জাওযীর সনদে ইব্‌ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীস মারফূ নয়। কেহ কেহ তাহার দুর্বল ধী-শক্তির কথা বলিয়াছেন! তবে তিনি হজ্বের অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি 'হাসান' পর্যায়ের এবং একমাত্র জাওযী ব্যতীত নিঃসন্দেহে ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। অবশ্য এই মর্মে অন্য সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবাদ ইব্‌ন জাফর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমাইর লাইছী, আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ আমেরী, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবাদ ইব্‌ন জাফর (র) বলেন ঃ

আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের (রা) নিকট বসা ছিলাম, তখন তিনি বলিলেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, 'সাবীল' কাহাকে বলে? তিনি উত্তরে

বলেন, "পাথেয় এবং সাওয়ারী ।" মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইদ উমাইরের রিওয়ায়েতে ইব্ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

ইব্ন আব্বাস (রা), আনাস, হাসান, মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, রবী ইব্ন আনাস ও কাতাদা প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ইব্ন মাসউদ, আয়েশা (রা) প্রমুখের সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিটি সূত্রই মারফূ। তবে এইগুলির সনদ সম্পর্কে কিছুটা কথাবার্তাও হইয়াছে। সনদের পর্যালোচনার কিতাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমা ও কাতাদার সূত্রে হাকাম বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً এই আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সাবীল কাহাকে বলে ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন, পাথেয় এবং সাওয়ারীকে সাবীল বলা হয়। হাকেম বলেন ঃ এই হাদীসটি মুসলিমের দৃষ্টিতে সহীহ বটে, কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস, ইব্ন আলীয়া, ইয়া'কূব ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিলে সাহাবীগণ তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল। সাবীল কি ? উত্তরে তিনি বলেন,'পাথেয় এবং সাওয়ারী। ' ইউনুস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ফুযাইল ওরফে আমর, ইসমাঈল ওরফে আবূ ইস্রাঈল মালায়ী, ছাওরী, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় করিয়া নাও। অর্থাৎ হজ্বের ফরযগুলি। কেননা কি ঘটিয়া যায় বলা যায় না।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মিহরান ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে হজ্বের নিয়াত করে সে যেন জলদি উহা আদায় করে।' আবূ মুআবিয়া যারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসাদ্দাদ ও দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে ইব্ন জারীর ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যাহার নিকট তিনশত দিরহাম রহিয়াছে সেই ব্যক্তি হজ্বের সামর্থ্য রাখে।

ইকরামা (রা) বলেন ঃ 'সাবীল' হইল শারীরিক সুস্থতা।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ইব্ন মুযাহিম, আবূ জিনাব ওরফে কালবী ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً আয়াতংশের মর্মার্থে বলেন ঃ পাথেয় এবং উট!

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ 'আর যে লোক তাহা মানে না -আল্লাহ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ প্রমুখ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফরয হজ্ব পরিত্যাগ করে, সে কুফরী করে। আল্লাহ ইহা হইতে বেনিয়াজ।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ নাজীহ, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্‌ন মানসুর বলেন ঃ যখন وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ইসলাম ব্যতীত যে কেহ অন্য ধর্ম অনুসন্ধান করিলে তাহা কখনও গৃহীত হয় না) এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন ইয়াহুদীরা বলিতে থাকে, আমরাও মুসলমান । রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা সেই মুসলমানদেরও উপর হজ্ব ফরয করিয়াছেন যাহাদের হজ্বের সার্মথ্য রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া তাহারা বলিল, এখন আবার কেন ফরয করা হইল ? আমাদের পিতামাতারা তো হজ্ব করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে লোক কুফরী করিয়াছে, অনন্তর আল্লাহ বিশ্বের সকল কিছু হইতে বেনিয়াজ।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ, আবূ ইসহাক হামদানী, হিলাল, আবূ হাশিম খোরাসানী, শায ইব্‌ন ফাইয়ায, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যাহার হজ্ব করার পাথেয় এবং সাওয়ারী রহিয়াছে, এই ঘরের হজ্ব করা হইল সেই মানুষের উপর আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। যাহার সামর্থ্য রহিয়াছে এখানে পৌছার। আর যে লোক তাহা মানে না -আল্লাহ সারা বিশ্বের মানুষের কোনই পরোয়া করেন না।

মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের সনদে ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হিলাল আবূ হাশিম খোরাসানী হইতে উল্লিখিত উর্ধ্বতন সূত্রে ধারাবাহিকভাবে হিলাল ইব্‌ন ফাইয়ায, আবূ যারাআ রাযী ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

রবীআ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মুসলিম বাহেলীর গোলাম হিলাল ইব্‌ন ইব্‌রাহীম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী কাতঈ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে হাদীসটি কেহই জানে না। আর এই সনদেও কথা রহিয়াছে। কেননা ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী হিলাল অজ্ঞাত ব্যক্তি এবং অন্য বর্ণনাকারী হারিছ দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেন। বুখারী (র) বলেন ঃ হিলাল আপত্তিকর হাদীস বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত। ইব্‌ন আদী (রা) বলেন ঃ হাদীসটি সংরক্ষিত নয়।

আবদুর রহমান গানাম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুহাজির ও আবূ আমর আওযাঈর সূত্রে আবূ বকর ইসমাঈল আল হাফিজ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান গানাম উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ সামর্থ্য

থাকিতেও যে ব্যক্তি হজ্ব পালন করে না, সে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হইয়া মারা যায়। উমর (রা) পর্যন্ত ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

হাসান বসরী হইতে সাঈদ ইব্‌ন মানসুর স্বীয় সুনানে রিওয়ায়েত করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদিগকে শহরে পাঠাই এবং সামর্থ্যবান হজ্জ্ব বর্জনকারীদের চিহ্নিত করিয়া তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর কার্যকরী করি। কেননা, তাহারা মুসলমান নয়। তাহারা মুসলমান নয়।

(٩٨) قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا
تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٩) قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا
وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৯৮. বল, হে কিতাবীগণ ! কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন অস্বীকার করিতেছ ? তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ তাহার সাক্ষী।"

৯৯. "বল, হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া ঈমানদারগণকে বিভ্রান্ত করিতেছ। অথচ তোমরা সত্যের সাক্ষীদাতা। তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ উহা হইতে উদাসীন নহেন।"

তাফসীর ঃ আহলে কিতাবদের কুফরী সম্পর্কে আল্লাহ তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা সত্যকে গোপন করিতেছে, আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করিতেছে ও জোরপূর্বক মুসলমানদিগকে ইসলাম হইতে দূরে ঠেলার প্রয়াস পাইতেছে। অথচ তাহারা ভালোভাবেই জানে যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে এই রাসূল সত্য নিয়াই প্রেরিত হইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের পূর্ববর্তী নবীগণ আরবের মক্কা নগরীর হাশেমী গোত্রের শ্রেষ্ঠতম আদম সন্তান রাব্বুল আলামীনের সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে যে আগাম সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের নিকট মজুদ রহিয়াছে। তবুও তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিতেছে। এইগুলি দলীল হিসাবে বিদ্যমান থাকিবে যে, গোড়ামী করিয়া তাহারা তাহাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকার করিতেছে। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আমি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবগত নই। অর্থাৎ অতিসত্বরই তোমরা ইহার প্রতিফল পাইবে এবং সেদিন তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদি কোন কাজে আসিবে না।

(١٠٠) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ○

(١٠١) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۭ
وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১০০. “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোন দলকে অনুসরণ কর (তাহা হইলে) তাহারা তোমাদের ঈমানী যিন্দেগীকে কুফরী যিন্দেগীতে পর্যবসিত করিবে।”

১০১. “আর তোমরা কিরূপে কুফরী করিতে পার যেখানে তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পঠিত হইতেছে এবং তোমাদের মাঝে তাঁহার রাসূল বিদ্যমান ? যে কেহ আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া রহিল, নিঃসন্দেহে সে সরল পথ পাইল।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারগণকে আহলে কিতাবদের সেই দলটির অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করিতেছেন, যাহারা মু'মিনদের মধ্যে ফাসাদ ও অনৈক্য সৃষ্টিতে তৎপর এবং শেষ রাসূল প্রেরণের হিংসার আগুনে জ্বলিতেছে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ 'আহলে কিতাবদের অনেক তোমাদের প্রতি হিংসাবশত তোমাদের ঈমান আনয়নের পর পুনরায় তোমাদিগকে কাফের বানাইতে পসন্দ করে। '

এখানেও আল্লাহ্ পাক তাহাই বলিয়াছেন ঃ اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ 'তোমরা যদি আহলে কিতাবদের লোকদের কথা মান, তাহা হইলে তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর তাহারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করিবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيَاتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ 'তোমরা কেমন করিয়া কাফের হইতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রহিয়াছেন আল্লাহর রাসূল ?' অর্থাৎ কুফর তোমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়াছে; তবুও তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। কেননা, দিবানিশি রাসূলের প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিল হইতেছে ও তিনি তাহা তোমাদিগকে পাঠ করিয়া শোনাইতেছেন এবং তিনি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা কেন আল্লায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে না ? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে আহ্বান করিতেছেন এবং তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন, যদি তোমরা মু'মিন হও।' -আয়াতের শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

যেমন হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে, একদা নবী (সা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের ধারণায় কে সবচেয়ে বেশি ঈমানদার ?' সাহাবীগণ বলিলেন, ফেরেশতাগণ। তিনি বলিলেন, 'কেন তাহারা ঈমান স্থাপন করিবে না ? তাহাদের প্রতি তো সর্বদা ওহী অবতীর্ণ হয়। সাহাবীগণ বলিলেন, তাহার পর আমরা ? নবী (সা) বলিলেন, কেন তোমরা বিশ্বাসী হইবে না ? আমি তো নিজেই তোমাদের মাঝে রহিয়াছি এবং এই ব্যাপারে সবকিছু তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি।' সাহাবীগণ বলিলেন, তবে কে বা কাহারা সবচেয়ে মজবুত ঈমানদার ? তদুত্তরে নবী (সা) বলিলেন, আহারা সর্বাপেক্ষা মজবুত ঈমানদার, যাহারা তোমাদের পরে আসিবে। তাহারা কুরআনের মাত্র পাণ্ডুলিপি পাইবে এবং ইহার উপরেই তাহারা ঈমান স্থাপন করিবে।"

এই হাদীসটির এমন সনদও রহিয়াছে যাহার ব্যাপারে সমালোচনা হইয়াছে। উহা বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহরই জন্যে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'আর যাহারা আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে, তাহারা সরল পথে হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে।' অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে শক্ত ভাবে ধারণ করিয়া তাহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া -ইহাই হইল সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন। আর ইহাই হইল ভ্রান্তি হইতে দূরে থাকার উত্তম পন্থা। ইহা দ্বারাই সঠিক পথ লাভ হয় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

(١٠٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

(١٠٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১০২. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর। আর মুসলিম না হইয়া কিছুতেই মৃত্যু বরণ করিও না।"

১০৩. "আর তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করিলেন। ফলে তোমরা তাঁহার নিয়ামতের বরকতে ভাই ভাই হইয়া গেলে। অথচ তোমরা অগ্নিকুণ্ডের মুখোমুখী ছিলে। অতঃপর তিনি উহা হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলেন। এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার নিদর্শন বর্ণনা করেন যেন তোমরা পথ খুঁজিয়া পাও।"

তাফসীর ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ আল আইয়াশী, শু'বা, আবদুর রহমান ইব্ন সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্ন সুনান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাঁহার আনুগত্য করা ও অবাধ্য না হওয়া, তাহাকে স্মরণ করা ও ভুলিয়া না যাওয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ইহার সনদও বিশুদ্ধ এবং মাওকুফ পর্যায়ের। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আমর ইব্ন মাইমুনও এ্ইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ, সুফিয়ান সাওরী, ইব্ন ওহাব ও ইউনুস ইব্ন আবদুল আলার সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উহার অর্থ, যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ তাহার আনুগত্য কর ও অবাধ্যতা করিও না।"

ইব্ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ ও মাসহারের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্দ্বয়ের শর্তেও ইহা সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য হাদীসটি মাওকুফ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ মুররা হামদানী, রবী ইব্ন খাইচাম, আমর ইব্ন মাইমুন, ইব্রাহীম নাখঈ, তাউস, হাসান, কাতাদা, আবু সিনান ও সুদ্দী হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ আল্লাহকে ভয় করার দাবী করিতে পারে না যতক্ষণ সে নিজের জিহ্বাকে সংযত না করিতে পারে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস, কাতাদা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান যায়েদ ইব্ন আসলাম ও সুদ্দী প্রমুখের মতে আলোচ্য আয়াতটি فَاتَّقُوْا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ (সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় কর) আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ। এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা রহিত হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর পথে সাধ্যানুযায়ী জিহাদ করা এবং আল্লাহর বিধান পালনে কাহারো বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। পরন্তু পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এমন কি নিজের ব্যাপারেও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না অর্থাৎ পূর্ণ জীবনটা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। তাহা হইলে মহামহিম আল্লাহ অবশ্য তোমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করিবেন। কেননা তাহার নীতি হইল, যে যেই আদর্শের উপর জীবন পরিচালিত করিবে উহার উপরেই তাহার মৃত্যু হইবে। আর যাহার উপরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার উপরেই কিয়ামতের দিন

তাহাকে উত্থিত করা হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের বিরুদ্ধে চলা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান, শু'বা, রূহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ লোকজন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতেছিল এবং ইব্ন আব্বাসও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার হাতে এক খণ্ড কাষ্ঠ ছিল। তিনি বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করিতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হইয়া মৃত্যু বরণ করিও না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "যদি যাক্কুমের এক বিন্দুমাত্র পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হইত তবে পৃথিবীবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং খাদ্য ও পানীয় বিনষ্ট হইয়া যাইত। তাহা হইলে সেই নরকীদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে যাহাদের আহার্য হইবে যাক্কুম।"

তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন মাজা ও ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ্ সংকলনে এবং হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে শু'বার সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি 'হাসান সহীহ্' পর্যায়ের । হাকাম (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ্দ্বয়ের শর্তেও সহীহ্ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নাই।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আবদে রব আলকা'বা, যায়েদ ইব্ন আ'মাশ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভের এবং বেহেশতে প্রবেশের বাসনা রাখে, তাহার উচিত আমরণ আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখা। আর লোকদের সঙ্গে সেই ধরনের ব্যবহার করা, যে ধরনের ব্যবহার সে অন্যের কাছে পাওয়ার কামনা করে।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সুফিয়ান, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলল্লাহর মুখে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনবার বলিতে শুনিয়াছি যে, কখনও সে ঈমানদার হইতে পারিবে না যদি না সে আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে।' মুসলিম (র) ইহা আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন লাহীআ, হাসান ইব্ন মূসা ও ইমাম আহমদ বলেন, নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা রাখে আমি তাহার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি। যদি আমার প্রতি তাহার সৎ ধারণা থাকে, তাবে আমি তাহার মংগল করি আর যদি অসৎ ধারণা থাকে তবে আমি তাহার অমঙ্গল সাধন করি।' এই হাদীসটির প্রথমাংশ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ও বর্ণনা করিয়াছে। উহা এই ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন -আমার সম্পর্কে আমার বান্দা যেমন ধারণা রাখে, আমি তাহার সঙ্গে তেমন ব্যবহার করি।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, জাফর, সুলায়মান, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল মালিক কুরাইশী ও হাফিয আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

এক রুগ্ন আনসারীকে দেখার জন্য নবী (সা) রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে বাজারেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে সালাম দিয়া রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করেন, ওহে! তোমার কি অবস্থা ? সে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এখন ভাল। এখন আল্লাহর করুণার আশায় আছি এবং পাপের ভয়ে ভীত রহিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, যাহার অন্তরে ভয় ও আশা উভয়ই থাকে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার কাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রদান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে রক্ষা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীসটি ছাবিত হইতে জাফর ইব্ন সুলায়মান ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি দুর্বল। তবে কেহ কেহ ছাবিত হইতে পরম্পরা সূত্রেও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকীম ইব্ন হাযযাম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউসুফ ইব্ন মাহিক, আবূ বাশার, শু'বা ও মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, হাকীম ইব্ন হাযযাম (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই বাইয়াত করিয়াছি যে, আমি আল্লাহর পথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইব। শু'বা হইতে ধারাবাহিকভাবে খালিদ ইব্ন হারিছ, ইসমাঈল ইব্ন মাসউদ ও নাসায়ী স্বীয় সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বীয় সুনানে 'কিভাবে সাজিদা করিতে হয়'- এই নামে একটি অধ্যায়ও স্থাপন করিয়াছন। উহাতে তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাকীম ইব্ন হাযযাম এই ওয়াদা করিয়াছেন, আমি মুসলমান না হইয়া মৃত্যু বরণ করিব না। কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমি জিহাদে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মৃত্যু বরণ করিব না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।

কেহ কেহ بِحَبْلِ اللّٰهِ এর ভাবার্থ করিয়াছেন, আল্লাহ্র অঙ্গীকার।

যেমন পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত যেখানেই অবস্থান করিয়াছে, সেইখানে তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে حَبْلٌ অর্থ অঙ্গীকার এবং যিম্মাদারী। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ بِحَبْلٍ অর্থ আল-কুরআন। যেমন আলী (রা) হইতে হারিছ আল আ'ওয়ারের হাদীসে মারফূ সূত্রে কুরআনের গুণাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জুস্বরূপ এবং উহার প্রদর্শিত পথ অত্যন্ত সহজ সরল।

এই অর্থের সমর্থনে একটি বিশেষ হাদীসে আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আলীয়া, আবদুল মালিক ইব্ন সুলায়মান আযরামী, আবসাত ইব্ন মুহাম্মদ, সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া, আমীর ও ইমাম হাফিজ আবূ জাফর তাবারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর কিতাব আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে লটকানো একটি রজ্জু বিশেষ।

আবদুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আহওয়াস ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুসলিম হাজরীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এই কুরআন একটি শক্ত রজ্জু, সমুজ্জ্বল দীপ্তি ও কার্যকর প্রতিষেধক। ইহার উপর আমলকারীর জন্যে ইহা রক্ষাকবচ এবং ইহার অনুসারীর জন্য ইহা পরিত্রাতা বিশেষ। হুযায়ফা (রা) ও যায়েদ ইব্‌ন আরকামের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ ওয়াইল হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মাশ ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াইল (র) বলেন ঃ

আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, ইহলোকের পথ শংকাপূর্ণ। এই পথে শয়তান উপস্থিত থাকে। হে আবদুল্লাহ! এই পথে চলিতে সাবধানতা অবলম্বন কর। আল্লাহর মনোনীত পথে চলো। আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করিয়া ধারণ কর। আর আল্লাহর রজ্জু হইল আল-কুরআন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَفَرَّقُوْا অর্থাৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এবং বিচ্ছিন্ন হইতে বারণ করিয়াছেন। বিভিন্ন হাদীসেও বিচ্ছিন্ন হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ ও ইব্‌ন আবূ সালেহের সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন । যে তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন তাহা হইল, তাঁহার ইবাদত করা ও কাহাকেও তাঁহার অংশীদার না করা এবং আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধারণ করা ও বিচ্ছিন্ন না হওয়া। পরন্তু মুসলমান শাসকের সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যে তিনটি কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন তাহা হইল অতিরিক্ত কথা বলা, অনর্থক প্রশ্ন করা এবং অপচয়ের মাধ্যমে সম্পদ ধ্বংস করা। বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকিলে ভুল ও অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

অনৈক্য সৃষ্টি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন এবং তাহার কুফল বর্ণনা করা সত্ত্বেও উম্মাতের মধ্যে তিহাত্তরটি দল-উপদল সৃষ্টি হইবে। উহার মধ্য হইতে একটি মাত্র দল জাহান্নাম হইতে রেহাই পাইয়া জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। যাহারা নবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণের পদাংক অনুসরণ করিয়াছে তাহারাই সেই দল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا

'তোমরা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করিয়াছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হইয়াছ।

জাহিলী যুগে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও চরম শত্রুতা ছিল। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রায়ই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। যখন উভয় গোত্র ইসলামে দীক্ষা নিল তখন

তাহারা হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ভাই ভাই হইয়া পুণ্যের কাজে একে অপরকে সহায়তা দান করে এবং আল্লাহর দীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি স্বীয় সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনদের সাহায্য দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন এবং তিনি তাহাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি যদি দুনিয়ার সব সম্পদও ব্যয় করিতে তথাপি তুমি তাহাদের অন্তরে প্রীতি সৃষ্টি করিতে পারিতে না। কিন্তু আল্লাহই তাহাদের মধ্যে সম্প্রীতি দান করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা বলিতেছেন যে, তোমরা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া গিয়াছিলে এবং তোমাদের কুফরী তোমাদিগকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ঈমানদার করিয়া সেই আগুন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর দীনের স্বার্থ চিন্তা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমত বন্টন করিতে গিয়া কোন কোন ব্যক্তিকে কিছু বেশি প্রদান করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি এই ব্যাপারে সমালোচনা করিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদিগকে একত্রিত করিয়া এই ভাষণ দান করেন ঃ

হে আনসারগণ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না ? তোমাদিগকে আমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেন! তোমরা কি দলে দলে বিভক্ত ছিলে না ? এখন আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, এখন আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পদশালী করিয়াছেন।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে আনসাররা আল্লাহর শপথ করিয়া সমস্বরে বলিল, আমাদের প্রতি আল্লাহর ও আপনার অপরিসীম অনুগ্রহ রহিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার বলেন ঃ

এই আয়াতটি আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। চিরবিবদমান এই গোত্র দুইটির বর্তমান সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া ইয়াহুদীরা শংকিত হইয়া পড়ে। দুরভিসন্ধি করিয়া তাহারা একজন লোককে আওস ও খাযরাজের নিকট পাঠাইয়া তাহাদের পূর্বেকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইভাবে নতুন করিয়া অশান্তি সৃষ্টির মানসে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। ফলে তাহাদের পুরাতন নির্বাপিত আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। এমনকি একে অপরের উপর তরবারী চালাইতে প্রস্তুত হইয়া যায়। আবার সেই অজ্ঞতার যুগের শোরগোল ও চিৎকার শুরু হইয়া যায় ও তাহারা জিঘাংসায় মাতিয়া উঠে। উভয়ে স্থির করে যে, তাহারা হুররা প্রান্তরে খোলাখুলি যুদ্ধ করিবে এবং পিপাসার্ত শুষ্ক ভূমিকে রক্ত পানে সিক্ত ও পরিতৃপ্ত করিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ জানিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় দলকে শান্ত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি বর্তমান

থাকিতেই তোমরা পরস্পরের মধ্যে তরবারী চালাইতে আরম্ভ করিলে ? তারপরে তিনি তাহাদিগকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া শোনান। ইহাতে সকলে লজ্জিত হইল এবং কিছুক্ষণ পূর্বের কার্যের জন্যে দুঃখ করিতে লাগিল। অবশেষে অস্ত্র ফেলিয়া পুনরায় তাহারা পরস্পর পরস্পরকে করমর্দন ও আলিংগনে জড়াইয়া ধরিল।

ইকরামা (র) বলেন, হযরত আয়েশা (র)-কে অপবাদ দেওয়ার দুর্ভাগ্যজনক সময়ে এই আয়াতটি নাযিল হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

(١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○
(١٠٥) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ط
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○
(١٠٦) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ قف
اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○
(١٠٧) وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ط هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
(١٠٨) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ○
(١٠٩) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

১০৪. "আর তোমাদের মধ্য হইতে একটি দল থাকা চাই, যাহারা কল্যাণের পথে (মানুষকে) ডাকিবে এবং ভাল কাজের নির্দেশ দিবে ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। তাহারাই সফলকাম।

১০৫. সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী আসার পরেও যাহারা মতভেদ করিয়াছে ও বিভক্ত হইয়াছে, তোমরা তাহাদের মত হইও না। তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি রহিয়াছে।"

১০৬. "সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হইবে ও কিছু চেহারা মলিন হইবে। অতঃপর যাহাদের চেহারা মলিন হইবে, তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ ? এখন তোমাদের কুফরী কাজের শাস্তি ভোগ কর।"

১০৭. "আর যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে, তাহারা আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকিবে। অতঃপর তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে।"

১০৮. "এই হইল আল্লাহর বাণীসমূহ। সত্য সহকারে তোমার কাছে উহা পাঠ করানো হইল। আর আল্লাহ সৃষ্টিকুলের জন্যে যুলুমের ইচ্ছা করেন না।"

১০৯. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছেই সকল ব্যাপার পেশ হইবে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সৎকাজের প্রতি আহবান করা এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। সংগে সংগে ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা ইহা করিবে তাহারাই কামিয়াব। যিহাক (র) বলেন ঃ বিশেষ একটি দল ও শ্রেণীর জন্য এই নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহারা হইলেন মুজাহিদ ও আলিম সমাজ। আবূ জাফর বাকির (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন– الخير اتباع القران وسنتى। অর্থাৎ সৎকর্ম হইল কুরআন এবং আমার সুন্নতের অনুসরণ করা।' ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল এই যে, উম্মতের মধ্যে অনুরূপ একটি দল থাকা একান্তই আবশ্যক। অবশ্য প্রত্যেকের উপরেই দীনের দাওয়াত প্রদান করা ফরয। সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ অন্যায় কাজ করিতে দেখিবে, সে উহাকে হাত দিয়া বাধা দিবে। যদি সে হাতের দ্বারা বাধা দিতে অক্ষম থাকে, তবে মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করিবে। যদি মুখ দিয়া বাধা দেওয়ার শক্তিও না থাকে, অন্তর দ্বারা ঘৃণা করিবে। আর এইটি হইল ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' অন্য রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার নিচের পর্যায়ে সরিষা পরিমাণ ঈমানও আর অবশিষ্ট থাকে না।'

হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান আশহালী, আমর ইব্‌ন আবূ আমর, ইসমাঈল ইবেন জাফর, সুলায়মান আল হাশিমী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানী (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, যে সত্তার হাতে আমার আত্মা তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎকাজে নিষেধ কর। নতুবা সত্বরই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ করিবেন। তখন তোমরা প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তাহা কবূল হইবে না।" আমর ইব্‌ন আবূ আমরের (র) সনদে ইব্‌ন মাজা এবং তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিযাছেন।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি উত্তম। এই সম্পর্কে অনেক হাদীস রহিয়াছে যাহা অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ অর্থাৎ তাহাদের মত হইও না, যাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করিতে শুরু করিয়াছে। এখানে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মতের মত পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মতানৈক্য সৃষ্টি করা এবং তাহাদের মত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ কার্য পরিত্যাগ করার পরিণতি সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন।

আবূ আমের আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আযহার ইব্‌ন আবদুল্লাহ হারবী, সাফওয়ান, আবূ মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ আমের আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহয়া বলেন ঃ

আমরা হযরত মুআবিয়া (রা)-এর সংগে হজ্বে গমন করি। মক্কায় পৌঁছিয়া তিনি যুহরের নামায শেষে দাঁড়াইয়া বলেন–রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আহলে কিতাবরা তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি করিয়া বাহাত্তরটি দলে পরিণত হইয়াছিল। তেমনি অতি সত্বর আমার উম্মতের মধ্যে তিহাত্তরটি দলের সৃষ্টি হইবে এবং সবাই প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পড়িবে। ইহাদের একটি দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। পরন্তু আমার উম্মতের মধ্যে অতি সত্বর এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহাদের শিরায় শিরায় কুকুরের বিষের মত কুপ্রবৃত্তি সক্রিয় থাকিবে। তাই হে আরববাসী, তোমরাই যদি তোমাদের নবী কর্তৃক আনীত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাক, তবে অন্যান্য জাতি তো ইহা হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িবে।

আবদুল কুদ্দুস ইব্ন হাজ্জাজ শামী ওরফে আবূ মুগীরা হইতে আহমাদ ইব্ন হাম্বল এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহিয়ার সূত্রে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বহু সনদ দ্বারা এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ –অর্থাৎ সেই দিন কোন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর কোন মুখ হইবে কালো। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতদের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হইবে এবং বিদআতীদের মুখাবয়ব কৃষ্ণ ও অনুজ্জ্বল থাকিবে। ইহা ইব্ন আব্বাস (র)-এর ব্যাখ্যা।

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ অর্থাৎ যাহাদের মুখ কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হইয়া গিয়াছিলে ? হাসান বসরী (র) বলেনঃ ইহারা হইল মুনাফিকগণ।'

فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ অর্থাৎ এখন সেই কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর।' প্রত্যেক কাফেরেরই এই অবস্থা হইবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ – 'আর যাহাদের মুখ উজ্জ্বল হইবে, তাহারা থাকিবে রহমতের মাঝে। তাহাতে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে।' অর্থাৎ অনন্তকালব্যাপী তাহাদের অবস্থান হইবে জান্নাতে। সেখান হইতে তাহাদের আর বাহির হইতে হইবে না।

আবূ গালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্ন সালমা, রবী ইব্ন সাবীহ, ওয়াকী ও আবূ কুরাইবের সূত্রে আবূ ঈসা তিরমিযী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, আবূ গালিব (র) বলেন ঃ

আবূ উমামা দামেস্কের মসজিদের স্তম্ভের সংগে খারেজীদের মস্তক ঝুলানো দেখিয়া বলেন, ইহারা নরকের কুকুর। ইহাদের চাইতে জঘন্যতম নিহত লোক আসমানের নিচে আর নাই। ইহাদিগকে যাহারা হত্যা করিয়াছে তাহারা উত্তম যোদ্ধা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ অর্থাৎ সেই দিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হইবে, আর কোন কোন মুখ হইবে কালো। আমি (আবূ গালিব) আবূ উমামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, একবার নয়, বরং সাতবার তাঁহার নিকট আমি ইহা শুনিয়াছি। অন্যথায় আমি এত কঠিন মন্তব্য করিতাম না।

তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম। আবূ গালিব হইতে সুফিয়ান ইব্ন উআইনার সূত্রে ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ গালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও

আবদুর রাজ্জাকের সূত্রে ইমাম আহমাদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যর (র) হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে এই সম্পর্কে দুর্বল, দীর্ঘ ও আশ্চর্যজনক এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ –এইগুলি হইল আল্লাহর নির্দেশ যাহা শোনানো হইল, ইহা আল্লাহর নির্দেশ, দলীল ও ভাষণ। بِالْحَقِّ যথাযথ। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখেরাতের নির্দেশাবলী তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল।

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِيْنَ –আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতি উৎপীড়ন করিতে চাহেন না। অর্থাৎ তিনি তোমাদের প্রতি যুলুম করিবেন না। কারণ ন্যায় বিচারকের জন্য উহা বৈধ নহে। তিনি সকল কিছুর উপর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ও শক্তিমান। বিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাই কাহারও প্রতি তাঁহার যুলুম করার প্রশ্নই উঠে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ –অর্থাৎ যাহা কিছু আসমান-যমীনে রহিয়াছে, সবই আল্লাহর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বটাই তাঁহার অধিকারে এবং সকলেই তাঁহার দাসত্বে মশগুল।

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ –আল্লাহর প্রতিই সব কিছু প্রত্যাবর্তনশীল। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহারই।

(١١٠) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

(١١١) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّاۤ اَذًى ؕ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ قف ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

(١١٢) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْۤا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۝

১১০. "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সৎ কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎ কার্য নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য ভাল হইত। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন আছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ পাপাচারী।"

১১১. "কিছুটা কষ্ট দেওয়া ছাড়া তাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেনা। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।"

১১২. 'আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহর গযবের পাত্র হইয়াছে এবং তাহারা আস্তানা-হীনতার শিকার হইয়াছে। তাহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিত। বস্তুত তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল ও সীমালংঘন করিত।"

তাফসীর ঃ উম্মাতে মুহাম্মাদীকে আল্লাহ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তাহারা সকল উম্মত হইতে উত্তম। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس –"তোমরাই হইলে সর্বোত্তম উম্মত, মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হইয়াছে।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাতিম, সুফিয়ান ইব্ন মাইসারা, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس -এই আয়াতাংশের তাফসীরে বলেনঃ মানব জাতির মধ্যে তোমরা সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেননা মানুষকে ঘাড় ধরিয়া তোমরা ইসলামের ছায়াতলে নিয়া আসিতেছ।

মুজাহিদ, আতীয়া আওফী, ইকরামা, আতা ও রবী ইব্ন আনাস كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس –আয়াতাংশের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তোমরাই মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অর্থাৎ তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং মানব জাতির সর্বাপেক্ষা হিতসাধনকারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ –অর্থাৎ তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করিবে ও অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে।'

দার্রাহ বিনতে আবূ লাহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন উমাইর, সাম্মাক, শরীক, আহমাদ ইব্ন আবদুল মালিক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, দার্রাহ বিনতে আবূ লাহাব (র) বলেন ঃ

"নবী করীম (সা) মিম্বারের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে বেশি কুরআন পাঠ করে, আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে, সৎ কাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজে বাধা দান করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করে, সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সাম্মাকের সূত্রে হাকাম স্বীয় মুসতাদরাকে, নাসায়ী স্বীয় সুনানে এবং আহমাদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاس –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ ইহাতে সেই লোকদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন।

আসল কথা হইল এই যে, উক্ত দায়িত্ব সর্বকালের প্রতিটি উম্মতের জন্যে নির্ধারিত হইয়াছে। মূলত সর্বোত্তম যুগ হইল রাসূল (সা)-এর যুগ। তারপর তাঁহার নিকটবর্তী যুগ এবং তাঁরপর তাহার পরবর্তী যুগ। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

তাফসীর ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ আল আইয়াশী, শু'বা, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুফিয়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন সুনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাঁহার আনুগত্য করা ও অবাধ্য না হওয়া, তাহাকে স্মরণ করা ও ভুলিয়া না যাওয়া, তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া। ইহার সনদও বিশুদ্ধ এবং মাওকুফ পর্যায়ের। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে আমর ইব্‌ন মাইমুনও এ্ইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ, সুফিয়ান সাওরী, ইব্‌ন ওহাব ও ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলার সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উহার অর্থ, যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ তাহার আনুগত্য কর ও অবাধ্যতা করিও না।"

ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুররা, যুবাইদ ও মাসহারের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্‌দ্বয়ের শর্তেও ইহা সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। অবশ্য হাদীসটি মাওকুফ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ মুররা হামদানী, রবী ইব্‌ন খাইচাম, আমর ইব্‌ন মাইমুন, ইব্‌রাহীম নাখঈ, তাউস, হাসান, কাতাদা, আবু সিনান ও সুদ্দী হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মানুষ ততক্ষণ আল্লাহকে ভয় করার দাবী করিতে পারে না যতক্ষণ সে নিজের জিহ্বাকে সংযত না করিতে পারে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবুল আলীয়া, রবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান যায়েদ ইব্‌ন আসলাম ও সুদ্দী প্রমুখের মতে আলোচ্য আয়াতটি فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (সাধ্যানুসারে আল্লাহকে ভয় কর) আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَتِهِ। এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা রহিত হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইল, আল্লাহর পথে সাধ্যানুযায়ী জিহাদ করা এবং আল্লাহর বিধান পালনে কাহারো বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। পরন্তু পিতামাতা, সন্তান-সন্ততি, এমন কি নিজের ব্যাপারেও ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'অবশ্যই তোমরা মুসলমান না হইয়া মৃত্যুবরণ করিও না অর্থাৎ পূর্ণ জীবনটা ইসলামের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। তাহা হইলে মহামহিম আল্লাহ অবশ্য তোমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করিবেন। কেননা তাহার নীতি হইল, যে যেই আদর্শের উপর জীবন পরিচালিত করিবে উহার উপরেই তাহার মৃত্যু হইবে। আর যাহার উপরে তাহার মৃত্যু হইবে, তাহার উপরেই কিয়ামতের দিন

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের মুখাবয়ব হইবে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল। তাহারা সবাই একই অন্তরবিশিষ্ট হইবে। আমি আল্লাহর নিকট ইহার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করার পর প্রত্যেকের সংগে সত্তর হাজার করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা বর্ণনা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মন্তব্য করেন যে, তবে তো দেখা যাইতেছে এই সংখ্যার মধ্যে অজপাড়া ও পল্লীবাসীও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।

হাদীস ঃ অন্য একটি হাদীসে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে মায়মুন ইব্ন মিহরান, মূসা ইব্ন উবাইদ, কাসিম ইব্ন মিহরান, হিশাম ইব্ন হাসান, আবদুল্লাহ ইব্ন বকর সাহমী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আমার প্রভু আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। উমর (র) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন না কেন ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করায় তিনি প্রত্যেক হাজারের সংগে সত্তর হাজার করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দেন। উমর (রা) বলিলেন, আরও বেশির জন্য প্রার্থনা করিলে কি ভাল হইত না ? তিনি বলিলেন, আমি আবার বৃদ্ধির প্রার্থনা করায় আল্লাহ প্রত্যেকের সংগে সত্তর হাজার বৃদ্ধি করিয়া দেন। উমর (রা) বলেন, আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্যে প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন, এবারে প্রার্থনা করার পর বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর দুই হাত প্রসারিত করিয়া বেশির পরিমাণ দেখান। হাশিম বলেন, উহার সংখ্যা যে কত হইবে, তাহার হিসাব একমাত্র আল্লাহই জানেন।

হাদীস ঃ যমযম ইব্ন যারাআ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, যমযম ইব্ন যারাআ (র) বলেন ঃ

শুরাইহ ইব্ন উবাইদ (র) বলিয়াছেন, একবার হযরত ছাওবান (র) হেমসে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন সেখানকার আমীর ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন কারাত আল-ইয্দী (র)। তিনি সাওবান (র)-কে দেখিতে আসিলেন না। এদিকে কিলাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে আসেন। সাওবান (রা) তাঁহাকে বলেন, আপনি কি লিখিতে জানেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, লিখিতে জানি। তখন তাহার দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন কারাতের নিকট এই পত্র লিখান ঃ

"রাসূল (সা)-এর পরিচারক সাওবানের পক্ষ হইতে আমীর আবদুল্লাহ ইব্ন কারাত আল ইযদীর প্রতি। আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সা)-এর প্রতি দরূদ জ্ঞাপন পূর্বক কথা হইলো যে, এই স্থানে যদি হযরত ঈসা (আ)-এর কোন পরিচারক উপস্থিত হইত তবে হয়তো আপনি তাহাকে পরিদর্শন করিতে বা তাহার সংগে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।' অতঃপর চিঠি ভাঁজ করিয়া তাহাকে বলিলেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই পত্রটা আমীরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি আমীরের নিকট পত্রটি পৌঁছাইয়া দিলেন। আমীর উহা দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ হযরত সাওবানের (রা) দর্শনে আসেন! তাঁহার নিকট আসিয়া অবস্থাদি দেখেন। অতঃপর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলে

সাওবান (রা) তাহার চাদর ধরিয়া বলেন, বসুন, একটি হাদীস শুনুন। আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সা) পবিত্র মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন– আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। প্রত্যেক হাজারের সংগে আরো সত্তর হাজার করিয়া থাকিবে।

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। হাদীসটি বিশুদ্ধ। সমস্ত কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য।

হাদীস ঃ অন্য সূত্রে সাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আসমা রাহবী, শুরাইহ ইব্ন উবাইদ, যমযম ইব্ন যারাআ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ওরফে আবূ আইয়াশ, আমর ইব্ন ইসহাক ইব্ন যারীক আল হেমসী ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, সাওবান (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু আমার নিকট আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে নিবার অংগীকার করিয়াছেন। আর প্রত্যেক হাজারের সংগে আরও সত্তর হাজারকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করিবেন। সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়েতে অতিরিক্ত শূরাইহ ও আবূ আসমা রাহবীর উপস্থিতি রহিয়াছে। ফলে রিওয়ায়েতটি আরও জোরালো হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস ঃ অন্য একটি হাদীসে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান ইব্ন হেসীন, হাসান, কাতাদা, মুআম্মার, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

এক রাত্রে আমরা রাসূল (সা)-এর সংগে দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনা করি। অতঃপর প্রত্যূষে আবার তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি বলেন, আজ রাতে আমাকে সকল নবীগণকে তাহাদের উম্মাতসহ দেখানো হইয়াছে। কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন মাত্র তিনজন উম্মত, কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন ক্ষুদ্র একটি দল, কোন কোন নবীর সংগে ছিলেন একজন উম্মত এবং কোন কোন নবী মাত্র একাই ছিলেন, কোন উম্মত তাঁহার সংগে ছিল না। তবে মূসা (আ)-এর উম্মত দেখিয়া আমি হতচকিত হই। কেননা তাহার সংগে ছিল বনী ইসরাঈলদের বিশাল একটি দল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, এই হইল আপনার ভ্রাতা মূসা (আ) এবং তাহার উম্মত বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উম্মত কোথায় ? তিনি বলিলেন, ডানদিকে লক্ষ্য করুন। ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, অসংখ্য লোকের সমাগম। সমগ্র আসমানের সমতল ভূমিই যেন লোকে পরিপূর্ণ। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ প্রভু, সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন, আমাকে আরও বলা হইয়াছে, ইহাদের প্রত্যেকের সংগে আরো সত্তর হাজার করিয়া রহিয়াছে যাহারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

অতঃপর নবী (সা) বলেন, আমার পিতামাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ হউক। যদি সম্ভব হয় তবে এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে অতিরিক্ত দলটির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যদি তাহাও সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও

যাহাদিগকে সর্বশেষ প্রান্তে দেখা যাইতেছিল। কেননা আমি অনেককে দেখিয়াছি যাহারা আকাশের প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান আবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন যেন আমি সেই সত্তর হাজারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। তখন তাহার জন্য দু'আ করা হয়। অন্য ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আমিও উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপরে অগ্রাধিকার পাইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমরা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলাম যে, সত্তর হাজার হয়তো তাহারা হইবে যাহারা ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে কখনও আল্লাহর সংগে কাহাকেও অংশীদার করেন নাই এবং এই অবস্থায়ই তাহারা মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। হুযূর (সা) আমাদের এই মন্তব্য শুনিতে পাইয়া বলিলেন, যাহারা ঝাড়ফুঁকের তোয়াক্কা করে না, আগুন দ্বারা দাগাইয়া নেয় না এবং সব ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাহারাই সেই দলভুক্ত হইবে।

এই সনদে ইমাম আহমাদও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ও আবদুস সামাদের সনদেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে শেষের দিকে এইটুকু বেশি বর্ণিত হইয়াছে যে, 'সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে আমার প্রভু! সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে আমার প্রভু!' সেখানে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে ঃ আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তুষ্ট হইয়াছ ? আমি বলিলাম, হাঁ প্রভু। তিনি বলিলেন, বাম দিকে তাকাও। রাসূল (সা) বলেন, আমি বাম দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, অসংখ্য মানুষের বিশাল সমাবেশ। উহাতে আকাশের প্রান্ত ঢাকিয়া গিয়াছে। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি সন্তুষ্ট ? আমি বলিলাম, সন্তুষ্ট।"

এই সূত্রে হাদীসটি শুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। তবে একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য কেহ ইহা বর্ণনা বা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাদীস ঃ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে যর, আসিম, হাম্মাদ, আবদুল মালিক ইব্ন আবদুল আযীম ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলেন, আমার সমীপে পেশকৃত উম্মত দেখিয়া আমার বড় আনন্দ লাগিয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। পাহাড় প্রান্তর সবই লোকে লোকারণ্য। তখন আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, খুশি হইয়াছ, হে মুহাম্মদ। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, ইহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহারা হইল যাহারা ঝাড়-ফুঁকের তোয়াক্কা করে না, রাশিচক্রে বিশ্বাস করে না এবং একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।

ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন, আমি যেন উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, তুমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূল (সা)-কে বলিলেন, আমার জন্যও দু'আ করুন যেন আমিও উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারি। রাসূল (সা) বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপর প্রাধান্য

প্রাপ্ত হইয়াছে। হাফিয যিয়া আল মুকাদ্দেসী (র) ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ ইহা আমার নিকট মুসলিম (র)-এর শর্তের ভিত্তিতে সহীহ্ বলিয়া সাব্যস্ত।

হাদীস ঃ ইমরান ইব্ন হেসীন হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, হিশাম ইব্ন হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ আদী, উকবা ইব্ন মুকাররাম, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মাদ জাযূয়ী ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হেসীন (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আমার সত্তর হাজার উম্মত বিনা হিসাবে এবং বিনা শাস্তিতে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারা ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাহারা ঝাড়-ফুঁক, আগুনে দাগান এবং রাশিচক্রের তোয়াক্কা করে না; বরং সর্ব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। হিশাম ইব্ন হাসানের (র) সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে যুহরীর রিওয়ায়েতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ

আবূ হুরায়রা (র) তাহাকে বলিযাছেন, তিনি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমার উম্মতের একটি বিশাল দল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর তাহাদের সংখ্যা হইল সত্তর হাজার। তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। অতঃপর আক্কাশা ইব্ন মাহসান আসাদী (র) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করা হয়। রাসূল (সা) বলিলেন, হে আল্লাহ! ইহাকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিন। ইহার পর এক আনসার দাঁড়াইয়া অনুরূপ বলিলেন। রাসূল (সা) তাহাকে বলিলেন, আক্কাশা তোমার ইপর প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

হাদীস ঃ সহল ইব্ন সা'দ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আবূ গাসসান, সা'দ ইব্ন আবূ মারয়াম, ইয়াহয়া ইব্ন উছমান ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, অবশ্যই আমার সত্তর হাজার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করিবে অথবা সাত লক্ষ। তাহারা একে অপরের হাত ধরিয়া থাকিবে। একে একে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকলেই এইভাবে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।

সহল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আবদুল আযীম ইব্ন আবূ হাযিম ও কুতায়বার সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে হাশীম ও সাঈদ ইব্ন মনসূরের সূত্রে মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হেসীন ইব্ন আবদুর রহমান বলেন ঃ

একদা আমি সাঈদ ইব্ন জুবাইরের (র) নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলেন, রাতের ছুটিয়া যাওয়া তারকাটি কেহ লক্ষ্য করিয়াছ কি ? আমি বলিলাম, আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আমি নামায পড়িতেছিলাম না। কারণ তখন আমকে বিচ্ছুতে কাটিয়াছিল। তিনি বলেন, বিচ্ছুতে কাটিলে তুমি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ? আমি বলিলাম, ঝাড়-ফুঁক করাইয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কে বলিয়াছে ? আমি বলিলাম, শা'বী বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন, শা'বী কি বলিয়াছেন ? বলিলাম, শা'বী বুরাইদা ইব্ন হাসীব আসলামীর সনদে আমাকে বলেন, নজর পড়া ও বিষাক্ত জন্তুর ছোবলের জন্যঝাড়ফুঁক করান বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিলেন, আচ্ছা! যে যাহা জানিতে পারিবে তাহাকে তাহাই আমল করিতে হইবে। কিন্তু আমার নিকট নবী (সা) হইতে ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ

আমার সামনে সকল উম্মতকে উপস্থিত করা হয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, কোন কোন নবীর সংগে উম্মতের ছোট একটি দল রহিয়াছে, কোন কোন নবীর সংগে রহিয়াছে একজন কি দুইজন মাত্র। কোন কোন নবীর সংগে উম্মতও পরিলক্ষিত হইল না। হঠাৎ একটি বড় দল আমার দৃষ্টিতে পড়িল। ভাবিলাম, এই দল মনে হয় আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে জানানো হইল, এই হইল মূসা (আ) ও তাঁহার উম্মতবৃন্দ। ইহার পর আমি উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, বিরাট একটি দল। অতঃপর আমাকে বলা হইল, ইহারাই তোমার উম্মত। আর ইহাদের মধ্য হইতে সত্তর হাজার উম্মত বিনা শাস্তিতে ও বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। এই কথা শুনিয়া অনেকে মন্তব্য করিতেছিলেন–ইহারা হয়ত রাসূল (সা)-এর সাহাবীরাই হইবেন। কেহ কেহ বলিতেছিলেন, ইহারা হয়ত ইসলামের উপর জন্ম নিয়াছে এবং সেই হইতে আমৃত্যু আল্লাহর সংগে কাহাকেও আশীদার করে নাই। এইভাবে অনেকে অনেক কথা বলিতেছিলেন। ইতিমধ্যে নবী (সা) পুনরায় আগমন করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি নিয়া আলোচনা করিতেছিলে ? তাহারা সব কথা বলিল। ইহার পর রাসূল (সা) বলিলেন, উহারা কখনও ঝাড়-ফুঁক করে নাই, লোহা দ্বারা দাগায় নাই, রাশিচক্র বা শুভ-অশুভ বিশ্বাস করে নাই; বরং সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়াছে। ইহা শুনিয়া আক্কাশা ইব্ন মাহসান রাসূল (সা)-কে বলিলেন, আমাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছ। অতঃপর আর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, আক্কাশা তোমার উপর প্রধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। হাশীম হইতে উসাইদ ইব্ন যায়েদের সূত্রে বুখারীও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় ঝাঁড়-ফুকের কথাটি উল্লেখ নাই।

হাদীস ঃ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ, যুবাইর, ইব্ন জারীর, ইব্ন উবায়দা ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, যাহারা সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে তাহাদের মুখাবয়ব পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকিবে। তাহাদের নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করা হইবে না। ইহার পরে যাহারা প্রবেশ করিবে তাহাদের মুখাবয়ব আকাশের তারার মত উজ্জ্বল হইবে।

হাদীস ঃ আবূ উমামা বাহেলী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও হাফিজ আবূ বকর ইব্ন আসিম স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বাহেলী (র) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন–আল্লাহ আমার সংগে আমার সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেক হাজারের সংগে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। পরন্তু আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলির তিন অঞ্জলি লোক জান্নাতে নিক্ষেপ করিবেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়শা হইতে হিশাম ইব্‌ন আম্মারের সূত্রে তিবরানীও ইহা বর্ণনা করেন। ইহার সনদও উত্তম।

অন্যসূত্র ঃ আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াহয়া ওরফে আবূ ইয়ামান হারবী, সেলীম ইব্‌ন আমের, সাফওয়ান ইব্‌ন আমের, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম, দুহায়েম ও ইব্‌ন আবূ আসিম বর্ণনা করেন যে,আবূ উমামা (র) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইয়াযীদ ইব্‌ন আখনাস (র) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের তুলনায় এই সংখ্যা তো খুবই নগণ্য। ইহার উপমা হইল মধুর চাক হইতে মধুকরের ঠোঁটে করিয়া তোলা এক বিন্দু মধু মাত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার সংগে ওয়াদা করিয়াছেন সত্তর হাজারের এবং উহা প্রত্যেক দশ হাজার ব্যক্তির আরও সত্তর হাজার ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার অধিকার থাকিবে। আর আল্লাহ স্বীয় তিন করপুট লোক জান্নাত দাখিল করাইবেন। ইহার সনদ উত্তম পর্যায়ের।

হাদীস ঃ উতবা ইবন আবদুস সালাম হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইবন যায়েদ বাকালী, আবূ ইয়াযীদ ইবন সালাম, মুআবিয়া ইবন আবূ আহমাদ ইবন খালিদ ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, উতবা ইবন আবদুস সালাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেক দশ হাজার আবার সত্তর হাজারকে সুপারিশ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করপুটে করিয়া তিন করপুট জান্নাতে নিক্ষেপ করিবেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) আল্লাহু আকবর ধ্বনি করিয়া বলেন—প্রথম সত্তর হাজার তাহাদের পিতা-মাতা-সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-প্রতিবেশীদের জন্য সুপারিশ করিবে। আশা করি, কমপক্ষে আল্লাহর করপুট নিক্ষেপের মাধ্যমে বেহেশতে দাখিল হইতে পারিব।

হাফিজ যিয়া আবূ আবদুল্লাহ মুকাদ্দিসী (র) স্বীয় 'জান্নাতের বর্ণনা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ এই সনদটি দুর্বল বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস ঃ আতা ইব্‌ন আবূ মাইমুন, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, হিশাম ওরফে দাস্তওয়ানী, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ তাঁহাকে রাফাআতুল জুহনী (রা) বলিয়াছেন, আমরা হুযূর (সা)-এর সংগে কাদীদে পৌঁছিলে কথা প্রসংগে তিনি আমাদিগকে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন। আমার ধারণা যে, ইহারা প্রবেশ করিতে করিতে তোমরা তোমাদের নিজের জন্যে, ছেলেমেয়েদের জন্যে এবং তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে বেহেশতে স্থান নির্ধারিত করিয়া ফেলিবে।

যিয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি আমার দৃষ্টিতে মুসলিমের শর্তে বিশুদ্ধ।

হাদীস ঃ আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নযর ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ আমার সংগে আমার চার লক্ষ উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আরও বাড়াইয়া নিন। রাসূল (সা) বলিলেন, আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়াছেন। উমর (রা) বলিলেন, ইহাকেই যথেষ্ট মনে কর। আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমরা যদি সকলে জান্নাতে প্রবেশ করি তাহাতে ক্ষতি কি ? উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে একই অঞ্জলিতে সমগ্র সৃষ্টিকে বেহেশতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া নবী (সা) বলিলেন, উমর ঠিক বলিয়াছে।

যিয়া (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি এই একমাত্র আবদুর রাযযাকই বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, আবূ হিলাল, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাইছাম বালাদী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ও হাফিজ আবূ নঈম ইস্পাহানী বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ আমার এক লক্ষ উম্মতকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বাড়াইয়া দিন। রাসূল (সা) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহই ইহা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। সুলায়মান ইব্‌ন হারবও (রা) হাত দ্বারা উক্ত ইংগিত করিলেন। আমিও বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বাড়াইয়া নিন। উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে অঞ্জলিতে ভরিয়া বেহেশতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন-উমর ঠিক বলিয়াছে।

এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বটে। আর আবূ হিলালের আসল নাম হইল মুহাম্মদ ইব্‌ন সালীম রাসেবী বসরী।

অন্য সূত্রে আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ, আবদুল কাহির ইব্‌ন সিররী সালমী, মুহাম্মদ ইব্‌ন বুকাইর ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমার সত্তর হাজার উম্মতকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে। সকলে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আরও বাড়াইয়া নিন। রাসূল (সা) বলিলেন, ইহাদের প্রত্যেকে সত্তর হাজার করিয়া দাখিল করাইবার অধিকার পাইবে। সকলে বলিল, আরো বৃদ্ধি করুন। নবী (সা) বলিলেন, ইহা আল্লাহর সিদ্ধান্ত। তবে আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলি ভরিয়া একদল বান্দা বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর তাহারা বলিল, হে আল্লাহর রাসূল ! ইহার পর যদি কেহ জাহান্নামে যায় সে হতভাগা বৈ নয়।

ইহার সনদ চমৎকার। ইহার প্রত্যেক বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত-একমাত্র আবদুল কাহির ইব্‌ন সিররী ব্যতীত। তাহার ব্যাপারে ইব্‌ন মুঈন প্রশ্ন তুলিয়াছেন। সালিহও তাহার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

হাদীস ঃ ইব্‌ন উমর ও আবূ বকর ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদার সনদে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলা আমার তিন লক্ষ উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার ওয়াদা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আরও বাড়াইয়া নিন। ইহার উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, আল্লাহ স্বীয় অঞ্জলি ভরিয়া বান্দাগণকে বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আও

বৃদ্ধি করিয়া দিন। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) নিজেই মন্তব্য করিলেন, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে এক অঞ্জলি ভরিয়া সব লোকই বেহেশেতে নিক্ষেপ করিতে পারেন। রাসূল (সা) বলিলেন, ঠিকই বলিয়াছ, হে উমর!

হাদীস ঃ আবূ সাঈদ আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস আল কিন্দী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইয়াযীদ ইব্‌ন সালাম, আবূ তাওবা, আহমদ ইব্‌ন খালিদ ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ আনসারী (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট আমার সত্তর হাজার উম্মতকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাইবার অংগীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রত্যেক হাজার লোক সত্তর হাজার ব্যক্তিকে সুপারিশ করিতে পারিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তিনবার অঞ্জলি ভরিয়া বেহেশতে নিক্ষেপ করিবেন। কাইস (র) বলেন-আমি আবূ সাঈদকে (রা) জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূল (সা) হইতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আমার নিজের কানে শুনিয়াছি এবং উহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। ইহার পর আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (সা) আরও বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের সকল মুহাজির ইহার মধ্যে আসিয়া যাইবে। অবশিষ্ট সংখ্যা পল্লীবাসীদের দ্বারা পূর্ণ করা হইবে।

আবূ তাওবা রবী' ইব্‌ন নাফে হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সহল ইব্‌ন আসকারের সনদেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইহাতে এইটুক বেশি বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর সামনে হিসাব করা হইলে ইহার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় চার কোটি সত্তর হাজার।

আবূ মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্‌ন উবাইদ, যমযম ইব্‌ন যারাআ, ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, হাশীম ইব্‌ন মারছাদ তিবরানী ও আবুল কাসিম তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমি মুহাম্মাদের আত্মা তাঁহার শপথ! তোমরা অন্ধকার রাত্রির মত অসংখ্য লোক একই সংগে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইবে ও গোটা প্রান্তর তোমাদের দ্বারা ঢাকিয়া যাইবে। সমস্ত ফেরেশতা বলিয়া উঠিবেন, 'মুহাম্মদের সংগে যে দলটি আসিয়াছে তাহা সমস্ত নবীর সকল দল অপেক্ষা অনেক বেশি।' ইহার সনদসমূহ অতি উত্তম। অসংখ্য হাদীস প্রমাণ বহন করিতেছে যে, আল্লাহর নিকট এই উম্মতের প্রচুর সম্মান ও মর্যাদা রহিয়াছে। ইহারা দুনিয়া ও আখিরাতের অন্যান্য উম্মত হইতে উত্তম আসনে প্রতিষ্ঠিত।

হাদীস ঃ জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, ইব্‌ন জারীজ, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'আশা করি জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশই আমার উম্মতদের মধ্য হইতে হইবে। আমরা সবাই উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আশা করি এক-তৃতীয়াংশই আমার উম্মত হইবে। ইহা শুনিয়া আমরা উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলাম। অতঃপর তিনি আবার বলিলেন, আশা করি জান্নাতীদের অর্ধেকই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।

ইব্‌ন জারীজ ও রূহ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা মুসলিমের শর্তের আনুকূল্যে রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মুন ও আবূ ইসহাক সাবীঈর সূত্রে সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) আমাদের সামনে বলিয়াছেন, তোমরা বেহেশতের এক-চতুর্থাংশ হইলে তাহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট ? খুশিতে আমরা উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন- তোমরা বেহেশতের এক-তৃতীয়াংশ হইলে তাহাতে কি তোমরা সন্তুষ্ট ? এইবারও আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তো আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীদের অর্ধেক হইবে।

অন্য সূত্র ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান, কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান, হারিছ ইব্‌ন হেসীন, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যায়েদ, আফফান ইব্‌ন মুসলিম, আহমাদ ইব্‌ন কাসিম ইব্‌ন মুসাওয়ার ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, সমগ্র জান্নাতবাসীর এক-চতুর্থাংশ যদি তোমরা হও এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশ যদি অন্যান্য উম্মত থাকে, তাহা কেমন হয় ? সাহাবীগণ বলিলেন, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (সা) বলিলেন, যদি তোমরা এক-তৃতীয়াংশ হও, তাহা হইলে কেমন হয় ? তাহারা বলিলেন, তবে তো অসংখ্য হইয়া যায়। অতঃপর রাসূল (সা) বলেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। উহার আশিটিই হইবে তোমরা।' তিবরানী (র) বলেন, একমাত্র হারিছ ইব্‌ন হেসীনই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ বুরাইদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বুরাইদা বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। তন্মধ্যে আশিটি হইবে এই উম্মতের।

ধারাবাহিকভাবে আবদুল আযীয ও আফফান হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবূ সিনানের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের। বুরাইদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন বুরাইদা, আলকামা ইব্‌ন মারছাদ ও সুফিয়ান সাওরীর সনদে ইব্‌ন মাজাও বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ বাজালী, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান দামেস্কীর সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস বলেনঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতবাসীদের একশত বিশটি সারি হইবে। তন্মধ্যে আশিটি হইবে আমার উম্মতের। খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ বাজালীর সূত্রেই কেবল ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আদী ইহাকে ত্রুটিপূর্ণ বলিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমরের পিতা, আবূ আমর, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক, হাশিম ইব্‌ন খালিদ, মূসা ইব্‌ন গাইলান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ও তিবরানী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ। -এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূল্লাহ (সা) আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন, জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ তোমরা থাকিবে। আবার বলেন, জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ তোমরা থাকিবে। আবার বলেন, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরা থাকিবে। অতঃপর বলেন, তোমরা হইবে জান্নাতবাসীদের দুই-তৃতীয়াংশ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন তাউসের পিতা, ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষ আসিয়াছি, অথচ জান্নাতে সর্বপ্রথমে প্রবেশ করিব। যদিও আমাদের পূর্বে তাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদিগকে তাহাদের পরে কিতাব দেওয়া হইয়াছে। তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ করিয়াছে-আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সেই বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দিয়াছেন। অতঃপর জুমুআর ব্যাপারেও তাহারা ইখতিলাফ করিয়া আমাদের পিছনে রহিয়াছে-ইয়াহুদীরা শনিবার এবং খ্রিস্টানরা রবিবার জুমআ পালন করে। মারফূ সূত্রে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুরায়রা, তাউস ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন তাউসের সনদে সহীহদ্বয়েও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও আ'মাশের সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমরা পৃথিবীতে সর্বশেষে আসিয়াছি, অথচ কিয়ামতের দিন সর্বাগ্রে থাকিব এবং সর্বাগ্রে বেহেশতে প্রবেশ করিব.........।

হাদীস ঃ উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, যুহরী ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীলের সনদে একমাত্র দারেকুতনী বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, আমি যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ না করিব, সে পর্যন্ত অন্য নবীদের বেহেশতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ এবং আমার উম্মত যে পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ না করিবে সে পর্যন্ত অন্য নবীগণেরে উম্মতদের বেহেশতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।"

অতঃপর দারেকুতনী বলেন ঃ আমিই কেবল এই হাদীসটি যুহরী (র) হইতে ইব্‌ন আকীলের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছি। এই সূত্রে ইহা অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। ইব্‌ন আকীল হইতে যুহায়র ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং যুহায়র হইতে আমর ইব্‌ন আবূ সালমাও শুধু এই সূত্রধারায় ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল, যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মাদ সাদাকাহ দামেস্কী, আবূ হাফস তুনাইসী, আবূ বকর আই'য়ান, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ গিয়াছ, আহমাদ ইব্‌ন হুসাইল ইব্‌ন ইসহাক ও আবূ আহমাদ ইব্‌ন আদী আল হাফিজ এবং যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল হইতে ধারাবাহিকভাবে সাদাকাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ, আমর ইব্‌ন সালমা, আহমাদ ইব্‌ন ঈসা তুনাইসী, আবূ নঈম আব্দুল মালিক ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবূ আব্বাস মুখাল্লেদী ও ছা'লাবী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ/الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ এই আয়াতেরই সমর্থক ও ব্যাখ্যামূলক। তাই যাহারা এই আয়াতকে বাস্তবে রূপদান করিবে তাহারা উল্লিখিত প্রশংসার দাবিদার হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ উমর (রা) হজ্জের প্রাক্কালে كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন, যদি তোমরা এই আয়াতের প্রশংসার অংশীদার হইতে চাও, তবে এই আয়াতের দাবি বাস্তবায়ন কর। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহারা ইহা বাস্তবায়ন করে না তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কিতাবীগণ যাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে নিন্দা করিয়াছেন ঃ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ তাহারা লোকদিগকে অন্যায় করিতে বারণ করিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের প্রশংসা করে পরবর্তী আয়াতে উক্ত কিতাবীদের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেনঃ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ। আহলে কিতাবরা যদি ঈমান স্থাপন করিত। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা মানিত। তবে لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ। "তাহাদের জন্য উহা মংগল ছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু তো রহিয়াছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হইল পাপাচারী।" অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই আল্লাহর প্রতি, তাহাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি এবং তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান রাখে। তাহাদের অধিক সংখ্যকই ভ্রষ্ট, কাফের, অবাধ্য এবং পাপাচারী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে কাফেরদের মুকাবিলায় সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন ঃ لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ "যৎসামান্য কষ্ট দেওয়া ব্যতীত তাহারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি তাহারা তোমাদের সংগে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে তাহারা পশ্চাদপসরণ করিবে। অতঃপর তাহাদের সাহায্য করা হইবে না।'

যেমন, আল্লাহ তা'আলা খায়বারের যুদ্ধে তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন এবং তাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইয়া গিয়াছিল। অনুরূপভাবে ইহার পূর্বেও মদীনার ইয়াহুদী গোত্র বনু কাইনুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযাকে আল্লাহ তা'আলা চরমভাবে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন। এইভাবে সিরিয়ার খ্রিস্টানরা সাহাবীদের হাতে চরমভাবে পরাজিত হয় এবং সিরিয়া চিরদিনের জন্য মুসলমানদের করতলগত হয়। অতঃপর সিরিয়ায় একদল সত্যপন্থী হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তিনি আগমন করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীআত অনুযায়ী শাসন করিবেন, ক্রুশ ছিন্ন করিয়া ফেলিবেন, শূকর হত্যা করিয়া ফেলিবেন এবং জিযিয়া কর মওকুফ করিয়া দিবেন। ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْآ اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ।"আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত তাহারা যেইখানেই অবস্থান করিয়াছে, সেইখানেই তাহাদের উপর লাঞ্ছনা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও হীনতা অবধারিত রহিয়াছে এবং কোথাও তাহাদের নিরাপত্তা ও সম্মান নাই। اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ। তবে একমাত্র আল্লাহর আশ্রয়ে তাহাদের নিরাপত্তা রহিয়াছে। অর্থাৎ মুসলমানদের সংগে যদি শান্তিচুক্তি হয় এবং যদি তাহারা জিযিয়া প্রদান করে ও মুসলমান খলীফার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে, তবে হয়ত তাহারা নিরাপত্তা লাভ করিতে পারে।

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ যদি তাহাদের কাহাকেও কোন চুক্তিকৃত ও অংগীকারাবদ্ধ দাস কিংবা বন্দী মুসলামান, এমনকি কোন মুসলমান মহিলাও নিরাপত্তা দান করে, তবুও উহা কার্যকরী হইবে।

মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, যিহাক, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও রবী ইব্ন আনাসও এইরূপ বলিয়াছেন। وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ তাহাদের ললাটে আল্লাহ্র ক্রোধ ও লাঞ্ছনা সংযুক্ত

হইয়াছে! অবশ্য তাহারা ইহারই উপযুক্ত ছিল। তেমনি وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ তাহাদের উপর চাপান হইয়াছে গলগ্রহতা। অর্থাৎ বস্তুগতভাবে এবং বিধানগতভাবে তাহারা গলগ্রহতার শিকার হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاۤءَ بِغَيْرِ حَقٍّ এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনবরত অস্বীকার করিয়াছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে। অর্থাৎ ইহাও তাহাদের পাপ, অবাধ্যতা ও অহংকারের ফসল। আর এইজন্যেই তাহারা হীনতা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার মধ্যে চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ 'ইহার কারণ, তাহারা নাফরমানী করিয়াছে এবং সীমালংঘন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে ও রাসূলগণকে হত্যা করিয়াছে। ফলে তাহারা অত্যধিক পরিমাণ পাপ করিয়াছে এবং আল্লাহর বিধান লংঘন করিয়াছে। ইহা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আল্লাহই প্রার্থনা গ্রহণকারী ও সাহায্যকারী।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুআম্মার ইযদী, ইব্‌রাহীম, সুলায়মান, আ'মাশ, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালুসী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলরা এক এক দিন তিনশত করিয়া নবী হত্যা করিত এবং দিনের শেষভাবে বাজারে গিয়া কাজকর্মে লিপ্ত হইত।

(١١٣) لَيْسُوْا سَوَآءً ۭ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۗىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۗءَ الَّيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ○
(١١٤) يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○
(١١٥) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ○
(١١٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُھُمْ مِّنَ اللّٰهِ
شَـيْـــًٔـا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
(١١٧) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ
حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَھُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ۭ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَھُمْ
يَظْلِمُوْنَ ○

১১৩. 'কিতাবীদের সকলে একরকম নহে। তাহাদের একদল স্থির রহিয়াছে। রাত্রিকালে তাহারা আল্লাহর বাণী আবৃত্তি করে ও সিজদা করে।"

১১৪. **“তাহারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে,, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় আর তাহারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। এবং তাহারাই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।”**

১১৫. **“উত্তম কাজের যাহা কিছু তাহারা করে তাহা কখনও অস্বীকার করা হইবে না। আল্লাহ মুত্তাকীদের ব্যাপারে যথেষ্ট অবহিত।”**

১১৬. **“যাহারা কুফরী করে তাহাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কখনও কোন কাজে আসিবে না। তাহারাই অগ্নিকুণ্ডের বাসিন্দা, সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।”**

১১৭. **“পার্থিব স্বার্থে তাহারা যাহা ব্যয় করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল প্রচণ্ড এক হিমপ্রবাহ। যে জাতি নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে উহা তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত হানিয়া ধ্বংস করে। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন নাই, তাহারাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে।”**

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেনঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে হাসান ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ لَيْسُوْاسَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاءِمَةٌ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ প্রসংগে বলেন যে, আহলে কিতাব এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতগণ সমান নয়। সুদ্দীও (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার সমর্থনে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) স্বীয় মুসনাদে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে যার, আসিম, শায়বান, আবূ নযর ও হাসান ইব্‌ন মূসার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) ইশার নামাযে আসিতে বিলম্ব করেন। লোকগণ তাঁহার অপেক্ষায় ছিল। ইতিমধ্যে তিনি আগমন করেন। অতঃপর বলেন, এখন তোমাদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের লোক আল্লাহর যিকর করিতেছে না। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন-অতঃপর এই আয়াতটি لَيْسُوْاسَوَاءً مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ হইতে وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মুফাসসিরের প্রসিদ্ধ অভিমত হইল, এই আয়াতসমূহ আহলে কিতাবদের আলিমগণ যথা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, আসাদ ইব্‌ন উবাইদ, ছা'লাবা ইব্‌ন শু'বা প্রমুখ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের আয়াতে বর্ণিত নিন্দিত আহলে কিতাবগণ এই কিতাবীগণের সমান নয় যাহারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ইহা রিওয়ায়েত করেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَيْسُوْاسَوَاءً তাহারা সবাই সমান নয়। অর্থাৎ ঢালাওভাবে সবাই সমান নয়; বরং তাহাদের কিছু ঈমানদার এবং কিছু অত্যাচারী।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন, আহলে শরীআতের একাগ্র অনুসারী ও নবী (সা)-এর একান্ত অনুরাগী। অন্য কথায় তাহারা ইসলামের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত।

يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ তাহরা আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করে।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَاُولٰئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ পরন্তু তাহারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়, অকল্যাণ হইতে বারণ করে এবং সৎকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে থাকে। আর ইহারাই হইল সৎকর্মশীল!

এই সূরার শেষের দিকেও আলোচিত হইয়াছে যে, وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর উপর, তোমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর এবং তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস রাখে। আর আল্লাহকে ভয় করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ তাহারা যে সব সৎকাজ করিবে, কোন অবস্থাতেই সেইগুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইবে না। অর্থাৎ তাহাদের আমল বিনস্ট করা হইবে না; বরং তাহাদিগকে উহার উত্তম প্রতিদান দেওয়া হইবে। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ আর আল্লাহ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত অর্থাৎ আমলকারীর কোন আমলই আল্লাহর দৃষ্টির অগোচরে নয় এবং কোন সৎকার্যই বিনষ্ট করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফের-মুশরিকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ঃ لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে আযাব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাহাদের এই সব কোনই উপকারে আসিবে না। وَاُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তাহারাই হইল দোযখের অধিবাসী, তাহারা সেই আগুনে চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফেরদিগকে দেওয়া পার্থিব সম্পদ সম্পর্কে একটি উপমা উপস্থাপন করিয়াছেন। মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী উহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا فِيْهَا صِرٌّ পার্থিব স্বার্থে ব্যয়ের তুলনা হইল হিমপ্রবাহের মতো, যাহাতে রহিয়াছে তুষারের শৈত্য অর্থাৎ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এই মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরামা, সাইদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, যিহাক ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ। আতা বলেনঃ ইহার অর্থ হইল, বরফ জমিয়া যাওয়া।

فِيْهَا صِرٌّ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ বলেনঃ ইহার মর্মার্থ হইল আগুন। অর্থাৎ শীতে বরফ জমিয়া উহা সেইভাবে বিনষ্ট হইয়া যাওয়া যেভাবে আগুন জিনিসকে পুড়িয়া ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দেয়। اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ যাহা সেই জাতির শস্য ক্ষেত্রে গিয়া আঘাত হানিয়াছে যাহারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরা করিয়াছে। ফলে সব কিছু জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিয়াছে। মোট কথা শস্য ক্ষেতে বরফ জমিয়া যাওয়ার ফলে যেভাবে উহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়, কাফেরদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। ইহারা যাহা ব্যয় করে তাহার বিনিময়ে পুণ্য লাভ তো দূরের কথা, বরং তাহাদের আরও শাস্তি হইবে। অর্থাৎ উহা সম্পূর্ণ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ বস্তুত আল্লাহ তাহাদের উপর কোন অন্যায় করেন নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের জীবনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে।

(١١٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

(١١٩) هٰۤاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٢٠) اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

১১৮. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের ছাড়া অপর কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না; তাহারা তোমাদের ক্ষতি করিতে ছাড়িবে না। তোমাদের যাহাতে অনিষ্ট হয় তাহাই তাহাদের কাম্য। তাহাদের মুখে যতটুকু বিদ্বেষ প্রকাশ পায়, তাহা হইতে যাহা তাহারা অন্তরে লুকাইয়া রাখে তাহা আরও মারাত্মক। তোমাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করিলাম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।"

১১৯. "দেখ, তোমরাই তাহাদিগকে ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদিগকে ভালবাসে না। অথচ তোমরা সকল কিতাবে বিশ্বাস কর। তাহারা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু তাহারা যখন একান্তে মিলিত হয়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তাহারা আঙ্গুল কামড়াইয়া থাকে। বল, তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহের খবরাখবর ভালভাবেই জানেন।'

১২০. "তোমাদের ভাল দেখিলে তাহারা দুঃখ পায়, আর তোমাদের ক্ষতি দেখিলে তাহারা খুশি হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল ও মুত্তাকী হও, তবে তাহাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের যাবতীয় কার্যা আল্লাহর আয়ত্তাধীন রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে মুনাফিকদের সংগে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ মু'মিনরা গোপন তথ্য ও অন্তরের কথা মুনাফিকদের নিকট প্রকাশ করিবে না। কেননা তাহারা আন্তরিকভাবে মু'মিনদেরকে ভালবাসে না। তাহারা শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মু'মিনদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। অর্থাৎ তাহাদের চিন্তাই হইল কিভাবে মু'মিনদের ক্ষতি সাধন করা যায়। এই ব্যাপারে যথাসাধ্য সকল পন্থাই তাহারা অবলম্বন করে। সুযোগ পাইলেই তাহারা ভীষণভাবে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিবে এবং তখন তাহাদের

গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইবে! তাই তোমরা তাহাদের নিকট তোমাদের গুপ্ত কথা কখনো প্রকাশ করিও না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ 'তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। অর্থাৎ যে তোমাদের ধর্মানুসারী, যে তোমাদের গোপন ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত এবং এই ব্যাপারে বিশ্বস্ত বলিয়া প্রামণিত, তাহাকেই কেবল অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর।

আবূ সাঈদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, যুহরী, ইব্‌ন আবূ আতীক, মূসা ইব্‌ন উকবা, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইউনুস প্রমুখের সনদে বুখারী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ এমন কোন নবী এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন নাই যাহার দুইজন বন্ধু না ছিল। একজন তাহাদিগকে সৎপরামর্শ দান করেন এবং সৎপথ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। আর অপরজন তাঁহাদিগকে অসৎ পরামর্শ দিয়া থাকে এবং অসৎ পথে চলার জন্য উৎসাহিত করে। তবে আল্লাহ যাহাকে রক্ষা করেন, সেই ইহা হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম হয়।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা যুহরী, মুআবিয়া ইব্‌ন সালাম এবং আওযাঈও মারফূ সূত্রে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালমা হইতে বর্ণিত হাদীসই যুহরীর নিকট নির্ভরশীল এবং নাসায়ীও যুহরী হইতে উহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। বুখারীও স্বীয় সহীহ সংকলনে এই হাদীসটির শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে রিওয়ায়েতে ইহাদের উপস্থিতি শর্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন-আবূ আইউব আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, সাফওয়ান ইব্‌ন সালাম ও উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ জাফরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হয়ত আবূ সালমা তিনজন সাহাবী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আবূ দাহকানা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যাম্বা, আবূ হাইয়ান তায়মী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, আবূ আইউব মুহাম্মদ ইব্‌ন ওযযান, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতীম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ দাহকানা (র) বলেন ঃ উমর (রা)-কে বলা হয় যে, এখানে হিরাতের এক ব্যক্তি আছে, সে ভাল লিখিতে পারে এবং স্মরণশক্তিও প্রখর। আপনি তাহাকে আপনার লেখক হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন। উমর (রা) বলিলেন, তুমি কি আমাকে একজন অমুসলিমকে অন্তরংগ করিয়া গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতেছ?

অতএব আলোচ্য আয়াত এবং এই ঘটনাটির আলোকে বুঝা গেল যে, দায়িত্বশীল কর্মচারী নিয়োগের বেলায় সতর্ক হইতে হইবে। তেমনি সামরিক বিষয় এবং অন্যান্য গোপন বিষয়ে কোন তথ্য ফাঁস হইয়া যাওয়ার আশংকায় অমুসলিমদেরকে এই সকল পদে নিয়োগ করা যাইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ তাহারা তোমাদের অমংগল সাধনে কোন ত্রুটি করিবে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাহাতেই তাহাদের আনন্দ। আযহার ইব্‌ন রাশেদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আওয়াম, হাশীম, ইসহাক ইব্‌ন ইস্‌রাঈল ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আযহার ইব্‌ন রাশেদ (রা) বলেন ঃ

লোকজন হযরত আনাস (রা)-এর নিকট হাদীস শুনিতে যাইত। তাহার কোন হাদীস বুঝে না আসিলে তাহারা হাসান বসরী (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। একদা আনাস (রা) হযরত নবী (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ করিও না এবং আংটিতে আরবী অংকন করিও না।' শ্রোতারা ইহা বুঝিতে না পারিয়া হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, রাসূল (সা) হইতে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, "তোমরা মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ করিও না এবং আংটিতে আরবী অংকন করিও না।" অতঃপর হাসান বসরী (রা) ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদেরকে বলেন যে, "তোমরা আংটিতে আরবী অংকিত করিও না-ইহার অর্থ হইল আংটিতে মুহাম্মদ (সা)-এর নাম খোদাই না করা। আর "মুশরিকদের অগ্নি হইতে আলোক গ্রহণ না করার অর্থ হইল-কোন ব্যাপারেই মুশরিকদের সংগে পরামর্শ না করা। ইহার পর হাসান বসরী (র) বলেন, কুরআনেই ইহার সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে। যথা : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না।" হাফিজ আবূ ইয়ালা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ধারাবাহিকভাবে হাশীম, মুজাহিদ ইব্ন মূসা ও নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাশীমের সনদে ইমাম আহমাদ হাসান বসরীর ব্যাখ্যা ব্যতীত ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) এর এই ব্যাখ্যাটি বিবেচ্য বিষয়। ولاتنقشوا فى خواتيمكم عربيًّا-এর অর্থ হইল আরবী অক্ষরে হুযূর (সা)-এর নাম আংটিতে না লেখা। কেননা- হুযূর (সা)-এর আংটিতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লেখা ছিল। তাই যাহাতে উহার সহিত সাদৃশ্য সৃষ্টি না হইয়া যায়।

অন্য হাদীসেও আসিয়াছে যে, রাসূল (সা) অন্য সকল ব্যক্তিকে আংটিতে তাঁহার নাম খোদাই করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এর ভাবার্থ হইল, মুশরিকদের আশেপাশে বসবাস না করা। যদি এক শহরে থাকিতে হয়, তবে তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করা কিংবা সেই শহর হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া।

আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'যাহারা মুশরিকদের সংগে মেলামেশা করে ও তাহাদের সংগে বসবাস করে, তাহারা তাহাদেরই মত।

অতএব দেখা গেল, হাসান বসরী (র) আয়াত উদ্ধৃত করিয়া যে ব্যাখা দান করিয়াছেন তাহা সঠিক নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাহাদের মুখেই ফুটিয়া উঠে। আর যাহা কিছু তাহাদের মনে গোপন রহিয়াছে, তাহা আরও অনেক গুণ বেশি জঘন্য।' অর্থাৎ তাহাদের মুখাবয়বেই বিদ্বেষের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। তাহাদের কথা দ্বারা ও আভাস ইংগিতে শত্রুতার প্রকাশ ঘটে। পরন্তু ইসলাম ও মুসলমানের ব্যাপারে তাহাদের যে জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক মনোভাব রহিয়াছে তাহা তোমাদের জানা নাই। তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিলাম। তাই কখনো প্রতারণার ফাঁদে পড়িও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন : قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ "তোমাদের জন্য বিশদভাবে নিদর্শন বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল, যদি তোমরা তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হও।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلاَ يُحِبُّوْنَكُمْ 'দেখ! তাহাদিগকে তোমরাই ভালবাস, কিন্তু তাহারা তোমাদের প্রতি মোটেই সদ্ভাব পোষণ করে না।' অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! মুনাফিকরা বাহ্যত ঈমানদারী প্রকাশ করে বলিয়া তাহাদিগকে তোমরা ভালবাস। অথচ তাহারা তোমাদিগকে বাহ্যিক বা আন্তরিক কোনভাবেই ভালবাসে না।

وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ 'অথচ তোমরা সকল কিতাবেই বিশ্বাস কর।' অর্থাৎ তোমরা নিঃসন্দেহে ও অসংকোচে সকল আসমানী কিতাবের উপর সমানভাবে বিশ্বাস রাখ, অথচ তাহারা তোমাদের কিতাবের ব্যাপারে আজও সন্দেহ-সংকোচের গহবরে নিপতিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর অথবা ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ মুহাম্মাদ, ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেনঃ তোমরা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বে যে সকল গ্রন্থ অতিবাহিত হইয়াছে প্রত্যেকটির উপরই গভীর বিশ্বাস রাখ। অথচ তাহারা তোমাদের কিতাবের সত্যতাকে অস্বীকার করে। তাই তাহাদের সাথে তোমাদেরই শত্রুতা পোষণ করার যৌক্তিকতা রহিয়াছে। তাহা না করিয়া উল্টা তোমরা তাহাদিগকে ভালবাস।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ। 'অথচ তাহারা যখন তোমাদের সংগে মিশে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি।' পক্ষান্তরে তাহারা যখন পৃথক হইয়া যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশত আংগুল কামড়াইতে থাকে।' الْأَنَامِلَ। অর্থ আগুলের অংশ। কাতাদা এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা), সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস প্রমুখ বলেন ঃ الْأَنَامِلَ। অর্থ الْأَصَابِعِ। অর্থাৎ আংগুলসমূহ।

মূলত মুনাফিকদের কাজই হইল মু'মিনদের সাথে বেশ ঈমানদারী জাহির করা, কিন্তু গোপনে প্রতিটি পথ ও পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি করিতে তৎপর থাকা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ যখন তাহারা পৃথক হইয়া যায়, তখন অত্যধিক আক্রোশবশত আংগুল কামড়াইতে থাকে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'বল, তোমরা তোমাদের আক্রোশেই মরিয়া যাও। নিশ্চয় আল্লাহ মনের কথা ভালভাবে জানেন।' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে তাঁহার নিয়ামত দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পূর্ণাংগ জীবন বিধান দান করিয়াছেন। কলেমা পাঠ করাইয়া তাহাদের অন্তর পবিত্র করিয়াছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিয়া বাহ্যিক সৌন্দর্যও বাড়াইয়াছেন। তাই হিংসায় তাহারা অহর্নিশ জ্বলিয়া মরিতেছে। আল্লাহও তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা তোমাদের আক্রোশের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মর।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ আল্লাহ মনের কথা ভালোই জানেন। অর্থাৎ মু'মিনদের ব্যাপারে তাহারা অন্তরে যে শত্রুতা, ক্রোধ ও হিংসা পোষণ করে, সেই সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। তাহাদের এই হিংসার জ্বলনই তাহাদের ইহকালের শাস্তি স্বরূপ এবং পরকালে জাহান্নামের কঠিন ও মর্মবিদারক শাস্তি তো রহিয়াছেই। সেখানে অনন্তকাল থাকিতে হইবে এবং

তাহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। ফলে সেই জাহান্নাম হইতে কখনো তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا অর্থাৎ তোমাদের যদি কোন মংগল হয়, তাহা হইলে তাহাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমংগল হয়, তাহা হইলে তাহারা আনন্দিত হয়।

ইহা দ্বারা মু'মিনদের প্রতি কাফির মুনাফিকদের কঠিন শত্রুতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মুমিন যখন কোন বিপদে পড়ে কিংবা যুদ্ধে পরাজিত হয়, তখন তাহারা যারপরনাই খুশি ও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। যেমন ওহুদের যুদ্ধে যে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, উহাতে মুনাফিকরা খুশি হইয়াছিল।

তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাহাদের হাজার চক্রান্তেও তোমাদের কোনই ক্ষতি হইবে না।

এখানে মু'মিনগণকে সবর ও তাকওয়ার দ্বারা মুনাফিকদের চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ পাক উপদেশ দিতেছেন এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে বলিয়াছেন। কেননা তিনি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি অবকাশ না দিলে তাহাদের নড়চড় করারও শক্তি নাই। তিনি তাঁহার ইচ্ছা মাফিক কাজ সম্পাদন করেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই অস্তিত্ব লাভ করে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন জিনিসের অস্তিত্বে আসা অকল্পনীয় ও অবাস্তব।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া মু'মিন ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করিয়াছেন।

(١٢١) وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

(١٢٢) اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٢٣) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

১২১. 'স্মরণ কর, যখন তুমি নিজ পরিজনবর্গের নিকট হইতে প্রত্যূষে বাহির হইয়া মু'মিনগণকে যুদ্ধের জন্যে ঘাঁটিতে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছিলে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১২২. "যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং আল্লাহ উভয় দলের অভিভাবক ছিলেন, মু'মিনদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভর করা।"

১২৩. "আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।"

তাফসীর ঃ জমহুর বলেন ঃ এই আয়াতে ওহুদের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহারা হইলেন ইব্‌ন. আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদ ও সুদ্দী প্রমুখ।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ইহাতে আহযাবের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাটি খুবই দুর্বল এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য।

ওহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীর এগারই শাওয়াল শনিবার সংঘটিত হইয়াছিল।

কাতাদা বলেন ঃ এগারই শাওয়াল দিনগত রাতে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল।

ইকরামা বলেন ঃ পনেরই শাওয়াল শনিবার ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ হইল এই যে, বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের বেশ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার প্রতিশোধের জন্য তাহারা বাঁচিয়া থাকা আবূ সুফিয়ানের ব্যবসার সম্পূর্ণ আয় যুদ্ধে ব্যয়ের জন্য জমা করিয়া রাখে। নিহতদের সন্তান-সন্ততিরা ঘোষণা করে যে, এই সম্পদ মুহাম্মদকে হত্যা করার জন্যে ব্যয় করা হইবে। এভাবে তাহারা যুদ্ধের ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে ও যোদ্ধা সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। তিন হাজার বাহিনীর এক বিরাট দল তাহারা প্রস্তুত করে। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়া তাহারা মদীনার দিকে অগ্রসর হইয়া একেবারে মদীনার প্রান্তে গিয়া পৌছে। এই সময় রাসূল (সা) জুমুআর নামায শেষে বনী নাজ্জারের জনৈক ব্যক্তির জানাযা পড়িতেছিলেন। তাহার নাম ছিল মালিক ইব্‌ন আমর।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন-এই মুহূর্তে আমরা কোন্ পন্থা গ্রহণ করিতে পারি ? অর্থাৎ আমরা কি মুকাবিলার জন্য তাহাদের সম্মুখে যাইব, না মদীনায় থাকিয়া তাহাদিগকে প্রতিহত করিব ? আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই মদীনার ভিতর থাকার পরামর্শ দিল। কেননা শত্রুরা যদি মদীনার বাহিরে অবস্থান নেয়, তবে তাহা তেমন কোন সুবিধাজনক অবস্থান নয় এবং তাহারা বেষ্টিত হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে যদি তাহারা মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তবে আমাদের বীরপুরুষরা তরবারির আঘাতে তাহাদের জনমের আশা পূর্ণ করিয়া দিবে। অন্যদিকে আমাদের মহিলা ও শিশু-কিশোরদের তীর ও পাথরের উপর্যুপরি আঘাতে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িবে। তারপর যদি তাহারা এমনিই ফিরিয়া যায়, তবে তাহারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবে।

পক্ষান্তরে যে সকল সাহাবী বদরের যুদ্ধে শরীক হইতে অপারগ ছিলেন, তাহাদের পরামর্শ ছিল যে, মদীনার বাহিরে তাহাদের সংগে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। সেমতে রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহে গমন করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হন। ইহা দেখিয়া মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার পরামর্শদাতা সাহাবীগণ লজ্জিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি এইখানে থাকিয়া যুদ্ধ করায় সুবিধা হয় তবে এইভাবে থাকুন। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি কোন নবী যুদ্ধাস্ত্র পরিধান করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, তবে তাহার জন্য উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করা অশোভনীয়। হাঁ, যদি আল্লাহর পক্ষ হইতে সেরূপ নির্দেশ আসে, তবে অন্য কথা।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাজার সৈন্য নিয়া যুদ্ধের জন্য বাহির হন। যখন তাহারা 'শওত' নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই বলিয়া তিনশত লোক নিয়া চলিয়া আসিল যে, বুঝিতে পারিলাম, আজ যুদ্ধ হইবে না। ইহা আগে বুঝিলে এতদূর আসারও কোন প্রয়োজন ছিল না।

ইহার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) বাকি লোকজন লইয়া ওহুদের পাদদেশে উপস্থিত হন এবং তাহারা ওহুদ-পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া দাঁড়ান। অতঃপর বলেন, আমি নির্দেশ না দিলে তোমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। বস্তুত মাত্র সাতশত যোদ্ধা নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইরের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জনের একটি তীরন্দাজ দলকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ পাহারা দিবে ও এদিক-ওদিক যাইবে না এবং নিজ স্থানে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকিবে। যদি আমাদের হাতে বিশেষ কোন সুযোগও আসিয়া যায়, তথাপি কোন অবস্থাতেই তোমরা নিজ স্থান ত্যাগ করিবে না।

ইহা বলিয়া তিনি দুইটি লৌহবর্ম পরিধান করেন এবং বনী আবদুদ দার গোত্রের মাসআব ইব্ন উমাইরকে পতাকা প্রদান করেন।

সেদিন কিছু সংখ্যক কিশোরকেও যুদ্ধের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। তাহারা পরবর্তীকালে খন্দকের যুদ্ধে নিয়মিত যোদ্ধা হিসাবে নিযুক্তি পাইয়াছিল। এই যুদ্ধের প্রায় দুই বৎসর পর খন্দকের যুদ্ধ সংগটিত হইয়াছিল। যাহা হউক, কুরাইশদের সৈন্যসংখ্যা হইল তিন হাজার। উপরন্তু তাহাদের ছিল দুই শত ঘোড়ার সুসজ্জিত এক অশ্বারোহী বাহিনী। ইহার ডান দিকে ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ এবং বাম দিকে ছিলেন ইকরামা ইব্ন আবূ জেহেল। তাহাদের পতাকাও বহন করিতেছিল আব্দুদ দার গোত্র। এই যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সামনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় ক্রমাগত বর্ণনা করা হইবে!

এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ আর তুমি যখন পরিজনদের কাছ হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়া মু'মিনদিগকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলে এবং সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহু নির্ধারণ করিলে, তখন তুমি তাহাদিগকে যাহা নির্দেশ দিয়াছিলে তাহা وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ ভাল করিয়াই শুনিয়াছেন এবং অবহিত আছেন। অর্থাৎ তিনি সকলের কথা শুনিয়া থাকেন এবং সকলের অন্তরের কথা জানিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, কিভাবে বলা হইল যে, তিনি জুমআর দিন নামাযের পর যুদ্ধে বাহির হইয়াছিলেন ? অথচ কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, "(হে নবী!) যখন তুমি পরিজনদের নিকট হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়া মু'মিনদিগকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে।"

ইহার জওয়াব হইল যে, শুক্রবার তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন এবং শনিবার দিন সকালে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا অর্থাৎ যখন তোমাদের দুইটি দল সাহস হারাইবার উপক্রম করিল।

উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ও বুখারী (রা) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا এই আয়াতটি আমাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ আমাদের বনু হারিছা এবং বনু সালমা গোত্রদ্বয়ই ইহা নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল।

সুফিয়ান (রা) একদা বলেন যে, এই আয়াতটিতে আমাদের জন্য সুসংবাদ বিধৃত হইয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا 'অথচ আল্লাহ তাহাদের সাহায্যকারী ছিলেন।'

সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনার সনদে মুসলিম (র) ও পরবর্তী মনীষীগণও উক্ত আয়াতের উপলক্ষ বনু হারিছা ও ইবনু সালমা গোত্রদ্বয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ তিনি নিঃসন্দেহে বদরের যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের দিনে। হিজরী দ্বিতীয় সনের ১৭ই রমযান শুক্রবার বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। সেই দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান বা পৃথককারী দিন বলা হয়। সেই দিন ইসলাম এবং মুসলমানদের সম্মান লাভ হয়। ইহার দ্বারা শিরক পরাজিত হয় এবং উহার কেন্দ্রও ধ্বংস হইয়া যায়। অথচ মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত তেরজন। তাহাদের নিকট ছিল মাত্র দুইটি ঘোড়া ও সত্তরটি উট। অবশিষ্ট সকলেই ছিল পদাতিক। অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না থাকার মত সামান্য কিছু। পক্ষান্তরে শত্রুদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মুসলমানদের তিনগুণ। অর্থাৎ এক হাজারের সামান্য কম। তাহারা সকলেই ছিল বর্ম পরিহিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং যথেষ্ট পরিমাণ সুশিক্ষিত ঘোড়া ছিল। তাহাদের অর্থের কোন অভাব ছিল না। উপরন্তু তাহাদের নিকট ছিল স্বর্ণের অলংকারাদি।

বস্তুত এই যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে সম্মানিত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং নবী (সা) ও তাঁহার সংগীদের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়াছে। পক্ষান্তরে শয়তান ও তাহার সাংগ-পাংগরা চরমভাবে পরাজিত ও লজ্জিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে ঐশী সৈন্য দ্বারা সাহায্য সম্পর্কিত তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। অর্থাৎ তোমাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সাহায্যের উদ্দেশ্য হইল যাহাতে তোমরা জানিতে পার বিজয় আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করে এবং সংখ্যাধিক্য ও বস্তুগত উপকরণের উপর উহা নির্ভরশীল নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ হুনায়েনের যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যে গর্বিত হইয়া পড়িয়াছিলে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসে নাই।

সাম্মাক হইতে ধারাবাহিকভাবে শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সাম্মাক (র) বলেন ঃ 'ইয়ায আশআরীর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি

ইয়ারমুকের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম এবং সেই যুদ্ধে আমাদের পাঁচজন সেনাপতি ছিলেন (তাঁহারা হইলেন আবূ উবায়দা (রা), ইয়াযীদ ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা), ইব্ন হাসান (রা), খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) এবং ইয়ায (রা))। তিনি আরও বলিয়াছেন-উমর (রা) নির্দেশ দেন, যুদ্ধের সময় আবূ উবায়দা (রা) নেতৃত্ব দিবে। এই যুদ্ধে চতুর্দিক দিয়া আমাদের পরাজয় পরিলক্ষিত হইতেছিল। অতঃপর আমরা উমর (রা)-কে পত্র লিখিলাম যে, মৃত্যু আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে। অতএব আমাদিগকে সাহায্য করুন। ইহার উত্তরে উমর (রা) লিখিয়াছেন যে, তোমাদের সাহায্য প্রার্থনার পত্র পাইয়াছি। আমি তোমাদিগকে এমন এক সত্তার কথা বলিব, যিনি সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী এবং যাহার হাতে শক্তিশালী সৈন্য রহিয়াছে। সেই সত্তা হইলেন স্বয়ং মহান প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি বদরের যুদ্ধে স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে সাহায্য করিয়াছেন। আর তাহাদের সংখ্যাও ছিল তোমাদের অপেক্ষা বহু কম। আমার এই পত্র পাঠ মাত্রই জিহাদ শুরু করিয়া দিবে। অতঃপর আমাকে কিছুই লিখিবে না এবং কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না।

এই পত্র পাঠের পর আমাদের সাহস বৃদ্ধি পায়। আমরা দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করি। শত্রুদলকে হটাইয়া বার মাইল পশ্চাদ্ধাবন করি। পরিশেষে আমরা বিজয় লাভ করি। আমরা বহু গনীমত প্রাপ্ত হই এবং প্রত্যেকের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দেই। আমাদের মাথাপিছু দশ দীনার মূল্যের সম্পদ ভাগে পড়ে।

অতঃপর আবূ উবায়দা (রা) বলেন, কে আছ আমার সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিবে ? এক যুবক বলিল, আপনি মনে কিছু না করিলে আমি আপনার প্রতিযোগী হইব! অতঃপর যুবক আবূ উবায়দাকে (রা) প্রতিযোগিতায় হারায়। সেই সময় আকর্ষণীয়রূপে তাহাদের উভয়ের চুলগুলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল। আবূ উবায়দা (রা) একটি আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া প্রতিযোগিতায় যুবকের পশ্চাতে ছিলেন।'

ইহার সনদ সহীহ। গুন্দুর হইতে বিন্দারের সনদে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ যিয়া মুকাদ্দিসী তাঁহার কিতাবেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন!

মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে বদর অবস্থিত। বদর ইব্ন নারীন নামক এক ব্যক্তি সেখানে একটু কূপ খনন করিয়াছিলেন এবং তাহার নামেই উহার নামকরণ করা হয়।

শা'বীও (র) বলেন ঃ সেখানে বদর নামক এক ব্যক্তির একটা কূপ ছিল এবং তাহার নামেই উক্ত স্থান বদর নামে পরিচিত হইয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ কাজেই আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হইতে পার। অর্থাৎ দৃঢ়তার সঙ্গে ইবাদত অনুসরণ কর।

(١٢٤) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ
مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ۝

(١٢٥) بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ۝

(١٢٦) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۙ

(١٢٧) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ ○

(١٢٨) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

(١٢٩) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

১২৪. ‘স্মরণ কর, যখন তুমি মু’মিনগণকে বলিতেছিলে, ইহা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত তিন সহস্র ফেরেশতা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে সহায়তা করিবেন?’

১২৫. “হাঁ, অবশ্যই, যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধানে চল, তবে তাহারা আকস্মিক হামলা চালাইলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।”

১২৬. “ইহা তো শুধু তোমাদের খুশির জন্য ও তোমাদের চিত্তপ্রশান্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহ করিলেন। মূলত সাহায্য তো একমাত্র মহাপরাক্রান্ত করুণাময় আল্লাহর নিকট হইতে আসে।”

১২৭. “উহা কাফেরদের একটি অংশকে ধ্বংস অথবা লাঞ্ছিত করার জন্যই আসে। ফলে তাহারা হতাশচিত্তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে।”

১২৮. “তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিবেন, এই ব্যাপারে তোমার কিছু করার নাই। কারণ তাহারা যালিম।”

১২৯. “আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ও যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

তাফসীর ঃ তাফসীরকারগণ এই নিয়া মতদ্বন্দ্ব করিয়াছেন যে, আল্লাহর এই অঙ্গীকার কি বদরের দিনের জন্য, না ওহুদের জন্য ?

এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। একদল বলেন اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ এর সংযোগ হইল পূর্ব আয়াত وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ এর সঙ্গে।

ইহা হাসান বসরী, আমের ওরফে শা’বী, রবী ইব্ন আনাস প্রভৃতি বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ

এই আয়াত সম্পর্কে হাসান হইতে ইবাদ ইব্ন মানসূর বলেন যে, ইহা বদরীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমের ওরফে শা'বী হইতে ধারাবাহিকভাবে দাউদ, ওয়াহাব, মূসা ইব্ন ইসমাঈল, জারীর ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ বদরের দিন মুসলমানরা জানিতে পারিল যে, কারয ইব্ন জাবির মুশরিকদিগকে সাহায্য করিবে। ইহা বিজয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বলিয়া মুসলমানরা চিন্তান্বিত হইল। অতঃপর তাহাদের সান্ত্বনা ও সুসংবাদস্বরূপ আল্লাহ ইহা নাযিল করেন ঃ

اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থ তোমাদের পালনকর্তা আসমান হইতে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিবেন ? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং মুত্তাকী থাক আর তাহারা যদি অকস্মাৎ তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড় সওয়ার পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাইতে পারেন।

অবশ্য কারয মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ শুনিয়া সেনা সাহায্য প্রেরণ হইতে বিরত থাকে। তাই আল্লাহও প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার ফেরেশতা পাঠানোর সিদ্ধান্ত মুলতবী করিয়া দেন।

রবী ইব্ন আনাস বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দান করেন। তারপর তিন হাজার ও শেষ পর্যন্ত মোট পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

তবে বদরের যুদ্ধালোচনায় আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِةَ مُرْدِفِيْنَ

'যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে জানান যে, আমি ক্রমাগত এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব।'

এখানে প্রশ্ন হইল যে, এই সব অসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ণনার জবাব কি ?

ইহার জবাব হইল যে, এখানে এক হাজারের কথা বলিয়াই শেষ করা হয় নাই; বরং তিন হাজার এবং তাহা হইতেও বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। যেমন এখানে مُرْدِفِيْنَ বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এক হাজারের পর আরও দুই হাজার পাঠান হইয়াছে। ইহার পর আরও দুই হাজার সৈন্য পাঠাইয়া পাঁচ হাজারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সত্যতা এই সূরার অন্য একটি আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে, ইহা বদরের যুদ্ধোপলক্ষেই বলা হইয়াছে। কেননা এই কথা প্রসিদ্ধ যে, বদরের যুদ্ধেই ফেরেশতারা যুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (রা) বলেন ঃ বদরের দিন আল্লাহ তা'আলা পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ এই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকারের সংযোগ হইল وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (তুমি যখন পরিজনদের নিকট হইতে সকাল বেলা বাহির হইয়া মু'মিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করিলে) এই আয়াতের সঙ্গে। আর ইহা হইল ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কীয় বর্ণনা। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের প্রতিশ্রুতি ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরামা, যিহাক, যুহরী, মূসা ইব্‌ন উকবা প্রমুখের কথা। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাহাদের পশ্চাদপসরণের ফলে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজার ফেরেশতার সাহায্য হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকে।

ইকরামা আরও একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন যে, তিন হাজার ফেরেশতার সাহায্য হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা শর্ত করিয়াছেন যে, بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং স্থির থাক। কিন্তু তাহারা ধৈর্য ধারণ না করিয়া পালাইয়াছে। অতএব একজন ফেরেশতার সাহায্যও তাঁহারা প্রাপ্ত হয় নাই।

আল্লাহ তা'আলা শর্ত করিয়াছেন بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং আমার নির্দেশের যদি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ অনুসরণ কর আর وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا সেই অবস্থায় যদি তোমাদের উপর শত্রুরা নিপতিত হয়।

উপরোক্ত আয়াতাংশের মর্মার্থ সম্পর্কে হাসান বসরী, কাতাদা, রবী ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহারা যদি অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

মুজাহিদ, ইকরামা ও আবূ সালিহ বলেন ঃ তাহারা যদি উগ্র ও অসংযত হয়।

যিহাক (র) বলেন ঃ তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া যদি অতর্কিত আক্রমণ চালায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ তাহারা পথের মধ্যে যদি আক্রমণ করে।

অন্য একজন মনীষী বলিয়াছেন ঃ তাহারা যদি আক্রোশ করিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে।

সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلاَفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ 'তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড় সওয়ার পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে প্রেরণ করিবেন।' অর্থাৎ বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছা ইব্‌ন মাযরাব ও আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ বদরের দিনের ফেরেশতারা সাদা পশমবিশিষ্ট ছিলেন এবং তাহাদের ঘোড়াগুলির ললাটে শুভ্র চিহ্ন ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আলকামা, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, যাদআ ইব্‌ন খালিদ ও আবূ যারাআ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ লাল পশমের ফেরেশতা।

মুজাহিদ (র) مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, ললাটে শুভ্র চিহ্ন ও লেজে লম্বা পশম বিশিষ্ট ঘোড়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)–এর সহযোগিতায় যে সকল ফেরেশতা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন বিশেষ পশমে চিহ্নিত। মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবীগণের সেই চিহ্ন ছিল এবং ঘোড়াগুলিও সেই ধরনের ছিল।

কাতাদা ও ইকরামা مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ তলওয়ারের আঘাতের চিহ্নে চিহ্নিত। মাকহুল (র) বলেন ঃ তাহাদের চিহ্নিত ছিল পাগড়ি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ ও আবদুল কুদ্দুস ইব্‌ন হাবীবের সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন مُسَوِّمِيْنَ এর ভাবার্থ হইল, ফেরেশতাগণ। আর বদরের যুদ্ধে যে সকল ফেরেশতা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মাথায় সাদা পাগড়ি ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতাদের মাথায় ছিল লাল পাগড়ী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, সাইদ ও হুসাইন ইব্‌ন মাখারিকের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ বদরের দিন ব্যতীত আর কখনও ফেরেশতারা যুদ্ধ করেন নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মাকসাম ও ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বদরের দিন ফেরেশতারা সাদা পাগড়ি পরিহিত ছিল। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে অগ্রভাগে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আর হুনাইনের যুদ্ধের সময় তাহাদের মাথায় ছিল লাল পাগড়ি। তবে ফেরেশতারা বদরের যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। তাহারা মুসলিম সেনাদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন এবং নিছক সহযোগিতার জন্যই প্রেরিত হন। তাহারা কাহাকেও হত্যা করেন নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাক্‌সাম, হিকাম ও হাসান ইব্‌ন আম্মারাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন ইবাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, ওয়াকী, আহমাসী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইবাদ (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর (রা) এর মাথায় হালকা হলুদ রংগের পাগড়ি ছিল এবং অবতীর্ণ ফেরেশতাদের মস্তকেও হলুদ পাগড়ি ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ বস্তুত, ইহা শুধু আল্লাহ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ দান করিলেন, যাহাতে তোমাদের মনে ইহা দ্বারা সান্ত্বনা আনিতে পার। অর্থাৎ ফেরেশতা অবতীর্ণ করা এবং তোমাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করা এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করা। নচেৎ আল্লাহ তা'আলা এত ব্যাপক ক্ষমতাবান যে, তিনি ফেরেশতা অবতীর্ণ না করিয়াও এবং তোমাদের যুদ্ধ করা ছাড়াও তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিতে পারেন। সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতেই আসিয়া থাকে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা মু'মিনগণকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করার পর বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَّالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ. سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ–

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন ; আর যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কার্যাবলী কখনও বিনষ্ট করেন না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থানকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখিবেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন এবং সেখানকার সব কিছুর সহিত পরিচিত করাইয়া দিবেন।"

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

অর্থাৎ "ইহা তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সুসংবাদ দান করিলেন, যাহাতে তোমাদের মনে ইহা সান্ত্বনা আনয়ন করিতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ হইতে। " অর্থাৎ তিনি মহাসম্মানিত এবং প্রতিটি কাজই তাহার নিপুণতায় পরিপূর্ণ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ ইহার মাধ্যমে তিনি ধ্বংস করিয়া দেন একদল কাফেরকে। তিনি যে যুদ্ধ-বিগ্রহের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে গভীর রহস্য! যুদ্ধে বিজয়ের সম্ভাব্য সকল পন্থাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্যস্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ একদল কাফের ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে যাহারা কুফরী করে। اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ অথবা লাঞ্ছিত করিবেন তাহাদিগকে এবং তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন বঞ্চিত করিয়া। ' অর্থাৎ সার্থকতার কিনারায়ও তাহারা পৌঁছিতে পারিবে না।

অতঃপর বলা হইতেছে, মহাবিশ্বের সকল কর্তৃত্বই আল্লাহর। দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক তিনি। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আরও বলা হইয়াছে ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ অর্থাৎ সকল নির্দেশ যখন আমার পক্ষ হইতে আরোপিত হয়, তাই তোমার সে ব্যাপারে কিছু করার নাই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ হে নবী ! তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

"তাহাদিগকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার নয়। বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।"

অন্যখানে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই সুপথ দেখাইতে পার না ; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে সুপথ প্রদর্শন করেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হে মুহাম্মদ ! আমার বান্দাদের প্রতি তোমার একমাত্র দায়িত্ব হইল আমার আদেশ নিষেধ তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া, অন্য কোন দায়িত্ব নাই।

ইহার পর বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ অথবা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন। অর্থাৎ কুফর হইতে প্রত্যাবর্তিত করিয়া তাহাদিগকে গোমরাহীর পর সঠিক পথ প্রদর্শন করিবেন।

اَوْ يُعَذِّبَهُمْ অথবা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।' অর্থাৎ পাপ ও কুফরীর ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ কেননা তাহারা অত্যাচারী। অর্থাৎ অত্যাচার করার কারণেই তাহারা শাস্তির উপযুক্ত।

সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল্লাহ, হাব্বান ইব্‌ন মূসা ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, সালিমের পিতা বলিয়াছেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের রুকু হইতে উঠিবার সময় এইরূপ দু'আ পড়িতে শুনিয়াছেন اللهم العن فلان فلان 'হে আল্লাহ ! অমুক অমুকের উপর তুমি অভিসম্পাত বর্ষণ কর। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর তিনি উহা বলিতেন। অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ অর্থাৎ এই ব্যাপারে তোমার কোন করণীয় নাই। মুআম্মার হইতে আবদুর রাযযাক ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারকের সূত্রে নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সালিম হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, মুআম্মার ইব্‌ন হামযা, আবূ আকীল (ইমাম আহমাদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আকীল), আবূ নযর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবু সালিম বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি-'হে আল্লাহ ! অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! হারিছ ইব্‌ন হিশামের উপর লা'নত বর্ষণ কর। হে আল্লাহ ! সুহাইল ইব্‌ন আমরের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ ! সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ -এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আজলান, খালিদ ইব্‌ন হারিছ, আবূ মুআবিয়া আলায়ী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চার ব্যক্তির জন্য বদদু'আ করিতেন। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে ইসলামের পথে হেদায়েত দান করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) এক মুশরিক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া তাহার জন্য

বদদু'আ করিতেছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই ব্যাপারে তোমার কোন কিছু করণীয় নাই।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইব্‌ন শিহাব, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাআদ, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারো জন্য বদদু'আ করার ইচ্ছা করিলে রুকুর তাসবীহ পাঠ করিবার পর এইভাবে বলিতেন-হে আল্লাহ! ওলীদ ইব্‌ন ওলীদ, সালমা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবিআ সহ নির্যাতিত মুসলমানদিগকে কাফেরদের নির্যাতন ও অত্যাচার হইতে মুক্তি দান কর। হে আল্লাহ! মুযির গোত্রের উপর সেরূপ অশান্তি ও দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ কর, যেমন কঠিন দুর্ভিক্ষ তুমি ইউসুফ (আ)-এর সময় অবতীর্ণ করিয়াছ। এই প্রার্থনা তিনি উচ্চস্বরে করিতেন।

কখনও তিনি ফজরের নামাযের পর বলিতেন ঃ হে আল্লাহ! অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। তখন তিনি আরবের কয়েকটি গোত্রের নাম উল্লেখ করিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ছাবিত ও হুমাইদের সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা) রক্তাক্ত ও আহত হন। তখন তিনি বলেন, কিভাবে এই জাতির কল্যাণ হইবে যাহারা তাহাদের নবীকে রক্তাক্ত করে! অতঃপর لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

বুখারীতে বর্ণিত এই হাদীসটিতে এই আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধোপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ, যুহরী, মুআম্মার, আবদুল্লাহ ও ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ সালেমী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকুর তাসবীহ সমাপ্ত করিয়া মাথা উঁচু করেন, তখন তাহাকে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন -হে আল্লাহ! অমুকের অমুকের উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ ।

হানযালা ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ আমি সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া, সুহাইল ইব্‌ন আমর ও হারিছ ইব্‌ন হিশামের জন্য বদদু'আ করিতে থাকিলে এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ

বুখারী (র) একটি মুরসাল সূত্রেও এই অতিরিক্ত কথাটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মুসনাদে আহমাদের বর্ণনাও উল্লেখ করিতেছি।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, হাকেম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা)-এর সম্মুখের দাঁত ভাংগিয়া যায়, মুখাবয়র রক্তাক্ত হয়, এমনকি মুখাবয়বের উপর দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়। তিনি বলেন, এই জাতি কিরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে যাহারা স্বীয় নবীর সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে? অথচ সে তাহাদিগকে তাহাদের

প্রতিপালকের দিকে আহ্বান জানায়।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমাদ ব্যতীত একমাত্র ইমাম মুসলিমই আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, ইব্ন সালমা ও কা'নাবীর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মাতার, হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ, ইয়াহয়া ইব্ন ওযীহ, ইব্ন হামীদ ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধে নবী (সা) আহত হন, তাঁহার সম্মুখের দাঁত ভাংগিয়া যায়, এমনকি তিনি গর্তে পড়িয়া যান। তখন তাঁহার পরিধানে দুইটি বর্ম ছিল। তাঁহার শরীর আহত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময় তাঁহার নিকট দিয়া আবূ হুযায়ফার গোলাম মুসলিম যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উঠাইয়া বসান এবং রক্ত মুছিয়া দেন। ইহার পর তাঁহার হুঁশ আসিলে দুঃখ করিয়া তিনি বলেন -'যাহারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তাহারা কেমন করিয়া সাফল্য অর্জন করিবে ? অথচ সে তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে আহবান করে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রযযাকও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে তাঁহার মূর্ছা হইতে হুঁশ হওয়ার কথাটি উল্লিখিত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ যাহা কিছু আসমান ও যমীনে রহিয়াছে সবই আল্লাহর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে ও ইহার অভ্যন্তরের সব কিছুই তাঁহার।

পরিশেষে আল্লাহ বলিতেছেন ঃ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কাহারো তাবেদার নহেন। কেহ তাহার কার্য সম্পর্কে হিসাব গ্রহণ বা জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার রাখেন না। বরং একমাত্র তিনিই সকলের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের অধিকার রাখেন। আল্লাহ তা'আলা অশেষ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(١٣٠) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۪ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۝

(١٣١) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْۤ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ۝

(١٣٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

(١٣٣) وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ
اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

(١٣٤) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَا
فِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٣٥) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا
لِذُنُوْبِهِمْ ۪ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۪۟ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(١٣٦) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

১৩০. "হে মু'মিনগণ ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইও না এবং আল্লাহকে ভয় কর যেন তোমরা সফলকাম হও।"

১৩১. "আর তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছি।"

১৩২. "তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা কৃতকার্য হইতে পার।"

১৩৩. "তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং জান্নাতের দিকে -যাহার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই মুত্তাকীদের জন্য।"

১৩৪. "যাহারা সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল ; আল্লাহ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।"

১৩৫. "আর যাহারা কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপ কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে -আল্লাহ ছাড়া কে পাপ মাফ করিবে -অতঃপর জানিয়া শুনিয়া কখনও উক্ত কার্যের পুনরাবৃত্তি করে না-"

১৩৬. "তাহাদেরই পুরস্কার হইল তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাত-যাহার পাদদেশে নদী প্রবহমান, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। বস্তুত সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কতই উত্তম!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে সুদের লেনদেন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহিলী যুগের লোকেরা সুদ ভিত্তিক লেনদেন করিত। ঋণ পরিশোধের একটা নির্ধারিত তারিখ থাকিত। সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে সময়সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুদের উপরও সুদ ধার্য করা হইত। ফলে মূলধন বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। এইভাবে বৎসরে বৎসরে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়া এক সময় উহা মোটা অংকে আসিয়া দাঁড়াইত। ইহা হইতে আল্লাহ তাঁহার বান্দাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন। অবশ্য যদি তাহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করিতে চায়। পরক্ষণেই তাহাদিগকে ইহার ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ জাহান্নামের ভীতি ও কঠোর শাস্তির কথা জানাইয়া দেওয়া হয়।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ। তোমরা সেই আগুন হইতে বাঁচিয়া থাক, যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে। আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও রাসূলের, যাহাতে তোমাদের উপর রহমত নাযিল হয়।'

ইহার পর তাহাদিগকে তিনি কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। এভাবে তাহারা পরম আরাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে পারে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ। "তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ছুটিয়া যাও যাহার পরিধি হইল আসমান ও যমীন সমান, যাহা তৈরী করা হইয়াছে পরহেযগারদের জন্য। পক্ষান্তরে জাহান্নাম তৈরী করা হইয়াছে কাফেরদের জন্য।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, আসমান ও যমীন বলিয়া ইহার বিস্তৃত সীমানার কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন-বেহেশতের বিবরণ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন ঃ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ উহার অভ্যন্তর হইল নরম রেশমের। অর্থাৎ মানুষ তাহার কল্পনায় রেশমের কথা যেভাবে ভাবিতে পারে তদ্রূপ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। কেননা উহা গম্বুজের আকারে আরশের নীচে ঝুলন্ত রহিয়াছে। আর গোলাকার বস্তু দৈর্ঘ্যে -প্রস্থে সমান হইয়া থাকে।

সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করিবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসই প্রার্থনা করিবে। কেননা উহাই সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম জান্নাত। উহার মধ্য দিয়াই সমস্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়াছে এবং উহারই ছাদ হইল রহমানুর রহীম আল্লাহর আরশ।"

সূরা হাদীদেও বলা হইয়াছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

"আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করিয়া একে অপরের চাইতে আগাইয়া যাও এবং জান্নাতের পরিধি হইল আসমান ও যমীনের সমান।'

মুসনাদে আহমাদে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, আপনি আমাকে পৃথিবী ও আকাশের সমান প্রশস্ত বেহেশতের দিকে আহবান করিয়াছেন, দোযখের কথা তো উল্লেখ করেন নাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ! দিনের উদয় হইলে রাত কোথায় থাকে ?

ইয়ালা ইব্ন মুররা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন আবূ রাশেদ, আবূ খাইছাম, মুসলিম ইব্ন খালিদ, ইব্ন ওহাব, ইউনুস ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইয়ালা ইব্ন মুররা বলেন ঃ হিরাক্লিয়াসের দূত তানুযীর সঙ্গে আমার হিমসে সাক্ষাৎ হয়। দূতটি অত্যন্ত বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হিরাক্লিয়াসের চিঠি সহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম! তিনি চিঠিটি তাঁহার বামপাশের এক ব্যক্তির হাতে দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে যাহাকে চিঠিটি দিলেন ? বলা হইল, ইনি মুআবিয়া। পত্রটিতে লেখা ছিল ঃ আপনি পত্রের মাধ্যমে আমাকে আসমান যমীনের মত প্রশস্ত বেহেশতের দিকে আহবান করিয়াছেন। তবে

দোযখ কোথায় ? ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! দিনের উদয় হইলে রাত তখন কোথায় যায় ?

তারিক ইব্‌ন শিহাব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্‌ন মুসলিম, শু'বা, সুফিয়ান ছাওরী ও আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ

ইয়াহূদী এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, জান্নাতের প্রশস্ততা হইল আসমান ও যমীনের সমান। তবে বলুন, জাহান্নাম কোথায় গেল ? উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, দিনের উদয় হইলে রাত্রি তখন কোথায় যায় ? আর রাত্রির আগমন ঘটিলে আলোময় দিন কোথায় যায় ? ইয়াহূদী উত্তর শুনিয়া জব্দ হইয়া বলিল, এই উপমাটি আপনি তাওরাত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনটি সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্‌ন বারকান, আবূ নঈম ও আহমাদ ইব্‌ন হাকাম বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম (রা) বলেন ঃ

আহলে কিতাবের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা বলিয়া থাক, জান্নাতের প্রশস্ততা হইল আকাশ ও পৃথিবী সমান। তবে জাহান্নামের স্থান কোথায়? ইহার উত্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, যখন দিনের উদয় হয় তখন রাত কোথায় যায় এবং যখন রাতের আগমন হয় তখন দিন কোথায় যায় ? মারফূ সূত্রেও ইহা বর্ণিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিম, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আসিম, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুগীরা ইব্‌ন সালমা, আবূ হাশিম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআম্মার ও বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল -আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন,'জান্নাতের পরিধি পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান। ' তবে জাহান্নামের স্থান কোথায়? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, রাত্রি আসিয়া যখন আঁধার দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে বেষ্টন করিয়া নেয়, তখন দিনের আলোকময় উজ্জ্বলতা কোথায় পালায় ? লোকটি বলিল, আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, এইভাবে জাহান্নাম সেই স্থানে রহিয়াছে যেখানে আল্লাহ রাখার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ইহার দুইটি অর্থ রহিয়াছে। একটি হইল, রাতে আমরা দিনকে দেখিতে পাই না। অথচ রাতের মধ্যে দিন লুকাইয়া থাকাও সম্ভব নহে। তথাপি তাহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। অনুরূপভাবে জান্নাত যদিও সুবিস্তৃত, তবুও দোযখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। আল্লাহ যেখানে ইচ্ছা করিয়াছেন সেখানে উহা রাখিয়াছেন। এই অর্থটিই যুক্তিযুক্ত। কেননা, আবূ হুরায়রার (রা) হাদীসেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ -যখন দিন একদিক হইতে পৃথিবীকে গ্রাস করে, তখন পৃথিবীর অপর প্রান্তকে রাত তাহার আঁধার দ্বারা গ্রাস করে। এইভাবে জান্নাত আকাশের সর্বোচ্চ স্তর আরশের নিচে রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'উহার পরিধি পৃথিবী ও আকাশ সমূহের মত।' পক্ষান্তরে দোযখ রাখিয়াছেন তিনি সর্ব নিম্নস্তরে। অতএব জান্নাত পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান হওয়ায় জাহান্নামের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসীদের বিশেষ গুণ বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ যাহারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় দান করে। অর্থাৎ সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে এবং সচ্ছলতায় ও অভাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً

অর্থাৎ 'যাহারা দিনে ও রাতে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহাদের সম্পদ দান করিয়া থাকে।' অর্থাৎ কোন কিছুই তাহাদিগকে আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিরত রাখিতে পারে না এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অর্থ ব্যয় করে। তেমনি তাহারা তাঁহার নির্দেশক্রমে তাঁহার সৃষ্ট জীবের উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকে এবং নানাবিধ পুণ্য কাজ সম্পাদন করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ 'যাহারা নিজেদের রাগকে হযম করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ যখন তাহারা রাগান্বিত হয় তখন তাহারা রাগকে গোপন করে। এমন কি তাহারা তাহাদের ক্রোধকে প্রকাশ পর্যন্ত করে না। আর মানুষের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয়।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন -হে আদম সন্তান ! যখন তোমরা ক্রোধান্বিত হও, তখন যদি আমাকে স্মরণ করিয়া ক্রোধ সংবরণ কর, তবে আমিও আমার ক্রোধের সময় তোমাকে স্মরণ করিব, এমন কি তোমার বিপদের সময়ও তোমাকে রক্ষা করিব। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক, রবীআ ইব্ন সুলায়মান নুমাইরী, ঈসা ইব্ন শুআইব, যরীর, আবুল ফযল, আবূ মূসা যামান ও আবূ ইয়ালা স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি তাহার ক্রোধ সংবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করেন, আর যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বা সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার গোপনীয়তা রক্ষা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট ওযর পেশ করে, আল্লাহ তাহার ওযর গ্রহণ করেন।"

এই হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং ইহার সনদের ব্যাপারে সমালোচনা হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, যুহরী, মালিক, আবদুর রহমান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সেই ব্যক্তি বীরপুরুষ নয়, যে কাহাকেও মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে; বরং প্রকৃত বীর পুরুষ সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় ক্রোধ দমন করে। " মালিকের সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্ন সুয়াইদ, ইব্রাহীম তায়মী, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যাহার নিকট তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পদ নিজের সম্পদ অপেক্ষা বেশি প্রিয় ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে

আল্লাহর রাসূল। আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই। তখন রাসূল (সা) বলিলেন, আমি তো দেখিতেছি, তোমরা তোমাদের সম্পদ অপেক্ষা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি পসন্দ করিতেছ। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের নিজস্ব সম্পদ তো উহাই, যাহা তোমরা তোমাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করিয়া থাক। আর যাহা তোমরা রাখিয়া যাও তাহা তো তোমাদের সম্পদ নয় এবং উহা তোমাদের উত্তরাধিকারীদের সম্পদ। তাই তোমাদের আল্লাহর পথে কম খরচ করা এবং জমা বেশি রাখাই প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের নিজস্ব সম্পদ অপেক্ষা উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে বেশি ভালবাস। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহাকে বীর মনে কর? তাঁহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই ব্যক্তি বীর, যাহাকে মল্লযুদ্ধে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। তদুত্তরে তিনি বলেন-না, বরং সেই ব্যক্তি প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সামলাইয়া রাখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে তোমরা নিঃসন্তান বল? আমরা বলিলাম, যাহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন -না, বরং নিঃসন্তান সেই ব্যক্তি, যাহার কোন সন্তান তাহার জীবিতাবস্থায় মারা যায় নাই। বুখারীও ইহা উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশের রিওয়ায়েতে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ হেসীন অথবা আবূ হাসবা, উরওয়া ইব্ন আবদুল্লাহ জা'ফী, শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তৃতা শুনিতেছিল। তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা জান কি, কোন ব্যক্তি নিঃসন্তান ? আমরা বলিলাম, সেই ব্যক্তি নিঃসন্তান যাহার কোন সন্তান-সন্ততি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, প্রকৃত নিঃসন্তান সেই ব্যক্তি, যাহার একটি সন্তান ছিল, কিন্তু উহা মারা যায়। অথচ ইহার পরেও সে আল্লাহর নিকট সম্পদ জমা করে না। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জান, কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র ? তাঁহারা বলিলেন, যাহার ধন সম্পদ নাই। নবী (সা) বলিলেন, সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা দরিদ্র, যে সম্পদশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল, কিন্তু উহা হইতে কোন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিল না। বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তো কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বীর? সকলে বলিলেন, যাহাকে যুদ্ধে কেহ পরাজিত করিতে পারে না। নবী (সা) বলিলেন, সেই ব্যক্তি বীর, ক্রোধের সময় যহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যায় ও লোমগুলো দাঁড়াইয়া যায়, তবু সে সেই ক্রোধকে সংবরণ করিতে সক্ষম হয়।

হাদীস ঃ হারিছা ইব্ন কুদামা সা'দী হইতে ধারাবাহিকভাবে আহনাফ ইব্ন কায়েসের চাচা, উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন নুমাইর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইব্ন কুদামা সা'দী (রা) হযরত রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কথা বলুন, যাহা উপকারী অথচ সংক্ষিপ্ত। উহা যেন আমি স্মরণ রাখিতে পারি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না। তিনি এইভাবে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যেকবারই রাসূল (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না।

হিশাম হইতে আবূ মুআবিয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে হিশাম হইতে ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তানের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল!

আমাকে একটি উপদেশ দান করুন এবং তাহা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। তাহা হইলে আমার মনে রাখিতে সহজ হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না।' ইহা একমাত্র আহমাদই (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ জনৈক সাহাবী হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ ইব্ন আবদুর রহমান, যুহরী, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

'জনৈক সাহাবী হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে উপদেশ দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ক্রোধান্বিত হইও না। সেই ব্যক্তি বলেন, রাসূল (সা) আমাকে উহা বলার পর আমি চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে, সকল অন্যায় ও অপকর্মের মূল হইল ক্রোধ।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ যর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল আসওয়াদ, আবূ হরব ইব্ন আবুল আসওয়াদ, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

আবূ যর (রা) একদা কূপ হইতে পানি পান করিতেছিলেন। তখন একদল লোক উপস্থিত হইয়া বলিল-হে আবূ যর! আমাদের ব্যাপারে তুমি কি করিতে চাও? অতঃপর তাহাদের একদল কূপে নামিয়া পড়িল। ইহাতে তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হইলেন। আবূ যর (রা) দণ্ডায়মান ছিলেন। ইহার পর উপবেশন করেন। অতঃপর শয্যা গ্রহণ করেন। ইহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আবূ যর! আপনি বসিয়া পড়িলেন ও তারপর আবার শুইয়া গেলেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্রোধান্বিত হও, তবে সে যেন বসিয়া যায়। যদি ইহাতে ক্রোধ বিদূরিত হয় তো ভাল, নতুবা শুইয়া পড়িবে।"

আবূ যর (রা) হইতে আবূ হরবের সূত্রে আহমাদ এবং আহমাদ হইতে আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত হইল আবূ যর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হরব ও ইব্ন আবূ হরবের রিওয়ায়েতটি। আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ তাঁহার পিতা হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ ওয়ায়েল সান'আনী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়েল সান'আনী (র) বলেন ঃ

আমরা উরওয়া ইব্ন মুহাম্মাদের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে এমন কথা বলিল, যাহাতে তিনি রাগান্বিত হন। যখন তিনি রাগান্বিত হইলেন, তখন তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অযু করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ আমাকে আমার পিতা আমার দাদা ইব্ন সা'দ আদী ওরফে আতীয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন-রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ক্রোধ শয়তানের পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে এবং শয়তানকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর অগ্নি নির্বাপিত হয় পানি দ্বারা। তাই যখন কেহ ক্রোধান্বিত হয়, তখন সে অযু করিবে।

আবূ ওয়ায়েল কাস মুরাদী সানআনী হইতে ইব্রাহীম ইব্ন খালিদ সান'আনীর সনদে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন যুহাইরের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, নূহ ইব্ন মুআবিয়া সালামী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকায় অথবা তাহার ঋণ মাফ করিয়া দেয়, আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুনের দহন হইতে রক্ষা করেন। জান্নাতের কাজ বড় কঠিন। জাহান্নামের কাজ বড় সহজ। আবার সৎ ও পুণ্যবান হইল সেই ব্যক্তি যে ফিতনা-ফাসাদ হইতে দূরে থাকে এবং কোন কিছুই হযম করা আল্লাহর নিকট তত পসন্দনীয় নয়, যত পসনীয় ক্রোধকে হযম করা। এমন ব্যক্তির হৃদয়েই ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে।' একমাত্র আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে কোন খুঁত বা দুর্বলতা নাই। বরং ইহার বিষয়বস্তু উত্তম বলিয়া সাব্যস্ত।

হাদীস ঃ জনৈক সাহাবীর সূত্রে ধারাবাহিকভাবে সুয়াইদ ইবন ওয়াহাব, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাররাম ও আবূ দাউদ ইব্ন মানসুর ওরফে বাশার, ইব্ন মাহদী ওরফে আবদুর রহমান, উকবা ইব্ন মুকাররাম ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত করিয়া রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার অন্তরকে শান্তি ও ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধানের সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও বিনয় প্রকাশার্থে তাহা বর্জন করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্মানের পরিধেয় পরাইবেন। আর যে ব্যক্তি কাহারো রহস্য গোপন রাখে, আল্লাহ তাহাকে কিয়ামতের দিন বাদশাহী মুকুট পরাইবেন।

হাদীস ঃ মুআয ইব্ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্ন মুআয ইব্ন আনাস আবূ মারহুম, সাআ'দ, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্ন আনাস বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত রাখে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে তাহাকে ডাকিয়া এই অধিকার প্রদান করিবেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছামত হুর গ্রহণ কর।' সাঈদ ইব্ন আবূ আইউবের হাদীসে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গরীব।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল জলীলের চাচা, আবদুল জলীল, যায়দ ইব্ন আসলাম, দাউদ ইব্ন কাইস আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, لْكَظِمِيْنَ। لْغَيْظَ। এই আয়াতাংশ সম্পর্কে আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রদমিত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাহার হৃদয়কে ঈমান ও প্রশান্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।'

হাদীস ঃ ইব্ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ইউনুস ইব্ন উবাইদ, আলী ইব্ন আসিম, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ তালিব, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন অপরাধকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার চাইতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে কাহারো উপর হইতে ক্রোধ অপসারিত করা অধিকতর পুণ্যের কাজ।

ইব্‌ন জারীর (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইউনুস ইব্‌ন ওবাই হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা, বাশার ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ ঃ অর্থাৎ তাহারা লোকসমক্ষে ক্রোধ প্রকাশ করে না, কাহারো প্রতি অন্যায় করে না এবং পুণ্যের আশায় সর্বব্যাপারই তাহারা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে তাহার প্রতি যুলুম করিলে সে উহা ক্ষমা করিয়া দেয় এবং পরবর্তীতে এই বিষয়ে কাহারো প্রতি প্রতিশোধের কোন ইচ্ছা রাখে না। ইহা হইল মানবতার সর্বোচ্চ স্তর।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন। ইহা হইল ইহ্‌সানের একটি সোপান।

হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন -'আমি তিনটি সত্যের উপর শপথ করিতেছি। (এক) সদকা দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না। (দুই) ক্ষমা করিলে সম্মান কমে না ; বরং ইহা দ্বারা আল্লাহ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (তিন) যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাহাকে সম্মানজনক আসন দান করেন।'

উবাই ইব্‌ন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদা ইব্‌ন সামিত, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ তালহা কারশী ও মূসা ইব্‌ন উকবার সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন,'যে ব্যক্তি সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি কামনা করে, তাহার উচিত তাহার প্রতি অত্যাচারকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া এবং যাহারা তাহাকে কিছু প্রদান করে না, তাহাদিগকে কিছু প্রদান করা। পরন্তু তাহার সহিত আত্মীয়তার বন্ধন বিচ্ছিন্নকারীদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন যুক্ত করা।'

সহীহ্‌দ্বয়ের শর্তেও হাদীসটি সহীহ। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই। উম্মে সালমা (রা), আবূ হুরায়রা (রা), কা'আব ইব্‌ন উজবা (রা) ও আলী (রা) প্রমুখের হাদীসে ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আহবান করিয়া বলিবেন, কোথায় মানুষকে ক্ষমাকারী দল! তোমাদের প্রভুর নিকট আইস। তোমরা তোমাদের প্রতিদান গ্রহণ কর। যেই মুসলমান অন্যকে ক্ষমতা করিয়াছে, সে অবশ্যই বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ যাহারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে কিংবা নিজের জন্য কোন মন্দ কাজ করিয়া বসিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। অর্থাৎ তাহাদের হইতে কোন পাপ কাজ প্রকাশিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ উমারা, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ, তালহা, হাম্মাম ইব্‌ন ইয়াহয়া, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন

যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পাপ করিয়া যদি বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি পাপ করিয়াছি, আমাকে মাফ করিয়া দিন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা পাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশ্বাস আছে যে, তাহার একজন প্রতিপালক রহিয়াছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে পাপ মাফ করিয়া দিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে পাকড়াও করিতে পারেন। অতএব তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।

অতঃপর সে যদি আবার পাপ করিয়া বলে, প্রভু আমার ! পাপ করিয়া ফেলিয়াছি! আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, তাহার একজন প্রভু রহিয়াছেন, যিনি পাপ মোচন করিয়া দেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্তিও দিতে পারেন। অতএব আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উম্মুল মু'মিনীনের গোলাম আবুল মুদাল্লাহ সাআদ তায়ী, যুহাইর, আমের, আবূ নযর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

"একদা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমরা আপনাকে দর্শন করি, তখন আমাদের হৃদয় নরম ও বিগলিত হইয়া যায় এবং আমাদের মনে আখিরাতের গভীর ভাবনা আসে। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাই, তখন পার্থিব ঝামেলা ও স্ত্রী-পুত্র পরিজনের ফাঁদে পড়িয়া সেই অবস্থা আর অবশিষ্ট থাকে না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমার নিকট অবস্থানকালে তোমাদের মনের যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা যদি সর্বক্ষণ থাকিত তাহা হইলে ফেরেশতাগণ তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করিত এবং তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তোমাদের বাড়িতে আসিত। আর তোমরা যদি পাপ কর্ম না করিতে তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে অপসারিত করিয়া অন্য জাতি আবাদ করিতেন, যাহারা পাপ করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ইহার পর আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। বেহেশত কিসের দ্বারা নির্মিত ? তিনি বলিলেন, উহার একটি ইট স্বর্ণের ও একটি ইট রৌপ্যের। উহার উপাদান মিশানোর বস্তু হইল কস্তুরি। উহার কংকরাদি হইবে মণি ও মুক্তার। জাফরান হইবে উহার মাটি। উহাতে প্রবেশকারীর নিয়ামত কখনও শেষ হইবে না। উহাতে প্রবেশকারীর মৃত্যু ঘটিবে না, পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হইবে না, এমন কি তাহার যৌবনও ক্ষয় হইবে না।

আর তিন ব্যক্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় না। (এক) ন্যায় বিচারক বাদশাহ। (দুই) ইফতার না করা রোযাদার। (তিন) মযলুম। ইহাদের প্রার্থনা মেঘের দেশে তুলিয়া নেওয়া হয় এবং আকাশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, আমার ইযযতের শপথ! কিছুক্ষণ পরে হইলেও আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব।" সা'দের (র) সনদে অন্য সূত্রে ইব্‌ন মাজা ও তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম আহমাদের রিওয়ায়েতে তাওবার বেলায় দুই রাকআত নামায পড়ার ব্যাপারে তাকিদ আসিয়াছে।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আসমা ইব্‌ন হিকাম ফাযারী, আলী ইব্‌ন রবীআ, উসমান ইব্‌ন মুগীরা সাকাফী, সুফিয়ান সাওরী, মাসআর, ওয়াকী ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ

এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শোনার পর আমি প্রভূত উপকৃত হইয়াছি। আরও অনেকে নবী (সা) হইতে আমার কাছে ইহা বলিয়াছেন। তাহাদের দাবির সত্যতার উপর তাহারা শপথ করিয়াছেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও আমাকে ইহা বলিয়াছেন। তিনি সত্যবাদী। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাপ কার্য করার পর সুন্দর করিয়া ওযু করে, তারপর নামায পড়ে, অতঃপর দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাহার পাপ মাফ করিয়া দেন।

উছমান ইব্ন মুগীরার সূত্রে আলী ইব্ন মাদানী, হুমাইদী, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা, আহলে সুনান ইব্ন হাব্বান, বাযযার ও দারে কুতনী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি উত্তম। বহু সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাপারে যত কথা উঠিয়াছিল, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণিত হওয়ার কারণে সব কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সার্বিকভাবে হাদীসটি উত্তম বলিয়া গণ্য। কেননা হুযূরের (সা) দুই খলীফা হযরত আলী (রা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার সমর্থনে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ সংকলনে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করিয়া এই দু'আ পাঠ করে ঃ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়, সে যেই দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে।

সহীহদ্বয়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী (সা)-এর মত ওযু করিয়া উপস্থিত সকলকে বলেন- আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মত ওযু করিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাহার পাপ মার্জনা করিয়া দেন। এই হাদীসটি ইহকাল ও পরকালের সর্দার মহাবিশ্বের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল হইতে ইমাম চতুষ্টয় কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহর কিতাব কুরআনেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। কেননা পাপ হইতে মার্জনা প্রার্থনা করা পাপীর জন্য অত্যন্ত উপকারী।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে জাফর ইব্ন সুলায়মান ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছি যে, وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ (তাহারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করিয়া ফেলিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় ইবলিস কাঁদিয়াছিল।

আবূ বকর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রিজা, আবূ নাযারা, আব্দুল গফুর, উছমান ইব্ন মাতার, মুহাব্বার ইব্ন আওন ও হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

'নবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা বেশি বেশি করিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং ইসতিগফার পাঠ কর। কেননা ইবলিস বলিয়াছে, আমি মানব জাতিকে পাপ কার্যদ্বারা ধ্বংস করিব। তাই

আমরা উহাকে ধ্বংস করিব ইস্তেগফার এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' দ্বারা। যখন ইবলিস তোমাদিগকে এই কাজ করিতে দেখে, তখনই সে তোমাদিগকে প্রবৃত্তির উপাসনায় নিক্ষেপ করে। তাই অনেকে ধারণা করে যে, সে সঠিক হেদায়েতে রহিয়াছে, অথচ সে ভ্রান্ত পথে রহিয়াছে।' এই হাদীসের দুইজন বর্ণনাকারী উছমান ইব্ন মাতার ও তাহার শিক্ষক উভয়ই দুর্বল।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ, আবূ হাইছাম আতওয়ারী ও আমর ইব্ন আবূ আমর বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ইবলিস বলিয়াছিল, হে আমার প্রভু! আপনার মহত্ত্বের শপথ, আমি আদম সন্তানকে তাহাদের আত্মা বহির্গত না হওয়া পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করিতে থাকিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, আমার ইযযত ও মহত্ত্বের শপথ! যে পর্যন্ত তাহারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, সেই পর্যন্ত তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।

আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, আবূ বদর, উমর ইব্ন খলীফা, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না ও হাফিজ আবূ বকর বাযযার বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ

'এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পাপ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, পাপ করিয়া থাকিলে প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, তাওবা করিয়াছি, কিন্তু আবার পাপ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, যখনই পাপকার্য করিবে তাওবা করিয়া নিবে। এইভাবে লোকটি চতুর্থবার একই কথা বলিলে রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই থাক। শেষ পর্যন্ত শয়তান পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে।' অবশ্য এই সনদে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত আর কে পাপ ক্ষমা করিবেন ? অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো পাপ ক্ষমা করার অধিকার নাই।

আসওয়াদ ইব্ন সারীআ, সালাম ইব্ন মিসকীন, মুবারক, মুহাম্মদ ইব্ন মাসআব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন সারীআ বলেনঃ জনৈক বন্দী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নীত হইয়া বলিতেছিল, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুহাম্মাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না। ইহা শুনিয়া নবী (সা) বলিলেন, সে প্রকৃত অধিকারীকেই চিনিতে পারিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ তাহারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জানিয়া শুনিয়া তাহা করিতে থাকে না। অর্থাৎ পাপ হইতে তাওবা করে এবং সত্ত্বরই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পাপের উপর আঁকড়াইয়া থাকে না এবং তাওবার পরে সে পাপের পুনরাবৃত্তি করে না। আর যতবার পাপ করে ততবার আল্লাহর নিকট তাওবা করিয়া থাকে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসাল্লী স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বকরের গোলাম, আবূ নাযারা, উছমান ইব্ন ওয়াকিদ, আবূ ইয়াহয়া আব্দুল হামীদ হাম্মানী ও ইহসাক ইব্ন আবূ ইস্রাঈল প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি হঠকারী নহে, যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেই থাকে, যদিও তাহার দ্বারা দিনে সত্তরবার পাপকার্য সাধিত হয়।'

উছমান ইব্‌ন ওয়াকিদির সনদে আবূ দাউদ, তিরমিযী ও বাযযার স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। স্বীয় শাইখের বিশুদ্ধ সূত্রে ইয়াহয়া ইব্‌ন মুঈনও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শাইখ ইব্‌ন উবাউদ ওরফে আবূ নসর মাকাসিতীকে ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ রাবী বলিয়াছেন। আলী মাদানী ও তিরমিযী বলেন -বলা হয়, এই হাদিসটির সনদ শক্তিশালী নহে। কেননা আবূ বকরের গোলাম হাদীস বিশারদগণের নিকট খুবই অপরিচিত। তবুও এতটুকু অপরিচিতির জন্যে ততটা কঠোর হওয়া যায় না। কেননা তিনি একজন বড় তাবেঈ। হাদীস সত্য ও সঠিক বলার পক্ষে এতটুকুই যথেষ্ট। অতএব হাদীসটিকে উত্তম বলা যাইতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা জানে। মুজাহিদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন উমাইর وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এর ভাবার্থে বলেন ঃ তাহারা জানে যে, যে ব্যক্তি তাওবা করে, তাহার তাওবা আল্লাহ্ কবূল করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه

অর্থাৎ তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তাওবা কবুল করিয়া থাকেন?

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَه ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'যে ব্যক্তি কোন অন্যায় করে কিংবা নিজের উপর অত্যাচার করে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে দয়াশীল ও ক্ষমাশীল পাইবে।' এই বিষয়ের উপর কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন যায়েদ শারঈ ওরফে হাব্বান, হারীর, ইয়াযীদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

'একদা হযরত নবী (সা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন – তোমরা অন্যদের প্রতি দয়া কর, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন। তোমরা অন্যদের অপরাধ ক্ষমা কর, আল্লাহ্ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তোমরা অন্যদেরকে ক্ষমা কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আর যাহারা রঙ চড়াইয়া কথা বলে, তাহারা দুর্ভাগা এবং যাহারা পাপকার্যে বহাল থাকে তাহারা কপাল পোড়া।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ তাহাদের প্রতিদান হইল ক্ষমা। অর্থাৎ তাহাদের প্রভুর পক্ষ হইতে তাহাদের এই সকল সৎকাজের প্রতিদান হইল ক্ষমা এবং বেহেশতের উদ্যানসমূহ– যাহার তলদেশ দিয়া প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পানীয় সমৃদ্ধ নহর।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا যেখানে তাহারা অনন্তকাল থাকিবে। অর্থাৎ উহা হইবে তাহাদের স্থায়ী ঠিকানা।

وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ যাহারা কাজ করে তাহাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান! ইহা দ্বারা জান্নাতের প্রশংসা করা হইয়াছে।

(١٣٧) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ○

(١٣٨) هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ○

(١٣٩) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ○

(١٤٠) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ○

(١٤١) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ○

(١٤٢) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ○

(١٤٣) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ
تَنْظُرُونَ ○

১৩৭. 'তোমাদের পূর্বে বহু বিধান গত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ, মিথ্যাশ্রয়ীদের কি পরিণাম।'

১৩৮. 'ইহা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকীদের জন্য দিশারী ও উপদেশ।'

১৩৯. 'তোমরা হীনবল হইও না এবং দুঃখিত হইও না; তোমরাই বিজয়ী, যদি তোমরা মু'মিন হও।'

১৪০. 'যদি তোমাদের আঘাত লাগিয়া থাকে, তবে অনুরূপ আঘাত তো উহাদেরও লাগিয়াছে। আমিই মানুষের মধ্যে দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই, যাহাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে জানিতে পারেন আর তোমাদের মধ্য হইতে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করিতে পারেন এবং আল্লাহ্ যালিমদিগকে পছন্দ করেন না।'

১৪১. 'আর আল্লাহ্ যাহাতে মু'মিনগণকে পরিশোধন করিতে পারেন এবং কাফেরগণকে নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন।'

১৪২. 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে? যতক্ষণ আল্লাহ্ না জানিবেন যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিল আর কাহারা ধৈর্যশীল।'

১৪৩. 'আর অবশ্যই তোমরা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু কামনা করিতেছিলে। উহা এখন তোমরা অবশ্যই স্বচক্ষে দেখিয়াছ।'

তাফসীর ঃ যেহেতু ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাহাদের সত্তরজন যোদ্ধা শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন, অতএব তাহাদের দুঃখ নিরসনকল্পে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ তোমাদের পূর্বে এরূপ বহু বিধান গত হইয়াছে। অর্থাৎ এমন বহু ঘটনা তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের ব্যাপারেও সংঘটিত হইয়াছে।

তাহারা প্রথম তাহাদের নবীর অনুসারী ছিল, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তাহারা কাফির হইয়া ইহকাল ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের হাশরও হইবে কাফিরদের মত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন فَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা (দীনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ইহা হইল মানুষের জন্য বর্ণনা। অর্থাৎ কুরআনের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ কিভাবে তাহাদের বিরোধীদের সঙ্গে মুকাবিলা করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে।

وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ আর হেদায়েত এবং উপদেশাবলী। অর্থাৎ কুরআন। কারণ উহার মধ্যে পূর্বের ইতিহাস উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই কুরআনই তোমাদের হৃদয়ে হেদায়েতের আলোক প্রজ্বলিত করিয়াছে। অর্থাৎ পাপ ও অপবিত্রতা হইতে মুক্ত থাকার প্রতি তাগিদ দিয়াছে।

অতঃপর মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَهِنُوْا তোমরা নিরাশ হইও না। অর্থাৎ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে তোমরা নিরাশ ও দুর্বল হইও না।

وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. তোমরা দুঃখ করিও না। যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই জয়ী হইবে। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! শেষ বিজয় তোমাদেরই। কারণ আল্লাহর সাহায্য তোমাদের পক্ষে।

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ। তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হইযা থাক, তবে তাহারাও তো তেমনি আঘাতপ্রাপ্ত হইযাছে। অর্থাৎ তোমরা যদি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাক এবং তোমাদের অনেকে যদি নিহত হইয়া থাকে, তবে তোমাদের শত্রুরাও তো প্রায় তোমাদের সমানই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে ও তাহাদের সমসংখ্যক নিহত হইয়াছে।

وَتِلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ আর এই দিনগুলিকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটাইয়া থাকি। তাই কখনো তোমাদের শত্রুদের সুসময় আসে। যদিও ইহার অন্তরালে তোমাদের বিজয় নিহিত রহিয়াছে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এইভাবে আল্লাহ জানিতে চান যে, কাহারা ঈমানদার। ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহার দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছেন যে, কাহারা শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ় হইয়া থাকে।

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করিতে চান। অর্থাৎ কাহারা আল্লাহর পথে গলা কাটাইতে কুণ্ঠিত নয় এবং কাহারা জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ দিয়া আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে।

وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর আল্লাহ অত্যাচারীদিগকে ভালবাসেন না। এই কারণে আল্লাহ ঈমানদারগণকে পাক-সাফ করিতে চান অর্থাৎ ঈমানদারদের পাপ থাকিলে তাহা উহা দ্বারা মোচন হইয়া যায়। আর পাপ না থাকিলে তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ এবং তিনি কাফিরদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে চান। অর্থাৎ তাহারা বিজয়ের গর্বে গর্বিত হইয়া অবাধ্য ও অহংকারি হইয়া যাইবে। তাই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ। তোমাদের কি ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেন নাই তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যশীল ? অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, এত সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে ? অথচ এখনও যুদ্ধের ময়দানে তিনি তোমাদের কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করেন নাই।

সূরা বাকারায়ও আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا

অর্থাৎ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ, বেহেশতে প্রবেশ করিবে ? অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমাদের কঠিন পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই... ...।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ

'মানুষ কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা ঈমান আনিয়াছে বলিলেই তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না ?'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেন নাই তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যশীল ? অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে না, যতক্ষণ না তোমাদিগকে আল্লাহ পরীক্ষা করিবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে আর কাহারা শত্রুর মুকাবিলায় অবিচল থাকিতে পারে, তা না দেখিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ অথচ তোমরা তো মৃত্যু আসার আগে মরণ কামনা করিতে। কাজেই এখন তোমরা তাহা চোখের সামনে উপস্থিত দেখিতে প্যাইতেছ। অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! ইহার পূর্বে তো তোমরা ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত শত্রুর মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে। অতএব সেই সুযোগ এখন উপস্থিত হইয়াছে। তাই ধৈর্য, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত এইবার যুদ্ধ কর ও শত্রুর মুকাবিলা কর।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন- তোমরা শত্রুদের মুখামুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা কর। আর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও, তখন লৌহস্তম্ভের মত স্থির ও অবিচল থাক। জানিয়া রাখ, বেহেশত তলওয়ারের নিচে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ তোমরা স্বচক্ষে সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়াছ। অর্থাৎ মৃত্যু তোমরা তখনই অবলোকন করিয়াছ যখন তরবারি চালনার ঝনৎকার শব্দ শোনা গিয়াছে, তীরবেগে বর্শার আনাগোনা হইয়াছে, অজস্র বল্লম নিক্ষিপ্ত হইয়াছে ও ভয়াবহ যুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে মরদেহ পড়িয়া রহিয়াছে।

(١٤٤) وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ
وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○
(١٤٥) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى
الشّٰكِرِيْنَ ○
(١٤٦) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا
اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الصّٰبِرِيْنَ ○
(١٤٧) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا
فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○
(١٤٨) فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ○

১৪৪. 'মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র। তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? আর কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করিবে না। বরং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিবেন।'

১৪৫. 'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না। কারণ, উহার মেয়াদ নির্ধারিত। কেহ পার্থিব পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে উহার কিছু দেই আর কেহ পারলৌকিক পুরস্কার চাহিলে আমি তাহাকে উহা হইতে দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব।'

১৪৬. ‘এবং কত নবীই যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণকে ভালবাসেন।’

১৪৭. ‘এই কথা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কথা ছিল না যে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপ ও কার্যক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা কর, আমাদিগকে দৃঢ়পদ রাখ এবং কাফেরগণের মুকাবিলায় আমাদিগকে সাহায্য কর।’

১৪৮. ‘অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার ও উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।’

তাফসীর ঃ ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা ছত্রভংগ হইয়া পড়ে এবং অনেকে শাহাদাত বরণ করে। ফলে বাহ্যত তাহারা পরাজিত হয়। অপর দিকে শয়তান ঘোষণা করিয়া দেয় যে, মুহাম্মাদ নিহত হইয়াছে। উপরন্তু ইব্‌ন কামীআ মুশরিকদিগকে ডাকিয়া বলিল, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করিয়াছি। অথচ সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাথায় আঘাত করার সুযোগ পাইয়াছিল মাত্র। মুসলমান সর্বসাধারণ্যে ইহার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। সত্য সত্যই তাহারা ধারণা করিয়া নেয় যে, মুহাম্মাদের (সা) মৃত্যু ঘটিয়াছে। আল্লাহ পাক নবীদের এমন অনেক হত্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পশ্চাদপসরণে উদ্যত হয়। তখন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাহার পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বের রাসূলগণের মত তিনিও একজন রাসূল মাত্র। তিনি মৃত্যুবরণ করিতে পারেন এবং নিহতও হইতে পারেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুহাজির একজন আনসারকে ওহুদের ময়দানে দেখেন যে, তিনি আহত হইয়া রক্তাক্ত শরীরে মাটিতে গড়াইতেছেন। উক্ত আনসারকে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যে শহীদ হইয়াছেন, সেই সংবাদ আপনি পাইয়াছেন কি ? আহত আনসার ব্যক্তি উত্তরে বলিলেন, যদি এই সংবাদ সত্য হইয়া থাকে, তবে তিনি তাহার দায়িত্ব সমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। এখন তাহার দীনকে সর্বাঙ্গীণভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনকে উৎসর্গ করুন। এই উপলক্ষেই নাযিল হয় ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

দালাইনুন নুবুয়াহ নামক গ্রন্থে হাফিজ আবূ বকর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার অসার অজুহাতকে নাকচ করিয়া বলেন– اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করিবে অর্থাৎ তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে ? وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ বস্তুত যদি কেহ পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাহাতে আল্লাহর কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। যাহারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ শীঘ্রই তাহাদের ছওয়াব দান করিবেন। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত

হইয়াছে ও দীনের জন্য শহীদ হইয়াছে এবং আমৃত্যু রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করিয়াছে, তাহারাই কৃতজ্ঞ।

সহীহ মুসনাদ ও সুনানসমূহে এবং অন্যান্য বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) রাসূল (সা)-এর ইন্তেকাল করার পর এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছিলেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্ন শিহাব, আকীল, লাইছ, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর ও বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু সালমা (র) বলেন ঃ

তাহাকে আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া আবূ বকর (রা) ঘোড়ায় চড়িয়া আগমন করেন। মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। কোন কথাবার্তা না বলিয়া তিনি আয়েশার ঘরে প্রবেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি হিবরোর চাদর দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে চাদর সরাইয়া চুম্বন করেন এবং কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার পিতা-মাতা তাহার প্রতি উৎসর্গ হউক। আল্লাহর শপথ! তাহার প্রতি দুইবার মৃত্যু আসিতে পারে না। যে মৃত্যু তাহার জন্য নির্ধারিত ছিল তাহা সংঘটিত হইয়াছে।

যুহরী বলেন ঃ

আমাকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ সালমা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বকর (রা) (আয়েশার (রা) ঘর হইতে) বাহির হইয়া দেখেন, উমর (রা) জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিতেছেন। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলেন, হে উমর! বস। অতঃপর আবূ বকর (রা) জনগণের উদ্দেশে বলেন ঃ

সালাত ও সালামের পর - যে লোক মুহাম্মদের উপাসনা কর, সে জানিয়া রাখ, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আর যে লোক আল্লাহর ইবাদত করিত, সে জানিয়া রাখ, আল্লাহ জীবিত আছেন এবং তিনি চিরঞ্জীব। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন। অর্থাৎ মুহাম্মদ একজন রাসূল বৈ তো নয়। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাই সে যদি মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে? বস্তুত কেহ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তাহাতে আল্লাহর কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হইবে না। আর যাহারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাহাদিগকে ছাওয়াব দান করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শ্রোতৃমণ্ডলী হযরত আবূ বকরের মুখে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া ধারণা করিতেছিল যে, এই আয়াতটি বুঝি এইমাত্র নাযিল হইল। তখন উপস্থিত সকলেই আয়াতটি পাঠ করিলেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন ঃ

আয়াতটি শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! এই আয়াতটি এই মুহূর্তে আবূ বকরের তিলাওয়াত দ্বারা ইহার অর্থ আমি যত গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, অন্য কখনও এমন করিয়া ইহার মর্ম অনুধাবন করিতে পারি নাই। ইহার পর আমার পদযুগল ভাংগিয়া পড়ে। আমার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, সাম্মাক ইব্ন হারব, আসবাত ইব্ন নাযর, আমর ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন তালহা ও আলী ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেন যে, ইব্ন

আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর জীবিতাবস্থায়ই হযরত আলী (রা) اَفَانْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ। এই আয়াত পাঠ করিয়া বলেন– আল্লাহর শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হন, তাবুও আমরা তাহার ধর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিব। আল্লাহর কসম! আমি তো তাহার বন্ধু ও চাচাতো ভাই এবং উত্তরাধিকারীও বটে। তাই এই ব্যাপারে আমার চাইতে বেশী হকদার আর কে হইবে ?

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহই মৃত্যুবরণ করিতে পারে না। ইহার সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সময় পূর্ণ হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে ঃ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً অর্থাৎ মৃত্যুর সময় নির্ধারিত রহিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ

'কাহারও বয়স বৃদ্ধি করা হয় না এবং কাহারও বয়স হ্রাস করা হয় না, বরং সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে কিতাবে লিখিত রহিয়াছে।

অন্য স্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ

'তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সময় পূর্ণ করিয়াছেন এবং মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বীরত্ব প্রদর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, জিহাদ দ্বারা বয়স হ্রাস পায় না এবং জিহাদ হইতে বিমুখ থাকিলেও তাহাতে বয়স বৃদ্ধি পায় না।

হাজর ইব্ন আদী হইতে ধারাবাহিকভাবে হাবীব ইব্ন যিবইয়ান, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আব্বাস ইব্ন ইয়াযীদ আব্দী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাজর ইব্ন আদী (রা) বলেন ঃ

দজলা নদী আমাদিগকে শত্রুদের মুকাবিলা করিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তবে আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেহই মৃত্যুবরণ করিতে পারে না এবং সেইজন্য একটা সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। ইহা ভাবিয়া কোন পথ না পাইয়া আমি আমার ঘোড়া নদীতে চালনা করি। দেখাদেখি অন্য সকলে তাহাই করিল। শত্রুপক্ষ এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বলিতেছিল, লোকগুলি কি পাগল! এই বলিয়া ভয়ে তাহারা ভাগিয়া গেল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ اَلاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا অর্থাৎ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করিবে, আমি তাহাকে তাহা দুনিয়াতেই দান করিব। পক্ষান্তরে যে লোক আখিরাতে বিনিময় কামনা করিবে, আমি তাহাকে তাহাই দিব। অর্থাৎ যে শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কার্য সাধন করে, সে তাহার ভাগ্যের নির্ধারিত অংশ দুনিয়াতেই পাইবে। আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। আর যে পরকাল লাভের

উদ্দেশ্যে কার্য সাধন করে, সে পরকালের পূর্ণ অংশ তো পাইবেই, পরন্তু দুনিয়ার নির্ধারিত অংশও সে পাইবে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الاخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِى حَرْثِه وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَه فِى الاخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

'যে পরকালের সুখ-সম্পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহার প্রার্থনার চেয়েও বেশি করিয়া দান করি। আর যে আমার কাছে পার্থিব সম্পদ লাভের জন্যে প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহার অংশ প্রদান করি। তবে তাহার জন্য পরকালে কোনই অংশ থাকিবে না।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيْهَا مَانَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَه جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا. وَمَنْ اَرَدَ الاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا

'যে ব্যক্তি শুধুমাত্র ইহকাল চায়, আমি যাহাকে চাই, তাহাকে সেই পরিমাণ উহা প্রদান করি। অতঃপর তাহার জন্য আমি জাহান্নাম নির্ধারিত করি এবং সেখানে সে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সহিত প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যে পরকাল চায় এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে তাহাদের চেষ্টা আল্লাহর নিকট প্রশংসিত হয়।'

তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন وَسَنَجْزِى الشَّاكِرِيْنَ যাহারা কৃতজ্ঞ আমি তাহাদিগকে উত্তম প্রতিদান দিব। অর্থাৎ আমি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের আমল ও কৃতজ্ঞতা অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে সুফল প্রদান করিব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অহুদের যুদ্ধের মুজাহিদগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলেন ঃ وَكَاَيٍّ مِّنْ نَبِىٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ বহু নবী ছিলেন; যাহাদের সঙ্গী-সাথীগণ তাহাদের অনুবর্তী হইয়া জিহাদ করিয়াছে।

কেহ কেহ ইহার এই অর্থ বলিয়াছেন যে, কতশত নবীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাহাদের সাথে তাহাদের কত সঙ্গী-সাথী ও অনুবর্তীদকে হত্যা করা হইয়াছে। ইব্ন জারীরও (র) এই অর্থ পছন্দ করিয়াছেন।

যাহারা আয়াতটিকে এইভাবে পড়েন যে, قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ তাহারা অর্থ করেন যে, তোমরা নবী হত্যার মিথ্যা সংবাদ এং তাহার কিছু সংখ্যক সাহাবীর নিহত হওয়ার ফলে ভাংগিয়া পড়িয়াছ। অথচ তোমাদের সকলকে হত্যা করা হয় নাই। ইহা দ্বারা সাহাবীদের অন্তরের ভীতি ও দুর্বলতাকে তিরস্কার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এখনো তো তোমরা বহুসংখ্যক সাহাবী বর্তমান রহিয়াছ। তাহা সত্ত্বেও তোমাদের এমন অবস্থা।

যাহারা قَاتَلَ পড়িতে চাহেন, তাহাদের বিষয়টা একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। কেননা তাহাদের সকলকে যদি হত্যা করা হইত, তাহা হইলে আল্লাহ তাহাদের সম্বন্ধে فَمَا وَهَنُوْا

(তাহারা হারিয়াও যায় নাই) বলিতেন না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝায় যে, এখানে তাহাদের এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে, কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাহারা পিছপা হয় নাই, দমিয়া যায় নাই এবং ক্লান্তও হয় নাই–যদিও তাহাদের বহু মুজাহিদ শহীদ হইয়াছে।

যাহারা قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ পাঠ করেন, তাহারা বলেন যে, ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন যাহারা ওহুদের ময়দানে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যখন শুনিয়াছে যে, মুহাম্মদ (সা) নিহত হইয়াছেন, তখন নিহতদের লাশ রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ অর্থাৎ যদি সে মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি মুরতাদ হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছ ? اِنْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ। অর্থাৎ তাহা হইলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করিবে ? কেহ কেহ বলিয়াছেন–উহার অর্থ হইল, কত নবীকে তাহাদের অনুবর্তীদের সম্মুখে শহীদ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন ইসহাক স্বীয় ইতিহাসে শেষের অর্থটিই গ্রহণ করিয়াছেন এং বলিয়াছেন, কত শত নবীকে তাহাদের অনুবর্তীগণসহ শহীদ করা হইয়াছে। তবুও তো তাহারা তাহাদের নিকট হার মানে নাই এবং আল্লাহর দীনের অনুসরণের জন্য তাহারা কঠিন বাধার সম্মুখীন হইয়াও দমিয়া যায় নাই।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ আল্লাহ সবরকারীদিগকে ভালবাসেন।

مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ বাক্যাংশটি এখানে হাল হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। সুহাইলি বলেন, ইহা দ্বারা বক্তব্য আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ইহার সাথে সাথেই বলা হইয়াছে فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ অর্থাৎ তাহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে বটে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হইতে আমবী তাহার মাগাযিতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অন্য কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। কেহ কেহ قَاتَلَ مَعَه رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ এর মর্মার্থে বলিয়াছেন ঃ হাজার হাজার অনুসারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরামা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, রবী ও আতা খোরাসানী (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন اَلرِّبِّيِّيْنَ। এর অর্থ বৃহৎ দল। হাসান (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক اَلرِّبِّيُّوْنَ। এর অর্থ বলিয়াছেন বহুসংখ্যক আলিম। তাহার অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে ঃ ধৈর্যশীল আলিমগণ অর্থাৎ পুণ্যবান ও মুত্তাকী আলিমগণ!

বসরার কোন কোন নাহু বিশারদ হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, اَلرِّبِّيُّوْنَ। হইলেন তাহারা যাহারা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ইবাদত করেন। কেহ বলিয়াছেন–যদি এই অর্থ করিতে হয় তবে اَلرِّبِّيِّيْنَ। এর নিচে যের দিয়া পড়িতে হইবে। ইব্‌ন যায়িদ (র) বলিয়াছেন ঃ اَلرِّبِّيِّيْنَ। এর অর্থ হইল অনুসরণ করা, অনুবর্তী হওয়া ও সংগী হওয়া। فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا অর্থাৎ আল্লাহর পথে তাহাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে যুদ্ধে তাহারা হারিয়া যায় নাই, ক্লান্তও হয় নাই এবং দমিয়াও যায় নাই। কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ وَمَا

ضَعُفُوْا এর অর্থ তাহাদের নবীকে হত্যা করার পরেও তাহারা সাহস হারায় নাই এবং দমিয়া যায় নাই।

ইহা দ্বারা বলা হইয়াছে যে, কেন তোমরা আল্লাহর সাহায্য হইতে এবং তাহার দীন হইতে পরাঙ্মুখ থাকিতেছ। আল্লাহার সহায়তায় তোমরা পূর্ণোদ্যমে নবীর উপর হামলাকারীদিগকে হত্যা কর, যুদ্ধের মাঠে ঝাঁপাইয়া পড়, শহীদ হও, নিহত কর এবং এইভাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) وَمَا اسْتَكَانُوْا এর অর্থ বলেন ঃ তাহারা ভীত হয় নাই। ইব্ন যাঈদ (র) বলেন ঃ শত্রুপক্ষের বিজয়ের ফলে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে নাই। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সুদ্দী ও কাতাদা ইহার অর্থ এই বলেন যে, তাহাদের নবীদিগকে যখন হত্যা করা হইতেছিল তখনো তাহার দমিয়া যায় নাই।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِى اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ সবরকারীদিগকে ভালবাসেন। তাহারা আর কিছুই বলে নাই, শুধু বলিয়াছে– হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ এবং যাহা কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে আমাদের কাজে, তাহা মোচন করিয়া দাও আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদিগকে সাহায্য কর। অর্থাৎ ইহাই তাহাদের একমাত্র প্রার্থনা ছিল।

فَاٰتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে দুনিয়ার ছাওয়াব দান করিয়াছেন। অর্থাৎ সাহায্য, কল্যাণ ও উত্তম পরিণতি দান করিয়াছেন।

وَحُسْنَ ثَوَابِ الاخِرَةَ এবং আখিরাতে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন। অর্থাৎ আখিরাতেও আল্লাহ তাহাদিগকে বহু সাওয়াব দান করিবেন।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ আর আল্লাহ সৎ কর্মশীলদিগকে ভালবাসেন।

(١٤٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(١٥٠) بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ○

(١٥١) سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٥٢) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ۗ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٥٣) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ ○

১৪৯. 'হে ঈমানদারবৃন্দ! যদি তোমরা কাফেরদের অনুগত হও, তবে তোমাদিগকে বিপরীতমুখী করিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।'

১৫০. 'আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।'

১৫১. আমি ''কাফেরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিব, যেহেতু তাহারা আল্লাহর শরীক করিয়াছে, যাহার স্বপক্ষে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাহাদের বাসস্থান। যালিমদের নিবাস কতই নিকৃষ্ট।

১৫২. 'আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সহিত তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন, যখন তোমরা তাঁহার অনুমোদনক্রমে তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছিলে, যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারাইলে ও নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ করিলে এবং তোমাদের কাম্যবস্তু দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হইলে। তোমাদের কতিপয় ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।'

১৫৩. 'স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে উঠিতেছিলে এবং পিছনে ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলে না। আর রাসূল তোমাদিগকে পিছন হইতে আহ্বান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদিগকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়াছ এবং যে বিপদ তোমাদের উপর আসিয়াছে তাহার জন্য দুঃখিত না হও। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা ভালভাবেই অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলেন, যদি তোমরা কাফির ও মুনাফিকদিগকে মান্য কর, তবে তোমরা ইহকাল ও পরকালে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ. অর্থাৎ তোমরা যদি কাফিরদের কথা শুন, তাহা হইলে তাহা তোমাদিগকে পর্যায়ক্রমে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিবে। তাহাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হইবে।

অতঃপর তিনি তাহারই সাহায্য-সহযোগিতার উপর নির্ভর করার জন্যে নির্দেশ দান করিয়া বলেন ঃ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী এবং তিনি হইতেছেন উত্তম সাহায্যকারী।

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, কুফর ও শিরক করার ফলে অতি সত্বরই তাহাদের অন্তরে ভীতি ও সন্ত্রাস সঞ্চারিত করিয়া দিব। সাথে সাথে তাহাদের পরকালও ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিব। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَمَاْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ সত্বরই আমি কাফিরদের মনে ভীতির সঞ্চার করিব। কারণ তাহারা এমন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। আর তাহাদের ঠিকানা হইল দোযখের আগুন। বস্তুত যালিমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দেওয়া হইয়াছে যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। (এক) এক মাসের দীর্ঘ পথ পর্যন্ত আমাকে ভক্তি বিভূষিত প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে! (দুই) সমগ্র ভূমিকে আমার জন্যে মসজিদতুল্য পবিত্র করা হইয়াছে। (তিন) যুদ্ধলব্ধ মাল (গনীমাত) আমার জন্যে হালাল করা হইয়াছে। (চার) আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। (পাঁচ) প্রত্যেক নবীকে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বা জাতির জন্যে প্রেরণ করা হইলেও আমাকে সমগ্র বিশ্বের মানব জাতির জন্যে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইয়ার, সুলায়মান তায়মী, মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ আদী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সমস্ত নবীগণের উপর অথবা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর আমাকে চারিটি বিষয়ে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে। (এক) সমগ্র মানব জাতির জন্যে আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে। (দুই) আমার উম্মতের জন্যে সমগ্র ভূমিকে সিজদাযোগ্য পবিত্র করা হইয়াছে। তাই যেখানেই নামাযের সময় উপস্থিত হইবে সেখানেই উহা আদায় করিতে পারিবে। (তিন) আমার শত্রু আমা হইতে একমাসের পথের ব্যবধানে থাকিলেও আল্লাহ পাক তাহার অন্তরে আমার ভয় প্রবেশ করাইয়া দিবেন। (চার) আমার জন্য গনীমাতকে হালাল করা হইয়াছে।

আবূ উমামা সাদী ইব্ন আজলান হইতে বসরার অধিবাসী দামেস্কীর মুক্ত দাস সিয়ার কুরাইশী আমুভী ও সুলায়মান তায়মীর সনদে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম ও সহীহ পর্যায়ের। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইউনুস, আমর ইব্ন হারিছ, ইব্ন ওয়াহাব ও সাঈদ ইব্ন মানসুর বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমার ব্যক্তিত্বে ভীতিপ্রদ প্রভাব সৃষ্টি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। ইব্ন ওয়াহাবের সনদে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, বুরদা, আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয়ে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। (এক) আমাকে শ্বেতাংগ ও কৃষ্ণাংগ উভয় শ্রেণীর মানুষের জন্যে প্রেরণ করা হইয়াছে। (দুই) আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে পবিত্র মসজিদ করা হইয়াছে। (তিন) গনীমাতের মাল আমার জন্যে হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে অন্য কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। (চার) এক মাস পথের দূরত্ব হইতে আমার শত্রুর অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টি করা হয়। (পাঁচ) আমাকে সুপারিশ করার

অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, অথচ অন্য নবীগণ সুপারিশ করার অধিকার চাহিয়া নিয়াছেন। পরন্তু আমি সেই সকল লোকের সুপারিশ বিলুপ্ত করিয়াছি যাহারা আল্লাহর সহিত মৃত্যু পর্যন্ত কোন শরীক করেন নাই।' একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী سَنُلْقِى فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ আবূ সুফিয়ানের (রা) অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া যান।

ইব্ন আবূ হাতিম وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্যের অংগীকার করিয়াছিলেন।

নিম্ন আয়াতাংশটি ওহুদের প্রথম দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে ঃ

اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ اٰلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

অর্থাৎ তুমি যখন মু'মিনগণকে বলিলে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সাহায্যার্থে আসমান হইতে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাইবেন ? অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং স্থির থাক আর তখনই যদি তাহারা তোমাদের উপর আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়া উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাইবেন।

ইহা ওহুদের যুদ্ধের কথা। কারণ, তখন মুসলিম মুজাহিদদের শত্রুপক্ষের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তবুও তাহারা যতক্ষণ দৃঢ়ভাবে মুকাবিলা করিয়াছে ততক্ষণ তাহারা প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে এবং আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা হইল যুদ্ধের প্রথম দিনের অবস্থা। তারপর হইতে তাহাদের কতক তীরন্দাজ অবাধ্যতা করে এবং যে শর্তের উপর সাহায্যের অংগীকার করা হইয়াছিল তাহা অমান্য করে। ফলে দ্বিতীয় দিন তাহারা পরাজয় বরণ করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ~~وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ~~ وَعْدَهُ ~~আল্লাহ সেই ওয়াদা সত্যে~~ পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রথম দিনে اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ যখন তোমরা তাহাদিগকে খতম করিতেছিলে। অর্থাৎ হত্যা করিতেছিলে। بِاِذْنِه তাহারই মর্জীতে। অর্থাৎ তাহাদের উপর বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ যতক্ষণ তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন না করিয়াছ। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন জারীজ (র) বলেন ঃ اَلْفَشَلُ এর অর্থ اَلْجُبْنَ অর্থাৎ কাপুরুষতা। وَتَنَازَعْتُمْ فِى الاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ অর্থাৎ যাহা তীরন্দাজরা ঘটাইয়াছিল। مَاتُحِبُّوْنَ অর্থাৎ সেই খুশীর বস্তু দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছ যাহা তোমাদের চক্ষের সামনে বিদ্যমান ছিল।

مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا তোমাদের কাহারও কাম্য ছিল দুনিয়া। অর্থাৎ কেহ কেহ গনীমাত দেখিয়া উহা লাভের উদ্দেশ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছ।

وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ কাহারও কাম্য ছিল আখিরাত। তৎপর তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে শত্রু হইতে বিরত রাখেন। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে তোমাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন। তাহাও তোমাদিগকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমাদের এই কর্ম আল্লাহ ক্ষমা করিয়াছেন। কেননা তিনি জানেন যে, স্পষ্টতই তোমরা সংখ্যায়ও নগণ্য ছিলে।

ইব্‌ন জারীর (র) وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ-এর ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ এই সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকও ইহা বলিয়াছেন। উহাও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের সাথে রহিয়াছে আল্লাহ্‌র কৃপা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ, আবূ যানাদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ যানাদ, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যত সাহায্য করিয়াছেন অন্য কোন যুদ্ধে আর তত সাহায্য করেন নাই। কিন্তু আমরা আমাদের কর্মদোষে উহার ফলাফল পাল্টাইয়া দিয়াছি। যতই হউক, এই কথা তো কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهِ এই আয়াত ওহুদের যুদ্ধ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান (র) বলেন ঃ

তাহারা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছে। সেই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَاتُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الاٰخِرَةَ অর্থাৎ যখন তোমরা কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছ এবং কার্য নিয়া বিবাদ করিয়াছ আর তোমাদের খুশির বস্তু দেখার পর নাফরমানী প্রদর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কাহারো কাম্য ছিল আখিরাত।

কয়েকজন তীরন্দাজ নির্দেশ অমান্য করিল। তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্বত ঘাঁটিতে দাঁড় করাইয়া এই নির্দেশ দেন যে, এই স্থান হইতে তোমরা শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। তাহারা যেন তোমাদের পিছন দিকে স্থান নিতে না পারে। যদি তোমরা আমাদের বিজয় দেখ, তবুও তোমরা নিজ স্থান পরিত্যাগ করিবে না এবং গনীমাত সঞ্চয়ে ব্যাপৃত হইবে না! কিন্তু মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করে এবং অন্যদের সঙ্গে মিলিয়া গনীমাত কুড়াইতে আরম্ভ করে। এদিকে পলায়নপর মুশরিকরা পর্বত গিরিপথ মুক্ত দেখিয়া সেই পথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফলে যাহারা রাসূল (র)-এর নির্দেশে সেই পথে স্থির ছিল, তাহারা শহীদ হইয়া যান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিনের প্রথমার্ধে সাহায্য করা হইয়াছিল। সাহাবীরা সাতজন অথবা নয় জন মুশরিককে হত্যাও করিয়াছিল।

কিন্তু মুশরিকদের অতর্কিত এক প্রচণ্ড হামলায় স্বল্পক্ষণের মধ্যে মুসলমানদের জয়ের মাল্য মুশরিকরা ছিনাইয়া নেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মিহরাস নামক একটি গুহায় আশ্রয় নিয়াছিলেন'

এদিকে শয়তান ঘোষণা করিয়া দেয় যে, মুহাম্মদ নিহত হইয়াছে এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই দুঃসংবাদের সময় উদভ্রান্ত মুসলমানদের সামনে হঠাৎ নবী (সা) গুহা হইতে উদিত হন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এমন সময় আমরা তাহাকে আমাদের মাঝে পাইয়া সকল বিপদ ও দুঃখ ভুলিয়া যাই। আমরা সবাই তাহার দিকে ছুটিয়া যাই। তখন তিনি বলিতেছিলেন, সেই লোকদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হউক, যাহারা আল্লাহর রাসূলের অবয়বকে রক্তাক্ত করিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই তিনি আবার বলেন যে, অথচ তাহাদের এতদূর অগ্রসর হওয়ার কোনই অধিকার নাই।

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের উপর হইতে আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠ শুনিতে পাই। তিনি উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, হোবলের মস্তক উন্নত হউক। হোবলের মস্তক উন্নত হউক। অতঃপর বলিলেন, কোথায় আবূ কাবশা ? কোথায় ইব্‌ন আবূ কাহাফা ? কোথায় ইব্‌ন খাত্তাব ?

ইহা শুনিয়া উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার উত্তর দিই। তিনি অনুমতি দেন। তখন উমর (রা) বলেন – আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত।

আবূ সুফিয়ান উহা শুনিয়া বলিলেন– বল, কোথায় ইব্‌ন আবূ কাবশা ? কোথায় ইব্‌ন আবূ কাহাফা ? কোথায় ইব্‌ন খাত্তাব ?

তদুত্তরে উমর (রা) বলিলেন– এই হইল রাসূলুল্লাহ (সা), এই হইল আবূ বকর এবং এই আমি উমর।

আবূ সুফিয়ান বলিলেন– ইহা হইল বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ। এইভাবেই রৌদ্র ও ছায়া পরিবর্তিত হইয়া থাকে। আর যুদ্ধ হইল কূপের বালতির ন্যায়। উমর (রা) ইহার উত্তরে বলিলেন, না, তোমাদের নিহত ব্যক্তিরা আর আমাদের নিহত ব্যক্তিরা সমান নহে। তোমাদের নিহতরা যাইবে জাহান্নামে এবং আমাদের নিহতরা যাইবে জান্নাতে। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, যাহা হউক, তোমাদের নিহতদিগকে নাক-কান কাটা বিশ্রী ধরনের পাইবে। তবে আমাদের ইহা করিতে মত ছিল না। যখন এমন করিয়াই ফেলিয়াছে, তখন এক রকম মন্দও হয় নাই।

হাদীসটি দুর্বল। তবে ইহার বিষয়বস্তু বিস্ময়কর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুরসাল সূত্রেও হাদীসটি রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং তাহার পিতা কেহই এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্‌ন সাঈদ, আবূ নযর ফকীহ ও হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ হাশিমীর সনদে বায়হাকী স্বীয় দালাইলুন নুবুয়াহ গ্রন্থে এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম নিজ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে ইহার সমর্থক হাদীস রহিয়াছে।

ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, আতা ইব্‌ন যায়িদ, হাম্মাদ, আফফান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের দিন স্ত্রীলোকেরা মুসলমান সৈনিকদের পিছনে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং মুশরিকদের হাতে আহতদের পরিচর্যা করিতেছিল। আমি কসম করিয়া বলিতে পারি যে, সেই দিন আমাদের কাহারো পার্থিব লিপ্সা ছিল না। কিন্তু আয়াত নাযিল হয় যে مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ

الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيْدُ الاخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ। অর্থাৎ তাহাতে তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে হটাইয়া দিলেন তাহাদের উপর হইতে যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। যাহা হউক, তাহারা রাসূল (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করাতে এই বিপদ ঘটে। রাসূল (সা)-এর সঙ্গে মাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাতজন আনসার এবং দুইজন মুহাজির ছিলেন! এক সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চতুর্দিক দিয়া মুশরিকরা ঘিরিয়া ফেলে, তখন তিনি বলেন –যে ব্যক্তি ইহাদিগকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে তাহার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হইবে। ইহা শুনিয়া একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া যান এবং শহীদ হন। আবার বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহাদিগকে মুকাবিলা করিয়া হটাইয়া দিতে সক্ষম হইবে তাহার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হইবে। ইহা শুনিয়া আরও একজন দাঁড়াইয়া যান এবং তিনিও শহীদ হইয়া যান। এইভাবে সাতজন সাহাবী শহীদ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর দুইজন সাহাবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের সংগীদের প্রতি ইনসাফ ভিত্তিক বিচার করা হয় নাই।'

অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হোবলের শির উন্নত হউক। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন যে, তোমরা বল, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। সাহাবীগণ আবূ সুফিয়ানের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনিই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের তো উহা হইতে সম্মানিত প্রতিমা উযযা রহিয়াছে। তোমাদের তো আল্লাহর উপর সম্মানিত কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের বলিলেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের প্রভু আর তোমাদের কোন প্রভু নাই। অতঃপর আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ। এইভাবে একদিন তোমাদের, একদিন আমাদের। যেমন হানযালার বদলায় হানযালা। অমুকের বদলায় অমুক। অর্থাৎ সমান সমান।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার উত্তরে বলেন– না, সমান নয়। আমাদের নিহতরা জীবিত এবং তাহাদিগকে আহার দেওয়া হয়। আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামী এবং তাহারা শাস্তি ভোগ করিতেছে। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তোমরা তোমাদের নিহতদিগকে নাক-কান-হাত-পা কাটা অবস্থায় পাইবে। ইহা করিতে আমরা নির্দেশও দিই নাই, নিষেধও করি নাই। ইহা আমরা পছন্দও করি নাই। তবে মন্দ হইয়াছে বলিয়াও মনে করি না। যাহা হইয়াছে ভালই হইয়াছে।

ইহার পর রাসূল (সা) হামযার প্রতি তাকাইয়া দেখেন যে, তাহার পেট ফাড়া। হিন্দা তাহার কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়াছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও উহার কোন অংশ গলধকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন অংশ খাইয়াছে কি ? সাহাবাগণ বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ চাহেন না যে, হামযার শরীরের কোন অংশ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হউক। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হামযার জানাযা নামায পড়েন। অতঃপর এক আনসারকে আনিয়া তাহার পার্শ্বে রাখিয়া জানাযা পড়া হয়। জানাযা শেষে আনসারকে তুলিয়া নিয়া যাওয়া হয়, কিন্তু হযরত হামযার লাশ সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। এইভাবে সত্তর জন শহীদকে আনা হয় এবং তাহাদের সহিত সত্তর বার হযরত হামযার জানাযা পড়া হয়।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বাররা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইস্‌রাঈল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, বাররা (রা) বলেন ঃ

মুশরিকদের সাথে আমাদের ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাসূল (সা) তীরন্দাজদের একটি দলকে নির্দিষ্ট স্থানে নিযুক্ত করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইরকে (রা) তাহাদের নেতৃত্বভার অর্পণ করেন। তাহাদিগকে বলিয়া দেন যে, যদি তোমরা আমাদিগকে তাহাদের উপর বিজয়ী দেখিতে পাও, তবুও এই স্থান পরিত্যাগ করিবে না। আর তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হইলেও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিবে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্রই মুশরিকরা পিছু হটিতে শুরু করে। এক পর্যায়ে মুশরিক মহিলাগণ কাপড় উঁচু করিয়া পাহাড়ের আড়ালে-আবডালে লুকাইতে থাকে। এমন সময় সেই তীরন্দাজ দলটি 'গনীমাত গনীমাত' বলিয়া চীৎকার করিয়া নির্ধারিত স্থান হইতে সরিয়া যায়। আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবাইর বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই স্থান ত্যাগ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা নিষেধ অমান্য করিয়া স্থান ত্যাগ করে। ফলে মুশরিকদের হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে হামলায় সত্তর জন সাহাবী শহীদ হইয়া যান। ইহার পর আবূ সুফিয়ান একটি উঁচু স্থানে উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, মুহাম্মদ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) সবাইকে উত্তর দিতে নিষেধ করিলেন। ইহার পর বলিলেন, আবূ বকর আছে কি ? এবারও কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতেছিলেন যে, ইহারা সবাই নিহত হইয়াছে। যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই উত্তর দিত।

ইহা শুনিয়া উমরের (রা) ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর দুশমন! মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাকে যে আল্লাহ্ ধ্বংস করিবেন তিনি আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, হোবলের শির উন্নত হউক। নবী (সা) বলিলেনন, তোমরা উত্তর দাও। সাহাবাগণ বলিলেন, কি উত্তর দিব ? রাসূল (সা) বলিলেন, "বল, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহা সম্মানিত। তাহারা তাহাই বলিলেন। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের তো হোবলের চেয়েও বড় উযযা রহিয়াছে। তোমাদের তো (আল্লাহর চেয়ে বড়) কেহ নাই। রাসূল (সা) বলিলেন, উত্তর দাও। সাহাবীগণ বলিলেন, উত্তরে কি বলিব ? রাসূল (সা) বলিলেন, বল যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু। আর তোমাদের তো কোন প্রভু নাই। বারবা (র) হইতে ধারাবহিকভাবে আবূ ইসহাক, যুহাইর ইব্‌ন মুআবিয়া ও আমর ইব্‌ন খালিদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবূ উমামা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা পরাজিত হইয়া পলায়ন শুরু করে। এমন সময় ইবলিস তাহাদিগকে ডাকিয়া বলে– হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা পিছনের সংবাদ নাও। আগের দল পিছনের দলের সংগে মিলিয়া গিয়াছে। ইহার পরই হুযায়ফা দেখেন যে, তাহার পিতার উপর আক্রমণ চলিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, হে আল্লাহর বান্দারা! ইনি আমার পিতা, আমার পিতা। কিন্তু তাহার কথা অগ্রাহ্য করিল। শেষ পর্যন্ত ইয়ামান (রা) শহীদ হন। হুযায়ফা (রা) বলেন, এই হত্যার জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। উরওয়া (রা) বলেন, ইয়ামান (রা)-এর হত্যাকারীদের প্রতি হযরত হুযায়ফার (রা) মৃত্যু পর্যন্ত এই কল্যাণ কামনা ছিল।

যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (র) বলেন ঃ

আল্লাহর কসম! ওহুদের দিন আমি হেন্দা ও তাহার সংগীদিগকে দৌড়াইয়া পালাইতে দেখিয়াছি। প্রথমদিকে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরে যখন তীরন্দাজরা তাহাদের নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগ করে, তখন কাফিররা একযোগে পিছন দিক দিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করে। এমন সময় ঘোষণা হয় যে, মুহাম্মদ নিহত হইয়াছে। তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টিয়া যায়। আমরা তাহাদের পতাকাবাহক পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। এমনকি তাহাদের হাত হইতে পতাকা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। উমরাতা বিনতে আলকামা হারিছিয়া নাম্নী এক মহিলা সেই পতাকা আবার উত্তোলন করে এবং কুরাইশরা পুনরায় পতাকার তলে একত্রিত হয়।

আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দ খায়ের ও সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ

সেই (ওহুদের) যুদ্ধে আমি কোন সাহাবীকে পার্থিব লোভে যুদ্ধ করিতে দেখি নাই। কিন্তু সেই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিয়াছেন ঃ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ তোমাদের কাহারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কাহারো কাম্য ছিল আখেরাত। ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (র) এবং আবূ তালহা (র) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে হটাইয়া দিলেন তাহাদের উপর হইতে যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

কাসিম ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন রাফে নামক আদী ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের এক ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছে যে, আনাস ইব্‌ন মালিকের চাচা আনাস ইব্‌ন নাযর ওহুদের যুদ্ধের সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব ও তালহাসহ মুহাজির ও আনসারদিগকে শূন্য হাতে দেখিয়া বলিলেন, কি হইয়াছে আপনাদের ? আপনারা কি সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছেন ? তাঁহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যদি বাঁচিয়া না থাকেন আপনারা বাঁচিয়া কি করিবেন ? উঠুন, যাহারা আপনাদিগকে হত্যা করিয়াছে তাহাদিগকে হত্যা করুন। এই বলিয়া তিনি শত্রুদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাৎ বরণ করেন।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন তালহা, হাসান ইব্‌ন হাসসান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

তাহার চাচা আনাস ইব্‌ন নাযর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাহার চাচা স্বয়ং বলেন যে, আমি নবী (সা)-এর প্রথম যুদ্ধে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। তবে আগামীতে যদি রাসূল (সা)-এর সংগে যুদ্ধ করার সুযোগ আসে তবে দেখা যাইবে। অতঃপর ওহুদের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত হন। যখন মুসলমানরা ব্যাকুল ও ছত্রভংগ হইয়া যায়, তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ! ইহারা যাহা করিয়াছে সেই সম্পর্কে আমি আপনার নিকট ওযরখাহী করিতেছি। এখন

মুশরিকদিগকে আর কাহাকেও হত্যা করার সুযোগ দিতে আমি নারাজ। এই বলিয়া তিনি তরবারী নিয়া বাহির হন। এমন সময় সা'আদ ইব্ন মাআযকে (র) দেখিতে পান। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সাআদ, কোথায় যাইতেছ ? আমি তো ওহুদের প্রান্তর হইতে বেহেশতের ঘ্রাণ পাইতেছি। ইহা বলিয়া তিনি কাফিরদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। পরিশেষে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতের পর তাহাকে কেহ চিনিতে পারে নাই। কেবল তাহার বোন, মামা এবং তাহার সন্তানরা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল। তাহার সর্বাঙ্গে তীর, বর্শা ও তরবারীর মোট আশিটি ক্ষত ছিল। বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ছাবিত ইব্ন আনাসের (রা) সনদে মুসলিম (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উছমান ইব্ন মাওহাব হইবে ধারাবাহিকভাবে আবূ হামযা আবদান ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন মাওহাব (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার পথে একদল লোককে বসা দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা ? উত্তর দেওয়া হইল যে, ইহারা কুরাইশ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের শায়খ কে ? তাহারা বলিলেন, ইব্ন উমর (রা)। এমন সময় ইব্ন উমরও আগমন করেন। সেই লোকটি তাহার নিকট আসিয়া বলেন, আপনার নিকট আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল। তিনি বলিলেন, হাঁ, জিজ্ঞাসা করুন। লোকটি বলিলেন, আপনাকে বাইতুল্লাহ শরীফের শপথ দিয়া বলিতেছি, আপনি জানেন কি যে, উছমান ইব্ন আফফান (রা) ওহুদের যুদ্ধে পলায়ন করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি যে, তিনি বদরের যুদ্ধেও যোগদান করেন নাই ? তিনি বলিলে, হাঁ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি যে, তিনি বায়আতুর রিযওয়ানেও শরীক ছিলেন না ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি খুশি হইয়া আল্লাহু আকবার বলিলেন।

ইহার পর ইব্ন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, এই দিকে আসুন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই সম্পর্কে বিস্তারিত শুনুন। ওহুদের যুদ্ধ হইতে পলায়নের পাপ আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁহার অনুপস্থিত থাকার কারণ হইল, তখন তাহার স্ত্রী তথা রাসূল (সা)-এর কন্যার কঠিন রোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি মদীনাতেই থাক এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যুদ্ধের ছাওয়াব দান করিবেন। আর গনীমতেরও তুমি অংশ পাইবে। বায়আতে রিযওয়ানের ঘটনা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে মক্কাবাসীদের নিকট পয়গাম নিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট সমীহ করিত। উছমান (রা) মক্কায় পৌঁছার পর বায়আতে রিযওয়ান হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার ডান হাত উঠাইয়া বলিয়াছেন, এই উছমানের হাত। অতঃপর তিনি হাতখানা তাঁহার অন্য হাতের উপর রাখেন। অতঃপর লোকটিকে বলেন, এখন যান এবং এই কথা মনে রাখুন। উছমান ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাওহাব হইতে আবূ আওয়ানার সূত্রেও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلاَتَلْوُنَ عَلَى اَحد –আর তোমরা উপরে উঠিয়া যাইতেছিলে এবং পিছনের দিকে তাকাইতেছিলে না কাহারো প্রতি। অর্থাৎ তোমরা শত্রু হইতে পলায়ন করিয়া পর্বতের উপর আরোহণ করিয়াছিলে। হাসান ও কাতাদা বলেন, اِذْ تُصْعِدُوْنَ

অর্থাৎ যখন তোমরা পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়াছিলে এবং وَلَاتَلْوُنَ عَلٰى اَحَدٍ অর্থাৎ শত্রুদের ভয়-ভীতির প্রভাবে কাহারো দিকে তাকাইতেছিলে না।

وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ – অথচ রাসূল ডাকিতেছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পিছন দিক হইতে। অর্থাৎ রাসূল তোমাদের পিছন দিক হইতে ডাকিতেছিলেন এবং তোমাদিগকে শত্রু হইতে ভয়ে পলায়ন করিতে নিষেধ করিতেছিলেন

সুদ্দী (র) বলেন ঃ

যখন মুশরিকরা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে, তখন দিগ্বিদিক হারাইয়া কেহ মদীনার দিকে ছুটে এবং কেহ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করে। সেই সময় আল্লাহর রাসূল (সা) তাহাদিগকে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিতেছিলেন, " হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমার দিকে আস"। এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তখন সাহাবীদের পাহাড়ে আরোহণ করার ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাই নবী (সা)-এর আহবানের কথা উল্লেখ করিয়াই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَاتَلْوُنَ عَلٰى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ আর তোমরা উপরে আরোহণ করিতেছিলে এবং পিছনে কাহারও প্রতি ফিরিয়াও তাকাইতেছিলে না। অথচ রাসূল ডাকিতেছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পিছন দিক হইতে। ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন যায়িদও এই ভাবার্থ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সময় মাত্র বারজন সাহাবীসহ অবস্থান করিতেছিলেন। ইমাম আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বাররা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, যুহাইর ও হামান ইব্ন মূসা বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) ওহুদের যুদ্ধের সময় একটি তীরন্দাজ বাহিনীকে সংগে নিয়াছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন পঞ্চাশজন।

আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ

সেই যুদ্ধের সময় রাসূল (সা) আমাদিগকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে মোতায়েন করিয়া বলিয়াছিলেন, কোন অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করিবে না। যদি কোন লাভজনক ব্যাপারও তোমাদের সম্মুখে সংঘটিত হয়, যতক্ষণ লোক মারফত তোমাদিগকে এই স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ না দেওয়া হয় ততক্ষণ সেখানে থাকিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর বলেন, কিন্তু তাহার এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার ফলে কাফিরদের আক্রমণ করার সুযোগ ঘটে। আল্লাহর কসম! আমি তখন মহিলাদিগকে দৌড়াইয়া পাহাড়ে উঠিতে দেখিয়াছি। তখন তাহাদের পায়ের গোছা পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল এবং তাহারা কাপড় উঁচু করিয়া দৌড়াইতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ তাহার সংগীদিগকে বলিলেন, গনীমাত খুজিতেছ ? দেখ কি অন্য কোন দলকে গনীমাত খুঁজিতে ? ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্ন জুবাইর (রা) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদিগকে কি বলিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ ? তাহারা উত্তরে বলিলেন, আমরা আমাদের ন্যায্য গনীমাত সংগ্রহ করিতেছি। তাহারা যখন আবার একত্রিত হইতেছিল, এমন সময় কাফিররা প্রচণ্ড হামলা চালায়। ফলে তাহারা দিগ্বিদিক হারাইয়া জান নিয়া পালায়। এই সময় হুযূর (সা) তাহাদিগকে পিছন হইতে ডাকিতেছিলেন।

যাহা হউক, অবশেষে মাত্র বারজন সাহাবী রাসূল (সা)-এর সংগে ছিলেন। পরিশেষে সেই যুদ্ধে আমাদের সত্তর জন বীরযোদ্ধা শহীদ হন। অবশ্য বদরের যুদ্ধে রাসূল (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণ মোট একশত চল্লিশজন কাফিরকে হত্যা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সত্তরজনকে বন্দী করিয়াছিলেন এবং সত্তরজনকে যুদ্ধমাঠে বধ করিয়াছিলেন। ওহুদের যুদ্ধশেষে আবূ সুফিয়ান বলিতে ছিলেন, মুহাম্মদ আছ কি ? মুহাম্মদ আছ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) সবাইকে ইহার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। ইহার পর বলেন, ইব্ন আবূ কাহাফ আছ কি ? ইব্ন আবূ কাহাফ আছ কি ? ইব্ন আবূ কাহাফাআছ কি ? (অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক (রা))। অতঃপর বলিলেন, ইব্ন খাত্তাব আছ কি ? কোন উত্তর না পাইয়া তিনি তাহার সংগীদের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন, ইহারা সবাই নিহত হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) ধৈর্য ধারণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠেন, মিথ্যা কথা। আল্লাহর শপথ, হে আল্লাহর শত্রু! যিনি তোমাকে শত্রু প্রতিপন্ন করিয়াছেন তিনি আমাদের সবাইকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করার জন্য তিনি আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছেন। ইহার পর আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আজকের দিন বদরের দিনের প্রতিশোধ। আর যুদ্ধ হইল জাল স্বরূপ! যাহা হউক তোমরা তোমাদের কোন নিহতকে তাঁহার প্রত্যেক অংগের প্রথমাংশ কর্তিত দেখিবে। এই কাজটা করা আমি পসন্দ করিয়াছিলাম না। তবে যখন করিয়া ফেলিয়াছ, তখন একেবারে মন্দ হয় নাই। ইহার পর তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলিতেছিলেন, হোবলের শির উন্নত হউক, হোবলের শির উন্নত হউক।

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কে আছ ইহার উত্তর দিবে? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তরে কি বলিব ? তিনি বলিলেন, বল, আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।" ইহার জবাবে আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমাদের উযযা রহিয়াছে, তোমাদের তো এমন কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কে আছ ইহার উত্তর দিবে ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি বলিব ? তিনি বলিলেন, বল, আল্লাহ আমাদের মাওলা, তোমাদের তো কোন মাওলা নাই।"

যুহাইর ইব্ন মুআবিয়ার সনদে সংক্ষিপ্তভাবে বুখারীও (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত রিওয়ায়েত আবূ ইসহাক হইতে ইসরাইলের সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র ও আম্মারা ইব্ন খুযায়মার সনদে দালাইলুন নবুয়াহ গ্রন্থে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার সংগে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) সহ মাত্র এগার জন আনসার ছিলেন। তাঁহারা সকলে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন সময় মুশরিকরা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, কে আছ ইহাদের মুকাবিলা করিতে সাহস কর ? ইহা শুনিয়া তালহা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি প্রস্তুত আছি। অবশ্য হুযূর (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বিরত থাক। ইহার পর একজন আনসার সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাহাদের মুকাবিলা করিতে তৈরী

রহিয়াছি। ইহা বলিয়া তিনি মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই সুযোগে রাসূল (সা) ও তাঁহার সংগীগণ পাহাড়ে আরও একটু উঠিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কিছুটা সুসংহত করিয়া নেন। ইতিমধ্যে সেই আনসার শহীদ হইয়া যান। এইভাবে একে একে সকলে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শহীদী সুধা পান করেন। অবশিষ্ট থাকেন একমাত্র তালহা (রা)! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কে আছ ইহাদের মুকাবিলা করিবে ? তালহা (রা) বলিলেন, আমি ইহাদের মুকাবিলা করিব। ইহার পর পূর্ববর্তী সকলের মত তিনিও বীরবিক্রমে তাহাদের মুকাবিলা করেন। সেই সময় তাহার একটি আঙ্গুল কাটিয়া যাওয়ায় তিনি 'উহ' বলিয়া ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি ব্যথার জন্য 'উহ' না বলিয়া আল্লাহ নাম উচ্চারণ করিতে, তবে ফেরেশতারা তোমাকে আসমানে উঠাইয়া নিত এবং সেই দৃশ্য অন্যান্য সকলে অবলোকন করিত। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সংগীদের মাঝে পৌঁছিয়া যান।'

কায়েস ইমনে আবূ হাযিম হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল, ওয়াকী, আবূ বকর ইব্ন শায়বা ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, কায়েস ইব্ন আবূ হাযিম (রা) বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি যে, হযরত তালহা (রা)-এর একটি হাত অবশ ছিল। কারণ তিনি ওহুদের দিন সাংঘাতিক রকম আহত হইয়াছিলেন।

আবূ উছমান নাহদী হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান ও মুতামার ইব্ন সুলায়মানের সনদে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, অহুদের দিনের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে যাহারা হুযূর (সা)-এর সংগে ছিলেন তাহাদের মধ্যে তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা) এবং সাআদ (রা) ব্যতীত সকলেই শহীদ হইয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন হিশাম যুহরী, মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া ও হাসান ইব্ন আরাফা বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেনঃ আমি সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাসের (রা) নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলেন, ওহুদের দিন হুযূর (সা) তাঁহার তুন সহ সকল তীর আমাকে তুলিয়া দিয়া বলেন– আমার পিতা মাতা তোমার জন্য কুরবান, যাও তীর চালাও। মারওয়ান ইব্ন মুআবিয়া হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সা'আদের জনৈক আত্মীয়, সালিহ ইব্ন কায়সান ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ

তিনি ওহুদের দিন হুযূর (সা)-এর খুবই নিকটে তীর চালাইতেছিলেন। এমন সময় হুযূর (সা) তাঁহার তুনসহ তীরগুলি আমাকে অর্পণ করিয়া বলেন, আমার পিতামাতা তোমার জন্য কুরবান, শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর। তিনি আমার হাতে তীর তুলিয়া দিতেছিলেন আর আমি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। সহীহ্দ্বয়ে সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস হইতে ইব্রাহীমের সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন নবী (সা)-এর ডানে ও বামে যুদ্ধরত শ্বেতবস্ত্র পরিহিত এমন দুইজন লোককে দেখিয়াছি, যাহাদিগকে ইহার আগে ও পরে আর কখনো দেখি নাই। অর্থাৎ ইহারা হইলেন জিব্রাইল (আ) এবং মিকাঈল (আ)।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, আলী ইব্‌ন যায়িদ ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

ওহুদের দিন সকলে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়ায় হুযূর (সা)-এর নিকট মাত্র সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশ উপস্থিত ছিলেন। যখন কাফিররা তাঁহার উপর আক্রমণ করার জন্য আসিতেছিল, তখন হুযূর (সা) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যে ব্যক্তি আমার উপর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে, তাহার স্থান হইবে জান্নাতে অর্থাৎ সে জান্নাতে আমার সংগী হইবে। সেই মুহূর্তে একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং শাহাদাত বরণ করেন। ইহার পর তাহারা আবার আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন হুযূর (সা) আবার বলেন, যে ব্যক্তি ইহাদের মুকাবিলা করিবে তাহার স্থান হইবে জান্নাতে। এমন সময় আর একজন আনসার উহাদের মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে একে একে সাতজন আনসার শহীদ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর সাহাবী দুইজনকে বলেন --ইত্যাদি। হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা হইতে হিদবা ইব্‌ন খালিদের সূত্রে মুসলিমও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর হইতে আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ

মক্কায় বসিয়া উবাই ইব্‌ন খালফ শপথ করিয়াছিল যে, সে অবশ্যই মুহাম্মদকে (সা) হত্যা করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিয়াছেন, বরং আল্লাহর ইচ্ছায় আমিই তাহাকে হত্যা করিব। ওহুদের দিন উবাই ইব্‌ন খালফ সমস্ত শরীর বর্ম দ্বারা আবৃত অবস্থায় বলিতেছিল যে, যদি মুহাম্মদ রক্ষা পায় তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব। ইতিমধ্যে সে রাসূল (সা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়। এমন সময় বনী আবদুদদারের ভাই মাসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) আসিয়া তাহাকে বাধাদান করেন। মাসআব ইব্‌ন উমাইর (রা) সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। এই ফাঁকে রাসূল (সা) উবাই ইব্‌ন খালফের কপালের দিকে সামান্য স্থান অনাবৃত দেখিয়া সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া তীর দ্বারা সামান্য আঘাত করেন। ইহাতেই সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া লুটোপুটি খাইতে থাকে। অবশ্য তাহার সেই যখম হইতে রক্তও বাহির হইয়াছিল না। এই অবস্থা দেখিয়া অন্যরা তাহাকে তুলিয়া নিয়া যায়। সে এই সামান্য আঘাতের তীব্র যন্ত্রণায় গাধার মত চিৎকার করিতেছিল। এই অবস্থা দেখিয়া অন্যরা তাহাকে বলিতেছিল, এতটুকু আঘাতে তুমি এমন করিতেছ কেন? ইহা শুনিয়া সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সে বলিল- আমি শুনিয়াছি যে, রাসূল বলিয়াছেন, 'বরং আমিই উবাইকে হত্যা করিব।' অতঃপর সে বলিল, আমার আত্মা যাহার অধিকারে তাহার শপথ! যদি এই সামান্য আঘাত সমস্ত আরববাসীর শরীরে পতিত হইত, তবে সকলেই ইহার বিষে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িত। অবশেষে সে মারা যায়! তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন— জাহান্নামীদের সংগে তাহাকে তাড়াইয়া নিয়া যাওয়া হয়। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মূসা ইব্‌ন উকবা কিতাবুল মাগাযীতে এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ

উবাই ইব্‌ন খালফ রাসূলকে (সা) শুআবের নিকট দেখিতে পাইয়া এই বলিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসে যে, তোমাকে হত্যা না করিলে আমার ত্রাণ নাই। সাহাবীরা ইহা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আমরা তাহার গতিরোধ করিব কি ? রাসূল (সা) বলিলেন–না, তাহাকে আসিতে দাও। সে একেবারে কাছে আসিলে তিনি তাহার নিকটবর্তী হারিছ ইব্‌ন সামাকার (রা) হাত হইতে তরিৎ একটা বর্শা সংগ্রহ করেন। এই অবস্থা দেখিয়া অনেকে বলিতে থাকে যে, এইবার আর উহার নিস্তার নাই। অন্যদিকে সেও রাসূলের হাতে বর্শা দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় রাসূল (সা) তাহার কাঁধে আঘাত করেন। অবশেষে সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

কা'আব ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'আব ইব্‌ন মালিক আসিম ইব্‌ন কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর ও ওয়াকিদীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকিদী (র) বলেন ঃ

ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন যে, উবাই ইব্‌ন খালফ 'বাতনে রাবিগ' নামক স্থানে নিহত হইয়াছিল। একরাত্রে আমি সেই স্থান দিয়া হাঁটিয়া যাইতে থাকিলে একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, একটি লোককে জিঞ্জির বাঁধিয়া আগুনের দিকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হয়। লোকটি তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। অন্য দিকে অপর একটি লোক পানি দিতে বারণ করিতেছিল। উল্লেখ্য যে, এই লোকটি হইল হুযূর (সা)-এর হত্যাকৃত উবাই ইব্‌ন খালফ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাম্মাম ইব্‌ন মাম্বাহ, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়েতে সহীহদ্বয় বর্ণনা করিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহর রাসূলের প্রতি নির্যাতন করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে– এই কথা বলিয়া তিনি তাহার দান্দান শহীদের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। তেমনি তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে যে আল্লাহর রাসূলের আঘাতে নিহত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্‌ন দীনার ও ইব্‌ন জারীজের সনদে বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যে ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে হত্যা করিয়াছেন তাহার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে এবং যাহারা রাসূল (সা)-এর রক্ত ঝরাইয়াছে তাহাদের প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ রহিয়াছে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের আঘাতে রাসূল (সা)-এর সম্মুখের চারটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ও ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছিল।

সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস হইতে এক ব্যক্তির সূত্রে সালিহ ইব্‌ন কাইসান বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলিয়াছেন যে, উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসকে হত্যা করার যত লোভ আমার ছিল অন্য কাহাকেও হত্যা করার প্রতি আমার তত লোভ ছিল না। সেই লোকটি ছিল অত্যন্ত দুশ্চরিত্র এবং প্রত্যেক গোত্রেই ছিল তাহার অসংখ্য শত্রু। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথাটি যথাযথই বটে যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের রক্ত প্রবাহিত করিয়াছে তাহার প্রতি রহিয়াছে আল্লাহর অভিশাপ ও গযব।'

মাকসাম হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান হারীরী, যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, মাকসাম (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধে উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের আঘাতে রাসূল (সা)-এর দাঁত ও মুখাবয়ব আহত হইলে তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে, 'হে আল্লাহ! এই ব্যক্তিকে তুমি কাফির অবস্থায় এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু ঘটাও। তাই এক বৎসরের মধ্যেই সে কাফির অবস্থায় মরিয়া জাহান্নামে পৌছিয়া যায়।

নাফে ইব্‌ন জুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হুয়াইরাহ্, ইসহাক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ ফারওয়া, ইব্‌ন আবূ সাবাবা ও ওয়াকিদী বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আমি জনৈক মুহাজিরের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের সময় চতুর্দিক দিয়া হুযূর (রা)-এর দিকে তীর বর্ষিত হইতেছিল। কাফিররা বেষ্টনী করিয়া হুযূর (সা)-কে ঘিরিয়া ফেলে। আমি তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিহাব যুহরীকে উদভ্রান্ত অবস্থায় দেখিয়াছি। সে বলিতেছিল যে, আমাকে মুহাম্মদকে দেখাইয়া দাও। সে আজ রক্ষা পাইবে না। আর যদি সে মুক্তি পায় তাহা হইলে আমার ত্রাণ নাই। ইহা বলিতে বলিতে সে একেবারে রাসূল (সা)-এর নিকট পৌছিয়া যায়। তখন রাসূল (সা)-এর নিকট কেহ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার চোখে পর্দা নিক্ষেপ করেন। তাই সে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। অবশেষে সে বিফল হইয়া ফিরিয়া যাইতে থাকিলে সাফওয়ান তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কিছু বলিল। সে উত্তরে বলিল যে, আল্লাহর কসম, আমি মুহাম্মদকে দেখিতেই পাই নাই। আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন এবং আমরা তাহাকে হত্যা করিতে পারিব না। জানিয়া রাখ, আমরা চারজন লোক তাহাকে হত্যা করার শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি।

ওয়াকিদী (রা) বলেন ঃ মূলত রাসূল (সা)-এর কপালে আঘাত করিয়াছিল ইব্‌ন কামিয়া এবং ঠোঁটে ও দাঁতে আঘাত করিয়ছিল উতবা ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ঈসা ইব্‌ন তালহা, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, ইব্‌ন মুবারক ও আবূ দাউদ তায়ালূসী বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন ওহুদের ঘটনা বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, সেই দিনের সমস্ত কৃতিত্বের দাবীদার হইল তালহা (রা)। ইহার পর তিনি বলিয়াছেন যে, আমি সেই দিন একটু দূর হইতে দেখিতেছিলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছিল। তখন আমি মনে মনে কামনা করিতেছিলাম, এই (সৌভাগ্যবান) ব্যক্তি যদি তালহা হইত। আমি নিকটে গিয়া দেখি, সত্যিই তালহা যুদ্ধ করিতেছে। অতঃপর তিনি বলেন, সৌভাগ্য যে, এই লোকটি আমার বংশের। এই সময় আমার এবং মুশরিকদের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটি লোক যুদ্ধরত ছিল। তাহাকে চিনিতে পারিতেছিলাম না।

গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, তিনি হইলেন আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ। ইহার পর আমি রাসূল (সা)-এর নিকটে যাই এবং লক্ষ্য করিয়া দেখি যে, হুযূর (সা) এর সম্মুখের চারটি দাঁত এবং কপাল এবং ঠোঁট রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে। একেবারে নিকটে পৌছিলে দেখিতে পাই যে, তাঁহার কপালে দুইটি কড়া ঢুকিয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া আমি দ্রুত সেইগুলি নিষ্ক্রান্ত করার লক্ষ্যে আগাইয়া যাই। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলেন, 'রাখ,

আগে তোমাদের সংগী তালহার সংবাদ নাও।' ইচ্ছা ছিল রাসূল (সা)-এর শরীর হইতে কড়া দুইটি আমি উঠাইব। কিন্তু আবূ উবায়দা আমাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলেন যে, আমি উহা উঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। অবশ্য তিনি উহা হাত দিয়া টানিয়া উঠান কষ্টকর মনে করেন এবং দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিয়া বাহির করেন। এতে তাঁহারও একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। তখন আমি অন্যটি উঠাইবার ইচ্ছা করিলে তিনি এইবারও আমাকে আল্লাহর শপথ দিয়া বাধা দেন। সুতরাং আমি বিরত থাকিলাম। তিনি দাঁত দিয়া কামড়াইয়া দ্বিতীয় কড়াটিও বাহির করেন। এইবারও তাঁহার অপর একটি দাঁত ভাংগিয়া যায়। এই কারণে আমাদের মধ্যে আবূ উবায়দার ব্যাপক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইহার পর আমি তালহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার শরীরে সত্তরটি যখম রহিয়াছে। তাহার আংগুলগুলিও কাটিয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর তাহার অধিকাংশ জখমই তীর এবং তলওয়ারের আঘাতের। হাইছাম ইব্ন কুলাইব ও তিবরানী ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়ার সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাইছাম (রা) বলেন ঃ

আবূ উবায়দা (রা) বলিয়াছিলেন যে, হে আবূ বকর! আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন, কেন তুমি আমাকে বিরত রাখার চেষ্টা করিতেছ ? এই বলিয়া আবূ উবায়দা দাঁত দিয়া টানিয়া কড়া উঠাইয়া ফেলেন। ইহার যন্ত্রণায় তখন রাসূল (সা)-এর ভীষণ কষ্ট হইতেছিল। ইহার পর তিনি অন্যটিও দাঁত দিয়া টানিয়া উঠাইয়া ফেলেন। ইহাতে আবূ উবায়দারও দুইটি দাঁত উপড়িয়া যায়। এই বর্ণনাটি পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দেয়। হাফিজ যিয়া মুকাদ্দিসীও (র) তাহার কিতাবে এইভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আলী ইব্ন মাদানী (র) এই বর্ণনার সনদে ইসহাক ইব্ন ইয়াহয়ার বর্তমান থাকায় বর্ণনাটিও দুর্বল প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেননা ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ কাত্তান, আহমাদ, ইয়াহয়া ইব্ন মুঈন, বুখারী, আবূ যারআ, আবূ হাতিম, মুহাম্মাদ ইব্ন সাআদ ও নাসায়ী (র) প্রমুখ তাহার নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন।

আমর ইব্ন হারিছ হইতে ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন সাইব আমর ইব্ন হারিছকে বলিয়াছেন ঃ

ওহুদের দিন রাসূল (সা) জখম হইলে হযরত আবূ সাইদ খুদরী (রা) তাহার জখম হইতে চুষিয়া রক্ত বাহির করেন, যাহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর কেহ তাহাকে কুলকুচি করিতে বলিলে তিনি বলেন যে, আল্লাহর কসম, আমি কুলকুচি করিব না। ইহা বলিয়া তিনি রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখন রাসূল (সা) লক্ষ্য করিয়া বলেন, যদি কাহারো বেহেশতী লোক দেখার ইচ্ছা থাকে তবে এই লোকটিকে দেখিয়া লও। অবশেষে তিনি শহীদ হইয়া যান।

সহীহদ্বয়ে সহল ইব্ন সাআদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম ও আবদুল আযীয ইব্ন আবূ হাযিমের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, সহল ইব্ন সাআদ (রা)-কে রাসূল (সা)-এর আহত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর মুখমণ্ডল আহত হয়, সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিরস্ত্রাণ পড়িয়া যায়। সেই অবস্থায় ফাতিমা (র) রক্ত ধৌত করিতেছিলেন এবং আলী (রা) ক্ষতস্থানে পানি ঢালিতেছিলেন। ফাতিমা (রা) দেখিলেন যে, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইতেছে না; বরং ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন তিনি মাদুর পুঁড়িয়া উহার ভস্ম ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ অতঃপর তোমাদের উপর পতিত হইল শোকের উপরে শোক। অর্থাৎ তোমাদের উপর পতিত করিয়াছি দুঃখের উপর দুঃখ। যেমন আরবরা বলিয়া থাকে نزلت بيتى فلان অর্থাৎ আমার নিকট অমুক গোত্রের পুত্র সন্তান বা লোক আসিয়াছে। আল্লাহ তা'আলাও অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ আমি অবশ্যই তাহাদিগকে খেজুর শাখার শূলে চড়াইব। আসল কথা হইল যে, এই স্থানে ب শব্দটি عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং فِى শব্দটিও عَلٰى অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রথম দুঃখ হইল পরাজয়ের এবং মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার দুঃসংবাদ। দ্বিতীয় দুঃখ হইল পামর মুশরিকদের পাহাড়ের উপরে উঠিয়া বিজয়োল্লাস করা এবং তার ঘোষণা দেওয়া। তখন নবী (সা) দুঃখভরা মনে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ইহাদের এত উচ্চে উঠান বাঞ্ছনীয় হইল কি ?

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (র) বলেনঃ প্রথম দুঃখ হইল পরাজয়ের এবং দ্বিতীয় দুঃখ হইল মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার মিথ্যা দুঃসংবাদ–যাহা ছিল পরাজয়ের চেয়েও অধিকতর কঠিন দুঃখের সংবাদ।

এই উভয় রিওয়ায়েতই ইব্ন মারদুবিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর সূত্রেও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে এবং কাতাদা হইতে ইব্ন আবূ হাতিমও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ প্রথম দুঃখের কারণ হইল বিজয় লাভ করিয়াও এবং গনীমাত হাতের মুঠোয় পাইয়াও উভয় জিনিস হইতে বঞ্চিত হওয়া। দ্বিতীয় দুঃখের কারণ হইল বাহ্যত শত্রুদলের বিজয় লাভ করা। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ এর ভাবার্থে বলেন ঃ বিজয়ের পর সেই মাঠেই আবার পরাজয় বরণ এবং ভাইদের নিহত হওয়া। পরন্তু শত্রু পক্ষের ধৃষ্টতাজনক বিজয়োল্লাসে ফাটিয়া পড়া এবং এমন মুহূর্তে রাসূল (সা)-কে হত্যার মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করা। এই উপর্যুপরি বিপদই হইল আল্লাহর ভাষায় শোকের উপরে শোক।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন ঃ প্রথম দুঃখ হইল মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যার দুঃসংবাদ এবং দ্বিতীয় দুঃখ হইল সাথী-সংগীদের নিহত ও আহত হওয়া। তবে কাতাদা ও রবী ইব্ন আনাস হইতে ইহার বিপরীত কথাও বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুদ্দী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, প্রথম দুঃখ হইল বিজয় ও গনীমাত লাভ করিতে ব্যর্থ হওয়া। দ্বিতীয় দুঃখ হইল তাহাদের উপর শত্রুশক্তির প্রাধান্য পাওয়া। সুদ্দী হইতে পূর্বে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল–হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে শোক দিয়া আচ্ছন্ন করা হইয়াছিল। অথচ মুশরিকদের গনীমাতসমূহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত ছিল আর বিজয় ছিল তোমাদের অবধারিত। কারণ, তোমাদের সঙ্গে ছিল আল্লাহর সাহায্য। দ্বিতীয়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হতাহত হও নাই যতক্ষণ তোমরা আল্লাহর হুকুমকে অমোঘ বলিয়া আমল করিয়াছ এবং যতক্ষণ নবীর হুকুম অমান্য না করিয়াছ। যখনই উহার ব্যতিক্রম হইল, তখনই নবী হত্যার মিথ্যা সংবাদে এবং শত্রুদের বিজয়োল্লাসে তোমরা যেন দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ যাহাতে তোমরা হাত হইতে বাহির হইয়া যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। অর্থাৎ গনীমাত না পাওয়া এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে না পারার দুঃখ না কর।

وَلَا مَا اَصَابَكُمْ আর তোমরা যাহার সম্মুখীন হইয়াছ সেই জন্য বিমর্ষ হইও না। অর্থাৎ আহত ও নিহত হওয়ার কারণে বিমর্ষ হইও না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত রহিয়াছেন অর্থাৎ মহা পবিত্র ও সর্ব প্রশংসিত মহিয়ান আল্লাহ-যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য বা ইলাহ নাই–তিনি তোমাদের সকল কাজের ব্যাপারে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

(١٥٤) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ
وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۭ يَقُوْلُوْنَ
هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۭ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ۭ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ۭ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ۭ قُلْ
لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ
اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○
(١٥٥) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

১৫৪. 'অতঃপর তোমাদের দুঃখ শেষে তন্দ্রাচ্ছন্নতার মাধ্যমে প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলাম। তোমাদের একদল তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং অপর দল আল্লাহর ব্যাপারে জাহিলী ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিতেছে, আমাদের কি কোনই ক্ষমতা নাই ? তুমি বল, সকল ব্যাপারই আল্লাহর হাতে। তাহারা সকল কথা প্রকাশ না করিয়া নিজেদের মনে চাপা রাখে। তাহারা বলে, যদি আমাদের কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে মারা যাইতাম না। বল, যদি তোমরা তোমাদের গৃহে থাকিতে তবুও যাহাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ ছিল, তাহারা অবশ্যই যথাস্থানে যাইত।

১৫৫. 'আর আল্লাহ তাহাদের অন্তর পরীক্ষা করিতে চান এবং তাহাদের অন্তরের কথা বাহির করিতে চান। এবং আল্লাহ অন্তরের ভেদ ভালভাবেই অবহিত। 'নিশ্চয় যাহারা দুইদলের মুখোমুখির দিন তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে, নিঃসন্দেহে শয়তান তাহাদের পদস্খলন ঘটাইয়াছে, ইহা তাহাদের কিছু কর্মফলের কারণে। আর অবশ্যই আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর সেই দুঃখ-দুর্ভাবনার সময় যে করুণা ও অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এখানে তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা যখন চিন্তা ভারাক্রান্ত

ছিলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে তন্দ্রাভিভূত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহারা যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে প্রশান্তির তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আল্লাহ যে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন তাহাই তিনি এখানে বর্ণনা করেন।

সূরা আনফালে বদরের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ

অর্থাৎ 'তাহার পক্ষ হইতে শান্তিরূপে তন্দ্রা যখন তোমাদিগকে আচ্ছন্ন করে।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ রবীন, আসিম, সুফিয়ান, ওয়াকী, আবূ নঈম, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যুদ্ধের সময়ে তন্দ্রা আসে আল্লাহর পক্ষ হইতে আর নামাযের মধ্যে তন্দ্রা আসে শয়তানের পক্ষ হইতে।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস, কাতাদা, সাঈদ, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, খলীফা ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন তোমাকে তন্দ্রা এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, আমার হাত হইতে বারবার তরবারী খসিয়া যাইতেছিল। খসিয়া পড়ে, আবার ধরি, খসিয়া যায়, আবার ধরি। তন্দ্রা আমাকে এতই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিতাবুল মাগাযীতেও তাহার এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। তালহা হইতে আনাস, কাতাদা ও শায়বানের সনদে কিতাবুত তাফসীর অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের মাঠে আমাদিগকে তন্দ্রা এতই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, আমাদের হাত হইতে তরবারী খসিয়া পড়িতেছিল। শক্ত করিয়া ধরিতাম আবার খসিয়া যাইত।

আবূ তালহা হইতে ধারাবাহিকভাবে আনাস, ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সনদে হাকেম, নাসায়ী ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রা) বলেন ঃ ওহুদের দিন আমি মাথা তুলিয়া দেখি যে, সকলেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে। তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ, ইব্‌ন আবূ আদী, আবূ কুতায়বা, খালিদ ইব্‌ন হারিছ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্নার সূত্রেও নাসায়ী বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) বলিয়াছেন, যাহাদের প্রতি তন্দ্রা অবতরণ করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। যুবায়র (রা) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের (রা) সনদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, শায়বান, ইউনুস ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক মাখযুমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক, ছাকাফী, আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকূব, আবূ আবদুল্লাহ হাফিয ও বায়হাকী বর্ণনা করে যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

আবূ তালহা (রা) বলিয়াছেন যে, ওহুদের প্রান্তরে তন্দ্রা আমাদিগকে ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ফলে আমাদের হাত হইতে বারবার তরবারি আলগা হইয়া যাইত। আমরা আবার উহা শক্ত করিয়া মুঠায় ধরিয়া লইতাম। আবার আলগা হইয়া পড়িয়া যাইত। তবে মুনাফিকদের দল ছিল সদা সন্ত্রস্ত। তাহাদের জান বাঁচানো নিয়েই ছিল তাহারা ব্যস্ত। তাই পলায়নপর কপট দলটির উপর তন্দ্রা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল না। অন্যদিকে ঈমানদার লোকজন ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ 'আল্লাহ সম্পর্কে তাহাদের মিথ্যা ধারণা ছিল মূর্খদের মত।' অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর প্রতি সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয়বাদী। কাতাদার (রা) উপরোক্ত রিওয়ায়েতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ 'অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করিলেন যাহা ছিলো তন্দ্রার মত। সেই তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ঝিমাইতেছিল। অর্থাৎ ঈমানদার, বিশ্বাসী, দৃঢ়পদ ও নিটোল আস্থা পোষণকারীগণের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অতি সত্ত্বরই আল্লাহ তাহার রাসূলকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবেন এবং তাহাদিগকে এই কঠিন অবস্থা হইতে মুক্তি দান করিবেন।

পক্ষান্তরে অন্য একদল وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ 'অন্যদল জীবনের ভয়ে চিন্তা করিতেছিল।' অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রাণের ভয় ও ভীতি দারুণভাবে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। এইজন্য খোদায়ী প্রশান্তি তন্দ্রা তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। কেননা তাহারা ছিল ভীতিগ্রস্ত ও পলায়নপর। উপরন্তু يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ আল্লাহ সম্পর্কে তাহারা মূর্খদের মত মিথ্যা ধারণা করিতেছিল।'

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا

অর্থাৎ এই সময় মুশরিকরা ধারণা করিয়াছিল যে, রাসূল ও মুসলমানদের আর কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকিতেছে না। মূলত এমন ধারণা সংশয়বাদীদেরই হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তখন বলিতেছিল هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ আমাদের হাতে কি কিছুই করার নাই ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّالَا يُبْدُوْنَ لَكَ –তুমি বল, সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে; তাহারা নিজেদের অন্তরে যাহা গোপন রাখে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মনের গোপন কথা ফাঁস করিয়া বলেনঃ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا –তাহারা বলে, আমাদের হাতে যদি কোন ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে নিহত হইতাম না।'

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র হইতে ধারাবাহিকভাবে ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ইয়াহয়া ইব্ন ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র ও ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলিয়াছেন যে, কঠিন আশংকার মুহূর্তে আল্লাহ আমাদের প্রতি প্রশান্তিময় তন্দ্রা অবতীর্ণ করেন। ঘুমে আমাদের এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যাহার চিবুক বক্ষের সহিত মিলিয়া না গিয়াছিল। আল্লাহর কসম! তখন আমি মুতআব ইব্ন কুশাইরের মুখে শুনিতেছিলাম যে, সে বলিতেছিলঃ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا (আমাদের হাতে যদি কোন ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আমরা এখানে এভাবে অনর্থক নিহত হইতাম না।)। আমি উহা মুখস্থ করিয়া রাখি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা মুতআবের ভাষায়ই আয়াত নাযিল করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন قُلْ لَوْكُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلى مَضَاجِعِهِمْ। –তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকিতে, তবে তাহারা অবশ্যই বাহির হইয়া আসিত নিজেদের অবস্থান হইতে যাহাদের মৃত্যু লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ ইহা হইল আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি অবধারিত বিষয়। যাহার মৃত্যু যেই স্থানে রহিয়াছে সেইখানে নির্দিষ্ট সময়ে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। এই ব্যাপারে কাহারও কোন হাত নাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَافِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ তোমাদের অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের অপ্রকাশ্য যাহা রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করা ছিল আল্লাহর কাম্য অর্থাৎ এইভাবে সত্য ও অসত্য, ভাল ও মন্দের প্রভেদ হইয়া গেল এবং মুমিন ও মুনাফিকদের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালীর প্রকাশ্য পার্থক্য করা গেল।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ –আল্লাহ মনের গোপন বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ অন্তরের গোপন ভাব তিনি ভাল রকম অবগত। অতঃপর ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا –তোমাদের যে দুইটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল তাহাদেরই পাপের দরুন। অর্থাৎ পিছনের কোন পাপের কারণে। পূর্ববতী মনীষীগণ বলিয়াছেন, একটি পুণ্যের দরুন আর একটি পুণ্যের দ্বার উদঘাটন হয় এবং একটি পাপের দরুন অন্য একটি পাপের পথ খুলিয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ عَفَى اللّٰهُ عَنْهُمْ অবশ্য আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে পলায়নের ফলে তাহাদের যে পাপ হইয়াছিল, আল্লাহ তা'আলা উহা সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। অর্থাৎ হুকুমের অবাধ্যতা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা প্রভৃতি সকল পূর্ব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, উছমানের (রা) যুদ্ধ মাঠ হইতে পালাইয়া যাওয়া সম্পর্কে ইব্‌ন উমরের (রা) যে বক্তব্য পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বলা যায় যে, আল্লাহ যথার্থই তাহাকে অন্যান্য সকলের সংগে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দ্বারা ক্ষমা করিয়াছেন। কেননা বলা হইয়াছে, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ নিশ্চিত তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, শাকীক হইতে ধারাবাহিকভাবে আসিম, যায়িদ, মুআবিয়া ইব্‌ন আমর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, শাকীক (রা) বলেন ঃ একদা ওলীদ ইব্‌ন উকবা (রা) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-কে প্রশ্ন করেন, শেষ পর্যন্ত আপনি আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা)-এর উপর এত চটিয়া গেলেন কেন ? হযরত আবদুর রহমান (রা) বলিলেন, তুমি তাঁহাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি ওহুদের যুদ্ধের সময় পলায়ন করেন নাই ? তিনি কি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেন নাই ? এখন কি তিনি হযরত উমরের (রা) পন্থা পরিত্যাগ করেন নাই ? ওলীদ (রা) গিয়া উছমান (রা)-কে উহা জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত

উছমান (রা) বলিলেন, প্রথম ব্যাপারে আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেও আবার সমালোচনা কেন ? পরিষ্কার কুরআনেই তো বলা হইয়াছে ঃ তোমাদের যেই দুইটি দল যুদ্ধের দিনে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল তাহাদেরই পাপের দরুন! তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, তুমি বলিয়াছ যে, বদরের যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম না। ইহার কারণ হইল, সেই সময় আমার স্ত্রী রাসূল (সা)-এর মেয়ে রুকাইয়ার ভীষণ অসুখ ছিল এবং তিনি মারা যান। এই জন্য আমি অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। যুদ্ধে আমি উপস্থিত না হওয়া সত্ত্বেও রাসূল (সা) আমাকে গনীমাতের পূর্ণ অংশ দিয়াছিলেন। অথচ যাহারা যুদ্ধে যোগদান করে তাহারাই কেবল গনীমাত পাইয়া থাকেন। তৃতীয়ত, আমি উমরের (রা) পন্থা অগ্রাহ্য করি নাই; বরং তাহার মত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে আমি অপারগ। আমি কেন, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-ও ইহা করিবে না। ইহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে বলেন, যাও এই কথাগুলি তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও।

(١٥٦) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ
اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ
لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ○
(١٥٧) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُوْنَ ○

১৫৬. "হে ঈমানদারগণ! কাফিরগণের ন্যায় হইও না। তাহারা তাহাদের ভাইদের যাহারা সফরে কিংবা যুদ্ধে গিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিল, যদি তাহারা আমাদের কাছে থাকিত, তবে মরিত না ও নিহত হইত না। তাহাদের অন্তরে এই আক্ষেপ সৃষ্টি করাই আল্লাহর উদ্দেশ্য। অথচ আল্লাহই বাঁচান ও মারেন। আর তোমরা যাহা কর তাহা আল্লাহ ভালভাবেই দেখেন।"

১৫৭. "আর যদি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হইয়া থাক কিংবা মারা গিয়া থাক, অবশ্যই আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত পাবে যাহা তোমাদের অন্যসব সঞ্চয় হইতে উত্তম। যদি তোমরা মারা যাও কিংবা নিহত হও, অবশ্যই তোমরা আল্লাহর কাছে সমবেত হইবে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাদিগকে কাফিরদের ন্যায় ইতেকাদ বা ধারণা পোষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা হইল যে, তাহাদের যে সকল ভাই-বন্ধু ভ্রমণের সময় এবং যুদ্ধ মাঠে নিহত হইয়াছে, তাহারা যদি উহা হইতে বিরত থাকিয়া তাহাদের সংগে থাকিত, তবে তাহারা এই বিপদে পতিত হইত না বা মৃত্যু বরণ করিত না!

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لاِخْوَانِهِمْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা কাফির হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ভাইদিগকে বলে, অর্থাৎ তাহাদের ভাইদের অনেককে বলে।

اِذَا ضَرَبُوْا فِى الاَرْضِ যখন তাহারা ভ্রমণে বাহির হয়। অর্থাৎ যখন তাহারা বাণিজ্যে বাহির হয় ও মারা যায়।

اَوْ كَانُوْا غُزًّى অথবা জিহাদে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যদি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করে।

তাহারা তাহাদের সম্পর্কে বলে ঃ لَوْ كَانُوْا عِنْدَنَا তাহারা যদি আমাদের সাথে থাকিত। অর্থাৎ তাহারা যদি আমাদের শহরে থাকিত।

مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا তাহা হইলে তাহারা মরিত না এবং নিহতও হইত না। অর্থাৎ তাহারা স্বগৃহে অবস্থান করিলে মরিত না কিংবা নিহত হইত না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ আল্লাহ তা'আলা এইরূপে তাহাদের মনে দুঃখের সঞ্চার করেন। অর্থাৎ তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মৃতদের প্রতি এবং নিহতদের প্রতি দুঃখের দাবানল আরও বাড়াইয়া দেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই দাবী ও ধারণার মূলোৎপাটন করিয়া বলেন ঃ وَاللّٰهُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। অর্থাৎ জীবন-মৃত্যু তাহার মুঠায়। তাহারই ইচ্ছাধীনে সকল কিছু সচল থাকে। কেহ ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারে না এবং ইচ্ছা করিলেই জীবিত থাকিতে পারে না। তাকদীরে যাহা লেখা রহিয়াছে তাহাই সংঘটিত হইবে। কেহ তাহার জীবন হইতে কোন অংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না এবং হ্রাসও করিতে পারে না। যাহা ললাটে রহিয়াছে তাহা অখণ্ডনীয়।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজেরই দ্রষ্টা। অর্থাৎ কোন সৃষ্টিই তাঁহার দৃষ্টির অন্তরালে নয় এবং প্রত্যেক বস্তুর উপরই তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ 'আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তোমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়া থাক, আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা উহা হইতে উত্তম। কথা হইল যে, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়া বা নিহত হওয়া আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের পথ মাত্র। আর উহা পৃথিবীর সমস্ত বস্তু হইতে উত্তম। কেননা এখানকার সকলই ধ্বংসশীল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করুক বা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া শাহাদাত বরণ করুক, যেইভাবেই ইহজগত ত্যাগ করুক, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। সেখান তাহার আমল ভাল হইলে উত্তম পুরস্কার পাইবে এবং আমল খারাপ হইলে নিকৃষ্ট প্রতিফল ভোগ করিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَئِنْ مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لاَ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহত হও, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে সমবেত হইতে হইবে।

(١٥٨) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ○
(١٥٩) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا
مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ○
(١٦٠) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○
(١٦١) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ
ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○
(١٦٢) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ
وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○
(١٦٣) هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ○
(١٦٤) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১৫৮. "তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহত হও, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে সমবেত হইতে হইবে।"

১৫৯. "আল্লাহর রহমতে তুমি তাহাদের প্রতি কোমলপ্রাণ হইয়াছ। যদি তুমি তাহাদের প্রতি রুঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে, তবে তাহারা তোমার চারিপাশ হইতে সরিয়া যাইত। তাই তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহর উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।"

১৬০. "আল্লাহ তোমাদিগকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদিগকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? মু'মিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।"

১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করিবে, ইহা নবীর পক্ষে অশোভন। এবং অন্যায়ভাবে কেহ কিছু লুকাইলে যাহা সে অন্যায়ভাবে লুকাইয়াছে তাহা লইয়া কিয়ামতের দিন হাযির হইবে। অতঃপর প্রত্যেককে তাহার উপার্জিত বস্তু পূর্ণ মাত্রার দেওয়া হইবে। তাহাদের উপর কোন যুলুম করা হইবে না।"

১৬২. "যে ব্যক্তি আল্লাহর রেযামন্দি অনুসরণ করিয়াছে সে কি তাহার মত, যে লোক আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং যাহার নিবাস জাহান্নাম? বস্তুত ইহা বড়ই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"

১৬৩. "আল্লাহর নিকট তাহারা বিভিন্ন স্তরের। তাহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা ভালভাবেই দেখেন।"

১৬৪. "তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া মু'মিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করিয়াছেন। সে তাঁহার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তাহারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল এবং মু'মিনদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, নবীকে (সা) মান্যকারী ও অবাধ্যতা হইতে দূরে অবস্থানকারীদের প্রতি তিনি স্বীয় নবীর (সা) অন্তরকে কোমল করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ভাষাকে মিষ্টি করিয়াছেন। فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ –আল্লাহ্র রহমতেই তুমি তাহাদের জন্য কোমলহৃদয় হইয়াছ। অর্থাৎ কোন্ জিনিস তোমাকে কোমলপ্রাণ করিয়াছে? মোদ্দা কথা হইল, ইহা একমাত্র তোমার এবং তাহাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ থাকার কারণে সম্ভব হইয়াছে!

কাতাদা (র) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ ইহার মধ্যের مَا শব্দটি সিলারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে আরবরা ইহাকে কখনো মারিফার (নির্দিষ্ট) উপর প্রয়োগ করে। তবে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ এবং عَمَّا قَلِيْلٍ আয়াতাংশে অবশ্য নাকিরা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ইহার অর্থ দাঁড়ায়, আপনি আল্লাহর অনুগ্রহেই কোমলহৃদয় হইয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে এই চারিত্রিক গুণ দিয়াই প্রেরণ করিয়াছেন।

উহা অন্য একটি আয়াতেও বলা হইয়াছে। যেমনঃ

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল আবির্ভূত হইয়াছে যাহার কষ্টদায়ক হয় যাহা তোমাদিগকে ব্যথা দেয়। সে তোমাদের প্রতি খুবই আকৃষ্ট এবং সে মু'মিনদের বেলায় বড়ই স্নেহশীল ও দয়ার্দ্র।

আবূ রাশেদ হিরানী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ, বাকীয়া হায়াত ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ রাশেদ হিরানী (র) বলেন ঃ আবূ উমামা বাহিলী (রা) আমার হাত ধরিয়া বলেন, রাসূল (সা) এইভাবে আমার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন, হে উমামা! এমন কতক মু'মিন রহিয়াছে যাহাদের জন্য আমার হৃদয় স্পন্দিত হয়।' একমাত্র আহমদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ –পক্ষান্তরে যদি রুঢ় ও কঠিন হৃদয় হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। غَلِيْظَ শব্দের ভাবার্থ হইল কটুকথা! আর غَلِيْظَ الْقَلْبِ এর অর্থ কঠিনহৃদয়। অর্থাৎ তুমি যদি কটুভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হইতে তবে মানুষ তোমার কাছে ভিড়িত না এবং তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যদিকে তাহাদের প্রতি তোমাকে সহনশীল ও মিষ্টি মেজাযের করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী আলোচনায় দেখিয়াছি যে, তিনি কর্কশভাষী, কঠিন হৃদয় এবং হাট বাজারে গোলযোগকারী হইবেন না। এবং অন্যায়ের প্রতিশোধ তিনি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিবেন না। বরং তিনি হইবেন দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ মুলায়কা, মাসউদী, আম্মার ইব্ন আবদুর রহমান, বাশার ইব্ন উবাইদ ও আবূ ইসমাঈল মুহাম্মাদ ইব্ন তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে সেভাবেই মানুষের সংগে ভদ্রতাসুলভ এবং শালীন ব্যবহারের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি, যেভাবে আমি ফরযসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।' তবে হাদীসটি দুর্বল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা কর আর কাজে-কর্মে তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর। তাই রাসূল (সা) প্রত্যেক ব্যাপারে সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করিতেন। এমন কি যে কোন ব্যাপারে পরামর্শ করা তাহার মজ্জাগত ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। যথা বদরের দিন শত্রু বাহিনীর মুকাবিলায় অগ্রসর হওয়ার জন্যে তিনি সাহাবীদের নিকট হইতে পরামর্শ নেন। তখন তাঁহার সহচরবৃন্দ বলিয়াছিল, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রের তীরে দাঁড় করাইয়া পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সমুদ্র পাড়ি দেওয়ারও নির্দেশ দেন, আমরা তাহা পালন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। আর আপনি যদি আমাদিগকে বারকুল গামাদ পর্যন্ত নিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তবুও আমরা দ্বিধাহীন চিত্তে আপনার সংগে গমন করিব। আমরা মূসা (আ)-এর সহচরদের ন্যায় এই কথা বলিব না যে, তুমি এবং তোমার প্রভু যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে বসিয়া থাকিব। বরং আমরা জীবন বাজি রাখিয়া আপনার ডাইনে–বামে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া শুত্রুদের মুকাবিলা করিব।

অতঃপর কোন্ জায়গায় অবস্থান নিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা হইবে সাহাবীদের সংগে তিনি সেই বিষয়ও পরামর্শ করিয়া নিতেন। সেই যুদ্ধে হযরত মানযার ইব্ন আমর (রা) পরামর্শ দেন যে, আগে বাড়িয়া তাহাদের সম্মুখভাবে অবস্থান নিতে হইবে। অনুরূপভাবে ওহুদের যুদ্ধেও তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন যে, মদীনার ভিতরে থাকিয়াই যুদ্ধ হইবে, না বাহিরে গিয়া তাহাদের মুকাবিলা করা ভাল হইবে? অধিকাংশ লোক মদীনার বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অতএব অধিকাংশের মতের অনুকূলে তিনি কাজ করেন। খন্দকের যুদ্ধেও তিনি সাহাবীদের সংগে পরামর্শ করিয়াছিলেন যে, মদীনার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ

প্রদানের অংগীকারের বিরুদ্ধে দলের সংগে সন্ধি করা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে ? হযরত সাআদ ইব্ন মুআয (রা) এবং হযরত সাআদ ইব্ন ইবাদা (রা) সন্ধি করা অনুচিত বলিয়া পরামর্শ দিলে তিনি উহাদের সংগে সন্ধি করা হইতে বিরত থাকেন।

এইভাবে হুদায়বিয়ায় রাসূল (সা) পরামর্শ নেন যে, মুশরিকদের উপর এই মুহূর্তে আক্রমণ করা উচিত হইবে কি অনুচিত হইবে ? তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই। উমরা পালন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। রাসূল (সা)-ও ইহা গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের সময় তিনি বলিয়াছিলেন, হে মুসলমান সকল! আমার সহধর্মিণীর উপর যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে এই ব্যাপারে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও ? আল্লাহর শপথ! আমার গৃহিণীকে তো আমার নির্দোষ বলিয়া মনে হয়। যাহারা অপবাদ করিয়াছে, আল্লাহর শপথ! তাহারাও তো আমার মতো ভাল লোকই বটে। হযরত আয়েশার (রা) ও তাঁহার শয্যা পৃথককরণেরও তিনি হযরত আলী (রা) এবং হযরত উসামার (রা) সংগে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন।

মোটকথা, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে রাসূল (সা) সাহাবীগণের সংগে পরামর্শ করিতেন। ইহা তাঁহার প্রতি ওয়াজিব ছিল, না মুস্তাহাব হিসাবে সাহাবীদের মনস্তুষ্টির জন্য করা হইত, সেই সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, সাআদ ইব্ন আবূ মরিয়াম, ইয়াহয়া ইব্ন আইয়ুব আল আল্লাফ মিসরী, আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন বাগদাদী ও হাকেম স্বীয় মাসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ আয়াতাংশের দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা) এবং উমর এর সংগে পরামর্শ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতেও সহীহ। তবে তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও কালবী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন রাসূল (সা)-এর বিশেষ সহচর ও পরামর্শদাতা।

আবদুর রহমান ইব্ন গানাম হইতে ধারাবাহিকভাবে শাহর হাওশাব, আবদুল হামীদ, ওয়াকী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন গানাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন যে, কোন পরামর্শে যদি তোমরা ঐকমত্য পোষণ কর, তবে সেই ব্যাপারে আমার কোন মতবিরোধ নাই।

হযরত আলী (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اَلْعَزْمَ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, জ্ঞানীদের সংগে পরামর্শ করা এবং পরামর্শ অনুযায়ী কার্য সাধন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর, সুফিয়ান, ইয়াহয়া ইব্ন বুকাইর, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়ারা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির নিকটই পরামর্শ

চাওয়া যায়। আবূ দাউদ (র) ও তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে নাসায়ী (র) আবদুল মালিকের হাদীসকেই মযবুত বলিয়া মনে করেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী আমাশ, শরীক, আসওয়াদ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তির নিকটই পরামর্শ প্রার্থনা করা যাইতে পারে। এই সনদে একমাত্র ইব্‌ন মাজাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবাইর, ইব্‌ন আবূ লায়লা, আলী ইব্‌ন হাশিম ও ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদা ও আবূ বকর বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, তোমার কোন ভাই যদি তোমার নিকট পরামর্শের জন্য আসে, তবে তাহাকে সৎপরামর্শ দান কর।' এই হাদীসটিও কেবল এই সনদেই বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা কর। অর্থাৎ যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর উহা কার্যকরী করিতে দৃঢ় সংকল্প হও, তখন সেই ব্যাপারে মহান আল্লাহর উপর নির্ভর কর। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহা হইলে কেহ তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করিতে পারিবে ? পূর্বেও এইরূপ আয়াত বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

সাহায্য শুধু আল্লাহর পক্ষ হইতেই আসে যিনি পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়।

তাই একমাত্র তাঁহার উপরেই ভরসা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ وَعَلَى اللّٰه فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন ঃ কোন কিছু আত্মসাৎ করা নবীর জন্য মোটেই সম্ভবপর নয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্‌ন খাসীফ, আবূ ইসহাক ফাযারী, মুসাইয়াব ইব্‌ন ওযীহ, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধের গনীমাতের মালামালের মধ্য হইতে একটি চাদর হারাইয়া যায়। তখন অনেক বলাবলি করিতেছিল যে, হয়ত চাদরটা রাসূল (সা) নিজের জন্য নিয়াছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ –অর্থাৎ নবীর দ্বারা কখনই আমানতের খেয়ানত হইতে পারে না।

ইব্‌ন আব্বাস (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, খাসীম, আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ শুআয়িব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

বদরের দিন গনীমাতের মালামাল হইতে একটি লাল রঙের চাদর গোপন হইয়া গেলে অনেকে বলিতে থাকে যে, হয়ত চাদরটা নবী (সা) সরাইয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ -অর্থাৎ কোন বস্তু গোপন করা নবীর কাজ নহে। আর যে লোক গোপন করিবে সে কিয়ামাতের দিন সেই বস্তুসহ হাযির হইবে।

আবদুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ হইতে কুতায়বা এবং কুতায়বা হইতে আবূ দাউদ ও তিরমিযী উভয়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) এই রিওয়ায়েতটিকে হাসান-গরীব বলিয়াছেন। মাকসাম হইতে খাসীফের সূত্রে অনেকে পরম্পরা সনদেও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

অন্য একটি বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও আবূ আমর ইব্‌ন আলীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন একটি বিষয়ে মুনাফিকরা হুযূর (সা)-এর প্রতি অপবাদ করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ -অর্থাৎ কোন বিষয় গোপন করা বা আত্মসাৎ করা নবীর কাজ নয় এবং তাহার দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতে পারে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি আরও বহু সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

তবে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আত্মসাৎ, আমানতের খেয়ানত এবং গনীমাতের ব্যাপারে অসম বন্টন ইত্যাদি কোন কাজই নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কাহাকেও গনীমাতের অংশ দিবেন আর কাহাকেও দিবেন না, এমন অবিচার কোন নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না। যিহাকও (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কোন উপকারী বিষয় মুসলমানদের হইতে গোপন করা এবং উম্মতের নিকট উহা পৌঁছাইয়া না দেওয়া- এমন কাজ নবীর দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে না।

হাসান বসরী, তাউস, মুজাহিদ ও যিহাক প্রমুখ يَغُلُّ এর ى কে যবরের স্থলে পেশ দিয়া পড়েন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, তাহার নিকট হইতে তাহার কোন সাথী কোন জিনিস গোপন করিবে এমন নহে।

কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ 'বদরের দিন এই আয়াতটি নাযিল হয়। কারণ, কোন কোন সাহাবী গনীমাত বন্টনের পূর্বেই উহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন।' কাতাদা ও রবী হইতে ইহা ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা খেয়ানতকারীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যে লোক খেয়ানত করিবে সে কিয়ামতের দিন সেই খেয়ানতকৃত বস্তুসহ হাযির হইবে। অতঃপর খেয়ানতকারীদের প্রত্যেকে তাহার কৃতকর্মের বদলা পাইবে। আর তাহাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না। এই বিষয়টি বহু হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ আবূ মালিক আশজাঈ হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল, যহীর ওরফে ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবদুল মালিক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মালিক আশজাঈ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন, জঘন্যতম আত্মসাৎকারী সেই ব্যক্তি যে তাহার প্রতিবেশীর জমি বা বাড়ির একহাত ভূমিও অন্যায়ভাবে ভোগ করিবে। কিয়ামতের দিন তাহার গলায় সাত তবক যমীনের একটি গলাবন্ধ পরাইয়া দেওয়া হইবে।

হাদীস ঃ মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবাইর, হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও ইব্‌ন হুরায়রা, ইব্‌ন লাহীয়া, ইব্‌ন নুমাইর, মুসা ইব্‌ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূল (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন –যাহাকে আমি শাসনকর্তা নিযুক্ত করি, তাহার গৃহ না থাকিলে সে গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে, স্ত্রী না থাকিলে বিবাহ করিতে পারিবে, পরিচারক না থাকিলে পরিচারক রাখিতে পারিবে এবং সাওয়ারী না থাকিলে উহা সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু ইহার চেয়ে অধিক কিছু করিলে সে আত্মসাৎকারী হিসাবে গণ্য হইবে।

অন্য সনদে আবূ দাউদ (র) রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জুবাইর ইব্‌ন নুমাইর, হারিছ ইব্‌ন ইয়াযীদ, আওযাঈ, মাআফী, মূসা ইব্‌ন মারওয়ান ও রকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন–যে ব্যক্তি শাসনকর্তা হইবে, তাহার স্ত্রী না থাকিলে সে বিবাহ করিতে পারিবে, খাদেম না থাকিলে খাদেম সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং গৃহ না থাকিলে গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে। রাবী বলেন, আবূ বকর সিদ্দিক (রা) সকলের জ্ঞাতার্থে বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে অতিরিক্ত গ্রহণ করিলে সে আত্মসাৎকারী অথবা চোর হিসাবে গণ্য হইবে।

আমার উস্তাদ হাফিয মুযী (র) বলিয়াছেন যে, তাহাকে মূসা ইব্‌ন মারওয়ানের সূত্রে আবূ জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ফারিয়াবী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি জুবাইর ইব্‌ন নুফাইরের স্থলে আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবাইর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ নাম দুইটি প্রায় একই ধরনের। হয়তো ভুল হইয়া গিয়াছে।

হাদীস ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, হাফস ইব্‌ন হুমাইদ, ইয়াকুব কুম্মী, হাফস ইব্‌ন বাশার, আবূ ইয়াকুব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

'রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি সেই লোকটিকে চিনিব, কিয়ামতের দিন যে একটি ছাগল নিয়া উপস্থিত হইবে। ছাগলটি ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিতে থাকিবে। সে আমাকে 'হে মুহাম্মদ! হে মুহাম্মাদ!' বলিয়া ডাকিতে থাকিবে। তখন আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আল্লাহর নিকট

তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নাই। আমি তো তোমাকে এই বিষয়ে জানাইয়া দিয়াছিলাম। সেই লোকটিকেও আমি চিনিব, কিয়ামতের দিন যে একটি উট লইয়া উপস্থিত হইবে এবং উটটি ডাকিতে থাকিবে। সে আমাকে 'মুহাম্মদ, মুহাম্মদ' বলিয়া ডাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছুই নাই। তোমাকে আমি এই পরিণতির কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি তাহাকেও চিনিব, যে কিয়ামাতের দিন হাশরের মাঠে একটা ঘোড়া লইয়া উপস্থিত হইবে এবং ঘোড়াটি হ্রেষা রব করিতে থাকিবে। তখন সে আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, তোমাকে তো আমি আগাম এই কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। আমি সেই লোকটিকেও চিনিব, 'কিয়ামতের দিন যে চামড়া লইয়া উপস্থিত হইবে এবং আমাকে ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাকে বলিয়া দিব যে, আজ আল্লাহর নিকট তোমার ব্যাপারে আমার করণীয় কিছু নাই। তোমাকে আমি আগেই ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম।' অবশ্য অন্য কোন হাদীসের কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই।

হাদীস ঃ আবূ হুমাইদ সাঈদী হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, সুফিয়ান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুমাইদ সাঈদী (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) ইযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সাদকা আদায়কারী রূপে মনোনীত করিয়া প্রেরণ করেন। তাহাকে ইব্‌ন লাতারিয়া বলা হইত। তিনি সাদকা উসূল কার্য শেষ করিয়া আসিয়া বলিলেন, এইগুলি রাষ্ট্রের আর এইগুলি আমার প্রাপ্ত হাদিয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলিলেন, কর্মকর্তাদের কি হইয়াছে যে, কাহাকেও কর্মকর্তারূপে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেই সে আসিয়া বলে, এইগুলি রাষ্ট্রের আর এইগুলি আমার হাদিয়া। ইহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিলে দেখা যাইত কেহ ইহাদিগকে হাদিয়া পাঠায় কি না ? যাহার অধিকারে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম। সে উহা হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিবে, কিয়ামতের দিন সে উহা স্কন্ধে বহন করিয়া আগমন করিবে। যদি উহা উট হয় তবে উহা চীৎকার করিতে থাকিবে, গরু হইলে হাম্বা করিতে থাকিবে এবং ছাগল হইলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া ডাকিতে থাকিবে। অতঃপর তিনি হাত এত উঁচু করেন যে, তাহার বগল দেখা যাইতেছিল এবং বলেন– হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়া দিয়াছি (যাহা আমার দায়িত্বে ছিল) ? এইভাবে তিনি তিনবার বলেন। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া আর একটু বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুমাইদ (রা) বলিয়াছেন, ইহা আমার চোখে আমি দেখিয়াছি, আমার কানে আমি শুনিয়াছি। যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। যুহরী হইতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে উভয়ই উরওয়া (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ হুমাইদ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ, ইসমাইল ইব্‌ন আইয়াশ, ইসহাক ইব্‌ন ইয়াহয়া ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুমাইদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সাদকা আদায়কারীদের হাদীয়া গ্রহণ করাও আত্মসাতের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র আহমাদই (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু ইহার সনদসমূহ দুর্বল। সম্ভবত এই বাক্যটি কোন হাদীসের পরিশিষ্ট হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস ঃ মাআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস ইব্‌ন আবূ হাযিম, মুগীরা ইব্‌ন শিবল, দাউদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আওদী, আবূ উসামা, আবূ কুরাইব ও আবূ ঈসা তিরমিয়ী স্বীয় কিতাবের আহকাম অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, মাআয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) আমাকে ইয়ামানের গভর্নর করিয়া পাঠান। আমি সেখানে গমন করিলে রাসূল (সা) আমাকে ডাকিয়া পাঠান। সেমতে তাহার নিকট উপস্থিত হই। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান, কেন তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি? আমার অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস গ্রহণ করিবে না। কেননা ইহা আত্মসাতের মধ্যে গণ্য। আর যে যাহা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামতের দিন সে উহা নিয়া হাযির হইবে। এই কথা কয়টা বলাই হইল তোমাকে ডাকার উদ্দেশ্য। যাও, এখন গিয়া আপন দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ কর।'

হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। একমাত্র এই রিওয়ায়েতটি ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়েতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আদী ইব্‌ন উমাইর, বুরাইদা, মুসতাওরিদ ইব্‌ন শাদ্দাদ,আবূ হুমাইদ ও উমর (রা) হইতেও প্রায় এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জুবায়ের, ইব্‌ন উমর, আবূ যারআ, আবূ হাইয়ান ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ তাইমী, ইসমাঈল ইব্‌ন আলীয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

একদা হুযূর (সা) আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আত্মসাৎ এবং অন্যান্য বড় বড় গুনাহর কথা বলিতেছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন এক আত্মসাৎকারী তাহার আত্মসাৎকৃত উট কাঁধে বহিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার এই মহামুসিবত হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে আমাকে সে ডাকিবে। আমি তাহাকে এই কথা বলিয়া দিব যে, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট আজ আমার করার কিছুই নাই। এই সম্পর্কে তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলাম। এইভাবে কিয়ামতের দিন কেহ ঘোড়া কাঁধে করিয়া উপস্থিত হইবে এবং উহা চীৎকার করিতে থাকিবে। সে বলিবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বাঁচান। আমি বলিব, আজ তোমার ব্যাপারে আমার আল্লাহর নিকট কিছুই করার নাই। আমি তো তোমাদিগকে ইহা জানাইয়া দিয়াছিলাম।

মোটকথা, কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারী আত্মসাৎকৃত জন্তু নিয়া উপস্থিত হইবে এবং উহা চিৎকার করিতে থাকিবে। আত্মসাৎকারীরা প্রত্যেকে বলিবে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমাকে বাঁচান। আমি বলিব, আজ তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কিছুই করার নাই। আমি তো তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিয়াছিলাম।' ইব্‌ন হাইয়ানের সনদে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছে।

হাদীস ঃ আদী ইব্‌ন উমাইরাতাল কিন্দী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাইস, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্‌ন উমাইরাতাল কিন্দী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে আমরা আদায়কারী নিযুক্ত করি, সে যদি আদায়কৃত বস্তু হইতে একটি সূঁচ বা তাহা হইতেও নগণ্য কোন জিনিস গোপন করে, তাহা হইলে সে আত্মসাৎকারীদের মধ্যে গণ্য হইবে। আর সে উহাসহ কিয়ামতের দিন হাযির হইবে। রাবী বলেন, ইহার পর শ্যামবর্ণের এক আনসার দাঁড়াইলেন। মুজাহিদ বলেন, সেই ব্যক্তি হইলেন, সাআদ ইব্‌ন ইবাদা। তিনি বলিলেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আমি আদায়কারী নিযুক্ত হইতে অসম্মত। রাসূল (সা) বলিলেন, কেন? তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আপনি যে কঠোর সতর্কবাণী শোনাইলেন সেই কারণে। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন, আরও জানিয়া রাখ, যাহার উপর আমরা এই দায়িত্ব অর্পণ করিব, তাহার উচিত হইবে আদায়কৃত বস্তুর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল অংশসহ সব কিছুই নিয়া আসা। উহা হইতে যতটুকু তাহাকে দেওয়া হয় সে ততটুকুই গ্রহণ করিবে। আর যাহা তাহাকে দেওয়া হইবে না তাহা গ্রহণ করা হইতে সে বিরত থাকিবে। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদের সূত্রে মুসলিম (র) এবং আবূ দাউদ (র)-ও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ রাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে ফযল ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রাফে, আলে আবূ রাফের জনৈক ব্যক্তি, মুআম্মার, ইব্‌ন জারীজ, আবূ ইসহাক ফাযারী, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফে (রা) বলেন ঃ

প্রায়ই রাসূল (সা) আসরের নামায পড়িয়া বনী আব্দে আশহাল গোত্রের নিকট গিয়া তাহাদের সঙ্গে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করিতেন। এক দিন একটু বিলম্ব হইয়া গেলে তিনি ত্রস্ত পদে হাটিতেছিলেন। জান্নাতুল বাকী হইয়া যাওয়ার সময় তিনি হঠাৎ বলিলেন– তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ! ইহা শুনিয়া আমি ভাবিলাম যে, হয়ত তিনি আমাকে অভিশাপ দান করিয়াছেন। তাই আমি হাটার গতি মন্থর করিয়া কাপড় ঠিক করিতেছিলাম। ফলে আমি পিছনে পড়িয়া গেলাম। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উচ্চারিত উক্তির কারণে আমি পশ্চাতে পড়িতেছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলি নাই। বরং এই কবরটির অমুক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলিয়াছি! তাহাকে আমি অমুক গোত্রের তহসীলদার করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু সে আদায়কৃত বস্তু হইতে একটি চাদর আত্মসাৎ করিয়াছিল। সেই চাদরটি আগুন হইয়া তাহাকে জ্বালাইতেছে।

হাদীস ঃ উবাদা ইব্‌ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে রবীআ ইব্‌ন নাজীআ, আবূ সাদিক, কাসিম ইব্‌ন ওয়াহিদ, উবাইদ ইব্‌ন আসওয়াদ, নির্ভরযোগ্য রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালিম কূফী আল মাফলূজ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ

কখনও হুযূর (সা) গনীমাতের বোঝাবাহী উটের পিঠ হইতে দুই একটি গোলাম গ্রহণ করিতেন এবং বলিতেন, এইখানে তোমাদের ও আমার সমান অধিকার ও অংশ রহিয়াছে। তবে কথা হইল যে, তোমরা আত্মসাৎ হইতে দূরে থাকিও। কেননা যে যাহা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামাতের দিন সে তাহা নিয়া উপস্থিত হইবে। ফলে তাহাকে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইবে। যাহা হউক, দূরে ও নিকটে এবং আবাসে ও সফরে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানে জিহাদ করো। কেননা জিহাদ হইল জান্নাতের অন্যতম সিংহদ্বার। আর ইহা দ্বারা আল্লাহ চিন্তাক্লিষ্টতা এবং জীবনের অচলাবস্থা হইতে মুক্তি দান করেন। আল্লাহর বিধান স্বদেশ ও বিদেশে সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত কর এবং আল্লাহর দণ্ডবিধি বা বিচারের বিধানও প্রতিষ্ঠিত কর। পরন্তু অটল থাক। কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমাদিগকে আল্লাহর কাজ হইতে বিরত রাখিতে না পারে।

হাদীস ঃ আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করেন যে, তাহার দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, (তোমরা সাদকা আদায়কারীরা) সাদকার সূঁচ সুতাও ফিরাইয়া দাও। কেননা আত্মসাৎ হইল লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও আগুন যাহা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে কিয়ামতের দিন ভোগ করিতে হইবে।

হাদীস ঃ আবূ মাসউদ আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুল জাহাশ, মাতরাফ, জারীর, উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ আনসারী (রা) বলেন ঃ

'রাসূল (সা) আমাকে তহসীলদার নির্বাচিত করিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়া বলেন, হে আবূ মাসউদ! যাও, তবে কিয়ামতের দিন তোমাকে আমি এমন অবস্থায় যেন না পাই যে, তোমার পৃষ্ঠোপরি আত্মসাৎকৃত উট চিৎকার করিতেছে। আমি বলিলাম, এই ভয়াবহ আশংকাজনক দায়িত্বে আমি যাইতে চাই না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তোমাকে জোরপূর্বক পাঠাইতে চাই না।' একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদার পিতা, বুরদা, আলকামা ইব্‌ন মারছাদ, আহমাদ ইব্‌ন আব্বান, আবুল হামীদ ইব্‌ন সালিহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ

'নিশ্চয়ই যদি কোন পাথর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করা হয়, তবে সেই পাথরটি যদি একাধারে সত্তর বৎসর জাহান্নামের তলদেশের দিকে ধাবিত হয়, তবুও উহার শেষ প্রান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। এইরূপভাবে আত্মসাৎকৃত বস্তুকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে এবং আত্মসাৎকারীকে বলা হইবে যাও উহা নিয়া আস। আর আল্লাহ তা'আলা যে বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (যে লোক গোপন করিয়াছে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়া আসিবে) উহার তাৎপর্য ইহাই।' কেবল আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, সাম্মাক, আবূ যমীল হানাফী, ইকরামা ইব্‌ন আম্মার, হাশিম ইব্‌ন কাসিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ

'খায়বরের যুদ্ধের সময় সাহাবারা আসিয়া রাসূল (সা)-কে বলিতেছিলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছে, অমুক ব্যক্তি শহীদ হইয়াছে। এমন সময় কয়েক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, অমুক ব্যক্তিও শহীদ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, 'কখনই নয়, আমি তাহাকে জাহান্নামে দেখিয়াছি। সে গনীমতের মাল হইতে একটি চাদর আত্মসাৎ করিয়াছিল। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন, 'যাও, জনসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দাও যে, একমাত্র মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।' (উমর (রা) বলেন) এই নির্দেশ পাইয়া আমি জনসমাজে ঘোষণা করিয়া দেই যে, একমাত্র মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে না। ইকরামা ইব্‌ন আম্মারের সনদে তিরমিযী ও মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন–হাদীসটি উত্তম ও সহীহ।

উমর (রা) হইতে অন্য একটি হাদীস ঃ

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন

হাব্বাব আনসারী, মূসা ইব্‌ন জুবাইর, আমর ইব্‌ন হারিছ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব, আহমাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন ওয়াহাব ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস বলেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) তাহার সঙ্গে সাদকা সম্পর্কে আলোচনা করিতে করিতে বলেন, আপনি সাদকা আত্মসাৎকারী সম্পর্কে রাসূলের ঘোষণা শুনেননি ? তিনি বলিয়াছেন, উহা হইতে যে একটি উট অথবা একটি ছাগল আত্মসাৎ করিবে, কিয়ামতের দিন সে উহা কাঁধে বহিয়া উপস্থিত হইবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উনাইস বলেন, হাঁ শুনিয়াছি।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে আমর ইব্‌ন ওয়াহাবের সনদে ইব্‌ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে, সাঈদ উমুভী, ইয়াহ্‌য়া ইব্‌ন সাঈদ উমুভী এবং ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (সা) সাআদ ইব্‌ন ইবাদাকে সাদকা উসূলকারী নির্বাচিত করিয়া বলেন, হে সাআদ! এইরূপ যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন তুমি উচ্চ শব্দকারী উট বহন করিয়া আগমন করিবে। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি এই পদ গ্রহণ করিব না। সুতরাং ইহার আশংকাও থাকিবে না। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাকে এই দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। নাফে হইতে উবায়দুল্লাহর সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদা, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ সাঈদ ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ

রোমের যুদ্ধের সময় আমি মুসলিম ইব্‌ন আবদুল মালিকের সঙ্গে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির মালের মধ্যে আত্মসাতের কিছু মালপত্র পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর সালিমকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর তাহার পিতা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাহারও মালের মধ্যে আত্মসাৎকৃত মালামাল পাওয়া গেলে তাহা জ্বালাইয়া দাও। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি একথাও বলিয়াছিলেন যে, তাহার কৈফিয়ত নাও এবং শাস্তিও দাও। অতঃপর সেই ব্যক্তির মালামাল খোলা বাজারে বাহির করা হয় এবং তাহার মালামালের মধ্যে একখানা কুরআন শরীফও পাওয়া যায়। হযরত সালিমকে পুনরায় এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, কুরআন শরীফ খানা বিক্রি করিয়া উহার মূল্য সাদকা করিয়া দাও।

আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ দারাওয়ার্দীর সনদে তিরমিযি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ ওয়াকিদ লাইছী আস সগীর সালেহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদার সূত্রে আবূ ইসহাক ফাযারী এবং আবূ দাউদ ইহা হইতে কিছুটা বেশি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আলী ইব্‌ন মাদানী এবং ইমাম বুখারী আবূ ওয়াকিদের রিওয়ায়েতটিকে বর্জনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। দারে কুতনী বলেন, রিওয়ায়েতটি সহীহ। কেননা ইহা সালিমের ফতওয়া মাত্র। আর এই ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ও তাহার সহযোগীদেরও সিদ্ধান্ত ইহাই।

হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ, আবূ ইসহাক, মুআবিয়া ও উমুভী বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আত্মসাৎকৃত মালের সঙ্গে মিলিত অন্যান্য সকল মাল জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেওয়াই বিধান।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উছমান ইব্ন আতা, আবূ ইসহাক ও মুআবিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আত্মসাৎকৃত মালের সঙ্গে মিলিত সকল বস্তু জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাকে দোররা মারা হইবে। তবে তাহার শাস্তি হইবে গোলাম হইতে কিছুটা হালকা। পরন্তু সে গনীমতের অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

তবে ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ ও জমহুর উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ আত্মসাৎকারীর আসবাবপত্র জ্বালানো হইবে না; বরং তাহাকে অপরাধযোগ্য শাস্তি দিতে হইবে। ইমাম বুখারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মসাৎকারীর জানাযা পড়িতে অস্বীকার করিয়াছেন বটে। কিন্তু তাহার মালামাল জ্বালাইয়া দিতে বলেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

জুবাইর ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, ইস্রাঈল, আসওয়াদ ইব্ন আমের ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুবাইর ইব্ন মালিক (র) বলেন ঃ যখন কুরআনের পাঠ সমন্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছিলেন, সাহস হইলে কেহ যেন পূর্বতন পাঠ লুকাইয়া রাখে। কেননা যে উহা লুকাইয়া রাখিবে সে কিয়ামতের দিন উহা নিয়া হাযির হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, আমি যে পদ্ধতিতে সত্তরবার হুযূর (সা)-এর নিকট কুরআন পাঠ করিয়াছি তাহা কি বর্জন করিব ?

ইব্রাহীম হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাজির ইব্ন ইব্রাহীম, শরীক ও ওয়াকী স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্রাহীম (রা) বলেনঃ যে সময় আমাদিগকে কুরআনের পরিবর্তিত নতুন পাঠ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছিলেন, হে লোক সকল! সাহস হইলে কুরআনের কেহ পূর্বতন পাঠ গোপন করিয়া রাখিও। কেননা যে যাহা গোপন বা আত্মসাৎ করিবে কিয়ামতের দিন সে উহা নিয়া উপস্থিত হইবে। তাই যদি কেহ কুরআনের পূর্বতন কপি গোপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন উহা নিয়া উপস্থিত হইবে। উহা কতই উত্তম আত্মসাৎ!

আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) বলেন ঃ যখন গনীমতের মাল আসিত, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যাহার কাছে গনীমতের যাহা আছে তাহা নিয়া উপস্থিত হওয়ার জন্য বিলালের (রা) দ্বারা ঘোষণা করাইতেন। অতঃপর তিনি সমস্ত মালের এক-পঞ্চমাংশ রাখিয়া বাকি সব বন্টন করিতেন। একবার এক ব্যক্তি বন্টন হইয়া যাইবার পর চুলের একটি গুচ্ছ নিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, ইহা রহিয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি বিলালের দেওয়া ঘোষণা শোন নাই ? এইভাবে তিনবার বলিলেন। লোকটি বলিল, হাঁ, শুনিয়াছিলাম। হুযূর (সা) বলিলেন, তবে শুনিয়াও তুমি কেন আস নাই ? লোকটি অনুনয় করিয়া ওযর পেশ করিল। অতঃপর রাসূল (সা) তাহাকে বলিলেন, আমি ইহা গ্রহণ করিব না। তুমি কিয়ামতের দিন ইহা নিয়া আসিও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

'যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত সে কি সেই লোকের সমান হইতে পারে, যে লোক আল্লাহর রোষানল অর্জন করিয়াছে ? বস্তুত তাহার ঠিকানা হইল দোযখ। আর তাহা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধান অনুসরণ করিয়া তাহার সন্তুষ্টি ও পুরস্কার অর্জন করে এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পায় আর যাহারা তাহার বিধান অমান্য করিয়া তাহার ক্রোধে পতিত হয় এবং তাহার অসন্তুষ্টি লাভ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়-এই দুই দল কি সমান হইতে পারে ?

এই আয়াতের সমর্থনে কুরআন মজীদের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। যথা

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, আর যাহারা তাহা হইতে অন্ধ থাকে এই দুই দল কি সমান ? অন্যত্র বলিয়াছেনঃ

اَفَمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যাহাদের ব্যাপারে আল্লাহর উত্তম ওয়াদা রহিয়াছে এবং তাহা প্রাপ্ত হইবে আর যাহারা পার্থিব ফায়দা লুটিয়াছে, তাহারা কি সমান ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের।

হাসান বসরী এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ পুণ্যবান এবং পাপিষ্ঠরা ভিন্ন দুই স্তরের লোক। আবূ উবাইদ ও কাসাই বলেন ঃ دَرَجَاتٌ অর্থ مَنَازِلُ (সোপানসমূহ)

অর্থাৎ সোপানের বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে-যাহা সমান নয়। জান্নাতের রহিয়াছে বহু সোপান বা স্তর এবং জাহান্নামেরও রহিয়াছে বহু স্তর। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا

অর্থাৎ কার্যের বিভিন্নতার দরুন স্তরেরও বিভিন্নতা রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তাহারা যাহা কিছু করে আল্লাহ্ তাহা অবলোকন করেন। অর্থাৎ কার্যসমূহের স্তর ও মান তিনি খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করেন এবং কাহারও পুণ্য তিনি কমাইবেন না এবং কাহার পাপও তিনি বাড়াইবেন না। বরং যাহার যাহা আমল তিনি সেই অনুযায়ী ন্যায্য প্রতিফল প্রদান করিবেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ ইমানদারগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহাদের মাঝে তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে নবী প্রেরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের মতই মানুষ যাহাতে তাহারা তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহার সহিত উঠাবসা করিতে পারে এবং যাহাতে তাহার নিকট হইতে তাহারা পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا

অর্থাৎ ইহাও আল্লাহর নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই সত্তা হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ কর।

অন্যখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থাৎ হে নবী! তুমি বল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত মানুষ। আর আমার নিকট এই প্রত্যাদেশ হইয়াছে যে, তোমাদের ইলাহ একজনই মাত্র।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِىْ الْاَسْوَاقِ

অর্থাৎ হে নবী! তোমার পূর্বেও আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকলে খাদ্য গ্রহণ করিত এবং বাজারেও আসিত।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ তোমার পূর্বেও আমি লোকদের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহারা পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল।

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ হে জ্বিন ও ইনসান! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতেই রাসূল আগমন করে নাই। মোটকথা, প্রত্যেক জাতির জন্য তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করিয়া তিনি অশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা ও চলাফেরা করিতে পারিত এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহারা দীন সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানলাভ করিতে পারিত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ তিনি তাহাদের জন্য তাহার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অর্থাৎ কুরআন পাঠ করেন। এবং وَيُزَكِّيْهِمْ তাহাদিগকে পরিশোধন করেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে সৎকার্যের আদেশ করেন এবং অসৎকাজ হইতে বিরত থাকার তাকিদ দেন যাহাতে তাহাদের অন্তরের যুগযুগের কালিমা ও কলুষতা বিদূরিত হইয়া তাহাদের অন্তর নির্মল ও নিষ্কলুষ রূপ লাভ করে।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ তিনি তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষাদান করেন। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ এই নবী আগমনের পূর্বে তাহারা ছিল স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে। অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে স্পষ্টভাবে অন্যায় ও মূঢ়তা বিদ্যমান ছিল।

(١٦٥) أَوَلَمَّآ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هٰذَا ط
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
(١٦٦) وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ○
(١٦٧) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ج وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
أَوِ ادْفَعُوا ط قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ
مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ج يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا
يَكْتُمُونَ ○
(١٦٨) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ط قُلْ فَادْرَءُوا
عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

১৬৫. 'যখন তোমাদের উপর একটি বিপদ আসিল, তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? অথচ তোমরা তো তাহাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ ঘটাইয়াছিলে। (হে মুহাম্মদ) বল, ইহা তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

১৬৬. যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাহা আল্লাহরই হুকুমে; ইহা তো মু'মিনগণকে জানিবার জন্য।'

১৬৭. 'আর মুনাফিকদিগকেও জানিবার জন্য। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল. আস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তাহারা বলিল, যুদ্ধ যদি জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করিতাম। সেদিন তাহারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর নিকটবর্তী ছিল। যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহাই তাহারা মুখে বলে: তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।'

১৬৮. যাহারা ঘরে বসিয়া রহিল ও তাহাদের ভাইদের ব্যাপারে বলিল যে, তাহারা তাহাদের কথামত চলিলে নিহত হইত না, তাহাদিগকে বল, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়, তবে নিজদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত আসিয়া পৌছিল। অর্থাৎ ওহুদের যুদ্ধের দিন সত্তর জন সাহাবী শহীদ হওয়ায় তাহারা যে মুসিবতে পড়িয়াছিল। তবে قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا তোমরা তাহাদিগকে ইহার দ্বিগুণ মুসিবত পৌছাইয়াছিলে। অর্থাৎ বদরের দিন তোমরা সত্তরজন কাফির হত্যা করিয়াছিলে এবং সত্তরজন বন্দী করিয়াছিলে। অথচ এই মুহূর্তে তোমরা পরস্পরে বলাবলি করিতেছ, ইহা কোথা হইতে আসিল? আল্লাহ ইহার উত্তরে বলেন ঃ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ হে নবী! বলিয়া দাও যে, ইহা তোমাদের উপর তোমাদেরই পক্ষ হইতে আসিয়াছে।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আব্বাস, সাম্মাক হানাফী, আবূ যমীল, ইকরামা, কার্রাদ ইব্‌ন নূহে, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে যে কাফির বন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহাদের সত্তর ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ ওহুদের যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়। তাহাদের জোর হামলার মুখে মুসলমানরা পরাভূত হয়, হুযূরের দান্দান শহীদ হয়, মাথার আমামা পড়িয়া যায় এবং চেহারা মুবারক কাফিরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়।

তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেনঃ

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ

অর্থাৎ যখন তোমাদের উপর একটি মুসিবত আসিয়া পৌছিয়াছিল। অথচ তোমরা ইহার পূর্বে তাহাদিগকে ইহার দ্বিগুণ মুসিবত পৌছাইয়াছিলে। তখন তোমরা বলিয়াছিলে–ইহা কোথা হইতে আসিল ? (হে নবী) তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, ইহা তোমাদের নিজেদের পক্ষ হইতেই আসিয়াছে।' অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে তোমরা যে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলে ইহা তাহার প্রতিবিধান স্বরূপ। কার্রাদ ইব্‌ন নূহ ওরফে আবদুর রহমান ইব্‌ন গাযওয়ানের সূত্রে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সেই রিওয়ায়েতটি উপরোক্ত রিওয়ায়েত হইতে দীর্ঘ। তাহা এইঃ

আলী হইতে ধারাবাহিকভাবে উবাইদ, মুহাম্মাদ, জারীর, হাজ্জাজ, হুসাইন ওরফে সুনাইদ, ইব্‌ন আওন, ইসমাইল ইব্‌ন আলীয়া, হুসাইন কাসিম, ইব্‌ন জারীর ও হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ জিব্‌রাইল (আ) নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার লোকেরা কাফিরদিগকে যে বন্দী করিয়াছে ইহা আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নহে এবং আপনাকে এই ব্যাপারে দুইটি প্রস্তাবের একটি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহা হইল, হয় তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলুন; না হয় তাহাদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে খালাস দান করুন। তবে যেটিই আপনি গ্রহণ করুন না কেন, পরবর্তীতে আপনার ইহাদের সমসংখ্যক লোক নিহত হইবে। অতঃপর হুযূর (সা) সকলকে ডাকিয়া পরামর্শে বসিলে তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ রাসূল। বন্দীরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং ইহাদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে খালাস দিন। এই অর্থ দ্বারা আমরা শক্তি সঞ্চয় করিয়া শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিপুল আয়োজন করিব। আর যদি পরবর্তীতে আমাদের এই সংখ্যক লোক নিহত হয়, আমাদের তাহাতে বেশি ক্ষতি কি ? সত্যিই ওহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শহীদ হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্‌ন হাসসান, সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ, ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়িদ ও আবূ দাউদের সনদে নাসায়ী ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ইহা হাসান গরীব পর্যায়ের। এই হাদীসটির বিভিন্ন রিওয়ায়েতকারীর মধ্যে কেবল ইব্‌ন আবূ যায়িদ সম্পর্কে আমার আস্থা ও জানাশোনা রহিয়াছে। হিশামের সূত্রে আবূ উসামাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উপরন্তু নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উবায়দা ও ইব্‌ন সীরীনের সূত্রে ইহা মুরসাল হিসাবেও বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন জারীর, রবী ইব্‌ন আনাস ও সুদ্দী قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অর্থাৎ তোমরা রাসূল (সা)-এর অবাধ্য হইয়াছিলে বলিয়াই তোমাদিগকে এই ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রাসূল (সা) তীরন্দাজদিগকে তাহাদের নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করেন, ইচ্ছা মাফিক নির্দেশ দেন এবং কেহ তাহার নির্দেশ বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আর যেদিন দুই দল সৈন্যের মুকাবিলা হইয়াছে, সেদিন তোমাদের উপর যাহা আপতিত হইয়াছিল, তাহা আল্লাহর হুকুমেই হইয়াছিল। অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুকাবিলা হইতে পালাইয়া গিয়াছিলে। তোমাদের কতক শহীদ হইয়াছিল এবং কিছু লোক আহতও হইয়াছিল। ইহা সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হইয়াছিল। তবে ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম কারণ লুক্কায়িত ছিল। একটি উদ্দেশ্য হইল, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ যাহাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। অর্থাৎ কাহারা দৃঢ়, অটল ও ধৈর্যশীল তাহা দেখা যায়। অন্য উদ্দেশ্য হইল وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ আর যাহাতে জানা যায় কাহারা মুনাফিক ছিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, আস, আল্লাহর পথে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা যদি জানিতাম যে লড়াই হইবে, তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সূলুল ও তাহার সংগীরা যখন পথ হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল, তখন জনৈক মুসলমান তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, আস, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর, না হয় কমপক্ষে আক্রমণকারীদিগকে পিছনে হটাইয়া দেওয়ার কাজটুকু কর।

এই কথাই কুরআনের ভাষায় এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ اَوِادْفَعُوْا কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। ইব্‌ন আব্বাস, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যিহাক, আবূ সালিহ, হাসান, বসরী ও সুদ্দী প্রমুখ এই বাক্যাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ মুসলমানের আবেদন ছিল যে, কমপক্ষে তোমরা সঙ্গে থাকিয়া আমাদের দলটিকে ভারি কর।

হাসান ইব্‌ন সালিহ বলেনঃ উহার ভাবার্থ হইল, কমপক্ষে তোমরা দু'আ কর।

অনেকে বলেন ঃ উহার ভাবার্থ হইল, তোমরা প্রস্তুতি নিয়া থাক।

তখন তাহারা চালাকি করিয়া বলিয়াছিল ঃ لَوْنَعْلَمُ قِتَالاً لاَ اتَّبَعْنٰكُمْ অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম।

মুজাহিদ (র) উহার ভাবার্থে বলেনঃ আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, সত্য সত্যই তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, তাহা হইলে অবশ্য অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করিতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধই হইবে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন শিহাব যুহরী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন হাইয়ান, আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাতাদা ও হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সাআদ ইব্‌ন মাআয প্রমুখ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সহস্র সৈন্য নিয়া ওহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী সওত নামক স্থানে পৌছেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলুল এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়া বিদ্রোহ করে এবং বলে যে, অন্যদের কথা শুনিয়া মদীনার বাহিরে আসিয়াছেন ও আমার কথা শুনিলেন না। আল্লাহর শপথ! কোন কল্যাণের লক্ষ্যে যে আমরা প্রাণ বিসর্জন দিব তাহা আমার বোধগম্য নয়। অতঃপর সে বলিল, হে লোক সকল! কেন তোমরা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর জীবন হারাইতে যাইতেছ? অতঃপর কপট ও সন্দেহ পোষণকারী কতক মুনাফিকসহ সে ফিরিয়া আসে। ইহা দেখিয়া বনূ সালমার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন হারাম তাহাদের নিকট গিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, হে আমার প্রিয় গোত্র। তোমরা স্বীয় নবীকে (সা) ও স্বীয় সম্প্রদায়কে শত্রুদের হাতে অপদস্থ করিও না। তাহাদিগকে শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিও না। এই আবেদনের পর তাহাকে তাহারা চালাকি করিয়া বলিল, আমরা যদি জানিতাম যে, সত্য সত্যই তোমরা শত্রুদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করিবে তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সহযোগিতা করিতাম। কিন্তু আমরা জানি যে, যুদ্ধ হইবে না। তাহাদিগকে শত বুঝাইয়াও যখন মুসলমানরা ব্যর্থ হইল, তখন মুসলমানরা বলিতে বাধ্য হইল যে, দূর হও, আল্লাহর শত্রুরা, ভাগো! আল্লাহ তোমাগিদকে ধ্বংস করুক। আমাদের সঙ্গে আল্লাহর সাহায্য রহিয়াছে। অবশেষে হুযূর (সা) অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া যুদ্ধমাঠের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ

'সেই দিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, মানুষের বিভিন্ন অবস্থা রহিয়াছে এবং তাহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কখনও সে ঈমান হইতে দূরে সরিয়া কুফরীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ অর্থাৎ সেই দিন তাহারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর বেশি নিকটবর্তী ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ যাহা তাহাদের অন্তরে নাই তাহারা মুখে সেই কথা বলে। অর্থাৎ তাহাদের মুখের কথার সঙ্গে অন্তরের কথার কোন মিল নাই। যেমন তাহারা বলিয়াছিল ঃ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ অর্থাৎ আমরা যদি যুদ্ধ হইবে বলিয়া জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে থাকিতাম। অথচ তাহারা নিশ্চিতরূপে এই কথা জানিত যে, মুশরিকরা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কারণ, ইহার পূর্বে মুসলমানরা মুশরিকদের বড় বড় নেতাকে বদরের প্রান্তরে সম্মুখযুদ্ধে হত্যা করিয়াছিল। কাজেই তাহারা সর্বশক্তি নিয়া দুর্বল মুসলমানদের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল। মোটকথা তাহারা নিশ্চিত জানিত যে, এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হইতে চলিয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ আল্লাহ ভাল করিয়া জানেন তাহারা যাহা কিছু গোপন করিয়া থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا

قُتِلُوْا অর্থাৎ তাহারা হইল সেই সকল লোক, যাহারা বসিয়া থাকিয়া নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলিল, যদি তাহারা আমাদের কথা শুনিত, তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। অর্থাৎ যদি তাহারা তাহাদের নীরব থাকার পরামর্শ গ্রহণ করিত এবং যদি যুদ্ধে না যাইত, তাহা হইলে তাহারা নিহত হইত না। তাহাদের এই কথার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অর্থাৎ যদি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তবে তোমাদের মৃত্যুই না হওয়া উচিত। আসল কথা হইল মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষকে মরণ বরণ করিতেই হইবে যদি সে দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মধ্যেও আত্মগোপন করিয়া থাকে। অতএব যদি তোমাদের কথা সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে মুজাহিদ বলেনঃ এই আয়াতটি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূল এবং তাহার সহচরদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

(١٦٩) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُوْنَ ○
(١٧٠) فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ
مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
(١٧١) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○
(١٧٢) اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○
(١٧٣) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ڰ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○
(١٧٤) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْۗءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ۭ
وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ○
(١٧٥) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاۗءَهٗ ۠ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ○

১৬৯. 'যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে কখনই মৃত ভাবিও না; বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে রুযী পাইতেছে।'

১৭০. 'আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিতেছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত এবং তাহাদের পিছনে যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।'

১৭১. 'আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং ইহা এই কারণে যে, আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমের ফসল নষ্ট করেন না।

১৭২. 'আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্য করে ও তাকওয়া অনুসরণ করে, তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার রহিয়াছে।

১৭৩. তাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোকজন জমায়েত হইয়াছে, তাই তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমান দৃঢ়তর করিল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্ম বিধায়ক।'

১৭৪. 'তারপর তাহারা আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহসহ ফিরিয়া আসিয়াছিল, কোন ক্ষতিই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ যাহাতে রাযী তাহাই তাহারা অনুসরণ করিয়াছিল এবং আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।'

১৭৫. 'শয়তানই তোমাদিগকে তাহার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না এবং আমাকে ভয় কর।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা শহীদদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, যদিও তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের আত্মা জীবিত এবং তাহারা চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাত হইতে খাদ্য পাইয়া থাকে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ তালহা, ইকরামা, আমর ইব্‌ন ইউনুস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মারযূক ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

আল্লাহ্‌র রাসূলের সেই সকল সাহাবী সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়, যাহাদিগকে তিনি দীনের দাওয়াতের জন্য বি'রে মাউনাবাসীদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা চল্লিশজন অথবা সত্তরজন ছিলেন। সেই কূপটির মালিক ছিল আমের ইব্‌ন তুফাইল জাফরী। যাহা হউক তাহারা রওয়ানা করিয়া কূপের নিকটে অবস্থিত একটি গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেন। অতঃপর তাহারা একে অপরকে বলিতেছিলেন, ওই কূপের পার্শ্বে বসবাসকারীদের নিকট রাসূলের আহ্বান পৌঁছাইয়া দিতে কাহার সাহস হয়? তখন আবূ মালহাম আনসারী উঠিয়া বলেন, আমার সাহস হয় সেখানে রাসূলের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিতে। অতঃপর তিনি সোৎসাহে বাহির হইয়া মহল্লার একেবারে নিকটে পৌঁছিয়া যান এবং তাহাকে দেখিয়া গৃহকর্তারা বাহির হইয়া আসিলে তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– হে বি'রে মাউনার অধিবাসীগণ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রাসূলের পক্ষের একজন দূত। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তোমরাও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। হঠাৎ একজন লোক দৌড়াইয়া আসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করে এবং তীরটা তাহার পাঁজরের একদিক দিয়া লাগিয়া অন্য দিক ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সেই মুহূর্তে

তাহার মুখনিসৃত কথা ছিলঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ –আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা বড়। কা'বার প্রভুর শপথ! আমি আমার মিশনে সফল হইয়াছি। ইহার পর সেই কাফিররা তাহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সাহাবাদের গুহায় চলিয়া আসে এবং আমের ইব্‌ন তুফাইল একা তাহাদের সকলকে হত্যা করে।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন ঃ

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, তাহাদের কথাগুলি তাহাদের জাতিকে জানাইয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ তাহাদের পক্ষ হইতে আয়াত নাযিল করেন। তাহারা বলেন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সংগে মিলিত হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। পরবর্তীতে উহা রহিত করা হয় এবং পাঠ হইতেও অপসারিত করা হয়। তবে উহা আমরা বহুদিন পর্যন্ত পড়িতেছিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়, তাহাদিগকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না; বরং তাহারা জীবিত ও নিজেদের পালনকর্তার নিকট হইতে জীবিকাপ্রাপ্ত হয়।

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুররা, আমাশ, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর স্বীয় সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেনঃ আমরা আবদুল্লাহ (রা)-কে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ এই আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের আত্মাসমূহ সবুজ রং-এর পাখির দেহে রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য আরশের সংগে বহু প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। পরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলার এবং প্রদীপগুলির আলো নিয়া আমোদ-প্রমোদ করার অধিকার। কখনও তাহারা আল্লাহর দিকে তাকাইলে আল্লাহ তাহাদিগকে বলেন, কিছু চাও কি তোমরা ? তাহারা উত্তরে বলে, আমরা আর কি চাইব প্রভু। বেহেশতের সর্বত্র আমাদের উপভোগের জন্য অবারিত। ইহার পর আর কি চাওয়ার আছে ? এইভাবে আল্লাহ তাহাদিগকে তিনবার প্রশ্ন করেন। যখন তাহারা দেখে যে কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হইবেন না, তখন তাহারা বলে, হে আমাদের প্রভু। আমাদের প্রার্থনা হইল আমাদের আত্মাগুলি আমাদের দেহে পুনঃ সংযোজিত করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। আমরা যেন আবার আপনার পথে নিহত হইতে পারি। তাহাদের এইকথা শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা বুঝিয়া নেন যে, তাহাদের আর কোন প্রয়োজন নাই। তাই তিনি তাহাদিগকে কিছু চাইতে বলা হইতে বিরত হন। হযরত আনাস (রা) এবং আবূ সাঈদ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীস ঃ আনাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত, হাম্মাদ, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট উত্তম স্থান লাভ করেন দ্বিতীয়বার সে আর পৃথিবীতে আসার ইচ্ছা রাখে না। কিন্তু একমাত্র শহীদরা পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিতীয়বার শহীদ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। কেননা তাহারা স্বচক্ষে শহীদদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়। হাম্মাদের সূত্রে একমাত্র মুসলিম এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হাদীস ঃ জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন রবীআ সালাসী, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাদানী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, আল্লাহ তোমার পিতাকে পুনঃ জীবিত করিয়াছেন এবং তাহাকে বলিয়াছেন, তোমার কিছু কি চাওয়ার আছে ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছেন, দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার আপনার পথে শহীদ হইতে আমার আকাংখা হয়। তখন আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার সিদ্ধান্ত হইল, এখানে যেএকবার আসিবে তাহার আর প্রত্যাবর্তন হইবে না।

এই হাদীসটি এই সূত্রে একমাত্র আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সহীহদ্বয় এবং অন্যরাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবিরের পিতা হইলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম আনসারী (রা)। তিনি ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুনকাদির, শু'বা, আবূ ওয়ালীদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

আমার পিতা নিহত হইলে আমি কাঁদিতে থাকি এবং বার’বার তাহার কাপড় উঠাইয়া চেহারা দেখিতে থাকি। সাহাবীরা আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নবী (সা) নীরব থাকিলেন ও আমাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন না। অবংশেষে নবী (সা) আমাকে বলিলেন, কাঁদিও না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার আব্বাকে তুলিয়া না নেওয়া হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা তাহাদের ডানা দিয়া তাহাকে ছায়া দান করিতে থাকিবে।

জাবির (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির ও শু'বার সূত্রে নাসায়ী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেনঃ আমার পিতা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর আমি তাহার মুখাবয়ব হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে বার বার দেখিতেছিলাম এবং কাঁদিতেছিলাম– এইভাবে উপরোক্তরূপে বর্ণনাটি শেষ হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ যুবায়র মক্কী, ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন, সাঈদ, আবূ ইসহাক ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমাদের ভাইয়েরা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইলে তাহাদের আত্মাগুলি সবুজ পাখির দেহের মধ্যে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হয়। তাহারা ঝর্ণাধারার কুলে ভ্রমণ করে এবং বেহেশতের বৃক্ষরাজির ফল ভক্ষণ করে। অতঃপর তাহারা আরশের নীচে ঝুলানো প্রদীপ নিয়া আমোদ-প্রমোদ করে। তাহারা বেহেশতে বিপুল সুখ-সম্ভোগ ও উৎকৃষ্ট খাদ্য পানীয় পাইয়া বলিতে থাকে, আহা, পৃথিবীবাসীরা যদি আমাদের এই অফুরন্ত ও অবর্ণনীয় সুখের সংবাদ পাইত, তাহা হইলে তাহারা জিহাদে কখনো পরাম্মুখ হইত না এবং আল্লাহর পথে একাধারে অবিরাম যুদ্ধ করিয়াও ক্লান্তিবোধ করিত না। তাহাদের এই কথা শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি পৃথিবীবাসীকে তোমাদের এই কথা পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ –ইহার পরের আয়াতটিও এইজন্য নাযিল হয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ, ইব্‌ন ওহাব, ইউনুস ইব্‌ন জারীর এবং আহমাদও এই সূত্রে উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস

হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবূ যুবাইর এবং ইসমাঈলের সূত্রেও আবূ দাউদ ও হাকাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি খুবই শক্তিশালী। ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সালিম আফতাসের সূত্রে সুফিয়ানও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইসমাঈল ইব্‌ন খালিদ, সুফিয়ান ও আবূ ইসহাক ফাযীরীর সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াত হামযা (রা) ও তাহার শহীদ সংগীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ বটে, কিন্তু তাহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। কাতাদা, রবী ও যিহাকও বলেন যে, এই আয়াতটি ওহুদের যুদ্ধের শহীদদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে তালহা ইব্‌ন খারাশ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন খারাশ ইব্‌ন সিলত আনসারী, মূসা ইব্‌ন ইব্‌রাহিম ইব্‌ন কাছীর ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন ফাকিহ আনসারী, আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ মাদানী, হারূন ইব্‌ন সুলায়মান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

একদা হুযূর (সা) আমার দিকে তাকাইয়া বলেন– হে জাবির! তোমার কি হইয়াছে? কেন তোমাকে চিন্তিত মনে হইতেছে ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আব্বা তো শহীদ হইয়াছেন, কিন্তু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন বহু ঋণ ও অনেক ছেলেমেয়ে। অতঃপর হুযূর (সা) বলেন, শোন, আল্লাহ যাহার সংগে কথা বলিয়াছেন, পর্দার অন্তরাল হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তোমার আব্বার সংগে সরাসরি কথা বলিয়াছেন। (আলী (রা) বলিয়াছেন كِفَاحًا। অর্থ সরাসরি বা মুখামুখী হওয়া)। আল্লাহ তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও। তুমি যাহা চাইবে তাহা তোমাকে আমি দিব। তিনি বলিলেন, আমার চাওয়া হইল আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান যেন আপনার পথে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করিয়া শহীদ হইয়া আসিতে পারি। মহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলিলেন, ইহা আমি পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি যে, কেহই এই স্থান হইতে পুনর্বার পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবে না। অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার প্রভু! কমপক্ষে আমার পরবর্তী কালে আগতদিগকে (শহীদদের) আপনি এই মর্যাদার সংবাদটা জানাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا

জাবির হইতে সুলায়মান ইব্‌ন সিলত আনসারী এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন সিলত আনসারী সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আলী ইব্‌ন মাদানীর সূত্রে বায়হাকীও 'দালায়িলুন নবুয়া' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও ঈসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ওরফে আবূ ইবাদা আনসারীর সনদে বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা) জাবিরকে বলেন, হে জাবির! তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব কি ? বাস্তবিকই তাহা তোমার জন্য সুসংবাদ। তাহা হইল, আল্লাহ তোমার আব্বাকে পুনর্জীবন দান করিয়া বলিয়াছেন– হে আমার বান্দা তোমার যাহা খুশী আমার নিকট প্রার্থনা কর। তুমি যাহা প্রর্থনা করিবে তাহাই তোমাকে আমি দিব। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! আমি আপনার ইবাদাতের হকও আদায় করিতে পারি নাই। তবে

আমার অভিলাষ হইল, আমাকে পুনর্বার পৃথিবীতে প্রেরণ করুন যেন আমি আবার নবীর সাথে জিহাদ করিয়া শহীদ হইয়া দুইবার শহীদী মর্যাদা লাভ করিতে পারি। অবশেষে আল্লাহ পাক বলিলেন, ইহা আমার পূর্বের সিদ্ধান্ত যে, এখানে একবার যে আসিবে তাহাকে পুনর্বার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি না দেওয়া।

হাদীস ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাহমুদ ইব্‌ন লবীদ, হারিছ ইব্‌ন ফুযাইল, ইব্‌ন ইসহাক, ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শহীদদের অবস্থান হইল ঝর্ণাধারার পার্শ্বে স্থাপিত জান্নাতের প্রবেশদ্বারের উপরে নির্মিত সবুজ গম্বুজ। সেখানে তাহাদের নিকট সকাল সন্ধ্যা জান্নাতী খাদ্য পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।' একমাত্র আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে উবাইদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন সুলায়মান ও আবূ কুরাইবের সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

এই সনদটি শক্তিশালী বটে। মনে হয়, শহীদদের বহু শ্রেণী রহিয়াছে। তাহাদের কতক জান্নাতের মধ্যে পাখির দেহে আশ্রয় নিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কতকে হয়ত ঝর্ণাধারার পার্শ্বে নির্মিত সৌধের সদর দরজার গম্বুজের উপর অবস্থান করে। তবে ইহার একটা সমন্বয় এভাবে হইতে পারে যে, হয়ত তাহারা জান্নাতের বাগিচায় পাখির দেহে আশ্রয় নিয়া সারা বেলা ঘুরিয়া বেড়ানোর পর সন্ধ্যা বেলায় গম্বুজে একত্রিত হয় এবং সেখানে সবাই মিলিয়া আহার করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে সেই হাদীসটি উল্লেখ করা খুবই উপযোগী হইবে, যাহাতে মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ বিধৃত হইয়াছে। হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মু'মিনের আত্মা জান্নাতের বাগিচায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আমোদ-প্রমোদ করে। যাহা ইচ্ছা হয় তাহা ভক্ষণ করে এবং যাহা ইচ্ছা হয় তাহা উপভোগ করে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তাহাদের আত্মা তাহাদের দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

এই হাদীসটির সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ এবং অতি উচ্চ পর্যায়ের। কেননা চার ইমামের মধ্যে তিনজনই ইহার সনদে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। অর্থাৎ কা'ব ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মালিক ইব্‌ন আনাস আসবাহী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, যুহরীর পিতা কা'ব ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনদের আত্মা জান্নাতের বাগিচায় পাখির আকারে পরিভ্রমণ করিতে এবং বৃক্ষরাজি হইতে খুশি মত ফলফলারি ভক্ষণ করিতে থাকিবে। আর যখন কিয়ামাত উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের আত্মা তাহাদের পূর্বের দেহে ফুঁকিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীসে উল্লিখিত يَعْلَقُ শব্দটির অর্থ খাওয়া। মোটকথা, এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, মু'মিনের আত্মা পাখির আকারে জান্নাতে থাকিবে এবং পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শহীদদের আত্মা জান্নাতে সবুজ পাখির দেহে অবস্থান করিবে। আর তাহাদের আত্মাগুলি হইল তারকার মত উজ্জ্বল। তবে সাধারণত মুমিনের আত্মা এই ঔজ্জ্বল্য লাভ করিবে না। তাহারা সাধারণভাবে উড়িয়া বেড়াইবে। পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা হইল, তিনি আমাদিগকে যেন ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দান করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহা পাইয়া তাহারা আনন্দ উদযাপন করিতেছে। অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিহত শহীদগণ তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহ যে নিআমত ও সুখ শান্তি দান করিয়াছেন, তাহা পাইয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত। এইজন্য তাহারা গর্বিতও যে, তাহাদের পরবর্তীতে যাহারা শহীদ হইবে তাহারা তাহাদের অগ্রজ। পরন্তু তাহারা তাহাদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত। এইজন্য তাহারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল এবং তাহারা দুনিয়ায় যাহা রাখিয়া আসিয়াছে তাহার জন্য তাহাদের কোন দুঃখ নাই। পরিশেষে আমরাও আল্লাহর নিকট জান্নাতের প্রত্যাশী।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) وَيَسْتَبْشِرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহাদের ভাইয়ের যাহারা পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহারাও ভবিষ্যতে জিহাদে গিয়া শহীদ হইয়া তাহাদের সুখের ভাগী হইবে, এইজন্যও তাহারা উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্ত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই বাক্যাংশের ভাবার্থ হইল, শহীদদের নিকট কখন কোন মেহমান আসিবে তাহার একখানা চিরকুট দেওয়া হইবে। তাহারা তাহাতে অমুক অমুক মেহমানের আগমনের সংবাদে উৎফুল্লবোধ করিবে। যেভাবে দুনিয়াবাসীরা বহুদিন পরে কোন বিশেষ আত্মীয়ের আগমনে আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, শহীদগণ বেহেশতে প্রবেশ করিয়া অঢেল সুখ-সম্ভোগ দেখিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া বলিবে–আহা, আমাদের দুনিয়াবাসী ভাইয়েরা যদি আমাদের এত সুখের কথা জানিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারাও নির্ভাবনায় শহীদ হইয়া আমাদের মত সুখের অংশীদার হইতে পারিত। রাসূল (সা) তাহাদের এই সুখের কথা পৃথিবীবাসীদিগকে জানাইয়া দেন। আর এই দিকে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বলিয়া দেন যে, তোমাদের সুখ সম্পর্কে তোমাদের নবীকে অবগত করিয়াছি। ফলে তাহারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হইয়া থাকে।

এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْابِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ আর যাহারা এখনও তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছে নাই ও তাহাদের পিছনে রহিয়াছে, তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে।

সহীহদ্বয়ে আনাস হইতে বর্ণিত আছে যে, বিরে মাউনার সেই সত্তরজন আনসার যাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, আর যাহাদের জন্য রাসূল (সা) নামাযের মধ্যে কুনূতে নাযিলা পড়িতেন এবং হত্যাকারীদের জন্য অভিশাপ দিতেন, তাহাদের সম্বন্ধে একটি আয়াত নাযিল হইয়াছিল। সেই আয়াতটি বহুদিন পর্যন্ত আমরা পাঠ করিয়াছি। পরবর্তীতে উহা রহিত হয় এবং পাঠ হইতেও বাদ দেওয়া হয়। আয়াতটি হইল ঃ ان بلغوا عنا قومنا انا قد لقينا ربنا فرضى عنا وارضانا অর্থাৎ আমাদের সম্প্রদায়কে আমাদের এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিন যে, আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْتَبْسِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

আল্লাহর নিআমত ও অনুগ্রহের জন্য তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।'

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ اسْتَبْشِرُوْا এর ভাবার্থ হইল, পুণ্যের প্রতিদান সম্পর্কিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্ট সুখভাব। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ শহীদ ও অশহীদ সকল মু'মিনের জন্য এই আয়াতটি সমানভাবে প্রযোজ্য। মোটকথা, এমন স্থান খুব কমই আছে যেখানে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের মর্যাদার কথা বলার পর মু'মিনদের প্রতিদানের কথা না বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

অর্থাৎ যাহারা আহত হইয়া পড়ার পরেও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ মান্য করিয়াছে।

এই আয়াতটিতে হামরাউল আসাদের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকরা মুসলমানদিগকে প্রচণ্ড হামলার মুখে পলায়নপর করিয়া দিয়াছিল মাত্র। কিন্তু পরে তাহাদের অনুশোচনা জাগিল যে, তাহারা বিশেষ একটা সুযোগ হারাইয়াছে। কেননা যখন যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গিয়াছে, তখন যদি অতর্কিতভাবে পশ্চাদ্দিক হইতে হামলা করা হইত, তাহা হইলে একটা বিজ্ঞজনোচিত কাজ হইত। কিন্তু এখন হাল্কাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। আর এই কল্পনা তাহাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল যে, তাহারা পুনরায় মদীনার দিকে যাইতে মনস্থ করিল। রাসূল (সা) (ওহীর মাধ্যমে) তাহাদের এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পাইয়া (ওহুদের) যুদ্ধে আহত ও ক্ষতবিক্ষত সাহাবীদেরকে ডাকিলেন। আর ওহুদের যুদ্ধে যাহারা শরীক ছিল তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না। তবে তাহাদের ছাড়া একমাত্র জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ অতিরিক্ত শরীক হইয়াছিল। অতঃপর মুসলমানরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইয়া আহত ও ক্ষতবিক্ষত শরীর লইয়া আবার যুদ্ধের সাজে সাজিয়া শত্রুর মুকাবিলায় চলিল।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর, সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইকরামা (রা) বলেন ঃ

মুশরিকরা ওহুদ হইতে প্রত্যাবর্তন করার সময় একে অন্যকে বলিতেছিল, না তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করিলে, না তাহার স্ত্রীদিগকে বন্দী করিলে। দুঃখের বিষয়, তোমরা কিছুই করিতে পারিলে না। তাই চল আবার যাই। তাহাদের এই কথা রাসূল (সা) জানিতে পারিয়া মুসলমানদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলিলেন। তাহারা সদলবলে হামরাউল আসাদ বা বিরে আবূ উআইনা পর্যন্ত মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। মুসলমানদের এই মনোবল দেখিয়া মুশরিকরা ভীত হইয়া পড়ে এবং বাড়ির দিকে যাত্রা করিয়া বলে, আচ্ছা, আগামী বার দেখা যাইবে। ইহার পর রাসূল (সা)-ও সাহাবীগণকে নিয়া মদীনার দিকে প্রত্যাগমন করেন। এইটিকেও একটি পৃথক যুদ্ধ হিসাবে গণনা করা হয়। অতঃপর ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থাৎ যাহারা আহত হইয়া পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের নির্দেশ মান্য করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সৎ ও পরহেযগার তাহাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট ছাওয়াব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন মানসুরের সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ১৫ই শাওয়াল রোজ শনিবার। আর ১৬ই শাওয়াল রবিবার রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষক ডাকিয়া ঘোষণা করেন যে, হে লোক সকল! শত্রুর সন্ধানে বাহির হও এবং তাহারাই কেবল বাহির হইবে, গতকাল যাহারা যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে। ইহা শুনিয়া জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল আমাকে আব্বা এই বলিয়া আমার সাত বোনের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন যে, 'বৎস! তোমার আমার উভয়ের ইহাদিগকে একা রাখিয়া যাওয়া উচিত হইবে না। একজন পুরুষ থাকা দরকার। আর ইহাও হইতে পারে না যে, তুমি রাসূল (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যাইবে আর আমি ঘরে বসিয়া ইহাদের দেখাশু না করিব।' ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) আমাকে তাহার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দান করেন। মূলত এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুবাহিনীকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া এই কথা বুঝাইয়া দেওয়া যে, মুসলমানরা অসমর্থ ও শক্তিহীন হয় নাই।

আয়েশা বিনতে উছমানের গোলাম আবুস সায়িব হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন ছাবিতের সনদে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আয়েশা বিনতে উছমানের গোলাম আবুস সায়িব বলেন ঃ

বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের একজন সাহাবী ওহুদের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহার এক ভাইও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। উভয়ই ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজন বলেন, রাসূলুল্লাহর শত্রুর পিছনে ধাওয়া হওয়ার আহ্বান শুনিয়া আমি আমার ভাইকে এবং ভাই আমাকে বলিতেছিল যে, আহা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে থাকিয়া এইবার যুদ্ধ করার ভাগ্য হইতে আমরা কি বঞ্চিত হইব? দুঃখের বিষয়, আমাদের কোন সাওয়ারীও নাই এবং নাই হাটিয়া চলার মত শক্তি। তবুও আমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে চলিলাম। আমার ক্ষতগুলি কিছুটা হালকা ছিল। তাই ভাই যখন পা ফেলিয়া আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারিতেন না, তখন তাহাকে আমি কাঁধে তুলিয়া নিতাম। এইভাবে আমরা মুসলিম বাহিনীর গন্তব্য স্থানে যাইয়া পৌঁছি।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আবূ মুআবিয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালাম ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এই আয়াত সম্বন্ধে আয়েশা (রা) উরওয়াকে বলেন, হে ভাগিনা! এই আয়াতের তাৎপর্যের মধ্যে তোমার পিতা যুবাইর (রা) এবং আবূ বকর (রা)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ওহুদের যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন এবং মুশরিকরা সামনে অগ্রসর

হইতেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্দেহ হইতেছিল যে, তাহারা আবার পশ্চাদ্দিক হইতে হামলা করিতে পারে। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন, কে আছ উহাদিগকে পশ্চাদ্ধাবান করিবে? এই আহ্বানের জবাবে সত্তরজন সাহাবী উপস্থিত হন; উহাদের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং যুবাইরও (রা) ছিলেন। এই হাদীসটি এইভাবে একমাত্র বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন।

হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ আল মুআদ্দাব, আবূ নযর, আবূ আব্বাস আদ্দাওরী, আসিম ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হুবহু উপরোক্ত রূপে নয়। হিশাম ইব্ন উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, হাদিয়া ইব্ন আবদুল ওয়াহাব, হিশাম ইব্ন আব্বার ও ইব্ন মাজাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ানের সূত্রে সাঈদ ইব্ন মানসুর এবং আবূ বকর হুমাইদীও স্বীয় মুসনাদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উরওয়া হইতে ধারাবাহিকভাবে তাইমী ও ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদের সনদে হাকিম বর্ণনা করেন যে, উরওয়া বলেন ঃ আমাকে আয়েশা (রা) বলিয়াছেন যে, اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ এই আয়াতটির উপলক্ষের মধ্য তাহার পিতাও অন্তর্ভুক্ত। হাকাম বলেন—এই রিওয়ায়েতটি সহীহ্ দ্বয়ের শর্তে সহীহ বটে, কিন্তু তাহারা সহীহদ্বয়ে উহা বর্ণনা করেন নাই।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, সুমাইয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ

আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তোমার উভয় পিতা আবূ বকর এবং যুবাইর اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ এই আয়াতের উপলক্ষের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি আয়েশা (রা) হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করাটা ভুল বই নয়। কেননা এইটি মারফূ সূত্রে ছিকা রাবীদের বর্ণনার খেলাফ। মূলত ইহা আয়েশা হইতে বর্ণিত একটি মাওকূফ রিওয়ায়েত। তাহা ছাড়া হযরত যুবাইর (রা) তাহার বাপ-দাদা কিছুই নয়। আসল কথা হইল, ইহা হযরত আয়েশা (রা) তাহার ভাগিনা হযরত আসমা বিনতে আবূ বকরের ছেলে হযরত উরওয়াকে নিজে বলিয়াছিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'মীর দাদা, তাহার পিতা, আ'মী, মুহাম্মাদ ইব্ন সাআদ ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

ওহুদের যুদ্ধের পরে আল্লাহ তা'আলা আবূ সুফিয়ানের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিও তাহারা সেই যুদ্ধে কিছুটা সফলকাম হইয়াছিল। ফলে তাহারা মক্কার দিকে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর নবী (সা) বলিয়াছিলেন, যদিও আবূ সুফিয়ান আমাদের কিছুটা ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করার ফলে তাহারা মক্কামুখী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। আর ওহুদের যুদ্ধ শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ব্যবসায়ী দল জ্বীলকাদ মাসে মদীনায় আসিয়াছিল। প্রতি বছর তাহারা 'বদরে সুগরা' বা ছোট বদর প্রান্তরে অবস্থান করিত। সেই বারও তাহারা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের পরে। যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক হতাহত হইয়াছিল! আর এই আহতরা স্ব-স্ব ক্ষতের যন্ত্রণার কথা রাসূল (সা)-এর নিকট

বলিত। তাহারা অবর্ণনীয় বিপদ ও দুরাশার মধ্যে পতিত হইয়াছিল। একদিকে হুযূর (সা) আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছিলেন। অন্যদিকে শয়তান সাহাবীদেরকে কুমন্ত্রণা দিতেছিল যে, কাফিররা তোমাদের উপরে প্রচণ্ড হামলা করার জন্য সুসংগঠিত হইতেছে। ফলে সাহাবীরা হুযূরের আহ্বানে প্রথমে নীরব থাকে। তখন রাসূল (সা) ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমরা কেহ যদি না যাও, তবে আমি একাই যাইব। হুযূর (সা)-এর এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উছমান (রা), হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত সাআদ (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রা) ও আবূ উবায়দা ইব্ন জারাহ (রা) সহ সত্তরজন সাহাবী তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান এবং তখনই তাঁহারা আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানে রওয়ানা হইয়া একই চলায় বদরে ছোগরা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِمَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

ইব্ন ইসহাক আরও বলিয়াছেন ঃ হুযূর (সা) রওয়ানা করিয়া মাদীনা হইতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তখন তিনি মদীনায় ইব্ন উম্মে মাকতুমকে (রা) তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি সোম, মংগল ও বুধ এই তিনদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর মদীনায় ফিরিয়া আসেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকরের বর্ণনামতে সেখানে অবস্থানকালীন সময়ে খুযাআ গোত্রের নেতা মাবাদ ইব্ন আবূ মা'বাদ সেখান দিয়া যাইতেছিলেন। লোকটি মুশরিক ছিল, কিন্তু রাসূল (সা)-এর সংগে তাহাদের গোত্রের শান্তিচুক্তি সম্পাদিত ছিল। সে মুসলমানদের এই দুরবস্থা দেখিয়া রাসূল (সা)-কে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! তোমাদের দুরবস্থা দেখিয়া আমি মর্মাহত ও দুঃখিত। আল্লাহ তোমাদিগকে সহায়তা করুন। উল্লেখ্য হুযূর (সা) হামরাউল আসাদে পৌঁছার পূর্বেই আবূ সুফিয়ান তাহার দলবলসহ সেখান হইতে প্রস্থান করে। তখনই তাহারা বলিতেছিল যে, মুসলমানদের অবশিষ্ট অংশকে হত্যা না করা ভুল হইয়াছে। এইভাবে সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হয় নাই। তাই চলো, তাহাদিগকে ধাওয়া করি ও সকলকে হত্যা করি। এভাবে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের চিহ্ন মুছিয়া ফেলি।

এমন সময় আবূ সুফিয়ানের সাথে মা'বাদের সাক্ষাৎ হয়। সে মাবাদকে দেখিয়া বলিল, হে মা'বাদ। তাহাদের অবস্থা কি দেখিলে ? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ ও তাহার সংগীরা তোমাদের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। তাহাদিগকে যেমন ক্ষিপ্ত ও রুদ্র দেখিলাম, এমন আর কখনো দেখি নাই। যাহারা পূর্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহারাও এইবার রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারা যেন পূর্ণ শক্তির সাথে তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আমি এমন রুদ্র ও ক্ষিপ্ত বাহিনী আর কখনো দেখি নাই। এই কথা শুনিয়া আবূ সুফিয়ান শংকিত হন। তিনি মা'বাদকে বলিলেন, তোমার সংগে সাক্ষাৎ হওয়ায় ভালই হইল, না হয় আমরা তাহাদিগকে হামলার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলাম। মা'বাদ বলিলেন, এই দুরাশা ত্যাগ কর। আমার মনে হয়, তোমার এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই মুসলিম বাহিনীর অশ্ব দেখিতে পাইবে।

প্রাণে বাঁচিতে হইলে কালক্ষেপ না করিয়া পলায়ন কর। অতঃপর মা'বাদ তাহাদিগকে মুসলিম বাহিনীর এই অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করিলেন ঃ

كادت تهد من الاصوات راحلتى * اذ سالت الارض بالجرد الابابيل
تردى بأسد كرم لا تنا بلة * عند اللقاء ولا ميل معازيل
فظلت اعدو اظن الارض مائلة * لما سموا برئيس غير مخذول
فقلت ويل ابن حرب من لقائكم * اذاتغطمطت البطحاء بالخيل
انى نذير لاهل السيل ضاحية * لكل ذى اربة منهم ومعقول
من جيش احمد لا وخش تنا بلة * وليس يوصف ماانذرت بالقيل

অতঃপর আবূ সফিয়ান তাহার বাহিনীসহ মক্কার দিকে প্রস্থান করেন। এমন সময় বনী আবদুল কায়েস গোত্রের লোকের সংগে আবূ সুফিয়ানের দেখা হয়। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তোমরা কোন্ দিকে যাইতেছ? তাহারা বলিল, আমরা মদীনার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। আবূ সুফিয়ান বলিলেন, তবে তোমরা কি আমাদের পক্ষ হইতে মুহাম্মদের কাছে সংবাদ পৌঁছাইতে পারিবে যে, তাহারা প্রস্তুত হইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? যদি তোমরা এই কথা যথাযথভাবে তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দাও, তবে উক্কাযের বাজারে আমরা তোমাদিগকে বিপুল কিসমিস উপহার দিব। তাহারা বলিল, ঠিক আছে। অতঃপর হামরাউল আসাদ আসিয়া মুসলিম বাহিনীকে এই ভয়াবহ সংবাদ শোনাইয়া দিলে উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা কাহারো পরোয়া করি না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি আমাদের সাহায্যকারী। আবূ উবায়দার সূত্রে ইব্ন হিশাম বলেন ঃ রাসূল (সা) তাহাদের পুনরাগমনের সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যাঁহার অধিকারে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ! আমি তাহাদের জন্য একাটা পাথর নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। যদি তাহারা সেইস্থানে আসিয়া পৌঁছে তবে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহারা যেভাবে অতীতে জায়গা খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, আবার অনুরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে।

আলোচ্য আয়াতটি সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (র) বলেনঃ সেই যুদ্ধে আবূ সুফিয়ান ও তাহার বাহিনী মুসলমানদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও তাহারা ক্ষান্ত না হইয়া মুসলমানদের পিছনে ধাওয়া করার মনস্থ করিয়াছিল। এদিকে নবী (সা)-ও জানিতে পারেন যে, তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রেক্ষিতে নবী (সা) আবু বকর, উমর, উছমান ও আলীসহ বহু সাহাবা নিয়া তাহাদিগকে পাল্টা ধাওয়া করার জন্য বাহির হন। এই সংবাদ আবূ সুফিয়ানের কানে পৌঁছে। অপর দিকে আল্লাহও তাহার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি করিয়া দেন। তাই সে একদল উট ব্যবসায়ীর সাক্ষাত পাইয়া তাহাদের নিকট বলিয়া যায়, তোমরা মুহাম্মাদকে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে যে, কুরায়শরা বেশি বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তাহারা এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইতেছে। সেই ব্যবসায়ীদল রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে তিনি উত্তরে বলেন, আমরা কাহারও পরোয়া করি না। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সাহায্যকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।'

এইভাবে ইকরামা ও কাতাদা সহ অনেকে বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি হামরাউল আসাদ অভিযান সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি বদর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আসল কথা হইল, প্রথমোক্ত উক্তিটিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا

–'যাহাদিগকে লোকেরা বলিয়াছিল যে, তোমাদের সংগে মুকাবিলা করার জন্য লোক সমবেত হইয়াছে, অতএব তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর, তখন তাহাদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হইয়া যায়।' অর্থাৎ তাহারা মুসলমানদিগকে হতোদ্যম করার জন্য শত্রুদের সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহারা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল ছিল এবং আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিল। অর্থাৎ তাহারা বলিয়াছিল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবুয যোহা, আবূ হাসান, আবূ বকর, আহমাদ ইব্ন ইউনুস ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেনঃ ইব্রাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; তখন তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। যখন লোকেরা কাফিরদের বিপুল রণসজ্জার ভয় দেখাইয়াছিল, তখন মুহাম্মাদ (সা) আরেকবার ঈমানের দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ।

আবূ বকর ওরফে ইব্ন আইয়াশ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন আবূ বকর, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম, হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ এবং সাসারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটি হাকাম আবূ আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন ইউনুসের সনদে বর্ণনাপূর্বক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন– এই রিওয়ায়েতটি সহীহদ্বয়ের শর্তে সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিভাবে আবুয যুহা, আবূ হাসান ইস্রাইল, আবূ গাসসান মালিক ইব্ন ইসমাঈল ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইব্রাহীম (আ) কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার সময়ে তাঁহার শেষ কথাটি ছিল ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী যাকারিয়া, আবদুর রাযযাক ও ইব্ন উআইনা বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেনঃ ইব্রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন তিনি 'হাসবুনাল্লাহ' পড়িয়াছিলেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হুমাইদ আত তাবীল, আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ, আব্দুর রহীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ সুকরা, ইব্রাহীম, ইব্ন মুসা, ছাওরী, মুআম্মার ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের দিন যখন রাসূল (সা)-কে কাফির বাহিনীর বিপুল রণসজ্জার সংবাদ দিয়া সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা করা হয়, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আবূ রাফে হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ রাফেঈর দাদা, তাঁহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফে বলেন ঃ হুযূর (সা) আবূ সুফিয়ানের সন্ধানে আলীর

নেতৃত্বে ছোট একটি দল প্রেরণ করিলে পথিমধ্যে খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাদিগকে কাফির বাহিনীর ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির কথা বলিল। তিনি তখন বলিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। –অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। অতঃপর তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালেহ, আমাশ, মূসা ইব্ন উআইনা, আবূ খুযাইমা ইব্ন মাসআব ইব্ন সাআদ, হামান ইব্ন সুফিয়ান, দাল্লাজ ইব্ন আহমাদ ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ উপস্থিত হয় তখন বলিবেঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ।

অবশ্য এই সূত্রে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আওফ ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইফ, খালিদ ইব্ন মাদান, ইহাহয়া ইব্ন সাঈদ, বাকীয়া, ইব্রাহীম ইব্ন আবুল আব্বাস, হায়াত ইব্ন শুরাইহ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আওফ ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) দুই ব্যক্তির একটি বিচার সম্পাদন করেন। বিচারে পরাজয় বরণ করিয়া পরাজিত ব্যক্তি বলিল حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ইহা শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, লোকটিকে আমার নিকট নিয়া আস। সে আসিলে রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বলিয়াছ ? সে বলিল যে, আমি বলিয়াছি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। রাসূল (সা) বলিলেন, অপারগ হইয়া এবং পরাজয় বরণ করিয়া ইহা বলা মানে আল্লাহকে তিরস্কার করা বই নয়। হাঁ, তবে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সম্মুখীন হইবে তখন বলিবে– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ।

সাইফ শামী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন খালিদের সনদে নাসায়ী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে নবী (সা) হইতে মালিক যে বর্ণনা করেন, ইহা তাহারা উল্লেখ করেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতীয়া, মাতরাফ, আসবাত ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিরূপে আমি নিশ্চিত থাকিতে পারি, সেখানে শিংগা ধারণকারী শিংগা মুখে মাথা নিচু করিয়া আল্লাহর এই নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছেন যে, কখন নির্দেশ হইবে এবং কখন তিনি ফুঁক দিবেন ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই আশংকাজনক পরিস্থিতির জন্য আমরা কি পড়িতে পারি? তিনি বলিলেন, তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا –এই দোআ পড়। এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। হদীসটি উত্তমও বটে।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে, একদিন হযরত যয়নাব (রা) হযরত আয়েশার নিকট গর্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ দিয়াছেন এবং তোমাকে বিবাহ দিয়াছেন তোমার অভিভাবকরা। ইহার পাল্টা জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার বিদূষী ও নিষ্কলংকের ব্যাপারে আল্লাহ আসমান হইতে কুরআনের আয়াত নাযিল করিয়াছেন। হযরত যয়নাব (রা) তাহার কথা স্বীকার করিয়া বলেন, আচ্ছা সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তালের সাওয়ারীতে আরোহণ করার সময় তুমি কি দোআ পড়িয়াছিলে ? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পড়িয়াছিলাম।

হযরত যয়নাব বলিলেন, হাঁ, তুমি মু'মিনের বাক্যই পাঠ করিয়াছিলে। কুরআনের আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অতঃপর ফিরিয়া আসিল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া, তাহাদের কোনই অনিষ্ট হইল না। অর্থাৎ যখন তাহারা নিজেদের আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সঁপিয়া দেয়, তখন ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র বিফলে যায় এবং মুসলমানরা আল্লাহ্র অনুগ্রহে আপন শহরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অর্থাৎ কাফিরদের ষড়যন্ত্র ছিন্ন করিয়া মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া ফিরিয়া আসিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَظِيْمٍ –অর্থাৎ অতঃপর তাহারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হইল। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট ও মহান। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়ালা ইব্ন মুসলিম, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন, মুবাশ্বার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন রবীন, বাশার ইব্ন হাকাম, মুহাম্মাদ ইব্ন নঈম, আবূ বকর ইব্ন দাউদ যাহিদ, আবূ আব্দুল্লাহ আল হাফিয ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ– এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ উল্লিখিত নিয়ামাতের অর্থ হইল, তাহাদের নিরাপদে থাকা। আর ফযলের অর্থ হইল, বণিকদের নিকট হইতে রাসূল (সা) অভিযানের সময় যে মালামাল ক্রয় করিয়াছিলেন এবং পরে উহার লভ্যাংশ সংগী-সহচরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন। মুজাহিদ হইতে ইব্ন নাজীহ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ– এই আয়াতের ভাবার্থে বর্ণনা করেন ঃ

এখানে আবূ সুফিয়ানের দিকে ইংগিত দেওয়া হইয়াছে। কেননা সে বলিয়াছিল, এখন আমাদের প্রতিশোধের রণাঙ্গণ হইবে বদর, যেখানে তোমরা আমাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিলে। উত্তরে মুহাম্মাদ (সা) বলিয়াছিলেন, হয়ত তাহাই। অবশ্য রাসূল (সা) নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু তাহারা অনুপস্থিত থাকে। সেদিন সেখানে বাজার ছিল, তাহারা না আসার ফলে রাসূল (সা) বাজারে আসিয়া মাল ক্রয়-বিক্রয় করেন এবং প্রভূত লাভবান হন। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন যে, فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ –অতঃপর তাহারা ফিরিয়া আসিল আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়া, তাহাদের কিছুই অনিষ্ট হইল না। আর ইহাকে বলে, গাযওয়ায়ে বদরে ছোগরা' বা ছোট বদরের অভিযান। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর হইতে ধারাবাহিকভাবে হাজ্জাজ, হুসাইন ও কাসিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জারীর বলেনঃ যখন রাসূল (সা) আবূ সুফিয়ানের নির্বাচিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল মুশরিকের সংগে দেখা হইলে তিনি তাহাদের কাছে কুরায়শদের খবর জানিতে চাহেন। তাহারা বলিল যে, তাহারা তোমাদের মুকাবিলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়াছে। আস্‌লে এই কথা বলিয়া তাহারা মুসলিম বাহিনীকে ভয় দেখাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানরা ভীত না হইয়া বলিল, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ –অতঃপর রাসূল (সা) বদরে

উপস্থিত হন এবং সেদিন সেখানে বাজার ছিল। তবে কাফির বাহিনী না আসায় যুদ্ধ হয় নাই। এদিকে মুশরিক এক ব্যক্তি মক্কায় আসিয়া আবূ সুফিয়ানের বাহিনীর নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনীর বিবরণ দিয়া বলিল ঃ

نفرت قلوصى من خيول محمد   وعجوه منشورة كالعنجد
واتخذت ماء قديد موعدى

ইব্‌ন জারীর বলেন, কাসিম আমার নিকট ইহা এইভাবে ভুল বলিয়াছেন। আসল পংক্তি কয়টি এইরূপ ঃ

قد نفرت من رفقتى محمد + وعجوة من يثرب كالعنجد
فهى على دين ابيها الاتلد + قد جعلت ماء قديد موعد
وماء ضجنان لها ضحى الغد

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ –নিশ্চয় ইহারাই হইল শয়তান, তাহারা নিজেদের বন্ধুদের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বন্ধুদের পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ভয় দেখায়, যাহাতে তোমাদের মনোবল ভাংগিয়া যায়। তবে অটল থাকাটাই মু'মিনের কাজ। তাই পরবর্তী বাক্যেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ –সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় করিও না। তোমরা যদি ঈমানদার হইয়া থাক, আমাকেই ভয় কর। অর্থাৎ যখন তোমাদের কিছুর প্রয়োজন হইবে এবং কোন আশংকা দেখা দিবে, তখন তোমরা আমার প্রতি নির্ভর কর এবং আমার প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হও। কেননা আমিই সকলের জন্য যথেষ্ট এবং আমিই সকলকে সাহায্য করিতে সমর্থ। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

'আল্লাহ কি তাঁহার বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নহে ? আর তাহারা তোমাদিগকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে।

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ। তুমি বল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর নির্ভরকারীগণ তাঁহার উপরই নির্ভর করিয়া থাকে।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلُوْا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا

'তোমরা শয়তানের বন্ধুদের সাথে যুদ্ধ কর, নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র দুর্বল।'

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

'তাহারা শয়তানের সৈন্য, জানিয়া রাখ যে, শয়তানের সৈন্যরাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

অন্য জায়গায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ

'আল্লাহ লিখেন, আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয় লাভ করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও মহাপ্রতাপান্বিত।'

অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ

'যে আল্লাহকে সাহায্য করিবে, আল্লাহ অবশ্য তাহাকে সাহায্য করিবেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে ইহজগতে সাহায্য করিব এবং সেইদিনও সাহায্য করিব যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে। আর যেদিন অত্যাচারীদের কোন ওযরই গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ এবং জঘন্যতম নিবাস।

(١٧٦) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ
يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(١٧٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٧٨) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ
لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٧٩) مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ
الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ص
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(١٨٠) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

১৭৬. "যাহারা কুফরীর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তাহাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তাহারা কখনও তোমাকে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পরকালে তাহাদের কোন অংশ দিতে চাহেন না। তাহাদের জন্য বিরাট শাস্তি রহিয়াছে।"

১৭৭. "যাহারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করিয়াছে, তাহারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

১৭৮. "কাফিরগণ যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাহাদের মংগলের জন্য, আমি তো সুযোগ দেই যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

১৭৯. "ভালকে মন্দ হইতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রহিয়াছ, আল্লাহ মু'মিনগণকে সেই অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদিগকে অবহিত করার নহেন। তবে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলদিগের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনিলে ও তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে তোমাদের জন্য মহাপুরস্কার রহিয়াছে।"

১৮০. "আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যাহা তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে, তাহারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, উহা তাহাদের জন্য মঙ্গল। না, উহা তাহাদের জন্য অমঙ্গল। যাহা নিয়া তাহারা কৃপণতা করিবে, কিয়ামতের দিন উহাই তাহাদের গলার বেড়ি হইবে। আসমান ও যমীনের মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীরঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেনঃ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ আর যাহারা কুফরের দিকে ধাবিত হইতেছে, তাহারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করিয়া না তোলে। রাসূল (সা) মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণে অত্যন্ত সহমর্মী ছিলেন। মানুষ ইসলামের বিরোধী এবং পাপিষ্ঠ হইয়া গেলে উহা তাঁহাকে অত্যন্ত ভাবাইয়া তুলিত। তাই আল্লাহ তাহাকে এই ব্যাপারে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়া বলেনঃ

اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। মূলত আখিরাতে তাহাদিগকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। অর্থাৎ ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম দর্শন নিহিত রহিয়াছে। তাহারা ইহা তাঁহারই অনুমোদনক্রমে করিতেছে। তাহারা কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং তাহাদিগকে পরকালেও কোন অংশ দেওয়া হইবে না। وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভীষণ শাস্তি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদের চিহ্নিত করিয়া বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ যাহারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করিয়াছেন! অর্থাৎ একটি দ্বারা অন্যটি বদলাইয়াছে। لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا তাহারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিতেছে। وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ কাফিররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তাহা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাহাদিগকে অবকাশ দেই যাহাতে তাহারা পাপে উন্নতি লাভ করিতে পারে। বস্তুত তাহাদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অন্যস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ
يَشْعُرُوْنَ

'আমি যে কাফিরদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি ইহা আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য কল্যাণকর বলিয়া তাহারা কি ধারণা করিয়াছে ? না, বরং তাহারা নির্বোধ।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'আমাকে এবং এই কথায় অবিশ্বাসকারীকে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এমন ভাবে পাকড়াও করিব যে, তাহারা অনুভবই করিতে পারিবে না।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا
وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ.

'তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। আমি উহার কারণেই তাহাদিগকে দুনিয়াতেও শাস্তি দিতে চাই। পরিণামে তাহাদের মৃত্যু হইবে কুফরীর উপরে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ অর্থাৎ আল্লাহ এমন নহেন যে, তিনি পবিত্রতা হইতে অপবিত্রতা পৃথক না করা পর্যন্ত তাহারা যাহার উপরে রহিয়াছে তদবস্থায় বিশ্বাসীদিগকে ছাড়িয়া দিবেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি কাফির হইতে মু'মিনদিগকে আলাদা করিবেন। ইহা ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ আর আল্লাহ এইরূপ নহেন যে, তোমাদিগকে গায়েবের সংবাদ দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির গোপন বিষয়গুলি সম্পর্কে তোমরা অনবগত থাকিবে এবং মু'মিনদের মধ্য হইতে মুনাফিকদিগকে চিহ্নিত করিতেও তোমরা অপারগ থাকিবে। কেননা উহ্য বিষয়গুলি স্পষ্ট করিয়া দেওয়া তোমাদের জন্য ক্ষতিকর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِه مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا. اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.

'তিনি অদৃশ্যজ্ঞ, তিনি কাহাকেও অদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন না, কিন্তু রাসূলগণের মধ্যে যাহাকে পসন্দ করেন (তাহাকে অবহিত করেন)। তাহার পিছনে ও সম্মুখে রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতা চালিত করেন।'

وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাস ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তবে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বিরাট প্রতিদান।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ যাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাহাদের জন্য মঙ্গলকর হইবে তাহারা যেন এমন ধারণা না করে। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হইবে। অর্থাৎ বখিল ব্যক্তির সঞ্চিত ধন-সম্পদ যে তাহার জন্য কল্যাণকর, এমন ধারণা করা ভুল। বরং তাহা পরকালের জন্য ত ক্ষতিকর বটেই, দুনিয়ার ব্যাপারেও তাহা কখনও ক্ষতিকর হইয়া থাকে। অতঃপর সেই কৃপণের সঞ্চিত সম্পদের পরিণাম প্রকাশ করিয়া দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ যাহা নিয়া তাহারা কার্পণ্য করে সেই সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাহাদের গলায় বেড়ি বানাইয়া পরানো হইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুর রহমান, ওরফে আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবূ যার, আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর ও বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেন এবং সে যদি সেই সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তাহার সম্পদ কিয়ামতের দিন টাক মাথা বিশিষ্ট হইবে এবং গলায় গলবন্ধের মত দুইটি সর্প ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। সর্পদ্বয় তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন ভাণ্ডার। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ যাহাদিগকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাহাদের জন্য মঙ্গলকর হইবে ইহা তাহারা যেন ধারণা না করে। বরং ইহা তাহাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হইবে।

একমাত্র বুখারী এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুসলিম অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে কা'কা ইব্ন হাকীম, মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান ও লাইছ ইব্ন সাআদের সূত্রে ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন উমর, আবদুল্লাহ ইব্ন দীনার, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ সালমা, হিজ্জীন ইব্ন মুছান্না ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার সম্পদের যাকাত আদায় না করিবে, কিয়ামতের দিন সেই সম্পদকে বিষাক্ত দুইটি সাপ রূপে তাহার গলায় গলবেড়ি বানাইয়া ঝুলাইয়া দেওয়া

হইবে। সাপ দুইটি তাহাকে পেঁচাইয়া ধরিয়া উপর্যুপরি দংশন করিতে থাকিবে আর বলিবে আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধনভাণ্ডার।

আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নযর, হাশিম ইব্‌ন কাসিম, ফযল ইব্‌ন সহল এবং নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর নাসায়ী (র) বলেন, আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার ও আবদুর রহমানের বর্ণিত রিওয়ায়েতটি হইতে ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার ও আবদুল আযীযের রিওয়ায়েতটি অধিকতর শক্তিশালী।

আমার দৃষ্টিতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত দুইটির মধ্যে পরস্পরে কোন বৈপরিত্য নাই। উপরন্তু উহা একই বিষয়ে আবদুল্লাহ দীনার হইতে বর্ণিত দুইটি রিওয়ায়েত মাত্র। আল্লাহই ভাল জানেন। আবূ হুরায়রা হইতে আবূ সালিহর সূত্রে হাফিয আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে যিয়াদ খাতমী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমাইদের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ, আবূ ওয়ায়িল, জামি, সুফিয়ান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

নবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা সম্পদের যাকাত আদায় না করিবে, তাহাদের সেই সম্পদকে সাপে পরিণত করা হইবে এবং উহা কিয়ামতের দিন তাহাকে ধাওয়া করিয়া ধরিয়া গলায় ঝুলিয়া যাইবে। অতঃপর তাহাকে উপর্যুপরি দংশন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, আমি তোমার ধনভাণ্ডার। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যাহা নিয়া তাহারা কার্পণ্য করে সেই সমস্ত ধন-সম্পদ কিয়ামতের দিন তাহাদের গলায় বেড়ি বানাইয়া পরানো হইবে।

জামি ইব্‌ন আবূ রাশেদ হইতে সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনার সনদে ইব্‌ন মাজা, নাসায়ী ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে আবূ ওয়ায়িল ও শকীক ইব্‌ন সালমার সূত্রে আবদুল মালেক ইব্‌ন উআইনা এবং তিরমিযী কিছুটা বর্ধিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন-হাদীসটি হাসান সহীহ পর্যায়ের। ইব্‌ন মাসউদ আবূ ওয়ায়িল ও আবূ ইসহাক সাবীর সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী এবং আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশের সনদে হাকাম মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ হইতে অন্য হাদীসে ইব্‌ন জারীরও ইহা মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ ছাওবান হইতে ধারাবাহিকভাবে মাদান ইব্‌ন আবূ তালহা, সালিম ইব্‌ন আবুল জাআদ, সাঈদ ইব্‌ন কাতাদা, ইয়াযীদ ইব্‌ন যরী, উমাইয়া ইব্‌ন বুসতাম ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধনভাণ্ডার রাখিয়া মারা যাইবে, তাহার সেই ধন-ভাণ্ডার মাথার উপরে বিশেষ চিহ্ন বিশিষ্ট একটি সাপের আকারে তাহার পিছনে ধাওয়া করিতে থাকিবে। লোকটি বলিবে, তুমি ধ্বংস হও, বল তুমি কে ? সাপটি বলিবে, আমি তোমার সেই সম্পদ যাহা তুমি রাখিয়া আসিয়াছিলে। শেষ পর্যন্ত সাপটি তাহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার হাত পা এমনকি তাহার সমস্ত শরীর দংশন করিয়া জর্জরিত করিবে। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বটে, কিন্তু সহীহসমূহে হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালীর সূত্রে তিবরানী এবং আবূ হাকীম হইতে ধারাবাহিকভাবে হাকীম ও বাহায ইব্ন হাকীমের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ হাকীম বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যদি কেহ তাহার মনিবের নিকট অভাবের কথা বলে আর মনিব সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার অভাব পূরণে কার্পণ্য করে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন তাহার মনিবের জন্য ক্রোধে ফোঁস ফোঁস শব্দকারী বিষাক্ত সাপ ডাকা হইবে।

অন্য সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ কুযাআ, দাউদ, আবদুল আলা, ইব্ন মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, "কোন গরীব লোক যদি তাহার ধনবান আত্মীয়ের নিকট কোন কিছু চায় এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে তাহাকে তাহা না দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হইতে বিষাক্ত সাপ ডাকিয়া তাহাকে দংশন করাইবেন। উক্ত সাপ তাহার গলায় গলবেড়ি হইয়া উপর্যুপরি ছোবল দিতে থাকিবে।" মাওকূফ সূত্রে আবূ মালিক আব্দী হইতে হাজার ইব্ন বয়ান ওরফে আবূ কুযাআর রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য হাদীসে আবূ কুযাআ হইতে মুরসাল সূত্রেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সেই সকল আহলে কিতাবদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহাদের নিকট পূর্ববর্তী কিতাব মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহা যথাযথভাবে পরবর্তী লোকদিগকে জানাইতে কার্পণ্য করিয়াছে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আয়াতের অর্থের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে প্রথমোক্ত অর্থই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। তবে ইহার অর্থ যে এরূপ হইতে পারে না তাহা নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ আর আল্লাহ হইলেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্বত্বাধিকারী।' তাই فَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার নামে কিছু খরচ কর। মোটকথা প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে। মূলত ধন-সম্পদ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করিলে উহাই কিয়ামতের দিন কাজে আসিবে। وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ যাহা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। অর্থাৎ তোমাদের নিয়্যত ও মনের গোপন কথাগুলিও আল্লাহ ভালো করিয়া জানেন।

(١٨١) لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ م
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ○
(١٨٢) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ○
(١٨٣) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا
بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ
فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١٨٤) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

১৮১. "যাহারা বলে, আল্লাহ্ গরীব ও আমরা ধনী, তাহাদের কথা আল্লাহ্ শুনিয়াছেন। তাহারা যাহা বলিয়াছে আর নবীগণকে যেরূপ অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে তাহা অচিরেই আমি লিপিবদ্ধ করিব এবং বলিব, তোমরা দগ্ধ হওয়ার শাস্তি আস্বাদন কর।"

১৮২. "ইহা তোমাদের কর্মফল আর নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের ব্যাপারে যালিম নহেন।"

১৮৩. "যাহারা বলে, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন যে, আমরা এমন কোন রাসূলের উপর ঈমান আনিব না, যাহার কুরবানী আগুন গ্রাস করিবে না। তাহাদিগকে বল, আমার আগেও অনেক রাসূল সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়া এমনকি তোমাদের কথিত নিদর্শন সহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল। তোমাদের কথা যদি সত্য হয় তবে কেন তাহাদিগকে হত্যা করিলে ?

১৮৪. "অনন্তর তোমাকে যদি তাহারা অস্বীকার করে-তোমার পূর্বে যাহারা সুস্পষ্ট প্রমাণ, আসমানী সহীফাসমূহ ও আলোকময় গ্রন্থসহ আসিয়াছিল, তাহাদিগকেও অস্বীকার করা হইয়াছিল।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবাইর বর্ণনা করেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا (কে আছ আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে ? অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে তিনি তাহাকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ দান করিবেন) তখন ইয়াহুদীরা বলিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রভু দরিদ্র, তাই বান্দাদের নিকট ঋণ চাহিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের কথা শুনিয়াছেন যাহারা বলিতেছে, আল্লাহ্ হইলেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

হযরত আবূ বকর (রা) একদা একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সমবেত বহু ইয়াহুদী দেখিতে পান। তিনি আরও দেখিতে পান যে, কানহাস নামক এক ইয়াহুদী সমবেত সকলের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছেন। তিনি হইলেন তাহাদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলিম ও ধর্মযাজক। তাহার সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট ইয়াহুদী ধর্মপণ্ডিত আশইয়া। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিলেন, হে কানহাস! তোমার অমঙ্গল হউক। আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। তুমি ভাল করিয়াই জান যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা আনিয়াছেন তাহা সত্য। তোমাদের হাতের তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তাহার সত্যতার প্রমাণ রহিয়াছে।

কানহাস বলিলেন, হে আবূ বকর! আল্লাহর শপথ; দরিদ্র আল্লাহ্র শপথ; দরিদ্র আল্লাহ্র আমরা মুখাপেক্ষী নহি, বরং তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি যেভাবে কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন, আমরা তাহার নিকট সেইভাবে প্রার্থনা করি না। কেননা, আমরা তাহার অপেক্ষা ধনবান। তিনি যদি ধনবান হইতেন তাহা হইলে আমাদের নিকট ঋণ চাইতেন না–যাহা তোমাদের নবী বলিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে সুদ গ্রহণ করিতে বারণ করেন,অথচ তিনি নিজেই সুদ দিতে চাইতেছেন। তিনি যদি ধনবান হইতেন তবে আমাদিগকে সুদ দিতে চাইবেন কেন ?

ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া কানহাসের গালে সজোরে চড় বসাইয়া দেন। অতঃপর বলেন, যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাহার কসম! যদি তোমাদের ও আমাদের মাঝে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না থাকিত, তবে তরবারির আঘাতে তোমার দেহ হইতে মাথা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম। হে আল্লাহর দুশমন! কেন মিথ্যা কথা বলিতেছ ? সৎসাহস থাকিলে সত্য প্রকাশ কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। এই ঘটনার পর কানহাস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! দেখ, তোমার সহচর আমাকে কি করিয়াছে! রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকর (রা)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার! বল কি ঘটাইয়াছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি আল্লাহর চরম শত্রু। সে তাঁহার সম্পর্কে জঘন্য মন্তব্য করিয়াছে। সে বলে যে, আল্লাহ দরিদ্র আর সে ধনবান। তাহার এই কথা শুনিয়া আমি আল্লাহর মহব্বতে ক্রোধান্বিত হই এবং তাহার গালে একটা চপেটাঘাত বসাইয়া দেই। কিন্তু কানহাস অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলেন যে, আমি ইহা বলি নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের কথা শুনিয়াছেন যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ হইলেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوْا এখন আমি তাহাদের বক্তব্য এবং قَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ (যে সকল নবীকে তাহারা অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে) তাহা লিখিব। অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে তাহাদের এই ধরনের মন্তব্যগুলি এবং রাসূলগণের সহিত তাহাদের অন্যায় ব্যবহার ও কার্যাবলী লিখিয়া রাখিব। পরন্তু অতি সত্বরই তাহারা ইহার সমুচিত প্রতিফল পাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ তাহাদিগকে বলিব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। এই হইল তাহারই প্রতিফল যাহা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠাইয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। তাহাদিগকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করিয়া ইহা বলা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ যাহারা বলে যে, আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোন রাসূলের উপর বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যে রাসূল আমাদের নিকট এমন কুরবানী নিয়া

আসিবে না যাহা আগুন গ্রাস করিয়া নিবে। এখানে আল্লাহ তাহাদের এই ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহ কোন নবীর উপর ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন যতক্ষণ তাহারা এমন কোন মু'জিযা প্রদর্শন না করিবে যে, তাহার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কিছু উৎসর্গ করিলে তাহার সেই উৎসর্গ গ্রহণ করার জন্য আসমান হইতে আল্লাহ প্রেরিত আগুন আসিয়া তাহা গ্রাস করিয়া নিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তাঁহাদের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنَاتِ 'তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রাসূল নিদর্শনসমূহ নিয়া আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ নবুওয়াতের সত্যতার উপর বহু দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছিলেন।

وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ আর তোমরা যাহা আব্দার করিয়াছ তাহা নিয়াও আসিয়অছিল। অর্থাৎ কবূলকৃত উৎসর্গসমূহ আসমানী আগুনে খাইয়া ফেলিত।

فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ তখন তোমরা কেন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিলে ? অর্থাৎ তখনও ত তোমরা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিয়াছিলে, বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলে, অপবাদ দিয়াছিলে, উপরন্তু তাহাদিগকে হত্যাও করিয়াছিলে।

اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। অর্থাৎ যদি তোমরা সত্যবাদী হইতে তবে তোমরা কেন তাহাদের অনুসরণ করিলে না ? কেন তাহাদিগকে সাহায্য করিলে না ?

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاؤُا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ অর্থাৎ তাহা ছাড়া ইহারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও ইহারা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিলে তোমার দুঃখিত না হওয়াই উচিত। কেননা তোমার পূর্ববর্তী নবীগণ যাহারা উত্তম আদর্শ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আবির্ভূত হইয়াছিল তাহাদিগকেও ইহারা অবিশ্বাস করিয়াছিল ও দুঃখ দিয়াছিল। وَالزُّبُرِ সে সকল আসমানী কিতাব যাহা ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে নবীদের উপর নাযিল করা হইয়াছিল। وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ স্পষ্ট ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ।

(١٨٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝
(١٨٦) لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ
ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

১৮৫. "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায়ই দেওয়া হইবে। অতঃপর যাহাকে অগ্নি হইতে রেহাই দেওয়া হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় সম্ভোগ ব্যতীত কিছুই নহে।"

১৮৬. "তোমাদিগকে অবশ্যই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হইবে। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের ও মুশরিকদের নিকট হইতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনিবে। যদি তোমরা ধৈর্যসহকারে সতর্কভাবে চল, তবে নিশ্চয়ই তাহা দৃঢ়তাব্যঞ্জক কাজ হইবে।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জীবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

'এই পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ধ্বংসশীল, শুধু তোমার প্রভুর মুখমণ্ডল চিরন্তন থাকিবে, যিনি মহাসম্মানিত ও মহাপ্রতাপান্বিত।' একমাত্র সেই অদ্বিতীয় আল্লাহই অমর ও অবিনশ্বর আর জিন ও ইনসান সকলই মরণশীল। এইভাবে সকল ফেরেশতা, এমন কি আরশবাহী ফেরেশতাকুলও মৃত্যু বরণ করিবে। সেই মহা প্রতাপান্বিত একক আল্লাহই চিরস্থায়ী। তিনিই আদি এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন। মোটকথা ধরাপৃষ্ঠে তখন কোন প্রাণী অবশিষ্ট থাকিবে না। সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখন কিছুই থাকিবে না! হযরত আদমের (আ) পৃষ্ঠ হইতে যত সন্তান জন্ম নিবার ছিল তাহা জন্ম নিবে। অতঃপর সকলেই মরণঘাটে অবতরণ করিবে। এভাবে যখন সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং তিনি সকলকে ছোট বড় সকল কার্যের প্রতিদান দিবেন। কাহারও উপর অণুপরিমাণ অত্যাচার করা হইবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিনিময় পাইবে।

আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে ধারাবাহিকভাবে হুসাইন, জাফর ইব্ন মুহাম্মাদ, আলী ইব্ন হুসাইন, আলী ইব্ন আবূ আলী হাশিমী, আবদুল আযীয আওসামী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ

রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর মুহূর্তে আমাদের মনে হইতেছিল যে, কেহ আসিতেছিলেন, পায়ের শব্দও শোনা যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না। এমন সময় আমরা শুনিতে পাইলাম, হে নবীর পরিবারের লোকগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর পক্ষ হইতে শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক। প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিতে হইবে। তবে আপনারা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বিনিময় প্রাপ্ত হইবেন। যাহারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে, মহান আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য অশেষ পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহর উপর ভরসা করুন এবং তাহারই নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করুন। মূলত প্রকৃত বিপদগ্রস্ত সেই ব্যক্তি, যে পুণ্য লাভ হইতে বঞ্চিত থাকে। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

জাফর ইব্ন মুহাম্মদ বলেন, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছেন, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিয়াছেন, তোমরা কি জান, এই ব্যক্তি কে? এই ব্যক্তি হইলেন হযরত খিযির আলাইহিস সালাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ তারপর যাহাকে দোযখ হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে, তাহার কার্যসিদ্ধি ঘটিবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাইবে, সেই হইল প্রকৃত সাফল্যমণ্ডিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি চাবুক পরিমাণ স্থান পাওয়া দুনিয়া ও তন্মধ্যকার সমস্ত কিছু হইতে মহামূল্যবান ও উত্তম! فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ যে ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বিমুক্ত হইয়াছে এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, নিশ্চিত সে-ই সফলকাম হইয়াছে। এই অতিরিক্ত অংশটুকু ব্যতীত মুহাম্মদ ইব্ন আমরের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এবং আবূ হাতিম ও ইব্ন হাব্বান নিজ নিজ সহীহ্ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে সহল ইব্ন সাআদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হাযিম, আমর ইব্ন আলী, হুমাইদ ইব্ন মাসআদ, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্ন সাআদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যে কাহারও জন্য বেহেশতের একটি চাবুক পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও দুনিয়ার অভ্যন্তরের সকল বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি এই আয়াতাংশটি তিলাওয়াত করেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্ন আব্দে রব্বিল কা'বা, যায়িদ ইব্ন ওহাব, আ'মাশ ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, যাহার দোযখের অগ্নি হইতে মুক্তি পাওয়ার এবং জান্নাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা রহিয়াছে সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ এবং কিয়ামতের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখে। পরন্তু সে যেন মানুষের সাথে সেই রকম ব্যবহার করে যাহা সে নিজের ব্যাপারে অন্যের নিকট হইতে কামনা করে। ওয়াকীর সূত্রে মুস্নাদে আহমাদেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আর পার্থিব জীবন প্রবঞ্চনা বই অন্য কিছু নহে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ। কারণ দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত নাতিদীর্ঘ, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

'তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিতেছ। অথচ পারলৌকিক জীবন উত্তম ও স্থায়ী।' অন্যখানে রহিয়াছে ঃ

وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّأَبْقٰى

'তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা শুধু মাত্র ইহলৌকিক জীবনের সম্পদ ও সৌন্দর্য। আর আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে তাহা উত্তম ও চিরস্থায়ী।'

হাদীসে আসিয়াছে ঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর শপথ! কোন লোক সমুদ্রে একটি আঙ্গুল ডুবাইলে তাহার আঙ্গুলের অগ্রভাগে যে পানি উঠে সেই পানির সঙ্গে সমুদ্রের অবশিষ্ট পানির যে তুলনা, পরকালের তুলনায় পৃথিবীও তদ্রূপ।

কাতাদা (রা) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ ইহা একটি তুচ্ছ স্থান অথবা একটি বালুর বাঁধ ছাড়া আর কিছুই নহে। একমাত্র মাবুদ-আল্লাহর কসম! প্রত্যেককে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই স্থান স্থায়ীভাবে থাকার জন্য নয়। সুতরাং সকলের উচিত আন্তরিকতার সহিত সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর আনুগত্য করা। কেননা সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু তিনি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ অবশ্যই ধন সম্পদে এবং জন সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হইবে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

'আমি অবশ্যই তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জন-সম্পদ এবং শস্যহানি দ্বারা পরীক্ষা করিব।' অর্থাৎ মু'মিনের পরীক্ষা অবশ্যই হইয়া থাকে; কখনও সম্পদের উপর, কখনও জীবনের উপর, কখনো ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের উপর, এমনকি দীনের ব্যাপারে মু'মিনের পরীক্ষা হইয়া থাকে। তবে যে বেশি খোদাভীরু তাহার পরীক্ষাও হয় তত কঠিন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই শুনিবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাব এবং মুশরিকদের নিকট বহু অশোভন উক্তি। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন সাহাবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা আহলে কিতাব ও মুশরিকদের নিকট হইতে বহু কটুক্তি ও দুঃখজনক কথা শুনিবে। তখন তোমাদিগকে ধৈর্যশীল ও সংযমী হইতে হইবে। তবে উহার পর তোমাদের জন্য শুভদিনের শুভদ্বার খুলিয়া যাইবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ অর্থাৎ যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাহা হইবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার।

উসামা ইব্ন যায়িদ হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন যুবাইর, যুহরী, শুআইব ইব্ন আবূ হামযা, আবূ ইয়ামান, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন ঃ নবী (সা) ও তাহার সাহাবীগণ প্রায়শ মুশরিক ও আহলে কিতাবদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতেন। তাহাদের বাঁকা কথা ও অশোভন উক্তির বেলায় ধৈর্য ধারণ করিতেন এবং আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশের উপর তাঁহারা যথাযথ আমল করিতেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

'তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন তাহাদের সঙ্গে ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করিতেছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাহাদিগকে জিহাদের অনুমতি দেন। ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই আয়াত সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ হাদীস উসামা ইব্ন যায়িদ ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ইব্ন যুবাইর, যুহরী, শুআইব, আবুল ইয়ামান ও বুখারী বর্ণনা করেন। উরওয়া ইব্ন যুবাইরকে উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূল (সা) তাঁহার গাধার উপর সওয়ার হইয়া উসামাসহ সাআদ ইব্ন ইবাদার অসুস্থতার খোঁজ নেয়ার জন্য বনূ হারিছা ইব্ন খাযরাজ গোত্রের মহল্লায় প্রবেশ করেন। ঘটনাটি বদরের যুদ্ধের পূর্বের। তখন সেখানে তিনি একটি জনসমাবেশ দেখিতে পান। সমাবেশে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূলও উপস্থিত ছিল। তখন সে প্রকাশ্য কাফির ছিল। সভায় মুসলিম, সাবেঈ, মুশরিক, ইয়াহূদীসহ বহু ধরনের লোক উপস্থিত ছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহাও (রা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাওয়ারী হইতে ধূলাবালি উড়িতে থাকিলে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই নাকে কাপড় দিয়া বলিল, ধূলা উড়াইবেন না। ইতিমধ্যে রাসূল (সা) তাহাদের একেবারে কাছে পৌঁছিয়া যান এবং তাহাদিগকে সালাম দিয়া সাওয়ারী থামাইয়া অবতরণ করেন। অতঃপর তাহাদিগকে তিনি ইসলামের প্রতি আহবান করেন এবং কুরআনের আয়াত পাঠ করেন।

ইহা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, জনাব! আপনার কথা আমাদের কাছে ভাল লাগে না। যদি আপনার কথা সত্য হয়, তবুও আপনি কোন্ অধিকারে আমাদের সমাবেশে আসিয়া কথা বলিতেছেন ? যান, আপনি আপনার সওয়ারীতে উঠিয়া পথ দেখুন। হাঁ, তবে আপনার বাড়িতে যদি কেহ যায়, তাহাকে আপনি আপনার কিচ্ছা কাহিনী শোনাইবেন।

এই কথা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! অবশ্যই আপনি আমাদের সভায় আগমন করার অধিকার রাখেন। আমাদের নিকট আপনার কথাগুলি খুবই প্রিয়। ইহার পর মুসলমান, মুশরিক ও ইয়াহূদীদের মধ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এমন কি যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে রাসূল (সা) সকলকে বুঝাইয়া পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং সবাই নীরব হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া হযরত সাআদের (রা) নিকট যান এবং সাআদকে বলেন, হে সাআদ! আজকে আবূ হাব্বাব কি অসহনীয় কাণ্ড ঘটাইয়াছে শুনিবে ? তিনি বলিলেন, কি করিয়াছে ? রাসূলুল্লাহ তাহাকে বিস্তারিত ঘটনা শোনাইলেন।

ঘটনা শুনিয়া সাআদ (রা) বলিলেন, উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। যেই সত্তা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিয়াছেন এবং যেই সত্তা আপনাকে সত্য দীনের ধারক করিয়াছেন তাঁহার শপথ! আপনার সঙ্গে তাহার চরম শত্রুতা রহিয়াছে। তাই ইহা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, এখানকার মানুষ তাহাকে নেতা নির্বাচিত করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার জন্য নেতৃত্বের আমামাও তৈরী করার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। এমন সময় আল্লাহ আপনাকে তাঁহার নবী হিসাবে মনোনীত করেন। জনতা আপনাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে তাহার নেতৃত্ব চলিয়া যায়।

এই কারণে সে ক্রোধ ও হিংসায় ফাটিয়া পড়ে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। মুশরিক ও আহলে কিতাবদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক ক্ষমা করাই ছিল রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীগণের অভ্যাস। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলেন ঃ

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا

'অবশ্য তোমরা শুনিবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরিকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْيَرُدُّوْنَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوْا وَاَصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের অধিকাংশ ইহা কামনা করে, যদি তোমরা ঈমান আনার পর পুনরায় কাফির হইয়া যাইতে। ইহা তাহাদের হিংসার ফল। যেহেতু তাহাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাহাদিগকে ক্ষমা কর ও এড়াইয়া চল।

যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ না দিয়াছেন ততদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতঃপর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে কুরাইশের বড় বড় কাফির নেতা নিহত হয়। ইসলামের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি দেখিয়া আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সঙ্গীরা ভীত হইয়া পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। কেননা ইহা ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। একথা সত্য যে, যাহারা সত্যের দাওয়াত দেয়, মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করিতে নিষেধ করে, তাহাদের উপর বিপদ-আপদ অবধারিত। সেক্ষেত্রে একমাত্র পথ হইল সবর করা, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও নিজেকে তাঁহার নিকট সঁপিয়া দেওয়া।

(١٨٧) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ط فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ○
(١٨٨) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(١٨٩) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৮৭. "আর স্মরণ কর, যখন আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে আল্লাহ কঠিন প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, অবশ্যাই তোমরা মানুষের কাছে সত্য প্রকাশ করিবে এবং কিছুতেই উহা গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা এই প্রতিশ্রুতি পিছনে ছুড়িয়া ফেলিল এবং উহার বিনিময়ে ক্রয় করিল তুচ্ছ স্বার্থ। কতই ঘৃণ্য তাহাদের খরীদা বস্তু!"

১৮৮. "যাহারা প্রাপ্ত বস্তু নিয়া উল্লাস করে আর তাহারা যাহা করে নাই তাহাতেও প্রশংসা চায়, অনন্তর ভাবিও না যে, তাহারা শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মূলত তাহাদের জন্যই কষ্টদায়ক শাস্তি।'

১৮৯. "এবং আসমান ও যমীনের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর আর আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর শক্তিমান।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল আহলে কিতাবকে সতর্ক করিয়াছেন, যাহাদের নবীগণের মাধ্যমে তাহাদের নিকট হইতে মুহাম্মদ (স)-এর উপর ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল। তাহা হইলে তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন বার্তা জনগণকে জানাইয়া দিবে। আর যখন তাঁহার আগমন ঘটিবে তখন তাহারা অনুগামী হইবে। অথচ তাহারা এই সকল কথা ও আল্লাহর দেয়া বিবরণ গোপন করিয়া ফেলিল এবং তাহারা নগণ্য স্বার্থের বিনিময়ে উহার ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিল। অথচ উহার ক্রয়-বিক্রয় জঘন্যতম পাপ।

ইহাতে বর্তমান আলিমদের জন্যও সতর্কবাণী রহিয়াছে যে, তাহারা যেন উহাদের মত সত্য গোপন না করে। তাহা হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ ভোগ করিতে হইবে যে বিপদ আহলে কিতাবরা ভোগ করিতেছে। আর তাহাদিগকে উহাদের মত আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রকোপে নিপতিত হইতে হইবে। তাই তাহারা যেন যথাযথভাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার মঙ্গলকর কথাগুলি জনসাধারণকে অবহিত করে এবং দীনের কোন কথা যেন গোপন না করে।

নবী (সা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, কেহ যদি জানিয়া শুনিয়া দীনের ব্যাপারে কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাহাকে আগুনের লাগাম পরাইয়া দেওয়া হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের প্রশংসা কামনা করে, তাহারা আমার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এইরূপ ধারণা করিও না। অর্থাৎ যাহারা আত্মশ্লাঘায় ভুগিতেছে এখানে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিছামিছি প্রশংসার দাবি করে, তাহাকে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রাপ্য হইতেও কম দেন। সহীহদ্বয়ে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, উলঙ্গ ব্যক্তির বস্ত্র পরিধানের দাবির মতই মিথ্যা প্রশংসা দাবিদারের দাবিটি। হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আবূ মুলায়কা, ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন ঃ

একদা মারওয়ান তাঁহার দারোয়ান রাফেকে বলেন, হে রাফে! হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের (রা) নিকট গিয়া বল, স্বীয় কৃতকর্মের প্রতি আনন্দিত ব্যক্তিকে এবং না করা কার্যের জন্য প্রশংসাপ্রার্থীকে যদি আল্লাহ পাক শাস্তি প্রদান করেন তবে আমাদের মধ্যে কেহই মুক্তি পাইবে না। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইহার উত্তরে বলেন, এই আয়াতটিতে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; বরং ইহা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন যে, এই কিতাবের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সাধারণ মানুষের সামনে বিবৃত করিবে এবং গোপন রাখিবে না। বস্তুত তাহারা সে আদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহার বদলে নগণ্য বিনিময় নিয়া নিয়াছে। সুতরাং তাহারা যাহা আহরণ করিয়াছে তাহা নিতান্তই মন্দ বস্তু। আর যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হয় এবং যে সৎকর্ম তাহারা করে নাই তাহার জন্য প্রশংসা পাইতে চায়, এমন লোকদের সম্পর্কে কস্মিনকালেও ধারণা করিবে না যে, তাহারা বিশেষ ধরনের আযাব হইতে নিরাপদ থাকিতে পারিবে।

অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (সা) আহলে কিতাবদিগকে কোন একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহার সত্যতা গোপন করে এবং উল্টা কথা বলিয়া দেয়। অথচ তাহারা বাহিরে আসিয়া বলে যে, ঠিকই বলিয়াছি। উপরন্তু তাহারা এইজন্য প্রশংসা বাক্য শোনার অপেক্ষায় থাকে। আর তাহারা সার্থকভাবে সত্য গোপন করিতে পারিয়াছে বলিয়া পরস্পরে আনন্দ ও খুশি প্রকাশ করিতে থাকে। ইহাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। আবদুল মালিক ইব্ন জারীজের সনদে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী স্ব স্ব তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন খুযাইমা, ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকেম স্বীয় মুস্তাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ মালিক ও ইব্ন জারীরের সনদে বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস বলেন ঃ মারওয়ান তাহার দারওয়ানকে বলেন যে, হে রাফে! ইব্ন আব্বাসের নিকট যাও। অতঃপর সে গিয়া উপরোক্তরূপে আলোচনা করে।

আবূ সাঈদ খুদরী হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্ন ইয়াসার, যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর, সাঈদ ইব্ন আবূ মারইয়াম ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীরা যখন যুদ্ধে যাইতেন, তখন মুনাফিকরা বাড়ীতে বসিয়া থাকিত। তাহারা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিত। পরন্তু যুদ্ধে যাওয়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে তাহারা আনন্দ করিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার জন্য শপথ করিয়া বহু ওযর অযুহাত পেশ করিত। এমন কি তাহারা যে কাজ করিত না তাহার জন্য প্রশংসা শুনিতে উৎসুক হইত। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا তুমি মনে করিও না, যাহারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তাহারা আমার নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।' ইব্ন আবূ মারইয়ামের সনদে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যায়িদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন সাআদ ও লাইছ ইব্ন সাআদের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যায়িদ ইব্ন্ আসলাম বলেন ঃ

আবূ সাঈদ, রাফে ইব্ন খাদীজ ও য়ায়িদ ইব্ন ছাবিত রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলিয়াছেন, আমরা একদা মারওয়ানের নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হে আবূ সাঈদ! আল্লাহর لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَالَمْ يَفْعَلُوْا এই বাণীর প্রতি কি লক্ষ্য করিয়াছেন ? এখানে কি বলা হয় নাই যে, আমরা কৃতকর্মের জন্য আনন্দিত হই এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করি ? আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন, ইহা এই উদ্দেশ্যে নাযিল হয় নাই; বরং সেই সকল মুনাফিক ইহার লক্ষ্য। বস্তুত যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে কোন যুদ্ধের বিরোধিতা করিত এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত। পরন্তু যুদ্ধে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা খুশিতে মাতোয়ারা হইত। কিন্তু মুসলমানরা বিজয়ী হইলে তাহারা যুদ্ধে উপস্থিত হইতে না পারার জন্য বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত পেশ করিত। অতঃপর মারওয়ান বলেন, তোমার এই কথার সংগে কি আয়াতের কোন মিল আছে ? আবূ সাঈদ (রা) বলেন, যায়িদ ইব্ন ছাবিতও ইহা অবগত আছেন। মারওয়ান তখন যায়িদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবিকই কি ব্যাপার এইরূপ ? তিনি বলিলেন, হাঁ, আবূ সাঈদ সত্য বলিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) আরও বলেন যে, রাফে ইব্ন খাদীজও ইহা জানেন। কিন্তু তিনি ইহা প্রকাশ করিতে এই আশংকা করিতেছিলেন যে, তাহা হইলে হয় তো মারওয়ান তাহার সাদকার উটগুলি ছিনাইয়া নিবে। অতঃপর বাহিরে আসিয়া যায়িদ (রা) আবূ সাঈদ খুদরীকে (রা) বলেন, আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিলাম। তাই আমাকে কি প্রশংসা করিবেন না ? আবূ সাঈদ বলিলেন, হাঁ, আপনি সত্য সাক্ষ্য দিয়াছেন। যায়িদ বলিলেন, সত্য সাক্ষ্যদাতা কি প্রশংসার দাবিদার নহে ?

রাফে ইব্ন খাদীজ হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন আসলাম ও মালিকের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাফে ইব্ন খাদীজ এবং যায়িদ ইব্ন ছাবিত মদীনার আমীর মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট বসা ছিলেন। তখন মারওয়ান জিজ্ঞাসা করেন, হে রাফে! আলোচ্য আয়াতটি কোন্ উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে ? তদুত্তরে তিনি আবূ সাঈদ খুদরীর মত সমর্থন করেন। ইহার পরে মারওয়ান হযরত ইব্ন আব্বাসের (রা) নিকট লোক পাঠাইয়া এই ব্যাপারে জানিতে চাহিলে তিনিও আবূ সাঈদের বর্ণনার মতই বর্ণনা দান করেন। উল্লেখ্য যে, মূলত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইহাদের বর্ণনার মধ্যে পরস্পরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। কেননা, এই আয়াতটির উপলক্ষ নির্দিষ্ট বটে, কিন্তু তাৎপর্য ব্যাপক। তাই উহা কোন সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নহে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ছাবিত আনসারী হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মূসা ইব্ন উকবা ও মুহাম্মদ ইব্ন আতীকের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ছাবিত আনসারী বলেন ঃ

ছাবিত ইব্ন কাইস আনসারী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আতংকিত যে, আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হইতে এবং প্রশংসার দাবি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমি প্রশংসা পসন্দ করি। আল্লাহ তা'আলা অহংকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমি আমার সৌন্দর্যের জন্য গর্ববোধ করি। আর আল্লাহ আপনার কণ্ঠস্বরের

উপর কণ্ঠস্বর উচ্চ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অথচ আমার স্বর খুবই মোটা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহা পসন্দ কর না যে, তুমি প্রশংসিত পুরুষ হও, শহীদ হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর।' তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি ইহা কামনা করি। বস্তুত পরবর্তীকালে তিনি প্রশংসা লাভ করেন এবং মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের সাথে যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ - এমন ধারণা করিও না যে তাহারা আমার আযাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশের تَحْسَبُنَّهُمْ-এর تا কে يا দিয়া একবচন করিয়াও পড়া যায়। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, হে নবী! তুমি ধারণা করিয়াছ যে, তাহাদিগকে তুমি মুক্তির পথ দেখাইবে। অথচ তাহাদের জন্য আযাব অবধারিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -বস্তুত তাহাদের জন্য রহিয়াছে বেদনাদায়ক আযাব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -'আর আল্লাহর জন্যই হইল আসমান ও যমীনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।' অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক বস্তুর অধিপতি এবং প্রত্যেক বস্তুর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। কোন কাজেই তিনি অক্ষম নহেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাক। তাঁহার ক্রোধ এবং শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকলেরই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কেননা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তির আধার। কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।

(١٩٠) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

(١٩١) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

(١٩٢) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۗ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝

(١٩٣) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝

(١٩٤) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

১৯০. "নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজন এবং দিবস ও যামিনীর আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

১৯১. "সেই সব জ্ঞানী যাহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়া গবেষণা করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই; তুমি পবিত্র। অনন্তর আমাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে নাজাত দাও।"

১৯২. "হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহাকে আগুনে প্রবেশ করাইবে তাহাকে অবশ্যই লাঞ্ছিত করিলে। বস্তুত যালিমের কোন সহায়ক নাই।"

১৯৩. "হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের আহ্বান জানাইতে শুনিয়াছি, তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! সে মতে আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর ও আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর এবং পুণ্যবানদের সংগীরূপে আমাদের মৃত্যু দান কর।"

১৯৪. "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে তাহাই দাও যাহার প্রতিশ্রুতি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে তুমি দিয়াছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না, তুমি নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি ভংগ কর না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, জাফর ইব্‌ন আবূ মুগীরা, ইয়াকুব, আলকামা, ইয়াহিয়া হাম্মানী, হুসাইন ইব্‌ন ইসহাক তাসতারী ও তিব্‌রানী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

একদা কুরায়শগণ ইয়াহুদীদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত মূসা (আ) তোমাদের নিকট কি কি নিদর্শন আনিয়াছিলেন ? তাহারা উত্তরে বলিল, জন্মান্ধকে চক্ষুদান করা, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করা এবং মৃতকে জীবিত করা । ইহার পর তাহারা নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেন। তিনি আল্লাহর নিকট এই দোয়া করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।' অতএব তোমরা এইগুলির ব্যাপারে গভীর চিন্তা কর।' এই হাদীসে জটিলতা হইল যে, এই আয়াতটি মাদানী আর এই প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল মক্কায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির মধ্যে রহিয়াছে নিদর্শন। অর্থাৎ আকাশের মত সুউচ্চ ও প্রশস্ত বস্তু এবং ভূমণ্ডলের মত সমতল, শক্ত ও সুদীর্ঘ বস্তু, আর আকাশের অসংখ্য স্থিতিশীল ও গতিশীল তারকারাজি এবং পৃথিবীর সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-বনানী, ফল-মূল, জীব-জন্তু, খনিজ দ্রব্য এবং খাদ্য সামগ্রীর পৃথক পৃথক স্বাদ-গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে রহিয়াছে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন।

وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ - অর্থাৎ দিন-রাত্রির পরিবর্তন ও হ্রাস-বৃদ্ধি এবং সমতা সৃষ্টি ইত্যাদি মহাপরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময় আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ -অর্থাৎ এইগুলির ভিতরে মেধার অধিকারী চিন্তাশীলদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত সমাধান, যাহারা প্রত্যেক জিনিসের গভীরে পৌঁছিতে সক্ষম ও অভ্যস্ত। কেননা তাহারা অজ্ঞদের মত জ্ঞান বিবর্জিত নয়। ইহাদের সম্পর্কে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ.
وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কতইনা নিদর্শন রহিয়াছে যেইগুলি হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলে। সেইগুলির তাৎপর্য, শিল্প বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক হইতে বাঁচিতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার চিন্তাশীল ও বিজ্ঞানীদের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ - যাহারা দণ্ডায়মান, উপবেশন ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।

ইমরান ইব্‌ন হেসীনের সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে বলিয়াছেনঃ "নামায দাঁড়াইয়া পড়, ইহাতে সক্ষম না হইলে বসিয়া পড়, আর যদি ইহাতেও অক্ষম থাক তাহা হইলে শুইয়া পড়।" অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে, মুখে ও অন্তরে সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণে মশগুল থাক।

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ-যাহারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, এবং উহাতে এক আল্লাহর কুদরাত, ইলম, হিকমাত, তাঁহার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও করুণার পরিচয় পাইয়া থাকে।

শায়খ আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন ঃ

বাড়ি হইতে বাহির হইবার পথে যত বস্তু আমার দৃষ্টিতে পড়ে তাহার প্রত্যেকটির মধ্যে আমি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাই। প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে আমার জন্য একটি না একটি শিক্ষণীয় বিষয়। ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া তাহার 'তাওয়াক্কুল ওয়াল ই'তেবার' গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেনঃ 'একটু সময় চিন্তা-গবেষণা করা সারা রাত দাঁড়াইয়া ইবাদত করা হইতে উত্তম।' ফুযাইল (র) বলেন যে, হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ চিন্তা-গবেষণা এমন দর্পণ যাহা তোমার সামনে ভাল-মন্দ উপস্থিত করিয়া দেয়। সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা (র) বলেনঃ চিন্তা গবেষণা এমন একটি রশ্মি, যাহা তোমার অন্তরে আলোচ্ছটা নিক্ষেপ করে। তিনি প্রায়ই এই পংক্তিটি আবৃত্তি করিতেনঃ

اذا المرء كانت له فكرة + ففى كل شيئ له عبرة

অর্থাৎ যখন কাহারো চিন্তা ও গবেষণা করা অভ্যাস হইয়া যায়, তখন প্রত্যেকটি জিনিসেই সে শিক্ষণীয় বিষয় পায়।

ঈসা (আ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যাহার কথার মধ্যে থাকে আল্লাহর স্মরণ, সময় কাটে গভীর ধ্যানে এবং দৃষ্টিতে থাকে মহাসত্যের অনুসন্ধিৎসা । লোকমান হেকীম বলিয়াছেনঃ নির্জনতা যত দীর্ঘ হয়, গবেষণা তত গভীরে পৌঁছে যায়। আর গভীর ও দীর্ঘ গবেষণা বেহেশতের বহু দরজার অনুসন্ধান দেয়। ওহাব ইব্‌ন মাম্মাহ (র) বলেন ঃ আল্লাহর ধ্যান যত বেশি হয়, বোধশক্তি তত প্রখর হয় এবং বোধশক্তি যত প্রখর হয়, জ্ঞানের পরিধি তত বৃদ্ধি পায়। আর জ্ঞান যত বৃদ্ধি পায়, সৎকর্ম তত বেশি সম্পাদিত হয়। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর স্মরণে আলোচনা করা উত্তম কাজ। আর আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করা সর্বোত্তম ইবাদত।

মুগীছুল আসওয়াদ (র) প্রায়ই বলিতেন ঃ

প্রত্যহ কবর যিয়ারত কর। তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে আখিরাতের চিন্তা আসিবে। নিজের ধ্যানের মধ্যে সেই দৃশ্য হাযির কর যে, তুমি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। অতঃপর তুমি মনে কর, দুইটি দলের একটিকে জান্নাতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং অপরটিকে জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইতেছে। এখন তুমি মনে কর, অগ্নির যিন্দানখানা ও উহার বিশাল হাতুড়িগুলিকে তুমি দেখিতেছ। এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন এবং তাহার সাথী-সংগীরা দৌড়াইয়া তাহার নিকট আসিতে আসিতে তিনি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ

একটি লোক কোন এক দরবেশের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সেই দরবেশের সামনে ছিল একটি কবরস্থান এবং আবর্জনা ফেলার একটি ডাস্টবিন। অতঃপর সেই পথচারী দরবেশকে ডাকিয়া বলিল, হে দরবেশ! তোমার সামনে দুনিয়ার দুইটি ভাণ্ডার রহিয়াছে এবং উভয়টির মধ্যেই রহিয়াছে তোমার জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। উহার একটি হইল দুনিয়ার মানুষের পুণ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার। আর অপরটি হইল পার্থিব সম্পদের স্বরূপ।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কখনো ইব্‌ন উমরের (রা) মনে পার্থিব আকর্ষণ সৃষ্টি হইলে তিনি জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ধারে গমন করিতেন এবং উহার কোন ভগ্নদ্বারে দাঁড়াইয়া আক্ষেপের সুরে বলিতেন ঃ হে ধ্বংসোন্মুখ অট্টালিকা! কোথায় তোমার বাসিন্দা ? অতঃপর তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ -অর্থাৎ সকল বস্তু ধ্বংস হইয়া যাইবে একমাত্র মহান সত্তা ব্যতীত।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিতেন ঃ আন্তরিকতার সহিত দুই রাকাআত নামায সেই সমুদয় নামায হইতে উত্তম যাহা সমগ্র রাত্রি ব্যাপিয়া আন্তরিকতা ছাড়া পড়া হইল! হাসান বসরী (র) বলিতেন ঃ হে আদম সন্তানেরা! পেটের এক-তৃতীয়াংশে ভোজন কর, এক-তৃতীয়াংশে পানি পান কর এবং অবশিষ্ট একাংশ সেই শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখিয়া দাও যাহার দ্বারা তুমি আল্লাহর ব্যাপারে গবেষণা করিবে।

কোন মহান ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীর বস্তুসমূহের উপর শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য ব্যতীত উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তাহার চক্ষুর এই উদাসীনতায় তাহার মানসচক্ষু ক্রমান্বয়ে দুর্বল হইয়া পড়ে।

বাশার ইব্‌ন হারিছ হাফী (র) বলেন ঃ মানুষ যদি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করিত তাহা হইলে তাহারা পাপ করিত না!

আমের ইব্‌ন আব্দে কাইস হইতে হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন যে, আমের ইব্‌ন আব্দে কাইস (র) বলিয়াছেন ঃ আমি এক নয়, দুই নয়, তিন নয়, বরং বহু সাহাবীর নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ ঈমানের উজ্জ্বলতা অথবা ঈমানের দ্যুতি হইয়াছে ধ্যান ও গবেষণা।

ঈসা (আ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ হে দুর্বল আদম সন্তান! সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় কর, পৃথিবীতে দরিদ্র হালে বসবাস কর, মসজিদকে ঘরের মত বানাইয়া নাও, চক্ষুদ্বয়কে ক্রন্দন শিক্ষা দাও, দেহকে ধৈর্য ধারণে অভ্যস্ত কর, হৃদয়কে গবেষক বানাও এবং আগামীকালের রুযীর জন্য আজকে চিন্তা পরিত্যাগ কর।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি সঙ্গী সহচরদের নিকট বসিয়া অঝোর ধারায় কাঁদিতে থাকিতেন। তাহারা তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ দুনিয়া, দুনিয়ার স্বাদ ও দুনিয়ার চাওয়া-পাওয়া নিয়া বহু চিন্তা করিয়াছি। ইহার ফলে আমার দুনিয়ার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা উবিয়া গিয়াছে। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া বলেন ঃ আমাকে হুসাইন ইব্‌ন আবদুর রহমান এই পংক্তি কয়টি আবৃত্তি করিয়া শোনাইয়াছেন ঃ

نزهة المومن الفكر + لذة المومن العبر
رب لاه وعمره + قد تقضى وما شعر
نحمده الله وحد + نحن كل على خطر
رب عيش قد كان فو + ق المنى مونق الزهر
فى خرير من العيو + ن وظل من الشجر
غيرته واهله + سرعة الدهر بالغير
وسرور من النبا + ت وطيب من الشجر
نحمد الله وحده + ان فى ذا لمعتبر
ان فى ذالعبرة + للبيب ان اعتبر

অতঃপর যাহারা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ, তাহার গুণ, বিধান, শক্তি ও নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে না, তাহাদিগকে তিনি তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কুরআনের এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ *
وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ.

'আসমান ও যমীনে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যেইগুলি হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলে। সেইগুলির তাৎপর্য, শিল্প নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্যের প্রতি তাহারা ভ্রূক্ষেপও করে না। তাহারা অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও শিরক হইতে বাঁচিতে পারে না।' অথচ মু'মিনরা বলে ঃ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً পরওয়ারদেগার! এই সব তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। অর্থাৎ তুমি কোন সৃষ্টিই বৃথা বা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই। বরং যাহাতে পাপীদেরকে তাহাদের পাপের পূর্ণ প্রতিদান এবং পুণ্যবানকে তাহাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিতে পার, এই উদ্দেশ্যেই তুমি উহা সৃষ্টি করিয়াছ।

অতঃপর তাহারা আল্লাহকে বৃথা ও অনর্থক সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র জানিয়া বলেন ঃ سُبْحَانَكَ সকল পবিত্রতা তোমারই। অর্থাৎ বৃথা কোন কিছু সৃষ্টি করা হইতে পবিত্র।

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অতএব আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি হইতে বাঁচাও। অর্থাৎ হে সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা! হে বৃথা ও অনর্থক সৃষ্টি হইতে মুক্ত ও পবিত্র সত্তা! তুমি তোমার কৌশল ও শক্তি দ্বারা আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে মুক্তি দাও। আর তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান কর এবং আমাদিগকে এমন আমল করার তাওফীক দাও যাহার দ্বারা আমরা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাই। আর তাহাদিগকে তুমি জাহান্নামের কঠিন আযাব হইতে রক্ষা কর।

অতঃপর তাহারা বলে رَبَّنَا اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهُ হে পালনকর্তা! নিশ্চয় তুমি যাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে তাহাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করিবে।

وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমার নিকট হইতে না তাহাদিগকে কেহ মুক্ত করিতে পারিবে, না তাহাদের জন্য তোমার নির্ধারিত শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহ রেহাই দিতে পারিবে।

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ —হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনিয়াছি একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করিতে। অর্থাৎ একজন আহ্বানকারী ঈমানের প্রতি আহ্বান করিতেন, তিনি হইলেন রাসূল (সা)।

اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا —তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে আমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনিতে বলিয়াছেন, তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি। তাহার আহ্বানে আমরা সাড়া দিয়াছি এবং তাহার অনুসরণে অগ্রগামী হইয়াছি। মোটকথা তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তোমার নবীর অনুসরণ করিয়াছি।

رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا —হে পরওয়ারদেগার! আমাদের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দাও। অর্থাৎ গুনাহসমূহ গোপন করিয়া ফেল। وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا —আর আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া দাও। অর্থাৎ তোমার ব্যাপারে আমরা যত দোষ-ত্রুটি করিয়াছি। وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ —আর আমাদের মৃত্যু দিও নেক লোকদের সঙ্গে। অর্থাৎ আমাদিগকে নেককারদের দলে শামিল করিয়া নিও।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ —হে পালনকর্তা! আমাদিগকে দাও যাহা তুমি ওয়াদা করিয়াছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে। কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, তুমি তোমার

রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের যে অঙ্গীকার আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা আমরা পূর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি ইহার প্রতিদানের যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা এখন পূর্ণ কর। কেহ বলিয়াছেন যে, রাসূলগণের আদর্শ অনুসরণের যে অঙ্গীকার তুমি আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলে তাহা আমরা পূর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি এখন তোমার প্রতিদানের ওয়াদা পূর্ণ কর। এই ভাবার্থটিই অধিক গ্রহণীয় ও স্পষ্ট।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ উক্কাল, আমর ইব্ন মুহাম্মদ, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, আবুল ইয়ামান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "দুইটি আরুসের একটি হইল আসকালান। সেখান হইতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এমন সত্তর হাজার লোক উত্থিত করিবেন যাহাদের নিকট হইতে হিসাব নেওয়া হইবে না। অতঃপর সেখান হইতেই চল্লিশ হাজার শহীদ উঠিবে এবং তাহারা সকলে সদলে আল্লাহ্র নিকট গমন করিবে। তাহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের কর্তিত মস্তক তাহাদের হাতে থাকিবে। তখন তাহাদের স্কন্ধের শিরা-উপশিরা হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ঝরিতে থাকিবে। তাহারা বলিবে ঃ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদিগকে দাও, যাহা তুমি ওয়াদা করিয়াছ তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করিও না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। আল্লাহ তা'আলা তখন বলিবেন, আমার বান্দারা সত্য বলিয়াছে। তাহাদিগকে শুভ্র প্রস্রবণ ধারায় গোসল করাইয়া আন। সেখানে গোসলের দ্বারা তাহারা পবিত্রতা অর্জন করিবে। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকটি বেহেশতে অবাধে ঘোরাফেরা করার অধিকার থাকিবে।" হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল। কেহ হাদীসটিকে মওজু বা জালও বলিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ —কিয়ামতের দিন আমাদিগকে তুমি অপমানিত করিও না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিজীবের সম্মুখে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিও না।

اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ —নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না। অর্থাৎ তুমি রাসূলগণের মাধ্যমে যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছ তাহা অবশ্যই কিয়ামতের দিন পাইব।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, ফযল ইব্ন ঈসা, মু'তাবার, হাফিয আবূ শুরাইহ ও হাফিয আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কোন কোন বনী আদমকে আল্লাহ্র সামনে এত লজ্জিত ও অপদস্থ হইতে হইবে যে, শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিবে, ইহার বদলে সোজাসুজি দোযখের নির্দেশ দিয়া দিলেও বাঁচিতাম। হাদীসটি দুর্বল। হাদীসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা আলে ইমরানের শেষের এই আয়াত দশটি পাঠ করিতেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কুরাইব, শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ নুমাইর, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর, সাঈদ ইব্ন আবূ মরিয়াম ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

একদা আমি আমার খালা মাইমুনার (রা) ঘরে রাত্রি যাপন করি। বেশ কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। রাতের শেষ এক-তৃতীয়াংশে তিনি উঠিয়া আসমানের দিকে চাহিয়া বলিলেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ (নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।) অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া মিসওয়াক করিয়া অযু করেন এবং এগার রাক'আত নামায পড়েন। ইতিমধ্যে বিলাল আযান দিলে তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েন। অতঃপর বাহির হইয়া গিয়া সকলকে ফযরের নামায পড়ান। ইব্‌ন আবূ মরিয়াম হইতে আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাক সানআনীর সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরাইব হইতে ধারাবাহিকভাবে মুখরিমা ইব্‌ন সুলাইমান ও মালিকের সূত্রে বুখারী বর্ণনা করেন যে, কুরাইব (র) বলেন ঃ

তাঁহাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন। একদা আমি আমার খালা ও রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) স্ত্রী হযরত মাইমুনার ঘরে রাত্রি কাটাই। আমি ঘরের একদিকে শয়ন করি আর রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সহধর্মিণী অন্যদিকে শয়ন করেন। মধ্যরাতে অথবা কিছু আগে-পরে রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষুদ্বয় মলিতে মলিতে আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পাঠ করেন। অতঃপর ঝুলানো মশক হইতে পানি নিয়া সুন্দর মত অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, ইহার পর আমিও উঠিয়া তাঁহার অনুসরণে সব কাজ সম্পন্ন করিয়া তাঁহার বাম পাশে যাইয়া দাঁড়াই। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার কান ধরিয়া টানিয়া আমাকে তাঁহার ডান দিকে আনেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাক'আত দুই রাক'আত করিয়া মোট বারো রাক'আত নামায পড়েন। ইহার পরে বিত্‌র পড়িয়া শুইয়া পড়েন। অতঃপর তিনি হাল্কা করিয়া একটু ঘুমান। ইতিমধ্যে মুআযযিন আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য ডাক দিলে তিনি উঠিয়া দুই রাকআত নামায পড়েন। অবশেষে তিনি বাহির হইয়া ফজরের নামায পড়ান। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য সকলে এই হাদীসটি মালিকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম এবং আবূ দাউদ মুখরামা ইব্‌ন সুলায়মানের সূত্রেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, মিনহাল ইব্‌ন আমর, আবূ ইসহাক, ইউনুস, খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া, আবূ মাইসারা, আবূ ইয়াহয়া, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী ও আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আমার পিতা আব্বাস (রা) আমাকে রাসূলূল্লাহ (সা)-এর ঘরে রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহার রাত্রের নামায পর্যবেক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যান্য সকলের সংগে নামায শেষ করার পরে যখন মসজিদ হইতে সকলে চলিয়া গেল, তখন তিনিও ঘরের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় আমাকে দেখিয়া বলিলেন, কে ? আবদুল্লাহ! আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এখানে কেন ? আমি বলিলাম যে, আব্বা আপনার ঘরে রাত্রি যাপন করার আদেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বেশ ভাল কথা, আস। ঘরে আসিয়া তিনি বলিলেন, বিছানা বিছাও। বিছানা বিছাইয়া চটের বালিশ দেওয়া হয়। আর চটের বালিশ মাথায়

দিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইয়া পড়েন। এক সময় আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই। অতঃপর তিনি জাগ্রত হন এবং মাথা উঁচু করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া তিনবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়েন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পড়েন। ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাসের সনদে নাসায়ী, আবূ দাউদ এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইরের জনৈক শিষ্য ও আসিম ইব্‌ন বাহদালার সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর বাহির হইয়া আকাশের দিকে তাকান এবং এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِىْ نُوْرًا وَمِنْ بَيْنَ يَدَىَّ نُوْرًا وَمِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَمَنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, চোখ ও কানে নূর দান করুন। তেমনি আমার ডাইনে, বামে, পিছনে, উপরে, নীচে এবং কিয়ামতের দিনে আমাকে দান করুন নূরের দীপ্ত রশ্মি।' ইব্‌ন আব্বাস হইতে কুরাইবের সূত্রে সহীহ সনদেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও জা'ফর ইব্‌ন আবূ মুগীরার সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

কুরায়শরা ইয়াহুদীদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট মূসা (আ) কি নিদর্শন নিয়া আসিয়াছিলেন ? তাহারা উত্তরে বলিল, লাঠি এবং হাতের আলোকরশ্মি। ইহার পর তাহারা খ্রিস্টানদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঈসা (আ) তোমাদের নিকট কি নিদর্শন নিয়া আসিয়াছিলেন ? তাহারা বলিল, তিনি কুষ্ঠরূপ কঠিন রোগ হইতে মানুষকে নিরাময় দান করিতেন এবং মৃতকে জীবন দান করিতেন। অতঃপর তাহারা নবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেন। তিনি আল্লাহর নিকট এই মর্মে দু'আ করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ অতঃপর রাসূল (সা) তাহাদের এই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে তোমরা গভীর চিন্তা ও গবেষণা কর।'

এই হইল ইব্‌ন মারদুবিয়ার হুবহু রিওয়ায়েত। তবে কথা হইল যে, এই আয়াতের তাফসীরের প্রথম দিকে তিবরানীর একটি হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এই আয়াতটি মক্কী। অথচ প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে বলা হয় যে, এই আয়াতটি মাদানী। ইহার সমর্থনে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল ঃ

আ'তা ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন জিনাব ওরফে কলবী, আবূ মুকাররাম, হাশরাজ ইব্‌ন নাবাতা আল ওয়াসতী, শুজা ইব্‌ন আশরাস, আহমাদ ইব্‌ন আলী হিররানী, আলী ইব্‌ন ইসমাঈল ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আ'তা (রা) বলেন ঃ

একদা আমি, ইব্‌ন উমর ও উবাইদ ইব্‌ন উমাইর হযরত আয়েশার (রা) নিকট গেলাম । আমরা তাঁহার সাক্ষাতের জন্য তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তবে তাঁহার এবং আমাদের মধ্যে পর্দা ঝুলানো ছিল। তিনি বলিলেন, উবাইদ! এতদিন পর্যন্ত তোমার কোন খবর নাই, ব্যাপার কি ? উমাইর বলিল, সাক্ষাত কম করিলে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, এসব কথা থাক। এবার আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এমন একটি ঘটনা বলুন, যেইটি আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মনে হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন।

রাসূল (সা)-এর প্রত্যেকটি কাজই ছিল অদ্ভুত । তবে একটি ঘটনা শোন! একদা রাত্রে তিনি আমার নিকট আসিলেন। আমরা শয্যায় গেলাম এবং একে অপরকে আলিংগন করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমাকে একটু অবকাশ দিবে কি ? আমি আমার প্রভুর ইবাদাত করিব। আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সান্নিধ্য কামনা করি এবং আপনি মহান প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদাত করুন, তাহাও আমি চাই। অতঃপর তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন এবং হালকাভাবে অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুধারা তাঁহার গণ্ড বাহিয়া শ্মশ্রু সিক্ত করিতে লাগিল। এইভাবে সিজদায় গিয়াও তিনি ভীষণভাবে কাঁদিতে থাকেন। এমন কি তাহার অশ্রুধারায় মৃত্তিকা ভিজিয়া কর্দমাক্ত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি শুইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় অঝোর ধারায় অনবরত কাঁদিতে থাকেন। এমন সময় বিলাল (রা) আসিয়া তাঁহাকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকেন। আয়েশা (রা) বলেন-বিলাল (রা) তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করিয়াছেন। রাসূল (সা) বলিলেন, হে বিলাল! কেন কাঁদিব না ? কোন্ জিনিস আমাকে কাঁদিতে বারণ করিয়াছে ? আল্লাহ তা'আলা রাতে আমার উপর এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন ঃ انَّ فىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ অতঃপর তিনি বলেন, তাহাদের অকল্যাণ হউক যাহারা এই আয়াতটি পাঠ করিবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিবে না।

আবূ হাব্বাব আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে জা'ফর ইব্‌ন আওফ কালবী ও আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হাব্বাব আ'তা বলেন ঃ

একদা আমি, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ও উবাইদ ইব্‌ন উমাইর হযরত আয়েশার (রা) নিকট গেলাম। তিনি তাহার কক্ষে আমাদের নিকট হইতে আড়ালে ছিলেন। আমরা তাহাকে সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কাহারা ? আমি বলিলাম এই হইল আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর আর এই হইল উবাইদ ইব্‌ন উমাইর। তিনি বলিলেন, হে উবাইদ ইব্‌ন উমাইর! এতদিন তুমি আস নাই কেন ? উবাইদ বলিলেন, মনীষীগণ বলিয়াছেন, কম সাক্ষাত করিলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। তিনি বলিলেন, তবে আমরা তোমার ঘন ঘন সাক্ষাৎ অবশ্যই আশা করি। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন আচ্ছা, এখন থাক আপনাদের ব্যক্তিগত আলাপ। আমাদের আসার উদ্দেশ্য

হইল, আপনি আমাদিগকে রাসূলুল্লাহর (সা) এমন একটি ঘটনা শোনাইবেন যাহা আপনাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া আয়েশা (রা) কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন, তাহার প্রত্যেকটি কাজই ছিল অদ্ভুত। একদা রাত্রে তিনি আমার নিকট আগমন করিয়া শয্যায় যান এবং আমরা পরস্পরকে আলিংগন করি। অতঃপর তিনি বলেন, হে আয়েশা! আমাকে অনুমতি দাও, আমি আমার প্রভুর ইবাদাত করিব। আয়েশা (রা) বলেন -আমি বলিলাম, আমি আপনার সান্নিধ্য একান্তই কামনা করি এবং ইহাও কামনা করি যে, আপনার ইচ্ছা পূরণ হউক। অতঃপর তিনি উঠিয়া মশক হইতে পানি নিয়া হালকাভাবে অযু করেন এবং নামাযে দাঁড়াইয়া কুরআন পাঠ করেন আর অঝোরে কাঁদিতে থাকেন। অশ্রুজলে তাহার শ্মশ্রু সিক্ত হইয়া গেল। ইহার পর তিনি বসিয়া আল্লাহর প্রশংসা করেন। আবার কাঁদিতে আরম্ভ করেন। এমন কি অশ্রুধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। ইহার পর তিনি ডান হাত মাথার নীচে রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া আবার কাঁদিতে আরম্ভ করেন। তখন চোখের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। এমন সময় বিলাল আসিয়া ফজরের নামাযের জন্য ডাক দেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামাযের সময় হইয়াছে। বিলাল (রা) তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর, রাসূল। কেন কাঁদিতেছেন আপনি ? আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল পাপ মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে বিলাল! তবে কি আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না ? শোন, আজ রাতে انَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ হইতে سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ পর্যন্ত একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। অবশেষে তিনি বলেন, তাহাদের প্রতি অভিশাপ, যাহারা ইহা পড়িবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা করিবে না।

আ'তা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্ন সুলায়মান, ইব্রাহীম ইব্ন সুয়াইদ নাখঈ, ইয়াহয়া ইব্ন যাকারিয়া, উছমান ইব্ন আবূ শায়বা, ইমরান ইব্ন মূসা ইব্ন হাব্বান ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আতা (রা) বলেন ঃ একদা আমি ও উবাইদ ইব্ন উমাইর (রা) হযরত আয়েশার (রা) নিকট গমন করিলাম- এইভাবে পূর্বানুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। শুজা ইব্ন আশরাস হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং ইব্ন আবুদ্দুনিয়া স্বীয় কিতাব 'আত্তাফাককুরু ওয়াল ই'তিবার' গ্রন্থেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সাওরী হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাসান ইব্ন আবদুল আযীয বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আলে ইমরানের শেষের আয়াত কয়টি পড়িবে, অথচ এই ব্যাপারে চিন্তা করিবে না, তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। উবাইদ ইব্ন সায়িব হইতে হাসান ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করেন যে, উবাইদ ইব্ন সায়িব বলেন ঃ

জনৈক ব্যক্তি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করার অর্থ কি ? তিনি বলেন, এই ব্যাপারে চিন্তা করার অর্থ হইল, উহা পড়া ও বুঝা। আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান হইতে আলী ইব্ন আইয়াশ, কাসিম ইব্ন হাশিম ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন ঃ আমি আওযাঈকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যাপারে চিন্তা করার ন্যূনতম স্তর কোন্টি এবং কে এই অভিশাপ হইতে বাঁচিতে পারিবে? উত্তরে তিনি বলেন, যাহারা উহা বুঝিয়া পড়ে।

একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুকবিরী, মুযাহির ইব্ন আসলাম মাখযুমী, সুলায়মান ইব্ন মূসা যুহরী, হিশাম ইব্ন আম্মার, আহমাদ ইব্ন আমর, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যায়িদ ইহসাক ইব্ন ইব্রাহীম বাস্তী, আবদুর রহমান ইব্ন বাশীর ইব্ন নুসাইর ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যহ রাত্রে সূরা.আলে ইমরানের শেষের আয়াত দশটি পড়িতেন । এই হাদীসটির সনদের মধ্যে মাযাহির ইব্ন আসলাম দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত।

(١٩٥) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ○

১৯৫. "অনন্তর তাহাদের প্রভু তাহাদের জবাবে বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের নর কিংবা নারী কোন নেককারের নেক কাজ নষ্ট করি না। তোমরা পরস্পর সম্পূরক। অতঃপর যাহারা হিজরত করিয়াছে ও নিজ এলাকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং আমার পথে দুঃখ-কষ্টের শিকার হইয়াছে, লড়িয়াছে ও মরিয়াছে, তাহাদের পাপ অবশ্যই আমি মাফ করিব এবং তাহাদিগকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্নদেশে ঝর্ণা প্রবহমান। এই পুরস্কার আল্লাহর তরফের। আর আল্লাহর কাছেই উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ কবুল করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন ঃ যথা কবি বলিয়াছন।

يامن يجيب الى الندا * فلم يستجبه عند ذاك مجيب

"হে আহবানকারীর আহবানে সাড়াদানকারী! কিভাবে জবাবদাতা প্রার্থনার জবাব না দিয়ে থাকিতে পারেন ?"

উম্মে সালমার বংশের জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, সুফিয়ান ও সাঈদ ইব্ন মানসুর বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমার (রা) বংশের জনৈক ব্যক্তি বলেনঃ উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের হিজরতের ব্যাপারে কিছু বলেন নাই কেন ? অতঃপর তাহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى

'অতঃপর তাহাদের পালনকর্তা তাহাদের দু'আ কবুল করিয়া নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক।'

আনসারগণ বলিয়াছেন যে, সেই মহিলাই (উম্মে সালমা) সর্বপ্রথম হিজরত করিয়া আমাদের নিকট আসেন। সুফিয়ান ইব্ন উআইনার সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা

বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি বুখারীর দৃষ্টিতেও সহীহ, কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

উম্মে সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুজাহিদ ও ইব্‌ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলিয়াছেন ঃ সর্বশেষে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الخ

ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতটির ভাবার্থ হইল, সত্যিকার বুদ্ধিমান ঈমানদারগণ পূর্ববর্তী আয়াতে যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন। তাই তিনি আয়াতটি দ্বারা শুরু করিয়াছেন। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

অর্থাৎ হে নবী ! আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তখন তাহাদিগকে বলিয়া দাও, আমি নিকটেই আছি। যখন কোন আহবানকারী আমাকে আহবান করে তখন অবশ্যই তাহার আহবানে আমি সাড়া দিয়া থাকি, সুতরাং তাহাদের উচিত আমার আহবানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। তাহা হইলে ইহার ফলে হয়ত তাহারা সুপথ প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْاُنْثٰى তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করিব না তাহা সে পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রীলোক। এখানে বান্দাদের প্রার্থনার জবাব দিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করিবেন না। বরং স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাহাদের পুণ্যের পূর্ণ প্রতিদান প্রাপ্ত হইবে। আর بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ তোমরা পরস্পর এক। অর্থাৎ পুণ্যের বেলায় সকলে সমান। অতঃপর فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا যাহারা হিজরত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা ভাইবোন, ক্ষেত-খামার ও আবাল্য বন্ধু-বান্ধবদেরকে ত্যাগ করিয়া কাফিরদের আবাসস্থল হইতে মুমিনদের আবাসস্থলে আসিয়াছে। এবং وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ তাহাদিগকে নিজেদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা মুশরিকদের অসহ্য অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ঈমানের তাগিদে মাতৃভূমি ত্যাগ করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ তাহাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হইয়াছে আমার পথে। অর্থাৎ তাহারা মানুষের সংগে দুর্ব্যবহার করে নাই। তবে তাহাদের অপরাধ এতটুকুই যে, তাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছিল ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করিয়ছিল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اِنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ রাসূলকে এবং তোমাদিগকে তাহারা এই জন্যই বাহির করিয়া দিযাছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ। অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত এই কারণেই শত্রুতা করিয়াছে যে, তোমরা মহাপ্রশংসিত ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا অর্থাৎ যাহারা লড়াই করিয়াছে এবং মৃত্যুবরণ করিয়াছে। ইহা হইল উঁচু পদমর্যাদা যে, তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া মুখমণ্ডল মৃত্তিকাযুক্ত ও রক্তস্নাত করিয়াছে এবং তাহাদের আরোহণের জন্তু আহত ও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি আল্লাহর পথে ধৈর্য ও সৎ নিয়্যতের সাথে অগ্রে থাকিয়া জিহাদ করি, তবে কি আল্লাাহ্ আমার পাপ মার্জনা করিয়া দিবেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিয়াছ ? লোকটি আবার তাহার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ। তবে জিব্‌রাঈল আমাকে এখন বলিয়া গেলেন যে, ঋণ ব্যতীত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অবশ্যই আমি তাহাদের উপর হইতে অকল্যাণ অপসারিত করিব এবং তাহাদিগকে প্রবিষ্ট করাইব এমন জান্নাতে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবিষ্ট করাইব যাহার তলদেশ দিয়া দুধ, মধু, শরাব ও স্বচ্ছ পানীয় ইত্যাদির প্রস্রবণধারা সমূহ কুলকুল রব করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহা ব্যতীত আরো বহু নিয়ামাত রহিয়াছে যাহা তাহারা চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই এবং কোন ব্যক্তি উহার কল্পনাও করে নাই।

ثَوَابًا مِّنْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ এই হইল বিনিময় আল্লাহর পক্ষ হইতে, যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি অতি মহান ও অসীম দয়ালু। তাই তাহার দানও বিরাট ও অকল্পনীয়। যথা কবি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يُعَذِّبُ يَكُنْ غَرَامًا وَاَنْ يَعْ + ط جزيلا فانه لايبلى

অর্থাৎ তিনি যদি শাস্তি দেন তবে তাহা হইবে ভয়াভহ ধ্বংসকারী। আর তিনি যদি পুরস্কার দেন তবে তাহাও হইবে অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য রকমের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ -আর আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। যে সৎকাজ সম্পাদন করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান।

জারীর ইব্‌ন উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম, দুহায়েম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে অস্থির হইও না। কেননা ইহা মু'মিনের জন্য শোভনীয় নহে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যদি তোমাদের প্রতি কোন কামনার বস্তু বা বিষয় আরোপ করা হয়, তখন তাহার প্রশংসা কর এবং যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত

বিষয় আপতিত হয়, তখন ধৈর্য ধারণ কর এবং তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা তাহার নিকট রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান।

(١٩٦) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ○
(١٩٧) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○
(١٩٨) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ○

১৯৬. "শহরে-বন্দরে কাফিরদের চাকচিক্য দেখিয়া প্রতারিত হইও না।"

১৯৭. "নগণ্য সম্পদ মাত্র; অতঃপর তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর বড়ই নিকৃষ্ট সেই নিবাস।"

১৯৮. "কিন্তু যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে সেই জান্নাত, যাহার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। সেখানে তাহারা স্থায়ীভাবে থাকিবে। উহা আল্লাহর তরফের ব্যবস্থা;নেককারের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম জিনিস রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তোমরা কাফিরদের বিলাসী জীবন, আনন্দ-উৎসব, সুখ -সম্ভোগ ও আড়ম্বরতার প্রতি লক্ষ্য করিও না। কেননা অনতিবিলম্বে এই সব ধ্বংস ও বিলীন হইয়া যাইবে। শুধু তাহাদের দুষ্কর্মসমূহ শাস্তির অপেক্ষায় অবশিষ্ট রাখা হইবে। পার্থিব এই সুখ-সম্ভোগ পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য তুচ্ছ। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

'ইহা হইল মাত্র কয়েক দিনের আনন্দ উপভোগ। ইহার পরে তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। আর উহা হইল নিকৃষ্টতম স্থান। অন্যখানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا يُجَادِلُ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلاَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلاَدِ

'আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র কাফিররাই ঝগড়া করিয়া থাকে। সুতরাং শহর ও নগরীতে কাফিরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ.

'নিশ্চয় যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহাদের কল্যাণ নাই। তাহাদের জন্য দুনিয়ার এই কয়টি দিনই মাত্র উপভোগ্য। অতঃপর তাহাদিগকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কুফরীর প্রতিশোধ রূপে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব। অপর এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلَى عَذَابٍ غَلِيْظٍ

'আমি তাহাদিগকে স্বল্প কয়েক দিন ফায়দা পৌঁছাইব। অতঃপর তাহাদিগকে নিকৃষ্টতম শাস্তির মাঝে নিক্ষেপ করিব'। অপর একস্থানে বলিয়াছন ঃ فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ কাফিরদিগকে স্বল্প কালীন অবকাশ দিয়া থাকেন বটে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ وَّعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاَقِيْهِ كَمَنْ مَّتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উত্তম অংগীকার প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার আরাম উপভোগ করিয়াছে এবং কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হইবে, এই দুই ব্যক্তি কি সমান হইতে পারে ? ইহা দ্বারা কাফিরদের পার্থিব সুখভোগের অস্থায়িত্বের কথা বলার সাথে সাথে তাহাদের আখিরাতের করুণ শাস্তির কথাও বলা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلاَبْرَارِ

'কিন্তু যাহারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত, যাহার তলদেশে প্রবাহিত রহিয়াছে প্রস্রবণ। তাহাদের সর্বক্ষণ আপ্যায়ন চলিতে থাকিবে। আর যাহা কিছু আল্লাহর নিকট রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহারিব ইব্‌ন দিছার, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ রসাফী, ইয়াহয়া, সাঈদ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবূ তাহির, সহল ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আহমাদ ইব্‌ন নযর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ

নবী (সা) বলিয়াছেন, তাহাদিগকে 'আবরার' বলার কারণ হইল, তাহারা পিতা মাতা ও সন্তানদের সহিত সদ্ব্যবহার করে—যেমন তোমার উপর তোমার পিতা মাতার অধিকার রহিয়াছে, তদ্রূপ তোমার উপর তোমার সন্তান-সন্ততিদেরও অধিকার রহিয়াছে। ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমরের সনদে মারফূ সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহারিব ইব্‌ন দিছার, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওলীদ রসাফী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, আহমাদ ইব্‌ন জিনাব, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর বলিয়াছেন ঃ

তাহাদিগকে اَبْرَارٌ বা পুণ্যবান বলার কারণ হইল, তাহারা পিতামাতা ও সন্তানদের সহিত সদ্ব্যহার করে। যেমন, তোমার উপর তোমার পিতা-মাতার হক রহিয়াছে, তেমনি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরও তোমার উপর হক রহিয়াছে। এই হাদীসটি উপরেরটির অনুরূপ। আল্লাহই ভালো জানেন।

জনৈক ব্যক্তি হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশাম দাস্তওয়ারী, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তি পুণ্যবান (اَبْرَارٌ) যে কাহাকেও কষ্ট দেয় না।

আসওয়াদ হইতে ধারাবাহিকভাবে খুযাইমা, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া, আহমাদ ইব্‌ন সিনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসওয়াদ বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, পাপী ও পরহেযগার প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই মৃত্যু উত্তম। কারণ সৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তির আল্লাহর নিকট রহিয়াছে উত্তম সঞ্চয় আর পাপাচারীর জীবন দীর্ঘ পাপ বৃদ্ধি পাওয়া হইতে মৃত্যুই শ্রেয় ও কল্যাণকর। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আর যাহা কিছু আল্লাহর নিকট রহিয়াছে, তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। আ'মাশ হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে ধারাবাহিকভাবে সাওরী ও আবদুর রাযযাকও ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। হাসান বসরী প্রসঙ্গত এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

'আমি তাহাদিগকে যে অবকাশ দিয়াছি তাহা যে উত্তম এই ধারণা যেন কাফিররা না করে। অবশ্য আমি তাহাদিগকে এই জন্য অবকাশ দিয়াছি, যেন তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণামে তাহাদের জন্য রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।'

লোকমান হইতে ধারাবাহিকভাবে নূহ ইব্‌ন ফুযালা, ইব্‌ন আবূ জাফর, ইসহাক, মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, লোকমান (র) বলেন ঃ আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মৃত্যু শ্রেয়। আর প্রত্যেক কাফিরের জন্যও মৃত্যু শ্রেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ আর আল্লাহর নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে তাহা সৎকর্মশীলদের জন্য একান্তই উত্তম। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

'আমি কাফিরদিগকে যে অবকাশ দিয়াছি তাহা যে তাহাদের জন্য উত্তম এই ধারণা যেন তাহারা না করে। আমি তাহাদিগকে এইজন্য অবকাশ দিয়াছি যেন তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায়। ইহার পরিণামে তাহাদের জন্য রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।'

(١٩٩) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(٢٠٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

১৯৯. 'আর আহলে কিতাবগণের ভিতর এমন লোকও আছে, যাহারা আল্লাহর উপর এবং তোমাদের ও তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহকে ভয় করে আর আল্লাহর বাণী স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না। তাহাদের জন্যে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০. হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধর, দৃঢ়তা অবলম্বন কর ও লাগিয়া থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, হয়ত তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।'

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বিশ্ব মানবতাকে অবহিত করিতেছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে ঈমান আনিয়াছিল, ঈমান আনিয়াছিল নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নাযিলকৃত প্রতিটি বিষয় ও আয়াতের প্রতি এবং ইহার সাথে সাথে তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতিও ছিল পূর্ণ আস্থাশীল। আর তাহারা আল্লাহকে ভয় করিত। অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে তাহারা আল্লাহর নীতি-নির্দেশের অনুসরণ করিত এবং তাহারা স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর বাণীকে বিক্রি করিত না। অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তী কিতাবে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী, প্রশংসা ও তাহার আবির্ভাবের আলামত ও উম্মতগণের পরিচয় সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছিল তাহারা তাহা গোপন করে নাই। তাহারাই হইল আহলে কিতাবদের মধ্যে সর্বোত্তম দল–তাহারা ইয়াহুদী হউক বা খ্রিস্টান হউক। এইরূপ লোকগণ আল্লাহ্‌র নিকট পুণ্য প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসে বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِه اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِه مُسْلِمِيْنَ. اُوْلٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا-

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে আমি ইহার পূর্বে কিতাব দান করিয়াছিলাম তাহারা তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। আর এখনও কিতাব যখন তাহাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তাহারা স্পষ্টভাবে বলে– আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি। ইহা আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য কিতাব। বস্তুত আমরা তো প্রথম হইতেই ইহা মান্য করিতাম। আর উহাদিগকে সবরের কারণে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تَلَاوَتِه اُوْلٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه

অর্থাৎ যাহাদের আমি গ্রন্থ দান করিয়াছি এবং যাহারা তাহা সঠিকভাবে পাঠ করে তাহারা তৎক্ষণাৎ ইহার উপর ঈমান আনিয়া থাকে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُوْنَ

'আর মূসার কওমের মধ্যেও একটি দল সত্যের প্রতি আহ্বান জানায় এবং ন্যায় বিচার সম্পাদন করে।'

অপর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের সবাই সমান নয়। তাহাদের একটি দল রাতে নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং মস্তক অবনত করিয়া সিজদা করে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْلَاَ تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُ هُمْ خُشُوْعًا.

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বল, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ঈমান আনয়ন কর আর নাই কর, ইহার পূর্ব হইতে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে, যখন তাহাদের নিকট কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাহারা কপাল ঠেকাইয়া সিজদায় লুটিয়া পড়ে আর বলে, আমাদের প্রভু পবিত্রতম এবং তাঁহার ওয়াদা অবশ্যই সত্য। ইহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে আর তাহাদের বিনয় বৃদ্ধি পায়।

ইয়াহুদীদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া যায় বটে, তবে খুবই কম। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ও তাঁহার মত আরও কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম। তাহাদের সংখ্যা দশের কম। তবে খ্রিস্টানদের অধিকাংশই হেদায়েতের পথে আসিয়াছিল এবং সত্যের অনুসারী হইয়াছিল। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যখানে বলিয়াছেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى.

অর্থাৎ তুমি ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে মু'মিনদের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী পাইবে। আর তাহাদের প্রতি ভালবাসা স্থাপনকারী হিসাবে পাইবে সেই সকল লোকদেরকে, যাহারা বলে আমরা নাসারা।

ইহার পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا তাহাদের এইরূপ বলার বিনিময়ে আল্লাহ তাহাদিগকে এমন জান্নাত দিবেন যাহার তলদেশ দিয়া প্রস্রবণ ধারা প্রবাহিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে প্রতিদান।

হাদীসে আসিয়াছে যে, যখন জাফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং তাহার সভাসদবর্গের সম্মুখে সূরা মরিয়াম বা 'কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ' পাঠ করেন, তখন তিনি কান্নায় ভাংগিয়া পড়েন এবং তাহার সাথে সাথে উপস্থিত সকলে কাঁদিয়া অশ্রুধারায় শ্মশ্রু সিক্ত করেন।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাজ্জাশী মৃত্যুবরণ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে ডাকিয়া বলেন, 'তোমাদের আবিসিনিয়ার ভাই (নাজ্জাশী) ইন্তেকাল করিয়াছেন। আস, সকলে তাহার জানাযা নামায পড়ি। অতঃপর তিনি মাঠে গিয়া সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাইয়া তাহার জানাযা নামায আদায় করেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ছাবিত ও হাম্মাদ ইব্ন সালমার সনদে হাফিজ আবু বকর ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক বলেন ঃ

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের ভাইর (নাজ্জাশী) মাগফিরাতের জন্য দু'আ কর। তখন কতক লোকে বলিয়াছিল যে, আমাদেরকে সেই খ্রিস্টানের জন্য দু'আ করিতে বলা হইতেছে, যে লোক আবিসিনিয়ায় মারা গিয়াছে। কতক লোকের এই ধরনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ আর আহ্লে কিতাবদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্র উপর এবং যাহা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যাহা কিছু তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে সেইগুলির উপর ঈমান আনে আর আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে। নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান, ছাবিত, হাম্মাদ ইব্ন সালমা, ইব্ন আবূ হাতিম ও আব্দ ইব্ন হামীদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক হইতে হুমাইদের সনদে ইব্ন মারদুবিয়াও উপরোক্ত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাতাদা ও আবূ বকর হাযলীর সনদে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, জাবীর (রা) বলেন ঃ

নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের ভাই 'আসহামাহ' মারা গিয়াছে। অতঃপর রাসূল (সা) বাহির হইয়া সেভাবেই জানাযার নামায আদায় করেন যেভাবে মুর্দাকে সামনে নিয়া চার তাকবীরের সহিত জানাযা পড়া হয়। এই ব্যাপারে মুনাফিকরা এই বলিয়া প্রতিবাদ করে যে, সেই সুদূর আবিসিনিয়ার মৃত কাফির ব্যক্তির জানাযা পড়া হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاَنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেহ কেহ এমন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, সালমা ইব্ন ফযল, মুহাম্মাদ ইব্ন আমর রাযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর আমরা শুনিতে পাই যে, তাহার কবরের উপর আলো দেখা গিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর, মাসআব ইব্ন ছাবিত, ইব্ন মুবারক, আলী ইব্ন হাসান ইব্ন শাকীক, আবদুল্লাহ ইব্ন আলী গাযাল, আবুল আব্বাস সাইরাবী ও হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ আল হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা) বলেন ঃ

নাজ্জাশীর একদল শত্রু তাহার সাম্রাজ্যের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং আক্রমণ চালায়। তখন মুসলিম মুজাহিদরা তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, আমরা আপনাদের সঙ্গে শত্রুদের দমন অভিযানে শরীক হইতে চাই। ইহা দ্বারা আপনি আমাদের বাহুবল দেখিয়া নিবেন এবং সাথে সাথে আপনার অপরিসীম ঋণেরও কিছুটা বদলা হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে নাজ্জাশী বলেন, মানুষের সাহায্য নিয়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আল্লাহর সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত নিরাপত্তাই

উত্তম। অতঃপর এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ এই হাদীসটির সনদ সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ ইহার দ্বারা আহলে কিতাবদের মুসলমানদিগকে বুঝান হইয়াছে। ইবাদ ইব্ন মানসুর বলেন ঃ আমি হাসান বসরীকে وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার দ্বারা সেই সকল আহলে কিতাবদিগকে বুঝান হইয়াছে যাহারা মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে কোন ধর্মের অনুসরণ করিত, পরবর্তীতে তাহারা ইসলামের প্রকাশ ঘটিলে ইসলাম গ্রহণ করে। এই সকল লোকদিগকে দ্বিগুণ ছাওয়াব দেওয়া হইবে। কেননা তাহারা পূর্বেও সঠিক ধর্মের উপর ছিল এবং পরবর্তীতেও গোঁড়ামি না করিয়া সঠিক ধর্মের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন প্রকারের লোক দ্বিগুণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার হইল আহলে কিতাবের সেই ব্যক্তিরা যাহারা তাহাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং আমাকেও নবীরূপে বিশ্বাস করিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَايَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً যাহারা স্বল্প মূল্যের বিনিময় আল্লাহর আয়াতসমূহকে বিক্রি করে না। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে যে সকল ইলম তাহাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল তাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখে নাই। যেমন তাহাদের মধ্যকার একদল ইতর শ্রেণীর লোকের অভ্যাসই ছিল সত্যকে গোপন করা। বরং এই লোকগণ তাহাদের নিকট সংরক্ষিত ইলমসমূহ অত্যধিক পরিমাণে প্রচার করিত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তাহারাই সেই লোক যাহাদের জন্য পারিশ্রমিক রহিয়াছে তাহাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকাইয়া দিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ سَرِيْعُ الْحِسَابِ মানে سَرِيْعُ الْاِحْصَاءِ অর্থাৎ দ্রুত গণনাকারী। ইব্ন আবূ হাতিম প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা দ্বারা সেই দীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দেয়া হইয়াছে, যে দীনকে আল্লাহ মনোনীত করিয়াছেন। উহা হইল ইসলাম। যদি তোমাদের উপর কঠিন বিপদ ও দুঃখকষ্ট আরোপিত হয় কিংবা সুখ-শান্তির সময় উপস্থিত হয়, কোন অবস্থাতেই মহামূল্যবান দীনকে পরিত্যাগ করিবে না। এমন কি কঠিন বিপদের মুকাবিলা করিয়া ইহার উপর যদি জীবন উৎসর্গও করিতে হয় তবুও নয়। পরন্তু সেই সকল মুনাফিকদের বেলায় ধৈর্য ধারণ কর যাহারা স্বীয় ধর্মকে গোপন করিয়া রাখে। পূর্ববর্তী বহু আলিম মনীষীও এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

'মুরাবিতা' অর্থ ইবাদাতগাহকে প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত করা।

কেহ বলিয়াছেন যে, মুরাবাতা অর্থ এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে আর এক ওয়াক্তের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করা। ইহা হইল ইব্‌ন আব্বাস (রা), সহল ইব্‌ন হানীফ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব করযী প্রমুখের উক্তি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা ধারাবাহিকভাবে হারাকার গোলাম ইয়াকুবের পিতা, ইয়াকুব, আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান ও মালিকের সনদে নাসায়ী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন 'আমি তোমাদিগকে এমন কাজের সন্ধান দিব কি, যাহা করিলে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচন করেন এবং দর্জা বুলুন্দ করিয়া দেন ? উহা হইল, বিপদের সময় যথাযথভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে ঘন পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া এবং এক নামায শেষ হইলে আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষায় অধীর থাকা। ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত', ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত', ইহাই হইল তোমাদের 'রিবাত'।

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, ইব্‌ন আবূ কারীমা, আবূ হুযাইফা, আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ কুফী, মূসা ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন ঃ 'একদা আবূ হুরায়রা (রা) আমার নিকট গমন করেন এবং আমাকে বলেন–হে ভ্রাতুষ্পুত্র يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا। এই আয়াতটি কোন্ উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তুমি জান কি? আমি বলিলাম, না। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, শত্রুদের মুকাবিলায় দৃঢ় থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন সেই যুদ্ধ তখন ছিল না। অতএব এই আয়াতটি সেই সকল লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয় যাহারা মসজিদকে আবাদ রাখিত ও যথাসময়ে নামায আদায় করিত এবং আল্লাহর যিকির-আয্‌কার করিত। আল্লাহ তা'আলা এই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন اصْبِرُوْا। অর্থাৎ যথাযথভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর আর وَصَابِرُوْا। প্রবৃত্তি ও কামাগ্নিকে দমাইয়া রাখ এবং وَرَابِطُوْا। মসজিদের দিকে গমন কর। অতঃপর وَاتَّقُوا اللّٰهَ। আল্লাহকে ভয় কর এবং لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ তবে হয়তো তোমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইবে।' আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা, দাউদ ইব্‌ন সালিহ, মাসআব ইব্‌ন ছাবিত ও সাঈদ ইব্‌ন মানসুরের সূত্রে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাহবীল, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ মুকবিরীর দাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ মুকবিরী, ইব্‌ন ফুযাইল, আবূ সায়িব ও ইব্‌ন জাবির বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব না, যদ্দারা আল্লাহ তোমাদের পাপ মোচন করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলিলেন, বিপদে ও কঠিন সময়ে যথাযথভাবে অযু করা, মসজিদের দিকে ঘন ঘন যাওয়া এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্তের উপস্থিতির জন্য অপেক্ষায় থাকা, ইহাই হইল তোমাদের জন্য 'রিবাত'।

আবূ আইয়ুব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, আল ওয়াযি' ইব্‌ন নাফে, উছমান ইব্‌ন আবদুর রহমান, মুহাম্মদ ইব্‌ন গালিব ইন্তাকী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ

ইব্‌ন সালাম বারনুছী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ুব (রা) বলেন ঃ

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট তাশরীফ আনেন এবং আমাদিগকে বলেন, তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব কি, যদ্দ্বারা পাপ মাফ হয়, মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলিলেন, বিপদে ও সংকটাবস্থায় ভাল করিয়া অযু করা, মসজিদে বেশি বেশি গমন করা এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষায় থাকা। অতঃপর বলিলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এই আয়াতের ভাবার্থ হইল উহা। অর্থাৎ ক্রমাগতভাবে মসজিদে অবস্থান করা। তবে এই সূত্রে হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

দাউদ ইব্‌ন সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক বর্ণনা করেন যে, দাউদ ইবন সালিহ্ বলিয়াছেন ঃ

'আমাকে আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান বলেন যে, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি জান কি اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا এই আয়াতটি কোন্ উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! শত্রুর মুকাবিলায় দৃঢ় থাকার জন্য যে যুদ্ধের প্রয়োজন সেই যুদ্ধ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রথম যুগে ছিল না। তাই এক ওয়াক্ত নামায শেষ হইলে অপর ওয়াক্ত নামাযের জন্য মনোযোগের সহিত অপেক্ষা করার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। তবে পূর্ব বর্ণিত আবূ হুরায়রার রিওয়ায়েতটি তাহার ব্যক্তিগত অভিমত বলিয়া খ্যাত।

কেহ বলিয়াছেন ঃ المرابطة। এর অর্থ হইল শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করা, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা এবং ইসলামের শত্রুদিগকে মুসলমানদের শহরে প্রবেশ করা হইতে বাধা দেওয়া। এই বিষয়ে উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদানকারী বহু হাদীস রহিয়াছে। আর এই কাজের জন্যে বহু পুণ্যেরও সুসংবাদ রহিয়াছে।

সহল ইব্‌ন সা'আদ আস্ সাঈদীর সূত্রে বুখারী (র) স্বীয় বুখারী শরীফে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহর পথে একদিন যুদ্ধ করা বা একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেওয়া পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

হাদীস ঃ সালমান ফারসীর (রা) সূত্রে মুসলিম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, একটি রাত ও একটি দিবস সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা একমাস রোযা রাখা এবং নামায পড়া হইতে উত্তম। অতঃপর যদি সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে দুনিয়ায় যে সমস্ত সৎকাজ সে করিত তাহার ছাওয়াব সব সময় জারী থাকিবে ও তাহার রিযিক জারী থাকিবে এবং সে কবরের সওয়াল জওয়াব হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

হাদীস ঃ ফুযালা ইব্‌ন উবাইদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন মালিক হায়ানী, আবূ হানী খাওলানী, হায়াত ইব্‌ন শুরাইহ, ইব্‌ন মুবারাক, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ফুযালা ইব্‌ন উবাইদ (রা) বলেন ঃ

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। একমাত্র সেই ব্যক্তির আমল জারী থাকে, যে ব্যক্তি

সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকার সময় মৃত্যুবরণ করে। তাহার আমল কিয়ামত অবধি বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সে কবরের সওয়াল জবারের ফিতনা হইতে রেহাই পায়। আবূ হানী খাওলানীর সনদে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্ পর্যায়ের। ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ্ সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

হাদীস ঃ উকবা ইব্ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে মাশরাহ ইব্ন আহান, আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআ এবং একযোগে আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ সাঈদ, হাসান ইব্ন মূসা এবং ইয়াহয়া ইব্ন ইসহাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমের বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সীমান্ত প্রহরাবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর আমল পুনরুত্থান পর্যন্ত জারী থাকে এবং সে কবরের প্রশ্ন-উত্তর হইতে রেহাই পাইবে। আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ ওরফে মুকবিরীর সূত্রে হারিছ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুল হামাদ স্বীয় মুসনাদের (حتى يبعث) পুনরুত্থান পর্যন্ত তাহার আমল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে–এই পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে (الفتان।) অর্থাৎ কবরের সওয়াল-জবারের ফিতনা হইতে মুক্তি পাবার কোন উল্লেখ নাই।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মা'বাদ, যুহরা ইব্ন সামাদ, লাইছি, আবদুল্লাহ ইব্ন ওহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন মাজা স্বীয় সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহার পুণ্যসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহার রিযিক জারী থাকিবে। পরন্তু সে কবরের প্রশ্ন-উত্তরের ফিতনা হইতে মুক্তি পাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বিশেষ নিরাপত্তাধীনে উত্থিত করিবেন।

অন্য একটি সূত্রে আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্ন ওয়ার্দান, ইব্ন লাহীআ, মূসা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরার অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে, সে কবরের কঠিন প্রশ্ন-উত্তর হইতে মুক্তি পাইবে, কিয়ামতের ভয়াবহতা হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখা হইবে, বেহেশত হইতে সকাল-সন্ধ্যায় তাহাকে খাদ্য দেওয়া হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাহার সৎকাজগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

হাদীস ঃ একটি মারফূ হাদীসে উম্মুদ্দারদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন হালহালা দুয়েলী, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ, ইসহাক ইব্ন ঈসা ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উম্মুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিন সীমান্ত প্রহরায় থাকিবে, তাহাকে পূর্ণ বছর সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত থাকার পুণ্য দেওয়া হইবে।

হাদীস ঃ মাসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে কাহমাস, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মাসআব ইব্ন ছাবিত ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর বলেন ঃ

একদা উছমান (রা) মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীস বলার ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা ইহার আগ পর্যন্ত বিশেষ চিন্তা করিয়া তোমাদিগকে বলা হইতে বিরত ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, একটি রাত্রি আল্লাহর পথে প্রহরায় থাকা এমন হাজার রাত হইতে উত্তম, যেই রাতগুলিতে দাঁড়াইয়া ইবাদত করা হয় এবং উহার দিনগুলিতে রোযা রাখা হয়। উছমান হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্ন ছাবিত, কাহমাস, রূহ এবং আহমাদ্ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উছমান (রা) হইতে অন্য আর একটি সূত্রে উছমান ইব্ন আফফানের (রা) গোলাম আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আকিল যুহরা ইব্ন মা'বাদ, লাইছ ইব্ন সাআদ, হিশাম ইব্ন আব্দুল মালিক, হাসান ইব্ন আলী খালাল ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন ঃ আমি উছমানের (রা) নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি মিম্বারের উপর বসিয়া বলিতেছিলেন, আমি একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছিলাম। কিন্তু উহা বলিলে তোমরা হয়ত আমার নিকট হইতে (মদীনা হইতে) পালাইয়া (সীমান্তে) চলিয়া যাইবে– এই আশংকায় এতদিন উহা তোমাদিগকে বলি নাই। তবে উহা গ্রহণ বা বর্জনের ব্যাপারে তোমাদের স্বাধীনতা রহিয়াছে। যাহা হউক, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছিলেন, সীমান্তের যে কোন প্রান্তে একটি দিন প্রহরায় নিয়োজিত থাকা এক হাজার রাত ও দিন ইবাদতে ব্যয় করা হইতেও উত্তম।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই সূত্রে হাদীসটি হাসান। মূলত হাদীসটি দুর্বল। বুখারী (র) বলেন ঃ উছমান (রা)-এর গোলাম আবূ সালিহর প্রকৃত নাম হইল বারকান। কেহ বলিয়াছেন, তাহার নাম হইল হারিছ। আল্লাহই ভাল জানেন।

লাইছ ইব্ন সাআদ এবং আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআর সনদে ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন! তবে আব্দুল্লাহ ইব্ন লাহীআর বর্ণনায় এইটুকু বেশি রহিয়াছে–'অতঃপর উছমান (রা) বলিলেন, যাহা হউক, এইবার বল আমি কি হাদীসটি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? সকলে বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

হাদীস ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির হইতে ধারাবাহিকভাবে সুফিয়ান, ইব্ন আবূ উমর ও আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন মুনকাদির (র) বলেন ঃ 'একদা সালমান ফারসী (রা) শুরাহবীল ইব্ন সিমত (রা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ও তাঁহার সংগীরা বহুদিন পর্যন্ত সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের মানসিকতা বুঝিয়া তাহাকে বলিলেন, হে ইব্ন সিমত! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। তুমি উহা শুনিবে কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। সালমান ফারসী (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-এক রাত্রি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা এক মাসের রোযা ও নামায হইতে উত্তম। অতঃপর যদি সে সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে কবরের সওয়াল-জবাবের আপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবে এবং তাহার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।' একমাত্র তিরমিযী এই সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের। তবে অন্যান্য সংকলনে আরও বাড়াইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে উহার সনদসমূহ মুত্তাসিল নহে। কারণ, ইব্ন মুনকাদিরের রিওয়ায়েতে সালমাকে অনুল্লেখ রাখা হইয়াছে।

আমার অভিমত এই ঃ ইহা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির শুরাহবীল ইব্‌ন সিমতের নিকট শুনিয়াছেন। তেমনি মুসলিম ও নাসায়ী মাকহুল ও আবূ উবায়দা ইব্‌ন উকবার সনদে রিওয়ায়েত করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে শুরাহবীল ইব্‌ন সিমত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সিমত সালমান ফারসীর সাহচর্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এই সূত্রেই রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সালমান ফারসী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'একদিন একরাত্রি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা একমাস রোযা রাখা ও নামায পড়া হইতে উত্তম। আর যদি সে সেই অবস্থায় মারা যায় তবে তাহার আমল জারী রাখা হইবে এবং উহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাহার রিযিকও জারী থাকিবে এবং তাহাকে কবর আযাব হইতে মুক্ত রাখা হইবে।' পূর্বে কেবল মুসলিমের রিওয়ায়েতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ উবাই ইব্‌ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকহুল, আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর, আমর ইব্‌ন সাবীহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়ালা সালিমী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সামুরা ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কাআব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মুসলমানদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এক রাত্রি কিংবা একটি দিন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা রমযান মাস ব্যতীত সাধারণে এক বৎসর রোযা রাখা ও নামায পড়া হইতে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় এবং পুণ্যের দিক দিয়াও অনেক বেশি উত্তম। আর যদি সেই ব্যক্তি এই কাজে নিহত না হইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসে, তবুও তাহার আমলনামায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত পাপ লেখা নিষিদ্ধ ও পুণ্য লেখা অব্যাহত থাকিবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত সীমান্ত প্রহরার ছাওয়াব সে পাইতে থাকিবে।' এই সূত্রে হাদীসটি কেবল দুর্বলই নয়, বরং বর্জনীয় বটে। কেননা, উমর ইব্‌ন সাবীহ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

হাদীস ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন আবূ তবীল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন শু'আইব ইব্‌ন শাবুর, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস রমলী ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ

'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, মুসলিম সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য কেহ যদি একটি রাত্রি প্রহরায় নিয়োজিত থাকে তবে সেই একটি রাত্রি নিজ পরিবারবর্গের সাথে থাকিয়া এক বৎসরের সিয়াম ও কিয়াম হইতে উত্তম। এমন কি যদি বছরের প্রত্যেক দিন এক হাজার দিনের সমানও হয়।' হাদীসটি দুর্বল এবং সাঈদ ইব্‌ন খালিদকে আবূ যারাআ প্রমুখ ইমাম দুর্বল দাবি করিয়াছেন। উকাইলী (র) বলিয়াছেন ঃ তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্‌ন হাব্বান (র) বলিয়াছেন ঃ তাহার হাদীস দ্বারা দলিল দেওয়া জায়েয নহে। হাকাম (র) বলিয়াছেন ঃ এই ব্যক্তি আনাসের সূত্রে বহু হাদীস জাল করিয়াছেন।

হাদীস ঃ উকবা ইব্‌ন আমের জুহানী হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, সালিহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন মাজা বর্ণনা করেন যে, উক্‌বা ইব্‌ন আমের জুহানী (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নিরাপত্তা প্রহরীকে আল্লাহ করুণা করুন।' এই সনদে ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এবং উক্‌বা ইব্‌ন আমেরের মধ্যে ছেদ রহিয়াছে। আর উভয়ের মধ্যে সময়েরও বিস্তর তফাত রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

হাদীস ঃ সহল ইব্‌ন হানযালা হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলুলী, ইব্‌ন সালাম ওরফে মুআবিয়া, আবূ তাওবা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, সহল ইব্‌ন হানযালা (রা) বলেন ঃ

'হুনাইনের যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে গমন করি। মাগরিবের ওয়াক্ত হইয়া গেলে আমরা রাসূলুল্লাহর সঙ্গে নামায আদায় করি। ইতিমধ্যে একজন অশ্বারোহী আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সম্মুখে বহু দূর পৌঁছিয়াছিলাম এবং অমুক অমুক পাহাড় দেখিতে পাইলাম। আর লক্ষ্য করিলাম যে, হাওয়াযিব নদের নিকট বহু মহিলা, শিশু ও বকরী রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ইন্‌শা আল্লাহ আগামী দিন সেই সকল তোমাদের গনীমাতরূপে গণ্য হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ বলিলেন, আজ রাতে পাহারায় থাকিবে কে ? আনাস ইব্‌ন আবূ সামাদ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি থাকিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যাও, সাওয়ারী নিয়া আস। অতঃপর তিনি ঘোড়ায় সাওয়ার হইয়া হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ঐ ঘাটিতে চলিয়া যাও এবং উহার পর্বতের চূড়ায় আরোহণ কর। সাবধান! সকাল পর্যন্ত তাহাদের সহিত যেন তোমাদের অপ্রীতিকর কোন ঘটনা না ঘটে।

সকাল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আসিয়া মুসাল্লার উপর দাঁড়াইয়া দুই রাকাআত নামায পড়েন। অতঃপর বলেন, তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরীর কোন সাড়া পাও নি ? একজন বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! না, কোন সাড়াশব্দ পাইতেছি না। অতঃপর সারি বাঁধিয়া সকলে নামাযে দাঁড়াইয়া গেল। তখন রাসূল (সা) নামায পড়িতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য ছিল ঘাটির দিকে। এইভাবে নামায শেষ হইল। নামায শেষ করিতেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সুসংবাদ! তোমাদের অশ্বারোহী প্রহরী আসিতেছে। আমরাও ঝোপের মধ্য দিয়া উঁকি দিয়া দেখিতেছিলাম। ইতিমধ্যে সে নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি সেখানে গিয়া আপনার নির্দেশ মোতাবেক চূড়ায় অবস্থান করি এবং সেখানে রাত্রি যাপন করি। সকাল হইলে আমি তাহাদের অন্য ঘাটিগুলিরও খোঁজ-খবর নিই। কিন্তু উহাতে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, রাত্রে তুমি কি সেই স্থান হইতে নিচে অবতরণ করিয়াছিলে ? তিনি বলিলেন, না, শুধু নামায এবং পায়খানা পেশাবের প্রয়োজনে কখনও নামিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি নিজের জন্য বেহেশত ওয়াজিব করিয়া নিয়াছ। এখন তোমার আর কোন আমল না করিলেও চলিবে।' রবী'আ ইব্‌ন নাফে' ওরফে আবূ তাওবা হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর হারানীর সূত্রে নাসায়ীও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আমের বাজিনী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন শামীর বাঈনী, আবদুর রহমান ইব্‌ন শুরাইহ, যায়িদ ইব্‌ন হাব্বাব ও ইমাম আহমাদ (র) বলেন ঃ

অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ আলী হানাফী বলেন, আমি আবূ রাইহানার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন-আমরা কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ের উপর আমরা অবস্থান নিয়াছিলাম, অত্যন্ত শীত পড়িতেছিল। শীতের প্রকোপে কেহ কেহ পরিখা খনন করিয়া উহার মধ্যে স্থান নিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)

সকলকে ডাকিয়া বলেন, কে আছ, আজ রাতে আমাদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিবে এবং উত্তম দু'আ নিবে ? একজন আনসার বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, আমার কাছে আস। তিনি নিকটে গেলে তাহাকে বলিলেন, তোমার পরিচয় কি ? তিনি নিজকে আনসার বলিয়া পরিচয় দিলেন। রাসূলুল্লাহ তাহাকে বহু দু'আ করিলেন।

আবূ রাইহানা বলেন, আমি দু'আ শুনিয়া বলিলাম, আমিও প্রহরায় নিয়োজিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ বলিলেন, আমার নিকটে আস। আমি তাহার নিকটে গেলে তিনি বলিলেন, তোমার নাম কি ? আমি বলিলাম, আবূ রাইহানা। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিলেন। কিন্তু আনসারের তুলনায় দু'আ কম ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সেই চক্ষুর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চক্ষু আল্লাহ্‌র ভয়ে ক্রন্দন করে এবং সেই চক্ষুর জন্যও জাহান্নামের আগুন হারাম, যে চক্ষু আল্লাহর ওয়াস্তে পাহারায় নিয়োজিত থাকে।' যায়িদ ইব্‌ন হাব্বাব হইতে উসামা ইব্‌ন ফযলের সূত্রে এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন শুরাইহ্ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন ওয়াহাব ও হারিছ ইব্‌ন মিসকীনের সূত্রে নাসায়ী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় রিওয়ায়েতেই আবূ আলী বাজিনীর সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীস ঃ ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, আতা খোরাসানী, শুআইব ইব্‌ন যারীক, আবূ শায়বা এবং বাশার ইব্‌ন আম্বার, নসর ইব্‌ন আলী জাহ্‌যামী ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, সেই চোখ দুইটিকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না, যে চোখ দুইটি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। তেমনি সেই চোখ দুইটিও, যে দুইটি আল্লাহর ওয়াস্তে নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত থাকে।' অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। তাহা ছাড়া এই হাদীসটি শুআইব ইব্‌ন যরীকের সনদ ব্যতীত অপরিচিত। তবে উছমান (রা) এবং আবূ রাইহানার (রা) সনদেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। উছমান (রা) এবং আবূ রাইহানার (রা) হাদীস ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ মুআয ইব্‌ন আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সহল ইব্‌ন মুআয, যিয়াদ, রুশদাইন, ইয়াহয়া ইব্‌ন গাইলান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বাদশাহর নিকট হইতে কোন বেতন-ভাতা ছাড়া মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিবে তাহার চোখ কখনো জাহান্নামের আগুন দেখিবে না। শুধু আল্লাহর কসম পূর্ণ হবার জন্য যতটুকু দেখিবে ততটুকুই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَانْ مِّنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا প্রত্যেকেই উহার (জাহান্নামের উপর পুলসিরাত দিয়া) উপর দিয়া গমন করিবে।' একমাত্র আহমাদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দীনার, দিরহাম ও পোশাক-পরিচ্ছদের দাস ধ্বংস হউক। কেননা তাহাকে সম্পদ দিলে সে খুশি হয় আর না দিলে অসন্তুষ্ট হয়। তাই সে ধ্বংস হউক ও বিনষ্ট হউক। যদি তাহার পায়ে কাটা ফুটে তবে সে নিজে উহা বাহির করার কষ্টটুকুও গ্রহণ করে না। অতঃপর সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য অশ্বের বল্গা হাতে তুলিয়া নেয়, মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত থাকে এবং পদদ্বয় থাকে কর্দমাক্ত। এই ব্যক্তিকে প্রহরায় নিযুক্ত করা হইলে সে বিনা বাক্যে প্রহরায় নিয়োজিত হইবে এবং তাহাকে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে নিয়োজিত করিলেও সে

তাহা খুশিতে পালন করিবে। অথচ এই ব্যক্তি এতই অবহেলিত যে, সে কোথাও প্রবেশ করিতে চাইলে তাহাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় না এবং কাহারো জন্যে সুপারিশ করিলে তাহার সুপারিশও গ্রহণ করা হয় না।

এই হাদীসটি দ্বারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাদীসের উদ্ধৃতি শেষ করা হইল। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই মহান সত্তার, যাহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। আমরা তাহার প্রশংসার জন্য নিয়োজিত, যদিও আমরা অক্ষম।

মালিক ইব্ন য়ায়িদ ইব্ন আসলাম হইতে ধারাবাহিকভাবে মাতরাফ ইব্ন আবদুল্লাহ মাদানী, মুছান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ হযরত আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহ (রা) যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) এর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি রোম সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য এবং ব্যাপক প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষীণ ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখিয়াছিলেন যে, কখনো কখনো মু'মিন বান্দাদের উপর সংকীর্ণতা ও বিপদ-আপদ আপতিত হয়। কিন্তু উহার পরেই আসে প্রশস্ততা এবং বিজয়। মনে রাখিবে যে, দুইটি সরলতার উপর একটি কাঠিন্য বিজয়ী হইতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থা হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মুকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করিতে থাক যাহাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইতে পার।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) 'তারজুমাতু আবদিল্লাহ ইব্ন মুবারাকে' মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আবূ সকীনার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হিজরী ১৭০ অথবা ১৭৭ সনে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারাক যখন তারাসূস শহর হইতে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য হযরত মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সাকীনা আসিয়াছিলেন। ইব্ন মুবারাক তাহার হাতে হযরত ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন। উহাতে লেখা ছিল ঃ

يا عابد الحرمين لوابصرتنا + لعلمت انك فى العبادة تلعب
من كان يخضب خده بدموعه + فنحورنا بدمائنا تتخضب
او كان يتعب خيله فى باطل + فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ربح العبير لكم ونحن عبيرنا + رهج السنابك والغبار الاطيب
ولقد اتانا من مقال نبينا + قول صحيح صادق لايكذب
لايستوى غبار خيل الله فى + انف امرىء ودخان نارتلهب
هذا كتاب الله ينطق بيننا + ليس الشهيد بميت لايكذب

অর্থাৎ হে হারামাইনের ইবাদতকারী! যদি তুমি আমাদের মুজাহিদ বাহিনীকে দেখিতে তবে অবশ্যই বলিতে যে, এই মুহূর্তে আমি ইবাদতের নামে খেল-তামাশা করিতেছি মাত্র। সেই ব্যক্তি যাহার গণ্ডদেশ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি যে নিজের স্কন্ধ আল্লাহর পথে কাটাইয়া রক্তস্নাত হয়, উভয় কি এক! অনেকের ঘোড়া মিথ্যা ও অসৎ কাজে ক্লান্ত হইয়া

পড়ে। অথচ আমাদের ঘোড়া যুদ্ধ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আগরবাতির সুগন্ধি তোমাদের জন্য এবং আমাদের নিকট ঘোড়ার খুরের ধূলাবালিই অত্যন্ত সুগন্ধিময়। আমাদের নিকট নবীর এই সহীহ ও সত্য কথা পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র পথে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ করার সময় যাহার নাসিকায় ধূলাবালি প্রবেশ করিবে তাহার নাসিকায় জাহান্নামের গন্ধও পশিবে না। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, শহীদরা মৃত নহে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমি মসজিদে হারামে পৌঁছিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দেই। তিনি পড়িবার সময় কান্নায় ভাংগিয়া পড়েন এবং বলেন, 'আবূ আবদুর রহমান সত্যই বলিয়াছেন, আমাকে যথার্থ উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি হাদীস লিখ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, হাদীস লিখি। তিনি বলিলেন, এত কষ্ট করিয়া কোন সুদূর হইতে তুমি চিঠিটা বহিয়া আনিয়াছ, তাই ইহার সৌজন্যে তুমি এই হাদীসটা লিখিয়া নাও। আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ ও মানসুর ইব্‌ন মুতামার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন, যাহার দ্বারা আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদদের সমমর্যাদা লাভ করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন–তুমি কি এই শক্তি রাখ যে, আজীবন অবিরাম নামায পড়িতে থাকিবে অথচ ক্লান্ত হইবে না এবং রোযা রাখিতে থাকিবে অথচ দুর্বল হইয়া পড়িবে না ? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্বল। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, যাহার অধিকারে আমার আত্মা সেই মহান সত্তার কসম! যদি তুমি ইহা করিতে সমর্থও হইতে তবুও মুজাহিদদের সমমর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইতে না। কেননা মুজাহিদদের ঘোড়ার রশি দীর্ঘ হবার ফলে কখনও যদি ঘোড়া লাফালাফি, ছুটাছুটি করে, উহার জন্যেও মুজাহিদের আমলনামায় ছাওয়াব লেখা হয়।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সর্বকাজে আল্লাহকে ভয় করিতে থাক। যথা নবী (সা) মু'আয ইব্‌ন জাবালকে (রা) ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, যেখানে যে অবস্থায়ই থাক, আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত রাখিবে এবং কোন পাপ করিয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ কোন পুণ্য করিয়া নিবে। আর সাধারণের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ হয়ত তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইবে। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'আব কারযী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সখর, ইব্‌ন ওয়াহাব, ইউনুস ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'আব কারযী وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ

'ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে বলিয়াছেন যে, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি যত নির্দেশ আরোপিত হইয়াছে উহা আমার ভীতির সহিত পালন কর। তাহা হইলে পরকালে যখন তোমরা আমার সহিত মিলিত হইবে তখন তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে এবং তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হইবে।'

সূরা আলে-ইমরানের তাফসীর সমাপ্ত। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর। পরিশেষে আমরা আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাতের উপর আমাদের মৃত্যুদানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমীন।

সূরা নিসা

১-২৩ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আ'ওফী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) এবং যায়িদ ইব্‌ন ছাবিতের (রা) সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ঈসা ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন লাহীআর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, 'আর রুদ্ধতা নয়।'

মাআন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসআব ইব্‌ন কুদাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন বিশার, আবূ বাখতারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির, আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াকূব ও হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, তামাআয ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার মধ্যে এমন পাঁচটি আয়াত রহিয়াছে যে, যদি আমি পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সকল সম্পদ পাইতাম তবু তত খুশি হইতাম না, এই আয়াতগুলি পাইয়া আমি যত খুশি হইয়াছি। যথা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি অণু পরিমাণ অত্যাচার করেন না।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক, তবে তিনি ছোট ছোট পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাহার সহিত অংশী স্থাপনকারীদের ক্ষমা করেন না। তবে অবশিষ্ট পাপীদের যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ .... অর্থাৎ সেই লোকগুলি যদি নিজেদের জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আসিয়া যাইত এবং নিজেরাও যদি স্বীয় পাপের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত আর রাসূলও যদি তাহাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন তবে তাহারা আল্লাহকে অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান হিসাবে পাইত।

অতঃপর হাকেম বলেন যে, ইহার সনদ সহীহ বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে আবদুর রহমান নামক একজন বর্ণনাকারী তাহার পিতার নিকট হইতে শোনার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার পাঁচটি আয়াত আমার নিকট পৃথিবী ও উহার সমুদয় বস্তু হইতে বহু মূল্যবান।

এক- اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক তবে ছোট ছোট পাপ তিনি নিজেই ক্ষথা করিয়া দিবেন।

দুই- وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا অর্থাৎ যাহার যে পুণ্য থাকে তাহার প্রতিদান তিনি তাহাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন।

তিন- اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তাহার সঙ্গে অংশ স্থাপনকারীদেরকে ক্ষমা করেন না এবং অবশিষ্ট পাপীদের যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া থাকেন।

চার- وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ যে পাপ কার্য করে অথবা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করে, সে যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাইবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস্ হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা ও আবূ সালিহর সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ সূরা নিসার মধ্যে এমন আটটি আয়াত নাযিল হইয়াছে যাহা উম্মতের জন্য সেই জিনিস হইতে উত্তম যাহার মধ্যে সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়। যথা ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্যে সবকিছু পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিতে চান, তোমাদিগকে পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করিতে চান এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইতে চান এবং যাহারা রিপুর অনুসারী তাহারা চায়, তোমরা পথ হইতে বিচ্যুত হও।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا অর্থাৎ মানুষকে যেহেতু দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেহেতু আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চান।

অবশিষ্ট পাঁচটি ইব্‌ন মাসউদের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ মুলাইকা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ ইয়াযীদ, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও আবূ নঈমের সূত্রে হাকেম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ মুলাইকা বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ 'তোমরা সূরা নিসা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা কর। কেননা আমি শিশুকাল হইতে কুরআন পড়া আরম্ভ করিয়াছি।' হাকেম (র) বলেন– হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্ত মুতাবিক সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

১. "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী বিস্তার করেন। আর আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে খোদাভীরু হওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা যেন তাঁহার ইবাদত ও একত্বের মধ্যে অন্য কোন সত্তাকে শরীক না করে। অতঃপর তিনি আরও বলেন, তিনি স্বীয় ক্ষমতা ও দক্ষতার দ্বারা এক ব্যক্তি হইতে সকল মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ব্যক্তি হইলেন আদম (আ)। وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا তিনি তাঁহার হইতে তাহার সংগিনীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সংগিনী হইলেন হাওয়া (আ)। যাহাকে আদম (আ)-এর বাম পাঁজর হইতে উদ্ভূত করা হইয়াছে। তখন আদম (আ) ঘুমাইয়াছিলেন। জাগিয়া তিনি তাহার সঙ্গে শায়িত এক রমণীকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হন। অতঃপর জৈবিক চাহিদায় স্বাভাবিকভাবে একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, আবূ হিলাল, ওয়াকী, মুহাম্মাদ ইব্ন মাকাতিল, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পুরুষ হইতে মহিলা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার প্রয়োজনও পুরুষের মধ্যে রাখা হইয়াছে। আর পুরুষকে মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বিধায় তাহার প্রয়োজন মাটিতে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে। অতএব তোমরা স্ত্রীদেরকে আড়াল করিয়া রাখ।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহিলাদিগকে পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে উপরের হাড়টি হইতেছে সবচেয়ে বেশি বক্র। অতএব তুমি যদি উহা সোজা করিতে যাও তবে ভাংগিয়া যাইবে। আর যদি তুমি উহার বক্রতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া কৌশলে উপকৃত হইতে সচেষ্ট হও তবে তুমি উহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً আর তিনি বিস্তার করিয়াছেন তাহাদের দুইজন হইতে অগণিত পুরুষ ও নারী। অর্থাৎ তিনি আদম ও হাওয়া হইতে অগণিত নর-নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই সকল নর-নারীকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে বিস্তৃত করিয়াছেন বিভিন্ন শ্রেণী, গুণ এবং বিভিন্ন রং ও ভাষা দিয়া। অবশেষে তিনি তাহাদিগকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَائَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ আর আল্লাহকে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাক এবং আত্মীয়

স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর ইবাদতের ব্যাপারে আল্লাহকে বিশেষ করিয়া ভয় কর।

ইব্‌রাহীম, মুজাহিদ ও হাসান বসরী اَلَّذِىْ تَسَاۤئَلُوْنَ بِهٖ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন যে, আমি তোমাকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তা সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছি।

যিহাক (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, সেই আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা অঙ্গীকার ও আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত কর। তাই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ব্যাপারে তাহাকে ভয় কর। অর্থাৎ উহা ছিন্ন করিও না, বরং সংযুক্ত রাখ। ইব্‌ন আব্বাস, ইকরামা, মুজাহিদ, হাসান বসরী, যিহাক ও রবী (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

কেহ تَسَاۤئَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ এর অর্থ করিয়াছেন যেই ভাবে তোমরা আল্লাহ নামে এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিয়া থাক। ইহাও মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রহিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সচেতনতার সহিত তোমাদের যে কোন অবস্থা এবং প্রত্যেকটি আমলের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখেন।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখিতেছ! আর যদি তুমি মনের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তবে কমছে কম এই কথা মনে কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। মোটকথা ইহা দ্বারা সর্বক্ষণ তাঁহার ধ্যানে থাকার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, মানব সৃষ্টির মূলে হইল একজন মহিলা ও একজন পুরুষ। অতএব একে অপরের প্রতি সহনশীল হও এবং দুর্বলের সহায় হও।

জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বাজলীর সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'মুযার' গোত্রের লোকজন যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা মাত্র একটি চাদরে আবৃত ছিল। তাহারা এতই দরিদ্র ছিল যে, শরীর ঢাকার জন্য অন্য কোন কাপড় তাহাদের ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যুহরের নামাযের পর দাঁড়াইয়া উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ এইভাবে আয়াতটি শেষ করেন। অর্থাৎ হে মানবকুল! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই লক্ষ্য কর, আগামী কালের জন্য কি পাঠাইয়াছ। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে সাদকা দানের প্রতি উৎসাহিত করেন। ফলে কেহ দিলেন দীনার, কেহ দিলেন দিরহাম, কেহ দিলেন গম আর কেহ দিলেন খেজুর ইত্যাদি।

আহমাদ এবং সুনান সংকলকগণ ইব্‌ন মাসউদের হজ্বের খুতবা প্রসঙ্গে বর্ণিত রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে তিনটি আয়াত উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ। আয়াতটিও রহিয়াছে।

(٢) وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۪ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ○

(٣) وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ○

(٤) وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا ○

২. ইয়াতীমদিগকে তাহাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করিবে এবং ভালর সহিত মন্দর বদল করিবে না, তোমাদের সম্পদের সহিত তাহাদের সম্পদ মিলাইয়া খাইও না, ইহা মহাপাপ।

৩. "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে বিবাহ করিবে নারীদের মধ্যে যাহাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই তিন, অথবা চার। আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করিতে পারিব না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। ইহাতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"

৪. "আর তোমরা নারীদিগকে তাহাদের মহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রদান করিবে। তাহারা খুশি হইয়া মহরানার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিলে তোমরা তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমদের অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে। পরন্তু অনধিকার চর্চা করিয়া তাহাদের মাল ভক্ষণ করিতে এবং নিজেদের মালের সঙ্গে তাহাদের মাল মিশ্রিত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ

অর্থাৎ পবিত্রতার সঙ্গে অপবিত্রতার অদল-বদল করিও না।

আবূ সালিহর সূত্রে সুফিয়ান সাওরী আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তোমাদের ভাগ্যে যে হালাল রিযিক রহিয়াছে উহার সহিত হারাম মিশ্রিত করিও না।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর বলেন ঃ তোমাদের হালাল মালের সহিত অন্য লোকের হারাম মাল বদল করিও না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের হালাল মাল ছাড়িয়া দিয়া অপরের যে মাল তোমাদের জন্য হারাম উহা কখনো গ্রহণ করিও না।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও যুহরী বলিয়াছেন ঃ নিজের দুর্বল ও হালকা পশুগুলি দিয়া অন্যের মোটতাজা পশু হস্তগত করিও না।

ইব্রাহীম নাখই ও যিহাক বলিয়াছেন ঃ মন্দটা দিয়া সুন্দরটা গ্রহণ করিও না। সুদ্দী বলেন ঃ এক ব্যক্তি তাহার দুর্বল বকরীগুলি ইয়াতীমের সবল বকরীগুলির সহিত বদল করিয়া সংখ্যায় ঠিক

রাখিত। ইহাকে সে মন্দও মনে করিত না। আর ইয়াতীমের নতুন দিরহামগুলির সহিত তাহার পুরাতন দিরহামগুলি বদলাইয়া রাখিত। ইহা যে দোষের তাহা তাহার ধারণায় আসিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ অর্থাৎ তাহাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ধন-সম্পদের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা গ্রাস করিও না। মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্ন জুবাইর, ইব্ন সীরীন, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী-সুফিয়ান ও হাসান প্রমুখ ভাবার্থে বলেন ঃ তাহাদের সম্পদের সহিত তোমাদের সম্পদ মিশ্রিত করিয়া তাহাদের সর্বস্ব গ্রাস করিও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا। অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা গুরুতর অপরাধ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা বড় পাপ।

আবূ হুরায়রা বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে حُوْبًا كَبِيْرًا। এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন اِثْمًا كَبِيْرًا। অর্থাৎ বড় পাপ। কিন্তু ইহার সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ কিন্দী রহিয়াছেন। তিনি দুর্বল রাবী বলিয়া খ্যাত। তবে মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান বসরী, ইব্ন সীরীন, কাতাদা, মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যিহাক, আবূ মালিক, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও আবূ সিনান প্রমুখও ইব্ন আব্বাসের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুনানে আবূ দাউদের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ اِغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَا।
অর্থাৎ ক্ষমা করিয়া দাও আমাদের বড় পাপগুলি এবং ছোট পাপগুলি।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন সীরীন ও আবূ উআইনার গোলাম ওয়াসিলের সনদে ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আবূ আইউব (রা) তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলে রাসূল (সা) তাহাকে বলেন ঃ

يا ابا ايوب ان طلاق اُم ايوب كان حوبا

অর্থাৎ হে আইউবের পিতা! আইউবের মাতাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে।'

ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ الحوبَ। অর্থ لاثم। অর্থাৎ পাপ।

আনাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, হাওদা ইব্ন খলীফা, বাশার ইব্ন মূসা, আবদুল বাকী ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আবূ আইউব (রা) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্যে নবী (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বলেন ঃ ان طلاق ام ايو لحوب। অর্থাৎ আইউবের মাতাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে। অতঃপর তিনি তালাক দেওয়া হইতে বিরত থাকেন।

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে হামীদ আত্তাবীল ও আলী ইব্ন আসিমের সনদে হাকেম স্বীয় মুসতাদরাকে এবং ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালীমকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলেন ঃ ان طلاق ام سليم لحوب। অর্থাৎ সালীমের মাকে তালাক দিলে অবশ্যই তোমার পাপ হইবে। অতঃপর তিনি তালাক দেওয়া হইতে বিরত থাকেন।

মোটকথা, ইয়াতীমের মাল নিজেদের মালের সঙ্গে সংমিশ্রিত করিয়া গ্রাস করা বড় পাপ এবং অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব ইহা হইতে আত্মরক্ষা করা একান্তই অপরিহার্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى

'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করিতে পারিবে না, তবে সেই সকল মেয়েদের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ভাল লাগে তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া নাও দুই, (তিন কিংবা চারটি) পর্যন্ত। অর্থাৎ কাহারও দায়িত্বে যদি ইয়াতীম মেয়ে থাকে আর যদি তাহাকে বিবাহ করার বেলায় এই আশংকা হয় যে, তাহার মহর আদায় করিতে পারিবে না, তবে তাহাদের বিবাহ করিও না; বরং অন্য হালাল স্ত্রীলোকের মধ্য হইতে যাহাকে পসন্দ হয় তাহাকে বিবাহ কর।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্ন উরওয়া, ইব্ন জারীজ, হিশাম, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা ও বুখারী বলেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তির দায়িত্বে একটি ইয়াতীম মেয়ে ছিল। পরবর্তীতে সে উহাকে বিবাহ করে। সেই মেয়েটির খেজুরের বাগান ছিল এবং অন্যান্য সম্পদও ছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি ধন-সম্পদের লালসায় মহর নির্ধারিত না করিয়াই তাহার সকল সম্পদ গ্রাস করিয়া নেয়। অথচ সেই ধন-সম্পদ ও বাগানে মেয়েটির অংশ ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا এই আয়াতটি নাযিল করেন।

উরওয়া ইব্ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন শিহাব, সালিহ ইব্ন কাহসান, ইব্রাহীম ইব্ন সাআদ, আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى এই আয়াতাংশের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, হে ভাগিনা! ইহাতে সেই ইয়াতীম মেয়ে সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যে নিজে এবং তাহার ধন-সম্পদ কোন অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। আর সেই অভিভাবক তাহার সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছে। অতঃপর তাহাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছে যথাযথ ও উপযুক্ত মহর ব্যতীত। তাই এই আয়াত দ্বারা সেই ব্যক্তিকে সেইভাবে বিবাহ করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, সে যেন এই বাসনা ত্যাগ করিয়া পসন্দমত অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করে।

উরওয়া (রা) বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, এই (আলোচ্য) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর লোকজন এই আয়াতটি নাযিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ অর্থাৎ তোমাকে তাহারা মহিলাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ অর্থাৎ যখন ইয়াতীম মেয়ের সম্পদ ও সৌন্দর্য কম থাকে, তখন তো অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করার ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। সুতরাং তাহার সম্পদ ও সৌন্দর্য দেখিয়া তাহাকে অনির্ধারিত মহরে বিবাহ করা প্রতারণা বৈ নয়। তাহাকে বিবাহ করিতে হইলে পূর্ণ মহর দিয়া বিবাহ করিতে হইবে, নতুবা পসন্দমত অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করিতে হইবে।

এক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ অর্থাৎ উহাদের ব্যতীত অন্য মহিলাদের মধ্য হইতে পসন্দমত দুইটি, না হয় তিনটি, না হয় চারটি পর্যন্ত বিবাহ কর।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى ثُلَاثَ وَرُبَاعَ

অর্থাৎ ফেরেশতাদের মধ্যে কাহারো দুইটি ডানা রহিয়াছে, কাহারো তিনটি এবং কাহারো রহিয়াছে চারটি ডানা। ফেরেশতাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার চেয়েও বেশি ডানা বিশিষ্ট রহিয়াছে। তাহা অন্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু কোন পুরুষ একই সঙ্গে চারজনের বেশি বিবাহ বন্ধনে রাখিতে পারিবে না। ইহা হইল ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও জমহুর উলামার অভিমত। কেননা এই স্থানে আল্লাহ পাক স্বীয় অনুগ্রহ ও অনুদানের কথা বলিতেছেন। তাই চারটির বেশি বিবাহের প্রতি তাঁহার সমর্থন থাকিলে তিনি তাহা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিতেন।

ইমাম শাফেঈ (র) বলিয়াছেন ঃ কুরআনের ব্যাখ্যা মূলকহাদীস শরীফে ইহা স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য একই সঙ্গে চারটির বেশি স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ নহে। আলিমগণ এই কথার উপর একমত। কিন্তু শিয়াদের একটি অংশ একই সঙ্গে চার হইতে নয়টি পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত করা বৈধ বলিয়াছেন। শিয়াদের কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার কোন নির্ধারিত সংখ্যা নাই। তাহাদের দলীল নবী (সা)-এর একসঙ্গে নয়জন স্ত্রী একত্রিত করা। উহা সহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। সহীহ বুখারীর এক মুআল্লাক রিওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এগারজন স্ত্রী ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উহাদের তেরজনের সঙ্গে তাঁহার সহবাস হইয়াছিল। একই সঙ্গে তাঁহার এগারজন স্ত্রী ছিল। অবশেষে তিনি নয়জন স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত হইল যে, ইহা একমাত্র রাসূলুল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। অন্যদের জন্য ইহা প্রযোজ্য নয়। সাধারণ মুসলমানের জন্য একত্রে চারজন স্ত্রীর বেশি বৈধ নয়। ইহার প্রমাণে হাদীস পেশ করা হইল ঃ

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর, ইসমাঈল ও ইমাম আহমাদ এবং আবূ সালিম হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, ইব্‌ন শিহাব ও ইব্‌ন জাফর বর্ণনা করেন যে, গাইলান ইব্‌ন সালমা ছাকাফীর ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁহার দশজন স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে তুমি তোমার ইচ্ছামত চারজন রাখিয়া বাকি সকলকে পরিত্যাগ কর। ইহার পর উমর (রা)-এর শাসনকালে তিনি তাঁহার সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়া স্বীয় ধন-সম্পদ তাঁহার সন্তানদিগকে বন্টন করিয়া দেন। উমর (রা) ইহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, মনে হয় শয়তান তোমার কথা চুরি করিয়াছে এবং তোমার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়াছে যে, সত্বরই তুমি মারা যাইবে। তাই তুমি মারা যাইবার পর স্ত্রীগণ যেন তোমার সম্পত্তির অংশ না পায় সেইজন্য তাহাদিগকে তুমি তালাক দিয়াছ এবং এই আশংকায় মৃত্যুর পূর্বেই তুমি সন্তানদিগকে সম্পত্তি বন্টন করিয়া দিয়াছ। আমি নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি স্ত্রীদিগকে ফিরাইয়া আন এবং সন্তানদের হাত হইতে তোমার সম্পত্তি পুনর্দখল কর। আর যদি তুমি আমার এই নির্দেশ অমান্য কর তবে তোমার মৃত্যুর পর আমি তোমার কবরের উপর সেভাবে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ করিব, যেভাবে আবূ রিগালের কবরের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

ইসমাঈল ইব্‌ন আলীয়ার সূত্রে বায়হাকী, দারে কুতনী, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী ও শাফেঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুআম্মারের সনদে হাফিযদ্বয়ের সূত্রে ফযল ইব্‌ন মূসা আবদুর রহমান

ইব্‌ন মুহাম্মদ মুহারিবী, ঈসা ইব্‌ন ইউনুস, সুফিয়ান সাওরী, সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া, ইয়াযীদ ইব্‌ন যারাআ ও গুন্দুরের রিওয়ায়েতে শুধু اَخْتَرُ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বাকি অংশ একমাত্র আহমাদই বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসটি উত্তম, কিন্তু বুখারী (র) হাদীসটির ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে দুর্বল হিসাবে গণ্য করা হয়। তিরমিযী (র) ইহা রিওয়ায়েত করার পর বলেন যে, আমি বুখারী (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই হাদীসটি যথাযথভাবে সুরক্ষিত হয় নাই। তবে গাইলান ইব্‌ন সালমা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ ইব্‌ন সাকাফী ও যুহরীর সনদে শুআইবের রিওয়ায়েতটি সহীহ্ বটে।

অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন ঃ বুখারী (র) বলিয়াছেন যে, সালিমের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম ও যুহরীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে-সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার সকল স্ত্রী তালাক দেওয়ার পর উমর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে ফিরাইয়া আন। অন্যথায় তোমার কবরের উপর সেভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ করিব যেভাবে আবূ রিগালের কবরের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটি সংরক্ষিত নয় এবং ইহার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মুরসাল সূত্রে ধারাবাহিকভাবে যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক এবং যুহরী হইতে মালিকও মুরসাল সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যারআ বলেন যে, হাদীসটি অত্যন্ত বিশুদ্ধ। রায়হাকী (র) বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, উছমান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ, যুহরী ও আকীলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হাতিম বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুয়াইদের সূত্রে যুহরী বলেন যে, আমি জানিতে পারিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ইত্যাদি। এইভাবে বর্ণনা করায় রিওয়ায়েতটির মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সুয়াইদ, যুহরী, ইব্‌ন উআইনা এবং ইউনুসও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়েতটির মধ্যে বুখারীর মতে সন্দেহ রহিয়াছে। পূর্ববর্তী মুসনাদে আহমাদের সনদেও ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার প্রত্যেকটি রাবীই সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। মুআম্মারের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ

আমাকে ধারাবাহিকভাবে আবূ আবদুর রহমান নাসায়ী, আবূ আলী হাফিয ও আবূ আবদুল্লাহ হাকিম, নাফে, আইউব, সারার ইব্‌ন মাজশার, ইউসুফ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ, ইয়াযীদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ইয়াযীদ জারমী ও সালিম হযরত ইব্‌ন উমর হইতে বর্ণনা করেন যে, গাইলান ইব্‌ন সালমার (রা) দশজন স্ত্রী ছিল। এই অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাহার স্ত্রীগণও ইসলামে দীক্ষা নেন। ইহার পর গাইলান ইব্‌ন সালমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাধীনভাবে চারজন স্ত্রী রাখিয়া অন্যদেরকে বিদায় করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। নাসায়ী (র) স্বীয় সুনানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আলী ইব্‌ন সাকান (র) বলেন ঃ ইহা কেবল সারার ইব্‌ন মাজশারের রিওয়ায়েতেই বর্ণিত হইয়াছে। সারার ইব্‌ন মাজশার একজন ছিকা রাবী। আবূ আলী (র) বলেন ঃ ইব্‌ন মুঈন (র) ছিকা রাবী। তাহা ছাড়া সারার হইতে সামীদা ইব্‌ন ওয়াহাবের রিওয়ায়েতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বায়হাকী (র) বলেন ঃ গায়লান ইব্ন উআইনার হাদীসটি কাইস ইব্ন হারিছ ইব্ন কাইস, উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী এবং সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়ার সনদে আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে। এই হাদীসটির দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি চারজনের বেশি স্ত্রী একত্রিত করা জায়েয হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে তাহার সকল স্ত্রী রাখিয়া দিবার জন্য বলিতেন। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহাকে মাত্র চারজন রাখিয়া অন্য সকলকে বিদায় করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন, তখন বুঝা যায় যে, একত্রে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখা জায়েয নয়। এই বিধানই সর্বকালের সর্ব ব্যক্তির জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

হাদীস ঃ খামীসা ইব্ন শামারদাল হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লাইলার সূত্রে ইব্ন মাজা ও আবূ দাউদ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন মাজার নিকট খামীসা ইব্ন শামারদাল নয়, খামীসা বিনতে শামারদাল। কাইস ইব্ন হারিছের রিওয়ায়েতে শামারদালকে শামারযাল বলা হইয়াছে। হারিছ ইব্ন কাইসের রিওয়ায়েত আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমাইরা আসাদী বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার আটজন স্ত্রী ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা জানাইলে তিনি বলেন যে, উহাদের মধ্য হইতে চারজন রাখিয়া অন্য সকলকে বিদায় করিয়া দাও। ইহার সনদ উত্তম পর্যায়ের।

হাদীস ঃ নাওফিল ইব্ন মুআবিয়া দুয়েলী হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ ইব্ন হারিছ, সহল ইব্ন আবদুর রহমান, আবদুল মজীদ, সামা ইব্ন আবূ যিনাদ ও ইমাম শাফেঈ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, নাওফিল ইব্ন মুআবিয়া দুয়েলী (রা) বলেন ঃ

'আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন আমার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে পসন্দমত চারজনকে তুমি রাখ এবং অন্যজন ত্যাগ কর। অতঃপর আমি উহাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা বয়স্কা ও বন্ধ্যা স্ত্রী, যাহার সঙ্গে আমি দীর্ঘ ষাট বছর একত্র বাস করিয়াছি, তাহাকে তালাক দিয়া দিলাম।' এই সকল হাদীসের প্রত্যেকটিই বায়হাকীর বর্ণিত গাইলানের হাদীসের সমর্থক ও সম্পূরক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর যদি এইরূপ আশংকা কর যে, তাহাদের মধ্যে ন্যায়সংগত আচরণ বজায় রাখিতে অসমর্থ হইবে, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদিগকে।

অর্থাৎ যদি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করিতে সমর্থ না হও তখন এক স্ত্রী নিয়া সন্তুষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়।

যথা অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে তোমরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না।

তাই কেহ যদি এই ব্যাপারে ভয় পায় যে, সে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সমতা বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে না, তাহার একটি বিবাহ করাই উচিত অথবা ক্রীতদাসীদিগকে নিয়া তৃপ্ত থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, ক্রীতদাসীদের সঙ্গে সমান ভাগে পালা করা ওয়াজিব নহে। তবে ইহা করা মুস্তাহাব বটে। আর যদি ক্রীতদাসীদের বেলায় কেহ সমান সংসর্গ না করে তবে তাহার প্রতি দোষও বর্তাইবে না।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ ذَالِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ইহাতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, ইহাই সন্তানাদি না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনাময় পথ। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও শাফেঈ প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন। ইহাদের যুক্তি হইল যে, যেহেতু অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً অর্থাৎ যদি তোমরা দারিদ্র্যের ভয় কর।

অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ

অর্থাৎ, তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে অতি সত্বরই তোমাদিগকে ধনবান করিয়া দিতে পারেন। কোন এক কবি বলিয়াছেন ঃ

فما يدرى الفقير متى غناه + وما يدرى الغنى متى يعيل

অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির জানা নাই যে, কখন সে ধনবান হইবে আর ধনবান ব্যক্তিরও জানা নাই'যে, কখন সে দারিদ্র্যের কবলে নিপতিত হইবে।

যখন কোন ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়ে, তখন আরবের লোকেরা বলে, عال الرجل অর্থাৎ লোকটি দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা একাধিক স্বাধীন স্ত্রী গ্রহণ করার মধ্যে যদি দারিদ্র্যের আশংকা থাকে, তবে সে আশংকা তো একাধিক দাসী গ্রহণের মধ্যেও রহিয়াছে। সুতরাং জমহুরের ব্যাখ্যা সঠিক ও যথাযথ। তাঁহারা এই আয়াতাংশের অর্থ করিয়াছেন যে, ইহাতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। যথা কেহ যদি যুলুম ও অত্যাচার করে তখন আরবরা তাহাকে বলে, عال فى الْحكم

আবূ তালিবের বিখ্যাত কাসীদার একটি পংক্তিতে বলা হইয়াছে ঃ

بميزان قسط لا يبخس شعيرة + له شاهد من نفسه غير عائل

অর্থাৎ এমন পাল্লায় মাপিয়াছ, যে পাল্লায় এক যব পরিমাণ কম হয় না। আর যে অত্যাচারী নহে তাহার আত্মাই সাক্ষী রহিয়াছে যে, সে অত্যাচারী নহে।

আবূ ইসহাক হইতে হাশীম বলেন যে, কুফাবাসীরা হযরত উছমান ইব্‌ন আফফান (রা)-কে দোষারোপ করিয়া তাহার নিকট পত্র দিলে তিনি উহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন যে, اِنِّىْ لستُ بميزان أعول অর্থাৎ আমি অত্যাচারের দাড়িপাল্লা নহি। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, হিশাম ইব্‌ন উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমাইর, আমর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন যায়িদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন শুআইব, খাছীম ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ ইব্‌রাহীমের সূত্রে ইব্‌ন হাব্বান, ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ذَالِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলিয়াছেন, পক্ষপাতিত্ব না করা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ আমার আব্বা বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটির সনদ মুরসাল বলা ভুল। আসল ব্যাপার হইল হাদীসটি হযরত আয়েশার সূত্রে মাওকূফ সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা), আয়েশা (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, আবূ মালিক, ইব্‌ন রযীন, নাখঈ, শা'বী, যিহাক, আতা খোরাসানী, কাতাদা, সুদ্দী ও মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ বলিয়াছেন যে, ইহার (আলোচ্য আয়াতের) মর্মার্থ হইল,

পক্ষপাতিত্ব না করা। এই অর্থ করিয়া ইকরামা আবূ তালিবের উপরোক্ত পংক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। কেননা ইহা সাহিত্যের ব্যাপার। ইব্‌ন জারীরও এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

'আর তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মহর দিয়া দাও।'

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ اَلنِّحْلَةُ। এর অর্থ হইল মহর।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) نِحْلَةً -এর অর্থ করিয়াছেন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপর বর্তিত দায়-দায়িত্বসমূহ পালন করা। মাকাতিল, কাতাদা ও ইব্‌ন জারীজও এই অর্থ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীজ আরও একটু বাড়াইয়া বলেন যে, ইহার অর্থ হইল মহর নির্ধারিত করা।

ইব্‌ন যায়িদ বলেন ঃ আরবী ভাষায় আবশ্যকীয় জিনিসকে نِحْلَةً বলা হয়। যেমন বলা হয়– لَا تَنْكِحُهَا اِلَّابِشَيْءٍ وَاجِبٍ لَهَا অর্থাৎ কোন মহিলাকে তাহার প্রাপ্য নির্ধারিত না করিয়া বিবাহ করিও না।

তাই রাসূল (সা)-এর আবির্ভাবের পরে কোন ব্যক্তির জন্য মহর ব্যতীত বিবাহ্ করা বৈধ নহে। তেমনি ফাঁকিবাজি করিয়া মহর অনির্ধারিত রাখাও জায়েয নয়। তবে সেইভাবে বিবাহ হইয়া গেলে উভয় অবস্থায় বিবাহকারী পুরুষকে পূর্ণ মহর দিতে হইবে! আর যদি মহিলা স্বামীকে স্বেচ্ছায় মহর ক্ষমা করিয়া দেয় তবে সেই অর্থ স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যায়। স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীকে উপহার দিলে যেমন বৈধ হয়, স্ত্রীর ক্ষমা করা মহরও স্বামীর জন্য তেমনি বৈধ।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا

অর্থাৎ আর যদি খুশি হইয়া তাহা হইতে কিছু অংশ ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহা তোমরা স্বচ্ছন্দে ভোগ কর।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াকুব ইব্‌ন মুগীরা ইব্‌ন শু'বা, সুদ্দী, সুফিয়ান, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী, আহমাদ ইব্‌ন সিনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ

তোমাদের কেহ যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে সে যেন তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে তিনটি দিরহাম বা তৎসমমূল্য গ্রহণ করিয়া উহা দ্বারা মধু ক্রয় করে এবং মধুর সঙ্গে বৃষ্টির পানি সংমিশ্রিত করিয়া পান করে। কেননা ইহা হইল যে কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ, অন্য দিকে সুপেয়ও বটে।

আবূ সালিহ হইতে ধারাবাহিকভাবে সাইয়ার ও হাশিম বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন ঃ লোকেরা তাহাদের মেয়েদের বিবাহ দিয়া মেয়েদের মহর নিজেরা গ্রহণ করিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া বলেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

অর্থাৎ তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মহর দিয়া দাও। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মালিক সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল মালিক ইব্‌ন মুগীরা তায়ফী, উমাইর খুশআমী, সুফিয়ান, ওয়াকী, মুহাম্মদী ইব্‌ন ইসমাঈল হুমাইদী ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মালিক সালমানী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইলে সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! তাহাদের মোহর কি হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে জিনিসে তাহার আত্মীয়-স্বজন সন্তুষ্ট হয়।

উমর ইব্‌ন খাত্তাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন সালামানী, আবদুল মালিক ইব্‌ন মুগীরা ও হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাতের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ একদা ভাষণ দানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বলেন اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى তোমরা বিধবাদেরকে বিবাহ করাইয়া দাও। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহাদের জন্যে মহর কি হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদের আত্মীয়-স্বজন যাহাতে রাযী হয়। এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ইব্‌ন সালমানী দুর্বল রাবী। তাহা ছাড়া ইহার সনদে ছেদ রহিয়াছে।

(٥) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا
وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○

(٦) وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ
وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ
فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

৫. "তোমাদের যে সম্পদ আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করিয়াছেন, তাহা নির্বোধদিগের হাতে অর্পণ করিও না, উহা হইতে তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।"

৬. "ইয়াতীমদিগকে যাচাই করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা বিবাহযোগ্য হয়; আর তাহাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখিলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবে। তাহারা বড় হইয়া যাইবে বলিয়া অন্যায়ভাবে উহা তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে, তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা অবোধদের নিকট সম্পদ হস্তান্তর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পদকে মানুষের জীবন যাপনের উপকরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষ অর্থ দ্বারা ব্যবসা করিয়া জীবন নির্বাহ করিয়া থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা অবোধদের হাতে অর্থ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর অবোধ বহু রকমের রহিয়াছে। এক.

অপ্রাপ্ত বয়স্ক। কেননা সে অর্থের মূল্য বুঝিতে অক্ষম। দুই. পাগল। কেননা তাহাদের মেধা বিক্ষিপ্ত। সেই কারণে সে নিঃশেষে অর্থ বিনষ্ট বা ব্যয় করিয়া ফেলিবে। তিন. বোকা অথবা বেদীন। কেননা তাহারা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া বা অন্যায়ভাবে সম্পদ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। চার. সেই ব্যক্তি যাহার ঘাড়ে ঋণের বোঝা রহিয়াছে। এমন মোটা অংকের ঋণ যাহা তাহার সকল সম্পদ দিয়াও পরিশোধ হইবার নহে। এই অবস্থায় ঋণদাতা আদালতে আপিল করিলে তাহার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যিহাক বলেন ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা), হাকাম ইব্‌ন উআইনা, হাসান বসরী ও যিহাক প্রমুখ বলেনঃ ইহা দ্বারা স্ত্রী ও বাচ্চাদের কথা বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন ঃ ইহা দ্বারা ইয়াতীম অনাথদের কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরামা ও কাতাদা প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা স্ত্রীদেরকে বুঝান হইয়াছে। আবূ উমামা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাসিম, আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ, উছমান ইব্‌ন আবুল আতিকা, সাদাকা ইব্‌ন খালিদ, হিশাম ইব্‌ন আম্মার, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'একমাত্র স্বামীর আনুগত্য স্বীকারকারী মহিলা ব্যতীত সাধারণত মহিলারা অবোধ।' ইব্‌ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা, হারব ইব্‌ন শুরাইহ, মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন ঃ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ইহা দ্বারা দাস-দাসীদের কথা বুঝান হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا

অর্থাৎ তাহা হইতে তাহাদিগকে খাওয়াও, পরাও এবং তাহাদিগকে সান্ত্বনার বাণী শুনাও।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ পাক জীবিকা নির্বাহের উপকরণ সম্পদকে স্ত্রী ও সন্তানদের হাতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের মুখাপেক্ষী হইতে নিষেধ করিয়াছেন। বরং সম্পদ নিজের অধিকারে রাখিয়া তাহাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ বুরদা, শা'বী, ফিরাস, শু'বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন জা'ফর, ইব্‌ন মুছান্না ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আবূ মুসা (রা) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, কিন্তু আল্লাহ তাহাদের প্রার্থনা কবূল করেন না। এক. সেই ব্যক্তি যাহার বন্ধনে দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রহিয়াছে, কিন্তু সে তাহাকে তালাক দেয় না। দুই. সেই ব্যক্তি যে নির্বোধের হাতে অর্থ তুলিয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ অর্থাৎ যে সম্পদকে আল্লাহ তোমার জীবন যাত্রার অবলম্বন করিয়াছেন তাহা নির্বোধদের হাতে তুলিয়া দিও না। তিন. সেই ব্যক্তি যে কাহারো নিকট ঋণী, কিন্তু সে এই ব্যাপারে কাহাকেও সাক্ষী রাখিল না।

মুজাহিদ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাহাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখ এবং সদ্ব্যবহার কর। এই আয়াতাংশ দ্বারা অনাথ ও অধীনস্থদের ব্যাপারে

সহনশীল হইতে বলা হইয়াছে। তাই অভিভাবকের উচিত অধীনস্থদের যথাযথ খবরাখবর নেওয়া এবং তাহাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَابْتَلُوا الْيَتَامٰى অর্থাৎ, আর ইয়াতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নযর রাখিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী ও মাকাতিল ইহার ভাবার্থে বলিয়াছেন ঃ ইয়াতীমদের দেখাশুনা কর যতক্ষণ তাহারা যৌবনে পদার্পণ না করে। মুজাহিদ (র) বলেন نِكَاحَ-এর অর্থ হইল, স্বপ্নদোষ হওয়া। জমহুর আলিম বলিয়াছেন ঃ পুরুষদের বয়ঃপ্রাপ্তির পরিচয় হইল স্বপ্নদোষ হওয়া। অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যৌনাংগ হইতে আঠালো ধরনের পানি নির্গত হওয়া, যদ্বারা মানুষের উৎপত্তি হয়।

আলী (রা)-এর সূত্রে আবূ দাউদ বর্ণনা করে যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই কথাটি আমার ভাল করিয়াই মনে আছে যে, 'স্বপ্নদোষ হওয়ার পর আর ইয়াতীম থাকে না ... ...।'

হযরত আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবা হযরত নবী (সা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তিন ধরনের লোক হইতে কলম উঠাইয়া রাখা হয়। এক. অপ্রাপ্ত বয়স্ক যতদিন বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, অথবা পনের বছর বয়স না হয়। দুই. নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত না হয়। তিন. পাগল ব্যক্তি যতদিনে পরিপূর্ণ সুস্থ না হয়।

এই কথার দলীলস্বরূপ ইব্‌ন উমর হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ ওহুদের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন করিলে তিনি আমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। তখন খন্দকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিলে তিনি আমার আবেদন গ্রহণ করেন। তখন আমার বয়স হইয়াছিল পনের বছর। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীযের নিকট এই হাদীসটি পৌঁছিলে তিনি বলেন যে, ইহা প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্কের সীমারেখা।

যৌনাংগের আশেপাশে লোম গজান বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে তিনটি মত রহিয়াছে। তন্মধ্যে তৃতীয় মতটি হইল যে, মুসলমানদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির চিহ্ন নয়। কেননা মুসলমানদের বেলায় ইহা তাড়াতাড়ি গজানোর জন্যে ঔষধ ব্যবহার করার অবকাশ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যিম্মীদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির চিহ্ন হিসাবে গণ্য। যিম্মীরা ইহা তাড়াতাড়ি গজানোর জন্যে ঔষধ বা চিকিৎসা গ্রহণ করিবে না। কেননা ইহা গজাইলেই তাহাদের প্রতি জিযিয়া কর ধার্য করা হয়। তাই তাহাদের নাভির নিচের চুল যথাসময়ে গজায়। অতএব তাহাদের বেলায় ইহা বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে স্বতঃসিদ্ধ অভিমত হইল, ইহা সকলের জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির আলামত। কেননা ইহা প্রকৃতিগত সাধারণ ব্যাপার। ঔষধ ব্যবহারের ব্যাপারটি তো বিশেষ ব্যাপার বৈ নয়।

ইহার দলীল এই–আতীয়া কারযী হইতে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতীয়া কারযী (রা) বলেন ঃ বনূ কুরাইযার যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নীত হইলে তিনি একজনকে আমাদের নাভির নিচের লোম দেখার জন্য আদেশ করেন এবং বলেন যে, যাহার নাভির নিচের লোম গজাইয়াছে তাহাকে হত্যা করা হইবে আর যাহার উহা গজায় নাই তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তাই আমার উহা গজাইয়াছিল না বলিয়া আমি মুক্তি পাইয়াছিলাম। সুনান চতুষ্টয়ে উহা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে। উল্লেখ্য যে,

হযরত সা'আদ ইব্‌ন মুআয (রা)-এর সিদ্ধান্তের উপর বনী কুরাইযারা সম্মত হইয়া যুদ্ধবিরতি করিয়াছিল এবং তাহার সিদ্ধান্তেই প্রাপ্তবয়স্ক বন্দীদেরকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং অপ্রাপ্তদেরকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন হাব্বান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া, ইব্‌ন আলীয়া ও আবূ উবায়দা একটি গরীব হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা)-এর শাসনকালে একটি বালক একটি বালিকার সঙ্গে ব্যভিচার করার কথা স্বেচ্ছায় আসিয়া বলিলে উমর (রা) তাহর নাভির নিচে লোম গজাইয়াছে কিনা তাহা দেখার জন্য বলেন। পরে দেখা যায় যে, তাহার উহা গজায় নাই। তখন তাহার নির্ধারিত বিচার মওকুফ করা হয়। আবূ উবায়দা বলেন, সেই বালকটি বালিকার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। অর্থাৎ সে বলিয়াছিল, আমি উহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছি। মূলত সে মিথ্যা বলিয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

অর্থাৎ যদি তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করিতে পার, তবে তাহাদের সম্পদ তাহাদের হাতে অর্পণ করিতে পার। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র.) উহার মর্মার্থে বলেন, অর্থাৎ যদি তাহাদের ধর্ম-কর্মচেতনা এবং ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের বুদ্ধি-বিবেচনা হয়, তখন তাহাদের হাতে তাহাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান বসরী ও একাধিক ইমাম হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। ফকীহগণ বলেন ঃ যখন ইয়াতীম বালকের দীনের যথার্থ জ্ঞান এবং স্বীয় সম্পদ যথাযথ স্থানে ব্যয় করার বুদ্ধি-বিবেচনা হয়, তখন তাহার অভিভাবক তাহার নিকট তাহার সম্পদ হস্তান্তর করিতে পারে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَاتَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا

অর্থাৎ ইয়াতীমের মাল প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিও না বা তাহারা বড় হইয়া যাইবে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইয়াতীমের মাল জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। اِسْرَافًا وَبِدَارًا অর্থাৎ তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তাহাদের সম্পদ শেষ করিয়া ফেলা।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

অর্থাৎ যাহারা সচ্ছল তাহারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল খরচ করা হইতে বিরত থাকিবে। (তাহারা উহা হইতে সামান্য পরিমাণও ভক্ষণ করিবে না।) শা'বী (র) বলেন ঃ অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা মরদেহ ও রক্ত ভক্ষণের তুল্য।

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুলায়মান, আশাজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ এই আয়াতাংশটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। যেই অভিভাবক তাহাকে পরিচালনা করে এবং তাহার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে সে যদি অভাবে পড়ে, তবে সে ইয়াতীমের সম্পদ হইতে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হিশামের পিতা, হিশাম, আলী ইব্ন মাসহার, মুহাম্মাদ ইব্ন সাঈদ ইস্পাহানী, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْف এই আয়াতাংশটি ইয়াতীমের অভিভাবক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই অভাবী অভিভাবক উহা হইতে সংগত পরিমাণ মাল খরচ করিতে পারিবে। হিশাম হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইরের সনদে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ফকীহগণ বলেন ঃ এই খাওয়া বা গ্রহণ করা দুইভাবে হইতে পারে। এক. সম্পদ সংরক্ষণের পারিশ্রমিক হিসাবে। দ্বিতীয় হইল, অভাবের জন্যে। এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, অভিভাবকের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিলে তাহাকে সেই মাল ফিরাইয়া দিতে হইবে কি-না ? এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল; সেই মাল ফিরাইয়া দিতে হইবে না। কেননা সে অভাবের সময় পারিশ্রমিক হিসাবে নিয়াছিল। ইমাম শাফেঈ (র)-এর সহচরবৃন্দের নিকট এই মতই সহীহ বা সঠিক। কেননা এই আয়াতে ফিরাইয়া দেওয়ার কথা ছাড়াই সাধারণভাবে খাওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআইব ও আমর ইব্ন শুআইব, হুসাইন, আবদুল ওয়াহাব ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট মাল নাই, তবে আমি একজন ইয়াতীমের অভিভাবক। আমি কি সেই ইয়াতীমের মাল হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, হাঁ, তুমি ইয়াতীমের মাল হইতে খাইতে পারিবে। কিন্তু উহা হইতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিবে না, উহার ভালটার দ্বারা তোমার মন্দটা পাল্টাইবে না এবং নিজের মাল বাঁচাইয়া রাখিয়া উহার মাল খরচ করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী হুসাইনের রিওয়ায়েতে সন্দেহ রহিয়াছে।

আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআইব, আমর ইব্ন শুআইব, হুসাইন আল-মাকতাব, আবূ খালিদ আহমাদ, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহাকে বলিলেন, আমার অভিভাবকত্বে একটি ইয়াতীম রহিয়াছে এবং তাহার ধন-সম্পদও আমার অধিকারে রহিয়াছে। অথচ আমি কপর্দকহীন। তাই আমি কি ইয়াতীমের মাল হইতে ভক্ষণ করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন—খাও সংগত পরিমাণে, কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজা হুসাইন আল মুআল্লিমের সনদেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন দীনার, আবূ আমর আল খাব্বাব, জাফর ইব্ন সুলায়মান ও ইয়ালী ইব্ন মাহদীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীরে এবং ইব্ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াতীমকে আদব ও শিষ্টাচার শিখাইবার জন্য কোন্ জিনিস দিয়া মারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে আদব শিখাইবার জন্য যাহা দিয়া মার, উহা দিয়া। তবে নিজের মাল বাঁচাইয়া উহার মাল ব্যয় করিবে না এবং উহার সম্পদ নষ্ট করিয়া ধনবান হওয়ার চেষ্টা করিবে না।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ, সাওরী, আবদুর রাজজাক, হাসান ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন জারীর বর্ণনা যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলেন ঃ

একদা একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া ইব্ন আব্বাসের (রা) নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমি ইয়াতীম প্রতিপালন করি। আমার উট আছে এবং তাহাদেরও উট আছে। কিন্তু আমি আমার উটগুলি দরিদ্রদিগকে দুধ পানের জন্য দিয়া দেই। অতএব এই অবস্থায় আমি ইয়াতীমদের উটের দুধ পান করিতে পারিব কি ? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি যদি তাহাদের বিক্ষিপ্ত উটগুলি তালাশ করিয়া আন, সেইগুলির খড়-পানির ব্যবস্থা কর, ইন্দিরাগুলি ঠিক রাখ এবং সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণ যদি ঠিকমত তুমি কর, তবে তুমি অসংকোচে উহাদের উটের দুধ পান করিতে পার। শর্ত হইল, ইহা দ্বারা যদি উহাদের কোন ক্ষতি না হয়। ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে মালিক স্বীয় মুয়াত্তায়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা, ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, দরিদ্রতাবশত অভিভাবক ইয়াতীমের মাল হইতে ভক্ষণ করিলে তাহা পরিশোধ করিতে হয় না। আ'তা ইব্ন আবূ রিবাহ, ইকরামা, ইব্রাহীম নাখঈ, আতীয়া আওফী ও হাসান বসরী প্রমুখের মতও ইহা।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ দারিদ্র্য দূর হইলে ইয়াতীমের ভক্ষিত মাল পরিশোধ করিতে হইবে। কেননা মূলত উহা খাওয়া নিষিদ্ধ। কোন বিশেষ প্রয়োজনবশত উহা খণ্ডিতকালের জন্য বৈধ করা হইয়াছিল মাত্র।

হারিছা ইব্ন মাযবার হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ইসহাক, সুফিয়ান, ইস্রাঈল, ওয়াকী, ইব্ন খাইছামা ও ইব্ন আবুদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, হারিছা ইব্ন মাযবার (র) বলেন ঃ

উমর (রা) খিলাফাতের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমি রাষ্ট্রীয় ধনাগারের সেইরূপ মালিক, যেইরূপ ইয়াতীমের অভিভাবক ইয়াতীমের মালের মালিক। আমার প্রয়োজন না হইলে উহা হইতে গ্রহণ করিব না। আর যদি প্রয়োজন হয়ও ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিব। যখন সচ্ছলতা আসিবে তখন পরিশোধ করিয়া দিব। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বায়হাকীও (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহার সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ –এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল, যে অভাবগ্রস্ত সে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে ঋণ হিসাবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ ওয়াইল, আবূ আলীয়া ও উবায়দার রিওয়ায়েতে মুজাহিদ, যিহাক ও সুদ্দীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস ও ইকরামা হইতে সুদ্দীর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (র) وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ –এর ভাবার্থে বলেন ঃ

সংগতভাবে খাওয়ার অর্থ তিন আংগুলি দ্বারা খাইবে। ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, সুফিয়ান, ইব্ন মাহদী ও আহমাদ ইব্ন সিনান বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নিজের সম্পদ এইভাবে হিসাব করিয়া ব্যয় করিবে যে, ইয়াতীমের সম্পদ যেন ব্যয় করার প্রয়োজনই না হয়। মুজাহিদ এবং মাইমুন ইব্ন মিহরানের রিওয়ায়েতে হাকামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আমের শা'বী বলেন ইয়াতীমের মাল খাইবে না। একমাত্র সেই অবস্থার সম্মুখীন হইলে খাইবে যে অবস্থায় মরদেহ ভক্ষণ করা জায়িয হয়। উপরন্তু উহা পরিশোধ করিতে হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নাফে‘ ইব্‌ন আবূ নঈম আলকারী হইতে ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্‌ন আবূ নঈম আলকারী (র) বলেনঃ আমি ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী ও রবীআকে وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ–এই আয়াতের ভাবার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ে বলেনঃ ইহাতে ইয়াতীম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইয়াতীম যদি দরিদ্র হয় তবে অভিভাবক তাহার প্রয়োজনমত ইয়াতীমের জন্য নিজ মাল হইতে ব্যয় করিবে। কিন্তু অভিভাবক উহার বিনিময় হিসাবে কিছু পাইবে না।

এই ভাবার্থটি মূল ভাষ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলিয়াছেনঃ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ–যাহারা সচ্ছল তাহারা অবশ্যই ইয়াতীমের মাল ব্যয় করা হইতে বিরত থাকিবে। অর্থাৎ অভিভাবকদের মধ্যে যাহারা সচ্ছল তাহারা। আর وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا অভিভাবকদের মধ্যে যাহারা দরিদ্র ও অসচ্ছল فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ সে সংগত পরিমাণ খাইবে। অর্থাৎ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। যথা অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ

‘তোমরা ইয়াতীমদের মালের নিকটেও যাইও না; একমাত্র তাহাদের উপকার ও স্বার্থ ব্যতীত কিংবা কঠিন অভাবে নিপতিত হইলে।’ অর্থাৎ ইয়াতীমের স্বার্থ ও কল্যাণ ব্যতীত উহাদের মালের নিকটবর্তী হইও না। আর যদি অভিভাবক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয় তবে সে ইয়াতীমের মাল হইতে সংগত পরিমাণ খাইতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

‘যখন তাহাদের হাতে তাহাদের সম্পদ প্রত্যর্পণ কর।’ অর্থাৎ যখন তাহারা বালেগ হইবে এবং যখন তাহাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনা লক্ষ্য করিবে, তখন তাহাদের হাতে সমর্পণ করিবে। আর যখন তাহাদিগকে তাহাদের মাল প্রত্যর্পণ করিবে, তখন فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ সাক্ষী রাখিবে।

ইহা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা ইয়াতীমের অভিভাবকদের প্রতি ইয়াতীমরা বালেগ হইলে তাহাদের ধন-সম্পদ তাহাদের হাতে প্রত্যর্পণ করার সময় সাক্ষী রাখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কেননা অভিভাবক উহার মাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়াছে কি-না তাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অবশেষে আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

‘অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।’

অর্থাৎ ইয়াতীমের অভিভাবক তাহার মাল সংরক্ষণের বেলায় কতটা সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে এবং উহার মাল আমানতদারীর সহিত রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে কিনা বা ষড়যন্ত্র করিয়া উহার মাল নষ্ট করিয়া ফেলিল কিনা, এই সকল বিষয় আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। তাই হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ যর (র)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–হে আবূ যর! তোমাকে আমার দুর্বল মনে হইতেছে। অবশ্য আমি আমার নিজের জন্যে যাহা পসন্দ করি তোমার জন্যেও তাহা পসন্দ করি। তবে সাবধান! কখনো তুমি দুই ব্যক্তির নেতৃত্বও গ্রহণ করিবে না এবং কখনো ইয়াতীম ও তাহার মালের অভিভাবকত্বও গ্রহণ করিবে না।”

(٧) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۪ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○
(٨) وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ○
(٩) وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۪ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْ
لُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ○
(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۭ
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ○

৭. পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে। তেমনি পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে। উহা অল্প হউক কিংবা বেশি হউক, এক নির্ধারিত অংশ।"

৮. "সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত লোক উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু দিবে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ করিবে।"

৯. "তাহারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পিছনে ছাড়িয়া গেলে তাহারাও তাহাদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হইত। সুতরাং তাহারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।"

১০. "যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা তাহাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তাহারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিবে।"

তাফসীর ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও কাতাদা বলেন ঃ মুশরিকদের মধ্যে প্রথা ছিল যে, পিতার বড় ছেলে পৈতৃক সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হইত এবং তাহার ছোট ছেলে-মেয়েরা পিতৃ-সম্পত্তির কোন অংশ পাইত না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রহিয়াছে।'

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী অংশীদার হিসাবে সকলেই সমান। তাহা মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত হউক বা বৈবাহিক সম্পর্কের হউক বা আযাদ সম্পর্কের হউক। আত্মীয় হিসাবে কম-বেশি অংশ সকলেই পাইবে।

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উকাইল, সুফিয়ান সাওরী ও ইব্‌ন হারসার সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ একদা উম্মু কাহাতা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমার দুইটি ছেলে সন্তান রহিয়াছে, কিন্তু ওদের পিতা মারা গিয়াছে এবং ওদের কোন সহায়-সম্পত্তি নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ

উত্তরাধিকারের আয়াতের পরবর্তী আলোচনায় এই হাদীসটি আবারও আলোচিত হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন উপস্থিত হয়। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসিয়া উপস্থিত হয় যাহাদের কোন অংশ নাই, তাহাদিগকে উহা হইতে একাংশ প্রদান কর। ইসলামের প্রথম যুগে উহা প্রদান করা ওয়াজিব ছিল। কেহ বলিয়াছেন, ওয়াজিব নয়, মুস্তাহাব ছিল। তবে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, বর্তমানে এই নীতি রহিত কি রহিত নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, শায়বানী, সুফিয়ান, আবদুল্লাহ আশজাঈ, আহমাদ ইব্ন হামীদ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের আলোচনা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই হুকুম বর্তমানেও কার্যকর এবং ইহা রহিত হয় নাই। ইব্ন আব্বাস হইতে সাঈদও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, হিকাম, হাজ্জাজ ইব্ন আওয়াম, হুসাইন, কাসিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ এই নীতি এখনো কার্যকর। ইহার উপর আমল করিতে হইবে। মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন আবূ নাজীহ ও সাওরী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াত প্রসংগে বলেনঃ উত্তরাধিকারীদের খুশিমত উহাদিগকে কিছু দেওয়া ওয়াজিব। ইব্ন মাসউদ, আবূ মূসা, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর, আবুল আলীয়া, শা'বী ও হাসান বসরী প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন সীরীন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল, ইব্রাহীম নাখাঈ, আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, যুহরী ও ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ বলেনঃ উহা প্রদান করা ওয়াজিব।

ইব্ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন উবায়দা, ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া, আবূ সাঈদ আশাজ্জ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সীরীন (র) বলেনঃ হযরত আবূ উবায়দা (রা) একটি ওসীয়াতের একক অধিকারী হইয়াছিলেন। উহা গ্রহণ করার সময় তিনি একটি বকরী যবাই করিয়া এই আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজন করান। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এই আয়াতটি নাযিল না হইত তাহা হইলে ইহাও আমার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইত।

যুহরী হইতে মালিক আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উল্লেখ করেন যে, মাসআবের (র) সম্পত্তি বন্টন হওয়ার সময় উরওয়াও (র) উহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান করিয়াছিলেন। যুহরী (র) বলেনঃ এই হুকুম এখনো কার্যকর। মুজাহিদ হইতে আবদুল করীমের সূত্রে মালিক বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেনঃ উত্তরাধিকারীদের খুশি মত উহাদিগকে কিছু প্রদান করা একটি ওয়াজিব দায়িত্ব।

যাহারা বলেন এই আয়াতটি ওসীয়াত সম্পর্কিত, তাহাদের দলীল এই ঃ

ইব্ন আবূ মালিক হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জারীজ ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ মালিক (র) বলেনঃ তাহাকে আসমা বিনতে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (র) এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর যখন তাহার পিতার সম্পত্তি ভাগ-বন্টন করিয়াছিলেন তখন আয়েশা (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা উপস্থিত দরিদ্র এবং দূর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে বঞ্চিত করেন নাই। সকলকে উহা হইতে কিছু কিছু দিয়াছিলেন এবং তখন এই আয়াতটি পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى

অর্থাৎ উহা বন্টন করার সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয় তখন উহা হইতে তাহাদিগকে কিছু ভোজন করাও। কাসিম (র) বলেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহা জানিতে পারিয়া বলেন যে, ইহা করা ঠিক হয় নাই। মৃত ব্যক্তি উহাদিগকে দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া গেলে কেবল দেওয়া যাইবে। কেননা এই আয়াতটি ওসীয়াত সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের দলীল

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালিহ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সায়িব কালবী ও সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা ও ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম মক্কী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ। এই আয়াতটি পরবর্তীতে অবতীর্ণ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আওফী وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوْا الْقُرْبٰى এই আয়াতাংশ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে ইহা কার্যকর ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দিলে ইহা কেবল সাদকা বা ওসীয়াত সম্পর্কীয় ব্যাপারে প্রযোজ্য থাকে। যে অংশ বা যাহাদের জন্য মৃত ব্যক্তি ওসীয়াত করিয়া যাইবে তাহারাই কেবল উহা পাইবে। ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে আ'তা উছমান ইব্‌ন আতা, ইব্‌ন জারীজ, হাজ্জাজ হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাব্বাহ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوْا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ এই আয়াত মীরাছের আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহা দ্বারা উত্তরাধিকারীদের কম-বেশি স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হুমাম, সাঈদ ইব্‌ন আমের ও উসাইদ ইব্‌ন আসিম বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেনঃ

এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকারীদের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার পূর্বে মৃত ব্যক্তির মাল হইতে ইয়াতীম, ফকীর, মিসকীন এবং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন–যাহারা বন্টন করার সময় উপস্থিত হইত তাহাদিগকে কিছু কিছু দেওয়া হইত। কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃতের উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়ার দ্বারা এই আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ব্যতীত অন্যান্য যাহাদের জন্য সে ওসীয়াত করিয়া যাইবে তাহারাই কেবল উহা পাইবে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে ধারাবাহিকভাবে যুহরী ও মালিক বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি ওসীয়াত ও মীরাছ সম্পর্কীয় আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইকরামা, আবূ শা'ছা, কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবূ সামীহ, আবূ মালিক, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম, যিহাক, আতা খোরাসানী, মাকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান প্রমুখ হইতে বর্ণনা

করা হইয়াছে যে, তাহারা বলেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। আর জমহুর ফুকাহা, চার ইমাম এবং তাহাদের যোগ্য সহচরদের অভিমতও ইহাই।

তবে ইব্‌ন জারীর (র) এই আয়াতের একটি অত্যন্ত দুর্বল অর্থ করিয়াছেন। যাহার সার সংক্ষেপ হইল- وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ অর্থাৎ ওসীয়াতের মাল বন্টন করার সময় যদি মৃত ওসীয়াতকারীর আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম ও মিসকীন হাযির হয়, فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ তাহাদিগকে উহা হইতে কিছু ভক্ষণ করাও এবং وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا তাহাদের সংগে নম্র ব্যবহার ও সদালাপ কর। এই হইল তাহার এই সম্বন্ধীয় একাধিক ও দীর্ঘ বর্ণনার সারমর্ম। তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ বিদ্যমান। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আওফী বলেন ঃ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ অর্থাৎ উত্তরাধিকার বন্টন করার যখন সময় উপস্থিত হইবে। একাধিক ব্যক্তি এই অর্থ করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন জারীরের নিকট এই অর্থ গ্রহণীয় নয়। কেননা তিনি বলেন, যখন সেই সব গরীব আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন উপস্থিত হইবে, যাহাদের কোন অংশ নাই, তখন তাহাদের জন্য উত্তরাধিকারীদের নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু করিয়া দেওয়া উচিত। কেননা তাহারা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া অসহায় ও করুণার দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি তাকায়। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল। তাই তাহাদিগকে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া না দিয়া কিছু দিয়া খুশি করার কথা বলিয়াছেন। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْ حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه

অর্থাৎ নিজেদের বাগানের ফল খাও যখন ফলবান হয় এবং যেদিন ফল কর্তন কর, সেই দিন ইহার হক বাহির করিয়া ফকীর-মিসকীনদিগকে দিয়া দাও।

ক্ষুধার্ত ব্যক্তি ও দরিদ্র লোকদের ভয়ে যাহারা তাহাদিগকে না জানাইয়া গোপনে ক্ষেতের ফসল কর্তন করে এবং গাছের ফল পাড়িয়া নেয় তাহাদিগকে আল্লাহ নিন্দা করিয়াছেন। যথা কোন এক বাগানের মালিককে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন ঃ

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ

'যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, প্রত্যূষে বাগানের ফল আহরণ করিবে।'

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ. اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ.

অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে যে, অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে। دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا

অর্থাৎ তাহাদের তথায় পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহর শাস্তি নামিয়া আসিল এবং সমস্ত বাগান পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। আর অন্যের হক বিনষ্টকারীদের পরিণতি এইরূপই হইয়া থাকে।

তাই হাদীসেও আসিয়াছে, যে মালের মধ্যে সাদকার মাল মিশ্রিত থাকে উহা সাকুল্যে ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই মালের মধ্যে মিশ্রিত সদকা বা যাকাত অন্যের হক আর এই হক বিনষ্ট করার পাপেই সেই মাল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ

অর্থাৎ যাহারা নিজেদের পশ্চাতে নিজেদের অসমর্থ সন্তানদেরকে ছাড়িয়া যাইবে তাহাদের উপর যে ভীতি আসিবে তজ্জন্যে তাহাদের শংকিত হওয়া উচিত। ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ

ইহা মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদি এমন কোন ওসীয়াত করে যাহা তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্য আশংকাজনক ও ক্ষতিকর হয়, তখন ওসীয়াত শ্রবণকারী ওসীয়াতকারীকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করিবে, যাহাতে মৃত ব্যক্তির ছেলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইয়া না পড়ে। যেভাবে সে নিজের মংগল কামনা করে, ঠিক তেমনি সে তাহাদের যে কোন ক্ষতিকর ব্যাপার রোধ করিবে। মুজাহিদ (র) সহ অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাসের অসুস্থতা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অঢেল সম্পত্তি রহিয়াছে, কিন্তু আমার উত্তরাধিকার হইল মাত্র একটি কন্যা সন্তান। তাই আমি কি উহার দুই-তৃতীয়াংশ সাদকা করিয়া দিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না। তবে অর্ধেক ? তিনি বলিলেন, না। তবে এক-তৃতীয়াংশ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এক-তৃতীয়াংশও বেশি হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীকে সম্পদশালীরূপে রাখিয়া যাও। ইহা অনেক উত্তম উহা হইতে যে, তুমি তাহাকে দরিদ্ররূপে রাখিয়া যাইবে এবং সে অন্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার হাত বাড়াইবে।

সহীহ হাদীসে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুষ যদি এক-তৃতীয়াংশের কম এক-চতুর্থাংশ ওসীয়াত করে, তবে তাহাই উত্তম। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এক-তৃতীয়াংশও বেশি হইয়া যায়।

ফকীহগণ বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা যদি ধনবান হয়, তবে মৃত ব্যক্তির তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা উত্তম। আর যদি মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা দরিদ্র হয় তবে একতৃতীয়াংশের কম ওসীয়াত করা উত্তম। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ হইল, ইয়াতীমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করা। যথা বলা হইয়াছে ঃ وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا

অর্থাৎ ইয়াতীমের ধন-সম্পদ প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিও না এবং তাড়াতাড়ি খাইয়া ফেলিও না। ইব্‌ন আব্বাস হইত আওফীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, মূলত এই অর্থই উত্তম। কেননা এই অর্থের মধ্যে অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণের জন্যে যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে তাহাই আয়াতের মূল বক্তব্য।

উহা এই যে, তোমরা ইয়াতীমের প্রতি সেইরূপ খেয়াল রাখ যাহা তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পর অন্যদের নিকট হইতে তোমাদের সন্তানদের বেলায় কামনা কর। তোমরা যেমন চাও না তোমাদের মৃত্যুর পর অন্যেরা তোমাদের সন্তানদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করুক এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দরিদ্ররূপে বাস করুক, তেমনি তোমরাও ইয়াতীমের মালের প্রতি তদ্রূপ কল্যাণকর দৃষ্টি রাখ। যাহারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাহারা যেন স্বীয় উদরে জ্বলন্ত অগ্নি প্রবেশ করায়।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

'যাহারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তাহারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করিয়াছে এবং সত্বরই তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।' অর্থাৎ যাহারা অন্যায়-অসংগতভাবে ও অকারণে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে প্রকারান্তরে তাহারা অগ্নি ভক্ষণ করে, যাহা কিয়ামতের দিন তাহার পেটের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকিবে।

আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে সালিম, আবুল গাইছ, ছাওর ইব্‌ন যায়িদ ও সুলায়মান ইব্‌ন বিলালের সনদে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, দশটি পাপ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, যেইগুলি ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেইগুলি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর সহিত শিরক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, জিহাদের ময়দান হইতে পালাইয়া যাওয়া, আর মুমিনা মহিলার প্রতি অপবাদ আরোপ করা।'

আবূ সাঈদ খুদরী হইত ধারাবাহিকভাবে আবূ হারূন আব্দী, আবদুল আযীম ইব্‌ন আবদুস সামাদ উম্মী, উবায়দা, আবু হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মি'রাজের রাত্রে আপনি কি কি দেখিয়াছেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি সেই রাতে আল্লাহ্‌র বহু সৃষ্টি ও কীর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহার মধ্যে এমন বহু লোক দেখিয়াছি, যাহাদের প্রত্যেকের ওষ্ঠ উষ্ট্রের ওষ্ঠের মত। আর তাহাদের প্রত্যেককে ফেরেশতারা হা করাইতেছিল। অতঃপর তাহাদের মুখের ভিতর দিয়া অগ্নিদগ্ধ পাথর ঢুকাইয়া দিতেছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে চিৎকার করিতেছিল। ইহা দেখিয়া জিব্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, এই হইল সেই সকল লোক যাহারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খাইয়াছে। মূলত তাহারা নিজেদের পেটের মধ্যে আগুন ভর্তি করিয়াছে এবং সত্বরই তাহারা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

সুদ্দী (র) বলেনঃ ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ ভক্ষণকারী কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠিবে যে, উহার মুখ, চোখ, নাক এবং কান দিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইতে থাকিবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহাকে চিনিতে পারিবে যে, সে কোন ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিয়াছে।

আবূ বারযা হইতে ধারাবাহিকভাবে নাফে ইব্‌ন হারিছ, যায়িদ ইব্‌ন মানযার, ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর, উকবা ইব্‌ন মুকাররাম, আহমাদ ইব্‌ন আমর, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন যায়িদ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ বারযা (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কতক লোককে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠান হইবে যে, তাহাদের মুখে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকিবে। জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, আল্লাহর রাসূল! উহারা কাহারা ? তিনি উত্তরে বলিলেন, কেন দেখ নাই যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا

অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে।

উকবা ইব্‌ন মুকাররাম হইতে আবূ যারাআর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উকবা ইব্‌ন মুকাররম হইতে আহমাদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুছান্নার রিওয়ায়েতে ইব্‌ন হাব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুকবিরী, উছমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর, যুহরী, আবূ আমর আব্দী, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (র) বলেনঃ রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, তোমরা অবলা মহিলা এবং ইয়াতীম এই দুই দুর্বলের ধন-সম্পদ হইতে বাঁচিয়া থাক। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে উহাদের সম্পদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ওসীয়াত করিতেছি।

ইতিপূর্বেও সূরা বাকারার ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও আতা ইব্‌ন সাইফের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْـوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাহাদের আহার্য ও পানীয় হইতে ইয়াতীমদের আহার্য ও পানীয় পৃথক করিয়া ফেলেন। পরিশেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, ইয়াতীমদের খানাপিনার কোন বস্তু বাঁচিয়া গেলে হয় সেই বাসি বস্তু তাহাদিগকে খাইতে হইত, না হয় উহা পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এই সমস্যা তাহাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট ইহা বলা হইলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَيَسْاَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ অর্থাৎ তাহারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, তাহাদের জন্য যাহা মংগল বুঝ তাহা কর। ইহার পর ইয়াতীমদের অভিভাবকরা তাহাদের খাদ্য ও পানীয়ের সহিত ইয়াতীমদের খাদ্য ও পানীয় একত্রিত করিয়া নেয়।

(١١) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ
اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১১. "তোমাদের-সন্তান সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ওসীয়াত করিতেছেন। ছেলেদের জন্য মেয়েদের দ্বিগুণ অংশ। অতঃপর যদি দুইয়ের অধিক শুধু মেয়েই থাকে, তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ আর মাত্র এক কন্যা থাকিলে তাহার জন্য অর্ধাংশ। মৃত সন্তানের যদি সন্তান থাকে, তবে পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, আর সে নিঃসন্তান হইলে ও পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হইলে মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ। তবে ভাই বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। ইহা ওসীয়াত ও ঋণ আদায়ের পরে পাইবে। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের কে অধিকতর উপকারে আসিবে, তাহা তোমরা জান না। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এই আয়াত, ইহার পরবর্তী আয়াত ও সূরার শেষের আয়াতটি হইল ইলমে ফরায়িয বা উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় নীতিমালা। হাদীস গ্রন্থসমূহে এই সম্পর্কীয় যত হাদীস আসিয়াছে উহা এই মূল আয়াতত্রয়ের ব্যাখ্যা মাত্র। আমরা এই সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ ইহার ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিতে সচেষ্ট হইব। কিন্তু এই সম্পর্কীয় মাসআলা ও দলীলসমূহের সত্য নির্ভরতা এবং ইমামগণের স্ব-স্ব মাযহাবের প্রামাণ্য দলীলাদির আনুপুঙ্খ আলোচনার স্থান ইহা নহে। ইলমে ফরায়িয শিক্ষার গুরুত্ব ও উৎসাহের ব্যাপারে বহু হাদীস রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে মারফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে আবদুর রহমান ইব্‌ন রাফে তানূখী ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আনআম আফ্রিকীর সনদে ইব্‌ন মাজা ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) বলেন ঃ

প্রকৃত ইলম বা বিদ্যা তিনটি। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিদ্য অতিরিক্ত। এক, বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ; দুই. প্রামাণ্য হাদীসসমূহ; তিন. কুরআন হাদীস প্রণীত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিদ্যা।

আবূ হুরায়রা (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিদ্যা শিক্ষা কর এবং অপরকে শিক্ষা দাও। কেননা বিদ্যার অর্ধেক হইল ইহা। অথচ মানুষ ইহা ভুলিয়া যায় এবং ইহাই প্রথম জিনিস যাহা আমার উম্মতের নিকট হইতে ছিনাইয়া নেওয়া হইবে। ইব্‌ন মাজা (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। আবূ সাঈদ এবং ইব্‌ন মাসউদের হাদীসেও ইহা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। ইব্‌ন উআইনা (র) বলেনঃ ইহাকে বিদ্যার অর্ধেক বলা হইয়াছে। ইহার কারণ হইল, প্রত্যেক মানুষ এই বিষয়ের সংগে জড়িত। সকলকে ইহার প্রয়োজনের সম্মুখীন হইতে হয়।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন মুনকাদির, ইব্‌ন জারীজ, হিশাম ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসার রিওয়ায়েতে বুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ

আমি রুগ্ন হইয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবূ বকর (রা) বনী সালমা গোত্রের মহল্লা দিয়া হাটিয়া আমাকে দেখিতে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া দেখেন, আমি মূর্ছিত। ইহা দেখিয়া তিনি ওযুর পানি চাহিয়া ওযু করেন এবং আমার মুখের উপর পানি ছিটাইয়া দিলেন। ফলে আমার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করিতে বলেন ? আমার এই প্রশ্নের জবাবে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয় ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন; একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

ইব্‌ন জারীজ হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আওয়ারের সনদে নাসায়ী এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুনকাদির ও সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনার সূত্রেও একটি দল এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে জাবির হইতে বর্ণিত অপর একটি হাদীস ঃ

জাবির হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল, ইব্‌ন আমর রবী ওরফে উবায়দুল্লাহ, যাকারিয়া ইব্‌ন আদী ও আহমাদ বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সা'আদ ইব্‌ন রবীর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন–হে আল্লাহর রাসূল! এই কন্যা দুইটি সা'আদ ইব্‌ন রবীর। ইহাদের পিতা আপনার সহিত ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করেন। ইহাদের চাচা ইহাদের সকল সম্পদ নিয়া যাওয়ায় ইহারা এখন নিঃস্ব। অথচ অর্থ-সম্পদ ব্যতীত ইহাদিগকে বিবাহ দেওয়া সম্ভব নহে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহার ফয়সালা স্বয়ং আল্লাহ করিবেন। অতঃপর এই উত্তরাধিকারের বিধি সম্পর্কীয় আয়াতটি নাযিল হয়। পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের চাচার নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে এই নির্দেশ দেন যে, সা'আদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার দুই মেয়েকে দুই-তৃতীয়াংশ এবং তাহাদের মাকে এক-অষ্টমাংশ দিয়া দাও। আর অবশিষ্টাংশ তোমার। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ওয়াকী হইতে উর্ধ্বতন সূত্রে ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী এবং আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীসে ইহা পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য, জাবিরের প্রশ্নের উত্তরে সম্ভবত সূরার শেষ আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। উহার বিবরণ সামনে আসিতেছে। কেননা জাবিরের (রা) উত্তরাধিকারী ছিল তাহার বোনেরা। তাহার কোন মেয়ে সন্তান তো ছিলই না; বরং তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তথাপি আমি এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে এই হাদীসটি এখানে নিছক বুখারীর অনুসরণে উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিতীয়ত, জাবিরের অপর হাদীসটিও এই আয়াতের শানে নুযুল প্রসংগে কি-না, তাহাতে ব্যাপক সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

অর্থাৎ ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা এই ব্যাপারে ন্যায় ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়াছেন। কেননা জাহেলী যুগে একমাত্র পুরুষেরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত, নারীরা কোন অংশ পাইত না। তাই আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশের মাধ্যমে তাহাদের বঞ্চিত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা ও অধিকার দেন। তবে অংশ হিসাবে নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। ইহার কারণ হইল মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। কেননা তাহাদিগকে খাদ্য, পানীয় পরিধেয়সহ পারিবারিক বহু ব্যয় বহন করিতে হয়। ব্যবসা করিয়া তাহাদিগকে অর্থ উপার্জন করিতে হয়। ইহা ছাড়াও পুরুষদের উপর রহিয়াছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের দৃষ্টিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের অংশ দ্বিগুণ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থ প্রসংগে জনৈক মনীষী বলিয়াছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতার চেয়ে বহুগুণে স্নেহশীল ও দয়ালু! কেননা সন্তানদিগকে নির্ধারিত অংশ দিতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতাকে আদেশ করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাহার বান্দাদের বেলায় পিতার চেয়ে অধিক দায়িত্বশীল ও যত্নবান।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, একজন মহিলা তাহার শিশু সন্তান হারাইয়া ফেলে। ফলে সে সন্তানের খোঁজে পাগলিনীর মত ছুটিয় বেড়ায়। তাহার অবস্থা এমন হইল যে, যে শিশুকে সামনে পায় তাহাকেই বুকে জড়াইয়া ধরিয়া দুধ পান করায়। এই দৃশ্য দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আচ্ছা বলত, অধিকার থাকা সত্ত্বেও এই মহিলা তাহার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে ? সাহাবীগণ বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের প্রতি ইহার চেয়েও অধিক বেশি দয়ালু।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা, ইব্‌ন নাজীহ, ওরাকা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

পূর্বকালে সকল ধন-সম্পত্তি ছেলে-সন্তানের অধিকারে থাকিত। পিতা-মাতা ওসীয়াত হিসাবে কিছু পাইত মাত্র। পরবর্তীতে আল্লাহ্ পাক এই বিধান রহিত করিয়া পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেন। এবং পিতা-মাতাকে দেন এক-ষষ্ঠাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ আর স্ত্রীকে দেন এক-অষ্টমাংশ বা এক-চতুর্থাংশ এবং স্বামীকে দেন অর্ধাংশ বা এক-চতুর্থাংশ।

ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে আওফী (র) يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ

উত্তরাধিকার বিষয়ে ছেলে, মেয়ে ও পিতামাতা সম্পর্কে বিধান নাযিল হইলে কোন কোন লোক ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিতে থাকে যে, স্ত্রীদের জন্য চতুর্থাংশ বা অষ্টমাংশ ও মেয়ের জন্য অর্ধাংশ এবং শিশু সন্তানের জন্য অংশ নির্ধারিত করা হইয়াছে। অথচ ইহাদের সকলে যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ইহারা গনীমাত বহন করার সময়ও সহযোগিতা করিতে পারে না। সুতরাং তোমরা এই বিধানের বাস্তবায়ন হইতে বিরত থাক। ফলে হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা ভুলিয়া, যাইবেন নতুবা ইহার প্রতি আমাদের অনীহা ও অসমর্থনের ফলে তিনি ইহা পরিবর্তন করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর তাহারা গিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি মেয়েকে পিতার পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারী করিয়াছেন! অথচ তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে জানে না এবং যুদ্ধও করিতে পারে না। তেমনি আপনি শিশুদেরকেও উত্তরাধিকারী করিয়াছেন–ইহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় ?

অজ্ঞতার সময়ে এই লোকেরা যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল কেবল তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করিত এবং বড় ছেলেকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদানপূর্বক একমাত্র উত্তরাধিকারী করিত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

অর্থাৎ অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দুই-এর অধিক, তবে তাহাদের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই অংশ।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশের মধ্যের فَوْقَ শব্দটি অতিরিক্ত। যেমন অন্য আয়াতেও এই শব্দটি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনঃ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ

তবে আমাদের নিকট তাহাদের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়–কোন আয়াতাংশের বেলায়ই। কেননা কুরআনের কোন শব্দই অতিরিক্ত নয়, কোন শব্দই অনর্থক নয়। কোন-না-কোন উপকার বা অর্থ উহার রহিয়াছে। অতএব তাহাদের অভিমত প্রত্যাখ্যাত।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ অর্থাৎ যদি শুধু কন্যাই হয় দুই এর অধিক, তবে কন্যারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির।

ইহা দ্বারা একথা বুঝানো যদি লক্ষ্য হইত যে, কন্যা যদি দুইজন হয় তবে উহারা তিন ভাগের দুই ভাগ পাইবে, তবে আল্লাহ তা'আলা এখানে لَهُنَّ পরিবর্তে لَهُمَا-র ব্যবহার করিতেন। কেননা, দ্বিতীয় আয়াতের দুই বোনকে দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দুই বোন যদি দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়, তবে দুই কন্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও যুক্তিযুক্ত।

ইতিপূর্বে জাবির (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সা'আদ ইব্‌ন রবীর দুই বোনকে পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব কিতাব ও সুন্নাহ্ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, দুই মেয়ে বা দুই বোন উভয়ের জন্যেই পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ প্রাপ্য।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

অর্থাৎ, কন্যা যদি একটি হয়, তবে তাহার জন্যে অর্ধাংশ।

অতএব দুই কন্যার জন্য যদি অর্ধাংশ হইত, তবে এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা উহার পুনরুক্তি করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং কেবলমাত্র এক কন্যার অংশ পৃথক করার দ্বারা বুঝা গেল যে, দুই বা উহার উর্ধ্ব সংখ্যা কন্যার জন্য দুই-তৃতীয়াংশই নির্ধারিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ

অর্থাৎ, মৃতের পিতামাতার প্রত্যেকের জন্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয়-ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। পুত্রের সম্পত্তিতে পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন অবস্থা রহিয়াছে।

এক. মৃত ব্যক্তির যদি পিতা-মাতাসহ একাধিক মেয়ে থাকে তবে পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবে। আর যদি পিতা-মাতাসহ একটিমাত্র কন্যা থাকে, অর্ধাংশ পাইবে মেয়ে এবং পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করিয়া পাইবে। আর আসাবা হিসাবে অবশিষ্ট এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে পিতা। এই অবস্থায় পিতা নির্ধারিত এক-ষষ্ঠাংশ ব্যতীত আসাবা হিসাবে আরো এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হইবে।

দুই. যদি মৃতের কেবলমাত্র পিতা-মাতা থাকে, তবে মাতা পাইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট দুই অংশ পাইবে পিতা আসাবা হিসেবে। এই অবস্থায় পিতা মাতার চেয়ে দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি পিতা-মাতাসহ কেবল স্বামী থাকে অথবা যদি স্ত্রী থাকে, তবে এই অবস্থায় স্বামী অর্ধাংশ এবং স্ত্রী পাইবে এক-চতুর্থাংশ।

এই অবস্থায় মাতা কত অংশ প্রাপ্ত হইবে, এই বিষয়ে তিনটি অভিমত রহিয়াছে।

এক. এই অবস্থায় মাতা অবশিষ্টাংশের এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। এই অবশিষ্ট সম্পত্তিকে পুরো সম্পত্তি কল্পনা করিতে হইবে এবং উহাকে নারী-পুরুষের নির্ধারিত অংশ হিসাবে ভাগ করিতে হইবে। নিয়ম অনুযায়ী নারী পুরুষের অর্ধেক পায়। অতএব মাতা পিতার অর্ধেক পাইবে। অর্থাৎ মাতা পাইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাইবে দুই-তৃতীয়াংশ। হযরত উমর (রা) এবং হযরত উছমান (রা)-এর অভিমতও ইহা। আলী (রা) হইতে সহীহ্ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আর হযরত আলীর (রা) উদ্ধৃতিতে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) এবং যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাতজন ফকীহ্, ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুর উলামার অভিমতও ইহা।

দুই. এই অবস্থায় মাতা সমস্ত মালের এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। কেননা, আয়াতটিতে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে যে, فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

'যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তবে মাতা পাইবে তিন ভাগের এক ভাগ।'

অর্থাৎ উহারা স্বামী-স্ত্রীর কেহই থাক আর না থাক। আর যদি উহাদের কোন সন্তানও না থাকে তবে এই অবস্থায় মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবে। ইহাই হইল ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত। আলী (রা) এবং মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাদের উদ্ধৃতি দিয়া শুরাইহ্ (র) এবং দাউদ যাহিরীও এই কথা বলিয়াছেন। আবুল হুসাইন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন লাবান বসরী ইলমে ফরায়েয সম্বন্ধীয় স্বীয় কিতাব 'আল ইজাযে'ও এই মত গ্রহণীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

যাহা হউক সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, এই মতটির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে এবং দুর্বলতারও আলামত পাওয়া যায়। কেননা আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, মাতা সকল সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তখন পাইবে যখন মৃতের কোন সন্তান না থাকিবে। অর্থাৎ মৃতের সকল সম্পত্তির একক অধিকারী হইবে তখন তাহার পিতা-মাতা।

তিন. আর যদি কেবল মৃতের স্ত্রী জীবিত থাকে, তবে এই অবস্থায় মৃতের মাতা সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। অর্থাৎ স্ত্রী পাইবে বার ভাগের তিন ভাগ, মাতা পাইবে চার ভাগ এবং পিতা পাইবে অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ।

যদি স্বামী জীবিত থাকে এবং স্ত্রী যদি যায়, তবে এই অবস্থায় মাতা অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। কেননা এই অবস্থায় তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হইলে সে পিতার বেশি পাইয়া যায়। যেমন, যদি সমস্ত সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করা হয় তবে স্বামী পায় অর্ধেক। ইহার পর মাকে যদি সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় তবে পিতা পায় মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ মাতা পিতার অপেক্ষা বেশি পাইয়া যায়। সুতরাং ভাগ হইবে এইরূপ ঃ মাতা পাইবে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাইবে দুই-তৃতীয়াংশ। ইহা হইল ইব্ন সীরীনের (র) অভিমত। মূলত এই অভিমতটি উপরোক্ত অভিমত দুইটির সংমিশ্রিত রূপ মাত্র। পরন্তু ইহা দুর্বলও বটে। মোটকথা প্রথমোক্ত উক্তিটিই সহীহ ও বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভালো জানেন।

পুত্রের সম্পত্তিতে পিতা-মাতার উত্তরাধিকারী হওয়ার তৃতীয় অবস্থা

মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতাসহ যদি ভাই থাকে-সহোদর হউক বা বৈপিত্রেয় হউক, তবে এই অবস্থায় পিতার বিদ্যমানতার কারণে ভাইয়েরা কিছুই পাইবে না। তবে তাহারা মাকে এক-তৃতীয়াংশ হইতে এক-ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেয়। অর্থাৎ তখন মাতা পায় সম্পত্তির এক -তুর্থাংশ। আবার যদি অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকে অর্থাৎ কেবল মাতার সহিত পিতা থাকে, তবে এই অবস্থায় বাকী সকল অংশ পিতা প্রাপ্ত হইবে। জমহুরের নিকট দুই ভাইও বোনদের মত সমান অংশপ্রাপ্ত হয়।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আব্বাসের গোলাম ও শু'বার সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেন ঃ

'একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত উছমানের (রা) নিকট গিয়া বলেন যে, দুই ভাই মাতাকে তৃতীয়াংশ হইতে ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেয় না। কেননা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ অর্থাৎ যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে। মোটকথা اِخْوَةٌ বহুবচন এবং اَخَوَانِ দ্বিবচন। তাই কখনও দ্বিবচন বহু বচনের স্থানে ব্যবহৃত হয় না। উছমান (রা) বলিলেন, এই নিয়ম বহুদিন পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই ইহার পরিবর্তন করা অসাধ্য ব্যাপার।' তবে ইব্‌ন আব্বাসের এই কথাটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা ইহার বর্ণনাকারী শু'বার প্রতি ইমাম মালিকের মিথ্যার অভিযোগ রহিয়াছে। আর যদি ইব্‌ন আব্বাসের অভিমত এইরূপ হইত তাহা হইলে তাহার শিষ্যরাও এইমত পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের নিকট হইতে এই ধরনের কোন অভিমত বা উক্তি উদ্ধৃত হয় নাই।

খারিজা ইব্‌ন যায়িদের পিতা হইতে ধারাবাহিকভাবে খারিজা ইব্‌ন যায়িদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ যিনাদ বর্ণনা করেন যে, খারিজা ইব্‌ন যায়িদের পিতা বলেন ঃ اَخَوَانِ কখনও اِخْوَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ اِخْوَةٌ দ্বারা কখনও দ্বিবচন বুঝান হয়। আমি অন্য কিতাবে এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযিদ ইব্‌ন যরী, আবদুল আযীম ইব্‌ন মুগীরা, আবূ হাতিম ও ইব্‌ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ

অর্থাৎ অতঃপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তাহার মাতা পাইবে ছয় ভাগের এক ভাগ। হাঁ, তবে যদি মৃতের একটি ভাই থাকে, তবে এই অবস্থায় মাতাকে তিন ভাগের একভাগ হইতে সরাইতে পারে না। ইহার বেশি হইলে তখন মাতাকে তিন ভাগ হইতে হটানো হয়।

আলিমগণ বলেন যে, ইহার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম হিকমত রহিয়াছে। তাহা এই যে, ভাইদের বিবাহ, খাওয়া-পরা ইত্যাদির দায়িত্ব পিতার উপরে, মাতার উপরে নয়। কাজেই পিতার ব্যয়-ভার বেশি! তাই পিতাকে অংশ বেশি দেওয়া হয়। এই যুক্তিটি অতি চমৎকার।

কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভাইয়েরা মাকে ষষ্ঠাংশে নামাইবার পর যে অংশটি অতিরিক্ত রহিল উহা পিতা নয়, মৃতের ভাইয়েরা পাইবে। তবে এই উক্তিটি দুর্লভ।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে তাউস, ইব্‌ন তাউস, মুআম্মার, আবদুর রাজ্জাক, হাসান ইব্‌ন ইয়াহয়া ও ইব্‌ন জারীর স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেনঃ মৃতের ভাইয়েরা মাতাকে এক-ষষ্ঠাংশে নামাইয়া দেওয়ার পর অবশিষ্টাংশ পিতা নয়, মৃতের ভাইয়েরা পাইবে।

ইহা বর্ণনা করার পর ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন–এই কথাটি সকল উম্মতের মতের বিপরীত।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ, আমর, সুফিয়ান ও ইউনুস বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহার পিতা ও পুত্র না থাকে তাহাকে কালালা (كَلاَلَةٌ) বলে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا اَوْدَيْنٍ

অর্থাৎ ওসীয়াত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর মীরাছ বণ্টিত হইবে।

পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আলিম ও মনীষী এই কথার উপর একমত যে, ঋণ ওসীয়াতের অগ্রগামী। আয়াতের প্রতি গভীর চিন্তা করিলেও এই অর্থ প্রতীয়মান হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হারিছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আওয়ার ও ইব্‌ন ইসহাকের সনদে আহমাদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা এবং তাফসীরকাররাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ তোমরা কুরআন কারীমে ওসীয়াতের নির্দেশ পূর্বে এবং ঋণের হুকুম পরে পাঠ কর। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন এবং পরে ওসীয়াত পূর্ণ করিয়াছেন। আর একই মাতৃজাত ভাইয়েরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়, কিন্তু বৈপিত্রেয় হইলে সে উত্তারাধিকারী হইবে না। তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি কেবলমাত্র হারিছ হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন আলিম এই হাদীসটির ব্যাপারে দ্বিরুক্তি করিয়াছেন।

তবে আমার কথা হইল যে, হারিছ (র) ফরায়েয শাস্ত্রের হাফিজ ছিলেন। এই শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আর অংকেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

'তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী, তোমরা তাহা জান না।'

অর্থাৎ আমি পিতা ও পুত্রকে প্রকৃত মীরাছের স্ব-স্ব নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী করিয়াছি এবং জাহিলিয়াতের যুগের ঘুনেধরা প্রথা বাতিল করিয়াছি। অবশ্য ইসলামের প্রথম দিকে তোমাদের প্রতি সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী ছেলেকে করার নির্দেশ ছিল এবং পিতা-মাতা শুধু ওসীয়াতের অংশ পাইত। একথা ইতিপূর্বে ইব্‌ন আব্বাসের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইহা সমুদয় রহিত করিয়া দিয়াছেন। কেননা, মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব উপকার পিতা না পুত্রের দ্বারা সাধিত হইবে, ইহা কাহারো জানা নাই। উভয় হইতেই উপকার আশা করা যায়, কাহারো একক উপকারের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা নাই। পরন্তু বন্টনের ব্যাপারে কাহারো নিশ্চিত কোন ধারণাও নাই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

অর্থাৎ, পিতার চেয়ে পুত্রের দ্বারা বেশি উপকার লাভের কোন নিশ্চয়তা নাই এবং পুত্র অপেক্ষা পিতার দ্বারাও বেশি উপকার লাভের কোন নিশ্চয়তা নাই। তাই আল্লাহ সকলকে অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং সকলকে উত্তরাধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ 'ইহা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ।'

অর্থাৎ, উত্তরাধিকারের কম বেশি অংশ ইতপূর্বে যাহা নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হইল, উহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ কুশলী। আল্লাহ তা'আলা নিজ অধিকারবলে এই বিধান নির্ধারণ করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও মহাকুশলী।

(١٢) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً
أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهٗٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوْٓا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ۝

১২. "তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকাংশ তোমাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ; ওসীয়াত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ও তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ; তোমাদের ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী হয় তাহার কোন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নি, তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ। তাহারা ইহার অধিক হইলে এক-তৃতীয়াংশের সকলে সমান অংশ পাইবে; উহা ওসীয়াত আদায় ও ঋণ পরিশোধের পর; যদি (ওসীয়াত) কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, অশেষ সহনশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

হে পুরুষ সকল! তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা ত্যাগ করিয়া যাইবে, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে তবে তোমরা উহার অর্ধাংশ পাইবে। আর যদি কোন সন্তান থাকে তবে ওসীয়াত ও ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাইবে। ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ওসীয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং পরে ওসীয়াত পূরণ করিতে হইবে। ইহার পর মীরাছ বন্টন করিতে হইবে। এই কথার উপর সকল আলিম একমত। সন্তানদের সন্তান

এবং তাহাদের সন্তানরা যদি বিদ্যমান থাকে , সেই অবস্থায়ও মৃত স্ত্রীদের স্বামীরা তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

অর্থাৎ স্ত্রীদের জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ হইবে, যাহা তোমরা রাখিয়া যাও, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাহাদের জন্যে হইবে সেই সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি একজন, দুইজন, তিনজন অথবা চারজন হয়, তবে সকলে সেই এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশের অধিকারী হইবে। অর্থাৎ সকলে সেই একাংশ সমান ভাগ করিয়া নিবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً

الكلالة শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে الاكليل হইতে। كَلاَلَةٌ সেই শিরস্ত্রাণকে বলা হয় যাহা মস্তক আবৃত করে। এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে এই অর্থে, যাহার উত্তরাধিকারী হইবে তাহার পাশে লোক - তাহার কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকার কারণে।

আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে শা'বী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ আমাকে عَلَيْمًا সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমি বলি যে, আমি আমার মতানুসারে উত্তর দিতেছি। যদি ঠিক হয় তবে তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতেই আর যদি ভুল হয় তবে তাহা হইবে শয়তানের পক্ষ হইতে। আমার ভুল হইলে ইহার দোষ হইতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিবেন । كَلاَلَةٌ তাহাকে বলে যাহার পিতা ও পুত্র না থাকে। উমর (রা) খলীফা হওয়ার পর তিনি এই ব্যাপারে বলেন যে, আমি আবূ বকরের মতের বিরূদ্ধাচরণ করিতে লজ্জা বোধ করি। তাহার মতই আমার মত। ইব্ন জারীর ও অন্যান্য অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তাউস হইতে ধারাবাহিকভাবে সুলায়মান আহওয়াল, সুফিয়ান, মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ ও ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি উমরের (রা) খিলাফাতের শেষ সময়েও উপস্থিত ছিলাম। আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, كَلاَلَةٌ বলে সেই ব্যক্তিকে, যাহার পিতা নাই এবং পুত্রও নাই । অর্থাৎ যাহার পিতা ও পুত্র মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) এবং হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-ও ইহা বলিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন ছাবিত এবং ইব্ন আব্বাসের সূত্রেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদের বরাতে শা'বী, নাখঈ, হাসান বসরী, কাতাদা, জাবির ইব্ন যায়িদ ও হিকামও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মদীনা, কুফা ও বসরার বিশিষ্ট আলিমগণ, সাতজন বিশিষ্ট ফকীহ্, ইমাম চতুষ্টয় এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মনীষী এই অর্থের উপর একমত। তবে একমাত্র আবুল হাসান ইব্ন লুবান হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিঃসন্তানকে 'কালালা' বলা হয়। যাহা হউক প্রথমোক্ত অর্থই শুদ্ধ ও সঠিক। দ্বিতীয় অর্থের বর্ণনাকারী হযরত ইব্ন আব্বাসের কথা বুঝিতে ভুল করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ

'তাহার যদি এক ভাই অথবা এক বোন থাকে।'

অর্থাৎ মাতৃপক্ষের ভাই-বোন যদি থাকে। সা'আদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সহ অনেক মনীষীর পঠন দ্বারা এই অর্থই দাঁড়ায় । আবূ বকর (রা) হইতেও এই অর্থ রিওয়ায়েত করা হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثُ

অর্থাৎ তখন উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের একভাগ পাইবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে।

তবে মাতৃজাত ভ্রাতা-ভগ্নিগণ কয়েকটি অবস্থায় অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের হইতে ভিন্ন।

এক. انهم يرثون مع من ادلوا به وهى الام

দুই. তাহাদের নারী ও পুরুষ উভয়ে সমান অংশীদার হইবে।

তিন. মৃত ব্যক্তি যদি পিতা ও পুত্রহীন হয়, তখন তাহারা উত্তরাধিকারী হইবে। তবে তাহাদের পিতা, পিতামহ, পুত্র ও পৌত্রেরা উত্তাধিকারী হইবে না।

চার. তাহাদের সংখ্যা যত বেশি হউক, তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অধিক কখনও পাইবে না।

যুহরী হইতে ধারাবাহিকভাবে ইউনুস ইব্ন ওয়াহাব, ইব্ন ইউনুস ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ উমরের (রা) ফয়সালা হইল, মাতৃজাত উত্তরাধিকারীদের ভাই ভগ্নির অংশের দ্বিগুণ প্রাপ্ত হইবে।

যুহরী (র) বলেনঃ আমার ধারণা মতে উমর (রা) কুরআনের পরিষ্কার বিবরণ ও রাসূলের অভিমত ও ফয়সালা উপেক্ষা করিতে পারেন না। কেননা কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছেঃ

فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثُ

অর্থাৎ আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হইবে।

এই অংশীদারীর মাসআলার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। যদি মৃতের উত্তরাধিকারী স্বামী, মাতা, পিতামহী এবং মাতৃপক্ষীয় দুইজন ভাই অথবা পিতৃপক্ষীয় একাধিক ভাই থাকে, তবে জমহুরের মতে এই অবস্থায় স্বামী সম্পত্তির অর্ধেক প্রাপ্ত হইবে। মাতা বা পিতামহ পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং মাতৃপক্ষীয় ভ্রাতাগণ এক-তৃতীয়াংশ। তবে এই অংশে মাতা ও পিতার পক্ষের ভ্রাতারা শরীক থাকিবে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা)-এর সময়ে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি অর্ধেক সম্পদ স্বামীকে দান করেন এবং মাতাকে দেন এক-ষষ্ঠাংশ। আর মাতৃজাত ভাইদেরকে দেন এক-তৃতীয়াংশ। এই ভাবে বন্টন করার পর মাতৃ-পিতৃ পক্ষীয় ভাইয়েরা হযরত উমরের (রা) নিকট আবেদন করিল যে, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা তো একই মাতা-পিতার সন্তান, তাই আমাদেরও তো অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর তাহাদিগকেও উহাদের সংগে অংশীদার করিয়া নেন। উছমান (রা) হইতেও এই ধরনের ফয়সালার প্রমাণ রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা), যায়িদ ইব্ন ছাবিত (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ হইতেও এই ধরনের সিদ্ধান্ত রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। তাঁহাদের সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, তাউস, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, ইব্রাহীম নাখঈ, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, সাওরী ও

শরীক (র) প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন্। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেঈ ও ইসহাক ইব্ন রাহুবিয়া প্রমুখের অভিমতও ইহা।

তবে হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) উহাদের ইহাতে অংশীদার হওয়ার অভিমত সমর্থন করেন না। তাহার মতে মাতৃপক্ষীয় সন্তানরা এক-তৃতীয়াংশ পাইবে, কিন্তু মাতা-পিতার পক্ষীয় সন্তানেরা কিছুই পাইবে না। কেননা ইহারা আসাবা।

ওয়াকী ইব্ন জাররাহ্ (রা) বলেন ঃ

হযরত আলীর (রা) এই মতের কেহ বিরোধিতা করেন নাই। উবাই ইব্ন কাআব এবং আবূ মূসা আশআরীরও এইরূপ অভিমত। ইব্ন আব্বাসের (রা) প্রসিদ্ধ মতও ইহা। শা'বী ইব্ন আবূ লায়লা, আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান, হাসান ইব্ন যিয়াদ, যাফর ইব্ন হুযাইল, ইমাম আহমাদ ইয়াহ্য়া ইব্ন আদম, নঈম ইব্ন হাম্মাদ, আবূ ছাওর ও দাউদ ইব্ন আলী জাহিরী প্রমুখের অভিমতও এইরূপ । আবুল হুসাইন ইব্ন লুব্বান ফরযী (র) তাঁহার কিতাব 'আল ইজাযে' এই মত গ্রহণীয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِنْ بَعْدِ وَّصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ

আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তাহারা এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হইবে ওসীয়াত অথবা ঋণ আদায়ের পর অপরের ক্ষতি না করিয়া।

অর্থাৎ ওসীয়াত ন্যায়ভিত্তিক ও সংগত পরিমাণ হইতে হইবে। ইহার দ্বারা যেন উত্তরাধিকারীদের উপর অবিচার না হয়, কাহারো যেন মারাত্মক ক্ষতি না হয়, কেউ যেন উৎপীড়িত না হয়, কোন উত্তরাধিকারী যেন অধিকার হইতে বঞ্চিত না হয় এবং কাহারো অংশ যেন এই কারণে কম-বেশি না হয়। এই ধরনের অন্যায় ও অসংগত ওসীয়াত করা প্রকারান্তরে আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁহার বিধান লংঘন করার শামিল।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা, উমর ইব্ন মুগীরা, আবূ নযর দামেস্কী ফিরাদেসী, আবূ হাতিম ও ইব্ন হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ওসীয়াতের দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধন করা কবিরা গুনাহ।

উমর ইব্ন মুগীরার সূত্রে ইব্ন জারীরও এইরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন। উমর ইব্ন মুগীরার পরিচিত নাম হইল আবূ হাফস বসরী। মাসীসাহ-এ ছিল তাহার অধিবাস। কোন কোন ইমামও ইহার নিকট হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আসাকির বলেন, ইহার সনদের মধ্যে আবূ হাতিম রাযীও আছেন। আর আবূ হাতিম রাযী হইলেন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তি। তবে আলী ইব্ন মাদানী (র) বলেন, উমর ইব্ন মুগীরা অপরিচিত ব্যক্তি।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা, আলী ইব্ন মাসহার, আলী ইব্ন হাজার ও নাসায়ী স্বীয় সুনানে মাওকুফ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ওসীয়াত দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধান করা কবীরা গুনাহ।

দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দা হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন হাবীব, আবূ সাঈদ আশাজ ও ইব্ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মাওকুফ সনদে ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, দাউদ ও হাদীসের একদল হাফিজ হইতে ইব্ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (রা) বলেন, মূলত হাদীসটি মাওকুফ। তবে সহীহ বটে।

এই ব্যাপারে ইমামগণ মতভেদ করিয়াছেন যে, প্রকৃত স্বত্বধিকারী তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্যে কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে কি না। এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে ঃ এক, কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে না। কেননা, ইহাতে সন্দেহ করা ও অপবাদ আরোপিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন। অতএব কোন ওয়ারিছের জন্য ওসীয়াত করা (বা চুক্তি স্বাক্ষর করা) চলিবে না। ইহা হইল ইমাম মালিক (র), আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র), আবূ হানীফা (র) প্রমুখের মাযহাব। ইমাম শাফেঈর পূর্বমতও ছিল এইরূপ। তবে তাহাদের বর্তমান মত হইল যে, স্বত্বাধিকারী উত্তরাধিকারীদের জন্য চুক্তিপত্রের মাধ্যমে যে কোন অংশ প্রদান করিতে পারিবে।

তাউস, আতা, হাসান বসরী এবং উমর ইব্ন আবদুল আযীয প্রমুখের অভিমতও হইল ইহা। ইমাম বুখারী স্বীয় বুখারীতে এই মত পসন্দ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী প্রমাণ পেশ করিয়াছেন যে, রাফে ইব্ন খাদীজ (র) ওসীয়াত করিয়াছিলেন যে, ফাজ্জারিয়া যে জিনিসের ব্যাপারে স্বীয় দরজা বন্ধ রাখে তাহা যেন খোলা না হয়। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, অথচ কোন কোন লোক বলেন যে, স্বত্বাধিকারী তাহার উত্তরাধিকারীদের জন্যে নিন্দা ও অপবাদের আশংকায় চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে না–ইহা নাজায়েয। কিন্তু নবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কুধারণা পোষণ করা হইতে বাঁচিয়া থাক। কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, যাহাদের আমানত তোমাদের নিকট রহিয়াছে, তাহাদের নিকট তোমরা তাহা পৌছাইয়া দাও। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আল্লাহ উত্তরাধিকারী এবং অ-উত্তরাধিকারী কাহাকেও নির্দিষ্ট করেন নাই।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত চুক্তি করিয়া কাহাকেও অংশ দিয়া দেওয়া তো কোন দোষের নয়; বরং আরও ভালো কাজ। কিন্তু যদি এই চুক্তি করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে উত্তরাধিকারীদের প্রতি কোন দুরভিসন্ধি থাকে এবং কাহাকেও কমবেশি দেওয়ার চিন্তা থাকে এবং উত্তরাধিকারীকে যদি ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা থাকে, তবে এই অবস্থায় চুক্তি করা নিষিদ্ধ। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ অপরের ক্ষতি না করিয়া; এই বিধান আল্লাহর; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও অত্যন্ত সহনশীল।

(١٣) تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٤) وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

১৩. "এই সব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহা বিরাট সাফল্য।"

১৪. "আর কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য হইলে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমা লংঘন করিলে তিনি তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। সেখানে সে স্থায়ী হইবে এবং তাহার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ এই হইল মৃতের ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়-স্বজনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ হইতে মৃতের সম্পত্তির নির্ধারিত বন্টন পদ্ধতি। এই সীমা কেহ অতিক্রম করিবে না এবং বিধানের ব্যতিক্রম করিবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মত চলে।

অর্থাৎ যে লোক বন্টনের ক্ষেত্রে দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত করিয়া কোন উত্তরাধিকারীকে কম-বেশি দেয় না; বরং আল্লাহর বিধান ও আদেশ মত ভাগ-বন্টন করিয়া দেয়।

يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.
وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

(তিনি তাহাকে সেই জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাইবেন, যেইগুলির তলদেশ দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইবে। তাহারা সেখানে চিরকাল থাকিবে। ইহা বিরাট সাফল্য। যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্যতা করে এবং তাঁহার সীমা অতিক্রম করে, তিনি তাহাকে আগুনে প্রবেশ করাইবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকিবে। তাহার জন্যে রহিয়াছে অপমানজনক শাস্তি।)

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ অমান্য করে বা সীমা অতিক্রম করে, তাহারা আল্লাহর নিয়মের বিরোধিতা করে ও বন্টন পদ্ধতিকে অযৌক্তিক বলার প্রয়াস পায়। তাহারা অনন্তকাল অপমানজনক ও বেদনাদায়ক শাস্তির মধ্যে অতিবাহিত করিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শহর ইব্‌ন হাওশাব, আশআছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, মু'আম্মার, আবদুর রাজ্জাক ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি একাধারে সত্তর বছর পুণ্যের কাজ করে, কিন্তু সে যদি (জীবন সায়াহ্নে) অন্যায় ও অসংগত ওসীয়াত করে তবে তাহার শেষ পরিণতি মন্দ হইবে। ফলে সে জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। আর কোন ব্যক্তি যদি সত্তর বছর অন্যায় ও পাপে লিপ্ত থাকে, কিন্তু সে যদি ওসীয়াতে ন্যায় ও সততা অবলম্বন করে, তবে তাহার পরিণতি ভালো হইবে। সে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে। তোমরা تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ হইতে عَذَابٌ مُّهِيْنٌ পর্যন্ত পড়।

শহর ইব্‌ন হাওশাব হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ ইব্‌ন আবদুল্লাহ, ইব্‌ন জাবির হাদ্দানী, নযর ইব্‌ন আলী হারানী, আবদুস সামাদ, উবায়দা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও আবূ দাউদ স্বীয় সুনানের الْوَصِيَّةُ لاضْرَاءُ। অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, শহর ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা যদি ষাট বৎসর একাধারে পুণ্যের কাজ করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় যদি সে অন্যায়ভাবে ওসীয়াত করিয়া যায়, তবে তাহার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)

হাদীসটি বলিয়া কুরআনের مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ হইতে ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ। পর্যন্ত পাঠ করেন।

তিরমিযী এবং ইব্ন মাজা (র)-ও পূর্ণরূপে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম, তবে দুর্বল বটে। ইমাম আহমাদ (র)-ও পূর্ণরূপে এই হাদীসটি রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

(١٥) وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا ○

(١٦) وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

১৫. "তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচার করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব করিবে; যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন।"

১৬. "তোমাদের মধ্যে যে দুইজন ইহাতে লিপ্ত হইবে তাহাদিগকে শাসন করিবে; যদি তাহারা তাওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে রেহাই দিবে। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ইসলামের প্রথম দিকে বিধান ছিল, যদি কোন মহিলার ব্যভিচার কর্ম নির্ভরযোগ্য সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হইত তাহা হইলে তাহাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইত। মৃত্যু পর্যন্ত সে সেই ঘরের মধ্য হইতে আর বাহির হইতে পারিত না।

এখানে উহাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً

অর্থাৎ আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারিণী তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসাবে তলব কর। অতঃপর যদি তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ রাখ যে পর্যন্ত মৃত্যু তাহাদিগকে খতম না করে কিংবা আল্লাহ তাহাদের জন্যে কোন পথ নির্দেশ না করেন।

অন্য কোন নির্দেশ করা মানে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিধান রহিত করিয়া অন্য কোন বিধান নাযিল না করিবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নূরে ব্যভিচারিণীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপ এবং চাবুক মারার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল ছিল। অর্থাৎ সূরা নূরের সেই আয়াতটি এই আয়াতটিকে রহিত করিয়াছে।

ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, আতা খোরাসানী, আবূ সালিহ্, কাতাদা, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও যিহাক (র) প্রমুখ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মোটকথা, এই সিদ্ধান্তের উপর সর্বকালের সকল আলিমগণ একমত।

ইবাদা ইব্ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ রক্কাশী, হাসান কাতাদা, সাঈদ, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইত, তখন উহা দারুণভাবে ক্রিয়াশীল হইত। তখন তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন এবং ইহার প্রভাবে তাঁহার চেহারা পরিবর্তিত হইয়া যাইত। একদা তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয়। ওহীর সময় শেষ হওয়ার পর তিনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ শোন, আল্লাহ তা'আলা উহাদের ব্যাপারে পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বিবাহিত পুরুষ যদি বিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করে এবং অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিতা নারীর সহিত ব্যভিচার করে, তবে বিবাহিত পুরুষ ও নারী উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিতে এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে। আর অবিবাহিত উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বছর নির্বাসনে দিতে হইবে।

উবাদা ইব্ন সামিত হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান, হাসান, কাতাদা, সুনান সংকলকগণ ও মুসলিম একবাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (র) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ভালো করিয়া এবং তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা উহাদের ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন। অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারী ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত চাবুক মারিয়া নির্বাসন দিতে হইবে এবং বিবাহিত কেহ কোন বিবাহিতার সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিতে এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে উবাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে খাত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ রক্কাশী, হাসান, মুবারাক ইব্ন ফুযালা ও আবূ দাউদ তায়ালুসী বর্ণনা করেন যে, উবাদা (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইলে তাহা তাহার অবয়বে প্রকাশ পাইত। এইভাবে একদিন أَوْ يَجْعَلُ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً এই আয়াতটি নাযিল হয়। ওহী নাযিলকালীন অবস্থা বিদূরিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, শোন! শোন! আল্লাহ তা'আলা উহাদের (ব্যভিচারীদের) ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন। অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত চাবুক মারিয়া এক বৎসর নির্বাসনে দিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে।

অন্য সূত্রে সালমা ইব্ন মুহরিক, বারীসা ইব্ন হারব, ফযল ইব্ন দিলহাম, হাসান ও ওয়াকী ইব্ন জাররাহর সনদে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন মুহরিক (র) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, শোন! শুনিয়া রাখ! আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারীদের ব্যাপারে পথনির্দেশ করিয়াছেন যে, অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বৎসর নির্বাসনে দিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা নারীর সংগে ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিতে হইবে।

ফযল ইব্ন দিলহামের সনদে আবূ দাউদ (র) আরও দীর্ঘভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন, ফযল ইব্ন দিলহাম হাফিজ ছিলেন না বিধায় বর্ণনাটির মধ্যে কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

হাদীস ঃ উবাই ইব্ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে মাসরূক, শা'বী, ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ, আমর ইব্ন আবদুল গাফফার, আহমাদ ইব্ন দাউদ, আব্বাস ইব্ন হামদান, মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কাআব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিত নারী ব্যভিচার করিলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দিতে হইবে। বিবাহিত হইলে উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মারিয়া প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে হইবে এবং ব্যভিচারীদ্বয় বৃদ্ধ হইলে কেবল প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা করিতে হইবে। অবশ্য এক সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বটে।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ঈসা ইব্ন লাহীয়া ও তাঁহার ভাই ইব্ন লাহীয়ার সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নিসা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, সূরা নিসা নাযিল হওয়ার পর আর আবদ্ধ থাকা নয়।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীগণকে চাবুক সহ প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে। কিন্তু জমহুর বলেন যে, বিবাহিত ব্যভিচারীদিগকে কেবল প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে, চাবুক মারিতে হইবে না। তাহারা বলেন যে, নবী (সা) মায়িয (রা), গামিদিয়াহ (রা) ও দুইজন ইয়াহুদী ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পূর্বে বেত্রাঘাত করেন নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কেবল প্রস্তরাঘাত করাই বিধান এবং প্রস্তরাঘাতের সহিত বেত্রাঘাতের বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوْهُمَا

(তোমাদের মধ্য হইতে যে দুইজন সেই অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর।) অর্থাৎ যাহারা অপকর্মে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) প্রমুখ এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেনঃ তাহাদিগকে তিরস্কার করা, অপদস্থ করা এবং জুতা মারার বিধান এখন পরিত্যাজ্য। চাবুক মারা এবং প্রস্তরাঘাত করার নির্দেশ দ্বারা উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। ইকরামা, আতা হাসান বসরী ও আবদুল্লাহ ইব্ন কাছীর প্রমুখ বলেন ঃ ইহা ব্যভিচারী নারী ও পুরুষদের জন্যে নাযিল হইয়াছে। সুদ্দী বলেন ঃ ইহা ব্যভিচারী অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন ঃ ইহা আলে লূতদের মত সমকামীদের জন্যে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে মরফূ সূত্রে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও আমর ইব্ন আবূ মুহাম্মদের সনদে সুনানসমূহে রিওয়ায়েত করা হইয়াছে যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা কোন লোককে কাওমে-লূতের ন্যায় সমকামে লিপ্ত দেখিলে তাহাকে এবং যাহার সাথে সে অপকর্ম করিয়াছে উভয়কে হত্যা করিয়া ফেল।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا

(অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে।)

অর্থাৎ যদি তাহারা উভয়ে সংশোধিত হয় এবং অপকর্ম হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা হইতে বিরত থাক।

অতঃপর বলেন ঃ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا তখন তাহাদের হইতে হাত গুটাইয়া রাখ।

অর্থাৎ ইহার পর তাহাদিগকে তিরস্কার করা হইতে বিরত থাক। কেননা, পাপ হইতে তাওবাকারী ব্যক্তি নিষ্পাপ ব্যক্তির মত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি তোমাদের কাহারো দাসী ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত কর এবং অন্য কোনরূপ শাস্তিদান বা শাসন করিও না।

অর্থাৎ শাস্তি প্রদানের পর মনিব যেন তাহার দাসীকে আর তিরস্কার না করে। কেননা শাস্তি প্রদানই হইতেছে পাপ মোচনের মাধ্যম।

(١٧) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰٓئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ○

(١٨) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّـَٔاتِ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـَٰٔنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○

১৭. "আল্লাহ অবশ্যই সেই সকল লোকের তাওবা কবুল করিবেন, যাহারা অসতর্কতাবশত মন্দ কাজ করে ও যথাসত্বর তাওবা করে। আল্লাহ কেবল তাহাদিগকেই ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

১৮. "তাওবা তাহাদের জন্য নহে যাহারা আজীবন পাপ কাজ করে ও তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, আমি এখন তাওবা করিতেছি। আর তাহাদের জন্যও নহে, যাহারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। তাহাদের জন্যই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি।"

তাফসীর ঃ এখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত পাপ কাজ করিয়া যথাযথভাবে তাওবা করিবে, আল্লাহ অবশ্যই তাহার তাওবা কবূল করিবেন। যদি সেই তাওবা মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পরে ও জান কবযের পূর্ব মুহূর্তে গরগর শব্দ হওয়ার সময়ও হয়।

মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ ইচ্ছাপূর্বক হউক কিংবা ভুলবশত হউক, যে কেহই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয় সে-ই অজ্ঞ, যতক্ষণ না সে উহা করা হইতে বিরত হয়।

আবুল আলীয়া হইতে কাতাদা বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণ বলিতেন যে, মানুষ যে পাপ করে তাহা ভুলবশতই করে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুআম্মার ও আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করে যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ বহু সাহাবী একত্রিত হইয়া এই ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন যে, ইচ্ছাপূর্বক হউক কিংবা ভুলবশত হউক, যে কেহই যে কোন পাপ করে তাহা সে অজ্ঞতার কারণেই করে।

মুজাহিদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর ও জারীজ বর্ণনা করেন যে,

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ প্রত্যেক পাপী ও অন্যায়কারী যখন পাপ করিতে থাকে তখন সে উহার পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে! ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ আমাকে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আবূ সালিহ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অজ্ঞতার কারণেই মানুষ পাপ কাজ করিয়া থাকে। ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ এর ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অনতিবিলম্বে তাওবা করার অর্থ মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করা। যিহাক (র) বলেন ঃ মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বের সকল সময়ই অনতিবিলম্বের আওতাভুক্ত। কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ সুস্থতার সময়ে তাওবা করা উচিত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ এর মর্মার্থ হইল, মৃত্যুর সময়ে গরগর শব্দ হওয়ার পূর্বক্ষণে তাওবা করা। ইকরামা (র) বলেন ঃ দুনিয়ার সবকিছুই নিকটে। এই সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আমাকে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে জুবাইর ইব্‌ন মুগীরা, মাকহুল, ছাওবান ইব্‌ন ছাওবাত, ইমাম ইব্‌ন খালিদ ও আলী ইব্‌ন আইয়াশ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার তাওবা তখন পর্যন্ত কবূল করেন যখন পর্যন্ত তাহার মৃত্যুর গরগর শব্দ শোনা না যায়। আবদুর রহমান ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন ছাওবানের সনদে ইব্‌ন মাজা ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন-হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। তবে সুনানে ইব্‌ন মাজার সনদে ভুলবশত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে হইবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)।

হাদীস ঃ ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, আইয়ূব ইব্‌ন নাহীক হালবী, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাবেলী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাসান হাররানী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআম্মার ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, মুমিন বান্দা মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাওবা করিলেও আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবূল করেন। এমনকি ইহার চেয়ে কম সময় হইলেও। অর্থাৎ মৃত্যুর একদিন কিংবা এক ঘণ্টা পূর্বেও যদি তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন। আর যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ইখলাসের সঙ্গে তাওবা করে আল্লাহ অবশ্যই তাহার তাওবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হাদীস ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর হইতে ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব নামে পরিচিত মুলহানের এক ব্যক্তি, ইব্‌রাহিম ইব্‌ন মাইমুনা, শু'বা ও আবূ দাউদ তায়ালূসী বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর একমাস পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবুল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। যে ব্যক্তি মৃত্যুর এক ঘণ্টা পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা কবূল হইবে। ইহা শুনিয়া বর্ণনাকারী আইয়ুব (র) প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো বলিয়াছেন –

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ তাহাদের তাওবা কবূল করেন, যাহারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে। তদুত্তরে আবদুলল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিলাম। আবূ আমের আকুদী প্রমুখ আবূ দাউদ তায়ালুসী, আবূ উমর হাওযী ও শু'বা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুহাম্মদ ইব্ন মাতরাফ, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করে যে, আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী (র) বলেন ঃ চারজন সাহাবী একত্রিত হন। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহার বান্দার মৃত্যুর একদিন পূর্বেও তাওবা কবূল করেন। অন্য একজন তাহাকে বলিলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট স্বয়ং ইহা শুনিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহার বান্দার মৃত্যুর অর্ধদিন পূর্বেও তাহার তাওবা কবূল করেন। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, সত্যই তুমি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, বান্দা যদি মৃত্যুর এক প্রহর পূর্বেও তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা কবূল করিয়া নেন। চতুর্থ সাহাবী বলিলেন, সত্য সত্যই কি তুমি ইহা শুনিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর চতুর্থ সাহাবী বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, বান্দা মৃত্যুর সময়ে গরগর শব্দের পূর্বক্ষণেও যদি তাওবা করে, তবুও আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। আবদুর রহমান ইব্ন সালমানী হইতে যায়িদ ইব্ন আসলাম, দারাওয়ার্দী ও সাঈদ ইব্ন মানসূরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস ঃ আবূ হুরায়রা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, আওফ, উছমান ইব্ন হাইছাম, ইমরান ইব্ন আবদুর রহমান, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন যায়িদ ও আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর গরগর শব্দ হাওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ বান্দার তাওবা কবূল করেন।

এই সম্পর্কে অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত মুরসাল হাদীসসমূহ ঃ

হাদীস ঃ হাসান হইতে ধারাবাহিকভাবে আওফ, ইব্ন আবূ আদী, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দার মৃত্যুর গরগর শব্দ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। হাসান বসরী (র) হইতে হাসানের (রা) সূত্রে মুরসাল সনদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাদীস ঃ আবূ আইয়ূব বশীর ইব্ন কাআব হইতে ধারাবাহিকভাবে আলা ইব্ন যায়িদ কাতাদা, হিশাম, মুআয ইব্ন হিশাম, ইব্ন বিশার ও ইব্ন কাআব বলেন ঃ নবী (সা) বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মৃত্যুর গরগর শব্দ শুরু না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাহার তাওবা গ্রহণ করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, সাঈদ, আবদুল আলা ও ইব্ন বিশারের সূত্রেও উপরোক্তরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীস ঃ কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমরান, আবূ দাউদ, ইব্ন বিশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ একদা আমরা আনাস ইব্ন মালিকের (রা) নিকট বসা ছিলাম। পরে আবূ কুলাবা (র) আসেন। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যখন আল্লাহ

তা'আলা ইবলিসের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন, তখন ইবলিস আল্লাহর নিকট অবকাশ চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আপনার ইযযাত ও জালালাতের শপথ! আদম সন্তানের দেহে যে পর্যন্ত আত্মা থাকিবে সেই পর্যন্ত আমি তাহার অন্তর হইতে বাহির হইব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি আমার মহাসম্মানের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দেহে আত্মা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার তাওবা গ্রহণ করিব।

একটি মারফূ হাদীসে নবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সাঈদ, আবূ হাইছাম আতওয়ারী ও আমর ইব্‌ন আবূ আমরের সূত্রে ইমাম আহমাদ স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী (সা) বলেন ঃ ইবলিস বলিয়াছিল, হে রব! আপনার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত বনী আদমের দেহে আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাকে পাপের দিকে প্ররোচনা দান করিব। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছিলেন যে, আমার ইযযাত ও জালালাতের শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, যখনই তাহারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, তখনই আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব।

এই সমস্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণ করিবেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ ইহারা হইল সেই সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাকুশলী।

তবে যখন মানুষ জীবন হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যাইবে, জীবন সংহারী ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ্য করিতে থাকিবে, আত্মা কণ্ঠনালীতে পৌঁছিয়া যাইবে, বক্ষ সংকুচিত হইয়া যাইবে এবং গরগর শব্দ করিয়া আত্মা দেহ হইতে বাহির হইতে থাকিবে তখন তাওবা কবূল হইবে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থাৎ আর এমন লোকদের কোন ক্ষমা নাই, যাহারা মন্দ কাজ করিতেই থাকে, এমন কি যখন তাহাদের কাহারও মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলিতে থাকে, আমি এখন তাওবা করিতেছি।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلَمَّا رَاَوْ بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর ঈমানের স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ যখন পৃথিবীবাসীগণ পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইতে দেখিবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে।

এই কথাই আল্লাহ্ এভাবে বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِى بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْكَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا.

অর্থাৎ যেদিন মানুষ তাহাদের প্রতিপালকের বিশেষ কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিবে, সেই সময় কাহারও ঈমান গ্রহণ কাজে আসিবে না। যদি না ইহার পূর্বে ঈমান গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা যদি কোন সৎ কাজ সম্পাদন করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ

(আর তাওবা নাই তাহাদের জন্য, যাহরা কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে।)

অর্থাৎ যদি কোন কাফির কুফর ও শিরকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে মৃত্যুর সময় বিগত জীবনের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইলে উহা তাহার কোন উপকারে আসিবে না এবং সেই সময় সে তাওবা করিলেও তাহার তাওবা গ্রহণীয় হইবে না। সেই সময় যদি পৃথিবী পরিমাণ সম্পদও সে দান করে, তবে তাহার দান গ্রহণ করা হইবে না।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবুল আলীয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, ইহা মুশরিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবূ যর হইতে ধারাবাহিকভাবে উমর ইব্ন নঈম, মাকহুল, ছাবিত ইব্ন ছাওবান, আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত ইব্ন ছাওবান, সুলায়মান ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহ্মাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবূল করেন অথবা পাপ ক্ষমা করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আড়াল সৃষ্টি না হয়। জনৈক সাহাবী রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আড়াল সৃষ্টি হওয়া মানে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মুশরিক অবস্থায় আত্মা নির্গত হওয়া।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اُولٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

(আমি তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।)

অর্থাৎ এমন কঠিন শাস্তি যাহা মর্মবিদারক ও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক।

(١٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْ
هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ
وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ
اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ○
(٢٠) وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْ
خُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○
(٢١) وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا
غَلِيْظًا ○
(٢٢) وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ
فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ○

১৯. "হে ঈমানদারগণ! নারীদিগকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকারী বানানো বৈধ নহে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে। তাহাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করিবে। তোমরা যদি তাহাদিগকে অপসন্দ কর তবে এমন হইতে পারে যে, আল্লাহ্ যাহাতে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন তোমরা তাহাকেই অপসন্দ করিতেছ।"

২০. "তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই ফিরাইয়া নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে ?"

২১. "কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারাও তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়াছে ?

২২. "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃ পুরুষ যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা তো হইয়াছে; ইহা অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস হইতে আবুল হাসান সাওয়াই বর্ণনা করেন –

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَحِلُّ الَكُمْ اِنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

–এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে ওয়ারিছরা তাহার সাথে যদৃচ্ছ ব্যবহার করিত। হয় নিজেই তাহাকে বিবাহ করিত কিংবা অপরের বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিত। কখনও বা নিজেও বিবাহ করিত না, অপরের কাছে বিবাহ বসিতেও দিত না। তাহার পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা শ্বশুর পক্ষই তাহার বেশি হকদার মনে করিত। অজ্ঞতার যুগের এই জঘন্য প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَحِلُّ لَكُمْ اِنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হও।

বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন মারদুবিয়া ও ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা ইকরামা হইতে সুলায়মান ইব্‌ন আবূ সুলায়মান ওরফে আবূ ইসহাক শায়বানীর সনদে এবং আতা কুফী ইহা আ'মা ওরফে আবুল হাসান সাওয়াই হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহারা সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, ইয়াযীদ নাহভী, হুসাইন, আলী ইব্‌ন হুসাইন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ছাবিত মারূযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করেন ঃ

لاَيَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلاَّ اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

–এই আয়াতের ভাবার্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ প্রাক-ইসলাম যুগে কোন স্ত্রী-লোকের স্বামী মারা গেলে মৃতের নিকটতম আত্মীয় সেই স্ত্রীর অধিকারী হইত। অতঃপর এই উত্তরাধিকারী সেই স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া এই অঙ্গীকার আদায় করিত যে, সে যেন মৃত্যু পর্যন্ত অন্য কোথাও বিবাহ না বসে অথবা সে যেন মোহরের দাবি পরিত্যাগ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই লাঞ্ছনাকর প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া নির্দেশ জারী করেন যে, বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ করা বৈধ নয়। তেমনি তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কোন অংশ আদায় করিয়া নিও না। তবে যদি তাহারা গর্হিত কোন কাজ করে (তবে তাহাদের হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পার)।

একমাত্র আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য অনেকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও প্রায় একই ধরনের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে মাকসাম, আলী ইব্ন নাফীসা, সুফিয়ান ও ওয়াকী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে কোন পুরুষ আসিয়া স্ত্রীলোকটির উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত এবং কাপড় নিক্ষেপকারীকে সেই স্ত্রীলোকটির সর্বাপেক্ষা বেশি অধিকারী বলিয়া মনে করা হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া উক্ত কুপ্রথার অপনোদন ঘটান ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

–এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

জাহিলিয়াতের আমলে কোন ব্যক্তি কোন দাসী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তাহার কোন বন্ধু আসিয়া সেই দাসীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। ফলে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যাইত। যদি সেই দাসী সুন্দরী হইত তবে তাহাকে সেই বন্ধু বিবাহ করিত এবং যদি কুশ্রী হইত তবে তাহাকে ততদিন আবদ্ধ করিয়া রাখিত যতদিন তাহার দেহে আত্মা থাকিত। পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি উহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি মারা যাইত তবে মৃত ব্যক্তির কোন বন্ধু আসিয়া মৃতের স্ত্রীর উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। ফলে সে এককভাবে উহাকে বিবাহ করা না করার অধিকারী হইয়া যাইত। অন্য কেহ উহাকে বিবাহ করিতে পারিত না এবং যতদিন পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক উহাকে মুক্তিপণমূলক কিছু অর্থ-সম্পদ না দিত ততদিন পর্যন্ত সে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ

জাহিলিয়াতের যুগে মদীনাবাসীদের প্রথা ছিল, যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যাইত, তবে সেই মৃতের সম্পত্তির যে মালিক হইত, সে সেই স্ত্রীলোকেরও মালিক হইত এবং উহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়া উহার সকল সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হইত। অতঃপর যাহার নিকট ইচ্ছা তাহার নিকট উহাকে বিবাহ দিত।

তেমন মক্কাবাসীদের প্রথা ছিল যে, এমন কি তালাক প্রদানের সময়েও তাহারা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে শর্ত করিত যে, সে তাহার ইচ্ছামত তাহাকে বিবাহ দিবে। তারপর এই বন্দীদশা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে তাহাদের নিকট হইতে পণ আদায় করিত। অতঃপর আল্লাহ মু'মিনদিগকে ইহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দান করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া বলেন ঃ আমাকে মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ উমামা ইব্ন হানীফ তাহার পিতা হইতে এবং ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদের সূত্রে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযাইল, আলী ইব্ন মানযার, মূসা ইব্ন ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ কাইস ইব্ন আসলাম মারা গেলে জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী তাহার পুত্র তাহার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। তখন আল্লাহ পাক নাযিল করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

অর্থাৎ তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হইয়া যাইবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযাইলের সনদে ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্ন জারীজের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে সেই স্ত্রীলোককে কোন শিশু পরিচর্যায় নিয়োগ করা হইত। এইভাবে তাহাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটিত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

ইব্ন জারীজ এবং মুজাহিদ বলেন ঃ কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে জাহিলিয়াতের যুগের প্রথানুযায়ী মৃতের পুত্র সেই স্ত্রীলোককে ভোগ করার সর্বাপেক্ষা বেশী হকদার হইত। সে ইচ্ছা করিলে সেই স্ত্রীলোককে নিজেই বিবাহ করিতে পারিত এবং ইচ্ছা করিলে অন্য ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত বিবাহ দিত।

ইব্ন জারীজ এবং ইকরামা বলেন ঃ এই আয়াতটি কুবায়শা বিনতে মাআন ইব্ন আসিম ইব্ন তাউস সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আবূ কাইস ইব্ন আসলাত মারা গেলে তাহার পুত্র তাহার স্ত্রী কুবায়শাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যান এবং বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! উহারা আমাকে আমার স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অংশ প্রদান করিতেছে না এবং আমাকে স্বাধীনভাবে অন্য কাহারো সঙ্গে বিবাহ বসার সুযোগও দিতেছে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আবূ মালিক হইতে সুদ্দী বলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা আসিয়া সেই স্ত্রীলোকটির উপর কাপড় নিক্ষেপ করিত। পরন্তু যদি তাহার কোন ছোট শিশু থাকিত অথবা ভাই থাকিত, তবে তাহাদিগকে প্রতিপালনের জন্যে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইত। ইহা না হইলেও তাহাকে মৃত্যু অবধি বন্দী করিয়া রাখা হইত।

অতঃপর মৃত্যুর পরে উহারা তাহার সম্পত্তির মালিক হইত। আর যদি স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীলোকটির আত্মীয়রা আসিয়া পড়িত, তবে আর তাহার প্রতি কাপড় নিক্ষেপ করা হইত না। পরে সে মুক্তি পাইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ কোন লোকের দায়িত্বে যদি কোন ইয়াতীম বালিকা থাকিত এবং সেই লোকটি যদি স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিত, তবে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা কোন আত্মীয় তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিত এইজন্য যে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে বা তাহার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী, আতা ইব্ন আবূ রিবাহ, আবূ মাজায, যিহাক, যুহরী, আতা খোরাসানী ও মাকাতিল ইব্ন হাইয়ান হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মোটকথা, ইহা দ্বারা জাহিলিয়াতের যুগের একটি জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করা হইয়াছে। মুজাহিদও এই কথা বলিয়াছেন। অনেকেই মুজাহিদের এই কথার সঙ্গে একমত হইয়াছেন। সকলের কথার সারকথা একটিই যে, এই আয়াত দ্বারা জাহিলী যুগের একটি কুপ্রথার অপনোদন ঘটানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ

(তোমরা তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছ তাহার কিয়দংশ গ্রহণের জন্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিও না।)

অর্থাৎ স্ত্রীদের জীবন-যাপন এবং বাসস্থানকে অপ্রতুল ও সংকীর্ণ করত তাহাদিগকে সমস্ত মোহর বা মোহরের কিয়দংশ ত্যাগ করিতে বাধ্য না করা। তাহারা যাহাতে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হয় অথবা তাহাদের প্রতি অবিচার বা নির্যাতনের মাধ্যমে তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা না হয়।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ এর মানে হইল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার না করা। আর لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ মানে হইল, কোন ব্যক্তির স্ত্রী তাহার অপছন্দ হওয়ায় তাহাকে তালাক দিবে, কিন্তু তাহার মোহর বাকি রাখিবে। এই অবস্থায় তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহার জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিবে, যেন সে নিজেই বাধ্য হইয়া সমস্ত প্রাপ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যিহাক ও কাতাদা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন সালমানী হইতে ধারাবাহিকভাবে সাম্মাক ইব্ন ফযল, মুআম্মার, আবদুর রাযযাক ও ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সালমানী (র) বলেন ঃ এই আয়াতটির প্রথমাংশ অজ্ঞতার যুগের প্রথার মূলোৎপাটন করার নিমিত্ত এবং দ্বিতীয়টি ইসলামী রীতির সংশোধনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا এই অংশটি জাহিলিয়াতের ব্যাপারে এবং وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ এই অংশটি ইসলামের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ । অর্থাৎ কিন্তু যদি তাহারা প্রকাশ্যে কোন অশ্লীলতা করে।

ইব্ন মাসউদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা), হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরামা, আতা খোরাসানী, যিহাক, আবূ কুলাবা, আবূ সালিহ, সুদ্দী, যায়িদ ইব্ন আসলাম ও সাঈদ ইব্ন আবূ হিলাল প্রমুখের মতে فَاحِشَةٌ মানে ব্যভিচার। অর্থাৎ স্ত্রী ব্যভিচার করিলে তাহার নিকট হইতে মোহর ফিরাইয়া নেওয়ার ভীতি প্রদর্শন করা এবং জীবনকে সংকটময় করিয়া তুলিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা বৈধ। যথা সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَنْ لاَّيُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ।

অর্থাৎ তাহদিগকে প্রদত্ত মোহর হইতে কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু সেই সময় পারিবে যখন তোমরা উভয়ে আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করিতে পারিবে না বলিয়া ভয় করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা ও যিহাক প্রমুখ বলেন ঃ প্রকাশ্যে অশ্লীলতা মানে স্বামীর অবাধ্য হওয়া ও কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করা। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা স্বামীর অবাধ্যতা, ব্যভিচার ও অশ্লীল গালিগালাজ ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই অবস্থায় স্বামীর জন্য স্ত্রীর জীবন সংকটপূর্ণ করিয়া তোলা বৈধ। সে যেন তাহার সমস্ত প্রাপ্য বা আংশিক প্রাপ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেও বাঁচে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা ও ইয়াযীদ নাহ্ভীর সূত্রে একমাত্র আবূ দাউদ ইতিপূর্বেও বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে মৃতের নিকটতম আত্মীয় সেই স্ত্রীর উত্তরাধিকার হইত। অতঃপর উত্তরাধিকারী সেই স্ত্রীলোকটিকে তাহার মৃত্যু অবধি বন্দী করিয়া রাখিত অথবা স্ত্রীলোকটিকে তাহার সকল সম্পত্তির বিনিময়ে মুক্তি দিয়া দিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী জাতির প্রতি প্রবঞ্চনার চির অবসান ঘটান।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই সকল জাহিলী প্রথা-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে মুসলমানদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ বলেন ঃ

বলা হয় যে, স্ত্রীদেরকে আবদ্ধ করিয়া রাখার এক পৈশাচিক প্রথা ইসলাম-পূর্ব যুগে কুরাইশদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ কোন পুরুষ কোন ভদ্র ও অভিজাত মহিলাকে বিবাহ করার পর যদি উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইয়া ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইত, তবে স্বামী স্ত্রীর উপর এই শর্তারোপ করিত যে, তুমি আমার অনুমতি ও পছন্দ ব্যতীত কোন স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না। এই কথাগুলি সাক্ষী ডাকিয়া লিখিয়া পাকা করিয়া রাখা হইতে। অতঃপর সেই মহিলার বিবাহের কোন পয়গাম যদি আসিত, তবে সে এই বলিয়া বাধ সাধিত যে, অর্থ-উপঢৌকন না দিলে অনুমতি দেওয়া হইবে না। যদি অর্থ দিত তবে বিবাহ বসার জন্য অনুমতি দিত আর যদি অর্থ না দিত তবে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই অবমাননাকর প্রথার অবলুপ্তি ঘটাইয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ সূরা বাকারার (উপরোক্ত) আয়াতের অর্থই হইল عَضْلٌ এর ভাবার্থ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْف (নারীর সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।) অর্থাৎ তাহাদের সহিত সৎ ও ভদ্র ব্যবহার করা, সাধ্যানুযায়ী তাহাদের রূপচর্চা ও প্রসাধনীর আঞ্জাম দেওয়া, যে যেভাবে যে পন্থা ভালবাসে তাহাকে তেমন করিয়া রূপচর্চা করার সুযোগ দেওয়া।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُنَّ مِثْلُ عَلَيْهِنَّ الَّذِىْ بِالْمَعْرُوْف

অর্থাৎ তোমাদের যেভাবে তাহাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকার রহিয়াছে, তেমনি তাহাদেরও অধিকার রহিয়াছে তোমাদের নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ خيركم خير كم لاهله وانا خير لاهلى

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তাহার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। আমি আমার সহধর্মিণীর সহিত উত্তম ব্যবহার করিয়া থাকি।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ছিল স্ত্রীদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করা এবং তাহাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা। তিনি সর্বদা তাহার স্ত্রীদেরকে খুশি ও মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহাদের ভাল খাওয়া-পরার জন্যে তিনি দরাজ হস্তে ব্যয় করিতেন। এমন কি তিনি কখনো তাহাদের হাসাইয়া মাতাইয়া তুলিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রা) সহিত তিনি দৌড়-প্রতিযোগিতাও করিয়াছেন। আয়েশা (রা) বলেন, প্রথম প্রতিযোগিতায় রাসূলুল্লাহ হারিয়া গিয়াছিলেন। কেননা তখন আমি অনেকটা হালকা পাতলা ছিলাম এবং তিনি ছিলেন ভারী। তবে দ্বিতীয় প্রতিযোগিতায় আমি হারিয়া যাই। কেননা, তখন আমি ভারী হইয়া গিয়াছিলাম। আমি হারিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, এইবার শোধ হইল।

রাসূলুল্লাহ (সা) যেই বিবির ঘরে রাত্রি যাপন করিতেন, সকল বিবিরা রাত্রে সেই ঘরে তাঁহার নিকট বসিতেন। কখনো সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া রাতের খানা খাইতেন। পরে সকলে যার যার ঘরে চলিয়া যাইতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্ত্রীর সঙ্গে এক চাদরে ঘুমাইতেন। জামা খুলিয়া শুধু লুঙ্গি পরিয়া শুইতেন। ইশার নামাযের পর শুইবার পূর্বে ঘরে গিয়া স্ত্রীদের মন খুশির জন্য দুই চার কথা বলিতেন। ইহা সবই হুযূর (সা) সহধর্মিণীদের খুশি করার জন্য করিতেন।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য নবীর মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

স্ত্রীদের সহিত আচার-ব্যবহার ও জীবন যাপনের নিয়মাবলী বিষয়ক গ্রন্থরাজির মধ্যে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

(অতঃপর যদি তাহাদিগকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করিয়াছ, যাহাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রাখিয়াছেন।)

অর্থাৎ মন না চাইলেও তাহাদের জন্যে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রহিয়াছে।

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সন্তান উৎপাদনের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ সন্তানের মধ্যে যতো মঙ্গল রহিয়াছে।

সহীদ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন মু'মিন পুরুষ যেন মু'মিনা স্ত্রীকে তাহার দুই একটা কথার জন্য অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথক করিয়া না দেয়। কেননা সে হয়ত অন্য কথা ও ব্যবহার দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

(যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তর করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে যদি প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবে তাহা হইতে কিছুই ফেরত গ্রহণ করিও না। তোমরা তাহা কি অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গুনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করিবে ?)

অর্থাৎ তোমাদের কেহ যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সেই স্ত্রীকে দেয়া মোহর হইতে কিছুই গ্রহণ না করা উচিত, যদি সেই মোহরের অংক খুব মোটাও হয়।

পূর্ববর্তী সূরা আলে ইমরানের মধ্যে قِنْطَارًا শব্দ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হইয়াছে। ইহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা দ্বারা বুঝা গেল, স্ত্রীকে মোহর হিসাবে প্রচুর মাল-সম্পদ দেওয়াও বৈধ। কিন্তু হযরত উমর (রা) মোহর হিসাবে প্রচুর অর্থ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন হইতে ধারাবাহিকভাবে সালমা ইব্ন আলকামা, ইসমাঈল ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবুল আফা সালমা (র) বলেন আমি উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। ইহা যদি পার্থিব কোন সম্মানের বিষয় হইত অথবা ইহা যদি তাকওয়ার উচ্চ মার্গ হইত তবে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় বিবাহেই ইহা করিতেন এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী বা কন্যাকে বারো আওকীয়া মোহর দিতেন না। বস্তুত অতিরিক্ত মোহর বৈরিতার সৃষ্টি করে এবং স্বামীর উপর ইহা একটা বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। কখনো স্বামী স্ত্রীকে বলিয়া ফেলে যে, তুমি আমার স্কন্ধে পানির মশক চাপাইয়া দিয়াছ।

হারম ইব্ন সায়িব বসরী ওরফে আবুল আ'জাফা হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের সূত্রে সুনানসমূহ এবং ইমাম আহমাদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম ও সহীহ।

উমর (রা) হইতে অন্য একটি বর্ণনা ঃ

মাসরূক হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী, খালিদ ইব্ন সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান, ইব্ন ইসহাক, ইব্রাহীম, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম, আবূ খাইছামা ও হাফিজ আবূ ইয়ালী বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন ঃ

একদা উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন, হে জনমণ্ডলী! তোমরা মোটা অংকের মোহার বাঁধিতে শুরু করিলে কেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীরা তো

চারশত দিরহামের বেশি মোহর দেন নাই। সত্যিই যদি ইহা তাকওয়া এবং দানশীলতার কাজ হইত, তবে তোমরা ইহার প্রতি এত আগ্রহশীল হইতে না। আজ হইতে যেন আমি চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণের কথা আর না শুনি। ইহা বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে অবতরণ করেন। এমন সময় একজন কুরাইশ মহিলা আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি নাকি মহিলাদের মোহর চারশত দিরহামের বেশি নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ? উমর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। মহিলা বলিলেন, কেন, আপনি কি কুরআনের আয়াত শুনেন নাই ? উমর (রা) বলিলেন, কি আয়াত ? মহিলা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا অর্থাৎ তোমরা কোন মহিলাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ দিয়া থাক।

ইহা শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি উমরের চেয়ে ইসলামের ব্যাপারে সকলেই বেশি জানে। ইহার পর তিনি আবার মিম্বারের উপর উঠেন এবং বলেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে স্ত্রীদের বেলায় চারশত দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারিত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া এই মুহূর্তে বলিতেছি যে, তোমরা নিজেদের স্বাধীন মতে স্ত্রীদের জন্য মোহর নির্ধারণ করিতে পারিবে। আবু ইয়ালী বলেন, আমার সন্দেহ হইতেছে যে, উমর (রা) খুব সম্ভব এই কথা বলিয়াছিলেন যে, যাহার মনে যাহা চায় সেই মত মোহর দিতে পার। ইহার সনদ খুবই শক্তিশালী।

আবূ আবদুর রহমান সালমী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ হিসীন, কাইস ইব্ন রবী, আবদুর রাযযাক, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম ও ইব্ন মানযার বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান সালমী (র) বলেন ঃ উমর (রা) অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। ইহার প্রেক্ষিতে জনৈক মহিলা উমর (রা)-কে বলেন, হে উমর! ইহা তোমার ঠিক হয় নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا

অর্থাৎ তোমরা তাহাদিগকে প্রচুর স্বর্ণ প্রদান করিয়া থাক। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের পঠনে এইরূপ রহিয়াছে।

অতঃপর উমর (রা) বলেন, প্রতিযোগিতায় একটি মহিলা বিজয় লাভ করিল।

উমর (রা) হইতে একটি ছিন্ন সূত্রের বর্ণনা ঃ

যুবাইর ইব্ন বুকার বলেন, আমার দাদা হইতে আমার চাচা মাস'আব ইব্ন আবদুল্লাহ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া বলেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন হুসাইন হারিছীর মেয়ে যুল কিস্সাও যদি হয়, তবুও তোমরা অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিও না। যে অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিবে, তাহার অতিরিক্ত অংশ বায়তুলমালে জমা করিয়া নিব। ইহা শুনিয়া দীর্ঘদেহী ও মোটা নাক বিশিষ্ট এক মহিলা আসিয়া উমর (রা)-কে বলিলেন, আপনি এই কথা বলিতে পারেন না। উমর (রা) বলিলেন, কেন ? মহিলা বলিলেন, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন। وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا

অতঃপর উমর (রা) বলেন, হ্যাঁ, মহিলাই ঠিক করিয়াছে, পুরুষটি ভুল করিয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের মোহর হইতে পুরুষদের গ্রহণ না করার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

(তোমরা কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পার, অথচ তোমরা একজন অন্য জনের নিকট গমন করিয়াছ।) অর্থাৎ স্ত্রীদের মোহর হইতে তোমরা কিরূপে গ্রহণ করিবে ? অথচ তোমরা একে অন্যের যৌন স্বাদ গ্রহণ করিয়াছ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন ঃ ইহার মর্মকথা হইল সহবাস।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বিরুদ্ধে উভয় ব্যভিচারের অভিযোগ তোলার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ উভয়ের নিকট নিজ নিজ অভিযোগের সত্যতার জন্য শপথ গ্রহণ করার পর বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী তাহা আল্লাহই জানেন। তবে তোমাদের কেহ তাওবা করিয়াছ কি ? এই কথা রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার বলার পর পুরুষ ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার উহাকে কত মোহর দিতে হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না কোন মাল বা মোহর দিতে হইবে না। তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তবে সে তো সেই মোহরের বিনিময়েই তোমার জন্য হালাল হইয়াছিল। আর যদি তুমি তাহার উপর মিথ্যারোপ করিয়া থাক তবে উহা বহু দূরের কথা।

নাযরা ইব্‌ন আবূ নায্‌রা হইতে আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নাযরা ইব্‌ন আবূ নাযরা (রা) একটি কুমারী বালিকা বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার নিকট গমন করিয়া দেখেন যে, সে ব্যভিচারের দ্বারা গর্ভবতী। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা খুলিয়া বলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) মোহর আদায়ের মাধ্যমে উহাদিগকে পৃথক করিয়া দেন এবং সেই স্ত্রীকে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর বলেন যে, 'এই সন্তান তোমার গোলাম হইবে এবং মোহর হইল উহার সঙ্গে যৌন সম্ভোগের বিনিময় স্বরূপ'। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ তোমরা কিরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পার ? অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করিয়াছ।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا

অর্থাৎ নারীরা তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, مِيْثَاقًا غَلِيْظًا এর অর্থ হইল 'আকদ'।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত ও সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ স্ত্রীদেরকে বিবাহ বন্ধনে রাখিলে যথাযথ অধিকার প্রদানের মাধ্যমে রাখা অথবা ত্যাগ করিলে নিয়মানুযায়ী উত্তম পন্থায় ত্যাগ করা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ ইকরামা, মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, হাসান বসরী, কাতাদা, ইয়াহয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, যিহাক ও সুদ্দী প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

রবী' ইব্‌ন আনাস হইতে আবূ জাফর রাযী আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্‌র আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাক এবং আল্লাহ্‌র কালিমার দ্বারা উহাদের যৌনাঙ্গ নিজেদের জন্য হালাল করিয়া থাক। আর কালিমা হইল আল্লাহ্‌র সেই কালামসমূহ যাহা বিবাহের খুৎবার মধ্যে জনসমক্ষে পড়া হয়'।

মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে সকল কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, 'তোমার উম্মতের কোন বক্তব্য বা অঙ্গীকার ততক্ষণ গ্রহণযাগ্য বা বৈধ হইবে না যতক্ষণে তাহারা অঙ্গীকার বাক্যে এই কথা সাক্ষ্য না দিবে যে, তুমি আমার বান্দা এবং রাসূল।'

জাবির হইতে সহীহ্ মুসলিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্বের ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ কর। কেননা, তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্র আমানতরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহ কালামের মাধ্যমে তাহাদের যৌনাঙ্গ তোমরা নিজেদের জন্য হালাল করিয়া নিয়াছ।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।

ইহা বলার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-পিতামহদের স্ত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিমাতাদের প্রতি এই সম্মান ইসলাম-পূর্ব যুগে ছিল না। এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে এমন বিধান জারি করা হইয়াছে যে, যদি পিতা কেবল আকদ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তবুও সেই বিমাতা তাহার স্বামীর ছেলের জন্যে হালাল নয়। এই কথার উপর সর্বকালের সকল আলিম একমত।

জনৈক আনসার হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, আশআছ ইব্ন সাওয়ার, কাইস ইব্ন রবী, মালিক ইব্ন ইসমাঈল, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, উক্ত আনসার (রা) বলেন ঃ অতি মর্যাদাসম্পন্ন নেক্কার আবূ কাইস অর্থাৎ ইব্ন আসলাত (রা) মারা গেলে তাহার পুত্র কাইস তাহার স্ত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। তখন তাহার বিমাতা তাহাকে বলিয়াছিল যে, "দেখ, আমি তোমাকে নিজের ছেলের মত মনে করি এবং তুমি বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। আচ্ছা, তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাই।" সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আবূ কাইস মারা গিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা। অতঃপর সে বলিল, তাহার ছেলে কাইস আমাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়াছে, অথচ সে বংশের সম্মানিত ব্যক্তি। উপরন্তু আমি তাহাকে আমার নিজের ছেলের মত মনে করি। অতএব আপনি আমাকে এই ব্যাপারে কি পরামর্শ দেন? ইহা শোনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন বাড়ি যাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।

ইকরামা হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্ন জারীজ, হাম্মাদ, হুসাইন, কাসিম ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

–এই আয়াতাংশ সম্পর্কে ইকরামা বলেন ঃ ইহা আবূ কাইস ইব্ন আসলাতের স্ত্রী উম্মে উবায়দুল্লাহ যামরাহ (রা) সম্পর্কে এবং আসওয়াদ ইব্ন খালকের (রা) স্ত্রী বিনতে আবূ তালহা ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন উছমান ইব্ন আবদুদ্দার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ খালফের

(রা) মৃত্যুর পর তাহার ছেলে সাফওয়ান তাহার বিমাতা হযরত আবূ তালহার (রা) কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়াছিল। মোটকথা এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল।

সুহাইলী (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগে পিতার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা একটা মামুলী ব্যাপার ছিল। তাই বলা হইয়াছে ঃ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে উহা তো হইয়া গিয়াছে ঃ

এরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ এখানেও দুই বোনকে একত্রিত করার অবৈধতা ঘোষণা করিয়াই বলা হইয়াছে যে, اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ যাহা বিগত হইয়াছে, তাহা বিগত।

তবে আলোচ্য আয়াতে কিনানা ইব্ন খুয়াইমার প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেননা সে স্বীয় পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল এবং সেই সূত্রে নযর ইব্ন কিনানার জন্ম হইয়াছিল। এই নযর ইব্ন কিনানা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মন্তব্য হইল যে, সে পিতা-মাতার বৈধ মিলনের মাধ্যমে জন্ম নিয়াছে, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই প্রথা পূর্বযুগ হইতে প্রচলিত ছিল এবং তখন ইহাকে বৈধ বিবাহ বলিয়া গণ্য করা হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর, ইব্ন উআইনা, কিরাদ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ মাখযুমী ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে সকল আত্মীয়াকে বিবাহ করা আল্লাহ তা'আলা হালাল করিয়াছেন, জাহিলী যুগে সেই সকল আত্মীয়াকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া মনে করা হইত। অথচ তখন বিমাতা এবং দুই বোনকে এক সাথে বিবাহ করা হালাল মনে করা হইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার অবৈধতা ঘোষণা করিয়া নাযিল করেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

অর্থাৎ– যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ

অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (অবৈধ)।

আতা এবং কাতাদাও ইহা বলিয়াছেন। তবে নযর সম্বন্ধে সুহাইলী যে ঘটনাটি বলিয়াছেন উহার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। যাহা হউক এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা এই উম্মতের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاءَ سَبِيْلاً–

অর্থাৎ – ইহা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থাৎ– তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَلاَتَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً

অর্থাৎ ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাইও না। ইহা অশ্লীল ও গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তবে এখানে আরও একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছে وَّمَقْتًا অর্থাৎ ইহা বিকৃত রুচির বটে। মোটকথা ইহা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। ইহা দ্বারা পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ

সৃষ্টি হয়। কেননা সাধারণত দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে তাহার পূর্ব স্বামীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণীগণকে উম্মতের মাতারূপে গণ্য করা হইয়াছে এবং উম্মতের জন্য তাহাদিগকে বিবাহ করা হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা, রাসূল (সা) সমগ্র উম্মতের পিতৃতুল্য এবং তাঁহার সহধর্মিণীগণ মাতৃতুল্য। উপরন্তু পিতার চেয়ে মাতার হক অগ্রগণ্য। শুধু তাই নয়, বরং মুমিনের জীবনের চেয়েও তাহাদের প্রতি মাতৃ তুল্য শ্রদ্ধা পোষণ বহু গুণে মূল্যবান।

আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (র) বলেন ঃ مَقْتًا শব্দের তাৎপর্য হইল এইঃ উহা আল্লাহর রুচি বিরুদ্ধ এবং وَسَاءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ রীতিনীতির ক্ষেত্রে ইহাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম রীতি। সুতরাং যে এই কাজ করে, সে স্বধর্মত্যাগীর মধ্যে গণ্য হয়। যে এই ধরনের জঘন্য কাজ করিবে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে এবং তাহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

ইব্ন উমরের চাচা ও ইব্ন উমরের সনদে এবং আবূ বুরদা হইতে বাররা ইব্ন আযিবের (রা) সূত্রে আহলে সুনান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমরের চাচাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার মৃত্যুর পর পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিল। তাই সেই ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং তাহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

বাররা ইব্ন আযিব হইতে ধারাবাহিকভাবে আদী ইব্ন ছাবিত, আশআছ, হাশীম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, বাররা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ আমার চাচা হারিছ ইব্ন উমাইর (রা) নবী (সা) কর্তৃক প্রদত্ত পতাকা নিয়া আমার নিকট হইতে গমন করার সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, চাচা! নবী (সা) আপনাকে কোথায় পাঠাইলেন? তিনি বলিলেন, এমন এক ব্যক্তির শিরোশ্চেদ করার জন্য পাঠাইয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে।

মাসআলা ঃ এই বিষয়ের উপর সকল আলিম একমত যে, যে মহিলার সঙ্গে অথবা দাসীর সঙ্গে স্ত্রী বা দাসী বুঝিয়া ভুলবশত পিতা সংগম করে, সেই সকল মহিলা ও দাসী পুত্রের জন্য বিবাহ করা হারাম। তবে যদি সেই সব মহিলার সঙ্গে সংগম না হইয়া কেবল একত্রবাস হয় এবং সেই সব মহিলাদের গোপন অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যাহা অপরিচিত অবস্থায় তাহার জন্য হালাল ছিল না, তাহাদের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন ঃ পিতার সংস্পর্শে আসা মহিলাদিগকেও তাহার ছেলে বিবাহ করিতে পারিবে না। নিম্নের ঘটনাটি দ্বারা এই মতের শক্তি ও যৌক্তিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ঘটনাটি হাফিজ ইব্ন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত মুআবিয়ার (রা) মুক্ত দাস হযরত খাদীজ হিমসী (রা) হযরত মুআবিয়ার জন্য গৌরবর্ণের সুশ্রী একটি দাসী ক্রয় করেন এবং বিবস্ত্র অবস্থায় দাসীটিকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন তাহার হাতে একটি ছড়ি ছিল। ছড়ি দ্বারা ইংগিত করিয়া তিনি বলেন ঃ উত্তম সামগ্রী। অতঃপর তিনি দাসীটিকে ইয়াযীদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার আদেশ করেন। তারপরই আবার তিনি বলেন না, না, থাম। রবীআ ইব্ন আমর হারিছীকে ডাক। রবীআ ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফিকাহশাস্ত্র বিশারদ। তিনি আসার পর পর মুআবিয়া (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মহিলাটিকে আমার নিকট

উলঙ্গ অবস্থায় নিয়া আসিলে তাহার গোপন অংশসমূহ আমার দৃষ্টিতে পড়ে। অথচ আমি ইহাকে আমার পুত্র ইয়াযীদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়ার মনস্থ করিয়াছি। ইহা তাহার জন্য বৈধ হইবে কি ? হযরত রবীআ (রা) বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহা করিবেন না। ইহা তাহার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইহা শুনিয়া মুআবিয়া (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

অতঃপর তিনি গৌর বর্ণের অধিকারী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা ফাযারী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠান। তিনি আসিলে মুআবিয়া (রা) তাহাকে বলেন, এই গৌরবর্ণের দাসীটি তোমাকে দান করা হইল, যেন তোমার গৌরবর্ণের সন্তান লাভ হয়।

উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসআদা (রা) সেই বালক যাহাকে, রাসূলুল্লাহ (সা) ফাতিমাকে উপহার স্বরূপ দিয়াছিলেন। ফাতিমা (রা) তাহাকে লালন-পালন করিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। আলী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তিনি হযরত মুআবিয়ার নিকট চলিয়া আসেন।

(٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ
وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَحَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ٧ وَاَنْ تَجْمَعُوْا
بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

২৩. 'তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নেয়ী, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধভগ্নী, শ্বাশুড়ী ও তোমাদের সংগত হওয়া স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে তাহার গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। তবে যদি তাহাদের সহিত মিলিত না হইয়া থাক, তাহা হইলে উহাতে তোমাদের অপরাধ নাই। আরও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তোমাদের নিজ পুত্রবধু ও দুই ভগ্নিকে একত্র করা। পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, হইয়াছে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ এই আয়াত দ্বারা বংশগত, স্তন্যপান ও বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে যাহাদের সঙ্গে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সিনান ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ সাত প্রকারের মহিলা বংশগত কারণে এবং সাত প্রকারের মহিলা বৈবাহিক সূত্রের কারণে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ الخ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইযাছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা এবং সহোদরা ভগিনীদিগকে ... ... ইত্যাদি।

অপর একটি সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন আব্বাসের গোলাম উমাইর, ইসমাঈল ইব্‌ন রিজা, আ'মাশ, সুফিয়ান, আহমাদ ও আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ

বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ স্ববংশজাত হওয়ার কারণে সাতজন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে এবং সাতজনকে হারাম করা হইয়াছে বৈবাহিক সূত্রে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ
وَبَنَاتُ الْاُخْتِ

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা ও ভগিনী কন্যাকে।

পরিশেষে তিনি বলেন, এই সাতজনকে স্ববংশজাত হওয়ার কারণে হারাম করা হইয়াছে।

আয়াতের মধ্যে وَبَنَاتُكُمْ (তোমাদের কন্যা)-কে সাধারণভাবে বলার কারণে ইহার ভিত্তিতে জমহুর-উলামা বলেন যে, ব্যভিচারের দ্বারা অর্জিত মেয়েও ব্যভিচারীর জন্য বিবাহ করা হারাম। কেননা এই আয়াতে স্ত্রীর সূত্রে জন্ম গ্রহণকৃত বা এই ধরনের কোন শর্ত আরোপ করা হয় নাই। সাধারণভাবে কন্যার কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইল আবূ হানীফা (র) ও আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) প্রমুখের মাযহাব।

কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শরীআতের দৃষ্টিতে জারজ সন্তান নহে। তিনি দলীল পেশ করিয়া বলেন যে, যদি সত্যিকারের সন্তান হইত তবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মীরাছ সম্পর্কে কিছু বলেন নাই কেন ? অর্থাৎ বলা হইয়াছে যে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

'আল্লাহ তোমাদিগকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর অংশের সমান।

উপরন্তু সকলে এই কথার উপর একমত যে, জারজ সন্তান সম্পদের অংশীদার নয়। অতএব উহারা প্রকৃত সন্তানও নয়। তাই ব্যভিচারী তাহার ব্যভিচারের দ্বারা জন্মপ্রাপ্ত কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُمَّهَاتُكُمُ الاَّتِيْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

'তোমাদের সেই মাতা, যাহারা তোমাদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছেন এবং তোমাদের দুধ বোন'। অর্থাৎ, জন্মদাত্রী হিসাবে মাকে বিবাহ করা যেরূপ হারাম, স্তন্যপান করার কারণে স্তন্যদাত্রী মাকে বিবাহ করাও তেমনি হারাম।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উমরাতা বিনতে আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযাম ও মালিক ইব্‌ন আনাসের সনদে সহীহদ্বয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জন্মসূত্রে যাহাদিগকে বিবাহ করা হারাম, স্তন্যপানসূত্রেও তাহারা হারাম।

মুসলিম শরীফে রহিয়াছে যে, বংশগতসূত্রে যে যে হারাম হয়, স্তন্যপানসূত্রেও সে সে হারাম হয়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ চারটি অবস্থা ব্যতীত বংশগতসূত্রে যাহারা হারাম হয়, স্তন্যপানসূত্রে তাহারা হারাম হয়। কেহ বলিয়াছেন, ছয় অবস্থা ব্যতীত। ইহা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইসলামী বিধান বা ফিকাহর কিতাবসমূহে রহিয়াছে।

মোটকথা, ইহার নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। কেননা ইহার কারণের মধ্যে বংশগতসূত্র হইতেও কিছু পাওয়া যায় এবং বৈবাহিক সূত্র হইতেও কিছু পাওয়া যায়। তাই এই হাদীসের ব্যাপারে বাদানুবাদের কোন অবকাশ নাই।'

তবে স্তন্য কতবার চুষিলে বিবাহের অবৈধতা প্রমাণিত হইবে, এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, ইহার সংখ্যা অনির্দিষ্ট। দুধ পান করান মাত্রই অবৈধ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম মালিকের অভিমত। ইব্ন উমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, উরওয়া ইব্ন যুবাইর ও যুহরী প্রমুখও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তিনবারের কম চুষিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া ও হাশিম ইব্ন উরওয়ার সূত্রে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, একবার ও দুইবার চোষার দ্বারা অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না।'

উম্মে ফযল হইতে ধারাবাহিকভাবে আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ, আবূ খলিল ও কাতাদা বর্ণনা করেন যে, উম্মে ফযল (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, একবার চুষিলে বা দুইবার চুষিলে, একবার পান করিলে বা দুইবার পান করিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না।

ভিন্ন বাক্যে অথচ অভিন্ন অর্থে আর একটি রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لاتحرم الا ملاجة ولا الاملاجتان

অর্থাৎ একবার কিংবা দুইবার চুষিলে হারাম হয় না।

মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ উবায়দুল্লাহ ও আবূ ছাওর প্রমুখের অভিমত ইহা।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আলী (রা), হযরত আয়েশা (রা), উম্মে ফযল, ইব্ন যুবাইর, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

কেহ বলিযাছেন, পাঁচবারের কম চুষিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইবে না। তাহার দলীল হইল এই ঃ আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ও মালিকের সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ পূর্বে কুরআনে নাযিল হইয়াছিল যে, দশবার দুধ পান করিলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইবে। তবে পরবর্তীকালে পাঁচবার পান করার আয়াত দ্বারা উহা রহিত হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত এই পাঁচবার চোষার আয়াতই পঠিত হইতে থাকে।

আয়েশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে উরওয়া, যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাকের রিওয়ায়েতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাহলা বিনতে সুহাইলের হাদীসে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুযায়ফার গোলাম সালিমকে পাঁচবার দুধ পান করাইতে নির্দেশ দেন। তাই কোন স্ত্রীলোকের নিকট কোন পুরুষ আসা যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর হযরত আয়েশা (রা) পাঁচবার দুধ খাওয়াবার নির্দেশ

দিতেন। ইমাম শাফেঈ (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমতও এইরূপ যে, পাঁচবার দুধ পান করা হইলে অবৈধতা সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। তবে জমহুরের কথা হইল যে, শিশুর সেই দুধ পান দুই বৎসর বয়সের মধ্যে হইতে হইবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারার –

يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةِ

– এই আয়াতের ব্যাখ্যায় অতিবাহিত হইয়াছে।

এই বিষয়েও মতভেদ রহিয়াছে যে, এই দুধ পানের সম্পর্ক দুধমাতার স্বামী পর্যন্ত পৌঁছিবে কি না? জমহুরের মত হইল, ইহার প্রভাব স্বামী পর্যন্ত পৌঁছিবে।

তবে পরবর্তীকালের কোন মনীষী বলিয়াছেন যে, ইহার সম্পর্ক দুধ-মাতা পর্যন্ত সীমিত থাকিবে। ফিকাহর কিতাবসমূহে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَائِكُمُ اللاَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ–

অর্থাৎ তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের স্ত্রীদের মাতা আর তোমরা যাহাদের সঙ্গে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা-যাহারা তোমাদের লালন-পালনে রহিয়াছে। তবে যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে এই বিবাহে তোমাদের কোন পাপ হইবে না।

মোটকথা, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না হইলেও কেবল বিবাহ বন্ধন বা আকদ দ্বারা শাশুড়ীকে বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়।

তবে স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা বর্তমান স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহবাস না হওয়া পর্যন্ত হারাম হইবে না। যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়া দেয়, তবে সেই সহবাসহীনা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, তোমরা যাহাদের সঙ্গে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যা–যাহারা তোমাদের লালন-পালনে রহিয়াছে। আর যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না করিয়া থাক, তবে স্ত্রীদের পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাদেরকে বিবাহ করার মধ্যে কোন গুনাহ নাই।

আলোচ্য আয়াতাংশের সর্বনামটি দ্বারা কেবল স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাদেরকেই বুঝান হইয়াছে। তবে এই বহুবচনমূলক সর্বনামটির দ্বারা কেহ কেহ শাশুড়ী এবং পূর্ব স্বামীর কন্যার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরো বলিয়াছেন যে, কেবল আকদের দ্বারা শাশুড়ী এবং প্রতিপালিতা পূর্ববতী স্বামীর কন্যা উভয়ের কেহই হারাম হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে নির্জনে সহবাসে লিপ্ত না হইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যদি তাহাদের সঙ্গে সহবাস না হইয়া থাকে, তবে উহাদিগকে বিবাহ করার মধ্যে কোন পাপ নাই।

আলী (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে জাল্লাস ইব্ন আমর, কাতাদা, সাঈদ, আবদুল আলা, ইব্ন আবূ আদী, ইব্ন বিশার ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন ঃ হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা

করা হয় যে, কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বিবাহ করার পর তাহার সঙ্গে সংগম হওয়ার পূর্বে তাহাকে তালাক দিলে সেই ব্যক্তি উক্ত মহিলার মাতাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি? উত্তরে আলী (রা) বলেন, কেন পারিবে না ? সে তো পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যার মত।

যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, কাতাদা, ইয়াহয়া ও ইব্‌ন বিশার বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে সে অসংকোচে সেই সহবাসহীনা তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

অন্য একটি রিওয়ায়েতে যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত হইতে সাঈদ এবং সাঈদ হইতে কাতাদা বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন ঃ

স্বামীর সহিত সংগমের পূর্বে যদি স্ত্রী মারা যায় এবং সেই স্বামী যদি উক্ত মৃত স্ত্রীর পিতা হইতে উত্তরাধিকার স্বত্ব গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তির জন্য তাহার শাশুড়ীকে বিবাহ করা মাকরূহ হইবে। তবে যদি সংগমের পূর্বে তালাক দেওয়ার পর মারা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

বকর ইব্‌ন কিনানা হইতে ধারাবাহিকভাবে মুসলিম ইব্‌ন উআইমার আজদা', আবূ বকর ইব্‌ন হাফস, ইব্‌ন জারীজ, আবদুর রহমান, ইসহাক ও ইব্‌ন মানযার বর্ণনা করেন যে, বকর ইব্‌ন কিনানা বলেন ঃ

আমাকে আমার পিতা তায়েফের এক মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেন। আমি তাহার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে আমার শ্বশুর মারা যান। আমার শাশুড়ী ছিলেন বিপুল অর্থ-সম্পত্তির মালিক। এইরূপ সুযোগ দেখিয়া আমার আব্বা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা এই অবস্থায় তোমার জন্য তোমার শাশুড়ীকে বিবাহ করা জায়েয কি? অতঃপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এই ঘটনা বলিলাম এবং এই অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করা যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, শাশুড়ীকে বিবাহ করিতে পারিবে। ইহার পর আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তবে তিনি বলিলেন, না, তুমি উহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না। আমি আমার পিতাকে উভয়ের ফতওয়া সম্পর্কে অবহিত করিলাম। পরিশেষে উভয়ের ফতওয়া এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণসহ মুআবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লেখা হইল। উত্তরে মুআবিয়া (রা) লিখিলেন যে, আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন আমি তাহা হালাল করিতে পারি না এবং আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন আমি তাহা হারাম করিতে পারি না। অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তোমরাই সম্যক অবগত রহিয়াছ। তাহা ছাড়া বিবাহ করার ইচ্ছা থাকিলে আরও বহু মহিলাও তো রহিয়াছে। মোটকথা, তিনি অনুমতিও দিলেন না এবং নিষেধও করিলেন না। ফলে আমার পিতা আমাকে আমার শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা হইতে বিরত হন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হইতে ধারাবাহিকভাবে জনৈক ব্যক্তি, সাম্মাক ইব্‌ন ফযল, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) বলেন ঃ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস যদি না হয় তবে স্ত্রীর মাতা এবং স্ত্রীর কন্যা উভয়ের একই বিধান। তবে ইহার সনদের মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইকরামা ইব্‌ন কালীদ হইতে ইব্‌ন জারীজ বর্ণনা করেন যে, وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ এই আয়াতের মর্মার্থে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উভয়ের সঙ্গে সহবাস করা বুঝান হইয়াছে।

হযরত আলী (রা), হযরত যায়িদ ইব্‌ন ছাবিত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (র), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা রিওয়ায়েত করা হইয়াছে। তবে হযরত মুআবিয়া (রা) এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইমাম শাফেঈর (র) অনুসারীদের মধ্যে আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবুনী হইতে ইবাদী এবং রাফেঈর সূত্রেও ইবাদী এইরূপ মর্মার্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে তিনি পরে এইমত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ আমর শায়বানী, আবূ ফারওয়া, সাওরী, আবদুর রাযযাক, ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীম দুরুরী ও তিবরানী বর্ণনা করেন ঃ

ফাযারা গোত্রের শাখা বনী কামাখের এক ব্যক্তি জনৈক মহিলাকে বিবাহ করে। পরে সে তাহার শাশুড়ীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অতঃপর সে এই ব্যাপারে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর সংগে পরামর্শ করিলে তিনি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করার জন্য পরামর্শ দেন। সেই ব্যক্তি তাহার পরামর্শ মতে স্ত্রীকে তালাক দিয়া শাশুড়ীকে বিবাহ করে এবং তাহাদের ছেলে-সন্তানও জন্ম নেয়। পরবর্তীতে ইব্‌ন মাসউদ (রা) মদীনায় আসিয়া এই মাসআলাটি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার পর জানিতে পারেন যে, আকদ হওয়ার পর শাশুড়ীকে বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়। পরবর্তী সময়ে আবার কূফায় প্রত্যাবর্তন করিলে সেই লোকটিকে বলিলেন যে, তোমার শাশুড়ী তোমার জন্য হারাম। ফলে তাহারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

জমহুর উলামা বলেন যে কেবল আকদ দ্বারা স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যা হারাম হয় না। কিন্তু স্ত্রীর মাতা স্ত্রীর সংগে বিবাহের আকদ হইলেই হারাম হইয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, কাতাদা, সাঈদ, আবদুল ওয়াহাব, হারূন ইব্‌ন উরওয়া, জাফর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পূর্বে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় বা সে মারা যায়, তবুও তাহার শাশুড়ী তাহার জন্য হালাল হইবে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ ব্যাপারটা সন্দেহ যুক্ত, তাই ইহা অপসন্দনীয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইমরান ইব্‌ন হিসীন, মাসরূক, তাউস, ইকরামা, আতা, হাসান, মাকহুল, ইব্‌ন সীরীন, কাতাদা ও যুহরী হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফকীহ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর ফকীহগণও এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন জারীজ (র) বলেন ঃ যাহারা বলিয়াছেন যে, উভয় অবস্থায়ই শাশুড়ী বিবাহ করা হারাম, তাহাদের কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীর পূর্ববর্তী স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করার বেলায় যেমন সহবাস শর্ত করিয়াছেন, স্ত্রীর মাকে বিবাহ করার বেলায় সেই শর্ত নাই। উপরন্তু এই ব্যাপারে ইজমা হইয়াছে। আর যে বিষয়ের উপর আলিমগণ একমত পোষণ করেন ও যাহাতে ইজমা হয়, উহা অমান্য করা নাজায়েয।

একটি দুর্বল সনদে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটির সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। হাদীসটি হইল এই ঃ

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্‌ন শুআইবের পিতা, মুছান্না ইব্‌ন সাব্বাহ, ইব্‌ন মুবারক, হাব্বান ইব্‌ন মূসা ও ইব্‌ন মুছান্না বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পরে সে তাহার স্ত্রীর মাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, সে তাহার স্ত্রীর সংগে সহবাস করুক বা না করুক। আর যদি স্ত্রীর সংগে সহবাস করার পূর্বে তাহাকে তালাক দিয়া দেয়, তবে সে সেই স্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য যে, যদিও এই হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে, কিন্তু হাদীসের মূল বক্তব্যের উপর ইজমা হইয়াছে। ইজমা এমন একটি দলীল যাহা অখণ্ডনীয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَرَبَائِبُكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ

অর্থাৎ আর তোমরা যাহাদের সহিত সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা—যাহারা তোমাদের প্রতিপালনে রহিয়াছে।

জমহুর বলেন ঃ কন্যার মাতার সঙ্গে সহবাস হইলে কন্যা তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়—কন্যা তাহার প্রতিপালনে বা না থাকুক।

সাধারণত এই ধরনের কন্যারা মাতার সঙ্গে থাকে এবং বৈপিত্রেয়র ঘরে লালিত-পালিত হইয়া থাকে বিধায় আল্লাহ তা'আলা فِىْ حُجُوْرِكُمْ বলিয়া তাহাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا

অর্থাৎ যদি তোমাদের দাসীরা সতী থাকিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদিগকে নির্লজ্জতার কার্যে বাধ্য করিও না।

উল্লেখ্য যে, ইহা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাহারা সতী থাকিতে না চাহিলে তাহাদিগকে নির্লজ্জতার দিকে ঠেলিয়া দিবে। অনুরূপভাবে বলা হইয়াছে যে, যদি কন্যা তোমাদের কাছে অবস্থান করে এবং তোমাদের দায়িত্বে লালিত-পালিত হয়। অর্থাৎ তাহাদের নিকট লালিত-পালিত না হইলেও কন্যা তাহার জন্য হারামই হইবে। সহীহদ্বয়ে রহিয়াছে যে, উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার বোন আবূ সুফিয়ানের কন্যাকে বিবাহ করুন।

মুসলিমের রিওয়ায়েতে রহিয়াছে যে, উম্মে হাবীবা (রা) বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি উযযা বিনতে আবূ সুফিয়ানকে বিবাহ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি ইহা পসন্দ কর ? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি আমাকে একা দেখিতে চাই না। আমি আমার বোনকেও এই মহান পুণ্যের পথে শরীক দেখিতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য জায়েয নহে। তখন উম্মে হাবীবা (রা) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, আপনি নাকি আবূ সালমার মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি উম্মে সালমার কন্যার কথা বলিতেছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন, সে যদি আমার তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত না হইত, তবে সে আমার জন্য হালাল হইত। দ্বিতীয়ত, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। অর্থাৎ আমাকে এবং তাহার পিতা আবূ সালমাকে (রা) সাওবিয়া দুধপান করাইয়াছিলেন।

সাবধান! তোমরা তোমাদের কন্যা ও ভগ্নীদিগকে আমাকে বিবাহ করার জন্যে পয়গাম পেশ করিও না। বুখারীর রিওয়ায়েতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, যদি উম্মে সালমার সঙ্গে আমার বিবাহ না-ও হইত, তবুও সে আমার জন্য হালাল হইত না।

মোটকথা, ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, হারাম হওয়ার মূল হইল বিবাহ হওয়া, প্রতিপালন নহে। ইহাই হইল ইমাম চতুষ্টয়, সপ্ত ফকীহ এবং পূর্ববর্তী জমহুরের মাযহাব। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কন্যা যদি স্বামীর প্রতিপালনে না থাকে তবে স্ত্রীর কন্যা তাহার স্বামীর জন্য হারাম নয়।

মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাদছান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্রাহীম ইব্‌ন উবাইদ রিফাআ, হিশাম ওরফে ইব্‌ন ইউসুফ, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা, আবূ যরাআ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাদছান (র) বলেন ঃ

আমার স্ত্রী মারা যায়। আমাদের মিলনে সন্তানও জন্ম হয়। তাহার মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত হইয়া পড়ি। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে দেখে বলেন, কি হইয়াছে তোমার ? আমি বলিলাম, আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আলী (রা) বলিলেন, তোমার স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত কোন কন্যা আছে কি? আমি বলিলাম, হাঁ আছে, তবে সে তায়েফে থাকে। তিনি বলিলেন, সে কি তোমার তত্ত্বাবধানে ? আমি বলিলাম, না, সে তো তায়েফেই থাকে। আলী (রা) বলিলেন, তবে তুমি তাহাকে বিবাহ কর। আমি বলিলাম, তবে আল্লাহ তা'আলা যে বলিয়াছেন ঃ وَرَبَائِبُكُمُ। الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ—ইহার মর্মার্থ কি? তিনি বলিলেন, ইহা তখন হইত যদি সে তোমার প্রতিপালিত হইত; সে তো তোমার নিকটে থাকে না। ইহা মুসলিমের শর্তানুসারে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে সনদ শক্তিশালী হইলেও ইহার বক্তব্য ভীষণ দুর্বল।

কিন্তু দাউদ ইব্‌ন আলী যাহিরী ও তাহর সহচরবৃন্দের মাযহাব ইহা। মালিক (র) হইতে আবুল কাসিম রাফে'ও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন হাযিম (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমাকে আমার উস্তাদ শাইখ হাফিজ আবূ আবদুল্লাহ যুহরী বলেন ঃ তিনি তাহার শাইখ ইমাম তকিউদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া (র)-এর নিকট এই ঘটনাটি বর্ণনা করিলে তিনি ব্যাপারটাকে অত্যন্ত কঠিন মনে করেন এবং কোন মন্তব্য করা হইতে বিরত থাকেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আবূ উবায়দা হইতে ধারাবাহিকভাবে আছরাম, আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয ও ইব্‌ন মানযার বর্ণনা করেন যে, আবূ উবাইদ (রা) বলেন ঃ اللاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ। এর মর্মার্থ হইল, বাসভবনে অবস্থিতা ও প্রতিপালিতা কন্যা।

ইব্‌ন শিহাব হইতে ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জিজ্ঞাসিত হন যে, স্ত্রীর সংগে যদি তাহার পূর্ব স্বামীর কন্যা থাকে বা যদি তাহার অধিকারভভুক্ত দাসী থাকে, তবে স্ত্রী মারা গেলে উহাদিগকে বিবাহ করা যাইবে কি ? উমর (রা) বলেন, ইহাদের একের সংগে সংগম করার পর অন্যের সংগে সংগম করা আমি পসন্দ করি না। ইহা হইতে বিরত থাকাই নিরাপদ। রিওয়ায়েতটি বিচ্ছিন্ন সূত্রের।

কাইস হইতে ধারাবাহিকভাবে তারিক ইব্‌ন আবদুর রহমান, তাউস, আবুল আহওয়াস ও সুনাইদ ইব্‌ন দাউদ স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, কাইস (র) বলেন ঃ

আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী এবং স্ত্রীর কন্যা একের পর অপরকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য আয়াতে পাওয়া যায় যে, ইহা অবৈধ। সুতরাং আমি ইহা হইতে বিরত থাকাই নিরাপদ মনে করি।

শাইখ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ সকল আলিম এই কথায় একমত যে, স্ত্রীর সংগে সংগম করার পর স্ত্রীর কন্যার সংগে সংগম করিতে পারিবে না। কেননা স্ত্রীকে বিবাহ করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الاَّتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ

—তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে তোমাদের স্ত্রীদের মাতা এবং তোমরা যাহাদের সংগে সহবাস করিয়াছ সেই স্ত্রীদের কন্যা—যাহারা তোমার ঘরে তোমারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছে।

আলিমদের নিকট দাসীদের উপর অধিকার লাভ করার অর্থ হইল বিবাহ করা। কিন্তু হযরত উমর (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহা রিওয়ায়েত করা হইল, কোন মুফতীই উহার উপর একমত নহেন। কাতাদা হইতে হিশাম বর্ণনা করেন যে, স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যার মেয়ে এবং আপন মেয়ের যতই নিম্ন সিঁড়িতে পৌঁছুক না কেন সকলেই হারাম। আবুল আলীয়া হইতে কাতাদাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اللاَّتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ—এর অর্থ হইল তোমরা যেই নারীদিগকে বিবাহ করিয়াছ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

আতা হইতে ইব্‌ন জারীজ বলেন ঃ

ইহার ভাবার্থ হইল, তাহাদের পরিহিত কাপড় অপসারিত করা, তাহাদিগকে স্পর্শ করা এবং কাম চরিতার্থের জন্যে তাহাদের উরুদ্বয়ের মধ্যস্থলে উপবেশন করা। ইহা বলার পর ইব্‌ন জারীজ আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, এই কাজ যদি স্ত্রীর পিতার বাড়িতে সম্পন্ন হয় তবে? তিনি বলিলেন, যে স্থানেই হউক একই হুকুম। উক্তরূপ ব্যাপার হওয়ার পর স্ত্রীর কন্যা স্বামীর জন্য বিবাহ করা হারাম হইয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সকল আলিম এই ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রীর সংগে সহবাস ব্যতীত কেবল নির্জন বাস দ্বারাই কন্যার অবৈধতা সাব্যস্ত হয় না। তাই সহবাস করা, উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করা এবং প্রবৃত্তির সহিত তাহার যৌনাংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করার পূর্বে যদি তাহাকে তালাক দেয়, তবে সর্বসম্মতিক্রমে সেই কন্যা তাহার জন্য হালাল হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَحَلاَئِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلاَبِكُمْ

—(আর তোমাদের জন্য হারাম) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী।

অর্থাৎ , তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণও তোমাদের জন্য হারাম। ইহা দ্বারা জাহিলী যুগের প্রথা এবং পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করার অবৈধতা খণ্ডন করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্য স্থানে বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ

অর্থাৎ, যখন যায়িদ তাহার নিকট হইতে স্বীয় প্রয়োজন পূর্ণ করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম যেন মু'মিনদের মধ্যে তাহাদের পালকপুত্রদের বেলায় কোন সংকীর্ণতা না থাকে।

ইব্ন জারীজ (র) বলেন ঃ আমি আতা (র)-কে وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ এই আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ নবী (সা) যায়িদের স্ত্রীকে বিবাহ করিলে মক্কার মুশরিকরা তীব্রভাবে তাহার সমালোচনা শুরু করে। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ

অর্থাৎ—তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য হারাম।

অতঃপর তিনি নাযিল করেন ঃ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَائَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের পালকপুত্রদিগকে তিনি তোমাদের পুত্র করেন নাই।

ইহার পরে তিনি নাযিল করেন ঃ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

অর্থাৎ—মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কাহারো পিতা নহেন।

হাসান ইব্ন মুহাম্মদ হইতে ধারাবাহিকভাবে আশআছ, খালিদ ইব্ন হারিছ, মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী, আবূ যরাআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) বলেন ঃ حَلَائِلُ اَبْنَائِكُمْ এবং اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ- এই আয়াতাংশদ্বয়ের অর্থ অস্পষ্ট। তাউস, ইব্রাহীম, যুহরী এবং মাকহুল প্রমুখ হইতে এইরূপ উক্তি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমার কথা হইল এই যে, অস্পষ্টের অর্থ হইল এই, যাহাদের সংগে সহবাস হয় নাই এবং যাহাদের সংগে সহবাস হইয়াছে সকলেরই এক হুকুম! আকদের পরে সকলেই যে এক হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এই সিদ্ধান্তের উপর সকলে একমত।

তবে কেহ যদি বলে, ইহা দ্বারা তো কেবল ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদিগকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে, দুধপুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ করা হারাম বলিয়া তো কিছু বলা হয় নাই।

ইহার উত্তর হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

অর্থাৎ জন্মসূত্রে যাহারা হারাম হয়, স্তন্যপান সূত্রেও তাহারা হারাম হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

'তোমাদের জন্য হারাম করা করা হইয়াছে বিবাহ বন্ধনে দুই বোনকে একত্রিত করা।'

অর্থাৎ দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করিয়া তাহাদের সংগে সহবাস করা হারাম। দাসীদের বেলায়ও এইরূপ হুকুম। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকার যুগে ইহা প্রচলিত ছিল। তবে আল্লাহ উহা মাফ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, ভবিষ্যতে ইহা আর জায়েয হওয়ার কোন অবকাশ নাই

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى

অর্থাৎ প্রথম মৃত্যু ব্যতীত সেখানে কেহ মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে না।

সুতরাং বুঝা গেল, সেখানে আর মৃত্যু ঘটিবে না।

এই কথার উপরে বিজ্ঞ সাহাবাগণ, তাবেঈগণ এবং পূর্ব ও পরের সকল ইমাম একমত যে, একত্রে দুই বোন বিবাহ করা হারাম।

যদি কোন ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং তাহার বন্ধনে দুই বোন থাকে তবে তাহাকে উহাদের যে কোন একজন গ্রহণ ও বর্জন করার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং যে কোন মূল্যে তাহাকে একজন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ফীরোয হইতে ধারাবাহিকভাবে যিহাক ইব্ন ফীরোয, আবূ ওয়াহাব জাশানী, ইব্ন লাহীআ, মূসা ইব্ন দাউদ ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ফীরোয (রা) বলেন ঃ আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি, তখন আমার নিকট সহোদরা দুই বোন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উহাদের দুই জনের একজনকে তালাক দিতে নির্দেশ দান করিলেন।

ইব্ন লাহীআর সনদে ইব্ন মাজা, তিরমিযী ও ইমাম আহমাদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীবের সনদেও তিরমিযী এবং আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে আবূ ওয়াহাব জাশানীর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন—তাহার আসল নাম হইল দুলায়েম ইব্ন হাওশা'। ফীরোজ দাইলামী হইতে যিহাক ইব্ন ফীরোজ দাইলামী এবং যিহাক ইব্ন ফীরোজ দাইলামী হইতে দুলায়েম ইব্ন হাওশা' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, তুমি তোমার ইচ্ছামত উহাদের দুইজনের একজনকে গ্রহণ কর।

অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে। ভিন্ন সনদে ইব্ন মাজা (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ খারাশ রাইনী হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ ওয়াহাব জাশানী, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়া, আবদুস সালাম ইব্ন হারব ও আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা বর্ণনা করেন যে, আবূ খারাশ রাইনী (রা) বলেন ঃ আমি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য উপস্থিত হই, তখন জাহিলী জীবনে বিবাহ করা দুই বোন একত্রে আমার ঘরে ছিল। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি বাড়ি গিয়া উহাদের একজনকে তালাক দিয়া দিবে।

আমার মনে হয় আবূ খারাশ এবং ফীরোয একই ব্যক্তি। অর্থাৎ ফীরোযই সম্ভবত আবূ খারাশ। ইহাও হইতে পারে যে, আবূ খারাশই ফীরোজ। তাই বলা যায় যে, এই ঘটনাটি ফীরোজ দাইলামীর ব্যাপারে ঘটিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

দাইলামী হইতে ধারাবাহিকভাবে কাছীর ইব্ন মুররা, যর ইব্ন হাকীম, ইয়াহিয়া ইব্ন ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ ফারওয়া, হাইছাম ইব্ন খারিজা, আহমাদ ইব্ন ইয়াহয়া খাওলানী, আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহয়া ও ইব্ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, দাইলামী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বিবাহ বন্ধনে আপন দুই বোন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার ইচ্ছামতো উহাদের একজনকে তালাক দিয়া দাও।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য দাইলামী (রা) ও উপরোক্ত ফীরোজ দাইলামী (রা) একই ব্যক্তি। এই মহান সাহাবী ইয়ামানের সেই নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন, যাহারা অভিশপ্ত মিথ্যা নবী দাবীদার আসওয়াদ উনসী মুতানাব্বীকে হত্যা করিয়াছিল। মোটকথা, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করার মত দাসী দুই বোনের সাথে একত্রে সংগম করাও হারাম। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আম্বাহ অথবা উতবা হইতে ধারাবাহিকভাবে কাতাদা, হাম্মাদ ইব্ন সালমা মূসা ইব্ন ইসমাঈল, আবূ যারআ ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আম্বাহ অথবা উতবা বলেন ঃ দাসী দুই বোনের সংগে একত্রে সহবাস করা সম্পর্কে ইব্ন

মাসউদ (রা) জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উহা অপসন্দ করেন। তিনি ইহা মন্দ বা অপসন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করিলে প্রশ্নকারী কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ لَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ। —অর্থাৎ তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী, তাহাদের ভিন্ন। উত্তরে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তোমার দক্ষিণ হস্ত তো উটেরও অধিকারী।

ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহুরের প্রসিদ্ধ অভিমত ইহাই। তবে পূর্ববর্তী কোন কোন মনীষী এই ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

কুবায়সা ইব্‌ন যুআইব হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন শিহাব ও ইমাম মালিক বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি উছমান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, দাসী দুই বোনের সংগে একত্রে সংগম করা যাইবে কি ? উত্তরে উছমান (রা) বলেন, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অপর আয়াত দ্বারা ইহার অবৈধতা প্রমাণিত হয়। তাই আমি ইহা করিতে নিষেধ করি না।

লোকটি উছমান (রা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলে পথে তাহার সংগে আর একজন সাহাবীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাহাকেও এই প্রশ্ন করেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে উক্ত কাজ যে ব্যক্তি করিয়াছে তাহাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করিতাম।

ইমাম মালিক বলেন ঃ

ইব্‌ন শিহাব বলিয়াছেন, খুব সম্ভব আলী (রা) এই উক্তিটি করিয়াছিলেন। যুয়াইর ইব্‌ন আওয়ামের (রা) উক্তিও এইরূপ বলিয়া জানা গিয়াছে। ইব্‌ন আবদুল বার নামরী (র) স্বীয় কিতাবুল আযকারে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্ণনাকরী কুবায়সা ইব্‌ন যুআইব (র) আলীর নাম উল্লেখ না করিয়া তাহার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কেননা এই ব্যক্তি আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের সাহচর্যে থাকার কারণে হযরত আলীর (র) প্রতি তাহার সাধারণ বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল। হযরত আলীর (রা) নাম উচ্চারণও তাহার জন্য কঠিন মনে হইত।

আইয়াশ ইব্‌ন আমের হইতে ধারাবাহিকভাবে মূসা ইব্‌ন আইয়ূব গাফিকী, আবূ আবদুর রহমান মুকিররী, আবূ যায়িদ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন লুবাবা, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, আইয়ুব ইব্‌ন সুলায়মান, খলফ ইব্‌ন মাতরাফ, খলফ ইব্‌ন আহমাদ ও আবূ উমর বর্ণনা করেন যে, আইয়াশ ইব্‌ন আমের (র) বলেন ঃ

আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমার অধিকারে দুইটি দাসী রহিয়াছে। তাহারা পরস্পর সহোদরা বোন। তাহাদের একজনের সংগে আমি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। তাহার গর্ভে সন্তানাদিও হইয়াছে। আমার ইচ্ছা হইতেছে তাহার অন্য বোনের সহিতও আমি যৌন সম্পর্ক স্থাপন করি। এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? আলী (রা) বলিলেন, যাহার সংগে সম্পর্ক করিয়াছ তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়া দ্বিতীয় জনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পার। তিনি বলিলেন, লোকে বলে যে, আমি তাহাকে অন্য কাহারো সংগে বিবাহ দিয়া দ্বিতীয় জনের সংগে মিলিত হইতে পারিব। আলী (রা) বলিলেন, এই অবস্থায় অসুবিধা রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরামা, আমর ইব্‌ন দীনার, সুফিয়ান আবদুর রহমান ইব্‌ন গোযওয়ান, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক মুখাররামী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্বাস, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন ইব্রাহীম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, আব্বাস (রা) বলেন ঃ

আলী (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, এক আয়াত দ্বারা ইহার বৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং অন্য আয়াত দ্বারা ইহার অবৈধতা প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, একত্রে দাসী দুই বোনকে বিবাহ করার ব্যাপারটি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দাসীদের সংগে আমার সম্পর্ক হইলে কোন কোন দাসী আমার জন্য হারাম হয় বটে। কিন্তু এক দাসী অন্য দাসীর শুধু আত্মীয়া হইলে কেহ কাহাকেও হারাম করে না। যেই সকল সম্পর্ককে তোমরা হারাম বলিয়া জান, জাহিলী যুগেও উহারা হারাম বলিয়া গণ্য হইত! শুধু বিমাতা এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা ব্যতীত। ইসলাম আগমন করার পর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ্ করিয়াছে তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না; কিন্তু যাহা বিগত হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে। এবং وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ অর্থাৎ তোমাদের জন্যে হারাম করা হইয়াছে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে।

ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকভাবে ইব্‌ন সীরীন, হিশাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আযাদদের মধ্যে যাহা হারাম দাসীদের মধ্যেও তাহা হারাম। একমাত্র সংখ্যা ব্যতীত। ইব্‌ন মাসউদ (রা) এবং শা'বী (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ আমর (র) বলেন ঃ

হযরত উছমান (রা) যাহা বলিয়াছেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণও তাহা বলিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও রহিয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ এই বিষয়ে মতভেদ করিয়াছেন। তবে উহাদের অভিমত মিসর, হিজাজ, ইরাক, সিরিয়া এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ফকীহগণ সকলেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুক্তিহীনভাবে তাহাদের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ইজমার খেলাফও বটে।

মোটকথা, অধিকাংশ ফকীহ্ এই বিষয়ে একমত যে, দুই বোনকে যেমন বিবাহে একত্রিত করা যায় না; তদ্রূপ দাসীদেরও এক সাথে সংগম করা যায় না, যাহারা সম্পর্কে সহোদরা বোন।

কুরআনের এই কথার উপরে সকলে একমত যে, খালা, কন্যা, বোন প্রভৃতিগণকে বিবাহ করা হারাম। আযাদ অবস্থায় ইহাদের সহিত যেমন বিবাহ হারাম, তদ্রূপ ইহারা যদি দাসী হইয়া যায় তবে সেই অবস্থায়ও ইহাদের সহিত সংগম হারাম। অর্থাৎ ইহাদিগকে বিবাহ করা এবং ইহারা দাসী হওয়া উভয় অবস্থাতে ইহারা সমান। ইহাদিগকে বিবাহ করা যাইবে না এবং দাসী হইলেও ইহাদের সহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাইবে না।

অনুরূপভাবে দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা, স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা এবং স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। ইহাই হইল জমহুর উলামার মাযহাব। পরন্তু ইজমা এমন একটি দলীল, যাহা অখণ্ডনীয়। তবে যাহারা ইহার বিপরীত মত পোষণ করিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য।

॥ চতুর্থ পারা সমাপ্ত ॥

ইফা-২০১৬-২০১৭/প্র/২৫৫(উ)-৬২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

তৃতীয় খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

তৃতীয় খণ্ড

(পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পারা)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (তৃতীয় খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৯৭
ইফা প্রকাশনা : ১৬৮৮/৩
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0023-x

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৯১

চতুর্থ সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আওয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৬০০.০০ (ছয় শত) টাকা

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (1st Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 600.00 ; US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের

আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্‌ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে রয়্যাল সাইজে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

গ্রন্থকার পরিচিতি

ইমাম হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইব্ন কাছীর আল-কারশী আল-বাসরী (র) ৭০০ হিজরী মুতাবিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার বসরা শহরে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উমর (র) সেখানকার খতীবে আযম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাব (র) সমসাময়িককালে একজন খ্যাতনামা আলিম, হাদীসবেত্তা ও তাফসীরকার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র যয়নুদ্দীন ও বদরুদ্দীন সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা ছিলেন। মোটকথা, তাঁহার গোটা পরিবারই ছিল সেকালের জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ।

মাত্র তিন বৎসর বয়সে ৭০৩ হিজরীতে তিনি পিতৃহারা হন। তখন তাঁহার অগ্রজ শায়খ আবদুল ওহাব তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। ৭০৬ হিজরীতে তাঁহার অগ্রজের সহিত বিদ্যার্জনের জন্য তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদে উপনীত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আবদুল ওহাবের কাছেই সম্পন্ন হয়। অতঃপর তিনি শায়খ বুরহানুদ্দীন ইব্ন আবদুর রহমান ফাযারী ও শায়খ কামালুদ্দীন ইব্ন কাযী শাহবার কাছে ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ইত্যবসরে তিনি শায়খ আবূ ইসহাক সিরাজীর 'আত-তাম্বীহ ফী ফুরূইশ-শাফিঈয়া' ও আল্লামা ইব্ন হাজিব মালিকীর 'মুখতাসার' নামক গ্রন্থদ্বয় আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করেন। ইহা হইতেই তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা হাদীস শাস্ত্রবিদ 'মুসনিদুদ দুনিয়া রিহলাতুল আফাক' ইব্ন শাহনা হাজ্জারের কাছে তিনি হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। হাদীসশাস্ত্রে তাঁহার অন্যান্য ওস্তাদ হইতেছেন ঃ বাহাউদ্দীন ইব্ন কাসিম ইব্ন মুজাফফার ইব্ন আসাকির, শায়খুয যাহির আফীফুদ্দীন ইসহাক ইব্ন ইয়াহিয়া আল-আমিদী, ঈসা ইবনুল মুতইম, মুহাম্মাদ ইব্ন যিয়াদ, বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সুয়ায়দী, ইবনুর রাযী, হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ আল-মিযযী শাফিঈ, শায়খুল ইসলাম তকীউদ্দীন আহমদ ইব্ন তায়মিয়া আল-হাররানী, আল্লামা হাফিয কামালুদ্দীন যাহবী ও আল্লামা ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুস্ সিরাজী। তন্মধ্যে তিনি সর্বাধিক শিক্ষালাভ করেন 'তাহযীবুল কামাল' প্রণেতা সিরিয়ার মুহাদ্দিস আল্লামা হাফিয জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিযযী আশ-শাফিঈ (র) হইতে। পরবর্তীকালে তাঁহারই কন্যার সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর বেশ কিছুকাল তিনি শ্বশুরের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার রচিত 'তাহযীবুল কামাল' ও অন্যান্য হাদীস সংকলন অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে হাদীসশাস্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জিত হয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সান্নিধ্যেও তিনি বেশ কিছুকাল অধ্যয়নরত ছিলেন। তাঁহার নিকট তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাহা ছাড়া মিসরের ইমাম আবুল ফাতাহ দাবুসী, ইমাম আলী ওয়ানী ও ইমাম ইউসুফ খুতনী তাঁহাকে মুহাদ্দিস হিসাবে স্বীকৃতি দান পূর্বক হাদীসশাস্ত্র অধ্যাপনার অনুমতি প্রদান করেন।

মোটকথা, মুসলিম জাহানের তৎকালীন সেরা মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহবৃন্দের নিকট হতে বিপুল অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তিনি নিজকে সমগ্র মুসলিম জাহানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমামের গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ছাড়াও তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাসে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এক কথায় উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে সমানে পারদর্শিতার ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। হাদীসশাস্ত্রে তো তিনি 'হাফিযুল হাদীস'-এর মর্যাদায় ভূষিত হইয়াছিলেন। তেমনি আরবী ভাষায় তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান কবি।

ইমাম ইব্‌ন কাছীর সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষী অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের কয়েকজনের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আল্লামা হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন ঃ

"হাফিয জালালুদ্দীন মিযযীর সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়া তিনি হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।"

প্রখ্যাত ইতিহাসকার আল্লামা আবুল মাহাসীন জামালুদ্দীন ইউসুফ বলেন ঃ

"হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল।"

হাফিয আবুল মাহাসিন হুসায়নী দামেশকী বলেন ঃ

"ফিকহশাস্ত্র, তাফসীর, সাহিত্য ও ব্যাকরণে তিনি বিপুল পারদর্শিতা লাভ করেন ও হাদীস শাস্ত্রের 'রিজাল' ও 'ইলাল' প্রসঙ্গে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সুতীক্ষ্ম ও সুগভীর।"

হাফিয যয়নুদ্দীন ইরাকী বলেন ঃ

হাদীসের 'মতন' ও ইতিহাসশাস্ত্রে সবচাইতে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হইলেন ইমাম ইব্‌ন কাছীর।"

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রাযযাক হামযা বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর সমগ্র জীবনব্যাপী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। এই জ্ঞানার্জন ও গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি প্রচুর পরিশ্রম ব্যয় করেন।"

হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর একাধারে খ্যাতনামা মুফতী, মুহাদ্দিস, ফিকহশাস্ত্রবিদ, তাফসীর ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। হাদীসের মতন সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অপরিমেয়।"

হাফিয হুসায়নী বলেন ঃ

"তিনি হাদীসের অনন্য হাফিয, প্রখ্যাত ইমাম, অসাধারণ বাগ্মী ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা শায়খ ইবনুল ইমাদ হাম্বলী বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌ন কাছীর হাদীসের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ছিলেন।"

হাফিয ইব্‌ন হুজায়ী বলেন ঃ

"আমাদের জ্ঞাত মুহাদ্দিসকুলের মধ্যে তিনি হাদীসের মতন স্মৃতিস্থকরণে, রিজাল শাস্ত্রজ্ঞানে ও হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণে সর্বাধিক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।"

"আল্লামা হাফিয ইব্ন কাছীর ছিলেন মুহাদ্দিসগণের ভরসাস্থল, ইতিহাসকারদের অবলম্বন ও তাফসীরকারদের গৌরবোন্নত পতাকা।"

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন ঃ

"হাদীসের মতন ও রিজালশাস্ত্রের পঠন ও অধ্যয়নে তিনি অহর্নিশ মশগুল থাকিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিকতাপ্রিয় ব্যক্তি। জীবদ্দশায়ই তাঁহার গ্রন্থরাজি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

মোটকথা, ইমাম ইব্ন কাছীর গ্রন্থ রচনা, অধ্যাপনা ও ফতওয়া প্রদানের মহান দায়িত্বে তাঁহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁহার মহামান্য ওস্তাদ আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন যাহাবীর ইন্তিকালের পর তিনি দামেশকের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনদ্বয়ে একই সঙ্গে হাদীস অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ও ইবাদতগুযার ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া তিনি সালাত, তিলাওয়াত ও যিকির-আযকারে মশগুল থাকিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ছিলেন সদা প্রফুল্ল, সদালাপী ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি। আলাপ-আলোচনায় তিনি মূল্যবান রসালো উপমা ব্যবহার করিতেন। হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী তাঁহাকে 'উত্তম রসিক' বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

আল্লামা ইমাম ইব্ন তায়মিয়ার শাগরিদ হওয়ায় এবং দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যের কারণে ইমাম ইব্ন কাছীর মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারই অনুসারী ছিলেন। এমনকি তালাকের মাসআলায়ও তিনি তাঁহার অনুসারী হন। ফলে তাঁহাকেও ভীষণ বিপদ ও কঠিন নির্যাতনের শিকার হইতে হয়।

অপরিসীম অধ্যয়নের কারণে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। অতঃপর ৭৭৪ হিজরী মুতাবিক ১৩৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে শাবান, বৃহস্পতিবার তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য দুই পুত্র যথাক্রমে যয়নুদ্দীন আবদুর রহমান আল-কারশী ও বদরুদ্দীন আবুল বাকা মুহাম্মাদ আল-কারশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম জাহানে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। আল্লামা ইমাম ইব্ন কাছীর রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কতিপয়ের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. আত-তাকমিলাতু ফী মা'রিফাতিস-সিকাতি ওয়ায-যুআফা ওয়াল-মাজাহিল ঃ ইহা রিজালশাস্ত্রের (বর্ণনাকারী-বিশ্লেষণ) একখানি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবদুর রহমান মিযযীর 'তাহযীবুল কামাল' ও শামসুদ্দীন যাহাবীর 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

২. আল হাদ্য়্যু ওয়াস-সুনানু ফী আহাদীসিল মাসানীদে ওয়াস-সুনান ঃ গ্রন্থখানি 'জামিউল মাসনীদ' নামে খ্যাত। এই গ্রন্থে মুসনাদে আহমদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবূ ইয়ালা, মুসনাদে ইব্ন আবি শায়বা ও সিহাহ সিত্তার রিওয়ায়াতসমূহ বিভিন্ন অধ্যায়ে ও পরিচ্ছেদে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩. মানাকিবুশ শাফিঈ ঃ এই গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র)-এর জীবনালেখ্য ও কর্মধারা বর্ণিত হইয়াছে।

৪. তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিত-তাম্বীহ;

৫. তাখরীজু আহাদীসে মুখতাসার ইবনিল হাজিব;

৬. শারহু সহীহিল বুখারী ঃ বুখারী শরীফের এই ভাষ্য তিনি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। ইহাতে শুধু প্রথমাংশের ভাষ্য বিদ্যমান।

৭. আল-আহকামুল-কাবীর ঃ অনুশাসন সম্পর্কিত হাদীসগুলির বিশদ আলোচনা সম্বলিত এই গ্রন্থটিও 'কিতাবুল হজ্জ' পর্যন্ত লেখার পর অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

৮. ইখতিসারু উলূমিল হাদীস ঃ ইহা আল্লামা ইবনুস-সালাহ রচিত 'উলূমুল হাদীস' নামক উসূলে হাদীস গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। ইহার সহিত গ্রন্থকার অনেক মূল্যবান জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজন করার ফলে দেশ-বিদেশে ইহার অশেষ জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। ইহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২।

৯. মুসনাদুশ শায়খায়ন ঃ ইহাতে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

১০. আস-সীরাতুন নাবূবিয়াহ ঃ ইহা রাসূল (সা)-এর একটি বৃহদায়তন জীবনালেখ্য।

১১. আল-ফাসলু ফী ইখতিসারি সীরাতির-রাসূল ঃ ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।

১২. কিতাবুল মুকাদ্দিমাত।

১৩. মুখতাসার কিতাবুল মাদখাল লি ইমাম বায়হাকী ঃ ইহা ইমাম বায়হাকীর 'কিতাবুল মাদখাল'-এর সংক্ষিপ্তসার।

১৪. রিসালাতুল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ ঃ খ্রিস্টানদের আয়াস দুর্গ অবরোধের সময়ে জিহাদ সম্পর্কিত এই গ্রন্থটি তিনি লিপিবদ্ধ করেন।

১৫. রিসালা ফী ফাযাইলিল কুরআন ঃ ইহা তাফসীর ইব্‌ন কাছীরের পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত হইয়াছে।

১৬. মুসনাদে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ঃ ইহাতে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের বিখ্যাত মুসনাদ সংকলনের হাদীসসমূহ বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পরন্তু ইমাম তাবারানীর 'মুজাম' ও আবূ ইয়ালার 'মুসনাদ'-এর হাদীসগুলিও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

১৭. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ঃ এই ইতিহাস গ্রন্থটি ইমাম ইব্‌ন কাছীরের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক অমর সৃষ্টি। ইহাতে সৃষ্টির শুরু হইতে ঘটিত ও ঘটিতব্য সকল ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে অতীতের নবী-রাসূল ও উম্মতসমূহের বর্ণনা এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে খুলাফায়ে রাশেদীন হইতে তাঁহার সমসাময়িক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে কিয়ামতের আলামতসমূহ ও পরকালের ঘটনাবলী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষত ইহার সীরাতুন্নবী অধ্যায়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

১৮. তাফসীরুল কুরআনিল কারীম ঃ ইহাই 'তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর' নামে খ্যাত।

সবিনয় নিবেদন

অশেষ প্রশংসা সেই রাহমানুর রাহীমের, যিনি কলমের সাহায্যে আমাদিগকে শিখাইলেন আর অজানাকে জানাইয়া আঁধারপুরী হইতে আলোর জগতে পৌঁছাইয়া দিলেন। অজস্র দরূদ ও সালাম সেই মহান রাসূল (সা) ও তাঁহার আল-আসহাবের উপর, যাঁহার হিদায়াত ও শাফা'আত আমাদের ইহ ও পরকালের নাজাতের একমাত্র পূর্বশর্ত। ওগো পরওয়ারদিগার! আমার কাজকে সহজ কর আর তাহা সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান কর।

সবেমাত্র তাফসীরে ইবনে কাছীরের বংগানুবাদের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এখনও পাড়ি বহু দূর। আল্লাহই তাওফীক দিবার মালিক। তৃতীয় খণ্ডে আমি পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম পারার তাফসীর সন্নিবেশিত করিয়াছি। পারাভিত্তিক গ্রন্থনা দ্বারা খণ্ডগুলির কলেবরে সমতা সৃষ্টি সহজতর হয় ও এতদ্দেশের পঠন-পাঠন ও বিভাজনে এই পন্থাই সাধারণত অনুসৃত হয় বলিয়া আমি উহা করিয়াছি। আশা করি পাঠকবর্গও ইহা পসন্দ করিবেন।

তৃতীয় খণ্ডের এই প্রথম সংস্করণটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিখুঁত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদের ভূত এড়ানো গেল না বলিয়া আমি দুঃখিত। আশা করি, ইনশাআল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধিত হইবে। এতবড় গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের এই তাড়াহুড়াজনিত ত্রুটিবিচ্যুতিটুকু সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় আস্থা রহিয়াছে।

এই বিরাট অনুবাদকার্যে আমি যাঁহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পাইয়াছি তাহা কৃতজ্ঞতায় সহিত স্মরণ করিতেছি। তেমনি ইহার প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য অনুবাদ বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ও সহকারী পরিচালক জনাব আবদুস সামাদের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। আল্লাহ পাক তাহাদের সকলের ইহ ও পরকালীন জাযা দান করুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পরিশেষে আমি এতটুকুই বলিতে চাই, এই গ্রন্থের যাহা কিছু কৃতিত্ব, তাহার সবটুকু প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রাপ্য আর যাহা কিছু অকৃতিত্ব তাহার সবটুকু নিন্দার একমাত্র প্রাপক আমিই। এই অধম বান্দার পারলৌকিক মুক্তির জন্য আল্লাহ গাফুরুর রহীম এই নগণ্য কাজটিকে বাহানা হিসাবে কবূল করুন, ইহাই আমার একমাত্র মুনাজাত। আমীন-ইয়া রাব্বাল আলামীন!

২৭ নভেম্বর, ১৯৯১

আহকার

আখতার ফারূক

সূচিপত্র

যাহাদের সহিত বিবাহ বৈধ ২১
হারাম উপার্জন ও হালাল উপার্জন ৩৯
কবীরা গুনাহ্ বর্জনে সগীরা গুনাহ্ মাফের আশ্বাস ৪১
নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা ৬৮
মাতাপিতা সহ সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ৭৮
কৃপণতার নিন্দা ও দান-খয়রাতের প্রশংসা ৮৬
মহানবী (সা) অন্যান্য উম্মাতের সাক্ষী ৮৯
তায়াম্মুমের শরীআতসম্মত বিধান ৯৮
তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার কারণ ১১৯
শিরক ব্যতীত সকল পাপ ক্ষমার যোগ্য ১২৪
ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ১৪২
আমানতদারী ও ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ ১৪৭
আল্লাহ, রাসূল ও খলীফার আনুগত্য ফরয ১৫১
মতবিরোধের সমাধান কুরআন সুন্নাহ দিবে ১৬১
রাসূলের নির্দেশ অমান্যকারী মুমিন নহে ১৬১
আল্লাহ্-রাসূলের অনুগতদের স্তর ১৬৭
যালিমের বিরুদ্ধে মযলূমের জিহাদ ১৭৫
কুরআন নিয়া গবেষণার আহ্বান ১৮৯
সালাম প্রদান প্রসঙ্গ ১৯৩
ইসলামে সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তি ২০০
অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা ২০৫
জিহাদের ময়দানে যাঁচাই-বাছাই ২২০
মুজাহিদ ও অমুজাহিদের পার্থক্য ২২৪
হিজরতের প্রেরণা ২২৯
কসর নামাযের বিধান ২৩৬
সালাতুল খাওফের বিধান ২৪৩

সালাত ও যিকরের নির্ধারিত সময় ২৫২
তওবার গুরুত্ব ২৬০
শয়তানের ঘোষণা ২৬৫
দাম্পত্য সম্পর্কের বিধি-বিধান ২৬৯
নিজের বিরুদ্ধে হইলেও সত্য সাক্ষ্য দিতে হইবে ২৯৮
কাফির-মুনাফিকের সংসর্গ বর্জন অপরিহার্য ৩০১
মযলূমের মন্দ বলার অধিকার ৩১৭
আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারীরা কাফির ৩২০
ইয়াহূদীদের অভিশপ্ত হওয়ার কারণসমূহ ৩২২
ঈসা (আ)-কে শূলী দেওয়া হয় নাই ৩২৫
ঈসা (আ)-এর অবতরণের হাদীসসমূহ ৩৩০
রাসূলগণের সংখ্যা ও নাম ৩৬১
ত্রিত্ববাদের নিন্দা ৩৮১
কালালার মাসআলা ৩৮৪
প্রতিশ্রুতির গুরুত্ব ৩৯৪
নিরাপত্তা প্রদত্ত মুশরিক ভিন্ন যে কোন মুশরিক হত্যা বৈধ ৪০৩
সার্বজনীন ইনসাফের নির্দেশ ৪০৫
মৃত জীব হারাম হওয়া ৪০৬
শিকারী কুকুরের শিকারের মাসআলা ৪১১
নুসুব, ইস্তিকসামে আযলামের হুকুম ৪১৯
আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম-এর তাৎপর্য ৪২৩
কুকুর হত্যার নির্দেশ ৪৩২
শিকারী জীবের ভক্ষিত জীবের মাসআলা ৪৩৩
আহলে কিতাবের খানাপিনা বৈধ ৪৪০
উযূ ও তায়াম্মুমের আহকাম ৪৪৬
পদদ্বয় ধৌত করা ফরয ৪৫৪
বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্র অবদানসমূহ ৪৬৬
হাবীল ও কাবীলের বৃত্তান্ত ৪৯৭
নরহত্যা হারাম ৫১২
ডাকাত ও হাইজ্যাকারের দণ্ডবিধি ৫১৬
চৌর্যবৃত্তির শাস্তি ৫৩৪

তাওরাতেও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড ছিল ৫৪২
কুরআন অনুসারে শাসন না করা কুফর ৫৪২
বিভিন্ন অপরাধের দণ্ডবিধি ৫৫৪
অন্য জাতির রচিত বিধি-বিধান গ্রহণ অবৈধ ৫৬১
মুমিনের বৈশিষ্ট্যাবলী ৫৭০
আল্লাহ্‌র দলের বিজয় নিশ্চিত ৫৭৫
উম্মতে মুহাম্মদীর তিহাত্তর ফিরকা ৫৯৬
রাসূলের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়াছেন ৫৯৭
বনী ইসরাঈলগণ নবীদের অভিশপ্ত জাতি ৬০৬
মুমিনদের কঠোর শত্রু ইয়াহূদী ও মুশরিক ৬২০
নাসারারা মুমিনদের প্রতি নমনীয় ৬২০
ইসলামে বৈরাগ্য অবৈধ ৬২৭
মদ, জুয়া, আনসাব ও আযলাম হারাম ৬৪০
মদ হারামের হাদীসসমূহ ৬৪৩
মুহরিমের জন্য শিকার অবৈধ ৬৫৫
মুহরিমের শিকারের কাফফারা ৬৫৫
সমুদ্রের শিকার বৈধ করা হইয়াছে ৬৬৬
অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন নিষিদ্ধ ৬৭৪
বাহীরা, সায়েবা, ওসীলা ও হাম-এর পরিচয় ৬৮২
ওসীয়াতের সাক্ষ্য প্রদান ৬৯২
জ্ঞানের ব্যাপার আল্লাহর হাতে সোপর্দ করা ৭০১
ঈসা (আ)-কে প্রদত্ত নিআমতরাজি ৭০৩
খাঞ্চা অবতরণ ৭০৬
আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে ঈসা (আ) ৭১৭
উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি সুসংবাদ ৭২২
সত্যানুসারীদের পুরস্কার ৭২৩
সূরা আনআমের ফযীলত ৭২৫
প্রত্যেক নবীর রোজ হাশরে এক-একটি হাউয থাকিবে ৭৩৫
মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর হাতে ৭৩৭
প্রাণীজগতে সর্বপ্রথম বিলুপ্ত হইবে টিড্ডি ৭৫৬
নাফরমানদের জন্যে পার্থিব সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত ৭৫৮

নাফরমান ধনী অপেক্ষা ফরমাঁবরদার দরিদ্র মর্যাদাবান	৭৬১
গুনাহগার মুমিনের জন্য সুসংবাদ	৭৬৪
সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র	৭৭৩
ছোট মৃত্যু ও বড় মৃত্যু	৭৭৮
প্রত্যেক মানুষের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা	৭৮০
চার প্রকারের পার্থিব শাস্তি	৭৮২
সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ	৭৮৫
শিংগায় ফুঁ প্রদান প্রসঙ্গ	৭৯৯
আল্লাহ ব্যতীত কেহ গায়েব জানে না	৭৯৯
ইবরাহীম (আ)-এর শিরকবিরোধী যুক্তি	৮১২
নবুওয়াত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের প্রাপ্য	৮২২
মুমিনের বৈশিষ্ট্য সালাতের সংরক্ষণ	৮৩৬
আল্লাহ দৃষ্টির অগম্য	৮৫৫
কুরআন ধারণ ও অনুসরণের নির্দেশ	৮৬০
কাফির-মুনাফিকের শপথ অবিশ্বাস্য	৮৬৭

যাঁর দু'আ ও অনুমোদন এই গ্রন্থের প্রাণপ্রবাহ,
সেই মরহুম শায়খ হযরত হাফেজ্জী হুযূরের
মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত।

তাফসীরে ইবনে কাছীর

তৃতীয় খণ্ড

—৩/৬

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চম পারা

সূরা নিসা

২৪-১৭৬ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

(٢٤) وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَاُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ
مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ
الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

২৪. "আর নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তোমাদের জন্য ইহা আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল; অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ করিয়াছ, তাহাদের নির্ধারিত মাহর প্রদান করিবে। মাহর নির্ধারণের পর কোন ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হইলে তাহাতে তোমাদের কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর নারীদের মধ্যে সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়া যায়, তাহাদের ব্যতীত।'

অর্থাৎ তোমাদের জন্য সকল বিবাহিতা নারীকে হারাম করা হইয়াছে। একমাত্র সেই দাসী ব্যতীত যে সকল কুমারী দাসীদের তোমরা অধিকারী হইয়াছ। তাহাদের সঙ্গে সংগম করা বৈধ।

শানে নুযূল ঃ আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ বনূ আওতাস গোত্রের এক স্ত্রীলোক দাসী হইয়া আমার অধিকারে আসে। তাহার স্বামী

ছিল। তাহার স্বামী থাকায় তাহার সহিত সহবাস করিতে আমি ইতস্তত করিতেছিলাম। আমি গিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঘটনাটি বলিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের ব্যতীত নারীদের মধ্যে সকল বিবাহিতা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।'

অতঃপর এই আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আমি তাহার সঙ্গে যৌন সম্পর্কে প্রবৃত্ত হই।

আবদুর রাযযাক.....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে আবূ আলকামা ও তাঁহার নিকট হইতে আবূ খলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে আবূ খলীল...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীরা আওতাসের দিন বহু দাসীর অধিকারী হন। এই সকল নারীর স্বামীরা ছিল মুশরিক। সাহাবারা এই সকল দাসীর স্বামী রহিয়াছে বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যৌনচর্চা ও সংগম করা হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

নাসাঈ, আবূ দাউদ এবং মুসলিম...... সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মুসলিম ও শু'বা কিছুটা বেশি বলিয়াছেন। কাতাদার সনদে হাম্মাম ইব্ন ইয়াহিয়ার সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম বটে, তবে কাতাদা হইতে হাম্মামের রিওয়ায়াত ব্যতীত আবূ আলকামার অন্য কোন রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাঈদ ও শু'বাও এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

তাবারানী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহা খায়বার যুদ্ধে বন্দীণি সধবা মহিলাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল এই আয়াতের মর্মে বলেন যে, দাসীদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই হইল স্বামীর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে তালাক দেওয়া।

ইব্ন জারীর (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা) বলেন ঃ ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সধবা দাসীদের বিক্রি করা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত ? উত্তরে তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন যে, উহাদের বিক্রি করিয়া দেওয়াই উহাদের তালাক। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

সুফিয়ান (র)...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ উহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই উহাদের জন্য তালাক সমতুল্য। তবে ইহার সনদে ছেদ রহিয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র).....ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন কোন সধবা দাসীকে বিক্রি করা হয়, তখন তাহার যৌনাঙ্গ ব্যবহারের বেলায় তাহার স্বামী অপেক্ষা তাহার মনিব অধিক অধিকারী হয়।

সাঈদ (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা), জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়াই তাহাদের জন্য তালাকতুল্য।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পাঁচভাবে সধবা দাসীদের তালাক হইয়া থাকে ঃ ১. তাহাদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়া; ২. আযাদ করিয়া দেওয়া; ৩. দান করিয়া দেওয়া; ৪. অব্যাহতি দান করা এবং ৫. তাহাদের স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হওয়া।

আবদুর রাযযাক (র)...... ইব্‌ন মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণনা করেন যে, وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ। এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা সধবা স্বাধীন নারীদিগকে বিবাহ করা হারাম করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, সধবা দাসীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা উহাদিগকে বিক্রি করিয়া দিলেই উহাদের তালাক হইয়া যায়।

মুআম্মার (র) বলেন ঃ হাসান বসরীও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হাসান বসরী (র) বলেন, যদি সধবা দাসীদিগকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তাহাদের প্রতি তালাক বর্তায়।

আওফ (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ সধবা দাসীদিগকে বিক্রয় করিলেই তাহাদের প্রতি তালাক বর্তায় এবং সধবা দাসীর স্বামীকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও তাহার দ্বারা তালাক হইয়া যায়। যাহা হউক, এ ব্যাপারে মোটামুটিভাবে কয়েকজন বিশিষ্ট পূর্বসুরী মনীষীর অভিমত তুলিয়া ধরা হইল।

অবশ্য বর্তমান ও পূর্বেকার জমহূর আলিম ইহার বিরোধী। তাঁহারা বলেন, দাসীকে বিক্রি করিয়া দিলেই সধবা দাসী তালাকপ্রাপ্তা হয় না। কেননা ক্রেতা হইল বিক্রেতার প্রতিনিধি। সে তাহার অধিকার ক্রেতার হাতে হস্তান্তর করিয়া দেয় মাত্র। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে একের মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যের মালিকানা স্বত্বাধিকার রহিত হয়। তাহাদের দলীল হইল বারীরা (রা)-এর হাদীস। উহা সহীহদ্বয়সহ বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। হাদীসটি হইল এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) হযরত বারীরা (রা)-কে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেন। তখন কিন্তু এই আযাদ করা দ্বারা তাহার স্বামী মুগীস (রা)-এর সহিত তাহার বিবাহ বাতিল হইয়াছিল না; বরং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা বা ভাংগার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ফলে হযরত বারীরা (রা) বিবাহ ভাঙ্গা বা বাতিল করাই পসন্দ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি খুব প্রসিদ্ধ। যদি বিক্রয় বা আযাদ করিয়া দেওয়ার দ্বারা তালাক পতিত হইত, তবে হযরত বারীরা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক বিবাহ প্রতিষ্ঠিত রাখা না রাখার

স্বাধীনতা দেওয়া হইত না। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, বিক্রয়ের মাধ্যমে দাসীদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায় না। তাই বলা যায়, এই আয়াতে কেবল সেই সকল নারীর কথা বলা হইয়াছে যাহাদিগকে যুদ্ধের মাঠ হইতে বন্দী করিয়া আনা হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ —আয়াতাংশের অর্থ হইল, পূণ্যবতী রমণীগণ। অর্থাৎ পূণ্যবতী মহিলাগণ তোমাদের জন্যে হারাম, যে পর্যন্ত বিবাহ, সাক্ষী, মাহর ও অভিভাবকদের সম্মতির মাধ্যমে তাঁহাদের একজন, দুইজন, তিনজন বা চারজনের আবরূর অধিকারী না হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবুল আলীয়া ও তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন, وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত উমর (রা) এবং হযরত উবায়দা (রা) বলেন ঃ আযাদ নারী চারটির বেশি বিবাহ করা হারাম। তবে দাসীদের বেলায় কোন সংখ্যা নির্ধারিত নাই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —'ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ লিখিয়া দিয়াছেন যে, তোমাদের উপর চারটি করিয়া বিবাহ করা জায়েয। সুতরাং তোমরা এই সীমা অতিক্রম করিও না। আর ইহাই তোমাদের জন্য ফরয।

উবায়দা, আতা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ —অর্থাৎ চারটি পর্যন্ত বিবাহ করা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ।

ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন ঃ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ—অর্থাৎ ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশ যে, যেই সকল নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, তাহারা হারাম।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ

'ইহাদিগকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সকল নারী হালাল করা হইয়াছে।' অর্থাৎ যে সকল নারীকে বিবাহ করা হারাম বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাদের ব্যতীত সকল নারীকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল হইল। আতা (র) সহ অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন।

উবায়দা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ—এর ভাবার্থ হইল চারটির বেশি বিবাহ করা হারাম। এই অর্থটি মূল আয়াতের সহিত ততটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। মূলত আতা (র) বর্ণিত ভাবার্থই সঠিক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ —অর্থাৎ যে সকল দাসীর তোমরা অধিকারী হইবে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতাংশটি তাহাদের দলীল, যাহারা বলেন যে, একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা জায়েয এবং তাহাদেরও দলীল, যাহারা বলেন, ইহা একটি আয়াত দ্বারা হালাল হওয়া বুঝায়. অন্য আয়াত দ্বারা আবার হারাম হওয়া বুঝায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ.

'তোমরা তাহাদিগকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করিবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যে, ব্যভিচারের জন্যে নহে।' অর্থাৎ তোমরা তাহাদিগকে অর্থের বিনিময়ে বধু হিসাবে চারটি পর্যন্ত লাভ করিতে পার। তবে দাসী গ্রহণের বেলায় নির্ধারিত কোন সংখ্যা নাই। অবশ্য তাহাও শরীআতের বিধানসম্মত হইতে হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের জন্যে নয়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً.

'তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমরা ভোগ করিবে, তাহাকে তাহার নির্ধারিত হক দান করিবে।' অর্থাৎ যাহাদিগকে ভোগ করিবে, তাহাদিগকে ভোগের বিনিময়ে মাহর দান করিবে। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ.

অর্থাৎ 'কিরূপে তোমরা তাহা গ্রহণ করিবে ? অথচ তোমরা পরস্পরে একে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করিয়াছ।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً.

অর্থাৎ 'তোমরা খুশিমনে স্ত্রীদিগকে তাহাদের মাহর প্রদান কর।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا.

অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদিগকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছ, তাহা হইতে কিছু ফিরাইয়া নেওয়া তোমাদের জন্যে বৈধ নয়।'

এই আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা মুত'আ বিবাহের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামের প্রথম যুগে ইহা জায়েয ছিল ও পরে ইহা রহিত করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (র) সহ আলিমদের একটি দল বলেন ঃ মুত'আ একবার বৈধ করা হয়, কিন্তু তাহাও রহিত করা হয়। মোট কথা দুইবার বৈধ করা হইয়াছে এবং দুইবার রহিত করা হইয়াছে।

অপর একদল বলেন ঃ ইহা কয়েকবার বৈধ করা হয় এবং কয়েকবার রহিত করা হয়।

আলিমদের অন্য একটি দল বলেন ঃ ইহা একবার বৈধ করা হইয়াছিল এবং পরে ইহার বৈধতা রহিত করা হয়। অতঃপর ইহাকে বৈধ করা হয় নাই।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সহ সাহাবাদের একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে উহা জায়েয রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) এবং সুদ্দী প্রমুখের কিরাআতে রহিয়াছে ঃ

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً

অর্থাৎ এই কিরাআতে اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى। বাক্যটি বেশি রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা মুত'আ বিবাহ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু জমহূর এই মতের বিরোধী। তবে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। সেই হাদীসে আমীরুল মুমিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের সময় মুত'আ বিবাহ করিতে এবং পালিত গাধার গোশত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

রবী...... সাবুরা ইব্‌ন মা'বাদ জুহানী (রা) হইতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবুরা ইব্‌ন মা'বাদ জুহানী (রা) বলিয়াছেন ঃ তিনি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সকল জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে নারীদের সঙ্গে মুত'আ করার অনুমতি দিয়াছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তোমাদের যাহাদের নিকট এই ধরনের স্ত্রী রহিয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। তবে এই ব্যাপারে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ, উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিবে না।

মুসলিমের অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন। ফিকহ এবং আহকামের কিতাবসমূহে এই বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ

'তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি মাহর নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও।'

এই আয়াত দ্বারা যাহারা মুত'আ বিবাহ উদ্দেশ্য নেন তাহারা অর্থ করেন যে, যখন নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইবে, তখন পুনরায় বিনিময় বৃদ্ধি করিয়া মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়ায় কোন পাপ নাই।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করিলে পূর্ব নির্ধারিত মাহরের পর মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে সে বলিবে—আমি এত সময়ের জন্যে পুনরায় মুত'আ করিতেছি। আর গর্ভাশয়ের পবিত্রতার পূর্বে যদি বিনিময়ের সেই বেশি অংশটা নির্ধারিত করে নেয়, তবে সে মেয়াদও বৃদ্ধি করিয়া নিতে পারিবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ যদি মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে বিনিময় বৃদ্ধি না করে, তবে মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুযোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে সে পৃথক হইয়া যাইবে এবং এক ঋতুকাল অপেক্ষা করিয়া স্বীয় গর্ভাশয়কে পবিত্র করিয়া নিবে। পবিত্রতার পর আবার চুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হইবে। উল্লেখ্য যে, ইহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয় না।

পক্ষান্তরে যাহারা বলেন, ইহা দ্বারা মাহর নির্ধারণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা ইহার সপক্ষে এই দলীল পেশ করেন ঃ وَاٰتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً—অর্থাৎ 'তোমরা স্ত্রীদিগকে

তাহাদের মাহর দিয়া দাও খুশি মনে।' তবে মাহর নির্ধারিত হইবার পর যদি স্ত্রী তাহার সমস্ত প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, সেক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর কাহারও কোন পাপ নাই।'

ইব্ন জারীর (র)...... সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন ঃ হাযরামী (র) বলিয়াছেন, লোকজন নিজেরাই মাহর নির্ধারিত করিয়া থাকে। অবশ্য মানুষের দরিদ্র হইয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। ইহা বলিয়া তিনি বলেন, এই অবস্থায় যদি স্ত্রী তাহার প্রাপ্য মাফ করিয়া দেয়, তবে ইহাতে কোন পাপ নাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, তাহাদিগকে পুরাপুরি মাহর দিয়া দেওয়া। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার সঙ্গে বসবাস করার অথবা পৃথক থাকার স্বাধীনতা প্রদান করা।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও গূঢ় রহস্যবিদ।'

মোট কথা, ইহার বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কীয় নির্দেশাবলীর মধ্যে যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নিপুণ কলা-কৌশল রহিয়াছে, উহার রহস্য সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।

(٢٥) وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
اَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيٰتِكُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ ؕ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ
فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ
وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৫. "তোমাদের মধ্যে কাহারও আযাদ ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করিবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মালিকের অনুমোদনক্রমে বিবাহ করিবে এবং যাহারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নহে ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নহে, তাহাদিগকে ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের মাহর প্রদান করিবে। বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তাহারা ব্যভিচার করে, তবে তাহাদের শাস্তি আযাদ নারীর অর্ধেক; তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে, ইহা তাহাদের জন্য; তবে ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্যে মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শক্তি ও পূর্ণ সামর্থ্য রাখে না। اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ। 'স্বাধীন মুসলমান নারী বিবাহ করার।' অর্থাৎ স্বাধীন ও সতী নারী বিবাহ করার।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র)...... রবীআ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে রবীআ (র) বলেন ঃ طَوْلاً-এর অর্থ হইল বাসনা। অর্থাৎ দাসীর প্রতি যখন বাসনা জাগ্রত হইবে, তখন তাহাকে বিবাহ করিবে।

তবে ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম এই মত উদ্ধৃত করিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا مَلَكَتْ اِيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

'সে ব্যক্তি তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে।'

অর্থাৎ যাহার অবস্থা উপরোক্তরূপ হইবে, সে তাহার অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিবাহ করিবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সকলের অবগতির জন্যে বলেন ঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

'আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তোমরা পরস্পর এক।'

অর্থাৎ সকল কার্যের যথার্থ রহস্য ও গোপনীয় ব্যাপার তাঁহার নিকট প্রকাশমান। অথচ মানুষের জ্ঞানে রহিয়াছে কেবল কোন জিনিসের বাহ্যিক দিক।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ অর্থাৎ 'দাসীদিগকে তাহাদের মনিবের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর।'

ইহাদ্বারা বুঝা যায় যে, মনিব হইল দাসীদের অভিভাবক। তাহাদের অনুমতি ব্যতীত দাসীদের বিবাহ সাধিত হয় না। অনুরূপভাবে দাসদেরও মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যথা হাদীসে বর্ণিত আছে, যে দাস তাহার মনিবের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, সে ব্যভিচারী। আর যদি কোন মহিলা কোন দাসীর অধিকারী হয়, তবে দাসীকে সেই মহিলার অনুমতিক্রমে এমন কোন ব্যক্তি বিবাহ দিবে যে সেই মহিলাকেও বিবাহ দিবার অধিকার রাখে।

কেননা হাদীসে বর্ণিত আছে যে, 'নারী যেন নারীকে বিবাহ না দেয় এবং নারী যেন নিজে বিবাহ না বসে। সেই নারী ব্যভিচারিণী যে নিজে নিজে বিবাহ বসে।'

অতঃপর বলা হইতেছে যে, وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ- 'নিয়মানুযায়ী তাহাদিগকে মাহর প্রদান কর।' অর্থাৎ খুশিমনে তাহাদিগকে মোহরানা দিয়া দাও। তাহারা দাসী বলিয়া তাহাদিগকে হেলা বা অবজ্ঞা করিও না।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مُحْصَنَاتٍ অর্থাৎ 'যখন তাহারা ব্যভিচার হইতে পবিত্র থাকিবে।' এই অর্থ করার কারণ হইল যে, পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ

مُسَافِحَاتٍ 'উপপতি গ্রহণকারিণী হইবে না।' অর্থাৎ কেহ ব্যভিচার করার ইচ্ছা করিলে তাহাকে সে তাহার সঙ্গে ব্যভিচার করা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ অর্থাৎ 'গোপন অভিসারিণী যেন না হয়।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلْمُسَافِحَاتِ। -মানে হইল সেই সকল ব্যভিচারিণী মহিলা, যাহাদিগকে ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করিলে তাহারা এই নোংরা ও অভিশপ্ত কর্ম হইতে আহ্বানকারীকে নিরাশ করে না; বরং উদ্বুদ্ধ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ-এর মর্মার্থ হইল, গুপ্ত প্রেমিকা ও গোপন অভিসারিণী। অর্থাৎ গোপনে ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে এমন মহিলা।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা), মুজাহিদ, শা'বী, যাহ্‌হাক, আতা খুরাসানী, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ উহার অর্থ হইল গোপন সঙ্গী।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য বাক্যাংশের ভাবার্থ হইল, গোপনে নির্দিষ্ট কাহারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখা। মোটকথা আল্লাহ তা'আলা এই সকল দাসী এবং স্বাধীন নারীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ 'অতঃপর যখন তাহারা বিবাহ বন্ধনে আসিয়া যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।'

اُحْصِنَّ -এর পঠন নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন আলিফের উপর পেশ এবং সোয়াদ-এ যের দিয়া পড়িতে হইবে। তখন ইহার কর্তা উহ্য থাকিবে।

কেহ বলেন اَ এবং صَا উভয়ের উপর যবর হইবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ এক হইবে।

তেমনি ইহার অর্থের ব্যাপারেও দুইটি মত রহিয়াছে। একটি অর্থ হইল ইসলাম।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইব্‌ন উমর (রা), আনাস (রা), আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, যির ইব্‌ন হুবায়শ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আতা, ইব্‌রাহীম নাখঈ, শা'বী ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। যুহরী (র) কর্তৃক একটি ছেদযুক্ত সনদে হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে এইরূপ অর্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম শাফিঈর অভিমতও ইহা এবং অধিকাংশ আলিমও এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ فَاِذَا اُحْصِنَّ-অর্থ হইল 'ইসলাম গ্রহণ করা এবং তাহার সতী-সাধ্বী হওয়া।' ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

আলী (রা) বলেন ঃ উহার তাৎপর্য হইল, ব্যতিক্রমকারিণীকে শাস্তি দেওয়া বা তাহাদিগকে চাবুক মারা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি বর্জণীয়। আমাদের কথা হইল, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার সনদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় 'রাবী' রহিয়াছে। তাই ইহা দলীল হিসাবে পেশ করার অযোগ্য।

কাসিম ও সালিম বলেন ঃ احصان মানে সতী-সাধ্বী হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং পবিত্র ও বিনয়ী হওয়া। কেহ বলিয়াছেন, ইহা বলার মূখ্য তাৎপর্য হইল, বিবাহ করা। ইহা হইল ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান ও কাতাদা (র) প্রমুখের উক্তি।

আবূ আলী তাবারী (রা) স্বীয় কিতাব ইযাহ-এ ইমাম শাফিঈ (র) হইতেও এই অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে আবুল হাকাম ইব্‌ন আবদুল হাকীম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লাইস ইব্‌ন আবূ সুলাইম (র) বর্ণনা করেন ঃ احصان الامة অর্থ হইল আযাদ ব্যক্তির সঙ্গে দাসীর এবং احصان العبد অর্থ হইল আযাদ মহিলার সঙ্গে দাসের বিবাহ হওয়া।

ইব্‌ন জারীর (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় তাফ্‌সীরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও নাখঈ এবং শা'বী হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, উপরোক্ত পঠনরীতিদ্বয়ের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন, এক অর্থ নয়। অর্থাৎ ا-এর উপর পেশ দিয়া পড়িলে অর্থ হইবে বিবাহ করা। আর ا-এর উপর যবর দিয়া পড়িলে অর্থ হইবে ইসলাম গ্রহণ করা। আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

তবে এখানে বিবাহ অর্থই অধিক সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ.

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদিগকে বিবাহ করিবে।'

দেখা যাইতেছে যে, এই আয়াতে মু'মিন দাসীদিগকে বিবাহ করার কথা বলা হইয়াছে। অতএব বলা যায় যে, فَاِذَا اُحْصِنَّ-এর মানে হইল বিবাহ করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু জমহূরের মতে উপরোক্ত উভয় অর্থের মধ্যে জটিলতা বিদ্যমান। তাহারা বলেন, কোন দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার জন্য পঞ্চাশ চাবুক বিধান রহিয়াছে। হউক সে মুসলিম অথবা কাফির এবং বিবাহিতা অথবা অবিবাহিতা। অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অবিবাহিতা দাসীর কোন শাস্তি নাই।

উল্লেখ্য যে, এই অভিযোগের একাধিক উত্তর রহিয়াছে। উত্তরদাতারা বলেন যে, প্রকাশ্য অর্থ ভাবার্থের উপর অগ্রগণ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অবিবাহিতা দাসীর শাস্তির ব্যাপারে

একাধিক হাদীস আসিয়াছে। তাই আমরা ইহার ভিত্তিতে আয়াতের ভাবার্থের উপর প্রকাশ্য অর্থকে প্রাধান্য দান করিয়াছি।

মুসলিম (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) তাঁহার ভাষণে বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! নিজেদের দাসীদের উপর শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর, তাহারা বিবাহিতা হউক কিংবা অবিবাহিতা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাসী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাকে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। সেই সময় দাসীটি নিফাসের অবস্থায় ছিল। আমি ভয় করিতেছিলাম, ইহার উপর এই অবস্থায় হদ প্রতিষ্ঠা করিলে মরিয়া যায় কি না। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাহার অবস্থা জানাইলে তিনি বলেন, ভালই করিয়াছ। সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত হদ মওকূফ রাখ।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) তাঁহার পিতা হইতে এইটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ যখন নিফাস হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাকে পঞ্চাশটি চাবুক মারিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমাদের দাসী যদি ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার। অতঃপর তাহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিও না। দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তবে তখনও তাহাকে নির্ধারিত সংখ্যক চাবুক মার। কিন্তু তাহাকে শাসন গর্জন করিও না। অতঃপর যদি সে তৃতীয়বার ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে একগুচ্ছ চুলের বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া দাও।

মুসলিমের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, 'তৃতীয়বার যদি সে ব্যভিচার করে, তবে চতুর্থবার যেন অবশ্যই তাহাকে বিক্রি করিয়া দেওয়া হয়।'

মালিক (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রাবীআ মাখযূমী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ মাখযূমী (র) বলেন ঃ কয়েকজন কুরায়শ যুবককে উমর (রা) রাষ্ট্রীয় কয়েকজন দাসীর সহিত ব্যভিচারের শাস্তি প্রদান করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। আমরা তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশটি করিয়া চাবুক মারি।

যাহারা বলেন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহার কোন শাস্তি নাই; তাহাদের পক্ষের উত্তর হইল যে, অবিবাহিতা দাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হয় কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাউস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ উবাইদ, কাসিম ইব্‌ন সালাম, দাউদ ইব্‌ন আলী যাহিরী (র) প্রমুখও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারাও আয়াতের ভাবার্থের আলোকে ইহা বলিয়াছেন। মূলত আয়াতের ভাবার্থের ইঙ্গিতও এইদিকে। অধিকাংশ আলিমই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকাশ্য অর্থের উপর ভাবার্থকে প্রাধান্য দান করা হইয়াছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্‌ন খালিদ-এর বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসিত হন যে, যখন অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করে, তখন তাহার হুকুম কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে একগুচ্ছ চুলের বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ তিনি তৃতীয়বার না চতুর্থবারের পর বিক্রি দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন, আমার ঠিক মনে নাই। সহীহদ্বয়ে হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইব্ন শিহাব (র) আরও বলেন ঃ মুসলিমের নিকট الضغير। এর অর্থ হইল الحيل। অর্থাৎ রশি।

মোটকথা তাঁহারা বলেন যে, এই হাদীসে অবিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে আয়াতে বিবাহিতা দাসীদের শাস্তি নির্ধারিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহাদের শাস্তি হইল আযাদ বিবাহিতা নারীর অর্ধেক ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই পন্থায় কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

উহা হইতে স্পষ্টতর হাদীস হইল হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন দাসীর উপর হদ্ নাই যে পর্যন্ত না সে বিবাহিতা হয়। যখন সে স্বামী গ্রহণ করিয়া বিবাহিতা হইবে, তখন তাহার উপর স্বাধীন বিবাহিতা নারীর অর্ধেক শাস্তি প্রয়োগ করা হইবে।'

আবদুল্লাহ ইব্ন ইমরান আবিদী ও ইব্ন খুযায়মা (র)......সুফিয়ান (র) হইতে মারফূ সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন খুযায়মা (রা) বলেন ঃ এই হাদীসটিকে মারফূ বলা ভুল। মূলত হাদীসটি মাওকূফ। কেননা ইহা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যক্তিগত অভিমত। আবদুল্লাহ ইব্ন ইমরানের হাদীসে বায়হাকীও ইব্ন খুযায়মার অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের বক্তব্য হইল যে, হযরত আলী (রা) এবং হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দুইটি একই ঘটনার মীমাংসায় ভিন্ন ভিন্ন দুইটি হাদীসমাত্র। দ্বিতীয়ত, আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসটির বহু উত্তরও রহিয়াছে যথা ঃ

এক. হাদীসদ্বয়ে বিবাহিতা দাসীদেরকে তুলনা করার দ্বারা উভয় হাদীসের মধ্যে আরো ঘনিষ্টতার সৃষ্টি হইয়াছে।

দুই. কোন কোন রিওয়ায়াতে فليقم عليها الحد। এই বাক্যটি নাই। তাই বলা যায়, এই বাক্যটি প্রক্ষিপ্ত।

তিন. এই হাদীসটি দুইজন সাহাবী হইতে বর্ণিত। পক্ষান্তরে উহা মাত্র আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। অতএব একের মুকাবিলায় দুই-ই প্রাধান্য পায়। উপরন্তু আব্বাদ ইব্ন তামীমের চাচা হইতে আব্বাদ ইব্ন তামীমের সনদে মুসলিমের শর্তে নাসাঈও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন তামীমের চাচা ছিলেন বদরের শহীদ এক ভাগ্যবান সাহাবী। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যদি দাসী ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চাবুক মার; আবার যদি ব্যভিচার করে, তখনও চাবুক মার. আবার যদি ব্যভিচার করে, তবে তাহাকে চুলের একগুচ্ছ বেণীর বিনিময়ে হইলেও বিক্রি করিয়া ফেল।

চার. কোন কোন রিওয়ায়াতে حد (হদ্)-কে جلد (জিলদ)-এর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাতে অর্থের মধ্যে বিভিন্নতা আসে না। তবে হয়ত তাহারা জিলদকে হদ ধারণা

করিয়া ইহা করিয়াছেন। অথবা তাহারা আদব শিক্ষাদানের অর্থে হদ ব্যবহার করিয়া পরে জিলদকে শাস্তির অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, রুগ্ন ব্যভিচারীকে একশত প্রশাখাযুক্ত একটি খজ্জুরের ছড়ি দিয়া আঘাত করার ক্ষেত্রেও হদ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। আর স্বামীর জন্যে হালালকৃতা দাসী-স্ত্রীর সঙ্গে কাম চরিতার্থ করার জন্য দাসীকে শাসনমূলক শাস্তির প্রহারকেও হদ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। শাসন করা ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের জন্য যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহাকেও আদব বলা হয় বলিয়া ইমাম আহমাদ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে প্রকৃত হদ হইল ব্যভিচারিণী অবিবাহিতা নারীকে একশত চাবুক মারা এবং ব্যভিচারিণী বিবাহিতা নারী ও সমকামীদিগকে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে হত্যা করা। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন মাজাহ (র)...... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যভিচারিণী দাসীকে প্রহার করিবে না, যদি না সে বিবাহিতা হয়। ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

তবে ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। একটি হইল তাহাকে মোটেই শাস্তি প্রদান বা প্রহার করা হইবে না। মনে হয় তিনি আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের দৃষ্টিতে ইহা বলিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার নিকট আলোচ্য হাদীসটি তখনও পৌঁছে নাই। এই অভিমতটি খুবই দুর্বল ।

দ্বিতীয়ত, এই অর্থও হইতে পারে যে, তাহার প্রতি হদ প্রয়োগ করিবে না। এই অর্থ অন্য কোন শাস্তি প্রদানকে নিষিদ্ধ করে না। এই অর্থ নেওয়া হইলে ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের মতের অনুরূপ হইবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তৃতীয় উত্তর হইল এই যে, আয়াতের কারীমায় প্রমাণ রহিয়াছে যে, বিবাহিতা দাসীর উপর স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি বা হদ্ প্রদান করা হইবে।

কুরআন ও হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে আযাদ সকলকেই সমানভাবে একশত করিয়া চাবুক মারিতে হইবে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

অর্থাৎ 'ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ উভয়কে একশত করিয়া চাবুক মার।'

উবাদা ইব্ন সামিত (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, 'তোমরা আমার কথা শুন এবং ভালো করিয়া বুঝ। আল্লাহ তাহাদের জন্য সমাধান প্রদান করিয়াছেন। যদি উভয়ে অবিবাহিত হয়, তবে প্রত্যেককে একশত করিয়া চাবুক এবং এক বৎসর নির্বাসন। আর যদি উভয়ে বিবাহিত হয়, তবে উভয়কে একশত চাবুক মার ও পাথর নিক্ষেপে হত্যা কর। সহীহ মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

দাউদ যাহিরীর মশহূর উক্তিও ইহা। তবে এই ধরনের অভিমতসমূহ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিবাহিতা দাসীদেরকে স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক চাবুক মারার কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পঞ্চাশ চাবুক। আর যদি দাসী বিবাহিতা না হয় তবে কি তাহাকে ইহা হইতে বেশি চাবুক মারা যায় ? অথচ শরীআতের বিধান রহিয়াছে যে, বিবাহের পূর্বের শাস্তি বিবাহের পরের শাস্তি অপেক্ষা কম হইবে।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবীগণ অবিবাহিতা ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন, তাহাদিগকে চাবুক মার। কিন্তু তিনি এই কথা বলেন নাই যে, একশত চাবুক মার। যদি দাঊদ জাহিরীর উক্তিমত বিধান হইত, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর উহা বলিয়া যাওয়া ওয়াজিব ছিল। কেননা তাহাদের প্রশ্ন ছিল এই যে, দাসী বিবাহিতা হইলেও তো তাহাকে একশত চাবুক মারার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। মোট কথা এইরূপ বলা না হইলে বিবাহিতা ও অবিবাহিতার শাস্তির মধ্যে পার্থক্য করার কোন দলীল থাকিত না। সৌভাগ্য যে, এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। তাই ইতিপূর্বে তাহারা এক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া নেন।

সহীহদ্বয়ে আসিয়াছে যে, সাহাবাগণ দরূদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদিগকে দরূদ সম্পর্কে জানাইয়া দেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইসলাম তো উহাই, যাহা তোমাদের জানা রহিয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন যে, দরূদ তো আমাদের জানা আছে, তবে উহা কখন কোন্ অবস্থায় পড়িতে হইবে, আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিন। সুতরাং এই প্রশ্নটিও ঠিক তদ্রূপ।

চতুর্থ উত্তর ঃ ইহাও আবূ সাওরের আয়াতের ভাবার্থের উত্তর, যাহা দাঊদের উত্তর অপেক্ষাও দুর্বল। তিনি বলেন, যখন দাসী বিবাহিতা হইবে, তখন তাহার হদ হইবে স্বাধীন বিবাহিতা নারীর অর্ধেক । অথচ এটা তো স্পষ্ট কথা যে, বিবাহিতা নারীর হদ হইল পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং একশত দোররা মারা। আর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাকে তো অর্ধেক করা যায় না। মোট কথা তিনি এই আয়াতের অর্থই ভুল বুঝিয়াছেন। জমহূরের মত তাহার এই মতের বিপরীত।

এই অবস্থার বিধান হইল দাসীকে পঞ্চাশ দোররা মারিতে হইবে এবং হত্যা করিতে হইবে। আর অবিবাহিতা দাসী ব্যভিচার করিলে তাহাকে স্বাধীন ব্যভিচারিণী নারীর অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ দোররা মারিতে হইবে।

আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ (র) বলেন, সমগ্র মুসলমান এই কথায় একমত যে, ব্যভিচারী দাস ও ব্যভিচারিণী দাসীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা নয়। কেননা আয়াতে প্রমাণ রহিয়াছে যে, দাস-দাসীদের শাস্তি স্বাধীন নারী পুরুষের অর্ধেক । আর الْمُحْصَنَات-এর الف। ও لام হইল عهد -এর আলিফ-লাম। অর্থাৎ সেই সকল স্বাধীন নারী, যাহাদের কথা আয়াতের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات ইহার উদ্দেশ্য হইল স্বাধীন নারীদেরকে বুঝান। যাহারা স্বাধীন হওয়ার কারণে তাহাদিগকে বিবাহ করার বেলায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ 'তবে তাহাদিগকে স্বাধীন নারীর অর্ধেক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।'

ইহা দ্বারা এমন শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে যাহা অর্ধেক করা যায়। উহা হইল চাবুক মারা, প্রস্তর নিক্ষেপ নয়। কেননা প্রস্তর নিক্ষেপ অর্ধ ভাগে ভাগ করা যায় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) এমন একটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আবূ সাওরের মাযহাবের সম্পূর্ণ উল্টা। রিওয়ায়াতটি হইল এই ঃ হাসান ইব্‌ন সাঈদ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, সাফিয়া নাম্নী এক দাসী হিমসের এক দাসের সঙ্গে ব্যভিচার করে। এই অবৈধ মিলনের মাধ্যমে তাহাদের একটি সন্তান হয়। ব্যভিচারী দাস এই সন্তানের অধিকার দাবি করিয়া বসে। ফলে উভয়ে হযরত উসমান (রা)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করে। হযরত উসমান (রা) এই মুকাদ্দমা ফয়সালার ভার হযরত আলী (রা)-এর নিকট অর্পণ করেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি এই ব্যাপারে সেই মীমাংসা করিব; রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারে যেরূপ মীমাংসা দান করিয়া গিয়াছেন। অতএব শিশুর মালিক হইবে দাসীর মনিব, ব্যভিচারীকে হত্যা করা হইবে পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং উভয়ের জন্য রহিয়াছে পঞ্চাশটি করিয়া চাবুকের আঘাত।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য হইল শাস্তির উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্যন্ত বুঝান। অর্থাৎ দাসীদের শাস্তি হইল আযাদদের অর্ধেক; যদি সে সধবা হয়। আর বিবাহের আগে-পরে কোন অবস্থায়ই তাহাদেরকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে না। ইসফাহ-এর গ্রন্থকারও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈ এবং ইব্‌ন আবদুল হিকাম (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বায়হাকী (র) স্বীয় কিতাবুস সুনান ওয়াল আসার-এও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, আলোচ্য বিষয়টি কুরআনের অর্থ হইতে দূরে অবস্থিত। কেননা আয়াত দ্বারা কেবল এক অবস্থায় অর্ধেক শাস্তির কথা বুঝায়। দ্বিতীয় কোন অবস্থার কথাও বলা হয় নাই। অতএব কিভাবে ধরা যায় যে, সকল অবস্থায় এবং সকল শাস্তিই তাহাদের অর্ধেক ?

ইহাও বলা হইয়াছে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হইল বিবাহিতা অবস্থায় ইমাম তাহার উপর হদ্ কায়েম করিবেন। এই অবস্থায় মনিবের হদ্ কায়েম করা জায়েয নয়। ইহাও ইমাম আহমদের উক্তির একটি। আর বিবাহের পূর্বে সে হদ্ কায়েম করিতে পারিবে। তবে উভয় অবস্থায় আযাদ অপেক্ষা অর্ধেক শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। এই ব্যাখ্যাও আয়াতের মূল অর্থ হইতে দূরের। কেননা আয়াত দ্বারা এই কথা বুঝায় না।

উল্লেখ্য, যদি এই আয়াতটি নাযিল না হইত তবে আমরা দাস-দাসীদের অর্ধেক শাস্তির কথা জানিতে পারিতাম না। ফলে তাহাদিগকেও সাধারণভাবে একশত চাবুক অথবা প্রস্তরাঘাত করা হইত। কেননা অন্য আয়াত দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ হে জনমণ্ডলী! 'তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের উপর হদ জারী কর। হউক তাহারা বিবাহিত ও বিবাহিতা এবং অবিবাহিত ও অবিবাহিতা।

ইহাছাড়া অন্য কোন হাদীসে বিবাহিতা-অবিবাহিতাদের মধ্যে কোন তারতম্য পাওয়া যায় না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর যে হাদীসটি জমহূর দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল এই যে, যদি কোন দাসী ব্যভিচার করে এবং উহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের উপর হদ্ কায়েম কর। কিন্তু তাহাদিগকে শাসন-গর্জন করিও না।

মোদ্দা কথা, দাসীদের ব্যভিচারের শাস্তির ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

এক ঃ বিবাহিতা হউক বা অবিবাহিতা, উভয় অবস্থায় পঞ্চাশটি চাবুক মারিতে হইবে। তবে নির্বাসন দেওয়া হইবে কি হইবে না, এই ব্যাপারেও তিনটি উক্তি রহিয়াছে।

দুই ঃ কেহ বলিয়াছেন, নির্বাসন দেওয়া হইবে।

তিন ঃ সাধারণভাবে ইহাদেরকে নির্বাসন দেওয়া হইবে না।

চার ঃ তাহাদিগকে আযাদদের অর্ধেককাল নির্বাসন দেওয়া হইবে। এই অভিমতটি ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবের খেলাফ।

ইমাম আবূ হানীফা (রা)-এর মতে নির্বাসন হইল ভীতি ও শাসনমূলক একটি ব্যবস্থা। প্রত্যেকের ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য নয় এবং ইহা হদের অন্তর্ভুক্তও নয়। মোট কথা ইহা শাসনকর্তা বা ইমামের ফয়সালার উপর নির্ভরশীল। সে ইচ্ছা করিলে নির্বাসন দিতে পারে এবং নাও দিতে পারে। পুরুষ-নারী উভয়ে এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম মালিক (র)-এর নিকট নির্বাসন শুধু পুরুষের জন্য, নারীদের জন্য নয়। কেননা নির্বাসন দেওয়া হয় নিরাপত্তার জন্যে। আর নারী-পুরুষ উভয়কে নির্বাসন দিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

নির্বাসন সম্পর্কীয় হাদীস কেবল হযরত উবাদা (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) অবিবাহিত ব্যভিচারীর বেলায় এক বছর নির্বাসন এবং হদ্ মারার নির্দেশ দিয়াছিলেন। বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার উদ্দেশ্য হইল যে, পুরুষদেরকে নির্বাসন দিলে তাহার নিরাপত্তা থাকে, কিন্তু নারীদেরকে নির্বাসন দিলে তখন তাহার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

দ্বিতীয়ত, দাসী যদি ব্যভিচার করে তবে তাহাকে বিবাহের পর পঞ্চাশ চাবুক মারিবে এবং আদব শিক্ষাদানের লক্ষ্যে তাহাকে কিছু মারপিটও করিতে পারিবে। তবে ইহার নির্ধারিত কোন বিধান নাই।

ইতিপূর্বে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র হইতে ইব্‌ন জারীরের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে মারিতে পারিবে না। যদি এই কথার দ্বারা এই উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, মোটেই মারিতে পারিবে না, তবে ইহা হইবে একটি জটিল ব্যাখ্যা।

তৃতীয়ত, বিবাহের পূর্বে দিবে একশত ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে পঞ্চাশ ঘা চাবুক দিবে। দাঊদ যাহিরীর উক্তিও ছিল এইরূপ। উহা সর্বাপেক্ষা দুর্বল বলিয়া গণ্য। আর আবূ দাঊদের উক্তি হইল, বিবাহের পূর্বে পঞ্চাশ ঘা চাবুক এবং বিবাহের পরে প্রস্তরাঘাত। ইহাও অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

'এই ব্যবস্থা তাহাদের জন্য, যাহারা তোমাদের মধ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।'

উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে দাসীদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হইল। অর্থাৎ যাহাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং কেবল স্ত্রী মিলনে সন্তুষ্ট থাকা কষ্টকর হইয়া পড়ে, তাহাদের জন্য উহা। তবে এই অবস্থায়ও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করিয়া দাসী বিবাহ না করা উত্তম। কেননা তাহার ঔরসের সন্তানের মালিক হইবে দাসীর মনিব। হ্যাঁ, যদি দাসীর স্বামী গরীব হয়, তবে ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রথম উক্তি অনুযায়ী মনিব তাহাদের সন্তানের অধিকারী হইবে না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'আর যদি সবর কর, তবে তাহা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীর ও দয়ালু।'

জমহূর উলামা এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, দাসীদের সঙ্গে বিবাহ বৈধ। তবে শর্ত হইল, যখন তাহার আযাদ নারী বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকিবে এবং কামভাব দমন করার শক্তি হারাইয়া ফেলিবে। শুধু তাই নয়, যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার তীব্র আশংকা দেখা দিবে।

কেননা ইহার দ্বারা অসুবিধা হইল, এই সন্তানগুলি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় এবং আযাদ নারীদের মান-ইযযতের ওপর ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে আঘাত করা হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত হইল যে, এই দুই শর্ত ছাড়াও যে কোন ব্যক্তি দাসী অথবা কিতাবী নারীকে নির্দ্বিধায় বিবাহ করিতে পারিবে। অর্থাৎ যদি তাহার স্বাধীন নারী বিবাহ করার সামর্থ্যও থাকে এবং যদি তাহার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকাও না থাকে। ইঁহাদের দলীল হইল যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের পবিত্র ও আল্লাহভীরু নারীদেরকে তোমরা বিবাহ কর।'

তাহারা বলেন যে, এই আয়াতটি সাধারণভাবে দাসী ও স্বাধীন সকল প্রকার মাহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তবে ইহার বাহ্যিক অর্থ সেই মতেরই সমর্থন করে যাহা জমহূর বলিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২৬) يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(২৭) وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ○

(২৮) يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ○

২৬. "আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদিগকে অবহিত করিতে এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

২৭. "আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চাহেন, আর যাহারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহারা চাহে যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।"

২৮. "আল্লাহ্ তোমাদের ভার লঘু করিতে চাহেন এবং মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।"

তাফসীর ঃ মু'মিনদিগের লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ হালাল হারাম সম্পর্কে তোমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চান। সে সম্পর্কে এই সূরাসহ অন্যান্য সূরায় এরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যে, وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ 'তিনি তোমাদিগকে পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করাইতে চাহেন।' অর্থাৎ তাঁহাদের প্রশংসনীয় পথ এবং শরীআতের বিধান–যে সকল কাজ তাঁহার নিকট প্রিয় এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট।

وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে চান।' অর্থাৎ পাপ ও কবীরা গুনাহগুলি তিনি ক্ষমা কিরয়া দিতে চান।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 'আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদ।' অর্থাৎ স্বীয় কার্য-বিধান, কুদরত এবং স্বীয় বাণীর রহস্যাবলী তিনিই সম্যকভাবে জানেন।

আল্লাহ্ ত'আলা বলেন ঃ

وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوَاتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلاً عَظِيْمًا.

'আর যাহারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তাহারা চায় যে, তোমরা পথ হইতে অনেক দূরে বিচ্যুত হইয়া পড়।'

অর্থাৎ শয়তানের অনুসারী খ্রিস্টান, ইয়াহূদী ও ব্যভিচারীরা তোমাদের পদস্খলন ঘটাইয়া তোমাদিগকে সত্য ও সঠিক পথ হইতে অপসারণ পূর্বক অসত্য ও অন্যায় পথে পরিচালিত করিতে চায়।

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ-'আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করিতে চান।' অর্থাৎ শরী'আতের লংঘন, আদেশ-নিষেধ অমান্য ইত্যাদি পাপের বোঝা হালকা করিতে চাহেন। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দাসীদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রমুখ ইহা বলিয়াছেন।

وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا 'মানুষ দুর্বল সৃজিত হইয়াছে।' মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল বলিয়া আল্লাহ্ তাঁহার বিধানের মধ্যে কোন কাঠিন্য আরোপ করেন নাই। তাহারা প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা ও কাম-চরিতার্থের বেলায়ও দুর্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا-এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ আল্লাহ্ মানুষকে স্ত্রীলোকদের বেলায় দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

ওয়াকী (র) বলেন ঃ মহিলাদের নিকট গেলে জ্ঞান-বৃদ্ধি লোপ পাইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মি'রাজের রাত্রে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তখন সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে তাঁহার সঙ্গে হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার উপর কি কাজ ফরয করা হইয়াছে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূসা (আ) বলিলেন, আপনি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইহা হইতে হ্রাস করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মতের ইহা পালনের শক্তি নাই। আমি ইহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরীক্ষা করিয়াছি; তাহারা ইহার কমেও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ আপনার উম্মত তো চোখ, কান ও অন্তরের দিক দিয়া তাহাদের অপেক্ষা বহু দুর্বল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গিয়া দশ ওয়াক্ত হ্রাস করাইয়া আনেন। আবার মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আরও হ্রাস করাইবার জন্য পাঠান। যতক্ষণে হ্রাস হইয়া পাঁচ ওয়াক্তে না পৌঁছে, ততক্ষণ মূসা (আ) তাঁহাকে আরও হ্রাস করাইবার পরামর্শ দিতে থাকেন। (আল হাদীস)

(٢٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

(٣٠) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

(٣١) اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلًا كَرِيْمًا ○

২৯. "হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হইয়া ব্যবসা করা বৈধ। এবং নিজদিগকে হত্যা করিও না; আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"

৩০. "এবং যে কেহ সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায়ভাবে উহা করিবে, তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিব। ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

৩১. "তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে যাহা গুরুতর, তাহা হইতে বিরত থাকিলে তোমাদের লঘুতর পাপগুলি মোচন করিব এবং তোমাদিগকে সম্মানজনক স্থানে দাখিল করিব।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে পরস্পরে পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহা অসৎ পন্থা গ্রহণের মাধ্যমেই হউক যথা সুদ ও জুয়া ইত্যাদি। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা বৈধ বলিয়া মনে হয়, আসলে উহা যে অবৈধ সে সম্পর্কে আল্লাহই সর্বপেক্ষা সুন্দর জ্ঞান রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, একটি লোক কাপড় ক্রয় করার সময় বলে যে, কাপড়টা যদি আমার

পসন্দ হয় তবে রাখিয়া দিব আর যদি পসন্দ না হয় তবে একটি দিরহাম সহ কাপড়টি ফিরাইয়া দিব। ইহা শুনার পর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তো বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

অর্থাৎ 'তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ এই আয়াতটি মুহকাম বা বিধান সম্বলিত । ইহা কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত অবধারিত।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ-এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ পরস্পরে বলাবলি করেন যে, আল্লাহ তা'আলা অবৈধভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলে মুসলমানগণ একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ কাতাদা (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

'কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তাহা বৈধ।' تِجَارَةٌ-কে দুই পেশ দিয়াও পড়া হয়। তখন استثناء منقطع-এর অর্থ হইবে। অর্থাৎ যেন বলা হইতেছে যে, অবৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করিও না; কিন্তু শরীআতসম্মত পন্থায় ব্যবসার মাধ্যমে লাভ করা বৈধ, যাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিক্রমে হইয়া থাকে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ 'কোন জীবকে আল্লাহর অনুমোদিত পন্থায় ব্যতীত হত্যা করিও না। কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে হইলে পারিবে।'

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى.

অর্থাৎ 'সেখানে তাহারা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে না একমাত্র প্রথম মৃত্যু ব্যতীত।'

আলোচ্য আয়তের দলীলে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ সম্মতি ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তুষ্ট চিত্তে আদান-প্রদান করিতে হইবে। কেবল হাত বদলকে সম্মতি বলিয়া ধরা যায় না।

জমহূরসহ ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ মৌখিক কথাবার্তা যেমন সম্মতির প্রমাণ, আদান-প্রদানও তেমনি সম্মতির প্রমাণ।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ কম মূল্যের সাধারণ জিনিসে লেনদেনই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য যে, মাযহাবের প্রবর্তক মহামণীষীগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয়ের ফয়সালা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক বিষয়কে তাঁহারা সত্যের মানদণ্ডে যাচাই করিয়া আমলের জন্য উম্মতের সকাশে পেশ করেন।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ। —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় হউক বা দান-প্রতিদান হউক, লেনদেনের প্রত্যেক ব্যাপারে এই বিধান অবশ্যই লক্ষণীয় থাকিবে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রয়-বিক্রয় হইল সন্তুষ্টির ব্যাপার এবং বিক্রয়ের পরে ক্রেতার জন্য রহিয়াছে ইখতিয়ার। হাদীসটি মুরসাল।

তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসের শেষ পর্যন্ত খরিদ করা না করার ইখতিয়ার থাকে। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে উভয় হইতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকে।

বুখারীতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকিবে যতক্ষণ না ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরে পৃথক হইয়া যাইবে।

হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র), ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহূর উলামা এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সমাপ্তির পর হইতে তিন দিন পর্যন্ত এবং গ্রামে প্রচলিত এক বছরের মেয়াদও শামিল রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র)-এর মশহূর মাযহাবও ইহা যে, আদান-প্রদানের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র)-এরও এই ধরনের একটি উক্তি রহিয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ সাধারণ জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আদান-প্রদানই যথেষ্ট।

সাহাবাদের একটি দলও এই ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছেন। মুত্তাফিক আলাইহ রিওয়ায়াতেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

'আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করিও না।'

অর্থাৎ হারাম পথে আল্লাহর অবাধ্য হইয়া এবং অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করিয়া তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করিও না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا .

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।'

অর্থাৎ আল্লাহর প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধ দয়ায় পরিপূর্ণ।

ইমাম আহমদ (র)...... আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে যাতুস সালাসিলের যুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখনকার কঠিন শীতের এক রাত্রে আমার স্বপ্নদোষ হয়। এত ভয়াবহ শীত নামিয়াছিল যে, আমি গোসল করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে জীবনের আশংকা করিতেছিলাম। ফলে তায়াম্মুম করিয়া আমাদের সঙ্গীদেরকে ফজরের নামায পড়াইয়া দিই। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

নিকট ইহা বলিলে তিনি বলেন, হে আমর! তবে কি তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদেরকে নামায পড়াইয়াছ ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি এত কঠিন শীতের রাতে অপবিত্র হইয়াছিলাম যে, আমার গোসল করিতে জীবনের উপর ভয় হইতেছিল। ইহা বলিয়া আমি এই আয়াতটি পাঠ করিলাম ঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا অর্থাৎ 'তোমরা নিজেরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।' তাই আমি তায়াম্মুম করিয়া নামায পড়িয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হাসিলেন, অন্য কোন কথা বলিলেন না।

আবূ দাউদ (র)...... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন এক সময় আমর ইব্‌ন আস (রা) অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রতিবেদন শুনাইতেছিলেন। এক সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তীব্র শীতের কারণে আমি গোসল করিতে ভয় করিতেছিলাম। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ —ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করিবে, সে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামের জ্বলন্ত আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা উপর্যুপরি আঘাত করিয়া আত্মহত্যা করার চেষ্টা করিবে এবং চিরদিনের জন্যে জাহান্নামে প্রবিষ্ট থাকিবে। তেমনি যে ব্যক্তি বিষপানের মাধ্যমে আত্মহত্যা করিবে, সে দোযখের মধ্যে সদা-সর্বদা বিষপান করিতে থাকিবে। কারণ তাহার স্থান হইবে চিরদিনের জন্য জ্বলন্ত অগ্নির জাহান্নাম।' সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

সাবিত ইব্‌ন যাহ্হাক হইতে আবূ কিলাবা বর্ণনা করেন যে, সাবিত ইব্‌ন যাহ্হাক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে নিজেকে যে বস্তু দ্বারা হত্যা করিবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে সেই জিনিস দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে।' আবূ কিলাবা হইতে হাদীসের বহু কিতাবে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত যে, জুন্দুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের পূর্ববর্তী একটি লোক নিজের হাত নিজেই ছুরি দিয়া কাটিয়া আহত করে। অতঃপর রক্ত বন্ধ না হওয়ায় সে সেভাবেই মারা যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দা নিজেকে ধ্বংস করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়াছে। তাই আমি তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি।'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوَانًا وَّظُلْمًا

'আর যে কেহ সীমালংঘন করিয়া কিংবা যুলমের বশবর্তী হইয়া এইরূপ করিবে।'

অর্থাৎ যে আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিয়া সীমালংঘন করিবে, জানিয়াও যে ব্যক্তি বাহাদুরী দেখাইয়া পাপকাজে প্রবৃত্ত হইবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا.

'তাহাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।'

অতএব এই কঠিন ভীতিপ্রদ সংবাদ শুনিয়া সকল জ্ঞানী ব্যক্তিরই ভীত হওয়া উচিত এবং অন্তরের পর্দা খুলিয়া এই ভীতিপ্রদ ঘোষণা শ্রবণ করত আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকা উচিত।

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেইসব বড় গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

অর্থাৎ যদি তোমরা আমার বড় বড় নিষিদ্ধ পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক, আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলি ক্ষমা করিয়া দিব এবং তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا

'এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদেরকে প্রবেশ করাইব।'

হাফিয আবূ বকর বাযযায (র)...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আমাদের নিকট যাহা পৌঁছিয়াছে তাহার মত উত্তম আর কিছুই দেখি নাই। আমরা তাহার জন্যে আমাদের পরিবার ও সম্পদ হইতে পৃথক হইব না। তিনি আমাদের বড় বড় পাপগুলি ব্যতীত ছোট ছোট সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সকল বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট পাপগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

এই আয়াত সম্পর্কে বহু হাদীস আসিয়াছে। আমরা সম্ভবমত উহা হইতে কিছু পাঠক সমীপে পেশ করিব।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারসী (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি জান জুমু'আর দিন কি বস্তু ?' আমি বলিলাম, ঐ দিনকে জুমু'আ বলে, যেদিন আমাদের আদি পিতাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "কিন্তু আমি তাহাও জানি তুমি যাহা জান না। কোন অপবিত্র ব্যক্তি যদি সুন্দরভাবে পবিত্র হইয়া জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের জন্য আগমন করে এবং ইমাম নামায শেষ না করা পর্যন্ত যদি নীরবতা অবলম্বন করে, তবে সেই জুমু'আ হইতে পরবর্তী জুমু'আর মধ্যে যত পাপ সে করিবে, সকল পাপ আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, যদি সে হত্যা করা হইতে বিরত থাকে।"

হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে অন্য সূত্রে বুখারীও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র)...... হযরত আবূ সাঈদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ সাঈদ এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা নবী (সা) ভাষণ দানকালে বলেন ঃ "যে সত্তার হাতে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ।" ইহা তিনবার বলিয়া মাথা নীচু করিয়া ফেলেন। আমরাও সকলে মাথা নীচু করিয়া অঝোরে কাঁদিতে থাকি। কেননা আমরা অজ্ঞাত ছিলাম যে, কোন্ বিষয়ের জন্য তিনি এত কঠিন শপথ করিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঁচু করেন। তাঁহার আনন্দময় চেহারা দেখিয়া আমরা এত খুশি হই যে, আমরা যদি সেই মুহূর্তে লাল রঙের উটও পাইতাম তবুও তত খুশি হইতাম না। ইহার পর তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, রমযানের রোযা রাখিবে, যাকাত দিবে, সাতটি বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহার জন্যে বেহেশতের সমস্ত দরজা খুলিয়া রাখা হইবে। আর তাহাকে বলা হইবে—নিরাপদে প্রবেশ করুন।"

লাইস ইব্‌ন সা'দের সূত্রে নাসাঈ এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল হইতে পর্যায়ক্রমে আমর ইব্‌ন হারিস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাবের সূত্রে হাকিম (র) ও ইব্‌ন হিব্বান স্ব স্ব সহীহ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম (র) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্তেও সহীহ, তবে তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সপ্ত পাপের ব্যাখ্যা

বুখারী ও মুসলিমে...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "তোমরা ধ্বংসকারী সপ্ত পাপ হইতে বাঁচিয়া থাক।" জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা; আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া কাহাকেও হত্যা করা, যাদু করা, সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীম-অনাথের মাল-সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা এবং সতী-সাধ্বী মু'মিনা মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ অরোপ করা।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় সাতটি পাপের প্রথমটি হইল আল্লাহর সহিত শরীক করা। ইহার পর হইল, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; সুদ খাওয়া, ইয়াতীমরা বড় হওয়ার পূর্বে তাহাদের সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধের ময়দান হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এবং হিজরত করিয়া যাওয়ার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা।"

উল্লেখ্য যে, এই সাতটির মধ্যেই কবীরা গুনাহ সীমাবদ্ধ নয়। কেহ কেহ সেরূপ ধারণা করেন! আসলে তাহাদের এই ধারণা তখন সত্য ও বাস্তব হইত যদি ইহার বিপরীতে কোন প্রমাণ না থাকিত। অতএব কবীরা গুনাহ যে এই সাতটি ব্যতীত রহিয়াছে; উহার দলীল পেশ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে।

হাকিম (র)...... উমায়র ইব্‌ন কাতাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমায়র ইব্‌ন কাতাদা (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জানিয়া রাখ, নামাযীরা হইল আল্লাহর বন্ধু। তাহারা আল্লাহর ফরযকৃত পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করে; ফরয

জানিয়া রমযানের রোযা রাখে; খুশিমনে যাকাত আদায় করে এবং সেই সকল পাপ হইতে বিরত থাকে যাহা করিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়াছেন।" ইহার পর জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহগুলি কি কি ? তিনি বলিলেন, "উহা নয়টি ঃ আল্লাহর সহিত শিরক করা; অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহর মর্যাদা ক্ষুন্ন করা। যে ব্যক্তি আমরণ এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাত আদায় করিবে, সে নবীর সঙ্গে বেহেশতে স্বর্ণ নির্মিত অট্টালিকায় অবস্থান করিবে।"

আরও দীর্ঘ আকারে হাকিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং মা'আয ইব্ন হানীর সনদে নাসাঈ এবং আবূ দাঊদ সংক্ষিপ্ত আকারে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিমও সংক্ষিপ্তভাবে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অতঃপর হাকিম (র) বলেন, এই হাদীসের প্রত্যেক বর্ণনাকারীই সহীদ্বয়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ; একমাত্র আবদুল হামীদ ইব্ন সিনান ব্যতীত।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, এই লোকটি হিজাবী এবং এই হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও তাহার প্রকাশ নাই। তবে ইব্ন হিব্বান (র) বলিয়াছেন যে, ব্যক্তি হিসাবে তিনি বিশ্বস্ত। বুখারী (র) বলেন, এই হাদীসটির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... উমায়র ইব্ন কাতাদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সনদের মধ্যে আবদুল হামিদ ইব্ন সিনানকে অনুপস্থিত দেখা যাইতেছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বারে উঠিয়া বলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ্র শপথ!" ইহা বলিয়া তিনি মিম্বার হইতে অবতরণ করেন। অতঃপর বলেন ঃ "তোমাদের জন্য খোশ খবর, তোমাদের জন্য খোশ খবর। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে এবং সাতটি বড় পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, তাহাকে বেহেশতের দরজাসমূহ ডাকিয়া বলিবে, আস, প্রবেশ কর।"

ইহার অন্যতম বর্ণনাকারী আবদুল আযীয (র) বলেন, আমার জানামতে শেষ শব্দটি ছিল بِسَلَامٍ অর্থাৎ, 'আস, নিরাপত্তার সহিত প্রবেশ কর।'

মুত্তালিব (র) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি, জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহকে বড় পাপগুলির বিবরণ দিতে শুনিয়াছেন কি ? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ, [রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন] "পিতামাতার নাফরমানী করা; আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং সুদ খাওয়া।"

ইব্ন জারীর (র)...... তাইলাসা ইব্ন মিয়াস হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন মিয়াস (র) বলেন ঃ আমি কতগুলি পাপ করিয়া থাকি, পাপগুলি করিয়া আমি ভাবি যে, এইগুলি হয়ত কবীরা গুনাহ। তাই আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ইব্ন উমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি কতগুলি পাপ করিয়াছি। আমার মনে হয় সেইগুলি কবীরা গুনাহ হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি পাপ করিয়াছ ? আমি বলিলাম,

ইহা ইহা। তিনি বলিলেন, না, এইগুলি কবীরা গুনাহ্ নয়। আমি বলিলাম, আমি আরো এই এই পাপ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, এইগুলিও কবীরা গুনাহ্ নয়। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে কবীরা গুনাহগুলি গুনিয়া গুনিয়া বলিয়া দিতেছি, "আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; সুদ খাওয়া; অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; মসজিদে হারামের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়াইয়া দেওয়া এবং পিতামাতার সঙ্গে নাফরমানী করা।"

যিয়াদ (র) বলেন ঃ তাইলাসা (র) বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) এই কথাগুলি বলিয়া আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে, এখনো আমার চেহারা হইতে ভয়ের ভাব দূর হয় নাই। তাই তিনি আমাকে এই ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে বলেন যে, তুমি কি দোযখে প্রবেশ করাকে ভয়াবহ মনে কর ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। আবার বলিলেন, তুমি কি জান্নাতে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা রাখ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামাতা কি জীবিত আছেন ? আমি বলিলাম, শুধু মা জীবিত আছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তুমি তাহার সঙ্গে মধুর ব্যবহার কর এবং তাহাকে নিয়মিত খাদ্য দান কর। আর কবীরা গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাক। আল্লাহ্র শপথ, তাহা হইল অবশ্যই তুমি বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন জারীর (র)...... তাইলাসা ইব্ন আলী আন্-নাহদী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন আলী আন্-নাহদী (র) বলেন ঃ আমি আরাফার দিন আরাফার ময়দানের পীলু বৃক্ষের নীচে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি! তখন তিনি মাথা ও মুখমণ্ডলে পানি ঢালিতেছিলেন। সেই অবস্থায় আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমাকে কবীরা গুনাহগুলি সম্পর্কে বলুন ত। তিনি বলিলেন, উহা নয়টি। আমি বলিলাম, সেই নয়টি কি কি? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা এবং সতী-সাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।" তখন আমি বলিলাম, তবে কি ইহা হত্যা করার মত মহা পাপ ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অন্যান্যগুলি হইল, কোন মানুষকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুদের ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; যাদু করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা; মুসলিম পিতামাতার সহিত নাফরমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা।"

উপরিউক্ত সনদে মাওকূফ হিসাবেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জা'আদ (র)...... তাইলাসা ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাইলাসা ইব্ন আলী (র) বলেন ঃ আমি আরাফার ময়দানে ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন তিনি পীলু বৃক্ষের নীচে বসিয়া মাথায় পানি ঢালিতেছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "উহা সাতটি।" আমি বলিলাম উহা কি কি? তিনি বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা এবং সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ প্রদান করা।" আমি বলিলাম, ইহা কি হত্যা করার চেয়েও মহাপাপ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অন্যগুলি হইল, কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা; যাদু করা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের

মাল ভক্ষণ করা; পিতামাতার সহিত নাফরমানী করা এবং তোমাদের জীবন-মরণের কিবলা বায়তুল্লাহ শরীফে বিদ্রোহ ছড়াইয়া দেওয়া।"

আইয়ূব ইব্ন উতবা ইয়ামানী হইতে হাসান ইব্ন মূসা আল্-আশ্রাফ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র যে বান্দা আল্লাহ্র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করে না, নামায প্রতিষ্ঠা করে; যাকাত প্রদান করে; রমযানের রোযা রাখে এবং কবীরা গুনাহ হইতে বিরত থাকে, তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত। অথবা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হইবে।"

ইহা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, কবীরা গুনাহগুলি কি কি? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; কোন মুসলমানকে অবৈধভাবে হত্যা করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা। আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসাঈ একাধিক সনদে বাকিআ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হাফিয আমর ইব্ন হাযম (র) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন হাযম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়ামানবাসীদের নিকট ফরয, সুন্নাত ও দিয়াত সম্বলিত একটি চিঠি লিখিয়া আমর ইব্ন হাযমের দ্বারা পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রে লিখা ছিল, "কিয়ামতের দিন যে সকল পাপকে বড় হিসাবে চিহ্নিত করা হইবে সেইগুলি হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যাদু শিক্ষা করা; সুদ খাওয়া এবং ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা।"

উল্লেখ্য যে, অন্য রিওয়ায়াতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কবীরা গুনাহ হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ সম্পর্কে হয় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল অথবা স্বেচ্ছায় তিনি বলিলেন যে, "কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করা।" ইহার পর তিনি বলেন, আমি তোমাদিগকে অন্যান্য কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলিব কি? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, বলুন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ বাকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে বড় বড় পাপগুলি সম্পর্কে বলিব ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সহিত শরীক করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করা। এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি হেলান দেওয়া হইতে সোজা হইয়া বসিয়া আবার বলিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।" হুযুর (সা) ইহার পর আরও বলিতে থাকিলে সাহাবীগণ হুযূরের নীরবতা কামনা করিতে থাকেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বড় বড় পাপগুলি কি কি? অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবীরা গুনাহ্ কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা; অথচ তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আমি বলিলাম, আর কি? তিনি বলিলেন, খাদ্য ও আহারের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। আমি বলিলাম, আর কি? তিনি বলিলেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। অতঃপর তিনি এই আয়াতের وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا হইতে اِلاَّ مَنْ تَابَ পর্যন্ত পাঠ করেন।

আর একটি হাদীসে মদ্যপান করাকে কবীরা গুনাহ্ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আমর ইব্‌ন আস (রা) হারাম শরীফের হাতিমের মধ্যে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, তুমি কি ভাবিতে পার যে, আমার মত একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করিতে পারে? ইহা বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যেন কি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? লোকটি বলিল, মদ সম্পর্কে। অতঃপর তিনি বলিলেন "উহা হইল বড় পাপগুলির মধ্যে জঘন্যতম বড় পাপ। কেননা উহা হইল দুশ্চরিত্রতার মূল এবং উহা মানুষকে নামায হইতে বিরত রাখে। আর মদ্যপ অবস্থায় মানুষ মা, খালা ও ফুফুর সঙ্গেও ব্যভিচার করিয়া বসে।" তবে এই সূত্রে হাদীসটি গরীব।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মৃত্যুর পর একদা হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-সহ আরো বহু সাহাবা একত্র হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সভায় কবীরা গুনাহ্ প্রসঙ্গে আলোচনা হইতেছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় মাপের কোনটি তাহা কেহ নির্ধারণ করিতে সক্ষম ছিলেন না। ফলে ইহা জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর নিকট পাঠান হইল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, মদপান করা হইল সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। আমি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে ইহা বলিলে তাঁহারা আমার কথার উপর নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। পরে সকলে উঠিয়া আমর ইব্‌ন আস (রা)-এর বাড়ি যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের এক বাদশাহ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বলেন, হয় তুমি মদপান করিবে, নতুবা কাহাকেও হত্যা করিবে কিংবা ব্যভিচার করিবে অথবা শূকরের মাংস খাইবে, অন্যথায় তোমাকে হত্যা করা হইবে। এই অবস্থায় সে মদপান করাটাকে বাছিয়া নেয়। সে উহা পান করার পর একে একে উপরিউক্ত সব অপরাধগুলি করিতে থাকে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি মদপান করে, আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাহার নামায কবূল করেন না। মদপান অবস্থায় যদি কেহ মারা যায়, আর তাহার মূত্রথলিতে সামান্য পরিমাণ মদও থাকে, তবে তাহার জন্য বেহেশত হারাম করা হয়। আর মদপান করার পর চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা গেলে সে জাহিলী যুগের মৃতদের মত মৃত্যুবরণ করে।"

এই সূত্রে হাদীসটি ভীষণ গরীব। ইহার রাবী দাঊদ ইব্ন সালিহ্। তিনি হলেন তাম্মার আল-মাদানী ও আনসারীগণের আযাদকৃত দাস। এই রাবী সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, তাহার মধ্যে আমি কোন দোষ-ত্রুটি দেখি না। ইব্ন হিব্বান (র) বলেন, তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁহার মধ্যে কেহই বর্জনযোগ্য কোন ত্রুটি পান নাই।

নিম্নোক্ত হাদীসে মিথ্যা শপথের কথা উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, বড় বড় পাপগুলির মধ্যে অন্যতম হইল আল্লাহ্র সহিত শরীক করা ও পিতামাতার নাফরমানী করা। শু'বা (র) বলেন, ইহার মধ্যে তিনি হত্যা করা অথবা মিথ্যা শপথ করার কথাও বলিয়াছেন।

শু'বার সনদে বুখারী, তিরমিযী এবং নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বুখারী ও শায়বান উহা ফিরাস (র)-এর সূত্রে আরো দীর্ঘ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মিথ্যা শপথ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনায়স জুহানী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে সর্ব বৃহৎ পাপসমূহ হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; পিতামাতার নাফরমানী করা এবং মিথ্যা শপথ করা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে শপথের মধ্যে সামান্য মিথ্যাও মিশ্রিত করে, তাহার হৃদয়ে একটা কালো দাগ পড়িয়া যায়। আর সেই দাগটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে।"

ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে ও আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) স্বীয় তাফসীরে......লাইস ইব্ন সা'দ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদ ইব্ন হুমাইদ (র)-এর উর্ধ্বতন সূত্রে তিরমিযীও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব পর্যায়ের এবং আবূ উমামা আনসারী হইল সা'লাবার পুত্র। তবে তাঁহার নাম অজ্ঞাত। বহু সাহাবী হইতে তিনি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

নিম্নোক্ত হাদীসে পিতামাতাকে অভিশাপ দেওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় পাপগুলির মধ্যে একটি হইল পিতামাতাকে গালমন্দ করা।' লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, সন্তান পিতামাতাকে কিভাবে গালি দিতে পারে ? তিনি বলিলেন, "অন্যের পিতাকে গালি দিলে সে তাহার পিতাকে পাল্টা গালি দিবে। তেমনি অন্যের মাতাকে গালি দিলে সে তাহার মাতাকে পাল্টা গালি দিবে।"

ইমাম বুখারী (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে অন্যতম বড় পাপ হইল সন্তানের পক্ষ হইতে পিতামাতার প্রতি গালি দেওয়া। উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, সন্তান কিভাবে পিতামাতাকে গালি দেয় ? তিনি বলিলেন ঃ "কেহ কাহারও পিতাকে গালি দিলে সেও তাহার পিতাকে গালি দেয়। তেমনি কেহ কাহারও মাতাকে গালি দিলে সেও তাহার মাতাকে গালি দেয়।"

তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কোন মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বড় বড় পাপগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় পাপ হইল, কোন মুসলমানের সম্মানের হানি করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্‌ন আবূ দাঊদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "অন্যতম বড় পাপ হইল অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের ইযযতের উপর আঘাত করা এবং একটি গালির বিনিময়ে দুইটি গালি দেওয়া।"

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি ওযর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করে, সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ্‌র দরজাসমূহের একটির মধ্যে প্রবেশ করে।"

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)...... মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ কাতাদা গাদাবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদা গাদাবী (র) বলেন ঃ আমাদের নিকট উমর (রা)-এর পত্র পড়া হয়। তাহাতে লিখা ছিল, বিনা ওযরে দুই ওয়াক্ত নামায একত্রিত করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা। ইহার সনদ বিশুদ্ধ। মোটকথা যোহর-আসর অথবা মাগরিব-ইশাকে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী আদায় না করিয়া পূর্বে বা পরে আদায় করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অভিসম্পাত বাণী শুনানো হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা করিলে সে কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাই যাহারা মোটেই নামায পড়ে না, তাহাদের কথা তো কল্পনাই করা যায় না।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা এবং মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী হইল নামায।

সুনানে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদের মুসলমানদের এবং কাফিরদের মধ্যে নামায হইল পার্থক্য নির্ণয়কারী। যে উহা তরক করিবে, সে কাফির বলিয়া গণ্য হইবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করে, সে যেন তাহার সকল আমল জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।"

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আসরের নামায তরক করিল, সে যেন পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ সর্বস্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিল।"

আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র মকর থেকে নির্ভয় থাকা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক

ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কবীরা গুনাহ্ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন, "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্র মকর হইতে নির্ভয় থাকা।" এইগুলি হইল কবীরা গুনাহর মধ্যে বড় কবীরা গুনাহ।

বায্যার (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কবীরা গুনাহ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র সহিত শরীক করা, আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং তাকদীরের ব্যাপারে উদাসীন থাকা।"

ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। পরন্তু এই হাদীসটি মাওকূফ। তবে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ তুফায়ল হইতে বর্ণনা করেন যে, আবু তুফায়ল (র) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ "কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে কয়েকটি কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা; তাকদীরের ব্যাপারে উদাসীন থাকা এবং আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া।"

আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে আ'মাশের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তেমনি ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে আবূ তুফায়ল সূত্রেও ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মোট কথা সন্দেহাতীতভাবে হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া সাব্যস্ত।

আল্লাহ্র ব্যাপারে কুধারণা পোষণ করা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ "কবীরা গুনাহগুলির মধ্যে অন্যতম কবীরা গুনাহ হইল আল্লাহ্র সম্বন্ধে কুধারণা পোষণ করা।" হাদীসটি নিতান্ত গরীব।

হিজরত করিয়া পুনরায় কাফিরের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা সম্পর্কীয় হাদীস ঃ

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, একদা তিনি বলেন ঃ "সাতটি বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ? উহা হইল, আল্লাহ্র সহিত শরীক করা; কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ভাগিয়া আসা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; কাফিরের দেশ হইতে হিজরত করিয়া পুনর্বার কাফিরের দেশে প্রত্যাবর্তন করা।"

ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এই রিওয়ায়াতটিকে মারফূ বলা সাংঘাতিক ভুল।

তবে সঠিক হইল ইব্ন জারীরের রিওয়ায়াতটি। উহা এই ঃ ইব্ন জারীর (র)...... সাহল ইব্ন আবূ খায়সামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ খায়সামা (রা) বলেন ঃ আমি কূফার মসজিদে ছিলাম। তখন হযরত আলী (রা) মসজিদের মিম্বরে উঠিয়া বলিতেছিলেন ঃ "হে লোক সকল! কবীরা গুনাহ্ সাতটি। ইহা শুনিয়া জনতা চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি উহা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা সেই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন ? জনতা সমস্বরে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সেইগুলি কি কি ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত

শরীক করা; আল্লাহ যাহাকে হত্যা করা হারাম করিয়াছেন তাহাকে হত্যা করা; সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সুদ খাওয়া; যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং হিজরতের পর পুনরায় কাফিরদের দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করা।

হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহল তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আব্বা! হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা কোন্ দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত করা হইল ? তিনি বলিলেন, বৎস! একটি লোক হিজরত করিয়া মুসলিম দেশে আসার পর সে গনীমতের অংশ পায় ও তাহার উপর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব হইয়া যায়। ইহার পর যদি সে সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের কাফির-বেদুঈনদের সঙ্গে গিয়া মিলিত হয়, তবে ইহা হইতে জঘন্যতম অপরাধ আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমদ (র)...... সালমা ইব্‌ন কায়স আশজাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছেন, "চারটি বিষয় হইতে তোমরা সাবধান থাক! অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করিও না, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না এবং চৌর্যবৃত্তি অনুসরণ করিও না।"

বর্ণনাকারী বলেন, এই কথাগুলি আমি যত পরিষ্কারভাবে শুনিয়াছি, তেমন আর কেহ শুনে নাই।

মানসূরের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র), নাসাঈ (র) এবং আহমদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে....... এই হাদীসটি পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, ওসীয়ত করার দ্বারা কাহারো ক্ষতি সাধন করাও কবীরা গুনাহ।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) সকাশে কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; পিতামাতার নাফারমানী করা; মিথ্যা কথা বলা; পর দোষ চর্চা করা; যাদু করা এবং সুদ খাওয়া। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَاَيْنَ تَجْعَلُوْنَ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً.

অর্থাৎ 'সেই পাপ তাহারা কোথায় রাখিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র নামে কসমকে অল্পমূল্যে বিক্রি করে ?'

ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে বটে, তবুও হাসান পর্যায়ের।

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মনীষীগণের অভিমত ঃ

প্রথমে এই বিষয়ের উপর হযরত উমর (রা) এবং হযরত আলী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর হাদীস ঃ

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ মিসরে বসিয়া কতগুলি লোক আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে এমন কতগুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আল্লাহ আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু উপর আমাদের আমল নাই। তাই এই ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আমরা আমীরুল মু'মিনীনের নিকট যাইতে চাই।

সে মতে তিনি তাহাদিগকে উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসেন। প্রথমে তিনি একা উমর (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে উমর (রা) তাহাকে দেখিয়া বলেন, কখন আসিয়াছ ? তিনি কখন আসিয়াছেন তাহা বলিলে উমর (রা) তাহাকে বলেন, সেখান হইতে অনুমতিক্রমে আসিয়াছ তো ? তিনি তাহারও উত্তর দেন। অতঃপর তিনি মূল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার সহিত মিসরের কতগুলি লোক সাক্ষাত করিয়া বলে যে, আমরা কুরআনে এমন কতগুলি বিষয় দেখিতেছি যাহার উপর আমল করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে, অথচ উহার উপর আমাদের আমল নাই। তাহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছে আপনার সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে। তিনি বলিলেন, আচ্ছা তাহাদিগকে সমবেত কর। তাহারা সমবেত হইলে উমর (রা) তাহাদের একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ ও ইসলামের সত্যতার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি কি সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছ ? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করিয়াছি। উমর (রা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার প্রত্যেকটা বিষয় হৃদয়ে গাঁথিয়া নিয়াছ কি ? লোকটি বলিল, না। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর বলেন, লোকটি যদি ইহার উত্তরে হ্যাঁ বলিত, তবুও উমর (রা) তাহাকে যে কোন একভাবে নিরুত্তর করিয়া ফেলিতেন। ইহার পর উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি উহা স্বীয় চাল-চলনের দ্বারা যথাযথভাবে পালন করিতেছ? এইভাবে তিনি আগত সকলকে এই প্রশ্নগুলি করার পরে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তোমরা সকলে অপারগতা প্রকাশ করিয়াছ। অথচ তোমরা সকলে চাহিতেছ যে, উমর যেন সকলকে আল্লাহ্‌র কিতাবের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি আদেশ অনুযায়ী আমল করার জন্য বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ.

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব।'

পরিশেষে উমর (রা) বলিলেন, মদীনাবাসী তোমাদের আগমনের কারণ সম্পর্কে জানে কি ? অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা কি জন্য আসিয়াছ তাহা কেহ জানিয়াছে কি ? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, যদি তাহারা জানিতে পারিত, তবে আমাকে তাহাদিগকেও এই সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইত।

ইহার সনদ বিশুদ্ধ এবং বিষয়বস্তুও উত্তম। অবশ্য উমর (রা) হইতে হাসানের বর্ণনা করার মধ্যে সনদের ছেদ পরিলক্ষিত হয়। তথাপি বিষয়টা অতি উত্তম ও ব্যাপক আলোচিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল, আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা; অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা; ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা; সতী-সাধ্বী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, হিজরত করিয়া পুনরায় স্বদেশে ও স্বদেশবাসীর নিকট প্রত্যাবর্তন করা; যাদু করা; পিতামাতার নাফরমানী করা; সুদ খাওয়া; দলত্যাগ করা এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়া ক্রয়-বিক্রয় হইতে না দেওয়া।

ইতিপূর্বেও হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগুলি হইল, আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা; আল্লাহ্‌র বদান্যতা হইতে উদাসীন থাকা; আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র মকর হইতে নির্ভয় থাকা।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম ত্রিশটি আয়াতে কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ সূরা নিসার প্রথম আয়াত হইতে ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... বুরায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (র) বলেন ঃ সবচেয়ে বড় গুনাহ হইল, আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা; পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখা এবং ষাঁড় দিয়া বিনিময় ছাড়া প্রজনন করাইতে না দেওয়া।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "অতিরিক্ত পানি আটকাইয়া রাখিও না এবং তোমাদের অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যের পশুকে খাইতে বাধা দিও না।"

সহীহদ্বয়ে আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী (সা) বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও করিবেন না। উপরন্তু তাহাদের জন্য রহিয়াছে হৃদয় বিদারক শাস্তি। তাহাদের অন্যতম হইল যাহারা নিজেদের অতিরিক্ত পানি হইতে পথিককে পান করিতে দেয় না।"

উক্ত হাদীসের কিতাবদ্বয়ে হাদীসটি পুরাপুরি বর্ণনা করা হইয়াছে।

মারফূ সূত্রে আমর ইব্‌ন শুআয়বের দাদা হইতে ইব্‌ন শুআয়বের সূত্রে ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআয়বের দাদা বলেন ঃ "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি হইতে পান করিতে না দেয় এবং অতিরিক্ত ঘাস হইতে অন্যদের পশুকে খাইতে না দেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত রাখিবেন।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন ঃ আয়েশা (রা) বলিয়াছেন, কুরআনে নারীদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার স্থানে কবীরা গুনাহর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আলোচ্য রিওয়ায়াতের বর্ণনাকারী ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর উদ্দিষ্ট আয়াতটি হইল ঃ

عَلٰى اَنْ لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَّ يَسْرِقْنَ.

ইব্‌ন জারীর (র)...... মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররা (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর নিকট আসিয়া দেখি যে, তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাঁহার পক্ষ হইতে আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহার মধ্যে ইহা হইতে উত্তম আর কিছু দেখি না। তিনি এই আয়াতটি সম্পর্কে অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন, আমরা যদি ইহার উপর যথাযথ আমল করি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইব। আয়াতটি হইল ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ الاية

অর্থাৎ 'যেইগুলি সম্পর্কে তোমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে, যদি তোমরা সেই সব বড় গুনাহগুলি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তবে আমি তোমাদের ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদিগকে প্রবেশ করাইব।'

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত

ইব্‌ন জারীর (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কবীরা গুনাহ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লোকজন বলিলেন যে, উহা তো সাতটি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহা শুনিয়া বলেন, না, সাতের চেয়ে অনেক বেশি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবীরা গুনাহ সাতটি কি কি ? তিনি বলিলেন, ইহার সংখ্যা সাত হইতে সত্তরের কাছাকাছি।

ইব্‌ন জারীর (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলেন, আল্লাহ্ যে সাতটি কবীরা গুনাহর কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানেন কি ? জানিয়া থাকিলে আমাকে বলিয়া দিন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, উহার সংখ্যা কমসে কম সাত হইতে সত্তরটি।

আবদুর রায্‌যাক (র)...... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি ? তিনি বলিলেন, উহা সত্তরটির কাছাকাছি। আবূ আলীয়া রিয়াহী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি বলিলেন, উহা সাত হইতে প্রায় সাতশতের কাছাকাছি। তবে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কবীরা গুনাহ কবীরা থাকে না। পক্ষান্তরে উপর্যুপরি সগীরা গুনাহ করিতে থাকিলে সগীরাও সগীরা থাকে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ....

এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ দোযখের আযাব এবং বিভিন্ন শাস্তি ও অভিশাপের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাই হইল কবীরা গুনাহ্। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে সব কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্ত কাজই হইল কবীরা গুনাহ্। সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র এবং হাসান বসরীও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা করাই হইল কবীরা গুনাহ্। তবে কেহ বলিয়াছেন, এই বর্ণনাটিতে সন্দেহ রহিয়াছে।

আহমদ ইব্‌ন হাযিম (র)...... আবূল ওয়ালীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূল ওয়ালীদ (র) বলেন ঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট কবীরা গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, যাহা করিলে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা প্রকাশ পায়, উহাই কবীরা গুনাহ্।

তাবিঈগণের অভিমত

ইব্‌ন জারীর (র)...... মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আমি উবায়দা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কবীরা গুনাহ্ কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সংগে শরীক করা, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা; ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, কাহারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা এবং হিজরতের পরে স্বদেশে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা।

ইব্‌ন আউন (র) বলেন ঃ আমি মুহাম্মদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যাদু করাও কি কবীরা গুনাহ্? তিনি বলেন, ইহা অপবাদ আরোপ করার চেয়েও জঘন্যতম অপরাধ।

ইব্‌ন জারীর (র)...... উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ্ সাতটি বটে, তবে কুরআনে যাহা কবীরা বলিয়া উল্লেখিত, কেবল উহাই। যেমন ঃ

আল্লাহ্ শিরক সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিল, সে যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। অতএব হয়ত পাখি তাহাকে ছোঁ মারিয়া নিয়া যাইবে অথবা হাওয়া তাহাকে কোথাও নিক্ষেপ করিবে।"

ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যাহারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা আগুন ভক্ষণ করে।'

সুদ সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَوا لاَيَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

অর্থাৎ 'যাহারা সুদ খায়, তাহারা এমনভাবে দণ্ডায়মান হইবে যেন তাহাদের উপর জিন্নের আছর পড়িয়াছে।'

সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"আর যাহারা অসতর্ক মু'মিন সতী নারীদের অপবাদ রটায়........।"

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا.

'হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করিবে, দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইবে......'

হিজরত করার পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

'নিশ্চয়ই যাহারা সত্য প্রাপ্ত হইয়াও পিছনে ফিরিয়া গেল ....।'

মু'মিনকে হত্যা করা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا.

'আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করিল, তাহার শাস্তি হইল জাহান্নাম-সেখানের সে স্থায়ী বাসিন্দা।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবায়দ ইব্ন উমায়র হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সাতটি ঃ হত্যা করা, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, সুদ খাওয়া, সতী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, পিতামাতার নাফরমানী করা এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পালায়ন করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... মুগীরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা (রা) বলেন ঃ আবূ বাক্র (রা) এবং উমর (রা)-কে গালি দেওয়া এবং তাঁহাদের সমালোচনা করাও কবীরা গুনাহ।

আলিমদের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের অভিমত হইল যে, সাহাবাদিগকে গাল-মন্দ করা এবং তাঁহাদের সমালোচনা করা কুফরী। হযরত মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইতে ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ আমি ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে, যাহার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে, সে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) এবং হযরত উমর (রা)-এর সমালোচনা করিতে পারে। তিরমিযী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আইয়াশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আইয়াশ (র) বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ

এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কবীরা গুনাহ সম্পর্কে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা, রাসূল ও আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করা; যাদু করা, সন্তান হত্যা করা এবং আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান ও সঙ্গী সাব্যস্ত করা। আর এই ধরনের কথা বলা এবং কাজ করা যাহা দ্বারা কোন পুণ্য সংগৃহীত হয় না। হ্যাঁ, তবে যে সকল পাপকাজ করার পরেও ধর্ম অবশিষ্ট থাকে, আমলের পথ বন্ধ হয় না, সেইগুলি আল্লাহ তা'আলা পুণ্যের বিনিময়ে মাফ করিয়া থাকেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

এই আয়াতটি উল্লেখ করিয়া কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কবীরা গুনাহকারীদিগকেও ক্ষমা করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া সহজ পথ অবলম্বন কর এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।"

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার কবীরা গুনাহকারী উম্মাতরাও আমার সুপারিশ পাইবে।" তবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে এমন সব সূত্রে, যাহার প্রত্যেকটি সূত্রেই দুর্বলতা রহিয়াছে। একমাত্র আবদুর রায্‌যাকের রিওয়ায়াতটি ত্রুটিমুক্ত।

আবদুর রায্‌যাক (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যকার কবীরা গুনাহকারী উম্মাতদের জন্যও আমার সুপারিশ থাকিবে।" সহীহদ্বয়ের শর্ত মুতাবিক ইহার সনদ সহীহ। আবদুর রায্‌যাক হইতে আব্বাস আম্বারীর সূত্রে আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, মর্মগতভাবেও ইহার জোরালো সমর্থন রহিয়াছে। উহা হইল শাফাআত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস। যাহাতে তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি মনে করিয়াছে যে, আমি কেবল মু'মিন ও মুত্তাকীদের জন্যই সুপারিশ করিব? না, বরং গুনাহগার-পাপীদের জন্যও আমি সুপারিশ করিব।"

আলিমগণ কবীরা গুনাহর মাপকাঠির ব্যাপারে মতভেদ করিয়াছেন। যেমন ঃ

কেহ বলিয়াছেন, শরী'আতে যে অপরাধের জন্য শাস্তি রহিয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

কেহ বলিয়াছেন, যে সকল অপরাধের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অভিসম্পাত ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ। এভাবে অনেকে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

আবুল কাসিম আবদুল করীম ইব্‌ন মুহাম্মদ রাফিঈ স্বীয় কিতাব 'আশ্‌-শারহুল কাবীর'-এর শাহাদাত অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, কবীরা গুনাহ এবং সগীরা গুনাহসমূহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ব্যাপারে সাহাবা এবং তাঁহাদের পরবর্তী মনিষীদের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে। যেমন ঃ

একদল সাহাবা বলিয়াছেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সেইগুলি, যাহার ব্যাপারে শরী'আতের শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

একদল বলিয়াছেন ঃ যে পাপের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

ইমামুল হারামাইন (র) বলিয়াছেন ঃ যে কাজ দীনদারী হ্রাস করিয়া পাপের স্পৃহা যোগায়, উহা হইল কবীরা গুনাহ।

কাযী আবূ সাঈদ হারবী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা যাহার অবৈধতা প্রমাণিত হয় এবং যে সকল অপরাধে শাস্তি নির্ধারিত হইয়াছে, যথা হত্যা ইত্যাদি করা। অনুরূপভাবে যে কোন ফরয তরক করা, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং মিথ্যা শপথ করাও কবীরা গুনাহ।

কাযী রুইয়ানী (র) ব্যাখ্যা সহকারে বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইলে সাতটি। যথা, হত্যাকার্য সংঘটিত করা, ব্যভিচার করা, সমকামে লিপ্ত হওয়া, মদ্যপান করা, চুরি করা, জবর দখল করা এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। আর মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সাহিবুল ইদ্দাহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল, সুদ খাওয়া, ওযর ব্যতীত রমযান মাসে দিনের বেলায় পানাহার করা, মিথ্যা শপথ করা, অকারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা, ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা, মাপের মধ্যে হেরফের করা, ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করা, ওযর ব্যতীত নামায বিলম্বে আদায় করা, অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে মারধর করা, ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা, সাহাবীদের সমালোচনা করা, ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য গোপন করা, ঘুষ গ্রহণ করা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করা, পদের লোভে বাদশাহর নিকট কাহারো নিন্দা করা, যাকাত দিতে অস্বীকার করা, শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখার চেষ্টা না করা, কুরআন হিফয করিয়া তাহা ভুলিয়া যাওয়া, কোন পশুকে আগুনে পোড়াইয়া মারা, ওযর ব্যতীত স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে মিলনে বাধা দান করা, আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হওয়া, আল্লাহ্‌র মকর বা ফন্দী হইতে নিশ্চিন্ত থাকা, আলিম অর্থাৎ কুরআনের বাহক ও প্রচারকদের ক্ষতি সাধন করা, যিহার করা এবং ওযর ব্যতীত মৃত জন্তু ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করা। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনবশে মৃত জন্তু বা শূকরের মাংস খাওয়া অন্য কথা।

রাফিঈ (র) বলেন ঃ ইহার দুই-একটা ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা উচিত।

আমি ইব্‌ন কাছীর বলিতেছি ঃ কবীরা গুনাহর উপরে বহু মনীষী বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমার উস্তাদ হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্‌ যাহবী একখানা পুস্তকে কবীরা গুনাহ সত্তরটি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ কবীরা গুনাহ হইল সেইগুলি, যেগুলির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন।

পরিশেষে কথা হইল, আমরা যদি এই ধরনের পাপসমূহ গণনা করিয়া দেখি, তাহা সংখ্যায় বহু হইবে। পরন্তু যাহারা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাই কবীরা গুনাহ, তাহাদের মতে ইহার সংখ্যা হইবে অগণিত। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٣٢) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۚ
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمًا ○

৩২. "আর আল্লাহ্ তোমাদের উপর অপরকে যে মর্যাদা দিয়াছেন, উহার আকাঙ্ক্ষী হইও না। পুরুষদের জন্য তাহাই রহিয়াছে যাহা তাহারা উপার্জন করিল এবং নারীদের জন্যও তাহাই রহিয়াছে যাহা তাহারা উপার্জন করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদা চাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুই জানেন।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)..... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার হযরত উম্মে সালমা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পুরুষরা জিহাদে অংশগ্রহণ করে, অথচ আমরা নারীরা এই পূণ্য হইতে বঞ্চিত থাকি। অনুরূপভাবে আমরা মীরাসও পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পাইয়া থাকি। অতঃপর তাঁহার উক্ত জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিও না, যে সব বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের একের উপরে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।'

তিরমিযী (র)...... উম্মে সালমা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, হাদীসটি দুর্বল। কেহ মুজাহিদ (র) হইতে এবং কেহ ইব্‌ন নাজীহ হইতেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও হাকিম (র)...... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একবার উম্মে সালমা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা যুদ্ধ করি না, তাই শাহাদতের মর্যাদাও পাই না। অন্যদিকে আমাদিগকে মীরাসও দেওয়া হয় অর্ধেক, এই বৈষম্য কেন ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। পরবর্তীতে ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটিও নাযিল করা হয় ঃ

اِنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى.

আবদুর রায্‌যাক (র)...... মক্কার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কার সেই ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ কতিপয় মহিলার আর্জির প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছেন, আহা, আমরা যদি পুরুষ হইতাম! তাহা হইলে আমরা তাহাদের মত জিহাদ করিতে পারিতাম এবং আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করিয়া পূণ্য লাভ করিতে পারিতাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক মহিলা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মহিলারা পুরুষের অর্ধেক মীরাস পায়, সাক্ষীর বেলায় দুইজন মহিলা একজন পুরুষের মর্যাদা পায়, আমরা আমলের বেলায়ও এইভাবে পুরুষের অর্ধেক সাওয়াব পাইয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ পুরুষরা বলিতেছিল যে, আমরা যখন মহিলাদের তুলনায় দ্বিগুণ স্বত্বাধিকারী হই, তখন পুণ্যও আমরা তাহাদের তুলনায় দ্বিগুণ পাইব! পক্ষান্তরে মহিলারা বলিতেছিল যে, আমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয় নাই। যদি আমাদের উপর ফরয করা হইত, আমরা জিহাদ করিতাম। অতএব আমরা উহার পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইব কেন ? ফলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে উভয় পক্ষকে তাহাদের দাবি হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলেন। শুধু তাহা নহে; তিনি আরো বলেন যে, তোমরা আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। সুদ্দী (র) আরো বলেন, কাতাদা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা বলে যে, আহা, অমুক ব্যক্তির ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যদি আমার হইত, তাহাদিগকেও এই ধরনের অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা করা হইতে এই আয়াত দ্বারা নিষেধ করা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট উহা প্রার্থনা কর।

হাসান (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) ও যাহ্‌হাক (র)-ও ইহা বলিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য অনুযায়ী এই অর্থই বুঝা যায়। দ্বিতীয়ত, নিম্নবর্ণিত সহীহ্ হাদীসটির অর্থও ইহার বিপরীত বলিয়া বুঝায় না। উহাতে আসিয়াছে যে, "দুই ব্যক্তিই কেবল হিংসার পাত্র হওয়ার যোগ্য। এক, সেই ধনী ব্যক্তি যে স্বীয় মাল প্রতিযোগিতার সহিত আল্লাহর পথে বিলাইয়া দেয়। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে, যদি আমারও এইরূপ সম্পদ হইত তবে আমিও উহার মত আল্লাহ্‌র পথে খরচ করিতে থাকিতাম। অতএব উহারা উভয়ে পুণ্যের বেলায় সমান অধিকারী হইবে।" আলোচ্য আয়াতের অর্থও ইহার বিপরীত নয়। তবে পার্থক্য হইলো এতটুকু যে, এই আয়াত দ্বারা প্রাকৃতিক বিষয়ে অমূলক আকাঙ্ক্ষা করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে হাদীসে বলা হইয়াছে অতিপ্রাকৃতিক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ

"তোমরা এমন সব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করিও না, যে সব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।"

অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তোমরা এই ধরনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। হযরত উম্মে সালমা (রা) এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায়।

এইভাবে আ'তা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলে ঃ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে যাহারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুকের সম্পদ-সন্তান যদি আমার হইত, এবং সেই মহিলাদের ব্যাপারে, যাহারা বলে, আমরা যদি পুরুষ হইতাম, তাহা হইলে আমরা জিহাদ করিয়া তাহাদের সমান পুণ্য লাভ করিতাম। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.

'পুরুষ যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংশ এবং নারী যাহা অর্জন করে, সেটা তাহার অংশ।'

অর্থাৎ প্রত্যেককেই তাহার কার্যের প্রতিদান দেওয়া হইবে। যদি সে ভালো কাজ করে, তবে তাহাকে ভালো প্রতিদান দেওয়া হইবে আর যদি মন্দকাজ করে তবে মন্দ প্রতিদান দেওয়া হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা মীরাসকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকে তাহার নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী অংশীদার হইবে। তিরমিযী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ.

'আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।'

অর্থাৎ তোমাদের একের উপরে অপরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা করা হইতে বিরত থাক। কেননা উহা এমন এক বিষয় যাহা চাহিলেই পাওয়া যায় না। তাই উহার আক্ষেপ না করিয়া আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আমি দাতা ও দয়াময়।

তিরমিযী ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রার্থনা করাকে পসন্দ করেন। আর সর্বোত্তম ইবাদত হইল, প্রশস্ততার অপেক্ষায় থাকা।"

আবূ নু'আইম (র)...... নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ নু'আইমের রিওয়ায়াতটিই বেশি শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। ইসরাঈল হইতে ওয়াকীর সনদে ইব্‌ন মারদুবিয়া উপরোক্তরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করাকে ভালবাসেন। তাই আল্লাহর নিকট তাঁহার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর প্রশস্ততা পাইতে ভালবাসে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا.

—'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'

অর্থাৎ যে পার্থিব সম্পদ পাওয়ার যোগ্য তাহাকে পার্থিব সম্পদ দান করেন; যে দারিদ্র্যের যোগ্য, তাহাকে দান করেন দারিদ্র্য; আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পরম সুখ ভোগের যোগ্য, তাহাকে সেই পথে চলার রাস্তা সহজ করিয়া দেন; আর যে জাহান্নামের উপযুক্ত, তাহাকে

জাহান্নামের পথে চলার সুযোগ করিয়া দেন। মোট কথা, যে যাহার যোগ্য, তিনি তাহাকে সেই পথে চলার জন্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا.

অর্থাৎ 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।'

(٣٣) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ۟

৩৩. "এবং প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি যাহা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও তোমাদের অংগীকারদাতাগণ পরিত্যাগ করিয়া যায়। তাই তাহাদের অংশ তাহাদিগকে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সকল ব্যাপারেই সাক্ষী রহিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র), আবূ সালিহ (র), যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র), সুদ্দী (র), যাহ্‌হাক (র) ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ আয়াতাংশে مَوَالِيَ অর্থ হইল উত্তরাধিকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, مَوَالِيَ অর্থ হইল আসাবা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবরা পিতৃব্য পুত্রদিগকে مَوَالِيَ বলে। যথা ফযল ইব্‌ন আব্বাস তাঁহার কবিতার একটি পংক্তিতে বলিয়াছেন ঃ

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا – لا يظهرن بيننا ما كان مدفونا

সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ হইল যে, তোমাদের পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহার উত্তরাধিকারী হইবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি আসাবা বানাইয়া দিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ ত'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

—'আর যাহাদের সাথে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের প্রাপ্য দিয়া দাও।'

অর্থাৎ যাহাদের সংগে কঠিন শপথের মাধ্যমে অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদিগকে তাহাদের মীরাসী অংশ দিয়া দাও। কারণ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর অংগীকারাবদ্ধ হও অথবা চুক্তিবদ্ধ হও।

ইসলামের প্রথম যুগে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশ রহিত করিয়া আদেশ করা হয় যে, তোমরা অংগীকার প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইও না।

ইমাম বুখারী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এর مَوَالِيَ শব্দের অর্থ হইল উত্তরাধিকারী। আর ইহার পরের বাক্য- وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ-এর ভাবার্থ হইল মুহাজিরগণ। মদীনায় আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করার পর তাঁহারা তথাকার প্রথানুযায়ী আনসারদের উত্তরাধিকারী হইতেন। ফলে

আনসারদের আত্মীয়রা তাহাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে কোন অংশ পাইত না। সুতরাং আয়াতের প্রথমাংশ দ্বারা এই প্রথার রহিত সাধন করিয়া পরবর্তী বাক্যে বলা হয় যে,

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ

'তোমরা তাহাদের সংগে সুসম্পর্ক রাখ, তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা কর ও তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হও।' কিন্তু তাহারা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইবে না। তবে তোমরা তাহাদের জন্য ওসীয়াত করিতে পার।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,

وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ

—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাজিররা মদীনায় হিজরত করার ফলে তাহারা আনসারদের উত্তরাধিকারী হয়। অথচ তাহারা সহোদর বা রক্ত সম্পর্কীয় ভাই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মুখবোলা ভাই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তাহারা মদীনার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়ারিস হইয়াছিল। কিন্তু وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর এই সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়া যায়। তবে ইহার পরের আয়াতাংশেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, 'যাহাদের সংগে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের প্রাপ্য অংশ দিয়া দাও।'

ইব্‌ন জারীর (র)........ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে একজন অন্যজনের সংগে অঙ্গীকার করিয়া বলিত যে, তুমি আমার উত্তরাধিকারী হইবে। অথবা বলিত, আমি তোমার উত্তরাধিকারী হইলাম। এইভাবে তাহারা অঙ্গীকার করিত এবং অঙ্গীকার অনুযায়ী অংশ প্রদান করিত। এই প্রচলিত প্রথার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, "জাহিলী যুগের প্রত্যেকটি শপথ অথবা অঙ্গীকার, যাহা ইসলামী যুগ পাইয়াছে, তাহার ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করিবে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশালী ও দৃঢ়তা দান করিয়াছে। তবে এই ব্যাপারে ইসলাম নূতন আর কোন শপথ বা অঙ্গীকার অনুমোদন করিবে না।" অর্থাৎ প্রথাকে—وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ এই আয়াত দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, হাসান, ইব্‌ন মুসাইয়াব, আবূ সালিহ, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার, শা'বী, ইকরিমা, সুদ্দী, যাহ্‌হাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান প্রমুখ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইসলাম-পূর্ব যুগের উক্ত অংগীকারকারীদেরকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... সাঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "ইসলামে কোন অংগীকার নাই। আর জাহিলিয়াতের যুগে যে সকল অংগীকার করা হইয়াছিল, উহার ব্যাপারে ইসলাম হস্তক্ষেপ করে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো শক্তিশালী করিয়াছে।"

ইমাম মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ (উপরোক্ত বর্ণনা)।

আবূ কুরাইব (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে অজ্ঞতার যুগের প্রত্যেক শপথকে ইসলাম আরো দৃঢ় করিয়াছে। আমাকে যদি লাল রংয়ের উট দিয়া 'দারুন-নাদওয়ার' শপথ ভাংগিয়া দিতে বলে, তবুও আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না। ইহা হইল ইব্‌ন জারীরের ভাষা ও বর্ণনা।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি বাল্যকালে মুতাইয়াবীনের অংগীকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তখন আমি আমার মাতুলদের সংগে ছিলাম। এখন যদি আমাকে লাল রংগের উটও দেওয়া হয়, তবুও আমি উহা ভাংগিয়া দিতে সম্মত নহি।

যুহরী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম কখনও পূর্বযুগের অংগীকারের উপর হস্তক্ষেপ করে না; বরং উহাকে আরো শক্তি দান করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

তবে কথা হইল, হযরত নবী (সা) কুরায়শ ও আনসারদের মধ্যে যে সম্পর্কে স্থাপন করিয়াছেন, উহা ছিল শুধু প্রেম ও প্রীতিমূলক।

ইমাম আহমদ (র)...... যুহরী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ "জাহিলী যুগে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, উহা তোমরা দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিয়া রাখিবে। তবে ইসলামে কোন শপথ নাই।" হুশায়মের সূত্রেও আহমদ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই। তবে জাহিলিয়াতের যুগে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, উহার উপর ইসলাম হস্তক্ষেপ করিবে না; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ়তা দান করিয়াছে।"

কুরাইব (র)...... শু'আয়বের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শু'আয়বের পিতা বলিয়াছেন ঃ মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন ঃ "হে লোক সকল! ইসলাম জাহিলী যুগের অংগীকারকে বাতিল করে নাই; বরং আরো দৃঢ় করিয়াছে; তবে ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

ইমাম আহমদ (র)...... জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইসলামে কোন অংগীকার নাই; আর

জাহিলিয়াতের সময়ে যে সকল অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছে, ইসলাম ইহার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই; বরং ইসলাম উহাকে আরো দৃঢ় করিয়াছে।"

ইমাম আহমাদ (র)...... কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অংগীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ "জাহিলী যুগে যে অংগীকার সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা তোমরা আঁকড়াইয়া থাক, কিন্তু ইসলামে কোন অংগীকার নাই।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)...... দাউদ ইব্‌ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন যে, দাউদ ইব্‌ন হাসীন (র) বলেন ঃ আমি উম্মে সা'দ বিনতে রবী'আর নিকট তাঁহার পৌত্র মূসা ইব্‌ন সা'দের সঙ্গে একত্রে কুরআন পাঠ করিতাম। হযরত উম্মে সা'দ বিনতে রবীআ ইয়াতীম অবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ঘরে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। এক সময়ে আমি এই আয়াতটি পাঠ করি ঃ وَالَّذِيْنَ عَاقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ তখন তিনি আমাকে বাধা দিয়া বলেন, عاقدت নয়, عقدت পড়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ আবূ বকর (রা)-এর পুত্র আবদুর রহমান ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না। অতঃপর যখন তিনি চাপের মুখে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া আবূ বকরকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আবদুর রহমানকে প্রাপ্য অংশ দিয়া দেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গরীব। প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটিই শুদ্ধ ও সঠিক।

ইসলামের প্রথম যুগে অঙ্গীকার দ্বারাও উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইত। পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া যায়। তবে অঙ্গীকারকারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার নির্দেশ বর্তমানেও কার্যকর রহিয়াছে। আর এই নির্দেশের পূর্বে অর্থাৎ যাহা দ্বারা রহিত করা হইয়াছে, উহা নাযিল হওয়ার পূর্বে যত অঙ্গীকার সম্পাদিত হইয়াছে, উহা পালন করার নির্দেশও দেওয়া হইয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে জুবায়র ইব্‌ন মুতইম (রা) সহ অনেক সাহাবীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলাম নূতনভাবে কোন অঙ্গীকারকে অনুমোদন করে না। তবে জাহিলী যুগে যে সকল অঙ্গীকার সম্পাদিত হইয়াছে, ইসলাম উহা বাতিল করে নাই; বরং আরও দৃঢ় করিয়াছে। এমনকি পূর্বের অঙ্গীকার পূরণের জন্যে তাকিদ দিয়াছে।

অতএব যাঁহারা বলেন, বর্তমানেও সেইরূপ অঙ্গীকার করিলে উহা পূর্ণ করিতে হইবে, এই আয়াত ও হাদীসগুলি তাহাদের উক্তিকে জোরালোভাবে খণ্ডন করিয়াছে। ইহা হইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলেরও একটি রিওয়ায়াতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে সঠিক হইল জমহূর, মালিক এবং শাফিঈর মাযহাব। আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের প্রসিদ্ধ অভিমতও তাহাই।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ.

'পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া যায়, সেই সবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।'

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবে তাহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা, অন্য কোন ব্যক্তি নয়।

সহীহদ্বয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "উত্তরাধিকারীদেরকে তাহাদের অংশ দিয়া দাও। যাহা বাকী থাকিবে তাহা দাও আসাবাদেরকে।"

অর্থাৎ ফারাইযের আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ওয়ারিসদেরকে তাহার অংশ প্রদান কর। আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহা আসাবাদেরকে প্রদান কর।

ইহার পরের আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ— 'যাহাদের সঙ্গে তোমরা সম্পদের অংশ প্রদানের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছ।'

অর্থাৎ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে এই সম্পর্কীয় যত অঙ্গীকারে তোমরা আবদ্ধ হইয়াছে, সেই অঙ্গীকারমত তোমরা তাহাদেরকে অংশ প্রদান কর। তবে এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাহাদের সঙ্গে এমন অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহারা উহা পাইবে না। মোটকথা পূর্বে যত অঙ্গীকার ও কসম করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হইবে। আর ইহার পর যত অঙ্গীকার করা হইয়াছে, উহা কার্যকরী হইবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ -এর অর্থ হইল তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সাহায্য করা এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা—তবে তাহারা মীরাস পাইবে না। আবূ উসামা হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ কুরাইব ও ইব্‌ন জারীর এবং আবূ মালিক ও মুজাহিদ হইতে ভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ—এই আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পূর্বেকার লোকেরা পরস্পরে অঙ্গীকার করিত যে, তাহাদের মধ্যে প্রথমে যে মারা যাইবে, দ্বিতীয়জন তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হইবে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاُولُوْا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُهَاجِرِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَفْعَلُوا اِلٰى اَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوْفًا.

অর্থাৎ এই আয়াত দ্বারা বলা হইয়াছে যে, তাহাদের জন্য নিজ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়াত করা জায়েয রহিয়াছে। মোটকথা, এই মতই হইল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত মত।

পূর্ববর্তী আরও বহু মনীষী বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি দ্বারা পূর্ব আয়াতটিকে রহিত করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এর অর্থ হইল, তাহাদের প্রাপ্য মীরাস তাহাদিগকে প্রদান করা। কেননা আবূ বকর (রা) একটি লোকের সঙ্গে অনুরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন এবং তাহাকে তিনি অংশ দিয়াছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি তাহাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহারা নিজেদের পুত্র ব্যতীত অন্যদেরকে পুত্র বানাইয়া তাহাদিগকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিত। তাই এই আয়াত নাযিল করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, তাহাদের জন্য ওসীয়াত করা হইলে তাহারা ওসীয়াত অনুযায়ী অংশ পাইবে, কিন্তু ওয়ারিস হিসাবে তাহারা অংশ পাইবে না। মোট কথা আল্লাহ্ তা'আলা মুখে ডাকা পুত্রদেরকে মীরাসী স্বত্ব দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাহারা অংশীদার হইলে একমাত্র ওসীয়াতের অংশীদার হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন স্বত্ব তাহারা প্রাপ্য নয়। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) উক্ত মত প্রকাশ করিয়া বলেন যে, فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ—এর অর্থ হইল, অঙ্গীকারাবদ্ধ স্বজনদের সাহায্য করা, সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাহাদের জন্য ওসীয়াত করিয়া যাওয়া। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহাদেরকে ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

আয়াতের এই অর্থ করিলে আয়াতটিকে মানসূখ বলারও প্রয়োজন হয় না এবং ইহাও বলিতে হয় না যে, এই নির্দেশ পূর্বে ছিল, এখন নাই; বরং এই কথা বলা যায় যে, আয়াতের নির্দেশ হইল, তোমাদের মধ্যে একে অপরের সাহায্য-সহানুভূতির যে অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা পূরণ কর। সুতরাং আয়াতটি রহিত নয়, ইহার বিধান কার্যকর রহিয়াছে।

তবে এই ব্যাখ্যার মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা তৎকালে কোন কোন অঙ্গীকার সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে হইত বটে, কিন্তু কোন কোনটি হইত মীরাস বা ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে। ইহা বহু মনীষী হইতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, প্রথমে মুহাজিররা আনসারদের উত্তরাধিকারী হইতেন, কিন্তু আনসারদের আত্মীয়রা তাহাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন না। পরবর্তীতে ইহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইব্‌ন জারীর (র) কিভাবে বলেন যে, ইহা রহিত নয়; বরং মুহকাম ? আল্লাহই ভালো জানেন।

(٣٤) اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ○

৩৪. "পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ্ তাহাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং পুরুষ তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা হয় এবং যাহা লোক চক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ্ সুরক্ষিত রাখিয়াছেন, উহারা তাহার হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাহাদের শয্যা বর্জন কর, অবশেষে তাহাদিগকে প্রহার কর। যদি তাহারা তোমাদের অনুগতা হয়, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করিও না। আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, পুরুষগণ নারীদের নেতা, অধিকর্তা। তাই স্ত্রীগণ অবাধ্যতা দেখাইলে স্বামীগণ তাহাদিগকে আদব ও সদাচরণ শিক্ষা দিবে। স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের এই কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নারী-পুরুষের এক শ্রেণীকে আরেক শ্রেণীর উপর জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর করিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই নবুওয়াতের ন্যায় মহান মর্যাদার পদ ও কার্য শুধু পুরুষের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। নারী এই পদ ও কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে না। অনুরূপভাবে উচ্চতম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং পদেও নারী অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই সম্পর্কে হুযূর (সা) ফরমাইয়াছেন ঃ

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة–

'যে জাতি নারীর উপর রাষ্ট্রীয় কার্যের দায়িত্ব অর্পণ করে, সে জাতি কখনো সফলকাম ও কৃতকার্য হইতে পারে না।'

ইমাম বুখারী উপরিউক্ত হাদীস আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ বাকরা (র)...... প্রমুখ রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে বিচারকের পদ এবং অনুরূপ দায়িত্বও নারীর প্রতি অর্পিত হইতে পারে না। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আরেক কারণ এই যে, পুরুষ নারীকে বিবাহকালীন 'মাহর' প্রদান করে, তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে এবং আল্লাহ ও রাসূল (সা) নারীর ব্যাপারে তাহার প্রতি অন্যান্য যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সে বহন ও পালন করিয়া থাকে। পুরুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব তাহার নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতার কারণে। সুতরাং নারীর উপর তাহার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব সংগত ও যৌক্তিকতাপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ অর্থাৎ 'নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, পুরুষগণ নারীদের নেতা হইবে; যে সকল বিষয়ে তাহাদের প্রতি অনুগত হইয়া চলিতে নারীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন, সেই সকল বিষয়ে নারীগণ তাহাদের প্রতি অনুগত হইয়া চলিবে। পুরুষের প্রতি নারীর আনুগত্য এই যে, নারী তাহার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদাচারিণী হইবে এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। মুকাতিল, আস্-সুদ্দী এবং যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ القصاص। অর্থাৎ সে অনুরূপ প্রতিশোধ পাইবে। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ الاية ফলে মহিলাটি অনুরূপ প্রতিশোধ ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার হইতে প্রত্যাবর্তন করিল।

ইব্‌ন জুরাইজ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম একাধিক সনদে উপরিউক্ত হাদীস হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা, ইব্‌ন জুরাইজ এবং সুদ্দীও উক্ত হাদীসের সনদসমূহে হাসান

বসরীর কোন উর্ধ্বতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন জারীর (র) উহার সকল সনদ তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) হযরত হাসান বসরীর সনদ ভিন্ন অন্য এক সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হযরত আলী (রা) হইতে আহমদ ইব্‌ন আলী নাসাঈ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার সাহাবী একটি স্ত্রীলোক লইয়া হুযূর (সা)-এর দরবারে আগমন করত বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই স্ত্রীলোকটির স্বামী অমুকের পুত্র অমুক। সে ইহাকে মারিয়া ইহার মুখমণ্ডলে দাগ বসাইয়া দিয়াছে। হুযূর (স) ফরমাইলেন ঃ এইরূপ করিবার অধিকার তাহার নাই।' ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থাৎ আদব শিখাইবার ব্যাপারে পুরুষ নারীর নেতা। হুযূর (সা) ফরমাইলেন ঃ আমি চাহিয়াছিলাম এক জিনিস, আর আল্লাহ তা'আলা চাহিয়াছেন অন্য জিনিস। কাতাদা, ইব্‌ন জারীর ও সুদ্দী উপরিউক্ত হাদীস 'মুরসাল' বা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহাদের সকলের সনদ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শা'বী বলিয়াছেন ঃ স্বামী স্ত্রীকে যে 'মাহর' প্রদান করে, এখানে উহার প্রতি ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। নারীর উপর পুরুষের যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হইয়াছে, উহার একটি নিদর্শন এই যে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে ব্যভিচারে অভিযুক্ত করিলে স্ত্রী যদি উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে, তবে প্রমাণের অভাবে স্বামী শুধু 'লি'আন'[1] করিলেই সে অভিযোগ আনিবার শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ আনিলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হইলে, স্ত্রীর জন্য 'দোররা'-এর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

নেক্‌কার নারীর পরিচয় দিতে গিয়া আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ নেক্‌কার নারীগণ হইতেছে—

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ قَانِتَات অর্থাৎ স্বীয় স্বামীদের প্রতি অনুগত।

সুদ্দী প্রমুখ তাফসীরকারকগণ বলেন ঃ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ অর্থাৎ যাহারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর মাল হিফাযত করে।

بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণের নির্দেশ দানের ফলে যে সকল বিষয় সংরক্ষণীয় হইয়াছে, তৎসমুদয়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর (সা) বলিয়াছেনঃ "উত্তম স্ত্রী হইতেছে সেই স্ত্রী যাহার দর্শন তোমাকে আনন্দ দেয় ও যাহাকে তুমি কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং সে তোমার অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব ও তোমার মালপত্র হিফাযত করে।" অতঃপর হুযূর (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

---

[1] শরীআত নির্ধারিত বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের জন্যে মিথ্যার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর লা'নত কামনা করাকে 'লি'আন' বলা হয়।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ اِلٰى اخرها

উক্ত হাদীস ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন স্ত্রীলোক যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, স্বীয় সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে এবং স্বামীর কথা মানিয়া চলে, তবে তাহাকে বলা হইবে, 'বেহেশতের যে দরওয়াজা দিয়াই তুমি চাও, সেই দরওয়াজা দিয়া তুমি উহাতে প্রবেশ কর।'

উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)...... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

যে সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাদের সম্বন্ধে করণীয় প্রথম পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

'যে সকল স্ত্রীর নিকট হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশের সাহায্যে পথে আনিতে চেষ্টা কর।'

اَلنُّشُوْزُ—অবাধ্য হওয়া; المرأة الناشز—স্বামীর অবাধ্য, তাহার আদেশ অমান্যকারিণী, তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনকারিণী এবং তাহার প্রতি বিরূপ ভাব পোষণকারিণী স্ত্রী।

স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতার লক্ষণ দেখা দিলে স্বামীর কর্তব্য হইতেছে, তাহাকে উপদেশ দেওয়া ও অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ্র শাস্তি সম্পর্কে তাহাকে সতর্ক ও সাবধান করা। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর হক আদায় করা স্ত্রীর জন্যে ওয়াজিব করিয়াছেন, স্বামীর প্রতি আনুগত্য তাহার জন্যে জরুরী করিয়াছেন এবং স্বামীর অবাধ্যতা তাহার জন্যে হারাম বরিয়াছেন। কারণ নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত রহিয়াছে। নবী করীম (সা) বরিয়াছেন ঃ যদি আমি কাহারও প্রতি অপরকে সিজদা করিতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীর নিকট প্রাপ্য স্বামীর বিরাট 'হক'-এর কারণে স্বামীকে সিজদা করিবার জন্যে স্ত্রীর প্রতি আদেশ দিতাম।'

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "স্বামী যদি স্ত্রীকে স্বীয় শয্যায় আহ্বান করে এবং স্ত্রী তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে অসম্মতি জানায়, তবে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সেই স্ত্রীলোকের প্রতি লা'নত এবং বদ-দু'আ করিতে থাকে।"

ইমাম মুসলিম (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া স্ত্রী যদি রাত্রি যাপন করে, তবে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোকের প্রতি বদ-দু'আ করিতে থাকে।

এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

'যে সকল নারী হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাহাদিগকে উপদেশ দাও।'

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

"আর তাহাদিগকে শয্যায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখ।"

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الهجرة শব্দের তাৎপর্য এই যে, স্বামী তাহার সহিত যৌনকর্ম করিবে না, তাহার সহিত একত্রে শয্যা গ্রহণ করিবে না এবং তাহার দিকে পিঠ দিয়া শয়ন করিবে। অন্যান্য একাধিক তাফসীরকারও

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ্দী, যাহ্হাক, ইকরিমা এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী ইব্ন আব্বাস (রা) উহার সহিত যোগ করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর সহিত স্বামী কথা বলাও বন্ধ করিয়া দিবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বামী তাহাকে উপদেশ দিবে। উপদেশ গ্রহণ করিলে ভাল; নতুবা শয্যায় তাহাকে ত্যাগ করিবে এবং তাহার সহিত কথা বলিবে না। তবে তাহাকে তালাক দিবে না। উক্ত ব্যবস্থাগুলি নারীর জন্যে কম শাস্তি নহে।

মুজাহিদ, শা'বী, ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব, মিকসাম এবং কাতাদা বলিয়াছেন ঃ الهجرة শব্দের তাৎপর্য এই যে, স্বামী তাহার সহিত একই শয্যায় শয়ন করিবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র)...... আবূ মুররা আর-রাক্কাশীর পিতৃব্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ خِفْتُمْ نُشُوْزَهُنَّ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ.

অর্থ হইল, 'তাহাদের তরফ হইতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করিলে তাহাদিগকে শয্যায় ত্যাগ করিবে।'

হাম্মাদ উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহাতে তাহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কথা বলা হইয়াছে।

'আস্-সুনান' ও 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে মু'আবিয়া ইব্ন হায়দাহ আল-কুশায়রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কাহারও নিকট তাহার স্ত্রীর প্রাপ্য হক বা অধিকারসমূহ কি কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "স্ত্রীর অধিকারসমূহ এই যে, তুমি খাইলে তাহাকে খাওয়াইবে, তুমি পরিধান করিলে তাহাকে পরিধান করাইবে, তাহাকে মারিবে না, গালি দিবে না এবং নিজের ঘরে ছাড়া অন্যত্র তাহাকে ফেলিয়া রাখিবে না। তবে অবাধ্যতার প্রবণতা রোধের জন্যে স্বীয় ঘরে তাহাকে ফেলিয়া রাখা যাইবে।'

তৃতীয় পর্যায়ের বিধান হিসাবে ইরশাদ হইতেছে ঃ وَاضْرِبُوْهُنَّ - 'তাহাদিগকে প্রহার কর।'

অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং শয্যায় পরিত্যাগ ব্যবস্থায় ফলোদয় না ঘটিলে এবং উহাতেও স্ত্রী তাহার অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া না আসিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। মুসলিম শরীফে হযরত জুবায়র (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

"আর তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও; তাহারা তোমাদের সেবিকা ও সাহায্যকারিণী। আর তাহাদের নিকট প্রাপ্য তোমাদের হক ও অধিকার এই যে, তাহাদের সান্নিধ্যে যাহার গমনাগমন তোমাদের মনঃপূত নহে, তোমরা তাহাদের শয্যায় তাহাদিগকে আসিতে দিবে না। তাহারা এইরূপ করিলে তোমরা তাহাদিগকে সামান্য প্রহার করিতে পার। আর তোমাদের নিকট প্রাপ্য তাহাদের হক হইতেছে যুক্তিসংগত পরিমাণে দেয় খাদ্য ও পরিধেয়।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, স্ত্রীর প্রতি স্বামী কর্তৃক প্রযোজ্য প্রহার হইতেছে 'সামান্য প্রহার।'

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, উহা হইতেছে এইরূপ প্রহার যাহা প্রহারের স্থানে দাগ সৃষ্টি না করে। ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, উহা হইতেছে এইরূপ প্রহার, যাহা না স্ত্রীর কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে আর না তাহার দেহে কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন সৃষ্টি করে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, অবাধ্য স্ত্রীকে স্বামী শয্যায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় রাখিবে। উহাতে সে আনুগত্যের পথে আসিলে ভালো; নতুবা স্ত্রীকে 'সামান্য প্রহার' করিবার জন্যে স্বামীকে আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিয়াছেন। এই প্রহার এত কঠোর হইতে পারিবে না, যাহাতে তাহার দেহের কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে সে পথে আসিলে তো ভাল; নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট হইতে তাহাকে তালাক প্রদানের পরিবর্তে ফিদয়া লইবার অধিকার স্বামীকে দিয়াছেন।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)...... হযরত ইয়াস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ যি'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর দাসীদিগকে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রীদিগকে প্রহার করিও না।" অতঃপর হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিষেধে স্ত্রীগণ তাহাদের স্বামীদের প্রতি বেপরোয়া ও উদ্ধত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীদিগকে মারিতে স্বামীদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতির ফলে অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে প্রহার করিবার অভিযোগ লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন ঃ "অনেক মহিলা মুহাম্মাদের পরিজনদের কাছে তাহাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (তাহাদিগকে প্রহার করিবার) অভিযোগ আনিয়াছে। (যাহারা স্ত্রীদিগকে এইরূপ প্রহার করে) তাহারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নহে।"

ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)......আশআস ইব্‌ন কায়স হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আশআস ইব্‌ন কায়স বলেন ঃ "একদা আমি হযরত উমরের বাড়িতে মেহমান ছিলাম। দেখিলাম, স্ত্রীর সহিত অবনিবনা হইবার কারণে তিনি তাহাকে প্রহার করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'ওহে আশআস! আমার নিকট হইতে তিনটি কথা শিখিয়া উহা স্মরণ রাখো। এই কথাগুলি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শিখিয়াছি ও স্মরণ রাখিয়াছি। ১. স্বামী তাহার স্ত্রীকে মারিলে তৎসম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, তাহার নিকট কৈফিয়ত চাহিও না; ২. বিতরের নামায আদায় না করিয়া ঘুমাইও না। রাবী তৃতীয় কথাটি ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজাহ্ (র).......দাউদ আল-আওদী হইতে উপরোল্লেখিত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বাধ্য ও অনুগত থাকিবার অবস্থায় তাহার সম্বন্ধে স্বামীর করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন ঃ

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا.

'তাহারা তোমাদের প্রতি অনুগত হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিও না।'

অর্থাৎ স্ত্রীর নিকট হইতে যে সকল হক ও অধিকারপ্রাপ্তিকে স্বামীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা মুবাহ ও বৈধ করিয়া দিয়াছেন, স্ত্রী যদি স্বামীকে উহা প্রদান করে এবং সে যদি স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকে, তবে স্ত্রীকে প্রহার করিবার বা শয্যায় নিঃসঙ্গ ফেলিয়া রাখিবার কোন অধিকার স্বামীর নাই।

অতঃপর বিনা কারণে যে সকল পুরুষ স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাহাদিগকে সাবধান করিবার নিমিত্ত আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও মহা ক্ষমতাবান।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অসীম পরাক্রমশালী ও অশেষ ক্ষমতাবান। তিনি তাঁহার অন্যান্য দাসদের ন্যায় তাঁহার দাসীগণেরও অভিভাবক ও কার্য নির্বাহক। তাহাদের প্রতি যে সকল স্বামী অত্যাচার বা অবিচার করিবে, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।

(৩৫) وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ○

৩৫. "তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করিলে তোমরা তাহার পরিবার হইতে একজন ও উহার পরিবার হইতে একজন সালিস নিযুক্ত করিবে। তাহারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাহিলে আল্লাহ তাহাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির প্রথম পর্যায় ও উহার প্রতিকারের বর্ণনা দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত সম্পর্কের অবনতির দ্বিতীয় পর্যায় ও উহার প্রতিকারের বর্ণনা দিতেছেন। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির প্রথম পর্যায় হইতেছে শুধু স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর প্রতি অবাধ্যতা ও আনুগত্যহীনতা এবং উহার দ্বিতীয় পর্যায় হইতেছে স্বামী ও স্ত্রী উভয় পক্ষ হইতে পরস্পরের প্রতি বিরক্তি ও বীতস্পৃহা। কোন দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিরাগ ও অনীহার সমস্যা দেখা দিলে উহার সমাধানের পথে-নির্দেশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا.

'আর তোমরা উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকা করিলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন বিচারক প্রেরণ কর।'

ফকীহগণ বলিয়াছেন, দম্পত্তির মধ্যে যখন অবনিবনা দেখা দেয়, সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা তখন তাহাদের বিষয়টি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দায়িত্বে ছাড়িয়া দিবেন। তিনি তাহাদের বিষয়টি গভীরভাবে সমীক্ষা করিয়া উভয়ের মধ্যকার সীমালংঘনকারীকে তাহার সীমালংঘন কার্য হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে এবং উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমে তিক্ত হইতে তিক্ততর হইতে থাকিলে সংশ্লিষ্ট শাসনকর্তা স্ত্রীর আত্মীয়দের

মধ্য হইতে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এবং স্বামীর আত্মীয়দের মধ্য হইতে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা একত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতির বিরোধের বিষয়টি গভীরভাবে সমীক্ষা করিয়া নিজেদের বিবেক অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে মিলন অথবা বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে, শরীআত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলনকে উৎসাহিত করিয়াছে। অতএব সালিসদ্বয় বিচ্ছেদের পথ যথাসম্ভব এড়াইয়া উভয়ের মধ্যে মিলনের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিবেন। মূলত বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলন শরীআতের কাম্য বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা বিচারক নিযুক্তির ব্যবস্থার অব্যবহিত পরে বলিতেছেন ঃ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.

'বিচারকদ্বয় মিলনের ব্যবস্থায় ইচ্ছুক হইলে আল্লাহ (দম্পতির) উভয়ের মধ্যে মিলন আনিয়া দিবেন।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, সমাজের নেতৃবৃন্দ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হইতে একজন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। তাহারা দেখিবেন, দম্পতির মধ্য হইতে কে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততার জন্যে দায়ী। স্বামী দায়ী হইলে সমাজের নেতৃবৃন্দ স্ত্রীর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শ হইতে স্বামীকে বঞ্চিত রাখিবেন এবং তাহার আচরণ সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের খরচ বহন করিতে স্বামীকে বাধ্য করিবেন। পক্ষান্তরে সম্পর্কের তিক্ততার জন্যে স্ত্রী দায়ী হইলে তাহারা স্বামীর সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে থাকিতে স্ত্রীকে বাধ্য করিবেন এবং তাহাকে ভরণ-পোষণের আলাদা খরচ হইতে বঞ্চিত রাখিবেন। সালিসদ্বয় দম্পতির মধ্যে মিলন বা বিচ্ছেদ যাহাই ঘটানো সঠিক মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। তাহারা উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার সিদ্ধান্ত করিবার পর যদি দম্পত্তির একজন উহাতে সম্মত এবং অন্যজন অসম্মত থাকে এবং এই অবস্থায়ই একজনের মৃত্যু ঘটে, তবে দেখিতে হইবে মিলনে সম্মত ও অসম্মত দুইজনের কাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মিলনে অসম্মত সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে অপর সদস্য তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে মিলনে সম্মত সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে অপর সদস্য তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন জারীর (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র).......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা মুআবিয়া ও আমি সালিস নিযুক্ত হইয়া প্রেরিত হই। সনদের অন্যতম রাবী মুআম্মার বলেন ঃ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হযরত উসমান (রা) তাঁহাদিগকে সালিস নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা দম্পতির মধ্যে মিলন অথবা বিচ্ছেদ যাহাই মুনাসিব মনে কর, করিতে পার।

ইব্‌ন জারীর ও আবদুর রাযযাক (র)......ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা বিনতে উতবা ইব্‌ন রবীআ নাম্নী জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলেন। ফাতিমা আকীলকে বলিলেন, আপনি আমার নিকট গমন করিবেন আর আমি আপনার খরচ বহন করিব। অতঃপর আকীল তাহার নিকট গমন করিলে তিনি তাহার নিকট

জিজ্ঞাসা করিলেন, উতবা ইব্ন রবীআ ও শায়বা ইব্ন রবীআ (মৃতুর পর) কোথায় অবস্থান করিতেছে ? আকীল উত্তর করিলেন, (তাহারা) তোমার বামদিকে দোযখে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে ফাতিমা রাগান্বিত হইয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় পরিধেয় ঠিক করিয়া পরিধান করিলেন (এবং আকীলকে স্বীয় সংগ হইতে বঞ্চিত করিলেন)। একদা ফাতিমা হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বিবৃত করিলেন। ইহা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) হাসিলেন। তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা)-কে সালিস নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, 'আমি নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইব।' হযরত মুআবিয়া (রা) বলিলেন, 'আবদ্ মান্নাফ'-এর বংশধরদের মধ্যকার দুই ব্যক্তির মধ্যে আমি কিছুতেই বিচ্ছেদ ঘটাইব না। অতঃপর তাঁহারা দম্পতিটির নিকট আগমন করিলেন। দেখিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ এবং তাহারা উভয়ে ঘরের মধ্যে রহিয়াছেন। ইহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত মুআবিয়া (রা) ফিরিয়া গেলেন।

আবদুর রাযযাক (র)......উবায়দা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবায়দা বলেন ঃ একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার নিকট একটি মহিলা ও তাহার স্বামী আগমন করিল। প্রত্যেকের সঙ্গে একদল লোক ছিল। প্রত্যেক পক্ষের লোকজন একজন করিয়া সালিস মনোনীত করিল। হযরত আলী (রা) সালিসদ্বয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উপর কি দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিতেছ ? তোমাদের দায়িত্ব এই যে, তোমরা উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটানো যথাযথ মনে করিলে তাহাই করিবে। তখন মহিলাটি বলিল, আল্লাহর কিতাব আমার পক্ষে বা বিপক্ষে যে ফায়সালাই দিক, আমি উহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছি। তদুত্তরে পুরুষটি বলিল, আমি কিন্তু বিচ্ছেদে সম্মত নহি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহর কিতাব তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে যে ফায়সালাই দিক না কেন, উহাতে তোমার সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) উপরোক্ত হাদীস (তাঁহার গ্রন্থে) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আলী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ফকীহগণ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলন ও বিচ্ছেদ যে কোনটি ঘটাইবার অধিকার ও ক্ষমতাই সালিসদ্বয়ের রহিয়াছে। এমনকি ইবরাহীম নাখঈ (র) বলিয়াছেন যে, সালিসদ্বয় এক তালাক, দুই তালাক অথবা তিন তালাকের মাধ্যমে যেভাবে চাহেন সেভাবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার ক্ষমতার অধিকারী। ইমাম মালিক (র) হইতেও এইরূপ একটি অভিমত বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন যে, সালিসদ্বয়ের মিলন ঘটাইবার অধিকার রহিয়াছে, বিচ্ছেদ ঘটাইবার অধিকার নাই। কাতাদা, যায়দ ইব্ন আসলাম, ইমাম আহমদ, আবূ সাওর এবং আবূ দাউদও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশকে তাঁহারা নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপন করেন ঃ

إِنْ يُّرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا.

'সালিসদ্বয় বিবদমান দম্পতির মধ্যে মিলন ও সন্ধি চাহিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যে মিলন ও সন্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।'

তাহারা বলেন, আয়াতে সন্ধি ও মিলনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে; কিন্তু উহাতে বিচ্ছেদ ও তালাকের কথা উল্লেখিত হয় নাই। তবে ইহাও ঠিক কথা যে, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া যদি বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, তবে তাহারা যে মিলন ও বিচ্ছেদ যে কোনটি ঘটাইবার অধিকারী, সে সম্পর্কে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

সালিসদ্বয় কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের দায়িত্বের পরিধি কতদূর পর্যন্ত, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন, সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং বিবদমান দম্পতির সম্মতি থাকুক অথবা না থাকুক, তাহারা মিলন অথবা বিচ্ছেদ যে কোনটির পক্ষে রায় দিবার অধিকারী।

ইমাম শাফিঈর সর্বশেষ অভিমত ইহাই। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং তাঁহার সঙ্গীগণের মাযহাবও ইহাই। উল্লেখিত অভিমত পোষণকারীদের প্রমাণ হইতেছে ঃ

فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا.

'তোমরা পুরুষের পক্ষের একজন বিচারক ও নারীর পক্ষের একজন বিচারক প্রেরণ কর।'

তাঁহারা বলেন, আয়াতে বিবদমান দম্পতির বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিচারক প্রেরণের নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বিচারকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বাদী-বিবাদীর সম্মতি ব্যতিরেকেই রায় দিতে পারেন এবং তাঁহার রায় কার্যকর হইবে। আয়াতের বাহ্য অর্থ ইহাই।

কোন কোন ফকীহ্ বলেন, সালিসদ্বয় বিবদমান দম্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা যে কোন রায় দিবার অধিকারী। তাহাদের প্রমাণ হইতেছে হযরত আলী (রা)-এর উপরোল্লেখিত ঘটনা। উক্ত ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবদমান স্বামী 'আমি কিন্তু বিচ্ছেদে সম্মত নহি' বলিলে হযরত আলী (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি ভুল বলিয়াছ। মহিলাটি যেরূপে মিলন বা বিচ্ছেদ যে কোনরূপ মীমাংসাই প্রদত্ত হউক, উহাতে সম্মত রহিয়াছে, তোমাকেও সেইরূপ উহাতে সম্মত থাকিতে হইবে।' উপরোক্ত অভিমত পোষণকারী ফকীহগণ বলেন, 'আলোচ্য ঘটনায় জানা যায়, হযরত আলী (রা) বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে যে কোন রায় মানিয়া লইবার সম্মতি আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। সালিসদ্বয় শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত বিচারক হইলে হযরত আলী (রা) যে কোন মীমাংসা মানিয়া লইবার ব্যাপারে বিবদমান স্বামীর নিকট হইতে সম্মতি আদায় করিয়া লইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শায়খ আবূ উমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলিয়াছেন, 'ফকীহগণ এ সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলন ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে সালিসদ্বয়ের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বিচ্ছেদের রায় অগ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহারা এ ব্যাপারেও ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মিলনের কাজ করিবার উদ্দেশ্যে বিবদমান পক্ষদ্বয় সালিসদ্বয়ের প্রতি ক্ষমতা অর্পণ না করিলেও তাহারা মিলনের পক্ষে রায় দিলে উহা কার্যকর হইবে। বিচ্ছেদের পক্ষে তাহাদের রায় কার্যকর হইবে কিনা, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ্র অভিমত এই যে, বিবদমান দম্পতি বিচ্ছেদের ফয়সালা দিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে না দিলেও তাহাদের সেইরূপ ফয়সালাও মিলনের ফয়সালার ন্যায় কার্যকর হইবে।'

(٣٦) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

৩৬. **"আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরীক করিবে না; এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যে দাম্ভিক ও আত্মগর্বী, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন না।"**

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক বানাইতে নিষেধ করিতেছেন। কারণ তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং সর্বাবস্থায় সর্বদা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি কৃপা প্রদর্শনকারী। অতএব মানুষের পক্ষে ইহাই সমীচীন ও যুক্তিসংগত যে, সে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সৃষ্টির কোন কিছুকে তাঁহার সহিত শরীক বানাইবে না।

এইরূপে হাদীসে আসিয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বান্দার নিকট আল্লাহ্র হক ও প্রাপ্য কি কি তাহা কি জান ? হযরত মুআয (রা) আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই এতদসম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা এই যে, তাঁহার ইবাদত করিবে এবং কোন কিছুকে তাঁহার সহিতে শরীক ঠাওরাইবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ বান্দা যখন তাঁহার উক্ত কর্তব্য পালন করে, তখন আল্লাহর নিকট বান্দার হক ও প্রাপ্য কি হয় তাহা জান কি ? উহা এই যে, আল্লাহ তাহাকে আযাব দিবেন না।

মানুষকে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিবার ও তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক ঠাওরাইতে নিষেধ করিবার পর আয়াতের وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অংশে আল্লাহ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ অনস্তিত্বের অবস্থা হইতে মানুষকে অস্তিত্বের অবস্থায় আনিতে আল্লাহ তা'আলা তাহার মাতাপিতাকে মাধ্যম বানাইয়াছেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা একাধিক স্থানে মানুষের কর্তব্য হিসাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং মাতাপিতার প্রতি সদাচার এই দুইটি বিষয়কে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। যেরূপ তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ

'আমার প্রতি এবং স্বীয় মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا.

'আর তোমার প্রতিপালক প্রভু নির্দেশ দিয়াছেন যে, শুধু তাঁহার ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। আর মাতাপিতার প্রতি সদাচার কর।'

মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করিবার নির্দেশ দিবার পর আয়াতের وَبِذِى الْقُرْبٰى অংশে আল্লাহ তা'আলা রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচরণ করিবার নির্দেশ দিতেছেন। এই প্রসঙ্গে হাদীসে আসিয়াছে ঃ

মিসকীনকে দান-খয়রাত করিবার মধ্যে শুধু সদকা করিবার পূণ্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনকে দান-খয়রাত করিবার মধ্যে দুইটি পূণ্য রহিয়াছে। সদকা করিবার পূণ্য এবং রক্তের সম্পর্কের 'হক' আদায় করিবার পূণ্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَالْيَتٰمٰى

'আর ইয়াতীমদের প্রতি সদাচার কর।'

কারণ ইয়াতীমদিগকে ভরণ-পোষণ প্রদান করিবার এবং তাহাদের ভাল-মন্দ দেখিবার কেহ নাই।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَالْمَسٰكِيْنِ

'আর মিসকীনদের প্রতি সদাচার কর।'

যাহাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন পূরণের কেহ নাই, সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণই হইতেছে মিসকীন। মিসকীনদের জরুরী প্রয়োজনের জন্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিতেছেন। সূরা-বারাআতে তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কলিয়াছেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইল 'রক্ত সম্পর্কিত প্রতিবেশী' এবং الْجَارِ الْجُنُبِ হইতেছে 'রক্ত সম্পর্কহীন প্রতিবেশী।'

ইকরিমা, মুজাহিদ, মাইমূন ইব্ন মাহরান, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং কাতাদা হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। নওফ আল বিকালী হইতে আবূ ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, নওফ বলেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইতেছে মুসলিম প্রতিবেশী এবং الْجَارِ الْجُنُبِ হইতেছে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান প্রতিবেশী। ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম আবূ ইসহাকের উপরোক্ত বর্ণনাটি তাঁহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আলী (রা)-ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে শা'বী ও জাবির আল-জা'ফী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى হইতেছে সহধর্মিণী। মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে, الْجَارِ الْجُنُبِ হইল 'সফরের সঙ্গী'।

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালনের তাকীদ সম্পর্কীয় অনেক হাদীস রহিয়াছে। এখানে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহই সাহায্যকারী এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য চাই।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীদের কর্তব্য পালন

সম্পর্কে সর্বদা এইরূপ তাকীদ করিয়া আসিতেছেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য পালন সম্পর্কে সর্বদা এইরূপ তাকীদ দিয়া আসিতেছেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে, তিনি অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম তিরমিযীও এইরূপ একটি অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে 'হাসান-গরীব' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুজাহিদ এইরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম সঙ্গী হইতেছে সেই সঙ্গী, যে তাহার সঙ্গীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে। তেমনি আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যে তাহার প্রতিবেশীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে।"

ইমাম তিরমিযী উহাকে 'হাসান-গরীব' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্বীয় প্রতিবেশীকে অভুক্ত ও অতৃপ্ত রাখিয়া কেহ যেন তৃপ্তির সহিত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)...... মিকদাদ ইব্‌নুল আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যভিচার সম্পর্কে তোমরা কি বল ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, উহা হারাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাকে হারাম করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ কোন প্রতিবেশীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইবার চাইতে অপ্রতিবেশী দশজন নারীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া নিশ্চয়ই মানুষের জন্য ক্ষুদ্রতর পাপের কাজ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, চৌর্য্যবৃত্তি সম্পর্কে তোমরা কি বল ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহা হারাম করিয়াছেন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কোন

প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করিবার চাইতে অপ্রতিবেশীর দশটি ঘরে চুরি করা নিশ্চয়ই মানুষের জন্য ক্ষুদ্রতর পাপের কাজ।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে উক্ত হাদীসের সমর্থনসূচক নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে ঃ

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ জঘন্যতম গুনাহ এই যে, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক ঠাওরাইবে। আমি আরয করিলাম, অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ এই যে, তোমার সন্তান তোমার খাদ্যে ভাগ বসাইবে এই ভয়ে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। আমি আরয করিলাম, অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অতঃপর জঘন্যতম গুনাহ এই যে, স্বীয় প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যাভিচার করিবে।

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম আহমদ (র).......জনৈক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আনসার সাহাবী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) একস্থানে দন্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার সহিত একটি লোক তাঁহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি ভাবিলাম, উভয়ের মধ্যে হয়ত কোন জরুরী আলাপ হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, তাঁহার ক্লান্তির জন্যে আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি আপনার সহিত এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছিল যে, আপনার ক্লান্তির জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? আমি আরয করিলাম ঃ হ্যাঁ। তিনি পুনরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তিনি কে তাহা কি তুমি জানো ? আমি আরয করিলাম, না। তিনি বলিলেন ঃ তিনি হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করিবার বিষয়ে আমাকে এইরূপে তাকীদ দিতেছিলেন যে, আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি তাহাকে সালাম দিলে তিনি নিশ্চয়ই তোমার সালামের উত্তর দিতেন।

সপ্তম হাদীস

আবদ্‌ ইব্‌ন হুমাইদ (র).......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা মদীনার শহরতলী হইতে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আগমন করিল। রসূলুল্লাহ (সা) ও জিবরাঈল (আ) তখন জানাযার নামায পড়িবার স্থানে নামায আদায় করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে হইতে ফিরিয়া আসিলে লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটিকে আপনার সহিত নামায পড়িতে দেখিলাম, তিনি কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ তুমি অনেক কল্যাণের বিষয় দেখিয়াছ। ইনি জিবরাঈল। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য পালন করিবার

ব্যাপারে আমাকে এইরূপ তাকীদ দিতেছিলেন যে, আমার ধারণা জন্মিয়াছিল, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী করিবেন।

আবদ্ ইব্‌ন হুমাইদ তাঁহার সংকলিত মুসনাদ গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিত সনদে একমাত্র তিনিই উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসটি পূর্বতন হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

অষ্টম হাদীস

আবূ বকর আল-বাযযার (র).......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিবেশী তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার একটামাত্র হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া ক্ষুদ্রতম প্রতিবেশী। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার দুইটা হক প্রাপ্য থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিবেশী হইতেছে সেই প্রতিবেশী, যাহার তিনটা হক প্রাপ্য থাকে। এই শ্রেণীর প্রতিবেশী তাহার প্রাপ্য হকের দিক দিয়া বৃহত্তম প্রতিবেশী। যে প্রতিবেশীর একটি মাত্র হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত সম্পর্কহীন মুশরিক প্রতিবেশী। তাহার শুধু প্রতিবেশীত্বের হক প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর দুইটি হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে মুসলিম প্রতিবেশী। মুসলিম হইবার হক এবং প্রতিবেশীত্বের হক-এই দুইটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে। যে প্রতিবেশীর তিনটি হক প্রাপ্য থাকে, সে হইতেছে রক্ত-সম্পর্কিত মুসলিম প্রতিবেশী। প্রতিবেশীত্বের হক, মুসলিম হইবার হক এবং রক্ত-সম্পর্কের 'হক'-এই তিনটি হক তাহার প্রাপ্য থাকে।

উল্লিখিত হাদীসের সর্বনিম্ন রাবী হাদীস শাস্ত্রবিদ বাযযার বলিয়াছেন, আলোচ্য হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইব্‌নুল ফযল হইতে ইব্‌ন আবূ ফুদাইক ভিন্ন অন্য কোন রাবী এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

নবম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দুজন প্রতিবেশী আছে। তাহাদের কোনজনকে উপঢৌকন দিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তোমার দুয়ার হইতে স্বল্পতম দূরত্বে বসবাসকারী প্রতিবেশীকে।

ইমাম বুখারী (র) উপরিউক্ত হাদীস শু'বা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম হাদীস

ইমাম তাবাবানী ও আবূ নুআইম (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক সাহাবী রাবী বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) উযূ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার উযূর পানি গায়ে মাখিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তোমরা এইরূপ করিতেছ ? সাহাবীগণ আরয করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসার কারণে আমরা এইরূপ করিতেছি। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর প্রতি ভালবাসা যাহাকে আনন্দ

দেয়, সে যেন কথা বলিবার সময়ে সত্য কথা বলে এবং তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে উহা যথাযথভাবে মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়া।

একাদশ হাদীস

ইমাম আহমদ (র).......ইব্ন লাহীআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিনে প্রথম বাদী-বিবাদী হইবে দুইজন প্রতিবেশী।

প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদানের পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

'পার্শ্বচরের প্রতি সদাচার কর।'

সাওরী (র).......হযরত আলী (রা) ও হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ (পার্শ্চচর) হইতেছে সহধর্মিণী বা স্ত্রী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলিয়াছেন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, ইব্রাহীম আন-নাখঈ এবং বসরী (র) হইতেও الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ -এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা রহিয়াছে। তাঁহার অন্যতম বর্ণনাও অনুরূপ।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে মেহমান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা ও কাতাদা বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে ভ্রমণ সঙ্গী।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে সৎ-সঙ্গী।

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ اَلصَّاحِبُ بِالْجَنْبِ হইতেছে ভ্রমণ বা গৃহে অবস্থান যে কোন অবস্থার সঙ্গী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَابْنِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ 'মুসাফিরের প্রতি সদাচার করো।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল তাফসীরকার হইতে ابْنِ السَّبِيْلِ -এর ব্যাখ্যা 'মেহমান' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ, আবূ জা'ফর আল-বাকির, হাসান বসরী, যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন ঃ ابْنَ السَّبِيْلِ হইতেছে সেই পথিক যে পথিক পথ চলিবার কালে কাহারও নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করে। ابْنِ السَّبِيْلِ -এর উক্ত ব্যাখ্যাই শব্দের অর্থের সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত ও স্পষ্টতর। যাহারা উহার ব্যাখ্যা 'মেহমান' করিয়াছেন, তাহারা যদি মেহমান (অতিথি) বলিতে পথিক অতিথি বুঝাইয়া থাকেন, তবে উভয় ব্যাখ্যাকেই এক বলিতে হইবে। সূরা বারাআতে এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হইবে। আল্লাহই ভরসাস্থল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী হইয়াছে, তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।'

আয়াতের এই অংশে যেই দাস-দাসীদের প্রতি সদাচার করিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারা মালিকের অধীন হইয়া থাকে। জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ তাহাদের নাগালের বাহিরে অবস্থান করে। এই কারণেই আল্লাহর রাসূল (সা) মৃত্যুশয্যায় স্বীয় উম্মতকে এই সম্পর্কে একাধিকবার তাকীদ দিয়াছেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন ঃ 'নামায! নামায! আর তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী হইয়াছে তাহার!' তিনি ইহা বার বার বলিতেছিলেন এবং ইহা তাঁহার মুখে অব্যাহতভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া উচ্চারিত হইতেছিল।

ইমাম আহমদ (র).......মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি নিজেকে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান। স্বীয় সন্তান-সন্তুতিকে যাহা খাওয়াও, তাহাও তোমার দান আর যাহা স্বীয় খাদিমকে খাওয়াও, তাহাও তোমার দান।

ইমাম নাসাঈও উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী বাকিয়া সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সনদ সহীহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি তাঁহার নিযুক্ত জনৈক তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাস-দাসীকে কি তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য দিয়াছ? তত্ত্বাবধায়ক নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি নির্দেশ দিলেন, যাও; তাহাদিগকে তাহাদের খাদ্য দাও। কারণ আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির স্বীয় দাস-দাসীকে তাহাদের প্রাপ্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখাই তাহার গুনাহগার হইবার জন্যে যথেষ্ট। ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূল করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দাস বা দাসীর জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিধেয় তাহার প্রাপ্য। সে যে কাজ করিতে পারে, তাহার দ্বারা শুধু সেই কাজই লওয়া যাইবে। এই হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারও নিকট যখন তাহার সেবক তাহার খাদ্য লইয়া আসে, তখন সে যদি সেবককে নিজের সঙ্গে বসাইয়া না-ও খাওয়ায়, তবে অন্তত যেন তাহাকে উক্ত খাদ্য হইতে দুই-এক গ্রাস প্রদান করে। কারণ সে-ই তো উক্ত খাদ্য পাকাইবার তাপ ও অন্যান্য কষ্ট সহিয়াছে।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উপরোল্লেখিত শব্দে উহা শুধু ইমাম বুখারী (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভাষ্য হইতেছে এই ঃ তবে যেন সে তাহাকে সঙ্গে বসাইয়া খাওয়ায়। আর যদি পরিবেশিত খাদ্য পরিমাণে কম হয়, তবে অন্তত যেন তাহার হাতে দুই-এক লোকমা খাদ্য দেয়।

হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তাহারা (দাসগণ) তোমাদের ভাই ও তোমাদের খাদিম। আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া

দিয়াছেন। যাহার ভাই তাহার অধীনে থাকে, সে নিজে যাহা খায়, তাহাকে যেন তাহাই খাওয়ায় এবং নিজে যাহা পরিধান করে, তাহাকেও যেন তাহাই পরিধান করায়। আর তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত কাজ করিতে আদেশ করিও না। যদি কখনো এইরূপ করো, তবে তাহাদিগকে উহাতে সাহায্য করিও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا.

অর্থাৎ 'আল্লাহ কিছুতেই অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।'

"مُخْتَال"-নিজের মনে অহংকারী; "فَخُوْر" -অপরের প্রতি দাম্ভিক। এইরূপ ব্যক্তি নিজের নিকট বড়, আল্লাহ তা'আলার নিকট তুচ্ছ এবং মানুষের নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ "مُخْتَال" অর্থ অহংকারী এবং "فَخُوْر" অর্থ হইল-যে ব্যক্তি মানুষকে দান করিয়া উহা লইয়া বড়াই করে এবং আল্লাহ তাহাকে যে নিআমত দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত নিআমত লইয়া মানুষের নিকট দম্ভ প্রকাশ করে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ-রাজা আল-হারবী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ-রাজা বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক দুরাচারী ব্যক্তিই দাম্ভিক ও অংহকারী হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

তিনি আরও বলেন ঃ মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই দাম্ভিক, হতভাগ্য ও বদবখত হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا

অর্থাৎ আমার প্রতিপালক প্রভু মাতার প্রতি সদাচার করিবার জন্যে আমার প্রতি আদেশ করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে দাম্ভিক ও বদবখত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম......আওয়াম ইব্ন হাওশাব হইতে المختال-الفخور। শব্দদ্বয়ের অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......মুতাররিফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুতাররিফ বলেন ঃ একদা আমার নিকট হযরত আবূ যর (রা)-এর বরাতে একটি হাদীস পৌঁছিয়াছিল। আমি সেই সম্পর্কে জানিবার জন্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আগ্রহী ছিলাম। অতঃপর তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ যর ! আমি শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়া থাকেন, আল্লাহর রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ব্যক্তিকে ভালবাসেন এবং তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন। হযরত আবূ যার (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। তুমি কি মনে করো যে, আমি আমার প্রিয় বন্ধুর বিরুদ্ধে তিনটি মিথ্যা কথা বলিতে পারি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ যে তিন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তাহারা কাহারা ? তিনি উত্তর করিলেন, অহংকারী ও দাম্ভিক। অতঃপর হযরত আবূ যর (রা) বলিলেন, এই সম্পর্কে আল্লাহর কালামে তোমরা কি এই আয়াত দেখিতে পাও নাই ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا।

ইব্নে আবূ হাতিম (র)........বনু হুজাইম গোত্রের জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত অজ্ঞাতনামা সাহাবী (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আমাকে উপদেশ দিন। তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ সাবধান ! পরিধেয় বস্ত্রকে টাখনুর নিম্নে ছাড়িয়া দিও না। কারণ, টাখনুর নিম্নে পরিধেয় বস্ত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া দাম্ভিকতা, আর আল্লাহ্ দাম্ভিককে ভালবাসেন না।

(٣٧) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○
(٣٨) وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا ○
(٣٩) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ○

৩৭. "যাহারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় ও আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে যাহা দিয়াছেন, তাহা গোপন করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।"

৩৮. "এবং যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্যে তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও শেষদিনে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না; এবং শয়তান কাহারও সঙ্গী হইলে সেই সঙ্গী কতই মন্দ !"

৩৯. "তাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করিলে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে ব্যয় করিলে তাহাদের কি ক্ষতি হইত? আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালভাবে জানেন।"

তাফসীর ঃ পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের অহংকার ও দম্ভের আনুসংগিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তি হইতেছে সেই সকল লোক, যাহারা পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত মাতাপিতার প্রতি সদাচার ও অন্যান্য সৎকার্যে সম্পদ ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে এবং স্বীয় সম্পদে নিহিত আল্লাহর হক তাঁহাকে প্রদান করে না। অধিকন্তু অপর মানুষকে কৃপণতার আদেশ দেয়। কৃপণতা সম্পর্কে হাদীসে আসিয়াছে যে, কৃপণতা হইতে অধিকতর মারাত্মক রোগ আর আছে কি ?

অনুরূপভাবে নবী করীম (সা) অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ সাবধান! কৃপণতা হইতে দূরে থাকো। কারণ, উহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উহা তাহাদিগকে রক্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বলিয়াছে আর তাহারা উহা করিয়াছে। উহা তাহাদিগকে অন্যায়-অনাচার করিতে নির্দেশ দিয়াছে আর তাহারা অন্যায়-অনাচার করিয়াছে।

অহংকারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিদের ন্যায় কৃপণদের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই, আল্লাহ তাহাদিগকে যে নিআমত দান করিয়াছেন, তাহারা তাহা গোপণ করে। কারণ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর নিআমতকেই অস্বীকার করিয়া থাকে। তাই তাহার আহারে, তাহার পরিধানে এবং তাহার দান-খয়রাতে উক্ত নিআমত প্রকাশ পায় না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ. وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ.

'নিশ্চয়ই মানুষ তাহার প্রতিপালক প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ। সে নিজেই তাহার এই চরিত্রের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা। আর সে ধন-সম্পদের প্রতি অত্যন্ত লোভী।'

কৃপণ ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর দানকে গোপন করে। এই কারণেই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাহাদের শাস্তির বিষয় উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে الكافرين। নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কারণ الكافر। শব্দের অর্থ হইতেছে গোপণকারী। আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

'আর কাফিরদের জন্যে আমি লাঞ্ছনাকর শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।'

পবিত্র হাদীসে আসিয়াছে ঃ আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে তাঁহার কোন দানে বিভূষিত করেন, তখন তিনি তাহার আচরণে উহার নিদর্শন দেখিতে চাহেন। আল্লাহ নবী (সা)-এর একটি দু'আ হইতেছে ঃ

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا

'আর আমাদিগকে বানাও তোমার দানের প্রতি কৃতজ্ঞ, তৎসম্পর্কে তোমার প্রশংসাকারী এবং কৃতজ্ঞচিত্তে উহাকে গ্রহণকারী। আর উহা আমাদের উপর পূর্ণরূপে বর্ষণ কর।'

পূর্বসূরী কোন কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী জানিয়াও উহা গোপণ করিত এবং উহা স্বীকার তথা প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপরিউক্ত স্বভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে الكافرين। নামে আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন ঃ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

ইব্ন ইসহাক (র) ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) প্রমুখ একাধিক ব্যাখ্যাকারও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আয়াতের শব্দসমূহের মধ্যে এইরূপ অর্থের অবকাশ রহিয়াছে। তবে আয়াতের গ্রন্থি, অবস্থিতি ও পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় ইহা স্পষ্ট যে, البخل। বলিতে এখানে ধন-সম্পত্তির বিষয়ে কৃপণতাকে বুঝানো হইয়াছে। অবশ্য জ্ঞানের বিষয়ে কৃপণতা স্বাভাবিকভাবেই البخل।-এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি অর্থ ব্যয়ের কথা বলা হইয়াছে। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতেও অর্থ ব্যয়ের কথা বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতেও অর্থ-ব্যয় সম্পর্কিত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কৃপণতার উল্লেখের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিতেছেন। তাহারা মানুষের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি কিনিবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে এবং উহা দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্য তাহাদের অন্তরে থাকে না। এই প্রসঙ্গে হাদীসে আসিয়াছে যে, তিন শ্রেণীর লোক দোযখে সর্ব প্রথম প্রবিষ্ট হইবে। তাহারা হইতেছে ঃ ১. আলিম, ২. মুজাহিদ ও ৩. দাতা। অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার এবং তাহাদের নিকট হইতে সুনাম ও সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে কিংবা ধর্মযুদ্ধ করিয়াছে অথবা অর্থ-ব্যয় করিয়াছে, তাহারা জাহান্নামী। তখন দাতা ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ! তুমি আমার যে অর্থ তোমার পথে ব্যয়িত দেখিতে চাহিয়াছ, উহা তোমার পথে ব্যয় করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি তো শুধু চাহিয়াছ যে, লোকে বলিবে, তুমি বড় দানশীল। উহা তো বলাই হইয়াছে।

পবিত্র হাদীসে আরো আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) হাতিম তাঈর পুত্র আদীকে বলিয়াছিলেন ঃ দান-সাখাওয়াত দ্বারা তোমার পিতার একটি উদ্দেশ্য ছিল এবং তিনি তো উহা (সুখ্যাতি) পাইয়াছেনই।

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে, জাহিলী যুগের দানশীল আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুদআন সম্পর্কে একদা আল্লাহর রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহার দানশীলতা ও দাস মুক্ত করা কি তাহার কোন উপকারে আসিবে ? তিনি বলিলেন ঃ না; সে জীবনে একদিনও বলে নাই, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! বিচারের দিনে ইহার বিনিময়ে আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিও।

মূলত যাহারা লোককে দেখাইবার জন্যে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহ্ ও পরকালের বিশ্বাস যে তাহাদিগকে উক্ত কার্যে অনুপ্রাণিত করে না, উহা জ্ঞাত করাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'আর যাহারা না আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে, আর না পরকালে বিশ্বাস রাখে।'

অর্থাৎ আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিবার পরিবর্তে লোকের নিকট হইতে সুখ্যাতি পাইবার উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিতে শয়তানই তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে। শয়তান তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, মিথ্যা আশা দিয়াছে এবং তাহার সহচর ও বন্ধু সাজিয়াছে। যাহার ফলে অন্যায় তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও লোভনীয় বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। শয়তানের উক্ত প্ররোচনার কথাই আয়াতের নিম্ন অংশে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا.

'আর শয়তান কাহারও বন্ধু হইলে সে বড় জঘন্য বন্ধু হয়।'

কবি বলিয়াছেন ঃ

عن المرأ لا تسئل وسل عن قرينه – فكل قرين بالمقارن يقتدى

'কোন ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ তাহা জানিবার জন্যে সরাসরি তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই; বরং তাহার সহচর ও বন্ধুর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। কারণ প্রত্যেক সহচর ও বন্ধুই তাহার সহচর ও বন্ধুকে অনুসরণ করিয়া চলে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যদি তাহারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রশংসিত পথে বিচরণ করে, রিয়া বা লোককে দেখাইবার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক ইখলাস বা একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সৎকর্ম সম্পাদন করিবার দিকে ফিরিয়া আসে, যাহাতে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত পথে অর্থ ব্যয়কারীদের জন্যে নির্ধারিত পুরস্কার তাহারা আখিরাতে লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। আল্লাহ মানুষের মনের ভাল বা মন্দ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। তিনি জানেন, কে সৎকার্যের তাওফীক পাইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি সৎকার্যের তাওফীক ও ক্ষমতা পাইবার যোগ্য প্রমাণিত হয়, তিনি তাহাকে উহা সম্পাদন করিবার তাওফীক প্রদান করেন, তাহার বিবেক ও অনুভূতির নিকট সৎপথকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন এবং যে কার্যে তিনি সন্তুষ্ট, সেই কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিয়া রাখেন। তিনি জানেন, কে কে লাঞ্ছিত হইবার এবং মহাপ্রভুর দরবার হইতে বিতাড়িত হইবার যোগ্য। যে ব্যক্তি তাহার দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে, সে ইহকাল ও পরকালে জঘন্য ক্ষতির কবলে পতিত হইয়াছে। আমরা আল্লাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

(٤٠) إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

(٤١) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيدًا ۝

(٤٢) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ ۗ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَدِيثًا ۝

৪০. "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে মহা পুরস্কার প্রদান করেন।"

৪১. "যখন প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব, তখন কি অবস্থা হইবে?"

৪২. "যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে, তাহারা সেদিন কামনা করিবে—যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত! তাহারা আল্লাহ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিনে তিনি কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করিবেন না; বরং সামান্যতম নেকী বা বদীরও প্রতিদান উহার প্রাপককে প্রদান করিবেন। তেমনি সামান্যতম কৃতকর্মটি নেকীর কার্য হইলে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ.

'আর আমি পুনরুত্থান দিবসে ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করিব। অতএব কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না। তাই কোন কৃতকর্ম সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্র হইলেও আমি উহা উপস্থাপন করিব; আর আমি বিচারের জন্য যথেষ্ট বটে।'

অনুরূপভাবে স্বীয় পুত্রের প্রতি হযরত লুকমানের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوَاتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفُ خَبِيْرٌ.

'হে বৎস! কৃতকর্মটি যদি সরিষার কণা পরিমাণে ক্ষুদ্রও হয় আর উহা পাষানের নিম্নভাগে পৃথিবীর মধ্যে অথবা আকাশসমূহের মধ্যে অবস্থান করে, তথাপি আল্লাহ উহাকে উপস্থাপন করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সূক্ষ্ম জ্ঞানী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ.

'সেই দিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রত্যবর্তন করিবে যাহাতে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম প্রদর্শন করা হয়। যে ব্যক্তি সামান্যতম সৎকার্য সম্পাদন করে, সে উহা দেখিতে পাইবে; আর যে ব্যক্তি সামান্যতম অসৎকার্য সম্পাদন করে, সেও উহা দেখিতে পাইবে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) শাফাআত সম্পর্কীয় দীর্ঘ হাদীসের একাংশে বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, পুনরায় যাও; যাহার হৃদয়ে সরিষার কণা পরিমাণে ঈমান বিদ্যমান দেখ, তাহাকে দোযখ হইতে বাহিরে আন। ইহাতে ফেরেশতাগণ বিপুল সংখ্যক মানুষকে দোযখ হইতে বাহিরে আনিবে। অতঃপর হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এই প্রসঙ্গে তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়িতে পার ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الاية

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আরদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কিয়ামতের দিনে বান্দাকে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সম্মুখে ঘোষক ঘোষণা করিবে, এই ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক। তাহার নিকট কাহারও কোন প্রাপ্য থাকিলে সে যেন তাহার প্রাপ্য প্রাপ্তির জন্যে আগমন করে। ঘোষণা শুনিয়া নারী এই ভাবিয়া আনন্দিত হইবে যে, স্বীয় পিতা অথবা মাতা অথবা ভ্রাতা অথবা স্বামীর নিকট সে হয়ত কোন প্রাপ্য পাইবে। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ.

'সেই দিনে তাহাদের মধ্যে রক্ত সম্পর্ক থাকিবে না আর তাহারা পরস্পর সহানুভূতিমূলক খোঁজ-খবর লইবে না।'

অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নিজস্ব প্রাপ্য হইতে যাহা চাহেন ক্ষমা করিয়া দিবেন; কিন্তু মানুষের প্রাপ্য হইতে কিছুই ক্ষমা করিবেন না। তাই উপস্থাপিত ব্যক্তিকে আল্লাহ আদেশ করিবেন, 'প্রাপক ব্যক্তিদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করো।' সে নিবেদন করিবে, 'হে প্রভু! দুনিয়া তো শেষ হইয়া গিয়াছ। আমি কোথা হইতে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য পরিশোধ করিব ?' তখন আল্লাহ ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিবেন, 'তাহার নেক আমল হইতে প্রত্যেক প্রাপককে তাহার প্রাপ্যের সমতুল্য পরিমাণ নেকী প্রদান করো।' সে ব্যক্তি আল্লাহর ওলী বা প্রিয়পাত্র হইলে এবং তাহার হস্তে সামান্যতম নেকীও অবশিষ্ট থাকিয়া গেলে আল্লাহ তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উহাকে বৃদ্ধি করিয়া এতো অধিক করিবেন যে, উহার সাহায্যেই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا-

আর সে ব্যক্তি হতভাগা ও বদকার হইলে ফেরেশতা বলিবেন, 'হে প্রভু! তাহার সমুদয় সৎকার্য শেষ হইয়া গিয়াছে; অথচ প্রাপ্যের বহু দাবিদার রহিয়া গিয়াছে।' তখন আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, পাওনাদারদের বদ-আমল লইয়া তাহার বদ-আমলের সহিত যোগ করিয়া দাও। অতঃপর তাহাকে দোযখে প্রবিষ্ট করিয়া দাও।

ইমাম ইব্‌ন জারীরও ভিন্ন সনদে যাযান নামক উপরোল্লেখিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে অনুরূপ একটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীসেও এই বর্ণিত হাদীসের সহায়তাকারী হাদীস বিদ্যমান।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, বেদুঈনদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا.

অর্থাৎ 'কোন ব্যক্তি নেককাজ করিলে সে উহার দশগুণ নেকী পাইবে।'

ইহাতে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ওহে আবূ আব্‌দির রহমান! তবে মুহাজিরদের জন্য কি ব্যবস্থা রহিয়াছে ? তিনি উত্তর করিলেন, তাঁহাদের জন্যে উহা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্‌ন জারীর হইতে আয়াতের এই অংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন, সৎকর্মের ফলে কিয়ামতের দিনে মুশরিকের শাস্তিও লঘু করিয়া দেওয়া হইবে।

তবে, দোযখ হইতে কখনো তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। নিম্নের সহীহ্ হাদীসটিকে কেহ কেহ উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

একদা হযরত আব্বাস (রা) মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পিতৃব্য আবূ তালিব আপনার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং আপনাকে সাহায্য করিতেন। আপনি কি তাহার কোন উপকার করিতে পারিয়াছেন ? আল্লাহ্র রাসূল বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি সামান্য আগুনের মধ্যে আছেন। আমি তাহার কোন উপকার করিতে না পারিলে তিনি দোযখের নিম্নতম স্তরে থাকিতেন। কাফিরের সৎকার্য যে আখিরাতে তাহার কোনরূপ উপকার সাধন করিতে পারে, এইরূপ সুযোগ সম্ভবত শুধু আবূ তালিবের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অন্য কোন কফিরকে তাহার সৎকার্য কিয়ামতে কোন উপকার প্রদান করিতে পারিবে না। কারণ সহীহ্ হাদীসে কিয়ামতের দিনে কাফিরের কোন নেকী না থাকিবার কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনের প্রতি অবিচার করেন না। তাহার সৎকর্যের প্রতিদানে দুনিয়াতে তাহাকে রিয্ক দেওয়া হয়। অতঃপর উহারই প্রতিদানে আখিরাতে তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। পক্ষান্তরে কাফিরকে তাহার সৎকার্যের প্রতিদানে ইহজগতে আহার প্রদান করা হয়; পরকালে তাহার নিকট কোন সৎকার্য থাকিবে না।' ইমাম আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) তাঁহার 'মুসনাদ'-এ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

'আর নিজের নিকট হইতে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা), ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহহাক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ নিজের নিকট হইতে জান্নাত প্রদান করিবেন। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁহার সন্তোষ ও জান্নাত প্রার্থনা করি।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আবূ উসমান বলেন ঃ একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আমার নিকট এই বর্ণনাটি পৌঁছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এরূপ বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুমিন বান্দাকে তাহার একটি নেককাজের পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী প্রদান করেন। আবূ উসমান বলেন, আমি ভাবিলাম, অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর অধিকতর সাহচর্য লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে তো এই হাদীস শুনি নাই। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে গমন করিয়াছেন। হাদীসটি যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমিও হজ্জে গমন করিলাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বসরার অধিবাসীগণ আপনার নিকট হইতে যে হাদীসটি বর্ণনা করে, উহা কি সত্য ? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সেই হাদীসটি ? আমি বলিলাম, তাহারা বলে যে, আপনি বলিয়া বেড়ান, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ একটি নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ নেকীতে পরিণত করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, হে আবূ উসমান! ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেছে ? অথচ আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرًا.

‘এমন কে আছে যে আল্লাহকে লাভজনক ঋণ-প্রদান করিবে ? ফলে তিনি তাহার জন্যে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।’

তিনি আরো বলেন ঃ

وَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

অর্থাৎ ‘পরকালীন জীবনের সম্পদের তুলনায় পার্থিব জীবনের সম্পদ একেবারে তুচ্ছ।’

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) আরো বলেন ঃ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, সেই আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া বিশ লক্ষে পরিণত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোল্লেখিত হাদীসকে ‘গরীব’ আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, হাদীসের আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নামক রাবীর নিকট অনেক অসমর্থনীয় হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ নিম্নে বর্ণিত ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ উসমান আন-নাহ্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান আন-নাহ্দী বলেন ঃ আমি একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি বলেন, নিশ্চয়ই একটি নেকীর কাজকে বাড়াইয়া দশ লক্ষ গুণে পরিণত হরা হয়। তিনি বলিলেন, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইতেছ ? আল্লাহ্র শপথ! আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীর কাজকে বাড়াইয়া বিশ লক্ষ গুণে পরিণত করিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ উসমান আন-নাহ্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উসমান বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্য আমার চাইতে অধিকতর পরিমাণে অন্য কেহই লাভ করে নাই। বসরার অধিবাসীগণ তাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিতেছিল যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীকে বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ গুণে পরিণত করিয়া দেন। আমি বলিলাম, আবূ হুরায়রা (রা)-এর সাহচর্য আমিই অন্য লোকের চাইতে বেশি পরিমাণে লাভ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে এই হাদীস তো শুনি নাই। অতঃপর আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে মনস্থ করিলাম। জানিতে পারিলাম, তিনি হজ্জে চলিয়া গিয়াছেন। উক্ত হাদীস যাচাই করিবার নিমিত্ত আমিও হজ্জে গমন করিলাম।

ইব্ন আবূ হাতিম ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ঃ আবূ উসমান (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ উসমান (র) বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! বসরায় আমার বন্ধুদের নিকট হইতে শুনিতে পাইয়াছি যে, তাহারা বলে, আপনি নাকি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকীর পুরস্কার উহার দশ লক্ষ গুণ দান করেন। তদুত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, বরং আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ নেককাজের পুরস্কার বিশ লক্ষ গুণ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং উহার ভীষণতম পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে, পুনরুত্থান দিবসে যখন তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উহার নিকট প্রেরিত নবীকে উপস্থিত করিবেন, তখন কি ভীষণ ও ভয়াবহ অবস্থাই না সমুপস্থিত হইবে !

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ-

'আর পৃথিবী উহার প্রতিপালক প্রভুর আলোকে আলোকিত হইয়া যাইবে, আমলনামা বা কার্যবিবরণী সম্মুখে স্থাপন করা হইবে এবং নবীগণ ও (অন্যান্য) সাক্ষ্যদাতাদিগকে উপস্থাপন করা হইবে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ-

'সেই দিনকে স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মধ্য হইতে তাহাদের সম্বন্ধে একজন সাক্ষ্যদাতাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিব।'

ইমাম বুখারী (র) ...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ আমাকে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিয়া শুনাও। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব ? অথচ উহা আপনারই উপর অবতীর্ণ হইয়াছে! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তুমিই শুনাও। অপরের মুখে উহা শুনিতে আমার ভাল লাগে। আমি সূরা নিসা পড়িতে পড়িতে এই আয়াতে পৌছিলাম ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا.

'আর তখন কিরূপ হইবে, যখন প্রত্যেক জাতি হইতে আমি একজন সাক্ষ্যদাতা উপস্থিত করিব এবং তোমাকে তাহাদের সাক্ষ্যদাতা স্বরূপ উপস্থাপন করিব।'

তখন তিনি বলিলেন ঃ এখন থামো। নবী করীম (সা)-এর চক্ষু দিয়া তখন অশ্রু বহিতেছিল।

ইমাম মুসলিম (র)-ও আ'মাশ (র)-এর সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাছাড়া এ হাদীসটি নবী করীম (সা)-এর ঘটনা হিসাবে নহে, বরং হযরত ইব্ন মাসঊদের ঘটনা হিসাবে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সনদ অনুযায়ী উক্ত হাদীসটি হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত।

ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস আবূ-হাইয়ান ও আবূ রাযীন (র) প্রমুখ রাবীর সনদে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......মুহাম্মদ ইব্ন ফাযালা আল-আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বনু যাফর গোত্রের নিকট গমন করিলেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ও হযরত

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-সহ একদল সাহাবী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক তিলাওয়াতকারীকে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করিতে আদেশ করিলেন। তিলাওয়াতকারী সাহাবী তিলাওয়াত করিতে করিতে যখন–

وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

–এই আয়াতে পৌছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ কাঁদিলেন যে, তাঁহার চোয়াল ও পাঁজরের পার্শ্বদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। অতঃপর বলিলেন ঃ হে প্রভু! যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারিব; কিন্তু যাহাদিগকে দেখি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিব ?

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যতদিন তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিব, ততদিন তাহাদের কার্যাবলীর পর্যবেক্ষক থাকিব। কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু প্রদান করিবে, তখন তুমিই তাহাদের কার্যাবলীর পর্যবেক্ষক থাকিবে।

আবূ আবদিল্লাহ আল-কুরতুবী 'আত-তাযকিরাহ' নামক হাদীস গ্রন্থে 'স্বীয় উম্মতের কার্যাবলী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত হাদীস' এই শিরোনামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত পর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন মুবারক (র).....সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উম্মতের কার্যাবলী উপস্থিত করা হয়। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নাম ও কার্যে এইভাবে চিনেন যেন তিনি তাহাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا.

মূলত কুরতবী (র) কর্তৃক বর্ণিত উল্লেখিত উক্তিটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি নহে; বরং উহা তাবিঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিজস্ব উক্তি। সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব তাঁহার উর্ধ্বতন স্তরে কোন সাহাবী রাবীর নামও উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সনদে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তবে কুরতুবী তাহাকে গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। কারণ তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর এই মন্তব্য করিয়াছেন ঃ ইতিপূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে এবং প্রতি শুক্রবার নবীগণ ও স্ব স্ব মাতাপিতার সম্মুখে মানুষের কার্যাবলী উপস্থাপন করা হয়। উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার পথ হইল এই যে, ইহা অসম্ভব নহে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উম্মতের কার্যাবলী প্রতিদিন এবং অন্যান্য নবীর সম্মুখে তাঁহাদের স্ব স্ব উম্মতের কার্যাবলী প্রতি শুক্রবার উপস্থিত করা হয়।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং রাসূলকে অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং তাহাদের উপর

আপতিত ভীষণতম শাস্তি প্রত্যক্ষ করিয়া কামনা করিবে, পৃথিবী যদি বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলিত !'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا.

অর্থাৎ 'যেদিন মানুষ কৃতকর্মের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, হায়! যদি আমি মাটি হইয়া যাইতাম।'

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

-এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ 'তাহারা নিজেদের কৃত যাবতীয় অপরাধ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে এবং আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ্ কুরআন মাজীদের এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ

'মুশরিকগণ কিয়ামতের দিন বলিবে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

পক্ষান্তরে অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

'আর, তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ 'কাফিরগণ যখন দেখিবে যে, মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তখন তাহারা পরস্পরকে বলিবে, আস; আমরা পৃথিবীতে কুফরী করিবার কথা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। তখন আল্লাহ্ তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের হাত ও তাহাদের পা কথা বলিবে। এই অবস্থায় আর তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

আবদুর রাযযাক (র).....সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, কুরআন মাজীদের কতগুলি বিষয় আমার নিকট পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ রহিয়াছে ? লোকটি বলিল, উহা সন্দেহ নহে; তবে পরস্পর বিরোধিতা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কুরআন মাজীদের যে যে বিষয় তোমার নিকট পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহা বিবৃত কর। লোকটি বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা এক স্থানে বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

'অতঃপর ইহাই তাহাদের প্রতারণার বাক্য হইবে যে, তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না।'

অথচ তিনি অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

'আর তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে কোন বিষয়ই গোপন রাখিতে পারিবে না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ মুশরিকগণ সেদিন দেখিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মুসলিমকেই ক্ষমা করিতেছেন এবং মুসলিমের গুনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, আল্লাহ্র নিকট উহা ক্ষমার অযোগ্য নহে। পক্ষান্তরে তিনি শিরকের গুনাহ্ ক্ষমা করিতেছেন না। তখন তাহারা ক্ষমা পাইবার আশায় বলিবে ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন আর তাহাদের হস্ত ও তাহাদের পদগুলি তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা বলিয়া দিবে। এই সময় কাফিরগণ কামনা করিবে, যদি তাহাদিগকে মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হইত! কেননা তাহারা আল্লাহ্র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

যাহ্হাক (র) হইতে জুআইবির (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নাফি ইব্নুল আযরাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! কুরআন মাজীদের এক আয়াত হইতেছে এই ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.

অথচ অন্য আয়াত হইতেছে এই ঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

এই দুই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যের পথ কি?

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ আমার মনে হয়, তুমি নিজের সহচরদের নিকট হইতে আসিয়াছে। আর তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছ যে, কুরআন মাজীদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান আয়াতসমূহ ইব্ন আব্বাসের সম্মুখে উপস্থাপন করিব। তোমার বন্ধুদের নিকট গিয়া বলিবে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একস্থানে একত্রিত করিবেন। তখন মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, আল্লাহ্ তাওহীদবাদী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিবেন না। অতএব আস, আমরা নিজেদের শিরকের বিষয়টি অস্বীকার করি। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা বলিবে ঃ

وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ.

তৎপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলিতে নির্দেশ দিবেন। তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে,

তাহারা শিরক করিয়াছিল। এই সময়ে তাহারা কামনা করিবে, হায়, তাহাদিগকে যদি মৃত্তিকার নিম্নে রাখিয়া উহাকে সমতল করিয়া দেওয়া হইত! এই অবস্থায় তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন বিষয়কেই গোপন রাখিতে পারিবে না।

ইমাম ইব্‌ন জারীর উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا، وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ○

৪৩. "হে বিশ্বাসীগণ! মদ্যপানোন্মত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ না তোমরা যাহা বল তাহা বুঝিতে পার। আর যদি তোমরা সফরে না হও, তবে বীর্যপাতের অবস্থায়ও নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল করো। আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ্ শৌচাগার হইতে আস অথবা তোমরা নারী-সম্ভোগ কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবে এবং উহা মুখ ও হাতে বুলাইবে। আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে মদমত্ত অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় তাহারা স্বীয় বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিতেছেন। সালাতের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে মাতাল থাকা তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বে এই ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ইতিপূর্বে সূরা বাকারার অন্তর্গত আয়াত ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.

'তাহারা কি তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্ক প্রশ্ন করিতেছে ? বল, উভয়ই বড় পাপ এবং মানুষের কল্যাণেরও বটে। তবে উহার কল্যাণ হইতে অকল্যাণ বড়।'

—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে হাদীস উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা উক্ত তথ্য প্রমাণিত হয়। সূরা বাকারার উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূল করীম (সা) উহা তিলাওয়াত করিয়া হযরত উমর (রা)-কে শুনাইলেন। তখন উমর (রা) বলিলেন ঃ আয় আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে মদ সম্বন্ধে তৃপ্তিজনক একটি বিশদ বিবরণ দাও। অতঃপর আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর উহা তিলাওয়াত করিয়া তাঁহাকে শুনাইলে এবারেও তিনি পূর্বানুরূপ বলিলেন।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নামাযের প্রাক্কালে মদ্যপান করিত না। অবশেষে এক সময় নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ ‘হে মু’মিনগণ। মদ, জুয়া, মূর্তিসমূহ এবং ভাগ্য পরীক্ষার তীরসমূহ অপবিত্র ও শয়তান প্ররোচিত কাজ বৈ কিছু নহে। অতএব তোমরা উহা হইতে দূরে থাক। আশা করা যায়, ইহাতে তোমরা সফলকাম হইবে। শয়তান ইহাই চাহে যে, মদ ও জুয়ার সাহায্যে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে দুশমনি ও শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিবে। অতঃপর তোমরা বিরত থাকিবে কি ?

এই আয়াত শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ “আমরা বিরত রহিলাম; আমরা বিরত রহিলাম।

ইসরাঈল (র)...... হযরত উমর (রা) হইতে মদ্যপান হারাম হওয়া সম্পর্কিত ঘটনা সম্বন্ধে একটি বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উহার একাংশ এই ঃ অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

ইহার পর নামায আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে রাসূলে করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিতেন,‘মাতাল ব্যক্তি যেন কিছুতেই নামাযের নিকট না যায়।’ ইমাম আবূ দাঊদ (র) উক্ত হাদীসটি উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন।

শানে নুযূল

ইব্ন আবূ শায়বা (র) আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইবার উপলক্ষ বর্ণনা করিতে গিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সা'দ (রা) বলেন ঃ আমাকে উপলক্ষ করিয়া কুরআন মজীদের চারটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। একদা জনৈক আনসার তাহার বাড়িতে ভুরিভোজের আয়োজন করিলেন। তিনি উক্ত ভোজে মুহাজির ও আনসার উভয় শ্রেণীর কিছু সংখ্যক সাহাবীকে দাওয়াত করিলেন। আমরা ভোজনের পর মদ্যপান করিলাম এবং মদ্যপানে মাতাল হইয়া পড়িলাম। অতঃর পরস্পরের নিকট গর্ব প্রকাশ করিয়া উক্তি আওড়াইলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি উটের চোয়াল দিয়া আমার নাকে আঘাত করিল। ইহাতে আমার নাক যখম হইয়া গেল। মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বে ইহা ঘটিয়াছিল। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ الاية

ইমাম মুসলিম (র) শু'বা (র) হইতে এ হাদীস দীর্ঘ আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতীত 'সুনান'-এর অন্যান্য সকল সংকলক সিমাক (র) হইতে উপরোক্ত সনদের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) আমাদিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজে তিনি আমাদিগকে মদ্যপান করাইলেন। মদ্যপানে আমরা মাতাল হইয়া পড়িলাম। আমাদের এই অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে নামাযে ইমাম বানাইল। তিনি নামাযে পড়িলেন ঃ

قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. مَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.

অর্থাৎ 'ওহে কাফিরগণ। তোমরা যাহাদের দাসত্ব করো, আমি তাহাদের দাসত্ব করি না। আর, তোমরা যাহাদের দাসত্ব করো; আমরা তাহাদের দাসত্ব করি।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يَٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীসটি উপরোক্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীও উহা উপরোল্লেখিত রাবী আবদুর রহমান আদ-দাশতিকী (র) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান-সহীহরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা), হযরত আবদুর রহমান (রা) এবং জনৈক ব্যক্তি মদ্যপান করিয়া মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়াইলেন। হযরত আবদুর রহমান নামাযে ইমামতি করিতেছিলেন। তিনি সূরা কাফিরূন পড়িতে গিয়া উহাতে ভুল করিলেন। অতঃপর কুরআন মজীদের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসাঈও সুফিয়ান সাওরী হইতে উপরোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা) একদল সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর বাড়িতে ছিলেন। সকলে সেখানে আহার করিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রা) তাহাদের জন্যে মদ্য আনিলেন। তাহারা মদ্যপান করিলেন। ইহা ছিল মদ্যপান হারাম হইবার পূর্বের ঘটনা। তখন নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। সকলে হযরত আলী (রা)-কে ইমাম বানাইলেন। তিনি নামাযে সূরা কাফিরূন পড়িলেন। তবে উহা যথাযথভাবে পড়িতে পারিলেন না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন হাবীব ওরফে আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) খাদ্য ও পানীয়ের আয়োজন করত একদল সাহাবীকে দাওয়াত দিলেন। ভোজনপর্ব শেষ হইলে হযরত আবদুর রহমান (রা)-এর ইমামতিতে সকলে মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। তিনি সূরা কাফিরূন পড়িতে গিয়া পড়িলেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ. وَاَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ - وَاَنَا عَابِدٌ مَا عَبَتُّمْ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنٌ.

ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-الاية

আওফী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে কেহ কেহ মাতাল অবস্থায় নামাযে দাঁড়াইয়া যাইত। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ-

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, আবূ রাযীন এবং মুজাহিদও আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা শুধু নামাযের সময়ে মদ্যপানে মাতাল হইবার মত অবস্থা এড়াইয়া চলিত। কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা মদ্যপান করিত। এই অবস্থায় মদ্যপান হারাম হইয়া গেল এবং উহা দ্বারা পূর্বের ব্যবস্থা রহিত হইয়া গেল।

তাফসীরকার যাহ্‌হাক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আয়াতের سُكٰرٰى শব্দ এখানে মদমত্তগণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, বরং উহা এখানে তন্দ্রাচ্ছন্নগণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) এবং ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম যাহ্‌হাক (র) কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে ইহাই সঠিক যে, আয়াতে মদ্যপান হইতে উদ্ভূত মত্ততার কথাই বলা হইয়াছে। মাতাল ব্যক্তির প্রতি কোন বিধি-নিষেধ কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, আয়াতে মাতাল, যাহাকে সম্বোধন করা যায় না তাহার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই; বরং উহা মদ্যপায়ী প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি, যাহার প্রতি

শরী'আতের বিধি-নিষেধ আরোপিত হইতে পারে, তাহার প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ফিকহ শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্র উসূলে ফিকহ্ বিশেষজ্ঞ অনেকেই এই মূলনীতি উল্লেখ করিয়াছেন যে, শরী'আতের বিধি-নিষেধ মাতালের প্রতি নহে, বরং কেবল প্রকৃতস্থ ব্যক্তির প্রতিই আরোপিত হইতে পারে। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার শরী'আতের বিধান আরোপ করিবার অন্যতম পূর্বশর্ত হইতেছে, তাহার প্রতি আরোপিত বিধানকে উপলব্ধি করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধির অধিকারী হইবে।

আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যাও যুক্তিসংগত যে, উহাতে বাহ্যত মাতাল অবস্থায় শুধু নামায আদায় করিতে নিষেধ করা হইয়া থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহাতে সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণ মদ্যপানে মাতাল হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ বান্দা দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছে। এই অবস্থায় পানাসক্ত মাতাল ব্যক্তি প্রকৃতস্থ হইয়া নামায আদায় করিবার সুযোগ কখনও পাইবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিতে হইলে তাহাকে মদ্যপান মত্ততা সর্বক্ষণ পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কুরআন মজীদের অন্যত্রও আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে যেরূপ ভয় করা প্রয়োজন, সেইরূপ ভয় কর এবং তোমরা মুসলিম অবস্থায় ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় মরিও না।'

উপরিউক্ত আয়াতে মুমিনদের প্রতি বাহ্যত শুধু মৃত্যুর মুহূর্তে মুসলিম হইয়া মরিবার নির্দেশ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম অবস্থায় মরিতে সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে এবং সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য করিয়া যাইবার জন্যে তাহাদের প্রতি আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ.

অর্থাৎ 'তোমরা কি বলিতেছ, তাহা বুঝিতে পারিবার মুহূর্ত পর্যন্ত'—এই অংশে মদ ও তজ্জাতীয় পানীয় পান করিবার মত্ততার সীমা অত্যন্ত সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পানাসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও তজ্জাতীয় পানীয় পান করিবার পর কি বলিতেছে বা কি পড়িতেছে, তাহা বুঝিবার এবং তাহাতে মনোযোগী হইবার ক্ষমতা হারাইলেই বুঝিতে হইবে তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে পানজনিত মত্ততা উদ্ভূত হইয়াছে। আরবী ভাষায় এই মত্ততাকেই سكر এবং এইরূপ পানমত্ত ব্যক্তিকেই سكران বলা হয়। নিদ্রাজনিত অবসাদ ও তন্দ্রায়তার অবস্থায়ও নামায আদায় করা পবিত্র হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের কাহারও নামায আদায়রত অবস্থায় তন্দ্রা আসিলে যে যেন নামায আদায় স্থগিত রাখিয়া ঘুমাইয়া লয়। অতঃপর যখন সে কি বলিতেছে তাহা বুঝিতে পারে, তখন যেন নামায আদায় করে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লিখিত রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় উক্ত হাদীসের সহিত ইহাও সংযুক্ত রহিয়াছে ঃ 'কারণ, সে হয়তো চাহিবে ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে; কিন্তু তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া যাইবে নিজের প্রতি অভিশাপ।'

وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلٍ

এই আয়াতাংশে বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইতেছে। তবে মসজিদের মধ্যে অবস্থান ব্যতিরেকে শুধু উহার একদিক হইতে আরেকদিকে পথ অতিক্রম করিবার কার্যকে এই নিষেধের আওতা হইতে বহির্ভূত করা হইতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেছেন। তবে উহার মধ্যে না দাঁড়াইয়া বা না বসিয়া শুধু উহা অতিক্রম করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), হযরত আনাস (রা), হযরত আবূ উবায়দা (রা), সাঈদ ইব্নুল মুসাইয়াব, যাহ্হাক, আতা, মুজাহিদ, মাসরূক, ইবরাহীম নাখঈ, যায়দ ইব্ন আসলাম, আবূ মালিক, আমর ইব্ন দীনার, আল-হাকাম ইব্ন উতবা, ইকরামা, হাসান বসরী, ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-আনসারী, ইব্ন শিহাব এবং কাতাদা (র) হইতেও এ আয়াতের অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে আয়াতের আলোচ্য অংশ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবীর বাড়ি এইরূপে অবস্থিত ছিল যে, তাহারা মসজিদে নববীর দরজা ভিন্ন অন্য কোন পথে বাড়ির বাহিরে যাইতে পারিতেন না। অপবিত্রতার কারণে গোসল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের বাড়ির বাহিরে যাইবার প্রয়োজন দেখা দিত। এই অবস্থায় মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আয়াতের আলোচ্য অংশ নাযিল করেন। ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোল্লেখিত হাদীসে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীবের উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'আবূ বকর (রা)-এর দরজা ভিন্ন মসজিদমুখী সকল দরজা বন্ধ করিয়া দাও।' রাসূল করীম (সা) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় উপরোক্ত নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-ই খলীফা হইবেন। মুসলমানদের জরুরী সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন ঘন মসজিদে প্রবেশ করিতে হইবে। তাই তিনি সকল সাহাবীর বাড়ির মসজিদমুখী দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেও হযরত সিদ্দীকে আক্বর (রা)-এর দরজা খোলা রাখিতে বলিলেন। কোন কোন 'সুনান' গ্রন্থে হযরত আবূ বকর (রা)-এর নামের পরিবর্তে হযরত আলী (রা)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা ভুল। যে রিওয়ায়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাই শুদ্ধ।

আয়াতের আলোচ্য অংশ দ্বারা কোন কোন ইমাম বলিয়াছেন যে, বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। তবে উহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা হারাম নহে। ঋতুস্রাব বা প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য।

কেহ কেহ বলেন, যাহার দ্বারা অপবিত্র স্রাবে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে, তাহার জন্যে উহার মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা নাজায়েয। পক্ষান্তরে যাহার দ্বারা এইরূপ হইবার আশংকা না থাকে, তাহার জন্যে উহা নাজায়েয নহে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) আমাকে বলিলেন, মসজিদের মধ্য হইতে আমার নিকট চাটাইখানা দাও। আমি আরয করিলাম, আমি যে ঋতুবতী। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন ঃ 'তোমার ঋতুস্রাব তোমার হাতে লাগিয়া নাই।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋতুবতী মহিলার জন্যে অপবিত্র অবস্থায় মসজিদের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করা জায়েয। প্রসবকালীন স্রাবের কারণে অপবিত্র মহিলার প্রতিও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঋতুবতী মহিলা এবং বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে আমি মসজিদকে হালাল করিব না। তাহাদিগকে মসজিদে প্রবেশের অনুমতি দিব না।

আবূ মুসলিম আল-খাত্তাবী (র) বলিয়াছেন, হাদীসশাস্ত্রের বহু সংখক সমীক্ষক উক্ত হাদীসকে দুর্বল ও যঈফ হাদীস বলে আখ্যায়িত করিয়ছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে এই যে, জাসারা হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হে আলী! আমি এবং তুমি ব্যতীত অন্য কাহারও জন্যে বীর্যস্খলনে অপবিত্র অবস্থায় এই মসজিদে প্রবেশ করা হালাল নহে। অবশ ইহা একটি দুর্বল হাদীস। হাদীস যাচাই শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে উহা টিকে না। কারণ উক্ত হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী সালেম পরিত্যক্ত, পরিবর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত। সনদে উল্লেখিত তাহার উস্তাদ আতিয়াও দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ই সর্ব শ্রেষ্ঠজ্ঞানী।

আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় অপর একটি হাদীস

আয়াতের আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে, বীর্যস্খলনে অপবিত্র ব্যক্তি যেন গোসল না করিয়া নামাযের নিকট না যায়। তবে এই অবস্থায় যদি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় থাকে এবং গোসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি না পায়, তবে সে বিনা গোসলে (তায়াম্মুম করিয়া) নামায আদায় করিতে পারে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অন্য সনদে......হযরত আলী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, যাহ্হাক এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আলী (রা) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আবূ মিজলাম প্রমুখ বর্ণনাকারীর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, হাসান ইব্‌ন মুসলিম, হাকাম ইব্‌ন উতবা, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং তৎপুত্র আবদুর রহমান (র) হইতেও ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর হইতে ইব্‌ন জারীরের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমরা শুনিয়া আসিতেছি, আলোচ্য অংশটি বিদেশে ভ্রমণরত অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যার সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখিত হইয়া থাকে ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলিমের জন্যে পবিত্রকারক, যদি তুমি দশ বৎসরও পানি না পাও। যখন পানি মিলিয়া যায়, তখন উহাই ব্যবহার করিবে। কারণ, উহা তোমার জন্যে উত্তম।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) আয়াতের আলোচ্য অংশের উপরোক্ত উভয়বিধ ব্যাখ্যাকে উল্লেখ করিবার পর প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়াছেন। ইমাম কর্তৃক প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলিবার কারণ এই যে, বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণরত অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইলে তাহাকে কি করিতে হইবে, আয়াতের পরবর্তী অংশে তাহা বিবৃত হইয়াছে। তাই ঃ

وَلاَ جُنُبًا اِلاَّ عَابِرِىْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا

-এই আয়াতাংশেও বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির পালনীয় ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া যদি ব্যাখ্যা করা হয়, তবে একই আয়াতে একই ব্যবস্থার দ্বিরুক্তি মানিয়া লইতে হয়। ইহা অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের অর্থ দাঁড়ায় এই ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা মদমত্ত অবস্থায় নামায আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মসজিদের নিকটবর্তী হইও না, যতক্ষণ নিজেদের বক্তব্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পার। আর বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায়ও গোসল ব্যতিরেকে উহার নিকটবর্তী হইও না, তবে শুধু পথ অতিক্রমরত অবস্থায় উহা করিতে পার।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ العابر السبيل। অর্থ পথচারী। যেমন ঃ عبرت بهذا الطريق। অর্থাৎ আমি এই পথ অতিক্রম করিয়াছি। তেমনি عبر ও عبور অর্থ পথ অতিক্রম করা; عبر فلان النهر অর্থাৎ সে স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়াছে; ناقة عبر الاسفار অর্থাৎ পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ উট।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) কর্তৃক সমর্থিত ব্যাখ্যাই হইতেছে অধিকাংশ তাফসীরকারকৃত ব্যাখ্যা।

আয়াত হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যাই স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠে। আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে ক্রুটিপূর্ণ অবস্থায় নামাযে এবং নামাযের স্থান মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নামাযে প্রবেশের জন্যে ক্রুটিপূর্ণ অবস্থা হইতেছে মাতাল অবস্থা। উহা নামাযের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল নহে; বরং উহার বিপরীত। মসজিদে প্রবেশের জন্যে ক্রুটিপূর্ণ অবস্থা হইতেছে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থা। অবশ্য উহা নামাযে প্রবেশের জন্যেও ক্রুটিপূর্ণ বটে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا।

অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত না গোসল করো।' ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফিঈ (র) এবং ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির জন্যে মসজিদে অবস্থান করা হারাম। গোসল অথবা প্রয়োজনে উহার বিকল্প ব্যবস্থা তায়াম্মুম দ্বারা হালাল হইতে পারে। উযূর দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। আয়াতের আলোচ্য অংশ উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে ইমামত্রয়ের প্রমাণ। কারণ আয়াতে বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা হালাল হইবার শর্ত হিসাবে শুধু গোসলের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে; উযূর ব্যবস্থা এস্থলে উল্লিখিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ বীর্যপাতে অপবিত্র ব্যক্তি উযূ করিয়া লইলেই তাহার পক্ষে মসজিদে অবস্থান করা হালাল হইয়া যাইবে। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে এবং সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে সহীহ সনদে যে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই উপরোক্ত অভিমতের পক্ষে তাঁহার প্রমাণ। তাঁহাদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ এইরূপই করিতেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)......আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ 'আমি নবী করীম (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবীকে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায় শুধু উযূ করিয়াই মসজিদে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি।' উক্ত হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও উহা ইমাম মুসলিম কর্তৃক প্রবর্তিত শর্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর তায়াম্মুমের বিধান প্রদান এবং উহার বিধানসম্মত হইবার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا-

'আর যদি তোমরা রুগ্ন অথবা সফররত থাক অথবা তোমাদের কেহ মল-মূত্র ত্যাগ করে অথবা তোমরা স্ত্রী-সংগম কর; তৎপর যদি পানি সংগ্রহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটি ব্যবহার করিতে মনস্থ কর।'

তায়াম্মুম বৈধ হইবার একাধিক অবস্থা রহিয়াছে। এই সকল অবস্থার যে কোন একটি অবস্থা পাওয়া গেলেই তায়াম্মুম বৈধ হয়। রোগ হইতেছে তায়াম্মুম বৈধ হইবার একটি অবস্থা। এ সম্পর্কে আয়াতে বলা হইতেছে 'আর যদি তোমরা রুগ্ন থাকো' অর্থাৎ যে রোগে পানি ব্যবহার করিলে শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ হইবার অথবা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হইবার আশঙ্কা থাকে,

সেইরূপ রোগের কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয। তাঁহারা বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি যে কোন রোগে আক্রান্ত রোগীকেই বুঝাইয়া থাকে। অতএব এইস্থলে রোগকে বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট রোগ বলিবার কোন কারণ নাই।

শানে নুযূল

আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জনৈক আনসার সাহাবী রুগ্ন ছিলেন। তাঁহার কোন সেবকও ছিল না যে, তাহাকে পানি ঢালিয়া দিয়া সাহায্য করিবে। তিনি রাসূলে কারীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া তাঁহাকে নিজের এই দুরবস্থার কথা জানাইলেন। এতদুপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। এই হাদীসটি মুরসাল।

তায়াম্মুম জায়েযের আরেকটি অবস্থা হইতেছে সফর বা বিদেশ ভ্রমণ অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় পানির অপ্রতুলতা দেখা দেয়। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ أَوْ عَلٰى سَفَرٍ 'অথবা যদি তোমরা সফরে থাকো'। سَفَرٍ এর অর্থ সুপরিজ্ঞাত। সফর দীর্ঘ হউক আর সংক্ষিপ্ত, উহাতে উপরোক্ত বিধানে তারতম্য নাই।

তায়াম্মুম জায়েয হইবার আরেকটি অবস্থা হইতেছে মল-মূত্র ত্যাগের পর উযূর জন্যে প্রয়োজনীয় পানির অভাব। এই সম্পর্কে আয়াতে বলা হইতেছে ঃ

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ

'অথবা তোমাদের কেহ যদি মল-মুত্র ত্যাগ করে।'

الغائط। অর্থ নিম্নভূমি। আয়াতের আলোচ্য অংশের শাব্দিক অনুবাদ হইল, 'অথবা তোমাদের কেহ যদি নিম্নভূমি হইতে আগমন করে।' 'নিম্নভূমি হইতে আগমন করা' দ্বারা মল-মূত্র ত্যাগ করা বুঝানো হইয়াছে।

তায়ামুম্ম জায়েয হইবার আরেক অবস্থা হইতেছে স্ত্রী-সঙ্গমের পর গোসলের জন্যে প্রয়োজনীয় পানির অভাব। এই সম্পর্কে আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ -

'অথবা যদি তোমারা স্ত্রী-সঙ্গম করো।' আয়াতের দ্বিতীয় শব্দকে কেহ কেহ لَامَسْتُمْ আবার কেহ কেহ لَمَسْتُمْ পড়িয়াছেন। তাফসীরকারগণ উক্ত সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া لمس অথবা ملامسة শব্দের দুইরূপ অর্থ করেন। কেহ কেহ বলেন, لمس ক্রিয়া এবং ملامسة ক্রিয়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও উহাদের আলংকারিক অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা।' উপরোক্ত শব্দের সমার্থক শব্দ কুরআন মাজীদের অন্যত্র উপরোল্লেখিত আলংকারিক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ-

'আর যদি তোমরা তাহাদের সহিত যৌন সঙ্গম করিবার পূর্বে তাহাদিগকে তালাক দাও এবং তাহাদের জন্যে কোন 'মাহর' নির্দিষ্ট করিয়া থাক, তবে তাহাদিগকে অর্ধেক প্রদান করিবে।'

উল্লেখিত আয়াতের اَنْ تَمَسُّوْا সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া المس-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও এখানে উহা আলংকারিকভাবে 'যৌন সঙ্গম করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুরূপ আলংকারিক প্রয়োগ নিম্নের আয়াতেও রহিয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا-

'হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন মু'মিনা মহিলাদিগকে বিবাহ কর, অতঃপর তাহাদের সহিত সঙ্গম করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে তালাক দাও, তখন তোমাদের গণনা করিবার মত তাহাদের জন্যে কোন ইদ্দত নাই।'

উপরোক্ত আয়াতের اَنْ تَمَسُّوْا সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া المس -এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'স্পর্শ করা' হইলেও এইস্থলে উহা আলংকারিকভাবে 'যৌন সঙ্গম করা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ আয়াতাংশে যৌন সঙ্গমের কথা বলা হইয়াছে। হযরত আলী (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব, মুজাহিদ, তাউস, হাসান, উবাইদ ইব্‌ন উমায়র, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, শা'বী, কাতাদা এবং মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ 'একদা কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে اللمس শব্দের অর্থ লইয়া আলোচনা হইতেছিল। অনারব ব্যক্তিদের কেহ কেহ বলিলেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা' নহে। পক্ষান্তরে আরবগণের কেহ কেহ বলিলেন, উহার অর্থ 'যৌন-সঙ্গম করা'। আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, আরব ও অনারব কিছু সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে اللمس শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিয়াছে। অনারবগণ বলিয়াছেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা' নহে। পক্ষান্তরে আরবগণ বরিয়াছেন, উহার অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা'। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কোন্ দলে আছ ?' আমি বলিলাম, 'আমি অনারবদের দলে আছি।' তিনি বলিলেন অনারবগণ পরাজিত হইয়াছে। কারণ اللمس ও المس এবং المباشرة এই তিনটি শব্দের অর্থই 'যৌন সঙ্গম করা'। তবে আল্লাহ তা'আলা যে কোন শব্দকে যে কোন আলংকারিক অর্থে ব্যবহার করিতে পারেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......শু'বা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রের মাধ্যমেও একাধিক সনদে ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত রূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اللمس ও المس এবং المباشرة ইহাদের প্রত্যেকটির অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা'। তবে আল্লাহ যে কোন কোন আলংকারিক অর্থে চাহেন, এইগুলি ব্যবহার করিতে পারেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ الملامسة। শব্দের অর্থ 'যৌন সঙ্গম করা।' তবে আল্লাহ মহান, তিনি যে কোন আলংকারিক অর্থে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

মোদ্দা কথা এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে উপরোক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহা একাধিক বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) যাহাদের নিকট হইতে উপরোক্ত বর্ণনাটি করিয়াছেন, ইব্ন জারীর (র) তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতেও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক দল তাফসীরকার لمس অথবা ملامسة শব্দের অন্যরূপ অর্থ করেন। তাহারা বলেন ঃ لمس অথবা ملامسة শব্দ এখানে হাত অথবা শরীরের অন্য যে কোন অংশ দ্বারা স্পর্শ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিজের যে কোন অঙ্গ দ্বারা নারীর যে কোন অঙ্গকে পুরুষের স্পর্শ করিবার কার্যকে এখানে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের উযূ ভঙ্গের অন্যতম কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اللمس। শব্দের অর্থ যৌন সঙ্গম অপেক্ষা হাল্কা পর্যায়ের যৌন ক্রিয়া করা। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে ইব্ন জারীর একাধিক সনদে উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিয়াছেন ঃ (স্ত্রীকে) চুম্বন করা اللمس। -এর অন্তর্ভুক্ত। উহাতে উযূ ভঙ্গ হইয়া যায়।

ইমাম তাবরানী তাঁহার হাদীস সংকলনে উপরোল্লেখিত সনদে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পুরুষ তাহার গাত্রের যে কোন অংশ দ্বারা স্ত্রীর গাত্রের যে কোন অংশ স্পর্শ করিলে অথবা চুম্বন করিলে পুরুষকে উযূ করিতে হইবে। আয়াতের আলোচ্য অংশের অর্থ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন الملا مسة। অর্থ স্পর্শ করা।

ইব্ন জারীর (র)......নাফে' (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা) স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিয়া উযূ করিতেন এবং তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করিলে উযূ নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, চুম্বন করা হইতেছে এক প্রকারের اللمس। বা الملامسة।।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র).....হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اللمس। -এর অর্থ হইতেছে 'যৌন সঙ্গম হইতে হাল্কা পর্যায়ের যৌন ক্রিয়া করা।' অতঃপর ইব্ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন উমর (রা), উবায়দা, আবূ উসমান আন্-নাহদী, আবূ উবায়দা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ, আমির শা'বী, সাবিত ইব্ন হাজ্জাজ, ইব্রাহীম নাখঈ এবং যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও আলোচ্য শব্দের তথা আয়াতাংশের এইরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ ইমাম মালিক (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিতেন ঃ 'স্ত্রীকে পুরুষের চুম্বন করা এবং তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা উভয়ই ملامسة -এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেহ স্বামীকে চুম্বন করিলে অথবা তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে তাহার উযূ ভঙ্গ হইয় যায়।" হাফিয দারাকুতনী

তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে হযরত উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইতিপূর্বে অন্যত্র ভিন্ন সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, 'তিনি স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন করিতেন। অতঃপর উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।' দেখা যাইতেছে, এই সম্পর্কে হযরত উমর (রা) হইতে প্রাপ্ত বর্ণনা পরস্পর বিরোধী। উভয় বর্ণনা বিশুদ্ধ হইলে উহাদের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, তিনি 'ফরয' হিসাবে নহে; বরং 'মুস্তাহাব' হিসাবে উযূ করিতে বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

যাহারা বলেন, পুরুষ স্ত্রীকে স্পর্শ করিলে তহাদের উযূ নষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, তাঁহার সঙ্গীগণ এবং ইমাম মালিক রহিয়াছেন। ইমাম আহমদ হইতে এই সম্পর্কে দুই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিঈ প্রমুখের উপরোক্ত অভিমতই তাঁহার (ইমাম আহমাদের) বিখ্যাত অভিমত। এই অভিমত পোষণকারীগণ বলেন, আয়াতের আলোচ্য অংশের দ্বিতীয় শব্দ দুইরূপে পঠিত হইয়া থাকে ঃ لامستم ও لستم সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে اللمس। এবং শরীআতের পরিভাষায় উহার অর্থ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ–

'আর, যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাযিল করিতাম এবং তাহারা উহা নিজহস্তে স্পর্শ করিত.......।'

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত মায়িয আসলামী যখন স্বীয় ব্যভিচারের কথা নবী করীম (সা)-এর নিকট স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন নবী করীম (সা) তাঁহাকে স্বীয় স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিয়া লইতে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন ঃ لعلك قبلت او لمست

'সম্ভবত তুমি চুম্বন করিয়াছ অথবা স্পর্শ করিয়াছ।' সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে ঃ

واليد زناها اللمس 'হাতের যিনা হইতেছে স্পর্শ করা।'

হযরত আয়েশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

قل يوم الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا فيقبل ويلمس–

'রাসূলে করীম (সা) প্রায় প্রতিদিনই আমাদের নিকট আসিতেন এবং চুম্বন ও স্পর্শ করিতেন।'

لامستم সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া হইতেছে ملامسة এবং শরীআতের পরিভাষায় উহার অর্থও হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা। যেমন, বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আসিয়াছে ঃ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة অর্থাৎ 'আল্লাহ্র রাসূল (সা) ঘাঁটাঘাঁটিমূলক ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

হাদীসে بيع الملامسة এর দুইটি ব্যাখ্যা রহিয়াছে। উভয় ব্যাখ্যা অনুযায়ীই الملامسة। ক্রিয়ার অর্থ দাঁড়ায় 'হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা।'

সে যাহা হউক, আরবী-ভাষাবিদগণ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য শব্দদ্বয় 'হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা' এবং 'যৌন সঙ্গম করা' এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন ঃ

ولمست كفى كفه اطلب الغنى

'আর আমার হস্ত তাহার হস্তকে স্পর্শ করিল। আমি (উহা দ্বারা) ধনাঢ্যতা কামনা করিতেছিলাম।'

আয়াতের শেষোক্ত অর্থের প্রবক্তাগণ নিম্নের হাদীসটিও তাঁহাদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মু'আয (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, হে আল্লাহর রাসূল! জনৈক ব্যক্তি একটি অপরিচিতা মহিলাকে পাইয়া স্বীয় স্ত্রীর সহিত যে সকল যৌন কাজ করা যায়, সঙ্গম ব্যতীত উহাদের সমুদয়ই তাহার সহিত করিল। হে আল্লাহর রাসূল! এইরূপ বক্তি সম্পর্কে কি করণীয়, তাহা নির্দেশ করুন। ইহাতে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ- اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
ذَلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

'আর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের অংশসমূহে নামায কায়েম কর; নিশ্চয়ই নেককাজসমূহ বদকাজসমূহকে মোচন করিয়া দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে ইহা একটি উপদেশ।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ উযূ কর; অতঃপর নামায আদায় কর।

হযরত মু'আয (রা) বলেন ঃ আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এই ব্যবস্থা কি শুধু তাহার জন্যে নির্দিষ্ট, না সকল মু'মিনের জন্যে একইরূপ ব্যবস্থা? হুযুর (সা) বলিলেন ঃ না; বরং সকল মু'মিনের জন্যেই এই ব্যবস্থা। ইমাম তিরমিযী (র) যায়িদা (র) হইতে উপরোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন নহে।' ইমাম নাসাঈ (র)......আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা (র) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই।

শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন, উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট মহিলার সহিত যৌন-সঙ্গম না করা সত্ত্বেও তাহাকে শুধু স্পর্শ করিবার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে উযূ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতএব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, পুরুষ নারীকে স্পর্শ করিলেও তাহার উযূ নষ্ট হইয়া যায়।

উপরোক্ত যুক্তির উত্তরে আয়াতের প্রথমোক্ত অর্থের প্রবক্তাগণ বলেন ঃ আলোচ্য হাদীসের সনদ অবিচ্ছিন্ন নহে, বরং উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস। সনদে উল্লেখিত দুই বর্ণনাকারী হযরত মু'আয (রা) এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লার মধ্যে পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই। অধিকন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে, আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত ব্যক্তিটির উযূ ভঙ্গ হইবার কারণে নহে, বরং তাহার গুনাহ মার্জনার বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে নবী করীম (সা) তাহাকে উযূ করিতে ও নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। যেমন সূরা আলে-ইমরান-এর অন্তর্গত আয়াত ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ-

'আর মুত্তাকী তাহারা, যাহারা কখনো কোন নির্লজ্জতার কার্য করিয়া বসিলে অথবা নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়া বসিলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

এর ব্যাখ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) সম্পর্কিত একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'কোন বান্দা কোন পাপ করিয়া বসিলে সে যদি উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের 'যৌন সঙ্গম' সম্পর্কিত ব্যাখ্যাই অধিকতর সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে চুম্বন করিবার পর উযূ ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করিবার পর চুম্বন করিতেন। অতঃপর উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার জনৈকা সহধর্মিণীকে চুম্বন করিয়া উযূ ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতে গেলেন। রাবী উরওয়া বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আর কে? ইহাতে তিনি হাসিয়া দিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র)-ও তাঁহাদের একদল উস্তাদের মাধ্যমে ওয়াকী (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলিয়াছেন, সাওরী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ উরওয়া আল-মুযানী (র) ছাড়া অন্য কোন রাবী হইতে হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইয়াহিয়া আল-কাত্তান জনৈক ব্যক্তিকে বলেন ঃ আমার তরফ হইতে লোকদিগকে জানাইয়া দাও যে, এই হাদীস ভিত্তিহীন একটি মিথ্যা কথা। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, 'আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীসকে দুর্বল বলিয়া আখ্যায়িত করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত' উরওয়ার নিকট হইতে হাদীস শুনেন নাই। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের সনদ এই ঃ ইব্‌ন মাজাহ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ কর্তৃক উল্লিখিত উপরোক্ত সনদ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইব্‌ন জারীর ও ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের সনদে উল্লেখিত রাবী উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র। হাদীসের উল্লেখিত উরওয়ার নিজস্ব উক্তি, 'আমি বলিলাম, তিনি আপনি ছাড়া আর কে ? ইহাতে তিনি হাসিয়া দিলেন।' ইহাই প্রমাণ করে যে, সনদের উরওয়া হইতেছেন উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র।

পক্ষান্তরে, ইমাম আবূ দাউদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) উযূ করিবার পর আমাকে চুম্বন করিতেন। অতঃপর পুনরায় উযূ করিতেন না।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চুম্বন করিবার পর উযূ না করিয়াই নামায আদায় করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইমাম নাসাঈও উক্ত হাদীসকে ইয়াহিয়া আল-কাত্তানের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার বর্ণিত সনদে সুফিয়ান সাওরীর অব্যবহিত নিম্নের স্তরে একাধিক রাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উহাদের একজন হইতেছেন ইব্ন মাহদী। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বলিয়াছেন, ইব্রাহীম আত্-তায়মী হযরত আয়েশা (রা) হইতে শুনিবার সুযোগ পান নাই।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) রোযাদার অবস্থায় তাঁহাকে [উম্মে সালমা (রা)-কে] চুম্বন করিতেন। অতঃপর না উহাতে তাঁহার রোযা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর না নূতন করিয়া উযূ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) চুম্বন করিতেন। অতঃপর নূতন করিয়া উযূ করা ব্যতিরেকেই নামায আদায় করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর মুসাফির অবস্থায় মল-মূত্র ত্যাগ অথবা নারী স্পর্শের পর তায়াম্মুম জায়েয হইবার শর্তের বর্ণনা এবং উহার অনুমতি প্রদান করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

'আর যদি প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করিতে না পার, তবে পবিত্র মাটিকে উদ্দেশ্য কর।'

আয়াতের উপরোক্ত অংশের দ্বারা অনেক ফকীহ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, পানিবিহীন ব্যক্তির জন্যে পানির সন্ধান করিবার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয নহে। পানির সন্ধান করিবার পর উহা না পাইলেই সে তায়াম্মুম করিতে পারে। ফকীহগণ কিতাবে 'পানি সন্ধান'-এর স্বরূপও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা এতদসম্পর্কীয় নিজেদের বক্তব্যের প্রমাণও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা নবী করীম (সা) জনৈকি বক্তিকে জামা'আতে নামায আদায় না করিয়া একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'হে অমুক! তুমি জামা'আতে নামায আদায় করিলে না কেন? তুমি কি মুসলিম নহ ? লোকটি উত্তর করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলিম, কিন্তু আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া গিয়াছি। অথচ আমার নিকট পানি নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ মাটির সাহায্য গ্রহণ কর; কারণ উহাই তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

আরবী ভাষায় التيمم শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা; মনস্থ করা; উদ্দেশ্য করা। যেমন ঃ تيممك الله بحفظه 'আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হউন।' বিখ্যাত কবি ইমরাউল কায়স-এর নিম্নলিখিত কবিতায়ও শব্দটি উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

ولما رأت ان المنية وردها - وان الحصى من تحت اقدامها دامى -
تيممت العين التى عند ضارج - يفيئى عليها الفيئى عرمضها طامى -

'আর যখন সে দেখিল যে, মৃত্যু তাহার নিকট সমুপস্থিত এবং তাহার পদতলের কংকর রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সে 'উরিজ' নামক স্থানে অবস্থিত জলাশয়ের দিকে যাইতে মনস্থ করিল। সেখানে ছায়া ফিরিয়া আসে ও তৃণলতা বর্দ্ধিষ্ণু।'

কেহ কেহ বলেন ঃ الصعيد অর্থ পৃথিবীর সমতল স্তরে অবস্থিত যে কোন বস্তু। উক্ত অর্থ অনুযায়ী মাটি, বালুকা, বৃক্ষ, প্রস্তর ও উদ্ভিদ উহার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিকের অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ মৃত্তিকা জাতীয় যে কোন বস্তুকে الصعيد বলা হয়। যেমন বালুকা, হরিতাল ও চুনাপাথর। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত ইহাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা শুধু মৃত্তিকা। ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ (র) এবং তাঁহাদের সহচরদের অভিমত ইহাই। শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াত পেশ করেন ঃ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا 'ফলত উহা মসৃণ মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।'

এখানে صعيدا زلقا অর্থ 'মসৃণ পবিত্র মাটি'। তাঁহাদের পেশকৃত আরেকটি প্রমাণ হইতেছে, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের নিম্নোক্ত হাদীসঃ

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা অন্যান্য মানুষের (উম্মতের) উপর আমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। প্রথমত, আমাদের কাতারসমূহকে ফেরেশতাদের কাতারসমূহের ন্যায় করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর সকল স্থান আমাদের জন্যে সিজদার স্থান করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, যখন আমরা পানি না পাই, তখনকার জন্যে উহার মাটিকে আমাদের পক্ষে পবিত্রকারী বানানো হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন, উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের দিকসমূহ উল্লেখ প্রসঙ্গে এখানে পবিত্রকরণের গুণকে শুধু মাটির সাথে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে এই গুণ ও যোগ্যতা থাকিলে এখানে উহাও উল্লেখিত হইত।

আয়াতে صعيد (মৃত্তিকা) শব্দের সহিত উহার বিশেষণ হিসাবে طيب (পবিত্র) শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহার অর্থ হালাল। ইমাম আহমদ (র) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ ব্যতীত 'সুনান'-এর অন্যান্য সংকলক হযরত আবূ যর (রা) হইতে আমর ইব্ন নাজদান ও আবূ কুলাবা প্রমুখ রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দশ বৎসর পানি না পাইলেও পবিত্র মাটি মুসলিমের পক্ষে পবিত্রকারক। যখন পানি পায়, তখন যেন সে উহাকে পবিত্র পাত্রে ব্যবহার করে। কারণ, উহাই তাহার জন্যে মঙ্গলকর।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরিউক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলিয়াছেন। ইব্‌ন হাব্বানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন। হাফিয আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার (র) উক্ত হাদীসকে তাঁহার মুসনাদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল হাসান আল-কাত্তানও উহাকে সহীহ হাদীস বলিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্রতম মাটি হইতেছে কৃষিক্ষেত্রের মাটি। ইব্‌ন আবূ হাতিম উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনাকে রাসূলে করীম (সা)-এর উক্তি বলিয়া রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের নিয়ম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

'তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ কর।'

উযূতে ধৌতব্য ও মাসেহযোগ্য প্রতিটি অঙ্গের দিক দিয়া তায়াম্মুম উযূর বিকল্প নহে; বরং উহা শুধু পবিত্রকরণ ক্রিয়ার দিক দিয়া উযূর বিকল্প। তায়াম্মুমে শুধু মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ করাই যথেষ্ট। ইহাই ফকীহগণের সর্বসম্মত মযহাব। তবে তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এতদসম্পর্কীয় প্রথম মাযহাব [উহা ইমাম শাফিঈ (র)-এর সর্বশেষ মাযহাবও বটে] এই যে, উহাতে দুইবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয়কে মাসেহ করা ফরয। কারণ يد বলিতে কখনো স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বিত হস্ত এবং কখনো কনুই পর্যন্ত হস্ত বুঝানো হয়। উপরিউক্ত উভয়রূপ অর্থে يد শব্দের প্রয়োগই রীতিসিদ্ধ। উযূ সম্পর্কীয় আয়াতে শেষোক্ত অর্থে উক্ত শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। অনেক সময়ে অংশ নির্ধারক কোনরূপ বিশেষণ يد শব্দের সহিত ব্যবহার না করিয়া শুধু يد বলিয়া উহা দ্বারা অঙ্গুলি হইতে কব্জি পর্যন্ত হস্তাংশকে বুঝানো হয়। যেমন, চুরির শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (তাহাদের হস্তসমূহ কাটিয়া দাও)-এ يد শব্দকে কোনরূপ বিশেষণসহ ব্যবহার না করিয়া উহা দ্বারা কব্জি পর্যন্ত হস্তাংশকে বুঝানো হইয়াছে।

উপরিউক্ত মাযহাবের প্রবক্তাগণ বলেন ঃ উযূ সম্পর্কিত আয়াতে يد শব্দের সহিত যে অংশ নির্ধারণমূলক বিশেষণ الى المرافق (কনুই পর্যন্ত) ব্যবহৃত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতে يد শব্দের সহিত উহা ব্যবহৃত না হইলেও এক্ষেত্রেও শব্দটিকে উক্ত বিশেষণসহ ধরিতে হইবে। কারণ উযূ ও তায়াম্মুম উভয় ব্যবস্থার একটি সাধারণ গুণ ও উদ্দেশ্য হইতেছে পবিত্রকরণ। উভয়ের মধ্যে উক্ত সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্তমান থাকিবার কারণে উভয়ক্ষেত্রেই يد -এর একইরূপ ব্যাখ্যা হইবে। কেহ কেহ হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে দারুকুতনী কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তায়াম্মুমে দুইবার মাটিতে হাত মারিতে হয়। একবার মুখমণ্ডলের জন্যে, আরেকবার কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্যে।

কিন্তু উক্ত হাদীস সহীহ নহে। কারণ উহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। তাই উহাকে প্রামাণ্য হাদীস বলা যায় না। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ একটি হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদা দেওয়ালে হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারিলেন এবং উহা দ্বারা দুই নিম্নবাহু মাসেহ করিলেন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক হাফিযে হাদীস উক্ত হাদীসের 'মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাবিত আল-আবদী' নামক রাবীকে দুর্বল বলিয়াছেন।

অবশ্য ইমাম আবূ দাঊদ ব্যতীত অন্যান্য মুহাদ্দিস উক্ত হাদীসকে নির্ভরযোগ্য রাবীদের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উহাকে রাসূলে করীম (সা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা না করিয়া হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আ এবং ইব্‌ন আদী বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসকে হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করাই শুদ্ধ ও সঠিক। ইমাম বায়হাকীও মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসকে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা ভুল।'

ইমাম শাফিঈ (র)......ইবনুস-সিম্মা (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসকে ইমাম শাফিঈ নিজের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। উহাতে হযরত ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তায়াম্মুম করিতে গিয়া স্বীয় মুখমণ্ডল ও নিম্নবাহুদ্বয় মাসেহ করিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ জুহায়ম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জুহায়ম (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম করিলাম। তিনি প্রস্রাব শেষ করিবার পূর্বে আমার সালামের উত্তর দিলেন না। প্রস্রাব শেষ হইবার পর তিনি দেওয়ালের দিকে গেলেন এবং দুই হাত উহাতে মারিলেন ও মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। অতঃপর পুনরায় দুই হাত উহাতে মারিলেন এবং উহা দ্বারা কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন। তৎপর আমার সালামের জবাব দিলেন।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কীয় দ্বিতীয় অভিমত এই যে, মোট দুইবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফরয। ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্বতন অভিমত ইহাই।

তৃতীয় অভিমত এই যে, মাত্র একবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা ফরয।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ আবদুর রহমান আবযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছি, এখন পানি পাইতেছি না। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি নামায আদায় করা স্থগিত রাখ। ইহাতে হযরত আম্মার (রা) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি মনে পড়িতেছে না যে, একদা আপনি ও আমি যুদ্ধে ছিলাম। আমরা বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। আমরা পানি পাইলাম না। আপনি নামায আদায় করা স্থগিত রাখিলেন আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং নামায আদায় করিলাম। আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর খিদমতে হাযির হইবার পর আমি তাঁহার নিকট উক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের জন্যে এতটুকুই তো যথেষ্ট ছিল, এই বলিয়া রাসূলে করীম (সা) নিজের হাত মাটিতে মারিলেন। তৎপর উহাতে ফুঁৎকার দিয়া উহা দ্বারা মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তায়াম্মুমে মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহের জন্যে একবার মাটিতে হাত মারিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আমি, আবদুল্লাহ্ ও আবূ মূসা একত্রে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে আবূ ইয়া'লা আসিয়া আবদুল্লাহকে বলিল, যদি কোন ব্যক্তি ফরয গোসলের জন্যে পানি না পায়, তবে সে কি নামায পড়িবে না ? আবদুল্লাহ বলিলেন, হযরত আম্মার (রা) হযরত উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আপনার কি মনে পড়িতেছে না যে, রাসূলে করীম (সা) একবার আপনাকে ও আমাকে উষ্ট্রারোহী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। আমি বীর্যপাতের কারণে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম ও মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া পবিত্রতা অর্জন করিতে চেষ্টা করিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিবার পর এই ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে তিনি হাসিয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ তোমার জন্যে তো শুধু ইহাই যথেষ্ট ছিল; এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দুই হাতের তালু মাটিতে মারিলেন। অতঃপর কব্জি পর্যন্ত দুই হাতের সমূদয় অংশ এবং মুখমণ্ডল মাসেহ করিলেন। তিনি মাত্র একবার মারিয়া একবার করিয়া মাসেহ করিলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, অবশ্য, হযরত উমর (রা) ইহাতে তৃপ্ত হন নাই। ইহা শুনিয়া আবূ মূসা বলিলেন, তাহা হইলে সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ কি হইবে ঃ

.... اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا.

'নারী সম্ভোগের পর যদি তোমরা পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর'—আবদুল্লাহ্ আবূ মূসার উক্ত প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি শুধু বলিলেন, আমরা মানুষকে বীর্যপাতে অপবিত্র অবস্থায় তায়াম্মুম করিতে অনুমতি দিলে গোসল করিবার সময় শীত লাগিবে, এই ভয়ে সবাই তায়াম্মুম করিবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ন্যায় সূরা মায়িদাতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ
يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'...... তোমরা উহা হইতে তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্ত মাসেহ কর; আল্লাহ তোমাদের উপর অসম্ভব কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিতে চাহেন না; তবে তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁহার দানকে পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। আশা করা যায় তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে।'

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা ইমাম শাফিঈ (র) প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, তায়াম্মুমে ব্যবহার্য মাটি একদিকে যেমন পবিত্র হইতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি ধূলিমিশ্রিতও হইতে হইবে যাহাতে মুখমণ্ডল ও হস্তে কিছু পরিমাণ ধূলি লাগিয়া যায়।

ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীস তিনি ইবনুস-সিম্মা (রা) প্রমুখের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনুস-সিম্মা (রা) বলেন, তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রস্রাবরত

অবস্থায় তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নবী করীম (সা)-কে সালাম দিলে নবী করীম (সা) উহার উত্তর দিলেন না। নবী করীম (সা) উঠিয়া একটি দেওয়ালের কাছে গেলেন ও হস্তস্থিত লাঠির সাহায্যে উহাকে খোঁচাইলেন। অতঃপর উহাতে হাত মারিলেন এবং হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ও দুই নিম্ন বাহু মাসেহ করিলেন।

উপরিউল্লিখিত আয়াতের -

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তোমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা যে জীবন ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন, উহাতে তিনি অসম্ভব কোন কষ্ট তোমাদের উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তিনি চাহেন তোমাদিগকে পবিত্র করিতে। আর এই কারণেই তিনি তোমাদিগকে পানির অভাবের কালে তায়াম্মুম করিবার অনুমতি দিয়াছেন। তিনি চাহেন তোমাদের প্রতি তাঁহার দানকে পরিপূর্ণ করিতে। তায়াম্মুমের বিধান তোমাদের প্রতি তাঁহার একটি দান। তাঁহার দানের কারণে তাঁহার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

তায়াম্মুমের বিধান ও উহার সুযোগ ভোগ এই উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কোন উম্মতের ভাগ্যেই উক্ত সুযোগ লাভ ও সৌভাগ্য প্রাপ্তি ঘটে নাই। হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহাকেও উক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয় নাই। (এক) এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। (দুই) সমগ্র পৃথিবীকে আমার জন্যে সিজদাহগাহ ও পবিত্রকারক বানানো হইয়াছে। অতএব আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তি নামাযের সময় উপস্থিত হইলে যে কোন পবিত্র স্থানে নামায আদায় করিবে। কোন কোন রিওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তাহার নিকট তাহার সিজদাহগাহ এবং পবিত্রকারক উভয় বস্তুই বর্তমান রহিয়াছে।' (তিন) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে আর কাহারও জন্যে হালাল করা হয় নাই। (চার) আমাকে শাফা'আতের নি'আমত দান করা হইয়াছে। (পাঁচ) অতীতে প্রত্যেক নবীকে শুধু তাহার গোত্রের নিকট পাঠানো হইত; কিন্তু আমাকে সমগ্র মানব জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে।"

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হইতে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসও এখানে উল্লেখযোগ্য। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ অন্যান্য মানবের উপর আমাদিগকে তিনটি বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইয়াছে। আমাদের নামাযের কাতার ফেরেশতাদের মত করা হইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করা হইয়াছে। আর পানির অবর্তমানে উহার মাটি আমাদের জন্যে পবিত্রতাকারক করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।'

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি তাঁহার ক্ষমা ও দয়ার একটি কাজ এই যে, রোগে, ব্যবহারে অসামর্থ্যের অবস্থায় এবং পানির অভাবের কালে পবিত্রতা অর্জনের জন্যে পানি ব্যবহারের

বিকল্প হিসাবে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিতে তিনি তোমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন। ফলে অপবিত্র ব্যক্তি সহজেই পবিত্রতা অর্জন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে যেমন অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি রোগের অবস্থায় এবং পানির অভাবে তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিতে অনুমতি দিয়া তাহাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত স্তুতি ও প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

তায়াম্মুমের আয়াতের শানে নুযূল

কুরআন মাজীদে তায়াম্মুম সম্পর্কিত দুইটি আয়াত রহিয়াছে। একটি 'সূরা মায়িদায়' ও অন্যটি 'সূরা নিসার' আলোচ্য আয়াত। আলোচ্য আয়াতটিই পূর্বে নাযিল হইয়াছে। উহার প্রমাণ এই যে, আলোচ্য আয়াত মদ্যপান নিষিদ্ধ হইবার পূর্বে নাযিল হইয়াছে। আর মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছিল হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত ওহুদের যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পর মহানবী (সা) কর্তৃক বনূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিবার কালে। পক্ষান্তরে সূরা মায়িদার বিশেষত প্রথমাংশ, অর্থাৎ যে অংশে তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত রহিয়াছে, উহা হইতেছে মহানবী (সা)-এর জীবনের শেষদিকে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের অংশসমূহের অন্যতম। উপরিউল্লিখিত কারণে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তায়াম্মুম সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইবার উপলক্ষ উল্লেখ করা যুক্তিসংগত। তাই এখানেই উহা উল্লেখ করিতেছি।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা) হযরত আসমা (রা) হইতে একটি কণ্ঠহার ধার লইয়াছিলেন। হঠাৎ উহা হারাইয়া গেল। রাসূলে আকরাম (সা) কতিপয় ব্যক্তিকে উহার সন্ধানে পাঠাইলেন। তাহারা উহা খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। তাহাদের নিকট পানি ছিল না। তাহারা বিনা উযূতেই নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাহারা এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন। তখন হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে মঙ্গল দ্বারা পুরস্কৃত করুন। আল্লাহর শপথ! আপনার অমনোপূত যে বিপদই আপনার উপর আপতিত হইয়াছে, উহাতেই আল্লাহ্ আপনার ও অন্যান্য মুসলমানের জন্যে মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সফরে বাহির হইলাম। 'বায়দা' অথবা 'যাতুল-জায়েশ' নামক স্থানে পৌঁছিবার পর আমার একটি কণ্ঠহার হারাইয়া গেল। উহার সন্ধানের প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং সাহাবীগণ সেখানে যাত্রা বিরতি করিতে বাধ্য হইলেন। না আমাদের অবস্থানস্থলে পানি ছিল, আর না আমাদের সঙ্গে পানি ছিল। লোকেরা আমার আব্বা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হযরত আয়েশা (রা) কি কাণ্ড ঘটাইয়াছেন তাহা দেখিতেছেন না ? তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকলকে এখানে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। অথচ না এখানে পানি আছে, আর না আমাদের সঙ্গে পানি আছে। ইহা শুনিয়া আমার আব্বা আমার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমার উরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। আব্বা বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকল মানুষকে

আটকাইয়া রাখিয়াছ। অথচ না এখানে পানি আছে, আর না তাহাদের সঙ্গে পানি আছে। আব্বা আমাকে এইভাবে বেশ বকুনি দিলেন এবং আমার পার্শ্বদেশে মুষ্ঠাঘাত করিতে লাগিলেন। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মস্তক আমার উরুর উপর থাকিবার কারণে আমি নড়াচড়া করা হইতে বিরত রহিলাম। ভোর পর্যন্ত এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সকলে পানিবিহীন কাটাইলেন। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করিলেন। সকলে তায়াম্মুম করিয়া নামায আদায় করিলেন। এই ঘটনায় হযরত উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা) মন্তব্য করিলেন, হে আবূ বকরের পরিজন! ইহা তোমাদের প্রথম বরকত ও কল্যাণ নহে। ইতিপূর্বেও আয়েশার কল্যাণে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এদিকে আমি যে উটটির উপর সওয়ার ছিলাম, উহাকে উঠাইয়া দেখি, উহার পেটের তলে হারটি পড়িয়া রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'একদা রাসূলে পাক (সা) সফরে 'যাতুল-জায়েশ' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি ইয়ামানী মূল্যবান পাথরের হার সেখানে হারাইয়া গেল। হারের তালাশে লোকগণ সকাল পর্যন্ত সেখানে রহিয়া গেলেন। তাহাদের সহিত তখন পানি ছিল না। এই অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার রাসূলের প্রতি আয়াত নাযিল করিলেন। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উঠিয়া নিজেদের হাত মারিলেন এবং ঝাড়িয়া পরিষ্কার না করিয়াই উহা দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং হাতের বহির্ভাগ স্কন্ধ পর্যন্ত ও উহার অন্তর্ভাগ বগল পর্যন্ত মাসেহ করিলেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আবূ ইয়াকযান (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আবূ ইয়াকযান (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে এক স্থানে অবস্থান করিতেছিলাম। এই অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি হার হারাইয়া গেল। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট স্থানে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর রাগান্বিত হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করিবার অনুমতি দিয়া আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। অতঃপর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন, নিশ্চয়ই তুমি কল্যাণময়ী। তোমারই উপলক্ষে তায়াম্মুমের অনুমতি নাযিল হইয়াছে। অতঃপর আমরা একবার মাটিতে হাত মারিয়া মুখমণ্ডল মাসেহ করিয়াছি। আরেকবার মাটিতে হাত মারিয়া স্কন্ধ ও বগল পর্যন্ত হাত মাসেহ করিয়াছি।

অপর একটি হাদীস

হাকিম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আসলা ইব্ন শরীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসলা (রা) বলেন ঃ একদা সফরে আমি নবী করীম (সা)-এর উট চালাইবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। তখন ছিল শীতের রাত্রি। এই অবস্থায় আমি বীর্যপাতে অপবিত্র হইয়া পড়িলাম। নবী করীম (সা) রওয়ানা হইতে মনস্থ করিলেন। অপবিত্র অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর উট চালনা করিতে আমার মন চাহিল না। আবার প্রচণ্ড শীতে গোসল করিলে আমার

মরিয়া যাইবার অথবা অসুস্থ হইয়া পড়িবার আশংকা ছিল। আমি জনৈক আনসারকে নবী করীম (সা)-এর উট চালনা করিতে বলিলে তিনি উহা চালনা করিতে লাগিলেন। এদিকে আমি পানি গরম করিয়া গোসল ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। তৎপর নবী করীম (সা)-এর কাফেলার সহিত মিলিত হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ হে আসলা! কি হইল ? তোমার উট চালনার রীতি পরিবর্তিত হইয়া গেল যে! আমি নিবেদন করিলাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি উট চালনা করি নাই; জনৈক আনসার উহা চালাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, কেন ? আমি নিবেদন করিলাম, আমি বীর্যস্খলনে অপবিত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করিলে আমার জীবনের উপর বিপদের আশংকা ছিল বলিয়া তাহার উপর উট চালাইবার দায়িত্ব অর্পণ করত পানি গরম করিয়া গোসল করিয়াছি।' ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ...... اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا.

উক্ত হাদীস ভিন্ন সনদেও হযরত আসলা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

(٤٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ○

(٤٥) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۙ وَّكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ○

(٤٦) مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ ؕ وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ ۙ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৪. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল? তাহারা ভ্রান্ত পথ ক্রয় করে এবং তোমরাও পথভ্রষ্ট হও, ইহাই তাহারা চাহে।"

৪৫. "আল্লাহ তোমাদের শত্রুদিগকে ভালভাবে জানেন। অভিভাবকত্বের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যেও আল্লাহই যথেষ্ট।"

৪৬. "ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলির অর্থ বিকৃত করে ও বলে, 'শুনিলাম ও অমান্য করিলাম এবং শুনুন না শোনার মত'; আর নিজেদের জিহ্বা কুঞ্চিত করিয়া ও দীনের প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'রায়িনা'। কিন্তু তাহারা যদি বলিত, 'শুনিলাম ও মান্য করিলাম এবং শুনুন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন', তবে উহা তাহাদের জন্য উত্তম ও সংগত হইত। কিন্তু তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। তাহাদের অল্প সংখ্যকই বিশ্বাসী।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে আল্লাহ তা'আলার গযব ও ক্রোধ নাযিল হউক। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত জাতির একটি আত্মঘাতী, ধ্বংসকর ও জঘন্য চরিত্রের বর্ণনা দিতেছেন। তাহারা হিদায়াতের বিনিময়ে গুমরাহী খরিদ করে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর গুণাবলী ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তাহাদের নিকট রক্ষিত তথ্য ও জ্ঞানকে তাহারা গোপন রাখে। ফলে উহা দ্বারা তাহারাও উপকৃত হয় না। এই সত্য গোপন ও সত্য বর্জনে তাহাদের লাভ এই যে, উহা দ্বারা তাহারা পার্থিব মর্যাদা ভোগ ও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। তাহাদের পুরোহিত শ্রেণী সাধারণ মানুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভেট-তোহফা হইতে বঞ্চিত হইবার আশংকায় সত্য নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কিত তাহাদের প্রকৃত জ্ঞানকে গোপন করিয়া থাকে। তাহারা সাধারণ মানুষের নিকট হইতে পার্থিব স্বার্থ লাভ তথা ধন-সম্পদ উপার্জন করিবার ব্যবসা চালাইয়া যাইবার লোভে সত্যকে স্বীকার করা হইতে বিরত থাকে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের মনে সত্য ও হিদায়াতের প্রতি রহিয়াছে বিদ্বেষ।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوْا السَّبِيْلَ

অর্থাৎ তাহারা নিজেরা যেমন সত্যকে মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জানায়, তেমনি চাহে যে, মু'মিনগণ রাসূলের মাধ্যমে তাহাদের নিকট অবতীর্ণ যে সত্যকে মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, সেই সত্যকে তাহারাও ত্যাগ করুক এবং তাঁহার আনুগত্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখুক।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَاۤئِكُمْ অর্থাৎ 'কাহারা তোমাদের শত্রু ও অমঙ্গলকামী, তাহা আল্লাহ্ অন্য যে কাহারো চাইতে বেশি জানেন।' উপরিউক্ত ইহকাল-সর্বস্ব সত্যদ্বেষী ইয়াহূদী জাতি তোমাদের শত্রু। অতএব তাহাদের শত্রুতা হইতে সাবধান থাকিও যেন তাহারা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়া সত্যচ্যুত ও বিপথগামী করিতে না পারে। আর যাহারা আল্লাহ্র উপর আস্থা স্থাপন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে, তিনি তাহাদের জন্যে উত্তম নির্ভরস্থল ও উত্তম আস্থাভাজন বটে।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا অর্থাৎ তদ্রূপ 'যাহারা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁহার সহায়তা কামনা করে, তিনি তাহাদের উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

এখানে 'مِنْ' শব্দটি উহার পরবর্তী শব্দ সহযোগে একটি জাতিকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَادُوْا দ্বারা এখানে সমগ্র ইয়াহূদী জাতিকেই বুঝানো হইয়াছে। কালামে পাকের অন্যত্রও 'مِنْ' শব্দ এইরূপে উহার পরবর্তী শব্দ সহকারে একটি জাতিকে বুঝাইবার জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

অর্থাৎ 'তোমরা অপবিত্র প্রতিমা শ্রেণী হইতে দূরে থাক।' এখানে مِنْ শব্দটি পরবর্তী اَلاَوْثَانِ শব্দ সহযোগে সমগ্র প্রতিমাশ্রেণীকে বুঝাইবার জন্যেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই—

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ

অর্থাৎ 'ইয়াহূদী জাতি আল্লাহ্র বাণীসমূহের বিকৃত অর্থ করে এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট তাৎপর্যের বিরোধী তাৎপর্য উদ্ভাবন করে।' তাহাদের এইরূপ আচরণের পশ্চাতে রহিয়াছে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপের প্রবৃত্তি।

অতঃপর তাহাদের আরেক ঘৃণ্য মানসিকতার বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

অর্থাৎ তাহারা বলে, 'হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার কথা শ্রবণ করিলাম; কিন্তু ইহা অমান্য করিলাম।' মুজাহিদ ও ইব্ন যায়দ (র) উহার এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। ইহাই উহার সঠিক ব্যাখ্যা। তাহাদের উক্ত আচরণ তাহাদের চরম সত্য-বিদ্বেষ এবং আল্লাহ্র কিতাব গ্রহণে তাহাদের অস্বীকৃতির প্রমাণ বহন করে।

তাহাদের আরেক ঘৃণ্য আচরণ হইতেছে ঃ وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعٍ

অর্থাৎ তাহারা বলে, 'হে মুহাম্মদ! আমাদের কথা না শোনার মত শোন।' যাহহাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহার উক্তরূপে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ ও হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ তাহারা বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদের কথা শুন, কিন্তু আমরা তোমার কথা শুনিব না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) মন্তব্য করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত। ইব্ন জারীরের মন্তব্যই সঠিক। তাহাদের কথার ব্যাখ্যা যাহাই হউক, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য দীন ও মহানবী (সা)-এর প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস। তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব পড়ুক।

তাহাদের আরেক ঘৃণ্য আচরণ হইতেছে ঃ

وَرَاعِنَا لَيًّا بِاَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِى الدِّيْنِ

অর্থাৎ তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলে ঃ رَاعنا ইহার এক অর্থ হইতেছে 'আমাদের কথার প্রতি মনোযোগ দিন।' তাহারা রাসূলে পাক (সা)-এর মনে এই ধারণা দিতে চাহে যে, তাহারা উক্ত বচন দ্বারা তাঁহাকে উহাই বলিতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের ব্যবহৃত راعنا বচন দ্বারা তাহারা রাসূলে পাক (সা)-কে সম্বোধন করিয়া উহা বলিত না। رَاعنَا শব্দের আরেক অর্থ হইতেছে 'ওহে নির্বোধ!' প্রকৃতপক্ষে তাহারা রাসূলে করীম (সা)-কে সম্বোধন করিবার কালে উপরিউক্ত শব্দকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করিত। সূরা বাকারার-

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

আয়াতে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সত্যদ্বেষী ইয়াহূদীদের উপরিউক্ত গালি ও ব্যঙ্গোক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে জিহ্বা বক্র করিয়া দীন বা সত্যের বিষয়ে শ্লেষ প্রকাশ পূর্বক রাসূলে পাক (সা)-কে উত্যক্ত করে। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَلٰكِنْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً–

অর্থাৎ তাহারা যদি বিনয়ের সহিত বলিত, আমরা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম; কিংবা বলিত, আমাদের কথা শুনুন ও আমাদের কথায় মনোযোগ দিন, তবে উহা সত্যই তাহাদের জন্যে মঙ্গলকর হইত। কিন্তু মঙ্গল ও কল্যাণ হইতে তাহাদের হৃদয় অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই যে ঈমান তাহাদিগকে উপকার প্রদান করিতে পারে, সে ঈমান তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ 'তাহারা কমই ঈমান আনিবে।'

ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে فَقَلِيْلاً مَّا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান কল্যাণবহ হয় না।

(٤٧) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰٓى اَدْبَارِهَآ اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّآ اَصْحٰبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

(٤٨) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ○

৪৭. "ওহে কিতাবপ্রদত্ত লোক সকল! তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমরা উহার পূর্বেই ঈমান আন যখন আমি মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া সেইগুলিকে পিছনের দিকে ফিরাইয়া দিব অথবা শনিবারের বিধান অমান্যকারীদের যেরূপ লা'নত করিয়াছিলাম সেইরূপ লা'নত করিব। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।"

৪৮. "আল্লাহ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরীক করে, সে নিঃসন্দেহে মহাপাপ করে।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিকে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যে মহাগ্রন্থ কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার প্রতি তোমরা ঈমান আনো। তোমাদের

নিকট যে সত্য ও সুসংবাদ রহিয়াছে, উহা তাহাকে তো সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অতঃপর তাহারা ঈমান না আনিলে যে শাস্তি তাহাদের উপর আপতিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি উহা আপতিত হইবার পূর্বেই সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে আহ্বান জানাইতেছেন। যেমন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ-

কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ طمس الوجوه অর্থাৎ মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া তথা চক্ষুসমূহকে তাহাদের পশ্চাৎদিকে ঘুরাইয়া দেওয়া। উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া এবং উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া উভয় ক্রিয়া একই শাস্তিকে বুঝাইতেছে।

طمس الوجوه অর্থাৎ মুখমণ্ডলসমূহকে পরিবর্তন করিয়া দিবার তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ এরূপ বিকৃত করিয়া দেওয়া যে, উহাতে চক্ষু, কর্ণ এবং নাসিকা কিছুই থাকিবে না। উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহকে বিকৃত করিয়া দেওয়া ও উহাকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দেওয়া এই উভয় শাস্তিই তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

আওফী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ نطمس الوجوها -এর তাৎপর্য হইতেছে আমি তোমাদের দৃষ্টিসমূহ অন্ধ করিয়া দিব। فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ অতঃপর উহাদিগকে পশ্চাৎদিকে ফিরাইয়া দিব। তাহাদের প্রত্যেকের পশ্চাৎদিকে দুইটি করিয়া চক্ষু বসাইয়া দিব আর তাহারা পশ্চাৎদিকে হাঁটিবে।

কাতাদা এবং আতিয়া আওফী (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপরিউক্ত শাস্তি চরমভাবে লাঞ্ছনাকর ও কষ্টদায়ক।

আয়াতে প্রকৃতপক্ষে উপমামূলকভাবে ইয়াহূদী-নাসারা জাতিসমূহের আত্মার বিকৃতি ও অধঃপতনের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আত্মা সত্যের পিছনে চলার স্বাভাবিক গতি ত্যাগ করিয়া অসত্যের বিকৃত পথে উল্টা চলিতেছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন ঃ এখানে রূপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন কুরআন পাকে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلاً فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'আমি তাহাদের গলদেশে তওক পরাইয়া দিয়াছি। উহা তাহাদের চিবুক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। অতএব তাহাদের শির ঊর্ধ্বমুখী হইয়া রহিয়াছে। আর আমি তাহাদের সম্মুখে একটি প্রাচীর ও তাহাদের পশ্চাতে একটি প্রাচীর রাখিয়া দিয়াছি। উহা দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি। অতএব তাহারা দেখিতে পারে না।'

উপরিউক্ত আয়াতে রূপকভাবে কট্টর কাফিরদের আত্মার সত্য বিমুখ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের উক্ত ব্যাখ্যা সঠিক হইলে আয়াতদ্বয়ের মধ্যে উল্লিখিত ধারার উপমার দিক দিয়া পরস্পর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ نطمس الوجوها অর্থাৎ তাঁহাদের মুখমণ্ডলসমূহ সত্য পথ হইতে ঘুরাইয়া দিব। فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ 'উহাদিগকে গুমরাহীর দিকে ও ভ্রান্ত পথের দিকে ফিরাইয়া দিব।' ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا অর্থাৎ 'উহাদিগকে সত্য হইতে ফিরাইয়া রাখিব। তাহাদিগকে কাফির বানাইয়া দিব, যেরূপ তাহাদিগকে অতীতে বানর বানাইয়াছিলাম।'

আবূ যায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ আয়াতে বর্ণিত শাস্তি হিসাবে তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা হিজাযের মাটি হইতে সিরিয়ায় বিতাড়িত করিয়া দেন। কথিত আছে, আলোচ্য আয়াত শুনিয়া কা'ব আহবার ঈমান আনিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ঈসা ইব্‌ন মুগীরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা ইব্‌রাহীমের সহিত 'কা'ব আহবার'-এর ইসলাম গ্রহণ লইয়া আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, কা'ব আহবার হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। একদা তিনি স্বীয় দেশ ইয়ামান হইতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার পথে মদীনায় আগমন করিলেন। হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, হে কা'ব! ইসলাম গ্রহণ কর। কা'ব বলিলেন, আপনাদের কিতাবেই তো আছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ط

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, অথচ উহা মানিয়া চলে নাই তাহাদের অবস্থা সেই গর্দভের অবস্থার তুল্য, যে গর্দভ অনেকগুলি পুস্তক পৃষ্ঠে বহন করে।' সুতরাং আমাকে তো তাওরাত কিতাব মানিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে আর কিছু বলিতে গেলেন না। কা'ব গন্তব্যস্থলের দিকে চলিলেন। তিনি হিমস নামক স্থানে পৌঁছিবার পর জনৈক ব্যক্তিকে চিন্তিত অবস্থায় পাঠ করিতে শুনিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ- وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً.

উক্ত আয়াতে বর্ণিত শাস্তি তাহার উপর আপতিত হইতে পারে, এই ভয়ে কা'ব তখনই বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তিনি ইয়ামানে বসবাসকারী স্বীয় পরিবার-পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করত তাহাদিগকেও ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইদরীস আয়েযুল্লাহ্ আল-খাওলানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইদরীস বলেন ঃ আবূ মুসলিম আল-জালীলী কা'ব-এর শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে কা'ব-এর বিলম্ব করিবার কারণে তাহাকে তিরস্কার করিতেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে রাসূলে পাক (সা)-এর যে গুণাবলী ও পরিচয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনি প্রকৃতই সেই গুণাবলী ও পরিচয়ের অধিকারী কিনা তাহা জানিতে একদা আবূ মুসলিম কা'বকে রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। কা'ব বলেন, আমি মদীনায় আসিলাম। সেখানে জনৈক তিলাওয়াতকারীকে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিতে শুনিলাম ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَطْمِسَ وُجُوْهًا فَنَرُدَّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا-

আমি অবিলম্বে গোসল করিলাম। আমার চেহারা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে এই ভয়ে আমি নিজের চেহারায় হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহ কুরআন মাজীদের প্রতি ঈমান না আনিলে তাহাদের উপর যে সব শাস্তি নাযিল হইতে পারে, উহার আরেকটির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ

অর্থাৎ যাহারা নিষিদ্ধ শনিবারে মৎস্য শিকারের ফন্দি বাহির করিয়া সীমালংঘন করিয়াছিল, তাহাদের উপর আমি যেরূপ গযব নাযিল করিয়াছিলাম, এই সকল আহলে কিতাব কাফিরদের প্রতি আমি সেইরূপে গযব নাযিল করিবার পূর্বে তাহারা যেন ঈমান আনে। উক্ত সীমালংঘনকারীদিগকে তাহাদের অপরাধের কারণে বানর ও শূকর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সূরা আরাফে তাহাদের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইবে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلاً.

'আর আল্লাহ্র আদেশ বাস্তবায়িত হইয়াই থাকে।' অর্থাৎ তিনি যখন কোন আদেশ প্রদান করেন, তখন কেহই উহার বিরোধিতা করিতে পারে না এবং কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না।

আয়াতে শিরকের জঘন্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'কেহ্ শিরক করিয়া আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। শিরক ভিন্ন অন্য যে কোন গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন।' আলোচ্য আয়াতের সহিত সংশ্লিষ্ট একাধিক হাদীস রহিয়াছে। নিম্নে উহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট তিন শ্রেণীর (বদ) আমলনামা রহিয়াছে। এক শ্রেণীর আমলনামার আল্লাহ আদৌ গুরুত্ব দেন না। অর্থাৎ তদনুযায়ী বান্দাকে শাস্তি দিবার ব্যাপারে আল্লাহ অনমনীয় হইবেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর আমলনামার একটি আমলও আল্লাহ বাদ দিবেন না এবং উহার হিসাব হইবে। তবে তৃতীয় শ্রেণীর আমলনামা আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। যে শ্রেণীর আমলকে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'আল্লাহ তাঁহার সহিত শিরক করিবার অপরাধ কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। উহা ভিন্ন অন্য যে কোন গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন।' তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করে, আল্লাহ তাহার উপর জান্নাত হারাম করিয়া দেন।' যে শ্রেণীর আমলের ব্যাপারে আল্লাহ এতটুকু পরোয়াও করিবেন না ও উহার জন্যে বান্দাকে শাস্তি দিবার ব্যাপারে তিনি অনমনীয় হইবেন না, উহা হইতেছে সরাসরি আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার বিষয়ে বান্দার নিজের উপর নিজে অবিচার করা। যেমন ঃ রোযা বা নামায ত্যাগ করা। এইরূপ অপরাধ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ মাফ করিতে পারেন। আর যে শ্রেণীর আমলের একটুকুও আল্লাহ ছাড়িবেন না, উহা হইতেছে আল্লাহ্‌র এক বান্দা কর্তৃক আরেক বান্দার প্রতি যুলম বা অত্যাচার করা। এই শ্রেণীর অপরাধে প্রতিশোধ ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন অন্য কোন হাদীস সংকলক উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

দ্বিতীয় হাদীস

আবূ বকর আল-বায্‌যার (র)......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ অন্যায় তিন প্রকারের। এক প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। আরেক প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিতেও পারেন। আরেক প্রকারের অন্যায়ের একটিকেও আল্লাহ ছাড়িবেন না। যে প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, উহা হইতেছে শিরক। আল্লাহ বলিয়াছেন, 'নিশ্চয়ই শিরক হইতেছে জঘন্য অপরাধ।' যে প্রকারের অন্যায় আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, উহা হইতেছে বান্দা ও তাহার প্রতিপালক প্রভুর মধ্যকার বিষয়ে বান্দার নিজের প্রতি অন্যায় করা। পক্ষান্তরে যে প্রকারের অন্যায়কে আল্লাহ ছাড়িবেন না, উহা হইতেছে এক বান্দা কর্তৃক অপর বান্দার প্রতি অবিচার করা। এই প্রকারের অন্যায়ে আল্লাহ তা'আলা একজনের পক্ষ হইতে আরেকজনের উপর প্রতিশোধ লইবেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রত্যেক গুনাহের ব্যাপারেই ক্ষমাপ্রাপ্তি আশা করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি কাফির হইয়া মরে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে এবং তওবা ব্যতিরেকেই মরিয়া যায়, তাহার গুনাহ মাফ হইবার আশা করা যায় না।

ইমাম নাসাঈ সাফওয়ান ইব্‌ন ঈসা হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! যদি তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমার নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা কর, তবে তোমার তরফ হইতে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অপরাধ ঘটে, আমি তাহা তোমার মঙ্গলের জন্যে ক্ষমা করিয়া দিব। হে আমার বান্দা! যদি তুমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য পরিমাণে পাপ লইয়া আমার সহিত সাক্ষাত কর, কিন্তু শিরকের পাপ লইয়া না আস, তবে আমি পৃথিবীর ওজনের সমতুল্য ক্ষমা লইয়া তোমার সহিত সাক্ষাত করিব। উপরিউক্ত সনদে উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

প্রথম সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই- বিশ্বাস লইয়া মরে, তবে সে নিশ্চয়ই বেহেশত প্রবেশ করিবে। আমি প্রশ্ন করিলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং যদি সে চুরি করে তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে তথাপি। নবী করীম (সা) এইরূপে তিনবার উহা বলিলেন। চতুর্থবার বলিলেন, আবূ যরের নিকট (ইহা) পসন্দনীয় না হইলেও। অতঃপর হযরত আবূ যর (রা) তাঁহার অধঃবাস টানিতে টানিতে এই বলিতে বলিতে বাহির হইলেন, আবূ যারের নিকট পসন্দনীয় না হইলেও।

হযরত আবূ যর (রা) ইহার পর উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কালে বলিতেন, আবূ যরের নিকট ইহা পসন্দনীয় না হইলেও। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীসটি হুসায়ন (রা) হইতে উপরিউক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রির প্রথমভাগে মদীনার প্রান্তর দিয়া রাসূলে পাক (সা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলাম। আমরা উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকাইতেছিলাম। এমন সময়ে রাসূলে পাক (সা) ডাকিলেন ঃ ওহে আবূ যর! আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার আদেশ পালনের নিমিত্ত আপনার খিদমতে হাযির আছি। রাসূলে পাক (সা) বলিলেন ঃ ওই যে উহুদ পাহাড় দেখিতেছ, যদি উহা স্বর্ণ হইয়াও আমার মালিকানাধীনে আসে, তবে আমি উহার একটি স্বর্ণ-মুদ্রাও কাছে রাখিয়া তৃতীয় দিন অতিবাহিত করিতে পারিব না। হ্যাঁ, ঋণ পরিশোধের জন্য একটি স্বর্ণ-মুদ্রা রাখিয়া দিতে পারি। আমি উক্ত স্বর্ণের পর্বতকে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে এইরূপে বিতরণ করিয়া দিব- এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, বামদিকে এবং সম্মুখে অঞ্জলি ছুঁড়িয়া মারিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময় নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ যর! ধনী ব্যক্তিগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে। তবে যাহারা এইরূপ করিবে, তাহারা

ছাড়া— এই বলিয়া তিনি ডানদিকে, সম্মুখে এবং বামদিকে অঞ্জলি বাড়াইয়া দিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

অতঃপর আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। এক সময়ে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ যর! যে অবস্থায় আছ, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাক। নবী করীম (সা) হাঁটিতে হাঁটিতে আমার নিকট হইতে আড়ালে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে আমি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ভাবিলাম, সম্ভবত নবী করীম (সা) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন। ভাবিলাম, তাঁহার কাছে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তাঁহার এই নির্দেশ মনে পড়িল, তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করিও না। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এক সময়ে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আমি যে আওয়াজ শুনিয়াছিলাম, তাহার কথা নবী করীম (সা)-কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন ঃ যাহার আওয়ায শুনিয়াছ, তিনি হইতেছেন হযরত জিবরাঈল (আ)। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে দাখিল হইবে। আমি নিবেদন করিলাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে, তথাপি ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ যদি সে ব্যভিচার এবং চুরি করে, তথাপি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) রাবী আ'মাশ হইতে উপরিউক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাত্রিতে বাহিরে গিয়া দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী হাঁটিয়া যাইতেছেন। ভাবিলাম, তাঁহার সঙ্গে কেহ থাকুক ইহা তিনি পসন্দ করিতেছেন না। আমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিয়া জ্যোৎস্নার মধ্যে হাঁটিতে লাগিলাম। আমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে ? আমি নিবেদন করিলাম, আমি আবূ যর। আপনার জন্যে কুরবান হইতে আল্লাহ আমাকে তাওফীক দিন। তিনি বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! এদিকে আস। আমি তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তিনি বলিলেন ঃ ধনীগণ কিয়ামতের দিনে দরিদ্র হইবে। তবে, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা ধন দিবার পর সে উহাকে ডাইনে-বামে, সম্মুখে-পশ্চাতে চতুর্দিকে দান হিসাবে ছড়াইয়া দেয় এবং উক্ত ধনদ্বারা নেককাজ করে, তাহার প্রশ্ন আলাদা। তৎপর তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ হাঁটিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ এখানে বস। এই বলিয়া আমাকে প্রস্তর পরিবেষ্টিত একটি সমতল ভূমিতে বসাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ তোমার নিকট আমি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত এখানে বসিয়া থাক। তিনি মদীনার প্রান্তর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেলেন। অনেক বিলম্বে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার কালে বলিতেছিলেন ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে। আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পর আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্যে কুরবান হইবার তাওফীক দিন। প্রান্তরের প্রান্তে কে কথা বলিল ? আমি একজনকে আপনার কথার উত্তর দিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, তিনি হইতেছেন জিবরাঈল। তিনি প্রান্তরের প্রান্ত হইতে আমার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতকে এই সুসংবাদ্ দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক

না করা অবস্থায় ইন্তিকাল করিবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, হে জিবরাঈল! সে যদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি বলিলাম, সে যদি চুরি এবং ব্যভিচার করে তথাপি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, এমন কি সে যদি মদ্যপান করে তথাপি।

ষষ্ঠ হাদীস

প্রথম সনদ ঃ আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহান্নামে প্রবেশকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া দিবার মত ক্ষমতার অধিকারী আমল দুইটি কি কি ? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিবে, তাহার জন্যে জান্নাতে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোনো কিছুকে শরীক করা অবস্থায় মরিবে, তাহার জন্যে জাহান্নাম অবশ্যম্ভাবী।

উল্লেখিত হাদীসটি এখানে অসম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইল। হাদীস সংকলক আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) তাঁহার সংকলিত 'মুসনাদ' গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসের অবশিষ্টাংশ সহ সম্পূর্ণ হাদীস উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র তিনিই বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সনদ ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র কোন বান্দা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মরিয়া গেলে তাহার জন্যে নিশ্চিতভাবে জান্নাত হালাল হইয়া যাইবে। আল্লাহ চাহিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন, আর চাহিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

তৃতীয় সনদ ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......হযরত জাবির (রা) হইতে 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ পর্দা না পড়িয়া যাওয়া পর্যন্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র ক্ষমা অব্যাহত থাকে। তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! সেই পর্দা কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক করা। কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় তাঁহার সহিত মিলিত হইলে তাহার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমাপ্রাপ্তি হালাল হইয়া যাইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর রাসূলে পাক (সা) কালামে পাকের এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

সপ্তম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে একমাত্র ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

অষ্টম হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু দুইটি জিনিসের যে কোন একটি বাছিয়া লইবার ব্যাপারে আমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন। উহার একটি এই যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে সত্তর হাজার লোক আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ক্ষমা পাইয়া বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। উহার আরেকটি হইতেছে আমার উম্মতের জন্যে তাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতিপালক প্রভু কি উহা গোপন রাখিবেন ? রাসূলে পাক (সা) বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাকবীর বলিতে বলিতে বাহির হইলেন। তৎপর বলিলেন ঃ আমার প্রতিপালক প্রভু প্রতি হাজারের সহিত আরও এক হাজার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার নিকট সংরক্ষিত গোপন সুবিধা সেইরূপই থাকিবে। রাবী আবূ রুহম হযরত আবূ আইয়ূব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্‌র নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত 'গোপন সুবিধা'-এর তাৎপর্য কি বলিয়া আপনার মনে হয় ? তাহার এই প্রশ্নে লোকে তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধাটি কি, তাহা জানিবার তোমার দরকারটা কি ? হযরত আবূ আইয়ূব (রা) বলিলেন, লোকটিকে তোমরা রেহাই দাও। আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে সংরক্ষিত গোপন সুবিধার তাৎপর্য তোমাদিগকে বলিব। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংরক্ষিত গোপন সুবিধা হইতেছে এই যে, তিনি বলিবেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল; পরন্তু তাহার অন্তরের বিশ্বাস তাহার সাক্ষ্যের অনুরূপ হয়, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

নবম হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিল, আমার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। সে হারাম হইতে আত্মরক্ষা করে না। নবী করীম (সা) বলিলেন, তাহার ধর্ম কি ? লোকটি বলিল, সে নামায আদায় করে এবং আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহার নিকট তাহার ধর্মকে বিনামূল্যে চাও। উহাতে সে অসম্মতি জানাইলে উহা তাহার নিকট হইতে ক্রয় করো। লোকটি তাহার নিকট তাহার ধর্মকে চাহিলে সে কোনমতে উহা তাহাকে দিতে সম্মত হইল না। তখন সে আসিয়া নবী করীম (সা)-কে উহা জানাইল। তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে তো আমি স্বীয় ধর্মে অবিচল দেখিলাম। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

দশম হাদীস

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জীবনে কোন ইচ্ছাকে

এবং কোন ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বাদ দেই নাই। সবই করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল ? তিনি তিনবার উক্ত প্রশ্ন করিলেন। লোকটি তিনবার উত্তর দিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তোমার এই সাক্ষ্যই উপরিউক্ত সকল পাপকার্যের উপর জয়ী হইবে।

একাদশ হাদীস

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হযরত যমযম ইব্‌ন জূশ ইয়ামানীকে বলিলেন, হে ইয়ামানী ! কাহাকেও বলিও না যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করিবেন না অথবা আল্লাহ তোমাকে কোনদিন বেহেশতে দাখিল করিবেন না। যমযম বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আমরা রাগের মাথায় ভাই ভাইকে অথবা বন্ধু বন্ধুকে এইরূপ কথা তো বলিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, না, উহা বলিও না। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের দুইটি লোক ছিল। তাহাদের একজন ইবাদত- বন্দেগীতে কঠোর পরিশ্রমী ও সাধনাকারী ছিল, অন্যজন পাপাচারী ছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। প্রথমোক্ত লোকটি শেষোক্ত লোকটিকে সর্বদা পাপকার্যে লিপ্ত দেখিত। সে তাহাকে বলিত, ওহে বন্ধু! তুমি পাপকার্য করিও না। শেষোক্তজন বলিত, আল্লাহর দোহাই! আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি কি আমার পাহারাদার হইয়া প্রেরিত হইয়াছ ? অতঃপর একদিন প্রথমোক্তজন শেষোক্তজনকে একটি গুনাহ করিতে দেখিল। উহা ছিল তাহার দৃষ্টিতে বড় গুনাহ। সে তাহাকে বলিল, তোমার কপাল পুড়িয়াছে, তুমি পাপকার্য করিও না।' শেষোক্তজন বলিল, আল্লাহর দোহাই! আমার কথা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। তুমি কি আমার পাহারাদার হইয়াছ ? আবেদ লোকটি বলিল, আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন না, অথবা কোনদিন বেহেশতে দাখিল করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের জান লইয়া গেলেন। তাহারা উভয়ে আল্লাহর দরবারে একত্রে উপস্থিত হইল। পাপী ব্যক্তিকে আল্লাহ বলিলেন, যাও, আমার রহমতে বেহেশতে প্রবেশ করো। আবেদ ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি গায়েবী খবর জানিতে ? আমার হস্তে সংরক্ষিত বিষয়ে তোমার কি কোন ক্ষমতা ছিল ? হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ইহাকে দোযখে লইয়া যাও। রাসূল (সা) বলেন, যে আল্লাহর হাতে আবুল কাসিম মুহাম্মদের প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! সে ব্যক্তি এইরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করিয়াছিল, যাহা তাহার দুনিয়া ও আখিরাত সব ধ্বংস করিয়া দিল। ইমাম আবূ দাউদও উপরোল্লেখিত রাবী ইকরিমা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বাদশ হাদীস

তাবারানী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়াছে যে, আমি আল্লাহ গুনাহ মাফ করিয়া দিবার ক্ষমতার অধিকারী, তাহাকে আমি মাফ করিয়া দিব এবং ইহাতে আমি কাহারও পরোয়া করিব না। সে আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক না করিলেই কেবল তাহার প্রতি আমার এই ক্ষমা অবারিত থাকিবে।

ত্রয়োদশ হাদীস

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার ও হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ কাহাকেও কোন কার্যের প্রতিদানে সওয়াব দিবার ওয়াদা করিয়া থাকিলে তাহা পূরণ করিবেনই। পক্ষান্তরে তিনি কাহাকেও কোন কার্যের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি দিবার কথা বলিয়া থাকিলে সেক্ষেত্রে তিনি শাস্তি প্রদান ও ক্ষমা প্রদর্শন উভয়ের যে কোনটি করিতে পারেন।

উক্ত হাদীস আল-বায্যার ও আবূ ইয়া'লা ভিন্ন অন্য কোন হাদীস সংকলক বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ মানুষ হত্যাকারী, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী, সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির জন্য তাহাদের ক্ষমা না পাওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ করিতাম না। সেই অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

অতঃপর সাহাবীগণ পাপী সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান হইতে সংযত হইয়া গেলেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও উপরোল্লেখিত রাবী হায়সাম ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে যাহাদের জন্যে দোযখ ওয়াজিব করিয়াছেন, তাহাদের শাস্তিভোগ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

উক্ত আয়াত শুনিবার পর আমরা পাপী সম্পর্কে মন্তব্য প্রদান হইতে বিরত ও সংযত হইয়া গেলাম এবং এতদসম্পর্কীয় বিষয়সমূহকে আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করিলাম।

ইমাম বাযযার (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আমরা সাহবীগণ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা হইতে বিরত থাকিতাম। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত পড়িতে শুনিলাম ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে আমি কিয়ামতের দিন শাফা'আত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

আবূ জাফর রাযী (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'বল! হে আমার পাপাচারী বান্দাগণ! আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল শ্রেণীর পাপই ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।'

তখন জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর সহিত শরীক করিবার গুনাহও কি তিনি ক্ষমা করেন ? আল্লাহ্র রাসূল (সা) উহা পসন্দ করিলেন না। তিনি তখন তিলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

ইব্ন জারীর (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে একাধিক সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

'সূরা যুমার'-এর উপরোল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত যাবতীয় পাপের ক্ষমা সম্পর্কীয় বিষয়টি তওবার শর্তে শর্তাধীন। কোন ব্যক্তি যে কোন গুনাহ সে যতবারই করিয়া থাকুক, আল্লাহ তাহার তওবা কবূল করেন। যাবতীয় গুনাহ মাফ হওয়া তওবার শর্তে শর্তাধীন না হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে, শিরকের গুনাহও তওবা ছাড়াই মাফ হইয়া যাইবে। অথচ সূরা নিসা-এর আলোচ্য আয়াতে বলা হইতেছে, আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করিবেন না এবং অন্যান্য গুনাহ মাফ করিবেন। অর্থাৎ শিরক ভিন্ন অন্য গুনাহ করিবার পর তওবা না করিয়া কেহ মরিয়া গেলে তিনি ইচ্ছা করিলে তওবা ব্যতীতই তাহার সেই গুনাহ মাফ করিয়া দিতে পারেন। এই দিক দিয়া 'সূরা নিসা'-এর আলোচ্য আয়াতের মধ্যে 'সূরা যুমার'-এর উল্লেখিত আয়াতের চাইতে ক্ষমা প্রাপ্তির অধিকতর আশার বাণী রহিয়াছে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا-

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক গড়িয়া লয়, সে জঘন্য পাপের বিষয়কে গড়িয়া লয়।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই শিরক চূড়ান্ত অবিচার।'

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন গুনাহ জঘন্যতম ? তিনি বলিলেন ঃ উহা এই যে, তুমি আল্লাহ্র সহিত কোন সমকক্ষ গড়িয়া লইবে। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই সম্পূর্ণ হাদীস নহে। উহার অবশিষ্টাংশ উপরোক্ত সংকলনদ্বয়ে বর্ণিত রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সাহাবী হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগকে কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে জঘন্যতম

গুনাহের পরিচয় দিতেছি। উহা হইতেছে আল্লাহর সহিত শরীক গড়িয়া লওয়া। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا–

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আর মাতাপিতার প্রতি অসদাচরণ। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ..... اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

'তুমি আমার প্রতি ও তোমার জনক-জননীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। আমার দিকেই তোমাকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

(٤٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○

(٥٠) اُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَكَفٰى بِهٖٓ اِثْمًا مُّبِيْنًا ۟

(٥١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰٓؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ○

(٥٢) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا ۟

৪৯. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহারা নিজেদিগকে পবিত্র মনে করে ? না, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা, পবিত্র করেন। এবং তাহাদের উপর সামান্যও যুলম করা হইবে না।"

৫০. "দেখ! তাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে কিরূপ মিথ্যা উদ্ভাবন করে; এবং প্রকাশ্য পাপ হিসাবে ইহাই যথেষ্ট।"

৫১. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই, যাহাদিগকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা জিবত ও তাগূতে বিশ্বাস করে; আর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সম্বন্ধে বলে যে, ইহাদেরই পথ বিশ্বাসীদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর।"

৫২. "ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং আল্লাহ যাহাকে অভিসম্পাত করেন, তুমি কখনো তাহার কোন সাহায্যকারী পাইবে না।"

তাফসীর ঃ হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির নিম্নোক্ত দাবি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা বলিত ঃ

نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ–

'আমরা আল্লাহর পুত্র তুল্য ও তাঁহার স্নেহভাজন।'

তাহারা আরও বলিত ঃ

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى–

‘ইয়াহূদী বা নাসরা ভিন্ন অন্য কেহ কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।’

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারা জাতি নামাযে ও অন্যান্য দু'আয় অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকে সম্মুখে রাখিত এবং তাহাদিগকে ইমাম বানাইত। তাহারা বলিত, ইহারা নিষ্পাপ। ইকরিমা ও আবূ মালিক (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) তাঁহাদের উপরোক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ বলিত, ‘আমাদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানগণ আল্লাহর নিকট নৈকট্য লাভের মাধ্যমে কিয়ামতের দিনে আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং আমাদিগকে পবিত্র করিবে। তাহাদের এই দাবি প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন জারীর (র)-ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীগণ তাহাদের কিশোরদিগকে নামাযে ইমাম বানাইত ও তাহাদের কারণে নিজদিগকে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মনে করিত। তাহারা বলিত, আমাদের কোন অপরাধ বা গুনাহ নাই। তাহাদের এই দাবি ছিল মিথ্যা। আল্লাহ্ বলেন, কোন নিষ্পাপ ব্যক্তির ওসীলায় আমি কোন পাপী ব্যক্তিকে পবিত্র করি না। তাহাদের উপরোক্ত মিথ্যা দাবি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলিয়াছেন ঃ মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী, ইকরিমা এবং যাহ্হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ বলিত, আমাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের যেমন কোন পাপ নাই, আমাদেরও সেইরূপ কোন পাপ নাই। তাহাদের উক্ত দাবি প্রসঙ্গ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত স্তুতির নিন্দায় অবতীর্ণ হইয়াছে। মুসলিম শরীফে হযরত মিকদাদ ইব্ন আস্ওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, রাসূলের করীম (সা) স্তুতিকারীদের মুখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন।

আবূ বাকরা (রা) হইতে বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ তোমার সর্বনাশ হউক। তোমার বন্ধুর গর্দান কাটিয়া দিলে! অতঃপর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় বন্ধুর প্রশংসা করিতে চাহিলে সে যেন বলে, তাহাকে আমার এইরূপ বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্র উপর বাড়িয়া গিয়া কেহ যেন কাহারও প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা না করে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বলে আমি মু'মিন, সে কাফির। যে ব্যক্তি বলে, আমি জ্ঞানী, সে মূর্খ। যে ব্যক্তি দাবি করে, ‘আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ মানুষের জন্যে অধিকতর ভয়ঙ্কররূপে যে ব্যাপারে আমার ভয় হয়, তাহা হইতেছে তাহার আত্মম্ভরিতা। যে ব্যক্তি সদম্ভে বলে, আমি মু'মিন, সে কাফির। যে ব্যক্তি বলে, আমি জান্নাতী, সে দোযখী।

ইমাম আহমদ (র)......মা'বাদ আল-জুহানী হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মুআবিয়া (রা) রাসূলে করীম (সা) হইতে খুব কম হাদীস বর্ণনা করিতেন। তবে তিনি প্রায় প্রতি জুমু'আর দিনে রাসূলে করীম (সা) হইতে নিম্নোক্ত কথাগুলি বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন ঃ

আল্লাহ্ কাহারও প্রতি কল্যাণ করিতে চাহিলে তাহাকে দীন সম্পর্কীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেন। আর এই যে ধন-সম্পত্তি দেখো, উহা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয়। কেহ ন্যায় পথে উহা গ্রহণ করিলে উহাতে তাহাকে বরকত প্রদান করা হয়। আর তোমরা স্তব-স্তুতি হইতে দূরে থাকিও। কারণ উহা হইতেছে স্তুতিপ্রাপ্তকে যবেহ করিয়া দিবার শামিল।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করেন এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اياكم والتمادح - فانه الذبح

'তোমরা স্তব-স্তুতি হইতে দূরে থাকো। কারণ উহা হইতেছে প্রশংসিত ব্যক্তিকে যবেহ করিয়া দেওয়া।'

উপরিউক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী মা'বাদ হইতেছেন মা'বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উয়াইম আল-বাসরী আল-কাদরী।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একটি লোক সকালবেলায় নিজের দীন লইয়া বাহির হয়। অতঃপর দিনশেষে দীনের সবটুকু হারাইয়া প্রত্যাবর্তন করে। সে এমন কোন লোকের সহিত সাক্ষাত করে যাহার কোন উপকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। অতঃপর সে তাহাকে খুশি করিতে গিয়া বলে, আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয়ই আপনি এইরূপ ও এইরূপ। সে হয়ত তাহার দ্বারা কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ব্যতিরেকেই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে। পক্ষান্তরে সে স্বীয় কার্য দ্বারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। অতঃপর হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اخر الاية

এতদসম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আসিবে ঃ

فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ - هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'বরং আল্লাহ পাকই যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন।' কারণ তিনি সকল বিষয়ের রহস্য ও অন্তর্নিহিত তথ্য সম্পর্কে অধিকতম অবগত রহিয়াছেন!

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً

অর্থাৎ 'সামান্যতম পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত করিয়াও আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, আতা, হাসান, কাতাদা এবং পূর্বসূরী একাধিক ভাষাবিদ বলিয়াছেন ঃ فتيل শব্দের অর্থ হইল খেজুরের বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশের ফাঁকে

অবস্থিত সামান্যতম বস্তু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, فتيل হইল দুই অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থিত সামান্যতম কোন বস্তু। উভয় অর্থ প্রায় একরূপ।

পঞ্চাশতম আয়াতে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে ইয়াহূদী ও নাসারা জাতির যে মিথ্যা আরোপের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তাহাদের বিভিন্নরূপ জঘন্য বক্তব্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে নানারূপ অসত্য ও অযৌক্তিক কথা প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়াছে এবং আল্লাহ্র পুত্রতুল্য ও তাঁহার স্নেহভাজন বলিয়াছে। তাহারা আরও বলিয়াছে ঃ ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা ইহাও বলিয়াছে যে, 'সামান্য কয়েকদিন ছাড়া অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।' তাহারা নিজেদের বাপ-দাদার নেককাজের উপর ভরসা করিত। অথচ, আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পিতার নেকী পুত্রের কোন উপকার আসিবে না ঃ

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ط لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ط وَلاَ تَسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

'উহারা হইতেছে অতীত উম্মত। তাহারা যাহা অর্জন করিয়াছে, তাহারা শুধু তাহাই পাইবে, আর তোমরা যাহা অর্জন করিয়াছ, তোমরা শুধু তাহাই পাইবে। তাহাদের কার্যের জন্যে তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না।'

সুতরাং উপরোল্লিখিত ধারণা ও প্রচারণা হইতেছে আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের মিথ্যারোপ।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ وَكَفٰى بِهٖ اِثْمًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ তাহাদের উক্ত বক্তব্যই সুস্পষ্ট অসত্য ও পরিষ্কার মিথ্যারোপ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الجبت। অর্থ যাদু ও الطاغوت। অর্থ শয়তান। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, শা'বী, হাসান, যাহহাক এবং সুদ্দী (র) হইতেও উহাদের উপরিউক্তরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, শা'বী, হাসান এবং আতিয়া হইতে বর্ণিত হইয়াছে, الجبت। হইল শয়তান।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উহাকে হাবশী ভাষার শব্দ বলিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, الجبت। অর্থ শিরক বা প্রতিমা।

শা'বী (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ الجبت। অর্থ গণক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, الجبت। বলিতে হুয়াই ইব্ন আখতাবকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, الجبت। বলিতে কা'ব ইব্ন আশরাফকে বুঝানো হইয়াছে।

আল্লামা আবূ নাসের ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ আল-জাওহারী তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'সিহাহ'-এ বলিয়াছেন, الجبت। শব্দটি প্রতিমা, গণক, যাদুকর এবং অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

الطيرة والعيافة والطرق من الجبت

অর্থাৎ কোন বস্তু বা প্রাণী হইতে শুভাশুভ অর্থ গ্রহণ করা, বিভিন্ন শ্রেণীর পাখির নাম ও আচরণকে ভবিষ্যত শুভাশুভের প্রতীক মনে করা এবং মাটিতে দাগ কাটিয়া অদৃশ্য বিষয় গণনা করা ইত্যাকার কার্য الجبت। -এর অন্তর্ভুক্ত। الجبت। আরবী শব্দ নহে। কারণ উহাতে الجيم। ও التاء। অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে জিহবার অগ্রভাগ হইতে উচ্চার্য কোন অক্ষর নাই। কোন শব্দে التاء। ও الجيم। অক্ষরদ্বয়ের এইরূপ সমাবেশ আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।

আল্লামা আবূ নসর (র) কর্তৃক উদ্ধৃত উপরিউক্ত হাদীসের সনদ নিম্নরূপ ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ

ان العيافة الطرق والطيرة من الجبت

আওফ (র) বলিয়াছেন ঃ العيافه। অর্থ ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ণয়কল্পে আকাশে পক্ষী উড়ানো। তেমনি الطرق। অর্থ ভাগ্য ইত্যাদির গণনার উদ্দেশ্যে মাটিতে চিহ্নিত দাগ।

হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ الجبت। 'অর্থ শয়তানের আওয়ায।' ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহাদের হাদীস সংকলন 'সুনান'-এ আওফ আল-আ'রাবী (র) হইতে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে 'সূরা বাকারা'-এ الطاغوت। সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আবূ হাতিম (র)......আবূ যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে الطاغوت। শব্দের বহু বচন الطواغيت। -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, 'ইহারা হইতেছে সেই সকল ভবিষ্যদ্বক্তা যাহাদের নিকট শয়তান আগমন করে।

মুজাহিদ বলিয়াছেন ঃ الطواغيت। হইতেছে মনুষ্যরূপধারী শয়তান। সাধারণ মানুষ নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তির আবেদন লইয়া যাহার কাছে যায় এবং যে তাহাদের হর্তা-কর্তা-বিধাতা হিসেবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করে।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ الطاغوت। হইতেছে আল্লাহ ভিন্ন অন্য যে কোনো উপাস্য শক্তি।

وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰؤُلَاءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلاً–

অর্থাৎ 'তাহারা কাফিরদিগকে মুসলিমদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।' এই শ্রেষ্ঠত্ব দিবার কারণ এই যে, তাহারা জাহিল ও অজ্ঞ; তাহাদের মধ্যে ধার্মিকতা নাই। তাহাদের নিজেদের নিকট যে কিতাব রহিয়াছে, উহাকেও তাহারা সত্য বলিয়া মানে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব এবং কা'ব ইব্‌ন আশরাফ এই দুই চরম ইসলাম বিদ্বেষী ব্যক্তি মক্কাবাসীদের নিকট আগমন করিলে মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে বলিল, তোমরা হইতেছ কিতাবধারী ও জ্ঞানবান

জাতি। আচ্ছা! আমাদের সঠিক অবস্থান এবং মুহাম্মদের সঠিক অবস্থান আমাদিগকে বলিয়া দাও তো। কাফিরদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কার্যাবলীই বা কি আর মুহাম্মদের কার্যাবলীই বা কি ? মক্কাবাসীগণ বলিল, আমরা রক্ত-সম্পর্ক রক্ষা করি; অতিথির জন্যে স্বাস্থ্যবতী-সবল উষ্ট্রী যবেহ করি; অতিথি ও পথিককে তক্র পান করাই; দাসকে মুক্ত করি এবং হজ্জযাত্রীদিগকে পানিপান করাই। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ হইল নিষ্ঠুর। সে আমাদের মধ্যকার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, আর হজ্জযাত্রীদের মধ্যে চৌর্যবৃত্তি চালনাকারী 'গিফার' গোত্রের লোকেরা তাহাকে নেতা মানিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন বলো, আমরা তাহার চাইতে অধিক ভালো, না সে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো ? কাফিরদ্বয় বলিল ঃ তোমরাই তাহার চাইতে অধিকতর ভালো ও ন্যায়ানুসারী। তাহাদের এই উক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ اِلٰى اٰخِرِ الاية–

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ একদল পূর্বসূরী তাফসীরকার হইতে একাধিক সনদে উপরোল্লিখিত আয়াতের উপরিউক্ত শানে নুযূল বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা তাহাকে বলিল, স্বগোত্র ত্যাগী ও সম্পর্কচ্ছেদক এই ব্যক্তি (মহানবী সা) সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ? সেতো মনে করে, সে আমাদের চাইতে অধিকতর ভালো। অথচ আমরা কা'বা শরীফের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকি, হজ্জযাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি এবং তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানিপান করাইয়া থাকি।

কা'ব ইব্ন আশরাফ বলিল, তোমরা তাহার চাইতে অধিকতর ভালো। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হইল ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ ...... فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا–

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ–

'নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুই নাম-চিহ্নবিহীন থাকিবে।'

ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ খন্দকের যুদ্ধে যে সকল কাফির মুসলমানদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার উদ্দেশ্যে কুরায়শ, গাতফান এবং বনু কুরায়যা গোত্রসমূহের লোকদিগকে একত্রিত করিতে নেতৃত্ব দিয়াছিল, তাহারা হইতেছে হুয়াই ইব্ন আখতাব, সালাম ইব্ন আবুল হুকায়েক, আবূ রাফে', রাবী ইব্ন আবুল হুকায়েক, আবূ আমের, ওয়াহওয়াহ আবূ আমির ও হাওযা ইব্ন কায়স। ওয়াহওয়াহ আবূ আমির এবং হাওযা ছিল বনূ ওয়ায়েল গোত্রীয়। তাহারা কুরায়শ গোত্রের লোকদিগকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা জানিতে পারিল যে, উহারা ইয়াহূদী জাতির পণ্ডিত-পুরোহিত এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে তাহাদের নিকট ইলম রহিয়াছে। তাই তাহারা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের ধর্ম কি শ্রেষ্ঠতর, না মুহাম্মদের ধর্ম শ্রেষ্ঠতর ?

তাহারা বলিল, তোমাদের ধর্ম তাহার ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং তোমরা তাহার চাইতে ও তাহার অনুসারীদের চাইতে অধিকতর সত্যপথপ্রাপ্ত। এই প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল হইল ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَبِ - الى قوله تعالى - وَاٰتَيْنٰهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا.

বায়ান্নতম আয়াতে উপরিউক্ত ইয়াহূদীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত পতিত হইবার এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের কোন সাহায্যকারী না থাকিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, তাহারা সত্যের আলো নির্বাপিত করিবার উদ্দেশ্যে মুশরিকদের নিকট সাহায্য চাহিতে গিয়া শুধু তাহাদিগকে নিজেদের দলে ভিড়াইবার জন্যেই উপরিউক্ত মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছিল। কুরায়শ গোত্র তাহাদের প্ররোচনায় সাড়া দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও আসিয়াছিল। তাই তাহাদের আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া মদীনার চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করিয়া দিবার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট ছিলেন। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا-

'আর আল্লাহ কাফিরদিগকে ব্যর্থ মনোরথ করিয়া তাহাদের ক্রোধসহ তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিলেন। মু'মিনদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহই পরাক্রমশালী ও প্রতাপান্বিত।'

(٥٣) اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا ۙ

(٥٤) اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَآ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ○

(٥٥) فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ○

৫৩. "তবে কি তাহাদের রাজশক্তিতে কোন অংশ আছে ? সে ক্ষেত্রেও তো তাহারা কাহাকেও এক কপর্দকও দিবে না।"

৫৪. "অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন, সে জন্যে কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে ? ইব্‌রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম।"

৫৫. "অতঃপর তাহাদের কতক উহাতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কতক উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। ভস্মীভূত করার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ইয়াহূদী জাতির কৃপণতার স্বভাবের বর্ণনা দিতে গিয়া আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহারা কি আল্লাহ্র রাজত্বের একাংশের মালিক হইয়াছে ? মূলত তাহারা উহার মালিক নহে। তাহারা উহার মালিক হইলে মানুষকে, বিশেবত মুহাম্মদ (সা)-কে সামান্যতম বস্তুও দান করিত না। نَقِيْرًا শব্দের অর্থ খেজুরের বীচির পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত সামান্যতম আবরণতুল্য বস্তু। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং অধিকাংশ মুফাস্সির উহার উপরিউক্ত অর্থ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবেই অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বরিয়াছেন ঃ

قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ.

অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর রহমতের ভাণ্ডারসমূহের মালিক হইলে উহা শেষ হইয়া যাইবে এই ভয়ে তোমরা উহা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইতে না।' প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভাণ্ডার শেষ হইবার নহে; কিন্তু তোমরা নিজেদের কৃপণ প্রবৃত্তির কারণেই এইরূপ করিতে। কাফিরদের উক্ত কৃপণ প্রবৃত্তির কথাই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا.

অর্থাৎ 'মানুষ তাহার স্বভাবে বড়ই কৃপণ।'

চুয়ান্নতম আয়াতে যে ঈর্ষার কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহা হইতেছে, আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কর্তৃক প্রাপ্ত রিসালাত ও নবুওয়াতের প্রতি ইয়াহূদী জাতির ঈর্ষা। মহানবী (সা) ইসরাঈল গোত্রভুক্ত ছিলেন না; তিনি ছিলেন আরব। এই কারণে ইয়াহূদী জাতি তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল এবং তাহাদের এই ঈর্ষা তাহাদের ঈমান গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ইমাম তাবারানী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আয়াতের অন্তর্গত اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা আমাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, অন্য লোকদিগকে বুঝানো হয় নাই।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ইয়াহূদী জাতির ঈর্ষা ও বিদ্বেষের বর্ণনা প্রদান করিবার পর আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَالْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল গোত্রের মধ্যে আমি অনেক নবী পাঠাইয়াছি এবং তাহাদের প্রতি তাহাদের নবীদের মাধ্যমে অনেক কিতাব নাযিল করিয়াছি। নবীগণ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে ফায়সালা দিতেন। বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনেককে আল্লাহ্ তা'আলা নেক্কার বাদশাহও বানাইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও একদল আল্লাহ্র উক্ত নি'আমত ও অবদানকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে এবং উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু অপর একদল উহাকে সত্য কিংবা আল্লাহ্র নিআমত হিসাবে গ্রহণ করে নাই। এমন কি উহার প্রতি ঈমানও আনে তাই। অতএব তাহারা বনী ইসরাঈল বহির্ভূত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর কিরূপে ঈমান আনিবে ? মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ

— এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের কেহ মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কেহ তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই, তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের তুলনায় সত্য ধর্ম ও উহার বাহক মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অধিকতর বিদ্বেষী। আর এই কারণেই তাহাদিগকে সতর্ক করিতে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا.

অর্থাৎ তাহাদের সত্য বিদ্বেষ এবং আল্লাহ্র কিতাবসমূহ ও তাঁহার রাসূলগণের বিরোধিতার শাস্তির জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।

(٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۗ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ
بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○
(٥٧) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ لَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ○

৫৬. "যাহারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে, অগ্নি তাহাদিগকে শীঘ্রই দগ্ধ করিবে। যখনই তাহাদের চর্ম ভস্মীভূত হইবে, তখনই উহার স্থলে নূতন চর্ম সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৫৭. "যাহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, শীঘ্রই তাহাদিগকে সেই জান্নাতে দাখিল করিব যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। সেখানে তাহাদের জন্যে পবিত্র সঙ্গী থাকিবে এবং তাহাদিগকে স্থায়ী স্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করিব।"

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিনে যে পাপের কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জাহান্নামে দহন করিবেন, আয়াতে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলদিগকে গ্রহণে বিমুখ রহিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইব। অতঃপর তিনি তাহাদের শাস্তির স্থায়িত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যখনই তাহাদের গায়ের চামড়া পুড়িয়া খতম হইয়া যাইবে, তখনই উহার পরিবর্তে তাহাদের গায়ে নূতন চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা বারংবার আযাবের স্বাদ পাইতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইবার-পর তদস্থলে কাগজের ন্যায় সাদা নূতন চামড়া দেওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহান্নামে প্রতিদিন কাফিরদের চামড়া পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। দৈনিক সত্তর হাজারবার চামড়া পোড়ানো হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (রা) হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যায় ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাহাদের চামড়া শেষ হইবার পর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যেমন ছিলে তেমন হইয়া যাও। ইহাতে তাহারা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا-

হযরত উমর (রা) বলিলেন, উক্ত আয়াত আবার পড়। সে উহা পুনরায় পড়িল। তখন হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলিলেন, এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। প্রতি ঘণ্টায় তাহাদের চামড়া একশতবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইরূপ শুনিয়াছি।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী হিশাম ইব্‌ন আম্মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীস ভিন্নরূপ সনদে এবং ভিন্নরূপ শব্দেও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সম্মুখে নিম্নের আয়াত পাঠ করিল ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ-

হযরত উমর (রা) বলিলেন, উহা পুনরায় পড়। সেখানে কা'বও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই আয়াতের তাফসীর আমার জানা আছে। ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছিলাম। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে কা'ব! তোমার জানা তাফসীর পেশ করো। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে যেরূপ শুনিয়াছি, তুমি সেইরূপ বলিলে তোমার তাফসীর মানিব। নতুবা উহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করিব না। কা'ব বলিলেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি উহা পড়িয়াছি। উহার তাফসীর এই ঃ তাহাদের চামড়া প্রতি ঘণ্টায় একশত বিশবার পরিবর্তিত হইবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে আমিও এইরূপই শুনিয়াছি।

রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ঃ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, প্রত্যেক কাফিরের চামড়া চল্লিশ হাত গাঢ় এবং দাঁত সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার পেট এত বড় হইবে যে, উহার মধ্যে একটি পর্বতও রাখা যাইবে। তাহাদের চর্ম অগ্নি কর্তৃক নিঃশেষে প্রজ্জ্বলিত হইবার পর তদস্থলে নূতন চর্ম প্রদত্ত হইবে। নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হাদীসে উহার চাইতে অধিকতর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ দোযখবাসীদের দেহ সেখানে এত বিশাল করিয়া দেওয়া হইবে যে, একজন দোযখবাসীর কর্ণলতি হইতে তাহার স্কন্ধদেশের দূরত্ব সাতশত বৎসরের পথ হইবে। তাহার

চামড়া সত্তর হাত পুরু হইবে। তাহার দাঁত উহুদ পাহাড়ের সমতুল্য হইবে। উক্ত হাদীসটি উপরিউক্ত সনদে শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ -

— এই আয়াতের جلد শব্দের অর্থ হইতেছে পোশাক। অর্থাৎ যখনই তাহাদের পোশাকসমূহ পুড়িয়া. শেষ হইয়া যাইবে, তাহাদিগকে তদস্থলে নূতন পোশাক প্রদান করা হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহার গ্রন্থে উক্ত তাফসীর উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত তাফসীর গ্রহণীয় নহে। কারণ, উহা স্বাভাবিক অর্থের বিপরীত।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ، خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا.

এই অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। সেখানে তাহাদের উদ্যানে, প্রাসাদে এবং চলিবার পথে সর্বত্র ঝর্ণা প্রবাহিত থাকিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন বাস করিবে।' তাহাদের মন কখনও উহা ত্যাগ করিতে চাহিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

অর্থাৎ 'তাহাদের জন্যে তথায় পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে।' উহারা ঋতুস্রাব, প্রসবস্রাব ও অন্যান্য ঘৃণার বস্তু এবং ঘৃণ্য চরিত্র ও স্বভাব হইতে পবিত্র হইবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ 'তাহাদের জন্যে সেখানে পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে' অর্থ এই যে, তাহাদের জন্য সেখানে দৈহিক ও আত্মিক যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়বস্তু হইতে পবিত্র স্ত্রীগণ থাকিবে। আতা, হাসান, যাহ্‌হাক, নাখঈ, আবূ সালেহ, আলিয়া এবং সুদ্দীও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহাদের জন্যে স্ত্রীগণ মল-মূত্র, ঋতুস্রাব, পিঁচুটি, শিকনি, বীর্য এবং সন্তান হইতে মুক্ত থাকিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ তাহাদের জন্যে তথায় দৈহিক ঘৃণার বস্তু, ঋতুস্রাব ও ঋতু যন্ত্রণা এবং আত্মিক ঘৃণ্য স্বভাব ও অশান্তি হইতে মুক্ত স্ত্রীগণ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً

অর্থাৎ 'আমি তাহাদিগকে ঘন, দীর্ঘ, প্রশস্ত এবং আরামদায়ক ছায়ায় প্রবেশ করাইব।'

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'জান্নাতে একটি বৃক্ষ ররিহয়াছে। কোন বাহনের আরোহী উহার ছায়ায় একশত বৎসর পরিভ্রমণ করিলেও সে উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। উক্ত বৃক্ষের নাম شجرة الخلد অর্থাৎ স্থায়িত্বের বৃক্ষ।'

(৫৮) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ○

৫৮. "আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন, আমানত উহার মালিককে প্রত্যর্পণ করিতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে, তখন ন্যায়-পরায়ণতার সহিত বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন, তাহা কত উৎকৃষ্ট! আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ এই অংশে আল্লাহ তা'আলা আমানতকে উহার প্রাপকের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে নির্দেশ দিতেছেন, হাসান (র)..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তোমার নিকট কিছু গচ্ছিত রাখিলে তাহাকে উহা পৌঁছাইয়া দাও। কেহ তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও তুমি তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। ইমাম আহমদ এবং 'সুনান' সংকলকগণ উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

এখানে 'আমানত' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অর্থ হইল, মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন নামায, রোযা, যাকাত, কাফফারা, মান্নত ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় অর্থ হইল, মানুষের নিকট মানুষের প্রাপ্য হক। যেমন গচ্ছিত দ্রব্য ইত্যাদি আমানতের অন্তর্ভুক্ত। গচ্ছিত দ্রব্যের মালিক দলীল-প্রমাণ ছাড়াই উহা আমানত রাখিলেও মালিকের নিকট উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কেহ উক্ত দায়িত্ব পালন না করিলে কিয়ামতের দিনে তাহার নিকট হইতে উহা আদায় করা হইবে। বিশুদ্ধ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল প্রাপ্য ও হক উহাদের প্রাপকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। এমনকি শিংবিশিষ্ট ছাগল শিংবিহীন ছাগলের উপর অত্যাচার করিয়া থাকিলে উহার প্রতিশোধও উহার কাছ হইতে লওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নপূর্বক উহা ঘোষণা করার পর সব পাপই মাফ হইয়া যায়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত করিবার পাপ উহাতেও মাফ হইবে না। আমানতের খিয়ানতকারী ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র পথে শহীদও হইয়া থাকে, তথাপি কিয়ামতের দিনে তাহাকে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তোমার নিকট গচ্ছিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করো। সে বলিবে, আমি উহা কোথা হইতে প্রত্যর্পণ করিব ? দুনিয়া তো শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহার জন্যে জাহান্নামের তলদেশে উক্ত গচ্ছিত বস্তুর সদৃশ বস্তু দেখা দিবে। সে তখন গিয়া স্বীয় স্কন্ধে উহা বহন করিয়া আনিতে থাকিবে। উহা তাহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া যাইবে। সে পুনরায় উহা উঠাইয়া আনিতে যাইবে। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। বর্ণনাকারী যাযান বলেন, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে শুনিবার পর আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। তিনি মন্তব্য করিলেন, আমার ভাই ইব্ন মাসউদ সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُودُّوا الْاَمَنَةَ اِلٰى اَهْلِهَا–

সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ নেককার ও বদকার যে কোন ব্যক্তিই আমানত রাখুক না কেন, তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন হানফিয়া (র)-ও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আদিষ্ট কার্য ও নিষিদ্ধ কার্য উভয়ই আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ স্বীয় যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করিবার কর্তব্যও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আমানত।

রবী' ইব্ন আনাস বলেন ঃ নারীর নিজের যৌন-পবিত্রতা রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতেছে তাহার নিকট ন্যস্ত পুরুষের একটি আমানত।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ঈদের দিনে নারীদিগকে খলীফার উপদেশ শোনানও আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত আমানতের অন্তর্ভুক্ত।

শানে নুযূল

বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবূ তালহা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আবূ তালহার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল উযযা ইব্ন উসমান ইব্ন আবদুদ-দার ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব আল-কাবশী আল-আবদারী। উসমান ইব্ন তালহা ছিলেন পবিত্র কা'বার চাবি-রক্ষক। ইনি শায়বা ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ তালহার চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁহারই বংশধরগণের নিকট আজ পর্যন্ত পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষিত রহিয়াছে। উপরোক্ত উসমান হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী শান্তির সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ এবং আমর ইব্ন আসও ইসলাম গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে তাঁহার চাচা উসমান ইব্ন আবূ তালহা ওহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহী ছিল। উক্ত যুদ্ধেই সে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর বংশ পরিচয় এখানে এই কারণে উল্লেখ করিলাম যে, বহু সংখ্যক তাফসীরকার উহুদ যুদ্ধে নিহত কাফির উসমানকে ভুলক্রমে কা'বা শরীফের চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা মনে করিয়া পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর ঘটনার ব্যাপারে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া যান। যাহা হউক, আলোচ্য আয়াত পবিত্র কা'বার চাবি রক্ষক হযরত উসমান (রা)-এর উপলক্ষে নাযিল হইবার বিবরণ এই যে, মহানবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে তাঁহার নিকট হইতে পবিত্র কা'বার চাবি গ্রহণ করিয়া উহা তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করেন। উক্ত চাবি ছিল হযরত উসমানের নিকট আমানত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত সাফিয়া বিনতে শায়বা হইতে মক্কা বিজয়ের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন সকালে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইবার পর নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ শরীফে আগমন করত স্বীয় উষ্ট্রীতে আরোহী থাকিয়া সাতবার পবিত্র কা'বা

প্রদক্ষিণ করিলেন। তিনি হস্তস্থিত একটি বক্র লাঠি দ্বারা উহার বিশেষ স্তম্ভকে স্পর্শ করিতেছিলেন। কা'বা প্রদক্ষিণ শেষে তিনি হযরত উসমান ইব্‌ন তালহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কা'বার চাবি গ্রহণ করত উহার দরওয়াযা খুলিয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে কাষ্ঠ নির্মিত কবুতরের মূর্তি পাইয়া তিনি নিজ হস্তে উহা ভাঙ্গিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর কা'বার দ্বারে থামিলেন। লোকজন তাঁহার জন্যে মসজিদুল হারামে অপেক্ষারত ছিল। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, আমার নিকট জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র কা'বার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করিয়াছেন, স্বীয় দাস [মুহাম্মাদ (সা)]-কে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাই শত্রু-বাহিনীসমূহকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিয়াছেন। হে লোক সকল! জাহিলী যুগের সকল কুপ্রথা এবং হত্যা ও সম্পদের ক্ষতিপূরণের দাবি আমার এই দুই পায়ের নীচ দলিত হইল। তবে বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের রীতি এবং হজ্জযাত্রীকে পানিপান করাইবার রীতি অটুট থাকিবে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক এই দিনে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে উপরোক্ত হাদীসের অবশিষ্টাংশও উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদুল হারামে উপবেশন করিলেন। এই অবস্থায় হযরত আলী (রা) দণ্ডায়মান হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হস্তে তখন কা'বা শরীফের চাবি। হযরত আলী (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সুযোগের সঙ্গে কা'বা শরীফের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্বও আমাদিগকে প্রদান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উসমান ইব্‌ন তালহা কোথায়? তাহাকে ডাকিয়া আনা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উসমান! তোমার চাবি গ্রহণ করো। আজিকার দিন বিশ্বাস রক্ষা করিবার ও সদাচার করিবার দিন।

ইব্‌ন জারীর (র).....ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াত হযরত উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত রাসূল করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে তাহার নিকট হইতে কা'বা শরীফের চাবি গ্রহণ করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উহা হইতে বাহির হইবার সময়ে তিনি এই আয়াত পড়িতেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا–

অতঃপর তিনি হযরত উসমানকে ডাকিয়া তাহার নিকট উক্ত চাবি প্রত্যর্পণ করিলেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) বলেন ঃ আমার মাতাপিতা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্যে উৎসর্গীকৃত হউক! তিনি কা'বা হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময়ে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

ইতিপূর্বে আমি তাঁহাকে এই আয়াত পড়িতে শুনি নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) হযরত উসমান ইব্‌ন তালহার নিকট কা'বার চাবি প্রত্যর্পণ করিয়া সকলকে আদেশ দিয়াছিলেন ঃ তোমরা তাহাকে সহযোগিতা প্রদান করিও।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে করীম (সা) উসমান ইব্‌ন তালহা (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, আমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলেন। রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট উহা অর্পণ করিবার জন্যে তিনি হাত বাড়াইয়াছেন, এমন সময়ে হযরত আব্বাস (রা) দণ্ডায়মান হইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত হউক। হাজীদিগকে পানিপান করাইবার সৌভাগ্যের মত ইহা রক্ষা করিবার সৌভাগ্যও আমাকে দান করুন। ইহা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) হাত গুটাইয়া লইলেন। রাসূলে করীম (সা) পুনরায় হযরত উসমানকে বলিলেন, হে উসমান! আমাকে চাবিটি দেখাও। তিনি উহা তাঁহার নিকট অর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইলে হযরত আব্বাস (রা) তাঁহার পূর্ব আবেদনের পুনরাবৃত্তি করিলেন। হযরত উসমান (রা) পুনরায় হাত গুটাইয়া লইলেন। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, হে উসমান! আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর তুমি ঈমান আনিয়া থাকিলে আমার নিকট উহা অর্পণ কর। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, ইহা আমানত। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। রাসূলে করীম (সা) উঠিয়া কা'বা শরীফের দরওয়াযা খুলিলেন। তিনি উহার মধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর একটি মূর্তি পাইলেন। উক্ত মূর্তিটির হাতে ভবিষ্যত শুভাশুভ গণনার জন্যে একটি তীর লইয়া নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিল। রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, মুশরিকদের কি হইয়াছিল ? আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিপাত করুন। ভবিষ্যত গণনার জন্যে মুশরিকগণ কর্তৃক নিক্ষেপণীয় তীরের সহিত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কি সম্পর্ক ছিল অতঃপর তিনি পানি আনাইয়া উহা সকল মূর্তির উপর ঢালিয়া দিলেন। তৎপর মাকামে ইব্‌রাহীমকে কা'বা শরীফের বাহিরে উহার দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। উহা তখন কা'বা শরীফের মধ্যে স্থাপিত ছিল। অতঃপর বলিলেন, লোক সকল! ইহাই হইতেছে কিবলা। তৎপর তিনি একবার বা দুইবার বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) নাযিল হইলেন। আমরা জানিতে পারিয়াছি, কা'বা শরীফের চাবি প্রত্যর্পণের নির্দেশ লইয়া হযরত জিবরাঈল তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলে করীম (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا اخر الاية–

বিখ্যাত অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়াত উপরোল্লেখিত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। এই শানে নুযূল সঠিক হউক আর না হউক, আয়াতে বর্ণিত নির্দেশ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে। তাই হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াত নেককার ও বদকার সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকলের আমানত প্রত্যর্পণ করিতে উহাতে নির্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিচারকার্য সম্পাদন করিতে নির্দেশ দিতেছেন। এই কারণে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং শাহর ইব্‌ন হাওশাব বলিয়োছেন ঃ আলোচ্য আয়াত মানুষের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তিকারী বিচারকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হাদীস শরীফে আসিয়াছে ঃ

বিচারপতি যতক্ষণ তাহার বিচারকার্যে অবিচার না করে, ততক্ষণ আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করেন। কিন্তু যখন সে অবিচার করে, তখন তিনি তাহাকে তাহার নিজ দায়িত্বে ছাড়িয়া দেন। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ একদিনের ন্যায় বিচার চল্লিশ বৎসরের ইবাদতের সমতুল্য।

اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ-

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অন্যের আমানত প্রত্যর্পণ ও ন্যায় বিচারের আদেশসহ অন্যান্য যে আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, উহা তোমাদের জন্যে বড়ই কল্যাণকর, বড়ই মঙ্গলকর এবং বড়ই শুভ।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا.

আয়াতের এই অংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের কথা শোনেন এবং তাহাদের কাজ দেখেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে سَمِيْعًا بَصِيْرًا পড়িবার কালে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ সবকিছু দেখেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইউনুস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইউনুস বলেন ঃ আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا اخر الاية-

এই আয়াত পড়িবার কালে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কর্ণে এবং তর্জনীকে চক্ষুতে রাখিতে দেখিয়াছি। আর তাঁহাকে ইহা বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি নবী করীম (সা)-কে উহা পড়িবার কালে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। আবূ যাকারিয়া বলিয়াছেন, উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান আল-মুকরী আমাদিগকে উহা করিয়া দেখাইয়াছেন। এই বলিয়া আবূ যাকারিয়া তাঁহার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ডান চক্ষুর উপর এবং তর্জনীটি ডান কানের উপর রাখিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছেন 'এইরূপে।'

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার 'সুনান' গ্রন্থে, ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁহার 'সহীহ' গ্রন্থে, হাকিম (র) তাঁহার 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে এবং ইব্‌ন মারদুবিয়া তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী আবূ আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের রাবী আবূ ইউনুস (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম। তাঁহার নাম সালীম ইব্‌ন যুবায়র।

(٥٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ
الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

৫৯. "হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর; আর তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাহাদের আনুগত্য কর। অতঃপর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলের শরণ লও। ইহা ভাল এবং প্রকৃষ্ট অর্থবহ।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ الى اخر الاية–

এই আয়াত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন আদী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা নবী করীম (সা) তাঁহাকে একটি সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার সম্বন্ধে ইহা অবতীর্ণ হয়। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতীত সুনানের অন্যান্য সংকলকও রাবী হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-আহওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উক্ত হাদীস সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহা হাসান-গরীব পর্যায়ের এবং ইব্‌ন জুরাইজের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে উহা আমার জানা নাই।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) জনৈক আনসার সাহাবীর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী যুদ্ধে পাঠাইলেন। এক সময়ে উক্ত আনসার কোন কারণে স্বীয় বাহিনীর লোকজনের উপর রাগান্বিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) কি আমার আনুগত্য করিতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন নাই ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তবে, তোমরা আমাকে জ্বালানী সংগ্রহ করিয়া দাও। তাহারা জ্বালানী আনিয়া দিলে তিনি উহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া সকলকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছি। তাহাদের মধ্যকার জনৈক যুবক বলিলেন, তোমরা আগুন হইতে বাঁচিবার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পালাইয়া আসিয়াছ। অতএব তাঁহার সহিত সাক্ষাত না করিয়া উহাতে প্রবেশ করিও না। তিনি তোমাদিগকে উহাতে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলে তোমরা প্রবেশ করিও। সেমতে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহার নিকট উপরিউক্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি বলিলেন, তোমরা উহাতে প্রবেশ করিলে উহা হইতে কখনো বাহির হইতে পারিতে না। শুধু ন্যায়কার্যের বিষয়ই আমীরের প্রতি অনুগত থাকিতে হয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী আ'মাশ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির প্রতি তাহার নেতার পক্ষ হইতে যে নির্দেশ প্রদত্ত হয়, উহা তাহার পসন্দ হোক আর না হোক, যতক্ষণ না অন্যায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়, ততক্ষণ উহা পালন করা তাহার অপরিহার্য দায়িত্ব। তবে কোনরূপ অন্যায় বিষয়ে আদিষ্ট হইলে সে যেন উহা পালন না করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী ইয়াহিয়া আল-কাত্তান (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই কথার উপর বায়আত করিয়াছিলাম যে, নেতা আমাদিগকে আমাদের পসন্দনীয় কার্য করিতে নির্দেশ করুন আর না করুন এবং তাঁহার নির্দেশ পালন আমাদের জন্যে সহজসাধ্য হউক আর কষ্টসাধ্য হউক, উহাতে আমাদের উপর অন্যকে যদি শ্রেষ্ঠত্বও দেওয়া হয়, সর্বাবস্থায় আমরা তাঁহার প্রতি অনুগত থাকিব। আর আমরা কোন কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে উহা ছিনাইয়া লইব না। তবে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আগত কোন প্রমাণ মুতাবিক তোমরা স্পষ্ট কুফর দেখিতে পাইলে তাহার নির্দেশ মানিবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি এমন কোন হাবশী দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয় যাহার মস্তক কিসমিসের ন্যায় ক্ষুদ্র, তথাপি তোমরা তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু নবী করীম (সা) আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি যেন নেতার প্রতি অনুগত থাকি, যদি তিনি বিকলাঙ্গ হন তথাপি। ইমাম মুসলিম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত উম্মে হাসীন (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিদায় হজ্জে খুতবা দিবার কালে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যদি কোন দাসকেও তোমাদের নেতা বানাইয়া দেওয়া হয়, আর সে আল্লাহ্‌র কিতাবের সাহায্যে তোমাদিগকে পরিচালনা করে, তোমরা তাহার প্রতি অনুগত থাকিবে। ইমাম মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত এক রিওয়ায়াতে 'দাস' শব্দের স্থলে 'বিকলাঙ্গ দাস' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার পর অনেক নেতা তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন। সৎ নেতা সততা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবেন এবং অসৎ নেতা অসততা সহকারে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করিবে। তাহাদের যে নির্দেশ ন্যায় ও হকের সহিত সামঞ্জস্যশীল হয়, তোমরা উহার ব্যাপারে তাহাদের প্রতি অনুগত থাকিও আর তাহাদের পিছনে নামায আদায় করিও। তাহারা ভালকাজ করিলে তোমরাও ভাল ফল পাইবে এবং তাহারাও ভাল ফল পাইবে। পক্ষান্তরে তাহারা মন্দকাজ করিলে তোমরা ভাল ফল পাইবে এবং তাহারা মন্দ ফল পাইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রে অব্যবহিতভাবে নবীর আগমন ঘটিত। একজন নবী ইন্তিকাল করিলেই আরেকজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু আমার পর কোন নবী আসিবেন না। আমার পর খলীফাগণ আসিবেন এবং অনেক খলীফা আসিবেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক্ষেত্রে আমাদিগকে কি করিতে বলেন ? তিনি বলিলেন, প্রথম বায়আতকারী অগ্রাধিকার পাইবে- এই ভিত্তিতে তাহাদের হাতে বায়আত কর এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর। আল্লাহ তাহাদের পরিচালনাধীন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লইবেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি তাহার আমীর হইতে তাহার অপসন্দনীয় কোন কার্য ঘটিতে দেখিলে যেন সে ধৈর্যধারণ করিয়া তাহার নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকে। কারণ, জামাআত হইতে কেহ এক বিঘত পরিমাণে দূরে সরিয়া গেলেও সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিবে। এই হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আনুগত্য হইতে এক হাত দূরে সরিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন দলীল-প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় স্কন্ধে বায়আতের দায়-দায়িত্ব না লওয়া অবস্থায় মরিবে, সে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মরণ বরণ করিবে। এই হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা (র) করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদি রাব্বিল কা'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান বলেন ঃ একদা আমি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিয়া হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-কে কা'বা শরীফের ছায়ায় উপবিষ্ট দেখিলাম। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে লোকজন সমবেত ছিল। আমি তথায় গিয়া তাঁহার দিকে মুখ করিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, একদা আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। এক সময়ে আমরা একস্থানে যাত্রা বিরতি করিলাম। আমাদের কেহ তাঁবু খাটাইতেছিল, কেহ তীর ঠিক করিতেছিল, আবার কেহ বা স্বীয় বাহন পশুর সেবায় রত ছিল। এমন সময়ে নবী করীম (সা)-এর ঘোষক ঘোষণা করিলেন, এখনই নামায, সকলকে একত্রিত করিবে। আমরা সকলে নবী করীম (সা)-এর নিকট সমবেত হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত ছিল যে, তিনি তাহাদের যে সব কল্যাণের কথা অবগত থাকিবেন, তৎসম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিবেন এবং তাহাদের যে সব অকল্যাণ সম্পর্কে তাঁহারা অবগত থাকিবেন, অৎসম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করিবেন। আমার উম্মতের এখন নিরাপদ অবস্থা বিরাজ করিবে। তবে অদূর ভবিষ্যতে উহার পরবর্তী অংশের নিকট বিপদ ও অবাঞ্ছনীয় বিষয়াবলী দেখা দিবে। তাহাদের উপর অব্যাহতভাবে অনেক বিপদ আপতিত হইবে। একটি বিপদ দেখিয়া মু'মিন বলিয়া উঠিবে, ইহাতো আমার ধ্বংস। উহা যাইবার পর আরেকটি আসিয়া পড়িবে। এইবার সে বলিবে, ইহাই এবং ইহাই আমাকে শেষ করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি দোযখ হইতে বাঁচিতে ও বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাহে, সে যেন আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান লইয়া মরণ বরণ করে এবং সে নিজে অপরের তরফ হইতে যেরূপ আচরণ পাইতে চাহে, অপরের প্রতি যেন সেইরূপ আচরণ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বায়আত করিয়াছে, সে ব্যক্তি স্বীয় হস্তের ক্ষমতা ও স্বীয় হৃদয়ের বল তাঁহার নিকট সমর্পণ করিয়াছে। অতএব সে যেন যথাসাধ্য তাঁহার প্রতি অনুগত থাকে। এই অবস্থায় কেহ উক্ত ইমামের প্রতিপক্ষ হইয়া দেখা দিলে তোমরা সেই ব্যক্তি গর্দান উড়াইয়া দাও। রাবী আবদুর রহমান বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা)-এর নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আপনি কি নিজে ইহা হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন ? তিনি হাত দ্বারা নিজের ক্যন ও হৃৎপিণ্ডের দিকে

ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আমার দুই কান ইহা শুনিয়াছে, আর আমার হৃদয় ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি বলিলাম, এই যে আপনার চাচাত ভাই মুআবিয়া! ইনি আমাদিগকে অপরের মাল অন্যায়ভাবে খাইতে এবং একজনের প্রতি অপরজনকে হত্যা করিতে আদেশ করেন। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

'হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল খাইও না। তবে উহা তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সম্পাদিত তিজারতের মাধ্যমে হইলে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। আর তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ।'

আবদুল্লাহ (রা) কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, যে কার্যে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য রহিয়াছে, সে কার্যে তাহার প্রতি অনুগত থাক আর যে কার্যে আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা রহিয়াছে, সে কার্যে তাহার প্রতি অবাধ্য থাক।

উপরোল্লেখিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)...... সুদ্দী হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত রাসূলে করীম (সা) হযরত খালিদ (রা)-এর নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী যুদ্ধে পাঠাইলেন। হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসিরও উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উক্ত বাহিনী উদ্দিষ্ট গোত্রের আবাস ভূমি হইতে নিকটবর্তী একস্থানে গিয়া রাত্রি যাপনের জন্যে শিবির গাড়িল। সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকজন গোয়েন্দার মাধ্যমে উক্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই রাত্রিতেই পলাইয়া গেল। মাত্র একটি লোক পলাইল না। লোকটি রাত্রির অন্ধকারে মুসলিম বাহিনীর নিকট আগমন করত হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর খোঁজ জানিয়া লইয়া তাহার নিকট গমন করিল। তাঁহাকে বলিল, ওহে আবুল ইয়াকযান (প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ব্যক্তি)! নিশ্চয়ই আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, আর সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমার লোকেরা তোমাদের আগমনের সংবাদ জানিতে পারিয়া পালাইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি রহিয়া গিয়াছি। আগামীকাল আমার ইসলাম গ্রহণ কি আমার উপকারে আসিবে, না আমিও পলাইব ? হযরত আম্মার (রা) বলিলেন, তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার উপকারে আসিবে। অতএব পলাইও না; বরং থাকিয়া যাও। লোকটি পলাইল না এবং সে থাকিয়া গেল। ভোররাত্রে হযরত খালিদ (রা) স্বীয় বাহিনী লইয়া সংশ্লিষ্ট গোত্রের এলাকায় অতর্কিতে আক্রমণ চালাইলেন। কিন্তু পূর্বোক্ত লোকটিকে ছাড়া সেখানে কাহাকেও পাইলেন না। তাহাকে তাহার ধন-সম্পত্তি সহ ধরিয়া আনিলেন। হযরত আম্মার (রা)-এর কানে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিন। কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং সে আমার আশ্রয়ে আছে। হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, কোন অধিকারবলে তুমি কাহাকেও আশ্রয় প্রদান কর ? তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আঘাত দিয়া বাক্য বিনিময় করিলেন। অবশেষে তাঁহারা মহানবী (সা)-এর নিকট উক্ত বিষয়টি উপস্থাপন করিলেন। তিনি হযরত আম্মার (রা)-এর আশ্রয় প্রদানকে বলবৎ রাখিলেন। তবে আমীরের

অনুমতি ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে কাহাকেও আশ্রয় দিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তাঁহারা উভয়ে যখন মহানবী (সা)-এর সম্মুখে পরস্পরকে আঘাত দিয়া বাক্য বিনিময় করিতেছিলেন, তখন হযরত খালিদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আঘাত দিয়া কথা বলিবার জন্যে আপনি এই নাককাটা গোলামকে সুযোগ দিতেছেন ? মহানবী (সা) বলিলেন, ওহে খালিদ ! আম্মারকে গালি দিও না। যে ব্যক্তি আম্মারকে গালি দিবে, আল্লাহ্ তাহাকে গালি দিবেন, যে ব্যক্তি আম্মারের সহিত শত্রুতা করিবে, আল্লাহ্ তাহার সহিত শত্রুতা করিবেন এবং যে ব্যক্তি আম্মারকে অভিশাপ দিবে, আল্লাহ্ তাহাকে অভিশাপ দিবেন। ইত্যবসরে হযরত আম্মার (রা) গালির কারণে রাগান্বিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। হযরত খালিদ (রা) তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। তিনি হযরত আম্মার (রা)-এর কাপড় ধরিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত আম্মার (রা) তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উপরিউক্ত রাবী সুদ্দীর মাধ্যমে ভিন্নরূপ সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) উক্ত হাদীস হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আলী ইব্‌ন তালহা (র)...... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ দীন সম্পর্কীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী। মুজাহিদ, আতা, হাসান বাসরী এবং আবুল আলিয়াও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ অর্থাৎ আলিম সম্প্রদায়। উক্ত শব্দের স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পহীন অর্থ অনুযায়ী বলা যায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাজনিত নির্দেশ ও দীনী ইলম সম্পর্কিত নির্দেশ, এই উভয় ধরনের যে কোনরূপ নির্দেশের অধিকারী ব্যক্তিই উহার অন্তর্ভুক্ত। ইতিপূর্বে আমি এইরূপই দেখাইয়াছি। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْ لاَ يَنْهٰهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ-

'তাহাদের পুরোহিত পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে পাপের কথা উচ্চারণ করিতে এবং হারাম মাল খাইতে নিষেধ করে না কেন ?'

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ-

"তোমরা নিজেরা না জানিলে জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়া লও।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত সর্বসম্মতভাবে বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হাদীসটি এই ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করিয়া চলিল, সে আল্লাহ্‌কে অনুসরণ করিয়া চলিল। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইল, সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইল। যে ব্যক্তি আমার আমীরের প্রতি অনুগত রহিল, সে আমার প্রতি অনুগত রহিল আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের প্রতি অবাধ্য হইল, সে আমার প্রতি অবাধ্য হইল।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা উলামা-ফুকাহা কিংবা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ উভয় শ্রেণীর প্রতিই অনুগত থাকিবার আদেশ প্রমাণিত হয়।

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র কিতাব মানিয়া চল, তাঁহার রাসূলের সুন্নাহ বা পথ আঁকড়াইয়া ধর এবং নির্দেশের অধিকারী নেতাগণ আল্লাহ্র আনুগত্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল যে সকল নির্দেশ প্রদান করে তাহাদের সেই সকল নির্দেশ মানিয়া চল।' তবে তাহারা যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক নির্দেশ প্রদান করে, তবে তাহা পালন করা যাইবে না। কারণ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করিয়া তাঁহার সৃষ্টির আনুগত্য করা যাইতে পারে না। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ শুধু ন্যায়ের বিষয়েই আনুগত্য করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে পাক (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা করিয়া কোন (সৃষ্টির) আনুগত্য করা যাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ-

অর্থাৎ 'আর কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট উপস্থাপন কর।'

মুজাহিদ (র)-সহ একাধিক পূর্বসূরী মুফাসসির উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট বিরোধীয় বিষয় উপস্থাপন করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন, দীনের কোন মৌলিক অথবা খুঁটিনাটি যে কোন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে উহা 'কিতাব ও সুন্নাহ'-এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗ اِلَى اللّٰهِ

'তোমাদের মধ্যে যে বিষয়েই মতবিরোধ দেখা দিক না কেন, উহার মীমাংসা আল্লাহ্র নিকট।'

কিতাব ও সুন্নাহ যাহাকে হক বলিয়া রায় দিবে, তাহাই হক। আর হকের বিপরীত বিষয় গুমরাহী বৈ কি হইতে পারে? অতঃপর আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

'যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনিয়া থাক।'

অর্থাৎ আল্লাহ ও আখিরাতে তোমাদের ঈমান থাকিলে ফয়সালা লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিরোধসমূহ আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট পেশ কর। আয়াতের এই অংশ সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছে যে, যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের নিকট হইতে নিজেদের বিরোধীয় বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করে না, আল্লাহ ও আখিরাতে তাহাদের ঈমান নাই।

ذٰلِكَ خَيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর নিকট তোমাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপিত করাই কল্যাণকর।

وَاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا –

অর্থাৎ উহা পরিণতির দিক দিয়াও মঙ্গলকর। সুদ্দীসহ (র) একাধিক মুফাসসির উহার এইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ উহা পুরস্কারের দিক দিয়া মঙ্গলকর। মুজাহিদের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসংগত।

(٦٠) اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ
يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ وَقَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِهٖ ؕ وَيُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ
اَنۡ يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًاۢ بَعِيۡدًا ○

(٦١) وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ تَعَالَوۡا اِلٰى مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوۡلِ رَاَيۡتَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ
يَصُدُّوۡنَ عَنۡكَ صُدُوۡدًا ○

(٦٢) فَكَيۡفَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِيۡبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ ثُمَّ جَآءُوۡكَ يَحۡلِفُوۡنَ ۖۗ
بِاللّٰهِ اِنۡ اَرَدۡنَاۤ اِلَّاۤ اِحۡسَانًا وَّتَوۡفِيۡقًا ○

(٦٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ يَعۡلَمُ اللّٰهُ مَا فِىۡ قُلُوۡبِهِمۡ ۗ فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ وَعِظۡهُمۡ وَقُلۡ لَّهُمۡ فِىۡۤ
اَنۡفُسِهِمۡ قَوۡلًاۢ بَلِيۡغًا ○

৬০. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহারা দাবি করে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে তাহারা বিশ্বাস করে ? অথচ তাহারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হইতে চাহে, যদিও উহা প্রত্যাখ্যান করার জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মূলত শয়তান তাহাদিগকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করিতে চাহে।"

৬১. "তাহাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার দিকে এবং রাসূলের দিকে আস, তখন মুনাফিকদিগকে তুমি তোমার নিকট হইতে মুখ একেবারেই ফিরাইয়া লইতে দেখিবে।"

৬২. "তাহাদের কৃতকর্মের জন্যে যখন তাহাদের কোন মুসীবত হইবে, তখন তাহাদের কি অবস্থা হইবে ? অতঃপর তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া বলিবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাহি নাই।"

৬৩. "এই সকল লোকের অন্তরে কি আছে, আল্লাহ তাহা জানেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে সদুপেশ দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের মর্ম স্পর্শ করে, এমন কথা বলো।"

তাফসীর ঃ যাহারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব তথা ঐশী বাণীসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে বলিয়া দাবি করে, অথচ আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহর বিরোধী শক্তির নিকট হইতে ফয়সালা পাইবার উদ্দেশ্যে নিজেদের বিরোধীয় বিষয় তাহাদের নিকট লইয়া যাইতে চাহে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিন্দা করিতেছেন।

আয়াতের শানে নুযূল

কথিত আছে, একদা জনৈক আনসার সাহাবী ও জনৈক ইয়াহূদীর মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ বাধিলে ইয়াহূদী ব্যক্তি বলিল, আমাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের বিচার করিবেন মুহাম্মদ। পক্ষান্তরে আনসার সাহাবী বলিল, আমাদের উভয়ের মধ্যকার বিরোধের বিচার করিবেন কা'ব ইব্ন আশরাফ। এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহাও কথিত আছে যে, একদল মুনাফিক তাহাদের বিরোধীয় বিষয়কে কাফির বিচারকদের নিকট লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে উহা ভিন্ন অন্যরূপ ঘটনাও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহা হউক, আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহ ত্যাগ করিয়া যাহারা নিজেদের বিরোধের বিচার পাইবার জন্যে উহা লইয়া বাতিল শক্তির শরণাপন্ন হয়, আয়াতে তাহাদের সকলের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আয়াতে উল্লেখিত طَاغُوْتُ শব্দের অর্থ হইতেছে 'বাতিল শক্তি'। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَا كَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ

অর্থাৎ 'তাহারা বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে বাতিলের কাছে উহা লইয়া যাইতে চাহে।' অথচ বাতিলের আনুগত্য হইতে পবিত্র থাকিতে তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। আর শয়তান তাহাদিগকে সুদূরে অবস্থিত গুমরাহীতে লইয়া যাইতে চাহে।

يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার নিকট হইতে দাম্ভিকতা ও অহংকারের সহিত মুখ ফিরাইয়া লয়।' অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দাম্ভিকতা ও অহংকার এবং সত্য গ্রহণে তাহাদের বিমুখতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

'যখন তাহাদিগকে বলা হইল, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অনুসরণ কর। তাহারা বলিল, আমরা বরং বাপ-দাদাকে যাহার উপর পাইয়াছি, তাহাই অনুসরণ করিব।'

উল্লেখিত কাফিরগণের স্বভাব মু'মিনগণের স্বভাবের বিপরীত। মু'মিনদের স্বভাব হইতেছে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্যের স্বভাব। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا-

'মু'মিনগণকে যখন তাহাদের পারস্পরিক বিষয়ে ফয়সালার জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিধানের দিকে ডাকা হয়, তখন তাহারা ইহাই বলে যে, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম।'

তাই মুনাফিকদের নিন্দা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইল, যখন তাহাদেরই গুনাহের কারণে তাহাদের উপর আপতিত বিপদ তাহাদিগকে তোমার দিকে তাড়াইয়া লইয়া আসিল।'

ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا-

অর্থাৎ তাহারা তোমার নিকট আসিয়া নিজেদের কাজের পক্ষে যুক্তি দেখায়। তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া বলে; আপনার শত্রুদের নিকট বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে উহা তাহাদের নিকট লইয়া যাই নাই; বরং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু সেই সকল বিচারকের মনোরঞ্জন। মূলত তাহাদের বিচার সঠিক হইবার বিশ্বাস ও আকীদা আমাদের মনে ছিল না।' তাহাদের এরূপ সুবিধাবাদী কপট স্বভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَتَرَاى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ.

ইমাম তাবারানী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা নিজেদের বিরোধীয় বিষয়ের বিচার পাইবার উদ্দেশ্যে আবূ বারযা আল-আসলামী নামক একজন গণকের নিকট গমন করিত। একদা অনুরূপ উদ্দেশ্যে একদল মুশরিক তাহার নিকট গমন করিল। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ - اِلى قوله- اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا-

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের কথা বর্ণনা করিতেছেন, তাহারা হইতেছে মুনাফিক শ্রেণী। আয়াতে তিনি বলিতেছেন, আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন থাকে না। তিনি তাহাদের মনের গোপন খবর জানেন! তিনি তাহাদিগকে উহার প্রতিফল দিবেন। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদের অন্তরের পাপের কারণে তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না; বরং উহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান কর। পরন্তু তাহাদের সহিত আচরণে তাহাদের মনে প্রভাব সৃষ্টিকারী কথা বলিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দাও।

(٦٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

(٦٥) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

৬৪. "রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি যুলম করে, তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রাসূলও তাহাদের জন্যে ক্ষমা চাহিলে তাহারা আল্লাহকে ক্ষমা পরবশ ও পরম দয়ালুরূপে পাইত।"

৬৫. "অথচ না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তাহারা কখনও মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা তাহাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে আর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাহাদের কোন দ্বিধা থাকে এবং সর্বান্তকরণে উহা মানিয়া না লয়।"

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ

তাফসীর ঃ অর্থাৎ 'আমি যে রাসূলকেই যাহাদের নিকট পাঠাইয়াছি, তাহাদের প্রতি তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলা অপরিহার্য কর্তব্য করিয়া দিয়াছি।'

আলোচ্যাংশ সম্পর্কে মুজাহিদ বলিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য এই যে, আমা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও শক্তি ব্যতীত কেহই রাসূলকে অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে না। اذن শব্দ কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরিউক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার প্রতিশ্রুতি তোমাদের নিকট সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন; যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ও ইচ্ছায় কাফিরদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার কারণে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিতেছিলে।'

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ–

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা পাপাচার করিয়া ফেলিলে যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট আগমন করিয়া নিজেরা আল্লাহ্‌র নিকট মাগফিরাত কামনা করে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করিতে রাসূলের কাছেও যেন আবেদন জানায়। এইরূপ করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে মাগফিরাত দান করিবেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিবেন। তাহাদিগকে মাগফিরাতের আশ্বাস দান করিতে গিয়া আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ 'তাহারা নিঃসন্দেহে আল্লাহকে তওবা কবূলকারী, কৃপাময় পাইবে।'

আল-উতবী হইতে একদল একটি বিখ্যাত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। শায়খ আবূ মানসূর আস-সাব্বাগও[১] তাঁহার 'আশ-শামিল' গ্রন্থে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল-উতবী বলেন ঃ

---

[১] আল-আযহার সংস্করণে এতদস্থলে 'আবূ নসর ইবনুস-সাব্বাগ' লিখিত রহিয়াছে।

একদা আমি নবী করীম (সা)-এর রওযা মুবারকের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে সেখানে এক বেদুঈন আগমন করিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَائُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا–

তাই আমি আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি নিজে নিজ অপরাধের জন্যে আমার প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আর তাঁহার কাছে আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আপনার নিকট আবেদন জানাইতেছি। অতঃপর সে নিম্নোক্ত চরণ কয়টি অবৃত্তি করিল ঃ

يا خير من دفنت بالقاع اعظم
فطاب من طيبهن لقاع والاكم
نفسى الفداء القبر انت ساكنه
فيه العفات وفيه الجود والكرم–

'যাহাদের অস্থিসমূহ প্রান্তরে প্রোথিত হইয়াছে, আর সেই অস্থিসমূহের সৌভাগ্যে নিম্নভূমি ও উচ্চভূমি সবই সুরভিত হইয়া গিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। হে শ্রেষ্ঠতম! যে কবরে তুমি শায়িত রহিয়াছ, আমার প্রাণ তাহার জন্যে উৎসর্গিত হউক। উহাতে পবিত্রতা, দানশীলতা ও মহানুভবতা রহিয়াছে।'

অতঃপর লোকটি চলিয়া গেল। এদিকে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর দর্শন লাভ করিলাম। তিনি বলিলেন, ওহে উতবী! বেদুঈন লোকটির নিকট গিয়া তাহাকে এই সুসংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা তাহাদের বিরোধীয় বিষয়সহ সমুদয় বিষয়ে তোমাকে বিচারক ও ফয়সালাদাতা না মানা পর্যন্ত মু'মিন হইতে পারিবে না।' শুধু তাহাই নহে; তুমি যে ফয়সালা দিবে, অন্তরে ও বাহিরে তাহাদিগকে উহা মানিয়া লইতে হইবে এবং উহার প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। উক্ত আনুগত্যের অপরিহার্যতা ব্যক্ত করিতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

অর্থাৎ 'তোমাকে বিচারক বানাইবার পর তোমা কর্তৃক প্রদত্ত ফয়সালা তাহাদিগকে আন্তরিক আনুগত্য সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে।'

হাদীসে আসিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! কোন ব্যক্তির ইচ্ছা ও কামনা-বাসনা যতক্ষণ না আমা কর্তৃক আনীত সত্যের অধীন হয়, ততক্ষণ সে মু'মিন হইতে পারিবে না।

ইমাম বুখারী (র)......উরওয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (র) বলেন ঃ একদা নালার মাধ্যমে ক্ষেতে পানি দেওয়া উপলক্ষে জনৈক আনসার ব্যক্তির সহিত হযরত যুবায়র (রা)-এর বিবাদ বাধিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, যুবায়র! তোমার ক্ষেত সিক্ত করিয়া দাও। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বলিয়াই কি এইরূপ বিচার করিলেন ? নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎপর তিনি বলিলেন, যুবায়র! তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর পানি আটকাইয়া রাখ। পানি ক্ষেতের আইল পর্যন্ত পৌঁছিবার পর উহা তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে ছাড়িয়া দাও। পূর্ব নির্দেশে নবী করীম (সা) উভয়ের জন্যে সুবিধা রহিয়াছে এইরূপ আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আনসার ব্যক্তিটি উহাতেও রাযী না হওয়ায় পরবর্তী ফয়সালায় তিনি যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ হক বা প্রাপ্য দিয়া দিলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আলোচ্য আয়াত এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তাঁহার সংকলনে কয়েক স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি 'তাফসীর অধ্যায়'-এ উক্ত হাদীস মা'মার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'সেচ-ব্যবস্থা বিষয়ক অধ্যায়'-এ উক্ত হাদীস তিনি মা'মার ও ইব্‌ন জুরাইজ এই উভয় রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'সন্ধি-বিষয়ক অধ্যায়'-এ তিনি উরওয়া হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম উল্লেখিত থাকিবার কারণে মুরসাল হাদীস হইলেও উহা অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে গণ্য।

ইমাম আহমদ (র)......উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যুবায়র (রা) বলেন ঃ একদা তাঁহার ও জনৈক বদরী আনসার সাহাবীর মধ্যে ব্যবহার্য নালা দিয়া ক্ষেতে পানি সিঞ্চন করা লইয়া বিবাদ বাধিলে তিনি উক্ত আনসার সাহাবীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করেন। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি প্রথমে তোমার ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। ইহাতে আনসার সাহাবী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আপনার ফুফাত ভাই দেখিয়া এইরূপ বিচার করিলেন ? ইহাতে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, হে যুবায়র! তুমি নিজের ক্ষেত আগে সিক্ত কর। অতঃপর পানি ক্ষেতের আইলে না পৌঁছা পর্যন্ত উহা আটকাইয়া রাখ।

শেষোক্ত রায়ে নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার অধিকার পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন। ইতিপূর্বে তিনি উভয় পক্ষের জন্যে সুবিধাজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হযরত যুবায়র (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু আনসার সাহাবী উহাতে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার ফলে তিনি হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ প্রাপ্য প্রদান করিয়া রায় দিলেন। যুবায়র (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ধারণা করি, আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক উদ্ধৃত উপরিউক্ত সনদে উরওয়া (রা)-এর পিতা হযরত যুবায়র (রা)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ পুত্র পিতা হইতে হাদীস শ্রবণ করেন নাই বলিয়া

প্রমাণিত হইয়াছে। তাই ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক উল্লেখিত উক্ত সনদ বিচ্ছিন্ন। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উপরিউক্ত হাদীস উরওয়া তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে শুনিয়াছেন। ইমাম আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে সেইরূপ সনদেই উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......'হযরত যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত যুবায়র (রা) এবং জনৈক বদরী আনসার সাহাবী একই নালার মাধ্যমে খেজুরের বাগানে পানি দিতেন। একদা আনসার সাহাবী তাঁহাকে বলিল পানি ছাড়িয়া দিন,' উহা প্রবাহিত হউক। যুবায়র (রা) পানি ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। ইহা জানিতে পারিয়া নবী করীম (সা) বলিলেন, যুবায়র! অগ্রে তুমি নিজের ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতের দিকে পানি ছাড়িয়া দাও। আনসার সাহাবী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে আপনার ফুফাত ভাই বলিয়া কি এই রায়? নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, যুবায়র! অগ্রে তুমি নিজের ক্ষেত সিক্ত কর। অতঃপর পানি ক্ষেতে আইলে না পৌঁছা পর্যন্ত উহা আটকাইয়া রাখ।

উক্ত রায় দ্বারা নবী করীম (সা) হযরত যুবায়র (রা)-কে তাঁহার পূর্ণ হক ও প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিলেন। পূর্বে তিনি উভয় পক্ষের সুবিধাজনক আপসমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে যুবায়র (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আনসার সাহাবী নবী করীম (সা)-এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিবার পর তিনি যুবায়র (রা)-কে তাঁহাদের পূর্ণ হক ও প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিয়া রায় দিলেন।

যুবায়র (রা) বলেন ঃ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলোচ্য আয়াত উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈও উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) এবং অন্যান্য মুসনাদ সংকলকও উপরোল্লেখিত রাবী লাইস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদের সর্বোচ্চ নামের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হাদীস সংকলনসমূহের সংকলকগণ উপরিউক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নামের আওতায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)-ও উহাকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-এর নামের অধীন হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী উপরিউক্ত হাদীস সম্বন্ধে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি হযরত যুবায়র (রা) হইতে যুহরীর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমুখ রাবীর সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। উপরিউক্ত হাদীসের যে সকল সনদে ইব্‌ন শিহাব যুহরী ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়রের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, সে সকল সনদে ইব্‌ন শিহাব যুহরীর অব্যবহিত নিম্নের রাবী হিসাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ ইব্‌ন শিহাব হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের হাদীস বর্ণনার বিষয়টি অস্পষ্ট ও দুর্বল। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত হাদীসকে সহীহ সনদের হাদীস বলা আশ্চর্যজনকই বটে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......আলে আবূ সালমার সালমা নামক জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা যুবায়র (রা) জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিলে তিনি হযরত যুবায়রের পক্ষে রায় দিলেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার পক্ষে এই কারণে রায় দিয়াছেন যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফাত ভাই। এই প্রেক্ষাপটে নিম্ন আয়াত নাযিল হইল ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اِلٰى اخر الايـة

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).....সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াত হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম এবং হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর ঘটনায় নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা জল সেচকে কেন্দ্র করিয়া ঝগড়া করিয়াছিলেন। রাসূলে পাক (সা) রায় দিলেন, উপরিভাগের ব্যক্তি পূর্বে এবং নিম্নভাগের ব্যক্তি পরে জমিতে পানি দিবে। অবশ্য এই হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন। ইহাতে সংশ্লিষ্ট রাবী সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয় নাই। তথাপি এই হাদীসে একটি জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে। ইহাতে আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখিত হইয়াছে।

অন্যান্য শানে নুযূল

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে মুকাদ্দমা লইয়া গেল। তিনি তাহাদের বিরোধীয় বিষয়ে একটি রায় দিলেন। যাহার বিপক্ষে রায় গেল, সে বলিল, আমাদিগকে উমরের কাছে পাঠান। নবী করীম (সা) বলিলেন, আচ্ছা। তাহারা উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে বিজয়ী ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, হে ইব্‌ন খাত্তাব ! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আমার পক্ষে ও এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। ইহাতে এই ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমাদিগকে উমরের নিকট পাঠান। তাই তিনি আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, ঘটনা কি এইরূপ ? পরাজিত লোকটি বলিল, হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের বিরোধ নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর তিনি তরবারি আনিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট তাহাদিগকে পাঠাইতে রাসূলে করীম (সা)-কে বলিয়াছিল, তাহাকে কতল করিলেন। অপর ব্যক্তি প্রাণভয়ে ভাগিয়া রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহর কসম, উমর আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। আমি ভাগিয়া আসিতে না পারিলে আমাকেও সে হত্যা করিত। নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, উমর একজন মু'মিনকে হত্যা করিতে সাহস করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اخر الايـة–

অতঃপর নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-কে উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবার দণ্ড হইতে মুক্তি দিলেন। তবে পরবর্তীকালে ইহা প্রথা হইয়া দাঁড়াক, তাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোপ্লুত ছিল না। তাই তিনি পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ الى اخر الايـة–

ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া উপরিউল্লেখিত রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআ হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস গরীব অর্থাৎ সনদের যে কোন পর্যায়ে মাত্র একজন রাবীবিশিষ্ট হাদীস। আবার উহা 'মুরসাল' অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীসও বটে। তদুপরি উহার অন্যতম রাবী আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআ একজন দুর্বল রাবী। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হাফিয আবূ ইসহাক ইব্রাহীম (র)......সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুই ব্যক্তি রাসূলে পাক (সা)-এর নিকট তাহাদের বিরোধ লইয়া গেল। তিনি অন্যায়ানুসারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ানুসারী ব্যক্তির পক্ষে রায় দিলেন। বিচারে পরাজিত ব্যক্তিটি বলিল, আমি এই বিচার মানিতে রাযী নহি; অপর ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তবে তুমি কি করিতে চাও ? সে বলিল, আমি চাই, আমরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাইব। তাহারা তাঁহার নিকট গেল। বিচারে বিজয়ী ব্যক্তিটি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে বলিলেন, আমরা আমাদের বিরোধীয় বিষয় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উত্থাপন করিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূল (সা) যে ফয়সালা দিয়াছেন, তাহাই তোমাদের বিরোধের ফয়সালা। অন্যায়ানুসারী ব্যক্তিটি উহা মানিতে সম্মত হইল না। সে বলিল; আমরা উমর ইব্ন খাত্তাবের নিকট যাইব। সেমতে তাহারা তাঁহার নিকট গেল। বিজয়ী ব্যক্তিটি তাঁহাকে বলিল, আমরা এই বিরোধ লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়াছেন। এই ব্যক্তি উহা মানিয়া লইতে অসম্মতি জানাইয়াছে। ঘটনা সত্য কিনা তাহা হযরত উমর (রা) তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন। সে বলিল, ঘটনা এইরূপই। তখন তিনি তরবারি আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফয়সালা মানিতে অসম্মত ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اِلى اخر الاية

হাফিয আবূ ইসহাক উপরিউক্ত হাদীস তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦٦) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْآ اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ
اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ۙ

(٦٧) وَّاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّآ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

(٦٨) وَّلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ○

(٦٩) وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

(٧٠) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ○

৬৬. "যদি তাহাদিগকে আদেশ দিতাম যে, তোমরা নিহত হও অথবা আপন গৃহ ত্যাগ কর, তবে তাহাদের অল্প সংখ্যকই ইহা করিত। যাহা করিতে তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা তাহা করিলে তাহাদের ভাল হইত এবং মন-মানসিকতায় তাহারা দৃঢ়তর হইত।"

৬৭. "আর তখন আমি আমার নিকট হইতে তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার প্রদান করিতাম।"

৬৮. "এবং তাহাদিগকে নিশ্চয়ই সরল পথে পরিচালিত করিতাম।"

৬৯, "কেহ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে আল্লাহ্ যাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, সে তাহাদের সঙ্গী হইবে। তাহারা হইল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। আর তাহারা কত উত্তম সঙ্গী !"

৭০. "ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। জ্ঞানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে আনুগত্য বিমুখতা। তাহারা যে সকল নিষিদ্ধ অন্যায় কার্য করিয়া বেড়ায়, উহাই আল্লাহ্ তাহাদিগকে করিতে আদেশ করিলে তাহারা উহা করিত না। যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কিরূপে ঘটিত আর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কিরূপে ঘটিয়াছে সবই আল্লাহ্র জ্ঞানে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার সেই জ্ঞান দ্বারাই উহা বলিতেছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ইসহাক আস-সাবীঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية-

এই আয়াত নাযিল হইবার পর জনৈক ব্যক্তি বলিল, আমাদিগকে উক্তরূপ আদেশ করা হইলে আমরা নিশ্চয়ই উহা পালন করিতাম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্যে নিবেদিত, যিনি আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখিয়াছেন। এই সংবাদ নবী করীম (সা)-এর কর্ণগোচর হইলে তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিশ্চয়ই এইরূপ কিছু লোক রহিয়াছে, যাহাদের হৃদয়ে ঈমান অটল পর্বতসমূহের চাইতে অধিকতর অটল-অবিচল হইয়া বিরাজ করে।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আ'মাশ হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية-

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ্ এইরূপ আদেশ দিলে আমরা উহা পালন করিতাম। এই সংবাদ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, মু'মিনের হৃদয়ে ঈমান সুদৃঢ় পর্বতরাজীর চাইতে অধিকতর দৃঢ় ও অবিচল হইয়া বিরাজ করে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ একদা সাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস ও জনৈক ইয়াহূদী একে অপরের প্রতি দম্ভোক্তি প্রকাশ করিল। ইয়াহূদী ব্যক্তিটি বলিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে আদেশ করিলে নিশ্চয়ই আমরা উহা পালন করিতাম। ইহাতে সাবিতও বলিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি আমাদের প্রতি পরস্পরকে হত্যা করিতে আদেশ করিলে নিশ্চয়ই আমরা উহা পালন করিতাম। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আমির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ الى اخر الاية–

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলে পাক (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র তরফ হইতে এইরূপ নির্দেশ অবতীর্ণ হইলে 'ইব্ন উম্মে আবদ' সেই স্বল্প সংখ্যক পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... শুরায়হ ইব্ন উবায়দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) যখন এই আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলেন, তখন তিনি স্বীয় হস্ত দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা এইরূপ নির্দেশ দিলে এই ব্যক্তি উল্লেখিত স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইত।"

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করিতে হইলে অন্তরের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়াই উহার পরিবর্তে তিনি বান্দাকে মহান পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرً لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে যাহা করিতে আদেশ প্রদান করা হয়, যদি তাহারা উহা পালন করিত এবং যাহা করিতে নিষেধ করা হয়, উহা হইতে যদি বিরত থাকিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে অধিকতর শ্রেয় ও প্রত্যয়ানুগ হইত।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ اَشَدَّ تَثْبِيْتًا অর্থ 'অধিকতর প্রত্যয়ানুগ।' সাতষট্টি ও আটষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ তাহারা এইরূপ করিলে আমি তাহাদিগকে আখিরাতে আমার নিজের তরফ হইতে اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ জান্নাত প্রদান করিতাম আর দুনিয়াতেও তাহাদিগকে সরল পথ দেখাইতাম।

উনসত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ মানিয়া চলে এবং তাঁহাদের নিষেধ হইতে বিরত থাকে, আল্লাহ্ তাঁহার কৃপা ও দানে পরিপূর্ণ স্থানকে তাহাদের আবাসস্থল বানাইবেন এবং তাহাদের স্ব স্ব আমল ও উপার্জিত যোগ্যতার তারতম্য অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত করিয়া কাহাকেও মর্যাদায় নবীদের সহচর ও সঙ্গী, কাহাকেও মর্যাদায় সিদ্দীকদের সহচর ও সঙ্গী, কাহাকেও মর্যাদায় শহীদদের সহচর ও সঙ্গী এবং কাহাকেও মর্যাদায় অন্যান্য নেককারের সহচর ও সঙ্গী বানাইবেন। কারণ তাহারা উৎকৃষ্ট বন্ধু ও সহচর।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার মৃত্যু-ব্যধিতে দুনিয়া ও আখিরাত এই দুইটির একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হয়। অতঃপর তিনি যে রোগে ইন্তিকাল করেন, উহাতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষীণ কণ্ঠেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালিহগণের সহিত.........। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, 'ইহাতে আমি বুঝিতে পারিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-কেও দুনিয়া ও আখিরাতের একটিকে বাছিয়া লইতে বলা হইয়াছে।

উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম (র) অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে আসিয়াছে ঃ রাসূলে পাক (সা) তিনবার বলিলেন ঃ

اللهم الرفيق الاعلى

'আয় আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু!' অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিলেন। ইহার তাৎপর্যও উপারিউক্ত বাণীর অনুরূপ। আমাদের মহান পথিকৃৎ সেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর উপর শ্রেষ্ঠতম রহমত ও সালাম নাযিল হউক!

শানে নুযূল

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক আনসার নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলেন। তাহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে অমুক! তোমাকে চিন্তান্বিত দেখা যাইতেছে কেন ? সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! একটি বিষয় আমাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন, কি সেই বিষয়টি ? সাহাবী বলিলেন, আমরা সকাল-সন্ধ্যায় আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়া থাকি, আপনার পবিত্র চেহারার দর্শন লাভ করিয়া থাকি এবং আপনার সাহচর্যে নিজেদিগকে ধন্য করিয়া থাকি। কিন্তু কাল কিয়ামতে আপনাকে উচ্চ মর্যাদায় নবীগণের সঙ্গে রাখা হইবে। তখন আমাদের তো আপনার নিকট পৌছিবার সৌভাগ্য লাভ ঘটিবে না। নবী করীম (সা) সাহাবীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) এই আয়াত লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

তখন নবী করীম (সা) উপরিউক্ত সাহাবীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে এই সু-সংবাদ দিলেন।

মাসরূক, ইকরিমা, আমির শা'বী, কাতাদা এবং রবী' ইব্‌ন আনাস (র) হইতেও উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের উপরোল্লেখিত সনদ উহার একাধিক সনদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।

ইব্‌ন জারীর (র)......রবী' হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাহাবীগণ বলাবলি করিলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, জান্নাতে অন্যান্য মু'মিনদের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব থাকিবে। সকলে জান্নাতের একই স্তরে থাকিবেন না। সেই অবস্থায় তাঁহারা একে অপরের সহিত কিভাবে সাক্ষাত করিবেন ? ইহাতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উচ্চস্তরের বাসিন্দাগণ নিম্নস্তরের বাসিন্দাদের নিকট নামিয়া আসিবে। তাহারা একটি উদ্যানে সমবেত হইয়া আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত নিআমতসমূহ লইয়া আলোচনা করিবে এবং তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিবে। উচ্চস্তরের বাসিন্দাগণ নিম্নস্তরের বাসিন্দাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নি'আমত লইয়া তাহাদের নিকট অবতরণ করিবে। এইরূপে সকলেই বিপুল নি'আমতরাশির মধ্যে কাল যাপন করিবে।

উপরিউক্ত সনদ হইতে ভিন্ন এক সনদে একটি মারফূ হাদীসে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী উদ্ধৃত রহিয়াছে। তাহা এই ঃ ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট আমার নিজ সত্তা, পরিবার ও সন্তান হইতে অধিকতর প্রিয়। আমি বাড়িতে থাকাকালে আপনাকে স্মরণ করিয়া অস্থির হইয়া পড়ি। যতক্ষণ আপনার কাছে আসিয়া আপনার পবিত্র মুখ দর্শন করিতে না পারি, ততক্ষণ এই অস্থিরতা দূর হয় না। কিন্তু যখন আমার নিজের ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণে আসে তখন ভাবি, আপনি যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবেন, তখন তো আপনাকে নবীদের সহিত উচ্চ মর্যাদায় রাখা হইবে। যদি আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি, তবুও আপনাকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইবে না। নিজের এই দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ি। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

হাফিয আবূ আবদিল্লাহ আল-মাকদিসী তাঁহার রচিত গ্রন্থের 'জান্নাতের পরিচয়' পর্বে উপরোক্ত হাদীস তাবারানী (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন ইমরান আবদীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতপর বলেন, আমি উহার সনদে আপত্তিকর কিছু দেখি না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবাসি। এমন কি বাড়িতে আপনার কথা মনে পড়িলে আপনার জন্যে অস্থির হইয়া পড়ি। জান্নাতে আপনার সাথে থাকিতে আমার মনে বাসনা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الى اخر الاية

ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)......রবীআ ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রবীআ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করিতাম। একদা তাঁহার উযূর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁহার খিদমতে উপস্থিত করিলাম। তিনি বলিলেন, কিছু চাও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকট জান্নাতে আপনার সহিত থাকিবার সুযোগ

চাহিতেছি। তিনি বলিলেন, আর কিছু চাও কি ? আমি বলিলাম, আমি শুধু উহাই চাই। তিনি বলিলেন, বেশি বেশি সিজদা করিয়া আমাকে সহযোগিতা প্রদান কর।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন মুররা আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "একদা জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সাক্ষ্য দিই যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি, নিজের মালের যাকাত দিই এবং রমযান মাসে রোযা রাখি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় মরিবে, কিয়ামতের দিনে নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সহিত অবস্থান করিবে। এই বলিয়া তিনি দুই আঙ্গুলি মিলিত করিয়া দেখাইলেন। অতঃপর বলিলেন, যদি সে মাতাপিতার প্রতি দুর্ব্যবহার না করে।

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদ (র)-ই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......মু'আয ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার আয়াত পাঠ করে, কিয়ামতের দিন ইনশাআল্লাহ তাহার নাম নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারগণের সহিত লিখিত থাকিবে। নিঃসন্দেহে এই সকল লোক প্রকৃষ্ট বন্ধু।

ইমাম তিরমিযী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "ন্যায় পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক এবং শহীদগণের সাহচর্যে থাকিবে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উহা হাসান পর্যায়ের হাদীস। উপরিউক্ত সনদের মাধ্যমে ব্যতীত অন্য কোন সনদে উক্ত হাদীস আমার জানা নাই। সনদের অন্যতম রাবী আবূ হামযার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন জাবির। তিনি বসরার একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহে যে সকল সুসংবাদ রহিয়াছে, উহার যে কোনটির চাইতে বৃহত্তর সুসংবাদ বহনকারী একটি হাদীস একদল সাহাবীর মাধ্যমে বহু সংখ্যক সনদে সহীহ, মুসনাদ ইত্যাদি শ্রেণীর হাদীস সংকলনে বর্ণিত রহিয়াছে। উহা এই ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসিত হইলেন, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ শ্রেণীর একদল লোককে ভালবাসে; অথচ সে এখনো তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই, এই ব্যক্তি কি তাহাদের সান্নিধ্যে থাকিতে পারিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যে মানুষ যাহাদিগকে ভালবাসে, সে তাহাদের সহিত থাকিবে। হযরত আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ এই হাদীসে যত আনন্দিত হইয়াছিলেন, তত আনন্দিত আর কিছুতেই হন নাই।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এবং হযরত উমর (রা)-কে ভালবাসি। আর আমি আশা করি কিয়ামতে আল্লাহ আমাকে তাঁহাদের সহিত উঠাইবেন। যদিও তাঁহাদের ন্যায় আমল ও নেককাজ আমি করিতে পারি নাই।

ইমাম মালিক (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার তারতম্য থাকিলেও নিম্নস্তরের বাসিন্দাগণ উচ্চস্তরের বাসিন্দাদের দিকে তাকাইয়া তাহাদিগকে তাহাদের বালাখানাসমূহে দেখিতে পাইবে। যেমন দেখিতে পাও তোমরা আকাশের পূর্বে বা পশ্চিমে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্রকে। সাহাবীগণ

বলিলেন, উহা তো নবীগণের বালাখানাসমূহ। তাঁহারা ভিন্ন অন্যান্য নেককার তো সেখানে পৌছিতে পারিবে না। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীগণকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সেখানে পৌছিতে পারিবে।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র) উপরিউক্ত হাদীস ইমাম মালিকের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের উপরিউক্ত শব্দ ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, জান্নাতের বাসিন্দাগণের মধ্যে মর্তবার তারতম্য থাকিলেও তাহারা পরস্পরকে দেখিতে পাইবে। যেমন তোমরা আকাশে উদিত উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাও। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তো নবীগণ। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! যাহারা আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছে এবং নবীদিগকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, তাহারাও সেখানে পৌছিতে পারিবে।

হাফিয যিয়া আল-মাকদিসী বলিয়াছেন, 'উপরিউক্ত হাদীস বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য।' আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

তাবারানী (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আবিসিনিয়া হইতে জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়া দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করো। লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! রূপ, বর্ণ ও নবুওয়াত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আপনি যে সকল বিষয়ে ঈমান আনিয়াছেন, যদি আমি সেই সকল বিষয়ে ঈমান আনি এবং আপনি যে সকল কাজ করেন, যদি আমি সে সকল কাজ করি, তবে কি আমি আপনার সাথে জান্নাতে বসবাস করিতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,, হ্যাঁ! যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! জান্নাতে পৃথিবীর কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ঔজ্জ্বল্য হাজার বৎসরের পথের দূরত্ব হইতে পরিদৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাহার অনুকূলে আল্লাহর উপর একটি দায়িত্ব আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি বলে, আল্লাহ মহান, আমি তাঁহার প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি', তাহার জন্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখিত হয়। জনৈক সাহাবী বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহার পর আমরা কিরূপে ধ্বংস হইতে পারি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন কিয়ামতের দিন একটি লোক এতো নেক আমল লইয়া আসিবে যে, উহা পর্বতের উপর স্থাপিত হইলে পর্বতের জন্যেও দুর্বহ হইবে। অতঃপর আল্লাহর একটি নি'আমত উপস্থিত হইবে এবং উক্ত নি'আমত এইরূপ মহামূল্য হইবে যে, উহা নিজ বিনিময় হিসাবে উপরোক্ত আমলের সর্বাংশ শেষ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে। তবে যদি আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া লন। অতঃপর নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হইল ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا الخ

হাবশী লোকটি বলিল, আপনার চক্ষুদ্বয় জান্নাতের যে দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবে, আমার চক্ষুদ্বয় কি সেই দৃশ্যাবলী দেখিতে পাইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। হাবশী লোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্তিকাল করিল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি স্বহস্তে লোকটিকে কবরে রাখিতেছেন।

উপরিউক্ত হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের।[১] পরন্তু উহা মুনকার হাদীসও[২] বটে। উহার সনদ দুর্বল।

নেককার মু'মিনগণ উপরোল্লেখিত মর্তবা ও মর্যাদা আল্লাহর তরফ হইতে তাঁহার দান হিসাবে প্রাপ্ত হইবে। তাহারা নিজেদের আমলে যে নি'আমতের যোগ্য হইবে, উহার চাইতে তাহাদিগকে অনেক বেশি নি'আমত প্রদান করা হইবে। কে হিদায়াত পাইবার যোগ্য, আল্লাহ তাহা ভালো জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে হিদায়াত প্রদান করেন।

(٧١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ○

(٧٢) وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ۚ فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ
اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا ○

(٧٣) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ
كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

(٧٤) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ؕ وَمَنْ
يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

৭১. "হে বিশ্বাসিগণ! সতর্কতা অবলম্বন করো; অতঃপর দলে দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হও অথবা একসঙ্গে অগ্রসর হও।"

৭২. "তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে গড়িমসি করিবেই। তোমাদের কোন মুসীবত হইলে বলিবে, তাহাদের সঙ্গে না থাকায় আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।"

৭৩. "আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হইলে যেন তোমাদের ও তাহার মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, এমনভাবে বলিবে হায়! যদি তাহাদের সহিত থাকিতাম, তবে আমিও বিরাট সাফল্য লাভ করিতাম।"

৭৪. "সুতরাং যাহারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে, তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করুক। এবং কেহ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিলে সে নিহত হউক অথবা বিজয়ী হউক, তাহাকে মহা পুরস্কার দান করিব।"

---

[১] সনদের যে কোন স্তরে মাত্র একজন রাবী বা বর্ণনাকারী থাকিলে সংশ্লিষ্ট হাদীসকে 'গরীব হাদীস' বলা হয়।

[২] পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত দুইটি হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশালী হইলে প্রথম হাদীসটিকে মুনকার বলা হয়।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে মু'মিনদের অস্ত্রের ব্যবস্থা করা, নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ধর্মযুদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উক্ত ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। ثبات অর্থাৎ একাধিক বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া এক বাহিনীর পর আরেক বাহিনী অগ্রসর হওয়া। ثبات শব্দটি ثبة শব্দের বহুবচন। কখনো কখনো ثبة শব্দের বহুবচন ثبيت ও ثبوت হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَانْفِرُوْا ثُبَاتً অর্থাৎ 'বিভিন্ন বাহিনীতে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করো' এবং اَو انْفِرُوْا جَمِيْعًا অর্থাৎ 'সম্পূর্ণ বাহিনী একসঙ্গে যুদ্ধে গমন করো।' মুজাহিদ, ইকরিমা. সুদ্দী, কাতাদা যাহ্হাক, আতা আল-খুরাসানী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান এবং খুসাইফ আল-জাযরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

বাহাত্তর ও তিহাত্তর আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদসহ বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন, 'আলোচ্য আয়াতদ্বয় মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।' মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলিয়াছেন, ليبطئن অর্থাৎ 'জিহাদ হইতে অবশ্যই গা বাঁচাইয়া থাকে।' এইরূপ অর্থও হইতে পারে যে, সে নিজে জিহাদ হইতে দূরে থাকে এবং অন্যকেও উহা হইতে দূরে থাকিতে প্ররোচিত করে। যেমনটি করিত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূল। আল্লাহ্ তাহার সর্বনাশ করুন। সে নিজে জিহাদ হইতে গা বাঁচাইয়া থাকিত এবং অন্যকেও উহা হইতে গা বাঁচাইয়া থাকিতে প্ররোচনা দিত। ইব্‌ন জুরাইজ এবং ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়াই তাহাদের দ্বিমুখী কপটাচারের বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا

অর্থাৎ 'সে জিহাদ হইতে দূরে থাকিবার কালে যদি আল্লাহ্‌র কোন অন্তর্নিহিত হিকমতের কারণে তোমাদের উপর কোন মুসীবত তথা শহীদ হওয়া ও পরাজিত হওয়ার দুর্যোগ আসে, তবে সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলে, আল্লাহ্ আমার প্রতি কৃপা দেখাইয়াছেন। কারণ আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধে উপস্থিত হই নাই।' সে ইহাকে তাহার উপর অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র নিআমত ও মেহেরবানী মনে করে। অথচ সে জানে না, যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিয়া সে কত বড় লোভনীয় নি'আমত ও মেহেরবানী হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে। যুদ্ধে যোগ দিলে সে হয় শহীদ হইত, না হয় জীবনপণ যুদ্ধ করিয়া জীবিত থাকিয়া আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট পুরস্কার পাইত।

وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَّا لَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا–

অর্থাৎ 'আর যদি উপরিউক্ত অবস্থায় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং পরাজিত কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্পদ আসিয়া যায়, তবে সে দুঃখিত হইয়া যেন সে

তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া বলে, আহা! যদি আমি মুসলমানদের সহিত থাকিতাম, তবে গনীমতের একটি অংশ আমাকেও প্রদান করা হইত!' মূলত এই গনীমত লাভই তাহাদের চরম ও পরম উদ্দেশ্য।

চুয়াত্তর নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা কুফর অনুসরণ করিয়া আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ খরিদ করে, তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যেন যুদ্ধ বিরত মু'মিন যুদ্ধ করে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া কেহ শহীদ হউক অথবা বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্তন করুক, তাহার জন্যে আল্লাহর নিকট বিপুল পুরস্কার ও অঢেল পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিয়া কোন মু'মিন যুদ্ধে শহীদ হইলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবার এবং জীবিত অবস্থায় ঘরে ফিরিলে বিপুল সাওয়াব ও গনীমত প্রদান করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(٧٥) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ
وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ۝
(٧٦) الَّذِينَ اٰمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوٓا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

৭৫. "তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করিতেছ না সেই অসহায় নর-নারী এবং শিশুগণের জন্যে, যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনপদ—যাহার অধিবাসী যালিম, উহা হইতে আমাদিগকে অন্যত্র লইয়া যাও; আর তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট হইতে কাহাকেও আমাদের মদদগার করো।"

৭৬. "যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা তাগূতের পথে সংগ্রাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো; নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল চির দুর্বল।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে তাঁহার পথে জিহাদ করিতে এবং মক্কায় অবস্থানরত দুর্বল, অসহায় ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ মুসলিম নারী-পুরুষ, শিশু ও কিশোরদিগকে মক্কার বর্বর অত্যাচারী কাফিরদের হাত হইতে মুক্ত করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। বর্বর কাফিরদের অত্যাচারে মুসলমানগণ অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই মুসলমানদের সেই অবস্থা জানাইতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ
لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অর্থাৎ যে সকল অসহায় ও দুর্বল মু'মিন বলে, প্রভু হে! এই জনপদ-যাহার অধিবাসীগণ অত্যাচারী, ইহা হইতে আমাদিগকে বাহিরে লইয়া যাও। আর তোমার তরফ হইতে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী-অভিভাবক নিযুক্ত করো।

(هذه القرية -এই জনপদ) শব্দ দ্বারা এখানে মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। কালামে মাজীদের অন্যত্র القرية। শব্দ দ্বারা মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْٓ اَخْرَجَتْكَ–

আর যেই জনপদ তোমাকে বহিস্কার করিয়া দিয়াছে, কত জনপদ উহা হইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্‌ন আবূ মুলায়কা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আমি ও আমার মাতা আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদকারী অসহায় ও দুর্বল মুসলিমদের দলভুক্ত ছিলাম।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, মু'মিনগণ আল্লাহর পথে ও তাঁহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে কাফিরগণ শয়তানের পথে ও তাহার সন্তুষ্টির জন্যে যুদ্ধ করে। আয়াতে অতঃপর তিনি মু'মিনদিগকে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

(٧٧) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ
خَشْيَةً ۚ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ؕ
قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ۚ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى ۛ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ○
(٧٨) اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ؕ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ
يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ؕ قُلْ كُلٌّ مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ ؕ فَمَالِ هٰٓؤُلَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ○
(٧٩) مَآ اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ۫ وَمَآ اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ؕ
وَاَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

৭৭. "তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সম্বরণ করো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাহাদিগকে

যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল, তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে ভয় করিতেছিল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক। এবং বলিতে লাগিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলে ? আমাদিগকে কিছুদিনের অবকাশ দাও। বল, পার্থিব ভোগ সামান্য। আর যে সাবধানী, তাহার জন্যে পরকালই উত্তম। তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলম করা হইবে না।"

৭৮. "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই। এমন কি সুউচ্চ ও সুদৃঢ় দূর্গে অবস্থান করিলেও। যদি তাহাদের কোন কল্যাণ হয়, তবে তাহারা বলে, 'ইহা আল্লাহর নিকট হইতে।' আর যদি তাহাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে তাহারা বলে, 'ইহা তোমার নিকট হইতে।' বলো, সব কিছুই আল্লাহর নিকট হইতে। এই সম্প্রদায়ের হইল কি যে, ইহারা একেবারেই কোন কথা বোঝে না!"

৭৯. "কল্যাণ যাহা তোমার হয়, তাহা আল্লাহর নিকট হইতে এবং অকল্যাণ যাহা তোমার হয়, তাহা তোমার নিজের কারণে। এবং তোমাকে যে মানুষের জন্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি, উহার সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ইসলামের প্রথম যুগে হিজরতের পূর্বে মুসলমানদিগকে শুধু সালাত ও যাকাত আদায় করার, নিজেদের মধ্যকার দরিদ্রদের প্রতি আর্থিক সহানুভূতি প্রদর্শনের এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করার আদেশ করা হইয়াছিল। এই সময়ে তাহারা চাহিত যেন তাহাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান প্রদত্ত হয় যাহাতে তাহারা শত্রুদের নিকট হইতে প্রতিশোধ লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই সময়টি একাধিক কারণে মুসলমানদের জন্যে যুদ্ধের অনুকূল ছিল না। প্রথমত শত্রুপক্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় তাহারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য ছিল। দ্বিতীয়ত তাহারা মক্কার ন্যায় পবিত্র ভূমিতে বসবাসরত ছিল যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল এবং যাহা পৃথিবীর মধ্যে পবিত্রতম স্থান। কাহারো কাহারো মতে উহাও তৎকালে যুদ্ধের বিধান প্রবর্তিত না হইবার অন্যতম কারণ ছিল। যাহা হউক, উপরোল্লেখিত এক বা একাধিক কারণেই দেখা যায়, মুসলমানগণ মদীনায় হিজরত পূর্বক সংখ্যায় পর্যাপ্ত হইবার পূর্বে তাহাদের জন্যে জিহাদের বিধান প্রদত্ত হয় নাই।

মুসলমানদের মক্কী যিন্দেগীর দুর্বল অবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধের বিধান তাহাদের মাদানী যিন্দেগীতে সবল অবস্থায় প্রবর্তিত হইবার পর দেখা গেল, তাহাদের কেহ কেহ যুদ্ধে কাফিরদের সম্মুখীন হইতে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল ঃ

رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ - لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلَى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ 'হে প্রভু! এই সময়ে তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধের বিধান প্রদান করিয়াছ ? স্বল্প কিছুদিনের জন্যে উহা আবশ্যিক করা স্থগিত রাখিলে না কেন ?'

তাহাদের ভয়ের কারণ এই যে, যুদ্ধে লোক ক্ষয় হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি ইয়াতীম হয় এবং নারীদিগকে বৈধব্য বরণ করিতে হয়। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ.

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হিজরতের পূর্বে একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মুশরিক থাকাকালেও সম্মানের সহিত ছিলাম। অথচ ঈমান আনিবার পর আমরা লাঞ্ছনায় পতিত হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি সহিয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। অতএব স্বীয় গোত্রের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিও না। অতঃপর এক সময়ে যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে মদীনায় লইয়া গেলেন, তখন তাঁহার প্রতি যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে আবার একদল সাহাবা যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে চাহিলেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ الى اخر الاية-

ইমাম নাসাঈ, হাকিম এবং ইব্‌ন মারদুবিয়াও উপরোল্লেখিত রাবী আলী ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন শফীক হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী হইতে আসবাত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রথম যুগে মুসলমানদের উপর সালাত ও যাকাত ছাড়া অন্য কিছু ফরয ছিল না। তাহারা আল্লাহর কাছে চাহিল যেন তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধ ফরয করেন। যখন তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিলেন, তখন তাহাদের একদল মুসলমান মানুষের ভয়ে এইরূপ ভীত হইল, যেরূপ ভীত হইতে হয় আল্লাহর ভয়ে, অথবা তাহারা উহা হইতেও অধিকতর ভীত হইল। তখন তাহারা বলিল, হে প্রভু! তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিয়া দিলে ? আমাদিগকে আরও কিছুদিনের জন্য কেন অবকাশ দিলে না ? اَجَلٍ قَرِيْبٍ অর্থ হইতেছে মৃত্যু। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ - وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

অর্থাৎ 'মুত্তাকী ব্যক্তির আখিরাত তাহার দুনিয়া হইতে শ্রেয়তর।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) মুজাহিদের উক্ত অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا

অর্থাৎ 'তোমাদের নেক আমলের প্রতিদানের ব্যাপারে তোমাদের উপর সামান্যতম অবিচারও করা হইবে না, বরং উহার পূর্ণ পারিতোষিক তোমরা প্রাপ্ত হইবে।' ইহা দ্বারা মুমিনদিগকে তাহাদের পার্থিব স্বার্থহানির ব্যাপারে সান্ত্বনা প্রদান, আখিরাতের বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান এবং যুদ্ধের প্রতি তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হিশাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হাসান–

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ

-এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন ঃ আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়াকে এইরূপ মনে করিবে এবং উহার ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ এবং মান-সম্মান ইত্যাদির প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে রহম করুন। দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সবটুকু স্বপ্নদৃষ্ট লোভনীয় বস্তুর সমতুল্য। কেহ যেন স্বপ্নের মধ্যে তাহার নিকট লোভনীয় কতগুলি বিষয় দেখিল, অতঃপর সে জাগিয়া গেল।

ইব্ন মুঈন (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাসহির সচরাচর এই চরণগুলি আবৃত্তি করিতেন ঃ

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له
من الله فى دار المقام نصيب
فان تعجب الدنيا رجالا فانها
متاع قليل والزوال قريب

'আখিরাতে যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর নিকট প্রাপ্য কোন অংশ নাই, তাহার জন্যে দুনিয়ায় কোন কল্যাণ নাই। দুনিয়া যদিও অনেক মানুষকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করিয়া দেয়, প্রকৃতপক্ষে উহা সামান্য সম্ভোগ-উপকরণ মাত্র। আর উহার হস্তচ্যুতি সন্নিকটবর্তী।'

পরবর্তী আয়াতে বলা হইতেছে ঃ মৃত্যু অনিবার্যরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। উহা হইতে কেহই কোনমতে রেহাই পাইবে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

অর্থাৎ 'পৃথিবীর বুকে যাহা কিছু আছে সকলই লয়শীল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا بَشَرً مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدُ

'আর তোমার আগে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী বানাই নাই।'

সার কথা এই যে, মৃত্যুর হাত হইতে কেহ কিছুতেই রেহাই পাইবে না; জিহাদ করিলেও না আর জিহাদ না করিলেও না। প্রত্যেকের জন্য তাহার সম্মুখে নিশ্চিত মৃত্যু ও নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে। এইরূপে হযরত খালিদ (রা) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় বলিয়াছেন ঃ আমি এতগুলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গে তীর, বর্শা এবং তলোয়ার প্রভৃতির আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। আর আজ আমি শয্যায় মৃত্যুবরণ করিতেছি! যাহারা যুদ্ধকে ভয় পায়, তাহাদের চক্ষু নিদ্রা হইতে বঞ্চিত হউক। অর্থাৎ তাহারা বাড়িতে শয্যায় আমার মৃত্যু দেখিয়া উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক।

وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা মযবূত, শক্ত ও সুউচ্চ দূর্গের মধ্যেও অবস্থান করো।'

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَ অর্থাৎ আকাশে অবস্থিত কতগুলি দুর্গ। উহার এই অর্থ গ্রহণ যুক্তির দিক দিয়া দুর্বল। সার্বিক অর্থ হইল শক্তিশালী দুর্গ। সার কথা এই যে, কোনরূপ প্রতিরোধই মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। যুহায়র ইব্‌ন আবূ সালমা বলিয়াছেন ঃ

ومن هاب اسباب المنا يا ينلنه - ولورام اسباب السماء بسلم-

'মৃত্যুর কারণসমূহ হইতে পলায়ন করিয়া কেহ সিঁড়ি দ্বারা আকাশে পৌঁছিলেও উহারা সেখানে তাহার নিকট পৌঁছিবে।'

কেহ কেহ বলেন ঃ 'মুশাইয়াদুন' ও 'মাশীদুন' উভয় শব্দের অর্থই 'সুউচ্চ'। যেমন কালামে পাকের অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়াছে وَقَصْرٍ مُّشَيَّدَ অর্থাৎ সুউচ্চ প্রাসাদ।

আবার কেহ কেহ বলেন ঃ উভয় শব্দের অর্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন, 'মুশাইয়াদ' অর্থ সুউচ্চ এবং 'মাশীদ' অর্থ চুনা দ্বারা সুসজ্জিত।

ইমাম ইব্‌ন জারীর ও ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) হইতে একটি দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ পুরাকালে একদা জনৈক মহিলা একটি সন্তান প্রসব করিবার পর স্বীয় ভৃত্যকে বাহিরে কোথাও গিয়া আগুন আনিতে বলিল। ভৃত্যটি আগুন আনিতে বাহিরে যাইবার সময়ে একটি লোককে দ্বারে অবস্থানরত দেখিল। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কোন শ্রেণীর সন্তান প্রসব করিয়াছে? সে বলিল, সে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছে। লোকটি বলিল, জানিয়া রাখো, এই কন্যাটি বড় হইয়া একশত পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিবে। অতঃপর তাহারই ভৃত্য তাহাকে বিবাহ করিবে। অবশেষে একটি মাকড়সা তাহার মৃত্যুর কারণ হইবে। ইহা শুনিয়া ভৃত্যটি ফিরিয়া আসিল এবং ছুরি দ্বারা সদ্য প্রসূত মেয়েটির পেট ফাড়িয়া দিয়া তথা হইতে পলাইয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, মেয়েটি মরিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটি মরে নাই। তাহার মাতা তাহার পেট সেলাই করিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে সে বিপদমুক্ত হইয়া উঠিল। বড় হইতে হইতে এক সময়ে সে যুবতী হইল এবং স্বীয় শহরে শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী হিসাবে পরিগণিত হইতে লাগিল। অপরদিকে তাহাদের ভৃত্যটি সমুদ্রে গমন পূর্বক বিপুল ধন-সম্পত্তি উপার্জন করিয়া লইয়া স্বীয় শহরে প্রত্যাবর্তন করিল। এই সময়ে সে বিবাহ করিতে মনস্থ করিয়া জনৈক বৃদ্ধা মহিলাকে বলিল, আমি এই শহরের সেরা সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিতে চাই। বৃদ্ধা মহিলাটি বলিল, অমুক কন্যাটি হইতে অধিকতর সুন্দরী রমণী আর এই শহরে নাই। তখন বৃদ্ধা মহিলাকে সে বলিল, আপনার তরফ হইতে প্রস্তাব পেশ করুন। মহিলাটি তাহাই করিল। কন্যাপক্ষের ইহাতে সম্মতিও পাওয়া গেল। যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। প্রথম দর্শনে রমণীটির স্বামী তাহার রূপে অভিভূত হইয়া গেল। স্বামীর নিকট স্ত্রী তাহার জীবনের ঘটনাবলী জানিতে চাহিলে স্বামী তাহাকে উহা বিশদভাবে জানাইল। সে অতীতে তাহার গৃহকর্ত্রীর সদ্য প্রসূত একটি কন্যা সন্তানের ব্যাপারে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, তাহাও তাহাকে বলিল। স্ত্রী বলিল, আমিই সেই শিশুটি। এই বলিয়া সে তাহাকে নিজের পেটের

পুরাতন ক্ষত চিহ্ন দেখাইল। স্বামী উহা চিনিতে পারিল। অতঃপর স্ত্রীকে সে বলিল, তুমিই যখন সেই শিশুটি, তখন সেই ভবিষ্যদ্বক্তা লোকটির ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দুইটি অবশ্যম্ভাবী কথা তোমাকে জানাই। এক, নিঃসন্দেহে তুমি একশত পুরুষের সহিত ব্যভিচার করিয়াছ। স্ত্রী বলিল, এইরূপ ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। তবে সঠিক সংখ্যাটি বলিতে পারিতেছি না। স্বামী বলিল, সঠিক সংখ্যাটি হইতেছে একশত। দুই, নিশ্চয়ই একটি মাকড়সা তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।

যাহা হউক, লোকটি তাহার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্যে একটি সুউচ্চ মযবূত বালাখানা নির্মাণ করিল যাহাতে কোন মাকড়সা সেখানে পৌছিতে না পারে। একদিন তাহারা উক্ত বালাখানায় অবস্থান করিতেছিল। এমন সময়ে উহার ছাদে একটি মাকড়সা দৃষ্ট হইল। স্ত্রী বলিল, এই মাকড়সার হাত হইতেই কি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে চাহিতেছ ? আল্লাহ্র কসম! আমিই উহাকে মারিয়া ফেলিব। তাহারা উহাকে ছাদ হইতে নামাইল এবং স্ত্রীলোকটি উহাকে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে দলিত করিয়া মারিয়া ফেলিল। এদিকে উক্ত মাকড়সার পেট হইতে নির্গত সামান্য বিষ স্ত্রীলোকটির পায়ের নখ ও মাংসের মধ্যবর্তী স্থানে ঢুকিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় তাহার পা কালো হইয়া গেল এবং ইহাতেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

হযরত উসমান (রা) বিদ্রোহীদের হাতে শহীদ হইবার প্রাক্কালে আল্লাহর নিকট মুসলিম জাতির জন্যে ঐক্য প্রার্থনা করিয়া পরিশেষে কবির নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

ارى الموت لا يبقى عزيزا ولم يدع
لعاد ملاذا فى البلاد ومربعا-
يبيت اهل الحصن والحصن مغلق
ويأتى الجبال فى شماربخها معا

'আমি দেখিতেছি যে, মৃত্যু কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তিকেও রেহাই দেয় না। সে 'আদ' জাতিকেও তাহাদের জনপদসমূহে কোন আশ্রয় দেয় নাই। দুর্গের দ্বার রুদ্ধ থাকা অবস্থায়ও মৃত্যু দুর্গবাসীদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা একই সঙ্গে একাধিক পর্বত শৃংগেও উপস্থিত হইয়া থাকে।'

এই প্রসঙ্গে হাযর রাজ্যের বাদশাহ সাতরূনের ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ঐতিহাসিক ইব্ন হিশাম ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। পারস্য সম্রাট সাবূর বাদশাহ সাতিরূনকে হত্যা করে। এই সাবূর কোন সাবূর তাহা লইয়া ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, এই সাবূর হইতেছে সাবূর যুল-আকতাফ। আবার কেহ বলেন, এই সাবূর হইতেছে সাবূর ইব্ন আর্দেশীর ইব্ন বার্বাক। এই সাবূরই সাসান বংশীয় প্রথম সম্রাট। তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অধিপতিদিগকে পরাজিত করিয়া সেইগুলি পুনরায় পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাবূর যুল-আকতাফের যুগ হইতেছে তাহার যুগের বহু পরের যুগ। ঐতিহাসিক সুহায়লীর অভিমত ইহাই।

ইব্ন হিশাম বলেন ঃ একদা সাবূর স্বীয় সাম্রাজ্য হইতে বাহিরে ইরাকে থাকাকালে সাতিরূন তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। ইহাতে সাবূরও সাতিরূনের সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। সাতিরূন

দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সাবূরও দুর্গ অবরোধ করিল। দুর্গ অপরাজিত রহিয়া গেল। অবরোধ দুই বৎসর ধরিয়া চলিল। একদিন সাবূরের প্রতি সাতিরূন তনয়া নাযীরার দৃষ্টি পতিত হইল। সাবূরের পরিধানে তখন মূল্যবান রেশমী পোশাক ছিল। তাহার মস্তকে ছিল মণি-মুক্তা খচিত স্বর্ণ নির্মিত রাজমুকুট। নাযীরা তাহাকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে সাবূরের নিকট সংবাদ পাঠাইল, যদি সে তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত থাকে, তবে সে তাহাদের দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিবে। সাবূর নাযিরার প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল। নাযীরার পিতা সাতিরূন ছিল মদ্যপায়ী। রাত্রিতে সে মদ্যপান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িলে নাযীরা তাহার শিয়র হইতে দূর্গের দ্বারের চাবি লইয়া স্বীয় বিশ্বস্ত ভৃত্যের মাধ্যমে উহা সাবূরের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সাবূর দুর্গের দ্বার খুলিয়া সসৈন্যে ঢুকিয়া পড়িল।

কোন কোন কাহিনীকার এখানে বলেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরা সাবূরকে একটি গুপ্ত যাদু শিখাইয়া দিয়াছিল। উহারই সাহায্যে সাবূর দূর্গের দ্বার খুলিতে সমর্থ হইয়াছিল। দুর্গটি একটি যাদু দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই যাদুর প্রভাব নষ্ট না করিয়া কেহ উহার দ্বার খুলিতে পারিত না। কেহ উহা খুলিতে চাহিলে তাহাকে কোন চিতা সংশ্লিষ্ট একটি কবুতর লইয়া উহার পা দুইটি কোন অবিবাহিতা বালিকার প্রথম ঋতুস্রাবের রক্তে রঞ্জিত করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত। উহা উড়িয়া গিয়া দুর্গের প্রাচীরে বসিলেই দুর্গের দ্বার খুলিয়া যাইত। সাতরূন তনয়া নাযীরা সাবূরকে এই গুপ্ত যাদুটি জানাইয়া দিয়াছিল। সাবূর ইহা প্রয়োগ করিয়া দুর্গের দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

যাহা হউক, দুর্গে প্রবেশ করিয়া সাবূর সাতিরূনকে হত্যা করিল, উহার অন্যান্য অধিবাসীকে কচুকাটা করিল এবং নাযীরাকে লইয়া স্বীয় সাম্রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। অতঃপর সাবূর ও নাযীরার মধ্যে যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

একদা রাত্রিতে নাযীরা রাজ প্রাসাদে তাহার শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার দিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সে অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রদীপ জ্বালাইয়া সাবূর দেখিল, তাহার শয্যায় একটি বৃক্ষপত্র রহিয়াছে। নাযীরাকে সে বলিল, একটি বৃক্ষপত্র তোমার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে! না জানি, তোমার পিতা তোমাদের কত সুখের মধ্যে রাখিয়া লালন-পালন করিয়াছে। নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে মুল্যবান রেশমী বিছানায় শোয়াইতেন, মূল্যবান রেশমী পোশাক পরাইতেন, অস্থির মধ্যে অবস্থিত মজ্জা খাওয়াইতেন এবং আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত মদ্য পান করাইতেন। ঐতিহাসিক তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরা বলিল, আমার পিতা আমাকে অস্থির মজ্জা ও মাখন খাওয়াইতেন এবং কুমারী মৌমাছি কর্তৃক উৎপন্ন মধু ও উৎকৃষ্ট মদ্য পান করাইতেন। তাবারী আরো উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাতিরূন তনয়া নাযীরার অপরূপ সৌন্দর্যে তাহার পায়ের নলার অস্থি পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইত।

যাহা হউক, নাযীরার কথা শুনিয়া সাবূর বলিল, তুমি তাহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছ, উহাই কি তোমার প্রতি তাহার এইরূপ স্নেহের প্রতিদান ? তুমি তোমার স্নেহময় পিতার প্রতি যে ঘৃণ্য আচরণ করিয়াছ, আমার প্রতি উহার অনুরূপ আচরণ করা তোমার পক্ষে অধিকতর সহজ। অতঃপর সাবূর অকৃতজ্ঞ নাযীরার মস্তকের কেশরাশি অশ্বের লেজের সহিত বাঁধিয়া উহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দিল। এই অবস্থায় অশ্ব তাহাকে পদতলে পিষ্ঠ করিয়া মারিয়া ফেলিল।

পার্থিব সুখ-সম্ভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে কবি আদী ইব্‌ন যায়দ আল-ইবাদী কর্তৃক রচিত বিখ্যাত কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ

ايها الشامت المعير بالده - را انت المبرأ الموفور -
ام لديك العهد الوثيق من الايـ - لم بل انت جاهل مغرور -
من رأيت المنون خلد ام من - ذا عليه من ان يضام خفيه -
اين كسرى كسرى الملوك توشر - وان ام اين قبله سابور ؟
بنو الاصفر الكرام ملوك الـ - روم لم يبق منهم مذكور-
واخوا الحقر اذ بناه واذ دج - لة تجبى اليه والخابور-
شاده مرمرا وجلله كا - سا مللطير فى ذراه وكور-
لم يهبه ريب المنون فباد الـ - ملك عنه فيا به مهجور-
وتذكر الخورنق اذ شر - رف يوما وللهدى تفكير
سره ماله وكثرة ما يمـ - لك والبحر معرضا والسدير-
فارعوى قلبه وقال فما غبـ - طة حتى الى الممات بصير-
ثم اضحوا كأنهم ورق جف - فألوت به الصباو الدبور-
ثم بعد اللاح والملك والامـ - ـة وارتهم هناك القبور-

'হে পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত ও তৃপ্ত ব্যক্তি! তুমি কি মৃত্যু হইতে মুক্ত ও নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত ? সময়ের পক্ষ হইতে তুমি কি চিরজীবী হইবার কোনো নিশ্চিত আশ্বাস লাভ করিয়াছ ? না, বস্তুত তুমি অজ্ঞ ও প্রতারিত। তুমি কাহাকে মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চিরঞ্জীব হইতে দেখিয়াছ ? মৃত্যুকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও আছে কি ? কোথায় গেল রাজাধিরাজ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়াঁ ? তাহার পূর্ববর্তী সম্রাট সাবূরই বা কোথায় ? আর মহাসম্মানের অধিকারী রোম সম্রাটগণই বা কোথায় গেল ? তাহাদের কেহই তো আজ জীবিত নাই। হায়রের অধিপতি সাতিরূন স্বীয় প্রাসাদকে কতভাবেই না সাজাইয়াছিল! সে কৃত্রিম উপায়ে স্বীয় প্রাসাদে যেন এক দজলা নদী সৃষ্টি করিয়াছিল। কোথায় সেই সাতিরূন ও তাহার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও বিলাসিতা ? সম্রাট সাবূর মর্মর পাথর দ্বারা তাহার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিল। আর পানপাত্র দ্বারা উহার মহিমা (?) বর্ধন করিয়াছিল। আজ তাহার সেই প্রাসাদে পক্ষীকুল বাসা বানাইয়াছে। কালের বিবর্তন তাহাকে অবকাশ দেয় নাই। স্বীয় সাম্রাজ্যসহ সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার দ্বার পরিত্যক্ত। বিখ্যাত খাওরানাক প্রাসাদের মালিক ইরাকের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট নূ'মান উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত সত্য পথ পাইবার জন্যে চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। একদা তিনি স্বীয় প্রাসাদে উঠিলেন। বিশাল জলাধার, 'সাদীর' নামক তাহার বিলাসপূর্ণ অট্টালিকা এবং তাহার অন্যান্য ঐশ্বর্য তাহার মনে আনন্দ আনিয়া দিল। পরক্ষণে তাহার অন্তর

অজ্ঞানতা ও বিভ্রান্তি হইতে ফিরিয়া আসিল। তিনি চিন্তা করিলেন, যাহাকে মরিতে হইবে, তাহার সুখৈশ্বর্যের কীইবা মূল্য রহিয়াছে ? মৃত্যুর আগমনে প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত ব্যক্তিগণ শুষ্ক পত্রের ন্যায় নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। শুষ্ক পত্রকে যেরূপে পূবালী হাওয়া এবং পশ্চিমা হাওয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, আর উহা নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় উহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেইরূপে তাহারা মৃত্যুর পর নিষ্প্রাণ ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের সকল কৃতিত্ব, বিশাল রাজত্ব ও দোর্দন্ড প্রভুত্বের অবসানের পর কবর তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইয়াছে।’

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

حَسَنَةٌ -ফল, শস্য ও সন্তান-সন্তুতি ইত্যাদির প্রাচুর্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইব্‌ন আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুদ্দীর মতে স্ত্রীগণের অধিক সংখ্যায় পুত্র-সন্তান প্রসব করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ

سَيِّئَةٌ -দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন, শস্যাদি হানি এবং পশ্বাদি ও সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ক্ষয়। আবুল আলিয়া ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

مِنْ عِنْدِكَ - তোমার তরফ হইতে। অর্থাৎ তোমাকে ও তোমার ধর্মকে অনুসরণ করিয়া চলিবার কারণে। এইরূপে ফিরআউনের জাতি সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

فَاِذَا جَائَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهِ - وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ -

‘অনন্তর যখন তাহাদের ভাল কিছু দেখা দিত, তখন বলিত ইহা আমাদেরই কৃতিত্ব। অথচ যখন খারাপ কিছু দেখা দিত তখন বলিত, ইহা মূসা ও তাহার সহচরদের কারণে।’

অনুরূপভাবে মানুষের সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের স্বরূপ উদঘাটন করিতে গিয়া অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ طْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

‘যে সকল লোক আল্লাহর দায়সারা ইবাদত করে, তাহারা যখন ভাল কিছুর দেখা পায়, তখন আশ্বস্ত থাকে। আর যখন কোন বিপদ দেখা দেয়, তখনই কাটিয়া পড়ে। তাহারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়কুল হারাইল। ইহাই সুস্পষ্ট সর্বনাশ।’

আলোচ্য আয়াতাংশে যে আচরণের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা ছিল মুনাফিকগণের আচরণ। তাহরা মু'মিন বলিয়া পরিচয় দিলেও ইসলামের প্রতি তাহাদের মনে ছিল চরম অনীহা। তাহাদের অনীহার বহিঃপ্রকাশের একটি রূপ এই যে, তাহাদের অনাকাঙ্খিত কিছু তাহাদের উপর ঘটিয়া গেলে উহার জন্যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণকে দায়ী করিত।

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমাদের কাম্য-অকাম্য উভয় অবস্থাই আল্লাহর নির্দেশে আসে।' এই বিধান মু'মিন ও কাফির সকলের প্রতিই প্রযোজ্য।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ كل অর্থাৎ ভাল-মন্দ এই উভয় অবস্থা। হাসান বাসরীও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকগণ ও তাহাদের উপরোল্লেখিত সন্দেহ প্রসূত বিচার-বুদ্ধিহীন উদ্ভট উক্তির নিন্দা করিতেছেন ঃ

فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ حَدِيْثًا

একটি বিস্ময়কর সংশ্লিষ্ট হাদীস

হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র)......আমর ইব্ন শুআয়িবের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্ন শুআয়বের পিতামহ বলেন ঃ একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে দুইদল লোকসহ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর (রা) সেখানে আগমন করিলেন। তাহারা উচ্চৈস্বরে কথা বলিতেছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রা) নবী করীম (সা)-এর কাছ ঘেঁষিয়া এবং উমর (রা) সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর কাছ ঘেঁষিয়া বসিলেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইবার কারণ কি ? জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ রাসূল! আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, যাবতীয় মঙ্গল আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে এবং যাবতীয় অমঙ্গল আমাদের নিজেদের কারণে ঘটে। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে উমর! তুমি কি বলিয়াছ ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, 'আমি বলিয়াছি, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে। নবী করীম (সা) বলিলেন, সর্ব প্রথম হযরত জিবরাঈল (আ) এবং হযরত মীকাঈল (আ) এই বিষয়ে আলোচনা করেন। ওহে আবূ বকর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত মীকাঈল উহা বলিয়াছে। ওহে উমর! তুমি যাহা বলিয়াছ, হযরত জিবরাঈল (আ) উহা বলিয়াছিলেন। আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যেই এই বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে। আর আকাশের ফেরেশতাদের মধ্যে যে বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়াছে, পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে মত পার্থক্য তো দেখা দিবেই। যাহা হউক, তাহারা উভয়ই মীমাংসার জন্যে হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নিকট আগমন করিলেন। তিনি রায় দিলেন, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হইতে আসে।' অতঃপর নবী করীম (সা) আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আমার ফয়সালা তোমরা স্মরণ রাখিও। কখনো আল্লাহর নাফরমানী ও অবাধ্যতা করা না হউক, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় থাকিলে তিনি ইবলীসকে সৃষ্টি করিতেন না।

শায়খুল ইসলাম তাকিয়্যুদ্দীন আবুল আব্বাস ইব্ন তাইমিয়া (র) বলিয়াছেন, ইলম ও মারিফাত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, উপরিউক্ত হাদীস মিথ্যা ও মনগড়া।

অতঃপর সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এবং তাঁহার মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমার নিকট যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ আগমন করে, উহা আল্লাহর কৃপা, দয়া ও রহমতের কারণে আগমন করে।'

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

অর্থাৎ 'তোমার নিকট যে অমঙ্গল ও অকল্যাণ আগমন করে, উহা তোমার নিজস্ব আমল ও আচরণের কারণে আগমন করে।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অর্থাৎ 'তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তাহা তোমাদের স্বহস্তের উপার্জন; তাহা হইতেও আল্লাহ বহু কিছু মার্জনা করেন।'

সুদ্দী, হাসান বসরী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ مِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ 'তোমার গুনাহের কারণে।' কাতাদা (র) বলেন ঃ مِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! উহা তোমার পাপের শাস্তি হিসাবে। তিনি আরো বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মানুষের শরীরে কাষ্ঠের একটু আঁচড় লাগিলে অথবা তাহার পা পিছলাইয়া পড়িলে অথবা পরিশ্রমে তাহার শরীর হইতে একটু ঘাম বাহির হইলে উহাও তাহার আমলের কারণেই হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অধিকতর অংশই মাফ করিয়া দেন। কাতাদা (র) কর্তৃক মুরসাল সনদে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস সহীহ সংকলনে অবিচ্ছিন্ন সনদে নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! মু'মিন কোনরূপ শোক-দুঃখ, অনুতাপ-পরিতাপ ও ক্লান্তি-পরিশ্রম ভোগ করিলে, এমন কি একটি কাঁটার খোঁচার ব্যথ্যা অনুভব করিলেও উহার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহার গুনাহর কিয়দংশ মাফ করিয়া দেন।

আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ অর্থাৎ তোমার গুনাহের কারণে তোমার নিকট অকল্যাণ আসে। আর আমি আল্লাহ উহা তোমার ভাগ্যলিপিকারূপে প্রেরণ করি। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও আবূ সালেহ-এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুতাররিরফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ القدر। অর্থাৎ তাকদীর দ্বারা তোমরা কি কথা বুঝাইতে চাও ? সূরা নিসার এই আয়াত কি সেই ব্যাপারে তোমাদের জন্যে যথেষ্ট নহে-

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُوْلُوْنَ هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ - الى - وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! মানুষকে তাকদীরের কাছে অসহায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে আদেশ-নিষেধ পালন করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অবশেষে তাঁহার নিকট সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

মুতাররিফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র উপরোক্ত বক্তব্য অত্যন্ত শক্তিশালী ও যৌক্তিকতাপূর্ণ। উহাতে একদিকে যেমন কাদরিয়া সম্প্রদায়ের 'কর্মে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন' এই মতবাদের বিরোধিতা রহিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি জাবরিয়া সম্প্রদায়ের 'কর্মে মানুষ আদৌ স্বাধীন নহে' এই মতবাদের বিরোধিতা রহিয়াছে। এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র রহিয়াছে।

وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلاً

অর্থাৎ 'সমগ্র মানব জাতির জন্যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি।' তুমি তাহাদের নিকট আল্লাহর শরী'আত ও তাঁহার আদেশ-নিষেধ পৌঁছাইয়া দিবে। কোন্ কাজ তিনি পসন্দ করেন ও কোন্ কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং কোন্ কাজ তিনি অপসন্দ করেন ও কোন্ কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন, তাহা তুমি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে এবং তোমার ও তাহাদের বিষয়ে তিনি উত্তম সাক্ষী। তিনি ভালভাবেই জানেন, সত্যকে তুমি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকো এবং তাহারা সত্য-দ্বেষের কারণে উহা প্রত্যাখ্যান করে।

(٨٠) مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝
(٨١) وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ ۫ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ ۭ
وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ ۚ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

৮০. "কেহ রাসূলের আনুগত্য করিলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করিল এবং কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে তোমাকে তাহাদের উপর প্রহরীরূপে প্রেরণ করি নাই।"

৮১. "তাহারা বলে, আনুগত্য করিতেছি; অতঃপর যখন তাহারা তোমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, তখন রাত্রে তাহাদের একদল তাহারা যাহা বলে, তাহার বিপরীত পরামর্শ করে। তাহারা যাহা রাত্রে পরামর্শ করে, আল্লাহ্ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করো। কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করিয়া চলে, সে আল্লাহকেই অনুসরণ করিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি তাঁহার অবাধ্য হইয়া চলে, সে আল্লাহরই অবাধ্য হইয়া চলে। ইহা এই কারণে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। তিনি যাহা বলেন, তাহা আল্লাহর তরফ হইতে আগত ওহী ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করিয়া চলে, সে আল্লাহকেই অনুসরণ করিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হইয়া চলে, সে আল্লাহরই অবাধ্য হইয়া চলে। যে ব্যক্তি নেতাকে মানিয়া চলে, সে আমাকেই মানিয়া চলে; আর যে ব্যক্তি নেতাকে অমান্য করে, সে আমাকেই অমান্য করে।

উক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী আ'মাশ হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে।

وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

অর্থাৎ কেহ সত্য গ্রহণে বিমুখ হইলে তোমার কোন অপরাধ নাই। তোমার কর্তব্য হইতেছে তাহাদের নিকট সত্যকে শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাহাদিগকে দিয়া উহা জবরদস্তির সহিত মানাইয়া লওয়া তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি তোমার আহবানে সাড়া দিবে, সে সৌভাগ্য ও নাজাত লাভ করিবে। তাহার জন্যে তো পুরস্কার ও পারিতোষিক রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তোমার আহবানকে প্রত্যাখ্যান করিবে, সে অকৃতকার্য ও হতভাগ্য হইবে। তজ্জন্য তোমার কোন ক্ষতি নাই।

বিশুদ্ধ হাদীসে আসিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মানিয়া চলে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য হইয়া চলে, সে নিজের ছাড়া অন্য কাহারও ক্ষতি করে না।

وَيَقُوْلُوْنَ طَاعَةٌ

অর্থাৎ 'মুনাফিকগণ বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করে।'

فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِىْ تَقُوْلُ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার আড়ালে চলিয়া যাইবার পর তোমার বিরোধিতায় রাত্রিতে সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র ও কুপরামর্শ করে।'

وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُوْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা রাত্রিতে যে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহ উহার বিষয়বস্তু আমলনামা লিখিবার জন্যে নিযুক্ত ফেরেশতাদের দ্বারা লিখাইয়া রাখেন।' উক্ত সতর্কীকরণের তাৎপর্য এই যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের নিকট বাহ্য আনুগত্য প্রকাশ করিয়া আসিয়া রাত্রিতে তাঁহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করে, তাহা তিনি জানেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর নিকট উহার যোগ্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِا لرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ-
وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি এবং অনুগত হইয়াছি। অতঃপর তাহাদের একদল মুখ ফিরাইয়া নেয়। মূলত তাহারা মু'মিন নহে।'

فَاَعْرِضْ عَنْهُ

অর্থাৎ 'তাহাদের কার্য-কলাপ উপেক্ষা করিয়া চল এবং তাহাদিগকে এই বিষয়ে জওয়াবদিহি করিও না। তাহাদিগকে এজন্যে পাকড়াও করিতে যাইও না এবং মানুষে সম্মুখে তাহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিও না। পরন্তু তাহাদের কার্যকলাপে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইও না।'

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا.

অর্থাৎ যাহারা নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করিবার পর ফলাফল আল্লাহর উপর ছড়িয়া দেয়, তাঁহার উপর তাওয়াক্কুল করে এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে, আল্লাহ তাহাদের জন্যে উত্তম অভিভাবক, উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তম সহায়ক।

(٨٢) اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا
كَثِيْرًا ○

(٨٣) وَاِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ؕ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ
وَاِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৮২. "তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না ? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও হইত, তবে তাহারা উহাতে অনেক অসঙ্গতি পাইত।"

৮৩. "যখন শান্তি অথবা শংকার কোন সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছে, তখনই তাহারা উহা প্রচার করিয়া থাকে। যদি তাহারা উহা রাসূল কিংবা তাহাদের মধ্যে যাহারা দায়িত্বশীল, তাহাদের গোচরে আনিত, তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা অনুসন্ধান করে, তাহারা উহার যথার্থতা নির্ণয় করিতে পারিত। তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিত, তবে তোমাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলে শয়তানের অনুসরণ করিত।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আদেশ করিতেছেন। তিনি উহা হইতে, উহার সন্দেহাতীত রহস্যাবলী হইতে এবং উহার সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বিষয়বস্তু আর আলংকারিক ভাষার সৌন্দর্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে নিষেধ করিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে কোনরূপ পরস্পর

বিরোধী উক্তি নাই। কারণ উহা মহাপ্রজ্ঞাবান ও মহা প্রশংসনীয় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা সকল সত্যের সেরা সত্য।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

'তাহারা কি কুরআন নিয়া গবেষণা করে না ? কিংবা তাহাদের অন্তরসমূহ কি তালাবদ্ধ হইয়া আছে ?'

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ এই কুরআন মনুষ্য রচিত কোন গ্রন্থ হইলে উহাতে তাহারা বহু পরস্পর বিরোধিতা দেখিতে পাইত। মুশরিকগণ প্রকাশ্যে এবং মুনাফিকগণ গোপনে ইহাকে মনুষ্য রচিত গ্রন্থ আখ্যা দিয়া থাকে। অথচ মনুষ্য রচিত গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হইতে উহা সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তাই মুশরিক ও মুনাফিকদের উপরোক্ত আখ্যায়ন মিথ্যা এবং ডাহা মিথ্যা। উহা মহান আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য গ্রন্থ। যেমন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিগণের উক্তির উদ্ধৃতিতে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

অর্থাৎ যাহারা প্রজ্ঞার অধিকারী, তাহারা বলে, আমরা উহার নিশ্চিতার্থক আয়াত ও অনিশ্চিতার্থক আয়াত উভয় শ্রেণীর আয়াতে উপর ঈমান আনিয়াছি। উহা সকলই আমাদের প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে আগত। তাহারা প্রথমোক্ত শ্রেণীর আয়াতের সাহায্যে শেষোক্ত শ্রেণীর আয়াতের অর্থ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। আর এইভাবে তাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যাহাদের অন্তরে রহিয়াছে বক্রতা, তাহারা অনিশ্চিতার্থক আয়াতের সাহায্যে নিশ্চিতার্থক আয়াতের অর্থ বাহির করিতে অপচেষ্টা চালায়। আর এইভাবেই তাহারা বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। উপরোক্ত কারণেই আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি বক্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদের নিন্দা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ বলেন ঃ একদা আমি ও আমার ভাই একটি মজলিসে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। গৃহপালিত রক্তবর্ণের উষ্ট্রাদির চাইতে উক্ত মজলিস আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ছিল। উক্ত মজলিসের ঘটনার বিররণ এই ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া কিছু সংখ্যক প্রবীণ সাহাবীকে তাঁহার দ্বারে উপবিষ্ট দেখিলাম। আমরা তাঁহাদের মধ্যে না বসিয়া একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহারা কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া আলোচনায় লিপ্ত হইলেন। এমন কি তাঁহারা উহা লইয়া তর্ক-বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন। এক সময়ে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিল। তখন নবী করীম (সা) তাঁহাদের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গেল। তিনি তাঁহাদের প্রতি মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন ঃ হে লোক সকল! থামো! ইহাতেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাদের নবীগণ সম্বন্ধে মতবিরোধ করিত এবং

আল্লাহর কিতাবের এক অংশকে অপর অংশের বিরোধী আখ্যায়িত করিত। কুরআন কারীমের একাংশ উহার আরেকাংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং উহার একাংশ অপরাংশকে সত্য প্রতিপন্ন করে। উহার যেটুকু তোমরা বুঝিতে পার, সেইটুকুর উপর আমল করো এবং যেটুকু না বুঝো, সেইটুকু সম্বন্ধে জানার জন্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট পেশ করো।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্‌ন শুআয়বের পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে তাকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন ও তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল ডালিমের দানার ন্যায় রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপরাংশের বিরোধী প্রতিপন্ন করিতেছ? ইহাতেই তোমাদের পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাবী সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইতিপূর্বে কোন এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, অথচ আমি উহাতে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। এইরূপ অনুপস্থিতির কারণে আমার হৃদয় যতটুকু দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, সেই দিনের সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার কারণে আমার হৃদয় উহার চাইতে অধিকতর পরিমাণে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইল। ইমাম ইব্‌ন মাজাহও দাঊদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ হইতে উপরিউক্ত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা দ্বিপ্রহরে আমি হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট গেলাম । সেখানে দুইজন সাহাবী কুরআন মজীদের একটি আয়াত লইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। এক সময়ে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইয়া উঠিলে রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ আল্লাহর কিতাব লইয়া মতভেদ করিবার ফলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ উপরোল্লেখিত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ হইতে উপরিউক্ত হাদীস অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে যাহারা কোন সংবাদ শুনামাত্র উহা সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া উহা ছড়াইয়া বেড়ায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরনের সংবাদ অনেক সময়ে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

ইমাম মুসলিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির পক্ষে মিথ্যাবাদী হইবার জন্যে ইহাই যথেষ্ট যে, কোন কথা তাহার কানে আসিলে উহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হইয়াই সে উহা ছড়াইয়া দেয়।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ সংকলনের ভূমিকায় উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদও তাঁহার সুনান-এর 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে হাফস ইব্‌ন আসিম (র) হইতে উপরিউক্ত হাদীসে মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমও উপরোল্লেখিত রাবী শু'বা হইতে উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইমাম আবূ দাঊদ উপরিউল্লিখিত রাবী শু'বা হইতে উপরিউক্ত হাদীস মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়ছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে মুগীরা ইব্ন শু'বা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) প্রমাণহীন অনিশ্চিত কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'লোকে বলে' এইরূপ বলিয়া কোনো কথা প্রচার করিয়া বেড়ানো অত্যন্ত নিন্দনীয় স্বভাব।

সহীহ্ হাদীসে রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি কোনো কথাকে মিথ্যা জানিয়াও উহা প্রচার করে, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

এক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে সহীহ বলিয়া গৃহীত হযরত উমর (রা) সম্পর্কিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। উহা এই ঃ একদা হযরত উমর (র)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, নবী করীম (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। মসজিদে নববীতে গিয়া লোকমুখে সেই একই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ অনুমতি লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দিয়াছেন কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন, না। অমনি উমর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহু আকবার!

অতঃপর রাবী হাদীসের অবশিষ্ট দীর্ঘ অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে ঃ হযরত উমর (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি কি স্বয়ি স্ত্রীদিগকে তারাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আমি মসজিদের দ্বারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈস্বরে (সকলকে) বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদিগকে তালাক দেন নাই। এই ঘটনার পর নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاِذَا جَاءَ هُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَا عُوْا بِهٖ الى اخر الاية-

উমর (রা) বলেন, আমিই উল্লেখিত বিষয়টি তদন্ত করিয়া সঠিক তথ্য উদ্ধার করিয়াছি।

يستنبطونه অর্থাৎ যাহারা উহাকে উৎস হইতে বাহির করিয়া আনিত। যেমন আরবী ভাষায় প্রযুক্ত হয় ঃ استنبط الرجل العين অর্থাৎ 'লোকটি কূপ খনন করিয়া উহার গভীর তলদেশ হইতে পানি বাহির করিয়াছে।'

لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ اِلاَّ قَلِيْلاً.

অর্থাৎ 'স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ قَلِيْلٌ (স্বল্প সংখ্যক লোক) অর্থাৎ মু'মিনগণ।

মুআম্মার ও আবদুর রয্যাক হইতে কাতাদা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা সকলে শয়তানের অনুসারী হইতে অর্থাৎ সকলেই শয়তানের অনুসারী হইতে এবং কেহই মু'মিন হইতে পারিতে না। আয়াতের শেষোক্ত ব্যাখ্যার সমর্থকগণ ইয়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের প্রশংসায় কবি তারমাহ ইব্ন হাকীম কর্তৃক রচিত নিম্নের চরণকে নিজেদের পক্ষে পেশ করেন ঃ

اشم ندى كثير النوادى – قليل المثالب والقادحة–

'যে কোনো মজলিসে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তিনি অধিকতম দীর্ঘকায় হইয়া থাকেন। তিনি বিপুল সংখ্যক মজলিসে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। তিনি দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র।'

এখানে কবি قليل المثالب والقادحة শব্দগুচ্ছকে 'অল্প সংখ্যক দোষ-ত্রুটিবিশিষ্ট' অর্থে নহে; বরং 'দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত ও পবিত্র' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

(٨٤) فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا ○

(٨٥) مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○

(٨٦) وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَآ اَوْ رُدُّوْهَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ○

(٨٧) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۚ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ○

৮৪. "সুতরাং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্যে দায়ী করা হইবে। আর বিশ্বাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করো; হয়ত আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতম ও শাস্তিদানে কঠোরতম।"

৮৫. "কেহ কোন ভালকাজের সুপারিশ করিলে উহাতে তাহার অংশ থাকিবে; তেমনি কেহ কোন মন্দকাজের সুপারিশ করিলে উহাতেও তাহার অংশ থাকিবে। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে নজর রাখেন।"

৮৬. "তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরা উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে; আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"

৮৭. "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্র করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী ?"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আদেশ দিতেছেন, তিনি যেন নিজে জিহাদ করিতে থাকেন। অতঃপর যাহারা উহা হইতে গা বাঁচাইবে, তাহাদের কার্যের জন্যে তাঁহাকে আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহী করিতে হইবে না।

لَا تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি শুধু তোমার ক্ষমতাধীন বিষয়েরই দায়িত্ব অর্পিত হইবে।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).....আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ একদা আমি বারা ইব্‌ন আযিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি যদি একশত শত্রুর সম্মুখীন হইবার পর তাহাদের বিরুদ্ধে একাকী যুদ্ধ করে সে কি—

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

'তোমরা স্বহস্তে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না'—এই আয়াতের নির্দেশ অমান্যকারী হইবে না? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে বলিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ

অর্থাৎ 'অতঃপর আল্লাহ্‌র পথে একাই তুমি জিহাদ কর। তোমাকে শুধু তোমার ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করা হইবে, আর মুমিনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ কর।'

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত বারা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন ব্যক্তি একাকী মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সে কি-

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী স্বহস্তে নিজের ধ্বংস সাধনকারী বলিয়া পরিগণিত হইবে ? হযরত বারা (রা) বলিলেন, না। আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ

হযরত বারা (রা) আরও বলেন ঃ আত্মঘাতী হওয়া হইতে নিষেধ সম্পর্কিত উক্ত আয়াত দান-খয়রাতের সহিত সম্পৃক্ত।

ইব্‌ন মারদুবিয়া উপরিউক্ত হাদীস হযরত বারা (রা) হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - لاَ تُكَلَّفُ اِلاَّ نَفْسَكَ - وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

-এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ আমার রব আমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব তোমরা যুদ্ধ কর।

উপরিউক্ত হাদীসটি গরীব হাদীস বলিয়া গণ্য।

وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ মু'মিনদিগকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করো, উৎসাহিত করো ও অনুপ্রাণিত করো। ফলে বদরের যুদ্ধের দিনে নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করিবার কালে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ,

উৎসাহত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন ঃ যে জান্নাতের বিস্তৃতি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির সমতুল্য, তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগসর হও। জিহাদে উৎসাহ প্রদানমূলক বহুসংখ্যক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বুখারী কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইবে বর্ণিত নিম্নের হাদীস উহাদের অন্যতম ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দান করে এবং রমযানে রোযা রাখে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক আর জন্মস্থানে পড়িয়া থাকুক, তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইয়া পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মানুষকে এই সুসংবাদ দিব কি ? আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ জান্নাতে একশতটি স্তর রহিয়াছে। সেইগুলি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথে জিহাদকারীদের জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। জান্নাতের সেই শত স্তরের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের ব্যবধান আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধানের সমতুল্য। তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা কর, তখন তাহার নিকট ফিরদাউস নামক জান্নাত প্রার্থনা করিও। কারণ উহা জান্নাতের মধ্যবর্তী শ্রেষ্ঠতম অংশ। উহার উপরে রহিয়াছে রাহমানুর রহীম আল্লাহর আরশ। উক্ত ফিরদাউস জান্নাত হইতেই সকল জান্নাতের ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়।

হযরত উবাইদ (রা), হযরত মু'আয (রা) এবং হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ সাঈদ ! যে ব্যক্তি রব হিসাবে আল্লাহ্কে, দীন হিসাবে ইসলামকে ও রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদকে গ্রহণ করিয়া সন্তোষ লাভ করে, তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায়। রাসূলে করীম (সা)-এর উক্ত বাণী শুনিয়া হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আনন্দাভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা পুনরায় আমাকে শুনান। রাসূলে করীম (সা) তাহাই করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আরেকটি আমল আছে। উহার কারণে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে জান্নাতে একশত স্তর ঊর্ধ্বে স্থান দিবেন। উহাদের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই আমলটি কি ? রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ মু'মিনদিগকে জিহাদে তোমার অনুপ্রাণিত করিবার কারণে শত্রুদিগকে প্রতিহত করিবার এবং তাহাদের আক্রমণ হইতে ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করিবার সাহস মু'মিনদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইবে।

وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلاً

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই কাফিরদের উপর ক্ষমতার অধিকারী রহিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَا مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

‘ইহা এই জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে।’

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ ‘কেহ কোন ন্যায়কার্যে প্রচেষ্টা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন মঙ্গল ঘটিলে সে উহার একটি অংশ পাইবে।’

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ ‘কেহ অন্যায়কার্যে প্রচেষ্টা চালাইলে এবং উহার ফলে কোন অমঙ্গল ঘটিলে সে উহার একটি অংশ পাইবে ।’

এইরূপে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা (ন্যায়কার্যে) প্রচেষ্টা চালাও; উহার কারণে পুরস্কৃত হইবে। আল্লাহ তাঁহার নবীর মুখে যে বিধান চাহেন, প্রদান করেন।

মুজাহিদ ইব্‌ন জাবির (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত কোনো এক ব্যক্তির জন্যে অপর কোন ব্যক্তির সুপারিশ করা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে مَنْ يَّشْفَعْ (যে ব্যক্তি সুপারিশ করে) বলিয়াছেন এবং তিনি مَنْ يُّشَفَّعْ (যাহার সুপারিশ গৃহীত হয়) বলেন নাই। অর্থাৎ কোন সুপারিশকারী ব্যক্তি তাহার নেক সুপারিশ বা বদ সুপারিশের কারণেই নেকী বা বদী প্রাপ্ত হইবে। নেকী বা বদী প্রাপ্ত হইবার জন্যে সুপারিশ গৃহীত হওয়া শর্ত নহে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আতা, আতিয়া, কাতাদা ও মাতার আল-ওয়াররাক বলিয়াছেন ঃ مقيت অর্থ রক্ষক, পরিব্যাপক।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ সাক্ষী, প্রত্যক্ষকারী। মুজাহিদ (র) হইতে উহার ‘হিসাব গ্রহণকারী’ অর্থও বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ ক্ষমতাবান, শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ ‘অবিরতভাবে কার্য সম্পাদক।’

যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ উহার অর্থ ‘রিয্‌কদাতা।’

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর নিকট—

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا

-এই আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, مُّقِيْتًا অর্থ ‘প্রত্যেক মানুষের আমল ও কার্যের পরিমাণ অনুযায়ী তাহার স্থান ও মর্যাদা নির্ধারণকারী।’

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ছিয়াশি নম্বর আয়াতে বলিতেছেন, 'যখন কোন মুসলমান তোমাদিগকে সালাম প্রদান করে, তখন তোমরা তাহাকে তাহার প্রদত্ত সালামের চাইতে উৎকৃষ্টতর অথবা উহার সমতুল্য সালাম প্রদান করো।' উৎকৃষ্টতর সালাম প্রদান মুস্তাহাব এবং সমতুল্য সালাম প্রদান ফরয।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে বলিল—السلام عليك يا رسول الله (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক)। তদুত্তরে তিনি বলিলেন— وعليك السلام ورحمة الله (তোমার প্রতিও শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল— السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله (হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমত তাঁহার বরকত বর্যিত হউক)। তিনি তাহাকে বলিলেন, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته (তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক)। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته (হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক)। তিনি বলিলেন وعليك (তোমার প্রতিও)। শেষোক্ত লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে উৎসর্গীত হউক! অমুক, অমুক ও আমি আপনার নিকট আগমন করিয়া আপনাকে সালাম প্রদান করিয়াছি। কিন্তু আমার প্রদানে যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের সালামের উত্তর প্রদানে উহা অপেক্ষা অধিকতর বিষয় উল্লেখ করিয়া সালামের উত্তর করিয়াছেন। নবী (সা) বলিলেন, তুমি তো আমার জন্যে কিছুই রাখিয়া দাও নাই। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا

'আর যখন তোমরা কোনরূপ কল্যাণমূলক দু'আ প্রাপ্ত হও, তখন উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অথবা উহার তুল্য দু'আ প্রদান করো।' আমি তোমাকে তোমা কর্তৃক প্রদত্ত সালামের তুল্য সালাম প্রদান করিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উপরিউক্ত হাদীসটি মুআল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ ইমাম তিরমিযী (র)......হিশাম ইব্ন লাহেক হইতে বর্ণনা করেন যে, উপরোক্ত সনদে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) উক্ত হাদীস অনুরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়াও উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়ছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ হিশাম ইব্ন লাহেক ও আবূ উসমান হইতে ধারাবাহিকভাবে ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবদুল বাকী ইব্ন কানে' আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত সনদে ইমাম আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া উক্ত হাদীস অনুরূপভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ 'মুসনাদ' নামক হাদীস সংকলনে উপরিউক্ত হাদীস আমি দেখি নাই। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালামের আদান-প্রদানে—

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

-এর অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারের বিধান শরী'আতে নাই। কারণ বিধান থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চয়ই উহা প্রয়োগ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক!' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, দশটি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, বিশটি নেকী পাইলে। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত এবং তাঁহার বরকত বর্ষিত হউক।' তিনি তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। লোকটি বসিলে তিনি বলিলেন, ত্রিশটি নেকী পাইলে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম বায্যার (র)-ও উহা উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালাম সম্বন্ধে হযরত আবূ সাঈদ (রা), হযরত আলী (রা) এবং হযরত সাহল ইব্ন হানীফ (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম কায্যার (র) মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোল্লেখিত হাদীস নবী করীম (সা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে উপরিউক্ত সনদই উহাদের মধ্যে উত্তম। ইমাম তিরমিযী (র) উহাকে একটিমাত্র সনদে বর্ণিত গ্রহণযোগ্য হাদীস বা হাসান-গরীব হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহর যে কোন বান্দা, এমনকি কোন অগ্নি পূজারীও তোমাকে সালাম প্রদান করিলে তাহাকে তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا

আয়াতে কিরূপ ব্যক্তির সালামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই বিধায় যে কোন ব্যক্তিকেই তাহার সালামের উত্তর প্রদান করিতে হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ

فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا

অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিকে তাহার সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সালাম প্রদান করো। আর اَوْ رُدُّوْهَا অর্থাৎ, অমুসলিম নাগরিককে তাহার সালামের তুল্য সালাম প্রদান করো।

কাতাদা (র) কর্তৃক প্রদত্ত উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কোনো মুসলিম যদি শরী'আত কর্তৃক প্রবর্তিত সর্বোচ্চ স্তরের সালাম প্রদান করে, তবে তাহাকে তাহার সালামের তুল্য সালাম প্রদান করিতে হইবে। এক্ষেত্রে মুসলিমকেই তো সমতুল্য সালাম দিতে বলা হইয়াছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিককে প্রথমে সালাম প্রদান করিবার বিধান শরী'আতে নাই। তাহারা প্রথমে সালাম প্রদান করিলে তাহাদিকে তাহাদের সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সালাম নহে; বরং উহার তুল্য সালাম প্রদান করিতে হইবে। কারণ হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইতেছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "ইয়াহূদীগণ তোমাদিগকে সালাম প্রদান করিলে তাহারা অবশ্য বলিয়া থাকে السام عليكم। 'তোমাদের উপর মৃত্যু নাযিল হউক।' তদুত্তরে তোমরা বলিবে, وعليك অর্থাৎ 'তোমার উপরও।'

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাকে তোমরা প্রথমে সালাম প্রদান করিবে না। তাহাদের সহিত পথে তোমাদের সাক্ষাত হইলে তাহাদিগকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিবে।

সুফিয়ান সাওরী (র) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ সালাম প্রদান মুস্তাহাব ও সালামের উত্তর প্রদান ফরয।

আলিমগণের সর্বসম্মত অভিমতও এই যে, সালামের উত্তর প্রদান ওয়াজিব। কেহ সালামের উত্তর প্রদান না করিলে সে গুনাহগার হইবে। কারণ সে উহা দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ! তোমরা মু'মিন না হইলে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না আর পরস্পরকে ভালো না বাসিলে মু'মিন হইতে পারিবে না। আমি কি তোমাদিগকে এইরূপ কার্যের সন্ধান দিব না, যাহা করিলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা আসিবে ? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের বহুল প্রসার ঘটাও।

আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করিতেছেন ঃ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

আয়াতের এই অংশ উহার পরবর্তী নিম্নোক্ত অংশের জন্যে পরোক্ষভাবে শপথ হিসাবে কাজ করিতেছে ঃ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ শব্দের আদিতে অবস্থিত 'লাম' বর্ণটি পূর্বোক্ত পরোক্ষ শপথকে দৃঢ়তর করিতেছে। আয়াতের পূর্বোক্ত অংশে যুগপৎ আল্লাহর একত্ব সম্পর্কীয় সংবাদ এবং উহা দ্বারা আয়াতের শেষোক্ত অংশে উল্লেখিত বিষয়কে দৃঢ়করণের জন্যে পরোক্ষ শপথরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের শেষোক্ত অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি অদূর ভবিষ্যতে সকল মানুষকে একই স্থানে একত্রিত করিয়া প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিবেন।

وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا

অর্থাৎ কথায়, সংবাদে, প্রতিশ্রুতিতে এবং সতর্কীকরণে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কেহই নাই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক প্রভু নাই।

(٨٨) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ؕ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا
مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ○

(٨٩) وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى
يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ۪ وَلَا
تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۙ○

(٩٠) اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ
اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ
فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ
سَبِيْلًا ○

(٩١) سَتَجِدُوْنَ اٰخَرِيْنَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّاْمَنُوْكُمْ وَيَاْمَنُوْا قَوْمَهُمْ ؕ كُلَّمَا رُدُّوْٓا اِلَى
الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا ۚ فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْٓا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْٓا اَيْدِيَهُمْ
فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ ؕ وَاُولٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

৮৮."তোমাদের কি হইল যে, তোমরা মুনাফিকদের সম্বন্ধে দুই দল হইয়া গেলে ? অথচ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন তোমরা কি তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে চাও ? আর আল্লাহ্ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

৮৯. "তাহারা ইহাই কামনা করে যে, তাহারা যেইরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ সত্য প্রত্যাখ্যান কর, যাহাতে তোমরা তাহাদের সমান হইয়া যাও। সুতরাং আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। যদি তাহারা ফিরিয়া যায়, তবে তাহাদিগকে যেখানে পাইবে গ্রেপ্তার করিবে ও হত্যা করিবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বন্ধু বা সহায়করূপে গ্রহণ করিবে না।"

৯০. "কিন্তু তাহাদিগকে নহে, যাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হয়, যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যাহারা তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাহাদের মন তোমাদের সহিত অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে সঙ্কুচিত হয়। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাদিগকে তোমাদের উপর ক্ষমতা

দিতেন ও তাহারা নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিত। সুতরাং তাহারা যদি তোমাদের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, তোমাদের সহিত যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব পেশ করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না।"

৯১. "তোমরা অপর কতক লোক পাইবে যাহারা তোমাদের সহিত ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সহিত শান্তি চাহিবে। যখনই তাহাদিগকে ফিতনার দিকে আহবান করা হয়, তখনই এই ব্যাপারে তাহারা তাহাদের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যদি তাহারা তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব না দেয় এবং তাহাদের হস্ত সম্বরণ না করে, তবে তাহাদিকে যেখানেই পাইবে গ্রেপ্তার করিবে ও হত্যা করিবে। এবং তোমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সুস্পষ্ট অধিকার প্রদান করিলাম।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের বিষয়ে মুসলমানদের দ্বিধা-বিভক্তির কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সস্নেহে তিরস্কার করিতেছেন। উক্ত দ্বিধা-বিভক্তির উপলক্ষ সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)...... যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর সহিত ওহুদ যুদ্ধে গমনকারী বাহিনী হইতে একদল লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া আসিল। অথচ সাহাবীদের একদল বলিলেন, না। তাহারা তো মু'মিন! ইহাতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ اِلى اخر الاية

তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, ইহা পবিত্রায়ক। লৌহকারের হাপর যেইরূপ লোহার মরিচাকে দূর করিয়া দেয়, সেইরূপ ইহা অপবিত্রতাকে দূরে ফেলিয়া দেয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উপরিউক্ত হাদীস শু'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) ওহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ওহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ মুসলিম বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশসহ ফিরিয়া আসিল। সে তিনশত লোক লইয়া ফিরিয়া আসায় নবী করীম (সা)-এর সহিত মাত্র সাতশত সাহাবী রহিয়া গেলেন।

আওফী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মক্কার অধিবাসীদের মধ্য হইতে একদল লোক মুসলমানদের নিকট মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিত। অথচ অন্যদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদিগকে সহায়তা প্রদান করিত। একদা তাহারা কোন কার্য উপলক্ষে মক্কা হইতে বাহিরে গমন করিল। তাহারা বলিল, মুহাম্মদের সহচরগণের সহিত আমাদের সাক্ষাত হইলে তাহাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এদিকে মুসলমানগণ মক্কা হইতে উক্ত লোকদের বহির্গমণের সংবাদ পাইবার পর তাহাদের একদল বলিলেন, চলো, কাপুরুষদিগকে হত্যা করিয়া ফেলি। কারণ, তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুদিগকে সহায়তা প্রদান করে। আরেক দল বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! অথবা তদস্থলে অন্য কিছু বলিলেন। তাহারা তো এমন একদল লোক তোমরা যেইরূপ কলেমা উচ্চারণ করো, সেইরূপ কলেমাই তাহারা উচ্চারণ করে। তাহারা হিজরত করে নাই, শুধু এই কারণেই কি

তোমরা লোকদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহাদের সম্পদ হস্তগত করিবে ? নবী করীম (সা)-এর সম্মুখেই সাহাবীদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল। তিনি কোন দলকেই বাধা দিতেছিলেন না। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنَفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ اِلَى اخر الاية

ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইকরিমা, মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক প্রমুখ তাফসীরকার হইতে প্রায় অনুরূপ ঘটনাই বর্ণিত রহিয়াছে।।

সা'দ ইব্‌ন মা'আযের পুত্র হইতে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা রটনার ঘটনায় নবী করীম (সা) মিম্বারে দাঁড়াইয়া মুনফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাইয়ের দৌরাত্ম্য হইতে বাঁচিবার জন্যে সাহায্য চাহিলে আওস ও খায্‌রাজ -মুসলমানদের এই দুই গোত্রের মধ্যে তাহার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল। উপরোক্ত বর্ণনার সনদ 'গরীব'।

আলোচ্য আয়াতের ইহা ছাড়াও অন্যরূপ শানে নুযূল বর্ণিত হইয়াছে।

وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে পাপের সহিত ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পাপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَرْكَسَهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছেন।'

কাতাদা উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।'

সুদ্দী উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ 'তাহাদিগকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করিয়াছেন।' আর بِمَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তাহাদের পাপ, নবী করীম (সা)-এর প্রতি শত্রুতাচরণ এবং বাতিল অনুসরণের পরিণতিতে।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلاً

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ নাই।' তাহাদের গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়েতের দিকে আসিবার কোন উপায় নাই।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ তোমাদের চরম শত্রু ও অমঙ্গলকামী। এই কারণেই তাহারা চাহে যে, তোমরা তাহাদের ন্যায় বিপথগামী হইয়া যাও এবং তোমরা তাহাদেরই দলভুক্ত হও। তাহারা যেহেতু তোমাদের চরম শত্রু, তাই তাহারা ঈমান আনয়ন পূর্বক আল্লাহর পথে হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদিগকে বন্ধু বানাইও না।

আওফী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فَاِنْ تَوَلَّوْا অর্থাৎ যদি তাহারা হিজরত হইতে পরাঙ্মুখ হয়।

সুদ্দী (র) উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ যদি তাহারা নিজেদের কুফরী প্রকাশ করে।

فَلَاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَاَ نَصِيْرًا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে বন্ধু বানাইও না এবং নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাহাদের নিকট সাহায্য চাহিও না।'

"اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ"

অর্থাৎ তোমাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ জাতির আশ্রিত সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের প্রতি উপরিউক্ত বিধান প্রদত্ত হইতেছে না। পক্ষান্তরে তোমাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ জাতির প্রতি যে আচরণ করিতে তোমাকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের আশ্রিত জাতির প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিতে তোমাদিগকে নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। সুদ্দী, ইব্‌ন যায়দ এবং ইব্‌ন জারীর (র) আয়াতের উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুরাকা ইব্‌ন মালিক আল-মুদলিজী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুরাকা ইব্‌ন মালিক বলেন ঃ নবী করীম (সা) বদরের যুদ্ধে ও ওহুদের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর এবং চতুষ্পার্শ্বের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে একটি মুসলিম বাহিনী আমার গোত্র বনী মুদলিজ-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিতে যাইতেছেন। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনার প্রতি আমার দান ও উপকারের কথা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সাহাবীগণ আমাকে বলিল, চুপ কর। রাসূল (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে বলিতে দাও। অতঃপর আমাকে বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাও, তাহা বলো। আমি বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি আমার গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাইতে যাইতেছেন। আমি চাই, আপনি তাহাদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইবেন। কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলে আমার গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করিবে। কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ না করিলেও আপনি আমার গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইবেন না। ইহা শুনিয়া নবী করীম (সা) খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, তাহার সঙ্গে গমন করিয়া সে যে চুক্তি সম্পাদন করিতে চাহিতেছে, তাহা সম্পাদন কর। অতঃপর খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ আমার গোত্রের সহিত এইরূপ সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করিলেন যে, আমার গোত্র নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কাহাকেও সামরিক সহায়তা প্রদান করিবে না। আর কুরায়শ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিবে। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ

আল্লামা ইব্‌ন মারদুবিয়া হাম্মাদ ইব্‌ন সালমার সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশ এইরূপে বর্ণনা করেন যে, সুরাকা ইব্‌ন মালিক বলেন, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

"اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ"

ফলত নবী করীম (সা)-এর সহিত সন্ধিবদ্ধ উপরিউক্ত গোত্রের সহিত যাহারা সন্ধিবদ্ধ হইত, তাহারাও উক্ত গোত্রের ন্যায় উল্লেখিত সন্ধির সুবিধা ভোগ করিত। আল্লামা ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে যে আয়াত নাযিল হইবার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাই ঘটনার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পর যাহারা কুরায়শ গোত্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও কুরায়শ ও মুসলমান উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিত। তেমনি যাহারা মুসলমানদের সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিত, তাহাদের জন্যেও মুসলমান ও কুরাইশ উভয় পক্ষ হইতে নিরাপত্তা বিদ্যমান থাকিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

اِلاَّ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ”

—এই আয়াত নিম্নের আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে ঃ

فَاِذَا نْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তাহাদের আরেক শ্রেণীর পরিচয় প্রদান প্রঙ্গে আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলিতেছেন ঃ

اَوْجَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ

অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে; কিন্তু তাহাদের মন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহে না। পক্ষান্তরে তোমাদের পক্ষ হইয়া তাহাদের নিজেদের জাতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে পারে না, তাহারা মূলত পক্ষেও নহে, বিপক্ষেও নহে। এইরূপ লোকদের বিরুদ্ধেও তোমরা যুদ্ধ করিও না।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা এই যে, তিনি এই সকল লোককে তোমাদের ক্ষেত্রে নিবৃত্ত, সংযত ও অপ্রস্তুত রাখিয়াছেন।'

فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَاَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلاً

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিলে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অধিকার তোমাদের নাই।'

বদরের যুদ্ধে কুরায়শ গোত্রের অন্তর্গত বনূ হাশিম উপগোত্রের কিছু সংখ্যক লোক মুশরিক বাহিনীর সহিত শামিল ছিল। ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেও ইহাদের মন যুদ্ধ করিতে চাহিত না। হযরত আব্বাস (রা) যিনি তখনও মুসলমান হন নাই, তিনি এই শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কারণেই নবী করীম (সা) উক্ত যুদ্ধে হযরত আব্বাস (রা)-কে হত্যা না করিয়া বন্দী করিতে মুসলিম বাহিনীকে আদেশ দিয়াছিলেন। আয়াতে এই শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আলোচ্য শেষোক্ত আয়াতে আরেক শ্রেণীর লোকের কথা বলা হইতেছে। বাহ্যত তাহারা ইহার পূর্ববর্তী আয়াতের শেষোক্ত শ্রেণীর অনুরূপ আচরণ করিলেও ইহাদের অন্তর উহাদের অন্তরের ন্যায় কপটতামুক্ত নহে। ইহারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক শ্রেণী। মুসলমানগণ হইতে

নিজেদের জান-মালের এবং সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা লাভ করিবার মানসে ইহারা নবী করীম (সা), ইসলাম এবং সাহাবীগণের প্রতি মৌখিক ভালবাসা দেখাইত। অথচ ভিতরে ভিতরে কাফিরদের সহিত ইহাদের মাখামাখি থাকিত। কাফিরগণ যাহাদিগকে উপাসনা করে, কাফিরদের নিকট হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইহারা তাহাদিগের উপাসনা করিত। মনের দিক দিয়া ইহারা কাফিরদেই দলভুক্ত। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ - اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ-

উক্তরূপ কপটদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াতে তিনি বলিতেছেন ঃ

كُلَّمَا رُدُّوْا اِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوْا فِيْهَا

অর্থাৎ 'ইহারা যখনই কোনরূপ অশান্তিমূলক তৎপরতার সুযোগ পায়, তখনই উহাতে মনেপ্রাণে লিপ্ত হইয়া যায়।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এখানে اَلْفِتْنَةَ শিরক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আঁয়াত মক্কার একদল অধিবাসী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া দাবি করিত, আমরা মুসলমান হইয়া গিয়াছি। অথচ কুরায়শ গোত্রের মুশরিকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া মূর্তিপূজায় নিবেদিতপ্রাণ হইয়া যাইত। এইরূপ কপট আচরণের দ্বারা তাহারা মুসলিম ও মুশরিক উভয় কুলে নিরাপদ থাকিতে চাহিত। ইহারা সন্ধিতে আবদ্ধ না হইলে ইহাদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوْا اَيْدِيَهُمْ فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاُولٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا-

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাদের সহিত সন্ধিতে আবদ্ধ হইতে না চাহিলে এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত ও নিরস্ত না হইলে তাহাদিগকে বন্দী কর এবং তাহাদিগকে যেখান পাও হত্যা কর। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তোমাদিগকে আমি স্পষ্ট অধিকার প্রদান করিতেছি।'

(٩٢) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۚ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(٩٣) وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ○

৯২. “কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মু'মিনের কাজ নহে, তবে ভুলবশত করিলে উহা স্বতন্ত্র। আর কোন মু'মিনকে ভুলবশত হত্যা করিলে কোন এক মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা এবং তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান করা বিধেয়, যদি না তাহারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয়, অথচ মু'মিন হয়, তবে একজন মু'মিন ক্রীতদাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাহার সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তাহার পরিজনবর্গকে রক্তপণ প্রদান ও একজন মু'মিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন, সে একাদিক্রমে দুই মাস সিয়াম পালন করিবে। তওবার জন্যে ইহা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”

৯৩. “কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে চিরকাল থাকিবে এবং আল্লাহ তাহার প্রতি রুষ্ট থাকিবেন, তাহাকে লা'নত করিবেন এবং তাহার জন্যে মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখিবেন।”

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, একজন মু'মিনের স্বেচ্ছায় তাহার ভ্রাতা অপর মু'মিনকে হত্যা করার কোন অধিকার নাই। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ হত্যা ঘটিতে পারে। আয়াতের অংশ الاخطئا (কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে) হইতেছে استثنائى منقطع (বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম)। নিম্নোল্লেখিত চরণে استثنا ئى منقطع-এর প্রয়োগ রহিয়াছেঃ

من البيض لم تطعن بعيدا ولم تطأ–
على الارض الاريط برد مرحل

‘কারুকার্য খচিত শীতের চাদরসমূহ ব্যতীত কোন তরবারিই দূরে যাত্রা করিল না এবং কোন জনপদও পরিভ্রমণ করিল না।’

এইরূপে আরবী সাহিত্যে استثنائى منقطع প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ‘যে মুসলিম সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মাবূদ নাই; আরও সাক্ষ্য দেয়, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তিনটি কারণের একটি কারণ ব্যতীত এইরূপ মুসলিমকে হত্যা করা হালাল নহে ঃ ১. সে অপর কাহাকেও হত্যা করিলে; ২. সে বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচার করিলে এবং ৩. সে ইসলাম ত্যাগ করিয়া উম্মত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে।

উল্লেখিত কারণত্রয়ের কোন একটি কারণ ঘটিলেও রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁহার প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কেহ তাহাকে হত্যা করিতে পারিবে না। শুধু রাষ্ট্র প্রধান অথবা তাঁহার প্রতিনিধির উপরই এই হত্যার প্রতিকারের দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মুজাহিদ সহ বহু সংখ্যক মুফাস্‌সির বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত আবূ জাহেলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবী'আ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উভয় ভ্রাতার মাতার নাম আসমা বিনতে মাখরামা। হযরত আইয়াশ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে তাঁহার ভ্রাতাসহ হারিস ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-গামেদী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইয়াছিল। এই

কারণে হযরত আইয়াশ (রা)-এর মনে হারিসের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প লুক্কাইত ছিল। অতঃপর এক সময়ে হারিস ইসলাম গ্রহণ পূর্বক হিজরত করিলেন। হযরত আইয়াশ (রা) ইহা জানিতেন না। মক্কা বিজয়ের দিন হারিসের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহাকে তাহার পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারী মনে করিয়া হত্যা করিলেন। ইহাতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ দারদা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা জনৈক কাফিরকে তিনি হত্যা করিতে উদ্যত হইলে সে কলেমা পাঠ করিল। তথাপি তিনি তাহাকে হত্যা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত হইলে হযরত আবূ দারদা (রা) বলিলেন, সে ব্যক্তি শুধু জান বাঁচাইবার জন্যেই কলেমা পাঠ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি তাহার হৃৎপিণ্ড চিরিয়া দেখিয়াছিলে ? অবশ্য সহীহ হাদীসে উপরিউক্ত ঘটনা হযরত আবূ দারদা (রা) ভিন্ন অন্য সাহাবী সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ-

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যায় দুইটি কার্য ওয়াজিব। প্রথমটি হইতেছে কাফফারা বা গুনাহ মাফের জন্যে হত্যাকারীর করণীয় কার্য। ইহা এই জন্যে যে, অনিচ্ছায় হইলেও হত্যাকারী মহাপাতকের কার্য সংঘটন করে। কাফফারায় একটি মুমিন গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। কাফির গোলাম আযাদ করিলে কাফফারা আদায় হইবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), শা'বী, ইব্রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ কাফফারার গোলামকে ঈমানের তাৎপর্য বুঝিয়া উহা অন্তরে গ্রহণ করিবার মতো বুদ্ধির অধিকারী হইতে হইবে। অবুঝ কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমার পিতার নিকট রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ অর্থাৎ কাফফারা হিসাবে আযাদ করিবার গোলাম শিশু হইলে চলিবে না।

ইমাম ইব্ন জারীরের অভিমত এই যে, কাফফারার গোলাম মুসলিম মাতাপিতার সন্তান হইলে উহাতে চলিবে, নতুবা নহে।

অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, প্রাপ্তবয়স্ক হোক আর না হোক, মুসলিম হইলেই চলিবে।

ইমাম আহমদ (র)...... জনৈক আনসার সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আনসার সাহাবী বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণকায় দাসী উপস্থিত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটি দাস কিংবা দাসীকে আযাদ করিয়া দেওয়া আমার উপর ফরয হইয়া রহিয়াছে। আপনি এই দাসীটিকে মু'মিনা মনে করিলে আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য

দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস কর ? সে বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার সাহাবীকে বলিলেন, তাহাকে আযাদ করিয়া দাও।

উপরিউক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অজ্ঞাত থাকায় এক্ষেত্রে কোন ক্ষতি নাই।

ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসাঈ (র)......মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা) বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত কৃষ্ণকায় দাসীটি লইয়া আসিলে রাসূল (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কোথায় আছেন ? সে বলিল, আকাশে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা)-কে বলিলেন, তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। কারণ, সে মু'মিনা।

অনিচ্ছাকৃত হত্যায় দ্বিতীয় ওয়াজিব কার্য হইতেছে নিহত ব্যক্তির পরিজনদিগকে দেয় 'দিয়াত' বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ। উহা তাহাদের আপনজন হারাইবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে। উপরিউক্ত 'দিয়াত' (একশত উট) পাঁচ শ্রেণীর উট দ্বারা দিতে হয়। ইমাম আহমদসহ 'সুনান'-এর সংকলকগণ উপরিউক্ত মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......তাঁহারা হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন ঃ ১. বিশটি দুই বৎসর বয়সের উটনী; ২. বিশটি দুই বৎসরের উট; ৩. বিশটি তিন বৎসরের উটনী; ৪. বিশটি পাঁচ বৎসরের উটনী এবং ৫. বিশটি চার বৎসরের উট। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বমোট একশত উট প্রদানের ফায়সালা দিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, উপরিউক্ত হাদীস, উপরিউক্ত সনদে ভিন্ন অন্য কোন সনদে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

উপরিউক্ত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ (রা), হযরত আলী (রা) এবং একদল সাহাবী হইতে 'মাওকূফ হাদীস' হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ চার শ্রেণীর উট দ্বারা দিয়াত প্রদান করিতে হইবে।

দিয়াত হত্যাকারীর সম্পত্তি হইতে আদায় করা যাইবে না, বরং উহা তাহাদের জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সম্পত্তি হইতে আদায় করিতে হইবে। ইমাম শাফিঈ (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জ্ঞাতি ও স্বজনগণের সম্পত্তি হইতে দিয়াত আদায় করিবার ফায়সালা ভিন্ন অন্য কোন ফায়সালা দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই এবং এতদসম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম শাফিঈ (র) যাহা বলিয়াছেন, তাহা একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ একদা হুযায়েল গোত্রের দুই মহিলা মারামারি করিয়া একজন আরেকজনকে পাথরের আঘাতে হত্যা করিল। নিহত স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্তা ছিল। গর্ভস্থ সন্তানটিও নিহত হইল। লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

নিকট মোকদ্দমা লইয়া গেল। তিনি রায় দিলেন, নিহত মহিলাটির নিহত ভ্রূণটির পরিবর্তে একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। হত্যাকারিণী মহিলার জ্ঞাতিগণ দিয়াত দিবে।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হত্যায় যেরূপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব, ইচ্ছাকৃত আক্রমণে অনিচ্ছাকৃত হত্যায়ও সেইরূপ দিয়াত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে শেষোক্ত প্রকারের হত্যার দিয়াত তিন শ্রেণীর উট দ্বারা দিতে হয়। কারণ ইচ্ছাকৃত হত্যার সহিত এইরূপ হত্যার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর নেতৃত্বে বনী জুযায়মা গোত্রের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। হযরত খালিদ তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইলেন। তাহারা اَسْلَمْنَا (আমরা ইসলাম গ্রহণ করিলাম) বলিবার পরিবর্তে বলিল, صبأنا صبأ نا (আমরা ধর্ম ত্যাগ করিলাম)। ফলে হযরত খালিদ তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌছিলে তিনি হাত তুলিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেন, আয় আল্লাহ! খালিদ যাহা করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তোমার নিকট আমি নিজের অসন্তোষ ও দায়মুক্তি প্রকাশ করিতেছি। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করিলেন। হযরত আলী (রা) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত এবং সংশ্লিষ্ট গোত্রের লোকদের বিনষ্ট মালামালের এমনকি তাহাদের কুকুরের পানাহারের জন্যে ব্যবহার্য পাত্রেরও ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁহার প্রতিনিধির ভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ বায়তুলমাল (সরকারী কোষাগার) হইতে প্রদান করিতে হইবে।

اِلاَّ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا

অর্থাৎ 'দিয়াতের প্রাপকগণ উহার দাবি ত্যাগ করিলে দিয়াত প্রদান ওয়াজিব থাকিবে না।'

فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থাৎ মু'মিন হইলে এবং তাহার অভিভাবক ও পরিজনবর্গ অনৈসলামী রাষ্ট্রের কাফির নাগরিক হইলে কোন দিয়াত তাহাদের প্রাপ্য হইবে না। তবে একটি মু'মিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হইবে।

وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির অভিভাবকবর্গ ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রের নাগরিক হইলে তাহারা দিয়াত পাইবে। এইরূপ অবস্থায় নিহত ব্যক্তি মু'মিন হইলে তাহার পূর্ণ দিয়াত পাইবে। পক্ষান্তরে সে কাফির হইলে একদল ফকীহর মতে তাহারা পূর্ণ দিয়াত এবং কাহারও কাহারও মতে অর্ধেক দিয়াত এবং কাহারও মতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত পাইবে। উপরোক্ত অবস্থায় একটি মুমিন দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দেওয়া হত্যাকারীর প্রতি ওয়াজিব।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

অর্থাৎ মু'মিন দাস-দাসী না থাকিলে অবিরাম ও অব্যাহতভাবে দুই মাস রোযা রাখিতে হইবে। রোগ-ব্যধি অথবা হায়েয-নিফাসের কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দুই মাস রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটিলে পুনরায় রোযা রাখা আরম্ভ করিতে হইবে। সফরের কারণে উক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে কিনা সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সফরের অবস্থায় উপরোক্ত রোযা রাখিবার মধ্যে ছেদ ঘটানো যাইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত অবস্থায় উহাতে ছেদ ঘটানো যাইবে না।

تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'মুক্ত করিবার মত দাস-দাসী পাওয়া না গেলে হত্যাকারীর জন্যে তওবার ব্যবস্থা হইতেছে উপরিউক্ত নিয়মে রোযা রাখা।' কোন ব্যক্তি রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে যিহারের[১] কাফফারার ন্যায় ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই চলিবে কি-না, সে সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যিহারের কাফফারায় কাফফারাদাতা অবিরাম দুইমাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলেই যেরূপ চলিবে, এক্ষেত্রেও হত্যাকারী কাফফারাদাতা অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলে তৎপরিবর্তে সে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে। তাহারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে উপরিউক্ত অনুমতি উল্লেখিত না হইবার কারণ এই যে, আলোচ্য ক্ষেত্রটি তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্র। অথচ মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবার অনুমতি প্রদানের মধ্যে রহিয়াছে শিথিলকরণ ও সহজীকরণের ভাব। সুতরাং এক্ষেত্রে উহার উল্লেখ অসংগত ও বেমানান।

কেহ কেহ বলেন ঃ কাফফারাদাতা ব্যক্তি অবিরাম দুই মাস রোযা রাখিতে সমর্থ না হইলেও মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইলে চলিবে না। তাহারা বলেন, এইরূপ বিধান থাকিলে আয়াতে উহা উল্লেখ করা হইত। কারণ, প্রয়োজনের কালে প্রয়োজনীয় বিধান উল্লেখ না করিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

ইহার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির প্রতি কঠোর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা মহাপাপ। কুরআন মজীদের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত মহাপাপকে শিরকের ন্যায় জঘন্য ও ঘৃণ্য পাপের পাশাপাশি উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা ফুরকানে বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ

---

[১] স্ত্রীকে বিশেষ নিয়মে মায়ের সহিত তুলনা দেওয়াকে শরী'আতের পরিভাষায় যিহার বলে।

আর যাহারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধকৃত নরহত্যা ন্যায় পথ ছাড়া করে না, তাহারাই আল্লাহ্‌র বান্দা।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِا لْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا- وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوْا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

বিপুল সংখ্যক আয়াত ও হাদীসে উপরোক্তরূপ হত্যা হারাম হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মানবতার নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন খুনের বিচার সর্বপ্রথম হইবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি খুনের অপরাধে অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত নেককাজে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। যখনই সে অন্যায় খুনের অপরাধ সংঘটন করে, তখনই তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া পড়ে।

আরেক হাদীস মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ একজন মুসলিমের হত্যা অপেক্ষা পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাওয়া আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর সহনীয়।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল অধিবাসী মিলিত হইয়াও যদি একজন মুসলিমকে হত্যা করে, তথাপি আল্লাহ তাহাদের সকলকে নিম্নমুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

অপর এক হাদীস রহিয়াছে ঃ কোন ব্যক্তি শব্দের একাংশ দিয়াও যদি কোন মুসলিমের হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করে, তবে তাহার কপালে এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত কথাটি লিখিত থাকা অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে।[১]

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবে না। বুখারী (র)...... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হওয়া সম্পর্কে কূফাবাসীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিয়া এতদসম্পর্কে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। ইহা রহিত করার মতো কোন আয়াত কুরআন মজীদে নাই। উক্ত আয়াত এই ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهٗ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا اِلى اخر الاية-

ইমাম আহমদ ও ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও ইমাম আবূ দাঊদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত অন্য কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা বলেন ঃ একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কোন আয়াত দ্বারাই উহা রহিত হয় নাই। পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهُ اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

এই আয়াত সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'উহা মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।'

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا –

—এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 'কোন ব্যক্তি ইসলামকে এবং উহার বিধানাবলীকে জানিবার ও বুঝিবার পর ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে তাহার শাস্তি জাহান্নাম এবং তাহার তওবা কবূল হইবে না।'

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র আরও বলেন, অতঃপর আমি উহা মুজাহিদের নিকট বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, 'কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র।'

ইব্‌ন জারীর (র)......সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইবার পর একদা আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এমন সময়ে জনৈক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ওহে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস! ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে যে হত্যা করে, তাহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন ঃ

جَزَائُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

লোকটি প্রশ্ন করিল, সে ব্যক্তি তওবা করিলে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হইলে ? হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! তাহার আবার তওবা আর হিদায়াত কিসের ? যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রাহিয়াছে, তাঁহার শপথ! আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! যে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যা করিয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতে তাহাকে ডান হাতে বা বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া রহমানের আরশের সম্মুখ উপস্থিত হইবে। নিহত ব্যক্তির রগসমূহ হইতে তখন ফিনকি দিয়া রক্ত পড়িতে থাকিবে। হত্যাকারীকে সে বাম হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া এবং ডান হাতে

তাহার মস্তক ধরিয়া রাখিয়া বলিবে, হে প্রভু! তাহাকে জিজ্ঞাসা করো, কোন অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ? যে সত্তার হস্তে আবদুল্লাহর প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত উহা রহিত করিয়া দিবার মত কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। আর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন দলীল অবতীর্ণ হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)......সালিম ইব্ন আবুল জা'দ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি হত্যা করে, তাহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ? তিনি বলিলেন ঃ

جَزَائُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا

তিনি আরও বলিলেন ঃ তৎসম্বন্ধে উপরিউক্ত আয়াতই সর্বশেষে অবতীর্ণ হইয়াছে। নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত উহা রহিত করিয়া দিবার মত কোন আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। আর নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর কোন ওহী নাযিল হয় নাই। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, সে ব্যক্তি যদি তওবা করে, নেককাজ করে এবং সৎপথে আসে, তবে ? তিনি বলিলেন, 'তাহার আবার তওবা কিসের ? আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তাহার মাতা তাহার জন্যে ক্রন্দন করুক! কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি ডান হাতে বা বাম হাতে হত্যাকারী অথবা তাহার মস্তক ধরিয়া আল্লাহ্র আরশের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহার রগসমূহ হইতে তখন ফিনকি দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। সে বলিবে, প্রভু হে! তোমার বান্দার নিকট জিজ্ঞাসা করো, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ?

ইব্ন মাজাহ ও নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একাধিক সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বসূরী যে সকল ফকীহ্ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হয় না, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, উবায়দ ইব্ন উমায়র, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাহাদের উপরিউক্তরূপ অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে অনেক হাদীস রহিয়াছে। সেইগুলির অন্যতম হাদীস হইতেছে এই ঃ

হাফিয ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার এক হাতে হত্যাকারীর দেহ ও অন্য হাতে তাহার মস্তক জড়াইয়া ধরিয়া উপস্থিত হইবে এবং বলিবে, প্রভু হে! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ?' হত্যাকারী ব্যক্তি বলিবে, আমি তাহাকে এই উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছিলাম যে,

আমার ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ্ বলিবেন, ক্ষমতা ও পরাক্রমের অধিকারী আমিই। আরেক নিহত ব্যক্তি তাহার হত্যাকারীকে জড়াইয়া ধরিয়া উপস্থিত হইবে। সে বলিবে, প্রভু হে! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ অপরাধে সে আমাকে হত্যা করিয়াছিল ? হত্যাকারী বলিবে, তাহাকে এই উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়াছিলাম যে, অমুকের ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ্ বলিবেন, ক্ষমতা ও পরাক্রম তাহার প্রাপ্য নহে। নিহত ব্যক্তির গুনাহ্ লইয়া তুমি দোযখে যাও। অতঃপর, তাহাকে দোযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। উহার তলদেশে তাহার পৌঁছিতে সত্তর বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস উল্লেখিত রাবী মু'তামার ইব্‌ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক গুনাহ্ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা মাফ করিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মরিলে তাহার কুফরের গুনাহ্ অথবা কেহ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে উহার গুনাহ্ মাফ হইবে না।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লেখিত রাবী সাফিওয়ান ইব্‌ন ঈসা হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক গুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা মাফ করিয়া দিবেন। কিন্তু কেহ মুশরিক অবস্থায় মরিলে তাহার শিরকের গুনাহ অথবা কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করিলে উক্ত গুনাহ্ মাফ হইবে না।

উক্ত হাদীসের উপরিউক্ত সনদ অত্যন্ত অপরিচিত। তবে হযরত মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীস সমালোচনামুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করিল, সে মহান আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী করিল।

অবশ্য উক্ত হাদীসটি মুনকার[১] হাদীস। উহার সনদ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুমাইদ বলেন ঃ একদা আবুল আলিয়া আমার ও আমার এক বন্ধুর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার চাইতে অধিকতর নবীন এবং হাদীস স্মরণে রাখিবার অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী। এই বলিয়া তিনি আমাদিগকে বিশর ইব্‌ন আসিমের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহাদের নিকট আপনার হাদীসটি বর্ণনা করুন। বিশর বলিলেন, আমার নিকট উকবা ইব্‌ন মালিক আল-লায়সী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠাইলেন। তাহারা একটি গোত্রের উপর আক্রমণ চালাইলে গোত্রের লোকজন পলাইতে লাগিল। মুসলিম বাহিনীর একজন সৈনিক পলায়নপর জনৈক শত্রুপক্ষীয় লোককে তরবারি

---

[১] দুইটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীসের একটির সনদ দুর্বল এবং অন্যটির সনদ শক্তিশালী হইলে প্রথম হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়।

হাতে ধরিয়া ফেলিল। লোকটি বলিল, আমি নিশ্চয়ই মুসলিম। মুসলিম বাহিনী তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি হত্যাকারী ব্যক্তিটি সম্বন্ধে কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। সে উহা জানিতে পারিল। একদা নবী করীম (সা) খুতবা দিতেছিলেন, এমন সময় সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্র শপথ! নিহত ব্যক্তি যাহা বলিয়াছিল, তাহা সে শুধু নিহত হইবার হাত হইতে বাঁচিবার জন্যেই বলিয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া খুতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিল। নবী করীম (সা) তাহার ও তাহার দিকের লোকগণ হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিয়া খুতবা প্রদান অব্যাহত রাখিলেন। লোকটি স্থির থাকিতে পারিল না। সে তৃতীয়বার পূর্বোক্ত কথা বলিল। এইবার নবী করীম (সা) তাহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডলে তখন অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশমান ছিল। তিনি বলিলেন, মু'মিন ব্যক্তির হত্যাকারীর প্রতি নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। তিনি তিনবার ইহা বলিলেন। ইমাম নাসাঈ উপরিউক্ত রাবী সুলায়মান ইব্ন মুগীরা হইতে উপরিউক্ত উপরোল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অধিকাংশ ফকীহর অভিমত এই যে, মু'মিনের হত্যাকারীর তওবাও আল্লাহ্র নিকট কবূল হইবে। সে অনুতপ্ত, ভীত ও সংযত হইয়া নেক আমল করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার বদ আমলসমূহ মার্জনা করিয়া দিয়া তাহাকে নেকী প্রদান করিবেন। আর নিহত ব্যক্তির হক ? হত্যাকারী তাহাকে যে অত্যাচার করিয়াছে এবং যন্ত্রণা দিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা উহার পরিবর্তে তাহাকে ক্ষতিপূরণমূলক নি'আমত দান করিয়া হত্যাকারীর পক্ষ হইতে তাহাকে দিয়া উহা মাফ করাইয়া লইবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا. اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

'আর, (রহমানের প্রিয় বান্দা তাহারা) যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্য কোন মা'বূদকে ডাকে না, আল্লাহ যে মানব প্রাণকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল করিয়াছেন, তাহাকে ন্যায়ানুগ কারণে ব্যতীত অন্য কোন কারণে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি উহা করে, সে শাস্তি ভোগ করিবে; কিয়ামতের দিনে তাহাকে ক্রমবর্ধমান আযাব দেওয়া হইবে। আর সে উহাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে। তবে যাহারা তওবা করে এবং নেক আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহ মার্জনা করিয়া তদস্থলে নেক আমল স্থাপন করিবেন। আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।

উপরিউক্ত আয়াত রহিত হইবার মত নহে। উহাকে রহিত আখ্যা দেওয়া যায় না। আয়াতে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাই কোন ব্যক্তি কাফির থাকাকালে নরহত্যার অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহার গুনাহ তওবায় মাফ হইবে,

মুসলিম অবস্থায় কেহ নরহত্যার অপরাধ সংঘটন করিলে উহা তওবা দ্বারাও মাফ হইবে না, আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। পরন্তু আলোচ্য-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا

আয়াতে নির্দিষ্টভাবে মু'মিন হত্যাকারী ব্যক্তির শাস্তিকে অমার্জনীয় বলা হইয়াছে; আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ الرَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'বলো, ওহে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সর্ব প্রকারের গুনাহ্ ক্ষমা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, কৃপাপরায়ণ।'

কুফর, শিরক, সংশয়, নিফাক, নরহত্যা ও অন্যান্য কবীরা গুনাহ্ অর্থাৎ সর্বপ্রকারের গুনাহ্‌ই যে তওবায় মাফ হয়, আয়াতে ইহা বলা হইয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

'শিরক ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ্ আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন, ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা শিরক ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গুনাহ্ ক্ষমা করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাধীন আয়াতের পূর্বে ও পরে এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত উল্লেখ করিয়া গুনাহ্‌গার মানুষের আশার আলোকে শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে নিম্নোক্তরূপে বনী ইসরাঈল গোত্রের জনৈক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রের একটি লোক একশতটি নরহত্যা সংঘটন করিবার পর জনৈক আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার জন্যে কি তওবার সুযোগ আছে ? উক্ত আলিম উত্তর দিলেন, তওবা ও তোমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে ? অতঃপর উক্ত আলিম তাহাকে নগরবিশেষে গমন করত সেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে পরামর্শ দিলেন। লোকটি সেই নগরের দিকে চলিল। পথিমধ্যে রহমতের ফেরেশতাগণ তাহার রূহ কবয করিলেন। এই ঘটনা আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে এইরূপ ঘটিতে পারিলে উম্মতে মুহাম্মাদীর ব্যাপারে উহা ঘটা অধিকতর সম্ভবপর ও যুক্তিসংগত। কারণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আরোপিত অনেক কঠিন দায়িত্ব হইতেই এই উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত রাখিয়াছেন। আর সহজ ও আসান শরী'আত প্রদান করিয়া তিনি আমাদের নেতা বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যাধীন আয়াত وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا الخ সম্বন্ধে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সহ পূর্বসূরী একদল ফকীহ্ বলিয়াছেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি হত্যাকারীর প্রাপ্য; যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার প্রাপ্য পূর্ণ শাস্তি প্রদান করেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহা সহীহ্ নহে। যাহা হউক, আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হত্যাকারী ব্যক্তির যোগ্য শাস্তি উহাই, যদি তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। শরী'আতে বর্ণিত প্রত্যেক শাস্তির ব্যাপারেই উপরিউক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। বস্তুত মানুষের নেক আমল তাহার পাপের শাস্তিকে তাহার নিকট পৌঁছিতে অনেক সময়ে বাধা প্রদান করে।

কেহ কেহ বলেন ঃ নির্দিষ্ট পরিমাণের পাপকে উহার সমপরিমাণের পূণ্য দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বিনষ্ট করিয়া দেন। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ পুণ্যের কারণে তিনি পাপকে মিটাইয়া দেন। সে যাহাই হউক, পাপের শাস্তি সম্পর্কে উক্ত অভিমত এবং অনেকক্ষেত্রে পাপের শাস্তিকে পুণ্যের বাধা প্রদান সম্পর্কিত অভিমত অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার সহমতাবলম্বীদের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবূল হইবে না বিধায় তাহাকে দোযখে যাইতেই হইবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ ফকীহ ও মুফাসসিরের মতে এইরূপ পাপী ব্যক্তি তওবা না করিলে অথবা তাহার নেক আমলে না পোষাইলে এবং আল্লাহ তাহাকে তাহার প্রাপ্য শাস্তি দিতে চাহিলে তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে, উপরিউক্ত পাপী ব্যক্তি কতদিন ধরিয়া দোযখের আযাব ভোগ করিবে ? উত্তর এই যে, অনন্তকাল ধরিয়া নহে; বরং বহুকাল ধরিয়া দোযখের আযাব ও শাস্তি ভোগ করিবে। এই বহুকালের অন্ত রহিয়াছে এবং একদিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। আলোচ্য আয়াতে যে خالد শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ এখানে অনন্তকাল ধরিয়া অবস্থানকারী হইবে না; বরং এখানে উহার অর্থ হইবে, 'বহুকাল ধরিয়া অবস্থানকারী।' সনদের প্রতিটি স্তরে বিপুল সংখ্যক রাবী রহিয়াছেন বিধায় অনিবার্যরূপে বিশ্বাস্য একটি মুতাওয়াতার হাদীস হইতেছে এই যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহার হৃদয়ে সামান্যতম ঈমান রহিয়াছে, সে একদিন না একদিন দোযখ হইতে বাহিরে আসিবে!

প্রশ্ন দেখা দেয়, হযরত মুআবিয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীসে আছে, প্রত্যেক গুনাহ সম্বন্ধেই আশা করা যাইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিবেন; কিন্তু কোন ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মরিলে তাহার কুফরের গুনাহ অথবা কেহ কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে উহার গুনাহ মাফ হইবে না। ইহাতে তো নরহত্যার পাপ ক্ষমা না হইবার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তাই উক্ত হাদীসের বক্তব্য পূর্বোল্লেখিত আয়াতের বক্তব্যের বিরোধিতা করিতেছে।

উহার উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীসে দুইটি পাপের উভয়টির একত্রে ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা বাতিল করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের মাত্র একটির ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা বাতিল হয় নাই। অতঃপর শুধু নরহত্যার পাপ ক্ষমা হইবার সম্ভাবনা থাকিয়াই যাইতেছে। ইতোপূর্বে উল্লেখিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নরহত্যার পাপ ক্ষমা হইতে পারে। পক্ষান্তরে কুফরের গুনাহ মৃত্যুর পর ক্ষমা না হইবার বিষয়ে কালামে পাকে বিবৃত হইয়াছে।

অতঃপর একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। উহা এই যে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, নিহত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার হত্যাকারী হইতে ক্ষতিপূরণ পাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানাইবে। অধিকন্তু স্বীয় অপরাধের কারণে অপরাধীর শাস্তি ভোগ

করিবার কথাও হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে অপরাধীর অপরাধ তওবা অথবা নেকী দ্বারা ক্ষমা হইয়া গেলে উক্ত হাদীসের কি হইবে ? উত্তর এই যে, তওবা বা নেকী দ্বারা হত্যার পাপের আল্লাহ্‌র হকের দিকটা মাফ হইলেও উহার মানুষের হকের দিকটা থাকিয়া যাইবে। মানুষের এই হকের পরিবর্তে কিয়ামতে তাহাকে অপরাধীর নেকী প্রদান করা হইবে অথবা আল্লাহ তা'আলা নিজ ফযল ও নি'আমত হইতে প্রাপককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেন। নরহত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, চুরি, মিথ্যা দোষারোপ ইত্যাদি মানুষের যাবতীয় হক ও প্রাপ্য সম্বন্ধে ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, পৃথিবীতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্ভবপর হইলে ক্ষতিপূরণ ব্যতীত তৎসম্পর্কীয় তওবা কবূল হইবে না। যাহার ক্ষতিপূরণ পৃথিবীতে প্রদত্ত হয় নাই, আখিরাতে পূর্বোল্লেখিত পন্থায় উহার ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, পরের হকের দেনাদার ব্যক্তি আখিরাতে তাহার পাওনাদারকে নিজের নেকী প্রদানের পর তাহার নিকট পর্যাপ্ত নেকী অবশিষ্ট থাকিলে আল্লাহ তাহাকে তৎপরিবর্তে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইচ্ছাকৃতভাবে মু'মিনকে হত্যাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে পার্থিব বিচার সম্পর্কীয় নির্দেশও রহিয়াছে। উহা এই যে, নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন হত্যাকারীর উপর অধিকারপ্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا.

'কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার অভিভাবককে আমি অধিকার প্রদান করি। অতঃপর সে যেন হত্যায় সীমালঙ্ঘন না করে। সে নিশ্চয়ই সাহায্য পাইবার যোগ্য।'

নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-পরিজন হত্যাকারীকে হত্যা করা, তাহাকে ক্ষমা করা এবং দিয়াত গ্রহণ করা এই তিনটি ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দিয়াত অধিকতম ব্যয়সাধ্য। নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীর উট উহার দিয়াত হইবে ঃ ১. চতুর্থ বৎসরে পদার্পণকারী ত্রিশটি উট; ২. পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারী ত্রিশটি উট এবং ৩. পর্ভবতী চল্লিশটি উট। হত্যাকারীর প্রতি দাস-দাসী মুক্ত করা অথবা অবিরাম দুই মাস রোযা রাখা অথবা ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো এক্ষেত্রেও ওয়াজিব হইবে কিনা, সে সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার সহচরবৃন্দসহ একদল ফকীহ্ বলেন ঃ এক্ষেত্রেও উপরিউক্ত কাফফারা ওয়াজিব হইবে। আনিচ্ছাকৃত হত্যায় যখন উপরিউক্ত কাফফারা ওয়াজিব হয়, তখন এক্ষেত্রে উহা ওয়াজিব হওয়া অধিকতর যুক্তিসংগত।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ বলেন, কাহারও দায়িত্বে ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামায রহিয়া গেলে এবং উহা আদায় করা তাহার পক্ষে অসাধ্য বা কষ্টসাধ্য হইলে অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তে যেরূপ কাফফারা দিবার বিধান রহিয়াছে, ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তেও সেইরূপ কাফফারা দিবার বিধান রহিয়াছে।

ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যার জন্যেও অনুরূপভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হত্যার কাফফারার বিধান থাকা যুক্তিসংগত।

ইমাম আহমদ (র)-সহ একদল ফকীহ্ বলেন ঃ আল্লাহ্র নামে শপথ পূর্বক ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলিবার পাপের জন্যে যেরূপ কাফফারা দিবার বিধান নাই, সেইরূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্যে কাফফারা দিবার বিধান নাই। ইচ্ছাকৃত হত্যা এইরূপ জঘন্য পাপ যে, উল্লেখিত কাফফারা উহার মাফ হইবার জন্যে যথেষ্ট নহে।

ইমাম শাফিঈ ও তাঁহার মতাবলম্বীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যক্ত নামাযের পরিবর্তে কাফফারার বিধানের যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে ইমাম আহমদ (র)-ও তাঁহার সহমতাবলীম্বগণ বলেন ঃ মূলত উল্লেখিত ক্ষেত্রেও কাফফারার বিধান নাই। সুতরাং ইমাম শাফিঈ প্রমুখের নিজেদের নিকট তাঁহাদের পক্ষ হইতে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তের মূল্য থাকিলেও আমাদের নিকট উহার মূল্য নাই।

প্রথমোক্ত অভিমতের ধারকগণ নিম্নোক্ত হাদীস তাঁহাদের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনূ সালীম গোত্রের এক দল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যা করিয়া নিজের জন্যে) দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সে যেন একটি দাস বা দাসীকে মুক্ত করিয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

ইমাম আহমদ (র)......গারীফ দায়লামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমরা ওয়াসিলা ইব্ন আসকা' আল-লায়সী (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমাদিগকে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস শুনান। তিনি বলিলেন, একদা আমরা আমাদের এক সহচরের বিষয় লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিলাম। সে (অন্যায়ভাবে নর-হত্যা করিয়া) নিজের জন্যে দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহার তরফ হইতে তোমরা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দাও। আল্লাহ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোল্লেখিত রাবী ইব্রাহীম ইব্ন আবালা হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস হইতেছে এই ঃ

গারীফ দায়লামী বলেন, একদা আমরা ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, আমাদিগকে এইরূপ একটি হাদীস শুনান যাহার মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন নাই। তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, লিখিত কুরআন মাজীদ ঘরে ঝুলন্ত থাকা অবস্থায় তোমাদের কেহ মৌখিকভাবে আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করিলে সে কি উহাতে কোনরূপ সংযোজন-বিয়োজন ঘটায় ? আমরা বলিলাম, আমরা উহা দ্বারা এইরূপ হাদীসকে বুঝাইতে চাহিতেছি, যাহা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, একদা আমরা আমাদের জনৈক সহচরের বিষয় লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

আগমন করিলাম। সে অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিয়া নিজের জন্যে দোযখকে ওয়াজিব করিয়া লইয়াছিল। তিনি বলিলেন ঃ তাহার পক্ষ হইতে তোমরা একটি দাস বা দাসী মুক্ত করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা উহার একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ فَعِنْدَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ؕ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ؕ اِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

৯৪. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় (জিহাদে) পদক্ষেপ নাও, তখন যাঁচাই-বাছাই করিও। আর যে ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম দিবে, তাহাকে বলিও না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা কি পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ খুঁজিতেছ ? অথচ আল্লাহ্‌র কাছে প্রচুর গনীমত রহিয়াছে। ইতিপূর্বে তোমরাও ঈমান লুকাইয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাই (ঈমানের ব্যাপারে) যাচাই বাছাই কর। নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর, তাহার খবর আল্লাহ ভালভাবেই রাখেন।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা বনী সালীম গোত্রের জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বকরী চরাইতে একদল সাহাবীর নিকট দিয়া যাইতেছিল। লোকটি সাহাবীদিগকে সালাম প্রদান করিলে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিলেন, এই লোকটি শুধু আমাদের হাত হইতে জান বাঁচাইবার জন্যে আমাদিগকে সালাম প্রদান করিতেছে। তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার বকরীগুলি লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلَى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর অধ্যায়ে ইসরাঈল (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, 'হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের' (বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য বিশুদ্ধ হাদীস)।

এতদসম্পর্কে হযরত উসামা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয হাকিম (র) উপরিউক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইসরাঈল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই।' ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উক্ত হাদীস উপরোল্লেখিত রাবী ইসরাঈল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীস আবদুর রহমান নামক

রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'উপরিউক্ত হাদীসের সনদ আমার মতে বিশুদ্ধ।' তবে একদল বিশেষজ্ঞের মতে একাধিক কারণে উহা দুর্বল হাদীস। প্রথমত, আলোচ্য হাদীস উহার অন্যতম রাবী সিমাক হইতে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, উহার সনদের অন্যতম রাবী ইকরিমা কর্তৃক বর্ণিত বিষয় সন্দেহাতীত নহে। তৃতীয়ত, আলোচ্য আয়াত কোন্ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা মুহল্লাম ইব্ন জুসামা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ উহা উসামা ইব্ন যায়দ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ অন্য কাহারো সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে বলিয়া দাবি করেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ আলোচ্য হাদীস সম্বন্ধে উপরে উল্লেখিত অভিমত কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমত, উপরিউক্ত হাদীস একাধিক গুরুত্বসম্পন্ন বর্ণনাকারী কর্তৃক সিমাক হইতে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীস উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য মাধ্যমেও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বকরীসমূহের নিকট অবস্থান করিতেছিল। এমন সময়ে কিছুসংখ্যক মুসলমান তাহার নিকট পৌঁছিল। সে তাহাদিগকে বলিল, আসসালামু আলাইকুম। তথাপি তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার বকরীগুলি লইয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন এখানে ঃ عَرَضَ الدُّنْيَا অর্থ বকরীসমূহ। তিনি السلام পড়িয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল মুসলমান একটি লোকের নিকট আসিল। তাহার সহিত কতগুলি ছাগল ছিল। সে মুসলমানদিগকে বলিল, আসসালামু আলাইকুম। তথাপি তাহারা তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার ছাগলগুলি লইয়া গেল। এই ঘটনায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

ইমাম ইব্ন জারীর ও ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নার উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বর্ণনা করেন ঃ একদা ফাযারা নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার পরিবার ও গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লইয়া তাহার পিতার নির্দেশে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতেছিল। রাত্রিকালে তাহার সহিত একটি মুসলিম বাহিনীর সাক্ষাত ঘটিল। সে তাহাদিগকে বলিল যে, সে মুসলমান। কিন্তু তাহারা তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। তাহার পিতা বলেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত সংবাদ দিলে তিনি আমাকে এক হাজার স্বর্ণ-মুদ্রাসহ প্রয়োজনীয় দিয়াত প্রদান করত সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। এই ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى خَبِيْرًا

উপরে উল্লেখিত মুহল্লাম-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন ঃ সাহাবী হযরত কাকা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ হাদ্‌রাদ (রা) আমার (ইমাম আহমদের) নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'কা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে 'ইযম' নামক এলাকায় প্রেরণ করিলেন। আমাদের বাহিনীতে আবূ কাতাদা, হারিস ইব্‌ন রিবঈ ও মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামা ইব্‌ন কায়সও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা 'ইযম' উপত্যকায় পৌঁছিবার পর আমির ইব্‌ন আযবাত আল-আশজাঈ নামক জনৈক ব্যক্তি স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া আমাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহার সঙ্গে এক মশক চর্বিসহ কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল। সে আমাদিগকে সালাম দিলে আমরা সকলে তাহাকে আক্রমণ করা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু আমাদের বাহিনীর মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামা উভয়ের মধ্যকার পূর্ব বিবাদের সূত্রে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার উষ্ট্রসহ সকল মালামাল লইয়া আসিল। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া এই ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। এতদুপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى خَبِيْرًا

অবশ্য ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মুহল্লাম ইব্‌ন জুসামকে একটি বাহিনীসহ কোন এক এলাকায় পাঠাইলেন। পথিমধ্যে আমির ইব্‌ন আযবাত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। আমির তাহাদিগকে ইসলামীধারায় সালাম প্রদান করিল। উভয়ের মধ্যকার জাহিলী যুগীয় বিবাদের সূত্রে মুহল্লাম তাহাকে তীর দ্বারা হত্যা করিল। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখন আমেরের গোত্রের উয়াইনা ও আকরা নামক দুই ব্যক্তি তাঁহার সমীপে এতদসম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। আকরা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! سر اليوم وغر غدا। অর্থাৎ হত্যাকারী ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়া আজ আনন্দ লাভ করিলেও কাল কিয়ামতের দিন বিচারে সে ঠকিয়া যাইবে; তবে আমরা তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ লইব না। কিন্তু উয়াইনা বলিল, 'আল্লাহ্‌র শপথ! আমার পরিবারের মহিলাগণ যেরূপ শোক-দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তাহার পরিবারের মহিলাগণও সেইরূপ শোক-দুঃখ ভোগ না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।' এই সময়ে মুহল্লাম দুইটি কাপড় গায়ে জড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করত তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) যেন তাহার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ যেন তোমাকে ক্ষমা না করেন। ইহাতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে এবং স্বীয় পরিধানের কাপড় দ্বারা অশ্রু মুছিতে মুছিতে তথা হইতে চলিয়া গেল। এক সপ্তাহ অতিবাহিত না হইতেই সে মরিয়া গেল। লোকেরা তাহাকে দাফন করিল; কিন্তু মাটি তাহাকে উদগীরণ করিয়া দিল। লোকেরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উক্ত সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, মাটি তোমাদের উক্ত সঙ্গী হইতেও নিকৃষ্টতর ব্যক্তিকে গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিবেন। অতঃপর লোকেরা তাহাকে পাহাড়ের গর্তে নিক্ষেপ করিয়া তাহার লাশের উপর পাথর ফেলিয়া রাখিল। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ اِلَى اخر الاية

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হত্যাকারীকে বলিলেন ঃ এক ব্যক্তি কাফিরদের নিকট হইতে তাহার ঈমান গোপন রাখিয়াছিল। এক সময়ে সে নিজের ঈমানকে প্রকাশ করিয়া দিল, আর তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে ? তুমিও তো ইতিপূর্বে মক্কায় কাফিরদের নিকট হইতে নিজের ঈমানকে এইরূপ গোপন রাখিতে। ইমাম বুখারী (র) এইরূপে সংক্ষিপ্তভাবে ও বিচ্ছিন্ন সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস ইমাম বাযযার কর্তৃক সবিস্তারে ও বিশদরূপে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র).....হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। হযরত মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী তাহাদের উদ্দিষ্ট গোত্রের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাহারা মুসলিম বাহিনীর ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটি লোককে তাহারা দেখিলেন যে, সে পলায়ন না করিয়া স্বীয় এলাকায় রহিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। লোকটি বলিল, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।' কিন্তু হযরত মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিলেন। তাহার জনৈক সঙ্গী তাহাকে বলিলেন, এইরূপ লোকটিকে তুমি মারিয়া ফেলিলে, যে সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইব। অভিযান শেষে উক্ত বাহিনীর লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একটি লোক সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, তথাপি মিকদাদ তাহাকে হত্যা করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ মিকদাদকে আমার নিকট ডাকিয়া আনো। মিকদাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, হে মিকদাদ! তুমি এমন এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিলে যে ব্যক্তি বলিয়াছিল, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই ? কাল কিয়ামতে তুমি 'আল্লাহ ভিন্ন,অন্য কোন মা'বূদ নাই এই কলেমার (ফরিয়াদের) কি উত্তর দিবে ? এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ظَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلى اخر الاية–

রাসূলুল্লাহ (সা) মিকদাদকে আরও বলিলেন, একটি মু'মিন লোক কাফিরদের নিকট হইতে নিজের ঈমান গোপন রাখিয়াছিল। সুযোগমতে সে প্রকাশ করিল, আর তুমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে ? তুমিও তো মক্কায় থাকিবার কালে এইরূপে নিজের ঈমান গোপন রাখিতে।

فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ–

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট অনেক গনীমত (ভোগ্য সামগ্রী) রহিয়াছে। এই ব্যক্তি তোমাদিগকে সালাম প্রদান করিল এবং তাহার মু'মিন হইবার কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করিবার পরও তাহাকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া তোমরা যে পার্থিব সম্পদ লাভ করিয়াছ, আল্লাহর নিকট মওজুদ নি'আমত উহা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেয়।

كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ–

অর্থাৎ 'ইতিপূর্বে তোমরা এই লোকটির মতই নিজেদের ঈমান কাফিরদের নিকট হইতে গোপন রাখিতে।' ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসেও এইরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ–

সাঈদ ইব্ন যুবায়র আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে এইরূপে তোমরা মুশরিকদের নিকট হইতে নিজেদের ঈমান গোপন রাখিতে।

আবদুর রাযযাক (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ এই রাখাল যেরূপ তাহার ঈমান গোপন রাখিয়াছিল, সেইরূপ তোমরা নিজেদের ঈমানও ইতিপূর্বে গোপন রাখিতে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইতিপূর্বে তোমরা মু'মিন ছিলে না।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন।'

উপরোল্লিখিত ব্যক্তির হত্যার কারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরফ হইতে যে অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা দেখিয়া হযরত উসামা (রা) শপথ করিলেন, তিনি কখনো এইরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করিবেন না যে সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই।

فَتَبَيَّنُوْا ইহা পূর্বোল্লিখিত নির্দেশকে দৃঢ় করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ভালভাবে যাঁচাই না করিয়া হঠাৎ কোন পদক্ষেপ নিও না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا–

সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশ সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٩٥) لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ

(٩٦) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ

৯৫. “আল্লাহ্‌র পথে জানমাল দিয়া জিহাদকারীগণ আর বিনা ওজরে বসিয়া থাকা মু’মিনগণ সমান নহে। আল্লাহ্‌ জানমাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীগণকে জিহাদ বিমুখদের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। আর উভয়ের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত সুন্দর এবং আল্লাহ্‌ মুজাহিদগণকে ঘরে বসা লোকদের চাইতে উত্তম পুরস্কার দান করিয়াছেন।”

৯৬. “তাঁহার পক্ষ হইতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের এইরূপ বিভিন্ন স্তর। আর আল্লাহ্‌ সর্বদাই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।”

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)...... হযরত বারা‘ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

–এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হযরত যায়দ (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার দ্বারা উহা লিখাইলেন। অতঃপর হযরত (আবদুল্লাহ্‌) ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আসিয়া স্বীয় (অন্ধত্বের) অসামর্থ্যের বিষয় উত্থাপন করিলে আল্লাহ্‌ তা‘আলা উহার সহিত নিম্নের অংশ নাযিল করিলেন ঃ

غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ

অর্থাৎ ‘দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন।’

ইমাম বুখারী হযরত বারা‘ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ–

–এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ‘অমুককে ডাকো।’ আহূত সাহাবী দোয়াত-কলমসহ আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, লিখ–

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

‘জিহাদে গমনে বিরত মু’মিনগণ এবং স্বীয় জানমাল দ্বারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু’মিনগণ সমান নহে।’ এই সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পশ্চাতে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যে দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত। ইহাতে উপরোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

ইমাম বুখারী (র).......সাহল ইব্‌ন সা‘দ আস-সায়িদী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাহল (রা) বলেন ঃ একদা আমি মারওয়ানকে মসজিদে দেখিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এই আয়াতের শ্রুতলিপি দিলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

এই সময়ে হযরত ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি তখনও উক্ত আয়াত আমাকে বলিয়া যাইতেছিলেন। হযরত ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা), বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জিহাদ করিবার দৈহিক যোগ্যতা থাকিলে নিশ্চয়ই জিহাদ করিতাম। তিনি ছিলেন অন্ধ। ইহাতে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উরু আমার উরুর উপর স্থাপিত ছিল। আমার ভয় হইল, আমার উরু ভাঙ্গিয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার পবিত্র দেহ ভারমুক্ত হইল। তাঁহার উপরোক্ত আত্মসমাহিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

উক্ত হাদীস শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) উহা নিম্নোক্ত ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমাম আহমদ (র)......হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার নিকটে ওহী আসিল। একাগ্র ও প্রশান্তভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি নিজের রান আমার রানের উপর রাখিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! নবী করীম (সা)-এর রানের চাইতে অধিকতর ভারী কোন বস্তু ইতিপূর্বে আমি নিজের দেহে ধারণ করি নাই। কিয়ৎক্ষণ পর তাঁহার দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যায়দ! লিখ। আমি (লিখিবার জন্যে) স্কন্ধের একখানা অস্থি লইলাম। তিনি বলিলেন, লিখ–

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اِلَى اخر الاية–

আমি উহা লিখিলাম। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) অন্ধ ছিলেন। তিনি উক্ত আয়াত ও উহাতে বর্ণিত মুজাহিদের ফযীলতের কথা শুনিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। অন্ধত্ব বা এইরূপ কোন ওযরের কারণে কেহ জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে না পারিলে তাহার জন্য কি ব্যবস্থা রহিয়াছে ? আল্লাহ্‌র কসম! তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় একাগ্র ও প্রশান্তভাব নবী (সা)-কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাঁহার রান আমার রানের উপর পতিত হইল। আমার নিকট প্রথমবারের মতই এইবারও উহা ভারী মনে হইল। অতঃপর তাঁহার দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি বলিলেন, পড় তো। আমি পড়িলাম ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَى اخر الاية–

নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

غَيْرَ أُوْلِى الضَّرَرِ–

(দৈহিক সামর্থ্য হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন)। আমি উহা আয়াতে যোগ করিয়া দিলাম। স্কন্ধাস্থির যেখানে উহা লিখিয়াছিলাম, উহার ছবি এখনো আমার মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত যায়দ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলে পাক (সা)-এর ওহী লিখক ছিলাম। একদা তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ–

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

তখন সেখানে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি অবশ্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করিতে ভালবাসি। কিন্তু আমার যে ওযর রহিয়াছে, তাহা তো আপনি দেখিতেছেন। আমি অন্ধ হইয়া গিয়াছি। হযরত যায়দ (রা) বলেন, আমার রানের উপর অবস্থিত নবী পাক (সা)-এর রান ভারী বোধ হইল। আমার ভয় হইল, আমার পা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর নবী (সা)-এর দেহ ভারমুক্ত হইল। তিনি আমাকে বলিলেন, লিখ–

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে যে সকল মু'মিন বঞ্চিত রহিয়াছে, দৈহিক ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করে নাই এবং উহাতে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা—এই উভয় শ্রেণীর মু'মিন সমান মর্যাদার অধিকারী নহে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা শুধু ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইমাম তির্মিযী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

অর্থাৎ দৈহিক ওযর ব্যতীত যাহারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারা– এই দুই শ্রেণীর মু'মিনের মর্যাদা সমান নহে।

বদরের যুদ্ধ সম্মুখে উপস্থিত হইলে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমরা তো অন্ধ। আমাদের জন্য কি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিবার অনুমতি আছে? ইহাতে এই আয়াত নাযিল হইলঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ–

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন ঃ আয়াতে যে দুই শ্রেণীর মু'মিনের মর্যাদার পার্থক্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা হইতেছে, দৈহিক কারণে অসমর্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্যান্য যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা এবং যাহারা উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহারা। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে 'হাসান ও গরীব' হাদীস বলিয়াছেন।

আয়াতের غَيْرَ اُوْلِى الضَّرَرِ এই অংশ নাযিল হইবার পূর্বে জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনের ওযরবিহীন ও ওযরওয়ালা সবাই প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু আয়াতের উপরোক্ত অংশ নাযিল হইবার পর এইরূপ ওযরবিশিষ্ট মু'মিনগণ আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণী হইতে মুক্ত হইয়াছেন। দৈহিক কারণে অসমর্থ মু'মিনদিগকে বাইরে রাখিয়া আল্লাহ তা'আলা জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনদের উপর জিহাদে অংশগ্রহণকারী মু'মিনদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, দৈহিক অসামর্থ্য ইত্যাদি কারণে যুদ্ধে যোগদানে বিরত মু'মিনদের বিষয়টি এইরূপই হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল।

ইমাম বুখারী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, মদীনায় এইরূপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের প্রতিটি অভিযানেই তোমাদের সঙ্গে থাকে ? সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! তাঁহারা মদীনায় থাকিয়াই কি আমাদের সঙ্গে থাকেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ওযর তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত হাদীস তালীক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আনাস (রা) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা মদীনায় এইরূপ কতগুলি লোক রাখিয়া যাও, যাহারা তোমাদের সফর, তোমাদের অর্থ ব্যয় এবং তোমাদের যে কোনো উপত্যকা অতিক্রমে তোমাদের সঙ্গে থাকে। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! তাহারা কিরূপে উহাতে আমাদের সঙ্গে থাকে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ; সামর্থ্যের অভাব তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিয়াছে।

অনুরূপ মর্মে জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

يا راحلين الى البيت العتيق لقد–
سرتم جسوما وسرنا ارواحا–
انما اقمنا على عذر وقدر–
ومن اقام على عذر فقد راحا–

‘ওহে আল্লাহ্‌র ঘরের দিকে যাত্রাকারী ব্যক্তিগণ! তোমরা সশরীরে উহার দিকে চলিয়াছ, আর আমরা আত্মিক ও মানসিক দিক দিয়া উহার দিকে চলিয়াছি। আমরা তো শুধু ওযর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া গিয়াছি। যদি কেহ শুধু ওযর ও অসামর্থ্যের দরুন বাড়িতে রহিয়া যায়, সে প্রকৃতপক্ষে উহার দিকেই চলিয়াছে।’

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর মু'মিনের জন্যেই আল্লাহ্ জান্নাত ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিতেছেন। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা বুঝা যায়, জিহাদ ফরযে আইন নহে, বরং উহা ফরযে কিফায়া। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে এইরূপ একশতটা স্তর রহিয়াছে, যেইগুলি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্যে তিনি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহাদের এক স্তর হইতে আরেক স্তরের ব্যবধান ও দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধান ও দূরত্বের সমান।

আ'মাশ (র)......ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, কোনো ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) একটি তীর নিক্ষেপ করিলে তাঁহার জন্যে উহার পুরস্কার স্বরূপ একটি স্তর রহিয়াছে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! স্তর কি ? তিনি বলিলেন, উহা তোমার বাড়ির তলা নহে; উহার একটি হইতে আরেকটি স্তরের দূরত্ব একশত বৎসরের পথ।

(৯৭) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۭ قَالُوْا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۭ
فَاُولٰۗئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۝

(৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً
وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(৯৯) فَاُولٰۗئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝

(১০০) وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرٰغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً ۭ
وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ
اَجْرُهٗ عَلَي اللّٰهِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

৯৭. “যাহারা নিজেদের উপর যুলম করে, তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময়ে ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তাহারা বলে, দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তাহারা বলে, দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরত করিতে ? ইহাদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর উহা কতই মন্দ আবাস!”

৯৮. "তবে যে সব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোনো উপায় অবলম্বন করিতে পারে না এবং কোন পথ পায় না–

৯৯. "আল্লাহ্ হয়ত তাহাদের পাপ মোচন করিবেন। কারণ আল্লাহ্ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।"

১০০. "কেহ আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করিলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করিবে এবং কেহ আল্লাহ্ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে নিজ গৃহ হইতে মুহাজির হইয়া বাহির হইলে ও তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহার পুরস্কারের ভার আল্লাহ্‌র উপর; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান আবুল আস্‌ওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আস্‌ওয়াদ বলেন ঃ একদা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হইল। আমার নামও উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইক্‌রিমার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাকে বিষয়টা জানাইলে তিনি আমাকে উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কঠোরভাবে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে কিছু সংখ্যক লোক মুশরিকদের সহিত থাকিয়া তাহাদের দলকে ভারী করিত। তাহারা মুশ্‌রিকদের দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে আসিত আর রণাঙ্গণে তীর বা তরবারির আঘাতে নিহত হইত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ الخ-

লাইস (র) উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি আবুল আস্‌ওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদল মক্কাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়া উহা মানুষের কাছে হইতে গোপন রাখিত। মক্কার মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে তাহাদিগকে নিজেদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে আনয়ন করিল। তাহাদের কেহ কেহ মুসলমানদের হাতে নিহত হইলে মুসলমানগণ বলিলেন, এই সকল লোক তো মুসলমান ছিল। তাহারা ইহাদের নিহত হওয়ায় দুঃখিত হইলেন এবং ইহাদের মাগফিরাতের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ الى اخر الاية-

তৎপর মদীনার মুসলমানগণ মক্কার অবশিষ্ট ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট উপরোক্ত আয়াত লিখিয়া তাহাদিগকে জানাইলেন যে, তাহাদের কোন ওযর আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হইবে না। ইহাতে তাহারা মক্কা হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইল। মুশরিকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে পার্থিব আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভরসা দিল এবং মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া গেল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ

ইকরিমা বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কুরায়শ গোত্রের কিছু সংখ্যক যুবক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা মক্কায় থাকিয়া ইসলাম গ্রহণের দাবি করিত। আলী ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন খালফ, আবূ কায়স ইব্‌ন ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা, আবূ মানসূর ইব্‌ন হাজ্জাজ এবং হারিস ইব্‌ন যাম্‌আ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত কতিপয় মুনাফিক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত হিজরত না করিয়া মক্কায় রহিয়া গিয়াছিল এবং বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল।

আয়াতের শানে নুযূল যাহাই হউক না কেন, যাহারা হিজরত করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত করে না এবং কাফিরদের অধীনে থাকিয়া আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করিবার মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য হইতে বিরত থাকে, তাহাদের সকলের প্রতিই উহা প্রযোজ্য। আলোচ্য আয়াতের মর্ম এবং ফকীহগণের সর্ববাদীসম্মত রায় অনুযায়ী এই সকল লোক নিজেদের উপর অবিচারকারী ও অবৈধ পথের অনুসারী।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ–

অর্থাৎ 'যাহারা হিজরত না করিয়া নিজেদের উপর অবিচার করে এবং এই অবস্থায় ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের প্রাণ সংহার করে।'

قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ–

অর্থাৎ 'হিজরত না করিয়া তোমরা কেন এখানে অবস্থান করিয়াছ?'

قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ–

অর্থাৎ হিজরত করিবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না।

قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى اخر الاية–

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মুশ্‌রিকের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং তাহার সহিত বসবাস করে, সে উহার ন্যায়।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ (বদরের যুদ্ধে) হযরত আব্বাস, আকীল ও নাওফেল বন্দী হইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাসকে বলিলেন, আপনি নিজের ও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষ হইতে মুক্তিপণ প্রদান করুন। হযরত আব্বাস বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমরা কি আপনার কিব্‌লার দিকে মুখ করিয়া নামায পড়ি নাই এবং আপনার ন্যায় ঈমানের সাক্ষ্য দেই নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ওহে আব্বাস! আপনি বিতর্ক উঠাইলেন বটে, কিন্তু উহাতে আপনার বিজয়ী হইবার সুযোগ নাই।

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন ঃ

اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا الى اخر الاية–

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হিজরতে প্রকৃত অসমর্থ মু'মিনদের কথা বলিতেছেন। ইহারা মুশ্‌রিকদের হাত হইতে মুক্তি পাইবার উপায় খুঁজিয়া পাইত না। আবার কেহ উপায় খুঁজিয়া পাইলেও পলাইবার রাস্তা তাহাদের জানা ছিল না।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا–

আয়াতের এই অংশে তাহাদের উপরোক্ত অসামর্থ্যের কথাই বিবৃত হইয়াছে।

মুজাহিদ, ইক্‌রিমা ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ سَبِيْلٌ অর্থ রাস্তা।

فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ–

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের হিজরত না করিবার ত্রুটি মাফ করিয়া দিবেন। 'আল্লাহ তা'আলা হয়ত ক্ষমা করিবেন' বাক্য ব্যবহার করিয়া তিনি বান্দাকে উহা করিবার ওয়াদাই প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) ইশার নামায আদায় করিতেছিলেন। তিনি سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিবার পর সিজ্‌দায় যাইবার পূর্বে বলিলেন, আয় আল্লাহ! তুমি আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআকে (কাফিরদের হাত হইতে) মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি সালমা ইব্‌ন হিশামকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি অসহায় নিরুপায় মু'মিনদিগকে মুক্তি দাও। আয় আল্লাহ! তুমি (অত্যাচারী কাফির) মুযার গোত্রের উপর কঠিন শাস্তি নাযিল করো। আয় আল্লাহ! তুমি হযরত ইউসুফের সময়কার দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ তাহাদের উপর নাযিল করো।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) নামাযের শেষে সালামের পর হাত উঠাইয়া কিব্‌লামুখী হইয়া বলিলেন ঃ আয় আল্লাহ! ওয়ালীদ ইব্‌ন ওয়ালীদ, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআ, সালমা ইব্‌ন হিশামসহ যে সকল দুর্বল মুসলিম কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে না, কোনো পথ পায় না, তাহাদিগকে কাফিরদের হাত হইতে মুক্তি দাও।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) যোহরের নামাযের শেষে এই দু'আ করিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি ওয়ালীদ, সালিমা ইব্‌ন হিশাম, আইয়াশ ইব্‌ন আবূ রবীআসহ যে সকল দুর্বল মুসলমান কোন উপায় বাহির করিতে পারে না ও কোন পথ খুঁজিয়া পায় না, তাহাদিগকে মুশরিকদের হাত হইতে মুক্তি দাও।

ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সহীহ হাদীসে উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য সনদে উপরোল্লিখিত হাদীসের সমর্থক হাদীস রহিয়াছে।

আব্‌দুর রায্‌যাক (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ও আমার মাতা দুর্বল নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দলভুক্ত ছিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......আইউব ইব্‌ন আবূ মূসা মক্কী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যাহাদিগকে মা'যূর হিসাবে ক্ষমা পাইবার যোগ্য বলিয়াছেন, আমি ও আমার মাতা তাহাদের দলভুক্ত ছিলাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً

আয়াতের উপরোক্ত অংশে আল্লাহ তা'আলা হিজরতের প্রতি এবং মুশরিকদিগকে ত্যাগ করিবার প্রতি মুমিনদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, মুমিনগণ হিজরত করিয়া যেখানেই যাউক, সেখানেই তাহারা আশ্রয়স্থল পাইবে। مَرَاغَمٌ শব্দটি رَاغَمَ সমাপিকা ক্রিয়ার অসমাপিকা ক্রিয়া। উহার অর্থ 'ত্যাগ করা। رَاغَمَ فَلاَنٌ قَوْمَهُ 'অমুক ব্যক্তি তাহার গোত্রকে ত্যাগ করিয়াছে।' যেমন কবি নাবিগা ইব্‌ন জা'দা রচিত কবিতার চরণ হইতেছে ঃ

كطود يلاذ باركانه - عزيز المراغم والمهرب-

এখানে مراغم শব্দ দ্বারা 'ত্যাগ করা'-ই বুঝানো হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ المراغم অর্থ 'একস্থান হইতে আরেক স্থানে গমন।' যাহ্‌হাক, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং সাওরীও উহার অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مراغم كثير অর্থ 'উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার বিবিধ পথ ও উপায়।'

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র) বলেন ঃ উহার অর্থ বহু পথ ও উপায়। শব্দের স্বাভাবিক অর্থ হইতেছে শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার আশ্রয় ও শরণ।

وَسَعَةَ শব্দের অর্থ রিয্‌ক। কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ উহার অনুরূপ অর্থই করিয়াছেন। কাতাদা يَجِدْ فِى الاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً আয়াতাংশের অর্থ করিয়াছেন যে, গুমরাহী হইতে বাঁচিয়া হিদায়াতের পথ এবং দারিদ্র্য হইতে বাঁচিয়া প্রাচুর্য পাইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি হিজরতের উদ্দেশ্যে স্বীয় বাসস্থান হইতে বাহির হয়, অতঃপর পথিমধ্যে ইন্তিকাল করে, সে মুহাজির তুল্য নেকী লাভ করে।'

বুখারী, মুস্‌লিমসহ ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থে এবং মুস্‌নাদ ও সুনানসমূহে হযরত উমর (রা) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ সকল নেককাজই নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক মানুষই তাহার নিয়্যত অনুযায়ী ফল পাইবে। যাহার হিজ্‌রত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হইবে, তাহার হিজরত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকেই হইবে। আর যাহার হিজরত কোনো পার্থিব বস্তুর উদ্দেশ্যে অথবা সে বিবাহ করিবে এইরূপ কোনো মহিলার দিকে হইবে, তাহার হিজরতের মূল্যায়ন তাহার সেই উদ্দেশ্য মুতাবিক হইবে।

এই হাদীস হিজরত ও যাবতীয় নেক আমলের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস হইতেছে এই ঃ জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর একজন আবেদকে হত্যা করিয়া হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা একশতটি পর্যন্ত পৌঁছাইল। অতঃপর তাহার জন্যে তাওবার পথ খোলা আছে কি না- জনৈক আলিমের নিকট

তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার ও তওবার মধ্যে কোন্ বিষয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে ? অতঃপর তিনি তাহাকে পরামর্শ দিলেন, সে যেন স্বীয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন পূর্বক তথায় আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করে। উক্ত আলিমের পরামর্শ অনুযায়ী সে স্বীয় জন্মস্থান ত্যাগ করিয়া ভিনদেশে রওয়ানা হইল। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল। তাহার বিষয়ে রহমতের ফেরেশতাগণ এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। রহ্‌মতের ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, সে তো গুনাহ্ হইতে তওবা করিয়া এদিকে আসিয়াছে। পক্ষান্তরে আযাবের ফেরেশ্‌তাগণ বলিলেন, সে তো তওবার পর নামায আদায় করে নাই। তখন ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর তরফ হইতে এই নির্দেশ পাইলেন যে, তাহারা যেন তাহার জন্মস্থান ও উদ্দিষ্ট স্থান – এই দুইদিকের দূরত্ব পরিমাপ করিয়া দেখেন। সে যেদিকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়, তাহাকে সেই স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট ধরিতে হইবে। এদিকে আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির গন্তব্যস্থলকে নির্দেশ দিলেন যেন উহা তাহার দিকে আগাইয়া আসে। পক্ষান্তরে তাহার জন্মভূমিকে নির্দেশ দিলেন যেন উহা তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফেরেশ্‌তাগণ পরিমাপ করিয়া তাহাকে তাহার গন্তব্যস্থলের বিঘত পরিমাণে অধিকতর নিকটবর্তী পাইলেন। ফলত রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ সে ব্যক্তির প্রাণ লইলেন।"

এক রিওয়ায়াতে আছে, লোকটির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে সে বুকে হেঁচড়াইয়া স্বীয় গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইল।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয় (অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহর পথে সেই জিহাদকারীগণ কোথায় ?) তৎপর সে স্বীয় বাহন হইতে পড়িয়া গিয়া ইন্তিকাল করে, অথবা কোন প্রাণী তাহাকে দংশন করিবার ফলে সে ইন্তিকাল করে, অথবা স্বাভাবিকভাবেই সে ইন্তিকাল করে, তখন তাহাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে আসিয়া যায়। আর কোনো ব্যক্তি অন্যায় ক্রোধের শিকার হইয়া নিহত হইলে তাহার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হইবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আতীক বলেন, নবী করীম (সা) স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করা বুঝাইতে الـمـوت عـلى حـتـف الانـف। এই বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করিলেন। আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমি কোনো আরবীভাষীর নিকট উক্ত শব্দগুচ্ছ শুনি নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত যুবায়র ইব্‌ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ খালিদ ইব্‌ন হিযাম আবিসিনিয়ায় যাইবার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে সর্প দংশনে তাহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لايـة–

হযরত যুবায়র (রা) বলেন, আমি তখন আবিসিনিয়ায় ছিলাম এবং তাহার আগমনের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলাম। তাহার মৃত্যুর সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিলে আমি এতই মর্মাহত হইলাম যে, ইতিপূর্বে কোন ঘটনায়ই আমি ঐরূপ মর্মাহত হই নাই। কারণ যাহারা হিজরত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনুরূপ ব্যক্তি খুব কম ছিল, যাহার সহিত তাহার পরিবারের কেহ

অথবা তাহার রক্ত সম্পর্কের কেহ ছিল না। অথচ আমার সহিত আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যা গোত্রের আর কেহই ছিল না। সেক্ষেত্রে তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে পাইবার আশাও আমার ছিল না।

উপরোক্ত বর্ণনাটি মূলত অযৌক্তিক বর্ণনা। কারণ বর্ণিত ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। অথচ আলোচ্য আয়াতটি হিজরতের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার এই ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে যে, বর্ণনাকারী বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল না হইলেও আয়াতের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে উহা উক্ত ঘটনায়ও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই পথে তাহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنَ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لاية–

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবী যুমায়রা ইব্ন আঈস আয-যারকী অন্ধ হইয়া যাওয়ায় মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে–

اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً

এই আয়াত নাযিল হইবার পর তিনি ভাবিলেন, আমি তো ধনী ব্যক্তি, আমার তো পথ ও উপায় রহিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তান্ঈম নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই উপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنَ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى اخر لاية–

তাবারানী (র)......আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওয়াদাকে সত্য জানিয়া এবং আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনিয়া আমার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে আমার পথে জিহাদ করিতে বাহির হয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে আসিয়া যায়। সে মুজাহিদ বাহিনীতে থাকা অবস্থায় মরিলে আল্লাহ তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। সে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেও আল্লাহ্র দয়িত্বে থাকিবে। অতঃপর সে যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, অথবা নিহত হয়, অথবা তাহার অশ্ব বা উষ্ট্র তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিবার ফলে অথবা কোনো বিষধর প্রাণীর দংশনের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে, অথবা যে কোনোভাবেই আল্লাহ চাহেন, সেইভাবে সে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে, তবুও সে শহীদ হইবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) উপরোক্ত হাদীস উহার অন্যতম রাবী বাকিয়ার সনদে আংশিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত হাদীসে উপরোক্ত হাদীসের পর এই কথাটি সংযুক্ত রহিয়াছে ঃ এবং তাহার জন্যে জান্নাত রহিয়াছে।

আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জব্রত পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়। যে ব্যক্তি উমরা করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত উমরা পালনরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হয়, অতঃপর সেই অবস্থায় তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধরত ব্যক্তির প্রাপ্য পুরস্কার লিখিত হয়।

হাদীসটি উপরোক্ত সনদে গরীব পর্যায়ের।

(١٠١) وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

১০১. "এবং যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করিবে, তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিরগণ তোমাদের জন্য বিপদ সৃষ্টি করিবে, তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করিলে তোমাদের কোন দোষ নাই। কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

তাফসীর ঃ وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ
অর্থাৎ 'তোমরা যখন সফর করো।'

الضرب فى الارض। পরিভাষাটি 'সফর করা' অর্থে অন্যত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

এই আয়াতেও উক্ত পরিভাষাটি সফর অর্থে আসিয়াছে।

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ–

অর্থাৎ 'নামায সংক্ষিপ্ত করায় তোমাদের কোন দোষ নাই।'

নামায সংক্ষিপ্ত করিবার দুইটি পন্থা রহিয়াছে ঃ

১. রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করা এবং ২. রাকাআতের সংখ্যা ভিন্ন প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিক দিয়া উহাকে সংক্ষিপ্ত করা। অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামাযকে সংক্ষিপ্ত করিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফকীহগণ সফরের অবস্থায় কসর নামায প্রমাণ করেন। কোন্ প্রকারের সফরে নামায কসর করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, উহা লইয়া আবার ফকীহগণের

মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ্ বলেন, উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর হইতে হইবে। যেমন ঃ জিহাদের সফর, হজ্জের সফর, উমরার সফর, দীনী ইলম শিক্ষার সফর, যিয়ারতের সফর ইত্যাদি। হযরত ইব্ন উমর, আতা এবং ইয়াহিয়া হইতে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখিত অভিমত পোষণকারীগণ আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا–

অর্থাৎ 'যদি তোমাদের ভয় হয় যে, কাফিরগণ তোমাদিগকে বিপদে ফেলিবে।'

আরেক দল ফকীহ্ বলেন ঃ সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া জরুরী নহে। তবে উহাকে অন্তত মুবাহ ও জায়েয কার্যের সফর হইতে হইবে। সফরটি মুবাহ ও জায়েয কার্যের সফর হইলেই উহাতে কসর নামায বিধানসম্মত হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতকে তাঁহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ 'কেহ সফরে তীব্র ক্ষুধার অবস্থায় মৃত পশুর গোশ্ত খাইতে বাধ্য হইলে আয়াতে তাহাকে তজ্জন্য অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।' শর্ত হইল তাহার সফর পাপের সফর না হইলে চলিবে। উক্ত সফর ইবাদতমূলক সফর হওয়া জরুরী নহে। তেমনি নামাযের কসর বিধানসম্মত হইবার জন্যেও সফরটি ইবাদতমূলক হওয়া অপরিহার্য নহে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ প্রমুখ ফকীহ্গণের অভিমত ইহাই।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......ইব্রাহীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নবী করীম (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষে আমাকে সমুদ্রে গমনাগমন করিতে হয়। নবী করীম (সা) তাহাকে নামায (চারি রাকাআতের স্থলে) দুই রাকাআত পড়িতে বলিলেন। উক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

একদল ফকীহ্ বলেন ঃ কসর নামায বৈধ হওয়ার জন্যে যে কোন প্রকারের সফরই যথেষ্ট। উহা এমনকি কেহ ডাকাতি করিবার জন্যে সফর করিলে তাহার জন্যেও কসর জায়েয। ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী এবং দাউদ জাহিরীর অভিমত ইহাই। তাঁহারা বলেন, আয়াতে সফরকে বিশেষণমুক্ত রাখা হইয়াছে। অতএব ইবাদতমূলক, মুবাহ্ অথবা পাপমূলক যে কোনরূপ সফরেই নামাযের কসর জায়েয।

অধিকাংশ ফকীহ্ উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতা করেন। বিরোধী অভিমত পোষণকারী ফকীহ্গণ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেছে ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ইহার উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রমুখ ফকীহ্গণ বলেন ঃ নামাযের কসর সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার সময়ে কাফিরদের পক্ষ হইতে মু'মিনদের প্রতি বিপদাশংকা একটি সাধারণ ও নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয় ছিল। এমনকি হিজরতের পর মুসলমানগণ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই যুদ্ধব্যপদেশে যোদ্ধারূপে সফর করিতেন। তাঁহাদের প্রায় সমগ্র সময়টুকুই বর্বর

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে কাটিয়া যাইত। বিরোধী মত পোষণকারী ফকীহ্গণ উপরে যে আয়াতাংশ উপস্থাপন করিয়াছেন, উহাতে কাফিরদের পক্ষ হইতে মু'মিনদের প্রতি উপরিউক্ত সাধারণ ও নিত্য সংঘটিত বিপদাশংকার কথাই বিবৃত হইয়াছে। অথচ মূল বক্তব্য বিষয়ের সহিত যখন কোনো সাধারণ ও নিত্য সংঘটিত বিষয় বা ঘটনা সংযুক্ত থাকে, তখন উহা মূল বক্তব্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট শর্ত হিসাবে পরিগণিত হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا

অর্থাৎ 'তোমাদের দাসীগণ যদি যৌন দিক দিয়া পবিত্র থাকিতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে ব্যভিচারে বাধ্য করিও না।' এক্ষেত্রে দাসীদের পবিত্র থাকিবার ইচ্ছা কোনো শর্ত নহে; বরং তাহাদিগকে যৌন অপকর্মে বাধ্য করা সর্বাবস্থায়ই নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَرَبَائِبُكُمُ الّٰتِىْ فِىْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الّٰتِىْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

অর্থাৎ 'তোমরা যৌন সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছ, তোমাদের এইরূপ স্ত্রীগণের গর্ভজাত কন্যা, যাহারা তোমাদের দ্বারা লালিত-পালিত হইতেছে, তাহাদিগকে বিবাহ করা তোমাদের জন্যে হারাম।'

এক্ষেত্রে উল্লেখিত কন্যার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লালন-পালনে থাকা শর্ত নহে; বরং স্বীয় সংগমকৃত স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করা সর্বাবস্থায় হারাম।

ইমাম আহ্মদ (র)......ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়ালা ইব্ন উমাইয়া একদা বলেন ঃ আমি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

এই আয়াতে কাফিরদের তরফ হইতে মু'মিনদের প্রতি যে বিপদাশংকার কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহা তো এখন দূর হইয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ এখন নিরাপদ। অতএব নামাযের কসরের বিধান এখন প্রযোজ্য হইবে কেন ? হযরত উমর (রা) বলিলেন, তোমার মত আমিও আশ্চর্যান্বিত হইয়া নবী করীম (সা)-কে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার একটি দান। তোমরা তাঁহার দানকে গ্রহণ কর।

ইমাম মুসলিম এবং সুনান সংকলকগণ উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ হাদীস হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। আলী ইবনুল মাদীনীও উহাকে হযরত উমরের সনদে হাসান-সহীহ হাদীস রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন, উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে সুসংরক্ষিত হয় নাই। উহার বর্ণনাকারীগণ বিখ্যাত ব্যক্তি।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......আবূ হানযালা আল-হাযযা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-কে সফরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা দুই রাকাআত। আমি বলিলাম, আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

অথচ আমরা তো এখন নিরাপদ। তিনি বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবুল ওয়াদ্দাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল ওয়াদ্দাক বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট সফরে কসরের নামায সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ একটি অনুমতি। এখন তোমাদের ইচ্ছা হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতিতে পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের মধ্যবর্তী স্থানে দুই রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। তখন আমরা নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলাম। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত রিওয়ায়াত আবদুল্লাহ ইব্ন আওন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ আমর ইব্ন আবদুল বার (র) বলিয়াছেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তাসতারী উপরিউক্ত রিওয়ায়াতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত শুনাইয়াছেন।

আমি (ইব্ন কাছীর) বলিতেছি ঃ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) পবিত্র মদীনা হইতে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হইলেন। (মুসলমানগণ তখন এইরূপ নিরাপদ ছিলেন যে,) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ভয় তাহাদের হৃদয়ে ছিল না। এই অবস্থায়ই তিনি নামায দুই রাকাআত করিয়া আদায় করিলেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রিওয়ায়াতকে সহীহ বলিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত পবিত্র মদীনা হইতে পবিত্র মক্কায় রওয়ানা হইলাম। এই সফরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত নামায দুই রাকাআত করিয়া পড়িতেন। হযরত আনাস (রা)-এর ছাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা পবিত্র মক্কায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ? হযরত আনাস (রা) বলিলেন, আমরা তথায় দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলক উক্ত হাদীস ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)......হারিসা ইব্ন ওয়াহাব আল-খুযাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হারিসা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইমামতিতে মিনা নামক স্থানে যোহর ও আসরের নামায দুই রাকাআত করিয়া আদায় করিয়াছি। এই সময়ে মুসলমানগণ সংখ্যায় বিপুল এবং অধিকতম নিরাপদ ছিল।

উক্ত হাদীস ইব্ন মাজাহ ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সকল সংকলক ইব্ন আবূ ইস্হাক আস-সাবীঈর মাধ্যমে বিভিন্ন সনদে এবং উপরোক্ত সাহাবী হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) উহা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত হারিসা ইব্ন ওয়াহাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত হারিসা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) আমাদিগকে মিনা নামক স্থানে নামায দুই রাকাআত পড়াইয়াছেন। সেই সময়ে তিনি অধিকতম নিরাপদ ও বিপদমুক্ত ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা), আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমর (রা)-এর ইমামতিতে আমি (চারি রাকাআতের) নামায দুই রাকাআত পড়িয়াছি। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতের প্রথমদিকেও তাঁহার ইমামতিতে দুই রাকাআত পড়িয়াছি। খিলাফতের শেষদিকে তিনি চারি রাকাআতই পড়িয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন ঃ একদা হযরত উসমান (রা) আমাদের ইমাম হইয়া মিনা নামক স্থানে নামায চারি রাকাআত আদায় করিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা)-কে উহা জানানো হইলে তিনি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়িলেন এবং বলিলেন, আমি মিনা নামক স্থানে নবী করীম (সা)-এর ইমামতিতে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতিতে ও হযরত উমর (রা)-এর ইমামতিতে নামায দুই রাকাআত আদায় করিয়াছি। হায়! আমার ভাগ্যে যদি চারি রাকাআতের পরিবর্তে দুই রাকাআত মকবূল নামায জুটিত!

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন সনদে উপরোক্ত রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে উপরোল্লিখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদের একটি সনদের নিম্নতম রাবী হইতেছেন কুতায়বা।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে কসর জায়েয হইবার জন্যে ভীতিপূর্ণ অবস্থার অস্তিত্ব জরুরী নহে; বরং সফরে সর্বাবস্থায় কসর বৈধ।

কিছু সংখ্যক ফকীহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে যে কসরের অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দিয়াছেন, উহার অর্থ রাকাআতের সংখ্যার দিক দিয়া নামায সংক্ষেপ করা নহে; বরং উহার অর্থ সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া নামায সংক্ষেপ করা। ইহাই মুজাহিদ, যাহ্‌হাক এবং সুদ্দীর অভিমত। এতদ্‌সম্বন্ধীয় আলোচনা শীঘ্রই আসিতেছে।

শেষোক্ত অভিমতের পোষকগণ নিম্নোক্ত হাদীসকে নিজেদের সমর্থনে উপস্থাপন করেন ঃ

ইমাম মালিক (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ সফরে ও বাড়িতে সর্বাবস্থায় নামায দুই রাকাআত করিয়া ফরয হইয়াছিল। অতঃপর সফরের বেলায় উক্ত সংখ্যাই বহাল রাখা হইয়াছে এবং গৃহে অবস্থানের বেলায় উহা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীস আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ আত-তায়ালিসী হইতে, ইমাম মুসলিম উহা ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়াহিয়া হইতে, ইমাম আবূ দাঊদ উহা কা'নাবী হইতে এবং ইমাম নাসাঈ উহা কুতায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ, ইয়াহিয়া, কা'নাবী এবং কুতায়বা, ইহাদের প্রত্যেকে আবার ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষোক্ত অভিমতের পোষক ফকীহগণ বলেন ঃ সফরের অবস্থায় নামায যখন মূলত দুই রাকাআত, তখন আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত কসরের তাৎপর্য কিরূপে রাকাআতের সংখ্যার ব্যাপারে কসর হইতে পারে ? অন্য কথায় বলা যায়, মৌল বিধান সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে, উহা করায় তোমাদের কোনো দোষ নাই।

ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উপরোক্ত বিষয়টা অধিকতর স্পষ্টরূপে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ সফরের নামায দুই রাকাআত, ঈদুল আয্হার নামায দুই রাকাআত, ঈদুল ফিতরের নামায দুই রাকাআত এবং জুমু'আর নামায দুই রাকাআত। উক্ত সংখ্যা অপূর্ণ নহে; বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। নবীয়ে পাক হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর মুখ হইতেই এই বিধান নিঃসৃত হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন মাজাহ ও ইমাম ইব্ন হিব্বান (র) উপরোল্লিখিত রাবী যুবায়দ আল-ইয়ামী হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন মাজাহ অনুরূপভাবে উপরোক্ত হাদীস হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মুখে নামায বাড়িতে অবস্থানকালে চারি রাকাআত, সফরে দুই রাকাআত এবং ভীতির অবস্থায় এক রাকআত ফরয করিয়াছেন। অতএব এই আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে বাড়িতে অবস্থানকালে যেরূপে নামায (চারি রাকাআত) আদায় করা হইত এবং ইহা নাযিল হইবার পর বাড়িতে অবস্থানকালে যেরূপে উহা (চারি রাকাআত) আদায় করা হয়, সেইরূপে সফরের অবস্থায় উহা (দুই রাকাআত) আদায় করিতে হইবে।

ইমাম ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

নামায মূলত দুই রাকাআত ফরয, তবে বাড়িতে অবস্থানকালে উহা বৃদ্ধি করিয়া চারি রাকাআত করা হইয়াছে–এই মর্মে ইতিপূর্বে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের সহিত হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের কোনো বিরোধ নাই। কারণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসে বাড়িতে অবস্থানকালে যে চারি রাকাআত নামায আদায় করাকে ফরয বলা হইয়াছে, উহা মূল দুই রাকাআত এবং অতিরিক্ত দুই রাকাআতের যোগফল। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য বিষয় এই যে, সফরের অবস্থায় যে নামায দুই রাকাআত, উক্ত সংখ্যা কসর বা সংক্ষিপ্ত নহে, বরং উহা পূর্ণ সংখ্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে যে কসর বা সংক্ষেপকরণের অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, উহা সংখ্যার দিক দিয়া কসর হইতে পারে না; বরং উহা সংখ্যা ভিন্ন অন্যান্য দিক দিয়া কসর বা সংক্ষেপকরণ। আর ভীতির অবস্থায় নামাযে এইরূপ সংক্ষেপকরণ বা কসরই হইয়া থাকে। এইরূপ কসর বা সংক্ষেপকরণ ভীতির অবস্থায় হয় বলিয়াই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-

–এবং আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পর বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ الى اخر الاية-

উপরিউক্ত দুই স্থানে আল্লাহ তা'আলা যথাক্রমে কসরের উদ্দেশ্য ও উহার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত কারণেই ইমাম বুখারী 'ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামায' অধ্যায়ের প্রথমদিকে ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِلٰى قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

—এই উভয় আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) হইতে জুয়াইরিব—

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-

–এই আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত কসর হইতেছে যুদ্ধের সহিত সম্পর্কিত। যুদ্ধের সময়ে অশ্বারোহী যোদ্ধা তাহার মুখ যেদিকেই থাকে, সেইদিকে মুখ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিবে। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে সুদ্দী (র) হইতে আস্বাত (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ সফরের অবস্থায় নামায দুই রাকাআত আদায় করা এবং এক রাকাআত আদায় করা উভয় ক্রিয়াই কসর বা সংক্ষেপীকরণ। প্রথমটি অধিকতর রাকাআতবিশিষ্ট কসর এবং দ্বিতীয়টি স্বল্পতর রাকাআতবিশিষ্ট কসর। কাফিরদের তরফ হইতে বিপদাশংকা না থাকিলে দুই প্রকারের কসরের কোনটিই জায়েয হইবে না।

ইব্ন আবূ নাজীহ আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণসহ উসফান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন এবং মুশরিকগণ যাজনান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) সকল সাহাবীকে একসঙ্গে লইয়া যোহরের নামায চারি রাকাআত আদায় করিলেন। সকলে একই সঙ্গে রুকূ, সিজদা ও কিয়াম করিলেন। এদিকে মুশ্রিকগণ মুসলিম বাহিনীর রসদ সম্ভার লুট করিয়া লইতে মনস্থ করিল। উপরিউক্ত ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদের উপরিউক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ, সুদ্দী, হযরত জাবির (রা) ও হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত শানে নুযূল বর্ণনা করিয়াছেন। এতদসম্পর্কিত একাধিক উক্তি উদ্ধৃত করিবার পর তিনি উপরিউক্ত বক্তব্যকে সঠিক বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)...... উমাইয়া ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন খালিদ ইব্ন উসায়দ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উমাইয়া (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,

কুরআন মাজীদে আমরা তো শুধু ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামাযে কসরের বর্ণনা পাই, সফরের নামাযে কসরের বর্ণনা তো উহাতে পাই না। ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আমরা নবী করীম (সা)-কে একটি কাজ করিতে দেখিয়া উহা অনুসরণ করিয়াছি। অর্থাৎ নবী করীম (সা) সফরে কসর করিয়াছেন বলিয়া সাহাবীগণ সফরে কসর করিয়াছেন।

উক্ত বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রশ্নকর্তা উমাইয়া ভীতির অবস্থার নামাযকে কসরের নামায নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি আলোচ্য আয়াতের এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহাতে উপরিউক্ত ভীতির অবস্থার নামাযেরই বর্ণনা রহিয়াছে, সফরের কসরের নামাযের বর্ণনা উহাতে নাই। হযরত ইব্ন উমর (রা) তাঁহার এই বক্তব্যকে সঠিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তিনি কুরআন মাজীদের আলোচ্য আয়াত দ্বারা নহে, বরং নবী করীম (সা)-এর কার্য দ্বারা সফরের নামাযের কসর বা সংক্ষেপীকরণের বিধান প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের রিওয়ায়াতে উপরিউক্ত বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় ঃ

ইব্ন জারীর (র)...... সিমাক আল-হানাফী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিমাক বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট সফরের নামায সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, উহা দুই রাকাআত এবং দুই রাকাআতই পুর্ণ সংখ্যা। উহা কসর বা সংক্ষিপ্ত নহে। শুধু ভীতির অবস্থার নামাযেই কসর বা সংক্ষিপ্তকরণ রহিয়াছে। আমি বলিলাম, ভীতির অবস্থার নামায কোন্ নিয়মে আদায় করিতে হয় ? তিনি বলিলেন, ইমাম একদল লোক লইয়া এক রাকাআত নামায আদায় করিবেন। অতপর এইদল অন্যদলের স্থানে গমন করিবে এবং অন্যদল এই দলের স্থানে আগমন করিবে। ইমাম ইহাদিগকে লইয়া আরেক রাকাআত নামায আাদায় করিবেন। এইভাবে ইমাম মোট দুই রাকাআত এবং প্রত্যেক দল এক রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিবে।

(١٠٢) وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوا
فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۚ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ
تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضٰى أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝

১০২. "আর তুমি যখন তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে ও তাহাদের সঙ্গে সালাত কায়েম করিবে, তখন তাহাদের একদল যেন তোমার সহিত দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাহাদের সিজদা করা হইলে তাহারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল, যাহারা সালাতে শরীক হয় নাই, তাহারা তোমার সহিত যেন সালাতে শরীক হয় এবং তাহারা যেন সশস্ত্র ও সতর্ক থাকে। কাফিরগণ কামনা করে যে, তোমরা

তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাহাতে তাহারা তোমাদের উপর একসঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে; যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য অসুবিধায় পড় কিংবা পীড়িত থাক, তবে তোমরা অস্ত্র রাখিয়া দিলে তোমাদের কোন দোষ নাই; কিন্তু তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করিবে।"

তাফসীর ঃ সালাতুল খাওফ বা ভীতির অবস্থায় আদায়যোগ্য নামায বহু প্রকারের হইতে পারে। শত্রুপক্ষ কখনো কিবলামুখী থাকে, কখনো তাহাদের মুখ ভিন্নদিকে থাকে। নামায কোন ওয়াক্ত চারি রাকাআতবিশিষ্ট, কখনো তিন রাকাআতবিশিষ্ট এবং কখনো দুই রাকআতবিশিষ্ট হয়। যেমন আসর, মাগরিব ও ফজর। তেমনি মুসল্লীগণ কখনো জামাআতবদ্ধ হইয়া নামায আদায় করেন এবং কখনো যুদ্ধ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করিবার কারণে প্রত্যেকে পৃথকভাবে নামায আদায় করেন। প্রত্যেকে পৃথকভাবে নামায আদায় করিবার কালে কখনো কিবলামুখী হইয়া, আবার কখনো ভিন্নমুখী হইয়া নামায আদায় করেন। আবার কেহ পদাতিক অবস্থায় এবং কেহ অশ্বারূঢ় অবস্থায় নামায আদায় করেন।

সালাতুল খাওফে নামাযরত অবস্থায়ই চলাফেরা করা এবং দুশমনের উপর একের পর এক আঘাত হানা যায়।

সালাতুল খাওফ আদায়ের পদ্ধতি

একদল ফকীহ বলেন ঃ ভীতির অবস্থায় নামায এক রাকাআত পড়িতে হয়। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসকে তাঁহারা নিজেদের সমর্থনে পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন। মুন্‌যিরী তাঁহার 'আল-হাওয়াশী' গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ আতা, জাবির, হাসান, মুজাহিদ, হাকাম, কাতাদা, হাম্মাদ, তাউস এবং যাহ্‌হাক উপরোক্ত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ আসিম আল-ইবাদীও মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর আল-মারওয়াযী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর ভীতির অবস্থায় ফজরের নামায এক রাকাআত আদায় করা বিধানসম্মত মনে করেন। ইমাম ইব্‌ন হাযম (র)-ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইস্‌হাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়াহ বলিয়াছেন ঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময়ে ইশারার সাহায্যে এক রাকাআত পড়াই যথেষ্ট। উহাতেও সমর্থ না হইলে মাত্র একটি সিজ্‌দাই যথেষ্ট। কারণ উহাও তো আল্লাহ্‌র যিকর।

একদল ফকীহ বলেন ঃ একটি তাক্‌বীরই যথেষ্ট। 'একটি তাক্‌বীর' শব্দ দ্বারা তাঁহারা সম্ভবত একটি রাকাআতকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। হযরত জাবির ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা), কা'ব (রা) প্রমুখ সাহাবীর বরাতে সুদ্দী (র) একটি তাক্‌বীরই যথেষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আগেই বলা হইয়াছে, একটি তাক্‌বীর শব্দ দ্বারা তাঁহারা সম্ভবত একটি রাকাআতকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আমীর আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন বুখ্‌ত আল-মক্কী অবশ্য শাব্দিক অর্থেই একটি তাক্‌বীর অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলা যথেষ্ট বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি তিনি

বলিয়াছেন, কেহ একটি তাক্‌বীর মুখে বলিতে সমর্থ না হইলেও অন্তরে উহা বলিবে। সাঈদ ইব্‌ন মান্‌সূর (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে আমীর আব্‌দুল ওয়াহ্‌হাবের উপরোক্ত অভিমত তাঁহার নিকট হইতে ধারাবাহিকভাবে শুআয়ব ইব্‌ন দীনার ও ইস্‌মাঈল ইব্‌ন আইয়াশের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আরেকদল ফকীহ বলেন ঃ প্রচণ্ড যুদ্ধের ভয়াবহতার সময়ে নামাযকে বিলম্বিত করা জায়েয। নিজেদের অভিমতের সমর্থনে তাঁহারা বলেন, খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) যোহর ও আসরের নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং সূর্যাস্তের পর যথাক্রমে যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও ইশার নামায আদায় করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করিবার কালে তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমাদের কেহ যেন বনূ কুরায়্‌যা মহল্লায় না গিয়া আসরের নামায আদায় না করে। পথিমধ্যে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। কতেক মুজাহিদ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার কথা দ্বারা ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আমরা যেন বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের নিকট দ্রুত পৌঁছিয়া যাই। আমরা নামায আদায় না করিয়াই উহার ওয়াক্ত অতিবাহিত করি, ইহা তিনি চাহেন নাই। তাঁহারা পথিমধ্যেই ওয়াক্তমত নামায আদায় করিলেন। কতেক মুজাহিদ নামায বিলম্বিত করত বনূ কুরায়্‌যা গোত্রের নিকট পৌঁছিয়া সূর্যাস্তের পর আসরের নামায আদায় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কোনো পক্ষকেই তিরস্কার করেন নাই। সীরাতের কিতাবে এতদ্‌সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিয়াছি। সেখানে দেখাইয়াছি, যাঁহারা নামায ওয়াক্তমত আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই নির্ভুল সিদ্ধান্তের অনুসারী ছিলেন। অবশ্য যাহারা নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা হইতে ভুল অর্থ বুঝিবার দরুন উহা করিয়াছিলেন বিধায় তাঁহারা মা'যূর বা ক্ষমার্হ। তাঁহাদের ক্ষমার্হ হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা সন্ধি ভঙ্গকারী অভিশপ্ত ইয়াহূদী গোত্রের নিকট যথাসম্ভব দ্রুত পৌঁছিবার এবং তাহাদিগকে অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ ফকীহ জিহাদে নামায বিলম্বিত করার উপরোক্ত অভিমতের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, উপরোল্লিখিত হাদীসে যুদ্ধের সময়ে নামায বিলম্বিত করিবার যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, উহা আলোচ্য আয়াত এবং উহাতে বর্ণিত সালাতুল খাওফ দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। যে সময়ে যুদ্ধের কারণে নবী করীম (সা) নামায বিলম্বিত করিয়াছিলেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় নাই। আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়া উহার পূর্ববর্তী বিধান রহিত করিয়াছে। সুনান সংকলকগণ ও ইমাম্ শাফিঈ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস দ্বারা উপরোল্লিখিত রহিতকরণের বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ সংকলনে যুদ্ধাবস্থায় নামায বিলম্বিত করা বিধানসম্মত হওয়ার পক্ষে বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি 'দুর্গ অবরোধ ও শত্রুর সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় নামায সম্পর্কিত অধ্যায়'-এ বর্ণনা করেন যে, ইমাম আওযাঈ বলিয়াছেন, যুদ্ধ জয় আসন্ন হইলে এবং মুসলিম বাহিনী আদায়ে সমর্থ না হইলে প্রত্যেক মুজাহিদ পৃথকভাবে ইশারায় নামায আদায় করিবে। ইশারায়ও নামায আদায়ে সমর্থ না হইলে যুদ্ধ শেষ না হওয়া অথবা নিরাপত্তা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করিবে। যুদ্ধ শেষ হইলে অথবা নিরাপদ

অবস্থা ফিরিয়া আসিলে নামায দুই রাকাআত পড়িবে। দুই রাকাআত পড়িতে না পারিলে এক রাকাআতই পড়িবে। উহা যদি না পারে, তবে শুধু তাক্‌বীর বলিলে যথেষ্ট হইবে না; বরং এই অবস্থায় নিরাপত্তা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত নামায বিলম্বিত করিবে। মাকহূলও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলিয়াছেন, তুস্‌তার দুর্গ অবরোধে আমি অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। প্রত্যূষে আমরা উহা অবরোধ করি। যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিলে আমরা ফজরের নামায উহার ওয়াক্তে আদায় করিলাম না; সূর্য উপরে উঠিলে আমরা উহা আদায় করিলাম। হযরত আবূ মূসা (রা) আমাদের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তুস্‌তার দুর্গ জয় করিলেন। সেই দিনের উক্ত নামাযের তুলনায় পৃথিবী ও উহার যাবতীয় সম্পদ আমার নিকট তুচ্ছ। অতঃপর ইমাম বুখারী খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নামায বিলম্বিত করিবার হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর তিনি বনূ কুরায়্যা গোত্রের নিকট না পৌঁছিয়া আসরের নামায আদায় করিতে যে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী যুদ্ধের সময়ে নামায বিলম্বিত করা জায়েয হইবার পক্ষে পরোক্ষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আর হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উপরোক্ত কার্য উপরোল্লিখিত অভিমতকেই সমর্থন করে। তিনি নামায বিলম্বিত করিবার সিদ্ধান্ত সম্ভবত পূর্বেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘটনাটি হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের কালে ঘটিয়াছিল। তিনি বা অন্য কোনো সাহাবী উহাতে অসন্তোষ বা আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

বিলম্বিতকরণের অভিমতের প্রবক্তাগণ, বিরোধী মতের প্রবক্তাগণ কর্তৃক উত্থাপিত যুক্তির উত্তরে বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধের সময়েও সালাতুল খাওফের বিধান প্রবর্তিত ছিল। কারণ সালাতুল খাওফের বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় যাতুর-রিকার যুদ্ধের সময়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে উক্ত যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, মূসা ইব্ন উক্‌বা, ওয়াকিদী, তাঁহার মুহাররির মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, খলীফা ইব্ন খাইয়াত (র) প্রমুখ ইতিহাসকার উপরিউক্ত যুদ্ধের সংঘটনকাল সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন, যাতুর-রিকার যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধের পর সংঘটিত হইয়াছিল। তাহারা হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের ভিত্তিতে উপরিউক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কাল সম্বন্ধে উপরোল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। হযরত আবূ মূসা (রা) খায়বরের যুদ্ধের সময়েই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মুযানী, কাযী আবূ ইউসুফ ও ইব্রাহীম ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন আলিয়্যা বলিয়াছেন যে, খন্দকের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার দ্বারা সালাতুল খাওফের বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের উক্ত অভিমত অত্যন্ত বিস্ময়কর বটে। বস্তুত খন্দকের যুদ্ধের পর সালাতুল খাওফ আদায় করা হইয়াছে, এই মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আওযাঈ ও মাক্‌হূলের মতে খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায বিলম্বিত হইবার কারণ ইহাই ছিল যে, সে সময়ে মুসলমানগণ কাফিরদের তরফ হইতে ভীষণ ভীতি ও আশংকার মধ্যে ছিলেন। অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থায় নামায বিলম্বিত করা যায়। ইমাম

আওযাঈ ও মাক্হূল (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপরিউক্ত কার্যের যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই অধিকতর যুক্তিসংগত ও শক্তিশালী। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ–

অর্থাৎ 'যখন তুমি ইমাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া সালাতুল খাওফ আদায় করো।'

ভীতির অবস্থা বিভিন্নরূপ হইতে পারে। পূর্ববর্তী আয়াতে ভীতির যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতে উহা হইতে স্বতন্ত্র ভীতির অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। পূর্ববর্তী আয়াতে ভীতির যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে নামায এক রাকাআত (যেরূপ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে) আদায় করিতে হয় এবং তাহাও আবার প্রত্যেকে পৃথকভাবে, পদাতিক অবস্থায় অথবা অশ্বারূঢ় অবস্থায়, কিবলামুখী হইয়া অথবা অন্যমুখী হইয়া, যেভাবে আদায় করা সুবিধাজনক হয়, সেইভাবে আদায় করিতে হয়। পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে জামাআতবদ্ধ হইয়া কোনো ইমামের ইমামতিতে সালাতুল খাওফ আদায় করিবার অবস্থা বর্ণিত হইতেছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেহ কেহ জামাআতবদ্ধ হইয়া নামায আদায় করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করেন। তাঁহারা বলেন, জামাআতের প্রয়োজনে আয়াতে সালাতুল খাওফে অনেক প্রয়োজনীয় কার্যকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। জামাআত ওয়াজিব না হইলে এইরূপ করা হইত না। তাহাদের উপরিউক্ত যুক্তি বেশ শক্তিশালী।

কেহ কেহ আবার বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা নবী করীম (সা)-এর পর হইতে সালাতুল খাওফ রহিত হইয়া গিয়াছে। কারণ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ

অর্থাৎ 'যখন তুমি তাহাদের মধ্যে থাকো।' নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর যেহেতু তিনি আর তাহাদের মধ্যে থাকিবেন না, তাই সালাতুল খাওফও থাকিবে না।

উপরোল্লিখিত যুক্তি দুর্বল। ইহাদেরই ন্যায় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহারা, যাহারা নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর বায়তুলমালে যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ–

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদের মাল হইতে তাহাদিগকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করার জন্য কিছু সদকা আদায় কর। আর তাহাদের জন্যে দু'আ কর। তোমার দু'আ নিশ্চিতরূপে তাহাদের জন্যে প্রশান্তিকর।'

বায়তুলমালে যাকাত প্রদান করিতে অসম্মত ব্যক্তিগণ বলিত, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর আমরা অন্য কাহারও দায়িত্বে যাকাত অর্পণ করিব না; বরং আমাদের নিকট যে ব্যক্তি যাকাত পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে, আমরা সরাসরি তাহাকে উহা প্রদান করিব। যাহার দু'আ আমাদের জন্যে উপশমকারক, তাহার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট উহা গচ্ছিত

রাখিব না। তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি সাহাবীগণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বায়তুলমালে যাকাত অর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। যাহারা উহাতে অসম্মত ছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সাহাবীগণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

আয়াতের শানে নুযূল

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা বনূ নাজ্জার গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি। আমরা কোন্ নিয়মে নামায আদায় করিব ? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইল ঃ

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ-

অতঃপর এক বৎসর ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ রহিল। উপরিউক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার এক বৎসর পর রাসূলুল্লাহ (সা) একটি যুদ্ধে (সাহাবীগণসহ) যোহরের নামায আদায় করিলেন। মুশ্‌রিকদের একদল আরেক দলকে বলিল, মুহাম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণ তাহাদিগকে পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্যে তোমাদিগকে সুযোগ দিয়াছিল। কেন তোমরা তাহার উপর আক্রমণ চালাইলে না ? তাহাদের একজন বলিল, ইহার পরও তাহাদের অনুরূপ এক অনুষ্ঠান রহিয়াছে (আমরা তখন তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবার সুযোগ পাইব)। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা যোহর ও আসর-এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا

উক্ত আয়াতে সালাতুল খাওফের বিধান নাযিল হইল।

উপরিউক্ত বর্ণনা অত্যন্ত অযৌক্তিক। তবে হযরত আবূ আইয়াশ যারকী অর্থাৎ যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উহার কিয়দংশের সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আইয়াশ যার্‌কী (যায়দ ইব্ন সাবিত) (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ আইয়াশ (র) বলেন ঃ একদা এক যুদ্ধে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উস্‌ফান নামক স্থানে ছিলাম। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে মুশ্‌রিক বাহিনী আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহারা আমাদের ও কিবলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করিতেছিল। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে লইয়া যোহরের নামায আদায় করিলেন। মুশরিকগণ পরস্পর বলাবলি করিল, 'উহারা যে অবস্থায় ছিল, উহাতে আমরা অকস্মাৎ উহাদের উপর আক্রমণ চালাইলে উহারা ধ্বংস হইয়া যাইত।' অতঃপর তাহারা বলিল, কিছুক্ষণ পর উহাদের নিকট আরেকটি নামায আসিবে যাহা উহাদের নিকট নিজেদের সন্তান-সন্ততি, এমনকি নিজেদের প্রাণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নের আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ اِلى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا-

আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে নির্দেশ দিলেন। আমরা সশস্ত্র অবস্থায় দুইটি কাতারে কাতারবদ্ধ হইয়া তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি রুকূ করিলে আমরা সকলে তাঁহার সহিত রুকূ করিলাম। তিনি রুকূ হইতে উঠিলে আমরা সকলে তাঁহার সহিত রুকূ হইতে উঠিলাম। অতঃপর তিনি তাঁহার নিকটতর কাতারসহ সিজদা করিলেন। অপর কাতারটি তখন তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিল। সম্মুখের কাতার সিজ্‌দা শেষ করিবার পর উঠিয়া দাঁড়াইলে পশ্চাতের কাতার পশ্চাতে থাকিয়াই সিজ্‌দা করিল। অতঃপর সম্মুখের কাতার পশ্চাতে এবং পশ্চাতের কাতার সম্মুখে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) রুকূ করিলেন। উভয় কাতার তাঁহার সহিত রুকূ করিল। তিনি রুকূ হইতে উঠিলে সকলে রুকূ হইতে উঠিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখের কাতার লইয়া সিজ্‌দা করিলেন। পশ্চাতের কাতার তখন তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখের কাতারসহ সিজদা হইতে উঠিয়া বসিলে পশ্চাতের কাতারও বসিল এবং সিজ্‌দা করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইলেন ও স্থান ত্যাগ করিলেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার সালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছেন। একবার উসফানে এবং আরেকবার বনূ সলীম গোত্রের আবাসভূমিতে।

সুনান সংকলকগণও উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদ (র)-ও উপরোল্লিখিত রাবী মান্‌সূর (র) হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র)-ও উপরিউক্ত রাবী মান্‌সূর হইতে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত রাবী মানসূর হইতে উপরোল্লিখিত ঊর্ধ্বতন সনদে উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীসের সনদ সহীহ্ এবং উহার সমর্থনে বহু হাদীস রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস উহাদের অন্যতম ঃ

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইলেন এবং সাহাবীগণ তাঁহার সহিত দাঁড়াইলেন। তিনি তাক্‌বীর বলিলেন এবং তাহারা তাঁহার সহিত তাক্‌বীর বলিলেন। তিনি রুকূ করিলেন এবং তাহাদের একদল রুকূ করিলেন। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা করিলেন এবং তাহারা তাঁহার সহিত সিজদা করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় রাকাআতের জন্যে দাঁড়াইলেন এবং যাহারা ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত সিজ্‌দা করিয়াছেন, তাহারা (পশ্চাতে গিয়া) নিজেদের ভ্রাতৃগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতে লাগিলেন। আর অন্য দল (পশ্চাতের সারি) আগাইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত রুকূ-সিজদা করিলেন। সকলেই নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। তবে একদল আরেকদলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহারা দিতেছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)......সুলায়মান ইব্‌ন কায়স আল-ইয়াশ্‌কারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাবী সুলায়মান নামাযের কসরের বিধান কখন অবতীর্ণ হয় তাহা জাবির

ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। জাবির (রা) বলিলেন, একদা সিরিয়া হইতে আগত কুরায়শের একটি কাফেলার দিকে আমরা যাত্রা করিলাম। নাখলা নামক স্থানে আমাদের পৌঁছিবার পর একটি লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! তুমি কি আমাকে ভয় করো ? তিনি বলিলেন, না। সে বলিল, আমার আক্রমণ হইতে কে তোমাকে বাঁচাইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আমাকে তোমার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবেন। ইহাতে লোকটি তল্ওয়ার টানিয়া লইল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ধমক দিল ও ভয় দেখাইল। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে প্রস্থানের এবং হস্তে অস্ত্র ধারণ করিবার ঘোষণা হইল। তখন নামাযের আযান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) একদল সাহাবীকে লইয়া নামায আদায় করিলেন। আরেক দল সাহাবী তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পাহারারত রহিলেন। সম্মুখের কাতারের লোকদিগকে লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তাহারা সরিয়া গিয়া পশ্চাতের কাতারের স্থানে দাঁড়াইলেন এবং পশ্চাতের কাতার সম্মুখে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে লইয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অপর কাতার তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্যে পাহাররত রহিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইলেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায চারি রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের দুই-দুই রাকাআত হইল। সেই দিন আল্লাহ তা'আলা নামাযের কসরের বিধান নাযিল করিলেন এবং যুদ্ধকালীন নামাযে সশস্ত্র অবস্থায় থাকিতে মু'মিনদিগকে আদেশ দিলেন।

ইমাম আহ্মদও উপরিউক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন ঃ

ইমাম আহ্মদ (র)...... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'মুহারিবু হাফ্সা' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধ বিরতির সময়ে গারস ইব্ন হারস নামক শত্রুপক্ষীয় জনৈক ব্যক্তি তরবারিসহ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আমার আক্রমণ হইতে কে তোমাকে রক্ষা করিবে ? তিনি বলিলেন, তোমার আক্রমণ হইতে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করিবেন। ইহাতে লোকটির হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল। তিনি উহা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, আমার আক্রমণ হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? সে বলিল, (তরবারির) সর্বোত্তম ধরক হউন (অর্থাৎ আমার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করুন)। তিনি বলিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল ? সে বলিল, না। তবে আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, না আমি একাকী আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, আর না যাহারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, তাহাদের সহিত যোগ দিব। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। সে (স্বপক্ষীয় লোকদের নিকট গিয়া) বলিল, আমি সর্বোত্তম মানুষের নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিলাম। অতঃপর নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতুল খাওফ আদায় করিলেন। মুসলিম বাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, আরেক দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত নামায আদায় করিল। তিনি তাঁহার সঙ্গী দলকে লইয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল শত্রুমুখী দণ্ডায়মান দলের স্থান গ্রহণ করিল। শত্রুমুখী দণ্ডায়মান দল আসিয়া রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর সহিত দুই রাকাআত নামায আদায় করিল। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায চারি রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের নামায দুই রাকাআত করিয়া হইল।

উক্ত হাদীস উপরিউক্ত সনদে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সফরের অবস্থায় আদায়যোগ্য দুই রাকাআত নামায কি কসর ? তিনি বলিলেন, সফরের অবস্থায় আদায়যোগ্য দুই রাকাআত নামায পূর্ণ সংখ্যক নামাযই বটে। কসরের নামায তো হইতেছে যুদ্ধের অবস্থায় আদায়যোগ্য এক রাকাআত নামায। একদা আমরা এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত ছিলাম। তখন নামায আদায় করা হইল এবং উহা এইভাবে আদায় করা হইল—রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া একদল সাহাবীকে লইয়া একটি কাতার বানাইলেন। আরেক দল সাহাবী শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। সম্মুখবর্তী দল লইয়া তিনি দুই সিজ্দায় এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল পশ্চাদ্বর্তী দলের স্থান গ্রহণ করিল এবং পশ্চাদ্বর্তী দল তাহাদের স্থানে আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া দুই সিজ্দায় এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সালাম ফিরাইবার সহিত উভয় দলের লোকেরাই সালাম ফিরাইলেন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায দুই রাকাআত এবং সাহাবীদের প্রত্যেক দলের নামায এক রাকাআত করিয়া হইল। অতঃপর হযরত জাবির (রা) নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ الى قوله تعالى اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا-

ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া নিম্নবর্ণিত নিয়মে সালাতুল খাওফ আদায় করিয়াছিলেন ঃ একটি কাতার তাঁহার সম্মুখে এবং আরেকটি কাতার তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। তিনি পশ্চাদ্বর্তী দলকে লইয়া দুই সিজ্দাসহ এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর উক্ত দল অগ্রসর হইয়া অপর দলের স্থান গ্রহণ করিল এবং অপর দল ইহাদের স্থানে আগমন করিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া দুই সিজদাসহ এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর সালাম ফিরাইলেন। এইরূপে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায দুই রাকাআত এবং তাহাদের নামায এক রাকাআত হইল।

ইমাম নাসাঈ (র) উপরিউক্ত হাদীস শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে উপরিউক্ত হাদীস ভিন্ন সনদে এবং ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ, সুনান, মুস্নাদ শ্রেণীর হাদীস সংকলনের বহু সংখ্যক সংকলক উপরিউক্ত হাদীস হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......সালিমের পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালিমের পিতা বলেন ঃ

وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ اِلٰى اٰخر الاية–

-এই আয়াতে যে নামাযের বর্ণনা রহিয়াছে, উহা হইতেছে সালাতুল খাওফ। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের একটি দল লইয়া এক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। আরেক দল তখন শত্রুমুখী হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর উক্ত দল তাঁহার নিকট আগমন করিল এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া আরেক রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর সেই দল লইয়া তিনি সালাম ফিরাইলেন। তৎপর প্রত্যেক দল দণ্ডায়মান হইয়া এক রাকাআত করিয়া নামায আদায় করিলেন।

একদল মুহাদ্দিস তাঁহাদের সংকলনে উপরিউক্ত হাদীস মা'মার (র)-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উপরিউক্ত হাদীস আবার একদল সাহাবী হইতে বহু সংখ্যক সনদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহার সনদসমূহ ও শব্দের বিভিন্নতা সহ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ চাহেন তো 'কিতাবুল আহকামুল কাবীর' নামক গ্রন্থে উহা লিপিবদ্ধ করিব। আল্লাহ তা'আলার উপরই একমাত্র নির্ভর।

একদল ফকীহ বলেন ঃ সালাতুল খাওফ আদায় করার সময়ে সশস্ত্র অবস্থায় থাকা মুজাহিদদের প্রতি ওয়াজিব। কারণ আয়াতের বাহ্য অর্থে উহাই বুঝা যায়। ইমাম শাফিঈর দুইটি অভিমতের একটি উহাই। আয়াতের নিম্নোক্ত অংশেও উহা ওয়াজিব হইবার ইংগিত পাওয়া যায় ঃ

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ–

অর্থাৎ বৃষ্টি অথবা রোগের ন্যায় কোনরূপ অসুবিধা থাকিলে অস্ত্র রাখিয়া দেওয়ায় তোমাদের প্রতি কোনো দোষারোপ নাই। তবে সেরূপ অবস্থায়ও তোমার এইরূপ প্রস্তুত থাকিও, যাহাতে আকস্মিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমরা সহজেই অস্ত্র ধারণ করিতে পারো।

(١٠٣) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ○

(١٠٤) وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاۤءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

১০৩. "যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করিবে, তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া ও শুইয়া, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হইবে, তখন যথাবিহিত সালাত আদায় করিবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"

১০৪. "শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা ইতস্তত করিও না। তোমরা যদি কষ্ট পাও, তবে তাহারাও তোমাদের মতই কষ্ট পায়; এবং আল্লাহর নিকট তোমরা যাহা আশা কর, উহারা তাহা আশা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সালাতুল খাওফ আদায় করার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করার জন্যে মু'মিনদের প্রতি নির্দেশ দিতেছেন। অন্যান্য নামায আদায় করিবার পরও আল্লাহর যিক্র করার প্রতি শরী'আতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করা হইয়াছে। তবে বিশেষত সালাতুল খাওফে এইরূপ কতগুলি কার্যের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, যাহার বিধান অন্যান্য নামাযে প্রদত্ত হয় নাই। যেমন ঃ নামাযের রাকাআতের সংখ্যা হ্রাসকরণ, কিবলামুখী না থাকা, অশ্বারূঢ় অবস্থায়ও নামায আদায় করার অনুমতি, নামায আদায়রত অবস্থায় মুসল্লীর জন্যে স্থান ত্যাগ করিবার অনুমতি ইত্যাদি। তাই উহা আদায় করিবার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বিশেষভাবে তাকীদ করিতেছেন। অনুরূপভাবে সম্মানিত মাসসমূহ (মুহার্‌রম, রজব, যিলকা'দ ও যিলহাজ্জ) সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ–

অথ্যাৎ 'সম্মানিত মাসসমূহে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না।' সম্মানিত মাসসমূহ ভিন্ন অন্যান্য সময়ে নিজেদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ হইলেও উক্ত মাসগুলির সম্মানের কারণে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত মাসগুলিতে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিতে মানুষকে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ–

অর্থাৎ 'নামায আদায় করার পর সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর যিক্র করো।'

فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ–

অর্থাৎ ভীতি ও বিপদাশংকা তিরোহিত হইবার পর তোমরা পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ও একাগ্রতা লইয়া রাকাআতের সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ করিয়া নামায আদায় করো।

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ موقوت অর্থ ফরয। তিনি আরও বলিয়াছেন, হজ্জ আদায় করিবার জন্যে যেরূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামায আদায় করিবার জন্যেও তদ্রূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

موقوت অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়যোগ্য। মুজাহিদ, সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ, আলী ইব্ন হুসায়ন, মুহাম্মদ ইব্ন আলী, হাসান, মুকাতিল, সুদ্দী এবং আতিয়া আওফী (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে। আবদুর রাযযাক (র) ......হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا–

—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ হজ্জের জন্যে যেরূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে, নামাযের জন্যেও তদ্রূপ নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ موقوت অর্থ নক্ষত্রের উদয়-অস্তের ন্যায় নিয়মাবদ্ধ। একটি নক্ষত্র অস্তমিত হইবার পর যেরূপ আরেকটি নক্ষত্র উদিত হয়, নামাযের একটি ওয়াক্ত অতিবাহিত হইবার পর তদ্রূপ আরেকটি ওয়াক্ত আগমন করে।

وَلاَ تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ-

অর্থাৎ তোমরা শত্রুর মুকাবিলা করা, তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা এবং তাহাদের সন্ধানে ওঁত পাতিয়া থাকায় ক্লান্ত হইও না, ক্ষান্ত হইও না এবং পশ্চাৎপদ হইও না। পরন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাও, তাহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া ছাড়ো এবং তাহাদের মানবতা বিরোধী অত্যাচার ও বর্বরতা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া পৃথিবীতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত কর।

اَنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ তোমরা যেরূপে আহত ও নিহত হও, তাহারাও তো সেইরূপ আহত ও নিহত হয়। অনুরূপ অর্থে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ -

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ يَرْجُوْنَ-

অর্থাৎ, যুদ্ধে আহত বা নিহত হওয়ার দিক দিয়া তাহারা ও তোমরা পরস্পর সমান। কিন্তু তোমাদের রহিয়াছে আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার এবং সাহায্য পাইবার আশা। আল্লাহ তাঁহার কিতাবে ও তাঁহার রাসূলের মুখে উহার ওয়াদা ও আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ওয়াদা ও আশ্বাস নিশ্চিত সত্য এবং উহা অপূর্ণ থাকিবার নহে। পক্ষান্তরে তাহাদের উপরিউক্ত নেকী বা সাহায্য পাইবার কোন আশা নাই। অতএব তাহাদের তুলনায় তোমাদের জিহাদে অংশগ্রহণ তথা মানবাধিকার কায়েমের জন্য আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক গুণ অধিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার উপকরণ ও উপাদান রহিয়াছে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

অর্থাৎ আল্লাহ যে সকল নৈসর্গিক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আইন-কানুন প্রবর্তন ও প্রদান করেন, সে সম্পর্কে তিনি বেশ অবহিত ও প্রজ্ঞাবান। তাই তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসা পাইবার যোগ্য।

(١٠٥) اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ ۚ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا ۙ

(١٠٦) وَّاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

(١٠٧) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَّانًا اَثِيْمًا ۝ۙ

(١٠٨) يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَا لَا
يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ۝

(١٠٩) هٰاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ۝

১০৫. "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা জানাইয়াছেন সেই অনুযায়ী তুমি মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর; এবং বিশ্বাস ভংগকারীদের সমর্থন করিও না।"

১০৬. "এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালূ।"

১০৭. "যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে, তাহাদের পক্ষে বাদ-বিতণ্ডা করিও না, আল্লাহ্ বিশ্বাসহন্তা পাপীকে পসন্দ করেন না।"

১০৮. "তাহারা মানুষ হইতে গোপন করিতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ হইতে গোপন করে না; অথচ তিনি তখনও তাহাদের সঙ্গেই আছেন রাত্রে যখন তাহারা তিনি যাহা পসন্দ করেন না, এমন বিষয়ে পরামর্শ করে। আর তাহারা যাহা করে, তাহা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত।"

১০৯. "দেখ, তোমরা ইহজীবনে তাহাদের পক্ষে বিতর্ক করিতেছ, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাহাদের পক্ষে তর্ক করিবে অথবা কে তাহাদের উকীল হইবে?"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমার প্রতি আমি সত্য গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে, যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে উহা দ্বারা তুমি বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তি কর।

لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'যাহাতে তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের সাহায্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করো।' আয়াতের এই অংশ দ্বারা এক দল উসূলে ফিকহ্ বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, স্বীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার অধিকার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা নিজেদের সমর্থনে বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করেন ঃ

হিশাম ইব্‌ন উর্‌ওয়া (র)......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) তাঁর ঘরের দর্‌ওয়াযায় ঝগড়াকারীদের শোরগোল শুনিয়া বাহিরে আগমন পূর্বক তাহাদিগকে বলিলেন, শুনো হে! আমি একজন মানুষ বৈ কিছু নহি। আমি তোমাদের

নিকট হইতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিচার করিয়া থাকি। এইরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, তোমাদের কেহ্ যুক্তি-প্রমাণ পেশ করিবার ব্যাপারে অধিকতর চাতুর্য ও বাগ্মীতা দেখাইয়া আমার মুখ হইতে নিজের পক্ষে রায় বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে যদি আমি কাহাকেও অন্য কোনো মুসলিমের হক প্রদান করিয়া রায় দিই, তবে উক্ত হক তাহার জন্যে অগ্নিপিণ্ড স্বরূপ। এখন তাহার ইচ্ছা হয় সে উহা সঙ্গে লইয়া যাইবে, না হয় উহাকে রাখিয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা দুইজন আনসার সাহাবী উত্তরাধিকার সম্পর্কিত তাহাদের মধ্যকার একটি বিবাদ লইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। বিষয়টি ছিল পুরাতন। তাহাদের কাহারো নিকট কোন প্রমাণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার নিকট নিজেদের বিরোধ লইয়া আসিয়া থাক। আমি তো মানুষ বৈ কিছু নহি। ইহা বিচিত্র নহে যে, তোমাদের একজন আরেকজন অপেক্ষা অধিকতর চতুর ও তর্কবাগীশ। আমি তো তোমাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদের ফয়সালা দিই। যদি আমি কাহাকেও তাহার ভ্রাতার কোনো হক প্রদান করিয়া রায় দিই, তবে সে যেন উহা গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাহাকে একটি অগ্নিপিণ্ড প্রদান করিলাম। সে কিয়ামতের দিন উহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইবে। ইহা শ্রবণে আন্‌সার সাহাবীদ্বয় কাঁদিয়া দিলেন এবং প্রত্যেকে বলিলেন, আমার প্রাপ্য আমার ভাইকে প্রদান করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা যখন প্রত্যেকেই স্ব স্ব দাবি পরিত্যাগ করিলে, তখন যাও, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পক্ষহীন বন্টন ব্যবস্থা লটারীর মাধ্যমে প্রত্যেকে একভাগ করিয়া গ্রহণ কর। অতঃপর প্রত্যেকে অপর কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত তাহার হকের দাবি ত্যাগ করিয়া অপরের জন্যে উহা হালাল করিয়া দাও।

ইমাম আবূ দাউদ (র) উপরিউক্ত হাদীস উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তৎকর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এই অতিরিক্ত বাক্যটি রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন, যে বিষয়ে আমার নিকট ওহী নাযিল হয় নাই, সে বিষয়ে আমি নিজে তথ্য-প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে রায় দিই।'

ইব্‌ন মার্‌দুবিয়া (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একদল আন্‌সার সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন। সেই যুদ্ধে তাহাদের মধ্যকার জনৈক ব্যক্তির একটি লৌহবর্ম চুরি গেল। জনৈক আনসার সাহাবীর প্রতি তাহার সন্দেহ হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই তা'আমা ইব্‌ন উবায়রিক আমার লৌহবর্ম চুরি করিয়াছে। চোর ইহা জানিতে পারিয়া লৌহবর্মটি জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির ঘরে নিক্ষেপ করিয়া আসিল। অতঃপর স্বগোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বলিল, আমি লৌহবর্মটি সরাইয়া ফেলিয়াছি। উহা অমুক ব্যক্তির ঘরে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছি। নিশ্চয়ই তাহার নিকট উহা পাওয়া যাইবে। তাহারা রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের স্বগোত্রীয় ব্যক্তিটি নিরপরাধ। লৌহবর্মটি চুরি করিয়াছে অমুক ব্যক্তি। আমরা উহা জানিয়া ফেলিয়াছি। অতএব আপনি লোক সমক্ষে আমাদের স্বগোত্রীয় লোকটিকে নিরপরাধ ঘোষণা করুন এবং তাহার পক্ষে রায় প্রদান করুন।

কারণ আপনার সহায়তায় আল্লাহ তাহাকে রক্ষা না করিলে সে মহাক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া লোক সমক্ষে তাহাকে নিরপরাধ ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ الى قوله تَعَالٰى اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا-

অতঃপর যাহারা মিথ্যা লইয়া গোপনে রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া নাযিল করিলেন ঃ

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ الى قوله تعالى اَمْ مَّنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً-

অবশেষে তাহাদের তওবা করিবার শর্তে তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়া নাযিল করিলেন পরবর্তী এই আয়াত ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

অতঃপর চোর এবং চোরের সহায়তাকারী মিথ্যাবাদীগণ সম্বন্ধে নাযিল করিলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا-

উপরিউক্ত বর্ণনাটি অনুরূপ অন্য কোনো বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

মুজাহিদ, ইক্‌রিমা, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বলেন ঃ উহা ইব্‌ন উবাইরিক নামে পরিচিত জনৈক চোরের ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা কিছু পার্থক্যসহ ঘটনার প্রায় অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)...কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (রা) বলেন ঃ আমাদের নিকট উবাইরিক গোত্রের এক পরিবারের গৃহে বিশ্‌র, বশীর ও মুবাশ্‌শির নামক তিনটি লোক বাস করিত। তাহাদের মধ্যে বশীর নামক লোকটি ছিল মুনাফিক। সে নবী করীম (সা)-এর সাহাবীদের নিন্দায় কবিতা রচনা করিয়া উহাকে ভিন্ন কবির রচিত কবিতা নাম দিত। ভিন্ন কবির নামে উহা গাহিয়া গাহিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিত। সাহাবীগণ তাহার আবৃত্ত কবিতা শুনিয়া বলিতেন, আল্লাহ্‌র কসম! এই পাপিষ্ঠ নিজেই ইহা রচনা করিয়াছে। বশীরের পরিবারটি জাহিলী ও ইসলামী উভয় যুগেই দরিদ্র ও অভাবী পরিবার ছিল। তখন মদীনার সাধারণ মানুষের খাদ্য ছিল খেজুর ও যব। কাহারও নিকট আর্থিক সংগতি আসিলে সে সিরিয়া হইতে আগত বণিক দলের নিকট হইতে ময়দা খরিদ করিত ও উহা নিজ পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। একদা সিরিয়া হইতে একদল বণিক আসিলে আমার পিতৃব্য রিফা'আ ইব্‌ন যায়দ তাহাদের নিকট হইতে এক বস্তা ময়দা খরিদ করত উহা তাহার

একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন। উহার মধ্যে লৌহবর্ম, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রও রক্ষিত ছিল। রাত্রিতে চোরেরা সিঁধ কাটিয়া আমার ঘর হইতে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি করিয়া লইয়া গেল। প্রভাতে আমার পিতৃব্য রিফা'আ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! রাত্রিতে চোরেরা সিঁধ কাটিয়া আমার ঘর হইতে খাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গিয়াছে। অতঃপর আমরা বিভিন্ন বাড়িতে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, রাত্রিতে বশীর ভ্রাতৃত্রয়ের বাড়িতে খাদ্য পাকাইবার কার্যে আগুন জ্বলিতে দেখা গিয়াছে এবং উক্ত খাদ্য আমার পিতৃব্যের ঘর হইতে অপহৃত ময়দা দ্বারাই পাকানো হইয়াছে। এদিকে আমাদের অনুসন্ধান কার্য চালাইবার সময়ে বশীর ভ্রাতৃত্রয় আমাদিগকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! লাবীদ ইব্‌ন সাহল ভিন্ন অন্য কেহ তোমাদের মাল চুরি করে নাই। লাবীদ ছিলেন একজন সৎ ও নেককার মুসলমান। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া নাঙ্গা তলওয়ার হস্তে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি কি কখনও চুরি করিয়া থাকি? আল্লাহ্‌র কসম! হয় এই তলওয়ার তোমাদের মস্তক ছিন্ন করিয়া দিবে; না হয় তোমরা এই চুরির ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাতে বশীর ভ্রাতৃত্রয় এই বলিয়া তাহার হাত হইতে রেহাই পাইল যে, আমাদিগকে রেহাই দাও; তুমি চুরি কর নাই।

আমরা অনুসন্ধান চালাইয়া নিশ্চিত হইলাম যে, বশীর ভ্রাতৃত্রয়ই প্রকৃত চোর। আমার পিতৃব্য আমাকে বলিলেন, বাপু হে! তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া যদি ঘটনাটি তাঁহাকে জানাইতে, তবে ভাল হইত। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাদের এক প্রতিবেশী পরিবার অত্যাচারী। তাহারা আমার পিতৃব্য রিফা'আ ইব্‌ন যায়দের ঘরে সিঁধ কাটিয়া তাহার অস্ত্র ও খাদ্য লইয়া গিয়াছে। তাহারা যেন আমাদের অস্ত্র প্রত্যর্পণ করে, খাদ্যের প্রয়োজন আমাদের নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি নিশ্চয়ই এতদ্‌সম্বন্ধে নির্দেশ দিব। বশীর ভ্রাতৃত্রয় এই সংবাদ জানিতে পারিয়া উসায়দ ইব্‌ন উরওয়া নামক তাহাদের এক নিজস্ব লোকের নিকট আসিয়া তাহার সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিল। তৎপর মহল্লার একদল লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাতাদা ইব্‌ন নু'মান ও তাহার পিতৃব্য আমাদের একটি সৎ ও নেককার পরিবারের বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। কাতাদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একটি সৎ ও নেককার পরিবারের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে তুমি তাহদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছ! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। ভাবিলাম, আমার কিছু মাল আমার অধিকার হইতে চলিয়া গেলেও যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত তৎসম্বন্ধে আলোচনা না করিতাম! আমার পিতৃব্য রিফা'আ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! কি করিয়া আসিলে ? রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা আমাকে বলিয়াছেন, আমি তাহাকে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌রই নিকট সাহায্য চাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا-

اَلْخَائِنِيْنَ। অর্থাৎ পরস্বপহরণকারীগণ, বিশ্বাসঘাতকগণ। এখানে বশীর ভ্রাতৃত্রয়কে বুঝানো হইয়াছে।

وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ-

অর্থাৎ 'তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ 'কেহ পাপ করিবার পর অথবা নিজের উপর অত্যাচার করিবার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়া দেন।'

وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ الى قوله تعالى اِثْمًا مُّبِيْنًا-

—আয়াতদ্বয়ে বশীর ভ্রাতৃত্রয়ের চুরি করিবার এবং মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নিজেদের পাপকে নিরপরাধ লাবীদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিবার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ এবং পরবর্তী প্রাসঙ্গিক দুই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) অপহৃত অস্ত্র উদ্ধার করিয়া রিফা'আর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। হযরত কাতাদা (রা) বলেন, আমার পিতৃব্য রিফা'আ বৃদ্ধ ছিলেন। তিনি জাহিলী যুগেই অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি আমার নিকট সন্দেহমুক্ত ছিল না। আমি তাহার নিকট তাহার উদ্ধারকৃত চোরাই অস্ত্র লইয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! উহা আল্লাহর পথে দান করিলাম। তখন বুঝিলাম, তাহার ইসলাম গ্রহণ আন্তরিক ও প্রকৃত ছিল। উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হইবার পর বশীর সেখানে হইতে চলিয়া গিয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইল এবং সালাফা বিন্‌তে সা'দ ইব্‌ন সুমায়্যা নাম্নী জনৈকা মহিলার আশ্রয়ে বসবাস করিতে লাগিল। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا- اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا-

সালাফা বিন্‌তে সা'দের নিকট বশীরের আশ্রয় লইবার পর কবি হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত (রা) তাহার নিন্দায় কবিতার কয়েকটি চরণ রচনা করিলেন। হযরত হাসসানের কবিতা উক্ত মহিলার কানে পৌঁছিলে তাহার আত্মমর্যাদাবোধে লাগিল। সে বশীরের মালপত্র মাথায় লইয়া উহা আবতা নামক স্থানে নিক্ষেপ করিয়া আসিল এবং তাহাকে বলিল, তুমি তো আমার জন্য হাসসানের কবিতা উপঢৌকন হিসাবে লইয়া আসিয়াছ। তুমি তো মঙ্গল ও কল্যাণ বহিয়া আনিবার লোক নহ।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার সংকলনে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ও ইমাম ইব্‌ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে একই প্রসঙ্গে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস অনুরূপ কোনো হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। পরন্তু মুহাম্মদ ইব্ন সালমা আল-হাররানী ভিন্ন অন্য কোন রাবী উহা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইউনুস বুকায়রসহ একাধিক মুহাদ্দিস উহা আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র), ইবনুল মুনযির (র) তাঁহার তাফসীর সংকলনে, এবং আবুশ-শায়খ ইসপাহানী (র) উক্ত হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন সালামার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নায়শাপূরী (র) তাঁহার মুসতাদরাকে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলেন, এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

লোকনিন্দার ভয়ে মুনাফিকগণ স্বীয় পাপাচারে গোপনীয়তার পথ অবলম্বন করিত। আয়াতে মুনাফিকদের উপরোক্ত আচরণের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তাহারা মানুষের গোচর হইতে নিজেদের পাপাচারকে গোপন করিতে পারিলেও আল্লাহ্র গোচর হইতে উহাকে গোপন করিতে পারে না। কারণ তিনি তাহাদের গোপন কার্যকলাপ এবং গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন। তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছেন যে, তাহারা রাত্রিতে গোপনে মিলিত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতামূলক যে সকল আলোচনা করে এবং যে সকল পরিকল্পনা রচনা করে, উহার সমুদয় ব্যাপারই আল্লাহ তা'আলা অবগত রহিয়াছেন। সকল বিষয় ও ঘটনা তাঁহার ইল্ম ও জ্ঞানের অধীন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ইহজগতের বিচারকগণ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। তাহারা তাহাদের সন্নিকটে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবাদের রায় দেন। আদালতে কেহ কাহারও পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিয়া তাহার পক্ষে রায় লইতে পারে। কিন্তু আখিরাতে এই সুযোগ থাকিবে না। সেদিনের বিচারক স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাঁহার নিকট কিছুই গোপন নাই। কাহারও মিথ্যা সাক্ষ্য সেদিন কাহারো কাজে আসিবে না। আজ তোমরা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া পার্থিব বিচারে পাপাচারীকে অপরের হক লইয়া দিতেছ; কিন্তু কিয়ামতে আল্লাহ্র সম্মুখে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক কে তাহাদিগকে বিজয়ী করিয়া দিবে ? এমন কেহ কি আছে, যে তাহাদের হইয়া আল্লাহর শাস্তি হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া আনিবে ?

(١١٠) وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(١١١) وَمَنْ يَّكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(١١٢) وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

(١١٣) وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ○

১১০. "কেহ কোন মন্দকাজ করিয়া অথবা নিজের প্রতি যুলম করিয়া পরে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহকে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।"

১১১. "কেহ পাপকার্য করিলে সে উহা নিজের ক্ষতির জন্যই করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

১১২. "কেহ কোন দোষ বা পাপ করিয়া পরে উহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আরোপ করিলে সে মিথ্যা অপবাদ ও পাপের বোঝা বহন করে।"

১১৩. "তোমার প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তাহাদের একদল তোমাকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিত। কিন্তু তাহারা নিজদিগকে ব্যতীত কাহাকেও বিভ্রান্ত করে না এবং তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব এবং হিকমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুমি যাহা জানিতে না, তাহা তোমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছেন। বলিতেছেন, কোনো বান্দা পাপের কাজ হইতে তওবা করিলে তাহার পাপ যে কোনোরূপ এবং যত বড়ই হউক না কেন, তিনি তাহার তওবা কবূল করেন।

আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উদারতা, ক্ষমাশীলতা, কৃপা পরায়ণতা, মহত্ব ও মহানুভবতা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন বান্দা ছোট বা বড় যে কোনরূপ পাপ করিয়া ফেলিয়া যদি তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হয় ও তওবা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমনকি তাহার পাপ পর্বত, আকাশসমূহ ও সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও তওবার ফলে আল্লাহ তা'আলা উহা মাফ করিয়া দেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, বনী ইসরাঈল গোত্রের কেহ কোন পাপ করিলে উহার কাফফারা কি দিতে হইবে, তাহার বিবরণ প্রভাতে সে তাহার ঘরের দরওয়াযায় লিখিত দেখিতে পাইত। আবার তাহার কাপড়ের কোনো অংশে পেশাব লাগিয়া গেলে তাহাকে উহা কেঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইত। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি বলিল, বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তোমাদিগকে তাহা হইতে সহজতর ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি পানিকে তোমাদের জন্যে পবিত্রকর বানাইয়াছেন। আর গুনাহের ক্ষমার জন্যে তিনি তওবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যেমন বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ–

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

ইব্ন জারীর (র)......হাবীব ইব্ন আবূ সাবিত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা)-এর নিকট একটি স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, একটি

স্ত্রীলোক ব্যভিচার করিয়া গর্ভবতী হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সে উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকটির কি শাস্তি হইবে ? হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) বলিলেন, তাহার জন্যে দোযখের শাস্তি রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন এবং বলিলেন, তোমার পাপটি যে ধরনের পাপই হউক, উহা তওবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি ক্রন্দন থামাইয়া চোখ মুছিল। অতঃপর সে চলিয়া গেল।

ইমাম আহমদ (র)......বনী ফুযারার আস্‌মা অথবা তৎপুত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি যখনই নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে কোন বাণী শ্রবণ করিয়াছি, আল্লাহ্ আমাকে উহাদ্বারা যতটুকু উপকার প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, আমি উহাদ্বারা ততটুকু উপকার লাভ করিয়াছি। আমার নিকট হযরত আবূ বকর সিদ্দীক বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলমান কোন গুনাহ করিয়া ফেলিবার পর যদি সে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করত উক্ত গুনাহের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তাহাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ الخ– এবং

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ–

'মুসনাদে আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু' নামক হাদীস সংকলনে আমি উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সুনান সংকলকগণের মধ্য হইতে কে কে উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহার সনদে কি কি বিরূপ সমালোচনা রহিয়াছে, তাহা সবই সেখানে উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত হাদীসের কিয়দংশ সূরা আলে-ইম্‌রানে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন সনদে উপরোক্ত হাদীস হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দা কোন গুনাহ করিয়া বসিলে সে যদি উঠিয়া ভালভাবে উযূ করিয়া নামায আদায় করিয়া তাহার নিজের গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কর্তব্য ও দায়িত্ব হইয়া যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ الخ

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......উপরোক্ত হাদীস প্রায় অনুরূপভাবে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হইতে আবান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উক্ত সনদ সহীহ নহে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবুদ-দার্‌দা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবুদ-দারদা (রা) বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় কোন

কার্য উপলক্ষে তাঁহার অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং কার্য শেষ হইবার পর পুনরায় সেখানে তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি স্বীয় পাদুকাদ্বয় অথবা গাত্রের বস্ত্রাদি সেখানে রাখিয়া যাইতেন। একদা তিনি স্বীয় পাদুকাদ্বয় রাখিয়া গেলেন এবং একপাত্র পানি সঙ্গে করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে গমন করিলাম। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর তিনি প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন ব্যতিরেকেই প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমার নিকট আমার প্রতিপালক প্রভূর তরফ হইতে জনৈক আগন্তুক আগমন করিয়া বলিলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا–

আমি স্বীয় সহচরবৃন্দকে এই সুসংবাদটি জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করিলাম। হযরত আবুদ-দারদা (রা) বলেন, ইতিপূর্বে অবতীর্ণ –مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهِ (কোন ব্যক্তি পাপ করিলে তাহাকে উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে) এই আয়াত মানুষের নিকট দুর্বিসহ ঠেকিয়াছিল। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। কেহ ব্যভিচার এবং চুরি করিয়াও তাহার প্রতিপালক প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কি তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি দ্বিতীয়বার উক্ত প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ! আমি তৃতীয়বার উক্ত প্রশ্ন উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন হ্যাঁ! কেহ ব্যভিচার এবং চুরি করিয়াও আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। এমন কি আবুদ-দারদার নিকট ইহা অপসন্দনীয় হইলেও।

হযরত আবুদ-দার্দা (রা)-এর শিষ্য বলেন ঃ (উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কালে) হযরত আবূদ দারদা (রা) আঙ্গুলি দ্বারা স্বীয় নাসিকায় আঘাত করিয়া দেখাইয়াছেন। অবশ্য উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে অনুরূপভাবে বর্ণিত হয় নাই। উহার সনদ দুর্বল।

আলোচ্য একশত এগার নম্বর আয়াতের অনুরূপ আয়াত হইতেছে ঃ

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى الى اخر الاية–

আর উভয় আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কেহ কাহারও কোনো উপকার করিয়া দিতে পারিবে না। প্রত্যেকেই তাহার নিজস্ব আমলের ফলে ভোগ করিবে এবং একজন অপরজনের পাপের ফল ভোগ করিবে না।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম, হিকমত, আদ্ল, ন্যায় বিচার ও রহমতের কারণেই উপরোক্ত বিধান রহিয়াছে।

ইতিপূর্বে একশত পাঁচ নম্বর আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, উবাইরকের পুত্রগণ স্বীয় চৌর্যবৃত্তির ঘৃণ্য অপরাধ লাবীদ ইব্ন সাহল নামক জনৈক নিরপরাধ ব্যক্তির উপর চাপাইয়া দিবার জঘন্য পাপাচার করিয়াছিল। কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী সেই নিরপরাধ ব্যক্তিটি যায়দ ইব্ন সামীন নামক জনৈক ইয়াহূদী ছিল। আলোচ্য আয়াতে উপরোক্ত পাপে কঠোর শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করা হইয়াছে। তবে আয়াতের এই সতর্কীকরণ অনুরূপ প্রত্যেক পাপাচারীর প্রতি প্রযোজ্য।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত কাতাদা ইব্‌ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত কাতাদা (রা) উবাইরিক তনয়গণের চুরির পূর্বোল্লিখিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, এই ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ اِلٰى اخر الاية-

উসায়দ ইব্‌ন উরওয়া ও তাহার সহকুচক্রীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া প্রকৃত চোর উবাইরিক তনয়গণকে নির্দোষ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিল। হযরত কাতাদা ইব্‌ন নু'মান কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে তাহাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনীত হইবার কারণে তহাদের নিন্দা করিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের সেই ষড়যন্ত্রের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভ্রান্ত করিবার তাহাদের সেই প্রচেষ্টা বানচাল করিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সর্বক্ষেত্র আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও কৃপা প্রদর্শিত হইবার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا-

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি কুরআন এবং হিকমত নাযিল করিয়াছেন আর এইরূপ জ্ঞানের কথা তোমাকে তিনি জানাইয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে তুমি জানিতে না।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَالْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ

'আর এভাবেই আমি জিবরাঈলকে নির্দেশ দিয়া ওহী পৌছাইয়াছি। তুমি তো জানিতে না কিতাব কি বস্তু আর ঈমান কি জিনিস ?'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ-

'আর তুমি তো আশা কর নাই তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ হইবে, হ্যাঁ! ইহা তো তোমার প্রতিপালকের তরফের অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহ।'

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কিতাব ও হিকমতপ্রাপ্তি হইতেছে তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার মহান দান। এইহেতু তিনি বলিতেছেন ঃ

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আল্লাহর অবদান অত্যন্ত বড়।'

(١١٤) لَاخَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۢ بَيْنَ
النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ○
(١١٥) وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ
الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

১১৪. “তাহাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নাই। তবে কল্যাণ আছে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পরামর্শে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেহ উহা করিলে তাহাকে বিরাট পুরস্কার দিব।”

১১৫. “কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশিত করার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায়, সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!”

তাফসীর ঃ نجواهم অর্থাৎ ‘মানুষের সলা-পরামর্শ।’

اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ–

অর্থাৎ ‘পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সদকা, নেককাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির উপদেশ প্রদান করে, তাহার কথায় কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।’

ইবনে মারদুবিয়া (র)...... উম্মে হাবীবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র এবং সৎকার্য করিবার ও অসৎকার্য হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ প্রদান ভিন্ন মানুষের সব কথাই তাহার জন্যে ক্ষতিকর। এতদশ্রবণে রাবী সুফিয়ান সাওরী (র) বলিলেন, আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই–

لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ
النَّاسِ–

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই–

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ
صَوَابًا–

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ। আপনি কি আল্লাহকে তাঁহার কিতাবে ইহা বলিতে শুনেন নাই–

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ-

আপনার বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এই আয়াতের বক্তব্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) ইপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের বর্ণনায় হযরত সুফিয়ান সাওরীর উপরোক্ত কথাগুলির উল্লেখ নাই। ইমাম তির্‌মিযী উপরোক্ত হাদীস সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন হুনায়শের মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো রাবীর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে কুলসুম (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার কার্যে ভালো কথা বানাইয়া বলে, সে মিথ্যাবাদী নহে। হযরত উম্মে কুলসুম (রা) আরো বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে নিম্নোক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যা বলিতে অনুমতি দিতে শুনি নাই ঃ ১. যুদ্ধক্ষেত্রে; ২. মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন বা তাহাদের পারস্পরিক বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এবং ৩. স্ত্রীর সহিত স্বামীর কথা বলিবার অথবা স্বামীর সহিত স্ত্রীর কথা বলিবার ক্ষেত্রে।

আলোচ্য হাদীসের বর্ণনাকারিণী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বায়'আতকারিণী একজন মুহাজির মহিলা। ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) ভিন্ন সিহাহ সিত্তার অন্য সকল সংকলক উপরোক্ত হাদীস ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূদ-দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে রোযা, নামায এবং সদকা হইতে অধিকতর সাওয়াব ও নেকীর কার্যের নাম বলিব ? সাহাবীগণ বলিলেন, বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! নবী করীম (সা) বলিলেন, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি ও সম্প্রীতি স্থাপনের কার্য। তিনি আরও বলিলেন ঃ পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির কার্য হইতেছে মুণ্ডনকারী অর্থাৎ নেকীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসকারী।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) উহাকে 'হাসান-সহীহ' বলিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্‌যার (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) হযরত আবূ আইউব (রা)-কে বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দিব ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সন্ধান দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ দেখা দিলে তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যে চেষ্টা করো। আর তাহারা মনের দিক দিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে তাহাদের মধ্যে মিলন ঘটাও।

হাফিয বাযযার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের অন্যতম রাবী আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ আল-উমরী একজন দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তি। সে অনেক অসমর্থিক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।

আয়াতে উল্লেখিত নেককাজসমূহ আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চস্তরের কাজ। তাই বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ইখলাসের সহিত তথা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত মহৎ কার্য সম্পাদন করিবে, আমি তাহাকে বিপুল পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব।'

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের আনীত পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে, আর এইভাবে সে এক পক্ষে এবং রাসূল আনীত শরী'আত অন্য পক্ষে অবস্থান করে, আর তাহার নিকট সত্য স্পষ্ট হইয়া দৃশ্যমান হইবার পর সে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ বিপথে চলে।

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ ....

আর মু'মিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলে। কেহ রাসূলের পথ ভিন্ন অন্য পথে চলিলে সে নিশ্চিতভাবেই মু'মিনদের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। তবে মু'মিনদের পথ হইতে বিচ্যুতি দুইরূপে ঘটিতে পারে ঃ ১. রাসূলের সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নির্দেশের বিরোধী পথে চলা এবং ২. উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত রায় ও অভিমত অর্থাৎ ইজমায়ে উম্মতের বিরোধী পথে চলা। উম্মতে মুহাম্মাদী কোন বিষয়ে সর্বসম্মত কোন রায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইলে উহার বিরোধিতা করা গুমরাহী বৈ কিছু নহে। কারণ এই উম্মত ও তাহার নবীর সম্মানের কারণে ইহা অবধারিত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহারা সর্বসম্মতভাবে কখনো কোন বিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ বা ভ্রান্ত রায় প্রদান করিবে না। উপরোক্ত মর্মে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। 'কিতাবু আহাদীসিল উসূল' নামক গ্রন্থে আমি এতদ্সম্পর্কিত পর্যাপ্ত সংখ্যক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, এই উম্মতের ইজমা বা সর্বসম্মত রায় নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া যে অনিবার্য ও অবধারিত– এই মর্মের হাদীসের সংখ্যা বিপুল, তাই উহা মুতাওয়াতির। ইমাম শাফিঈ (র) আলোচ্য আয়াত দ্বারা এই উম্মতের ইজমাকে অনিবার্যরূপে অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করেন। তিনি বলেন, আয়াতে ইজমার বিরোধিতাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। অতএব উহা নির্ভুল হওয়া অনিবার্য। ইমাম শাফিঈর উক্ত যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা ইজমা নির্ভুল ও অভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত হয় না।

রাসূল কর্তৃক আনীত পথ এবং মু'মিনদের প্রদর্শিত বা আচরিত পথ হইতেছে নির্ভুল ও অভ্রান্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত পথের বিরোধী পথে চলার পরিণতিতে কঠোর শাস্তি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا–

অর্থাৎ সে এইরূপ বিপথে চলিলে তাহাকে তাহার মনোনীত পথে স্বাধীনভাবে চলিতে সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে তাহারই ইচ্ছা অনুযায়ী উক্ত বিপথকে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে সুন্দর ও মোহনীয় করিয়া তুলিয়া ধরিব। এইরূপে তাহাকে নিকৃষ্ট নিবাস জাহান্নামে পৌঁছাইব।

অন্যত্র তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَ الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ

'এই বাণীকে যাহারা অসত্য আখ্যায়িত করে, তাহাদের ব্যাপার আমার হাতে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ঢিল দিব যে, তাহারা টেরও পাইবে না।'

তিনি আরো বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ–

'যখন তাহারা নিজেরা নিজেদের হৃদয়কে বক্র করিয়া ফেলিল, আল্লাহও তাহাদের হৃদয়কে বক্র হইতে দিলেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

'আমি তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিব যেন তাহারা নিজেদের সত্যদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে হয়রান-পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া মরে।'

যাহারা স্বেচ্ছায় হিদায়াত ও সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইয়া আল্লাহদ্রোহিতার পথে চলিবে, আল্লাহ তা'আলা আগুনকে তাহাদের গন্তব্যস্থান বানাইয়া দিবেন। সত্যপথ হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্যুত ব্যক্তিদের জন্যে ইহা হইতেছে যোগ্য শাস্তি।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ– مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ

'যাহারা কুফর করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে, তাহাদিগের সহযোগীদিগকে এবং তাহারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদিগের ইবাদত করিয়াছে, তাহাদিগকে একত্র করো। তৎপর তাহাদের সকলকে সোজা জাহান্নামে লইয়া যাও।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا–

'পাপীগণ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিবার পর তাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে যে, তাহারা উহাতে পতিত হইতে যাইতেছে; আর উহা হইতে বাঁচিবার কোনো উপায় তাহারা খুঁজিয়া পাইবে না।'

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا ۢ بَعِيْدًا ○

(١١٧) اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا ○

(١١٨) لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ○

(١١٩) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِيْنًا ○

(١٢٠) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٢١) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۟ وَلَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ○

(١٢٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۗ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ○

১১৬. "আল্লাহ্ তাঁহার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত সব কিছুই যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ আল্লাহর শরীক করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।"

১১৭. "তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীরই পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানেরই পূজা করে।"

১১৮. "আল্লাহ্ তাহাকে লা'নত করেন এবং সে বলে, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করিব।"

১১৯. "এবং তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিবই, তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই, আর তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব যাহাতে তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহর পরিবর্তে কেহ্ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।"

১২০. "সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা ছলনা মাত্র।"

১২১. "তাহাদেরও আশ্রয়স্থল জাহান্নাম উহা হইতে তাহারা পরিত্রাণের উপায় পাইবে না।"

১২২. "এবং যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগকে দাখিল করিব এমন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?"

তাফসীর ঃ এই সূরার প্রথমদিকে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত আলোচনা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন মাজীদে আমার নিকট এই আয়াত অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আয়াত নাই ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ–

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-গরীবরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শিরক করিয়াছে, সে মিথ্যার পথে চলিয়াছে, সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হইয়াছে নিজেকে ধ্বংস করিয়াছে, দুনিয়া ও আখিরাতে নিজেকে মহাবিপর্যস্ত করিয়াছে এবং সে উভয় জগতের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

اِنْ يَّدْعُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا–

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া শুধু কতগুলি দেবীকে ডাকে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) আলোচ্য আয়াতের উপরিউক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রত্যেক প্রতিমার সহিত একটি করিয়া শিশু কন্যা রহিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ اَنَاثًا। অর্থ প্রতিমাসমূহ। আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, উর্ওয়া ইবন যুবায়র, মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী ও মুকাতিল হইতেও উক্ত শব্দের অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহ্হাক হইতে ইমাম ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুশরিকগণ ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহারা বলিত, আমরা এই উদ্দেশ্যে উহাদিগকে পূজা করি যে, উহারা আমাদিগকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে। এইভাবে তাহারা ফেরেশতাদিগকে রব বানাইয়া লইয়াছিল। নিজেদের কল্পনা অনুসারে তাহাদিগকে নারী প্রতিমার রূপ দিয়া বলিত, আমরা আল্লাহর যে সকল কন্যা সন্তানকে পূজা করিয়া থাকি, তাহারা এই সকল প্রতিমাই। উপরোক্ত তাফসীর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের বক্তব্যের অনুরূপ ঃ

اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى–وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى. اَلَكُمُ الذَّكَرَ وَلَهُ الْاُنْثٰى–تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى.

'তোমরা কি লাত, উয্যা ও মানাত দেবীত্রয়কে দেখিয়াছ ? তোমাদের জন্য পুত্র আর তাঁহার (আল্লাহর) জন্য কন্যা ? ইহা কেমন ব্যবস্থা ?'

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا.

'আর তাহারা আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাগণকে নারীরূপ দিয়াছে।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا .... سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

'আর তাহারা তাহাকে জান্নাতের উসিলা বানায়..........তাহাদের এইসব অপবাদ হইতে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।'

আলী ইব্ন তালহা ও যাহ্হাক (রা)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اناث। অর্থ মৃতগণ।

হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্ন ফুযালা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ الاناث। অর্থ হইল প্রাণহীন যে কোনো বস্তু, উহা কাষ্ঠই হউক আর পাথর হউক। ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত اناث। শব্দের উপরোক্ত অর্থ যুক্তিগ্রাহ্য নহে।

وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا অর্থাৎ শয়তানই আল্লাহ ভিন্ন অন্য মা'বূদকে ইবাদত করিতে মানুষকে পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের সম্মুখে শিরককে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করিয়া দেখায়। তাই তাহারা প্রকৃতপক্ষে অবাধ্য শয়তানকেই ইবাদত করে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ–

অর্থাৎ 'হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি লই নাই যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করিবে না ? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'

মুশরিকগণ দুনিয়াতে দাবি করে যে, তাহারা ফেরেশতাদিগের ইবাদত করে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ তাহাদের উক্ত দাবিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিবেন ঃ

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ – اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ 'বরং ইহারা জিন্নকে ইবাদত করিত। ইহাদের অধিকাংশ তাহাদেরই উপর ঈমান রাখিত ও তাহাদিগকে মা'বূদ মনে করিত।'

لَعَنَهُ اللّٰهُ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নৈকট্য হইতে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছেন।'

وَقَالَ لاَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا–

অর্থাৎ, 'শয়তান বলিয়া রাখিয়াছে, আমি তোমার দাসগণের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত সংখ্যক অংশকে অবশ্যই সপক্ষে ভাগাইয়া আনিব।'

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজনই দোযখে যাইবে এবং মাত্র একজন বেহেশতে যাইবে।

وَلاُضِلَّنَّهُمْ–

অর্থাৎ তাহাদিগকে সত্য হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত করিব।

وَلاُمَنِّيَنَّهُمْ–

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে নানারূপ মিথ্যা আশার কথা শুনাইয়া তাহাদের জন্যে তওবা বিলম্বিত করিব।'

لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ–

কাতাদাও সুদ্দী প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ يُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ অর্থাৎ 'তাহারা পশুর কর্ণ চিরিয়া দিবে যাহাতে উহা বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন হিসাবে কাজ করে।'

وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ–

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ تَغَيِّيرُ خَلْقِ اللّٰهِ আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া দেওয়া অর্থাৎ পশুকে খাসি করিয়া দেওয়া। হযরত ইব্‌ন উমর (রা), হযরত আনাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, ইকরিমা, আবূ আয়ায, কাতাদা, আবূ সালিহ এবং সাওরী (র) হইতেও উহার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। একটি হাদীসেও উপরোক্ত কার্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বাসরী বলিয়াছেন ঃ উহার তাৎপর্য হইতেছে মুখমণ্ডলে বিশেষ চিহ্ন অংকন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে মুখমণ্ডলে বিশেষ ক্ষত সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে বিশেষ ক্ষত সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে বঞ্চিত করেন।

সহীহ বর্ণনায় হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ জীবজন্তুকে যাহারা চিহ্নযুক্ত, বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে ও করায়, তাহাদের উভয়ের উপর আল্লাহ লা'নত প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল যাহার সম্বন্ধে লা'নতের বদদু'আ করিয়াছেন, আমি কেন তাহার সম্বন্ধে লা'নতের বদদু'আ করিব না? আল্লাহর কিতাবে এইরূপ নির্দেশই রহিয়াছে। তিনি তখন এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থাৎ 'রাসূল তোমাদিগকে যাহা প্রদান করেন তোমরা তাহা গ্রহণ করো; আর, রাসূল যাহা হইতে তোমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন, তোমরা তাহা হইতে বিরত থাক।'

মুজাহিদ, ইক্‌রিমা, ইবরাহীম নাখ্‌ঈ, হাসান, কাতাদা, হাকিম, সুদ্দী, যাহ্‌হাক, আতা খুরাসানী এবং এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ تَغْيِيرُ خَلْقِ اللّٰهِ –আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করিয়া দেওয়ার তাৎপর্য হইল, তাঁহার দীন অর্থাৎ ইসলামকে বিকৃত করিয়া তদস্থলে মিথ্যা দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তাহাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের আলোচ্য অংশের তাৎপর্য নিম্নোক্ত তাৎপর্যের অনুরূপ ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ–

কেহ কেহ উক্ত আয়াতের অংশ لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ -কে নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপক বাক্য ধরিয়া উহার অর্থ করেন, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতি তথা ফিতরতকে বিকৃত করিও না; মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ফিতরতের উপর থাকিতে দাও। তাঁহাদের কৃত এই অর্থ অনুযায়ীই উপরোল্লিখিত উভয় আয়াতের তাৎপর্যকে পরস্পর অনুরূপ বলা যায়।

فطرت অর্থ প্রকৃতি এবং الله। خَلْق অর্থ আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট স্বভাব। এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য মানুষের অন্তরে সৃষ্ট আল্লাহর্র প্রতি আনুগত্যও হইতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হয় ঃ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক শিশুই ফিতরত (ইসলাম) লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইয়াহূদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার কালে পশুশাবক অবিকলাঙ্গই থাকে। প্রসূত হইবার কালে তোমরা উহার অঙ্গে কোনরূপ বৈকল্য দেখ কি ? (পরবর্তীকালে লোকে উহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দেয়)।

মুসলিম শরীফে হযরত ইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছে ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি স্বীয় বান্দাদিগকে আমার আনুগত্যে নিষ্ঠাবান করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। তৎপর শয়তান তাহাদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিচ্যুত করিয়া দিয়াছে, আর আমি তাহাদের জন্যে যাহা হালাল করিয়াছি, তাহা তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছে।

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا–

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া শয়তানকে বন্ধু বানাইল, সে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অপূরণীয় ক্ষতি খরিদ করিয়া লইল।'

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا–

অর্থাৎ, শয়তান তাহার অনুসারীদিগকে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তাহারা দুনিয়াতে ও আখিরাতে কামিয়াব ও সিদ্ধ মনোরথ হইবে। কিন্তু শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণা বৈ কিছু নহে। ইহজগতের অনুসারীদিগকে প্রদত্ত স্বীয় ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতিকে স্বয়ং ইবলীসই মিথ্যা ও প্রতারণা বলিয়া পরজগতে ঘোষণা করিবে। নিম্নের আয়াতে ইবলীসের এই ঘোষণা প্রদানের কথা বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'যখন বিচারকার্য সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি তোমাদিগকে কেবল আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না; তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নাই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সক্ষম নহ। তোমরা পূর্বে যে আমাকে আল্লাহ্‌র শরীক করিয়াছিলে, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি, যালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।'

اُوْلٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا–

অর্থাৎ, 'যাহারা শয়তান কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, তাহাদের আবাসস্থল হইবে জাহান্নাম আর তাহারা উহা হইতে মুক্তির উপায় খুঁজিয়া পাইবে না।'

শয়তানের অনুসারীদের পরিণতি বর্ণনা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নেক বান্দাদের উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا –

অর্থাৎ যাহারা অন্তরে ঈমান আনিয়াছে এবং যাবতীয় আদিষ্ট সৎকার্য, সম্পাদন ও যাবতীয় নিষিদ্ধ পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাইব। উহার নিম্নদেশে ঝরণা প্রবহমান। তাহারা তথায় যেখানে চাহিবে সেখানে এবং যখন চাহিবে তখন পরিভ্রমণ করিতে পারিবে। সেখানে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে। মৃত্যু কখনও তাহাদের নিকট হইতে উক্ত নিয়ামত কাড়িয়া লইবে না। তাহারা সেখান হইতে কখনও স্থানান্তরিতও হইবে না। وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلاً–

অর্থাৎ উপরোক্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত হইতেছে। আর আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূরণীয় হইয়া থাকে। উহা কোনক্রমেই অপূর্ণ থাকিতে পারে না। তাহা ছাড়া কোন্ সত্তা আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী ? তিনিই শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী ও তাঁহার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণীয় হইবে।

নবী করীম (সা) স্বীয় বক্তৃতায় বলিতেন ঃ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতম সত্য বাণী হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং উত্তম পথ হইতেছে মুহাম্মদ (স)-এর পথ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টতম বিষয় হইতেছে দীন বিরোধী নব নব উদ্ভাবিত বিষয়, আর দীন বিরোধী প্রত্যেক উদ্ভাবিত বিষয়ই হইতেছে বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদআতই হইতেছে গুমরাহী আর প্রত্যেক গুমরাহীই জাহান্নামে নিয়া যাইবে।

(١٢٣) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَاۤ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ
وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(١٢٤) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ○

(١٢٥) وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ
اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ○

(١٢٦) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا ○

১২৩. "তোমাদের খেয়াল-খুশি ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ হইবে না। কেহ মন্দকাজ করিলে সে তাহার প্রতিফল পাইবে এবং আল্লাহ ব্যতীত সে তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।"

১২৪. "পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেহ সৎকাজ করিলে ও ঈমানদার হইলে তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র যুলম করা হইবে না।"

১২৫. "দীনের ক্ষেত্রে তাহার অপেক্ষা কে উত্তম ব্যক্তি, যে নেককার হইয়া আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে ? আর ইবরাহীমকে আল্লাহ্ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

১২৬. 'আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সকলই আল্লাহর এবং সবকিছু আল্লাহ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ কাতাদা (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা মুসলমান ও আহলে কিতাবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বিতর্ক হইল। আহলে কিতাব বলিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করিয়াছেন ও আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে নাযিল হইয়াছে। অতএব আমরাই তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহর অধিকতর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ বলিলেন, আমরাই তোমাদের অপেক্ষা নৈকট্যপ্রাপ্ত। কারণ আমাদের নবী সর্বশেষ নবী ও আমাদের কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত করিয়া দিতেছে। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতসমূহ নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ الى قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلاً.

এইভাবে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের যুক্তিকে তাহাদের বিরোধী পক্ষের যুক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিলেন। সুদ্দী, মাসরূক, যাহ্হাক, আবূ সালিম প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণ বিতর্ক করিল। ইয়াহূদীগণ বলিল, আমাদের কিতাব সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব এবং আমাদের নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। নাসারাগণও নিজেদের পক্ষে অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করিল। পক্ষান্তরে মুসলিমগণ বলিলেন, আমাদের কিতাব সকল কিতাবকে রহিত করিয়া দিয়াছে, আমাদের নবী নবুওয়াতীধারার পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন আর তোমাদিগকে ও আমাদিগকেসহ সকল মানুষকে তোমাদের কিতাবের প্রতি ঈমান আনিতে এবং আমাদের কিতাব আমল করিতে আদেশ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বিতর্কের নিষ্পত্তি প্রদান করিয়া নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ الى قوله تعالى وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلاً.

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আরবের মুশরিকগণ বলিত, আমরা কিছুতেই বিচারের জন্যে পুনরুত্থিত হইব না। ইয়াহূদী ও নাসারারা বলিত, ইয়াহূদী বা নাসারা ভিন্ন অন্য কেহ জান্নাতে

প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা আরো বলিত, আগুন আমাদিগকে মাত্র অল্প কয়েকদিনই স্পর্শ করিবে।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত দীন বাহ্য দাবি অথবা আকাঙ্ক্ষা নহে। প্রকৃত দীন হইতেছে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং কার্য দ্বারা সমর্থিত ঈমান ও আমল। কেহ কোন বিষয় অর্জন করিয়াছে, তাহার শুধু এইরূপ দাবিই একথা প্রমাণ করে না যে, উক্ত বিষয় সে অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ সত্য পথে রহিয়াছে তাহার এইরূপ দাবিই প্রমাণ করে না যে, সে প্রকৃতই সত্য পথে রহিয়াছে। বরং তজ্জন্যে তাহার নিকট আল্লাহর তরফ হইতে আগত প্রমাণ থাকিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ –

অর্থাৎ শুধু আকাঙ্ক্ষা দ্বারা না তোমরা নাজাত পাইবে, আর না তাহারা নাজাত পাইবে। বরং নাজাতের প্রকৃত উপায় হইতেছে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত তথা রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেরিত শরীআতের অনুসরণ। তাই আল্লাহ বলিতেছেন ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَ بِهٖ –

অর্থাৎ 'কেহ পাপ করিলে তাহাকে উহার শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে।'

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

অর্থাৎ 'কেহ বিন্দু পরিমাণ ভাল করিলে উহা সে দেখিতে পাইবে এবং কেহ বিন্দু পরিমাণ মন্দ করিলে তাহাও দেখিতে পাইবে।'

এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর উহা অনেক সাহাবীর নিকট দুর্বিসহ মনে হইয়াছিল। ইমাম আহমদ (র)......আবূ বকর ইব্‌ন আবূ যুহায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বকর ইবন আবূ যুহায়র (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। এই আয়াত নাযিল হইবার পর নাজাত কিরূপে হাসিল হইবে ? কারণ আয়াত বলিতেছে, প্রত্যেকটি পাপের জন্যেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আবূ বকর। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। তুমি কি পীড়িত হও না ? তুমি কি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হও না ? তুমি কি উদ্বেগাকুল ও চিন্তাগ্রস্ত হও না ? তুমি কি বিপদ-আপদে পতিত হও না ? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক বলিলেন, হ্যাঁ। নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা দ্বারাও তোমাদিগকে পাপের শাস্তি প্রদান করা হয়।

সাঈদ ইবনে মানসূর (র)....... ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র)......সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইসমাঈল (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে, রাসূলুল্লাহ

(সা) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন পাপকার্য করে, দুনিয়াতে তাহাকে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা) যেখানে শূলীবিদ্ধ হইয়াছেন, সাবধান, তোমরা উহার নিকট দিয়া হাঁটিও না। একদা এই দাস ভুলক্রমে উহার নিকট দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন; আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে অধিক সংখ্যায় সওম ও সালাত আদায়কারী এবং রক্ত সম্পর্ক রক্ষায় অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলিয়া জানি। আল্লাহর কসম! যে দুঃসহ অত্যাচার, নিপীড়ন ও যন্ত্রণা তুমি ভোগ করিয়াছ, আশা করি, উহার পর আল্লাহ তোমাকে আযাব বা শাস্তি প্রদান করিবেন না। অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাপকাজ করে, দুনিয়ায় তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর আল-বাযযার (র) উপরোক্ত হাদীস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বাযযার (র)......বিসতাম (র) হইতে 'মুসনাদে ইব্ন যুবায়র'- এ বর্ণনা করিয়াছেন যে, বিসতাম (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত ইব্ন উমর (রা)- এর সহিত হাঁটিতেছিলেন। এক সময়ে তিনি শূলীবিদ্ধ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইবন যুবায়র, তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হউক। তোমার পিতা যুবায়র (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্যায় কাজ করিলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই তাহাকে উহার জন্যে শাস্তি প্রদান করা হয়।

আবূ বকর আল-বায্যার (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোল্লিখিত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে হযরত যুবায়র (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

আবূ বকর ইবন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ বকর দিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে তাঁহার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً يُّجْزَبِهٖ وَلاَ يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا.

নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! আমার প্রতি একটি আয়াত নাযিল হইয়াছে; উহা কি তোমাকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! শুনান। তখন তিনি আমাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। আমি মেরুদণ্ডে ব্যথা অনুভব করিলাম এবং উহাতে আমার পৃষ্ঠ ন্যুব্জ হইয়া পড়িল। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর! তোমার কি হইল ? আমি বলিলাম হে, আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে

কুরবান হউক। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অন্যায় বা পাপ করে নাই ? অথচ নিজেদের কৃত প্রত্যেকটি পাপের জন্যেই তো আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে আবূ বকর। তুমি ও তোমার সঙ্গী মু'মিনগণ দুনিয়াতেই নিজেদের অন্যায়ের শাস্তি পাইয়া যাইবে। আর এইরূপে গুনাহমুক্ত অবস্থায়ই তোমরা আল্লাহর সহিত মিলিত হইবে। পক্ষান্তরে অন্যদের গুনাহকে একত্রিত করিয়া রাখিয়া কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে উহার শাস্তি প্রদান করা হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস রূহ ইব্ন উবাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীসের সনদের রাবী মূসা ইব্ন উবাদা যঈফ এবং মাওলা ইবনে সিবা অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি।

ইব্ন জারীর (র)......আতা ইব্ন আবূ রিবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, মেরুদণ্ড-চূর্ণ করার সংবাদ আসিয়াছে। নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত শাস্তি পৃথিবীতে প্রদত্ত বিপদ-মুসীবত ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। এই আয়াত কতই না ভয়াবহ! নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ পার্থিব জীবনে আগত বিপদ-মুসীবত, রোগ-ব্যাধি এবং শোক-দুঃখই হইতেছে সেই শাস্তি।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল পাপ করিয়া থাকি, উহার প্রত্যেকটির জন্যেই কি আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে আবূ বকর! তোমার উপরে কি অমুক অমুক বিপদ আপতিত হয় না ? উহাই তো কাফফারা।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিল, আমরা যে সকল পাপকার্য করি, উহার প্রত্যেকটির জন্যেই আমাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই অবস্থায় আমরা তো ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই কথা পৌছিলে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, মু'মিনকে পৃথিবীতে দৈহিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্ট দিয়া তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইবন আবূ হাতিম (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করিম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল। কুরআন মাজীদের কঠোরতম আয়াত আমি চিনি। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আয়েশা! উহা কোন্ আয়াত ? আমি বলিলাম, مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَبِه আয়াতটি। তিনি বলিলেন, মু'মিন বান্দার উপর যে বালা-মুসীবত আপতিত হয়, উহা তাহার গুনাহের শাস্তি স্বরূপ আপতিত হয়। এমন কি যদি কোন দুর্যোগ-দুর্বিপাক আসে, তাহাও গুনাহর কাফফারা স্বরূপ আসে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র)....... রাবী হুশাইম (র)-এর সনদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) রাবী আবূ আমির সালিহ ইবনে রুস্তম আল-খাররায-এর সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র).......আলী ইবনে যায়দের কন্যা হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা আলী ইব্ন যায়দের কন্যা হযরত আয়েশা (রা)-কে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهٖ এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার পর এ পর্যন্ত কেহ আমার নিকট এতদ্সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। নবী করীম (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে আমি প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! দুনিয়াতে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা জ্বরে ভোগাইয়া, দুর্যোগ দুর্বিপাকে ফেলিয়া, কাঁটার খোঁচা খাওয়াইয়া যে দুঃখ-কষ্ট দেন, উহাই তাহার গুনাহের শাস্তি। এমনকি মু'মিন ব্যক্তি স্বীয় টাকা-পয়সা পকেটে রাখিবার পর প্রয়োজনের সময়ে ভুল করিয়া এখানে সেখানে তালাশ করিতে গিয়া যে সামান্য কষ্ট ভোগ করে, তৎপরিবর্তেও তাহার গুনাহ মাফ হইয়া যায়। এইভাবে মু'মিন ব্যক্তি গুনাহ হইতে এইরূপ পবিত্র হইয়া যায় যেমন স্বর্ণকারের অগ্নিশালায় নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ নিখাদ ও নির্মল অবস্থায় উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, মু'মিন ব্যক্তি প্রত্যেকটি বিষয়েই পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। এমনকি মৃত্যু যন্ত্রণার পরিবর্তেও তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার গুনাহ যখন অধিক হইয়া যায় এবং উহা মোচন করিবার মত নেকী তাহার নিকট না থাকে, তখন কি হইবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় পতিত করিয়া তাহার গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইবেন।

সাঈদ ইবন মানসূর (র).........হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهٖ এই আয়াত নাযিল হইবার পর মুসলমানদের নিকট উহা কঠোর বিবেচিত হইল। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ সরল পথ অনুসরণ কর ও নৈকট্য লাভে যত্নবান হও। অবশ্য মু'মিনের পায়ে কাঁটা বিঁধিলে কিংবা কোন দুর্যোগে সে পতিত হইলে উহা তাহার পাপের কাফফারা হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ উক্ত হাদীস রাবী সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) উহা সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) হইতে ভিন্নরূপে সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমরা কাঁদিলাম এবং চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলাম। আমরা নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এই আয়াত যে আশার আর কিছুই রাখে নাই। তিনি বলিলেন, শোন। যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! নিঃসন্দেহে আয়াতের বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় সত্য। তবে যদি তোমরা গুনাহ ত্যাগ কর ও নৈকট্য লাভে প্রয়াসী হও, তাহা হইলে তোমাদের জন্য এই সুসংবাদ নাও যে, পৃথিবীতে তোমাদের কাহারও উপর কোনো বিপদ আপতিত হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা দ্বারা তাহার

গুনাহ মাফ করিয়া দেন। এমনকি কাহারও পায়ে কাঁটা বিঁধিলে উহা দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহকে মুছিয়া দেন।

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র)........হযরত আবূ সাঈদ (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে কষ্ট- ক্লান্তি, শোক-ব্যাধি ও মানসিক অশান্তি আসে, উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহর একাংশ মাফ করিয়া দেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমাদের উপর যে রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করে, উহার পরিবর্তে আমরা কি পাইব ? তিনি বলিলেন ঃ এই সব রোগ-ব্যাধি গুনাহর কাফফারা। রাবী বলেন, আমার পিতা বলিলেন, তুমি প্রশ্ন করিলে নবী করিম (সা) বলিতেন, এমনকি কাঁটা বা উহা হইতে তুচ্ছতর বস্তু হইতে প্রাপ্ত কষ্ট কিংবা যন্ত্রণা ও গুনাহের কাফফারা হিসাবে কাজ করে। রাবী বলেন, আমার পিতা নিজের সম্বন্ধে দু'আ করিলেন যেন মৃত্যু পর্যন্ত জ্বর তাহাকে ছাড়িয়া না যায়। তবে উহা যেন তাহাকে হজ্জ, উমরা, আল্লাহর পথে জিহাদ ও ফরয নামায জামাআতে আদায় করা হইতে বিরত না রাখে। আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিয়াছিলেন। কেহ তাহার গাত্র স্পর্শ করিলে উহাতে জ্বর অনুভব করিত। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা বর্তমান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর সন্তুষ্ট হউন। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন অন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহর রাসূল! مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهِ এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আমাদের বাঁচিবার আশা কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন, কেহ একটি নেকী করিলে তাহাকে দশটি নেকী প্রদান করা হইবে। এইরূপ সুযোগ ও সুবিধার পরও যাহার পাপকার্য পুণ্যকার্যকে ছড়াইয়া যাইবে, সে ধ্বংস হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র).......হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهِ এই আয়াতে কাফির সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, সে তাহার প্রতিটি পাপকার্যের জন্যেই শাস্তি ভোগ করিবে। অতঃপর হাসান (র) এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ وَهَلْ نُجَازِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ অর্থাৎ কাফির ভিন্ন অন্য কাহাকে কি আমি শাস্তি প্রদান করিব ?

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত পাপের তাৎপর্য শিরক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلاَ نَصِيْرًا

অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহাকেও বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসাবে পাইবে না।

আলী ইব্‌ন তালহা (রা).......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা কয়িাছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তবে সে তওবা করিলে আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন। ইমাম ইবনে আবূ হাতিম (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে যে শুধু কুফর ও শিরকের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, উহার এইরূপ ব্যাখ্যা সঠিক নহে। উহাতে যে সর্ব প্রকার পাপের শাস্তির অনিবার্যতা বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব বর্ণিত হাদীসসমূহ তাহাই প্রমাণ করে। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপকার্যের শাস্তি দুনিয়াতে বা আখিরাতে ভোগ করিতে হইবে। দুনিয়াতে পাপের শাস্তি ভোগ করা সহজতর। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে আখিরাতের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আল্লাহ তাআলার নিকট দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নেককার মু'মিন ও মু'মিনা সকলের নেককাজই কবূল করেন এবং কিয়ামতে উহার পরিবর্তে তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি সামান্যতম অবিচারও করিবেন না। কেহ সামান্যতম নেকী করিলেও সে উহার পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবে।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে ফাতীল, নাকীর ও কিতমীর এই তিনটি শব্দ নগণ্য বস্তু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফাতীল ও নাকীর অর্থ খেজুরের বীচির পৃষ্ঠে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ অপ্রয়োজনীয় বস্তু। কিতমীর অর্থ খেজুরের বীচির দ্বিখণ্ডিত অংশে অবস্থিত সূত্রবৎ বস্তু বা খেজুরের বীচির উপরিস্থিত পাতলা আবেষ্টনী।

পরবর্তী আয়াতের তাৎপর্য হইল এই, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়া একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল করে। وَهُوَ مُحْسِنٌ অর্থাৎ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল কর্তৃক নির্দেশিত সত্য পথে সঠিকভাবে চলে।

উপরোল্লিখিত দুইটি শর্ত ব্যতিরেকে কোনো মানুষের কোনো কার্য আল্লাহার দরবারে গৃহীত হয় না। অর্থাৎ ১. ঈমান ও ইখলাস এবং ২. শরী'আতের যথাযথ আমল। ইখলাস অর্থ হইল একমাত্র আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করা। যাহার মধ্যে ঈমান ও ইখলাস রহিয়াছে, কিন্তু সঠিক আমল বা শরী'আতের যথাযথ প্রতিপালন নাই, সে ব্যক্তি গুমরাহ ও মূর্খ। যাহার মধ্যে উভয় শর্তই বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ

অর্থাৎ তাহারা সেই সকল ব্যক্তি, আমি যাহাদের নেক আমলসমূহ কবূল করিয়া থাকি এবং যাহাদের গুনাহসমূহ মাফ করিয়া থাকি। এই সত্য প্রতিশ্রুতিই তাহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে।

হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক অনুসৃত পথ উপরোল্লিখিত দুইটি বৈশিষ্ট্যে বিমণ্ডিত ছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا

অর্থাৎ আর যাহারা একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আচরিত পথে চলে। তাঁহারা হইতেছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) ও তাঁহার উম্মত। যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

জানিয়া ও বুঝিয়া যে ব্যক্তি শির্ক হইতে মুখ ফিরাইয়া তাওহীদের দিকে দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণরূপে আগমন করে এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসা যাহাকে তাওহীদের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তাহাকে হানীফ বলা হইয়াছে।

আয়াতের উপরোক্ত অংশের তাৎপর্য হইতেছে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণের জন্য মানুষেকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলার মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষের সাধ্যনুসারে আনুগত্যের স্তরসমূহের সর্বশেষ স্তরে পৌছিয়াছিলেন। কেবল এই স্তরে পৌছিলেই মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পরম নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র হইতে পারে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই স্তরে পৌছিয়া আল্লাহর খলীল হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে অনুসরণ করিতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিতেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى -

বহু সংখ্যক তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ অর্থাৎ তিনি আল্লাহর সমুদয় নির্দেশ পালন করিয়াছেন এবং ইবাদতের সকল বিভাগই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উচ্চতর ইবাদত করিতে গিয়া তিনি নিম্নতর ইবাদতকে পরিত্যাগ করেন নাই; বরং সকল প্রকারের ইবাদত ও দাসত্বই তিনি সম্পাদন করিয়াছেন।

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ -

অর্থাৎ 'যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রতিপালক প্রভু কতিপয় বিধান দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, তখন তিনি তাহা পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করিলেন।'

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত পরিপূর্ণ দাসত্ব সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -

অর্থাৎ 'অবশ্যই ইবরাহীম আল্লাহর অত্যন্ত বাধ্যগত ও একনিষ্ঠ অনুসারী ছিল, আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' নিত্য সময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। পরন্তু প্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)........আমর ইব্ন মায়মূন হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মু'আয (রা) ইয়েমেন দেশে গমন করিবার পর একদা ফজরের নামাযে ইমামতি করিবার কালে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً

ইহা শ্রবণ করিয়া জনৈক মুসুল্লী বলিলেন, নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মাতার চোখ জুড়াইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ কথিত আছে, নিম্নোক্ত ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল বা পরম প্রিয় বানাইয়াছেন। একবার

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তিনি মসূল অথবা মিসরের অধিবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহার নিকট হইতে নিজ পরিবারের জন্যে কিছু খাদ্যশস্য আনিবেন। কিন্তু উদ্দিষ্ট বন্ধুর নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। গৃহের নিকটবর্তী হইবার পর একটি বালুকাময় প্রান্তরে পৌছিয়া তিনি ভাবিলেন, এই বালুকা দিয়া আমার থলিগুলি পূর্ণ করিয়া লই যাহাতে খাদ্য সম্ভার ব্যতিরেকেই বাড়িতে আমার পৌঁছিবার পর পরিবারের লোকজন চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া না পড়ে। পরন্তু যাহাতে তাহারা মনে করে যে, তাহাদের কাম্য দ্রব্য লইয়াই আমি প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। এই ভাবিয়া তিনি সঙ্গের থলিগুলি বালুতে পূর্ণ করিলেন।

আল্লাহ্র মরযীতে থলির মধ্যে অবস্থিত বালুকা আটায় পরিণত হইল। গৃহে পৌঁছিয়া তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় গৃহের লোকজন থলিগুলি খুলিয়া উহার মধ্যে আটা পাইল। তাহারা আটা ছানিয়া রুটি প্রস্তুত করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) ঘুম হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুটি প্রস্তুত করিবার জন্যে আটা কোথায় পাইয়াছ? তাহারা বলিল, আপনি স্বীয় বন্ধুর নিকট হইতে যে আটা আনিয়াছেন, উহা হইতেই তো আমরা রুটি প্রস্তুত করিয়াছি। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, উহা আমার বন্ধু আল্লাহর নিকট হইতে আনিয়াছি। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে স্বীয় খলীল বা পরম বন্ধু আখ্যা দিলেন।

উপরোল্লিখিত ঘটনার সত্যতা সন্দেহাতীত নহে। এতদ্সম্বন্ধে কম বলিলে এই বলা যায় যে, উহা ইসরাঈলীদের বর্ণিত গল্প। উহাকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই না বলিয়া নিরপেক্ষ থাকাই সমীচীন ও বাঞ্ছনীয়।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধায়ক প্রত্যেক শ্রেণী ও বিভাগের ইবাদত সম্পাদন এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পূর্ণরূপে পালন করিবার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি পরম ভালবাসা প্রদর্শনের কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার খলীল নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) তাঁহার জীবনের সর্বশেষ খুতবায় বলেন ঃ লোক সকল! আমি পৃথিবীর অধিবাসী কাহাকেও খলীল বানাইলে আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফাকেই খলীল বানাইতাম! কিন্তু তোমাদের এই সঙ্গী তো স্বয়ং আল্লাহর খলীল।

হযরত জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহিল বাজালী, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যেরূপে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আমাকেও সেইরূপে পরম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইবনে মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর আগমনের জন্যে অপেক্ষারত ছিলেন। তিনি যখন তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন তখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া পারস্পরিক আলোচনা শুনিতে পাইলেন। তাহাদের একজন বলিতেছিলেন, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির মধ্য হইতে পরম বন্ধু নির্বাচন করিয়াছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) হইলেন

তাঁহার সেই পরম বন্ধু। আরেকজন বলিতেছেন, ইহা হইতে অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত ঈসা (আ) হইতেছেন রূহুল্লাহ ও কালিমাতুল্লাহ। আরেকজন বলিতেছিলেন, হযরত আদম (আ)-কে তো আল্লাহ্ তা'আলা বাছাই করিয়া লইয়াছেন। নবী করীম (স) উক্ত সাহাবীদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সালাম প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদের আলোচনা শ্রবণ করিয়াছি এবং তোমাদের বিস্ময়ের কথা জানিতে পারিয়াছি। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর পরম বন্ধু ইহাও তোমাদিগকে বিস্মিত করে ? হ্যাঁ, তিনি তাহাই। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ ও তাঁহার বাণী এবং হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত করিয়া লইয়াছেন, ইহাও তোমাদিগকে বিস্মিত করে ? হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তাহারা সকলে তাহাই। তবে মুহাম্মদও সেইরূপ। আমিও হাবীবুল্লাহ (আল্লাহর দোস্ত) এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। আমি প্রথম সুপারিশকারী ও সুপারিশযোগ্য ব্যক্তি এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। আমি সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াযার কড়া নাড়াইব এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহা খুলিয়া দিয়া আমাকে আমার দরিদ্র ও নিঃস্ব উম্মতসহ উহাতে প্রবেশ করাইবেন। অথচ তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না। তাহা ছাড়া কিয়ামতের দিন আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকের মধ্যে অধিকতম সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত হইব এবং তজ্জন্য আমি অহংকার করিতেছি না।

উপরোক্ত হাদীসের উপরোল্লিখিত সনদের এক পর্যায়ে মাত্র একজন রাবী রহিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য হাদীস সংকলনে উহার অংশবিশেষ সমর্থিত হইয়াছে।

কাতাদা (র).......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করো যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভাগ্যে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ, হযরত মূসা (আ)-এর ভাগ্যে আল্লাহর সহিত কথা বলিবার সুযোগ লাভ এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর ভাগ্যে আল্লাহর সহিত সাক্ষাত লাভ ঘটিয়াছে ? তাঁহাদের সকলের প্রতি আল্লাহর শান্তি ও আশীষ বর্ষিক হউক।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, উহা হাদীস যাচাইয়ের জন্যে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক প্রবর্তিত শর্তে সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। হযরত আনাস (রা)-সহ একাধিক সাহাবী, তাবিঈ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ইমামবৃন্দ হইতেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (র) বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) অতিথি পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। একদিন তিনি অতিথির সন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু কোন অতিথি না পাইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ির মধ্যে একটি অপরিচিত লোককে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন, ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে কেন আমার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছ? লোকটি বলিলেন, আমি মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা। আল্লাহ আমাকে তাঁহার একটি বান্দার নিকট এই সুসংবাদ দিবার জন্যে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি তাঁহাকে খলীল (পরম বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সেই বান্দাটি কে? আল্লাহর কসম! আপনি আমাকে তাঁহার পরিচয় দিলে তিনি

দূরতম শহরে অবস্থান করিলেও আমি তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া আসিয়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে স্বীয় প্রতিবেশী বানাইয়া রাখিব। মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, সেই বান্দাটি আপনিই। হযরত ইবরাহীম সবিস্ময়ে বলিলেন, আমি ? মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, হ্যাঁ। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কারণে আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন, আপনি মানুষকে দান করেন, কিন্তু মানুষের নিকট কিছু চাহেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ আল্লাহ-ভীতি সৃষ্টি করিলেন যে, আকাশে যেরূপে পাখির ডানার ঝটপট শব্দ শ্রুত হয়, সেইরূপে তাঁহার হৃদযন্ত্রের ধুকধুকানী দূর হইতে শ্রুত হইত।

বিশুদ্ধ হাদীসে সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) সম্বন্ধেও এইরূপে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলার আযাবের ভয়ে অত্যাধিক ক্রন্দনের কালে তাঁহার বক্ষপুট হইতে ডেকচিস্থিত ফুটন্ত পানির টগবগ শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইত।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ -

অর্থাৎ, সমুদয় বস্তুই আল্লাহর মালিকানাধীন, তাঁহার সৃষ্টি ও দাস। তাঁহার নির্দেশ ও বিধান সর্বত্র কার্যকর। তাঁহার হুকুম ও আদেশ অবিঘ্নিত, অব্যাহত ও অপ্রতিহত। তাঁহার আযমত, হিকমত, রহমত ও কুদরত এইরূপ মহান ও উচ্চ যে, তাঁহার কার্যের জন্যে তাঁহার নিকট কৈফিয়ত চাহিতে কেহই সাহস পায় না, কাহারও সেইরূপ ক্ষমতা নাই।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطًا -

অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত রহিয়াছেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম কোনো বস্তু বা তথ্যই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নাই। তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।

(١٢٧) وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَآءِ ۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِيْهِنَّ ۙ وَمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ
فِىْ يَتٰمَى النِّسَآءِ الّٰتِىْ لَا تُؤْتُوْنَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۙ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتٰمٰى بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا ○

১২৭. "এবং লোকে তোমার নিকট নারীর ব্যাপারে সঠিক বিধান জানিতে চায়। বল, আল্লাহ তোমাদিগকে তাহাদের ব্যাপারে সঠিক ব্যবস্থা জানাইতেছেন এবং ইয়াতীম নারী সম্পর্কে যাহাদের প্রাপ্য তোমরা প্রদান কর না, অথচ তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিতে চাও আর অসহায় শিশুদের সম্পর্কে এবং ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ন্যায় বিচার সম্পর্কে যাহা কিতাবে তোমাদিগকে শুনান হয়, তাহাও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দেয়। আর যে কোন সৎকাজ তোমরা কর, আল্লাহ তাহা সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ইয়াতীম বালিকা সম্পদশালিনী হইয়াও রূপহীনা ছিল, তাহাদের অভিভাবক তাহার রূপহীনতার দরুণ তাহাকে বিবাহ করিতে পরাঙ্মুখ থাকিত, অন্যদিকে তাহার সম্পদ নিজে ভোগ করিবার লালসায় অন্যের নিকট তাহাকে বিবাহও দিত না। এইভাবে তাহারা অসহায় ইয়াতীম বালিকার বিবাহ ঠেকাইয়া রখিত। এই শ্রেণীর মানুষের আচরণ সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

وَيَسْتَفْتُوْنَكَ فِى النِّسَاءِ........ وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ

ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتَامٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

'আর যদি তোমরা ইয়াতীমদের ব্যাপারে ভয় পাও যে, ইনসাফ কায়েমে অসমর্থ হইবে, তাহা হইলে ইচ্ছামতে তাহাদিগকে বিবাহ কর।' এই আয়াত নাযিল হইবার পর লোকেরা নবী করীম (সা)-এর নিকট নারী সম্পর্কিত বিধান জানিতে চাহিলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

মূলত আলোচ্য আয়াতটি এই সূরার প্রথমদিকের উপরোক্ত আয়াতের সহিত বিষয়গত দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট।

উপরোল্লেখিত সনদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ গরীব রূপহীনা ইয়াতীম বালিকাকে তাহার গায়ের মুহাররাম অভিভাবক বিবাহ করিতে পরাঙমুখ থাকিত। আয়াতাংশে তাহাই উল্লেখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে وَتَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ধনবতী ও রূপবতী ইয়াতীম বালিকার অভিভাবক যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহার বিষয়ে যেন সে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি মানিয়া চলে।

উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ-এর সনদে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীসটি বর্ণিত রহিয়াছে।

সারকথা এই যে, ইয়াতীম বালিকার গায়ের মুহাররাম তাহাকে বিবাহ করিতে কখনো ইচ্ছুক থাকে, আবার কখনো বা ইচ্ছুক থাকে না। ইচ্ছুক থাকিলে এইরূপ বিবাহে শরী'আতে কোনরূপ বাধা নাই; বরং অনুরূপ অন্যান্য মহিলাকে দেয় মাহরের সমপরিমাণ মাহর প্রদান করিয়া অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে পারে। পক্ষান্তরে অভিভাবক তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে অন্যত্র তাহাকে বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। সম্পত্তির লোভে তাহার বিবাহ ঠেকাইয়া রাখিতে আয়াতে নিষেধ করা হইতেছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহিলী যুগে কাহারও অভিভাবকত্বে ইয়াতীম বালিকা থাকিলে সে তাহার গাত্রে নিজের বস্ত্র রাখিয়া দিত। এইরূপ করিবার পর অন্য কেহ সেই বালিকাকে কোন দিন বিবাহ করিতে পারিত না। বালিকাটি রূপসী হইলে সে নিজে তাহাকে বিবাহ করিত এবং এইভাবে তাহার সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইত। পক্ষান্তরে বালিকাটি রূপসী না হইলে সে নিজেও তাহাকে বিবাহ করিত না, আর অন্যকেও বিবাহ করার সুযোগ দিত না। এইভাবে সে তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিত। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত অত্যাচার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ –

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ জাহিলী যুগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ও কন্যা সন্তানকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত। আয়াতাংশে তাহাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার করা হইত, تُؤْتُوْهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ এই আয়াতাংশে তৎপ্রতিই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত অন্যায় ও অবিচার নিষিদ্ধ করত প্রত্যেকের জন্যে উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তানের দ্বিগুণ পাইবে। সাঈদ ইবনে যুবায়র (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَقُوْمُوْا لِلْيَتَامٰى بِالْقِسْطِ আয়াতাংশের তৎপর্য এই যে, ইয়াতীম বালিকা রূপসী ও ধনবতী হইলে তোমরা যেরূপ তাহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাক, তাহারা রূপহীনা ও নির্ধন হইলেও তাহাদিগকে সেইরূপ বিবাহ কর।

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِهٖ عَلِيْمًا –

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নেককাজ করিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিতেছেন। বলিতেছেন, তোমাদের যাবতীয় নেককাজ সম্বন্ধেই তিনি অবহিত ও ওয়াকিবহাল রহিয়াছেন এবং উহার পূর্ণ পুরস্কার তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিবেন।

(١٢٨) وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ؕ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ؕ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ؕ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا
فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

(١٢٩) وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ ؕ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(١٣٠) وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

১২৮ "কোনো স্ত্রী যদি তাহার স্বামী হইতে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে, তবে তাহারা আপস-নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাদের কোন দোষ নাই; এবং আপস-নিষ্পত্তিই শ্রেয়। মানুষ লোভের কারণে স্বভাবত কৃপণ। আর যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ ও মুত্তাকী হও, তবে তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।"

১২৯. "এবং তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে কখনই পারিবে না; তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকিয়া পড়িও না ও অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রাখিও না। যদি তোমরা নিজদিগকে সংশোধন কর ও সাবধান হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৩০. "যদি তাহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যায়, তবে আল্লাহ্ তাঁহার প্রাচুর্য দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হইতে বীতস্পৃহ ও পরাঙ্মুখ হইবার অবস্থায় তাহাদের পালনীয় বিধান বর্ণনা করিতেছেন। স্বামী স্বীয় স্ত্রী হইতে বীতস্পৃহ হইলে স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক খাদ্য, বস্ত্র ও নিশিবাসের দাবি সম্পূর্ণ বা আংশিক-রূপে পরিত্যাগ করে ও স্বামী যদি স্ত্রীর দাবি পরিত্যাগের উক্ত সুযোগ গ্রহণ করে আর, এইভাবে উভয়ে পারস্পরিক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়, তবে শরী'আতে কোনো বাধা নাই। আয়াতাংশে তাহাদের পরস্পর আপসমূলক কোন ব্যবস্থার বৈধতার কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ –

অর্থাৎ 'বিচ্ছেদ অপেক্ষা সন্ধি শ্রেয়তর।'

وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ –

অর্থাৎ 'লোভ মানুষের প্রকৃতিগত এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধি বিচ্ছেদ অপেক্ষা শ্রেয়তর।'

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) বার্ধক্যে উপনীত হইলে নবী করীম (সা) তাঁহাকে তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। ইহাতে হযরত সাওদা (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট স্ত্রী হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য নিশিবাসের হক হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ থাকিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। নবী করীম (সা) ইহাতে সম্মত হইলেন। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান অনুযায়ীই নবী করীম (সা) ও হযরত সাওদা (রা)-এর মধ্যে উপরোক্ত সন্ধি সম্পাদিত হইয়াছিল।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রিওয়ায়াত

আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত সাওদা (রা) আশংকা করিলেন যে, নবী করীম (সা) তাঁহাকে তালাক দিবেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে তালাক দিবেন না। আমার সহিত আপনার রজনী যাপন সম্পর্কিত আমার হক আমি আয়েশাকে দিতেছি। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا .... اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এইরূপে কোন দম্পতি যদি চুক্তির বিনিময়ে পারস্পরিক সন্ধি সম্পাদন করে, তাহা জায়েয ও বৈধ। ইমাম তিরমিযী (র)-ও উপরোক্ত রিওয়ায়াত ইমাম আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান হাদীসরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইন্তিকালের সময়ে রাসূলে করীম (সা) নয়জন স্ত্রী রাখিয়া যান। তবে তিনি আটজনের সহিত পালাক্রমে রাত্রিযাপন করিতেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রা) বৃদ্ধ হইয়া গেলে তাহার সহিত পালানুক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রি যাপন সম্পর্কিত স্বীয় হক তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করেন। তাঁহার পালার রাত্রিতে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট থাকিতেন।

বুখারী শরীফেও হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র)......উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সওদা (রা) ও তাঁহার ন্যায় নারী সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا .... اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

এতদসম্পর্কিত ঘটনা এই যে, হযরত সাওদা (রা) একজন বৃদ্ধা রমণী ছিলেন। তিনি আশংকা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (রা) তাঁহাকে তালাক দিবেন। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহধর্মিণী থাকিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হৃদয়ে বিরাজমান হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অধিকতর স্নেহ ও ভালবাসা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের পালা হযরত আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা মঞ্জুর করিয়া লইলেন। ইমাম বায়হাকী ও আহমদ ইব্ন ইউনুস উপরোক্ত রিওয়ায়াত হাসান ইব্ন আবুয-যিনাদ হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় ভাগিনেয় উরওয়াকে বলেন, হে ভাগনে! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট রাত্রি যাপনে আমাদের একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিতেন না। তিনি প্রায় প্রতি রাত্রিতেই আমাদের প্রত্যেকের নিকট গমন করিতেন। যে স্ত্রীর নিকট রাত্রি যাপনের পালা, সর্বশেষে তাহার নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত রাত্রি যাপন করিতেন। সাওদা বিনতে যাম্'আ (রা) বৃদ্ধা হইয়া গেলে তাহার আশংকা হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তালাক দিবেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের পালা আমি আয়েশা (রা)-কে প্রদান করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা মঞ্জুর করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ...... أَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক নামক হাদীস সংকলনে উপরোক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আবূ দাঊদ (র)-ও উপরোক্ত রাবী আহমদ ইব্‌ন ইউনুস হইতে রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মারদুবিয়া উহা উপরোল্লেখিত রাবী আবদুর রহমান ইব্‌ন আবুয-যিনাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার তিনি সংক্ষেপে উহা উপরোল্লিখিত রাবী হিশাম ইব্‌ন উরওয়া হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান আদ-দাউলী (র)......কাসিম ইব্‌ন আবূ বাররা হইতে তাঁহার 'মুজাম' নামক হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অপরের মাধ্যমে হযরত সাওদা (রা)-এর নিকট তাঁহাকে তালাক প্রদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া তিনি হযরতের অপেক্ষায় হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরের পথে বসিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আসিতে দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর কসম দিতেছি, যিনি আপনার উপর স্বীয় রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্য হইতে আপনাকে বাছিয়া লইয়াছেন। আপনি কেন আমাকে তালাক দিতে চাহিতেছেন ? আমি বৃদ্ধা হইয়া গিয়াছি। আমার জন্যে পুরুষের কোনো প্রয়োজন নাই। তবে আমি কিয়ামতের দিনে আপনার স্ত্রীদের সহিত পুনরুত্থিত হইতে বাসনা রাখি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার সম্বন্ধে স্বীয় অভিপ্রায় প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। হযরত সওদা (রা) বলিলেন, আমি আমার সকল সময়টুকু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয়ার জন্য উৎসর্গ করিলাম। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব শ্রেণীর বটে।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এইরূপ দেখা যায়, কোন ব্যক্তির স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক প্রদান করিতে চাহে। ইহাতে স্ত্রী তাহার নিকট প্রাপ্য স্বীয় হকের দাবি ত্যাগ করিয়াও তাহার স্বামীর সান্নিধ্য চায়। এই ব্যাপারেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এইরূপ ঘটিতে দেখা যায়, কোন নারীর বন্ধ্যা হইবার কারণে তাহার স্বামী তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়ে। ইহাতে উক্ত নারী স্বামীর নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক-এর দাবি পরিত্যাগ করে। এইরূপ দম্পতির বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, একটি লোকের দুইটি স্ত্রী রহিয়াছে। উহাদের একজন বৃদ্ধা ও অন্যজন রূপহীনা। লোকটি তাহার রূপহীনা স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়োছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার স্ত্রী তাহাকে বলে, আমাকে তালাক দিবেন না। আমি আপনার নিকট প্রাপ্য স্বীয় হক-এর দাবি ত্যাগ করিলাম। এইরূপ ব্যক্তির বিষয়ই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উপরোক্ত হাদীস হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌নে সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবনে সীরীন (র) বলেন ঃ একদা একটি লোক হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাকে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে চাবুক মারিলেন। আরেকটি লোক আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, এইরূপ প্রশ্নই তোমরা করিবে। এইরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, কাহারও স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া যাইবার ফলে সে ব্যক্তি সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে অন্য বিবাহ করে। উপরোক্ত আবস্থায় উক্ত ব্যক্তি ও তাহার বৃদ্ধা স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ শর্তে সন্ধি হইলে উহা জায়েয ও বৈধ হইবে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......খালিদ ইব্‌ন আরআরা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে হযরত আলী (রা) বলিলেন, কেহ তাহার স্ত্রীর রূপহীনতা, বার্ধক্য, কর্কশ স্বভাব অথবা অপরিচ্ছন্নতার কারণে তাহার প্রতি বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক দিতে চাহিলে এবং স্ত্রীর নিকট তালাক অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত হইলে স্ত্রী যদি স্বীয় মাহরের অংশবিশেষের দাবি অথবা স্বামীর নিকট তাহার প্রাপ্য রাত্রি যাপনের অংশবিশেষের দাবি ত্যাগ করে, তবে উহা জায়েয ও বৈধ হইবে। স্বামীর পক্ষে উক্ত সুবিধা গ্রহণ করায় কোনো দোষ নাই।

ইমাম আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবীদা আস-সালমানী, মুজাহিদ, ইব্‌ন যুবায়র, শা'বী, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আতা, আতিয়া আল-আওফী, মাকহূল, হাসান, হাকাম ইব্‌নে উতবা এবং কাতাদা (র) প্রমুখ বহু সংখ্যক পূর্বসূরী ইমামও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার বিরোধী কোনো ব্যাখ্যা কেহ করিয়াছেন, এইরূপ আমার জানা নাই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম শাফিঈ (র)......ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিমের এক কন্যা হযরত রাফি' ইব্‌নে খাদীজের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা ছিলেন। স্ত্রীর বার্ধক্য বা অন্য কোনো কারণে হযরত রাফি' (রা) তাহাকে তালাক দিতে মনস্থ করিলেন। স্ত্রী বলিল, আমাকে তালাক দিবেন না। আপনি আমার প্রাপ্য হক যতটুকু চাহেন দেবেন, তাহাতে আমার আপত্তি থাকিবে না। এই ঘটনা উপলক্ষে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাকিম (র) তাঁহার মুসতাদরাক সংকলনে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্‌নে ইয়াসার হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়াত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর আল-বায়হাকী (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ স্বামী কোন কারণে স্ত্রীর প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া তাহাকে তালাক দিতে চাহিলে স্ত্রী যদি স্বীয় প্রাপ্যের কোন অংশ ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত আপস করিতে চাহে, তবে এইরূপ করা উভয়ের জন্য জায়েয ও বৈধ হইবে। আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী আয়াতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রাফি' ইব্‌নে খাদীজের স্ত্রী বৃদ্ধা হইয়া গেলে তিনি একটি যুবতী রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে প্রথমা স্ত্রীর উপর প্রাধান্য দিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রথমা স্ত্রী তাহার নিকট তালাক চাহিলেন। তিনি তাহাকে এক তালাক দিলেন। কিন্তু ইদ্দত শেষ হইবার পূর্বে তিনি তালাক প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অতঃপর পুনরায় তাহার উপর দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রাধান্য দিতে লাগিলেন। তিনি তাহার নিকট আবার তালাক চাহিলেন। হযরত রাফি' তাহাকে বলিলেন, আর একটিমাত্র তালাকই আমার অধিকারে রহিয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে অবহেলিত অবস্থায় আমার নিকট থাকিতে পার আবার ইচ্ছা করিলে আমার নিকট হইতে তালাক লইতে পার। প্রথমা স্ত্রী ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাকে জানাইলেন, আমি এইরূপ অবহেলিত অবস্থায়ই আপনার নিকট থাকিব। হযরত রাফি' তাহাকে আর তালাক দিলেন না; উপরোক্ত শর্তে তাহাকে নিজের বিবাহে রাখিয়া দিলেন। ইহা ছিল উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত একটি আপস ব্যবস্থা। হযরত রাফি' তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে উপরোল্লিখিত সুবিধা গ্রহণ করিবার মধ্যে কোন দোষ দেখেন নাই বলিয়াই তিনি তাহার নিকট হইতে উক্ত সুবিধা গ্রহণ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম উপরোক্ত রিওয়ায়াত অধিকতর বিশদরূপে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اَلصُّلْحُ خَيْرٌ – 'আর সন্ধি শ্রেয়তর।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আয়াতের উপরোক্ত অংশের তাৎপর্য এই যে, স্বামী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সন্ধি করা ব্যতিরেকেই তাহার উপর অন্য স্ত্রীকে প্রাধান্য দেওয়া ও তাহাকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ইহাই অধিকতর শ্রেয় যে, সে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীকে নিম্নোক্ত দুইটি পথের যে কোনো একটি পথ বাছিয়া লইবার অধিকার প্রদান করিবে ঃ ১. স্ত্রী উপেক্ষিতা ও অবহেলিতা অবস্থায়ই স্বামীর সহিত থাকিতে রাযী হইবে; ২. সে তাহার স্বামীর নিকট হইতে তালাক গ্রহণ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইবে।

اَلصُّلْحُ خَيْرٌ –আয়াতাংশের স্বাভাবিক ও কষ্ট-কল্পনাহীন তাৎপর্য এই যে, স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ ত্যাগ করা এবং স্বামী কর্তৃক উহার বিনিময়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকা বিচ্ছেদ অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। হযরত সাওদা বিন্‌তে যাম্'আ (র) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রাপ্য রাত্রিবাসের স্বীয় অধিকার হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষে ত্যাগ করিবার বিনিময়ে নবী করীম (সা) কর্তৃক তাহাকে তালাক প্রদান হইতে বিরত থাকার ঘটনা আয়াতে বর্ণিত সন্ধির একটি দৃষ্টান্ত। আর নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতের জন্যে উপরোক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, তালাক আল্লাহর নিকট অনভিপ্রেত বিষয়।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হালাল কার্যসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিকতম অনভিপ্রেত কার্য হইতেছে তালাক।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......মুহারিব হইতে মুরসাল হাদীস হিসাবে উপরোক্ত মর্মের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ তোমাদের অপসন্দনীয় ও অনভিপ্রেত স্ত্রীদের ত্রুটি ও অযোগ্যতা তোমরা সহিয়া গেলে ও স্ত্রীদের সহিত বৈষম্যহীন আচরণ করিলে আল্লাহ্ তোমাদের সেই আচরণ ও কার্য সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত থাকেন এবং তিনি তোমাদিগকে তজ্জন্য পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করিবেন।

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীদের সহিত সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যহীন আচরণ করিতে পারিবে না। কারণ স্ত্রীদের সহিত নিশি যাপনে বাহ্যিক সাম্য স্থাপন করা সম্ভবপর হইলেও হৃদয়ের আকর্ষণ, ভালবাসা এবং যৌন মিলনে বৈষম্য ও তারতম্য অবশ্যই থাকিয়া যাইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), আবীদা আস-সালমানী, মুজাহিদ, হাসান বাসরী এবং যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াত হযরত আয়েশা (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا .... وَلَوْ حَرَصْتُمْ

কারণ নবী করীম (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁহার অন্য যে কোন স্ত্রী অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন।

ইমাম আহ্মদ এবং সুনান সংকলকগণ......হ্যরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় স্ত্রীদের বিষয়ে বৈষম্যহীন বন্টনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং বলিতেন, আয় আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ক্ষমতা রহিয়াছে, সে বিষয়কে আমি এইরূপে বন্টন করিলাম। যে বিষয়ে শুধু তোমারই ক্ষমতা রহিয়াছে এবং আমার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। তিনি ক্ষমতা বহির্ভুত বিষয় বলিতে হৃদয় ও উহার আকর্ষণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, আবূ কিলাবা হইতে ইহা মুরসাল হাদীস হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর সঠিক।

فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ–

অর্থাৎ 'স্ত্রীদের মধ্য হইতে একজনের প্রতি তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অপর স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখিয়া দিও না।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলিয়াছেন ঃ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের স্বামী থাকিয়াও নাই এবং সে তালাকপ্রাপ্তা নহে।

আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তির দুইটি স্ত্রী রহিয়াছে, সে উহাদের একটির প্রতি

সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিয়া পড়িলে তাহার দেহের একপার্শ্ব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইবে। ইমাম আহমদ ও সুনান সংকলকগণ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে শ্রুত হাদীস অর্থাৎ মারফূ' হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই।

وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ স্বীয় কার্যাবলীতে তোমরা ন্যায়ের অনুসারী থাকিলে, স্ত্রীদের সম্বন্ধে নিজেদের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে বৈষম্যহীন বন্টননীতি মানিয়া চলিলে ও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিলে, অনিচ্ছাকৃতভাবে এক স্ত্রী অপেক্ষা অন্য স্ত্রীর প্রতি অধিকতর পরিমাণ তোমাদের ঝুঁকিয়া পড়িবার ত্রুটি আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا ...... يُغْنِ اللّٰهُ......... وَاسِعًا حَكِيْمًا

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বামী স্ত্রী হইতে বীতরাগ ও বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলে, স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় অধিকারের অংশবিশেষ পরিত্যাগের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, এইরূপ দম্পতি সন্ধিতে পৌঁছিতে সমর্থ না হইয়া যদি তালাকের মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা দ্বারা উভয়কেই পরস্পরের প্রতি অমুখাপেক্ষী করিয়া দিবেন। তিনি পুরুষের জন্যে তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেয়তর স্ত্রীর ব্যবস্থা এবং নারীর জন্যে তাহার পরিত্যাগকারী স্বামী অপেক্ষা শ্রেয়তর স্বামীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বিপুল ও ব্যাপক ইহসান, রহমত ও কৃপার মালিক। তিনি সর্ব কর্মে প্রজ্ঞাময় ও সূক্ষ্ম জ্ঞানী।

(١٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ
قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ۝

(١٣٢) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝

(١٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ۝

(١٣٤) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

১৩১. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে ও তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলেও আসমান-যমীনে যাহা কিছু আছে, তাহা আল্লাহর; এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।"

১৩২. "আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে, সকলই আল্লাহর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

১৩৩. "হে মানুষ! তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারিত করিতে ও অপরকে আনিতে পারেন; আল্লাহ ইহা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।"

১৩৪. "কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিলে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহর নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আকাশসমূহ ও পৃথিবী তাঁহারই মালিকানার অধীন। উহাদের সর্বত্র তাঁহারই বিধান ও নির্দেশ চলিতে পারে। তিনি সৃষ্টির সকল বিভাগ ও সকল শ্রেণীর বিধানদাতা। তাই তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ وَاَنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰه مَا فِى السَّمٰوَتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আমি তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষের প্রতি যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলাম, তোমাদের প্রতিও সেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি। সকলের প্রতিই আমি এই নির্দেশ প্রদান করিয়াছি যে, তোমরা একমাত্র আমাকে ভয় করো এবং একমাত্র আমারই ইবাদত ও দাসত্ব কারো।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কর্তৃক তাঁহার জাতির প্রতি উচ্চারিত বাণী উদ্ধৃত করিয়া অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

যদি তোমরা, এমন কি সমগ্র পৃথিবীর সকলে মিলিয়াও কুফরী কর, তথাপি নিশ্চয়ই আল্লাহ বেনিয়ায ও সর্ব প্রশংসিত।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন ঃ

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ

আলোচ্য আয়াত ও উপরোদ্ধৃত আয়াতসমূহের সাধারণ বক্তব্য এই যে, মানুষ আল্লাহর ইবাদত করিবে তাহা আল্লাহর প্রয়োজনে নহে; বরং নিজেরই প্রয়োজনে। আল্লাহ তো غَنِىٌّ স্বীয় দাসগণ হইতে অমুখাপেক্ষী এবং তিনি حَمِيْدٌ অর্থাৎ স্বীয় যাবতীয় বিধান ও ব্যবস্থায় স্বয়ং প্রশংসিত।

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَتِ .... وَكِيْلاً

—আয়াতের তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও তাহার যাবতীয় কার্য আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীন। প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ই তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে।

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ........عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا

—আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তোমরা তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে এবং তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইলে তিনি চাহিলে ভিন্ন মানব গোষ্ঠীকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন। উহাতে তিনি সমর্থও বটেন।

অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তিনি তোমাদের বদলে অন্য দল সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা তোমাদের মত অবাধ্য হইবে না।

জনৈক পূর্বসুরী বলিয়াছেন, আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতা মানুষের পক্ষে ভয়াবহ দুঃসাহসই বটে। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ -وَّمَا ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

‘তিনি চাহিলে নূতন এক সৃষ্টিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন। উহা আল্লাহর পক্ষে কঠিন কার্য নহে।’

একশত চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্য লাভে যাহারা স্বীয় প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের পারিশ্রমিক রহিয়াছে। তোমরা তাঁহার নিকট উভয় জগতের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাদিগকে উহা প্রদান করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে প্রদান করিবেন।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَالَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ الـخ

‘অনন্তর কোন কোন মানুষ বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান কর; তাই তাহার জন্যে পরকালে কোন প্রাপ্য নাই। আর যে লোক বলে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর; তাহাদেরই জন্য তাহাদের উপার্জিত সুফল নির্ধারিত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।’

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْلَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়, তাহাকে আমি উহা বাড়াইয়া দিব আর যে ব্যক্তি পার্থিব ফসল চায়, তাহাকে আমি তাহা হইতে দিব। তবে পরকালে তাহার কোনই অংশ থাকিবে না।’

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا- وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُوْلٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا- كُلاًّ نُّمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا- اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নগদ পাইতে চায়, আমি তাহাকে যতটুকু ইচ্ছা, প্রদান করি, অতঃপর তাহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। সেখানে সে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত জীবন লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতে পাইতে চায় ও সেজন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালায়, যদি সে মু'মিন হয়, তাহাদের সকল প্রয়াসই স্বীকৃতি পায়। তাহাদের সকলকেই আমি সাহায্য করিব ও তোমার প্রভুর অবদান তাহাদেরই জন্যে, আর তোমার প্রভুর অবদান হইবে অবাধ। তুমি লক্ষ্য কর, কিভাবে তাহাদের এক দলকে অপর দলের উপর মর্যাদা দিই আর অবশ্যই আখিরাত মর্যাদার ক্ষেত্র হিসাবে শ্রেষ্ঠতম এবং সেখানের মর্যাদাও শ্রেষ্ঠতম।'

ইমাম ইব্নে জারীর নিম্নোক্ত আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ যেই মুনাফিকগণ পার্থিব সম্পদ ও সুখ-শান্তি লাভের জন্যে স্বীয় সর্বচেষ্টা নিয়োজিত করে, মুসলমানদের ন্যায় তাহাদের জন্যেও আল্লাহ্র নিকট গনীমত ইত্যাদি পার্থিব সম্পদ রহিয়াছে। তদুপরি তাহাদের জন্যে তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ দোযখের মহাশাস্তিও রহিয়াছে। যেমন, অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ 'যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার সুখৈশ্বর্য চাহে, আমি তাহাদের প্রচেষ্টার পূর্ণ ফল পার্থিব জীবনেই তাহাদিগকে প্রদান করি আর পার্থিব জীবনে তাহারা তাহাদের প্রাপ্যের কোন অংশ হইতে বঞ্চিত হয় না। এই সকল লোকের জন্যে পারলৌকিক জীবনে দোযখ ভিন্ন অন্যকিছু নাই। ইহাদের পার্থিব প্রচেষ্টা ও কার্যাবলী নিষ্ফল ও অলাভজনক হইয়া যায়।'

উপরোল্লিখিত আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য স্পষ্ট। কিন্তু ইমাম ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।

কারণ আলোচ্য আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ রহিয়াছে। অতএব যাহারা শুধু দুনিয়ার সুখ-শান্তি লাভে নিজেদের সাধনা-প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত রাখে, তাহারা যেন দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভে স্বীয় সাধনা ও প্রচেষ্টাকে নিয়োগ করে। আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী, ন্যায়বিচারক। কে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল মঙ্গল ও কল্যাণপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে, তাহা তিনি সম্যকরূপে অবগত আছেন এবং তিনি ন্যায় বিচারকও বটেন। প্রত্যেক প্রচেষ্টাকারীকেই তিনি তাহার যোগ্যতার অনুরূপ ফল প্রদান করিবেন। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا আর আল্লাহর সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

(١٣٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

১৩৫. "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। তোমরা সাক্ষ্য দিবে আল্লাহর ওয়াস্তে, যদিও ইহা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হউক অথবা বিত্তহীনই হউক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করিতে কামনার অনুগামী হইও না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটাইয়া যাও, তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে আদেশ দিতেছেন, তাহারা যেন সর্বাবস্থায় ন্যায়-নীতি ও ন্যায়বিচারে দৃঢ় ও অবিচল থাকে। কাহারও তিরস্কার ও ভর্ৎসনা যেন তাহাদিগকে ন্যায় হইতে সামান্য পরিমাণে বিচ্যুত করিতে না পারে এবং তাহারা যেন উহাতে একে অপরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করে।

شُهَدَاءَ لِلّٰهِ –

অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তোমরা সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন কর।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ –

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব সম্পাদন করো। আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সাক্ষ্যই সঠিক, ন্যায়ভিত্তিক, সত্যানুগ ও সর্বপ্রকার হেরফেরমুক্ত হইতে পারে।

وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ –

অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হইলেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর। তোমাদের নিকট কোন তথ্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তৎসম্বন্ধে সত্য কথা বলো, যদি উহা তোমাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়, তবুও। আল্লাহ তা'আলা নিজ কৃপায় তাঁহার অনুগত বান্দার বিপদ দূর করিয়া দেন। সত্য সাক্ষ্য প্রদানের ফলে তোমাদের উপর কোনরূপ বিপদ আপতিত হইলে তিনি তোমাদের জন্য উহা হইতে মুক্তি পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ –

অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য নিজেদের মাতাপিতা বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়ের বিপক্ষে গেলেও তোমরা উহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না; বরং সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো। কারণ সত্যের মর্যাদা সকলের মর্যাদার ঊর্ধ্বে রহিয়াছে।

اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا –

অর্থাৎ তোমাদের সত্য সাক্ষ্য যাহার বিরুদ্ধে যায়, সে ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, সর্বাবস্থায় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করো। ধনী ব্যক্তির ধনের প্রভাবে পতিত হইয়া অথবা দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র্যের কারণে তাহার প্রতি স্নেহ করিতে গিয়া সত্য সাক্ষ্য প্রদানে বিরত বা বিচ্যুত হইও না। আল্লাহ উভয়ের তত্ত্বাবধায়ক। পরন্তু তোমরা তাহাদের যতটুকু আপন, তিনি তদপেক্ষা তাহাদের অধিকতর আপন। আর কিসে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনিই অধিকতর অবগত রহিয়াছেন।

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا–

অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তি, স্বজনপ্রীতি বা তোমাদের প্রতি লোকের শত্রুতা যেন স্বীয় কার্যসমূহে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করিতে তোমাদিগকে বিরত রাখিতে না পারে; বরং সর্বাবস্থায় তোমরা ইনসাফের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'কোনো গোষ্ঠীর প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেনো তোমাদিগকে প্ররোচিত না করে। তোমরা ইনসাফ কায়েম করো। উহা আল্লাহভীতির অধিকতর নিকটবর্তী।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি উপরাদিষ্ট দৃঢ়তা ও অবিচলতাই দেখাইয়াছিলেন। একদা নবী করীম (সা) তাঁহাকে খায়বারের অধিবাসীদের বাগানের ফল ও ক্ষেতের শস্যের পরিমাপ লইবার জন্যে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা তাঁহাকে উৎকোচ প্রদান করিবার বিনিময়ে তাঁহার দ্বারা তাহাদের ফল ও শস্য কম দেখাইতে চাহিল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমার নিকট সৃষ্টির প্রিয়তম ব্যক্তির কাছ হইতে আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। নিশ্চয়ই আমার নিকট তোমরা তোমাদের সমসংখ্যক বানর ও শূকর অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য। নবী করীম (সা)-এর প্রতি আমার ভালবাসা অথবা তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা কোনটিই তোমাদের বিষয়ে ন্যায়-নীতি ত্যাগ করিতে আমাকে প্ররোচিত করিতে পারিবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে রাওয়াহা (রা)-এর কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, এই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির সাহায্যেই আকাশসমূহ ও পৃথিবী টিকিয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত হাদীস আল্লাহ চাহেন তো সূরা মায়িদায় সনদসহ বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَنْ تَلْوُا اَوْ تُعْرِضُوْا

মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক পূর্বসুরী তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ وَاَنْ تَلْوُا অর্থাৎ 'আর যদি তোমরা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করো।' اللى। অর্থ পরিবর্তন করা, বানোয়াট কথা বলা। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে উপরোক্ত শব্দ উপরোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তাহাদের এক দল তাহাদের যবানে কিতাবের নামে বানোয়াট কথা বলে যেন তোমরা উহাকে কিতাবের কথা বলিয়া মনে কর।' لاعراض। অর্থসাক্ষ্য গোপন করা, সাক্ষ্য প্রদানে বিরত থাকা।

এতদ্সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ

'আর যে ব্যক্তি উহা লুকায়, নিশ্চয়ই সে তাহার আত্মাকে পাপাসক্ত করে।' নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ উত্তম সাক্ষী হইতেছে সেই ব্যক্তি, যে বিনা আহবানে সাক্ষ্য প্রদান করে।

فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের সকল কার্য সম্বন্ধে অবগত থাকেন।' তিনি তোমাদিগকে তজ্জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন।

(١٣٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ
وَالْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ○

১৩৬. "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল, তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং উহার পূর্বে তাঁহার অবতীর্ণ কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করো। আর কেহ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে আদেশ করিতেছেন ঃ তোমরা ঈমানের সকল শাখা, সকল বিভাগ এবং সকল দিককে গ্রহণ করো। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঈমান আনিবার জন্যে মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এই আদেশ পূর্ব অর্জিত বিষয়কে পুনঃ অর্জন করার আদেশ প্রদানের শামিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তদ্রূপ নহে; বরং আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঈমানকে পরিপূর্ণ, দৃঢ় ও স্থায়ী কর। এইরূপে মু'মিন তাহার সালাতে বলিয়া থাকে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-

অর্থাৎ আমাদিগকে হিদায়াত সম্বন্ধীয় সূক্ষ্মতর জ্ঞান দান করো, আমাদিগকে আরো হিদায়াত দাও এবং উহাতে আমাদিগকে অবিচল রাখ। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সেইরূপ তাঁহার প্রতি ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সুদৃঢ় ও স্থায়ী ঈমান আনিতে মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ-

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন। অর্থাৎ সুদৃঢ় ঈমান স্থাপন কর।'

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ 'যে আল-কুরআন তিনি স্বীয় রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আনো।'

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ-

অর্থাৎ যে সকল কিতাব তিনি ইতিপূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহার প্রতি ঈমান আন। এখানে الكتاب শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে অবতীর্ণ কিতাব শ্রেণীকে বুঝাইতেছেন।

এখানে আল-কুরআন সম্বন্ধে اَنْزَلَ শব্দ এবং পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সম্বন্ধে نَزَّلَ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথমটির অর্থ হইতেছে তিনি অংশ অংশ করিয়া অবতারণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হইতেছে একসঙ্গে সমুদয় অংশ তিনি অবতারণ করিয়াছেন। বস্তুত পবিত্র কুরআনের সমুদয় অংশ একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় নাই; বরং বিভিন্ন সময়ে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন উপলক্ষে উহা অংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী কিতাবসমুহ সমুদয় একসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيْدًا–

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ এবং আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত এবং সত্য পথ হইতে বহু দূরে পতিত হইয়াছে।'

(١٣٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا ۝

(١٣٨) بَشِّرِ الْمُنٰفِقِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝

(١٣٩) الَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝

(١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖۤ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝

১৩৭. "যাহারা ঈমান আনয়ন করে, অতঃপর কুফরী অনুসরণ করে, আবার ঈমানদার হয়, আবার কাফির হয়, অতঃপর তাহাদের কুফরীর প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে কোন পথ দেখাইবেন না।"

১৩৮. "মুনাফিকদিগকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে।"

১৩৯. "বিশ্বাসীগণের পরিবর্তে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাহারা কি উহাদের নিকট মর্যাদা চায় ? সমস্ত মর্যাদা তো আল্লাহরই।"

১৪০. "কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, যখন তোমরা শুনিবে, আল্লাহর কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যাত হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন যে পর্যন্ত তাহারা অন্য প্রসংগে লিপ্ত না হইবে, তোমরা তাহাদের সহিত বসিও না। অন্যথায় তোমরাও উহাদের মতো হইবে। মুনাফিক এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সকলকেই আল্লাহ জাহান্নামে একত্র করিবেন।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা একবার ঈমান আনে, অতঃপর কাফির হইয়া যায়; পুনরায় ঈমান আনে, অতঃপর কাফির হইয়া যায়, তৎপর উহাতে স্থির থাকিয়া কুফরে ক্রমান্বয়ে জঘন্য হইতে জঘন্যতর হইতে থাকে এবং এই অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাদিগকে না কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন, না তাহাদিগকে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। তেমনি তিনি তাহাদিগকে বেহেশতের রাস্তাও নির্দেশ করিবেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ازْدَادُوْا كُفْرًا অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া কুফরের উপর রহিয়াছে এবং তদবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুজাহিদ (র)-ও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ ইসলামত্যাগী ব্যক্তিকে তিনবার তওবার সুযোগ প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি উহার সপক্ষে আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যেহেতু মুনাফিকগণ পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক মহাশাস্তি সম্বন্ধে সংবাদ দাও।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ তাহারা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনদিগকে নহে; বরং কাফিরদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা গোপনে কাফিরদিগকে বলে, আমরা তো তোমাদের দলেই রহিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি বাহ্য বন্ধুত্ব দেখাইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ ও উপহাস করিয়া থাকি।

اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ 'তাহারা (মুনাফিকগণ) কি তাহাদের (কাফিরদের) নিকট হইতে সম্মান পাইতে চাহে? সম্মান সবটুকুই আল্লাহর অধিকারে রহিয়াছে।' অনুরূপভাবে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا-

'যে ব্যক্তি ইয্‌যত চায়, (তাহার জানা উচিত) অনন্তর ইয্‌যতের সবকিছু আল্লাহ্‌র অধিকারে।' তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

"মর্যাদা তো একমাত্র আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা জানে না।"

আলোচ্য আয়াতের এই অংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিকট হইতে সম্মান লাভ করিতে, তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইতে এবং যেই মু'মিনগণের জন্যে ইহজগত ও পরজগত, উভয়জগতে আল্লাহ্‌র সাহায্য নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহাদের দলে শামিল হইতে মুনাফিকদিগকে আহ্বান জানাইতেছেন।

এখানে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ রায়হানা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি গর্বের সহিত নয়জন কাফির পূর্বপুরুষের সংগে স্বীয় রক্ত সম্পর্ক প্রদর্শন করে, সে দোযখে তাহাদের সহিত দশম ব্যক্তি হইবে।

উপরোক্ত হাদীসের রাবী হযরত আবূ রায়হানা (রা) হইতেছেন আবূ রায়হানা আযদী। কেহ কেহ বলেন, তিনি একজন আনসার সাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ইমাম বুখারীর মতে শামঊন এবং অন্যদের মতে সামঊন ছিল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ–

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আমার নিষেধ পৌঁছিবার পর তোমরা যদি তাহাদের সহিত সেই স্থানে বস, যেখানে তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করে এবং উহা লইয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করে, তবে তোমরা তাহাদের সমান পাপী ও অপরাধী হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, সে যেন এইরূপ দস্তরখানে না বসে, যাহাতে মদ্য পরিবেশিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে যে নিষেধের উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, উহা সূরা আল-আন'আমের নিম্নোক্ত মাক্কী আয়াতে রহিয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ–

'যাহারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত থাকে, তাহাদিগকে দেখিলে তুমি তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাক যতক্ষণ না তাহারা ভিন্ন আলোচনায় লিপ্ত হয়।'

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত সূরা আন'আমের নিম্নোক্ত আয়াতকে রহিত করিয়াছে ঃ

وَمَاعَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ–

'যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে, তাহাদের উপর উহাদের (কাফিরদের) পরিকল্পনার কোন প্রতিক্রিয়া পতিত হইবে না; তবে তাহারা যেন (কাফিরদিগকে) উপদেশ প্রদান করে। হয়তো তাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবার পথ গ্রহণ করিবে।'

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ মুনাফিক শ্রেণী এবং অন্যান্য কাফির শ্রেণী দুনিয়াতে যেরূপ কুফরের বিষয়ে এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর শরীক ও সঙ্গী, আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা উভয় শ্রেণীকে তদ্রূপ জাহান্নামের উত্তপ্ত পানি, দুর্গন্ধময় পুঁজ, অকল্পনীয়রূপে তিক্ত ফল ইত্যাদিতে পরস্পরের শরীক ও অংশীদার করিবেন।

(١٤١) اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا ۧ

১৪১. "যাহারা তোমাদের (ফলাফলের) প্রতীক্ষায় থাকে, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের জয় হইলে (তোমাদিগকে) বলে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? আর

ভাগ্য যদি অবিশ্বাসীদের অনুকূল হয়, তাহারা (তাহাদিগকে) বলে, আমরা কি তোমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করি নাই এবং আমরা কি তোমাদিগকে বিশ্বাসীদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই ? আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করিবেন এবং আল্লাহ্ কখনই বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্যে কোন পথ রাখিবেন না।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ তাহারা মুসলমানদের পরাজয় এবং কাফিরদের বিজয় কামনা করে। অতঃপর যখন মুসলমানদের পক্ষে আল্লাহ্র সাহায্যে বিজয় ও গনীমত আসে, মুনাফিকগণ তখন এই বলিয়া তাহাদের প্রতি ভালবাসা দেখায় যে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না ? আর যখন মুসলমানদের পরীক্ষার জন্যে সাময়িকভাবে কাফিরদের জয় লাভ ঘটে, তবে তাহারা কাফিরদিগকে বলে, আমরা কি গোপনে তোমাদের পক্ষে তথা তোমাদের বিজয়ের পক্ষে কাজ করি নাই আর আমরা কি মু'মিনদিগকে প্রতারিত করিয়া বিজয় তোমাদের পক্ষে আনয়ন করি নাই? ওহুদের যুদ্ধে ইহা ঘটিয়াছিল। তাই আল্লাহ্ বলেন, ওহে মুনাফিকগণ! আল্লাহ্ তোমাদের মনের খবর ভালরূপেই জানেন। আজ যদিও বিশেষ কারণে তোমাদিগকে তোমাদের কলুষ চরিত্রের শাস্তি প্রদান করা হইতেছে না; কিন্তু কিয়ামতে তিনি তোমাদের সকলের কার্যের বিচার করিবেন এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালা প্রদান করিবেন। আর সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনরূপ সুযোগ দিবেন না।

সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারিতাম না ? উপরোক্ত শব্দ উপরোল্লিখিত অর্থে নিম্নের আয়াতেও ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

অর্থাৎ 'শয়তান তাহাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে।'

আবদুর রাযযাক (র)......সুবাইয় আল-কিন্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা একটি লোক হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً-

'আল্লাহ্ কখনো মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনো সুযোগ দিবেন না।' এই আয়াতের বক্তব্য বাস্তবের সহিত কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে ? হযরত আলী (রা) বলিলেন, আয়াতটিকে উহার পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত সংযুক্ত করিয়া এইভাবে পড় ঃ

فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً-

'আল্লাহ্ কিয়ামতের দিনে তোমাদের সকলের বিচার করিবেন এবং তোমাদের বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করিবেন। আর তিনি মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে কোনো সুযোগ দিবেন না।'

ইব্‌ন জুরাইজ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মালিক আশজাঈ (র) হইতেও সুদ্দী (র) উহার অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন ঃ سبيل অর্থ দলীল-প্রমাণ।

আয়াতের তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কোনক্রমেই মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে চূড়ান্ত বিজয় প্রদান করিবেন না। কখনো কোথাও কাফিরগণ মু'মিনদের উপর সাময়িক ও আংশিক বিজয় লাভ করিতে পারিলেও চূড়ান্ত বিজয় মু'মিনদের জন্যেই নির্ধারিত রহিয়াছে। তিনি মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে এইরূপ বিজয় কোনক্রমে প্রদান করিবেন না যাহাতে মু'মিনগণ ধ্বংস হইয়া যায়। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতেই চূড়ান্ত বিজয় মু'মিনগণ লাভ করিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ-

'নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণ ও অন্যান্য মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও যেদিন সাক্ষ্যসমূহ কায়েম হইবে, সেই দিনে সাহায্য করিব।'

আয়াতের উক্ত তাৎপর্য অনুযায়ী উহা মুনাফিকদের আশার গুড়ে বালি পড়িবার কথা ঘোষণা করিতেছে। মুনাফিকগণ আশা করিত, এক সময়ে কাফিরগণ মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত জয় লাভ করিবে এবং উহাতে মুসলিম জাতি চিরতরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা কাফিরদের নিকট গমন করিয়া তাহাদের পক্ষে কথা বলিত এবং তাহাদের সহিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিত যাহাতে কাফিরদের বিজয়ের পর তাহারা নিরাপদ থাকিতে পারে। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের উপরোক্ত আশা ভণ্ডুল হইবার কথা ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন, তিনি কোনক্রমে মু'মিনদের উপর কাফিরদিগকে এইরূপ বিজয় দিবেন না। আর মুনাফিকদের আশাও কোনো দিন পূরণ হইবে না। অনুরূপভাবে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْاَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ-

মুসলিম দাসকে কোনো কাফিরের নিকট বিক্রয় করিলে উক্ত বিক্রয় শুদ্ধ হইবে কি না–এ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল ফকীহ বলেন, এইরূপ বিক্রয়ে যেহেতু একজন মু'মিনের উপর কোনো কাফিরকে অধিকার, ক্ষমতা, প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব প্রদান করা হয়, তাই উহা শুদ্ধ হইবে না। অনেক ফকীহ উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে–

وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلاً-

–এই আয়াত পেশ করেন।

আরেক দল ফকীহ বলেন ঃ অনুরূপ বিক্রয় শুদ্ধ, তবে বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়কৃত মুসলিম দাস মুক্ত ও আযাদ হইয়া যাইবে। মুক্ত ও আযাদ হইয়া যাওয়া সম্পর্কিত নিজেদের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থনে তাঁহারাও আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। ফকীহগণের উপরোল্লিখিত দুইটি অভিমতের প্রথম অভিমতটিই অধিকতর শুদ্ধ ও সঠিক।

(١٤٢) إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۚ وَإِذَا قَامُوْٓا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۝

(١٤٣) مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ۖ لَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا ۝

১৪২. "মুনাফিকগণ আল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহে; বস্তুত তিনিই তাহাদিগকে প্রতারণার শিকার করিয়া থাকেন এবং যখন তাহারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সহিত দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানো জন্য। আর আল্লাহকে তাহারা অল্পই স্মরণ করে।"

১৪৩. "তাহারা দোটানায় দোদুল্যমান; না এদিকে-না ওদিকে। আর আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট হইতে দেন, তুমি তাহার জন্য কখনও কোন পথ পাইবে না।"

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার প্রথমভাগে يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতেও এতদ্‌সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছে।

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ-

অর্থাৎ মুনাফিকগণ স্বীয় জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন মনে করে যে, দুনিয়াতে তাহারা যেরূপ মানুষের নিকট নিজদিগকে মু'মিন পরিচয় দিয়া উহা তাহাদের দ্বারা বিশ্বাস করাইয়া লইতেছে, আখিরাতে তদ্রূপ তাহারা আল্লাহকে দিয়া উহা বিশ্বাস করাইয়া লইতে পারিবে। তাহারা ভাবে, দুনিয়াতে যেইরূপে মানুষের নিকট তাহাদের প্রতারণা চলিতেছে, আখিরাতে উহা সেইরূপে আল্লাহর নিকট চলিবে। এইভাবে তাহারা আল্লাহকে প্রতারিত করিতে চাহিতেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ-

'সেই দিন স্মরণযোগ্য, যেদিন আল্লাহ্ তাহাদের সকলকে পুনরুত্থিত করিবেন। তৎপর তাহারা তাঁহার নিকট (মিথ্যা) শপথ করিবে, যেমন (মিথ্যা) শপথ করে তোমাদের নিকট।'

وَهُوَ خَادِعُهُمْ -

অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের গুমরাহী ও পাপাচারে সময় ও অবকাশ দিতেছেন। তাহাদিগকে দুনিয়াতে সত্য হইতে দূরে, অনেক দূরে রাখিতেছেন। ইহাতে তাহারা ফুলিতেছে, গর্বিত হইতেছে এবং অধিকতর উৎসাহে পাপাচার করিতেছে। এইরূপে আখিরাতেও তাহাদিগকে নূর ও আলো তথা জান্নাত হইতে অনেক দূরে রাখিবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ
قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ

الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ- يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ- فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَاْوٰكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ-

'সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও নারীগণ মু'মিনগণকে বলিবে, আমাদের জন্য একটু দাঁড়াও, আমরাও তোমাদের আলো হইতে কিছু আলো সংগ্রহ করি। বলা হইবে, আমাদের পিছনে ফিরিয়া আলো সংগ্রহ কর। ইত্যবসরে তাহাদের মাঝে একটি দেওয়াল খাড়া করা হইবে, উহাতে একটি দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তরে থাকিবে আল্লাহর রহমত ও বাহিরে থাকিবে আযাব। তখন তাহারা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না ? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, তবে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে বিপদে ফেলিয়াছ; তোমরা অপেক্ষা করিয়া দেখিতেছিলে ও সংশয়ী ছিলে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশিমত চলিয়া ধোঁকায় পড়িয়াছ। ইত্যবসরে আল্লাহর নির্দেশ আসিয়া গেল। সেই দাগাবাজরা তোমাদিগকে আল্লাহর নামে প্রতারিত করিয়াছে। অতঃপর আজ তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, কাফিরদের নিকট হইতেও নহে। দোযখ তোমাদের সকলের আশ্রয়স্থল আর কতই নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!'

বিশুদ্ধ হাদীসে রহিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্যে কোন কাজ করে, আল্লাহ তাহাকে উহা শুনাইতেই দিবেন (উহার বিনিময়ে কোনরূপ পুরস্কার তাহাকে দিবেন না)। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তাহাকে উহা দেখাইতেই দিবেন।

অপর এক হাদীসে রহিয়াছে ঃ আল্লাহ কোন কোন বান্দাকে বাহ্যত জান্নাতে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে দোযখে পাঠাইবেন। আল্লাহর নিকট উহা হইতে আশ্রয় চাই।

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى-

অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হইতেছে সালাত। অথচ মুনাফিকগণ উহাতে দাঁড়ায় শৈথিল্য ও উদাসীনতার সহিত। কারণ তাহাদের না আছে উহাতে বিশ্বাস, না আছে আঁন্তরিক ইচ্ছা, না আছে তাহাদের আল্লাহ্‌ভীতি আর তাহারা না বুঝে নামাযের তাৎপর্য ও গুরুত্ব।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কেহ যেন শৈথিল্যের সহিত নামাযে না দাঁড়ায়; বরং প্রত্যেকের জন্যে উচিত নামাযের মধ্যে নিমগ্ন ও আত্মস্থ থাকা। কারণ নামাযে সে আল্লাহর নিকট নিজের গোপন কথা পেশ করে। আল্লাহ তাহার দিকে মুখ ফিরান এই উদ্দেশ্যে যে, সে ডাকিলে তিনি তাহার ডাকে সাড়া দিবেন। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى–

উপরোক্ত সনদ ভিন্ন অন্য সনদেও অনুরূপ রিওয়ায়াত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

এইরূপে মুনাফিকদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى–

অর্থাৎ 'তাহারা নামাযে শৈথিল্য সহকারে হাযির হয়।'

يُرَاۤئُوْنَ النَّاسَ–

অর্থাৎ 'তাহারা লোককে দেখায়।' পূর্ববর্তী আয়াতাংশে নামাযে মুনাফিকদের বাহ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের এই অংশে তাহাদের অন্তরের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইতেছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, তাহাদের মনে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নাই। এমন কি আল্লাহর সহিত তাহাদের আদৌ কোনো সম্পর্ক নাই। তাহারা মানুষের ভয়ে তাহাদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য নামাযে উপস্থিত হয়। আর এ কারণেই দেখা যায়, যে সকল নামাযে অন্ধকারে লোকেরা একে অপরকে সাধারণত দেখিতে পায় না যেমন, ইশা ও ফজরের নামায, সে সকল নামাযে ইহারা খুব কমই উপস্থিত হয়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদের নিকট অধিকতম কষ্টদায়ক নামায হইতেছে ইশার নামায ও ফজরের নামায। যদি তাহারা জানিত, উক্ত নামাযদ্বয়ে কি নেকী রহিয়াছে, তবে তাহারা হামাগুড়ি দিয়া হইলেও উহাতে উপস্থিত হইত। আমার ইচ্ছা হয়, নামাযের জন্যে ইকামাত বলিতে নির্দেশ দিই আর উহা বলা হয়। অতঃপর কাহাকেও ইমাম হইয়া নামায আদায় করিতে নির্দেশ দিই আর সে উহা করে। অতঃপর কতিপয় লোক লইয়া সেই সকল লোকের নিকট যাই যাহারা নামাযে উপস্থিত হয় না এবং তাহাদের শুদ্ধ তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিই।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাহাদের কেহ যদি সংবাদ পাইত যে, সে একখানা স্থূল অস্থি অথবা দুইখানা লোভনীয় ক্ষুর লাভ করিতে পারিবে, তবে সে নিশ্চয়ই নামাযে উপস্থিত হইত। সেই সকল লোকের ঘরবাড়িতে যদি নারী ও শিশু-কিশোর না থাকিত, তবে আমি তাহাদিগকে শুদ্ধ তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিতাম।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি লোক সমক্ষে সুন্দররূপে নামায আদায় করে; অথচ নির্জনে ক্রটিপূর্ণ করিয়া উহা আদায় করে, সে তাহার মহান প্রতিপালক প্রভুর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে।

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا–

অর্থাৎ তাহারা নামাযে আল্লাহর প্রতি ভয়-ভীতি, মনোযোগ ও মনোনিবেশের ধার ধারে না। তাহারা উহাতে যাহা বলে, তৎপ্রতি তাহাদের অন্তর নিবিষ্ট থাকে না; বরং তাহারা উহাতে উদাসীন, অমনোযোগী ও নির্লিপ্ত থাকে। যে মহাকল্যাণ নামাযে নিহিত রহিয়াছে, তাহারা উহা লাভে অনিচ্ছুক ও পরাঙ্মুখ থাকে।

ইমাম মালিক (র)......হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। এই হইতেছে মুনাফিকের নামায। সে সূর্যের অস্তগমনের অপেক্ষায় থাকে। সূর্য শয়তানের দুই শৃঙ্গের মধ্যে পতিত হইলে সে উঠিয়া দ্রুত চারি রাকাআত নামায পড়িয়া লয়। উহাতে সে সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে।

ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আলা ইবনে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীসকে হাসান-সহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ

অর্থাৎ ইহারা ঈমান ও কুফরের মধ্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে। ইহারা বাহ্য আচরণ ও অন্তর উভয় দিক দিয়া না মু'মিনদের সহিত রহিয়াছে আর না কাফিরদের সহিত রহিয়াছে, বরং বাহ্য আচরণে মু'মিনদের সহিত এবং অন্তরে কাফিরদের সহিত রহিয়াছে। ইহারা ঈমান ও কুফরের মাঝখানে দোদুল্যমান হইয়া কখনো মু'মিনদের প্রতি এবং কখনো কাফিরদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا-

'যখন তাহারা আলো পায়, উহাতে অগ্রসর হয় এবং যখন আঁধারে হাবুডুবু খায়, তখন দাঁড়াইয়া থাকে।'

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ لاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ অর্থাৎ ইহারা সাহাবীদের সহিতও নহে এবং وَلاَ اِلَى هٰؤُلاَءِ। অর্থাৎ ইহারা ইয়াহূদীদের সহিতও নহে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে দুইদিকে ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। ভেড়াটি একবার এই ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া আসে এবং একবার ঐ ভেড়ার পালের দিকে দৌড়াইয়া যায়। কোন্ ভেড়ার পালের সহিত চলিবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইমাম মুসলিম (র) ভিন্ন অন্য কেহ উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) ইহা মাওকূফ হাদীস হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (ইব্‌ন কাছীর) বলিতেছি ঃ ইমাম আহমদ (র) ইহা মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ এবং আলী ইব্‌ন আসিম (র) মারফূ' বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইব্‌ন আবূ শায়বা, হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা ও সাখর ইব্‌ন জুওয়াইরিয়াহ (র) ইব্‌ন উমরের মাধ্যমে মারফূ বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ল ইব্‌ন বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা ইব্‌ন আবূ আবীদা পবিত্র মক্কায় এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইব্‌ন আবূ আবীদা বলিলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন যে, নবী

করীম (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মুনাফিকের অবস্থান হইবে كالشاة بين الربضين من الغنم। (দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য)। উহা এই পালের নিকট আসিলে পালের ভেড়াগুলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পালের নিকট গেলে উহারা উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহা শুনিয়া হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। ইহাতে উপস্থিত জনতা ইব্ন আবূ আবীদার প্রশংসা করিল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই সঙ্গী সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করো, আমিও তাহার সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা পোষণ করি। কিন্তু আমার সাক্ষী হইতেছেন আল্লাহ। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে মুনাফিকের অবস্থা হইবে كالشاة بين الغنمين। (দুই ভেড়ায় মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণশীল একটি ভেড়ার অবস্থার তুল্য)। উহা এই ভেড়ার নিকট আসিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গেলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইব্ন আবূ আবীদা বলিলেন, উহাদের অর্থ তো একই। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আমি এইরূপই শুনিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন জাফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্ন উমায়র লোকদের নিকট বক্তব্য রাখিতেছিলেন। তাহার নিকট তখন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। উবায়দ ইব্ন উমায়র বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে, দুই পাল ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই পালের নিকট আগমন করিলে পালের ভেড়াগুলি উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ পালের নিকট গমন করিলে উহারা উহাকে লাথি মারে। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, হাদীসটি এইরূপ নহে। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে كشاة بين غنمين — দুই ভেড়ার মধ্যবর্তী স্থানে (অস্থিরভাবে) বিচরণশীল কোন ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। উহা এই ভেড়ার নিকট আগমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে, আবার ঐ ভেড়ার নিকট গমন করিলে উহাকে শিং দিয়া আঘাত করে। ইহাতে উবায়দ ইব্ন উমায়র রাগান্বিত হইলেন। এতদ্দর্শনে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, শুনুন, আমি উহা [নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে] না শুনিলে আপনাকে শুনাইতাম না।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়াফুর ইব্ন যুদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা উবায়দ ইব্ন উমায়র লোক সমক্ষে উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين অর্থাৎ দুইপাল ভেড়ার মাঝখানে এদিকে ওদিকে ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, সাবধান! তোমরা নবী করীম (সা) সম্বন্ধে মিথ্যা বলিও না। তিনি উহা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই ভেড়ার মাঝখানে এদিক ওদিক ধাবমান একটি ভেড়ার অবস্থার সমতুল্য। ইমাম আহ্মদ (র) উপরোক্ত হাদীস হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে উবায়দ ইব্ন উমায়রের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মুমিন, মুনাফিক এবং কাফিরের অবস্থা

হইতেছে নিম্নোক্ত তিনটি লোকের অবস্থার সমতুল্য। তিনটি লোক একটি নিম্নভূমির নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অতিক্রম করিয়া গেল। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিল। সে উহার অর্ধাংশ অতিক্রম করিবার পর প্রথম প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, সাবধান! কোথায় যাইতেছে, ধ্বংসের দিকে ? এইস্থানে ফিরিয়া আইস। পক্ষান্তরে নিম্নভূমির দ্বিতীয় প্রান্তে অবস্থিত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, নাজাত এইদিকে রহিয়াছে; এইদিকে আইস। নিম্নভূমির মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান লোকটি একবার এই লোকটির দিকে তাকায়, আর একবার ওই লোকটির দিকে তাকায়। এমন সময়ে স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিল। যে লোক নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া গেল, মু'মিনের অবস্থা হইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। যে লোকটি ডুবিয়া মরিল, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে তাহার অবস্থার সমতুল্য। তাহারা দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান। না এই দলে আছে, আর না ঐ দলে আছে। আর যে লোকটি নিম্নভূমির প্রথম প্রান্তে অবস্থান করিতেছে, কাফিরের অবস্থা তাহার সমতুল্য।

ইব্‌ন জারীর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ

مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَآ اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ–

এই আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অন্তরে মু'মিন নহে; আবার অন্তরের শিরকের কথা প্রাকাশ্যে স্বীকারও করে না।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) মু'মিন, মুনাফিক এবং কাফির সম্বন্ধে নিম্নের দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করিতেন ঃ

তিনটি লোক একটি স্রোতস্বিণীর তীরে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন উহাতে নামিয়া উহা অত্রিক্রম করিল। তৎপর তাহাদের আরেকজন উহাতে নামিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির নিকটবর্তী হইলে পূর্ব তীরে অবস্থিত লোকটি তাহকে ডাকিয়া বলিল, আমার নিকট ফিরিয়া আইস। কারণ আমার ভয় হয়, তুমি ডুবিয়া মরিবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পারে উপনীত লোকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, এইদিকে আমার নিকট আইস। কারণ এইদিকে সাফল্য রহিয়াছে। লোকটি দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান হইল। এই সময়ে প্রবল স্রোত আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া মারিল। মু'মিনের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণী অতিক্রম করিয়া অপর তীরে উপনীত লোকটির সমতুল্য। মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দ্বিধার দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া সলিল-সমাধিপ্রাপ্ত লোকটির অবস্থার সমতুল্য। মুনাফিক ব্যক্তি সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে দিনাতিপাত করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। কাফিরের অবস্থা হইতেছে স্রোতস্বিণীর প্রথম তীরে অবস্থানকারী লোকটির সমতুল্য।

কাতাদা (র) আরও বলেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মুনাফিকের অবস্থা হইতেছে দুই পাল ভেড়ার মাঝখানে ভ্যা ভ্যা করিয়া এদিক ওদিক বিচরণশীল একটি ভেড়ার সমতুল্য। উহা একপাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণ ভূমিতে বিচরণরত দেখিয়া উহাদের দিকে আগাইয়া গেলে উহারা উহাকে শুঁকিয়া অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। উহা পুনরায় আরেক পাল ভেড়াকে একটি সবুজ চারণভূমিতে বিচরণরত

দেখিয়া তাহাদের দিকে আগাইয়া গেল। উহারাও উহাকে শুঁকিয়া অপরিচিত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا–

অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার জন্যে হিদায়াতের কোন পথ তুমি পাইবে না এবং তাহার জন্যে কোন অভিভাবক ও সত্য পথ প্রদর্শক তুমি পাইবে না। আর মুনাফিকদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত হইতে মাহ্রূম ও বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব তাহাদের জন্য অন্য কোন সত্য পথ প্রদর্শনকারী নাই। যে অন্ধকারের মধ্যে তাহারা মাথা কুটিয়া মরিতেছে, উহা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া আলোতে আনিবার অন্য কেহ নাই। কারণ আল্লাহ্র ফয়সালার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে, এমন কেহ নাই। স্বীয় কার্যে তাঁহাকে কাহারও নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয় না; বরং সমগ্র সৃষ্টিকে তাঁহার নিকট জওয়াবদিহী করিতে হয়।

(١٤٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ
اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○
(١٤٥) اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ۙ
(١٤٦) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ○
(١٤٧) مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ○

১৪৪. "হে বিশ্বাসিগণ! বিশ্বাসিগণের পরিবর্তে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও ?"

১৪৫. "মুনাফিকগণ তো অগ্নির নিম্নতম স্তরে রহিবে এবং তাহাদের জন্য তুমি কখনও কোনো সহায়ক পাইবে না।"

১৪৬. "কিন্তু যাহারা তওবা করে, নিজদিগকে সংশোধন করে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাহাদের দীনকে নির্মল করে, তাহারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকিবে এবং বিশ্বাসীগণকে আল্লাহ মহা পুরস্কার দিবেন।"

১৪৭. "তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো ও বিশ্বাস করো, তবে তোমাদের শাস্তিতে আল্লাহ্র কি কাজ ? আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাফিরদিগকে বন্ধু বানাইতে, তাহাদের পক্ষে লাভজনক কাজ করিতে, গোপনে তাহাদের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি জ্ঞাপন করিতে এবং মু'মিনদের গোপন খবর তাহাদিগকে জানাইতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন। এইরূপে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ

উপরোদ্ধৃত আয়াতের وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, তোমরা আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিলে তিনি যে তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, সেই সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদিগকে সর্তক করিয়া দিতেছেন।

اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا

অর্থাৎ 'তোমরা কি ইহা চাহ যে, তোমাদিগকে আল্লাহ কর্তৃক শাস্তি প্রদান করিবার পক্ষে তাঁহাকে স্পষ্ট যুক্তি প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে?'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) سُلْطَانًا مُّبِيْنًا (স্পষ্ট যুক্তি)-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে 'সুলতান' শব্দটি সর্বক্ষেত্রে যুক্তি বা প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদ বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং নযর ইব্ন আরাবী (র)-ও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

একশত পঁয়তাল্লিশতম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ মুনাফিকগণ আখিরাতে দোযখের নিম্নতর স্তরে থাকিবে। ইহা হইতেছে তাহাদের ঘৃণ্যতম ও জঘন্যতম কুফরের শাস্তি। তাহাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী তাহদের জন্যে থাকিবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়ালেবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ দোযখের নিম্নতর স্তরে। কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন ঃ বেহেশতের যেরূপ একাধিক স্তর রহিয়াছে, দোযখেরও সেইরূপ একাধিক স্তর রহিয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদিগকে আগুনের সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম ইব্ন জারীর (র)-ও উপরোক্ত ব্যাখ্যা হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ 'উহা হইতেছে কতগুলি ঘর। উহার দরজা রহিয়াছে। মুনাফিকদিগকে উহাতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের নিম্নে ও উর্ধ্বে উভয় দিকে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে।'

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ 'মুনাফিকগণ অগ্নিগর্ভ সিন্দুকে থাকিবে। উহাদের মধ্যে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায়

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ মুনাফিকদিগকে অগ্নিপূর্ণ লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রাখা হইবে। উহার দরজা এমনভাবে বন্ধ হইবে যাহাতে উহা খুলিবার স্থান খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর না হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......কাসিম ইব্ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট কিয়ামতের দিনে মুনাফিকদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ তাহাদিগকে অগ্নিপূর্ণ সিন্দুকসমূহে আবদ্ধ করিয়া দোযখের নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

অর্থাৎ তাহাদিগকে দোযখের ভীষণতর শাস্তি হইতে মুক্তি দিবার মত কোন সাহায্যকারী পাওয়া যাইবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের জন্যে নির্ধারিত ভীষণতম শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য পরবর্তী আয়াতে তিনি বলিতেছেন ঃ কিন্তু যে সকল মুনাফিক মৃত্যুর পূর্বে কুফর ও নিফাক পরিত্যাগ করিয়া নেক আমল করিবে, আল্লাহ্র ভালবাসাকে হৃদয়ে ধারণ করিবে ও কর্মে প্রতিফলিত করিবে এবং লোক দেখানোর মানসিকতা ত্যাগ করিয়া নিজের দেহমন একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার সন্তুষ্টিতে নিবেদন করিবে, তাহারা কিয়ামতে মু'মিনদের দলভুক্ত হইবে। আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং একমাত্র তাঁহার সন্তুষ্টি বিধানের মানসিকতা মানুষের সামান্যতম নেক আমলকেও মূল্যবান ও মর্যাদাবান করিয়া দেয়। মুনাফিকগণ নিফাক ত্যাগ করত আল্লাহর প্রতি ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত নেককাজ করিয়া গেলেই শুধু তাহারা মু'মিনদের দলভুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে; অন্যথায় নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমার দীনকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত কর। এইরূপ করিলে স্বল্প নেককাজই তোমার জন্যে যথেষ্ট হইবে।'

وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا-

অর্থাৎ অচিরেই আল্লাহ মু'মিনদিগকে মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন। তাই নিফাকের মধ্যে নহে; বরং নিফাক পরিত্যাগ পূর্বক একমাত্র আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নেককাজ করিয়া যাইবার মধ্যেই মুনাফিকদের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আল্লাহ সম্পূর্ণ অভাবমুক্ত। তোমাদিগকে আযাব দিবার কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। শুধু তোমাদের পাপের কারণে তিনি তোমাদিগকে আযাব দেন। তোমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে, নেক আমল করিলে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলে কেন তোমাদিগকে তিনি আযাব দিতে যাইবেন ? তোমাদিগকে আযাব দেওয়ায় তাঁহার তো কোন লাভ নাই। তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে, নেক আমল করিলে এবং ঈমান আনিলে তিনি তোমাদিগকে আযাব দিবেন না। পরন্তু তিনি তজ্জন্য তোমাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন। কারণ তিনি নেককাজ ও ঈমানকে মূল্য দিয়া থাকেন। কেহ ঈমান আনিলে তাহা তিনি ভালোভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে যোগ্যতম পুরস্কারই প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষষ্ঠ পারা

(١٤٨) لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ○

(١٤٩) اِنْ تُبْدُوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفُوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَنْ سُوْٓءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ○

১৪৮. "মন্দ ভাষার অবতারণা আল্লাহ ভালবাসেন না। তবে যাহার উপর যুলম করা হইয়াছে, তাহার কথা স্বতন্ত্র; এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৪৯. "তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করিলে অথবা গোপনে করিলে অথবা কটু কথা ক্ষমা করিলে আল্লাহও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে বলিতেছেন ঃ কেহ কাহারও প্রতি বদদু'আ করিলে তাহা আল্লাহ পসন্দ করেন না। তবে কেহ অত্যাচারিত হইলে তাহার জন্যে অত্যাচারী ব্যক্তির প্রতি বদদু'আ করিবার অনুমতি রহিয়াছে। তবে ধৈর্যধারণ করা তাহার জন্যে শ্রেয়তর।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি দ্রব্য চুরি হইয়া গেল। তিনি চোরের জন্যে বদদু'আ করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'তাহার (গুনাহের) বোঝাকে হালকা করিয়া দিও না।'

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর প্রতি বদদু'আ করিবে না; বরং এই বলিবে ঃ আয় আল্লাহ! তুমি তাহার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো এবং তাহার নিকট হইতে আমার হক আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

হযরত হাসান বসরী (র) হইতে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর জন্যে বদদু'আ করিতে অনুমতি দিয়াছেন বটে, তবে তাহাকে অত্যাচার করিবার অনুমতি অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেন নাই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল করীম ইব্ন মালিক আল-জাযরী বলিয়াছেন ঃ কেহ কাহাকেও গালি দিলে সে তাহাকে গালি দিয়া প্রতিশোধ লইতে পারে; কিন্তু কেহ কাহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিলে সে তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ–

অর্থাৎ 'অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ নেয়, তাহাদের পক্ষে কোনো পথ (প্রতিপক্ষকে শাস্তি প্রদানের যুক্তি) নাই।'

আবূ দাউদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ পরস্পর গালিদাতা দুই ব্যক্তির গালির বক্তব্য বিষয় প্রথম গালিদাতা ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে যতক্ষণ না অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচার করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রাযযাক (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোনো ব্যক্তি কাহারও বাড়িতে অতিথি হইলে গৃহস্থ ব্যক্তি অতিথি সেবার কর্তব্য পালন না করিলে অতিথি বক্তি মানুষের নিকট বলিতে পারে, আমি অমুক ব্যক্তির বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলাম; কিন্তু সে ব্যক্তি আমকে সেবা করে নাই। আলোচ্য আয়াতে যে মন্দ কথা প্রচার করিবার অনুমতি অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্যে রহিয়াছে, গৃহস্থ কর্তৃক অতিথির প্রতি স্বীয় কর্তব্য পালন না করা সেইরূপ একটা মন্দ কথা বটে। অতএব মানুষের নিকট উহা প্রচার করিয়া গৃহস্থের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিয়া লওয়া অতিথির জন্যে অন্যায় হইবে না।

ইব্‌ন ইসহাক (র)......মুজাহিদ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে একাধিক রাবীও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী (র) ব্যতীত অন্যান্য সিহাহ সিত্তাহর সংকলক হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন ঃ একদা আমরা হযরত নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে বিভিন্ন সময়ে (বিভিন্ন স্থানে) প্রেরণ করেন। কখনো কখনো আমরা এইরূপ গোত্রের নিকট যাত্রা বিরতি করি, যাহারা অতিথি হিসাবে আমাদিগকে সেবা করে না। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা কি করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ 'তোমরা কোন গোত্রের নিকট যাত্রা বিরতি করিলে যদি তাহারা তোমাদের সেবার ব্যাপারে তাহাদের কর্তব্য পালন করিতে চাহে, তবে তোমরা উহা তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করো; আর যদি তাহারা উহা পালন করিতে না চাহে, তবে তোমরা তাহাদের নিকট হইতে তোমাদের সেবার হক আদায় করিয়া লও।

ইমাম তিরমিযী (র) উপরোক্ত হাদীস ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... মিক্‌দাম ইব্‌ন আবূ কারীমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মুসলমান যদি কোন গোত্রের নিকট অতিথি হয় আর সে সেবা বঞ্চিত হইয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হয়, তবে তাহাদের ফসল ও সম্পত্তি হইতে রাত্রির খাদ্য আদায় করিয়া লইতে তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।' উল্লেখিত সনদে উপরোক্ত হাদীস শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... হযরত মিকদাম ইব্‌ন আবূ কারীমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ 'কোন মুসলমানের বাড়িতে রাত্রিতে কেহ অতিথি হইলে তাহাকে সেবা করা তাহার প্রতি ওয়াজিব। তাহার দায়িত্ব পালন না করিবার কারণে অতিথি তাহার বাড়ির আঙ্গিনায় অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হইলে রাত্রির খাদ্য তাহার উপর অতিথির প্রাপ্য ঋণ হইয়া যাইবে। সে ইচ্ছা করিলে উহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে উহার দাবি ত্যাগও করিতে পারে।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহ ও অনুরূপ অন্যান্য হাদীসের কারণে ইমাম আহমদ (র) প্রমুখ ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, অতিথি সেবা ওয়াজিব। হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসও উপরোক্ত হাদীসসমূহের শ্রেণীভুক্ত। যেমন ঃ

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, আমার এক প্রতিবেশি

আমাকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তোমার মালপত্র বাহির করিয়া রাস্তায় রাখো। লোকটি নিজের মাল-পত্র বাহির করিয়া উহা রাস্তায় নিক্ষেপ করিল। অতঃপর যে লোকই তাহার কাছ দিয়া পথ অতিক্রম করিল, সেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আমার প্রতিবেশি আমাকে কষ্ট দেয়। ইহা শুনিয়া প্রত্যেক পথচারীই বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করো। হে আল্লাহ তুমি তাহাকে লাঞ্ছিত করো। ইহাতে কষ্টদাতা প্রতিবেশিটি লোকটিকে বলিল, 'তুমি ঘরে যাও। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আর কোনদিন কষ্ট দিব না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) 'কিতাবুল আদব'-এ উপরোক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন আজলান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ বকর আল-বাযযার উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য কোন সনদে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। অবশ্য উপরোক্ত হাদীস নবী করীম (সা) হইতে আবূ জুহাইফা, ওয়াহাব ইব্ন আবদুল্লাহ এবং ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন সালামও বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা গোপনে অথবা প্রকাশ্যে নেককাজ করিলে অথবা তোমাদের প্রতি কেহ অসদাচরণ করিবার পর তোমরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলে আল্লাহ তজ্জন্য তোমাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিবেন। আল্লাহর অন্যতম গুণ এই যে, তিনি বান্দাকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ আরশের বাহক ফেরেশতাগণ আল্লাহর পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। তাহাদের কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ। তুমি সব জানিয়াও ধৈর্যধারণ করিয়া থাক, এইজন্য তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ। তুমি শাস্তি দিতে পারা সত্ত্বেও ক্ষমা করিয়া দাও, এই জন্যে তোমার মহানুভবতা বর্ণনা করিতেছি।

সহীহ হাদীসে আরও রহিয়াছে ঃ দান-খয়রাতে সম্পত্তি হ্রাস পায় না। আল্লাহর যে সব বান্দা ক্ষমা করিয়া দেয়, তিনি তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিনয়ের স্বভাব ধারণ করে, আল্লাহ তাহাকে মর্যাদা প্রদান করেন।

(١٥٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ۙ○

(١٥١) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○

(١٥٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۧ○

১৫০. "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের মাঝে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি' অতঃপর ইহাদের মধ্যবর্তী এক পথ অবলম্বন করিতে চাহে।"

১৫১. "প্রকৃতপক্ষে ইহরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

১৫২. "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণে বিশ্বাস করে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না, উহাদিগকেই তিনি পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ ১৫০ ও ১৫১ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী, নাসারা প্রভৃতি জাতিকে তাহাদের জন্যে দোযখের ভয়াবহ আযাব নির্ধারিত করিয়া রাখিবার সংবাদ শুনাইতেছেন। তাহাদের জন্যে উক্ত আযাব নির্ধারিত হইবার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিবার বেলায় পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা আল্লাহর কোন রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, আবার কোন রাসূলকে অবিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের এই কুফরীর কারণ সত্য বিদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং চিরাচরিত প্রথা ও পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নহে। তাহাদের নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, থাকিতে পারে না। ইয়াহূদীগণের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তাহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আনিলেও হযরত ঈসা (আ) ও সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। খ্রিস্টানগণ অন্যান্য নবীর প্রতি ঈমান আনিলেও নবীকুল-শিরোমণি খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। 'সামেরা' সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিনিধি হযরত ইউশা (আ)-এর পরবর্তী কোন নবীতেই বিশ্বাসী নহে। অগ্নি উপাসক জাতি সম্বন্ধে কথিত আছে, তাহারা 'যারদশ্‌ত' নামক তাহাদের প্রতি প্রেরিত জনৈক নবীর প্রতি প্রথমে ঈমান আনিয়া পরে তাঁহার আনীত শারী'আতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া নিয়াছেন। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ঈমান সম্পর্কীয় একটি মূল কথা এই যে, কোনো ব্যক্তি যদি মাত্র একজন নবীকে অবিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি কুফর করে, তবে তাহার এই অবিশ্বাস ও কুফর সকল নবীর প্রতি অবিশ্বাস ও কুফরের শামিল হইবে। কারণ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনা ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য। এমতাবস্থায় ঈর্ষা, বিদ্বেষ অথবা অন্য কোনো কুপ্রবৃত্তির কারণে কেহ কোনো নবীর প্রতি কুফর করিলে স্বভাবতই একথা প্রমাণিত হইয়া যাইবে যে, অন্যান্য নবীর প্রতি সে যে ঈমান আনিয়াছে, তাহা সত্যের প্রতি তাহার ভালবাসার কারণে নহে, বরং পার্থিব কোন তুচ্ছ স্বার্থের কারণে। যেমন ঃ গোত্র-প্রীতি কিংবা মাতাপিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত ধর্মীয় উত্তরাধিকার অথবা সমাজের অনুকরণ ইত্যাদি।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ
وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً–
اُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের তাৎপর্য এই যে, যাহারা যে কোন রাসূলের প্রতি কুফর করিবার দ্বারা আল্লাহ ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর করে ও ঈমান আনিবার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ কাহারও প্রতি ঈমান আনে ও কাহারও প্রতি আনে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী একটি পথ অনুসরণ করে, উহা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হইতে পারে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, কোন নবীর প্রতি কুফরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ও তাঁহার সকল রাসূলের প্রতি কুফর বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় এই যে, ঈমান ও কুফরের উপরোক্ত মধ্যবর্তী পন্থার অনুসারীকে আল্লাহ তা'আলা 'নিশ্চিত কাফির' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী এইরূপ কোন পথ আল্লাহর নিকট কোনক্রমে গ্রহণযোগ্য নহে। উহা পূর্ণ কুফর বৈ কিছুই নহে।

وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থাৎ এই সকল কাফিরের জন্যে আল্লাহ তা'আলা লাঞ্ছনাকর মহা শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কারণ তাহারা তো নবীকে অবিশ্বাস করিয়াছে ও তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে। কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, পার্থিব ধন-সম্পদ ইত্যাদির মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই তাহারা নবীর দাবি সম্বন্ধে যথাযোগ্য চিন্তা-ভাবনা করিবার অবকাশ পায় নাই। আবার কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যেমন, অনেক ইয়াহূদী আলিম নবী করীম (সা)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা করিয়াছে, ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং যুদ্ধ করিয়াছে। অথচ তাহারা জানিত, মুহাম্মদ (সা) সত্যবাদী, তাঁহার দাবি সত্য এবং তিনি সত্য নবী। কিন্তু নবুওয়াতের ন্যায় বিশাল নিয়ামত আল্লাহ তাঁহাকে কেন প্রদান করিলেন–এই ঈর্ষাই তাহাদিগকে ঈমান আনিতে দেয় নাই। আল্লাহ তাহাদের জন্য যেরূপ আখিরাতের শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছেন, তদ্রূপ দুনিয়ার শাস্তিও নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ–

অর্থাৎ 'ইয়াহূদীগণের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে অপমান ও লাঞ্ছনা নামিয়া আসিয়াছে। আর তাহারা উভয় জগতে আল্লাহর ক্রোধ ও গযবের অধীন থাকিবে।'

১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উম্মতকে মহা পুরস্কার তথা জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। কারণ, এই উম্মত সকল আসমানী কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান রাখে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ–

অর্থাৎ 'রাসূল ও মু'মিনগণ তাহার প্রভু যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের উপর ঈমান আনিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা নবীগণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করি না।'

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ 'তাহাদের কেহ গুনাহ্ করিয়া থাকিলে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।'

(١٥٣) يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰٓى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْٓا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ ۚ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ○

(١٥٤) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ بِمِيْثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ○

১৫৩. "কিতাবীগণ তোমাকে তাহাদের জন্য আসমান হইতে কিতাব অবতীর্ণ করিতে বলে; কিন্তু তাহারা মূসার নিকট ইহা অপেক্ষাও বড় দাবি করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, 'প্রকাশ্যে আমাদিগকে আল্লাহকে দেখাও।' তাহাদের সীমালংঘনের জন্য তাহারা বজ্রাহত হইয়াছিল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ তাহাদের নিকট প্রকাশ হওয়ার পরও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাও ক্ষমা করিয়াছিলাম্ এবং মূসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম।"

১৫৪. "তাহাদের অংগীকারের জন্য 'তূর' পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'নতশিরে দ্বার দিয়া প্রকাশ কর।' আর তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, 'শনিবারে সীমালংঘন করিও না' এবং তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম।"

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারযী, সুদ্দী ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট দাবি জানাইয়াছিল যে, যেরূপে তাওরাত কিতাব হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে লিখিত আকারে নাযিল হইয়াছিল, সেইরূপে তিনি যেন আল্লাহকে দিয়া একখানা লিখিত কিতাব তাহাদের উপর নাযিল করান।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন ঃ তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট দাবি জানাইয়াছিল যে, তিনি যেন আল্লাহকে দিয়া অমুক, অমুক এবং অমুক ব্যক্তির নিকট প্রেরিতব্য পুস্তিকা নাযিল করান। উহাতে নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত বিষয়সমূহের সমর্থন ও সত্যায়ন থাকিতে হইবে। তাহারা যে দাবিই জানাইয়া থাকুক না কেন, তাহাদের দাবির মূলে সত্যপ্রেম ও সত্যনিষ্ঠা ছিল না; বরং উহার মূলে ছিল সত্য বিদ্বেষ ও সত্য বিমুখতা। ইতিপূর্বে মক্কার কুরায়শ গোত্রও নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুরূপ আব্দার তুলিয়াছিল। সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে কুরায়শ গোত্রের উপরোক্ত দাবির বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَلَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا -اَوْتَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا. اَوْتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا

كِسَفًا اَوْتَاْتِىَ بِا للّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً. اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْتَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْ مِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ. قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً-

অর্থাৎ 'তাহারা (মুশরিকরা) বলে, আমরা কখনও তোমার উপর ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূগর্ভ হইতে ঝর্ণাধারা উৎসারিত করিবে। অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙুরের এমন বাগান সৃষ্টি হইবে যাহার মাঝে মাঝে নহর প্রবহমান থাকিবে। অথবা তোমার ধারণা মুতাবিক আমাদের উপর আসমান ভাংগিয়া পড়িবে।....

فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْآ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ-

অর্থাৎ 'তাহারা মূসার নিকট ইহা হইতেও অধিকতর অযৌক্তিক দাবি তুলিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও। তাহাদের অবাধ্যতা, সত্য বিদ্বেষ ও সত্যদ্রোহের ফলে তাহারা অশনি সম্পাতে ধ্বংস হইল।'

সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈল গোত্রের উপরোক্ত ঘটনা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَ تْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ- ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

–অর্থাৎ 'যখন তোমরা বলিলে, হে মূসা! আল্লাহকে প্রকাশ্যে না দেখিয়া আমরা আদৌ তোমার উপর ঈমান আনিব না। অমনি তোমরা বজ্রাহত হইয়াছ, তাহা তোমরা দেখিতেছিলে। আমি পুনরায় তোমাদিগকে নবজীবন দিলাম যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।'

ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تْهُمُ الْبَيِّنٰتُ-

অর্থাৎ আল্লাহ্র তরফ হইতে তাঁহার মা'বূদ হইবার এবং হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর রাসূল হইবার পক্ষে একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল। তাহারা মিসরে হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে একাধিক স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিল। তাহারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরআউনকে সদলবলে পানিতে ডুবিয়া মরিতে দেখিল। আল্লাহ তাহাদিগকে সমুদ্র পার করাইয়া আনিবার পর তাহারা একটি গোত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, উহারা কতগুলি প্রতিমাকে উপাস্য বানাইয়া লইয়াছে। এতদ্দর্শনে তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দাবি জানাইল, 'তাহাদের যেরূপ পূজ্য দেবতাসমূহ রহিয়াছে, তুমি আমাদের জন্যেও সেইরূপ এক দেবতা গড়িয়া দাও।' হযরত মূসা (আ) বলিলেন, 'তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। ইহাদের পূজ্য দেবতাগুলি তো অস্তিত্বহীন কাল্পনিক বস্তু আর ইহাদের কার্যকলাপ বাতিল, অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন।' তিনি আরও বলিলেন,

আমি কি তোমাদের জন্যে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ খুঁজিব ? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর আল্লাহর সহিত একান্তে কথা বলিতে যাইবার পর গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল। উহার বিশদ বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা আরাফ' ও সূরা 'তা-হা'য় বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত পাপাচারের কাফ্‌ফারা ও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নির্দেশ দিলেন, 'তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা গো-বৎস পূজা করে নাই, তাহারা যাহারা উহা পূজা করিয়াছে, তাহাদিগকে হত্যা করিবে।' আল্লাহর নির্দেশে তাহাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করিল। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ তাহাদের উক্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিলেন। আর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে স্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলেন।

বনী ইসরাঈল গোত্র তাওরাতের বিধানাবলী পালনে পরাঙ্মুখ ও অস্বীকৃত হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মাথার উপর একটি পর্বত ঝুলন্ত রাখিয়া তাওরাতের অনুসরণের আদেশ দিলেন। ইহাতে তাহারা উহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিল এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়িয়া আকাশের দিকে এই ভয়ে তাকাইতে লাগিল যে, তাহাদের মাথার উপর উত্তোলিত পর্বত তাহাদের উপর পতিত হইতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهٗ وَاقِعٌ بِهِمْ–

অর্থাৎ 'আর যখন আমি তাহাদের উপর পাহাড় ঝুলাইয়া দিলাম যেন উহা পড়ো পড়ো অবস্থায় ছিল এবং তাহারা ভাবিতেছিল তাহাদের উপর পতিতই হইবে।'

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا–

অর্থাৎ আর আল্লাহ তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এই বলিতে বলিতে নতশিরে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিবে, 'আল্লাহ! আমরা জিহাদ না করিয়া পাপ করিয়াছি। আর সে কারণে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে 'তীহ' প্রান্তরে যাযাবরের জীবন যাপন করিতে হইয়াছে। আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।' স্বভাবগতভাবে অবাধ্য বনী ইসরাঈল তৎপরিবর্তে বলিল, 'আমরা গমের শীষ চাই।'

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا.....وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا–

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা শনিবার সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ মানিয়া চল, আর উহাতে সীমা লংঘন করিও না। যতদিন এতদসম্পর্কীয় আমার নিষেধ বলবৎ থাকে, ততদিন তোমরা উহা কঠোরভাবে মানিয়া চল। আল্লাহ এই সম্পর্কে তাহাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইলেন। কিন্তু তাহারা উহা রক্ষা করিল না। তাহারা ফন্দি আবিষ্কার করিয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করিল। সূরা আরাফের নিম্নোক্ত আয়াতে এতদ্‌সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ
تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لَايَسْبِتُوْنَ لَاتَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا

كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ- وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

সূরা বনী ইসরাঈলের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাফওয়ান ইব্‌ন আস্‌সাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখিত হইবে। হাদীসটির একাংশ এই ঃ

وعليكم خاصة يهود ان لا تعدوا فى السبت-

‘ওহে ইয়াহূদী জাতি। শুধু তোমাদের প্রতি আমার আদেশ যে, তোমরা শনিবারে সীমালংঘন করিও না।’

সূরা বনী ইসরাঈলের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি এই ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ-

(١٥٥) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

(١٥٦) وَّبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ۝

(١٥٧) وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝

(١٥٨) بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(١٥٩) وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ۝

১৫৫. “এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য, আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য, নবীদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার জন্য এবং ‘আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত’ তাহাদের এই উক্তির জন্য। যদিও তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য আল্লাহ উহা মোহরযুক্ত করিয়াছেন। তাই তাহাদের অল্পই বিশ্বাসী হয়।”

১৫৬. “তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের জন্য ও মরিয়মের বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদের জন্য।”

১৫৭. "আর আল্লাহর রাসূল মরিয়ম-তনয় 'ঈসা মসীহকে আমরা হত্যা করিয়াছি' তাহাদের এই উক্তির জন্য। তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই ও শূলীবিদ্ধও করে নাই; কিন্তু তাহাদের এইরূপ মনে হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এবং এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই।"

২৫৮. "বরং আল্লাহ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন; এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

১৫৯. "কিতাবীদিগের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াত ও উহার পরবর্তী কয়েকটি আয়াতে ইয়াহূদী জাতির কতগুলি জঘন্যতম পাপের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল পাপ তাহাদের উপর আল্লাহর গযব ও অভিসম্পাত ডাকিয়া আনিয়াছে এবং তাহাদিগকে হিদায়াত ও সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত ও সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। তাহাদের জঘন্যতম কয়েকটি পাপ হইতেছে, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ কর্তৃক দৃঢ়ভাবে গৃহীত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং নবীগণের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহ ও নিদর্শনাবলীকে অগ্রাহ্য করা।

قَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ–

অর্থাৎ তাহারা নিরতিশয় সত্যদ্বেষী হইবার কারণে বিপুল সংখ্যক নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছিল। আর উহার ফলে আল্লাহ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল।

وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ –

আর তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল এই কথা বলিবার কারণে–'আমাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে।'

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, সুদ্দী, কাতাদা (র) প্রমুখ বহু মুফাস্‌সির বলিয়াছেন غُلْفٌ শব্দের অর্থে আবরণে আচ্ছাদিত।

মুশরিকগণও ইয়াহূদীদের অনুরূপ উক্তি করিত। তাহাদের উক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ
حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ–

কেহ কেহ বলেন ঃ غُلْفٌ শব্দের অর্থ (জ্ঞানের) ভান্ডার। অর্থাৎ ইয়াহূদীগণ বলিত, 'আমাদের হৃদয়সমূহ হইতেছে আমাদের দ্বারা অর্জিত বিপুল জ্ঞানরাশির ভান্ডার।' কালবী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা বাকারায় ইয়াহূদীদের অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে।

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ–

পূর্ববর্তী অংশের প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের তাৎপর্য এই ঃ ইয়াহূদীগণ গর্বের সহিত বলিত, 'আমাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে। উপদেশদাতাদের (নবীদের) কথা মিথ্যা। উহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।' ইয়াহূদীদের উপরোক্ত দাবির কিয়দংশ সত্য ও কিয়দংশ মিথ্যা ছিল। তাহাদের হৃদয়সমূহ আবৃত রহিয়াছে, তাহাদের এই দাবি ছিল সত্য। উহাতে নবীদের উপদেশ প্রবেশ করিবে না, তাহাদের এই দাবিও সত্য ছিল। কিন্তু নবীদের কথা মিথ্যা, তাহাদের এই দাবি ছিল মিথ্যা। তাই 'তাহাদের অন্তর মিথ্যাকে গ্রহণ করিতে অপ্রস্তুত' তাহাদের এই দাবিও ছিল মিথ্যা। প্রকৃত কথা এই যে, তাহাদের হৃদয় ছিল অত্যন্ত জঘন্যরূপে সত্যদ্বেষী। উহাতে কুফর অত্যন্ত গভীরভাবে অংকিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ইহা ত্যাগ করত সত্য গ্রহণে কোনক্রমে প্রস্তুত ছিল না। আল্লাহ তাহাদের এই কুফরের কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ মোহরাংকিত করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহাতে সত্য প্রবেশ করিতে পারিত না।

পূর্ববর্তী অংশের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য অংশের তাৎপর্য এই ঃ ইয়াহূদীগণ সগর্বে দাবি করিত, 'আমাদের অন্তরসমূহ ইল্‌ম ও জ্ঞানের ভান্ডার। উহা ইলম ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।' ইয়াহূদীদের এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহাদের অন্তর ছিল শূন্যগর্ভ। উহাতে জ্ঞানের লেশমাত্র ছিল না। তাহারা চরম সত্যদ্বেষী ছিল। তাহারা জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহাদের এই সত্য বিদ্বেষ ও ও সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আল্লাহ তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর মারিয়া দিয়াছিলেন। উহার ফলে উহাতে জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারিত না–প্রবেশের পথ পাইত না। সুতরাং উহা শূন্যগর্ভ ও জ্ঞানশূন্য ছিল।

সূরা বাকারায় আমি অনুরূপ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইহা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

فَلاَ يُؤْمِنُوْنَ اِلاَّ قَلِيْلاً–

অর্থাৎ তাহাদের অন্তরসমূহ কুফর, অবাধ্যতা ও আংশিক সত্য গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

১৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত মরিয়ম (আ)-এর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তুলিয়াছিল। সুদ্দী, জুয়াইরিব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ বহু তাফসীরকার আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আয়াতের স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই যে, 'তাহারা হযরত মরিয়ম (আ)-কে ব্যভিচারিণী ও তাঁহার পুত্র হযরত ঈসা (আ)-কে জারজ সন্তান বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার ইহাও বলিয়াছিল যে, (হযরত) মরিয়ম স্রাব নির্গমনরত অবস্থায় ব্যভিচার করিয়াছিলেন।' কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ বর্ষিত হউক।

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ

'আর তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের এই কথা বলিবার কারণে যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মাসীহ ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে হত্যা করিয়াছি।'

অর্থাৎ তাহারা বলিয়াছিল, ‘যেই ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া দাবি করে, আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।’ তাহারা হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-কে উপহাস করিয়া ‘আল্লাহর রাসূল’ বলিত। যেমন মুশরিকগণ ঠাট্টাচ্ছলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-কে বলিত ঃ

يا ايها الذى انزل عليه الذكر انك لمجنون–

অর্থাৎ ‘ওহে সেই ব্যক্তি যাহার প্রতি বাণী নাযিল হইয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি পাগল।’

অভিশপ্ত ইয়াহূদী জাতির চরিত্র

আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন সহকারে বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্যে হযরত ঈসা (আ)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইলেন। তিনি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দৃষ্টিদান করিতেন, আল্লাহর নির্দেশে কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করিতেন এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতেন। তিনি কাদামাটি দ্বারা পাখি বানাইয়া উহাতে ফুঁ দিতেন। উহাতে আল্লাহর নির্দেশে প্রাণ সঞ্চার হইত এবং উহা আকাশে উড়িত। মানুষ উহার উড্ডয়ন প্রত্যক্ষ করিত। এইরূপ অন্যান্য মু‘জিযা আল্লাহ তা‘আলা হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলকে প্রদর্শন করিতেন। তাহারা এতদ্দর্শনে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবার পরিবর্তে তাঁহার নবুয়াত ও অলৌকিক শক্তিতে তাঁহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। তাহারা আল্লাহর নবীকে কোথাও স্থির হইয়া টিকিতে দিল না। তাহাদের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি স্বীয় মাতা হযরত মরিয়ম (আ)-কে সঙ্গে লইয়া এক জনপদ হইতে আরেক জনপদে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইলেন। ইহাতেও পাষণ্ড কাফির বনী ইসরাঈলের মনের তৃপ্তি হইত না। মনের ঝাল মিটাইবার জন্যে তাহারা সিরিয়ার তৎকালীন সম্রাটের দ্বারস্থ হইল। সম্রাট ছিল নক্ষত্রপূজক একজন মুশরিক। তাহার স্বজাতীয়গণ ‘আল-ইউনান’ নামে পরিচিত ছিল। তাহারা সম্রাটকে বলিল, একটা লোক বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকায় মানুষকে বিপথগামী করিতেছে এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে তাহার প্রজাবৃন্দকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। সম্রাট ইহা শুনিয়া রাগান্বিত হইল। সে বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকার প্রতিনিধিকে লিখিত নির্দেশ দিল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিষয়টি যেন সে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। তাহাকে যেন শূলীবিদ্ধ করে ও তাহার মস্তকে যেন কন্টক মুকুট পরাইয়া দেয়। এইভাবে তাহাকে হত্যা করিয়া জনগণকে যেন সে তাহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করে।

রাজ প্রতিনিধির নিকট সম্রাটের নির্দেশ পৌঁছিবার পর সে উহা পালন করিবার নিমিত্ত একদল লোকসহ হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন করিল। তিনি তখন একদল সহচর সহ একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় তাঁহার সহচরের সংখ্যা তখন বার, তের অথবা সতের ছিল। সেদিন ছিল শুক্রবার। সময় অপরাহ্ন আসরের পর। সম্মুখে শনিবারের রাত্রি। তাহারা তখন সেখানে হযরত ঈসা (আ)-কে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, হয় তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিবে, না হয় তাঁহাকে তাহাদের নিকট গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তাই তিনি স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে জান্নাতে আমার

সঙ্গী ও বন্ধু হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক এজন্যে নিজেকে পেশ করিল। হযরত ঈসা (আ) তাহাকে ইহার অনুপযুক্ত মনে করিয়া স্বীয় আহবানের পুনরুক্তি করিলেন। এইরূপে তিনি তিনবার শিষ্যদের প্রতি একই আহবান জানাইলেন। প্রতিবার একই যুবক তাঁহার আহবানে সাড়া দিল। অন্য কাহাকেও উহাতে সাড়া দিতে দেখা গেল না। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই যুবককে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া দিলেন। সে যেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আ) হইয়া গেল। ইত্যবসরে ঘরের ছাদে একটা ছিদ্র দেখা দিল। হযরত ঈসা (আ) তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তদবস্থায় আকাশে উত্তোলিত হইলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ-

হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইবার পর তাঁহার সহচরবৃন্দ ঘর হইতে বাহির হইলেন। অবরোধকারী ইয়াহূদীগণ উপরোক্ত যুবককে দেখিয়া মনে করিল, এইই ঈসা ইব্ন মরিয়ম। তাহারা রাত্রিতে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিল এবং তাহার মস্তকে কন্টক মুকুট পরাইল। ইয়াহূদীগণ সগর্বে লোকদিগকে বলিল, তাহারা পরিশ্রম করিয়া ঈসা ইব্ন মরিয়মকে শূলীবিদ্ধ করিয়াছে। প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে একদল খ্রিস্টান তাহাদের দাবিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। অবশ্য যাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বগমন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদের উক্ত দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইয়াহূদীদের দাবিতে বিশ্বাস স্থাপনকারী অজ্ঞ খ্রিস্টানগণ ইহাও রচনা করিয়া লইল যে, ঈসা ইব্ন মরিয়মের শূলীবিদ্ধ অবস্থায় তাঁহার মাতা বিবি মরিয়ম শূলীর নীচে বসিয়া কাঁদিয়াছিলেন। এমন কি কেহ কেহ এই কথাও বানাইয়াছে যে, শূলীবিদ্ধ অবস্থায় হযরত ঈসা (আ) তাঁহার মাতার সহিত কথাও বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতা।

উপরোক্ত ঘটনা ছিল আল্লাহর তরফ হইতে মানুষের প্রতি আগত পরীক্ষা। উহাতে আল্লাহর সূক্ষ্ম হিকমত ও রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট নিদর্শনাবলী দ্বারা সমর্থিত তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কালামে প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী, বিশ্বজগতের সকল রহস্য সম্বন্ধে অবগত এবং ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবই তাঁহার অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যে ঘটনা অতীতে ঘটে নাই, তাহা ঘটিলে কিরূপে ঘটিত, উহাও সীমাহীন জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে ইয়াহূদীদের আরোপিত মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ -

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই আর শূলীবিদ্ধও করে নাই; বরং তাহারা সমআকৃতিবিশিষ্ট একটা লোককে দেখিয়া তাহাকেই ঈসা মনে করিয়াছিল।'

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ–

অর্থাৎ 'যে সকল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে, ঈসা নিহত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে।'

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا–

অর্থাৎ 'তাহারা সন্দেহমুক্ত হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই; বরং সন্দিগ্ধ মনে তাহাকে হত্যা করিয়াছে।'

بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ–

বরং 'আল্লাহ তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন....।'

وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا–

অর্থাৎ আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী। তাঁহার ইচ্ছার বাস্তবায়ন রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি স্বীয় কার্যসমূহে মহাপ্রজ্ঞা ও হিকমতের অধিকারী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন, হযরত ঈসা (আ) তখন একটি ঘরে তাঁহার বারজন হাওয়ারীর নিকট আগমন করিলেন। তিনি একটি জলাশয় হইতে গোসল করিয়া তাহাদের নিকট গেলেন। তাঁহার মাথা হইতে তখন পানি গড়াইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনিবার পর বারোবার আমার প্রতি কুফরী করিবে। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করত আমার স্থলে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, আখিরাতে সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকিবে। একটা যুবক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দণ্ডায়মান হইল। সে ছিল সকলের মধ্যে নবীনতম। তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পুনরায় একই আহ্বান জানাইলেন। পুনরায় সেই যুবকটিই দণ্ডায়মান হইল। তিনি তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং পুনরায় একই আহ্বান জানাইলেন। পুনরায় সেই যুবকটিই দণ্ডায়মান হইল। তখন হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমিই সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা যুবকটিকে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিলেন এবং হযরত ঈসা (আ)-কে ঘরের একটি ছিদ্র দিয়া আকাশে তুলিয়া লইলেন। এদিকে ইয়াহূদীগণ তাহাকে খুঁজিতে আসিয়া তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত যুবকটিকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং তাহাকে শূলীবিদ্ধ করিল।

হযরত ঈসা (আ)-এর জনৈক সহচর তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার পর বারোবার তাঁহার প্রতি কুফরী করিল। খ্রিস্টান জাতি ঈসা (আ)-এর স্বরূপ সম্বন্ধে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া গেল।

প্রথম সম্প্রদায়ের দাবি, ঈসা স্বয়ং আল্লাহ। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আকাশে উঠিয়া গিয়াছেন। এই সম্প্রদায় 'ইয়াকূবিয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দাবি হইল, ঈসা আল্লাহর পুত্র। তিনি যতদিন চাহিয়াছেন ততদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায় 'নাসতুরিয়া' সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

তৃতীয় সম্প্রদায় বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ যতদিন চাহিয়াছেন, তাঁহার বান্দা ও রাসূল আমাদের মধ্যে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। এই সম্প্রদায় হইতেছে খ্রিস্টান জাতির মধ্যকার 'মুসলিম' সম্প্রদায়।

প্রথমোক্ত দুই অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোক মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বিজয়ী হইয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। এইভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর আগমন পর্যন্ত ইসলাম কোণঠাসা রহিয়া যায়।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত সীমিত। সনদটি সহীহ। ইমাম নাসাঈও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত আবূ মুআবিয়া হইতে আবূ কুরায়বের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্বযুগীয় একাধিক মুফাস্‌সির উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিয়া আমার স্থলে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে আখিরাতে জান্নাতে আমার সঙ্গী ও বন্ধু হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত ঈসা (আ) তাঁহার সতেরজন 'হাওয়ারী' সহচরসহ একটা ঘরে প্রবেশ করিলে ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট পৌঁছিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সকল শিষ্যকে তাঁহার সমআকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিলেন। ইয়াহূদীগণ বলিল, তোমরা আমাদের উপর যাদু চালাইয়াছ। হয় ঈসা আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে, নতুবা তোমাদের সকলকে হত্যা করিব। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সহচরবৃন্দকে বলিলেন, আজ তোমাদের মধ্য হইতে কে জান্নাতের পরিবর্তে নিজেকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ ? জনৈক সহচর বলিল, আমি প্রস্তুত আছি। এই বলিয়া সে ইয়াহূদীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমিই প্রকৃত ঈসা। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পূর্বেই হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল। তাহাকে তাহাদের নিকট হইতে ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল আর তাহারা মনে করিল যে, তাহারা ঈসাকেই হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। খ্রিস্টানগণও তাহাদের ন্যায় মনে করিল। তাহারাও ভাবিল যে, ইয়াহূদীগণ কর্তৃক নিহত ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ)। অথচ সেদিনই আল্লাহ তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া নিয়াছেন। অবশ্য এই রিওয়ায়াত অনুরূপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দুনিয়া ছাড়িয়া যাইবার সময় নিকটে আসিয়া গিয়াছে, তখন তিনি মৃত্যুভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিকট ইহা দুঃসহ বোধ হইল। তিনি স্বীয় সহচর হওয়ারীদিগকে আহারের দাওয়াত দিলেন।

তাহাদিগকে বলিলেন, আজ রাত্রিতে তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। তোমাদের নিকট হইতে আমাকে একটি কাজ লইতে হইবে। তাহারা রাত্রিতে তাঁহার নিকট সমবেত হইলে তিনি নিজে খাদ্য পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে আহার করাইলেন। তাহাদের আহার শেষ হইবার পর তাহাদের হাত নিজ হাতে ধৌত করিয়া এবং নিজ বস্ত্রে মুছিয়া দিলেন। তাহাদের নিকট ইহা অস্বস্তিকর ঠেকিল। তিনি বলিলেন, শোন! আজ রাত্রিতে কেহ আমার কোনো কাজে বাধা প্রদান করিলে তাহার সহিত আমার সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে শিষ্যগণ বাধা প্রদানে বিরত রহিলেন। শিষ্যগণের সেবা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন, আজ রাত্রিতে আমি নিজে তোমাদিগকে খাদ্য পরিবেশন করিয়া এবং তোমাদের হাত ধৌত করিয়া দিয়া তোমাদের যে সেবা করিয়াছি, উহা যেন তোমাদের জন্যে আদর্শ হইয়া বিরাজ করে। তোমরা আমাকে তোমাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকো। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি নিজে তোমাদিগকে সেবা করিয়াছি। তোমাদের কেহ যেন অপরের প্রতি শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ প্রকাশ না করে; বরং একজন অপরজনের সেবায় নিজেকে যেন তদ্রুপ বিলাইয়া দেয় যেমন বিলাইয়া দিয়াছি (আজ) আমি নিজেকে তোমাদের সেবায়। এখন আজ রাত্রিতে তোমাদের নিকট হইতে কি কাজ লইতে চাহিয়াছি তাহা শোন। তোমরা কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করিয়া দেন। শিষ্যগণ কাতর প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হইলে নিদ্রা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহারা প্রার্থনা করিতে পারিল না। হযরত ঈসা (আ) তাহাদিগকে জাগাইবার কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন আর বলিতে লাগিলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা আমার সাহায্যের জন্য একটা রাত্রিও না ঘুমাইয়া পারিতেছ না ? তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম! আমাদের কি হইল বুঝিতে পরিতেছি না। আমাদের রাত্রি জাগরণ করিবার অভ্যাস রহিয়াছে। আমরা অনেকেই রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। আজ যেন কেন জাগিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের মধ্যে ও আপনার জন্য দু'আর মধ্যে অন্তরায় ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা দু'আ করিতে পারিতেছি না। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, রাখাল চলিয়া যাইবে আর ছাগপাল ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। তিনি অনুরূপ আরো কথা বলিলেন। ইহাদ্বারা নিজের প্রস্থানের ইঙ্গিত প্রদান করিতেছিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ শোন, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আজ ভোরে মোরগ ডাকিবার পূর্বে তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তিনবার আমার সহিত নিজের সম্পর্ককে অস্বীকার করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি স্বল্প কয়েকটা দিরহামের বিনিময়ে আমাকে বিক্রয় করিয়া দিয়া আমার বিক্রয় মূল্য ভক্ষণ করিবে। তাঁহার সহচরবৃন্দ তথা হইতে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেল। এদিকে ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে খুঁজিতেছিল। তাহারা শামঊন নামক জনৈক হাওয়ারীকে গ্রেফতার করিয়া বলিল, এই ব্যক্তি তাহার (ঈসার) একজন শিষ্য। সে উহা অস্বীকার করিল। বলিল, আমি তাহার শিষ্য নহি। ইহাতে ইয়াহূদীগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

অন্য একদল তাহাকে ধরিলে সে অনুরূপ অস্বীকার করিল। অতঃপর শামঊন মোরগের ডাক শুনিতে পাইল এবং চিন্তান্বিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রভাতে জনৈক হাওয়ারী ইয়াহূদীদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি মসীহর (ঈসার) সন্ধান দিতে পারিলে তোমরা আমাকে কি পুরস্কার দিবে ? তাহারা তাহাকে ত্রিশটি দিরহাম প্রদান করিল। সে উহা গ্রহণ করত তাহাদিগকে হযরত

ঈসা (আ)-এর সন্ধান জানাইয়া দিল। ইতিপূর্বেই বিষয়টি তাহাদের নিকট ঘোলাটে হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিশ্চয়তামূলক স্বীকৃতি লইল। তাহারা তাঁহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং উপহাসের সহিত তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'তুমি তো মৃত ব্যক্তিগণকে জীবিত করিতে, জিন্ন তাড়াইতে এবং পাগল ব্যক্তিকে সুস্থ করিতে। আজ তুমি নিজেকে কেন এই রজ্জু হইতে মুক্ত করিতে পারিতেছ না? তাহারা তাঁহার প্রতি থুথু ও কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেছিল। এইরূপ করিতে করিতে তাহারা তাঁহাকে নির্দিষ্ট শূলীর নিকট লইয়া আসিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে তুলিয়া লইলেন আর ইয়াহূদীগণ তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যাক্তিটিকে শূলীবিদ্ধ করিল। শূলীবিদ্ধ লোকটি তদবস্থায় সাতদিন সেখানে রহিল। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মরিয়ম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক উম্মাদ রোগ হইতে সুস্থ হওয়া একটি স্ত্রীলোক সেখানে আগমন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহাতে হযরত ঈসা (আ) তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কেন কাঁদিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, তোমারই জন্যে। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। মঙ্গল ভিন্ন অন্য কিছু আমাকে স্পর্শ করে নাই আর যে শূলীবিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিতে পাইতেছেন, সে প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে আমার আকৃতিবিশিষ্ট একটি লোক। আপনারা হাওয়ারীদিগকে আমার সহিত অমুক স্থানে স্যাাক্ষাত করিতে বলিবেন। উক্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এগারজন হাওয়ারী নির্দিষ্ট স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল। হযরত ঈসা (আ)-এর যে সহচরটি তাঁহাকে ইয়াহূদীদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান জানাইয়া দিয়াছিল, তাহাকে তথায় দেখা গেল না। তিনি শিষ্যদের নিকট তাহার সংবাদ জাতে চাহিলে তাহারা বলিল,'সে স্বীয় কৃতকর্মে লজ্জিত হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তিনি বলিলেন, সে তওবা করিলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহার তওবা কবূল করিতেন। অতঃপর ইয়াহিয়া নামক যে যুবক তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, তিনি তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া লইয়া বলিলেন, এই যুবকটিও তোমাদের দলভুক্ত। তোমরা চলিয়া যাও। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় গোত্রের ভাষা সুন্দররূপে শিখিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে এবং (আল্লাহ্‌র দিকে) আহ্বান জানায়।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত অনুরূপ অন্য কোনো রিওয়ায়াত দ্বারা সমর্থিত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

বনী ইসরাঈল গোত্রের যে রাজা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট একটি লোক পাঠাইয়াছিল, তাহার নাম ছিল দাউদ। ইয়াহূদীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবার আয়োজন সম্পন্ন করিয়া ফেলিলে তিনি মৃত্যুভয়ে এতই ভীত ও অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, পৃথিবীতে কোন মানুষ ইতিপূর্বে মৃত্যুভয়ে এত ভীত ও অস্থির হয় নাই। তিনি মৃত্যুকে অপসারণ করিবার বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ কাকুতি মিনতির সহিত দু'আ করিলেন যেমন কোন মানুষ ইতিপূর্বে এই বিষয়ে এইরূপ কাকুতি মিনতির সহিত দু'আ করে নাই। কথিত আছে, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মধ্য হইতে মাত্র একটি প্রাণীর সম্মুখ হইতেও যদি তুমি মৃত্যুর পেয়ালাকে অপসারণ করো, তবে আমার সম্মুখ হইতে উহাকে অপসারণ করিয়া লও।' মৃত্যু ভয়ে তাঁহার শরীর হইতে শোনিত নির্গত হইতে লাগিল।

ইয়াহূদীগণ যে স্থান হইতে তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার আয়োজন করে, সে স্থানে তাহাদের উপস্থিতির প্রাক্কালে তাঁহার সহিত বারজন, মতান্তরে তেরজন হওয়ারী ছিল। তাহাদের নাম ছিলঃ (১) ফারতূস, (২) ইয়াকুবাস, (৩) ইয়াকূবের ভ্রাতা ইয়ালা ওয়ানখাস, (৪) ইনদারাইস, (৫) ফীলিবস, (৬) ইব্‌ন ইয়ালমা, (৭) মিনতা, (৮) তুমাস, (৯) ইয়াকূব ইব্‌ন হুলকায়া, (১০) নাদাওসীস, (১১) কুতাবিয়া, (১২) লিওদাস বাকরিয়া ইউতা (মতান্তরে), (১৩) সারজাস।[১]

কথিত আছে, শেষোক্ত ব্যক্তিকে ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অবশ্য খ্রিস্টানগণ কাহারও হযরত ঈসা (আ)-এর সমআকৃতিবিশিষ্ট হইয়া যাইবার ঘটনা অস্বীকার করে এবং ইয়াহূদীদের ন্যায় বলিয়া থাকে যে, স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা) যে সত্য সংবাদ আল্লাহর নিকট হইতে আনিয়াছেন, তাহা তাহারা অস্বীকার করে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ আমার নিকট জনৈক খ্রিস্টান নও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আল্লাহর তরফ হইতে যখন হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট এই সংবাদ আসিল, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব –তখন তিনি হাওয়ারীদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে কে আমার আকৃতি গ্রহণ করিয়া আমার পরিবর্তে নিহত হইতে প্রস্তুত রহিয়াছ ? যে ব্যক্তি ইহাতে প্রস্তুত থাকিবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হইবে। সারজাস নামক জনৈক হাওয়ারী তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া বলিলেন, হে রূহুল্লাহ! আমি প্রস্তুত রহিয়াছ। হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমার স্থানে উপবেশন করো। সারজাস তাঁহার স্থানে উপবেশন করিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইলেন। ইয়াহূদীগণ সারজাসকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাকেই শূলীবিদ্ধ করিল। হাওয়ারীগণসহ হযরত ঈসা (আ) যখন সংশ্লিষ্ট ঘরে প্রবেশ করেন, তখন ইয়াহূদীগণ তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলে এবং তাহাদিগকে গুনিয়া রাখে। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে ধরিবার জন্যে ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কম দেখিতে পায়। তাহাকে লইয়াই তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে চিনিত না। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা নামক তাঁহার জনৈক শিষ্য ত্রিশটি দিরহামের বিনিময়ে তাহাদিগকে তাঁহার সন্ধান জানায় এবং তাঁহাকে চিনাইয়া দেয়। সে ইয়াহূদীদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল, 'তোমরা ঘরে প্রবেশ করিবার পর আমি ঈসাকে চুম্বন করিব। ইহা দ্বারা তোমরা তাহকে চিনিয়া লইবে। হযরত ঈসা পূর্বেই ঊর্ধ্বলোকে উত্থিত হইয়াছিলেন। লিওদাস রাকরিয়া ইউতা হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত সারজাস কে ঈসা ভাবিয়া চুম্বন করিল। ইয়াহূদীগণ তাহাকেই ধরিয়া লইয়া গিয়া শূলীবিদ্ধ করিল।

উপরোক্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁহার একজন নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সহচর। একদল খ্রিস্টানের বিশ্বাস এই যে, স্বয়ং বিশ্বাসঘাতক লিওদাস রাকরিয়া ইউতাই হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইয়াহূদীগণ তাহাকেই শূলীবিদ্ধ করিয়াছিল। সে বলিতেছিল, আমি তো তোমাদের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নই। আমি তো তোমাদিগকে ঈসার সন্ধান দিয়াছি। এই সব বর্ণনার কোন্‌টি সত্য, তাহা আল্লাহ্‌ই অধিকতম পরিজ্ঞাত।

ইব্‌ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত একটি লোককে শূলীবিদ্ধ করিয়াছিল আর হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠাইয়া লইয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের নিজস্ব অভিমত এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর সকল শিষ্যই তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত ঈসা (আ) দাজ্জাল বধের নিমিত্ত আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন এবং অন্যান্য ধর্মের সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করিবার ফলে পৃথিবীতে ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না, তখন কিতাবধারী প্রত্যেক ব্যক্তিই হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে হযরত ইব্‌ন আব্বাস বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের قبل موته অর্থ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে। আউফী (র)-ও আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর প্রত্যেক কিতাবধারীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আয়াতে শুধু ইয়াহূদীদের ঈমান আনিবার কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী ও তাঁহার সহচরবৃন্দের সকলে ঈমান আনিবে। শেষোক্ত দুইটি রিওয়ায়াত ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর শপথ! হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নিকট এখনো জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর মৃত্যুর পূর্বে সকল আহ্‌লে কিতাব তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........জুয়াইরিয়া ইব্‌ন বাশীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জুয়াইরিয়া ইব্‌ন বাশীর (র) বলেন ঃ একদা আমি জনৈক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, ওহে আবূ সাঈদ (হাসান)! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি তাঁহাকে একস্থানে পাঠাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নেককার ও বদকার সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ একাধিক তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক। আল্লাহ চাহেন তো অকাট্য প্রমাণ দ্বারা শীঘ্রই ইহা প্রমাণ করিব। আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা রাখি।

ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন ঃ অন্য একদল তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য এই যে, মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাহার সম্মুখে হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা উভয়ই পরিষ্কার হইয়া যায়। কোন দীন সত্য এবং কোন দীন মিথ্যা তাহা তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। সে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে, কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা। অতএব প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কিত নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে এবং এতদসম্পর্কিত সত্য তথ্য দেখিতে পাইবে। আয়াতে তাহাই বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক কিতাবধারী স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা বলিয়াছেন ঃ যদি তুমি কোন আহলে কিতাবের (খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী) গলা কাটিয়া ফেল, তথাপি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত তাহার প্রাণ দেহ হইতে বহির্গত হইবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন ইয়াহূদীকে কেহ আকস্মিক আঘাতে হত্যা করিলেও হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল -এই সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তাহার প্রাণ বাহির হয় না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত উবাই-এর মতে قبل موته স্থলে قبل موتهم হইবে (তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে)।

কোন ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনিয়া মরে না –এই বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, যদি কোন ইয়াহূদী ঘরের ছাদ হইতে পড়িয়া মরিয়া যায়, তবে সে কিরূপে মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিবার সময় পায় ? তিনি উত্তর করিলেন, শূন্যে থাকা অবস্থায়ই সে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করে। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, কেহ কোনো ইয়াহূদীর গলা কাটিয়া ফেলিলে সে কিরূপে ঈমান আনিবার সময় পায় ? তিনি বলিলেন, তাহার জিহবা ঈমানের কলেমা উচ্চারণ করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফিয়ান সাওরী (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক ইয়াহূদীই স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনে। এমনকি তরবারি দ্বারা তাহার গর্দান কাটিয়া দেওয়া হইলেও সে মৃত্যুর পূর্বে ঈমানের কলেমা উচ্চারণ করে। তেমনি সে উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া গেলেও পড়ন্ত অবস্থায় সে উহা উচ্চারণ করে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত সীমিত। উপরোক্ত সনদসমূহ সহীহ ও বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, যাহ্হাক এবং জুয়াইরিব (র)-ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র).......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব قبل موته স্থলে قبل موتهم পড়িতেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রায্‌যাক (র)......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব তাহার মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। হযরত হাসান বসরীর উক্ত ব্যাখ্যার দুইরূপ তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথমত, প্রত্যেক আহলে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, অন্য একদল তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন ঃ প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র).......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন ঃ কোনো ইয়াহূদী ও নাসারাই নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান না আনিয়া মরে না।

ইব্‌ন জারীর (র) মন্তব্য করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্য হইতে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই অধিকতম বিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত। উহা এই যে, প্রত্যেক আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত মন্তব্য সঠিক ও সমর্থনযোগ্য। কারণ, আলোচ্য আয়াতের প্রাসঙ্গিকতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইয়াহূদীদের দাবি 'আমরা ঈসাকে হত্যা করিয়াছি' এবং অজ্ঞ ও মূর্খ খ্রিস্টানগণ কর্তৃক উক্ত দাবির প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দাবি ও বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে বা শূলীবিদ্ধ করিতে পারে নাই; বরং তাঁহার আকৃতিপ্রাপ্ত একটা লোককেই হত্যা করিয়াছে। আর হযরত ঈসা (আ)-কে তিনি নিজের কাছে তুলিয়া লইয়াছেন। অতঃপর ইহাই বর্ণনা করা স্বাভাবিক যে, ঈসা (আ) আকাশে জীবিত রহিয়াছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি নাযিল হইয়া গুমরাহী ধ্বংস করিবেন, শূলী ধ্বংস করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া করের ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিবেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণে সম্মত থাকিবেন না। মানুষ হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে, নতুবা হযরত ঈসা (আ)-এর তরবারি তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে। এইরূপে সকল আহলে কিতাবই আকাশ হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার পর তাঁহার ইনতিকালের পূর্বে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। তাহারা তখন বিশ্বাস করিবে যে, হযরত ঈসা (আ) সম্বন্ধে তাহাদের পূর্ব ধারণা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত ও মিথ্যা ছিল। বিপুল সংখ্যক সাহাবী হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও উপরোক্ত বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। আল্লাহ চাহেন তো শীঘ্রই উহা উল্লেখ করিব।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا–

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর আকাশে উত্থিত হইবার পূর্বে এবং পৃথিবীতে তাঁহার পুনরাবির্ভূত হইবার পর আহলে কিতাব তাঁহার প্রতি যে আচরণ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অবশ্য একথা সত্য যে, প্রত্যেক আহ্‌লে কিতাব স্বীয় মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) এবং নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে। কারণ প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাহার অজ্ঞাত বা অবিশ্বাস্য সত্য তাহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। তখন সে উহা না মানিয়া পারে না। কিন্তু মৃত্যুকালীন তাহার এই ঈমান ও বিশ্বাস কোন কাজে আসিবে না। কেননা মৃত্যুর ফেরেশতা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার পরই ইহা ঘটিয়া থাকে। আর মৃত্যুর ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হইবার পর মানুষের ঈমান তাহার কোনো কাজে আসে না– আসিতে পারে না। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَاَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلاَ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُوْلٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا–

অর্থাৎ 'আর তওবার সুযোগ নাই তাহাদের জন্যে যাহারা পাপাচার করিতেই থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে বলে, নিশ্চয়ই আমি এখন তওবা করিলাম। আর তাহাদের জন্যেও তওবার কোনো সুযোগ নাই, যাহারা কাফির অবস্থায় মারা যায়। এই সকল লোকের জন্যে আমি যন্ত্রণাময় শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْاۤ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفُرْنَا بِمَا كُنَّابِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ
يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْخَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ–

'অতঃপর তাহারা যখন আমার পাকড়াও (মৃত্যু উপস্থিতি) দেখে, তখন বলে, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম আর ইতিপূর্বে যাহাকে তাঁহার শরীক বানাইয়াছিলাম, তাহার উপর হইতে বিশ্বাস প্রত্যাহার করিয়া লইলাম। আমার পাকড়াও দেখিবার পর তাহাদের ঈমান আনয়ন তাহাদিগকে কোন ফল প্রদান করে না। ইহাই আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি সতত প্রযোজ্যমান তাঁহার বিধান। কাফিরগণ এই বিধানেই সর্বনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়।'

আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যার শেষোক্ত দুইটি ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে গিয়া ইমাম ইবন জারীর বলিয়াছেন ঃ আহলে কিতাব তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে হযরত ঈসা (আ) অথবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিয়া থাকে– আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা শুদ্ধ হইলে আমাদিগকে একথা মানিয়া লইতে হয় যে, কোন আহলে কিতাবের মৃত্যুর পর তাহার নিকটাত্মীয়গণ তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কারণ আলোচ্য আয়াত অনুসারে মৃত্যুকালে সে মু'মিন হইয়া যায়। পক্ষান্তরে তাহার আত্মীয়গণ থাকে কাফির। আর কাফির ব্যক্তি যে মু'মিনের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না, তাহা স্বীকৃতি বিধান।

শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটির ভ্রান্তি ও অসারতা প্রদর্শন করিতে গিয়া ইতিপূর্বে আমি যে বিধান উল্লেখ করিয়াছি, উহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়া যায় যে, আয়াতের শেষোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য হইলেও উহাদের ভ্রান্তি ও অসারতা প্রমাণের জন্যে ইমাম ইবন জারীর (র) যে যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে কাফির কর্তৃক আনীত ঈমান আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য ও মূল্যহীন । অতএব এইরূপ ব্যক্তির নিকটাত্মীয় কাফিরগণ কিরূপে তাহার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে পারে ? দেখা যাইতেছে, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা যুক্তির ধোপে টিকিতেছে না। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

কোন ইয়াহূদী উপর হইতে পড়িয়া নিহত হইলে অথবা কেহ তাহাকে তরবারির আকস্মিক আঘাতে নিহত করিলে অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী তাহাকে মারিয়া ফেলিলেও মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে নিশ্চয়ই হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ঈমান আনে। সহজেই বোধগম্য যে, উপরোক্ত অবস্থায় তাহার সম্মুখে মৃত্যুর ফেরেশতা উপস্থিত হইবার পরই সে ঈমান আনিয়া থাকে। অধিকতর সহজবোধ্য যে, উপরোক্ত ঈমান মানুষকে কুফর হইতে মুক্তি দিয়া প্রকৃত মু'মিন বানাইতে পারে না।

গভীর দৃষ্টিতে উপরোল্লিখিত যুক্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে যে, মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রত্যেক আহ্লে কিতাব কর্তৃক হযরত ঈসা (আ) ও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর উপর ঈমান আনিবার বিষয়দি সত্য ও বাস্তব হইলেও উহা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হওয়া যরূরী নহে। বস্তুত উহা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নহে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) মরেন নাই; তিনি আকাশে জীবিত আছেন। কিয়ামতের পূর্বে তিনি আকাশ হইতে পৃথিবীতে নাযিল হইবেন। তখন তিনি খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী উভয় জাতির পরস্পর বিরোধী মিথ্যা ও ভ্রান্ত দাবি অপনোদন করিবেন। ইয়াহূদী জাতি হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিয়াছে। তাহারা দাবি করে, 'ঈসার মাতা মরিয়ম ব্যভিচারিণী। ঈসা জারজ সন্তান। সে নবী নহে। সে মিথ্যাবাদী। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছি।' খ্রিস্টান জাতি তাঁহাকে প্রকৃত স্থান হইতে উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়াছে। তাহারা বলে, 'হযরত ঈসা ছিলেন স্বয়ং খোদা বা তাঁহার পুত্র।' হযরত ঈসা (আ) পুনরাবির্ভূত হইয়া উভয় জাতির আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করিয়া দিবেন।

প্রাসংগিক হাদীসসমূহ

ইমাম বুখারী কর্তৃক রচিত ও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক গৃহীত সহীহ সংকলনের আম্বিয়া সম্পর্কিত আলোচনার অধ্যায়ে তিনি 'ঈসা ইবন মরিয়মের অবতরণ' শিরোনামে বর্ণনা করেন ঃ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র).......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ! নিশ্চয়ই অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে মরিয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন। ফলত

তিনি শূলী ভঙ্গ করিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিযির কর রহিত করিয়া দিবেন এবং এইরূপ বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তখন একটা সিজদা মানুষের নিকট দুনিয়া ও উহার যাবতীয় সম্পদ হইতে শ্রেয়তর বিবেচিত হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই প্রসঙ্গে ইচ্ছা করিলে তোমরা নিম্নের আয়াত পাঠ করিতে পার ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا–

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বিভিন্ন সূত্রে ইমাম যুহরী (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই দিন দূরে নহে, যেদিন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম পুত্র অবতীর্ণ হইবেন। তিনি ন্যায় বিচারক হইবেন। তিনি দাজ্জাল নিধন করিবেন, শূকর বধ করিবেন, শূলী ভঙ্গ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন। তখন পৃথিবীতে একমাত্র রাব্বুল আলামীন আল্লাহর সিজদা ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন, ইচ্ছা করিলে তোমরা নিম্নের আয়াত পাঠ করিও ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا–

তিনি তিনবার উপরোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেন। তিনি قبل موته -এর ব্যাখ্যায় বলিতেন ঃ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে।

ইমাম আহ্মদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই মরিয়ম তনয় ঈসা রাওহা নামক স্থানে পদার্পণ করিবেন এবং সেখান হইতে হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয় ব্রত পালন করিবেন।

ইমাম মুসলিম (র)-ও এককভাবে উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর তিনি শূকর বধ করিবেন এবং শূলী নিশ্চিহ্ন করিবেন। তাঁহার আগমনে জামা'আতে নামায আদায় হইবে। তিনি এইরূপ বিপুল পরিমাণে ধন বিতরণ করিবেন যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। তিনি জিযিয়া কর রহিত করিয়া দিবেন। তিনি রাওহা নামক স্থানে পদার্পণ করিবেন এবং সেখান হইতে হজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয় ব্রত পালন করিবেন।

উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হযরত আবূ হুরাইরা (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا–

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এর ছাত্র হানযালা বলেন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক আহলে কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। আমি জানি না, ইহা নবী করীম (সা)-এর বাণী, না স্বয়ং আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা সেই সময়ে কতইনা সৌভাগ্যবান হইবে, যখন মিরিয়ম তনয় অবতীর্ণ হইবেন। আর তোমাদের নেতা তোমাদের মধ্য হইতেই হইবেন। উকাইল এবং ইমাম আওযাঈও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী ইব্ন আবূ যি'ব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নবীগণ একই পিতার ঐরসজাত বিভিন্ন সন্তানের ন্যায়। তাঁহাদের মাতা বিভিন্ন হইলেও দীন এক। আর নবীগণের মধ্য হইতে আমি হযরত ঈসা (আ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। কারণ আমার ও তাঁহার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই। নিশ্চয়ই তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহাকে দেখিয়া তোমরা চিনিয়া লইবে। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ ও কৃশ হইবে। তাঁহার গাত্র গৌরবর্ণ হইবে। তাঁহার পরিধানে দুইখানা গেরুয়া বস্ত্র থাকিবে। তাঁহার মস্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে হইবে, উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। তিনি শূলী ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিয়া দিবেন এবং মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন। তাঁহার যুগে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ভিন্ন অন্য সকল ধর্মসহ দাজ্জালকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এইরূপে পৃথিবীতে বিষধর কালসর্প ও উষ্ট্র এক সঙ্গে, চিতা বাঘ ও গরু এক সঙ্গে এবং নেকড়ে বাঘ ও ছাগল একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করিবে। এমন কি শিশুগণ সর্পের সহিত খেলা করিবে। অথচ সর্প তাহাদের ক্ষতি করিবে না। হযরত ঈসা (আ) চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবার পর ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা ইব্ন মরিয়ম ইসলামের পক্ষে (কাফির)-দের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। ইব্‌ন জারীর ভিন্ন অন্য কোনো মুফাস্‌সির উপরোক্ত হাদীস আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমি নবীগণের মধ্যে হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর অধিকতম নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔরসজাত সন্তানদের ন্যায়। আমার ও তাহার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আগমণ করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে নবীগণের মধ্য হইতে আমিই হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী। নবীগণ একই পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণকারী ভ্রাতৃবৃন্দের সমতুল্য। তাহাদের মাতা বিভিন্ন হইলেও দীন এক।

ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ (পূর্বোক্ত বর্ণনা)

ইমাম মুসলিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামত ঘটিবার পূর্বে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নিশ্চয়ই ঘটিবে। রোমকগণ আম্মাক অথবা দামিক নামক স্থানে সমবেত হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত একটি মুসলিম বাহিনী মদীনা হইতে সেখানে উপস্থিত হইবে। উক্ত বাহিনীর সদস্যগণ তৎকালীন পৃথিবীবাসীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইবে। মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের জন্যে শ্রেণীবদ্ধ হইবার পর রোমকগণ মুসলমানদিগকে বলিবে, আমাদের মধ্য হইতে যাহারা ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমাদিগকে শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ দাও। মুসলমানগণ বলিবে, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমাদের ভাইদিগকে তোমাদের নিকট অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারিব না। অতঃপর মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে। আল্লাহ কখনো তাহাদিগকে কৃপা দৃষ্টিতে দেখিবেন না। তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোক শহীদ হইবে। আল্লাহর নিকট তাহারা শ্রেষ্ঠতম শহীদ। পরিশেষে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশ লোকই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। তাহারা ঈমানের পরীক্ষায় কখনো অকৃতকার্য হইবে না। তাহারা কন্সট্যান্টিনোপল জয় করিবেন। তাহারা জলপাই বৃক্ষে নিজেদের তরবারিসমূহ লটকাইয়া গনীমতের মাল বন্টনে রত থাকিবে। এমন সময়ে শয়তান তাহাদিগকে চীৎকার করিয়া বলিবে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়াছে। শয়তান কর্তৃক প্রচারিত এই সংবাদটা হইবে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মুসলমানগণ সেখান হইতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইবে। সিরিয়ায় পৌঁছিয়া তাহারা দেখিতে পাইবে, সেখানেই দাজ্জাল আবির্ভূত হইয়াছে। তাহারা যুদ্ধের আয়োজনে লিপ্ত হইয়া কাতার বিন্যাস করিতে থাকিবে। এমন সময়ে নামাযের জন্যে ইকামত উচ্চারিত হইবে। অতঃপর হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। তিনি মুসলমানদের ইমাম হইবেন। আল্লাহর শত্রু (দাজ্জাল) তাঁহাকে দেখিয়া এরূপে গলিয়া যাইবার উপক্রম হইবে যেমন লবণ পানির মধ্যে গলিয়া যায়। তিনি তাহাকে কিছু না বলিলেও সে

গলিয়া ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু ঈসা (আ) নিজ হাতে তাহাকে হত্যা করিবেন। তিনি মুসলমানদিগকে স্বীয় অস্ত্রে দাজ্জালের রক্ত প্রদর্শন করাইবেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হইয়াছিল। তাঁহারা কিয়ামত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সকলে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, এই সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে এই সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, কিয়ামতের সঠিক তারিখ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে যে নিশ্চিত বিষয়াবলী জানাইয়াছেন, উহাদের মধ্য হইতে একটি বিষয় এই যে, নিশ্চয়ই দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। তখন আমার নিক্‌ট দুইখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি থাকিবে। আমাকে দেখিয়া সে সীসার ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। প্রকৃতিও দাজ্জাল এবং তাহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিবে। এমনকি প্রস্তর এবং বৃক্ষ বলিবে, ওহে মুসলিম! আমার আড়ালে একটি কাফির আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহাকে হত্যা করো। এইভাবে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর মুসলমানগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই সময়ে ইয়াজূজ মাজূজ আবির্ভূত হইবে। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবে এবং জনপদসমূহে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। তাহারা প্রত্যেকটি আক্রমণকারী শক্তি ও বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে। যে জলাশয়ের নিকট দিয়া তাহারা পথ অতিক্রম করিবে, উহার পানি নিঃশেষে পান করিবে। মুসলমানগণ আসিয়া আমার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবে। আমি আল্লাহর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করিব। আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। তাহাদের পচা লাশের দুর্গন্ধে পৃথিবী দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে। আল্লাহ আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহা তাহাদের লাশসমূহ সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। এই সময়ে কিয়ামত আসন্ন প্রসবা নারীর সমতুল্য হইবে। এইরূপ নারী দিনে বা রাত্রিতে সহসা কখন সন্তান প্রসব করিবে, তাহা তাহার পরিবার-পরিজন জানে না। তদ্রুপ তখন কিয়ামত অত্যাসন্ন হইবে।

ইব্ন মাজাহ উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আওয়াম ইব্ন হাওশাব হইতে প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ নাযরা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে আবূ নাযরা বলেন ঃ একদা আমরা উসমান ইব্ন আবুল আসের নিকট রক্ষিত কুরআন মাজীদের সহিত আমাদের প্রাপ্ত কুরআন মাজীদ মিলাইয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে জুমু'আর দিনে তাহার নিকট গমন করিলাম। জুমু'আর নামাযের সময় হইলে তিনি আমাদিগকে গোসল করিতে বলিলেন। আমরা গোসল করিলাম। অতঃপর আমাদের নিকট সুগন্ধি আনয়ন করা হইল। আমরা উহা ব্যবহার করিয়া মসজিদে গেলাম। তথায় জনৈক ব্যক্তির নিকট বসিলে তিনি আমাদিগকে দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীস শুনাইলেন। অতঃপর হযরত উসমান ইব্ন আবুল আস (রা) মসজিদে আগমন

করিলেন। আমরা উঠিয়া গিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুসলমানদের অধিকারে তিনটি শহর থাকিবে। উহাদের একটি হইল দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থিত। অপরটি হিরাত অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি সিরিয়ায় অবস্থিত। মানুষ তিনবার মহা ভীতবিহ্বল হইয়া পড়িবে। এই সময়ে লোকদের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। সে পূর্বদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে। সে সর্বপ্রথম দুই সাগরের মিলনস্থলে এক শহরে উপস্থিত হইবে। উহার অধিবাসীগণ তখন তিন দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের একদল বলিবে, আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব এবং তাহার বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইব। দেখিব, সে কতটুকু শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। তাহাদের আরেক দল গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইবে এবং অন্যদল নিকটস্থ শহরে চলিয়া যাইবে। দাজ্জালের সহিত সত্তর হাজার সৈন্য থাকিবে। তাহাদের অধিকাংশ হইবে ইয়াহূদী ও নারী। মুসলমানগণ একটা ঘাঁটিতে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাহাদের গৃহপালিত পশু চারণভূমিতে থাকা অবস্থায় মরিয়া যাইবে। ইহা তাহাদের জন্যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও অসহনীয় ঘটনা হইবে। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাহারা নিজেদের ধনুকের চর্ম নির্মিত তার আগুনে সেঁকিয়া খাইবে। তখন বৃক্ষ হইতে জনৈক ঘোষক তিনবার ঘোষণা করিবে, লোক সকল! তোমাদের নিকট (আল্লাহ্‌র) সাহায্য আগমণ করিয়াছে। মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিবে, ইহা নিশ্চয়ই কোন শান্ত ও তৃপ্ত মানুষের কণ্ঠ। ফজরের নামাযের সময়ে হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁহাকে বলিবেন, হে রূহুল্লাহ! নামাযে ইমামতি করুন। তিনি বলিবেন, এই উম্মতের একজন অন্যজনের ইমাম হইবে। অনন্তর মুসলমানদের ইমাম নামাযে ইমামতি করিবেন। নামায সমাপ্তির পর হযরত ঈসা (আ) তরবারি হস্তে দাজ্জালের নিকট গমণ করিবেন। দাজ্জাল তাহাকে দেখিয়া সীসার ন্যায় গলিয়া যাইতে থাকিবে। তিনি তাহার বক্ষে তরবারি বসাইয়া দিবেন। এইভাবে হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালকে নিহত ও তাহার বাহিনীকে পরাজিত করিবেন। সেইদিন কোন বস্তুই তাহাদের কাহাকেও নিজের আড়ালে আশ্রয় দিবে না। এমনকি বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে, 'ওহে মু'মিন! (আমার আড়ালে) এই একটি কাফির রহিয়াছে।' প্রস্তর ডাকিয়া বলিবে, ওহে মু'মিন! এই একজন কাফির।

হাদীসটি উপরোক্ত সনদে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) হইতে তাঁহার 'সুনান' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার অধিকাংশই দাজ্জাল ও দাজ্জাল হইতে সতর্কীকরণ সম্পর্কিত ছিল। তিনি যাহা বলিলেন, উহার কতকাংশ এই ঃ আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির প্রথম হইতে উহার ধ্বংস পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দাজ্জালের ফিতনা ও পরীক্ষা হইতে কঠিনতর ফিতনা ও পরীক্ষা মানুষের নিকট আসিবে না। প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। আমি সর্বশেষ নবী আর তোমরা সর্বশেষ উম্মত। দাজ্জাল নিশ্চিতরূপে তোমাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইবে। আমার জীবদ্দশায়ই যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক হইয়া তাহার মুকাবিলা করিব। আর সে আমার মৃত্যুর পর আবির্ভূত হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের অভিভাবক হইতে হইবে।

আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানকে হিফাযত করুন। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী কোন এক স্থান হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডাইনে-বামে সর্বদিকে ঘুরিতে থাকিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! ওহে লোক সকল! তোমরা সকলে স্বীয় ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিবে। আমি দাজ্জালের এইরূপ কতগুলি চিহ্ন তোমাদের নিকট বর্ণনা করিতেছি যাহা আমার পূর্ববর্তী কোন নবী বর্ণনা করেন নাই। দাজ্জাল প্রথমে বলিবে, আমি নবী। অথচ আমার পর কোনো নবী আসিবে না। সে আর বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। বস্তুত মৃত্যুর পূর্বে তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুকে দেখিতে পাইবে না। তাহার এক চক্ষু অন্ধ হইবে; অথচ তোমাদের মহান প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন। দাজ্জালের ললাটে লিখিত থাকিবে 'কাফির'। শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রতেক মু'মিনই উহা পড়িতে পারিবে। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, তাহার সহিত একটা বেহেশত ও একটা দোযখ থাকিবে। তাহার জাহান্নাম প্রকৃতপক্ষে জান্নাত এবং তাহার জান্নাত প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম হইবে। যাহাকে সে স্বীয় দোযখে নিক্ষেপ করিবে, সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চায় এবং সূরা কাহ্ফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। ইহা করিলে দাজ্জালের দোযখ সে ব্যক্তির নিকট সেভাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিপ্রদ হইয়া যাইবে যেভাবে আগুন হযরত ইবরাহীমি (আ)-এর নিকট ঠাণ্ডা ও শান্তিপ্রদ হইয়া গিয়াছিল। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, কোনো গ্রাম্য লোককে বলিবে, যদি আমি তোমার মৃত মাতা-পিতাকে পুনর্জীবিত করিয়া দেই, তবে কি তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটি বলিবে, হ্যাঁ! আমি এইরূপ সাক্ষ্য দিব। অতঃপর শয়তান উক্ত লোকটির মাতা ও পিতার রূপ ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তাহারা বলিবে, ওহে বৎস! তাঁহাকে মানিয়া লও। তিনি তোমার প্রতিপালক প্রভু। দাজ্জালের একটা ফিতনা এই হইবে যে, সে একটা লোকের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলিবে। অতঃপর লোকদিগকে বলিবে, আমার এই বান্দাটির কার্য ও আচরণ তোমরা দেখ। আমি ইহাকে এখনই পুনর্জীবিত করিব। এতদসত্ত্বেও সে দাবি করিবে যে, আমি ভিন্ন তাহার অন্য কোনো প্রতিপালক প্রভু রহিয়াছে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিবেন। পাপিষ্ঠ দাজ্জাল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, কে তোমার প্রতিপালক প্রভু ? লোকটা বলিবে, আমার প্রতিপালক প্রভু হইতেছেন আল্লাহ্ আর তুমি হইতেছ আল্লাহর শত্রু দাজ্জাল। আল্লাহ্র কসম! আমি আজ তোমাকে যতটুকু চিনিতে পারিয়াছি, ইতিপূর্বে আর কখনো ততটুকু চিনিতে পারি নাই।

আবুল হাসান তানাফিসী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) অতঃপর বলিলেন ঃ উপরোক্ত ব্যক্তি জান্নাতে আমার উম্মতের মধ্যে অধিকতম মর্যাদাবান হইবে। রাবী আবূ সাঈদ (রা) বলেন, আল্লহ্র কসম! হযরত উমর (রা)-কেই আমরা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত অনুরূপ ব্যক্তি মনে করিয়াছি।

সাহাবী হযরত আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অবশিষ্টাংশ হইতেছে এই ঃ নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে এই যে, সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশ মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, আর পৃথিবী তাহার

আদেশে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে এই যে, কোনো গোত্র তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদের সকল গৃহপালিত পশু ধ্বংস হইয়া যাইবে। দাজ্জালের একটি ফিতনা হইবে যে, কোনো গোত্রের লোকেরা তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া গ্রহণ করিলে সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে আর আকাশ তাহার আদেশ মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। সে পৃথিবীকে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিতে আদেশ করিবে, আর পৃথিবী তাহার আদেশে উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলি সেইদিনেই মোটা-তাজা, উঁচু-লম্বা ও বলিষ্ঠ হইয়া যাইবে। উহাদের উদর ও পার্শ্বদ্বয় প্রশস্ত হইয়া যাইবে এবং উহাদের দুগ্ধবতী পশুও দুগ্ধে পরিপুর্ণ হইয়া যাইবে। অথচ ইতিপূর্বে উহারা কখনো এইরূপ ছিল না। দাজ্জালের একটি ফিতনা এই হইবে যে, সে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করিবে এবং পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনা ভিন্ন সমুদয় পৃথিবী সে অধিকার করিয়া লইবে। পবিত্র মক্কা ও পবিত্র মদীনার যে পথ দিয়াই সে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবে, সে পথেই ফেরেশতাগণ সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহাকে প্রতিহত করিবে। অতঃপর সে সাবখা সীমান্তে অবস্থিত 'আয-যরীবুল আহ্‌মার' নামক স্থানে আগমণ করিবে। এই সময়ে পবিত্র মদীনায় তিনটি ভূমিকম্প সংঘটিত হইবে। ইহাতে সকল মুনাফিক নর-নারী উহা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দাজ্জালের সহিত মিলিত হইবে। লৌহকারের হাপর যেরূপ লোহাকে মরিচামুক্ত করিয়া দেয়, সেইরূপ মদীনা তখন অপবিত্র আত্মা হইতে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া ফেলিবে। এই যুগটি 'নাজাতের যুগ' নামে অভিহিত হইবে।

হযরত উম্মে শরীক বিন্‌তে আবুল আকর বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আরবের অধিবাসীগণ তখন কোথায় থাকিবে? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহারা সংখ্যায় স্বল্প হইবে। তাহাদের অধিকাংশ তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করিবে। তাহাদের ইমাম একজন নেককার ব্যক্তি হইবেন। একদা তাহাদের ইমাম ফজরের নামায আদায় করিবার নিমিত্ত সম্মুখে অগ্রসর হইবেন। এমন সময়ে হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। মুসলমানের ইমাম তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাতে চলিয়া আসিবেন। হযরত ঈসা (আ) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া (সস্নেহে) বলিবেন, আপনিই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া নামাযে ইমামতি করুন। কারণ আপনারই ইমামতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে ইকামত বলা হইয়াছে। তাহাদের ইমাম নামাযে ইমামতি করিবেন। নামায শেষ হইবার পর হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, তোমরা দরজা খোল। দরজা খোলা হইবে। দেখা যাইবে, উহার বিপরীতদিকে দাজ্জাল অবস্থান করিতেছে। তাহার সহিত সত্তর হাজার ইয়াহূদী রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট তরবারি ও তাজ রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আ) দাজ্জালের দিকে তাকাইতেই সে গলিয়া যাইতে থাকিবে, যেমন গলিয়া যায় পানির মধ্যে লবণ। সে পালাইতে চেষ্টা করিবে কিন্তু হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিবেন, তোমাকে আমি নিশ্চয়ই একটি আঘাত করিব। উহা হইতে তুমি কিছুতেই রেহাই পাইবে না। তিনি পূর্বদিকে অবস্থিত 'লুদ' প্রান্তে তাহাকে পাকড়াও করিয়া হত্যা করিবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে পরাজিত করিবেন। প্রস্তর, বৃক্ষ, প্রাচীর, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি যে কোন বস্তুর আড়ালেই ইয়াহূদীগণ আশ্রয় লউক, আল্লাহ তা'আলা সেইদিন সেইগুলিকে ভাষা দিবেন। উহারা ডাকিয়া বলিবে, ওহে আল্লাহ্‌র মুসলিম বান্দাগণ! এই

একজন ইয়াহূদী। আইস, উহাকে হত্যা করো। তবে বাবলা বৃক্ষ তাহাদের বৃক্ষ। উহা মুখ খুলিবে না।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থান চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হইবে। বৎসর তখন অর্ধ বৎসর, এমনকি মাসের সমান এবং মাস তখন সপ্তাহের সমান হইবে। তাহার শেষ দিনগুলি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র হইবে। সকালবেলায় কেহ শহরের একপ্রান্ত হইতে রওয়ানা হইলে উহার অন্য প্রান্তে তাহার পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহর নবী! এত ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিরূপে নামায আদায় করিব ? তিনি বলিলেন, এখনকার লম্বাদিনে যেরূপ নামাযের সময় নির্ণয় করিয়া উহা আদায় করিয়া থাকো, তখন সেইরূপে উহা আদায় করিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ন্যায়ানুগ বিচারক ও ন্যায়ানুসারী ইমাম হইবেন। তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া কর রহিত করিবেন। প্রাচুর্যের কারণে সদকা পর্যন্ত অনাদায়ী রহিয়া যাইবে। একটা ছাগল বা উটের জন্যে আজিকার ন্যায় কঠোর পরিশ্রম করা হইবে না। ঈর্ষা ও শত্রুতা মানুষের মধ্যে হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। বিষধর প্রাণীর বিষ উহার কার্যক্ষমতা হারাইয়া ফেলিবে। শিশুগণ সাপের মুখে আংগুল রাখিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের কোনো ক্ষতি করিবে না। বালকগণ সিংহকে তাড়াইয়া বেড়াইবে; কিন্তু উহা তাহাদের কোন ক্ষতি করিবে না। ছাগপালের মধ্যে প্রহরী কুকুরের ন্যায় নেকড়ে বাঘ অবস্থান করিবে। পৃথিবী শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে যেমন পরিপূর্ণ হয় পানিতে পানপাত্র। পৃথিবীতে তখন একটি মাত্র কালেমাই থাকিবে لا اله الا الله محمد رسول الله এবং মানুষ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো কিছুরই ইবাদত করিবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কুরাইশ উহার হৃত রাজ্য কাড়িয়া লইবে। পৃথিবী উহার কারণে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। উহাতে হযরত আদম (আ)-এর যুগের ফসলের ন্যায় ফসল উৎপন্ন হইবে। মাত্র একছড়া আংগুর বা একটি ডালিম মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। একটি বলদ গরুর মূল্য অনেক বেশি আর একটা ঘোড়ার মূল্য মাত্র কয়েকটি দিরহাম হইবে।

জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ কারণে ঘোড়ার মূল্য কমিয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তখন হইতে আর কখনো যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহৃত হইবে না। জনৈক সাহাবী বলিলেন ঃ কোন্ কারণে বলদ গরুর মূল্য বাড়িয়া যাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তখন সমুদয় পৃথিবী চাষাবাদের আওতায় আসিবে।

নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ঃ দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি দুর্ভিক্ষের বৎসর আসিবে। উহাতে মানুষকে দুঃসহ অনাহার ও অনশন ভোগ করিতে হইবে। প্রথম বৎসর আল্লাহর আদেশে আকাশ এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী এক-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। দ্বিতীয় বৎসর আল্লাহ্‌র আদেশে আকাশ দুই-তৃতীয়াংশ বৃষ্টির বর্ষণ এবং পৃথিবী দুই-তৃতীয়াংশ শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ করিয়া দিবে। তৃতীয় বৎসর আল্লাহর আদেশে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিবে। উহা হইতে এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে না। সেই বৎসর আল্লাহ্‌র আদেশে পৃথিবী শস্যাদির উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া

দিবে। উহা হইতে কোনো সবুজ উদ্ভিদই উৎপন্ন হইবে না। ফলে আল্লাহ যে (স্বল্প সংখ্যক) পশুকে (জীবিত রাখিতে) চাহিবেন, তাহা ব্যতীত সকল তৃণভোজী পশুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সময়ে লোকে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ তাহালীল, তাকবীর, তাসবীহ ও তাহমীদ[১] -এর সাহায্যে মানুষ জীবন ধারণ করিব। উহারাই তাহাদের জন্যে খাদ্যের কাজ করিবে।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......আবদুর রহ্মান আল-মুহারিবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুর রহমান আল-মুহারিবী বলেন ঃ মকতবের বালক- বালিকাদিগকে লিখিতরূপে উপরোক্ত হাদীস শিক্ষা প্রদান করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত। অবশ্য উপরোক্ত বক্তব্য উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোনো সনদে বর্ণিত হয় নাই। তবে কোন কোন হাদীস দ্বারা উহার অংশবিশেষ সমর্থিত হইয়াছে। নিম্নে অনুরূপ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হইতেছে ঃ

ইমাম মুসলিম (র) ....হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। নিশ্চয়ই তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এমন কি প্রস্তর তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! এই স্থানে এই একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া উহাকে হত্যা করো।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে নিশ্চয়ই মুসলমানগণ ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহাদিগকে হত্যা করিবে। তাহারা আত্মরক্ষার্থে প্রস্তর ও বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় লইবে। কিন্তু প্রস্তর ও বৃক্ষ ডাকিয়া বলিবে ওহে মুসলিম! ওহে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমার আড়ালে একজন ইয়াহূদী রহিয়াছে। এদিকে আসিয়া ইহাকে হত্যা কর। তবে বাবলা বৃক্ষ উহা মুসলমানদিগকে বলিয়া দিবে না। কারণ উহা ইয়াহূদীদের বৃক্ষ।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্‌ন সামআন আল-কিলাবী (রা) হইতে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত নাওআস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) বলেন ঃ একদা সকালবেলায় নবী করীম (সা) দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি উহার বর্ণনায় স্বীয় কণ্ঠস্বর কখনো নীচু এবং কখনো উঁচু করিলেন। নবী করীম (সা)-এর বর্ণনায় আমাদের মনে হইল, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। বিকালবেলায় আমরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের মুখমণ্ডলে উদ্বেগের ছাপ দেখিয়া বলিলেন, তোমাদের কি হইয়াছে ? আমরা আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সকালবেলায় আপনি দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে আপনার কণ্ঠস্বর কখনো নীচু এবং কখনো উঁচু হইতে শুনিয়াছি। আপনার বর্ণনায় আমাদের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, দাজ্জাল মদীনার খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছে। তিনি বলিলেন, দাজ্জাল অপেক্ষা অধিকতর ভীতিকর বস্তু তোমাদের জন্য আর কি রহিয়াছে ? আমার জীবদ্দশায় দাজ্জাল তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে আমিই তোমাদের পক্ষ হইতে তাহাকে প্রতিহত করিব। আর

---

[১] তাহ্লীল ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله তাক্বীর ঃ الله اكبر তাস্বীহ, سبحان الله এবং তাহ্মীদ ঃ الحمد لله।

আমার অনুপস্থিতিতে সে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলে প্রত্যেকেই যেন নিজের অভিভাবক হইয়া তাহার আক্রমণ প্রতিহত করে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ যেন প্রত্যেক মুসলমানের অভিভাবক তথা রক্ষণাবেক্ষণকারী হইয়া তাহার প্রতি দাজ্জালের আক্রমণকে প্রতিহত করেন। দাজ্জাল হইবে যুবক। তাহার কেশ হ্রস্ব ও কুঞ্চিত হইবে। তাহার চক্ষু স্ফীত হইবে। তাহাকে 'আবদুল উযযা ইব্ন কুতন' সদৃশ বলা যায়। তোমাদের মধ্য হইতে কাহারো জীবদ্দশায় দাজ্জাল আবির্ভূত হইলে সে যেন তাহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে সূরা কাহফের প্রথমদিকের আয়াতসমূহ পাঠ করে। দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আবির্ভূত হইবে। সে ডাইনে ও বামে সর্বদিকে গমনাগমন করিবে। ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ঈমানে দৃঢ় ও অবিচল থাকিও। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কতদিন থাকিবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে। তাহার সময়ের একদিন এক বৎসরের সমান, আরেকদিন এক মাসের সমান, আরেকদিন এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্ট দিনগুলি তোমাদের এই দিনগুলির সমান দীর্ঘ হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! দাজ্জালের সময়ের যে দিনটি এক বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে, সেই দিনটিতে কি একদিনের নামায আমাদের জন্যে যথেষ্ট হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, না; সেইদিনের নামাযের ওয়াক্তসমূহ তোমরা আন্দায করিয়া নির্ধারণ করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে দাজ্জালের গতি কিরূপ হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন, পৃথিবীতে তাহার গতি বাত্যাতাড়িত মেঘের গতির ন্যায় (অত্যন্ত দ্রুত) হইবে। নবী করীম (সা) আরো বলিলেন, দাজ্জাল একদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহ্বান জানাইবে। তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। ইহাতে সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ করিবে। আকাশ তাহার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। আর সে পৃথিবীকে শস্যাদি উৎপন্ন করিতে আদেশ করিবে। পৃথিবী তাহার আদেশে শস্যাদি উৎপন্ন করিবে। তাহাদের গৃহপালিত পশুসমূহ হৃষ্টপুষ্ট, উঁচু ও লম্বা হইবে। তাহাদের দুগ্ধবতী গৃহপালিত পশুসমূহের ওলান দুগ্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। ইতিপূর্বে উহারা কখনো এইরূপ হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী ছিল না। দাজ্জাল আরেকদল লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে আহবান জানাইবে। তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে। সে তাহাদের নিকট হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। অনন্তর তাহাদের উপর দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসিবে। তাহদের ধন-সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা দৈন্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইবে। দাজ্জাল অনুর্বর ও বন্ধ্যা ভূখণ্ডের নিকট গমন করিয়া উহাকে আদেশ করিবে, তোমার গর্ভস্থ খনিজ সম্পদরাজি বাহির করিয়া দাও। তাহার আদেশে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ খনিজ সম্পদরাজি মৌমাছির ন্যায় বাহির হইতে থাকিবে। দাজ্জাল একটা উচ্ছল তরুণকে তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুইটি খণ্ডকে পরস্পর হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের সম দুরত্বে রাখিয়া দিবে। অতঃপর সে তাহাকে ডাক দিবে। অনন্তর যুবকটি জীবিত হইয়া আনন্দপূর্ণ ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের কার্যকলাপ চলিতে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা হযরত মাসীহ ইব্ন মরিয়ম (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দামেশকের পূর্বদিকে অবস্থিত শুভ্রবর্ণ

মিনারের সন্নিকটে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার পরিধানে তখন দুইখণ্ড চাদর থাকিবে। তিনি স্বীয় মস্তক অবনত করিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে। আবার উহা উন্নত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু বহিয়া পড়িবে। তাঁহার নিশ্বাস কোনো কাফিরের গায়ে লাগিলে সে মরিয়া যাইবে। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিবে, ততদূর তাঁহার নিশ্বাস পৌঁছিবে। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 'লুদ' নামক স্থানের উপকণ্ঠে তাহাকে ধরিয়া হত্যা করিবেন। অতঃপর তিনি দাজ্জালের ফিতনা হইতে আল্লাহ কর্তৃক রক্ষিত একদল লোকের নিকট আগমন করিয়া (সস্নেহে) তাহাদের চোখে-মুখে হাত বুলাইবেন এবং জান্নাতে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত উচ্চ মর্তবা ও মর্যাদার সুসংবাদ তাহাদিগকে শুনাইবেন।

এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে জানাইবেন, আমি আমার এইরূপ কতগুলি বান্দাকে আবির্ভূত করিয়াছি –যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আঁটিয়া উঠিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। অতএব তুমি আমার (মু'মিন) বান্দাদিগকে সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করো। আল্লাহ তখন ইয়াজূজ মাজূজকে প্রেরণ করিবেন। আর তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহাদের প্রথম দল তিব্‌রিয়া সাগরের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিবে। তাহারা উহার সমুদয় পানিপান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের শেষ দল উক্ত স্থান দিয়া পথ অতিক্রম করিবার কালে বলিবে, এককালে এইখানে পানি ছিল।

আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় চরম খাদ্যাভাবের মধ্যে দিন কাটাইতে থাকিবেন। আজিকার দিনে একশতটা দীনার তোমাদের নিকট যতটুকু মূল্যবান বিবেচিত হইয়া থাকে, একটা গরুর কল্লা তখন তাহাদের নিকট তদপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ আল্লাহ্‌র নিকট কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করিবেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজের প্রতি মহামারী আকারে গলগণ্ড রোগ প্রেরণ করিবোন। উহাতে তাহারা একসঙ্গে ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের সকলের মৃত্যু যেন মাত্র একটা লোকের মৃত্যু। অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ অবরুদ্ধ স্থান হইতে নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিবেন। তাহারা আসিয়া দেখিবেন ইয়াজূজ মাজূজের লাশে পৃথিবী পরিপূর্ণ এবং উহাদের দুর্গন্ধে পৃথিবীর বাতাস দুর্গন্ধময় হইয়া গিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ কাকুতি মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিবেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজের লাশগুলির নিকট উটের গলার ন্যায় এক প্রকারের পাখি পাঠাইবেন। উহারা তাহাদের লাশগুলিকে উঠাইয়া লইয়া আল্লাহ যেখানে চাহিবেন, সেখানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর আল্লাহ তা'আলা ব্যাপক ও প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া পৃথিবী ধৌত করত উহাকে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীকে আদেশ করিবেন, তোমার বক্ষে অবস্থিত ফল ও শস্যাদি বাহির করিয়া দাও এবং তোমার বৃক্ষের বরকত ফিরাইয়া দাও। এই যুগে একটা ডালিমের মাত্র একাংশ একদল লোককে তৃপ্ত করিবে। মানুষ রৌদ্র হইতে উহার খোসার ছায়ায় আশ্রয় লইয়া ক্লান্তি দূর করিবে। আল্লাহ তা'আলা গৃহপালিত পশুপালের মধ্যে বরকত দান করিবেন। একটামাত্র উষ্ট্রীর দুগ্ধ একদল লোকের তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে। এই অবস্থায় একদা আল্লাহ তা'আলা এক প্রকারের সুখকর বাতাস পাঠাইবেন। উহা প্রত্যেক মু'মিনের বগলের নিম্ন দিয়া বহিয়া যাইবে। উহা দ্বারা আল্লাহ

তাহাদের রূহ উঠাইয়া লইবেন। অতঃপর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম আত্মার মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহারা গর্দভের ন্যায় পরস্পর গুতাগুতিতে লিপ্ত থাকিবে। পৃথিবীতে তাহাদের অবস্থানকালেই কিয়ামত ঘটিবে। ইমাম আহ্মদ এবং সুনান সংকলকগণও উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী আবদুর রহ্মান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। 'সূরা আম্বিয়া'র অন্তর্গত–

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ–

–এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহ্মদের সনদেও উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করিব।

ইমাম মুসলিম (র) ......ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া থাকেন, উহার ভিত্তি কি ? আপনি বর্ণনা করিয়া থাকেন, অমুক অমুক ঘটনা ঘটিবার পর কিয়ামত সংঘটিত হইবে। তিনি বিস্মিত হইয়া اللّٰه। سبحان অথবা لا اللّٰه। الاّ। اله। কিংবা অনুরূপ কোন বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, আমি স্থির করিয়াছি, কখনো কাহারো নিকট হাদীস বর্ণনা করিব না। আমি তো শুধু ইহাই বর্ণনা করিয়াছি, অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়াবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবে। বায়তুল্লাহ শরীফে আগুন লাগানো হইবে আর এই এই ঘটনা ঘটিবে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল আবির্ভূত হইবে। সে চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি 'উরওয়া ইব্ন মাসউদ'-এর সদৃশ হইবেন। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবেন। অতঃপর লোকেরা সাত বৎসর মহাশান্তিতে বাস করিবে। তখন পরস্পর শত্রু দুইটি লোককেও পাওয়া যাইবে না। তৎপর সিরিয়ার দিক হইতে আল্লাহ তা'আলা শীতল বায়ু প্রবাহিত করিবেন। যাহাদের হৃদয়ে সামান্যতম পবিত্রতা বা ঈমান রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই উক্ত বায়ুর প্রভাবে মরিয়া যাইবে। কোন ব্যক্তি পর্বত গুহায় প্রবেশ করিলে সেও উহার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিবে না। অতঃপর পৃথিবীতে নিকৃষ্টতম আত্মার মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহাদের গতি পাখির গতির ন্যায় দ্রুত এবং তাহাদের বুদ্ধি হিংস্র পশুর বুদ্ধির ন্যায় হিংস্র হইবে। তাহাদের হৃদয়ে না ন্যায়ের প্রতি কোনরূপ ভালবাসা আর না অন্যায়ের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বর্তমান থাকিবে।

এক সময়ে শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করত তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা কি আমার কথা শুনিবে ? তাহারা সম্মতিসূচকভাবে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি আমাদিগকে কি কাজ করিতে বলিতেছ ? ইহাতে সে তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা করিতে পরামর্শ দিবে। তাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। এতদবস্থায়ও আল্লাহ্র তরফ হইতে তাহাদের রিযক বন্ধ হইবে না; বরং তাহারা প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করিবে। পৃথিবীতে এই অবস্থা চলিতে থাকাকালে শিঙ্গায় ফুৎকার পড়িবে। শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দ শ্রবণে প্রত্যেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, হায় হায়! কী হইল! শিঙ্গা ফুঁকিবার প্রাক্কালে একটি লোক স্বীয় উটের পানিপান

করিবার হাউয মেরামত করিবার কার্যে রত থাকিবে। সেই সর্বপ্রথম উহার শব্দ শুনিতে পাইবে। শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দে সকল লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা শিশিরের ন্যায় অথবা ছায়ার ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহাতে মানুষের দেহ মাটির মধ্য হইতে গজাইয়া উঠিবে। তৎপর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার পড়িবে। উহার ফলে মানুষ দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইয়া রহিবে। অতঃপর আদেশ হইবে, ওহে লোকসকল ! তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট চলো। অথবা বলা হইবে, তাহাদিগকে থামাও; নিশ্চয়ই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তৎপর আল্লাহর তরফ হতে ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হইবে, দোযখের জন্যে নির্ধারিত অংশ পৃথক করিয়া ফেল। ফেরেশতাগণ আরয করিবেন– কতজনের মধ্য হইতে কতজনকে পৃথক করিব ? আল্লাহর তরফ হইতে আদেশ হইবে, প্রতি এক হাযারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজনকে দোযখের জন্যে পৃথক করিয়া ফেল। সেইদিনের ভয়াবহতা শিশুকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সেইদিন মহা বিপদের দিন।

উপরোল্লিখিত সনদ ব্যতীত অন্য সনদেও ইমাম মুসলিম (র) উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ (র) উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী শুবা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... হযরত মুজাম্মা ইব্‌ন জারিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) 'লুদ'-এর উপকণ্ঠে অথবা 'লুদ'-এর কাছাকাছি দুরাত্মা দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত সনদ ভিন্ন নিম্নের সনদেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ উপরোল্লিখিত রাবী যুহরী হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মরিয়ম পুত্র ঈসা (আ) 'লুদ'-এর উপকণ্ঠে দাজ্জালকে বধ করিবেন।

ইমাম তিরমিযী উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী লায়েস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উপরোক্ত হাদীস হাসান-সহীহ পর্যায়ের। তিনি আরো মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন, নাফি' ইব্‌ন উয়ায়না, আবূ বারযা বা হুযায়ফা ইব্‌ন উসাইদ, আবূ হুরায়রা, কায়সান, উসমান ইব্‌ন আবুল আস, জাবির, আবূ উমামা, ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, সামুরা ইব্‌ন জুনদুব, নাওআস ইব্‌ন সামআন, আমর ইব্‌ন আওফ এবং হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী হইতে এতদ্বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য এই যে, উপরোল্লিখিত সাহাবীগণ হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) কর্তৃক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (আ) কর্তৃক দাজ্জাল বধ সম্পর্কিত নহে; বরং শুধু দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রথমোক্ত শ্রেণীর হাদীসের সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। উহার সংখ্যা অগণিত। উহার বিপুল অংশ সহীহ সংকলন বা মুসনাদ সংকলনে স্থানপ্রাপ্ত অথবা হাসান শ্রেণীভুক্ত কিংবা প্রায় অনুরূপ পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হইতে আমাদের নিকট আগমণ করিলেন।

আমরা তখন কিয়ামতের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, দশটা নিদর্শন দৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না ঃ ১. পশ্চিমদিক হইতে সুর্যোদয় হওয়া; ২. ধোঁয়া দৃষ্ট হওয়া; ৩. 'দাব্বাতুল আরদ'-এর আবির্ভাব; ৪. ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব; ৫. হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)-এর অবতরণ; ৬. দাজ্জালের আবির্ভাব; ৭. ৮. ও ৯. তিনটি ভূমি ধস। একটি পূর্বদিকে; একটি পশ্চিমদিকে এবং একটি আরব উপদ্বীপে সংঘটিত হইবে; ১০. এডেন হইতে একটি অগ্নিপ্রবাহ সৃষ্টি। উহা মানুষকে ধাওয়া করিয়া একস্থানে সমবেত করিবে এবং তাহারা যেখানে রাত্রি যাপন করিবে, উক্ত অগ্নি সেখানে তাহাদের সহিত রাত্রি যাপন করিবে। তাহারা যেখানে দ্বীপ্রহর কাটাইবে, উহা সেখানে তাহাদের সহিত দ্বিপ্রহর কাটাইবে।

ইমাম মুসলিম ও সুনান সংকলকগণ উপরোক্ত হাদীস উপরোল্লিখিত রাবী ফুরাত হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র)......হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ গিফারী (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীস সাহাবীর উক্তি (حديث موقوف) হিসাবেও বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিপুল সংখ্যক সনদে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত হাদীসের সনদের সংখ্যা এত অধিক যে, উহার কারণে হাদীসটি মুতাওয়াতির হাদীসের শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত হাদীসসমূহ হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত ইব্ন মাসঊদ, হযরত উসমান ইব্ন আবুল আস, হযরত আবূ উমামা, হযরত নাওআস ইব্ন সাম্আন, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস, হযরত মুজাম্মা' ইব্ন জারিয়া, হযরত আবূ শুরায়হ এবং হযরত হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ (রা) প্রমুখ সাহাবীর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর অবতীর্ণ হইবার স্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। উহাতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি ফজরের নামাযের ইকামতের সময়ে সিরিয়ার দামেশক শহরের পূর্বাঞ্চলীয় এক মসজিদের মিনারে অবতীর্ণ হইবেন।

সাতশত একচল্লিশ হিজ্রীতে 'জামেউল উমাবী' মসজিদের জন্যে শ্বেত পাথরের একটি মিনার নির্মিত হইয়াছে। উক্ত মিনার অভিশপ্ত খ্রিস্টানগণ কর্তৃক সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত একটি মিনারের পরিবর্তে নির্মিত হইয়াছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস, উক্ত মিনারেই অবতীর্ণ হইয়া হযরত ঈসা (আ) শূকর বধ করিবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন দীন গ্রহণ করিতে মানুষকে সুযোগ দিবেন না। বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত উপরে উল্লেখিত হাদীসে উহাই বিবৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে নবী করীম (সা)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সংবাদ দিতেছেন যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমণের পর তৎসম্বন্ধীয় সকল সংশয়-সন্দেহসহ কাফিরদের ইসলাম বিরোধী সর্বপ্রকারের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে এবং তাহারা কুফর ও শিরক ত্যাগ করিয়া তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিবে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وانه لعلم للساعة -

'আর নিশ্চয়ই সে (ঈসা) কিয়ামতের নিশ্চিত এক বিজ্ঞপ্তি বটে।' কেহ কেহ 'ইলম' শব্দের পরিবর্তে 'আলাম' পড়িয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন। কারণ তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবেন। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহ তা'আলা কোনো রোগই উহার ঔষধ ছাড়া সৃষ্টি করেন নাই। তেমনি তাঁহারই সময়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ মাজূজ সম্প্রদায়কে পাঠাইবেন এবং তাঁহারই দু'আর বরকতে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। ইয়াজূজ মাজূজের আবির্ভাব সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْ جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ- وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ-

'যে পর্যন্ত না ইয়াজূজ মাজূজের পথ উন্মুক্ত হইবে এবং উহারা প্রতিটি উচ্চভূমি হইতে ছড়াইয়া পড়িবে। তখন অমোঘ প্রতিশ্রুতির বিষয়টি (কিয়ামত) আসন্ন হইয়াছে। উহা আসিয়া গেলে অবিশ্বাসীদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। উহারা বলিবে, হায়, দুর্ভাগ্য আমাদের! আমার তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা সীমা লংঘনকারীই ছিলাম।'

হযরত ঈসা (আ)-এর দৈহিক পরিচয়

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ তোমরা তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া লইবে। তাঁহার দেহ নাতিদীর্ঘ, কৃশ এবং গাত্রবর্ণ গৌর হইবে। তাঁহার গায়ে দুইখানা গেরুয়া বস্ত্র থাকিবে। তাঁহার মস্তক বারিসিক্ত না থাকিলেও মনে হইবে, উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে।

হযরত নাওআস ইব্ন সামআন (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ তিনি দুইজন ফেরেশতার ডানায় হাত রাখিয়া দুইপ্রস্ত বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শ্বেত মিনারের উপর অবতীর্ণ হইবেন। তিনি স্বীয় মস্তক উন্নত করিলে উহা হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পতিত হইবে এবং তিনি উহা আনত করিলে উহা হইতে মুক্তার দানার ন্যায় বারিবিন্দু গড়াইয়া পড়িবে। কোন কাফিরের উপর তাঁহার নিশ্বাস পতিত হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। যতদূর তাঁহার দৃষ্টি পৌঁছিবে, ততদূর তাঁহার নিশ্বাস পৌঁছিবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ)-এর দৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং কেশরাজি কুঞ্চিত ছিল। শানুআ গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। হযরত ঈসা (আ)-এর দৈহিক উচ্চতা মাঝারী এবং তাঁহার গায়ের রং লাল। দেখিয়া মনে হয় যেন গোসল করিয়া আসিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাঁহার বংশধরদের মধ্য হইতে আমার অধিকতম মিল রহিয়াছে। (অসমাপ্ত)

ইমাম বুখারী (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মিরাজের রাত্রিতে আমি হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দর্শন করিয়াছি। হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল, তাঁহার কেশ ঢেউ তোলা এবং তাহার বক্ষ প্রশস্ত। হযরত মূসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ গৌর, তাঁহার দেহ হৃষ্টপুষ্ট এবং তাঁহার কেশদাম সরল। যাত গোত্রের লোকদের সহিত তাঁহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে।'

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) জনসমক্ষে দাজ্জালের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা একচক্ষুবিশিষ্ট নহেন। জানিয়া রাখ, অভিশপ্ত দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ হইবে। তাহার চক্ষু উদ্গত আঙ্গুরের ন্যায় হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কাবার নিকট স্বপ্নে আমাকে অত্যন্ত সুশ্রী ও গৌরবর্ণ একটি পুরুষকে দেখাইলেন। তাঁহার বাবড়ী চুল দুই স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার কেশদাম ঢেউ তোলা। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছিল। দুইটি লোকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তিনি পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ (আ)। অতঃপর তাঁহার পশ্চাতে কুঞ্চিত ও খর্ব কেশের অধিকারী একটি লোককে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ ছিল। ইব্ন কুতন-এর সহিত তাহার দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে। সে একটি লোকের স্কন্ধে হাত রাখিয়া পবিত্র কাবা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকটি কে ? লোকেরা বলিল, এই লোকটি অভিশপ্ত দাজ্জাল। নাফে' হইতে উবায়দুল্লাহ্ প্রমুখ রাবীও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)......সালিমের পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালিমের পিতা বলেন ঃ না; আল্লাহর কসম! নবী করীম (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর গাত্রবর্ণ লাল বলেন নাই। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ একদা আমি পবিত্র কাবা তাওআফ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এমন সময়ে দেখিলাম, গৌরবর্ণ সরল কেশবিশিষ্ট একটি লোক দুইটি লোকের উপর ভর করিয়া চলিতেছেন। তাঁহার মস্তক হইতে বিন্দু বিন্দু পানি পড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)। অতঃপর আরেকটি বিপুল বপুর কুঞ্চিত কেশ ও লালবর্ণ ব্যক্তিকে দেখিলাম। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ। তাহার চক্ষু উদ্গত আঙ্গুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি দাজ্জাল। 'ইব্ন কুতন'- এর সহিত তাহার অধিকতম সাদৃশ্য রহিয়াছে।

যুহরী (র) বলিয়াছেন, ইব্ন কুতন খুযা'আ গোত্রীয় একটি লোকের নাম। সে জাহিলী যুগে মারা যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার পর হযরত ঈসা (আ) এখানে চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবেন। অতঃপর তিনি ইন্তিকাল করিবেন এবং মুসলমানগণ তাঁহার নামাযে জানাযা আদায় করিবে।

পক্ষান্তরে হযরত ইব্‌ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে সাত বৎসর অবস্থান করিবেন। পরস্পর বিরোধী উপরোক্ত দুই হাদীসের মধ্যে এইরূপে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে তাঁহার চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই যে, আকাশে উত্তোলিত হইবার পূর্বে ও পরে মোট চল্লিশ বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে সাত বৎসর তাঁহার অবস্থান করিবার তাৎপর্য এই যে, পুনরাগমণের পর সাত বৎসর তিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

সহীহ বর্ণনা অনুযায়ী তেত্রিশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। জান্নাতবাসীদের পরিচয়ে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে ঃ জান্নাত-বাসীগণের রূপ হযরত আদম (আ)-এর রূপের ন্যায় এবং বয়সের দিক দিয়া তাহাদের দৈহিক অবস্থা হযরত ঈসা (আ)-এর তেত্রিশ বৎসর বয়সের দৈহিক অবস্থার ন্যায় হইবে।

ইব্‌ন আসাকির (র) জনৈক বর্ণনাকারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে হযরত ঈসা (আ) আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। ইব্‌ন আসাকিরের উপরোক্ত বর্ণনা অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনার বিরোধী, অসমর্থিত ও অগ্রহণযোগ্য। হাফিয আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তাঁহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর পরিচয়পর্বে জনৈক পূর্বযুগীয় আলিম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আ) নবী করীম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর হুজরা শরীফে তাঁহার পার্শ্বে সমাধিস্থ হইবেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا– অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।'

কাতাদা বলিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে, তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে প্রেরিত রিসালাতের বাণী পৌছাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার আল্লার বান্দা হইবার বিষয়টি তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সূরা মায়িদার শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ– مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ–

অর্থাৎ 'আর যখন আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে প্রশ্ন করিলেন– তুমি কি এই লোকদিগকে বলিয়াছে যে, আমাকে ও আমার মাতাকে প্রভু বানাও আল্লাহকে বাদ দিয়া ? সে বলিল, তুমি তো পবিত্র, মহান। যে কথা বলার অধিকার আমার নাই, তাহা আমি কি করিয়া বলিব ? যদি আমি বলিতাম, তাহা অবশ্যই তুমি জানিতে পাইতে। আমার মনের কথাও তুমি

জান, অথচ আমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সবকিছুই সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত। আমি তো তাহাই বলিয়াছি যাহা আমাকে তুমি আদেশ করিয়াছ। তাহা এই যে, সেই আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। আর আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আমাকে তুমি লোকান্তরিত করিয়াছ, তখন তো তুমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে। আর তুমি তো সকল কিছুরই সাক্ষী রহিয়াছ।'

(١٦٠) فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۙ

(١٦١) وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

(١٦٢) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ اُولٰۤئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا ۧ

১৬০. "ভালো ভালো যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল, তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহাদের সীমা লংঘনের জন্য এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য।"

১৬১. "এবং তাহাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও উহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

১৬২. "কিন্তু তাহাদের মধ্যকার যে সকল স্থিত ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশ্বাসীগণ তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাস করে এবং যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকেই পুরস্কার দিব।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ইয়াহূদীগণ কর্তৃক বিভিন্ন জঘন্য পাপাচার দ্বারা সীমালংঘন করিবার ফলে আমি তাহাদের জন্যে কতিপয় পবিত্র ও হালাল বস্তুকে হারাম করিয়া দিয়াছি।

ইবন আবূ হাতিম (র)......আমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) اُحِلَّتْ لَهُمْ (যাহা তাহাদের জন্যে হালাল করা হইয়াছে) স্থলে كَانَتْ اُحِلَّتْ لَهُمْ (যাহা তাহাদের জন্যে হালাল করা হইয়াছিল) পড়িয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'হারাম করিয়া দিয়াছি' বাক্যের দুইরূপ তাৎপর্য হইতে পারে। প্রথম তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত ছিলেন যে, তাহারা তাহাদের প্রতি

অবতীর্ণ আসমানী কিতাব ও উহার বিধান বিকৃত এবং পরিবর্তিত করিয়া হালাল বস্তুকে নিজেরাই হারাম করিয়া লইবে এবং এইভাবে নিজেরা নিজেদের উপর অবাঞ্ছিত কঠোরতা চাপাইয়া দিবে। দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, তাওরাতের পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের জন্যে যে সকল বস্তু হালাল করিয়াছিলেন, উহাদের কোন-কোনটি তিনি তাহাদের সীমা লংঘনের কারণে তাওরাতে তাহাদের জন্যে হারাম করিয়া দেন। তাহাদের জন্যে প্রায় যাবতীয় খাদ্য হালাল থাকিবার বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে অন্যত্র তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةَ-

'তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে যাবতীয় খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল; তবে যে খাদ্য ইসরাঈল নিজেদের জন্য পরিত্যাজ্য করিয়া লইয়াছিল উহা ব্যতীত।

উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে ইতিপূর্বেও আলোচনা করিয়াছি। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়া আসিয়াছি যে, হযরত ইসরাঈল (ইয়াকূব) (আ) নিজেই উটের গোশত ও উহার দুধ পরিহার করিয়া চলিতেন। তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে উপরোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া যাবতীয় খাদ্যই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিল। তাওরাতে উপরোক্ত খাদ্যসমূহের কোন-কোনটির হারামকরণ সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'ইয়াহূদীদের জন্যে আমি নখযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছি। আর গরু ও ছাগলের চর্বি তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি। তবে পৃষ্ঠে বা অন্ত্রে অবস্থিত অথবা অস্থির সহিত মিলিত চর্বিকে তাহাদের জন্যে হারাম করি নাই। তাহাদের অবাধ্যতার কারণে তাহাদিগকে এই প্রতিফল দিয়াছি। আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।'

অর্থাৎ উপরোক্ত বস্তুসমূহ শুধু এই কারণে তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্য ও বিরুদ্ধাচারী ছিল।

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا.

অর্থাৎ যে সকল পবিত্র বস্তু পূর্বে তাহাদের জন্যে হালাল ছিল, উহাদের কতক তাহাদের জন্যে আমি হারাম করিয়া দিয়াছি। কারণ তাহারা সত্যের অনুসরণ হইতে নিজেরা বিরত থাকিত এবং অপরকে বিরত রাখিত। আর ইহা তাহাদের পুরাতন স্বভাব। তাহাদের এই পুরাতন স্বভাবের দরুনই তাহারা নবীদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, একদল নবীকে হত্যা করিয়াছে এবং হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ-

অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে সুদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা নানারূপ বাহানা, ছল-চাতুরী ও মিথ্যা যুক্তির আশ্রয় লইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহারা অবৈধ ও অন্যায় পন্থায় মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তবে ইয়াহূদীদের মধ্যে হইতে যাহারা আত্মার পবিত্রতার পক্ষে উপকারী গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, সালাত আদায়কারী, যাকাত প্রদানকারী, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী, তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগকে আমি নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার তথা জান্নাত প্রদান করিব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, সালাবা ইব্ন সাঈ, আসাদ ইব্ন সাঈ ও আসাদ ইব্ন উবায়দ (রা) সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইয়াহূদীদের মধ্য হইতে ইঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী করীম (স)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআনের প্রতি ঈমান আনেন।

সকল কিরাআতবিদের নিকট রক্ষিত পান্ডুলিপিতেই লিখিত রহিয়াছে ঃ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-এর নিকট রক্ষিত পান্ডুলিপিতেও এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে ইমাম ইব্ন জারীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিত রহিয়াছে ঃ وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ কিন্তু, প্রথম কিরাআতই শুদ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন, পান্ডুলিপির লেখকের ভুলের দরুন وَالْمُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এর স্থলে وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ লিখিত হইয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর এইরূপ ধারণার প্রতিবাদই উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন।

ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আলোচ্য শব্দের পূর্বে ও পরে সংযোজক অব্যয় দ্বারা যে সকল শব্দকে উহার সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে, উহাদের সহিত কর্তৃকারকের বিভক্তি (رفع) যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইহার সহিত কর্মকারকের বিভক্তি (نصب) যুক্ত হইবার হেতু কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানে কোনো কোনো ব্যাকরণ বিশারদ বলিয়াছেন, প্রশংসাসূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবে আলোচ্য শব্দটি কর্মকারকের বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছে। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুরূপ প্রয়োগ রহিয়াছে ঃ

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهُدُوْا وَالصَّابِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ-

তাহারা বলেন, আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন রহিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশও অনুরূপ প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

لا يبعُدَنّ قومى الذين هُمُو - اسدُ العداةِ وافةُ الجُزُرِ -
النازلين بكل معتَرَكٍ والطَيبُّون معاقدَ الأزُرِ-

অর্থাৎ 'আমার গোত্র ধ্বংস হইতে পারে না। শত্রুর মুকাবিলায় তাহারা সিংহের ন্যায় সাহসী। তাহারা অধিক পরিমাণে মাংসাশী। তাহারা প্রতিটি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে এবং তাহাদের যৌন চরিত্র পবিত্র ও নিষ্কলুষ।'

এখানে اَلنَّازِلِيْنَ। শব্দটি সংযোজক অব্যয় দ্বারা উহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী শব্দসমূহ (الطيبون - افة - اسد)-এর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। উহাদের প্রত্যেকের সহিত কর্তৃকারকেরই বিভক্তি (رفع) যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও اَلنَّازِلِيْنَ। শব্দের সহিত কর্মকারকের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। প্রশংসাসূচক কোন উহ্য ক্রিয়ার কর্মকারক হিসাবেই উহা কর্মকারকে বিভক্তি গ্রহণ করিয়াছে।

অন্যান্য ব্যাকরণ বিশারদ বলেন ঃ আলোচ্য শব্দটি উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী শব্দদ্বয় مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ-এর সহিত সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। আর উহাদের পূর্বে সম্বন্ধ সূচক অব্যয় (حرف العطف) -এর যুক্ত হইবার ফলে যেহেতু উহারা সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি (اعراب الجر) গ্রহণ করিয়াছে, তাই আলোচ্য المقيمين। শব্দটাও সম্বন্ধ কারকের বিভক্তি (اعراب الجر) গ্রহণ করিয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ অনুযায়ী আয়াতাংশের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই ঃ 'গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, যাকাত প্রদানকারী ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগত তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ ও সালাতের অপরিহার্যতার প্রতি বিশ্বাস রাখে।'

অথবা উহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় ঃ 'গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী, মু'মিন, যাকাত প্রদানকারী ও আখিরাতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, তোমার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ ও সালাম আদায়কারী ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস রাখে اَلْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ। শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেছে 'সালাত আদায়কারীগণ'। আয়াতাংশের উপরোল্লিখিত দুই তাৎপর্যের প্রথম তাৎপর্য গ্রহণ করিবার কালে আমাদিগকে উক্ত শব্দদ্বয় হইতে 'সালাত আদায়কারীদের সালাতের অপরিহার্যতা' এই তাৎপর্য গ্রহণ করিতে হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) শেষোক্ত তাৎপর্যকেই (সালাত আদায়কারী ফেরেশতা) সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তবে শব্দদ্বয় হইতে এইরূপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয় না। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আয়াতে উল্লেখিত 'যাকাত' শব্দের অর্থ মালের যাকাত, আত্মার যাকাত এবং মাল ও আত্মা উভয়ের যাকাত—এই ত্রিবিধ হইতে পারে।

اُولٰئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا—

অর্থাৎ 'উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী বান্দাদিগকে আমি নিশ্চয়ই মহা পুরস্কার তথা জান্নাত প্রদান করিব।'

(١٦٣) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ
وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ۚ

(١٦٤) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ
اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ۚ

(١٦٥) رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ ۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ
وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

১৬৩. "তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি–যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; যথা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম।"

১৬৪. "অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছি– যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি এবং অনেক রাসূল-যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই। এবং মূসার সহিত আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।"

১৬৫. "সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি–যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা সাকান ও আদী ইব্ন যায়দ নবী করীম (স)-কে বলিল, ওহে মুহাম্মদ! হযরত মূসা (আ)-এর পর কোন মানুষের প্রতি আল্লাহ কোন বাণী অবতারণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ الى اخر الايات–

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কাব আল-কাযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الى قوله تعالى وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا

–এই আয়াত চতুষ্টয় নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) ইয়াহূদীগণকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং তাহাদের অতীত জঘন্য পাপাচারের কথা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা মূসা, ঈসা এবং অন্য কোন মানুষের উপরই কোন বাণী অবতারণ করেন নাই। নবী করীম (সা) তখন দুই হাতে হাঁটু বাঁধিয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি হাঁটু নামাইয়া বলিলেন, কাহারো উপর কি কোন ওহী নাযিল করেন নাই ? এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ – اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনা অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য। কারণ, সূরা আন'আমের শেষোক্ত আয়াত পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ। পক্ষান্তরে সূরা নিসার প্রথমোক্ত আয়াত পবিত্র মদীনায় অবতীর্ণ।

يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الى اخر الاية–

-এই আয়াত আহলে কিতাব কাফিরদের অযৌক্তিক আবদারের উত্তরে নাযিল হইয়াছে। তাহারা আবদার জানাইয়াছিল– 'নবী করীম (সা) যেন তাহাদের জন্যে আকাশ হইতে একখানা লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করান।' তাহদের উক্ত আবদানের জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ–

অর্থাৎ 'তাহারা মূসার নিকট উহা অপেক্ষা অধিকতর অসম্ভব আবদার জানাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমাদিগকে প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও। অনন্তর তাহাদের সীমা লংঘনের দরুন তাহারা বজ্রাহত হইল।'

অতঃপর, তাহাদের আত্মার বিভিন্ন কলুষতা ও অপবিত্রতা এবং তাহাদের অতীত ও বর্তমান সত্য বিদ্বেষ, মিথ্যাবাদিতা ও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা ইত্যাদি ঘৃণ্যতম দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করিতেছেন যে, অতীতে বহু সংখ্যক নবীর প্রতি আল্লাহ যেরূপ ওহী নাযিল করিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতিও সেইরূপ ওহী নাযিল করিয়াছেন।

হযরত দাঊদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের নাম 'যাবূর'। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত নবীদের প্রত্যেকের পরিচয় আল্লাহ চাহেন তো সূরা আম্বিয়ায় বর্ণনা করা হইবে। আল্লাহরই উপর নির্ভর করি ও ভরসা রাখি।

مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিলের পূর্বে মাক্কী আয়াত বা মাদানী আয়াতে।

কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত নবীদের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ হযরত আদম (আ); হযরত ইদরীস (আ); হযরত নূহ (আ); হযরত হূদ (আ); হযরত সালিহ (আ); হযরত লূত (আ); হযরত ইবরাহীম (আ); হযরত ইসহাক (আ); হযরত ইয়াকূব (আ); হযরত ইউসুফ (আ); হযরত আইয়ূব (আ); হযরত শু'আয়ব (আ); হযরত মূসা (আ); হযরত হারূন (আ); হযরত ইউনুস (আ); হযরত দাঊদ (আ); হযরত সুলায়মান (আ); হযরত ইলিয়াস (আ); হযরত আল-ইয়াসা (আ); হযরত যাকারিয়া (আ); হযরত ইয়াহিয়া (আ); হযরত ঈসা (আ); হযরত যুলকিফ্‌ল (আ) এবং সাইয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহ্‌মদ মুজতাবা (স)।

وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ

অর্থাৎ আরেক দল রাসূলের প্রতি ওহী নাযিল করিয়াছি যাহাদের নাম কুরআন মাজীদে উল্লেখিত হয় নাই।

নবীগণের সংখ্যা নিয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তবে হযরত আবূ যর (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষই এক্ষেত্রে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে তাঁহার রচিত তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীদের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁহাদের মধ্যে কতজন রাসূল ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তেরজনের বিরাট একদল। আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! তাহাদের মধ্যে কে প্রথম ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ (হযরত) আদম (আ)। আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি নবী ও রাসূল উভয়ই ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ; আল্লাহ তাঁহাকে স্বীয় বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর

উহাতে তাঁহার সৃষ্ট বিশেষ রূহ সঞ্চার করিয়াছেন। তৎপর তাঁহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। অতঃপর নবী করীম (স) বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! চারিজন নবী সুরিয়ানী ভাষাভাষী ছিলেন ঃ হযরত আদম (আ), হযরত শীস (আ), হযরত নূহ (আ) এবং হযরত খানূখ অর্থাৎ হযরত ইদরীস (আ)। আর হযরত ইদরীস (আ)-ই সর্ব প্রথমে কলম দ্বারা লিখেন। চারিজন নবী আরবী ভাষাভাষী ছিলেন ঃ হযরত হূদ (আ); হযরত সালিহ (আ); হযরত শু'আয়ব এবং ওহে আবূ যর! তোমার নবী মুহাম্মদ। বনী ইসরাঈল গোত্রের প্রথম নবী হইতেছেন হযরত মূসা (আ) এবং তাহাদের সর্বশেষ নবী হইতেছেন হযরত ঈসা (আ)। আর সর্বপ্রথম নবী হইতেছেন হযরত আদম (আ) এবং সর্বশেষ নবী হইতেছেন তোমার নবী মুহাম্মদ (সা)।

হাফিয আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান আল-বুসতী তাঁহার আল-আনওয়া ওয়াত-তাকাসীম, (প্রকার ও শ্রেণীসমূহ) গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীস উহার পূর্ণ অবয়বে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে 'সহীহ্ হাদীস' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু আবুল ফারায ইবনুল জাওযী তাঁহার মতের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। উক্ত হাদীসকে তিনি তাঁহার আল-মাওযূআত (জাল ও মিথ্যা হাদীসসমূহ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে তিনি উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম ইব্ন হিশামকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার কারণে হাদীস সমীক্ষাশাস্ত্রের একাধিক ইমাম তাহার (ইবরাহীম ইব্ন হিশামের) সত্যবাদিতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

হযরত আবূ যর (রা) ভিন্ন অন্য এক সাহাবী হইতে উপরোক্ত হাদীস ভিন্ন এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর নবী! নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাহাদের মধ্যে তিনশতজনের এক বিরাট দল রাসূল ছিলেন।

উপরোক্ত হাদীসের রাবী মা'আন ইব্ন রিফা'আ আসলামী, আলী ইব্ন ইয়াযীদ এবং কাসিম আবূ আবদির রহমান দুর্বল ছিলেন (হাদীস-সমীক্ষণশাস্ত্রবিদগণের অনুসন্ধানে তাহারা মিথ্যাবাদিতার দোষে অভিযুক্ত হইয়াছেন)। হাফিয আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আট হাজার নবী পাঠাইয়াছেন। চারি হাজার পাঠাইয়াছেন বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট এবং চারি হাজার পাঠাইয়াছেন অবশিষ্ট সকল লোকের নিকট.......।

উপরোক্ত হাদীসের সনদ দুর্বল। উহার অন্যতম রাবী মূসা ইব্ন উবায়দ আর-রাব্যী একজন দুর্বল রাবী। তাহার উস্তাদ ইয়াযীদ আর রাক্কাশী অধিকতর দুর্বল রাবী। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আবূ ইয়ালা (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আট হাজার নবীর আগমণের পর হযরত ঈসা ও আমি আগমণ করিয়াছি।

উপরোক্ত হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে আমার নিকট অন্য এক সনদে পৌছিয়াছে। যেমন ঃ আবূ আবদিল্লাহ যাহাবী (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, নবী

করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আট হাজার নবী প্রেরিত হইবার পর আমি প্রেরিত হইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে চার হাজার নবী বনী ইসরাঈল গোত্র হইতে প্রেরিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত হাদীস অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উল্লেখিত সনদে কোনরূপ দুর্বলতাও নাই। আহ্‌মদ ইব্‌ন তারিক ভিন্ন উহার অন্য সকল রাবীই পরিচিত। আহ্‌মদ ইব্‌ন তারিক সম্বন্ধে ভালোমন্দ কিছুই আমার জানা নাই। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী।

আবূ যর (রা) বর্ণিত নবীদের সংখ্যা সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীসটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-আজিরী (র)......হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, নবী করীম (সা) একাকী বসিয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো আমাকে নামায আদায় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ নামায উত্তম ইবাদত। অতএব উহা বেশি করিয়া হউক অথবা কম করিয়া হউক, আদায় করিবে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম কার্য কোনটি ? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহার প্রতি বিশ্বাস ও তাঁহার পথে জিহাদ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! সর্বোত্তম মু'মিন কে ? তিনি বলিলেন ঃ সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী মু'মিনই সর্বোত্তম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্ রাসূল! কোন্ মুসলমান (আযাব হইতে) অধিকতম নিরাপদ ? তিনি বলিলেন ঃ যাহার জিহ্বা (কথা) ও হাত হইতে মানুষ নিরাপদ ও বিপদমুক্ত থাকে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম হিজরত কোন্‌টি ? তিনি বলিলেন, গুনাহ হইতে হিজরত সর্বোত্তম হিজরত। আমি আরয কলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নামায সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ যে নামাযে দীর্ঘ কিয়াম থাকে, উহা সর্বোত্তম নামায। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ রোযা সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ সঠিকভাবে আদায়কৃত ফরয রোযা সর্বোত্তম। উহাতে আল্লাহর নিকট অনেক অনেক পুরস্কার রহিয়াছে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বোত্তম জিহাদ কোন্‌টি ? তিনি বলিলেন, যে জিহাদে মুজাহিদের অশ্ব আহত হয় এবং তাহার নিজের রক্ত ক্ষরিত হয়, উহাই সর্বোত্তম জিহাদ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া সর্বোত্তম ? তিনি বলিলেন ঃ যে গোলামের মূল্য অধিকতম ও যে গোলাম তাহার মালিকের নিকট অধিকতম প্রিয়, তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া সর্বোত্তম। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোন্ আয়াতটি সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি বলিলেন ঃ আয়াতুল কুরসী। অতঃপর বলিলেন, হে আবূ যর! কুরসীর বিশালতার তুলনায় সপ্ত আকাশের বিশালতা হইতেছে মরুভূমির বিশালতার তুলনায় উহাতে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষুদ্র বলয়ের বিস্ততির সমতুল্য। আর কুরসীর বিশালতার তুলনায় আরশের বিশালতা হইতেছে উক্ত বলয়ের বিস্তৃতির তুলনায় উক্ত মরুভূমির বিশালতা। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীগণের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন, এক লাখ চব্বিশ হাজার। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁহাদের মধ্য হইতে কতজন রাসূল? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তেরজনের বেশ বিরাট একদল। আমি আরয করিলাম, তাহাদের মধ্যে সর্ব প্রথম কে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আদম (আ)। আমি আরয করিলাম, তিনি কি রাসূল ও নবী ছিলেন ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ; তিনি রাসূল ও নবী

ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে স্বীয় বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি আত্মা উহাতে প্রবিষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পূর্ণতা দান করিয়াছেন। অতঃপর বলিলেন, ওহে আবূ যর! চারিজন নবী সুরিয়ানী ভাষাভাষী ছিলেন। হ্যরত আদম (আ), হযরত শীস (আ), হযরত খানুখ অর্থাৎ ইদরীস (আ), তিনিই সর্ব প্রথম কলম দ্বারা লিখেন এবং হযরত নূহ (আ)। পক্ষান্তরে চারিজন নবী আরবী ভাষাভাষী। যথা ঃ হযরত হূদ (আ), হযরত শুআয়ব (আ), হযরত সালিহ (আ) এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সা)। বনী ইসরাঈল গোত্রের প্রথম নবী ছিলেন হযরত মূসা (আ) এবং তাহাদের শেষ নবী ছিলেন হযরত ঈসা (আ)। সর্বপ্রথম রাসূল ছিলেন হযরত আদম (আ)-এর সর্বশেষ রাসূল হইতেছে মুহাম্মদ (সা)। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবের সংখ্যা কত ? তিনি বলিলেন ঃ একশত চারিখানা কিতাব আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন। পঞ্চাশখানা সহীফা হযরত শীস (আ)-এর প্রতি, ত্রিশখানা সহীফা হযরত খানূখ (আ)-এর প্রতি, দশখানা সহীফা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি, দশখানা সহীফা ও স্বতন্ত্র তাওরাত হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি, ইঞ্জীল কিতাব হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি, যাবূর কিতাব হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি এবং আল ফুরকান মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারণ করিয়াছেন। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ সহীফাগুলিতে কি ছিল ? তিনি বলিলেন, "উহাদের মধ্যে ছিল ঃ হে ক্ষমতা প্রদত্ত, পরীক্ষায় নিপতিত, আত্মপ্রতারিত অধিপতি! তুমি পার্থিব সম্পদরাজি একত্রিত করিয়া বেড়াইবে, এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে পাঠাই নাই। আমি তোমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছি যে, তুমি আমার নিকট মযলুমের ফরিয়াদ না আসিবার ব্যবস্থা করিবে। তাহার প্রতি কৃত অবিচারের প্রতিকার করিবে যাহাতে আমার নিকট তাহাকে ফরিয়াদ করিতে না হয়। কারণ কোন কাফির ব্যক্তিও যদি অত্যাচারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার নিকট ফরিয়াদ করে, তথাপি আমি উহা প্রত্যাখ্যান করি না। উক্ত সহীফাসমূহে নিম্নোল্লিখিত উপদেশ বাণীও ছিল ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হইতেছে স্বীয় সময়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া জীবনের করণীয় কার্য সম্পাদন করা। এক ভাগ সময় সে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট নিজের মনের কথা নিবেদন করিবার কার্যে ব্যয় করিবে। এক ভাগ সময়কে সে নিজের কৃতকর্ম পর্যালোচনা করিয়া দেখিবার এবং উহার হিসাব লইবার কার্যে ব্যয় করিবে। এক ভাগ সময় সে আল্লাহর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কার্যে ব্যয় করিবে এবং এক ভাগ সময় সে জীবিকা উপার্জনের কার্যে ব্যয় করিবে। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হইতেছে তিনটি কার্য ভিন্ন অন্য কোন কার্যে নিজেকে নিয়োজিত না করা ঃ ১. আখিরাতের জন্যে পাথেয় সংগ্রহ করা; ২. জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করা এবং ৩. হালাল কার্য বা বস্তু দ্বারা আনন্দ লাভ করা। জ্ঞানী ব্যক্তির আরও কর্তব্য হইতেছে ঃ ১. সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা; ২. কর্তব্য কর্মে নিয়োজিত থাকা এবং ৩. স্বীয় জিহ্বাকে সংযত রাখা। যে ব্যক্তি নিজের কথাকে স্বীয় কার্যের সহিত সামঞ্জস্যশীল করিতে পারে, সে তাহার পক্ষে লাভজনক কথা ব্যতীত অন্যরূপ কথা কমই বলিয়া থাকে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! হযরত মূসা (আ)-এর সহীফাসমূহের মধ্যে কি ছিল ? তিনি বলিলেন ঃ উহাদের সর্বাংশে উপদেশ আর উপদেশ ছিল। উহাদের মধ্যে ছিল ঃ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও মানুষ স্ফূর্তি ও আনন্দে বিভোর থাকে দেখিয়া বিস্মিত হই। মানুষ তাক্দীরে

দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াও বিপদ-আপদে ভাঙ্গিয়া পড়ে দেখিয়া বিস্মিত হই। মানুষ দুনিয়ার অস্থায়িত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াও উহাতেই তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে দেখিয়া বিস্মিত হই। আর মানুষ আখিরাতের হিসাব ও জওয়াবদিহীতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াও নেক আমল করে না দেখিয়া বিস্মিত হই। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে হইতে কোন বাণী কি আপনার প্রতি অবতীর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ; ওহে আবূ যর! এই আয়াতসমূহ তিলাওয়াত কর ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى. وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.
وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى. اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى.

যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে এবং স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নাম লইয়া সালাত আদায় করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছে। কিন্তু তোমরা শ্রেষ্ঠত্ব দাও পার্থিব জীবনকে; অথচ আখিরাত হইতেছে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। নিশ্চয়ই ইহা পূর্ববর্তী ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে উল্লেখিত রহিয়াছে।

আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহকে ভয় করিতে তোমাকে উপদেশ দিতেছি। কারণ উহা তোমার মৌলিক কর্তব্য। আমি আরয করিলাম, আরও উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র স্মরণকে আঁকড়াইয়া থাকিও। কারণ উহা আকাশে তোমার সম্বন্ধে আলোচনার হেতু এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য নূরের ওসীলা হইবে। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ অতিরিক্ত হাস্য কঠোরভাবে পরিহার করিয়া চলিও। কারণ উহা মানুষের অন্তরকে মারিয়া ফেলে এবং চেহারার নূরকে তিরোহিত করিয়া দেয়। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ জিহাদকে আঁকড়াইয়া থাকিও। কারণ উহাই আমার উম্মাতের জন্যে বৈরাগ্য স্বরূপ। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ মুখ বন্ধ রাখিবার ব্রতকে আঁকড়াইয়া ধরিও। তবে ভাল কথায় মুখ খুলিবার বিষয় স্বতন্ত্র। মুখ বন্ধ রাখিবার ব্রত শয়তানকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে এবং দীনি ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন "নিজের নিম্নস্থ লোকের দিকে তাকাইও; উপরস্থ লোকের দিকে তাকাইও না। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হইলে উহা তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরা উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন, অভাবী ও নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে ভালবাসিও এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিও। তোমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহর নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হইতে উহা তোমাকে সাহায্য করিবে। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ তোমার রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন যদি তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তথাপি তুমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিও। আমি আরয করিলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন ঃ নিজের দোষ তালাশ করিয়া বাহির করিও। এইরূপ করিলে অপরের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণ করা হইতে তুমি সহজেই বিরত থাকিতে

পারিবে। তোমার ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দিও না। নিজের যে দোষ সম্বন্ধে তুমি সতর্ক ও সাবধান নহ, অপরের সেই দোষ লইয়া ঘাঁটাঘাটি করা তোমার পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয় কার্য হইবে। অনুরূপভাবে নিজের ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া তোমার পক্ষে অতিশয় ঘৃণ্য আচরণ হইবে।

অতঃপর নবী করীম (স) স্বীয় হস্ত আমার বক্ষে রাখিয়া বলিলেন ঃ ওহে আবূ যর! কার্য সম্পাদনের যথাযথ উপায় গ্রহণ করিবার সমতুল্য কোন বুদ্ধি নাই; অন্যায় হইতে বিরত থাকিবার সমতুল্য কোন পরহেযগারী নাই এবং সচ্চরিত্রতার সমতুল্য কোন সহায়ক ও অবলম্বন নাই।

ইমাম আহ্মদ (র)......আবূ উমামা হইতে আবূ যর (রা)-এর উপরোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমি আমার পিতার কিতাবে তাঁহার নিজ হাতে লিখিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়াতটি পাইয়াছি ঃ আবুল ওয়াদ্দাক আমার (ইমাম আহ্মদের) নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হযরত আবূ সাঈদ (রা) আমার (আবুল ওয়াদ্দাকের) নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি কি খারিজী সম্প্রদায়কে[১] দাজ্জাল মনে করেন ? আমি বলিলাম, না। ইহাতে তিনি (আবূ সাঈদ) বলিলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি এক হাজার বা ততোধিক নবীর মধ্যে শেষতম নবী। প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতটুকু পরিচয় আমাকে জানানো হইয়াছে, ততটুকু পরিচয় ইতিপূর্বে কোন নবীকেই জানানো হয় নাই। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ হইবে। তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর কোনো চক্ষু অন্ধ নহে। তাহার ডান চক্ষু অন্ধ ও উদ্গত হইবে। মানুষের নিকট হইতে তাহার চক্ষুর উক্ত উদ্গত অবস্থা গোপন থাকিবে না। তাহার উদ্গত ডান চক্ষু যেন চুনকাম করা দেওয়ালে নিক্ষিপ্ত শ্লেষ্মা। তাহার বাম চক্ষু যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। সে সকল ভাষায় কথা বলিতে পারিবে। তাহার সহিত জান্নাতের সবুজ চিত্র থাকিবে। উহার মধ্য দিয়া পানি প্রবাহিত হইবে। তাহার সহিত দোযখের কৃষ্ণবর্ণ চিত্র থাকিবে। উহা হইতে ধুম্র নির্গত হইতে থাকিবে।

উপরোক্ত হাদীস আমি নিম্নোক্ত হাদীসের পাশাপাশি অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছি ঃ

আবু ইয়ালা মূসিলী (র)......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি দশ লক্ষ বা ততোধিক নবীর মধ্যে শেষ নবী। প্রত্যেক নবীই তাহার জাতিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। (অতঃপর হাদীসের অবশিষ্টাংশ পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন)।

লক্ষণীয় যে, শেষোক্ত হাদীসে 'এক হাজার নবী' শব্দের স্থলে 'দশ লক্ষ নবী' শব্দ উল্লেখিত হইয়াছে। উহা সম্ভবত রাবীর ভ্রান্তি। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত হাদীসের বক্তব্যের তুলনায় ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথমোক্ত হাদীসের বক্তব্য অধিকতর প্রামাণ্য ও বিশুদ্ধ। উহার রাবীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগও নাই। প্রথমোক্ত হাদীস হযরত জাবির

---

১. খারিজী সম্প্রদায় মুসলমানের একটি চরমপন্থী সম্প্রদায়। হযরত আলী (রা)-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, কবীরা গুনাহের সংঘটক ব্যক্তিকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করা এবং প্রতিটি সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য।

(রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ আবূ বকর আল-বাযযার (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নিশ্চয়ই আমি এক হাজার বা ততোধিক নবীর মধ্যে সর্বশেষ নবী। প্রত্যেক নবীই তাহার জাতিকে দাজ্জালের বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তাহার যতটুকু পরিচয় আমাকে জানানো হইয়াছে, ততটুকু পরিচয় ইতিপূর্বে কোনো নবীকে জানানো হয় নাই। সে এক চক্ষুবিশিষ্ট হইবে। অথচ তোমাদের প্রতিপালক প্রভু এক চক্ষুবিশিষ্ট নহেন।'

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হযরত মূসা (আ)-এর জন্যে মহান মর্যাদার বিষয়। উক্ত মর্যাদার কারণেই তিনি 'কালীমুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবদুল জাব্বার ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের নিকট আসিয়া বলিল, আমি একটি লোককে 'কাল্লামাল্লাহু' স্থলে 'কাল্লামাল্লাহা' পড়িতে শুনিয়াছি, যাহার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর সহিত মূসা বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ বলিলেন, যে ব্যক্তি এরূপ পড়িয়াছে, সে কাফির ভিন্ন অন্য কিছু নহে। কারণ নবী করীম (সা) হইতে ধারাবারাহিকভাবে হযরত আলী (রা), আবূ আবদির রহ্মান আস্-সুলামী, ইয়াহিয়া ইব্ন ওয়াসসাব, আ'মাশ ও আমি (আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ) এইরূপ শিখিয়াছি ঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا–

'আল্লাহ তা'আলা মূসার সহিত বিশেষভাবে কথা বলিয়াছেন।'

যে ব্যক্তি আলোচ্য আয়াতাংশকে পূর্বোল্লেখিত উচ্চারণে পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি আবূ বকর ইব্ন আইয়াশের অতিশয় উষ্মা প্রকাশ করিবার কারণ এই যে, সে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের শব্দ ও অর্থ উভয়ই বিকৃত করিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যক্তি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছিল। মু'তাযিলা সম্প্রদায়, হযরত মূসা (আ) বা অন্য কোনো সৃষ্টির সহিত আল্লাহ তা'আলার বাক্যালাপ করা অসম্ভব মনে করে। ইতিপূর্বে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, একদা সে জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ সাধকের সম্মুখে এইরূপ পড়িল ঃ

وَكَلَّمَ اللّٰهَ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا–

ইহাতে উক্ত সাধক তাহাকে বলিলেন, ওহে অমুক! নিম্নের আয়াতকে তুমি কি করিবে ?

وَلَمَّا جَاءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ–

(আর যখন মূসা আমা কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে আগমণ করিল এবং তাহার প্রতিপালক প্রভু তাহার সহিত বাক্যালাপ করিলেন) এখানে তো কোনরূপ অর্থ বিকৃতি সম্ভবপর নহে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করিতেছিলেন, তখন তিনি অন্ধকার রাত্রিতে পরিচ্ছন্ন প্রস্তরের উপর দিয়া কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকার গমন করিবার দৃশ্যও দেখিতেছিলেন।

এই হাদীস উপরোল্লিখিত সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। উপরোল্লিখিত সনদও বিশুদ্ধ নহে। তবে উক্ত রিওয়ায়াত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিজস্ব উক্তি বলিয়া প্রমাণিত হইলে উহাকে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত বলা যাইবে।

হাকিম (র)......হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে তাঁহার 'মুসতাদরাক' সংকলনে এবং ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, তখন তাঁহার পরিধানে একটি পশমী জুব্বা, একটি চাদর, একটি পশমী পায়জামা এবং গাধার কাঁচা চামড়ায় নির্মিত একজোড়া জুতা ছিল।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত তিনদিন ধরিয়া বাক্যালাপ করিয়াছেন এবং উহাতে মোট একলক্ষ চল্লিশ হাজার কালাম বলিয়াছেন। উহার সর্বাংশই উপদেশ ছিল। অতঃপর কোন মানুষের কালাম হযরত মূসা (আ)-এর কানে আসিলে তিনি তাহার উপর রাগান্বিত হইতেন। কারণ ইতিপূর্বে তাঁহার কানে মহান প্রতিপালক প্রভুর কালাম প্রবেশ করিয়াছিল।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বল। কারণ, উহার অন্যতম রাবী জুয়াইরিব অধিকতর দুর্বল। এতদ্ব্যতীত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সহিত যাহ্‌হাকের সাক্ষাত লাভ ঘটে নাই।

ইব্‌ন মারদুবিয়া ও আবূ হাতিম (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যেদিন তূর পর্বতে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বাক্যালাপ করেন, সেদিনের বাক্যালাপ, যেদিন তাহাকে ডাকিয়া বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেদিনের বাক্যালাপ হইতে স্বতন্ত্র ছিল। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার সমীপে নিবেদন করিলেন, এইরূপ দুর্বহই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ হে মূসা! আমি তো তোমার সহিত মাত্র দশ হাজার জিহ্বার শক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছি। অবশিষ্ট সমুদয় জিহ্বার ক্ষমতা আমার অধিকারে রহিয়াছে। আমার বাক্যালাপের গুরুভার আরও বহুগুণ বেশি। বাক্যালাপ শেষে বনী ইসরাঈলের নিকট মূসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার বলিল, আমাদিগকে আল্লাহর বাক্যালাপের পরিচয় দিন। তিনি বলিলেন, 'উহা আমার সামর্থ্যের অতীত। তাহারা বলিল, উপমা দিয়া আমাদিগকে বুঝান। তিনি বলিলেন, তোমরা কখনো বজ্রপাতের শব্দ শোন নাই ? উহা তদনুরূপ। তবে হুবহু বজ্রপাত নহে।

উক্ত রিওয়ায়াতের সনদও দুর্বল। কারণ উহার অন্যতম রাবী ফযল ইব্‌ন ঈসা আর-রাক্কাশী অত্যন্ত দুর্বল।

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত কা'ব (রা) বলেন ঃ মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলার বাক্যালাপ করিবার পূর্বে তিনি যত

বাকশক্তি দ্বারা বাক্যালাপ করিয়াছেন, উহার সমুদয় দ্বারা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করেন। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! এইরূপই কি তোমার বাক্যালাপ ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, না। যদি আমি সর্বশক্তি প্রয়োগে তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতাম, তবে তুমি উহা সহিতে পারিতে না। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেন, পরওয়ারদিগার! তোমার কোন সৃষ্টির সহিত কি তোমার বাক্যালাপের তুলনা চলে ? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, না। তবে প্রচন্ড বজ্রধ্বনির সহিত আমার বাক্যালাপের অধিকতম মিল রহিয়াছে।

উপরোক্ত রিওয়ায়াত হযরত কা'ব আহবারের নিজস্ব উক্তি। উল্লেখ্য যে, তিনি বনী ইসরাঈল গোত্রের ঘটনাবলী সম্বলিত পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী হইতে ঘটনা বর্ণনা করিতেন। উহার মধ্যে সত্য-মিথ্যা সকল শ্রেণীর ঘটনাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ–

অর্থাৎ তাঁহারা আল্লাহর অনুগত ও বাধ্য বান্দাদিগকে মহাপুরস্কার জান্নাতের সুসংবাদ দান করিতেন এবং তাঁহার নাফরমান ও অবাধ্য বান্দাদিগকে মহাশাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিতেন।

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا–

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ ও সতর্কীকরণ বাণীসহ রাসূলদিগকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, কিয়ামতের দিনে যেন কাহারো জন্যে ওযর ও বাহানা উপস্থিত করিবার সুযোগ না থাকে। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى.

'যদি আমি তাহাদিগকে ইতিপূর্বেই আযাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তবে নিশ্চয়ই তাহারা বলিত, ওহে প্রভু! তুমি কেন আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইলেন না ? তুমি উহা করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বেই তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করিতাম।'

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ لاَاَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ .

'যদি আমি তাহাদের নিকট রাসূল না পাঠাইতাম তবে তাহাদেরই কৃতকর্মের দরুন তাহাদের উপর কেন বিপদ পতিত হইলে তাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! তুমি কেন আমদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইলে না ? তুমি উহা করিলে আমরা তোমার আয়াতসমূহ অনুসরণ করিতাম এবং মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিম শরীফেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাআলার ঘৃণাশক্তিও সর্বাধিক। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকারের অন্যায়কে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বাধিক প্রশংসাপ্রিয়। তাই তিনি

নিজেই নিজের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ স্বীয় কার্যে সর্বাধিক যুক্তিধর্মী ও ন্যায়ানুগ। তাই তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনায় 'তিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবীদিগকে পাঠাইয়াছেন' এরস্থলে 'তিনি স্বীয় রাসূলগণ ও কিতাবসমূহ পাঠাইয়াছেন' এই বাক্য বর্ণিত রহিয়াছে।

(١٦٦) لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۝

(١٦٧) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ۝

(١٦٨) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ۙ ﴿١٦٨﴾

(١٦٩) اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝

(١٧٠) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝

১৬৬. "কিন্তু তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, আল্লাহই সাক্ষ্য দিতেছেন, তিনি উহা তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞাসহ নাযিল করিয়াছেন এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য দিতেছেন। আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।"

১৬৭. "যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়, তাহারা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়াছে।"

১৬৮. "যাহারা কুফরী করিয়াছে ও সীমা লংঘন করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। এবং তাহাদিগকে কোন পথও দেখাইবেন না।"

১৬৯. "জাহান্নামের পথ ব্যতীত। সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে এবং ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"

১৭০. "হে মানব! রাসূল তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য আনিয়াছে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন; ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে এবং তোমরা অস্বীকার করিলেও আসমান-যমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র; আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সাইয়িদুল মুরসালীন (সা)-এর নবী হইবার বিষয় এবং তাঁহার নবুওয়াতে অবিশ্বাসী মুশরিক ও আহলে কিতাবের বিশ্বাসের ভ্রান্তি বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি উহার পক্ষে প্রমাণ পেশ করিতেছেন।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ–

অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে ও তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করিলেও আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তুমি তাঁহার রাসূল এবং তিনি তোমার প্রতি তাঁহার কিতাব আল-কুরআন

নাযিল করিয়াছেন। উহাতে সম্মুখ বা পশ্চাৎ কোন দিক দিয়াই বাতিল ও অসত্য প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ উহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ।

اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ –

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যে ইলম ও জ্ঞান দ্বারা মানুষকে সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তৎসহ উহাকে তিনি নাযিল করিয়াছেন। নিজের যে ইলম ও জ্ঞানকে তিনি আল-কুরআনে নাযিল করিয়াছেন উহা হইতেছে হিদায়াত, সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক, যুক্তি-প্রমাণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান। তিনি তাঁহার সন্তোষ ও অসন্তোষের বিষয়ের পরিচয়, অতীত ও ভবিষ্যতের অদৃশ্য বিষয়াবলীর জ্ঞান এবং স্বীয় পবিত্র গুণাবলীর পরিচয় সহ তাঁহার কিতাব নাযিল করিয়াছেন। অদৃশ্য বিষয়াবলীর যতটুকু জ্ঞান মানুষ ও ফেরেশতাকে তিনি দান করেন, তাহারা শুধু ততটুকুই লাভ করিতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ–

'আর তিনি স্বীয় জ্ঞানের যতটুকু তাহাদিগকে জানাইতে চাহেন, তাহারা উহার অতিরিক্ত বিন্দুমাত্র জ্ঞানও অধিকারে আনিতে পারে না।'

অনুরূপভাবে স্বীয় গুণাবলী সম্বন্ধীয় যতটুকু জ্ঞান তিনি তাহাদিগকে দান করেন, তাহারা শুধু ততটুকু লাভ করিতে পারে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا

'তাহাদের জ্ঞান তাঁহাকে আদৌ আয়ত্ত করিতে পারে না।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আতা ইবন সায়িব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী আমাকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, কেহ তাঁহাকে কুরআন মাজীদ শুনাইলে তিনি বলিতেন, তুমি আল্লাহর জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছ। আজ কেহ তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহে। তবে আমল ও কর্ম দ্বারাই কেহ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিতে পারে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন ঃ

اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا–

অর্থাৎ 'তিনি নিজ জ্ঞানসমৃদ্ধ করিয়া উহা নাযিল করিয়াছেন এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিতেছে। আর আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই তো যথেষ্ট।'

وَالْمَلٰئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ.

অর্থাৎ 'যে কিতাব তোমার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে আল্লাহর সহিত ফেরেশতাগণ সাক্ষ্য প্রদান করে।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা একদল ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তোমরা অবশ্যই জানো, আমি আল্লাহর রাসূল। তাহারা বলিল, 'আমরা ইহা জানি না। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا–

১৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা নিজেরা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে অপরকে প্ররোচিত করিয়াছে, তাহারা হিদায়াত হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

১৬৮-১৬৯ নং আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা নিজেরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, তাঁহার কিতাব ও রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং অপরকে উপরোক্ত বিষয়াবলী প্রত্যাখ্যান করিতে প্ররোচনা দিয়াছে, আর এইভাবে আল্লাহর অবাধ্য হইয়া সীমা লংঘন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে না কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন, আর না জাহান্নামের পথ ব্যতীত কল্যাণের কোন পথ দেখাইবেন। তাহারা জাহান্নামে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করিবে।

দ্বিতীয় আয়াতের اِلاَّ طَرِيْقَ جَهَنَّمَ (জাহান্নামের পথ ব্যতীত) অংশটি استثناءٔ منقطع। অর্থাৎ জাহান্নামের পথ।

পূর্ব আয়াতে উল্লেখিত কল্যাণের পথসমূহের মধ্য হইতে কোনো পথ নহে; বরং উহা অকল্যাণ ও অমঙ্গলের পথ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তিনি সত্যদ্বেষী কাফিরদিগকে কোনক্রমে কল্যাণের পথ দেখাইবেন না। দ্বিতীয় আয়াতে বলিতেছেন, তবে তিনি জাহান্নামের ভয়াবহ অকল্যাণের পথ তাহাদিগকে দেখাইবেন।

১৭০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের নিকট রাসূল মুহাম্মদ (সা) তোমাদের প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হইতে হিদায়াত, সত্য দীন ও আত্মার জন্য তৃপ্তিদায়ক বর্ণনাসহ আগমণ করিয়াছেন। তোমরা তাহার আনীত দীনকে গ্রহণ কর এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়া চল। উহা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হইবে। স্মরণ রাখিও, তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফর করিলে তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মালিকানা তাঁহারই। তিনি তোমাদের অথবা তোমাদের ঈমানের মুখাপেক্ষী নহেন। আর তোমাদের মধ্য হইতে কে হিদায়াত পাইবার যোগ্য তাহা তিনি ভালরূপে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে হিদায়াত প্রদান করেন। অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হইতে কে গুমরাহীর যোগ্য, তাহা তিনি বেশ ভালভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী তাহাকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করেন। তিনি তাঁহার সমুদয় কথা, কার্য বিধান ও ব্যবস্থায় অশেষ প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহর প্রতি মানুষের কুফরী করায় যে তাঁহার নিজের কোনো ক্ষতি নাই, একথা ঘোষণা প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ) অনুরূপভাবে বলিয়াছেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

'যদি পৃথিবীর অন্যান্য সকল অধিবাসী ও তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কুফরী কর, (তথাপি তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না), আল্লাহ স্বয়ম্ভর ও সর্ব প্রশংসিত।'

(١٧١) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ
عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ز فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ
وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ؕ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ؕ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ م
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۟

১৭১. "হে আহলে কিতাব! তোমাদের দীনের ক্ষেত্রে তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না। আর হক কথা ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কিছু বলিও না। নিঃসন্দেহে মসীহ ঈসা ইব্ন মরিয়ম আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার মূর্ত কালেমা। উহা মরিয়মের নিকট প্রেরিত হইয়াছে ও উহাতে প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াছে। তাই তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং বলিও না তিনজন। নিবৃত্ত হও, তোমাদের জন্য মঙ্গল। নিঃসন্দেহে প্রভু একজন। তাঁহার সন্তান হইবে, তিনি ইহা করিতে পবিত্র। আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সকলই আল্লাহর এবং কর্ম সম্পাদনে আল্লাহই যথেষ্ট।"

তাফসীর ঃ ১৭১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিতাবধারী সম্প্রদায়কে দীনী ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করিতেছেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত বাড়াবাড়ি অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে নবীর আসন হইতে তুলিয়া খোদার আসনে বসাইয়াছে। তাহারা খোদাকে যেরূপে ইবাদত করে, হযরত ঈসা (আ)-কে সেইরূপে ইবাদত করে। এমনকি তাহারা নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতের ব্যাপারেও বাড়াবাড়ি করিয়াছে। তাহারা তাহাদিগকে নিষ্পাপ মনে করিয়া তাহাদের ন্যায়-অন্যায়, হক-না হক, সত্য-মিথ্যা প্রতিটি কথা ও কাজকে ন্যায় ও সত্য বলিয়া অনুসরণ করিয়া চলে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের পণ্ডিত-পুরোহিত, সাধু-সন্যাসী এবং মরিয়ম তনয় ঈসাকে রব (প্রতিপালক প্রভু) বানাইয়া লইয়াছে।'

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমাকে আমার প্রকৃত আসন হইতে তদ্রুপ উচ্চতর আসনে বসাইও না, যেরূপে খ্রিস্টানগণ হযরত ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আসন হইতে উচ্চতর আসনে বসাইয়াছে। আমি তো একজন বান্দা। অতএব তোমরা বলিও, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

যুহরী হইতে ইমাম আহমদ ও আলী ইব্ন মাদীনীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন মাদীনী উহাকে বিশুদ্ধ হাদীসরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। যুহরী হইতে ইমাম বুখারীও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই বলিয়া সম্বোধন করিল, হে মুহাম্মদ! হে আমাদের নেতার পুত্র নেতা! হে আমাদের শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির পুত্র শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি! ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ ওহে লোক সকল! নিজেদের কথাবার্তায় সতর্ক থাকিও। শয়তান যেন তোমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে না পারে। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ইহা আমার নিকট বাঞ্ছিত নহে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদা ও আসন প্রদান করিয়াছেন, তোমরা আমাকে তদপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা ও আসন প্রদান করিবে।

উপরোক্ত হাদীস একমাত্র ইমাম আহমদই উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ–

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিও না এবং তাঁহার জন্যে সহধর্মিণী বা পুত্র গড়িয়া লইও না। আল্লাহ এইরূপ ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি মহান। তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ বা রব নাই।

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ–

অর্থাৎ 'মরিয়াম তনয় ঈসা মাসীহ আল্লাহ তা'আলার একজন বান্দা ও রাসূল বৈ কিছু নহেন। তিনি তাঁহার একটি সৃষ্টিমাত্র। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হইতে বলিয়াছেন আর তিনি হইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট প্রেরিত স্বীয় বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর-নির্দেশে হযরত মরিয়ম (আ)-এর মধ্যে আল্লাহর সৃষ্ট রূহকে ফুৎকারে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কালেমা অর্থাৎ আদেশমূলক বাক্য 'হও' দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছেন। তাই তিনি 'কালিমাতুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট রূহ বলিয়াই 'রূহুল্লাহ' নামে আখ্যায়িত হইয়াছেন।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامُ

'মরিয়াম তনয় মাসীহ তো রাসূল বৈ কিছু নহে। তাহার পূর্বে বহু রাসূল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। আর তাহার মাতা ছিল মহান সত্যাশ্রয়িণী। তাহারা উভয়ে খাদ্য গ্রহণ করিত।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ 'ঈসার অবস্থা তো আদমের অবস্থার সমতুল্য। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, 'হও' আর তৎক্ষণাৎ হইয়া গেল।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ.

‘আর সেই নারীটি, যে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রাখিয়াছিল, আমি তাহার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) রূহ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। আর আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সকল লোকের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছি।’

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ.

‘আর আল্লাহ ইমরান কন্যা মরিয়মকে নিদর্শন হিসাবে উপস্থিত করিতেছেন। সে স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে পবিত্র রাখিয়াছিল। তাই আমি তাহার (মরিয়মের) মধ্যে আমার (সৃষ্ট) একটি (বিশেষ) রূহকে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। আর সে (মরিয়ম) স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর বাণীসমূহকে সত্য জানিয়া সাগ্রহে সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল এবং সে অনুগত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।’

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ '

অর্থাৎ ‘সে (ঈসা) তো শুধু এইরূপ এক দাস ছিল যাহার প্রতি আমি বিশেষ কল্যাণ ও নি‘আমত নাযিল করিয়াছিলাম এবং যাহাকে বনী ইসরাঈল গোত্রের জন্যে নিদর্শন বানাইয়াছিলাম।’

আবদুর রায্‌যাক (র)......কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা বলিয়াছেন ঃ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ এই আয়াতাংশ হইতেছে كُنْ فَيَكُوْنُ আয়াতাংশের ন্যায়। অর্থাৎ সকল সৃষ্টির ন্যায় হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় আদেশে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... শাযান ইব্‌ন ইয়াহিয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) মূলত আল্লাহ তা‘আলার كلمه (আদেশ) নহেন; বরং তিনি তাঁহার كلمة (আদেশ) দ্বারা সৃষ্ট বান্দা।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসংগত ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ–

অর্থাৎ ‘ঈসা আল্লাহর বাণী, যাহা তিনি মরিয়মকে জানাইয়াছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) নিম্নের আয়াতেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ–

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তোমাকে তাঁহার একটি বাণী জানাইতেছেন।'

ইমাম ইব্‌ন জারীরের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত আলোচ্য আয়াতাংশ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ -এর মিল রহিয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ-

'তোমার মনে এইরূপ ধারণা বিদ্যমান ছিল না যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু তোমার প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে কৃপা ও রহমত স্বরূপ উহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে।'

এখানে يُلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থ যেমন তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে, তেমনি وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ এই আয়াতাংশের অর্থ দাঁড়ায়, 'ঈসা তাঁহার সেই বাণী, যাহা তিনি মরিয়মকে জানাইয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতাংশের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশসহ হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং উক্ত আদেশকে তাঁহারই নির্দেশে ফুৎকারে হযরত মরিয়ম (রা)-এর মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। উহাতে হযরত ঈসা (আ) জন্ম লাভ করিলেন।

ইমাম বুখারী (র)......হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নাই; তিনি এক ও তাঁহার কোনো সমকক্ষ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল; হযরত ঈসা (আ) তাঁহার বান্দা ও রাসূল আর মরিয়মের নিকট অবতীর্ণ ও তাঁহার আদেশে সৃষ্ট আত্মাবিশেষ এবং জান্নাত ও দোযখ সত্য, তাঁহার আমল ও কার্য যাহাই হউক, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। জুনাদা হইতে উপরোক্ত হাদীসের সাহিত অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সে জান্নাতের আটটি দরওয়াযার মধ্য হইতে যে কোনো দরওয়াযা দিয়া চাহে, প্রবেশ করিতে পারিবে।

উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে ইমাম মুসলিমও উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আওযাঈ হইতে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসে উল্লিখিত رُوْحٌ مِّنْهُ -এর তাৎপর্য এই যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর সৃষ্ট রূহ এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহর রূহের একটি অংশ নহেন। খ্রিস্টানগণ এইরূপই বলিয়া থাকে। তাহাদের উপর আল্লাহর অব্যাহত অভিসম্পাত পতিত হউক। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে ঃ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ

অর্থাৎ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে তোমাদের কার্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন; উহারা তাঁহারই সৃষ্টি।'

উক্ত আয়াতে مِّنْهُ শব্দের তাৎপর্য ইহা নহে যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর বস্তুসমূহ আল্লাহর অংশ; বরং উহার তাৎপর্য এই যে, উহারা তাঁহারই সৃষ্টি।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ رُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁহার একজন রাসূল। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ رُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ তাঁহার তরফ হইতে প্রেরিত স্নেহ (স্নেহভাজন ব্যক্তি)।

رُوْحٌ مِّنْهُ এই শব্দগুচ্ছের অধিকতম স্বাভাবিক তাৎপর্য এই ঃ ঈসা (আ) আল্লাহর সৃষ্ট একটি রূহ। এখানে প্রশ্ন জাগে, সকল বস্তুই যখন আল্লাহর সৃষ্টি, তখন ঈসাকে আল্লাহ (সৃষ্ট) রূহ বলিবার তাৎপর্য কি ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, কোন্ বস্তুর সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে আল্লাহর সহিত সম্বন্ধযুক্ত (مضاف) করিয়া দেখানো হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ (ইহা আল্লাহর উষ্ট্রী)।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি প্রদক্ষিণকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র রাখ।'

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ فادخل على ربى فى داره-

অর্থাৎ 'আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিব।'

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহে আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, আমার ঘর ও তাঁহার ঘর শব্দগুচ্ছ দ্বারা যেরূপে যথাক্রমে আল্লাহ্‌র সত্তার অংশ উষ্ট্রী ও তাঁহার সত্তার অংশ ঘর- এই তাৎপর্য না বুঝাইয়া উহাদের দ্বারা যথাক্রমে 'আল্লাহ্‌র সম্মানিত উষ্ট্রী' ও 'তাঁহার সম্মানিত ঘর' বুঝানো হইয়াছে, সেইরূপে وَرُوْحٌ مِّنْهُ শব্দগুচ্ছ দ্বারা 'আল্লাহ্‌র সম্মানিত ও মর্যাদাবান রূহ' এই তাৎপর্য বুঝানো হইয়াছে।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ – অর্থাৎ তোমরা এই কথায় বিশ্বাস আনয়ন করো যে, আল্লাহ তা'আলা এক ও একক; তাঁহার না কোন সন্তান আছে আর না কোন স্ত্রী আছে। আর ইহাতেও ঈমান আনো যে, ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ইহাই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার তাৎপর্য। এই কারণেই উহার অব্যবহিত পরে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلَاثَةٌ- অর্থাৎ 'তোমরা ঈসা ও তাঁহার মাতাকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক বানাইও না, আল্লাহ উহা হইতে পবিত্র।'

খ্রিস্টান জাতির অনুরূপ আকীদা সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

'যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন ইলাহর তৃতীয়জন, তাহারা নিশ্চয়ই কুফরী করিয়াছে। বস্তুত এক ইলাহ ভিন্ন কোনো ইলাহ নাই।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَءَ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ-

'আর সেই সময়ে কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলিবেন, 'হে ঈসা! তুমি কি মানুষকে বলিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ বানাও ? ঈসা বলিবে, তুমি মহান! যে কথা বলিবার অধিকার আমার নাই, তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি আমি বলিয়াই থাকি, তবে তুমি উহা নিশ্চয়ই জানিয়াছ। আমার অন্তরের কথা তুমি জানো; কিন্তু আমি তোমার অন্তরের কথা জানি না। নিঃসন্দেহে তুমি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাতা।'

খ্রিস্টানগণ স্বয়ং হযরত ঈসা (আ)-কেই খোদা বলিয়া বিশ্বাস করে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

'যাহারা বলিয়াছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হইতেছেন স্বয়ং মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ, তাহারা নিশ্চয়ই কুফরী করিয়াছে। তুমি বলো, আল্লাহ যদি মরিয়ম তনয় ঈসা মাসীহ, তাহার মাতা ও পৃথিবীর সকল মানুষকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করেন, তবে কে তাঁহার বিরুদ্ধে সামান্য ক্ষমতা রাখে ? আর আকাশসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তিনি যাহা চাহেন, সৃষ্টি করেন। আর আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন।'

অভিশপ্ত খ্রিস্টান জাতির আকীদা-বিশ্বাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহাদের ঘৃণ্যতম কুফরের রূপ বিভিন্ন। তাহাদের এক সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-কে একক ইলাহ মনে করে; আরেক সম্প্রদায় তাঁহাকে আল্লাহ্‌র শরীক মনে করে এবং আরেক সম্প্রদায় তাঁহাকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও তাহাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ রহিয়াছে। জনৈক যুক্তিবাদী মুসলিম দার্শনিক তাহাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'দশজন খ্রিস্টান একত্রিত হইলে একটি বিষয়ে তাহারা এগারটি মত ব্যক্ত করিবে।'

খ্রিস্টান সমাজের নিকট বিখ্যাত 'সাঈদ ইব্‌ন বিতরিক ইস্‌কান্‌দারী নামক জনৈক খ্রিস্টান পণ্ডিত হিজরী চারিশত সন বা উহার পূর্বে লিখিয়াছেন যে, কন্সট্যান্টিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট কন্সট্যান্টাইনের যুগে 'খ্রিস্টান জাতির মহা আমানত নির্ধারণ চুক্তি' যাহা প্রকৃতপক্ষে মহা খেয়ানত নির্ধারণ চুক্তি ছিল- সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্য এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। মহা আমানত নির্ধারণে উক্ত সম্মেলনে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। তাহারা দুই হাজারের অধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। কোন দলে একশতজন, কোন দলে সত্তরজন, কোন দলে পঞ্চাশজন আবার কোন দলে বিশজন লোক ছিল। প্রত্যেক দল ছিল অপর দল হইতে পৃথক মত ও বিশ্বাসের ধারক ও প্রবক্তা। সম্রাট দেখিলেন, তিনশত আঠারজনের একটি দল একটি বিশেষ মত ও বিশ্বাসের অনুসারী। তিনি উক্ত দল এবং উহার মত ও বিশ্বাসকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিলেন। সম্রাট ছিলেন একজন দার্শনিক। তিনি উক্ত দলের মতবাদ ভিন্ন অন্যান্য সকল দলের

মতবাদের প্রচার বন্ধ করিয়া দিলেন। উহার সমর্থকদের জন্যে গীর্জা প্রতিষ্ঠিত এবং পুস্তক ও আইন রচিত হইল। এই সম্প্রদায় একটি 'আমানতনামা' রচনা করিয়া লইল এবং সন্তান-সন্ততিকে উহা শিক্ষা দিতে লাগিল। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় 'মালাকানিয়া' অর্থাৎ সম্রাট প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

অতঃপর খ্রিস্টান জাতি দ্বিতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে 'ইয়া'কূবিয়া' নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। তাহারা তৃতীয়বার এক মহাসম্মেলনে মিলিত হয়। উক্ত সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে তাহাদের মধ্যে 'নাসতূরিয়া' নামক নূতন এক সম্প্রদায় জন্মলাভ করে।

ইহাদের প্রতিটি সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়সমূহের লোকদিগকে কাফির বলে। অবশ্য আমরা সকল সম্প্রদায়কেই কাফির বলি।

اِنْتَهُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা ত্রিত্ববাদ পরিত্যাগ করো। 'উহা পরিত্যাগ করা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর হইবে।'

اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحَنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ একক মা'বূদ। সন্তানের পিতা হইবার ত্রুটি ও অপূর্ণতা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।'

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً–

অর্থাৎ 'সমুদয় জগত আল্লাহ্র সৃষ্টি ও তাঁহার দাস। তিনি তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। সকল বস্তুর উপর তাঁহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রহিয়াছে।' অতএব উহাদের কোনো কিছু তাঁহার স্ত্রী বা সন্তান হইতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ– وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ–

'তিনি (আল্লাহ) আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক স্রষ্টা। তাঁহার কিরূপে সন্তান থাকিতে পারে ? আর তাঁহার কোনো স্ত্রীও নাই। তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি সকল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا – لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا – تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا – اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا – وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلُدًا – اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا – وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْم الْقِيمَةِ فَرْدًا –

'তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে। যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্যে শোভনীয় নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হইবে না। তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গুণিয়া রাখিয়াছেন।'

(١٧٢) لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ○

(١٧٣) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৭২. "মসীহ্ আল্লাহ্‌র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ট ফেরেশতাগণও নহে। পক্ষান্তরে কেহ তাঁহার বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট সমবেত করিবেন।"

১৭৩"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তিনি তাহাদিগকে পূর্ণ পুরস্কার দান করিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। কিন্তু যাহারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে, তাহাদিগকে তিনি মর্মান্তিক শাস্তি দান করিবেন এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের জন্যে অন্য কোন অভিভাবক ও সহায়ক পাইবে না।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ অর্থ لَنْ يَّسْتَكْبِرَ অর্থাৎ 'তাহারা কখনও অবাধ্যতা দেখায় না।'

কাতাদা বলেন ঃ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ অর্থ لَمْ يَحْتَشِمْ অর্থাৎ 'তাহারা কখনও অবাধ্য হয় না।'

যাহারা ফেরেশতাকে মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলেন, তাহাদের কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতকে নিজেদের অভিমতের সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, ঈসা মাসীহ আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে পারেন না; এমনকি ফেরেশতারাও না। অর্থাৎ যে ফেরেশতাগণ মর্যাদায় মানুষ ঈসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহারাও তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হয় না।

প্রকৃতপক্ষে আলোচ্য আয়াত দ্বারা মানুষ অপেক্ষা ফেরেশতাদের শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ ফেরেশতাগণ হযরত ঈসা মসীহ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র দাসত্ব হইতে বিরত থাকিবার অধিকতর ক্ষমতা রাখেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'এমনকি ফেরেশতারাও না।' আর আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইবার বিষয়ে মানুষ অপেক্ষা ফেরেশতাদের অধিকতর ক্ষমতা রাখিবার দ্বারা মানুষ অপেক্ষা তাহাদের শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয় না।

কেহ কেহ বলেন ঃ মানুষে হযরত ঈসা মসীহকে যেরূপ খোদা বানাইয়া লইয়াছে, ফেরেশতাদিগকে তাহারা সেইরূপ খোদা বানাইয়া লইয়াছে বলিয়া আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মসীহর সহিত ফেরেশতাদিগকে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে আয়াতের তাৎপর্য হইবে এই যে, না ঈসা মসীহ আর না ফেরেশতাগণ, কেহই আল্লাহ্‌র দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হয় না। তাহারা সকলে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। তাহারা সকলে তাঁহার বান্দা। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا. سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ- لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ.

'আর তাহারা বলিয়াছে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন! তিনি মহান, পবিত্র; বরং তাহারা (ফেরেশতাগণ) মর্যাদাপ্রাপ্ত বান্দা। তাহারা তাহাদের দয়াময়ের অমতে কোনো কথা বলে না আর তাহারা তাঁহারই নির্দেশ মুতাবিক কাজ করে। তিনি তাহাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সকল প্রকারের খবর জানেন। তিনি যাহার বিষয়ে সম্মত থাকেন, তাহার বিষয়ে ব্যতীত অন্য কাহারো বিষয়ে তাহারা সুপারিশ করিতে পারে না। আর তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত থাকে।'

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ 'যাহারা তাঁহার দাসত্ব করিতে অস্বীকৃত হইবে ও অবাধ্যতা করিবে, কিয়ামতের দিনে তিনি তাহাদিগকে নিজের নিকট একত্রিত করিবেন এবং ইন্‌সাফের ভিত্তিতে তাহাদের আমল ও কার্যের বিচার করিবেন।'

পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মানুষের ভাল-মন্দ, নেক-বদ ও ন্যায়-অন্যায় আমলের বিচারের পরিণতি বর্ণনা করিতেছেন।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ-

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সৎকাজের যথাযথ পারিশ্রমিক প্রদান করিবেন। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বীয় রহমত ও কৃপাগুণে উক্ত পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন।'

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে তাহাদের ঈমান ও নেক আমলের পরিবর্তে জান্নাতে দাখিল করিবেন।'

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ যে সব বদকারের জন্যে দোযখ ওয়াজিব হইয়া যাইবে, তাহারা পৃথিবীতে যে সব নেককারের উপকার করিয়াছিল, তাহারা বদকারের জন্যে সুপারিশ করিতে অনুমতি লাভ করিবে এবং তাহাদের সুপারিশে তাহাদিগকে তিনি দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন।

উপরিউক্ত হাদীসের সনদ প্রমাণিত নহে। অবশ্য উহা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিজস্ব ব্যাখ্যা হিসাবে বর্ণিত হইলে গ্রহণযোগ্য হইবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا وَاسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا وَلاَ يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلاَ نَصِيْرًا-

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা হইতে বিরত রহিয়াছে এবং অহংকারের সহিত তাঁহার প্রতি অবাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন। তখন তাহারা নিজেদের জন্যে কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী খুঁজিয়া পাইবে না।'

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা অহংকারে আমার দাসত্ব হইতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই নিজেদের উক্ত পাপাচারের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।'

(١٧٤) يَآاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا○

(١٧٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِىْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا○ط

১৭৪."হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছে এবং তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করিয়াছি।"

১৭৫. "যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে ও তাঁহাকে অবলম্বন করে, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।"

তাফ্‌সীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর তরফ হইতে মহা প্রমাণ আসিয়াছে। উক্ত প্রমাণ কিয়ামতের দিনে তাহাদের কোনরূপ অজুহাত খাড়া করিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। উহা আগমণের পর তাহারা সেদিন নিজেদের কুফরী ও অবাধ্যতার পক্ষে কোনরূপ বাহানা দেখাইতে পারিবে না। উক্ত প্রমাণ সর্বপ্রকারের সন্দেহ দূর করিয়া দিয়াছে।

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُبِيْنًا-

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আলো অবতারণ করিয়াছি।' উহা সত্যকে স্পষ্ট ও আবরণমুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইব্‌ন জুরাইজ প্রমুখ তাফ্‌সীরকার বলিয়াছেন, نُوْرًا مُبِيْنًا অর্থ স্পষ্ট আলো অর্থাৎ আল-কুরআন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার দাসত্ব ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে স্বীয় জান্নাতে দাখিল করিবেন, নিজ কৃপা ও মেহেরবানীতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত মর্যাদা প্রদান

করিবেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার দিকে পৌঁছিবার জন্যে আলোকময়, সঠিক, সত্য ও সরল পথ প্রদর্শন করিবেন। বস্তুত ইহাই মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। তাহারা দুনিয়াতে যেরূপ আকীদা ও আমলে সত্য ও সঠিক পথে বিচরণ করিয়া থাকে, আখিরাতে সেইরূপে জান্নাতের সঠিক ও নির্ভুল পথে চলিয়া উহাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন জুরাইজ বলিয়াছেন ঃ وَاعْتَصَمُوْا بِهٖ অর্থাৎ 'যাহারা আল-কুরআনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে।'

হযরত আলী (রা) হইতে হারিস আল-আওয়ার কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ আল-কুরআন আল্লাহ্র সঠিক, সরল ও সত্য পথ এবং তাঁহার মযবূত ও শক্ত রজ্জু। গ্রন্থের প্রথমদিকে উক্ত হাদীস উহার পরিপূর্ণ অবয়বে বর্ণিত হইয়াছে।

(١٧٦) يَسْتَفْتُوْنَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۚ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ
وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ
يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ع

১৭৬. "লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানিতে চায়। বল, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদিগকে আল্লাহ ব্যবস্থা জানাইতেছেন ঃ কোন পুরুষ মারা গেলে সে ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় ও তাহার এক ভগ্নি থাকে, তবে তাহার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীন হয়, তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। আর দুই ভগ্নি থাকিলে তাহাদের জন্য তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ; আর যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইতেছেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......হযরত বারা' (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হইতেছে সূরা বারাআত এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ الى اخر الاية-

ইমাম আহ্মদ (র)...... হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ একদা নবী করীম (সা) আমার নিকট আগমণ করিলেন। আমি তখন রোগে বেহুঁশ ছিলাম। তিনি উযূ করিয়া আমার গায়ে পানি ছিঁটাইয়া দিলেন অথবা অপরকে ছিঁটাইয়া দিতে বলিলেন। ইহাতে আমার হুঁশ ফিরিয়া আসিল। আমি আরয করিলাম, আমি নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করিতেছি। আমার সম্পত্তি কোন্ নিয়মে বণ্টিত হইবে? ইহাতে ফারায়েযের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ الى اخر الاية-

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উপরিউক্ত হাদীস রাবী শু'বার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তার অন্যান্য সংকলকগণ উহা হযরত জাবির (রা) হইতে অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......আবুয-যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ- قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ اِلٰى اخر الاية-

এই আয়াত আমার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইতিপূর্বে الكلالة শব্দ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। كلالة শব্দটি اكليل শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। اكليل শব্দের অর্থ হইতেছে মস্তকের চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টনকারী। অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন ঃ كلالة শব্দের অর্থ হইতেছে নিঃসন্তান ও মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি। কেহ কেহ বলেন, উহার অর্থ হইতেছে 'নিঃসন্তান ব্যক্তি।' যেমন, এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ-

অর্থাৎ 'যদি কেহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়।'

كلالة এর বিষয়টি হযরত উমর (রা)-এর নিকট কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, নবী করীম (সা) যদি উহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেন- ১. দাদার উত্তরাধিকারের বিষয়; ২. كلالة -এর সংজ্ঞা এবং ৩. সুদ সম্পর্কিত মাসআলা।[১]

ইমাম আহ্মদ (র)......মা'দান ইব্ন আবূ তাল্হা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধেই অন্য যে কোন বিষয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশ্ন করিয়াছি। একদা আমি এ সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলি দ্বারা আমার বুকে খোঁচা মারিয়া বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ সূরা নিসার শেষাংশের আয়াত (আলোচ্য আয়াত)-ই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

ইমাম আহ্মদ উপরিউক্ত হাদীস সংক্ষেপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম মুসলিম উহা অধিকতর বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট। হযরত উমর (রা) বলেন, যদি আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের উষ্ট্রের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত। উক্ত হাদীসের সনদ

---

[১] সূরা আলে ইমরানের সুদ সম্বন্ধে এই আয়াত রহিয়াছে ঃ তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইও না। পক্ষান্তরে পরবর্তীকালে অবতীর্ণ সূরা বাকারার শেষাংশের আয়াতে সাধারণভাবে সূদের নিষিদ্ধ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্ন হইতেছে, সূরা বাকারায় যে সুদ নিষিদ্ধ হওয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহা কি শুধু চক্রবৃদ্ধি সুদ, না যে কোন প্রকারের সুদ ? অধিকাংশ ফকীহ অবশ্য বলেন, উহা যে কোন প্রকারের সুদ। সুদ ভিন্ন অন্য দুইটি বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর অজ্ঞতা সম্পর্কিত উৎকণ্ঠা অধিকতর বিখ্যাত।

সহীহ। তবে হযরত উমর (রা)-এর সহিত তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী রাবী ইব্‌রাহীমের সাক্ষাতলাভ না ঘটিবার দরুন উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস (حديث منقطع)।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমণ করিয়া তাঁহাকে 'কালালা' সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন ঃ গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তির্‌মিযী উপরিউক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যেহেতু হযরত উমর (রা)-এর প্রশ্নের উত্তর প্রসংগে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াত তোমার জন্যে যথেষ্ট, সেহেতু বুঝিতে হইবে যে, কালালার উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর আলোচ্য আয়াতে সন্তোষজনকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। তবে হযরত উমর (রা) শব্দটির অর্থ নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই ভুলের কারণেই তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (সা)-এর নিকট যদি আমি كلالة অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের (প্রিয়) উষ্ট্রের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের বিষয় হইত।

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন নাই ? তৎপর এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ اِلَى اخر الاية-

কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) স্বীয় খুত্‌বায় বলিয়াছেন ঃ তোমরা শোন! সূরা নিসার প্রথমাংশের দায়ভাগ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের মধ্য হইতে প্রথম আয়াতে মৃতের সন্তান ও মাতাপিতার প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে মৃতের স্বামী, স্ত্রী ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে; উক্ত সূরার শেষ আয়াতে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীবৃন্দের প্রাপ্য অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং সূরা আনফালের শেষ আয়াতে মৃতের রক্ত সম্পর্কিত অন্যান্য আত্মীয়ের (আসাবা)[১] মীরাস প্রাপ্তির নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরিউক্ত রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতের অর্থ ঃ

اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ। অর্থাৎ 'যদি কোনো লোক মরিয়া যায়।' الهلاك। অর্থ মরিয়া যাওয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সকল বস্তুই ধ্বংসশীল।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠের সকল কিছুই লয়শীল আর মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানিত তোমার প্রভুর অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকিবে।'

---

[১] রক্ত সম্পর্কিত যে সকল আত্মীয়ের জন্যে উত্তরাধিকারের কোন অংশ নির্দিষ্ট নাই বটে, কিন্তু নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের পর কিছু থাকিলে যাহারা উহা পায়, তাহাদিগকে আসাবা বলে।

لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ —যাহার কোনো সন্তান নাই।

একদল ফকীহ্ বলেন ঃ যাহার কোনো সন্তান থাকে না, তাহার মাতাপিতা থাকুক অথবা না থাকুক, তাহাকে كلالة বলে। উপরিউক্ত ফকীহগণ আলোচ্য আয়াতের উপরোদ্ধৃত অংশকে নিজেদের দাবির সমর্থনে পেশ করেন। তাহারা বলেন, এখানে كلالة এর পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাহার নিঃসন্তান হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার মাতৃ-পিতৃহীন হইবার কোনো কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অতএব নিঃসন্তান ব্যক্তি মাতৃ-পিতৃহীন হউক অথবা না হউক, তাহাকে كلالة বলে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক সহীহ্ সনদে হযরত উমর (রা) হইতেও كلالة -এর উপরিউক্ত সংজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে।

তবে অধিকাংশ ফকীহ বলিয়াছেন ঃ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তিকে كلالة বলে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও উহার উপরিউক্ত সংজ্ঞার পক্ষে রায় দিয়াছেন। আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ দ্বারা উপরিউক্ত সংজ্ঞাই সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় ঃ

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ 'যদি তাহার কোনো ভগিনী থাকে, তবে সে তাহার রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেক পাইবে।'

পিতা থাকিলেও যদি সন্তানহীন ব্যক্তি كلالة হইত, তবে উপরোদ্ধৃত আয়াতাংশের মর্ম অনুযায়ী كلالة -এর পিতার বর্তমান থাকা অবস্থায়ও তাহার ভগিনী সম্পত্তির অর্ধেকাংশ পাইত। কিন্তু সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, পিতার বর্তমান থাকা অবস্থায় ভগিনী কোনো অংশ পাইবে না। অতএব বলা যায়, كلالة -এর দুইটি বৈশিষ্ট্যের উভয়টিই কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য নিঃসন্তান হওয়া, ইহা সহজেই বোধগম্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মাতৃ-পিতৃহীন হওয়া। গভীরভাবে চিন্তা করিবার পর ইহাও বোধগম্য হয়।

ইমাম আহমদ (র)......মাকহুল, আতিয়া, হামযা ও রাশেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত চারি রাবী বলেন ঃ একদা হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মৃত ব্যক্তির স্বামী ও একটি আপন ভগিনী রহিয়াছে। এই অবস্থায় তাহার সম্পত্তি কিরূপে বণ্টিত হইবে ? তিনি বলিলেন, স্বামী সম্পত্তির অর্ধেকাংশ এবং ভগিনী অর্ধেকাংশ পাইবে। তাঁহার উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা হইল। ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপ রায় দিতে শুনিয়াছি।

উপরিউক্ত হাদীস একমাত্র ইমাম আহমদই শুধু উল্লিখিত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ মুহাদ্দিস বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) বলিতেন, মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে ভগিনীটি তাহার সম্পত্তির কোন অংশ পাইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

অর্থাৎ 'কোনো ব্যক্তি নিঃসন্তান অবস্থায় একটি ভগিনী রাখিয়া মরিয়া গেলে সে তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে।'

তাহারা বলেন ঃ উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান না রাখিয়া একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে ভগিনী অর্ধেক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে। মৃত ব্যক্তি একটি ভগিনী ও

একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া গেলে সে তো সন্তান রাখিয়াই মরিয়া গেল। অতএব ভগিনী তাহার সম্পত্তির কোন অংশ পাইবে না।

অন্যান্য ফকীহগণ বলেন ঃ এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে তাহার কন্যা যাবিল ফুরূয হিসাবে এবং অর্ধাংশ পাইবে তাহার ভগিনী আসাবা হিসাবে। মৃত ব্যক্তির ভগিনী যে তাহার কন্যার ন্যায় তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাইবে, তাহা আলোচ্য আয়াত দ্বারা নহে; বরং নিম্নোক্ত ভিন্ন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ

ইমাম বুখারী (র)......আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর যুগে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) আমাদের মধ্যে এই ফায়সালা দিয়াছেন- মৃত ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান ও একটি ভগিনী রাখিয়া গেলে উভয়ের প্রত্যেকে তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ করিয়া পাইবে। এই হাদীসের অন্যতম রাবী সুলায়মান পুনরায় উহা বর্ণনা করিবার কালে 'নবী করীম (সা)-এর যুগে' কথাটি উল্লেখ করেন নাই। হুযায়ল ইব্‌ন শুরাহবীল (র) হইতে ইমাম বুখারী আরো বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, কোনো ব্যক্তি একটি কন্যা সন্তান, একটি নাতনী ও একটি ভগিনী রাখিয়া মারা গেলে তাহার সম্পত্তি কিভাবে বণ্টিত হইবে ? তিনি বলিলেন, কন্যা সন্তানটি তাহার সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং ভগিনী অর্ধাংশ পাইবে ? অতঃপর প্রশ্নকারীকে বলিলেন, তুমি ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকটও গমন করিয়া তাঁহাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করো। তিনি নিশ্চয়ই আমার সহিত একমত হইবেন। প্রশ্নকারী ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা)-এর নিকট নিজের প্রশ্ন পেশ করিয়া হযরত আবূ মূসা (রা) কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরও তাঁহাকে জানাইল। তিনি বলিলেন, আমি অনুরূপ উত্তর দিলে পথভ্রষ্ট হইব এবং সঠিক পথের বিচরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) যে ফয়সালা দিয়াছেন, আমি সেই ফয়সালাই দিতেছি। কন্যাটি পাইবে অর্ধেকাংশ, নাতনী পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ। ইহাতে উভয়ের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ দুই-তৃতীয়াংশ হইবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ভগিনী পাইবে। রাবী বলেন, আমরা হযরত আবূ মূসা (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া হযরত ইব্‌ন মাস্‌ঊদ (রা) কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, এই বিজ্ঞ পণ্ডিত যতদিন তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, ততদিন আমার নিকট নিজেদের প্রশ্ন লইয়া আসিও না।

وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ

অর্থাৎ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ভগিনী ভ্রাতা রাখিয়া মারা গেলে ভ্রাতা তাহার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। মৃত ভগিনীর মাতা বা পিতা থাকিলে ভ্রাতা তাহার সম্পত্তির কোনো অংশ পাইবে না। নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ভগিনী যদি এইরূপ কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া মারা যায়, যাহার জন্যে তাহার সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ রহিয়াছে যেমন, স্বামী অথবা বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, তবে তাহাদের জন্যে নির্দিষ্ট অংশ তাহাদিগকে প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতা তাহাই পাইবে। কারণ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ নির্দিষ্ট অংশসমূহ উহাদের প্রাপকদিগকে প্রদান করো। অবশিষ্ট অংশ নিকটতম পুরুষের প্রাপ্য হইবে।

فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

অর্থাৎ নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি দুইটি বোন রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহারা তাহার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। বোনের সংখ্যা দুই-এর অধিক হইলে তাহারা এইরূপে দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে।

একদল ফকীহ্ উপরিউক্ত আয়াতাংশের উপর কিয়াস প্রয়োগ করিয়া মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন। যেমন, নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত দুইয়ের অধিক কন্যা সন্তানের প্রাপ্য অংশের উপর কিয়াস প্রয়োগ করিয়া ফকীহ্গণ দুই-এর অধিক ভগিনীর প্রাপ্য অংশ সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান বাহির করেন ঃ

فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ

অর্থাৎ (মৃত ব্যক্তির) কন্যা সন্তানের সংখ্যা দুই-এর অধিক হইলে তাহারা তাহার সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে।

كَلاَلَةُ ভ্রাতা ও ভগিনী উভয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী রাখিয়া মরিয়া গেলে তাহাদের প্রাপ্য অংশ কি হইবে এখানে তাহা বর্ণিত হইতেছে ঃ

وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থাৎ কালালার উত্তরাধিকারীগণ ভ্রাতা ও ভগিনী উভয় শ্রেণীর হইলে একজন পুরুষ দুইজন স্ত্রীলোকের প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাইবে। মৃতের পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী বা ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাকার নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণী আসাবা হিসাবে উত্তরাধিকারী হইলেও একজন পুরুষ দুইজন নারীর প্রাপ্য অংশের সমান অংশ পাইবে- এই নীতির ভিত্তিতে তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হইবে।

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ যাহাতে তোমরা সত্য ও ন্যায় হইতে বিচ্যুত না হও, সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনুসরণের জন্যে অবশ্য পালনীয় বিষয়সমূহ পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেন এবং তোমাদের জন্যে সীমা নির্ধারণ করিয়া দেন। তিনি প্রতিটি নির্দেশের সুফল, মংগল ও কল্যাণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি সঠিকরূপে জানেন, মৃত ব্যক্তির কোন্ আত্মীয় তাহার সম্পত্তির কত অংশ পাইবার যোগ্য।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণসহ সফরে ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) নবী করীম (সা)-এর উটের পশ্চাতের উটে এবং হযরত উমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-এর উটের পশ্চাতের উটে সওয়ার ছিলেন। এই অবস্থায় নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ - قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ - اِلٰى اٰخِر الْاٰيَة

নবী করীম (সা) উহা হযরত হুযায়ফা (রা)-কে শিখাইলেন এবং হযরত হুযায়ফা (রা) উহা হযরত উমর (রা)-কে শিখাইলেন। এই ঘটনার পর একদিন হযরত উমর (রা) হযরত হুযায়ফা (রা)-কে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, দেখিতেছি, তুমি তো একজন অবুঝ ব্যক্তি। নবী করীম (সা) উহা আমাকে যেরূপ শিখাইয়াছেন, আমি তোমাকে উহা ঠিক সেইরূপে শিখাইয়াছি। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনো উহার অতিরিক্ত

কিছু তোমাকে বলিব না। হযরত উমর (রা) বলিতেন, আয় আল্লাহ। বিষয়টি তুমি আমাদের জন্যে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিলেও আমার নিকট উহা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় নাই।

ইমাম ইব্‌ন জারীর উপরিউক্ত হাদীস উপরিল্লিখিতরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, হুযায়ফা (রা)-এর সহিত ইব্‌ন সীরীনের সাক্ষাতলাভ ঘটে নাই বলিয়া ইব্‌ন সীরীন কর্তৃক বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায্‌যার (র)......হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে তাঁহার 'মুস্‌নাদ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা)-এর সফরের অবস্থায় তাঁহার প্রতি কালালা সম্বন্ধীয় আয়াত নাযিল হইল। তিনি থামিলেন। তাঁহার উটের অব্যবহিত পশ্চাতে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর উট ছিল। তিনি উহা হযরত হুযায়ফা (রা)-কে শিখাইলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) পশ্চাতে তাকাইয়া হযরত উমর (রা)-কে দেখিলেন। তিনি উহা তাঁহাকে শিখাইলেন। স্বীয় খিলাফতের যুগে হযরত উমর (রা) كلالة সম্বন্ধে গবেষণা করিলেন। এই সময়ে তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে ডাকিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) আমাকে উহা যেভাবে শিখাইয়াছেন, আমি সেইভাবে উহা আপনাকে শিখাইয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো উহার অতিরিক্ত কিছু আপনাকে বলিব না।

হাফিয আবূ বকর আহ্‌মদ ইব্‌ন আম্‌র আল-বায্‌যার অতঃপর মন্তব্য করিয়াছেন, উপরিউক্ত হাদীস হযরত হুযায়ফা (রা) ভিন্ন অন্য কোন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। তেমনি হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে উপরিউক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন মাধ্যমে উহা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই। পরন্তু উপরিউক্ত সনদের রাবী হিশাম হইতে আবদুল আলা ভিন্ন অন্য কোন রাবী উহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া উহা পূর্বোল্লিখিত রাবী আবদুল আলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ শায়্‌বা (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, كَلاَلَةٌ -এর রাখিয়া যাওয়া সম্পত্তি কিরূপে বণ্টিত হইবে ? ইহাতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল ঃ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِّ - الى اخر الاية

ইহাতেও হযরত উমর (রা) كَلاَلَةٌ -এর বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফ্‌সা (রা)-কে বলিলেন, নবী করীম (সা)-এর মেযাজ মুবারক যখন তুমি হাসি-খুশি অবস্থায় দেখিবে, তখন এই সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিবে। পিতার আদেশ মুতাবিক হযরত হাফ্‌সা (রা) নবী করীম (সা)-এর হাসি-খুশি অবস্থায় তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার পিতাই তোমার নিকট এই প্রশ্ন উল্লেখ করিয়াছে। আমার মনে হয়, তোমার পিতা উহা বুঝিবেন না। হযরত উমর (রা) উহার পর বলিতেন, নবী করীম (সা) যে মন্তব্য করিয়াছেন, উহার পর আমি উহা পারিব বলিয়া আমার মনে হয় না।

ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া ইব্‌ন উয়ায়নার মাধ্যমে উমর ইব্‌ন তাঊস হইতে উপরিউক্ত হাদীস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর নিকট

كَلَالَةً সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি একখানা অস্থির উপর সংশ্লিষ্ট আয়াত লিখিয়া হযরত হাফ্সা (রা)-এর নিকট দিলেন। নবী করীম (সা) বলিলেন, কে তোমাকে এই প্রশ্ন করিতে বলিয়াছে ? উমর ? আমার মনে হয় যে, উহা সে ভালরূপে বুঝিবে না। গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি কি তাহার জন্যে যথেষ্ট নহে ? গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ আয়াতটি হইতেছে সূরা নিসার নিম্নের আয়াত ঃ

وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلَالَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَّصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ-

সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর নিকট كلالة সম্বন্ধে আরো প্রশ্ন করিলে সূরা নিসার সর্বশেষ আয়াতটি নাযিল হইল। অতঃপর হযরত উমর (রা) উপরিল্লিখিত স্বলিখিত অস্থি ফেলিয়া দিলেন।

বর্ণনাকারী উপরিউক্ত হাদীসে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উক্ত হাদীসের সনদে সাহাবী পর্যায়ের রাবী উহ্য থাকায় উহা বিচ্ছিন্ন সনদের হাদীস।

ইব্ন জারীর (র)......তারিক ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) একটি লিখিত অস্থি লইয়া সাহাবীদিগকে একত্রিত করত বলিলেন, আজ আমি এই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ ফয়সালা দান করিব যাহা লইয়া পর্দানশীন মহিলাগণও আলোচনা করিবে। এমন সময়ে ঘরের মধ্য হইতে একটি সাপ বাহির হইল। ইহাতে সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা থাকিলে তিনি (আমাদিগকে) এই বিষয়টির শেষ পর্যন্ত পৌঁছিতে দিতেন। উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। হাকিম উহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র)......হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তিনটি বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতাম, তবে উহা আমার জন্যে লালবর্ণের উটের পালের মালিক হওয়া অপেক্ষা অধিকতর আনন্দায়ক হইত। উহা হইল ঃ ১. নবী করীম (সা)-এর পর কে খলীফা হইবেন; ২. কোনো গোত্র যদি বলে, আমরা স্বীকার করি, আমাদের মালে যাকাত ফরয হইয়াছে; কিন্তু উহা তোমার নিকট (খলীফার নিকট) দিব না, তবে কি তাহাদিগকে হত্যা করা হালাল হইবে? এবং ৩. كَلَالَةً -এর অর্থ কি ? অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ সনদ বিশিষ্ট। তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।'

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যদি তিনটি বিষয় আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া যাইতেন, তবে উহা আমার নিকট দুনিয়া ও উহার যাবতীয় সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক হইত ঃ ১. খিলাফাত; ২. কালালা এবং ৩. সুদ। অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ আন-নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

আবূ আবদিল্লাহ নিশাপুরী (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগ দেখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে আমি (এখন) শেষতম ব্যক্তি। একদা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সঠিক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি বলিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, "আমি বলিয়াছি, কালালা হইতেছে নিঃসন্তান ব্যক্তি। অতঃপর আবূ আবদিল্লাহ্ নিশাপুরী মন্তব্য করিয়াছেন- উক্ত হাদীসের সনদ সহীহ। উহা বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক আরোপিত শর্তসমূহ অনুযায়ী বিশুদ্ধ। তবে তাঁহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যাহারা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের যুগ দেখিয়াছে, আমি (এখন) তাহাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আমার মধ্যে كَلَالَةٌ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্যই সঠিক। রাবী বলেন ঃ কথিত আছে, হযরত উমর (রা) বলিতেন كَلَالَةٌ আপন ভ্রাতা ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতা রাখিয়া মরিয়া গেলে উভয় শ্রেণীর ভ্রাতাগণই সম্মিলিতভাবে তাহার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের উত্তরাধিকারী হইবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার উক্ত মতের বিরোধী ছিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ একদা হযরত উমর (রা) দাদা ও কালালা সম্বন্ধে একটি লিপি লিখিয়া কিছুদিন ধরিয়া তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্র নিকট ইস্‌তেখারা করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, আয় আল্লাহ! যদি তুমি উহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত দেখো, তবে উহা প্রচলিত কর। অতঃপর ঘাতক কর্তৃক আহত হইবার পর তিনি উক্ত লিপিটা চাহিয়া আনাইয়া নষ্ট করিয়া দিলেন। উহাতে কি লিখিত ছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিল না। তিনি বলিলেন, আমি দাদা ও কালালা সম্বন্ধে একটি লিপি লিখিয়া তৎসম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্‌তেখারা করিয়াছিলাম। দেখিলাম, এই বিষয়ে তোমরা যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায়ই তোমাদিগকে রাখিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর আরও বলেন, হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, তিনি বলেন ঃ كَلَالَةٌ সম্বন্ধে হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর মতের বিরোধিতা করিতে আমার লজ্জাবোধ হয়। হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) বলিতেন, كَلَالَةٌ হইতেছে নিঃসন্তান মাতৃ-পিতৃহীন ব্যক্তি।

كَلَالَةٌ -এর যে সংজ্ঞা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দিয়াছেন, উহাই অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ, পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী ইমাম, চারি ইমাম, সপ্ত ফকীহ্ এবং সকল শহরের ফকীহ্ ও আলিম কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা। কুরআন কারীমের আলোচ্য আয়াত দ্বারা ঐ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা কোনো বিষয় অস্পষ্ট, অজ্ঞাত বা অবোধ্য রাখেন নাই। তিনি এতদসম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই সুস্পষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ অংশে উহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ

يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ–

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সবিস্তারে বলেন, যেন তোমরা পথহারা না হও। আর আল্লাহ সব ব্যাপারেই সর্বাধিক বিজ্ঞ।'

সূরা নিসা সমাপ্ত

সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলাম। এমন সময় সম্পূর্ণ সূরা মায়িদা নাযিল হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া চুরমার হইবার উপক্রম হয়।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......উম্মে আমরের চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে আমরের চাচা বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে সফরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়। উহার ভারে উষ্ট্রীর পায়ের গোড়ালী ভাংগিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উষ্ট্রীর উপর আরোহণরত অবস্থায় সূরা মায়িদা নাযিল হয়। কিন্তু ওহীর চাপে উষ্ট্রী তাঁহাকে নিয়া অগ্রসর হইতে অক্ষম হইয়া পড়ে। ফলে তিনি উহার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করেন। অবশ্য একমাত্র ইমাম আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরাগুলি হইল সূরা মায়িদা ও আল-ফাতহ। তবে তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি গরীব ও হাসান পর্যায়ের।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা হইল –اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

তিরমিযীর রিওয়ায়াতের অনুরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাবের সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে সহীহ। কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

হাকিম (র)......যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (রা) বলেন ঃ আমি হজ্জ করিতে যাই এবং সেই সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর সংগে সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে যুবায়র! তুমি কি সূরা মায়িদা পড় ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, এইটাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা। সুতরাং ইহার মধ্যে

যাহা তোমরা হালাল হিসাবে পাইবে, তাহা হালাল হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং যাহা হারাম হিসাবে পাইবে, তাহা হারাম বলিয়া জানিবে। অতঃপর হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের শর্তেও সহীহ্ বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)......মুআবিয়া ইব্ন সালিহ্ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআবিয়া ইব্ন সালিহ উপরিউক্ত রিওয়ায়াত অপেক্ষা এইটুকু বেশি বলেন ঃ যুবায়র ইব্ন নুফায়র (রা) হযরত আয়শা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরিত্রের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র হইল হুবহু কুরআন। ইব্ন মাহদীর সনদে নাসাঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①
(٢) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ
وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ②

১. "হে ঈমানদারগণ! প্রতিশ্রুতি পালন কর। তোমাদের জন্য হালাল করা হইল সেইগুলি ছাড়া যাহা পরে শুনানো হইবে। তবে ইহরামের অবস্থায় হালাল নহে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহা চাহেন তাহাই নির্দেশ দেন।"

২. "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র নির্দেশসমূহের অবমাননা করিও না এবং মর্যাদার মাসগুলির মর্যাদা রক্ষা কর। আর কা'বা ঘরের জন্যে উৎসর্গিত পশু এবং বায়তুল হারামের উদ্দেশ্যে আমলকারীদের (নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিও না)। তাহারাও তাহাদের প্রভুর দান ও সন্তুষ্টি চাহিতেছে। যেই সম্প্রদায় তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে আসিতে বাধা দিত, তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের বাড়াবাড়ির কারণ না হয়। আর পুণ্য ও পরহেযগারীর কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও উৎপীড়নের কাজে সহায়তা করিও না। আল্লাহকে ভয় কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্র শাস্তি সুকঠিন।"

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মা'আ'ন ও আউফ অথবা উভয়ের যে কোন একজন হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'আ'ন অথবা আউফ বলেন, 'কোন এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন তুমি আল্লাহ্র কালাম يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শুনিবে, তখন কর্ণ সজাগ রাখিবে। কেননা ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোন সৎকাজের প্রতি আদেশ অথবা কোন অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

আলী ইব্ন হুসায়ন (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যখন আল্লাহ তা'আলা يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا সম্বোধন বাক্য দ্বারা কোন আদেশ প্রদান করেন, তখন তোমরা তাহা পালন কর। কেননা এইরূপ সম্বোধনের মধ্যে নবী (সা)-ও অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

আহমদ ইব্ন সিনান (র)......খায়সামা হইতে বর্ণনা করেন যে, খায়সামা (র) বলেন ঃ কুরআনে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাওরাতের يَا اَيُّهَا الْمَسَاكِيْنُ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যায়দ ইব্ন ইসমাঈল আস-সায়িগ আল-বাগদাদী (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলিয়া যাহাদিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আলী (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সর্বাপেক্ষা উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত। কেননা কুরআনে প্রত্যেক সাহাবীকেই ভর্ৎসনা করা হইয়াছে একমাত্র আলী (রা) ব্যতীত। আলী (রা)-এর ব্যাপারে কুরআনের কোথাও ভর্ৎসনা করা হয় নাই। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল, ইহার বিষয়বস্তু বর্জনীয় এবং ইহার সনদে যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ এই রিওয়ায়াতটির একজন বর্ণনাকারী হইল ঈসা ইব্ন রাশেদ যিনি অপরিচিত ও অজ্ঞাত ব্যক্তি। অতএব তাহার নিকট হইতে বর্ণিত হাদীস বর্জনীয় বা মুনকারের মধ্যে গণ্য।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি যে, ইহার একজন রাবী হইলেন আলী ইব্ন বুযাইমা। যদিও তাহাকে সিকাহ বা নির্ভরশীল রাবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়, তবুও কথা হইল যে, তিনি একজন কট্টর শী'আ মতাবলম্বী ব্যক্তি। পরন্তু আলোচ্য রিওয়ায়াতে অন্য সকল সাহাবীকে চতুরতার সহিত হেয় করার প্রয়াস চালান হইয়াছে। অতএব ইহা বর্জনীয়।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে আলী (রা) ব্যতীত অন্য সকলকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা সেই আয়াতের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যাহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আলাপ করার পূর্বে সাদকা প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আলী ব্যতীত অন্য কেহ সেই নির্দেশ মুতাবিক আমল করেন নাই। তবে ইহার পরপরই আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوكُمْ صَدَقتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ-

অর্থাৎ 'তোমরা কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত আলোচনা করার পূর্বে সাদকা দিতে ভয় পাও ? যখন তোমরা তাহা কর নাই, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।'

ইহা দ্বারা অন্য সকল সাহাবীকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মন্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতের নির্দেশটি মুস্তাহাব ছিল, ওয়াজিব নয়। উপরন্তু সাহাবীরা সেই আয়াতটির উপর আমল করার পূর্ণ সুযোগের পূর্বেই উহা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতএব সাহাবীরা আল্লাহর

নির্দেশকে অমান্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কেননা সাহাবীরা আমল করার পূর্বেই নির্দেশটি মওকূফ করিয়া দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনে হযরত আলী (রা)-কে কখনই ভর্ৎসনা করা হয় নাই বলিয়া যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেই ব্যাপারেও মন্তব্য করার অবকাশ রহিয়াছে। কেননা সূরা আনফালে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশকারী সকলেই সূরা আনফালের তিরস্কারের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উমর (রা) শুধু ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া একমাত্র তিনিই সেই আয়াতের লক্ষ্যের বহির্ভূত। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইউনুস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইউনুস (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) বলিয়াছেন, আমর ইব্‌ন হাযম (রা)-কে নাজরানে প্রেরণ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, সেই চিঠিটি আমি পড়িয়াছি। চিঠিটি আবূ বকর ইব্‌ন হাযমের নিকট সংরক্ষিত ছিল। উহাতে ইহা আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হইতে নির্দেশ' এই শিরোনামসহ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর' হইতে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণ করিবেন' পর্যন্ত সূরা মায়িদার প্রথম চারিটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ তাঁহার পিতা আবূ বকর (রা) হইতে বলেন ঃ এইটি হইল সেই চিঠি যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইব্‌ন হাযম (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় লিখিয়া দিয়াছিলেন। চিঠিটি ইয়েমেনবাসীদের কয়েকটি বিষয়ে অবহিত করা হইয়াছিল এবং সদকা আদায় ও তাহার বিধান সম্পর্কেও লিখা ছিল। উহাতে অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকিদ দেওয়া হইয়াছিল। চিঠিটির প্রথমাংশ ছিল নিম্নরূপ ঃ

পরম করুণাময় ও দাতা আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। এই পত্রটি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লিখিত হইল। হে ঈমানদার সকল! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

যখন আমর ইব্‌ন হাযমকে ইয়েমেনে প্রেরণ করা হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। কেননা যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাহাদের সহায়ক হন।

اَوْفُوْ بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ 'অঙ্গীকার পূর্ণ কর।'

ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ ও আরো বহু মাণীষী বলেন ঃ اَلْعُقُوْد। মানে অঙ্গীকার। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ اَلْعُقُوْد। -এর অর্থের ব্যাপারে সকলে একমত। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে পরস্পরে শপথ বা অঙ্গীকার করাকে عُقُوْد বলে।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে আলী ইব্‌ন তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আল্লাহ যে সকল বিষয়কে হালাল বা হারাম এবং যে সকল বিষয়কে ফরয করিয়াছেন। আর وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تَنْكُثُوْا বলিয়া আল্লাহ যে যে ব্যাপারে সাবধান করিয়াছেন عُقُوْدِ দ্বারা উহাই বুঝায়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُوْلٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

অর্থাৎ 'আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করার পর যাহারা উক্ত ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং তিনি যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করে.......তাহাদের জন্য রহিয়াছে জঘন্য অবস্থানস্থল।'

যাহ্হাক (র) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ্ যে সকল বিষয়কে বৈধ ও অবৈধ করিয়াছেন এবং তাঁহার কিতাব ও নবী (সা)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের নিকট হইতে তিনি বৈধ ও অবৈধ সংক্রান্ত বিভিন্ন আবশ্যকীয় যে কাজগুলি সম্পাদন করার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন عُقُوْد দ্বারা উহা বুঝান হইয়াছে।

হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ -এর ভাবার্থে বলেন যে, উহা হইল ছয়টি ঃ আল্লাহ্র সঙ্গে ওয়াদা, বান্দার সঙ্গে শপথ বা চুক্তি করা, অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তি, বিবাহ্ সংক্রান্ত অঙ্গীকার ও কসম সংক্রান্ত অঙ্গীকার।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ উহা দ্বারা পাঁচটি বিষয় বুঝায়, যাহার একটি হইল জাহিলী যুগের চুক্তি অপর একটি হইল অংশীদারী সংক্রান্ত চুক্তি। যাহারা বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হওয়ার পর সেই মজলিসে ক্রয় করা না করার এখতিয়ার থাকে না, তাহারা এই اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ আয়াতাংশ দ্বারা দলীল পেশ করেন। তাঁহারা বলেন, এই আয়াতাংশ দ্বারা উক্ত স্থানে থাকা অবস্থায়ই চুক্তিটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং উহা পালন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহারা এই প্রমাণের ভিত্তিতে এইরূপ যে কোন এখতিয়ারকে অস্বীকার করেন। ইহা হইল ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব। তবে ইমাম শাফিঈ (র), ইমাম আহমদ (র) ও জমহূর ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত ইব্ন উমর (রা)-এর একটি হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করেন। হাদীসটি হইল এই ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ البيعان بالخيار مالم يتفرقا

অর্থাৎ 'বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার বিক্রয়ের বস্তু গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে।'

সহীহ বুখারীতে অন্যরূপেও একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ

اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا

অর্থাৎ 'যখন দুইজন লোক ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন করে, তখন বিক্রয়স্থল ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার থাকে।'

মোট কথা, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হওয়ার পরেও গ্রহণ করা না করার এখতিয়ার অবশিষ্ট থাকে। উল্লেখ্য, ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় এখতিয়ার ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের পর প্রকাশ পায়। এই এখতিয়ার অস্বীকার করার কোন পথ নাই; বরং ইহা একটি বিধান হিসাবে স্বীকৃত। অতএব চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হইল অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ

'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হইয়াছে।' অর্থাৎ উট, গরু ও বকরী। আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে আবূ হাসান, কাতাদা ও আরো অনেকে ইহা বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ আরবদের ভাষায় উহা দ্বারা ইহাই বুঝায়।

এই প্রমাণের ভিত্তিতে ইব্‌ন উমর (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন যে, যবেহকৃত গাভীর পেটে যদি মৃত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে উহা খাওয়া জায়েয। এই সম্বন্ধে সুনানসমূহে বহু হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দাঊদ (র).......হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা উষ্ট্রী, গাভী ও বকরী যবেহ্ করিয়া থাকি। কখনো কখনো এইগুলির পেটের মধ্যে বাচ্চা পাওয়া যায়। আমরা কি সেই বাচ্চাগুলি খাইব, না ফেলিয়া দিব ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইচ্ছা করিলে তোমরা সেইগুলিকে খাইতে পার। কেননা মাকে যবেহ করাই বাচ্চাকে যবেহ করা। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি উত্তম।

আবূ দাঊদ (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মাকে যবেহ করা মানে বাচ্চাকেও যবেহ করা। একমাত্র আবূ দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ। –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বলেন ঃ ইহাদ্বারা মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকরের মাংস বুঝান হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা আলোচ্য পশুসমূহের মধ্যে মৃত পশুর এবং যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নাই, উহা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইহার এই আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে ঃ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ.....

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃত পশু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত পশু, শিংয়ের আঘাতে মৃত পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু।'

উল্লেখ্য, যদিও এইগুলি চতুষ্পদ পশু, তবুও উপরোল্লিখিত কারণে এইগুলি খাওয়া হারাম করা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

اِلاَّمَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

অর্থাৎ 'তবে তোমরা যেগুলিকে যবেহ্ করা দ্বারা পবিত্র করিয়াছ, সেইগুলি হালাল; কিন্তু বেদীতে বলি দেওয়া হইয়াছে যাহা উহা ব্যতীত।' মোট কথা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া নিয়া হালাল করার কোন পথ অবশিষ্ট নাই বিধায় ইহাকে হারাম করা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلاَّمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হইয়াছে যাহা তোমাদের নিকট বিবৃত হইবে উহা ব্যতীত।' অর্থাৎ কোন্ কোন্ পশু কোন্ কোন্ অবস্থায় হারাম, উহা অতি সত্বরই তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন ঃ হাল হওয়ার কারণে ইহা জবরযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, গরু ও ছাগল বুঝান হইয়াছে। আর বন্য পশুর মধ্যে হরিণ ও বন্য গরু এবং গাধা বুঝান হইয়াছে। তবে বন্য ও গৃহপালিত হালাল পশুগুলিকে ইহরামের অবস্থায় শিকার করা বৈধ জ্ঞান করিতে বারণ করা হইয়াছে। কেননা ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ হইল, আমি তোমাদের জন্য হারামকৃত জন্তু ব্যতীত সকল চতুষ্পদ জন্তু হালাল করিয়াছি। এই হুকুম একমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম বলিয়া মানে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَاعَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'তবে যে ব্যক্তি জীবন সংকটে পতিত, অথচ অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী নহে, তাহার জন্য হারাম জানোয়ার খাওয়া হালাল। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।'

অর্থাৎ জীবন-মরণের চরম মুহূর্তে মৃত জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা জায়েয রহিয়াছে। উহাও এই শর্তের উপরে যে, সে আল্লাহ্র অবাধ্য ও তাঁহার সীমালংঘনকারী নহে।

অনুরূপভাবে এইখানেও এই কথা বলা হইয়াছে যে, সকল অবস্থায় হালাল পশু জায়েয করা হইয়াছে কিন্তু ইহরামের অবস্থায় শিকার করা বৈধ নয়। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে তাহার জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের ধরন এইরূপই। আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রদত্ত প্রত্যেকটি আদেশ-নিষেধের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সম্যক জ্ঞাত। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকেন।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! হালাল মনে করিও না আল্লাহ্র প্রতীক চিহ্নসমূহকে।'

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা হজ্জের নিদর্শনাবলী বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা সাফা-মারওয়া এবং কুরবানীর পশু ও উটকে বুঝান হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক যে সকল বস্তুকে হারাম করিয়াছেন, সেইগুলিকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত বস্তুগুলিকে হালাল মনে করিও না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

অর্থাৎ এই মাসগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং এই মাসগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করার মত গর্হিত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার কর। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা হারাম কাজসমূহ পরিহার করার প্রতি জোর তাকিদ প্রদান করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ '(হে নবী) তাহারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি বল, সেই মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র নিকট মাসসমূহের সংখ্যা বারটি।'

সহীহ বুখারীতে আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের দিন বলিয়াছিলেন ঃ আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করার প্রাক্কালে আল্লাহ যুগকে যেভাবে যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এখন তাহা আবর্তিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারন করিয়াছে। বার মাসে একটি বছর হয়। ইহার মধ্যে চারটি মাস নিষিদ্ধ। ইহার তিনটি পরস্পর সংযুক্ত। অর্থাৎ যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। আর অন্যটি হইলো মুযার গোত্রের রাখা নাম অনুযায়ী জমাদিউস-সানী ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব মাসটি।

ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী মনীষীদের একটি দল দলীল পেশ করেন যে, এই মাসসমূহের সম্মান কিয়ামাত পর্যন্ত সমানভাবে বহাল থাকিবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ -এর ভাবার্থে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তোমরা উহার মধ্যে হত্যাযজ্ঞ হালাল মনে করিও না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আবদুল করীম ইব্ন মালিক জাযরীও ইহা বলিয়াছেন। ইব্ন জাযরী ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে জমহুর উলামা বলেন যে, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। এখন নিষিদ্ধ মাসগুলিতে কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করা বৈধ। তাঁহাদের দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ 'যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতিবাহিত হইয়া যায়, তখন তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।'

এই কথার উদ্দেশ্য হইল এই, যখন হারাম মাসসমূহের সম্মান রহিত হইয়া গিয়াছে, তখন তোমরা সব সময়ে কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে জিহাদ করিতে থাক। ইহা দ্বারা বছরের সকল সময়ে যুদ্ধ করা বৈধ করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আবূ জা'ফর (র) আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সঙ্গে হারাম মাসসমূহ সহ বছরের সকল মাসে যুদ্ধ করা হালাল করিয়াছেন।

তিনি এই ব্যাপারেও আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করেন যে, যদি কোন মুশরিক হরম শরীফের সকল বৃক্ষের ছাল দিয়া শরীর আবৃত করে এবং পূর্ব হইতে কোন মুসলমান যদি তাহাকে

নিরাপত্তা প্রদান না করে, তবে সে নিরাপত্তা পাইবে না। এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ

অর্থাৎ কা'বাগৃহের দিকে কুরবানীর পশু প্রেরণ করা হইতে তোমরা বিরত হইও না। কারণ ইহা দ্বারা আল্লাহ্র নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। আর তোমরা কুরবানীর পশুর গলায় কণ্ঠাভরণ পরানো হইতে বিরত থাকিও না। কেননা ইহা দ্বারা অন্যান্য পশু হইতে এইগুলির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, ইহা দ্বারা আরও প্রকাশ পায় যে, পশুগুলি কুরবানীর উদ্দেশ্যে কা'বাগৃহের দিকে আনা হইতেছে। ফলে মানুষ পশুগুলির ক্ষতি সাধন করা হইতে বিরত থাকিবে। এই পশুগুলিকে দেখিয়া অন্যান্যরা এইভাবে কুরবানী করিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। যে ব্যক্তি অন্যকে কুরবানী করার প্রতি উৎসাহ দান করে, তাহাকে তাহার কথায় উৎসাহিত হইয়া কুরবানীকারীর সমান প্রতিদান দেওয়া হয়। অথচ উহার কুরবানীর সওয়াব হইতে সামান্যও হ্রাস করা হয় না।

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জের সময় যুল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করেন। এই স্থানটির নামই হইল ওয়াদীউল-আকীক। সকালে তিনি তাঁহার স্ত্রীদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা ছিলেন নয়জন। অতঃপর তিনি গোসল করেন এবং খোশবু মাখেন। দুই রাকাআত নামায পড়েন। কুরবানীর পশুগুলিকে চিহ্নযুক্ত করেন এবং কণ্ঠাভরণ পরাইয়া দেন। অবশেষে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। তাঁহার সুদর্শন ও আকর্ষণীয় রং ও গড়নের পশুর সংখ্যা ছিল ষাট।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

অর্থাৎ 'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দশনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে তাহা তাহার অন্তরে আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।'

কেহ বলিয়াছেন, কুরবানীর পশুকে সম্মান প্রদর্শন করার মানে হইল ঐগুলিকে উত্তম খাদ্য দেওয়া এবং উত্তম স্থানে রাখা।

হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরবানীর পশুর কর্ণ ও চক্ষু ভালোভাবে দেখিয়া নিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সুনান সংকলকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا الْقَلَائِدَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকদের মত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করা বৈধ নয়। কেননা তাহারা যখন হারাম মাসসমূহ ব্যতীত অন্য কোন মাসে হরমের বাহিরের এলাকা হইতে অন্য এলাকায় সফর করিত, তখন তাহারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ পশম ব্যবহার করিত। তেমনি হরম শরীফের মুশরিক অধিবাসীরা যখন তাহাদের গৃহ হইতে বাহির হইত, তখন তাহারা কণ্ঠাভরণ স্বরূপ হরম শরীফের গাছের ছাল ব্যবহার করিত। ইহার ফলে লোকেরা তাহাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করিত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই সূরার দুইটি আয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে। একটি হইল اَلْقَلَائِدَ। বা কণ্ঠাভরণের আয়াত এবং দ্বিতীয়টি হইল ঃ

فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ

মানযির ইব্ন শাবান (র)......ইব্ন আউফ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আউফ (র) বলেন ঃ আমি হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সূরা মায়িদার কোন আয়াত বা উহার কোন অংশ মানসূখ হইয়াছে কি ? তিনি উত্তরে বলিলেন, না।

আতা (র) বলেন ঃ লোকজন হরম শরীফের বৃক্ষের ছাল কণ্ঠাভরণ স্বরূপ ব্যবহার করিত। উহা নিরাপত্তার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হইত। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা হরম শরীফের বৃক্ষ কাটা নিষিদ্ধ করেন। মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহও এইরূপ বলিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

'এবং সেই সকল লোককে, যাহারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যায়, যাহারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্র ঘরের উদ্দেশ্যে যাহারা রওয়ানা হয়, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হালাল মনে করিও না। কারণ সেই ঘরে যে ব্যক্তি প্রবেশ করে সে শত্রু হইতে নিরাপত্তা লাভ করে। এইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দয়া ও সন্তুষ্টি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তোমরা তাহাকে বাধা দিও না, বিরত রাখিও না এবং তাহার কোন প্রকার কুৎসা রটনা করিও না।

মুজাহিদ, আতা, আবুল আলীয়া, মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়র, রবী ইব্ন আনাস, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল ব্যবসা করা। যথা পূর্ববর্তী لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ এই আয়াত দ্বারা ব্যবসাকে বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) وَرِضْوَانًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল হজ্জ করার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইকরিমা, সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি হাতাম ইব্ন হিন্দ আল-বাকরীর উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। সে মদীনার একটি চারণভূমি লুট করিয়াছিল। ইহার পরের বৎসর হজ্জ করিতে আসিলে কতক সাহাবা তাহাকে বাধা দিতে মনস্থ করায় আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাপারে আলিমদের ইজমা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ মুশরিকগণকে নিরাপত্তাহীন অবস্থায় হত্যা করা জায়েয। যদিও সে হরম শরীফের উদ্দেশ্যে বা বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। মোটকথা, মুশরিকদের ব্যাপারে উপরিউল্লিখিত বিধানসমূহ

রহিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহদ্রোহিতা, শিরক ও কুফরীর উদ্দেশ্যে পবিত্র কা'বাগৃহের দিকে রওয়না হইবে, তাহাকেও বাধা প্রদান করা জায়েয রহিয়াছে। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বছরের পর আর কখনো কা'বাগৃহের নিকটবর্তী না হয়।'

তাই রাসূলুল্লাহ (সা) নবম হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর করিয়া প্রেরণ করার পরপরই হযরত আলী (রা)-কে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইয়া তাঁহাকে এই ঘোষণা দানের নির্দেশ করেন যে, মুসলমান ও মুশরিক পরস্পর সম্পর্কে সম্পূর্ণ পৃথক। এই বৎসরের পর যেন কোন মুশরিক হজ্জ করিতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে।

ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ। এই আয়াতাংশের ভাবার্থে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইসলামের প্রথম যুগে মুমিন ও মুশরিক একত্রে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করিত। তাই এই আয়াত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহার পরে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব তাহারা যেন এই বৎসরের পর কখনো কা'বা গৃহের নিকটবর্তী না হয়।' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, একমাত্র তাহারাই আল্লাহ্‌র ঘরকে আবাদ করিবে।' ইহা দ্বারা হজ্জ করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইয়াছে।

আবদুর রায্‌যাক (র)......কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ —এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ জাহিলী যুগে কোন ব্যক্তি হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হইলে বৃক্ষের ছাল দ্বারা কণ্ঠাভরণ তৈরি করিয়া গলায় পরিত। ফলে কেহ তাহাকে পথে বাধা দিত না। আবার ফেরার পথে তাহারা পশমের তৈরি কণ্ঠাতরণ পরিত। ফলে তাহাদিগকে কেহ বাধা বা কষ্ট দিত না। তৎকালে মুশরিকদিগকে হজ্জ করা হইতে বাধা দেওয়া হইত না। তেমনি নিষিদ্ধ ছিল হারাম মাসসমূহ এবং হরমের আশেপাশে যুদ্ধ করা। তবে পরবর্তীতে এই আয়াতটি দ্বারা উহা রহিত করা হয় ঃ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْ تُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ 'যেখানে মুশরিকদিগকে পাও, হত্যা কর।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ وَلَا الْقَلَائِدَ অর্থাৎ হরমের মধ্যেকার বৃক্ষের ছাল দ্বারা কণ্ঠাভরণ পরিলে তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করা। তাই কেহ এই নির্দেশের অমান্য বা অবমাননা করিলে লোকজন তাহাকে লজ্জা দিত। কবি বলেন ঃ

الم نقتلا الحرجين اذاعورالكم – يمران بالايدى اللحاء الضفرا

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا 'যখন তোমরা হালাল হইয়া যাইবে তখন শিকার কর।'

অর্থাৎ যখন তোমরা ইহরাম হইতে মুক্ত হইয়া হালাল হইবে, তখন তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় যাহা শিকার করা হারাম ছিল, উহা হালাল করা হইল। এই নির্দেশটি হইল হারামের পর হালাল করার বিধান। উল্লেখ্য যে, যদি কোন বিষয়কে সাময়িকভাবে বৈধ বা অবৈধ করা হয়, তবে উহা পূর্বে যদি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব থাকিয়া থাকে, পরবর্তীতে উহা বৈধ করিলে পূর্বের বিধানই পুনর্বহাল হয়। কাহারো মতে নির্দেশটি শুধু ওয়াজিবের বেলায় প্রযোজ্য এবং কাহারো মতে শুধু মুবাহ বিষয়ের বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু এই অভিমতদ্বয়ের বিপক্ষে কুরআনে একাধিক আয়াত রহিয়াছে। অতএব আমরা যাহা বলিয়াছি উহাই সত্য ও সঠিক। নীতি-শাস্ত্রবিদগণের অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

এখানে أَنْ صَدُّوْكُمْ -এর الف -কে যবর দ্বারা পড়া হইয়াছে। যাহার অর্থ হইল ঃ যে জাতি তোমাদিগকে হুদায়বিয়ার বছর কা'বাগৃহে পৌঁছিতে বাধা প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি শত্রুতামূলক প্রতিশোধ গ্রহণের বেলায় আল্লাহ্র হুকুম লংঘন করিও না বরং আল্লাহ তোমাদিগকে প্রত্যেকের সঙ্গে যেভাবে ন্যায় ও ইনসাফমূলক আচরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন, উহা যথাযথভাবে পালন কর। নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা করা হইবে। আয়াতটি হইল এই ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'কোন জাতির প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদিগকে ন্যায় বিচার করায় নিরুৎসাহিত না করে। তোমরা ন্যায় বিচার কর। আর ইহা হইল আল্লাহ ভীতির অতি নিকটবর্তী।'

অর্থাৎ শত্রুতা যেন ন্যায় ও ইনসাফ হইতে কাহাকেও বিমুখ না করে। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেকের ইনসাফের ব্যবহার করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

পূর্ববর্তীকালের জনৈক মনীষী বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি তোমার সহিত আল্লাহ্র নাফরমানী-মূলক বেইনসাফের ব্যবহার করে, তবে তোমার উচিত হইবে তাহার সঙ্গে ইনসাফমূলক ব্যবহার করা। কেননা পৃথিবী ও আকাশসমূহ ন্যায়ের উপর ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ সাহাবীগণ যখন মুশরিকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এক কঠিন অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, তখন পূর্বাঞ্চলীয় একদল মুশরিক কা'বাঘর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। উহাদিগকে দেখিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহারা যেভাবে আমাদিগকে কা'বাগৃহ যিয়ারত করিতে বাধা দান করিয়াছে, আমরা সেইভাবে ইহাদিগকে বাধা দিব। সেই মুহূর্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

الشنأن। অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সহ অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইহা شنأته হইতে اشنؤه হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ইহা সর্বদা হরকতের সহিত পড়া হয়। যথা ঃ جمز - درج - رقل হইতে যেভাবে رقلان - جمزأن - درجان নিঃসৃত হইয়াছে, উহাও এইরূপে নিঃসৃত। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আরবী কবিতায় شنأن -কে জযম দিয়াও লিখা হইয়াছে। তবে কোন ক্বারী কুরআনের এই আয়াতটি এইরূপে পড়িয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। যথা কবি বলেন ঃ

وما العيش الاماتحب وتشتهى - وان لام فيه نو الشنأن وفندا

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদেরকে সৎ ও উত্তম কাজে পরস্পরে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। পরন্তু গর্হিত কাজ পরিহার করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্যায়, পাপ ও হারাম কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করিতে বারণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ لاثم। অর্থ আল্লাহ্‌র আদেশকৃত বিষয়কে অমান্য করা। العدوان। অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ইসলামের সীমা লঙ্ঘন করা এবং নিজের ও অন্যের বেলায় ইনসাফ পরিহার করিয়া বেইনসাফীর আশ্রয় নেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, যদি সে অত্যাচারী অথবা অত্যাচারিতও হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার মানে তো বুঝিলাম না। তাহাকে কিভাবে সাহায্য করিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে অত্যাচার করা হইতে নিষেধ করা এবং বাধা প্রদান করা। ইহাই হইল সাহায্য করা। হুশাইমের সনদে ইমাম বুখারীই কেবল এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করা হয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তুমি তোমার অত্যাচারী বা অত্যাচারিত ভাইকে সাহায্য কর। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার মানে তো বুঝিলাম, কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝিলাম না। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখা হইল তাহাকে সাহায্য করা।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে মু'মিন ব্যক্তি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্ট সহ্য করে, সেই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম যে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং তাহাদের দেয়া কষ্টও সহ্য করে না।

শু'বার সনদে তিরমিযী এবং ইসহাক ইব্‌ন ইউসুফের সনদে ইব্‌ন মাজাহ এবং তাঁহারা উভয়ে আ'মাশ হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র).......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সৎপথ প্রদর্শনকারী সৎকাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়।

এই হাদীসটির সমার্থক নিম্ন হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন সহীহ হাদীস আছে বলিয়া আমার জানা নাই। হাদীসটি হইল এই ঃ

যে ব্যক্তি সৎপথে আহবান করে, সে ব্যক্তির আহবানে সাড়া দিয়া যদি কোন ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে, তবে আহ্বানকারী ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত ইহার পুণ্য পাইতে থাকিবে। অথচ সৎপথ অনুসারীর সওয়াব হইতে কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায় ও অসৎ পথে আহ্বান করে এবং তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া যে উহা গ্রহণ করত পাপ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তির পাপের অংশ আহ্বানকারীও কিয়ামত পর্যন্ত পাইতে থাকিবে, তবে পাপ সম্পাদনকারীর শাস্তি হইতে কোন অংশ হ্রাস করা হইবে না।

তাবারানী (র)......আবুল হাসান সামরান ইব্‌ন সাখার (রা) হইতে বর্ণনা যে, আবুল হাসান সামরান ইব্‌ন সাখার (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সঙ্গে হাঁটে এবং সে জানে যে, সেই ব্যক্তি অত্যাচার করে, সে ব্যক্তি ইসলাম হইতে বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ؕ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ؕ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ③

৩. "তোমাদের জন্য হারাম করা হইল মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস ও আল্লাহ ভিন্ন অন্য নামে উৎসর্গিত জীব এবং গলায় ফাঁসের কারণে কিংবা আঘাতে অথবা উঁচু স্থান হইতে পড়িয়া বা শিংয়ের গুতায় মৃত প্রাণী আর হিংস্র প্রাণী যাহার অংশ খাইয়াছে ও যবেহ করার আগেই মরিয়াছে, আর যাহা বেদীতে যবেহ করা হইয়াছে এবং তীরের মাধ্যমে

বন্টনের জন্য যবেহকৃত জীব। এইগুলি পাপ কার্য। আজ তোমাদের দীন হইতে কাফিররা নিরাশ হইয়াছে। তাই তাহাদিগকে ভয় পাইও না, আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমত পূর্ণ করিলাম। আর তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকে জীবনাদর্শরূপে মনোনীত করিলাম। অতঃপর যে ব্যক্তি পাপমতি ভিন্ন ক্ষুধাতুর হইয়া (হারাম বস্তু) খাইবে, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অশেষ দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত জন্তু খাওয়া হারাম, উহার বিবরণ দিয়াছেন। উহা হইল মৃত জন্তু। এইখানে সেই মৃতকে বুঝান হইয়াছে যাহা শিকার বা যবেহ করা ব্যতীত আপনা আপনি মরিয়াছ। কেননা উহার শরীরের প্রবাহিত রক্তের স্খরণ ঘটে নাই। তাই উহা স্বাস্থ্য ও দীনের জন্য ক্ষতিকর। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের মৃত জন্তুসমূহকে খাওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম করিয়াছেন। তবে মৃত মাছ এই নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত নয়। যথা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইব্ন খুযায়মা ও ইব্ন হিব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনে, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ স্বীয় সুনানে, শাফিঈ ও আহমদ স্বীয় মুসনাদে এবং মালিক স্বীয় মুআত্তায় বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ উহার পানি পবিত্র এবং উহার মৃত মাছও হালাল। এই সম্পর্কে সামনে আরও হাদীস আসিতেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ أَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا অর্থাৎ প্রবাহিত রক্ত। الدم। অর্থ প্রবাহিত রক্ত! হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (রা) বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্লীহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, তোমরা উহা খাও। তখন লোকজন বলিল, কেন, উহা তো রক্ত। উত্তরে তিনি বলেন যে, তোমাদের জন্য কেবল প্রবাহিত রক্তই হারাম করা হইয়াছে।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ কেবল প্রবাহিত রক্তই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

মারফূ' সূত্রে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফিঈ বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য দুইটি মৃত এবং দুই প্রকারের রক্ত খাওয়া হালাল করা হইয়াছে। মৃত দুইটি হইল, মাছ ও টিড্ডি। আর রক্তের প্রকারদ্বয় হইল, কলিজা ও প্লীহা।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলামের সনদে বায়হাকী, দারে কুত্নী, ইব্ন মাজাহ ও আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাফিয বায়হাকী (র) বলেন যে, বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম একজন দুর্বল রাবী। অবশ্য মারফূ' সূত্রে ইসমাঈল ইব্ন আবূ ইদরীস, উসামা, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম প্রমুখ হইতে এবং তাঁহারা হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি ইব্ন কাছীর বলিতেছি ঃ অবশ্য উসামা, আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম– এই রাবীত্রয় দুর্বল। তবে সকলে সমানভাবে দুর্বল নন।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে যায়দ ইব্‌ন আসলামের সূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ যুর'আ রাযী বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল বিশ্বস্ত রাবী হওয়া সত্ত্বেও হাদীসটিকে মওকূফ বলা হইয়াছে। কেননা ইহার সনদের মধ্যে যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) রহিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুদাই ইব্‌ন আজলান ওরফে আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কওমকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে আহবান করার জন্য আমাকে প্রেরণ করেন এবং ইসলামের দাওয়াত তাহাদের নিকট পেশ করার নির্দেশ দেন। আমি তাহাদের মাঝে আমার দায়িত্ব পালন করিতেছিলাম। একদা তাহারা আমার নিকট এক পেয়ালা রক্ত নিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলে মিলিয়া উহা পান করার উদ্যোগ নিল। তাহারা আমাকে উহা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আফসোস! আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি তোমাদের জন্য রক্ত হারাম করিয়াছেন। তাহারা সকলে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই আদেশটি কি ? তখন আমি তাহাদিগকে এই আয়াতটি পড়িয়া শুনাইলাম ঃ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ

ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিবের সনদে হাফিয ইব্‌ন মারদুবিয়াও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করেন যে, সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) বলেন ঃ আমি উহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। একদিন আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তাহাদের কাছে পানি চাহিলে তাহারা বলিল যে, তুমি মরিলেও আমরা পানি দিব না। এমন অবস্থায় আমি মর্মাহত হইয়া জামা শিয়রে দিয়া তপ্ত বালুকার মাঠে শুইয়া পড়িলাম । আমি ঘুমাইয়া পড়িলে স্বপ্নে দেখি যে, সুদর্শন এক ব্যক্তি একটি কাঁচের পেয়ালায় উত্তম সুমিষ্ট পানীয় হাতে করিয়া নিয়া আসিয়া আমাকে দিল। আমি উহা পান করিতেই ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম। তখন আমি অনুভব করিলাম যে, আমার কোন পিপাসাই নাই। উপরন্তু ইহার পর হইতে আজ পর্যন্ত আমি কখনো আর পিপাসার্ত হই নাই।

হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ গালিব, সাদাকা ইব্‌ন হারম, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন আইয়াশ আমিবী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আলী ইব্‌ন হাম্মাদ ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্তরূপ বর্ণনা করার পর আরো বাড়াইয়া বলেন ঃ সুদাই ইব্‌ন আজলান (রা) বলেন, ইহার পর আমি শুনিতে পাইতেছিলাম, তাহারা পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল যে, তোমাদের নিকট তোমাদের নেতা আসিয়াছে, কিন্তু তোমরা তাহাকে একঢোক পানিও দিলে না ? অতঃপর তাহারা আমার জন্য পানীয় নিয়া আসিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আমার এখন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্ আমাকে খাওয়াইয়াছেন। ইহা বলিয়া আমি তাহাদিগকে আমার পেট দেখাইলাম। ফলে তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল। এই অবস্থাটির চিত্র কবি 'আশা কত সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইব্‌ন ইসহাক তাঁহার নিম্ন পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وایاك والميتات لا تقربنها - ولا تاخذن عظما حديدا نتفضدا

যাহা হউক, জাহিলী যুগের লোকেরা তৃষ্ণার্ত হইলে উটের রক্ত পান করিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই অপবিত্র বস্তুকে এই উম্মতের জন্য হারাম করিয়াছেন।

আ'শা আরও বলেন ঃ

وذا النصب المنصوب لا تأتينه - ولا تعبد الاوثان والله فاعبدا

ولحم الخنزير অর্থাৎ পালিত ও বন্য উভয় প্রকারের শূকরই হারাম। لحم বা মাংস বলিয়া উহার সর্বাঙ্গকে বুঝান হইয়াছে। এমনকি মাংসের মধ্যে উহার চর্বিও গণ্য। তবে এক প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধারণত মাংস বলিতে তো চর্বিকে বুঝায় না। যাহিরী সম্প্রদায় ইহার উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَانَّه رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا অর্থাৎ উহা অপবিত্র ও পাপের। অন্য আয়াতে ইহার সমর্থনে বলা হইয়াছে ঃ

اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ

অর্থাৎ 'মৃত অথবা উহার প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস ব্যতীত। কেননা ইহা অপবিত্র।' এই স্থানে فَانَّه -এর সর্বনাম দ্বারা শূকর বুঝান হইয়াছে। শূকর বলিলে উহার সর্বাংগ বুঝা যায়। যদিও আরবী ভাষা রীতি অনুযায়ী সর্বনাম সময় مضاف -এর সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং কখনো مضاف اليه -এর সহিত হয় না। কিন্তু আরবী ভাষাবিদরা কোন জন্তুর গোশ্ত বলিয়া উহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গকে বুঝিয়া থাকে।

বুরায়দা ইব্ন খুসায়ব আসলামী হইতে মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পাশা খেলায় অংশগ্রহণ করে, সে যেন তাহার হস্তকে শূকরের মাংস ও রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিল।

বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা শূকরের মাংস ও রক্তের প্রতি চরম ঘৃণা ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতএব ইহার মাংস ভক্ষণ করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেলো যে, শূকরের মাংসসহ উহার প্রত্যেকটি অঙ্গ ও অংশই হারাম এবং অপবিত্র।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা শুধু মদ্য, মৃত, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মৃতের চর্বির হুকুম কি ? কেননা উহা দ্বারা নৌকার গাঁথুনী দেওয়া হয়, চামড়া মালিশ করা হয় এবং প্রদীপের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা উহাও হারাম।

আবূ সুফিয়ানের সনদে সহীহ বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রোম সম্রাটকে বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত পশু ও রক্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ অর্থাৎ 'যে জন্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয় উহা হারাম।' কেননা আল্লাহ তা'আলা যে কোন জন্তুকে তাঁহার মহান নামে যবেহ করা ওয়াজিব করিয়াছেন। অতএব যদি কোন জন্তু তাঁহার নাম ব্যতীত কোন দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হয় তবে তাহা হারাম বৈ কি ? উপরন্তু এই ধরনের যবেহকৃত জন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল যুগের সকল আলিম একমত। তবে ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন হালাল পশু-পাখি যবেহ

করার সময় আল্লাহর নাম বাদ পড়ার ব্যপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই বিতর্কের উপর সূরা আন'আমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফাইল (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-কে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়, তখন তাঁহার প্রতি চারটি বস্তু হারাম করিয়া দেওয়া হয়। (সেইগুলি হইল ঃ) মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহকৃত জন্তু। তাই এইগুলি কখনো হালাল ছিল না; বরং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর হইতেই এইগুলি হারাম হিসাবে গণ্য ছিল। তবে বনী ইসরাঈলদের অপকর্মের কারণে আল্লাহ তাহাদের প্রতি কোন কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিয়াছিলেন। ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করার পর আবার আদম (আ)-এর যুগের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং উপরোল্লিখিত বস্তু চতুষ্টয় ব্যতীত সকল কিছু হালাল করা হয়। কিন্তু সেই যুগের লোকেরা তাঁহাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে এবং তাঁহার আদেশ-নিষেধ অমান্য করার অপপ্রয়াস পায়। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......জারূদ ইব্‌ন আবূ সবুরা হইতে বর্ণনা করেন যে, জারূদ ইব্‌ন আবূ সবুরা বলেন ঃ বনী রিবাহ গোত্রের ইব্‌ন ওয়ায়ল নামের এক ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট কবি আবূ ফারাযদাকের পিতা উভয়ে একশতটি করিয়া উটের পা কাটার বাজি ধরে। কূফা শহরের উপকণ্ঠে একটা ঝরণার কূলে তাহারা উটের পা কাটা শুরু করিলে লোকজন গাধা ও খচ্চরের পিঠে চড়িয়া উটের গোশত নেওয়ার জন্য সেখানে জড়ো হইতে থাকে। হযরত আলী (রা) ইহা দেখিয়া হুযূর (সা)-এর একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া উচ্চস্বরে বলিতে থাকে ঃ হে জনমণ্ডলী! তোমরা ইহার গোশত খাইও না। ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

এই হাদীসটিও দুর্বল। তবে আবূ দাউদের একটি রিওয়ায়াত দ্বারা ইহার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ দাঊদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরব বেদুঈনদের মত পরস্পর বাজি ধরিয়া উটের পা কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর ওরফে গুন্দরের হাদীসটি একমাত্র বর্ণনাকারী আলী ইব্‌ন আব্বাসের সূত্রে মওকূফ বলিয়া সাব্যস্ত।

আবূ দাঊদ (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্‌ন হারীস বলেন ঃ আমি ইকরিমার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ (সা) প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া ভোজ গ্রহণ বা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইব্‌ন জারীর ব্যতীত অন্যান্য সকলের রিওয়ায়াতে ইব্‌ন আব্বাসের উল্লেখ নাই। একমাত্র ইব্‌ন জারীরই ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالْمُنْخَنِقَةُ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে যে জন্তুর গলা টিপিয়া মারা হয় অথবা আকস্মিকভাবে যে জন্তু দম বন্ধ হইয়া মারা যায়। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন

যে, কোন পশুকে খুঁটার সঙ্গে রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে পশুটি ছোটাছুটি করার ফলে রশিতে ফাঁস লাগিয়া যদি দম বন্ধ হইয়া মারা যায়, তবে সেই পশুর মাংস খাওয়া হারাম।

কাতাদা (র) বলেন ঃ জাহিলী যুগের লোকেরা পশুকে লাঠিপেটা করিয়া মারিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করিত।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (র) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি এমন এক প্রকার অস্ত্র দ্বারা শিকার করি যাহার একধার ধারালো আর অন্য ধার ধারহীন। এমন অস্ত্রের আঘাতের শিকার কি খাওয়া জায়েয ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যদি উহার ধারালো পার্শ্ব দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে আর যদি ধারহীন পার্শ্বের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইবে না।

এই হাদীসে রাসুলূল্লাহ (সা) ধারালো এবং ধারহীন অস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। তিনি ধারালো অস্ত্রের দ্বারা আঘাতকৃত জন্তু খাওয়া হালাল বলিয়াছেন এবং ধারহীন অস্ত্রের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জন্তু খাওয়া হারাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ফিকহশাস্ত্রবিদগণ একমত। আর যদি ক্ষত না হইয়া কেবল অস্ত্রের ভারের কারণে জন্তু নিহত হয়, তবে এই ব্যাপারে ইমাম শাফিঈর দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এক, ধারহীন অস্ত্রের আঘাতে মারা জন্তু হালাল নহে। এই হাদীস দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। দুই, কুকুর দ্বারা শিকারকৃত জন্তু খাওয়া যেহেতু হালাল, তাই ভারী অথচ ধারহীন অস্ত্রের আঘাতে মারা জন্তুও খাওয়া হালাল। এই বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

পরিচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে আলিমগণের মধে মতভেদ রহিয়াছে যে, যদি শিকারী কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠান হয় এবং সেই কুকুর যদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া কোন জন্তুকে শিকার করে বা শিকারী কুকুরের শরীরের ভারে যদি জন্তুটি নিহত হয়, তবে সেই শিকার খাওয়া হালাল কি হালাল নয়, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। এক মতানুসারে বলা হইয়াছে যে, উহা খাওয়া হালাল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা তোমরা খাও।' এই আয়াতে ক্ষত ও অক্ষত কোন বিষয় নির্দিষ্ট না করিয়া সাধারণভাবে শিকার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আদী ইব্‌ন হাতিমের হাদীসেও অনির্দিষ্ট সাধারণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর সহচরগণ ইমাম শাফিঈ (র) হইতে এই মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) এবং ইমাম রাফিঈ (র) ইমাম শাফিঈর এই মতকে সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আমার কথা হইল যে, ইমাম শাফিঈর الام ও المختصر নামক কিতাবদ্বয়ের দ্বারা উপরোক্ত উদ্ধৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয় না। তবে তাঁহার অভিমত দ্ব্যর্থবোধক। তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহার মতকে কেন্দ্র করিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং উভয় দল তাঁহার বক্তব্যকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ব্যবহার করিয়াছেন। মূলত তাঁহার বক্তব্যে উহা হালাল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত খুবই ক্ষীণ। মোটকথা এই জাতীয় শিকারকৃত পশু হালাল কি হারাম, এই ব্যাপারে তিনি খোলাখুলি কোন মন্তব্য করেন নাই। তবে হাসান ইব্‌ন যিয়াদের রিওয়ায়াতে আবূ হানীফা (রা) হইতে ইব্‌ন সাব্বাগ উদ্ধৃত করেন যে, আবূ হানীফা (র) বলেন, উহা হালাল। আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেন যে, সালমান ফারসী (রা), আবূ হুরায়রা (রা), সা'দ

ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ও ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বর্ণনাটি দুর্বল। কেননা তাঁহাদের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন স্পষ্ট মন্তব্য পাওয়া যায় না। ইব্‌ন জারীরের এই রিওয়ায়াতের ব্যাপারে আমারও সন্দেহ রহিয়াছে।

দ্বিতীয় মতে বলা হয়, উহা হালাল নয়। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ (র)-এর দ্বিতীয় উক্তি। ইমাম মুযানী (র)-ও এই অভিমত পসন্দ করিয়াছেন। ইব্‌ন সাব্বাগও এই মতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই জাতীয় পশু হালাল নয়। তেমনি ইমাম আহমদ হইতেও তাঁহার প্রসিদ্ধ মত হিসাবে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাই সত্যের অধিক কাছাকাছি। ইসলামী আইনের নীতিমালার সঙ্গে ইহাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইব্‌ন সাব্বাগ এই মতের পক্ষে রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীসটি হইল এই ঃ

রাফি ইব্‌ন খাদীজ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হইব। আমাদের নিকট কোন ছুরি থাকিবে না। তখন আমরা বাঁশের ধারালো ফালি দিয়া যবেহ করিতে পারিব কি? তিনি বলিলেন ঃ যাহা দ্বারা যবেহ করিলে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহর নামে যবেহ করা হয়, তাহা তোমরা খাও।

সম্পূর্ণ হাদীসটি সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটি যদিও বিশেষ একটি অবস্থাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছিল, কিন্তু জমহূর উলামা এবং অধিকাংশ মূলনীতিবিদ ও আইনবিদগণ হাদীসটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাতা নামক মধুর তৈরি এক জাতীয় পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যে সকল পানীয় পান করিলে মাতলামী আসে, তাহা হারাম। যদিও কোন কোন ফকীহ বলেন, ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) মধুর তৈরি এক জাতীয় মদের কথা নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। ঠিক তেমনিভাবে উপরোল্লিখিত হাদীসটিতে যদিও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ যবেহের কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উত্তর এমন ভাষায় দিয়াছেন যাহা উক্ত বিশেষ যবেহসহ সকল প্রকারের যবেহকে শামিল করে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি শিকারী কুকুর আঘাত করিয়া বা চাপ দিয়া কোন পশু হত্যা করে এবং যদি উহাতে রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে উক্ত পশু খাওয়া হালাল নয়। কেননা উপরোক্ত হাদীসে যেভাবে যবেহ করা পশুকে হালাল বলা হইয়াছে, উহার বিপরীত যে কোন পন্থায় যবেহকৃত পশু খাওয়া নিশ্চিত হারাম বলিয়া গণ্য হইবে।

অবশ্য যদি কেহ বলে যে, এই হাদীসটি তো শিকারী কুকুর সম্পর্কে নয়; বরং যবেহ করার অস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। অতএব দাঁত ও নখ দ্বারা যবেহ করাও নিষিদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দাঁত ও নখ অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য দাঁত, হাড় এবং নখ দ্বারা হাবশীরা যবেহ করে। উল্লেখ্য যে, কোন বিষয় বা বস্তু নিষিদ্ধ করা হইলে সেই জাতীয় সকল বস্তুই নিষিদ্ধতার মধ্যে গণ্য হয়। অতএব ইহা অস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কুকুর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় নাই।

ইহার জবাবে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, যাহার রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যাহা আল্লাহ্র নামে যবেহ করা হয়, উহা তোমরা খাও। এই হাদীসে এই কথা বলা হয় নাই যে, যে অস্ত্র রক্ত প্রবাহিত করে উহা দ্বারা যবেহ কর। ইহার মধ্যে একই সঙ্গে দুইটি হুকুম পাওয়া যাইতেছে। একটি অস্ত্র সম্পর্কিত এবং অপরটি রক্ত প্রবাহিত হওয়া সম্পর্কিত। তবে যবেহ করার বস্তু অবশ্যই দাঁত বা নখ না হওয়া উচিত। এই হইল একদলের অভিমত।

দ্বিতীয় অভিমত পোষণকারী হইলেন ইমাম মুযানী (র)। তিনি বলেন, হাদীসে তীরের ব্যাখ্যা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে যে, যদি উহার ধারহীন চওড়ার দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে উহা খাইও না এবং যদি উহার ধারালো অংশের আঘাতে মারা যায়, তবে উহা খাও। পক্ষান্তরে কুকুর সম্পর্কে ভিন্নভাবে সাধারণ হুকুম দেওয়া হইয়াছে। তবে এই হুকুমের সম্পর্ক যখন একই শিকারের সহিত সংযুক্ত, তখন কুকুরের সাধারণ হুকুমও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। মোটকথা দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তু দ্বারা শিকারের কথা বলা হইলেও নির্দেশটি শিকার সম্পর্কিত।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যা, যিহারের বিধান সম্পর্কে একস্থানে কেবল গোলামের কথা বলা হইয়াছে এবং অন্যস্থানে মু'মিন গোলামের কথা বলা হইয়াছে। তবে এখানে মু'মিন গোলাম আযাদ করার বিধান করা হইয়াছে এবং ইহাই উত্তম। বিশেষ করিয়া যাহারা এই যুক্তিটিকে মৌলিকভাবে গ্রহণ করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা সর্বোত্তম বলিয়া সাব্যস্ত। পক্ষান্তরে যাহারা ইহার বিরোধিতা করেন, তাহাদের উচিত ইহার জবাবে মযবূত দলীল ও যুক্তি পেশ করা।

ইহা ব্যতীত আরও কথা হইল যে, কুকুর চাপ দিয়া কোন শিকারকে হত্যা করিলে তাহা খাওয়া হারাম। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই বলা হইয়াছে যে, তীরের চওড়া দিক দিয়া আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত জন্তুও খাওয়া হারাম। তবে উভয়টিই শিকারের অস্ত্র হিসাবে গণ্য। আর উভয়টিই এই অবস্থায় উহার ভারত্বের দ্বারা শিকার হত্যা করিয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশে সাধারণ নির্দেশ বিধৃত হইয়াছে, কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আর আয়াতের সার্বজনীনতা এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ক্ষুণ্নও হয় নাই। কেননা কিয়াসের জন্য সাধারণ অর্থ সম্বলিত আয়াতই অগ্রগণ্য। ইমাম চতুষ্টয় এবং জমহূরের মতও ইহা। মোটকথা এইটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যাখ্যা ও অভিমত।

অপর এক দলের কথা হইল এই ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ 'শিকারী কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে উহা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য হালাল।'

ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে শিকারীর আহত শিকার ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে বিধানের মধ্যে বিশৃংখলা এবং মূল বিষয়ের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কেননা এই অর্থ গ্রহণ করিলে শিকারীর গলা চাপিয়া হত্যাকৃত শিকারও হালালের মধ্যে গণ্য হইয়া যায়।

তাই যে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াতটি দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে। ইহার ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। যেমন ঃ

এক. বিধানের প্রবক্তা এই আয়াতটি শিকার সম্পর্কেই প্রবর্তন করিয়াছেন। কেননা হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ যদি শিকার তীরের চওড়া প্রান্ত দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মারা যায়, তবে উহা অপবিত্র হইয়া যায়। উহা খাইবে না।

যাহা হউক, আমাদের জানামতে এমন কোন আলিম নাই যিনি এই সম্বন্ধে কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করিয়া তাহার আলোকে এই কথা বলিয়াছেন যে, অস্ত্রের ধারহীন চওড়া অংশ এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তু বৈধ শিকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাই এইসবকে হালাল বলা হইলে ইজমার বিরোধিতা করা হয়। অথচ ইজমার বিরোধিতা করা যায় না। উপরন্তু বহু আলিম এইসবকে বিধি-বহির্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দুই. فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ এই আয়াতটি আলিমদের ইজমা অনুযায়ী সাধারণ নির্দেশ সম্বলিত নয়; বরং ইহার দ্বারা শুধু সেই ধরনের জন্তুকে বুঝান হইয়াছে যাহা শরী'আতের দৃষ্টিতে হালাল। সুতরাং ইহা দ্বারা হারাম জন্তু বাদ পড়িয়া যায়। কেননা নীতি অনুযায়ী সাধারণ বিধান প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তিন. অপর এক মতে বলা হইয়াছে যে, এই ধরনের শিকার মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এইভাবে মৃত জন্তুর মধ্যকার রক্ত ও যাবতীয় জলীয় পদার্থ উহার মধ্যে থাকিয়া যায়। আর এইজন্যই মৃত জন্তু হারাম হইয়াছে। তাই যুক্তিমতে সেই সকল শিকারকৃত জন্তুও হারাম বলিয়া সাব্যস্ত।

চার. অন্য আর এক অভিমতে বলা হইয়াছে যে, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ এই আয়াতটি হারাম জন্তু সম্পর্কে 'মুহকাম' আয়াত্। ইহার কোন নির্দেশ অন্য আয়াত দ্বারা বাতিল হয় না। ঠিক এইভাবেই হালাল জন্তুর বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা 'মুহকাম' স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাহাদের জন্য কি কি হালাল করা হইয়াছে? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, সমস্ত পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল।'

অতএব উল্লেখিত আয়াত দুইটি যখন 'মুহকাম' এবং দ্ব্যর্থহীন, তখন উভয়ের মধ্যে সংঘাতের কোন অবকাশ নাই। ফলে হাদীসকে ইহার ব্যাখ্যা হিসাবে জানিতে হইবে। তীর দ্বারা শিকার সম্পর্কিত হাদীসটি ইহার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। কেননা এই হাদীসে হালাল জন্তু সম্পর্কে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারালো অংশ দ্বারা যাহা শিকার করা হয়, তাহা হালাল। কারণ তাহা পবিত্র বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহা নয়, তাহা হারাম জন্তু সম্পর্কিত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অস্ত্রের ধারহীন অংশ দ্বারা যে জন্তু শিকার করা হয়, তাহা হারাম। কারণ তাহা অপবিত্র। আর অপবিত্রতা হইল হারাম সম্পর্কিত বিধানের একট উপকরণ।

অতএব কুকুর যে শিকারকে ক্ষত করিয়া মারিয়া ফেলে, তাহা হালাল সম্পর্কিত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে কুকুর যে শিকার আঘাত বা ভারের দ্বারা হত্যা করিয়াছে, তাহা শিং বা সেই জাতীয় বস্তুর আঘাতে মৃত জন্তু সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহা খাওয়া হারাম।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুকুরের শিকার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্নভাবে কেন নির্দেশ দেওয়া হয় নাই? এইভাবে কেন বলা হয় নাই যে, যদি কুকুর শিকারকে ক্ষত সৃষ্টি করিয়া মারে তবে তাহা হালাল আর যদি ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া মারে, তবে তাহা হারাম ?

ইহার উত্তর হইল যে, শিকারীর ভারত্ব বা উহার আঘাতের দ্বারা শিকার করার উদাহরণ খুবই বিরল। কেননা শিকারী কুকুর সাধারণত নখ বা থাবা অথবা একযোগে উভয়ের সাহায্যেই শিকার করিয়া থাকে। ক্ষত সৃষ্টি না করিয়া চাপিয়া মারিয়া ফেলার মত ঘটনা ঘটে না বলিয়াই ধরা যায়। তাই কুকুর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিধানেরও প্রয়োজন ততো তীব্র নয়। আর যদি এমন ঘটিয়াই যায় যে, কুকুর তার ভারত্বের দ্বারা চাপিয়া বা আঘাত করিয়া কোন শিকার করে, তবে ইহা হালাল বা হারাম হওয়া সম্পর্কে কুকুর দ্বারা শিকারকারীর স্বচ্ছ ধারণা থাকে। কেননা সে জানে যে, ইহার হুকুম স্বাভাবিকভাবে মৃত জন্তু, দমবন্ধ হইয়া মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু এবং শিং-এর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুমের মত।

অবশ্য শিকারী অনেক সময় নিশানা ব্যর্থ হওয়ায় বা হেলায় ফেলায় সঠিকভাবে তীর শিকারের গায়ে লাগাতে পারে না। তখন শিকার আঘাতের যন্ত্রণায় বা চাপে মারা যায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য উভয় বিষয়ের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া নির্ধারিত বিধান দিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ঠিক এমনিভাবে কুকুর উহার অভ্যাসবশত কখনো কখনো শিকার খাইয়া ফেলে। তাই এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, শিকারী জন্তু যদি উহার শিকারকৃত জন্তুর কিছুটা খাইয়া ফেলে, তবে তোমরা তাহা খাইও না। কারণ আমার ভয় হয় যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছে। হাদীসটি সহীহ। বুখারী এবং মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আলিমের মতে এই আয়াতটি কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কিত। অবশ্য যদি শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কোন অংশ খাইয়া ফেলে, তবে সেই শিকার খাওয়া হারাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাসান (র), শা'বী (র) ও নাখঈ (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মদ (র), ইমাম আবূ ইউসুফ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর প্রসিদ্ধ অভিমতও এইরূপ।

ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে আলী (রা), সাঈদ (রা) ও সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুকুরের শিকার খাওয়া যাইবে, যদিও সে শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে।

এমনকি সাঈদ (রা), সালমান (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা)-সহ বহু সাহাবীর মতে শিকারী কুকুর তাহার শিকারের এক টুকরা গোশ্ত ব্যতীত সবটুকুও যদি খাইয়া ফেলে, তবুও সেই গোশ্তের টুকরা খাওয়া যাইবে। ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর পূর্ব মতও ছিল ইহা। তবে ইমাম শাফিঈ (র) নতুনভাবে দুইটি অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। আবূ মনসূর ইব্ন সাব্বাগ ও অন্যান্য শাফিঈ মাযহাব অবলম্বী ইমামগণ ইমাম শাফিঈ হইতে তাঁহার এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র) উত্তম ও জোরালো সনদ দ্বারা আবূ সালাবা আল-খুশানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুরের শিকার সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য পাঠাইবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ কর, তবে শিকারীর শিকার তুমি খাও, যদিও শিকারী কুকুর শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে। তেমনি তোমার হাত তোমার প্রতি যাহা ফিরাইয়া দেয়, তাহাও খাও।

আমর ইব্‌ন শু'আয়বের দাদা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমর ইব্‌ন শু'আইবের দাদা বলেন ঃ আবূ সালাবা নামক জনৈক বেদুঈনের প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ (পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ)।

অন্য একটি হাদীসে ইব্‌ন জারীর তাবারী (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকারের কিছু অংশ যদি সে শিকারী কুকুর কর্তৃক খাওয়া পায়, তবে বাকী অংশ সে খাইতে পারিবে।

অবশ্য ইব্‌ন জারীর সালমান (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটিকে 'মওকূফ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম কুকুরের শিকার সম্পর্কিত বিধানের ক্ষেত্রে আদী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন এবং আবূ সা'লাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া মনে করেন।

তবে কোন কোন আলিম আবূ সা'লাবার বর্ণিত হাদীসটি এই অর্থে ব্যবহার করেন যে, কুকুর শিকার করার পর যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মালিকের অপেক্ষা করিয়া ক্ষুধার তাড়নায় বা এই জাতীয় কোন প্রয়োজনে শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে শিকারের অবশিষ্টাংশ খাওয়াতে কোন দোষ নাই। কারণ এই অবস্থায় এই আশংকা বা সন্দেহ করা যায় না যে, কুকুর তাহার নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। কিন্তু কুকুর যদি শিকার করামাত্রই উহা খাইতে শুরু করে, তবে এই অবস্থায় বুঝা যায় যে, সে উহা নিজের জন্যেই শিকার করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন।

শিকারী পাখির শিকার সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন যে, ইহার শিকার কুকুরের শিকারের ন্যায়। জমহূরের মতে শিকারী পাখি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলে তাহা খাওয়া হারাম। কতক আলিম বলেন, উহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম মুযানী (র) বলেন ঃ শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম নহে।

ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মতও ইহা। ইহার কারণ বা যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন যে, কুকুরকে যেমন পিটাইয়া বা সাথে সাথে রাখিয়া বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে, পাখিকে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ নাই। মোটকথা শিকার ধরিয়া খাওয়ান ব্যতীত পাখিকে শিকার করা শিখানো যায় না। তাই শিকারী পাখি শিকার খাইয়া ফেলিলে দূষণীয় মনে করা হয় না। দ্বিতীয়ত কুকুরের শিকার সম্পর্কে শরী'আতের স্পষ্ট বিধি-বিধান রহিয়াছে কিন্তু পাখির শিকার সম্পর্কে শরী'আতে কোন নির্দেশ নাই।

শায়খ আবূ আলী স্বীয় 'ইফসাহ' নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার খাইয়া ফেলে, তবে উহা স্পষ্ট হারাম বলিয়া আমরা মনে করি। পক্ষান্তরে শিকারী পাখি যদি তাহার শিকারের কিয়দংশ খাইয়া ফেলে, তবে উহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে দুইটি দিক রহিয়াছে।

কিন্তু কাযী আবূ তাইয়েব এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন অবকাশ নাই। কেননা ইমাম শাফিঈ কুকুর ও পাখির শিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

اَلْمُتَرَدِّيَةُ। অর্থাৎ যে জন্তু পাহাড় বা উঁচু কোন স্থান হইতে পতিত হইয়া মারা যায়, উহা খাওয়া হালাল নয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ পাহাড়ের চূড়া হইতে পতিত হইয়া মৃত জন্তুকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যে জন্তু কূপের মধ্যে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ যে জন্তু পাহাড় হইতে পড়িয়া বা কূপে পতিত হইয়া মারা যায় উহাকে 'মুতারাদ্দিয়া' বলা হয়।

اَلنَّطِيْحَةُ। যাহা অন্য জন্তুর শিং-এর আঘাতে মারা যায়। যদি উহার শিং দ্বারা আহত হইয়া রক্ত প্রবাহিত হয় এবং সেই আঘাত যদি নির্দিষ্ট যবেহ করার স্থানেও লাগে, তবুও উহা হারাম।

উল্লেখ্য যে, نَطِيْحَةٌ পদটি مَنْطُوْحَةٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আরবী ভাষায় এইরূপ শব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার শেষের স্ত্রীলিঙ্গের ة ব্যতীত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা عين كحيل অর্থাৎ সুরমা লাগানো চোখ কিংবা كف خضيب অর্থাৎ খেযাব মাখানো হাত। ইহা কখনো عين كحيلة এবং كف خضيبة রূপে ব্যবহৃত হয় না। . '

কোন কোন ব্যাকরণবিদ বলেন ঃ এই স্থানে উক্ত শব্দগুলি اسم। এর স্থানে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ইহার শেষে تانيث এর ة ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবী ভাষাভাষীগণ বলিয়া থাকেন, طريقة طويلة

কেহ বলেন ঃ এই শব্দগুলি تانيث -এর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাতে দেখামাত্রই বুঝে আসে যে, এইগুলি مؤنث বা স্ত্রীলিঙ্গ। পক্ষান্তরে عين كحيل এবং كف حضيب -এর বেলায় ة চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই। কেননা ইহা যে স্ত্রীলিঙ্গবাচক, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا أَكَلَ السَّبُعُ 'যাহা হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করিয়াছে'।

অর্থাৎ সিংহ, বাঘ, চিতা ও কুকুর যদি কোন জন্তুকে শিকার করিয়া উহার কিছু অংশ খাইয়া ফেলার কারণে উহা মারা যায়, তবে উহা খাওয়া হারাম। যদিও আঘাতের কারণে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং আঘাত যদি যবেহের স্থানেও লাগে, তবুও আলিমদের ইজমামতে উহা হারাম।

উল্লেখ্য যে, জাহিলী যুগের লোকেরা হিংস্র জন্তু কর্তৃক শিকারকৃত ছাগল, উট, গরু বা এই জাতীয় কোন প্রাণীর কিয়দংশ যদি উহা কর্তৃক ভক্ষিতও হইত, তবুও তাহারা উহার অবশিষ্টাংশ

নির্দ্বিধায় হালাল করিয়া ফেলিত। তাই আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের জন্য উহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

اِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ —'তবে তোমরা যাহা যবেহ্ দ্বারা পবিত্র করিয়াছ।'

অর্থাৎ দম আটকিয়া পড়া, প্রহারে আহত, পতনে কিংবা শিংয়ের আঘাতে বা হিংস্র জন্তুর আক্রমণে মৃতপ্রায় জন্তুকে যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায় এবং উহা যদি যবেহ করার সময় পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে এইখানে বলা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ যদি এই ধরনের আহত জন্তুগুলি তোমরা প্রাণ থাকিতে যবেহ্ করিতে পার, তবে উহা খাও। কেননা উহা পবিত্র।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, হাসান বসরী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেন, যদি উহা যবেহ্ করার পর লেজ বা পা নাড়ায় বা চোখে পলক দেয়, তবে উহা খাও।

ইব্‌ন জারীর (র)...... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যদি তোমরা প্রহারে, পতনে বা শিংগাঘাতে মৃতপ্রায় জন্তুকে হাত-পা নাড়াচাড়া করার অবস্থায় প্রাপ্ত হও, তবে উহা খাও।

তাউস, হাসান, কাতাদা, উবায়দ ইব্‌ন উমায়র, যাহ্হাক এবং আরো অনেকে বলেন যে, আহত জন্তুর যদি বুঝা যায় যে, এখনও প্রাণ আছে বা যবেহ করার পর যদি উহা নড়াচড়া করে, তবে উহা হালাল। ইহা হইল জমহূরের মাযহাব।

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) প্রমুখও এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ হিংস্র জন্তুর আঘাতের ফলে নাড়িভুড়ি বাহির হইয়া যাওয়া বকরী সম্পর্কে ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ আমার মতে উহা যবেহ করার প্রয়োজন নাই। কোন স্থান দিয়া উহা যবেহ্ করিবে ?

আশ'হাব বলেন ঃ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জন্তু কোন বকরীকে আঘাত করিয়া উহার পিঠ ভাংগিয়া ফেলে, তবে উহা মারা যাওয়ার পূর্বে কি যবেহ করা যাইবে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আঘাত যদি গলা পর্যন্ত হয়, তবে আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি উহার দেহের একাংশে আঘাত লাগে, তাহা হইলে আমার মতে উহা খাওয়া যাইবে। তাঁহাকে আরো প্রশ্ন করা হয় যে, কোন হিংস্র জানোয়ার যদি বকরীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিয়া উহার মাজা ভাংগিয়া ফেলে, তবে কি উহা খাওয়া হালাল ? তিনি জবাবে বলিলন, আমার মতে উহা খাওয়া ঠিক নয়। কেননা এতবড় আঘাতের ভারে তাহা জীবিত থাকিতে পারে না। তাঁহাকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি কোন হিংস্র জানোয়ার কোন বকরীর পেট চিরিয়া ফেলে, অথচ যদি উহার নাড়িভূঁড়ি বাহির না হয়, তবে কি উহার খাওয়া হালাল হইবে ? তিনি উত্তর বলিলেন, আমার মতে উহা হালাল হইবে না। ইহাই হইল মালিকী মাযহাবের অভিমত।

যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতাংশ সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ ইমাম মালিক অনেক বিষয় নির্দিষ্ট করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই ইহার সমর্থনে মযবূত দলীলের প্রয়োজন রহিয়াছে। অথচ মযবূত দলীলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আগামীকাল শত্রুর সম্মুখীন হইব। এমতাবস্থায় আমাদের সঙ্গে যদি কোন চাকু না থাকে, তবে বাঁশের ধারালো অংশ দ্বারা আমরা যবেহ্ করিতে পারিব কি? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ যদি উহা দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবেহ্ করার সময় যদি আল্লাহ্র নাম লওয়া হয়, তবে উহা খাইবে। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ না হওয়া উচিত। ইহার কারণ সম্পর্কে তোমাদিগকে বলিতেছি যে, দাঁত হইল হাড় জাতীয়, আর নখ হইল সিরিয়ার অমুসলিমদের অস্ত্র।

এই সম্পর্কে দারে কুতনী যে 'মারফূ' হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহার সত্যতার ব্যাপারে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত 'মাওকূফ' হাদীসটিই সর্বাপেক্ষা পরিশুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত। হাদীসটি হইল এই ঃ হলক এবং কণ্ঠনালির মধ্য দিয়া যবেহ্ করিতে এবং উহার প্রাণ নির্গত করিতে ব্যস্ত হইবে না।

এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র)......আবুল আসারা দারেমীর পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আসারা দারেমীর পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালি এবং হলকের মধ্য দিয়া কি যবেহ করিতে হয়? তিনি জবাবে বলিয়াছিলেন, রানে আঘাত করিয়া ক্ষত করিলেও যথেষ্ট হইবে।

হাদীসটি সহীহ। তবে এই হাদীসের বিধান সেই সময় প্রযোজ্য হইবে যখন জন্তুটির হলকে বা কণ্ঠনালিতে যবেহ্ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ অর্থাৎ 'মূর্তিপূজার বেদীর উপর যাহা যবেহ্ করা হয়।'

মুজাহিদ ও ইব্ন জুরাইজ বলেন ঃ কা'বাঘরের পার্শ্বে অবস্থিত একটি পাথরকে 'নুসুব' (نصب) বলা হয়।

ইব্ন জুরাইজ আরও বলেন ঃ আরবের জাহিলিয়াতের সময় সেখানে ৩৬০ টি পূজার বেদী ছিল। উহার উপরে তাহারা পশু বলি দিত এবং তাহারা কা'বার নিকটবর্তী বেদীগুলিতে বলিকৃত পশুর রক্ত কা'বায় ছিঁটাইয়া দিত। উক্ত পশুগুলির মাংস তারা বেদীমূলে রাখিয়া দিত। আরও অনেক মুফাস্সির এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই কাজ করিতে নিষেধ করেন এবং পূজার বেদীমূলে বলিকৃত পশুগুলি খাওয়া হারাম করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, পূজার বেদীমূলে বলিদানকৃত পশু যদি আল্লাহর নামেও যবেহ করা হয়, তবুও উহা খাওয়া হারাম। কেননা উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল এই জাতীয় কাজ হারাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু খাওয়া তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি।

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! জুয়ার তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা তোমাদের জন্য হারাম।' 'আযলাম'-এর একবচন হইল যুলাম। কখনো যুলামকে 'সালাম' পড়া হয়। জাহিলী যুগের লোকেরা ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করিত। একস্থানে তিনটি তীর রাখিত। একটিতে লেখা থাকিত اِفْعَلْ (কর), দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকিত لَا تَفْعَلْ (করিও না) আর তৃতীয়টি খালি থাকিত।

কেহ বলিয়াছেন, প্রথমটি লেখা থাকিত اَمَرَنِىْ رَبِّىْ (প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন)। দ্বিতীয়টিতে লেখা থাকিত نَهَانِىْ رَبِّىْ (প্রভু আমাকে নিষেধ করিয়াছেন) আর তৃতীয়টি খালি থাকিত।

যখন তাহাদের কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইত, তখন ইহা নিক্ষেপ করিত। যদি নির্দেশসূচক তীরটি উঠিত তবে তাহারা উহা করিত। নিষেধসূচক তীরটি উঠিলে উহা হইতে বিরত থাকিত এবং খালি তীরটি উঠিলে পুনরায় নিক্ষেপ করিত।

الاستقسام। (ইস্‌তিকসাম)-এর পারিভাষিক অর্থ হইল তীর দ্বারা ভাগ্য অন্বেষণ করা। ইহা আবূ জাফর ইব্‌ন জারীরের অভিমত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ আয়াতাংশে উল্লেখিত اَزْلَامِ সম্পর্কে বলেন যে, اَزْلَامِ সেই তীরকে বলা হয় যদ্বারা বিভিন্ন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মুজাহিদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আযলাম সেই তীরকে বলে যা দ্বারা বিভিন্ন কাজের সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সহ আরও অনেকে বলেন ঃ কুরায়শদের সর্বশ্রেষ্ঠ মূর্তিটির নাম ছিল هبل (হুবল)। উহা কাবাগৃহের মধ্যের কূপের ভিতর সংস্থাপিত ছিল। কাবার জন্যে যে সমস্ত জিনিসপত্র উপঢৌকন স্বরূপ আসিত। তাহা উক্ত কূপের মধ্যে রাখা হইত। হুবলের নিকট সাতটি তীর রাখা হইত। এই তীরগুলিতে কিছু কথা লিখা থাকিত। মক্কাবাসীদের যখন কোন ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইত, তখন তাহারা তীর নিক্ষেপ করিত এবং উহার নির্দেশ অনুযায়ী তাহারা কাজ করিত।

সহীহদ্বয়ে উল্লেখিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) যখন কাবাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন তিনি তথায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পান এবং তাঁহাদের উভয়ের হস্তদ্বয়ে তীর ছিল। নবী করীম (সা) তখন বলেন ঃ তাহাদিগকে আল্লাহ তাআ'লা ধ্বংস করুন! তাহাদের ভালো করিয়াই জানা আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এবং হযরত ইসমাঈল (আ) কখনো ইহা দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করেন নাই।

সহীহদ্বয়ে আরো আসিয়াছে ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত আবূ বকর (রা) মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়া চলিয়া যান এবং সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শুম তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে যাত্রা করেন, তখন সুরাকা বলেন যে, আমি তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিব কি পারিব না, তাহা তীরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তীর আমার মনের বিরুদ্ধে অর্থাৎ আমি তাহাদের ক্ষতি করিতে সমর্থ হইব না বলিয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত প্রকাশ

করিয়াছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও সেই একই অনাকাঙ্ক্ষিত ইঙ্গিত দিয়াছিল যে, আমি তাহাদের ক্ষতিসাধন করিতে পারিব না। এতদসত্ত্বেও তিনি অবদমিত না হইয়া তাঁহাদের অন্বেষণে বাহির হইলেন। সেই সময় সুরাকা অমুসলিম ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে না, যে ভবিষ্যদ্বাণী করে অথবা তীরের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করে কিংবা শুভাশুভের বিশ্বাসে সফর হইতে বিরত থাকে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আরবে জুয়ার তীরকে ازلام (আযলাম) বলা হইত এবং রোম ও পারস্যে বলা হইত كعاب বা বর্শা। ইহা দ্বারা তাহারা জুয়া খেলিত।

মুজাহিদ (র) এই স্থানে ازلام দ্বারা জুয়া অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার এই অর্থের মধ্যে ব্যাপক সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এখানে اَزْلاَم দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় পদ্ধতিকে বুঝান হইয়াছে, যদিও তাহারা ইহা দ্বারা কখনো কখনো জুয়াও খেলিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

অবশ্য আল্লাহ তা'আলা اَلْمَيْسِر দ্বারা জুয়া এবং তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় উভয়কে বুঝাইয়াছেন।

এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِىْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

'হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চায় এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?'

অনুরূপভাবে এইখানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلاَمِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ

অর্থাৎ 'তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা পাপ, ভ্রষ্টতা, মূর্খতা এবং শিরকের কাজ।'

তবে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদের এই আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা যখন কোন কাজে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তখন যেন তাহারা বঞ্ছিত কাজের জন্য ইবাদতের দ্বারা ইস্তেখারা করে এবং তাহারা যেন বাঞ্ছিত কাজের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল কামনা করে।

সুনান সংকলকগণ এবং বুখারী ও ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ

(সা) তাহাদিগকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দেয়ার মত যাবতীয়. কাজে ইস্তেখারা করা শিক্ষা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ যখন তোমরা গুরুত্বপুর্ণ কাজের সম্মুখীন হইবে, তখন দুই রাকাআত নফল নামায পড়িয়া এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ. فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرِ وَيُسَمِّيْهِ بِاِسْمِهٖ- خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَابِىْ وَمَعَاشِىْ
وَعَاقِبَةَ اَمْرِىْ اَوْ عَاجِلْ اَمْرِىْ وَاٰجِلَهُ-فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ
وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّهٗ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَابِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةُ اَمْرِىْ فَاصْرِفْنِىْ
عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاَقْدُرْلِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِىْ بِهٖ-

ইহা মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব এবং আমাদের জানামতে এই হাদীসটি একমাত্র ইব্‌ন আবূ মাওয়ালীর সনদে পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ

অর্থাৎ 'আজ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হইয়াছে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা তোমাদের দীনের মধ্যে মিথ্যা সংযোজন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে।

আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার সমার্থক বক্তব্য সহীহ হাদীসে পাওয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরব উপদ্বীপের নামাযীগণ হইতে শয়তান পূজা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে সে তাহাদিগকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে থাকিবে।

অবশ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের রূপ ধারণ করার সুযোগ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। কেননা ইসলামের আদর্শ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়াছেন ও কাফির সম্প্রদায় কর্তৃক বিরোধিতা আসিলে নির্ভয় থাকিতে বলিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহাকে ভয় করিতে আদেশ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ

অর্থাৎ 'তাহাদের বিরোধিতায় তোমরা ভীত হইও না; বরং আমাকে ভয় কর।' তাহা হইলে আমি তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিব এবং তোমাদিগকে বিজয় দান করিব। পরন্তু তাহাদের চক্রান্ত হইতে আমি তোমাদিগকে সংরক্ষণ করিব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদিগকে প্রদান করিব শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদেরকে দীনরূপে মনোনীত করিলাম।'

ইহা এই উম্মতের জন্য আল্লাহর মহা দান। তিনি তাহাদের জীবন বিধানকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করিয়াছেন। ফলে তাহারা অন্য কোন সংবিধানের মুখাপেক্ষী নয়। ইহা ছাড়া তাহারা অন্য কোন নবীর মুখাপেক্ষী নয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নবীকে সর্বশেষ নবীর সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন। এই নবীকে সমগ্র জিন্ন ও মানব জাতির নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি যাহা হালাল করিয়াছেন উহাই হালাল, যাহা হারাম করিয়াছেন উহাই হারাম। তিনি যে দীন প্রর্বতন করিয়াছেন উহাই একমাত্র জীবন বিধান এবং তিনি যে সংবাদ দিয়াছেন উহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য ও ন্যায্য। তাঁহার কথার মধ্যে মিথ্যা ও বৈপরীত্যের কোন অবকাশ নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ডে চূড়ান্ত।'

আল্লাহ তা'আলা দীনকে পূর্ণাঙ্গতা প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিয়ামতকেও সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থাৎ ইহা তোমরা নিজেদের জন্য সাগ্রহে বরণ কর। কেননা ইহা সেই দীন যাহা আল্লাহ ভালবাসেন এবং যাহার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। আর এই দীনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই দীনের জন্যে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (আল-কুরআন)।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতাংশে 'দীন' শব্দদ্বারা ইসলামকে বুঝানো হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার নবী এবং মু'মিনদিগকে এই কথা অবহিত করিতেছেন যে, তিনি তোমাদের জন্য ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। ফলে ইহা হইতে অধিক আর কিছুর প্রতি তোমাদের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তেমনি তিনি যখন ইহাকে একবার পূর্ণতা দান করিয়াছেন, তখন তিনি আর ইহার অঙ্গহানি করিবেন না। আল্লাহ একবার যখন ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন আর অসন্তুষ্ট হইবেন না।

আসাবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতটি আরাফাত ময়দানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হালাল ও হারাম সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই এবং হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) ইন্তিকাল করেন।

আসমা বিন্তে উমাইয়া (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে হজ্জ করিয়াছিলাম। যখন আমরা সফরের অবস্থায় ছিলাম, তখন একদা আকস্মিকভাবে জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় একটু

নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। বাহনটি ওহীর ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আমার চাদরটি জড়াইয়া দিলাম।

ইব্ন জারীর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাত হইতে বিদায় গ্রহণ করার ৮১ (একাশি) দিন পর ইন্তিকাল করেন। উভয় রিওয়ায়াত ইব্ন জারীর (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হারূন ইব্ন আনতারার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হারূন ইব্ন আনতারার পিতা বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি হজ্জে আরাফাতের দিন যখন অবতীর্ণ হইল, হযরত উমর (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তিনি বলিলেন, আমরা এই দীন সম্পর্কে আরো বেশি আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উহা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, তখন তো আর ইহার চেয়ে বেশি আশা করা যায় না; বরং ক্রমান্বয়ে ইহার অবনতিই আশা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ।'

এই হাদীসটির সমর্থনে অন্য আর একটি হাদীস আসিয়াছে। হাদীসটি এই ঃ ইসলাম অপরিচিতের বেশে যাত্রা করিয়াছিল, আবার সত্বর সে অপরিচিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবে। তাই সুসংবাদ সেই অপরিচিত সংখ্যক লোকদের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)......তারিক ইব্ন শিহাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব বলেন ঃ একজন ইয়াহূদী আসিয়া হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট বলিল ঃ হে আমিরুল মু'মিনীন! আপনারা আপনাদের গ্রন্থে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, তাহা যদি ইয়াহূদীদের উপর অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে আমরা সেই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটিকে ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করিতাম। উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই আয়াত কোন্‌টি ? ইয়াহূদী বলিল, উহা হইল ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

উমর (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! যেদিন ও যে সময়ে এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেই সম্পর্কে আমি যথাযথ অবহিত রহিয়াছি। ইহা আরাফার দিন শুক্রবার বিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হয়।

জাফর ইব্ন আওনের সূত্রে ইমাম বুখারী এবং কায়স ইব্ন মুসলিমের সূত্রে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র)......তারিক হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক বলেন ঃ ইয়াহূদীরা উমর (রা)-কে বলিয়াছিল যে, আপনারা কুরআনে এমন একটি আয়াত পাঠ করেন, যদি উহা আমাদের প্রতি নাযিল হইত তাহা হইলে উহা নাযিলের দিনটিকে আমরা ঈদ হিসাবে উদ্‌যাপন করিতাম। তখন উমর (রা) বলেন, আমার সঠিকভাবে জানা আছে যে, সেই আয়াতটি কখন, কোথায় এবং কিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল। সেই দিনটি ছিল আরাফার দিন। আল্লাহর শপথ! আমি সে সময় আরাফায় ছিলাম।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি শুক্রবার দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল কিনা এই ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি শুক্রবার দিন অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সুফিয়ানের সন্দেহ পোষণ করা মানে, এই হাদীসটি বর্ণনা করার বেলায় তাঁহার অসতর্কতা। কারণ তিনি সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহার শায়খ তাঁহাকে শুক্রবারের কথা বলিয়াছিলেন কিনা। অবশ্য সুফিয়ান সাওরীর এই ব্যাপারে সন্দেহ করাটা আশ্চর্য ব্যাপার। কেননা ইহা এমন একটি প্রসিদ্ধ কথা যে, এই ব্যাপারে প্রত্যেক ইতিহাস লেখক একমত। এমনকি ফকীহ্গণের মধ্যেও এই ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নাই। মূলত এই ব্যাপারে এত অধিক সংখ্যক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। হযরত উমর (রা) হইতেও এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ যি'ব ওরফে কবীসা হইতে.....ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইবনে আবূ যি'ব বলেন ঃ উমর (রা)-কে কা'ব বলেন যে, যদি এই আয়াতটি অন্য কোন উম্মতের প্রতি নাযিল হইত, তবে যেদিনে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে, সেই দিনটিকে তাহারা ঈদ হিসাবে পালন করিত। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ আয়াতটি ? তিনি বলিলেন ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি। উমর (রা) বলিলেন, ইহা কোন দিন কোন স্থানে নাযিল হইয়াছিল সে সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত রহিয়াছি। ইহা আরাফার দিন শুক্রবার নাযিল হইয়াছিল। আল্লাহর শোক্র, আরাফা এবং শুক্রবার উভয়টিই আমাদের ঈদের দিন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন হাশিমের গোলাম আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা) বলেন ঃ একদা ইব্ন আব্বাস (রা) اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করিলে জনৈক ইয়াহূদী বলিল, যদি এই আয়াতটি আমাদের প্রতি নাযিল হইত তবে আমরা ইহা নাযিলের দিনটিকে ঈদ হিসাবে পালন করিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলিলেন, ইহা দুইটি ঈদের মধ্যে নাযিল হইয়াছে। একটি হইল ঈদ, অপরটি হইল শুক্রবার।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দন্ডায়মান অবস্থায় বিকালে আরাফায় নাযিল হইয়াছিল।

ইব্ন জারীর (র)......আমর ইব্ন কায়স সকুনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন কায়স সকুনী বলেন ঃ তিনি মুআবিয়া (রা)-কে মিম্বারে বসিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। আয়াতটি শেষ করিয়া মুআবিয়া (রা) বলেন, এই আয়াতটি আরাফা ও জুমু'আর দিনে অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সামুরা (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি আরাফার দিন অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মাওকাফে অবস্থান করিতেছিলেন।

অন্য রিওয়ায়াতে তাবারানী, ইব্ন মারদুবিয়া ও ইব্ন জারীর (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করেন, সোমবার দিন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, সোমবার দিন মদীনায় প্রবেশ করেন, সোমবার দিন বদরে বিজয় লাভ করেন এবং সূরা মায়িদার اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এই আয়াতটিও নাযিল হয় সোমবার দিন। তাই সোমবার দিনের ইবাদতে বহু ফযীলত ও অধিক নেকী রহিয়াছে। তবে এই হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) সোমবার দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সোমবার দিন নবুয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সোমবার দিন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন, সোমবার দিন মদীনায় পৌঁছেন, সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং সোমবার দিন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদের এই বর্ণনায় সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াতটি সোমবারে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কিছু বলা হয় নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্ভবত ثْنَيْنِ। -এর দ্বারা দুই ঈদের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী ভুল বশত ثْنَيْنِ। দ্বারা সোমবার বুঝিয়াছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ কাহারো মতে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিন সম্পর্কে সকলেই অজ্ঞাত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) আরো বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কাহারো মতে ইহার অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সকলে অজ্ঞাত। কাহারো মতে ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিদায় হজ্জের দিন নাযিল হইয়াছিল। ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীসটি রবী ইব্‌ন আনাস হইতে আবূ জাফর রাযী সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর 'গাদীরে খুম'-এর দিন অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেদিন তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলিয়াছিলেন যে, 'আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা।'

দ্বিতীয়ত, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দিনটি ছিল যিলহজ্জের ১৮ তারিখ অর্থাৎ বিদায় হজ্জ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রত্যাবর্তনের দিন।

আমার দৃষ্টিতে এই উভয় মতের একটিও সঠিক নয়। কারণ এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এই আয়াতটি আরাফায় জুমু'আর দিন নাযিল হইয়াছিল। ইহা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা), আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা), ইসলামের ইতিহাসের প্রথম বাদশাহ মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা), কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সামুরা ইব্‌ন জুন্দুব (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং শা'বী, কাতাদা ইব্‌ন দি'আমা ও শাহর ইব্‌ন হাওশাবসহ একাধিক প্রভাবশালী আলিম মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছেন, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে যদি কেহ উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তবে সে উহা গ্রহণ করিতে পারিবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।' কারণ আল্লাহ জানেন যে, সে অক্ষমতাবশত অগত্যা হারাম বস্তু গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাই তিনি তাহাকে ক্ষমা করিবেন।

সহীহ ইব্‌ন হিব্বান ও মুসনাদে (র)......হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তাঁহার বান্দাকে যে কাজে অবকাশ প্রদান করিয়াছেন তাহা গ্রহণ বা পালন করাকে তিনি সেই রকম পসন্দ করেন যেমন তিনি তাঁহার অবাধ্য পথে চলাকে অপসন্দ করেন। ইহা ইব্‌ন হিব্বানের বর্ণনা।

আহমাদের বর্ণনায় রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অবকাশ গ্রহণ না করিবে, তাহার আরাফার পাহাড় সমান পাপ হইবে।

কাতর অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশ্‌ত খাওয়া তখন ওয়াজিব হইয়া দাঁড়ায়, যখন কেহ ক্ষুধাতুর অবস্থায় হালাল কোন বস্তু না পায়। আবার অবস্থার প্রেক্ষিতে ইহা কখনো মুবাহ হয়।

প্রশ্ন জাগে, বাঁচার তাগিদে অপারগ ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ হারাম বস্তু গ্রহণ করিতে পারিবে? যতটুকু খাইলে প্রাণ বাঁচে ততটুকু খাইবে, না পেট পুরিয়া খাইবে ? এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে কিতাবুল আহকামে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার যন্ত্রণায় বিব্রত হইয়া পড়ে, তবে এমতাবস্থায় সে কি মৃত জন্তু খাইবে, না ইহরাম অবস্থায় শিকার পাইলে শিকার করিয়া খাইবে, না অন্যের খাদ্য অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া খাইয়া নিবে এবং পরে মালিককে অবহিত করিয়া সমপরিমাণের খাদ্য দিয়া দিবে ?

এই বিষয়ে আলিমদের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইমমাম শাফিঈ হইতেও দুই ধরনের দুইটি উক্তি প্রচলিত রহিয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা হইল, মৃত জন্তু খাওয়া হালাল হওয়ার জন্যে পূর্বে তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকা শর্ত। এই ধারণা সঠিক নয়; বরং যখনই কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় বিব্রতবোধ করিবে, তখনই তাহার জন্যে উহা গ্রহণ করা জায়েয হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ ওয়াকিদ লাইসী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াকিদ লাইসী বলেন ঃ সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কখনো কোথাও উপস্থিত হইয়া ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ি, তখন কি আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ যদি তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় কোন খাদ্য বস্তু বা তরকারি না পাও, তবে তখন উহা খাইতে পারিবে। এই সূত্রে হাদীসটি ইমাম আহমদই কেবল বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদ সহীহদ্বয়ের শর্তে বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন জারীর (র).......আওযাঈ হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ আবার আবূ ওবায়কিদ হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......জনৈক রাবী হইতে এবং হাসান হইতেও মুরসাল সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আওন হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আওন বলেন ঃ আমি হাসানের নিকট সামুরার একটি পাণ্ডুলিপি পাইয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সামনে উহা পড়িলাম। উহাতে লিখা ছিল যে, সকাল বা সন্ধ্যার খাদ্য সংগ্রহীত না হইলে উহা ক্ষুধার চরম অবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

আবূ কুরাইব (র)......হযরত হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ অবস্থায় হারাম বস্তু খাওয়া হালাল ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ যখন তুমি তোমার পরিবারবর্গের জন্যে দুধ বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিবে, তখন উহা খাওয়া হালাল হইবে।

ইব্ন হুমাইদ (র)......উরওয়া ইব্ন যুবায়রের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবায়রের দাদা বলেন ঃ জনৈক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হালাল ও হারাম বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম। তবে তুমি যদি কখনো অনন্যোপায় হইয়া কোন বস্তু খাইতে বাধ্য হও, তখন হালাল- হারাম বিবেচনা না করিয়া খাইতে পারিবে। সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিল, উক্ত অনন্যোপায় অবস্থাটি কি ? তেমনি সেই অবস্থাটিই বা কি, যে অবস্থায় আমাকে হারাম বস্তু খাওয়া হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলিলেন ঃ যখন তুমি কোন হালাল বস্তু সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইবে ও হারাম বস্তু খাইতে বাধ্য হইবে, তখন তুমি প্রয়োজনমত তোমার পরিবার-পরিজনকে উহা হইতে খাওয়াইবে এবং যখন উহা পরিহার করার অবস্থা সৃষ্টি হইবে তখন পরিহার করিবে। তুমি যদি তোমার পরিবার-পরিজনকে রাতেরবেলায় যৎসামান্য পরিমাণ পানীয় দিয়াও ক্ষুধা ও পিপাসার জ্বালা নিবারণ করিতে পার, তবে হারাম বস্তু গ্রহণ করা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে।

আবূ ওয়াকিদ লাইসীর হাদীসে উল্লেখিত مالم تصطبحوا -এর অর্থ হইল সকালের খাদ্য এবং مالم تفتبقوا অর্থ সন্ধ্যার খাদ্য। او تحتفؤا بقلافشائكم بها অর্থাৎ অথবা যদি কোন তরি-তরকারি না পাও, তবে হারাম খাদ্য হইতে ভক্ষণ করিবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ او تحتفؤا -কে চারভাবে পড়া যায়। অর্থাৎ تحتفوأ হামযা দ্বারা, تحتفيوا – يا সাকিন ও حا সাকিন দ্বারা এবং তাশদীদ দ্বারা। ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র).......নাজীহ আমিরী হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা নাজীহ আমিরী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন্ অবস্থায় আমাদের জন্য মৃত জন্তু খাওয়া হালাল? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের খাদ্য কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা সকালে এবং বিকালে এক পেয়ালা করিয়া দুধ খাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই অবস্থা ক্ষুধার্ত অবস্থা। এই অবস্থায় তোমাদের জন্য মৃত জন্তুর গোশ্ত খাওয়া হালাল। একমাত্র আবূ দাঊদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁহারা সকাল বিকালে যাহা খাইত তাহা তাহাদের জন্য ছিল খুবই অপ্রতুল, প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। এই জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে মৃত জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন।

কোন কোন ফিকহবিদ ইহা হইতে দলীল গ্রহণ করেন যে, এই জাতীয় লোকদের জন্য পেট পুরিয়া হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয। কেননা এই হাদীসে 'জীবন বাঁচানোর জন্যে সামান্য পরিমাণ খাওয়া যাইতে পারে'- এই ধরনের কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

আবূ দাঊদ (র)......হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সামুরা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি সপরিবারে 'হাররা' নামক স্থানে অবতরণ করে। এক লোক তাহাকে বলিল, আমার উটটা হারাইয়া গিয়াছে। যদি তুমি আমার উটটা পাও, তবে তোমার কাছে রাখিয়া দিও। লোকটি উটটি পাইল কিন্তু মালিককে আর পাইল না। এমন সময় উটটা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, উটটা যবেহ কর। কিন্তু সে যবেহ করিতে অস্বীকার করিল এবং পরে উটটা মারা গেল। অতঃপর তাহার স্ত্রী তাহাকে উটটার চামড়া ছাড়াইতে এবং খাওয়ার জন্য গোশ্‌ত ও চর্বি শুকাইতে বলিল। কিন্তু লোকটি অস্বীকার করিয়া বলিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি উহা করিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ তোমার নিকট কি এতটুকু পরিমাণ খাদ্য নাই যে, উহা খাইলেও তোমার চলিবে ? লোকটি বলিল, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাবী বলেন, এমন সময় উটটির মালিক আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই লোকটি সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল। উটের মালিক বলিল, কেন আপনারা যবেহ করিলেন না ? সে উত্তরে বলিল, আপনার নিকট লজ্জিত হইব বলিয়া যবেহ করি নাই। একমাত্র আবূ দাঊদই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই ধরনের লোকদের জন্য হারাম বস্তু পেট ভরিয়া খাওয়া এবং প্রয়োজনমত কিছুদিনের জন্য সঞ্চিত রাখাও জায়েয। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত হয় না, তাহাদের জন্য অপারগ অবস্থায় হারাম বস্তু ভক্ষণ করা বৈধ।

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁহার অনুগত বান্দাদের জন্য অপারগ অবস্থায় উহা খাওয়া জায়েয হওয়ার কথা বলিয়াছেন এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রহিয়াছেন। তবে সূরা বাকারার এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'যাহারা অনন্যোপায় হয়, অথচ অন্যায়কারী ও সীমালংঘনকারী নয়, তাহাদের কোন পাপ হইবে না।'

এই আয়াতের ভিত্তিতে ফিকহবিদগণের একটি দল বলেন ঃ সফরে নাফরমানীমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সফর সংক্রান্ত ব্যাপারে শরী'আতের কোন সুযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। পাপকার্যে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য শরী'আতের সুযোগ ও শিথিলতা প্রয়োজ্য নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ؕ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّاۤ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

৪. "তোমাকে কি তাহারা প্রশ্ন করিতেছে যে, তাহাদের জন্য কি কি জিনিস হালাল করা হইল ? তুমি বল, তোমাদের জন্য যাহা কিছু পবিত্র, তাহা হালাল করা হইল। আর আল্লাহ্র শিখানো পদ্ধতিতে তোমরা শিকারের জন্য শিক্ষা দিয়া যে পশু-পাখি নিয়োগ করিয়াছ, উহারা তোমাদের জন্য যাহা শিকার করে, তাহা এবং উহাতেও আল্লাহ্র নাম লইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।"

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে স্বাস্থ্য অথবা দীন কিংবা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর অপবিত্র বস্তুনিচয়কে হারাম করিয়াছেন। আবার প্রয়োজনের তাগিদে সময় সাপেক্ষ সেইগুলিকে হালাল করিয়াছেন। যথা অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি হারামকৃত বস্তুগুলির বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি তোমরা অনন্যোপায় হইয়া পড়, তবে তখন উহা তোমাদের জন্য হালাল।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাহাদের জন্য কি কি বৈধ করা হইয়াছে ? বল, সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।'

যথা সূরা আরাফে মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করিয়াছেন এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......যায়দ ইব্ন মুহালহাল তায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যায়দ ইব্ন মুহালহাল তায়েঈন ও আদী ইব্ন হাতিম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ পাক মৃত জন্তু আমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। আমাদের জন্য হালাল বস্তু কোন্গুলি ? তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

সাঈদ (রা) বলেন ঃ الطيبات। -এর অর্থ হইল হালাল ও যবেহকৃত জন্তুসমূহ। উহাই হইল তাহাদের জন্য পবিত্র।

মুকাতিল (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক হালাল জিনিসই হইল পবিত্র। ইহাকেই বলে রিযকে হালাল।

ইমাম যুহরী (র)-কে ঔষধ হিসাবে পেশাব খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন যে, 'উহা পবিত্র জিনিসের মধ্যে গণ্য নয়।' ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন ওয়াহাব (র) বলেন ঃ যে মাটি মানুষ খায়, উহার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, উহা পবিত্র বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে উহা হালাল এবং পবিত্র। আর শিকারী কুকুর, চিতাবাঘ ও বাজপাখি প্রভৃতি তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিবে, উহাও তোমাদের জন্য হালাল। ইহা হইল জমহূর সাহাবা, তাবিঈন ও ইমামগণের অভিমত।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ উহা হইল শিকারী কুকুর, বাজপাখি এবং প্রত্যেক পাখি যাহাকে শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, খায়সামা, তাউস, মুজাহিদ, মাকহূল ও ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ বাজপাখি ও কুকুরই হইল কেবল শিকারীর অন্তর্ভুক্ত। আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি অন্যান্য পাখির শিকারকে মাকরূহ বলিয়া এই আয়াতটি পড়েন ঃ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র) হইতে ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা নকল করিয়াছেন।

হান্নাদ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ বাজ বা অন্যান্য শিকারী পাখির শিকার যদি জীবিতাবস্থায় পাওয়া যায়, তবে উহা যবেহ করিয়া খাওয়া হালাল। অন্যথায় উহা খাইবে না, হালাল নয়।

জমহূর হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শিকারী কুকুর যেমন থাবা দ্বারা যখম করে, শিকারী পাখিও তেমনি থাবা দ্বারা যখম করে। সুতরাং পাখি এবং কুকুরের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নাই। ইমাম চতুষ্টয় এবং অন্যান্যদের মতও এইরূপ। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিম্ন হাদীসটি হইল তাঁহাদের মতের দলীল ঃ

হান্নাদ (র)......হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাজপাখির শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ উহা তোমার জন্য যাহা শিকার করে তাহা খাইতে পার।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে কালো কুকুর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, উহার শিকার খাওয়া জায়েয নয়। কেননা তাঁহার মতে কালো কুকুর হত্যা করা ওয়াজিব। তিনি দলীল হিসাবে সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আবূ বকর (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিনটি জিনিস নামায ভঙ্গ করে। গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর। রাবী তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, লাল কুকুর হইতে কালো কুকুরকে পার্থক্য করার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন যে, কালো কুকুর শয়তানের দোসর।

অন্য একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দেন। পরে বলেন যে, সাধারণভাবে সকল কুকুর হত্যা করার প্রয়োজন নাই। উহা হইতে কালো কুকুরগুলি হত্যা কর।

শিকারী হায়েনাকে جَوَارِح বলা হয়। جَوَارِح নিষ্পন্ন হইয়াছে جرح হইতে। ইহার অর্থ হইল অর্জন করা। যথা আরবীভাষীরা বলে ঃ فلانْ جرح اهله خيرا। —'অমুক তাহার পরিবার-পরিজনের জন্য ভাল উপার্জন করিয়াছে।' আরও বলা হয় ঃ فلان لا جارح له 'অমুক ব্যক্তির কোন উপার্জনকারী নাই।' আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'তোমরা দিবাভাগে ভাল–মন্দ যাহা কর তাহা সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত রহিয়াছেন।'

এই বিধান সম্বলিত আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ স্বরূপ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোলাম আবূ রাফি' (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) পাইকারিভাবে কুকুর হত্যার আদেশ করেন। অতঃপর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমাদের কোন ধরনের উপকার গ্রহণ করা বৈধ ? রাসূলুল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কেহ যখন তাহার শিকারী কুকুর আল্লাহর নাম নিয়া শিকারে পাঠায় এবং শিকারী কুকুর যদি শিকার করিয়া নিজে না খাইয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেয়, তবে উহা খাইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ রাফি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফি (র) বলেন ঃ একদা জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে না আসায় রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও আপনি আসিতেছেন না কেন ? তখন জিবরাঈল (আ) বলিলেন, যে ঘরে কুকুর থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।

আবূ রাফি (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে মদীনার সকল কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি কুকুর হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক পর্যায়ে এক বৃদ্ধা মহিলার একটি কুকুর হত্যা করিতে উদ্যত হইলে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করিয়া দৌড়াইয়া তাহার মনিবের নিকট আশ্রয় নিলে কুকুরটির প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়। আমি উহাকে হত্যা করা হইতে নিবৃত্ত হই। ইহার পর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই কুকুরটি সম্পর্কে বলিলে তিনি আমাকে উহাও হত্যা করিতে আদেশ করেন এবং আমি দ্বিতীয়বার আসিয়া বৃদ্ধার সেই কুকুরটি হত্যা করি। ইহার পর লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে জন্তু হত্যা করার আদেশ করিয়াছেন উহা দ্বারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? রাসূলূল্লাহ (সা) চুপ করিয়া রহিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ

হাকিম (র) মুসতাদারাকে (র).......আবান ইব্ন সালেহ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইকরিমা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ রাফিকে কুকুর হত্যা করার জন্য আদেশ করিলে তিনি হত্যা করিতে করিতে মদীনার উঁচু এলাকায় চলিয়া যান। অতঃপর আসিম ইব্ন আদী, সা'দ ইব্ন খায়সামা ও উইয়াম ইব্ন যায়িদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা দ্বারা কি আমরা কোন উপকার লাভ করিতে পারি ? তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইকরিমা (রা) হইতে সিমাকের সূত্রে হাকিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কারযী বলেন ঃ এই আয়াতটি কুকুর হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে।

مُكَلِّبِيْنَ শব্দটি عَلَّمْتُمْ -এর ضمير -এর حال হইয়াছে। আর حال কর্তার অবস্থা বর্ণনা করে। অবশ্য ইহা কখনো مفعول বা কর্মকারকের অবস্থাও বর্ণনা করে। অর্থাৎ যে সমস্ত শিকারী তাদের নখ বা থাবা দ্বারা শিকার করে, উহা তোমরা খাইতে পারিবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শিকারী জন্তু যদি আঘাত করিয়া শিকার করে, তবে উহা খাওয়া নাজায়েয। ইমাম শাফিঈর এক অভিমত ইহার অনুরূপ এবং আলিমদের একদলও এইমত পোষণ করেন।

তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ

'শিকারী পশুপক্ষী যাহাদিগকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়াছ, যেভাবে আল্লাহ তোমাদিকে শিক্ষা দিয়াছেন।'

শিকারী পশুপক্ষীর পরিচয় হইল, যখন তাহাকে শিকারের জন্যে প্রেরণ করা হইবে, তখন ছুটিয়া যাইবে। যখন তাহাকে ডাকা হইবে, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিকার করার পর মালিক তাহার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত শিকারী তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, নিজের জন্য গ্রহণ করিবে না। সেই কথাই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'উহারা যাহা তোমাদের জন্য শিকার করে, তাহা খাইবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম লইবে।'

শিকার করিয়া মালিকের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইল শিকারী পশুপক্ষীর বিশেষ লক্ষণ। তখন বুঝিতে হইবে, শিকার সিদ্ধ হইয়াছে। তবে উহাকে শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র নাম লইতে হইবে। তখন সেই শিকার খাওয়াও হালাল হইবে যাহা শিকারী শিকার করিয়া মারিয়া ফেলে। সকল ইমাম এই কথার উপর একমত।

আলোচ্য আয়াতের সমর্থনে সহীহদ্বয় আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি শিকারী কুকুরকে আল্লাহ্র নামে শিকারে পাঠাই এবং তখন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করি। রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেন ঃ শিকারী কুকুর শিকারের জন্যে প্রেরণ করা সময় আল্লাহ্র নাম নিলে উহার শিকার খাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে শিকার মারিয়া ফেলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি শিকারের সময় অন্য কোন কুকুর না থাকে, তবে খাইবে। কেননা তুমি তোমার কুকুর প্রেরণ করার সময় বিসমিল্লাহ বলিয়াছ, অন্যগুলির বেলায় তুমি তো আর বিসমিল্লাহ বল নাই। আমি বলিলাম, আমি ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করিয়া যদি শিকার করি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যদি উহার ধারালো প্রান্ত দ্বারা নিহত হয়, তবে উহা খাইবে। কিন্তু যদি ধারহীন ভোতা প্রান্ত দিয়া নিহত হয়, তবে উহা খাইবে না।

অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ যখন তুমি তোমার কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করিবে, তখন আল্লাহ্র নাম লইবে। অতঃপর যদি শিকার করিয়া তোমার জন্য রাখিয়া দেয় এবং যদি তুমি উহা জীবিত পাও, তবে যবেহ কর। আর যদি শিকারটি মৃত পাও এবং শিকারী যদি উহার কোন অংশ হইতে না খায়, তবে উহা খাইতে পারিবে। কেননা কুকুরের শিকারই হইতেছে যবেহ সমতুল্য।

সহীহদ্বয়ের অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ যদি সে উহা খায়, তবে তুমি উহা আহার করিও না। কেননা আমার আশংকা হয়, সে উহার নিজের জন্য ধরিয়াছিল।

ইহাই হইল জমহূরের দলীল। শাফিঈদেরও শেষ মতও ইহাই। কেননা শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার হইতে কিছু অংশ খাইয়া ফেলে, তবে উহা সাধারণভাবে হারাম হইয়া যায়। আলোচ্য হাদীসে যেভাবে উল্লেখিত হইয়াছে, এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নাই। তবে পরবর্তী আলিমদের অনেকে বলেন, শিকারী কুকুর কর্তৃক আংশিকভাবে ভক্ষিত শিকার সাধারণভাবে হারাম নয়।

তাঁহাদের দলিলসমূহ

ইব্ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলিয়াছেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকারের এক-তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবুও উহা তোমরা খাও।

কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা বর্ণনা করিয়াছেন, সালমান (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন যায়দ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ......কাসিম ও বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানী হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ও বাক্র ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানী বলেন ঃ হযরত সালমান (রা) বলিয়াছেন, কুকুর যদি এক-তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবুও তোমরা উহা খাও।

ইব্ন জারীর (র)......হুমাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন খায়সামা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হুমাইদ ইব্ন মালিক ইব্ন খায়সামা দুয়ালী (র) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-কে শিকারী কুকুর কর্তৃক ভক্ষিত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, খাও, যদিও উহার একটি টুকরা ব্যতীত অন্য কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে।

শু'বা (র)......হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ কুকুর যদি এক-তৃতীয়াংশও খাইয়া ফেলে, তবুও খাও।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ যদি তুমি শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ কর এবং সে যদি উহার এক- তৃতীয়াংশ খাইয়া ফেলে, তবে তুমি অবশিষ্টাংশ খাইতে পারিবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......নাফি' হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ যখন তুমি তোমার শিকারী কুকুর বিসমিল্লাহ বলিয়া শিকারের জন্য প্রেরণ কর, তখন উহা তোমার জন্য যাহা শিকার করিবে, তাহা হইতে সে ভক্ষণ করুক বা উহা অভক্ষিত রাখুক, তাহা খাইতে পারিবে।

নাফি', ইব্‌ন আবূ যি'ব, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস, আলী ইব্‌ন উমর, আবূ হুরায়রা, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস এবং সালমান (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে আতা ও হাসান বসরী এই ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন। যুহরী, রবী'আ ও মালিক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম শাফিঈর পূর্বের মত ছিল ইহা, ইমাম শাফিঈর এক নতুন মতেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত সালমান ফারসী (রা) হইতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করে এবং শিকার এমন অবস্থায় পায় যে, শিকারী উহা হইতে কিছুটা খাইয়া ফেলিয়াছে, তবে বাকী অংশ খাইবে।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার সনদে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে এবং সালমান ফারসী (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব হাদীসটি শুনিয়াছেন কিনা তাহা আজো অজ্ঞাত। বিশ্বস্ত রাবীগণ ইহা উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু মারফূ' সনদে নয়, বরং সালমান ফারসীর অভিমত হিসাবে। এই ভিত্তিতে ইব্‌ন জারীর (র) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য হাদীসের সমর্থক হাদীস অন্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ দাঊদ (র)......আবূ সা'লাবা হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ সা'লাবা নামক এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার শিকারী কুকুর রহিয়াছে। সে সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ? নবী (সা) বলিলেন ঃ তোমার কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী হইয়া থাকে, তবে সে তোমার জন্য যাহা ধরিয়া আঁনে তাহা তুমি খাইবে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে যদি না পারি এবং উহা হইতে যদি সে খাইয়া ফেলে ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ হ্যাঁ, যদি উহা হইতে খাইয়াও ফেলে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তীর দ্বারা শিকার সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমার তীর যাহাকে বিদ্ধ করিবে, উহাই খাইবে। বেদুঈন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যবেহ করিতে পারি বা না পারি উভয় অবস্থায় কি খাইব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তোমার দৃষ্টির আড়াল হইতেও যদি লাগে এবং তালাশ করার পর যদি পাও, তবুও খাইবে। কিন্তু উহাতে অন্য কোন শিকারীর তীরের আঘাত না থাকা উচিত। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রয়োজনবোধে মূর্তি পূজারীদের তৈজসপত্র ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্ত কি ?

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ ধৌত করার পর উহাতে তুমি খাও। নাসাঈ এবং আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......আবূ সা'লাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সা'লাবা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তোমার শিকারী কুকুর শিকারের জন্য প্রেরণ করার সময় যদি তুমি আল্লাহ্‌র নাম লও, তবে তুমি উহা খাও। যদিও উহার কোন অংশ শিকারী খাইয়া ফেলে। আর খাও তোমার হাত তোমার জন্য যে শিকার নিয়া আসে।

উল্লেখিত উভয় হাদীসের সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। আদী (রা) হইতে সাওরী বর্ণনা করেন যে, আদী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ তোমার শিকারী কুকুর তোমার জন্য যাহা শিকার করে, উহা খাও। আমি বলিলাম, যদি সে উহা হইতে খায় ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তবুও।

আদী (রা) হইতে হাবীবের রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, শিকারী কুকুর তাহার শিকারের কিছু অংশ খাইয়া ফেলিলেও বাকী অংশ খাওয়া জায়েয। তাই ইহা হইল তাঁহাদের দলীল, যাহারা শিকারী কুকুরের শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ শিকারী কর্তৃক ভক্ষিত হইলেও তাহা খাওয়া জায়েয বলেন। এমন কি যাহারা তাঁহাদের সমর্থনে আছেন এবং প্রায় এইরূপ মত পোষণ করেন, তাঁহারাও এইগুলি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাঁহাদের সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

মধ্যপন্থা অবলম্বনকারীগণ বলেন ঃ শিকারী কুকুর যদি তাহার শিকার করার সাথে সাথেই খাইয়া ফেলে, তবে তাহা খাওয়া হারাম। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-এর হাদীস ইহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ নবী (সা)-এর 'যদি শিকারী শিকার খাইয়া ফেলে, তবে উহা খাইও না, কেননা আশংকা হয় যে, হয়ত শিকারী উহা তাহার নিজের জন্য শিকার করিয়াছিল'–এই কথা উহার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু যদি শিকারী শিকার করিয়া স্বীয় প্রভুর জন্যে অপেক্ষা করে এবং দীর্ঘ অপেক্ষার পরও যদি প্রভুকে না পায়, তারপর যদি সে ক্ষুধার তাড়নায় উহা খাইয়া ফেলে, তবে এই অবস্থায় অবশিষ্টাংশ খাওয়া হালাল। এই কথার দলীল হইল আবূ সালাবার হাদীস। এই ব্যাখ্যাটি খুবই উত্তম। ইহা দ্বারা দ্বিমুখী দুই হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত করা যাইতেছে।

উপরোল্লেখিত দলের ব্যাখ্যার উপর মন্তব্য করিয়া নিহায়ার লেখক আবূ মা'আলী জাওনী বলেন ঃ যদি কেহ এমন ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, তবে তাহা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ বলিয়াছেন, উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা তাঁহার শিষ্যগণই করিয়াছেন।

চতুর্থ মত স্বরূপ অন্য আর একদল বলেন ঃ শিকারী কুকুরের ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম। দলীল হইল আদী (রা)-এর হাদীস। তবে বাজপাখি ইত্যাদি ভক্ষিত শিকার খাওয়া হারাম নয়। কেননা উহাদিগকে শিকার করিয়া ভক্ষণের দ্বারা শিকার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) পাখি দ্বারা শিকার সম্পর্কে বলেন ঃ শিকারের জন্যে প্রেরণ করিবার পর যদি উহা শিকার হত্যা করিয়া ফেলে, তবুও উহা খাইবে। কেননা শিকারী কুকুর শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট আসে না। অন্যদিকে শিকারী পাখি শিকার করিয়া উহা নিয়া মালিকের নিকট

চলিয়া আসে এবং শিকারকে আঘাত করে না। তাই শিকারী পাখি যদি শিকারের কোন অংশ খায় এবং নখ দ্বারা আহত করে, তবুও উহা খাইবে।

ইব্রাহীম নাখঈ, শু'বা এবং হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান (র)-ও ইহা বলিয়াছেন।

ইঁহাদের দলীল হইল ইব্ন আবূ হাতিম (র)-এর বর্ণিত হাদীসটি। তিনি আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আ'দী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কুকুর ও বাজপাখি দ্বারা শিকার করিয়া থাকি। উহা কি আমাদের জন্য হালাল ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে কোন শিকারী জন্তু যদি শিকার করিয়া উহা তোমার জন্য রাখিয়া দেয় এবং যদি উহা প্রেরণ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়া থাক, তাহা হইলে উহার শিকার খাইবে। ইহা বলার পর তিনি আরও বলিলেন যে, তুমি যে কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়া ছাড়িয়া দিবে এবং সে যে জন্তুকে ধরিয়া রাখিবে, উহা তুমি খাইবে। আমি বলিলাম, যদি সে শিকার মারিয়া ফেলে ? তিনি বলিলেন ঃ যদি মারিয়া ফেলে তবে তুমি কেন খাইবে না ? মারিয়া যদি ফেলেও এবং যদি না খায়, তবে তুমি খাইবে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কুকুরের সঙ্গে যদি অন্য কুকুরের মিশ্রণ ঘটে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ, তখন খাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আশ্বস্ত না হইতে পারিবে যে, উহা তোমার কুকুরই শিকার করিয়াছে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের গোত্রের লোকেরা তীর দ্বারা শিকার করে, উহা কি আমাদের জন্য হালাল ? তিনি বলিলেন ঃ যে তীর শিকারকে আহত করে এবং যাহা নিক্ষেপ করার সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, উহা খাইবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুকুরের শিকার না খাওয়ার বেলায় শর্তারোপ করিয়াছেন। কিন্তু বাজপাখির বেলায় কোন শর্তারোপ করেন নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, এতদুভয়ের মধ্যে আল্লাহ্র বিধানেই পার্থক্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

'উহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া আনে তাহা ভক্ষণ করিবে এবং ইহাতে আল্লাহর নাম লইবে।'

অর্থাৎ যখন শিকারে পাঠাইবে তখন। যথা হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে রাসুলূল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন যে, শিকারী কুকুর যদি আল্লাহর নাম নিয়া ছাড়া হয় এবং সে যদি শিকার ধরিয়া আনে, তবে উহা খাইবে।

আবূ সা'লাবার হাদীসে সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তুমি কুকুরকে শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন আল্লাহর নাম লইবে এবং যখন তুমি শিকার লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিবে, তখনও আল্লাহর নাম লইবে।

ইহার ভিত্তিতে ইমামগণ যথা ইমাম আহমদ (র) গুরুত্বের সঙ্গে শর্তারোপ করিয়াছেন যে, শিকারের উদ্দেশ্যে শিকারী কুকুর প্রেরণ করার সময় এবং শিকারের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করার সময় অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলিতে হইবে। কেননা আলোচ্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

জমহূরের নিকটও এই মত অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত। আয়াতের উদ্দেশ্যই হইল শিকারী প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার নির্দেশ দেওয়া। সুদ্দী প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যখন শিকারী জন্তু শিকারের জন্য পাঠাইবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিবে। তবে যদি বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মাধ্যমে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উমর ইব্ন আবূ সালমার পালিত মেয়েকে বলিয়াছিলেন যে, (খাওয়ার সময়) আল্লাহর নাম লও, ডান হাতে এবং সামনের দিক হইতে খাওয়া শুরু কর।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এমন অনেক লোক আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়া আসে যাহারা নও মুসলিম। তাহারা উহা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় কি না তাহা কে জানে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম লইয়া উহা খাইও।

ইমাম আহমদ (র) ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটি জামাত নিয়া খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন আসিল এবং সে উহা হইতে দুই লোকমা খাইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যদি লোকটি বিস্মিল্লাহ বলিত, তবে এই খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। তাই তোমাদের কেহ যখন খানা খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে এবং যদি শুরুতে বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখনই স্মরণ আসিবে তখনই বলিবে– বিসমিল্লাহি আউয়ালিহি ওয়া আখিরিহী।

ইব্ন মাজাহ (র)...... ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটির সনদে হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দ ইব্ন উমায়রের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। অর্থাৎ তিনি সরাসরিভাবে আয়েশা (রা) হইতে ইহা শুনেন নাই।

উপরোল্লেখিত সনদে এইরূপ যে ছেদ রহিয়াছে, উহার প্রমাণ হইল ইমাম আহমদের বর্ণিত হাদীসটি। উহা এই ঃ

ইমাম আহমদ......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ছয়জন সাহাবীর ছোট একটি জামাত নিয়া খাইতে বসেন। এমন সময় ক্ষুধার্ত এক বেদুঈন আসে এবং সে উহা হইতে দুই লোকমা খায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, লোকটি যদি বিসমিল্লাহ বলিত, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য তোমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। অতএব তোমরা যখন খাইতে বসিবে, তখন বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। যদি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যাও, তবে যখন স্মরণ আসিবে তখন বলিবে– بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ প্রমুখ হিশাম দাস্তওয়াই হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ (র)......মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন সাহাব বলেন ঃ একদা আমি মুসান্না ইব্ন আবদুর রহমান খুযাঈর সঙ্গে 'ওয়াসিত' নামক

স্থানের উদ্দেশ্যে সফরে বাহির হই। তিনি সর্বদা খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিতেন এবং শেষ লোকমায় বলিতেন ঃ بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিয়া থাকেন এবং শেষ লোকমায় বলেন, بِاسْمِ اللّٰهِ اَوَّلِهٖ وَاٰخِرِهٖ তদুত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ খাইতে বসিয়া যতক্ষণে বিসমিল্লাহ না বলা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তান সঙ্গে খাইতে থাকে। যখন বিসমিল্লাহ বলা হয়, তখন আর শয়তান তাহার পেটে উহা রাখিতে পারে না, বমি করিয়া ফেলিয়া দেয়।

জাবির ইব্‌ন সুবাইহ রাগবী ও আবূ বাশার বসরীর সূত্রে নাসাঈ ও আবূ দাঊদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুঈন বলেন, হাদীসটির রাবী নির্ভরযোগ্য। তবে আবুল ফাতাহ আযদী বলেন, ইহা দ্বারা দলীল দেওয়া যাইব না।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত আবূ হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে খাইতে বসিতাম, তখন তিনি খাদ্যে হাত না দেওয়ার পূর্বে আমরা কেহ হাত দিতাম না। একদা আমরা তাঁহার সঙ্গে খানা খাইতেছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে আসিল এবং (মনে হইল) কে যেন তাহাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিতেছিল। আসিয়াই সে খানা উঠাইয়া মুখে দিতে চাহিল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) মেয়েটির হাত ধরিয়া ফেলেন। ইত্যবসরে একজন বেদুঈন আসিল। আসিয়াই সে খাদ্যে হাত দিতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি আহারের সময় বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তবে শয়তান সেই খাদ্য তাহার জন্য হালাল করিয়া নেয়। সে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমে এই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে আসিয়াছে, আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়াছি। তারপর সে এই বেদুঈনের সঙ্গে আসিয়াছে। আমি তাহার হাতও ধরিয়া ফেলিয়াছি। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, সেই মহান সত্তার কসম! এই দুইজনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে রহিয়াছে। আ'মাশের সনদে মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে...... ইব্‌ন জুবাইজ (র)-এর সূত্রে মুসলিম এবং তিরমিযী ব্যতীত সকল আহলে সুনান বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন লোক বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহার করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, তখন শয়তান (তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গদিগকে) বলে, তোমাদের জন্য না আছে রাত্রি কাটানোর জায়গা, আর না আছে রাত্রের আহারের ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে কেহ যদি বাড়িতে প্রবেশ করার সময় ও আহারের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, তবে শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি কাটানোর এবং রাত্রের আহারের সংস্থান পাইয়াছ। ইহা হইল আবূ দাঊদের রিওয়ায়াত।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসিয়া তাঁহাকে বলেন, আমরা আহার করি কিন্তু আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হই না। রাসুলূল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর। তোমরা সকলে মিলিয়া একত্রে আহার করিবে এবং বিসমিল্লাহ বলিবে। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের খাদ্যে বরকত দিবেন।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ এবং আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥) اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۟

৫. “আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হইল। আর আহলে কিতাবদের খাদ্যও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যও তাহাদের জন্য হালাল ; আর পবিত্র ঈমানদার নারী ও আহলে কিতাবদের পবিত্র নারী এই শর্তে হালাল, যখন তোমরা তাহাদের মাহর আদায় করিবে এবং উহা বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে হইবে, স্ফূর্তির জন্য ও গোপন প্রেমের জন্য হইবে না। যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়া কুফরী করিল, সে তাহার আমল বরবাদ করিল। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্যতম হইল।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইতিপূর্বে তাঁহার মু'মিন বান্দাদের জন্য অপবিত্র জিনিসসমূহ হারাম এবং পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল বলিয়া ঘোষণা দেওয়া পর বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার লক্ষ্যে বলেন ঃ اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

অর্থাৎ ‘আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হইল।’

ইহার পর ইয়াহূদী ও নাসারাদের যবেহকৃত জন্তু সম্পর্কে বলেন ঃ

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ ‘যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ।’

ইব্‌ন আব্বাস, আবূ উমামা (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইকরিমা, আতা, হাসান, মাকহূল, ইবরাহীম নাখঈ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশের মধ্যে উল্লেখিত طعام -এর অর্থ হইল তাহাদের যবেহকৃত জন্তুসমূহ।

এই ব্যাপারে সকল আলিম একমত যে, তাঁহাদের যবেহকৃত জন্তু মুসলমানদের জন্য হালাল। কেননা তাহারাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করাকে হারাম মনে করে এবং তাহারা যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো নাম নেয় না। যদিও আল্লাহ সম্বন্ধে তাহাদের অমূলক কিছু আকীদা রহিয়াছে যাহা হইতে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফফাল (রা) হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ খায়বারের যুদ্ধে আমি চর্বি ভর্তি একটা মশক পাইয়াছিলাম। আমি উহা নিজের অধিকারে নিয়া বলিলাম যে, আজ আমি ইহার অংশ কাহাকেও দিব না। তারপর আমি এদিক ওদিক তাকাইতেছিলাম। এমন সময় দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং মৃদু হাসিতেছেন।

ইহা দ্বারা ফিকহবিদগণ দলীল দেন যে, গনীমতের মালের মধ্য হইতে বন্টনের পূর্বে পানাহারের কোন বস্তু ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা জায়েয রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীসের নিরিখে ইহা প্রমাণিত হয় বটে।

উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারীগণ মালিকীদের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'তোমরা যে বল, কিতাবীদের জন্য যে খাদ্য হালাল, আমাদের জন্যও তাহা হালাল। অথচ ইয়াহূদীরা চর্বিকে হারাম মনে করে এবং মুসলমানরা উহাকে হালাল বলিয়া খায়। তবে কি তোমরা উহা মুসলমানদের জন্যও হারাম বলিয়া বিশ্বাস কর ? কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল। অথচ ইহা তাহাদের খাদ্য নয়।' অবশ্য জমহূরও এই হাদীস দ্বারা দলীল দিয়াছেন।

তবে এই ব্যাপারে আরও কথা রহিয়াছে। কেননা হাদীসে উল্লেখিত ব্যাপারটা হইল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ইহাও হইতে পারে যে, উহাতে যে চর্বি ছিল তাহা তাহাদের বিশ্বাসমতে বৈধ মেরুদণ্ড ও আঁত সংলগ্ন চর্বি ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইহা হইতেও অধিক শক্তিশালী ও সহীহ হাদীস হইল এইটি যে, খায়বারবাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাজা রোষ্ট করা একটি বকরী হাদীয়া স্বরূপ দিয়াছিল। উহারই সিনার গোশ্তে বিষ মাখানো ছিল। কেননা তাহারা জানিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিনার গোশত বেশি ভালবাসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই গোশত মুখে দিয়া দাঁত দ্বারা স্পর্শ করামাত্র বিষযুক্ত বকরীর সিনা বলিয়া উঠিল, আমাতে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহা থু থু করিয়া ফেলিয়া দিলেন। তবুও উহার ক্রিয়া তাঁহার সামনের দাঁতে তিনি অনুভব করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাশার ইব্ন বাররা ইব্ন মা'রূরও খাইতে বসিয়াছিলেন। তিনি বিষক্রিয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তবে যে ইয়াহূদী মহিলা এই দুষ্কর্ম করিয়াছিল, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল যয়নব।

এই হাদীস হইতে দলীল নেওয়া হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীদের নিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং উহার যে যে অংশের চর্বি তাহারা হারাম মনে করে, উহা বাহির করা হইয়াাছে কিনা তিনি তাহাও জিজ্ঞাসা করেন নাই।

অন্য হাদীস হইতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা জনৈক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাওয়াত করিয়া তাঁহাকে যবের রুটি এবং পুরাতন শুকনা চর্বি খাইতে দেয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মাকহূল হইতে বর্ণনা করেন যে, মাকহূল (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ঃ

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

এই আয়াতটি নাযিল করার পর উহা রহিত করেন এবং মুসলমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া নাযিল করেন ঃ

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ

অর্থাৎ ইহা নাযিল করিয়া আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের খাদ্যকে মুসলমানদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে মাকহূল (র) বলেন ঃ আহলে কিতাবদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে জন্তুর বেলায় তাহারা আল্লাহর নাম স্মরণ না করিবে, উহাও হালাল হইবে। কেননা কিতাবীদের মধ্যে মুশরিকও রহিয়াছে যাহারা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয় না। এমনকি তাহাদের মাংস খাওয়া কেবল যবেহ করার উপরই নির্ভরশীল নয়; বরং তাহারা মৃত জন্তুর মাংসও ভক্ষণ করে। কিন্তু যথার্থ আহলে কিতাবরা এমন নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে সামিরা, সায়িবা এবং ইবরাহীম (আ) ও শীষ (আ)-এর ধর্মানুসারীগণও অন্তর্ভুক্ত।

ইহাদের আহলে কিতাব হওয়া সম্পর্কে আলিমদের একটি দলের সমর্থন রহিয়াছে। তেমনি আরবের খ্রিস্টান যথা বনূ তাগলিব, বনূ তানুখ, বনূ বাহরা, বনূ জুযাম, বনূ লাখমা ও বনূ আমিলা প্রভৃতি।

তবে জমহূরের (র) মতে ইহাদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়া যাইবে না।

ইব্‌ন জারীর (র)........ মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবায়দা (র) বলেন ঃ আলী (রা) বলিয়াছেন, তোমরা বনূ তাগলিব গোত্রের যবেহকৃত জন্তু খাইও না। কেননা তাহারা খ্রিস্টানদের আদর্শ হইতে মদ্যপান ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করে নাই।

পূর্বসুরী এবং উত্তরসূরী বহু মনিষী এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

তবে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব ও হাসান বসরীর মত হইল, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বনূ তাগলীবের যবেহকৃত জন্তু খাওয়াতে কোন দোষ নাই।

এখন কথা হইল মজূসীদের ব্যাপারটা। মজূসীদের নিকট হইতে খ্রিস্টানদের মত যদিও জিযিয়া নেওয়া হয় এবং যদিও আহলে কিতাবদের সমান মর্যাদা তাহাদের দেওয়া হয়, তবুও তাহাদের যবেহকৃত জন্তু খাওয়া যাইবে না এবং তাহাদের মহিলাদিগকে বিবাহও করা যাইবে না।

এই মতের একমাত্র বিরোধিতা করিয়াছেন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর অন্যতম অনুগামী আবূ সাওর ইবরাহীম ইব্‌ন খালিদ কালবী। তিনি ইহার বিপরীত মন্তব্য করার পর ইমামদের মধ্যে সমালোচনার ব্যাপক ঝড় উঠে। ফকীহগণ তাহার কথার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এমন কি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) তো বলিয়াই ফেলিলেন যে, তাহার নাম যথার্থই আবূ সাওর। অর্থাৎ বলদের বাবা।

অবশ্য আবূ সাওর (র) একটি মুরসাল হাদীসকে সামনে রাখিয়া এই মন্তব্য করিয়াছিলেন। হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা তাহাদের সাথে (মজূসীদের সাথে) আহলে কিতাবদের ন্যায় ব্যবহার কর।

কিন্তু আবূ সাওর যে ভাষ্যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন উহা প্রমাণিত নয়। তবে সহীহ বুখারীতে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের রিওয়ায়াতে এইটুকু পাওয়া যায় যে, রাসূল (সা) হিজরের মজূসীদের নিকট হইতে জিযিয়া গ্রহণ করিতেন।

যদি আমরা এই হাদীসটি সহীহ হিসাবে ধরিয়া নিই এবং উহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করি, তবুও বলার থাকে যে, আলোচ্য আয়াতাংশের উল্লেখিত বিশিষ্ট কিতাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বীদের যবেহ আমাদের জন্য হারাম।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান তোমাদের জন্য বৈধ।'

তবে ইহা দ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হইবে না যে, তাহাদের ধর্মে তোমাদের যবেহকৃত জন্তু তাহাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। হ্যাঁ, বেশি হইলে ইহা বলা যায় যে, তাহাদিগকে তাহাদের কিতাবে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে জীব আল্লাহর নামে যবেহ করা হইবে, উহা খাইবে। হউক তাহা তোমাদের ধর্মের অনুসারী কেহ বা অন্য ধর্মের কোন ব্যক্তির যবেহ।

অবশ্য প্রথম উক্তিটি সুন্দর অর্থাৎ তোমরা কিতাবীদিগকে তোমাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশত ভক্ষণ করাও, যেমন তোমরা তাহাদের যবেহকৃত জন্তুর গোশ্ত খাইতে পার।

আসলে ব্যাপারটা অদল-বদলের মত প্রায়। যথা নবী (সা) মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সুলূলকে নিজের জামা দ্বারা কাফন দিয়াছিলেন এবং সেই কাফনেই তাহাকে দাফন করা হইয়াছিল।

ইহার কারণ স্বরূপ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) যখন মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাঁহাকে নিজের জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) উহার বিনিময় স্বরূপ তাহার কাফনের জন্য নিজের জামা প্রদান করেন।

একটি হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাহারো সঙ্গে উঠাবসা করিবে না এবং আল্লাহ ভীরু মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজেদের খাদ্য খাইতে দিবে না।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটি উপরে উল্লেখিত অদল–বদলের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ঠিক হইবে না। কেননা হয়ত মুস্তাহাব হিসাবে এই হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

অর্থাৎ 'সতী-সাধ্বী মুসলিম মহিলা বিবাহ তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে।'

অবশ্য উল্লেখিত আয়াতাংশটিকে আলোচ্য বিষয়ের অবতরণিকা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কেননা ইহার পরই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে।'

কেহ কেহ বলেন ঃ এই স্থানে مُحْصَنَاتُ -এর অর্থ হইল আযাদ মহিলা, দাসী নয়।

ইব্ন জারীর (র) ইহা মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদের পূর্ণ বক্তব্য হইল এই ঃ مُحْصَنَاتُ অর্থ আযাদ মহিলা। তাই বুঝা যায় যে, দাসীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার এই অর্থ করা যাইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সতী-সাধ্বী সচ্চরিত্রা স্বাধীন নারীদিগকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে এইরূপ উল্লেখিত হইয়াছে। জমহূরেরও এই মত। তাই ইহাই সঠিক মত। তাহা না হইলে যিম্মী এবং এবং অসতী দুশ্চরিত্রা নারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং ইহার ফলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হইবে। সমাজের সুস্থ পরিবেশ সম্পূর্ণরূপে পাল্টাইয়া যাইবে। স্বামী তখন সাক্ষী গোপালে পরিণত হইবে।

আলোচ্য আয়াতাংশের প্রকাশ্য অর্থে সেই সব নারীকে বুঝান হইয়াছে যাহারা ব্যভিচারিণী নহে; বরং সতী নারী। যথা আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَّلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ 'মুহসিনাত হইল তাহারা, যাহারা উপপতি গ্রহণ করে না এবং ব্যভিচারিণী নয়।'

এখন কথা হইল যে, আহলে কিতাবদের স্বাধীন নারী ও দাসী সকলেই কি ইহার অন্তর্ভুক্ত ?

ইব্‌ন জারীর পূর্ববর্তী মনিষীদের একদলের অভিমত উদ্ধৃত করেন যে, مُحْصَنَاتُ -এর অর্থ হইল সচ্চরিত্রা মহিলা।

কেহ কেহ বলেন ঃ ইহা দ্বারা বনী ইসরাঈলী কিতাবীদের কথা বলা হইয়াছে। ইমাম শাফিঈর মতও ইহা।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আযাদ নয়; বরং যিম্মী নারীকে বুঝান হইয়াছে। ইহার দলীল হইল এই, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ 'যাহারা পরকাল ও আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তাহাদের সাথে যুদ্ধ কর।'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) খ্রিস্টান নারী বিবাহ করা নাজায়েয বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, তাহাদের অপেক্ষা বড় মুশরিক আর কে হইতে পারে, যাহারা ঈসা (আ)-কে রব বলিয়া বিশ্বাস করে ? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ। অর্থাৎ 'মুশরিক নারীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিও না।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণ মুশরিকা মহিলা বিবাহ করা হইতে বিরত থাকেন। ইহার পর যখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ তখন হইতে আবার সাহাবীগণ কিতাবী মহিলাদেরকে বিবাহ করা শুরু করেন এবং ইহাকে তাহারা আলোচ্য আয়াতাংশের দলীলে নির্দোষ এবং জায়েয বলিয়া মনে করিতে থাকেন।

তবে এই আয়াতটিকে সূরা বাকারার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত আয়াতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে কিতাবী মহিলারাও وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ আয়াতের সাধারণ অর্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা ব্যাতীত উল্লেখিত আয়াতাংশদ্বয়ের মধ্যে অন্য কোন বৈপরীত্য দেখা যায় না।

অবশ্য আরো বহু আয়াতের মধ্যে মুশরিক এবং আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

অর্থাৎ 'কিতাবী ও মুশরিকদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী, তাহারা আপন আপন মতে অবিচলিত ছিল যতক্ষণ না তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে।'

অন্য আরও একস্থানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও আহলে কিতাবদেরকে পৃথক করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا

অর্থাৎ 'তুমি কিতাবী ও উম্মীগণকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ? যদি মুসলিম হও তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইবে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

'যখন তোমরা তাহাকে তাহাদের নির্দিষ্ট মাহর দিয়া দাও।' অর্থাৎ যেহেতু তাহারা নিজেদেরকে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাই তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য মাহর সন্তুষ্টচিত্তে দিয়া দাও।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আমের, শা'বী, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী প্রমুখের ফতওয়া হইল এই যে, যদি কোন লোক বিবাহ করার পর তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে এবং স্ত্রীকে দেয়া স্বামীর পূর্ণ মাহর ফেরত দিতে হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ

অর্থাৎ 'তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নহে।' মানে নারীদের ব্যাপারে যেমন সচ্চরিত্রবতী এবং ব্যভিচারিণী না হওয়ার শর্তারোপ করা হইয়াছে, তেমনি পুরুষদের বেলায়ও সচ্চরিত্রের শর্তারোপ করা হইয়াছে।

এই জন্য আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ 'ব্যভিচারের জন্য নহে।' তাহারা যেন অসৎ উদ্দেশ্যে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে এবং কোন সম্পর্কের কারণে যেন নির্লজ্জ কার্যে লিপ্ত না হয়। وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ 'আর না উপপত্নী গ্রহণের জন্য।' অর্থাৎ প্রেমিকারা বিশেষত তাহার প্রেমিকের সাথে অবৈধভাবে যৌনকর্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। সূরা নিসায় এই বিষয় বিশদ আলোচনা হইয়াছে।

এই কারণেই ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রা) বলিয়াছেন যে, ব্যভিচারিণী নারী যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জঘন্য ও নির্লজ্জ ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কোন সৎপুরুষের জন্য বিবাহ করা জায়েয নহে।

অনুরূপভাবে কোন ব্যভিচারী পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার ব্যভিচারকর্ম হইতে তওবা না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য কোন চরিত্রবতী নারীকেও বিবাহ করা জায়েয নহে।

হাদীসেও রহিয়াছে ঃ 'বেত্রাঘাতে সাজাপ্রাপ্ত ব্যভিচারী একমাত্র তাহার মত ব্যভিচারিণীকেই বিবাহ করিতে পারিবে।'

ইব্‌ন জারীর (র).......হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন ঃ একদা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন যে, কোন মুসলমান ব্যভিচারীর সাথে আমি কোন সতী-সাধ্বী মুসলমান নারীর বিবাহ হইতে দিব না। ইহা শুনিয়া উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)

বলিয়াছিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! শিরক তো ইহা হইতে বড় পাপ। তথাপি মুশরিকদের তওবাও তো কবূল করা হয়।

এই সম্বন্ধে আমরা নিম্ন আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব ঃ

اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী মহিলা কিংবা মুশরিক নারী ছাড়া বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক নারী ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিক ভিন্ন বিবাহ করিবে না। মু'মিনদের জন্য ইহাই শাস্তি।'

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ঈমান প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহার আমল নিস্ফল হইবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰۤى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৬. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের প্রস্তুতি নাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত কর, আর তোমাদের মাথা মাসেহ্ কর এবং তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালী পর্যন্ত; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক তাহা হইলে পবিত্রতা অর্জন কর। আর যদি তোমরা রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেহ্ বাহ্যক্রিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন কর অথবা তোমরা নারী স্পর্শ কর, তারপর পানি না পাও, তাহা হইলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উঁহা দ্বারা মাসেহ্ কর। আল্লাহ্ তোমাদিকে কষ্ট দিতে চাহেন না এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন। আর তোমাদের উপর তাঁহার নিআমত পূর্ণ করিতে চাহেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী অধিকাংশ মুহাদ্দিস বলেন ঃ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ অর্থ হইল, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিবে, তখন যদি অপবিত্র থাক তবে উযূ করিবে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ঘুম হইতে উঠিয়া যদি নামাযে দাঁড়াইবার ইচ্ছা কর, তবে তখন উযূ করিবে। অবশ্য উল্লেখিত উভয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আয়াতটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা নামাযে দাঁড়াইবার পূর্বে উযূ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তাই যদি কেহ পবিত্র না থাকে, তবে তাহার জন্য নামাযের পূর্বে উযূ করা ফরয এবং যদি পবিত্র থাকে, তবে তাহার জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইসলামের প্রথমদিকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করা ওয়াজিব ছিল। কিন্তু পরে এই নির্দেশ রহিত করা হয়।

ইমাম আহমদ (র).......সুলায়মান ইব্ন বুরাইদার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন বুরাইদার পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করিতেন। তবে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি উযূ করিয়া মোজার উপর মাসেহ করিয়াছিলেন এবং একই উযূতে বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়েন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যাহা করিলেন এমন তো আর কখনো করিতে দেখি নাই! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে উমর! ইহা আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই করিয়াছি।

আলকামা ইবনে মারসাদ (র) হইতে সুফিয়ান সাওরীর সনদে মুসলিম এবং আহলে সুনানগণও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন মাজাহয় সুফিয়ান হইতে আলকামা ইব্ন মারসাদের স্থলে মুহাবির ইব্ন দিসারের নাম উল্লেখিত হইয়াছে। অবশ্য উভয়ে সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।

ইব্ন জারীর (র)..,...ফযল ইব্ন মুবাশশার হইতে বর্ণনা করেন যে, ফযল ইব্ন মুবাশশার (র) বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে এক উযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িতে দেখিয়াছি। তবে পেশাব করিলে বা অন্য কারণে উযূ ভাঙ্গিয়া গেলে উযূ করিতেন। আর উযূর অবশিষ্ট পানি দ্বারাই মোজা মাসেহ করিতেন। তাঁহার এইরূপ আমল দেখিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা নিজের মতানুসারে করিতেছেন? তিনি বলিলেন, না, আমি নবী (সা)-কে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। তাই আমিও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেছি।

যিয়াদ বাকাই হইতে ইব্ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে বর্ণনা করেন ঃ উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কি আবদুল্লাহ ইব্ন উমরকে উযূ থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে দেখিয়াছেন ? অন্যথায় এই হাদীসটি আপনি কাহার সনদে বর্ণনা করেন ? তিনি বলিলেন, আমাকে আসমা বিনতে যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, তাঁহাকে আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন গাসীল (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে আদেশ করিয়াছেন, চাই উযূ থাকুক বা না থাকুক। কেহ যদি প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতে অপারগ হয়, তবে উযূ থাকা অবস্থায় তাহাকে মিসওয়াক করার আদেশ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) দেখেন যে, তাঁহার ইহা করার শক্তি রহিয়াছে, তাই তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের বেলায় নতুন করিয়া উযূ করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর সূত্রে ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ (র)-ও ইহা উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ। সনদের ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ নাই। ইব্ন আসাকির (র) বলেন, ইহার সনদ সকল দুর্বলতা হইতে মুক্ত। মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন হিব্বান সালমা ইব্ন ফযল (র)-এর সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

যাহা হউক, এই ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমরের আমৃত্যু আমলের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যেক নামাযে নতুনভাবে উযূ করা মুস্তাহাব। জমহূরের মাযহাবও ইহা বটে।

ইব্ন জারীর (র).......ইব্ন সিরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ খুলাফায়ে রাশেদীন প্রত্যেক নামাযে নতুন উযূ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র).......ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইক্রিমা (রা) বলেন ঃ হযরত আলী (রা) প্রত্যেক নামাযে উযূ করিতেন এবং এই আয়াতটি পড়িতেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا......

ইব্ন মুসান্না (র)......নিযাল ইব্ন সাবূরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নিযাল ইব্ন সাবূরা (রা) বলেন ঃ একদা আমি দেখিলাম, আলী (রা) যোহরের নামায পড়িলেন। অতঃপর জনসমক্ষে বসিলেন। ইতিমধ্যে পানি নিয়া আসা হইলে তিনি মুখ ও হাত ধৌত করেন। ইহার পর তিনি মাথা এবং দুই পা মাসেহ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, ইহা হইল তাহার উযূ যাহার উযূ নষ্ট হয় নাই।

ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র)......ইব্রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা হযরত আলী (রা) হালকাভাবে উযূ করিয়া বলেন যে, যাহাদের উযূ নষ্ট হয় নাই, ইহা হইল তাহাদের উযূ।

হযরত আলী (রা) হইতে রিওয়ায়াতকৃত আসারগুলির একটি অপরটির সাহায্যে মযবূত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ফলে ইহা শক্তিশালীরূপে পরিগণিত হইতেছে।

ইব্ন জরীর (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ উমর (রা) একদা সংক্ষিপ্তভাবে উযূ করিয়া বলেন যে, যাহাদের উযূ বিনষ্ট হয় নাই, ইহা তাহাদের উযূ। ইহার সনদ সহীহ।

মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) বলেন ঃ খলীফাদের প্রত্যেকে প্রত্যেক নামাযে নতুনভাবে উযূ করিতেন।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ উযূ নষ্ট না হইলেও উযূ করাটা বাড়াবাড়ি। তবে ইহার সনদ দুর্বল। অবশ্য যাহারা মনে করে যে, উযূ নষ্ট হউক বা না হউক, প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুন উযূ করা জরুরী, তাহারা বাড়াবাড়িই করেন বটে। কেননা প্রত্যেক নামাযে নতুন উযূ করা মুস্তাহাবের পর্যায়ভুক্ত। হাদীস দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী (সা) প্রত্যেক নামাযে নতুন করিয়া উযূ করিতেন। আমর ইব্ন

আমের আনসারী বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারাও কি সেইরূপ করিতেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমরা উযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এক উযূ দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়িতাম। বুখারী (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুনান রচয়িতাগণ আমর ইব্ন আমির (রা) হইতে অন্য সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূ থাকিতে উযূ করিবে, তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হইবে।

আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে আফ্রিকীর সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, ইহার সনদ দুর্বল।

ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদল লোক বলেন ঃ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে এই কথা অবহিত করানোর জন্য যে, নামায ব্যতীত অন্য কোন কাজে উযূ করা ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার উযূ না করিয়া কোন আমলই করিতেন না।

আবূ কুরাইব (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আলাকামা ইব্ন ওয়াক্কাসের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাসের পিতা বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (সা) পেশাব করার ইচ্ছা করিতেন, তখন আমরা তাঁহার সাথে কথা বলিলে তিনি কথা বলিতেন না এবং সালাম দিলেও সালামের জবাব দিতেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই কঠোরতা হইতে অবকাশ দিয়া এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ .

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল এবং এই হাদীসের সনদে যে জাবিরের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি হইলেন জাবির ইব্ন যায়দ জু'ফী। তিনি দুর্বল রাবী বলিয়া চিহ্নিত।

আবূ দাউদ (র)...... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) শৌচ করিয়া আসিলে তাঁহার সামনে খানা হাযির করা হয় এবং বলা হয় যে, উযূ করার জন্য পানি আনিব কি? উত্তরে তিনি বলেন আমি একমাত্র নামায পড়ার বেলায় উযূ করিতে নির্দেশিত হইয়াছি।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি আহমদ ইব্ন মুনীয়ের সূত্রে এবং নাসাঈ ইসমাঈল হইতে যিয়াদ ইব্ন আইয়ুবের সূত্রে ইহা রিওয়ায়াতে করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান।

মুসলিম (র)...... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় তিনি শৌচকার্য হইতে ফিরিয়া আসেন এবং তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্য খানা নিয়া আসা হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! উযূ করিবেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ খুব কম, নামাযের ওয়াক্তেই আমি উযূ করিয়া থাকি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একদল আলিম বলেন ঃ উযূর মধ্যে নিয়্যত ফরয। কেননা বলা হইয়াছে যে, اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ অর্থাৎ 'যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও, তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করিয়া নাও।' যথা আরবরা বলেন ঃ اذا رائيت الامير فقم - 'যখন আমীরকে দেখ তখন দাঁড়াইয়া যাও', অর্থাৎ আমীরের জন্য দাঁড়াও। সহীহদ্বয়ে আসিয়াছে যে,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِىٍ مَا نَوَى .

অর্থাৎ 'প্রত্যেক আমল নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি উহাই পাইবে যাহা সে নিয়্যত করিয়াছে।'

উযূর সময় মুখমণ্ডল ধৌত করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। কারণ হাদীসে শক্তিশালী সূত্রে একদল সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উযূতে বিসমিল্লাহ বলে নাই, তাহার উযূই হয় নাই।

তেমনি উযূর পানি রাখা পাত্রে হাত দেওয়ার পূর্বে হাত ধুইয়া নেওয়া মুস্তাহাব। বিশেষত ঘুম হইতে উঠিয়া উযূ করার পূর্বে হাত ধুইয়া নেওয়ার ব্যাপারে তাগিদ রহিয়াছে।

এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ ঘুম হইতে সজাগ হইবে, তখন যেন সে তাহার হাত তিনবার না ধোয়ার পূর্বে উযূর পানির পাত্রে হাত না দেয়। কেননা কে জানে রাত্রে তাহার হাত কোথায় গিয়াছিল।

ফিকহবিদদের নিকট মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্যসীমা হইল কপালের চুলের প্রথম ভাগ হইতে থুতনি পর্যন্ত এবং প্রস্থের সীমা হইল দুই কানের লতি পর্যন্ত।

অবশ্য কপালের চুলের শুরুটা মুখমণ্ডলের মধ্যে শামিল কি না, এই বিষয়ে ইখতিলাফ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া দাড়ির প্রলম্বিত অংশের লোমগুলি মুখমণ্ডল ধৌত করার ফরযিয়াতের মধ্যে শামিল কিনা, এই বিষয়ে দুইটি উক্তি রহিয়াছে।

এক, উহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পানি পৌঁছান ওয়াজিব। কেননা উহা মুখমণ্ডলে শামিল এবং মুখমণ্ডলের সাথে অবিচ্ছেদ্য।

হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তির দাড়ি ঢাকা অবস্থায় দেখিয়া বলেন, উহা খুলিয়া ফেল। কেননা দাড়ি মুখমণ্ডলের সঙ্গে সংযুক্ত।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ দাড়ি চেহারার অংশবিশেষ। আরবীভাষীরা যুবকের দাড়ি গজাইলে বলে যে, তাহার চেহারা প্রকাশিত হইয়াছে।

দাড়ি ঘন হইলে উযূর সময় উহা খেলাল করাও মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)...... শাকীক হইতে বর্ণনা করেন যে, শাকীক বলেন ঃ আমি উসমান (রা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। তিনি উযূর মধ্যে মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় তিনবার দাড়ি খেলাল করেন। অতঃপর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উসমান (রা) বলেন, তোমরা আমাকে যেইভাবে উযূ করিতে দেখিলে, ঠিক এইভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। আবদুর রাযযাকের সনদে ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (রা) বলেন, ইহা হাসান-সহীহ পর্যায়ের এবং বুখারীও ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)...... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করার সময় অঞ্জলী ভরিয়া থুতনির নিচে পানি দিতেন এবং দাড়ি খেলাল করিতেন। একদা তিনি বলেন, এইভাবে করিতে আল্লাহ্ পাক আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন।

একমাত্র আবূ দাঊদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা আনাস (রা) হইতে অন্য সূত্রেও বর্ণনা করা হইয়াছে।

বায়হাকী বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর দাড়ি খেলাল করার ব্যাপারে আম্মার, আয়েশা এবং উম্মে সালমা (রা) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আলী (রা) প্রমুখ হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা তরক করার ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে ইব্ন উমর ও হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে এবং ইমাম নাখঈ ও তাবিঈদের একটি দলও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সূত্রে হযরত রাসূল (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন উযূ করিতেন, তখন কুলি করিতেন এবং নাকে পানি দিতেন।

এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে যে, উযূ এবং গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ?

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের মতে উযূ এবং গোসল উভয়ের মধ্যে ইহা ওয়াজিব।

ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মালিকের মতে উভয় সময়ে ইহা মুস্তাহাব। ইমামদ্বয়ের দলীল হইল সুনানসমূহে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি, যাহাকে ইব্ন খুযায়মা সহীহ বলিয়াছেন।

হাদীসটি হইল এই যে, রিফা'আ ইব্ন রাফি যারকী (র) হইতে ইব্ন খুযায়মা বর্ণনা করেন ঃ তাড়াহুড়া করিয়া নামায আদায়কারী এক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তোমাকে যেইভাবে উযূ করার নির্দেশ দিয়াছেন, তুমি সেইভাবে উযূ কর।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ গোসলে ইহা ওয়াজিব কিন্তু উযূতে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আহমদ (র) হইতে অন্য রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, উভয়ক্ষেত্রে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব, কুলি করা ওয়াজিব নয়। তাঁহার দলীল হইল এই ঃ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উযূ করিবে সে নাকে পানি দিবে।

অন্য রিওয়ায়াত আসিয়াছে যে, তোমাদের কেহ যখন উযূ করিবে, তখন নাকের ছিদ্র দুইটির মধ্যে পানি প্রবেশ করাইবে, তাহার পর নাক ঝাড়িয়া ফেলিবে।

الانْتِثَار। অর্থ হইল নাকের ছিদ্রের মধ্যে পানি ঢুকাইয়া উত্তমরূপে উহা পরিষ্কার করা।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) উযূ করিতে বসিয়া হস্তদ্বয় ধৌত করিলেন, ইহার পর এক অঞ্জলি পানি নিয়া কুলি করিলেন এবং এক হাত দিয়া নাকে পানি দিয়া অন্য হাতের সাহায্যে নাক পরিষ্কার করিলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন। অতঃপর অঞ্জলিপূর্ণ পানি নিয়া ডানহাত ধৌত করিলেন। আবার এক অঞ্জলি পানি নিয়া বাম হাত ধৌত করিলেন। ইহার পর মাথা মাসেহ করিলেন। আরেক অঞ্জলি পানি নিয়া ডান পায়ে ঢালিয়া দিয়া উহা ধৌত করিলেন। পরিশেষে আর এক অঞ্জলি পানি নিয়া বাম পা ধৌত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইভাবে উযূ করিতে দেখিয়াছি।

আবূ সালমা মানসূর ইব্ন সালমা খুযাঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ – 'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করিবে', অর্থাৎ কনুইসহ।

যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا.

অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের মালসহ ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করিও না।'

হাফিয দারে কুতনী এবং আবূ বকর বায়হাকী (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করার সময় স্বীয় কনুইদ্বয়ের উপর দিয়া পানি বহাইতেন।

কিন্তু এই হাদীসের রাবী কাসিম অগ্রহণযোগ্য এবং তাহার দাদা দুর্বল রাবী হিসাবে প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ ভাল জানেন। যে উযূ করে, তাহার জন্য উত্তম হইল উযূর সময় কনুইর সহিত বাহুদ্বয়ও ধুইয়া নেওয়া।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে নুআইম আল-মুজমির সনদে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার উম্মাত কিয়ামতের দিন উযূর চিহ্নগুলি উজ্জ্বল অবস্থায় আনীত হইবে। সুতরাং তোমাদের সম্ভব হইলে ঔজ্জ্বল্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া নিবে।

মুসলিম (র)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি আমার বন্ধু রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ মু'মিনকে সেই স্থান পর্যন্ত অলংকার পরানো হইবে, যে স্থান পর্যন্ত তাহার উযূর পানি পৌছিবে।

وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের মাথা মাসেহ করিবে।' স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ইহার মাধ্যমে بِ অক্ষরটি সম্পৃক্ততা বা মিলাইয়া দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যাবহৃত হইতে পারে। তবে এই অর্থ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়ছে।

উসূলবিদগণের কেহ কেহ বলিয়াছেন, যেহেতু আয়াতের বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত, তাই হাদীসে ইহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছে, তাহাই কর্তব্য।

সহীহদ্বয়ে......আমর ইব্ন ইয়াহিয়া মুযানীর পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ জনৈক ব্যক্তি আমর ইবনে ইয়াহিয়ার দাদা বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন কাসিমকে বলেন, আপনি উযূ করিয়া আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ দেখাইয়া দিবেন কি ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, পানি নিয়া আইস । সে পানি নিয়া আসিলে তিনি প্রথমে হস্তদ্বয় দুইবার করিয়া ধুইলেন। ইহার পর তিনবার কুলি করিলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করিলেন ও হাতের কনুই সমেত দুইবার ধুইলেন। ইহার পর দুই হাতের তালু দিয়া মাথা মাসেহ করিলেন অর্থাৎ হাতের তালুদ্বয় মাথার প্রথমাংশ হইতে শুরু করিয়া গ্রীবা পর্যন্ত নিলেন ও সেখান হইতে আবার মাথার সামনের দিকের প্রথমাংশে নিয়া আসিলেন। তারপর পদদ্বয় ধৌত করিলেন।

হযরত আলী (রা) হইতে আব্দে খায়রের রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূর বিবরণ প্রায় একইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুআবিয়া ও মিকদাদ ইব্‌ন মাদী কারিব (রা) হইতে আবূ দাউদের অন্য একটি হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূর বিবরণে প্রায় একইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

যাহারা বলেন যে, সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ফরয, উল্লেখিত হাদীসসমূহ তাঁহারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। যথা ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল। আর যাহারা কুরআনের আয়াতকে সংক্ষিপ্ত মনে করিয়া হাদীসকে উহার ব্যাখ্যা হিসাবে গণনা করেন, তাঁহাদের মাযহাবও ইহা।

হানাফীগণ বলেন, মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরয। উহার পরিমাণ হইল ললাটের সমান।

আমাদের শাফিঈদের অভিমত হইল যে, সাধারণতভাবে মাথা মাসেহ ফরয। উহার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নাই। মাথার চুলের একাংশের উপর মাসেহ করিলেই হইল। অথচ উভয় পক্ষের দলীল হইল হইল মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর হাদীসটি। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে চলার পথে পিছনে থাকিয়া যান। আমিও তাঁহার সঙ্গে পিছনে থাকিয়া যাই। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রাকৃতিক কার্য সারিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কাছে পানি আছে কি ? আমি পাত্রে করিয়া তাঁহার নিকট পানি নিয়া আসিলাম। অতঃপর তিনি দুই পাঞ্জা ও মুখমণ্ডল ধুইলেন। তারপর হাতের উপর হইতে জুব্বা সরাইয়া উভয় হাত ধুইলেন। অতঃপর ললাট সমেত চুল ও পাগড়ি এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করিলেন। মুসলিম ইত্যাদিতে পূর্ণ হাদীসটি রহিয়াছে।

ইহার উত্তরে ইমাম আহমদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ বলেন ঃ এই স্থানে তিনি মাথার প্রথমাংশের উপর মাসেহ করিয়া অবশিষ্টাংশ পাগড়ির উপরে পূর্ণ করেন। আমাদের কথাও ইহাই। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বহু হাদীস রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বরাবরই পাগড়ি এবং মোজার উপর মাসেহ করিতেন। এই ব্যাখ্যাই উত্তম। ইহা দ্বারা কখনো প্রমাণিত হয় না যে, মাথার কিয়দংশ বা শুধুমাত্র কপাল সমেত চুল মাসেহ করিলেই হইল এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করিতে হইবে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

দ্বিতীয়ত, মাথার তিনবার মাসেহ করা মুস্তাহাব, না একবার করিলেই যথেষ্ট ? এই ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে।

ইমাম শাফিঈর মতে তিনবার মাসেহ করিতে হইবে। আর যাহারা একবার মাসেহ করাই যথেষ্ট মনে করেন, তাহারা হইলেন ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও তাঁহার সঙ্গীগণ।

দলীল

আবদুর রাযযাক ......হুমরান ইব্‌ন আবান হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমরান ইব্‌ন আবান বলেন ঃ আমি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফানকে দেখিয়াছি যে, তিনি উযূ করিতে বসিয়া প্রথমে দুই কব্জি পর্যন্ত তিনবার করিয়া ধৌত করেন। তারপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করেন। তারপর ডান হাতের কনুইসহ তিনবার ধৌত করেন। তারপর বাম হাতের কনুইসহ সেই রকম ধৌত করেন। তারপর মাথা মাসেহ করেন। তারপর ডান পায়ের গোড়ালীসহ তিনবার ধৌত করেন। তারপর বাম পায়ের গোড়ালীসহ তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই রকম উযূ করিতে দেখিয়াছি। তাই

এখন আমি সেই রকম উযূ করিলাম। এই রকম উযূ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আমার মত উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায পড়িবে এবং উযূ ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যদি কোন না বলে, তবে তাহার পিছনের সকল পাপ মাফ হইয়া যায়।

যুহরীর সূত্রে সহীহদ্বয়ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

উসমান হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কার সনদে সুনানে আবূ দাউদও একবার মাথা মাসেহ করার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে আব্দে খায়রের রিওয়ায়াতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে যাহারা একাধিকবার মাথা মাসেহ করার কথা বলেন, তাহাদের দলীল হইল উসমান (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিমের হাদীসটি। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করিয়া ধৌত করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......হুমরান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমরান বলেন ঃ 'আমি উসমান (রা)-কে উযূ করিতে দেখিয়াছি। অর্থাৎ তিনিও পূর্বোল্লিখিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়ার কথা উল্লেখ নাই। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা) তিনবার মাথা মাসেহ করেন এবং উভয় পা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপে উযূ করিতে দেখিয়াছি। উযূ শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি এইরূপে উযূ করিবে, তাহার জন্য ইহাই যথেষ্ট। একমাত্র দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা) হইতে যে সকল সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা একবার মাথা মাসেহ করাই প্রমাণিত হয়।

وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ-'এবং পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করিবে।' فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ -এর উপর عطف করিয়া اَرْجُلَكُمْ -কে যবর দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) اَرْجُلَكُمْ -কে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন যে, ইহাকে فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ -এর উপর عطف করা হইয়াছে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), উরওয়া, আতা, ইকরিমা, হাসান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম, যাহ্হাক, সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যুহরী ও ইব্রাহীম তাইমী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পা ধোয়া ওয়াজিব। পূর্ববর্তী মনিষীদের কথাও ইহা। জমহূর উলামা ইহা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, উযূর মধ্যে তারতীবও ওয়াজীব।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ইহা বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন যে, উযূর মধ্যে তারতীব ওয়াজীব নয়; বরং যদি কেহ প্রথমে পায়ের গ্রন্থিদ্বয় ধৌত করে এবং ইহার পর যদি মুখমণ্ডল ধৌত করে, তবুও তাহার উযূ হইয়া যাইবে। কেননা আয়াতের মধ্যে অঙ্গগুলি ধৌত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আয়াতের মধ্যকার واو তারতীবের জন্য নয়।

জমহূর উলামা উহার কয়েকটি জবাব দিয়াছেন। একটি হইল যে, এই আয়াতটি দ্বারা নামাযে দাঁড়াইবার সময় প্রথমে মুখমণ্ডল ধুইতে বলা হইয়াছে। আর فا এইস্থানে تعقيب -এর

জন্য আসিয়াছে। অর্থাৎ ইহা তারতীব বা ধারাবাহিকতার দাবিদার। সেক্ষেত্রে এই কথা কেহই বলিতে পারিবে না যে, প্রথমে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়াজিব নয়। প্রথমটিকে যখন প্রথম স্থানে রাখা হইতেছে, তখন অন্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে সম্পন্ন করিবে, ইহা কেমন কথা ? তাই বলা যায় যে, আয়াতের বিবরণের ধারা অনুযায়ী উযূর অঙ্গগুলি ধোয়া ওয়াজিব।

ইহার জবাবে অপর একদল বলেন ঃ সাধারণ অর্থে কোন তারতীব নাই তাহা আমরা মানি না। কেননা অঙ্গগুলি ধোয়ার ব্যাপারে প্রথমে মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে যখন মুখমণ্ডল ধোয়ার কথা বলিয়াছেন তখন বুঝা যায়, উহার বিবরণ অনুসারে ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও ওয়াজীব। পরন্তু সকলে সর্বসম্মতিক্রমে এই কথার উপর একমত।

ইহার জবাবে কেহ কেহ বলেন ঃ واو যে তারতীবের জন্য নয়, এই কথা অসমর্থনযোগ্য। বরং ইহা তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা বহু ব্যাকরণবিদ, ভাষাবিদ এবং আইন শাস্ত্রবিদ এখানে واو তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছেন।

অবশ্য যদি আমরা মানিয়াও নিই যে, আভিধানিক অর্থে واو তারতীবের জন্য নয়; তবুও বলার থাকে যে, শরী'আতের পরিভাষা, ইহার শৃংখলা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য হইলেও তারতীব বজায় রাখা কর্তব্য।

ইহার দলীল স্বরূপ পেশ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়া সাফা নামক তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসেন, তখন তিনি পাঠ করিতে ছিলেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ

অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি সেখান দিয়া শুরু করিব যেখান দিয়া আল্লাহ শুরু করিয়াছেন। ইহা হইল মুসলিমের বর্ণনা। নাসাঈর বর্ণনায় এইরূপ রহিয়াছে যে, তোমরা সেখান হইতে শুরু কর, যেখান দিয়া আল্লাহ শুরু করিয়াছেন। ইহাতে তারতীবের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার সনদও সহীহ। অর্থাৎ ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, তারতীবের সঙ্গে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ হাত এবং পা ধৌত করার মধ্যভাগে যখন মাসেহ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, এইভাবে বলার উদ্দেশ্য হইল তারতীব বজায় রাখা।

কেহ বলেন ঃ ধারাবাহিকভাবে আমর ইব্ন শুআয়বের দাদা ও তাঁহার পিতা হইতে আমর ইব্ন শুআয়বের সূত্রে আবূ দাউদ প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর অঙ্গগুলি একবার একবার ধৌত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন ঃ এই হইল উযূ, ইহা ব্যতীত আল্লাহ নামায কবূল করেন না।

এই হাদীসটির বিশ্লেষণের দুইটি দিক হইতে পারে। এক, হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) তারতীবের সঙ্গে উযূ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (রা) যদি তারতীবের সঙ্গে উযূ করিয়া থাকেন তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তারতীব ওয়াজীব।

দুই, পক্ষান্তরে যদি তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তারতীব ছাড়া উযূ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তারতীব ওয়াজীব নয়। অথচ রাসূলুল্লাহর (সা)-এর এলোমেলোভাবে উযূ করার কথা কেহ বলেন নাই। তাই বুঝা যায় যে, উযূর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব।

উল্লেখ্য যে, وَاَرْجُلَكُمْ -কে وَاَرْجُلَكُمْ -ও পড়া হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই শী'আ সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করিয়াছেন যে, পায়ের উপরও মাসেহ্ করা ওয়াজিব। কেননা তাহারা বলেন যে, ইহার সংযোগ হইল মাথা মাসেহ করার সঙ্গে। তাই মাথার পরে পা মাসেহ্ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী কোন কোন মনিষী হইতে এইরূপ বর্ণিত হওয়ার কারণে পা মাসেহ্ করার পক্ষেও একটা দল গজাইয়া উঠে।

ইব্‌ন জারীর (র)......হুমাইদ হইতে বর্ণনা করেন যে, হুমায়দ (র) বলেন ঃ এক মজলিসে মূসা ইব্‌ন আনাস হযরত আনাস (রা)-কে বলেন, একদা হাজ্জাজ আহওয়ায নামক স্থানে পবিত্রতার উপর এক ভাষণ দেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, পবিত্রতা অর্জনের জন্যে মুখমণ্ডল ধৌত করিবে, উভয় হাত ধুইবে, মাথা মাসেহ করিবে এবং পা ধুইবে। সাধারণত পায়ের তলায় ধুলা-ময়লা বেশি লাগিয়া থাকে। তাই উহার উপর, নীচ এবং গোড়ালী সুন্দর করিয়া ধৌত করিবে। ইহা শুনিয়া আনাস (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন, কিন্তু হাজ্জাজ মিথ্যা বলিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মাথা এবং পা মাসেহ করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য আনাস (রা) পা মাসেহ করার পূর্বে উহা তিনি পানিতে ভিজাইয়া নিতেন। ইহার সনদ সহীহ।

ইব্‌ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ কুরআনে পা মাসেহ করার নির্দেশ আসিয়াছে, কিন্ত সুন্নাত হইল ধৌত করা। ইহার সনদও সহীহ।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উযূর মধ্যে দুইটি অঙ্গ ধুইতে হয় এবং দুইটি অঙ্গ মাসেহ করিতে হয়। কাতাদা হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ উরওয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ

অর্থ হইল, মাথা এবং পা মাসেহ করা।

এক রিওয়ায়াতে ইব্‌ন উমর, আলকামা, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, হাসান ও জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আইয়ূব হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব বলেন ঃ আমি ইকরিমাকে পদদ্বয় মাসেহ করিতে দেখিয়াছি।

ইব্‌ন জারীর (র)......শা'বী হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ জিবরাঈলের মাধ্যমে পা মাসেহ করার হুকুম নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা দেখিতেছ না কি, যে অঙ্গগুলি ধোয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তায়াম্মুমের মাধ্যমে উহা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে।

ইসমাঈল হইতে ইয়াযীদ সূত্রে ইব্‌ন আবূ যিয়াদ বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল একদা আমর (রা)-কে বলেন যে, লোকে বলে, জিবরাঈল (আ) পা ধোয়ার নির্দেশ নিয়া অবতরণ করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, জিবরাঈল (আ) পা মাসেহ করবার হুকুম নিয়া নাযিল হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই সকল অভিমত ও মন্তব্যসমূহ খুবই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। তবে তাহারা হয়ত মাসেহ দ্বারা হালকাভাবে ধোয়ার কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। কেননা হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত সত্য যে, পদদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য বাক্যাংশকে যের দিয়া পড়ার অর্থ হইল বাক্যের সৌন্দর্য ও সংগতি বজায় রাখা। যথা আরবরা বলিয়া থাকে ঃ جحر صب خرب তেমনি কুরআনেও রহিয়াছে ঃ وَعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقَ মোট কথা আরবরা ভাষার সৌন্দর্যের খাতিরে একইভাবে হরকত দিয়া থাকে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ শাফিঈ বলিয়াছেন ঃ মাসেহ করার অর্থ হইল যখন পায়ে মোজা থাকিবে, তখন মাসেহ করা।

কেহ বলিয়াছেন ঃ যদিও আয়াতের দ্বারা মাসেহ করার কথা বুঝায়, তবুও এই মাসেহর উদ্দেশ্য হইল হালকাভাবে ধৌত করা। এই সম্বন্ধে উল্লেখিত প্রত্যেকটি হাদীসের মর্মার্থও ইহা।

মোট কথা আয়াতের অর্থমতে পা ধোয়া ফরয বুঝায়। পরন্তু যে সমস্ত হাদীস ইতোপূর্বে পেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে হাফিয বায়হাকী একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা এইরূপ ঃ আবূ আলী রোযবাদী (র)......হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাযাল ইব্ন সাবূরা বলেন ঃ একদা আলী (রা) কূফায় বসিয়া যোহরের নামাযের পর জনসাধারণের বিভিন্ন কাজে বসিলে কাজ করিতে করিতে আসরের ওয়াক্ত হইয়া যায়। তখন তাঁহার জন্য পানি আনা হইলে তিনি উহা হইতে অঞ্জলি ভরিয়া মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, মাথা ও পদদ্বয় মাসেহ করেন এবং অবশিষ্ট পানি দাঁড়াইয়া পান করেন। অতঃপর তিনি বলেন, লোকেরা দাঁড়াইয়া পানিপান করাকে অপসন্দনীয় মনে করে। অথচ আমি যাহা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও উহা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ এই ধরনের উযূ হইল সেই ব্যক্তি জন্য, যাহার উযূ নষ্ট হয় নাই। প্রায় একই অর্থে সহীহ মুসলিমেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, শী'আদের মধ্যে যাহারা পা মাসেহ করা মোজা মাসেহ করার মতই মনে করে, তাহারা ভুল বুঝিয়াছে এবং ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে। তেমনি যাহারা উযূর মধ্যে পা মাসেহ করা বা ধৌত করা উভয়ই জায়েয মনে করেন, তাহারাও ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন।

যাহারা আবূ জাফর ইব্ন জারীরের উদ্ধৃতি দিয়া এই কথা বলেন যে, হাদীসের অর্থে পা ধোয়া ওয়াজিব বলিয়া বুঝা যায় এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাসেহ করা ওয়াজিব, তাহারাও শব্দের অর্থের বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। কেননা এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীরে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ হইল, উযূর মধ্যে বিশেষত পদদ্বয়কে ডলিয়া ডলিয়া ধোয়া। কেননা উহাতে ময়লা মাটি ইত্যাদি জড়ায়। তাই উহা রগড়াইয়া ধোয়া ওয়াজিব। এই কথাটি বুঝাইতে ইব্ন জারীর মাসেহ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেকে বুঝিয়াছেন যে, তিনি মাসেহ করা এবং ধৌত করাকে এইভাবে সামঞ্জস্য দান করিয়াছেন। মূলত মাসেহ দ্বারা তিনি ইহা বুঝান নাই। তিনি বুঝাইয়াছেন রগড়াইয়া ধোয়া। তাহা মূল ধৌতের আগে হউক বা পরে।

অনেক ফিকহবিদ ইমাম ইব্‌ন জারীরের মাসেহ শব্দের সঠিক অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ইহাকে মুশকিল বা অমীমাংসিতব্য বিষয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের দোষ নয়। কেননা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। মোটকথা আমি আয়াতের যে অর্থ করিয়াছি, ইমাম ইব্‌ন জারীর তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অবশেষে আমি চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিলাম যে, তিনি উভয় পঠনরীতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ ارجلكم -কে যের দিয়া পড়ার ক্ষেত্রে মাসেহর অর্থ হইল রগড়ান এবং যবর দিয়া পড়ার ক্ষেত্রে অর্থ হইল ধোয়া। মানে পদদ্বয় ভাল করিয়া রগড়াইয়া ধৌত করা।

পা ধোয়া ওয়াজিব সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

ইতোপূর্বে আমীরুল মু'মিনীন উসমান, আলী, ইব্‌ন আব্বাস, মু'আবিয়া, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসিম, মিকদাদ ইব্‌ন মাদীকারাব (রা) প্রমুখ হইতে মতান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উযূর মধ্যে একবার, দুইবার অথবা তিনবার পা ধুইয়াছেন। অন্য আর একটি হাদীসে আমর ইব্‌ন শু'আয়বের দাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে তাঁহার পিতা ও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার দাদা বলেন ঃ হুযূর (সা) উযূতে পা ধৌত করেন এবং বলেন- এই হইল উযূ যাহা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা নামায কবূল করেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আওয়ানার সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা এক সফরে রাসূল (সা) আমাদের হইতে কিছুটা পিছনে পড়িয়া যান। এমন সময় আসরের ওয়াক্ত সমাগত হইলে আমরা উযূ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়েন এবং আমাদের পা ধোয়া দেখিয়া তিনি উচ্চস্বরে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ যথাযথভাবে উযূ কর। অগ্নি পায়ের গোড়ালীর জন্য অমঙ্গল করিবে।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে মুসলিম এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ের বর্ণিত হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যথাযথভাবে উযূ কর। পায়ের গোড়ালির জন্য অগ্নির অমঙ্গল রহিয়াছে।

লায়স ইব্‌ন সা'দ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিরয হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিরয বলেন ঃ তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, পায়ের গোড়ালী এবং পায়ের পাতার জন্য অগ্নির অমঙ্গল রহিয়াছে। বায়হাকী ও হাকিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র)......হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) পাহাড়ের উপর উঠিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের শাস্তি রহিয়াছে।

আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র)...... হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক ব্যক্তির উযূর মধ্যে

পায়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের অমঙ্গল রহিয়াছে।

ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন জারীর (র) আবূ ইসহাকের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন মুসলিম (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক সম্প্রদায়কে উযূ করিতে দেখেন। অথচ তাহাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি না পৌঁছার কারণে তিনি তাহাদিগকে বলেন, পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি রাহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......মুআইকিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআইকিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের আগুনের শাস্তি অবধারিত রহিয়াছে। এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য অমঙ্গল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা বলার পর বিশিষ্ট কি সাধারণ, এমন কোন লোক ছিলেন না যিনি মসজিদে ঢুকিয়া নিজের পায়ের গোড়ালি যথাযথভাবে ধোয়া হইয়াছে কিনা তাহা না দেখিতেন।

আবূ কুরাইব (র)......আবূ উমামা (রা) অথবা আবূ উমামার ভাই হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) অথবা তাঁহার ভাই বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক সম্প্রদায়কে নামায পড়িতে দেখেন। তাহাদের একজনের পা অথবা পায়ের গোড়ালির এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল অথবা নখের গোড়ায় পানি পৌঁছে নাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য আগুনের অমঙ্গল রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে কোন লোক যদি দেখিত যে, তাহার পায়ের সামান্য পরিমাণ জায়গা শুকনা রহিয়াছে, তাহা হইলে সে পুনরায় উযূ করিত।

ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উযূর মধ্যে পদদ্বয় ধৌত করা ফরয। যদি তাহা না হইয়া মাসেহ ফরয হইত, তবে রাসূলুল্লাহ (সা) সামান্য একটু জায়গা শুষ্ক থাকিলে জাহান্নামের এমন কঠিন ভীতি প্রদর্শন করিতেন না। অথচ মাসেহর সময় সমস্ত পা মাসেহ করা হয় না। মোজার উপর যেমন মাসেহ করা হয়, অনুরূপভাবে পায়ে উপর হাত বুলান হয় মাত্র। ইহাতে পায়ের অনেকাংশই শুষ্ক থাকে। শী'আদের মুকাবিলায় ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীরও এই দলীল ও যুক্তি পেশ করিয়াছেন।

মুসলিম (র)......হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে সহীহ সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি উযূ করিলে হুযূর (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পা নখ পরিমাণ শুষ্ক রহিয়াছে। হুযূর (সা) তখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর করিয়া উযূ করিয়া আইস।

বায়হাকী (র)......হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি উযূ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) লক্ষ্য করেন যে, তাহার পায়ের এক নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ যাও, দ্বিতীয়বার সুন্দর করিয়া উযূ কর।

আবূ দাউদ হারূন ইব্‌ন মারূফ হইতে ইব্‌ন মাজাহ হারমালা ইব্‌ন ইয়াহিয়া হইতে ইহারা উভয়ে ইব্‌ন ওয়াহাবের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ অতি চমৎকার এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। কিন্তু আবূ দাউদ বলেন, এই হাদীসটি পরিচিত নয়। একমাত্র ইব্‌ন ওয়াহাবের রিওয়ায়াত ব্যতীত ইহা অন্য কোন রিওয়ায়াতে পাওয়া যায় না। অবশ্য ইব্‌ন ওয়াহাব ...... হাসান হইতে কাতাদার অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......খালিদ ইব্‌ন মা'দান হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈক স্ত্রী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে নামায পড়িতে দেখেন যাহার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুষ্ক ছিল ও সেখানে পানি পৌঁছে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সেই লোকটিকে পুনরায় উযূ করার জন্য আদেশ করেন। বাকীয়ার সনদে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি الصلوة। শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ইহার সনদ সহীহ, উত্তম ও শক্তিশালী। আল্লাহই ভাল জানেন।

উসমান (রা) হইতে হুমরান সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উযূর সময় পায়ের অংগুলি খেলাল করিতেন।

আহলে সুনান (র)......আসিম ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন সিবরার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসিম ইব্‌ন লাকীত ইব্‌ন সিবরার পিতা বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উযূকে পূর্ণতায় পৌঁছাও। অঙ্গুলী খেলাল কর। যদি রোযাদার না হও তো নাকের ভিতরে পানি পৌঁছাও।

ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন আব্বাস বলেন ঃ আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযূ সম্পর্কে বলুন। তখন রসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যখন কেহ উযূ করিতে প্রবৃত্ত হয় ও কুলি করে এবং নাকে পানি দেয়, তখন তাহার কুলি ও নাকের পানির সাথে নাক ও মুখের পাপসমূহ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অতঃপর সে যখন আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার দাড়ি বাহিয়া মুখমণ্ডলের সমস্ত পাপ ঝরিয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় কনুই সমেত ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে তাহার হাতের পাপসমূহ বাহিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে মাথা মাসেহ করে, তখন মাথার সমস্ত পাপ মাসেহের পানির সাথে চলিয়া আসে। অতঃপর যখন সে পদদ্বয় আল্লাহ্‌র আদেশমত ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয়ের আংগুল বাহিয়া পায়ের পাপরাশি ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে সে যখন উযূ শেষ করিয়া আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য প্রশংসা পূর্বক দুই রাকাআত নামায সমাপ্ত করিয়া বাহির হয়, তখন সে পাপ হইতে এমনভাবে পবিত্রতা লাভ করে যেন সে আজ মাত্র তাহার জননীর উদর হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইহা শুনিয়া আবূ উমামা আমর ইব্‌ন আবাসাকে বলিলেন, হে আমর! আপনি আরও চিন্তা করুন। সত্যিই কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা বলিয়াছিলেন ? মানুষ কি একই সময় এত কিছু লাভ করিবে ? উত্তরে আমর ইব্‌ন আবাসা বলিলেন, হে আবূ উমামা! আমি এখন বয়োবৃদ্ধ, আমার অস্থি দুর্বল হইয়া গিয়াছে, আমি এখন প্রায় মৃত্যুর কোলে শায়িত। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করিয়া আমার কি লাভ ? আমি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট

একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার নয়, বরং ইহা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সাতবার অথবা উহার অধিকবার শুনিয়াছি। ইহার সনদ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

অন্য সূত্রে এই হাদীসটি মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি স্বীয় পদদ্বয় সেভাবে ধৌত করেন যেভাবে আল্লাহ্পাক আদেশ করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন পদদ্বয় ধৌত করার নির্দেশ দিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে আবূ ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ তোমরা তোমাদের পদদ্বয় গোড়ালী সমেত সেভাবে ধৌত কর যেভাবে তোমরা আদিষ্ট হইয়াছ।

ইহা দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, আলী (রা) হইতে যে হাদীসে তাঁহার পদদ্বয় জুতার মধ্যে ধৌত করার কথা উল্লেখিত হইয়াছে, উহার মর্মার্থ হইল জুতার মধ্যে হালকাভাবে ধুইয়া নেওয়া। তবে যদি চপ্পল থাকে তবে তো উহা পায়ে দিয়াও উত্তমরূপে পায়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পানি পৌঁছান যায়। আলোচ্য হাদীসসমূহ পদদ্বয় ধৌত করার সপক্ষে শক্ত দলীল। অথচ যাহারা পদদ্বয় ধৌত করার ব্যাপারে সংশয়ে পতিত এবং যাহারা সীমাতিরিক্ত শংকিত, ইহা তাহাদের সংশয় নিরসনের অব্যর্থ দলীল।

ইব্ন জারীর (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনবিবর্জিত একটা ময়লাপূর্ণ জায়গায় আসেন এবং তথায় তিনি দাঁড়াইয়া পেশাব করেন। অতঃপর পানি চাহিয়া উযূ করেন এবং জুতার উপর মাসেহ করেন। হাদীসটি সহীহ।

ইহার উত্তরে ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য একটি বিশুদ্ধ সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযায়ফা বলেন ঃ তথায় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া পেশাব করার পর উযূ করেন এবং মোজার উপরে মাসেহ করেন। ইহার সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে যে, তখন পায়ে মোজা ছিল এবং মোজার উপরে ছিল চপ্পল। এমতাবস্থায় তো মাসেহ করা সুপ্রমাণিত।

এইভাবে ইমাম আহমদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হইতে বর্ণনা করেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বর্ণনা করেন ঃ আমি দেখিয়াছি রাসূলুল্লাহ (সা) উযূ করেন এবং জুতার উপরে মাসেহ করেন। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া যান।

অন্য একটি সূত্রে আবূ দাঊদ (র)......আউস ইব্ন আবূ আউস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আউস ইব্ন আবূ আউস বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জনবিবর্জিত একটি জায়গায় আসেন এবং তথায় পেশাব করার পর উযূ করেন। উযূর মধ্যে তিনি জুতা ও পায়ের উপরে মাসেহ করেন।

ইব্ন জারীরও ইহা শু'বা এবং হুশাইমের সূত্রে বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উযূ ছিল। মানে তিনি উযূর উপরে উযূ করিয়া ছিলেন। অন্যথায় আল্লাহ্র নির্দেশ ও রাসূলের হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যমূলক ব্যাখ্যা করা কোন মুসলমানের পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, সাধারণ উযূর মধ্যে পায়ের উপরিভাগ ধৌত করা

ফরয। আয়াতের সঠিক অর্থও ইহা। যে একবার ইহা ফরয বলিয়া শুনিবে, তাহার জন্য ইহা পালন করা ফরয।

যবর দিয়া পড়ার সময় পা ধৌত করারই অর্থ বুঝায় এবং যের দিয়া পড়ার সময়ও এই ব্যাখ্যা হওয়ার কারণে ইহা ফরয হিসাবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

উপরন্তু কোন কোন মনিষী এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার সনদ বিশুদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত, স্বয়ং আলী (রা) হইতেই ইহার বিপরীত মত প্রমাণিত হইয়াছে। তবে যে যাহাই বলুক, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর ইহার বিপরীত কোন মন্তব্য কোনক্রমেই আর গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম আহমদ (র)......জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন ঃ সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। ইহার পরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মোজার উপর মাসেহ করিতে দেখিয়াছি। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে আ'মাশের সূত্রে হাম্মাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাম্মাম বলেন ঃ একদা জারীর (র) পেশাব করেন, তারপর উযূ করেন এবং মোজার উপর মাসেহ করেন। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ইহা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এইরূপ কেন করিতেছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পেশাব করিয়া উযূ করার সময় মোজার উপর মাসেহ করিতে দেখিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কেননা জারীর ঠিকই সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। এই অংশটি ইমাম মুসলিমের কথা।

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত কাজ ও কথার হাদীসে শরঈ দৃষ্টিতে মোজার উপর মাসেহ করা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ইসলামী আইনের বড় বড় কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

এখন আলোচনা করা হইবে মাসেহ কার্যকারিতার সীমা ও সময় নিয়া। যথাস্থানে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। অবশ্য রাফিযীরা এই বিষয়েও বিরোধিতা করিয়াছেন। তবে তাহাদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ নাই; বরং ইহা তাহাদের ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার ফল মাত্র।

কেননা আমাদের সপক্ষে সহীহ মুসলিমে আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা)-এর রিওয়ায়াত রহিয়াছে। কিন্তু রাফিযীরা ইহা মানেন না।

যেমন হযরত নবী (সা) হইতে আলী (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত সহীহদ্বয়ের হাদীসে প্রমাণিত যে, মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ, অথচ শী'আরা ইহা মানেন না। তাহারা মুত'আ বিবাহ জায়েয বলিয়া মনে করেন।

এইরূপ এই স্থানেও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উভয় পা ধোয়া ফরয। একাধারে সহীহ হাদীসের মধ্যেও ইহার মযবূত প্রমাণ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, হাদীস ও কুরআনে এই ব্যাপারে কোন বৈপরীত্যও নাই। কিন্তু রাফিযী ও শী'আরা ইহা মানেন না। অথচ তাহাদের সপক্ষে সহীহ কোন দলীলও নাই। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য।

এইভাবে তাহারা পায়ের গোড়ালির ব্যাপারেও ইমামগণের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, গোড়ালি হইল পায়ের উপরিভাগে আর প্রত্যেক গোড়ালির একটি গিরা রহিয়াছে।

রাবী বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে কাহারো মতবিরোধ নাই যে, উযূর মধ্যে কুরআনে বর্ণিত 'কা'বাইন' ধৌত হইল সেই উঁচু হাড় বা গিরাদ্বয়, যাহা পায়ের গোছা ও গোড়ালির মধ্যভাগে অবস্থিত।

ইমামগণ বলেন যে, প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া গিরা রহিয়াছে। উহা সকলেরই সুবিদিত।

যথা সহীহদ্বয়ে উসমান (রা) হইতে হুমরানের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুমরান বলেন ঃ উসমান (রা) উযূ করিবার সময় ডান পা গোড়ালি সমেত ধৌত করেন এবং বাম পাও অনুরূপ ধৌত করেন।

নু'মান ইব্ন বাশীর (র) হইতে আবুল কাসিম হুসাইনী ইব্ন হারিস জাদলীর রিওয়ায়াতে ইব্ন খুযায়মা স্বীয় সহীহ সংকলনে এবং আবূ দাঊদ তাঁহার সুনানে বর্ণনা করেন যে, নুমান ইব্ন বাশীর (র) বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। ইহা তিনবার বলিলেন। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। না হয় আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে বক্রতা সৃষ্টি করিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হইতে প্রতিটি লোক তাহার পাশের লোকের গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালি, জানুর সঙ্গে জানু এবং কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া নামাযে দাঁড়াইত। ইহা হইল ইব্ন খুযায়মার বর্ণনা।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'কা'বাইন' বলা হয় সেই গিরাদ্বয়কে, যাহা পায়ের গোছার একেবারে নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত অর্থাৎ পায়ের গোছা এবং গোড়ালীর মধ্যস্থলে বিদ্যমান। কেননা তাহা না হইলে পাশাপাশি দুইটি লোকের পক্ষে উহা মিলান সম্ভব নয়। ইহা হইল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অভিমত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী ওরফে খাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইব্ন হারিস তাইমী (র) বলেন ঃ আমি যায়দের নিহত সঙ্গীটির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার গোড়ালি পায়ের পিঠের উপর পাইয়াছি। সত্যের বিরোধিতা এবং শী'আ মতবাদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও বাড়াবাড়ি করার কারণে তাহার এই কঠিন শাস্তি হইয়াছিল।

ইহার পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ.

অর্থাৎ 'তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচস্থান হইতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সহিত মিলিত হও এবং পানি না পাও, তবে বিশুদ্ধ মাটির চেষ্টা করিবে এবং উহা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাইবে।'

এই সম্বন্ধে সূরা নিসায় আলোচনা করা হইয়াছে। এখন আবার আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, কিতাবের কলেবর ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে। তায়াম্মুমের আয়াতের শানে নুযূলও সেখানে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তবে এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম বুখারী বিশেষত এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্ন সুলায়মান (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ আমার গলার হারটি বায়দা নামক স্থানে পড়িয়া যায়। আমরা মদীনায় যাইতেছিলাম। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার বাহন থামাইয়াছিলেন এবং আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়েন। ইতোমধ্যে আবূ বকর (রা) আসিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া বলেন, তুমি হার হারাইয়া সকলের যাত্রা বিরতি করিয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে প্রহার করিতে শুরু করেন। উহার ফলে আমার কষ্টবোধ হইতেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে ভাবিয়া আমি নড়াচড়া করিলাম না। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) সজাগ হন। এইদিকে ফজরের নামাযের সময় হইয়া যায়। তাই তিনি পানি খোঁজ করিতে থাকেন। কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া যাইতেছিল না। তখন এই আয়াতটির শেষ পর্যন্ত নাযিল হয় ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ الخ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ .

আল্লাহ তোমাদিগকে কষ্ট দিতে চাহেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা সহজ ও সরল পন্থা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কাঠিণ্য হইতে মুক্তি দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি রোগে পতিত হইলে এবং পানিহীন হইয়া পড়িলে তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহপাক দয়া করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তায়াম্মুমকে উযূর স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তবে অনেক সময় ইহা করা যাইবে না। এই সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইসলামী বিধান সম্পর্কীয় কিতাবসমূহেও এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। তাই এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আহকামের কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'বরং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিতে চাহেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি শরী'আতের সংকীর্ণতামুক্ত বিধান, দয়া, রহমত, সহজসাধ্যতা এবং অবকাশ দানের জন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

উযূর পরে পড়ার জন্য হাদীসে একটি দু'আ আসিয়াছে। পবিত্রতা লাভ করার পর দু'আটি পাঠ করা হয়। দু'আটি প্রায় আলোচ্য আয়াতের মর্মানুরূপ। যথা ঃ

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও আহলে সুনান (র).....উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন ঃ আমরা পালা করিয়া উট চরাইতাম। আমার পালার দিন আমি ইশার সময় দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া লোকদের সামনে বক্তব্য

রাখিতেছেন। আমি যখন উপস্থিত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেছিলেন, যে মুসলমান যথাযথভাবে উযূ করিয়া আন্তরিকতার সহিত দুই রাকাআত নামায পড়িবে, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, চমৎকার কথা তো। এমন সময় সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি বলিলেন, ইহার পূর্বে যে কথাটি বলিয়াছেন তাহা ইহা হইতেও উত্তম। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম লোকটি উমর (রা)। তিনি বলিলেন, তুমিতো কেবল এখন আসিলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর বলিবে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

—তাহার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলিয়া যাইবে। যেইটা দিয়া তাহার ইচ্ছা, প্রবেশ করিতে পারিবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

ইমাম মালিক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার চোখের দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে ঝরিয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সমুদয় পাপ পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে ঝরিয়া পড়িয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন উযূর পানির সাথে অথবা শেষ ফোঁটার সাথে পদদ্বয়ের পাপ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। অবশেষে সে পাপসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়া যায়।"

মুসলিম (র)......মালিক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).....কা'ব ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কা'ব ইব্ন মুররা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূ করার সময় যখন কব্জিদ্বয় অথবা বাহুদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয়ের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণ্ডলের সমুদয় পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তাহার মাথার সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয়ের সকল পাপ বিমোচিত হইয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)......কা'ব ইব্ন মুররা সুলামী অথবা মুররা ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলেন ঃ হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তি উযূর মধ্যে যখন কব্জিদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার কব্জিদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার হস্তদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। যখন সে পদদ্বয় ধৌত করে, তখন তাহার পদদ্বয় দ্বারা সংঘটিত সকল পাপ বিদূরীত হইয়া যায়। শু'বা বলেন, এই হাদীসে মাসেহর কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার সনদ বিশুদ্ধ।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করার পর নামাযে দাঁড়ায়, তখন তাহার পাপসমূহ কান, চোখ, হাত ও পা দিয়া বাহির হইয়া যায়।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে......আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ! 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা দ্বারা পুণ্যের পাল্লা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবর' বলায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পুণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রোযা হইল ঢালস্বরূপ, 'সবর' হইল জ্যোতিস্বরূপ। 'সাদকা' হইল দলীল স্বরূপ। অবশ্য কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠিয়া স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়। অতঃপর সে উহাকে মুক্ত করিয়া দেয় অথবা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

মুসলিম স্বীয় সহীহ সংকলনে ......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ পাক হারাম মালের সাদকা গ্রহণ করেন না এবং পবিত্রতা ব্যতীত নামাযও কবূল করেন না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......আবূ মুলীহ হুযালীর পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মুলীহ হুযালী বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁহার ঘরে ছিলাম। তখন তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবূল করেন না।

শু'বার সনদে আহমদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٧) وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(٩) وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

(١٠) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

(١١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا
اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ⑪

৭. "আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত নি'আমতকে ও আল্লাহ্র সেই প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ কর যদ্বারা তিনি তোমাদিগকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়াছেন। তখন বলিয়াছিলে, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহের পর্যবেক্ষক।"

৮. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র ওয়াস্তে ইনসাফ সহকারে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও যেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তোমাদিকে ইনসাফ হইতে বিচ্যুত না

করে। ইনসাফ কর, উহা আল্লাহ্-ভীরুতার সর্বাধিক সমীপবর্তী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কৃত কার্যাবলী সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।"

৯. "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন।"

১০. "আর যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারা জাহান্নামের বাসিন্দা।"

১১. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সেই নি'আমত স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের উপর হাত বাড়াইতেছিল, তখন তিনি তাহা ঠেকাইয়া ছিলেন। আর আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জীবন বিধান স্বরূপ দীনের প্রবর্তন এবং বিশ্বনবীকে প্রেরণ করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। তাই তাহারা আল্লাহ্র অনুগত হইবে, তাহারা দীনের সকল প্রকারের সহযোগিতা করিবে, দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ও নিজেরা তাহা গ্রহণ করিবে এবং অপরের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। এইসব অঙ্গীকার তাহারা যে করিয়াছিল, তিনি তাহাও স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর এবং তোমরা যখন বলিয়াছিলে, শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম।'

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতরাও ইসলাম গ্রহণ করিয়া সকলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এই শপথ করিত যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ শ্রবণ ও মান্য করার শপথ করিতেছি। এমন কি তাহা আমাদের মনের সপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক। আর যে কাহাকে ও আমাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হউক, তাহা আমরা মানিয়া নিব এবং কোন যোগ্য লোকের নিকট হইতে আমরা নেতৃত্ব ছিনাইয়া নিব না। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'কি হইয়াছে তোমাদের যে তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিতেছ না ? অথচ রাসূল তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আর তিনি তোমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার নিয়াছেন; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে ইয়াহূদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমরা তো আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার করার জন্য কথা দিয়াছিলে। ইহার পরও তাঁহাকে

মান্য না করার কি অর্থ ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা দ্বারা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ হইতে বনী আদমকে নির্গত করিয়া যে অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا 'আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? সকলে বলিয়াছিল হ্যাঁ, আমরা ইহার সাক্ষী থাকিলাম।' সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ এবং মুকাতিল ইব্‌ন হইয়ান ইহা বলিয়াছেন।

তবে প্রথম উক্তিটিই গ্রহণযোগ্য। আর উহা বর্ণিত হইয়াছে ইব্‌ন আব্বাস ও সুদ্দী হইতে। ইব্‌ন জারীরও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ 'আল্লাহকে ভয় কর।'

অর্থাৎ তাগিদ দিয়া বলা হইয়াছে যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা উচিত। কারণ তিনি অন্তরের অন্তঃস্থলের সকল গোপনীয় কথাও জানেন।

তাই তিনি বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

অর্থাৎ 'অন্তরে যাহা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল! তোমরা লোক দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র জন্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।' شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

'ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকিবে।' অর্থাৎ ন্যায়ের সহিত সত্য সাক্ষ্য দিবে, অন্যায়ভাবে নহে।

নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে একটি অনুদান দিয়াছিলেন। তখন আমার মা আমরাহ বিনতে রাওয়াহা (রা) বলেন, আমি এই ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই ব্যাপারে সাক্ষী না করা হইবে। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এইরূপ দান করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম কর। তিনি আরও বলেন ঃ আমি কোন অন্যায়ের সাক্ষী হইতে পারি না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমার পিতা আমাকে দেওয়া অনুদান প্রত্যাহার করিয়া নেন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا

'কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনো সুবিচার না করার জন্যে প্ররোচিত না করে।'

অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদিগকে ইনসাফ হইতে বিচ্যুত না করে; বরং শত্রু হোক কি মিত্র হোক, সকলের সঙ্গে ইনসাফ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

'সুবিচার করিবে, ইহা আল্লাহভীরুতার নিকটতর।' অর্থাৎ অন্যায়-অবিচার ত্যাগ করিয়া ইনসাফ ও সুবিচার করা হইল তাকওয়ার কাজ।

এই স্থানে فعل সেই مصدر -এর উপর دلالت করিয়াছে, যাহার দিকে ضمير -টি প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। কুরআন মজীদে ইহার একাধিক প্রমাণ রহিয়াছে। যথা কুরআনের একস্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা যদি কোন বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর, আর যদি উত্তর আসে যে, ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাইবে। ইহা তোমাদের পবিত্র থাকার জন্য উত্তম পন্থা।'

এই স্থানেও هو ضمير -এর مرجع উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু فعل -এর دلالت বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, এইখানে اقرب শব্দটি اسم تفضيل এবং এমন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, ইহার প্রতিপক্ষ স্বরূপ কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَقَرًّا وَاَحْسَنُ مَقِيْلاً.

অর্থাৎ 'জান্নাতবাসী সেদিন উত্তম বাসস্থান ও উত্তম কথাবার্তার অধিকারী হইবে।'

কোন এক মহিলা সাহাবী উমর (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ

انت اشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ 'আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অত্যন্ত শক্ত ও কঠোর ভাষী।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

'আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন।' অর্থাৎ তোমরা যে কাজ কর তাহা যদি ভাল হয় তাহা হইলে উত্তম প্রতিদান পাইবে। আর যদি মন্দ হয় তাহা হইলে মন্দ প্রতিদান পাইবে। তাই ইহার পরেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتُ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, আল্লাহ তাহাদের জন্য ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।'

اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন মহা পুরস্কার প্রদানের, আর উহা জান্নাত। উহা কোন বান্দা শুধু আমল ও ইবাদতের মাধ্যমে লাভ করিতে পারে না, একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহ ও মহানুভবতা ব্যতীত। তবে আমলের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার কারণে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয়। ইহার ফলে সে আল্লাহ্র অনুগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও তাঁহার সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়। তাই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার সত্যিকার যোগ্য ও প্রাপক একমাত্র আল্লাহ।

ইহার পর তিনি বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ

'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নির অধিবাসী।'

অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের দোযখে প্রবিষ্ট করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবি। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهِمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ-

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিল। তখন আল্লাহ তাহাদের হাত সংযত করিয়াছিলেন।'

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক সফরে কোন একস্থানে চলার পথে রাসূলুল্লাহ (সা) অবতরণ করেন। অবতরণ করার পর অন্যান্য সঙ্গীরা ছায়াময় বৃক্ষের খোঁজে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক সেদিক চলিয়া যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার তরবারি একটি গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখেন। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া তাঁহার মুখামুখি হইয়া বলিল ঃ আমার হাত হইতে আপনাকে এখন কে বাঁচাইবে ? তিনি বলিলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ। এইভাবে তরবারি হাতে নিয়া বেদুঈনটি তাঁহার সামনে গিয়া তিনবার বলিলে প্রত্যেকবার তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাইবেন।

রাবী বলেন, ইহার ফলে সঙ্গে সঙ্গে বেদুঈনের হাত হইতে তরবারিখানা মাটিতে পড়িয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদেরকে ডাকিলেন এবং ঘটনা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। সাহাবীগণ আসার পরও সেই লোক তথায় পাংশুমুখে বসিয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এই লোকটির ঔদ্ধত্যের কোন প্রতিশোধ নিলেন না।

মা'মার (র) বলেন ঃ কাতাদা (র) হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ আরবের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য গুপ্ত বাহিনী গঠন করিয়াছিল। তাহারাই উক্ত বেদুঈনকে গুপ্ত ঘাতক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য পাঠাইয়াছিল।

কাতাদা আরও বলেন, এই আয়াত দ্বারা একটি দল বা বাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, উক্ত বেদুঈনের নাম ছিল 'গাওরস ইব্‌ন হারিস'।

আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে মারিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দাওয়াত করে। কিন্তু আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা জানাইয়া দেন। সুতরাং তাঁহারা সেই খাদ্য গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকেন এবং সকলে বাঁচিয়া যান। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ মালিক বলেন ঃ কা'ব ইব্‌ন আশরাফ ও তাহার সঙ্গীরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে কা'ব ইব্‌ন আশরাফের ঘরে ডাকিয়া হামলা করার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাও ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার, মুজাহিদ, ইকরিমা প্রমুখ বলেন ঃ ইহা বনী নযীর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বনী আমিরদের দিয়াত গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন দুশমনরা আমর ইব্ন জাহাশ ইব্ন কা'বকে উত্তেজিত করিয়া বলিয়াছিল যে, আমরা এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেওয়ালের নীচে দাঁড় করাইয়া রাখিব। এই ফাঁকে তুমি দেওয়ালের উপর হইতে তাঁহার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সঙ্গীগণকে নিয়া যখন রওয়ানা হন তখন পথিমধ্যে আমিরদের প্রতারণার কথা অবহিত করাইয়া আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করেন। ফলে তাঁহারা সকলে মদীনায় ফিরিয়া আসেন। আল্লাহ তা'আলা তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

'মু'মিনদের উচিত আল্লাহর উপর নির্ভর করা।' অর্থাৎ আল্লাহর উপর যে ভরসা করে, আল্লাহ তাহার শত কঠিন কাজ সহজ করিয়া দেন এবং তিনিই মানুষের ষড়যন্ত্র ও অনিষ্ট হইতে তাহাকে রক্ষা করেন।

এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর নির্দেশে বনী নযীরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে বনী নযীরদের কিছু লোককে হত্যা করা হয় এবং কিছু লোককে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

(١٢) وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ؕ وَقَالَ
اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ ؕ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ
وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

(١٣) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قٰسِيَةً ۚ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ
مَّوَاضِعِهٖ ۙ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا
مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٤) وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۪ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

১২. "আর আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। আর আমি তাহাদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার নিয়োজিত করিয়াছিলাম। আর আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার নবীদের উপর ঈমান আন ও তাহাদিগকে সাহায্য কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা করযে হাসানা দাও; তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করিব এবং

নিশ্চয়ই তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব যাহার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। ইহার পরেও যাহারা কুফরী করিল, তাহারা সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইল।"

১৩. "সুতরাং তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছি ও তাহাদের অন্তর কঠিন করিয়াছি। তাহারা বাক্যের তাৎপর্য বিকৃত করিতেছে এবং তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ হইতে কিছু অংশ বিস্মৃত হইয়াছে। তুমি সর্বদা উহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতক পাইবে। সুতরাং উহাদিগকে ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর; আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণকে ভালবাসেন।"

১৪. "যাহারা বলে, 'আমরা নাসারা' তাহাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরূক রাখিয়াছি।"

তাফসীর ঃ পূর্বোল্লেখিত আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাঁহার নেওয়া মৌখিক অঙ্গীকার এবং নবী (সা) কর্তৃক নেওয়া শপথ পূর্ণ করা এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা ও ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি প্রকাশ্য ও গোপন নি'আমতসমূহ যাহা দ্বারা হক ও হিদায়াতের উপর অবিচল থাকা সম্ভব হইয়াছে, তাহার কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী কিতাবধারী ইয়াহূদী ও নাসারাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা বর্ণনা করিয়া বলেন, অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে তাহারা লা'নত ও অভিশাপের মধ্যে পতিত হইয়াছে এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর চলিতে তাহাদের হৃদয় কঠিন ও বিমুখ হইয়াছে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَاَئِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَىْ عَشَرَ نَقِيْبًا

'আল্লাহ তা'আলা বনী ইস্‌রাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে বারজন নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ তাহাদের নেতাদের নিকট হইতে আল্লাহ ও রাসূলের এবং কিতাবের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলার অঙ্গীকার নেওয়া হইয়াছিল।

ইব্‌ন ইসহাক (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার অবাধ্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার নিমিত্ত প্রস্তুতি নিতেছিলেন, তখন বনী ইস্‌রাঈলের প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া নেতা নির্বাচন করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ রুবেল গোত্রের নেতা ছিলেন শামুন্ ইব্‌ন রাকুন, শামঊন গোত্রের নেতা ছিলেন শাফাত ইব্‌ন হুররী, ইয়াহূয়া গোত্রের নেতা ছিলেন কালিব ইব্‌ন ইউফান্না, তীনের নেতা ছিলেন মিখাইল ইব্‌ন ইউসুফ, ইউসূফ গোত্র তথা ইফ্রাইমের নেতা ছিলেন ইউশা ইব্‌ন নূন, বিনইয়ামীনের নেতা ছিলেন ফালতুম ইব্‌ন দাফূন, যাবুলুনের নেতা ছিলেন জুদাই ইব্‌ন শুরা, মানশা ইব্‌ন ইউসূফের নেতা ছিলেন জুদাই ইব্‌ন মূসা, দান গোত্রের নেতা ছিলেন খামলাঈল ইব্‌ন হামল, আশারের নেতা ছিলেন সাতূর ইব্‌ন মালাকীল, নাফ্‌সালীর নেতা ছিলেন বাহার ইব্‌ন ওয়াকসী, ইয়াসাখিরের নেতা ছিলেন লাঈল ইব্‌ন মাকীদ।

তবে তাওরাতের চতুর্থ পর্বে বনী ইস্‌রাঈলের গোত্রগুলির নেতাদের যে নাম উল্লেখিত হইয়াছে, উহার সহিত এই রিওয়ায়াতের নামের বেশ গরমিল পরিলক্ষিত হইতেছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

তাওরাতে রহিয়াছে যে, বনী রুবেলের নেতা ছিলেন ইয়াসুর ইব্‌ন সাদূন, বনী শামউনের নেতা ছিলেন শামওয়াল ইব্‌ন সুরকাকী, বনী ইয়াহূযার নেতা ছিলেন হাশওয়ান ইব্‌ন আমীযাব, বনী ইয়াসাখিরের নেতা ছিলেন শাল ইব্‌ন মাউন, বনী যাবুলুনের নেতা আলইয়াব ইব্‌ন হালুব, বনী ইফ্‌রাঈমের নেতা মানশা ইব্‌ন আমনাহুর, বনী মানশার নেতা হামলাঈল ইব্‌ন ইয়ারসুন, বনী বিনইয়ামীনের নেতা আবীদান ইব্‌ন জাদাউন, বনী দানের নেতা জয়ীযর ইব্‌ন আমিশযা, বনী আশারের নেতা নাহাঈল ইব্‌ন আজরান, বনী কানের নেতা সাইফ ইব্‌ন দাওয়ায়ীল, বনী নাফতালীর নেতা আজযা ইব্‌ন আমইয়ানান।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন লায়লাতুল আকাবায় আনসারদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তখনও তাঁহাদের বারজন সর্দার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হইলেন আউস গোত্রের উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র, সা'দ ইব্‌ন খায়সামা ও রিফা'আ ইব্‌ন আব্দে মুন্‌যির। কেহ রিফা'আ ইব্‌ন আবদে মুন্‌যিরের স্থলে আবুল হাইসাম ইব্‌ন তাইহান (রা) বলিয়াছেন।

অন্য নয়জন ছিলেন খাযরাজ গোত্র হইতে। তাঁহারা হইলেন ঃ আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা, সা'দ ইব্‌ন রবী', আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা, রাফি ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আজলান, বারা' ইব্‌ন মা'রূর, উবাদা ইব্‌ন সামিত, সা'দ ইব্‌ন উবাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হারাম, মুনযির ইব্‌ন উমর ইব্‌ন হুনাইশ রাযি আল্লাহু তা'আলা আনহুম।

কা'ব ইব্‌ন মালিক তাঁহার কবিতায়ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইহারা সকলে ছিলেন তাঁহাদের গোত্রের সর্দার ও মান্যবর ব্যক্তি। তাঁহারা সকলে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাঁহার কথা শোনা এবং মান্য করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).......মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক বলেন ঃ একদা আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি আমাদিগকে কুরআন পাঠ শিখাইতেছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এই উম্মতের কয়জন খলীফা হইবে তাহা কি আপনারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? আবদুল্লাহ বলিলেন, আমি ইরাকে আসার পরে আর কেহ আমাকে এই প্রশ্ন করে নাই। অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ বনী ইসরাঈলের দলপতিদের মত বারজন খলীফা হইবে।

হাদীসটি দুর্বল বটে। কিন্তু সহীহদ্বয়ে জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানব জীবন ততদিন সচল থাকিবে যতদিন তাহাদের দ্বাদশ ওলী অতিবাহিত না হইবে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) যে কথাটি বলেন, তাহা আমি শুনি নাই। তাই পাশের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কি বলিলেন ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, তাহারা সকলে কুরায়শ হইবে। ইহা হইল মুসলিমের রিওয়ায়াত।

অর্থাৎ বারজন যথার্থ খলীফা হইবেন। তাঁহারা সকলে হক প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহারা এক এক করিয়া পর্যায়ক্রমে আসিবেন। তবে ইহাদের মধ্যে চারজন তো পর্যায়ক্রমেই হইয়াছেন। তাঁহারা হইলেন আবূ বকর , উমর, উসমান ও আলী রাযী আল্লাহু তা'আলা আনহুম। অতঃপর ইমামগণ এই ব্যাপারে একমত যে, নিঃসন্দেহে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয যথার্থ খলীফা ছিলেন। বনী আব্বাসের মধ্যেও কেহ কেহ যথার্থ খলীফা ছিলেন। ইহাদের আগমন যতদিনে সমাপ্ত না হইবে, ততদিনে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। হাদীসের পূর্বাভাস অনুযায়ী একথা স্পষ্ট যে, মাহ্‌দী (আ)-ও ইহাদের মধ্যে একজন। হাদীসে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, তাঁহার নাম নবী (সা)-এর নাম হইবে; তাঁহার পিতার নাম নবী (সা)-এর পিতার নাম হইবে। তাঁহার আবির্ভাবের পরে বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধি আসিবে এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বময় অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজিত থাকিবে।

অবশ্য রাফিযী সম্প্রদায় যে ইমামের অপেক্ষা করিতেছেন, সেই ইমাম ইমাম মাহ্‌দী (আ) নন। মূলত তাহাদের কল্পিত ইমামের কোন অস্তিত্ব ইসলামে নাই। ইহা শুধু তাহাদের ধারণা ও কল্পনা মাত্র।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামকে বুঝায় না। এই হাদীস দ্বারা তাহাদের বার ইমামের পক্ষে দলীল দেওয়া বোকামী ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নহে।

তাওরাতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ উল্লেখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তাঁহার বংশ হইতে বারজন মহান ব্যক্তি সৃষ্টি করিবেন।

ইহা দ্বারা ইব্‌ন মাসঊদ ও জাবির ইব্‌ন সামূরা (রা)-এর হাদীসে উল্লিখিত খলীফাদেরকে বুঝান হইয়াছে।

মুলত ইয়াহূদী হইতে ইসলামে দীক্ষিত কতক মূর্খ লোক তাওরাতের বর্ণিত বারজন মহান ব্যক্তির অবির্ভাবের কথা গোপনে শী'আদের নিকট বলিয়া দিলে শী'আরা অজ্ঞতা ও অল্পবিদ্যার কারণে এই কথা বুঝিয়া নেয় যে, ইহা দ্বারা তাহাদের কল্পিত বার ইমামের কথাই বলা হইয়াছে। অথচ শী'আরা এইদিকে লক্ষ্য করে না যে, হাদীসের বক্তব্যের সাথে তাহার বিশ্বাসের কতটুকু মিল রহিয়াছে। হাদীসে তো পরিষ্কারভাবে তাহাদের বিশ্বাসের উল্টা বক্তব্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مَعَكُمْ 'আর আল্লাহ বলিয়াছেন, আমি তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি।' অর্থাৎ-তিনি রক্ষণাবেক্ষণে ও সাহায্য-সহযোগিতায় সর্বক্ষণ সঙ্গে রহিয়াছেন।

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ –'যদি তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আমার রাসূলগণকে বিশ্বাস কর।' অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যে সকল ওহী পাঠান হইয়াছে তাহা যদি বিশ্বাস কর।

وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ –'যদি উহাদিগকে সম্মান কর', অর্থাৎ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাদিগকে সমীহ কর এবং সাহায্য-সহযোগিতা আগাইয়া আস।

وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا –'আর আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর।' অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার পথে ব্যয় কর।

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ –'তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করিব।' অর্থাৎ তোমাদের পাপসমূহ মাফ করা হইবে।

وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ –'এবং নিশ্চয়ই তোমাদিগকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।' অর্থাৎ তোমদের ভয়-ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হইবে এবং পূর্ণ করা হইবে তোমাদের মনোবাঞ্ছা।

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ –'ইহার পরও কেহ সত্য প্রত্যাখান করিলে সে সরল পথ হারাইবে।'

অর্থাৎ যদি কেহ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ইহার প্রতি বৈরীভাব পোষণ করে এবং যদি ইহা প্রত্যাখ্যান করে, সে নিশ্চিত সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইল এবং হিদায়াত হইতে গুমরাহীর দিকে ধাবিত হইল।

অতঃপর যাহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিবে فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ –'তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমি তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিলাম।' অর্থাৎ যে অঙ্গীকার তাহারা করিয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করার কারণে তাহাদের প্রতি অভিশাপ আপতিত হইল এবং তাহাদিগকে সত্য হিদায়াত হইতে বিদুরীতে করিয়া দেওয়া হইল।

وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً –'তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দিলাম।' অর্থাৎ হৃদয়ের বক্রতা ও কাঠিণ্যের কারণে কোন উপদেশে তাহারা উপকৃত হইবে না।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ –'তাহারা শব্দগুলির আসল অর্থ বিকৃত করে।' অর্থাৎ তাহারা শব্দের অর্থ বিকৃত করে, আল্লাহ নাযিলকৃত আয়াতসমূহ পরিবর্তন করে, ভুল ও মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং তাহারা আল্লাহর কালামের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরিবর্তন করিয়া মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া মানুষকে বুঝাইতে থাকে। নাউযুবিল্লাহ।

وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهِ –'তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার একাংশ ভুলিয়া গিয়াছে।' অর্থাৎ উহার আমল তাহারা ত্যাগ করিল এবং উহা হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

হাসান (রা) বলেন ঃ দীনের মূল বিষয় পরিত্যাগ করিলে শত ওযীফা ও আমল কোন কাজে আসে না।

কেহ কেহ বলেন ঃ মূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জালিয়াতির আশ্রয় নিলে হৃদয়ের দৃঢ়তা বিনষ্ট হয়, চরিত্র নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের আমলের গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া যায়।

وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلٰى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ 'তুমি সর্বদা উহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দেখিবে।' অর্থাৎ তাহারা তোমার সাথে এবং তোমার সাহাবীদের সাথে গাদ্দারী এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তাহারা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত করিয়া নিয়াছিল।

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ সুতরাং 'উহাদিগকে ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর।' ইহাই হইবে তাহাদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহার।

কোন এক মনিষী বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি তোমার সঙ্গে আল্লাহর নাফরমানীমূলক ব্যবহার করে, তবে তুমি তাহার সঙ্গে আল্লাহর ফরমাঁবরদারীমূলক ব্যবহার কর। ইহার কারণে হয়ত সে মহিমাময় ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ফলে হিদায়াতও তাহার নসীব হইতে পারে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'আল্লাহ সদাচারী লোকদিগকে ভালবাসেন।' অর্থাৎ যাহারা অপরের দুর্ব্যবহারকে ক্ষমা করিয়া তাহার সাথে সৎব্যবহার করে, আল্লাহ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ এই আয়াতটি রহিত হইয়াছে قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ এই আয়াতটি দ্বারা। রহিতকারী আয়াতটির অর্থ হইল, 'তাহাদিগকে হত্যা কর যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না এবং বিশ্বাস করে না পরকালকে।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ

অর্থাৎ যাহারা দাবি করিয়া বলে, আমরা খ্রিস্টান এবং মাসীহ ইব্ন মরিয়মের অনুসারী, অথচ সত্যিকার অর্থে তাহারা তাহাকে অনুসরণ করে না, আমি তাহাদের নিকট হইতেও তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ, আনুগত্য ও সহযোগিতা এবং পৃথিবীতে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর প্রতি ঈমান আনার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারাও ইয়াহূদীদের মত কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ 'ইহার শাস্তি স্বরূপ আমি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে। বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত খ্রিস্টানদের একদল অন্যদলকে গির্জায় প্রবেশ করিতে বাধা দেয় এবং অভিসম্পাত করে। একদল অন্য দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করে ও কাফির বলিয়া ফতওয়া দেয়। নাসতুরীয়া ও আবূ ইউদিয়ারা পরস্পর পরস্পরকে কাফির বলিয়া থাকে। এইভাবে কিয়ামত অবধি তাহাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চলিতে থাকিবে। কখনো সংঘাত ও অনৈক্যের অবসান ঘটিবে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ-অর্থাৎ 'তাহারা যাহা করিত অচিরেই আল্লাহ তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন।'

এই কথা দ্বারা আল্লাহ পাক খ্রিস্টানদিগকে হুশিয়ারী এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। কেননা তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছে। তাহারা মহামহিমান্বিত পবিত্র সত্তা আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ আল্লাহ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি একক ও অনন্য, তিনি সন্তানও নহেন, জনকও নহেন, কেহ তাঁহার সমকক্ষও নহে।

(١٥) يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ
الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○
(١٦) يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

১৫.“হে আহলে কিতাব! অবশ্যই তোমাদের নিকট আমার রাসূল আসিয়াছে ও তোমাদের জন্য অনেক কিছু প্রকাশ করিতেছে। অথচ তোমরা ঐশী কিতাবের সেই কথাগুলি গোপন করিতেছিলে এবং কিছু কিছু বিলুপ্ত করিয়াছ। নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ হইতে নূর ও সুস্পষ্ট ঐশীগ্রন্থ আসিয়াছে।”

১৬. “উহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার সন্তোষ অনুসারীগণকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে নিজ অভিপ্রায় মতে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করেন।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে হিদায়াত ও সত্য দীন সহ আরব, আজম, কিতাবী ও অকিতাবী, এক কথায় পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়া সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

সেই কথা আল্লাহ কুরআনের ভাষায় বলেন ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ ‘হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের কিতাবের যাহা পরিবর্তন করিয়াছ, ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছ এবং কিতাবের যে অংশটুকু তোমাদের মনমত নয় তাহা গোপন করিয়াছ, এই সব কিছু আমার রাসূল প্রকাশ করিয়া দিবেন।

হাকিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রজমের শাস্তি (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড) অস্বীকার করিল, প্রকারান্তরে সে কুরআনকেই অস্বীকার করিল। কেননা–

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ

-এই আয়াতে রজমের বিধান গোপন করার কথা বলা হইয়াছে। ইহার সনদ সহীহ কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা মহানবীর প্রতি নাযিলকৃত পবিত্র কুরআনের পরিচিতি দান করিয়া বলেন ঃ

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ يَهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

অর্থাৎ ‘আল্লাহর নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে চাহে, ইহা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।’ অর্থাৎ ইহা হইল মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের শীর্ষে আরোহণের সিঁড়ি স্বরূপ।

وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ 'নিজ মরযী মুতাবিক অন্ধকার হইতে তিনি বাহির করিয়া আলোর দিকে নিয়া আসেন এবং তাহাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করেন।' ফলে সত্য উদ্ভাসিত হয়, পার্থিব ভীতি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দেওয়া সংবিধান মুতাবিক জীবন পরিচালনা করা যায়। পরন্তু ইহা গুমরাহী হইতে মুক্তি দিয়া পরিচালিত করে সত্য সঠিক পথে।

(١٧) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ، قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا، وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○

(١٨) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ، بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ، وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○

১৭."যাহারা বলিল, নিশ্চয়ই মসীহ ইব্ন মরিয়ম আল্লাহ, তাহারা কুফরী করিল। তুমি বল, যদি আল্লাহ মসীহ ইব্ন মরিয়ম, তাহার মাতা ও পৃথিবীর সকল কিছু ধ্বংস করিতে চাহেন, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যত্যয় ঘটাইবার অধিকার কাহার আছে ? আকাশ ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

১৮. "ইয়াহূদী ও নাসারাগণ বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও.তাঁহার প্রিয়পাত্র। তুমি বল, তাহা হইলে কেন তোমাদের পাপের জন্য তিনি শাস্তি দিবেন? বরং তোমরা তাঁহার সৃষ্ট মানব বৈ নহ। তিনি যাহাকে চাহেন শাস্তি দিবেন এবং যাহাকে চাহেন ক্ষমা করিবেন। আসমান ও যমীন এবং উহার মধ্যকার সকল বস্তুরই মালিক আল্লাহ। আর তাঁহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।"

তাফসীর ঃ খ্রিস্টানরা কুফরী করিয়া মসীহ ইব্ন মরিয়মকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করিয়াছে। অথচ তিনি আল্লাহর বান্দাদের একজন এবং তিনি সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টিমাত্র। আর সেই সৃষ্টিকর্তা হইলেন আল্লাহ। আল্লাহ তাহাদের এই অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সেই কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন ঃ মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু তাঁহার কুদরত মাত্র এবং প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার প্রতাপ ও রাজত্বের অধীনে। তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহ্ মরিয়ম তনয় মসীহ্, তাঁহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাধা দিবার শক্তি কাহার আছে ?' অর্থাৎ তিনি যদি এইরূপ করার ইচ্ছা করেন তবে কে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে ? কারণ তিনি সকল বিষয়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ

অর্থাৎ 'সমুদয় সৃষ্টির তিনি অধিকর্তা ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহা করার অধিকার রাখেন।' তাঁহাকে জবাবদিহি করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ের একচ্ছত্র অধিকর্তা, শাসনকর্তা, ইনসাফকর্তা এবং মহাপ্রতাপান্বিত একক সত্তা। ইহা তিনি বলিয়াছেন খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের প্রতিবাদ স্বরূপ। তাই খ্রিস্টানরা কিয়ামত অবধি তাঁহার অভিশাপ বহনকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী উভয় সম্প্রদায়ের জালিয়াতি ও মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهٗ

অর্থাৎ 'তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করিয়া বলে, তাহারা আল্লাহর সন্তান, তাই তাহাদের প্রতি আল্লাহর সুদৃষ্টি রহিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন।' তাহারা তাহাদের কিতাব হইতে ইসরাঈল (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা আল্লাহর কথা انت ابنى بكرى। উদ্ধৃত করে ও ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহারা দাবি করে যে, তিনি যখন আল্লাহর পুত্র তখন আমরাও তাঁহার পুত্র; অথচ তাহাদের উলামায়ে হক্কানী তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিল যে, ইহার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক পুত্র স্বীকার করা নয়; বরং ইহা ইসরাঈল (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে বলা হইয়াছে মাত্র।

খ্রিস্টানরা তাহাদের কিতাব হইতে ঈসা (আ)-এর কথা নকল করিয়া বলে যে, তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

انى ذاهب الى ابى وابيكم يعنى ربى وربكم

অর্থাৎ 'আমি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা অর্থাৎ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট চলিয়াছি।'

উল্লেখ্য, এই বক্তব্যও তাহাদের দাবি সমর্থন করে না। ঈসা (আ) ইহা দ্বারা নিজেকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেন নাই; বরং আল্লাহর সম্মানার্থে তাহাদের পরিভাষায় এইরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়। অথচ অজ্ঞ লোকগুলি ভুল অকীদাবশত আল্লাহর সঙ্গে ঈসা (আ)-কে সম্পৃক্ত করিয়া নিজেরাও তাঁহার সন্তান হইবার দাবি করিতেছে।

খ্রিস্টানদের এই অমূলক দাবির প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ -'বল, তবে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন কেন ?'

অর্থাৎ তোমাদের দাবি মাফিক তোমরা যদি আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে তবে তিনি কেন তোমাদের কুফর, মিথ্যারোপ ও অন্যান্য অপরাধের জন্য জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি দিবেন ?

কোন একজন সূফী ব্যক্তি একজন ফিকহবিশারদকে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনের কোথাও কি আছে যে, বন্ধু তাহার বন্ধুকে শাস্তি দিবেন না ? ফকীহ্ ব্যক্তি ইহার কোন উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। অতঃপর সূফী ব্যক্তি এই আয়াতটি পাঠ করিলেন ঃ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ অর্থাৎ 'বল, কেন তোমাদের শাস্তি দেওয়া হইবে তোমাদের পাপের জন্য?'

এই উক্তিটি খুবই চমৎকার।

ইহার সমর্থনে হাদীসও রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)......হযরত আনাস (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একদল সাহাবীসহ পথ চলিতেছিলেন। সেই পথে একটা বাচ্চা ছিল। বাচ্চার মা পথ দিয়া বিরাট একদল লোককে হাঁটিয়া আসিতে দেখিয়া শংকিত হইল যে, হয়ত তাহারা পদদলিত করিয়া বাচ্চা মারিয়া ফেলিবে। তাই মা 'বাচ্চা! আমার বাচ্চা!' বলিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া বাচ্চাটিকে কোলে তুলিয়া নিল। তখন সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি দ্বারা কখনো তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করা সম্ভব নহে। তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাঁহার প্রিয় বান্দাকেও কখনো জাহান্নামের নিক্ষেপ করিবেন না। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ 'বরং তোমরা তাহাদেরই মত মানুষ যাহাদিগকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ সকল সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক আল্লাহ সকল মানুষকে একই কাঠামো দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ -'যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন।' অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় স্বাধীন মতে কাজ করেন, কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করেন না এবং তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا 'আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার মালিকানা আল্লাহরই।' অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছু তাঁহার প্রতাপ ও রাজত্বাধীনে।

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ 'সকলকে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।' তিনি নিজ ইচ্ছামত তাঁহার বান্দাদিগকে আদেশ করিয়া থাকেন। তিনি ন্যায় বিচারক এবং অন্যায়কারী নহেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নুমান ইব্‌ন আসা, বাহারী ইব্‌ন আমর ও শাশ ইব্‌ন আদী প্রমুখ (ইয়াহূদীদের বড় বড় আলিম) আসেন। তাহাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক আলাপ- আলোচনার পর তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এক পর্যায়ে তিনি তাহাদিগকে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলে তাহারা খ্রিস্টানদের মত বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদিগকে কিসের ভয় দেখান ? আমরা তো আল্লাহর সন্তান এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে নাযিল করেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী হইতে আসবাতের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বলিয়া দাবি করে এবং ইহা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল (আ)-এর প্রতি এই ওহী নাযিল করিয়াছিলেন যে, তোমার প্রথম সন্তান আমার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা আরও দাবি করে যে, চল্লিশ দিন তাহারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলিবে এবং সেই কয়দিনে আগুন তাহাদের সমস্ত পাপ দূরীভূত করিয়া পুত-পবিত্র করিয়া দিবে। অতঃপর একজন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবে, ইসরাঈলের সন্তানদের মধ্যে যাহারা খৎনাকৃত, তাহারা বাহির হইয়া আস। তখন তাহারা সকলে জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের কথা হইল, তাহারা মাত্র নির্দিষ্ট কয়দিন জাহান্নামে থাকিবে।

(١٩) يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ࣖ

১৯."হে আহলে কিতাব! নিঃসন্দেহে তোমাদের নিকট আমার রাসূল আসিয়াছে। সে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করিতেছে, অন্যান্য রাসূলের আগমনধারা বিচ্ছিন্ন থাকিবার পর; যদি তোমরা বল যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসে নাই; অনন্তর অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ আমি তোমাদের সকলের নিকট মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। তিনি হইলেন শেষ নবী। তাঁহার পরে আর কোন নবী বা রাসূল প্রেরিত হইবে না। তিনি হইলেন নবুয়াতের ধারা সমাপ্তকারী।

তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ 'সুদীর্ঘ বিরতির পর রাসূলের আগমন ঘটিয়াছে।' অর্থাৎ ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের মাঝখানে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই নবীর আগমনের মধ্যে কতকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

আবূ উসমান নাহ্‌দী ও কাতাদা (র) এক রিওয়ায়াত অনুসারে বলেন ঃ ঈসা (আ)-এর পর ছয়শত বৎসর নবুয়াতের ধারা বন্ধ ছিল।

সালমান ফারসী (রা) ও কাতাদা (র) হইতে বুখারী (র) বর্ণনা করেন ঃ পাঁচশত ষাট বৎসর।

কোন এক সাহাবী হইতে মা'মার (র) বলেন ঃ পাঁচশত চল্লিশ বৎসর।

যাহহাক বলেন ঃ চারশত ত্রিশ বৎসর।

শা'বী (র) হইতে ঈসা (আ) সম্পর্কে ইব্‌ন আসাকির বলেন ঃ ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর হিজরত পর্যন্ত নয়শত তেত্রিশ বৎসর ব্যবধান ছিল।

কিন্তু প্রথম উক্তিটি সঠিক যে, তাঁহাদের উভয়ের আগমনের মধ্যে ছয়শত বৎসর ব্যবধান ছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কেহ বলিয়াছেন যে, ছয়শত বিশ বৎসর ব্যবধান ছিল। তবে এই দুই মতের কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা যিনি ছয়শত বৎসরের কথা বলিয়াছেন, তিনি সৌর মাস হিসাবে বলিয়াছেন এবং অন্য দল চান্দ্রমাস হিসাবে ছয়শত বিশ বৎসর বলিয়াছেন। মূলত বৎসরসমূহ সৌর ও চান্দ্র উভয় হিসাবে গণনা করা হইয়া থাকে। এক-একটি শতাব্দীতে সৌর বৎসর হইতে চান্দ্র চৎসরে তিন বৎসরের ব্যবধান হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَمِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের গুহায় তিনশত বৎসর অবস্থান করে এবং আরো নয় বৎসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়।' অর্থাৎ চান্দ্র বছরের হিসাবে তাহাদের অবস্থান হয় তিনশত নয় বৎসর এবং সৌর বৎসর হিসাবে তিনশত বৎসর। আসহাবে কাহফ সম্বন্ধে আহলে কিতাবদের নিকট সৌর বৎসরের হিসাব ছিল।

বনী ইস্‌রাঈলদের মধ্যে শেষ নবী ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম (রা) এবং নবুওয়াতী ধারার সমাপ্তকারী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার যুগ ছিল নবীশূন্য যুগ।

যথা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অন্যান্যদের তুলনায় ইব্‌ন মরিয়মের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। কেননা আমার ও তাঁহার মাঝে কোন নবী নাই।

এই হাদীস দ্বারা তাহাদের মতকে খন্ডন করা হইয়াছে যাহারা বলেন যে, এতদুভয় নবীর মাঝখানে খালিদ ইব্‌ন সিনান নামে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। কুযাঈ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ রাসূল প্রেরণে দীর্ঘ বিরতির এমন পর্যায়ে আবির্ভূত করিয়াছেন যখন পৃথিবী ছিল জাহিলিয়াতের প্রভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাসূলদের পদচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ও ধর্মে চরম বিকৃতি ঘটিয়াছিল এবং রাসূলদের শিক্ষা বিদায় হইয়া দেব-দেবী পূজার ব্যাপক মহড়া চলিতেছিল। আগুন ও ক্রুশ দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন তীব্রভাবে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। বিশ্বময় ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আদল-ইনসাফ এমনকি মানুষ্যত্ব পর্যন্ত ধরা হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। বর্বরতা ও অজ্ঞতার রাজত্ব চলিতেছিল। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের পূর্বের দীনের উপর অটল ছিল। ইহাদের কিছু ছিল ইয়াহূদী, কিছু ছিল খ্রিস্টান এবং কিছু ছিল সাবিঈ।

ইমাম আহমদ (র)......ইয়ায ইব্‌ন হিমার মুজাশিঈ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়ায ইব্‌ন হিমার মুজাশিঈ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) খুতবার মধ্যে বলেন ঃ আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমরা যাহা জান না তাহা শিক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আজ আল্লাহ আমাকে জানাইয়াছেন ঃ "আমি আমার বান্দাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছিলাম, সব হালাল করিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরল পথ বা তাওহীদের উপর সৃষ্টি করিয়াছিলাম। কিন্তু শয়তান তাহাদিগকে প্ররোচনা দিয়া বিভ্রান্ত করে এবং যাহা তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি,

শয়তান তাহা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছে। এমনকি তাহাদিগকে অন্ধভাবে আমার সঙ্গে শরীক করিতে প্ররোচিত করিয়াছে।

যাহা হউক, আল্লাহ পাক পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আরব-আজমের সকলকে অপসন্দ করিয়াছেন। শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলদের সেই কয়েকজন লোক ব্যতীত, যাহারা আজও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি বলেন ঃ আমি তোমার মাধ্যমে সকলকে পরীক্ষা করার জন্য তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি। আমি তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা পানি দিয়া ধুইয়া ফেলার নহে। উহা তুমি ঘুমন্ত ও জাগ্রতাবস্থায় পাঠ করিতে থাক।

অতঃপর আল্লাহ পাক আমাকে কুরায়শদের নিকট পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার আদেশ করেন। তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ! তাহা হইলে ইহারা আমার মাথা রুটির মত টুকরা টুকরা ফেলিবে। আল্লাহ পাক উত্তরে বলিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে বহিস্কার করিয়া দাও, যেভাবে তোমাকে তাহারা বহিস্কার করিয়াছিল এবং তুমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ কর, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। তাহাদের ব্যাপারে ব্যয় কর, আমি তোমার ব্যাপারে ব্যয় করিব। তুমি তাহাদের মুকাবিলায় সৈন্য প্রেরণ কর, আমি তাহার সঙ্গে আরো পাঁচগুণ সৈন্য প্রেরণ করিব। অতএব তুমি তোমার অনুগতদের নিয়া তোমার অবাধ্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

দ্বিতীয়ত, তিন প্রকারের লোক বেহেশতী ঃ ১. ন্যায়পরায়ণ, সদাচারী ও দানশীল বাদশাহ; ২. যেই দয়াশীল ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন ও মুসলমানদের সাথে ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করে; ৩. যেই দরিদ্র ব্যক্তি তাহার পরিবার-পরিজন ভূখা থাকা সত্ত্বেও হারাম হইতে বাঁচিয়া থাকে।

পাঁচ প্রকারের লোক দোযখী ঃ ১ সেই ইতর ব্যক্তি যে ধর্ম মানে না, অথচ সে কাহারো অধীনস্থ নহে এবং তাহার কোন পরিবার-পরিজনও নাই; ২. সেই খিয়ানতকারী ব্যক্তি, যে ক্ষুদ্রতম জিনিসের ব্যাপারেও লোভ সংবরণ করিতে পারে না এবং অতি তুচ্ছ জিনিসও সে তসরুপ করিতে কসূর করে না; ৩. সেই ব্যক্তি, যে প্রত্যেক সকাল ও বিকালে জনগণকে তাহার জমাজমি, ধন-সম্পদ ও ঘর-সংসার লইয়া প্রতারণা করে; ৪. যে ব্যক্তি কৃপণ ও মিথ্যাবাদী; ৫. অশালীন ভাষা প্রয়োগকারী।

মুতাররিফ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন শুআয়ব (র) হইতে কাতাদার সূত্রে ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন, এই হাদীসটি কাতাদা মুতাররিফ হইতে শোনেন নাই। ইয়ায ইব্ন হিমার হইতে রাওহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আওফ আরাবী হইতে গুন্দুরের সনদে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ان اللّٰه نظر الى اهل الارض فمنهم عجمهم وعربهم الابقايا من بنى اسرائيل

এই হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে. রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করার সময় সত্য ধর্মের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বনী ইসরাঈলের মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন লোকই অবশিষ্ট ছিল না। অবশেষে স্বীয় প্রেরিত নবীর মাধ্যমে মানুষকে অন্ধকার ও ভ্রান্ত পথ হইতে আলো ও হিদায়াতের পথে নিয়া আসেন। তাহাদিগকে তিনি উজ্জ্বল ও স্পষ্ট শরী'আত দান করেন, যাহাতে কাহারও অভিযোগ করার কোন অবকাশ না থাকে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ

–যাহাতে তোমরা বলিতে না পার, কোন সুসংবাদবাহী সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নাই। অর্থাৎ দীন বিকৃত হওয়ার পর তাহারা যাহাতে এই কথা বলিতে না পারে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাবাহী ও সাবধানকারী আসে নাই । তিনি তাহাদের নিকট সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী হিসাবে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ 'আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহাতে আল্লাহ বলিয়াছেন যে, আমি আমার অনুগত বান্দাদিগকে পুরস্কৃত করিতে এবং অবাধ্য বান্দাদিগকে শাস্তি প্রদানে পূর্ণ সক্ষম ।

(٢٠) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٢١) يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(٢٢) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ○

(٢٣) قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ۬ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٢٤) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

(٢٥) قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

(٢٦) قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○ۧ

২০."আর যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নি'আমত স্মরণ কর। তিনি তোমাদের ভিতর নবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বাদশাহ করিয়াছেন। আর তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা নিখিল সৃষ্টির আর কাহাকেও দেন নাই।"

২১. "হে আমার জাতি! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেই পবিত্র শহর নির্ধারিত করিয়াছেন তোমরা সেখানে প্রবেশ কর এবং উহা হইতে পশ্চাৎপদ হইও না; তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

২২. "তাহারা বলিল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্ধর্ষ জাতির বাস। তাহারা বাহির হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিব না। যদি তাহারা চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা সেখানে প্রবেশ করিব।"

২৩."তাহাদের আল্লাহ্-ভীরু দুই বান্দা, যাহাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল, তাহারা বলিল, তোমরা শহরের দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া পড়। যখন তোমরা প্রবেশ করিবে, তোমরা নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবে। আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক।"

২৪. "তাহারা বলিল, হে মূসা! আমরা কিছুতেই কোনদিনই উহাতে প্রবেশ করিব না, যতদিন তাহারা সেখানে থাকিবে। তাই তুমি ও তোমার প্রভু গিয়া লড়াই কর, আমরা এখানে বসিয়া থাকিব।"

২৫. "সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত কাহারও উপর আমার আধিপত্য নাই। তাই তুমি আমার ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।"

২৬. "আল্লাহ্ বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল। তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সুতরাং তুমি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে ও রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্ন ইমরান (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে আল্লাহর নি'আমতসমূহ স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা যদি আল্লাহ্প্রদত্ত সরল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। আলোচ্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ

'যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে নবী বানাইয়াছেন।'

অর্থাৎ পূর্বের নবীগণ তিরোহিত হওয়ার পর তিনি ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্য হইতে একের পর এক নবী প্রেরণ করিতে রহিয়াছেন। তাহারা তোমাদিগকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করিত এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করিত। অতঃপর ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ) পর্যন্ত আসিয়া ইস্রাঈলী নবুওয়াতী ধারার অবসান ঘটে। অবশেষে আল্লাহ্ পাক শেষনবী ও রাসূল মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। এই শেষনবী হইলেন পূর্বের সকল নবী হইতে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম।

وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا -অর্থাৎ 'তোমাদিগকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছিলেন।'

আবদুর রাযযাক (র)......হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا-এর অর্থ হইল 'আল্লাহ তাহাদিগকে পরিচারক, পত্নী ও ঘরবাড়ি দান করিয়াছিলেন।'

হাকিম (র)......হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহাদিগকে পত্নী ও পরিচারক দেওয়া হইয়াছিল।

اَتٰكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ -'এবং বিশ্বজগতে কাহাকেও যাহা তিনি দেন নাই তাহা তোমাদিগকে দিয়াছিলেন।' অর্থাৎ তৎকালে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল অন্য কোন সম্প্রদায়কে তাহা দেন নাই। তৎকালে তাহারাই ছিল পৃথিবীর উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি। হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ সংকলকদ্বয়ের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বটে; কিন্তু তাঁহারা ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনী ইস্রাঈলদের কাহারো যদি পত্নী, পরিচারক এবং ঘর থাকিত, তাহাকেই বাদশাহ বলা হইত।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আসকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি দরিদ্র মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ? আবদুল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী আছে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। আবদুল্লাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি ঘর আছে ? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আছে। আবদুল্লাহ তাহাকে বলিলন, তবে তো তুমি ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। লোকটি বলিল, আমার একটি খাদিমও আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যাহার সওয়ারী, খাদিম এবং ঘর রহিয়াছে, সে ধনীদের অন্তর্ভুক্ত। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম, মুজাহিদ, মানসূর ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (র) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন শাওয়াব (র) বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের কাহারো ঘর ও পরিচারক থাকিলে তাহাকে বাদশাহ বলিয়া ডাকা হইত।

কাতাদা (র) বলেন ঃ পূর্ব যুগে বনী ইস্রাঈলীদের কেহ খাদিম গ্রহণ করিলে তাহাকে বাদশাহ বলা হইত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিচারক, সম্পদ এবং পত্নীর অধিকারী হইত, তাহাকে বাদশাহ বলা হইত। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইস্রাঈলদের মধ্যে কাহারো খাদিম, সওয়ারী ও পত্নী থাকিলে বাদশাহদের খাতায় তাহার নাম লিখা হইত। তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

ইব্‌ন জারীর (র)......যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন ঃ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا আয়াতাংশ সম্বন্ধে ততটুকু জানি যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়ছেন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, যাহার ঘর ও খাদিম থাকিবে, সেই বাদশাহ। হাদীসটি মুরসাল ও গরীব পর্যায়ের।

মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ যাহার ঘর, খাদিম ও পত্নী থাকিবে, সেই বাদশাহ।

হাদীসে আসিয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সঙ্গে সকালে জাগিল ও যাহার হৃদয়ে প্রশান্তি বিরাজিত, যদি তাহার নিকট সেইদিনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকে, তবে দুনিয়ার সব সুখ তাহার হস্তগত হইল।

وَاٰتَاكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ 'তৎকালীন সময়ে গ্রীক ও মিসরীয়সহ সকল জাতি হইতে তাহারা শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধশালী ছিল।'

যথা আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

অর্থাৎ 'আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং পবিত্র বস্তু হইতে তাহাদিগকে খাদ্য দিয়াছিলাম। আর সমগ্র বিশ্বে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করিয়াছিলাম।'

বনী ইস্রাঈলরা যখন মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

اِجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ-

'আমাদের জন্য তদ্রূপ এক দেবতা বানাইয়া দাও যেরূপ তাহাদের দেব-দেবী রহিয়াছে, মূসা বলিলেন, তোমরা তো এক গণ্ডমূর্খ জাতি।' তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে উহা জানাইয়াছিলেন।

অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে তাহারা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। তবে বর্তমান উম্মতে মুহাম্মদী তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহারা আল্লাহর নিকটও মর্যাদাবান। ইহাদের শরী'আত পূর্ণাঙ্গ, জাতিগতভাবে ইহারা সুশৃঙ্খল। ইহাদের নবী সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত। ইহাদের খলীফা সব রাষ্ট্রপ্রধান হইতে শ্রেষ্ঠ। অতি উন্নত ও পবিত্র বস্তু ইহাদের খাদ্য। ইহাদের সম্পদ অফুরন্ত এবং জনসংখ্যায় ইহারা অসংখ্য। ইহাদের খিলাফত সুপ্রশস্ত, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনে ইহারা অধিষ্ঠিত। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

'আর এইভাবেই আমি তোমাদিগকে মধ্যস্থতাকারী উম্মত বানাইয়াছি যেন তোমরা মানবজাতির ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা হও।'

যথা সূরা আলে ইমরানে বলা হইয়াছে ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ 'তোমরাই উত্তম উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদিগকে বাছাই করা হইয়াছে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ মালিক ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ وَاٰتٰكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতাংশের বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীও অন্তর্ভুক্ত।

জমহূর বলেন ঃ বিশেষত ইহাতে মূসা (আ)-এর জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষয়টি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

কেহ বলেন ঃ ইহা দ্বারা বনী ইস্রাইলদের প্রতি নাযিলকৃত মান্না-সালওয়া এবং মেঘমালার ছায়াদান ইত্যাদি অস্বাভাবিক বস্তুসমূহের কথা বলা হইয়াছে। উহা আল্লাহ শুধু বনী ইস্রাঈলকে দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলদিগকে জিহাদ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। উহা তাহাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সময় তাহাদের দখলে ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্র ইউসুফ (আ)-এর নিকট মিসর চলিয়া যাওয়ার পর আস্তে আস্তে বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে তাহাদের কর্তৃত্ব লোপ পায়। যখন তাহারা মূসা (আ)-এর সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারকল্পে অগ্রসর হয়, তখন আমালিকা নামক শক্তিশালী এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাহাদের মুকাবিলা হয়। বায়তুল মুকাদ্দাস তখন আমালিকাদের দখলে ছিল। মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলদিগকে আমালিকাদের হটাইয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে এবং শত্রুদিগকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্র মদদে অবশ্যই বিজয়ী হইবে। কিন্তু তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া মূসা (আ)-এর নির্দেশ অমান্য করিল। ইহার ফলস্বরূপ তাহাদিগকে তীহ ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মত অবস্থান করিতে হইল। তাহাদিগকে সেই ময়দানের চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি শাস্তি স্বরূপ।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ। সম্পর্কে বলেন ঃ উহা হইল তূর পাহাড় এবং উহার পার্শ্ববর্তী ভূমি। মুজাহিদ (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা হইল আরীহা ময়দান। আরও অনেক মুফাস্সির হইতে এই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

তবে ইহার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা, 'আরীহা' জয় করার উদ্দেশ্য মূসা (আ)-এর ছিল না এবং আরীহা বায়তুল মুকাদ্দাসের পথেও নয়। তবে উহা সেই ময়দান হইতে পারে যেখানে তাহারা ফিরাউনকে ধ্বংস করার পর ঘোরাফেরা করিতেছিল। অথবা আরীহা বায়তুল মুকাদ্দাসের কোন এলাকার নাম হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইহা সেই প্রসিদ্ধ শহর যাহা বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকে তূর পাহাড়ের সন্নিকটে অবস্থিত।

الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ -'উহা তোমাদের জন্য আল্লাহ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।' অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইস্রাঈল (আ)-এর সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তোমাদের যাহারা ঈমান আনিবে, তাহাদিগকে তিনি এই ভূমির উত্তরাধিকারী বানাইবেন।

وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা জিহাদ হইতে পশ্চাদপসরণ করিও না।'

فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ- قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا
حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دَاخِلُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা অজুহাত তুলিয়া মূসা (আ)-কে বলিল যে, আপনি আমাদিগকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন এবং সেখানে দখলদার শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সেখানে পৌঁছিতে অক্ষম। যতক্ষণ তাহারা সেখানে অবস্থান করিবে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া উহা দখল করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। সেই শক্তি আমাদের নাই।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূসা (আ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে শক্তিশালী সম্প্রদায়ের শহরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদের সহ রওয়ানা করিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। সেই শহরটির নাম হইল আরীহা। সেখানে তিনি বারজন গুপ্তচর প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি উহাদের সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানিতে পারেন। এই লোকগুলি সেখানে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বিশাল দেহ এবং অসাধারণ শক্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ফলের বাগানে আশ্রয় নেয়। ইতিমধ্যে বাগানের মালিক ফল পাড়িতে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া ফেলে এবং ফলের ঝুড়ির মধ্যে তাহাদিগকে ভরিয়া বাদশাহর সামনে নিয়া হাযির হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া বাদশাহ বলিলেন, দেখিলে তো তোমরা আমাদের শক্তি ও সাহস! এখন তোমরা গিয়া তোমাদের অন্যান্য সাথীদিগকে আমাদের সম্পর্কে অবহিত কর। অতঃপর তাহারা ফিরিয়া গিয়া মূসা (আ)-কে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিল।

অবশ্য ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় শহরের উপকণ্ঠে অবতরণ করিয়া নিজেদের মধ্য হইতে বারজন লোককে গুপ্তচর হিসাবে উহাদের সকল সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য পাঠান। তাহারা শহরে গিয়া উপস্থিত হইলে 'জাব্বারীনদের' একজনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সে তাহাদের সকলকে গাঁঠুরি বাঁধিয়া শহরের মধ্যে নিয়া আসিয়া সকলকে ডাক দেয়। অনেক লোক জমা হইয়া যায়। তাহারা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের পরিচয় কি ? তাহারা বলিল, আমরা মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়। তিনি আমাদিগকে তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করিতে এখানে পাঠাইয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাহারা তাহাদিগকে আংগুর জাতীয় একটি ফল দিল, যে ফলটি একটি লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা মূসা এবং তাহার সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া দেখাও যে, এই হইল তাহাদের এক-একটি ফলের পরিমাণ যাহা তাহারা খায়। তাহারা মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া সকল ঘটনা বলিল। ইহার পরও যখন মূসা (আ) তাহাদিগকে সেই শহরে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ করিলেন, তখন তাহারা বলিল, আপনি এবং আপনার প্রভু তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করুন, আমরা এইখানে বসিলাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ একদা আমি দেখি যে, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) একটি বাঁশ মাপেন। তবে উহা কত হাত তাহা আমার জানা ছিল না। অতঃপর তিনি উহার পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন হাত মাটিতে রাখেন। অবশেষে বলেন, আমালিকরা এতটা লম্বা ছিল।

এই বিষয়ে মুফাসসিরগণ হইতে বহু ইসরাঈলী মওযূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে ঊজ ইব্‌ন উনুক বিনতে আদম সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তিন হাজার তিনশত তেত্রিশ গজ লম্বা ছিলেন এবং তাহার শরীরের প্রস্থ ছিল তিনশত গজ। এইসব হাস্যকর কথার কোন ভিত্তি নাই। এই সব রিওয়ায়াত বর্ণনা করাটা লজ্জার বিষয়।

কেননা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত লম্বা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই হইতে মানুষের দৈর্ঘ্য লোপ পাইতে পাইতে এই পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত ঊজ ইব্‌ন উনুক বিনতে আদম কাফির এবং জারজ ছিল। সে নূহ (আ)-এর কিশতিতে উঠিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিল। সেই তুফানের পানি তাহার হাঁটু পর্যন্ত হইয়াছিল। অবশ্য এই সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

কেননা আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তিনি পৃথিবীর কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঃ 'হে প্রতিপালক! ভূপৃষ্টে একজন কাফিরও যেন রক্ষা না পায়।' যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِيْنَ–

অর্থাৎ 'আমি নূহকে এবং তাহার কিশতির আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম! অবশিষ্ট সকলকে আমি ডুবাইয়া দিয়াছিলাম।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ

অর্থাৎ 'যাহাদের উপর আল্লাহর রহমত রহিয়াছে, তাহারা ব্যতীত আজ কেহ রক্ষা পাইবে না।'

স্বয়ং নূহ (আ)-এর পুত্র কাফির ছিল বলিয়া সেও রক্ষা পায় নাই। অথচ কাফির ও জারজ ঊজ ইব্‌ন উনুক কিভাবে রক্ষা পাইল ? কেনইবা তাহাকে নূহ (আ) নৌকায় উঠিতে বলিবেন ? ইহা শরী'আত এবং যুক্তি কোনটায় খাটে না। উপরন্তু ঊজ ইব্‌ন উনুকের অস্তিত্বের ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

'যাহারা ভয় করিতেছিল তাহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।'

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার নবী মূসা (আ)-এর অনুসরণ অস্বীকার করিয়াছিল, তখন যে দুই ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ ছিল, তাহারা তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেই ব্যক্তিদ্বয়ের অন্তরে এই ভয় ছিল যে, না জানি উহাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর কোন শাস্তি ও গযব আপতিত হয়।

কেহ কেহ يَخَافُوْنَ কে يُخَافُوْنَ পড়িয়াছেন। যাহার অর্থ দাঁড়ায় তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির অগাধ প্রভাব ও ইয্যত ছিল। তাহাদের নাম হইল ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আতীয়া, সুদ্দী, রবীআ ইব্ন আনাস (র) এবং পূর্ব ও পরের বহু মনীষী ইহা বলিয়াছেন।

তাহারা উভয়ে বনী ইসরাঈলগণকে বলিয়াছিলেন ঃ

اُدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ . وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

–'তোমরা প্রবেশ দ্বারে তাহাদের মুকাবিলা কর, প্রবেশ করিলেই তোমরা জয়ী হইবে আর তোমরা বিশ্বাসী হইলে আল্লাহর উপর নির্ভর কর।'

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, তাঁহার আনুগত্য কর এবং যদি তাঁহার রাসূলের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগর্কে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করিবেন এবং স্বয়ং তিনি তোমাদিগকে শক্তি ও বিজয় দান করিবেন। তোমরা মাত্র প্রবেশ দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হও এবং এই বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তি আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

তখন বনী ইসরাঈলরা বলিল ঃ

قَالُوْا يَا مُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

–তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহারা যতদিন সেখানে থাকিবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করিবই না। সুতরাং তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব।

অর্থাৎ তাহারা জিহাদ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিল। আর তাহারা কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিল। উপরন্তু তাহারা জিহাদের ময়দান হইতে ভাগিয়া মিসরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) তাহাদিগকে অনেক অনুনয় করিয়া বুঝাইলেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না। বরং তাহারা তাহাদের ইচ্ছাকে আরও মযবূত ভাষায় পুনর্ব্যক্ত করিল। তাহাদের এই আচরণ দেখিয়া ইউশা ইব্ন নূন এবং কালিব ইব্ন ইউফনা রাগে নিজেদের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং অনেক করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইল। কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহারা তাহাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করার হুমকি দিল। এই ঘটনা হইতে মূসা (আ)-এর সঙ্গে বনী ইসরাঈলদের হঠকারিতার সূত্রপাত ঘটে।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, বদরের যুদ্ধের প্রারম্ভে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার কাফিরদের বাণিজ্য কাফেলার উপর হামলা করার ইচ্ছা করেন, যাহারা সংখ্যায় হাজারের মত ছিল, তখন সর্বপ্রথম আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইচ্ছার সমর্থন করিয়া এক ভাষণ দেন। মুহাজিরদের আরো কয়েকজন ইহার সমর্থনে ভাষণ দেওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ (সা)

সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হে মুসলমানগণ! আপনারা আমাকে পরামর্শ দিন। মুহাজিরদের সকলের সমর্থন পাওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সকলের পরামর্শ আহ্বান করার উদ্দেশ্য ছিল আনসারদের মন-মানসিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া। কেননা কাফিররা সংখ্যায় অধিক ছিল। তখন সা'দ ইব্ন মা'আয (রা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মনে হয় আপনি আমাদের মনের ইচ্ছা জানিতে চাহিতেছেন। সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আপনি আমাদিগকে সমুদ্রের তীরে সারিবদ্ধ করিয়া উহাতে ঝাঁপ দেওয়ার নির্দেশ দেন, তাহা হইলেও আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িব। একজন আনসারও আপনার নির্দেশ অমান্য করিবে না। আমাদের কাহারো কোন অজুহাত নাই, আপনি আমাদিগকে শত্রুর মুকাবিলায় নিয়া চলুন। আমরা ধৈর্যের সঙ্গে শত্রুর মুকাবিলায় স্থির থাকি কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাত হওয়াকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আমাদের স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া সত্যিই আপনার হৃদয়ে প্রশান্তি আসিবে। সা'দ (রা)-এর ভাষণ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত খুশি হন।

অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন মারদূবিয়া (র)...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বদরের যুদ্ধ করার ব্যাপারটি স্থির করিয়া প্রথমে উমর (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলেন। অতঃপর আনসারদের মতামত চাহিলে তাহাদের একজন আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ হে আনসারগণ! রাসূলুল্লাহ (সা) এই ব্যাপারে আপনাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হইতে চাহেন। তাহারা সকলে সমস্বরে বলিল, আমরা বনী ইস্রাঈলদের মত নহি যে, এই কথা বলিব, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব। সেই সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যদি আপনি আমাদিগকে একে একে গভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বলেন, তবুও আমরা আপনার নির্দেশ মান্য করিব।

ইমাম আহমদ (র), নাসাঈ ও ইব্ন হিব্বান (র) হুমাইদ-এর সনদে হযরত আনাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদূবিয়া (র)......উতবা ইব্ন উবায়দ সুলামী হইতে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন উবায়দ সুলামী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কি শত্রুদের মুকাবিলায় জিহাদ করিবে না ? সাহাবীগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলরা বলিয়াছিল, যে, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব। আমরা তদ্রূপ বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধ করিবেন এবং আমরাও আপনাদের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধ করিব। হুযূর (সা)-এর উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে সেইদিন মিকদাদ ইব্ন আমর কিন্দী (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......তারিক ইবনে শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মিকদাদ (রা) বলিয়াছেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলরা যেরূপ বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানে বসিয়া থাকিব, আমরা আপনাকে অমন কথা বলিব না; বরং

আমাদের কথা হইল, আমরা আপনার এবং আপনার প্রতিপালকের সঙ্গে থাকিয়া সমানভাবে যুদ্ধ করিব। এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র)-ও হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

তারিক ইব্‌ন শিহাব হইতে অন্য সূত্রে ধারাবাহিকভাবে মুখারিক, ইসরাঈল ও আসওয়াদ ইব্‌ন আমের বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মিকদাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আমিও যদি মিকদাদের অনুরূপ একটি অঙ্গীকার ব্যক্ত করার সুযোগ পাইতাম, যাহাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সকল সাহাবী হইতে প্রিয়পাত্র হইতাম! যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলকে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান, তখন তিনি (মিকদাদ) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ)-কে নির্লজ্জের মত যেমন বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব, আমরা তেমন বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আমরা আপনার ডাইনে, বামে, সামনে ও পিছনে থাকিয়া মরণপণ যুদ্ধ করিয়া যাইব। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার এই কথার ফলে খুশিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখারিকের সূত্রে 'তাফসীর ও মাগাযী' উভয় অধ্যায়ে ইমাম বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহর সূত্রে ইমাম বুখারী তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন মিকদাদ (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বনী ইসরাঈলরা যেভাবে মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর, আমরা এইখানেই বসিয়া থাকিব, আমরা আপনাকে সেরূপ বলিব না; বরং আমাদের কথা হইল, আপনি যুদ্ধে অগ্রসর হউন, আমরা আপনার সঙ্গে থাকিব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তারিক হইতে ধারাবাহিকভাবে মুখারিক, সুফিয়ান ও ওয়াকীর সূত্রে বুখারী বলেন ঃ মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন (পূর্ব বর্ণনা)।

কাতাদা হইতে ধারাবাহিকভাবে সাঈদ, ইয়াযীদ, বিশর ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উমরা করিতে কুরবানীর পশুসহ মুশরিকদের হাতে হুদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আমি কুরবানীর পশুসহ মক্কায় পৌছিয়া বায়তুল্লাহর নিকটে কুরবানী করিতে চাই। তখন তাঁহাকে মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা আপনার সঙ্গে বনী ইসরাঈলদের মত ব্যবহার করিব না। তাহারা তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এইখানেই বসিযা থাকিব। পক্ষান্তরে আমরা আপনার ও আপনার রবের সঙ্গে থাকিয়া প্রতিপক্ষের মুকাবিলায় সমানভাবে যুদ্ধ করিব। মিকদাদের এই ভাষণ শুনিয়া অন্যান্য সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই মর্মে বায়আত গ্রহণ করিতে শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মিকদাদ (রা) এই কথা হুদায়বিয়ায় বলিয়াছিলেন। তবে অন্যান্য রিওয়ায়াতে বদরের দিনের কথা উল্লেখ থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, বদরের দিনও তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-এর কথার অবাধ্যতা করিলে তিনি তাঁহার উম্মতের উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করেন ঃ رَبِّ اِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِىْ وَاَخِىْ – ‘হে রাব্বুল আলামীন! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত অপর কাহারো উপর আমার আধিপত্য নাই। অতএব فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ–‘আপনি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিন।’

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ অর্থাৎ আমাদের ও উহাদের ব্যাপারে বিচার অনুষ্ঠান করুন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইবনে আবূ তালহাও এই অর্থ বলিয়াছেন।

যাহহাক ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমাদের ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিন এবং আমাদের ও তাহাদের মাঝের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া ফেলুন।

কেহ বলেন ঃ আমাদিগকে এবং তাহাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলুন। যথা কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

يارب فافرق بينى وبينه – اشد ما فرقت بين اثنين

হে প্রভু! তাহার ও আমার ভিতর এমন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর যাহা দুইজনের বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কঠোর হইয়া থাকে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ

‘আল্লাহ বলিলেন, তবে ইহা চল্লিশ বৎসর তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ রহিল। তাহারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।’ অর্থাৎ মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলগণকে জিহাদের জন্য আহ্বান করিয়াছিল, তখন তাহারা তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করার ফলে তীহ ময়দানে তাহাদিগকে প্রায় বন্দী করিয়া রাখা হয় এবং চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অন্য কোথাও বাহির হওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে তাহারা উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতে থাকে। সীমানা পার হইয়া বাহির হওয়া তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ও অসাধ্য ছিল।

তবে সেখানে অস্বাভাবিক কতগুলি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষগুলি হইল, তীহ ময়দান জুড়িয়া কালো মেঘের ছায়া, মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, তাহাদের সওয়ারীতে করিয়া বহন করা নিজস্ব একটি পাথরখণ্ড হইতে পানি নিঃসৃত হওয়া ইত্যাদি। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দিয়া সেই পাথরের উপর আঘাত করামাত্র পানির বারটি ধারা প্রবাহিত হয়। বনী ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের জন্য বারটি ধারার সৃষ্টি হয়। মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর হাতে সেখানে বহু মু‘জিযা প্রকাশিত হয়। উক্ত তীহ ময়দানে তখন তাওরাত নাযিল হয় এবং তখন হইতে তাহাদের উপর শরী‘আতের বিধি-বিধান মানার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সময়টাকে কিবতীদের শাসনকাল বলা হয়।

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ....সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে– فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ তাহারা উহার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মত দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ঘুরিতেছিল। প্রত্যেক দিন প্রত্যুষে উঠিয়া তাহারা

অস্থিরচিত্তে পদচারণা করিত। অতঃপর তীহ ময়দান মেঘমালা দ্বারা ছায়াময় করিয়া দেওয়া হইল এবং তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইল মান্না ও সালওয়া। ইহা পরীক্ষামূলক বিভিন্ন বিষয়ের একাংশ মাত্র। ইহার পর হযরত হারূন (আ) ইন্তিকাল করেন। ইহার মাত্র তিন বৎসর পর হযরত মূসা (আ)-ও ইন্তিকাল করেন। হযরত মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পরে হযরত ইউশা ইব্ন নূনকে নবী হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এই সময়ের মধ্যে বনী ইসরাঈলের অনেক লোক মারা যায়।

কেহ বলেন ঃ হযরত ইউশা (আ) এবং কালিব ব্যতীত বনী ইস্রাঈলের আর কোন লোক বাঁচিয়া ছিল না।

কোন এক মুফাসসির বলেন قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ বলিয়া পূর্ণমাত্রায় থামিতে হইবে এবং اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -কে يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ-এর কারণে যবর দিয়া পড়িতে হইবে।

যাহা হউক, এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ইউশা ইব্ন নূন (আ) অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়া নতুন আর এক যুগে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে আনার ইচ্ছা করেন এবং একদিন উহা অবরোধ করেন। এক শুক্রবার আসরের সময় তাহাদের বিজয় অত্যাসন্ন হইয়া আসিল। একদিকে সূর্য অস্তের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে তাহারা বিজয়ের দোর গোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনকার দিনে শনিবার যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই ইউশা (আ) ভয় পাইতেছিলেন যে, সূর্যটা ডুবিয়া যায় কিনা। আর সূর্য ডুবিয়া যাওয়া মানে নতুন দিনের শুরু হওয়া। তখন ইউশা (আ) সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমিও আল্লাহর নির্দেশে পরিচালিত আর আমিও তাই। অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ! দিনের অবসান না ঘটাইয়া আরও কিছুক্ষণ দীর্ঘ কর। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে সূর্য স্থির হইয়া গেল। ফলে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিয়া নেন। তখন ইউশা ইব্ন নূন (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করিলেন, তুমি বনী ইসরাঈলকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন মাথা অবনত অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে এবং তাহারা যেন বলিতে থাকে حِطَّةٌ মানে 'আমাদের সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দাও।' কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিয়া নিতম্বের উপর বুক টান করিয়া প্রবেশ করিল এবং মুখে বলিতেছিল حَبَّةٌ فِى شَعْرَةٍ অর্থাৎ 'গমের বীজ চাই।' এই ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় অতিবাহিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহারা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিতেছিল। মূসা এবং হারূন (আ) তীহ ময়দানে ইনতিকাল করেন। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে অনেক লোক মারা যায়। চল্লিশ বৎসরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইউশা ইব্ন নূন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং মূসা (আ)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন। সেই দিনটি ছিল জুমু'আর দিন। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন সেই দিনের মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে করিতে একেবারে বিজয়ের মুহূর্তে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে। তিনি শনিবারের আগমন অত্যাসন্ন দেখিয়া শংকিত হইয়া পড়েন। তখন তিনি সূর্যকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমিও আল্লাহ্র নির্দেশে পরিচালিত আর আমিও আল্লাহ্র নির্দেশে পরিচালিত (তাই স্থির হইয়া থাক)। অতঃপর সূর্য স্থির হইয়া রহিল এবং শনিবার দিন প্রবেশের আগে তাহারা বায়তুল

মুকাদ্দাস বিজয় করে। তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসে এত পরিমাণ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইল যাহা তাহারা কোন দিন চোখে দেখে নাই। পরে উহা অগ্নিসিদ্ধ করার আয়োজন করা হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাইয়া দেওয়ার পর উহা স্পর্শ করিতেছিল না। তখন ইউশা (আ) বলেন, এই সম্পদ হইতে কোন না কোন কিছু চুরি গিয়াছে। ফলে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র হইতে বারজন ডাকিয়া তাহার হাতে বায়'আত করান হইল। কিন্তু একজনের হাত তাঁহার হাতের সঙ্গে লাগিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের গোত্রে এই মাল রহিয়াছে। অবশেষে মাল পাওয়া গেল। চুরি যাওয়া মালটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত একটি গরুর মাথা। যাহার চোখ দু'টি ছিল ইয়াকূত খচিত এবং দাঁতগুলি ছিল মুক্তার। যখন এই মালটি অন্য সকল মালের সঙ্গে রাখা হইল, তখন আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং সবকিছু গ্রাস করিল। ইহার সত্যতা সম্পর্কে সহীহ হাদীসের স্বীকৃতি রহিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً -এর عامل হইল فَانَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের সেই দলটি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে তীহ ময়দানে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে। উক্ত ময়দান হইতে তাহাদের বাহির হওয়ার কোন অবকাশ ছিল না। ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাহারা মূসা (আ)-এর সঙ্গে বাহির হইয়া আসে এবং মূসা (আ) তাহাদের সকলকে নিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করেন।

প্রাথমিক যুগের ইয়াহূদী আলিমদের মতৈক্যই হইল এই কথার দলীল। কেননা উজ ইব্‌ন উনুককে হযরত মূসা (আ)-ই হত্যা করিয়াছিলেন। যদি বনী ইসরাঈলদের তীহ প্রান্তরে বন্দী হওয়ার পূর্বে তাহাকে হত্যা করা হইত, তাহা হইলে বনী ইসরাঈলের আমালিকাদের বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর নির্দেশে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার কোন কারণই থাকিত না। ইহা দ্বারা প্রামণিত হয় যে, ইহা তীহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

ইয়াহূদী আলিমগণ এই ব্যাপারেও একমত যে, বালআম ইব্‌ন বাউর আমালিকাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল এবং সে মূসা (আ)-এর অমঙ্গল কামনা করিয়াছিল। এইসব ঘটনা তীহ হইতে মুক্তিপ্রাপ্তির পরবর্তী সময়ের। কেননা ইহার পূর্বে তো আমালিকাদের মূসা (আ)-এর ব্যাপারে কোন আশঙ্কা ছিল না। বায়তুল মুকাদ্দাস যে মূসা (আ)-ই জয় করেন ইহা হইল ইব্‌ন জারীরের সপক্ষের দলীল।

আবূ কুবাইর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মূসা (আ)-এর লাঠিটি দশহাত লম্বা ছিল এবং মূসা (আ)-ও দশ হাত লম্বা ছিলেন। তিনি ভূমি হইতে দশ হাত লাফাইয়া উঠিয়া উজকে আঘাত করিয়াছিলেন যাহা উজের পায়ের গিরায় লাগিয়াছিল। সেই আঘাতে সে মারা গিয়াছিল। এই উজের কংকাল দ্বারা নীল দরিয়ার উপর পুল নির্মাণ করা হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশশার (র)......নওফা বাক্কালী হইতে বর্ণনা করেন যে, নওফ বাক্কালী বলেন ঃ উজের সিংহাসনটি আটাশ হাত উঁচু ছিল। অথচ মূসা (আ) দশ হাত লম্বা ছিলেন এবং তাঁহার লাঠিটিও লম্বা ছিল দশ হাত। তিনি লাফাইয়া দশহাত উপরে উঠিয়া উজকে তাহার হাঁটুতে আঘাত করিয়াছিলেন। এই আঘাতেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার কংকাল দিয়া সাঁকো তৈরি করা হইয়াছিল। উহার উপর দিয়া লোকজন পারাপার হইত।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ অর্থাৎ 'সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

ইহাতে মূসা (আ)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলা হইয়াছে যে, তুমি সত্যত্যাগীদের জন্য আফসোস করিও না। কেননা তাহারা ইহারই উপযুক্ত।

এই ঘটনা দ্বারা ইয়াহূদীদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে তাহাদের বিরোধিতা ও অসদাচরণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা রাসূলের আনুগত্য মানিয়া জিহাদ করিতে অস্বীকার করিতেছিল। যে সম্মানিত রাসূলের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, সেই রাসূলের উপস্থিতিতেই তাঁহার অঙ্গীকার ও আদেশের কোনই গুরুত্ব দিতেছিল না। অথচ তাহারা তাহাদের রাসূলকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার ওয়াদা করিয়াছিল। উপরন্তু তাহারা তাঁহার মু'জিযা দেখিয়াছ এবং ফিরাউনের ধ্বংসলীলাও প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে যে, আল্লাহ ফিরাউনের ন্যায় প্রতাপশালী ও শক্তিধর বাদশাহকে তাহার সেনা-সামন্তসহ ডুবাইয়া মারিয়াছেন। অথচ তাহারা তো ফিরাউনের সৈন্য সংখ্যার দশভাগের একভাগও ছিল না। তথাপি তাহারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয় নাই এবং মিসরের দিকে ধাবিত হয় নাই। ফলে তাহারা সকলে আল্লাহ্র ক্রোধে নিপতিত হইল। তাহাদের ঈমানী দুর্বলতা মানব সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া গেল। ক্রমান্বয়ে তাহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা বৃদ্ধি পাইল। তাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র মনে করিলেও প্রকৃত অবস্থা ছিল ইহার বিপরীত। আল্লাহর করুণার দৃষ্টি হইতে তাহারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া গেল। তাহাদিগকে বানরে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহারা চিরস্থায়ী অভিশাপে পতিত হইয়া পরকালের স্থায়ী শাস্তির শিকারে পরিণত হইল। পরিশেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলাই হইল সকল কল্যাণের চাবিকাঠি।

(٢٧) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝
(٢٨) لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ
اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
(٢٩) اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا
الظّٰلِمِيْنَ ۝ۚ
(٣٠) فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝
(٣١) فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ ؕ قَالَ
يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ
النّٰدِمِيْنَ ۝ۛ

২৭. "আর তাহাদিগকে আদমের দুই পুত্রের সত্য ঘটনাটি শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিল, একজনের কুরবানী কবূল হইল ও অপরটি কবূল হইল না। দ্বিতীয় পুত্র বলিল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করিব। প্রথম পুত্র বলিল, আল্লাহ্ শুধু মুত্তাকীরটি (কুরবানী) কবূল করেন।"

২৮. "তুমি যদি আমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াইব না, আমি কুল মাখলুকাতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"

২৯. "নিশ্চয়ই আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার উভয়ের পাপের বোঝা সামাল দাও। তারপর জাহান্নামের সহচর হও। ইহাই যালিমদের প্রতিফল।"

৩০. "অতঃপর তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রাতৃহত্যার জন্য উদ্বুদ্ধ করিল। তাই সে তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।"

৩১. "তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠাইলেন মাটি খুঁড়িয়া ভ্রাতৃলাশকে সমাহিত করার পদ্ধতি দেখাইবার জন্য; সে বলিল, হায়! আমি ভ্রাতৃলাশের সৎকারের ক্ষেত্রে কাকের চাইতেও অধম হইলাম! এইভাবে সে অনুতাপ করিতে লাগিল।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা হিংসা-বিদ্বেষ, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের মন্দ পরিণামের বিবরণ দিতে গিয়া কিভাবে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাহা বর্ণনা করেন। জমহূর উলামা বলেন, তাহাদের দুই সহোদর ভ্রাতার নাম ছিল হাবীল ও কাবীল। তাহাদের একভাই আল্লাহ্‌র বিশেষ নি'আমতপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে অন্যভাই বিদ্বেষবশত তাহাকে নৃসংশভাবে হত্যা করে। তাহার এই নিহত হওয়ার মধ্যে কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। ফলে নিহত ভাই নিজেকে বেহেশতের স্থায়ী বাসিন্দা বানাইয়া নেয়। পক্ষান্তরে অপর ভাই অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করিয়া বিনা অপরাধে তাহাকে হত্যা করার কারণে তাহার উভয় জগতের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে সে স্থায়ী ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই কথাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ

অর্থাৎ 'হাবীল ও কাবীল ভ্রাতৃদ্বয়ের একের প্রতি অপরের হিংস্র পশুর মত হিংসা ও জীঘাংসা চরিতার্থের কথা তুমি (নবী) তাহাদিগকে যথাযথভাবে শোনাও।'

بِالْحَقِّ -এর অর্থ হইল, এই ঘটনার মধ্যে কোন মিথ্যা সংশয় ও অতিরঞ্জনের লেশমাত্র নাই। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ 'নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই সত্য কাহিনী।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ 'আমি তোমাকে বর্ণনা করিতেছি তাহাদের সত্য খবর।'

অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ 'এই হইল ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম সম্পর্কিত সত্য বাণী।'

উল্লেখ্য যে, হাবীল ও কাবীল সম্পর্কীয় ঘটনাটি পূর্ব ও পরের বহু ইয়াহূদী আলিম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ঘটনাটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

স্মরণীয় যে, আদম (আ)-এর শরী'আতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে সহোদর ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। আদম (আ)-এর স্ত্রীর গর্ভে প্রত্যেকবার একটি পুত্র এবং একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। এক গর্ভের মেয়ের সঙ্গে অন্য গর্ভের ছেলের বিবাহ হইত। হাবীলের যমজ বোন ছিল অসুন্দরী এবং কাবীলের যমজ বোন ছিল সুন্দরী। তাই কাবীল ইচ্ছা করিয়াছিল, সে তাহার যমজ সুন্দরী বোনকে বিবাহ করিবে। কিন্তু আদম (আ) ইহা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে কুরবানী কর। যাহার কুরবানী কবূল হইবে, তাহার সঙ্গে সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হইবে । হাবীলের কুরবানী কবূল হইল ও কাবীলের কুরবানী কবূল হইল না। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কুরআনে বর্ণিত রহিয়াছে।

মুফাস্সিরদের প্রাসঙ্গিক মতামত

ইব্‌ন আব্বাস, ইবন মাসউদ, মুররা, আনাস ও জনৈক সাহাবী (রা) হইতে আবূ মালিক ও আবূ সালিহের সনদে সুদ্দী বর্ণনা করেন ঃ জনৈক সাহাবী হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, হযরত আদম (আ)-এর প্রত্যেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্ম নিত। তিনি এক গর্ভের ছেলের সঙ্গে অন্য গর্ভের মেয়ের বিবাহ দিতেন। এইভাবে দুই গর্ভে দুইটি পুত্র সন্তান হয়। একজনের নাম হাবীল ও অন্যজনের নাম কাবীল। কাবীল কৃষিকাজ করিত এবং হাবীল পশুপালন করিত। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিল কাবীল। কাবীলের যমজ বোনটি ছিল হাবীলের যমজ বোনটির চেয়ে সুন্দরী। বিধিমত হাবীল কাবীলের যমজ বোনের পাণিপ্রার্থী হইল। কিন্তু কাবীল বাধা দিল। সে বলিল, এইটি আমার বোন। আমার যমজ বোন তোমার যমজ বোনের চেয়ে অনেক সুন্দরী। অতএব আমিই তাহার পাণিপ্রার্থী হওয়ার অধিকারী। কিন্তু তাহার পিতা কাবীলের ইচ্ছায় বাধা দিয়া বলিলেন যে, তোমরা উভয়ে কুরবানী কর। যাহার কুরবানী কবূল হইবে, সে সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে। ইহা বলিয়া আদম (আ) তাহাদের অগোচরে মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া যান এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁহার অবর্তমানে উহারা কি করে, তাহা দেখিবেন।

মূলত আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ ভূপৃষ্ঠে আমার যে ঘরটি রহিয়াছে তাহা কি তুমি চিন ? তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহা মক্কায়; তুমি সেখানে চলিয়া যাও। সেই সময় আদম (আ) আকাশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমি আমার বিবাদমান দুই সন্তানকে আমানত হিসাবে সংরক্ষণ কর। আকাশ অস্বীকার করিল। পৃথিবীকে বলিলে পৃথিবীও অস্বীকৃতি জানাইল। পাহাড়কে বলিলে পাহাড়ও অস্বীকৃতি জানাইল। অতঃপর কাবীলকে বলা হইলে সে সম্মত হইল এবং পিতাকে বলিল, আমি আমানত রক্ষা করিব। আপনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবেন।

আদম (আ) চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা উভয়ে কুরবানীর জন্য প্রস্তুতি নিল। তখনও কাবীল গর্ব করিয়া বলিত, আমিই এই বোন বিবাহ করার হকদার। কেননা সে আমার যমজ বোন। দ্বিতীয়ত, আমি হাবীলের চেয়ে বড় এবং পিতা আমাকেই ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর হাবীল মোটাতাজা একটি গরু কুরবানী করিল এবং কাবীল তাহার শষ্যক্ষেত্রের একাংশ উৎসর্গ করিল। আসমান হইতে অগ্নি অবতরণ করিয়া হাবীলের কুরবানী গ্রাস করিয়া নিল এবং কাবীলের কুরবানী অগ্রাহ্য হইল। ইহাতে কাবীল রাগান্বিত হইয়া হাবীলকে হত্যার

হুমকি দিল। তখন হাবীল বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। ইবনে জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর এক পুত্র তাহার সদোহরা যমজ বোন বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করা হয় এবং তাহাকে তাহার পরবর্তী গর্ভের বোনকে বিবাহ করার আদেশ করা হয়। আদম (আ)-এর একেকবার একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করিত। অবশ্য যাহাকে তাহার যমজ বোনকে বিবাহ করিতে নিষেধ করা হয়, তাহার যমজ বোনটি ছিল সুন্দরী এবং যে বোনটি বিবাহ করিতে বলা হয়, সেটি ছিল অসুন্দরী। তাই সুন্দরী বোনের যমজ ভাই বলে যে, আমি আমার যমজ বোনকে বিবাহ করিব। আমি তাহার পাণিগ্রহণের অধিকতর দাবিদার। আমিই তাহাকে বিবাহ করিব। অতঃপর তাহাদের মধ্যকার বিবাদের অবসানকল্পে উভয়কে কুরবানী করিতে আদেশ করা হয়। কিন্তু যে ভেড়া কুরবানী করে, তাহার কুরবানী কবূল হইল এবং যে কৃষিজাত দ্রব্য উৎসর্গ করে, তাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই। ফলে যাহার উৎসর্গ কবূল হয় নাই, সে অন্য ভাইকে হত্যা করে। এই হাদীসটির সনদ খুব চমৎকার।

আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল।' অর্থাৎ যে পশুপালন করিত, সে একটি মোটাতাজা ভেড়া কুরবানী করে এবং যে কৃষিকাজ করিত সে মন্দ ধরনের কতগুলি কৃষিদ্রব্য উৎসর্গ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা ভেড়া কুরবানী কবূল করেন। সেই ভেড়াটি তখন হইতে বেহেশ্তে প্রতিপালিত থাকে। ইব্রাহীম (আ) যখন কুরবানী করিয়াছিলেন, তখন বেহেশ্ত হইতে তাঁহাকে সেই ভেড়াটি আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা সূত্রও অতি উত্তম।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রের এক পুত্রের কুরবানী কবূল হয় এবং অন্য পুত্রেরটি কবূল হয় না। তাহাদের একজন কৃষিকাজ করিত এবং দ্বিতীয়জন পশুপালন করিত। তাহাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইল। পশুপালক একটি মোটাতাজা উত্তম পশু কুরবানী করিল এবং কৃষক নিকৃষ্ট ধরনের কিছু ফসল উৎসর্গ করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পশুপালকের উৎসর্গীকৃত পশু কবূল করেন এবং শষ্য উৎসর্গকারীর উৎসর্গ আল্লাহ উপেক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এই ঘটনাই বলিয়াছেন। অবশ্য যে নিহত হইয়াছিল, সে হত্যাকারী অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল। এতদসত্ত্বেও সে আল্লাহ্র ভয়ে স্বীয় ভ্রাতা কাবীলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিল এবং ভাইয়ের উপর হস্ত উত্তোলন করা হইতে বিরত ছিল।

ইসমাঈল ইব্ন রাফি মাদানী বলেন ঃ আদম (আ)-এর দুই পুত্রকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হয়। তাহাদের একজন পশুপালন করিত। সে তাহার পশুর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও হৃষ্টপুষ্ট পসন্দনীয় পশুটি কুরবানী করে এবং তাহার কুরবানী আল্লাহ তা'আলা কবূল করেন। উক্ত কুরবানীকৃত পশুটি জান্নাতে তুলিয়া রাখা হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আ) যখন কুরবানী করেন, তখন সেই পশুটি আনিয়া দেওয়া হয়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়ন বলেন ঃ আদম (আ) হাবীল এবং কাবীলকে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উভয়কে কুরবানী করার জন্য আদেশ করিয়াছেন। তোমাদের যাহার কুরবানী কবূল হইবে, সে উহার পাণিগ্রহণের অধিকার লাভ করিবে। হাবীল বকরী পালন করিত। সে তাহার বকরী হইতে সবচেয়ে উত্তম বকরীটি কুরবানীর জন্য মনোনীত করে। কাবীল কৃষিকাজ করিত। সে তাহার শষ্য হইতে নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শষ্য অত্যন্ত মনোকষ্টের সঙ্গে উৎসর্গ করার জন্য নির্বাচন করে। তাহাদের উভয়ের কুরবানীর বস্তু নিয়া আদম (আ) তাহাদের সহ পাহাড়ের উপর উঠেন এবং সেখানে উহা রাখিয়া বসিয়া থাকেন। তাহারা উভয়ে কুরবানী কবূল হওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আল্লাহপাক আগুন প্রেরণ করেন এবং সেই আগুন আসিয়া হাবীলের কুরবানীর বস্তুর উপর ভর করে এবং উহা আকাশে তুলিয়া নিয়া যায়। অথচ কাবীলের কুরবানীর বস্তু উপেক্ষিত হইয়া তথায় পড়িয়া থাকে। ইহা দেখিয়া আদম (আ) কাবীলকে বলিলেন, তোমার কুরবানীর বস্তু উপেক্ষিত হইয়াছে, তোমার অমঙ্গল হউক। কাবীল তখন বলিল, আপনি হাবীলকে ভালবাসেন বিধায় আপনি তাহার জন্য দু'আ করিয়াছেন। তাই তাহার কুরবানী গৃহীত হইয়াছে এবং আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে। তখন কাবীল হাবীলকে ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, আমি তোকে হত্যা করিব। তোর জন্য আব্বা দু'আ করিয়াছেন, তাই তোর কুরবানী কবূল হইয়াছে আর আমার কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছে।

কাবীল সেই হইতে হাবীলকে হত্যা করার সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। একদা হাবীলের পশুপালনশেষে ঘরে ফিরিতে বিলম্ব হইল। তখন আদম (আ) কাবীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে কাবীল! তোমার ভাই কোথায়? কাবীল বলিল, সে তো বকরী চরাইতে গিয়াছিল। এখন আমি কি বলিব ? আদম (আ) বলিলেন, তোমরা অমঙ্গল হউক। যাও, এখনই তাহাকে খোঁজ করিয়া নিয়া আস। তখন কাবীল মনে মনে বুদ্ধি আঁটিল যে, এই সুযোগে তাহাকে হত্যা করিব। তাই সে সঙ্গে করিয়া ধারালো একটি চাকু নিল। পথে উভয়ের সাক্ষাত হয়। হাবীলকে দেখিয়াই কাবীল তাহাকে বলিল, তোমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল আর আমরা কুরবানী উপেক্ষিত হইয়াছিল। তাই তোমাকে আমি হত্যা করিব। উত্তরে হাবীল বলিল, আমি উত্তম বস্তু কুরবানী করিয়াছিলাম বলিয়া আমার কুরবানী কবূল হইয়াছিল। অথচ তুমি নিকৃষ্ট বস্তু কুরবানীর জন্য নিয়াছিলে। আল্লাহ পবিত্র ও উত্তম কুরবানী ব্যতীত কবূল করেন না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। হাবীল ইহা বলাতে কাবীল অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তাহার ধারালো চাকুটি বাহির করিয়া হাবীলের শরীরে বসাইয়া দিল। তখন হাবীল কাবীলকে বলিল, হে কাবীল! তোমার অমঙ্গল হউক, তুমি তোমার এই জঘন্য হত্যার জন্য আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে ? তথাপি নিষ্ঠুর কাবীল তাহাকে হত্যা করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া উপর দিয়া ধূলা-মাটি রাখিয়া দিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......আহলে কিতাবদের কোন এক আলিম হইতে বর্ণনা করেন ঃ আদম (আ) তাঁহার পুত্র কাবীলকে হাবীলের যমজ বোন এবং হাবীলকে কাবীলের যমজ বোন বিবাহ করার আদেশ করিয়াছিলেন। হাবীল তাহার আদেশ মানিয়া নিল। কিন্তু কাবীল আদম

(আ)-এর আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল। অবশ্য হাবীলের যমজ বোনের চেয়ে কাবীলের যমজ বোন সুশ্রী ছিল। তাই কাবীল তাহার যমজ বোনের প্রতি ছিল খুবই দুর্বল। এই আদেশ অমান্য করার পক্ষে সে যুক্তি উত্থাপন করিল যে, আমরা দুই যমজ ভাইবোন জান্নাতে জন্মলাভ করিয়াছি। অতএব আমিই আমার যমজ বোনের পাণি গ্রহণের উপযুক্ত দাবিদার।

কোন কোন ইয়াহূদী আলিম ইহাও বলিয়াছেন যে, কাবীলের যমজ বোন অতি সুশ্রী ছিল। বিধানমত কাবীলের অন্য ভাইয়ের জন্য তাহাকে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু কাবীল তাহার রূপের কারণে তাহাকে নিজের জন্য কামনা করিয়াছিল। আল্লাহই ভালো জানেন্।

যাহা হউক, তাহার পিতা তাহাকে বলিয়াছিল, হে বৎস! সে তোমার জন্য বৈধ নয়। কিন্তু কাবীল তাহার পিতার কথা উপেক্ষা করিল। অতঃপর তাহার পিতা তাহাদের উভয়কে বলিল, তোমরা কুরবানী কর। যাহার কুরবানী গৃহীত হইবে, সেই উক্ত বোনকে বিবাহ করিবে। কাবীল কৃষিকাজ করিত এবং হাবীল পশুপালন করিত। কাবীল গম উৎসর্গ করিল এবং হাবীল তাহার পশুপাল হইতে উত্তম হৃষ্টপুষ্ট একটি গরু কুরবানী করিল। কেহ বলেন, হাবিল একটি গাভী কুরবানী করিয়াছিল। অতঃপর আসমান হইতে উজ্জ্বল অগ্নি আসিয়া হাবীলের কুরবানী গ্রাস করিয়া নেয় এবং কাবীলের কুরবানীর বস্তু সেইভাবেই থাকিয়া যায়। পূর্ব যুগে কুরবানী কবূল হওয়া না হওয়ার এইটাই ছিল আলামত। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহাদের সম্পর্কে আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তখনকার দিনে কোন গরীব-মিসকীন না থাকার কারণে কুরবানীর বস্তু ফেলিয়া রাখা হইত এবং যাহার কুরবানী গৃহীত হইত, তাহার কুরবানী আসমান হইতে আগুন আসিয়া গ্রাস করিয়া নিত। আদম (আ)-এর পুত্রদ্বয়ের ব্যাপারেও ইহা হইয়াছিল। তাঁহার এক পুত্র পশুপালন করিত এবং অন্য পুত্র কৃষিকাজ করিত। যে পশুপালন করিত, সে হৃষ্টপুষ্ট একটি বকরী কুরবানী করে এবং অন্য ভাই নিকৃষ্ট ধরনের কিছু শষ্য কুরবানী দেয়। ফলে আসমান হইতে আগুন আসিয়া তাহাদের কুরবানীর বস্তুর মাঝখানে অবতরণ করে এবং বকরীটি খাইয়া ফেলে ও শষ্যগুলি রাখিয়া যায়। তখন আদম (আ)-এর এক পুত্র অন্য পুত্রকে অর্থাৎ যাহার কুরবানী কবূল হইয়াছে তাহাকে বলিল, তুমি লোকজনের কাছে যাইবে এবং তাহাদিগকে তোমার কুরবানী কবূল হওয়ার কথা বলিবে। এমন কি এই কথাও বলিবে যে, আমার চেয়ে তুমি উত্তম এবং আল্লাহ্র প্রিয় ব্যক্তি। তাই তোমাকে আমি হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন অন্য ভাই তাহাকে বলিল, আমার কি অপরাধ ? আল্লাহ তো মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করিয়া থাকেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করিয়াছিল একমাত্র হাবীলের কুরবানী কবূল হওয়ার কারণে, মহিলাঘটিত কোন ব্যাপারে নয়। পূর্বেও এই কথার সমর্থনে রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। কুরআন দ্বারাও এই কথাই বুঝা যায়। যেমন ঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ 'যখন তাহার উভয় কুরবানী করিয়াছিল, তখন তাহাদের একজনের কুরবানী কবূল হইল এবং অন্যজনের কবূল হইল না। তাহাদের একজন বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিবই। অপরজন বলিল, আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।'

ইহার বাহ্যিক অর্থ দ্বারাও এই কথা বুঝায় যে, সে তাহার ভাইয়ের কুরবানী সফল হওয়ার কারণে রাগ ও হিংসাবশত তাহাকে হত্যা করিয়াছে, অন্য কোন কারণে নয়।

জমহূর আলিমদের মধ্যে এই কথা প্রসিদ্ধ যে, হাবীল একটি বকরী কুরবানী করিয়াছিল এবং কাবীল খাদ্যশষ্য কুরবানী করিয়াছিল। হাবীলের কুরবানীর বকরী কবূল হইয়াছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ হাবীলের কুরবানীর বস্তু ছিল ভেড়া যাহা পরবর্তীতে ইব্রাহীম (আ) কুরবানী করিয়াছিলেন। তবে এই উভয় অভিমতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোট কথা কাবীলের কুরবানী কবূল হয় নাই। মুজাহিদসহ বিভিন্ন ইয়াহূদী বা কিতাবী আলিমদের মতামত দ্বারা উহা প্রমাণিত। অথচ ইব্ন জারীর মুজাহিদ হইতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাবীলের কুরবানী কবূল হইয়াছিল। ইহা প্রসিদ্ধ বা জমহূরের মতের বিপরীত। আমাদের মনে হয়, বর্ণনাকারী মুজাহিদের কথা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ এর মর্মার্থ হইল কার্যত আল্লাহকে ভয় করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন মালিক আল-মুক্রী ওরফে তামীম হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মালিক আল-মুকরী ওরফে তামীম বলেন, আমি আবূ দারদা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ ইয়াকীনের অবস্থায় আমার এক রাকা'আত নামায কবূল হওয়া আমার জন্য পৃথিবী ও উহার মধ্যবর্তী সকল সম্পদের চেয়ে বহু প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ 'আল্লাহ মুত্তাকীদের কার্য কবূল করেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মাইমূন ইব্ন আবূ হামযা হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্ন আবূ হামযা (র) বলেন ঃ একদা আমি আবূ ওয়ায়লের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় আমাদের নিকট মু'আযের শাগরিদগণের মধ্য হইতে আবূ আকীক নামক এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে শাকীক ইব্ন সালমা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ আকীক। আপনি মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীস আমাদিগকে বলুন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ লোকজন কিয়ামতের মাঠে একত্রে জমায়েত হইবে। তখন তাহাদিগকে কেহ ডাকিয়া বলিবেন, আল্লাহভীরুরা কোথায়? তখন আল্লাহভীরুরা আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়াইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হইতে কোন পর্দা করিবেন না। ইহা শুনিয়া আবূ আকীক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুত্তাকী কাহারা ? তিনি বলিলেন, যাহারা শিরক ও প্রতিমা পূজা হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করে। অতঃপর আল্লাহ্র ডানার নীচে দাঁড়ানো মুত্তাকীগণ বেহেশতের দিকে যাত্রা করিবে।

আল্লাহ তা'আলা অতঃপর বলেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহার সেই নেককার ভাই, তাকওয়ার জন্য যাহার কুরবানী আল্লাহ্ কবূল করিয়াছিলেন, তাহাকে যখন তাহার ভাই বিনা অপরাধে হত্যার হুমকি দিল, তখন বলিল, আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত বাড়াইলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াইব না। তোমার নিকৃষ্টতম বস্তুর কুরবানীর মত আমার কুরবানীও যদি গৃহীত না হইত, তবে তুমি ও আমি উভয়েই পাপিষ্ঠের দলে অন্তর্ভুক্ত হইতাম। অথচ আমি তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।

اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা আমাকে করিতে পার। কিন্তু আমি সংযম ও ধৈর্য ধারণ করিব। কারণ 'আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ কাবীল অপেক্ষা হাবীল অধিক শক্তিশালী ছিলেন। তবুও বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক কাবীলকে এই কথা বলেন।

কেননা সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি দুইজন মুসলমান একে অপরকে হত্যা করার জন্য তরবারি নিয়া উদ্যত হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামী হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। হত্যাকারী না হয় অপরাধী, নিহত ব্যক্তির কি দোষ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ নিহত ব্যক্তিরও তাহার হত্যাকারীকে হত্যা করার ইচ্ছা ছিল।

ইমাম আহমদ (র)......বিশর ইব্‌ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করেন যে, বিশর ইব্‌ন সাঈদ বলেন ঃ বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর বাসভবন অবরোধ করিয়াছিল, তখন সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াককাস (রা) বলিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অচিরেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইবে। তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তম হইবে, চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম হইবে এবং দৌড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা চলমান ব্যক্তি উত্তম হইবে। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, যদি কোন ব্যক্তি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়, তখন আমি কি করিব ? তিনি বলিলেন, তখন তুমি আদম (আ)-এর পুত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হাদীসটিকে উত্তম বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অধিকন্তু আবূ হুরায়রা, খাব্বাব ইব্‌ন আরাত, আবূ বকর, ইব্‌ন মাসউদ, আবূ ওয়াকিদ, আবূ মূসা ও খুরশাহ (রা) প্রমুখ হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কেহ ইহা লাইস ইব্‌ন সা'দের সনদেও রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইল হুসায়ন আল-আশাজাঈ।

আবূ দাউদ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উপরোল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি আমি কাহাকেও আমার ঘরে ঢুকিয়া আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত দেখি, তখন কি করিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলিলেন ঃ তখন তুমি আদম (আ)-এর পুত্রের ভূমিকা অবলম্বন করিবে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لاَقْتُلَكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না, আমি তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্কে ভয় করি।'

আইউব সাখতিয়ানী (রা) বলেন ঃ সর্বপ্রথম এই আয়াতটির উপর যিনি আমল করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হযরত উসমান (রা)। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) গাধার উপর সওয়ার হইয়া কোথাও চলিলেন এবং আমি তাঁহার পিছনে বসিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি মানুষের এমন দারিদ্র্য ও অভাব দেখ যে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা বাড়ির বিছানা হইতে উঠিয়া মসজিদেও না আসিতে পারে, তখন তুমি কি করিবে ? আবূ যর (রা) বলিলেন, ইহার সমাধান সম্বন্ধে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন যে কোন ধরনের পাপ হইতে সজাগ ও সংযত থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি দেখ, মহামারীর প্রকোপে ঘরে ঘরে কবরের চিহ্ন, তখন তুমি কি করিবে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তখন সবর করিবে। ইহার পর আবার তিনি বলিলেন, হে আবূ যর! তুমি যদি দেখ, মানুষের মধ্যে পরস্পরে হানাহানি ও খুনাখুনি শুরু হইয়া যায়, এমনকি মরুভূমির পাথরগুলিও যদি রক্তাক্ত হয়, তখন তুমি কি করিবে ? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ (রা) উত্তরে বলিলেন, তখন তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া থাকিবে। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি যদি উহাতে অংশগ্রহণ না করি, তবুও কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার সমমনাদের কাছে চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের নিকট অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, আমি যদি অস্ত্র ধারণ করি তবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে তুমি যাহাদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। তখন যদি কাহারো তরবারির ঝলক তোমাকে শংকিত করে, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার মুখের উপর কাপড় ঢাকিয়া দিবে। যাহাতে সে তোমার ও তাহার পাপগুলি একাই নিয়া যায়।

আবদুল্লাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে আবূ ইমরানের সূত্রে আহলে সুনান এবং মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাঊদ (র)......আবূ যর (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......রিবঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, রিবঈ বলেন ঃ আমরা হুযায়ফার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আমি এই হুযায়ফার নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস বলার সময় বলিয়াছেন ঃ তোমরা যদি পরস্পরে হানাহানি কর, তবে আমি আমার সবচেয়ে দূরের বাড়িতে চলিয়া যাইব। যদি সেখানেও যাইয়া আমাকে কেহ হত্যা করিতে উদ্যত হয়, তবে আমি

তাহাকে বলিব, তুমি তোমার এবং আমার পাপরাশি নিজের কাঁধে তুলিয়া নাও। আমি আদম (আ)-এর দুই পুত্রের মধ্যে যিনি উত্তম, তাহার মত হইয়া যাইব।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزَؤُا الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্নিবাসী হও, ইহাই আমি চাহি এবং ইহাই যালিমদের কর্মফল।'

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ بِاِثْمِىْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ আমাকে হত্যা করার পাপ এবং ইহার পূর্বেকৃত সকল পাপ তুমি বহন কর এবং ইহাই আমি কামনা করি। ইব্ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

'আমার পাপ এবং আমাকে হত্যা করার সমুদয় পাপ নিয়া তুমি কিয়ামতের দিন উপস্থিত হও।'–মুহাজিদ (র) হইতে উহার এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

তবে মুজাহিদের এই অর্থের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা ইহার বিপরীতে মুজাহিদ (র) হইতে একাধারে মানসূর ও সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ بِاِثْمِىْ অর্থ তাহাকে হত্যা করার পাপ এবং اِثْمِكَ অর্থ হত্যার পূর্বেকার নিজের সকল পাপ। ঈসা ইব্ন আবূ নাজীহও মুজাহিদ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে একাধারে ইব্ন নাজীহ ও শিবল-এর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ অর্থ 'আমি কামনা করি আমার পূর্বের সমুদয় পাপ এবং আমাকে হত্যা করার কঠিন পাপের বোঝা তুমি বহন কর।'

অনেকেই উক্ত অর্থের সমর্থনে এই হাদীসটি উত্থাপন করিয়াছেন যে, 'হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ নিজের কাঁধে বহন করে।' তবে এই হাদীসটির কোন ভিত্তি নাই। যদিও হাফিয আবূ বকর বায্যারের সূত্রে প্রায় এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

আমর ইব্ন আলী (র)......হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নিরপরাধী নিহত ব্যক্তির সকল পাপ হত্যার সাথে সাথে মিটিয়া যায়।

এই হাদীসটির অর্থ এবং উপরের হাদীসের অর্থ এক নয়; আর হাদীসটি ততটা বিশুদ্ধও নয়। অবশ্য যদি বিশুদ্ধ হয় তবে ইহার অর্থ দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ তা'আলা নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাজনিত কষ্টের কারণে ক্ষমা করিয়া দেন।

ইহার অর্থ এই হইতে পারে না যে, নিহত ব্যক্তির সমস্ত পাপ হত্যাকারীর মাথায় চাপিবে। মাত্র কয়েক ব্যক্তি ছাড়া এই কথা আর কেহ বলেন নাই।

তবে কথা থাকে যে, কিয়ামতের দিন কতক নিহত ব্যক্তি তাহাদের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া হত্যার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে পুণ্য আদায় করিবে। যদি হত্যাকারীর পুণ্য নিহত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচারের পরিমাণ হইতে কম হয়, তবে নিহত ব্যক্তি তাহার পাপ হত্যাকারীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির পাপ হইতে

হত্যাকারীর কাঁধে কিছু কিছু যাইবে। কেননা অত্যাচারের বদলা নেওয়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাদীসে ইহাও আসিয়াছে যে, 'অত্যাচার করা পাপ। তাহার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হইল হত্যা করা।' আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার সঠিক অর্থ হইল, আমি কামনা করি তুমি তোমার নিজের পাপ এবং আমাকে হত্যা করার পাপ বহন কর। অর্থাৎ তোমার অন্যান্য পাপের সঙ্গে এই পাপটি যুক্ত হউক। কখনো ইহার অর্থ এই নয় যে, আমার সমুদয় পাপ তোমার ঘাড়ে চাপিয়া বসুক। কেননা আল্লাহ পাক আমাদিগকে বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নিজ নিজ আমলের প্রতিফল দান করা হইবে।' তাই কখনো এই কথা বলা যায় না যে, নিহত ব্যক্তির সারা জীবনের সকল পাপ হত্যাকারীর কাঁধে চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

এখন কথা হইল যে, হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা কেন বলিয়াছিলেন।

হাবীল তাহার ভাইকে এই কথা বলিয়া উপদেশ দেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন যে, সে যেন এই মহাপাপ হইতে বিরত থাকে। নতুবা সে পাপী হইয়া জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। কারণ সে তো তাহার মুকাবিলা করিতেছে না। সুতরাং সকল পাপ তাহারই কাঁধে চাপিবে।

সেই কথাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْءَاْ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ অর্থাৎ 'তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর।'

فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং ইহা হইল যালিমদের কর্মফল।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা তাহাকে দোযখের ভীতি প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু ইহাতে সে ভয় পায় নাই এবং হত্যা করা হইতে নিরস্ত হয় নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَطَوَّعَتْ نَفْسَهُ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَه فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'অতঃপর তাহার মন ভ্রাতৃহত্যায় তাহাকে উত্তেজিত করিল এবং সে তাহাকে হত্যা করিল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।'

অর্থাৎ তাহার চিত্ত ইহাকে উত্তম মনে করিয়াছে এবং উন্মত্ত বাহাদুরী তাহাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ সে তাহাকে চাকুর আঘাতে হত্যা করিয়াছিল।

জনৈক সাহাবী হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন মুররা এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ সালিহ ও আবূ মালিক প্রমুখের সূত্রে সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাবীল তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। একদিন হাবীল পাহাড়ের উপর পশু চরাইতে চরাইতে ঘুমাইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে কাবীল আসিয়া তাহাকে ঘুমন্ত দেখিয়া একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় নিক্ষেপ করে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থানে মারা যান। তাহাকে ঐভাবে মৃত রাখিয়া কাবীল সেখানে হইতে পালাইয়া যায়। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন ইয়াহূদী আলিম বলিয়াছেন ঃ তাহাকে পশুর মত গলা কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছিল অথবা তাহার গলা কাটিয়া শরীর হইতে আলাদা করিয়া ফেলা হইয়াছিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন সে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে তাহার গলা মোচড়াইতেছিল। ইতিমধ্যে ইবলিস আসিয়া একটি পশু ধরিয়া আনিয়া একটি পাথরের উপর উহার মাথা রাখিয়া অপর একটি পাথর দিয়া আঘাত করিয়া পশুটিকে মারিয়া ফেলে। আদম (আ)-এর পুত্র এই কর্ম দেখিয়া তাহার ভাইকেও সেইরূপে হত্যা করে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহাব (র)......যায়দ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ সে তাহাকে হত্যা করার জন্য মাথায় আঘাত করে, গালে থাপ্পড় মারে ও ঘুষি মারিতে থাকে। আসলে কিভাবে হত্যা করিতে হয় তাহা কাবীলের জানা ছিল না। ইতিমধ্যে ইবলিস আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ইহাকে হত্যা করিতে চাও ? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি ইহাকে হত্যা করিতে চাই। ইবলিস বলিল, তাহা হইলে একটি পাথর উঠাইয়া উহার মাথায় আঘাত কর। অতঃপর সে একটা পাথর উঠাইয়া তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করিলে তাহার মাথা থেতলাইয়া যায়। ইহা সংঘটিত হওয়ার পরই ইবলিস হাওয়া (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, হে হাওয়া! কাবীল হাবীলকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। সে ইবলিসকে বলিল, হত্যা আবার কি ? ইবলিস বলিল, সে আর খাইতে পারিবে না, পান করিতে পারিবে না এবং নড়াচড়া করিতে পারিবে না। হাওয়া (আ) বলিলেন, ইহাকে তো মৃত্যু বলে। ইবলিস বলিল, হ্যাঁ, সে মারা গিয়াছে। ইহা শুনিয়া হাওয়া (আ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। ইতিমধ্যে হযরত আদম (আ) আসিয়া পড়েন ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি হইয়াছে তোমার ? কিন্তু তিনি শোক-ব্যথায় কোন কথা বলিতে পরিতেছিলেন না। হযরত আদম (আ) আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও কোন কথা না বলার পর তাহাকে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তোমার মেয়েদিগকে নিয়া কাঁদিতে থাক। আমি আমার ছেলেদেরসহ ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইল।' অর্থাৎ নিজের যমজ বোন বিবাহ করিতে না পারার ক্ষতি হইতে ইহা অধিক ও অনন্তকালের জন্য ক্ষতি।

ইমাম আহমদ (র).......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অন্যায়ভাবে হত্যা করিও না। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাহার খুনের পাপ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তায়। কেননা সে পৃথিবীতে প্রথম অন্যায়ভাবে হত্যার সূত্রপাত করিয়াছে। আবূ দাঊদ সহ আমাশের সূত্রে একটি দল এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন জুরাইজ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জুরাইজ বলেন ঃ মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, উক্ত হত্যাকারীর একটি পা অন্য পায়ের গোছার মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া তাহার মুখ সূর্যের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সূর্যের গতির সাথে সেও ঘুরিতে থাকে এবং শীতকালে বরফের গর্তে এবং গ্রীষ্মকালে আগুনের গর্তে রাখিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

ইব্ন জুরাইজ বলেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আদম (আ)-এর হন্তা পুত্র প্রত্যেক হত্যাকারীর হত্যার পাপের একটা নির্দিষ্ট অংশ অবশ্য পাইবে এবং তাহাদের আযাবের একাংশও সে ভোগ করিবে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইল না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিখিয়া তাহার ভাইয়ের শবদেহ অনুরূপভাবে কবরস্থ করিয়া রাখিল।

লাইস ইব্ন আবূ আলীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদেহ কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত বসিয়া ছিল। কেননা মাটি খনন করিয়া শবদেহ কবরস্থ করার কৌশল তাহার জানা ছিল না। অতঃপর যখন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্তৃক সমাধিস্থ হইতে দেখিল, তখন সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ সমাহিত করিতে পারি ? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতীয়া আওফী (র) বলেন ঃ সে তাহার ভাইকে হত্যা করায় ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। নিহতের শবদেহের আঁশে পাশে পাখি ও জীবজন্তু আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে যে, কোথায় শবদেহ ফেলিবে এবং সেখানে গিয়া উহারা শবদেহ ভক্ষণ করিবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাটিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় যে, কিভাবে ইহাকে গোপন করা যায় ? প্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (আ)-এর এক সন্তান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত অনুসারীদের ধারণা যে, কাবীল যখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ্ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীল উত্তরে বলে, আমি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। যে যমীনের মুখ খুলিয়া দিয়া তুমি তোমার নিষ্প্রাণ ভাইয়ের রক্ত তাহার মুখে ঢালিয়াছ, সেই যমীন তোমাকে অভিশাপ দিতেছে। তুমি সেই যমীনে চাষাবাদ করিলে উহাতে আর ফসল পাইবে না, যে পর্যন্ত না তুমি অনুতপ্ত হইবে।

فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ -'অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।' হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতাপ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

এই কথার উপর সকল মুফাসসির একমত যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান ছিল। যথা হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, উহার পাপের একাংশ হযরত আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সেই প্রথম হত্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

কিন্তু ইব্ন জারীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ কুরআনের এই আয়াতাংশে যে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই পুত্র হইল বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তিনি হইলেন আদম (আ)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সন্দেহ রহিয়াছে।

বলিতে লাগিল, হায়! এই কাকটির মত কাজ করার বুদ্ধিও আমার হইল না! অতঃপর সে কাকের কাছে শিখিয়া তাহার ভাইয়ের শবদেহ অনুরূপভাবে কবরস্থ করিয়া রাখিল।

লাইস ইব্‌ন আবূ আলীম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, সে তাহার ভাইয়ের শবদেহ কোলে নিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত বসিয়া ছিল। কেননা মাটি খনন করিয়া শবদেহ কবরস্থ করার কৌশল তাহার জানা ছিল না। অতঃপর যখন একটি মৃত কাককে একটি জীবিত কাক কর্তৃক সমাধিস্থ হইতে দেখিল, তখন সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার শবদেহ সমাহিত করিতে পারি ? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আতীয়া আওফী (র) বলেন ঃ সে তাহার ভাইকে হত্যা করায় ভীষণভাবে মর্মাহত হয়। নিহতের শবদেহের আশে পাশে পাখি ও জীবজন্তু আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে যে, কোথায় শবদেহ ফেলিবে এবং সেখানে গিয়া উহারা শবদেহ ভক্ষণ করিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সম্পর্কীয় কোন বিজ্ঞ আলিম হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর প্রথম নিহত ব্যক্তিকে হত্যা করার পর হত্যাকারীর হাত হইতে তাহার শবদেহ মাটিতে পড়িয়া যায় এই ভাবনায় যে, কিভাবে ইহাকে গোপন করা যায় ? প্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান এবং প্রথম নিহতও আদম (আ)-এর এক সন্তান।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ তাওরাত অনুসারীদের ধারণা যে, কাবীল যখন তাহার ভাই হাবীলকে হত্যা করে, তখন আল্লাহ্ পাক ডাকিয়া বলেন, হে কাবীল ঃ তোমার ভাই হাবীল কোথায় ? কাবীল উত্তরে বলে, আমি কি জানি ? আমি কি তাহার পাহারাদার নাকি ? তখন আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে পৃথিবী হইতে ডাকিতেছে। যে যমীনের মুখ খুলিয়া দিয়া তুমি তোমার নিষ্প্রাণ ভাইয়ের রক্ত তাহার মুখে ঢালিয়াছ, সেই যমীন তোমাকে অভিশাপ দিতেছে। তুমি সেই যমীনে চাষাবাদ করিলে উহাতে আর ফসল পাইবে না, যে পর্যন্ত না তুমি অনুতপ্ত হইবে।

فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ -'অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল।' হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর প্রকাশ্য অনুতাপ প্রকাশের কথা বলিয়াছেন।

এই কথার উপর সকল মুফাসসির একমত যে, হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়েই হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান ছিল। যথা হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর মধ্যে যত হত্যাকাণ্ড ঘটিবে, উহার পাপের একাংশ হযরত আদম (আ)-এর প্রথম পুত্রের উপর বর্তাইবে। কারণ সেই প্রথম হত্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে।

কিন্তু ইব্‌ন জারীর (র) ...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ কুরআনের এই আয়াতাংশে যে আদম (আ)-এর দুই পুত্রের কথা বলা হইয়াছে, এই দুই পুত্র হইল বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তি, আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান নয়। কেননা প্রথম কুরবানী তাহাদের হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন তিনি হইলেন আদম (আ)। তবে ইহার সনদে যথেষ্ট দুর্বলতা ও সন্দেহ রহিয়াছে।

আবদুর রাযযাক (র)...... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি বনী আদমের জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।'

অন্য রিওয়ায়াতে ইব্ন মুবারক (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইহা বনী আদমের জন্য উপমা স্বরূপ। তাহারা যেন ইহার ভালটি গ্রহণ করে এবং মন্দটি পরিত্যাগ করে।

বুকাইর ইব্ন আবদুল্লাহ মুযানীও ইহা মুরসাল সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াত ইব্ন জারীরও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সালিম ইব্ন আবুল জা'আদ (র) বলেন ঃ 'আদমের পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিলে আদম (আ) একশত বৎসর পর্যন্ত বিষন্নতা ও শোকে অভিভূত হইয়া থাকেন। দীর্ঘ একশত বৎসর তাঁহার মুখে কখনো হাসি ফোটে নাই। অতঃপর ফেরেশ্তারা আসিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার বিষন্ন মুখে হাসি ফোটান। ইহাও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন হুমাইদ (র)......আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক হামদানী (র) বলেন ঃ আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিযাছেন, আদম (আ)-এর পুত্র তাহার ভাইকে হত্যা করিয়া ফেলিলে তিনি শোকে মূহ্যমান হইয়া বলিতে থাকেন ঃ

تغيرت البلاد ومن عليها + فلون الارض مغير قبيح
تغير كل ذى لون وطعم + وقل بشاشة الوجه المليح

অর্থাৎ 'শহর ও শহরের সবকিছু বদলাইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর রংও বদলাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সব কিছুর রং ও স্বাদ বিদায় নিয়াছে এবং প্রত্যেক আকর্ষণীয় চেহারার লালিত্য হ্রাস পাইয়াছে।'

আদম (আ)-এর শোকগাঁথার উত্তরে বলা হয় ঃ

اخا هابيل قد قتلا جميعا + وصار الحى بالميت الذيح
وجاء بشرة قد كان منه + على خوف فجاء بها يصبح

অর্থাৎ 'হাবীলের ভাই সব কিছুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে, জীবিত ব্যক্তিকেও মৃতদের কাতারে ঠেলিয়া দিতেছে। সুসংবাদ আসিল, হত্যাকারী তাহার হত্যার দায়-দায়িত্ব নিজেই বহন করিবে।'

এই কথা স্পষ্ট যে, কাবীলকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

মুজাহিদ ও ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার এক পা অন্য পায়ের গোছার মধ্যে ঢুকাইয়া তাহাকে সূর্যমুখী করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে এবং সূর্যের সাথে সাথে সেও ঘুরিতে থাকে।

হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কতগুলি পাপের জন্য আল্লাহ পৃথিবীতেই শাস্তি প্রদান করেন এবং পরকালেও তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারিত থাকে। তাহার মধ্যে বিশেষ

পাপ দুইটি হইল শাসনকর্তার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটান। উল্লেখ্য, কাবীল এই উভয় পাপই করিয়াছিল- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

(٣٢) مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ
اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ
اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ
فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○
(٣٣) اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○
(٣٤) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৩২. "এই কারণেই আমি বনী ইসরাঈলকে লিখিত (বিধান) দিয়াছি যে, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি কোন হত্যাকারী কিংবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারী ছাড়া কাহাকেও হত্যা করিবে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করিল। আর যে ব্যক্তি একটি প্রাণ বাঁচাইল, সে যেন সকল মানুষকে বাঁচাইল। আর অবশ্যই তাহাদের নিকট আমার রাসূল দলীল-প্রমাণসহ আসিয়াছে। অতঃপর তাহাদের অধিকাংশই পৃথিবীতে নিশ্চিত পাপাচারী।"

৩৩. "নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা বিপরীত দিকের একটি হাত ও একটি পা কাটা হইবে কিংবা দেশ হইতে নির্বাসন দেওয়া হইবে। ইহা তো তাহাদের পৃথিবীর লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাহাদের জন্য রহিয়াছে মহা শাস্তি।"

৩৪. "কিন্তু যাহারা তোমাদের পাকড়াও-এর আগেই তওবা করিল, অনন্তর জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"

তাফসীর ঃ আদম (আ)-এর পুত্র কর্তৃক তাহার ভাইকে অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাবশত হত্যা করার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ 'আমি বনী ইসরাঈলদিগকে জানাইয়া দিয়াছি এবং বিধান করিয়াছি যে,

اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا
وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যার কিসাস ব্যতীত অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য ঘটানো ব্যতীত বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে হত্যা করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করিল। কেননা আল্লাহর নিকট সমস্ত জীবিত মানুষ সমান। এই হিসাবে যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে

হত্যা করাকে হারাম মনে করে ও উহা হইতে দূরে থাকে এবং যদি কোন লোকের প্রাণ রক্ষা করে, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।

তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ‘সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।’

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যেদিন বিদ্রোহীরা উসমান (রা)-এর বাসভবন অবরোধ করে, সেদিন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনার পক্ষ হইয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুকাবিলায় লড়িতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া উসমান (রা) বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করিতে আসিয়াছ ? আমিও সমস্তের মধ্যে একজন। আমি বলিলাম, না। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তুমি যদি একজন লোককে হত্যা কর, তবে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করিলে। তাই যাও, ফিরিয়া যাও, আমি চাই তোমার মঙ্গল হউক। আল্লাহ তোমাকে পাপকার্যে লিপ্ত না করুন। ইহার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিলাম।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম, এমন ব্যক্তিকে যদি কেহ হত্যা করে, তবে সে যেন সমস্ত মানব জাতিকেই হত্যা করিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলিয়াছেন।

আওফী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই সম্পর্কে বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহকেও হত্যা করিল, সে যেন বিশ্বমানবকে হত্যা করিল। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, যাহাকে হত্যা করা অবৈধ এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অর্থ বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করা।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ মনে করে, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই নিহত করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম মনে করে, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করে। একথা অবশ্য সর্বজন স্বীকৃত সত্য।

আওফী ও ইকরিমা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন নবী অথবা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহকে হত্যা করে, সে যেন মানবকুলকে হত্যা করিল। পক্ষান্তরে কোন নবী বা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর বাহুকে মযবূত করা যেন বিশ্ববাসীর জীবন রক্ষা করা। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য আর একটি রিওয়ায়াতে মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যার কিসাস ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে, সে জাহান্নামী হইবে। কেননা একজন লোককে হত্যা করা সমস্ত লোককে হত্যা করার শামিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) হইতেও ইব্‌ন জুরাইজ বর্ণনা করেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিবে, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকে হত্যা করিল। ইহার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাহাকে জাহান্নামে প্রেরণ করিবেন এবং তাহার উপর অব্যাহত থাকিবে আল্লাহর গযব, লা'নত ও ভীষণ আযাব।

আরও বলা হইয়াছে যে, সমস্ত মানুষকে হত্যা করিলে যে শাস্তি দেওয়া হইবে, একজন মানুষকে হত্যা করিলেও সেই শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন যে, মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ যে এক ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিল না, তাহার হইতে সকলেই রক্ষা পাইয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করিল। তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব। তাহা কোন ব্যক্তি বা দল যাহা দ্বারা সংঘটিত হউক না কেন। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে সমস্ত মানুষই ক্ষমা পাইয়া গেল। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) এক রিওয়ায়াতে বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পানিতে বা আগুনে পড়িয়া যাওয়া কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, সে যেন বিশ্বের সকল মানুষকেই রক্ষা করিল।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা ও হাসান (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হত্যার বদলা ব্যতীত অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিল, সে যেন সমস্ত মানুষকেই হত্যা করিল। অর্থাৎ ইহা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও সমবেদনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ হত্যা করা হইতে বিরত থাকা মহাপুণ্যের কাজ এবং হত্যা করা মহাপাপ।

ইব্‌ন মুবারক (র)......সুলায়মান ইব্‌ন আলী রাবয়ী হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্‌ন আলী রাবয়ী বলেন ঃ আমি এই আয়াত সম্পর্কে হাসান বসরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, বনী ইস্‌রাঈলের মত আমরাও কি এই আয়াতের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বনী ইসরাঈলদের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্তের চেয়ে বেশি মূল্যবান নহে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ একজন মানুষকে হত্যা করা সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান পাপ এবং একটি মানুষকে বাঁচানো সমস্ত মানুষকে বাঁচানোর সমান সওয়াব।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ বলিয়া দিন যাহাতে আমার জীবন সুখের হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে হামযা! মানুষের জীবন রক্ষা করা কি আপনি পসন্দ করেন, না হত্যা করা আপনি পসন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, মানুষের জীবন রক্ষা করা আমি পসন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে আপনি এই কাজ করিতে থাকুন।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَقَدْ جَائَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ 'তাহাদের নিকট আমার রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ নিয়া আসিয়াছিল।'

ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ.

'কিন্তু ইহার পরও তাহাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালংঘনকারী রহিয়া গেল।'

যেমন বনী কুরায়যা এবং বনী নাযীর গোত্রদ্বয় মদীনার পার্শ্ববর্তী ইয়াহূদী বনী কায়নুকার আউস ও খায়রাজ শাখাদ্বয়ের সঙ্গে জাহিলী যুগে যুদ্ধ করিত এবং একে অপরের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছিলেন। যথা সূরা বাকারায় বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ-ثُمَّ اَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسَارٰى تُفَادُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ 'যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত ঘটাইবে না এবং তোমাদের আপনজনকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করিবে না। অতঃপর তোমরা ইহা স্বীকার করিয়াছিলে, আর এই বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তোমরাই তাহারা, যাহারা একে অন্যকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছ। তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধ অন্যায়ভাবে সীমা লঙ্ঘনপূর্বক তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছ এবং তাহারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ লেন-দেন কর; অথচ তাহাদিগকে বহিষ্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য কর ও কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? সুতরাং তোমাদের যাহারা এইরূপ করে, তাহাদের একমাত্র প্রতিফল হইল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন তাহারা কঠিনতম শাস্তির অঙ্কে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহারা যাহা করে, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন।'

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ 'যাহার আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে, তাহাদের শাস্তি হইল তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে অথবা শূলীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

محاربة অর্থ হইল বিরুদ্ধাচরণ করা, বিপরীত করা। ভাবার্থ হইল, কুফরী করা, ডাকাতি করা, জনপথে ত্রাসের সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাবসহ পূর্ববর্তী বহু মনীষী বলিয়াছেন ঃ فَسَادٌ -এর তাৎপর্য হইল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মুষ্টিমেয়ের হাতে বিপুল পরিমাণ পুঁজি করার মাধ্যমে সমাজে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

অর্থাৎ 'যদি কাহাকেও কোন কাজের দায়িত্বশীল করা হয়, তবে সে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শষ্য ও মানব সম্পদ ধ্বংস করিয়া ফেলে। অথচ আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে পসন্দ করেন না।'

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইকরিমা ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাই কোন মুশরিক ইহা করার পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে যদি তাওবা করে, তবে সে মুক্তি পাইবে। পক্ষান্তরে যদি কোন মুসলমান এমন ধরনের কাজ করিয়া পালাইয়া কাফিরদের কাছে আশ্রয় নেয়, তবুও তাহাকে ইহার শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে। কোনমতেই তাহার পরিত্রাণ নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমার সূত্রে আবূ দাউদ এবং নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই যদি কোন মুশরিক ইহা করার পর গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে তাওবা করে, তবুও তাহাকে উপরোক্ত অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আহলে কিতাবদের কোন দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পাদিত চুক্তি তাহারা ভঙ্গ করিলে তাহাদিগকে তিনি হত্যা করিতে পারেন, নতুবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলিতে পারেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মানসূর (র)......সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি হারূরীয়াদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল যে, এই আয়াত মুশরিক ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান। যে কেহ এই সব করিবে, তাহার উপরই এই শাস্তি প্রযোজ্য হইবে।

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ আল-জারামী আল-বসরী ওরফে আবূ কিলাবার সনদে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনী উক্‌লের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ফলে তাহাদের পেট মোটা হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া অভিযোগ করিলে তিনি তাহাদিগকে বলেন ঃ তোমাদের ইচ্ছা হইলে আমাদের রাখালদের সঙ্গে মদীনার বাহিরে চলিয়া যাও এবং তথায় গিয়া উটের প্রস্রাব এবং দুধ পান কর। তাহারা রাখালদের সঙ্গে মদীনার বাহিরে গিয়া উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করিতে থাকিলে তাহাদের রোগ সারিয়া যায়। কিন্তু একদিন তাহারা রাখালদিগকে মারিয়া ফেলিয়া উটগুলি নিয়া চলিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে

তিনি সাহাবাদিগকে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বন্দী করিয়া আনার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে হাযির করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাত-পা কাটিয়া চোখে গরম শীসা ঢালিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখার নির্দেশ দেন। এইভাবে তাহারা সবাই মারা যায়। ইহা মুসলিমের রিওয়ায়াত।

উল্লেখ্য যে, ইহারা বনী উক্ল বা বনী উরায়নার লোক ছিল। বুখারী শরীফে রহিয়াছে যে, তাহাদের তপ্ত রৌদ্রে রাখা হইলে তাহারা পানি চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে পানি দেওয়া হয় নাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, তাহারা চুরি ও হত্যা করা এবং মুরতাদ হওয়ার মত জঘন্য অপরাধ করিয়াছিল। পরন্তু আল্লাহ ও রাসূলের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

আনাস (রা) হইতে মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে কাতাদাও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদার সনদে সাঈদ (র) বলেন যে, উহারা উক্ল এবং উরায়না গোত্রের লোক ছিল।

আনাস (রা) হইতে সুলায়মান তায়মীর সূত্রে মুসলিম রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, আনাস (রা) বলিয়াছেন ঃ হযরত নবী (সা) তাহাদের চোখে গরম লৌহ শলাকা ঢুকাইয়াছিলেন। কেননা রাখালদের চোখেও তাহারা গরম লৌহ শলাকা ঢুকাইয়াছিল।

আনাস (রা) হইতে মু'আবিয়া ইব্ন কুররার সনদে মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ উরায়না গোত্রের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে। তখন মদীনায় ভীষণভাবে বসন্ত মহামারী দেখা দিয়াছিল। এইভাবে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হয়, প্রায় বিশজন আনসারকে তাহাদের পিছনে ধাওয়া করিয়া গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে এমন একজন লোককে দেওয়া হইয়াছিল যিনি পদাচিহ্ন দেখিয়া তাহাদের গতিবিধি আঁচ করিতে পারেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে হাম্মাদ ইব্ন সালমা বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক মদীনায় আগমন করে এবং তাহারা জলোদর রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে সাদকার উটের চারণভূমিতে পাঠাইয়া দেন এবং সাদকার উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করে এবং পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পরে তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া তথাকার রাখালদের হত্যা করিয়া উটগুলি তাড়াইয়া নিয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য পিছনে পিছনে লোক পাঠান। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসা হইলে তাহাদের বিপরীত দিক হইতে হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং গরম লৌহ শলাকা দিয়া তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলা হয়। আনাস (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি তাহাদের একজন পিপাসায় মাটি চাটিতেছিল। এইভাবে তাহারা সকলে মারা যায়। আল্লাহ তখন এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ الخ

আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মারদুবিয়া (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ পর্যায়ের।

ইব্ন মারদুরিয়া (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে একাধিক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ও সালিমা ইব্ন আবূ সামারাও দুইটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি কোন ধরনের হাদীস বলিতে লজ্জাবোধ করি না। কেননা হাজ্জাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) সবচেয়ে কঠোর কোন্ শাস্তি দিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে বনী উরায়না গোত্রের কিছু লোক আসিয়াছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাহাদের পেটের রোগ সম্পর্কে অভিযোগ করিল। তাহাদের গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল। তাহারা কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হইয়াছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে সাদকার উটের চারণভূমিতে যাইয়া উহার দুধ ও প্রস্রাব পান করিতে আদেশ করেন। সেখানে গিয়া উহা পান করার পরে তাহাদের গায়ের ফ্যাকাশে রং দূরীভূত হইয়া পেট সম্পূর্ণ ভাল হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া দুরভিসন্ধি করিয়া সেখানকার রাখালদের হত্যা করে এবং উটগুলি হাঁকাইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নিয়া আসার জন্য তাহাদের অনুসন্ধানে লোক পাঠান। অতঃপর তাহাদের প্রত্যেকের হাত-পা কাটিয়া পরে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া চোখ ঝলসাইয়া দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় তাহারা মারা যায়। ইহার পরে হাজ্জাজ একদা মিম্বারে উঠিয়া বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) কতিপয় লোককে তাহাদের হাত-পা কাটিয়া চোখে গরম লোহা ঢুকাইয়া ঝলসাইয়া দিয়াছিলেন। ফলে তাহারা মারা গিয়াছিল। কারণ তাহারা উটের রাখালদিগকে এইভাবে মারিয়াছিল। তখন হইতে এই ধরনের অপরাধের বিচারের বেলায় হাজ্জাজ এই হাদীসটি দলীল পেশ করিতেন।

ইব্ন জারীর (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে আনাস (রা) বলেন ঃ তাহারা ছিল বনী উরায়নার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি দল এবং বনী উক্লের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি দল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার পর তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয় এবং শলাকা দ্বারা চোখ উপড়িয়া ফেলা হয়। উপরন্তু তাহাদিগকে তপ্ত পাথরের উপরে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ الخ

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ বনী উরায়না গোত্রের কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে। তাহাদের শরীরের রং হলূদ বর্ণের হইয়া গিয়াছিল এবং পেট হইয়াছিল মোটা ও ভারী। ফলে তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ করেন। তাহারা তাহাই করিলে শরীর এবং পেট ঠিক হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা সুস্থ হইয়া উটের রাখালদিগকে হত্যা করিয়া উটগুলি তাড়াইয়া নিয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সন্ধানে লোক প্রেরণ করে এবং তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসে। অতঃপর তাহাদের কতককে হত্যা করা হয় এবং কতকের চোখ তুলিয়া ও হাত-পা কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বলেন ঃ আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান এই আয়াতটি সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া আনাসের নিকট পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখেন যে, এই আয়াতটি বনী উরায়নার একটি দল সম্পর্কে নাযিল হয়। তাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া উটের রাখালদের হত্যা করে এবং উটগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। পরন্তু যাবার পথে ত্রাস সৃষ্টি করিয়া জনপদ লুণ্ঠন করে।

ইউনুস (র)......আমর অথবা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর অথবা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য মুহারিবার আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি উরায়নাদের ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। তবে আবুয্‌-যানাদের সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাসাঈ ও আবূ দাঊদ (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুবায়র (রা) বলেন ঃ বনী উরায়নার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে। তাহারা ছিল রোগাক্রান্ত এবং তাহাদের পরণের কাপড়গুলি ছিল জীর্ণশীর্ণ। কিন্তু তাহারা পূর্ণ সুস্থ হইয়া যাওয়ার পর উটের রাখালদিগকে হত্যা করিয়া ভাগিয়া যায়। তাহারা নিজেদের দেশের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বন্দী করিয়া আনার জন্য মুসলমানদের একটি দল পাঠান। তাহারা এমন মুহূর্তে তাহাদিগকে বন্দী করে, যখন তাহারা তাহাদের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বন্দী করিয়া নিয়া আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের বিপরীত দিক হইতে হাত-পা কাটিয়া দেন এবং তাহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলেন। তাহারা যন্ত্রণায় পানি পানি করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিতেছিলেন, অল্পক্ষণ পরেই তোমরা পানির পরিবর্তে আগুনের দহনে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাবী বলেন, তাহাদের চোখ উপড়ানো আল্লাহর নিকট পসন্দ হয় নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। তবে এই হাদীসটি দুর্বল।

উল্লেখ্য যে, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য যে দলটি প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদের দলনেতা ছিলেন যুবায়র ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা)। ইতিপূর্বে সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই দলটিতে বিশজন ঘোড়সওয়ার আনসার ছিলেন। যাহা হউক, উপরিউক্ত রিওয়ায়াতে যে বলা হইয়াছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলা পসন্দ হয় নাই বলিয়া এই আয়াটি নাযিল করা হইয়াছে, এই কথা অসমর্থনযোগ্য। কেননা মুসলিমের সহীহ রিওয়ায়াতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কিসাস স্বরূপই তাহাদের চোখ উপড়াইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

আবদুর রাযযাক (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ বনী ফাযারা গোত্রের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করে। দুর্বলতার কারণে তাহারা মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করার জন্য আদেশ করেন এবং ইহা পান করার পরে তাহারা পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার পর তাহারা দুষ্টবুদ্ধি করিয়া যে উটগুলির দুধ ও প্রস্রাব পান করিয়াছিল, সেইগুলি চুরি করিয়া নিয়া পালাইয়া যায়। তালাশ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া

নিয়া আসা হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের হাত-পা কাটিয়া লৌহ শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া দেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করা হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) এই ধরনের অপরাধীদের চোখ উপড়ানো হইতে বিরত থাকেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইয়াসার নামক একটি দাস ছিল। পাবন্দির সাথে তাহার নামায পড়া লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আযাদ করিয়া দেন। অতঃপর স্বীয় উটের পাল দেখাশুনা করার জন্য তাহাকে তথায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত ধর্মত্যাগী দুর্বৃত্তরা তাহাকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, বনী উরায়নার লোকগুলি আসিয়া নিজেদেরকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করে। ব্যধির কারণে তাহাদের পেটগুলি বড় হইয়া গিয়াছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উটের প্রস্রাব এবং দুধপান করার জন্য ইয়াসারের নিকট পাঠাইয়া দেন। উহা পান করিয়া তাহারা সুস্থ হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা পাষণ্ডের মত কাঁটা দিয়া ইয়াসারের চোখ উপড়াইয়া ফেলে এবং তাহাকে হত্যা করিয়া সেই উটগুলি নিয়া পালাইয়া যায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কুরয ইব্ন জাবির আল-ফিহরীর নেতৃত্বে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসার জন্য অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহারা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সোপর্দ করিলে তিনি তাহাদের হাত-পা কাটিয়া দেন এবং লৌহ শলাকা দিয়া তাহাদের চোখ উপড়িয়া ফেলেন। হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। অবশ্য হাফিয আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) এই হাদীসটি হযরত যুবায়র (রা), হযরত আয়েশা (রা)-সহ বহু সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবদুল করীম হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আবদুল করীম উটের প্রস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সাঈদ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর সূত্রে উক্ত বিদ্রোহীদের ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন ঃ একদল লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আমরা ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বায়'আত করান। মূলত তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। আন্তরিকভাবে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। এই ঘটনার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মদীনার আবহাওয়া তাহাদের জন্য উপযোগী নয় বলিয়া অভিযোগ করিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে উক্ত ময়দানে গিয়া থাকার এবং সেখানের উটের প্রস্রাব ও দুধ পান করার পরামর্শ দেন। তাহারা তাহাই করিল। কিন্তু একদিন এক ব্যক্তি ক্রন্দনরত অবস্থায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানাইল যে, সেই লোকগুলি উটের রাখালকে হত্যা করিয়া উটসহ পালাইয়া গিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-সকলকে আহবান করিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর পথের অশ্বারোহীগণ! অশ্বে আরোহণ পূর্বক বাহির হইয়া পড়। এই কথা শুনিয়া প্রত্যেক অশ্বারোহী অন্যের অপেক্ষা না করিয়া উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনার জন্যে বাহির হইয়া পড়েন। সকলের পিছনে পিছনে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও রওয়ানা হন। বিদ্রোহী ডাকাত দল প্রায় নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া গিয়াছিল, এমন সময়

সাহাবাগণ কর্তৃক তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হয়। উহাদিগকে বন্দী করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন উপস্থিত করা হয়, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

বর্ণনাকারী বলেন, তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল, তাহাদিগকে ইসলামী হুকুমতের সীমানা হইতে বাহিরে রাখিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের কতককে হাত-পা কাটিয়া চোখ তুলিয়া শূলীবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কখনো রাসূলুল্লাহ (সা) এমন কঠোর শাস্তি কাহাকেও দেন নাই। উল্লেখ্য যে, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হাত-পা কাটিয়া অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা কাহাকেও হাত-পা সহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তনের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবে না।

বর্ণকারী বলেন, আনাস (রা)-এর সূত্রে কেহ বলিয়াছেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করার পর আগুনে ভস্ম করা হইয়াছিল।

কেহ বলিয়াছে, সেই লোকগুলির কতক ছিল বনী সলীম, কতক ছিল উরায়না এবং কতক ছিল বাজীলা গোত্রের ।

ইমামগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতদ্বন্দ্ব রহিয়াছে যে, উরায়নাদের ব্যাপারে যে বিধান কার্যকরী করা হইয়াছিল উহা কি রহিত হইয়া গিয়াছে, না উহার কার্যকারিতা এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে ?

আবার কেহ বলেন, এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদের ব্যাপারে যাহা অনুমোদন করিয়াছ, তাহা আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।'

কেহবা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক 'মুসলা' নিষিদ্ধ করার দ্বারা এই শাস্তির বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই মতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এই শাস্তি কার্যকরী করার পর কোন আয়াত দ্বারা ইহা রহিত করা হইয়াছে কি ?

কেহ বলিয়াছেন, শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহা মুহাম্মদ ইব্ন সিরীনের অভিমত। এই অভিমতের মধ্যেও সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা এই ঘটনা শাস্তির বিধান নাযিল হওয়ার পরে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেননা উহার একজন বর্ণনাকারী হইলেন জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ। অথচ যে সূরায় এই শাস্তির বিধান নাযিল হইয়াছে, সেই সূরা মায়িদা নাযিল হওয়ার পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার কেহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া উহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি উহা করা হইতে নিরস্ত হন। এই কথার মধ্যেও সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা ইতিপূর্বে সহীহদ্বয়ের হাদীসের বরাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহাদের চোখ উপড়াইয়াছিলেন।

সহীহদ্বয়ের রিওয়ায়াতে ইহাও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গরম লৌহ শলাকা দিয়া উহাদের চোখ উপড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন যে, ওলীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন ঃ যে লোকগুলিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হাত-পা কাটিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেলিয়া রৌদ্রতপ্ত পাথরের উপরে ফেলিয়া রাখার কারণে তাহারা ধুকিয়া ধুকিয়া মরিয়াছিল, তাহাদের প্রসঙ্গে আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আজলানকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সেই লোকগুলিকে হাত-পা, নাক-কান কাটিয়া মুসলা করিয়া হত্যা করা আল্লাহ তা'আলার পসন্দ হয় নাই বলিয়াই এই আয়াতটি নাযিল করা হইয়াছে। কারণ ইহার পর আর কাহাকেও এইরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

কিন্তু আবূ আমর আওযাঈ বলেন ঃ যে জঘন্য অপরাধ তাহাকে করিয়াছিল, উহার যথাযোগ্য শাস্তিই তাহারা পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে এই আয়াতের মাধ্যমে এই ধরনের অপরাধীদের জন্য প্রায় অনুরূপ বিধান নাযিল করা হইয়াছে এবং এই আয়াতে গরম শলাকা দিয়া চোখ উপড়াইয়া ফেলার শাস্তি বর্ণনা না করার মাধ্যমে উহা বাদ দেওয়ার কথা প্রমাণিত হইয়াছে।

জমহূর উলামা ইহার ভিত্তিতে এই কথা প্রমাণ করিয়াছেন যে, শহরের মধ্যে হাইজ্যাক, হত্যা করা এবং পথে-প্রান্তরে রাহাজানী, খুন-খারাবী করা সমান পাপ। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে তাহাই বলিয়াছেন ঃ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا

অর্থাৎ 'যাহারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে।'

ইহা হইল ইমাম মালিক, আওযাঈ, লাইস ইব্‌ন সা'দ, শাফিঈ ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) প্রমুখের মাযহাব।

ইমাম মালিক (র) আরো বলিয়াছেন যে, কোন লোক অপর কোন লোককে তাহার বাড়িতে গিয়া প্রতারণাপূর্বক এই ধরনের জঘন্য হত্যা সংঘটিত করিলে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে চোরাই মালপত্র নিয়া তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। রাষ্ট্রপ্রধান স্বয়ং ইহার ব্যবস্থা করিবেন। নিহত ব্যক্তির অভিভাবক দ্বারা এই কার্য সমাধা করা যাইবে না। এমনকি নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি ক্ষমা করার মনস্থ করে, তবে তাহাদের ক্ষমার অধিকার হরণ করা হইবে। এমন জঘন্য অপরাধী কোনমতেই মাফ পাইতে পারে না।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব হইল যে, এই ধরনের বিদ্রোহীর জন্য এই শাস্তি তখন কার্যকরী হইবে যখন সে শহরের উপকণ্ঠে বা বাহিরে বসিয়া এইরূপ জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করিবে। কেননা শহরে আক্রান্ত ব্যক্তির অপরের সাহায্য পাওয়ার অবকাশ থাকে। কিন্তু এই অবকাশ শহরের বাহিরে থাকে না।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে, শূলীবিদ্ধ করা হইবে অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ কেহ যদি ইসলামের ক্ষতি সাধনকল্পে তরবারি উত্তোলন করে এবং যদি জনপথকে নিরাপত্তাহীন ও বিপজ্জনক করিয়া তোলে, তবে তাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান ইচ্ছা করিলে হত্যা করিতে পারিবেন অথবা শূলীবিদ্ধ করিতে পারিবেন অথবা বিপরীত দিক হইতে তাহাদের হাত ও পা কাটিয়া দিতে পারিবেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আতা, হাসান বসরী, ইব্রাহীম নাখঈ ও যাহহাক (র) প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন আবূ জাফর ইব্ন জারীর। মালিক ইব্ন আনাস (র) হইতেও এইরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

অন্যান্য আয়াতে এই ধরনের বিভিন্ন দণ্ডবিধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা ইহরাম অবস্থায় শিকার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا-

অর্থাৎ 'অনন্তর যেরূপ জীব হত্যা করিবে তদ্রুপ ইনসাফমতে কাবায় কুরবানী দিবে কিংবা কতিপয় মিসকীন খাওয়াইবে অথবা কয়েকটি রোযা রাখিবে।'

মাথা মুণ্ডন না করার ফিদয়া সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ.

অর্থাৎ 'তোমাদের যাহারা অসুস্থ কিংবা মাথায় ঘা রহিয়াছে, তাহারা বিনিময় স্বরূপ রোযা রাখিবে অথবা সাদকা দিবে কিংবা কুরবানী করিবে।'

কসম ভঙ্গের কাফফারা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ.

অর্থাৎ 'দশজন মিসকীনকে সেই খাদ্য দিবে যাহা তোমার পরিবারকে স্বভাবত খাওয়াইয়া থাক অথবা তাহাদের পোশাক দিবে কিংবা ক্রীতদাস মুক্ত করিবে।'

এই সকল আয়াতে যেমন কাফফারা ও ফিদয়া প্রদানের বেলায় যে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে, তেমনি আলোচ্য আয়াতেও বিদ্রোহীর শাস্তি বিধানের বেলায় যে কোন একটিকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রহিয়াছে।

জমহূর উলামার বক্তব্য হইল যে, এই আয়াতটি কয়েকটি অবস্থার সঙ্গে জড়িত। যথা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবদুল্লাহ আল-শাফিঈ বর্ণনা করেন যে, ডাকাতদের সম্পর্কে ইব্ন

আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি ডাকাতরা হত্যা করে এবং মালামাল নিয়া যায়, তবে সেই ডাকাতদিগকে হত্যা করিতে হইবে এবং শূলীবিদ্ধ করিতে হইবে। আর যদি ডাকাতরা মালমাল না নিয়া শুধু হত্যা করে, তবে তাহাদিগকে শূলীবিদ্ধ করা হইবে না, কেবল হত্যা করিতে হইবে। আর যদি কেবল মালামাল ডাকাতি করে, হত্যাকাণ্ড না ঘটায়, তবে তাহাদিগকে বিপরীত দিক হইতে হাত ও পা কাটিয়া দিতে হইবে। আর যদি ডাকাতরা কেবল পথরোধ করে ও মালামাল ডাকাতি না করে, তবে তাহাদিগকে দেশান্তরিত করা হইবে।

ইব্ন আবূ শায়বা (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মুজাল্লাহ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী ও আতা খুরাসানী প্রমুখের সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বসুরী বহু মনীষী এবং ইমামগণও এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

তবে এই ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, তাহাকে কি খানাপিনা সরবরাহ ব্যতীত শূলীবিদ্ধ করিয়া মারা হইবে, না তাহাকে বর্শার আঘাতে প্রথমে হত্যা করিয়া পরে শূলে চড়ান হইবে ও যাহাতে ইহা দ্বারা অন্যদের শিক্ষা হয় সেই জন্য তিনদিন শূলে রাখা হইবে ? অতঃপর তাহাদিগকে কি সেইভাবেই রাখা হইবে, না নামাইয়া ফেলা হইবে ? অবশ্য এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়া আলোচনা করার স্থান ইহা নহে।

তবে এই সম্বন্ধে ইব্ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে একটি হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য উহার সনদ সহীহ কিনা, এতে সন্দেহ রহিয়াছে। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

ইব্ন জারীর (র)......ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র) বর্ণনা করেন ঃ আনাস ইব্ন মালিককে আবদুল্লাহ ইব্ন মারওয়ান এই আয়াত সম্পর্কে জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিলে তিনি তাহাকে অবহিত করেন যে, এই আয়াতটি বাজীলা বংশোদ্ভূত সেই উরায়না দলটি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল, যাহারা ইসলাম ত্যাগ করে এবং উটের রাখালকে হত্যাপূর্বক উটের পাল নিয়া পালাইয়া যায়। পরন্তু তাহারা পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং মহিলাদিগকে ধর্ষণ করে।

আনাস (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহার বিচার কি হইবে ?

জিবরাঈল (আ) বলেন, যাহারা চুরি করিয়া পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের চুরি করার কারণে হাত কাটিয়া দিতে হইবে এবং পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য পা কাটিয়া দিতে হইবে। আর যাহারা হত্যা করিয়াছে ও পথে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে এবং মহিলাদিগকে ধর্ষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শূলে চড়াইতে হইবে। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ –অথবা 'তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।'

কেহ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের প্রতি হদ কায়েম করিতে হইবে অথবা তাহাদিগকে ইসলামী রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার করা হইবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা ইব্ন আব্বাস, আনাস ইব্ন মালিক (রা), সাঈদ ইব্ন যুবায়র, যাহহাক, রবী'আ ইব্ন আনাস, যুহরী, লাইস ইব্ন সা'দ ও মালিক ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ তাহাকে এক শহর হইতে অন্য শহরে নির্বাসিত করা হইবে অথবা রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি রাষ্ট্রের সকল কার্যধারা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিরত রাখিবে।

শাবী বলেন ঃ তাহাকে নির্বাসিত করা হইবে। যেমন ইব্‌ন হুবায়রা বলিয়াছেন, তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ তাহাকে এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় নির্বাসিত করা হইবে। অবশ্য দারুল ইসলাম হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আবূ শা'সা, হাইয়ান প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ তাহাকে অন্য স্থানে নির্বাসিত করা হইবে বটে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে না।

কেহ বলিয়াছেন ঃ নির্বাসিত করা অর্থ জেলে বন্দী করা। ইহা হইল আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সাথীদের অভিমত।

ইব্‌ন জারীর (র) এই মত পসন্দ করিয়া বলেন ঃ নির্বাসনে দেওয়ার অর্থ হইল এক শহর হইতে অন্য শহরে নির্বাসিত করিয়া সেই শহরে কারাবন্দী করা।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

'ইহকালের জন্য ইহাই তাহাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহা শাস্তি।'

অর্থাৎ শাস্তিমূলকভাবে যাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে, শূলীবিদ্ধ করা হইয়াছে এবং বিপরীত দিক হইতে যাহাদের হাত-পা কাটা হইয়াছে, সামাজিকভাবে তাহারা লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পরকালেও রহিয়াছে তাহাদের জন্য মহাশাস্তি।

অবশ্য যাহারা বলেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং মুসলমানেরাও ইহার হুকুমের আওতায় রহিয়াছে, তাহাদের দলীল হইল উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদের নিকট হইতে শিরক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা এবং একে অপরের উপর অত্যাচার না করার যেমন অঙ্গীকার নিয়াছিলেন, আমাদের নিকট হইতেও তেমন অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা উক্ত অঙ্গীকার জীবনে পূর্ণ বাস্তবায়িত করিবে, তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করা আল্লাহর দায়িত্ব। আর যাহারা ইহার কোন একটিতে লিপ্ত হইবে, তাহারা নির্ধারিত শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। আর যদি আল্লাহ অন্যায়কারী ব্যক্তির পাপ গোপন রাখেন তবে উহা সবই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিতে পারেন।

হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে অন্যায় কাজ করার জন্য পার্থিব বিধান মুতাবিক শাস্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় পরকালে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা বহু উঁচু স্তরে রহিয়াছে। যদি কাহারো সংঘটিত পাপকার্য আল্লাহ গোপন করিয়া রাখেন এবং পার্থিব শাস্তি হইতে তাহাকে রক্ষা করেন, তবে পরকালে

পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাশীলতা বহু উর্ধে অবস্থান করে। ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক হাফিয দারাকুতনী এই হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, হাদীসটি মারফূ এবং মাওকূফ উভয় সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার মারফূ সূত্রটি সহীহ।

ইব্‌ন জারীর (র) ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ অন্যায় সংঘটিত করার পর যদি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিয়া ইহকালে শাস্তি দেওয়া হয়, তথাপি যদি সে ইহা হইতে তওবা করার পূর্বে মারা যায়, তবে তাহাকে وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ পার্থিব শাস্তির পরও পরকালে জাহান্নামের কঠিন আযাব ভোগ করিতে হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ 'তবে তোমাদের আয়ত্বাধীনে আসিবার পূর্বে যাহারা তাওবা করিবে, তাহাদের জন্য নহে। সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

যাহারা বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে, তাহাদের কথা গ্রহণযোগ্য। তবে যদি কোন মুসলমান বিদ্রোহী হয় এবং ইসলামী সরকারের আয়ত্বে আসার পূর্বেই যদি সে তওবা করে, তাহা হইলে এই অবস্থায় তাহার উপর হইতে হত্যা ও শূলীবিদ্ধ করার এবং পা কাটার শাস্তি রহিত হইয়া যায়। অবশ্য তাহার হাত কাটা হইবে কি না, এই ব্যাপারে আলিমদের দুইটি মত রহিয়াছে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে তাহাদের উপর হইতে যে ধরনের শাস্তি মওকূফ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, সাহাবীগণের কার্যকলাপই উহার পরিচয়বাহী।

ইবন আবূ হাতিম (র)......শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শা'বী বলেন, বসরার অধিবাসী হারিসা ইব্‌ন বদর তামিমী বিদ্রোহী হয় এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। অতঃপর হযরত হাসান ইব্‌ন আলী, ইব্‌ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (র) প্রমুখ হযরত আলী-এর নিকট গিয়া তাহার নিরাপত্তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ইহার পর হারিসা ইব্‌ন বদর তামিমী হযরত সাঈদ ইব্‌ন কায়সের নিকট আগমন করেন এবং তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে গোপন করিয়া রাখিয়া হযরত আলীর নিকট গিয়া বলেন, আমীরুল মুমিনীন! কেহ যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বিদ্রোহ করিয়া সমাজে বিশৃখলা ও অনিষ্ট সৃষ্টি করার পর اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ। এই আয়াত অনুসারে তওবা করে, তাহা হইলে তাহার ব্যাপারে আপনার কি ফয়সালা ? আলী (রা) বলিলেন, এইরূপ বিদ্রোহীর জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে। তখন সাঈদ ইব্‌ন কায়স বলেন, হারিসা ইব্‌ন বদরের বেলায়ও ইহা ঘটিয়াছে।

অন্য সূত্রে শাবী হইতে মুজালিদের রিওয়ায়াতে ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি তাঁহার রিওয়ায়াতে এতটুকু বৃদ্ধি করিয়াছেন যে, তখন হারিসা ইব্‌ন বদর হযরত আলীর শানে এই পংক্তিগুলি পাঠ করেন ঃ

الا بـلغن هـمـدان امـا لـقيتـها - على النأى لا يسلم عدو يعيبها
لعمر ابيها ان همدان تتقى ال - إله ويـقضى بـالكتاب خـطيبها

আমর শা'বী হইতে আশ'আসের সূত্রে এবং আমর শাবী হইতে একাধারে সুদ্দী ও সুফিয়ান (র) বর্ণনা করেন যে, আমর শাবী বলেন ঃ মুযার গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ মূসা (রা)-এর নিকট আসে। তখন হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল এবং তিনি তাঁহার পক্ষের কূফার গভর্নর। লোকটি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবূ মূসা। আমি মুযার গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক। আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলাম এবং সমাজে ত্রাস ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমি আপনাদের আয়ত্বাধীনে আসার পূর্বে উহা হইতে তওবা করিয়াছি। তখন আবূ মূসা (রা) উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সমাজে ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তবে সে আমাদের হাতে পাকড়াও হওয়ার পূর্বে উহা হইতে তওবা করিয়াছে। তাই তোমরা কেহ তাহার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিবে না; বরং সদ্ব্যবহার করিবে। যদি সে তাহার কথায় সত্যবাদী হইয়া থাকে, তবে তো ভাল কথা। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে, তবে তাহার পাপই তাহাকে ধ্বংস করিবে। অবশ্য লোকটি বহুদিন পর্যন্ত তওবার উপর স্থির ছিল। পরে তাহার পূর্ব চরিত্র প্রকাশিত হয়। ফলে তাহাকে হত্যা করা হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আলী ইব্‌ন মুসলিম হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন ঃ লাইস বলিয়াছেন, মূসা ইব্‌ন ইসহাক মাদানী এক এলাকার আমীর ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আলী আসাদী নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ করিয়া জনপদ বিপন্ন করিয়া তোলে। সে মানুষ হত্যা করে এবং লুটপাট শুরু করে। প্রশাসন সেই স্থানে তাহাকে বন্দী করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হইল না। এমন পরিস্থিতিতে সেই বিদ্রোহী তওবা করিয়া তাহাদের নিকট ধরা দিল। কারণ সে এক ব্যক্তিকে এই আয়াতটি পড়িতে শুনিল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ رَّحِيْمٌ-

বল, হে আমার আত্মপীড়ক (পাপী) বান্দারা! আল্লাহর করুণা হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয়ই তিনি সকল পাপ মাফ করিবেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রেষ্ঠতম ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

ইহা শোনার পর সে থমকিয়া দাঁড়াইল এবং পাঠকারীকে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! এই আয়াতটি আবার পাঠ কর তো ? সে পুনরায় পাঠ করিল। ইহা শোনার পর বিদ্রোহী তাহার তরবারি কোষবদ্ধ করিল এবং তৎক্ষণাৎ সে একাগ্র মনে তওবা করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইল। ফজরের সময় সে মদীনায় পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া সে গোসল করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদে আসিয়া ফজরের নামায আদায় করিল। নামায সমাপনান্তে অন্যান্য সাহাবীর সঙ্গে সেও হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। আস্তে আস্তে

ফর্সা হইয়া গেলে লোকেরা তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলিল এবং গ্রেফতার করিতে উদ্যত হইল। তখন লোকটি বলিয়া উঠিল, দেখুন, আমার উপর আপনাদের হস্তক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই আমি তওবা করিয়াছি এবং তওবা করার পর আপনাদের নিকট আসিয়াছি। সুতরাং আমার উপর আপনাদের বল প্রয়োগ করার কোন অধিকার নাই। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, লোকটি সত্য বলিয়াছে। অতঃপর তিনি তাহার হাত ধরিয়া তৎকালের মদীনার আমীর মারওয়ান ইব্ন হাকামের কাছে নিয়া যান। তখন ছিল মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামল। মারওয়ান তাহাকে বলেন, এই হইল আলী আসাদী। সে তওবা করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপর আপনার শাস্তি প্রয়োগের কোন অধিকার নাই এবং তাহাকে হত্যাও করিতে পারিবেন না। তাহাকে তাহার সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। ফলে কেহ তাহার সাথে কোন প্রকারের দুর্ব্যবহার করিল না। অতঃপর তিনি একজন খাঁটি তওবাকারী হইয়া রোম অভিযাত্রী মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মুজাহিদ হিসাবে যোগ দেন। নদীপথে চলার সময় রোমকদের কতকগুলি নৌকা তাহাদের সামনে পড়ে। তিনি লাফাইয়া গিয়া রোমকদের এক নৌকায় উঠিয়া তরবারির চমকে তাহাদিগকে হতবাক করিয়া দেন। ফলে রোমকরা দিগ্বিদিক হারাইয়া পালে টান দিল এবং নৌকাটি ভারসাম্য হারাইয়া ডুবিয়া গেল। সেই নৌকার সকল যাত্রীই মারা গেল। তাহাদের সাথে হযরত আলী আসাদীও ডুবিয়া শাহাদাত বরণ করেন।

(٣٥) يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

(٣٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٣٧) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنْهَا ۫ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৫. "হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁহার পথে সংগ্রাম কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।"

৩৬. "যাহারা কুফরী করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য যদি তাহারা পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর দ্বিগুণও বিনিময় হিসাবে প্রদান করে, তাহা কবূল করা হইবে না এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।"

৩৭. "তাহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিবে এবং উহা হইতে তাহারা মুক্তি পাইবে না। আর তাহাদের জন্য স্থায়ী আযাব রহিয়াছে।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে তাকওয়া অবলম্বন করার মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। তাকওয়ার মাধ্যমে নৈকট্য লাভ করার অর্থ হইল তাঁহার নিষিদ্ধকৃত বিষয়সমূহ তথা হারাম হইতে দূরে থাকা।

ইহার একটি অংশে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ –'তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ الوسيلة। অর্থ القربة। অর্থাৎ নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা।

মুজাহিদ, আবূ ওয়ায়ল, হাসান, কাতাদা, আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থ হইল, তাঁহার আনুগত্য এবং সাধ্য মুতাবিক আমল দ্বারা তাঁহার নৈকট্য লাভ করা। ইব্‌ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ করেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنِ تَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ

অর্থাৎ 'এই ধরনের লোকই তাহাদের প্রভুর নৈকট্য অনুসন্ধান করিয়া থাকে।'

উল্লেখিত ইমামগণ وَسِيْلَةَ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার উপর সকল মুফাসসির একমত রহিয়াছেন।

এই বিষয়ের উপর ইব্‌ন জারীর (র) কবিতার একটি পংক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ

اذا غفل الواشون عدنا لو صلنا + وعاد التصادق بيننا والوسائل

এই পংক্তিটির মধ্যেও وَسِيْلَةَ শব্দটি নৈকট্য লাভ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَسِيْلَةَ সেই বিষয়কে বলা হয় যাহার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হয়।

وَسِيْلَةَ জান্নাতের সেই উন্নততম স্থানের নাম যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) অবস্থান করিবেন। সেই স্থানটি আরশের খুব নিকটে অবস্থিত। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া ইহা বলিবে-

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدان الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودان الذى وعدته

–সে নিজের জন্য আমার শাফা'আত হালাল করিয়া নিয়াছে।

সহীহ মুসলিমে......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর আস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ "যখন তোমরা মুআযযিনকে আযান দিতে শুনিবে, তখন মুআযযিন যাহা বলিবে, তোমরাও তাহা বলিবে। অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। কেননা আমার প্রতি যে ব্যক্তি একবার দরূদ পাঠ করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ দশবার রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমার জন্য তোমরা ওসীলা প্রার্থনা কর। কেননা ওসীলা হইল জান্নাতের এমন একটি স্থান, যাহা কেবল একজন বান্দা লাভ করিবেন। আশা করি সেই বান্দা আমি। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করিবে, তাহার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে, তখন আমার

জন্য ওসীলা প্রার্থনা করিবে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওসীলা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহার অধিকারী হইবেন মাত্র এক ব্যক্তি। আশা করি সেই ব্যক্তি আমিই।

ইমাম তিরমিযী (র).......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়া বক্তব্য করিয়াছেন। ইহার কা'ব নামক বর্ণনাকারী অপরিচিত ব্যক্তি।

অন্য একটি মারফূ' রিওয়ায়াতে ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। তখন ওসীলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) অবহিত করেন যে, ওসীলা জান্নাতের সর্বোত্তম মনযিল। উহা এক ব্যক্তি ব্যতীত কেহ পাইবে না। সম্ভবত সেই ব্যক্তিটি আমি।

অপর একটি হাদীসে তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা কর। যে দুনিয়াতে আমার জন্য উহা প্রার্থনা করিবে, আমি কিয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী অথবা সুপারিশকারী হইয়া দাঁড়াইব।

অন্য এক হাদীসে ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওসীলা জান্নাতের এমন একটি স্থান যাহার উপরে আর কোন স্থান নাই। তাই তোমরা প্রার্থনা কর যেন আমি সেই স্থানটি প্রাপ্ত হই।

অন্য একটি হাদীসে ইব্ন মারদুরিয়া (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে আলী (রা) বলেন, হযরত নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে ওসীলা নামক একটি স্থান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তখন আমার জন্য 'ওসীলা' প্রাপ্তির প্রার্থনা করিবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেখানে আপনার সঙ্গে কে অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসায়ন। এই হাদীসটি এই সূত্রে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি কূফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়াইয়া জনগণের উদ্দেশ্যে বলিতেছিলেন ঃ হে লোকসকল! জান্নাতের মধ্যে দুইটি মুক্তা রহিয়াছে। একটি সাদা রংয়ের, অপরটি হলুদ রংয়ের। হলুদ রংয়ের মুক্তাটি আরশের নীচে অবস্থিত। মাকামে মাহমূদ হইল সাদা রংয়ের মুক্তার তৈরি একটি প্রাসাদ যাহার সত্তর হাজার প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। উহার প্রত্যেকটির আয়তন তিন মাইল। উহার দরজা, জানালা, কেদারা ইত্যাদি একই ধাতুর তৈরি। উহার নাম হইল 'ওসীলা'। উহা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার আহ্‌লে বায়তের জন্য। আর হলুদ রংয়ের মুক্তা নির্মিত প্রসাদটিও অনুরূপ ধরনের। উহা হইল ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার আহলে বায়তের জন্য। তবে এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল পর্যায়ের।

ইহারা পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হইতে বিরত থাকা এবং আদিষ্ট বিষয়সমূহ মানিয়া চলার নির্দেশ দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা যাহারা সহজ সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং সত্য দীন পরিহার করিয়াছে, সেই সকল দীনের শত্রুদের মুকাবিলায় আল্লাহর রাহে জিহাদ করিয়া সফলতা ও বিপুল কল্যাণের অধিকারী হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে মু'মিনগণ এমন এক বেহেশতের অধিবাসী হইতে পারিবে যাহার প্রাসাদগুলি সুউচ্চ ও কারুকার্য খচিত, চির অমলীন ও অবিনশ্বর। উহার নিআমত অফুরন্ত। সেখানে দুঃখ, ব্যাধি ও মৃত্যুর আশংকা নাই। উহার পরিধেয় বস্ত্র চির পরিচ্ছন্ন ও উহার অধিবাসীরা চির তরুণ।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের শত্রু কাফিরদের প্রাপ্য কিয়ামতের আযাব ও লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَه لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'নিশ্চয়ই যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণ স্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে যদি উহা তাহাদের অধিকারে থাকে এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরও সম্পদ থাকে, তবুও তাহাদের নিকট হইতে তাহা গৃহীত হইবে না এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি কিয়ামতের দিন সেই শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে যত সম্পদ আছে উহা এবং উহার সমপরিমাণ আর এক পৃথিবীর সম্পদ মুক্তিপণ হিসাবে প্রদান করিতে চায়, তবুও তাহাকে রেহাই দেওয়া হইবে না। তাহাকে অবশ্যই আযাব গ্রাস করিয়া লইবে। সে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। শুধু তাহাই নহে, জাহান্নাম হইবে তাহার জন্য খুবই সংকীর্ণ, পরিত্রাণ পাওয়ার অবকাশমুক্ত এবং সুরক্ষিত।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ 'জাহান্নামীদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ আযাব।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থাৎ 'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে এবং তাহাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রহিয়াছে।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

'অনন্তর তাহারা যখন দোযখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন পুনরায় তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে।'

অর্থাৎ দোযখীরা যখন দোযখের মর্মন্তুদ আযাব ও দহন হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদের জন্য বাহির হইয়া আসার কোন পথ থাকিবে না। পরন্তু দোযখের লেলিহান শিখার

উত্তাপ শক্তি যখন তাহাদিগকে উপরে তুলিবে, তখন তাহাদিগকে লোহার বিশাল হাতুড়ীর ভীষণ আঘাতে পুনরায় দোযখের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ 'উহার মধ্যে তাহাদিগকে অনন্তকাল থাকিতে হইবে।' কোন অবস্থায়ই তাহারা উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ দোযখ হইতে এক ব্যক্তিকে আনয়ন করা হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে আদম সন্তান! কেমন স্থান তুমি প্রাপ্ত হইয়াছে ? সে বলিবে, অত্যন্ত জঘন্য স্থান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার পর বলা হইবে, তুমি কি ইহা হইতে মুক্তির পণ হিসাবে পৃথিবী সমান স্বর্ণ প্রদান করিতে সম্মত রহিয়াছে ? সে বলিবে, হ্যাঁ প্রভু, সম্মত রহিয়াছি। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, তুমি মিথ্যাবাদী। আমি তো তোমার নিকট ইহা হইতে বহু কম চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তাহাও দাও নাই। অবশেষে তাহাকে পুনরায় দোযখে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিবেন।

হাম্মাদ ইব্ন সালমার সূত্রে মুসলিম এবং নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) হইতে সহীহদ্বয়ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মাতার আল-ওরাক এবং ইবন মারদুবিয়াও আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ইব্ন মারদুবিয়া (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদল লোককে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে। তখন বর্ণনাকারীর ইয়াযীদ ইব্ন সুহাইব আল-ফকীর জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন, তবে আল্লাহ যে বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا

'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।' ইহার অর্থ কি হইবে ? জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইহার আগের আয়াতটি পড়, যাহাতে রহিয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْاَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ-

'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়া কাফির হইয়াছে, তাহারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ায় যাহা কিছু আছে তাহা সমস্ত, এমনকি উহার দ্বিগুণও প্রদান করে ....।' অর্থাৎ ইহাতে শুধু কাফিরদের জন্য অনন্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে।

জাবির ও ইয়াযীদ আল-ফকীর হইতে অন্য সূত্রে ইমাম আহমদ এবং মুসলিমও ইহা একটু দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়াযীদ আল-ফকীর বর্ণনা করেন যে, ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন ঃ একদা আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন তিনি বলেন, একদল লোককে দোযখ হইতে বাহির করিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে। ইয়াযীদ আল-ফকীর বলেন, একবার যাহাদেরকে দোযখে প্রবেশ করান হইবে তাহাদিগকে যে পুনরায় বাহির করা হইবে এই

কথার উপর আমার তখনো বিশ্বাস ছিল না। তাই আমি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলাম এবং বলিলাম, সাধারণ লোকের উপর আমার কোন ক্ষোভ নাই, আমার ক্ষোভ হইল আপনার মত সুযোগ্য সাহাবীর উপর। হে মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবী! আপনি কি এই ধারণা পোষণ করেন যে, লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া মুক্তি দেওয়া হইবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا

'তাহারা অগ্নি হইতে বাহির চাহিবে কিন্তু তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার নহে।'

আমি এই কথাগুলি উত্তেজিত স্বরে বলিতে থাকিলে তাহার শাগরিদগণ আমাকে ধমক দিয়া নিশ্চুপ করিয়া দেন। তবে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন খুবই সহিষ্ণু ও মিষ্টি স্বভাবের ব্যক্তি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি যে আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছ, উহাতে কাফিরদের কথা বলা হইয়াছে। অতঃপর তিনি কুরআনের اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ হইতে পরবর্তী আয়াতের পূর্ব পর্যন্ত পাঠ করেন। ইহার পর আমাকে বলেন, তুমি কি কুরআন পড় নাই ? আমি বলিলাম হ্যাঁ পড়িয়াছি, সম্পূর্ণ কুরআন আমার মুখস্ত। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আল্লাহ কি এই কথা বলেন নাই–

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

–এই আয়াতে সেই মাকামে মাহমূদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে যখানে বসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সুপারিশ করিবেন। যাহা হউক, আল্লাহ তা'আলা একদল লোককে তাহাদের পাপের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন এবং সেই ব্যাপারে কাহারো বলার কিছু থাকিবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহাদিগকে উহা হইতে নিষ্কৃতিও দিতে পারেন।

ইয়াযীদ আল-ফকীর (র) বলেন, ইহার পর হইতে এই ব্যাপারে আমার ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া যায়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......তালক ইব্ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, তালক ইব্ন হাবীব (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য সুপারিশ করার বিষয়ে আমি চরম বিরোধী ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি এবং যে সকল আয়াতে জাহান্নামীদের অনন্ত শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল আয়াত তাঁহাকে শুনাই। তখন তিনি আমাকে বলেন, হে তালক! তুমি কি আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের ব্যাপারে আমার চেয়ে নিজেকে বেশি জ্ঞানী মনে কর ? তুমি যে সকল আয়াত আমাকে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছ উহাতে মুশরিকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু যাহারা একদিন জাহান্নামের শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে তাহারা মুশরিক নয়, বরং পাপী। তাহারা তাহাদের পাপের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিয়া মুক্তি পাইবে।

পরিশেষে তিনি হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয়ের প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে না শুনিয়া থাকি যে, জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর কতক লোককে উহা হইতে বাহির করা হইবে, তাহা হইলে আমার কর্ণদ্বয় যেন শ্রবণশক্তি হারাইয়া বধির হইয়া যায়। কুরআন তোমরা যেমন পাঠ কর, আমরা তেমনি পাঠ করি।

(٣٨) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

(٣٩) فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٤٠) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ
وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৮. "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর, উহা তাহাদের কৃত-কর্মের ফল ও আল্লাহর নির্ধারিত দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

৩৯. "কিন্তু সীমা লংঘন করার পর কেহ্ তওবা করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হইবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

৪০. "তুমি কি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ? যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন ও যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারক এবং নির্দেশক হিসাবে পুরুষ অথবা নারী চোরের হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

সাওরী (র)......আমর ইব্‌ন শুরাহীল আশ্-শাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا ايمانهما -তবে এই পঠন খুবই বিরল।

অবশ্য এইভাবে পড়িলে যে অর্থ দাঁড়ায়, আলিমদের মতে সেই ধারায় বিচার করা হয়। তবে আলিমদের মতের ভিত্তি ইহা নয়; বরং অন্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা চোরকে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হয়। জাহিলিয়াতের যুগেও চোরের হাত কাটার বিধান ছিল। ইসলাম আসিয়া উহাকে স্পষ্ট ও সুনির্ধারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে এবং হাত কাটার ব্যাপারে বহু শর্তারোপ করিয়াছে। ইনশা আল্লাহ্ আমরা এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

অনুরূপভাবে কসম, দিয়াত এবং কুরায প্রভৃতির বিচার এবং চর্চা ইসলামপূর্বকালেও ছিল। তবে ইসলাম আসিয়া উহাকে সুসংহত ও সুশৃঙ্খলিত করিয়াছে। এই সকল বিষয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ আনুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করিয়াছে।

কথিত আছে যে, জাহিলিয়াতের যুগে সর্ব প্রথম কুরায়শরা বনী মালীহা ইব্‌ন আযরের গোলাম দুয়াইককে চুরির অপরাধে হাত কাটিয়া দিয়াছিল। সে কাবার সংগৃহীত অর্থ চুরি করিয়াছিল। কেহ বলিয়াছেন যে, মূলত সেই ব্যক্তি চুরি করে নাই, অন্য কেহ চুরি করিয়া উহার নিকট রাখিয়াছিল।

আহলে জাহির সম্প্রদায়ের কতক ফিকহশাস্ত্রবিদ বলিয়াছেন, যে, চোর চুরি করিলেই হাত কাটিয়া দিতে হইবে। চাই চুরিকৃত মাল অল্প হউক বা বেশি পরিমাণে হউক। ইহাই এই

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বুঝায়। চুরিকৃত বস্তুর নির্ধারিত কোন পরিমাণের দরকার নাই এবং ইহা দেখারও দরকার নাই যে, চোর অরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল, না সুরক্ষিত সম্পদ চুরি করিল।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... নাজদা আল হানাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এই আয়াতটি ব্যাপকার্থক, না বিশেষার্থক ? তিনি জবাবে বলিয়াছেন, ব্যাপকার্থক।

তাঁহার এই মন্তব্য উপরোক্ত দলের কথার সম্পূরক বলিয়াও ধরা যাইতে পারে এবং অন্য অর্থ করারও অবকাশ রহিয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

তবে তাহাদের দলীল হইল আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ চোরের উপর আল্লাহ্ অভিসম্পাত। সে একটি ডিম চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায় এবং এক গোছা রশি চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যায়।

জমহূরের নিকট চোরাই মালের একটা পরিমাণ রহিয়াছে, যদিও এই পরিমাণের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান।

মালিক ইব্ন আনাসের মতে তিনটি খাঁটি দিরহাম বা রৌপ্য মুদ্রা অথবা উহার সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা হইবে। তাহার দলীল হইল ইব্ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সনদে বর্ণিত হাদীসটি। উহাতে রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তি হাত কাটিয়াছিলেন।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মালিক (র) বলিয়াছেন ঃ একব্যক্তি তিন দিরহাম মূল্যের জানালার একফালি কাঠ চুরি করার অভিযোগে হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দিয়াছিলেন।

ইমাম মালিক (র)......আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বলেন ঃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে এক ব্যক্তি দরজার একফালি কাঠ চুরি করে। উসমান (রা) উহার মূল্য নির্ধারণ করিতে আদেশ দেন এবং উহার মূল্য দাঁড়ায় মাত্র তিন দিরহাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) তাহার হাত কাটিয়া দেন।

ইহার ভিত্তিতে মালিক (র)-এর বিজ্ঞ অনুসারীরা বলেন ঃ উসমান (রা) এই ফয়সালা প্রকাশ্যে দিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার এই ফয়সালার বিরোধিতা করেন নাই। তাই বুঝা যায়, এই ফয়সালার উপর তৎকালীন সকল সাহাবার মৌন সমর্থন রহিয়াছে। এই কথা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ফল চুরি করিলেও হাত কাটা যাইবে। তবে হানাফীগণ এই মতের সমর্থক নহেন। তাহাদের মতে চোরাই মাল কমপক্ষে দশ দিরহাম মূল্যের হইতে হইবে। শাফিঈদের মতে উহার পরিমাণ এক দীনার বা একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বরাবর হইতে হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

শাফিঈ (র)-এর ব্যক্তিগত অভিমত হইল যে, একটি স্বর্ণমুদ্রার এক-চতুর্থাংশ বা উহার সমপরিমাণ মূল্যে দ্রব্য বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে।

তাঁহার দলীল হইল সহীদ্বয়ের উদ্ধৃত হাদীসটি। উহা এই ঃ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ বা উহার বেশি পরিমাণ চুরি করিলে হাত কাটিব।

হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযমের সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি চোর এক দীনারের চতুর্থাংশ পরিমাণ বা উহা হইতে বেশি পরিমাণ চুরি না করে, তবে হাত কাটা যাইবে না।

তাই ইমাম শাফিঈর সঙ্গীদের ধারণামতে এই হাদীসটি তাঁহাদের অভিমতের স্পষ্ট প্রমাণ। পরন্তু এই হাদীসটি এই কথাও প্রমাণ করে যে, উহার পরিমাণ হইল একটি দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং অন্য কিছু দ্বারা উহার পরিমাণ ধার্য করা চলিবে না। যথা তিন দিরহাম মূল্যের ঢালের হাদীসটিও নয়। তবে কথা হইল যে, তিন দিরহাম দ্বারা এক দীনারের এক-চতুর্থাংশের উল্টা বুঝায় না, বরং উভয়ের পরিমাণ একই। কারণ এক দীনার সমান বার দিরহাম। আর বার দিরহামের এক-চতুর্থাংশ হইল তিন দিরহাম। অতএব বুঝা গেল যে, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং তিন দিরহামের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নাই; বরং একই কথা।

উমর ইব্ন খাত্তাব, উসমান ইব্ন আফফান ও আলী ইব্ন আবূ তালিব রাযী আল্লাহ তা'আলা আনহুমের মাযহাবও ছিল ইহা।

ইঁহাদের মতই উমর ইব্ন আবদুল আযীয, লাইস ইব্ন সা'দ, আওযাঈ ও তাঁহার সঙ্গীগণও এইমত পোষণ করেন। ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া, আবূ সাওর, দাঊদ ইব্ন আলী জাহিরী (র) প্রমুখের মতও ইহাই।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ এবং তিন দিরহাম পরিমাণ অথবা উহার যে কোন একটি নিসাবের সমপরিমাণ চুরি করিলে হাত কাটা হইবে। উহা ইব্ন উমর এবং আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উপরন্তু আয়েশা (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ চুরি করিলে তাহার হাত কাটিয়া দাও এবং যদি উহা হইতে কম পরিমাণে চুরি করে, তবে হাত কাটিও না।

মূলত এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ সমান তিন দিরহাম এবং এক দীনার সমান বার দিরহাম।

নাসাঈর হাদীসে রহিয়াছে যে, একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি না করিলে হাত কাটিবে না। আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, একটি ঢালের মূল্য কত ? তিনি বলিয়াছিলেন, এক-চতুর্থাংশ দীনার। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুরির জন্য হাত কাটার শর্ত দশ দিরহাম নহে, তিন দিরহাম। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সঙ্গী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরীর মতে চোরের হাত কাটার নিসাব হইল নিখুঁত দশ দিরহাম।

তাঁহাদের দলীল হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করার অভিযোগে হাত কাটা হইয়াছিল। তখন একটি ঢালের দাম ছিল দশ দিরহাম।

ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী আকরাম (সা)-এর সময়ে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম।

অন্য একটি হাদীসে আবদুল আলা (র)......আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একটি ঢালের সমপরিমাণ মূল্য ব্যতীত চোরের হাত কাটিবে না।

একটি ঢালের নূন্যতম মূল্য হইল দশ দিরহাম। ইহা বলিয়াছেন, ইব্‌ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)। তবে ইব্‌ন উমর ঢালের মূল্য নির্ধারণে ইহাদের মতের বিরোধিতা করিয়াছেন।

তাই যখন ইহার মূল্য নির্ধারণে সংশয় ও দ্বিমত দেখা দিয়াছে, তখন সতর্কতামূলকভাবে বেশি মূল্য বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। আর ইহার মূল্য বেশি নির্ধারণ করার মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ হইতে অধিক মুক্ত থাকা যায়।

পূর্বসুরী কোন কোন মনীষী বলিয়াছেন ঃ দশ দিরহাম অথবা দশ দীনার অথবা উহার যে কোন একটির সমপরিমাণ মূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে হাত কাটা বিধেয়।

ইহা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে আলী, ইব্‌ন মাসউদ (রা), ইব্‌রাহীম নাখঈ, আবূ জাফর আল-বাকের (র) প্রমুখ হইতে।

কোন এক মনীষী বলিয়াছেন ঃ পাঁচ ব্যতীত পাঞ্জা কাটা যাইবে না। অর্থাৎ পাঁচ দীনার বা পঞ্চাশ দিরহাম চুরি না করিলে চোরে হাত কাটা যাইবে না। ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে।

জাহিরী আলিমগণ আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীসের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, একটি ডিম চুরি কিংবা একটি রশি চুরির অপরাধে হাত কাটা যাইবে। -এই দলীলের জবাবে জমহূর উলামা বলিয়াছেন ঃ

এক. ইহা আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। তবে এই যুক্তির মধ্যে সন্দেহ রহিয়াছে। কেননা রহিত হওয়া নির্ধারণের তারিখ অজ্ঞাত।

দুই. ডিম দ্বারা বুঝান হইয়াছে লোহার ডিম এবং রজ্জু দ্বারা বুঝান হইয়াছে জলতরীর মূল্যবান রশি। আ'মাশ (র) ইহা বলিয়াছেন এবং বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

তিন. মূলত ইহা দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, এই ধরনের ক্ষুদ্র দ্রব্য চুরি করিতে করিতে চোর একদিন বড় ধরনের মূল্যবান কিছু চুরি করিয়া ফেলে। ফলে তাহার হাত কাটা যায়।

চার. উহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জাহিলিয়াতের যুগের ঘটনার দৃষ্টান্ত হিসাবে বলিয়াছেন। কেননা সেই যুগে অল্প-বেশি যেন কোন পরিমাণে চুরি করিলেই হাত কাটিয়া দেওয়া হইত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে অভিসম্পাত দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহারা অল্পসল্প দ্রব্যের কারণে মূল্যবান হাত কাটিয়া দেয়।

বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুল আলা আল-মুআরা যখন বাগদাদে আসেন, তখন তিনি এই ব্যাপারে সেখানকার বড় বড় ফিকহবিশারদের নিকট চুরির নিসাব বা পরিমাণ এক দীনারের

এক-চতুর্থাংশ নির্ধারণের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু কেহ তাহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারিলে তিনি এই বিষয়ের উপর জিজ্ঞাসামূলক কয়েকটি পংক্তি রচনা করেন।

يد بخمس مئين عسجد وديت + ما بالها قطعت فى ربع دينار
تناقض مالنا الا السكوت له + وان نعوذ بمولانا من النار

অর্থাৎ 'একটি হাতের সম্মানী যেখানে পাঁচশত দীনার হয়, সেখনে এই হাতকে এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরির কারণে কাটা হইবে ? এটা এমন একটা স্ববিরোধী কথা, যাহা আমার বোধগম্য নয়। কাজেই আমার নীরব থাকা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমি আমার মাওলার নিকট জাহান্নামের আগুন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।'

যখন তাহার এই কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন ফিকহবিদগণ ইহর জবাব দেওয়ার জন্য তাহাকে খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তিনি ততদিনে অন্যত্র চলিয়া যান।

ইহার জবাবে কাযী আবদুল ওয়াহাব আল-মালিকী বলেন ঃ যতদিন হাত বিশ্বস্ত ছিল, ততদিন পর্যন্ত তাহা মূল্যবান ছিল। কিন্তু যখন সে বিশ্বাসঘাতকতা করিল, তখন তাহার মূল্য কমিয়া গেল।

কেহ আবার উহার জবাবে বলিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে শরী'আতের ও জনগণের হিকমত ও কল্যাণ লুক্কায়িত রহিয়াছে। হাতের মূল্য নিঃসন্দেহে পাঁচশত দীনার হইবে। কিন্তু উহা না কাটিলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। তাই এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে যাহাতে অপরাধ নির্মূল হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সামান্য জিনিস চুরি করার অপরাধে হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশটি দেওয়া হইয়াছে চৌর্যবৃত্তি নির্মূল করার লক্ষ্যে। তাই মাত্র এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করিলেই হাত কাটিতে হইবে। যদি চুরিতে একটা বড় পরিমাণের অংক নির্ধারণ করা হইত, তবে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ হইত না। বুদ্ধিজীবিদের জন্য ইহার মধ্যে গবেষণার খোরাক রহিয়াছে। তাই আল্লাহপাক বলিয়াছেন ঃ

جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

'ইহা তাহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

মূলত উচিত বিচার ইহাই যে, যেই হাত দিয়া অন্যায় বা অপরাধ সংঘটিত হয়, সেই হাত কাটিয়া দেওয়া যাহাতে তাহার উপযুক্ত শিক্ষা হয় এবং অন্যের জন্যও যেন ইহা শিক্ষণীয় হইয়া থাকে।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থাৎ প্রতিকার গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত এবং তিনি স্বীয় আদেশ নিষেধ প্রদানে ও বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে মহা প্রজ্ঞাময়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

'সীমা লংঘন করার পর কেহ তাওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'

অর্থাৎ কেহ যদি চুরি করার পরে উহা হইতে তওবা করে এবং নিজের চরিত্রকে সংশোধন করিয়া নেয়, তবে আল্লাহ তাঁহার ওয়াদামাফিক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

তবে চোরাইমাল বা উহার সমপরিমাণ মূল্য অবশ্য তাহার মালিকের নিকট পৌছাইতে হইবে। ইহা হইল জমহূর আলিমদের অভিমত।

আবূ হানীফা (রা) বলেন ঃ চুরির অপরাধে যদি হাত কাটা হয় এবং চোর যদি চোরাই মাল ব্যয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে উহার বিনিময় মূল্য মালিককে প্রদান করা জরুরী নহে।

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে হাকিম আবুল হাসান দারাকুতনী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি চোরকে হাযির করা হয়। লোকটি একটি চাদর চুরি করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমার.মনে হয় তুমি চুরি কর নাই। চোর ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ, আমি চুরি করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ ইহাকে নিয়া হাত কাটিয়া দাও। আর হাত কাটা হইলে ইহাকে আমার নিকট নিয়া আসিও। তাই হাত কাটার পর তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া আসা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ আল্লাহর নিকট তওবা কর। লোকটি বলিল, আমি আল্লাহর নিকট তওবা করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন মাদানী এবং ইব্‌ন খুযায়মার রিওয়ায়াতে এই হাদীসটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন সা'লাবা আনসারীর পিতা হইতে বর্ণনা করেন ঃ উমর ইব্‌ন সামুরা ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন আবদে শাম্‌স রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অমুক গোত্রের উট চুরি করিয়াছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেই গোত্রে লোক পাঠান। তাহারা তত্ত্বানুসন্ধানকারীর নিকট বলেন যে, আমাদের একটি উট চুরি হইয়া গিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটার জন্য নির্দেশ দান করেন এবং তাহার হাত কাটা হয়। তখন সে বলিতেছিল, আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি তোমা (হাত) হইতে আমাকে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি তো আমার সমস্ত শরীরটাকে নিয়া জাহান্নামে যাইতে চাহিয়াছিলে।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ এক মহিলা অলংকার চুরি করে। তাহাকে চোরাই মালসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিয়া বলা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলা আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা উহার ডান হাত কাটিয়া ফেল। হাত কাটার পর সেই মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, ইহা দ্বারা কি আমার তওবা হইয়া গেল ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি এখন পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছ যেন আজ তুমি তোমার মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছ। রাবী বলেন, তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করার পর তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে, তাহার প্রতি আল্লাহ ক্ষমাপরবশ হইবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে উপরিউক্ত হাদীসটি এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জনৈক মহিলা চুরি করে। যাহাদের মাল চুরি করিয়াছিল, তাহারা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই মহিলাটি আমাদের মাল চুরি করিয়াছে। তখন মহিলার বংশের লোকেরা আসিয়া বলিল, আমরা ইহার ক্ষতি পূরণ দিব। তথাপি রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ইহার পর মহিলার বংশের লোকেরা পাঁচশত দীনার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার তোয়াক্কা না করিয়া বলিলেন ঃ ইহার হাত কাটিয়া দাও। ফলে তাহার ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। তখন মহিলাটি বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি আমার জন্য তওবা স্বরূপ ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ এখন তুমি পাপ হইতে এমন পবিত্রতা লাভ করিয়াছ যেন তুমি আজ তোমার মায়ের গর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছ। অতঃপর আল্লাহ সূরা মায়িদার নিম্ন আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

উল্লেখ্য যে, উক্ত মহিলাটি ছিল মাখযুমিয়া গোত্রের। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে একাধারে আয়েশা (রা)-ও উরওয়া (র) হইতে যুহরীর রিওয়ায়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। তবে কথা হইল যে, সেই মহিলাটি কুরায়শদের মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। তাহার বিষয়ে হাত কাটা ফয়সালা হওয়ার কারণে কুরায়শরা সকলে দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল মক্কা বিজয়ের সময়। তখন কুরায়শরা পরামর্শ করিতে লাগিল, এই মহিলার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহার দ্বারা সুপারিশ করা যায়। সবাই ভাবিয়া দেখিল, ইহা একমাত্র উসামা ইব্‌ন যায়দের দ্বারাই সম্ভব। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত মুতাবিক উসামা ইব্‌ন যায়দ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার ব্যাপারে সুপারিশ করিলেন। যখন তিনি সুপারিশ করিতেছিলেন, তখন তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তেজিত স্বরে তাহাকে বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান বা হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ করিতেছ! ইহা শুনিয়া উসামা ঘাবড়াইয়া যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ক্ষমার জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন। অতঃপর সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিবাদের পর এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীরা এই জন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্যে কোন সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করিত তবে তাহাদের হাত কাটা হইত না এবং তাহাকে রেহাই দেওয়া হইত। অথচ যদি সমাজের অপাঙক্তেয় দুর্বল কোন ব্যক্তি চুরির অপরাধে ধৃত হইত, তবে তাহার উপর হাত কাটা বিধানের যথাযোগ্য প্রয়োগ করা হইত। যাঁহার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে, তবে আমি তাহারও হাত কাটিয়া দিব। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশক্রমে সেই মহিলার হাত কাটা হয়।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহার পর সে একাগ্রচিত্তে তওবা করে এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই ঘটনার পর হইতে সেই মহিলা কোন সমস্যায় পড়িলে আমার নিকট আসিত। আমি তাহার সমস্যার কথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তুলিয়া ধরিতাম।

আয়েশা (রা) হইতে মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা লোকজনের কাছ হইতে জিনিসপত্র ধার নিত এবং পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটার নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন উমর (রা)-এর রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, মাখযুমীয়া গোত্রের জনৈক মহিলা তাহার পড়শীদের নিকট হইতে মৌখিক চুক্তিতে ধার গ্রহণ করিত; কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার হাত কাটিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। এই রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈ প্রমুখ।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, জনৈক মহিলা লোকদের নিকট হইতে অলংকারাদি ধার হিসাবে নিত, কিন্তু পরবর্তী সময়ে উহা অস্বীকার করিত। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, উক্ত মহিলার উচিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং যাহাদের নিকট হইতে ধার আনিয়াছিল, তাহাদিগকে উহা ফেরত দেওয়া। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে বিলাল! উঠ, মহিলাটির হাত কাটিয়া দাও।

চুরির বিধান সম্পর্কিত আরো বহু হাদীস আহকামের কিতাবসমূহে রহিয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

'তুমি কি জান না যে, আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই।'

অর্থাৎ তিনিই মহাবিশ্বের একমাত্র অধিকর্তা এবং তাঁহার নির্দেশ সর্বত্র প্রযোজ্য। কেহ তাহার নির্দেশের মুকাবিলায় বাধ সাধিতে পারে না। তিনি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করেন।

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থাৎ 'যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ يَاْتُوْكَ ۗ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۗ وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖۚ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(٤٢) سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ۗ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ۗ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(٤٣) وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ۚ وَمَآ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٤٤) اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৪১. "হে রাসূল! তোমাকে যেন দুঃখ না দেয় যাহারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, যাহারা মুখে বলে ঈমান আনিয়াছে; অথচ তাহাদের অন্তর ঈমান আনে না; এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে যাহারা অসত্য শ্রবণে তৎপর, তোমার নিকট আসে না এমন এক ভিন্ন দলের পক্ষে যাহারা কান পাতিয়া থাকে; শব্দগুলি যথাযথ সুবিন্যস্ত থাকার পরেও তাহারা সেগুলির অর্থ বিকৃত করে; তাহারা বলে, এই প্রকার বিধান দিলে গ্রহণ করিও, উহা না দিলে বর্জন করিও; আর আল্লাহ্ যাহার পথচ্যুতি চাহেন, তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের জন্য আছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও পরকালে শাস্তি।"

৪২. "তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহী ও অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত। তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ-দিগকে ভালবাসেন।"

৪৩. "তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত, যাহাতে আল্লাহ্র আদেশ আছে। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারা মু'মিন নহে।"

৪৪. "তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম উহাতে ছিল পথ-নির্দেশনা ও আলো, নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল, তাহারা ইয়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রব্বানীগণ ও আলিমগণ; কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল এবং তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারা কাফির।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতসমূহ সেই সকল লোকের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা কুফরের দিকে ধাবিত এবং যাহারা আল্লাহর আনুগত্য হইতে মুক্ত এবং পূর্ববর্তী রাসূলগণের আনীত বিধানের উপর যাহারা নিজেদের মতকে প্রাধান্য দান করে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থাৎ 'মুখে তাহারা ঈমান প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের হৃদয় ঈমানশূন্য, ইহারা হইল মুনাফিক।'

وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا

'আর তাহাদের মধ্যে যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে।' অর্থাৎ তাহারা সকলে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু। তাহাদের স্বভাব হইল ঃ سَمّٰعُوْنَ الْكَذِبِ

অর্থাৎ 'মিথ্যা ও বাজে কথা তাহাদের নিকট খুব মজাদার।'

سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ

অর্থাৎ তাহাদের একদল যদি আসিয়া রাসূল (সা)-এর মজলিসে বসে তবে অন্য দলের ব্যাপারে নবী (সা)-কে হঠকারিতা করিয়া বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! অমুক সম্প্রদায় আজ মজলিসে আসে নাই।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহারা মজলিসে বসিয়া কথা শোনে, কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মজলিসে শোনা মূল্যবান কথাগুলো গোপন করে। তাহাদিগকে গিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী পৌঁছায় না।

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ

'আর তাহারা অর্থ ও ব্যাখ্যা বদলাইয়া বিকৃত করে।' বিকৃত করার পর যাহা তাহাদের পসন্দসই হয়, উহার উপর আমল করে।

يَقُوْلُوْنَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا

–'আর তাহারা লোকদের বলে, এই প্রকারের বিকৃত বিধান দিলে গ্রহণ করিও এবং উহা বিকৃত না হইলে প্রত্যাখ্যান করিও।'

কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল। তাহারা একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা এই ব্যাপারে ফয়সালার জন্য একে অপরকে বলে যে, চল, মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাই। তিনি যদি রক্তপণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাহাই গ্রহণ করিব, আর যদি কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যর সিদ্ধান্ত দেন, তবে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিব।

সঠিক ঘটনা হইল এই, আয়াতটি দুই ইয়াহূদী ব্যভিচারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তাহাদের গ্রন্থের বিবাহিত ব্যভিচারীর বিধান বিকৃত করিয়া ফেলে। তাহাদের গ্রন্থে বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে পাথর মারিয়া হত্যা করার নির্দেশ ছিল। কিন্তু তাহারা উহা বিকৃত করিয়া একশত বেত্রাঘাত এবং মুখে চুনকালি মাখিয়া গাধার উল্টাদিকে সওয়ার করানোর লাঞ্ছনা ও শাস্তির বিধান নির্ধারিত করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর এই ব্যভিচারের ঘটনাটি ঘটে। ইয়াহূদীরা যুক্তি করিয়া ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসার মনস্থ করে এবং বলে, যদি তিনি তাহাদের ব্যাপারে বেত্রাঘাত ও চুনকালি মাখার লাঞ্ছনা ও শাস্তি প্রদান করেন, তবে তাঁহার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করিব। তিনি যদি বিবাহিত ব্যভিচারীদের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তবে তাহা আমাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষের একটি মযবূত দলীল হইয়া যাইবে। কেননা ইহা আমরা একজন নবীর সিদ্ধান্ত বা ফয়সালা বলিয়া চালাইতে পারিব। এইটা হইবে

আমাদের জন্য একটা বাড়তি সুযোগ। আর যদি রজমের হুকুম দেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার ফয়সালা প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া আসিব।

এই প্রসঙ্গে হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে নাফে'র সূত্রে মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলে যে, তাহাদের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ রজমের ব্যাপারে তোমাদের তাওরাতে কি বলা হইয়াছে ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারীকে লাঞ্ছিত করা ও চাবুক মারার কথা বলা হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। উহাতে পাথর মারিয়া হত্যা করার কথা বলা হইয়াছে। যাও, তাওরাত নিয়া আস। তাহারা তাওরাত নিয়া আসিয়া খুলিল বটে, কিন্তু তাহাদের একজন রজমের আয়াতের উপর হাত দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। সেই আয়াতটি বাদ দিয়া তাহারা আগে-পরে পড়িতেছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম তখন তাহাকে বলিলেন, তোমার হাত সরাও তো। সে তাহার হাত সরাইয়া নিলে রজমের আয়াত বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা অগত্যা বলিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, তাওরাতে রজমের হুকুম রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদী ব্যভিচারীদ্বয়কে পাথর মারিয়া হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করিলাম যে, ব্যভিচারী পুরুষ লোকটি ব্যভিচারিণী মহিলাকে পাথর হইতে বাঁচাইবার জন্য আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বুখারীতে আসিয়াছে যে, ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তোমরা ব্যভিচারের ব্যাপারে কি বিচার কর ? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা ব্যভিচারীদের মারপিট করি এবং মুখে চুনকালি মাখিয়া দেই। তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাক, তবে তাওরাত আনিয়া প্রমাণ দেখাও।

অতঃপর তাহারা গিয়া তাওরাত নিয়া আসিয়া এক টেরা ব্যক্তিকে বলিল, পড়। সে পড়িয়া যখন রজমের আয়াত পর্যন্ত পৌছিল, তখন উক্ত আয়াতের উপর হাত দিয়া চাপিয়া রাখিল। তখন তাহাকে হাত উঠাইয়া নিতে বলা হয়। সে হাত উঠাইয়া নিলে রজমের আয়াতটি বাহির হইয়া যায়। তখন তাহারা গত্যন্তর না দেখিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! তাওরাতে রজমের আয়াত রহিয়াছে কিন্তু আমরা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুসলিমে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ এক ইয়াহূদী ব্যভিচারী ও এক ইয়াহূদী ব্যভিচারিণী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বিচারের জন্য আসে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ের চেহারায় কালি মাখিয়া দিয়া কিছু মারপিট করা এবং উভয়কে উল্টা করিয়া বাঁধিয়া অলি-গলিতে ঘুরান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাওরাত আন এবং উহা পড়িয়া শুনাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। তাই তাহারা তাওরাত আনিয়া উহা পড়িতে থাকে। যখন রজমের আয়াত পর্যন্ত পৌছে, তখন পাঠকারী যুবক রজমের আয়াতের উপর হাত রাখে এবং উহার পর হইতে পড়িতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ছিলেন। তিনি তখন যুবকটিকে বলিলেন, তুমি হাত সরাও। সে হাত সরাইয়া ফেলিলে রজমের আয়াতটি প্রকাশিত হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা

করার নির্দেশ প্রদান করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রজম নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, ব্যাভিচারী পুরুষটি মহিলাটিকে রজমের আঘাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নিজের শরীরকে ঢাল করিয়া দেয়।

আবূ দাউদ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ একজন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আহ্বান করিয়া নিয়া যায়। তাহারা তাঁহাকে নিয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বসিতে আসন দেয়। অতঃপর তাহারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক ব্যক্তি এক মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করিয়াছে। এই ব্যাপারে আপনি বিচার করুন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য তাহারা গদিতে বসিবার ইন্তেজাম করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপরে বসে। অতঃপর বলিলেন ঃ তাওরাত আন। তাহারা তাওরাত আনিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বসার গদি সরাইয়া উহার উপর তাওরাতখানা রাখিয়া বলিলেন ঃ আমি তাওরাত এবং এই তাওরাত যাহার উপর নাযিল হইয়াছে, তাঁহার উপর ঈমান রাখি। অতঃপর বলেন, তোমরা তোমাদের মধ্যে একজন আমলদার ব্যক্তিকে ডাক। তাহারা একজন যুবককে ডাকিল। নাফি হইতে মালিকের উদ্ধৃত হাদীসে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ এক ইয়াহূদী পুরুষ এক ইয়াহূদী মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করিলে তাহারা পরস্পরে ইহার বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ করিল। ইহার কারণ হইল শাস্তি কিছুটা হালকা করা। অর্থাৎ তিনি যদি রজম ব্যতীত অন্য কোন শাস্তি দেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিবে এবং উহাকে তাহারা একজন নবীর ফয়সালা বলিয়া দলীল হিসাবে গ্রহণ করিবে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, হে আবুল কাসিম! ব্যভিচারী নারী ও পুরুষের ব্যাপারে আপনার কি সিদ্ধান্ত ? তিনি তাহাদের কথার ততক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না যতক্ষণে গিয়া তাহাদের শিক্ষাগারে না পৌঁছিলেন। তিনি তাহাদের শিক্ষাগারের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বল, তোমরা বিবাহিত ব্যভিচারীদের ব্যাপারে তোমাদের তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তাহারা বলিল, মুখে চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করা এবং উভয় ব্যভিচারীকে উল্টা করিয়া গাধার পিঠে চড়াইয়া আলিতে-গলিতে ঘুরান। কিন্তু একজন যুবক নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিল। সে কিছুই বলিতেছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নীরবতা লক্ষ্য করেন এবং তাহার সততা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কসম দিয়া সঠিক কথা প্রকাশের জন্য বলেন। যুবকটি বলিল, আপনি যখন কসম দিয়া আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছেন, তখন আমি মিথ্যা বলিব না। আমরা তাওরাতে বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম মারার কথা পাইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে এই কথাও সত্য করিয়া বল যে, তোমরা সর্ব প্রথম ইহা কাহার ব্যাপারে উঠাইয়া দিয়াছিলে ? যুবক বলিল, আমাদের বাদশাহর নিকটাত্মীয় এক ব্যক্তি ব্যাভিচার করিলে তাহার পদমর্যাদা এবং বাদশাহী প্রভাবের ফলে তাহাকে রজম করা সম্ভব হয় নাই। ইহার পর এক সাধারণ ব্যক্তি ব্যভিচার করে এবং তাহাকে রজম করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার গোত্রের সকল লোক এই বলিয়া প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে যে, সেই লোকটিকে রজম না করা হইলে ইহাকেও রজম করা যাইবে না। তখন আমরা সবাই মিলিয়া নতুন ধরনের শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর হযরত নবী আকরাম (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদের তাওরাত মুতাবিকই শাস্তির নির্দেশ দিতেছি। ফলে তাহাদের উভয়কে রজম মারিয়া হত্যা করা হয়।

যুহরী (র) বলেন ঃ আমি অবগত হইয়াছি যে,

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرًا يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا

-এই আয়াতটি ইহাদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। নবী (সা) তখন ইহাদের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাঊদ ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীরের তাফসীর গ্রন্থে রহিয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)...... বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা' ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়া ইয়াহূদীরা একটি লোককে চুনকালি মাখিয়া চাবুক মারিতে মারিতে নিয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কিতাবে কি ব্যভিচারীর জন্য এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তিনি তখন তাহাদের একজন আলিমকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মূসার প্রতি নাযিলকৃত তাওরাতের শপথ! তুমি সত্য কথা বলিও। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে ব্যাভিচারীর জন্য এই শাস্তি পাইয়াছ? লোকটি বলিল, না, আপনি যদি আমাকে এমন কঠিন শপথ দিয়া না বলিতেন তাহা হইলে আমি সত্য কথা বলিতাম না। আমাদের কিতাবে ব্যাভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে এই পাপাচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা ইহার শাস্তির জন্য ধৃত হইলে তাহাদের প্রভাবে আমাদের তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। অবশ্য কোন দুর্বল সাধারণ ব্যক্তি এই পাপ করিলে তাহাকে আমরা যথাযথ শাস্তি দিতাম। অতঃপর আমরা এই বৈষম্যমূলক শাস্তির অবসানকল্পে ইতর-ভদ্র সবার জন্য চুনকালি মাখিয়া চাবুক মারার শাস্তি নির্ধারণ করি। তখন নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি তোমাদের মৃতবৎ বিধানকে পুনরায় জীবিত করিলাম। পরিশেষে এই ব্যাক্তিকে রজম মারার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাকে রজম মারিয়া হত্যা করা হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।' এই আয়াতাংশও ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।' এই আয়াতাংশেও ইয়াহূদীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই ফাসিক।' এই সকল আয়াতে কাফির ও ইয়াহূদীদের কথা বলা হইয়াছে। উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে একই সময় এই সমস্ত আয়াত নাযিল হয়।

আ'মাশের বরাতে মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন যুবায়র হুমাইদী (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ফাদাক নিবাসী এক ব্যক্তি ব্যাভিচার সংঘটিত করে। অতঃপর ফাদাকবাসীরা মদীনার ইয়াহূদীদেরকে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, তাহারা যেন মুহাম্মদ (সা)-কে যিনার শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তবে স্মরণ রাখিবে, তিনি যদি চাবুক মারার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব। আর যদি রজম করার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহণ করিব না। সেমতে মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করার জন্য দুইজন বিদ্বান লোককে পাঠায়। তাহাদের একজন ছিল টেরা। তাহার নাম ছিল ইব্ন সুরিয়া। হযরত নবী করীম (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা হয়ত তোমাদের অন্যাদের চেয়ে বিজ্ঞ। তাহারা উভয়ে বলিল, আমাদের ব্যাপারে আমাদের লোকেরা এই ধারণা পোষণ করে। নবী (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তোমাদের তাওরাতে কি ইহার শাস্তির বিধান সম্পর্কে আলোচনা হয় নাই ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বিশেষ উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের প্রতি সেই আল্লাহর শপথ, যিনি বনী ইসরাঈলকে নদীর মধ্য দিয়া রাস্তা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের উপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে ফিরাউনের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি মান্না ও সালওয়া নাযিল করিয়াছিলেন। এখন বল, রজম সম্বন্ধে তোমরা তাওরাতে কি পাইয়াছ ? তখন তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহা তো কঠিন শপথ। এমন শপথ তো কখনও শুনি নাই ? অতঃপর তাহারা উভয়ে বলে, আমরা তাওরাতে পাইয়াছি যে, আড় চোখে দেখাও যিনা, আলিঙ্গন করাও যিনা এবং চুম্বন করাও যিনা। যদি চারজন ব্যক্তি ব্যাভিচারীদ্বয়কে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে পুংলিঙ্গকে এমনভাবে উঠানামা করিতে দেখে, যেমন সুরমাদানীর শলাকা উহার মধ্যে উঠানামা করে, তবে তাহাদের উপর রজম করা ওয়াজিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এই হইল সত্য কথা। ফলে তাহাদের উভয়কে রজমের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তাহাদেরকে রজম করিয়া হত্যা করা হয়। তখন নাযিল হয় ঃ

فَاِنْ جَاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা যদি তোমার নিকট আসে, তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর, তবে ন্যায় বিচার করিও। আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন। মুজালিদের সনদে আবূ দাউদ এবং ইবনে মাজাহও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......হযরত জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ ইয়াহূদীরা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যাভিচারীকে নিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলে তাহাদিগকে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যের দুইজন আলিমকে নিয়া আস। সেই মতে তাহারা সুরিয়ার দুই পুত্রকে

নিয়া আসে। তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা) শপথ দিয়া বলেন, তোমরা এই সম্বন্ধে তাওরাতে কি বিধান পাইয়াছ ? তাহারা উভয়ে বলিল, উহাতে আছে, যদি চারজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, তাহারা পুংলিঙ্গকে স্ত্রীলিঙ্গের মধ্যে সুরমাদানীর শলাকার মত যাতায়াত করিতে দেখিয়াছে, তবে তাহাদের উভয়কে রজম করিয়া হত্যা কর। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে ইহাদেরকে রজম করিতে তোমাদের বাধা কিসে ? তাহারা বলিল, আমাদের শাসন ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটিলে আমরা রজম করিয়া হত্যা করাকে অসমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত নিই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সাক্ষী তলব করেন এবং এমন চারজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন যাহারা উহাদিগকে অনুরূপ অবস্থায় ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে পাইয়াছে, যেমন সুরমাদানীর মধ্যে শলাকা যাতায়াত করে। ফলে তাহাদের উভয়কে রজম করিয়া হত্যা করা হয়।

আবূ দাঊদ (র)........শাবী ও ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে মুরসাল সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহার ভিতর সাক্ষী তলব করা এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করার কথা উল্লেখিত হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাওরাতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন। তবে এই কথা সত্য যে, ইয়াহূদীদের যাহারা সঠিক আকীদা পোষণ করিত, তাহাদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানার কিছু ছিল না। কেননা তাওরাতে যে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান রহিয়াছে, তাহা তিনি ওহীর মাধ্যমে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মুখে সেই সত্যের স্বীকৃতি আদায় করা যাহা তাহারা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত যে বিধানের উপর তাহারা বিচার নিষ্পত্তি করে নাই। দ্বিতীয়ত, তাহাদের স্বীকার করার পর এই কথা প্রমাণিত হইল যে, তাহারা মিথ্যাবাদী এবং আল্লাহর বিধান গোপনকারী। পরন্তু তাহারা মনগড়া বিধান ও যুক্তির উপর আমলকারী। এই কথাও প্রমাণিত হইল যে, তাহারা সরল মনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে নাই; বরং তাহাদের মনে ছিল কপটতা ও মিথ্যাকে বলিষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা।

তাই তাহারা বলিয়াছিল ঃ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا। অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বেত্রাঘাত এবং চুনকালি মাখার বিধান দিলে গ্রহণ করিও' এবং وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا। অর্থাৎ 'যদি এমন বিধান না দেয় তবে উহা বর্জন করিও।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ
اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহার পথচ্যুতি চাহেন তাহার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করিবার নাই। তাহাদের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করিতে চাহেন না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও পরকালে মহা শাস্তি।'

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ 'তাহারা বাতিল ও অসত্য শ্রবণে আগ্রহশীল।'

أَكَّالُوْنَ لِلسُّحْتِ অর্থাৎ 'হারাম উৎকোচ গ্রহণে তাহারা অভ্যস্ত।'

ইব্ন মাসউদ (রা) প্রভৃতি মনীষী এই প্রসংগে বলেন ঃ তাহাদের এমন ধরনের পংকিল অন্তর কিরূপে আল্লাহ পবিত্র করিবেন এবং কিভাবে আল্লাহ তাহাদের প্রার্থণা গ্রহণ করিবেন ?

অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নবীকে বলেন ঃ فَاِنْ جَاؤُكَ অর্থাৎ 'যদি তাহারা তোমার নিকট বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসে।'

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوْكَ شَيْئًا

'তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

অর্থাৎ তাহারা যদি তোমার নিকট মীমাংসার জন্য আসে, তবে তাহাদের মীমাংসা করা না করা তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সত্যের অনুসরণ করা নয়; বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, যায়দ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী ও হাসান (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আয়াতটি এবং فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ আয়াতটি দ্বারা। ইহার অর্থ হইল ঃ হে নবী! তুমি যদি তাহাদের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তি কর তবে ন্যায়ের সহিত বিচার মীমাংসা কর। অর্থাৎ হক ও ইনসাফের সহিত তাহাদের বিচার মীমাংসা কর, যদিও তাহারা ইনসাফ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ। অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।'

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিশৃংখলাসুলভ কর্মকাণ্ড, কপট আচরণ ও অন্তরের কলুষতার বিবরণ দিয়া বলেন ঃ তাহাদের নিকট যে বিকৃত কিতাব রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা হইল যে, যদি এই কিতাবের সংগে সামঞ্জস্যমূলক কোন বিধান তাহারা প্রাপ্ত হয়, তবে তাহারা উহা গ্রহণ করিবে। নতুবা কোন সঠিক বিধান পাইলেও তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। মিথ্যার উপরেই তাহাদের আস্থা। সেই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে ? তাহাদের নিকট তাওরাত রহিয়াছে যাহাতে আল্লাহ্র বিধান রহিয়াছে। ইহার পরও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাহারা মুমিন নহে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল মূসা (আ)-এর উপর যে তাওরাত নাযিল করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসায় বলেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا-

'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথ-নিদের্শনা ও আলো, নবীগণ, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলেন, তাহারা ইয়াহূদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিতেন। অর্থাৎ তাহারা তাওরাতের কোন হুকুমকে পরিবর্তনও করিতেন না, পরিবর্ধনও করিতেন না।

وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ অর্থাৎ 'রব্বানী ও আহবাররাও তদনুসারে বিধান দিত।'

উল্লেখ্য যে, রব্বানী বলা হইত আল্লাহ্‌ওয়ালা সাধক আলিমদেরকে এবং আহবার বলা হইত তাওরাত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদেরকে।

بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ —'কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল।' অর্থাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র কিতাব তাওরাতের প্রচার ও প্রসার এবং জীবন বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল।

وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِيْ

'আর তাহারা ছিল উহার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।' অর্থাৎ ইয়াহূদীদেরকে ভয় করিও না, আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

'এবং আমার আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই কাফির।'

এই সম্বন্ধে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। যাহার আলোচনা অল্প পরেই আসিতেছে।

শেষাংশের শানে নুযূল

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ. وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

–এই আয়াতাংশত্রয় আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের দুইটি গোত্র সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইত। তাহাদের এক গোত্র ছিল দুর্বল এবং অন্য গোত্র ছিল সবল। অবশেষে তাহারা সন্ধি স্থাপন করে যে, সবল গোত্র যদি দুর্বল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে পঞ্চাশ আওসাক প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল গোত্র সবল গোত্রের কোন লোককে হত্যা করে, তবে একশত আওসাক প্রদান করিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে এই সন্ধি কার্যকরী হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় হযরত নবী (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে। এই সময় সবল গোত্র দুর্বল গোত্রের নিকট রক্তপণ হিসাবে একশত আওসাক চাহিয়া পাঠায়। তখন দুর্বল গোত্র বলে যে, আমরা তো একই ধর্ম, একই বংশ এবং একই শহরের লোক। অথচ আমরা রক্তপণ পাইব কম আর তোমরা পাইবে

বৈশি ? এতদিন পর্যন্ত তোমরা আমাদের উপর অন্যায় করিয়ে আসিয়াছ। আমরা অপারগ হইয়া নীরবে তোমাদের অন্যায় সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই ইনসাফমত আমাদিগকে যে পরিমাণ রক্তপণ তোমরা প্রদান কর, আমরাও তোমাদিগকে সেই পরিমাণ রক্তপণ প্রদান করিব। এই ব্যাপার নিয়া উভয় গোত্রের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হইল যে, ইহার ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ (সা)-কে নিযুক্ত করা হউক। কিন্তু সবল গোত্র নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য যাওয়া হয়, তবে আল্লাহর কসম, তিনি এই অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না। আর আমরা যাহা করিতেছি তাহা স্পষ্টতই অন্যায়। যখন তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে মীমাংসার জন্য নির্ধারণ করিয়াছ, তখন অবশ্যই তোমাদের নির্ধারিত অংশ মারা যাইবে। তখন তাহারা গোপনে একজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই জন্য পাঠাইল যে, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া আগাম এই বিবাদের ফয়সালা সম্পর্কে অবগত হইবে। যদি ফয়সালা তাহাদের অনুকূলে যায়, তবে তো ভাল কথা, আর যদি ফয়সালা তাহাদের প্রতিকূলে যায়, তবে তাহাদের দূরে থাকাই উচিত হইবে। এই পরামর্শ মত তাহারা মদীনায় এক মুনাফিককে প্রেরণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে এই ঘটনাটি অবহিত করার জন্য يَاَ يُّهَا الرَّسُوْلُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ হইতে الْفَاسِقُوْنَ। পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন। ইব্ন আবূ যিনাদের পিতা হইতে ইব্ন আবূ যিনাদের সূত্রে আবূ দাউদও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা মায়িদার এই আয়াতটির فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ হইতে المقسطين। পর্যন্ত নাযিল হইয়াছিল বনী নযীর এব বনী কুরায়যা সম্পর্কে। বনী নযীররা ছিল বনী কুরায়যা অপেক্ষা শক্তিশালী এবং সম্মানের দাবিদার। তাই বনী নযীরের কোন লোককে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি হত্যা করিলে তাহার রক্তপণ পূর্ণমাত্রায় আদায় করা হইত। কিন্তু যদি বনী কুরায়যার লোককে হত্যা করিত, তবে তাহাদিগকে বনী নযীররা রক্তপণের পূর্ণমাত্রার অর্ধেক দিত। অবশেষে তাহারা ইহার ফয়সালার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইনসাফের সহিত ফয়সালা করেন। অর্থাৎ এই উভয় গেত্রের যে কোন ব্যক্তি অন্য গোত্রের যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে উভয় গোত্রকে সমান পরিমাণে রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আহমদ, আবূ দাউদ ও নাসাঈও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরায়যা ও নযীর নামে দুইটি গোত্র ছিল। নযীর গোত্র কুরায়যার চেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মনিত ছিল। নযীর গোত্রের কোন লোককে যদি কুরায়যার কেহ হত্যা করিত তবে তাহারা হত্যার বদলে হত্যা করিত। পক্ষান্তরে যদি নযীর গোত্রের কোন লোক কুরায়যার কাউকে হত্যা করিত তবে নযীররা উহার রক্তপণ হিসাবে একশত ওসাক খেজুর দিত মাত্র। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব হয়, তখন কুরায়যা গোত্রের এক লোক নযীর গোত্রের এক লোককে হত্যা করে। ফলে তাহারা হত্যাকারীকে তাহাদের নিকট সোপর্দ করিতে বলে। তখন কুরায়যারা বলে,

এখন আমাদের মধ্যে রাসূল আসিয়াছেন। তিনি ইহার ফয়সালা করিবেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ

উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসার সূত্রে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্‌ন হিব্বান ও হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন।

আওফী (র) ......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াতগুলি ব্যভিচারী দুই ইয়াহূদী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে এবং উহা ইতিপূর্বে একাধিক হাদীসে আলোচিত হইয়াছে। অথচ উপরোক্ত হাদীসগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিবাদমান দুই গোত্র বনূ নযীর ও বনী কুরায়যা সম্পর্কে এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে। তাই ইহার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এইভাবে করা যাইতে পারে যে, এই ঘটনা দুইটি একই সময় ঘটিয়াছিল। ফলে উভয় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই আয়াতগুলি নাযিল করা হয়। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কেননা ইহার পরে বলা হইয়াছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ অর্থাৎ 'আমি ইয়াহূদীদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ।' ইহা দ্বারা এই কথাই মযবূতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এই আয়াতগুলি হত্যার বদলা সম্পর্কীয় ঘটনা প্রসংগে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

হযরত বা'রা ইবনে আযিব, হুযাইফা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আবূ মিজলায, আবূ রিযা আল-আউরিদী, ইকরিমা, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশটি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন, তবে ইহার হুকুম আমাদের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ইব্‌রাহীম (র) হইতে আবদুর রায্‌যাক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উম্মতের জন্যও এই হুকুম বলবৎ ও কার্যকর। ইব্‌ন জারীর ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আলকামা ও মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা ও মাসরূক (র) ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে উৎকোচ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, উহা অপবিত্র উপার্জন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করেন, উৎকোচ গ্রহণ করার ব্যাপারে হুকুম কি ? তিনি বলেন, উহা কুফরী। অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী হুকুম দেয় না তাহারা কাফির।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসংগে সুদ্দী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা জবরদস্তিমূলক আল্লাহ্‌র বিধানের বিপরীত হুকুম দেয়, অথচ সে আল্লাহ্‌র বিধানের সুফল সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত, সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৫. "তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের কিতাব তাওরাতে হত্যার বদলে হত্যার হুকুম ছিল, কিন্তু তাহার বেপরোয়াভাবে উহা অমান্য করিয়াছে। যথা বনী নযীরদের কোন লোক বনী কুরায়যারা কোন লোককে হত্যা করিলে তাহারা উহার বদলে হত্যা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নযীরের কোন লোককে হত্যা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করিত। অনুরূপভাবে তাহারা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম করার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী হুকুম করে না, তাহারা কাফির।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ আয়াতে العين -কে পেশ দ্বারাও পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী শরী'আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা'বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমাদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীয়টি হইল ইব্রাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পূর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও তাঁহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সূত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইরূপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

৪৫. "তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অতঃপর কেউ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহার পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না, তাহারাই যালিম।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের কিতাব তাওরাতে হত্যার বদলে হত্যার হুকুম ছিল, কিন্তু তাহার বেপরোয়াভাবে উহা অমান্য করিয়াছে। যথা বনী নযীরদের কোন লোক বনী কুরায়যারা কোন লোককে হত্যা করিলে তাহারা উহার বদলে হত্যা করিয়াছে। পক্ষান্তরে বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তি বনী নযীরের কোন লোককে হত্যা করিলে তাহার বদলে তাহারা রক্ত দিত না। বিচারের বেলায় তাহারা এই ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করিত। অনুরূপভাবে তাহারা ব্যভিচারের জন্যে তাওরাতের রজম করার নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া চুনকালি মাখিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইজন্যে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী হুকুম করে না, তাহারা কাফির।' কেননা তাহারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করিয়াছে। অপর এক স্থান তাহাদিগকে যালিম বলা হইয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফ করার হুকুম দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইনসাফ তো দূরের কথা, বরং তাহারা এক অপরের প্রতি যুলুম করিয়া ফিরিত।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ আয়াতে العين -কে পেশ দ্বারাও পড়িয়াছেন। আবদুল্লাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। বুখারী (র) বলেন, একমাত্র ইব্‌ন মুবারকের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার ভিত্তিতে বহু উসূলবিদ এবং ফিকহবিদ বলিয়াছেন ঃ পূর্ববর্তী শরী'আতের যে সকল বিধান সম্পর্কে কুরআনে আলোচনা করা হইয়াছে, ইহা আমাদের জন্য প্রযোজ্য। উহা রহিত বা বর্তমানে অকার্যকর নয়। জমহূর উলামার পক্ষ হইতে এই মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যথা শা'বী (র) হইতে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনীও এই ধরনের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহা তাহাদের জন্য যেমন প্রয়োজন, আমাদের জন্যও তেমনি প্রয়োজন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবূ যাকারিয়া নববী (র) বলেন ঃ এই মাসআলায় মধ্যে তিনটি ধারা বা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। যাহার তৃতীয়টি হইল ইব্রাহীম (আ)-এর শরী'আত। ইহাই কেবল আমাদের জন্য প্রামাণ্য ও প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পূর্বেকার অন্য কোন শরী'আত আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-ও তাঁহার অধিকাংশ সাথী-শিষ্যদের সূত্রে শায়খ আবূ ইসহাক ইসফারাইনী (র)-ও এইরূপ অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইমাম আবূ নসর ইব্ন সাব্বাগ স্বীয় 'আশ-শামিল' কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, এই আয়াতের দলীলে সকল আলিম এবং ইমামগণ প্রমাণ করেন যে, নারীকে হত্যার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে।

যথা নাসাঈর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইব্ন হাযমকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, স্ত্রীলোককে হত্যার বিনিময়ে পুরুষ লোককে হত্যা করা হইবে।

অন্য এক হাদীসে আসিয়াছে যে, মুসলমানদের রক্ত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সমান। জমহূর উলামারও এই মত।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে হত্যা করে তবে তাহার বিনিময়ে পুরুষ ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না। তদস্থলে নিহত মহিলার অভিভাবকদিগকে অর্ধেক রক্তপণ আদায় করিতে হইবে। কেননা পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রক্তপণ অর্ধেক। ইমাম আহমদ (র)-ও এই মত পোষণ করেন। হাসান, আতা ও উসমান বুস্তী (র) হইতেও এইরূপ অভিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক রিওয়ায়াতে ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে হত্যা করে, তাহার বিনিময়ে পুরুষকে হত্যা করা হইবে না; তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) এই আয়াতের দলীলে বলেন ঃ যদি কোন মুসলমান কোন কাফিরকে হত্যা করে এবং যদি কোন আযাদ ব্যক্তি কোন গোলামকে হত্যা করে, তবুও হত্যার বিনিময়ে হত্যা কার্যকর হইবে।

তবে জমহূর উলামা ইমাম আবূ হানীফার এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়া আমীরুল মু'মিনীন আলী (রা) হইতে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এক হাদীসের বরাত দিয়া বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, কাফিরকে হত্যার বিনিময় স্বরূপ কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাইবে না।

পূর্ববর্তী মনীষীদের বিচার নিষ্পত্তির বিশ্লেষণে পাওয়া যায় যে, তাহারা হত্যাকারী গোলামের নিকট হইতে রক্তপণ গ্রহণ করিতেন না এবং গোলাম হত্যা করিলেও আযাদ ব্যক্তির নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করা হইত না। ইহার সমর্থনেও বহু হাদীস রহিয়াছে, কিন্তু তাহা সহীহ নহে।

উল্লেখ্য যে, শাফিঈদের ইজমা হানাফীদের বিপরীত। কিন্তু তাহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, হানাফীরা বাতিল বা অযৌক্তিক। যতক্ষণে না তাহাদের মুকাবিলায় আয়াতে কারীমার সুস্পষ্ট দলীল পেশ করা যাইবে, ততক্ষণ উহা জোরদার থাকিবে।

আলোচ্য আয়াতের দলীল প্রসংগে ইব্ন সাব্বাগ যে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এই ঃ ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আনাসের ফুফু রবীআ একটি দাসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়েছিলেন। তখন তাহারা সেই দাসীর নিকট উহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু দাসীটির অভিভাবকেরা ক্ষমা করিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহার ফয়সালার জন্য আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ (ইহার ফয়সালা হইল) কিসাস (গ্রহণ করা)। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিসাস হিসাবে কি তাহার সম্মুখের দাঁতই ভাঙ্গিতে হইবে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। তখন আনাস (রা) বলেন,

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই আল্লাহ্র কসম! তাহার সামনের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না। ইত্যবসরে দাসীর অভিভাবকরা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ফলে তিনি কিসাস হইতে পরিত্রাণ পান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্র উপর কসম গ্রহণ করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসান্না আল-আনসারী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি হাদীসের একাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাসের ফুফু রুবাইয়া বিনতে নযর চপেটাঘাতে জনৈক দাসীর দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ফলে দাসীর অভিভাবকের নিকট তাহারা দিয়াত দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু দাসীর অভিভাবকরা তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া দিয়াত গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তাহারা এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। ফলে তাহারা উভয় পক্ষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহার বিচার নিষ্পত্তির জন্য আসিলে তিনি কিসাস গ্রহণের আদেশ দেন। তখন তাহার ভাই আনাস ইব্ন নযর (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! রুবাইয়ার কি সামনের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে ? যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, সেই আল্লাহ্র শপথ! রাবীআর সামনের দাঁত ভাঙ্গা হইবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে আনাস! আল্লাহ্র বিধান হইল কিসাস গ্রহণ করা। ইত্যবসরে সেই দাসীর অভিভাবকরা রুবাইয়াকে ক্ষমা করিয়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশ্যই আল্লাহ্র এমন কতক বান্দা রহিয়াছে, তাহারা যদি আল্লাহ্র উপর কোন বিষয়ে কসম করে, তবে আল্লাহ্ তাহাদের কসম পূর্ণ করেন। আনাসের সূত্রে বুখারীও এই হাদীসটি প্রায় এইরূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন বলেন ঃ এক গরীব যুবক এক ধনী যুবকের কান কাটিয়া দেয়। অতঃপর গরীব ছেলের অভিভাবকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দরিদ্র। উহার দিয়াত আদায় করার সামর্থ্য আমাদের নাই। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের কোন ধরনের জরিমানা করিলেন না।

নাসাঈ (র)......কাতাদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ খুবই শক্তিশালী এবং ইহার প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত। তবে হাদীসটির ভাব খুবই অস্পষ্ট এবং অনিশ্চিত।

অর্থাৎ কোন রকমের জরিমানা এবং কিসাস গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, এই ছেলেটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের প্রতি কিসাস প্রযোজ্য নয়। অথবা হয়ত রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে সেই ছেলের দিয়াত আদায় করিয়া দিয়েছিলেন। অথবা ধনী যুবকটির অভিভাবকরা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

ইহার ভাবার্থে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলিয়াছেন ঃ হত্যার বদলে হত্যা, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম করিয়া বদলা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা প্রত্যেক আযাদ মুসলিম নর-নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য, যদি ইহা ইচ্ছাপূর্বক সংঘটিত হয়। গোলাম নারী-পুরুষদের ব্যাপারেও

তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য, অবশ্য যদি ইহা ইচ্ছাপূর্বক তাহারা সংঘটিত করে। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদসম্পর্কিত মৌলিক নীতিমালা

দেহের যে কোন জোড়ার উপরে যদি যখম করা হয় বা কাটা হয়, তখন ইজমামতে কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব। যথা হাত, পা, কব্জি ও পায়ের পাতা ইত্যাদি।

তবে যদি যখম জোড়ায় না হইয়া হাড়ের উপর হয়, তখন ইমাম মালিকের মতে উরু এবং উরুর ন্যায় অন্যান্য অংগের অস্থি ব্যতীত সকল অস্থিতে কিসাস নিতে হইবে। কেননা শরীরের উক্ত স্থানসমূহের আঘাত খুবই বিপদজ্জনক।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সংগীরা বলেন ঃ দাঁত ব্যতীত শরীরের অন্য কোন হাড়ের আঘাতের বেলায় কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব নহে।

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ সাধারণভাবে কোন হাড়ের আঘাতের বেলায় কিসাস গ্রহণ করা ওয়াজিব নয়। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আতা, শা'বী, হাসান বসরী, যুহরী, ইব্‌রাহীম, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী এবং লাইস ইব্‌ন মা'আয (র) প্রমুখও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদের প্রসিদ্ধ মতও ইহা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁহার মতের দলীল হিসাবে রুবাইয়া বিনতে নযর-এর হাদীসটি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র দাঁত ব্যতীত অন্য কোন হাড়ের বেলায় কিসাস প্রযোজ্য নয়। তবে উহা তাঁহার মতের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা উহাতে দাঁতটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হইতে পারে যে, দাঁতটি না ভাঙ্গিয়া উপড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

অবশ্য তাঁহার বিশেষ দলীল হইল ইব্‌ন মাজাহর রিওয়ায়াতটি। উহা নামরান ইব্‌ন জারীয়ার পিতা জারীয়া ইব্‌ন জুফর আল-হানাফী হইতে ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির বাহু তরবারির আঘাতে যখম করে। ফলে তাহার বাহু কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। ইহার বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুকাদ্দমা দায়ের করা হইলে তিনি আঘাতকারীকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন। তখন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, আমি তো কিসাস চাই। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, তুমি দিয়াত গ্রহণ কর। ইহার মধ্যেই আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করিবেন। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই আঘাতের জন্য কিসাসের নির্দেশ দেন নাই।

শায়খ আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার বলেন ঃ এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। দ্বিতীয়ত, ইহার রাবী দাহশাম ইব্‌ন কিরান দুর্বল। তাহার কোন হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তেমনি নামরান ইব্‌ন জারীয়াও দুর্বল রাবী। তহার পিতা জারীয়া ইব্‌ন জুফর সাহাবী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহারা আরও বলেন ঃ ক্ষতস্থান পূর্ণ ভাল না হওয়ার পূর্বে তাহার কিসাস নেওয়া জায়েয নয়। যদি ক্ষত ভাল হইয়া যাওয়ার পূর্বে কিসাস নেওয়া হয় এবং পরে যদি ক্ষত বৃদ্ধি পায়, তবে পুনরায় কিসাস নেওয়া যাইবে না।

ইহার দলীল হইল এই হাদীসটি ঃ ইমাম আহমদ (র)......আমর ইব্ন শুআইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একটি লোক অন্য একটি লোকের জানুতে আঘাত করে। ফলে সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া মুকাদ্দমা দায়ের করিয়া ইহার বদলা দাবি করে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, যখম ভাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। কিন্তু লোকটি অপেক্ষা না করিয়া আবার গিয়া কিসাস বা বদলা দাবি করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও অপেক্ষা না কারিয়া তাহার দাবি মতে কিসাস আদায় করিয়া দেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সেই লোকটি আসিয়া বলে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো খোঁড়া হইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাকে সুস্থ হওয়া পূর্বে কিসাস নিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া পূর্বেই কিসাস আদায় করিয়াছ। তাই তোমার খোঁড়া হওয়ার কিসাস বাতিল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাহারো যখম ভাল না হওয়ার পূর্বে কিসাস গ্রহণ করিতে নিষেধ করেন। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসআলা ঃ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীর নিকট হইতে কিসাস গ্রহণ করে এবং কিসাস গ্রহণ করার পর মৃত্যুবরণ করে, তবে বিবাদী বা আঘাতকারীর উপর এই জন্য দ্বিতীয়বার কোন জরিমানা বর্তাইবে না। ইহা হইল ইমাম মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের অভিমত। জমহূর সাহাবা ও তাবিঈদের অভিমতও ইহা।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ বিবাদীকে এই জন্য তাহার সম্পদ হইতে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

আমের, শা'বী, আতা, তাউস, আমর ইব্ন দীনার, হারিস উকালী, ইব্ন আবূ লায়লা, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান, যুহরী ও সাওরী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীর অভিভাবকদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হইবে।

ইব্ন মাসউদ (র), ইব্রাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্ন উতবা, উসমান আল-বুস্তী প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ বিবাদীকে দ্বিতীয়বার আঘাতের দিয়াত দিতে হইবে না বটে কিন্তু তাহাকে তাহার সম্পদ হইতে জরিমানা হিসাবে অর্থ দণ্ড দিতে হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিবে, তাহা তাহার যখমকারীর জন্য কাফফারা স্বরূপ হইবে এবং তাহার জন্য হইবে পুণ্যের কাজ।

সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখমের ক্ষতিপূরণ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইলে উহা যখমকারীর জন্য উহা কাফফারা স্বরূপ পরিগণিত হইবে এবং ক্ষমা করার কারণে যখমওয়ালা ব্যক্তির জন্য উহা আল্লাহ্র নিকট পুণ্যের কাজ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

খায়সামা ইব্ন আবদুর রহমান, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখের একটি অভিমতে এবং আমির শা'বী ও জাবির ইব্ন যায়দ (র) হইতে এইরূপ অভিমত বর্ণনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ ক্ষমা করিয়া দিলে যখমকৃত ব্যক্তির জন্য উহা কাফফারা হইবে।

হাসান বসরী ও ইব্রাহীম নাখঈর একটি মতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে এবং আবূ ইসহাক হামদানী হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। আমির শা'বী এবং কাতাদা (র) হইতেও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হাইসাম ইব্ন উরিয়ান নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাইসাম ইব্ন উরিয়ান বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে একদা মুআবিয়ার নিকট দেখিয়াছিলাম। তখন একটি গোলাম হত্যার বদলা নেওয়া হয়। আমি তাকে সেই সময় فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ এই আয়াতাংশের ভাবার্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ হত্যাকারী বা যখমকারীর সেই পরিমাণ পাপ মোচন হইবে যে পরিমাণ তাহাকে ক্ষমা করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......কায়স ইব্ন মুসলিম হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়েছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......জনৈক আনসার হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক আনসার রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বলেন ঃ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ অর্থ হইল, যদি কেহ কাহারো দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে অথবা হাত কাটিয়া ফেলে অথবা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া ফেলে, অথবা শরীরের কোথাও আঘাত করে, তবে যখমকারী ব্যক্তির জন্য উহা মাফ হইবে যদি যখমওয়ালা ব্যাক্তি মাফ করিয়া দেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে রাবী আরও বলেন ঃ যতটুকু পরিমাণ দিয়াত আদায় করিবে, ততটুকু পরিমাণ ক্ষমা পাইবে। যদি পূর্ণ দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপের এক-চতুর্থাংশ মাফ পাইবে; যদি সে পূর্ণ দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষমা পাইবে। এইভাবে সে যদি পূর্ণ দিয়াত আদায় করে, তবে সে পূর্ণ পাপ হইতে ক্ষমা পাইবে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ সফর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সফর বলেন ঃ একজন কুরায়শ একজন আনসারকে সজোরে ধাক্কা দিলে তাহার সামনের দাঁত ভাংগিয়া যায়। আনসার ইহার বিচারের জন্য হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট আরযী পেশ করেন। মুআবিয়া (রা) তখন আনসারকে বলিলেন, তুমি তোমার বিবাদের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার (ইচ্ছা হয় তুমি তাহাকে ক্ষমা করিতে পার, না হয় কিসাসও গ্রহণ করিতে পার)। তখন হযরত আবূ দারদা (রা) হযরত মুআবিয়ার নিকট ছিলেন। আবূ দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ যদি কোন মুসলমানকে কেহ আঘাত করে এবং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি আঘাতকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে আল্লাহ্ তাহার মরতবা বুলন্দ করিয়া দেন এবং তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আনসার লোকটি আবূ দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি আপনি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? আবূ দারদা (রা) উত্তরে বলিলেন, আমি ইহা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি এবং হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া নিয়াছি। তৎক্ষণাৎ আনসার ব্যক্তি আঘাতকারী কুরায়শ ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দেন। আনসারের এই ব্যবহারে খুশি হইয়া মুআবিয়া (রা) তাহকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেন। ইব্ন জারীর এবং ইমাম আহমদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়াকী (র)......আবূ সফর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সফর বলেন ঃ কুরায়শের এক ব্যক্তি এক আনসার ব্যক্তির দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। মুআবিয়া (রা)-এর নিকট ইহার বিচারের জন্য মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়। মুআবিয়া (রা) আনসারকে বলেন, তুমি তোমার বিবাদীর বেলায় স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। আবূ দারদা (রা)-ও সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবূ দারদা (রা) আনসারকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে মুসলমান ব্যক্তি অন্যের দ্বারা শারীরিক আঘাত পায় এবং আঘঅতকারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তাহার দরজা বুলন্দ করিয়া দেন এবং সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আনসার বলেন, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

ইব্ন মুবারকের সনদে তিরমিযী এবং ওয়াকীর সনদে ইব্ন মাজাহও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইল ইউনুস ইব্ন আবূ ইসহাক। তিরমিযী (র) বলেন, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল এবং আবূ দারদা হইতে আবূ সফর যে ইহা শুনিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আদী ইব্ন সাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন সাবিত বলেন ঃ মুআবিয়ার যুগে এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির মুখাবয়বে আঘাত করিয়া মুখ থেতলাইয়া দেয়। ফলে আঘাতকারী ব্যক্তি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট উহার দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত জানায়। পরে আঘাতকারী ব্যক্তি দ্বিগুণ দিয়াত নিয়া যায়। কিন্তু সে ইহাও গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন জনৈক সাহাবী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি রক্তপণ কিংবা তদপেক্ষা কম মূল্যের দিয়াত ক্ষমা করিয়া দিবে, উহা তাহার জন্ম হইতে নিয়া মৃত্যু পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ গণ্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির দেহ যদি কাহারো দ্বারা যখম হয় এবং সেই যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে সে যে পরিমাণ ক্ষমা করিয়া দিবে, আল্লাহও তাহার সেই পরিমাণ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন জারীর (র)......জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনার সূত্র হইলেন মুগীরা (রা)।

ইমাম আহমদ (র)......জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কাহারো দ্বারা দেহে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আঘাতকারীকে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ক্ষমা করিয়া দিবে, ইহা তাহার জন্য কাফফারা স্বরূপ পরিগণিত হইবে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাহারা যালিম।

এ সম্বন্ধে তাউস ও আতা হইতে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন ঃ কুফরের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে, যুলমের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে এবং ফিস্‌কের মধ্যেও প্রকারভেদ এবং পার্থক্য রহিয়াছে।

(٤٦) وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ ۖ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

(٤٧) وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৪৬. "মরিয়ম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। আর তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়করূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইঞ্জীল দিয়াছিলাম। উহাতে ছিল পথ-নির্দেশ ও আলো।"

৪৭. "ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহার বিধান দেয় না, তাহারা সত্য ত্যাগী।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَقَفَّيْنَا অর্থাৎ 'আমি তাহকে বনী ইসরাঈলদের অন্যান্য নবীগণের উত্তরসুরী করিয়াছিলাম।' بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা (আ) তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতকে বিশ্বাস করিতেন এবং উহার হুকুম অনুযায়ী লোকদের বিচার নিষ্পত্তি করিতেন।'

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ অর্থাৎ 'তাহাকে ইঞ্জীল দিয়াছিলাম যাহাতে ছিল পথ-নির্দেশনা ও আলো।' অর্থাৎ তাহাতে ছিল সত্যের প্রতি হিদায়াত এবং উহার আলো দ্বারা উদ্ভাসিত কঠিন ও জটিল বিষয়সমূহের সমাধান।

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ -'উহা পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের সত্যতা সমর্থন করিত। অর্থাৎ ইঞ্জীলের সংগে বৈপরীত্যহীন তাওরাতের সকল বিষয় তাহারা অনুসরণ করিত। ইয়াহূদীদের সংগে মাত্র কতিপয় ব্যাপারে তাহাদের মতভেদ ছিল। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'আমি তোমাদের জন্য এমন কতগুলি বস্তু হালাল করিব যাহা পূর্বে তোমাদের প্রতি হারাম ছিল।'

ইহার ভিত্তিতে আলিমদের একটি মশহূর উক্তি রহিয়াছে যে, ইঞ্জীল তাওরাতের কতিপয় নির্দেশকে রহিত করিয়াছিল।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ 'ইঞ্জীলকে আমি হিদায়াত স্বরূপ দিয়াছিলাম, উহা দ্বারা লোকজনকে হিদায়াত করিত। পরন্তু তাহাকে আমি ইঞ্জীল দিয়াছিলাম উপদেশ স্বরূপ, যদ্দারা অবৈধকর্মে লিপ্তজনদের জন্য ভীতি প্রদর্শন করিত এবং মুত্তাকীগণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিত।' অর্থাৎ যাহারা

আল্লাহ্‌কে ভয় করিত এবং তাঁহার সাবধান বাণী ও আযাবের ভয়ে ভীতিগ্রস্ত থাকিত, ইঞ্জীল তাহাদের পথের দিশা ছিল।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلْيَحْكُمْ اَهْلَ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ অর্থাৎ 'ইঞ্জীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়।' কেহ وَلْيَحْكُمْ اَهْلَ الْاِنْجِيْلِ আয়াতাংশের اهل -এর লামের উপর যবর দিয়াছেন এবং وليحكم -এর 'লামকে' লামে كى -এর অর্থে ব্যবহার করিয়অছেন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, আমি ঈসাকে এই জন্যই ইঞ্জীল প্রদান করিয়াছি যে, সে যেন তাহার অনুসারীদিগকে তদনুযায়ী পরিচালিত করে।

পক্ষান্তরে যদি প্রসিদ্ধ পঠনরীতি অনুযায়ী وليحكم -এর লামকে জযম দ্বারা পড়া হয়, তবে উহা লামে امر -এর অর্থ দেয়। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, তাহাদের উচিত তাহারা যেন ইঞ্জীলের সকল হুকুমের উপর ঈমান আনে এবং যেন সেই অনুযায়ী ফয়সালা করে। পরন্তু উহাতে মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের যে সুসংবাদ আসিয়াছে, তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলেই যেন তাহারা তাঁহার সত্যতা স্বীকার করে এবং তাঁহাকে অনুসরণ কেরে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ 'হে আহলে কিতাব! যে পর্যন্ত তোমরা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইবে, সে পর্যন্ত তোমরা কিছুরই বিশ্বাসী নহ।'

অন্যাত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَ هُمْ فِى التَّوْرَاةِ

অর্থাৎ 'যাহারা এই রাসূল ও উম্মী নবীর অনুসরণ করে, যাহার সম্পর্কে তাহারা তাহাদের নিকট লিখিত তাওরাতে সুসংবাদ পাইয়াছে।'

এই আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারাই সফলকাম।'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য হইতে বহির্গত, মিথ্যার চক্রে তাহারা আবর্তিত এবং সত্য তাহাদের নিকট পরিত্যাক্ত। পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, এই আয়াতটি নমরূদ সম্বন্ধেও নাযিল হইয়াছিল।

(٤٨) وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا
عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ
لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۙ○

(٤٩) وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ
يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ
يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ۚ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ○
(٥٠) اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۙ○

৪৮. "তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

৪৯. "আর তুমি তদ্বারা বিচার নিষ্পত্তি কর যাহা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আর তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক যাহাতে আল্লাহ্ যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহারা তাহার কিছু হইতে তোমাকে বিচ্যুত না করে। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ যে, তাহাদের কোন পাপের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহেন এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্য-ত্যাগী।"

৫০. "তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিধি-বিধান কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান দানে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে উত্তম ?"

তাফসীর ঃ এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা সেই তাওরাত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যাহা মূসা কালীমুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। উহাতে তিনি ইয়াহূদীগণকে উহার যথাযথ অনুসরণ করার আদেশ করিয়াছিলেন। তখন ইঞ্জীলের প্রসঙ্গ শুরু করিয়া বলা হইয়াছে যে, উহার অনুসারীদিগকে উহার নির্দেশসমূহের যথাযথ অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন যাহা তিনি স্বীয় বান্দা ও রাসূলের উপর নাযিল করিয়াছেন। তাই বলেন ঃ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ –'তোমার

প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছি।' অর্থাৎ উহা যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ –'উহা পূর্বে অবতীর্ণ সকল কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক।' অর্থাৎ ইহার পূর্বেকার কিতাবসমূহে ইহার আলোচনা ও প্রশংসা করা হইয়াছিল যে, উহা অতি সত্বর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইবে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলার পূর্বাভাস অনুসারেই কুরআন অবতীর্ণ হয়। ফলে প্রত্যেক বিশ্বাসী, যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণ করে এবং তাঁহার রাসূলগণের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে ও দূরদৃষ্টির অধিকারী, কুরআনের প্রতি স্বভাবতই তাহাদের বিশ্বাস বাড়িয়া যায়।

যেমন তিনি অন্যত্র বালিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا
وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً.

অর্থাৎ 'ইহার পূর্বে যাহাদিগকে ইলম দান করা হইয়াছিল তাহাদের সামনে যখন উহা পাঠ করা হয়, তখন থুতনি ভর করিয়া তাহারা সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলিতে থাকে, আমাদের প্রভু পবিত্র এবং আমাদের প্রভুর কৃত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তব।'

وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ বলিয়াছেন যে, কুরআন (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের) সংরক্ষক স্বরূপ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ المهيمن। অর্থ لامين। অর্থাৎ কুরআন শরীফ তাহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, আতীয়া, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ ভাবার্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ বলেন ঃ কুরআন পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সংরক্ষক। তাই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের যে অংশ ইহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে, সেইটুকু সত্য এবং যে অংশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ দেখা যাইবে, তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য হইবে।

ওয়ালিবী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْمُهَيْمِنُ। অর্থ شَهِيْدٌ অর্থাৎ সাক্ষীস্বরূপ। মুজাহিদ, কাতাদা এবং সুদ্দীও ইহা বালিয়াছেন।

আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ مُهَيْمَنًا মানে حَاكَمًا অর্থাৎ ইহা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিচারক স্বরূপ।

উল্লেখ্য যে, আলোচিত শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। কেননা মুহাইমিন দ্বারা আমীন, শাহিদ এবং হাকিম সবই বুঝায়। অর্থাৎ কুরআনে কারীমই সর্বশেষ, চূড়ান্ত ও সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত এক পরিপূর্ণ কিতাব। ইহার পূর্ববর্তী কিতাবগুলির যত বৈশিষ্ট্য ছিল, একক কুরআনের মধ্যে উহার সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। উপরন্তু উহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল না। তাই এই কুরআন একাধারে সাক্ষী, সংরক্ষক ও সমন্বয়কারী বলিয়া খ্যাত। এই পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্ স্বয়ং সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বালিয়াছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ।

'এই উপদেশময় কিতাব আমিই অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই ইহার সংরক্ষণকারী।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা সকলে বলিয়াছেন ঃ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ অর্থ হইল, মুহাম্মদ (সা) কুরআনের সংরক্ষক। অবশ্য অর্থগতভাবে কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভাষাগতভাবে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। পরন্তু এমন অভিনব অর্থ করার বেলায়ও সন্দেহ থাকিয়া যায়। সর্বোপরি প্রথম অর্থটিই সহীহ্। মুজাহিদ (র) হইতে আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, আরবী ভাষার গতি-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া উক্ত আয়াতাংশের ভাবার্থ ইহা হইতে পারে না। তাই এমন অর্থ করা ভুল হইবে। কেননা مهيمن এর عطف হইয়াছে مصدق -এর উপর। সুতরাং مصدق যাহার বিশেষণ مهيمن -ও তাহার বিশেষণ হইবে। আর যদি মুজাহিদের অর্থ সঠিক বলিতে হয়, তবে কুরআনের বাক্যটি এমন হওয়া উচিত ছিল ঃ

وانزلنا اليك الكتاب بلحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه

অর্থাৎ 'আতফ' ছাড়া হওয়া উচিত ছিল।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ

'সুতরাং আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদুনসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আরব, আজম, উম্মী, কিতাবী যে স্থান বা যে সম্প্রদায়ের লোকই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার নিষ্পত্তি কর। উক্ত বিধান তোমার পূর্ববর্তী নবীদের মাধ্যমে প্রদত্ত হউক বা তোমার প্রতি নাযিলকৃত শরীআত হউক। তবে যাহা রহিত করা হইয়াছে তাহা নহে।

আলোচ্য আয়াতাংশের ভাবার্থে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, আপনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের ব্যাপারে বিচার করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে নাও করিতে পারেন। কিন্তু এই নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَاَنِ حْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ -

'কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুযায়ী তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি কর।' অর্থাৎ ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একমাত্র কুরআন অনুযায়ী বিচার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ 'তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।' অর্থাৎ তাহাদের বিধানে তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে যাহা সংযোজন করিয়াছে সেই অনুসারে বিচার করিয়া এবং তাহাদের খেয়াল-খুশির বশবর্তী হইয়া আল্লাহর বিধানের বরখেলাফ করিও না।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ عَمَّا جَائَكَ مِنَ الْحَقِّ -

অর্থাৎ 'অজ্ঞরা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী যে বিধান তৈরি করিয়াছে, কোন কারণেই তুমি তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া আল্লাহর নির্দেশিত বিধান হইতে বিচ্যুত হইও না।'

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি।'

ইবন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مِنْهَاجًا মানে سبيلا অর্থাৎ পথ।

আবূ সাঈদ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ مِنَاجًا মানে سنة অর্থাৎ পন্থা।

আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর অর্থ হইল سبيلا وسنة অর্থাৎ পথ ও পন্থা।

মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বসরী, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুদ্দী ও আবূ ইসহাক, সুবাইয়া (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ হইল سبيلا وسنة অর্থাৎ পথ ও পন্থা।

আতা খুরাসানী ইহাঁর বিপরীত অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ شرعة অর্থ سنة এবং منهاجا অর্থ سبيلا

তবে প্রথমোক্ত অর্থই গ্রহণযোগ্য। মূলত شرعة ও شريعة একই। উহা কোন কিছু শুরু করাকে বলা হয়। যথা বলা হয়, شرع অর্থাৎ শুরু করিয়াছে। নদীর তীরবর্তীদের জন্য নির্মিত ঘাট বা পানির তীর হইতে শুরু হওয়া কোন জিনিসকে شريعة বলে।

منهاج অর্থ সহজ ও সুস্পষ্ট পথ। পথ চলার বিভিন্ন পদ্ধতি অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। মোট কথা شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এর অর্থ দাঁড়ায় পথ ও পদ্ধতি। এই অর্থই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উম্মতের বিভিন্নতা এবং দীনের বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের প্রতি যে বিভিন্ন আইন ও বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, উহার মূল ভিত্তি ছিল একই তাওহীদের উপর।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতে সহীহ্ বুখারীতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমরা নবীর দল পরস্পরের বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সকলের দীন এক।' অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত নিয়েই তাঁহারা প্রেরিত হইতেন এবং প্রত্যেকটি কিতাবের মূল বিষয় এই তাওহীদই ছিল। যথা আল্লাহর তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّه لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বে আমি যত রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, আমি ছাড়া কোন প্রভু নাই। সুতরাং তোমার আমারই ইবাদত কর।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠাইয়া এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে এবং তাগূতের আনুগত্য হইতে বিরত থাকিবে।'

অবশ্য প্রত্যেক শরী'আতের মধ্যে আদেশ ও নিষেধের পার্থক্য ছিল। যেমন এক শরী'আতের একটি বিষয় হারাম ও অন্য শরী'আতে তাহা হালাল ছিল। অথবা ইহার উল্টা ছিল। অথবা এক শরী'আতে কোন বিষয় হালকা ছিল অন্য শরীআতে উহার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এই বিভিন্নতার মধ্যে ছিল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইহা প্রমাণিত ছিল সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রত্যেকটি পথ ও পদ্ধতি ভিন্ন ছিল। তাওরাতের শরী'আত এক ধরনের ছিল, ইঞ্জীলের শরী'আত এক ধরনের ছিল এবং কুরআনের শরী'আত অন্য ধরনের। প্রত্যেক গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছামত হালাল-হারাম বিধান করিয়াছেন যাহাতে তিনি প্রত্যেক যুগে তাঁহার অনুসারী ও বিরোধীদেরকে চিহ্নিত করিতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, তাওহীদ বিরোধী কোন দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। প্রত্যেক নবী তাওহীদের বাণী নিয়াই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশে এই উম্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহার যথার্থ অর্থ হইল, হে উম্মত সকল! আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য কুরআনকে শরী'আত তথা মুক্তির চাবিকাঠি হিসাবে প্রণয়ন করিয়াছি। তাই প্রত্যেকের উহা অনুসরণ করা অবশ্য জরুরী।

এই ব্যাখ্যামতে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ -এর جعلناهُ -তে هُ সর্বনাম উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ কুরআনই জীবন ব্যবস্থা এবং জীবন পরিচালনার পন্থা। উহা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার একমাত্র সঠিক উপায় তথা একমাত্র সুস্পষ্ট তরীকা ও মাসলাক। মুজাহিদ হইতে ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে প্রথম উক্তিটিই সঠিক। কেননা ইহার পরেই বলা হইয়াছে ঃ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ 'ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন।'

যদি এই আয়াতাংশ বর্তমান উম্মতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইত, তবে আয়াতাংশটি وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً এই ধরনের হইত। কিন্তু ইহাতে সর্বকালের সকল জাতিকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে সর্বকালের সকল জাতিকে একই ধারায় ও বিধানে একত্রিত ও পরিচালিত করিতে পরিতেন, এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার অসীম ক্ষমতার কথাই প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাহা করেন নাই। তিনি প্রত্যেক রাসূলকে পৃথক সংবিধান দিয়াছেন এবং পরবর্তী রাসূলকে পূর্ববর্তী রাসূলের সংবিধান হইতে কিছুটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিয়া প্রদান করিয়াছেন। কোন রাসূলকে পূর্ববর্তী সকল রাসূল হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত এক স্বতন্ত্র ধরনের সংবিধান প্রদান করিয়াছেন। যেমন শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ সংবিধান প্রদান করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ (সা)-কে খাতামুল আম্বিয়া হিসাবে মনোনীত করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتَاكُمْ -

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের সংবিধান প্রদান করিয়াছেন যাহাতে তিনি প্রত্যেক যুগে তাঁহার অনুসারী ও বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে চিহ্নিত করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিতে ও পুরস্কৃত করিতে পারেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর فِيْ مَا اٰتَاكُمْ-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ এখানে 'যাহা দিয়াছেন' অর্থ হইল কিতাবে যাহা দিয়াছেন। তাই সকলের উচিত নেকী ও কল্যাণের দিকে দৌড়াইয়া আসা। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَات অর্থাৎ 'সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর।' তাহা হইল আল্লাহর আনুগত্য করা এবং পূর্বাদেশ রহিতকারী আয়াতসমূহের নির্দেশ মান্য করা। আর কুরআনের উপর এই বিশ্বাস রাখা যে, ইহা সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ। অর্থাৎ হে লোকসকল! তোমাদের সকলকে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকটে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত হইতে হইবে।

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ -

অর্থাৎ 'তোমাদের মতভেদের মধ্যে সত্য মতটি সম্পর্কে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন। অতঃপর সত্যাবাদীদেরকে তাহাদের সত্যের জন্য পুরস্কৃত করিবেন এবং প্রমাণহীন বাতিলপন্থী ও সত্য উপেক্ষাকারী কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করিবেন। শুধু তাহাই নহে, বরং সেই দিন তিনি সত্যের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করিবেন।

যাহহাক (র) বলেন ঃ فَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَات আয়াতাংশে উম্মতে মুহাম্মদীকেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই উত্তম ও স্পষ্ট।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ

অর্থাৎ 'আর আমি নির্দেশ দিতেছি যে, তুমি তাহাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করিবে এবং তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না।' ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী বক্তব্যকে জোরদার করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধানের বিপরীত কোন মীমাংসা করিতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

অর্থাৎ তুমি তোমার শত্রু ইয়াহূদীদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা তাহারা সত্য গোপন করে এবং আদেশকে নিষেধে রূপান্তরিত করে। তাই তাহাদের চক্রান্তে পতিত হইও না। তাহারা মিথ্যাবাদী কাফির এবং খেয়ানাতকারী।

فَاِنْ تَوَلَّوْا - 'তাহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়।' অর্থাৎ এই বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা হইলে তাহা তাহারা যদি না মানে এবং যদি শরী'আতের বিরোধিতা করে-

فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ

অর্থাৎ তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ স্বীয় কুদরত ও হিকমতের দ্বারা তাহাদেরকে হিদায়াত হইতে বিচ্যুত করিবেন এবং তাহাদের কলংকময় কার্যের কারণে তাহাদিগকে অবশ্যই তিনি শাস্তি দিবেন। ফলে তাহারা অন্ধকার ও ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হইবে।

وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُوْنَ

অর্থাৎ 'সত্যের বিরোধিতা করার কারণে অধিকাংশ লোক আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিদূরীত হইতেছে।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তুমি অধিকাংশ লোক মু'মিন হওয়ার লোভ করিলেও তাহারা মু'মিন নয়।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তুমি যদি বিশ্বের অধিকাংশ লোকের কথা মানিয়া চল তাহা হইলে তাহারা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবে।'

ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ কা'ব ইব্ন আসাদ, ইব্ন সালুবা, আবদুল্লাহ ইব্ন সূরিয়া ও শাম ইব্ন কায়স প্রমুখ ইয়াহূদীদের কয়েকজন নেতা তাহাদের একটি বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, হে মুহাম্মদ! আপনি জানেন যে, আমরা ইয়াহূদীদের পুরোহিত এবং তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি তবে ইয়াহূদীদের সকলেই আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে; কেহই আর বিরোধিতা করিবে না। তাই বলিতেছি, আমাদের মধ্যে একটি বিবাদ রহিয়াছে, যদি আপনি সেই বিবাদটির ফয়সালা আমাদের মতানুসারে করেন, তাহা হইলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব এবং আপনার সত্যতা স্বীকার করিয়া নিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاَنِ حْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَائَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ

ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ.

'তবে কি তাহারা জাহিলী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে ? নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে উত্তম ?'

ইহা দ্বারা সেই সব লোকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহর বিধান হইতে দূরে থাকে। অথচ বিধানে রহিয়াছে সকল অন্যায় ও অবৈধতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মীমাংসা এবং সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। এই কল্যাণময় বিধান উপেক্ষা করিয়া যাহারা খেয়াল-খুশি ও প্রচলিত সামাজিক নিয়মানুযায়ী লোকদের জন্য ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী আইন-কানুন রচনা করে, তাহারাই বিভ্রান্ত। যথা জাহিলী যুগে মুশরিকরা অজ্ঞতা ও খেয়াল-খুশিমত আইন তৈরি করিত। তাতাররা রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে চেংগিজ খানের অনুসরণ করে। তাহাদিগকে আল-ইয়াসিক আইন তৈরি করিয়া দিয়াছিল। উহা ইয়াহূদী, নাসারা এবং ইসলামী বিধানসমূহ হইতে নির্বাচন করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল। তবে কিছু বিধান উহার মস্তিষ্কপ্রসূত

ছিল। উহাকে তাহারা ইসলামী বিধানের মুকাবিলায় প্রাধান্য ও যথেষ্ট উন্নত এবং যুগোপযোগী বলিয়া মনে করিত। তাই যে বা যাহারা তদ্রূপ করিবে, তাহারা কাফির বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। তাহাদিগকে হত্যা করা ওয়াজিব হইয়া দাঁড়াইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল নির্দেশিত পথে প্রত্যাবর্তন না করিবে এবং ছোট-বড় সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আইন মুতাবিক বিচার নিষ্পত্তি না করিবে, ততক্ষণ তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাইতে হইবে।

তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ অর্থাৎ 'তবে তাহারা কি আল্লাহর বিধান ছাড়িয়া অকল্যাণময় জাহিলী বিধানের সন্ধান করে ?'

وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে বুঝে, উহার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে জানে যে, আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম বিচারক এবং আল্লাহ তাঁহার বান্দার প্রতি এতটা করুণাশীল যতটা কোন মা তাহার সন্তানের প্রতিও নহে। তদুপরি সমস্ত বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁহার রহিয়াছে সম্যক জ্ঞান, সমস্ত বস্তুর উপর তাঁহার রহিয়াছে একচ্ছত্র অধিকার এবং প্রত্যেক ব্যাপারে তিনি ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার চেয়ে ন্যায়বিচারক আর কে হইতে পারে ?

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ যে লোক আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানমতে বিচার নিষ্পত্তি করে, সে মূর্খদের মত বিচার করে।

ইউনুস ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)......ইব্‌ন আবূ নাজীহ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তাউসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি কি আমার সন্তানদের কাহাকেও বেশি দান করিতে পারি ? তখন তিনি তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে এই আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ 'তবে কি তাহারা প্রাক-ইসলামী যুগের বিচার ব্যবস্থা কামনা করে ?'

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় শত্রু যে ব্যক্তি ইসলামী বিধানের মধ্যে জাহিলিয়াতের নিয়ম-কানুন সন্ধান করে এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। আবুল ইয়ামানের সনদে বুখারী এই হাদীসটি কিছুটা বর্ধিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ
وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○
(٥٢) فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰۤى اَنْ
تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ ؕ فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَاۤ اَسَرُّوْا
فِىْۤ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ○
(٥٣) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ
اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ؕ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خٰسِرِيْنَ ○

৫১. "হে মুমিনগণ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

৫২. "আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে, তাহাদিগকে তুমি শীঘ্রই তাহাদের সহিত এই বলিয়া মিলিত হইতে দেখিবে যে, আমাদের আশংকা হয়, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে। হয়ত আল্লাহর তরফ হইতে বিজয় অথবা এমন কিছু দিবেন যাহাতে তাহাদের অন্তরে যাহা গোপন রাখিয়াছিল, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইবে।"

৫৩. "এবং মু'মিনগণ বলিবে, ইহারাই কি আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারা আমাদের সঙ্গেই আছে! তাহাদের আমল বরবাদ হইয়াছে। ফলে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহারা মু'মিন বান্দাদিগকে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়া বলেন ঃ কেননা তাহারা ইসলামের শত্রু। তাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করে।

এই জন্য আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ 'তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই একজন হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইয়ায (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

হযরত উমর (রা) আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে আয়-ব্যয়ের পূর্ণাঙ্গ ফিরিস্তি একটি চামড়ায় লিখিয়া পাঠাইবার নির্দেশ দিলেন। তাহার একজন খ্রিস্টান কেরাণী ছিল। সে সেই ফিরিস্তি লিখিয়া তাহার সঙ্গে নিয়া গেল। উমর (রা) অবাক হইলেন। তিনি বলিলেন, এই হইল বিশ্বস্ত দপ্তর সংরক্ষক! তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমিই কি মসজিদে গিয়া সিরিয়া হইতে পাঠানো ফরমান পড়িয়া শুনাইয়াছ ? আবূ মূসা বললেন, না, সে তাহা পারে না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি অপবিত্র ছিল ? আবূ মূসা বলিলেন, না বরং সে খ্রিস্টান। তখন উমর (রা) তাহাকে ধমকাইলেন এবং তাহার পশ্চাতে থাপ্পড় দিয়া বলিলেন, উহাকে বহিষ্কার কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! ইয়াহূদী ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।'

মুহাম্মদ ইব্ন হাসান (র)......মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা প্রত্যেককে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িতে নিষেধ করিয়া বলেন, যে উহাদের সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করিবে, সে তাহার অজ্ঞাতে তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা ধারণা করিয়া নিই যে, তিনি يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ এই আয়াতের আলোকেই ইহা বলিয়াছেন।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন আব্বস (রা) আরবের খ্রিস্টানদের যবেহকৃত পশু খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি বলেন, খাও। তবে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের

মধ্যে যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয়ই সে তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইবে।' আবূ-যিনাদ হইতেও এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

অর্থাৎ 'যাহাদের অন্তরে সন্দেহ ও নিফাক রহিয়াছে, তাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে তাহাদের বন্ধু ও সমমনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।'

يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ 'তাহারা গিয়া বলে, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিবে।' অর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যে, দুর্ভাগ্যবশত যদি কাফিররা মুসলমানদের উপর বিজয়ী হয়, তখন ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাহাদের উপকারে আসিবে। ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ অর্থাৎ 'হয়ত আল্লাহ অচিরেই মুসলমানদেরকে বিজয় দান করিবেন।'

সুদ্দী (র) ইহার ভাবার্থে বলেন ঃ ইহা দ্বারা মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

অনেকে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুসলমানদের হাতে শাসনভার আসার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ 'অথবা তিনি মুসলমানদের বিশেষ কিছু ক্ষমতা দিবেন।'

এই আয়াতাংশের ভাবার্থে সুদ্দী (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের নিকট হইতে মুসলমানদের জিযিয়া আদায়ের ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে।

فَيُصْبِحُوْا অর্থাৎ মুনাফিকদের যাহারা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে।

عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ আজ যে সকল মুনাফিকের চক্রান্ত ধরা পড়িতেছে না, মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত লিপ্ত থাকিয়াও যাহারা বহাল তবিয়াতে রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে শোনিতাশ্রু বহাইতে হইবে। সেই দিন আল্লাহ তাহাদের চক্রান্ত মু'মিনদের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন। তখন মুসলমানরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিবে, ইহারা কি তাহারা, যাহারা শপথ করিয়া আমাদিগকে বলিত, আমরা তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছি! শেষ পর্যন্ত তাহাদের মিথ্যা ভেল্কীবাজী ও চক্রান্তসমূহ প্রকাশ হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَهٰؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَاَصْبَحُوْا خَاسِرِيْنَ

উল্লেখ্য যে, وَيَقُوْلُ -এর পঠন নিয়া ইখতিলাফ রহিয়াছে। জমহূরের মত হইল واو সহ يَقُوْلُ পড়া। কেহ মুবতাদা হিসাবে লাম-এর উপর পেশ দিয়া পাঠ করেন। কেহ আতফ হিসাবে যবর দিয়া পাঠ করেন এবং فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ -এর উপর আতফ করেন। মদীনাবাসীরা واو বাদ দিয়া يَقُوْلُ الَّذِيْنَ পাঠ করেন। এই পঠন রীতি মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন।

এই আয়াতের শানে নুযূল সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইহা দুইটি লোককে লক্ষ্য করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। তাহাদের একজন ওহুদের যুদ্ধের পর তাহার এক

সাথীকে বলে, আমি ইয়াহূদীদের সহিত সম্পর্ক রাখি, যাহাতে ভবিষ্যতে কোন সুযোগমত আমি উহাদের সহযোগিতা পাই। অন্যজন বলে যে, আমি সিরিয়ার অমুক খ্রিস্টানের সহিত যোগাযোগ রাখি, যাহাতে সুযোগমত তাহার সাহায্য-সহযোগিতা পাইতে পারি। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ 'হে মু'মিন সকল ! ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।'

ইকরিমা (রা) বলেন ঃ 'এই আয়াতটি আবূ লুবাবা ইব্‌ন মুনযির সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে পাঠাইয়া বনী কুরায়যাদেরকে ডাকিয়াছিলেন, তখন বনী কুরায়যারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন ? তিনি তখন স্বীয় হস্তদ্বারা গলদেশের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাদেরকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তোমাদিগকে তিনি হত্যা করিবেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইব্‌ন সলূল সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যথা ইব্‌ন জারীর (র)......আতীয়া ইব্‌ন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতীয়া ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন ঃ উবাদা ইবনে সামিত (রা) বনী হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্র হইতে প্রস্থান করিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার বহু ইয়াহূদী বন্ধু রহিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভাঙ্গিয়া দিলাম! কেননা তাহাদের বন্ধুত্ব অপেক্ষা আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বন্ধুত্ব শ্রেষ্ঠ মনে করি। উহার প্রেক্ষিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলূল বলে, আমি অবশ্য ভূত-ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তাই আমি আমার পূর্বের বন্ধুদেরকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সলূলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, হে আবুল হুবাব! তুমি এই ব্যাপারে উবাদা ইব্‌ন সামিত হইতে কেন পিছপা হইতেছ ? অথচ তোমারও উহা করা উচিত। অতঃপর আলোচ্য আয়াত দুইটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)......যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন ঃ যখন বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয় ঘটে, তখন মুসলমানরা তাহাদের ইয়াহূদী বন্ধুদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন যে, বদরের মত বিপর্যয় তোমাদের ভাগ্যেও ঘটিবে। উহার উত্তরে ইয়াহূদী নেতা মালিক ইব্‌ন সাইফ বলে যে, যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ কতক কুরায়শদের উপর বিজয় লাভ করিয়া অহংকারে মাতিয়া উঠিও না। যদি কখনো আমাদের সহিত তোমাদের যুদ্ধ হয়, তখন যুদ্ধ কাহাকে বলে দেখিবে। তখন উবাদা ইবনে সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের ইয়াহূদী বন্ধুদের অন্তর বড় কঠিন। যদিও তাহাদের অস্ত্র শানিত এবং তাহারা যুদ্ধবাজ, তবুও আমি তাহাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করিয়া আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিতেছি। এখন হইতে একমাত্র আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলই আমার প্রকৃত বন্ধু। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই বলে, আমি ইয়াহূদীর সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিব না। আমি ভাবিয়া কাজ করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আবুল হুবাব! তুমি ইয়াহূদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া উবাদা হইতে নিচে নামিয়া গিয়াছে। অথচ তোমারও ইহা করা উচিত! এই কথোপকথনের প্রেক্ষিতে নাযিল হইল ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءُ

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ প্রথম ইয়াহূদীদের বনূ কাইনুকা গোত্র তাহাদের এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা বলিয়াছেন যে, সেই গোত্রের বহু লোককে তাহাদের বিচারের ব্যাপারে নির্দেশ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (রা) বন্দী করিয়া রাখেন। যখন তাহাদের শাস্তি নির্ধারিত হয়, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূল তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। ইহারা খাযরাজদের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। সে আবারো বলিল, হে মুহাম্মদ! ইহাদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামার এক প্রান্ত টানিয়া ধরে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ছাড়িয়া দাও। এই ধরনের আচরণের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলেন, তোমার অমঙ্গল হউক, আমাকে রেহাই দাও। সে বলিল, না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বন্ধুদের ব্যাপারে অনুগ্রহ না করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হইব না। তাহারা দলে বৃহৎ এবং এই পর্যন্ত তাহারা আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। আজ একদিনে এই বৃহৎ দলটি ধ্বংস হইয়া যাইবে শুনিয়া আমি ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভীষণভাবে শঙ্কিত। পরিশেষে হুযূর (সা) বলেন ঃ যাও, সব কিছু তোমার জন্যই হইল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......উবাদা ইব্ন ওলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ যখন বনূ কাইনুকা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে, তখন আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই তাহাদের পক্ষে সুপারিশ করে। কিন্তু উবাদা ইব্ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কোন রকমের সুপারিশ করিতে অস্বীকৃতি জানান। যদিও তিনি উবাই ইব্ন সলূলের মত বনী আউফ ইব্ন খাযরাজদের একজন বন্ধু ছিলেন। উপরন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ইচ্ছানুযায়ী উহাদের সহিত সম্পর্কে ছিন্ন করিয়াছি এবং আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি। আজ হইতে আমি কাফিরদের বন্ধুত্ব সম্পর্ক হইতে মুক্ত ও পবিত্র। উবাদা ইব্ন সামিতের এই সিদ্ধান্ত এবং আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইর উপরোক্ত ভূমিকার প্রেক্ষিতে সূরা মায়িদার আলোচ্য আয়াত তিনটি নাযিল করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাহাকে দেখিতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন, আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। উত্তরে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই বলে, আসআদ ইব্ন যুরারা ইয়াহূদীর প্রতি চরম শত্রতা পোষণ করিত। কিন্তু তাহাকেও মরিতে হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সনদে আবূ দাঊদ (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ○
(٥٥) اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ○
(٥٦) وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

৫৪. "হে মু'মিনগণ! তোমাদের কেহ দীন হইতে ফিরিয়া গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন ও তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে। তাহারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবে ও কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"

৫৫. "তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ, যাহারা বিনীতভাবে সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয়।"

৫৬. "কেহ আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুমিনদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আল্লাহর দলই তো বিজয়ী হইবে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অসীম শক্তির সংবাদ দিয়া বলেন, যদি কেহ তাঁহার দীনের সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, তবে আল্লাহ অতি সত্বর তাহার পরিবর্তে এমন কতক লোক নিয়োজিত করিবেন যাহারা বাতিলের মুকাবিলায় লৌহ প্রাচীরের ন্যায় মযবূত হইবে এবং দীন প্রতিষ্ঠায় প্রাণপ্রাত করিবে।

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমরা মুখ ফিরাও তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের পরিবর্তে ভিন্ন সম্প্রদায় আনিবেন। তাহারা তোমাদের মত হইবে না।'

আল্লাহ্ অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ -وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

অর্থাৎ 'তিনি যদি চাহেন তো তোমাদিগকে সরাইয়া নতুন সৃষ্টি নিয়া আসিবেন এবং তাহা করিতে তিনি অক্ষম নহেন।'

এই স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দীন হইতে বিমুখ হয়।' অর্থাৎ হক ত্যাগ করিয়া যদি বাতিলের দিকে ধাবিত হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন, ইহা কুরায়শ নেতৃবর্গের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি সেই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে যাহারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই এই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ 'তাহা হইলে আল্লাহ সত্বর এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসিবে।'

হাসান বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! এই আয়াতাংশে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-সহ অন্যান্য সাহাবীদের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) বলেন যে, আমি আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ فَسَوْفَ يَاْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ এই আয়াতাংশে আহলে কাদিসিয়ার কথা বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ হইতে লাইস ইব্‌ন আবূ সুলায়ম বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতাংশে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা হইল বৃহত্তর সাবা গোত্রের কোন এক সম্প্রদায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত সম্প্রদায় প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহারা হইল ইয়েমেনের কিনদাহ ও সুকুন গোত্রের লোক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতাংশ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ ইহারা হইল ইয়েমেনের কিনদাহ, সুকুন ও তুজীব গোত্রসমূহের লোকজন। তবে এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ যখন فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ –আয়াতাংশ নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, উহারা এই লোকটির কওমের লোক। শু'বার সনদে ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরের আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

'তাহারা মুমিনের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে।'

এই আয়াতাংশে পরিপূর্ণ মুমিনের দুইটি বৈশিষ্ট্য বলা হইয়াছে। এক, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী থাকিবে। দুই, তাহারা কাফিরদের প্রতি থাকিবে অত্যন্ত কঠোর। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁহার সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিজেরা একে অপরের প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্র।'

ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহাদের অনুগামীদের সামনে সদা হাসিমুখে থাকেন এবং শত্রুদের সামনে থাকেন বীরোচিত গাম্ভীর্য নিয়া।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ

'তাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করিবে না।'

অর্থাৎ মুমিনরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য পালন করিতে, দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে, শত্রুর মুকাবিলায় যুদ্ধ করিতে, ন্যায়ের আদেশ করিতে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে ভীরুতা প্রকাশ করে না। তেমনি তাহারা জিহাদের ময়দান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না, কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না এবং তাহারা সত্যের পথে অগ্রসর হইতে ক্লান্তি অনুভব করে না।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ আমাকে আমার প্রিয়তম বন্ধু রাসূল (সা) সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে মিসকীনদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের সঙ্গে উঠাবসা করিতে, নিজের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিতে ও নিজের চেয়ে উপরস্থ লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিতে, আত্মীয়রা সম্পর্ক না রাখিলেও তাহাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখিতে, কাহারও নিকট ভিক্ষা না চাহিতে, তিক্ত হইলেও সত্য কথা প্রকাশ করিতে, আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করিতে, আর অধিক হারে لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন। কেননা ইহার ভাণ্ডার হইল আরশের নীচে অবস্থিত।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ মুসান্না (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মুসান্না (র) বলেন ঃ আবূ যর (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সাতটি বিষয়ের উপর পাঁচবার দীক্ষা দিয়াছেন। সাতবার আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া আমি এই কথাটি বলিয়াছি যে, আল্লাহর পথে চলিতে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করিব না। আবূ যর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ডাকিয়া বলেন ঃ বেহেশতের বিনিময়ে তুমি কি আমার হাতে দীক্ষা নিবে ? আমি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়া হাতখানা তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলে তিনি বলেন ঃ শর্ত হইল, তুমি কাহারো নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিবে না। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমার সাওয়ারীর পিঠ হইতে যদি একটি চাবুকও পড়িয়া যায়, তবুও না। অর্থাৎ সামান্য একটি চাবুকও যদি সাওয়ারীর উপর হইতে নীচে পড়িয়া যায়, তবুও কাহারো সাহায্য নিবে না, বরং নিজেই নামিয়া উহা তুলিয়া লইবে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাবধান! চক্ষুলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে কেহ যেন সত্য বলা হইতে বিরত না থাকে। কেননা মৃত্যুকে কেহ আগাইয়া নিয়া আসিতে পারে না এবং রিযিককে বাধা দিতে পারে না। অর্থাৎ সময়-সুযোগে সত্য বলিবে এবং আল্লাহর গুণগান করিবে – কাহারো এই অপেক্ষা না করা উচিত। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর বিধান বিরোধী কোন কাজ করিতে কাহাকেও দেখার পর নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া যদি উহার প্রতিবাদ না করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, উহার প্রতিবাদ করিতে তোমাকে কে বিরত রাখিয়াছিল ? সে বলিবে, মানুষের ভয়ে আমি প্রতিবাদ করি নাই, নীরব ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার ভয় করার বিষয়ে আমি বেশি হকদার ছিলাম। আমর ইব্‌ন মুররা হইতে আ'মাশের হাদীসে ইব্‌ন মাজাহও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (া) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বহু প্রশ্ন করিবেন। উহার মধ্যে এই প্রশ্নটিও করা হইবে যে, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হইতে দেখিয়াছ, কিন্তু তুমি উহার প্রতিবাদ করো নাই কেন ? তখন সে উত্তরে দলীল হিসাবে দাঁড় করাইবে যে, হে প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি ভরসা করিয়াছিলাম এবং লোক ভয়ে নীরব ছিলাম।

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন মুমিনের জন্য উচিত নয় যে, নিজেকে লাঞ্ছিত করিবে। তখন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজেকে লাঞ্ছিত করা অর্থ কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অর্থ হইল, এমন ধরনের বিপদ নিজের কাঁধে তুলিয়া নেওয়া যাহা বহন করিবার শক্তি তাহার নিজের না থাকে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

'ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন।' অর্থাৎ কাহারো মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকা মানে আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়া।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ তাঁহার অনুগ্রহ অতি প্রশস্ত এবং তিনি স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অবৈধ বিষয় প্রত্যাখ্যানকারীকে তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ দানে সিক্ত করেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ 'তোমাদের বন্ধু ইয়াহূদীরা নয়; বরং তোমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সহিত।'

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ 'যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে।' অর্থাৎ সেই সকল মুমিন যাহাদের মধ্যে নামায কায়েম করার মত বিশেষ গুণ থাকে এবং যে ইবাদতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করে আর যাকাত প্রদান করে যাহা অক্ষম ও মিসকীনদের হক ও তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করে।

وَهُمْ رَاكِعُوْنَ 'বিনত হইয়া।' কেহ ধারণা করেন যে, এই বাক্যটি وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ -এর حال হিসাবে আসিয়াছে। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, যাহারা রুকূ অবস্থায় যাকাত প্রদান করে।

যদি এই অর্থ নেওয়া হয় তবে রুকূর অবস্থায় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। অথচ কোন আলিম ও মুফতী এই অবস্থায় যাকাত দেওয়া উত্তম বলিয়া মনে করেন না।

এই অর্থ গ্রহণকারীরা একটি ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, এই আয়াতটি হযরত আলী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ একদা হযরত আলী (রা) রুকূ অবস্থায় থাকিতে এক ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি সেই অবস্থায় তাঁহার আংটিটি খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......উতবা ইব্ন আবূ হাকিম হইতে বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্ন আবূ হাকিম বলেন ঃ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি হযরত আলী (রা)-সহ সকল মুমিনের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......সালমা ইব্ন কুহাইল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন কুহাইল (র) বলেন ঃ আলী (রা) রুকূ অবস্থায় একটি আংটি দান করিলে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি আলী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। কেননা তিনি একদা রুকূ অবস্থায় দান করিয়াছিলেন।

আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতটি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ হইতে বাহির হন। তখন বহু লোকজন নামায পড়িতেছিল। কেহ ছিল রুকূ অবস্থায়, কেহ ছিল সিজদা অবস্থায়, কেহ ছিল দাঁড়ান অবস্থায় এবং কেহ ছিল বসা অবস্থায়। ইতিমধ্যে একজন ভিক্ষুক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ভিক্ষা চাহে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেহ কি তোমাকে কিছু দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, হ্যাঁ, দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, এই দাঁড়ান লোকটি দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবার জিজ্ঞাসা করেন, সে কোন্ অবস্থায় তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে ? ভিক্ষুক বলিল, তখন সে রুকূ অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে তোমাকে ভিক্ষা দিয়াছে সে তো আলী ইব্ন আবূ তালিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট বসিয়াই জোরে জোরে পড়িতেছিলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

ইহার সনদ অসমর্থনযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, আলী (রা), আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রা) ও আবূ রাফি (রা) প্রমুখের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া এই সম্বন্ধে যত হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন, উহার প্রত্যেকটি রাবী অযোগ্যতা, অজ্ঞতা, মিথ্যাশ্রয়িতা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রত্যাখ্যাত এবং অসমর্থনযোগ্য।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মায়মূন ইব্ন মিহরানের সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি সকল মুমিনকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে বটে, তবে সর্বপ্রথম আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাফরের নিকট এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই ঈমানদার কাহারা ? তিনি বলেন, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, আমরা শুনিয়াছি যে, এই আয়াতটি আলী (রা)-এর ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, হ্যাঁ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তিনিও তাহাদের একজন।

আসবাত (র)......সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ অবশ্য এই আয়াতটি সকল মু'মিনকে উদ্দেশ্য করিয়াই নাযিল করা হইয়াছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই, তখন আলী (রা) মসজিদের মধ্যে রুকূ অবস্থায় ছিলেন। এমন অবস্থায় এক ভিক্ষুক গিয়া তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাঁহার হাতের আংটিটি খুলিয়া ভিক্ষুককে দিয়া দেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইহাতে তাহাদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ইতিপূর্বে আমরা একাধিক হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি যাহাতে দেখা যায় যে, এই আয়াতগুলি উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা)-এর ব্যাপারে তখন নাযিল হইয়াছিল, যখন তিনি ইয়াহূদীদের হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া একমাত্র আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এইজন্য আল্লাহ তা'আলা এই আলোচনার সর্বশেষে বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহ্‌র সাথে, তাঁহার রাসূলের সাথে এবং মুমিনদের সাথে, সে আল্লাহ্‌র দলভুক্ত হইল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দল বিজয়ী।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ - لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰه وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَائَهُمْ اَوْ اَبْنَائَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُوْلٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيْدَيَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُوْلٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত থাকিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। যাহারা আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগকে তুমি এমন পাইবে না যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, যদিও উহারা তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও আত্মীয় হইয়া থাকে। তাহাদের অন্তরে

আল্লাহ শুধু ঈমান লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং স্বীয় রূহ (জিবরাঈল) দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে আল্লাহ্ এমন বেহেশতসমূহে প্রবিষ্ট করাইবেন যেইগুলির নিম্নদেশ দিয়া নহর প্রবাহিত। সেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। আর তাহারাই আল্লাহর দল, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

অর্থাৎ যে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট, সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সফলকাম এবং উভয় জগতে সে প্রাপ্ত হইবে আল্লাহ্র মদদ। সেই কথাই এখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব রাখিবে আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনদের সাথে, সে আল্লাহর দলভুক্ত হইল এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দল বিজয়ী।'

(৫৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(৫৮) وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

৫৭. "হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকে ও কাফিরগণকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, আর যদি তোমরা মু'মিন হও, আল্লাহকে ভয় কর।"

৫৮. "তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান জানাও, তখন তাহারা উহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাহা এইজন্য যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহাদের বোধশক্তি নাই।"

তাফসীর ঃ ইহা দ্বারা ইসলামের শত্রু আহলে কিতাব ও মুশরিকদের প্রতি মুসলমানদের মনে ঘৃণা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কেননা মুসলমানরা সর্বোত্তম একটি বিধানের অনুসরণ করে যাহা হইল পবিত্র ইসলামী শরী'আত। উহার মধ্যে রহিয়াছে পার্থিব-অপার্থিব সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম ও আনুপুঙ্খ সমাধান। অথচ এমন শরী'আতকে নিয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া তাহারা মনে করে যে, ইহা একটা খেল-তামাশার বিষয়। আল্লাহ তাহাদের এমন আচরণের সমালোচনা করিয়াছেন। যথা কোন কবি বলিয়াছেন ঃ

وكم من عائب قولا صحيحا + وافته من الفهم السقيم

আর বোধশক্তি যদি ব্যধিগ্রস্ত হয়, তবে খাঁটি কথায়ও অনেক ত্রুটি পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগকে এবং কাফিরদিগকে।'

এখানে 'মিন' শব্দটি بيان جنس -এর জন্য আসিয়াছে। যথা– فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ। এখানে من শব্দটি بيان جنس -এর জন্য আসিয়াছে।

কেহ وَالْكُفَّارِ -কে জের দিয়া পড়িয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা যবর দিয়া وَالْكُفَّارَ পড়িয়াছেন তাহারা لاَ تَتَّخِذُوْا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ -কে উহার معمول হিসাবে অর্থ করিয়াছেন। তখন ইহার উহ্য বাক্যটি হইবে وَلاَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিও না। এইখানে 'কুফফার' দ্বারা মুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে।

ইব্‌ন মাসউদের কিরাআতে– لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَّمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا –এইরূপ রহিয়াছে। ইহা ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা যদি মুমিন হইয়া যাও, তবে তাহাদিগকে তোমাদের এবং তোমাদের দীনের শত্রু মনে কর। কেননা তাহারা তোমাদের শরী'আতের ব্যাপারে ঠাট্টা-তামাশা করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ 'মুমিনদের উচিত মুমিন ব্যতীত কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করা। অতঃপর যে ইহা করিবে, তাহার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এমন অবস্থায়, যখন তোমরা তাহাদের হইতে কোন প্রকার আশঙ্কা কর। আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সত্তার ভয় দেখাইতেছেন এবং আল্লাহর নিকটই সবাইকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا

'তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তাহারা ইহাকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে।'

অর্থাৎ এইভাবে যখন মুআযিযন নামাযের জন্য আযানের মাধ্যমে আহ্বান করে, যাহা আলিমদের নিকট এবং বুদ্ধিমানেরা যাহার মর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তাহাদের নিকট সর্বোত্তম আমল সেই আযানকে নিয়া তাহারা ঠাট্টা-তামাশা করে।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ 'ইহা এই কারণে যে, তাহারা এমন এক সম্প্রদায়, যাহাদের বোধশক্তি নাই।'

এই সকল হইল শয়তানের খাসলত। শয়তান যখন আযান শোনে, তখন সে গুহ্যদ্বার দিয়া বায়ু ছাড়িতে ছাড়িতে পলায়ন করে এবং সেখানে গিয়া থাকে যেখানে আযানের শব্দ পৌঁছে না। যখন আযান শেষ হইয়া যায়, তখন সে আবার আসে এবং তাকবীর শুরু হইলে আবার পালাইয়া যায়। তাকবীর দেওয়া শেষ হইলে সে পুনরায় আসে এবং নামাযীকে বিভ্রান্ত করার ব্রতে লিপ্ত হয়। নামাযীকে সে ভুলিয়া যাওয়া কথা মনে করাইয়া দেয়। ফলে কত রাকাআত নামায হইল, তাহাও নামাযী ভুলিয়া যায়। যদি কাহারো এমন অবস্থা হয়, তবে তাহাকে শেষ সিজদার পূর্বে দুইটি সাহু সিজদা দিতে হইবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যুহরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফের মধ্যেও আযানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُوْنَ.

ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে আসবাত (র) সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুদ্দী (র) বলেন ঃ মদীনায় একজন খ্রিস্টান ছিল। সে যখন প্রথম আযানে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلَ اللّٰه এই বাক্যটি শোনে, তখন বলে, মিথ্যাবাদী জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাক। অতঃপর সেইদিন রাতেই তাহার পরিচারিকা ঘরে আগুন নিয়া আসিতে লাগিলে এক ধরনের পতঙ্গ উড়িয়া আসিয়া আগুনের উপর পড়ে এবং কিভাবে যেন ঘরে আগুন লাগিয়া যায়। তখন সেই ব্যক্তি এবং ঘরের সকলে ঘুমাইয়া ছিল। ফলে ঘরের সকলে পুড়িয়া মারা যায়। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে লিখেন ঃ মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে নিয়া কাবায় প্রবেশ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) বিলালকে আযান দিতে আদেশ করেন। তখন আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব, আত্তাব ইব্ন আসীদ ও হারিস ইব্ন হিশাম কাবার পাশে বসা ছিলেন। আত্তাব ইব্ন আসীদ আযান শুনিয়া বলেন যে, (আমার পিতা) আসীদের প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ ছিল। কেননা তাহাকে এই ক্রোধ উদ্রেককারী কথাগুলি শুনিতে হয় নাই। পূর্বেই তিনি ইহধাম হইতে সৌভাগ্যময় বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। হারিস ইব্ন হিশাম বলেন, আল্লাহর কসম! ইহাকে যদি সত্যই মনে করিতাম তাহা হইলে ইহার অনুসরণ করিতাম। আবূ সুফিয়ান বলেন, এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করিতেই আমার ভয় হয়। না জানি এই উৎপলগুলি আমার মন্তব্যের কথা তাহাকে জানাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে হুযূর (সা) আসিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং বলেন ঃ তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। তৎক্ষণাৎ হারিস ও আত্তাব বলেন, আমরা

সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। তাহা না হইলে কে আপনাকে আমাদের কথা জানাইল! এখানে তো চতুর্থ কোন ব্যক্তি ছিল না।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবূ মাহযূরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল মালিক ইব্ন আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীয বরিয়াছেন ঃ (আবূ মাহযূরা আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীয-এর পালিত পুত্র ছিলেন) আমি যখন সিরিয়া গমনোদ্দেশ্যে রওয়ানা হই, তখন আমি তাহাকে বলি, সেখানকার লোকেরা আমাকে অবশ্যই আপনার আযানের ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে; তাই সেই ঘটনাটি আমাকে বলুন। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ, শোন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন আমরা পথে এক জায়গায় অবস্থান করি। নামাযের সময় হইলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুআযযিন আযান দেন। আমরা আযান শুনিয়া হাসি-তামাশা করিতে থাকি। আমাদের এই তামাশা করার কথা কিভাবে যেন রাসূলুল্লাহ (সা) জানিতে পারেন। ফলে তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির এত উচ্চ আওয়ায আমি শুনিতে পাইলাম ? সকলে আমার প্রতি ইংগিত করিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলেন, দাঁড়াও, আযান দাও। আমি দাঁড়াইলাম বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ মান্য করিতে আমি অপারগ ছিলাম। তবুও তাঁহার সামনে দাঁড়াইলাম। অতঃপর তিনি বলিতেছিলেন আর আমি তাহা মুখে মুখে বলিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি আমাকে বলেন ঃ

اللّٰه اكبر اللّه اكبر - اشهد ان لا اله الا اللّٰه اشهد ان لا اله الاّ اللّٰه - اشهد
ان محمدا رسول اللّٰه اشهد ان محمدا رسول اللّه - حىّ على الصلاة حىّ
على الصلاة - حىّ على الفلاح حىّ على الفلاح - اللّٰه اكبر اللّٰه اكبر-لا اله الا
الله-

অবশেষে আমি আযান সমাপ্ত করিলে তিনি আমাকে একটি থলে দেন যাহার মধ্যে রৌপ্য-মুদ্রা ছিল। ইহার পর তিনি আমার মাথায়, চেহারায়, বুকে এবং কাঁধের উপর হাত বুলান এবং বলেন ঃ আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকত দান করুন। তখন আমি অনুরোধ জানাইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মক্কায় আযান দেওয়ার জন্য অনুমতি দান করুন। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমি তোমার মক্কায় আযান দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করিলাম। সেই সময় আমার অন্তর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায় এবং আমার অন্তর তাঁহার প্রেমে আপ্লুত হইয়া ওঠে। যাহা হউক, আমি মক্কায় গিয়া সেখানকার শাসনকর্তা আত্তাব ইব্ন আসীদের সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া ঘটনা বলিলে তিনি আমাকে মুআযযিন পদে নিয়োগ দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ মাহযূরাকে তাঁহার পরিবারবর্গ এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাইরীযের বর্ণনার অনুরূপ তাহাদিগকে বলেন। উল্লেখ্য, যে আবূ মাহযূরার মূল নাম হইলে সামুরা ইব্ন মুআঈর ইব্ন লুওযান। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার মুআযযিনের একজন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মক্কায় মুআযযিনী করেন।

(٥٩) قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَاۤ
اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ○
(٦٠) قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ
عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ؕ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا
وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ○
(٦١) وَاِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ؕ وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ○
(٦٢) وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٦٣) لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ
مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

৫৯. "বল, হে পূর্ব গ্রন্থানুসারীগণ! তোমরা কি আমাদের উপর এই জন্য প্রতিশোধ নিতে চাও যে, আমরা আল্লাহ্ এবং তিনি যাহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আনিয়াছি ? আর তোমাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"

৬০. "বল, আমি কি তোমাদিগকে সেই দুঃসংবাদ দিব যাহা আল্লাহর নিকট তোমরা কিয়ামতের দিন প্রতিদান হিসাবে প্রাপ্ত হইবে ? যাহাকে আল্লাহ্ লা'নত করিয়াছেন, যাহার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাহাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করিয়াছেন এবং যাহারা তাগূতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।"

৬১. "তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি। কিন্তু তাহারা কুফর লইয়াই আসে এবং উহা লইয়াই বাহির হইয়া যায়। তাহারা যাহা গোপন করে, আল্লাহ্ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।"

৬২. "তাহাদের অনেককেই তুমি দেখিবে পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর। তাহারা যাহা করে নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।"

৬৩. "রব্বানিগণ ও পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অন্যায় ভক্ষণে নিষেধ করে না ? ইহারা যাহা করে, নিশ্চয়ই তাহাও নিকৃষ্ট।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ ! কিতাবীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাহাদিগকে বলিয়া দাও ঃ

هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ

তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দূষণীয় পাইয়াছ ইহা ব্যতীত যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং ঈমান আনিয়াছি সেই কিতাবের প্রতি, যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে অতীতে।

অর্থাৎ ইহা ব্যতীত আমাদের প্রতি তোমাদের অন্য কোন নিন্দা বা অভিযোগ নাই তো ? তবে ইহা দোষ বা নিন্দার বিষয় নয়। অর্থাৎ এই স্থানে اِلاَّ বাক্যটি استثناء منقطع অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ -

অর্থাৎ 'তাহারা মহাপ্রতাপান্বিত, সর্বপ্রশংসিত আল্লাহর উপর ঈমান আনার কারণেই শুধু উহাদের প্রতিশোধ গ্রহণের শিকার হইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ 'তাহারা শুধু এই দোষে প্রতিশোধ নিয়াছে যে, আল্লাহ করুণা দ্বারা তাঁহার রাসূল এবং তাহাদিগকে ধনী বানাইয়াছেন।'

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন জামীলের উপর এই দোষে তাহারা প্রতিশোধ নিয়াছিল যে, সে দরিদ্র ছিল, আল্লাহ তাহাকে ধনী বানাইয়াছিলেন।

ইহার পরের আয়াতাংশে বলা হইয়াছে ঃ وَاِنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُوْنَ 'এবং তাহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী ফাসিক।'

এই আয়াতাংশটি পূর্ববর্তী আয়াতাংশের উপর عطف হইয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের অধিকাংশই ফাসিক। কারণ, তোমরা সরল সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে এমন দুঃসংবাদ দিব কি যাহা প্রতিদান হিসাবে তোমাদের ধারণা হইতেও বর্ধিতরূপে কিয়ামতের দিন প্রাপ্ত হইবে ?'

অতঃপর এই সকল লোকদিগকে চিহ্নিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাহারা হইল ঃ وَلَعَنَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর করুণা হইতে বিদূরীত' এবং وَغَضِبَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত বর্ষণের পর আর কখনো তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন না। وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ অর্থাৎ 'যাহাদিগকে আল্লাহ বানর ও শূকর বানাইয়াছেন।' এই সম্পর্কে পূবে সূরা বাকারায়ও আলোচনা করা হইয়াছে। অবশ্য সূরা আরাফেও এই সম্পর্কে আলোচনা আসিবে।

এই সম্পর্কে সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বর্তমানের শূকর-বানরগুলি কি উহাদের বংশধর, যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছিলেন ?

উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সহসা কোন জাতির প্রতি অভিসম্পাত দেন না। অবশ্য যদি আল্লাহ কোন জাতি বা প্রজাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন, তবে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। ইহার পূর্বেও শূকর ও বানরের অস্তিত্ব ছিল।

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম সুফিয়ান সাওরী ও মিস'আরের সনদে রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তাহারা উভয়ে রিওয়ায়াত করিয়াছেন মুগীরা ইব্ন আল-ইয়াশকরী হইতে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শূকর ও বানর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিরাম যে, এইগুলি কি ইয়াহূদীদের কোন বংশধর ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন, না, আল্লাহ যদি কোন জাতির প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন তবে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। তাহাদের বংশ বিস্তারের সূত্র পর্যন্ত বিনষ্ট করিয়া দেন। আসলে শূকর ও বানর আল্লাহর সৃষ্ট জীব। ইহাদের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। পরবর্তী সময়ে আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শূকর ও বানরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। দাউদ ইব্ন আবুল ফুরাতের সনদে আহমদ (র)ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জিন্নদের একটি সম্প্রদায়কে সাপে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল যেমন ইয়াহূদীদের একটি সম্প্রদায়কে শূকর ও বানরে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। তবে এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ 'তাহারা শয়তানের পূজা করিয়াছে।' এই অর্থ হিসাবে عَبَدَ হইল অতীত ক্রিয়া এবং الطَّاغُوْتَ উহার কর্মকারক। কেহ عَبَدَ الطَّاغُوْتِ অর্থাৎ اضافت সহকারে পড়িয়াছেন। তখন অর্থ দাঁড়ায়, তাহাদিগকে তাগূতের গোলাম বানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেহ ইহাকে বহুবচনরূপে পড়িয়াছেন। ইহা আমাশ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

বুরাইদা আসলামী (রা) হইতে ইহার وعبد الطاغوت পঠন নকল করা হইয়াছে।

উবাই ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে উহার পঠন বর্ণনা করা হইয়াছে وعبدوا الطاغوت রূপে।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ জাফর আল-কারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি وَعُبِدَ الطاغوت অর্থাৎ কর্তা অনুল্লেখিত কর্ম (مجهول) অর্থে পড়িয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এইরূপ পঠনে আয়াতের মর্মার্থ ও বাহ্যরূপের মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। কেননা এখানে মূল উদ্দেশ্য হইল উহাদিগকে কটাক্ষ করা। অর্থাৎ তোমরা সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত যাহারা শয়তানের গোলামী করিয়া থাকে।

তবে যে যাহা পড়ুক, সকলের পড়ার তাৎপর্য এই যে, হে আহলে কিতাব! তোমরা কেন আমাদিগকে আমাদের দীনের ব্যাপারে ভর্ৎসনা কর যাহা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী ধর্ম এবং যে ধর্মে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করা হয় না ? তোমরা কোন মুখে এই

একত্ববাদী ধর্মের সমালোচনা কর ? অথচ তোমরা তো এমন ধর্ম অনুসরণ কর যাহার মধ্যে বহু খোদার সমাগম রহিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

أُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا 'মর্যাদায় তাহারাই নিকৃষ্ট।' অর্থাৎ তাহারা ধারণা করিতেছে মু'মিনরা নিকৃষ্ট; কিন্তু মূলত নিকৃষ্ট হইল তাহারা, যাহারা তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বলে। আর

أَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ অর্থাৎ 'সরল পথ হইতে সর্বাধিক বিচ্যুত।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতাংশে আধিক্যবোধক বিশেষ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের অপেক্ষা আদর্শ বিচ্যুত আর কেহই নহে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ جَاؤُكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ

'তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তাহারা অবিশ্বাসসহ আসে এবং উহা লইয়া বাহির হইয়া যায়।'

অর্থাৎ ইহা হইল মুনাফিকদের গুণাবলীর একটি। তাহারা বাহ্যত মু'মিন বলিয়া নিজেদেরকে প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে থাকে কুফর ও কুটিলতা। এই কারণে বলা হইয়াছে ঃ وَقَدْ دَخَلُوْا অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তাহারা তোমার নিকট যখন আসে', তখন তাহাদের অন্তরে কুফরী থাকে এবং তাহারা যখন চলিয়া যায়, তখন তাহারা অন্তরে কুফরী লইয়া বিদায় হয়। তাই তুমি তাহাদিগকে যতই ভীতি প্রদর্শন কর না কেন, তোমার কোন কথাই তাহাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় না।

অবশেষে বলা হইয়াছে ঃ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত গায়রুল্লাহকে অন্তরে নিয়াই তাহারা বাহির হইয়া যায়।' অথচ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ 'তাহারা যাহা গোপন করে, আল্লাহ তাহা বিশেষভাবে অবহিত।' অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত। তাহাদের অন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা তিনি জানেন। তবে আল্লাহর নিয়ম হইল তিনি কাহারো মনের কথা প্রকাশ করিয়া দেন না।

যাহা হউক, তিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত বিধায় পরকালে ইহার যথার্থ প্রতিফল তাহাদিগকে দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ

'তাহাদের অনেককেই তুমি পাপে, সীমা লংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে তৎপর দেখিবে।'

অর্থাৎ তাহারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পাপ, হারাম কার্য, সীমা লংঘন, অত্যাচার এবং হারাম ভক্ষণে মাতিয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা যাহা করিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট ও গর্হিত। মোট কথা তাহাদের কৃতকর্মসমূহ ভীষণভাবে গর্হিত। আর পাপের প্রতিযোগিতায় তাহাদের সীমা লংঘন করা হইল সর্বাপেক্ষা ধিক্কারজনক কর্ম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ –

রব্বানীগণ এবং পণ্ডিতগণ কেন তাহাদিগকে পাপ কথা বলিতে ও অবৈধ বস্তু ভক্ষণ করিতে নিষেধ করে না ? ইহারা যাহা করে, নিশ্চয়ই তাহাও নিকৃষ্ট।

অর্থাৎ তাহাদের আহবার এবং রব্বানীগণ কেন তাহাদিগকে গর্হিত কাজ হইতে বিরত রাখিতেছে না ?

রব্বানী বলা হয় আহলে কিতাবের উলামা ও আমলদার লোকদিগকে। আর আহবার বলা হয় তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গকে।

لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَصْنَعُوْنَ 'বাস্তবিকই তাহাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়।' অর্থাৎ যাহারা এই পন্থায় সত্যের বিকৃতি ঘটায়। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ যাহারা ইহার প্রতিবাদ করে না এবং যাহারা শুধু নিজেরা আমল করে কিন্তু অন্যের কথা ভাবে না, তাহাদের সকলের জন্য এই আয়াতটি প্রযোজ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)........ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, পবিত্র কুরআনে এই আয়াতটির চেয়ে অধিকতর ধমকিমূলক দ্বিতীয় কোন আয়াত নাই।

যাহ্হাক বলেন ঃ কুরআনে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ভীতিপ্রদ আয়াত হইল এইটি। তাই আমি এই ব্যাপারে খুবই সতর্ক। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সাবিত আবূ সাঈদ আল-হামদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবিত আবূ সাঈদ আল- হামদানী বলেন ঃ একদা আমার সঙ্গে রায নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে ইয়াহিয়া ইব্ন ইয়ামারের বরাতে বলেন যে, হযরত আলী (রা) একবার তাঁহার ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা পূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা পাপাচার করিত কিন্তু তাহাদের আহ্বার ও রব্বানীগণ উহার প্রতিবাদ করিত না। যখন ইহা তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায়, তখন তাহাদের উপর মুসীবত অবতীর্ণ হয়। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে কারণে মুসীবত আপতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে শিক্ষা নিয়া সেই ধরনের মুসীবত আপতিত হওয়ার পূর্বে সতর্ক হওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজের প্রতিবাদ করা। স্মরণ রাখিবে, সৎকাজের আদেশ প্রদান করিলে ও অসৎকাজ হইতে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করিলে তোমাদের হায়াত কমিবে না এবং রিযিকও হ্রাস পাইবে না।

ইমাম আহমদ (র)......মুনযির ইব্ন জারীর তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনযির ইব্ন জারীরের পিতা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বংশের কোন লোক যদি বংশের অন্যদের সামনে পাপাচারে লিপ্ত হয়, যতই সে সম্মানিত ব্যক্তি হউক না কেন, তাহাকে বাধা প্রদান করা অন্য সকলের নৈতিক দায়িত্ব। যদি তাহাকে বাধা প্রদান করা না হয় তবে

সকলের উপর আযাব আসিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। এই হাদীসটি এই সূত্রে একমাত্র আহমদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আবূ দাঊদ (র)......জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ কোন কওমের কোন লোক যদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে এবং সেই কওমের অন্য লোক উহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি তাহারা তাহাকে বিরত না রাখে, তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা আযাব অবতীর্ণ করিবেন।

ইব্‌ন মাজাহ (র)......ইব্‌ন জারীর হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আল-মিয্‌যী বলেন, আবূ ইসহাক হইতে শু'বাও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

(٦٤) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۭ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاۗءُ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۭ
وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۗءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ
اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(٦٥) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ
النَّعِيْمِ ○

(٦٦) وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۭ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۭ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۗءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ○ۧ

৬৪. "ইয়াহূদীগণ বলে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ; উহারাই রুদ্ধহস্ত এবং উহারা যাহা বলে, তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত এবং আল্লাহর উভয় হস্তই প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই। তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি। যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, অতঃপর আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন এবং তাহারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়। আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।"

৬৫. "কিতাবীগণ যদি ঈমান আনিত ও ভয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং তাহাদিগকে নি'আমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।"

৬৬. "তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ঊর্ধ্বস্থল ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে, তাহা নিকৃষ্ট।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সম্পর্কে ইয়াহূদীদের একটি উক্তি নকল করিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর প্রতি যে অপবাদ দিত, তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র। তাহাদের মন্তব্যমতে আল্লাহ ভীষণ কৃপণ। অর্থাৎ তাহাদের কথামতে আল্লাহ দরিদ্র আর তাহারা ধনী। এই ভাবকে তাহারা مَغْلُوْلَةٌ শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইকরিমা বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, مَغْلُوْلَةٌ অর্থ কৃপণ।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ। এর দ্বারা এই কথা বুঝান হয় নাই যে, আল্লাহর হস্ত আড়ষ্ট বা শৃংখলাবদ্ধ। বরং উহা দ্বারা তাহারা বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, তিনি বখীল। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী ও যাহ্হাক প্রমুখ হইতে এইরূপ অর্থ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا

অর্থাৎ 'স্বীয় হস্তকে গর্দানের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও না এবং প্রশস্ততার সীমাও অতিক্রম করিও না। তাহা হইলে লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িবে।'

এই আয়াতে একদিকে কৃপণতা হইতে এবং অন্যদিকে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃপণদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ অর্থাৎ 'স্বীয় হাতকে গর্দানের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিও না।' মোটকথা, আল্লাহ কৃপণতা এবং অতিরিক্ত ব্যয় করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

সুতরাং এই আয়াতে আল্লাহর ব্যবহৃত مَغْلُوْلَةٌ শব্দ দ্বারা বুঝা গেল যে, ইয়াহূদীরা مَغْلُوْلَةٌ বলিয়া আল্লাহর হাতকে ব্যয়কুণ্ঠ বা তাঁহাকে কৃপণ বলার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে।

ইকরিমা বলেন ঃ এই আয়াতটি ফিনহাস নামক অভিশপ্ত ইয়াহূদীর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে নাযিল করা হইয়াছে। পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সে বলিয়াছিল ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ। অর্থাৎ 'আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী।' ফলে আবূ বকর (রা) তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ শাস ইব্ন কায়স নামক এক ইয়াহূদী (মুসলমানদেরকে) বলিয়াছিল যে, তোমাদের প্রভু কৃপণ, তিনি কখনো ব্যয় করেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

অর্থাৎ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের আরোপিত অপবাদের প্রতিবাদ করেন এবং বলেন, মূলত তাহাদের হাত ব্যয়কুণ্ঠ, তাহারাই অভিশপ্ত এবং মিথ্যা অপবাদকারী। এই ভাষায় তিনি ইহা বলিয়াছেন ঃ

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا অর্থাৎ 'উহারাই ব্যয়কুণ্ঠ এবং উহারা যাহা বলে, তজ্জন্য উহারা অভিশপ্ত।' আর বাস্তবিকই উহারা ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ, অশান্তি সৃষ্টিকারী, মিথ্যা অপবাদকারী এবং চির অভিশপ্ত।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لاَّيُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا-اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা পায় তাহা হইলে তাহারা জনসাধারণকে কিছুই দিবে না। উপরন্তু তাহারা অন্যের প্রাচুর্য দেখিলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিযাছেন ঃ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ অর্থাৎ 'তাহাদের জীবনের সংগে লাঞ্ছনা অবধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

'বরং আল্লাহর উভয় হস্ত প্রশস্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।'

অর্থাৎ আল্লাহর দানের হস্ত খুবই প্রশস্ত। উপরন্তু এমন কোন জিনিস নাই যাহা তাঁহার ভাণ্ডারে না আছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার দান ও অনুগ্রহে সিক্ত। অথচ তিনি একক এবং শরীকমুক্ত। আমাদের যত কিছু দরকার, তা তিনি তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্ট জীব দিনে-রাতে, আবাসে-সফরে, এক কথায় যে কোন অবস্থায় তাঁহার প্রতি মুখাপেক্ষী।

তাই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহা চাহিয়াছ তাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নি'আমত গণনা করিতে চাও তবে তাহা গুণিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অবশ্য মানুষ আত্মপীড়ক ও অকৃতজ্ঞ।' এই ধরনের একাধিক আয়াত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর হস্ত পরিপূর্ণ। দিনরাত ব্যয় করিয়াও উহার মধ্যে এতটুকু কমতি আসে না। আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন হইতে এই পর্যন্ত তিনি যত ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পরিপূর্ণতা এতটুকু হ্রাস পায় নাই। তিনি আরও বলেন, আল্লাহর আরশ পানির উপরে। তাঁহার অন্য হাতে রহিয়াছে দান অথবা অধিকার। উহা

দ্বারা তিনি মানুষকে উঁচু করেন এবং নীচু করেন। তিনি আরও বলেন ঃ তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, তোমরা আমার পথে ব্যয় কর, আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ করিব।

সহীহদ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্ন মাদীনীর সূত্রে এবং মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ ইব্ন রাফি'র সূত্রে। অবশ্য এই উভয় রিওয়ায়াতের মূল সূত্র হইলেন আবদুর রাযযাক।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমাকে আল্লাহ যে নি'আমত দিয়াছেন উহাতে তোমার শত্রু ইয়াহূদী ও নাসারাদের শত্রুতা বৃদ্ধি পাইবে। তদ্রূপ এই নি'আমত দেওয়ার কারণে তোমার ভক্ত মু'মিনদের তোমার প্রতি বিশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাহাদের আমলও বৃদ্ধি পাইবে। উপরন্তু কাফিরদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা ও হিংসা-বিদ্বেষের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُوْلٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ

অর্থাৎ 'তুমি বলিয়া দাও, ইহা মু'মিনদের জন্য হিদায়াত এবং প্রতিষেধক স্বরূপ আর যাহারা বেঈমান, তাহারা ইহা হইতে অন্ধ ও বধির থাকিবে যেন ইহাদিগকে দূর হইতে আহবান করা হইয়াছে।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থাৎ 'আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও করুণাস্বরূপ এবং যাহারা অত্যাচারী, ইহা দ্বারা তাহাদের কোন উপকার হয় না; বরং লোকসান বৃদ্ধি পায়।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

'তাহাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি।'

অর্থাৎ তাহারা কখনো ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিবে না। উপরন্তু সব সময় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহ ও বিদ্বেষ সক্রিয় থাকিবে। তাই কখনো তাহারা সত্য ও ন্যায়ের উপর ঐকমত্যে পৌঁছিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা সর্বকালে একে অপরের বিরোধিতা করিতে থাকিবে এবং একে অপরের প্রতি মিথ্যারোপ করিতে ব্যস্ত থাকিবে।

ইবরাহীম নাখঈ (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ যে বলিয়াছেন, 'আমি তাহাদের অন্তরে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করিয়াছি', ইহার অর্থ হইল তাহারা সর্বকালে তাহাদের ধর্মের ব্যাপারে ঝগড়া ও বিতর্কে লিপ্ত থাকিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ

'যতবার তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ্ উহা নির্বাপিত করেন।'

অর্থাৎ যতবার তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে ও যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে, প্রত্যেকবার আল্লাহ্ তাহাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া দিবেন। উপরন্তু তাহাদের ষড়যন্ত্র তাহাদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হইবে।

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 'এবং তাহারা দুনিয়ার বুকে ধ্বংসাত্মক কার্য করিয়া বেড়ায়। আর আল্লাহ্ ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্তদিগকে ভালবাসেন না।'

অর্থাৎ তাহাদের মজ্জাগত অভ্যাস হইল পৃথিবীর বুকে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করা। আর আল্লাহ্ তা'আলা এমন বিশেষণে বিশিষ্ট লোকদিগকে ভালবাসেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا

'কিতাবীগণ যদি বিশ্বাস করিত ও ভয় করিত।' অর্থাৎ তাহারা যদি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখিত এবং যদি তাহাদিগকে ভয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের সকল পাপ ও হারামকার্য তিনি ক্ষমা করিয়া দিতেন।

لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ 'তাহা হইলে তাহাদের দোষ অপনোদন করিতাম এবং অবশ্যই তাহাদিগকে নি'আমতপূর্ণ জান্নাতে দাখিল করিতাম।'

অর্থাৎ তাহা হইলে আমি তাহাদের কৃত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিতাম এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতাম। ইহার পর তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ

'তাহারা যদি তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিত।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহার অর্থ হইল যদি তাহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত।

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

অর্থাৎ তাহারা যদি তাহাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাব অবিকৃতরূপে আমল করিত তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ইসলামের দিকে ধাবিত হইত। তখন মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিত।

لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -এই আয়াতাংশে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন যে, যদি তাহারা কুরআনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত। আসমান হইতে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন। ফলে তাহাদের যমীনে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়া তাহাদের রিযিক বৃদ্ধি পাইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আসমান হইতে তাহাদের প্রতি অবিরাম ধারায় বরকত অবতীর্ণ হইতে থাকিত এবং তাহাদের জন্য যমীন হইতে বরকত উদ্‌গত করা হইত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনিত ও আল্লাহভীরুতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে আমি তাহাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকত নাযিল করিতাম।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছে ঃ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

অর্থাৎ 'মানুষের হাত যাহা কামাই করিয়াছে তাহার জন্য জলে-স্থলে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন ঃ বিনা কষ্টে ও বিনা পরিশ্রমে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বরকত ও রিযক দান করিতাম।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার ভাবার্থে কেহ বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি তাহাদের পূর্বের মতাদর্শ অবিকৃতরূপে পালন করিত, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহর তরফ হইতে কল্যাণপ্রাপ্ত হইত।

কিন্তু এই অর্থটি বিশেষজ্ঞগণের ব্যাখ্যার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ বিধায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যুবায়র ইব্ন নুফায়র হইতে আলকামা বর্ণনা করেন যে, ইব্ন নুফায়র বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সত্বর ইলম তুলিয়া নেওয়া হইবে। তখন যিয়াদ ইব্ন লবীদ (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কিরূপে সম্ভব ? আমরা তো নিজেরা কুরআন পড়ি ও চর্চা করি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও কুরআনের শিক্ষা দান করি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে ইব্ন লবীদ! আমি তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতাম! যাহা হউক, তুমি নিজেও দেখিয়াছ, ইয়াহূদী ও নাসারাদের হাতে তাওরাত ও ইঞ্জীল বিদ্যমান ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইতেছে ? বরং তাহারা উহা উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ الخ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিত তাহা হইলে তাহারা সত্য প্রাপ্ত হইত এবং সকল দিক দিয়া প্রাচুর্য লাভ করিত।'

ইমাম আহমদ (র)......যিয়াদ ইব্ন লবীদ হইতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কোন এক বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা ইলম উঠিয়া যাইবার প্রাক্কালে ঘটিবে। রাবী বলেন, তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা নিজেরা কুরআন পড়ি, আমাদের সন্তানগণকে পড়াই, আবার আমাদের সন্তানগণ তাহাদের সন্তানদেরকে পড়াইবে, এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআনের চর্চা অব্যাহত থাকিবে। তথাপি কিভাবে ইলম উঠিয়া যাইবে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন লবীদকে বলিলেন, হে ইব্ন শহীদ! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতাম। যাহা হউক, বর্তমানের ইয়াহূদী ও নাসারাও তো তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করে। কিন্তু উহা তাহাদের কোন উপকারে আসে না।

ইব্ন মাজাহ (র)......ওয়াকী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ

'তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট।'

যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ

অর্থাৎ 'মূসা (আ)-এর কওমের মধ্যে একটি দল সত্যের পথে হিদায়াতকারী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ছিল ন্যায় ও ইনসাফ।'

হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের মধ্যকার ঈমানদার লোকদিগকে আমি তাহাদের পুণ্যের পুরস্কার দান করিয়াছিলাম।'

উল্লেখ্য যে, আহলে কিতাবদের মধ্যপন্থীদিগকে উত্তম উম্মত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীর তুলনায় তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাই আহলে কিতাবদের মধ্যকার উত্তমগণ হইতে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য অধিকতর একটি উন্নত স্তর রহিয়াছে। যথা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের স্তর বিন্যাস করিয়া কুরআন পাকে বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ - جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا....

অর্থাৎ 'অতঃপর আমি আমার বান্দাদের যাহাদিগকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছি, তাহাদের কতিপয় নিজেদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং কতিপয় মধ্যপন্থা অবলম্বন

করিয়াছে। আর কতেক আল্লাহর হুকুম যথাযথভাবে মান্য করিয়া পুণ্য অর্জনে অগ্রগামী থাকে। ইহাই হইল বড় অনুগ্রহ। আর ইহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে। মোট কথা এই তিন স্তরের সকলে জান্নাতে প্রবেশধিকারপ্রাপ্ত হইবে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র).......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হযরত মূসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে একাত্তরটি দল হইবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দল বেহেশতবাসী হইবে। বাকী সত্তরটি দল হইবে জাহান্নামী। হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে বাহাত্তরটি দল হইবে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দল হইবে জান্নাতী। অবশিষ্ট একাত্তরটি দল জাহান্নামী হইবে। অতঃপর আমার উম্মতের মধ্যে উহাদের চেয়ে একটি দল বেশি হইবে। তাহাদের মধ্যেও মাত্র একটি দল হইবে বেহেশতী। অবশিষ্ট বাহাত্তরটি দল হইবে জাহান্নামী। তখন সকলে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল এই দলটি কাহারা ? তিনি উত্তরে বলিলেন, আল-জামাআত, আল- জামাআত।

ইয়াকূব ইব্ন যায়দ বলেন, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসটি যখনই বলিতেন, তখনই তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَتَّقُوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلاَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ النَّعِيْمِ - وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ-

উক্ত হাদীসটি বলিয়া তিনি কখনো এই আয়াতটিও পাঠ করিতেন ঃ

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ

এই আয়াতটি উম্মতে মুহাম্মদীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

অবশ্য এই সনদ ও শব্দে হাদীসটি খুবই গরীব। তবে উম্মতের দল যে সত্তর বা ততোধিক হইবে, এই ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন হাদীস রহিয়াছে। এই বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

(٦٧) يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৭. **"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।"**

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে 'রাসূল' বলিয়া সম্বোধন পূর্বক মানুষের নিকট তাঁহার নাযিলকৃত সকল আদেশ পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য

বিশেষভাবে নির্দেশ দান করেন। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বুখারী (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ .

অর্থাৎ 'হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা প্রচার কর।'

এই রিওয়ায়াতে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুখারী তাঁহার অন্য রিওয়ায়াতে এই হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। মাসরূক ইব্ন আজদা আয়েশা (রা) হইতে তিরমিযী ও নাসাঈ কিতাবুত-তাফসীরে এবং মুসলিম কিতাবুল-ঈমানেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা)-এর যদি কুরআনের কোন আয়াত গোপন করার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই আয়াতটিই গোপন করিতেন ঃ

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ –

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আনতারা হইতে বর্ণনা করেন যে, আনতারা বলেন ঃ একদা আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলেন, সাধারণ লোকের মধ্যে এই গুঞ্জন উঠিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাদের নিকট এমন কতগুলি বিষয় বলিয়া গিয়াছেন যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নাই। তখন ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ 'আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে এমন কোন বিশেষ বিষয়ের উত্তরাধিকারী করেন নাই।' এই হাদীসের সনদটি খুব শক্তিশালী।

সহীহ বুখারীতে আবূ জুহায়ফা ওয়াহাব ইব্ন আবদুল্লাহ আস-সাওয়াইর রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনাদের নিকট এমন কোন ওহী রহিয়াছে কি যাহা কুরআনে নাই ? তিনি উত্তরে বলিলেন, যিনি ভূমিতে শস্য উৎপন্ন করেন এবং জীবসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সত্তার শপথ! শুধুমাত্র আল্লাহ কুরআনের ব্যাপারে যে জ্ঞান দিয়াছেন এবং সহীফার মধ্যে যাহা রহিয়াছে উহা ব্যতীত কিছুই নাই। তখন আমি তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সহীফার মধ্যে কি রহিয়াছে ? তিনি উত্তরে বলেন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে দিয়াত এবং যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়ার আহকাম; আর রহিয়াছে কোন কাফিরকে হত্যা করা হইলে উহার কিসাস হিসাবে কোন মুসলমানকে হত্যা না করা।

বুখারী (র) বলেন যে, যুহরী (র) বলিয়াছেন ঃ রিসালাত আল্লাহর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে এবং রাসূলের দায়িত্ব হইল উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া; আর আমাদের কর্তব্য হইল উহা মানিয়া নেওয়া। তিনি যে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি অর্পিত আমানত আদায় করিয়াছেন, তাঁহার উম্মতরা এই কথার সাক্ষী প্রদান করিবে। কেননা তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে সকলের নিকট হইতে ইহার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। সেই মহাসম্মেলনে প্রায় চল্লিশ হাজার সাহাবী উপস্থিত ছিলেন।

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে সহীহ্ মুসলিমের একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দিনের ভাষণে বলিয়াছিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা যদি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হও, তহা হইলে কি বলিবে ? তখন সকলে বলিয়াছিল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আপনার রিসালাতের দাওয়াত আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করিয়াছেন এবং আমাদিগকে সৎপথে চলিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করিয়া লোকজনের দিকে একটু ঝুঁকিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়াছি ?

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বিদায় হজ্জের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! আজ কোন্ দিন ? সকলে বলিল, আজ ইয়াওমে হারাম বা মর্যাদাপূর্ণ দিবস। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কোন শহর ? সকলে বলিল, ইহা মর্যাদাপুর্ণ শহর। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটি কোন্ মাস ? সকলে বলিল, শাহরে হারাম বা সম্মানিত মাস। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ তোমাদের সম্পদ, শোনিত ও সম্মান তোমাদের পরস্পরের নিকট এমনই মর্যাদাপূর্ণ যেমন এই দিনের, এই শহরের এবং এই মাসের মর্যাদা। এই কথাটি তিনি একাধিকবার বলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার হস্ত আসমানের দিকে উত্তোলন করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাইয়াছি ? এই কথাটি তিনি একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করেন।

এই প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহর ওসীয়াত ছিল।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, দেখো! তোমরা প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আমার দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিও। আর তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে কাফির হইয়া যাইও না এবং একে অপরকে হত্যা করিও না।

ইমাম বুখারী (র)......ফুযায়ল ইব্ন গাযওয়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ 'যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বাণী প্রচার করিলে না।'

অর্থাৎ আমি তোমাকে রিসালাত হিসাবে যাহা দান করিয়াছি, তাহা যদি তুমি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া না দাও, তবে তুমি তোমার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

এই আয়াতাংশের মর্মার্থে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যদি তুমি একটি আয়াতও গোপন কর যাহা আল্লাহ নাযিল করিয়াছেন, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি আল্লাহর রিসালাতের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছাও নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যখন يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন; হে প্রভু! আমি তো একা, কিভাবে আমি এত বড় দায়িত্ব পালন করিব ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই আকুতির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ 'তুমি যদি ইহা পালন না কর তবে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলে না।' সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) ইহা রিওয়ায়াত রক্ষা করিয়াছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ 'আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।'

অর্থাৎ তুমি আমার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন কর, আমি তোমাকে রক্ষা করিব, তোমাকে সাহায্য করিব, শত্রুদের মুকাবিলায় তোমাকে আমি সহযোগিতা দান করিব এবং তোমাকে আমি তাহাদের মুকাবিলায় জয়ী করিব। অতএব তুমি ভীত ও চিন্তিত হইও না। কেহ তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমির রাবী'আর সূত্রে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে আয়েশা বলেন ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইতেছিলেন না, সারা রাত জাগিয়াছিলেন। তাই আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার, ঘুমান না কেন ? তিনি বলিলেন, আহা! কোন বিশ্বস্ত সাহাবী যদি আমাকে আজ রাতে পাহারা দিত, আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় আমি অস্ত্রের ঝন ঝন শব্দ শুনিতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, কে ? উত্তর আসিল, আমি সা'দ ইব্‌ন মালিক। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, কেন আসিয়াছ ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার পাহারাদারী করার জন্য আসিয়াছি। আয়েশা (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ঘুমাইয়া পড়েন এবং আমি তাঁহার নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারীর সূত্রে সহীহদ্বয়েও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

একটি রিওয়ায়াতে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুযূর (সা) মদীনায় অবস্থান গ্রহণের পর একরাতে মোটেও ঘুমান নাই। এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল দ্বিতীয় হিজরীতে এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর পাণি গ্রহণের পরে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) প্রহরী বেষ্টিত থাকা অবস্থায় وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতটি নাযিল হয়। ফলে তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁবু হইতে মাথা বাহির করিয়া বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা সকলে চলিয়া যাও, আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তাঁহার আশ্রয়ে নিয়াছেন।

নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী এবং আবদ ইব্‌ন হুমায়দের সূত্রে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহারা উভয়ে মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীমের সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য হাদীসটি গরীব।

মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীমের সূত্রে হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে এবং ইব্‌ন জারীর (র) স্বীয় তাফসীরে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাকিম (র) বলেন যে, হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিরমিযী বলেন ঃ কেহ এই হাদীসটিকে ইব্‌ন শাকীক হইতে যুবায়রের সূত্রে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হুযূর (সা) নিজের নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করিতেন। এই রিওয়ায়াতে লক্ষণীয় হইল, এখানে হযরত আয়েশার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। ইসমাঈল ইব্‌ন আলিয়ার সূত্রে ইব্‌ন জারীরও এই ধরনের বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন ওহাইবের সূত্রে। তবে তাঁহারা উভয়ে ধারাবাহিক সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক হইতে আল-জারীরীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল-কারযী হইতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর। রুবাইয়া ইব্‌ন আনাস হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ (র).......আসামা ইব্‌ন মালিক আল-খাতমী হইতে বর্ণনা করেন ঃ আসামা ইব্‌ন মালিক আল-খাতমী বলেন ঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতটি যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ না হইয়াছে, ততদিন আমরা হুযূর (সা)-এর পাহারাদারী করিতাম। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হইতে আমরা তাঁহার পাহারাদারী প্রত্যাহার করি।

সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা)-এর প্রহরীদের মধ্যে তাঁহার চাচা আব্বাসও ছিলেন। যখন وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন হইতে হুযূর (সা) পাহারা তুলিয়া দেন।

আলী ইব্‌ন আবূ হামিদ আল-মাদীনী (র)......জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তার জন্য কোন না কোন লোক তাঁহার সাথে রাখিতেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন তিনি গিয়া বলেন, চাচাজান! এখন আর আমার নিরাপত্তা প্রহরীর প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসটি গরীব।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। কেননা এই আয়াতটি মাদানী। অথচ হাদীসের কথায় বুঝা যায় যে, এই ঘটনাটি মক্কায় ঘটিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাহারা দিয়া রাখা হইত। তাই যতদিন–

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

-এই আয়াতটি নাযিল না হইয়াছে, ততদিন আবূ তালিব বনী হাশিম হইতে তাঁহার পাহারাদারীর জন্য লোক নিয়োজিত করিতেন। এইভাবে একদিন আবূ তালিব তাঁহার

পাহারাদারীর জন্য তাঁহার সঙ্গে লোক দিবার ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, ان الله قد عصمنى من الجن والانس অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমাকে মানুষ এবং জিন্ন হইতে রক্ষা করেন।

তাবারানী (র)......আবূ কুরাইব হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য উল্লেখিত হাদীসটিও গরীব। কেননা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। হুযূর (সা)-এর জীবনের শেষের দিকে যে সকল আয়াত নাযিল হইয়াছে, এই আয়াতটি সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ তাঁহার প্রতিরক্ষা শক্তি দ্বারা মক্কার কাফির নেতাদের শত বিরোধিতা ও হুমকি সত্ত্বেও হুযূর (সা)-কে নিরাপদে রাখিয়াছেন। হুযূর (সা) মক্কায় প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু শত্রুরা কখনো তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

আল্লাহ হিকমতের মাধ্যমে রিসালাতের প্রথমদিকে তাঁহাকে তাঁহার চাচা আবূ তালিবের ছত্রছায়ায় প্রতিপালিত করিয়াছেন। আবূ তালিব ছিলেন কুরায়শদের উঁচুস্তরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আবূ তালিবের অন্তরে আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্নেহের উদ্রেক ঘটান। এই স্নেহ ও ভালবাসা ছিল মানবিক পর্যায়ের, শরী'আতভিত্তিক নয়। আবূ তালিবের ভালবাসা যদি ইসলামের জন্য হইত এবং তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করিতেন; তবে কাফির নেতারা হুযূর (সা)-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইত। আদর্শিক দিক দিয়া তাহারা সকলে এক ছিল বিধায় অন্যান্য কাফির নেতারা আবূ তালিবকে সমীহ করিত। তাই আবূ তালিব ইন্তিকাল করিলে মুশরিকরা হুযূর (সা)-কে হত্যা করার জন্য ব্যাপক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যায় এবং মুশরিকদের উত্তেজনা বহুগুণ বাড়িয়া যায়।

এদিকে আল্লাহ মদীনার আনসারদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। আনসাররা তাঁহার হাতে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করিতে থাকেন। এইভাবে একদিন তিনি আনসারদের নিকট মদীনায় চলিয়া যান। ফলে কাফির ও মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কাফির-মুশরিকরা শিকার হারাইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া যাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষতি না করিতে পারিয়া লাল ও কালো সুতা দ্বারা তাঁহাকে যাদু করে। এইদিকে আল্লাহ তাহাদের যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য সূরা নাস ও সূরা ফালাক নাযিল করেন। এইভাবে খায়বারে বসিয়া ইয়াহূদীরা বকরীর গোশতে বিষ মাখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খাইতে দিলে আল্লাহ তাঁহাকে সেই খাদ্যের বিষ সম্পর্কে অবগত করান। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার জন্য বেদীনরা বহু পদক্ষেপ নিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যাপারে বিস্তারিত লিখিতে গেলে কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উহা হইতে বিরত রহিলাম। এখন এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসিসরগণের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কারযীসহ অনেক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কারযীসহ অনেকে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কোন সফরে রওয়ানা হইলে সাহাবীগণ পূর্ব হইতে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য ছায়াদার

বৃক্ষ খুঁজিয়া রাখিতেন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) সফরে একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বিশ্রামে যান। হঠাৎ এক বেদুঈন আসিয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষের ডালে ঝুলন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারিখানা হাতে নিয়া বলে, বল, এইবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ। তখন বেদুঈনের হাত কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার হাত হইতে তরবারিখানা পড়িয়া গেল। এমনকি সে কাঁপিতে কাঁপিতে গাছের উপরে পড়িয়া মাথায় আঘাত পাইল এবং তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) বলেন ঃ বনী আনমারের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) যাতুর-রিকা নামক খেজুরের বাগানের একটি কূপে পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। তখন বনী নাজ্জার গোত্রের হারিস নামক এক ব্যক্তি বলিল, এখন আমি অবশ্যই মুহাম্মদকে হত্যা করিতে সমর্থ হইব। তাহার সঙ্গীরা তাহাকে বলিল, কিভাবে তুমি তাঁহাকে হত্যা করিবে ? সে বলিল, আমি তাঁহাকে বলিব, দেখি আপনার তরবারিটা। যখন সেটি দিয়া দিবেন তখন আমি তাঁহার তরবারি দিয়াই তাঁহাকে বধ করিব। সাথীদের সংগে এই কথা বলিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে আসিল এবং বলিল, হে মুহাম্মদ! দেখি আপনার তরবারিটা ? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তরবারিটি দিলেন। তরবারিটি হাতে নিতেই তাহার হাত কাঁপিতে থাকে এবং হাত হইতে তরবারিটি পড়িয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ তুমি ও তোমার কুমতলবের মাঝে আল্লাহ্ প্রতিবন্ধক হইয়াছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

অবশ্য এই সনদে হাদীসটি দুর্বল। এই ব্যাপারে গুয়াইরিস ইব্ন হারিসের ঘটনাটি সহীহ ও প্রসিদ্ধ।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী হইয়াছিলাম। পূর্বেই আমরা সফরের পথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশ্রামের জন্য একটি ছায়াদার বিশাল বৃক্ষ খোঁজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সফরে তিনি বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং বৃক্ষের ডালের সংগে তাঁহার তরবারিখানা ঝুলাইয়া রাখেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার ঝুলন্ত তরবারিখানা হাতে নেয় এবং বলে, হে মুহাম্মদ! এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তরবারি যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করিবেন। লোকটি তরবারিখানা যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

ইব্‌ন আবূ হাব্বান (র)......হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা হইতে স্বীয় সহীহ্ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সিম্মাতুল জাশামী ওরফে জা'দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন সিম্মাতুল জাশামী ওরফে জা'দা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি মোটা এক ব্যক্তির পেটের দিকে ইংগিত করিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি না হইয়া যদি আমি এইরূপ হইতাম তাহা হইলে তোমার জন্য ভাল হইত।

একদা সাহাবাগণ এক ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে হাযির করেন এবং বলেন, এই ব্যাক্তি আপনাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তুমি ভয় পাইও না। অবশ্য তুমি আমাকে হত্যা করিতে চাহিলেও আল্লাহ্ তোমার ইচ্ছা পূরণ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ্‌পাক বালিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ - 'আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' অর্থাৎ হে নবী! আপনি আপনার প্রচারের দায়িত্ব পালন করিতে থাকুন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'উহাদিগকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ

অর্থাৎ 'তোমার দায়িত্ব হইল পৌঁছাইয়া দেওয়া আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব হইল আমার।'

(٦٨) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٦٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئُوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬৮. "বল, হে কিতাবীগণ! তাওরাত, ইঞ্জীল ও যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে, তোমরা তাহা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোন ভিত্তি নাই। তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বর্ধন করিবে। সুতরাং তুমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।"

৬৯. "মু'মিনগণ, ইয়াহূদীগণ, সাবিঈগণ ও খ্রিস্টানগণের মধ্যে কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান আনিলে ও সৎকাজ করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিত হইবে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে মুহাম্মদ! তুমি বল, হে কিতাবীগণ! তোমাদের কোন ভিত্তি নাই।' অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলসহ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের প্রতি বিশ্বস্ত না হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উহার শিক্ষা গ্রহণসহ মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার দীন অনুসরণ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের দীন ভিত্তিহীন হিসাবে পরিগণিত হইবে।

লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র)......মুজাহিদ হইতে وَمَــــا اُنْـزِلَ اِلَـيْكُمْ مِـنْ رَبِّـكُمْ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ যাহা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের সকলের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ মহাপবিত্র কুরআনুল কারীম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيَـزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা তাহাদের অনেকের ধর্মদ্রোহীতা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিবেই।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَــلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَــوْمِ الْكَافِــرِيْنَ —'সুতরাং তুমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করিও না।'

অর্থাৎ তাহাদের ধর্মদ্রোহী ভূমিকার জন্য চিন্তা করিয়া নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ মুসলমানগণ। اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ তাওরাতের অনুসারী ইয়াহূদীগণ। وَالصَّابِئُوْنَ অর্থাৎ সাবিঈগণ। উল্লেখ্য, দুইটি বাক্যের পরে ইহাদের আলোচনা আসায় পেশসহ 'আতফ' করা হইয়াছে। ধর্মত্যাগী খ্রিস্টান ও মজূসীদিগকে সাবিঈ বলা হয়। ইহা হইল মুজাহিদের অভিমত। সাঈদ ইব্ন যুবায়রের অভিমতও ইহাই।

হাসান ও হাকিম (র) বলেন ঃ সাবিঈরা প্রায় মাজূসীদের মত একটি সম্প্রদায়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ সাবিঈরা ফেরেশতাদিগের উপাসনা করে, নির্ধারিত কিবলা ভিন্ন অন্যদিকে মুখ করিয়া নামায পড়ে এবং যাবূর পাঠ করে।

ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেন ঃ উহারা আল্লাহ্র একত্ববাদের সহিত পরিচিত। তবে তাহারা কোন শরী'আতের সহিত পরিচিত নয়। অবশ্য কুফরের মধ্যেও তাহারা লিপ্ত নয়।

ইব্ন ওয়াহব (র)...... আবূ যিনাদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যিনাদ বলেন ঃ উহারা ইরাকের সীমানা সংলগ্ন একটি জাতি। উহাদিগকে বাকূসী বলা হয়। প্রত্যেক নবীর উপর উহাদের ঈমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসরে উহারা ত্রিশটি রোযা রাখে। উহারা ইয়েমেনের দিকে মুখ করিয়া দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ে।

ইহা ছাড়াও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে।

খ্রিস্টান জাতি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিধায় তাহাদের ব্যাপারে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খ্রিস্টানরা ইঞ্জীলের অনুসারী।

উল্লেখ্য যে, উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হইল যে, উহাদের প্রত্যেকটি সম্প্রদায় আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করে। কিয়ামত ও হাশরকেও তাহারা সত্য বলিয়া জনে। উপরন্তু নেককাজও তাহারা করে। কিন্তু তাহাদের এই বিশ্বাস ও কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কাজে আসিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের আমল ও আকীদা মুহাম্মাদী শরী'আত অনুসারে না হইবে। যেহেতু মুহাম্মদ (সা)-কে সকল মানব ও জিন্নদের নবী করিয়া পাঠান হইয়াছে, তাই যাহার কর্ম ও বিশ্বাস মুহাম্মদ (সা)-এর শরী'আত অনুযায়ী হইবে, তাহারা নির্ভয় ও নিরাপদ থাকিবে। দুনিয়ায় রাখিয়া যাওয়া পার্থিব সম্পদের জন্য তাহাদের কোন আফসোস থাকিবে না। সূরা বাকারায় ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৭০) لَقَدْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ؕ كُلَّمَا جَآءَهُمْ
رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى اَنْفُسُهُمْ ۙ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ۝
(৭১) وَ حَسِبُوْۤا اَلَّا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا
كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝

৭০. "বনী ইসরাঈল হইতে অবশ্যই আমি প্রতিশ্রুতি লইয়াছি এবং তাহাদের নিকট রাসূলগণকে পাঠাইয়াছি। যখনই রাসূল তাহাদের নিকট তাহাদের খেয়াল-খুশির বিপরীত জিনিস নিয়া হাযির হইয়াছে, তখন একদলকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং অন্য দলকে তাহারা হত্যা করিয়াছে।"

৭১. "এবং ভাবিয়াছিল তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না। অতঃপর তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। অবশেষে আল্লাহ্ তাহাদের তওবা কবূল করেন। ইহার পরও তাহাদের বেশ কিছু লোক অন্ধ ও বধির রহিল। আর আল্লাহ্ তাহারা যাহা করে, তাহা জানেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করার অংগীকার নিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই অংগীকার ভংগ করে এবং তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে। শরী'আতের যে বিষয়টি তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে মনে হয়, সেইটা তাহারা গ্রহণ করে এবং যেইটি স্বার্থের প্রতিকূলে বলিয়া মনে করে, সেই বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا جَاءَتْهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوى اَنْفُسُهُمْ فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ–
وَحَسِبُوْا اَنْ لاَتَكُوْنَ فِتْنَةٌ.

'যখনই কোন রাসূল তাহাদের নিকট এমন কিছু নিয়া আসে যাহা তাহাদের মনঃপুত নয়, তখনই তাহারা কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কোন শাস্তি হইবে না।'

অর্থাৎ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা যে অপকর্ম করে, তাহার জন্য তাহাদিগকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। কিন্তু তাহাদের ধারণার বিপরীতে তাহাদিগকে ভীষণভাবে পাকড়াও করা হয়। ফলে সত্য অনুধাবন করা হইতে তাহাদের আত্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া দেওয়া হয় ও সত্য শ্রবণ হইতে তাহাদের কর্ণকে বধির করিয়া দেওয়া হয়। মোট কথা সত্য হইতে তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি আল্লাহ্ দূর করিয়া দেন।

ثُمَّ عَمُوْا وَصَمُّوْا كَثِيْرًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ.

'পুনরায় তাহাদের অনেকেই অন্ধ ও বধির হইয়া যায়। তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহার দ্রষ্টা।' অর্থাৎ কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং কে গুমরাহীর উপযুক্ত, তাহা আল্লাহ্ ভাল করিয়া জানেন।

(٧٢) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۚ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ○

(٧٣) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٧٤) اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٧٥) مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۚ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৭২. "নিঃসন্দেহে তাহারা কাফির হইল যাহারা বলে, নিশ্চয়ই মাসীহ ইব্ন মরিয়মই আল্লাহ্; অথচ মাসীহ্ বনী ইসরাঈলগণকে বলিল, সেই আল্লাহ্র ইবাদত কর যিনি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক; নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিল, আল্লাহ্ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম করিয়াছেন এবং তাহাদের ঠাঁই হইল নরক; আর যালিমের জন্য কোন সহায়ক জুটিবে না।"

৭৩. "নিঃসন্দেহে তাহারা কাফির, যাহারা বলে; আল্লাহ্ তিনজনের তৃতীয়জন। অথচ একমাত্র ইলাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভু নাই। আর যদি তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয়, তবে অবশ্যই কাফির গোষ্ঠীকে বেদনাদায়ক শাস্তি গ্রাস করিবে।"

৭৪. "তাহারা কি আল্লাহর কাছে তওবা করিতেছে না এবং তাঁহার কাছে ইস্তেগফার করিতেছে না ? অথচ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

৭৫. "মাসীহ্ ইব্‌ন মরিয়ম রাসূল ছাড়া কিছুই নহে। নিঃসন্দেহে তাহার পূর্বে অনেক রাসূল গত হইয়াছে। আর তাহার জননী সিদ্দীকা (সত্যানুসারিণী)। তাহারা উভয়ই খাদ্য গ্রহণ করে। দেখ, কিভাবে তাহাদের জন্য তিনি দলীল-প্রমাণ পেশ করেন। তথাপি দেখ, তাহারা কিভাবে উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া খ্রিস্টানদের উপদল মালাকিয়া, ইয়াকূবিয়া ও নাসতূরিয়াদের কুফরী সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় রায় দিয়া বলেন ঃ তাহারা মাসীহকে আল্লাহ্ বলিয়া মনে করে, অথচ আল্লাহ্ তাহাদের এই সকল অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। দ্বিতীয়ত, তাহাদিগকে পূর্বেই জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে, মাসীহ আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার রাসূল মাত্র। উপরন্তু সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা মাত্র। মাসীহ এই কথা তো বলেন নাই যে, আমি স্বয়ং আল্লাহ্। আর এই কথাও বলেন নাই যে, আমি আল্লাহ্‌র পুত্র। বরং সদ্যজাত মাসীহ দোলনায় থাকিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا

অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে নবী বানান হইয়াছে।'

ইহার সঙ্গে তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের প্রভু। অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং ইহাই সরল ও সঠিক পথ।'

এই হইল তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরের কথা। যৌবন পরবর্তী সময়ে নবূওয়ত-প্রাপ্তির পরেও তিনি তাঁহার ও তাহাদের প্রভু আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত শরীক না করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছিলেন ঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَابَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اعْبُدُ وَاللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ 'মাসীহ বলিয়াছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্‌র শরীক করিলে অর্থাৎ তাঁহার সহিত অন্যের ইবাদত করিলে فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰهُ النَّارُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস হইবে নরক।' মোটকথা তাহার জন্য জাহান্নাম অবধারিত ও জান্নাত হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা শিরকের পাপ ক্ষমা করেন না এবং ইহা ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ 'দোযখবাসীরা যখন বেহেশতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে পানীয় ও খাদ্য দ্বারা আপ্যায়ন করিয়াছেন উহা দ্বারা আমাদিগকেও আপ্যায়ন করাও। তখন তাহারা উত্তরে বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।'

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষক দ্বারা মানুষকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, মুসলমান ব্যক্তি ছাড়া কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না। অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মু'মিন ছাড়া অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইবে না।

ইতিপূর্বে সূরা নিসায় اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ –এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবনূসের হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পাপের তিনটি স্তর রহিয়াছে। তাহার মধ্যে এক স্তরের পাপ আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না। উহা হইল আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করা। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ অর্থাৎ 'কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন।' হাদীসটি মুসনাদের আহমদে রহিয়াছে।

এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা মাসীহ্‌র কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

'কেহ আল্লাহর সঙ্গে শরীক করিলে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার আবাস হইবে অগ্নিকুণ্ডে এবং সীমা লংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই।'

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারী এবং পরিত্রাতা থাকিবে না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ

'যাহারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা কাফির।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ সাখর হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাখর لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ –আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইয়াহূদীরা উযায়রকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে এবং খ্রিস্টানরা মাসীহ্‌কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদের তিনজনের মধ্যে একজন হইলেন।

তবে এই অভিমতটি যথেষ্ট দুর্বল। কেননা এই আয়াতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে। সঠিক কথা হইল যে, এই আয়াতটি খ্রিস্টানদের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। মুজাহিদসহ অনেকে এই কথা বালিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়া ইখতিলাফ রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, তাহারা যে তিন সত্তাকে খোদা মানিত, তাঁহারা হইলেন পিতা, পুত্র এবং সেই সত্তা যিনি পিতা ও পুত্রের মাধ্যম হইয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্ এমন ধরনের অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ খ্রিস্টানরা তিনটি দলে বিভক্ত ছিল। এক, মালাকিয়া; দুই, ইয়াকূবিয়া; তিন, নাসতূরিয়া। ইহাদের প্রত্যেক দল উপরোক্তরূপ আকীদা পোষণ করিত। তবে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে চরম মতানৈক্য ছিল। ইহা নিয়া বিশদভাবে লেখার স্থান ইহা নয় বিধায় সংক্ষিপ্ত করা হইল। উল্লেখ্য যে, ইহাদের একদল অন্যদলকে কাফির বলিত। মূলত ইহাদের প্রত্যেকটি দলই কাফির ও ভ্রান্ত।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ মাসীহ, তাঁহার মাতা ও আল্লাহকে তাহারা খোদা মানার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। এইভাবে তাহারা আল্লাহ্‌কে তিনজনের একজন বানাইয়াছে।

সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ এই আয়াতটি এ সূরার শেষের দিকের এই আয়াতটির সম্পূরক ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ.....

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা মাসীহ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, হে ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে রাখিয়া আমাকে এবং আমার মাকে খোদা বলিয়া মান ? তদুত্তরে তিনি এই কথা অস্বীকার পূর্বক স্পষ্ট ভাষায় বালিবেন, হে আল্লাহ! আপনি সকল পবিত্রতার আধার.....।'

ইহা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, এই সকল কথা খ্রিস্টানদের বানানো ও মনগড়া মতাদর্শ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -'এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।' অর্থাৎ আল্লাহ্ একাধিক নহেন; বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত ও জীবের মধ্যে কেহই তাঁহার শরীক নহে এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সতর্ক করিয়া বলেন ঃ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ তাহারা যাহা বলে, তাহা হইতে যদি তাহারা নিবৃত্ত না হয় এবং এই ধরনের উক্তি ও অপবাদসমূহ প্রত্যাহার না করে, তাহা হইলে—

لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ –'তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যখ্যান করিয়াছে, তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।' অর্থাৎ পরকালে নিশ্চয়ই তাহারা মারাত্মক শাস্তির শিকারে পরিণত হইবে। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –'তবে কি তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় দয়া, অনুকম্পা ও ভালবাসা প্রদর্শনপূর্বক তাহাদের জঘন্য অপরাধ তথা নির্লজ্জ মিথ্যারোপ সত্ত্বেও তাহাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনার আহবান জানাইয়া

তাওবা করিতে আদেশ করেন। কেননা যে কেহ তাঁহার নিকট তওবা করিলে আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ –'মরিয়ম তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে।' অর্থাৎ তাঁহার পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর মত তিনিও মানবজাতির জন্য আদর্শ পুরুষ ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূলগণের একজন। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

অর্থাৎ 'তিনি আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। আমি তাহার উপর প্রচুর নি'আমত বর্ষণ করিয়াছিলাম এবং তাহাকে আমি বনী ইসরাঈলদের জন্য নমুনা হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

وَاُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ অর্থাৎ 'তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।'

অর্থাৎ তাঁহার মা মু'মিনা তো ছিলেনই বটে, পরন্তু সত্যনিষ্ঠও ছিলেন। যে কোন মু'মিনার জন্য সিদ্দীকা বা সত্যনিষ্ঠ উপাধি লাভ হইল সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মরিয়ম নবী ছিলেন না। যেমন ইব্ন হাযমসহ অনেকে ধারণা করেন যে, ইসহাক (আ)-এর মাতা, মূসা (আ)-এর মাতা এবং ঈসা (আ)-এর মাতা নবুওয়াতের অধিকারিণী ছিলেন। কেননা সারা এবং মরিয়মকে ফেরেশতাগণ সম্বোধন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, কুরআনে আসিয়াছে যে, তুমি তাকে দুধপান করাও। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহারা নবুওয়াতপ্রাপ্ত ছিলেন।

পক্ষান্তরে জমহূরের অভিমত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষ ব্যতীত কোন নারীকে নবুওয়াত প্রদান করেন নাই। যথা তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ

অর্থাৎ 'তোমাকে নবুওয়াতী প্রদানের পূর্বে বসবাসকারীদের মধ্য হইতে পুরুষ ব্যতীত কাহারো প্রতি আমি ওহী প্রেরণ করি নাই।'

শায়খ আবুল হাসান আশআরী বলেন ঃ পুরুষদিগকেই যে কেবল নবুওয়ত দেওয়া হইয়াছে, এই কথার উপর সর্বকালের সকল আলিম একমত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ –'তাহারা উভয়ে পানাহার করিত।' অর্থাৎ তাহারা পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিল। প্রত্যেকের বেলায় এই কথা বাস্তব সত্য যে, যাহা ভক্ষণ করিবে তাহা প্রস্রাব ও পায়খানা হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। তাই প্রমাণিত হইল যে, যে ঈসা (আ) এবং তাঁহার মাতা মরিয়ম (আ) ইলাহ ছিলেন না। যেমন অজ্ঞতাবশত খ্রিস্টানরা এই রকমের ধারণা পোষণ করে। ইহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত রহিয়াছে আল্লাহ্র অবিরাম অভিশাপ ও লা'নত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الاٰيَاتِ

অর্থাৎ 'দেখ, উহাদের জন্য আমি আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি।'

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ –'আরো দেখ, উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়!' অর্থাৎ এতো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় যাইতেছে। তাহারা আমার প্রদর্শিত পথের উল্টা চলিয়া কত ভয়াবহ্ পথে কদম রাখিতেছে!

(٧٦) قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٧٧) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۗءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۗءِ السَّبِيْلِ ○

৭৬. "বল, তোমরা কি আল্লাহ্ ছাড়া এমন মা'বূদের ইবাদত করিতেছ যাহারা তোমাদের কল্যাণ কি অকল্যাণ কোন কিছুই করিতে পারে না ? আর আল্লাহ্ই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

৭৭. "বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা সত্য পরিহার করিয়া দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিও না। আর ইতিপূর্বেই যে জাতি পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাদের খামখেয়ালীর অনুসরণ করিও না। তাহারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং নিজেরাও সত্যপথ হইতে চরমভাবে বিচ্যুত হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত দেবদেবী, মূর্তি-প্রতিমা ও ভূতপ্রেতের উপাসনা করে, তাহাদের ন্যাক্কারজনক কর্মের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, সেইগুলির মাবূদ সাজিয়া বসার কোন অধিকার নাই।

তাই আল্লাহ্ বালিয়াছেন ঃ قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! খ্রিস্টানসহ মানবগোষ্ঠীর অন্যান্য যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্তার ইবাদত করে, তাহাদিগকে বল,

اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَانَفْعًا –'তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যাহারা তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধন করার ক্ষমতা রাখে না ?'

وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

অর্থাৎ 'যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি বান্দার কথা শোনেন ও জানেন', সেই আল্লাহ্‌কে রাখিয়া এমন বস্তুর ইবাদত কেন কর যাহার শ্রবণ, দর্শন ও জ্ঞান শক্তি নাই এবং যে বস্তু তাহার উপাসকদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধনেরও ক্ষমতা রাখে না ?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ -'বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না।'

অর্থাৎ দীনের অনুসরণের ব্যাপারে তোমরা সত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিও না এবং কাহাকেও মর্যাদা প্রদানে বাড়াবাড়ি করিও না। যাহার যতটুকু সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে ততটুকু সম্মান প্রদান কর। সম্মানের আতিশয্যে কাহাকেও নবুওয়াতের পর্যায় হইতে আল্লাহ্‌র স্থানে নিয়া আসিও না। যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে করিয়াছে। অথচ তিনি ছিলেন অন্যান্য

নবীদের মত একজন নবী মাত্র। তাহারা আল্লাহ্‌র বদলে তাঁহাকে ইলাহ্‌ বানাইয়াছে। এইভাবে অনেক উলামা মাশায়েখকে তাহাদের নির্ধারিত স্থান হইতে উঁচুতে তোলার ফলে পূর্ববর্তী অনেকে পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ - 'অনেককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে এবং নিজেরাও সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।' অর্থাৎ তাহারা সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......রুবাইয়ি ইব্‌ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, রুবাইয়ি ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ তাহাদের সময় এক শাসক ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। কুরআন ও হাদীসের উপর তিনি বহুদিন পর্যন্ত আমল করিয়াছিলেন। একদিন তাহার নিকট শয়তান আসিয়া হাযির হয় এবং তাহাকে বলে, তুমি যাহা করিতেছ পূর্বের লোকরাও তো এইগুলি করিয়াছে। এই ধরনের গতানুগতিক আমলের দ্বারা কি ফায়দা হইবে ? বরং তুমি নতুন একটা কাজ শুরু কর, যাহা ইহার পূর্বে আর কেহ করে নাই। অতঃপর তুমি নতুন পথ আবিষ্কার পূর্বক লোকজনকে তাহার প্রতি আহবান কর। তখন দেখিবে, জনসাধারণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অতঃপর তিনি তাহাই করিলেন এবং দীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত বহু লোককে মনগড়া বিদ'আতের পথে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু একদিন তার শুভবুদ্ধির উদয় ঘটে এবং তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাহার বিদ'আত কর্মের জন্য তাওবা করেন। এমনকি তিনি তাহার রাজত্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করেন এবং নির্জনে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেন। খালেস দিলে তাওবা করিয়া তিনি কায়মনে ইবাদতে মশগুল হইয়া যান।

এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে বলে ঃ তুমি যদি তোমার ও তোমার প্রভু সম্পর্কিত কোন পাপের ব্যাপারে তওবা করিতে, তাহা হইলে তিনি উহা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তোমার পাপের পরিধি সীমিত নয়। ইহার পরিধি বহু বহু লোক পর্যন্ত বিস্তৃত। তুমি বিদ'আত সৃষ্টি করিয়া অনেক লোককে গুমরাহ করিয়াছ এবং তাহাদের অনেকে পাপের বোঝা কাঁধে তুলিয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া পরপারে পাড়ি জমাইয়াছে। তাই তাহাদের পাপের বোঝা তোমাকেই বহন করিতে হইবে। অতএব তোমার তওবা অগ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটিতে এই ধরনের লোকদের প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হইয়াছে।

(٧٨) لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

(٧٩) كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

(٨٠) تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ
سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

(٨١) وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ
وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৭৮. "বনী ইসরাঈলগণের কাফিররা দাঊদ ও ঈসার যবানে অভিশপ্ত হইয়াছে। ইহা এই জন্য যে, তাহারা নাফরমান হইয়াছিল ও সীমালংঘন করিয়াছিল।"

৭৯. "তাহারা অন্যায় কাজে নিষেধ করিত না; পরন্তু দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিত। তাহারা যাহা করিত তাহা বড়ই নিকৃষ্ট কাজ।"

৮০. "তুমি তাহাদের অনেককেই দেখিবে, সত্যবিমুখ হইবে; তাহারা কাফির। তাহারা নিজেদের জন্য যে সব কার্য পেশ করিয়াছে, তাহা বড়ই নিকৃষ্ট। উহাতে তাহাদের উপর আল্লাহ্ রুষ্ট হইয়াছেন; আর তাহারা স্থায়ী শাস্তিভোগ করিবে।"

৮১. "যদি তাহারা আল্লাহ্, এই নবী ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থে ঈমান আনিত, তাহা হইলে তাহারা কাফিরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির অবগতির জন্য বলিতেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কাফিররা দীর্ঘকাল হইতে অভিশপ্ত। কেননা তাহার ঈসা (আ)-এবং দাঊদ (আ)-এর প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছিল তাহা অমান্য করিয়াছিল।

আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জীল ও কুরআনে ইহাদের ব্যাপারে অভিসম্পাত করা হইয়াছে। কুরআনে উহাদের তৎকালীন অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা যেসব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।' তাহারা একে অন্যকে পাপকাজ হইতে বিরত রাখিত না। পাপের কাজ দেখিলে তাহারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করিত। পাপ যে অপরাধ, এই কথা তাহারা একে অন্যকে মুখে মুখেও বলিত না। এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহারা যাহা করিত, নিশ্চয়ই তাহা নিকৃষ্ট।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ হইতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রথমদিকে বনী ইসরাঈলরা কোন পাপ করিলে তাহাদের আলিম সমাজ তাহাদের পাপের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা পাপের ব্যাপারে আলিমদের নিষেধ অমান্য করিলেও আলিমরা উহাদিগকে তাহাদের সংগে উঠাবসা করিতে সুযোগ দিতেন।

ইয়াযীদ (র) বলেন, আমার ধারণামতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের বারণ উপেক্ষা করিলেও তাহারা তাহাদের সংগে একত্রে হাটে-বাজারে যাইত এবং খানাপিনা করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং তাহাদের একই ধরনের কার্যকলাপের কারণে ঈসা (আ) ও দাঊদ (আ) তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত দেন।

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ আয়াতাংশে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, হুযূর (সা) যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। অতঃপর এই কথা বলিয়া তিনি সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন ঃ না, (তোমরা

তাহা হইবে না) আল্লাহর শপথ! তোমরা জনসাধারণকে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হইতে বাধা প্রদান করিবে এবং তাহাদিগকে শরী'আতের পাবন্দ বানাইবার চেষ্টা করিবে।

আবূ দাউদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (আ) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বশেষ যে রোগটি প্রবেশ করে তাহা হইল, তাহাদের কাহারো সামনে কেহ অপরাধ বা পাপকার্য করিলে তাহাকে বলিত, ওহে! আল্লাহকে ভয় কর এবং এই কার্য তুমি পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা করা জায়েয নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে সেই অপরাধ করিতে দেখিত, তবে তাহাকে সে আর বারণ করিত না। পরন্তু সে তাহার সংগ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সংগেই খানাপিনা ও উঠাবসা করিত। তাই তাহাদের এই ধরনের কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা বলিয়া তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পাঠ করেন ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ...
وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

অতঃপর তিনি বলেন ঃ সাবধান! আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের দায়িত্ব হইল সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ করিতে বারণ করা। তেমনি অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে সত্যের উপর আসিতে বাধ্য করিবে অথবা তাহাকে বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করার সুযোগ দিবে না।

আলী ইব্ন বাযীমার সূত্রে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি হাসান হইলেও গরীব পর্যায়ের। তবে আবূ আবীদা হইতে তিনি ইহা মুরসাল সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের কোন লোক যদি কাহাকেও পাপ করিতে দেখিত, তবে প্রথম দিন তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিত এবং পাপের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিত। কিন্তু পরদিন যদি তাহাকে উহা করিতে দেখিত তবে সে তাহাকে আর পাপ করিতে নিষেধ করিত না, বরং সে তাহার সঙ্গে একত্রে খানাপিনা ও উঠাবসা করিত।

হারূনের হাদীসে এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, 'তাহার সঙ্গে পানাহার করিত।' এই অংশটুকু ব্যতীত উভয় হাদীসের বাক্যগুলি একই ধরনের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এইরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দাউদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর মুখে তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করেন। ইহা এই কারণে যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমা লংঘনকারী।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন ঃ যে মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজ হইতে মানুষকে বারণ কর। আর অত্যাচারীকে অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিবে এবং তাহাকে হকের উপর আসিতে বাধ্য

করিবে। তোমরা যদি এমন না কর তবে আল্লাহ্ তোমাদের পরস্পরের অন্তরে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করিয়া দিবেন এবং তোমাদের প্রতিও অভিশাপ বর্ষণ করিবেন যেমন উহাদের প্রতি বর্ষণ করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আবূ সাঈদ (রা)-এর রিওয়ায়াতও এই হাদীসের অনুরূপ।

আবূ দাউদ (র)......নবী (সা) হইতে এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আমর ইব্ন মুররাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহারিবী (র)......হাফিয আবুল হাজ্জাজ হইতে এবং অন্য রিওয়ায়াতে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী (র)......আবূ মূসা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সম্পর্কীয় বহু হাদীস রহিয়াছে। এই স্থানে আমরা এই বিষয়ের সম্ভাব্য হাদীসসমূহ উল্লেখ করার চেষ্টা করিব।

অবশ্য لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইতিপূর্বে জাবির (রা) হইতেও এই ধরনের হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এমন কি يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও আবূ সালাবা আল-খুশানী (রা) হইতেও এই ধরনের হাদীস উদ্ধৃত করা হইবে।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যেই মহান সত্তার অধিকারে আমার আত্মা, তাঁহার কসম! তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎকাজে নিষেধ কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিবেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা কবূল হইবে না।

ইসমাঈল ইব্ন জা'ফরের সূত্রে আলী ইব্ন হুজর হইতে তিরমিযীও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটি উত্তম।

ইব্ন মাজাহ (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ তোমরা সেই সময় আসার পূর্বে সৎকাজের আদেশ কর এবং অৎসকাজের নিষেধ কর, যখন তোমরা প্রার্থনা করিবে কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা কবূল হইবে না।

এই হাদীসটি একমাত্র আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহাছাড়া এই সনদের আসিম নামক বর্ণনাকারী অজ্ঞাত।

আ'মাশ (র)......সহীহ হাদীসে আবূ সাঈদ খুদবী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ তোমরা কেহ যদি কাহাকে অসৎকাজ করিতে দেখ, তবে তাহাকে হাত দ্বারা বাধা প্রদান কর। যদি হাত দিয়া প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না রাখ, তবে মুখ দিয়া প্রতিবাদ কর। যদি মুখ দিয়া প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও না রাখ, তবে অন্তর দ্বারা তাহাকে ঘৃণা কর। ইহা হইল ঈমানের সর্বপেক্ষা দুর্বল পর্যায়। মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আদী ইব্ন উমাইরা হইতে বর্ণনা করেন যে, আদী ইব্ন উমাইরা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ লোকদিগকে কোন পাপের কারণে আযাব দেন না যতক্ষণ না উহারা জনসাধারণের চোখের সামনে দিবালোকে পাপ সংঘটিত করে। শক্তি থাকিতেও যদি জনসাধারণ তাহাদিগকে পাপ হইতে বিরত না রাখে, তখন সাধারণ ও পাপী সকলকে আল্লাহ্র আযাব ঘিরিয়া ফেলে।

ইমাম আহমদ (র)......ঈসা ইব্ন আদী আল-কিন্দীর দাদা হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন উমাইরা ওরফে উরস হইত বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমাইরা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বালিয়াছেন ঃ পৃথিবীর কোথাও যদি কেহ পাপকার্য ঘটায় এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ যদি উহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে, অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, যদি তাহারা উহার প্রতিবাদ করে, তবে সেই সকল লোক উক্ত পাপকার্য সংঘটিত হওয়ার স্থানে অনুপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ সেই পাপটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে অনুপস্থিত থাকিয়াও উহার সমর্থন করে, তবে সে সেই পাপটি সংঘটিত হওয়ার স্থানে উপস্থিতদের মধ্যে গণ্য হইবে।

এই হাদীসটি এই সনদে একমাত্র আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য মুরসাল সূত্রে আদী ইব্ন আদী হইতে আহমদ ইব্ন ইউনুসও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। শু'বার সনদে হাফস ইব্ন উমর ও সুলায়মান ইব্ন হারবের রিওয়ায়াতে আবূ দাঊদও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রিওয়ায়াতের বাকী সনদে আবুল বাহতারী ও সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ জনৈক সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মানুষের ওযর যে পর্যন্ত লুপ্ত না হইবে সে পর্যন্ত তাহারা ধ্বংস হইবে না। অথবা যে পর্যন্ত তাহাদের ওযরের আপনোদন না ঘটিবে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ একদা হুযূর (সা) দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে গিয়া বলেন ঃ সাবধান! লোকভয় যেন কাহাকেও সত্য কথা বলা হইতে বিরত না রাখে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই হাদীসটি বলিয়া আবূ সাঈদ খুদরী (রা) কাঁদেন এবং বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমরা তো মানুষের ভয়ে সত্য গোপন করিয়া থাকি।

আতীয়া (র)......আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।

আবূ দাঊদ, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, এই সূত্রে হাদীসটি উত্তম হইলেও দুর্বল।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জামারাতুল উলায় বসিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জামারাতুস-সানিয়ায় যখন কংকর নিক্ষেপ করেন, তখন সেই ব্যক্তি আবার উহা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন। ইহার পর যখন তিনি জামারাতুল উকবায় কংকর নিক্ষেপ পূর্বক স্বীয় সওয়ারীতে আরোহণ করার জন্য রিকাবে পা রাখেন, তখন জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায় ? লোকটি বলিল, হে

আল্লাহ্র রাসূল! আমি এইখানেই আছি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "অত্যাচারী বাদশাহর সম্মুখে সত্য কথা বলা সর্বাপেক্ষা উত্তম জিহাদ। তবে হাদীসটি কেবল এই সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মাজাহ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের কাহারো উচিত নয় নিজকে অপমানিত করা। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিজেকে নিজে কিভাবে অপমানিত করে ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কোন ব্যক্তিকে শরী'আত বিরোধী কাজ করিতে দেখা এবং তাহার প্রতিবাদ না করা। এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক স্থানে অমুক পাপ ঘটিতে দেখিয়া তুমি নীরব ছিলে কেন ? লোকটি বলিবে, লোকভয়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বালিবেন, ভয় করার ব্যাপারে আমিই কি সর্বাপেক্ষা হকদার নহি ? এই হাদীসটি কেবল এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন মুহাম্মদ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে অনেক প্রশ্ন করিবেন। তখন এই প্রশ্নও করিবেন যে, তুমি যখন কোন পাপ সংঘটিত হইতে দেখিলে, তখন উহা বাধা দিতে তোমাকে কোন জিনিস বিরত রাখিয়াছে ? তখন সে বলিবে, হে প্রভূ! ভরসা আমি আপনার উপরই করিতাম, কিন্তু মানুষকে আমি ভয় করিতাম। একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই সূত্রে হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইহার সনদটাও মোটামুটি ভাল।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের উচিত নয় নিজেকে নিজে অপমানিত করা। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিভাবে নিজেকে নিজে অপমানিত করে ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সেই বিপদ মাথায় তুলিয়া নেওয়া যাহা বহিবার শক্তি তাহার নাই।

আমর ইব্ন আসিমের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন বিশর হইতে ইব্ন মাজাহ এবং তিরমিযীও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, সনদটি উত্তম বটে কিন্তু দুর্বল।

ইব্ন মাজাহ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের কাজের নিষেধ করা পরিত্যাগ করা যাইবে ? তিনি বলিলেন ঃ যখন তোমাদের মধ্যে সেই সকল গুণ প্রকাশিত হইবে যাহা পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে কি কি গুণাবলী প্রকাশ পাইয়াছিল ? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার ইতর মনোবৃত্তির লোকদের নিকট ক্ষমতা চলিয়া যাওয়া, বনেদী ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ব্যভিচারকার্য সংঘটিত হওয়া এবং ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসা।

ইতর লোকদের মধ্যে ইলম আসার ব্যাখ্যায় যায়দ বলেন ঃ নবী (সা)-এর এই কথার অর্থ হইল কাফির ও পাপচারীদের নিকট ইলম আসা। এই সূত্রে একমাত্র ইব্ন মাজাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবূ সা'লাবার হাদীস উদ্ধৃত করা হইবে যাহা ইহার দলীল হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আবূ সা'লাবার সনদের রহিয়াছে শক্তিশালী রাবীবৃন্দ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
'তাহাদের অনেককে তুমি সত্য প্রত্যাখানকারীদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে দেখিবে।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ মুনাফিকদিগকে তুমি এমন করিতে দেখিবে।

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ –'কত নিকৃষ্ট তাহাদের কৃতকর্ম।' অর্থাৎ তাহারা কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মু'মিনদের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছে। ইহার ফল স্বরূপ তাহাদের অন্তরে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই কারণে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি একাধারে গযব নাযিল হইতে থাকিবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ –'যে কারণে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়াছেন।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই ধরনের অপকীর্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন ঃ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ 'তাহাদের শাস্তি ভোগ স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রতি একের পর এক ভোগান্তি আসিতে থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আমাশ হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা ব্যভিচার হইতে বাঁচিয়া থাক। কেননা ইহার মধ্যে ছয়টি অকল্যাণ রহিয়াছে, যাহার তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় এবং তিনটি আখিরাতে ভোগ করিতে হয়। যে তিনটি দুনিয়ায় ভোগ করিতে হয় তাহা হইল, ইয্যত বিনষ্ট হয়, দরিদ্রতা দেখা দেয় ও আয়ু হ্রাস পায়। যে তিনটি পরকালে ভোগ করিতে হইবে তাহা হইল, আল্লাহ্ তাহার উপর ভীষণ রাগন্বিত হইবেন, কঠিনভাবে তাহার হিসাব নিবেন এবং স্থায়ীভাবে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُوْنَ.

মুসলিম ও হিশাম ইব্ন আম্মারের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া ......নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন উফায়ের (র)......হুযায়ফার সূত্রে নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে উল্লেখিত প্রত্যেকটি সনদের হাদীস দুর্বল বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَاءَ

'তাহারা আল্লাহ, এই নবী ও তাঁহার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসী হইলে উহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত না।'

অর্থাৎ তাহারা যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্, রাসূল ও কুরআনের প্রতি ঈমান আনিত, তবে তাহারা কখনো কাফিরদের সহিত বন্ধুত্বভাব পোষণ করিত না। তাই তাহাদের ব্যাপারে নাযিল করা হইয়াছে ঃ

وَلَٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ অর্থাৎ 'তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।'
অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত্য হইতে বহির্ভূত এবং আল্লাহ্র যে সকল ওহী তাঁহার প্রতি নাযিল হইয়াছে, তাহারা তাহার বিরোধিতায় লিপ্ত।

(٨٢) لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৮২. "মানুষের ভিতরে মু'মিনদের শত্রুতার বেলায় অবশ্যই তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকগণকে সর্বাধিক কঠোর পাইবে। আর তাহাদের সহিত সম্প্রীতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক নিকটবর্তী পাইবে তাহাদিগকে, যাহারা বলে, 'আমরা নাসারা' আর তাহার অনুসরণ করিল; তাহাদের অন্তরে আমি নম্রতা, দয়া ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহা এই জন্য যে, তাহাদের মধ্যে আলিম ও বিরাগী দরবেশ রহিয়াছে যাহারা নিরহংকারী।"

তাফসীর ঃ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতগুলি নাজ্জাশী ও তাঁহার সংগীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কেননা আবিসিনিয়ায় বসিয়া যখন জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) কুরআন পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন, তখন কুরআন শুনিয়া তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন। এমনকি তাহাদের গণ্ডদেশ বহিয়া অশ্রু পড়িয়াছিল।

তবে এই বর্ণনায় সংশয় রহিয়াছে। কেননা এই আয়াতগুলি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। অথচ জাফরের সহিত নাজ্জাশীর কথোপকথন হইয়াছে হিজরতের পূর্বে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতগুলি নাজ্জাশীর সেই প্রতিনিধিদলের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছিল যাহাদিগকে নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন তাহারা আসিয়া রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিল এবং তাঁহার কণ্ঠে কুরআন শুনিল, তখন তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা নাজ্জাশীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল।

সুদ্দী (র) আরও বলেন ঃ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রেরিত তাঁহার প্রতিনিধি দলের মুখে সম্যক অবগত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন এবং পথে মারা যান।

অবশ্য এই কথা একমাত্র সুদ্দী (র) বলিয়াছেন। কেননা একথা সুপ্রসিদ্ধ যে, নাজ্জাশী তাঁহার নিজ রাজ্য আবিসিনিয়ায় মারা যান এবং যেদিন তিনি মারা যান সেদিন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার গায়েবানা জানাযা পড়েন।

নাজ্জাশীর এই প্রতিনিধি দলটির সদস্য সংখ্যা নিয়া বেশ মতভেদ রহিয়াছে।

কেহ বলেন ঃ উহারা মোট বারজন ছিলেন। সাতজন ছিলেন আলিম এবং পাঁচজন ছিলেন পাদ্রী।

কেহ বলিয়াছেন ঃ উহারা মোট পঞ্চাশজন ছিলেন।

কেহ বলেন ঃ উহারা ষাটজন ছিলেন।

কেহ বলেন ঃ উহারা মোট সত্তরজন ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহারা সকলে ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী। যখন মুসলমানদের একটি মুহাজির দল সেখানে গিয়াছিলেন, তখন তাহারা ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারা ছিলেন ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের দীনের অনুসারী। তাহাদের সঙ্গে মুসলমানদের সাক্ষাত হইলে তাহারা কুরআন শোনেন এবং সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামের উপরই তাহারা মৃত্যুবরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জারীর (র) এই সকল মতের সমন্বয়ে এই চমৎকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই আয়াতগুলি আবিসিনয়ার সেই সকল লোক সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে যাহাদের মধ্যে আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী মওজুদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

অর্থাৎ 'বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও অংশীবাদীদিগকে তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে।'

উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীদের ভীষণ শত্রুতা করার কারণ হইল যে, তাহাদের স্বভাবে রহিয়াছে একগুঁয়েমি ও জিঘাংসা। উপরন্তু তাহাদের ভিতর রহিয়াছে আলিমের স্বল্পতা। তাই তাহারা পূর্ববর্তী বহু নবীকে হত্যা করিয়াছিল। এমনকি বহুবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও আঁটিয়াছিল। তাহারা দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সহযোগিতায় খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া ও যাদু করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল। তাই তাহাদের প্রতি রহিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ।

হাফিয আবূ বক্‌র ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) স্বীয় তাফসীরে বলেন ঃ আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সিররী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, যখন কোন ইয়াহূদী কোন মুসলমানকে একাকী পায়, তখন তাহার মনে তাহাকে হত্যা করার ইচ্ছার উদ্রেক হয়।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইসহাক আল-আসকারী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইয়াহূদীর সঙ্গে কোন মুসলমানের যে কোন সময় কোথাও সাক্ষাত হইলে তখনই ইয়াহূদীর মনে মুসলমান ব্যক্তিটিকে হত্যা করার জিঘাংসা সৃষ্টি হয়। এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصَارٰى

'এবং যাহারা বলে আমরা খ্রিস্টান, মানুষের মধ্যে তুমি তাহাদিগকেই ঈমানদারদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে।'

অর্থাৎ যাহারা ধারণা করে তাহারা মসীহ (আ)-এর অনুসারী খ্রিস্টান এবং ইঞ্জীলের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মনে ইসলামের প্রতি দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মসীহর দীনের চর্চার কারণে তাহাদের হৃদয়ে সহনশীলতার সৃষ্টি হইয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

অর্থাৎ 'হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের অন্তরে আমি নম্রতা, সহনশীলতা ও বৈরাগ্য সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।' ইঞ্জীলে রহিয়াছে যে, 'কেহ যদি তোমার ডান গালে থাপ্পড় দেয়, তুমি তাহাকে তোমার বাম গালটি আগাইয়া দাও।' দ্বিতীয়ত, খ্রিস্টান ধর্মে যুদ্ধের কোন বিধান নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ

'কারণ, তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী রহিয়াছে এবং তাহারা অহংকারও করে না।'

قسيسين হইল তাহাদের ইমাম ও আলিম সম্প্রদায়। ইহার একবচনে قسيس -ও হয়। অবশ্য ইহার বহুবচনে قسوس وقس -ও ব্যবহৃত হয়। তেমনি رهبان হইল راهب -এর বহুবচন। উহার অর্থ হইল ইবাদত গুযার। উহা الرُّهْبَةُ। মাসদার (ক্রিয়ামূল) হইতে উৎপত্তি। যথা ركب-এর বহুবচন ركبان ও فارس-এর বহুবচন فرسان হইয়া থাকে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ ইহার একবচনে رهبان -ও ব্যবহৃত হয়। তখন ইহার বহুবচন হয় رها بين যথা قرنان-এর বহুবচন قرانين ও جرذان-এর বহুবচন جراذين ইত্যাদি। অবশ্য ইহার বহুবচনে رهابنة -ও ব্যবহৃত হয়। যথা আরবরা কবিতায় ব্যবহার করে ঃ

لوعا ينت رهبان دير فى القلل – لانحدر الرهبان يمشى ونزل

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র)......জাসিমা ইব্‌ন রিআব হইতে বর্ণনা করেন যে, জাসিমা ইব্‌ন রিআব বলেন ঃ আমি সালমান ফারসী (রা)-কে ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا আয়াতাংশ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন قِسِّيْسِيْنَ -কে বিরান বনে ও ইবাদতখানায় রাখিয়া আস। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে উহা ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ صِدِّيْقِيْنَ وَرُهْبَانًا এইভাবে পড়াইয়াছেন।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবদুল হামীদ আল-খানীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়াও......সালমান ফারসী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......জাসিমা ইব্‌ন রিআব হইবে বর্ণনা করেন যে, জাসিমা ইব্‌ন রিআব বলেন ঃ আমি সালমান ফারসী (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তির ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা জবাবে তিনি বলেন ঃ رهبان হইল তাহাদের পাদ্রী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উহা ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا পড়িলে তিনি আমাকে পড়াইলেন ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ صِدِّيْقِيْنَ وَرُهْبَانًا অর্থাৎ 'তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে অনেক সত্যবাদী ও সংসার বিরাগী।' মোট কথা- ذَلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ এই আয়াতে তাহাদের ইলম, ইবাদত ও বিনম্র স্বভাবের কথা বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

সপ্তম পারা

(٨٣) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ
الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○
(٨٤) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصَّالِحِينَ ○
(٨٥) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ○
(٨٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○

৮৩. “তাহারা যখন এই রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা শোনে, তখন তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহাদের চক্ষুসমূহ অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়। তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিলাম, সুতরাং আমাদিগকে সত্যের সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন।”

৮৪. “আমরা কেন আল্লাহ্র উপর ও আমাদের নিকট যেই সত্য পৌঁছিয়াছে উহাতে ঈমান আনিব না ? আর কেনইবা আমরা আশা করিব না যে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন ?”

৮৫. “তাহাদের এই কথার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের জন্য সেই জান্নাত নির্ধারিত করিয়াছেন যাহারা নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। ইহাই ভাল মানুষের পুরস্কার।”

৮৬. “আর যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার বাণীসমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারাই জাহান্নামের সহচর।”

তাফসীর ঃ অতঃপর তাহাদের সত্যের প্রতি সহজাত আকর্ষণ, সত্যের অনুসরণ ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا سَمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا
مِنَ الْحَقِّ

‘রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যখন তাহারা শ্রবণ করে, তখন তাহারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তাহার জন্য তুমি তাহাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখিবে।’

অর্থাৎ তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে যে সকল সুসংবাদ ও প্রমাণাদি ছিল, উহা তাহাদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই তাহারা বলিয়াছিল ঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ

'তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করিয়াছি, সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষ্যদাতাদিগের তালিকাভুক্ত কর।'

অর্থাৎ তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং নবী হিসাবে সাক্ষ্য দান করে।

নাসাঈ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহার সঙ্গীদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এবং হাকিম......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ ইহা দ্বারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মতদের সাক্ষ্যদানের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা এই বলিয়া সাক্ষ্য দিবে যে, তাহাদের নবী তাহাদের নিকট যথাযথভাবে দীন পৌঁছাইয়াছেন। তেমনি অন্যান্য রাসূলগণের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেও তাহারা সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর হাকিম বলেন, ইহার সনদসমূহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। কিন্তু তিনি ইহা উদ্ধৃত করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।

তাবারানী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা দ্বারা সেই সকল কৃষিজীবি লোকদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা আবিসিনিয়া হইতে জাফর ইব্‌ন আবূ তালিবের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সামনে কুরআন পাঠ করিলে তাহারা উহা শুনিয়া ঈমান গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের দুইগণ্ড অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুণর্বার পূর্বধর্ম গ্রহণ করিবে না তো ? তাহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছিলেন, কখনো আমরা আমাদের পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিব না।

তাহাদের এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَمَالَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَائَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ 'আমরা যখন প্রত্যাশা করি যে, আল্লাহ আমাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করুন, তখন আল্লাহ্ ও আমাদের নিকট আগত সত্যে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কি কারণ থাকিতে পারে ?'

এই কথা স্পষ্টত খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। উপরন্তু অন্যত্র আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ.

অর্থাৎ 'আহলে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস করে এবং তোমাদের প্রতি ও তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহার উপর তাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহর জন্য তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত।

ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ- وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'এই সকল লোক ইহার পূর্বে ইঞ্জীলের উপরও ঈমান আনিয়াছিল। আর যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা ইহার উপর ঈমান আনিলাম। ইহা আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আগত। আমরা তো পূর্ব হইতেই মুসলমান ছিলাম।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

'তাহাদের এই কথার জন্য আল্লাহ তাহাদের পুরস্কার নির্দিষ্ট করিয়াছেন জান্নাত, যাহার পাদদেশে প্রস্রবণধারা প্রবাহিত। অর্থাৎ তাহাদের ঈমান, সত্যবাদিতা ও সত্যপ্রাপ্তির কারণে এই পুরস্কার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا 'ঐ জান্নাত, যাহার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ চিরদিনের জন্য ইহাই হইবে তাহাদের বাসস্থান। এক মুহূর্তের জন্য তাহারা সেখান হইতে অপসৃত হইবে না।

وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ 'যাহারা সত্যানুসারী ও সৎকর্মপরায়ণ, তাহারা যে কোন স্থানে যে কাহারো সঙ্গে থাকুক না কেন, ইহাই হইল তাহাদের পুরস্কার।'

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বদবখত সত্যত্যাগীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا -অর্থাৎ 'যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও আমার আয়াতকে অগ্রাহ্য করিয়াছে।'

اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ –অর্থাৎ 'তাহারাই অগ্নিবাসী' এবং তাহাদিগকেই অগ্নিতে প্রবেশ করান হইবে।

(৮৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

(৮৮) وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৮৭. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সব পবিত্র বস্তুকে হারাম করিও না যাহা আল্লাহ হালাল করিয়াছেন এবং বাড়াবাড়ি করিও না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।"

৮৮. "আর উৎকৃষ্ট হালাল বস্তু ভক্ষণ কর এবং যেই আল্লাহর উপর তোমরা ঈমান আনিয়াছ, তাঁহাকে ভয় কর।"

তাফসীর ঃ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ এই আয়াতটি নবী (সা)-এর একদল সাহাবী সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা আমাদের যৌনাঙ্গ কাটিয়া পার্থিব চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করিয়া সন্যাসীদের মত পৃথিবীর এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইব। রাসূলুল্লাহ (সা) এই খবর পাইয়া তাহাদের নিকট লোক পাঠান। তাহারা গিয়া উহাদের নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মন্তব্য করেন ঃ আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই, কখনো নামায পড়ি, কখনো ঘুমাই এবং আমি বিবাহও করিয়াছি। অতএব যে আমার আদর্শ গ্রহণ করিবে, সে আমার দলের মধ্যে গণ্য হইবে এবং যে আমার আদর্শ বর্জন করিবে, সে আমার দলের বহির্ভূত থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়াও হুবহু এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণের নিকট তাঁহার ঘরোয়া আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা- কারীদের একজন বলেন, আমি এখন হইতে আর কখনো গোশত খাইব না। আর একজন বলেন, আমি বিবাহ করিব না। অন্য একজন বলেন, আমি আর বিছানায় ঘুমাইব না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই সংবাদ শুনিয়া বলেন ঃ লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা এই ধরনের কথা বলে ? অথচ আমি কখনো রোযা রাখি, কখনো বিরতি দেই, কখনো ঘুমাই, কখনো নামায পড়ি, আমি গোশত খাই এবং বিবাহ করি। তাই যে আমার আদর্শ বর্জন করিবে, সে আমার দলের নয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি গোশত খাই তাহা হইলে আমার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। তাই আমি আমার জন্য গোশত হারাম করিয়া নিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

আবূ আসিম আন-নাবীল হইতে ইব্‌ন জারীর ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। এই হাদীসটি অন্য রিওয়ায়াতে মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। আলী ইব্‌ন আব্বাস হইতে উহা মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সুফিয়ান সাওরী (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা দীর্ঘদিনের এক যুদ্ধ সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে গিয়াছিলাম। তখন আমাদের কাহারো সঙ্গে স্ত্রী ছিল না। তাই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, আমরা কি খাসী হইতে পারি ? কিন্তু তিনি আমাদিগকে উহা করিতে বারণ করিলেন। পক্ষান্তরে তিনি আমাদিগকে একটি কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করার অনুমতি দিলেন। এই কথা বলিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সবকে তোমরা অবৈধ করিও না।' এই রিওয়ায়াতটি ইসমাঈলের সনদে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ব্যবস্থা মুতআ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বৈধ ছিল এবং এই ঘটনা মুতআ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

আ'মাশ (র)......আমর ইব্ন শুরাহবিল হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন শুরাহবীল বলেন, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট মা'কিল ইব্ন মুকাররিন আসিয়া বলেন, আমি আমার জন্য বিছানায় নিদ্রা যাওয়া হারাম করিয়া নিয়াছি। তখন তাঁহার এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

সাওরী (র)......মাসরূক হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, একদা আমরা অনেকে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাহার জন্য হাদীয়া স্বরূপ ক্ষীর নিয়া আসেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে আহবান করিয়া বলেন, আস, ক্ষীর গ্রহণ কর! তিনি উত্তরে বলিলেন, না, আমি নিজের জন্য ক্ষীর হারাম করিয়াছি। আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে ক্ষীর খাওয়ার জন্য আবারো ডাকেন। কিন্তু তিনি তাহার ডান হাত দ্বারা খাইবেন না বলিয়া ইঙ্গিত দেন। অতঃপর আবদুল্লাহ (রা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মানসূর হইতে ধারাবাহিকভাবে জারীর ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার সূত্রে হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকেও ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, সহীহদ্বয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে কিন্তু তাঁহাদের কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......হিশাম ইব্ন সা'দ হইতে বর্ণনা করেন যে, হিশাম ইব্ন সা'দ বলেন ঃ তাহাকে যায়দ ইব্ন আসলাম বলিয়াছেন যে, একদা আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর বাড়িতে মেহমান আসেন। এই সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ছিলেন। তিনি বাড়ি আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার অপেক্ষায় এখনো মেহমানকে আপ্যায়ন করানো হয় নাই। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলেন, আমার জন্যে আমার মেহমান কষ্ট পাইয়াছে, তাই আমি এই খাদ্য আহার করিব না। তাহার এই অঙ্গীকার শুনিয়া তাঁহার স্ত্রীও বলিলেন, আমিও খাইব না। তাহাদের কথা শুনিয়া মেহমান বলিলেন, আমিও খাইব না। এই খাদ্য আমার জন্য হারাম। আবদুল্লাহ ইব্ন রওয়াহা (রা) এই অবস্থা দেখিয়া নিজে উদ্যোগী হইয়া সর্বাগ্রে খাদ্যে হাত দেন এবং সকলকে বলেন, সবাই বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়া শুরু কর। ইহার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ঘটনা বলিলে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব উৎকৃষ্ট বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব বস্তু তোমরা অবৈধ করিও না।'

তবে এই হাদীসটির সনদে ছেদ রহিয়াছে।

সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত সিদ্দীকে আকবার (রা)-এর ঘটনাটিও প্রায় এইরূপ।

ইমাম শাফিঈসহ অন্যান্য আলিমগণ বলেন ঃ কেহ যদি নিজের উপর কোন খাদ্য, পরিধেয়, স্ত্রী অথবা এই ধরনের অন্য কিছু হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহা তাহার জন্য হারাম হয় না। উপরন্তু ইহার জন্য কাফফারাও দিতে হয় না। উপরোক্ত ঘটনা ইঁহাদের অভিমতের দলীল। কেননা উহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন, সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না।' এই কারণেই যে ব্যক্তি নিজের জন্য গোশত হারাম করিয়া নিয়াছিল তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা) কাফফারা দেওয়ার জন্য আদেশ করেন নাই।

পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন ঃ কেহ যদি নিজের জন্য কোন খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় অথবা অন্য কোন হালাল জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহাকে নিজের জন্য উহা পুনরায় হালাল করার প্রাক্কালে কাফফারা দিতে হইবে। কসমের মাধ্যমে নিজের জন্য কোন জিনিস হারাম করিয়া নিলে যেমন কাফফারা দিতে হয়, অনুরূপভাবে কসম ব্যতীত কেহ যদি নিজের জন্য কোন হালাল জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তবে তাহাকেও কাফফারা আদায় করিতে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ফাতওয়াও অনুরূপ। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত দ্বারাও এই কথা প্রমাণিত হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের খুশি করার জন্য আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা কেন হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ করুণাময় ও দয়াশীল।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা আপনার কসম ভাঙ্গা আপনার জন্য ফরয করিয়াছেন।'

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসমের কাফফারার কথা বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, কসম না দিয়া যদি কেহ নিজের উপর কোন জিনিস হারাম করিয়া নেয়, তাহা হইলেও তাহাকে কাফফারা দিতে হইবে। আর এই কথাও বুঝা যায় যে, কসম ব্যতীত অঙ্গীকার করাও কসমের মধ্যে গণ্য হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উসমান ইব্ন মাযউন ও আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-সহ কয়েকজন সাহাবী বৈরাগ্য গ্রহণ, যৌনশক্তি বিলোপ সাধন এবং চট পরিধানের ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দুইটি নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন ঃ উসমান ইব্ন মাযঊন, আলী ইব্ন আবূ তালিব, ইব্ন মাসঊদ, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ ও ইব্ন হুযায়ফার গোলাম সালিম (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ বৈরাগ্য অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়া ঘরের মধ্যে নির্জনে বসিয়া যান, স্ত্রীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন, চট পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য ও পরিধেয় তাঁহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নেন। এমন কি বনী ইসরাঈলদের পাদ্রীদের মত তাঁহারা খাসী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উপরন্তু তাঁহারা এই সিদ্ধান্তও নেন যে, রাতভর নামায পড়িবেন এবং দিনে রোযা রাখিবেন। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لاَتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমা লংঘন করিও না। আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

মোট কথা ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা মুসলমানদের আদর্শ অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রী ও উত্তম খাদ্য-পরিধেয় নিজেদের জন্য হারাম করিও না এবং দিনভর রোযা ও রাতভর নামায পড়ার মত অতিরঞ্জিত অভিলাষ গ্রহণ করিও না। তেমনি যৌনশক্তি বিনষ্ট করার মত অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করিও না।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন ঃ তোমাদের দেহেরও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, অধিকার রহিয়াছে তোমাদের চোখেরও। তাই তোমরা রোযাও রাখিবে, মাঝে মাঝে বিরতিও দিবে। নামাযও পড়িবে, নিদ্রাও যাইবে। যে আমার আদর্শ বা সুন্নাত পরিহার করিবে, সে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তাঁহারা সকলে বলিলেন, আমরা আপনার কথা মানিয়া নিলাম এবং আপনার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা অনুসরণ করার অঙ্গীকার করিলাম।

একাধিক তাবিঈ হইতে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি দ্রষ্টব্য । উহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

আসবাত (র)......সুদ্দী হইতে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বসিয়া বসিয়া সাহাবীদের সঙ্গে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে আলোচনা করার এক পর্যায়ে তিনি উঠিয়া যান। তখন দশজন সাহাবী, যাহাদের মধ্যে আলী ইব্ন আবূ তালিব ও উসমান ইব্ন মাযঊনও ছিলেন, তাঁহারা বলেন, খ্রিস্টানরা যদি নিজেদের জন্য পার্থিব ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা এই কাজ করার তাহাদের চাইতে অধিকতর দাবিদার । ফলে তাহাদের দশজনের কেহ নিজের জন্য গোশত ও চর্বি হারাম করিয়া নেন, কেহ রাতের ঘুম হারাম করেন, কেহবা নিজের জন্য স্ত্রী সহবাস হারাম করিয়া নেন। যাহারা নিজেদের জন্য স্ত্রী হারাম করিয়াছিলেন, উসমান ইব্ন মাযঊন

(রা) তাহাদের একজন। তাই তিনি স্ত্রীর নিকটে গমন করিতেন না এবং তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার নিকট আসিতেন না।

এই অবস্থায় উসমান ইব্‌ন মাযউনের স্ত্রী একদা আয়েশা (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই মহিলার নাম ছিল খাওলা। আয়েশা (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণও ছিলেন। তখন আয়েশা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে খাওলা! কি হইয়াছে তোমার ? তোমার চুল আলুথালু কেন ? তোমার চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে কেন ? উত্তরে খাওলা বলেন, চুলে তেল আর চিরুনী দিয়া কি করিব ? শরীরে সুগন্ধি মাখারই বা কি সার্থকতা ? কেননা আমার স্বামী আমার নিকট আগমন করেন না। এমনকি তিনি আমার কাপড়ও উঠান না। তাঁহার এই কথায় হযরত আয়েশাসহ সকলে হাসিয়া উঠেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করেন এবং তাঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা হাসিতেছ কেন ? আয়েশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! খাওলা বলিতেছে, তাঁহার স্বামী তাঁহার কাপড়ও উঠান না।

অতঃপর হুযূর (সা) তাঁহার স্বামীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, হে উসমান! তোমার কি হইয়াছে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পার্থিব ভোগ-বিলাস বর্জন করিয়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করিয়া দিয়াছি। উপরন্তু তিনি বলেন, আমি যৌনশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলার ইচ্ছা করিয়াছি। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! তুমি এখনই বাড়ি যাও এবং তোমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হও। উসমান বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযাদার। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ রোযা ভাংগিয়া ফেল। অতএব তিনি রোযা ভাংগিয়া ফেলিলেন এবং বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

অতঃপর একদিন খাওলা আয়েশা (রা)-এর নিকট চুলে চিরুনী করিয়া সুগন্ধি মাখিয়া আসিলে আয়েশা (রা) হাসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে খাওলা! এখন কোন অবস্থায় আছ ? খাওলা বলিলেন, আমার স্বামী কাল আমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার প্রেক্ষিতেই বলিয়াছিলেন ঃ লোকদের কি হইয়াছে ? কেন তাহারা নিজেদের জন্য স্ত্রী, খাদ্য ও ঘুম হারাম করিয়া নিয়াছে ? অথচ আমি রাতে ঘুমাই এবং নামাযও পড়ি। তেমনি মাঝে মাঝে বিরতি দিয়া রোযা রাখি ও স্ত্রী গমন করি। তাই যে আমার আদর্শ অগ্রাহ্য করিবে, সে আমার দলের বহির্ভূত। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে সব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সমুদয়কে তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমা লংঘন করিও না।’

মোট কথা রাসূলুল্লাহ (সা) উসমানকে বলিয়াছিলেন, এমন কাজ করিবে না। কেননা ইহা অতিরঞ্জন। অতঃপর তিনি তাহাকে তাহার এই শপথের জন্য কাফফারা আদায় করার আদেশ দিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি এই আয়াতটিও পাঠ করিয়াছিলেন ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ 'তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন না, কিন্তু যে সব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, সেই সকলের জন্য তিনি তোমাদিগকে দায়ী করিবেন।' ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تَعْتَدُوْا এই আয়াতাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, মুবাহ্কে নিজের উপর হারাম করিয়া নিজেকে সংকীর্ণতার মধ্যে নিক্ষেপ না করা। পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী বহু মনিষী এই অর্থ করিয়াছেন।

ইহার অর্থ এইরূপও হইতে পারে যে, হালালকে হারাম না বানানো এবং হালালকে উহার পরিসরের মধ্যে রাখিয়া প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

অর্থাৎ 'খাও এবং পান কর কিন্তু খাওয়া ও পান করার বেলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করিও না।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ ذَلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ 'যাহারা সত্যিকারের মু'মিন তাহারা ব্যয় করে, কিন্তু অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাহারা উভয়ের মাঝখানে ভারসাম্য রক্ষা করে।'

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যয় করার বেলায় কৃপণতা ও বাহুল্য খরচের মাঝামাঝি পন্থা জায়েয রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ইফরাত ও তাফরীতের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করার আদেশ দান করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থাৎ 'তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যাহা কিছু আল্লাহ বৈধ করিয়াছেন, সেইসব তোমরা অবৈধ করিও না এবং সীমালঘন করিও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا.

'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে বৈধ ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর।'

অর্থাৎ সকল সময় পবিত্র ও হালাল বস্ত ভক্ষণ কর।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহকে ভয় কর', তাঁহার মনোনীত বিধান অনুসরণ কর এবং তাহার বিরোধিতা ও পাপ বর্জন কর।

اَلَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ 'যাঁহার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে।'

(٨٩) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۖ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

৮৯. “আল্লাহ্ তোমাদের ফালতু শপথের জন্য পাকড়াও করিবেন না। কিন্তু তোমাদের গুরুত্ব সহকারে কৃত শপথের হিসাব নিবেন। তাই উহার জরিমানা হইল দশ মিসকীনকে তোমাদের পরিবারের স্বাভাবিক আহার্য প্রদান অথবা তাহাদিগকে পরিধেয় প্রদান; অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। যে ব্যক্তি উহা না পারিবে, সে তিনদিন রোযা রাখিবে। ইহাই তোমাদের কসমের কাফফারা যখন তোমরা উহা করিয়া বস। আর তোমরা শপথের হিফাযত কর। আল্লাহ্ এইভাবেই তাঁহার বিধান বুঝাইয়া দেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।”

তাফসীর ঃ নিরর্থক শপথ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

যাহা হউক, অনিচ্ছকৃতভাবে যদি কেহ বলে, আল্লাহর কসম বা খোদার কসম, তবে ইহা নিরর্থক কসমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ (র)-এর অভিমত।

কেহ বলিয়াছেন ঃ পাপের কাজে বা কৌতুকপূর্ণ কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

‘অসম্ভব কোন বিষয়ের উপর কসম করা হইলে উহাকে অনর্থক কসম বলে।’ এই অভিমত হইল ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আহমদের।

কেহ বলিয়াছেন ঃ রাগের মাথায় কোন কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ভুলবশত কসম করাকে অনর্থক কসম বলে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয়ের ব্যাপারে কোন কসম করাকে বলে অনর্থক কসম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু বৈধ করিয়াছেন সেই সব তোমরা অবৈধ করিও না।’

তবে সঠিক কথা হইল এই ঃ যে কসম অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, উহাকে অনর্থক কসম বলা হয়। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থাৎ ‘ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কসম খাওয়া হয় তবে আল্লাহ্ উহার জন্য দায়ী করিবেন।’

فَكَفَّارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ অর্থাৎ ‘অতঃপর ইহার কাফফারা হইল এমন দশজন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা যাহাদের অন্নসংস্থানের কোন পথ নাই।’

مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ অর্থাৎ ‘মধ্যম ধরনের খাদ্য দান কর যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও।’

ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ اوسط। অর্থ اعدل। অর্থাৎ ইনসাফমত মধ্যম ধরনের খাদ্য দেওয়া।

আতা খুরাসানী (র) বলেন ঃ اَوْسَط। অর্থ امثل। অর্থাৎ নিজেরা যে ধরনের খাদ্য গ্রহণ কর সেই ধরনের খাদ্য আহার করাও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রুটি ও দুধ অথবা রুটি ও যয়তুন তেল হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কতক লোক নিজেদের সামর্থ্য অপেক্ষা নিম্নমানের খাদ্য খায় এবং কতক লোক সামর্থ্য অপেক্ষা উন্নতমানের খাদ্য খায়। তাই এইদিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়ছেন ঃ মাঝামাঝি ধরনের খাদ্য দান কর যাহা তোমরা তোমাদের পরিজনদিগকে খাইতে দাও। অর্থাৎ রুটি ও যয়তুনের তেল জাতীয় খাদ্য।

আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ ধনী-দরিদ্র সবাইকে এই ধরনের খাদ্য দিতে হইবে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন খালফ আল-হিমসী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ গোশত-রুটি, চর্বি-রুটি, দুধ-রুটি, যায়তুন তেল-রুটি ও সিরকা-রুটি ইত্যাদি হইল মধ্যম ধরনের খাদ্য।

আলী ইব্‌ন হারব আল-মূসিলী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রুটি ও চর্বি, রুটি ও দুধ, রুটি ও যায়তুন তেল, রুটি ও খেজুর এবং ইহা হইতে উন্নত ধরনের, যথা রুটি ও গোশত যাহা তোমরা খাইয়া থাক, তাহাও মধ্যম ধরনের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ মুআবিয়া হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র), আবীদা, আসওয়াদ, শুরাইহ আল-কাবী, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, হাসান, যাহহাক, আবূ রযীন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাকহূল হইতেও ইব্‌ন আবূ হাতিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা খাদ্যের পরিমাণের কথা বলা হইয়াছে। তবে খাদ্যের পরিমাণের মধ্যেও মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা) বলেন ঃ তাহাদের তৃপ্তি সহকারে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়ানো।

হাসান ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ দশজন মিসকীনকে রুটি-গোশত খাওয়ানোই যথেষ্ট। তবে হাসান আরও বলিয়াছেন, যদি রুটি-গোশত খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে রুটি-চর্বি ও দুধই যথেষ্ট। আর যদি ইহা খাওয়ানোর সামর্থ্যও না থাকে, তবে রুটি ও যয়তুনের তেল পেট ভরিয়া খাওয়াইলেও চলিবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেককে আধা সা করিয়া আটা বা খেজুর বা এই জাতীয় অন্য কিছু আহার করাইতে হইবে। এই মত হইল উমর, আলী, আয়েশা (রা) এবং মুজাহিদ, শাবী, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, ইবরাহীম নাখঈ, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, আবূ মালিক, যাহহাক, হাকিম, মাকহূল, আবূ কিলাবা ও মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) প্রমুখের।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ আটা হইলে আধা সা এবং অন্য কিছু হইলে এক সা।

আবূ বক্‌র ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এক সা খেজুর দ্বারা কাফফারা আদায় করিয়াছিলেন এবং অন্যদেরকেও ইহাদ্বারা কাফফারা দেওয়ার আদেশ করিয়াছিলেন। তবে যদি কাহারো উহা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে সে আধাসের আটা দিবে।

ইব্ন মাজাহ (র)......মিনহাল ইব্ন আমর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উমর ইব্ন আবদুল্লাহর বর্ণিত হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে সংশয় বিদ্যমান। রাবী হিসাবে তাহার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। কেননা তিনি মদ্যপায়ী ছিলেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। দারে কুতনী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস বর্জনীয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোলা) আটাসহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য সব দিতে হইবে।

ইব্ন উমর, যায়দ ইব্ন সাবিত, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, মুজাহিদ, আতা, ইকরিমা, আবূ শা'সা, কাসিম, সালিম, আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন ও যুহরী (র) প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ কসমের কাফফারা হিসাবে প্রত্যেক মিসকীনকে নবী (সা)-এর প্রদত্ত কাফফারা অনুসারে এক মুদ্দ পরমাণ দেওয়া ওয়াজিব। তবে আনুসঙ্গিক তরকারি বা অন্যান্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

ইহার প্রমাণ স্বরূপ শাফিঈ (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি রোযার সময় দিনের বেলা স্ত্রী সহবাস করিলে তিনি তাহাকে ষাটজন মিসকীনকে একটি পনের সেরী গমের থলে হইতে সমপরিমাণে গম দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রত্যেককে এক মুদ্দ করিয়া দিতে হইবে বলিয়া তিনি আদেশ করিয়াছিলেন।

ইহার সমর্থনে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই ঃ ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) কসমের কাফ্ফারা এক 'মুদ্দ' নির্ধারিত করিয়াছেন।

তবে এই সনদে নাযর ইব্ন যুরারা ইব্ন আবদুল আকরাম আল-যুহলী আল-কূফীর উপস্থিতির কারণে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া গণ্য। দ্বিতীয়ত আবূ হাতিম রাযীও এক অপরিচিত ব্যক্তি। অবশ্য ইব্ন হিব্বান (র) আবূ হাতিম রাযীকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যদিকে কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) তাহার নিকট হইতে বহু জরুরী বিষয়ে রিওয়ায়াত গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ ভাল জানেন। অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইব্ন উমর আল-উমরীও দুর্বল রাবী।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ গমের এক মুদ্দ এবং গম ব্যতীত অন্য কিছুর দুই মুদ্দ দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ أَوْ كِسْوَتُهُمْ 'অথবা তাহাদিগকে বস্ত্রদান কর।'

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ দশজনের প্রত্যেককে যদি এই ধরনের কাপড় দেওয়া হয় যাহাকে পরিধেয় বলে অর্থাৎ জামা অথবা রুমাল অথবা পাগড়ী অথবা চাদর, তবে কাফ্ফারা

আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু টুপি দ্বারা কাফফারা আদায় হইবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি অভিমত রহিয়াছে।

কেহ উহা জায়েয বলিয়া দলীল হিসাবে এই হাদীসটি পেশ করিয়াছেন ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) أَوْ كِسْوَتُهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ যদি কোন প্রতিনিধি দল তোমাদের আমীরের নিকট আসে এবং তিনি যদি তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া টুপি উপহার দেন, তবে তো তোমরা বল, তাহাদিগকে পোশাক দেওয়া হইয়াছে।

ইহার সনদে মুহাম্মদ ইব্ন যুবায়রের উপস্থিতির কারণে হাদীসটি দুর্বল হিসাবে গণ্য। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফিরাইনীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলার নামাযের জন্য যতটুকু পরিমাণ কাপড়ের প্রয়োজন, প্রত্যেককে ততটুকু পরিমাণ কাপড় দেওয়া ওয়াজিব। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া আবা অথবা পাগড়ী প্রদান করিতে হইবে। মুজাহিদ বলেন ঃ ইহার নিম্নতম পর্যায় হইল একটি কাপড় প্রদান করা এবং ইহার বেশির ব্যাপারে কোন সীমা নির্ধারিত নাই।

লাইস (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন ঃ জাঙ্গিয়া ব্যতীত যে কোন পরিধেয় দেওয়া জায়েয।

হাসান, আবূ জাফর আল-বাকির, আতা, তাউস, ইবরাহীম নাখঈ, মুহম্মদ ইব্ন আবূ সুলায়মান ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ প্রয়োজনীয় পরিধেয়ের প্রত্যেকটির একটি একটি করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পূর্ণাঙ্গ একটি পরিধেয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন বড় একটি চাদর বা আবা; তবে ওড়না, কামীস বা মহিলাদের ঘরোয়া পরিবেশে পরিধেয় 'দিবা' নামক সংক্ষিপ্ত বস্ত্র দেওয়া অবাঞ্ছনীয়। কেননা ইহার কোনটাকেই পূর্ণাঙ্গ বস্ত্র বলা হয় না।

আনসারী (র)......হাসান ও ইব্ন সিরীন হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও ইব্ন সিরীন বলেন ঃ প্রত্যেক পরিধেয় বস্ত্রের এক-এক জোড়া করিয়া দেওয়া বিধেয়।

সাওরী (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ পাগড়ী পূর্ণ মাথা ঢাকিয়া নেয় এবং আবাও পূর্ণ শরীর ঢাকিয়া নেয়।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন ঃ কসমের কাফ্ফারার জন্য প্রত্যেককে দুইটি করিয়া কাপড় দেওয়া বিধেয়।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) أَوْ كِسْوَتُهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে একটি করিয়া 'আবা' প্রদান কর। তবে হাদীসটি দুর্বল পর্যায়ের।

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ –'কিংবা একজন দাসমুক্ত করা।' আবূ হানীফা (র) ইহা দ্বারা সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ গোলাম কাফির হউক অথবা মু'মিন, যে কোন একটি আযাদ করিলেই হইবে।

ইমাম শাফিঈ (রা)-সহ আরো অনেকে বলিয়াছেন ঃ গোলাম আযাদ করার জন্য মু'মিন গোলাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারার বেলায় মু'মিন গোলাম হওয়া ওয়াজিব। লক্ষণীয় যে, এখানে কাফফারার ক্ষেত্র এক না হইলেও বিষয়টা যেহেতু কাফ্ফারা, তাই এখানেও গোলাম মু'মিন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এখানে মুআবিয়া ইব্ন হাকাম আস-সুলামীর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য। উহা মুআত্তায়ে মালিক, মুসনাদে শাফিঈ ও সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলেন ঃ তাহার প্রতি একবার গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছিল । তাই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসী নিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দাসীটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (বলিতে পার) আল্লাহ কোথায় থাকেন ? দাসীটি বলিল, তিনি আসমানে থাকেন। ইহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আপনি আল্লাহর রাসূল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি উহাকে আযাদ করিতে পার, কেননা সে ঈমানদার। অতএব বুঝা গেল, ইহা দ্বারা তিন ধরনের কসমের কাফ্ফারা অনুরূপ দাস বা দাসী দ্বারা আদায় করা জায়েয।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এখানে কাফ্ফারা আদায়ের জন্য প্রথমে সহজ হইতে ধীরে ধীরে কাঠিন্যের বর্ণনা দিয়াছেন। অর্থাৎ বস্ত্র দেওয়ার চাইতে খানা খাওয়ান কিছুটা সহজ এবং গোলাম আযাদ করার চইতে বস্ত্র দেওয়া আরও সহজ। মোট কথা সহজ হইতে কাঠিন্যের একটা চমৎকার ধারা এখানে বর্ণনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি এই ধরনের কাফ্ফারা একটিও আদায় করিতে সক্ষম নহে, সে তিনদিন রোযা রাখিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ 'যাহার সামর্থ্য নাই, সে তিন দিন রোযা রাখিবে।'

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন যুবায়র ও হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যাহার নিকট তিন দিরহাম থাকিবে, সে মিসকীনদিগকে খানা খাওয়াইবে অথবা রোযা রাখিবে।

কোন কোন পূর্বসূরী ফকীহ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যাহার নিকট দৈনন্দিন ব্যয়ভার বহন করার পর কাফ্ফারা আদায় করার অর্থ না থাকিবে, তাহার জন্য রোযা রাখা জায়েয।

ইব্ন জারীর (র) এই কথাও বলিয়াছেন যে, যাহার নিকট তাহার ও তাহার পরিবার-পরিজনের ব্যয় বহন ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ না থাকে, সে রোযা রাখিতে পারিবে।

এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখা কি ওয়াজিব, না মুস্তাহাব ? অথবা বিরতি দিয়া রোযা রাখিতে পারিবে, কি পারিবে না ?

এই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। এক, বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিকের কথাও ইহা। কেননা فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ আয়াতে নির্দিষ্ট না করিয়া সাধারণভাবে রোযা রাখার কথা বলা হইয়াছে। তাই ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিরতিসহ বা বিরতিহীন

উভয়ভাবে রোযা রাখা বৈধ। যেমন রমযানের রোযা কাযা করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ 'অন্যান্য দিনে ইহা আদায় করিবে।'

তবে ইমাম শাফিঈ (রা) বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা ওয়াজিব বলিয়াও একস্থানে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হানাফী ও হাম্বলীদের কথাও ইহা। কেননা উবাই ইব্‌ন কা'ব প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারা এই আয়াতাংশ এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ অর্থাৎ 'যাহার সামর্থ্য নাই, সে একাধারে তিন দিন রোযা রাখিবে।' আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ইব্‌ন আবূ ইসহাক, শা'বী ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবরাহীম (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের পঠনে فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ রহিয়াছে।

আ'মাশ (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের শিষ্যরাও এইরূপে পাঠ করিতেন। তবে এই হাদীসটি মুতাওয়াতির নয়। উহা যে খবরে ওয়াহিদ ও বিশেষ সাহাবীর গবেষণামাত্র, এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই। ফলে হাদীসটি মারফূ পর্যায়ের।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন কাফ্‌ফারার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি স্বাধীনভাবে যে কোন একটি গ্রহণ করিত পারি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, তোমরা এখন ইচ্ছামত গোলাম আযাদ করিতে পার কিংবা বস্ত্র দান করিতে পার অথবা মিসকীন খাওয়াইতে পার। তবে যে ইহার একটিরও সামর্থ্য না রাখিবে, সে একাধারে তিনদিন রোযা রাখিবে। এই হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ 'তোমরা শপথ করিলে ইহাই তোমাদের শপথের কাফ্‌ফারা।' অর্থাৎ ইহা হইল শপথের শরী'আতসম্মত কাফফারা।

وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ 'তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করিও।'

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল কাফ্‌ফারা ব্যতীত শপথ না ভাঙ্গা।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِه –'এইভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।'

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ –'যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

(৯০) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

(৯১) اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ○

(٩٢) وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ○

(٩٣) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ○

৯০. "হে ঈমানদারগণ! শরাব, জুয়া, বলীদানের বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর অপবিত্র, উহা শয়তানের কাজ। উহা হইতে বাঁচিয়া থাক। হয়ত তোমরা কল্যাণ পাইবে।"

৯১. "শয়তান তোমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও জিঘাংসার সৃষ্টি করিতে চায় শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে, আর তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকর ও সালাত হইতে ফিরাইয়া রাখে। তবুও কি তোমরা বিরত হইবে না ?"

৯২. "এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা উহা হইতে ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব শুধু তোমাদিগকে সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া।"

৯৩. "যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও ভাল কাজ করিয়াছে, তাহারা যাহা খাইয়াছে তাহার পাপ ধরা হইবে না। যদি তাহারা সতর্ক হয়, ঈমান আনে ও নেককাজ করে; অতঃপর যদি মুত্তাকী হয় ও ইয়াকীন রাখে; পুনরায় যদি সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলকে ভালবাসেন।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদিগকে মদ্যপান ও জুয়াবাজী করিতে বারণ করিয়াছেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ পাশা খেলাও এক ধরনের জুয়া।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আলী (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সুফিয়ান হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জুয়াই অবাঞ্ছিত, হউক তাহা শিশুদের বাজীখেলা কিংবা মার্বেল খেলা।

রাশেদ ইব্‌ন সা'দ ও সামুরা ইব্‌ন হাবীব হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, শিশুদের বাজী ধরিয়া পাশা এবং ঘুঁটি খেলাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে নাফে ও মূসা ইব্‌ন উকবা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, প্রত্যেক জুয়াই 'মায়সার'-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক বলেন ঃ মায়সার-এর অর্থ হইল জুয়া। ইসলাম আসার পূর্বে জাহিলদের মধ্যে জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ এই নৈতিকতা বিধ্বংসী খেলার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

মালিক (র) দাঊদ ইব্ন হাসীন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াবের নিকট শুনিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগে জুয়ার মাধ্যমে দুইটি বকরীর গোশ্ত একটি বকরীর গোশতের বিনিময়ে বিক্রি হইত।

আ'রাজ হইতে যুহরী বলেন ঃ জুয়া হইল পাশা খেলার মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ অধিকারে আনা।

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বলেন ঃ যে খেলা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং নামায হইতে বিরত রাখে, তাহাই জুয়া।

এই সকল রিওয়ায়াত ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম......আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা প্রচলিত 'কাআব' খেলা হইতে নিবৃত্ত থাকত। উহাতে ঘুঁটির চালের মাধ্যমে ভাগ্যফল নির্ধারণ করা হয়। কেননা ইহা জুয়া।

হাদীসটি দুর্বল। তবে এই হাদীসটিতে জুয়া খেলার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। সে সম্পর্কে বুরায়দা ইব্ন হাসীব আল-আসলামীর সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে 'কাআব' খেলিবে, সে শূকরের রক্ত দ্বারা নিজের হস্ত রঞ্জিত করিবে।"

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইব্ন মাজাহ, আবূ দাঊদ, আহমদ ও মালিক বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে কাআব খেলিবে, সে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে নাফ্রমানী করিবে।

আবূ মূসা (রা) হইতে মওকূফ সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব এই বিষয়ে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কা'আব খেলার পর নামায পড়ার লোকের উপমা হইল সেই ব্যক্তি, যে অপবিত্র দুর্গন্ধময় শূকরের রক্তদ্বারা উযূ করিয়া নামাযে দাঁড়াইল।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ পাশা খেলা তাস খেলা অপেক্ষা জঘন্য।

আলী (রা) বলেন ঃ পাশা খেলা জুয়ায় অন্তর্ভুক্ত। ইহার ভিত্তিতে ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ প্রমুখ পাশা খেলা হারাম বলিয়াছেন। তবে ইমাম শাফিঈ এই খেলাকে শুধু মাকরূহ বলিয়াছেন।

হাসান, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, আতা, মুজাহিদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ 'আনসাব' সম্পর্কে বলেন ঃ উহা এমন একখানা পাথর যাহার উপর উৎসর্গকৃত জন্তু যবেহ করা হয়।

'আযলাম' সম্পর্কেও তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ উহা এমন কতগুলি শর যাহা নিক্ষেপ করিয়া ভাগ্য নির্ণয় করা হয়। এই সকল রিওয়ায়াত ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ 'অর্থাৎ 'ইহা ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ শয়তানের জঘন্য কাজগুলির মধ্যে ইহাও একটি।

সাঈদ ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ ইহা পাপ কাজ।

যায়দ ইব্ন আসলাম বলেন ঃ ইহা শয়তানের নিন্দনীয় কাজের মধ্যে গণ্য।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاجْتَنِبُوْهُ 'সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর।' ইহার 'হু' যমীর رِجْسٌ -এর সহিত সম্পৃক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ঘৃণ্য বস্তু বর্জন কর।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।' ইহা দ্বারা সৎকাজের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

অর্থাৎ 'শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে! তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না ?' ইহা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা হুমকী ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

মদ হারাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তিনবার মদ হারাম করা হইয়াছে। প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীরা মদ্যপান করিত এবং জুয়ালব্ধ মাল ভক্ষণ করিত। অতঃপর তাহারা এতদুভয়ের বৈধতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমার নিকট মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বল যে, উহাতে উপকার আছে বটে, কিন্তু অপকারই বেশি।'

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বলিতে থাকে যে, ইহাতে তো কম উপকার ও বেশি অপকারের কথা বলা হইয়াছে, নিষেধ তো করা হয় নাই। তাই ইহার পরও তাহারা মদ্যপান করিতে থাকে। তখন একদিন এক মুহাজির সাহাবী মাগরিবের নামাযে সূরা পড়িতে গিয়া উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়িবে না; যতক্ষণে তোমাদের নেশা না কাটিবে এবং ইহা না বুঝিবে যে, তোমরা কি বলিতেছ।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতেও সুস্পষ্টভাবে বারণ করার নির্দেশ না থাকার কারণে উহারা একটু থামিয়া আবার পুরাদমে মদপান করিতে শুরু করে এবং একদিন এক ব্যক্তি পূর্বের মত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযে রত হইলে আল্লাহ তা'আলা কঠোর ও স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেন ঃ

يٰا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাহাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হইতে পার।'

এই আয়াত নাযিল হইলে সাহাবারা সকলে বলেন, হে আমাদের প্রভু! এই মুহূর্তে আমরা মদ ও জুয়াসহ সকল নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিলাম।

অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ রাসূল! যাহারা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের পূর্বে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ও স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অথচ তাহারা মদ ও জুয়ায় অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের অবস্থা কি হইবে ?

ইহার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا اِذَا مَا اتَّقُوْا وَاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا لصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقُوْا وَاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই। যদি তাহারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে, পুনরায় সাবধান হয় ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদিগকে ভালবাসেন।'

হুযূর পাক (সা)-ও তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ যদি তাহাদের জীবদ্দশায় ইহা নিষিদ্ধ করা হইত তবে তাহারাও ইহা বর্জন করিত, যেমন তোমরা বর্জন করিয়াছ। একমাত্র আহমদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রথম যখন মদের নিন্দাসূচক আয়াত নাযিল হয়, তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যাপারটি আমাদিগকে স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যাসহ বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা বাকারার এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, উহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশি।'

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকাইয়া তাঁহাকে উহা পাঠ করিয়া শুনাইলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি মদ সম্পর্কে আমাদিগকে আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিন। অতঃপর সূরা নিসার এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى

অর্থাৎ 'হে ঈমানদার সকল! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যাইবে না।'

তাই নামাযের আযানের পর সকলে নামাযের জন্য আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) সকলকে জানাইয়া দেন ঃ তোমরা নেশাগ্রস্ত হইয়া কেহ নামাযে আসিবে না।

অতঃপর উমর (রা)-কে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। তখন উমর (রা) আবারো বলেন, হে আল্লাহ! আমাদিগকে এই সম্পর্কে সাফ সাফ করিয়া বলিয়া দিন।

অতঃপর সূরা মায়িদার এই আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে ডাকাইয়া উহা পাঠ করিয়া শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উহা পড়িয়া فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ (তবু কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না) এই পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন উমর (রা) বলিয়া ওঠেন; আমরা নিবৃত্ত হইলাম, আমরা উহা বর্জন করিলাম।

নাসাঈ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র)......উমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি পাওয়া যায় না। আবূ যুরাআ বলেন, ইহার সনদে সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু আলী ইব্‌ন মাদীনী ও তিরমিযী ইহাকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সহীদদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিম্বারে উঠিয়া ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ হে লোক সকল! মদ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং আংগুর, খেজুর, মধু, গম ও যব, এই পাঁচ বস্তু দ্বারা মদ তৈরি হয়। মদ উহাকে বলে যাহা পান করিলে মানুষের জ্ঞান লোপ পায়।

ইমাম বুখারী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ শরাব হারাম সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাযিল হয়, তখন মদীনায় পাঁচ ধরনের মদ প্রচলিত ছিল কিন্তু তাহার মধ্যে আংগুরের মদ ছিল না।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ মদ সম্পর্কে তিনটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব প্রথম يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। তখন অনেকে ধারণা করিয়া নেয় যে, মদ হারাম করা হইয়াছে। কিন্তু কতক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে ইহা দ্বারা উপকৃত হইবার অনুমতি দিন। কেননা এই আয়াতে মদ্য পানের অবকাশ রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি নীরব হইয়া যান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى এই আয়াতটি নাযিল করেন। ইহার পর হইতে মদপান হ্রাস পায়। কিন্তু কিছুদিন পর সকলে আবার পুরাদমে মদ্যপান শুরু করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা নামাযের সময় মদ্যপান না করিলেই তো চলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ কোন উত্তর না দিয়া নীরব থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.... হইতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ পর্যন্ত আয়াত দুইটি নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন, মদ হারাম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......কা'কা' ইব্‌ন হাকীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালা বলেন ঃ মদ বিক্রয় সম্পর্কীয় এক প্রশ্নের জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বনী সাকীফ অথবা বনী দাওস গোত্রের এক বন্ধু মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপঢৌকন স্বরূপ দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ ওহে! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ, তা'আলা মদ হারাম করিয়াছেন ? ইহা শুনিয়া লোকটি তাহার গোলামকে বলিল, যাও, ইহা বিক্রি করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ ওহে! তুমি উহাকে কি বলিলে ? লোকটি বলিল, আমি উহাকে মদ বিক্রি করিয়া দিতে বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যিনি মদ্যপান করা হারাম করিয়াছেন, তিনি ইহার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর লোকটি তাহার গোলামকে মদের বোতলটি শহরের বাহিরে নিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য আদেশ করে।

মুসলিম (র)......যায়দ ইব্‌ন আসলাম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য একটি সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্‌ন সাঈদ হইতে সুলায়মান ও ইব্‌ন ওয়াহাবও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই উভয় সূত্রই ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়ালার সনদ সংশ্লিষ্ট। উর্ধ্বতন সূত্রে কুতায়বা হইতে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা......তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন ঃ তিনি প্রত্যেক বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল করিয়া মদ উপহার স্বরূপ প্রদান করিতেন। মদ হারাম হওয়ার পরে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ (সা) উহা দেখিয়া বলেন, মদ যে হারাম করা হইয়াছে তাহা তুমি জান কি ? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহা হইলে আমি উহা বিক্রি করিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাই ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ পাক ছাগল ও গরুর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা চর্বি জ্বাল দিয়া ডালডা করিয়া বিক্রি করিত এবং আর তাহারা নিজেরাও উহা খাইত। আল্লাহ্‌র কসম! মদ কিংবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সবই হারাম।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুর রহমান ইব্‌ন গুনম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন গুনম বলেন ঃ "তামীম দারী প্রতি বৎসর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক বোতল মদ উপহার স্বরূপ দিতেন। সেমতে যে বৎসর মদ হারাম করা হয়, সেই বৎসরও তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এক বোতল মদ নিয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহা দেখিয়া মুচকি হাসিয়া বলেন ঃ এবারে যে মদ হারাম করা হইয়াছে সে খবর তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে কি ? ইহা শুনিয়া তামীম দারী বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহা হইলে কি আমি উহা বিক্রি করিয়া উহার অর্থ অন্য কাজে লাগাইতে পারি না ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ পাক গরু এবং বকরীর চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উহা ডালডা বানাইয়া বিক্রি করিত এবং উহার অর্থ নিজেদের কাজে ব্যয় করিত। শোন, মদ হারাম এবং মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থও হারাম। এইভাবে তিনি তিনবার বলেন।

ইমাম আহ্‌মদ (র)......নাফে ইব্‌ন কায়সান হইতে বর্ণনা করেন যে, নাফে ইব্‌ন কায়সান বলেন ঃ তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় মদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মদ নিয়া আসেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া

বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার জন্য উন্নতমানের এক বোতল মদ নিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলেন ঃ হে কায়সান! তোমার চলিয়া যাওয়ার পরে মদ হারাম করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহা হইলে আমি ইহা বিক্রি করিয়া ফেলি ? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মদ ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হারাম করিয়াছেন। কায়সান ইহা শুনিয়া মদের পাত্রগুলি বাহিরে নিয়া পদাঘাত করিয়া ভাংগিয়া ফেলেন এবং মদগুলি মাটিতে গড়াইয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ একদা আমি, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ, উবাই ইব্‌ন কা'ব ও সুহায়ল ইবনে বায়যা সহ বেশ কয়েকজন সাহাবী আবূ তালহার ঘরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছিলাম। এমন সময়ে জনৈক সাহাবী আসিয়া আমাদিগকে বলেন, মদ যে হারাম করা হইয়াছে, তাহা তোমরা কি জান ? তখন আমাদের কেহ কেহ তাহাকে বলিলেন, তোমার কথার সত্যতা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বাকী সকলে বলিলেন, ঠিক আছে, আমরা আর মদ্যপান করিব না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা মদ স্পর্শ করিব না। উল্লেখ্য যে, আমরা যে মদপান করিতেছিলাম, তাহা ছিল খেজুর ও যবের।

এই হাদীসটি আনাস (রা) হইতে অন্য সূত্রে সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে।

সাবিত ও হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ অন্য রিওয়ায়াতে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ যে দিন মদ হারাম করা হয় সেদিন আমরা বেশ কয়েকজনে মিলিয়া আবূ তালহার ঘরে বসিয়া মদপান করিতেছিলাম। মদগুলি ছিল খেজুর ও যব দ্বারা তৈরি খুবই উন্নত ধরনের। এমন সময় বাহিরে কোন আহ্বানকারী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চস্বরে কি যেন বলিতেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, আমি আহ্বানের উচ্চ আওয়াজ শুনিয়া বাহির হইলাম। তখন শুনিলাম যে, আহ্বানকারী বলিতেছেন, খবরদার! মদ হারাম করা হইয়াছে। লক্ষ্য করিলাম যে, মদীনার অলিগলি দিয়া প্রস্রবণ ধারার মত মদ প্রবাহিত হইতেছে। তখন আবূ তালহা আমাকে বলেন, তুমি বাহির হও, আমি আমার মদের পাত্রগুলি ভাংগিয়া ফেলিব। এই বলিয়া তিনিও তাহার মদের মটকিগুলি ভাংগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। তখন কেহ কেহ এই কথা বলিতেছিলেন যে, অমুক অমুক তো মদ হারাম হওয়ার পূর্বে পেটে মদ নিয়াই নিহত হইয়াছে (তাহাদের অবস্থা কি হইবে) ? তাহাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

ইব্‌ন জারীর (র)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ আমি, আবূ তালহা, আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ, আবূ দুজানা, মুআয ইব্‌ন জাবাল ও সুহায়ল ইব্‌ন বায়যা প্রমুখ মিলিয়া মদ্যপান করিতেছিলাম। যব ও খেজুরের মদের ক্রিয়ায় আমাদের মাথা টলিতেছিল। এমন সময় শুনিতে পাই, কে যেন ঘোষণা করিতেছিলেন, সাবধান! মদ হারাম করা হইয়াছে। তখন আমাদের নিকট আগমন ও

প্রস্থানকারী প্রত্যেকেই মদের বোতলগুলি ভাংগিতে থাকে। অতঃপর কেহ উযূ করিল, কেহ গোসল করিল, কেহ উম্মে সলীমের নিকট হইতে আতর নিয়া মাখিতেছিল। ইহার পর আমরা মসজিদের দিকে যাত্রা করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে বসিয়া পড়িতেছিলেন ঃ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ

ইহা শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যাহারা ইহার পূর্বে মদ্যপ অবস্থায় মারা গিয়াছে, তাহাদের অবস্থা কি হইবে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অতঃপর লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ইহা আনাসের নিকট শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। কেহবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা শুনিয়াছেন ? তিনি জবাবে বলেন, হ্যাঁ। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যিনি বলিয়াছেন তিনি মিথ্যা কথা বলেন না এবং আমিও মিথ্যা বলি নাই। উপরন্তু মিথ্যা কাহাকে বলে তাহাই আমি জানি না।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার প্রভু মদ, পাশা, তাড়ী, চায়না শরাব, মোট কথা যাহা পান করিলে নেশা হয়, উহা সমুদয় হারাম করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের প্রতি মদ, জুয়া, যবের শরাব, পাশা, তাড়ী ইত্যাদি হারাম করিয়াছেন। তবে তিনি আমার প্রতি বিতরের নামায ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। ইয়াযীদ বলেন, এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে আমার প্রতি এমন কোন কথা আরোপ করিবে যাহা আমি বলি নাই, সে তাহার বাসস্থান জাহান্নামে বানাইয়া নিবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরও বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মদ, জুয়া, পাশা ও চীনা নেশাসহ সকল ধরনের নেশা হারাম করিয়াছেন। একমাত্র আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মদের সহিত জড়িত দশ ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ। যথা ঃ মূল মদ, মদ্যপায়ী, মদ পরিবেশক, বিক্রেতা, ক্রেতা, মদ উৎপাদনকারী কর্মচারী, মদ উৎপাদক, পরিবাহক, মদ আমদানীকারক ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী– এই সকল ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ।

ওয়াকীর সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ ও আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উটের খামারের দিকে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার সোজাসুজি ডান পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকি। এমন সময় আবূ বকর (রা) তাঁহার সম্মুখ দিক হইতে আসিতে থাকিলে আমি তাঁহার জন্য একটু সরিয়া দাঁড়াই। তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ডান পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকিলে আমি তাঁহার বাম পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা) আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইলে আমি পিছনে পিছনে এবং উমর (রা) তাঁহার বাম পার্শ্ব হইয়া হাঁটিতে থাকেন। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) খামারে গিয়া পৌঁছান। সেখানে তিনি খামার ঘরের এককোণে শরাব ভর্তি চামড়ার একটা মশক দেখিতে পান। ফলে তিনি আমাকে ডাকিয়া হাতে একটি চাকু দিয়া বলেন, তুমি চাকু দিয়া ঐ মশকটা ফাড়িয়া ফেল। তাঁহার আদেশমত আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ মদ, মদ্যপ, মদ পরিবেশক, মদ বিক্রির কর্মচারী ও মালিক, মদের বাহক, আমদানীকারক, মদ তৈরির প্রকৌশলী, কারিগর ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভক্ষণকারী সকলে অভিশপ্ত।

ইমাম আহমদ (র)......যামুরা ইব্‌ন হাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, যামুরা ইব্‌ন হাবীব বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটা চাকু নিয়া আসার জন্য আদেশ করিলে আমি একটা চাকু নিয়া আসি। তিনি চাকুটা আমার হাত হইতে নিয়া মদভর্তি একটা মশক ফাড়িয়া ফেলেন। অতঃপর চাকুটা আমার হাতে দিয়া বলেন, মদের সকল মশক চাকু দ্বারা ফাড়িয়া ফেল। আমি তাহাই করিলাম।

অতঃপর তিনি সাহাবীদিগকে নিয়া মদীনার বাজারে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিল সদ্য সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত বহু মশকভর্তি মদ। ইহা দেখিয়া তিনি আমার হাত হইতে চাকুটি নিয়া সেখানে যত মশক ছিল, সবগুলি ফাড়িয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি চাকুটা আমার হাতে দেন এবং সাহাবীগণকে আমার সযোগিতা করার নির্দেশ দিয়া বলেন, ঃ এই বাজারের প্রত্যেকটি মদের মশক ফাড়িয়া দিবে, একটি মশকও যেন বাকী না থাকে। আমি তাহাই করিলাম।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহব (র)......সাবিত হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবিত বলেন, তাঁহাকে ইয়াযীদ আল-খাওলানী বলিয়াছেন, আমার চাচা মদের ব্যবসা করিতেন। তিনি ছিলেন খুবই সৎ। আমি তাহাকে নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি আমার নিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না। ইহার পর আমি মদীনায় গেলে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে মদ ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, মদও হারাম এবং উহার অর্থও হারাম। অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদী! তোমাদের পরে যদি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার অবকাশ থাকিত এবং যদি অবকাশ থাকিত তোমাদের নবীর পরে কোন নবীর আগমনের, তাহা হইলে সেই গ্রন্থে তোমাদের অপকর্মসমূহ বিবৃত হইত যেমন তোমাদের গ্রন্থে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অপকর্মসমূহ বিবৃত রহিয়াছে। তাই তোমাদের অপকর্মসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত চাপা থাকিয়া গেল। অথচ তোমাদের অপকর্মগুলি উহাদের চেয়েও জঘন্য বলিয়া মনে হয়।

সাবিত বলেন, ইহার পর আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকেও মদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন, তোমাকে আমি মদ সম্পর্কে বলিতেছি। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মসজিদে বসিয়া ছিলাম। হুযূর (সা) হেলান দিয়া বসা ছিলেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, তোমাদের যাহার নিকট মদ আছে তাহা এইখানে নিয়া আস। ফলে তাহারা গিয়া কেহ নিয়া আসিল মদের মশক, কেহ নিয়া আসিল মদের বোতল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহাদের সকলকে বলেন ঃ যাহার যাহার বাড়িতে মদ আছে তোমরা তাহা নিয়া আসিয়া 'বাকিআ' নামক স্থানে জমা করিয়া আমাকে সংবাদ দিও। তাহারা সেখানে সকল মদ জমা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দিলে তিনি উঠিয়া দাঁড়ান। আমিও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে ডাঁহার ডান পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে থাকি। তিনি আমার উপর ভর করিয়া হাঁটিতে থকেন। ইতিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আসিয়া আমার স্থান দখল করিলে আমি তাঁহার বাম পার্শ্ব দিয়া হাঁটিতে থাকি। অতঃপর উমর (রা)-ও আসিয়া আমাদের সঙ্গী হন এবং তিনি হুযূর (সা)-এর বাম পার্শ্বে হাঁটিতে থাকিলে আমি তাঁহাদের পিছনে পিছনে হাঁটিতে থাকি। অতঃপর হুযূর (সা) সেখানে গিয়া পৌঁছিয়া উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তোমরা জান ইহা কি ? সকলে বলিল, হ্যাঁ জানি হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা মদ। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআ'লা মদ, মদ প্রস্তুতকারক, মদ ব্যবসায়ী, মদ পানকারী, মদ পরিবেশক, মদ বহনকারী, মদ আমদানীকারক, মদ বিক্রয়কারী, মদ ক্রেতা ও মদের অর্থ ভক্ষণকারীর উপর অভিসম্পাত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি একটা চাকু চাহিয়া পাঠান। চাকু আনা হইলে তিনি বলেন, চাকুটি ধারালো কর। অবশেষে তিনি উহা হাতে নিয়া প্রত্যেকটি মশক ফাড়িয়া দেন। তখন কোন কোন লোক বলিতে থাকে, ইহাতে উপকারও তো ছিল। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র ভয়ে এই কাজটা খুব তড়িঘড়ি করিয়া শেষ করিলাম। কেননা মদের উপর আল্লাহ্‌র আক্রোশ। তখন উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! চাকুটি আমাকে দিন। আমিই মশকগুলি ফাড়িয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ না (আমার নিজের হাতে আমি এই কাজ সমাপন করিব)।

ইব্‌ন ওয়াহবসহ অনেকে এই ঘটনাটি আরো বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বায়হাকী (র) উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী (র)......সা'দ হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ (রা) বলেন ঃ মদ সম্পর্কে চারটি আয়াত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, জনৈক আনসার আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য এই ঘটনাটি মদ হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটিয়াছিল। সেখানে আমরা খানাপিনার পরে খুব করিয়া মদ্যপান করি। ফলে আমাদের মধ্যে উন্মাদনা দেখা দেওয়ায় আমরা অপরের উপর নিজেকে প্রাধান্য দিতে থাকি। অর্থাৎ আনসাররা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ আর কুরায়শরা বলিতে থাকে আমরা শ্রেষ্ঠ। এই বাক-বিতণ্ডার এক পর্যায়ে জনৈক আনসার একটি পাত্র তুলিয়া আমার নাকের উপর নিক্ষেপ করে। ফলে আমার নাকের হাড়

ভাংগিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াতটি فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত নাযিল হয়। শু'বার সূত্রে মুসলিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বায়হাকী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুই দল আনসারের মধ্যে হাতাহাতির কারণে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হইয়াছে। তাহারা উভয় দল একত্রে অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করিয়া হুঁশ হারাইয়া ফেলে এবং বেশ উত্তেজিত হইয়া উঠে। ফলে এক পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। তাই তাহাদের কেহ পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কাহারো চেহারা যখম হয়, কেহ মাথায় আঘাত পায় এবং কাহারো দাড়ি কয়েক গোছা উঠিয়া যায়। তাহারা প্রকৃতিস্থ হওয়ার পরে বলিতে থাকে, অমুক আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তাহার মনে আমার প্রতি কোন ভালবাসাই নাই। কেহ বলিতে থাকে, আল্লাহ্‌র কসম! আমার প্রতি যদি কাহারো অন্তরে এতটুকু ভালবাসা থাকিত তবে কি আমার এই অবস্থা হইত ? উল্লেখ্য, এই উভয় দলের পরস্পরের মধ্যে বিপুল হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরে তাহারা একে অপরকে সন্দেহ করিতে থাকে। এমনকি তাহাদের মধ্যে এই তুচ্ছ ঘটনা নিয়া চরম বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। অতঃপর এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ আয়াতটি فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত নাযিল করেন। তখন লোকেরা বলিতে থাকে, আসলেই ইহা ঘৃণ্যবস্তু। কিন্তু ইহার পূর্বে এই ঘৃণ্যবস্তু পেটে নিয়া যাহারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ, 'যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

ইমাম নাসাঈ (র)......হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল হইতে স্বীয় সংকলনের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ বুরায়দার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বুরায়দার পিতা বলেন ঃ একদা আমরা একটা টিলার উপর বসিয়া মদপান করিতেছিলাম। আমরা সংখ্যায় ছিলাম তিন কি চারজন। আমরা মদের মশক সামনে নিয়া এক-এক করিয়া খুব পান করিলাম। অতঃপর উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে গেলাম। তাঁহাকে আমি সালাম দিলাম। আর তখনই মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হইতেছিল। অর্থাৎ সেই সময় يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ হইতে فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ পর্যন্ত এই আয়াত দুইটি নাযিল হয়। তৎক্ষণাৎ আমি আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়া তাহাদিগকে ইহা পড়িয়া শুনাই। তখন তাহাদের কাহারো হাতে ছিল পানপাত্র, কেহ পান করিতেছিল ও পানপাত্রে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে এবং কাহারো ঠোঁটে তাজা মদ লাগিয়া রহিয়াছে। আমার মুখে এই আয়াত শুনিয়া যেই অবস্থায় যে ছিল, সেই অবস্থায় মদ ত্যাগ করিল এবং সকলে বলিল, হে আমাদের প্রভু! আমরা মদ বর্জন করিলাম।

ইমাম বুখারী (র)......জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন সকালে সাহাবীরা মদ্যপান করেন এবং সেই যুদ্ধে তাঁহাদের অনেকে শহীদ হইয়া যান। ইহা মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর আল-বাযযার (র) স্বীয় মুসনাদে......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ উহুদের যুদ্ধের পূর্বে অনেক সাহাবী মদ্যপান করিয়াছিল এবং তাহাদের অনেকে শাহাদত বরণ করিয়াছিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইয়াহূদীরা বলিতে থাকে যে, মদ যদি হারাম হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহারা পেটে মদ নিয়া (উহুদের যুদ্ধে) নিহত হইয়াছিল, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তাই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনে ও নেককাজ করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

রাবী বলেন, ইহার সনদসমূহ বিশুদ্ধ, তবে মূল হাদীসের কিছু অংশ দুর্বল বলিয়া মনে করা হয়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র)......বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ যখন মদ নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয় তখন অনেকে বলিতে থাকে, সেই সকল মদ্যপের অবস্থা কি হইবে যাহারা মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মারা গিয়াছে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

শু'বা হইতে পর্যায়ক্রমে গুন্দুর, বিন্দার ও তিরমিযীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী (র).......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ মুসলমানদের জনৈক ব্যক্তি মদ বিক্রির জন্য খায়বার হইতে মদ নিয়া মদীনায় আসিতেছিল। সে মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলে জনৈক মুসলমান তাঁহাকে বলিল, ওহে! মদ তো হারাম করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি একটা টিলার উপর নিয়া কাপড় দিয়া উহা ঢাকিয়া রাখে। ইহার পর সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্র রাসূল! সত্যই কি মদ হারাম করা হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলিল, তাহা হইলে আমি উহা বদলাইয়া অন্য মাল নিয়া আসি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ না, তাহাও হয় না। লোকটি বলিল, আমার এই ব্যবসার মধ্যে এমন একটি ইয়াতীমের পুঁজি রহিয়াছে যে আমার তত্ত্বাবধানে পালিত হইতেছে। এই কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বাহরাইন হইতে যখন আমাদের মালের বহর আসিবে, তখন তুমি আমার নিকট আসিও। তাহা হইতে আমি তোমাকে তোমার ইয়াতীমের পুঁজির পরিমাণ মাল দিয়া দিব। অতঃপর আবার মদীনাবাসীকে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। তখন জনৈক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি মদের মশকগুলি কাজে লাগাইতে পারিব ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমরা মশকগুলির মুখ খুলিয়া মদ ফেলিয়া দাও। তখন (মদীনায়) এত পরিমাণ মদ ঢালা হইয়াছিল যে, নীচু স্থানে মদ জমিয়া গিয়াছিল। এই হাদীসটি দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম শিশুর মীরাসী সূত্রে প্রাপ্ত মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ সব মদ প্রবাহিত কর। আবূ তালহা বলিলেন, উহা ফেলিয়া না দিয়া সিরকা বানাইলে কেমন হয় ? তিনি বলিলেন, না (তাহাও চলিবে না)। সাওরীর সূত্রে ইহা তিরমিযী, আবূ দাউদ ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

–আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এই কথা তাওরাতেও বর্ণিত রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সত্য নাযিল করিয়াছেন, মিথ্যা অপসারিত করিয়াছেন এবং বরবত, সেতারা, সারিন্দা, ঢোল ও নমূরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাতিল করিয়াছেন। আল্লাহ্র কসম! মদ হারাম করার পর যে ব্যক্তি উহা পান করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাকে পিপাসার্ত রাখিবেন। আর যে মদ্যপায়ী মদ হারাম হওয়ার পর উহা বর্জন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশেতের পবিত্র প্রস্রবণধারার শরাব পান করাইবেন। এই রিওয়ায়াতটির সনদ বিশুদ্ধ।

আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহব (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তাহাদের যদি নেশাগ্রস্ত হওয়ার কারণে এক ওয়াক্ত নামায তরক হইয়া যায়, তাহা হইলে সে যেন তাহার নিকট কুক্ষিগত পৃথিবীর সকল সম্পদ হারাইয়া ফেলিল। আর কেহ যদি নেশাগ্রস্ত হইয়া একাধারে চার ওয়াক্ত নামায তরক করে, তাহা হইলে তাহার উপযুক্ত খাদ্য হইল 'তীনাতুল খিবাল'। তখন প্রশ্ন করা হইল, 'তীনাতুল খিবাল' কি ? তিনি বলিলেন ঃ জাহান্নামীদের শরীর হইতে বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। আমর ইব্ন শুআইবের সূত্রে আহমদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মদই নেশাদার এবং প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম। তাই যে ব্যক্তি নেশার দ্রব্য পান করিবে, তাহার চল্লিশ দিনের নামায বরবাদ হইয়া যাইবে। তবে সে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার তাওবা কবূল করিবেন। এইভাবে সে চতুর্থবার নেশা পান করিলে তাহাকে 'তীনাতুল খিবাল' খাওয়ানোর অধিকার আল্লাহ্র রহিয়াছে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'তীনাতুল খিবাল' কি ? তিনি বলিলেন ঃ জাহান্নামীদের শরীর হইতে বিগলিত রক্ত ও পুঁজ। তেমনি যে ব্যক্তি হালাল-হারাম সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত কোন শিশুকে নেশা পান করাইবে, তাহাকেও 'তীনাতুল খিবাল' খাওয়ানোর অধিকার আল্লাহ্র রহিয়াছে। একমাত্র আবূ দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শাফিঈ (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্যপান করিয়া তাওবা না করিবে, পরকালে সে উহা ভোগ করা হইতে বঞ্চিত থকিবে। মালিকের সূত্রে মুসলিম ও বুখারী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম (র).....ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম। তাই যে মদ্যপায়ী ব্যক্তি তওবা না করিয়া মৃত্যু বরণ করিবে, সে পরকালে শরাব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

ইব্ন ওয়াহব (র)......আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি তাকাইবেন না। এক. পিতামাতার অবাধ্য সন্তান; দুই. মদ্যপায়ী; তিন. সেই ব্যক্তি যে উপকার করিয়া উপকারীকে খোঁটা দেয়।

আমর ইব্ন মুহাম্মদ আল উমরীর সূত্রে নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকার করিয়া প্রশংসার প্রত্যাশী, মাতাপিতার নাফরমান ও মদ্যপ এই তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

মুজাহিদ হইতে আহমদ এবং মারওয়ান ইব্ন শুজা'ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সনদে নাসাঈও...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপায়ী, প্রশংসার প্রত্যাশী উপকারী এবং অবৈধ মিলনের সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ইয়াযীদও.......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

গুন্দুর প্রমুখ......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উপকারের খোঁটাদাতা, পিতামাতার নাফরমান সন্তান ও মদ্যপ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

যুহরী......আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম বলেন ঃ তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, তিনি উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা উহা অন্যায় ও অপবিত্রতার উৎস। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বলেন ঃ

তোমাদের পূর্বযুগে এমন একজন আল্লাহওয়ালা আবিদ ব্যক্তি ছিলেন যিনি ঘরবাড়ি ও লোকালয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ইবাদত করিতেন। এক দুষ্ট মহিলার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। অতঃপর মহিলা তাহার পরিচারিকার মাধ্যমে আবিদকে এই বলিয়া ডাকিয়া পাঠাইল যে, তাহাকে কোন বিষয়ে সাক্ষী রাখা হইবে। আবিদ পরিচারিকার সহিত মহিলার বাড়ি গেলেন। তিনি যখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন যে দরজাটি অতিক্রম করিতেছিলেন, সেইটিই পিছন হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছিল। এইভাবে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করার

পর মহিলার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেই মহিলার পাশে রাখা হইয়াছিল এক হাঁড়ি মদ এবং একটি শিশু। মহিলা তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাকে কোন সাক্ষ্যের জন্য ডাকি নাই; বরং আপনাকে আমার এইখানে ডাকার উদ্দেশ্য হইল, হয় আপনি আমার সঙ্গে সহবাস করিবেন অথবা এই শিশুটিকে হত্যা করিবেন অথবা এই মদ্যপান করিবেন।

আবিদ ব্যক্তি ভাবিলেন, ইহা মধ্যে সবচেয়ে সহজ গুনাহ্ হইল মদ্যপান। তাই তিনি পাত্রে মদ নিয়া পান করিতে লাগিলেন। প্রথমবার পান করার পর নেশাগ্রস্ত হইলে তিনি পানপাত্র ভরিয়া মদ পান করিতে লাগিলেন এবং বলিতেছিলেন, ঢাল, আরো ঢাল। যখন তাহার নেশা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, তখন প্রথমে সে সেই মহিলার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে সেই শিশুটিকেও হত্যা করে।

তাই তোমরা মদ হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা মদ এবং ঈমান কখনো একত্রিত হইতে পারে না। কেউ যখন মদ্যপান করে, তখন ঈমান থাকিতে পারে না এবং যখন ঈমান থাকে, তখন সে মদ্যপান করিতে পারে না।

বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদও সহীহ্। ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া......যুহরী হইতে স্বীয় কিতাবে 'নেশার ক্ষতি' অধ্যায়ে এই রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়াতটি মারফূ'। তবে যাহারা মওকূফ বলিয়াছেন, তাহাদের কথা প্রমাণসাপেক্ষ। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সাক্ষ্য স্বরূপ সহীহদ্বয়ে বর্ণিত এই হাদীসটি উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না, চোর যখন চুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না এবং মদ্যপ যখন মদ্য পান করে, তখন সে মু'মিন থাকিতে পারে না।

আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন মদ হারাম হয় তখন লোকজন বলিতেছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের যে সকল সঙ্গী মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ্যপানে অভ্যস্ত থাকিয়া মারা গিয়াছেন, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

অর্থাৎ, 'যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহারা পূর্বে যাহা ভক্ষণ করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের কোন পাপ নাই।'

এইভাবে যখন কিব্‌লা পরিবর্তন হইয়াছিল তখন লোকজন বলিয়াছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের যে সকল ভাই কিব্‌লা পরিবর্তন হওয়ার পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িয়া মারা গিয়াছে, তাহাদের পরিণতি কি হইবে ? তখন আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদের ইবাদত বিনষ্ট করিবেন না।'

ইমাম আহমদ (র)......আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলিয়াছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ যে লোক মদ্যপান করিবে, আল্লাহ তাহার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করিবেন না।

যদি সে এই সময়ের মধ্যে মারা যায়, তবে সে কাফির অবস্থায় মারা যাইবে। কিন্তু সে তাওবা করিলে তাঁহার তাওবা আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন। ইহার পরও যদি সে মদ বর্জন না করিয়া পুনরায় পান করে, তবে তাহাকে 'তীনাতুল খিবাল' পান করাইবার অধিকার আল্লাহ্‌র থাকিবে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'তীনাতুল খিবাল' কি? তিনি বলিলেন ঃ উহা হইল জাহান্নামীদের শরীরের বিগলিত রক্ত ও পুঁজ।

আ'মাশ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন কেহ কেহ আমাকে বলে, আপনিও কি উহাদের অন্তর্ভুক্ত ?

এই সূত্রে এই হাদীসটি নাসাঈ, তিরমিযী এবং মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা জুয়া, চাওসার (এক প্রকার খেলা) ও দাবা খেলা পরিত্যাগ কর। কেননা ইহা অনারবরা জুয়া হিসাবে খেলে।

(٩٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗۤ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(٩٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا
فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ۭ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ۭ وَمَنْ عَادَ
فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ○

৯৪. "হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের হস্তকৃত ও বর্শাবিদ্ধ শিকার দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। আল্লাহ জানিতে চান, কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে। অতঃপর যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করিবে, তাহার জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক শাস্তি।"

৯৫. "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার হত্যা করিও না। যদি তোমাদের কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা হত্যা কর; তাহা হইলে উহার কাফ্ফারা হইবে অনুরূপ কোন পোষা জীবজন্তু। তোমাদের দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক উহা নির্দেশ করিবেন। অথবা মিসকীন খাওয়াইতে হইবে কিংবা রোযা রাখিতে হইবে। সে যেন কৃতকর্মের ফল ভোগ করিতে পারে। আল্লাহ অতীতের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। অতঃপর যে ব্যক্তি উহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইবে, আল্লাহ তাহার উপর প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ মহা প্রতাপান্বিত প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আল-ওয়ালিবী لَيَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ "ইহা দ্বারা দুর্বল ও ছোট শিকারের কথা বলা হইয়াছে। উহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে তাহাদের ইহরামের অবস্থায় পরীক্ষা করিয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে তাহারা তাহাদের হাত দ্বারাও উহা শিকার করিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞার দরুণ তাহারা উহার নিকটেও যায় না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَنَالُهُ اَيْدِيْكُمْ -এর দ্বারা ছোট ও বাচ্চা শিকার বুঝান হইয়াছে এবং وَرِمَاحُكُمْ -এর দ্বারা বড় শিকার বুঝান হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান বলেন ঃ এই আয়াতটি 'হুদায়বিয়ার উমরার' সময় নাযিল হইয়াছিল। কেননা সেই সময় সেখানে তাহারা বিপুল চতুষ্পদ জন্তু ও বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখিতেছিল। এত বিপুল শিকার আর কখনো তাহারা দেখে নাই। তাই তাহারা উহা শিকার করার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা শিকার নিষিদ্ধ করিয়া বলেন, তোমরা মুহরিম। তিনি এই কথাও বলেন, لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ 'যাহাতে আল্লাহ অবহিত হন কে তাঁহাকে না দেখিয়াও ভয় করে।' অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ এই শিকারকে কেন্দ্র করিয়া জানিতে পারেন যে, কে আল্লাহকে প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে ভয় করে এবং তাঁহার আনুগত্য করে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ.

অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানিত পুরস্কার।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'ইহার পর কেহ সীমা লংঘন করিলে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই হুঁশিয়ারীর পরেও যদি কেহ সীমালংঘন করে তবে তাহার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ তাহাকে আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের বিরোধিতা ও লংঘনের জন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْتُلُوْا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! ইহরামের অবস্থায় তোমরা শিকার ও জন্তু হত্যা করিও না।'

ইহা দ্বারা সাধারণত ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহার অবাধ্য হইতে বারণ করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, হালাল এবং হারাম সকল ধরনের জন্তু ও পাখি ইহরামের অবস্থায় শিকার করা হারাম।

শাফিঈ (র) বলেন ঃ যে সকল জন্তু ও পাখির গোশ্‌ত হারাম, উহা শিকার করা জায়েয।

জমহূরের অভিমত হইল সকল ধরনের জন্তু ও পাখি ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম।

তবে যুহরীর সূত্রে সহীহদ্বয়ে...... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পাঁচটি ক্ষতিকর জীব ইহরাম ও ইহলাল উভয় অবস্থায় শিকার করা বৈধ। সেই পাঁচটি হইল, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

নাফে' ও মালিক (র)......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ পাঁচ প্রকারের জীব ইহ্রাম অবস্থায় হত্যা করিলে কোন ক্ষতি হয় না। উহা হইল, কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। এই হাদীসটিও সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন উমর হইতে নাফে ও আইয়ূবের সূত্রেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। তবে নাফে' হইতে আইয়ূব এই হাদীসটি শোনার সময় আইউব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ইহ্রামের অবস্থায় সাপও কি মারা যাইবে ? তিনি উত্তরে বলিয়াছেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ইহা মারা যাইবে এবং ইহা মারার বৈধতার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

উপরন্তু ইমাম আহমদ হিংস্র কুকুরের সহিত শিয়াল, চিতা এবং বাঘকেও শামিল করিয়াছেন। কেননা এইগুলি হিংস্র কুকুরের চাইতেও মারাত্মক। আল্লাহই ভাল জানেন।

যায়দ ইব্ন আসলাম ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না প্রমুখ বলেন ঃ প্রত্যেক হিংস্র জানোয়ারই কুকুরের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

ইহার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) উতবা ইব্ন আবূ লাহাবকে বদদু'আ করার সময় বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ! সিরিয়ায় থাকাকালে ইহার উপর কুকুর লেলাইয়া দিও। তাই তাহাকে সিরিয়ার 'যুরাকা' নামক স্থানে একটি চিতাবাঘ, হত্যা করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল।

অতঃপর তাহারা বলেন ঃ যদি কেহ এই সকল জানোয়ার ব্যতীত অন্য কোন জানোয়ার হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকে শুশুক, খেঁকশিয়াল ও নেউল হত্যা করার সমপরিমাণ ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন ঃ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার জীবের শাবক হত্যা করা হইলে ফিদয়া প্রদান করিতে হইবে।

শাফিঈ (র) বলেন ঃ যে সকল জীবের গোশ্‌ত খাওয়া হয় না, উহার বড় কি ছোট কোনটিই শিকার করা দূষণীয় নয়। কেননা কুরআনে لَاتَقْتُلُوا الصَّيْدَ বলা হইয়াছে। ইহাতে বড় ছোট বলিয়া পার্থক্য করা হয় নাই।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ মুহরিম হিংস্র কুকুর এবং চিতাবাঘ হত্যা করিতে পারিবে। কেননা চিতাবাঘ হিংস্র। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কোন জন্তু বা জীব হত্যা করিতে পারিবে না। অবশ্য অন্য কোন জন্তু যদি হঠাৎ কাহাকেও হামলা করে, তখন সে উহাকে হত্যা করিতে পারিবে। সে জন্য তাহাকে ফিদয়া দিতে হইবে না। আওযাঈ এবং হাসান ইব্ন সালিহ ইব্ন হাইও এই অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু যাফর ইব্ন হুযাইল বলেন ঃ হাদীসে উল্লেখিত জীব ব্যতীত অন্য কোন জীব হত্যা করা যাইবে না, যদিও কাহাকে হামলা করে। তাই কেহ যদি হত্যা করে, তবে তাহাকে অবশ্যই ফিদয়া দিতে হইবে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ হাদীসে কাক দ্বারা সেই কাককে বুঝান হইয়াছে যেইগুলির পিঠের উপরে এবং পেটের নীচে সাদা পালক থাকে। কেননা নাসাঈ......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুহরিম পাঁচ প্রকারের জীব হত্যা করিতে পারিবে। উহা হইল সাপ, চিকা, চিতা, সাদাকালো কাক ও হিংস্র কুকুর।

জমহূর সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের বরাতে বলেন যে, এখানে সাধারণভাবেই কাক বলা হইয়াছে। উহাতে কালো কাক কিংবা সাদা-কালো কাক বলিয়া কোন শর্তারোপ করা হয় নাই।

মালিক (র) বলেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি কাকও হত্যা করিতে পারিবে না, যদি না উহা তাহার উপর আক্রমণ করে বা কষ্টদায়ক কোন কিছু করে।

মুজাহিদ ইব্‌ন যুবায়র সহ একদল লোকের অভিমত হইল, কাক হত্যা করা যাইবে না; বরং উহারা কোন প্রকারে আক্রমণ বা কষ্ট দিলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

আলী (রা) হইতেও এইরূপ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত হইয়াছে।

হুশাইম......আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুহরিম ব্যক্তি সাপ, বিচ্ছু এবং ইঁদুর মারিতে পারিবে। কিন্তু কাক মারিবে না, উহা উড়াইয়া দিবে। তবে হিংস্র কুকুর, গাধা কিংবা অন্য কোন হিংস্র জানোয়ার যদি হামলা করে, তখন এইগুলিকে মারিবে, অন্যথায় নয়।

এই হাদীসটি হুশাইম হইতে তিরমিযী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, আবূ দাঊদ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদের সনদে মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযায়ল এবং আবূ কুরাইব হইতে ইব্‌ন মাজাহও বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি উত্তম পর্যায়ের।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে উহা বধ করিলে উহার জরিমানা হইতেছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......তাউস হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন ঃ যদি কেহ ভুলবশত কোন জন্তু শিকার করিয়া ফেলে, তখন এই হুকুম তাহার জন্য প্রযোজ্য নয়। মূলত এই হুকুম তাহার জন্য প্রয়োজ্য, যে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করিবে।

তাউসের এই মাযহাবটি দুর্বল। কিন্তু আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে এই কথাই বুঝা যায়।

মুজাহিদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যে কেহ যদি নিজের ইহরাম ভুলিয়া শিকার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে এই অবস্থায় কাফফারার চাইতে বহুগুণে বেশি পাপ হইবে এবং তাহার ইহরাম বাতিল হইয়া যাইবে।

এই অভিমতটি ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন আবূ নাজীহ ও লাইস ইব্‌ন আবূ সালীমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাও দুর্বল।

জমহূর বলেন ঃ শিকার ভুলবশত হউক বা ইচ্ছাকৃত হউক, উভয় অবস্থায় কাফফারা দেওয়া ওয়াজিব।

যুহরী (র) বলেন ঃ কুরআন দ্বারা বুঝা যায় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করা হইলে কাফফারা দিতে হইবে এবং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ভুলবশত শিকার করিলেও কাফফারা আদায় করিতে হইবে।

উপরন্তু কুরআন দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, ইচ্ছা করিয়া শিকার করিলে কাফফারা তো দিতে হইবেই এবং পাপও হইবে। যেমন কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

لِيَذُوْقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

অর্থাৎ 'যাহাতে সে আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। যাহা গত হইয়াছে, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। কেহ উহা পুনরায় করিলে আল্লাহ তাহাকে শাস্তি দিবেন।'

নবী (সা) ও সাহাবার কথা ও কাজ দ্বারা এই কথা প্রমাণিত যে, ভুলবশত হত্যা করিলেও উহার কাফফারা দিতে হইবে। যেমন কুরআনের নির্দেশমতে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিলে কাফফারা দিতে হয়।

অপর একটি কথা হইল, শিকার নষ্ট করা। ইহা ইচ্ছাকৃত শিকার ও অনিচ্ছাকৃত শিকার উভয় অবস্থায় হইতে পারে। তবে শিকার অনিচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করিয়া ফেলিলে এই অবস্থায় কোন পাপ হইবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার নষ্ট করা হয়, তবে পাপ হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

অর্থাৎ 'যাহা বধ করিল তাহার কাফ্ফারা হইতেছে অনুরূপ একটি জীব।'

পূর্বসুরী কেহ কেহ جَزَاء -কে مضاف হিসাবে পড়িয়াছেন। তবে উত্তরসূরীগণ جَزَاء -কে 'আতফ' হিসাবে পড়িতেছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) ইহাকে 'ইযাফত' দিয়া পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ فجزاؤه مثل ما قتل من النعم

তবে এই পঠনত্রয়ের মূল অর্থ অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইহাই ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও জমহূরের মাযহাব অর্থাৎ শিকারকৃত জানোয়ারের অনুরূপ একটি গৃহপালিত জন্তু জরিমানা দিবে। অন্যথায় উহার সমপরিমাণ মূল্যের অর্থ দান করিবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহার বিরোধিতা করিয়া বলেন ঃ শিকারকৃত জানোয়ার গৃহপালিত কোন জানোয়ারের সমতুল্য হউক বা না হউক, উহার জরিমানা জন্তু দ্বারা দেওয়ার চাইতে উহার মূল্য পরিমাণ অর্থ দেওয়াই উচিত।

মোট কথা শিকারী ইচ্ছা করিলে শিকারের অনুরূপ জন্তু বা উহার মূল্য উভয়ই দিতে পারিবে। তবে সাহাবাদের আমল ও হুকুম মুতাবিক শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু দেওয়াই উত্তম। কেননা তাঁহারা উটপাখির বিনিময়ে উট, জংলী গরুর বিনিময়ে গৃহপালিত গরু এবং হরিণের কাফ্ফারায় বকরী ফিদয়া দিতে বলিয়াছেন। যদি শিকার এমন কোন জীব হয় যাহার সমতুল্য অন্য কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে উহার সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করিবে।

অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রা) অনুরূপ ব্যাপারে এই ফয়সালা দিয়াছিলেন যে, উহার অর্থ মক্কায় পাঠাইয়া দিবে। বায়হাকী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ - 'যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যের দুইজন ন্যায়বান লোক।'

অর্থাৎ তাহারা এই ফয়সালা করিবে যে, শিকারকৃত জীবের অনুরূপ কোন্ জীব কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। যদি উহার অনুরূপ কোন জীব না পাওয়া যায়, তবে সেই অবস্থায় উহার সমপরিমাণ অর্থ ফিদয়া দিবে।

এই ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, শিকারী নিজে তাহার ব্যাপারে অত্র বিধানদ্বয়ের কোন একটি গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

এক. পারিবে না। কোন শিকারী নিজের বেলায় নিজে ফয়সালা করিতে পারিবে না। কেননা ইহা আইন নিজের হাতে তুলিয়া নেওয়ার শামিল।

দুই. হ্যাঁ, পারিবে। কেননা এই আয়াতে সাধারণভাবে দুই ব্যক্তিকে ফয়সালা করিতে বলা হইয়াছে। কে বিচারক হইবে সেই ব্যাপারে কোন শর্তারোপ করা হয় নাই। ইহা হইল ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত।

প্রথম দলের দলীল হইল ঃ বাদী কখনো নিজ মুকদ্দমার জন্য বিচারক হইতে পারে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... মাইমূন ইব্‌ন মিহরান হইতে বর্ণনা করেন যে, মাইমূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন ঃ একদা এক বেদুঈন আসিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিল, আমি ইহরামের অবস্থায় শিকার করিয়াছি। এখন আমার ব্যাপারে কি ফয়সালা করিবেন ? তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার পাশে বসা উবাই ইব্‌ন কা'বকে বলেন, এই ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? তখন বেদুঈন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলিল, আমি আপনার নিকট সিদ্ধান্ত নিতে আসিয়াছি। আপনি খলীফাতুল মুসলিমীন। আপনি কেন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাহাকে বলেন, ইহাতে তোমার অভিযোগ করার কি আছে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

অর্থাৎ 'যাহা হত্যা করিয়াছে তাহার জরিমানা হইল অনুরূপ পোষা জন্তু, যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক।'

তাই আমার সঙ্গী অভিমত প্রকাশ করিলে আমরা উভয়ে একটি অভিমতের ভিত্তিতে তোমার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইব এবং তাহা করার জন্য তোমাকে আদেশ করিব।

এই রিওয়ায়াতের সনদগুলি চমৎকার। তবে মাইমূন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মধ্যে সনদের ধারাবাহিকতা নাই।

উল্লেখ্য যে, এখানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পন্থায় সিদ্ধান্ত প্রদানের উদ্দেশ্য হইল জাহিল বেদুঈনকে এই ব্যাপারে অবহিত করা। কেননা অজ্ঞতা দূরীকরণের একমাত্র পথ হইল অজ্ঞকে জ্ঞান দান করা। অতএব বুঝা গেল, জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পন্থা ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... কাবীসা ইব্‌ন জাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, কাবীসা ইব্‌ন জাবির বলেন ঃ আমরা একবার হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন আমরা ফজরের নামায পড়িয়া কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এমনই একদিন আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম ও কথা বলিতেছিলাম। হঠাৎ আমাদের নজরে একটি হরিণ পড়িলে আমাদের এক সঙ্গী হরিণটি লক্ষ্য করিয়া একটি

পাথর নিক্ষেপ করে এবং পাথরটি গায়ে লাগিয়া হরিণটি মারা যায়। সঙ্গীটি হরিণটি তুলিয়া নিয়া সেখান হইতে তড়িঘড়ি চলিয়া আসে। তখন আমরা এই ধরনের কার্যের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করিলাম। অতঃপর আমরা তাহাকেসহ মক্কায় আসিয়া এই ব্যাপারে উমর (রা)-এর নিকট বিচার দাবি করিয়া সকল ঘটনা তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে জানাই।

বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর (রা)-এর নিকটে ফর্সা চেহারার সুদর্শন এক ব্যক্তি অর্থাৎ আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বসা ছিলেন। উমর (রা) তাঁহার সঙ্গে চুপি চুপি আলাপ করিয়া সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি উহা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিয়াছ, না ভুলবশত এমন হইয়া গিয়াছে ? লোকটি উত্তরে বলিল, পাথরটি আমি ইচ্ছাকৃতই নিক্ষেপ করিয়াছিলাম কিন্তু উহাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিল না।

অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, তোমার ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার মধ্যদিয়া কার্যটি সংঘটিত হইয়াছে। অতএব তোমাকে একটি বকরী যবেহ করিয়া উহার গোশ্‌ত বিলাইয়া দিতে হইবে এবং উহার চামড়া তুমি সংসারের কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে।

অতঃপর আমরা ফিরিয়া যাওয়ার পথে সেই লোকটিকে বলিলাম, ওহে! ইসলামী বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আমার মনে হয়, এই মুকদ্দমাটির সিদ্ধান্ত উমর (রা)-এর জানা ছিল না। তাই তিনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে ইহার ফয়সালা জানিয়া নিয়াছেন। আমার মনে হয় উহার কাফ্‌ফারা স্বরূপ তোমার একটা উট কুরবানী করা উচিত। অতএব লোকটি তাহাই করিল।

বর্ণনাকারী কাবীসা বলেন, সেই সময় আমার সূরা মায়িদার يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ (যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যে দুইজন ন্যায়বান লোক) এই আয়াতটি আদৌ মনে ছিল না। উমর (রা) আমার এই অজ্ঞতাপ্রসূত রায়ের অতিরঞ্জনের কথা শুনিয়া পাইয়া ক্ষুব্ধ মেজাযে দোররা হাতে নিয়া আমার সঙ্গীটিকে দোররা দ্বারা আঘাত করেন এবং বলেন, আহাম্মক! ইহ্‌রাম অবস্থায় হত্যা করিয়া বেওকূফকে উহার বিচারক বানাইয়াছ ? ইহা বলিয়া তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অজ্ঞতার জন্য আমি ভুল করিয়াছি। সেই জন্য যদি আপনি আমাকে দোররার আঘাত করেন, তবে আমি কিয়ামতের দিন ইহার বিচারপ্রার্থী হইব। তখন তিনি শান্ত হইয়া বলিলেন, হে কাবীসা ইব্‌ন জাবির। আমি জানি তুমি সরল হৃদয়ের একজন যুবক। কিন্তু তুমি কাজটা কি করিয়াছ ? মনে রাখিবে, নয়টি উত্তম স্বভাবের সহিত একটিমাত্র গর্হিত স্বভাব স্থান পাইলে সব কয়টি ভাল স্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। সাবধান, সব সময়ে যৌবনের দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিবে।

কাবীসা হইতে আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইরের সূত্রেও এই হাদীসটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কাবীসা হইতে একাধারে শাবী ও হুসায়নের সূত্রেও এইরূপ রহিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন এবং উমর ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-মুযানীর সূত্রে এই হাদীসটি মুরসাল সনদেও রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন জারীর আল-বাজালী হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জারীর আল-বাজালী বলেন ঃ একবার ইহ্‌রাম অবস্থায় আমি একটি হরিণ শিকার করিয়া ফেলিলে উমর

(রা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি বলি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার দুইজন বন্ধু ডাকিয়া আন, তাহারা তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। ফলে আমি আবদুর রহ্‌মান ও সা'দকে ডাকিলাম। তাঁহারা আমাকে মোটাতাজা একটি বকরী ফিদয়া দেওয়ার ফয়সালা দেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... তারিক হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক বলেন ঃ আরবাদ ইহরামের অবস্থায় একটি হরিণ শিকার করে। অতঃপর সে উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া এই ঘটনা বলিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, এই ব্যাপারে তুমিও আমার সহিত অভিমত ব্যক্ত কর। অতঃপর আমরা উভয়ে একটি গৃহপালিত মোটাতাজা বকরী ফিদয়া দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করি। অতঃপর তিনি يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে খোদ হত্যাকারীও বিচারকদ্বয়ের একজন হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অধিকার রাখে। এই অভিমতের পক্ষে রহিয়াছেন শাফিঈ ও আহমদ প্রমুখ।

অবশ্য এই বিষয়েও ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, পরবর্তীকালে যদি এই ধরনের কোন অন্যায় সংঘটিত হয় তবে কি বর্তমানের আলিম সমাজ ও বিচারকগণ বসিয়া ইহার ফয়সালা দিবেন, না সাহাবীগণের দ্বারা সংঘটিত এই ধরনের বিষয়ে প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন ?

এই ব্যাপারে দুই ধরনের অভিমত রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সাহাবাগণ যে ফয়াসালা দিয়াছেন উহার অনুসরণ করিতে হইবে এবং উহাকে শরী'আতের আইন হিসাবে কার্যকরী করিতে হইবে। তবে এই সম্পর্কিত যে বিষয়ে সাহাবাদের নির্দেশ না পাওয়া যাইবে, সেই বিষয়ে এই যুগের ন্যায়পরায়ণ দুইজন ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ এই বিষয়ে সংঘটিত প্রত্যেকটি মুকদ্দমার ব্যাপারে পৃথক পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। চাই সেই ব্যাপারে সাহাবীগণের নির্দেশ থাকুক বা না থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ 'যাহার ফয়সালা করিবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়বান লোক।' এই আয়াতাংশে 'তোমাদের মধ্যকার' বলিয়া সাধারণভাবে সকল যমানার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক যমানার ন্যায়বান লোক উহার ফয়সালা করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ 'কুরবানীর জন্য কা'বাতে প্রেরিতব্য।'

অর্থাৎ প্রতিটি কুরবানীর জানোয়ার কা'বায় পৌছানোর অর্থ হইল যবেহের জন্য সেখানে নেওয়া এবং সেখানকার মিসকীনদের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দেওয়া। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ও আদেশের ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا

'উহার কাফ্‌ফারা হইবে দরিদ্রকে অন্নদান করা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন করা।'

অর্থাৎ হত্যাকারী মুহরিম যদি শিকারের অনুরূপ গৃহপালিত কোন জন্তু খুঁজিয়া না পায় বা এমন কোন জন্তু যদি শিকার করে যাহার অনুরূপ কোন জন্তুই নাই, তখন হত্যাকারীকে উহার

কাফ্ফারা স্বরূপ যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। হয় যে রোযা রাখিবে, না হয় দরিদ্রকে অন্নদান করিবে। এই আয়াতাংশে او শব্দটি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইহা হইল ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম আহমদ প্রমুখের অভিমত। ইমাম শাফিঈরও এইরূপ একটি অভিমত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাঁহার প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী او ইখতিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় মতে او ধারাবাহিকতা বা বিন্যাসের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহা হউক, যদি সমপরিমাণে অর্থ দিতে হয়, তবে অর্থ দিয়া দিলেই কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। এই কথা হইল ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার সহচরবৃন্দ, হাম্মাদ ও ইব্রাহীম প্রমুখের। শাফিঈ বলেন ঃ উহার মূল্য নির্ধারণ করিয়া সেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিবে এবং প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (৫৬ তোলা) করিয়া খাদ্য দান করিবে। উহা ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও হিজাযের ফকীহদের মাযহাব। ইব্ন জারীরও এই মাযহাব পসন্দ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের অভিমত হইল, খাদ্য দিলে দুই মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হইবে। মুজাহিদও এইমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আটা দিলে এক মুদ্দ দিবে। ইহা ব্যতীত অন্যকিছু দিলে দুই মুদ্দ দিবে। আর যখন দিতে অপারগ থাকিবে, তখন রোযা রাখিবে অথবা উহার সমপরিমাণ মিসকীনকে একদিন খানা খাওয়াইবে। ইব্ন জারীরও এই কথা বলিয়াছেন।

অনেকে এই কথাও বলিয়াছেন ঃ যদি খাদ্য দিতে অপারগ হয় তবে প্রতি সা' খাদ্যের বদলে একটি করিয়া রোযা রাখিতে হইবে।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) কা'ব ইব্ন উজরাহ (রা)-কে প্রতি ছয়জন মিসকীনকে এক ফরক খাদ্য ভাগ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। ইহাতে অপারগ থাকিলে তিনটি রোযা রাখার আদেশ করিয়াছিলেন। এক ফরক সমান তিন সা এবং এক সা' সমান দুইশত পঁচিশ তোলা। তবে এই বিষয়ে ইখতিলাফ রহিয়াছে যে, খানা কোথায় খাওয়াইবে ?

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ হরমে খাওয়াইবে। আতা'র অভিমতও ইহাই।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ যে স্থানে শিকার হত্যা করা হইয়াছে, সেখানে বা তাহার নিকটস্থ কোথাও খাওয়াইবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করিলে হরমেও খাওয়াইতে পারিবে এবং ইচ্ছা করিলে অন্যস্থানে খাওয়াইতে পারিবে।

পূর্বসূরীদের অভিমতসমূহ

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)

فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ
كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا.

-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় শিকার করে, তাহাকে শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্ফারা স্বরূপ কুরবানী দিতে হইবে। যদি শিকারকৃত জন্তুর অনুরূপ কোন জন্তু না পাওয়া যায় তবে উহার মূল্য নির্ধারণ করিবে এবং সেই মূল্য দ্বারা খাদ্য ক্রয় করিয়া মিসকীনকে দান করিবে। ইহাতেও অপারগ হইলে প্রত্যেক সা' খাদ্যের পরিবর্তে একটি করিয়া রোযা রাখিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا

-ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা খাদ্য ও রোযার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ দিয়াছেন। তাই খাদ্য দেওয়ার সামর্থ্য থাকিলে উহা দ্বারাই কাফ্ফারা আদায় করিবে। জারীরের সূত্রে ইব্ন জারীরও ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا

–আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যদি কোন মুহরিম ইহরামের অবস্থায় কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে উহার অনুরূপ একটি জন্তু কাফ্ফারা হিসাবে কুরবানী করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি হরিণ অথবা অনুরূপ কোন জন্তু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি বকরী মক্কায় নিয়া যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে অপারগ হইলে সে ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তিনটি রোযা রাখিবে। যদি উট অথবা এই জাতীয় অন্যকিছু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি গরু যবেহ করিতে হইবে। যদি ইহাতেও অপারগ হয় তবে তাহাকে বিশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইতে হইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে বিশটি রোযা রাখিতে হইবে। যদি উটপাখি কিংবা গাধা বা এই জাতীয় কিছু শিকার করে, তবে তাহাকে একটি উট যবেহ করিতে হইবে। ইহাতে সে অপারগ হইলে বিশজন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াইবে। আর ইহাতেও অপারগ হইলে তাহাকে ত্রিশটি রোযা রাখিতে হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে তাহারা তৃপ্তিসহকারে খাইতে পারে।

আমের, শা'বী, আতা ও মুজাহিদ (র) হইতে জাবির আল-জুফী اَوْعَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি জন্তু কুরবানী করিতে অপারগ হইবে, সে প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া খাদ্য দান করিবে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) সুদ্দী হইতে বর্ণনা করেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কাফফারার প্রক্যেকটি পন্থাকে ধারাবাহিকভাবে আদায় করার অর্থে او ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাহহাক ও ইব্রাহীম নাখঈর রিওয়ায়াতে মুজাহিদ, ইকরিমা ও আতা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে او শব্দটি ইখতিয়ার বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

লাইস (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতটি ইব্ন জারীরেরও পসন্দ হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِه 'যাহাতে সে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।' অর্থাৎ তাহার প্রতি কাফফারা এই জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে যাহাতে সে শরী'আত বিরোধী কার্য সংঘটিত করার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে।

عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ 'যাহা গত হইয়াছে আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়াছেন।' অর্থাৎ জাহিলিয়াতের যুগে সংঘটিত পাপসমূহ সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষমা করা হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হইতেছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ

'যে সীমালংঘন করে, তাহাকে আল্লাহ শাস্তি দিয়া প্রতিশোধ নিবেন।'

অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর ইহা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যে ইহা করিবে, আল্লাহ তাহার নাফরমানীর প্রতিশোধ নিবেন।

এখন প্রশ্ন হইল, অবৈধভাবে শিকারকারীকে শাসক বা বিচারক অন্য কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারিবেন কিনা ? জবাবে বলা যায়, না, শাসক বা বিচারক এই ব্যাপারে কাহাকেও শাস্তি প্রদানের অধিকার রাখেন না। কেননা এই ধরনের পাপ বা অপরাধ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁহার বান্দা সম্পর্কিত। অতএব শাসক বা বিচারকদের একমাত্র অধিকার হইল কাফফারা দেওয়ার আদেশ দান করা। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফ্‌ফারার মাধ্যমে নাফরমানীর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই অর্থ করিয়াছেন সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আতা (র)।

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী উভয় শ্রেণীর জমহূরের অভিমত হইল এই ঃ কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে অবশ্যই কাফ্‌ফারা দিতে হইবে। অতঃপর এইভাবে যদি একবার, দুইবার বা তিনবারও সে শিকার করে, তবে তাহার প্রতি অতিরিক্ত কোন কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। প্রথমবারের মত পরবর্তীবারে একই কাফ্‌ফারা তাহাকে আদায় করার আদেশ দিবে মাত্র। তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে শিকার করার কাফ্‌ফারার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। উভয়ের কাফফারা একই।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ যে মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একাধিকবার শিকার করিবে, তাহার প্রতি প্রত্যেকবার একই কাফফারা ওয়াজিব হইবে। তবে দ্বিতীয়বারের পরে প্রত্যেকবার কাফ্‌ফারা প্রদান করার সময় তাহাকে এই কথা জানাইয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিবেন। সেই প্রতিশোধ গ্রহণের কথা আল্লাহ স্পষ্ট ভাষায় কুরআনে বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মুহরিম ইহরাম অবস্থায় একবার শিকার করার পর দ্বিতীয়বার যদি শিকার করে, তবে তাহাকে এই কথা বলিয়া দিতে হইবে যে, আল্লাহ তোমার এই কাজের প্রতিশোধ নিবেন।

শুরাইহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান বসরী ও ইব্‌রাহীম নাখঈ (র) প্রমুখও ইব্‌ন জারীরের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন জারীর প্রথম ভাবার্থটিই পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহার প্রতি কাফ্‌ফারা স্বরূপ শাস্তি

আরোপিত হয়। সেই ব্যক্তি যখন দ্বিতীয়বার অপকর্ম ঘটায়, তখন যেন তাহার প্রতি আকাশ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া তাহাকে ভস্ম করিয়া দেয়। وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ আয়াতাংশে যে প্রতিশোধ গ্রহণ করার কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ ইহাই।

ইব্ন জারীর (র) وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ 'আল্লাহ তাঁহার শাসনাধিকারে একক ও শক্তিশালী মহান সত্তা।' তাঁহার ইচ্ছা সর্ব সময়ে কার্যকর ও বিজয়ী। তিনি প্রতিশোধ নিবার ইচ্ছা করিলে কোন শক্তি নাই তাহা প্রতিরোধ করার। সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই সৃষ্টি। ইহাতে একমাত্র তাঁহারই আদেশ কার্যকর। যাহারা তাঁহার অবাধ্য, তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে যাহারা তাঁহার বাধ্য থাকিয়া আদেশ মান্য করিবে, তাহাদিগকে তিনি প্রদান করিবেন মহা সুখ, শান্তি ও সম্মান।

ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ যে তাঁহার অবাধ্য হইয়া পাপ করিবে, তাহাকে শাস্তি দানে তিনি পরাক্রমশালী। ইহার তাৎপর্য এই যে, তিনি অন্যায়কারীকে কঠোর হস্তে শাস্তি দিবেন।

(٩٦) اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْٓ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(٩٧) جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْیَ
وَالْقَلَآئِدَ ۚ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ○

(٩٨) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٩٩) مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

৯৬. "তোমাদের জন্য সমুদ্রে শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ হইল। উহা তোমাদের জন্য ভোগের সম্পদ এবং সমুদ্রবিহারীদের জন্যও। পক্ষান্তরে যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকিবে, ততক্ষণ স্থলভাগে শিকার করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল। সেই আল্লাহকে ভয় কর যাঁহার নিকট তোমরা সমবেত হইবে।"

৯৭. "আল্লাহ কা'বাকে মর্যাদাপূর্ণ ঘর ও মানুষের অবস্থানস্থল বানাইয়াছেন। তেমনি মর্যাদার মাস, কুরবানীর পশু ও গলদেশে মাল্যভূষিত জীবজন্তু উহার সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন জানিতে পার, নিশ্চয়ই আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল কিছুই জানেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুই জানেন।"

৯৮. "জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।"

৯৯. "রাসূলের উপর শুধু প্রচারের দায়িত্ব বৈ নহে। আর আল্লাহ জানেন যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা গোপন কর।"

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ তালহা...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ আয়াতাংশের মর্মার্থে তিনি বলেন ঃ যাহা তোমরা নদী হইতে শিকার কর উহার তাজাগুলি এবং طَعَامُهُ আয়াতাংশে সেই মৎস্য শুঁটকি করিয়া সফরের পাথেয় হিসাবে নেওয়ার কথা বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মশহূর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সেই মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা নদী হইতে জীবিত শিকার করা হয়। আর طَعَامُهُ দ্বারা সেই মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা মৎস্য শিকারীরা ধরিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়।

আবূ বকর সিদ্দীক, যায়দ ইবনে সাবিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, আবূ আইয়ূব আনসারী, ইকরিমা (রা) আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান, ইব্‌রাহীম নাখঈ ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা......আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, طَعَامُهُ অর্থ হইল সেই সকল জীব যাহা নদীতে থাকে। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) এক ভাষণে লোকদিগকে বলেন ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

'তোমাদের প্রতি সমুদ্রে শিকার ও উহা ভক্ষণ করা বৈধ করা হইয়াছে।' অর্থাৎ যে সকল মৎস্য শিকার করিয়া নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহাও আহার করিবে।

ইয়াকূব (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ আয়াতাংশের طَعَامُهُ শব্দ প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল সেই সকল মৎস্য যাহা শিকার করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল শিকারকৃত মৎস্য যাহা শিকার করার পর মরিয়া গেলে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল শিকারকৃত জীবিত মৎস্য যাহা ফেলিয়া দেওয়ার পর শুষ্ক তটে আসিয়া শুঁটকি হইয়া যায়। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, নদীর মৃত অনেক মৎস্য কূলে আসিয়া আছড়াইয়া পড়ে, আমরা কি সেইগুলি খাইব ? তিনি বলেন, তোমরা সেইগুলি খাইও না। এই কথা বলিয়া ইব্‌ন উমর (রা) ঘরে আসিয়া কুরআন খুলিয়া সূরা মায়িদার وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ -আয়াত পড়িয়া তৎক্ষণাৎ বলেন ঃ যাও, সেই লোকটিকে গিয়া বল, উহা খাওয়া যাইবে। কেননা কুরআনের ভাষ্যমতে সেইগুলি খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জারীরও বলিয়াছেন ঃ طَعَامُهُ দ্বারা সেই সকল মৃত মৎস্যকে বুঝান হইয়াছে যাহা নদীতে মারা যায়।

এই বিষয়ে একটি 'খবরে ওয়াহিদ'-এ রিওয়ায়াত করা হইয়াছে এবং উহ্য মওকূফ সূত্রেও রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। উহা হইল এই ঃ

হান্নাদ ইব্ন সিররী (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন ঃ طَعَامُهُ অর্থ সেই সকল মৎস্য যাহা মৃত অবস্থায় নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কেহ কেহ এই হাদীসটিকে আবূ হুরায়রার উপর মওকূফ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ হান্নাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইহার অর্থ সেই সকল শিকারকৃত মৎস্য যাহা মরিয়া যাওয়ার পর নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ -'তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য'। অর্থাৎ উহা তোমাদের খাদ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। سَيَّارَةٌ হইল سَيَّارٌ শব্দের বহুবচন। ইকরিমা বলেন, ইহা তাহাদের ভোগ্য বস্তু, যাহারা নদীতে শিকারে যায় এবং নদীপথে পর্যটনে বাহির হয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ যাহারা নদীতে থাকে, তাহারা তাজা মাছ শিকার করে। আর যেগুলি মরিয়া যায়, তাহারা সেইগুলি শুঁটকি করিয়া রাখে। অথবা শিকার করার পর মৃত মাছগুলি নদীতে নিক্ষেপ করে। শুঁটকি করা মাছগুলি তাহারা উপকূলবর্তী লোক অথবা পর্যটকদের জন্য বাজারজাত করে।

ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এই ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, জমহূর উলামা আলোচ্য আয়াতটির আলোকে মৃত মৎস্য হালাল বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ উবায়দা ইব্ন জাররাহকে আমীর করিয়া উপকূলবর্তী অঞ্চলে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই দলটির সৈন্যসংখ্যা ছিল মোট তিনশত। আমিও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। কিন্তু মধ্যপথেই আমাদের খাদ্যসামগ্রী শেষ হইয়া যায়। তাই আবূ উবায়দা (রা) সকল সৈন্যকে তাহাদের নিজেদের নিকট রক্ষিত খাদ্যগুলি একস্থানে জমা করার আদেশ দান করেন। ফলে সকলে নিজ নিজ খাদ্যসমূহ জমা করেন। আমার নিকট খাদ্য হিসাবে ছিল খেজুর। আমি প্রত্যেকদিন উহা হইতে অল্প অল্প করিয়া খাইতাম। উহা জমা করিয়া দেওয়ার পর আমরা একটি করিয়া খেজুর ভাগে পাইলাম। এইভাবে খাইয়া আমরা মরণাপন্ন হইয়া পড়ি। অবশেষে আমাদের খাদ্যসামগ্রী একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। ইতিমধ্যে আমরা নদীর কিনারায় পৌঁছিয়া যাই। তখন আমরা নদীর তীরে টিলার মত উচু একটি বিশাল মাছ দেখিতে পাই। আমরা সেই মাছটি একাধারে আঠারদিন পর্যন্ত আহার করি। পরে আবূ উবায়দা (রা) আমাদিগকে উহার পাঁজরের দুইটি হাড় মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইতে বলেন।

সেই হাড়ের মধ্য দিয়া সওয়ারীসহ অনায়াসে একটি উট চলিয়া যায়। সহীহদ্বয়েও এই হাদীসটি জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

জাবির (রা) হইতে আবূ যুবায়রের সনদে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সাগরের তীরে আমরা উঁচু টিলার মত কিছু একটা দেখিতে পাই। আমরা নিকটে আসিয়া দেখি উহা একটি সামুদ্রিক জন্তু। উহাকে আম্বার বা তিমি মাছ বলা হয়। আবূ উবায়দা (রা) উহা দেখিয়া বলেন, এটা তো মৃত। পরক্ষণে তিনি আবার বলেন, না, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৈন্য। আমরা ক্ষুধায় মরিয়া যাইতেছি। এই মুহূর্তে আমরা ইহাই খাইতে বাধ্য। অতএব তোমরা সকলে এই সদ্য মৃত মৎস্যটির গোশত চাহিদামত খাও। আমরা তথায় একমাস অবস্থান করিয়াছিলাম, আমরা সেখানে ছিলাম তিনশত লোক। এই মৎস্য খাইয়া আমরা সকলে মোটাতাজা হইয়া উঠি। আমরা মৎস্যটির চোখের কোটর হইতে বরতন ভরিয়া তেল তুলিয়াছিলাম। এমনকি মৎস্যটির দেহ হইতে গরুর গোশতের টুকরার মত এক-একটা টুকরা কাটিতাম।

জাবির (রা) আরও বলেন, আবূ উবায়দা (রা) সেই মৎস্যটির চোখের কোটরের মধ্যে তেরজন লোক বসাইয়াছিলেন। উহার পাঁজরের দুইটি হাড়ের মধ্য দিয়া সওয়ারীসহ একটা উট অবলীলায় চলিয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মাছটি কত বড় ছিল। আমরা উহার গোশত শুকাইয়া সফরের পাথেয় হিসাবে নিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সকল ঘটনা বলিলে তিনি বলেন, উহা তোমাদের জন্য ছিল আল্লাহ প্রদত্ত খাদ্য। তোমার নিকট যদি উহার গোশত থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আন, আমিও উহা খাইব।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আমরা উহা হাদীয়া স্বরূপ পেশ করিলে তিনি উহা আহার করেন।

মুসলিমের অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, মাছটি যেই সফরে পাওয়া যায়, সেই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও সঙ্গে ছিলেন। কেহ কেহ এই ঘটনাটি অন্যরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ঘটনা ঠিকই আছে, কিন্তু সেখানকার প্রথম সফরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন সেখানে সফর করা হয়, তখন সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন আবূ উবায়দা (রা)। আর আবূ উবায়দা যখন সফরে যান, তখন এই ঐতিহাসিক মাছটি পাওয়া যায়। আল্লাহই ভাল জানেন।

মালিক (র)...... মুগীরা ইব্ন আবূ বুরদা হইতে বর্ণনা করেন যে, মুগীরা ইব্ন আবূ বুরদা বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল। আমরা সাগর ও নদীতে সফর করি। আমরা আমাদের সাথে অল্প পরিমাণে পানি রাখি। যদি উহা দ্বারা উযূ করি তাহা হইলে আমরা পিপাসিত থাকিব। তাই আমরা তখন কি সাগরের পানি দিয়া উযূ করিতে পারিব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ উহার পানি পবিত্র এবং উহার মৃত মৎস্যও হালাল।

এই হাদীসটি ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং আহলে সুনান চতুষ্টয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সাহাবীদের সূত্রে এইরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন ঃ একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হজ্জে অথবা উমরায় উপস্থিত ছিলাম। তখন আমরা এক ঝাঁক টিড্ডির মুখামুখি হই। আমরা সেইগুলিকে লাঠি দিয়া আঘাত করিতে থাকিলে সেইগুলি মরিয়া আমাদের সামনে আসিয়া পড়িতে থাকে। তখন আমরা পরস্পরে বলিতে থাকি, হায়, আমরা কি করিতেছি। আমরা তো মুহরিম! অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদিগকে বলেন ঃ সাগরের জীব শিকার করায় কোন ক্ষতি নাই। এই হাদীসটির অন্যতম বর্ণনাকারী আবুল মাহযিম একজন দুর্বল রাবী। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্‌ন মাজাহ (র)...... জাবির ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার টিড্ডি সম্পর্কে বদদু'আ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি উহার ছোট বড় সবগুলিকে ধ্বংস কর এবং উহার ডিমগুলি নষ্ট করিয়া উহার বংশ বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ কর। কেননা উহারা আমাদের ফসল ও খাদ্য নষ্ট করে। তুমি তো প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং প্রার্থনা গ্রহণকারী। তখন খালিদ বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কিভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট একটি প্রজাতির বংশ বৃদ্ধি রোধকল্পে দু'আ করিলেন ? এই প্রশ্নের উত্তরের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ এই টিড্ডি তো সাগরের মাছের একটি প্রজাতি।

হাশিম (র) বর্ণনা করেন যে, যিয়াদ বলেন ঃ আমাকে ইহা এমন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যিনি মাছ হইতে টিড্ডি জন্ম নিতে দেখিয়াছেন। ইহা একমাত্র ইব্‌ন মাজাহ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

শাফিঈ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহরামের অবস্থায় টিড্ডি শিকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কতক ফিকহ্ বিশারদ আলোচ্য আয়াত দ্বারা নদীর সকল জীব খাওয়া জায়েয বলিয়া দলীল পেশ করিয়াছেন। নদীর কোন জীবকে তাহার হারাম বলিয়া মনে করেন না। যথা আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, নদীর সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য।

তবে কেহ কেহ ব্যাঙকে হালাল জীব হইতে আলাদা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সকল জীব খাওয়া জায়েয।

অন্য একটি হাদীসে নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইমাম আহমদ (র)...... আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমান আত-তায়মী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান ইব্‌ন উসমান তায়মী বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাঙ হত্যা নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর হইতে নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, তিনি আরও বলিয়াছেন, ব্যাঙের ডাক আল্লাহর তাসবীহ।

অন্য এক দল বলিয়াছেন ঃ নদীর শিকারকৃত মাছ খাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়া যাইবে না।

তবে এই ব্যাপারে প্রচুর মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, পানির সকল জীবই খাওয়ার যোগ্য। আবার কেহ বলিয়াছেন, না, পানির প্রত্যেক জীবই খাওয়ার যোগ্য নয়। কেহ বলিয়াছেন, পানির যে সকল জীব স্থলের হালাল জীবের আকৃতির হইবে, সেইগুলি খাওয়া

যাইবে এবং যে সকল জীব স্থলের হারাম জীবাকৃতির হইবে, তাহা খাওয়া যাইবে না। উল্লেখ্য যে, এই সকল ইখতিলাফ ইমাম শাফিঈর মাযহাবের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ পানিতে মৃত পানির জীবসমূহ খাওয়া যাইবে না। যেমন স্থলে মৃত স্থলজীব খাওয়া যায় না। কেননা حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ -এই আয়াত দ্বারা এই কথাই বুঝা যায়। উপরন্তু এই ধরনের হাদীসও রহিয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নদী হইতে শিকার করা জীবিত মাছ মরিয়া গেলে উহা তোমরা খাও। আর যদি নদীতে মৃত মাছ তুফানে কূলে নিয়া আসে, তবে উহা তোমরা খাইও না।

জাবির (রা) হইতে আবূ যুবায়রের সূত্রে ইয়াহিয়া ইব্ন আবূ উনাইসা এবং ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়াও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রটি অগ্রহণযোগ্য।

আসহাবে মালিক, শাফিঈ ও আহমদ ইব্ন হাম্বলের রিওয়ায়াতে ইতিপূর্বে 'হাদীসে আম্বারে' যে বর্ণিত হইয়াছে, 'নদীর পানি পবিত্র এবং উহার অভ্যন্তরের মৃত মৎস্য হালাল' ইহার আলোকে জমহূর উলামা বলেন, পানিতে মৃত মৎস্য হালাল।

ইমাম শাফিঈ (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃত জীব এবং দুই প্রকারের রক্ত হালাল করা হইয়াছে। হালাল মৃত জীবদ্বয় হইল মৎস্য ও টিড্ডি এবং হালাল রক্তদ্বয় হইল কলিজা ও প্লীহা।

এই হাদীসটি আহমদ, ইব্ন মাজাহ, দারে কুতনী ও বায়হাকী (র) প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মওকূফ সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا -'যতক্ষণ তোমরা ইহরামে থাকিবে, ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য অবৈধ।'

অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইহরামের অবস্থায় শিকার করা অবৈধ। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহরাম অবস্থায় যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে শিকার করে, তবে সে গুনাহগারও হইবে এবং ক্ষতিপূরণও দিতে হইবে। আর যদি ভুলবশত শিকার করিয়া ফেলে, তবে কেবল ক্ষতিপূরণ দিলেই সে ক্ষমা পাইয়া যাইবে। কিন্তু সেই শিকার তাহার খাওয়া জায়েয হইবে না। কেননা উহা তাহার জন্য মৃতজন্তু তুল্য।

ইমাম শাফিঈ ও আহমদের এক অভিমতে রহিয়াছে যে, মুহরিম ও গায়রে মুহরিম সকলের জন্য এই শিকার খাওয়া অবৈধ।

আতা, কাসিম, সালিম, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইব্ন হাসান প্রমুখ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন কথা হইল যে, মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকারের পূর্ণটা বা আংশিক ভক্ষণ করে, তবে কি তাহাকে দ্বিগুণ কাফফারা দিতে হইবে?

আলিমগণের মধ্যে এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। এক. দ্বিগুণ কাফ্ফারা দিতে হইবে। যথা আতা (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ ও আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা (র) বলেন ঃ মুহরিম শিকারী যদি তাহার শিকার যবেহ করিয়া ফেলে এবং যদি উহা

ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে দ্বিগুণ কাফফারা প্রদান করিতে হইবে। আলিমদের একদল এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন।

দুই. ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে ভক্ষণের জন্য তাহাকে কাফ্‌ফারা প্রদান করিতে হইবে না। ইহা মালিক ইব্‌ন আনাসের মাযহাব। আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বারও এই কথা বলিয়াছেন। বিশিষ্ট ফিকহবিদগণ ও জমহূর আলিম সমাজ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন।

উহার পক্ষে একটি যুক্তির অবতারণা করিয়া আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (র) বলেন ঃ কোন ব্যভিচারীকে ব্যভিচারের দোষে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে সে যদি একাধিকবারও ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে সে একবারই ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করিবে।

আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিয়া উহা ভক্ষণ করিলে তাহাকে উহার মূল্য আদায় করিতে হইবে।

আবূ সাওর (র) বলেন ঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করিলে তাহাকে কাফফারা আদায় করিতে হইবে এবং সে সেই শিকার খাইতেও পারিবে। তবে মুহরিম শিকারকারীর উহা খাওয়া আমি তেমন একটা পসন্দ করি না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহরিম থাকাকালীন অবস্থায় তোমাদের জন্য স্থলের শিকার খাওয়া হালাল, যদি না উহা তোমরা নিজেরা শিকার করিয়া থাক বা তোমাদের উদ্দেশ্যে শিকার করা হইয়া থাকে।

এই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসিতেছে। তবে আশ্চর্যের কথা হইল, মুহরিমের জন্য তাহার শিকার খাওয়া জায়েযের ব্যাপারটি।

মুহরিমের জন্য ইহরামবিহীন ব্যক্তির শিকার খাওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। উহার কিছুটা আলোচনা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, শিকারী ব্যতীত অন্য যে কোন মুহরিম ও গায়রে মুহরিমের জন্য উহা খাওয়া বৈধ। আল্লাহই ভাল জানেন।

কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকার করিয়া মুহরিম ব্যক্তিকে হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করে, তবে উহা তাহার জন্য খাওয়া জায়েযের পক্ষে বহু আলিম মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হউক সেই শিকার মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকারকৃত বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে।

এই অভিমত উমর ইব্‌ন খাত্তাব, আবূ হুরায়রা, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, কা'ব আল-আহবার (রা), মুজাহিদ ও আতা হইতে আবূ উমর ইব্‌ন আবদুল বার (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, কাতাদা, সাঈদ, বাশার ইব্‌ন ফযল, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রবীআ ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা)-কে মুহরিমের শিকার খাওয়া যাইবে কি না এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি উহা খাওয়া যাইবে বলিয়া ফতওয়া দেন। ইহার পর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি তাহাকে ইহা বলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাঁহাকে বলেন, তুমি যদি তাহাকে এইরূপ ফতওয়া না দিতে তাহা হইলে তোমাকে আমি অবশ্যই শাস্তি দিতাম।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ মুহরিমের জন্য এই গোশ্‌ত খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ দ্বারা এই কথাই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়ত আবদুর রাযযাক (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত আহার করা মাকরূহ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিষয়টি অস্পষ্ট। অর্থাৎ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا এই আয়াতটির তাৎপর্য স্পষ্ট নয়।

মুআম্মার (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) মুহরিমের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত খাওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) হইতে মা'মার এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্ন আবদুল বার, তাউস জাবির ইব্ন যায়দ, সাওরী ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন। আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব হইতে ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) যে কোন অবস্থায় মুহরিমের জন্য শিকারের গোশত খাওয়া মাকরূহ বলিয়াছেন।

মালিক, শাফিঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া ও জমহূর বলেন, গায়রে মুহরিম ব্যক্তি যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে, তবে উহা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ নয়।

স'আব ইব্ন জুসামা (রা)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি শিকারকৃত বন্য গাধা হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করিলে তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) স'আব ইব্ন জুসামার চেহারার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কিছুটা বিষন্ন দেখিলে তিনি তাহাকে (সান্ত্বনা দিয়া) বলেন ঃ আমি তোমার উপহার প্রত্যাখ্যান করিতাম না, যদি না আমি মুহরিম হইতাম।

এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে আরো বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উপলব্ধি করিয়াছিলেন, লোকটি তাঁহার উদ্দেশ্যেই এই শিকারটি করিয়াছে। কাজেই তিনি উপহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তাই যদি কোন শিকার মুহরিমকে উদ্দেশ্য করিয়া শিকার না করা হয়, তাহা হইলে উহা মুহরিমের জন্য খাওয়া বৈধ।

আবূ কাতাদা একটি বন্য গাধা শিকার করিয়া তাঁহার মুহরিম সঙ্গীদের জন্য নিয়া আসেন। অবশ্য আবূ কাতাদা মুহরিম ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীরা কেহই উহা খাইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেহ কি তাহাকে এই শিকারের জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিলে বা সহযোগিতা করিয়াছিলে ? তাহারা বলিল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন ঃ তবে তোমরা উহা খাও। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও উহা হইতে খাইয়াছিলেন। সহীহদ্বয়ে উহা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ স্থলের শিকারকৃত জন্তু তোমাদের জন্য হালাল।

সাঈদ (রা) বলেন ঃ وَاَنْتُمْ حُرُمًا -এর অর্থ হইল, উহা তোমাদের জন্য শিকার কিংবা তোমাদের ইঙ্গিত ও সহযোগিতায় শিকার করা না হওয়া উচিত।

কুতায়বা হইতে নাসাঈ, তিরমিযী এবং আবূ দাঊদও এইরূপ বর্ণনা করিযাছেন। তবে তিরমিযী বলেন, জাবির (রা) হইতে মুত্তালিব কোন রিওয়ায়াত শুনিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কিন্তু জাবির (রা) হইতে তাঁহার গোলাম মুত্তালিব ও আমর ইবন আবূ আমরের সূত্রে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইদরিস আশ্-শাফিঈ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, এই হাদীসের সনদ উত্তম।

মালিক (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন আমির ইব্ন রবীআ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমির বলেন ঃ উসমান (রা) গ্রীষ্মের দিনে ইহ্‌রামের অবস্থায় বস্ত্রাবৃত অবয়বে যখন উরযে ছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে শিকারকৃত জন্তুর গোশত নিয়া আসিলে তিনি অন্যান্য সকলকে বলেন, তোমরা সকলে ইহা খাও,আমি খাইব না। কেননা এই শিকার আমার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে।

(١٠٠) قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي
الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○
(١٠١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا
عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ○
(١٠٢) قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ ○

১০০. "মন্দ আর ভাল এক নহে, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নরা! আল্লাহকে ভয় কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।"

১০১. "হে মু'মিনগণ! তোমরা সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশ পাইলে তোমরা দুঃখিত হইবে। কুরআন অবতরণের কালে তোমরা যদি সেই সব বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে উহা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হইবে। আল্লাহ সেইসব ক্ষমা করিয়াছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।"

১০২. "তোমাদের পূর্বেও তো এক সম্প্রদায় এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, মন্দ ও ভাল এক নহে, যদিও মন্দের প্রাচুর্য তোমাকে চমৎকৃত করে।

كَثْرَةُ الْخَبِيْثُ অর্থাৎ হে মানব সম্প্রদায়! অল্প হালাল বস্তু যতটা উপকারী, বহু পরিমাণে হারাম বস্তুর অপকারিতা অপেক্ষা তাহা উত্তম। হাদীসে আসিয়াছে যে, স্বল্প বস্তু সেই অধিক বস্তু অপেক্ষা উত্তম যাহা আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে গাফিল বানাইয়া দেয়।

আবুল কাসিম আল-বাগাভী (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে আহমদ স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ সা'লাবা ইব্ন হাতিব আল-আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ যেই অল্প সম্পদের শোকর আদায় করা হয়, তাহা সেই বেশি সম্পদ অপেক্ষা উত্তম যাহার শোকর আদায় করা হয় না।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ ‘হে সুস্থ বোধশক্তিসম্পন্নেরা! তোমরা হারাম পরিত্যাগ কর ও হালাল বস্তুকে যথেষ্ট ভাবিয়া উহাতে পরিতুষ্ট থাক।’ তাহা হইলে হয়ত তোমরা ইহকাল ও পরকালে সফলকাম হইতে পার।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।’

এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিন বান্দাদিগকে জানার জন্য এমন প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছেন যাহা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর এবং অর্থহীন। কেননা এইসব যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহা তাহাদের জন্য দুঃখ ও অনুশোচনার হেতু হইয়া দাঁড়াইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি চাই না তোমরা আমাকে তোমাদের কাহারো সম্পর্কে মন্তব্য করিতে বল; বরং আমি তোমাদের সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিতে চাই যেন তখন আমার মন অনাবিল থাকে এবং কাহারো প্রতি কোন ধরনের মনোকষ্ট না থাকে।

বুখারী (রা)...... মূসা ইব্‌ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন যে, মূসা ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলিয়াছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এমন ধরনের একটি ভাষণ দেন যাহা আমি আর কখনো শুনি নাই। তিনি তাঁহার ভাষণে বলিতেছিলেন ঃ আমি যাহা জানি তোমরা যদি তাহা জানিতে, তবে তোমরা অল্প হাসিতে এবং বেশি কাঁদিতে। এই কথা শোনার পর উপস্থিত সাহাবাগণ সকলে নিজ নিজ কাপড় দিয়া মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে থাকেন। এমন সময় এক ব্যক্তি উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ অমুক। অতঃপর لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

শু‘বা হইতে রাওহ ইব্‌ন নযর এবং শু‘বা ইব্‌ন হাজ্জাজ হইতে অন্যান্য সূত্রে বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (রা)...... কাতাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

–এই আয়াত প্রসঙ্গে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ একদা সাহাবারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অসংলগ্ন প্রশ্ন করিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা) এক পর্যায়ে মিম্বারের উপর উঠিয়া বলেন ঃ আজ তোমরা আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আজ আমি তোমাদের যে কোন ধরনের প্রশ্নের পরিষ্কার করিয়া উত্তর দিব।

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ নতুন কোন নির্দেশের আশঙ্কায় আঁতকিয়া উঠেন। তখন আমি আমার ডানদিকে এবং বামদিকে চাহিয়া দেখি, সাহাবারা সকলে কাপড় দ্বারা মুখাবয়ব আবৃত

করিয়া কাঁদিতেছেন। এমন সময় যে ব্যক্তির পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারে সমাজে ব্যাপক বদনাম ছিল, সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার পিতা কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমার পিতা হইল হুযাফা।

অতঃপর উমর (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের দীন এবং মুহাম্মদ (সা) আমাদের রাসূল। আল্লাহর নিকট আমরা পানাহ চাই। অথবা তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা আল্লাহর নিকট ফিতনার অপকারিতা হইতে পানাহ্ চাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আজ আমার নিকট ভাল ও মন্দ যতটা উদ্ভাসিত, এমনটা আর কখনো হয় নাই এবং বেহেশ্‌ত ও দোযখ আমি এতটা নিকটে দেখিতে পাইতেছি, যেন এই দেওয়ালের অপর পার্শ্বে উহা অবস্থিত।

সাঈদের সূত্রে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে। আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি প্রায় একইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

যুহরী (র) বলেন ঃ এই ঘটনার পর উম্মে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা সেই প্রশ্নকারীকে বলেন, আমি তোমার মত অপদার্থ কোন সন্তান দেখি নাই। তুমি কি জান, আইয়ামে জাহিলিয়াতে কত জঘন্য জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হইত ? তোমার এই জিজ্ঞাসার কারণে আজ আমার সেকালের কত বড় একটি জঘন্য অন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল ? জবাবে সে বলিল, আজ যদি আমার পিতৃ-পরিচয়ের সম্পৃক্ততা বিশ্রী কৃষ্ণাঙ্গ কোন গোলামের সহিতও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও আমি তাহা মানিয়া নিতাম।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তিম চেহারায় বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বারের উপর উপবেশন করেন। এমন মুহূর্তে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা কোথায় ? জবাবে তিনি বলিলেন, জাহান্নামে। আর এক ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা কে ? জবাবে তিনি বলিলেন "তোমার পিতা হইল হুযাফা।

এমন সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া বলেন, আল্লাহ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের দীন, মুহাম্মদ (সা) আমাদের নবী এবং কুরআন আমাদের ইমাম। হে আল্লাহর রাসূল! আইয়ামে জাহিলিয়াত এবং আইয়ামে শিরক আমরা অতিবাহিত করিয়াছি। খুবই নিকট অতীতে আমাদের কাহার পিতা কে হইয়াছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন। এই কথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাগ প্রশমিত হয় এবং এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

এই হাদীসটির সনদ খুবই চমৎকার। সুদ্দী হইতে মুরসাল সূত্রে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْـَٔلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

এই আয়াতটি সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ চেহারায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাদের যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করার আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উহার জবাব তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া প্রদান করিব।

এই কথা শুনিয়া কুরায়শ গোত্রের বনী হাশিম বংশের এক ব্যক্তি, যাহাকে আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা বলিয়া ডাকা হইত এবং যাহার পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপারে জনমনে ব্যাপক সন্দেহ ছিল; সেই ব্যক্তি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতা কে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ অমুক ব্যক্তি তোমার পিতা। অতঃপর তাহার পিতাকেও ডাকা হয়।

এমন সময় উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদচুম্বন পূর্বক বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের রব আল্লাহ, আপনি আমাদের রাসূল, ইসলাম আমাদের দীন এবং কুরআন আমাদের ইমাম। আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

উমর (রা) এইভাবে একাধিকবার বলিতে থাকিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাগ প্রশমিত হয়। পরিশেষে তিনি বলেন ঃ ব্যভিচারের দ্বারা উৎপন্ন সন্তান মাতার পরিচয়ে পরিচিত হইবে এবং ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে।

বুখারী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তামাশাচ্ছলে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, বলুন আমার পিতা কে ? অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো আমার হারাইয়া যাওয়া উটটি এখন কোথায় ? আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই ধরনের অমূলক প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।' এই হাদীসটি একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ যখন এই আয়াতটি নাযিল হয়–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً

তখন লোকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সামর্থ্যবান) ব্যক্তিকে কি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেককে কি প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) নিশ্চুপ থাকেন। আবার জিজ্ঞাসা করে, প্রত্যেক বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে ? হুযূর (সা) বলেন, না; তবে আমি যদি বলি হ্যাঁ, তাহা হইলে সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে। যদি এইরূপ প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ওয়াজিব হয়, তাহা হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিবে। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।'

মানসূর ইব্‌ন ওয়ারদানের সূত্রে ইব্‌ন মাজাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী বলিয়াছেন, এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। উপরন্তু আমি বুখারীর নিকট শুনিয়াছি যে. তিনি বলিয়াছেন, আবুল বুখতারীর হযরত আলী (রা)-এর সহিত সাক্ষাত হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করিয়াছেন। এক ব্যক্তি উঠিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! প্রত্যেক বৎসর কি হজ্জ করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চুপ থাকেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি দুই-তিনবার এইভাবে প্রশ্ন করেন। কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায়? জনৈক ব্যক্তি বলেন, সে এইখানে উপস্থিত রহিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার অধিকারে আমার আত্মা সেই মহান সত্তার কসম দিয়া বলিতেছি, যদি আমি বলিতাম, হ্যাঁ (প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে), তাহা হইলে প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা তোমাদের প্রতি ফরয হইত। প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফরয হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ হইতে। অর্থাৎ তোমরা হজ্জ তরক করিতে। অথচ হজ্জ তরক করা অর্থ কুফরী করা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম হইল মিহসান আল-আসাদী।

এই সূত্রের অপর এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, সেই লোকটির নাম ছিল উক্কাশা ইব্‌ন মিহ্সান। ইহা মোটামুটি গ্রহণ করা যায়। ইহার অন্যতম বর্ণনাকরী ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুসলিম আল-হিজরী ছিলেন যঈফ।

ইব্‌ন জারীর (র)......আবূ উমামা আল বাহিলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনসমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলেন ঃ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তখনই এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করে, হজ্জ কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) রাগান্বিত হইয়া তাহাকে বলেন ঃ চুপ কর! এই কথা বলিয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার পর জিজ্ঞাসা করেন, প্রশ্নকারী কোথায়? বেদুঈন লোকটি বলে, আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মূর্খ! আমি যদি বলিতাম, হ্যাঁ (প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে), তাহা হইলে উহাই তোমাদের প্রতি ফরয হইত। তখন প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করার দায়িত্ব হইতে তোমাদিগকে কে রক্ষা করিত? প্রত্যেক বৎসর হজ্জ পালন করিতে তোমরা অপারগ থাকিতে। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন এইভাবে দায়িত্ব পালন না করিতে পারার কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমি যদি তোমাদিগকে পৃথিবীর সকল বস্তু হালাল করিয়া দিয়া মাত্র কতটুকু পরিমাণ বস্তু হারাম করিয়া দেই, তাহা হইলে তোমরা উহার লালসায় হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَسْأَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَكُمْ اِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সে সব বিয়য়ে প্রশ্ন করিও না, যাহা প্রকাশিত হইলে তোমরা দুঃখিত হইবে।' তবে এই হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এমন কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা উচিত নয় যাহা প্রকাশিত হইলে কেহ অপমান বোধ করিবে বা দুঃখ পাইবে। তাই এমনি ধরনের প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই বিষয়ের উপর চমৎকার একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ তোমরা আমার নিকট তোমাদের একের সম্পর্কে অন্যে এমন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না যাহাতে সে অপমান বোধ করে। কেননা আমি চাই তোমাদের নিকট যখন আসি, তখন যেন আমি সুস্থ মন নিয়া আসিতে পারি।

ইসরাঈল সূত্রে তিরমিযী ও আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ দাউদের সূত্রটি ওলীদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) ওলীদ ইব্ন আবূ হাশিম হইতে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন। তিরমিযী এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে হাদীসটি গরীব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ تَسْأَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنَ تُبْدَلَكُمْ

'কুরআন অবতরণকালে তোমরা যদি সে বিষয়ে প্রশ্ন কর, তবে উহা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হইবে।'

অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে প্রশ্ন করিতে নিষেধ করা হইল, সেই সকল বিষয়ে যদি তোমরা কুরআন নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে প্রশ্ন কর, তাহা হইলে তোমাদের লজ্জাষ্কর গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে।

وَذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرَ —'আর ইহা করা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজসাধ্য।'

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا অর্থাৎ 'অতীতে যাহা করিয়াছ, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ 'কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল।'

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَلَكُمْ —এই আয়াতে এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, তোমরা বিদঘুটে ধরনের কোন প্রশ্ন করিও না। কেননা তাহা হইলে উহার উত্তর পীড়াদায়ক ও কঠিন করিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারী, যে হালাল বিষয় সম্পর্কে এমন ধরনের প্রশ্ন করিল যাহার ব্যাখ্যামূলক জবাবে সেই জিনিস হারাম বলিয়া গণ্য হইল।

তবে কুরআন নাযিল হওয়ার সময়ে উহার অস্পষ্ট বিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানা প্রয়োজন। কেননা আমলের জন্য উহার জ্ঞানের দরকার রহিয়াছে।

عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا। অর্থাৎ যে বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয় নাই, মনে করিবে উহা তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তাই যে বিষয়ে আল্লাহ্ নীরব রহিয়াছেন, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি যে বিষয়ে আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি, তোমরাও সেই বিষয়ে নীরব থাক। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের নবীদের নিকট অধিক প্রশ্ন করা এবং তাঁহাদের সহিত বিরোধে লিপ্ত হওয়ার কারণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

একটি সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সকল বিষয় ফরয করিয়াছেন, উহা তোমরা অমান্য করিও না, কোন বিষয়ে সীমা লংঘন করিও না এবং যে সকল বিষয় তিনি হারাম করিয়াছেন, উহা করিও না। তেমনি যে সকল বিষয়ে আমি নীরব থাকি, উহা তোমাদের প্রতি করুণাবশত করিয়া থাকি, ভুলবশত নয়। তাই যে সকল বিষয়ে আমি নীরবতা অবলম্বন করি, সেই সকল বিষয়ে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করিবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ.

'তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে।'

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই সকল নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করিত। তাহাদের প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হইত। কিন্তু ইহার পরেও তাহারা ঈমান আনে নাই, বরং তাহারা উহা প্রতাখ্যান করিয়াছিল। অর্থাৎ জবাব তাহাদের মনঃপুত না হওয়ার কারণে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা উহা গ্রহণ করার মত সৎসাহস নিয়া অগ্রসর হয় নাই। মূলত উহা গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রশ্ন করে নাই, বরং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ঠাট্টা করা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা।

এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন ঃ হে সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। তখন বনী আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে?

এই প্রশ্নের ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং বলেন ঃ সেই মহান সত্তার কসম! যাঁহার অধিকারে আমার আত্মা, আমি যদি হ্যাঁ সূচক জবাব দিতাম তবে তোমাদের প্রতি প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করা ফরয হইত। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ ফরয হইলে তোমরা উহা পালন করিতে অপারগ থাকিতে। ফলে তোমরা কাফির হইয়া যাইতে। তাই যাহা আমি বর্জন করি, তোমরাও তাহা বর্জন কর এবং আমি যাহা বলি, তাহা তোমরা পালন কর। তেমনি যাহা করিতে নিষেধ করি, তাহা হইতে বিরত থাক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করিয়া অমূলক প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার আদেশ দিয়াছেন।

নাসারাগণ 'মায়িদা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে যে কোন প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কুরআনের কঠিন ও দুর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন না কারিয়া উহার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য তোমরা অপেক্ষা কর। কেননা তোমাদের প্রশ্ন করিতে হইবে না। প্রশ্ন করার পূর্বেই তোমরা উহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত হইবে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন হজ্জের আয়াত নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোক সমক্ষে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের প্রতি হজ্জ ফরয করিয়াছেন। তাই তোমরা হজ্জ কর।

তখন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি জীবনে একবার পালন করিতে হইবে, না প্রত্যেক বৎসর পালন করিতে হইবে?

রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তরে বলেন ঃ না, জীবনে একবার হজ্জ পালন করিতে হইবে। আর যদি আমি তোমাদের জবাবে বলিতাম যে, প্রত্যেক বৎসর হজ্জ করিতে হইবে, তবে তাহাই হইত। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর হজ্জ পালন তোমাদের প্রতি ফরয করা হইলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হইতে।

এই ঘটনার পার আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ হইতে ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ এই পর্যন্ত নাযিল করেন। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

খুসাইফ (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ لاَتَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ এই আয়াতটি বাহীরা, ওসীলা, সায়িবা ও হাম সম্পর্কে প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। কেননা ইহার পরেই বলা হইয়াছে مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ –অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা বাহীরা (সায়িবা, ওসীলা ও হাম) স্থির করেন নাই।'

ইকরিমা বলেন ঃ লোকেরা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করিয়া এই ধরনের প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরিশেষে বলেন ঃ قَدْ سَاَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ اَصْبَحُوْا بِهَا كٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বেও তো এসব বিষয়ে এক সম্প্রদায় প্রশ্ন করিয়াছিল; অতঃপর তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরিমা আরও বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে মু'জিযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট প্রস্রবণপূর্ণ সুন্দর বাগান প্রার্থনা করিয়াছিল। আরো প্রার্থনা করিয়াছিল পর্বতকে তাহাদের জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য। এইভাবে ইয়াহূদীরা তাহাদের নবীর নিকট তাহাদের জন্য আসমান হইতে একখানা কিতাব আনার জন্য আবেদন করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ
مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلاَّتَخْوِيْفًا

অর্থাৎ 'যখনই আমি পূর্ববর্তী লোকদের আরযীর প্রেক্ষিতে মু'জিযা প্রদর্শন করাইয়াছি, তখনই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে। কাওমে সামূদকে আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার উপর যুলূম করিয়াছিল। অথচ আমার মু'জিযা একমাত্র তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ-وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ-وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ-

(١٠٣) مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

(١٠٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۚ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ○

১০৩. "বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হাম আল্লাহ নির্ধারিত করেন নাই। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

১০৪. "যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আইস, তাহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যদিও তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানিত না ও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না, তবুও কি ?"

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র)......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব হইতে বর্ণনা করেন যে,. সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব বলেন ঃ 'বাহীরা' সেই গৃহপালিত জন্তুকে বলা হয়, যাহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দুধ দোহন করা হয় না এবং যাহারা দুধ কেহ পানও করে না।

'সায়িবা' বলা হয় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, যাহাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং যাহার পিঠে মালামাল বহন করা হয় না।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমর ইব্‌ন আমিরকে জাহান্নামের মধ্যে দেখিয়াছি। তাহার পেটের পাকস্থলী বাহির হইয়া গিয়াছে সে উহা টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। কারণ এই ব্যক্তি প্রথম দেবতার নামে জন্তু ছাড়িয়াছিল।

‘ওসীলা’ বলে সেই উষ্ট্রীকে, যে উষ্ট্রী প্রথমবার একটি নর বাচ্চা প্রসব করার পর, পর পর দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। অতঃপর উহাকেও দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

‘হাম’ বলা হয় সেই পুরুষ উষ্ট্রকে, যাহার ঔরসে বহু বাচ্চা প্রসব করাইবার পর যখন ঔরসজাত উষ্ট্র সংখ্যায় বহু হইয়া যায়, তখন উহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উহা দ্বারা বোঝা বহন করানো হয় না এবং উহার পিঠে সওয়ারও হওয়া হয় না। অবশেষে উহাকে দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়।

ইব্রাহীম ইব্ন সা'দের হাদীসে নাসাঈ ও মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী (র)......হযরত নবী (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইব্ন হাদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) সনদে বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম (র) বলেন ঃ বুখারী মনে করেন, যুহরী হইতে আবদুল্লাহ ইব্ন হাদ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল হাজ্জাজ মুযানী সেইরূপ আতরাফে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম আরও বলেন, এই রিওয়ায়াতে সংশয় রহিয়াছে। কেননা এই হাদীসটি মূলত যুহরী হইতে ইব্ন জারীর ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

বুখারী (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি জাহান্নামের মধ্যে অগ্নিশিখাগুলির পরস্পরে পরস্পরকে গ্রাস করিতে দেখিয়াছি। তখন আমি আমরকেও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। কেননা সেই প্রথম ব্যক্তি যে প্রতিমার উদ্দেশ্য উষ্ট্রী ছাড়িয়াছিল। ইহা একমাত্র বুখারী বর্ণনা করিয়ছেন।

ইব্ন জারীর (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আকসাম ইব্ন জাওনকে বলেনঃ হে আকসাম! আমি আমর ইব্ন লুহাই ইব্ন কামআহ ইব্ন খুন্দুফকে জাহান্নামের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। তবে তাহার অবয়বের সহিত তোমার অবয়বের হুবহু মিল রহিয়াছে। তোমার অবয়বের সহিত তাহার অবয়বের যতটা মিল, অন্য কাহারো সহিত ততটা মিল পরিলক্ষিত হয় না। অতঃপর আকসাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহার সহিত আমার শারীরিক মিল হওয়ায় কোন আংশকার কারণ আছে কি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ না, তুমি হইলে মু'মিন আর সে হইল কাফির। পরন্তু সেই প্রথম ব্যক্তি যে ইব্রাহীম (আ)-এর দীনের মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছিল। সেই প্রথম বাহীরা, সায়িবা ও হাম দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়াছিল।

ইব্ন জারীর (র)...... হযরত নবী করীম (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সায়িবা উৎসর্গ করার মাধ্যমে দেবদেবীর পূজার প্রথম প্রচলন করিয়াছে আবূ খুযাআ আমর ইব্ন আমির। আমি তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছি। এই সূত্রে এই হাদীসটি একমাত্র আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)...... যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ কে প্রথম সায়িবা উৎসর্গের প্রচলন ঘটাইয়াছে এবং কে প্রথম দীনে ইব্রাহীমীর মধ্যে পরিবর্তন আনিয়াছে, আমি তাহাকে ভাল

করিয়া জানি। তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি হইল বনী কা'বের আমর ইব্‌ন লুহাই, আমি তাহাকে জাহান্নামের মধ্যে দগ্ধীভূক্ত হইতে দেখিয়াছি। তাহার পোড়াগন্ধে সকল জাহান্নামী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তেমনি যে ব্যক্তি বাহীরাকে প্রথম উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহাকেও আমি চিনি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি ? জবাবে তিনি বলিলেন. সে হইল বনী মাদলাজের এক ব্যক্তি। তাহার দুইটি উট ছিল। সে প্রথমে উট দুইটির কান ফাড়িয়া দেয়। অতঃপর সে উভয় উটের দুধ হারাম করিয়া নেয়। তারপর অবশ্য সে উটদ্বয়ের দুধপান করিত। আমি তাহাকে এমন অবস্থায় জাহান্নামে দেখিয়াছি যে, সেই উটদ্বয় তাহাকে কামড়াইতেছিল এবং পা দিয়া তাহাকে দলিত মথিত করিতেছিল। এই ব্যক্তির পূর্ণ নাম হইল ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআ'। সে ছিল বনূ খুযাআর অন্যতম সর্দার। বনূ জুরহুমের পরে কা'বার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তাহাদের নিকট আসিয়াছিল। উপরোক্ত ব্যক্তি সর্ব প্রথম দীনে ইব্‌রাহীমের মধ্যে পরিবর্তন আনে এবং হিজাযে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটায়। এই ব্যক্তি প্রথম মানুষকে মূর্তিপূজার দিকে আহবান জানায়। এই সম্পর্কে সূরা আনআমে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا.

অর্থাৎ 'তাহাদের ক্ষেতে-খামার ও জন্তু-জানোয়ার হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, উহার মাত্র একাংশ আল্লাহর, বাকীটা সব দেবদেবীর প্রাপ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস।'

বাহীরা সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ বাহীরা বলে সেই উষ্ট্রীকে, যে উষ্ট্রী পাঁচটি বাচ্চা প্রসব করার পর ষষ্ঠবারে নর বাচ্চা প্রসব করিলে উহাকে যবেহ করিয়া কেবল পুরুষরা খাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে দেওয়া হয় না। তবে যদি মাদী বাচ্চা প্রসব করে, তবে উহার কান কাটিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহাকে বাহীরা বালিয়া পরিচিত করিয়া তোলা হয়। বাহীরা সম্পর্কে সুদ্দীও প্রায় অনুরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

সায়িবা সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ সায়িবার সংজ্ঞা প্রায় বাহীরার মত। পার্থক্য হইল এই যে, পর্যায়ক্রমে ছয়টি মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর যদি ষষ্ঠবারে একটি বা দুইটি নর বাচ্চা প্রসব করে, তবে সেইটাকে যবেহ করিয়া মহিলা ব্যতীত কেবল পুরুষরা খাইয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ সায়িবা বলে সেই উটকে, যে পর্যায়ক্রমে দশটি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাতে আরোহণ করা, উহার পশম কাটা এবং উহার দুধপান করা নিষিদ্ধ করা হইত। তবে মেহমান আসিলে উহার দুধ দোহাইয়া মেহমানকে পান করান হইত।

আবূ রওফ বলেন ঃ সায়িবা সেই জন্তুকে বলে, যাহাকে তাহার মনিবের কার্য সিদ্ধির ফলে দেবতার নমে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। যদি উৎসর্গাবস্থায় সেই জন্তুটির বাচ্চা হয়, তবে তাহাও সায়িবা বলিয়া গণ্য হয়।

সুদ্দী বলেন ঃ কোন ব্যক্তির কোন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত বা রোগ হইলে মুক্তি পাইলে বা অস্বাভাবিকভাবে সম্পদ বাড়িয়া গেলে দেবদেবীর নামে কোন জন্তুকে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া

দেওয়াকে সায়িরা বলে। তৎকারে সেই উৎসর্গীকৃত জন্তুর প্রতি কেহ আঘাত করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

আলী ইব্ন আবূ তালাহা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ওসীলা বলে সেই ছাগীকে পর্যায়ক্রমে সাতটি বাচ্চা প্রসব করে। যদি সপ্তমবারের বাচ্চাটি পুরষ এবং মৃত হয় তাহা হইলে সেই ছাগীটাকে যবাই করিয়া মহিলা ব্যতীত পুরুষরা খাইয়া ফেলে। অবশ্য যদি সপ্তমবারে ছাগী ও ছাগ উভয় ধরনের জীবিত বাচ্চা প্রসব করে তবে উভয়টিকে ছাড়িয়া দিয়া বলে ছাগীটি ছাগটিকেও সহযোগী করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে উহা তাহারা সকলের জন্য হারাম করিয়া নেয়। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)......সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَلَا وَصِيْلَةٍ আয়াতাংশ সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ ওসীলা সেই উষ্ট্রীকে বলা হয়, যে উষ্ট্রী পর্যায়ক্রমে দুইবার মাদী বাচ্চা প্রসব করে। পরে দ্বিতীয়বারের বাচ্চাটার কান চিড়িয়া দিয়া সেইটাকে দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) হইতেও প্রায় এই ধরনের সংজ্ঞা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ওসীলা বলে সেই ছাগীকে, যে ছাগী দুইটি করিয়া পাঁচবারে দশটি ছাগী বাচ্চা প্রসব করে। ফলে উহাকে ছাড়িয়া দিত এবং পরে যদি উহার কোন ছাগ বা ছাগী বাচ্চা হইত, তবে উহাকে কেবল পুরুষরা খাইতে পারিত।

'হাম' সম্পর্কে আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ কোন গৃহপালিত জন্তু দশবার বাচ্চা প্রসব করার পর উহাকে 'হাম' বলিয়া দেবতার নামে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাতাদা এবং আবূ রওফও এইরূপ বলিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ 'হাম' সেই উষ্ট্রীকে বলে, যে উষ্ট্রীর বাচ্চা হইলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে সেই উষ্ট্রীটাকে কেহ আঘাত করিত না, কেহ উহার পশম কাটিত না এবং কাহারো ক্ষেতে ঢুকিলে বা কাহারও কূয়ার পানি খাইলেও কেহ কিছু বলিত না। এইভাবে অনেকে অনেক কিছু বলিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......মালিক ইব্ন নাযলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন নাযলা (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পুরাতন জীর্ণ কাপড় পরিয়া আসিলে তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, জায়গা-সম্পদ তোমার আছে কি ? আমি বলিলাম হ্যাঁ, আছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি সম্পদ তোমার আছে ? আমি বলিলাম, উট, ছাগল, গাধা ও দাসদাসী সবই আমার আাছে। তিনি তদুত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাকে সম্পদ দিয়াছেন, তখন উহার পরিচয় প্রকাশিত হওয়া দরকার। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার উট কি পরিপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চা প্রসব করে ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, উট তো পূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাই প্রসব করে। উট কি অপূর্ণ কানওয়ালা বাচ্চাও প্রসব করে ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিছু বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া তোমরা যে বল, এইটা বাহিরা। আর কতক বাচ্চার কান কাটিয়া দিয়া বল, এইগুলি খাওয়া হারাম। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, এইরূপ করা হয়। তিনি বলিলেন ঃ না, তোমরা এমন করিবে না। এই সকল যাহা আল্লাহ তোমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সবই হালাল। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّ لاَ سَائِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَ حَامٍ.

অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট বাহীরা, সায়িবা, ওসীলা ও হামের কোন বৈধতা নাই।'

বাহীরা বলা হয় সেই জন্তুকে, যাহার কান কাটিয়া দেওয়ার পর উহার শিং, পশম ও দুধ সেই ঘরের কোন শিশু বা মহিলা ব্যবহার করিতে পারিত না। তবে সেইটি মারা যাওয়ার পর সকলেই খাইতে পারিত।

সায়িবা বলা হয় সেই গৃহপালিত জন্তুকে, যাহা দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়। আর গৃহপালিত জন্তুকে উৎসর্গ করা হয় বলিয়া ইহাকে সায়িবা বলে।

ওসীলা বলা হয় সেই ছাগীকে, যে ছাগী ছয়বার প্রসব করার পর সপ্তমবারে প্রসব করিলে উহার শিং এবং কান কাটিয়া দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া বলা হয়, নিঃসন্দেহে ইহা দেবতার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। অতঃপর ইহাকে যবেহ করা, পেটানো এবং কাহারো ক্ষেতে ঢুকিলে বাহির করিয়া দেওয়া কিংবা কাহারো কূপের পানি পান করিলে তাড়াইয়া দেওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যায়। হাদীসের ভাষ্যমতে ইহার সংজ্ঞা ইহাই পাওয়া যায়।

মালিক হইতে আবুল আহওয়াস (র) হইতে আওফ ইব্ন মালিকের সূত্রেও এই ধরনের একটি হাদীস রহিয়াছে। তবে হাদীসটির সনদে সংশয় রহিয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)......মলিক ইব্ন নাযলা (রা) হইতে এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বালিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

'কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাহাদের অধিকাংশই উপলব্ধি করে না।' অর্থাৎ তাহাদের এইসব কর্মকাণ্ড আল্লাহর শরী'আত কর্তৃক মনোনীত নয় এবং ইহা আল্লাহ্কে পাবারও কোন পন্থা নয়; বরং ইহা মুশরিকদের ধোঁকাবাজী এবং ইহা তাহাদের মনগড়া শরী'আত। তবে ইহার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চায়। কিন্তু এই ধরনের কর্মকাণ্ড করিয়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না। উপরন্তু ইহা তাহাদের জন্য বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَائَنَا.

'যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার দিকে ও রাসূলের দিকে আস, তাহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

অর্থাৎ যখন তাহাদিগকে আল্লাহর দীন ও শরী'আত মানিয়া ওয়াজিব নির্দেশসমূহ পালন এবং হারামসমূহ বর্জন করার জন্য আহবান করা হয়, তখন তাহারা বলে, আমাদের জন্য আমাদের বাপ-দাদাদের সূত্রে পাওয়া পদ্ধতিই যথেষ্ট।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا —অর্থাৎ তাহাদের পূর্বপুরুষগণ সত্য বুঝিত না, সত্যকে চিনিত না এবং হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাই কি করিয়া তাহাকে অনুসরণ করা যায় ? সত্য কথা হইল, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জাহিল ব্যক্তির এবং সর্বাপেক্ষা গুমরাহ পথটিই তাহারা অনুসরণ করিত।

(١٠٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১০৫. "হে মু'মিনগণ! নিজেকে ঠিক রাখাই তোমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তোমরা যদি সঠিক পথে থাক তবে যে বিপথে গিয়াছে, সে তোমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে, তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে অবহিত করিবেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে নির্দেশ দেন ঃ তোমরা নিজ নিজ আত্মা শুদ্ধ করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিতে সাধ্যমত কোশেষ কর।

তিনি আরো বলেন ঃ যে নিজ আত্মা শুদ্ধ করিয়া নিবে, নিকট ও দূরের কোন লোকের কোন ক্ষতিই তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, যে বান্দা আমার আদেশ ও নিষেধমত হালাল ও হারামের ব্যাপার মান্য করিবে, তাহাকে কোন গুমরাহ ব্যক্তিই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। ওয়ালিবী হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানও এইরূপ বলিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।'

لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ 'প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার নেক আমলের নেক প্রতিদান এবং প্রত্যেক বদ আমলকারীকে তাহার বদ আমলের বদ প্রতিদান দেওয়া হইবে।'

অবশ্য ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় না যে, সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করা অপ্রয়োজনীয়। বরং প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজে বাধা দেওয়া একটি অপরিহার্য দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র)......কায়স হইতে বর্ণনা করেন যে, কায়স বলেন ঃ একদা আবূ বকর (রা) দাঁড়াইয়া হামদ ও সানা পাঠপূর্বক বলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

এই আয়াতটি পাঠ কর বটে, কিন্তু ইহার যথাযথ অর্থ করিতে তোমরা ব্যর্থ থাক। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অন্যায় কাজ করিতে দেখিয়া উহা প্রতিরোধ না করে, তবে তাহাদের উভয়ের আল্লাহর গযবে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

কায়স বলেন ঃ আবূ বকর (রা) আরো বালিয়াছেন যে, হে লোক সকল ! তোমরা মিথ্যা কথা হইতে আত্মরক্ষা কর। কেননা মিথ্যা কথা মানুষকে ঈমান হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।

এই হাদীসটি ইব্ন হিব্বান স্বীয় সহীহ্ সংকলনে এবং সুনান চতুষ্টয়ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে মুত্তাসিল ও মারফূ' সূত্রে বিরাট একদল আলিমও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। দারে কুতনী এককভাবে এই হাদীসটি মারফূ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তবে 'মুসনাদে সিদ্দীকে' হাদীসটি আরো বিস্তারিত আকারে রহিয়াছে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......আবূ উমাইয়া শা'রানী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমাইয়া শা'রানী বলেন ঃ একদা আমি আবূ সা'লাবা আল-খুশানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

— এই আয়াতটির অর্থ আপনি কিভাবে করেন ?

উত্তরে তিনি বলেন ঃ ধন্যবাদ। তুমি এমন একজন লোককে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যাহার অর্থ তাহার জানা রহিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে বলেন ঃ বরং তোমরা সেই দিন পর্যন্ত ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে থাকিবে যতদিন তোমরা লোকদের আত্মার সংকোচন, ইচ্ছার দাসত্ব, আখিরাতের উপর দুনিয়ার প্রাধান্য এবং অপরের রায় হইতে নিজের রায়কে সর্বক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করিতে দেখিবে। তবে সেই দিন তোমরা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। আওয়ামকে তাহাদের নিজ গতিতে চলিতে দিবে। কেননা তোমাদের পরবর্তীকালে এমন একটি যুগ আসিবে যখন কোন সৎলোককে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে হাতে জ্বলন্ত অংগার নিয়া অপেক্ষা করার মত কষ্ট পোহাইতে হইবে। অবশ্য সেই সময়ে একজন নেককারের নেকী তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা কি তাহাদের, না আমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ নেকী প্রাপ্ত হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, তাহাদের একজনে তোমাদের পঞ্চাশজনের সমপরিমাণ সওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটি হাসান-গরীব-সহীহ পর্যায়ের। ইব্‌ন মুবারকের সূত্রে আবূ দাউদ ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাজাহ, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন উতবা ইব্‌ন আবূ হাকীমের সূত্রে।

আবদুর রহমান (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জনৈক ব্যক্তি—عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَيَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ—এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ এই আয়াতের বক্তব্য বর্তমান সময়ে প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সময়ে লোক তোমাদের কথা শোনে ও মানে। কিন্তু সামনে এমন একটি সময় আসিতেছে যখন লোককে ভাল কথা বলিলে তাহারা যা তা বলিয়া জবাব দিবে। অথবা তিনি বলিয়ছিলেন, সেই সময় তোমাদের কথা গ্রহণ কেহ না করিলে তোমরা নীরব থাকিবে এবং উত্তেজিত হইবে না। কেননা সেই সময়ে তাহারা তোমাদের কথা গ্রহণ না করিলে উহার দায়িত্ব তোমাদের উপর বর্তাইবে না।

আবূ জা'ফর আল-রাযী (র)......ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আলীয়া বলেন ঃ একদা আমরা অনেকে ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় উপবিষ্ট দুই লোকের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহারা উভয়ে হাতাহাতিতে লিপ্ত হইয়া যায়। তখন উপবিষ্ট লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলেন, আমি কি উঠিয়া ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিব না ? এই জিজ্ঞাসার জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, আত্মরক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বালিয়াছেন عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ (তোমাদের কর্তব্য হইল আত্মরক্ষা করা)। এই কথা শুনিয়া ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ থাম, এই আয়াতের মর্মার্থ ইহা নয়। এই ঘটনায় ইহা প্রযোজ্যও নয়। কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা স্ব স্ব স্থানে প্রযোজ্য। কুরআনের কিছু কথার কার্যক্ষেত্র সেই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে শেষ হইয়াাছে। কিছু কথার কার্যক্ষেত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে প্রযোজ্য ছিল। কিছু কথার যথার্থতা প্রমাণিত হইবে নবী (সা)-এর পরবর্তী সময়ে, কিছু প্রমাণিত হইবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের ময়দান সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সেখানকার জন্যই কেবল প্রযোজ্য। যেমন বেহেশ্‌ত-দোযখ ও হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সেই সময়ের জন্য প্রযোজ্য থাকিবে। অতএব যতদিন তোমাদের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা এক থাকিবে, তোমরা বহুধা বিভক্ত না হইবে, আর যতদিন সত্য বলিলে তোমরা একে অপরকে আঘাত না করিবে, ততদিন এই আয়াত কাহারো জন্য প্রযোজ্য নয়। পক্ষান্তরে যখন আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া তোমরা অনৈক্যের সৃষ্টি করিবে এবং সত্যের আদেশ করিলে তোমাদের উপর আঘাত আসিবে, তখন তোমরা নীরব থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অতএব সেই সময়ের জন্য এই আয়াতটি প্রাযোজ্য হইবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......সুফিয়ান ইব্‌ন উ'কাল হইতে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন উ'কাল বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, বর্তমানে কি আমরা নীরব থাকিব, না ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করিব ? কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ

অর্থাৎ 'আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদিগকে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

জবাবে ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ এই আয়াত আমার এবং আমার সংগী-সাথীদের জন্য জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন খবরদার! তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট আমার কথা পৌঁছাইয়া দাও। অতএব আমরা হইলাম উপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত আর তোমরা হইলে অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতটি অনাগত এমন লোকদের জন্য প্রযোজ্য যাহারা তাহাদের সমসাময়িক লোকদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান করিলে তাহারা তাহা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন বিশর (র)......সাওয়ার ইব্‌ন শাবীব হইতে বর্ণনা করেন যে, সাওয়ার ইব্‌ন শাবীব বলেন ঃ একদা আমি ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় তেজ মেজায ও বাগ্মী এক ব্যক্তি আসিয়া ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! এমন ছয়জন লোক রহিয়াছে যাহারা প্রত্যেকে কুরআনের বড় বড় আলিম। অথচ তাহারা প্রত্যেকেই অন্যের প্রতি শিরকের অভিযোগ করে। তাহারা ইজতিহাদের যোগ্যতাও রাখে। তাহাদের অন্তরে নেক উদ্দেশ্য ব্যতীত বদ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু তাহারা একে অন্যের প্রতি শিরকের অভিযোগ করিয়া চলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, একে অপরের প্রতি শিরকের মিথ্যা অভিযোগ করার চেয়ে হীন উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে ? উত্তরে আগন্তুক বলেন, আমি আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই, আমি শায়খের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমার জিজ্ঞাসার জবাব দিবেন। আপনি কে ? এই বলিয়া লোকটি ইব্‌ন উমর (রা)-কে আবার জিজ্ঞাসা করেন, এই লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ তুমি কি বলিতে চাও যে, আমি তোমাকে তাহাদিগকে হত্যা করার আদেশ দেই ? অথচ তোমার দায়িত্ব হইল তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং তাহাদিগকে হিকমতের মাধ্যমে পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ি হইতে নিবৃত্ত করা। ইহার পর যদি তাহারা সংশোধন না হয় তবে তোমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ .

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য।'

আহমদ ইব্‌ন মিকদাম (র)......আবূ মাযিন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মাযিন বলেন ঃ উসমান (রা)-এর খিলাফতের সময় একবার আমি মদীনায় গিয়া দেখি যে, একস্থলে বহু মুসলমান জড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের একজন উঠিয়া عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ এই আয়াতটি পাঠ করিলে মজলিসের অধিকাংশ লোক বলিয়া উঠেন, এই আয়াতটির প্রয়োগকাল এখনো আসে নাই।

কাসিম (র)......যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু সংখ্যক সাহাবীর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেই অনুষ্ঠানের উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। অনুষ্ঠানে আলোচনা হইতেছিল ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ সম্পর্কে। আমি বলিলাম, আল্লাহ তাঁহার কিতাবে কি বলেন নাই যে,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! আত্মরক্ষা করাই তোমাদের কর্তব্য; তোম্মরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।'

এই কথা বলিলে সকলে আমার দিকে তাকান এবং বলেন, তুমি এই আয়াতটির মর্মার্থ সম্পর্কে অবহিত নও। তাহাদের একযোগে এমন প্রতিবাদের মুখে আমি একেবারে চুপ হইয়া যাই এবং মনে মনে বলি, উহ! কথাটা না বলাই উচিত ছিল।

পরে সভা ভঙ্গ হওয়ার প্রাক্কালে সকলে আমাকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভাঙ্গা মনকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্যে বলেন, তুমি ছোট মানুষ, এই আয়াতের প্রয়োগকাল সম্পর্কে তোমার ধারণা নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কিছু নাই। তোমার বয়সে সেকাল তুমি দেখিতেও পার। যখন দেখিবে, মানুষের আত্মা কালিমায় লেপিয়া গিয়াছে, তাহারা ইচ্ছার দাসত্বে লিপ্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেক লোক স্ব স্ব মতকে প্রাধান্য দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তখন তুমি আত্মরক্ষার পথ বাছিয়া নিবে। তাহা হইলে কোন পথভ্রষ্ট তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র).......যামুরা ইব্‌ন রবীআ হইতে বর্ণনা করেন যে, যামুরা ইব্‌ন রবীআ বলেন ঃ একদা হাসান বসরী (র) —

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.

—এই আয়াতটি তিলাওয়াত পূর্বক বলেন, আলহামদু লিল্লাহ! পূর্বকালের মু'মিনদের মধ্যে মুনাফিক ছিল এবং বর্তমানকালের মু'মিনদের মধ্যেও রহিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয়, সেকালেও মুনাফিকদের কর্মকাণ্ড অপসন্দ করা হইত, আর একালেও তাহাদের কর্মকাণ্ড অপসন্দ করা হইয়া থাকে।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) বলেন ঃ যদি তুমি ন্যায়ের আদেশ কর ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কর এবং যদি তুমি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হইয়াছে সে তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছন।

সুফিয়ান সাওরী (র)......হুযায়ফা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উপরন্তু পূর্বসূরীদের অনেকেই এই ধরনের মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......কা'ব হইতে বর্ণনা করেন ঃ عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ.-এই আয়াত প্রসঙ্গে কা'ব বলেন ঃ গোঁড়ামী ও সাম্প্রদায়িকতার বশবর্তী হইয়া যখন দামেশকের গীর্জা ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইবে, তখন এই আয়াতটি প্রযোজ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

(١٠٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ
اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ
مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا
وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ○
(١٠٧) فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ
عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ○
(١٠٨) ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَآ اَوْ يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১০৬. "হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়বান সাক্ষী রাখিও; আর যখন তোমরা সফরে যাও এবং মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তখন তোমাদের বাহিরের দুইজন সাক্ষী রাখিও; তাহাদিগকে তোমরা সন্দেহ করিলে নামাযের পর অপেক্ষমান রাখিয়া আল্লাহর নামে এই শপথ করাও ঃ আমরা টাকায় বিক্রি হই নাই ও আত্মীয়তার খাতির করি নাই এবং আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করি নাই; (তাহা করিলে) অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

১০৭. "তথাপি যদি প্রকাশ পায় যে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, তবে ওসীয়াতকারীর আপনজন হইতে দুইজন সাক্ষী তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে, আমাদের সাক্ষ্য তাহাদের সাক্ষ্য হইতে সত্য ও সঠিক এবং যদি আমরা অতিরঞ্জন করিয়া থাকি, তাহা হইলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

১০৮. "ইহাই তাহাদের যথাযথ সাক্ষ্যদানের অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবস্থা অথবা তাহারা ভয় পাইবে যে, তাহাদিগকে শপথের পুনরাবৃত্তি করানো হইবে। আর আল্লাহকে ভয় কর ও (তাঁহার কথা) শোন এবং আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতটি একটি বিরাট আদেশরূপে গণ্য। কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতটি রহিত হইয়া গিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্রাহীম হইতে হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মানও বালিয়াছেন যে, আয়াতটির বিধান রহিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইব্ন জারীর সহ অনেকের অভিমত হইল যে, আয়াতটির আদেশ রহিত নয়; বরং এখনো কার্যকর। যাহারা বলেন, আয়াতটির হুকুম মানসূখ, তাহাদের কথা নিয়া এখন আলোচনা করা হইবে। আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ

নাহুবিদদের শব্দ বিন্যাস মুতাবিক এই আয়াতে اثْنَانِ পদটি خبر (বিধেয়) হইয়াছে। উহার مبتدأ (উদ্দেশ্য) হইল شهادة بينكم তখন বিন্যাস হবে شهادة اثنين অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষী হইবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন। এই বাক্যটি ইহার মধ্যে উহ্য ছিল।

অর্থাৎ এখানে مضاف হিসাবে আর একটি شهادة (শব্দ) ছিল যাহা বাকরীতির নিয়মে লুপ্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। ফলে উহার مضاف اليه পদ اثنين -কে উহার স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এখানে উহ্য ছিল شهادة اثنين বাক্যাংশটি। আর ذوا عدل হইল اثنين -এর صفات অর্থাৎ عدلين منكم-ফলে অর্থ দাঁড়ায় ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ عدلين من المسلمين -'মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।' এই তরকীব করিয়াছেন জমহূর উলামা।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ -এর মর্মার্থে বলেন ঃ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ মু'সলমানদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে।' ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবীদা, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, হাসান, মুজাহিদ, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামুর, সুদ্দী, কাতাদা, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থ হইল مِنْ اَهْلِ الْوَصِىْ অর্থাৎ 'আহলে ওসীয়াত হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে।' ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -এর মর্মার্থে বলেন ঃ 'তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্য হইতে দুইজন অর্থাৎ মুসলমান ব্যতীত আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে দুইজন।'

আবীদা, শুরাইহ, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামুর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, শাবী, ইব্‌রাহীম নাখঈ, কাতাদা, আবূ মিজলায সুদ্দী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইকরিমা ও আবীদা হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থাৎ 'যাহাদের জন্য ওসীয়াত করিবে, তাহাদের ভিন্ন অন্য দুইজন।'

হাসান বসরী ও যুহরী (র) হইতেও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ অর্থাৎ 'তোমরা সফরে থাকিলে।'

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ -'এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে।' অর্থাৎ মুসলমান সাক্ষীর অভাবে যিম্মীদের সাক্ষী করা বৈধ হওয়ার জন্য উপরোক্ত শর্ত দুইটি বর্তমান থাকিতে হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)......শুরাইহ হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদিগকে সফরের সময় ব্যতীত সাক্ষী করা জায়েয হইবে না। অবশ্য সফরের সময়ও জায়েয হইবে না যদি না বিষয়টা ওসীয়াত সম্পর্কিত হয়।

আবূ কুরাইব (র)...... শুরাইহ হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু অন্য ইমামত্রয় মুসলমানদের কোন ব্যাপারে যিম্মীদের সাক্ষী নাজায়েয বালিয়াছেন। তবে আবূ হানীফা (র) যিম্মীদের ব্যাপারে যিম্মীদের সাক্ষী জায়েয বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......যুহরী হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী বলেন ঃ সুন্নাত মুতাবিক আবাসে বা সফরে কোন অবস্থায়ই মুসলমানদের কোন ব্যাপারে কাফিরদিগকে সাক্ষী করা জায়েয নয়।

ইব্‌ন যায়দ বলেন ঃ এই আয়াতটি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যে এমন অবস্থায় মারা যায় যখন তাহার নিকটে কোন মুসলমান উপস্থিত ছিল না। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল ইসলামের আবির্ভাবকালে। দেশ ছিল দারুল হরব। জনগণ ছিল কাফির। তখন ওসীয়াতের মাধ্যমে মীরাস বন্টন করা হইত। অতঃপর ইহা রহিত করিয়া ফারাইয অনুসারে মীরাস বন্টন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহার কার্যকারিতা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই শানে নুযূলটির ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। আল্লাহ ভালো জানেন।

ইব্‌ন জারীর (র)-

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.

-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ -আয়াতাংশে বর্ণিত অন্য দুইজন সাক্ষী কি আহলে ওসীদের হইতে মধ্যে হইবে, না ভিন্ন দুইজন ব্যক্তি হইবে, এই ব্যাপারে দুইটি শর্ত রহিয়াছে।

এক. ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাসীত (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ এই আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি সফর করে এবং তাহার সংগে যদি মালামাল থাকে, আর সেই সফরে যদি তাহার নিকট মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তবে সে দুইজন মুসলমানের নিকট তাহার মালামাল রাখিয়া যাইবে এবং যাহাদের নিকট মাল রাখা হইল, তাহাদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহার সনদের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে।

দুই. দুইজন সাক্ষী হইবে যাহা আয়াতের বাহ্য অর্থে বুঝা যায়। যদি সাক্ষীদ্বয়ের সহিত তৃতীয় ব্যক্তি ওসীদের মধ্যে হইতে কেহ না হয়, তবে উভয় সাক্ষীর মধ্যে 'ওসায়া' ও 'শাহাদাহ' এই বৈশিষ্ট্য দুইটি অবশ্যই থাকিতে হইবে। যেমন তামীমদারী ও আদী ইব্‌ন বাদ্দার ঘটনায় উল্লেখিত হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে সামনে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে ইব্ন জারীর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন ঃ আমরা জানি, সাক্ষীদের হইতে কখনো কসম নেওয়া হয় না। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কার্যক্ষেত্রে সাক্ষীদের হইতে কসম আদায় করিতে হইবে। তাই এই কথা মনে করাই বাঞ্ছনীয় যে, এই বিষয়টি অন্য সকল বিষয়ে সাক্ষ্যদানের বিষয় হইতে আলাদা। অন্য কোন ব্যাপার এই বিষয়টির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এইটি একটি বিশেষ সাক্ষী এবং বিশেষ ব্যবস্থা। ইহাছাড়া এই বিষয়টির মধ্যে এমন কিছু শর্ত এবং কথা আছে, যাহা অন্য কোন বিষয়ের মধ্যে একেবারেই পাওয়া যায় না। তাই যখন সাক্ষীদের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিবে, তখন এই আয়াতের বিধান মুতাবিক সাক্ষীদের হইতে কসম আদায় করিবে।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ— এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ অর্থাৎ সাক্ষীদের ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হইলে আসরের সালাতের পর তাহাদিগকে অপেক্ষমান রাখিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন, ইকরামা, কাতাদা, ইব্রাহীম নাখঈ ও সাঈদ ইব্ন যুবায়রও এই কথা বলিয়াছেন।

যুহরী বলেন ঃ সাধারণভাবে যে কোন নামাযের পরে কসম নেওয়া যাইবে।

সুদ্দী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ সাক্ষীদের স্ব স্ব ধর্মীয় ইবাদতের পরে কসম নিতে হইবে।

আবদুর রাযযাক (র) আবীদা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্রাহীম নাখঈ এবং কাতাদারও অভিমত ইহাই।

মোট কথা এমন একটি স্থানে তাহাদের নিকট হইতে কসম গ্রহণ করিবে যেখানে যথেষ্ট লোকের উপস্থিতি থাকে।

فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিবে।'

اِنِ ارْتَبْتُمْ অর্থাৎ সাক্ষীদ্বয়ের ব্যাপারে মিথ্যা ও বানোয়াট বলার সন্দেহ যদি তোমাদের মনে জাগে, তখন তাহাদের হইতে নিম্ন শপথ গ্রহণ করিবে ঃ

لَانَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا -অর্থাৎ 'ঈমানের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ভঙ্গুর পৃথিবীর সুখ ভোগ আমরা কামনা করি না।' এই অর্থ করিয়াছেন মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র)।

وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى -অর্থাৎ 'আর আমরা চাই না যে, আমাদের সাক্ষ্য আমাদের কোন আত্মীয়ের দ্বারা প্রভাবিত হউক।'

وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ -'এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপন করিব না।'

উল্লেখ্য যে, সাক্ষ্যের গুরুত্বের দিক বিবেচনা করিয়া সাক্ষ্য বা শাহাদাতকে আল্লাহর দিকে اضافت করা হইয়াছে।

কেহ কেহ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةً اللّٰهِ আয়াতাংশের شَهَادَةً শব্দের ة-কে যের দিয়া পাঠ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)......আমির শা'বী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অবশ্য অন্যদের হইতে وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ এইরূপও বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে প্রথমোক্ত পঠনটিই প্রসিদ্ধ।

اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ — অর্থাৎ 'যদি আমার সাক্ষ্যের মধ্যে সংযোজন ও সংকোচন করি বা সাক্ষ্য যদি উল্টাপাল্টা করিয়া ফেলি বা পূরা সাক্ষ্যটাই গোপন করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا الْاَوْلَيَان অর্থাৎ 'যদি অংশীদারদের অংশের সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সাক্ষীদ্বয়ের খেয়ানত ও মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত ও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে —

فَاٰخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَانِ–

অর্থাৎ 'যাহাদের স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে নিকটতম দুইজন তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে।' আয়াতটি জমহূর এইরূপে পাঠ করিয়াছেন।

আলী ও হাসান বসরী (র) হইতে ইহার পঠন اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ — এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাকিম (র)......আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ -এই আয়াতাংশ এইরূপে পাঠ করিয়াছেন।

অতঃপর হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ বটে কিন্তু তিনি হাদীসটি স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকে مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَنِ -এইরূপও পাঠ করিয়াছেন।

হাসান (র) পাঠ করিয়াছেন ঃ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَانِ -এইরূপে। ইহা ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহা হউক, জমহূরের পঠনমতে ইহার অর্থ হইল এই যে, যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রে সাক্ষীদ্বয়ের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হইবে, তখন ওয়ারিসদের মধ্য হইতে এমন দুইজন ওয়ারিস সাক্ষ্যদানের জন্য দণ্ডায়মান হইবে যাহারা সর্বাপেক্ষা নিকটতম ওয়ারিস।

فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا -অর্থাৎ 'তাহারা উভয়ে শপথ করিয়া বলিবে, আমাদের সাক্ষ্য তাহাদের অপেক্ষা সত্য ও সঠিক।'

وَمَا اعْتَدَيْنَا —'এবং তাহাদের মিথ্যাবাদিতার বিরুদ্ধে আমরা সীমালংঘন করি নাই।'

اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ — অর্থাৎ 'আমরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলি, তাহা হইলে আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

মোটকথা ওয়ারিসদের নিকট হইতে যে স্বীকারোক্তি নেওয়া হইবে, তাহা এই ধরনের হইবে। অথবা হত্যাকারী যদি কপটতার আশ্রয় নেয়, তখন নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা যেমন শপথ করিয়া তাহাদের দাবি আদায় করে, এই স্থানে তদ্রূপ করিতে হইবে। শপথের বর্ণনায় এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

এই আলোচনার সমর্থনে হাদীসে আসিয়াছে যে, ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -এই আয়াত প্রসঙ্গে তামীমদারী বলেন ঃ একমাত্র আমি এবং আদী ইব্‌ন বাদ্দা ব্যতীত এই পাপ হইতে সকলেই মুক্ত।

পূর্বে তাহারা উভয়ে খ্রিস্টান ছিল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহারা উভয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যাতায়াত করিত। একবার তাহারা ব্যবসার উদ্দেশ্য সিরিয়ায় যাইতে থাকিলে বনী সাহমের আযাদকৃত গোলাম বুদাইল ইব্‌ন আবূ মরিয়ামও তাহাদের সংগী হয়। সেও ব্যবসায়ী ছিল। মাল ক্রয়ের জন্য তাহার নিকট রৌপ্যের মূল্যবান একটি পেয়ালা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে সে তাহাদের উভয়ের নিকট তাহার সকল মালামাল সোপর্দ করিয়া তাহা তাহার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া যায়।

তামীমদারী বলেন ঃ লোকটি মারা গেলে আমরা তাহার মূল্যবান পেয়ালাটা বাহির করিয়া এক হাজার দিরহামে বিক্রি করিয়া উহা দুইজনে সমানভাবে ভাগ করিয়া নিই।

অতঃপর আমরা দেশে পৌঁছিয়া তাহার বাড়িতে গিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট পেয়ালাটা ব্যতীত সকল মালামাল পৌঁছাইয়া দেই। তাহারা আমাদিগকে পেয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলি যে, সে আমাদিগকে কোন পেয়ালা দিয়া যায় নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার আগমন করার পর তামীমদারী ইসলাম গ্রহণ করিলে সেই কথা মনে করিয়া সে তাহাদের পরিবারের লোকদিগকে সেই পেয়ালাটি সম্পর্কে অবহিত করে। অতঃপর তাহার পাঁচশত দিরহাম তাহাদের হাতে দিয়া বলে, অবশিষ্ট অর্ধেক মূল্য আমার সংগীর নিকট রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সংগী এই কথা অস্বীকার করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে তাহার ধর্মমতে শপথ করিয়া বলার জন্য আদেশ করেন। ফলে সে শপথ করে। অতঃপর এই আয়াতটির يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ হইতে فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا এই পর্যন্ত নাযিল হয়।

তৎক্ষণাৎ আমর ইব্‌ন আস ও অন্য একজন লোক দাঁড়াইয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিয়া বলিলে আদী ইব্‌ন বাদ্দা তাহার অংশের পাঁচশত দিরহাম দিতে বাধ্য হয়।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে তাহাতে এই কথাও রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সকলকে আনা হইলে বিবাদী তাহার দেনা অস্বীকার করে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ওয়ারিসদের নিকট তাহাদের অভিযোগের প্রমাণ চাহিলে তাহারা প্রমাণ দিতে অপারগ হয়। তখন তাহাদিগকে অভিযোগের সত্যতার ব্যাপারে স্ব স্ব ধর্মমতে শপথ করার জন্য আদেশ করেন। ফলে সেইমতে তাহারা শপথ করে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ

অর্থাৎ 'অথবা শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ে।'

অতঃপর আমর ইব্‌ন আস ও অপর এক ব্যক্তি উঠিয়া তাহাদের সপক্ষে শপথ করিলে আদী ইব্‌ন বাদ্দা সেই পাঁচশত দিরহাম তাহাদিগকে দিতে বাধ্য হয়।

মূলত হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদও বিশুদ্ধ নয়।

এই রিওয়ায়াতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক যে আবূ নাযরকে সনদে আনিয়াছেন, আমার মতে তাঁহার আসল নাম হইল মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়িব আল-কালবী। তাহাকে আবূ নাযর বলিয়া ডাকা হয়। এই ব্যক্তিকে মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বেলায় গ্রহণ করেন না। কেননা তিনি মুফাসসির হিসাবে প্রসিদ্ধ। উপরন্তু আমি (তিরমিযী) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের নিকট শুনিয়াছি যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সায়িব আল-কালবী আবূ নাযর নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি উম্মে হানীর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ্ হইতে কোন রিওয়ায়াত করিয়াছেন কিনা, সেই বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

অন্য সূত্রে সংক্ষিপ্তাকারে সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনী সাহাম গোত্রের এক ব্যক্তি তামীমদারী ও আদী ইব্‌ন বাদ্দার সহিত বাণিজ্যে বাহির হন। সেই ব্যক্তি এমন এক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। তাই তিনি তাহার সংগীদ্বয়ের নিকট অর্থ-সম্পদ দিয়া উহা তাহার বাড়ি পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ওসীয়াত করিয়া যান। তাহারা সেইমতে মৃতের বাড়িতে তাহার অর্থ-সম্পদ পৌঁছাইয়া দেয়। কিন্তু তিনি স্বর্ণের যে পেয়ালাটা সঙ্গে নিয়াছিলেন, সেটা তাহারা পাইল না। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে কসম আদায় করিলেন। তবুও তাহারা স্বীকার করিল না। এমন সময় সেই পেয়ালাটি মক্কায় একজন লোকের নিকট পাওয়া যায়। সে তাহাদিগকে জানায় যে, পেয়ালাটি সে তামীমদারীর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে। এই তথ্যের প্রেক্ষিতে সাহমীর দুইজন আত্মীয় দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলে, তাহাদের উভয়ের সাক্ষ্য অপেক্ষা আমাদের সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার বেশি। অতএব আমরা বলি, পেয়ালাটি আমাদের। আবারও আমরা বলিব, এই পেয়ালাটি আমাদের। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ

অর্থাৎ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে সাক্ষী রাখিবে।'

আবূ দাউদ (র)......ইয়াহিয়া ইব্‌ন আদমের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব পর্যায়ের। কারণ, ইহার সনদের মধ্যে ইব্‌ন আবূ যায়িদা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আবুল কাসিম কূফী রহিয়াছেন। তবে কেহ কেহ, বলিয়াছেন, বর্ণনাকারী হিসাবে তাহারা উভয়ে গ্রহণযোগ্য।

তাবিঈদের মধ্যে হইতে মুরসাল সূত্রে ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন ও কাতাদার রিওয়ায়াতেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা এই কথাও বলিয়াছেন যে, শপথ অনুষ্ঠান আসরের নামাযের পরে অনুষ্ঠিত হইবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও যাহ্হাকও এই হাদীসটি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঘটনাটির সত্যতা পূর্বসূরীদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়।

এই ঘটনাটির সত্যতার ব্যাপারে আরো রিওয়ায়াত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইব্‌ন জারীর (র)...... শা'বী হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী বলেন ঃ এক মুসলমান ব্যক্তি বিদেশে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাহার ওসীয়াতের সাক্ষী করার জন্য কোন

মুসলমানকে না পাইয়া অগত্যা দুইজন কিতাবীকে তাহার ওসীয়াতের সাক্ষী করিয়া যায়। অতঃপর তাহারা উভয়ে কূফায় উপস্থিত হইয়া আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া সেই ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলে এবং তাহাদের নিকট মৃতের রাখিয়া যাওয়া ওসীয়াতকৃত সম্পদ তাঁহার নিকট পেশ করে।

তখন আশআরী (রা) বলেন ঃ এই রকম একটি ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়েও ঘটিয়াছিল। আর দ্বিতীয়টি ঘটিল এই।

অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে ওসীয়াতের সত্যতার ব্যাপারে আসরের নামাযের পরে এই বলিয়া শপথ নেওয়া হয় যে, তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা মিথ্যা নহে, পরিবর্তন করিয়া কিছুই বলা হয় নাই এবং ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন করা হয় নাই। অতঃপর তাহাদের সাক্ষ্য সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয়।

আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস (র)......আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর এই ফয়সালাটি শা'বী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই উভয় সনদই সহীহ। এই কথা স্পষ্ট যে, এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় সংঘটিত হইয়াছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুযূর (সা)-এর যুগের তামীমদারী ও আদী ইব্ন বাদ্দার ঘটনার ব্যাপারে সকলে একমত এবং সন্দেহমুক্ত। এই কথাও সর্বজনবিদিত যে, তামীমদারী ইব্ন আউসদারী (রা) নবম হিজরীতে ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, আশআরী (রা)-এর ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা। আল্লাহই ভালো জানেন।

সুদ্দী (র) হইতে আবসাত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ –

–এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এই আয়াতে মৃত্যুর সময় ওসীয়াত করার জন্য দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী করিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে। এই আয়াতের হুকুম একমাত্র নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করার সময় প্রযোজ্য।

اَوْاٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ–এই আয়াতাংশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সফরের হালতে মৃত্যুবরণ করার সময় প্রযোজ্য।

اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ 'যখন কেহ সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং যদি সেখানে কোন মুসলমান না থাকে তবে ইয়াহূদী, খ্রিস্টান কিংবা অগ্নি উপাসকের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তিকে ওসীয়াত করিয়া যাইবে। তাহাদের নিকট অর্থ ও মালামাল সোপর্দ করিয়া দিবে। তাহারা গিয়া ওসীয়াত মুতাবিক সেই মালের অংশীদারদিগকে বুঝাইয়া দিবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির অংশীদারেরা যদি তাহাদের কথা মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। যদি অংশীদাররা তাহাদের কথা না মানে, তবে উপরস্থ মহলে বিচার দাবি করিতে হইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের সাক্ষ্যের বেলায় তোমাদের সন্দেহ হইলে সালাতের পর তাহাদের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করিবে।'

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ মৃতের ওয়ারিসরা সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য অস্বীকার করিলে তাহাদের উভয়কে মিথ্যা বলার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর আবূ মূসা (রা) তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে আসরের নামাযের পর শপথ গ্রহণ করার ইচ্ছা করিলে আমি বলি যে, তাহাদের নিকট আমাদের নামাযের কোন গুরুত্ব নাই। তাই তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মীয় উপাসনার পর শপথ নেওয়া উচিত। অতঃপর তাহারা উভয়ে তাহাদের ধর্মমতে উপাসনা সমাপন পূর্বক আল্লাহর নামে কসম দিয়া বলে ঃ আমরা স্বল্পমূল্যে আল্লাহর কসম বিক্রি করিতে পারি না। যত স্বার্থই আমাদের থাকুক না কেন, আমরা শপথ পাঠ করিয়া সত্য গোপন করিতে পারিব না। যদি আমরা এমন করি, তাহা হইলে আমরা পাপীদের অন্তর্ভুক্ত হইব। আপনাদের ভাই আমাদিগকে তাহাই বলিয়াছিলেন যাহা আমরা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আপনাদিগকে যে সম্পদ আমরা সোপর্দ করিয়াছি, তাহাই তিনি আমাদের হাতে দিয়াছিলেন।

তাহাদের উভয়ের নিকট হইতে শপথ গ্রহণ করার পূর্বে ইমাম তাহাদিগকে বলিয়াছেন ঃ যদি তোমরা ওসীয়াতের কোন অংশ গোপন কর বা আত্মসাৎ করিয়া থাক, তাহা হইলে পরবর্তীতে তোমাদিগকে কওমের লোকেরা উপহাস করিবে ও তাহার পর তোমাদের সাক্ষ্য আর গ্রহণ করা হইবে না এবং এইজন্য তোমাদগিকে শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে।

এই ধরনের লোকদের সাক্ষীর ব্যাপারেই বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا

অর্থাৎ 'এই পদ্ধতিতেই অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে লোকের যথাযথভাবে সাক্ষ্যদান করার।' শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে, এই ভয়ে তাহারা সত্য সাক্ষ্য দিবে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও ইবরাহীম يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا । شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সফরের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে তখন তাহার ওয়ারিসদের ওসীয়াতের জন্য দুইজন মুসলমানকে সাক্ষী রাখিবে। যদি সেখানে মুসলমান না থাকে তবে আহলে কিতাবদের দুইজনকে সাক্ষী রাখিবে। সাক্ষীদ্বয় তাহাদের নিকট রাখিয়া যাওয়া মৃত ব্যক্তির মাল নিয়া ওয়ারিসদের নিকট আসার পর তাহারা যদি তাহাদের কথা বিনাবাক্যে মানিয়া নেয়, তবে তো ভাল। আর যদি না মানে ও সাক্ষীদ্বয়কে সন্দেহ করে, তবে আসরের নামাযের পর সাক্ষীদ্বয়ের নিকট হইতে তাহাদের সত্যতার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ পূর্বক এই কথাগুলি বলিবে যে, 'আমরা কিছু গোপন করি নাই, আমরা একটি কথাও মিথ্যা বলি নাই, আমাদের নিকট সোপর্দকৃত মাল হইতে কোন মাল আমরা আত্মসাৎ করি নাই এবং ইহা হইতে কোন মাল আমরা পরিবর্তন করিয়াও রাখি নাই।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্যদানের মধ্যে মিথ্যার প্রবেশ ঘটায়, তবে আসরের নামাযের পরে

তাহাদের উভয় হইতে শপথ গ্রহণ করিবে। তাহারা উভয়ে শপথ করিযা বলিবে যে, 'আমরা স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সাক্ষ্য গোপন করিতে পারি না।' ইহার পরেও মৃতের আত্মীয়-স্বজন যদি সাক্ষীদের মিথ্যা বলার ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়, তখন মৃতের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে ঘনিষ্ট দুই ব্যক্তি দাঁড়াইবে। তাহারা আল্লাহর নামে শপথ করিয়া কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে ঃ আমাদের কথাই সত্য। আমাদের কথায় কোন অতিরঞ্জন নাই।

فَاِنْ عُثِرَ عَلٰى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اِثْمًا অর্থাৎ 'যদি ইহা প্রকাশ পায় যে, কাফির সাক্ষীদ্বয় মিথ্যা বলিয়াছে।'

فَاٰخَرَانِ يَقُمَانِ مَقَامَهُمَا অর্থাৎ 'তাহা হইলে মৃতের দুইজন আত্মীয় দাঁড়াইয়া কাফির সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে, আমরা সত্য বলিয়াছি এবং আমাদের কথার ভিতর অতিরঞ্জন নাই।' ফলে কাফিরদ্বয়ের সাক্ষী বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং মৃতের আত্মীয়দ্বয়ের সাক্ষা গ্রহণ করিয়া নেওয়া হইবে। আওফীও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন জারীর উভয়টিই রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

আয়াতের ভাষ্যমতে ইহাই হইবে যথার্থ অর্থ এবং যে বিধান বলা হইল, এই বিষয়ের জন্য ইহাই হইল যথার্থ প্রযোজ্য; তাবিঈ ও পূর্বসূরীদের অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদের মাযহাবও ইহা।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يَاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجْهِهَا

অর্থাৎ 'এই বিধানের জন্য শরী'আত এই পন্থা পসন্দ করিয়াছে যে, যিম্মী সাক্ষীদ্বয়কে তখন শপথ করিতে হইবে, যখন তাহাদিগকে সত্য গোপন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা হইবে।'

اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ –'শপথের পর আবার তাহাদের নিকট শপথ নেওয়া হইবে, এই ভয়ে।' অর্থাৎ তাহারা শপথের গুরুত্ব ও তা'যীমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং পাছে লোক সম্মুখে অপমানিত হইতে হইবে এই আশঙ্কায়, পরন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণিত হইলে শাস্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনায় স্বভাবতই সত্য বলিবে বলিয়া আশা করা যায়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ اَوْ يَخَافُوْا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ অর্থাৎ 'শপথের পর আবার তাহাদিগকে শপথ করান হইবে এই ভয়ের জন্য।'

অতপর বলা হইয়াছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ 'সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিবে।'

وَاسْمَعُوْا –অর্থাৎ 'তাঁহার আনুগত্য করিবে।'

وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং শরী'আতের হুকুম মান্য করে না, আল্লাহ তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।'

(١٠٩) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

১০৯. "যেই দিন আল্লাহ রাসূলগণকে জমায়েত করিবেন, অতঃপর বলিবেন, তোমাদিগকে কিরূপ জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? তাহারা বলিবেন, আমাদের জানা নাই। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য ব্যাপারসমূহ সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন রাসূলগণকে তাহাদের উম্মতগণকে দীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছিলেন কিনা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি রাসূলদের নিকটও প্রশ্ন করিব এবং যাহাদের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের নিকটও প্রশ্ন করিব।'

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ- عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রভুর শপথ! আমি সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করিব যে, পৃথিবীতে তোমরা কি করিয়াছ ?'

রাসূলগণ বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا –'এই ব্যাপারে আমাদের কোন জ্ঞান নাই।'

মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সুদ্দী প্রমুখ বলেন ঃ কিয়ামতের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া রাসূলগণ সকল কিছু বিস্মৃত হইয়া যাইবেন।

আবদুর রাযযাক (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا অর্থাৎ 'আমাদের তো কোন কিছুই জানা নাই।' ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......হাসান হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ –এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা দর্শন করিয়া তাঁহারা ভয়ে স্মৃতিশক্তি হারাইয়া ফেলিবেন।

সুদ্দী হইতে আসবাত ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَعِلْمَ لَنَا

– এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন ঃ হাশরের ময়দানের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রথম তাঁহাদগিকে উম্মাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا –'আমাদের কোন জ্ঞান নাই।' অতঃপর তাঁহাদের কিছুটা স্বস্তি আসার পর দ্বিতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায় সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে থাকিবেন। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন জুরাইজ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন জুরাইজ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ –এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা নিজেরা কি করিয়াছ এবং অন্যদেরকে কি করিতে বলিয়াছ ? তাঁহারা জবাবে বলিবেন ঃ لاَعِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ –'আমাদের কোন জ্ঞান নাই, আপনিই তো গায়ব সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত।'

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতংশের ভাবার্থে বলেন ঃ তাঁহারা রাব্বুল ইয্যাতকে বলিবেন, আমাদের নিকট খুবই অল্প জ্ঞান রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা আপনি সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞাত।

ইহা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ উপরোক্ত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। নবীগণের এই ধরনের জবাব নিঃসন্দেহে চমৎকার। দ্বিতীয়ত, রাব্বুল ইয্যাতের জিজ্ঞাসার জবাবে শিষ্টাচারের দৃষ্টিতেও জবাব এমনই হওয়া উচিত।

অর্থাৎ আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানের সম্মুখে আমাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই চলে। উপরন্তু যদিও আমরা আপনার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে সক্ষম এবং আমাদের জ্ঞান হইল বাহ্যজ্ঞান, কিন্তু বাতিন বা অদৃশ্যের কোন জ্ঞান আমাদের নাই। আপনি সকল বস্তু সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত এবং সকল কিছুতে আপনার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। তাই আপনার জ্ঞানের তুলনায় আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। অতএব اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ –'আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত।'

(١١٠) اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ م
اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ج وَاِذْ عَلَّمْتُكَ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ج وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ
فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ تُخْرِجُ
الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ج وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(١١١) وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ج قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا
مُسْلِمُوْنَ ○

১১০. "যখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে ঈসা ইব্ন মরিয়ম, তোমার উপর আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর আর তোমার মাতার উপর। যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাহায্য করিয়াছি তুমি কোলে ও দোলনায় বসিয়া মানুষের সহিত কথা বলিয়াছ। আর যখন তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল শিখাইয়াছি। আর যখন তুমি মাটি দিয়া পাখির আকৃতি গড়িতে, অতঃপর আমার ইজাযতে উহাতে ফুঁ দিতে, তখন আমার মরযীতে উহা উড্ডীয়মান হইত; আর আমার মরযীতে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিতে, আর আমার মরযীতে মৃতকে জীবিত করিতে; আর আমি তোমাকে দিয়া বনী ইসরাঈলকে পূর্ণতা দান করিয়াছিলাম যখন তুমি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল সহ আগমন করিলে, অতঃপর তাহাদের যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা বলিল, ইহা তো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নহে।"

১১১. "আর যখন আমি হাওয়ারীগণকে ইলহাম করিলাম, আমার ও আমার নবীর উপর ঈমান আন, তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম আর তুমি এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা অবশ্যই মুসলমান।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল ঈসা (আ)-কে প্রকাশ্য মু'জিযা ও অস্বাভাবিক যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বলেন ঃ

اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ অর্থাৎ পিতা ব্যতীত একমাত্র মায়ের মাধ্যমে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং তোমাকে আমি আমার জীবন্ত নিদর্শন ও আমার সত্যতার অকাট্য প্রমাণরূপে গড়িয়াছিলাম। পরন্তু তোমার মাধ্যমে আমি আমার কুদরতের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছিলাম।

وَعَلٰى وَالِدَتِكَ–এবং আমি তোমাকে তোমার মায়ের সাধ্বিতা সম্পর্কেও দলীলরূপে পেশ করিয়াছিলাম। কেননা যালিম ও জাহিলরা তোমার মায়ের ব্যাপারে অশ্রাব্য উক্তি করিতেছিল।

اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ–আরো স্মরণ কর, আমি তোমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলাম। এই পবিত্র আত্মা হইলেন জিবরাঈল (আ)।

মোটকথা, আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করার জন্য কৈশোর ও যৌবনে নবী বানাইয়াছিলাম। আমি তোমাকে দোলনায় কথা বলাইয়া তোমার মায়ের সতীত্বের ব্যাপারে সকল প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছিলাম। সেই মুহূর্তে তোমাকে আমি আমার বান্দা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিলাম এবং তোমার রিসালাত সম্পর্কেও তাহাদিগকে তখন অবহিত করাইয়াছিলাম। তোমাকে আমি আমার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করিয়াছিলাম।

তাই বলা হইয়াছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً– অর্থাৎ আমি তোমার মাধ্যমে মানুষকে তোমার শৈশবে এবং যৌবনে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাইয়াছি। এখানে আকর্ষণীয় দিক হইল তোমাকে তোমার শিশুকালে কথা বলার শক্তি দেওয়া। কেননা বড় হইয়া কথা বলা আশ্চর্যজনক বা আকর্ষণীয় কোন বিষয় নয়।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ–তোমাকে কিতাব, হিকমাত, ইঞ্জীল ও তাওরাত শিক্ষা দিয়াছিলাম অর্থাৎ তোমাকে উহা পড়া শিখাইয়াছিলাম এবং উহার জ্ঞান দান করিয়াছিলাম।

وَالتَّوْرَاةَ– যাহা মূসা কালীমুল্লাহ্‌র উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাওরাত নামটি হাদীসের মধ্যেও উল্লেখিত হইয়াছে। এই বলিয়া এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, পূর্বের যে সকল আসমানী কিতাবের চর্চা তখন হইত, সেই সকল কিতাবের জ্ঞান তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ

অর্থাৎ তুমি মাটি দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে। অতঃপর তুমি উহাতে ফুৎকার দিলে আমার অনুমতিক্রমে উহা জীবন্ত পাখি হইয়া যাইত। যাহা পাখা মেলিয়া উড়িতে থাকিত।

وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ অর্থাৎ জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে। উল্লেখ্য যে, এই সম্বন্ধে সূরা আলে-ইমরানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ–তুমি আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন দান করিতে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে তুমি ডাক দিলে আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং তাঁহার কুদরত ও ইচ্ছায় সে কবর হইতে উঠিয়া দাঁড়াইত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুযাইল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুযাইল বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) যখন কোন মৃতকে জীবিত করার ইচ্ছা করিতেন তখন প্রথমে দুই রাকা'আত নামায আদায় করিতেন। প্রথম রাকাআতে تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمَلْكُ এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে الم تَنْزِيْلُ। পাঠ করিতেন। নামায শেষ করিয়া তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতিপূর্বক আল্লাহর এই সাতটি নাম ধরিয়া ডাকিতেন ঃ ইয়া কাদীমু, ইয়া খাফীয়ু, ইয়া দায়িমু, ইয়া ফারদু, ইয়া বিতরু, ইয়া আহাদু ও ইয়া সামাদু। আর যদি কখনো তিনি কঠিন কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি এই সাতটি নামে আল্লাহকে ডাকিতেন ঃ ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুম, ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া যাল-জালালু ওয়াল ইকরাম, ইয়া নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমা ওয়া আরশিল আযীম ও ইয়া রাব্বি। ইহা বড় গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاَذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ اِذْجِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
اِنْ هَذَا اِلاَّسِحْرٌمُّبِيْنٌ

অর্থাৎ 'যখন তুমি সৃষ্টিকর্তার রিসালাত ও নবুয়াত সম্পর্কীয় দলীল ও অকাট্য প্রমাণসহ বনী ইসরাঈলদের নিকট গিয়াছিলে, তখন তাহারা তোমার প্রতি অপবাদ দিয়াছিল, তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী ও যাদুকর বলিয়াছিল। যখন তাহারা তোমাকে শূলীবিদ্ধ ও হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমি তোমাকে তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং তোমাকে আমি আমার নিকট তুলিয়া নিয়াছিলাম। উপরন্তু তোমাকে মুক্ত ও পবিত্র রাখিয়াছিলাম তাহাদের সকল কূট ষড়যন্ত্র এবং অপবাদ হইতে। সেই সকল কথা স্মরণ কর।

অতএব এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহর এই সকল অনুগ্রহ ছিল তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া নিবার পরবর্তীতে। অথবা কিয়ামতের দিন তাঁহার প্রতি এই সকল অনুগ্রহ করা হইবে। তাই তিনি এখানে ভবিষ্যতকে অতীত দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা অজানা কথা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্ঞাত করিবার লক্ষ্যে এই কথাগুলির পুনরুক্তি করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ

'আরও স্মরণ কর, যখন আমি হাওয়ারীদিগকে এই প্রেরণা দিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর।'

ইহাও আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল। উপরন্তু তিনি তাঁহার জন্য সাহাবী ও আনসার যোগাইয়া দিয়াছিলেন। ওহী দ্বারা এই স্থানে অবহিতি বা প্রেরণার কথা বুঝান হইয়াছে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مَوْسَى اَنْ اَرْضَعِيْهِ অর্থাৎ 'আমি মূসাকে দুধ পান করানোর জন্য তাহার মায়ের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম।' এখানে ওহী অর্থ যে ইলহাম বা অবহিতকরণ, সেই ব্যপার কোন সন্দেহ নাই।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُوْنَ- ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ رَبِّكِ ذُلُلاً

পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতেও ওহী দ্বারা ইলহাম বুঝান হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল, তাহাদিগকে কি ইলহাম করা হইয়াছিল ? হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই তাহাদিগকে ইলহাম করা হইয়াছিল।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইলহামের মাধ্যমে তাহাদের মনে ঈমান গ্রহণের প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তবে ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আমি তোমার মাধ্যমে তাহাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করা হইলে তাহারা আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। তাই বলা হইয়াছে ঃ

اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ 'হে নবী! তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছি।'

(١١٢) اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا
مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(١١٣) قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ
عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

(١١٤) قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ
لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

(١١٥) قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا
لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

১১২. "যখন হাওয়ারীগণ বলিল, হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রভু কি আকাশ হইতে একটি খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করিতে পারেন ? সে বলিল, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক।"

১১৩. "তাহারা বলিল, আমরা উহা হইতে খাইতে ইচ্ছা রাখি এবং আমাদের মন স্বস্তি পাইত আর আমরা জানিব যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা তাহার সাক্ষী হইব।"

১১৪. "ঈসা ইব্‌ন মরিয়ম প্রার্থনা করিল, ওগো প্রতিপালক! আমাদের জন্য আকাশ হইতে একটি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যাহা আমার প্রাথমিক যুগের ও পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য তোমার তরফ হইতে একটি খুশির স্মারক হইবে এবং তুমি আমাদিগকে রুযী দান কর, আর তুমি তো সর্বোত্তম রুযীদাতা।"

১১৫. "আল্লাহ বলেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট উহা অবতীর্ণ করিব; তবে উহার পর তোমাদের যে লোক কুফরী করিবে, তাহাকে আমি এমন শাস্তি দিব, সৃষ্টিকুলের ভিতরে কাহাকেও তদ্রূপ শাস্তি দিব না।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতসমূহে মায়িদা অর্থাৎ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মায়িদাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সূরাটির নাম 'মায়িদা' রাখা হইয়াছে।

ইহা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ঈসা (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ গণ্য। কেননা ঈসা (আ) মায়িদা নাযিল করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি উহা নাযিল করেন যাহা তাঁহার নবুয়াতের জন্য স্পষ্ট নিদর্শন এবং অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ পরিগণিত হয়।

কোন ইমাম বলিয়াছেন ঃ এই ঘটনাটি ইঞ্জীলের মধ্যে উল্লেখিত হয় নাই। তাই খ্রিস্টানরা এই সম্পর্কে অনবহিত। একমাত্র মুসলমানরা এই ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ –'হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল।' হাওয়ারী অর্থ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ।

يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ –অধিকাংশ আলিম এবং উত্তরসূরীগণের পঠনরীতি ইহাই। অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রভুর দ্বারা কি সম্ভব ?'

اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ–'যে তিনি আমাদের জন্য আসমান হইতে মায়িদা প্রেরণ করিবেন ?'

মায়িদা অর্থ খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ তাহাদের অভাব ও প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের জন্য প্রত্যহ মায়িদা প্রেরণ করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা ভক্ষণ করিয়া তাহারা ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করিবে।

قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ–তাহাদের জবাবে ঈসা (আ) বলিয়াছেন যে, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এমন ভাষায় ও এই ধরনের প্রার্থনা তোমরা করিও না।' ইহা তোমদের জন্য কালে বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব রিযিক সন্ধানের বেলায় আল্লাহর উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক।

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا–'তাহারা জবাবে বলিল, আমরা তো এখন সেই ধরনের খাদ্যের মুখাপেক্ষী।'

وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا–'আমাদের নিকট যখন উহা নাযিল হইবে তাহা দেখিয়া আমরা প্রশান্তি লাভ করিব।'

وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا–'আর আমরা জানিতে পারিব, তুমি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়াছ।' অর্থাৎ তাহা হইলে তোমার প্রতি আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমার রিসালাত সম্পর্কেও আমরা আস্থাশীল হইব।

وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ–অর্থাৎ 'তাহা হইলে আমরা সাক্ষী হইয়া যাইব যে, ইহা আল্লাহ্র একটি নিদর্শন।' পরন্তু ইহা তোমার নবুয়াতের জন্য অকাট্য প্রমাণ স্বরূপ ভাস্বর হইয়া থাকিবে এবং উহা হইবে তোমার নবুয়াতের সত্যতার সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রমাণ।

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا

অর্থাৎ 'মরিয়ম তনয় ঈসা বলিল, হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ থাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি যেদিন আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিবেন, সে দিনটিকে আমরা এবং আমাদের উত্তরসূরীরা ঈদ হিসাবে পালন করিব।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনটিতে আমরা নামায পড়িব।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছেন, সেই দিনটি আমাদের নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সালমান ফারসী (রা) হইতে রিওয়ায়াত করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, সেই দিনটি আমাদের জন্য এবং আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য এক গৌরবময় স্মৃতি হইয়া থাকিবে। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে।

وَاٰيَةً مِّنْكَ–'আর ইহা হইবে তোমার নিকট হইতে নিদর্শন।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাহা হইলে তোমার কুদরত ও আমার প্রার্থনার গুরুত্ব সম্পর্কে একটা শক্তিশালী দলীল প্রতিষ্ঠা পাইবে। পরন্তু ইহাতে আমার রিসালতের সত্যতা সহজভাবে মানিয়া নিতে সকলকে সহায়তা করিবে।

وَارْزُقْنَا–এবং 'আমাদিগকে রিযিক দান কর।' অর্থাৎ তোমার পক্ষ হইতে সহজ ও সুস্বাদু খাদ্য আমাদের জন্য প্রেরণ কর।

وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ –قَالَ اللّٰهُ اِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ

'আর তুমিও তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন ঃ আমি তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব বটে, কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে।' অর্থাৎ হে ঈসা! তোমার উম্মতের মধ্যে যাহারা ইহা মিথ্যা বলিবে, তাহাদের জন্য আমার হুঁশিয়ারী রহিয়াছে।

فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّا اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ– 'তাহাকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও আমি এ পর্যন্ত দেই নাই।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ الْعَذَابِ

'আর কিয়ামাতের দিন ফিরআউন গোষ্ঠী কঠিন আযাবে প্রবিষ্ট হইবে।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

ইব্‌ন জারীর (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন যাহাদের সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, তাহারা হইল এই তিন দল ঃ মুনাফিক সম্প্রদায়, যাহারা মায়িদাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহারা এবং আলে ফিরআউন।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলেন, তোমরা আল্লাহর জন্য ত্রিশটি রোযা রাখ। তাহার পর আল্লাহর নিকট তোমাদের প্রার্থনা পেশ কর। তাহা হইলে তোমরা যাহা চাহিবে, তিনি তাহা তোমাদিগকে আহার করাইবেন। কেননা কর্মের পুরস্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। হযরত ঈসা (আ)-এর নির্দেশমত বনী ইসরাঈলরা তাহাই করিল।

অতঃপর বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে কল্যাণের শিক্ষাদাতা! আপনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, কর্মের পুরস্কার সে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম সম্পাদন করে। উপরন্তু আপনি আমাদিগকে ত্রিশটি রোযা রাখার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। আপনার আদেশমত আমরা তাহা পালন করিয়াছি। এই ত্রিশটা দিন যদি আমরা কাহারো চাকুরী করিতাম তাহা হইলে সে আমাদিগকে ত্রিশ দিনের পূর্ণ মজুরী দিত। এখন বলুন, আপনার প্রভূ কি আমাদের জন্য মায়িদা নাযিল করিতে সক্ষম ? উত্তরে ঈসা (আ) বলেন ঃ

اِتَّقُوْا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ * قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِيْنَ* قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ * قَالَ اللّٰهُ اِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ *

অর্থাৎ 'সে বলিয়াছিল, আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আমরা জানিতে চাহি যে, তুমি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছ এবং আমরা উহার সাক্ষী থাকিতে চাহি। মরিয়ম তনয় ঈসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আমাদিগকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব। কিন্তু উহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি জগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

অতঃপর আসমান হইতে ফেরেশতা মায়িদা নিয়া অবতরণ করেন। উহাতে সাতটি মাছ এবং সাতটি রুটি ছিল। তাহাদের সামনে উহা পরিবেশন করা হইলে তাহাদের প্রথম হইতে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলে উহা হইতে আহার করে। ইব্‌ন জারীরও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট আসমান হইতে উহা নাযিল করার জন্য দু'আ কর। অতঃপর ফেরেশতাগণ সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি নিয়া অবতরণ করেন। উহা তাহাদের সামনে পরিবেশন করা হইলে তাহাদের সকলে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে আহার করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান হইতে মায়িদা হিসাবে রুটি ও গোশত অবতীর্ণ করা হইয়াছিল এবং আদেশ করা হইয়াছিল যে, তোমরা উহার অপব্যবহার করিবে না এবং উহা হইতে আগামী দিনের জন্য তুলিয়া রাখিবে না। কিন্তু তাহারা আদেশ উপেক্ষা করিয়া উহার অপব্যবহার করিল এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছু তুলিয়া রাখিল। ফলে তাহাদের অবয়ব বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে বানর এবং শূকরে রূপান্তরিত করা হয়। হাসান ইব্‌ন কুযাআ হইতে ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার (রা) বলেন ঃ তাহাদের প্রতি যে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল, তাহা ছিল জান্নাতের ফল হইতে এক ধরনের ফল। তবে তাহাদিগকে উহার খিয়ানত ও জমা না করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহা খিয়ানত ও জমা করিলে আল্লাহ তাহাদিগকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করিয়া দেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......সিমাক ইব্‌ন হরব হইতে বর্ণনা করেন যে, সিমাক ইব্‌ন হরব বলেন ঃ তাঁহাকে বনী আজাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, আমি এককদা হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-এর পার্শ্বে নামায আদায় করি। নামায শেষ হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বনী ইসরাঈলদের মায়িদা সম্পর্কে তোমার জানা আছে কি ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, বনী ইসরাঈলরা ঈসা (আ)-এর নিকট মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদের জন্য খাদ্য অবতরণ করা হয়। তাহারা তাহা হইতে খাইতে থাকে এবং তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, তোমরা যদি নষ্ট না কর, খিয়ানত না কর, আর আগামী দিনের জন্য যদি তুলিয়া না রাখ, তবে যুগ যুগ ধরিয়া ইহা হইতে খাইতে পারিবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা সেইগুলি কর, তবে তোমাদিগকে এমন আযাব দেওয়া হইবে যাহা এই পর্যন্ত কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু প্রথম দিনেই তাহারা উহার খিয়ানত করে এবং আগামী দিনের জন্য উহা হইতে কিছু অংশ তুলিয়া রাখে। ফলে তাহাদিগকে এমন শাস্তি দেওয়া হয় যাহা বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

অতএব হে আরববাসী! তোমরা উট ও গরুর অনুসরণ করিতে। এমন সময় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে নবী প্রেরণ করেন যাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে তোমরা সম্যক অবগত। তোমাদের এই কথাও জানা আছে যে, আজমীদের উপরে তোমাদিগকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তোমাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। অথচ প্রতি দিন প্রতি রাত তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করিয়াই যাইতেছ। ফলে হয়ত তোমরা আল্লাহর আযাবের মুখামুখি হইতে পার।

কাসিম (র)......ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন ঃ ঈসা ইব্ন মরিয়মের নিকট যে মায়িদা নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে ছিল সাতটি রুটি এবং সাতটি মৎস্য। বনী ইসরাঈলরা তৃপ্তিমত উহা হইতে আহার করিত। কিন্তু কেহ কেহ উহা হইতে চুরি করিয়া নিয়া যায়। ফলে উহার অবতরণ বন্ধ হইয়া যায়।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিদের উপর যে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা ছিল রুটি এবং মাছের। তাহারা উহা হইতে তৃপ্তিমত আহার করিত। তাহারা যখন উহার ইচ্ছা করিত, তখনই উহা নাযিল হইত।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মিকসাম এবং ইকরিমা হইতে খুসাইফ (র) বর্ণনা করেন যে, মায়িদা ছিল মাছ এবং চাউলের রুটির।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উহা এমন একটি খাদ্য যাহা তাহাদের চাহিদা অনুসারে অবতীর্ণ হইত।

আবূ আবদুর রহমান সুলামী বলেন ঃ মায়িদা ছিল রুটি এবং মৎস্য জাতীয়।

আতীয়া আল-আওফী (র) বলেন ঃ মায়িদা ছিল মৎস্য জাতীয় এমন একটি খাদ্য যাহাতে প্রত্যেকটি খাদ্যের স্বাদ ছিল।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের প্রতি আসমান হইতে মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। বেহেশতের ফল হইতে তাহাদের জন্য এই খাদ্য প্রত্যহ নাযিল করা হইত। তাহারা ইচ্ছামত একাধিকবার উহা হইতে আহার করিত। সেই খাঞ্চা হইতে চার হাজার লোক এক সাথে বসিয়া খাইতে পারিত। উহা খাওয়া শেষ হইলে আল্লাহ সেই পরিমাণ খাদ্য দিয়া আবার খাঞ্চা ভর্তি করিয়া দিতেন।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) আরও বলেন ঃ তাহাদের প্রতি মায়িদা হিসাবে এক খাঞ্চা রুটি ও মৎস্য নাযিল হইয়াছিল। তাহারা উহা নিঃশেষ হইয়া যাইবার ভয়ে উহার বরকত নেওয়ার জন্য একদল আহার করিয়া চলিয়া যাইত আর অন্য একদল আসিয়া বসিত। এইভাবে একাধারে একদল খাইয়া চলিয়া যাইত এবং অন্য আর একদল আসিয়া বসিত। ফলে তাহাদের সকলে উহার বরকত দ্বারা নিজেদের সিক্ত করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, তাহাদের প্রতি গোশত ব্যতীত সকল খাদ্যই নাযিল হইয়াছিল।

সুফিয়ান সাওরী (র)......মায়সারা হইতে বর্ণনা করেন যে, মায়সারা বলেন ঃ বনী ইসরাঈলদের নিকট গোশত ছাড়া অন্যান্য সব কিছুই মায়িদা হিসাবে নাযিল হইয়াছিল।

ইকরিমা বলেন ঃ মায়িদা ছিল যবের দ্বারা তৈরি রুটি জাতীয় খাদ্য। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......সালমান আল-খায়র হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান আল-খায়র বলেন ঃ হাওয়ারীগণ মায়িদা সম্পর্কে প্রথম ঈসা (আ)-এর নিকট বলিলে তিনি যথেষ্ট অপসন্দ করেন এবং তাহাদিগকে বলেন, আল্লাহ যমীন হইতে তোমাদিগকে যে খাদ্য দেন, তাহার উপর সন্তুষ্ট থাক। আকাশ হইতে মায়িদা নাযিল করার জন্য তোমরা প্রার্থনা করিও

না। কেননা মায়িদা নাযিল করিলে উহা হইবে আল্লাহর একটি মু'জিযা। কওমে সামূদ তাহাদের নবীর নিকট এই ধরনের মু'জিযা প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা মু'জিযা সম্পর্কীয় ওয়াদা রক্ষা না করিতে পারায় সকলে ধ্বংস হইয়া যায়। এই কথা বলার পরেও তাহার বলিতে থাকে ঃ

قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا۔

অর্থাৎ 'আমাদের আশা হইল, আমরা উহা হইতে কিছু কিছু খাইব এবং আমরা প্রশান্তি লাভ করিব।' ঈসা (আ) বুঝিলেন, ইহারা নাছোড়বান্দা। তাই মায়িদার জন্য দু'আ না করিয়া উপায় নাই। তখন তিনি জামা পরিধান করিয়া তাঁহার কালো চুলগুলি চিরুণী করিয়া আবা পরিধান পূর্বক উযূ-গোসল সমাপনান্তে গীর্জার দিকে যান। তিনি তথায় দীর্ঘক্ষণ নামায পড়েন এবং নামায শেষে কিবলামুখী হইয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান। অতঃপর হাত-পা সোজা করিয়া উভয় পা একত্র করেন। অতঃপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখিয়া বুকের উপর বাঁধেন এবং চোখ বন্ধ করিয়া মাথা ঝুঁকাইয়া দিয়া একাগ্রচিত্তে দাঁড়াইয়া থাকেন। এক পর্যায়ে তাঁহার চোখের পানিতে দাড়ি ভিজিয়া যমীন সিক্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর নিকট বলেন ঃ

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

অর্থাৎ 'হে প্রভু আমার! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর।' এমন সময় আসমান হইতে দুই টুকরা মেঘের উপর ভর করিয়া খাদ্যপূর্ণ একটি খাঞ্চা অবতরণ করিতে দেখা যায়। উহা দেখিয়া সকলে খুশিতে ফাটিয়া পড়ে। এইদিকে ঈসা (আ) এই আশংকায় কাঁদিতেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহা নাযিল করিতে শর্তারোপ করিয়াছেন। তাহা এই যে, ইহার পরও যদি উহারা ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলা হইবে। আর এমন আযাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইবে, যে আযাব বিশ্ব জগতের কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

তখনো ঈসা (আ) এই বলিয়া দু'আ করিতেছিলেন যে, হে আল্লাহ! ইহা আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ কর, আযাব স্বরূপ করিও না। হে আল্লাহ! কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস তোমার নিকট আমি চাহিয়াছি আর তুমি আমাকে দিয়াছ। হে আল্লাহ! আমাদিগকে ইহার শোকর করার তাওফীক দাও। হে আল্লাহ! মায়িদা আমাদের জন্য গযবের হেতু করিও না; বরং উহা আমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক বানাও। উহা আমাদের জন্য ফিতনারূপে চাপাইয়া দিও না।

হযরত ঈসা (আ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া এইভাবে দু'আ করিতেছিলেন। আর এইদিকে মায়িদা আসিয়া তাঁহার হাওয়ারিদের সামনে অবতীর্ণ হয়। উহা হইতে এমন সুঘ্রাণ আসিতে থাকে, যাহার মত সুঘ্রাণ ইতিপূর্বে তাহারা আর কখনো পায় নাই। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারিগণ শোকরানা সিজদায় লুটাইয়া পড়েন। কেননা এমন সুঘ্রাণযুক্ত খাদ্য ইতিপূর্বে তাহারা কল্পনাও করে নাই এবং এমন বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় বস্তু ইহার পূর্বে তাহাদের ভাবনায়ও আসে নাই।

এদিকে ইয়াহূদীরা এই বিস্ময়কর সত্য নীরবে অবলোকন করিয়া হিংসা ও ক্ষোভে মরিয়া যাইতেছিল। পরিশেষ তাহারা মনের ক্ষোভ ও দুঃখ মনে চাপিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর ঈসা (আ) তাঁহার হাওয়ারী ও সাথী-সঙ্গীসহ খাঞ্চার নিকট আসিয়া বসিলেন। উহা একখানা রুমাল দিয়া ঢাকা ছিল। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, খাঞ্চার উপরের রুমাল কে অপসারণ করিবে ? হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির ঈমান সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং আল্লাহর যে কোন কঠিন পরীক্ষায় যে ব্যক্তি অবিচলতার অধিকারী, সেই ব্যক্তি এই রুমাল অপসারণের অধিকারী। আর ইহা দেখিবামাত্র আমরা আমাদের প্রভুর প্রশংসায় ব্রত হইব এবং উহা হইতে গ্রহণ করার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হইবে।

হাওয়ারীগণ সকলে বলিল, হে রূহুল্লাহ! ইহা অপসারণ করার জন্য আপনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। অতঃপর ঈসা (আ) উঠিয়া গিয়া নতুনভাবে উযূ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং তথায় বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলেন, হে আমার প্রভু! আমাকে খাঞ্চার রুমাল অপসারণের অনুমতি দাও এবং উহা আমার কওমের জন্য বরকতময় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত করিয়া নাও।

অতঃপর তিনি গীর্জা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া খাঞ্চার নিকটে বসেন এবং রুমালের দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্বক বলেন, হে আল্লাহ! রুমাল অপসারণের জন্য আমাকে অনুমতি দাও এবং উহা আমাদের জাতির জন্য বরকতময় ও উত্তম খাদ্য হিসাবে গণ্য কর। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলিয়া রুমাল অপসারণ করেন। ইহা খুলিলে উহাতে বড় একটি ভাজা মাছ পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাহ্যত আস্ত একটা মাছের মত দেখিতেছিল। তবে উহা তেলে চক চক করিতেছিল। উহার পাশে সব রকমের সবজি রাখা ছিল একমাত্র মূলা ব্যতীত। উহার ধারে রাখা ছিল সিরকা এবং লেজের ধারে রাখা ছিল লবণ। আর সবজির সাথে ছিল পাঁচটি রুটি যাহার একটি ছিল যায়তুন তেল মাখা এবং অপর চারটির উপরে খেজুর রাখা ছিল। উহার মধ্যে পাঁচটি ফলও ছিল।

হাওয়ারীদের সর্দার শামঊন হযরত ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ হে রূহুল্লাহ! ইহা কি দুনিয়ার খাদ্য না বেহেশতের খাদ্য ? জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ এই কথা বলার সময় ইহা নহে। তোমরা যাহা দেখিতেছ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। এই ধরনের প্রশ্ন হইতে তোমরা বিরত থাক। আমার ভয় হইতেছে, আল্লাহর নিদর্শন তোমাদের জন্য আযাবের কোন কারণ হয় কি না। প্রত্যুত্তরে শামঊন বলেন, বনী ইসরাঈলদের প্রভুর শপথ! হে সতী সাধ্বী মায়ের সৎপুত্র! ইহা দ্বারা কোন প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ ইহা দুনিয়ারও কোন খাদ্য নয় এবং বেহেশতেরও কোন খাদ্য নয়, ইহা আল্লাহর একান্ত কুদরাতের তৈরি একটি খাদ্য। তিনি কোন বস্তু অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করিলে 'কুন' বলিতে উহা অস্তিত্বমান হইয়া যায়।

যাহা হউক, এখন তোমরা তোমাদের প্রার্থিত বস্তু বিসমিল্লাহ বলিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিয়া খাইতে শুরু কর। আর খাওয়া দাওয়া সারিয়া তাঁহার শোকর কর। কেননা তাহা হইলে তিনি ইহা তোমাদিগকে আরো বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

এই ঘটনার পর হাওয়ারীগণ বলে, হে রূহুল্লাহ ! আল্লাহর এই নিদর্শনটির মধ্যে আমরা আর একটি নিদর্শন দেখিতে চাই।

হযরত ঈসা (আ) আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, এই বিস্ময়কর নিদর্শন কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? ইহার পর তোমাদের আরো নিদর্শন দেখিতে হইবে ? এই কথা বলিয়া হযরত ঈসা (আ) মাছটির নিকটে গিয়া আল্লাহর নির্দেশে সেই ভূনা মাছটিকে জীবিত করিয়া দেন। মাছটি জীবিত হইয়া খাঞ্চার মধ্যে ছটফট করিতে তাকে, মুখ হাঁ করিতে থাকে এবং চোখ দুইটি ঘুর ঘুর করিয়া ঘুরাইতে থাকে। উহার গায়ে চামড়া পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই সকল অস্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখিয়া সকলে ভয় পাইয়া যায়। হযরত ঈসা (আ) তাহাদের ভয় ভয় ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কি হইল, তোমরাই তো আর একটি মু'জিযা দেখিতে চাহিয়াছিলে, আবার উহা দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন ? আমার ভয় হইতছে এই সকল নিদর্শন তোমাদের জন্য শাস্তির হেতু হয় কি না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে মৎস্য! আল্লাহর হুকুমে পূর্বের অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হও। ফলে সে তাহাই হইয়া যায়।

পরিশেষে সকলে বলে, হে ঈসা! আপনি সর্বপ্রথম খাওয়া শুরু করুন, আমরা আপনার পরে খাইব।

ঈসা (আ) বলেন ঃ নাউযুবিল্লাহ! যে ইহা প্রার্থনা করিয়াছে, সে প্রথমে খাওয়া শুরু করিবে, ইহা হয় না। হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-এর এই ধরনের কথা শুনিয়া তাঁহার নাখোশ ভাব বুঝিতে পারে এবং ইহা খাইলে বিপদ আসিবে বলিয়া তাহারা আশংকা করিতে থাকে। তাহাদের সকলের এইভাব দেখিয়া ঈসা (আ) গরীব, ফকীর এবং দুর্বল লোকদিগকে ডাকিয়া বলেন, আল্লাহর দেওয়া খাদ্য হইতে তোমরা খাও। আজ তোমাদের নবীর পক্ষ হইতে তোমরা আমন্ত্রিত। আর যিনি তোমাদের জন্য ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসা কর। কেননা ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর এবং অন্যদের জন্য অমঙ্গলকর। তাই তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া খাওয়া শুরু কর এবং খাওয়া শেষ করিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিও। অতঃপর প্রায় এক হাজার তিনশত নারী-পুরুষ উহা হইতে তৃপ্তি সহাকারে আহার করে।

ইহার পর ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারীগণ খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চাটি ঊর্ধ্বলোক উঠিয়া যাইতে দেখেন। উল্লেখ্য, এত লোকে খাওয়ার পরও উহাতে পূর্বের পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। আর সেই খানা খাইয়া দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হইয়া গেল এবং দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিল। আর ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী ও সাথী-সংগীদের মধ্যে যাহারা ইহা আহার করে নাই, তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত এই লজ্জা ও দুঃখে ছটফট করিয়াছিল।

পরবর্তী সময়ে আবার যখন মায়িদা নাযিল হয়, তখন বনী ইসরাঈলদের ধনী-দরিদ্র সকলে উহা গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ঈসা (আ) নিয়ম করিয়া দেন যে, যাহারা একদিন খাইবে, তাহারা উহার পরের দিন আসিবে না, বরং মধ্যে একদিন বাদ দিয়া আবার আসিয়া খাইবে। এইভাবে একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাওয়া চলিতে থাকার পর উহা উর্ধ্বলোকে উঠিয়া যায়। মানুষ উহার ছায়া যমীনের উপরে দেখিত পাইত।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীর নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, আমার এই খাদ্য দরিদ্র, ইয়াতীম ও ব্যধিগ্রস্তদের জন্য; ইহা ধনী লোকদের জন্য নহে। এই সংবাদ পাইয়া ধনী লোকেরা ক্ষেপিয়া যায় এবং তাহারা এই ব্যাপারে অনেক সন্দেহ ও অপবাদ সৃষ্টি করিয়া জনমনে

ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করে। শয়তানও এই সুযোগে তাহাদিগকে নিজের দলে নিয়া সকলে মিলিয়া একযোগে প্রোপাগাণ্ডায় মাতিয়া উঠে। তাহারা ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করে যে, মায়িদা সম্পর্কে আমাদিগকে সত্য করিয়া বল, সত্যিই কি ইহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে ? কেননা আমাদের অনেকেই এই ব্যাপারে সন্দেহ করিতেছে।

জবাবে হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ তোমাদের ধ্বংস আসুক। তোমাদের নবীর মাধ্যমে তোমরাই তো তোমাদের প্রভুর নিকট মায়িদা প্রার্থনা করিয়াছিলে। তোমাদের প্রার্থনার প্রেক্ষিতেই তো তোমাদের নিকট রহমত ও খাদ্যস্বরূপ উহা নাযিল করা হইয়াছিল। তোমরা উহা মু'জিযা ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলে। আর এখন তোমরা উহা মিথ্যা বলিয়া প্রোপাগাণ্ডা করিতেছ ? উহার সত্যতার ব্যাপারে তোমরা এখন সংশয় প্রকাশ করিতেছ ? অতএব তোমরা আযাবের পয়গাম গ্রহণ কর। অথচ উহা তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমতস্বরূপ নাযিল করা হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট ওহী পাঠান যে, মায়িদা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে আমি কঠিন হাতে জব্দ করিব। কেননা শুরুতেই এই শর্ত দেওয়া হইয়াছিল যে, মায়িদা নাযিল করার পর যাহারা উহার সত্যতা অস্বীকার করিবে, তাহাদিগকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি এই পর্যন্ত জগতের আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

পরিশেষে অস্বীকারকারীরা প্রথম রাত্রে সুন্দর অবয়ব নিয়া বিছানায় শুইল, কিন্তু শেষ রাত্রে তাহাদের চেহারা শূকরের অবয়বে পরিণত হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরের ময়লা-কাদার মধ্যে ঘুরিতেছিল।

অবশ্য এই রিওয়ায়াতটি যথেষ্ট দুর্বল। ইব্ন আবূ হাতিম এই দীর্ঘ রিওয়ায়াতটি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অংশে খণ্ড খণ্ড করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমি উহা সংগ্রহ করিযা সংকলিত করিলাম মাত্র। এই ঘটনায় সত্যতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

উল্লেখ্য যে, এই সকল রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ)-এর যমানায় এক প্রার্থনার প্রাক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের প্রতি মায়িদা নাযিল করা হইয়াছিল। আর কুরআনের إِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ আয়াত দ্বারাও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মায়িদা নাযিল করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ মায়িদা নামে কোন বস্তু আদৌ নাযিল হয় নাই। লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র)......মুজাহিদ হইতে أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ ইহা আমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা উপমা স্বরূপ উপস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মায়িদা নামক কোন বস্তু আদৌ কখনো নাযিল হয় নাই। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ বলেন ঃ তাহারা মায়িদার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহাদিগকে জানান হয়, মায়িদা নাযিল করার পর যদি তোমরা উহার সহিত কুফরী কর, তবে তোমাদের প্রতি কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করা হইবে। তাই তাহারা শাস্তির ভয়ে মায়িদার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে।

ইব্‌ন মুসান্না (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বলেন ঃ মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

বিশর (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা বলেন ঃ হাসান–

فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

–এই আয়াতাংশের প্রেক্ষিতে বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর বাণী শুনিয়া বনী ইসরাঈলরা বলিতে থাকে, আমাদের উহার দরকার নাই। তাই মায়িদা নাযিল করা হয় নাই।

মুজাহিদ ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত এই সকল রিওয়ায়াতের সনদ সহীহ এবং শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের মন্তব্য এই কথাটি দ্বারা আরো শক্তিশালী হইয়াছে যে, খ্রিস্টানরা মায়িদা সম্পর্কে কিছু জানিত না। তাহাদের কিতাব ইঞ্জীলেও এই ব্যাপারে কোন আলোচনা করা হয় নাই। তাই মায়িদা যদি নাযিল হইত তাহা হইলে এই ব্যাপারে অবশ্যই ইঞ্জীলের কোন না কোন অংশে উল্লেখ থাকিত। কমপক্ষে ধারাবাহিক সূত্রে খ্রিস্টানদের মধ্যে ইহার আলোচনা থাকিত। কিন্তু খ্রিস্টানদের এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা নাই। আল্লাহই ভালো জানেন।

অথচ জমহূর আলিমের অভিমত হইল যে, মায়িদা নাযিল হইয়াছিল। ইব্‌ন জারীর এই মত সমর্থন করিয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মায়িদা নাযিল হওয়ার সংবাদ প্রদান পূর্বক বলিয়াছেন ঃ

اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্ব জগতের অপর কাহাকেও দিব না।'

সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর ওয়াদা ও আযাব সত্য এবং বাস্তব। আল্লাহই ভালো জানেন।

পূর্বসূরীদের বর্ণিত অভিমত দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কথাই সঠিক। কেননা ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন ঃ বনী উমাইয়া গভর্নর মূসা ইব্‌ন নুসাইর যখন পশ্চিমের শহরসমূহ বিজয় করিতেছিলেন, তখন তিনি সেখানে মায়িদা পাইয়াছিলেন। উহা ছিল মুক্তা খচিত এবং অন্যান্য বহু ধরনের মূল্যবান ধাতু সম্বলিত। অতঃপর উহা তৎকালীন আমিরুল মু'মিনীন ওলীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের নিকট প্রেরণ করা হয় কিন্তু উহা তাহার নিকট পৌঁছানোর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাই সেই মায়িদা ওলীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের ইন্তিকালের পর তাহার ভ্রাতার হাতে পৌঁছে। বহুসংখ্যক লোক উহার ইয়াকূত এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতব পদার্থ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করে। বলা হইয়া থাকে যে, প্রকৃতপক্ষে এই মায়িদা ছিল সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আলাইহিস্-সালামের। আল্লাহই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কুরায়শরা হযরত নবী (সা)-কে বলিয়াছিল, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া আমাদের জন্য সাফা পর্বত স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান

আনয়ন করিব। রাসুলূল্লাহ (সা) জবাবে বলিয়াছিলেন ঃ তাহা হইলে সত্যই তোমরা ঈমান আনিবে? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, ঈমান আনিব। এই কথায় হুযূর (সা) দু'আ করার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় জিবরাঈল (আ) আসিয়া তাঁহাকে বলেন, আপনার প্রভু বলিয়াছেন যে, আপনি যদি চাহেন তাহা হইলে সূর্য উদয়ের পূর্বে 'সাফা' স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহার পর যদি তাহারা ঈমান আনিতে কোন রকমে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আমি এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনার ইচ্ছা হইলে তাহাদের জন্য রহমত এবং তাওবার দরজা খোলা রাখা হইবে। হুযূর (সা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন ঃ বরং তাহাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দরজাই খোলা রাখা হউক।

সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে আহমদ, ইব্ন মারদুবিয়া ও হাকিম স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١٦) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ
مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ○
(١١٧) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ○
(١١٨) إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৬. "আর আল্লাহ যখন বলিলেন, হে মরিয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছ, আমাকে ও আমার মাতাকে প্রভুরূপে গ্রহণ কর ? সে বলিল, তুমি মহান! আমি কিভাবে সেই কথা বলিতে পারি যাহা বলার অধিকার আমার নাই ? যদি আমি বলিয়া থাকি, তাহা তুমি অবশ্যই জানিয়াছ। আমার অন্তরে যাহা আছে তাহা তুমি জান অথচ তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জানি না, নিশ্চয়ই তুমি সকল অদৃশ্য ব্যাপার সর্বাধিক জ্ঞাত।"

১১৭. "আমি তাহাদিগকে তুমি যাহা নির্দেশ দিয়াছ তাহাই বলিয়াছি, (তাই এই যে,) আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার ও তোমাদের প্রভু। আর আমি তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলাম যতদিন তাহাদের মাঝে ছিলাম। আর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছ, তখন হইতে তুমিই তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে।"

১১৮. "তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে অবশ্যই তুমি মহা প্রতাপান্বিত ও সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়।"

তাফসীর ঃ হযরত ঈসা (আ)-কে এবং তাঁহার জননীকে যাহারা ইলাহ হিসাবে বিশ্বাস করে তাহাদের উপস্থিতিতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىْ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তুমি কি তাহাদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?'

এই কথা দ্বারা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের উপর কঠোরভাবে কটাক্ষ করা হইয়াছে। কাতাদা (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

কাতাদা (র) উক্ত আয়াতাংশের সমর্থনে এই আয়াতাংশ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ অর্থাৎ 'এই সেই দিন যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাহাদের উপকারে আসিবে।'

সুদ্দী (র) বলেন ঃ উক্ত জিজ্ঞাসা ও জবাব ইহকালীন, পরকালীন নয়।

ইব্‌ন জারীর (র) এই মতের সমর্থনে বলেন ঃ ইহা সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল যাহার প্রেক্ষাপটে হযরত ঈসা (আ)-কে উর্ধ্বলোকে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) তাহার পক্ষে দুইট যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন। এক. উহাতে অতীতক্রিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে। দুই. কুরআনে দুইটি কথাই রহিয়াছে ঃ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ এবং وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ অর্থাৎ 'যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও এবং যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর।'

অবশ্য তাহার উভয় যুক্তির মধ্যে ব্যাপক সন্দেহ এবং চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রহিয়াছে।

কেননা অতীতকালের ক্রিয়া দ্বারা যে কেবল অতীতকালই বুঝান হয়, এমন ধারণা সঠিক নয়। দেখা যায় যে, কিয়ামতের বিভিন্ন বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা অতীতকালের ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা কিয়ামত এমন একটি বিষয় যাহা ঘটার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আর কিয়ামত দলীল প্রমাণ দ্বারা এরূপ সাব্যস্ত যে, উহা অবশ্য ঘটিবে।

ইব্‌ন জারীরের দ্বিতীয় দলীল হইল اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ-এই শর্তযুক্ত বাক্যটি। এই স্থানে মূল বিষয়ের সহিত শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শর্তারোপ করিয়া দিলে তাহা যে ঘটিবেই, এমন কথা সঠিক নয়। উহার ভুরি ভুরি প্রমাণ কুরআনে রহিয়াছে। ইতিপূর্বে কাতাদা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বলে, এই আয়াতে তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে— বলা হইয়াছে, তাহার কথাই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

এই মতের সমর্থনে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ আবদুল্লাহর সূত্রে হাফিয ইব্‌ন আসাকির একটি মারফূ হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন। উহা এই ঃ

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামাতের দিন সকল নবী ও তাঁহাদের সকল উম্মতকে ডাকা হইবে। তখন ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত বিভিন্ন নিয়ামতরাজীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ

অর্থাৎ 'হে মরিয়ম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর।'

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِى وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহ রূপে গ্রহণ কর?'

ঈসা (আ) এই কথা অস্বীকার করিবেন। অতঃপর খ্রিস্টানদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, ঈসা আমাদিগকে ইহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। খ্রিস্টানদের এই কথা শুনিয়া ভয়ে ঈসা (আ)-এর মাথার চুল ও শরীরের পশম দাঁড়াইয়া যাইবে। ঈসা (আ)-এর এই অবস্থা দেখিয়া ফেরেশতারা তাঁহার মাথা ও শরীরের লোমসমূহ সেইভাবে ধরিয়া রাখিবেন। আর খ্রিস্টানদিগকে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর সামনে হাঁটু জোড় করাইয়া রাখিবেন। অতঃপর সাক্ষ্য-প্রমাণ নেওয়া হইবে। তাহারা যে ঈসা (আ)-কে শূলীবিদ্ধ করানোর চক্রান্ত করিয়াছিল, এই কথা প্রমাণিত হওয়ার পর তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে। এই হাদীসটি গরীব।

سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ 'সে বলিবে, তুমি মহিমান্বিত, যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।' এই কথা বলিয়া ঈসা (আ) দারুন শিষ্টাচার ও আদবের পরিচয় দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ঈসা (আ)-এর অন্তরে কত চমৎকার যুক্তির উদয় হইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হযরত নবী (সা) হইতে বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর জিজ্ঞাসাসার জবাবে اَقُوْلُ مَالَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত বলিবেন।

সাওরী (র)-ও......তাঊস হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ - 'যদি আমি তাহা বলিতাম তবে তুমিতো তাহা জানিতে।' অর্থাৎ হে প্রভু! আমার অন্তরে যদি এমন কোন কথা থাকিত, তাহা হইলে তুমি তো তাহা জানিতে। কেননা আমি যাহা বলিতে চাহি তাহা তো তোমার নিকট গোপন নহে। তাই এমন কিছু বলার ইচ্ছা আমার ছিল না।

تَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِىْ وَلاَ اَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ

অর্থাৎ 'আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি, তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই।' আমি তাহাদিগকে পরিস্কারভাবে বলিয়াছিলাম ঃ اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ-'তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর।' অর্থাৎ তুমি আমাকে যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছ এবং আমাকে তাহাদের নিকট যাহা বলিবার

আদেশ করিয়াছ, তাহা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করার আদেশ আমি তাহাদিগকে করি নাই। তাই তাহাদের জ্ঞাতার্থে স্পষ্ট ভাষায় আমি বলিয়াছিলাম ঃ

اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ

‘তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত কর।’

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ

অর্থাৎ ‘যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাহাদের কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য ছিলাম।’

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ

অর্থাৎ ‘কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।’

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা রাসুলুল্লাহ (সা) তাঁহার উপদেশমূলক এক ভাষণে বলেন ঃ হে লোক সকল! কিয়ামতের দিন তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট বিবস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত হইবে।

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ

অর্থাৎ ‘ভূমিষ্ট হওয়ার সময় যে অবস্থায় ছিলে, তেমন অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা হইবে।’

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরিধান করানো হইবে। তখন আমার উম্মতদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে আনিয়া জাহান্নামীদের চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার বামপাশে রাখা হইবে। তখন আমি বলিব, ইহারা তো আমার উম্মত। জবাবে আমাকে বলা হইবে যে, তুমি জান না তোমার মৃত্যুর পর এক সকল লোক তোমার সুন্নত পরিত্যাগ করিয়া বিদ'আতের প্রচলন করিয়াছিল। তদুত্তরে আমি সেইরূপ বলিব যেরূপ একজন নেককার বান্দা বলিয়াছিলেন ঃ

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاَنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ ‘যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যুদান করিয়াছিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ের সাক্ষী। তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’

তাঁহার এই কথার জবাবে বলা হইবে যে, তুমি জান না, তোমার তিরোধানের পর তাহারা বিদ'আ'তী ও মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল।

বুখারী (র) মুগীরা ইব্ন নু'মানের সনদে ইহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

এই আয়াতটিতে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার কথা প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তাঁহার কার্যের ব্যাপারে খবরদারী করার অধিকার কাহারো নাই; বরং তিনি সকল কার্যবিধির খবরদারী করার অধিকার রাখেন।

অবশ্য এই আয়াতটিতে খ্রিস্টানদের ঘৃণ্য কার্যাবলীর ব্যাপারেও অসন্তুষ্টির সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। কেননা তাহারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে এবং মরিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী বলিয়া প্রচার করে। অথচ এই সব বিষয়ে আল্লাহ পবিত্র। সত্যিকার অর্থে এই আয়াতটিতে একটা গভীর জিজ্ঞাসার জবাব এবং আল্লাহর চির পবিত্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাদীসে আসিয়াছে যে, এক রাত্রে হুযূর (সা) নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত এই আয়াতটি বারবার পড়িতেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ হুযূর (সা) এক রাত্রে বারবার একটি আয়াত পড়িতেছিলেন। এইভাবে সকাল হইয়া যায়। রুকূ এবং সিজদাতেও তিনি এই আয়াতটি পড়িতেছিলেন ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ রাসূল! কেন আপনি নামাযের মধ্যে সকাল পর্যন্ত একই আয়াত বারবার পড়িতেছিলেন এবং কেন আপনি রুকূ ও সিজদায় সেই একই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি আমার রবের নিকট আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। তিনি শিরক ব্যতীত সকল পাপ মোচন করার অংগীকার আমাকে দিয়াছেন।

অন্য একটি সূত্রে ইমাম আহমদ (র) ......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) ইশার নামাযের ইমামতি করেন। অতঃপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া নিজ নিজ নামায আদায় করিতেছিল। হুযূর (সা) সকলকে নামায পড়িতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া যান। যখন তিনি দেখেন নামায পড়িয়া সকলে চলিয়া গিয়াছে, তখন তিনি ঘর হইতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসেন। আমিও আসিয়া তাঁহার পিছনে নামায পড়িবার জন্য দাঁড়াইলে তিনি আমাকে তাঁহার ডানদিকে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি তাঁহার ডানদিকে দাঁড়াইয়া নামায শুরু করি। ইতিমধ্যে ইব্‌ন মাসউদ (রা) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে দাঁড়ান। তিনি তাহাকে তাঁহার বামদিকে আসিয়া দাঁড়াইতে বলেন। আমরা তিনজনে দাঁড়াইয়া ভিন্ন ভিন্নভাবে নিজ নিজ নামায পড়িতেছিলাম এবং নিজ ইচ্ছামত কুরআনের এক-এক স্থান হইতে একেকজনে পড়িতেছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের মধ্যে ফজর পর্যন্ত বারবার একটি আয়াতই পড়িতে থাকেন।

সকালে আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদকে বলিলাম, তুমি হুযূর (সা)-কে রাতভর একটি আয়াত বারবার পড়ার হেতু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। সে বলিল, হুযূর (সা) যতক্ষণ স্বেচ্ছায় ইহা না বলিবেন, ততক্ষণ আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। অতঃপর আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হউক! সমস্ত কুরআন আপনার সিনায় রক্ষিত, কিন্তু আপনি একটিমাত্র আয়াত কেন পড়িতেছিলেন? অথচ আমরা কেহ এমন করিলে আপনি তাহা নিষেধ করেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আল্লাহর নিকট আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর পক্ষ হইতে কি জবাব আসিয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ সেই জবাব সম্পর্কে যদি আমি তোমাদিগকে অবহিত করি, তাহা হইলে তোমরা নামায ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, তবে কি আমি সেই সুসংবাদ লোকদিগকে দিব না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

অতঃপর আমি উঠিয়া কিছু দূর চলিয়া গেলে উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকদিগকে এই কথা জানাইয়া দিলে তাহারা আর ইবাদত করিবে না। অতঃপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দিক আস। আমি তাঁহার ডাকে আবার তাঁহার নিকটে যাই। তিনি বলিলেন ঃ সেই সুসংবাদবাহী আয়াতটি এই ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই দাস, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে তুমি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ঈসা (আ)-এর

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

–এই বাক্যটি পাঠ করেন। অতঃপর দুই হাত তুলিয়া বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার উম্মাত। এই বলিয়া কাঁদিতে থাকেন।

তখন আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি এই মুহূর্তে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আপনার প্রভু সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে কাঁদিতেছ? এই আদেশমতে জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জিবরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার কাঁদার কারণ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিবরাঈল! তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গিয়া বল, আমি তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহার সন্তুষ্টিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিব এবং তাহার উম্মতের ব্যাপারে তাহাকে দুঃখ দিব না।

ইমাম আহমদ (র)......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট এত বিলম্ব করিয়া আসেন যে, আমরা ভাবিতে থাকি, তিনি হয়ত আর আসিবেন না। অবশেষে তিনি আসিয়া সিজদায় লুটিয়া পড়েন। তিনি সিজদায় এত দীর্ঘ সময় থাকেন যে, আমরা বলিতে থাকি, এইবার বুঝি তাঁহার আত্মা বাহির হইয়া যাইবে। পরিশেষে তিনি সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া বলেন ঃ আমার প্রভু

আমার উম্মতের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের ব্যাপারে কি করিবেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম ঃ হে আমার রব! তাহারা তো আপনারই সৃষ্টি এবং আপনারই বান্দা। তিনি এই ব্যাপারে আমার নিকট আবার পরামর্শ চাহিলে আমি একই কথা বলিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাকে এই বলিয়া সুসংবাদ দেন যে, সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে আমার সত্তর হাজার উম্মত বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার পাইবে এবং সেই সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সঙ্গে করিয়া অন্য সত্তর হাজার নিয়া যাইবার অধিকার থাকিবে। তাহারা হিসাব নিকাশ ব্যতীত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে থাকিবে। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া বলা হয় যে, তুমি যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর; কবূল করা হইবে এবং যাহা তোমার চাহিদা আছে বল, সব দেওয়া হইবে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সত্যই কি আল্লাহর তাঁহার রাসূলের প্রার্থনা কবূল করার ইচ্ছা আছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আপনার চাহিদা পূরণ করিয়া দেওয়ার জন্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার চাওয়ার সব কিছু দিয়াছেন। কিন্তু এই নিয়া আমি গর্ব করি না। আর আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি এখন সুস্থ এবং সবল। আমার আরো বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহা হইল ঃ আমার যথার্থ উম্মত কখনো দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে না এবং পরাজিত হইবে না। দ্বিতীয়ত, তিনি আমাকে 'কাওসার' দান করিয়াছেন। উহা জান্নাতের একটি প্রস্রবণ ধারা। উহা আমার হাওযের সহিত আসিয়া মিলিত হইবে। পরন্তু আমাকে এমন ইযযত, সম্মান ও প্রভাব দেওয়া হইয়াছে যাহার প্রতিক্রিয়া একমাস পথের দূরত্ব হইতেও প্রকাশ পাইবে। আমাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে যে, নবীগণের মধ্যে আমিই প্রথম বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিব। আমার ও আমার উম্মতের জন্য 'গনীমত' হালাল ও পবিত্র করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরো বহু জিনিস আমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য হারাম ছিল। আর আমাদের দীনের মধ্যে কোন ধরনের কাঠিন্য ও অসংলগ্নতা নাই।

(١١٩) قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○
(١٢٠) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ؕ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১১৯ "আল্লাহ বলেন, এই সেই দিন, যেদিন সত্যানুসারীরা তাহাদের সত্যের সুফল পাইবে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান, তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাহারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। ইহা শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।"

১২০ "নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যকার সকল কিছুর মালিকানা আল্লাহর। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ)-এর জবাবের প্রেক্ষিতে মিথ্যাবাদী মুলহিদ খ্রিস্টানদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্বক বলেন ঃ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ

অর্থাৎ 'এই সেইদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাহদের সত্যানুসরণের জন্য উপকৃত হইবে।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহহাক বলেন ঃ এই সেইদিন, যেদিন একত্ববাদীগণ তাহাদের একত্ববাদের জন্য উপকৃত হইবে।

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا

'তাহাদের জন্য আছে জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা সেখানে চিরস্থায়ী হইবে।'

অর্থাৎ জান্নাত হইবে তাহাদের চিরস্থায়ী নিবাস। সেখান হইতে কখনো তাহাদিগকে বাহির করা হইবে না এবং তাহাদিগকে সেখানে টানিয়া হেঁচড়াইয়াও নেওয়া হইবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন এবং তাহারাও তাহাতে সন্তুষ্ট। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ 'আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।'

এই বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী হাদীসে আলোচিত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সেইদিন আল্লাহ স্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়া বলিবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিব। তখন সকলে তাঁহার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিলে তিনি বলিবেন, আমার সন্তুষ্টিই তো তোমাদিগকে আমার ঘরে প্রবেশ করার বৈধ অধিকার দিয়াছে।

অতঃপর বলিবেন ঃ আজ আমি তোমাদের নিকট পূর্ণ দয়ার অবয়বে প্রকাশিত হইয়াছি। তোমরা আমার নিকট চাও, যাহা চাহিবে তাহা আমি দিব। এইবারও তাহারা তাঁহার সন্তুষ্টি প্রাপ্তির দরখাস্ত করিবে। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমরা সাক্ষী থাক, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থাৎ 'ইহা এমন মহা সাফল্য যাহার সমতুল্য কোন সফলতার অস্তিত্ব নাই।'

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ

অর্থাৎ 'আমলকারীদের এমন আমলই করা উচিত।'

অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ

অর্থাৎ 'লোকদের এমন কোশেশই করা উচিত।'

পরিশেষে বলা হইয়াছে ঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ 'সকল সৃষ্টির তিনিই স্রষ্টা। সকল বস্তুর উপর তাঁহারই রহিয়াছে হস্তক্ষেপের একচ্ছত্র অধিকার।' বিশ্বজগত তাঁহারই কুদরত ও নির্দেশাধীনে পরিচালিত। এই মহান সত্তার কোন উপমা বা তুলনা নাই, তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। নাই তাঁহার কোন মন্ত্রণাদাতা ও বিচারকর্তা এবং নাই তাঁহার কোন জন্মদাতা, সন্তান ও সঙ্গী। এক কথায় তিনিই ইলাহ এবং তাঁহার সমকক্ষ কোন রব নাই।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ সকল সূরার শেষে সূরা মায়িদা নাযিল হইয়াছে।

সূরা মায়িদা সমাপ্ত

সূরা আন‘আম

১৬৫ আয়াত, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।

আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ সূরা আল-আনআম মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

তাবারানী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা আনআম মক্কায় একরাত্রে নাযিল হইয়াছে। তখন উহার চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতা ঘিরিয়াছিলেন এবং তাঁহারা তাসবীহ্ পাঠ করিতেছিলেন।

সাওরী (র)...... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা)-এর প্রতি সূরা আনআম একত্রে অবতীর্ণ হয়। যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, তখন হযরত নবী (সা)-এর বাহন উষ্ট্রীর বাগডোর আমার হাতে ছিল। ওহীর ভারে উষ্ট্রীটি নুইয়া পড়ে এবং উহার হাড়গুলি ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যাইবার উপক্রম হয়।

শরীক (র)....... আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে ফেরেশতাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঘিরিয়াছিলেন। ইহলোক ও ঊর্ধ্বলোক সর্বত্র তাঁহারা সতর্ক পাহারায় নিয়োজিত ছিলেন।

সুদ্দী (র)....... আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার প্রাক্কালে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহা বেষ্টন করিয়াছিলেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতেও অন্য সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হাকিম (র)....... জাবির (রা) হইতে স্বীয় মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাসবীহ্ পাঠ করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেছিলেন ঃ এই সূরাটি অবতীর্ণ করার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম অবতীর্ণ হওয়ার সময় ওহীর সহিত ফেরেশতাদের বিশাল একটি দল অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ পাঠের গুঞ্জনে পৃথিবী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও পাঠ করিতেছিলেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ সূরা আনআম একত্রে অবতীর্ণ হয়। তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার চতুর্দিকে ঘিরিয়াছিলেন। তাঁহাদের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠের গুঞ্জনে পৃথিবী মুখরিত হইয়াছিল।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۬ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

(٢) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ○

(٣) وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ○

১.“প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।”

২.“তিনিই তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর একটি কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রহিয়াছে যাহা সম্পর্কে তিনিই জ্ঞাত। এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর ?”

৩.“আকাশ ও পৃথিবীতে তিনিই আল্লাহ, তোমাদিগের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর তাহাও তিনি অবগত আছেন।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ তিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি প্রকারান্তরে তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার প্রশংসা করার শিক্ষা দান করিয়াছেন।

উপরন্তু তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার বান্দাদের দিন ও রাতের বিশেষ প্রয়োজনে। এখানে আল্লাহ তা'আলা ظُلُمَات -কে বহুবচনরূপে ব্যবহার করিয়াছেন এবং نُوْرٌ -কে একবচনে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার কারণ হইল যে, শ্রেষ্ঠ জিনিস সব সময় একবচনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلُ –এখানে يمين (দক্ষিণ হস্ত) একবচনে এবং شَمَائِلُ (বাম হস্ত) বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সূরার শেষের দিকে আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَاتَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه

অর্থাৎ এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পথকে سَبِيْلٌ বলিয়া একবচনে এবং বাতিল বা ভ্রান্ত পথকে سُبُلٌ বলিয়া বহুবচনে প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

'এতদসত্ত্বেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।'

অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও অনেক মানুষ আল্লাহর সহিত কুফরী করে এবং তাঁহার সহিত শরীক ও সমকক্ষ দাঁড় করায়। ইহা ব্যতীত তাহারা বলে, আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী ও পুত্র রহিয়াছে। অথচ তিনি এই সকল বিষয় হইতে পবিত্র ও নির্দোষ।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ طِيْنٍ 'তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

অর্থাৎ তোমাদের বাবা আদম (আ)-কে মূলত মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতঃপর আদম (আ)-এর প্রতিকৃতি গোশত ও চামড়ায় রূপান্তরিত হয় এবং তাঁহার ঔরস হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহাতে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত মানবজাতির বিস্তার লাভ ঘটিয়াছে।

ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ –'অতঃপর একটি কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং আর একটি নির্ধারিত কাল রহিয়াছে যাহা তিনিই জানেন।'

সাঈদ ইব্ন যুবায়র ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً –দ্বারা মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে এবং وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ দ্বারা পরকালকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবায়র, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, আতীয়া, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বলা হইয়াছে।

হাসান বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً–এর দ্বারা ভূমিষ্ট হওয়া হইতে মৃত্যু অবধি পূর্ণ আয়ুষ্কাল বুঝান হইয়াছে এবং وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ- এর দ্বারা মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুজ্জীবনকে বুঝান হইয়াছে। ইহা হইল اَجَلٌ خَاصٌ অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে এই বিশেষ কালটি আসিবে। মৃত্যুপূর্ব জীবনকে اَجَلٌ عَامٌ বলা হইয়া থাকে। কেননা ইহা এমন একটি জীবন যাহা নিঃশেষ হইয়া যায়, মৃত্যু আসিয়া উহার পরিসমাপ্তি টানিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً-এর অর্থ হইল পৃথিবীর নির্ধারিত বয়স এবং وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ অর্থ মানুষের মৃত্যু অবধি জীবন।

আয়াতের নিঃসৃত নির্যাস এই যে, وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُوْا مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ 'তিনি রাতে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা যাহা কর, তাহা সম্পর্কে তিনি অবহিত থাকেন।'

আতীয়া ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلاً–এর অর্থ হইল ঘুম, যে ঘুমের মধ্যে আত্মা কবয করিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর ঘুমন্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে আত্মা পুনঃ তাহার শরীরে সংস্থাপিত হয়। আর وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ– এর অর্থ হইল মানুষের মৃত্যুকাল। অবশ্য এই অর্থটি দুর্বল।

عِنْدَهٗ–অর্থাৎ 'উক্ত সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নয়।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَايُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ

অর্থাৎ 'সেই সময়ের জ্ঞান একমাত্র প্রভুর নিকটেই আছে। সেই সময় সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহে।'

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا

অর্থাৎ 'হে নবী! লোকজন তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ? সে সম্পর্কে তোমার কি জ্ঞান আছে ? সে সম্পর্কে চূড়ান্ত জ্ঞান একমাত্র তোমার প্রভুর রহিয়াছে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ-'এতদসত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।'

সুদ্দী বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, এতদসত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান !

ইহার পরের আয়াতে আল্লহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ 'আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা কর, তাহাও তিনি অবগত আছেন।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সুফাস্‌সিরগণের মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু সকল মুফাস্‌সির জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যার বিরোধিতায় একমত।

জাহমিয়া সম্প্রদায় এই আয়াতের আলোকে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সত্তায় সর্বত্র বিরাজিত। অর্থাৎ তাহারা বলিতে চাহেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অথচ এমন বিশ্বাস হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পবিত্র।

সঠিক ব্যাখ্যা হইল, এই আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা হয়। অর্থাৎ তাঁহার ইবাদত করা হয়, তাঁহার ওয়াহদানিয়াতের স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই এই মহিমান্বিত সত্তার প্রভুত্বকে স্বীকৃতি দেয়। এক কথায় তাঁহাকেই 'আল্লাহ' বলা হয়। মানুষ ও জিন্ন সম্প্রদায়ের কাফিররা ব্যতীত সকলে তাঁহাকে ভয় করে।

এই মতের সমর্থনে এই আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ

অর্থাৎ 'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা রহিয়াছে তিনি তাহার প্রতিপালক প্রভু।' এই ধরনের অর্থ করিলে ভুল করা হইবে যে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে সকল কিছুতে তিনি বিদ্যমান রহিয়াছেন।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ-'গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন।' অর্থাৎ এই আয়াতাংশ حال অথবা خبر হইয়াছে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ 'তিনিই আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীনের গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছু সম্পর্কে অবহিত।' এই অবস্থায় ইহা সংযুক্ত হয় فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ-এর সহিত।

তখন এই অর্থ দাঁড়ায় যে, ‘তিনিই আল্লাহ, যিনি সবকিছু জানেন এবং তোমরা যাহা কর, তাহাও তিনি অবগত রহিয়াছেন।’

তৃতীয় অর্থ হইল ঃ وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ বলিয়া পূর্ণ বিরতি টানিতে হইবে। অতঃপর ‘খবর’ মূলক বক্তব্য আরম্ভ করিতে হইবে وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ অর্থাৎ প্রথমাংশ مبتداء এবং শেষাংশ خبر –এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন ইব্ন জারীর।

وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ ‘তোমাদের ভালমন্দ সকল কর্ম সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত।’

(٤) وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

(٥) فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٦) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۪ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৪. “তাহাদের প্রতিপালকের এমন কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।”

৫.“সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহার যথার্থতা তাহারা অবহিত হইবে।”

৬.“তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদের পূর্বে যত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি; তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকে করি নাই এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম; অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।”

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা গোঁড়া অংশীবাদী ও অস্বীকারকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের নিকট যখন আল্লাহ্র কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় অর্থাৎ আল্লাহর একত্ব ও রাসূলগণের সত্যতার ব্যাপারে দলীল স্বরূপ কোন মু'জিযা বা প্রমাণ যখন তাহাদের সামনে পেশ করা হয়, তখন তাহারা উহা অস্বীকার করে। সেইদিকে তাহারা ভ্রুক্ষেপও করে না। বেপরোয়াভাবে তাহারা এই সবের অবমূল্যায়ন করে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْبٰؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ

অর্থাৎ 'সত্য যখন তাহাদের নিকট আসিয়াছে, তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, উহার যথার্থতা তাহারা অবহিত হইবে।'

এই কথার মাধ্যমে তাহাদের ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে। কেননা তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। ইহার স্বাদ তাহারা অতি সত্বর উপভোগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সকল বিপথগামীকে উপদেশ দান ও ভীতি প্রদর্শনস্বরূপ বলেন ঃ তাহাদের পূর্ববর্তীরা তাহাদের হইতে সংখ্যায় ও সম্পদে ঐশ্বর্যশালী থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীতেই তাহাদিগকে বহু লাঞ্ছনা ও মর্মবিদারক শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছে। উপরন্তু তাহাদের হাতে শাসন ক্ষমতাও ছিল। তবুও তাহারা নিজদেরকে অপকর্মের বীভৎস পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব তোমরা রক্ষা পাইবে কি ?

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَاهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ

'তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি ? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই।'

অর্থাৎ তাহাদিগকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ, সন্তান, সম্মান, সৈন্য ও ঐশ্বর্য প্রদান করা হইয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارً –অর্থাৎ 'তাহাদের প্রতি আমি একটির পর একটি বস্তু নাযিল করিয়াছিলাম এবং মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছিলাম।'

وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ –'তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম।'

অর্থাৎ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণের কারণে তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইয়াছিল এবং জমি-যিরাতের-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ – 'অতঃপর তাহাদের পাপ ও ভ্রান্তির কারণে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।'

وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –'আর তাহাদের পরে নতুন মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি।'

অর্থাৎ পূর্ববর্তী সম্প্রদায় গত দিনের মত বিগত হইয়া পৌরাণিক লোকগাঁথায় পরিণত হইযাছে।

وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ –অর্থাৎ 'পরবর্তী শতাব্দীর লোকেরাও পূর্ববর্তীদের মত কর্ম করিয়া বিনাশ হইয়া গিয়াছে।' অতএব হে শ্রোতৃমণ্ডলী! তোমরা এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া হইতে সতর্কতা অবলম্বন কর। উম্মত হিসাবে তাহাদের চাইতে তোমরা উত্তম এবং তোমরা যে নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, তিনি উহাদের নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠতম। তাই তোমরা যদি যথাযথভাবে তাঁহার আনুগত্য না কর, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কঠিন আযাব তোমাদের ভোগ করিতে হইতে।

(٧) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا
اِنْ هٰذَآ اِلَّاسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○
(٨) وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ؕ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○
(٩) وَلَوْجَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○
(١٠) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ع
(١١) قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

৭."যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও অবতরণ করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শও করিত, তবু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"

৮."তাহারা বলে, তাহার নিকট কোন ফেরেশতা কেন প্রেরিত হয় না ? যদি আমি ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত। আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।"

৯."যদি তাহাকে ফেরেশতা করিতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করিতাম আর তাহাদিগকে সেরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলিতাম, যেরূপ বিভ্রান্তিতে তাহারা এখন রহিয়াছে।"

১০."তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে; পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।"

১১."বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সত্যের ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিহিংসা ও অহমিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابً فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ

অর্থাৎ 'যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিতাম এবং যদি তাহারা উহার অবতরণ প্রত্যক্ষ করিত আর যদি তাহারা উহা হস্তদ্বারা স্পর্শও করিত।'

لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا الاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ –'তবুও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিররা বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছু নয়।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের দাম্ভিকতা সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ– لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ
اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ

অর্থাৎ ‘যদি তাহাদের জন্য আকাশের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং যদি তাহারা উহা দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখনো তাহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটানো হইয়াছে।’

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ

অর্থাৎ ‘যদি তাহারা আসমানের খণ্ডও পতিত হইতে দেখে, তখনো তাহারা বলিবে, ইহা আসমানের পতিত বৃষ্টির ফোটামাত্র।’

وَقَالُوْا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ– ‘তাহারা বলে, তাহার নিকট কোন ফেরেশ্তা কেন প্রেরিত হয় না যাহা তাহারা সত্যের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করিত ?’

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ অর্থাৎ ‘যদি আমি তাহাদের প্রত্যাশামতে ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের কর্মের চূড়ান্ত ফয়সালাই তো হইয়া যাইত, আর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।’ তখন তাহাদের প্রতি প্রকাশ্য গযব নাযিল করা হইত। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا إِذًا مُّنْظَرِيْنَ

অর্থাৎ ‘ফেরেশতা নাযিল করার পর যদি তাহারা সত্যপথ গ্রহণ না করে, তবে তাহাদিগকে আর কোন অবকাশ দেওয়া হইবে না।’ তাহাদের প্রতি আল্লাহর বিনাশী আযাব আসিয়া উপস্থিত হইবে।

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ
অর্থাৎ ‘যেদিন তাহারা স্বচক্ষে ফেরেশতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিনের পর হইতে অত্যাচারীদের প্রতি আর কোন সুসংবাদ থাকিবে না।’

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ

অর্থাৎ ‘রাসূলের সঙ্গে সুসংবাদবাহক স্বরূপ যদি ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম, তাহা হইলে তাহাকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করিতাম যাহাতে তাহারা তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া উপকৃত হইতে পারে।’ আর ইহা হইলে তাহারা বিভ্রান্তিতে পড়িত যেমন রিসালাত কবূলের পূর্বে এখন তাহারা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। কেননা সে মানুষেরই আকৃতিতে থাকিত।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا

অর্থাৎ ‘পৃথিবীতে যদি ফেরেশতা নির্বিঘ্নে চলাচল করিত, তাহা হইলে অবশ্যই ফেরেশতাকে রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।’

অতএব ইহাও বান্দার প্রতি আল্লাহর একটি করুণা যে, তিনি যখন দাওয়াতের কাজের জন্য রাসূল প্রেরণ করেন, তখন তাহাদের জাতির মধ্য হইতে কাহাকেও নির্বাচিত করেন যাহাতে

তাহারা পারস্পরিক আলোচনা করিতে পারে এবং লোকজন রাসূলের নিকট হইতে তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাব জানিতে পারে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ

অর্থাৎ 'মু'মিনদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল নির্বাচন করিয়াছেন যিনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রেরিত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শোনান এবং তাহাদের আত্মশুদ্ধি ঘটান।'

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ ফেরেশতা যদি নবীদের আকৃতিতে মানুষের নিকট আসিত, তাহাদের দিকে মানুষ নূরের জন্য তাকাইতেই পারিত না।

وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَايَلْبِسُوْنَ–অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সেইরূপ বিভ্রান্তিতে ফেলিতাম যেরূপ বিভ্রান্তিতে তাহারা এখন রহিয়াছে।'

ওয়ালেবী বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তাহাদিগকে আমি এইরূপ সংশয়ে ফেলিতাম যেরূপ তাহারা এখন রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্ট-বিদ্রূপ করিতেছিল, তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছে।'

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মযলূম নবীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ হে নবী! কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তুমি তাহার পরোয়া করিবে না। কারণ মু'মিনদিগকে সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, ইহকাল ও পরকাল উভয়কালেই তোমরা সুখী ও কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে।

অতঃপর বলা হইযাছে ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

'বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর; অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে।'

অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর এবং দেখ যে, পূর্বকালে যাহারা তাহাদের রাসূলকে মিথ্যা বলিয়াছে, ইহকালে তাহারা কী পরিণাম ভোগ করিয়াছে এবং পরকালে তো তাহাদের জন্য মর্মবিদারক শাস্তি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে শত শত্রুতা ও বিরোধিতার মধ্য হইতে আমি মু'মিনদিগকে কিভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়া বিজয়ী করিয়াছি।

(١٢) قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلْ لِّلّٰهِ ؕ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ؕ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(١٣) وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(١٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ؕ
قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٥) قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(١٦) مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

১২. "বল, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা কাহার ? বল, আল্লাহরই; দয়া করা তিনি তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে তাহারা বিশ্বাসী হইবে না।"

১৩. "রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা তাঁহারই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

১৪. "বল, আমি কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব ? তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জীবিকা দান করে না এবং বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই; আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে, তুমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।"

১৫.''বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, মহাদিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে।"

১৬. "সেই দিন যাহাকে উহা হইতে রক্ষা করা হইবে, তাহার প্রতি তিনি দয়া করিবেন এবং ইহাই সুস্পষ্ট সাফল্য।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনিই পৃথিবী ও আকাশসমূহের অধিকর্তা। আর 'দয়া করা' তিনি তাঁহার পবিত্র সত্তার জন্য কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

সহীহদ্বয়ে......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার সৃষ্টিসমূহ সৃষ্টি করেন, তখন লাওহে মাহফূযের উপর লিখিয়া দেন যে, ''আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাইয়া থাকিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ -'কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই একত্র করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।'

لَيَجْمَعَنَّكُمْ -এর لَامْ কসম হিসাবে ব্যাবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ নিজে নিজের শপথ করিয়াছেন যে, অবশ্যই তিনি তাঁহার সকল বান্দাকে কিয়ামতের নির্ধারিত দিনে একত্র করিবেন।

তাই আল্লাহ পাক যে, اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ। বলিয়া কিয়ামতের কথা বলিয়াছেন, এই ব্যাপারে উম্মতের কাহারো মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে সত্য অস্বীকারকারী ও অহংকারীরা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদা কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সেখানে পানি থাকিবে কি? উত্তরে তিনি বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! সেখানে পানি থাকিবে। প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় যাহারা, তাহারা হাউযের তীরে অবতরণ করিবে। আল্লাহ তা'আলা সেই হাউয সংরক্ষণ করার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করিবেন যাহাদের প্রত্যেকের হাতে আগুনের ডাণ্ডা থাকিবে। উহা দ্বারা কাফির উম্মতদিগকে হাউযের পার্শ্ব হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি দুর্বল।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক নবীর একটি করিয়া হাউয থাকিবে। আশা করি আমার হাউযের কিনারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভিড় থাকিবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ 'সেই সকল লোকই কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে' فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ 'যাহারা ঈমান গ্রহণ করে নাই।' অর্থাৎ যাহারা কিয়ামত বিশ্বাস করে না এবং কিয়ামতকে ভয় করে না, তাহারা সেই দিন ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ 'রাত্রি ও দিবসে যাহা কিছু বিরাজ করে, তাহা তাঁহারই, অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহে যত জন্তু রহিয়াছে, সকলেই তাঁহার বান্দা এবং সৃষ্টি এবং সকলেই তাঁহার প্রভাবাধীন ও অধিকারভুক্ত। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ 'তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' অর্থাৎ সকল বান্দার কথা তিনি শোনেন, তাহাদের আচরণ ও মনের গোপন কথা তিনি জানেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সা), যাঁহাকে তাওহীদ ও শরী'আতের ধারক ও বাহক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং যাহাকে সত্য সঠিক সরল পথে মানুষকে আহবান করার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'বল, আমি কি পৃথিবী ও আকাশসমূহের স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব?

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ

অর্থাৎ 'বল, হে অজ্ঞরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করিতে বলিতেছ?'

মোটকথা, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমার অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব না। তিনি একক ও অংশীদারিত্বমুক্ত। তিনি কোন নমুনা ব্যতীত এই বিশাল পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি

করিয়াছেন। উপরন্তু وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ 'তিনি জীবিকা দান করেন, কিন্তু তিনি নিজে উহা গ্রহণ করেন না।' অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহকে জীবিকা দান করেন, কিন্তু তিনি নিজে জীবিকার মুখাপেক্ষী নহেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْانْسَ الَّالِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ 'আমি জিন্নজাতি এবং মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।'

কেহ এই আয়াতাংশকে يطعم ولايطعم -রূপে পাঠ করিয়াছেন। উহার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ কোন আহার গ্রহণ করেন না।

সুহায়ল ইব্‌ন আবূ সালিহ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একবার আহলে কুবার এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খানার দাওয়াত করিলে আমরা সকলে তাঁহার সঙ্গে যাই। রাসূলুল্লাহ (সা) খানাশেষে হস্ত ধৌত পূর্বক বলেন ঃ

الحمد للّه الذى يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا واطعمنا وسقانامن الشراب وكسانا من العرى وكل بلاء حسن ابلانا الحمد للّه غير مودع ربى ولا مكفىّ ولامستغنى عنه الحمد للّه الذى اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العرى وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد للّه رب العالمين -

অর্থাৎ এই দু'আর মধ্যে হুযূর (সা) বলিয়াছেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র শোকর যিনি আহার করান, কিন্তু নিজে আহার করেন না।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ قُلْ انِّىْ أُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ অর্থাৎ বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যেন এই উম্মতের আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই।'

وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ 'আমাকে আরও আদেশ করা হইয়াছে যে, তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। পরন্তু বল যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, কিয়ামত দিবসের শাস্তি আমার উপর আপতিত হইবে।'

مَنْ يُّصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَئِذ - 'সেই দিন যাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।'

فَقَدْ رَحِمَهُ-'তাহার উপর তো তিনি দয়া করিবেন।'

وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ-'এবং ইহাই স্পষ্ট সাফল্য।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

অর্থাৎ 'যাহাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইয়াছে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করান হইয়াছে, সে সফলতা লাভ করিয়াছে।'

اَلْفَوْزُ- অর্থ লাভবান হওয়া, লোকসান হইতে বাঁচিয়া যাওয়া।

(١٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(١٨) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(١٩) قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ۚ قُلِ اللّٰهُ ۛ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ۛ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ
هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ ۚ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ۚ
قُلْ لَّآ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

(٢٠) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(٢١) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৭. "আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে, তবে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।"

১৮. "তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।"

১৯. "বল, সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য কি ? বল, আল্লাহ আমার ও তোমাদের সাক্ষী এবং এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট উহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে এতদ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহও আছে ? বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না। বল, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর তাহা হইতে আমি নির্লিপ্ত।"

২০. "যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইরূপ চেনে যেরূপ চেনে তাহাদের সন্তানদিগকে; যাহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না।"

২১. "যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? যালিমগণ সফলকাম হয় না।"

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনিই একমাত্র মঙ্গল এবং অমঙ্গল কর্তা। তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহের উপর স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। তাঁহার নির্দেশ রদ করার কিংবা উপেক্ষা করার অধিকার কাহারো নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করিলে তিনি ব্যতীত উহা মোচনকারী আর কেহ নাই; আর তিনি তোমার কল্যাণ করিলে তবে তিনিই তো সর্ব বিষয় শক্তিমান।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَايَفْتَحِ اللّٰهِ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ কাহাকেও করুণা করার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং যাহার প্রতি করুণা বর্ষণ হইতে তিনি বিমুখ থাকেন, তাহাকে কেহ করুণাসিক্ত করিতে সক্ষম হয় না।’

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

হে আল্লাহ! তুমি যাহাকে কিছু দান করার ইচ্ছা কর, তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং যাহাকে না দেওয়ার ইচ্ছা কর, তাহাকে কেহ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ

অর্থাৎ ‘তিনি আপন দাসদের উপর পরাক্রমশালী।’ তিনি সেই প্রভু যাঁহার সামনে সকল দাসের মাথা অবনত হয়। প্রতিটি বস্তুর উপর তিনি কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁহার সম্মান, উচ্চাসন ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সবকিছু অতি ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। তিনি মরযীমতে যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন।

“وَهُوَ الْحَكِيْمُ”–‘তিনি সর্ব বিষয়ে প্রজ্ঞাময়’ “الْخَبِيْرُ”। ‘কে উপযুক্ত আর কে অনুপযুক্ত সে সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত’ অর্থাৎ যে দান গ্রহণের উপযুক্ত, তাহাকে তিনি দান করেন এবং যে অনুপযুক্ত, তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন। এক কথায় অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি দান করেন না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَىُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً

অর্থাৎ ‘বল, সাক্ষ্যের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় কাহার সাক্ষ্য ?

قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ–‘বল আল্লাহ, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী।’ অর্থাৎ সামনে তোমরা কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে এবং পরবর্তী সময়ে তোমরা কি বলিবে, সে সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত।

وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ–অর্থাৎ ‘এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে যেন তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছিবে, তাহাদিগকে ইহা দ্বারা আমি সতর্ক করি’ কেননা কুরআনকে যে জানে, সে ইহাকে সমীহ করে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

অর্থাৎ ‘তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিবে, তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান হইল জাহান্নাম।’

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব' وَمَنْ بَلَغَ -এর ভাবার্থে বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সে যেন স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবলোকন করিয়াছে।

আবূ খালিদ একটু বৃদ্ধি করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে যেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত কথা বলিল।

ইব্‌ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন ঃ যাহার নিকট কুরআন পৌঁছিয়াছে তাহাকে যেন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত প্রদান করিলেন।

আবদুর রাযযাক (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কাতাদা لاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ –এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহর আয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। যাহার নিকট একটি আয়াত পৌঁছিল, তাহার নিকট আল্লাহ হুকুম পৌঁছিয়াছে।

রবীআ' ইব্‌ন আনাস বলেন ঃ রাসূলুল্লাহর (সা)-এর অনুসারীদের সেভাবে দাওয়াত দেওয়া উচিত যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) দাওয়াত দিয়াছেন এবং আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করা উচিত যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ভয় করিতেন।

اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ –'হে মুশরিকগণ! তোমরা কি এই সাক্ষী দাও যে,'

اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى قُلْ لَّاَشْهَدُ

–'আল্লাহর সহিত অন্য ইলাহও রহিয়াছে? বল, আমি সেই সাক্ষ্য দেই না।'

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ 'হে নবী! তাহারা যদি এমন সাক্ষ্য দেয়ও, তুমি তাহাদের মত সাক্ষ্য দিও না।'

قُلْ اِنَّمَا هُوَاِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ–'বল, তিনি একক ইলাহ এবং তোমরা যে শরীক কর, তাহা হইতে আমি মুক্ত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ তাহারা তাহাদের সন্তানদের যতটা চেনে, তাহার চাইতে অধিক তাহারা কুরআনকে চেনে। কেননা তাহাদের কিতাবে নবী ও রাসূলদের সম্বন্ধে উল্লেখ হইয়াছে যে, সকল নবী-রাসূলকে অস্তিত্বে আনা হইয়াছে একমাত্র মুহাম্মদ (সা)-কে অস্তিত্বে আনার জন্য এবং সকল নবী ও রাসূলের অস্তিত্ব মুহাম্মদ (সা)-এর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তাহা ছাড়া মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী, জন্মস্থান, হিজরত, তাঁহার উম্মতদের পরিচয় ইত্যাদি সকল কিছু তাহাদের কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ ছিল।

তাই পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিযাছেন. ঃ

اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ-'যাহারা নিজেরাই সর্বনাশ করিয়াছে' فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ–'তাহারা বিশ্বাস করিবে না।'

বস্তুত এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমণ সম্বন্ধে তাঁহাদের উম্মতদিগকে পূর্বাভাস এবং সুসংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব নবীগণের উম্মতরা মুহাম্মদ (সা)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِاٰيَاتِهٖ

অর্থাৎ 'সেই ব্যক্তির চাইতে বড় যালিম কে, যে আল্লাহর সম্বন্ধে এইরূপ মিথ্যা রচনা করে যে, আল্লাহ তাহাকে নবী মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তির চাইতে বড় অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ নিদর্শন, প্রমাণ ও উদাহরণসমূহকে অস্বীকার করে?'

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ–'যালিমগণ সফলকাম হয় না।' অর্থাৎ এমন ধরনের মিথ্যা রচনাকারী এবং মিথ্যাবাদী কখনো বিজয়ী হয় না।

(٢٢) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ○

(٢٣) ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ○

(٢٤) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

(٢٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

(٢٦) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ ۖ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ○

২২. "স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীবাদীদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়?"

২৩. "অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।"

২৪. "দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।"

২৫. "তাহাদের মধ্যে কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে; তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না; এমন কি তাহারা যখন তোমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

২৬. "তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে, আর তাহারা নিজেরাই শুধু নিজেদিগকে ধ্বংস করে। অথচ তাহারা উপলব্ধি করে না।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা অংশবাদীদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন ঃ

يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا–'স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব।'

কিয়ামতের দিন মুশরিকদিগকে তাহাদের পূজ্য মূর্তি ও প্রতিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে ঃ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

অর্থাৎ 'যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়?'

সূরা কাসাসে বলা হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'সেইদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে যে, তাহারা আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে ?'

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ–অতঃপর প্রমাণ হিসাবে তাহাদের ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বলার থাকিবে না যে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহহাক বলেন ঃ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ -এর فِتْنَتُهُمْ অর্থ حُجَّتُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের দলীল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানী বলেন ঃ فِتْنَتُهُمْ অর্থ مَعْذِرَتُهُمْ অর্থাৎ এই ওযরখাহী ব্যতীত অন্য কিছু তাহাদের বলার থাকিবে না। কাতাদাও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ فِتْنَتُهُمْ অর্থ قِيْلُهُمْ অর্থাৎ ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য কিছু বলার থাকিবে না। যাহহাকও এইরূপ বলিয়াছেন।

আতা খুরাসানী বলেন ঃ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ–অর্থাৎ যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন তাহাদের– اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ 'ইহা ভিন্ন বলার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।'

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ মোদ্দা কথা হইল যে, বিপদের সময় তাহাদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন অজুহাত হিসাবে তাহাদের বিগত শিরকী জীবন অস্বীকার করা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলার অবকাশ থাকিবে না। অর্থাৎ তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলেন, হে ইব্‌ন আব্বাস! আপনি কি শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ–অতএব ইহা কি করিয়া সম্ভব ?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) জবাবে বলেন ঃ যখন মুশরিকগণ দেখিবে যে, তাহারা বেহেশ্‌তে প্রবেশাধিকার পাইতেছে না, কেবল নামাযী ব্যক্তিগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতেছে, তখন পরামর্শ পূর্বক একজোট হইয়া শপথ করিয়া বলিবে, তাহারা মুশরিক নয়। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড হাত-পা ইত্যাদি প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ করিয়া দিবে, তখন তাহাদের কোন বিষয়ই গোপন থাকিবে না, সব প্রকাশ হইয়া যাইবে।

অতঃপর তিনি লোকটিকে বলেন ঃ এই সম্বন্ধে এখন তোমার আর কোন সন্দেহ আছে কি ? মূলত কুরআনের মধ্যে এমন কোন বিষয় নাই যাহা স্পষ্ট নয়। তবে এই সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই বা ইহার ব্যাখ্যা তোমার জানা নাই বলিয়া তুমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলে।

যাহহাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ আয়াতটি মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই অভিমতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। কেননা এই আয়াতটি মক্কী

আর মক্কায় মুনাফিক ছিল না, মুনাফিকদের সৃষ্টি মদীনা হইতে। অবশ্য মুনাফিকদের সম্বন্ধে যে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা এই ঃ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ

অর্থাৎ 'যখন কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা উত্থিত করিবেন, তখন তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া বলিবে।' তাই ইহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

অর্থাৎ 'দেখ, তাহারা নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ– مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا

অর্থাৎ 'অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়া যাহাদের শরীক বানাইয়াছিলে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট হইতে গায়েব হইয়াছে।'

উহার পর বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِنْ يَرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا

অর্থাৎ 'তাহাদের কতক তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে, কিন্তু আমি তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন তাহারা তাহা উপলব্ধি করিত না পারে। তাহাদিগকে বধির করিয়াছি এবং সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিবে না।'

অর্থাৎ তাহারা কুরআন শোনার জন্য কান পাতিয়া থাকে, কিন্তু উহা তাহাদের কোন কল্যাণে আসে না। কেননা عَلَى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً–'তাহাদের অন্তরের উপর আবরণ দেওয়া হইয়াছে' এবং وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا 'কল্যাণকর কথা শ্রবণ হইতে তাহাদের কর্ণ বধির দেওয়া হইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَايَسْمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَّنِدَاءً

অর্থাৎ 'কাফিররা সেই সমস্ত চতুষ্পদ জন্তুর তুল্য, যাহারা তাহাদের রাখালের আওয়াজ বা কথা শুনে, অথচ উহার উদ্দেশ্য তাহারা বুঝে না।' তাই وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا 'তাহারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলেও উহাতে বিশ্বাস করিবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাহারা মূলত জ্ঞানহীন ও বিবেকশূন্য। অন্যত্র আল্লাহর তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ

'যদি তাহাদের মধ্যে সততা ও যোগ্যতা থাকিত, তাহা হইলে কল্যাণের কথা শোনার তাওফীক আল্লাহ তাহাদিগকে দান করিতেন।'

অথচ حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ-'তাহারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন যুক্তির অবতারণা করে এবং বাতিল ভূমিকা দিয়া সত্যের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক শুরু করিয়া দেয়।'

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ-'তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ বলে, ইহা তো সেকালের উপকথা ব্যতীত আর কিছু নয়।'

অর্থাৎ যাহা কিছু তোমরা ওহী বলিয়া পেশ করিয়াছ, তাহা তো সব পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ হইতে সংকলন করা হইয়াছে মাত্র।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ-'তাহারা অন্যকে উহা শ্রবণে বিরত রাখে এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকে।'

উল্লেখ্য যে, يَنْهَوْنَ عَنْهُ-এর অর্থের ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। একদল বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তাহারা লোকদিগকে সত্য অনুসরণ করিতে, রাসূলের সত্যতা স্বীকার করিতে এবং কুরআনী বিধান মান্য করা হইতে বিরত রাখিত এবং وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ অর্থাৎ নিজেরাও এইসব হইতে দূরে থাকিত।

মোট কথা এখানে দুইটি অন্যায়ের কথা বলা হইয়াছে। তাহার একটি হইল তাহারা নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত এবং অন্যটি হইল তাহারা অপরকেও উহা হইতে দূরে রাখার অপচেষ্টা করিত।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ -এর অর্থ হইল ঃ তাহারা লোকদিগকে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ঈমান আনা হইতে বিরত রাখিত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়া (র) এই আয়াতাংশের ভাবার্থে বরেন ঃ কুরায়শ কাফিররা নিজেরাও নবী (সা)-এর নিকট আসিত না এবং অপরকেও আসিতে দিত না।

কাতাদা, মুজাহিদ ও যাহহাক প্রমুখও ইহা বলিয়াছেন। এই অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন। ইব্‌ন জারীর (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মত ঃ সুফিয়ান সাওরী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহা আবূ তালিব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা তিনি লোকদিগকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অত্যাচার করা হইতে বিরত রাখিতেন।

কাসিম ইব্‌ন মুখাইমারা, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত ও আ'তা ইব্‌ন দীনার (র) প্রমুখও বলিয়াছেন যে, ইহা আবূ তালিব সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল (র) বলেন ঃ এই আয়াতাংশটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার চাচারা সংখ্যায় ছিলেন দশজন। তাহারা প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে থাকিতেন, কিন্তু গোপনে তাহাদের আঁতাত ছিল কাফিরদের সঙ্গে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী (র) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ -এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ তাহারা (তাঁহার চাচারা) লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করা হইতে বিরত রাখিত।

এই মত অনুসারে وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ-এর অর্থ হইল তাহারাও তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিত।

وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلاَّ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা ইহা করিয়া অজ্ঞাতসারে নিজেদিগকেই ধ্বংসের দিকে ডাকিতেছে। অথচ ইহাতে তাহাদেরই যে ক্ষতি ও ধ্বংস হইতেছে, তাহা তাহারা উপলব্ধি করে না।'

(٢٧) وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٢٨) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(٢٩) وَقَالُوْٓا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

(٣٠) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۗ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

২৭."তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।"

২৮."বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত, তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল, পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।"

২৯."তাহারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।"

৩০."তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে, যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে এবং তিনি বলিবেন, ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে? তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, তজ্জন্য তোমরা এখন শাস্তি ভোগ কর।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া বলেন, যখন কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে জাহান্নামের পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা যখন জাহান্নামের বেড়ী ও শিকলসমূহ দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিতে থাকিবে ঃ

يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِايَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

–'বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'

অর্থাৎ কুফরী ও গোঁড়ামীর অন্তরালে পৃথিবীতে তাহাদের অন্তরে যে কথা চাপা পড়িয়াছিল, সেই চাপা সত্য বিপদের মুখে এখন তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে মাত্র।

ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ- اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ 'তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার জন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না।' দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে।

মোট কথা এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্য প্রকাশিত হইবে যে, পৃথিবীতে তাহারা রাসূলের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও ঈমান গ্রহণ করে নাই। এক কথায় তাহারা সব জানিয়াও ঈমান আনে নাই, এই কথাটি তখন প্রকাশিত হইবে। যেমন মূসা (আ) ফিরআউনকে বলিয়াছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلاَءِ اِلاَّ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ

অর্থাৎ 'হে ফিরআউন! তুমি ভালো করিয়াই জান যে, ইহা পৃথিবী ও আকাশসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।'

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَجَحَدُوْا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

অর্থাৎ 'বিরোধিতার জন্যই তাহারা বিরোধিতা করে; কিন্তু তাহারা জানে যে, ইহা করা তাহাদের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি হইতেছে।'

এই আয়াতসমূহের মর্মার্থ ইহাও হইতে পারে যে, ইহা দ্বারা সেই সকল মুনাফিককে বুঝান হইয়াছে যাহারা লোকালয়ে ঈমান প্রকাশ করিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কুফরী পোষণ করিত।

অবশ্য এই আয়াতে একদল কাফিরের কিয়ামত দিবসের অবস্থার কথা বুঝান হইয়াছে। মূলত এইখানে কাফিরদিগকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কেননা এই সূরাটি মক্কী। দ্বিতীয়ত, নিফাক বা মুনাফিকী মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। মদীনার এবং আরবের অন্য এলাকার কিছুলোক এই কাজে ব্রত ছিল। তাই মক্কী সূরা বা আয়াতে মুনাফিকরা উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যদিও মক্কী সূরা আনকাবূতের মধ্যে মুনাফিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদিগকেও জানেন এবং মুনাফিকদিগকেও জানেন।'

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা 'আলিমুল গায়ব' তাই তিনি বলিয়াছেন যে, মুনাফিকরা কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে আযাবের এইসব উপকরণ যখন অবলোকন করিবে, তখন তাহাদের অন্তরের লুক্কায়িত কুফরী ও নিফাক প্রকাশিত হইবে। তখন তাহাদের ঈমান যে লোক দেখানো ঈমান ছিল, সেই কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এখানেও বলা হইয়াছে ঃ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ

'বরং তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে।'

অতএব তাহারা যে পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিতে চায়, তাহা আল্লাহর মহব্বত ও ঈমানের দাবিতে নয়, বরং স্বচক্ষে দেখা ভীষণ আযাবের ভয়ে ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করার আরযী করিতে থাকিবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

অতএব দীনের অনুসরণ এবং ঈমান আনয়নের জন্য তাহাদের প্রত্যাবর্তনের আরযী ধোঁকাবাজি মাত্র। তাই যদিও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তবুও তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া ইসলামের বিরোধিতা এবং কুফরী কাজে লিপ্ত হইবে।

وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ 'তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।' তাহাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। কেননা তাহারা বলে যে, আমাদের পার্থিব জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।

অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা পুনরুত্থিত হইব না। তাহাদের এই কথাই তাহাদের আরযীর মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত করে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى رَبِّهِمْ অর্থাৎ 'তুমি যদি দেখিতে পাইতে তাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হইবে।'

তখন তিনি বলিবেন ঃ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ-'ইহা কি প্রকৃত সত্য নহে?'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন বল, কিয়ামত কি সত্য না মিথ্যা? অথচ তোমরা তো ইহা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে? তখন তাহারা বলিবে ঃ

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই সত্য। তিনি বলিবেন, তবে তোমরা যে সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে, তজ্জন্য এখন শাস্তি ভোগ কর।'

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা মিথ্যা ছিল বলিয়া এখন তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ 'বল, ইহা কি যাদু, না তোমরা চোখে দেখ না?'

(٣١) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ، حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا
عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا، وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ، اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ○
(٣٢) وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ، وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ،
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৩১."যাহারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখন যদি অকস্মাৎ তাহাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হয়, তবে তাহারা বলিবে, হায়! ইহাকে আমরা যে অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ। তখন তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজদিগের পাপের বোঝা বহন করিবে। দেখ তাহারা যাহা বহন করিবে, তাহা অতি নিকৃষ্ট!"

৩২."পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছুই নয়; যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়! তোমরা কি অনুধাবন কর না ?"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যাহারা মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা হিসাবে প্রতিপন্ন করে, তাহাদের সম্মুখে যখন অকস্মাৎ কিয়ামত আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা তাহাদের পূর্বের অপকর্মের কথা স্মরণ করিয়া ভীষণ লজ্জিত হইবে। সেই কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا

অর্থাৎ 'অকস্মাৎ তাহাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, হায়! ইহা যে আমরা অবহেলা করিয়াছি তজ্জন্য আক্ষেপ।'

আলোচ্য আয়াতাংশের فِيْهَا -এর ضمير বা সর্বনামের সম্পর্ক হইল পার্থিব জীবন ও ইহকালীন কর্মকাণ্ডের সহিত। তবে পরকালের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ারও অবকাশ রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلَاسَاءَ مَا يَزِرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে। দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।'

কাতাদা يَزِرُوْنَ কে يَعْمَلُوْنَ রূপে পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ মারযূক হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মারযূক বলেন ঃ যখন কাফির বা ফাসিক ব্যক্তি কবর হইতে উঠিবে, তখন অত্যন্ত বীভৎস আকৃতির একটি অস্তিত্ব তাহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিবে। উহার শরীর হইতে বিশ্রী রকমের দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। তখন সেই কাফির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? তখন সেই বীভৎস সত্তা বলিবে, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি তোমার পার্থিব অপকর্মের শরীরীরূপ, যাহা তুমি দুনিয়ায় বসিয়া করিতে। পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘদিন আমার পিঠে সওয়ার ছিলে। আজ আমি তোমার পিঠে সওয়ার হইব। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে।'

আসবাত (র)......সুদ্দী (র) হইতে বলেন ঃ যখন কোন পাপিষ্ঠ যালিম কবরে প্রবেশ করে, তখন তাহার নিকট অত্যন্ত বিশ্রী একটি অবয়ব উপস্থিত হয়। উহার গায়ের রং কালো, শরীর দুর্গন্ধযুক্ত এবং পরিধেয় বস্ত্র পুঁতিগন্ধযুক্ত। সে যখন প্রকাশিত হইয়া তাহার সংগে অবস্থান নিতে থাকিবে, তখন তাহাকে দেখিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার চেহারা এমন বিশ্রী কেন ? সে বলিবে, আমার চেহারা তোমার পার্থিব কর্মকাণ্ডের প্রতিকৃতি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার শরীরে এত দুর্গন্ধ কেন ? সে বলিবে, ইহা তোমার পার্থিব কর্মের দুর্গন্ধ। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিবে, তোমার পরিধেয় বস্ত্র এত নোংরা কেন ? সে বলিবে, তোমার পার্থিব কর্মকাণ্ড এমন ময়লা ছিল বলিয়া পরিধেয় বস্ত্র ময়লাযুক্ত। তখন লোকটি জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? সে বলিবে, আমি তোমার পার্থিব আমলের প্রতিকৃতি। অতঃপর সে বলিবে, আমি তোমার কবরে তোমার সংগে অবস্থান করিব। অতঃপর কিয়ামতের দিন যখন তাহাকে উত্থিত করা হইবে, তখন সে বলিবে, পৃথিবীতে তোমাকে আমি স্বাদ ও সম্ভোগরূপে দীর্ঘদিন বহন করিয়াছি। আজ তুমি আমাকে বহন করিয়া চল। পরিশেষে তাহার বদ আমলের অস্তিত্ব তাহার পিঠের উপর সওয়ার হইয়া তাহাকে জাহান্নামে হাঁকাইয়া নিয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلاَسَاءَ مَا يَزِرُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করিবে, দেখ, তাহারা যাহা বহন করিবে তাহা অতি নিকৃষ্ট।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلا لَعِبَ وَّلَهْوٌ

অর্থাৎ 'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ নয়।'

وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়; তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

(٣٣) قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

(٣٤) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٣٥) وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِاٰيَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٣٦) اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ ۬ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৩৩. “অবশ্য আমি জানি, তাহারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।”

৩৪. “তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহর আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, প্রেরিত পুরুষদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে।”

৩৫. “যদি তাহাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তবে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।”

৩৬. “যাহারা শ্রবণ করে, শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন; অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবীকে জাতির মিথ্যাবাদিতা ও বিরোধিতার জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ বলেন ঃ نَعْلَمُ اِنَّه لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করায় তুমি কষ্ট পাও তাহা আমি জানি।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ

অর্থাৎ 'তাহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তুমি নিজেকে শেষ করিও না।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّيَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা যদি ঈমান গ্রহণ না করে তবে কি তুমি তাহাদের পিছনে জীবন শেষ করিয়া ফেলিবে ?'

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسْفًا

অর্থাৎ 'তাহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে তাহাদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া সম্ভবত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'মূলত তাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং যালিমগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بَاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ -অর্থাৎ 'মূলত তাহারা তোমার প্রতি মিথ্যার অপবাদ লেপন করে না, বরং সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতির মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকেই তাচ্ছিল্য করে।'

সুফিয়ান সাওরী (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল নবী (সা)-কে বলিল, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, বরং আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাকে আমরা মিথ্যা বলি।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

হাকিম (র).... ইসরাঈলের সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ সহীহদ্বয়ের শর্তে হাদীসটি সহীহ বটে, কিন্তু তাঁহারা এই হাদীস উদ্ধৃত করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবূ ইয়াযীদ মাদানী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইয়াযীদ মাদানী বলেন ঃ একদা আবূ জাহলের সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাক্ষাত হইলে আবূ জাহল অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মুসাফাহা করিল। তখন এক ব্যক্তি আবূ জাহলকে বলিল, আপনি সাবী ব্যক্তির সহিত মুসাফাহা করিলেন ? জবাবে আবূ জাহল বলিল, আল্লাহর শপথ! তিনি সত্য নবী বলিয়া আমার বিশ্বাস। কিন্তু আসল কথা হইল, আমরা কোনদিন বনী আব্দে মানাফের তাবেদারী করিয়াছি কি ? তখন আবূ ইয়াযীদ পাঠ করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......যুহরী হইতে আবূ জাহলের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আবূ জাহল রাতে নিভৃতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পড়া শুনিত। এইভাবে আবূ সুফিয়ান, সাখর ইব্ন হারব ও আখনাস ইব্ন শুরাইকও চুপিচুপি আসিয়া কুরআন শুনিতে থাকে। তাহারা অত্যন্ত সন্তর্পণে আসিত। কেহ কাহারো আগমন উপলব্ধি করিতে পারিত না। এইভাবে তাহারা সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনিত। সকালে চতুর্দিক আলোকিত হইয়া উঠিলে তাহারা উঠিয়া বাড়ির দিকে রওয়ানা হইত। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহারা রাস্তায় গিয়া উঠিলে তিনজনের সহিত তিনজনের সাক্ষাত হয়। তখন তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? সকলে স্ব স্ব উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সবাই অঙ্গীকার করে যে, দ্বিতীয়বার কেহ আর এখানে আসিবে না। পরবর্তীতে যুবকরা যদি এই খবর জানিয়া ফেলে, তবে বিপদ অনিবার্য।

কিন্তু দ্বিতীয় রাতের আগমন ঘটিলে তাহারা তিনজনের প্রত্যেকে ভাবিতে থাকে যে, অঙ্গীকার যখন করা হইয়াছে, তখন অন্য দুইজন আর আসিবে না, তাই আমি যাই। কিন্তু সকাল হইলে আবার তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের রাস্তায় দেখা হইয়া যায়। ফলে তাহারা আবার কেহ না আসার অঙ্গীকার করিয়া বিদায় নেয়।

এইভাবে তৃতীয় রাতের আগমন ঘটিলে পূর্বের মত তাহারা চুপিচুপি সকলে গিয়া উপস্থিত হয়। সকালে তাহাদের সাক্ষাত ঘটিলে তাহারা এখানে আর না আসার ওয়াদা করে।

এই ঘটনার পর আখনাস ইব্ন শুরাইক বাড়ি আসিয়া লাঠিটা হাতে নিয়া আবূ সুফিয়ানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করে, হে আবূ হানযালা! মুহাম্মদের নিকট তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ সেই বিষয়ে তোমার মন্তব্য কি ? আবূ সুফিয়ান বলেন, হে আবূ সা'লাবা! আমি যাহা শুনিয়াছি সে সম্পর্কে আমি অবগত আছি। উহার উদ্দেশ্যেও আমার জ্ঞানের বাহিরে নয়। কিন্তু কিছু কিছু কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। তদুত্তরে আখনাস বলিল, আল্লাহ্র শপথ! এই ব্যাপারে আমার অনুভূতিও তোমার অনুরূপ।

ইহার পর আখনাস সেখান হইতে সোজা আবূ জাহলের নিকট গিয়া পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হিকাম! মুহাম্মদের নিকট তুমি কি শুনিয়াছ এবং উহা দ্বারা তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ ? আবূ জাহল উত্তরে বলিল, আমরা এবং বনূ আব্দে মানাফ সর্বক্ষণ সম্মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকি। তাহারা কোন ভোজ অনুষ্ঠান করিলে পাল্টা আমরাও ভোজ অনুষ্ঠান করি। তাহারা কোথাও কাহাকে অনুদান দিলে আমরাও অনুদান দিয়া থাকি। এইভাবে আমরা সমানে সমান থাকি। শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিতে থাকে, আমাদের বংশে একজন পয়গম্বর আছে যাহার নিকট আসমান হইতে ওহী অবতীর্ণ হয়- তোমাদের এমন পয়গম্বর আছে কি ? এখন আমরা কোথায় পয়গম্বর পাইব ? অতএব আল্লাহ্র কসম! আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিব না, তাহার পয়গম্বরীর সত্যতা আমরা স্বীকার করিব না এবং সর্বোপরি আমাদের উপরে তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কখনও আমরা স্বীকৃত হইব না। আখনাস এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)......সুদ্দী (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ বদরের দিন বনী যুহরাকে আখনাস ইব্ন শুরাইক বলে যে, হে বনী যুহরা। মুহাম্মদ তোমাদের ভাগিনা। সংগত কারণেই তোমরা তাহার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে। তবে সে যদি সত্য নবী হইয়া থাকে তবে তাহার পক্ষে তোমাদের অস্ত্র ধারণ করার কোন প্রয়োজনই পড়িবে না। আর যদি সে নবুওয়াতের বেলায় মিথ্যা হইয়া থাকে, তবে তোমাদের উচিত হইবে তোমাদের ভাগিনার পক্ষ ত্যাগ করা এবং তাহাকে কোন ধরনের সহযোগিতা না করা। অতঃপর সে তাহাদিগকে বলিল, আচ্ছা তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আবুল হিকামের সহিত দুইটি কথা বলিয়া আসি। অবশ্য সে যদি এই যুদ্ধে মুহাম্মদের উপর জয়লাভ করিতে পারে, তবে তোমরা মরুপথে তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। আর যদি যুদ্ধে মুহাম্মদ জয়লাভ করে, তবেও তোমাদের ভয় নাই। কারণ তোমরা তাহাদের মুকাবিলায় অস্ত্র ধারণ কর নাই। অতএব তোমরা বুদ্ধিমানের মত নীরবতা অবলম্বন কর। এই দিন হইতে তাহার নাম হয় 'আখনাস'। মূলত তাহার নাম ছিল 'উবাই'।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে আবূ জাহলের সঙ্গে তাহার সাক্ষাত হয়। আখনাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হিকাম! সত্যি করিয়া বল, মুহাম্মদ কি সত্য নবী, না ভণ্ড নবী ? এখানে তুমি-আমি ভিন্ন কুরায়শের অন্য কোন লোক নাই যে আমাদের কথা শুনিবে। আবূ জাহল বলিল, হতভাগা, আল্লাহ্র শপথ, মুহাম্মদ সত্য নবী এবং সত্যবাদী। সে জীবনে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু কথা হইল যে, জ্ঞান-বিদ্যার অধিকার, হজ্জের দায়িত্ব, কা'বার চাবির যিম্মাদারী ও নবুওয়াত ইত্যাদি সকল কিছু যদি তাহাদের হাতে থাকে, তবে কুরায়শদের

অন্যান্য গোত্র কি করিবে? তাহারা কি শুধু তাহাদের তাবেদারী করিয়া যাইবে? এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْ نَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

অর্থাৎ 'কিন্তু তাহারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমালংঘনকারীগণ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে।' অবশ্য মুহাম্মদ (সা)-ও তো আল্লাহ্র আয়াত বা নিদর্শনসমূহের একটি।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ততক্ষণ ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বজাতির বিরোধিতা ও মিথ্যাবাদিতার জন্য সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাকে পূর্ববর্তী দৃঢ়চেতা রাসূলগণের মত ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দান করা হইয়াছে। অবশেষে পূর্বে যেভাবে রাসূলগণকে মদদ করা হইয়াছে, সেভাবেই তাঁহাকেও মদদ করার ওয়াদা করা হইয়াছে।

লক্ষণীয় যে, মিথ্যাবাদিতার অপবাদ এবং অশেষ অত্যাচারের জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার পর অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে, শুভ পরিণাম তোমাদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব ইহকালেও তোমাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্র মদদ যেভাবে তোমরা পরকালে প্রাপ্ত হইবে আল্লাহ্র রহমত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَةِ اللّٰهِ 'আল্লাহ্র কথা কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না।' অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মু'মিনদের জন্য ইহকালে ও পরকালে সাহায্যের যে অঙ্গীকার রহিয়াছে, তাহা অলংঘনীয়। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ -اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ- وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

অর্থাৎ 'আমার প্রেরিত দাসদিগের সম্পর্কে আমার এই প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে যে, অবশ্যই তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لاَ غْلَبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি এবং তাঁহার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইবেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।'

এই আয়াতের শেষাংশেও বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْجَاءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ 'পূর্ববর্তী রাসূলগণকে তাহাদের স্বজাতির বিরোধিতার মুখে আমি কিভাবে সাহায্য করিয়াছি তাহার খবর তো তোমাদের নিকট রহিয়াছে।' উহাতে তোমার জন্য রহিয়াছে অনুপ্রেরণার বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ -

অর্থাৎ 'যদিও তাহাদের উপেক্ষা তোমার কাছে অসহ্য লাগে।'

فَاِنِ سْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْسُلَّمًا فِى السَّمَاءِ

অর্থাৎ 'তাহা হইলে পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ النفق। অর্থ সুড়ঙ্গ। অর্থাৎ পারিলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করিয়া কোন নিদর্শন খুঁজিয়া আন। অথবা আকাশে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আমার প্রদর্শিত নিদর্শনাবলী অপেক্ষা উত্তম কোন নিদর্শন খুঁজিয়া আনিয়া তাহাদের নিকট পেশ কর। কাতাদা ও সুদ্দী এইরূপ ভাবার্থ করিয়াছেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে সৎপথে একত্র করিতে পারেন....।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে পৃথিবীর সকল মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইত।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى -এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) চাহিতেন যে, প্রত্যেকটি মানুষ মু'মিন হইয়া যাক এবং হিদায়াতের উপর পরিচালিত হউক। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অবহিত করিয়া দেন যে, ঈমান গ্রহণের সৌভাগ্য সেই-ই লাভ করিবে যাহার ভাগ্যে হিদায়াতপ্রাপ্তি লিখা আছে।

পরবর্তী আয়াতে আসিয়াছে ঃ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! তোমার আহ্বানে তাহারা সাড়া দিবে যাহারা তোমার কথা শ্রবণ করে এবং বুঝে।'

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহাতে রাসূল সতর্ক করিতে পারে জাগ্রতচিত্ত ব্যক্তিগণকে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

'মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করিবেন, অতঃপর তাঁহার দিকেই তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে।' অর্থাৎ কাফিরদের আত্মা মৃত। তাই আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে মৃতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহা মৃতবৎ দেহগুলির প্রতি তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে।

(٣٧) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰۤى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٨) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ
مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

(٣٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِي الظُّلُمٰتِ ۚ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ ۚ وَمَنْ يَّشَاْ
يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩৭. "তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন ? বল, নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই জানে না।"

৩৮. "ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মত এক-একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ভুল করি নাই। অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্র হইবে।"

৩৯. "যাহারা আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহারা বধির ও বোবা; যাহাকে ইচ্ছা, আল্লাহ অন্ধকারে রাখিয়া বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তিনি সরল পথে পরিচালিত করেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ তাহারা বলে, আমরা যে ধরনের অস্বাভাবিক নিদর্শন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার জন্য দেখিতে চাই, তাহা তোমার প্রতি কেন অবতীর্ণ হয় না ? যেমন তাহারা বলে ঃ

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا

অর্থাৎ 'আমরা ঈমান আনিব না, যদি না আমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণধারা প্রবাহিত না কর।'

তাহাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'নিদর্শন অবতারণ করিতে আল্লাহ সক্ষম, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার বিলম্ব করার রহস্য হইল এই যে, তাহাদের জন্য নিদর্শন অবতীর্ণ বা প্রদর্শন করার পর যদি তাহারা ঈমান গ্রহণ না করে, তবে ত্বরিৎগতিতে তাহাদের কর্ম তাহাদের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিবে। এই ধরনের বহু ঘটনার নযীর পূর্ববর্তীদের ইতিহাসে রহিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلَّاَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلَّاتَخْوِيْفًا

অর্থাৎ 'পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি স্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ সামূদদের নিকট উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ نَّشَاءَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ

তদ্রূপ এই আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না যাহা তোমাদের মত এক-একটি উম্মত নয়।'

মুজাহিদ বলেন ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন, এমন বহু প্রজাতি আছে যাহা তোমাদের নিকট পরিচিত।

কাতাদা বলেন ঃ পাখিও উম্মত, মানুষও উম্মত এবং জিন্নও উম্মত।

সুদ্দী বলেন ঃ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ। অর্থাৎ 'এই ধরনের উম্মত সকল প্রত্যেকেই তোমাদের মত সৃষ্ট জীব।'

আলোচ্য আয়াতের পরের অংশে বলা হইয়াছে ঃ مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَبِ مِنْ شَىْءٍ অর্থাৎ 'কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটি করি নাই।'

অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীব সম্পর্কে আল্লাহ্ সচেতন। পানিতে হউক বা ডাঙায় হউক, প্রত্যেকের জন্য তিনি রিযকের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কুরআনে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন বিচরণশীল জীব নাই যাহার রিযকের যোগান আল্লাহ্ না দিয়া থাকেন। তিনি বিচরণশীল প্রত্যেকটি জীবের নাম-ধাম এবং সংখ্যা সম্বন্ধেও অবহিত। এমনকি তাহাদের প্রতি মুহূর্তের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিফহাল। অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ 'এমন বহু জীবন রহিয়াছে যাহাদের আহারের যিম্মাদারী তোমার নয়। সেই সকলকে এবং তোমাদিগকে আল্লাহই আহার দিয়া থাকেন।'

হাফিয আবূ ইয়ালা (র)......জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় এক বৎসর সেই দেশে

টিড্ডি আসে নাই। হযরত উমর (রা) টিড্ডি না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, ব্যাপার কি ? টিড্ডি না আসার কারণ কি ? এই ব্যাপারে তিনি ভাবনায় পড়িয়া যান। ফলে তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় টিড্ডির সংবাদ জানিতে লোক পাঠান। সেখান হইতে তাহারা কয়েকটি টিড্ডি ধরিয়া আনেন এবং তাহা উমর (রা)-এর সামনে রাখেন। তিনি টিড্ডি দেখিতে পাইয়া সোৎসাহে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এক হাজার উম্মত সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের ছয়শতের বাস পানিতে এবং চারশতের বাস ডাঙায়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম টিড্ডি জাতীয় প্রাণীকে ধ্বংস করা হইবে। অতঃপর কলসের কাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি প্রাণী ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

অর্থাৎ 'প্রতিপালকের দিকে তাহারা সকলে একত্রিত হইবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ - এর মর্মার্থে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহাদের হাশর এক করার অর্থ হইল তাহাদের মৃত্যু ঘটান হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জীব-জানোয়ারের মৃত্যুই হইল তাহাদের হাশর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আওফী (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা রিওয়ায়াত করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে দ্বিতীয় একটি মতে বলা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ারকে উত্থিত করা হইবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ারগুলিকেও একত্র করা হইবে।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) দুইটি বকরীকে পরস্পরে শিং দ্বারা আঘাত করিতে দেখিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি জান, ইহাদের মধ্যে কে অত্যাচারী ? আমি বলিলাম, না। অতঃপর তিনি বলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানেন, ইহাদের মধ্যে কে অত্যাচারী। কিয়ামতের দিন তিনি ইহার বিচার করিবেন।

আবদুর রাযযাক (র)......আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন ঃ একদা আমরা অনেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন দুইটি বকরীকে গুঁতাগুতি করিতে দেখিয়া তিনি বলেন ঃ তোমরা কি জান, ইহাদের মধ্যে অত্যাচারী কে ? আমরা বলিলাম, না, আমরা জানি না। তিনি বলিলেন ঃ কিন্তু আল্লাহ জানেন এবং কিয়ামতের দিন তিনি ইহাদের বিচার করিবেন। ইব্ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুনযির সাওরীর সূত্রে আবূ যর (রা) হইতে উহা বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনায় এই কথাটুকু বেশি রহিয়াছে যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিষয়ে আমাদিগকে উড়ন্ত পাখি সম্বন্ধেও ধারণা দিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ শিংবিহীন বকরী কিয়ামতের দিন শিংওয়ালা বকরীর আঘাতের বদলা নিবে।

আবদুর রায্যাক (র)...... আবূ হুরায়য়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) ঃ

اِلاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِىْ الْكِتَبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জীব-জানোয়ার ও পাখি-পতঙ্গ ইত্যাদি সকল জীবকে পুনর্জীবিত করিবেন এবং তাহাদের একের অত্যাচারের বদলা অন্য হইতে গ্রহণ করার পর বলিবেন, তোমরা মাটি হাইয়া যাও (ফলে তাহারা সকলে মাটি হইয়া যাইবে)। কাফিররা ইহা দেখিয়া বলিবে ঃ يَالَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا

অর্থাৎ 'হায়, আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম!' হাদীসটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمَاتِ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলে, তাহারা বধির ও মূক, তাহারা অন্ধকারে রহিয়াছে। তাহারা অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে গোঁড়াদের মত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত তাহারা তমসাচ্ছন্ন থাকার কারণে চোখেও দেখে না। অতএব এমন ধরনের যাহারা, তাহারা সঠিক পথে কিভাবে পরিচালিত হইবে ?

সূরা বাকারার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَائَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ
وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمَتٍ لاَّ يُبْصِرُوْنَ * صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ *

অর্থাৎ 'তাহাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করিল; উহা যখন তাহার চতুর্দিক আলোকিত করিল, আল্লাহ তখন তাহাদের জ্যোতি অপসারিত করিলেন এবং তাহাদিগকে ঘোর অন্ধকারে ফেলিয়া দিলেন, তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না। তাহারা বধির, মূক ও অন্ধ; সুতরাং তাহারা ফিরিবে না।'

অন্যত্র তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ
ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ
نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُّوْرٍ*

অর্থাৎ 'তাহাদের কর্মের উপমা অন্ধকার অতল সমুদ্রের, যাহা উদ্বেলিত করে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, যাহার ঊর্ধ্বদেশে ঘনমেঘ। এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার। হাত বাহির করিলে তাহা একেবারেই দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى سِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বাধীনমত যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে স্থাপন করেন।'

(٤٠) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤١) بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَآءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ○

(٤٢) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ○

(٤٣) فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٤٤) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ○

(٤٥) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৪০. "বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?"

৪১. "বরং, শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে ? ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে, তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।"

৪২. "তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।"

৪৩. "আমার শাস্তি যখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইল তখন তাহারা কেন বিনীত হইল না ? অধিকন্তু তাহাদের হৃদয় কঠিন হইয়াছিল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল, শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল।"

৪৪. "তাহাদের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল, তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম; অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।"

৪৫. "অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাঁহার সৃষ্টিসমূহের ব্যাপারে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী। অন্যদিকে তাঁহার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কাহারো নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। উপরন্তু কেহ যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তবে তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবূল করিয়া নেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْاَتَتْكُمُ السَّاعَةُ

অর্থাৎ 'বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে-

اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ 'তোমাদের উপর কিয়ামত বা শাস্তি আপতিত হইলে তখন তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে ?' কেননা তিনি ব্যতীত এই বিপদ প্রতিহত করা বা এই বিপদ হইতে রক্ষা করার ক্ষমতা দ্বিতীয় কাহারো নাই। তাই তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক এবং একমাত্র তাঁহাকে যদি ইলাহ হিসাবে মানিয়া থাক, তাহা হইলে-

بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَاتَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ

'শুধু তাহাকেই ডাকিবে। ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে, তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে।' অর্থাৎ বিপদের সময় তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া যাও এবং তখন তোমরা তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা কর না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ

অর্থাৎ 'নদীতে চলার সময় যখন তোমরা কোন বিপদে নিপতিত হও, তখন তোমরা দেব-দেবীদিগকে ভুলিয়া একমাত্র আল্লাহকে ডাকিতে থাক।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنَاهُمْ بِالْبَاْسَاءِ

অর্থাৎ 'তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর তাহাদিগকে অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য দ্বারা পীড়িত করিয়াছি, যাহাতে তাহারা বিনীত হয়।'

الْبَاْسَاءِ - অর্থ সংকট ও দারিদ্র্য।

وَالضَّرَّاءِ - পীড়া ও ব্যাধি।

لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ - 'যাহাতে তাহারা বিনীত হয়। অর্থাৎ অর্থ সংকট ও দুঃখ-দারিদ্র্য আপতিত করিয়াছি তাহাদের বিনীত হওয়ার জন্যে। এই সংকটের মুখে পড়িয়া তাহারা যাহাতে আল্লাহকে ডাকিতে এবং তাঁহাকে ভয় ও সমীহ করিতে শিখে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لاَ اِذْ جَاءَ هُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا

অর্থাৎ 'আমি তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত করিয়া তাহাদের দুনিয়া বিরাগী ও বিনীত করিতে চাহিলে তাহারা কেন বিনীত হইল না ?'

وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ 'ইহার কারণ হইল, তাহাদের হৃদয় শ্রদ্ধা ও ভীতি বিসর্জন দিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছিল।'

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহারা শিরক ও পাপের যাহা করিতেছিল, শয়তান তাহা তাহাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করিয়াছিল।'

পরবর্তী আয়াতে তিনি বলেন ঃ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল' তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল-فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ- 'তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।'

অর্থাৎ তাহাদের জন্য রিযিকের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। তাহারা যাহাতে অর্থের লোভে মত্ত হইয়া আরো নিম্নে ধাবিত হইতে থাকে। ইহা তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এক ধরনের কঠিন পরীক্ষা। আমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার এমন পরীক্ষা হইতে পানাহ চাই। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও আহার্য যাহা যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা যখন তাহাতে মত্ত হইল।'

اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً - 'তখন তাহাদের সেই গাফিলতির অবস্থায় তাহাদিগকে অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম।'

فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ - 'ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।' অর্থাৎ তাহারা ভালো কাজ করার সকল সুযোগ হইতে নিরাশ হইয়া গেল।

ওয়ালিবী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ اَلْمُبْلِسُوْنَ। অর্থ নিরাশ ব্যক্তি।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যাহাকে বিপুল পরিমাণে রিযক দেওয়া হয়, সে এই কথা ভাবে না যে, ইহা তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র এক ধরনের পরীক্ষা। পক্ষান্তরে যাহাকে দরিদ্রতার মধ্যে রাখা হয়, সেও এই কথা ভাবে না যে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহার প্রতি একটি পরীক্ষা। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল, তখন তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল

যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম; ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল।'

অবশেষে তিনি বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! যখন কোন পাপীকে তিনি ধরার ইচ্ছা করেন, তখন তাহাকে দুনিয়ায় অঢেল সম্পত্তি দান করেন। ইব্‌ন হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধরেন না যতক্ষণে তাহারা অর্থ-সম্পদের ভিতর মত্ত না হয়। তাই তোমরা ধোঁকায় পড়িও না। একমাত্র যাহারা ফাসিক, তাহারা আল্লাহর অবকাশের ধোঁকায় পড়িয়া থাকে। ইহাও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক যুহরী (র) হইতে বলেন ঃ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ -এর মর্মার্থ হইল পার্থিব সুখ সম্ভোগের দ্বার উন্মুক্ত করা।

ইমাম আহমদ (র)......উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমের (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তি পাপকার্য করা সত্ত্বেও তাহাকে আল্লাহ তা'আলা পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিতেছেন, তখন তুমি নিশ্চিতভাবে এই কথা মানিয়া লও যে, সেই সময়টা তাহার প্রতি আল্লাহর দেওয়া অবকাশের সময় অতিবাহিত হইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْ نَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ-

এই হাদীসটি ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ যে জাতিকে অবশিষ্ট রাখিতে ও উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাদিগকে সততা ও পরিমিত খাদ্য দান করেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জাতিকে তাঁহার পথ হইতে অপসারিত করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা ও সম্ভোগের দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া থাকেন।

যেমন ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْ نَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَ هُمْ مُّبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ 'অবশেষে তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে মত্ত হইল, তখন অকস্মাৎ তাহাদিগকে ধরিলাম, ফলে তাহারা নিরাশ হইল।'

আল্লাহ তা'আলা আরও বলিয়াছেন ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'অতঃপর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হইল এবং প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' ইমাম আহমদ প্রমুখ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٦) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ
اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ؕ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○
(٤٧) قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ
الظّٰلِمُوْنَ ○
(٤٨) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
(٤٩) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৪৬. "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া নেন এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন্ ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে? দেখ, কিরূপে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়।"

৪৭. "তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হইলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে ?"

৪৮. "রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি; কেহ বিশ্বাস করিলে ও নিজকে সংশোধন করিলে তাহার কোন ভয় নাই এবং সে দুঃখিতও হইবে না।"

৪৯. "যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়াছে, সত্য ত্যাগের জন্য তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ তুমি মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর,

اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যদি তাঁহার প্রদত্ত তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন ?'

অন্যস্থানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

অর্থাৎ 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছেন।' অতঃপর শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি শরীআতের অনুসরণ করা হইতে বঞ্চিত করেন এবং সত্য উপলব্ধি ও সত্য দ্বারা উপকৃত হওয়া হইতে অন্ধ ও বধির করিয়া রাখেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ -'এবং তোমাদের হৃদয়ে মোহর মারিয়া দেন।'

কুরআনে অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ

অর্থাৎ 'দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তির মালিক কে ?'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

অর্থাৎ 'জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তাহার অন্তর বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।'

অতঃপর তিনি এখানে বলিয়াছেন ঃ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ

অর্থাৎ 'তিনি যদি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কাড়িয়া নেন এবং হৃদয়ে যদি মোহর মারিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছেন যে, ইহার অপনোদন ঘটাইতে পারে ?

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ

অর্থাৎ 'দেখ, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার একত্ববাদের নিদর্শনসমূহ কত ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।' তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।

ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ অর্থাৎ 'এই ধরনের বিবরণ ও নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তাহারা সত্য গ্রহণ ও শরীআতের অনুসরণ হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং অপরকেও বাধাদান করে।'

আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ পূর্বাবস্থায় বহাল থাকা, মুখ ফিরাইয়া রাখা।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া রাখা।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ يَصْدِفُوْنَ অর্থ يَصُدُّوْنَ অর্থাৎ বিরত রাখা।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً

অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ অথবা جَهْرَةً প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত করেন', তাহা হইলে ঃ

هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ – 'সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় ব্যতীত আর কে ধ্বংস হইবে ?' অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর সহিত অংশীদারিত্বের বিশ্বাসের জন্য অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর ধ্বংস হইতে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে যাহারা তাঁহার ইবাদত করে এবং তাঁহার দ্বিতীয় কোন শরীক নাই বলিয়া বিশ্বাস করে। তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং ঈমানকে শিরক দ্বারা কালিমাযুক্ত করে নাই, তাহাদের জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং তাহারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হইয়াছে।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ

'রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি।'

অর্থাৎ রাসূলগণকে আল্লাহর ইবাদত গুযার মু'মিনদিগকে সুসংবাদ প্রদান করার জন্য এবং আল্লাহে অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে দুঃসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ অর্থাৎ 'যে আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করিয়া নবীর অনুসৃত পথে পরিচালিত হইয়া নেককাজ সম্পাদন করে।'

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ - 'ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের ভয় নাই।'

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ - 'এবং অতীত জীবনে তাহারা যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য তাহাদের অনুশোচনারও কোন কারণ নাই।' কেননা তাহাদের অতীত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য আল্লাহ স্বয়ং যিম্মাদার।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাহাদিগকে কুফর ও অসত্যতার জন্য আযাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।' কেননা তাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলী হইতে নিজেদের দূরে রাখিয়াছে এবং তাঁহার নিষেধ ও হারাম সমূহ তাহারা সম্পাদন করিয়াছে। উপরন্তু তাহারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে অতিক্রম করিয়াছেন।

(٥٠) قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۚ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝

(٥١) وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

(٥٢) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۚ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٥٣) وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا ۚ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ۝

(٥٤) وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًاۢ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫০. "বল, আমি তোমাদিগকেও ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নহি এবং তোমাদিগকে ইহাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা; আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি। বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান ? তোমরা কি অনুধাবন কর না ?"

৫১. "যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায়, যখন তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, তুমি তাহাদিগকে ইহা দ্বারা সতর্ক কর; হয়ত তাহারা সাবধান হইবে।"

৫২. "যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না। তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নয় যে, তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবে: উহা করিলে তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

৫৩. "এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিলেন ? আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নহেন ?"

৫৪. "যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিক হউক, তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধিত হয়, তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

قُلْ لاَّ اَقُــوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَــزَائِنُ اللّٰه অর্থাৎ 'হে রাসূল! তুমি বল যে, আমি তোমাদিগকে ইহা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভাণ্ডার রহিয়াছে। আমি উহার স্বত্ত্বাধিকারী নই এবং উহা ব্যয় করার অধিকারও আমার নাই।'

وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ অর্থাৎ 'আমি তোমাদিগকে এই কথা বলি না যে, আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত।' বরং অদৃশ্য সম্বন্ধে একমাত্র আল্লাহই অবগত। তিনি আমাকে যতটুকু অবগত করান, কেবল ততটুকু আমি তোমাদিগকে অবহিত করি।

وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ অর্থাৎ 'আমি এই দাবিও করি না যে, আমি ফেরেশতা'; বরং আমি একজন মানুষ মাত্র। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার তরফ হইতে আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন। এই ওহী প্রেরণের দ্বারা তিনি আমাকে সম্মানিত এবং কল্যাণসিক্ত করিয়াছেন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ অর্থাৎ 'আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করি।' ওহীর নির্দেশ ব্যতীত এক কদমও বাহিরে যাই না।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ -'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান ?' তোমরা কি অনুধাবন কর না ? অর্থাৎ সত্যের অনুসারী এবং মিথ্যার অনুসারী কি কখনো সমান হইতে পারে ?

اَفَلاَ تَتَفَكَّرُوْنَ - 'তোমরা কি অনুধাবন কর না ?'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُوْلُوْا الاَلْبَابِ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া জানে সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْآ اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! যাহারা ভয় করে যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হইবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাহাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকিবে না, তুমি তাহাদিগকে কুরআন দ্বারা সতর্ক করিয়া দাও।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ لَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفَقُوْنَ এবং

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ

অনুরূপ এখানে আল্লাহ বলেন ঃ

الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْآ اِلٰى رَبِّهِمْ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং যাহারা হিসাবের দিনের ব্যাপারে সন্ত্রস্ত আর যাহাদের এই ভয় রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন প্রতিপালকের নিকট সমবেত হইতে হইবে।'

لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِىٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ-'সেইদিন তাহাদের তিনি ব্যতীত কোন ঘনিষ্টজন ও সুপারিশকারী থাকিবে না' যে, তাহাদিগকে আযাব হইতে মুক্ত করিয়া আনিবে। অর্থাৎ সেই দিনটি কত ভয়ংকর, যেইদিন একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কাহারো নির্দেশ কার্যকর হইবে না।

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ-এই ভয়ের পরে হয়ত তাহারা এমন আমল করিবে, যে আমল তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন কঠিন আযাব হইতে নাজাত দিবে। পরন্তু যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে আমল করে, তবে তাহারা প্রত্যেকটি আমলে দ্বিগুণ সাওয়াবও পাইতে পারে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁহার সন্তুষ্টি লাভার্থে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।' বরং তাহাদিগকে তুমি তোমার বিশিষ্ট অনুসারীদের সমমর্যাদায় অভিষিক্ত কর।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا

অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে রাখিবে উহাদেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদের প্রতিপালককে, তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদের হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইও না। যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে, তুমি তাহার আনুগত্য করিও না।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ-অর্থাৎ 'যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে।'

بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيِّ-'সকালে এবং সন্ধ্যায়। 'সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা ফরয নামাযসমূহকে বুঝান হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।' অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করিয়া নিব।

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ অর্থাৎ 'এই আমলের দ্বারা তাহারা তাহার প্রতিপালকের অনুকম্পা কামনা করে।' কারণ এই আমলের ব্যাপারে তাহারা যথেষ্ট আন্তরিক ও একাগ্রচিত্ত (তাই তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না)। কেননা–

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ وَّ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

'তাহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোন কর্মের জবাবদিহির দায়িত্বও তাহাদের নয়।'

অনুরূপ হযরত নূহ (আ)-কে যাহারা বলিয়াছিল যে, তুমি তো আমাদিগকে ঈমান আনিতে বল ও তোমাকে অনুসরণ করিতে বল। অথচ আমরা দেখিতেছি যে, নীচ শ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে! জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের ব্যাপারে আমার ভাবিবার কোন অবকাশ নাই। তাহারা কি করিতেছে তাহাও আমার দেখার বিষয় নয়। তবে তোমরা যদি জ্ঞানী হইয়া থাক তবে জানিয়া রাখ, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন, তিনিই তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ তাহাদের কর্মের হিসাব আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিবেন, তাহাদের হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার নয়। তেমনি আমার কর্মের হিসাব লইবার দায়িত্বও তাহাদের নয়।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ 'হে নবী! আপনি যদি আপনার নিকট হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলে আপনি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।'

ইমাম আহমদ (র)......ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ একদা কুরায়শের একটি দল আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও আম্মার (রা) প্রমুখ বসা ছিলেন। তখন তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কুরায়শ দল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই লোকগুলিকে ভাল মনে কর ? তৎক্ষণাৎ এই আয়াতটির–

وَاَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ.. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ

-এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন জারীর (র)......ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ একদা কুরায়শের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসে। তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানগণ। ইহাদিগকে দেখিয়া তাহারা বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমরা কি এই সব লোককে পসন্দ কর ? ইহারা কি সেই সব লোক, আমাদিগকে রাখিয়া যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ কৃপা বর্ষণ করিয়াছেন ? আমরা কি ইহাদের সহিত একত্রে তোমার অনুসরণে নিয়োজিত থাকিব ? অসম্ভব। তুমি ইহাদিগকে তোমার নিকট হইতে বিতাড়িত করিলেই কেবল আমরা তোমার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে পারি। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......খাব্বাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, খাব্বার (রা) ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

– আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আকরা ইব্ন হাবিস তাইমী ও উআয়না ইব্ন হিস্ন ফাযারী আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন সুহাইব, বিলাল, আম্মার ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ দুর্বল মুসলমানবৃন্দ। তাহারা এই সকল লোককে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটে দেখিতে পাইয়া তাহদিগকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। ইহার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একান্তে ডাকিয়া বলে, আমরা আপনার মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করিতে চাই। এই নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলো এই সম্পর্কে অবগত যে, তাহাদের চাইতে আমরা প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত। আপনার নিকট সব সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের বহু সম্মানিতজন আসিয়া থাকেন। তাহারা যদি আসিয়া ইহাদের সহিত আমাদিগকে মজলিসে বসা দেখেন তাহা হইলে আমাদের আর ইয্যত থাকিবে না। তাই আমরা যখন আপনার নিকট আসিয়া বসিব, তখন ইহাদিগকে অন্যত্র সরিয়া যাইতে বলিবেন। আমরা চলিয়া যাওয়ার পর ইহারা আসিয়া আপনার নিকট বসিলে আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা। অতঃপর তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে তাহা হইলে আমাদিগকে লিখিত দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কাগজ চাহিয়া পাঠান এবং চুক্তিপত্র লেখার জন্য হযরত আলী (রা)-কে ডাকেন। তখন আমরা কয়জন এককোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলেন ঃ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ

অর্থাৎ 'যাহারা তোমার প্রতিপালককে ডাকে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।' এ আয়াত শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কাগজটা হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলেন। অতঃপর আমাদিগকে তাঁহার কাছে ডাকিয়া বসান। আসবাতের সূত্রে ইব্‌নে জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসটি দুর্বল। কেননা এই আয়াতটি মক্কী আর আকরা ইব্‌ন হাবিস ও উআইনা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হিজরতেরও বেশ পরে।

সুফিয়ান সাওরী (র)......শুরাইহ হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ বলেন ঃ সা'দ (রা) বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি যে ছয়জন সাহাবী সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইব্‌ন মাসউদ (রা)-ও একজন। তখন আমরা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বেশি নিকটস্থ হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকিতাম। আমরা তাঁহার খুব কাছে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতাম। এই অবস্থায় কুরায়শরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আপনি আমাদিগকে দূরে রাখিয়া উহাদিগকে (নিম্ন শ্রেণীর) কাছে টানিয়া বসান কেন ? এই কথার প্রেক্ষিতে নাযিল করা ঃ

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ -'যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ডাকে ও তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করে, তাহাদিগকে তুমি বিতাড়িত করিও না।'

হাকিম (র) স্বীয় মুসতাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, সহীহদ্বয়ের শর্তে এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। মিকদাম ইব্‌ন শুরাইহ্‌র সূত্রে ইব্‌ন হিব্বান স্বীয় সহীহ সংকলনেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

অর্থাৎ 'এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্যদল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি।'

لِيَقُوْلُوْا هٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا –'তাহারা বলে, আমাদের মধ্যে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন ?'

বস্তুত ইসলামের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুরুষ ও মহিলা অনুসারীদের অধিকাংশই ছিলেন দুর্বল সমাজের ও নিম্ন শ্রেণীর। উচ্চ শ্রেণীর অনুসারী ছিলেন নগণ্য সংখ্যক।

নূহ (সা)-কে তাঁহার কওমের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ অর্থাৎ 'আমরা আপনার অনুসারীদের মধ্যে সবই দেখিতেছি সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক। আপনার অনুসারীদের মধ্যে কোন সম্মানিত লোক আমরা দেখিতে পাইতেছি না।'

এইভাবে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সমাজের দুর্বল লোকেরা কি তাঁহার অনুসরণ করে, না প্রতাপশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করে ? জবাবে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তদুত্তরে হেরাক্লিয়াস বলিয়াছেন, প্রথমদিকে এই ধরনের লোকেরাই রাসূলের অনুসরণ করিয়া থাকে।

মোটকথা কুরায়শের মুশরিকরা দুর্বল মু'মিনদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার চালাইত। তাহারা বলিত, আল্লাহ এইসব লোককে কেন তাঁহার

আশীর্বাদপুষ্ট করিলেন ? কেন ইহাদিগকে সত্যের পথে চালিত করিলেন ? অর্থাৎ এইসব লোককে যে কাজে প্রথমে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তাহা যদি উত্তম কাজ হইত, তবে তাহাদিগকে কেন প্রথমে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা বা বুঝ দেওয়া হইল না ? অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিতঃ

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ -'যদি ইহারা আমাদের হইতে উত্তম হইয়া থাকে, তবে আমাদের হইতে সেই ব্যাপারে ইহারা অগ্রগামিত্ব লাভ করিত না।'

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

অর্থাৎ 'যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, এই উভয় দলের মধ্যে কাহারা উত্তম এবং কাহারা সম্মান ও সম্পদের অধিকারী ?'

এই কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا

অর্থাৎ 'আমি ইহাদের পূর্বে কত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা সম্মান, সম্পদ ও পদাধিকারে বহু উঁচুস্তরের ছিল।'

মুশরিকরা বলিয়াছিল যে, اَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنَنَا অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের চাইতে দুর্বল মুসলমানদিগকে কেন প্রাধান্য দেন ? এই কথার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা কি কৃতজ্ঞ, পুণ্যাত্মা ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের সম্পর্কে অবহিত নহেন ?' অর্থাৎ তিনি কি অবহিত নহেন যে, কথায়, কাজে ও হৃদয় দিয়া কাহারা তাঁহার শোকর গুযারী করে ? তাই যাহারা শোকর গুযার, তাহাদিগকেই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কর্ম সম্পাদনের পথে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করেন ও তাঁহার অনুকম্পায় তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসা হয় এবং তাহাদিগকে সঠিক সরল পথের হিদায়াত দান করা হয়। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা আমার পথে জিহাদ করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথসমূহে হিদায়াত দান করি এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে রহিয়াছেন।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের বর্ণ ও চেহারা দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তাহাদের অন্তর ও আমলসমূহ।

ইব্‌ন জারীর (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরামা وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْا اِلٰى رَبِّهِمْ -এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ একদা বনী আব্দে মানাফের কাফির উত্তবা ইব্‌ন রবী'আ, শায়বা ইব্‌ন রবী'আ, মুতইম ইব্‌ন আদী, হারিস ইব্‌ন

নুফাইল ও কুরযা ইব্‌ন আব্দে আমর ইব্‌ন নুফাইল প্রমুখ আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনার ভাতিজা মুহাম্মদ যদি তাহার অনুসারী দাস শ্রেণীর লোকদিগকে তাহার নিকট হইতে তাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা তাহার অনুসরণ করিব ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব। কেননা তাহার অনুসারী দাসগুলি একদিন আমাদেরই দাস ছিল। তাই তাহারা আমাদের চাইতে বহু নিম্নস্তরের লোক। তাহাদের সহিত আমরা একদলে যোগ দিতে পারি না।

অতঃপর আবূ তালিব আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই প্রস্তাব দিলে উমর (রা) বলেন, তাহাদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, এই রকম করা হইলে কাফিররা কি করে। তাহারা তাহাদের ওয়াদার উপর স্থির থাকে কি না, তাহা পরীক্ষা হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা اَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ হইতে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ এই পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, যে সকল মুসলমান দাসদিগকে লক্ষ্য করিয়া কাফিররা এই প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহারা হইলেন ঃ বিলাল, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার, আবূ হুযায়ফার আযাদকৃত দাস সালেমা, উসাইদের মুক্তদাস সাবীহা, ইব্‌ন মাসউদের সহচরবৃন্দ, মিকদাদ ইব্‌ন আমর, মাসউদ ইব্‌ন কারী, ওয়াকিদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ হানযালী, আমর ইব্‌ন আব্দে আমর, যুল-শামালাইন, মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ, হামযাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের হালীফ আবূ মারসাদ আল-গানুভী (রা)-সহ আরো অনেকে।

আযাদকৃত গোলামের মালিক ও তাহাদের হালীফ কাফির কুরায়শ সর্দারদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে এই আয়াতটি ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا

'এইভাবে তাহাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা বলে, আমাদের মধ্য হইতে কি ইহাদের প্রতিই আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন ?'

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার ইতিপূর্বে বর্ণিত ভুল পরামর্শ সম্পর্কে ওযরখাহী করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-এর এই ওযরখাহীর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন ঃ

وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ

'যাহারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, তাহারা যখন তোমার নিকট আসে, তখন তাহাদিগকে তুমি বলিও, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।'

অর্থাৎ তাহাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করিয়া তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে আল্লাহর সুপ্রশস্ত কৃপার সুসংবাদ দান কর। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ

'তোমাদের প্রতিপালক দয়া করাকে তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।'

অর্থাৎ অনুরাগ ও ইহসানবশত তিনি নিজের জন্য দয়া করা ওয়াজিব বলিয়া স্থির করিয়া নিয়াছেন।

اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ-'তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞানতাবশত যদি মন্দ কার্য করে।'

পূর্বসূরীদের কেহ বলিয়াছেন-যে পাপ করে সে অজ্ঞ।

মু'তামার ইব্ন সুলায়মান (র)......ইকরিমা হইতে مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْأً بِجَهَالَةٍ আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ দুনিয়াদারী অর্থই অজ্ঞতা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ - 'অতঃপর যদি তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে।' অর্থাৎ অতঃপর যদি পাপ হইতে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভবিষ্যতে যদি পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করে।

فَاَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - 'তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্ট জীবসমূহের ভাগ্য নির্ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় লেখ্য ফলক 'লাওহে মাহফূযের' উপর লিখিয়াছেন যে, আমার নির্দয়তার উপরে আমার দয়ার প্রাধান্য থাকিবে।

এই হাদীসটি সহীহদ্বয়েও বর্ণিত হইয়াছে। এইভাবে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আ'মাশও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মূসা ইব্ন উকবার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত নবী (সা) হইতে লাইসও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যখন আল্লাহ ত'আলা (হাশরের দিন) বিচারকার্য সমাপ্ত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তখন আরশপৃষ্ঠ হইতে এই লিখা বাহির হইবে যে, নিশ্চয়ই আমার দয়া আমার নির্দয়তার উপরে প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং আমি অশেষ দয়াশীল ও পরম করুণাময়।

অতঃপর তিনি এমন এক মুষ্টি অথবা দুই মুষ্টি সৃষ্ট জীব জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যাহাদের পুণ্য বলিতে কিছুই ছিল না। তাহাদের দুই চোখের মধ্যে বরাবর লেখা থাকিবে - عتقاء الله। (আল্লাহর আযাদকৃত)।

আবদুর রাযযাক (র)......সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ-এই আয়াতাংশটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি তাওরাতে দেখিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করার সময় একশত দয়া সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জীব সৃষ্টির পূর্বে তিনি দয়া সৃষ্টি করেন। অতঃপর জীব সৃষ্টি করিয়া সকল জীবের মধ্যে এক-শতংাশ দয়া বন্টন করিয়া দেন এবং নিজের জন্য রাখেন অবশিষ্ট নিরানব্বই শতংাশ। এই একাংশ দয়ার ক্রিয়ায় মানুষ একে অপরকে ভালবাসে, প্রীতিময় ইতিহাসের সৃষ্টি করে, ভালবাসার বন্ধনে সমাজে বসবাস করে। উটনী, গাভী, বকরী এই একাংশ দয়ার বলে স্বীয় শাবককে আদর করে। ইহারই বলে বিষধর সাপেরা একত্রে বাস করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাঁহার নিরানব্বই (শতাংশ) দয়া এবং সৃষ্টিজীবকে দেয়া দয়াসমূহ একত্র করিয়া সকল দয়া পাপীদের ত্রাণে নিয়োগ করিবেন।

এই বিষয়ের উপর বহু মারফূ হাদীস রহিয়াছে যাহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে। উহা وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি জান, আল্লাহর প্রতি বান্দার কি দায়িত্ব ? বান্দার দায়িত্ব হইল, আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করা।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি জান, বান্দার প্রতি আল্লাহর দায়িত্ব কি ? আল্লাহর দায়িত্ব হইল বান্দাকে শাস্তি না দেওয়া।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٥) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۟

(٥٦) قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ ۙ
قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝

(٥٧) قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ ؕ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ ؕ
اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ۝

(٥٨) قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

(٥٩) وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৫৫. "এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি যাহাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়।"

৫৬. "বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহাদের ইবাদত করিতে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে; বল, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না; উহা করিলে আমি বিপথগামী হইব এবং সৎপথপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত থাকিব না।"

৫৭. "বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল, অথচ তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ; তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা আমার নিকট নাই; কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"

৫৮. "বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালা হইয়াই যাইত, এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"

৫৯. "অদৃশ্যের কুঞ্জী তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জল ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা সজীব কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্টভাবে কিতাবে নাই।"

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বের আলোচনায় যেভাবে দলীল-প্রমাণ দ্বারা হিদায়াত ও সঠিক পথের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, সেইভাবে যে সব আয়াত শ্রোতাদের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে, সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ-'এইভাবে আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি।'

وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ-'যাহাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হয়।' অর্থাৎ যাহাতে রাসূলগণের বিরুদ্ধবাদীদের গমনাগমন পথ সুপ্রকাশিত হইয়া যায়।

কেহ এই আয়াতাংশকে ولتبين سبيل المجرمين এইভাবে পড়িয়াছেন। অর্থাৎ অপরাধীদের পথ প্রকাশকারী হে মুহাম্মদ! অথবা হে অপরাধীদের পথ প্রকাশকারী!

قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ-'বল, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।' অর্থাৎ যে ওহী আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট প্রেরণ করেন আমি তাহার উপরে সজাগ দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি।

وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ-অথচ 'আল্লাহর পক্ষ হইতে যে সত্য আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে, উহা তোমরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ।'

وَمَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ 'যে আযাব তোমরা সত্বর চাহিতেছ, তাহা আমার অধিকারে নয়।'

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ-'কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই।' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর। তিনি ইচ্ছা করিলে সত্বর তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত করিতে পারেন। আর তিনি যদি হিকমত অবলম্বনপূর্বক তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রার্থিত আযাব আরোপ করিতে বিলম্ব করেন বা তোমাদিগকে অবকাশ দেন, তবে তাহা তাঁহার ইচ্ছাধীন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ-'তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।' অর্থাৎ বিচারকার্য নিষ্পত্তি করায় এবং বান্দাদের প্রতি নির্দেশ ও আদেশ প্রদানে তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমরা যাহা সত্বর চাহিতেছ তাহা যদি আমার নিকট থাকিত তবে আমার ও তোমাদের মধ্যকার ব্যাপারে তো ফয়সালাই হইয়া যাইত এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

এখন প্রশ্ন হইল যে, এই আয়াতের বক্তব্য এবং সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে অসামঞ্জস্য কেন ? হাদীসটি এই ঃ

সহীহদ্বয়ে আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জীবনে উহুদের চাইতেও কঠিন কোন দিন

অতিবাহিত হইয়াছে কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ এইদিনের চাইতেও কঠিন কষ্ট আমি আকাবার দিন পাইয়াছি। যখন আমি ইব্ন আবদে ইয়ালীল ইব্ন আব্দে কুলাল গোত্রের নিকট আমার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলাম, তাহারা আমার দাওয়াত নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আমি ভীষণ মনোব্যথা নিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কারণে মু'আলিব নামক স্থানে আসিয়া যখন পৌঁছি, তখন আমি প্রকৃতিস্থ হই। তখন মাথা উপরের দিকে তুলিয়া দেখিতে পাই যে, একখানা মেঘ আমার মাথার উপরে ছায়া হইয়া রহিয়াছে। সেই মেঘখানার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখা যাইতেছিল। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার জাতির লোকেরা আপনার সহিত যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, তাহা আল্লাহ দেখিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা পর্বতের ফেরেশতাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আপনি তাহাকে যাহা ইচ্ছা নির্দেশ করিতে পারেন। তখন পর্বতের ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম দিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি আদেশ করেন তাহা হইলে আমি উভয় পাহাড় আপনার স্বজাতির উপর নিক্ষেপ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এই সকল কাফিরের ঔরসে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যাহারা হইবে ঈমানদার এবং আল্লাহর সহিত তাহারা অন্য কাহাকেও শরীক করিবে না।

সহীহ মুসলিমে এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাগণ তাহাদের আযাব অবতরণের প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করিলে তিনি তাহাদিগকে অবকাশ প্রদানের কথা বলেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিলম্বে আযাব অবতীর্ণ করিতে অনুরোধ করেন। এই কারণে যে, হয়ত ভবিষ্যতে ইহাদের ঔরসে মু'মিন পয়দা হইবে।

অতএব কথা হইল যে, আলোচ্য আয়াত এবং উপরোক্ত হাদীসের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রকাশ পাইতেছে।

কেননা আয়াতে বলা হইয়াছে, যেই আযাব তোমরা কামনা কর তাহা অবতীর্ণ করার অধিকার বা শক্তি যদি আমার হাতে থাকিত তবে তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা তখনই করিয়া ফেলিতাম। আমি তোমাদের প্রতি তৎক্ষণাৎ আযাব নাযিল করিতাম। অথচ এই হাদীসে দেখা যায় যে, আযাব অবতীর্ণ করার সুযোগ তাঁহার হাতের মুঠায় আসার পরেও তিনি কাফিরদিগকে অবকাশ দেন ও ফেরেশতাদিগকে তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ না করার জন্য অনুরোধ করেন।

এই সংশয় ও অসামঞ্জস্যতার সমতা বিধানের পন্থা হইল এই ঃ আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, তাহারা আযাবের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিল ও আযাবের জন্য তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। তাই তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করার তাগিদে আযাব অবতীর্ণ করাটা বাঞ্ছনীয় ছিল। অন্যদিকে আযাবের জন্য আকাবার কাফিরদের আকাঙ্ক্ষিত থাকার কথা হাদীসে উল্লেখ নাই; বরং ফেরেশতারা তাঁহাদের নিজেদের পক্ষ হইতে আযাব নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে মক্কার 'পাথরের' পর্বতদ্বয় যাহা উত্তর ও দক্ষিণদিক দিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, উহার নিষ্পেষণে

তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেই। কেবল সেই মুহূর্তে রাসূসুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণকরণে বিলম্ব ও অবকাশ দানের জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلاَّهُوَ

অর্থাৎ 'অদৃশ্যের কুঞ্জী তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত কেহ তাহা জানে না।'

ইমাম বুখারী (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদৃশ্যের কুঞ্জী পাঁচটি। তবে উহা কি কি, তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

তবে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। উহা হইল কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান, বারি বর্ষণ, ভ্রূণের সন্তান, আগামীদিনের উপার্জন এবং মৃত্যুবরণের স্থান। এই পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ অবহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

উমর (রা)-এর একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, একদা জিবরাঈল (আ) বেদুঈনের সূরতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবের এক পর্যায়ে বলেন যে, পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন– "নিশ্চয়ই একমাত্র আল্লাহর নিকট রহিয়াছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান....।

আলোচ্য আয়াতাংশের পরবর্তী অংশে আসিয়াছে ঃ

وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ – 'জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে, তাহা তিনিই অবগত।' অর্থাৎ জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে, তাহার সবকিছুর জ্ঞান আল্লাহর আয়ত্তাধীন। পৃথিবী ও আকাশসমূহের সামান্যতম মরীচিকাও তাঁহার অবগতির বাহিরে নয়। এই ব্যাপারে কবি সারসারী যথার্থ বলিয়াছেন ঃ

فلايخفى عليه الذراما * ترائ للنواظر اوتوارى

অর্থাৎ 'আল্লাহর দৃষ্টি হইতে একটি কণাও গোপন থাকে না। চাই তাহা চক্ষুষ্মানরা দেখুক বা না দেখুক।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا- 'তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।' অর্থাৎ যখন তিনি প্রাণহীন বস্তু সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন তখন কিভাবে ভাবা যায় যে, জীব জগত তথা বুদ্ধিমত্তার অধিকারী জিন্ন এবং ইনসানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত নহেন?

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ

অর্থাৎ 'চক্ষু যাহা এড়াইয়াছে ও অন্তরে যাহা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا এই আয়াতাংশের ব্যখ্যায় বলেন ঃ জল ও স্থলের প্রতিটি বৃক্ষের দায়িত্বে একজন করিয়া ফেরেশতা রহিয়াছেন যিনি তাহার দায়িত্বে অর্পিত গাছটির

বৃন্তচ্যুত প্রতিটি পাতার হিসাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সর্বশেষ অংশ হইল এই ঃ

وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلاَّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

অর্থাৎ 'মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা সতেজ কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস বলেন ঃ পৃথিবীর প্রতিটি বৃক্ষে, এমনকি সূঁচের ছিদ্রেও আল্লাহর নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। তাহারা প্রতিটি বৃক্ষের তরতাজা হওয়া কিংবা শুকাইয়া যাওয়ার সময়টিও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)......মালিক ইব্ন সাঈর হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দোয়াত ও লওহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি উহাতে পৃথিবীর সৃষ্টিতব্য প্রতিটি বস্তুর কথা লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি কে হালাল ভক্ষণ করিবে এবং কে হারাম ভক্ষণ করিবে, আর কে নেককার হইবে এবং কে বদকার হইবে, তাহাও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّيَعْلَمُهَا

অর্থাৎ 'তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।'

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)......আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) বলেন ঃ তৃতীয় যমীনের নীচে ও চতুর্থ যমীনের উপরের জিন্নসমূহ তোমাদের নিকট আসার চেষ্টা করে। কিন্তু উহাদের এক ঝলকও তোমাদিগকে দেখাইবার ইচ্ছা তাঁহার নাই। ইহা আল্লাহর এক ধরনের 'খাতাম' বা প্রাচীর এবং প্রত্যেকটি প্রাচীরে তিনি একজন করিয়া ফেরেশতা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাচীরের জন্য প্রত্যেকদিন একজন করিয়া ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া বলেন যে, প্রাচীর বা 'খাতাম' তোমার দায়িত্বে সোপর্দ করা হইয়াছে, তুমি উহার হিফাযত কর।

(٦٠) وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ
فِيْهِ لِيُقْضٰٓى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٦١) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ، حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

(٦٢) ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ ، اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

৬০. "তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন।"

৬১. "তিনি স্বীয় দাসদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত সত্তাগণ তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।"

৬২. "অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে রাত্রে ঘুমের সময় মৃত্যু দান করেন। আর ইহা হইল ছোট মৃত্যু। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذْ قَالَ يَاعِيْسَىْ اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার মৃত্যুদাতা এবং আমি তোমাকে আমার নিকট উত্তোলনকারী।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرَى اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর সময়ে যথার্থ মৃত্যু দান করেন এবং নিদ্রার সময়ে যথার্থ মৃত্যু হয় না। তবে যাহার মৃত্যু নির্ধারিত হয়, তাহার আত্মা তখন আটক রাখা হয় ও অন্যান্য আত্মা নির্ধারিত সময়ের জন্য ফেরত দেওয়া হয়।'

মূল আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুই ধরনের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একটি হইল ছোট মৃত্যু এবং অপরটি হইল বড় মৃত্যু। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ছোট মৃত্যু এবং বড় মৃত্যুর হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন। তাই বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

'তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর, তাহা তিনি জানেন।'

অর্থাৎ দিনের বেলায় কি কাজ তোমরা কর তাহা তিনি জানেন। আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকুর সহিত অন্য অংশের বিষয়ের সম্পর্ক নাই। তবে ইহা দ্বারা বুঝান হইয়াছে যে, বান্দার দিন ও রাত এবং স্থির ও চঞ্চল সর্বসময়ের অবস্থা ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত রহিয়াছেন।

কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِه وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'গোপন ও প্রকাশ্য, দিন ও রাতের সকল কর্মের জ্ঞান আল্লাহর রহিয়াছে।'

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাতে তোমরা রাতে সুষুপ্তি লাভ করিতে পারে।'

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ 'এবং দিনের বেলায় তাঁহার কৃপায় উপার্জন ও ভক্ষণ কর।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থাৎ 'আমি তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ করিয়াছি এবং দিবসকে করিয়াছি উপার্জনের সময়।'

তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'তিনি রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে যে আমল তোমরা উপার্জন কর তাহা তিনি জানেন।'

ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ অর্থাৎ 'অতঃপর দিবসে তিনি তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন।' এই অর্থ করিয়াছেন কাতাদা, মুজাহিদ ও সুদ্দী। আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর হইতে ইব্ন জুরাইজ এই অর্থ করিয়াছেন যে, অতঃপর তিনি রাত্রে তোমাদিগকে পুনর্জাগরিত করেন। তবে প্রথমোক্ত অর্থটিই সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিযাছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একজন নির্ধারিত ফেরেশতা রহিয়াছেন। যখন সে নিদ্রায় যায়, তখন সেই ফেরেশতা তাহার আত্মা নির্গত করিয়া আল্লাহর নিকট নিয়া আসেন। অতঃপর যদি আল্লাহ্ তাহার আত্মা কবয করিয়া রাখার অনুমতি দেন তবে কবয করিয়া রাখা হয়। নতুবা তাহার আত্মা তাহার শরীরে পুনঃস্থাপিত করিয়া দেওয়া হয়।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِالَّيْلِ

অর্থাৎ 'তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের সুষুপ্তি আনয়ন করেন।' অর্থাৎ ছোট মৃত্যু দান করেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى অর্থাৎ 'যাহাতে প্রতিটি ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়।

ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ-'অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদের তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন' بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-'তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে।' অর্থাৎ তোমরা যদি নেককাজ করিয়া থাক, তবে তিনি তোমাদের নেকের বদলা দান করিবেন এবং যদি বদকাজ করিয়া থাক, তবে বদের বদলা দিবেন।

পরের আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ-'তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী।' অর্থাৎ প্রত্যেক দাসের উপর রহিয়াছে তাঁহার একচ্ছত্র অধিকার।

يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি রক্ষক স্বরূপ ফেরেশতা প্রেরণ করেন।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'মানুষের পিছনে ও সম্মুখে ফেরেশতা থাকেন যাহারা আল্লাহর নির্দেশে তাহাকে এবং তাহার আমলসমূহকে সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ অর্থাৎ 'অবশ্যই আছে তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ.

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ- مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ

অর্থাৎ 'ডাইনে ও বামে দুই ফেরেশতা বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তৎপর প্রহরী শাহরগের নিকটেই রহিয়াছে।'

উপরোক্ত আয়াতটির প্রথমাংশে বলা হইয়াছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ অর্থাৎ স্মরণ রাখিও, দুই ফেরশতা তাহার ডাইনে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করিবেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ -'অবশেষে যখন তোমাদের কাহারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়।'

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا - 'তখন আমার প্রেরিত সত্তারা তাহার মৃত্যু ঘটায়।' অর্থাৎ ফেরেশতাদের কয়েকজনে তাহার মৃত্যু সংঘটিত করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ শরীর হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন করার সময় মালেকুল মউতকে কয়েকজন ফেরেশতা সহযোগিতা করেন। যখন তাহারা উহার আত্মা কণ্ঠ পর্যন্ত নিয়া আসেন তখন 'মালেকুল মউত' স্বয়ং আত্মা কবয করিয়া নেন।

পরবর্তী সময়ে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ-এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।

وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ-'তাহারা মৃতের বিদেহী আত্মা সংরক্ষণে কোন ত্রুটি করেন না।'

অর্থাৎ সেই রূহকে আল্লাহর অনুমোদিত স্থানে রাখিয়া দেন। মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হইয়া থাকে তবে তাহার আত্মা 'ইল্লীনে' রাখা হয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে তবে তাহার আত্মা 'সিজ্জীনে' রাখা হয়। সিজ্জীন হইতে আমরা আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।

ইহার পর তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ رُدُّوْآ اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ 'অতঃপর তাহাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয়।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ ثُمَّ رُدُّوْٓا অর্থাৎ 'ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাহারা প্রত্যাবর্তিত হয় প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে।'

ইমাম আহমদ (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট ফেরেশতাগণ আসেন। সে যদি নেককার হয় তবে ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলেন, আস, হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র শরীরের মধ্যে ছিলে। সসম্মানে তুমি আমাদের সহিত আস। তুমি গ্রহণ কর জান্নাতের সুসংবাদ ও সুঘ্রাণ। আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন, বরং সন্তুষ্ট। ফেরেশতাগণ তাহাকে এইভাবে বলিতে থাকিলে তাহার আত্মা শরীর হইতে বিদায় নিয়া আসে। ফেরেশতারা তাহার আত্মা নিয়া আসমানে উঠিয়া যান। আসমানের দরজা তাহার জন্য খুলিয়া যায়। সেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? তখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তির আত্মা। আসমানের ফেরেশতাগণ বলেন, 'ধন্যবাদ, হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র একটি শরীরের মধ্যে ছিলে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর।' অবশেষে সেই আত্মাটিকে তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট নিয়া যান।

পক্ষান্তরে যদি সেই আত্মা পাপিষ্ঠের হয়, তাহা হইলে বলিবেন, হে অপবিত্র শরীরের অপবিত্র আত্মা! যিল্লতির সহিত বাহির হও এবং গ্রহণ কর জাহান্নামের দুঃসংবাদ। তোমার জন্য রহিয়াছে পুঁজ, উত্তপ্ত পানি ও বহুবিধ শাস্তি। এইভাবে বারবার বলার পর তাহারা আত্মা নিয়া আকাশের দিকে চলিয়া যান। আকাশের দরজা খুলিয়া দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করা হয়, কে ? বলা হয়, অমুক। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পাপিষ্ঠ আত্মা! তোমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহার আত্মাকে তাহার কবরের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়। এই হাদীসটি দুর্বল।

অবশ্য ثُمَّ رُدُّوْٓا আয়াতাংশের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, কিয়ামতের দিন সকল সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর তিনি ইনসাফের সহিত সকলের বিচার সম্পাদন করিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থাৎ 'বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا.........وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

অর্থাৎ 'সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করিব এবং উহাদের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না। উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে, তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ। অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণটি আমি উপস্থিত করিব না। সেই দিন উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে। তাহার কারণে তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে আতংকগ্রস্ত। উহারা বলিবে, হায় দুর্ভাগ্য! আমাদের ইহা কেমন আমলনামা! উহাতে ছোট-বড় কোন কিছুই বাদ দেওয়া নাই; বরং ইহাতে সমস্ত ব্যাপার

রহিয়াছে। উহাদের কৃতকর্মের সম্মুখে সূরা ওয়াকিয়া উপস্থিত হইবে; তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলম করেন না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ اَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ

অর্থাৎ 'তাহাদের যথার্থ কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষিপ্র।'

(٦٣) قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(٦٤) قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

(٦٥) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۗ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○

৬৩. "বল, কে তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করেন যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদের অন্ধকারে সকাতরে ও সংগোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় করিয়া বল, আমাদিগকে ইহা হইতে পরিত্রাণ দান করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

৬৪. "বল, আল্লাহই তোমাদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে পরিত্রাণ দান করেন। এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর ?"

৬৫. "বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে, তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম। দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বর্ণনা করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা বিবৃত করিয়া বলেন ঃ স্থলে ও সমুদ্রে বিপদগ্রস্তদের আমি পরিত্রাণ দিয়া থাকি। যখন তাহারা স্থলের ঝড়ঝঞ্ঝা এবং সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মুখামুখি হয়, তখন তাহারা একমাত্র আল্লাহর নিকটই মুক্তি প্রার্থনা করে। অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ

অর্থাৎ 'যখন তোমরা সামুদ্রিক বিপদের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা সকল অংশীদারকে ভুলিয়া যাও, কোন দেবতার কথা তখন মনে আসে না। একমাত্র আল্লাহর কথাই তখন স্মরণে আসে।'

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُ كُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَاۤءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَاۤءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ

ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে সমুদ্রে ও স্থলে পরিচালিত করেন। যখন জাহাজ অনুকূল হাওয়ায় সচ্ছন্দে চলিতে থাকে, তখন তোমরা আনন্দিত থাক। আর যখন বিপরীত হাওয়ার মুখে তরঙ্গের তীব্র আঘাতের মুখামুখি হও এবং যখন নিশ্চিত হও যে, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন তোমরা আন্তরিকতার সহিত আল্লাহকে ডাক এবং বল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ দিলে আমরা তোমার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অপর একটি আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ –

অর্থাৎ 'তোমরা কি চিন্তা কর যে, কে তোমাদিগকে স্থল ও সমুদ্রের বিপদ হইতে উদ্ধার করেন? অনুকূল হাওয়া কে প্রেরণ করেন ? বল, আল্লাহর সহিত অন্য কোন প্রভু আছে কি যাহাকে তোমরা তাঁহার সহিত শরীক কর ?'

আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

অর্থাৎ 'বল, কে তোমাদিগকে উদ্ধার করে যখন তোমরা স্থলভাগের ও সমুদ্রের বিপদে কাতরভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর ?'

لَئِنْ اَنْجَنَا অর্থাৎ 'আমাদিকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিলে' لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ। 'আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

অতঃপর পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহ্ই তোমদিগকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করেন।' এতদসত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর এবং এতদসত্ত্বেও তোমরা সুখের সময় আল্লাহর সহিত অন্য প্রভুর উপাসনা কর ?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَالْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমাদিগকে ঊর্ধ্বদেশ অথবা তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনিই সক্ষম।'

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ 'এতদসত্ত্বেও তোমরা শরীক কর' এই কথা বলার পরই বলিয়াছেন ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا অর্থাৎ 'বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পরও যখন তাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে, তখন তাহাদিগকে বল, তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করিতে আল্লাহ্ সক্ষম।'

যথা সূরা বানী ইসরাঈলে মধ্যে বলা হইয়াছে ঃ

رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِىْ الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا- وَاِذَامسَّكُمُ الضُّرُّفِىْ الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجكُمْ اِلَى الْبَرِّ
اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا- اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْيُرْسِلَ
عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلاً -اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَ كُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى
فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ
تَبِيْعًا

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমদিগকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক, তাহারা তোমাদের মন হইতে সরিয়া যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া তোমাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ! তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথাও ধ্বসিত করিবেন না। অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না ? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাইবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদের সত্য প্রত্যাখ্যান করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।'

ইব্‌ন আবূ হাতীম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র)

عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ-এই আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা মুশরিকর্দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ হইতে উপরোক্ত আয়াতাংশ সম্বন্ধে বলেন ঃ ইহা উম্মতে মুহাম্মদীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং ইহাতে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর এই বিষয়ের উপর কয়েকটি হাদীস ও আসার বর্ণনা করার ইচ্ছা রহিয়াছে।

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ
اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُوْنَ

- এই আয়াতের يَلْبِسَكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বুখারী বলেন ঃ তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া একদল অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে এই ধরনের শাস্তিও ভোগ করাইতে পারেন।

আবূ নু'মান (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

-এই আয়াতাংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর নিকট ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই।'

অতঃপর اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এই অংশটি নাযিল হইলেও তিনি বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ পরিশেষে اَوْيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ এই অংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ ইহা পূর্বোক্ত শাস্তি অপেক্ষাকৃত সহজ।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুত-তাওহীদে, নাসাঈ তাফসীর অধ্যায়ে, হুমাইদী তাঁহার মুসনাদে, ইব্‌ন হিব্বান তাঁহার সহীহ সংকলনে, ইব্‌ন জারীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে, আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া, সাঈদ ইব্‌ন মানসুর প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......জাবির (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

-এই আয়াতাংশটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ 'আমি ইহা হইতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাই।' অতঃপর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এই অংশটি নাযিল হইলেও তিনি বলেন ঃ আমি ইহা হইতে পরিত্রাণ চাই। পরিশেষে اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا এই অংশটি নাযিল হইলে তিনি বলেন, উপরোক্ত শাস্তিদ্বয় অপেক্ষা ইহা সহজতর। তবে ইহা হইতেও পরিত্রাণ চাওয়া যাইতে পারে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সম্বন্ধে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। যথা ঃ

এক. ইমাম আহমদ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

-এই আয়াত সম্পর্ক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, বিগতকালে ইহা ঘটিয়াছে, কিন্তু বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আর এমনটি ঘটিবে না।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মরিয়াম হইতে তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এই কথাও বলিয়াছেন যে, হাদীসটি দুর্বল।

দুই. ইমাম আহমদ (র)......সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে চলিতে থাকিলে তিনি বনী মু'আবিয়া নামক মসজিদে গিয়া পৌঁছেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। আমরাও তাঁহার সহিত নামায আদায় করি। নামাযে তিনি দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর নিকট মুনাজাত করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি প্রার্থনা করিয়াছি ঃ তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকুল্যে সলীল সমাধিস্থ না করেন। তিনি ইহা কবূল করিয়াছেন। ইহার পর প্রার্থনা করিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে সাকূল্যে মর্মন্তুদ

ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ না করেন। ইহাও তিনি কবূল করিয়াছেন। ইহার পরে বলিলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের একদলকে অন্য দলের নিপীড়নের শিকার না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই প্রার্থনা প্রত্যখ্যান করেন।" মুসলিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিন. ইমাম আহমদ (র)......জাবির ইব্‌ন আতীক হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আতীক বলেন ঃ একদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) আমাদের নিকট বনী মুআবিয়ায় (আনসার অধ্যুষিত একটি পল্লীতে) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদের কোন্ স্থানটিতে দাঁড়াইয়া নামায পড়িয়াছিলেন ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ জানি। এই বলিয়া আমি তাঁহাকে মসজিদের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করি। তখন তিনি বলেন, আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই মসজিদে কোন দু'আ তিনটি করিয়াছিলেন ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, জানি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, অনুগ্রহ করিয়া উহা আমাকে বলুন। আমি বলিলাম, তিনি তাঁহার উম্মতের উপর শত্রুদের বিজয় না হওয়া এবং সকল উম্মতকে একত্রে ধ্বংস না করার জন্য প্রার্থনা করেন এবং তাহা কবূল হয়। কিন্তু উম্মতের একদলকে অপর দলের দ্বারা নিপীড়িত না করার প্রার্থনা করিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। এই কথা শুনিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আর এই জন্য কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে। এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তায় নাই। তবে ইহার সনদসমূহ যথেষ্ট শক্তিশালী।

চার. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)......হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বনী মুআবিয়ার পল্লীতে যাই। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া আট রাকাআত নামায পড়েন। নামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ হে হুযায়ফা! তুমি জান, কেন আমি নামায এত দীর্ঘ করিয়াছি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি দরখাস্ত করিয়াছি যাহার দুইটি তিনি কবূল করিয়াছেন, আর একটি দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম যে, আমার সমগ্র উম্মত যেন কখনো শত্রুদের হাতে একত্রে পরাজিত না হয়। আমার এই দরখাস্ত তিনি কবূল করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে সলীলে সমাহিত না করেন। আমার এই দরখাস্তটিও তিনি কবূল করিয়াছেন। তৃতীয় দরখাস্ত ছিল যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মতকে অপর একদল উম্মত দ্বারা নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এক দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে এই ধরনের দরখাস্ত করিতে বারণ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঁচ. ইমাম আহমদ (র)...... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসি। জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে অন্য একজন আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইমাত্র এইদিকে গিয়াছেন। অতঃপর আমি এক জায়গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখি, রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমিও

তাঁহার পিছনে গিয়া নামাযে দাঁড়াইলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়িলেন। নামায শেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বেশ দীর্ঘক্ষণ নামায পড়িয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আমি ভয় ও অনুকম্পার নামায পড়িয়াছি। উপরন্তু আমি আল্লাহ নিকট তিনটি দরখাস্ত করিয়াছি , যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সকল উম্মতকে একত্রে সলীলে সমাহিত না করেন। আমার এই দরখাস্তটি কবূল করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছিলাম, যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতের প্রতি তাঁহার শত্রুদিগকে বিজয়ী না করেন। আমার এই দরখাস্তটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।.

তৃতীয় দরখাস্তে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মতকে অপর একদল উম্মত দ্বারা নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই দরখাস্তটি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইব্ন মাজাহ (র)......আ'মাশ হইতে স্বীয় হাদীস সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......হযরত নবী (সা) হইতে উপরোক্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ছয়. ইমাম আহমদ (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পূর্বাহ্নে আট রাকাআত নামায পড়িতে দেখি। নামায শেষ করিয়া তিনি আমাকে বলেন ঃ আমি ভয় ও উম্মিদের নামায আদায় করিলাম। এই নামাযে আমি প্রতিপালকের নিকট তিনটি আবেদন করিয়াছি, যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে ধ্বংস না করেন। এই আবেদনটি গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছি, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে শত্রুদের নিকট পরাজিত না করেন। এই আবেদনটিও গৃহীত হইয়াছে।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা আর একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু আমার এই আবেদনটি তিনি নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

নাসাঈ ইব্ন ওয়াহাব হইতে স্বীয় হাদীস সংকলনের সালাত অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সাত. ইমাম আহমদ (র)......বনী যাহ্রার আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) বদর যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি রাতভর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে নামায পড়িয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইলে আমি তাঁহাকে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে আমি এই ধরনের নামায পড়িতে আর কখনো তো দেখি নাই ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হ্যাঁ এই নামায ছিল আকাঙ্ক্ষা ও অনুকম্পার। এই নামাযের মধ্যে আমি তাঁহার নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছি, যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রথম আবেদনে আমি বলিয়াছিলাম যে, তিনি অন্যান্য উম্মতকে যেভাবে সাকুল্যে ধ্বংস করিয়াছেন, সেইরূপ যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। এই আবেদনটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছি যে, তিনি যেন আমার সমগ্র উম্মতকে একত্রে শত্রুর নিকট পরাজিত না করেন। তিনি আমার এই আবেদনটিও কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অপর একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

শুআইব ইব্‌ন আবূ হামযার সনদে নাসাঈ ইহা বর্ণনা করিয়াছেণ। সালিহ ইব্‌ন কাইসানের সনদে ইব্‌ন হিব্বান এবং নুমান ইব্‌ন রাশেদের সনদে তিরমিযী স্বীয় সংকলনে 'ফিতান অধ্যায়ে' ইহা বর্ণনা করেন। তাঁহাদের মূল সূত্র হইল যুহরী। এই হাদীসটিকে তিনি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আট. ইব্‌ন জারীর (র).:....খালিদ আল-খুযাঈ হইতে স্বীয় তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, খালিদ আল-খুযাঈ বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্ণ রুকূ ও সিজদার সহিত হালকাভাবে নামায আদায় করেন। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার এই নামাযটি ছিল ভীতির ও কৃপা প্রার্থনার। এই সময় আমি আল্লাহর নিকট তিনটি আবেদন করিয়াছি, যাহার দুইটি কবূল হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতদের মত সম্পূর্ণ ধ্বংস না করেন। এইটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার সকল উম্মতকে একত্রে শত্রুদের নিকট পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অন্য একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

আবূ মালিক বলেন, আমি নাফি ইব্‌ন খালিদকে জিজ্ঞাসা করি যে, তোমার পিতা কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে শুনিয়াছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এই হাদীসটি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত বলিয়া লোকদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।

নয়. ইমাম আহমদ (র)......শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের উপর আমাকে অধিকারী করিয়াছেন। এমনকি পৃথিবীর প্রান্তসমূহ আমার কাছে নিকটতর বলিয়া মনে হয়। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতেরা এইসবের অধিকারী হইবে। উপরন্তু আমাকে সাদা ও লাল বস্তুদ্বয়ের ভাণ্ডারও প্রদান করা হইয়াছে। আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষের কবলে নিক্ষেপ করিয়া একত্রে ধ্বংস না করেন এবং তাহাদের সকলের উপর শত্রুবাহিনী চড়াও হইয়া পাইকারী হারে যেন তাহাদিগকে হত্যা না করে। আরও বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার একদল উম্মত দ্বারা অন্য একদল উম্মতকে নিপীড়িত না করেন। কিন্তু এইটি ব্যতীত অন্য দুইটি তিনি কবূল করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার একদল উম্মত অপর একদল উম্মতকে নিপীড়িত করিবে, পরস্পরে হত্যাযজ্ঞ চালাইবে এবং একদল অন্য দলকে বন্দী করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য তাহাদের গুমরাহ ইমাম বা নেতাদের ব্যাপারে শংকিত। যদি আমার উম্মতের মধ্যে একবার তরবারি পরিচালিত হয় তবে তাহা আর থামিবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তাহার জের চলিতে থাকিবে।

সিহাহ সিত্তায় এই হাদীসটি নাই বটে, কিন্তু ইহার সনদ শক্তিশালী এবং চমৎকার।

ইব্ন মারদুবিয়া (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দশ. আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র)......খালিদ আল-খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা খালিদ আল-খুযাঈ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী ছিলেন। উপরন্তু হুদায়বিয়ায় বায়য়াতে রিদওয়ানের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়িতে থাকেন। তখন লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। বৈঠক এত দীর্ঘ করেন যে, লোক সকল তাহাকে ইংগিত করিয়া বলিতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতেছে। তিনি নামায শেষ করিলে কেহ কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নামাযের শেষ বৈঠক এত দীর্ঘায়িত করিয়াছেন যে, লোকে বলাবলি করিতেছিল, আপনার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ না, ওহী নাযিল হয় নাই; বরং আমি সালাতুল রাগবত আদায় করিতেছিলাম। উহাতে আমি আল্লাহর নিকট তিনটি আবেদন রাখিয়াছিলাম, যাহার দুইটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি গ্রহণ করেন নাই।

আল্লাহর নিকট আমি আবেদন করিয়াছিলাম যে, তিনি যেন পুর্ববর্তী উম্মতদের মত আমার উম্মতকে একত্রে তাঁহার আযাব দ্বারা ধ্বংস না করেন। ইহা তিনি কবূল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় আবেদনটিতে বলিয়াছি যে, তিনি আমার উম্মতকে যেন শত্রদের নিকট সামগ্রিকভাবে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে একাধিক দলে বিভক্ত না করেন এবং আমার উম্মতের এক দলকে অন্যদলের দ্বারা যেন নিপীড়িত না করেন। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং এমন আবেদন করিতে আমাকে নিষেধ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নাফে'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, আপনার পিতা কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন ? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তিনি ইহা শুনিয়াছেন এবং একবার নয়, দশবার তিনি ইহা শুনিয়াছেন। দশ আঙ্গুলি গুণিয়া দশবার শুনিয়াছেন বলিয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন।

এগার. ইমাম আহমদ (র)......আবূ বুসরা আল-গিফারী হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বুসরা আল-গিফারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট চারটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম যাহার তিনটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আমি আল্লাহর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো গুমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি গৃহীত হইয়াছে।

আর আমার সকল উম্মত যেন কখনো শত্রুদের হাতে পরাজিত না হয়। এইটিও গৃহীত হইয়াছে।

আর পূর্বের উম্মতের মত আমার উম্মত যেন একত্রে সাকুল্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। এইটিও গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের এক দল যেন অপর দলের নিপীড়নের শিকার না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

এই হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তার কেহই বর্ণনা করেন নাই।

বার. তাবারানী (র)......আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট তিনটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছি যাহার দুইটি গৃহীত হইয়াছে এবং একটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

আবেদনগুলি হইল এই ঃ আমি বলিয়াছি, হে প্রভু আমার! আমার উম্মতকে তুমি ক্ষুধায় মারিবে না। জবাবে তিনি বলিয়াছেন, আচ্ছা, তোমার আবেদন গ্রহণ করিলাম।

অতঃপর বলিয়াছি, হে প্রভু আমার! তুমি আর উম্মতকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত করিবে না। আর তাহারা যেন তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া না যায়। জবাবে তিনি বলিয়াছেন, আচ্ছা, তোমার আবেদন গৃহীত হইল।

শেষ আবেদনটিতে বলিয়াছি যে, হে আমার প্রভু! আর উম্মতের মধ্যে যেন কোন্দল বা দলাদলির সৃষ্টি না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং এই ধরনের আবেদন করিতে নিষেধ করেন।

তের. ইব্‌ন মারদুবিয়া (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে চারটি বিষয় হইতে বাঁচাইয়া রাখেন কিন্তু ইহার দুইটি হইতে আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাইয়া রাখার অংগীকার করিয়াছেন এবং দুইটি হইতে বাঁচাইয়া রাখার অংগীকার তিনি করেন নাই।

আমার প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মতকে যেন আকাশ হইতে বর্ষিত পাথর বৃষ্টির আঘাতে কিংবা নদীবক্ষে ডুবিয়া সাকুল্যে ধ্বংস করা না হয়। আর তাহারা যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের একদল যেন অন্য দলের নিপীড়নের শিকার না হয়।

অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মতকে পাথর বৃষ্টি কিংবা সলিলে সমাহিত করিয়া ধ্বংস না করার আমার দু'আ দুইটি কবূল করিয়াছেন। কিন্তু আমার উম্মতের একাধিক দলে বিভক্ত না হওয়ার এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আমার দু'আ দুইটি তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

অন্য সূত্রে ইবনে মারদুবিয়া (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ান এবং উযূ করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রতি উপর কিংবা তলদেশ হইতে আযাব আপতিত করিও না এবং তাহাদিগকে একাধিক দলে বিভক্ত ও তাহাদের একদল দ্বারা অন্য দলকে নিপীড়িত করিও না।

ইহার পর জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তোমার উম্মতের প্রতি তাহাদের উপর হইতে এবং নীচ হইতে শাস্তি আপতিত করা হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন।

ইবনে মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র নিকট চারটি বিষয়ের জন্য দু'আ করিয়াছিলাম। উহার তিনটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আমি আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ করিয়াছি যে, হে আল্লাহ! আমার উম্মত যেন কখনো কোন গুমরাহীর উপর একমত না হয়। এইটি তিনি কবূল করিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছি, আমার উম্মত যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের মত সর্বসাকূল্যে আযাবে ধ্বংস না হইয়া যায়। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

আর বলিয়াছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে একত্রে তাহাদের শত্রুদের হাতে পরাজিত না করেন। এইটিও তিনি কবূল করিয়াছেন।

চতুর্থ দু'আটিতে আমি বলিয়াছি যে, আমার উম্মতের একদল দ্বারা অপর একদল উম্মত যেন নিপীড়িত না হয়। কিন্তু আল্লাহ আমার এই দু'আটি কবূল করেন নাই।

আমর ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনকাযী হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সাঈদ ইব্ন ইয়াহিয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান ও ইব্ন আবূ হাতিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

চৌদ্দ. ইবনে মারদুবিয়া (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট তিনটি বিষয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। উহার দুইটি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আমি প্রভুর নিকট আবেদন করিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো সাকূল্যে শত্রুদের নিকট পরাজিত না হয়। তিনি আমার এই আবেদনটি গ্রহণ করিয়াছেন।.

দ্বিতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন কখনো দুর্ভিক্ষে মারা না যায়। তিনি আমার এ আবেদনটিও গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় আবেদনে বলিয়াছিলাম যে, আমার উম্মত যেন একাধিক দলে বিভক্ত না হয় এবং তাহাদের এক দলের দ্বারা অপর দল যেন নিপীড়িত না হয়। কিন্তু তিনি আমার এই আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেন।

ইবনে মারদুবিয়া (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল-বাযযার (র)......রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সাওরী (র)......উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আযাবের চতুষ্টয়ের দুইটি পূর্বকালে আপতিত হইয়া গিয়াছে এবং দুইটি বাকী রহিয়াছে।

রাবী (র) বলেন ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ - আয়াতাংশ দ্বারা প্রস্তর বর্ষণের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে এবং اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এর দ্বারা ভূমিকম্প ধরনের আযাবের কথা বলা হইয়াছে।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ মোট কথা এই আয়াত দ্বারা প্রস্তরবৃষ্টি এবং ভূমিকম্পের কথা বলা হইয়াছে।

আবূ জাফর আল-রাযী (র)...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

- এই আয়াত প্রসংগে উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেন ঃ এই আয়াতে চারটি আযাবের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার দুইটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পঁচিশ বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মুসলমানরা একাধিক দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের একদল অপর দলের উপর নিপীড়ন পরিচালিত করে। আর অবশিষ্ট শাস্তিদ্বয় অর্থাৎ প্রস্তরপাত ও ভূমিধ্বস হইতে এই উম্মতকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)......আবূ জাফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى عَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে হাসান (র) বলেন ঃ তোমরা পাপ করিলে তিনি উহার জঘন্যতম পরিণতির আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র, আবূ মালিক, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন ঃ

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ - অর্থাৎ 'ঊর্ধ্বদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করা অর্থাৎ পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা।' আর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ - অর্থাৎ 'তলদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করা অর্থাৎ ভূমিকম্প দেওয়া।' ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ......আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

- এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) মসজিদে অথবা মসজিদের মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

অর্থাৎ 'বল, তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।' তাই আসমান হইতে যদি তোমাদের প্রতি আযাব আপতিত হয় তাহা হইলে তোমাদের কেহই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। তেমনি اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের তলদেশ হইতেও শাস্তি প্রেরণ করিতে তিনি সক্ষম।' তাই তিনি যদি তোমাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করেন তাহা হইলেও তোমরা উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। তদুপরি–

اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে এবং একদলকে অপরদলের নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে সক্ষম।' অতএব এই তিন ধরনের আযাবের অনিষ্টতা হইতে সতর্ক হও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

- এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা নৈতিকতা বর্জিত অযোগ্য ও প্রতারক শাসকবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে।

اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এর দ্বারা দুষ্ট বেয়ারা এবং অন্য কর্মচারীগণকে বুঝানো হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ আর اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উৎপীড়ক কর্মচারীবৃন্দ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আমর ইব্‌ন হানী এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ উপরোক্ত এই ব্যাখ্যাটি যদিও গ্রহণযোগ্য, কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি উপযুক্ত এবং শক্তিশালী।

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলেন ঃ প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি সঠিক এবং উহার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ - اَمْ اَنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ

অর্থাৎ 'তোমরা বিশ্বাস কর যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের উপর কংকর উৎক্ষেপক ঝঞ্ঝা প্রবাহিত করিবেন না ? তখন তোমরা জানিতে পারিবে, কি কঠোর ছিল আমার সত্য বাণী।'

হাদীসে আসিয়াছে ঃ ليكونن فى هذه الامة قذف وخسف ومسخ

অর্থাৎ 'অতি সত্ত্বর এই উম্মতের প্রতি পাথর বৃষ্টি, ভূমিকম্প এবং অবয়ব বিকৃত হওয়ার মত আযাব আপতিত হইবে।'

এই সকল হইল কিয়ামতের নিদর্শন ও পূর্বশর্ত। কিয়ামতের পূর্বে এই ধরনের আযাবের প্রকাশ ঘটিবে। এই ব্যাপারে ইনশা-আল্লাহ সামনে ব্যাপক আলোচনা করা হইবে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে একাধিক বিরোধী দলে বিভক্ত করিতে তিনি সক্ষম।'

আল-ওয়ালিবী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল, রিপুর অনুগামী হওয়া। মুজাহিদসহ অনেকে এইরূপ মর্মার্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। যাহার একটি দল ব্যতীত সকল দলের লোক জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ

অর্থাৎ 'এক দলকে অপর দলের নিপীড়ন আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল তোমাদের একদল অপর দলের সহিত হত্যাসহ বিভিন্ন গর্হিত কাজে লিপ্ত হইবে। অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ

অর্থাৎ 'দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকার আয়াত বা নিদর্শন বিবৃত করি' এবং উহার কত ধরনের ব্যাখ্যা তোমাদিগকে দান করি। لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ – 'যাহাতে তোমরা অনুধাবন কর।'

অর্থাৎ যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র বিবৃত দলীল-প্রমাণ ও নির্দশনসমূহ আত্মস্থ করিতে সক্ষম হও।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ

- এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার তিরোধানের পর তোমরা কাফির হইয়া যাইও না। অর্থাৎ তোমরা তরবারির আঘাতে পরস্পরে পরস্পরের শিরোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইও না। তখন উপস্থিত সাহাবাগণ বলেন ঃ আমরা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্‌ই একমাত্র ইলাহ এবং আপনি তাঁহার রাসূল।

তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হ্যাঁ, কথা ঠিক। ইত্যবসরে জনৈক সাহাবী বলেন, যতদিন আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান থাকিব, ততদিন আমাদের কেহ অপরকে হত্যা করার কথা কল্পনাও করিবে না। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ * وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ * لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ *

অর্থাৎ 'দেখ, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে। তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিযাছে, অথচ উহ সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্য নির্বাহক নহি। প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦٦) وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

(٦٧) لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ۡ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

(٦٨) وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ
غَيْرِهٖ ۭ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٦٩) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

৬৬. "তোমার সম্প্রদায় তো উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে, অথচ উহা সত্য। বল, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি।"

৬৭. "প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।"

৬৮. "তুমি যখন দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে নিরর্থক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়; এবং শয়তান যদি তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে, তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।"

৬৯. "উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে, যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে; তবে উপদেশ দেওয়া তাহাদের কর্তব্য যাহাতে উহারাও সাবধান হয়।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِهِ অর্থাৎ 'যেই কুরআনকে তোমাদের নিকট হিদায়াত এবং বিধান হিসাবে অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তোমরা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছ।'

قَوْمُكَ - 'তোমার সম্প্রদায়' অর্থাৎ কুরায়শ গোত্র।

وَهُوَ الْحَقُّ - 'অথচ উহা সত্য।' অর্থাৎ উহা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন সত্য গ্রন্থ নাই।

قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ - 'বল, আমি তোমাদের কার্যনির্বাহক নহি।' অর্থাৎ আমি তোমাদের রক্ষক এবং অভিভাবক নহি। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

অর্থাৎ 'হে মুহাম্মদ! বল, এই সত্য তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে আসিয়াছে। যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা কুফরী করুক।'

অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হইল দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া আর তোমাদের দায়িত্ব দাওয়াতের বিষয় শ্রবণ করা এবং সেই অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া। অতএব যে দীনের অনুসরণ করিবে, সে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে কল্যাণপ্রাপ্ত হইবে। আর যে উহা লংঘন করিবে বা দীনের বিরোধিতা করিবে, ইহাকাল ও পরকাল উভয়কালে তাহার জন্য রহিয়াছে অকল্যাণ ও বঞ্চনা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ - 'প্রত্যেক বার্তার জন্য নির্ধারিত কাল রহিয়াছে।'

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যে, প্রত্যেক বার্তার একটা উদ্দেশ্য বা আবেদন রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বার্তা অবশ্যই সংঘটিতব্য, যদিও সংঘটিত হইবে যথাসময় অতিবাহিত করিয়া।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ-অর্থাৎ কিছুকাল পরে অবশ্যই তোমরা উহার সংঘটন সম্পর্কে অবহিত হইবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ –অর্থাৎ 'প্রত্যেকটি কালই নির্ধারিত।'

এই আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার রোষাগ্নি ও কঠোরতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাই আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলিয়াছেন ঃ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ - 'শীঘ্রই তোমরা অবহিত হইবে।'

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا

অর্থাৎ 'যখন তুমি দেখ, তাহারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে এবং নিরর্থক আলোচনায় লিপ্ত হয়।'

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ

'তখন তুমি দূরে সরিয়া পড়িবে যে পর্যন্ত না তাহারা মিথ্যা ও বিদ্রূপাত্মক আলোচনা বাদ দিয়া অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়।'

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ - 'কিংবা শয়তান তোমাকে ভুলাইয়া ফেলে।'

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, প্রত্যেক উম্মতের উচিত হইল মিথ্যাবাদী এবং আয়াত বিকৃতকারীদের আলোচনায় যোগ না দেওয়া এবং যদি কোন মজলিসে এই ধরনের আলোচনা হইতে থাকে, তবে সেই মজলিস হইতে উঠিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়া। তেমনি যদি কেহ ভুলবশত এমন ধরনের আলোচনা সভায় যোগ দেয়, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ। - 'তবে স্মরণ হওয়ার পরে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়ের সহিত বসিবে না।'

তাই হাদীসে আসিয়াছে যে, আমার উম্মতকে ভুলবশত এবং জবরদস্তিমূলক পাপ হইতে পরিত্রাণ দেওয়া হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও আবূ মালিকের সূত্রে সুদ্দী (র) وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ – এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ যদি ভুলবশত বসা হয় এবং পরে যদি স্মরণ হয়, তবে فَلَا تَقْعُدْ – স্মরণ হওয়ার পর তাহাদের সহিত আর বসিবে না। মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ানও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত এই আয়াতটির সম্পূরক ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ

অর্থাৎ 'তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহর আয়াতের সহিত কুফরী এবং বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন আর তোমরা তাহাদের সহিত বসিবে না, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হয়। অন্যথায় তোমাদিগকেও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

'উহাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাহাদের নহে যাহারা সাবধানতা অবলম্বন করে।'

অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তাহাদের মজলিসভুক্ত হইবে না, তখন তোমরা নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছ বলিয়া এবং তাহাদের দলভুক্ত নও বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) ......সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র (র) وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ -এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ কাফিররা যদি আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কসরত করিতে থাকে, তবে

তাহাতে তোমাদের কিছু যায় আসে না, যদি তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা কর এবং তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাক।

কেহ কেহ এই অর্থও করিয়াছেন যে, যদি তোমরা সেই ধরনের কোন সভায় বসও, তবুও তোমাদের উপর তাহাদের বিদ্রূপের পাপ বর্তাইবে না।

কেহ কেহ ধারণা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা নিসার اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ। এই আয়াতটি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়াছেন মুজাহিদ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যুবায়র (র) প্রমুখ। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হইল, এমন অবস্থায় তোমরাও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

অথচ এই আয়াতটির সম্পর্ক হইল وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ আয়াতাংশটির সহিত। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে এই জন্য তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকার আদেশ করিতেছি, যাহাতে তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সতর্কীকরণ এবং উপদেশ দানের কাজ হইয়া যায়। ফলে হয়ত ভবিষ্যতে তাহারা এমন কাজ আর করিবে না।

(٧٠) وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ
اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ
كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ
وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝

৭০. "যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে বর্জন কর এবং ইহা দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ দাও যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়; যখন আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না, তখন তাহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যানহেতু তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

'যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাহাদিগকে প্রতারিত করে, তুমি তাহাদের সঙ্গ বর্জন কর।' অর্থাৎ তাহাদিগকে সতর্ক কর, তাহাদের হইতে দূরে থাক এবং তাহাদিগকে উহা হইতে ভীতি প্রদর্শন কর। কেননা তাহারা ভীষণ বেদনাদায়ক আযাবের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তাহাদিগকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দাও এবং কিয়ামতের দিনের ভীষণ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ - 'যাহাতে কেহ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান ও সুদ্দী (র) হইতে যাহ্‌হাক বলেন ঃ تبسل অর্থ হইল تسلم অর্থাৎ সঁপিয়া দেওয়া।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ওয়ালিবী বলেন ঃ تبسل অর্থ হইল تفتضح অর্থাৎ অপমানিত হওয়া।

কাতাদা (র) বলেন ঃ تبسل অর্থ تحبس অর্থাৎ বিরত রাখা।

মুররা ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ تبسل অর্থ تؤخذ অর্থাৎ জবাবদিহি করা।

কালবী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল تَجْزِىْ অর্থাৎ প্রতিফলপ্রাপ্ত হওয়া।

উল্লেখিত প্রতিটি অর্থই মূল অর্থের প্রায় সামর্থবোধক। মোট কথা; তাহাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধক হওয়া এবং উদ্দেশ্য লাভ হইতে বিরত রাখা।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ- اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ

অর্থাৎ 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ আমলের জন্য দায়বদ্ধ হইবে একমাত্র ডানহাতে আমলনামাপ্রাপ্ত ব্যতীত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِىٌّ وَّلاَ شَفِيْعٌ

অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ্‌র ব্যতীত তাহার জন্য কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকিবে না।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ

অর্থাৎ 'সেই দিনের পূর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকিবে না।'

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا

'বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তাহা গৃহীত হইবে না।' অর্থাৎ নিজের পাপের বিনিময় হিসাবে সে যদি পৃথিবীর সকল কিছু দান করে, তবুও তাহা গৃহীত হইবে না।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الاَرْضِ ذَهَبًا

অর্থাৎ 'যাহারা কাফির এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহারা যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও দান করে, তবুও তাহাদিগকে পরিত্রাণ দেওয়া হইবে না।'

সেই কথাই আল্লাহ এখানে বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ-

অর্থাৎ 'তাহারাই কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হইবে; সত্য প্রত্যাখ্যানহেতু তাহাদের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।'

(٧١) قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ۔ لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

(٧٢) وَ اَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(٧٣) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ ؕ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

৭১. "বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না ? আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ার পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে; যদিও তাহার সহচরগণ তাহাকে সঠিক পথে আহ্বান করিয়া বলে, আমাদের নিকট আস। বল, আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।"

৭২. "এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে; এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।"

৭৩. "তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন; যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়; তাঁহার কথাই সত্য; যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিনকার কর্তৃত্ব তো তাঁহারই; অদৃশ্য ও দৃশ্য সবকিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ সুদ্দী (র) বলেন ঃ মুশরিকরা মুসলমানদিগকে বলিয়াছিল যে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং মুহাম্মদের দীনকে পরিত্যাগ কর। সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَا اللّٰهُ

অর্থাৎ 'বল, আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকিব যাহা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে না ? তাহাও আবার আল্লাহ আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শনের পর ?'

আমাদের অবস্থা হইবে কোন ব্যক্তির শয়তানের কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ার মত। ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরী এখতিয়ার করার তুলনা হইল সেই ব্যক্তির মত, যে সফরের সময় পথ ভুলিয়া গিয়াছে এবং শয়তান তাহাকে প্রবঞ্চনা দিয়া বিপদসংকুল পথে পরিচালিত করিতেছে। অথচ তাহার সাথীরা সঠিক পথে চলিতেছে এবং পথভোলা সাথীটিকেও তাহারা তাহাদের পথে চলার জন্য ডাকিতেছে। কিন্তু সে তাহাদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া শয়তানের দেখানো পথে

চলিতে থাকে। অনুরূপভাবে মুহাম্মদ (সা)-কে অনুসরণ করার পর যে ব্যক্তি গুমরাহ হইয়া যায় এবং মুহাম্মদ (সা) তাহাকে সঠিক পথে যদি পুনরায় ডাকিতে থাকেন, এই ব্যক্তির অবস্থা শয়তানের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া সেই বিপথগামী লোকটির মত। সঠিক পথ অর্থ ইসলামের পথ বা বিধান। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ اَسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'শয়তান পৃথিবীতে তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ تَهْوِى اِلَيْهِمْ - অর্থাৎ 'তাহাদের উপর ভ্রান্তির জাল বিস্তার করিয়াছে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰه مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا - এই আয়াতাংশ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহাতে মূর্তি পূজকদের কথা বলা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে সেই লোকদের কথা, যাহারা আল্লাহর পথে লোকদিগকে আহ্বান করে।

যেমন এক ব্যক্তি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর এক ব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে, হে লোক! তুমি সঠিক পথে চলিয়া আস। অন্যদিকে তাহার অন্যান্য সফর সঙ্গীরা ডাকিয়া বলিতেছে, যে, ওহে! তুমি আমাদের সঙ্গে আস। তখন সে যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তির ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে বিপদগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে সে যদি সেই ব্যক্তিদের ডাকে সাড়া দেয়, যাহারা যথার্থ সঠিক পথের দিকে আহ্বান করিয়াছিল, তবে সে সঠিক পথ বা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য যে, যে লোক প্রথম আহ্বান করিয়াছিল, সে ছিল জঙ্গলের শয়তানদের দোসর।

এই উদাহরণ সেই ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতিমা ও ভূত পূজা আরম্ভ করিয়াছে এবং সে এই পথকেই কল্যাণের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে তাহার একদিন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন ইহার পরিণতিতে তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে।

كَالَّذِىْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ 'আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পুর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে ?'

তাহারা হইল শয়তান। তাহারা লোকদিগকে তাহাদের বাপ-দাদার নাম ধরিয়া ডাকে। ফলে তাহারা শয়তানের অনুসরণ করিতে থাকে এবং এই পথকেই তাহারা কল্যাণের পথ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নেয়। কিন্তু শয়তান এইভাবে তাহাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে। অর্থাৎ শয়তান হয় তাহাদিগকে নিয়া মারিয়া ফেলে, নয়ত গভীর জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিয়া ক্ষুৎ-পিপাসায় ধুকিয়া ধুকিয়া মরার ব্যবস্থা করে। এই উদাহরণ সেই লোকদের জন্য, যাহারা একবার আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়া পরে আল্লাহ্‌র আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া শয়তানের পথ অনুসরণ করে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র).....মুজাহিদ হইতে كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ - এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ 'হয়রান' দ্বারা সেই ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে যাহাকে তাহার সফর সঙ্গীরা সঠিক পথের দিকে ডাকিতে থাক। এই কথা বলিয়া সেই ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যে ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্তির পর ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

আ'ওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে -

كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ اَصْحَابٌ - এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এই সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র হিদায়াত গ্রহণ করে না এবং শয়তানের অনুসরণ করে ও পাপকার্যে লিপ্ত হয়। ফলে সে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। অথচ তাহাকে তাহার সঙ্গীরা হিদায়াতের পথে আহ্বান করিতে থাকে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, এই সেই ব্যক্তি, যাহাকে শয়তান বিভ্রান্তিতে ফেলিয়াছে আর অন্যদিকে তাহার সঙ্গীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিতেছে। অবশেষে বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র পথই সঠিক পথ।' আর ভ্রান্তি হইল সেই পথ, যে পথে জিন্নেরা আহ্বান করে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ তাহার সাথীরা তাহাকে গুমরাহীর পথ হইতে হিদায়াতের পথে আহ্বান করিতেছিল। অতএব বুঝা যায় যে, সে ভ্রান্তির দিকে যাইতেছিল এবং তাহার সাথীরা তাহাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করিতেছিল। তাই তাহাকে স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত বলা বৈধ হইবে না। কেননা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ আমরা কি সেই ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইব যাহাকে শয়তান পথ ভুলাইয়া হয়রান করিয়াছে?

উল্লেখ্য যে, حَيْرَانَ হাল হওয়ার কারণে নসব বা যবরওয়ালা হইয়াছে। অর্থাৎ দিকভ্রান্ত, ভ্রান্তি ও অজ্ঞতার কারণে সে বিপথগামী হইতেছে। অথচ তাহার অন্যান্য সঙ্গীরা সঠিক পথে চলিতেছিল এবং তাহাকে তাহারা তাহাদের পথে চলার জন্য আহ্বান করিতেছিল। এই কথাই আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতে উপমাস্বরূপ উত্থাপন করিয়াছেন।

অবশ্য আয়াতের ভাষ্যমতে বুঝা যায় যে, তাহার সঙ্গীরা তাহাকে ডাকিতেছিল, কিন্তু সে তাহাদের আহ্বানকে তোয়াক্কা না করিয়া অন্য পথে চলিতেছিল। কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহাকে হিদায়াত দান করিতেন এবং ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ قُلْ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র পথই সঠিক পথ।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ অর্থাৎ 'আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَالَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

অর্থাৎ 'তুমি যদি তাহাদের হিদায়াতের জন্য লালায়িত হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ বিভ্রান্তকারীকে পথ দেখান না; আর তাহাদের জন্য কোন মদদগার নাই।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - 'আর আমরা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।' অর্থাৎ আমরা ইখলাসের সহিত তাঁহার ইবাদত করা এবং আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

وَاَنْ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوْهُ - অর্থাৎ 'সালাত কায়েম করিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে।' অর্থাৎ তিনি আমাদিগকে নামায কায়েম করিতে এবং সর্বাস্থায় তাঁহাকে ভয় করিতে আদেশ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰت وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ 'তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ যথাবিধি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং তিনিই পৃথিবী ও আকাশসমূহের পরিচালক।

وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ - 'যখন তিনি বলেন 'হও' তখনই হইয়া যায়।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি যে বস্তুকে বলিবেন 'হও' তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ববৎ হইয়া যাইবে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمَ এখানে যবরযুক্ত হইয়াছে وَاَتَّقُوْا-এর উপর 'আতফ' হওয়ার কারণে। তখন আয়াতটি হইবে ঃ وَاتَّقُوْا ويوم يقول كن فيكون

তাহা ছাড়া يَوْمَ শব্দটি خَلَقَ السَّمٰوٰت وَالْاَرْضَ-এর উপর আত্ফ হওয়ার কারণেও যবরযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তিনি বলিবেন 'হও' তখনই হইয়া যাইবে। এই অর্থটিই অধিক প্রযোজ্য। কেননা এই অর্থে সৃষ্টির শুরু এবং শেষ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তাহা ছাড়া ইহার পূর্বে فعل উহ্য ছিল বলিয়াও يوم যবরযুক্ত হইতে পারে। তখন উহ্য আয়াতটি হইবে ঃ واذكر يوم يقول كن فيكون অর্থাৎ 'সেই দিনকে স্মরণ কর, যেই দিন বলা হইবে 'হও' এবং সেই দিনকেও স্মরণ কর যেই দিন 'হও' বলিয়া পৃথিবী ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করা হইয়াছিল।'

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ অর্থাৎ 'তাঁহার কথাই সত্য এবং সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁহারই।'

এই বাক্য দুইটি যেরযুক্ত বাক্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। যেরওয়ালা হওয়ার কারণ হইল, এই বাক্যদ্বয় উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তার বিশেষণস্বরূপ।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ অর্থাৎ 'যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।' উল্লেখ্য যে, সম্ভবত এই বাক্যটি وَيَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ-এর বদল ইয়াছে। অবশ্য আয়াতাংশটি وَلَهُ الْمُلْكَ - এর যরফ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ 'আজকের বাদশাহী কাহার? আল্লাহ্র, যিনি একক, মহা প্রতাপান্বিত।'

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

অর্থাৎ 'সেইদিন রহমানের বাদশাহীই কায়েম থাকিবে এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য ভীষণ কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।' এই ধরনের আরো বহু উদাহরণ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ-এর صور শব্দের ব্যাপারে মতদ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

কেহ বলেন ঃ صور হইল صورة-এর বহুবচন। তখন অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'যেদিন শিঙ্গার ফুৎকারে মৃতসমূকে জীবন দেওয়া হইবে।'

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ যেমন বলা হয় ঃ سور البلد। سور এবং ইহা سورة-এর বহুবচন।

সঠিক কথা এই যে, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই নির্দিষ্ট সময়, যখন ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন।

ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ মূলত সেই বাক্যকে সঠিক বাক্য বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে, যেইটির সহিত হাদীসের সাযূজ্য প্রমাণিত হইবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ ইসরাফীল (আ) শিঙ্গায় মুখ দিয়া রহিয়াছেন এবং মাথা ঝুঁকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন যে, কখন ফুৎকারের নির্দেশ হয়। মুসলিম স্বীয় সহীহ্ সংকলনে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ রাসূল! صور কি ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ একটি শিঙ্গা যাহা ফুঁ দেওয়া হয়।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সহিত বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী ও আকাশসমূহের সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া একটি সূর তৈরি করেন এবং সূরটি ইসরাফীল (আ)-কে সমর্পণ করেন। তিনি সূরে মুখ দিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া অধীরভাবে অপেক্ষায় আছেন যে, কখন উহাতে ফুৎকারের নির্দেশ হয়।

তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'সূর' কি? তিনি বলেন ঃ শিঙ্গা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা কেমন ? তিনি বলেন ঃ উহা আকাশের মত বিশাল। যিনি আমাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! উহার ব্যাস পৃথিবী ও আকাশসমূহের সমান। উহা তিনবার ফুঁকানো হইবে। প্রথম ফুৎকার হইবে ভীতি ও পেরেশানী সৃষ্টিকারী। দ্বিতীয় ফুৎকার হইবে সকলকে ধ্বংসকারী এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে সকলকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতকারী। আল্লাহ তা'আলা প্রথম ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন। প্রথম ফুৎকারে পৃথিবীর সকল লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে স্থির রাখিবেন, একমাত্র সেই স্থির থাকিবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ফুৎকার দিবার নির্দেশ না হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম ফুৎকার চলিতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا يَنْظُرُ هٰئُوْلاَءِ الاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ অর্থাৎ 'উহা ভীষণ একটি চীৎকার এবং দরাজ একটি আওয়ায।' এই ভীষণ আওয়াযের কারণে পাহাড়সমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বরফের মত উড়িতে থাকিবে। অতঃপর পৃথিবী ও ইহার বস্তুসমূহ হেলিতে থাকিবে, যেমন তুফানের কবলে পড়িয়া নৌকা দুলিতে থাকে। অথবা ঝুলাইয়া রাখা বাতি যেমন ঝড়ের সময় দুলিতে থাকে। এই অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ - تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ- قُلُوْبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

অর্থাৎ 'সেই দিন দোল দেওয়ার শিঙ্গা ফুঁকানো হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। সেই দিন সকলে ভীষণভাবে ভয় পাইবে।' মানুষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িবে। মা দুধপানকারী বাচ্চার কথা ভুলিয়া যাইবে। গর্ভবতী মহিলার গর্ভ খালাস হইয়া যাইবে। বাচ্চারা অধিক ভয় পাইবে। শয়তান জান বাঁচানোর জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পলাইতে থাকিবে। কিন্তু ফেরেশতারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া নিয়া আসিবে। সেই দিন একে অপরকে ডাকিবে। কিন্তু কেহ কাহারও এতটুকু সহযোগিতা করিবে না, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত।

এই কঠিনতম দিনকেই আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ التَّنَادِ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, যমীন ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে। অভূতপূর্ব এক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে যাহার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ্ই দিতে পারেন। তখন সকল লোক আকাশের দিকে তাকাইবে এবং দেখিবে যে, আকাশ টুকরা টুকরা হইয়া উড়িতেছে, তারকারাজী কক্ষচ্যুত হইয়া যাইতেছে এবং চাঁদ ও সূর্যের আলো উধাও হইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ মৃতদের এই ব্যাপারে কোন খবর থাকিবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) তখন জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল!

فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

- এই আয়াতে কাহাদিগকে ভিন্ন অবস্থায় রাখার কথা বলা হইয়াছে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তাহারা হইল শহীদগণ।

এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হইবে জীবসমূহের। শহীদরা যদিও জীবিত বটে, কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নিকট সমর্পিত। তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হয়। আল্লাহ তাহাদিগকে সেই অবস্থা হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কেননা ইহাও এক প্রকারের শাস্তি। শাস্তি তো পাপীকেই দেওয়া হয়।

এই কথাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَرَوْنَهَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

অর্থাৎ 'হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যেক্ষ করিবে, সেদিন দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিবে, মানুষকে দেখিবে মাতালসদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইচ্ছামত এই অবস্থা দীর্ঘায়িত করিবেন। অতঃপর ইসরাফীলকে সকল মানুষকে মূর্ছিত করার ফুৎকারটি দিতে বলিবেন। ফলে পৃথিবী ও আকাশের সকল জীব বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে বেহুঁশ করিবেন না।

এইভাবে সকলে মরিয়া যাইবে এবং আযরাঈল (আ) আসিয়া আল্লাহকে বলিবেন, হে মহান প্রতিপালক! পৃথিবী ও আকাশসমূহের সকলে মরিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র আপনি যাহাকে যাহাকে জীবিত রাখার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারা ব্যতীত। কে জীবিত আছে তাহা আল্লাহ্র জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কে জীবিত আছে ?

অতঃপর তিনি বলিবেন, হে প্রতিপালক! যে সত্তা চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই সেই, আপনি এবং আরশ বহনকারী ইসরাফীল, জিবরাঈল, মিকাঈল ও আমি জীবিত আছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, জিবরাঈল ও মিকাঈলকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতা বলিবে, হে প্রতিপালক! জিবরাঈল ও মিকাঈলও মরিবে? আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, নিশ্চুপ থাক। আমি আমার আরশের নীচের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর জিবরাঈল এবং মিকাঈল মৃত্যুবরণ করিবেন। অবশেষে আযরাঈল মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্র নিকট আসিয়া বলিবেন, হে প্রতিপালক! জিবরাঈল ও মিকাঈল মারা গিয়াছে।

তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, কে কে জীবিত আছে ? আযরাঈল বলিবে, চিরঞ্জীব সত্তা আপনি, আরশ বহনকারী ফেরেশতা এবং আমি জীবিত আছি। তিনি বলিবেন, আরশ বহনকারীকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। অতঃপর তিনিও মরিয়া যাইবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আরশকে ইসরাফীল হইতে শিঙ্গা তুলিয়া নিবার জন্য আদেশ করিবেন। অতঃপর আযরাঈল আসিয়া বলিবেন, হে প্রতিপালক! আরশ বহনকারী ফেরেশতাও মারা গিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা অবগত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিবেন, এখন কে কে জীবিত আছে ? আযরাঈল বলিবেন, হে প্রভু! চিরঞ্জীব সত্তা আপনি এবং আমি জীবিত আছি। আল্লাহ তখন তাহাকে বলিবেন, তুমি আমার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টি মাত্র। তুমি মরিয়া যাও। তখন আযরাঈল মরিয়া যাইবেন। অতঃপর মহাপরাক্রমশালী, বেনিয়ায আল্লাহ তা'আলা অবশিষ্ট থাকিবেন – যিনি জাতও নন, জনকও নন। অবশেষে তিনি পৃথিবী ও আকাশকে ভাংগিয়া সমান করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর আবার গড়িবেন, আবার ভাংগিয়া ফেলিবেন। এইভাবে তিনবার ভাংগিয়া গড়িয়া স্বয়ং তিনবার বলিবেন, আমি পরাক্রমশালী, আমি পরাক্রমশালী, আমি পরাক্রমশালী। অতঃপর তিনবার বলিবেন, আজ রাজত্ব কাহার? কেহ উত্তর না দেওয়ায় স্বয়ং তিনি বলিবেন, মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহর।

আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ

অর্থাৎ 'সেই দিন পৃথিবী ও আকাশকে নতুনভাবে সৃষ্টি করিয়া বিস্তৃত ও সমান করিয়া দিবেন।' উহাতে বিন্দুমাত্র অসমান ও বাঁকাপনা থাকিবে না।

অতঃপর ভীষণ এক আওয়ায হইবে। ফলে যাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ছিল, তাহারা অভ্যন্তরে এবং যাহারা উপরে ছিল, তাহারা উপরিভাগে যথাস্থানে সংস্থাপিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আরশের নীচ হইতে পানি বর্ষণ করিবেন। ইহার পর আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করার নির্দেশ করিবেন। পর্যায়ক্রমে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হইবে। ফলে বার গজ পরিমাণ পানি উঁচু হইবে। অতঃপর সকল শরীরী বস্তুকে অংকুরিত হওয়ার নির্দেশ দিলে প্রত্যেকে বৃক্ষের মত অংকুরিত হইবে। তাহাদের সর্বাঙ্গ শরীর বাহির হইয়া আসিলে আল্লাহ তা'আলা আরশ

বহনকারী ফেরেশতা ইসরাফীলকে জীবিত করিবেন এবং ইসরাফীলকে শিঙ্গা ধারণ করার আদেশ করিলে তিনি উহা মুখের নিকট সংযত করিয়া রাখিবেন। অতঃপর জিবরাঈল ও মিকাঈলকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আত্মাসমূহকে ডাকিবেন। মুসলমানদের আত্মাসমূহ থাকিবে আলোকময় ও কাফিরদের আত্মাসমূহ থাকিবে অন্ধকার। অতঃপর সকল আত্মা একত্রিত করিয়া শিঙ্গায় রাখিবেন এবং ইসরাফীলকে আত্মা স্ব স্ব শরীরে সংস্থাপনের ফুৎকার দিতে বলিবেন। তিনি তাহা করিবেন। ফলে আত্মাসমূহ মধু মক্ষিকার মত পৃথিবী ও আকাশসমূহের অভ্যন্তরে উড়িতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইযযত ও শক্তির কসম দিয়া বলিবেন, সকল আত্মা স্ব স্ব শরীরে সংস্থাপিত হও। তাই তখন আত্মাসমূহ স্ব স্ব শরীরে প্রবেশ করিবে। আত্মাগুলি শরীরসমূহের নাকের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিবে এবং উহা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষের মত ছড়াইয়া পড়িবে।

অতঃপর যমীন ফাটিতে থাকিবে এবং আমার যমীন (কবর) সর্বপ্রথম ফাটিবে। তখন লোক সকল দৌড়াইয়া তাহাদের প্রভুর দিকে ছুটিতে থাকিবে।

مُهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

অর্থাৎ 'তাহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলিবে, ভয়াবহ এই দিন।'

সকল মানুষ উলঙ্গ এবং খতনাহীন হইবে। তাহারা একখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এইভাবে দীর্ঘ সত্তর বছর কাটিয়া যাইবে। তাহারা কোন বিচারকার্য সম্পাদন হইতে না দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে ও কাঁদিতে থাকিবে। এক পর্যায়ে সকলের অশ্রু শেষ হইয়া যাইবে। ফলে চক্ষু হইতে রক্ত ঝরিতে থাকিবে। মানুষ ঘামের মধ্য হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। ঘাম জমিয়া থুতনি পর্যন্ত উঠিবে। সকলে বলিতে থাকিবে যে, প্রভুর নিকট আমাদের জন্য কাহারো সুপারিশ করা উচিত যাহাতে আর বিলম্বিত না হইয়া আমাদের বিচারকার্য সত্বর শেষ হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সকলে বলিতে থাকিবে, এই জন্য আমাদের আদি পিতা আদম (আ) ব্যতীত কে বেশি উপযুক্ত ? তাঁহাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং স্বয়ং তাঁহার শরীরের মধ্যে আত্মা ফুঁকিয়া দিয়াছেন। সকলে আসিয়া আদম (আ)-এর নিকট তাহাদের আরযী পেশ করিলে তিনি সুপারিশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবেন।

তিনি বলিবেন, ইহার সাহস আমি রাখি না। ইহার পর সকলে দিশাহারা হইয়া নবীগণের নিকট যাইয়া আরযী পেশ করিতে থাকিবে। কিন্তু সুপারিশ করার ব্যাপারে সকলে অপারগতা জানাইবেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর সকলে আমার নিকট আসিবে। আমি তাহাদের আরযীর প্রেক্ষিতে 'ফাহস'-এর সামনে গিয়া সিজদায় লুটিয়া পড়িব।

আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'ফাহস' কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ 'ফাহস' হইল আরশের সম্মুখের অংশ।

এই অবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন ফেরেশ্‌তা আসিয়া আমার বাহু ধরিয়া আমাকে সিজদা হইতে টানিয়া তুলিবেন। আল্লাহ্ আমাকে বলিবেন, হে মুহাম্মদ! আমি বলিব, বলুন হে

প্রভু! আল্লাহ্র জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার বক্তব্য কি? আমি বলিব ঃ হে প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অতএব আজ সেই অধিকার আমাকে দিন এবং লোকদের বিচার শুরু করুন। আল্লাহ বলিবেন, আচ্ছা, তুমি সুপারিশ করিতে পারিবে। এখনই আমি বিচার শুরু করিতেছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি আসিয়া লোকদের মধ্যে দাঁড়াইব। এমন সময় আমরা আকাশ হইতে ভীষণ এক ধরনের আওয়ায শুনিতে পাইয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিব। পৃথিবীর সকল জিন্ন ও ইনসানের দ্বিগুণ ফেরেশ্তা আসিয়া নাযিল হইবেন। তাহারা যমীনের কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইবেন। তাহাদের নূরের ঝলকে যমীন আলোকিত হইয়া যাইবে। তাহারা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন, না, তিনি আসিতেছেন। দ্বিতীয়বার প্রথমবারের দ্বিগুণ ফেরেশতা অবতীর্ণ হইবেন এবং তাহাদের নূরে মানুষ ও জিন্ন সকলেই আলোকিত হইয়া উছিবে। তাহারাও আসিয়া প্রথমোক্ত দলের মত সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবেন। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে আছেন কি? তাহারা বলিবেন না, তিনি আসিতেছেন। তৃতীয়বার দ্বিতীয়বারের দ্বিগুণ ফেরেশতা নাযিল হইবেন। তাহাদের সহিত আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা সহ তিনি আগমন করিবেন। অথচ এখন মাত্র চারজন ফেরেশতা আরশ বহন করিতেছেন। তাহাদের শেষ কদম থাকিবে পৃথিবীর শেষ স্তর পর্যন্ত। তাহাদের একজনের অর্ধেক সমগ্র পৃথিবীর সমান। তাহাদের কাঁধের উপর আরশ। তাহারা মুখে তাসবীহ ও তাহমীদ জপিতে থাকিবেন ঃ

سبحان ذى العزش والجبروت سبحان ذى الملك والملكوت سبحان الحى الذى لايموت سبحان الذى يميت الخلائق ولايموت سبوح قدوس قدوس سبحان ربنا الاعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الاعلى يميت الحلائق ولايموت-

অতঃপর কোন একস্থানে আল্লাহর আসন সংস্থাপিত হইবে। ইহার পর ইথার হইতে একটি গম্ভীর আওয়ায ভাসিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, হে জিন্ন ও ইনসান জাতি! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করার পর হইতে আজ পর্যন্ত নীরব ছিলাম। এতদিন পর্যন্ত তোমরা কি বল তাহা শুনিয়াছি এবং তোমরা কি কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ তোমরা নীরব থাক। কেননা এই হইল তোমাদের আমল ও দপ্তরসমূহ, উহা তোমাদিগকে পড়িয়া শুনান হইবে। যাহার আমল ভাল প্রকাশিত হইবে, সে আল্লাহ্র শোকর কর। আর যাহার আমল খারাপ প্রকাশিত হইবে, সে নিজেকে ধিক্কার দাও। অতঃপর জাহান্নামকে আদেশ করা হইলে উহা হইতে ঘুটঘুটে কালো একটি অবয়ব প্রকাশিত হইবে। অতঃপর তিনি বলিবেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ- وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ- هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ-

'হে বনী আদম! আমি তোমাদিগকে কি আদেশ করি নাই যে, শয়তানের উপাসনা করিও না, কেননা সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, কেননা ইহাই সঠিক পথ। শয়তান তোমাদের অনেককে গুমরাহ করিয়াছে। তোমাদের কি এতটুকু জ্ঞান নাই? এই সেই জাহান্নাম. যে জাহান্নামের অংগীকার তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম।'

অথবা তিনি বলিবেন, যে জাহান্নামের সত্যতা তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে (এই স্থানে বর্ণনাকারী আবূ আসিম সংশয়গ্রস্ত হইয়াছেন)। তাই হে অত্যাচারীর দল! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নেককার ও বদকারদিগকে পৃথক করিয়া দিবেন এবং বলিবেন ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

'প্রত্যেক সম্প্রাদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু হইতে; প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামা দেখিতে আহ্বান করা হইবে এবং বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।'

ইহার পর আল্লাহ পাক জিন্ন ও ইনসান ব্যতীত সকল জীবের বিচারকার্য আরম্ভ করিবেন। প্রত্যেক হিংস্র জানোয়ার ও জন্তুর বিচার করা হইবে। এমনকি শিংওয়ালা অত্যাচারী বকরীর বদলা অত্যাচারিত বকরী দ্বারা গ্রহণ করা হইবে। এইভাবে যখন সকল জীব-জানোয়ারের বিচার সমাপ্ত হইবে,একটি বিচারও যখন নিস্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবে না, তখন আল্লাহ তাহাদিগকে মাটি হইয়া যাইতে বলিবেন।

এই অবস্থা দেখিয়া কাফিররা বলিবে, يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا - 'হায়, আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম!'

অতঃপর মানবজাতির বিচার শুরু হইবে। সর্বপ্রথম রক্তপাত ও হত্যার বিচার করা হইবে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা আসিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের হত্যার বিচার দাবি করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের হত্যাকারীদিগকে নিহতদের মুণ্ড বহিয়া নিয়া আসিতে আদেশ করিবেন এবং তাহারা মুণ্ড নিয়া আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইলে সেই মুণ্ড আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! আপনি ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছে ?

আল্লাহ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি হত্যাকারীকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ? সে জবাবে বলিবে, তোমার ইযযত বুলন্দির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন হ্যাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ। ফলে তাহার অবয়ব সূর্যবৎ আলোকময় হইয়া ঝলমল করিতে থাকিবে এবং ফেরেশতারা তাহাকে বেহেশতের দিকে নিয়া যাইবেন।

এইভাবে আরেক নিহত ব্যক্তি তাহার মুণ্ড ও ভূড়িসহ আসিয়া আল্লাহ্‌র নিকট তাহার হত্যার বিচার দাবি করিয়া বলিবে, হে প্রভূ! আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে আমাকে কেন হত্যা করিয়াছে ? আল্লাহ্ তা'আলার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি তাহাকে কেন হত্যা করিয়াছ ? সে বলিবে, হে প্রভূ! আমি তাহাকে আমার ইযযত বাড়াইবার জন্য হত্যা করিয়াছি। আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি ধ্বংস হইয়া যাও।

এইভাবে প্রত্যেকটি হত্যা ও যুলমের বিচার নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ যে যালিমকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে শাস্তি দিবেন। তেমনি যাহাকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে করুণা করিবেন।

প্রত্যেক যালিমের বিচার এইভাবে হইবে যে, কাহারো বিচার নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকিবে না। এমনকি যে দুধ পানি মিশ্রিত করিয়া বিক্রি করিত, তাহারও বিচার হইবে।

বিচারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে, যাহা সকল সৃষ্টজীব শুনিতে পাইবে। সে বলিবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় স্ব স্ব খোদার নিকট চলিয়া যাও এবং নিজেদের মাবূদের আঁচল ধারণ কর। তখন প্রতিমা ও ভূত পূজারীদের পূজ্য দেবতাগণ পূজারীদের সামনে অপদস্থ হইতে থাকিবে।

একজন ফেরেশতাকে উযায়ের (আ)-এর অবয়ব এবং অপর একজন ফেরেশতাকে ঈসা (আ)-এর অবয়ব দেওয়া হইবে। ফলে ইয়াহূদীরা উযায়ের (আ)-এর পিছনে এবং খ্রিস্টানরা ঈসা (আ)-এর পিছনে চলিতে থাকিবে। ফেরেশতাদ্বয় তাহাদিগকে দোযখের দিকে নিয়া যাইতে থাকিলে তাহারা বলিবে, ইনি যদি আমাদের সত্যিকারের খোদা হইতেন তাহা হইলে তো আমাদিগকে দোযখের দিকে নিয়া যাইতেন না। ফলে তাহারা অনন্তকালের জন্য দোযখবাসী হইয়া থাকিবে।

এক পর্যায়ে মুনাফিকসহ কেবল মুসলমানরা অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। তাহাদের সামনে আল্লাহ তা'আলা স্বেচ্ছায় পরিবর্তিতরূপে আসিয়া বলিবেন, হে লোক সকল! সকলে স্ব স্ব প্রভুর নিকট চলিয়া গিয়াছে, তোমরাও তোমাদের প্রভুর নিকট চলিয়া যাও। তখন মুনাফিকসহ সকলে বলিবে, আল্লাহর কসম! আমাদের প্রভু তো আপনিই ছিলেন। আপনাকে ব্যতীত অন্যকে তো আমরা মানিতাম না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়া পুনর্বার স্বমূর্তিতে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন এবং অদৃশ্য ইংগিতে সকলে বুঝিতে পারিবে যে, এই তাহাদের আল্লাহ এবং তাঁহার আসল রূপ। তখন সকলে সিজদায় লুটিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহারা মুনাফিক, তাহাদের মেরুদণ্ড শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদায় যাইতে পারিবে না। গরুর পিঠের মত তাহাদের মেরুদণ্ড সোজা হইয়া থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, ইহাদিগকে তুলিয়া নিয়া যাও। এক পর্যায়ে তাহারা পুলসিরাতের মুখামুখি হইবে যাহা হইবে তরবারি হইতে ধারালো এবং উহার কোথাও কাঁটা বা কোথাও পিচ্ছিল থাকিবে। মোট কথা পুলসিরাত তাহাদের জন্য হইবে একটি ভয়াবহ দৃশ্য। পুলসিরাতের নীচে ও উপরে এই ধরনের আরও পুল রহিয়াছে। নেককার লোক এই ভয়াবহ পুলটি নিমেষে পার হইয়া যাইবেন। কেহ এক পলকে, কেহ বিজলির গতিতে, কেহ তীব্র হাওয়ার গতিতে, কেহ তেজিয়ান ঘোড়ার গতিতে অথবা কেহ দৌড়াইয়া চলা সওয়ারীরগতিতে অথবা কেহ মানুষের দৌড়ানোর গতিতে এই পুলটি পার হইয়া যাইবে। আবার কেহবা আহত হইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়া যাইবে।

জান্নাতীরা জান্নাতে পৌঁছিয়া গেলে অন্য সকল লোক বলিবে, আমাদিগকে জান্নাতে পৌঁছাইবার জন্য কি কোন সুপারিশকারী আমাদের নাই ? অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ জানাইলে তিনি আপন পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করার যোগ্য নহি। তোমরা নূহের নিকট যাও। কেননা সে আল্লাহর প্রথম রাসূল।

অতঃপর তাহারা নূহ (আ)-এর নিকট গিয়া সুপারিশের জন্য অনুরোধ করিলে তিনি আপন পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তোমরা ইবরাহীমের নিকট যাও। কেননা আল্লাহ তাহাকে স্বীয় খলীল বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট গিয়া তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ করিলে তিনি তাহাদিগকে স্বীয় পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তোমরা মূসার নিকট যাও। কেননা তাহার প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আল্লাহ কথা বলিয়াছেন।

তাহারা সকলে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া তাহদের জন্য সুপারিশের অনুরোধ জানাইলে তিনি স্বীয় পাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, আমি ইহার যোগ্য নহি। তবে তোমরা ঈসার নিকট যাও। কেননা তিনি আল্লাহ একটি নিদর্শন এবং তিনি রূহুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত।

তাহারা সকলে ঈসা ইব্ন মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করার ক্ষমতার অধিকারী নহি। তোমরা মুহাম্মদের নিকট যাও।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অবশেষে তাহারা আমার নিকট আসিবে। আল্লাহ আমাকে তিনটি সুপারিশের অধিকার দিয়াছেন এবং উহার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি জান্নাতের দিকে আসিব এবং জান্নাতের বন্ধ দরজাগুলি নাড়া দিব। অতঃপর জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আমাকে খোশ-আমদেদ জ্ঞাপন করা হইবে।

আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া আল্লাহকে দেখিব এবং সিজদায় লুটিয়া পড়িব। আল্লাহ তখন আমাকে এমন একটি তাহমীদ ও তামজীদ পাঠ করার অনুমতি দিবেন যাহা আমি ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি শিখান নাই।

অতঃপর তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা তোল। তুমি কি সুপারিশ করিতে চাও, কর। তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে এবং তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে। আমি মাথা তুলিলে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি বলিতে চাও ? আমি বলিব, হে প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। অতএব জান্নাতবাসীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল করুন, তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিন। তিনি বলিবেন, আচ্ছা, আমি অনুমতি দিলাম, এই সকল লোক জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! তোমরা জান্নাতে স্বীয় পরিবারের লোক এবং স্ত্রীদিগকে পৃথিবীর চাইতে বেশি তাড়াতাড়ি চিনিতে পারিবে। প্রত্যেক পুরুষ বাহাত্তরজন করিয়া স্ত্রী প্রাপ্ত হইবে। ইহাদের দুইজন হইবে মানবজাতির মধ্য হইতে। এই দুইজনের অন্যান্যদের উপর প্রাধান্য থাকিবে। কেননা পৃথিবীতে বসিয়া ইহারা অনেক নেককাজ করিয়াছে।

তাহারা ইয়াকূত নির্মিত ও মুক্তা সজ্জিত এক-একটি ঘরের মধ্যে স্বর্ণের তখতের উপর বসিয়া থাকিবে। যাহারা সুন্দুস ও ইস্তিবরাকের তৈরি সত্তরটি ঝালর পরিধান করিয়া থাকিবে। তাহাদের কাঁধের উপর হাত রাখিলে হাতের প্রতিবিম্ব তাহাদের সীনার উপরের কাপড় ও শরীর ভেদ করিয়া অন্যদিক হইতে পরিলক্ষিত হইবে। তাহাদের শরীর এতটা স্বচ্ছ হইবে যে, তাহাদের পায়ের গোছার তন্ত্রিসমূহ দেখা যাইবে। উহা ইয়াকূত নির্মিত পায়ার মত মনে হইবে। একের অন্তর অপরের জন্য আয়না স্বরূপ হইবে। ইহাদের ভালবাসার মধ্যে কখনো ভাটা আসিবে না। একে অপরের উপর কখনো বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইবে না।

এমন সময় একটি আওয়াজ হইবে যে, আমি জানি, ইহাতে তোমাদের মন তৃপ্ত হইবে না। তাই তোমরা অন্যান্য স্ত্রী যাহারা রহিয়াছে, তাহাদের নিকট যাও। ফলে সে একজনের পর আরেকজনের নিকট যাইতে থাকিবে। তাহাদের সৌন্দর্য দেখিয়া সে বলিবে, আল্লাহর কসম! তোমার মত সুন্দরী বেহেশতে দ্বিতীয় কেহ নাই। তাই তোমার মত প্রিয় আমার কেহ নয়।

পক্ষান্তরে দোযখবাসীদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করার পর তাহাদের কাহারো পা পর্যন্ত, কাহারো নলার মধ্য পর্যন্ত, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত, কাহারো কোমর পর্যন্ত আর কাহারো কাহারো চেহারা ব্যতীত সমস্ত শরীর আগুনে দগ্ধ হইবে। কেননা চেহারার উপর আগুনের জ্বলন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আমি বলিব, হে প্রভু! আমার দোযখবাসী উম্মতের জন্য আমার সুপারিশ কবূল করুন। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমার জানামতে তোমার উম্মতদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। ফলে আমার কোন উম্মত আর দোযখে থাকিবে না।

অতঃপর সাধারণ সুপারিশের অনুমতি হইলে প্রত্যেক নবী ও শহীদগণ নিজ নিজ লোকের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ পেশ করিবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, যাহার অন্তরে দীনার পরিমাণ ওজনের ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিতে পার।

অতঃপর বলিবেন, যাহার অন্তরে এক দীনারের দুই-তৃতীয়াংশ, এক দীনারের এক-তৃতীয়াংশ, এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ, অবশেষে যাহার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে, তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লও। সবশেষে যে জীবনে কোন ভাল কাজ করিয়াছে, তাহাকেও মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে সুপারিশের উপযুক্ত কোন লোক জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ তা'আলা তখন মনে মনে বলিবেন, কেহ যদি আমার কাছে আরও সুপারিশ করিত!

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, এখনো অনেক লোক দোযখে অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহারা জ্বলিতেছে, অথচ আমি আরহামুর-রাহিমীন। ফলে তিনি স্বীয় হস্ত দোযখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অসংখ্য দোযখবাসীকে বাহির করিয়া আনিবেন। যাহারা পুড়িয়া পুড়িয়া কয়লার মত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তুলিয়া আনিয়া বেহেশতের 'আল-হায়ওয়ান' নামক নহরে রাখা হইবে। তাহারা ঝিলের পাড়ের শাক-সবজির মত পুনরায় তরতাজা হইয়া উঠিবে। তাহাদের কপালের উপর লিখা থাকিবে 'আল্লাহর আযাদকৃত জাহান্নামী।' ইহা দ্বারা জান্নাতবাসীরা বুঝিবে যে, এই লোকেরা কিছু ভাল কাজ করিয়াছিল।

এইভাবে দীর্ঘদিন থাকার পর তাহারা আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিবে যে, হে প্রভূ! আমাদের কপালের এই লেখা নিশ্চিহ্ন করিয়া দাও। ফলে উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

এই দীর্ঘতম হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ বটে কিন্তু গরীব। বিভিন্ন হাদীস হইতে সংগ্রহ করিয়া এইভাবে দীর্ঘাকারে উপস্থাপন করা হইয়াছে। অবশ্য ইহার কিছু কিছু অংশ বা বাক্য অগ্রহণযোগ্য।

একমাত্র মদীনার বিচারপতি ইসমাঈল ইবন রাফে এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন। অবশ্য এই ব্যক্তির ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে। কেহ বলেন যে, তিনি সিকাহ রাবী আর কেহ বলেন, তিনি দুর্বল রাবী। কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতে হাদীস গ্রহণই করেন নাই। যেমন আহমদ ইবনে হাম্বল, আবূ হাতিম রাযী ও আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস। আবার কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার হাদীস প্রত্যাখাত। ইবনে আদী বলেন, এই হাদীসটিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা হাদীসটির সকল রাবীই অত্যন্ত দুর্বল।

আমার কথা হইল, এই হাদীসটির সনদের ব্যাপারে ইখতিলাফ রহিয়াছে এবং তাহা আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি। তবে এই হাদীসটির বক্তব্য বেশ আশ্চর্যজনক এবং জ্ঞানের খোরাক। দ্বিতীয়ত, এই দীর্ঘ বর্ণনাটি একটি হাদীস নয়, বরং একাধিক হাদীস হইতে সংকলন করা হইয়াছে। হয়ত এই জন্যই হাদীসটি অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

আমি আমার উস্তাদ হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী (র)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, ওলীদ ইবনে মুসলিমের একটি সংকলনে তিনি ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা একটিমাত্র হাদীস নয়, বরং একাধিক হাদীসের সংকলন মাত্র। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٧٤) وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٧٥) وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

(٧٦) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

(٧٧) فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ○

(٧٨) فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

(٧٩) اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৭৪. "স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন ? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।"

৭৫. "এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হয়।"

৭৬. "অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক; অতঃপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।"

৭৭. "অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক; যখন ইহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।"

৭৮. "অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ; যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, তাহা হইতে আমি পবিত্র।"

৭৯. "আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।"

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না, বরং তাহার পিতার নাম ছিল 'তারিখ'। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবূ আসিম আন-নাবীল (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ॥ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ

এই আয়াতাংশের اَزَرَ পদটির অর্থ সম্পর্কে বলেন যে, اَزَرَ অর্থ হইল প্রতীক। মূলত ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারিখ, মাতার নাম শানী ও স্ত্রীর নাম সারা এবং ইসমাঈল (আ)-এর মাতার নাম হাজেরা।

একদল আলিমও বলিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম ছিল তারিখ।

মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছেন ঃ মূলত আযর একটি প্রতিমার নাম।

তবে আমাদের কথা হইল যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতা এই আযর নামক প্রতিমাটির পরিচর্যা করিত বিধায় তাহাকেও আযর নামে ডাকা হইত। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইব্ন জারীরসহ অনেকে বলিয়াছিলেন যে, আযর নিন্দা ও দোষ প্রকাশমূলক একটি শব্দ। ইহার অর্থ হইল টেড়া। তবে এই বর্ণনাটি সনদহীন। এই ধরনের কথা আর কাহারো নিকট হইতে বর্ণিতও হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......মুতামির ইব্ন সুলায়মান হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান বলেন ঃ 'আযর' অর্থ টেড়া। সাধারণত এই শব্দটি ব্যাঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ্গ প্রকাশার্থে হযরত ইবরাহীম (আ) এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ তবে সঠিক কথা হইল যে, তাঁহার পিতার নাম ছিল আযর। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার পিতার নাম তারিখ।

অবশ্য তিনি ইহার মীমাংসায় বলেন যে, তাহার দুইটি নাম ছিল। অধিকাংশ আলিম এই মত পোষণ করিয়াছেন। অথবা তাহার একটি নাম ছিল উপাধি স্বরূপ। এই মতটি শক্তিশালী, উপরন্তু সুন্দরও বটে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতাংশের পঠনের ব্যাপারে আলিমদের মাঝে ইখতিলাফ রহিয়াছে। আবূ ইয়াযীদ আল-মাদানী ও হাসান বসরী হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে এইভাবে পড়িতেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَهِيْمُ لاَبِيْهِ اٰزَرُ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً

উহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'হে আযর! তুমি কি প্রতিমাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর ?' জমহূর উলামা ইহাকে যবর দিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই শব্দটি عَلَمٌ ও غير منصرف এবং لاَبِيْه হইতে বদল হইয়াছে অথবা عطف بيان হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মতটি সর্বাপেক্ষা সঠিক বলিয়া মনে হয়।

যাহারা ইহাকে نعت হিসাবে পেশ দিয়া পাঠ করেন তাহারা أحمر ও اسود -এর মত غير منصرف মনে করেন।

পক্ষান্তরে একদলের এই ধারণা যে, উহা معمول বা مفعول হওয়ার কারণে মানসূব হইয়াছে অর্থাৎ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا -এর মধ্যে يا ابت اتخذ ازر اصناما الهة বাক্যটি উহ্য রহিয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ 'হে পিতা! আযর মূর্তিকে তুমি ইলাহরূপে মান্য কর ?'

অথচ ব্যাকরণ হিসাবে এই অর্থ সঠিক নয়। কেননা জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ সব সময় তাহার সামনের বাক্যকে প্রভাবিত করে, কখনো পিছনের বাক্যকে প্রভাবিত করে না। দ্বিতীয়ত, জিজ্ঞাসাসূচক শব্দ সব সময় মূল কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ইব্‌ন জারীরও এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, এই কথা আরবী ব্যাকরণমতে সর্ববাদীসম্মত। এই ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশ নাই।

তাহা ছাড়া এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইল ইবরাহীম (আ)-এর তাঁহার পিতাকে মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া এবং সতর্ক করা। অবশ্য ইহার পরও তাঁহার পিতা মূর্তি পূজা হইতে বিরত হয় নাই। যথা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً؟

অর্থাৎ 'ইবরাহীম তাহার পিতাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ ভাবিয়া মূর্তিকে পূজা কর ?'

اِنِّىْ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ অর্থাৎ 'যাহার ফলে আমি তোমাকে এবং তোমার সম্প্রদায় ও অনুসারীদিগকে নিপতিত দেখিতেছি' فِىْ ضَلَلٍ مُّبِيْنٍ 'স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।' অর্থাৎ তুমি ও তোমার দর্শনের উপর যাহারা চলে, তাহারা বিরাট গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছ। ক্রমেই তোমরা এই পথ ধরিয়া সত্য হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইবে। এই অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের মুক্তি পাওয়া সুদূর পরাহত। আর তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখিয়া প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তি তোমাদিগকে অজ্ঞ ও গুমরাহ বলিতে বাধ্য।

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا- اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَايَسْمَعُ وَلَايُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا- يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاۤءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا- يٰاَبَتِ لَاتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا- يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا- قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا- قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا-

অর্থাৎ 'স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নবী। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজে আসে না, তুমি তাহার ইবাদত কর কেন ? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে সেই জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি শয়তানের সাথী হইয়া পড়িবে। পিতা বলিল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেবদেবী হইতে বিমুখ হইতেছ ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। ইবরাহীম বলিল, তোমার নিকট হইতে বিদায়। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।'

এইভাবে ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতার জীবিতকাল পর্যন্ত তাহার পাপ মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করার পর তিনি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার পিতার শিরকীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা বেকার। ফলে তিনি তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা হইতে নিবৃত্ত হন। যেমন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

অর্থাৎ 'ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া; অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল।'

সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাহার পিতা আযরের সাক্ষাত হইলে সে ইবরাহীম (আ)-কে বলিবে; হে নবী! আজ আর আমি তোমার মতের বিপরীতে চলিব না। তখন ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন করিবেন, হে প্রভু!

আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন অপমানিত করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অথচ আজ আমার পিতার যে অবস্থা তাহার চেয়ে বড় অপমান ও লজ্জা আমার জন্য আর কি হইতে পারে ? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছনের দিকে তাকাও। তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন যে, কাদা মাখা একটি জন্তুকে টানিয়া জাহান্নামের দিকে নিয়া যাওয়া হইতেছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

'এইভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই।'

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা ও সৃষ্টিসমূহ অবলোকন করানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রমাণ দেখাই। ফলে এই কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আল্লাহই একমাত্র ইলাহ ও প্রতিপালক। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'তুমি বল, তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর বস্তুসমূহ গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন কর।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ 'কেন তাহারা দৃষ্টির গভীরতা নিয়া লক্ষ্য করিতেছে না আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থার প্রতি।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ-

অর্থাৎ 'তাহারা তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী আছে, তাহা কি লক্ষ্য করে না ? আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা তাহাদের উপর আকাশের খণ্ড-বিশেষের পতন ঘটাইব। আল্লাহ্‌র নৈকট্যকামী প্রতিটি দাসের জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।'

মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে ইব্‌ন যুবায়র বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টির সামনে আকাশের সকল কিছু ছিল উদ্ভাসিত। তিনি সব কিছু দেখিতে পাইতেন। এমন কি আরশ পর্যন্ত ছিল তাঁহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত। উপরন্তু পৃথিবীর মাটির অভ্যন্তর ভাগেরও সবকিছু ছিল তাঁহার সামনে স্পষ্ট। এক কথায় তিনি লোকচক্ষুতে সবকিছুই দেখিতে পাইতেন।

কেহ আরো বাড়াইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মানুষের পাপ দেখিতে পাইতেন এবং পাপ দেখিতে পাইয়া পাপীর জন্য অমঙ্গল কামনা করিতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে

বলিয়াছেন যে, হে ইবরাহীম! আমি আমার বান্দার প্রতি অতিশয় দয়ালু এবং প্রত্যেক পাপীরই তাওবা করার অথবা পাপ হইতে পূণ্যের পথে আসার ব্যাপক সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

মু'আয ও আলী (রা) হইতে ইব্ন মারদুবিয়াও এইরূপ দুইটি মরফূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীস দুইটির সনদ সহীহ্ নয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীর সূত্রে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِى اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে ইবরাহীম (আ)-কে আকাশ ও পৃথিবীর সকল গুপ্ত বস্তু অবলোকন করাইয়াছেন। এমনকি মানুষের নেকী-বদীর আমলও তিনি দেখিতে পাইতেন। এক পর্যায়ে তিনি পাপীদিগকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, তুমি এমন কাজ করিও না।

এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রখর আত্মিক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তিনি সৃষ্টির গোপন রহস্যসমূহ অবলোকন করিয়া আল্লাহ্র প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্র পরিচয় ও তাঁহার রহস্য সম্পর্কে পরিমিত জ্ঞান লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। এইভাবে পার্থিব এবং অপার্থিব বিষয়ের উপর তাঁহার অগাধ জ্ঞান লাভ হয়। উহার মধ্যে তিনি আল্লাহ্র একত্বতার অকাট্য প্রমাণ খুঁজিয়া পান।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর বর্ণিত নিদ্রা সম্পর্কিত সহীহ হাদীসটিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ একদা আমি নিদ্রায় উত্তম একটি অবয়বে আমার প্রভুকে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্মদ! ঊর্ধ্ব জগতে কি নিয়া আলোচনা হইতেছে? আমি বলিলাম, হে প্রভু! আমি জানি না! অতঃপর তিনি আমার কাঁধের উপর তাঁহার একখানা কুদরতী হাত রাখেন। বস্তুত সেই হাতের হিমেল ছোঁয়া এখনো আমি আমার হৃদয়ে অনুভব করি। ইহার পর হইতে সকল রহস্যের জট খুলিয়া যায় এবং সকল কিছু আমি নিজ চোখে দেখিতে পাই।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কেহ বলিয়াছেন, এই আয়াতাংশের واو শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ আয়াতটি হইবে এইরূপ ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ

তবে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ

কেহ বলিয়াছেন ঃ واو টি অতিরিক্ত নয়; বরং ইহা দ্বারা পিছনের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অর্থাৎ এইসব তাহাকে দেখান হইয়াছে যাহাতে সে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অনড় বিশ্বাসী হইতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ অর্থাৎ 'রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আড়াল বা আচ্ছন্ন করিল।'

رَاَ كَوْكَبًا অর্থাৎ 'তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল' ঃ قَالَ هٰذَا رَبِّىْ অর্থাৎ ইহাই আমার প্রতিপালক।' اَفَلَ অর্থ غَابَ অর্থাৎ অস্তমিত হওয়া।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার বলেন ঃ اَفَلَ অর্থ তিরোহিত হওয়া।

ইব্ন জারীর বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ افل النجم يأفل– افولا– يأفل ও افلا অর্থাৎ আরবী পরিভাষায় অস্তমিত হইয়া যাওয়াকে اَفَلَ বলা হয়।

যথা আরবী কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

مصابيح ليست باللوتى تقودها * دياج ولا بالافلات الزوائل

সাধারণত বলা হয় ঃ اين افلت عنا অর্থাৎ 'আমাদের নিকট হইতে গায়েব হইয়া কোথায় গেল ?'

অতঃপর ইবরাহীম (আ) বলেন ঃ لَاۤ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ অর্থাৎ 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পসন্দ করি না।'

এই প্রসঙ্গে কাতাদা বলেন ঃ তিনি জানিতেন যে, তাঁহার প্রতিপালক সর্বক্ষণ বর্তমান। কখনো ক্ষণিকের জন্যও তিনি তাঁহার আসন হইতে সরিয়া বসেন না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا 'যখন সে চন্দ্রকে উদিত হইতে দেখিল।' তখন বলিল, قَالَ هٰذَا رَبِّىْ 'ইহা আমার প্রতিপালক।' যখন ইহাও অস্তমিত হইল, তখন সে বলিল ঃ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ 'আমাকে আমার প্রভু সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব।'

فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ 'অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদিত হইতে দেখিল তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক।' অর্থাৎ এই জ্বলজ্বলে উজ্জ্বল উদীয়মান আলোকটিই আমার প্রভু। কেননা هٰذَا اَكْبَرُ 'ইহা সর্ববৃহৎ।' অর্থাৎ ইহা নক্ষত্র ও চন্দ্রের তুলনায় অনেক বড় এবং ইহার আলোকও অত্যন্ত বেশি।

فَلَمَّا اَفَلَتْ 'যখন ইহাও অস্তমিত হইল', তখন সে বলিল ঃ

يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ * اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

অর্থাৎ 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, তাহা হইতে আমি মুক্ত। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।' মোট কথা আমি আমার দীনের প্রতি আন্তরিক এবং ইবাদতের ব্যাপারে একনিষ্ঠ। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ অর্থাৎ 'যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মত বহু জগত সৃষ্টি করিয়াছেন।'

حَنِيْفًا অর্থাৎ 'এখন আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত।' 'হানীফ' অর্থ শিরক হইতে তাওহীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়া।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ 'আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।'

এখানে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আলোচনাটি স্বগত সংলাপ, না বাদানুবাদের উদাহরণ ?

ইব্‌ন জারীর (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একটি স্বগত সংলাপমাত্র। ইব্‌ন জারীরও لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ এই আয়াতাংশের দলীলে এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ তখন তিনি সেই গুহা হইতে বাহিরে আসেন যে গুহায় তাঁহার মা তাঁহাকে প্রসব করিয়াছিলেন। নমরূদ ইব্‌ন কিনআনের ভয়ে তাঁহারা সেই গুহায় নিরাপদ আশ্রয় নিয়াছিলেন। কেননা নমরূদকে তাহার জ্যোতিষীরা পূর্বেই অবহিত করিয়াছিল যে, এই রাজ্যে এমন একটি সন্তান জন্ম নিতে চলিয়াছে যাহার হাতে তাহার বাদশাহীর পতন ঘটিবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে নমরূদ পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে জন্ম নেওয়া সকল শিশুকে হত্যা করার জন্য আদেশ করিল। ফলে ইবরাহীম (আ)-এর গর্ভবতী মাতার যখন প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসে, তখন তিনি শহর ছাড়িয়া দূরবর্তী একটি পাহাড়ের গুহায় গিয়া ইবরাহীমকে প্রসব করেন এবং ইবরাহীমকে তিনি সেখানে রাখিয়া চলিয়া আসেন। এই সময় ইবরাহীম (আ)-কে কেন্দ্র করিয়া বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। যাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই আলোচনাটি ছিল একটি বিতর্কমূলক। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে তাহাদের হাতে গড়া প্রতিমা পূজার অসারতা প্রমাণ করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। তবে তাঁহার বক্তব্যের প্রথম শ্রোতা ছিল তাঁহার পিতা। তাহারা মাটি দ্বারা ফেরেশতাদের প্রতিকৃতি তৈরি করিয়া পূজা করিত। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল এই সব পূজ্য ফেরেশতারা পরকালে তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে। অবশ্য এইসব প্রতিমা প্রতিকৃতির প্রতি ইহার পূজারীদেরও তেমন কোন আস্থা নাই। তবে মাধ্যম হিসাবে তাহারা খাদ্য ও পানীয় এবং পার্থিব সাহায্য-সহযোগিতা সহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য এইসব প্রতিমার পূজা করিত। তাই এইসব পরিত্যাগ করার জন্য ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন।

তাহারা যে সকল নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের পূজা করিত, তাহা ছিল সাতটি। যথা ঃ চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলোকদীপ্ত হইল সূর্য, ইহার পর চন্দ্র, ইহার পর শুক্র।

প্রথমে ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে শুক্রগ্রহের তুলনা দিয়া বলেন যে, ইহা একটি নক্ষত্রমাত্র যাহা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া কক্ষপথে আবর্তিত হয়। সে তাহার নির্ধারিত সীমার বামে বা ডাইনে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না। উপরন্তু সে নিজে কিছু করার বা স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতাও রাখে না। উহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বা আলোকপিণ্ডমাত্র। উহা পূর্বদিক হইতে উদিত হয় এবং পশ্চিমদিকে গিয়া অস্তমিত হইয়া চোখের অন্তরালে চলিয়া যায়। এইভাবে প্রত্যেক রাতে ইহার উদয় ঘটে এবং কয়েক ঘন্টা পর অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। অতএব

এই ধরনের বস্তু ইলাহ হইবার অধিকার রাখে না।

এইভাবে রাতের দিকে চন্দ্রের উদয় ঘটে এবং কিছু পরে তাহাও অস্তাচলে ডুবিয়া যায়। ইহার পর সূর্যের কথা আসিলে তাহাও দেখা যায় যে, এত আলো নিয়া আসিয়া তাহাও পশ্চিমের দিকে ডুবিয়া যায় এবং এত আলোর পৃথিবী আঁধারে ঢাকিয়া যায়। অতএব যাহা অস্তমিত হইয়া যায়, তাহা ইলাহ হইতে পারে না। উহা যে অস্থির এবং ঘূর্ণায়মান, ইহাই তো ইলাহ না হইবার জন্য একটি অকাট্য দলীল। অতএব এইসবের পূজা করা অবান্তর।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এক পর্যায়ে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন ঃ يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تَشْرِكُوْنَ- 'হে আমার জাতি! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর তাহা হইতে আমি পবিত্র।' অর্থাৎ তোমরা যে সকল প্রতিমা-মূর্তির পূজা কর আমি তাহা হইতে মুক্ত। যদি তাহারা সত্যিকার ইলাহ হইয়া থাকে তবে তোমরা তাহাদের সহযোগিতায় আমার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হও। কেননা-

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।' অর্থাৎ আমি এই সকলের সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করিয়া থাকি যিনি ইহাদের ধ্বংস ও পুনর্জন্মের ক্ষমতা রাখেন এবং ইহাদের ভাগ্যলিপি সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাদের প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। উপরন্তু যিনি এই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, আমি তাঁহার ইবাদত করি। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে ইহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, সকলই তাঁহারই আজ্ঞাধীন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। পবিত্রতা সেই মহান বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌র।'

অতএব ইহা কিভাবে হইতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সত্যতা যাঁচাইয়ের ব্যাপারে চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন?

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهٖ عَالِمِيْنَ - اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ

অর্থাৎ 'আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই যে মূর্তিগুলি, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ, এই গুলি কি ?'

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- شَاكِرًا لِاَنْعُمِهِ اجْتَبٰهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ- ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ 'ইবরাহীম ছিল বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতীক। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরলপথে। আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মঙ্গল এবং পরকালেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; ইবরাহীম অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ 'বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।'

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্মলাভ করে।

সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইব্ন হাম্মাদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, আমি আমার প্রত্যেক বান্দাকে সত্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছি।

উপরন্তু কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্র প্রকৃতির দীনকে অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্র প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নাই।'

কুরআনে আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

অর্থাৎ 'স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই।'

এই আয়াতের মর্মার্থ অনেকটা নিম্ন আয়াতের সম্পূরক ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ 'আল্লাহ পাক মানুষকে আল্লাহ্র ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন।' এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসিবে।

বলা বাহুল্য, এই সকল আয়াত যখন মানুষের প্রকৃতিগত সত্যানুসারী হওয়ার সাক্ষ্য দিতেছে, তখন আমরা কিভাবে বলিব যে, ইবরাহীম (আ) প্রকৃতিগতভাবে সত্যানুসারী ছিলেন না ? অথচ তিনি মানব ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। অতএব আল্লাহ্র অস্তিত্বের সত্যতার প্রমাণে তিনি চিন্তা ও প্রমাণের আশ্রয় নিবেন ইহা ভাবাই যায় না। বরং এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিষয়ে তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইযাছিলেন। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় শিরকের মধ্যে লিপ্ত ছিল। ইবরাহীম (আ) দলীল দ্বারা তাহাদের ইলাহসমূহের অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যে আল্লাহ্র অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয় পোষণ করিবেন, এই কথা অবান্তর এবং কল্পনাতীত।

(٨٠) وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ ؕ وَلَآ اَخَافُ مَا
تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

(٨١) وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ؕ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٨٢) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○ع

(٨٣) وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

৮০. "তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর, তাহাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ?"

৮১. "তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব ? যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্র শরীক করিতে তোমরা

ভয় কর না; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?"

৮২. "যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য, তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।"

৮৩. "এবং ইহা আমারই যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম (আ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বর্ণনা করেন যে, যখন তুমি তোমার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাওহীদ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে ঃ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ

অর্থাৎ 'তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে ? অথচ তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং হিদায়াত দান করিয়াছেন।' আমার নিকট তাঁহার একত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব আমি তোমাদের ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা সংশয়ের পক্ষ কিভাবে অবলম্বন করিতে পারি ?

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَلَا اَخَافُ مَاتُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا

'আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর, তাহাকে আমি ভয় করি না।' অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তিহীন কথার বিপক্ষে আমার জোরালো যুক্তি রহিয়াছে। আসলে তোমাদের হাতে তৈরি এই মূর্তি তো কোন শক্তি রাখে না এবং কোন কাজ করার যোগ্যতাও তো রাখে না। তাই আমি ইহাকে ভয় করি না এবং ইহাকে কোন মূল্য দেই না। তবুও যদি তোমরা মনে কর যে, তোমাদের প্রতিমা কিছু করিতে পারে, তবে সে আমার ক্ষতি করুক এবং সে উহা করিলে তখন আমার ব্যাপারে তোমাদের কোন কৃপাও প্রদর্শন করিতে হইবে না। যদি পারে তো সে আমার ক্ষতি করুক।

আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا

অর্থাৎ 'যদি না আমার প্রভু অন্যবিধ ইচ্ছা করেন।' এই অংশটি 'ইসতিসনা মুনকাতি' অর্থাৎ কেহ কোন ক্ষতি বা উপকার করিতে পারিবে না একমাত্র আল্লাহ্র মরযী ব্যতীত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا

'সব কিছুর জ্ঞান তাঁহারই আয়ত্তাধীন, কোন কিছুই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে নয়।'

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ 'তোমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি যে সকল প্রমাণ পেশ করিতেছি সে ব্যাপারে তোমরা কি মোটেও চিন্তা কর না ?' বাস্তবিকই তোমাদের মূর্তিমান প্রভুগুলি মিথ্যা। অতএব তোমরা উহাদের পূজা হইতে বিরত থাক।

এই দলীলটি কওমে 'আদের নবী হযরত হূদ (আ)-এর মত হইয়াছে।' উহা কুরআনে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি তাঁহার কওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

قَالُوْا يَاهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ- اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اَعْتَرَكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ- مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنِ- اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِهَا-

অর্থাৎ 'উহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই; তোমার কথায় আমরা আমাদের ইলাহদিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমার উপর বিশ্বাসী নহি। আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের ইলাহদের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ প্রভাব দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত সেই সব ইলাহ হইতে পবিত্র যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক কর। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোন জীবজন্তু নাই যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত যে বাতিল প্রতিমাসমূহের তোমরা ইবাদত কর, আমি উহাদিগকে কিরূপে ভয় করিব ?'

وَلاَ تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا

অর্থাৎ 'অথচ তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর, সে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্র শরীক করিতে তো তোমরা ভয় কর না।

ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ অনেক পূর্বসূরী বলেন ঃ سُلْطَانًا অর্থ প্রমাণ বা সনদ।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ 'ইহাদের এমন কতগুলি দেবতা আছে যাহারা ইহাদের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের, যাহার অনুমতি আল্লাহ ইহাদিগকে দেন নাই।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ

অর্থাৎ 'তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা এমন কতগুলি নামের ইবাদত করিতেছ যাহা শুধু তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ; এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নাই।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

'সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী?'

অর্থাৎ তোমরাই বল যে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কোন্ দল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ? যে আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন সেই আল্লাহ সত্য, না যে দেবতা নিশ্চল-নির্বাক বস্তু মাত্র এবং কাহারো কোন অপকার বা উপকার করার শক্তি রাখে না, সেই দেবতা ?

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা একনিষ্ঠতার সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করিয়াছে এবং কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করে নাই, কিয়ামত দিবসে তাহারা নিরাপত্তার সহিত থাকিবে। আর তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয়কালে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে।

বুখারী (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কে না স্বীয় নফসের উপর যুলম করে ? তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। অর্থাৎ 'বড় যুলম হইল শিরক করা।'

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ "যখন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্বীয় নফসের উপর যুলম না করে কে ? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন ঃ তোমরা কি শুন নাই যে, জনৈক বুযর্গ উপদেশ স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ হে বৎস! আল্লাহ্র শরীক করিও না, কেননা শিরক সর্বাপেক্ষা বড় যুলম। এখানে যুলম বলিয়া শিরককে বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, কে স্বীয় নফসের উপর যুলম করে না ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছ তাহা নয়। বরং জনৈক বুযর্গ স্বীয় পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

يٰبُنَيَّ لَاتُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ 'হে বৎস! আল্লাহ্র সহিত শরীক করিও না। কেননা নিঃসন্দেহে শিরক সর্বাপেক্ষা বড় যুলম।'

উমর ইব্ন তুগলাব আল-নিমেরী (র) ......আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ যখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়, তখন সাহাবাগণ এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করিলে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন ঃ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয়ই শিরক অবশ্যই বড় যুলম। তাই যুলম অর্থ শিরক।

বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, কে স্বীয় নফসের যুলম না করে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমারা কি জান না যে, জনৈক বুযর্গ তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - 'নিশ্চয়ই শিরক অবশ্যই বড় যুলম।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলেন, বিশ্বাসকে সীমালংঘন দ্বারা যাহারা কলুষিত করিয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে গণ্য নহ।

আবূ বকর সিদ্দীক, উমর (রা), উবাই ইব্‌ন কা'ব, সালমান, হুযায়ফা, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমর (রা), আমর ইব্‌ন শুরাহবীল, আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী (রা) এবং মুজাহিদ, ইকরিমা, নাখঈ, যাহ্‌হাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ......আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ যখন وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ এই আয়াতটি নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমাকে বলা হইয়াছে যে, তুমিও উহাদের অনুরূপ।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বাহির হই। যখন আমরা মদীনার বাহিরে চলিয়া আসি, তখন আমাদের দিকে আগত একজন সওয়ারীর দিকে ইঙ্গিত করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেন ঃ এই সওয়ারী তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আসিতেছে। সওয়ারী আমাদের নিকটে আসিয়া সালাম দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে প্রশ্ন করেন, কোথা হইতে আসিয়াছ ? সে বলিল, আমি আমার পুত্র-পরিবার ও সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখ ? সে বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বল, আমিই আল্লাহ্‌র রাসূল। সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ঈমান সম্বন্ধে আমাকে বলুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। আর নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং হজ্জ পালন করিবে।

সে বলিল, আমি এইসব বিশ্বাস করি। অতঃপর লোকটি রওয়ানা করিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ তাহার উটের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে পতিত হইলে উটটি কাত হইয়া পড়িয়া যায়। সাথে সাথে লোকটিও মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং গর্দান ভাংগিয়া যায়। ফলে লোকটি তৎক্ষণাৎ মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন বলেন ঃ এই লোকটিকে দেখাশুনা করা আমার দায়িত্ব।

অতঃপর ত্বরিৎবেগে আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার ও হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) লোকটির নিকট গিয়া উপস্থিত হন এবং তাহাকে ধরিয়া বসান। ইহার পর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকটি মারা গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়ান। অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা জান, আমি কেন হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়াছিলাম ? আমি দেখিতেছিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা লোকটির মুখে ফল দিতেছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিলাম, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

ইহার পর বলেন ঃ এই লোকটি আল্লাহ কর্তৃক প্রশংসিত সেই লোকদের মত, যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই।

অতঃপর বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দাফনের ব্যবস্থা কর। এই আদেশের পর তাঁহারা তাহাকে গোসল দেন, কাফন পরান এবং খুশবু লাগান।

যখন তাহারা তাহাকে বহন করিয়া কবরের দিকে নিয়া যাইতেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাশরীফ নিয়া আসেন ও কবরের পার্শ্বে আসিয়া বসেন এবং বলেন ঃ বগলী কবর খনন কর, খোলা কবর খুড়িও না। আমাদের কবর বগলী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা অন্য জাতিরা খোলা কবর খনন করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) ......জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহও এইরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উহাতে এই কথা বেশি বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ যাহারা কম আমল করিয়া বেশি সওয়াবের অধিকারী হয়, এই লোকটি তাহাদের অন্যতম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। হঠাৎ জনৈক বেদুঈন সামনে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেই আল্লাহ্র শপথ! যিনি আপনাকে সত্যের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। সত্য সত্য আমি আমার এলাকা, ঘরবাড়ি, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ ছাড়িয়া আপনার নিকট আসিয়াছি একমাত্র হিদায়াত লাভ করার জন্য। খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা ও যমীনের ঘাস খাইতে খাইতে আপনার দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনি আমাকে দীন শিক্ষা দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে দীন শিক্ষা দেন এবং লোকটি তাহা কবূল করিয়া নেন।

লোকাটির কথা শুনিয়া আমরা তাহার চতুর্দিকে জড়ো হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর লোকটি উটের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাওয়ার জন্য পথ ধরিলে জংলী ইঁদুরের গর্তে তাহার উটের পা পড়িয়া যায়। ফলে লোকটি উটের পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে সত্তা আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সেই সত্তার শপথ! লোকটি যাহা বলিয়াছিল, সত্য বলিয়াছিল। সত্যই লোকটি একমাত্র হিদায়াতপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে দেশবাড়ি, ধন-সম্পদ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। সত্যই লোকটি পথে পথে ঘাসপাতা খাইতে খাইতে আমার নিকট আসিয়াছিল। তোমরা কি শুনিয়াছ যে, অনেক লোকে কম আমল করিয়া বেশি নেকীর ভাগী হয় ? এই লোকটি তাহাদের একজন। তোমরা শুনিয়াছ কি যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদের জন্যই এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত ? নিশ্চয়ই এই লোকটি সেই লোকদেরই একজন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই লোকটি আমল করিয়াছে স্বল্প বটে, কিন্তু সওয়াবের ভাগী হইয়াছে বড় অংকের।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়ালা আল-কূফীর সনদে ইব্ন মারদূবিয়া (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যিয়াদ ইব্‌ন খায়সামা (র)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাখবারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে দান করা হইয়াছে সে যদি দানপ্রাপ্তির পর শোকর করে, যাহাকে বঞ্চিত করা হইয়াছে সে যদি সবর করে এবং যাহাকে অত্যাচার করা হইয়াছে সে যদি অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়। এই পর্যন্ত বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নিশ্চুপ হইয়া যান। ফলে সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে এই ব্যক্তি কি পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবে ? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -'নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

'এবং ইহা আমার যুক্তি যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়।' অর্থাৎ এই ধরনের যুক্তি ও বিতর্ক আমি ইবরাহীমকে শিক্ষা দিয়াছিলাম।

মুজাহিদ প্রমুখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই কথা বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় বলিয়াছিলেন ঃ

وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَاتَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব ? অথচ যাহার বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই, তাহাকে আল্লাহ্‌র শরীক করিতে তোমরা ভয় কর না। সুতরাং তোমরা যদি জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী ?'

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীকৃতি দিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'যাহারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসকে যুলম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য, তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।'

এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা উপসংহার স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ

অর্থাৎ 'ইহা আমার যুক্তি যাহা আমি ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি।'

এখানে درجات -কে اضافت ا সহ কিংবা اضافت ا ব্যতীত উভয় ধরনেই পড়া যায়। উভয় অবস্থায় অর্থও প্রায় একই দাঁড়ায়। যেমন সূরা ইউসুফের মধ্যেও এইরূপ ব্যবহার আসিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের শোষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ 'তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।' অর্থাৎ তিনি স্বীয় সকল কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় সকল কাজ সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। কাহাকে তিনি হিদায়াত দিবেন, আর কাহাকে গুমরাহ্ করিবেন, তাহা তিনি যথাযথভাবেই বুঝেন। যদিও উহার বিরুদ্ধে কেহ্ দলীল-প্রমাণও পেশ করে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ-

অর্থাৎ 'যাহাদের ভাগ্যে আল্লাহ্র ফয়সালা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। যত নিদর্শন ও প্রমাণ পেশ করা হউক না কেন, তবুও সে মর্মবিদারক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাসী হইবে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ 'তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।'

(٨٤) وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٨٥) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(٨٦) وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ؕ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٧) وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٨٨) ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٨٩) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰۤؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ○

(٩٠) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ○

৮৪. "আর তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; ইতিপূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে। আর এইভাবেই সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কার দান করি।"

৮৫. “এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।”

৮৬ “আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসয়া, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম।”

৮৭. “এবং ইহাদিগকে পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কৃতকর্মে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সফল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।”

৮৮. “ইহা আল্লাহর পথ, স্বীয় দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন; তাহারা যদি শিরক করিত, তবে তাহাদের কৃতকার্য নিষ্ফল হইত।”

৮৯. “ইহাদিগকেই কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি। অতঃপর যদি তাহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে, তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না।”

৯০. “ইহাদিগকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাহাদের পথ অনুসরণ কর; বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহি না, ইহা তো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।”

তাফসীর ঃ আল্লাহপাক বলিতেছেন যে, তিনি ইবরাহীম (আ)-কে তখন ইসহাকের মত একটি পুত্র সন্তান দান করিয়াছিলেন যখন তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী সারা সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর একদিন তাঁহাদের নিকট ফেরেশতারা আসেন। তাঁহারা কওমে লূতের নিকট যাইতেছিলেন। ফেরেশতারা তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ দান করেন। অকস্মাৎ এই অবিশ্বাস্য সংবাদে তাঁহার স্ত্রী আশ্চর্যান্বিত হন। তাই তিনি বলিতে থাকেন ঃ

يَاوَيْلَتِيءَ أَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ * قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ؟ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ*

‘কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি ? অর্থাৎ আমি বৃদ্ধা এবং আমার বৃদ্ধ স্বামী! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার! তাহারা বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে নবীর পরিবার! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।’

অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে ইসহাকের নবুওয়াতের ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, ক্রমান্বয়ে তাহার বংশ বিস্তার হইতে থাকিবে। যথা আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থাৎ ‘ইহা হইল বড় সুসংবাদ এবং বড় নিয়ামত যে, ইসহাক নেককার নবী হইবে।’

আরও বলা হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

অর্থাৎ 'ইসহাকের ঔরসে তোমাদের কালেই পুত্র সন্তান হইবে। যাহাতে তোমরা আনন্দিত হইবে, যেমন তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্মে আনন্দিত হইয়াছিলে।' বস্তুত পুত্রের ঔরসে নাতির জন্ম দেখিয়া যাইতে পারিবে শুনিয়া মনে খুশির বান ডাকে। কেননা ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে বংশ বিস্তার লাভ হইবে বলিয়া একটা আশা ও আস্থার সৃষ্টি হয়।

মূলত কোন অতি বৃদ্ধ দম্পতি সন্তান জন্ম দেওয়া হইতে যদি নিরাশ হয় এবং যদি আশ্চর্যজনকভাবে তাহাদের কোন সন্তান জন্ম নেয়, আর পরবর্তীতে যদি জীবিতকালেই তাহারা পুত্রের ঘরে নাতি দেখিতে পায়, তাহা হইলে খুশি না হইয়া পারে কি ?

উল্লেখ্য যে, يعقوب শব্দটি হইয়াছে عقب ধাতু হইতে। অর্থাৎ ইয়াকূব (আ)-এর পরে তাঁহার বংশ ক্রমেই বিস্তার লাভ করিতে থাকিবে। এই বংশধারা ইবরাহীম (আ)-এর। তিনি স্বদেশ ও স্বকর্ম রাখিয়া নিজ শহর হইতে হিজরত করিয়া একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বহুদূরে চলিয়া যান। ইহার পরিণাম স্বরূপ আল্লাহ তাঁহাকে সুসন্তান দান করেন। ফলে তাঁহার মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। এইদিকে ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا

অর্থাৎ 'যেহেতু ইবরাহীম স্বীয় সম্প্রদায় এবং তাহাদের উপাস্যসমূহ ত্যাগ করিয়াছে, তাই আমি তাহাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করিয়াছি এবং ইহাদের উভয়কে নবী হিসাবে মনোনীত করিয়াছি।'

অতঃপর এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ وَوَهَبْنَا لَهٗ وَاِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ كُلاًّهَدَيْنَا

অর্থাৎ 'তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ

'ইহার পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ ইহার পূর্বেও আমি লোকদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছিলাম, যেমন হিদায়াত দান করিয়াছিলাম নূহকে। আর তাহাকে দান করিয়াছিলাম সৎসন্তান ও উত্তরসূরী। অবশ্য ইহাদের সকলের উপরে ইসহাক ও ইয়াকূবের বিশেষ প্রাধান্য রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, নূহ (আ)-এর সময়ে পৃথিবীব্যাপী যে বন্যা হইয়াছিল, সেই বন্যায় নূহ (আ)-এর নবুওয়াতের উপর বিশ্বাসী ব্যক্তি ব্যতীত সকলে মারা যায়। নৌকায় আরোহণ করিয়া যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা সকলে ছিল নূহ (আ)-এর বংশধর। অতএব তৎপরবর্তীকালীন পৃথিবীর সকল মানুষ হযরত নূহ (আ)-এর বংশের সাথে সূত্র-পরম্পরায় জড়িত। অবশ্য ইবরাহীম (আ)-এর পরে এমন কোন নবী আসেন নাই যিনি ইবরাহীম (আ)-এর রক্তের সহিত জড়িত নহেন।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

অর্থাৎ 'তাঁহার বংশধরদের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।'

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ

অর্থাৎ 'আমি নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

অর্থাৎ 'নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করিয়াছিলেন তাহারা আদমের, নূহের নৌকা সহচরদের এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাহাদিগকে তিনি পথনির্দেশ করিয়াছিলেন ও মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্ত হইলে তাহারা সিজ্‌দায় লুটিয়া পড়িত ও ক্রন্দন করিত।'

এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ অর্থাৎ 'সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম তাহার বংশধর দাঊদ ও সুলায়মানকে।'

উপরোক্ত আয়াতাংশের ذريته শব্দে ه যমীর যদি নূহ (আ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে নৈকট্যের দিক দিয়া ইহাই বাঞ্ছনীয়। কেননা নৈকট্য বিবেচনা করিয়াই যমীর প্রত্যাবর্তিত হয়। পরন্তু ইহা মানিয়া নিলে কোন রকমের প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। ইব্‌ন জারীরও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে যদি এই যমীর পূর্ববর্তী আলোচনার জের ধরিয়া ইবরাহীম (আ)-এর দিকে ফিরানো হয়, তবুও অযৌক্তিক হয় না। তবে এই কথা মানিয়া নিলে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, লূত (আ)-তো ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর নহেন, বরং ইবরাহীম (আ)-হইলেন লূত (আ)-এর ভাই হারূন ইব্‌ন আযরের পুত্র। তবে এই কথার জবাবে বলা যায়, প্রাধান্য এবং সংখ্যাধিক্য বিচারে লূত (আ)-কেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

যথা কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ 'ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে? তাহারা তখন বলিয়াছিল, আমরা আপনার এক আল্লাহর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের আল্লাহরই ইবাদত করিব। আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

এই আয়াতে ইয়াকূবের আলোচনায় ইসমাঈলকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, যদিও তিনি ইয়াকূবের চাচা। ইহা আলোচনা বিষয়বস্তুর মূখ্যতা ও প্রাধান্যের ভিত্তিতে করা হইয়াছে।

অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ اِلاَّ اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ 'ফেরেশতাগণ সকলে তাহাকে সিজদা করিয়াছে একমাত্র ইবলীস ব্যতীত।'

এই ব্যাপারে ফেরেশতাদিগকে সিজদা করার জন্য নির্দেশ করা হইয়াছিল এবং এই আলোচনার মধ্যে তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে, সিজদা হইতে যে বিরত ছিল। অথচ ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বিচারে ইবলীসও আলোচনায় ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেননা সে ফেরেশতাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিত। মূলত সে ছিল জিন্ন এবং জিন্ন হইল আগুনের তৈরি। পক্ষান্তরে ফেরেশতা হইলেন নূরের তৈরি।

উল্লেখ্য যে, সংখ্যাধিক্যের বিচারে ঈসা (আ)-কেও ইবরাহীম বা নূহ আলাইহিস-সালামের বংশধর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা এই নীতির ভিত্তিতে যে, যে কোন মহিলার সন্তানও মহিলার বংশধারার সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার অধিকার রাখে। অতএব ঈসা (আ)-এর যদি ইবরাহীম (আ)-এর সহিত কোন সম্পর্ক থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার মায়ের সম্পৃক্ততার দিক দিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা ঈসা (সা)-এর পিতা ছিল না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......আবূ হরব ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরব ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইয়ামুরের নিকট হাজ্জাজ জিজ্ঞাসা করেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনার ধারণামতে হাসান ও হুসায়ন নাকি হযরত নবী (সা)-এর বংশের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনি নাকি ইহা কুরআনের বরাত দিয়া প্রচার করিয়া থাকেন ? অথচ আমি কুরআনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া কোথাও আপনার মতের সমর্থন পাইলাম না ? তখন তিনি বলেন, তুমি কি কুরআনের সেই আয়াত পড় নাই যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ ....وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى

তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, পড়িয়াছি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ ঈসা (আ) কি ইবরাহীম (আ)-এর বংশ পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নহেন ? অথচ তাঁহার তো পিতা ছিল না।

হাজ্জাজ বলেন, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। কেননা কেহ যদি তাহার সম্পদের অংশ তাহার বংশের নামে ওসীয়াত করে বা ওয়াক্‌ফ করে বা যদি দান করে, তবে সেই বংশের পুরুষদের সহিত মহিলারাও সেই সম্পদের সমানভাবে অংশীদার হইবে। আর যদি নির্দিষ্ট করিয়া শুধু পুরুষদের নামে দান করিয়া যায়, তবে সেই সম্পদের অধিকারী সেই বংশের ছেলে এবং দৌহিত্ররা হইবে। যথা জনৈক কবি বলিয়াছেন ঃ

بنونا بنوابنئنا وبناتنا * بنوهن ابناء الرجال الاجانب

ইহাতে কন্যাগণকেও বংশধারার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ওসীয়াতের সম্পদের মধ্যে নির্দিষ্ট করা হইলেও কন্যাদের সন্তানরাও অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলী

(রা)-এর পুত্র হাসান (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ আমার এই পুত্র সাইয়েদ। আল্লাহ ইহার মাধ্যমে মুসলমানের বৃহৎ দুই দলের মধ্যে সন্ধি সম্পাদন করিবেন। যাহার ফলে দুই দলের মধ্যকার সংঘটিত যুদ্ধ থামিয়া যাইবে।

এখানে হাসানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, মেয়ের সন্তানেরাও মেয়ের পিতার বংশের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ এই ব্যাখ্যাকে জায়েয বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহর তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ

অর্থাৎ 'ইহাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলাম।'

এই স্থানে ইহাদের বংশ ও বংশধারার আলোচনা করা হইয়াছে। মূলত উহা হিদায়াতপ্রাপ্ত ও নবীগণের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইয়াছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ

অর্থাৎ 'ইহা আল্লাহর পথ, স্বীয় দাসদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন।' মোট কথা ইহা তাহাদের লাভ হইয়াছে আল্লাহর তাওফীক এবং হিদায়াত দানের ফলে। তবে وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'তাহারা যদি শিরক করিত, তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইত।'

এই কথা বলিয়া বুঝান হইয়াছে যে, শির্ক কত সাংঘাতিক পাপ এবং উহার ক্ষতির প্রতিক্রিয়া কত ভয়াবহ। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থাৎ 'তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে যে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হইবে।'

এই বাক্যটি শর্তমূলক বাক্য এবং শর্তের জন্য ইহা জরুরী নয় যে, উহা হইতেই হইবে।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ

অর্থাৎ 'যদি আল্লাহর কোন সন্তান থাকে তো আমি সর্বপ্রথম উহার ইবাদতগার হইব।'

অন্যত্র আরও আসিয়াছে ঃ

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ

অর্থাৎ 'আমি যদি চিত্ত বিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করিতে চাহিতাম, তবে আমি আমার নিকট যাহা আছে তাহা লইয়াই উহা করিতাম (আমি তাহা করি নাই)।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاَصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থাৎ 'যদি আল্লাহ তা'আলা আকাঙক্ষা করিতেন তবে তিনি স্বীয় জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা সন্তান হিসাবে নির্বাচিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি উহা হইতে পবিত্র এবং তিনি একক ও পরাক্রমশালী।'

অতঃপর এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ

অর্থাৎ 'উহাদের কাহাকেও কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত প্রদান করিয়াছি এবং এই কারণে বান্দাদের উপরও নিয়ামত ও করুণা বর্ষণ করিয়াছি।'

فَاِنْ يَّكْفُرْبِهَا - 'যদি ইহারা নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যানও করে।' بها -এর ها সর্বনাম, প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে তিনটি বিষয়ের দিকে অর্থাৎ- কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুয়াত।

هؤلاء অর্থাৎ আহলে মক্কা। ইহা বলিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, যাহ্হাক, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ 'যদি ইহারা নবুওয়াতকে অস্বীকার করে, তবে তাহাদের মক্কার ও কুরায়শদের উপর এমন লোকদিগকে কর্তৃত্ব দিব যাহারা নবূওয়াতকে অস্বীকার করিবে না এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।' তাহারা হইল মুহাজির ও আনসারগণ, যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার অনুসরণ করিয়া যাইবে।

لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ - 'যাহারা কুরআনের কোন অংশ প্রত্যাখ্যান করিবে না' এবং কুরআনের একটি বর্ণও তাহারা অস্বীকার করিবে না বরং তাহারা নির্দ্বিধায় কুরআনের মুহকাম ও মুতাশাবিহাত সকল আয়াতের উপর সমানভাবে বিশ্বাসী থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

اُوْلٰئِكَ - অর্থাৎ 'উল্লেখিত নবী সকল' এবং তাঁহাদের পিতৃ পুরুষ বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দ।

الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ - 'যাহাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন।' অর্থাৎ যাহাদের সকলেই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তাহাদের কেহই পথভ্রষ্ট নহেন।

فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -'সুতরাং তুমি তাহাদের পথ অনুসরণ কর।' অর্থাৎ তাহাদের পদাংক অনুসরণ কর।

উল্লেখ্য যে, যখন এই নির্দেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর প্রযোজ্য, তখন স্বভাবতই তাঁহার উম্মতরাও তাঁহার অনুগত বলিয়া এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম বুখারী......মুজাহিদ (র) হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ মুজাহিদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, সূরা সাদ–এর মধ্যে সিজদা আছে কি? জবাবে তিনি

বলেন - হ্যাঁ। অতঃপর তিনি وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ হইতে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন ঃ তিনি ইহাদেরই একজন।

ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ......মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ তোমাদের নবী (সা) যাহা করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তোমরাও তাহা করিতে বাধ্য।

অতঃপর আল্লাহ তাআ'লা বলেন ঃ قُلْ لاَّ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا

'বল, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না।' অর্থাৎ কুরআন প্রচারের জন্য তোমাদের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক বা প্রতিদান চাই না।

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ 'ইহা উপদেশ স্বরূপ যাহাতে মানুষ গুমরাহী হইতে হিদায়াতের দিকে আসে এবং কুফরী হইতে ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।'

(৯১) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَعُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَلَاۤ اٰبَآؤُكُمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

(৯২) وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯১. "তাহারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই; বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা যাহা জানিতে না উহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, কে ইহা অবতারণ করিয়াছিল ? বল, আল্লাহ্ই; অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।"

৯২. "এই কিতাব কল্যাণময় করিয়া অবতারণ করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে সতর্ক কর; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহারা উহাতে বিশ্বাস করে এবং তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাযত করে।"

তাফসীর ঃ যখন তাহারা তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তখন তাহারা আল্লাহ্‌র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন কাছীর (র) প্রমুখ বলেন ঃ এই আয়াতটি কুরায়শদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি ইয়াহূদীদের একটি গোত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতটি ফিনহাস নামক ইয়াহূদীকে উদ্দেশ্য করিয়া অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ মালিক ইব্ন সাইফকে উদ্দেশ্য করিয়া আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। কেননা তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ 'আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি কিতাব নাযিল করেন নাই।'

প্রথমোক্ত অভিমতটিই অধিকতর সঠিক। কেননা আয়াতটি মক্কী। আর ইয়াহূদীরা তো আসমানী কিতাবকে অস্বীকার করে না। কেননা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত। আর মক্কাবাসী ও আরবরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালাতকে তাহাদের এই বিশ্বাসে অস্বীকার করিত যে, কোন মানুষের নিকট আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয় না। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

অর্থাৎ 'ইহাতে মানুষের আশ্চর্য হওয়ার কি আছে যে, যদি আমি তাহাদের মধ্য হইতে কাহারো প্রতি এই জন্য ওহী প্রেরণ করি যাহাতে মানুষ সতর্ক হয়।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْجَاءَ هُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً- قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً

অর্থাৎ 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন ?' উহাদের এই উক্তিটিই বিশ্বাস স্থাপন হইতে লোকদিগকে বিরত রাখে, যখন উহাদের নিকট আসে পথ-নির্দেশ। বল, ফেরেশতা যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তবে আমি আকাশ হইতে ফেরেশতাই উহাদের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।'

এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَااَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٍ

অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহ্র যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে নাই যখন তাহারা বলে, আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতারণ করেন নাই।'

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ

'বল, তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল তাহা কে নাযিল করিয়াছেন ?'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! যাহারা মানুষের প্রতি কোন কিতাব নাযিলকে অস্বীকার করে, তুমি তাহাদিগকে বল ঃ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى

- 'তবে মূসার আনীত কিতাব যাহা মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দেশ ছিল, তাহা কে নাযিল করিয়াছেন ?'

উহার নাম হইল তাওরাত। কে জানে না যে, মূসা ইব্‌ন ইমরানের প্রতি উহা নাযিল হইয়াছিল ? উহা ছিল আলো ও পথ-নির্দেশ স্বরূপ। অর্থাৎ উহার আলোকে সমস্যার সমাধান করা হইত এবং উহা মানুষকে গুমরাহীর অন্ধকার হইতে হিদায়াতের আলোতে নিয়া আসিয়াছে।

ইহার পর তিনি বলিয়াছেন ঃ

تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا

'যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ তোমরা গোপন রাখ।' অর্থাৎ তোমরা তাওরাতকে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিখিতে আর লিখার সময় তোমরা উহার মধ্যে পরিবর্তন পরিবর্ধন করিতে এবং বিকৃত তাওরাতকে তোমরা মূল তাওরাত বলিয়া প্রচার করিতে। অথচ বিকৃত ও পরিবর্তিত অংশ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا অর্থাৎ 'যাহা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু প্রকাশ কর ও যাহার অনেকাংশ গোপন রাখ।'

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَعُلِّمْتُمْ مَّالَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَاۤ اٰبَاؤُكُمْ

'যাহা দ্বারা তাহাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যাহা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ ও তোমরা জানিতে না।'

অর্থাৎ সেই আল্লাহ্‌ই তো কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি তাওরাতের মাধ্যমে তোমাদিগকে বিগতকালের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং তোমাদগিকে অবহিত করিয়াছেন ভবিষ্যত সম্পর্কে। অথচ সে সম্পর্কে তোমাদের এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের কোন জ্ঞান ছিল না।

কাতাদা বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরবের মুশরিকগণ।

মুজাহিদ বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুসলমান জামাআত।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ قُلِ اللّٰهُ 'বল, আল্লাহই।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন ঃ قُلِ اللّٰهُ অর্থাৎ 'বল, উহা আল্লাহই নাযিল করিয়াছেন।'

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতাংশের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহাই সঠিক। কতক উত্তরসূরী যাহা বলিয়াছেন, উহা সঠিক নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন, এই স্থানে সম্বোধিত সত্তা আল্লাহ। কারণ ইহার বাহ্য বা উহ্য অন্য কোন শব্দ নাই।

এই ধরনের ব্যাখ্যা করিলে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। তাহা হইল, তখন একটি শব্দকেই একটি বাক্য হইয়া দাঁড়াইতে হয়। তখন উহা আরবী ভাষায় অর্থহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। একটি বাক্যের একটি শব্দে বিরতি চিহ্ন টানা যাইতে পারে না।

আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

'অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হইতে দাও।'

অর্থাৎ তাহাদিগকে অজ্ঞতা ও গুমরাহীর খেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত মগ্ন হইতে দাও যতক্ষণ তাহাদের মৃত্যু না আসে এবং বুঝিতে না পারে যে, আখিরাতের শুভ পরিণাম তাহাদের জন্য, না আল্লাহ্র মুত্তাকী বান্দাদের জন্য ?

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আ'লা বলেন ঃ وَهٰذَا كِتٰبٌ অর্থাৎ 'এই কুরআন।'

اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى.

অর্থাৎ 'কল্যাণময় করিয়া নাযিল করিয়াছি যাহা উহার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কার লোকদিগকে সতর্ক করিবে।'

وَمَنْ حَوْلَهَا 'এবং যাহা দ্বারা তুমি মক্কার পার্শ্ববর্তী গোত্র ও আরববাসীসহ পৃথিবীর সকল বনী আদমকে সতর্ক কর।'

যথা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ 'বল, হে লোক সকল! আমি সকল মানুষের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ

'যাহা দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিব ও তাহাদিগকে, যাহাদের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছিবে।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

'যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অংগীকার।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

'মহা মহিমন্বিত তিনি, যিনি তাঁহার বান্দার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন যেন তিনি পৃথিবীবাসী সকলের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হইবেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَغُ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

অর্থাৎ 'বল, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে এবং যাহারা উম্মী, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ? যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহারা খামখেয়ালি করে, তবে তাহাদিগকে তাহা করিতে দাও। তোমার কাজ কেবল তাহাদের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

সহীহদ্বয়ের হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করিয়াছেন যাহা আমার পূর্বেকার অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই।

তন্মধ্যে একটি হইল, প্রত্যেক নবীকে নির্দিষ্ট কোন কওমের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে তাহারা এই কল্যাণময় কিতাবকেও বিশ্বাস করে (যাহা হে মুহাম্মদ! তোমার উপর নাযিল করা হইয়াছে)।' উহা হইল কুরআন। আর وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ 'তাহারা তাহাদের সালাতের হিফাযত করে।' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করার জন্য যে সকল নামায তাহাদের উপর ফরয করা হইয়াছে, তাহা তাহারা যথাযথভাবে কায়েম করে।

(৯৩) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ
سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ۚ
اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ
عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(৯৪) وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ
وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۗ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ
مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

৯৩. "যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়; যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব, তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে, তাহাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হইবে।"

৯৪. "তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম; তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ, তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে, সেই সুপারিশকারীগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না; তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যাহা ধারণা করিয়াছিলে, তাহাও নিষ্ফল হইয়াছে।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

'যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে?' অর্থাৎ তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে? তাহারা শরীক নির্ধারণ করে অথবা তাঁহার সন্তান রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করে অথবা দাবি করে যে, তাহাকে আল্লাহ

তা'আলা রাসূল মনোনীত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, মূলত তাহাকে রাসূল মনোনীত করা হয় নাই ? তাই আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

اَوْقَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ

'কিংবা বলে, আমার নিকট প্রত্যাদেশ হয়; যদিও তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না।' ইকরামা ও কাতাদা বলিয়াছেন ঃ ইহা মুসায়লামাতুল কাযযাব সম্বন্ধে নাযিল করা হইয়াছে।

وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ 'এবং যে বলে, আল্লাহ যাহা অবতারণ করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ অবতারণ করিব। অর্থাৎ তাহার চাইতে বড় যালিম আর কে, যে ব্যক্তি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলে, আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন আমিও উহার অনুরূপ নাযিল করিব? অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا

অর্থাৎ 'যখন তাহাদিগকে আমার আয়াত শুনান হয় তখন তাহারা বলে, আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে উহা নিজেরাই বলিতে পারি।'

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ

'যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন যালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় রহিবে।' অর্থাৎ যখন তাহারা سكرات-غمرات ও كربات-এর মধ্যে রহিবে। তিনটি শব্দেরই অর্থ মৃত্যু যন্ত্রণা।

وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ 'এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়াইয়া বলিবে।'

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ অর্থাৎ 'আমাকে হত্যা করার জন্য যদি তুমি নিজের হাত বাড়াইয়া দাও।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ

অর্থাৎ 'তাহারা তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাহাদের হাত ও মুখ তোমার প্রতি বাড়ইয়া থাকে।'

যাহ্হাক ও আবূ সালিহ বলেন ঃ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ আয়াতাংশ দ্বারা হাত বাড়ানোর কথা বুঝান হইয়াছে। যথা অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা যদি দেখিতে পাইতে যে, কাফিরদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাহাদের মুখমণ্ডল ও পশ্চাদ্দেশের উপর কিভাবে আঘাত করিতে থাকে।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ উপর্যুপরি আঘাত করিতে করিতে তাহাদের শরীর হইতে আত্মা বাহির করা হয়।

তাই তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর।'

অর্থাৎ যখন কাফিরদের মৃত্যু ঘনাইয়া আসিবে, তখন ফেরেশতারা তাহাদিগকে আযাব, চাবুক, লৌহবেড়ী, লৌহ শৃংখল, তপ্ত পানি, গলিত পুঁজ ও করুণাময়ের ক্রোধের সংবাদ

শুনাইবেন। ফলে তাহাদের আত্মা ভয় পাইয়া শরীরের মধ্যে ঘুরিতে থাকিবে এবং বাহির হইয়া আসিতে অস্বীকৃতি জানাইবে। এক পর্যায়ে ফেরেশতারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে থাকিলে তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া আসিবে। ফেরেশতারা বলিতে থাকিবেন ঃ

اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রাণ বাহির কর; তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সে জন্য আজ তোমাদিগকে অবমাননাকর আযাব দেওয়া হইবে।' অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে ভীষণ অবমাননা করা হইবে। কেননা তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করিতে, তাঁহার আয়াতসমূহ অনুসরণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে এবং তোমরা রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার সমালোচনা করিতে।

উল্লেখ্য যে, মু'মিন ও কাফিরের মৃত্যুকালীন সময় সম্পর্কিত বহু মুতাওয়াতির হাদীস রহিয়াছে যাহা নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তাঁহার প্রামাণ্য দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন।'

এই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক সূত্রে দীর্ঘ অথচ দুর্বল একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেরূপ প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহাদিগকে এই কথা বলা হইবে। যথা বলা হইয়াছে ঃ

وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'উহাদিগকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করান হইবে এবং তোমাদিগকে আমার নিকট এমন অবস্থায় আনা হইবে যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম।' অর্থাৎ জন্মলাভের সময়ের ন্যায় নগ্ন অবস্থায় তোমাদিগকে আনা হইবে, অথচ তোমরা এইসব অস্বীকার করিয়াছিলে এবং ধারণা করিতে যে, কিয়ামত কল্পনা মাত্র।

وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِكُمْ – 'তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।' অর্থাৎ দুনিয়ায় তোমরা যে সকল ধন-সম্পদ পূঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছিলে, তাহা তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তাহার সম্পদ তো ততটুকু, যতটুকু সে খাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা যাহা পরিধান করিয়া সে জীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। তবে যাহা দান

করিয়াছে, কেবল তাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন সম্পদের অবশিষ্টাংশ সে পরিত্যাগ করিয়া আসে এবং রাখিয়া আসে অন্য লোকের জন্য।

হাসান বস্‌রী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন বনী আদমকে সেই অবস্থায় হাযির করা হইবে যে অবস্থায় তাহারা সৃষ্টির প্রথমে ছিল। তখন আল্লাহ জাল্লা-শানুহু জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি যাহা জমা করিয়াছিলে তাহা কোথায়? সে বলিবে, হে প্রভু! যাহা জমা করিয়াছিলাম তাহা আরো বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিবেন, এই দিনের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ? তখন সে দেখিবে, কিছুই সে প্রেরণ করে নাই। অতঃপর হাসান বস্‌রী এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ

অর্থাৎ 'তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় আসিয়াছ যেমন প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। তোমাদিগকে যাহা দিয়াছিলাম তাহা তোমরা পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছ।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারীগণকেও তোমাদের সহিত দেখিতেছি না।' পৃথিবীতে তোমরা যে সকল মূর্তি ও দেব-দেবীকে তোমাদের পার্থিব ও অপার্থিব জগতের সাহায্যকারী বলিয়া পূজা করিতে, তাহারা কোথায়? তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া এই কথাগুলি আল্লাহ বলিয়াছেন। কেননা দেব-দেবীকে তাহারা সাহায্যকারী বলিয়া মনে করিত। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, গুমরাহীর অবকাশ সমাপ্ত হইবে, দেব-দেবীর রাজত্বের চির অবসান ঘটিবে এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'সেই সকল দেব-দেবী আজ কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আমার অংশীদার বলিয়া মনে করিতে?'

তিনি আরও বলিবেন ঃ

اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ- مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْيَنْتَصِرُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহকে রাখিয়া তোমরা যাহাদের উপাসনা করিতে, তাহারা আজ কোথায়? আজ তাহারা তোমাদের কোন সাহায্য করার শক্তি রাখে কি? অথবা তোমরা শক্তি রাখ কি তাহাদিগকে কোন সাহায্য করিবার?' তাই এখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وما نرى معكم شفعاء كم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء

'তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিতে সেই সুপারিশকারিগণকেও তো তোমাদের সহিত দেখিতেছি না।' অর্থাৎ ইবাদতে তাহাদিগকেও আমার অংশীদার বলিয়া মনে করিতে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ – 'তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্য ছিন্ন হইয়াছে।' উল্লেখ্য যে, بينكم -কে যদি পেশের হালতে পড়া হয়, তবে অর্থ হইবে যে, তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি যবরের হালতে পাঠ করা হয়, তবে অর্থ হইবে, তোমাদের সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিন্ন হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রতিমা ও দেব-দেবীর দ্বারা তোমরা যে আশা করিয়াছিলে, সেই আশা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

অর্থাৎ 'দেব-দেবী হইতে তোমরা যাহা আশা করিয়াছিলে, তাহাও নিষ্ফল হইবে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ- وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ-

অর্থাৎ 'যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীগণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে এবং অনুসারীরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তাহাদের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন যাইবে, তখন যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা বলিবে, হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তবে আমরাও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম যেমন তাহারা আমাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। এইভাবে আল্লাহ তাহাদের কার্যাবলী তাহাদের পরিতাপরূপে তাহাদিগকে দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নি হইতে বাহির হইতে পারিবে না।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَايَتَسَاءَ لُوْنَ

অর্থাৎ 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ-

অর্থাৎ ইবরাহীম বলিল, 'পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ; কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং অভিসম্পাত দিবে। তোমদের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَ كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ

অর্থাৎ 'বলা হইবে, তোমরা তোমাদের প্রভুদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু উহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا..........وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

অর্থাৎ 'স্মরণ কর, যেদিন তাহাদের সকলকে একত্র করিব, অতঃপর অংশীদারদিগকে বলিব, যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক মনে করিতে, তাহারা আজ কোথায়? অতঃপর তাহাদের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র শপথ, আমরা তো অংশীবাদী ছিলাম না। দেখ, তাহারা নিজেরাই নিজদিগকে কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত, উহা কিভাবে তাহাদের জন্য নিষ্ফল হইল।'

(٩٥) إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

(٩٦) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

(٩٧) وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৫, "আল্লাহ্ই শস্যবীজ ও দানা অংকুরিত করেন; তিনি নির্জীব হইতে জীবন্তকে নির্গত করেন এবং জীবন্তকে নির্জীবে পরিণত করেন; এই তো আল্লাহ্, সুতরাং তোমরা কোথায় এড়াইয়া যাইবে?"

৯৬. "তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং কাল গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সব মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।"

৯৭. "তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্বারা স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বিশদভাবে নিদর্শন বিবৃত করিয়াছেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনি শস্যবীজ ও দানা অংকুরিত করেন। অর্থাৎ তিনি দানা দ্বারা চারা উৎপন্ন করেন এবং তদ্বারা বিভিন্ন ধরনের সব্জি ও বর্ধনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন। উহাতে বিভিন্ন রং, ধরন ও স্বাদের ফল–ফসল উৎপন্ন হয়।

এখানে فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى আয়াতাংশের ব্যাখ্যা –

يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ

–আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ 'তিনি প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণময় বস্তু সৃষ্টি করেন এবং প্রাণময় বস্তুর মধ্য হইতে প্রাণহীন বস্তু সৃষ্টি করেন।' যেমন প্রাণময় বৃক্ষের ফলের মধ্যে প্রাণহীন বিচি সৃষ্টি করেন।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ-

অর্থাৎ 'মৃত মাটিকে আমি জীবন্ত করি যাহা তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ; মৃত মাটিকে আমি জীবন্ত করি এবং উহাতে উৎপন্ন করি সব্‌জি যাহা তোমরা আহার কর।'

উল্লেখ্য যে يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ মা'তুফ হইয়াছে فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى-এর উপরে। উহাকে আবার আত্‌ফ করা হইয়াছে مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ -এর উপরে। এই আয়াতগুলি চিন্তার খোরাক। আলোচ্য আয়াতগুলি অর্থের দিক দিয়া প্রায় সমান।

কেহ বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ হইল মুরগীর ডিম হইতে বাচ্চা উৎপন্ন হওয়া অথবা মুরগী হইতে ডিম উৎপন্ন হওয়া।

কেহ বলিয়াছেন ঃ ইহার মর্মার্থ হইল, নেককার পিতার ঔরসে বদকার সন্তান জন্ম নেওয়া অথবা বদকার পিতার ঔরসে নেককার সন্তান জন্ম নেওয়া। কেননা নেককার জীবিতের তূল্য এবং বদকার মৃতের তূল্য।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ - 'এইতো তোমাদের আল্লাহ।' অর্থাৎ এই সবের কর্তা অংশীদারীত্বহীন একক আল্লাহ।

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ – 'সুতরাং তোমরা কোথায় পলাইয়া যাইবে ?' অর্থাৎ তোমরা সত্যকে অবহেলা করিয়া কোথায় পালাইবে ? অথচ তোমরা তো মিথ্যা অবলম্বন পূর্বক বহু উপাসকের পূজা করিতেছ!

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا 'তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনিই আলো ও আঁধারের সৃষ্টিকর্তা। সূরা বাকারায়ও তিনি বলিয়াছেন ঃ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ 'তিনি অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্ট দিনের আলোর অবসান ঘটাইয়া রাতের আঁধার নামাইয়া থাকেন। অতঃপর রাতের আঁধার চিরিয়া ঊষার উন্মেষ ঘটান ও তিনি দিক-দিগন্ত আলোকিত করিয়া তোলেন। এইভাবে রাতের অবসানের সাথে সাথে অন্ধকারেরও অবসান ঘটিতে থাকে এবং এক পর্যায়ে দিনের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ 'রাতের আঁধার দিনের আলোকে গ্রাস করিয়া নেয়।' এই কথা দ্বারা ইহা বুঝান হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটি জিনিসের বিপরীতধর্মী অপর একটি জিনিস সৃষ্টি করিতে পূর্ণ সক্ষম। তাই তিনি মহাশক্তিশালী এবং সর্বব্যাপী তাঁহার প্রভুত্ব। তাই বলা হইয়াছে ঃ তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান এবং ইহার বিপরীতে রাতও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا -'তিনি বিশ্রামের জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ আঁধার করিয়া রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে সকলে প্রশান্তির সহিত বিশ্রাম করিতে পারে।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى 'শপথ ঊষাকালের, শপথ রজনীর যখন উহা নিঝুম হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى -'শপথ রজনীর, যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে, শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا 'শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে প্রকাশ করে, শপথ রজনীর, যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে।'

সুহাইব রুমীর স্ত্রী সুহাইব রুমীর অতিরিক্ত বিনিদ্রার ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সুহাইব ভিন্ন সকলের জন্য রাতকে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেননা সুহাইবের যখন জান্নাতের কথা স্মরণে আসে, তখন তিনি উহার আশায় রাতভর বিনিদ্র কাটান এবং যখন তাঁহার জাহান্নামের কথা স্মরণে আসে, তখন তাঁহার চোখ হইতে নিদ্রা একেবারেই উধাও হইয়া যায়। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا 'হিসাব রাখার জন্য তিনি চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য স্ব স্ব নিয়ম ও হিসাব অনুযায়ী আবর্তিত হইতে থাকে। উহাদের আবর্তনের মধ্যে এদিক সেদিক বিন্দু বরাবর ব্যতিক্রম দেখা যায় না; বরং প্রত্যেকটির নির্ধারিত কক্ষ রহিয়াছে। শীত ও গ্রীষ্মে উহারা নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। উহার ফলে দিন-রাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন বলা হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ -'সেই মহান সত্তা আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে উত্তপ্ত আলোকময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন স্নিগ্ধ আলো দিয়া। উহারা আবর্তিত হইতে থাকে নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষে।'

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ 'এইসব মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক সুবিন্যস্ত।'

অর্থাৎ মহাবিশ্বের সবকিছু মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নির্দেশে নিজ নিজ স্থানে সক্রিয়। সৃষ্টিকুল কখনো তাঁহার আদিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না এবং কখনো তাহারা লিপ্ত হয় না পারস্পরিক সংঘর্ষে। সবকিছু তাঁহার জ্ঞানের অন্তর্গত। এমনকি পৃথিবী ও আকাশের প্রতিটি বিন্দু তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের যে যে স্থানে দিন-রাত, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তিনি তাঁহার আলোচনা স্বীয় ইযযত ও ইলমের উল্লেখ পূর্বক সমাপ্ত করিয়াছেন। যেমন তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ- وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থাৎ 'উহাদের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, ফলে সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং সূর্য আবর্তন করে তাহার নির্দিষ্ট কক্ষপথে; ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ সত্তা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট।'

সূরা হা-মীম সাজদায়ও আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর আলোচনাটি নিজকে আযীয ও আলীম বলিয়া শেষ করিয়াছেন ঃ

وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ–

অর্থাৎ 'তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলেন সুরক্ষিত। এই সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত।'

অতঃপর তিনি এখানে বলিয়াছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ 'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।'

পূর্বসূরীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির তিনটি উপকারিতা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ যদি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহা ভিন্ন চতুর্থ কোন উপকারিতা উদ্ভাবন করার দুঃসাহস দেখায়, তবে তাহা আল্লাহ্র ব্যাপারে মিথ্যা রচনা করা হইবে। নক্ষত্র সৃষ্টির উপকারিতা তিনটি হইল এই ঃ আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন, উহার সাহায্যে শয়তান বিতাড়ন এবং স্থলে ও সমুদ্রে পথহারাদের পথ প্রদর্শন।

পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন ঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيَاتِ অর্থাৎ 'তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।'

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। 'যাহাতে তাহাদের সত্যকে গ্রহণ করার এবং মিথ্যাকে বর্জন করার জ্ঞান অর্জিত হয়।

(٩٨) وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ○

(٩٩) وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৯৮. “তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান রহিয়াছে; অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।”

৯৯. “তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা তিনি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অংকুর উদ্গম করেন; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্গত করেন, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করেন এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও; ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও; যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন উহাদের দিকে লক্ষ্য কর; বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।”

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ

'তিনিই তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ আদম আদম (আ) হইতে। কুরআনের অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

অর্থাৎ 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিণী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন।'

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ 'অতঃপর তোমাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান।'

এই আয়াতাংশের অর্থের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ আবদুর রহমান আস্-সুলামী, কায়স ইব্ন আবূ হাযিম, মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম নাখঈ, যাহহাক, কাতাদা সুদ্দী ও আ'তা খুরাসানী (র) প্রমুখ বলেন ঃ فَمُسْتَقَرٌّ অর্থ 'মায়ের গর্ভ' এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ 'পিতার ঔরস।'

অবশ্য ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর অপর একটি রিওয়ায়াতে ও অপর এক দল হইতে ইহার ভিন্নরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মাসঊদ (রা)-ও অন্য একটি দল হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ مُسْتَقَرٌّ অর্থ 'ইহকালীন জীবন' এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ 'পরকালীন জীবন।'

সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন ঃ مُسْتَقَرٌّ অর্থ গর্ভকালীন সময়সহ পৃথিবীর জীবন এবং مُسْتَوْدَعٌ অর্থ মৃত্যু পরবর্তী জীবন।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ যে মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হইয়া যায়, উহার পরবর্তীকাল হইল مُسْتَقَرٌّ ।

ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ مُسْتَوْدَعٌ অর্থ পরকালের জীবন।

উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত অর্থই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ 'অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।' অর্থাৎ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কথাগুলি সাফ সাফ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 'তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন।' অর্থাৎ তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, বান্দাদের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেন ও বারি বর্ষণ দ্বারা বহু রকমের সবজি উৎপন্ন করেন। উহা বান্দাদের জন্য প্রভুর পক্ষ হইতে করুণা স্বরূপ।

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ 'সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগম করেন।'

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ 'পানি দ্বারা সকল বস্তুকে আমি উজ্জীবিত করিয়া তুলি।'

فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا 'অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদগত করেন।' অর্থাৎ উহা হইতে সবজি ও সবুজ বৃক্ষ উদগত হয়। অতঃপর উহাতে বীজ এবং ফল পয়দা করি। তাই এখানে বলিয়াছেন ঃ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا

'অতঃপর উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদিত হয়।' অর্থাৎ একটি ফল আর একটির সহিত ঘনিষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে। যেমন গম ও যবের শীষ ইত্যাদি।

وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ 'এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করেন।'

قِنَوْ-এর বহুবচন হইল قنوان অর্থাৎ খেজুরের কাঁদি এবং دانية অর্থ ঝুলন্ত। قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা আল-ওয়ালিবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অর্থাৎ ছোট ছোট খেজুর বৃক্ষ যাহার কাঁদি ঝুলিয়া মাটি ছুঁই ছুঁই করিতেছে। ইব্‌ন জারীর ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হিজাযবাসী এই শব্দটি قنوان-রূপে পাঠ করেন এবং ইমরাউল কায়সও قنوان বলিতেন। যথা তিনি তাহার কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

فاتت اعاليه وادت اصوله * ومال بقنوان من البر أحمرا

তবে বনী তামীম ইহাকে قنيان-রূপে পাঠ করেন। ইহাও قنو-এর বহুবচন। যথা صنو-এর বহুবচন صنوان।

وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ 'আর আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।' অর্থাৎ বারি বর্ষণ দ্বারা আংগুরের উদ্যান সৃষ্টি করেন।

এখানে বিশেষভাবে এই ফল দুইটির কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল যে, হিজাযবাসীদের নিকট এই ফল দুইটি বেশি পসন্দনীয়। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর সকল দেশের লোকের নিকট ফল দুইটি যথেষ্ট লোভনীয় বটে।

এই ফল দুইটির উল্লেখ করিয়া অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

অর্থাৎ 'খেজুর ও আংগুর ফলদ্বয় দ্বারা তোমরা মাদকদ্রব্য তৈরি কর এবং তৈরি কর উত্তম খাদ্য সামগ্রী।'

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি মদ্যপান হারাম হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ে নাযিল হইয়াছে। খেজুর ও আংগুর সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْهَا وَّجَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ

অর্থাৎ 'যমীনে আমি খেজুর ও আংগুরের বহু উদ্যান সৃষ্টি করিয়াছি।'

وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ 'এবং সৃষ্টি করিয়াছি যয়তুন ও সেব এবং সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্যের বিচিত্র ফলমূল।'

কাতাদা বলেন ঃ ইহার একটির বৃক্ষ ও পত্র প্রায় অন্যটির সদৃশ, অথচ একটির অপেক্ষা অন্যটির ফলের গড়ন ও স্বাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ 'যখন উহা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ক হয়, তখন সেইগুলির দিকে লক্ষ্য কর।'

বারা ইব্ন আযিব, ইব্ন আব্বাস (রা) যাহহাক, আতা আল-খুরাসানী, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখ ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর যে, তিনি কিভাবে ইহাকে অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্বময় করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা ফলবান হওয়ার পূর্বে বৃক্ষটি তো জ্বালানির উপযুক্ত ছিল। আর সেই জ্বালানি কিভাবে খেজুর ও আংগুররূপে প্রকাশিত হইয়াছে আর উহা পাকার পরে কত দামী ফলে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা কত ধরন, রং ও স্বাদের ফল ও খাদ্য-সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সত্য সত্যই চিন্তা করিবার বিষয়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ

অর্থাৎ 'ভূমির বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংলগ্ন; উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, বিভিন্ন প্রকারের অথবা একই ধরনের খেজুর বৃক্ষ; উহাদিগকে দেওয়া হয় একই পানি এবং ফল দানের ক্ষেত্রে উহাদিগকে কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি।'

তাই আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ -'হে মানব সকল! উহাতে অবশ্য নিদর্শন রহিয়াছে।' অর্থাৎ ইহার মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের যথার্থ পরিস্ফুটন ঘটিয়াছে।

لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ 'যাহাতে মানব সম্প্রদায় মু'মিন হইতে পারে।' অর্থাৎ যাহাতে লোকেরা সত্যের খোঁজ পায় এবং রাসূলের অনুসরণ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(١٠٠) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۟

১০০. "তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং উহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে, তিনি তাহার উর্ধ্বে অবস্থিত।"

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদের পূজ্য দেব-দেবীসমূহকে নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেননা মুশরিকরা আল্লাহ্‌র সাথে আরো অনেককে পূজা করে। মুশরিকরা শিরক ও কুফরীর জন্য জিন্নকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা তো দেব-দেবীর পূজা করে। অথচ এখানে জিন্নের পূজা করার কথা কেন বলা হইল ? ইহার জবাব হইল যে, তাহারা যে সকল দেব-দেবীর পূজা করে, তাহা জিন্নেরই প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণায় করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلاَّ اِنٰثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا- لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا- وَّلاُضِلَّنَّهُمْ وَلاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا- يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا-

অর্থাৎ, 'তাঁহার পরিবর্তে তাহারা দেবীর পূজা করে এবং বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাহাকে অভিসম্পাত করেন এবং সে বলে, আমি তোমার দাসদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবই এবং তাহাদিগকে করিব পথভ্রষ্ট; তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তাহারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করিবেই এবং তাহাদিগকে নিশ্চয়ই নির্দেশ দিব এবং তাহারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিকৃত করিবেই। আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেহ শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহা ছলনা মাত্র।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ

অর্থাৎ 'তোমরা কি আমাকে রাখিয়া শয়তান ও তাহার অনুসারীগণকে আপন করিয়া নিতেছ ?'

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন ঃ

يٰاَبَتِ لاَتَعْبُدِ الشَّيْطَانَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

অর্থাৎ হে পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করিবেন না। কেননা শয়তান রহমানের নাফরমান।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّتَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

অর্থাৎ 'হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম না যে, শয়তানের উপাসনা করিও না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন ? তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।'

ফেরেশতারা কিয়ামতের দিন বলিবেন ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ 'ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সহিত, উহাদিগের সহিত নহে; উহারা তো পূজা করিত জিন্নদিগকে এবং উঁহাদের অধিকাংশই ছিল শয়তানদের ভক্ত।'

তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ 'তাহারা জিন্নকে আল্লাহ্‌র শরীক করে, অথচ তিনিই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।' অর্থাৎ মুশরিকরা শয়তানকে আল্লাহর শরীক নির্ধারিত করে। অথচ উহাকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সহিত তাঁহার সৃষ্টিকে এক কাতারে রাখিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে কি ? ইবরাহীম (আ) বলিয়াছেন ঃ

اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحَتُوْنَ- وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ-

অর্থাৎ 'কি আশ্চর্য! তোমরা সেই সকল বস্তু পূজা কর যাহা তোমরা নিজেদের হাতে তৈরি করিয়াছ? অথচ তোমাদিগকে এবং তোমাদের উপাস্য দেব-দেবীদিগকে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তোমাদের উচিত এককভাবে লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করা।'

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং 'উহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌র পুত্র-কন্যা নির্ধারণ করে।'

ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র চরিত্রের ব্যাপারে বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তিপূর্ণ বিশ্বাসের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। কেননা বিভ্রান্তরা বলে, আল্লাহ্‌র সন্তান রহিয়াছে। যথা ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র

আল্লাহ্‌র পুত্র। খিস্টানরা বলে, ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র। আরবের মুশরিকরা বলে, ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা। মূলত - سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

'যালিমদের এইসব কথা হইতে আল্লাহ বহু উর্ধ্বে ও পবিত্র।'

خَرَقُوْا-এর অর্থ আরোপ করা, সমজ্ঞান করা, অনুমান করা এবং মিথ্যা রচনা করা। পূর্বসূরীগণ শব্দটির এই সকল অর্থ করিছেন।

আলী ইব্‌ন তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ অনুমান করা। আওফী (র) বলেন ঃ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ 'তাহারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহর পুত্র-কন্যা নির্ধারিত করিয়াছে।'

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ অর্থাৎ 'তাহারা আল্লাহর জন্য মিথ্যা পুত্র-কন্যা আরোপ করিয়াছে।'

যাহহাক ও হাসান বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ সংযোজন করা।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ خَرَقُوْا অর্থ অংশ নির্ধারিত করা।

ইব্‌ন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন যে, তাহারা তাহাদের উপাসনার মধ্যে আল্লাহর সহিত জিন্নকে অংশীদার করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এইসবকে কাহারো সহযোগিতা ছাড়া একক শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ – 'উহারা মূর্খতাবশত আল্লাহর প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করিয়াছে।' অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে এবং আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে তাহারা অইরূপ বলার দুঃসাহস পাইয়াছে। কেননা যিনি 'ইলাহ,' তাঁহার পুত্র-কন্যা বা কোন স্ত্রী থাকিতে পারে না এবং তাঁহার সৃষ্টিকেও তাঁহার সহিত শরীক করা যায় না। তাই বলা হইয়াছে ঃ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ 'উহারা যে অজ্ঞানতাবশত তাঁহার সহিত পুত্র-কন্যা ও স্ত্রী অংশীদার আরোপ করে, তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে ও পবিত্র।'

(١٠١) بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১০১. "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে ? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই; তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে বস্তু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।"

তাফসীর ঃ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ 'তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ও পত্তনকারী।' আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে তাঁহার সামনে ইহার কোন নমুনা ছিল না। মুজাহিদ ও সুদ্দী এই অর্থ করিয়াছেন। বিদ'আতকে এই জন্যই বিদ'আ'ত বলা হয় যে, ইহা সম্পূর্ণ নতুন এবং উহা প্রচলনের পূর্বে পূর্বসূরীদের হইতে উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

اَنَّى يَكُوْنُ لَه وَلَدٌ অর্থাৎ 'তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে ?' তাঁহার তো কোন স্ত্রী নাই। কেননা সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য একই গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দুইটি জীবের প্রয়োজন। অথচ আল্লাহর তো কোন সমকক্ষ নাই এবং তাঁহার সমবৈশিষ্ট্যের দ্বিতীয় কোন সত্তাও নাই। উপরন্তু তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। তাই তাঁহার কোন স্ত্রী বা সন্তান থাকিতে পারে না।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا- لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا- تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا- اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا- وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا- اِنْ كُلُّ مَنْ فِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا- لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا- وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا-

অর্থাৎ 'তাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তোমরা তো এক অদ্ভূত কথা সৃষ্টি করিয়াছ। হয়তো আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে ও পর্বতমণ্ডলী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে, তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করাতে; সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই দয়াময়ের নিকট যে উপস্থিত হইবে না দাসরূপে। তাঁহার জ্ঞান তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। আর কিয়ামতের দিবসে উহাদের সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়।'

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ – 'তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত।'

এখানে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত কিছু সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত। অতএব তাঁহার সৃষ্টি জীব কিভাবে তাঁহার স্ত্রী হইতে পারে ? অথচ তাঁহার কোন তুলনা নাই। দ্বিতীয়ত, যাহার স্ত্রী নাই তাহার কিভাবে পুত্র-কন্যা জন্ম নিতে পারে ? বস্তুত আল্লাহ তা'আ'লা এই সব হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

(١٠٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ○

(١٠٣) لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۫ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

১০২."এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।"

১০৩."তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ-অর্থাৎ 'এই তো তোমাদের প্রভু আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন সমস্ত কিছু।' তাঁহার নাই কোন সন্তান-সন্ততি এবং নাই কোন

স্ত্রী-পরিজন। لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ 'অতএব তোমরা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা একক লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত কর।' আর স্বীকৃতি দাও যে, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন পুত্র নাই এবং তিনিও কাহারো পুত্র নন। তাঁহার কোন স্ত্রী নাই আর নাই তাঁহার কোন সমকক্ষ।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ- তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। অর্থাৎ তিনিই রক্ষাকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক। তিনি নিজেকে ব্যতীত সবার ব্যাপারে ভাবেন, তিনিই খাদ্য দেন এবং রাতে ও দিনে তিনি সকলের রুযীর সংস্থান করেন।

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ- 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন।'

এই আয়াতাংশের মর্মার্থের ব্যাপারে পূর্বসূরী ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে।

প্রথমত তাঁহাকে পৃথিবীতে দেখা যাইবে না বটে, কিন্তু আখিরাতে দেখা যাইবে। এই ব্যাপারে সহীহ, মুস্নাদ ও সুনানসমূহে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মুতাওয়াতির রিওয়ায়াতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস রহিয়াছে। যথা ঃ

মাস্রূক (র)......আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মনে করিবে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহকে অবলোকন করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি মিথ্যা বলিবে।

অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করিবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র).....মাসরূক হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাসরূক (র) হইতে আরও বহু সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ সংকলনে আয়েশা (রা) ভিন্ন অন্যের সূত্রেও হাদীসটি আসিয়াছে।

তবে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার বিপরীত অর্থের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্র দর্শনকে 'মুতলাক' বা শর্তহীন রাখিয়াছেন। তাঁহার দর্শন লাভকে কোন কালের সহিত নির্দিষ্ট করেন নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি স্বপ্নে দুইবার আল্লাহ্র দর্শনলাভ করিয়াছেন। ইনশা-আল্লাহ এই ব্যাপারে সূরা নাজমে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে ইসমাঈল ইব্ন আলীয়া (র) বলেন ঃ 'এই জীবনে তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন।' হাশিম ইব্ন উবায়দুল্লাহ হইতেও এইরূপ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ 'তাঁহাকে চোখ ভরিয়া দেখা যাইবে না।' হাদীসের বর্ণনামতে ইহা আখিরাতের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

মু'তাযিলারা তাহাদের ইচ্ছামত এই অর্থ করিয়াছে যে, আল্লাহকে ইহকালে ও পরকালে কোনকালেই দেখা যাইবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত মু'তাযিলাদের মূর্খবৎ এই অভিমতের বিরোধিতা করিয়াছেন। কেননা পরকালে আল্লাহ্র দর্শনলাভ হইবে বলিয়া কুরআন ও হাদীসে প্রমাণ রহিয়াছে। যথা কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ–

অর্থাৎ 'সেদিন কোন কোন মানুষের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।'

পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হইয়াছে ঃ كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

অর্থাৎ 'অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদের প্রতিপালক হইতে আড়ালে থাকিবে।'

ইমাম শাফিঈ বলেন ঃ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র দর্শনলাভের সময় মু'মিনদের দৃষ্টির সামনে কোন পর্দা থাকিবে না।

একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, আনাস, জুরাইজ, সুহাইব ও বিলাল (রা) সহ অনেক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিনগণ আল্লাহকে পরকালে স্ব স্ব ঘরের বাতায়নে এবং জান্নাতের উদ্যানের মধ্যে দেখিতে পাইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ইহা নসীব করুন, আমীন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ -এর অর্থ হইল, হৃদয়পটে তাঁহার অবয়ব ধরিয়া রাখা যাইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আবুল হাসীন ইয়াহিয়া ইব্ন হাসীন হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল।

দ্বিতীয়ত এই অর্থ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। অন্যথায় হয়ত তাহারা ادراك দ্বারা رؤية বুঝাইতে চাহিয়াছেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

অপর একদল বলিয়াছেন ঃ ادراك দ্বারা আল্লাহ্র দর্শন লাভের অর্থ গ্রহণ করা এবং অনুধাবন অর্থ বর্জন করা হইলে উভয় অর্থের মধ্যে কোন বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয় না।

কেননা ادراك হইল অর্থগতভাবে رؤية হইতে বিশিষ্ট বা খাস। তাই বিশেষ অর্থ বর্জন করিলে সাধারণ অর্থ বর্জনের প্রশ্ন আসে না।

এখন মতবিরোধের ব্যাপার হইল যে, এখানে যেই ادراك -কে নফী বা অস্বীকার করা হইয়াছে, সেই 'ইদরাক' কি ?

কেহ বলিয়াছেন ঃ সেই ادراك হইল معرفت حقيقة বা 'সত্তার সত্যিকার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া।' আল্লাহ্র সঠিক পরিচয় সম্পর্কে একমাত্র তিনি নিজেই অবহিত। দ্বিতীয় কেহ তাঁহার সার্বিক পরিচয় সম্পর্কে অবহিত নয়। অবশ্য যদিও মু'মিনরা আল্লাহ্র দর্শনলাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে বাহ্যিক দেখামাত্র, তাঁহার মৌলসত্তা দর্শন নয়। যেমন আমরা চাঁদকে দেখিয়া থাকি কিন্তু উহার মৌলরূপ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তাই আল্লাহ, যিনি উপমাহীন তাঁহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা তো দুঃস্বপ্নমাত্র।

ইব্ন আলীয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহকে যে দেখা যাইবে না, এই কথা ইহকালের জন্য প্রযোজ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একদল বলিয়াছেন ঃ অর্থগতভাবে رؤية হইতে ادراك খাস। কেননা ادراك বলে احاطة বা সার্বিক ব্যাপারে সমান জ্ঞান রাখাকে। তাই احاطة যদি না থাকে, তাহা হইলে

দর্শনলাভ যে সম্ভব নহে, তাহা বলা যায় না। যেমন কাহারো যদি পৃথিবীর সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকে, তবে তাহাকে অজ্ঞান বলা যাইবে না।

কোন মানুষের পক্ষে যে সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে, তাহা কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا 'আর তিনি জ্ঞানায়ত্ত নহেন।'

সহীহ মুসলিমে আসিয়াছে যে, হে আল্লাহ! যেভাবে তোমার গুণ বর্ণনা করা দরকার তাহা আমার দ্বারা আদায় হয় না। আমি তোমার যথার্থ গুণ বর্ণনা করিতে অপারগ। এই প্রার্থনা দ্বারা এই কথা বুঝায় না যে, সে মোটেই গুণ বর্ণনা করিতে পারে না।

আওফী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, 'কোন দৃষ্টিই আল্লাহকে আয়ত্ত করিয়া নিতে পারিবে না।'

ইব্ন আবূ-হাতিম (র)......ইকরিমা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমাকে কেহ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ। আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে বলেন ঃ তুমি কি চোখ দ্বারা আকাশ দেখিতে পাও ? সে উত্তরে বলিল, হ্যাঁ, দেখিতে পাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা, একবার দৃষ্টি নিক্ষেপে কি সমস্ত আকাশটা তুমি দেখিতে পাও ?

সাঈদ ইব্ন আবূ উরওয়া (র)......কাতাদা হইতে لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ। এই আয়াতাংশের মর্মার্থে বলেন ঃ তিনি এত ঊর্ধ্বে যে, তাঁহার পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে না।

ইব্ন জারীর (র)......আতীয়া আল-আওফী হইতে বর্ণনা করেন যে, আতীয়া আল-আওফী وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহারা আল্লাহকে দেখিবে বটে, কিন্তু তাঁহার বিশালত্ব ও তাঁহার জ্যোতির্ময় চেহারা কেহ যথার্থভাবে অবলোকন ও দৃষ্টিগত করিতে পারিবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ অর্থাৎ তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।

এই সম্পর্কে ইব্ন আবূ হাতিম (র) নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

আবূ যুরাআ (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলেন ঃ সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত সৃষ্ট জিন্ন, ইনসান, শয়তান ও ফেরেশতাদের যদি সকলকে কাতারবন্দী করা হয়, তবুও তাহারা আল্লাহ্র বিরাটত্বের সীমা পাইবে না।

হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয় নাই। সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেও এই হাদীসটির উল্লেখ নাই। আল্লাহ ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে স্বীয় তাফসীরে, ইব্ন আবূ আসিম স্বীয় কিতাবুস-সুন্নাহয় এবং তিরমিযী স্বীয় জামে' তিরমিযীতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) স্বীয় রবকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছেন। তখন তাঁহাকে এই প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তো এই কথা বলিয়াছেন ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

অর্থাৎ 'তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।'

তখন তিনি জবাবে বলেন, কথাটা এমন নহে। কথাটা হইল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নূরের তাজাল্লীর পুরাপুরি স্ফূরণ ঘটান, তখন তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা অবলোকন করা যায় না বটে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে নূরের মৃদু স্ফূরণের অবস্থায় অবলোকন করিয়াছেন।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় নূরের পূর্ণ স্ফূরণ ঘটান তখন তাঁহার সামনে কোন বস্তু স্থির থাকিতে পারে না।

হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহদ্বয়ের দৃষ্টিতে সহীহ, কিন্তু তাঁহাদের কেহ ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

সহীহদ্বয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর সূত্রে এই ধরনের আর একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না আর নিদ্রা যাওয়া তাঁহার জন্য সমীচীন নয়। কেননা তিনি মীযান সংস্থাপন করিয়া বান্দার প্রতি দিবস ও রাতের উপস্থিত করা আমলনামার পরিমাপের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাঁহার পর্দা নূর অথবা আগুনের। যদি তাঁহার পর্দাসমূহ উদ্‌ঘাটিত হয়, তবে উহার নূরের তাজাল্লীতে সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই কোন দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁহাকে অবলোকন করা যায় না।

পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, মূসা (আ) যখন আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের জন্য তাঁহার নিকট আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ হে মূসা! কোন জীবিত বস্তু আমার দর্শনলাভ করিতে পারে না; যদি দর্শন লাভ করে, সে মৃত্যুবরণ করিবে। আর কোন শুষ্ক বস্তুর উপর আমার তাজাল্লী পতিত হইলে তাহা ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ–

অর্থাৎ 'যখন তাহার প্রভুর তাজাল্লী পাহাড়ে প্রকাশ পাইল, সে হুমড়ি খাইয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল; যখন সচেতন হইল, বলিল, পবিত্রতা তোমারই, আমি তোমার নিকট তওবা করিতেছি; আর আমি সর্বাগ্রে ঈমানদার।'

উল্লেখ্য যে, এখানে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভকে যে নফী বা অসম্ভব বলা হইয়াছে, তাহা বিশেষ কোন অবস্থার জন্য বিশিষ্ট। তাই ইহা দ্বারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দর্শন লাভের অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হয় না।

তাই উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আখিরাতে আল্লাহ্‌র দর্শনলাভের সম্ভাব্যতার কথা বলিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাঁহার দর্শন লাভ অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার দলীল হইল এই আয়াতটি ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ

অতএব ادرك দ্বারা যে দর্শন লাভকে নফী করা হইয়াছে, তাহা হইল তাঁহার আযমত ও জালালের পূর্ণ প্রকাশের সময়। তাই এই অবস্থায় কোন মানুষ কিংবা ফেরেশতা তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ 'কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত।' অর্থাৎ সবকিছুই তাঁহার দৃষ্টি ও জ্ঞানের অধিগত। কেননা সবকিছু তাঁহারই সৃষ্টি। যথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اَلاَ يَعلَمُ مَنْ خَلَقَوَ هُوْ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অর্থাৎ 'জান কি তুমি, কে সৃষ্টি করিয়াছেন ? তিনি সমস্ত গোপন রহস্য জানেন।'

কখনো اَبْصَارُ -এর অর্থ مبصرين -ও হয়। যথা সুদ্দী (র) لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَار আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ 'কোন দৃষ্টিমান বস্তু তাঁহাকে দেখে না, কিন্তু তিনি সকল বস্তুকেই দেখেন।'

আবুল আলীয়া (র) وَهُوَ للَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ لَطِيْفُ অর্থ বক্তব্য প্রকাশে তিনি খুব সূক্ষ্ম এবং خَبِيْرُ অর্থ কোন্ বস্তু কোথায় অবস্থিত সে সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। আল্লাহই ভাল জানেন।

পুত্রের প্রতি লুকমান হাকীমের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَابُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ-

অর্থ 'হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মাটির নীচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সব বিষয়ের।'

(١٠٤) قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

(١٠٥) وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

১০৪. "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ অবশ্য আসিয়াছে। সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে। আর কেহ না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।"

১০৫. "এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ। কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।"

তাফসীর ঃ اَلْبَصَائِرُ। অর্থ সেই সকল দলীল-প্রমাণ যাহা কুরআনে বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) মানবতার সম্মুখে পেশ করিয়াছেন।

فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِه 'সুতরাং কেহ উহা দেখিলে উহা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হইবে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

অর্থাৎ 'যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।'

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا 'আর কেহ উহা না দেখিলে তাহাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি বিপদ আপতিত হইবে।' তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنَّهَا لاَتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرُ

অর্থাৎ 'বস্তুত চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।'

وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।' অর্থাৎ আমি তোমাদের পর্যবেক্ষকও নহি এবং তত্ত্বাবধায়কও নহি; বরং আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাত্র। আল্লাহ যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে চাহেন গুমরাহ রাখেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ 'এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি।' অর্থাৎ যেখানেই আমার একত্ববাদ প্রমাণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানেই আমি উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। যখনই জাহিলরা অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র একত্ববাদকে অস্বীকার করার অপচেষ্টা করিয়াছে, তখনই আমি তাহাদিগকে লা-জওয়াব করিয়া দিয়াছি।

মিথ্যাবাদী কাফির ও মুশরিকরা বলিতেছিল, 'হে মুহাম্মদ! তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব হইতে নকল করিয়া পাঠ করিতেছ এবং যাহা শিক্ষা দান করিতেছ, তাহাও পূর্ববর্তী কিতাব হইতে নকল করা।' ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন যুবায়র ও যাহহাক (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

তাবারানী (র)......আমর ইব্ন কায়সান হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন কায়সান বলেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হইল دارست যাহার অর্থ হইল, পাঠ করা। ইহা বিতর্কের স্থানে ব্যবহৃত হয়।

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের মিথ্যাবাদিতা ও গোঁড়ামীর আলোচনা করিয়া বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ افْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَائُوْا ظُلْمًا وَزُوْرًا وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا

অর্থাৎ 'সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নহে, মুহাম্মদ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। উহারা তো অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। উহারা বলে এইগুলি তো সেকালের উপকথা যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে।'

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইহাদের ভুল ধারণার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ - فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ - ثُمَّ نَظَرَ - ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَرَ - ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ - فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ - اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ -

অর্থাৎ 'সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল, অভিশপ্ত হউক সে, কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। আরও অভিশপ্ত হউক সে, কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। সে আবার চাহিয়া দেখিল। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল। অতঃপর সে একবার পিছাইয়া গেল এবং পরে দন্তভরে ফিরিয়া আসিল এবং ঘোষণা করিল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে। ইহাতো মানুষেরই কথা।'

অতঃপর তিনি এখানে বলেন ঃ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ 'কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।' অর্থাৎ যাহারা হক বুঝিয়া উহার অনুসরণ করে এবং বাতিলকে পরিত্যাগ করে, আমি তাহাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি। আর কাফিরদের গুমরাহী এবং মু'মিনদের হিদায়াত প্রাপ্তির মধ্যে আল্লাহ্‌র রহস্য রহিয়াছে।

যথা আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِ بِهٖ كَثِيْرًا

অর্থাৎ 'ইহা দ্বারা অনেকে বিভ্রান্ত হয় ও অনেকে পথপ্রাপ্ত হয়।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ *
.....وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ *

অর্থাৎ 'ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে, তিনি উহাকে পরীক্ষাস্বরূপ করেন তাহাদের জন্য, যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে ও যাহারা পাষাণ হৃদয়। আর যাহারা বিশ্বাসী, তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ সরলপথে পরিচালিত করেন।'

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا اَصْحَابَ النَّارِ اِلَّا مَلٰئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلَايَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا
هُوَ -

অর্থাৎ 'আমি ফেরেশতাগণকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি উহাদের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে কিতাবীদের প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং ঈমানদার ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তাহারা ও কাফিররা বলিবে, আল্লাহ এই উপমা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন ?

এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান। প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَيَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّخَسَارًا

অর্থাৎ 'আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্য প্রতিষেধক ও অনুগ্রহ। কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।'

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُوْلٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ-

অর্থাৎ 'বল, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদের জন্য অন্ধকার স্বরূপ। ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে।'

এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে মু'মিনদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ করিয়াছেন। আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহেন, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে চাহেন হিদায়াত দান করেন।

তাই এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ 'এইভাবে নিদর্শনাবলী বিভিন্ন প্রকারে বিবৃত করি; ফলে অবিশ্বাসীগণ বলে, তুমি ইহা পূর্ববর্তী কিতাব অধ্যয়ন করিয়া বলিতেছ। কিন্তু আমি তো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।'

কেহ পাঠ করিয়াছেন درست -রূপে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তামীমীও শব্দটি درست বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল, অধ্যয়ন করা বা শিক্ষাদান করা।

মুজাহিদ, সুদ্দী, যাহ্হাক ও আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আসলাম (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

মা'মার হইতে আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) এই শব্দটিকে درست বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল تقادمت ও انمحت

আবদুর রাযযাক (র)......ইব্ন যুবায়র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন যুবায়র বলেন ঃ বাচ্চারা শব্দটিকে درست রূপে পাঠ করে, কিন্তু শব্দটি হইল درست

আবূ ইসহাক আল-হামদানী হইতে শু'বা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) -এর কিরাআতে এই শব্দটি درست রূপে রহিয়াছে। অর্থাৎ الف। ব্যতীত سين-এর উপর যবর এবং تا সাকীন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল النمحت। ও تقادمت অর্থাৎ যাহা আমাদের সামনে পাঠ কর, তাহা আমাদের পূর্বের কিতাবে আলোচিত হইয়াছে। আর ইহা কোন নূতন কথা নয়; বরং বহু পুরাতন কথা।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র)......কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইহাকে درست -রূপে পাঠ করিয়াছেন। যাহার অর্থ হইল, অধ্যয়ন করা এবং শিক্ষাদান করা।

মা'মর বলেন ঃ কাতাদার কিরাআতে درست রহিয়াছে। আর ইব্ন মাসঊদের কিরাআতে রহিয়াছে درس রূপে।

আবূ উবাইদ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (র)......হারূন হইতে বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'ব ও ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কিরাআতে درس রহিয়াছে যাহার অর্থ হইল, মুহাম্মদ (সা) উহা শিক্ষা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি গরীব।

অবশ্য উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে। যথা ইব্ন মারদুবিয়া (র)......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ রাসুলূল্লাহ আমাকে وَلِيَقُوْلُوا دَرَسْتَ রূপে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

ওয়াহাব ইব্ন যামাআ'র সূত্রে হাকিম স্বীয় মুস্তাদরাকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, سين সাকিন হইবে এবং تا এ হইবে যবর। অতঃপর তিনি বলেন, ইহার সনদ সহীহ বটে, কিন্তু সহীহদ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

(١٠٦) اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٠٧) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا ۗ وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

১০৬, "তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয়, তুমি তাহারই অনুসরণ কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; এবং অংশীবাদীদের হইতে দূরে থাক।"

১০৭. "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই; আর তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল এবং রাসূলের অনুসারীদিগকে নির্দেশ দান পূর্বক বলেন ঃ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

'তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ হয় তুমি তাহারই অনুসরণ কর।' অর্থাৎ উহার অনুসরণ কর এবং উহার উপরে আমল কর। কেননা আল্লাহ্ পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হইয়াছে, তাহা সত্য। উহার মধ্যে বিন্দুমাত্র মিথ্যার সংমিশ্রণ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ -'এবং অংশীবাদীদের হইতে দূরে থাক।' অর্থাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা কর, তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাক এবং তাহাদের আঘাত প্রদানকে সহ্য কর। ইহার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী

করিবেন এবং তাহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর জানিয়া রাখ যে, উহাদের গুমরাহীর মধ্যেও আল্লাহর হিকমত নিহিত রহিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াত দান করিতে পারেন এবং পারেন সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর একত্রিত করিতে।

وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكُوْا- 'আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা শিরক করিত না।'

অর্থাৎ ইহার মধ্যে তিনি হিকমত নিহিত রাখিয়াছেন। তিনি স্বাধীনমত কর্ম সম্পাদন করার অধিকার রাখেন। কেননা কাহারো নিকট তিনি জবাবদিহি করার জন্য মুখাপেক্ষী নহেন; বরং সকলকে তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - 'এবং তোমাকে তাহাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করি নাই।' অর্থাৎ তাহাদের কথা ও কাজের হিসাব রাখার দায়িত্ব তোমার নয়।

وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ-'তুমি তাহাদের অভিভাবকও নহ।' অর্থাৎ তাহাদের খাদ্য ও কর্ম সংস্থানের দায়িত্বও তোমার নয়।

اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغُ -'তোমার দায়িত্ব হইল কেবল তাহাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া।'

অন্যত্র আল্লাহ তাআ'লা বলিয়াছেন ঃ

فَذَكِّرْ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ

অর্থাৎ 'অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো শুধু একজন উপদেষ্টা। উহাদিগের কর্ম নিয়ন্তা নহ।'

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

অর্থাৎ 'তোমার দায়িত্ব হইল পৌঁছাইয়া দেওয়া আর আমার দায়িত্ব হইল হিসাব গ্রহণ করা।'

(١٠٨) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۪ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১০৮."আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে; প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে মুশরিকদের উপাস্যকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদিওবা তাহাতে সামান্য কোন উপকার নিহিত থাকে, কিন্তু

পরিণতিতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ তাহারাও মুসলমানদের আল্লাহকে গালি দিবে। আর তিনি হইলেন আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেনঃ মুশরিকরা বলিত, হে মুহাম্মদ! তোমার উচিত হইবে আমাদের ইলাহদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিরত থাকা, অন্যথায় আমরাও তোমাদের ইলাহকে গালি দিব ও তাহার সমালোচনা করিব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন। فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ 'কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।'

আবদুর রায্যাক (র)...... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলমানরা কাফিরদের প্রতিমাদিগকে গালি-গালাজ করিত। ফলে কাফিররাও সীমালংঘন করিয়া আল্লাহকে গালি-গালাজ করিতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আ'লা নাযিল করেনঃ

وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ 'আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে, তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেনঃ আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যায়, তখন কুরায়শরা যুক্তি করিল যে, তাহারা তাহার নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি আপনার ভাতিজাকে বারণ করিয়া যান। আপনার মৃত্যুর পর তাহাকে যদি আমরা হত্যা করি, তাহা হইলে আরবের লোক আমাদিগকে বলিবে যে, আবূ তালিবের জীবিতাবস্থায় মুহাম্মদের কিছু না করিতে পারিয়া তাহার মৃত্যুর পর অসহায় মুহাম্মদকে হত্যা করিয়াছে।

সেমতে আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান ও আমর ইবনুল আ'সসহ কতক লোক আবূ তালিবের বাড়ি আসিয়া প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে মুত্তালিব নামক এক ব্যক্তিকে অনুমতি গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিল। আবূ তালিব তাহাদিগকে তাহার নিকট আসার জন্য ডাকিল।

তাহারা বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং আমাদের সর্দার। মুহাম্মদ আমাদিগকে ভীষণ ব্যথা দিয়াছে এবং আমাদের উপাস্যদিগকে কষ্ট দিতেছে। আমাদের দাবি হইল, আপনি তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিন যে, সে যেন কখনো আমাদের উপাস্যদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ না করে। অন্যথায় আমরাও তাহাকে এবং তাহার আল্লাহকে ক্ষমা করিব না।

এই কথা শুনিয়া আবূ তালিব হযরত নবী (সা)-কে ডাকিলেন এবং বলিলেন, উহারা তোমারই কওমের লোক এবং তোমারই চাচার আওলাদ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ আপনার এই কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই এবং এই লোকদের আগমনের উদ্দেশ্যই বা কি?

তখন তাহারা বলিল, আমাদের উদ্দেশ্য হইল, তুমি আমাদের সহিত এবং আমাদের উপাস্যদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবে। তাহা হইলে আমরাও তোমার সহিত এবং তোমার আল্লাহর সহিত সদ্ব্যবহার করিব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ আমি তোমাদিগকে এমন একটি কথা বলিব কি, যে কথার উপর তোমরা যদি আমল কর এবং মানিয়া নাও, তাহা হইলে তোমরা আরব ও আজমের বাদশাহী পাইবে, সকল দেশ হইতে তোমাদের নিকট রাজস্ব আসিতে থাকিবে? আবূ জাহল বলিল, তোমার সেরূপ একটি নয়, দশটি কথাও কবূল করিয়া নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। বল, সেই কথাটি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তাহারা উহা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল এবং বিদ্রূপ করিল।

আবূ তালিব বলিলেন, হে ভাতিজা! তুমি এই কথাটি বাদ দিয়া আন্য কোন কথা বল। তোমার কওম তো এই কথাটি শুনিলে ক্ষেপিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ চাচা! এই কথাটি বাদ দিয়া অন্য কথা বলার কি অধিকার আমার আছে ? ইহা ভিন্ন অন্য কোন কথা আমি বলিতে পারিব না।"

তাহাদের উদ্দেশ্যে ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিরাশ করিয়া দেওয়া ও তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু তাহারা ইহাতে ব্যর্থ হইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়ে উঠে এবং বলিতে থাকে, তুমি আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেওয়া হইতে বিরত না হইলে আমরাও তোমার আল্লাহকে গালি দিব। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ 'তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকে গালি দিবে।'

এখানে বিরাট অপকারিতা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য সামান্য উপকারিতা পরিত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সহীহ হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে তাহার পিতামাতাকে গালি দেয়, সে সর্বাপেক্ষা বেশি অভিশপ্ত।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তান পিতামাতাকে কিভাবে গালি দেয়? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার পিতাকে এবং একব্যক্তি অন্য ব্যক্তির মাতাকে গালি দিলে সে পাল্টা তাহার মাতাকে গালি দেয়।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ-'এইভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাহাদের কার্যকলাপ সুশোভন করিয়াছি।' অর্থাৎ যেমন এই কওম মূর্তিপূজাকে পসন্দ করে, পূর্ববর্তী লোকেরাও এমন ছিল। তাহাদের নিকটও তাহাদের ধর্ম উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাদিগকে গুমরাহীর মধ্যে রাখাতেও আল্লাহর হিকমত নিহিত রহিয়াছে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করার অধিকার রাখেন।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ-'অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।'

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-'তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।' অর্থাৎ তাহাদের আমলের প্রতিফল দান করিবেন। যদি আমল বদ হয় তবে বদ প্রতিফল সে পাইবে, আর যদি আমল নেক হয় তবে নেক প্রতিদান সে পাইবে।

(১০৯) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَآ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(১১০) وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১০৯. "তাহারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত, তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস করিত। বল, নিদর্শন তো আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত; তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে বিশ্বাস করিবে না, ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করান যাইবে ?"

১১০."তাহারা যেমন প্রথমবারে উহাতে বিশ্বাস করে নাই, তেমনি আমিও তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার ময়দানে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিব।"

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ তাহারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে لَئِنْ جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ-'যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসিত।' অর্থাৎ রাসূল যদি মু'জিযা বা অস্বাভাবিক কিছু প্রদর্শন করিতেন।

لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا-'তবে অবশ্যই তাহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিত।'

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ-'বল, নিদর্শন তো আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বল, যাহারা আল্লাহ নিদর্শন অবলোকনের জন্য আবেদন করে, তাহারা কুফরী ও বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ইহা করিয়া থাকে। তাহারা আদৌ হিদায়াত লাভের জন্য এই প্রার্থনা করে না। বস্তুত্ব মু'জিযা প্রকাশের কেন্দ্রবিন্দু হইলেন আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা প্রকাশ করেন এবং ইচ্ছা না করিলে অপ্রকাশিত রাখেন।

ইব্ন জারীর (র)......মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারজী হইতে বর্ণনা করেন ঃ

কুরায়শরা একদিন নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনায় বসিল। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মদ! তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, মূসা (আ)-এর এমন এক লাঠি ছিল যদ্বারা পাথরকে আঘাত করায় দ্বাদশ নহর উৎপন্ন হইত। তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিতেন। তুমি আমাদিগকে জানাইতেছ যে, সামূদ জাতির জন্য আল্লাহ একটি উষ্ট্রী পাঠাইয়াছিলেন। অতএব তুমিও আমাদের জন্য অনুরূপ কোন নিদর্শন আন। তাহা হইলে আমরা তোমার সত্যতা মানিয়া লইব। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন ঃ তোমরা কিরূপ নিদর্শন পসন্দ কর ? তাহারা জবাব দিল, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত কর। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ যদি উহা করি তবে কি তোমরা আমার সত্যতা মানিয়া লইবে ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! যদি তুমি উহা কর, তবে আমরা সকলে মিলিয়া তোমার অনুসারী হইব।

তখন রাসূল (সা) দণ্ডায়মান হইলেন প্রার্থনা করার জন্য। এমন সময় তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আ) হাযির হইলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করিলে রাতারাতি সাফা পাহাড় সোনা হইয়া যাইবে। তবে যদি নিদর্শন প্রেরণের পরও তাহারা আপনার উপর ঈমান না আনে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিয়া ধ্বংস করা হইবে। যদি আপনি ভাল মনে করেন তো তাহাদের তওবা নসীব হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তাহাদের তওবা কবূল করিবেন। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বরং তাহাদের তওবাকারীদের তওবার দুয়ার খোলা রাখা হউক। এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল ঃ

হাদীসটি মুরসাল। তবে বিভিন্ন সূত্রে উহার সমর্থন মিলে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلاَّ اِنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

অর্থাৎ 'আমি এই কারণেই নিদর্শন পাঠাইতে বিরত থাকিতেছি যে, অতীতের সম্প্রদায়গুলি উহাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।'

তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

وَمَا يُشْعِرُ كُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ 'তোমরা কি বুঝিতে পারিবে যে, নিদর্শন যখন উপস্থিত করা হইবে, তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না ?'

কেহ বলিয়াছেন يُشْعِرُ كُمْ -এর كُمْ সর্বনাম দ্বারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। এই মতের পরিপোষক হইলেন মুজাহিদ (র)। তখন উহার অর্থ দাঁড়ায়, তোমরা যে শপথ করিয়া নিদর্শন দেখিয়া ঈমান আনার কথা বলিতেছ, ইহার সত্যতা বোধগম্য নহে অর্থাৎ ইহা সত্য নহে।

اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُوْنَ এই আয়াতাংশে اَنَّهَا শব্দের আলিফের নীচে যের হইবে। কারণ خَبر বা বিধেয়ের শুরুতে উহা আসিয়াছে। নাবোধক এই বিধেয় বাক্যাংশে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের নিদর্শন লাভের উদ্দেশ্যটি সফল হইলেও তাহারা ঈমান আনিবে না।

কেহ কেহ اَنَّهَا শব্দটির আলিফের উপর যবর দিয়া পড়িয়াছেন। একদল বলেন ঃ يشعركم শব্দের كُمْ সর্বনামটি মু'মিনদের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তখন অর্থ দাঁড়াইবে, হে মু'মিনগণ, নিদর্শন দেখিয়াও যে তাহারা ঈমান আনিবে না, তাহা কি তোমাদের বোধগম্য নহে ? এ ক্ষেত্রে اِنَّهَا -এর আলিফে যের হইবে। তখন لاَيُؤْمِنُوْنَ শব্দের ধ অক্ষরটির صلة হইবে। ইহার উদাহরণ হইল নিম্ন আয়াতদ্বয় ঃ مَامَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَا اِذْ اَمَرْتُكَ

অর্থাৎ 'কোন বস্তু তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিয়াছে যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়াছি।' وَحَرَامٌ عَلَى قَرِيَةٍ اَهْلَكْنَا هَا اَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُوْنَ

অর্থাৎ 'যে পল্লীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের সৎপথে প্রত্যাবর্তন তাহাদের কৃতকর্মের জন্য নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।' উপরোক্ত উভয় আয়াতে ধ শব্দটি صلة হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইল এই ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যতই তাহাদিগকে ভালবাস আর যতই তাহাদের ঈমানের জন্য লালায়িত হও না কেন, যখন সত্যই তাহাদের নিকট আল্লাহর নিদর্শন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা ঈমান আনিবে না।

একদল বলেন ঃ اَنَّهَا অর্থ لَعَلَّهَا অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই উহা' অর্থ হইবে 'হয়ত উহা'। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ উবাই ইব্ন কা'বের পঠনে উহা রহিয়াছে। আরবরাও اَنَّ দ্বারা لعل অর্থ করে। যেমন তাহারা বলে ঃ اذهب الى السوق انك تشترى لنا شيئا

অর্থাৎ 'বাজারে যাও, হয়ত আমাদের জন্য কিছু কিনিয়া আনিবে।' কবি আদী ইব্ন যায়দ আল-ইবাদী বলেন ঃ

اعلذل ما يدريك ان منيتى - الى ساعة فى اليوم اوفى ضحى الغد

অর্থাৎ 'আমার মর্ম-যাতনার উপলব্ধি হয়ত আজ কিংবা কাল তোমার ঘটিবে।'

ইব্‌ন জারীর (র) উপরোক্ত মর্তটি পসন্দ করিয়াছেন। আরব কবিদের কবিতার চরণ উদ্ধৃতি করিয়া তিনি উহার দলীল পেশ করেন। আল্লাহই ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক এখানে বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন ঃ যেহেতু মুশরিকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ মানুষের কাছে ওহী নাযিল করেন নাই, তাই তাহাদের অন্তর কোন কিছুর উপর স্থির হইতে পারে নাই; বরং প্রত্যেক বস্তুর ক্ষেত্রেই তাহাদের সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তাহাদের অন্তর শুধু ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে।

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ-আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ বলেন ঃ অর্থাৎ তাহাদের অন্তর যেহেতু ঈমান ও তাহাদের পুরাতন বিশ্বাসের মাঝে ঘুরপাক খাইতেছে বলিয়া ঈমান আনিতে পারিতেছে না, তাই আমার নিদর্শন উপস্থিত হওয়ার পরেও আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিতে এই অস্থিরতা ও সংশয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটাইব। ফলে তাহারা তখনও ঈমান আনিবে না।

ইকরিমা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-ও উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে মুশরিকদের নিদর্শন দেখার পরবর্তী কথা ও কাজের আগাম সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ কিংবা

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ...... لَوْاَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

উপরোক্ত উভয় আয়াতেই আল্লাহ অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের পরবর্তী জীবনের আক্ষেপজনক কথাবার্তা ও কার্যধারার আগাম খবর দিয়াছেন। কারণ পরকালে তাহাদের এই আক্ষেপ অর্থহীন। তাহারা যতই বলুক যে, তাহাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইলে তাহারা ঈমান আনিবে, তাহা সঠিক কথা নহে। তখনও তাহারা ঈমান আনিবে না। তাই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থাৎ 'যদি তাহাদিগকে ফেরত পাঠানো হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই কাজই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। আর তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।'

তাই এখানেও আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ أَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ 'তাহাদিগকে দুনিয়ায় আবার ফেরত পাঠাইলে তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টি পূর্বের মতই নিজেদের সনাতন বিশ্বাস ও হিদায়াতের মাঝখানে ঘুরপাক খাইতে থাকিবে।'

وَنَذَرُهُمْ অর্থাৎ 'তাহাদিগকে অবকাশ দিব, ছাড়িয়া দিব।' فِىْ طُغْيَانِهِمْ অর্থাৎ 'তাহাদের কুফরীর কাজে।'

এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী। আবুল আলীয়া, রবী ইব্ন আনাস ও কাতাদা বলেন ঃ فِىْ طُغْيَانِهِمْ অর্থ হইল তাহাদের বিভ্রান্তির কাজে।

يَعْمَهُوْنَ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবুল-আলিয়া, রবী, আবূ মালিক (র) প্রমুখ বলেন ঃ তাহারা অবিশ্বাস ও সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া পেরেশানীর যিন্দেগী কাটাইবে।

আ'মাশ বলেন يَعْمَهُوْنَ অর্থ 'তাহারা ক্রীড়া-কৌতুক করিবে।'

تمت بالخير

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা-২০২৬-২০১৪-প্র/২৫৫(উ)-৬২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

চতুর্থ খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

চতুর্থ খণ্ড

(অষ্টম, নবম ও দশম পারা)

সূরা আন'আম (১১১-১৬৫ আ), সূরা আ'রাফ, সূরা আনফাল ও সূরা তাওবা (১-৯৩ আ)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত
সম্পাদনা : মাওলানা ইমদাদুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (চতুর্থ খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা :
ইফা প্রকাশনা : ১৯৪৩/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0486-4

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৯৯

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫০০.০০ (পাঁচ শত) টাকা

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (4th Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেননি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-

ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : "এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেননি।" আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির চতুর্থ খণ্ডের প্রথম প্রকাশ এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায়-এর ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশাকরি পূর্বের মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আমরা এই গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

নুরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অষ্টম পারা

সূরা আন‘আম (১১১-১৬৫ আয়াত)

১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯
	বেঈমানদের ঈমানের দাবী	১৯
১১২-১১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১
	মানব শয়তান ও জিন শয়তান সংক্রান্ত	২২
১১৪-১১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬
	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানা সংক্রান্ত	২৭
১১৬-১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭
	যাহারা অনুমান ভিত্তিক কথা বলে তাহাদের সংক্রান্ত	২৮
১১৮-১১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯
	আল্লাহ্‌র নামে যবাহ্ করা হয় নাই উহা সংক্রান্ত আলোচনা	২৯
১২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০
	প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ সংক্রান্ত	৩০
১২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১
	মুসলমান আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত যবাহ্ করলে	৩১
১২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০
	যাহার অন্তঃকরণ ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে সে হিদায়েতপ্রাপ্ত	৪১
১২৩-১২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২
	অপরাধীরা প্রত্যেক নবীর শত্রু সংক্রান্ত আলোচনা	৪২
	মহানবী (সা)-এর সততা সম্পর্কে হাদীস	৪৭

১২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮
বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদারদের আলোচনা ৪৯

১২৬-১২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩
সরল-সহজ পথ প্রসংগে আলোচনা ৫৩
১২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪
১২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬
১৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৮
১৩১-১৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬১
১৩৩-১৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬৩
১৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬৭
১৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬৯
১৩৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৭০
১৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৭২
১৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৭৩
১৪১-১৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৭৪
১৪৩-১৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৮০
১৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৮২
১৪৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৮৫
১৪৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৮৯
১৪৮-১৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৯০
১৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৯৩
১৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০০
১৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০২
১৫৪-১৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০৬
১৫৬-১৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০৯
১৫৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১১২

১৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৮
১৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২০
১৬১-১৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৩
১৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৯
১৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩১

সূরা আ'রাফ

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৫
৪-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৬
৮-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪০
১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪২
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৩
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৫
১৩-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৭
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৮
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫১
১৯-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৩
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৪
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৭
২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৮
২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬০
২৮-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬১
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৬
৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯
৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯
৩৪-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭০

৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭১
৩৮-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৩
৪০-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৫
৪২-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮০
৪৪-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮২
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৩-১৮৪
৪৮-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৮
৫০-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯১
৫২-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৩
৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৫
৫৫-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৮
৫৭-৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০০
৫৯-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৩
৬৩-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৫
৬৫-৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৬
৬৮-৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৭
৭০-৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৯
৭৩-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৫
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২২
৮০-৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৩
৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৪
৮৩-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৫
৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৬
৮৬-৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৭

নবম পারা

৮৮-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৯
৯০-৯২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩০
৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩১
৯৪-৯৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩২
৯৬-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৩
১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৫
১০১-১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৭
১০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪০
১০৪-১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪০
১০৭-১০৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪১
১০৯-১১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৩
১১১-১১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৩
১১৩-১১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৪
১১৫-১১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৪
১১৭-১২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৬
১২৩-১২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৭
১২৭-১২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫০
১৩০-১৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫২
১৩২-১৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৩
১৩৬-১৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৯
১৩৮-১৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬১
১৪০-১৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬২
১৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
১৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৪
১৪৪-১৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭০

১৪৬-১৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭২
১৪৮-১৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৪
১৫০-১৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৫
১৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৭
১৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৮
১৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৯
১৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮০
১৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮১
১৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৬
১৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৫
১৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৯
১৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০০
১৬১-১৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
১৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
১৬৪-১৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৩
১৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৮
১৬৮-১৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
১৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১০
১৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১২
১৭২-১৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৪
১৭৫-১৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২২
১৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩০
১৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩০
১৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৩
১৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৪
১৮২-১৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৫
১৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৬

১৮৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৭
১৮৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৮
১৮৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৮
১৮৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৫
১৮৯-১৯০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৬
১৯১-১৯৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫২
১৯৯-২০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫৬
২০১-২০২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬১
২০৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৪
২০৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৫
২০৫-২০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৮

সূরা আনফাল

১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭১
২-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭৯
৫-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৪
৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯১
১১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৭
১৩-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৮
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৫
১৭-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৯
১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৩
২০-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৫
২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৭
২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২০
২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২২

২৭-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৫
২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৯
৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩০
৩১-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৪
৩৪-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪০
৩৬-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৪
৩৮-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৭

দশম পারা

৪১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৪
৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬২
৪৩-৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬৬
৪৫-৪৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬৮
৪৭-৪৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭১
৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৮
৫১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৮
৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৯
৫৩-৫৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮০
৫৫-৫৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮১
৫৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮২
৫৯-৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৩
৬১-৬৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৮
৬৪-৬৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯২
৬৭-৬৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯৫
৭০-৭১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০০
৭২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৫
৭৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৮
৭৪-৭৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৯

সূরা তাওবা
(১-৯৩ আয়াত)

১-২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৩
৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৬
৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৫
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৫
৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩১
৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩২
৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৪
৯-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৫
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৬
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৭
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৮
১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪০
১৭-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪২
১৯-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৫
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৯
২৫-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫১
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬১
৩০-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬৭
৩২-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭০
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭৪
৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮৩
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৯৫
৩৮-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০০
৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৩
৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৫
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৯
৪৩-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১০

৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১২
৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৫
৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৬
৫০-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৭
৫২-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৮
৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৯
৫৬-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২০
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২১
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৩
৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩২
৬২-৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৩
৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৪
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৫
৬৭-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৮
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৯
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪০
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪২
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৩
৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৬
৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৭
৭৫-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৫৭
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬১
৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬৬
৮১-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬৭
৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭২
৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭৪
৮৫-৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭৯
৮৮-৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯১
৯১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮২
৯২-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮৩

তাফসীরে ইবনে কাছীর

চতুর্থ খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অষ্টম পারা

সূরা আন‘আম

(১১১-১৬৫ আয়াত)

(١١١) وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○

১১১. আমি তাহাদিগের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদিগের সহিত কথা বলিলেও আর সকল বস্তুকে তাহাদিগের সামনে হাযির করিলেও যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই অজ্ঞ।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন—যাহারা আল্লাহ্র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আসিলে আমরা অবশ্যই ঈমান আনিতাম, তাহাদের এই আবদার পূরণের নিমিত্ত আমি যদি তাহাদের নিকট কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ করি এবং তাহারা আমার প্রিয় রাসূলকে সত্যায়িত করে, তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না এবং তারপরও তাহারা অনুরূপ দাবী করিতে থাকিবে। যেমন কালামে পাকের অন্যত্র বলা হইয়াছে :

اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا অর্থাৎ অন্যথায় তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত কর (১৭ : ৯২)

কালামে পাকে আরও বর্ণিত হইয়াছে : قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহারা বলে, আমরা ততক্ষণ ঈমান আনিব না যতক্ষণ না আমাদিগকে তাহাই দেওয়া হইবে যাহা রাসূলগণকে দেওয়া হইয়াছে (৬ : ১২৪)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَائَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ اَوْنَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا.

অর্থাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার আশা যাহারা রাখে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট কেন ফেরেশতা পাঠানো হইল না কিংবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখিতাম। এই লোকেরা অবশ্যই অহংকারী মনোভাব পোষণকারী এবং মস্তবড় দাম্ভিক ও নাফরমান হইল (২৫ : ২১)।

وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই, মৃতেরা আসিয়াও যদি তাহাদের সাথে কথা বলে এবং রাসূলও তাঁহার নিকট প্রেরিত বিধানকে সত্যায়িত করে।

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً এর অর্থ হইল যে, অতঃপর আমি যদি বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু তাহাদের সম্মুখে একত্রিতও করি।

قُبُلاً শব্দটিকে কেহ কেহ قِبَلاً পড়েন, উহার অর্থ হইবে সামনা-সামনি দেখা। কেহ কেহ قُبُلاً পাঠ করেন, যাহার অর্থও অনুরূপ। যেমন আলী ইবন আবূ তালহা, আওফ, ইব্ন আব্বাস, কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ও ইব্ন আসলাম প্রমুখ তাফসীরকার এই অভিমত পোষণ করেন।

মুজাহিদের মতে قُبُلاً এর অর্থ দলে দলে ও ঝাঁকে ঝাঁকে। এই অবস্থায় আয়াতের অর্থ হইবে তাহাদের নিকট রাসূল এবং তাঁহার আনীত বিষয়বস্তু সম্পর্ককে যদি দলে দলে লোক আসিয়াও সত্যায়িত করে তবুও ইহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না।

مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, তাহারা কোনক্রমেই ঈমান গ্রহণ করিবে না। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে অন্য কথা। অর্থাৎ সৎপথ প্রদর্শন ও মনের তাগিদে সেই পথ অনুসরণ করাইবার কাজটির একচ্ছত্র অধিকর্তা হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখান এবং যাহাদেরকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট রাখেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তাহার কোন জবাবদিহিতা নাই।

সুতরাং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে দায়ী করার কোন অবকাশ নাই। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে :

لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ তাঁহার কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা যাইবে না। তাহারাই তাহাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইবে (২১ : ২৩)। কারণ তাহার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সূক্ষ্মদর্শিতা, শাসন-ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি সীমাহীন। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে।

এই আয়াতটির মর্মই প্রকাশ করা হইয়াছে নিম্নলিখিত এই আয়াতে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الاَلِيْمَ .

অর্থাৎ : যাহাদের বেলায় তোমার প্রভুর কথা সত্য প্রামাণিত হইয়াছে তাহাদের সম্মুখে প্রত্যেকটি নিদর্শন উপস্থাপন করা হউক না কেন, তাহারা ঈমান আনিবে না। শেষ পর্যন্ত কষ্টদায়ক আযাবই তাহাদের দর্শন করিতে হইবে (১০ : ৯৬-১৯৭)।

(١١٢) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ
يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○
(١١٣) وَلِتَصْغٰٓى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ
وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

১১২. এইরূপ আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানব ও জিনের মধ্য হইতে শয়তানদিগকে শত্রু করিয়াছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে : যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না; সুতরাং তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদিগের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

১১৩. এবং তাহারা প্ররোচিত করে এই উদ্দেশ্যে যে, যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মন যেন উহার প্রতি অনুরাগী হয় এবং উহাতে যেন তাহারা পরিতুষ্ট হয়। আর তাহারা যে অপকর্ম করে তাহারা যেন তাহাই করতে থাকে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার সেরূপ শত্রু বানাইয়াছি যাহারা তোমার প্রতি সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তদ্রূপ তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের প্রত্যেকের জন্যই তদ্রূপ শত্রু বানাইয়া ছিলাম। সুতরাং তুমি চিন্তিত ও বেদনাক্লিষ্ট হইও না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا .

অর্থাৎ তোমার পূর্বেও নবী-রাসূলদিগকে অস্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা মিথ্যা অপবাদ ও নানাবিধ দুঃখকষ্টের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করিয়াছে (৬ : ৩৪)।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

مَا يُقَالُ لَكَ اِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থাৎ ইহারা তোমাকে যাহা কিছু বলিতেছে ঠিক এইরূপ কথাই তাহারা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদিগের সাথে বলিত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাক্ষমাশীল ও কঠিন শাস্তিদাতা (৪১ : ৪৩)।

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, "এমনিভাবে আমি অপরাধীদের মধ্য হইতে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানাইয়াছি" (২৫ : ৩১)।

ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফিল মহানবী (সা)-কে বলিয়াছেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছ তদ্রূপ দায়িত্ব নিয়া যেসব নবী রাসূল নিজ উম্মতের নিকট আসিয়াছিল, তাহাদের সহিতও শত্রুতা পোষণ করা হইয়াছে।

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ আয়াতাংশটি আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী বদলের স্থানে সমাসীন। তখন ইহার মুবাদ্দাল মিনহু হইতেছে عَدُوًّا শব্দটি। সুতরাং ইহার অর্থ দাঁড়ায় উহাদের শত্রু হইল মানব ও জিন শয়তান। প্রত্যেক জাতির শয়তান হইল উহারাই যাহাদের দুষ্টামীর কোন উপমা ও নজীর নাই। এইসব রাসূলদিগের সাথে সেইসব দুষ্ট দুরাচার শয়তান ছাড়া কাহারাই বা শত্রুতা করিতে পারে ? ইহাদের উপর আল্লাহ্‌রই লা'নত ও অভিশাপ পতিত হউক।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মুআম্মার ও আবদুর রায্‌যাক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, জিনের মধ্যেও শয়তান রহিয়াছে এবং মানুষের মধ্যেও রহিয়াছে। ইহারা একে অপরের কাছে মিথ্যা ও কল্পিত কথা প্রচার করে। কাতাদা (র) আরও বলেন : আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আবূ যার (রা) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। তখন নবী করীম (সা) আবূ যার (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! মানব শয়তান ও জিন শয়তানের প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আবূ যার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, হইয়া থাকে।

এই হাদীসটি আবূ যার (রা) ও কাতাদা (র)-এর মধ্যভাগে বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত। অবশ্য হাদীসটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। বহু বর্ণনাকারীর সূত্রে আবূ যার (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ যার (রা) বলেন : আমি একদা মহানবী (সা)-এর নিকট একটি মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। মজলিসটি দীর্ঘ সময় ছিল। মহানবী (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যার ! তুমি কি নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম—না, হে আল্লাহ্‌র নবী ! আমি নামায পড়ি নাই। মহানবী (সা) বলিলেন : ওঠ, দুই রাকাআত নামায পড়। আমি উঠিয়া গিয়া নামায পড়িলাম, অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকটে বসিলাম। মহানবী (সা) বলিলেন, হে আবূ যার ! তুমি কি মানুষ ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ ? আমি বলিলাম—হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি নাই। মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হইতে পারে ? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, “মানুষ শয়তান জিন শয়তানের তুলনায় অধিক দুষ্টপরায়ণ।” এই বর্ণনাটিও বিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনাটি এমনিভাবে অবিচ্ছিন্ন সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) ... ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মহানবী (সা) মসজিদে থাকাকালে আমি তাঁহার নিকট আসিয়া বসিলাম। মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবূ যার ! তুমি কি নামায পড়িয়াছ ? আমি বলিলাম—না, নামায পড়ি নাই। মহানবী (সা) বলিলেন ওঠ, নামায পড়। আমি উঠিয়া নামায পড়িলাম। অতঃপর তাঁহার কাছে আবার বসিলে মহানবী (সা) বলিলেন, হে আবূ যার! মানব ও জিন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? মহানবী (সা) বলিলেন, হ্যাঁ হইয়া থাকে।

হাদীসটির অবশিষ্ট অংশ খুবই দীর্ঘ। এই আয়াতের তাফসীরে হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীসটি জা'ফর ইব্ন আওন, ইয়ালী ইব্ন উবাইদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ মাসউদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসটি অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

উহা ইব্ন জারীর (র) ... ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে : আবূ যার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া মহানবী (সা) বলেন, হে আবূ যার ! তুমি কি মানব ও জিন শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ? আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা) ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর করিলেন, হ্যাঁ, হইয়া থাকে।

এই হাদীসটি আরও এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই :

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ যার (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ যার! তুমি কি জিন শয়তান ও মানব শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিয়াছ? আবূ যার বলিলেন—হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষও কি শয়তান হয় ? রাসূলুল্লাহ (সা) উত্তর করিলেন, হ্যাঁ। উল্লেখিত সনদসমূহ এবং সমুদয় বিবরণ দ্বারা বর্ণনাটি অধিকমাত্রায় শক্তিশালী ও সন্দেহাতীতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

ইব্ন জারীর (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : মানুষের মধ্যে কোন শয়তান নাই। কিন্তু জিন শয়তানেরা মানুষ শয়তানের কাছে এবং মানব শয়তানেরা জিন শয়তানের নিকট আদেশ পাঠাইয়া থাকে।

يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (র) বলেন : হারিস (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন—শয়তান মানুষও হয় এবং জিনও হয়। সুতরাং মানুষ শয়তান জিন শয়তানের সাথে যোগযোগ রাখে ও পরস্পর মিলে মানবকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথার দ্বারা প্ররোচিত করে।

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) ইকরামা (র) হইতে আসবাত (র)-এর সূত্রে বলিয়াছেন-'মানুষ শয়তান হইল তাহারা যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং জিন শয়তান উহারা যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে। ইহারা পরস্পর মিলিত হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ সাথীকে বলে, আমি আমার সাথীকে এই পথে এই ভাবে প্রবঞ্চনা দিয়া পথভ্রষ্ট করিয়াছি। সুতরাং তুমিও তোমার সাথীকে অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট কর। এমনিভাবেও তাহারা একে অপরকে গুনাহ্র কাজ শিক্ষা দেয়।

ইহা দ্বারা ইব্ন জারীর (র) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইকরামা ও সুদ্দী (র)-এর মতে মানব শয়তান দ্বারা সেই জিন শয়তানকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। মানুষ শয়তান হওয়ার অর্থ বুঝান হয় নাই। ইকরামা (র)-এর ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই যে প্রতিভাত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সুদ্দীর ব্যাখ্যা দ্বারা উহা না বুঝাইলেও উহার আভাস মিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জিনের মধ্যেও যেমন শয়তান রহিয়াছে যাহারা জিনদিগকে পথভ্রষ্ট করে, তেমনি

পথভ্রষ্ট করে মানুষ শয়তান মানবদিগকে। সুতরাং মানুষ-শয়তান জিন-শয়তানের সাথে মিলিত হইয়া বলে, উহাকে এমনিভাবে এই নিয়মে পথভ্রষ্ট কর। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা আবূ যার (রা) বর্ণিত হাদীসের বিবরণই আমাদের মতে বিশুদ্ধ। সে হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ শয়তান মানুষের মধ্য হইতেই হয়। আর প্রত্যেক জাতির শয়তান হইতেছে তাহার স্বজাতীয় খোদাদ্রোহিগণ। ইহারই সমর্থনে আমরা মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) হইতে একটি হাদীস দেখিতে পাই। উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : الكلبِ الاسود شيطان। অর্থাৎ কুকুর জাতির মধ্যে কাল রং-এর কুকুর হইল শয়তান।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : "কাফির জিনেরাই শয়তান হয় এবং মানুষ শয়তানও হয় কাফিরদিগের মধ্য হইতে। অতএব কাফির জিন শয়তান কাফির মানুষ শয়তানদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি কোন এক সময় মুখতারের নিকট গিয়াছিলাম। আমাকে তিনি যথেষ্ট আদর-যত্ন করিলেন এবং রাত্রি যাপনও তাহার কাছে করিলাম। আমাকে লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করার পরামর্শ দিলে আমি লোকদের নিকট গেলাম। এক লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইকরামা ! ওয়াহী সম্পর্কে আপনি কি মতামত পোষণ করেন ? আমি জবাব দিলাম, ওয়াহী দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকার আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ। (আমি তোমার নিকট এই কুরআন ওয়াহী দ্বারা অবতীর্ণ করিয়াছি) দ্বিতীয় প্রকার ওয়াহী শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন :

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا .

("মানব শয়তান ও জিন শয়তান নিজ নিজ লোকদের নিকট অর্থহীন ও চমকপ্রদ কথা প্রতারণার উদ্দেশ্যে ওয়াহী প্রেরণ করিয়া থাকে।")

ইকরামা (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া লোকটি খুব রাগান্বিত হইয়া আমাকে আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, ওহে, তোমার হইল কি ? আমি তোমাকে তো দীনের কথা শুনাইতেছি। আমিতো তোমার মেহমান। সে এই কথার পর নিবৃত হইল। বস্তুত তিনি মুখতারের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া উহা বলিয়াছেন তাহার আসল নাম ইব্ন আবূ উবায়েদ। আল্লাহ তাহার অমঙ্গল করুন। কেননা তাহার নিকটও ওয়াহী আসে বলিয়া তাহার ধারণা ছিল। এই লোকের ভগ্নি পুণ্যবতী মহিলা সুফিয়া ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের স্ত্রী। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে জানানো হইল যে, মুখতার এই ধারণায় লিপ্ত যে, তাহার নিকটও ওয়াহী আসে, তখন তিনি বলিলেন—আল্লাহ্ পাক সত্য কথাই বলিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰىٓ اَوْلِيٰٓـئِهِمْ .। "অর্থাৎ শয়তান তাহার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ওয়াহী পাঠাইয়া থাকে (৬ : ১২১)।"

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا "শয়তান একে অপরকে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে"। অর্থাৎ উহারা পরস্পর পরস্পরের কাছে বানোয়াট কথা এমন চমকপ্রদ ও মোহনীয় করিয়া পেশ করে যে, শ্রোতাগণ ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ তাহারা ইহার মূল তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্য ইহাদের মধ্যে হইতে শত্রু হওয়াটা আল্লাহ্ পাকের আদি ফায়সালা ও ইচ্ছার ভিত্তিতেই হয়। আল্লাহ্র এরূপ মর্যী না থাকিলে উহারা তাহাদের শত্রু হইতে পারিত না। অতএব তুমি উহাদিগকে বর্জন কর। উহারা যাহা কিছু মিথ্যা রচনা করিতেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। সর্ব ব্যাপারেই আল্লাহ্র প্রতি ভরসা রাখ, আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনি তোমাকে উহাদের উপর বিজয়ী করিবেন।

وَلِتَصْغٰى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আয়াতের মর্ম হইতেছে যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে না তাহাদের অন্তঃকরণ এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃকরণ, জ্ঞান বিবেক-বুদ্ধি ও উহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সবকিছুই এইসব শয়তানের প্রতি অনুরাগী হয়।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : কাফিরদের অন্তঃকরণই উহাতে অনুরাগী হয়।

উল্লেখিত আয়াতের وَلِيَرْضَوْهُ শব্দের মর্ম হইল এই যে, সব মিথ্যাচার ও অলীক কথাকে উহাদের মনঃপূত ও পসন্দনীয় করার জন্যই এইরূপ করা হয়। যাহারা পরকালে ঈমান রাখে না, তাহারাই এই সব কথা গ্রহণ করে এবং ইহার খপ্পরে পড়ে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ .

"নিশ্চয় তোমরা এবং যাহাদিগের তোমরা ইবাদত কর তাহারা সবাই মিলিত হইয়াও আল্লাহ্ সম্পর্কে কাহাকেও বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না তাহাদিগকে ছাড়া যাহারা জাহান্নামে পৌঁছিবে (৩৭ : ১৬১-১৬৩)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন :

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ "নিশ্চয় তোমরা নানাবিধ কথার মধ্যে রহিয়াছ (৫১ : ৮)। অর্থাৎ তোমাদের সম্পর্কে বিভিন্ন অলীক কথা বলা হইতেছে, যে কথাগুলি দ্বারা তোমাদের নামে মিথা অপবাদ প্রচার করা হইতেছে।

وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, উহারা যাহা কিছু করিতেছে উহা যেন করিতে থাকে এই উদ্দেশ্যে মানব ও জিন শয়তানগণ একে অপরের নিকট চমকপ্রদ ও মিথ্যা কথার ওয়াহী পাঠায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতিতে ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : উহারা যাহা কিছু অর্জন করিতেছে তাহা যেন অর্জন করিতে সক্ষম হয় এই কারণেই এইরূপ করা হইতেছে।

সুদ্দী ও ইব্‌ন রোয়ায়েদ বলেন : এইরূপ ওয়াহী করার উদ্দেশ্য হইল তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া।

(١١٤) أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ أَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

(١١٥) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১১৪. বল, তবে কি আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানিব ? যদিও তিনিই তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছি তাহারা জানে যে, উহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সঠিক ও সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১১৫. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁহার বাণী পরিবর্তন করিবার কেহ নাই : তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে নবী ! যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকে অংশীদার করে তাহাদিগকে বল, আমি কি আমার ও তোমাদের জায়গায় কাহাকেও বিচারক মানিব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি তাঁহার কিতাবকে সুস্পষ্ট ও সবিস্তাররূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আয়াতাংশ দ্বারা সেই সময়ের ইয়াহূদী ও নাসারাদিগের কথা বলা হইয়াছে যাহারা পূর্বেই জানিত যে, এই কিতাব আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সঠিক সত্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা পূর্বকালের নবী-রাসূলগণকে এই কিতাব ও শেষ নবী প্রেরণের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল। সুতরাং উহারা নিজ নিজ নবীদের মাধ্যমেই এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন যে সঠিক ও সত্য কিতাব তাহা অবগত হইয়াছিল।

فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ আয়াতাংশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলা হইয়াছে, (যে যাহাই বলুক এবং যতই সন্দেহপোষণ করুক না কেন, এই কিতাব নিশ্চিতরূপে সত্য কিতাব।) তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ঘোষণা করেন :

فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ .

অর্থাৎ তোমার নিকট আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি সে কিতাব সম্পর্কে যদি তোমার মনে কোনরূপ সন্দেহ হয় তাহা হইলে তোমার পূর্বে যাহারা আমার কিতাব (তাওরাত, যাবুর, ইনজীল) পাঠ করিয়াছে, তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের

নিকট হইতে (এই কিতাব) মহা সত্যরূপে তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তুমি সন্দেহবাদীগণের মধ্যে শামিল হইও না (১০ : ৯৪)।

এই আয়াত যদিও ব্যাকরণের বিধিমতে শর্তমূলক আয়াতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, তথাপি শর্ত বাস্তবায়িত হওয়া অপরিহার্য নয়। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : আমি কোন কিছুতে সন্দেহপোষণ করি না এবং কোন ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি না।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً এর ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : ইহাতে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ সত্য। তেমনি ইহাতে যাহা কিছু নির্দেশ, বিধান বা ফয়সালা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সুবিচারমূলক, নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত। অর্থাৎ তোমার প্রভুর বাণী সত্য ও ন্যায়গতরূপে সম্পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যাহা কিছু বলেন তাহা সত্য এবং এই সত্যে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। তেমনি তিনি যাহা কিছু নির্দেশ করেন, তাহা ন্যায়নুগ বৈ কিছুই নয়। এখানে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য এবং ইহার দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ। অতএব যাহা কিছু সংবাদ দেওয়া হয় তাহা নির্দ্বিধায় অনুসরণ কর। কারণ, যাহাকিছু নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা ন্যায়সংগত ও অন্যায় অবিচার হইতে মুক্ত। আর যাহা করিতে নিষেধ করা হয় তাহা বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কেননা অন্যায়, অবিচার ও অনাচার করিতেই নিষেধ করা হয়। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন : يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য ও ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং অন্যায় অসৎ ও অবিচারমূলক কাজ করিতে নিষেধ করা হয় (৭ : ১৫৭)।

لاَمُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র বাণীকে ইহকাল ও পরকালে কেহ পরিবর্তন করিতে পারিবে না। (যে যতই ষড়যন্ত্র ও কানাঘুষা করুক না কেন, আল্লাহ্র বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত বাণী।) ইহকাল ও পরকালে সর্বত্র একই অবস্থায় থাকিবে। কেহই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এর তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের স্পষ্ট অস্পষ্ট সকল কথা ও বাক্যালাপ শুনিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি লোকের কাজ-কর্ম, চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণরূপে জ্ঞাত। কোন কিছু তাঁহার জ্ঞান সীমার বহির্ভূত নয়। তিনি প্রত্যেক কর্মীকে তাহার কর্মমাফিক প্রতিদান দিয়া থাকেন।

(١١٦) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا
يَخْرُصُوْنَ ○

(١١٧) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৬. যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে; তাহারা তো অনুমানের অনুসরণ করে; আর তাহারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।

১১৭. তাঁহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় তোমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের অবস্থার বিবরণ দিয়া বলিয়াছেন যে, উহারা অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ "উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববর্তীদিগের অধিকাংশ লোক পথভ্রষ্ট হইয়াছিল" (৩৭ : ৭১)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ "তুমি যতই আশা পোষণ কর না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে" (১২ : ১০৩)।

অর্থাৎ উহারা পথভ্রষ্টতার শিকার হইয়াছে। মজার কথা এই যে, উহারা নিজেরাই নিজেদের কাজকর্ম ও আমলের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী নয়। উহারা শুধু বাতিল ধারণা ও মিথ্যা অনুমানের মধ্যে লিপ্ত।

আলোচ্য আয়াতাংশের : اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ এর তাৎপর্য হইল, তাহারা শুধু অনুমানের অনুগত হইয়া চলে এবং অনুমানের ভিত্তিতেই কথা বলে। এখানে خرص শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে আন্দায ও অনুমান করা। যেমন আরবী পরিভাষায় বলা হয় : خرص النخل। অর্থাৎ বৃক্ষের খেজুর অনুমান করা। মূলত সবকিছুই আল্লাহ্ তা'আলার আদি ইচ্ছা ও ফায়সালার ভিত্তিতে হয়। তিনি স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা অবহিত হইবার ফলেই তাঁহার আদি ইচ্ছা ও ফায়সালা এইরূপ হইয়াছে।

هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِه আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা পূর্বেই সম্যক অবহিত থাকেন যে, তাঁহার পথ হইতে কাহারা বিপথগামী হইবে। সুতরাং তিনি বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট হওয়ার কাজটি তাহাদের অনুকূলে সহজসাধ্য করিয়া দেন।

وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-এর তাৎপর্য হইল যে, তিনি সত্য পথের পথিক এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত লোক কাহারা বা কাহারা তাঁহার পথের পথিক হইবে, সে সম্পর্কেও তিনি স্বীয় ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা সম্যক অবহিত থাকেন। সুতরাং তিনি ইহাদের জন্য সত্য ও হিদায়েতকে সহজ করিয়া দেন। মোটকথা যাহার জন্য যে বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই তাহার জন্য সহজসাধ্য ও সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হয়।

(١١٨) فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ○
(١١٩) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ
لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ
بِاَهْوَآئِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ○

১১৮. তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনে (আয়াতে) বিশ্বাসী হইলে যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা আহার কর।

১১৯. তোমাদের কী হইয়াছে যে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তোমরা তাহা আহার করিবে না ? অবশ্য তোমাদিগের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা তোমাদিগের নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে নিরুপায় হইলে নিষিদ্ধ বস্তুও আহার করিতে পার। অনেকে অজ্ঞানতাবশত নিজদিগের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশী মাফিক চলিয়া অবশ্যই অন্যকে পথভ্রষ্ট করিতেছে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লঙ্ঘনকারীদিগের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাহার মু'মিন বান্দাগণের জন্য যে জীব-জন্তু আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহা আহার করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে এই আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝায়, যেই জীবজন্তু আল্লাহ্র নামে যবাহ্ করা হয় নাই উহা আহার করা বৈধ নয়। যেমন কুরায়েশ সম্প্রদায়ের কাফির লোকেরা মৃত জীব-জন্তু এবং তাহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার নামে যবাহ্কৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ মনে করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতের মাধ্যমেও আল্লাহ্র নামে যবাহ্কৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ করিয়াছেন। তাই ইরশাদ হইয়াছে :

وَمَا لَكُمْ اَلاَّ تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ .

"তোমাদের কি হইল যে, যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা তোমরা আহার কর না? অথচ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ বস্তু তোমাদের নিকট সবিস্তারে বিবৃত করা হইয়াছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা কিছু নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কাররূপে তিনি বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

এই আয়াতের فَصَّلَ শব্দটিকে কতকে তাশদীদ দিয়া পাঠ করেন। পক্ষান্তরে কতকে বিনা তাশদীদে পাঠ করেন। যেমন فَصَلَ এবং উভয় অবস্থায়ই ইহার অর্থ হয় সবিস্তারে বিশদ করে বর্ণনা।

আলোচ্য আয়াতে اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ -এর তাৎপর্য হইল তোমরা আহার করিবার মত যখন কোন হালাল বস্তু না পাও, তখন নিরুপায় অবস্থায় যাহা কিছু পাও, উহা নিষিদ্ধ বস্তু হইলেও তোমাদের জন্য আহার করা বৈধ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের অজ্ঞতা ও

মূর্খতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উহারা মৃত জীব-জন্তু এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহাকে বৈধ ও হালাল বলিয়া আহার করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। এইভাবে তাহারা নিজেদের খেয়ালখুশী মাফিক বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছে।

وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ .

আয়াতের মর্ম হইল, যাহারা স্বীয় অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমারেখাকে লঙ্ঘন করে অর্থাৎ তাহারা নিষিদ্ধ ও হারামকৃত বস্তুকে বৈধ ও হালাল মনে করে এবং আল্লাহ্র ঘোষণাকে মিথ্যা মনে করে, এমন কি আল্লাহ্র নামে ও রাসূলের নামে মিথ্যা কথা রচনা করিয়া প্রচার করে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে খুব ভালভাবেই জানেন। তাহাদের সম্পর্কে তিনি পুরাপুরি ওয়াকিফহাল।

(١٢٠) وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ
سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ○

১২০. তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ কাজ বর্জন কর; যাহারা পাপ করে তাহাদিগকে কৃত পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হইবে।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছেন।

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الاثْمِ وَبَاطِنَه‎ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার পাপের কথা বলা হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, কোন লোক পাপের কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করিলেই উহা পাপের কাজ বলিয়া গণ্য হইবে। কাতাদা (র)-র মতে গোপন ও প্রকাশ্য পাপ কম হউক বা বেশি হউক সবই এই আয়াতের মর্মভুক্ত।

সুদ্দী (র)-এর মতে নির্লজ্জ ও অশালীন মহিলাদের সহিত প্রকাশ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও ব্যভিচার করা প্রকাশ্য পাপ। পক্ষান্তরে কোন মহিলার সহিত গোপন প্রণয় ও সম্পর্কের মাধ্যমে অপকর্মে লিপ্ত থাকা হইতেছে অপ্রকাশ্য পাপ। ইকরামা (র)-এর মতে মোহার্‌রাম (নিষিদ্ধ) মহিলাদিগকে বিবাহ করা হইল প্রকাশ্য পাপের কাজ।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা বিশেষ কোন পাপের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। ইহা দ্বারা সব ধরনের পাপের কাজই বুঝায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

"হে নবী ! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন" (৭ : ৩৩)।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, যাহারা পাপ কাজ করিবে তাহাদিগকে অতি শীঘ্রই তাহাদের কৃতকর্মের সমুচিত শাস্তি প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ সেই পাপের কাজ গোপনে

করা হউক বা প্রকাশ্যে করা হউক, উভয় অবস্থায়ই তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (এমন নয় যে গোপনে করিলে শাস্তি পাইতে হইবে না বা শাস্তি কম দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ইহার প্রতিফল তাহাদিগকে প্রদান করিবেন।)

ইছ্ম বা পাপের ব্যাখ্যায় নিম্নের হাদীসটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... নাওয়াস ইব্ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট ইছ্ম (গুনাহ্) কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন : الاثم ما حاك فى صدرك وكرهت ان يطلع الناس عليه

অর্থাৎ যে কাজ তোমার অন্তরে সন্দেহ ও খট্‌কা সৃষ্টি করে এবং যে কাজ সম্পর্কে অন্য লোকের অবহিত হওয়া তোমার নিকট খারাপ লাগে উহাই পাপের কাজ।

(١٢١) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهٗ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰٓى أَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۟

১২১. যাহাতে আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছু আহার করিও না; উহা অবশ্যই পাপ। শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচনা দেয়; যদি তোমরা তাহাদের অনুগত হইয়া চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হইবে।

তাফসীর : যে জীব-জন্তু যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম লওয়া হয় নাই; উহার যবাহ্কারী মুসলমান হইলেও উহা আহার করা বৈধ নয় বলিয়া যাহারা মত পোষণ করেন তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে এই আয়াত প্রমাণস্বরূপ পেশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই বিষয়ে হাদীস-শাস্ত্রবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ বিদ্যমান। এই ব্যাপারে মোটামুটি তিনটি অভিমত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

একদল পূর্বসূরীর মতে এই ধরনের যবাহকৃত জীব-জন্তুর মাংস আহার করা বৈধ নয়—চাই আল্লাহ্র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হউক বা ভুলবশত বর্জন করা হউক। এই অভিমতের প্রবক্তা হইলেন—ইব্ন উমর, নাফি, আ'মের শা'বী, মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন প্রমুখ সাহাবা ও তাবিঈন। তাহা ছাড়া ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)ও এইমত অভিমত পোষণ করেন বলিয়া একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের একজন আলিম ও চিন্তাবিদও এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন। আবূ ছাওর ও দাউদ জাহেরীও এই মাযহাবের প্রবক্তা। তেমনি শাফিঈ মাযহাবের 'কিতাবুল আরবাঈন এর বর্ণনা মতে দেখা যায় যে, শাফিঈ মাযহাবের পরবর্তীকালের মনীষী আবুল ফাতাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী আত্তাঈও এই মাযহাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব চিন্তাবিদগণ নিজেদের মাযহাবের সমর্থনে উপরোক্ত আয়াতের সহিত নিম্নের আয়াত প্রমাণস্বরূপ যোগ করেন : فَكُلُوْا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহ্র নামে নিয়োজিত শিকারী জানোয়ার যাহা নিয়া আসে তাহা তোমরা আহার কর (৫ : ৪)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা انّـه لفسْقٌ (নিশ্চয় উহা পাপ) বলিয়া আল্লাহ্র নাম বিবর্জিত যবাহ্কৃত জন্তু না খাওয়ার জন্য বলিয়া বিশেষ তাকিদ করিয়াছেন। বলা হয় যে, انه এর সর্বনামটি اكل শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ এইরূপ যবাহকৃত জন্তুর মাংস আহার করা পাপ। তবে ইহাও বলা হয় যে, সর্বনামটি যে জন্তুটি আল্লাহ্র নাম ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে সেই দিকে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এইরূপ যবাহ্ করা পাপ। যে হাদীসটিতে যবাহ্ করা ও শিকারী জীব প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে সেই হাদীসটি আদী ইবন হাতিম ও আবু সালাবা বর্ণিত হাদীসের ন্যায়। তাহাদের বর্ণিত হাদীসটির ভাষা নিম্নরূপ :

اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسك عليك .

অর্থাৎ যখন তোমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকার ধরার জন্য প্রেরণ কর এবং প্রেরণের সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর, সেই কুকুর তোমাদের জন্য যাহা শিকার করিয়া আনে, তোমরা তাহা আহার কর। এই হাদীস দুইটি বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ রহিয়াছে। রাফি' ইব্ন খাদীজের বর্ণিত নিম্ন লিখিত হাদীসটিও বুখারী ও মুসলিমে রহিয়াছে।

হাদীসটি এই : ما انهر الدم وذكراسم الله عليه فكلوا অর্থাৎ যে জন্তু হইতে রক্ত প্রবাহিত করা হয় এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হয় সে জন্তুর গোশত আহার কর।

ইব্ন মাসউদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলে করীম (সা) জিনদের বলিয়াছেন: لكم كل عظم ذكراسم الله عليه অর্থাৎ যে জন্তু আল্লাহ্র নাম লইয়া যবাহ্ করা হয়, উহার প্রতিটি হাড় তোমাদের জন্য বৈধ (মুসলিম)।

জুনদুব ইব্ন সুফিয়ান আল্-বাজালীর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

من ذبح قبل ان يصلى فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله .

অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন নামাযের পূর্বে যে লোক যবাহ্ করে তাহার নামাযের পর আবার (নূতন একজন্তু) যবাহ্ করা উচিত। নামায পড়ার পূর্বে যে লোক যবাহ্ করে নাই, তাহার আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া যবাহ্ করা উচিত।

আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন—লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! অনেকে আমাদিগকে গোশত দেয়। কিন্তু আমরা জানি না এই গোশ্তের জন্তু আল্লাহ্র নাম লইয়া যবাহ্ করা হইয়াছে কিনা ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন—তোমাদের সন্দেহ হইলে তোমরা নিজেরা আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়া খাও। আয়িশা (রা) বলেন, সেই সব লোক হইল নও-মুসলিম (বুখারী)।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হইল যে, ইহারা সকলেই যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম স্মরণ করাকে অপরিহার্য বুঝিয়াছেন। উপঢৌকন দাতাগণ নও-মুসলিম হওয়ার দরুন এবং মাসআলা না জানার কারণে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম হয়তবা স্মরণ করে নাই। এই কারণেই মহানবী (সা) আহারের সময় সতর্কতার জন্য আল্লাহ্র নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব জানা গেল যে, আহারের সময় আল্লাহ্র স্মরণ করাই যবাহ্কালীন আল্লাহ্র নাম

বর্জনের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা এই সব লোকদিগকে যে কোন অবস্থায় ইসলামের বিধান প্রচলিত রাখার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

২. দ্বিতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্‌কালীন সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহ্‌র নাম বর্জন হইলে কোনই ক্ষতি নাই। এই মাযহাবের প্রবক্তা হইলেন ইমাম শাফিঈ ও তাহার সঙ্গীগণ। হানাবেলার বর্ণনা মতে জানা যায় যে, ইমাম আহমদও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি ইমাম মালিক হইতেও অনুরূপ অভিমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই মাযহাবের সমর্থনে ইমাম মালিকের সহচরদের অন্যতম আশহাব ইবন আবদুল আযীয ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহর সূত্রে হাদীসও বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّه لَفِسْقٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফিঈ বলেন : যে জন্তু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه "অথবা যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ হইয়াছে তাহাও অপবিত্র (৬ : ১৪৫)।

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّه لَفِسْقٌ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ আতার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, আতা বলিয়াছেন : এখানে সেই সব জীবজন্তুর গোশ্‌ত আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহা কুরায়েশ সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমার নামে যবাহ্ করিত। তেমনিভাবে অগ্নি-পূজকদিগের যবাহ্‌কৃত জন্তুর গোশতও আহার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এইসব অভিমত ইমাম শাফিঈর এবং ইহা শক্তিশালীও বটে। পরবর্তিগণের কতিপয় চিন্তাবিদ এই মাযহাবের সমর্থনে দলীল পেশ করেন যে, وَاِنَّه لَفِسْقٌ আয়াতাংশের و অক্ষরটি ব্যাকরণের বিধিমতে حَال হইয়াছে। সুতরাং অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যে সব জন্তু আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ না করিয়া যবাহ্ করা হইয়াছে তাহা আহার করিও না। কেননা এই অবস্থায় ইহা করা পাপ। আর পাপ উহাই যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহ্ হয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

অতঃপর তাহারা দাবী করেন—এই বাক্যটি সুনির্দিষ্ট ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাই এক্ষেত্রে واو শব্দটি حَال বা অবস্থা প্রকাশের জন্য আসিয়াছে এবং সংযোজক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই। উহা ব্যাকরণ শাস্ত্র মতে বৈধও নহে। কারণ, সেক্ষেত্রে 'ইসমিয়ায়ে খবরিয়া' বাক্যের সাথে 'ফেলিয়ায়ে তলবিয়া' বাক্যের সংযোজন অপরিহার্য হয়। অথচ উহা অবৈধ।

অবশ্য তাহাদের এই দলীলের বিপরীত সাক্ষ্য দেয় পরবর্তী আয়াতটি। যথা وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ আয়াতে واو সংযোজক অব্যয় হিসাবে আসিয়াছে। যদি তাহাদের দাবী অনুযায়ী এখানে واو শব্দটি حال হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে তাহারা যাহা বলিয়াছে তাহা বৈধ হইত। অথচ এখানে واو কে সংযোজক মানা হইতেছে। তাই তাহাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা গ্রহণ করিলে তাহাদের ব্যাকরণগত অভিযোগে তাহারাই অভিযুক্ত হইবে।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ আয়তাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন —এই আযাতাংশ দ্বারা মৃত জীব-জন্তুর কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল মৃতজন্তু। এতদ্ব্যতীত আতা ইব্ন সায়েব হইতেও একদল বর্ণনাকারী উহা বর্ণনা করেন। এই মাযহাবের সমর্থনে আবূ দাউদের একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করা হয়। হাদীসটি অন্যতম তাবিঈ সুয়াইদ ইব্ন মায়মুনের গোলাম সিল্‌ত আস্‌সদূমী হইতে ছাওর ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান তাহার কিতাবুস সিকাত' এ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি এই : "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন—মুসলমানের যাবহ্‌কৃত জীব বিস্‌মিল্লাহ্ বলুক বা না বলুক, বৈধ। কারণ, তাহার স্মরণ থাকিলে সে বিসমিল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু বলিত না।"

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে দারে কুতনী একটি মুরসাল হাদীস উদ্ধৃত করেন। উহাতে বলা হইয়াছে :

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন—যখন কোন মুসলমান কোন জীব যবাহ্ করে, তখন সে বিসমিল্লাহ্ না বলিলেও উহা খাও। কারণ, মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ্‌র কোন না কোন নাম থাকেই।"

ইমাম বায়হাকী পূর্বে উল্লেখিত হযরত আয়িশা (রা) বর্ণিত সেই হাদীস হইতেও দলীল গ্রহণ করেন, যে হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, লোকেরা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নও মুসলিমরা আমাদেরকে গোশত উপঢৌকন দেয়, কিন্তু এই গোশতের জন্তুটি যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করিয়াছে কি করে নাই তাহা আমরা কিছুই অবহিত নহি। মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও এবং আহার কর। বায়হাকী বলেন, আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করা ফরয হইলে মহানবী (সা) অনুসন্ধান করা ব্যতিরেকে আহারের অনুমতি দিতেন না।

৩. তৃতীয় মাযহাব হইল এই যে, যবাহ্‌কালীন সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত বর্জন করা হইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বর্জন করা হইলে এই জন্তুর গোশত আহার করা হালাল নয়; বরং অবৈধ। ইহাই ইমাম মালিক ও আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর বিখ্যাত অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাহার সাথীগণ এবং ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহও এই অভিমতের প্রবক্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে আলী (রা), ইবন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব, আতা, তাউস, হাসান বসরী, আবূ মালিক, আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ, রবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান (র) প্রমূখ মনীষীবৃন্দ হইতে।

হিদায়া প্রণেতা ইমাম আবুল হাসান আল-মুরগীনানী (র) স্বীয় হিদায়া কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যবাহ্‌কালে আল্লাহ্‌র নাম ইচ্ছাপূর্বক বর্জন হইলে সে জন্তু হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়াটা ইমাম শাফিঈ (র)-এর বহুপূর্বেই সর্ববাদী সম্মতভাবে স্থির হইয়াছে। অর্থাৎ -এই ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারণেই ইমাম আবু ইউসুফ ও বহু মাশায়েখ এই রায় দিয়াছেন যে, কোন বিচারক এই ধরনের গোশত বিক্রয় করার নির্দেশ দিলে তাহার নির্দেশ ঐকমত্যের (ইজমার) পরিপন্থী হওয়ার দরুন কার্যকারী হইবে না। কিন্তু হিদায়া কিতাবের প্রণেতার এই বক্তব্য অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বটে। কেননা ইমাম শাফিঈ

(র)-এর পূর্বেও এই বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইজমা হওয়ার দাবী উদ্ভট বৈ কি ?

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জাবীর (র) বলেন : যে লোক ভুলবশত আল্লাহ্র নাম ব্যতীত যবাহ্কৃত জন্তুকে হারাম বলে, সে সমুদয় দলীল প্রমাণের বিরোধিতা করিতেছে এবং মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত নিম্নলিখিত হাদীসেরও বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। হাদীসটি এই :

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :

المسلم يكفيه اسمه ان نسى ان يسمى حين يذبح فليذكراسم الله وليا كل .

অর্থাৎ মুসলমানের জন্য তাহার মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট, চাই সে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করুক না কেন। তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর এবং উহার গোশত আহার কর।

এই হাদীসটিকে ভুলবশত মারফূ সনদের হাদীস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভুল করিয়াছেন মা'কাল ইব্ন উবায়দুল্লাহ্। কেননা এই হাদীসের সনদে সাঈদ ইব্ন মানসূর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের আল-হুমায়দীর নামও উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা সুফিয়ান ইব্ন উআইনা, আমর, আবূ শা'ছা, ইকরামা ও ইব্ন আব্বাস হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আবূ শা'ছার নামই অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছে। তবে এই সনদকে অন্যান্য লোকেরা বিশ্বস্ত সনদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। যথা বায়হাকী ও অন্যান্য হাদীসশাস্ত্রবিদগণ এই হাদীসের সপক্ষে প্রমাণও পেশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর প্রমুখ শা'বী এবং ইব্ন সীরীন হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা ভুলবশত আল্লাহ্র নাম বর্জিত যবাহ্কৃত জন্তুর গোশত আহার করাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। সনদে সাহাবীদের অনেকেই এই মাকরূহ শব্দকে হারামের পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্ন জারীরের নিয়ম হইল, তিনি এক বা দুইজনের অভিমত যদি অধিকাংশ শাস্ত্রবিদগণের অভিমতের পরিপন্থী হয়, তখন উহা গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। বরং তিনি অধিকাংশের মতকেই ইজমা বা সম্মিলিত অভিমত বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

ইব্ন জারীর (র) ইব্ন ওয়াকীরা সূত্রে হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক লোক জিজ্ঞাসা করিল, কোন এক লোক অনেকগুলি পাখী যবাহ্ করিয়া নিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি পাখি রহিয়াছে যাহা যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে এবং কতগুলি যবাহ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে ভুল করা হইয়াছে। এখন সবগুলি মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে, বাছাই করিবার কোন উপায় নাই। উহা আহার করা বৈধ কিনা ? হাসান বসরী জবাব দিলেন, তোমরা সবই আহার করিতে পার। এই একই প্রশ্ন ইব্ন সীরীনের নিকট করা হইলে তিনি বলিলেন—যাহা যবাহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই; উহা আহার করিও না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন :

وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ যাহা যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় নাই, উহা আহার করিও না। এই তৃতীয় মতবাদটির সমর্থনে নিম্নলিখিত হাদীসটি প্রমাণরূপে উপস্থাপন করা হয়।

ইব্‌ন মাজা বলেন : ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ যার, উকবা ইব্‌ন আমির, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :

ان الله وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه .

অর্থাৎ আমার উম্মতের ছোটখাট ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা হইয়াছে। এমন কি জবরদস্তি অবস্থায় করা অপরাধও ক্ষমা করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসটি বিতর্কিত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

হাফিজ আবূ আহমদ ইব্‌ন আফী (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা)-এর নিকট এক লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদের মধ্যে এক লোক যবাহ্ করিবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : اسم الله على كل مسلم। "অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিমের মধ্যেই আল্লাহ্‌র নাম রহিয়াছে"।

অবশ্য এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা ইহার বর্ণনাকারী মারওয়ান ইব্‌ন সালীম আল কুরকসানী যিনি আবূ আবদুল্লাহ্ শামী হিসাবে পরিচিত, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। বহু হাদীসবিশারদ তাহাকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছি এবং তাহাতে সকল ইমামগণের অভিমত ও দলীল প্রমাণাদি এবং তাহাদের মতবিরোধ ও দলীল প্রমাণের উৎসসমূহ সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। কতকের মতে এই আয়াতের নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান রহিত হয় নাই। বরং মুহকাম আয়াতের ন্যায় ইহার নির্দেশ ও কার্যকারিতার বিধান যথাযথভাবেই বিদ্যমান। মুজাহিদ ও সকল আলিমগণের অভিমতও ইহাই। কিন্তু হাসান বসরী ও ইকরামা ভিন্নরূপ অভিমত পোষণ করেন। ইব্‌ন হুমাইদ (র) ইকরামা ও হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের উভয়েরই অভিমত হইল নিম্নলিখিত আয়াত দুইটির বিধান রহিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ অতএব যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে তাহা খাও, যদি তোমরা তাঁহার আয়াতে বিশ্বাসী হও (৬ : ১১৮); "وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ" এবং যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই আহার করিও না এবং অবশ্যই তাহা পাপাচার।

তাহাদের মতে নিম্নলিখিত আয়াতের বিধান মানসূখ হয় নাই। অর্থাৎ উহার বিধান ও কার্যকারিতার নির্দেশ বহাল রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ .

অর্থাৎ যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তাহাদের আহার্য তোমাদিগের জন্য হালাল এবং তোমাদিগের আহার্য তাহাদের জন্য হালাল (৫ : ৫)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মাকহুল (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন : وَلَا تَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এবং ইহার বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। আর নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা উল্লিখিত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশকে বাতিল করিয়াছেন এবং আহলে কিতাবদিগের আহার্যও হালাল করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ .

(সমস্ত পবিত্র বস্তু আজ হইতে তোমাদের জন্য হালাল করা হইল, আর আহলে কিতাবদিগের আহার্য দ্রব্যও তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দেওয়া হইল (৫ : ৫)।

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলিয়াছেন : এই অভিমতই সঠিক। কেননা আহলে কিতাবদিগের আহার্য দ্রব্য হালাল হওয়া এবং যে জন্তু যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ হয় নাই, উহার হারাম হওয়ার মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই। আর এই মতবাদই বিশুদ্ধ ও সঠিক হওয়ার যোগ্য। পূর্ববর্তী আলিমদের মধ্যে যাহারা উক্ত আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা ইহা দ্বারা বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রের কথা বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা ও ক্ষেত্রে এই আয়াতের বিধান কার্যকারিতার নির্দেশ বহাল থাকিবে। وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবূ ইস্‌হাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ ইস্‌হাক বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি ইব্‌ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল, মুখতার ধারণা করে যে, তাঁহার নিকট ওয়াহী আসে। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন ? ইব্‌ন উমর (রা) জবাব দিলেন, সে সত্যই বলিয়াছে। অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰئِهِمْ .

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ যামীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ যামীল বলেন : আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন মুখতার হজ্জ করিতে আসিয়াছিল। এক লোক ইব্‌ন আব্বাসের নিকট আসিয়া বলিল : হে ইব্‌ন আব্বাস! মুখতার দাবী করে যে, তাহার নিকট আজ রাত্রেই ওয়াহী আসিয়াছে। আপনি এই সম্পর্কে কি বলেন ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ, সে সত্যই বলিয়াছে। আমি ইহা শুনিয়া বিব্রত হইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম, ইব্‌ন আব্বাস ইহাকে কি সত্যায়িত করিতেছে ? অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস বলিলেন : ওয়াহী দুই প্রকার। এক প্রকার ওয়াহী হয় আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ও এক প্রকার হয় শয়তানের নিকট হইতে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছেন। আর শয়তান তাহার আপনজন ও বন্ধুদিগের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন : وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰئِهِمْ

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইকরামা হইতেও এইরূপ বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ لِيُجَادِلُوْكُمْ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের হইতে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন যুবায়ের (র) বলিয়াছেন :

ইয়াহূদীগণ আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে এই বলিয়া বিতর্ক করিত যে, কি আশ্চর্য। আমরা যে জন্তু হত্যা করি তোমরা উহা আহার কর। কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাহা হত্যা করেন তাহা তোমরা আহার কর না; বরং হারাম মনে কর। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ

অর্থাৎ যাহা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিয়া যবাহ্ করা হয় নাই উহা আহার করিও না, উহা পাপ।

এই হাদীসটি মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তবে ইমাম আবূ দাউদ উহা বর্ণনা করিয়াছেন মুত্তাসিল সনদে। তিনি বলেন : উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) উআইনা, আতা ও সাঈদ ইবন যুবায়ের ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমাদের হত্যা করা জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর, কিন্তু আল্লাহ্ কর্তৃক হত্যাকৃত জন্তুর গোশত তোমরা আহার কর না! এই সময় আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন : وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ

এই হাদীস ইব্ন জারীর (র) ইমরান ইব্ন উআইনা প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বায্যার (র) বলেন, এই হাদীসটিতে তিনটি প্রশ্ন রহিয়াছে।

১. ইয়াহূদীরা মৃত জীবজন্তু আহার করাকে আদৌ বৈধ মনে করে না। সুতরাং তাহারা এ ব্যাপারে বিতর্কে আসিবে কেন ?

২. এই আয়াতটি হইল মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আমের আয়াত। কিন্তু ইয়াহূদীগণ বসবাস করিত মদীনায়।

৩. এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী যথাক্রমে আল জরসী, যিয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল বাকাঈ, আতা ইব্ন সায়েব ও সাঈদ ইব্ন যুবায়েরের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কতিপয় লোক আসিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—এই হাদীসটি হাসান ও গরীব সনদে বর্ণিত। এই হাদীসটি সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে মুরসাল সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তাবারানী (র) বলেন : আমাকে আলী ইবনুল মুবারক বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন পারস্যবাসীরা কুরায়েশদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে এই বিষয়ে বির্তক করার জন্য লোক পাঠাইল। তাহারা বলিল, তোমরা নিজ হাতের ছুরি দ্বারা যাহা যবাহ্ কর, উহা তোমাদের জন্য হালাল হয়, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিজস্ব ছুরি দ্বারা যাহা যবাহ্ করেন অর্থাৎ মৃত জন্তু, উহা তোমাদের জন্য হারাম হয় কেন ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَاِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيَئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

“শয়তান তোমাদের সহিত ঝগড়া বিবাদ করার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে প্ররোচিত করে। যদি তুমি তাহাদের কথা মত চল, তবে নিশ্চয় তুমি মুশরিক হইবে।”

অর্থাৎ পারস্যের শয়তানেরা তাহাদিগের বন্ধু কুরায়েশদিগকে তোমার সাথে বিতর্ক করার জন্য প্ররোচিত করে। সুতরাং উহাদের কথা যদি মানিয়া লও এবং মৃত জন্তুকে হালাল মনে কর, তবে তোমার মুশরিক হওয়া নিশ্চিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—আল্লাহ্ কর্তৃক যবাহ্‌কৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জন্তুর গোশত আহার করিও না। আর তোমরা যাহা যবাহ্ কর তাহা খাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আয়াত নাযিল করেন।

এই হাদীসটি ইব্‌ন মাজা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদটি বিশুদ্ধ। আর এই হাদীসটিই ইব্‌ন জারীর (র) বিভিন্ন সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে ইয়াহূদীদের উল্লেখ নাই। এই বর্ণনাটি অভিযোগমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য। কেননা এই আয়াত হইল মক্কী আয়াত এবং মক্কায় ইয়াহূদী ছিল না। পরন্তু ইয়াহূদীগণ মৃত জীব আহার করা পসন্দ করে না।

ইব্‌ন জারীর (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিক সনদে وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ... ... لِيُجَادِلُوْكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : শয়তানেরা তাহাদের বন্ধুদিগকে এই বলিয়া প্ররোচিত করে যে, তোমরা তোমাদের হত্যা করা জন্তু আহার করিয়া থাক ! অথচ আল্লাহ্ কর্তৃক হত্যাকৃত অর্থাৎ মৃত জীব-জন্তু তোমরা আহার কর না কেন ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে তিনি বলেন :

ان الذى قتلتم ذكر اسم الله عليه وان الذى قد مات لم يذكر اسم الله عليه .

অর্থাৎ তোমরা যাহা হত্যা কর তাহাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। আর যাহা আপন হইতে মরিয়া যায় তাহাতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : কুরায়েশের পৌত্তলিকগণ ও পারসিয়ানদের মধ্যে এ বিষয়ে পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল। পারসিয়ানরা কুরায়েশ পৌত্তলিকদের নিকট এই বলিয়া পত্র দিল যে, মুহাম্মদ ও তাহার সঙ্গীগণ দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রাকৃতিক অস্ত্র দ্বারা যে জন্তু যবাহ্ করেন উহা তাহারা আহার করে না। অতঃপর এই পৌত্তলিকেরা মহানবী (সা)-এর সঙ্গীগণের নিকট এইরূপ লিখিলে মুসলমানদের মনে এ বিষয়ে নানাবিধ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন :

وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ .

"নিশ্চয় উহা পাপের কাজ। আর শয়তানগণ তাহাদের বন্ধুদিগকে তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাহাদের কথা মানিয়া চল, তবে তোমরা নিশ্চিতরূপে মুশরিক হইবে"।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র এই আয়াত নাযিল করেন :

يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا

শয়তানেরা একে অপরকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করে (৬ : ১১২)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : মুশরিকগণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া প্রশ্ন করিত যে, তোমরা কিরূপে একথা দাবী কর যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির অনুগত হইয়া চলিতেছ ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে জীব হত্যা করেন উহা তোমরা আহার কর না এবং তোমরা নিজেরা যাহা যবাহ্ কর, তাহা আহার করিয়া থাক। মূলত তোমাদের আল্লাহ্‌র অনুগত হওয়ার দাবী ভিত্তিহীন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ "অর্থাৎ তোমরা যদি মৃত জীব আহারে উহাদের কথা মানিয়া চল, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হইবে।"

মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র)-সহ পূর্বসূরী বহু জ্ঞানীগুণী ও শাস্ত্রবিদ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্লেখিত وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ আয়াতাংশের মূল তাৎপর্য হইল এই যে, যখন তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখা ও তাহার দেওয়া শরীআত অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের মতপথ ও পরামর্শকে প্রাধান্য দিবে, তখনই ইহা মুশরিকে পরিণত হইবে। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"আহলে কিতাবগণ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তাহাদের নেতৃবর্গ, পাদরী ও পুরোহিতগণকে নিজেদের বিধানদাতা বানাইয়া নিয়াছে" (৯ : ৩১)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিযী শরীফে আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আহলে কিতাবগণ কি পাদরী-পুরোহিতগণের ইবাদত করে ? তিনি জবাব দিলেন : উহারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করিয়া দেয় এবং অনুসারীরা (আহলে কিতাবগণ) ইহা মানিয়া চলে। ইহাই হইতেছে উহাদের ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শরীআতকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের রচিত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করাই ইবাদতের নামান্তর।

(١٢٢) اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২২. যে ব্যক্তি মৃত ছিল, পরে আমি তাহাকে জীবিত করিয়াছি এবং যাহাকে মানুষের মধ্যে চলিবার জন্য আলোক দিয়াছি, সেই ব্যক্তি কি ঐ লোকের ন্যায় যে অন্ধকারে রহিয়াছে এবং সেখান হইতে বাহির হইবার নহে। এইরূপ কাফিরদিগের দৃষ্টিতে তাহাদের কাজকর্ম সুন্দর ও শোভনীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ পাক সেই সব মু'মিনদের জন্য উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, যাহারা মৃত ছিল। অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইতেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন

অন্তরকে ঈমানের নূরানী জ্যোতি দ্বারা আলোকিত করিয়া পথের সন্ধান দিয়াছেন, আল্লাহ্‌র পথের পথিক করিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবার তাওফীক দিয়াছেন।

এখানে وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ পাক তাহাদিগের জন্য এমন জ্যোতি দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা মানুষের মধ্যে তাহারা চলে। অর্থাৎ তাহারা এই দুনিয়ায় কিভাবে জীবন-যাপন করিবে তিনি তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অত্র আয়াতে نـور শব্দের ব্যাখ্যায় কতক ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝান হইয়াছে। যেমন আওফা ও ইব্‌ন আবূ তালহা (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, نـور শব্দ দ্বারা ইসলামকে বুঝান হইয়াছে। উভয় ব্যাখ্যাই যথাস্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ।

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا আয়াতাংশের মর্ম হইল, যাহার অন্তঃকরণ ঈমানের জ্যোতি দ্বারা আলোকিত হইয়াছে এবং সে আল্লাহ্‌র পথের দিশা পাইয়াছে। সে কি কখনো সেই লোকের ন্যায় হইতে পারে,.যে বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াত ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া হাবুডুবু খাইতেছে ? পরন্তু এই বেঈমানীর অন্ধকার হইতে কখনো সে মুক্তি পাইবে না ও আলোর সাথে তাহার পরিচয় হইবে না। কখনই এই দুই দল এক হইতে পারে না। মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) ইরশাদ করিয়াছেন :

ان الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم نوره فمن اصابه ذالك النور اهتدى ومن اخطاء ضل .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি স্বীয় নূরের জ্যোতি বর্ষণ করিয়াছেন। যাহারা এই নূরের নাগাল পাইয়াছে অর্থাৎ নূর যাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তাহারাই হিদায়েতপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্‌র পথের দিশা পাইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা তখন ভুল করিয়াছে এবং এই নূরের নাগাল পায় নাই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া আল্লাহ্‌র বিপথে চলিয়া গিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে বলিয়াছেন :

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

"আল্লাহ্ পাক মু'মিনদের বন্ধু। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথের দিশা দিয়াছেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগুত। সে তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে বাহির করিয়া অন্ধকারময় পথে নিয়া যায়। উহারাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ীরূপে থাকিবে।" (২ : ২৫৭)

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ঘোষণা করিয়াছেন:

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

"যে লোক মাথা ঝুঁকাইয়া মুখে ভর দিয়া চলে সে কি অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত, না যে লোক সোজা হইয়া সরল সহজ পথে চলে সেই অধিক হিদায়েতপ্রাপ্ত ?" (৬৭ : ২২)

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অপর এক স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন :

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ .

“দুই শ্রেণী লোকের উদাহরণ, এক হইল অন্ধ ও বধির আর দ্বিতীয় হইল চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তির অধিকারী। উভয় শ্রেণী কি সমমানের হইতে পারে ? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না ? (১১ : ২৪) আল্লাহ্ পাকের নিম্ন লিখিত ঘোষণাটিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ، وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّوْرُ ، وَلاَ الظلُّ وَلاَ الْحَرُوْرُ ، وَمَا يَسْتَوِىْ الاَحْيَاءُ وَلاَ الْاَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِىْ الْقُبُوْرِ، اِنْ اَنْتَ اِلاَّ نَذِيْرٌ .

“অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র কখনো সমান নয়। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা শোনার তাওফীক দেন ! তুমি কবরে যাহারা রহিয়াছে তাহাদিগকে শুনাইতে পারিবে না।” ৩৫ : ১৯-২৩)

এই বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত বিদ্যমান। এখানে উদাহরণ দুইটির মধ্যে আলো ও অন্ধকার এই দুইটি শব্দই হইতেছে পারস্পরিক তুলনার বস্তু। এই সূরার সূচনাও এই দুইটি শব্দ দ্বারা হইয়াছে। অর্থাৎ وَجَعَلَ الظُّلُمَات وَالنُّوْرَ দ্বারা সূরা আরম্ভ করা হইয়াছে।

কতক ব্যাখ্যাকারের ধারণা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত উদাহরণটিতে বিশেষভাবে দুই দুইজন লোকের কথা বুঝাইয়াছেন। তাই বলেন যে, তাহাদের একজন হইলেন উমর (রা)। তিনি প্রথমত জাহিলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়া মৃতবৎ পথভ্রষ্ট ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ঈমানের জ্যোতি দান করিয়া অন্ধকার হইতে উদ্ধার করত নূতন জীবনে উপনীত করিলেন। আর তিনি সেই ঈমানের জ্যোতির নির্দেশনায় মানুষের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলেন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসার। তিনিও আঁধার জীবন হইতে আলোর জীবনে প্রবেশ করেন। পক্ষান্তরে যাহারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে; কোন কালেই সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া আলোর মুখ দেখিবার নহে, তাহারা দুইজন হইল অভিশপ্ত আবূ জাহিল ও আমর ইব্‌ন হিশাম। এক্ষেত্রে সঠিক ও বিশুদ্ধ অভিমত হইল এই যে, আয়াতটি সাধারণ। প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরের বেলায়ই এই আয়াত প্রযোজ্য হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন লোকের কথা বুঝাইবার জন্য ইহা অবতীর্ণ করেন নাই।

আল্লাহ্ পাকের কালাম : كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এভাবেই কাফিরদের জন্যে তাহাদের কাজগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া দেখানো হয় আর তাহা তাহাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলশ্রুতি মাত্র। সকল প্রজ্ঞা ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি একক ও অংশীহীন।

(١٢٣) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

(١٢٤) وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؔۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

১২৩. এইরূপে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধিগণকে প্রধান করিয়াছি যেন তাহারা সেখানে চক্রান্ত করিতে পারে। তাহাদের চক্রান্ত কাহারও বিরুদ্ধে হয় না; বরং নিজদের বিরুদ্ধেই হয়। কিন্তু তাহারা উপলব্ধি করে না।

১২৪. আর যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াত আসে, তখন তাহারা বলে, আল্লাহ্র রাসূলগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তদ্রূপ আমাদিগকে তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কখনও ঈমান আনিব না। আল্লাহ্ রিসালাতের পদ ও দায়িত্ব কাহার উপর অর্পণ করিবেন তাহা তিনিই ভাল জানেন। অতি সত্বর অপরাধিগণ আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়া অপদস্ত হইবে। আর তাহাদের চক্রান্তের দরুন কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার লোকালয়ে যেরূপ বড় বড় অপরাধী নেতৃবর্গ বিদ্যমান থাকিয়া মানুষকে কুফরীর দিকে আহ্বান জানায় ও আল্লাহ্র পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়, পরন্তু তোমার সহিত শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, তদ্রূপ তোমার পূর্বে রাসূলগণের সংগেও এই ধরনের ধনাঢ্য ও সমাজ প্রধান লোকেরাই শত্রুতার কাজে লিপ্ত থাকিত। ফলে ইহার প্রতিদানে তাহারা যে সব শাস্তি পাইত উহা সর্বজনবিধিত। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন : وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ

"এমনিভাবে আমি এই ধরনের অপরাধিগণকে প্রত্যেক নবীর শত্রু বানাইয়াছি" (২৫ : ৩১)।

তিনি অন্যত্র বলেন : وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তথাকার ধনাঢ্য ও সমাজ প্রধানদিগকে আমার আনুগত্য করিবার নির্দেশ দেই। কিন্তু সে নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া তাহারা সেখানে পাপে লিপ্ত হয়" (১৭ : ১৬)।

একদল বলেন : ইহার মর্ম হইল আমি উহাদিগকে আমার আনুমত্যের নির্দেশ দেই, কিন্তু তাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হয়। যাহার কারণে আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেই।

কেহ কেহ বলেন : ইহার অর্থ এই যে, আমি উহাদের ভাগ্য লিপিতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা করিবার নির্দেশ করি। ফলে উহারা শয়তানী কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং তখন তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا আয়াতাংশে উহাই বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতাংশ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন : এখানে জনপদের পাপাচারী শাসক ও রাজা বাদশাহদিগের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইল—আমি প্রত্যেক জনপদে পাপিষ্ঠদিগকে শাসক ও সমাজ প্রধান করি যেন উহারা অনাচার অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যখন উহারা ইহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে তখন আমি আমার গযব নাযিল করিয়া উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া থাকি।

মুজাহিদ ও কাতাদা বলিয়াছেন : اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا দ্বারা পাপিষ্ঠ সমাজ প্রধান ও নেতৃবর্গের কথা বুঝান হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ ، وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ .(٣٥-٣٤ : ٣٤)

তিনি আরো বলেন :

وَكَذَالِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَائَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ .

“আমি যে সব জনপদেই সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, সেখানকার ধনাঢ্য ও নেতৃত্বদানকারীরা বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে প্রচলিত মতাদর্শে পাইয়াছি, তাই আমরা তাহাদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিব” (৪৩ :২৩)।

আলোচ্য আয়াতে مكر শব্দ দ্বারা সুন্দর ও চমকপ্রদ কথা ও কাজ দ্বারা পথভ্রষ্টতার দিকে আকৃষ্ট করার কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের বিবরণ দিতে গিয়া বলিয়াছেন : وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا “উহারা চক্রান্ত করে বিরাট বিরাট চক্রান্ত।”

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরও বলিয়াছেন :

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا .

(তুমি যদি সেই সব অত্যাচারীদিগকে দেখিতে পাইতে যাহারা নিজেদের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তাহারা পরস্পর নিজ সাথীদের সাথে কথা বলিতেছে। তখন দুর্বলরা সবল নেতৃবর্গকে বলিবে, তোমাদের কথা না মানিলে এবং তোমাদের অধীন না হইলে আমরা অবশ্যই ঈমানদার হইতাম। তখন সবল নেতৃবর্গ অধীন দুর্বলদিগকে উত্তর দিবে, আমরা কি তোমাদের নিকট সত্য আগমনের পর তোমাদিগকে হিদায়েত ও সত্য হইতে বিরত রাখিয়াছি ? এমন নহে; বরং তোমরা পাপিষ্ঠ ও অপরাধী ছিলে। অতঃপর দুর্বল অধীনরা সবল নেতৃবর্গকে বলিবে, আমরা তো পাপী ও অপরাধী ছিলাম না, বরং তোমরা দিবারাত্র চক্রান্ত করিতে আর আমাদিগকে আল্লাহ্র সাথে কুফরী করার জন্য নির্দেশ দিতে। সুতরাং তোমাদের কথামত আমরা আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার করিয়া দেব-দেবীর পূজা করিয়াছি (৩৪ : ৩১-৩৩)।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন : সুফিয়ান হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আবূ উমর ও আমার পিতা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, কুরআন পাকে যেসব স্থানে مَكَرَ শব্দ উল্লেখ রহিয়াছে, উহা দ্বারা আমল ও কৃতকর্মের কথা বুঝান হইয়াছে।

আয়াতাংশ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلاَّ بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করার সমুদয় কলাকৌশলের প্রতিফল ও শাস্তি উহাদের নিজেদের উপরই অর্পিত হইবে। কিন্তু উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বর্ণনা করিয়াছেন :

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ .

"কারণ এইসব নেতৃবর্গ নিজেদের পাপের বোঝার সাথে অপরের পাপের বোঝাও বহন করিতেছে" (২৯ : ১৩)। তিনি আরো বলেন :

وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اَلاَ سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ

"যাহারা অজ্ঞতাবশত উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, তাহারা কতই না খারাপ বোঝা বহন করিতেছে" (১৬ : ২৫)। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَاِذَا جَاءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ

আয়াতের তাৎপর্য হইল এই যে, উহাদের নিকট যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নিদর্শন, দলীল, প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার এবং তাঁহার পথ অনুসরণের আহ্বান জানান হয়, তখন উহারা বলে অতীতের নবী রাসূলদিগের নিকট যেরূপ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণ ওয়াহী নিয়া আসিত, তদ্রূপ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওয়াহী নিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিব না। যেমন কালামে পাকের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ اَوْنَرٰى رَبَّنَا .

যাহারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তাহারা বলে, আমাদের নিকট কোন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?" (২৫ : ২১)।

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ আয়াতাংশের সারমর্ম হইতেছে এই যে, নবূওয়াতের পদ ও দায়িত্ব কাহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে এবং কোন লোক নবূওয়াতীর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবহিত। তিনি যথোপযুক্ত পাত্রেই এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সক্ষম লোককেই তিনি এই কাজের জন্য দায়িত্বশীল করেন। কাফিরদের হটকারী উক্তির কথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَقَالُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ، اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

('উহারা বলে, এই কুরআন উভয় জনপদের কোন বড় ব্যক্তির কাছে কেন অবতীর্ণ করা হয় নাই ? তাহারা কি স্বীয় প্রতিপালকের রহমতকে নিজ ইচ্ছামত বণ্টন করিতেছে? (৪৩ : ৩১-৩২)

এখানে قَرْيَتَيْنِ অর্থাৎ উভয় জনপদ দ্বারা মক্কা ও তায়েফের কথা বুঝান হইয়াছে। মক্কা ও তায়েফের মধ্যে উহাদের দৃষ্টিতে যে লোক খুব সম্মানিত ও বড় তাহার নিকট কুরআন কেন নাযিল করা হইল না ? মহানবী (সা)-এর প্রতি উহাদের হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণেই এইরূপ কথা উহাদের মুখ হইতে প্রকাশ পাইত। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের অনুরূপ আচরণের বর্ণনা দিতেছেন :

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا ، اَهٰذَا الَّذِىْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كَافِرُوْنَ .

“এই কাফিরগণ যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে ইহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ ও কৌতুকের পাত্রে পরিণত করে। আর বলে, এই নাকি সেই লোক যে তোমাদের প্রভু সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করে। অথচ ইহারা ‘রহমানের’ স্মরণকে ভুলিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে” (২১ : ৩৬)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وَاذَا رَاَوْكَ انْ يَّتَّخذُوْنَكَ الاَّ هُزُواً اَهٰذَا الَّذى بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً .

“ইহারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তোমাকে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুক করার পাত্র বানাইয়া নেয় আর বলে এই না-কি সেই লোক যাহাকে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন” (২৫ : ৪১) !

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَد اسْتُهْزِئَ برُسُلٍ مِّنْ قَبْلكَ فَحَاقَ بالَّذيْنَ سَخرُوْا منْهُمْ مَّا كَانُوْا به يَسْتَهْزِئُوْنَ .

“আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণের সহিত এইরূপ ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও কৌতুকসুলভ আচরণ করা হইত। সুতরাং তাহাদের সহিত যাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত, তাহাদিগকে এই ঠাট্টা-বিদ্রূপই ধ্বংস করিয়াছে” (৬ : ১০)।

এইসব পাপিষ্ঠগণ মহানবী (সা)-এর প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও তাহারা পূর্বে হইতেই তাঁহার চরিত্র মাধুর্য, মহত্ত্ব ও বংশীয় মর্যাদা ইত্যাদি স্বীকার করিত। এমন কি নবূওয়াতীর দায়িত্ব লাভ করার পূর্বেই তাঁহার সাধুতা, সততা, ন্যায়পরাণতা, মহানুভবতা ইত্যাদির কারণে পৌত্তলিক আরবগণ তাঁহাকে আল-আমীন খিতাবে ভূষিত করিয়াছিল। তাই কাফির সরদার আবূ সুফিয়ানকে যখন রোমের বাদশাহ হেরাক্লিয়াস মহানবী (সা)-এর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তখন সে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে আমাদের মধ্যে উত্তম, সম্মানিত ও অভিজাত বংশের লোক। হেরাক্লিয়াস একথাও জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহার নবূওয়াতীর দাবী করার পূর্বে কখনও তোমরা কি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ? আবূ সুফিয়ান উত্তর দিল—কখনই নয়। আবূ সুফিয়ানের দীর্ঘ বক্তব্য হইতে রোমের বাদশাহ তাঁহার পবিত্র গুণাবলী, চরিত্র মাধুর্য ও সততার কথা শুনিয়া তাঁহার আনীত জীবন বিধান সত্য হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল।

মহানবী (সা) -এর সততা সম্পর্কে বহু হাদীস বিদ্যমান। ইমাম আহমদ ওয়াসিলা ইব্ন আসকা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন :

“আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশ হইতে ইসমাঈল (আ)-কে নির্বাচন করিয়া ছিলেন। ইসমাঈলের বংশ হইতে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেন। অতঃপর বনী কিনানা হইতে কুরায়েশ বংশকে নির্বাচন করেন। আর কুরায়েশ বংশ হইতে নির্বাচিত করিয়া নেন হাশিমী বংশকে এবং হাশিমী বংশ হইতে আমাকে নির্বাচন করেন।”

এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম শুধু আওযাঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলেন :

“বনী আদমের ভাল যুগগুলি একের পর এক আসিতে লাগল। পরিশেষে আমাকে সেই ভাল যুগে প্রেরণ করা হইল, যে যুগে আমি অবস্থান করিতেছি।”

ইমাম আহমদ (র) মুত্তালিব ইব্ন আবূ ওদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লোকদের কথিত কিছু কথা জানান হইল। অতঃপর তিনি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কে ? সকলে উত্তর করিল—আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর মহানবী বলিলেন :

'আমি আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মদ এবং আমার দাদা আবদুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিলে তিনি আমাকে তাঁহার উত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষকে দুইটি সম্প্রদায়ে বন্টন করিয়া আমাকে উত্তম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি বংশ সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। তিনি মানুষের জন্য পরিবার সৃষ্টি করিয়া আমাকে উত্তম পরিবারভুক্ত করিলেন। সুতরাং আমি তোমাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব, বংশ ও পরিবারের দিক দিয়া সর্বোত্তম।"

নিঃসন্দেহ রাসূল (সা) যথার্থই বলিয়াছেন। আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

"আমার নিকট জিবরীল বলিয়াছেন যে, হে মুহাম্মদ ! আমি সমগ্র দুনিয়া এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র বাছাই করিয়া মুহাম্মদের চাইতে উত্তম কোন লোক পাই নাই। আর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হাশিমী বংশের তুলনায় কোন বংশকেই কুলীন ও সম্মানিত পাই নাই। হাকাম ও রায়হাকী এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া সকল বান্দাদের মধ্যে মুহাম্মদের অন্তরকে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহাকে একান্তভাবে নিজের আপনজনরূপে নির্বাচিত করিলেন এবং তাহাকে নবূওয়াতের দায়িত্ব প্রদান করিলেন। মুহাম্মদের পর তাঁহার অন্যান্য বান্দাগণের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া মুহাম্মদের সাহাবাদিগের অন্তরকে সকলের মধ্যে উত্তম পাইলেন। সুতরাং তাহাদিগকে তিনি নবীর সহচর ও পরামর্শদাতারূপে নিয়োজিত করিলেন। তাহারা দীনের জন্য লড়াই করিয়া থাকেন। অতএব তাহারা যাহা কিছু সুন্দর দেখেন উহাই আল্লাহ্র দরবারে সুন্দর এবং যাহা কিছু খারাপ দেখেন, উহাই আল্লাহ্র নিকট খারাপ।"

ইমাম আহমদ (র) ধারাবাহিক সনদে সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : হে সালমান ! আমার প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ রাখিও না এবং আমার উপর অসন্তুষ্টও হইও না। তাহা হইলে তুমি ধর্মচ্যুত হইয়া পড়িবে।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনার প্রতি কেমন করিয়া ঈর্ষা ও ঘৃণা পোষণ করিতে পারি ? আপনার দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়াছেন। মহানবী জবাব দিলেন : আরব সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যেন আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখা।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম বিভিন্ন রাবীর বরাতে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুসাইন বলেন : একদা ইব্ন আব্বাস (রা) যখন মসজিদের দরজা দিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক লোক তাহার প্রতি তাকাইয়া দেখিতেছিল। অতঃপর সে খুব ভীত হইয়া পড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? লোকেরা জবাব দিল, ইহার নাম ইব্ন আব্বাস, ইনি রাসূলুল্লাহ্র চাচাতো ভাই। লোকটি ইহা শুনিয়া আলোচ্য আয়াতটি পাঠ

করিল এবং বলিল রিসালাত ও নবুওয়াতীর দায়িত্ব কাহাকে দান করিবেন এবং কে ইহার উপযুক্ত তাহা আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালভাবেই অবহিত।

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ .

আয়াতাংশের সারকথা হইল এই যে, যাহারা রাসূলের আনুগত্যকে হিংসা করিয়া উপেক্ষা করে এবং তাঁহার আনীত জীবন বিধানকে দাম্ভিকতার সাথে পরিহার করে, তাহাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। তাহারা বিচারের দিন আল্লাহ্র সম্মুখে চরম অবমাননাকর অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। তাহারা এই জগতে যেমন গর্ব অহংকার করিয়া দাম্ভিকতার সাথে আল্লাহ্র দীন ও রাসূলের আনুগত্যকে পরিহার করিয়াছে, তেমনি উহার প্রতিদান হইল চিরন্তন অপমান ও লাঞ্ছনা। ইহা তাহাদের কৃতকর্মেরই ফল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ .

"যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকে আমি অতি সত্বর তাহাদিগকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে দোযখে প্রবেশ করাইব" (৪০ : ৬০)।

وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সাধারণত গোপনেই হইয়া থাকে। চক্রান্ত ও প্রতারণা হয় খুব গোপন ও সূক্ষ্মভাবে। সুতরাং বিচারের দিন এই চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের প্রতিদানে উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। চক্রান্তের তুলনায় শাস্তি কোন দিক দিয়া কম হইবে না। যথাযথ প্রাপ্যানুযায়ী উহা দেওয়া হইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অত্যাচারী নহেন। কাহারও প্রতি তিনি জুলুম করেন না। যেমন আল্লাহ্ পাক নিজেই বলেন :

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কাহারও উপর অত্যাচার করেন না।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমস্ত গোপন কথা এবং গুপ্ত-ভাণ্ডার প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "প্রত্যেক প্রতারক ও খোদাদ্রেহীর জন্য কিয়ামতের দিন তাহার পশ্চাদ্দিকে একটি ঝাণ্ডা থাকিবে। উহাতে লেখা থাকিবে অমুকের পুত্র অমুক খোদাদ্রোহী ও প্রতারক। ইহার কারণ হইল এই ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারককে সাধারণ মানুষ চিনে না ও জানে না। তাই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক খোদাদ্রোহী, ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারককে হাশরের মাঠে পরিচয় করাইবার জন্য এবং তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিবার নিমিত্ত উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। ফলে সকলেই তাহাদিগকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে।

(١٢٥) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ
يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ
فِي السَّمَآءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২৫. আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাইলে তিনি তাহার অন্তঃকরণ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিতে চাইলে তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। ইসলাম অনুসরণ তাহার কাছে আকাশে আরোহণের ন্যায় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগকে আল্লাহ্ এইরূপ অপমানিত করেন।

তাফসীর : فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ انْ يَّهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلاسْلَامِ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক বলেন : আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে ইচ্ছা করিলে ইসলামের জন্য তিনি তাহার হৃদয় প্রশস্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণের অন্ধকার ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত করিয়া দেন, ইসলামের কাজ তাহার পক্ষে সহজ ও আরামদায়ক করিয়া দেন। ইহা তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ারই নির্দশন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَه لِلاسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّه .

"ইসলামের জন্য যাহার অন্তঃকরণ খুলিয়া যায় তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়" (৩৯ : ২২)।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الايْمَانَ وَزَيَّنَه فِىْ قُلُوْبِكُمْ وكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰـئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ .

"আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নিকট ঈমানকে পসন্দনীয় করিয়া দিয়াছেন এবং ঈমানকে তোমাদের অন্তরে শোভামণ্ডিত করিয়াছেন আর কুফর, পাপ ও নাফরমানীকে করিয়া দিয়াছেন তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় ও ঘৃণিত। এইসব লোকেরাই হইল সত্য পথের পথিক ও হিদায়েতপ্রাপ্ত" (৪৯ : ৭)।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلاسْلَامِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইতেছে তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তাহাদের হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া। আবূ মালিকসহ বহু ব্যাখ্যাকারই উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ও যথার্থ।

আবদুর রায্যাক (র) বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবূ জা'ফর হইতে বর্ণনা করেন : মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ঈমানদার কাহারা ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন-"যে লোক অধিকাংশ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এবং যে লোক মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য নিজকে সবচাইতে বেশি প্রস্তুত করিতে থাকে। মহানবী (সা)-এর নিকট فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَه يَشْرَحْ صَدْرَه لِلاسْلَامِ আয়াতাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল ! কিভাবে হৃদয় প্রশস্ত করা হয় ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : "অন্তরে নূর প্রজ্বলিত করা হয় যাহার ফলে অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : কাহার অন্তর প্রশস্ত হইয়াছে এবং খুলিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিবার কোন চিহ্ন ও নির্দন আছে কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : 'ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, পার্থিব জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া, উহার আনন্দ উপভোগ হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর সাথে সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।'

ইব্‌ন জারীর (র) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন রাবীর ধারাবাহিক সনদে আবূ জা'ফর মাদায়েনী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে উপরোল্লোখিত ভাবেই তিনি জবাব দিয়া ছিলেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন রাবীর পর্যায়ক্রমিক সনদে আবূ জা'ফর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর বলেন : মহানবী (সা) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ আয়াতাংশ সম্পর্কে বলিয়াছেন : "অন্তঃকরণে ঈমান প্রবেশ করিলে তখন অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয় ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরিচয় লাভ করার কোন আলামত বা চিহ্ন আছে কি ? জবাবে তিনি বলিলেন : ইহার চিহ্ন হইল চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের প্রতি অতিশয় অনুরাগী হওয়া, এই প্রতারণাময় জগৎ হইতে বিমুখ হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।'

আবূ জা'ফর হইতে ইব্‌ন জারীর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন রাবীর বর্ণনা সূত্রে সাঈদ আল-আশাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) কুরআন পাকের এই আয়াত فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ পাঠ করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! এখানে প্রশস্ত (শরহ্‌) দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : নির্দিষ্ট একটি নূর তাহার অন্তরে ঢালিয়া দেওয়া হয়। সাহাবীগণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : ইহা জানার কি কোন নিদর্শন থাকে ? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, নিদর্শন রহিয়াছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই নির্দশনসমূহ কি ? তিনি জবাব দিলেন : মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় অনুরাগী ও আকৃষ্ট হওয়া। এই মায়াময় জগৎ হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া। ইব্‌ন জারীর (র) বিভিন্ন রাবীর বরাত দিয়ে আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন— اذا دخل النور القلب انفسح وانشرح অর্থাৎ হৃদয়ে নূর প্রবেশ করিলে উহা প্রশস্ত হয় ও খুলিয়া যায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার নিদর্শন কি ? তিনি উত্তর দিলেন : চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া, মায়াময় দুনিয়া হইতে দূরে থাকা এবং মৃত্যুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।'

এই হাদীসটি ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে মারফূ ও মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ আয়াতাংশে পাঠ করিলে সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! কিরূপে হৃদয় প্রশস্ত হয় ? তিনি জবাব দিলেন- তাহার অন্তরে নূর প্রবেশ করান হয়। উহার ফলে তাহার অন্তর খুলিয়া যায় ও প্রশস্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! ইহার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি জবাব দিলেন : এই মায়াময় জগৎ

হইতে বিমুখ হওয়া, চিরস্থায়ী বাসস্থান পরকালের দিকে অতিশয় আকৃষ্ট ও অনুরাগী হওয়া এবং মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই নিজকে প্রস্তুত রাখা।”

এই সকল হইল উক্ত হাদীসের মুরসাল ও মুত্তাসিল সনদ যাহা পরস্পর বিজড়িত ও সহায়তাকারী। আলোচ্য আয়াতাংশ وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا এর অর্থ হইল, কাহাকেও আল্লাহ্ তা'আলা বিপথগামী করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেউ কেউ ضَيِّقًا শব্দকে ض এর উপর যবর এবং ى এর উপর জযম দিয়া ضَيْقًا পাঠ করিয়া থাকেন। তবে অধিকাংশ লোক পাঠ করেন ى এর উপর তাশদীদ এবং নীচে যের দিয়া অর্থাৎ ضَيِّقًا । এই শব্দ দুইটি هَيِّنٍ ও هَيْنٍ শব্দদ্বয়ের ন্যায়।

তেমনি কেহ কেহ حَرَجًا শব্দকে ح এর উপর যবর এবং ر এর নিচে যের দিয়া حَرِجًا পড়িয়া থাকেন। কেহ কেহ এই শব্দের দ্বারা পাপ ও গুনাহের কথা বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)ও এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। অপর একদল বলেন حَرَجًا শব্দকে حَرِجًا পাঠ করা হইলে তাহার অর্থ হইবে, এই পথভ্রষ্ট অন্তঃকরণ এমন সংকীর্ণ হইবে যে হিদায়েতের জন্য বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও প্রশস্ত হইবে না এবং ইহা হইতে কোন বস্তু তাহাকে মুক্তি দিবে না। এমনকি তাহার ঈমানও তাহাকে উপকৃত করিবে না। এক কথায় ঈমানের নূর তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এক বেদুঈনকে الحرجة। শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দিল الحرجة। বলা হয় এমন এক বৃক্ষকে যাহা অতিশয় ঘন বনানীর মধ্যে অবস্থিত ও কোন পশু পালক যেমন বৃক্ষে উঠিতে পারে না, তেমনি কোন পশুও এই বৃক্ষের পাতার নাগাল পায় না। উমর (রা) তখন বলেন : মুনাফিকদের অন্তঃকরণের অবস্থাও এইরূপ হয়। সে অন্তঃকরণে কোন কল্যাণ কখনও উপনীত হইতে পারে না।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী বলেন : ইহার অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা উহার অন্তরে ইসলামকে সংকীর্ণ করিয়া দেন। কেননা ইসলাম হইল উদার ও প্রশস্ত, কি করিয়া উহা সংকীর্ণ অন্তরে স্থান পায় ? প্রসংগত তিনি এই আয়াত পাঠ করেন وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ [তোমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা রাখা হয় নাই (২২ : ৭৮)] অতঃপর তিনি বলিলেন- ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র দীনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না। তিনি তোমাদের জন্য ইসলামে কোন অসাধ্যতা রাখেন নাই।

মুজাহিদ ও সুদ্দী বলিয়াছেন ضيقا حرجا -এর অর্থ হইল সংকীর্ণতা ও সন্দেহবাদিতা।

আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন ضَيِّقًا وَحَرَجًا এর অর্থ হইতেছে অন্তর এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হওয়া যাহাতে পুণ্য প্রবেশ করিতে পারে না।

জুরাইজ (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্ন মুবারক বলিয়াছেন : ضَيِّقًا وَحَرَجًا এর দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহার কারণে 'লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালেমায় বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষমতাই তাহাদের নাই। আকাশে আরোহণ করা যেমন দুঃসাধ্য ও কষ্টকর, তেমনি ইহাও তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সুকঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ضَيِّقًا وَحَرَجًا এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : উহাদের অন্তঃকরণ এমন কঠিন ও সংকীর্ণ হয় যে, ঈমানের নূর প্রবেশ করার কোন পথই খুঁজিয়া পায় না।

আলোচ্য আয়াতাংশ كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ এর তাৎপর্য হইল, আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব ব্যাপার ঠিক তেমনি উহাদের অন্তঃকরণও এমন শক্ত ও সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, ঈমানের নূর উহাতে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

সুদ্দী (র) বলেন : আকাশে আরোহণ করা যেমন অসম্ভব তেমনি উহাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্য বিদূরিত হওয়াও অসম্ভব।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আতা আল-খুরাসানী বলিয়াছেন : উহাদের কঠিন ও সংকীর্ণ অন্তরের উদাহরণ এইরূপ যেমন কোন লোকের আকাশে আরোহণ করিবার আদৌ কোন ক্ষমতা নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আদম সন্তানগণ যেরূপ আকাশে পৌছার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি উহাদের অন্তরে তাওহীদ ও ঈমান প্রবেশ করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না, যতক্ষণে না আল্লাহ্ তা'আলা প্রবেশ করান।

كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম আওযাঈ বলিয়াছেন : যাহার অন্তঃকরণকে আল্লাহ্ তা'আলা সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দিয়াছেন সে কিরূপে মুসলমান হইতে পারে ? কস্মিনকালেও পারে না। ইহা আকাশে আরোহণ করার মতই অসম্ভব ব্যাপার।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ আয়াতাংশে আল্লাহ্ সেই সব কাফির লোকদের অন্তঃকরণের উদাহরণ পেশ করিয়াছেন, যাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন ও সংকীর্ণ হওয়ার দরুন তাহাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা অন্তর সংকীর্ণ ও কঠিন হওয়ায় ঈমান গ্রহণ হইতে বিরত থাকার উদাহরণ। আকাশে আরোহণ হইতে মানুষ বিরত থাকার কারণ হইল তাহাদের অক্ষমতা ও শক্তির অসাধ্য হওয়া, তদ্রূপ ঈমানের প্রবেশ সম্ভব না হওয়ার কারণ হইল কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে আরোহণ করার অক্ষমতার উদাহরণ দ্বারা উহাদের অন্তরের সংকীর্ণতা ও কাঠিন্যের দরুন ঈমান প্রবেশ অসম্ভব হওয়ার কথা বুঝাইয়াছেন।

كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ উহাদের অন্তঃকরণকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সংকীর্ণ ও কঠিন করিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ শয়তানকে তাহাদের উপর প্রভাবশালী করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিতে অস্বীকার করে। শয়তানই তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহ্‌র পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : এখানে رجس শব্দ দ্বারা শয়তানকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ঐ সকল বস্তুকেই رجس বলা হয় যাহার মধ্যে কল্যাণকর কিছুই থাকে না।

আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : এখানে رجس শব্দ দ্বারা আল্লাহ্‌র গযব ও শাস্তির কথা বুঝান হইয়াছে।

(١٢٦) وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

(١٢٧) لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২৬. ইহাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল-সহজ পথ। নিশ্চয় আমি উপদেশ গ্রহণকারীদিগের জন্য আয়াত ও নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

১২৭. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট শান্তিময় গৃহ রহিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তিনিই তাহাদের অভিভাবক বা বন্ধু।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথ হইতে বিপথগামী হওয়ার এবং তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখার পদ্ধতি উল্লেখ করিবার পর, তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে প্রেরিত পথের ও সত্য দীনের পরিচয় ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا অর্থাৎ ইহাই তোমার প্রতিপালকের নির্দেশিত ও নবীর মাধ্যমে প্রেরিত সত্য দীনে স্থির থাকার পথ। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি বর্তমান কালের অবস্থায় প্রকাশ করায় মানসুব রূপে রহিয়াছে। অর্থাৎ অবস্থা প্রকাশসূচক নসব প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ হইতেছে, "হে মুহাম্মদ! এই সরল পথটিই হইল জীবন বিধান, যাহা আমি তোমার নিকট দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য ওয়াহীর মাধ্যমে পাঠাইয়াছি। আর ইহার নামই আল-কুরআন এবং ইহাই সরল সহজ পথ। কুরআনের প্রশংসা সম্বলিত আলী (রা) হইতে হারিসের বর্ণিত হাদীসটিতে ইতিপূর্বে ইহার আলোচনা উল্লেখ হইয়াছে। সেই হাদীসে কুরআনের পরিচিতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ইহাই সরল সহজ পথ, ইহাই আল্লাহ্‌র সুদৃঢ় রশি এবং ইহাই মহাজ্ঞানী উপদেশ। এই হাদীসটিকে আহমদ ও তিরমিযী (র) খুব দীর্ঘাকারে নিজ নিজ কিতাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি কুরআনের আয়াতসমূহ অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাসহ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইহা সেই সকল লোকদের জন্য করিয়াছি যাহাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি বিবেচনা রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ ও উপদেশ নিয়া খুব গভীরভাবে যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। সুতরাং এমন গুণ বিশিষ্ট লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। মূলত উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আমার এই বিশদ আলোচনা।

لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, এই সব গুণবিশিষ্ট লোকেরা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কিয়ামতের দিন শান্তির আলয় লাভ করিবে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শান্তির আলয় বলিয়া জান্নাতকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল উহা হইবে দারুস্‌সালাম বা শান্তির আলয়। নবী রাসূলগণের পদাংক ও কর্মধারা অনুসরণ করাই হইতেছে সরল সহজ পথ। এই পথের সর্বশেষ মনযিল হইল জান্নাত বা শান্তির ধাম। সুতরাং এই সরল সহজ পথে যাহারা চলে তাহারা সর্বপ্রকার পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী হইতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকিয়া চির শান্তির জান্নাতে প্রবেশ করে।

وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, গুণবিশিষ্ট সরল সহজ পথের পথিকদিগের রক্ষক, সহায়ক ও অভিভাবক হইলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। কারণ তাহারা এই পার্থিব জগতে একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশিত মত পথ এবং তাহার মনোনীত জীবন বিধানকে গ্রহণ করিয়া সৎ কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের সৎ কাজের প্রতিদান স্বরূপই আল্লাহ তাহাদের বন্ধু, অভিভাবক ও সহায়ক হন। পরিশেষে তাহাদের সম্মানে দান করেন তিনি চির শান্তির নিকেতন জান্নাত।

(١٢٨) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ
وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّ
بَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ اَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১২৮. যেদিন তিনি তাহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং বলিবেন : হে জিন সম্প্রদায় ! তোমরা অনেক মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছিলে; আর মানব সমাজের মধ্যে তাহাদের বন্ধুগণ বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের মধ্যে কতক অপরের দ্বারা লাভবান হইয়াছি এবং তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিলে আমরা এখন তাহাতে পৌছিয়াছি। সেই দিন আল্লাহ্ বলিবেন, দোযখের আগুনই তোমাদিগের বাসস্থান। তোমরা চিরস্থায়ীভাবে তথায় থাক, যদি না আল্লাহ্ অন্য রকম ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রজ্ঞাময় ও সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতের সূচনায় و অক্ষরটির পরে اُذْكُرْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে। সুতরাং وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আয়াতাংশের অর্থ হইল- হে মুহাম্মদ ! যে দিন উহাদের প্রতি নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করা হইবে, সেই দিনের কথা স্মরণ কর। সে দিন জিনদেরকে এবং তাহাদের সেই সব মানব বন্ধুগণকে একত্রিত করা হইবে যাহারা এই দুনিয়ায় তাহাদের ইবাদত করিত, তাহাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিত এবং তাহাদের কথা মানিয়া চলিত। আর একে অপরকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে চমকপ্রদ কথা দ্বারা প্ররোচিত করিত এবং একে অপরের নিকট নানাবিধ মিথ্যা ও অলীক কথার ওয়াহী পাঠাইত। সেদিনটি খুবই ভয়াবহ ও অনুশোচনার দিন।

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ আয়াতাংশের অর্থ হইল, সেই দিন আল্লাহ্ বলিবেন: হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের অনুগত করিয়াছ এবং তাহাদিগকে আমার পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছ। এই আয়াতের শুরু দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত ইহার সংযোগ প্রমাণিত হয়। তাই এখানে অনেক কথা উহ্য রহিয়াছে। তদনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা জিন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানবিধ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলিবেন- হে জিন সম্প্রদায় ! তোমরা মানব সমাজের বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছ। যাহার ফলে তাহারা তোমাদের অনুগত হইয়া তোমাদের ইবাদত করিয়াছে, তোমাদের নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে এবং একে অপরের নিকট নানাবিধ অলীক মিথ্যা কথার বেতার পাঠাইয়াছে। এইভাবে বিভিন্নরূপ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বেঈমানদিগকে লা-জওয়াব করিবেন। যেমন আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে :

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَّ اَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ، وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ .

"হে আদম সন্তানগণ ! আমি কি তোমাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লই নাই যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করিবে না ? কেননা শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর একমাত্র আমারই ইবাদত করিবে, ইহাই সরল পথ। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের বহু সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। এখনও কি তোমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছ না (৩৬ : ৬০-৬২) ?"

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন তাল্হা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ আয়াতাংশের অর্থ হইল তোমরা বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত সরল সহজ পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিয়াছ। মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র)ও এই আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَقَالَ اَوْلِيَاؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, কিয়ামতের দিন উহাদের সকলকে একত্রিত করা হইলে মানব সমাজের মধ্যে যাহারা জিন শয়তানের বন্ধু, তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একে অপর দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হইয়াছি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট নানাবিধ অপকর্ম ও পথভ্রষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন তাহারা এই জবাব দিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে হাসান হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ দোযখীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরা বহু মানুষকে তোমাদের অনুগত করিয়াছ। তখন মানব সমাজের মধ্যে উহাদের বন্ধুগণ বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের একদল দ্বারা অন্যদল লাভবান হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন : এই আয়াতে একদল অপর দল দ্বারা লাভবান ও উপকৃত হওয়ার অর্থ হইল জিন নির্দেশ দিত, আর মানুষ সেই নির্দেশ পালন করিত।

رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলিয়াছেন : এখানে একদল অপর দল দ্বারা দুনিয়ার বন্ধু-বান্ধব ও সাথীগণের কথা বুঝান হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : জাহিলী যুগে মানুষ সফরে পথ ভুলিয়া গেলে বলিত, আমি এই জনপদের সর্বাপেক্ষা বড় জিনের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর ইহাই হইতেছে উহাদের লাভবান হওয়া। সুতরাং কিয়ামতের দিন উহারা এই ওজর পেশ করিবে। মানুষের দ্বারা জিনগণ এইভাবে লাভবান ও উপকৃত হইত যে, মানুষদিগের হইতে তাহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিত এবং মানুষেরা তাহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিত। সুতরাং জিনগণ দাবী করিত যে, আমরা জিন ও মানুষের সরদার।

وَبَلَغْنَا اَجَلَنَا الَّذِىْ اَجَّلْتَ لَنَا আয়াতাংশের দ্বারা এই কথা বুঝান হইয়াছে যে, উহারা কিয়ামতের দিন বলিবে : হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি আমাদের জন্য যে দিনটি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলে সে দিনের নাগাল আমরা পাইয়াছি। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে আমাদের পরিচয় হইয়াছে, মৃত্যুর স্বাদ আমরা উপভোগ করিয়াছি এবং এই কিয়ামতের মাঠে তোমার ডাকে একত্রিত হইয়াছি।

ইমাম সুদ্দী (র) এখানে اجل শব্দের অর্থ মৃত্যু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সব জিজ্ঞাসাবাদের পর আল্লাহ্ তা'আলা পরিশেষে ঘোষণা করিবেন, তোমরা সকলে স্থায়ীভাবেই উহাতে থাকিবে। অর্থাৎ দোযখই হইল তোমাদের চিরন্তন বাসস্থান। আল্লাহ্‌র অন্য কিছু ইচ্ছা না হইলে বা ব্যতিক্রম কিছু না করা পর্যন্ত সর্বদা উহাতেই তোমরা থাকিবে।

এক দল বলেন : এখানে আল্লাহ্‌র অন্য কিছু ইচ্ছা বা ব্যতিক্রম করার দ্বারা বারযাখের কথা বুঝায়।

অপর দল বলেন : অন্য কিছু বা ব্যতিক্রম দ্বারা পার্থিব জীবনকালকে বুঝান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বহু কথা বলিয়াছেন যাহা হূদের প্রাসংগিক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইন্‌শাআল্লাহ্ আলোচনা করা হইবে। আয়াতটি এই :

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلاَّ مَاشَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ .

অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী যতদিন বিদ্যমান থকিবে, ততদিন পর্যন্ত সর্বদা উহারা উহাতেই অবস্থান করিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক ব্যতিক্রম কিছু না করেন। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া থাকেন (১১ : ১০৭)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর ধারাবাহিক সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

ইহা হইল এমন একটি আয়াত যাহা বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির সাথে কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন, তাহাদিগকে জান্নাতে ফেলিবেন, না জাহান্নামে ফেলিবেন সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তিরই মত প্রকাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌ই মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

(١٢٩) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১২৯. এমনিভাবে আমি জালিমদেরকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য একদলকে অন্যদলের বন্ধু বানাইয়া থাকি।

তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা হইতে সাঈদ বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সুতরাং মু'মিনগণের বন্ধু মু'মিন লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন। তেমনি কাফিরগণের বন্ধু কাফির লোকই হয়, তাহারা যে অবস্থায় ও যে স্থানেই থাকুক না কেন। আর ঈমান আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করার এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার নাম নহে। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করেন।

কাতাদা (র) হইতে মুআম্মার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : দোযখে আল্লাহ্ তা'আলা কতক জালিমের সাথে বন্ধুত্ব করিয়া দিবেন। ইহাদের একদল অন্য দলের অনুগত হইয়া চলিবে।

মালিক ইব্ন দীনার (র) বলিয়াছেন : আমি যাবুর কিতাবে অধ্যয়ন করিয়াছি যে, আল্লাহ্ বলেন, আমি প্রথমে মুনাফিক দ্বারাই মুনাফিকদের প্রতিশোধ নিব। অতঃপর সকল মুনাফিকের প্রতিশোধ নিব। وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا আয়াতে এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) وَكَذٰلِكَ نُوَلِّىْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা জিন জালিমদিগকে মানুষ জালিমদিগের বন্ধু বানাইয়া দেন। প্রসংগত তিনি আল-কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ .

(যেই লোক দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে অমনোযোগী হয় আমি তাহার উপর একটি শয়তানকে পরিচালক বানাইয়া দেই। সুতরাং শয়তান তাহার সাথী হইয়া যায় (৪৩ : ৩৬)।

অতঃপর তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আমি জালিম জিনদিগকে জালিম মানুষের উপর প্রবল করিয়া দেই।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ... ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ বলেন : من اعان ظالما سلطه الله عليه অর্থাৎ যে লোক জালিমের সাহায্যকারী হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর ঐ জালিমকেই প্রবল করিয়া দেন। এই হাদীসটি গরীব হাদীস। কোন কবি বলিয়াছেন :

وما من يد الا يد الله فوقها * ولا ظالم الا سيبلى بظالم .

"অর্থাৎ কোন হাতই এমন নয় যাহার চাইতে আল্লাহ্র হাত শক্তিশালী নয়। আর এমন কোন জালিম নাই যাহাকে অন্য জালিম দ্বারা অত্যাচারিত হইতে না হয়"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন : যেরূপ আমি এই সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অভিভাবক উহাদের পথভ্রষ্টকারী একদল জিনকে বানাইয়া দিয়াছি, জালিমদিগকেও আমি তদ্রূপ আরেক দল জালিমের অভিভাবক করিয়া থাকি। উহাদের একদলের উপর অন্য দলকে অধিষ্ঠিত করি এবং একদল দ্বারা অন্যদলকে আমি ধ্বংস করি। এইভাবে আমি একদল দ্বারা অন্যদলের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি। ইহাই হইল উহাদের জুলুম অত্যাচারের ও পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রতিদান।

(١٣٠) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِىْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى
اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ
كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ۝

১৩০. হে জিন ও মানব সম্প্রদায় ! তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূলগণ আসে নাই ? যাহারা তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন বর্ণনা করিত এবং তোমাদের এই দিনের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিত ? উহারা উত্তর দিবে : আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিতেছি। বস্তুত উহাদিগকে এই পার্থিব জগৎ প্রতারিত করিয়াছিল। অনন্তর উহারা যে আল্লাহ্র প্রেরিত দীনকে মানিত না তাহা স্বীকার করিয়া নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

তাফসীর : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির জিন ও মানুষদিগকে বিভিন্ন প্রশ্নবানে জর্জরিত করিবেন। অথচ তাহাদের নিকট যে রাসূলগণ তাঁহার দীনকে পূর্ণরূপে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্ তা'আলা ভালভাবেই অবহিত। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কথাকে সুপ্রমাণিত করা এবং উহাদিগকে লা-জওয়াব করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন প্রশ্ন করিবেন। কেননা এই সব প্রশ্নে তাহাদের উত্তর আল্লাহ্ পূর্ব হইতেই অবহিত। তথাপি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির জিন ও ইনসানকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ অর্থাৎ হে কাফির জিন ও মানুষ সম্প্রদায় ! তোমাদের নিজ নিজ জাতির মধ্য হইতে কি তোমাদের নিকট রাসূলগণ আসেন নাই।

মূলত রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হইয়াছে, জিন জাতির মধ্য হইতে কোন রাসূলের আবির্ভাব হয় নাই। এই অভিমতের সমর্থনে মুজাহিদ ইব্ন জুরাইজ এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু ইমাম হইতে বর্ণনা ও বক্তব্য পাওয়া যায়।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : রাসূল শুধু মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়। পক্ষান্তরে জিন জাতির মধ্য হইতে হয় শুধু সতর্ককারী, যাহারা আল্লাহ্র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া থাকেন।

যাহ্হাক ইব্ন মুজাহিম (র) হইতে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক বলেন : জিন জাতি হইতেও রাসূল হয়। তিনি তাহার মতের সমর্থনে উল্লেখিত আয়াতকে দলীলরূপে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। এই অভিমতটি প্রশ্নসাপেক্ষ। কেননা ইহা কোন নিশ্চিত ও অবিসংবাদিত কথা নহে।

আল-কুরআনেও এই মতের সমর্থনে পরিষ্কাররূপে কিছু উল্লেখ নাই। বিষয়টির শুধু সম্ভাব্যতা বিদ্যমান। যেমন কালামে পাকে এই ধরনের কথা আরও বলা হইয়াছে ! আল্লাহ্ বলেন :

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ ، فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ، يَخْرُجُ
مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ .

অর্থাৎ দুইটি নদীর মোহনা পরস্পর মিলিত হয়। উভয়ের মধ্যে এমন একটি আবরণ থাকে যাহার দরুন একে অপরকে অতিক্রম করে না। ইহার পরও কি কেহ আছে যে, তোমাদের প্রতিপালকের অবদানকে মিথ্যা ভাবিতে পারে। উভয় (নদী) হইতেই লালমোতি ও মারজান মণি বাহির হইয়া থাকে। (৫৫ : ১৯-২২)

এ কথা সকলেই অবহিত যে, লালমোতি ও মারজান মণি লবণাক্ত পানি হইতেই আহরণ করা হয়, মিঠা পানি হইতে নয়।[1] অথচ এখানে লালমোতি ও মারজান মণিকে উভয় প্রকার নদী হইতে বাহির হয় বলিয়া বলা হইয়াছে। তদ্রূপ এই আয়াতেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূলগণকে গণ্য করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)ও ঠিক অনুরূপ জবাবই দিয়াছেন। রাসূলগণ যে একমাত্র মানব জাতির মধ্য হইতেই হয়, আল্লাহ্ পাকের আল-কুরআনে বর্ণিত নিম্ন লিখিত আয়াতগুলি উহার উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ... ... رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ
لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ .

অর্থাৎ আমি তদ্রূপ তোমার নিকট ওয়াহী পাঠাইয়াছি, যেরূপ নূহ এবং অন্যান্য নবীদের নিকট ওয়াহী পাঠাইয়া ছিলাম। ... ... এইসব রাসূলগণ হইলেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী। কারণ মানুষ যেন রাসূল পাঠাইবার পর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করার সুযোগ না পায় (৪ : ১৬৩-১৬৫)।

তদ্রূপ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলেন : وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ অর্থাৎ আমি নবূওয়াত এবং কিতাবকে ইবরাহীমের বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। এই আয়াতের বর্ণনা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর নবূওয়াত ও কিতাবকে তাঁহার আওলাদ এবং বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই নয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে নবূওয়াত জিন জাতির মধ্যেও হইত এবং পরে তাহাদের মধ্যে হইতে নবী মনোনয়ন প্রদান বাতিল করা হইয়াছে। কেহই এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ .

"আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই পানাহার করিত এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করিত" (২৫ : ২০)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى .

"তোমার পূর্বে যত লোককেই নবী করিয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের নিকট আমি ওয়াহী

---

[1] প্রাচীন যুগের ব্যাখ্যাকারগণ ইহাই বলিতেন! কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কতক মিঠা পানি বিশিষ্ট নদী হইতে লালমোতি বাহির হইয়া থাকে।

পাঠাইতাম, উহারা জনপদের লোকদের মধ্য হইতেই মনোনীত হইত” (১২ : ১০৯)।

উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নবূওয়াতির ব্যাপারে জিন জাতি মানুষেরই অনুবর্তী হইত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন :

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِىَ
وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ قَالُوْا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ، يَا قَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْلَكُمْ مِّنْ
ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ
مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ ، اُولٰئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ .

“সেই কথা স্মরণ কর ! যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার দিকে ফিরাইয়া দিলাম। তাহারা কুরআন শুনিয়া থাকে। তাহারা যখন কুরআন শুনিতে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বলে, তোমরা চুপ হও। কুরআন শুনা শেষ হইলে উহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা বলে : হে আমাদের স্বজাতি ! আমরা এমন এক কিতাবের বাণী শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসা (আ)-এর পর অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং তাওরাত কিতাবকে সত্যায়িত করে, সত্য ও সরল পথের দিশা দেয়। হে আমাদের জাতি ! তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানের সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান লও। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং মুক্তি দিবেন কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে। আর যে লোক আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিবে না এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে না, তাহারা এই দুনিয়ায় যেমন আল্লাহ্‌কে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না, তেমনি আল্লাহ্ ব্যতীত পরকালে তাহার কোন বন্ধুও নাই। এসব লোকেরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রহিয়াছে” (৪৬ : ২৯-৩২)।

তিরমিযী শরীফসহ অন্যান্য হাদীসের কিতাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা) সূরা আর-রহমান তিলাওয়াত করিয়াছিলেন যাহার মধ্যে এই আয়াতটিও রহিয়াছে : سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ অর্থাৎ হে জিন ও মানব জাতি ! আমি অতিসত্বরই তোমাদের জন্য সময় নিতেছি অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতেছি।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ তা'আলার প্রশ্নের জবাবে কাফির জিন ও মানুষগণ বলিবে : আমরা স্বীকার করিতেছি যে, রাসূলগণ আমাদের নিকট আপনার পয়গাম ও দীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ এবং এই দিনের আগমন সম্পর্কেও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, পার্থিব জগৎ উহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে অনেক সীমা লংঘনের কাজ করিয়াছে এবং রাসূলগণ ও তাঁহাদের আনীত দীনকে মিথ্যা মনে করার দরুন এবং তাহাদের দ্বারা ঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীর বিরোধিতার কারণে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, আড়ম্বর এবং যৌনস্পৃহার তাড়নায় পড়িয়া উহারা আল্লাহ্‌র কথা, রাসূলের কথা, এমন কি এই মহা সংকটময় দিনের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র ভাষায় দুনিয়া কর্তৃক প্রতারিত হওয়া।

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَافِرِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : উহারা কিয়ামতের দিন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিবে যে, আপনার রাসূলগণ যে জীবন-বিধান পেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি নাই; বরং অস্বীকারই করিয়াছি। অর্থাৎ উহারা যে নিশ্চিতরূপে পার্থিব জগতে কাফির ছিল এই সাক্ষ্য তাহারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে প্রদান করিবে।

(١٣١) ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ○

(١٣٢) وَ لِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩১. ইহা এই কারণে যে, কোন জনপদের অধিবাসীবৃন্দ যতক্ষণ আল্লাহ্র দীন হইতে অনবহিত থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অত্যাচারমূলক অন্যায়ের জন্য সেই জনপদকে ধ্বংস করা তোমার প্রতিপালকের নিয়ম নয়।

১৩২. আর প্রত্যেকে যাহা করে তদনুসারে তাহার স্থান রহিয়াছে এবং উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক অনবহিত নহেন।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন : রাসূল পাঠাবার কারণ হইল এই যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসী আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত জীবন বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায় সেই জনপদকে উহাদের অত্যাচারের জন্য ধ্বংস করেন না। তিনি জিন ও মানব জাতির নিকট তথা সেই জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট তাঁহার রাসূল প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করিয়া তাহাদের অভিযোগ উত্থাপন করিবার পথ বন্ধ করিয়া দেন।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلاَّ خَلاَفِيْهَا نَذِيْرٌ

"এমন কোন সম্প্রদায় নাই যেখানে সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় নাই।" (৩৫ : ২৪)।

তিনি অন্যত্র বলেন :

كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاتِكُمْ نَذِيْرٌ ، قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا .

"জাহান্নামে যখন লোকদিগকে দলে দলে ফেলিয়া দেওয়া হইবে তখন উহাদের নিকট জাহান্নামের দারোগা প্রশ্ন করিবে : তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই ? উহারা উত্তরে বলিবে, হ্যাঁ, আমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা তাহাকে বিশ্বাস করি নাই; বরং মিথ্যাবাদী বলিয়াছি" (৬৭ : ৮-৯)।

অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ .

"আমি প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যেন তাহারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করে এবং তাগুতরূপী শয়তানকে বর্জন করিয়া চলে" (১৬ : ৩৬)।

আল্লাহ্ পাক অপর এক স্থানে বলেন : وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً
"আমি কখনও কাহাকেও শাস্তি দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার নিকট রাসূল প্রেরণ না করি" (১৭ : ১৫)।

কুরআন পাকে এরূপ বহু আয়াত পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর মধ্যে بظلم শব্দটির দুইটি সম্ভাব্য তাৎপর্য রহিয়াছে।

১. আল্লাহ্ তা'আলার ইহা নীতি নহে যে, কোন বান্দাকে তাহার পাপ কার্যসমূহ সম্পর্কে অনবহিত রাখিয়া এবং তাহাকে রাসূল ও ওয়াহীর মাধ্যমে তাহার ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, শির্‌ক, কুফর, নিফাক, ঈমান, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে দলীল প্রমাণ সহকারে না বুঝাইয়া তাহার অজ্ঞতার অপরাধের জন্য তাহাকে শাস্তিদান করিবেন কিংবা তাহাদের ধ্বংস করিবেন। কারণ দীন ও শির্‌ক অনাচার সম্পর্কে অনবহিত থাকা অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইলে তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীর আগমন হয় নাই।

২. দ্বিতীয় তাৎপর্যটি হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই উদ্দেশ্যে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠান যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত আমার কোন বান্দা না বলিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর জুলুম করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর জুলুম করেন না। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) এক্ষেত্রে প্রথম কারণটিকেই প্রাধান্য দেন। কেননা ইহা সকল দিক দিয়াই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا আয়াতাংশের মর্ম হইল এই : প্রত্যেক পাপী বা পুণ্যবান কর্মীর জন্যই তাহাদের কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক স্তর ও প্রতিদান রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহা যথাযথভাবে তাহাদের নিকট পৌঁছাইবেন। তাহারা ভাল করিলে ভাল প্রতিদান পাইবে এবং খারাপ করিলে খারাপ প্রতিদান ভোগ করিবে।

আমার (গ্রন্থকার) মতে এখানে এই অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এই আয়াতটি কাফির জিন ও ইনসানদের সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ দোযখে কাফির জিন ও ইনসানদের প্রত্যেকের স্ব স্ব কর্ম মাফিক পৃথক পৃথক শাস্তি হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করিয়াছেন :

لِكُلٍّ ضِعْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ .

অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে আমি শাস্তির উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব। কেননা উহারা দুনিয়ায় থাকাকালে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকিত (১৬ : ৮৮)।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : ইহার তাৎপর্য হইল, হে মুহাম্মদ ! তোমার প্রভু উহাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি তাঁহার

ভবিষ্যৎ জ্ঞান দ্বারা নিজের কাছে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন যেন পরকালে তাঁহার সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি যথাযথভাবে উহার প্রতিদান দিতে পারেন।

(١٣٣) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَآ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ○
(١٣٤) اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○
(١٣٥) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ
مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১৩৩. আর তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন, যেমন তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

১৩৪. তোমাদের নিকট যাহা কিছু হওয়ার অঙ্গীকার করা হইয়াছে উহা অবশ্যই হইবে। তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

১৩৫. বল ! হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে থাক এবং আমিও আমার কাজ করিতে থাকি। পরকাল কাহার জন্য মঙ্গলময় হইবে, তাহা তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে। জালিমগণ কখনও সফলকাম হইবে না।

তাফসীর : আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক সমগ্র সৃষ্টিকুলের কাহারওই মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি চির অভাবমুক্ত। সৃষ্টিকুল সকলই সর্বাবস্থায় তাঁহার মুখাপেক্ষী ও অভাবী। তিনি তাঁহার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহকারী ও দয়াশীল।

এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন : اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি অবশ্যই দয়াশীল ও অনুগ্রহকারী" (২২ : ৬৫)।

অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে এবং তাঁহার বিরোধিতা করিলে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া তোমাদের পরে অন্য এমন এক সম্প্রদায়কে আনিয়া তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন যাহারা তাঁহার আনুগত্য করিবে এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণ করিয়া চলিবে। ইহা তাঁহার পক্ষে করা কোন কষ্টকর ব্যাপার নহে। তিনি ইহা করিতে পুরাপুরিই সক্ষম, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে অতি সহজেই করিতে পারেন। যেমন তিনি প্রথম যুগে এরূপ করিয়াছেন। একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়া তাহাদের চাইতে উত্তম এবং তাঁহার প্রতি অনুগত্য ও ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়কে আনিয়া বসাইয়াছেন। এমনিভাবে একটি সম্প্রদায়কে অপসারণ করা এবং তদস্থলে অন্য একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও উদ্ভব করার ব্যাপারে আল্লাহ্ পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا .

"হে মানব সম্প্রদায় ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসারণ করিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য জাতি আনিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্ পুরাপুরিই সক্ষম" (৪ : ১৩৩)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ، اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ . وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ .

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা দরিদ্র ও আল্লাহ্‌র নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ হইলেন ধনী, অভাবমুক্ত ও প্রশংসার পাত্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে অপসারণ করিয়া তদস্থলে নূতন সৃষ্টি স্থলাভিষিক্ত করিবেন। আর ইহা করিতে আল্লাহ্ অক্ষম ও অপারগ নহেন (৩৫ : ১৫-১৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন : وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

"আল্লাহ্ তা'আলা ধনী ও অভাবমুক্ত, তোমরা দরিদ্র ও অভাবী। যদি তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান হইতে বিমুখ হইয়া অন্যদিকে ধাবিত হও তবে তোমদিগকে অন্য এক সম্প্রদায় দ্বারা পরিবর্তন করা হইবে। অতঃপর তাহারা তোমাদের মত হইবে না" (৪৭ : ৩৮)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াকুব ইব্‌ন উতবা (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবান ইব্‌ন উসমান (র) বলেন : ذُرِّيَّة শব্দটির অর্থ মূল ও শাখা দুই ধরনের হইতে পারে। এক. মূল মানব জাতির বংশধর। দুই. মানব জাতির কোন বিশেষ গোষ্ঠীর বংশধর।

اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَاٰتٍ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে যাহা কিছু করার ও হওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছেন, উহা অবশ্যই হইবে এবং করিবেন। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে এ বিষয়ে অপারগ বানাইতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগকে পূর্ণ জীবিত করিতে পুরাপুরিই সক্ষম। যদি তোমাদের দেহের অস্থি মাংস মজ্জা মাটি হইয়াও যায়, তবুও তিনি তোমাদিগকে মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পুনর্জীবিত করিবার ক্ষমতা রাখেন। কোন বস্তুই তাঁহাকে এ ব্যাপারে দুর্বল করিতে পারিবে না।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ মারয়াম, মুহাম্মদ ইব্‌ন সোয়েব, মুহাম্মদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা ও আমার পিতা আমাদের বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

يا ابن ادم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى والذى نفسى بيده انما توعدون لات وما انتم بمعجزين .

"হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদের বিবেকবুদ্ধি থাকিলে তোমরা নিজদিগকে মৃতদের মধ্যে গণনা কর। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে যাহা কিছু অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে। তোমরা কোনক্রমেই তাঁহাকে দুর্বল করিতে পারিবে না।"

"قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ" এর তাৎপর্য হইল রাসূল (সা) যেন সকলকে এই কথা জানাইয়া দেন, যদি তোমরা ভাবিয়া থাক যে, তোমরা সঠিক পথ ও আদর্শের উপর রহিয়াছ, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর আমিও আমার মত, পথ ও আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। প্রত্যেকের কাজের পরিণতির দায়-দায়িত্ব তাহার নিজের উপরই বর্তাইবে। এইরূপ সতর্কবাণী আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য আয়াতেও করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُوْنَ وَانْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ .

"হে মুহাম্মদ ! বেঈমানদিগকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও যে, তোমরা তোমাদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাক। আর আমরা আমাদের আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে থাকি। তোমরাও (ফলাফলে) অপেক্ষা করিতে থাক আর আমিও অপেক্ষা করিতে থাকি" (১১ : ১২১-১২২)।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আলী ইব্ন আবূ তালহা مَكَانَتِكُمْ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন মত, পথ ও জীবন পদ্ধতি।

আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর উপসংহারে বলিয়াছেন :

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ .

অর্থাৎ অতিশীঘ্রই তোমরা পরিণাম ফল সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবে। জালিমগণের ব্যর্থতা নিশ্চিত। অর্থাৎ পরকালে শুভ পরিণতি লাভ কাহার হইবে তাহা সম্যক জ্ঞাত হইতে পারিবে। স্মরণ রাখিও জালিমগণ কখনো সফলকাম হইতে পারিবে না। নবীকে প্রদত্ত অঙ্গীকার আল্লাহ্ তা'আলা পূরণ করিয়াছেন বহু দেশ ও শহর তাহার করতলগত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণকে করিয়াছেন অধীন ও শাসিত। মক্কা শহরকে তাহার পদানত করিয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা তাহার কথা শুনে নাই, বরং তাহাকে মিথ্যা জানিয়াছে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে সহায়তা প্রদান করিয়া বিজয়ী করিয়াছেন। মোটকথা তিনি তাঁহার নবীকে আশ্রয় দিয়াছেন, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। তেমনি ইয়ামন বাহরাইনসহ অনেক দেশই তাঁহার জীবদ্দশায় বিজিত হইয়া তাঁহার শাসনাধীন আসিয়া ছিল। আর তাঁহার ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশিদার আমলে বহু দেশ, অঞ্চল, ভূখণ্ড ও শহর বিজিত হইয়াছিল। যেমন কালামে পাকে অন্যান্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন :

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

"আল্লাহ্ লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলই বিজয়ী হইব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী" (৫৮ : ২১)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ، يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ .

“আমি আমার রাসূল এবং ঈমানদারগণকে এই পার্থিব জগতেই সাহায্য সহানুভূতি প্রদান করি। আর সেই পরকালের বিচারের দিনও সাহায্য করিব, যে দিন জালিমগণের কোন ওজর-আপত্তি ফলদায়ক হইবে না। উহাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হইবে এবং উহাদের বাসস্থান হইবে অত্যন্ত খারাপ (দোযখ)” (৪০ : ৫১-৫২)।

তিনি অন্যত্র বলেন : وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ

“আমি যাবূর কিতাবে উপদেশ দানের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার পুণ্যবান বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে (২১ : ১০৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ .

“তোমার প্রতিপালক অতীতের রাসূলগণের কাছে এই বলিয়া বাণী পাঠাইলেন যে, আমি জালিমগণকে অবশ্য ধ্বংস করিব। আর উহাদের পর ভূপৃষ্ঠে তোমাদের বসতি স্থাপন করিব। আমার এই অনুগ্রহ সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া এবং আমার শাস্তি পাওয়াকে ভয় করিয়া চলে” (১৪ : ১৩-১৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ঘোষণা করিয়াছেন :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِيْ الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لاَ يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا .

অর্থাৎ তোমাদের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে এই ভূপৃষ্ঠে খিলাফতের মসনদ দান করিবেন, যেরূপ উহাদের পূর্ববর্তিগণকে দান করা হইয়াছিল। আর তাহাদের জন্য তিনি যে জীবন-বিধান মনোনীত করিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন। আর তাহাদের ভীতিজনক অবস্থার পর শান্তিময় অবস্থা দ্বারা উহাদের জীবনধারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। কেননা, তাহারা আমার ইবাদত করিয়া থাকে, আমার সাথে কাহাকেও অংশীদার করে না (২৪ : ৫৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে এইরূপ ব্যবহারই করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন যদি তাহারা সত্যিকার অর্থে মু'মিন হয়। আদি-অন্তে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সকল সময় সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

(١٣٦) وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا
هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ
اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

১৩৬. আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করিয়াছে। আর নিজেদের ধারণা মাফিক বলে যে, এই অংশ আল্লাহ্র জন্য এবং এই অংশ আমাদের প্রতিমার জন্য। সুতরাং উহাদের প্রতিমাগণের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করা হয়, তাহা আল্লাহ্র নিকট পৌছায় না। আর যাহা আল্লাহ্র জন্য অংশ হয়, তাহা উহাদের প্রতিমাগণের নিকট পৌছাইয়া থাকে। উহারা যাহা ফায়সালা করে তাহা নিকৃষ্ট ।

তাফসীর : যে সব লোক আল্লাহ্র সহিত কুফরী ও শির্ক করিয়া নূতন নূতন মতপথ সৃষ্টি করে, মনগড়া নিয়ম মাফিক চলে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের কোন অংশকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার বানায়, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে উল্লেখিত আয়াতে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। আর তাহাদের কুকীর্তির বর্ণনা দিয়া অশুভ পরিণামের ধমক প্রদান করা হইয়াছে। যেমন তিনি বলেন :

وَجَعَلُوْا لِلّٰه مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰه بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব ক্ষেত-খামার, ফসল, ফলফলাদি ও পশু পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে এই সব কাফির মুশরিকগণ একটি অংশ ভাগ করিয়া আল্লাহ্র জন্য রাখিয়া দেয় আর একটি রাখিয়া দেয় তাহাদের দেব-দেবিগণের জন্য। আর নিজদের ধারণা মাফিক বলে যে, এই অংশ আল্লাহ্র জন্য এবং এই অংশ আমাদের দেব-দেবী ও প্রতিমাগণের জন্য :

فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلاَ يَصِلُ اِلَى اللّٰه وَمَا كَانَ لِلّٰه فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ .

অর্থাৎ উহাদের দেব-দেবীগণের জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্র নিকট পৌছে না। কিন্তু যে অংশটি আল্লাহ্র জন্য হয় তাহা উহাদের দেব-দেবিগণের কাছে পৌছিয়া থাকে।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

আল্লাহ্র এই সব শত্রুগণ যখন কোন ক্ষেত-খামার চাষাবাদ করে এবং তাহাদের কোন বাগ-বাগিচা ও শস্য ক্ষেতে ফসল দেখা দেয়, তখন একটি অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে এবং আর একটি অংশ নির্ধারণ করে উহাদের দেবদেবী ও প্রতিমার জন্য। অতএব দেব-দেবিগণের অংশের ক্ষেত-খামারের ফসল ফল-ফলাদি বা অন্য কোন জিনিস হইলে উহা সযত্নে গুণিয়া সংরক্ষণ করে। উহা হইতে কোন বস্তু ঝরিয়া পড়িলে উহা যথাযথভাবেই দেব-দেবিগণের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। অথচ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি গড়াইয়াই অন্যদিকে গেলে তাহা ফিরাইয়া দেব-দেবিগণের জন্য নির্ধারিত অংশে দেয়। আর আল্লাহ্র নির্ধারিত ক্ষেত-খামারের ফসল ও ফল-ফলাদি হইতে কোন কিছু ঝরিয়া পড়িলে তাহা দেব-দেবিগণের

জন্য নির্ধারিত অংশের সাথে মিলাইয়া ফেলে। আর বলে ইহারা গরীব ও অভাবী। আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত অংশে উহা রাখিও না। কেননা আল্লাহ্ ধনী ও অভাবমুক্ত। আর আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত অংশের পানি উপচাইয়া পড়িয়া যাইতে থাকিলে উহা সংরক্ষণ করিয়া দেব-দেবিগণের নির্ধারিত অংশের সেচকার্য করে। আর উহারা নিজেদের বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুগুলির মাংস ভক্ষণ করা হারাম মনে করিয়া উহা দেব-দেবীর জন্য নির্ধারণ করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাদের ধারণা হইল যে, দেব-দেবীর নৈকট্য লাভের জন্য এইগুলি নিজেদের পক্ষে হারাম করা অপরিহার্য।

মুজাহিদ, কাতাদা সুদ্দী (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারসহ অনেকেই অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আসলাম (র) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, উহারা যে সব পশু আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ্ করার উদ্দেশ্যে নির্ধারণ করিত, উহা আল্লাহ্‌র জন্য যবাহ্ করার পর উহার মাংস ভক্ষণ করিত না। তবে যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্‌র নামের পাশে দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা হইলে ভক্ষণ করিত। পক্ষান্তরে যে সব পশু দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ হইত উহা যবাহ্ করার সময় ভুলেও একবার আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিত না। এই প্রসংগে তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করেন।

سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ এর তাৎপর্য হইল এই যে, উহারা যাহা কিছু বণ্টন করিতেছে তাহা খুবই নিকৃষ্ট বটে। বণ্টনের সূচনায়ই উহারা ইচ্ছা করিয়া অন্যায় করিয়াছে। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। তাই উহাদের সৃষ্টিকর্তাও হইলেন তিনি এবং সার্বভৌম মালিকানাও হইল তাঁহার। প্রত্যেকটি বস্তু তাঁহার কুদরত, ক্ষমতা, ইচ্ছা ও নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি ব্যতীত যেমন কোন মা'বুদ নাই, তেমনি নাই কোন প্রতিপালকও। সুতরাং উহাদের ধারণা মাফিক যে গর্হিত বণ্টনকার্য করিয়াছে, তাহাও উহারা ঠিক রাখে নাই। বরং উহার বেলায়ও উহারা সীমালজ্ঘন করিয়া অন্যায় অবিচার করিয়াছে। অতএব উহাদের এই মীমাংসা ও বণ্টন ব্যবস্থা নিকৃষ্ট পর্যায়ের অধিকার বৈ কিছুই নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের এইরূপ গর্হিত ও শির্‌কজনিত কাজের বিবরণ দিয়া কালাম পাকের অন্যত্র বলিয়াছেন:

يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ .

"আল্লাহ্‌র জন্য উহারা কন্যা সাব্যস্ত করে, আর নিজেদের জন্য ইচ্ছামাফিক পুত্র সাব্যস্ত করিয়া নেয়" (১৬ : ৫৭)।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ .

"উহারা আল্লাহ্‌র জন্য তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে আল্লাহ্‌র অংশ নির্ধারণ করিয়াছে; মানুষ অবশ্যই অকৃতজ্ঞ" (৪৩ : ১৫)।

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى . تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى .

"তোমাদের জন্য পুত্র, আর তাঁহার জন্য কন্যা ? ইহা তোমাদের ভ্রান্ত ও অবিচারমূলক বণ্টন" (৫৩ : ২১-২২)।

(١٣٧) وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৭. এইরূপে তাহাদের দেবতাগণ বহু মুশরিকের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাহাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য; আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা ইহা করিত না। সুতরাং তাহাদিগকে তাহাদের মিথ্যা লইয়া থাকিতে দাও।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন : শয়তান যেভাবে উহাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র সৃষ্ট শস্য ক্ষেত-খামার, ফল-ফলাদি ও গবাদি পশু হইতে তাহার জন্য একটি অংশ নিরূপণ করাকে শোভাময় করিয়াছিল, তদ্রূপ রিযিকের ভয়ে সন্তান হত্যা করা এবং লজ্জা ঢাকার জন্যে কন্যাগণকে জীবিত সমাহিত করাকেও শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও শোভাময় করিয়া দিয়াছিল।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্র সাথে নির্ধারিত মুশরিকদের অংশীদারগণের সন্তান হত্যাকে তাহাদের অনেকের দৃষ্টিতে শোভাময় করিয়া দিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহার অর্থ হইল, মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করিয়াছে সেই সব শয়তান দরিদ্র হইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে নিজ সন্তান জীবন্ত দাফন করার নির্দেশ দিয়া থাকে।

সুদ্দী (র) বলেন : শয়তান উহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সন্তান হত্যা করার পরামর্শ দেয়। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অর্থ হইল, উহাদিগকে নানাবিধ কুপরামর্শ দিয়া ধর্মের সরল ও স্বচ্ছ রূপটিকে অপরিচ্ছন্ন ও ঘোলাটে করিয়া ফেলা। (ফলে উহারা ধর্মের আসল নীতি আদর্শ উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় না।)

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম এবং কাতাদা (র)ও এইরূপ বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতটির ন্যায় নিম্নলিখিত আয়াতেও উহাদের এই ধরনের অপকর্মের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ. يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ.

অর্থাৎ যখন উহাদের কোন লোককে কন্যা জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন উহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং ক্ষোভ ও ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর সুসংবাদপ্রাপ্ত বস্তুর অনিষ্টতা ও কুলক্ষণের ধারণা করে লজ্জায় গোত্রীয় লোকজন হইতে লুকাইয়া থাকে" (১৬ : ৫৮-৫৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে তাহাদের অপকর্মের আলোচনা নিম্নরূপে করিয়াছেন :

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ، بِاَىِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ .

"জীবন্ত দাফনকৃত সন্তান সম্পর্কে আল্লাহ্ যখন প্রশ্ন করিবেন, তাহাদিগকে কোন অপরাধে হত্যা করা হইল ? (৮১ : ৮-৯)"

বস্তুত উহারা দরিদ্রতাকে এড়াইবার জন্য নিজ সন্তানগণকে এইভাবে হত্যা করিত। অথচ কন্যা সন্তান হইলে প্রাচুর্য থাকিবে না, কন্যার জন্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করিতে হইবে, তাহারা এই ভয় অন্তরে পোষণ করিত এবং নিজ কন্যা-সন্তানগণকে জীবন্ত দাফন করিত। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ধরনের মানবতা বিরোধী সকল কাজই শয়তান উহাদের দৃষ্টিতে শোভাময় করিয়া দিত এবং উহার পরামর্শের ফলেই উহা করিত।

وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই যে, সকল কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও পূর্ব মীমাংসা অনুসারেই হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র পূর্ব সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছা না থাকিলে উহারা ইহা করিতে পারিত না। ইহার মধ্যেও আল্লাহ্‌র হিকমাত ও তাৎপর্যময় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন অবকাশ নাই। বরং তাঁহার সকলকেই প্রশ্ন করিবার অধিকার রহিয়াছে।

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ . এর মর্ম হইল এই যে, হে নবী ! আপনি উহাদের এই সব অপকর্মের সমালোচনায় ব্যস্ত থাকিয়া সময়ের অপচয় করিবেন না। বরং উহাদিগকে এবং উহাদের গর্হিত মিথ্যা কার্যাবলীকে বর্জন করিয়া চলুন। অতিসত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার এবং উহাদের মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(١٣٨) وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

১৩৮. উহারা নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, এই সব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ; আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি সে ব্যতীত কেহ ইহা ভক্ষণ করিতে পারিবে না; আর কতক গবাদি পশু রহিয়াছে যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করাও নিষিদ্ধ। আর কতক পশু রহিয়াছে যাহা যবাহ্ করিবার সময় উহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করিয়া এইরূপ কথা তাহারা বলে, এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল অবশ্যই তিনি উহাদিগকে প্রদান করিবেন।

তাফসীর : ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন : উল্লেখিত আয়াতে حجر শব্দ দ্বারা উহাদের ওয়াসীলা নামক পশু হারাম বা নিষিদ্ধ করার কথা বুঝান হইয়াছে। حجر শব্দের আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ। মুজাহিদ, যাহ্হাক, সুদ্দী, কাতাদা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

وَقَالُوْا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলিয়াছেন : উহাদের এই ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এই নিষিদ্ধতা শয়তানের পক্ষ হইতে হইত এবং ইহা খুব কঠোরতার সাথে আরোপিত হইত। এই নিষিদ্ধতা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছিল না।

حِجْرٌ শব্দের ব্যাখ্যায় যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহারা তাহাদের এই সব শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুকে নিজেদের কল্পিত মা'বুদ ও দেব-দেবিগণের উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ করিত।

لاَ يَطْعَمُهَا اِلاَّ مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : উহারা বলিত যে, এই সব বস্তুগুলি আমরা যাহাদিগের জন্য ইচ্ছা করি তাহারা ব্যতীত সকলের জন্য আহার করা হারাম।

এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাক ঘোষিত নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلاَلاً قُلْ اللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ .

অর্থাৎ নবী আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমাদের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত রিযিক সম্পর্কে তোমরা কি অভিমত পোষণ কর ? তোমরা উহা হইতে কতক নিষিদ্ধ ও কতক বৈধ নিরূপণ করিতেছ। আবার জিজ্ঞাসা কর, তোমাদিগকে ইহা করিতে কি আল্লাহ্ অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছ ? (১০ : ৫৯)

নিম্নলিখিত আয়াতটিও উল্লেখিত আয়াতের অনুরূপ। আল্লাহ্ বলেন :

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلاَ سَائِبَةٍ وَّلاَ وَصِيْلَةٍ وَّلاَ حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুপালকে নিষিদ্ধ করেন নাই। কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করিতেছে। আর উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা বুঝে না" (৫ : ১০৩)।

সুদ্দী (র) বলেন : যে সব পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে উহা হইতেছে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম নামক পশুসমূহ। অথবা যেসব পশু যবাহ্ করার সময় বা বাচ্চা জন্ম হইবার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় না, সেখানেও এই সব পশুর কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ (র) আসিম ইব্ন আবূ নুজ্জদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমার নিকট আবূ ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত :

وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لاَّ يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا .

এর অর্থ জান ? আমি জওয়াব দিলাম, না জানি না। তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা সেই বাহীরা পশুর কথা বলা হইয়াছে, যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উহারা হজ্জে গমন করিত না।

মুজাহিদ (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে এমন একপাল উটের কথা বলা হইয়াছে যাহা যবাহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হইত না, উহার উপর আরোহণ করিত না এবং উহার দুগ্ধ পান করিত না। ইহাকে আল্লাহ্র দীনের কথা এবং তাহার রচিত বিধান বলিয়া

আল্লাহ্র নামে মিথ্যা আরোপ করা হইত। অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ্ কোনই অনুমতি দেন নাই এবং তাঁহার ইচ্ছা ও সম্মতিও ইহাতে ছিল না।

অতএব উহারা যে আল্লাহ্র নামে এইরূপ মিথ্যা রটনা করিতেছে এবং ইহাই আল্লাহ্র বিধান বলিয়া প্রচার করিতেছে, এই মিথ্যার প্রতিফল অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করা হইবে। سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ পাক এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

(১৩৯) وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ؕ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

১৩৯. তাহারা আরও বলে যে, এইসব গবাদি পশুর গর্ভে যাহা রহিয়াছে উহা আমাদের পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য নিষিদ্ধ। তার গর্ভের বাচ্চা মৃত হইলে নারী পুরুষ সকলে সম অংশীদার হইবে। এইরূপ গর্হিত কথা বলার প্রতিফল তিনি অতিসত্বরই উহাদিগকে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : উল্লেখিত وَقَالُوْا مَا فِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا . আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ ইসহাক সুবাঈ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : এখানে পশুর দুগ্ধের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন : উহা দ্বারা পশুর দুগ্ধের কথা বুঝান হইয়াছে। এই দুগ্ধ তাহাদের নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করিত এবং পুরুষদিগকে পান করাইত। তেমনি বকরীর কোন পাঠার বাচ্চা জন্ম হইলে তাহারা যবাহ্ করিয়া ফেলিত। তবে মেয়েদের জন্য ইহা আহার করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। পাঠী বাচ্চা হইলে যবাহ্ করিত না, ছাড়িয়া দিত। বাচ্চা মৃত হইলে উহার আহারের বেলায় নারীগণকেও শামিল করিত। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে এইসব গর্হিত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

কাতাদা ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)ও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে সাইবা ও বাহীরা পশুর কথা বলা হইয়াছে।

سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ . আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবূ আলিয়া, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন: উহারা যাহা কিছু বর্ণনা করিতেছে উহা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে উহাদের স্বকপোলকল্পিত কথাকে মিথ্যা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন :

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ . اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ তোমাদের যবান হইতে মিথ্যা কথা বর্ণনা করা হয় যে, ইহা হালাল ও ইহা হারাম। আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনার উদ্দেশ্যে তোমরা এইরূপ বলিও না। যাহারা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা কস্মিনকালেও সফলকাম হইতে পারিবে না (১৬ : ১১৬)।

اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ। আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তিনি তাঁহার কাজে ও কথায়, নীতি ও আদর্শে মহা প্রজ্ঞাময় এবং তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় সকল কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ইহার প্রতিদান তিনি পুরাপুরিই প্রদান করিবেন। উহাতে বিন্দুমাত্র কমবেশি করিবেন না।

(١٤٠) قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۟

১৪০. যাহারা নির্বুদ্ধিতার দরুন ও অজ্ঞানতাবশত নিজদের সন্তানদেরকে হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিককে হারাম করিয়াছে, তাহারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং এমনকি তাহারা কখনও সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন, যাহারা অজ্ঞানতাবশত ও নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজেদের সন্তানদের হত্যা করিয়াছে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিয়া নিষিদ্ধ করিয়াছে, তাহারা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। উহাদের ইহকালের ক্ষতি হইল, উহারা নিজ সন্তান হত্যা করিয়া সন্তান হারাইয়াছে, ভাবী উপার্জনকারী হারাইয়া পরিণামে অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। আর নিজেদের পরিকল্পিত বিধান মানিয়া ফলদায়ক ও লাভজনক বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তেমনি পরকালের ক্ষতি হইল যে, আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করার দরুন উহাদের পরকালে ভীষণ লাঞ্ছনা ও মহা শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। পরকালে উহাদের স্থান হইবে বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক জাহান্নাম। আল্লাহ পাক উহাদের দুর্দশা প্রসংগে অন্যত্র বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ . مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ .

"যাহারা আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহারা কখনও সফলকাম হইবে না। ইহকালের ক্ষণিকের সম্পদ কয়েক দিন ভোগ করিবে। তারপর উহাদিগকে আমার নিকটই ফিরিয়া আসিতে হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগকে কুফরী করার দরুন কঠোর শাস্তি উপভোগ করাইব" (১০ : ৬৯-৭০)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ বাশার, আবূ আওয়ানা, আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ ইব্‌ন আইয়ূব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ও হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তোমরা প্রাচীন আরবের বর্বরতা ও অসভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে চাহিলে সূরা আন'আমের একশত ত্রিশটি আয়াতের পরবর্তী আয়াতসমূহ অধ্যয়ন কর।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারীও এককভাবে তাঁহার কিতাবে 'কুরায়েশগণের মর্যাদা অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। তিনি আইয়াশ হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ বাশার, আবূ আওয়ানা মুহাম্মদ ইব্‌ন ফযল আরিম ও আবূ নু'মানের সনদে ইহা বর্ণনা করেন। আবূ নূ'মান (র) আইয়াশ (রা)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٤١) وَهُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا
تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۙ

(١٤٢) وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ؕ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

১৪১. আর তিনিই লতাপাতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং খেজুর বৃক্ষসহ বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যায়তুন ও দাড়িম্বও সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারা পরস্পর সদৃশ ও বৈসদৃশ বিশিষ্ট বটে। উহা ফলবান হইলে উহার ফল ভক্ষণ করিবে। আর ফসল উঠাইবার দিন উহার প্রাপ্য আদায় করিবে এবং অপচয় করিবে না। কেননা আল্লাহ্ অপচয়কারিগণকে পসন্দ করেন না।

১৪২. গবাদি পশুর মধ্যে কতক রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতক ক্ষুদ্রকায়। তোমাদিগকে আল্লাহ্ যাহা জীবিকারূপে দিয়াছেন তাহা আহার কর। আর শয়তানের পতাংক অনুসরণ করিও না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন যে, তিনিই লতাপাতা, বাগ-বাগিচা, ফল-ফলাদি, খেত-খামার, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। যেসব ফল-ফলাদি ও পশু মুশরিকদের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারাধীন রহিয়াছে এবং যে সম্পর্কে তাহারা নানাবিধ গর্হিত মতামত পোষণ করিয়া ইচ্ছামত কতক হালাল ও কতককে হারাম নিরূপণ করে, উহা সবই আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তু। তাই আল্লাহ্ বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشَاتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ অর্থাৎ তিনিই লতাপাতা বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করিয়াছেন।

مَعْرُوْشَاتٍ শব্দের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইহা দ্বারা সেইসব গাছকে বুঝান হইয়াছে যাহা লতার ন্যায় মাটির উপর দীর্ঘকায় হইয়া ছাইয়া যায়।

অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : যাহা মানুষের বাড়িতে হয় উহা হইল مَعْرُوْشَاتٍ আর غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ বলা হয় সেইসব গাছপালাকে যাহা বনজঙ্গল ও পাহাড়ে জন্মে।

আতা খুরাসানী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : স্বাভাবিকভাবে যাহা বাড়ীতে জন্মে উহাকে مَعْرُوْشَاتٍ বলা হয় আর যাহা স্বাভাবিকভাবে জন্মায় না বরং উহার পিছনে মানুষের প্রচেষ্টা থাকে উহাকে غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ বলা হয়। সুদ্দীও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ مُتَشَابِهًا ও غَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ শব্দদ্বয়ের মর্মার্থে বলিয়াছেন : যাহা বাহ্যিক আকার ও প্রকারে সাদৃশ্য বিশিষ্ট উহাকে مُتَشَابِهًا বলা হইয়াছে। আর যাহা স্বাদে ভিন্ন উহাকে غَيْرَ مُتَشَابِهًا বলা হইয়াছে।

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল কাঁচা পাকা ছোট বড় সবগুলিই ইচ্ছামত আহার কর।

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : কতক লোকের মতে এখানে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন : আনাস ইব্‌ন মালিক হইতে পর্যায়ক্রমে ইয়াযীদ ইব্‌ন দিরহাম, আবদুস সামাদ ও উমর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক বলেন : উল্লেখিত আয়াতে ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন উল্লেখিত আয়াতাংশে ফসল পরিমাপ করিয়া ও উহার সংখ্যা জ্ঞাত হইয়া ফরয যাকাত প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : এক লোকের একটি শস্যক্ষেত ছিল। সে শস্য তুলিবার দিন উহা হইতে কোন কিছুই প্রদানের জন্য রাখে নাই। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ পরিমাপ ও সংখ্যা জ্ঞাত হইবার দিন দরিদ্রগণকে এক-দশমাংশ প্রদান করিতে হইবে। আর ছড়া হইতে যাহা স্বতস্ফূর্তভাবে ঝরিয়া পড়ে উহাও হইবে মিসকীনদের প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) নির্দেশ দিয়াছেন, যাহাদের খেজুর দশ আওসাকের অধিক হইবে তাহারা প্রত্যেকেই একটি খেজুর ছড়া মিসকীনদের জন্য মসজিদে ঝুলাইয়া দিবে। এই হাদীসের সনদটি উত্তম ও শক্তিশালী সনদ।

তাউস, আবূ শা'ছা, কাতাদা, হাসান, যাহ্হাক ও ইব্‌ন জুরাইজ প্রমুখের মতে উল্লেখিত আয়াতাংশে যাকাতের কথা বলা হইয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতাংশ তরি-তরকারী, ফল-ফলাদি ও শস্যের সাদকা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যায়েদ ইব্‌ন আসলামও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য একদল বলিয়াছেন : এই আয়াতাংশে ফরয যাকাত ব্যতীত অন্য হকের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি', মুহাম্মদ ইব্‌ন সিরীন ও আসআছ (র) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন : তাহারা ফরয যাকাত ব্যতীতই বিভিন্ন বস্তু দান করিত। ইব্‌ন মারদুবিয়া এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্ হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক বর্ণনা করিয়াছেন : ফসল তোলার দিন যেসব দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় তাহাদিগকে উহা হইতে সম্ভাব্য পরিমাণে দান করা। ইহা ফসলের যাকাত নয়।

মুজাহিদ এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : ফসল তোলার দিন তোমার নিকট কোন মিসকীন উপস্থিত হইলে উহা হইতে তাহাকে কিছু উঠাইয়া দাও। মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্‌ন আবূ নাজীহ, ইব্‌ন উআইনা ও আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন : ফসল

তোলা ও কাটার সময় মুষ্টি ভরিয়া দরিদ্রগণকে কিছু দেওয়াই হইতেছে এই আয়াতাংশের বক্তব্য। তেমনি যাহা কিছু ঝরিয়া পড়িবে উহা হইবে দরিদ্রগণের হক।

ইবরাহীম নাখঈ হইতে ছাওরী (র) ও হাম্মাদ (র) বর্ণনা করেন : ফসল তোলার দিন মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া দিতে হইবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সালিম, শুরায়িক ও ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন : এই নির্দেশ যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। মিসকীনগণকে একমুষ্টি করিয়া এবং জীব-জানোয়ারকে একধামা পরিমাণ দেওয়া হইত।

এই আয়াংশ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ (রা) হইতে মারফূ সূত্রে যথাক্রমে সাঈদ, আবুল হাইছাম ও দার্রাজ বর্ণনা করেন : উক্ত আয়াতাংশে ছড়া হইতে যাহা ঝরিয়া পড়ে, উহা দরিদ্রগণকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটিও ইব্ন মারদুবিয়া উদ্ধৃত করেন।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে একদল বলেন : ইহা করা প্রথম দিকে ওয়াজিব ছিল। পরবর্তীকালে ওশর ও অর্ধ-ওশরের বিধান দ্বারা এই নির্দেশকে বাতিল করা হইয়াছে। এই মতবাদটি ইব্ন জারীর ইব্ন আব্বাস, মুহাম্মদ ইব্ন হানফীয়া, ইবরাহীম নাখঈ, হাসান, সুদ্দী, আতিয়া, আওফী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার (গ্রন্থকার) মতে এই আয়াতাংশের নির্দেশ বাতিল হওয়া সম্পর্কিত মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এই বিষয়টি মূলত ওয়াজিবই ছিল। অতঃপর সবিস্তার আলোচনা করিয়া কি হারে প্রদান করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই যাকাতের বিধান দ্বিতীয় হিজরী সনে ফরয করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা ফসল কাটিয়া নিয়া যায়, অথচ দীন দুঃখীদিগকে উহা হইতে সাদকা প্রদান করে না, এই আয়াতে তাহাদের বর্ণনা দিয়া তিরস্কার করা হইয়াছে। যেমন সূরা নূন-এ বাগিচার মালিকদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ বলেন :

اذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ، وَلاَ يَسْتَثْنُوْنَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ
نَائِمُوْنَ ، فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ، اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَارِمِيْنَ،
فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ، اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ، وَغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قَادِرِيْنَ ،
فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّ لَضَالُّوْنَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ، قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ
، قَالُوْا سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ، فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلاَوَمُوْنَ ، قَالُوْا يَا وَيْلَنَا اِنَّا
كُنَّا طَاغِيْنَ ، عَسٰى رَبُّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا رَاغِبُوْنَ ، كَذٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

"উহারা যখন শপথ করিল যে, ভোর হইলেই ক্ষেতের ফসল কাটিয়া আনিবে কিন্তু উহারা ইন্‌শাআল্লাহ্ বলিল না। অতঃপর রাত্রিকালে সেই ক্ষেতের উপর দিয়া ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমস্ত ক্ষেত পয়মাল করিয়া দিল। উহারা ভোর পর্যন্ত নিদ্রায়ই ছিল। ভোর বেলা নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া বলিল, তোমাদের যখন ফসল কাটিতেই হইবে, চলো আমরা ক্ষেতে যাই। সুতরাং উহারা চলিতে লাগিল এবং মৃদু স্বরে বলিল দেখ সাবধান ! আজ যেন তোমাদের নিকট গরীব মিসকীনগণ জমাইতে না পারে। সুতরাং উহারা অতি প্রত্যুষেই ক্ষেতে গিয়া

পৌছিল। ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া উহারা বলিতে লাগিল, আমরা পথ ভুলিয়া অন্যের ক্ষেতে আসি নাই তো ! অতঃপর বলিল, ক্ষেত আমাদেরই, কিন্তু ফসল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যম বয়সের এক সৎলোক বলিল : আমি কি তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম না, তোমরা আল্লাহ্র গুণগান কর না কেন ? অতঃপর উহারা বলিতে লাগিল : হে আমাদের প্রতিপাক! এই ব্যাপারে আমাদের পক্ষ হইতে অন্যায় করা হইয়াছে, আমরা জালিম। অতঃপর একে অপরকে দোষারোপ ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—আফসোস! আমরা আল্লাহ্র সাথে বেঈমানী করিয়াছি বিদ্রোহী হইয়াছি। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা ইহার চাইতে উত্তম ক্ষেত আমাদিগকে দান করিবেন। আমরা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। পার্থিব শাস্তি এইরূপে হইয়া থাকে। পরকালের শাস্তি ইহার তুলনায় বিরাট ও কঠিন—যদি তোমরা অবগত হইতে" (৬৮ : ১৭-৩৩)।

وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : তোমরা দান-দক্ষিণার বেলায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, অপচয় করিও না। কেননা, আল্লাহ্ অপচয়কারিগণকে পসন্দ করেন না। একদল বলেন : এই আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, দান-দক্ষিণার বেলায় অপচয় করিও না এবং সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পন্থায় তোমরা দান কর।

আবুল আলিয়া বলেন : উহারা ফসল তোলার দিন এতবেশি পরিমাণে দান করিত যে, উহা অপচয়ের পর্যায়ে পৌছাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

ইব্ন জুরাইজ বলেন : এই আয়াতটি সাবিত ইব্ন কায়েস ইব্ন সাম্মাসকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সে স্বীয় বাগানের খেজুর পাড়িয়া ঘোষণা দিল যে, আমার নিকট যাহারা আসিবে তাহাদের কাহাকেও বঞ্চিত করিব না, সকলকেই খাইতে দিব। ফলে তাহার নিকট এত লোক আসিল যে, উহাদিগকে দেয়ার পর খেজুর আদৌ অবশিষ্ট রহিল না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্ন জারীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতাংশে প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই অপচয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আয়আশ ইব্ন মুআবিয়া বলেন : যাহা দ্বারা আল্লাহ্র নির্দেশ ও হুকুমকে লঙ্ঘন করা হয় উহাই অপচয়।

সুদ্দী এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা ধন-সম্পদ এমনভাবে দান করিও না যে, উহা নিঃশেষ হইয়া যায় এবং তোমরা বসিয়া পড় ও দরিদ্রতার অভিশাপে নিষ্পেষিত হও।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব বলিয়াছেন : তোমরা দান খায়রাত হইতে বিরত থাকিয়া তোমাদের প্রতিপালকের নাফরমানীতে লিপ্ত হইও না।

ইব্ন জারীর এক্ষেত্রে আতা (র)-এর অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই সঠিক ও বিশুদ্ধ কথা। আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। যেমন আল্লাহ্ বলিয়াছেন :

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا .

"গাছগুলি ফলবান হইলে উহার ফল খাও এবং ফসল তোলার দিন গরীবদিগের হক দিয়া দাও এবং অপচয় করিও না।" এখানে হয়ত খাওয়া সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু করিতে নিষেধ করা

হইয়াছে, অর্থাৎ খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা অপচয় করিও না। কারণ তাহাতে দেহ ও মস্তিষ্ক উভয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا অর্থাৎ পানাহার কর, অপচয় করিও না।

বুখারী শরীফে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়েছে : كلوا واشربوا والبسوا من غير اسراف ولا مخيلة (অপচয় না করিয়া মধ্যম পন্থায় পানাহার কর ও পরিধান কর। অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করিও না।)

وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পশুর মধ্যে কতিপয় রহিয়াছে ভারবাহী এবং কতিপয় হইল ক্ষুদ্রকায়। ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় পশুর আলোচনায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

একদল বলেন : উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু দ্বারা সেই সব উটকে বুঝান হইয়াছে যাহা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছাওরী আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করেন : যে সব উট পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাহাই আয়াতাংশে ভারবাহী পশু বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ছোট উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় পশু নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই হাদীসটি হাকাম বর্ণনা করিয়া উহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতাংশে বড় উটগুলিকে ভারবাহী এবং ছোট উটগুলিকে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। মুজাহিদের অভিমতও এইরূপ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধাসহ প্রত্যেকটি ভারবাহী পশুকেই উক্ত আয়াতে حَمُوْلَةً বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা ছাগল বকরীর কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর এই অভিমতটি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, ছাগল বকরীকে فرشا বলিবার কারণ হইল যে, উহা প্রায় ভূমির সাথে মিশিয়া চলে।

রাবী ইব্‌ন আনাস, হাসান, ইসহাক, কাতাদা (র) প্রমুখ বলিয়াছেন যে, উট ও গরু হইল ভারবাহী পশু এবং ছাগল, ভেড়া হইল ক্ষুদ্রকায় পশু। ইহাই উক্ত আয়াতের বক্তব্য।

সুদ্দী বলিয়াছেন : উক্ত আয়াতে ভারবাহী পশু উটকে বলা হইয়াছে। তবে ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা দুই শ্রেণীর পশুকে বুঝান হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী উটের ছোট বাচ্চা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী হইল ছাগল ও ভেড়া। উহার গোশত খাওয়া হয় ও পশম দ্বারা পোশাক বানানো হয়, উহাতে কিছু বহন করা হয় না।

আবদুর রহান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম তাঁহার তাফসীরে বলেন : এখানে ভারবাহী পশু দ্বারা যাত্রবাহী সওয়ারী পশুর কথা বলা হইয়াছে। আর ক্ষুদ্রকায় পশু দ্বারা সেই সব পশুর কথা বুঝান হইয়াছে যাহার গোশ্‌ত ও দুগ্ধ পানাহার করা হয়। যেমন ছাগল বকরী পরিবহনের কাজে ব্যবহার হয় না; বরং উহার গোশত আহার করা হয় এবং উহার পশম দ্বারা কম্বল ও চাঁদর তৈয়ার করা হয়। ইহাই সঠিক ও সুন্দর ব্যাখ্যা। আল-কুরআনের অন্যান্য আয়াত হইতেও এই অভিমত সত্যায়িত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ .

"তোমরা কি দেখ না যে, আমি উহাদের জন্য স্বহস্তে পশু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহারা উহার মালিক হইয়া যায়। আর উহাদের জন্য উহা অনুগত করিয়াছি। সুতরাং উহার কতকের উপর উহারা চড়িয়া বেড়ায় এবং কতককে আহার করে" (৩৬ : ৭১)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ .

এই পশুগুলির মধ্যে উপদেশ রহিয়াছে। উহার উদরের গোবর ও রক্ত হইতে আমি নির্ভেজাল দুগ্ধ তৈয়ার করিয়া তোমাদিগকে পান করাই। পানকারীদের জন্যে উহা নির্ভেজাল ও তৃপ্তিকর (১৬ : ৬৬)।

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ .

উহার পশম দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছদ তৈয়ার হয় এবং আরও বহু কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। (১৬ : ৮০)

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ، وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ لِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ، وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَاَىَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ .

"তোমাদের আরোহণের জন্য এবং আহারের জন্য আল্লাহ্ বহু পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। আর উহা তোমরা খাইয়া থাক। তোমরা উহার উপর মালামাল বহন করিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইয়া উদ্দেশ্য হাসিল কর। তেমনি নৌকায়ও বহন করা হয়। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট কতই না নিদর্শন উপস্থাপন করিতেছেন। তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে ?" (৪০ : ৭৯-৮১)।

كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফল-ফলাদি, শস্য ফসল, জীব-জন্তু সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তোমাদের জীবিকা করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা উহা আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক পানাহার কর। আল্লাহ্র নীতি নির্দেশ পরিহার করিয়া শয়তানের নীতি নির্দেশ অনুসরণ করিও না। যেমন মুশরিকগণ শয়তানের নিয়ম নির্দেশ মানিয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছে। অর্থাৎ উহারা ফল-ফলাদি, শস্য, জীব-জন্তু ইত্যাদির ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনার মাধ্যমে মনগড়া নিয়ম-নীতি সৃষ্টি করিয়া নিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ শয়তানী কাজ ও শয়তানের পরামর্শ। সুতরাং তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিও না, তাহার নির্দেশ মানিও না। কেননা সে তোমাদের পরম শত্রু ও প্রকাশ্য দুশমন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে বলেন :

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ .

"শয়তান নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরাও উহার সাথে চরম শত্রুতা পোষণ কর। সে তাহার দলবল ডাকিয়া একযোগে তোমাদের শত্রুতা করে যাহাতে তোমরা দোযখী হইয়া যাও" (৩৫ : ৬)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

يَابَنِىْ اٰدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا .

" হে আদম সন্তানগণ ! তোমাদিগকে যেন শয়তান বিপদে নিপতিত করিতে না পারে। যেমন সে তোমাদের আদি পিতামাতাকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছে এবং তাহাদের পোশাক অপসারিত করিয়াছে যেন তাহাদিগকে আবরণমুক্ত অবস্থায় দেখা যায়" (৪ : ২৭)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً .

"তোমরা কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া শয়তান এবং তাহার সন্তানদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে ? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। জালিমদের জন্য উহা খুবই খারাপ ও অশুভ প্রতিদান" (১৮ : ৫০)।

(١٤٣) ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ
ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ
نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۙ○

(١٤٤) وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ
اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ
كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۧ○

১৪৩. এই পশুপাখি আট প্রকার। মেষ হইতে দুইটি এবং ছাগল হইতে দুইটি। হে নবী! জিজ্ঞাসা কর, নর দুইটি কিংবা মাদি দুইটি কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? অথবা দুইটির গর্ভে যাহা আছে তাহা কি তিনি হারাম করিয়াছেন ? যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তবে যুক্তি-জ্ঞানসহ আমাকে জানাও।

১৪৪. আর উট হইতে দুইটি এবং গরু হইতে দুইটি। হে নবী! জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি কি হারাম করিয়াছেন ? অথবা মাদি দুইটির গর্ভে যাহা আছে, তাহা কি হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্ যখন এই নির্দেশ জারি করেন তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে ? সুতরাং যে লোক অজ্ঞানতাবশত মানুষকে পথভ্রষ্ট করিবার উদ্দেশ্য

আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করে তাহার চাইতে বড় জালিম কে হইতে পারে ? আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী জাতিকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজের জাহিলিয়াত ও বর্বরতার কিয়দাংশের বর্ণনা দিয়াছেন। তৎকালে আরবগণ নিজেদের জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তু হারাম করিয়া নিয়াছিল, উহাদিগকে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি শ্রেণীতে বণ্টন করিয়াছিল। ফসল, শস্য ও ফল-ফলাদির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন মনগড়া সমাজিক কুপ্রথা রচনা করিয়াছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়াছেন, লতা জাতীয় ও বৃক্ষ জাতীয়, এক কথায় সর্বপ্রকার উদ্ভিদের সৃষ্টিকর্তা আমি। আর ভারবাহী ও ক্ষুদ্রকায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তুর স্রষ্টাও আমি। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জীব-জন্তুর শ্রেণী বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছাগল, ভেড়া, উট, বকরী, গরু ইত্যাদি জীব-জন্তুর সৃষ্টিকর্তাও আমি। উহাদিগকে আমি সাদা কাল বিভিন্ন রঙের সৃষ্টি করিয়াছি। যথা সাদা বকরী ও কাল মেষ। আবার সেইগুলিকে নর ও মাদি শ্রেণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার কোন শ্রেণীকে যেমন হারাম করেন নাই, তেমনি উহার বংশকেও হারাম করেন নাই। বরং উহার প্রত্যেকটিই আদম সন্তানের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাদিগের আহার, বিহার, সওয়ার, পরিবহন, দুগ্ধ পান ইত্যাদি উপকারজনিত কাজের জন্যই ইহার সৃষ্টি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ

"আমি আট প্রকার জীব-জন্তু তোমাদের জন্য অবতীর্ণ (সৃষ্টি) করিয়াছি" (৩৯ : ৬)।

উল্লেখিত আয়াতে اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ (অথবা উহার গর্ভে যাহা আছে উহা) আয়াতাংশটি দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াত হিতকর এবং কাফিরদের মনগড়া নীতির প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। কাফিরগণের মনগড়া বিবরণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

مَافِىْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا .

"এই সব পশুর গর্ভে যাহা কিছু রহিয়াছে উহা একমাত্র আমাদের পুরুষগণের জন্য এবং আমাদের স্ত্রীগণের জন্য উহা নিষিদ্ধ" (৬ : ১৩৯)।

আর উল্লেখিত نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল তোমাদের ধারণা মতে বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা, হাম ইত্যাদি পশু আহার করা যে হারাম তাহা তোমরা কোথায় পাইলে ? আল্লাহ্ কোনদিন কোথাও ইহা হারাম করেন নাই। যদি আল্লাহ্ করিয়া থাকেন তো দলীল পেশ করিয়া নিশ্চিতরূপে আমাকে অবহিত কর।

উপরোক্ত ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আওফী ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এই পশুগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

অতএব উল্লেখিত قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ، نَبِّئُوْنِىْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . আয়াতাংশের মোদ্দা কথা হইল এই : হে নবী ! আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি নর দুইটি অথবা মাদি দুইটি হারাম করিয়াছেন অথবা উহার গর্ভে যাহা আছে তাহা হারাম করিয়াছেন ? অর্থাৎ গর্ভে যে নর অথবা মাদি বাচ্চা রহিয়াছে উহাও কি আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন ? আল্লাহ্ কোনটিকেই হারাম করেন নাই। সুতরাং তোমরা কেন কতককে হারাম এবং কতককে হালাল বলিতেছ ? তোমাদের দাবীর অনুকূলে নিশ্চিত কোন

দলীল প্রমাণ থাকিলে আমাকে জানাও। তোমরা কিছুই পারিবে না। সুতরাং উহার প্রত্যেকটিই হালাল।

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصّٰكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا ... ... بِغَيْرِ عِلْمٍ আয়াতাংশের সার কথা হইল : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন যে, তোমরা নিত্যনূতন মনগড়া কথা রচনা করিতেছ এবং ইহা হারাম ইহা হালাল ইত্যাদি অহেতুক কথা বলিয়া উহা আল্লাহ্‌র নামে চালাইয়া দিতেছ। ইহা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। নিজদিগের মনগড়া কথাকে আল্লাহ্‌র নামে চালাইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করা মারাত্মক পাপের কাজ। তাই আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন, এই হুকুম যখন দেওয়া হইয়াছে, তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে? এ কথার অর্থ হইল আল্লাহ্ যখন কোন সময়ই এইরূপ হুকুম দেন নাই তখন উপস্থিত থাকা না থাকার কোন কথাই হইতে পারে না।

আর اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে, যাহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নামে এইভাবে জঘন্য মিথ্যা রচনা করে; তাহাদের চাইতে বড় অত্যাচারী ও জালিম এই ধরাধামে কেহই থাকিতে পারে না। আল্লাহ্ এহেন জালিম সম্প্রদায়কে কখনোই সৎপথে পরিচালিত করেন না। কতকে এই আয়াতাংশের মর্মানুসারে আমর ইব্‌ন লুহাই কুসয়ার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সে-ই সর্বপ্রথম নবীদের আনীত ধর্মে বিকৃতি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম ইত্যাদি পশু হারাম হওয়ার ধারণা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত।

(١٤٥) قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ
اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ
اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪৫. হে নবী ! তুমি জানাইয়া দাও যে, আমার নিকট যে ওয়াহী পাঠান হইয়াছে, তাহাতে মানুষের আহার্য কোন বস্তুর নিষিদ্ধতা আমি পাই নাই, মৃতদেহ, প্রবহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত। কারণ এইসব অপবিত্র ও পঙ্কিল। অথবা যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে যবাহ্ করা হইয়াছে উহাও অবৈধ। তবে কেহ বিদ্রোহী না হইয়া ও সীমালংঘন না করিয়া নিরুপায় অবস্থায় আহার করিলে কোন দোষ নাই। কেননা তোমার প্রতিপালক মহা ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু।

তাফসীর : قُلْ لَاۤ اَجِدُ فِىْ مَا اُوْحِيَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা এবং রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এইসব লোকেরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া হারাম বলিয়া মানুষকে যে বিভ্রান্ত করিতেছে সে সম্পর্কে তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমার নিকট যে প্রত্যাদেশ পাঠান হইয়াছে তাহাতে মানুষের আহার্য কোনবস্তু হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছুই পাই

নাই। আর কতক ব্যাখ্যাকারের মতে ইহার অর্থ হইল তোমরা যাহা হারাম করিয়াছ, সেই বস্তুগুলি হারাম বলিয়া প্রত্যাদেশে আমি কিছুই পাই নাই। আর কতক লোকের মতে ইহার অর্থ হইল এইগুলি ব্যতীত আমার নিকট কোন পশু হারাম নহে।

এই আয়াতাংশের মর্ম ও তাৎপর্য পরবর্তী সূরা মায়িদায় অবতীর্ণ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট দ্বারা রহিত হইয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার এই আয়াত মনসুখ অর্থাৎ ইহার নির্দেশ ও হুকুম রহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের (মুতাআখ্খেরীন) অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই আয়াত রহিত হয় নাই। কারণ এই আয়াত বিশেষ কারণে স্বাভাবিক বৈধ বস্তুর বৈধতা রহিত করে।

উল্লেখিত আয়াতের اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا শব্দের আলোচনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : ইহার অর্থ হইল প্রবাহিত হওয়া রক্ত। ইকরামা (র) বলিয়াছেন : এই আয়াত সমুপস্থিত না থাকিলে মানুষ ইয়াহূদীগণের ন্যায় শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তকেও হারাম মনে করিত।

ইমরান ইব্‌ন জারীর হইতে হাম্মাদ বর্ণনা করেন : আমি আমাদের পিতাকে জমাট রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রশ্ন করিলাম, যে যবাহ্‌কৃত জন্তুর মাথা এবং গলদেশের রক্ত আর রান্না করার পাতিলে লাল বর্ণের যে রক্ত ভাসিয়া উঠে উহাও কি হারামের অন্তর্ভুক্ত। তিনি জওয়াব দিলেন, প্রবহমান রক্তকে হারাম করা হইয়াছে, মাংসের সাথে রক্ত থাকিলে তাহাতে কোন দোষ নাই। কাতাদা বলিয়াছেন, প্রবাহমান রক্ত আহার করা হারাম করা হইয়াছে। সুতরাং মাংসের সাথে যে রক্ত মিশ্রিত থাকে তাহাতে কোন দোষ নাই।

ইব্‌ন জারীর (র) ... ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বন-জঙ্গলের পশুর গোশত রান্নার পাতিলে ভাসমান লালবর্ণের রক্ত সম্পর্কে কোন দোষ মনে করেন নাই এবং এই আয়াত তিনি পাঠ করিয়াছেন। হাদীসটি সহীহ্ ও গরীব।

হুমায়দী বলেন : আমার নিকট সুফিয়ান আমর ইব্‌ন দীনার হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষ মনে করিতেছে যে, মহানবী (সা) খায়বরের যুদ্ধের সময় গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি উত্তর করিলেন, হাকাম ইব্‌ন আমর (রা) এইরূপ কথাই রাসূলুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করেন। কিন্তু জ্ঞান সমুদ্র ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার বিরোধিতা করেন এবং قُلْ لَاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ আয়াত পাঠ করিয়া শুনান। এই হাদীসটিকে ইমাম বুখারীও আলী ইব্‌ন আল মাদীনীর সূত্রে সুফিয়ান হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জুরাইজের সূত্রে আমর ইব্‌ন দীনার হইতে ইমাম আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দুহাইম (র) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : প্রাক-ইসলামের বর্বর যুগের মানুষ কতক বস্তু আহার করিত এবং কতক পরিহার করিয়া চলিত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহার কিতাব অবতীর্ণ করিয়া হালাল হারাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন। সুতরাং যাহা

হালাল করা হইয়াছে উহাই হালাল এবং যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাই হারাম। আর যে সম্পর্কে কোন কিছু বলা হয় নাই, বরং নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে উহা মার্জনীয়। অতঃপর তিনি قُلْ لَاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ আয়াতটি পাঠ করলেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়ার ভাষা এইরূপ। ইমাম আবূ দাউদ এই হাদীসকে মুহাম্মদ ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন সাবীহর সূত্রে আবূ নাঈম হইতে এককভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। হাকিম (র) বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীসটি স্ব-স্ব কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : সাওদা বিনতে যামআ (রা)-এর একটি বকরী মরিয়া গেলে তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমার অমুক বকরীটি মরিয়া গিয়াছে। মহানবী (সা) বলিলেন : فلم اخذتم مسكها অর্থাৎ উহার চামড়া কেন উঠাও নাই ? সাওদা (রা) বলিলেন : মৃত বকরীর চামড়া উঠাইব ? অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন, আমার নিকট প্রেরিত ওয়াহীর মধ্যে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস ব্যতীত আর কোন আহার্য বস্তু হারাম হওয়ার কথা পাই নাই। সুতরাং তোমরা মৃত জন্তুর মাংস আহার করিও না। উহার চামড়া পাকা করিয়া বিভিন্ন উপকারী কাজে ব্যবহার কর। অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া উহার চামড়া খসাইয়া আনিয়া পাকা করত উহা দ্বারা মোশক তৈয়ার করিলেন। সেই মোশক তাঁহার নিকট অনেক দিন থাকিবার পর ফাটিয়া নষ্ট হইল।

ইমাম আহমদ, ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ (র) প্রমুখও শা'বী (র)-এর সূত্রে সাওদা (রা) হইতে ইহা বা এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার নিকট এক লোক ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। জওয়াবে তিনি قُلْ لَاۤ اَجِدُ فِىْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ পাঠ করিয়া বলিলেন : এই আয়াতে উহা হারাম হওয়া সম্পর্কে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তাহার নিকট এক বৃদ্ধ লোক বসা ছিল। সে বলিল যে, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূল (সা)-এর কাছে ইঁদুর সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি উহাকে خبيث من الخبائث অর্থাৎ এক প্রকার খবীছ ও অপবিত্র জীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তখন ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন : মহানবী (সা) এইরূপ বলিয়া থাকিলে তাহাই ঠিক। অর্থাৎ উহা আহার করা হারাম।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াতাংশের মর্ম হইল : কোন লোক আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে নয়; বরং জীবন রক্ষা ও ক্ষুধার অগ্নিজ্বালা নিবারণার্থে নিরুপায় হইয়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌ কর্তৃক হারামকৃত বস্তু আহার করিলে কোন ক্ষতি নাই। কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা হইলেন মহাক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু। সূরা বাকারায় এই বিষয়ে যে, বিশদ আলোচনা ও সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

মোদ্দাকথা হইল এই, আয়াতের বর্ণনাভংগী দ্বারা বুঝা যায় যে, সকল মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র বিধানের কোন তোয়াক্কা না করিয়া ইচ্ছা ও খেয়াল খুশিমত নিজদিগের জন্য বিভিন্ন বস্তু ও জীব-জন্তু হালাল-হারাম করিয়া নিত, যেমন উহারা বাহীরা, সাইবা, ওয়াসীলা ও হাম পশুগুলিকে

হারাম করিয়াছিল—এই আয়াতে তাহাদের এহেন মনগড়া কাজ-কর্মেরই কঠোর প্রতিবাদ জানান হইয়াছে। উহা বলা হইয়াছে যে, মৃত জীব, প্রবহমান রক্ত, শূকরের মাংস ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে যবাহকৃত জন্তুর মাংস এবং এই ধরনের অন্যান্য বস্তু ব্যতীত আল্লাহ্ কোন কিছুই হারাম করেন নাই। আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন মূলত তাহাই হারাম। তিনি যে বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করিয়াছেন তাহা মার্জনীয়। সুতরাং তোমরা কিরূপে ধারণা করিলে যে, ইহা হারাম ? কোথায় ইহা হারাম করা হইয়াছে ? আল্লাহ্ কখনই ইহা হারাম করেন নাই। সুতরাং এই নির্দেশ মাফিক বলা যায় যে, পরবর্তীকালে গৃহপালিত গাধা; জংলী জীব-জন্তু, দু'নখরযুক্ত পশুপাখি হারাম হওয়া সম্পর্কে যে নিষিদ্ধতা পাওয়া যায়; তাহা বহাল নাই। বরং বাতিল হইয়াছে। আলিমগণের প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, এইসবের নিষিদ্ধতার নির্দেশ বহাল নাই। সুতরাং এইগুলিকে বৈধ আহার্য বস্তু বলা যাইতে পারে।

(١٤٦) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

১৪৬. আমি ইয়াহূদীদিগের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম। আর গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম। কিন্তু উহাদের পৃষ্ঠের বা নাড়িভুঁড়ি ও অন্ত্রের কিংবা অস্থি-সংলগ্ন চর্বি ব্যতীত; উহাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

তাফসীর : উল্লেখিত وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন জারীর (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগের প্রতি প্রত্যেকটি নখরযুক্ত পশু হারাম করিয়াছেন। এই আয়াতে নখরযুক্ত পশু দ্বারা সেই সব জীবজন্তুর ও পক্ষীর কথা বুঝানো হইয়াছে যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্গুলিসমূহ সংযুক্ত। যেমন উট, ঈগল (সী-মোরগ), রাজহংস ও হাঁস।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নখরযুক্ত পশুর পরিচয়দানে আবূ তালহা ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা উট, গাধা ও ঈগল পাখিকে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ ও সুদ্দীও একটি বর্ণনায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের বলিয়াছেন যে, উহা এমন পশুপাখি যাহাদের নখ বা পায়ের অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত। তাহার আর এক বর্ণনায় এইরূপ পাওয়া যায় যে, ইহা দ্বারা নখ বা পায়ের অঙ্গুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রত্যেকটি পশুপাখির কথা বুঝান হইয়াছে। যেমন মোরগ, মুরগী।

কাতাদা (রা) এই আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসংগে বলিয়াছেন : উট, গাধা, ঈগলসহ পাখি ও মৎস্যকুলের মধ্যে কোন কোন জীবের কথা ذِيْ ظُفُرٍ (নখরযুক্ত পশু) শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে। তাহার আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, উক্ত শব্দ দ্বারা উট, গাধা, ঈগল কতক পাখি, হাঁসসহ পরস্পর সংযুক্ত আঙ্গুল বিশিষ্ট প্রত্যেকটি বস্তু উহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ শব্দসমূহ দ্বারা উট ও উট পাখি, ইত্যাকার যে সব জন্তুর অঙ্গুলি পৃথক পৃথক সেইগুলিকে বুঝান হইয়াছে। আমি (ইব্‌ন জুরাইজ) এই বিষয়ের হাদীস বর্ণনাকারী, কাসিম ইব্‌ন আবূ বায্‌যার নিকট পৃথক পৃথক (شَقًّا شَقًّا) এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন : উহা দ্বারা সেইসব চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা হইয়াছে, যেই গুলির পায়ের নখ ও অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নহে। আমি তাহার নিকট সংযুক্ত নখের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জওয়াব দিলেন চতুষ্পদ উট ও হাঁসের নখ বা পাঞ্জা সংযুক্ত হয়। যে সব জন্তুর পাঞ্জা ও নখ সংযুক্ত নয়, ইয়াহূদীগণ ইহা আহার করে। আর চতুষ্পদ উটের পাঞ্জা, ঈগলের পাঞ্জা, হাঁসের ও চড়ুই-এর পাঞ্জাও পরস্পর বিজড়িত হয়। এই ধরনের পাঞ্জা সংযুক্ত প্রত্যেকটি বস্তু হইতে দূরে থাকে, আহার করে না। তাহারা জঙ্গলী গাধাও আহার করে না।

আলোচ্য وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আমি উহাদিগের জন্য গরু ও ছাগলের চর্বিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। এই আয়াত شُحُوْمَهُمَا (চর্বি) শব্দের বিশ্লেষণে সুদ্দী বলেন : ইহা দ্বারা পশুর নিতম্বে ও অস্থি স্থূল আকারে যে তৈলাক্ত বস্তু থাকে উহাকে বুঝান হইয়াছে। ইয়াহূদীরা বলিত যে, হযরত ইয়াকুব (আ) উহা হারাম করিয়াছেন, যাহার দরুন আমরাও উহা হারাম মানিয়া থাকি। ইব্‌ন যায়েদ (রা)ও ইহার ব্যাখ্যায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন।

কাতাদা বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের চর্বির কথা বলা হইয়াছে। এইরূপে হাড্ডি সংলগ্ন।

উল্লেখিত إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا আয়াতাংশের আলোচনায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : পৃষ্ঠের হাড়ের সাথে যে চর্বি সংযুক্ত থাকে এখানে তাহা বুঝান হইয়াছে।

সুদ্দী ও আবূ সালিহ্ (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নিতম্বের আলোচ্য চর্বির কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য اَوِ الْحَوَايَا শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : এখানে الحوايا শব্দটি বহুবচন এবং حوية . حاوية ، حاوياء হইল ইহার একবচন। ইহা দ্বারা পেটের অভ্যন্তরীণ নাড়ীভুঁড়ি ও অন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, যাহা একত্রিত হইয়া উলট-পালট অবস্থায় আবর্তিত হইতে থাকে। উহাকে দুগ্ধনালী ও মলাশয় নামকরণ করা হয়। ইহার মধ্যেই থাকে পাকস্থলী।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এই শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, গরু ও মেষের চর্বি তাহাদের জন্যে হারাম করিয়াছি, সেগুলোর পৃষ্ঠদেশ ও নাড়ীভুঁড়ির চর্বি ছাড়া।

উল্লেখিত وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا সম্পর্কে আবূ তালহা বলেন যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উল্লেখিত আয়াতাংশের الحوايا শব্দ দ্বারা মলাশয়কে বুঝান হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন : গুহ্যদ্বারকেই الحوايا বলা হয়। এই অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন সাঈদ ইব্ন যুবাইর, যাহ্হক, কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)সহ অনেকের মতে الحوايا সেই নাড়ীভুঁড়িকে বলা হয় যাহার মধ্যে অন্ত্রনালীসমূহের অবস্থান। উহার অবস্থান হয় ঠিক মাধ্যখানে। উহাকে দুগ্ধনালীও বলে। আরবীতে উহাকেই বলা হয় المرابض।

আলোচ্য اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল হাড়ের সাথে সংযুক্ত চর্বি যাহা উহাদিগের জন্য হালাল করা হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ (রা) বলিয়াছেন যে, পশুর লেজের উদগম দেশের যে চর্বি নিতম্বের সাথে মিশ্রিত পাওয়া যায় উহা হালাল। এমনিভাবে পায়ের নালা, বক্ষ, মাথা, চক্ষু ইত্যাদিতে যে চর্বি পাওয়া যায় এবং অস্থির সাথে যে চর্বি মিশ্রিত রহিয়াছে উহা আহার করাও হালাল। সুদ্দীরও অনুরূপ অভিমত।

আলোচ্য ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই যে, উহাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানীর কারণেই উহাদের প্রতি এই সংকীর্ণতা ও কঠোরতা। আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে আমিই উহা করিয়াছি এবং আমার নির্দেশের বিরোধিতা ও অবাধ্যতার প্রতিফলরূপেই উহাদিগের জন্য এই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا .

"সুতরাং ইয়াহূদীদের জুলুমের কারণেই উহাদের জন্যে হালাল বস্তু হারাম করিয়া দিয়াছি। পরন্তু এই কারণে উহা করিয়াছি যে, তাহারা আল্লাহ্র পক্ষে প্রভূত বাধা সৃষ্টি করিত" (৪ : ১৬০)।

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আমি উহাদিগকে প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্যানুগ। প্রতিফল প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরূপই অবিচার আমি করি নাই।

ইব্ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ ! আমি উহাদের প্রতি বিচিত্র বস্তু হারাম করা সম্পর্কে যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছি তাহাতে মিথ্যার বিন্দুমাত্র লেশ নাই, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। যেমন ইয়াহূদীগণ ধারণা করে যে, এই বস্তুগুলি হযরত ইয়াকুব (আ) নিজের প্রতি হারাম করিয়া নিয়াছিলেন। মূলত তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অলীক ও সত্যের পরিপন্থী। বস্তুত এই নিষেধাজ্ঞার কর্তা হইলাম আমি স্বয়ং আল্লাহ্ এবং এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : সামুরা (রা)-এর মদ্য বিক্রি করার কথা উমর (রা) জানিতে পারিয়া বলিলেন : সামুরাকে আল্লাহ্ বরবাদ করুন। সে কি জানে না যে মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .

(আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়াছিলেন। উহারা চর্বিকে সুন্দরভাবে রিফাইন করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় করিত। যাহার ফলে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়াছেন।) এই হাদীসটি সুফিয়ান (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইছ (র) বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব (র) জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (সা)-কে মক্কা বিজয়ের দিন বলিতে শুনিয়াছেন-

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والـميتة والخنزير والاصنام .

("আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল মদ্য, মৃতজীব, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা দিয়াছেন।") মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মৃত জীবের চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? এই চর্বি দ্বারা চামড়া মসৃণ করা হয় এবং উহা নৌকায় ব্যবহার করা হয় এবং মানুষ উহা বাতি জ্বালাইবার কাজেও ব্যবহার করে। তদুত্তরে তিনি বলিলেন : না, তাহা হারাম। এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) আরও বলেন :

قاتل اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها .

("আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে ধ্বংস করুন। উহাদিগের জন্য তিনি চর্বি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত।") এই হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র সংকলনকারিগণ ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব হইতে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

যুহরী (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িবের সূত্রে বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাক ইয়াহূদীগণকে ধ্বংস করুন। তিনি যখন উহাদের জন্য চর্বি নিষিদ্ধ করিলেন তখন উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত।

এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়ই আবদান ইবনুল মুবারক (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া বলেন :

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) একদিন মাকামে ইবরাহীমের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে ধ্বংস করুন। এমনি তিনবার বলিবার পর বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করিয়া দিলেন। কিন্তু উহারা তাহা বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভক্ষণ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোনবস্তু হারাম করিলে উহার বিক্রয় মূল্যসহ হারাম করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আলী ইব্‌ন আদম (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) মসজিদুল হারামে হাজরে আসওয়াদ সম্মুখে রাখিয়া বসা ছিলেন। তিনি আকাশের দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে বরবাদ করুন। কেননা আল্লাহ্ উহাদিগের জন্যে চর্বি হারাম করিলেন বটে, কিন্তু উহারা চর্বি বিক্রয় করিয়া উহার লব্ধমূল্য ভোগ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোন আহার্য বস্তু হারাম করিলে উহার মূল্যসহই হারাম করেন। আমরা তাঁহাকে গিয়া আদন দেশের তৈরি চাদর জড়ান অবস্থায় ঘুমন্ত পাইলাম। হুযুর (সা) চেহারার উপর হইতে চাঁদর উঠাইয়া বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীগণকে লা'নত করুন। কেননা উহাদিগের প্রতি বকরীর চর্বি হারাম করা হইয়াছিল। কিন্তু উহারা উহাদের বিক্রয়মূল্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় কিঞ্চিত ভাষার পরিবর্তনসহ হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়।

حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها .

অর্থাৎ উহাদিগের জন্য চর্বি হারাম করা হইয়াছিল বটে। কিন্তু উহারা উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য ভক্ষণ করিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে 'মারফূ' সনদে নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন: ان الله اذا حرم لكل شىء حرم عليهم ثمنه . অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন আহার্য বস্তু হারাম করেন তখন উহার মূল্যসহই হারাম করেন।

(١٤٧) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ
بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৪৭. অতঃপর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করে, তবে আপনি বলিয়া দিন যে, তোমার প্রতিপালক সর্বব্যাপী দয়ার মালিক। আর অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাঁহার দণ্ড প্রত্যাহার হয় না।

তাফসীর : আলোচ্য فَانْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْرَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ আয়াতাংশে আল্লাহ্ বলেন : হে মুহাম্মদ ! তোমার বিরুদ্ধবাদী মুশরিক ও ইয়াহূদী এবং যাহারা তাহাদের মত আছে তাহারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, তোমার রব্ সর্বময় অনুগ্রহের অধিকারী। এই আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ লাভের এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল এই, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দণ্ডকে অপরাধী সম্প্রদায় হইতে কখনো প্রত্যাহার করেন না। এই আয়াতে রাসূলের বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতি কঠোর হুশিয়ারী ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে উৎসাহ-ব্যাঞ্জক ও কঠোর ভীতি-প্রদর্শক আয়াত একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার শেষে বলিয়াছেন : اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর। আর নিশ্চয় তিনি মহা ক্ষমশীল ও দয়ালু" (৬ : ১৬৫)।

তিনি আরও বলিয়াছেন : اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ

"মানুষের পাপের বেলায় তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় মহা ক্ষমার অধিকারী। আর তোমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহে কঠোর শাস্তি দাতাও" (১৩ : ৬)।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন : نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

"আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দাও যে, নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিও নিঃসন্দেহে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি" (১৫ : ৫০)।

তিনি অন্যত্র বলেন : غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ

"তোমার প্রতিপালক পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী ও কঠোর শাস্তিদাতা"(৪০ : ৩)।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ، اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ .

"আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর। তিনি সকলের অস্তিত্বদানকারী এবং তিনিই পুনরাবর্তন ঘটান। আর তিনি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত মায়াময়" (৮৫ : ১২-১৪)।

কুরআন পাকে এ ধরনের বহু আয়াতই বিদ্যমান।

(١٤٨) سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا
وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى
ذَاقُوْا بَأْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ
تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ○
(١٤٩) قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ج فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○
(١٥٠) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا ج فَاِنْ
شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ج وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১৪৮. মুশরিকগণ বলিবে, যদি আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা থাকিত তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিতাম না আর কোন বস্তু হারামও করিতাম না। এইরূপ উহাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা মনে করিয়া দীনকে প্রত্যখ্যান করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা আমার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল। হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদের নিকট কোন যুক্তি প্রমাণ আছে কি ? থাকিলে তাহা পেশ কর। তোমরা কল্পনা ও ধারণার অনুসরণ ব্যতীত কিছুই কর না। আর তোমরা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বল না।

১৪৯. হে নবী ! বল যে চূড়ান্ত ও সর্বশেষ যুক্তি প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র যুক্তি-প্রমাণ। অতএব তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকে সৎ ও হিদায়েতের পথে পরিচালিত করিতেন।

১৫০. হে নবী ! বল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা যে হারাম করিয়াছেন সে সম্পর্কে যাহারা সাক্ষ্য দিবে তাহাদিগকে উপস্থিত কর। তাহারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি উহাদের সাথে ইহা স্বীকার করিও না। তুমি ঐ সকল লোকদিগের মনগড়া মত পথের অনুসরণ করিও না যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা ভাবিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরকালে বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা অন্যকে তাহার প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শির্কী করা ও কতিপয় বস্তু হারাম করা সম্বন্ধে তাহাদের মনের সংশয় ও সন্দেহের কথা বিবৃত করিয়াছেন এবং একটি বিতর্ক তুলিয়া ধরিয়া উহাদিগের কৃত শির্ক ও হারাম সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। উহাদিগের মনের সন্দেহ হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঈমানের তাওফীক দান করিয়া পরিবর্তন করিয়া দিতে পূর্ণ সক্ষম। আর কুফর ও ঈমানের মধ্যে তিনি বাধা হইয়াও পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সে পরিবর্তন করিতেছেন না। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের কৃত শির্ক ও অন্যান্য কার্যকলাপের প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি কার্যকর রহিয়াছে। অতএব আমরা অন্যায় করিতেছি না, সঠিক পথেই আছি। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বক্তব্য উদ্ধৃত করিতেছেন। তাহারা বলে :

لَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا وَلَاَ اٰبَاؤُ نَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ শির্ক করিতাম না এবং কোন বস্তুও হারাম করিতাম না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন : وَقَالُوْا لَوْشَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ

"আর উহারা বলিত যে, যদি রহমান ইচ্ছা করিতেন, তবে আমরা দেব দেবীর উপাসনা করিতাম না" (৪৩ : ২০)।

এমনিভাবে সূরা নাহলেও আয়াত বর্ণিত রহিয়াছে, যাহা ঠিক অনুরূপ আয়াতের ন্যায়ই।

আলোচ্য كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : এহেন সংশয় সন্দেহের কারণেই আল্লাহ্র দীন ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা ভাবিয়া উহাদের পূর্বে বহুলোক পথভ্রষ্ট হইয়াছে। উহাদিগের এই যুক্তি অত্যন্ত খোঁড়াযুক্তি ও বাতিল যুক্তি। উহাদিগের বক্তব্য ও যুক্তি সঠিক ও শক্তিশালী হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন না এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে ধূলিস্যাৎ করিতেন না। পরন্তু মহান সম্মানিত রাসূলগণকে তাহাদের পথ প্রদর্শনের জন্য ক্রমাগত পাঠাইতেন না এবং মুশরিকদিগকে শাস্তি ভোগাইয়া প্রতিশোধ নিতেন না। সুতরাং বুঝা গেল উহাদের বক্তব্য ও যুক্তি বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং সত্যের অপলাপ বৈ কিছু নয়।

আল্লাহ তা'আলা قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَخْرُصُوْنَ আয়াতে তাঁহার নবীর মাধ্যমে প্রশ্ন করিয়া স্বয়ং নিজেই সমাধান দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : হে নবী ! উহাদের বক্তব্য ও সংশয়ের সমর্থনে সরল বা দুর্বল কোন যুক্তি প্রমাণ ও দলীলাদি থাকিয়া থাকিলে উহা আমাদের কাছে প্রকাশ ও বিবৃত করার জন্য বলে দাও। উহারা শুধু অলীক ধারণা ও ভিত্তিহীন কল্পনার মায়া-মরিচিকার পিছনে দৌড়াইতেছে। উহাদিগের এই সব কীর্তিকলাপ সেই ধারণা ও কল্পনারই ফসল। উহাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা ব্যতীত উহারা কিছুই বলে না।

উক্ত আয়াতে (ظن) ধারণা ও কল্পনা দ্বারা উহাদের গর্হিত ও ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাসের কথা বুঝান হইয়াছে এবং اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَخْرُصُوْنَ দ্বারা উহাদিগের দাবী ও বিশ্বাসসমূহ আল্লাহ্র নামে চাপাইয়া দিয়া তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আনয়নের কথা বুঝান হইয়াছে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا এবং كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : উহারা বলিত যে, আমরা আমাদের দেব-দেবীর পূজা ও উপাসনা করি শুধু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের জন্য। তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে। সুতরাং আল্লাহ্ সংবাদ দিতেছেন যে, তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে উহাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

আলোচ্য قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ আয়াতের তাৎপর্য এই যে, তোমরা যাহা কিছু বলিতেছ, উহা অমূলক কথা। তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যুক্তি-প্রমাণ কিছুই নাই। হে নবী! তুমি বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই সঠিক ও পূর্ণাংগ যুক্তি প্রমাণ। সৎপথের পথিক হওয়া এবং পথভ্রষ্ট হওয়ার মধ্যে আল্লাহ্‌র এক নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে এবং এই তত্ত্বই পূর্ণাংগ ও সঠিক তত্ত্ব। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন। সুতরাং সবকিছুই তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারাই হইয়া থাকে। তিনি এই গুণাবলীসহই তাঁহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং কাফির বেঈমানদের প্রতি থাকেন অসন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন : وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى

"আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে অবশ্যই উহাদিগের সকলকে হিদায়েতের পথে পরিচালিত করিতেন।"

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ، اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ .

"আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করিতেন তবে সমগ্র মানবকুলকে এক জাতিভুক্ত করিতেন। কিন্তু তাহারা সর্বদা মতভেদ করিতে থাকিবে। তবে যাহাদের প্রতি তোমার প্রতিপালক দয়া করেন তাহাদের ব্যতীত। আর এই কারণেই তিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালকের কথা পূর্ণ হইয়া থাকিবে। আমি জিন ও মানুষ দ্বারাই জাহান্নাম ভর্তি করিব" (১১ : ১১৮-১১৯)।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : আল্লাহ্‌র অবাধ্যগত হওয়ার পক্ষে এবং দীনের পরিপন্থী কাজে কাহারও জন্য যুক্তি বা দলীল থাকিতে পারে না। বরং বান্দার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র যুক্তি প্রমাণই সঠিক ও পূর্ণাংগ হয়।

আলোচ্য : قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

আয়াতের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! বলিয়া দাও, তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা ইহা যখন হারাম করিয়াছেন তখন যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল সাক্ষীগণকে উপস্থিত কর। হে নবী ! এই মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠরা তদ্রূপ সাক্ষ্য দিলেও তুমি উহা মান্য করিও না। কেননা উহাদের সাক্ষ্য জালিয়াতীপূর্ণ বৈ কিছুই নয়।

وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ : আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, হে নবী! যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং পরকালে ঈমান রাখে না এবং অন্যান্যকে তাহাদের প্রতিপালকের সাথে অংশীদার করে ও তাহার সমকক্ষ বানায়, এহেন প্রকৃতির লোকদিগের মনগড়া মতবাদ ও আদর্শের অনুগামী হইও না।

(١٥١) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ
بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

১৫১. হে নবী ! বল, আস তোমরা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া শুনাই। উহা এই : তোমরা আল্লাহ্র সাথে কোন শরীক করিবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করিবে ও দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদিগের সন্তানগণকে হত্যা করিবে না। কেননা তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি। প্রকাশ্য বা গোপনীয় পাপ ও অশ্লীল আচরণ হইতে তোমরা দূরে থাকিবে। যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করিবে না। তিনি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

তাফসীর : দাউদুল আউদী (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন : কোন লোক মহানবী (সা)-এর সর্বশেষ উপদেশসমূহ দেখিতে চাহিলে তাহার উল্লেখিত আয়াতটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট বকর ইব্ন মুহাম্মদ সায়রাফী বিভিন্ন রাবীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা আন'আমে কতকগুলি মুহকামাত আয়াত রহিয়াছে। উহাই কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। হাকিম (র) বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আমি বলিতেছি এই হাদীসটি যুহাইর ও কায়েস ইব্ন রবী .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুসনাদ কিতাবে এই হাদীসকেই নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) ... ... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমরা কি তিনটি বিষয়ে আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করিবে, অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন। পরিশেষে

বলেন :

فمن وفى فاجره على الله ومن انتقص منهم شيئا فادركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته، ومن اخر الى الاخرة فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه .

যে লোক এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ্‌র নিকট গচ্ছিত। পক্ষান্তরে যে ইহার কোন কিছু কম করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে যদি শাস্তি প্রদান করেন তবে তাহা হইবে ইহার প্রতিফল ও প্রতিশোধমূলক শাস্তি। তবে পরকালের জন্যে বিলম্ব করা হইলে, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে শাস্তি দিতেও পারেন অথবা ইচ্ছা হইলে ক্ষমাও করিতে পারেন।

অতঃপর হাকিম বলেন : এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম এই হাদীস তাহাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাহারা যুহরী (র)-এর সূত্রে উবাদা (রা) হইতে হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : بايعونى على ان لا تشركوا بالله شيئا ، الحديث

"তোমরা কোন আংশীদার করিবে না। (শেষ পর্যন্ত ... ...।)

সুফিয়ান ইব্‌ন হুসাইন (র) উভয় হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং উহার মধ্যে কোন একটি বিষয় তাহার ভ্রান্তি হইয়াছে এরূপ বলা ঠিক হইবে না। বস্তুত উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে মুহাম্মদ ! যে সকল মুশরিক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করে, আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাকে হারাম করে এবং নিজদিগের সন্তানকে হত্যা করে, এমনিভাবে উহাদের প্রত্যেকটি কাজই নিজেদের খেয়াল খুশি ও শয়তানের প্ররোচনায় করিয়া থাকে, উহাদিগকেই তুমি বল যে, তোমরা আমার কাছে আস। তোমাদের প্রতিপালক যে সকল বস্তু হারাম করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিব। কোন খোশ-খেয়াল ও ধারণার বশবর্তী হইয়া নহে বরং তাঁহার প্রত্যাদেশের মাধ্যমে। তাঁহার নিকট হইতে সত্যাসত্যরূপে বর্ণনা করিব। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন কিছু শরীক করিও না।

উল্লেখিত আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, لا تشركوا به شيئا ، এর পূর্বে اَوْ صَاكُمْ শব্দটি উহ্য রহিয়াছে। আর এই কারণেই আয়াতের শেষে ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ বলা হইয়াছে।

حج واوصى بسليمى الاعبدا
ان لا ترى ولا تكلم احدا
ولا يزال شرابها مبردا

(অর্থাৎ হজ্জ কর। উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আমার বান্দা ব্যতীত কেহ বন্ধুত্ব পায় না। কাহাকেও দেখিতে পারিবে না এবং কাহারও সাথে কথা বলিতে পারিবে না। পানীয় সর্বদাই শীতল হয়।) আরবগণ বলিয়া থাকে যে, مرتك ان لا تقوم (তোমাকে দণ্ডায়মান না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) ঘোষণা করিয়াছেন :

اتانی جبریل فبشرنی انه من مات لایشرك بالله شیئا من امتك دخل الجنة قلت وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق قلت وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق قلت وان زنی وان سرق قال وان زنی وان سرق وان شرب الخمر .

"জিবরাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ শুনাইয়াছেন যে, আপনার উম্মতের মধ্যে কোন লোক যদি শির্‌ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন হ্যাঁ, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার বলিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন: হ্যাঁ, ব্যভিচারী হইলে এবং চুরি করিলেও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সে ব্যভিচারী হয় ও চুরি করে ? জবাব দিলেন : হ্যাঁ, সে ব্যভিচার ও চুরি করিলে, মদ্যপান করিলেও জান্নাতী হইবে।"

কোন কোন রিওয়ায়েতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, প্রশ্নকারী ছিলেন আবূ যার (রা)। তিনি তিনবার মহানবী (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন : আবূ যারের নাকে ধূলা পড়ুক। যদি ব্যভিচারীও হয় এবং চুরিও করে। আবূ যার এই হাদীস শুনবার পর সবসময়ই আবূ যারের নাকে ধূলা পড়ুক (رغم انف ابی ذر) কথাটি বলিতেন।

কতক মুসনাদ ও সুনানের কিতাবে আবূ যার (রা) হইতে এইভাবে হাদীসটি উল্লেখ রহিয়াছে। মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : হে আদম সন্তান ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি আশা রাখিবে এবং প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব। তোমাদের গুনাহ ও অপরাধের কোন পরোয়াই করিব না। যদি তোমরা দুনিয়াভর গুনাহ করিয়াও আমার নিকট উপস্থিত হও, তবে আমি তোমাদের নিকট দুনিয়াভর ক্ষমাসহ উপস্থিত হইব। কিন্তু শর্ত হইল আমার সাথে কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। তোমাদের গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পরিমাণও হয় এবং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আমি ক্ষমা করিয়া দিব।

কুরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَالِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ .

"আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। ইহা ব্যতীত যে কোন লোকের যাবতীয় অপরাধ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে ক্ষমা করিতে পারেন (৪ : ১১৬)।

মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক আল্লাহ্‌র সহিত অংশীদার না করিয়া মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

এ বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত এবং বহু হাদীস বিম্যমান রহিয়াছে।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... ... উবাদা (রা) ও আবূ দারদা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলেন : যদি তোমাকে হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে চড়ান হয় বা আগুনে জ্বালান হয়, তবুও আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করিও না। ইব্‌ন হাতিম (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ হিমসী (র) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন : আমাকে মহানবী (সা) সাতটি চরিত্র সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন। উহার

প্রথমটি হইল, সাবধান ! আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকে শরীক করিবে না। যদিও তোমাকে আগুনে জ্বালান হয় বা হত্যা করা হয় বা শূলদণ্ডে দেওয়া হয়।

আলোচ্য وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এর মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পিতামাতার সাথে সদাচরণ ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার প্রদর্শনের উপদেশ ও নির্দেশ দিতেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁহারই ইবাদাত করিবে। আর পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করিবে" (১৭ : ২৩)।

কেহ কেহ এই আয়াতটিকে নিম্নরূপে পাঠ করেন : وَوَصّٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

বস্তুত আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের বহু স্থানে তাঁহার আনুগত্য ও পিতামাতার প্রতি সদাচরণ এই দুইটিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ، وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

"আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও। আমার কাছেই তোমাদের আসিতে হইবে। তোমাকে যদি পিতামাতা আমার সহিত এমন শরীক স্থির করিবার জন্য বাধ্য করে যে বিষয় তোমার কোন জ্ঞান নাই, তবে এ ব্যাপারে উহাদিগের আনুগত্য করিবে না। তবে এই পার্থিব জগতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদভাবে। আমার প্রতি যাহারা অনুরাগী ও আকৃষ্ট, তাহাদিগের পথ অনুসরণ কর। অতঃপর তোমাদের সকলেরই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করিব" (৩১ : ১৪-১৫)।

তিনি আরও বলেন : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি বনী ইসরাঈলগণ হইতে এই অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করিবে" (২ : ৮৩)।

এ বিষয়ে কালামপাকে বহু আয়াত বিদ্যমান। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন সময় মত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম কাজ। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : ইহার পর কোন কাজটি উত্তম ? তিনি জওয়াব দিলেন : পিতামাতার প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করা। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোন কাজটি উত্তম ? জওয়াব দিলেন : আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা উত্তম। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : তখন আমি উত্তম আমল সম্পর্কে যতই প্রশ্ন করিতাম মহানবী (সা)-ও ততই জওয়াব দিতে থাকিতেন।

এই হাদীসটি হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... আবূ দারদা ও উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে এবং অপর একটি সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এইরূপ বলিয়াছেন : আমার বন্ধু আল্লাহ্র রাসূল (সা) আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, তোমার পিতামাতার আনুগত্য করিয়া যাও। যদিও তাহারা তোমার পার্থিব সমস্ত ধন-সম্পদ তাহাদের জন্য ব্যয় করিয়া দিতে বলে তবুও তাহা কর। অবশ্য উভয় হাদীসের সনদ দুর্বল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, উহারা নিজদিগের সন্তানদিগকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করিত। উহারা শয়তানের প্ররোচনায় নিজদিগের কন্যাগণকে সামাজিক লজ্জার কারণে সমাহিত করিত এবং কোন কোন সময় দরিদ্রতার ভয়েও ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করিত। এই সবকিছু উহারা শয়তানের প্ররোচনায় করিত। এই আয়াতকে ইহার পূর্বাংশ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এর সাথে ব্যাকরণের নিয়ম মাফিক সংযোগ (আত্ফ) করা হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যেমন পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করিবে, তেমনি দরিদ্রতার ভয়ে সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিবে। কেননা তোমাদিগকে এবং উহাদিগকে আমিই জীবিকা দিয়া থাকি।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা)-এর নিকট সবচাইতে বড় পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করা অথচ যাহাকে শরীক করা হয় সেও আল্লাহ্র সৃষ্টি। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমার সাথে জীবিকায় অংশী হইবার ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম : ইহার পর কোনটি বড় পাপ ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন :

وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ .

"যাহারা আল্লাহ্র সহিত অপর কাহাকেও শরীক করে না এবং অনুমোদিত কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারীতেও লিপ্ত হয় না ...." (২৫ : ৬৮)।

উপরোক্ত আয়াতাংশের اِمْلَاقٍ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), সুদ্দী প্রমুখ ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল দারিদ্র্য। অর্থাৎ তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করিও না।

আল্লাহ্ পাক সূরা বনী ইসরাঈলে ইরশাদ করিয়াছেন :

وَلَاَ تَقْتُلُوْاۤ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ

"তোমাদের সন্তানদিগকে দরিদ্রতার আশংকায় তোমরা হত্যা করিও না (১৭ : ৩১)।"

এই কারণেই আল্লাহ্ পাক এখানে উহাদিগের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের জীবিকার কারণে তোমরা দরিদ্রতাকে ভয় করিও না। যেখানে দারিদ্র্যের আশংকা বর্তমান, সেখানে উহাদের জীবিকার দায়-দায়িত্বও আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল যে, তোমাদের জীবিকাও আমার প্রদত্ত। সুতরাং আমিই যখন সকলের জীবিকার জন্য দায়িত্বশীল তখন ভয়ের কোনই কারণ নাই। তাই সন্তানদিগকে তোমরা হত্যা করিও না।

আলোচ্য وَلاَ تَقْرَبُوْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও লজ্জাহীন কাজ হইতে বিরত থাক। উহার কাছেও যাইও না। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ .

"হে নবী ! তুমি বলিয়া দাও যে, আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। তেমনি সত্যের পরিপন্থী সর্বপ্রকার পাপ, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহকেও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। পরন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে এমন কোন বস্তুকে শরীক করিবে না যে সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তিনি আরও নিষিদ্ধ করিয়াছেন আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন উক্তি করা যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই (৭ : ৩৩)।

এই আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهُ আয়াতের তাফসীরে করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"আল্লাহ্‌র চাইতে সর্বাধিক লজ্জাশীল কেহই নহে। এ কারণেই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্ব প্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর (র) সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : "আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কাহাকেও দেখি তবে তাহাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করিয়া ফেলিব।" এ কথাটি মহানবী (সা) জানিতে পারিয়া বলিলেন-"তোমরা কি সা'দের লজ্জানুভূতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ ? আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি সা'দের তুলনায় অনেক বেশি লজ্জাশীল এবং আমার তুলনায় আল্লাহ্ হইলেন বেশি লজ্জাশীল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

কামিল আবুল আলা (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা)-এর নিকট বলা হইল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা কি লজ্জাশীল হইব ? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি সব চাইতে বড় লজ্জাশীল এবং আমার চাইতে বড় লজ্জাশীল হইলেন আল্লাহ্। তিনি তাঁহার লজ্জানুভূতির কারণেই সর্বপ্রকার অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এই হাদীসটি ইব্‌ন মারদুবিয়াও ইমাম তিরমিযী (রা)-এর শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কোন কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হয় নাই। আলোচ্য এই একই সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"আমার উম্মতের বয়স হইবে ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি।"

আলোচ্য وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ আয়াতের মর্ম হইল এই : যথার্থ কারণ ব্যতীত আল্লাহ্ যে জীবন হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা তোমরা হত্যা করিও না। এই

কথা অধিক ভীতি প্রদর্শন ও তাকিদ করণের নিমিত্ত বলা হইয়াছে। নতুবা ইহার পূর্বাংশ আয়াতের নিষিদ্ধতার মধ্যেই ইহার নিষিদ্ধতা শামিল রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"কোন মুসলমান যতক্ষণ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি তাঁহার রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে হত্যা করা বৈধ নয়। তবে তিনটি কারণে বৈধ হইতে পারে। ১. যে বিবাহিত হইয়া ব্যভিচার করে। ২. কোন লোককে যে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। ৩. এবং যে ইসলাম ধর্মকে অস্বীকার করিয়া মুসলিম জামাআত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি নিম্নরূপ বর্ণিত পাওয়া যায় :

والذى لا الـه غيره لايحل دم رجل مسلم .

" সেই আল্লাহ্র শপথ। যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। কোন মুসলিমকে হত্যা করা বৈধ নয় ....)।"

আ'মাশ (র) ইবরাহীমেরসূত্রে, তিনি আসওয়াদের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ ও নাসাঈ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। ১. বিবাহিত লোক ব্যভিচার করিলে রজম (পাথর নিক্ষেপ) করিতে হইবে। ২. কোন লোক ইচ্ছা পূর্বক কাহাকেও হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করিতে হইবে। ৩. কোন লোক ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিলে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করিলে তাহাকে হত্যা বা শূলদণ্ড অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।"

হাদীসের এই ভাষা নাসাঈ হইতে গৃহীত।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) বিদ্রোহিগণ কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলিয়াছেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনটি কারণ ব্যতিরেকে কোন মুসলানকে হত্যা করা বৈধ নয়। সেই কারণ হইল : ১. ইসলাম গ্রহণ করার পর কোন লোক কাফির হইলে; ২. বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচার করিলে এবং ৩. কিসাস ব্যতীত কোন লোককে হত্যা করিলে। অতএব আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহিলী যুগ এবং ইসলামী যুগের কোন কালেই আমি ব্যভিচার করি নাই। তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়েত লাভ করার পর তাঁহার দীন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কখনও আশা করি নাই। তাহা ছাড়া কোন লোককেও হত্যা করি নাই। সুতরাং তোমরা আমাকে কি অপরাধে হত্যা করিবে" ?

এই হাদীসটিকে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহাকে 'হাসান' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হাদীস শরীফে জিম্মী ও আমান গ্রহণকারীকে হত্যা সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও ভীতি প্রদর্শন রহিয়াছে। বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ সনদে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاماً .

"যে লোক চুক্তিবদ্ধ কোন জিম্মী নাগরিককে হত্যা করিবে সে জান্নাত তো দূরের কথা, উহার ঘ্রাণও পাইবে না। অথচ উহার ঘ্রাণ চল্লিশ বৎসর ব্যবধানের দূরত্বে থাকিয়াও পাওয়া যাইবে।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

“যে লোকের নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল (সা) গ্রহণ করিয়াছেন এহেন চুক্তিবদ্ধ জিম্মী নাগরিককে যে লোক হত্যা করিবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাইবে না। অথচ সত্তর বৎসর ব্যবধানের পথের দূরত্বে থাকিয়াও উহার ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে।”

এই হাদীসটি ইব্ন মাজা ও তিরমিযীতে উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ্রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেসব আদেশ নিষেধ পালনের উপদেশ দিয়াছেন তাহা তোমাদের উপলব্ধি ও চিন্তা ভাবনার জন্যই করা হইয়াছে। তোমরা ইহা নিয়া চিন্তা গবেষণা করিলেই উহার যথার্থতা ও বাস্তবানুগতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে।

(١٥٢) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ
اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ
اَوْفُوْا ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

১৫২. ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হইও না। আর পরিমাণ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে করিবে। আমি কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলিবে তখন ন্যায্য বলিবে যদি স্বজনের বিরোধীও হয়। আর আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করিবে। আল্লাহ্ এইভাবে তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।

তাফসীর : আতা ইব্ন সায়িব (র) সাঈদ ইব্ন যুবায়েরের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ পাক যখন وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ইয়াতীমদের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী সদুদ্দেশ্যে ব্যতীত হইও না) এবং اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا। (যাহারা ইয়াতীমদিগের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে) আয়াতদ্বয় নাযিল করেন, তখন যাহাদের নিকট ইয়াতীমগণ থাকিত; তাহাদের ধন-সম্পদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় সামগ্রী এই ভয়ে নিজেদের খাদ্যদ্রব ও পানীয় বস্তু হইতে পৃথক করিয়া নিল যেন উহা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে মিশিয়া না যায়। উহাদের পানাহারের পর কোন বস্তু উদ্বৃত্ত থাকিলে উহারা যাহাতে আবার পানাহার করিতে পারে সেজন্য রাখিয়া দিত। অথবা উহা অযত্নে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এই অবস্থা ইয়াতীমদের অভিভাবকদিগের পক্ষে খুব কষ্টকর হইল এবং নবী করীম (সা)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ .

“হে নবী ! ইয়াতীমদিগের সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে ? তুমি বলিয়া দাও যে, উহাদের কল্যাণমূলক যাহা করা যায় তাহা উহাদিগের জন্য ভাল। যদি তোমরা উহাদিগের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের খাদ্যদ্রবের সাথে একত্রে করিয়া রান্না কর ও একত্রে পানাহার কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। উহারা তোমাদেরই ভাই” (২ : ২২০) ।

অতঃপর তাহারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুর সাথে উহাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু মিলাইয়া একত্রে পানাহার করিত।

হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য 'حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ' আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় শা'বী ও মালিক (র)সহ পরবর্তী অনেকেই এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে যে, ইহার অর্থ হইতেছে বালিগ হওয়ার সময় পর্যন্ত উপনীত হওয়া।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ত্রিশ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়া।

কোন কোন লোক যথাক্রমে চল্লিশ বৎসর ও ষাট বৎসর সময় সীমাও উল্লেখ করিয়াছেন। এসব সময় সীমা অবাস্তব কথা।

আলোচ্য وَاَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আদান-প্রদান ও বেচা-কেনার ক্ষেত্রে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি এক্ষেত্রে সুবিচার পরিহারকারীদের জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ، الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ، وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ، اَلاَ يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

“সেইসব পরিমাপকারীর জন্য ধ্বংস অনিবার্য যাহারা পরিমাপ করিয়া নেওয়ার সময় পুরাপুরিভাবে পরিমাপ করিয়া নেয় আর ওজন করিয়া বা মাপিয়া দেওয়ার সময় সঠিকভাবে দেয় না; বরং কম কম দেয়। উহারা কি একথা ভাবে না মহান কিয়ামতের দিন উহাদিগের পুনরুত্থান ঘটানো হইবে ? আর সেই সর্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে সমস্ত মানবকুলকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে” ? (৮৩ : ১-৬)

এক্ষেত্রে সেকালের একটি সম্প্রদায়কে ওজন ও মাপের সুবিচার ও ন্যায়ানুগ পন্থা গ্রহণ না করার দরুন ধ্বংস করা হইয়াছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী স্বীয় জামে কিতাবে হুসাইন ইব্ন কায়েস (র) ... .ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) পরিমাপকারী ও ওজনকারীদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন : নিশ্চয় তোমরা এমন এক বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়াছ, যে বিষয়ে তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন : হুসাইন (র) বর্ণিত এই হাদীস ব্যতীত এ বিষয়ে আর কোন 'মারফূ' সনদে বর্ণিত হাদীসের কথা আমার জানা নাই। অথচ হুসাইন (র) হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনাকারী বলিয়া গণ্য।

অবশ্য বিশুদ্ধ 'মওকুফ' সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

“তোমরা আযাদকৃত দাস সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে এমন দুইটি চরিত্রের সুসংবাদ দিয়াছেন। যে ব্যাপারে পরবর্তী লোকেরা এমন ধ্বংস হইয়াছে। তাহা হইল দাড়িপাল্লা ও মাপ।

আলোচ্য لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : যে লোক অপরের দায়-দায়িত্ব ও হক প্রত্যার্পণের নিমিত্ত প্রচেষ্টা চালায় এবং যত্নবান হয়, আর স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করে, সে কোন ভুল করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুসাইয়িব (র) বলেন : মহানবী (সা) اَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا আয়াতাংশে প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : যে লোক স্বীয় হাত দ্বারা পরিমাণ ও ওজন ঠিক রাখে, অর্থাৎ ওজন ও মাপে কোনরূপ কারচুপি করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাহার সদিচ্ছা সম্পর্কে পুরাপুরি অবগত; তাহাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের وُسْعَهَا শব্দের তাৎপর্য। এই হাদীসটি ‘মুরসাল’ ও ‘গরীব’ সনদ বিশিষ্ট।

আলোচ্য وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়-অনাত্মীয় নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকলের প্রতি কথায় ও কাজে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই আয়াতটি আল-কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতের অনুরূপ। আল্লাহ্ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ .

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ্র জন্য সঠিকভাবে ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্য দানে সুদৃঢ় হইয়া যাও” (৪ : ১৩৫)। সূরা নিসায়ও ইহার সাদৃশ্য আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলোচ্য وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেসব উপদেশ দিয়াছেন উহা পূর্ণ কর। অর্থাৎ তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলা এবং তাঁহার কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মাফিক কাজ করা। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত অংগীকার পূরণ করা।

আলোচ্য ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ আয়াতের মর্ম হইতেছে এই : আল্লাহ্ বলিতেছেন, এই সব বাক্যই হইল আল্লাহ্র উপদেশ এবং তোমাদিগকে ইহা পালনের জন্যে তাকিদ করিতেছেন। সুতরাং তোমরা এই উপদেশ হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং ইতিপূর্বে যাহা কিছু করিতে তাহা হইতে বিরত হও।

কেহ কেহ تَذَكَّرُوْنَ শব্দকে ذ অক্ষরের উপর তাশদীদ দিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। তবে অন্যান্য সকলেই বিনা তাশদীদে পাঠ করেন।

(١٥٣) وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

১৫৩. আর এই পথই আমার সরল পথ। অতএব ইহাই অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথের অনুসারী হইও না। অন্যান্য পথ তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগকে এইরূপ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সতর্ক হও।

তাফসীর : আলোচ্য وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه আয়াতাংশ এবং اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ। আয়াতাংশসহ আল-কুরআনের এই ধরনের অন্যান্য আয়াত প্রসঙ্গে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এক জামাআতে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে মতদ্বৈধতা, অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। পরন্তু তাহাদিগকে অবহিত করিয়াছেন যে, তাহাদের পূর্বেকার লোকেরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ এবং দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য করার দরুন ধ্বংস হইয়াছে। মুজাহিদ প্রমুখ এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন :

আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে নিম্ন হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : মহানবী (সা) স্বীয় হস্ত দ্বারা একটি রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : এই হইতেছে আল্লাহ্‌র সরল পথ। তারপর উক্ত রেখার ডানদিকে ও বামদিকে আরও রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : "এই রেখাগুলি হইতেছে এমন যে, উহার প্রত্যেকটির অগ্রভাগে শয়তান বসিয়া রহিয়াছে এবং মানুষকে উহার দিকে আহ্বান জানাইতেছে। অতঃপর মহানবী (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِه .

এই হাদীসটি হাকিমও (র) আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ হইতে বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন : হাদীসটি বিশুদ্ধ, কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।

এমনিভাবে আবূ জা'ফর রাযী, ওরাকা ও আমর ইব্‌ন আবূ কায়েস (রা) আসেম ও আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে 'মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, মুসাদ্দাদ, নাসাঈ (র) ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) . .. হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম (র) আবূ বকর ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম উহা বর্ণনা করেন নাই।

এই হাদীসটিকে ইমাম নাসাঈ ও হাকিম (র) মারফূ সনদে আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহ্ইয়া হিম্মানীর (র) সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ হইতে মারফূ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন; এই হাদীসের দুইটি সনদের ব্যাপারে হাকিম বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সম্ভবত এই হাদীসটি আছিম ইব্‌ন আন নজুদ (র) যির এবং আবূ ওয়ায়েল শকীক ইব্‌ন সালমা (র) উভয় সূত্রে ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাকিম বলিয়াছেন যে, শা'বী (র) কর্তৃক জাবির (রা) হইতে অনির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি উহার অনুকূলে সাক্ষী বিশেষ। তেমনি ইমাম আহমদ ও আবদ ইব্‌ন হুমাইদ বর্ণিত হাদীসও ইহার প্রতি ইংগিত প্রদান করিতেছে। ইমাম আহমদ বর্ণিত হাদীস নিম্নরূপ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) যিনি আবূ বকর ইব্ন আবূ সায়বা (র) . . . . জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি মাটিতে তাহার সম্মুখ দিকে একটি রেখা আঁকিলেন। অতঃপর বলিলেন : ইহা হইল আল্লাহ্র পথ। তারপর উহার ডানদিকে ও বামদিকে দুই দুইটি করিয়া রেখা অংকন করিলেন এবং বলিলেন, এই রেখাগুলি হইতেছে শয়তানের পথ। অবশেষে তিনি মধ্য রেখাটির উপর স্বীয় হস্ত রাখিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন :

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

ইমাম আহমদ ও ইব্ন মাজা তাহাদের সুনানের কিতাবুস সুন্নাহ্ অধ্যায়ে এই হাদীসটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইমাম বায্যার (র) অনুরূপভাবে আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ (র)-এর সূত্রে আবূ খালিদ আহমার (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি যে, হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়া দুইটি সূত্রে আবূ সাঈদ আল-কিন্দী (র) .... জাবির (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন :

"মহানবী (সা) একটি রেখা আঁকিলেন। তারপর উহার ডানে ও বামে দুইটি রেখা অঙ্কন করিলেন। অতঃপর মধ্য রেখাটির প্রতি স্বীয় হস্ত মুবারক রাখিয়া اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ আয়াত পাঠ করিলেন"।

অবশ্য নির্ভরযোগ্য হইল ইব্ন মাসউদ বর্ণিত হাদীসটি, যদিও তাহার মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। এই হাদীসটি 'মওকুফ' সনদেও বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল আলা (র) .... আবান ইব্ন উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক লোক ইব্ন মাসউদের নিকট সিরাতুল মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে সেইপথের নিকটবর্তী স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন যাহার শেষ মাথা ছিল জান্নাতে। তাহার ডানদিকে ও বামদিকে অনেক রাস্তা রহিয়াছে এবং সেখানে লোক বসা রহিয়াছে। ইহার নিকট হইতে যাহারা অতিক্রম করে তাহাদিগকে ঐ পথে চলার জন্য ডাকা হয়। সুতরাং যে লোক ঐ পথ গ্রহণ করিয়াছে সে জাহান্নামে গিয়া পৌছিয়াছে। আর যে লোক সরল পথ অনুসরণ করিয়াছে সে জান্নাতে গিয়া উপনীত হইয়াছে। অতঃপর ইব্ন মাসউদ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ আয়াত পাঠ করিলেন।

ইব্ন মারদুবিয়া (র) বল্লেন : আবূ আমর (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ (রা) সিরাতুল মুস্তাকীম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ইব্ন মাসউদ (রা) জবাব দিলেন : মহানবী (সা) আমাদিগকে পথের নিকটতম স্থানে রাখিয়া গিয়াছেন আর সেই পথের অপর মাথা ছিল জান্নাতে। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অনুরূপ নওয়াস ইব্ন সাময়ান হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন: হাসান ইব্ন সওয়ার আবুল আলা (র) .... রাবী নওয়াস ইব্ন সাময়ান (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা সরল পথের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সরল পথের দুইদিকে দুইটি প্রাচীর রহিয়াছে এবং তাহাতে উন্মুক্ত দ্বার রহিয়াছে। উক্ত দ্বারদেশে রহিয়াছে ঝুলন্ত পর্দা। সরল পথের দ্বারাদেশে এক আহ্বানকারী মানুষকে এই বালিয়া আহ্বান জানায় যে, হে মানব সন্তানগণ ! তোমরা আস ও সরল পথে একত্রে প্রবিষ্ট হও এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। আরো এক আহ্বানকারী পথের উপর দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে ডাকিতে থাকে। সুতরাং মানুষ যখন ঐসব দ্বারগুলির কোন একটি দ্বার খুলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে বলে তোমার জন্য আফসোস। তুমি এই দ্বার খুলিও না। তুমি এই দ্বার খুলিলে উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িবে। অতএব সরল পথটি হইল ইসলাম, প্রাচীরগুলি হইল আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখা আর উন্মুক্ত দ্বারগুলি হইল আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বস্তু। আর সরল পথের মাথায় দণ্ডায়মান আহ্বানকারী হইতেছে আল্লাহ্র কিতাব। এবং পথের উপর দণ্ডায়মান আহ্বানকারী হইতেছে প্রত্যেকটি মুসলমানের বিবেক বা আল্লাহ্র নসীহত।

ইমাম তিরমিযী ও নামাঈ (র) আলী ইব্ন হুজর (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান' ও 'গরীব' হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

আলোচ্য فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ আয়াতে অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি পথের কথাই বলা হইয়াছে। কেননা সত্য যখন একটি তখন সত্যের পথও এক। পক্ষান্তরে অসত্য একাধিক এবং উহার পথও বহু। একারণেই বর্জনের ক্ষেত্রে বহুবচন বিশিষ্ট ... শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'মিনদের বন্ধু। তাহাদিগকে তিনি অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া আসেন। পক্ষান্তরে যাহারা কাফির তাহাদের বন্ধু হইল তাগূত। তাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারে ডাকিয়া নেয়। তাহারা আগুনের সহচর। আগুনের ভিতরেই উহারা চিরকাল থাকিবে (২ : ২৫৭)।

অর্থাৎ হিদায়েতের নূরকে একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার বিপরীতে পথভ্রষ্টতাকে বহু বচনে 'জুলমাত' ব্যবহার করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আহমদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (র) .... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "তোমাদের মধ্যে এমন কে রহিয়াছে যে ঐ আয়াত তিনটির নির্দেশ মানিয়া চলার জন্য আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করিবে ? অতঃপর মহানবী (সা) قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ আয়াত পাঠ করিয়া আয়াত তিনটি পাঠ করা শেষ করিলেন। তারপর বলিলেন : যে লোক এই বায়আতের উপর দৃঢ়ভাবে স্থির থাকিয়া উক্ত আয়াতের নির্দেশমালা মানিয়া চলিবে, আল্লাহ্র নিকট তাহার জন্য প্রতিদান রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যে লোক এই বায়আত হইতে কোন কিছু কম করিবে, পরিণামে এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ তাহাকে পাকড়াও করিবেন, ইহাই হইবে তাহার শাস্তি। তবে যদি তাহাকে পরকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, সে ব্যাপারটি আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে পাকড়াও করিবেন অথবা ইচ্ছা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।"

(١٥٤)ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَ
تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ۝
(١٥٥)وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُوْنَ ۝

১৫৪. অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহা সৎকর্ম-পরায়ণদের জন্য পূর্ণাংগ এবং যাহাতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। পরন্তু উহা পথের দিশা ও আল্লাহ্‌র দয়া স্বরূপ। হয়ত ইহার দরুন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্বাসী হইবে।

১৫৫. আর এই কিতাবকে আমি কল্যাণময় ও বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং আল্লাহ্‌ভীরু হও। হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হইবে।

তাফসীর : ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে ثُمَّ শব্দের পর قُلْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! আমার পক্ষ হইতে এই সংবাদ দাও যে, আমি মূসাকেও কিতাব দান করিয়াছি। এখানে যে قُلْ শব্দ উহ্য রহিয়াছে, তাহা قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তবে আমার মতে বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এখানে ثُمَّ শব্দটি খবর এবং উহার পরবর্তী খবরকে সংযুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

যেমন কোন কবি লিখিয়াছেন :

قل لمن سعاد ثم ساد ابوه * ثم من قبل ذالك قد ساد جده .

অর্থাৎ যে লোক নেতা এবং যাহার পিতা নেতা ছিলেন, এমন কি ইহার পূর্বে তাহার দাদা নেতা ছিলেন, তাহাকে বল।)

এ কবিতায়ও ثُمَّ শব্দ বাক্য সংযোজনের (আতফ) নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা যখন اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ আয়াত দ্বারা আল-কুরআন সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন, তখন তাওরাত কিতাব এবং উহার রাসূলের প্রশংসাসূচক আয়াতকে উহার সাথে সংযোজন করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন : আমি মূসাকেও কিতাব দান করিয়াছি। কুরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন ও তাওরাত কিতাবের কথা একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَهٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا .

"ইহার পূর্বে মূসার কিতাব দিয়াছি পথ-প্রদর্শক ও দয়ার প্রতীকস্বরূপ, অতঃপর এই কিতাব আরবী ভাষায় পূর্বের কিতাবসমূহ সত্যায়িত করিতেছে (৪৬ : ১২)।"

এই সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِىْ جَاءَبِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا .

" হে নবী ! বলিয়া দাও। কে নাযিল করিয়াছিল সেই কিতাব যাহা মূসা নিয়া আসিয়াছিল মানুষের জন্য আলো ও পথ নির্দেশরূপে ? তোমরা তাহাকে বিভিন্ন কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া কিছু অংশ প্রকাশ কর এবং উহার অনেকাংশ গোপন কর" (৬ : ৯১)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

هٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ এই কিতাবকে আমি বরকতময় করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি।"

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়া বলিতেছেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَاَ اُوْتِىَ مِثْلَ مَا اُوْتِىَ مُوْسٰى .

"আমার পক্ষ হইতে যখন সত্য (কুরআন) আসিয়াছিল, তখন মুশরিকরা বলিল : মূসাকে যাহা প্রদান করা হইয়াছে অনুরূপ তাহাকে কেন প্রদান করা হয় নাই" (২৮ : ৪৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ .

"ইহার পূর্বে মূসাকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা কি উহারা অস্বীকার করে নাই ? তাহারা কি ইহা বলে নাই যে, উভয়ই যাদুকর একে অপরের সাহায্যকারী। আমরা উহার সকলকেই অস্বীকার করিতেছি" (২৮ : ৪৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা জিন সম্প্রদায়ের বক্তব্য তুলিয়া ধরিতেছেন :

يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ .

"হে আমাদের সম্প্রদায় ! আমরা এমন এক কিতাব শুনিয়াছি যাহা হযরত মূসার পর অবতীর্ণ হইয়াছে। উহা পূর্বের তাওরাত কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্যের পথ প্রদর্শন করে" (৪৬ : ৩০)।

আলোচ্য تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে, আমি মূসাকে এমন কিতাব দান করিয়াছি যাহা সম্পূর্ণ এবং তাহার শরীআতের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِىْ الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .

আলোচ্য عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنَ এর মর্ম হইল, আমার আদেশসমূহ বাস্তবায়ন ও উহার আনুগত্য করার নিমিত্ত আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদানস্বরূপ এই কিতাব দান করিয়াছেন। এই আয়াতাংশটি هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ

"অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহ ব্যতীত কিছু নয়"—আয়াতের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নলিখিত আয়াতসমূহও এইরূপ।

যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَاذْ ابْتَلٰى ابْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ انِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ امَامًا .

স্মরণ করুন ইবরাহীমকে, তাহার রব কয়েকটি বিষয়ে তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সেগুলোকে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। তখন আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির নেতা মনোনীত করিব" (২ : ১২৪)।

وَجَعَلْنٰهُمْ ائِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُوْا وكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يُوْقِنُوْنَ .

"উহাদের হইতে আমি কতককে নেতা বানাইয়াছি যাহারা আমার নির্দেশমত মানুষকে পথপ্রদর্শন করে, তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল এবং আমার নির্দেশসমূহকে বিশ্বাস করিত" (৩২ : ২৪)।

আবূ জা'ফর রাযী (র) রবী ইব্ন আনাস (রা) হইতে ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্র দানসমূহের মধ্যে ইহা অতিশয় উত্তম দান।

এই আয়াত প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে উত্তমরূপে সৎকর্ম করিল আখিরাতে আল্লাহ্ তাহাকে পরিপূর্ণ নিয়ামত দিবেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : এখানে عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ ইহার অর্থ على احسانه অর্থাৎ الَّذِى মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন وخضتم كالذى خاضوا অর্থাৎ এখানেও الذى মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত।

ইব্ন রাওয়াহা রচিত নিম্নলিখিত কবিতায় الذى মাসদাররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতাটি এই :

وثبت الله ما اتاك مِن حسن * فِى المرسلين ونصرا كالذى نصروا .

"আল্লাহ্ তোমাকে যাহাকিছু দান করিয়াছেন তাহা নবীদের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আর উহাদিগকে সাহায্য করার ন্যায় তিনি তোমাকেও সাহায্য করিয়াছেন।" অন্যরা বলিয়াছেন যে, আয়াতে الذى শব্দটি الذين অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ এই আয়াতকে تَمَامًا عَلَى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا রূপে পাঠ করিতেন।

ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের اَحْسَنَ শব্দের অর্থ সৎকর্মপরায়ণ ও মু'মিন লোক বলিয়াছেন। আবূ উবায়দাও এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়াছেন। সৎকর্মশীল হইলেন নবীগণ ও মু'মিনগণ। অর্থাৎ তাওরাতের মরতবা ও মাহাত্ম্য আমি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।

আমার মতে এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায়।

قَالَ يَامُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِىْ وَبِكَلاَمِىْ .

"আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা ! আমি আমার প্রদত্ত রিসালাত ও কালাম দ্বারা তোমাকে সমগ্র মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি" (৭ : ১৪৪)।

অন্যান্য দলীল প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, মূসা (আ)-এর মর্যাদার এই শ্রেষ্ঠত্ব হযরত ইবরাহীম (আ) ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আবূ আমর ইব্‌ন আলা (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামুর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি أَحْسَنَ শব্দকে যবরের পরিবর্তে পেশযুক্ত করিয়া أَحْسَنُ পাঠ করিতেন এবং এই অর্থ বলিতেন যে, তাহার জন্য যে উত্তম পূর্ণাংগ করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, আমি এইরূপ কিরাত পাঠ করা বৈধ মনে করি না যদিও আরবী ভাষা অনুযায়ী এক দিক দিয়া ইহা বিশুদ্ধ। কতক লোকে ইহার অর্থ এই করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার বদান্যতা উহার জন্য পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং এই অনুগ্রহ তাহাদিগকে কৃত অনুগ্রহের চাইতে অনেক বেশি। এই মতবাদটির বর্ণনাকারী হইলেন ইব্‌ন জারীর ও বাগাবী। এই মতবাদ এবং প্রথম মতবাদের মধ্যে তেমন কোন বিরোধ নাই। ইব্‌ন জারীর (র) ইহার সমাধান করিয়াছেন এবং উহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

আর উপরোক্ত تَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, মূসাকে প্রদত্ত তাওরাত কিতাব প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য বিশদ বিবরণ সম্বলিত পুস্তক, পথের দিশা প্রদানকারী এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিশেষ। এই আয়াতে মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের প্রশংসা ও গুণাগুণ বর্ণনা রহিয়াছে।

আলোচ্য وَهٰذَا كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

এই আয়াতে দুনিয়ার সকল মানুষকে আল-কুরআনের দিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে এই কিতাব অধ্যয়ন, উহার আদেশ পালন, উহা চিন্তা গবেষণা করা ইত্যাদির জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ, এই কিতাবের অনুসরণ যাহারা করিবে এবং কিতাবের বিধান মাফিক যাহারা কাজ করিবে, তাহাদের জন্য এই কিতাব ইহকালে ও পরকালে কল্যাণময় ও ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া তিনি ঘোষণা দিয়াছেন। তাই এই কুরআন হইল আল্লাহ্‌র বরকতময় কিতাব।

(١٥٦) أَنْ تَقُوْلُوْٓا إِنَّمَآ أُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ص
وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ○
(١٥٧) أَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ج
فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ج فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ
عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ○

১৫৬. তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, কিতাব তো আমাদের পূর্বে দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। আর আমরা তাহাদের পঠন সম্পর্কে তো সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।

১৫৭. অথবা তোমরা যেন ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক ভাল সৎপথ প্রাপ্ত হইতাম। সুতরাং এখন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল হিদায়েত ও অনুগ্রহ আসিয়াছে। অতএব যে আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে তাহার চেয়ে বড় জালিম কে হইতে পারে ? যাহারা আমার আয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের এই আচরণের জন্য আমি তাহাদিগকে অতিশয় নিকৃষ্ট শাস্তি দিব।

তাফসীর : ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, এই কিতাব (কুরআন) আমি এইজন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা এই কথা না বলিতে পার যে, আমাদের পূর্বের দুইটি সম্প্রদায়ের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, আমাদের প্রতি তো হয় নাই। তোমাদের ওজর আপত্তি খণ্ডন করিবার জন্যই ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

لَوْلاَ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيَاتِكَ .

“ইহা যদি না হইত যে উহাদের কর্মফলের দরুনই উহাদিগের প্রতি বিপদ আপতিত হইয়াছে, তবে উহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক ! যদি তুমি আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইতে তাহা হইলে আমরা তোমার নিদর্শনের আনুগত্য করিতাম” (২৮ : ৪৭)।

আলোচ্য عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : উক্ত আয়াতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়দ্বয়ের কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদা (র)-সহ অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে যে, আমরা তাহাদের কথা বুঝিতাম না। কেননা তাহারা আমাদের ভাষাভাষী নহে। আমরা উহাদের ব্যাপারে অমনোযোগী হইয়াছি এবং উহাদিগের নিকট যাহা কিছু আসিয়াছে তাহা হইতে অন্য কাজে নিমগ্ন হইয়াছি। কারণ উহাদের পঠন পাঠন সম্বন্ধে আমরা কোন কিছুই অবহিত নহি।

আলোচ্য اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ আয়াতের তাৎপর্য হইল এই যে, আমি তোমাদের বারংবারের এই হঠকারী উক্তি ও বাহানাকে খণ্ডন করিয়াছি যেন তোমরা ইহা না বলিতে পার যে, আমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হইলে আমরা উহাদের এবং উহাদেরকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে অনেক বেশি হিদায়েতপ্রাপ্ত ও সৎপথের অনুসারী হইতাম। যেমন উহাদের এইরূপ আচরণের কথা আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন :

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدٰى الْاُمَمِ .

"উহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভীতি প্রদর্শনকারী নবী রাসূল আসেন, তবে উহারা অন্যান্য যে কোন জাতি অপেক্ষা অনেক বেশি সৎপথের অনুসারী হইবে" (৩৫ : ৪২)।

এখানেও ঠিক অনুরূপ কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ আয়াতাংশের তৎপর্য হইতেছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তোমাদের ভাষাভাষী আরবী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কুরআন আসিয়াছে। উহাতে বৈধ ও নিষিদ্ধ সকল বিষয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু এই কুরআন অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করে আর ইহার অনুসারী এবং ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী আল্লাহ্‌র বান্দাগণের জন্য এই কুরআন আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া বিশেষ।

আলোচ্য فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا আয়াতাংশের মর্ম হইতেছে এই যে, উহারা যেমন রাসূলের অনীত জীবন-বিধান দ্বারা উপকৃত হয় না, তেমনি রাসূলকে প্রদত্ত জীবন বিধানের অনুসরণও করে না। বরং উহা হইতে নিজেরা মুখ ফিরাইয়া থাকে এবং মানুষকেও ফিরাইয়া রাখে। মানুষ যাহাতে রাসূলের পথে আসিতে না পারে সেজন্য উহারা বাধা হইয়া দাঁড়ায়। সুদ্দী (র) ইহা বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মতে وَصَدَفَ عَنْهَا অর্থ হইল আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিমুখ হওয়া।

এখানে সুদ্দী (র)-এর মতবাদটিই শক্তিশালী ও যুক্তিযুক্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা ভাবে এবং তাহা হইতে ফিরিয়া থাকে, উহাদের চেয়ে বড় জালিম কেহই হইতে পারে না। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে বর্ণিত হইয়াছে :

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ الاَّ اَنْفُسَهُمْ .

"উহারা নিজেরা ঈমান লওয়া হইতে নিবৃত্ত রহিতেছে এবং অন্যদিগকেও বিরত রাখিতেছে। উহারা নিজেরাই নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে" (৬ : ২৬)।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন:

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ .

"কাফিরগণ মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিরত রাখে। আমি উহাদিগকে শাস্তির উপর অধিক মাত্রায় শাস্তি দিব" (১৬ : ৮৮)।

আল্লাহ্ পাক নিম্নলিখিত আয়াতে বলেন :

سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ .

"যাহারা আমার নিদর্শন হইতে ফিরিয়া থাকে, তাহাদের এই ফিরিয়া থাকার অপরাধের জন্য অতিসত্বর তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্টতর শাস্তি দিব" (৬ : ১৫৭)। এ ক্ষেত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) যে বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত আয়াতের মর্ম তাহাই

প্রমাণিত হয়। সুতরাং فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا আয়াতাংশের সারমর্ম হইল উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে বিশ্বাস করে না এবং তদানুযায়ী কাজও করে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

فَلاَ صَدَّقَ وَلاَصَلّٰى ، وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

"উহারা বিশ্বাসস্থাপনও করে না এবং নামাযও পড়ে না। বরং মিথ্যা মনে করে এবং উহা হইতে ফিরিয়া থাকে" (৭৫ : ৩১-৩২)।

ইহা ব্যতীত আল-কুরআনে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা কাফিরগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন-বিধান এবং তাঁহার রাসূলকে আন্তরিকভাবে মিথ্যা মনে করা এবং উহার অনুসরণ ও বাস্তবায়নকে পরিহার করার কথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সুদ্দী (র)-এর উক্তিই শক্তিশালী ও দেদীপ্যমান। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত আয়াতও আল-কুরআনে বর্ণিত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন :

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا .

অর্থাৎ তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে লোক আল্লাহ্র আয়াতকে মিথ্যা বলে আর তাহা হইতে বিরত থাকে ও রাখে ?

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ .

"যাহারা নিজেরা কাফির এবং আল্লাহ্র পথে অন্যকেও আসিতে বাধা দেয়, আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বাড়াইয়া দিব; কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করে" (১৬ : ৮৮)।

(١٥٨) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ
بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ۭ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ۭ
قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

১৫৮. তাহারা শুধু ইহারই না প্রতীক্ষা করে যে, তাহাদের নিকট ফেরেশতা আসিবে অথবা তোমার প্রতিপালক আসিবেন কিংবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে, সেদিনের পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে, সে ব্যক্তির তখন ঈমান আনায় কোন ফল হইবে না। অথবা ঈমান অনুযায়ী তখন সৎকর্ম করিলেও তাহাতে কোন কাজ হইবে না। হে নবী ! বল যে, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধিগণকে, যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও আয়াত মিথ্যা ভাবে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, তাহাদিগকে কঠোর ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন : উহারা এই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে যে, উহাদের নিকট ফেরেশতা বা স্বয়ং তোমার প্রভু উপস্থিত হইবেন। ইহা

কিয়ামতের দিন হইবে। অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবার প্রতীক্ষায় উহারা রহিয়াছে। যে দিন প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে সেদিন কোন ব্যক্তির ঈমান ফলপ্রসূ হইবে না। আর ইহা কিয়ামতের পূর্ব নিদর্শনসমূহের অন্যতম কিছু হইবে।

ইমাম বুখারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন : মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ...আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দিবাচক্রবালের পশ্চিম প্রান্ত হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হইবে না। মানুষ যখন ইহা অবলোকন করিবে, তখন কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন ঈমান গ্রহণে কোন ফল হইবে না, যদি পূর্বাহ্নে ঈমান না আনিয়া থাকে। ইসহাক (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"দিবা চক্রবালের পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্য উদয় হইলে লোকেরা উহা অবলোকন করিয়া সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে এই সময় ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন।"

এই হাদীসটি এককভাবেই দুইটি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সনদে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তাহ্র সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সনদের হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আবূ কুরাইব (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : তিনটি পূর্ব নিদর্শন যখন প্রকাশ পাইবে, তখন আগে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখনকার ঈমান আনায় কোন উপকার হইবে না। তেমনি ঈমানের ভিত্তিতে নেক আমল করাও ফলপ্রসূ হইবে না। সেই নিদর্শন তিনটি হইতেছে পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া; দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া এবং দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া। এই হাদীসটিকে ইমাম আহমদ (র) অন্যান্য রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মতে তৃতীয় লক্ষণ হইল ধুয়া উদগীরণ হওয়া। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন : রবী' ইব্ন সুলায়মান (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) বলিয়াছেন : পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। যখন পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় হইবে তখন সকল মানুষই ঈমান আনিবে। কিন্তু পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে তখন ঈমান আনায় কোন ফলোদয় হইবে না।

এই হাদীসকে বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া তাহার তাফসীরে উল্লেখিত সবগুলি সনদই প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"যে লোক পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবার পূর্বে তাওবা করিবে তাহার তাওবা মঞ্জুর হইবে।"

তবে সিহাহ্ সিত্তাহ্র কেহই এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

অন্য এক হাদীস বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য সংকলক ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ (র)-সহ অন্যান্য রাবীর সনদে আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সূর্য

অস্তমিত হইলে কোথায় যায় তাহা কি তুমি জান ? আমি বলিলাম : না, আমি জানি না। মহানবী (সা) বলিলেন : সে আরশের সম্মুখে গিয়া সিজদাবনত হইয়া পড়ে। যখন তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার কথা বলা হয়, তখন সে সিজদা হইতে উঠে। হে আবূ যার! যে দিন সূর্যকে বলা হইবে, যেখানে অস্তমিত হইয়াছে তথা হইতে উদয় হও; সেই দিন পূর্বে ঈমান না আনিয়া থাকিলে ঈমান আনায় আর কোন উপকার হইবে না।

(আর এক হাদীস) হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ ইব্‌ন আবূ শুরায়হা গিফারী (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : সুফিয়ান ফুরাত ও আবূ তুফায়েলের সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন উসায়েদ গিফারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। আমরা কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করিতেছিলাম। মহানবী (সা) আমাদের আলোচনা শুনিয়া বলিলেন : তোমরা দশটি লক্ষণ প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে না। সেই লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, ধুয়ায় ভূপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়া, এক ধরনের অদ্ভুত জীবের প্রকাশ হওয়া, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের শুভাগমন হওয়া, দাজ্জাল বাহির হওয়া, তিনটি ভূমিধস হওয়া—একটি পূর্বদিকে, পশ্চিম দিকে একটি, একটি আবর উপদ্বীপে এবং আদন (এডেন) ভূগর্ভ হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া। উহা সমস্ত মানুষকে হাঁকাইয়া নিবে অথবা একত্র করিবে। যেখানে তাহারা রাত্রি যাপন করিতে চাহিবে সেখানে আগুনও সমুপস্থিত এবং যেখানে তাহারা দুপুরে বিশ্রাম করিবে আগুনও তাহাদের সঙ্গে থাকিবে। ইমাম মুসলিমও অনুরূপভাবে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। চারিটি সুনান কিতাবের সংকলকগণও এই হাদীসকে ফুরাতুল কাজ্জাজের সূত্রে হুযায়ফা ইব্‌ন আসীদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী এই হাদীসকে 'হাসান' ও 'সহীহ্' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

(আর একটি হাদীস) ইহা হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সাওরী (র) হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা)-কে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার লক্ষণ কি ? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : সেই রাত্রিটি পবিত্র। যাহারা রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তাহারা জাগরিত হইয়া পূর্বের ন্যায় নামায ও অন্যান্য ইবাদত করিতে থাকিবে। আকাশের নক্ষত্র পরিদৃষ্ট হইবে না; ইতিপূর্বে উহা অস্তমিত হইয়াছে। অতঃপর নক্ষত্র উদয় হইলে তাহারা আবার জাগরিত হইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর নিদ্রায় যাইয়া আবার জাগরিত হইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে। এমনভিাবে শয়ন করিতে করিতে উহাদের নিতম্ব ও পাজরদেশ অবশ হইয়া পড়িবে এবং রাত্রি খুব লম্বা ও দীর্ঘকায় হইবে। সমগ্র মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবে না। সকল মানুষ পূর্ব দিক হইতে সূর্যোদয়ের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিবে। কিন্তু হঠাৎ সূর্য পশ্চিমদিক হইতে উদয় হইবে। সকল মানুষ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় অবলোকন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল ও দীনের প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তখনকার ঈমান আনায় উহাদের কোনই উপকার হইবে না। ইব্‌ন মারদুবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ধরনের হাদীস সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কোন কিতাবে উল্লেখ নাই।

(আর এক হাদীস) ইহা আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পূর্ণ নাম হইল সা'দ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন সিনান (রা)। ইমাম আহমদ (র) বলেন : ওয়াকী ইব্‌ন আবূ

লামামা আতিয়াতুল আনবারি সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) উপরোক্ত بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَايَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا-আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ঐ দিনটি হইল সেই দিন, যে দিন পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া উহাকে 'গরীব' হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আরও এক লোকে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু 'মারফূ' সনদে নহে।

তালূত ইব্ন আব্বাস (রা) আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজলার (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া।

আদিম ইব্ন নাজুদ (র) সাফ্ওয়ান ইব্ন আসাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা পশ্চিম দিকে বিরাট একটি দরজা তাওবার জন্য খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। দরজাটি সত্তর বৎসরের দূরেত্বর ব্যবধানের ন্যায় প্রশস্ত। সেই দরজাটি পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসাঈ ইহাকে সহীহ্ হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্ন মাজা এই হাদীসকে দীর্ঘ হাদীসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন মারদুবিয়া (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন দুহাইম (রা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মানুষের নিকট এমন একটি রাত্রির আগমন হইবে যাহা তোমাদের এই রাত্রিগুলির তিনটি রাত্রির সমান। এই রাত্রির আগমন হইলে তাহাজ্জুদ আদায়কারী লোকেরা উহা চিনিতে পারিবে। উহারা গাত্রোত্থান করিয়া নামায পড়িবে এবং ওযীফা আদায় করিবে। অতঃপর নিদ্রায় যাইবে। আবার জাগিয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইবে এবং ওযীফা আদায় করিয়া নিদ্রায় যাইবে। এহেন মুহূর্তে চতুর্দিক হইতে চিৎকার শুরু হইবে এবং পরস্পর পরস্পরকে বলিবে, ইহা কি অবস্থা ! অতঃপর উহারা ভীত হইয়া মসজিদে গিয়া আশ্রয় নিবে। তখন হঠাৎ করিয়া পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে। সূর্য আকাশের মধ্যস্থান পর্যন্ত আসিয়া আবার পশ্চিমে অস্তমিত হইবে এবং তাহার উদয়স্থল পূর্বপ্রান্ত হইতে যথারীতি উদয় হইতে থাকিবে। মহানবী বলেন : এই সময় কোন ব্যক্তি ঈমান আনিলে কোন ফল হইবে না। এই হাদীসটি এই সনদ অনুযায়ী গরীব। সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোন কিতাবে ইহার উল্লেখ নাই।

(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (র) আমর ইব্ন জাবীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : তিনজন মুসলমান মদীনায় মারওয়ানের নিকট এমন সময় গিয়াছিল যখন সে কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিল। তাহারা এই বলিতে শুনিল যে, কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ হইল দাজ্জাল বাহির হওয়া। ইব্ন জারীর বলেন, উহারা তথা হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমরের নিকট গিয়া মারওয়ানের নিকট কিয়ামতের লক্ষণ সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি ইহা শুনিয়া জওয়াব দিলেন : মারওয়ান কিয়ামতের লক্ষণের কিছুই বলে নাই। আমি মহানবী (সা) হইতে ইহা শুনিয়া সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি যে, তিনি

বলিয়াছেন, কিয়ামতের বড় লক্ষণসমূহের মধ্যে পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। অতঃপর দাব্বাতুল আরদের (এক প্রকার অদ্ভুদ জন্তু) প্রকাশ হওয়া। এই দুইটির একটি পূর্বে হইবে অপরটি তাহার পরপর হইবে।

অতঃপর ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি মনে করি কিয়ামতের বড় লক্ষণগুলির মধ্যে পহেলা লক্ষণ হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। আর এই সূর্য যখনই অস্তমিত হয়, তখনই আরশের নিম্নদেশে উপস্থিত হইয়া সিজদাবনত হয়। অতঃপর পূর্ববৎ যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহাকে প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হয়। এভাবে পশ্চিম দিক হইতে উদয় না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা অনুমতি দিতে থাকেন। সুতরাং সে যেরূপ কাজ করিত সেইরূপ করিতে থাকে। এভাবে একদিন আসিয়া সিজদা করিয়া প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে না। আবার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করা হইবে, কিন্তু তাহার উপর কোন হুকুম জারি হইবে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি রাত্রির অবসান হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, যখন তাহাকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হইবে; তখন সে পূর্ব দিকে উপনীত হইতে পারিবে না। ফলে সূর্য তখন বলিবে হে আমার প্রতিপালক ! আমার হইতে মানুষ পর্যন্ত পূর্বদিককে খুব বেশি দূরত্ব করিও না। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত আকাশের দিগন্ত উন্মুক্ত হইবে। মনে হইবে যেন উহার প্রত্যাবর্তনের অনুমতি আবেদনটি সেখানে ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে। অতএব তাহাকে বলা হইবে তুমি তোমার স্থানে চলিয়া যাও এবং উদয় হও। সুতরাং সে পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইয়া মানুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবে। আবদুল্লাহ্ (রা) এই আয়াতটি পাঠ করিলেন :

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ .

ইমাম মুসলিমও এই হাদীস তদীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজা তাহাদের সুনান কিতাবদ্বয়েও এই হাদীসকে আবূ হাইয়ান তাইমী, যাহার পূর্ণ নাম হইল ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন হাইয়ান (র) আবূ যাররাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জারীরের সূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(আর এইকটি হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল 'আস হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

তাবারানী (র) বলেন : আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হাইয়ান আরবকী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন 'আস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আদুল্লাহ্ বলেন :

"মহানবী (সা) বলিয়াছেন : পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইলে ইবলীস সিজদাবনত হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবে, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে যে কোন লোককে সিজদা করার জন্য নির্দেশ দাও। তখন তাহার প্রহরিগণ সমবেত হইয়া বলিবে, এই অনুনয়-বিনয় কেন ? তখন ইবলীস বলিবে : আমি আমার প্রতিপালকের নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুযোগ দেওয়ার প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সেই নির্দিষ্ট সময়টি এই। বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর দাব্বাতুল আর্‌দ সাফা পাহাড়ের বিদারণ হইতে বাহির হইবে। সর্বপ্রথম সে এন্টিয়কে পা রাখিবে। অতঃপর ইবলীস আসিয়া উহাকে চড় মারিবে। এই হাদীসটি গরীব। ইহার সনদ খুব দুর্বল। হয়ত ইবনুল 'আস এই হাদীসটি সেই সহচরদ্বয় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাদিগকে ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর মাঠে নামাইয়া ছিলেন। তাই তাহাদের বরাতে বর্ণিত হাদীসটি মুনকার হাদীস (আল্লাহ্ই মহাজ্ঞানী)।

(আর এক হাদীস) ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন :

হাকাম ইব্‌ন নাফি' (র) অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্‌ন সা'দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "শত্রু যতদিন যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, ততদিন হিজরত বন্ধ হইবে না।" অতঃপর মুআবিয়া, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইবনুল 'আস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হিজরত দুই প্রকার। পহেলা হিজরত হইল পাপের কাজ পরিত্যাগ করা। আর দ্বিতীয় হিজরত হইল আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করা। তওবা কবূল হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হইবে না। তবে পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা তওবা কবূল হইতে থাকিবে। তাই সেদিকে যখন সূর্য উদিত হইবে, তখন সমস্ত মানুষের যাহার মধ্যে কিছু ঈমান ও আমল রহিয়াছে তাহা মোহর করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহাই তাহার জন্যে নির্দিষ্ট থাকিবে।

এই হাদীসটি 'হাসান' সনদে বর্ণিত বটে। কিন্তু সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র কিতাবের কোন সংকলকই ইহাকে গ্রহণ করেন নাই।

(আর এক হাদীস) ইহা ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল-আরাবী ইব্‌ন সিরীনের সূত্রে আবূ উবায়দা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, কিয়ামতের যে সব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রায়ই পাওয়া গিয়াছে। মাত্র চারিটি লক্ষণ এখনও অবশিষ্ট। উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, দাব্বাতুল আরদ বাহির হওয়া এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হওয়া। অতঃপর তিনি বলেন : তবে যে লক্ষণটির দরুন আমলনামা মোহর করা হইবে, তাহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়া। তোমরা কি আল্লাহ্ তা'আলার এই আয়াতের প্রতি লক্ষ কর নাই যে, তিনি বলিয়াছেন يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ (যেদিন তোমার প্রতিপালকের কোন নিদর্শন আসিবে) অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীসকে আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া তদীয় তাফসীরে মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়া দীর্ঘ বর্ণনার এ হাদীসকে গরীব ও মুনকার নামে অভিহিত করিয়াছেন ! হাদীসের বিবরণ হইল এই : সেই দিন চন্দ্র-সূর্য একত্রে পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে। আকাশের মধ্যস্থানে আসিবার পর আবার পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হইবে। অতঃপর পূর্ববৎ তাহার উদয়স্থল পূর্বাকাশ হইতে নিয়মিত উদয় হইতে থাকিবে।

এই হাদীসটি সনদের দিক দিয়া শুধু 'গরীবই' নয় বরং মুনকার ও মাওজু বটে। হাদীসটিকে মারফূ' দাবী করা হইলেও উহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) অথবা ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌র বক্তব্য। ফলে উহার মারফূ' রূপে পরিবর্তন করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সুফিয়ান (র) মানসুর ও আমিরের সূত্রে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: কিয়ামতের পহেলা লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমলনামা বন্ধ হইবে এবং কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদ্বয়ের দায়িত্ব শেষ হইবে। এই হাদীসকে ইব্‌ন জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আলোচ্য لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের মর্ম হইল, সেদিন আল্লাহ্‌র কথার বাস্তব প্রমাণ পাইয়া কাফিরগণ তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। কিন্তু তাহাদের

ঈমান গ্রহণ করা হইবে না। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকাজ করিয়াছে, তাহারা বিরাট কল্যাণ লাভ করিবে। তবে তাহারা যদি সৎকর্মপরায়ণ না হইয়া থাকে এবং সেদিন নূতনভাবে তওবা করে তাহাদের তওবা গৃহীত হইবে না। উল্লেখিত হাদীসসমূহ এবং أَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য قُلِ انْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আয়াতাংশ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণকে কঠোরভাবে ধমক দিতেছেন। ইহা সেইসব নূতন ঈমানদার ও নূতন তওবাকারীদের জন্য সতর্কবাণী যাহাদের শেষ মুহূর্তের ঈমান ও তওবা দ্বারা কোন উপকার হইবে না। এই বিধান কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার নিকটবর্তী সময় পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় হওয়ার পরই প্রযোজ্য তাহার পূর্বে নহে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ .

"উহারা কি শুধু কিয়ামতের অপেক্ষা করিতেছে ? কিয়ামত হঠাৎ করিয়া ঘটিবে। অবশ্য উহার শর্তাবলী আসিয়াছে। সুতরাং উহাদের জন্য আমি উহার আলোচনা করিয়াছি" (৪৭ : ১৮)।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَلَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْ بَأْسَنَا .

অর্থাৎ "উহারা যখন আমার শাস্তি অবলোকন করিবে, তখন বলিবে, আমরা এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং যাহাদিগকে তাঁহার সাথে শরীক করিয়াছিলাম তাহাদিগকে আমরা অস্বীকার করিয়াছি। কিন্তু আমার শাস্তি আলোকন করিবার পর তাহাদিগের ঈমান দ্বারা কোন ফলোদয় হইবে না" (৪০ : ৮৪-৮৫)।

(١٥٩) اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○

১৫৯. যাহারা দীন সম্পর্কে পার্থক্য করিয়াছে অর্থাৎ নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদের কোন কাজের দায়িত্ব আপনার নাই। তাহাদের বিষয় মীমাংসা করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

তাফসীর : মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, এই আয়াত ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদিগের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আওফা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত আয়াতে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণের ক্রিয়াকলাপের কথা বিবৃত হইয়াছে। উহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবূওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে ধর্ম নিয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদ ও মতানৈক্যে লিপ্ত ছিল। তাহারা নিজ নিজ ধর্মমতের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহানবী (সা)-কে আল্লাহ্

তা'আলা নবূওয়াতীর দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : সাঈদ ইব্ন উমর সুকুনী (রা) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, উহাদিগের কাজের দায়িত্ব তোমার উপর নয়। উহারা হইল নূতন দীন সৃষ্টিকারী ও আসল দীনের মধ্যে সন্দেহ পোষণকারী লোক। কিন্তু এই হাদীসের এই সনদটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা সনদের অন্যতম রাবী আব্বাস ইব্ন কাছীর বর্ণনাকারী হিসাবে প্রত্যাখ্যাত। তবে এই হাদীসের বক্তব্য মনগড়া নহে। কিন্তু ইহাকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করা ভুল হইয়াছে। কেননা এই হাদীসকে সুফিয়ান সাওরী (রা)ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন : এই আয়াত উম্মতে মুহাম্মদী প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবূ গালিব (র) وَكَانُوْا شِيَعًا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহারা হইতেছে খারিজী সম্প্রদায়। আবূ উমামা (র) হইতে ইহা 'মারফূ' সনদেও বর্ণিত হইয়াছে, তবে তাহা বিশুদ্ধ নহে।

শু'বা (র) ... ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) আয়িশা (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের কথা বলিয়াছেন তাহারা হইল বিদআতী বা দীনের মধ্যে নূতন কথা উদ্ভাবনকারী লোক।

ইব্ন মারদুবিয়াও এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু গাদীসটি 'গরীব'। ইহার মারফূ' সনদ বিশুদ্ধ নয়।

বাহ্যিকরূপে এই আয়াতটি ব্যাপকার্থক। যাহারা আল্লাহ্র দীনকে বিভক্ত করে কিংবা দীনের বিরুদ্ধবাদী হয় সেই সব প্রত্যেকটি লোকের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে হিদায়েত ও সত্যদীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন সমস্ত বাতিল ধর্মের উপর ইহাকে বিজয়ী করার জন্য। তাই আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআতও একটি। তাহার মধ্যে যেমন কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নাই তেমনি কোন বিভিন্নতা, বিচ্ছিন্নতা ও পার্থক্য সৃষ্টিরও কোন সুযোগ নাই। সুতরাং যাহারা শরীআত নিয়া নানা মত ও পথের সৃষ্টি করিবে, তাহারাই ফিরকা ও দলে পরিণত হইবে। যেমন দীনকে জগাখিচুড়ীকারী, দীনের মধ্যে মিথ্যা কথা সংমিশ্রণকারী; পথভ্রষ্ট ও বিবেক পূজারিগণ বিভিন্ন দল উপদল সৃষ্টি করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে উহাদের গর্হিত কাজ হইতে দায়িত্বমুক্ত করিয়া পবিত্র রাখিয়াছেন। আর এই আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্ন লিখিত আয়াতের ন্যায়। আল্লাহ্ বলেন :

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ .

"আমি নূহকে যে উপদেশ দিয়াছি এবং তোমার নিকট যে প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছি, উহাই তোমার জন্য জীবন-বিধান করিয়া দিয়াছি" (৪২ : ১৩)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমরা নবী সম্প্রদায় হইলাম বৈমাত্রিক ভাই। সুতরাং আমাদের মূল দীন এক। আর ইহাই হইল সেই সরল পথ যাহা রাসূলগণ নিয়া আসিয়াছেন। অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে এক আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাহার সাথে

শরীক না করা এবং পরবর্তীতে আগত রাসূলের শরীআতকে আঁকড়াইয়া ধরা। পক্ষান্তরে ইহার বিরোধী যাহা কিছু আছে তাহা অপ্রয়োজনীয়, অজ্ঞতা প্রসূত ও খেয়াল খুশির মত ও পথ। রাসূলগণ ইহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত لَسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ আয়াতে বলিয়াছেন।

আলোচ্য اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (উহাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তিনি উহাদের কৃত কার্যাবলী সম্পর্কে উহাদেরকে অবহিত করিবেন।) আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"আল্লাহ্‌র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহূদী, নক্ষত্র পূজারী, খ্রিস্টান, অগ্নি পূজারী এবং মুশরিক হইয়াছে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন নিশ্চয় ইহাদিগের সকলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন" (২২ : ১৭)।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিনের স্বীয় ফরমান ও সুবিচারের কথার পাশাপাশি তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী আয়াতে তিনি উহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

(١٦٠) مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

১৬০. কেহ কোন ভাল কাজ করিলে সে উহার দশগুণ প্রতিদান পাইবে। আর খারাপ কাজ করিলে শুধু উহারই প্রতিদান দেওয়া হইবে। আর তাহাদের প্রতি আদৌ অবিচার করা হইবে না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত অস্পষ্ট আয়াতেরই সবিশদ বর্ণনা। সেখানে আল্লাহ্ পাক বলেন : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا

যে লোক সৎকাজ করিবে সে উহার ভাল প্রতিদান পাইবে (২৮ : ৮৪)।

এই আয়াতের বিশদ আলোচনায় বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন :

আফ্‌ফান (রা) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা) তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতি দয়ালু। কোন লোক সৎকাজের ইচ্ছা করিলে সে উহা বাস্তবায়ন না করিলেও তাহার জন্য আমলনামায় দশ হইতে সাতশতগুণ পর্যন্ত এবং আরও অধিক নেকী আমলনামায় লেখা হয়। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ কাজের ইচ্ছা করিলে সে উহা বাস্তবায়ন না করিলে তাহার আমলনামায় নেকী লেখা হয়। আর উহা বাস্তবায়ন করিলে তাহার জন্য হয় একটি পাপ আমলনামায় লেখা হয় অথবা উহাও আল্লাহ্ তা'আলা বিলুপ্ত করেন।

ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবূ উসমানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলিয়াছেন :

আবূ মুআবিয়া (র) ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাক বলেন : যেলোক সৎ কাজ করিবে সে উহার দশগুণ ও আরও বেশি প্রতিফল লাভ করিবে। আর কোন লোক পাপ কাজ করিলে সে উহার সম পরিমাণ প্রতিফল পাইবে অথবা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কোন লোক আমার সাথে শরীক না করিয়া যদি দুনিয়াভর পাপ করিয়াও আমার কাছে আসে, তাহা হইলেও আমি ততো পরিমাণ তাহাকে ক্ষমা করিব। কোন লোক আমার দিকে এক বিঘত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে এক হাত আগাইয়া আসি। কোন লোক আমার দিকে এক হাত আগাইয়া আসিলে আমি তাহার দিকে দুই হাত আগাইয়া আসি। আমার দিকে কোন লোক পদব্রজে আসিলে আমি তাহার দিকে দৌড়াইয়া আসি।

ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটিকে আবূ কুরাইবের সূত্রে আবূ মুআবিয়া হইতে এবং আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)ও ওয়াকীর (র) সূত্রে আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজা (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন আলী ইব্ন মুহাম্মদ তানাফিসীর সূত্রে ওয়াকী (র) হইতে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসলী বলিয়াছেন : শায়বান হাম্মাদ ও সাবিতের সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী বলিয়াছেন : কোন লোক সৎকাজ করার ইচ্ছা করিল, কিন্তু সে উহা কার্যকরী করিল না, তাহার জন্য আমলনামায় একটি নেকী লিখা হয়। আর উহা কার্যকরী করিলে তাহার জন্য দশটি নেকী লিখা হয়। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়া উহা কার্যকরী না করিলে কিছুই লেখা হয় না। যদি কার্যকরী করে তাহার আমলনামায় একটি পাপের কথাই লিখা হয়।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও উহা পরিহার করা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. কখনো আল্লাহ্কে ভয় করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পরিহার করা হয়। এহেন লোকের জন্য একটি নেকী লিখা হয়। ইহা আমল ও নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। আর এই জন্যই তাহার আমলনামায় নেকী লিখা হয়। যেমন কোন এক সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন : এই পাপের কাজ একমাত্র আমাকে ভয় করিয়া বা আমার কারণেই পরিহার করা হইয়াছে। ২. কখনো এইরূপ হয় যে, পাপ করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও ভুলবশত উহা করা হয় না। এহেন ব্যক্তির জন্য নেকী বা গুনাহ্ কিছুই নাই। কেননা সে ভাল উদ্দেশ্যে যেমন তাহা পরিহার করে নাই, তেমনি সে খারাপ কাজও করে নাই। সুতরাং তাহার জন্য কিছুই নাই। ৩. কখনও এমনও হয় যে পাপকাজ কার্যকরী করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় উহার কার্যকারণসমূহও সমুপস্থিত করে। কিন্তু উহা করিতে ব্যর্থ হয়। এ লোক পাপ না করিলেও পাপকারীর স্থানে শামিল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুইজন মুসলমান পরস্পর তরবারি দ্বারা লড়াই করিয়া একজনকে হত্যা করিলে উহারা উভয়ই দোযখী হইবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! হত্যাকারী দোযখী হওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে সে দোযখী হইবে কি কারণে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : সে স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।

ইমাম আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলিয়াছেন :

মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক নেক কাজ করার ইচ্ছা করে আল্লাহ্ তাহার জন্য নেকী লিখিয়া দেন । সে কাজ করা হইলে তাহার জন্য দশগুণ নেকী লিখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে কোন লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করিলে উহা না করা পর্যন্ত কিছুই লেখেন না। যদি কাজটি করা হয়, তবে একটি পাপ লিখেন। উহা না করিলে একটি নেকী তাহার আমলনামায় লিখেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বান্দা আমার ভয়ে এ কাজ পরিহার করিয়াছে। ইহা হইতেছে মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) বর্ণিত হাদীস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... খুরাইম ইব্ন ফাতেক আসাদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং আমল বিভক্ত ছয় শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীর মানুষ ইহকাল ও পরকালে খুব ভাগ্যবান হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ ইহকালে খুব ভাগ্যবান হইবে কিন্তু পরকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সম্বলহীন। তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ ইহকালে হইবে ভাগ্যহীন ও সহায়-সম্বলহীন, কিন্তু পরকালে তাহাদের ভাগ্য হইবে খুব প্রসন্ন ও সমৃদ্ধ। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতেই ভাগ্যহীন ও সহায়-সম্বলহীন হইবে। আমল ছয় প্রকার এই : ওয়াজিবকারী দুই প্রকার। দুই প্রকার সমপরিমাণের যোগ্য। এক প্রকার হইল প্রতিদান দশগুণ হইবে। এক প্রকারের প্রতিদান সাতশতগুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। ওয়াজিবকারী আমল দুইটি হইল এই যে, কোন লোক মুসলিম ও মু'মিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল এবং সে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, তাহার জান্নাত ওয়াজিব (অনিবার্য) হইয়া যায়। যে লোক কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহার জন্য ওয়াজিব হয় জাহান্নাম। তেমনি যে লোক ভাল কাজ করার ইচ্ছা করিয়াও ইহা করিতে পারিল না এবং আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালই ওয়াকিফহাল যে, তাহার মন এই কাজ করার জন্য লালায়িত ছিল। সুতরাং তাহার জন্য একটি নেকী লিখা হয়। যে লোক পাপ কাজ করার ইচ্ছা করে অথচ উহা করে না। তাহার জন্য কোন কিছু লিখা হয় না। তবে উক্ত পাপাকাজ কিন্তু করিলে একটি পাপই তাহার আমলনামায় লিখা হয়, ইহার অধিক লিখা হয় না। কোন লোক নেক কাজ করিলে তাহাকে উহার দশগুণ নেকী দেওয়া হয়। আর যাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহাদিগকে (নিয়্যত মাফিক) সাতশতগুণ নেকী প্রদান করা হয়।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীসের কিছু অংশ রুকাইন ইব্ন রবী ... খুরাইম ইব্ন ফাতিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন :

আবূ যুরআ বিভিন্ন বর্ণনাকারীর সূত্রে আমর ইব্ন শুয়াইবের দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন :

"জুমুআর দিন তিন ধরনের লোক জুমুআর নামাযে উপস্থিত হয়। এক ধরনের লোক অমনোযোগী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহার জন্য উহা নিরর্থক হয়। এক ধরনের লোক উপস্থিত হয় কিছু প্রার্থনা করার জন্য। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতে থাকে। আল্লাহ্র ইচ্ছা হইলে তাহার প্রার্থনা পূরণ করেন অথবা করেন না। অপর এক ধরনের লোক উপস্থিত

হইয়া নিশ্চুপভাবে থাকে। সে মুসলমানের কাঁধে ভর দিয়া সম্মুখের কাতারে অগ্রসর হয় না এবং কাহাকেও কষ্ট দেয় না। তাহার জন্য এই জুমুআ আগত জুমুআ পর্যন্ত কাফ্ফারা হইয়া যায় এবং অধিক আরও তিন দিন কাফ্ফারা হিসাবে থাকে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়কার সকল পাপের জন্য কাফ্ফারা হয়। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا যে লোক একটি ভাল কাজ করিবে প্রতিদানে সে দশটি নেক লাভ করিবে।"

অনুরূপ আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে মারফু হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ যার (র) বলেন যে, "মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখিবে সে যেন সমস্ত বৎসর রোযা রাখিল।"

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণিত হাদীসের ভাষাও এমনি। ইমাম নাসাঈ, তিরিমিযী ও ইব্ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বর্ণনায় নিম্নরূপ কথাগুলি অধিক পাওয়া যায়।

"আল্লাহ্ তা'আলা ইহার সমর্থনে আল-কুরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا এখানে একটি দিনকে দশদিনের সমতুল্য ধরা হইয়াছে।"

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে 'হাসান' রূপে অভিহিত করিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : আল-কুরআনের مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا আয়াতে হাসানা শব্দ দ্বারা কালেমায় তাওহীদের কথা বুঝান হইয়াছে। আর وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ আয়াতে سَيِّئَةِ শব্দ দ্বারা শির্কের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালের একদল তাফসীরকার ও হাদীস শাস্ত্রবিদ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

এ বিষয় 'মারফূ' হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই উহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভাল জানেন। কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য কোন সনদ আমার পরিদৃষ্ট হয় নাই। এই বিষয় অনেক হাদীসই বর্ণিত পাওয়া যায়। এখানে যাহা কিছু উল্লেখ করিয়াছি আয়াতের ব্যাখ্যার জন্য তাহাই যথেষ্ট। তাহা ছাড়া এইগুলি নির্ভরযোগ্যও বটে।

(١٦١) قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(١٦٢) قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ○

(١٦٣) لَا شَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১৬১. হে নবী! বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল ও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১৬২. হে নবী ! বল, আমার নামায, কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে।

১৬৩. তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি ইহাই আদিষ্ট হইয়াছি এবং আমিই মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সরল সহজ ও সৎ পথে পরিচালিত করিয়া তাঁহার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য যে ইহা এক বিরাট নিয়ামত বিশেষ তাহা জন-সম্মুখে প্রকাশ করিবার জন্য তিনি উপরোক্ত আয়াতে তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাকে যে পথে পরিচালিত করা হইতেছে সেপথ এমন এক মহা রাজপথ, যাহাতে সংকীর্ণতা ও বিভ্রান্তির লেশ মাত্র নাই। ইহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন-বিধান। হযরত ইবরাহীম (আ) একনিষ্ঠ ছিলেন, অংশীবাদী ছিলেন না, তাঁহারও মতাদর্শ ইহাই। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে অন্যস্থানে বলিয়াছেন :

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ .

"নির্বোধ ও বোকা লোকেরাই ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে ফিরিয়া থাকিতে পারে" (২ : ১৩০)।

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ .

"আল্লাহ্‌র পথে যেরূপ জিহাদ করা উচিত তদ্রূপ জিহাদ কর। তিনি তোমদিগকে মনোনীত করিয়া নিয়াছেন। তিনি তোমাদের উপর জীবনাদর্শ গ্রহণের বেলায় কোন সংকীর্ণতা চাপাইয়া দেন নাই। ইহাই হইতেছে তোমাদের আদি পিতা হযরত ইবরাহীমের জীবনাদর্শ (২২ : ৭৮)।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন :

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

"ইবারহীম ছিল এক উম্মত, আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ। সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রতি নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকত। আমি উহাকে মনোনীত করিয়া নিয়াছি এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছি। এই পার্থিব জগতেও তাহাকে সুন্দর জীবন ও নেকী দান করিয়াছি। তেমনি পরকালে সে পুণ্যবান লোকদিগের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং আমি তোমার নিকট একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করার জন্য ওয়াহী পাঠাইয়াছি। সে অংশীবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (১৬ : ১২০-১২২)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অনুসরণের ব্যাপারটি এ জন্য জরুরী করা হয় নাই যে, তিনি নবী করীম (সা) হইতে অধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত নবী ছিলেন। মূলত ইবরাহীম (আ) আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর তুলনায় পূর্ণাংগও ছিলেন না। কেননা মুহাম্মদ (সা) হইলেন পূর্ণাংগ ও সর্বশেষ নবী। তিনি দীনকে ব্যাপক ও পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাকে এমন পূর্ণাংগরূপ দান করিয়াছেন যাহা কোন কালেই কোন নবী দিতে সক্ষম হন নাই। এই কারণেই

তিনি নবীগণের সর্বশেষ নবী এবং সাধারণভাবে বনী আদমের নেতা। পরন্তু তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা 'মাকামে মাহমুদ'-এর অধিকারী বানাইয়া এমন মহত্ত্ব দান করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন সমগ্র সৃষ্টিকুল তাহার কাছে চলিয়া আসিবে। এমন কি হযরত ইবরাহীম (আ)ও আসিবেন।

ইব্ন মাদুবিয়া বলিয়াছেন :

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাফ্স (র) ... আরযী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) প্রভাতকালে এই দু'আ পাঠ করিতেন :

اصبحنا على ملة الاسلام وكلمة الاخلاص ودين نبينا محمد وملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين .

আমাদের প্রভাত হইবে মিল্লাতে ইসলাম, কালেমায় তাওহীদ, আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর দীন এবং আমাদের আদি পিতা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনন্তর ইরাহীম (আ) মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইয়াযীদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ধর্মসমূহের মধ্যে মনপূত ধর্ম কোনটি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : الحنيفة السمحة। অর্থাৎ সহজ সরল দীনে হানীফ।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) আরও বলেন : সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মহানবী (সা) আমার থুতনী তাঁহার কাঁধের উপর রাখিলেন যেন আমি হাবশীদের খেলাধুলা দেখিতে পাই। কিছুক্ষণ থাকার পর অবসন্নতা আসায় আমি থুতনী সরাইয়া নিলাম এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, ঐ দিন মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইয়াহূদীগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে বিরাট প্রশস্ততা রহিয়াছে। আমি অনুপম সংকীর্ণহীন ধর্মসহ প্রেরিত হইয়াছি।

মূল হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। অধিক কথা যতখানি পাওয়া যায় তাহার অনুকূলেও বিভিন্ন হাদীস বর্তমান। বুখারীর ব্যাখ্যা পুস্তকে ইহার সনদসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

আলোচ্য قُلْ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতের মর্ম হইল, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে অবহিত করান যে মুশরিকগণ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে সবের ইবাদত করে এবং আল্লাহ্র নাম ছাড়া যত জীবজন্তু যবাহ্ করে এই সব ক্ষেত্রে নবী (সা) তাহাদের বিপরীত। কেননা নবী (সা)-এর নামায হইল আল্লাহ্র জন্য এবং কুরবানীর পশু একমাত্র আল্লাহ্র নামেই যবাহ করিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন : হে নবী! তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু একমাত্র বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য। যেমন নবীকে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ হুকুম দিয়াছেন : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ("তোমার প্রতিপালকের জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর)। অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই তোমার নামায ও কুরবানী হওয়া উচিত। কেননা মুশরিকগণ দেব-দেবীর ইবাদত করে এবং তাহাদের নামেই পশু যবাহ করে।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে মুশরিকগণের আচরণের বিরোধিতা করা এবং উহাদের কাজকর্ম হইতে ফিরিয়া থাকা, আর একান্তভাবে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার নির্দেশ দিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়াতে صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ শব্দ দ্বারা হজ্জ ও উমরার ইবাদতকালে পশু কুরবানীর কথা বুঝান হইয়াছে। সাওরী وَنُسُكِیْ শব্দের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উহার অর্থ হইল পশু যবাহ্ করা। সুদ্দী ও যাহ্‌হাক (র)ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলিয়াছেন :

মুহাম্মদ ইব্‌ন আউফ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন: মহানবী (সা) ঈদুল আযহার দিনে দুইটি ভেড়া কুরবানী করিয়াছিলেন। উহা তিনি যবাহ্‌কালে এই দু'আ পাঠ করিলেন :

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ، اِنَّ صَلٰوتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ لاَ شَرِیْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ وَاُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ .

(আমি আমার মুখমণ্ডলকে একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে ফিরাইতেছি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। আমি মুশরিকগণের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার ইবাদত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সবকিছু সেই বিশ্বপালকের জন্য যাঁহার কোন শরীক নাই। আমাকে এইরূপই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আমিই প্রথম মুসলমান)।

কাতাদা বলিয়াছেন : اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ দ্বারা এই উম্মতের পহেলা মুসলমান বলা হইয়াছে। সর্ব প্রথম মুসলমান তিনি নহেন। কেননা তাহার পূর্বের সকল নবীই ইসলামের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়াছেন। আর ইসলামের মূল কথা হইল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন:

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِیْ اِلَیْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ .

"আমি তোমার পূর্বে প্রেরিত রাসূলগণের নিকট এই ওয়াহী পাঠাইয়াছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। সুতরাং একমাত্র আমারই ইবাদত কর" (২! : ২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় প্রসঙ্গে বলেন :

فَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیَ اِلاَّ عَلَی اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ .

"যদি তোমরা আমা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাক, আমি কি তোমাদের নিকট দীনের তাবলীগ করার কোন পারিশ্রমিক দাবি করি। আমার পারিশ্রমিক দিবেন আল্লাহ্। আমি যেন মুসলমান হই এই নির্দেশ আমাকে দান করা হইয়াছে" (১০ : ৭২)।

وَمَنْ یَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِیْنَ ، اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ . وَوَصّٰی بِهَا اِبْرَاهِیْمُ بَنِیْهِ وَیَعْقُوْبُ یَا بَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی لَكُمُ الدِّیْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

"যে লোক ইবারহীমের মিল্লাত হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকে সে বড়ই নির্বোধ ও কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক। আমি তাহাকে এই জগতে মহান করিয়াছি, আর পরকালেও সে পুণ্যবানদের অন্যতম। যখন তাহাকে তাঁহার প্রভু বলিলেন, আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলিল : আমি বিশ্বপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করিতেছি। ইবরাহীম এবং ইয়াকুব উভয়ই তাঁহাদের সন্তানদিগকে এই নসীহত করিয়াছিল যে, হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম না হইয়া মরিও না" (২ : ১৩০-১৩২)।

হযরত ইউসুফ (আ) যাহা বলিয়াছিলেন, আল-কুরআনের ভাষায় তাহা নিম্নরূপ :

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنَ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّ فِيْ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ .

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্ব দান করিয়াছেন আর শিখাইয়াছেন আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আপনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, আপনি ইহকাল ও পরকাল সকল স্থানেই আমার বন্ধু। আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং মৃত্যু পর পুণ্যবানগণের মধ্যে শামিল করুন" (১২ : ১০১)।

হযরত মূসা (আ) বলিয়াছেন :

يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ، فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

"হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়া থাক, তবে তাঁহার উপরই ভরসা রাখ, যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। তাহারা বলিল : আল্লাহ্র উপরই আমরা ভরসা করিতেছি। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমগণের অত্যাচার ও ফিতনা-ফাসাদের শিকারে পরিণত করিবেন না। আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা করুন" (১০ : ৮৪-৮৫)।

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالاَحْبَارُ .

"আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে পথের দিশা ও নূর রহিয়াছে। উহা দ্বারা ইসলাম গ্রহণকারী নবীগণ ইয়াহূদী এবং তাহাদের পীর-পুরোহিতদিগের মধ্যে বিচার ফায়সালা করিতেন" (৫ : ৪৪)।

আল্লাহ্ আরও বলেন :

وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ .

"আমি যখন ঈসার অনুসারীদের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠাইলাম যে, আমার এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তাহারা একবাক্যে বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম এবং তুমি সাক্ষী থাক যে আমরা মুসলমান" (৫ : ১১১)।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, সকল নবী রাসূলকেই তিনি ইসলাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা নিজস্ব শরীআত ও ইবাদাত পদ্ধতির দরুন পরস্পর পৃথক হইয়াছে। কতক নবী কতকের শরীআতকে রহিত করিয়া নূতন শরীআত চালু করিয়াছেন। ইহা তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমেই করিয়াছেন, নিজেদের ইচ্ছায় নহে। এমন কি তিনি শেষ পর্যন্ত শরীআতে মুহাম্মদী দ্বারা পূর্বের সমস্ত নবী রাসূলদের শরীআতকে চিরতরে রহিত করিয়া দিয়াছেন। এই মুহাম্মদী শরীআতই চিরন্তন ও সর্বশেষ শরীআত। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আর কোন শরীআত অবতীর্ণ হইবে না। কিয়ামত পর্যন্ত এই শরীআতের ঝাণ্ডাই উড্ডীন থাকিবে। এই জন্যই মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আমরা নবী, পরস্পর বৈমাত্রিক ভাই, আমাদের মূল দীন এক"। এক পিতার সন্তানগণের মাতা হয় বিভিন্ন। সুতরাং দীন একটিই আর তাহা ইল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক না করা। যদিও নিজস্ব শরীআত ইহাদের মায়ের সমতুল্য ভিন্ন ভিন্ন। যেহেতু তাহাদের শরীআত বিভিন্ন। যেমন বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণের মাতা হয় এক, কিন্তু পিতা হয় বিভিন্ন। আর সহোদর ভ্রাতাগণের পিতা-মাতা একই। আল্লাহ্ সর্বময় জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আবূ সাঈদ (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) যখন নামাযের তাকবীর বলিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিয়া শুরু করিতেন :

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

এবং শেষ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিতেন। অতঃপর পাঠ করিতেন :

اللّهم انت الملك لا اله الا انت ربى وانا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبى- فاغفرلى ذنوبى جميعا ، لايغفر الذنوب الا انت واهدنى لاحسن الاخلاق ، لايهدى لا حسنها الا انت ، واصرف عنى سيئها لايصرف عنى سيئها الا انت - تباركت وتغاليت استعفرك واتوب اليك .

"হে আল্লাহ্ ! তুমিই রাজাধিরাজ তুমি ব্যতীত আর কেহ ইলাহ্ নাই। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি তোমার দাসানুদাস। আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি। আমি আমার গুনাহ্ স্বীকার করিতেছি। আমার সমস্ত পাপ তুমি ক্ষমা কর। তুমি ব্যতীত কেহ পাপ ক্ষমা করিতে পারে না। আর আমাকে সচ্চরিত্রের পথে পরিচালিত কর। তুমি ব্যতীত সচ্চরিত্রের পথে কেহই পরিচালনা করিতে পারে না। আর আমা হইতে পাপকে ফিরাইয়া রাখ, তুমি ব্যতীত কেহই পাপকে ফিরাইতে পারে না। তুমি মহান, তুমি বরকতময়, তোমার সমীপে ক্ষমা চাহিতেছি এবং তাওবা করিতেছি।"

অতঃপর আলী (রা) সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার মধ্যে নবী (সা) রুকূ সিজদা ও তাশাহহুদে কি কি দু'আ পাঠ করিতেন তাহা বলা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও তাহার কিতাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٦٤) قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১৬৪. হে নবী ! জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্য প্রতিপালক সন্ধান করিব ? অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। প্রত্যেক লোক নিজ কর্মের জন্য দায়ী হইবে। কেহ অপরের দায়িত্ব ও বোঝা বহন করিবে না। অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান সুতরাং তোমাদের মতান্তরের বিষয় সম্পর্কে তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে।

তাফসীর : "হে মুহাম্মদ! মুশরিকগণকে আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ ইবাদত ও তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়া সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা কর যে, আমি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন প্রতিপালক চাহিব ? কোনক্রমেই ইহা হইতে পারে না। কেননা তিনিই প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি আমার প্রতিপালন, নিরাপত্তা, সাহায্য ও আমার যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও উপর নির্ভরশীল হইতে পারি না। একমাত্র তাঁহার দিকে আমার মনোনিবেশ করিতে হয়। কারণ প্রত্যেকটি বস্তুর প্রতিপালক তিনিই এবং মালিকানা স্বত্বও তাঁহার। সৃষ্টিকুল ও সমস্ত বিষয়ের সার্বভৌম মালিক মুখতার তিনিই।

বস্তুত এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একনিষ্ঠভাবে তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন এবং একমাত্র একনিষ্ট ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁহার সাথে কাহাকেও অংশী না করার বিষয়বস্তু শামিল রহিয়াছে। আল-কুরআনের বহু স্থানেই এই একই মর্মের আয়াত বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে পথ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন :

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার নিকটই সাহায্য চাই।"

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার উপরই নির্ভরশীল হও।"

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا "হে নবী ! বল যে, সেই মহা দয়ালু সত্তায় আমি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার প্রতিই নির্ভরশীল হইয়াছি।"

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিপালক তিনিই। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। সুতরাং সর্বকাজে তাঁহাকেই অভিভাবক ধর।"

মোট কথা কুরআন পাকে এই আয়াতের সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্যশীল অনেক আয়াতই বর্তমান।

আলোচ্য وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তাঁহার দান-প্রতিদান, পুরস্কার-শাস্তি, কৌশল-হিকমত ও বিচার-

ইনসাফের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই দিন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মেরই প্রতিদান দেওয়া হইবে। ভাল ও সৎকাজ করিয়া থাকিলে, ভাল ও সুখময় প্রতিদান দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে খারাপ ও পাপকাজ করিয়া থাকিলে দেওয়া হইবে মন্দ ও দুঃখময় প্রতিফল। তিনি কাহারও অপরাধ ও পাপকে অন্যের উপর চাপাইবেন না। কেননা একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপান ইহা সুবিচারের পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ্ ইহা করিয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে পারেন না। তিনি নিজেকে মহা সুবিচারক করিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى .

"যৎকিঞ্চিৎ পরিমাণ অপরাধ বহন করার জন্য যদি ডাকা হয় তথাপি উহা হইতে কিছুমাত্রও বহন করিবে না- যদি নিকট আত্মীয়ও হয়" (৩৫ : ১৮)।

فَلاَ يَخَافُ ظُلْمًا وَّلاَ هَضْمًا .

"তাহাদের প্রতি অধিক চাপাইয়া জুলুম করার কোন ভয় থাকিবে না। আর নেকসমূহ কমানোও হইবে না।"

তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, অন্যের অপরাধ ও পাপ চাপাইয়া দিয়া জুলুম করা হইবে না এবং কাহারও বিন্দুমাত্র নেকী কমানো হইবে না—ইহাই হইতেছে এই আয়াতের বক্তব্য।

আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য এক জায়গায় বলিয়াছেন :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ .

"প্রত্যেকটি লোকই তাহাদের বদ আমল ও মন্দকাজের মূলবন্দী থাকিবে। কিন্তু ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্তগণ থাকিবে মুক্ত ও আযাদ (৭৪ : ৩৮-৩৯)। তাহাদের নেক আমলসমূহের বরকত ও কল্যাণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও নিকটত্মীয়গণের কাছেও পৌছিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক সূরা আত্‌তুরে বলিয়াছেন :

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ .

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আনুগত্য করিয়া তাহাদের সন্তানগণও ঈমানদার হইয়াছে, তাহাদিগের সন্তানগণকে তাহাদের সাথে মিলিত করাইব। তাহাদের আমল হইতে কিছুমাত্র কমান হইবে না" (৫২ : ২১)।

অর্থাৎ জান্নাতের মহান সুউচ্চ ও সম্মানিত স্থানে উহাদের সন্তানগণকে উহাদের সাথে মিলাইব। যদিও তাহারা সন্তানের আমল ও কাজ কর্মে অংশী ছিল না। বরং মূল ঈমানের ক্ষেত্রে তাহারা এক ছিল। উহাদের এই মহা সম্মানের দরুন সন্তানগণের সওয়াব ও প্রতিদান কমান হইবে না। বরং উভয়কেই আমি সম্মানিত করিব। সন্তানগণকে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের আমলের বরকত ও কল্যাণে আল্লাহ্ তাহাদের স্থানেই পৌছাইবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ "প্রত্যেকটি বদকার ও পাপীলোক স্বীয় কর্মের জন্য বন্দী থাকিবে" (৫২ : ২১)।

আলোচ্য ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল তোমরা যাহাকিছুই কর না কেন, আল্লাহ তা'আলার দরবার ব্যতীত তোমাদের প্রত্যাবর্তনের আর কোন স্থান নাই। তাঁহার নিকটই সকলের ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা এই জগতে যে বিষয় নিয়া মতবিরোধ করিতে, তাহার সঠিক মীমাংসা ও সমাধান শুনাইয়া দিবেন। সুতরাং তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করিয়া যাও। আর আমিও আমার বিধান মাফিক কাজ করিব। মু'মিন কাফির সকলের কাজই কিয়ামতের দিন উপস্থাপন করা হইবে। আমাদের এবং তোমাদের আমল ও কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ অবশ্যই অবহিত করিবেন। বিশেষ করিয়া এই পার্থিব জগতে অবস্থানকালে আমার সহিত যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করিতে উহার মীমাংসাও তিনি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন :

قُلْ لاَّ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ .

"হে নবী ! জানাইয়া দাও, তোমাদের অপরাধ সম্পর্কে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। আর আমাদের অপরাধ সম্পর্কেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে না। আরও জানাইয়া দাও আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকেই একত্র করিবেন। অতঃপর সত্য ও ন্যায়পন্থায় আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন। তিনি মহা সমাধানকারী ও মহাজ্ঞানী" (৩৪ : ২৫-২৬)।

(١٦٥) وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ
وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৫. তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। আর তোমাদিগকে প্রদত্ত দান সম্পর্কে পরীক্ষা করার জন্য কতককে কতকের উপর মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী। পরন্তু তিনি ক্ষমাশীল এবং দয়াময়ও।

তাফসীর : উপরোক্ত وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ আয়াতাংশের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন। তোমরা এ পৃথিবীকে বংশ পরম্পরায় আবাদ করিয়া উহার সমৃদ্ধি ও কল্যাণসাধন করিবে। যুগের পর যুগের লোকেরা এমনিভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরা ধারায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীকে আবাদ ও উন্নয়ন সাধন করিয়া আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই হইতেছে প্রতিনিধিত্বের মূল উদ্দেশ্য। ইব্ন যায়েদ (র) সহ আরও অনেক লোকে আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন। এই একই বিষয় আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلاَئِكَةً فِىْ الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ .

"আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে তোমাদের মধ্যে এই ভূপৃষ্ঠে ফেরেশতাগণকে পাঠাইতাম যাহারা আমার প্রতিনিধিত্ব করিত" (৪৩ : ৬০)।

আল-কুরআনে প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত নিম্নলিখিত আয়াতগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ فِىْ الْاَرْضِ "ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্ তোমদিগকে তাঁহার প্রতিনিধি বানাইবেন।"

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً "নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব।"

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِىْ الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ .

"আশা করা যায় যে তোমার প্রতিপালক তোমাদের শত্রুগণকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তখন তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন।" (৭ : ১২৯)।

আলোচ্য وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আমি তোমাদের মধ্যে জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, মমতা, আকৃতি, প্রকৃতি ও রংয়ের দিক দিয়া বিভিন্নতা ও পার্থক্য করিয়াছি। ইহার মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ রহস্য ও হিকমত নিহিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا .

"আমি এই পার্থিব জীবনে উহাদের জীবিকাকে উহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়াছি। আর কতককে কতকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। ফলে একে অপরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত করিবে" (৪ : ৩২)।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً .

"লক্ষ কর যে, আমি কিরূপ কতকতে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব দান করিয়াছি। পরকালের মর্যাদা ও মহত্ত্বই হইল সর্বোচ্চ ও মহান গৌরবের বিষয়" (১৭ : ২১)।

আলোচ্য لِيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কারণ এই আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, ইহার কারণ হইল, আমি উহাদিগকে যে নিয়ামত ও প্রাচুর্য দান করিয়াছি ইহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব। ধনীদিগকে ধনাঢ্যতার পরীক্ষা করিব। তাহারা উহার শুকরিয়া আদায় করিয়াছে কিরূপে এবং আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে কিনা, তাহা তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে। তেমনি দরিদ্রগণকে দরিদ্রতার পরীক্ষা করিব। তাহারা দরিদ্রকালে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে।

মুসলিম শরীফে আবূ নাযরার সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : এই পার্থিব জগৎ হইতেছে সুমিষ্ট স্বাদ ও সবুজ শ্যামল সজীবতায় ভরপুর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উহাতে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে উহা সদ্ব্যবহার করার সুযোগ দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কিরূপ কাজ কর তাহা তিনি দেখিবেন। অতএব দুনিয়াকেও ভয় কর এবং নারীগণকেও ভয় কর। কেননা বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ছিল নারী ঘটিত ফিতনা।

আলোচ্য اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ। আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা পাপী লোকদিগকে একদিকে সতর্ক করিয়াছেন, অপর দিকে এই বলিয়া কঠোর ধমক দিয়াছেন যে, যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও বিরোধিতা করিবে, তাহাদের হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ শিথিলতা প্রদর্শন করিবেন না; বরং দ্রুত হিসাব নিবেন এবং শাস্তি দিবেন।

আলোচ্য اِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া সৎ ও ভাল কাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু হন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : উহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের গুনাহ্ ও অপরাধের ব্যাপারে ক্ষমাশীল ও দয়ালু। ইহার বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন আবূ হাতিম (র)। আল্লাহ্ তা'আলার এইগুণ দুইটি অর্থাৎ ক্ষমাশীলতা এবং শাস্তি প্রদান করার কথা কুরআন পাকে বহুস্থানে একত্রে বিবৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ، وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ .

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের জন্য তাহাদের জুলুমের (গুনাহ্র) ব্যাপারে ক্ষমাশীল। আর তোমার প্রতিপালক কঠোর শাস্তিদাতাও বটে (১৩ : ৬)।

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ .

"হে নবী ! আমার বান্দাগণকে বলিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিও নিঃসন্দেহে কষ্টদায়ক শাস্তি (১৫ : ৪৯)।

ইহা ছাড়া আল্লাহ্র ক্ষমা ও দয়ার প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক এবং শাস্তির ভয়ভীতি ও কঠোর হুশিয়ারী সম্বলিত বহু ঘোষণাই কুরআন পাকে উল্লেখ রহিয়াছে। কখনো আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাগণকে ইবাদত করার আহ্বান জানাইয়া বেহেশতের চিরসুখময় জীবনের বিবরণ দিয়া তাহাদিগকে লালায়িত করিয়া থাকেন। আবার কখনো পাপ হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানাইয়া দোযখ ও কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থার বিবরণ দিয়া কঠোর শাস্তি প্রদানের ধমক ও ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া থাকেন। আবার অবস্থা ভেদে উভয় দ্বিবিধ আহ্বান ও বিবরণ একই সময় একই আয়াতে তুলিয়া ধরেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাঁহার বিধানের আনুগত্য করার তাওফীক দিন এবং পাপ ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করার ক্ষমতা দান করুন। পরন্তু তাঁহার দেওয়া সংবাদকে বিশ্বাস করার মত মন ও অন্তঃকরণ দান করুন। তিনি বান্দার প্রার্থনা কবূলকারী ও শ্রবণকারী এবং দানশীল ও ক্ষমাশীল।

ইমাম আহমদ (র) বলিয়াছেন : আবদুর রহমান (র) ... মারফূ' সনদে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন বান্দাগণ যদি আল্লাহ্র শাস্তির কঠোরতা অবহিত হইতে পারিত, তবে তাহাদের কেহই জান্নাতের আশা পোষণ করিত না এবং উহার জন্য লালায়িত হইত না। শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই যথেষ্ট ভাবিত। তেমনি কাফিরগণ যদি আল্লাহ্র রহমত ও পুরস্কারের কথা অবহিত হইত, তবে জান্নাতের ব্যাপারে নিরাশ হইত না। আল্লাহ্ পাক তাঁহার রহমতকে একশতভাগে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার একটি ভাগকে তাঁহার সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

এই কারণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁহার নিজের কাছে রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসকে কুতায়বা (র)-এর মাধ্যমে আবদুল আযীয দাওয়ারদীর (র) সূত্রে আলা (র) হইতে বর্ণনা করিয়া ইহাকে 'হাসান' হাদীস নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, কুতায়বা, আলী ইব্ন হুজর ইহারা সকলে ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর সূত্রে আলা (র) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আর এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকুল সৃষ্টি করিবার সময় আরশের উপর সংরক্ষিত গ্রন্থে এই কথা লিখিয়া দিয়াছেন যে, আমার রহমত আমার গযব ও শাস্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিবে।"

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমতকে একশত অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন নিরানব্বই অংশ এবং একাংশ অবতীর্ণ করিয়াছেন ভূপৃষ্ঠে। এই একাংশের কল্যাণেই সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি দয়াশীল হয় ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। এমনকি জীবকুল তাহাদের শিশুদের দুঃখ-কষ্টের আশংকায় নিম্নদেশ হইতে কোলে তুলিয়া লয়।" এই হাদীসকেও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা আন'আমের তাফসীর সমাপ্ত
সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা
একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত।

সূরা আ'রাফ

২০৬ আয়াত, ২৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু) ॥

(١) الٓمّٓصٓ ۚ ○

(٢) كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٣) اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

১. আলিফ-লাম-মীম-সোয়াদ।

২. তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যেন তোমার মনে ইহার সম্পর্কে কোন সংকোচ না থাকে ইহার দ্বারা সতর্কীকরণের ব্যাপারে আর মু'মিনদিগের জন্য ইহা উপদেশ।

৩. তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইযাছে তোমরা তাহার অনুসরণ কর এবং তাঁহাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করিও না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

তাফসীর : সূরা বাকারার প্রারম্ভে حروف مقطعات (হুরূফে মুকাত্তাআত)-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মতভেদ ও উহার ব্যাপ্তি সম্পর্কীয় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বিভিন্ন রাবীর সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : 'আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ এর অর্থ হইতেছে—'আমি আল্লাহ্ বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ ইহা সেই কিতাব যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে অবতারিত।

মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দী (র) فَلَا يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অতএব, তোমার মনে যেন উহার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ না থাকে। কেহ কেহ উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অতএব, মানব জাতির নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দিতে এবং উহার দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতে তুমি সংকুচিত হইও না। অনুরূপ ভাবে অন্যত্র

নির্দেশিত হইয়াছে فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ দৃঢ়চেতা রাসূলগণ যেমন (ঈমান ও উহার তাবলীগে) অবিচল রহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ অবিচল থাক (৪৬ : ৩৫)।

لِتُنْذِرَ بِهٖ অর্থাৎ আমি কিতাবকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি ইহার দ্বারা কাফিরদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে পার।

ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাহা মু'মিনদের জন্য উপদেশ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানীদেরকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

اِتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ

স্বীয় রাসূল (সা)-এর প্রতি কুরআন করীম নাযিল করিবার উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং এ সম্পর্কে তাঁহার কর্তৃক নির্দেশ করিবার পর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলা এই বলিয়া আহ্বান জানাইতেছেন যে, সকল বস্তুর প্রতিপালক ও স্রষ্টা কর্তৃক অবতারিত যে কিতাব নিয়া উম্মী নবী তোমার নিকট আগমন করিয়াছেন, তাহার পদাংক অনুসরণ করিয়া চলো।

وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ অর্থাৎ রাসূল (সা) আনীত জীবন-বিধান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাহারও অনুসরণ করিও না। যদি এরূপ কর তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অমান্য করিয়া অন্য কাহারও নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া যাইবে, যাহা মারাত্মক অপরাধ।

قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অনেক কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। যেমন আল্লাহ্ বলেন وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তুমি মুহাম্মদ (সা) মানুষের ঈমান গ্রহণের আকাঙ্ক্ষী হইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনিবার নহে (১২ : ১০৩)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে : وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে অনুসরণ করিয়া চল, তবে তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিয়া ছাড়িবে (৬ : ১১৬)।

তিনি আরও বলেন : وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশই আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখে, কিন্তু তাহারা শির্‌ক করে (১২ : ১০৬)।

(٤) وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ○
(٥) فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْآ اِنَّا كُنَّا
ظٰلِمِيْنَ ○
(٦) فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○
(٧) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ ○

৪. কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রামরত ছিল।

৫. যখন আমার শাস্তি তাহাদিগের উপর অপতিত হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের কথা শুধু ইহাই ছিল যে, নিশ্চয় আমরা জালিম ছিলাম।

৬. অতঃপর যাহাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিবই এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

৭. তৎপর তাহাদিগের নিকট পূর্ণ জ্ঞানের সহিত তাহাদিগের কার্যাবলী বিবৃত করিবই। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا অর্থাৎ আমার রাসূলগণের বিরোধিতা ও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করার কারণে আমি কতো জনপদ ও উহাদের অধিবাসিগণকে ধ্বংস করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের এই আচরণ তাহাদের জন্য আখিরাতের অপমানের সাথে দুনিয়ার লাঞ্ছনাকেও ডাকিয়া আনিয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে :

لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ .

অর্থাৎ আর তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে উপহাস করা হইয়াছে। অতঃপর উপহাস কারিগণ যে আযাবের বিষয়ে রাসূলগণকে উপহাস করিয়াছে, উহা আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে (৬ : ১০)।

আরো বিবৃত হইয়াছে :

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ .

অর্থাৎ কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা ছিল জালিম। এই সব জনপদে তাহাদের ঘরের ছাদসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও ধ্বংস হইয়াছিল (২২ : ৪৫)।

তিনি আরো বলেন :

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ .

অর্থাৎ আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহার বাসিন্দারা নিজেদের ঐশ্বর্যের কারণে দম্ভ করিত। সেইগুলি ছিল তাহাদের আবাসভূমি। তাহাদের পর সেইগুলিতে সামান্যই বসবাস করা হইয়াছিল। আর আমিই (উহাদের) মালিক রহিয়া গিয়াছি (২৮ : ৫৮)।

আল্লাহ্ বলেন : فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের উপর আমার শাস্তি অপতিত হইয়াছিল রাত্রিতে অথবা যখন দ্বিপ্রহরে তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল। অর্থাৎ আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি তাহাদের উপর রাত্রিতে ও দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল তখন আপতিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই উভয় সময়ই হইতেছে গাফলত ও উদাসীনতার সময়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَفَا مِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ ، اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ .

অর্থাৎ তবে কি জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা বাড়িতে নিদ্রায় থাকিবে আর তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে তাহা ভয় রাখে না অথবা জনপদের অধিবাসীরা যখন তাহারা খেলায় মত্ত থাকিবে তাহাদের উপর আমার শাস্তি আসিবে, তাহা কি ভয় রাখে না ? (৭ : ৯৭-৯৮)। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

اَفَاَ مِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْيَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُوْنَ ، اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ . اَوْ يَاخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থাৎ যাহারা নানারূপ হীন চক্রান্তে লিপ্ত থাকে, তাহারা কি এইরূপ আশংকা হইতে মুক্ত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে যমীনে ধসাইয়া দিবেন না ? অথবা এমন দিক হইতে তাহাদের উপর আযাব নামিয়া আসিবে না যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা নাই ? অথবা তাহাদিগকে তাহাদের চলাফিরা করার সময় ধরিয়া ফেলিবে না ? ইহাতে তাহারা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। অথবা তাহাদিগকে তাহাদের ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিবে না ? তোমাদের প্রতিপালক অবশ্যই দয়াদ্র, পরম দয়ালু (১৬ : ৪৫-৪৭)।

আল্লাহ্ বলেন : فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْجَاءَهُمْ بَاْسُنَا اِلاَّ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِيْنَ অর্থাৎ আযাব নাযিল হইবার সময় তাহাদের একই কথা ছিল যে, তাহারা নিজেদের পাপ ও অপরাধের বিষয় স্বীকার করিয়া নিল এবং নিজদিগকে উক্ত আযাবের উপযুক্ত বলিয়া মানিয়া লইল। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

كَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ... ... اِلٰى قَوْلِهٖ خَامِدِيْنَ আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি—যাহার অধিবাসীরা জালিম ছিল; আর তাহাদের পর অন্য জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা সেই জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল পলায়ন করিও না, তোমরা নিজেদের বাসস্থানসমূহ ও বিলাস-ব্যাসনের দিকে প্রত্যাবর্তন করো; হয়তো এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে। তাহারা বলিল, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য ! আমরা তো নিশ্চয়ই জালিম ছিলাম।

আমি তাহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত ভস্মের ন্যায় না করা পর্যন্ত তাহাদের সেই আর্তনাদ অব্যাহত রহিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত (فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ) দ্বারা নিম্ন বর্ণিত হাদীসটি স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধ ও সহীহ্ বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইব্ন হুমাইদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : খোদার গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রত্যেক জাতিই ধ্বংস হইবার পূর্বে নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করিয়া সানুনয় চীৎকার করিয়াছে।

হাদীসের রাবী আবূ সিনান (র) বলেন, আমি আবদুল মালিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কীরূপে হইতে পারে ?

তিনি তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন : فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ

আলোচ্য فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ আয়াতাংশটি আল্লাহ্ পাকের নিম্ন আয়াতের অনুরূপ : وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ "আর সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কী উত্তর দিয়াছিলে" (২৮ : ৬৫) ?

তিনি অন্যত্র আরো বলিয়াছেন :

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ .

"সেই দিনের কথা স্মরণ করো, যেদিন আল্লাহ্ রাসূলদিগকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, ' তোমাদিগকে কী উত্তর দেওয়া হইয়াছিল ?' তাহারা বলিবে, 'আমাদের নিকট (পূর্ণ) জ্ঞান নাই; তুমি নিশ্চয়-ই গায়বী বিষয়সমূহ সম্পর্কে মহাজ্ঞানী" (৫ : ১০৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা যে দীন বা জীবন-বিধান দিয়া জাতিসমূহের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছেন, সে সম্পর্কে তাহারা রাসূলদিগকে কী উত্তর দিয়াছে, কিয়ামতের দিন তাহাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। অনুরূপভাবে রাসূলদিগকেও তাঁহাদের রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও জাতিসমূহের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরের ধরন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা কর্তৃক আলোচ্য আয়াতের এইরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন মারদুবিয়া ... ইব্ন উমর (রা) (হইতে পর্যায়ক্রমে নাফি, লায়স, মুহারিবী, আবূ সাইদ আল-কিন্দী, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন ইবরাহীমও) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : "হুযূর (সা) বলিয়াছেন, 'তোমাদের প্রত্যেককেই তত্ত্বাবধানের ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। নেতাকে তাহার দায়িত্বাধীন ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে, পরিবারের নেতাকে তাহার পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে, গৃহকর্ত্রীকে তাহার স্বামীর সংসার সম্পর্কে এবং গোলামকে তাহার মালিকের সম্পদ সম্পর্কে জওয়াবদিহী করিতে হইবে। ইব্ন তাউস (র) হইতে লায়স (র) অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এ প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের আমলনামা তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। উহা তাহার আমলের কথা বলিয়া দিবে : আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ, নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম ইল্ম ও জ্ঞানের অধিকারী। তিনি এই ইল্ম ও জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের বিশদ বিবরণ তাহার সামনে তুলিয়া ধরিবেন। তিনি স্বীয় বান্দাগণের ছোট-বড়, তুচ্ছ-অতুচ্ছ সমুদয় (চিন্তা) কথা ও কার্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে অবহিত করাইবেন। কারণ, (স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে) তিনি বেখবর বা অনবহিত নহেন। তিনি কুপথে পরিচালিত চক্ষুসমূহকে এবং অন্তরের গোপন চিন্তাসমূহকেও জানেন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ .

"আর তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনো বৃক্ষপত্র (মাটিতে) পতিত হয় না; আর যমীনের অন্ধকারময় অংশে যে শস্যকণাটি এবং যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি পতিত হয় উহাদের তথ্যও সুস্পষ্ট কিতাবে (লিখিত) রহিয়াছে" (৬ : ৫৯)।

(٨) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(٩) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

৮. সেদিন ওজন ঠিক করা হইবে যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে তাহারাই সফলকাম হইবে।

৯. আর যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে, তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখান করিয়াছে।

তাফসীর : কিয়ামতের দিন মানুষের আমলসমূহকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করিবার জন্যে দাঁড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আল্লাহ্ কাহারো প্রতি অবিচার করিবেন না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্রও বলিয়াছেন :

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ .

"আর আমি কিয়ামতের দিনে ইনসাফভিত্তিক মানদণ্ড স্থাপন করিব, সুতরাং কাহারো প্রতি সামান্যতম অবিচার করা হইবে না। আর আমলটি যদি সরিষার কণা পরিমাণ (ক্ষুদ্র)ও হয়, তথাপি আমি উহা উপস্থাপিত করিব; আর আমি যোগ্য হিসাব গ্রহীতা" (২১ : ৪৭)।

তিনি আরো বলিয়াছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا .

"কিছুতেই আল্লাহ্ সামান্যতম অবিচার করেন না; অধিকন্তু, আমলটি নেকী হইলে তিনি উহাকে বাড়াইয়া দেন এবং নিজের কাছ হইতে বিপুল পুরস্কার দান করেন" (৪ : ৪০)।

অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ، فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ، وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ، فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ، وَمَا اَدْرَاكَ مَاهِيَةٌ ، نَارٌ حَامِيَةٌ .

"তারপর যাহাদের পাল্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সানন্দে সুখের মধ্যে থাকিবে; আর যাহাদের পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, তাহাদের স্থান 'হাবিয়া' হইবে। তুমি কি জানো, কী সেই হাবিয়া ? উহা উত্তপ্ত অগ্নি" (১০১ : ৬-১১)।

তিনি আরও বলিয়াছেন :

فَاذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ .

যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তখন মানুষের মধ্যে না পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকিবে আর না তাহারা একে অপরের খোঁজ-খবর করিবে। যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ ভারী হইবে, তাহারা সিদ্ধ মনোরথ হইবে; আর যাহাদের (নেকীর) পাল্লাসমূহ হালকা হইবে, তাহারা সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। তাহারা চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে" (২৩ : ১০১ -১০৩)।

আমল, আমলনামা ও আমলের অধিকারী ব্যক্তি—কিয়ামতের দিনে মীযানে এই তিনটির কোনটিকে ওজন করা হইবে সে সম্পর্কে তাফসীকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, স্বয়ং আমলকেই ওজন করা হইবে। তাহারা বলেন, আমল অজড় বিষয় হইলেও কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে জড় বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিবেন।

বাগাবী (র) বলিয়াছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই মর্মে একটি বর্ণনা রহিয়াছে যাহা বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। উহা এই : 'কিয়ামতের দিনে সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলে-ইমরান দুই খানা মেঘ অথবা দুই খানা চাঁদোয়া অথবা আকাশে ছড়ানো দুই ঝাঁক পাখির আকারে উপস্থিত হইবে।

এইরূপে বুখারী শরীফের আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে : কুরআন মজীদ উহার ধারক ও অনুসারীর সম্মুখে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট যুবকের আকারে উপস্থিত হইবে। সে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে ? কুরআন মজীদ বলিবে, আমি সেই কুরআন যাহা তোমাকে রাত্রিতে জাগ্রত রাখিয়াছে এবং দিনে তৃষ্ণার্ত রাখিয়াছে।

বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত কবরের জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসে রহিয়াছে : 'তারপর মু'মিনের কাছে সুবর্ণগাত্র বিশিষ্ট সুঘ্রাণযুক্ত এক যুবক আসিবে। মু'মিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে ? যুবক উত্তর করিবে, আমি তোমার নেক আমল।

আলোচ্য হাদীসেই কাফির ও মুনাফিক সম্পর্কে উল্লেখিত ঘটনার বিপরীত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে মানুষের আমলনামাকে ওজন করা হইবে। এ সম্পর্কিত হাদীসে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে যে, "একজন লোককে হিসাবের জন্যে উপস্থিত করা হইবে। তারপর মীযানের এক পাল্লায় (তাহার বদ আমলের) নিরানব্বই খানা দস্তাবীয রাখা হইবে। প্রত্যেকটি দস্তাবীয মানুষের নযর যতদূর যাইতে পারে, ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর একখানা চিরকুট আনা হইবে। উহাতে লিখিত থাকিবে শুধু لا اله الاَّ اللهُ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই। লোকটি আরয করিবে, পরওয়ারদেগার ! এই সব (পাপের বৃহৎ বৃহৎ) দস্তাবীযের তুলনায় এই (ক্ষুদ্র) চিরকুটের কী-ই বা ওযন রহিয়াছে ? আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার প্রতি কিছুতেই অবিচার করা হইবে না। অনন্তর, সেই চিরকুট খানা অপর পাল্লায় স্থাপন করা হইবে। রাসূল (সা) বলেন : ওযনে দস্তাবীযগুলি হালকা এবং চিরকুট খানা ভারী প্রমাণিত হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে 'সহীহ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন : কিয়ামতের দিনে মীযানে আমলের অধিকারীকে ওজন করা হইবে। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন : 'কিয়ামতের দিনে বিশাল দেহের অধিকারী একটা লোককে উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু, (মীযানে) তাহার ওজন মশার ডানার ওজনের সমানও হইবে না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। অর্থাৎ অতএব আমি তাহাদের জন্যে কোনরূপ পরিমাপের ব্যবস্থা করিব না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর প্রশংসায় হুযূর আকরাম (সা) ফরমাইয়াছেন : "তোমরা কি তাহার (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদের) দুই হাঁটুর নলার কৃশতা দেখিয়া বিস্ময়বোধ করিয়া থাকো ? যাহার হস্তে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার শপথ, নিশ্চিত ভাবে উহারা মীযানে উহুদ পাহাড় হইতে অধিকতর ভারী হইবে।"

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহের মধ্যে এইরূপ সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, সকল হাদীসই সহীহ্; কিয়ামতের দিনে মীযানে কখনো আমলকে, কখনো আমলনামকে আবার কখনো আমলের অধিকারী ব্যক্তিকে ওজন করা হইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٠) وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ
قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ۧ

১০. আমি তো তোমাদিগকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জন্যে এই পৃথিবীতে জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। অত্র আয়াতে তিনি ইহা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদের অকৃতজ্ঞতা দোষের উল্লেখ পূর্বক তাহাদের বিবেককে জাগ্রত করিতে চাহিতেছেন। তিনি পৃথিবীকে মানুষের বাসের উপযোগী করিয়াছেন; ইহাতে পর্বত ও নদী-নালা সৃষ্টি করিয়াছেন; উহাতে তাহাদের জন্যে বিশ্রামালয় ও ঘর-বাড়ি (এর উপাদান) সৃষ্টি করিয়াছেন। উহাতে উপকারী বস্তুসমূহ তাহাদের জন্যে হালাল করিয়াছেন; আকাশের মেঘকে তাহাদের কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাহাদের জন্যে রিযিক উৎপন্ন করেন এবং তাহাদের জন্যে জীবন ধারণের ও জীবিকা উপার্জনের বহুবিধ উপায় ও উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতার গুণ হইতে বঞ্চিত। তাহারা এই সকল নিয়ামতের শোকর-গুযারী করে না :

আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপভাবে অন্যত্র বলিয়াছেন :

اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ٠

আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহ গণনা করিতে থাকো, উহাদিগকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। কিন্তু মানুষ বড়ই অবিবেচক ও বড়ই অকৃতজ্ঞ (১৪ : ৩৪)।

আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল-আরাজ (র) ছাড়া সকল বিশেষজ্ঞই আয়াতের অন্তর্গত مَـعَـايِشَ শব্দটির চতুর্থ অক্ষর ى (ইয়া) পড়িয়াছেন। আবদুর রহমান তদস্থলে ء (হামযা) পড়িয়াছেন। অধিকাংশের অভিমতই সংগত। কারণ, مَعَايِشَ শব্দটি معيشة শব্দের বহুবচন। معيشة শব্দের ধাতু ع - ى - ش (আইন-ইয়া-শীন)। এই ধাতু হইতেই عاش সে জীবন যাপন করিয়াছে, يعيش সে জীবন-যাপন করে, عيشا জীবন যাপন করা প্রভৃতি শব্দ গঠিত হইয়াছে। আলোচ্য مَعِيْشَةٌ শব্দটি মূলত مَعْيِشَةٌ ছিল। ى এর সহিত كسره (যের) এর পঠন আরবীতে কখনো বেশ কঠিন হইয়া থাকে। এই স্থলে উহা বেশ কঠিন হওয়ায় আরবী ভাষার 'শব্দ গঠন সূত্র-বিশেষের অনুসরণে ى এর كـسـره কে পূর্ববর্তী অক্ষর ع এ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহাতে শব্দটি مَعِيْشَةٌ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বহুবচন গঠন করিবার কালে ى এর স্থানান্তরিত كسرة স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে।

কারণ, বহুবচন শব্দটি যে রূপধারণ করিয়াছে, তাহাতে ى এর সহিত كـسـره পাঠ করা তেমন কঠিন নহে। مـعـايشُ শব্দের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে مفاعل। কারণ, উভয়ের চতুর্থ অক্ষর উহাদের স্ব-স্ব ধাতুর অন্তর্গত অক্ষর। পক্ষান্তরে مَدَائِنُ، صَحَائِفُ ও بَصَائِرُ শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত বর্ণ নহে; বরং উহারা ধাতু বহির্ভূত অতিরিক্ত বর্ণ। ইহাদের এক বচন হইতেছে, যথাক্রমে مَدِيْنَةٌ، صَحِيْفَةٌ ও بَصِيْرَةٌ। ইহারা যথাক্রমে مَدُنَ সে সভ্য হইয়াছে, صَحُفَ উহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং اَبْصَرَ সে দর্শন করিয়াছে— এই শব্দত্রয় হইতে গঠিত হইয়াছে। আর উল্লেখিত শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি ধাতুর অন্তর্গত নহে বলিয়াই উহাদের সম ওজন বিশিষ্ট শব্দ হইতেছে, فَعَائِلُ। এই শব্দ চতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণগুলি উহাদের নিজ নিজ ধাতুর অন্তর্গত নহে; বরং উহা ধাতু বহির্ভূত বর্ণ। ধাতু বহির্ভূত অক্ষরের বেলায় সামান্য উচ্চারণ কাঠিন্যকেও আরবী 'শব্দগঠন শাস্ত্রে' গুরুত্ব দেওয়া হয় বলিয়াই এই শব্দত্রয়ের চতুর্থ বর্ণ যের বিশিষ্ট 'ىِ' কে 'همزة' এ পরিবর্তিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(١١) وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۭ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

১১. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদের রূপদান করি এবং তৎপর ফেরেশতাদিগকে আদমের নিকট নত হইতে বলি, ইবলীস ব্যতীত সকলেই নত হয়। যাহারা নত হইল সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইল না।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে তাহাদের পিতা 'আদম' (আ)-এর সম্মান ও মর্যাদার কথা এবং তাহাদের পিতা ও তাহাদের প্রতি ইবলীসের শত্রুতা ও ঈর্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহাতে তাহারা তাহাকে (ইবলীসকে) এড়াইয়া চলে এবং তাহার (প্রদর্শিত) পথসমূহ অনুসরণ না করে ? এইরূপে তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ، فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ.....مَعَ السّٰجِدِيْنَ .

"আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণকে বলিলেন, 'নিশ্চয় আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানব সৃষ্টি করিব; যখন উহার সৃষ্টি কার্যকে পূর্ণতা দান করিব ও উহাতে আমার (তরফ হইতে) রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজদাকারীরূপে নত হইবে। অনন্তর, সকল ফেরেশতাই সিজদা করিল, কিন্তু ইবলীস নহে। সে সিজদাকারীদের দলভুক্ত হইতে অসম্মতি জানাইল" (১৫ : ২৮-৩১)।

উহা এইরূপে ঘটিয়াছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে স্বীয় কুদরতে 'আদম'কে সৃষ্টি করিলেন ও তাঁহাকে একটা পূর্ণ মানবদেহের আকার দিলেন এবং উহাতে স্বীয় (সৃষ্ট) রূহ সঞ্চার করিলেন, তখন তিনি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত আদমের সম্মুখে সিজদা করিতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা সকলে এই নির্দেশ পালন করিলেন, কিন্তু ইবলীস করিল না। সে সিজদাকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইল না। ইবলীস সম্পর্কিত আলোচনা সূরা বাকারায় প্রথমদিকে করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত 'خَلَقْنَاكُمْ' (আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি) ও 'صَوَّرْنَاكُمْ' (আমি তোমাদিগকে সুন্দর আকৃতি দিয়াছি) বাক্যদ্বয়ে যে 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, উহার ব্যাখ্যা হইল—আদমকে সৃষ্টি করিয়াছি ও সুন্দর আকৃতি দান করিয়াছি। ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, মিন্‌হাল ইব্‌ন আমর আল-আ'মাশ, সুফইয়ান সাওরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ অর্থাৎ (সকল) মানুষকে পুরুষের মেরুদণ্ডে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং নারীর গর্ভাশয়ে (সুন্দর) আকৃতি দেয়া হইয়াছে। হাকিম (র) (الحاكم) ইহা বর্ণনা করিয়া ইহাকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে 'সহীহ্' নাম দিয়াছেন। অবশ্য বুখারী ও মুসলিমে উহা স্থান পায় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র) জনৈক প্রথম যুগের তাফসীরকার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা হইবে আদমের বংশধরগণ।

তাহা ছাড়া রাবী ইব্‌ন আনাস, আস-সুদ্দী, কাতাদা ও যাহ্‌হাক প্রমুখ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : অর্থাৎ আমি আদম সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর তাহার বংশধরদিগকে সুন্দর আকৃতি প্রদান করিয়াছি।

অবশ্য তাহাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ, ইহার অব্যবহিত পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ (অতঃপর আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা করো) ইহা দ্বারা বুঝা যায়, পূর্বের 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয়ের প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা 'আদম'-ই হইবে।

প্রশ্ন দেখা দেয়, আয়াতে 'তোমাদিগকে' শব্দদ্বয় দ্বারা যদি আদমের বংশধরগণকে না বুঝাইয়া শুধু আদমকেই বুঝানো হইয়া থাকে, তবে এক্ষেত্রে বহুবচন 'তোমাদিগকে' শব্দ কেনো ব্যবহৃত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, 'আদম' মানব কুলের পিতা বিধায় তাঁহার স্থলে বহুবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন হুযূর পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলদের সম্বোধন

করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আর আমি তোমাদের উপর মেঘকে রাখিয়াছি আর তোমাদের উপর 'মান্না' শস্য ও 'সালওয়া' পক্ষী নাযিল করিয়াছি। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্র কৃপা যখন রাসূল পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের পূর্ব পুরুষগণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তখন উহা যেনো তাহাদের উপরও বর্ষিত হইয়াছে। অতএব সম্বোধন রাসূল পাক (সা)-এর যুগের বনী ইসরাঈলের প্রতিই হইয়াছে। অনুরূপভাবে সৃষ্টি ও আকৃতি দান আদমকে করা হইলেও তিনি যেহেতু তাঁহার বংশধরদের সকলের মূলস্বরূপ। তাই যেনো তাঁহার বংশধরগণকেও উক্ত সময়ে সৃষ্টি ও আকৃতিদান করা হইয়াছে এবং আয়াতে সকাল মানবকুলকে সম্বোধন করিয়া তোমাদিগকে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে।

অবশ্য وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ আর নিশ্চয়ই আমি 'মানব'-কে উত্তম কাদামাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি' (২৩ : ১২)। আয়াতে বর্ণিত الانسان শব্দটি দ্বারা মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট 'আদম'কেই বুঝিতে হইবে। তাঁহার বংশধরগণ যেহেতু মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট নহে; বরং তাহারা শুক্র হইতে সৃষ্ট, তাই এখানে ' الانسان ' শব্দ দ্বারা তাহার বংশধরগণকে উদ্দিষ্ট করা হয় নাই।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে, 'الانسان' শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য হওয়া সত্ত্বেও কীরূপে একক ব্যক্তি 'আদম'-এর প্রতি প্রযুক্ত হইল ? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আয়াতের 'الانسان' শব্দটি দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে না বুঝাইয়া মানব জাতিকে বুঝানো হইয়াছে।

(١٢) قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

১২. তিনি বলিলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি নত হইলে না ? সে বলিল, আমি তাহার অপেক্ষা শ্রেয়, আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছ।

তাফসীর : কোন কোন ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ مَا مَنَعَكَ الاَّ تَسْجُدَ اذْ اَمَرْتُكَ এর অন্তর্গত 'না' বাচক শব্দ لا কে যায়েদা বা অতিরিক্ত ধরিয়াছেন। আরবী ভাষায় এইরূপ অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের কেহ কেহ আবার বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত 'ইবলীসের সিজদা না করা' অর্থে তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে এখানে এই لا কে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। তাকীদ বা জোর সৃষ্টির জন্যে 'না' বাচক শব্দকে অতিরিক্ত আনিবার দৃষ্টান্ত নিম্নের কবিতা চরণটিতে রহিয়াছে :

ما ان رايت ولا سمعت بمثله .

অর্থাৎ আমি না তাহার তুল্য ব্যক্তি কিছুতেই দেখিয়াছি আর না সাদৃশ্য ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি। এক্ষেত্রে ما ও ان উভয় পদই 'না' বাচক অব্যয়; পরবর্তী ان কে পূর্ববর্তী ما এর তাকীদের জন্যে যায়েদা বা অতিরিক্ত আনা হইয়াছে।

আয়াতে لا পদকে যায়েদা ধরিলে উহার অর্থ এইরূপ হইবে : 'যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম, তখন কিসে তোমাকে সিজদা করা হইতে বিরত রাখিল' ? ইব্‌ন জারীর (র) উপরোল্লেখিত অভিমত দুইটিকে উল্লেখপূর্বক উভয়টিকে প্রত্যাখ্যান করত আয়াতের ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখানে منع ক্রিয়াটি উহার মূল অর্থ বহন করিতেছে। সে মতে আয়াতের অর্থ হইতেছে, "যখন আমি তোমাকে আদেশ করিলাম, তখন কীসে তোমাকে বিরত রাখিল ও সিজদা না করিতে প্ররোচিত করিল ?'

ইব্‌ন জারীর (র)-এর উপরোক্ত অর্থকরণ যুক্তির দিক দিয়া শক্তিশালী ও সুসংগত। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

অভিশপ্ত ইবলীসের উত্তর أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ (আমি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর) তাহার সিজদা না করিবার অপরাধের চাইতে অধিকতর জঘন্য কৈফিয়ত। সে বলিতে চাহিতেছে যে, সে যেহেতু আদম হইতে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর, আর যেহেতু নিম্নতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে সিজদা করিবার জন্যে উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, তাই সে আদমকে সিজদা করা হইতে বিরত রহিয়াছে। অধিকন্তু, সে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া বলিতে চাহিতেছে যে, তিনি কীরূপে আদমকে সিজদা করিবার জন্যে তাহার প্রতি আদেশ দিলেন ?

অতঃপর ইবলীস আদমের উপর তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উল্লেখ করিতেছে। সে বলিতেছে, আমাকে আগুন হইতে এবং তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ; আগুন মাটি হইতে শ্রেষ্ঠতর। অতএব, আমি আদম হইতে শ্রেষ্ঠতর। ইবলীস তাহার কৃত কর্মের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া উভয়ের সৃষ্টির উপাদানকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিল। সে দেখিল না, আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়া এবং বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত রূহ উহাতে সঞ্চার করিয়া তাহাকে কত মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। অধিকন্তু সে আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে কুযুক্তি খাটাইল। ফলে সে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হইতে নিরাশ ও ফেরেশতাদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইল। 'ইবলীস' শব্দের অর্থও হইতেছে 'নিরাশ'।

পাপাত্মা ইবলীসের পেশকৃত যুক্তিটি তাত্ত্বিক দিক দিয়াও অন্তঃসারশূন্য। কারণ, মাটির মধ্যে ধৈর্য, স্থিরতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে রহিয়াছে উৎপাদন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের গুণ। পক্ষান্তরে, আগুনের মধ্যে প্রজ্বলন, ধ্বংস, ক্রোধ ও অস্থিরতার দোষ রহিয়াছে। তাই দেখা গিয়াছে, ইবলীসের উপাদান আগুন ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য করিয়াছে এবং তাঁহার গযবে তাহাকে পতিত করিয়াছে। অপর পক্ষে আদমের উপাদান মাটি ও উহার বৈশিষ্ট্যসমূহ তাহাকে উপকৃত করিয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবৃত্ত, বিনয়ী, ত্রুটি স্বীকারকারী, ক্ষমাপ্রার্থী ও আত্মসমর্পণকারী হইয়াছেন।

মুসলিম শরীফে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন : হুযূর (সা) বলিয়াছেন, ফেরেশতাগণকে নূর হইতে ও ইবলীসকে বিশুদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে। মুসলিম শরীফের বর্ণনার ভাষ্য উপরোক্তরূপ।

ইব্‌ন মারদুবিয়া আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিল। আয়িশা (রা) বলেন : হুযূর (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আরশের নূর হইতে ও 'জিন' কে বিশুদ্ধ অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার বর্ণনা তিনি তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে।

রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি নুআইম ইব্‌ন হাম্মাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আবদুর রায্‌যাক (রা) হইতে এই হাদীস কোথায় শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ইয়ামানে শুনিয়াছি। এই হাদীসের গায়ের সহীহ্ বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে—আর আয়তলোচনা 'হূর'কে যাফরান হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) হাসান (রা) হইতে মাতার আল-ওয়ারাক, ইব্‌ন শাওয়াব, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীর, আল-হুসাইন, আল-কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (রা) خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ (আমাকে আগুন হইতে ও তাহাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইবলীস যুক্তি প্রয়োগ করিল এবং সে-ই সর্ব প্রথম যুক্তি প্রয়োগ করিল। এই হাদীসের সনদ সহীহ্। ইব্‌ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন : সর্ব প্রথম ইবলীসই যুক্তি প্রয়োগ করে। এবং এইরূপ যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াই চন্দ্র-সূর্যের অর্চনা চালু হইয়াছে।

(١٣) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

(١٤) قَالَ اَنْظِرْنِيْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

(١٥) قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

১৩. তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহংকার করিবে, ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদিগের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. সে বলিল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।

১৫. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রাকৃতিক বিধান ও স্বাভাবিক নির্দেশের মাধ্যমে ইবলীসকে বলিতেছেন, আমার আদেশ পালনে তোর অবাধ্যতা ও আমার আনুগত্য হইতে তোর বহির্গমনের কারণে তুই উহা হইতে নামিয়া যা; কারণ উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার নেই।

অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন, আয়াতের فِيهَا উহাতে অংশের সর্বনামের উদ্দিষ্ট বিশেষ্য হইতেছে 'الْجَنَّةُ। জান্নাত'। সংক্ষেপে 'فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا ' অংশের অর্থ হইতেছে, 'তুই জান্নাত হইতে নামিয়া যা; উহাতে থাকিয়া তোর অবাধ্য হইবার অধিকার নাই'। ইবলীস তাহার উচ্চতম বিচরণ ক্ষেত্রে যে مَنْزِلَةٌ (সম্মান)-এর অধিকারী ছিল, এখানে

সেই منزلة (সম্মান)-কেও সর্বনামের বিশেষ্যরূপে নির্দিষ্ট করা যায়। ইবলীসের কার্য তাহার জন্যে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল আনয়ন করিল।

অভিশপ্ত হইবার পর ইবলীস প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করণের কথা চিন্তা করিল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সময় প্রার্থনা করিল।

আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক ইবলীসের সময় প্রার্থনা মঞ্জুর করিবার মধ্যে হিকমত, যুক্তি ও তাঁহার ইচ্ছা রহিয়াছে। কেহ তাঁহার ইচ্ছার বিরোধিতা করিতে পারে না। তিনি হিসাব গ্রহণে বিলম্বকারী নহেন।

(١٦) قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ
(١٧) ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝

১৬. সে বলিল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করিলে, এই জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁত-পাতিয়া বসিয়া থাকিব।

১৭. অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই, তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাত, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং তুমি তাহাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাইবে না।

তাফসীর : ইবলীস আল্লাহ্র নিকট হইতে সময়প্রাপ্ত ও আশ্বস্ত হইবার পর স্বীয় সত্যদ্রোহী ও ন্যায়-বিদ্বেষের স্বভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে আল্লাহ্কে বলিতে লাগিল, যাহার কারণে তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ, তাহার বংশধরগণের জন্যে সত্যপথে ও মুক্তির পথে বসিয়া থাকিব এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিচ্যুত করিব; যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদত না করে এবং তোমাকে এক বলিয়া স্বীকার না করে।

ইব্ন আব্বাস (রা) فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ অংশের অর্থ করিয়াছেন যেমন তুমি আমাকে গুমরাহ করিয়াছ; অন্যান্য তাফসীরকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন 'যেমন তুমি আমাকে ধ্বংস করিয়াছ'। আবার কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ বলিয়াছেন যে, فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ অংশে অবস্থিত ب অব্যয় শপথের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুযায়ী উহার অর্থ হয় 'আমাকে তোমার গুমরাহ্ করিবার কার্যের শপথ করিয়া বলিতেছি'।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর তাৎপর্য হইতেছে 'সত্য'।

আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সূকাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আওন ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলিয়াছেন : উহার তাৎপর্য হইবে 'মক্কার পথ'।

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, 'সঠিক এই যে, صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর তাৎপর্য উহা হইতে অধিকতর ব্যাপক'। আমি বলি ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসে ইব্ন জারীরের কথারই সমর্থন পাওয়া যায়। সাবরা ইমাম আহমদ ইব্ন আবুল ফাকিহ হইতে যথাক্রমে সালেম ইব্ন আবুল জা'দ মূসা ইব্নুল মুসাইয়িব আবূ ওকায়েলকে আস্-সাকাফী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওকায়িল, হাশিম ইব্নুল কাসিম বর্ণনা করিয়াছেন, সাবুরা (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "নিশ্চয় শয়তান আদমের উদ্দেশ্যে তাহার পথসমূহে বসিয়া

রহিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে সে ইসলামের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি তোমার ও তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে ? সেই আদম-তনয় শয়তানের কথা অমান্য করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। শয়তান তাহার উদ্দেশ্যে হিজরতের পথে বসিয়া রহিয়াছে; সে তাহাকে বলিয়াছে, 'তুমি কি হিজরত করিবে ? আর তোমার দেশকে ও তোমার আকাশকে ছাড়িয়া যাইবে ? অথচ, মুহাজির ব্যক্তির মর্যাদা ঘোড়ার মর্যাদার সমতুল্য বৈ উহা হইতে অধিকতর নহে। আদম তনয় তাহার কথা না মানিয়া হিজরত করিয়াছে। তারপর, সে আদম তনয়ের উদ্দেশ্যে জিহাদের পথে বসিয়া রহিয়াছে। জিহাদ—নাফসের জিহাদ ও মালের জিহাদ দুই-ই হইতে পারে। সে আদম তনয়কে বলিয়াছে, 'তুমি কি যুদ্ধ করিবে আর নিহত হইবে ? অনন্তর, তোমার স্ত্রীকে (অন্যের সহিত) বিবাহ দেওয়া হইবে এবং তোমার সম্পত্তি (অপরের মধ্যে) বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে ? আদম তনয় তাহার কথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জিহাদে অবতীর্ণ হইয়াছে। হুযূর (সা) বলেন, বনী আদমের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এতদ্‌সমুদয় কার্য করে, অতঃপর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়। আর যদি সে ব্যক্তি পানিতে ডুবিয়া ইন্তিকাল করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায় আর যদি চতুষ্পদ প্রাণী তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নিহত করে, তবে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা আল্লাহ্ তা'আলার দায়িত্ব হইয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর হামলা চালাইব' অর্থাৎ 'আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের মনে সংশয় আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব' অর্থাৎ 'পার্থিব বিষয়ে তাহাদের মনে আকর্ষণ ও লোভ জন্মাইতে চেষ্টা করিব; 'তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব, অর্থাৎ দীনী বিষয়ে তাহাদের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দিতে চেষ্টা করিব; তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইব অর্থাৎ গুনাহের কার্যকে তাহাদের নিকট লোভনীয় করিয়া দেখাইব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে (আলী) ইব্‌ন আবূ তালহা আওফীর বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে; তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে; তাহাদের ডান দিক হইতে, অর্থাৎ সৎ কার্যের বিষয়ে, তাহাদের বাম দিক হইতে, অর্থাৎ 'অসৎ কার্যের বিষয়ে।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলিয়াছেন : ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ 'তাহাকে বলিবে, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের ডান দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে অর্থাৎ 'সৎ কার্যসমূহ হইতে তাহাদিগকে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহাদের বাম দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেও ঊর্ধ্বদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই দিক হইতে তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত নাযিল হয়। ইবলীস আল্লাহ্‌র বান্দা ও

তাঁহার রহমতের মধ্যে আসিয়া অন্তরায় হইবার সুযোগ পায় না। ইবরাহীম নাখঈ, হাকাম ইব্‌ন উয়াইনা, সুদ্দী এবং ইব্‌ন জুরায়েজ (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তাহারা বলিয়াছেন, তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে অর্থাৎ পার্থিব বিষয়ে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে ও তাহাদের ডান দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে পারে সেই পথে এবং তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে ও তাহাদের বাম দিক হইতে অর্থাৎ তাহারা যে পথে ইবলীসের প্রতারণা ধরিয়া ফেলিতে না পারে সেই পথে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : "অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এর সামগ্রিক অর্থ হইতেছে সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য এবং নেকী-বদীর যাবতীয় পথ। ইবলীস সৎ, ন্যায়, পুণ্য ও নেকীর পথে দাঁড়াইয়া মানুষকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট থাকে এবং সে অসৎ, অন্যায়, পাপ ও বদীর পথে দাঁড়াইয়া তাহাকে উহাতে লিপ্ত 'করিতে সচেষ্ট থাকে। নেকীর কাজকে মানুষের নিকট অকল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা এবং বদীর কাজকে তাহার নিকট কল্যাণকররূপে প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা ইবলীসের কাজ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা (র) তৎ হইতে হাকাম ইব্‌ন আবান (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : "ইবলীস তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, তাহাদের পশ্চাৎ দিক হইতে, তাহাদের ডান দিক হইতে এবং তাহাদের বাম দিক হইতে বলিয়াছে; কিন্তু সে তাহাদের ঊর্ধ্বদিক হইতে বলে নাই। কারণ, ঊর্ধ্বদিক হইতে বান্দার প্রতি শুধু আল্লাহ্ তা'আলার রহমতই নাযিল হইয়া থাকে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন : وَلاَ تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ অর্থাৎ তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই তাওহীদপন্থী বা একত্ববাদী পাইবে না। আর তুমি তাহাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাইবে না, কথাটা ছিল ইবলীসের নিছক অনুমান। কিন্তু পরবর্তী বাস্তব ঘটনা তাহার অনুমানের অনুরূপই ঘটিয়া গিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ اِلاَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ .

"আর ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় অনুমানকে সত্য করিয়া দেখাইয়াছে; অতএব মু'মিনদের একটা দল ছাড়া সকল আদম সন্তানই তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে। আঁর তাহাদের উপর ইবলীসের কোন ক্ষমতা ও প্রভাব এই উদ্দেশ্য ছাড়া কোন উদ্দেশ্যেই নাই যে, আমি (উক্ত প্রভাব দ্বারা) যে ব্যক্তি আখিরাত সম্পর্কে সংশয়ে নিপতিত থাকে, তাহা হইতে সেই ব্যক্তিকে পৃথক করিব, যে ব্যক্তি আখিরাতে ঈমান আনে। আর তোমার প্রতিপালক প্রত্যেক বিষয়ের সংরক্ষক অধিকর্তা" (৩৪ : ২০-২১)।

এই কারণেই হাদীসে মানুষের উপর শয়তানের যাবতীয় প্রভাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনার বর্ণনা আসিয়াছে। হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

হুযূর (সা) এই দু'আ করিতেন :

اللّٰهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى اللّٰهم استرعوراتى وامن روعاتى واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى واعوذبك اللّٰهم ان أُغتال من تحتى .

"আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট আমার দীন ও দুনিয়া এবং আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা ও বিপদমুক্তি চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহসমূহকে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও; আর আমাকে সম্মুখ দিক হইতে, পশ্চাৎ দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে এবং উপর দিক হইতে হিফাজত করিয়া রাখো। আয় আল্লাহ্ ! আর আমি নিম্নদিক হইতে প্রতারিত হইবার হাত হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি।"

এই হাদীস শুধু হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহাকে হাসান (গ্রহণযোগ্য) বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে যথাক্রমে জারীর ইব্ন আবূ সুলায়মান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতআম, উবাদা ইব্ন মুসলিম আল-ফাযারী ওয়াকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) বলেন : সকাল সন্ধ্যায় সর্বদা হুযূর (সা) এই দু'আটা পাঠ করিতেন :

اللّٰهم انى اسئلك العافية فى الدنيا والاخرة اللّٰهم انى اسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى واهلى ومالى اللهم استرعوراتى وامن روعاتى اللّٰهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى واعوذبك اللّٰهم ان أُغتال من تحتى .

"আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট আমার দীনী বিষয়ে ও দুনিয়াবী বিষয়ে এবং আমার আপনজন ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্ ! তুমি আমার গুনাহ্কে ঢাকিয়া দাও এবং আমাকে ভীতিমুক্ত করিয়া দাও।

ওয়াকী (র) বলিয়াছেন : নিম্ন দিক হইতে অর্থাৎ যমীনে ধসিয়া যাওয়া হইতে।

আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, ইব্ন হিব্বান এবং হাকিম (র) উক্ত হাদীসকে উবাদা ইব্ন মুসলিমের সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম উহাকে সহীহ্ সনদের হাদীস বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(١٨) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ○

১৮. তিনি বলিলেন, 'এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও; মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব'।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে নাফরমানীর কারণে অভিশপ্ত ও বিতারিত করিয়া দূরে ভাগাইয়া দিলেন। অতএব ফেরেশতাদের সর্বোচ্চ পরিষদ হইতে বহিষ্কার করিবার ঘোষণা দান করিলেন : اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوراً অর্থাৎ নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া উহা হইতে বাহির হইয়া যাও।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন : المذءوم অর্থ 'দুষ্ট'। الذأم অর্থ 'দোষ'। 'দোষ' অর্থে ذَمّ শব্দ ব্যবহার করিবার চাইতে ذام ও ذيم শব্দদ্বয় ব্যবহার করিবার মধ্যে অধিকতর আলংকারিক তাৎপর্য রহিয়াছে। المدْحُوْر অর্থ 'বিতাড়িত' 'বিদূরিত'।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : اَلْمَذْمُوْم ও اَلْمَذءُوْم এই শব্দদ্বয়ের অর্থের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নাই।

সুফিয়ান সাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা। ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্‌ন আব্বাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই লাঞ্ছিত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা'। সুদ্দী (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বিরাগভাজন ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা'।

কাতাদাহ (র) অর্থ করিয়াছেন, 'তুই অভিশপ্ত, বিরাগভাজন অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা'।

মুজাহিদ (র) উহার অর্থ করিয়াছেন, 'তুই বঞ্চিত ও বিদূরিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা'। রবী ইব্‌ন আনাস (র) উহার অর্থ করিয়াছেন : 'তুই বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উহা হইতে বাহির হইয়া যা।

আয়াতের শেষাংশের অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْراً وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِىْ الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْراً ، اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلاً .

আল্লাহ্ বলিলেন, তুই যা, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোকে অনুসরণ করিবে, জাহান্নাম তোদের (সকলের) প্রতিফল হইবে। উহা (অপরাধের উপযুক্তও) পরিপূর্ণ প্রতিফল-ই বটে। তাহাদের মধ্য হইতে যাহাদের উপর তোর ক্ষমতা চলে, স্বীয় চীৎকার দ্বারা তাহাদিগকে পদস্খলিত কর। আর স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর, আর তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির বিষয়ে তাহাদের সহিত শরীক হও। আর তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান কর, আর শয়তান মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কোনরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না। নিশ্চয় আমার (অনুগত) বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। আর তোর প্রতিপালক প্রভু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য অভিভাবক (১৭ : ৬৩-৬৫)।

(١٩) وَيَآدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا
تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○
(٢٠) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ
سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ
تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○
(٢١) وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۙ○

১৯. এবং বলিলাম, হে আদম ! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না, হইলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২০. অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান যাহা গোপন রাখা হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, পাছে তোমরা উভয় ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও, এই জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

২১. সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) ও তাহার সহধর্মিণী বিবি হাওয়ার জন্যে জান্নাতের একটা বৃক্ষের ফল ছাড়া উহার সমুদয় ফল ভক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার পরম সুখৈশ্বর্য দেখিয়া ইবলীস ঈর্ষান্বিত হইল। সে তাহাদের নিকট হইতে জান্নাতের সুন্দর লেবাস ও অন্যান্য নিয়ামত ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা ও প্রতারণার পথ ধরিল। সে বলিল, 'তোমরা যাহাতে ফেরেশেতা না হইয়া যাও অথবা চিরঞ্জীব না হইয়া যাও, সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে পারিলেই তোমরা উপরোক্ত সুযোগ লাভ করিতে পারিবে। অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ বলিয়াছেন :

قَالَ يَا اٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ·

ইবলীস বলিল, হে আদম ! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব হইবার সহায়ক বৃক্ষের এবং এইরূপ রাজ্যের সন্ধান দিব, যাহা ধ্বংস হইবে না ? (২০ : ১২০)।

আলোচ্য الاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ আয়াতাংশে 'না' অর্থবোধক 'لا' উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ উহা 'لا' সহ এইরূপ হইবে : الاَّ اَنْ لَا تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ। যাহাতে তোমরা ফেরেশতা হইয়া না যাও অথবা চিরঞ্জীবদের দলভুক্ত হইয়া না যাও। অনুরূপ

উহ্য থাকিবার নযীর অন্যত্রও রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا অর্থাৎ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ لَاتَضِلُّوْا আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে বিশদ বর্ণনা দেন যাহাতে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া না যাও। অনুরূপ ভাবে বলিয়াছেন, وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ অর্থাৎ وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ لَّاتَمِيْدَبِكُمْ আর তিনি পৃথিবীতে পর্বতরাজি স্থাপন করিয়াছেন, যাহাতে উহা তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) اَوْ تَكُوْنَا مَلِكَيْنِ স্থলে ل অক্ষরকে যের দিয়া مَلِكَيْنِ পড়িতেন। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞ ل অক্ষরকে যবর দিয়া مَلَكَيْنِ পড়িয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে ইবলীস আল্লাহ্র শপথ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, সে যেহেতু তাহাদের পূর্ব হইতেই জান্নাতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে এবং তৎসম্পর্কে তাহাদের চাইতে অধিকতর ওয়াকিফহাল, তাই সে তাহাদের কল্যাণ-অকল্যাণের বিষয়ে বেশি বুঝে এবং তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষীও বটে।

قَاسَمَ ক্রিয়াটা باب مفاعلة এর শব্দ। এই باب এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রিয়ার পারস্পরিকতা হইলেও সর্বত্র উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না। এখানে ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ নাই, বরং قَاسَمَهُمَا এর অর্থ হইতেছে, ইবলীস তাহাদের নিকট শপথ করিয়া বলিল। কবি খালিদ ইব্ন যুহায়ের ইব্ন আম্মু আবী যুআয়েবের নিম্নের কবিতাচরণে 'قاسم' ক্রিয়াটি ক্রিয়ার পারস্পরিকতার অর্থ ছাড়া ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন :

وقاسمهم بالله جهدا لا نتم * الذمن السلوى اذما نشورها .

"আর সে তাহাদিগকে কঠোরভাবে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, 'নিশ্চয় তোমরা 'ছালওয়া' পাখী হইতে অধিকতর সুস্বাদু যখন আমরা উহা ভক্ষণ করি।"

ইবলীস আল্লাহ্র শপথের সাহায্য লইয়াই হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়াকে প্রতারণার জালে ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। মু'মিন ব্যক্তি কখনো কখনো আল্লাহ্র নামে প্রতারিত হয়।

কাতাদা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : "সে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছি। তাই আমি তোমাদের চাইতে বেশি জ্ঞান রাখি। অতএব, তোমরা আমার পরামর্শ শোন। আমি তোমাদিগকে মঙ্গলের পথেই লইয়া যাইব।

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আমাদিগকে প্রতারিত করিতে চাহে, আমরা সহজেই তাহার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়া থাকি।

(٢٢) فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ
طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا
عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٢٣) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২২. এইভাবে সে তাহাদিগকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল। অতঃপর যখন তাহারা সেই বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা উদ্যান-পত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ?

২৩. তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর, তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর : সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন : হযরত আদম (আ) খেজুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘদেহী ছিলেন। তাঁহার মাথায় ঘন দীর্ঘ কেশ ছিল। জান্নাতে তাঁহার তরফ হইতে ত্রুটি সংঘটিত হইয়া যাইবার পর তাঁহার গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল। ইতিপূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গ দেখিতেন না। ইহাতে লজ্জায় তিনি জান্নাতে এদিক ওদিক দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছ তাঁহার মাথার চুল জড়াইয়া ধরিল। গাছকে তিনি বলিলেন, 'আমাকে ছাড়িয়া দাও।' গাছ বলিল 'আমি তোমাকে ছাড়িব না।' আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওহে আদম ! আমার কাছ হইতে কি ভাগিয়া যাইতেছ ? তিনি বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার ! তোমা হইতে আমার লজ্জা হইতেছে।

ইব্ন জারীর এবং ইব্ন মারদুবিয়া ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে উপরোক্ত হাদীসকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী (حديث مرقوع) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, যে সনদে আলোচ্য হাদীস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে, উহার চাইতে সেই সনদই অধিকতর শক্তিশালী, যাহাতে উহাকে উবাই ইব্ন কা'ব নিজস্ব কথা (حديث موفوف) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের তৎ হইতে মিনহাল ইব্ন আমর হাসান ইব্ন আম্মারাহ সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা ও ইব্ন মুবারক এবং আবদুর রায্যাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) এবং বিবি হওয়াকে যে গাছের কাছে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, উহা ছিল 'গন্দম' বা 'গম গাছ' তাঁহারা উহা খাইবার পর তাঁহাদের গুপ্তস্থান অনাবৃত হইয়া গেল। তাহারা স্ব-স্ব হস্ত দ্বারা স্বীয় গুপ্তাঙ্গকে আবৃত করিত : ডুমুর গাছের পাতা একটির সাথে আরেকটিকে জোড়া দিয়া উহা দ্বারা নিজেদের গা ঢাকিতে লাগিলেন। হযরত আদম (আ) জান্নাতে দৌড়াইতে লাগিলেন। জান্নাতের একটি গাছে তাঁহার মাথার চুল জড়াইয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন : ওহে আদম! আমার নিকট হইতে কি তুমি পালাইতেছ?' হযরত আদম (আ) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার! পালাইতেছি না; কিন্তু তোমা হইতে আমার লজ্জাবোধ হইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমি জান্নাতে তোমার জন্যে যে সকল নিয়ামত হালাল করিয়া দিয়াছিলাম, উহারা কি উহা হইতে সংখ্যায় ও পরিমাণে অধিকতর ছিল না যাহা তোমার জন্যে হারাম করিয়াছিলাম।

হযরত আদম (আ) বলিলেন, পরওয়ারদেগার ! নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার ইয্যাতের কসম ! আমি ধারণা করিতে পারি নাই যে, কেহ তোমার নামে মিথ্যা শপথ করিতে পারে। শয়তানের এই শপথের বর্ণনা আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপে দিয়াছেন :

وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ আর সে তাহাদিগকে (আল্লাহ্র নামে) শপথ করিয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী (৭ : ২১)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইয্যাতের কসম! আমি তোমাকে যমীনে নামাইব, অতঃপর তুমি সেখানে কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত জীবিকা লাভ করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, 'অতএব, জান্নাত হইতে নামিয়া যাও।' তাঁহারা জান্নাতে পর্যাপ্ত আহার ও পানীয় গ্রহণ করিতেন।

কিন্তু তাঁহাকে যমীনে অপ্রচুর ও অপর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয়ের নিকট নামাইয়া দেওয়া হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে লোহার ব্যবহার শিখাইলেন এবং কৃষিকার্য করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি কৃষিকার্য করিলেন। তিনি বীজ বপন করিলেন এবং জমিতে পানি দিলেন। শস্য পাকিবার পর উহা কাটিলেন, মাড়াইলেন এবং খোসা ছাড়াইলেন। শস্য পিষিলেন, খামির বানাইলেন, রুটি প্রস্তুত করিলেন এবং খাইলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু পরিশ্রম তাঁহাকে দিয়া করাইতে চাহিয়াছিলেন, এইভাবে তাঁহাকে ততটুকু পরিশ্রম-ই করিতে হইল।

সাওরী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন: 'জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়া (ডুমুর) বৃক্ষের পাতা দ্বারা নিজেদের গাত্র ঢাকিয়াছিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত বর্ণনার সনদ সহীহ্।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : তাহারা জান্নাতের পাতা দ্বারা কাপড়ের ন্যায় নিজেদের গাত্র আবৃত করিতে লাগিলেন।

عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا (সে তাঁহাদের লেবাসকে তাঁহাদের গাত্র হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয় যাহাতে তাঁহাদের গুপ্তাঙ্গকে পরস্পরের সম্মুখে অনাবৃত করিয়া দিতে পারে)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) বলিয়াছেন : জান্নাতে হযরত আদম (আ) ও বিবি হাওয়ার লেবাস ছিল 'নূর' কেহ কাহারো গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পাইতেন না। নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে তাঁহাদের গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হইয়া গেল।

ইব্ন জারীর (র) ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) হইতে উক্ত ব্যাখ্যা সহীহ্ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্যাক (র) মা'মার সূত্রে কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাতাদা (র) বলেন : হযরত আদম (আ) বলিলেন, 'পরওয়ারদেগার ! আমি তওবা করিলে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কি আমার তওবা কবূল এবং ক্ষমা মঞ্জুর হইবে ?' আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তুমি এইরূপ করিলে আমি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করিব। আর ইবলীস ? সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা ও ক্ষমা চাহে নাই, সে চাহিয়াছে 'সময়'। যে যাহা চাহিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাকে তাহাই দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : হযরত আদম (আ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, আমি যে গাছের কাছে যাইতে তোমাকে নিষেধ করিলাম, কেনো তুমি উহার ফল খাইলে ? হযরত আদম (আ) বলিলেন, 'হাওয়া' আমাকে পরামর্শ দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'আমি তাহাকে এই শাস্তি দিতেছি যে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে এবং প্রসবকালে তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিবি হাওয়া ইহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, (প্রসবকালে) তোমাকে ও তোমার সন্তানকে কাঁদিতে হইবে।

যাহ্‌হক ইব্‌ন মুযাহিম (র) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ বলিয়াছেন : হযরত আদম (আ) তাঁহার পরওয়ারদেগারের কাছ হইতে এই কথা কয়টিই শিখিয়া লইয়াছিলেন।

(٢٤) قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

(٢٥) قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○ ع

২৪. তিনি বলিলেন, তোমরা একে অপরের শত্রু হইয়া নামিয়া যাও এবং পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।

২৫. তিনি বলিলেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করিবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হইবে এবং সেখান হইতেই তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনা হইবে।

তাফসীর : কাহারোর মতে 'اهْبِطُوْا' (তোমরা নামিয়া যাও) আয়াতাংশে যাহাদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে আদম-হাওয়া এবং ইবলীস ও সাপ। কেহ কেহ আবার সাপকে উল্লেখ করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

শত্রুতায় দুইটি পক্ষ হইতেছে আদম ও ইবলীস। এই কারণেই 'সূরা তাহায় ক্রিয়ার দ্বিবচন আনিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا। অর্থাৎ তোমরা পক্ষদ্বয়ের সকলে উহা হইতে নামিয়া যাও। বিবি হাওয়া হযরত আদম (আ)-এর পক্ষের অন্তর্গত, আর সাপের উল্লেখ সঠিক হইলে উহা ইবলীসের পক্ষের অন্তর্গত।

তাফসীরকারগণ প্রত্যেকের অবতরণ স্থানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা বিধর্মী ইসরাঈলী গল্পকারদের কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্ই উহাদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অধিকতম জ্ঞানী। এই সকল স্থানের অবস্থান নির্ধারণে যদি মানুষের দীন বা দুনিয়ার কোন উপকার সাধিত হইত, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ বা তাঁহার রাসূল (সা) উহা নির্ধারণ করিয়া দিতেন।

وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (আর পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান-স্থান এবং জীবন ধারণের উপকরণ থাকিবে) আয়াতাংশের তাৎপর্য এই যে, এখানে তাহাদের অবস্থানকাল এবং হায়াত পূর্ব হইতে তাকদীর কর্তৃক নির্ধারিত থাকিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : مُسْتَقَرٌّ অবস্থান স্থান অর্থাৎ 'কবর'। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরেক বর্ণনা এইরূপ রহিয়াছে : مُسْتَقَرٌّ (অবস্থান স্থান) অর্থাৎ মাটির উপরকার এবং

মাটির নিম্নস্থ অবস্থান স্থল। উভয় রিওয়ায়েতেই ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى 'উহা (পৃথিবীস্থ উপকরণসমূহ) হইতেই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিব এবং পুনরায় উহা হইতেই তোমাদিগকে বহির্গত করিব-(সূরা তাহা)।

فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ইহার অনুরূপ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পৃথিবী মানুষের ইহকালীন জীবনের অবস্থান স্থান। এখানেই সে জীবন ধারণ করিবে, এখানেই সে মৃত্যুবরণ করিবে ও 'কবর' বা অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থান স্থান প্রাপ্ত হইবে আর এখান হইতেই সে কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থিত হইবে : যে কিয়ামতে আল্লাহ্ সকলকে একত্রিত করিবেন এবং সকলকে তাহাদের স্ব-স্ব আমলের অনুরূপ প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(٢٦) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ط
وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ط ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

২৬. হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে যে লেবাস ও পোশাক সৃষ্টি করিয়াছেন, এখানে উহা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে বলিতেছেন। اللبـــاس —যাহা দ্বারা গোপনীয় স্থান আবৃত করা হয়; আর الرياش ও الريش—যাহা দ্বারা বাহ্য সৌন্দর্য লাভ করা হয়। প্রথমটি হইতেছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অতিরিক্ত ও পরিপূরক।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন, 'আরবী-ভাষায় الرياش শব্দের অর্থ হইতেছে, 'গার্হস্থ্য সরঞ্জাম', বহিঃ পরিধেয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এবং তাহা হইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : الرياش শব্দের অর্থ হইতেছে 'সম্পদ। মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, সুদ্দী, যাহ্‌হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ-ই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আল-আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : الرياش পোশাক, জীবন-ধারণ-উপকরণ, নিয়ামত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : الرياش সৌন্দর্য। ইমাম আহমদ (র) আবুল আলা শামী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুল আলা শামী বলেন : 'একদা আবূ উমামা (র) একখানা নূতন কাপড় পরিধান করিলেন। যখন উহা তাঁহার গলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিল, তিনি বলিলেন :

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى .

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য যিনি আমাকে এমন কাপড় পরিধান করাইয়াছেন, যাহা দ্বারা আমি নিজের গুপ্তস্থানকে ঢাকিতে পারি এবং যাহা দ্বারা জীবনে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি।' অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন, হুযূর (সা) ফরমাইয়াছেন : 'যে ব্যক্তি নূতন কাপড় পরিধানকালে উহা তাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত পৌছিলে বলে :

الحمد لله الذى كسانى ما اوارى به عورتى واتجمل به فى حياتى .

অতঃপর পুরাতন কাপড়খানা সদকা করিয়া দেয়, সে ব্যক্তি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আল্লাহ্র দায়িত্বে, তাঁহার সান্নিধ্যে এবং তাঁহার নৈকট্যে আসিয়া যায়।

তিরমিযী ও ইব্ন মাজা এই হাদীসকে আসবুগ (র) হইতে ইয়াযীদ ইব্ন হারূনের এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আসবুগ রাবী হইতেছেন ইব্ন যায়দ আল-জুহানী। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন প্রমুখ তাহাকে 'বিশ্বস্ত' বলিয়াছেন। আসবুগের উস্তাদ হইতেছেন আবুল আলা শামী। এই হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীসে তাহার নাম পাওয়া যায় না। অথচ অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ মাতার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ মাতার (র) বলেন যে, একদা তিনি আলী (রা)-কে একটি যুবকের কাছ হইতে তিন দিরহাম দিয়া একটি জামা খরিদ করিতে দেখিলেন। তিনি উহা পরিধান করিলে উহা তাঁহার হাঁটুর নিম্নে পায়ের নলার কোন স্থান পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িল। জামাটি পরিধান করিয়া আলী (রা) এই দু'আ পড়িলেন :

الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما اتجمل به فى الناس واو ارى به عورتى .

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য—যিনি আমাকে এইরূপ পোশাক দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা আমি মানুষের সম্মুখে সৌন্দর্য লাভ করিতে পারি এবং স্বীয় গুপ্তাঙ্গ ঢাকিতে পারি। ইহা তাঁহার নিজস্ব দু'আ, না হুযুর (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত ? এই মর্মে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, 'নূতন কাপড় পরিধান করিবার কালে নবী করীম (সা) ইহা পড়িতেন।

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ আয়াতে (তাকওয়ার লেবাস হইতেছে উত্তম)। কেহ কেহ 'لباس التـقـوى' শব্দকে نصب কর্মকারকের বিভক্তি এবং কেহ কেহ رفع কর্তৃকারকের বিভক্তি দিয়া পড়িয়াছেন। যাহারা رفع দিয়া পড়িয়াছেন, তাহারা ইহাকে উদ্দেশ্য ধরিয়া 'ذلك خـيـر' অংশকে উহার বিধেয় ধরিয়াছেন।

তাফসীরকারগণের মধ্যে لبـاس التـقـوى (তাকওয়ার লেবাস) এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইকরামা (র) বলিয়াছেন : কথিত আছে, মুত্তাকিগণ কিয়ামতে যে লেবাস পরিধান করিবেন, তাহাই হইতেছে তাকওয়ার লেবাস। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইকরামা (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যায়েদ ইব্ন আলী, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্ন জুরায়েজ (র) বলিয়াছেন, 'তাকওয়ার লেবাস' হইতেছে ঈমান।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস হইতেছে 'নেক কাজ'।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে দাইয়াল আমর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (র) বলিয়াছেন : তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, (নেককার মানুষের) মুখমণ্ডলে দৃশ্যমান অভিব্যক্তি।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের হইতে বর্ণিত হইয়াছে, 'তাকওয়ার লেবাস হইতেছে, আল্লাহ্‌র ভয়।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলিয়াছেন : 'তাকওয়ার লেবাস' হইতেছে আল্লাহ্‌র ভয়ে গুপ্তাঙ্গকে ঢাকিয়া রাখা।

প্রকৃত পক্ষে উপরোল্লেখিত সকল ব্যাখ্যাই পরস্পর নিকট সম্পর্কীয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীস হইতে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহের সমর্থন পাওয়া যায় : ইব্ন জাবীর (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান (র) বলেন : একদা আমি উসমান (রা)-কে হুযূর (সা)-এর মিম্বারে দণ্ডায়মান দেখিলাম। তাঁহার পরিধানে বোতাম খোলা একটি জামা ছিল। তিনি কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিলেন এবং কবুতর লইয়া খেলিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে লোক সকল ! তোমরা এই সব (অন্যায়) গোপনকার্য হইতে বিরত থাক। আমি হুযূর (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মুহাম্মদের প্রাণ যাহার হাতে, তাঁহার শপথ, যে কেহই কোন গোপনকার্য করুক না কেন, আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। কার্যটি ভাল হইলে ভাল-ই, আর কার্যটি মন্দ হইলে মন্দ। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ .

রাবী বলেন : لِبَاسُ التَّقْوٰى অর্থাৎ উত্তম চরিত্র। ইব্ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্ন আরকামের বর্ণনা মতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে। হাসান বসরী হইতে একাধিক সহীহ্ সনদে কিতাবুল আদাব গ্রন্থে (كتاب الادب) শাফিঈ ইমামগণ, ইমাম আহমদ এবং ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন : তিনি উসমান (রা)-কে জুমুআর দিনে মিম্বারে দাঁড়াইয়া কুকুরসমূহকে মারিয়া ফেলিতে এবং কবুতরসমূহকে যবাহ্ করিয়া ফেলিতে নির্দেশ দিতে শুনিয়াছেন। অবশ্য উসমান (রা) হইতে উপরে বর্ণিত হুযূর (সা)-এর হাদীসকে হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী তাঁহার সংকলিত 'আল-মুজামুল কাবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে তিনি উক্ত হাদীসের আরেকটি সনদকেও উল্লেখ করিয়াছেন।

(٢٧) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ط اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ط اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

২৭. হে বনী আদম ! শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে—যেভাবে তোমাদের পিতামাতাকে সে জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের লজ্জাস্থান দেখাইবার জন্য বিবস্ত্র করিয়াছিল। সে নিজে ও তাহার দল তোমাদিগকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না। যাহারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাহাদের অভিভাবক বানাইয়াছি।

তাফসীর : এখানে মানব পিতা আদম (আ)-এর সংগে ইবলীসের প্রাচীন শত্রুতার কথা উল্লেখ করত আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে ইবলীস ও তাহার বংশধর হইতে সতর্ক করিতেছেন। ইবলীস বাবা আদমকে সুখময় জান্নাত হইতে দুঃখ-কষ্টের পৃথিবীতে নির্বাসনের জন্যে প্রয়াস পাইয়াছিল। উহা তাঁহার অপ্রকাশিত গুপ্তস্থান প্রকাশের কারণ হইয়াছিল। আর ইবলীসের প্রয়াসের একমাত্র কারণ ছিল প্রবল শত্রুতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلاً .

অর্থাৎ তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়া তাহাকে ও তাহার বংশধরদিগকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করিতেছ ? অথচ তাহারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের জন্য ইহা কতই না মন্দ প্রতিদান (১৮ : ৫০)।

(٢٨) وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٩) قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ ۟ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۬ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ○

(٣٠) فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

২৮. যখন তাহারা কোন অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে ইহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন। বল, আল্লাহ্ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ, যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই ?

২৯. বল আমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়াছেন ন্যায় বিচারের। তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে; তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমরা সেইভাবে ফিরিয়া আসিবে।

৩০. একদলকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অপর দলের পথ-ভ্রান্তি সংগতভাবে নির্ধারিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে তাহাদিগের অভিভাবক করিয়াছিল ও নিজদিগকে তাহারা সৎপথগামী মনে করিত।

তাফসীর : মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিত। তাহারা বলিত, আমাদের মাতাগণ যেভাবে আমাদিগকে প্রসব করিয়াছেন, সেইভাবে উলঙ্গ অবস্থায় আমরা তাওয়াফ করিব। কোন মহিলা উলঙ্গাবস্থায় তাওয়াফ করার সময় লজ্জাস্থানে চওড়া রশি বা অন্য কিছু ঝুলাইয়া রাখিত আর কবিতার এই চরণটি আবৃত্তি করিত :

اليوم يبدو كلها وبعضه * وما بدا منه فلا احل

"আজ লজ্জাস্থান পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ পাইতেছে। আর যাহা প্রকাশ পাইতেছে উহা কাহার জন্য আমি সিদ্ধ মনে করি না।"

এই ঘটনা উপলক্ষেই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন :

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا .

অর্থাৎ যখন তাহারা অশ্লীল কাজ করিত তখন বলিত, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণকে উহা করিতে দেখিয়াছি এবং আল্লাহ্‌ও আমাদিগকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলি : কুরায়েশ ভিন্ন অন্যসব আরব গোত্র তাহাদের ব্যবহৃত জামাকাপড় পরিধান করিয়া আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিত না। তাহারা বলিত, যেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকি, সেই জামাকাপড় পরিয়া আমরা তাওয়াফ করিব না। কুরায়েশগণ নিজদিগকে রক্ষণশীল বলিয়া দাবী করিত। তাই তাহারা নিজেদের পরিহিত পোশাকেই তাওয়াফ করিত।

কুরায়েশদের হইতে ধার করত পোশাক গ্রহণ করিয়া অন্য গোত্রের লোক উহা পরিধান করিয়া তাওয়াফ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া সম্পূর্ণ নূতন পোশাকেও তাহারা তাওয়াফ করিতে পারিত এবং তাওয়াফ শেষে উহা ফেলিয়া দিত। উক্ত পরিহিত কাপড় আর কেহই গ্রহণ করিত না। যাহার কাছে নূতন পোশাক থাকিত না অথবা কোন কুরায়েশ হইতে ধার করত পোশাক জোগাড় করিতে পারিত না, সে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। এমন কি মহিলারাও তখন উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। তবে তাহারা তখন লজ্জাস্থানের উপর কিছু ফেলিয়া রাখিত যাহাতে লজ্জাস্থান কিছুটা হইলেও ঢাকিয়া থাকিত। অতঃপর কবিতার এই চরণ আবৃত্তি করিত :

اليوم يبدو بعضه اوكله * وما بدا منه فلا احله .

আজকে যদিও গুপ্তাঙ্গ খানিক কি সব দৃশ্যমান
বৈধকার না কাহার জন্য যা কিছু প্রকাশমান।

মহিলাগণ সাধারণত রাত্রিকালে উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। যাহা হউক, আরবদের মধ্যে তখন কুরায়েশ ভিন্ন সবাই এই প্রচলিত রীতি অনুসরণ করিত। তাহারা এই ক্ষেত্রে পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের কার্যকলাপ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ও নির্ধারণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই আল্লাহ্ তাহাদের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে আলোচ্য আয়াতের নিম্ন অংশ নাযিল করেন : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! যাহারা এইরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাস রাখে তাহাদিগকে বল, তোমরা যে সব অশ্লীল কাজ করিতেছ আল্লাহ্ সেইরূপ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করেন :

اَتَقُـوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَـالاَ تَعْلَمُـوْنَ অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্র নামে তাহাই বলিতেছ যাহা তোমরা জান না?

অবশেষে আল্লাহ্ পাক এই প্রসংগে তাঁহার সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশ তুলিয়া ধরেন। যেমন : قُلْ اَمَـرَ رَبِّىْ بِالْقِـسْطِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালক ন্যায়নীতি ও স্থিতিশীলতার নির্দেশ দেন।

এখানে بالقسط এর অর্থ العدل والاستقامة। অর্থাৎ ন্যায় নীতি ও স্থিতিশীলতা। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার পরবর্তী নির্দেশ হইল :

اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ .

অর্থাৎ তিনি আরও আদেশ করেন যে, প্রতিটি ইবাদতের ক্ষেত্রে তোমরা ন্যায়ের উপর স্থির থাক এবং তাঁহাকে ডাকার বেলায় আন্তরিকভাবে তাঁহার দীনের নিয়মনীতি অনুসরণ কর। আর তাহা হইল সেই রাসূলগণের পথ অনুসরণ করা যাঁহারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী প্রচারের দায়িত্ব লাভ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি এ আদেশও দেন যে, তোমরা বিশুদ্ধচিত্তে একান্ত একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত কর। কেননা যে ইবাদত শরীআত সম্মত ও শির্কমুক্ত নয় তাহা তিনি কবূল করেন না।

كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন : "তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে আবার জীবিত করিবেন"।

হাসান বসরী (র) বলেন : "যেভাবে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন কিয়ামতের দিন ঠিক সেইভাবে তোমাদেরকে জীবিত করিবেন"।

কাতাদা (র) বলেন : "অনস্তিত্ব হইতে তিনি তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমরা বিলীন হইবে, তিনি আবার তোমাদিগকে অস্তিত্ব দান করিবেন।"

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : "যেভাবে তিনি প্রথম তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, শেষ বিচারের দিনেও তিনি তোমাদিগকে সেইভাবে সৃষ্টি করিবেন।"

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর তাবারী (র) শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহার সমর্থনে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র)-এর বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। হাদীসটি এই :

সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উপদেশ প্রসংগে বলেন : হে লোক সকল ! তোমরা আল্লাহ্র কাছে হাযির হইবে নগ্ন দেহে খাতনাবিহীন অবস্থায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : যেভাবে শুরুতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, সেভাবেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনিব। ইহা আমার অঙ্গীকার। নিশ্চয় আমি উহা করিব।'

শু'বা (র) কর্তৃক বুখারী ও মুসলিম এবং সুফিয়ান সাওরী (র) কর্তৃক বুখারীতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ এর তাৎপর্য সম্পর্কে মুজাহিদ (র) হইতে ওরাকা ইব্ন ইয়াস বর্ণনা করেন : "মুসলিমকে মুসলিম ও কাফিরকে কাফির হিসাবে উপস্থিত করা হইবে"।

আবুল আলিয়া (র) উহার তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন : "আল্লাহ্ পাকের ইলমে যেভাবে বিধৃত আছে সেভাবেই তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।"

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) বলেন : "আল্লাহ যেভাবে তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেভাবেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হইবে।"

তাহার অন্য একটি বর্ণনায় আছে : "তোমরা দুনিয়াতে যেরূপ ছিলে পরকালেও তদ্রূপ হইবে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কারজী (র) বলেন : كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ এর তাপর্য হইল এই যে, আল্লাহ্ যাহার সৃষ্টির মূলে দুর্ভাগ্য রাখিয়াছেন তাহার পরিণতি দুর্ভাগ্যজনকই হইবে সে যতই সৌভাগ্যের আমল করুক না কেন। তেমনি তিনি যাহাকে সৌভাগ্যের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন, পরিণামে সে ভাগ্যবানই হইবে সে যতই দুর্ভাগ্যের আমল করুক না কেন। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগে যাদুকরগণ দুর্ভাগাদের মতই আমল করিয়াছিল। পরিশেষে তাহারা সৃষ্টির মূলভিত্তিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ঈমান আনিল।

সুদ্দী (র) বলেন : كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ ، فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ আয়াতটির كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ অংশের তাৎপর্য হইল এই যে, আমি যেভাবে তোমাদের একদলকে হিদায়েতপ্রাপ্ত ও অপরদলকে বিভ্রান্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি সে ভাবেই তোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইবে আর সেভাবেই মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উত্থিত হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : "আল্লাহ্ আদম সন্তানদের সৃষ্টির শুরুতেই কাফির ও মু'মিন নির্ধারণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ .

অর্থাৎ তিনিই তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের একদল কাফির ও একদল মু'মিন (৬৪ : ২)।

সুতরাং সৃষ্টির শুরুতে যেভাবে তাহাদিগকে মু'মিন ও কাফির বিভক্ত করিয়াছেন, কিয়ামতের পরেও তিনি তাহাদিগকে সেইভাবে দুইদলে বিভক্ত করিবেন।

এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য হইল এই : বুখারী শরীফে ইব্‌ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে। যেমন, তাহার বর্ণনায় বলা হইয়াছে :

"সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। তোমাদের কেহ বেহেশতীদের কাজ করিবে। এমন কি তাহার এবং বেহেশতীদের মধ্যে মাত্র এক হাত কিংবা দুই বাহুর বিস্তার পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান থাকিবে। ঠিক এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি আগাইয়া আসিবে। অমনি সে দোযখীদের কাজ শুরু করিবে। অবশেষে সে জাহান্নামী হয়। তেমনি তোমাদের কেহ দোযখীদের কাজ করিতে থাকিবে এমনকি তাহার এবং দোযখের মাধ্যখানে মাত্র এক হাত বা দুই বাহুর বিস্তার পরিমাণ ব্যবধান থাকিবে এমন সময় তাহার নিয়তির লিখন অগ্রবর্তী হইবে। তখন বেহেশতীদের কাজ করিতে থাকিবে। পরিণামে সে বেহেশতী হইবে।

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে সনদ সহকারে আবুল কাসিম বাগবী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : "নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কোন বান্দা এমন আমল করে যাহাকে মানুষ জান্নাতীদের আমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জাহান্নামী। পক্ষান্তরে কোন বান্দা এমন আমল করে

যাহাকে দোযখীদের আমল বলিয়া মনে করে; অথচ সে জান্নাতী। মূলত মানুষের আমলসমূহ তাহার শেষ কর্ম দ্বারাই বিবেচিত হয়।"

এই বর্ণনাটুকু বুখারী শরীফে উল্লেখিত উহুদ যুদ্ধের দিন কাযমান সম্পর্কিত ঘটনার অংশ বিশেষ। যাহা আবুল গাস্‌সান মুহাম্মদ ইব্‌ন মুতাররাফ মাদানী বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : تبعث كل نفس على ما كانت عليه "প্রত্যেককেই সেই অবস্থায় উঠান হইবে যেই অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গিয়াছিল।"

ইমাম মুসলিম ও ইব্‌ন মাজা উহা অন্য রিওয়ায়েতেও আ'মাশের সূত্রে নিম্নরূপ বর্ণনা করেন : ويبعث كل عبد على ما مات عليه অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে মৃতুকালে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় উঠান হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসও উহার সমর্থক।

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য : আলোচ্য আয়াত দ্বারা যদি ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে হাদীসগুলোও আয়াতের মর্ম বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .

অর্থাৎ একত্ববাদী দীনের জন্যে তোমার মুখমণ্ডলকে স্থির করিয়া নাও। তাহা হইল আল্লাহ্‌র সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৩০ : ৩০)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "প্রতিটি মানব সন্তান প্রকৃতিগত সত্য দীনের উপর জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতা-মাতা তাহাকে ইয়াহূদী, খৃস্টান ও প্রকৃতি পূজক-এ রূপান্তরিত করে।

সহীহ্ মুসলিমে আয়ায ইব্‌ন হিমার (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, আমি আমার বান্দাকে একত্ববাদী হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের পিছু নিয়াছে। সে তাহাদের দীন হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করিয়াছে।"

এই পরস্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে আমার মতে (গ্রন্থকার) এভাবে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টিগত একত্ববাদী হইয়াও সৃষ্টির পর তাহারা মু'মিন ও কাফির হইয়া দুইভাবে বিভক্ত হইবে। মূলত তিনি মানবকে সৃষ্টিগত ভাবেই স্রষ্টার পরিচয় ও একত্ববাদী ধারণার অধিকারী করিয়াছেন। এমন কি তিনি মানুষ হইতে উহার অঙ্গীকারও নিয়াছেন। সংগে সংগে উহাকে তিনি তাহাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার ইলমে রহিয়াছে যে, একদল দুর্ভাগা কাফির হইবে ও একদল ভাগ্যবান মু'মিন হইবে। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন : هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমাদের একদল কাফির হইয়াছে ও একদল মু'মিন হইয়াছে (৬৪ : ২)। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

كل الناس يغدو فباع نفسه فمعتقها او موبقها .

অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ প্রতিদিন স্বীয় সত্তাকে বিক্রয় করে। এই বিক্রয়ে সে নিজকে হয় মুক্ত করে, নয় তো ধ্বংস করে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্রষ্টার নির্ধারিত ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হইবেই। তাই তিনি বলেন : اَلَّذِىْ قَـدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ তিনিই ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত পরিচালনা করিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন : اَلَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ তিনিই প্রতিটি সৃষ্টিকে উহার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর সেইমত উহাকে পথ দেখাইয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ভাগ্যবান হইবে, ভাগ্যবানদের কার্যকলাপ তাহার জন্যে সহজ করিয়া দেওয়া হইবে আর যেই ব্যক্তি দুর্ভাগা হইবে, তাহার জন্যে দুর্ভাগ্যের কার্যকলাপ সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। তাই আল্লাহ্ বলেন : فَـرِيْقًـا هَدٰى وَفَـرِيْقًـا حَقَّ عَلَيْـهِمُ الضَّـلٰلَةُ অর্থাৎ একদলকে হিদায়েত প্রদান করিয়াছেন আর একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি পথভ্রষ্টতার কারণ নির্দেশ প্রসংগে বলেন : اِنَّهُمُ اتَّخَذُوْا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহা এই কারণে যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া শয়তানকে অভিভাবকরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে।

ইবন জারীর (র) বলেন : ইহা দ্বারা সুস্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের অভিমত অমূলক যাহারা মনে করেন যে, আল্লাহ্ কাহাকেও তাহার কোন ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ভ্রান্ত কাজের জন্যে তখনই কেবল শাস্তি দিবেন যখন সে জানিয়া শুনিয়া তাহার প্রভুর বিরোধিতা করিয়া উহা অনুসরণ করিবে।

অবশ্য শেষোক্ত ক্ষেত্রে তো শাস্তি লাভের ব্যাপারটি সর্বসম্মত অভিমত। কিন্তু প্রথমোক্ত দিকটি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পথভ্রষ্ট আর হিদায়েতপ্রাপ্তদের পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এই দুই দলের নাম ও হুকুমসমূহ পৃথক পৃথক উল্লেখ করিয়াছেন।

(٣١) يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّـهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, আহার করিবে ও পান করিবে, কিন্তু অপব্যয় কবিরে না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফের ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই আয়াতের শানে নুযূল প্রসংগে ইমাম নাসাঈ, মুসলিম ও ইব্‌ন জারীর (র) একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা এই :

শু'বা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিক নর-নারী সকলেই উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফ করিত। পুরুষগণ দিবাভাগে ও মহিলাগণ রাত্রিকালে তওয়াফ করিত। তাওয়াফকারী মহিলারা তখন নিম্ন চরণ আবৃত্তি করিত :

اليوم يبدو بعضه او كله * وما بدا منه فلا احله

এই উপলক্ষেই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন : يَابَنِيْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! প্রত্যেক ইবাদতের সময়ে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করেন : মানুষ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিয়াছেন। আর পোশাক বলিতে আবরুর আবরণ ও দেহ আচ্ছাদনের উত্তম পরিধেয়কে বুঝায়। আলোচ্য আয়াতে তাহাদিগকে ইবাদতের সময় আবরুর আবরণ ও উত্তম পরিধেয় ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

মুজাহিদ, আতা, ইবরাহীম নাখঈ, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কাতাদা, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইমাম মালিক (র)-সহ বহু পূর্বসূরি ইমাম ও তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। তাহারা ইহাও বলেন যে, আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে।

হাফিজ ইব্ন মারদুবিয়া (র) সাঈদ ইব্ন বশীর (র) হইতে ও কাতাদা (র) আনাস (রা) হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতটি জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তবে এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত ও তার সমর্থক হাদীসসমূহের আলোকে নামাযের সময় বিশেষত জুমুআ ও ঈদের নামাযে সাজগোজ, সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা বিভিন্ন সজ্জা হিসাবে মুস্তাহাব বলিয়া গণ্য হইবে। তবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদা পোশাকই উত্তম।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর। কেননা সাদা পোশাক সর্বোত্তম। তোমাদের মৃতদের সাদা পোশাকের কাফন পরাইও। আসমুদ সর্বোত্তম সুরমা। ইহা দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং চোখের পাতার পশম সংরক্ষণ ও উদগম ঘটায়।"

এই হাদীসের সনদ খুবই নির্ভরযোগ্য। রাবীগণের মাঝে ইমাম মুসলিমের শর্তাবলী পাওয়া যায়। হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উসমান হইতে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ' বলিয়াছেন।

অপর একদল হাদীসবেত্তা সামূরা ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তোমাদের সাদা পোশাক ব্যবহার করা উচিত। তোমরা তাহা পরিধান কর। কেননা উহা অতি উত্তম পরিচ্ছদ। তোমাদের মৃতদেরও সাদা কাপড়ের কাফন দিও।

মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে কাতাদা (র)-এর মাধ্যমে ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী এক হাজার মুদ্রার এক চাদর কিনে ছিলেন। তিনি তাহা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا অর্থাৎ পানাহার কর আর অপব্যয় করো না।

পূর্বসূরিদের একদল বলেন, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতাংশে গোটা চিকিৎসা বিদ্যার সমাহার ঘটাইয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : যত ইচ্ছা খাও আর যাহা ইচ্ছা পান কর, যতক্ষণ না অপব্যয় ও দম্ভের শিকার হও।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ পাক পানাহার বৈধ করিয়াছেন যতক্ষণ না তাহাতে অপব্যয় ও দম্ভ দেখা দেয়। সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর এক রিওয়ায়েত ইমাম আহমদ (র) .... শুআয়েবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, শুআয়েবের পিতা বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : খাও, পান কর, পরিধান কর, দান কর এবং অপব্যয় ও দম্ভ থেকে মুক্ত থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দেখিতে ভালবাসেন।

অপর এক রিওয়ায়েত শুআয়েবের পিতা হইতে যথাক্রমে শুআয়েব, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, কাতাদা, ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ বর্ণনা করেন যে, শুআয়েবের পিতা বলেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন—দম্ভ ও অপব্যয় মুক্ত থাকিয়া যত পার খাও, পরিধান কর ও দান কর।

ইমাম আহমদ (র) .... মিকদাদ ইব্‌ন মা'দিকারে আল কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন—বনী আদমের পেট পুরিয়া খাদ্য গ্রহণ করা একটি মন্দকাজ। তাহার মেরুদণ্ড শক্ত থাকে সেই পরিমাণ খাদ্যই তাহার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সে তাহা পূর্ণ করিতে গিয়া যেন এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয় ও এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বিভক্ত করিয়া নেয়।

নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে কোথাও 'হাসান' আর কোথাও 'হাসান সহীহ্' বলিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হইতে তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমার লোভনীয় সকল বস্তু আহার করাই অপব্যয়।

হাদীসটি ইমাম দারে-কুতনী তাহার 'আল্ ইফরাদ' গ্রন্থে সংকলন পূর্বক মন্তব্য করেন—হাদীসটি গরীব। কেননা বাকীয়ার সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

সুদ্দী (র) বলেন—যাহারা উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত তাহারা যতদিন মক্কা শরীফে সেই মৌসুমে অবস্থান করিত, ততদিন চর্বিজাতীয় খাদ্য আহার করা হারাম মনে করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াত নাযিল করেন : كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا সুতরাং আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, তোমরা হালাল খাদ্য হারাম করিয়া বাড়াবাড়ি করিও না।

মুজাহিদ (র) বলেন : আল্লাহ্ পানাহারের জন্যে যত কিছু হালাল করিয়াছেন তাহাই পানাহার করিতে এখানে নির্দেশ দিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন : وَلَا تُسْرِفُوْا অর্থ وَلَا تَاْكُلُوْا অর্থাৎ তোমরা হারাম বস্তু আহার করিও না কারণ, উহাই اسراف তথা বাড়াবাড়ি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানী (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াত পানাহারের সীমারেখা নির্ধারণের জন্যে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বুঝাইয়াছেন : اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না। সেই সীমা হইল হালাল ও হারামের সীমা। আর তাহার লঙ্ঘন হইল হালালকে হারাম বানানো

কিংবা হারামকে হালাল বানানো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম রাখিয়া তাঁহার নির্দেশ হুবহু অনুসরণ করাই পসন্দ করেন।

(৩২) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৩২. বল, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কে নিষিদ্ধ করিয়াছে ? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করিয়া কিয়ামতের দিনে এই সমস্ত বস্তু তাহাদের জন্যে যাহারা ঈমান আনে। এইরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশেষভাবে বিবৃত করি।

তাফসীর : যাহারা আল্লাহ্র বিধি-বিধান ছাড়াই নিজেরা কোন কোন খাদ্য, পানীয় ও পোশাক হারাম করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এহেন আচরণ প্রত্যাখ্যান করিয়া আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন : হে মুহাম্মদ ! তুমি সেই সব মুশরিকদের বল যে, তোমরা যেসব পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছদ নিজেদের জন্যে হারাম করিয়াছ উহা তোমাদের মনগড়া বিদআত ও ভ্রান্ত মতবাদ। আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে উহা হারাম করেন নাই। তাই তিনি বলেন :

مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِى اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ .

অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন :

قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ .

অর্থাৎ শোভনীয় বস্ত্র ও পবিত্র জীবিকা সেই সকল লোকদের জন্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে ও পার্থিব জীবনে তাঁহার ইবাদত করে। পার্থিব জীবনে যদিও কাফির মুশরিকরা মু'মিনদের অংশীদার হইয়া উহা ভোগ করে, কিন্তু পরকালে উহা কেবলমাত্র মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে। সেখানে উহা ব্যবহার ও ভোগের ক্ষেত্রে কাফির, মুশরিকের কোন অংশ থাকিবে না। কারণ তাহাদের জন্য জান্নাত হারাম হইবে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: কুরায়েশগণ উলঙ্গ হইয়া বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিত। তখন তাহারা শিস দিত ও তালি বাজাইত। সেই উপলক্ষে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন এবং এই আয়াতে বস্ত্র পরিধানের জন্যে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৩৩) قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৩৩. বল, আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করিয়াছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কিছুকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা—যাহার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেন নাই, আর আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) .... আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা হইতে অধিক মর্যাদাবোধের অধিকারী কেহই নহে। তাই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম স্ব-স্ব গ্রন্থে সনদসহ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্লীলতা সম্পর্কে পূর্বে সূরা আন'আমে আলোকপাত করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন : وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ পাপ ও অসংগত বিরোধিতা।

সুদ্দী (র) বলেন : الاثم অর্থ পাপ এবং البغى অর্থ অন্যায়ভাবে সীমালংঘন করা ।

মুজাহিদ (র) বলেন : الاثم বলিতে সকল পাপকেই বুঝায় আর البغى অর্থ সেই ব্যক্তি যে নিজ সত্তার বিরোধিতা করে। মোট কথা الاثم বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা কর্তার নিজের সাথে জড়িত। আর البغى বলিতে সেই সব পাপকে বুঝায় যাহা অন্য লোকের ভিতরও ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ্ পাক আলাদা উভয় প্রকার পাপকে হারাম করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদতে তোমরা শরীক নির্ধারণ করিতেছ যাহার কোন সনদ তিনি নাযিল করে নাই।

وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তান আছে ইত্যকার সব মিথ্যা কথা প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছ যাহা সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান নাই। এভাবে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ অর্থাৎ তোমরা ঘৃণ্য পৌত্তলিকতা হইতে দূরে থাক (২২ : ৩০)।

(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا
يَسْتَقْدِمُوْنَ ○
(٣٥) يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ ۙ
فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○
(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৩৪. প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন তাহাদের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্ত পরিমাণ বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৩৫. হে বনী আদম ! যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়া আমার নিদর্শন বিবৃত করে তখন যাহারা সাবধান হইবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে তাহাদের কোন ভয় থাকিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৩৬. আর যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং দম্ভভরে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লাইয়াছে·তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : لِكُلِّ اُمَّةٍ এখানে 'উম্মত' অর্থ প্রজন্ম ও জাতি। اَجَلٌ فَاذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের জন্যে সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। তাই যখন সেই সময়টি উপস্থিত হইবে।

لاَيَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ অর্থাৎ তখন মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করা হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এই বলিয়া সতর্ক করেন যে, শীঘ্রই তাহাদের নিকট তিনি রাসূল পাঠাইবেন যাহারা তাহাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী বর্ণনা করিবেন এবং তাহাদিগকে সুসংবাদ দিবেন ও সতর্ক করিবেন।

فَمَنِ اتَّقٰى وَاَصْلَحَ অর্থাৎ যাহারা নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিবে ও নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করিবে।

فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ভয়-ভাবনা কিছুই থাকিবে না।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহা গ্রহণ করিল না এবং দম্ভভরে উহার অনুসরণ উপেক্ষা করিল।

اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারা অনন্ত অগ্নিকুণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে।

(۳۷) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ
اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا
يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا
عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

৩৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁহার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কে ? নির্ধারিত প্রাপ্য তাহাদের নিকট পাইবে, যতক্ষণ না আমার ফেরেশতাগণ প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট পৌঁছিবে ও জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাকিতে তাহারা কোথায় ? তাহারা বলিবে, তাহারাঅন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহারা স্বীকার করিবে যে, তাহারা সত্যপ্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِه অর্থাৎ সেই ব্যক্তি হইতে বড় জালিম কেহই নহে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করিয়াছে। অথবা তাঁহার আয়াতাংশকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে।

أُولٰـئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِـيْـبُهُمْ مِّنَ الْكِتَـابِ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছ।

ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের শাস্তি স্বরূপ যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহারা তাহা ভোগ করিবে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনাকারীর শাস্তি এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডল মসিলিপ্ত হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : তাহাদের আমলের প্রতিদান এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে যে, ভাল কাজ করিলে ভাল ফল পাইবে ও মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল ভোগ করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ভাল-মন্দ প্রতিদানের যে অঙ্গীকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহা পাইবে।

কাতাদা (র) যাহ্হাকসহ অনেকেই এই মত পোষণ করেন। ইব্ন জারীর (র)ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারযী (র) বলেন : তাহারা নির্ধারিত কর্ম, রুযী ও আয়ু লাভ করিবে। রবী ইবন আনাস এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটিই শক্তিশালী।

যেহেতু এই আয়াতাংশের পরেই বলা হইয়াছে, 'যতক্ষণ না আমার প্রেরিতরা প্রাণ হরণের জন্য তাহাদের নিকট আসিবে'—তাই উক্ত প্রাপ্য তাহার পার্থিব প্রাপ্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। অন্যত্র এক আয়াতে এই অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَـرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَيُفْلِحُوْنَ ، مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُـهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ .

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে তাহারা সফলকাম হইবে না। পার্থিব জীবনে তাহাদের কিছু সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর তাহাদের কুফরীর কারণে আমি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব (১০ : ৬৯-৭০)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ، نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً .

অর্থাৎ আর যাহারা কুফরী করিবে তাহাদের এই কুফরী যেন তোমাকে বিমর্ষ না করে। আমারই নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে। অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্ম অবহিত করিব। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরসমূহের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। তাই তাহাদের সুযোগ সুবিধা অতি সামান্য (৩১ : ২৩-২৪)।

حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, ফেরেশতাগণ যখন তাহাদের প্রাণ হরণের জন্যে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের প্রাণগুলি হস্তগত করিয়া জাহান্নামে পৌঁছাইবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিবে—তখন তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করিবে; পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে উপাস্য বানাইয়া

অর্চনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ? তাহাদিগকে আজ তোমাদের এই সংকট উদ্ধারের জন্যে ডাক না কেন ?

قَـــالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا তাহার বলিবে, তাহারা তো এখন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাই আমরা তাহাদের নিকট হইতে কোন উপকার বা কল্যাণ—আশা করিতে পারি না।

وَشَهِدُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ আর তাহারা তখন নিজেরাই স্বীকার করিবে যে, তাহারা অবশ্যই কাফির থাকিয়া কুফরী কাজে লিপ্ত ছিল।

(٣٨) قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِي النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۬ؕ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ○ (٣٩) وَقَالَتْ اُوْلٰىهُمْ لِاُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○ ع

৩৮. আল্লাহ্ বলিবেন, তোমাদের পূর্বে যে জিন ও মানবদল গত হইয়াছে তাহাদের সহিত তোমরা আগুনে প্রবেশ কর; যখনই কোন দল উহাতে প্রবেশ করিবে, তখনই অপর দলকে তাহারা অভিসম্পাত করিবে, এমনকি যখন সকলে উহাতে একত্র হইবে তখন তাহাদের পরবর্তিগণ পূর্ববর্তীদিগের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; সুতরাং ইহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি-শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহে।

৩৯. তাহাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদিগকে বলিবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ কর।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নামে মিথ্যা রটনাকারী ও তাঁহার বাণী প্রত্যাখ্যানকারী উপরোক্ত মুশরিকদের পরিণতি সম্পর্কে খবর দিতেছেন।

اُدْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ তোমাদের মত ও তোমাদের গুণে গুণান্বিতদের সহিত শামিল হও।

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের পূর্বসূরি কাফির দলের সহিত।

مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِىْ النَّارِ এই আয়াতাংশটি পরবর্তী فِى امم এর বদল হইতে পারে। অথবা فى امم অর্থ مع امم ও হইতে পারে।

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا যেভাবে ইবরাহীম খলীল (আ) বলিয়াছিলেন : ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ কিয়ামতের দিন বিভ্রান্তকারী ও বিভ্রান্ত মুশরিকরা একদল আরেক দলকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিবে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الاَسْبَابُ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ .

অর্থাৎ সেইদিন যখন অনুসৃতরা অনুসারীদের উপর মুখ ভার করিবে এবং স্বচক্ষে আযাব দেখিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তখন অনুসারীরা বলিবে, যদি আবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিত, তাহা হইলে তোমরা যেভাবে আজ মুখ ফিরাইয়াছ, আমরাও তোমাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিতাম। এইভাবে আল্লাহ্ তাহাদের কার্যাবলীর আক্ষেপজনক পরিণতি দেখাইবেন আর তাহারা কখনও অগ্নিকুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে না (২ : ১৬৬-১৬৭)।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا অর্থাৎ সেখানে তাহাদের সকলেই যখন সমবেত হইবে।

قَالَتْ اُخْرٰى هُمْ لاُوْلاَهُمْ অর্থাৎ শেষে প্রবেশকারী অনুসারীদল পূর্বে প্রবিষ্ট অনুসৃতদলকে বলিবে। অনুসৃতরা নিজেরা পাপী হইয়া পাপী অনুসারী সৃষ্টি করায় তাহাদের পাপ সর্বাধিক। ফলে তাহারা আগেই জাহান্নামে যাইবে। কিয়ামতের দিন অনুসারীরা তাহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করিবে যে, ইহারাই তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে নিয়াছে। তাহারা বলিবে : رَبَّنَا هٰؤُلاَءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ . অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! তাহাদের শাস্তি দ্বিগুণ বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন "

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلاَ، وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَائَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاَ، رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ .

অর্থাৎ যখন তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহ আগুনে ওলট-পালট হইতে থাকিবে, তখন তাহারা বলিবে : হায়! যদি আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হইতাম। আর তাহারা বলিবে : হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতা ও মোড়লদের অনুগত ছিলাম। অতঃপর তাহারাই আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। প্রভু হে! তাহাদিগকে বহুগুণ শাস্তি দান কর (৩৩ : ৬৬-৬৭)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জবাবে বলেন : قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ অর্থাৎ আমি তাহা করিয়া ফেলিয়াছি এবং আমি প্রত্যেকের পাওনা তাহার হিসাবমতেই চুকাইয়াছি।

অন্যত্র তিনি বলেন :

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا .

অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কুফরী করিয়াছে ও অপরকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আমি শাস্তি বাড়াইয়া দিয়াছি (১৬ : ৮৮)।

তিনি আরও বলেন : وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ তাহারা যেন তাহাদের বোঝা এবং উহার সহিত অন্যের বোঝা বহন করে (২৯ : ১৩)।

তিনি আরও বলেন : وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ সেই সকল পাপিষ্ট যাহারা কিছু না জানা সত্ত্বেও তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে (১৬ : ২৫)।

وَقَالَتْ اُوْلٰـهُمْ لاُخْرٰى هُمْ অর্থাৎ তখন অনুসৃতরা অনুসারিগণকে বলিবে : فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ সুদ্দী (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : তোমরা বিভ্রান্ত আর আমরাও বিভ্রান্ত বিধায় সকলেই এখন সমান।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ ইহাই তাহাদের শেষ পরিণতি যাহা আল্লাহ্ পাক তাহাদের মরণের পর হাশরের অবস্থা সম্পর্কে জানাইয়াছেন।

যেমন তিনি বলেন :

وَلَوْتَرٰى اِذالظّٰالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلاَ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْجَاءَ كُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ، وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوْا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلاَلَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থাৎ যদি এই জালিমগণ তাহাদের প্রভুর নিকট যথাযথ প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবে। অনুসারী দুর্বল জনতা তখন অনুসৃত সকল নেতৃবৃন্দকে বলিবে, তোমরা না হইলে আমরা মু'মিন হইতাম। তদুত্তরে নেতৃবৃন্দ অনুসারিগণকে বলিবে, তোমাদের নিকট যখন হিদায়েতের বাণী পৌঁছিয়াছিল, তখন আমরা কি উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম এবং তোমরাই উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অপরাধী হইয়াছ। তখন দুর্বল জনতা সবল নেতাগণকে বলিবে, বরং তোমরা দিবারাত্রি আমাদিগকে প্ররোচনা দিয়াছ যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী করি ও তাঁহার শরীক নির্ধারণ করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিবে লজ্জায় মুখ লুকাইবে এবং আমি কাফিরগণের গর্দানে শৃংখল পরাইব। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা ছাড়া তাহাদিগকে কি অন্যরূপ ফল দেওয়া হইবে? (৩৪ : ৩১-৩৩)।

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِيْ سَمِّ الْخِيَاطِ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ○

(٤١) لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

৪০. যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না—যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এইরূপে আমি অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিব।

৪১. তাহাদের শয্যা হইবে জাহান্নামের এবং তাহাদের উপরে, আচ্ছাদনও; এইভাবে আমি জালিমদিগকে প্রতিফল দিব।

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলেন : لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ : অর্থাৎ তাহাদের কোন নেক আমল বা দু'আ কবূল হইবে না।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) উক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী ও আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। সাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন।

যাহ্‌হাক (র) বর্ণনা করেন, তাহাদের রূহসমূহের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হইবে না।

সুদ্দী (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আরও একাধিক ব্যাখ্যাকার অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের বর্ণিত রিওয়ায়েত উহার সমর্থক। যেমন :

ইব্‌ন জারীর (র) ... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) পাপীদের রূহ কবজ প্রসঙ্গে বলেন : তাহাদের রূহ নিয়া ফেরেশতা আকাশের দিকে যাইবে। যখন আকাশে পৌঁছিবে, তখন একদল ফেরেশতা প্রশ্ন করিবেন—উহা কি পাপীর রূহ নহে? অতঃপর তাহারা বলিবে : অমুক, পৃথিবীতে যে ঘৃণ্য নাম লইয়া ডাকা হইত সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। তারপর যখন তাহারা উহা লইয়া আকাশে প্রবেশের জন্যে দরজা খুলিতে বলিবে, তখন তাহা খোলা হইবে না।' অতঃপর রাসূল (সা) আলোচ্য আয়াতাংশ পাঠ করেন।

ইহা একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ মাত্র। পূর্ণ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজা মিনহাল ইব্‌ন আমরের সূত্রে বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র)-ও সেই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করেন। যেমন : ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) বলেন : "আমরা এক আনসারের জানাযা পড়ার জন্য রাসূল (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। আমরা তাহার কবরের কাছে পৌঁছিলাম। যখন তাহাকে দাফন করা হইতেছিল তখন রাসূল (সা) একস্থানে বসিলেন। আমরাও তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপর পাখি উড়িতেছিল। তাঁহার হাতে একখানা কাষ্ঠ ছিল। তিনি উহা দ্বারা মাটি চিরিতেছিলেন। অতঃপর উপরের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন : তোমরা কবর আযাব হইতে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাও। এইভাবে তিনি দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন। অতঃপর বলিলেন : যখন কোন মু'মিন বান্দার পার্থিব জীবনের সম্পর্ক চুকাবার মুহূর্ত আসে ও পারলৌকিক জীবনের দিকে সে পাড়ি জমায়, তখন আকাশ হইতে একদল ফেরেশতা নামিয়া আসে। তাহাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মত উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। তাহাদের সাথে জান্নাতের কাফন থাকে। আর থাকে লাশ অবিকৃত রাখার জান্নাতী ঔষধ। তাহারা আসিয়া তাহার কাছে বসার পলকমাত্র ব্যবধানে মালাকুল মউত হাযির হন। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর বলেন : হে পরিতৃপ্ত আত্মা! আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আস।

অতঃপর রাসূল (সা) বলেন : পাত্র থেকে তরল পদার্থ যেভাবে সহজেই ফোটা ফোটা করিয়া প্রবাহিত হয় ঠিক তেমনি অতি সহজেই তাহার প্রাণ—বাহির হইয়া আসিবে। উহা বাহির হওয়া মাত্র পলকের ভিতর ধরিয়া জান্নাতী কাফনে রাখা হইবে। অতঃপর জান্নাতী ঔষধে তাহার লাশ অবগাহন করানো হইবে। তখন উহা হইতে মিশক আম্বরের পবিত্র ঘ্রাণ নির্গত হইবে। অবশেষে সেই আত্মা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যাইবে। পথে একদল

ফেরেশতা দেখিয়া বলিবে : এই পবিত্র আত্মাটি কাহার? তদুত্তরে মৃত্যুদূতগণ বলিবেন : ইহা অমুকের পুত্র অপুকের। পার্থিব জীবনে তাহাকে যে সুনামের সহিত ডাকা হইত সেই নাম নিয়া ডাকা হইবে। অতঃপর তাহারা পৃথিবী সংলগ্ন আকাশে উপস্থিত হইবেন। তাহারা আকাশের দরজা খোলার কথা বলার সাথে সাথে উহা খোলা হইবে। সেখানে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবেন ও তাহার অনুগামী হইয়া অন্য আকাশে আগাইয়া দিবেন। এইভাবে যখন সেই বহর সপ্তম আকাশে পৌঁছিবে, তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিবেন—আমার বন্ধুকে ইল্লীনবাসীদের তালিকাভুক্ত কর। আর উহা মাটির পৃথিবীতে ফিরাইয়া দাও। কারণ, উহা হইতে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতে আমি ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে আবার বাহির করিয়া আনিব।

রাসূল (সা) বলেন : অতঃপর রূহ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসিবে। তাহারা উভয়ে তাহার পার্শ্বে বসিয়া প্রশ্ন করিবে, তোমার রব কে? সে জবাব দিবে : আল্লাহ্ আমার রব। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে তোমার দীন কি? সে জবাবে বলিবে : আমার দীন হইল ইসলাম। তাহারা আবার প্রশ্ন করিবে : তোমাদের মধ্য হইতে যাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল সে কে? সে বলিবে : তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)। তাহারা প্রশ্ন করিবে : তোমার কাজ কি ছিল? সে বলিবে : আল্লাহ্র কিতাব পড়িয়াছি। উহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তখন আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিবেন : আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। তাহাকে জান্নাতের বিছানায় স্থাপন কর ও জান্নাতের পোশাকে পরিবৃত কর আর তাহার জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর সেই আত্মার সাথে জান্নাতের সংযোগ ঘটিবে ও নিমিশের ভিতর তাহার কবর প্রশস্ত হইয়া যাইবে।

রাসূল (সা) বলেন : তখন তাহার নিকট সুগন্ধিপূর্ণ সুন্দর পরিচ্ছদ পরিহিত একজন সুন্দর লোক উপস্থিত হইবে। সে বলিবে : তাহাকে শুভেচ্ছা জানাও যাহার জন্যে তোমার এই দিনটি আরামদায়ক হইল আর এই প্রতিশ্রুতিই তোমাকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন সেই আত্মা প্রশ্ন করিবে : তুমি কে? তোমার মুখমণ্ডল খুবই কল্যাণময় দেখায়। তখন সে বলিবে : আমি তোমার নেক আমল। তখন সে বলিবে- হে আমার রব! আমাকে আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ প্রদানের জন্য কিয়ামত ঘটাও, কিয়ামত ঘটাও।

অতঃপর রাসূল (সা) বলেন : কাফির বান্দার যখন পার্থিব জীবন শেষ হয় ও পরকালের যাত্রার জন্য পা বাড়ায়, আকাশ হইতে তখন কদাকার চেহারার ফেরেশতা নাযিল হয়। তাহারা পরিচ্ছন্নকারক পাত্র সাথে নিয়ে আসে। তাহারা আসিয়া লোকটির কাছে বসামাত্র মউতের ফেরেশতা হাযির হয়। তিনি আসিয়া তাহার শিয়রে বসেন। অতঃপর তিনি বলেন : হে পাপাত্মা! আল্লাহ্র কঠোরতা ও অসন্তুষ্টির দিকে নির্গত হও।

রাসূল (সা) বলেন : অতঃপর তাহার দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং পশম হইতে যেভাবে উহার আবর্জনাগুলি টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়, তেমনি উহা দেহ হইতে টানা হেঁচড়া করিয়া বাহির করা হয়। অতঃপর উহা মুহূর্তের মধ্যে হাতে নিয়া ধৌতপাত্রে স্থাপন করা হয়। তখন তাহা হইতে মড়কের দুর্গন্ধ নির্গত হয়। পৃথিবীতেও উহার দুর্গন্ধ

ছড়ায়। অতঃপর উহা লইয়া তাহারা আকাশের দিকে যায়। পথে একদল ফেরেশতার সাথে দেখা হয়। তাহারা প্রশ্ন করে : এই অপবিত্র আত্মা কাহার? তখন তাহারা বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের। পার্থিব জীবনে তাহার যে দুর্নাম ছিল সেই নামে ডাকা হইবে। অবশেষে তাহারা উহা লইয়া পয়লা আকাশের দরজায় উপস্থিত হইবে এবং উহা খোলার জন্য বলিবে। কিন্তু তাহা খোলা হইবে না।

অতঃপর রাসূল (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন :

لَاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ .

অর্থাৎ তাহাদের জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে।

তারপর রাসূল (সা) বলেন : তখন আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দেবেন, তাহাকে সিজ্জীনবাসীর তালিকাভুক্ত কর যাহা সর্বনিম্নভাবে অবস্থিত। অতঃপর তাহার আত্মা তাহার দেহে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা আসিবে। তাহারা তাহার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিবে : তোমার রব কে? সে জবাবে বলিবে হায়, হায়, আমি তো জানি না। তখন তাহাকে প্রশ্ন করিবে: তোমার দীন কি? সে জবাবে বলিবে হায়, আমি তাওতো জানি না। তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে : তোমাদের মধ্যে হইতে কাহাকে প্রেরিত পুরুষ করা হইয়াছিল? সে বলিবে : হায়, হায়, আমি কিছুই জানি না। তখন আকাশ হইতে ঘোষণাকারীর ঘোষণা আসিবে আমার বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে। তাহাকে অগ্নিশয্যায় রাখ এবং তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলিয়া দাও। তখন সে জাহান্নামের উত্তাপ ও তপ্ত হাওয়া প্রাপ্ত হইবে। আর তাহার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এমনকি মাটির চাপে তাহার পাঁজরার হাড় চুরমার হইবে। তখন তাহার নিকট একটি লোক উপস্থিত হইবে। তাহার চেহারা ও ভূষণ অত্যন্ত কদাকার ও কুৎসিত হইবে এবং তাহার শরীর হইতে মড়কের দুর্গন্ধ ছড়াইতে থাকিবে। সে বলিবে, তাহাকে স্বাগত জানাও যে, তোমার এই দিনটিকে পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি মতে দুঃখময় করিয়াছে। তখন সে প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তোমার চেহারা হইতে অকল্যাণ ঝরিতেছে। জবাবে সে বলিবে : আমি তোমার বদ আমল। তখন সে বলিবে : হে রব! তুমি কিয়ামত ঘটাইও না।

ইমাম আহমদ (র) ... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে আরও বর্ণনা করে যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে বাহির হইলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব বর্ণনাটি বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় আরও বলা হইয়াছে : যখন সেই মু'মিনের রূহ কবজ করা হয়, তখন তাহার জন্যে আসমান ও যমীনের সকল ফেরেশতা দু'আ ও সালাতে অংশীদার থাকে এবং তাহার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হয়। কোন দরজায় এমন কেহ থাকে না যে তাহার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ না করে। এইভাবে সেই রূহ তাহারা সপ্ত আকাশে পৌঁছাইয়া থাকে।

বর্ণনার শেষভাগে এই কথাগুলি সংযুক্ত হয় : 'অতঃপর সেই পাপী লোকটির জন্যে একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতা নির্ধারিত করা হয়। তাহার হাতে থাকে একটি লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করিলে পাহাড় ধূলিস্যাৎ হইয়া যায়। অতঃপর সে উহা দ্বারা তাহাকে আঘাত করে। সংগে সংগে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে। আল্লাহ্ আবার

তাহাকে অস্তিত্ব দান করেন তখন সে আবার আঘাত করে। ফলে সে এরূপ বিকট চীৎকার দেয় যাহা জিন ইনসান ছাড়া সকলেই শুনিতে পায়। বারা (রা) বলেন : তখন তাহার জন্য জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং তাহার জন্য অগ্নিশয্যা বিছানো হয়।

উপরোক্ত বর্ণনা ছিল বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজা ও ইব্ন জারীর (র)-এর বর্ণিত হাদীসের। মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে : মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ে ফেরেশতারা উপস্থিত হন। যদি লোকটি নেক্‌কার হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলেন : হে পরিতুষ্ট আত্মা! বাহির হইয়া আস। তুমি উত্তম দেহে ছিলে, তাই প্রশংসনীয়ভাবে বাহির হও, সুসংবাদ নাও। প্রভুর সন্তুষ্টি নিয়া আনন্দময় হাওয়ায় পরিভ্রমণের ফেরেশতারা আসার পথে পরিভ্রমণ করার সময় এইরূপ বলিতে বলিতে আসিবে এবং যখন আকাশের দরজায় পৌঁছিয়া উহা খুলিতে বলিবে, তখন প্রশ্ন আসিবে : কে এই ব্যক্তি? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি। তখন বলা হইবে : মারহাবা হে উত্তম দেহের পুণ্যাত্মা! প্রশংসিতভাবেই প্রবেশ হও এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও সুবাসিত পরিমণ্ডলে আনন্দময় ভ্রমণের সুসংবাদ নাও। তাহাকে এইভাবে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত বলা হইবে এবং সেখানে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহাকে পৌঁছানো হইবে।

পক্ষান্তরে মৃত্যুপথযাত্রী যদি পাপিষ্ঠ হয় তাহা হইলে ফেরেশতারা বলিবেন : হে অপিত্র দেহের কলুষিত আত্মা! নিন্দনীয়ভাবে বাহির হইয়া আস এবং তপ্ত পানি, আধার কুঠুরী ও কদাকার জুটির সুসংবাদ গ্রহণ কর। রূহ বাহির না হওয়া পর্যন্ত তাহারা ইহা বলিতে থাকিবে। যখন রূহ বাহির হইবে তখন উহা লইয়া আকাশের দিকে উঠিবে এবং আকাশের দরজা খোলার জন্য বলিবে। সেখান হইতে প্রশ্ন করা হইবে : লোকটি কে? তাহারা বলিবেন : অমুক ব্যক্তি। তখন তাহারা বলিবেন : না, খবিস দেহের খবিস আত্মার জন্য কোন শুভেচ্ছা নাই। নিন্দিত হইয়া ফিরিয়া যাও। তোমার জন্য আকাশের দরজা খোলা হইবে না। অতঃপর তাহাকে আসমান ও যমীনের মাঝ পথ হইতে বিদায় করা হইবে এবং সে তাহার কবরে ফিরিয়া আসিবে।

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : তাহার আমলসমূহ আকাশে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তেমনি তাহাদের রূহও আকাশে প্রবেশের অনুমতি পাইবে না। এই মতটিতে উভয় মতের সমন্বয় ঘটিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ

জুমহূর আইয়েম্মা আয়াতটি এইভাবে পড়িয়াছেন এবং الجمل। অর্থ তাহারা উট বলিয়াছেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) উহার অর্থ করিয়াছেন উটনীর বাচ্চা। অন্য এক রিওয়ায়েতে বলা হইয়াছে : উটনীর জুটি।

হাসান বসরী (র) বলেন : আয়াতাংশের অর্থ হইল, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ করে।

আবুল আলিয়া ও যাহ্হাকও এই মত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ ও ইকরামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি 'জামাল' স্থলে 'জুম্মাল' পড়িতেন। অর্থাৎ যতক্ষণ না উটের রশি সূঁচের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনিও 'জুম্মাল' পড়িতেন যাহার অর্থ মোটা রশি।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারজী (র) বলেন : مِهَاد অর্থ বিছানা।

وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ আয়াতাংশে غَوَاشٍ অর্থ লেপ। সুদ্দী ও যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম এই অর্থ করিয়াছেন।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ অগ্নিশয্যা ও আগুনের লেপই হইল জালিম গোষ্ঠীর যথার্থ পাওনা এবং আমি তাহাদের প্রাপ্য যথাযথভাবে দিব।

(٤٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَآ ز
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○
(٤٣) وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ
الْاَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ؕ وَنُوْدُوْٓا
اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৪২. আমি কাহাকেও সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না; যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে উহারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে।

৪৩. তাহাদের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব, তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে এই পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখাইলে আমরা কখনও পথ পাইতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্যবাণী আনিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই জন্য তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতে নেক বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ ঈমান আনিয়াছে এবং অংগ-প্রত্যংগগুলি নেক আমল সম্পন্ন করিয়াছে। পক্ষান্তরে কাফিরদের অন্তর ছিল ঈমান শূন্য ও অংগ-প্রত্যংগ ছিল নেক আমল হইতে বিরত। আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্পাক ইহাই বুঝাইলেন যে, ঈমান ও আমল মূলত সহজ কাজ এবং ইচ্ছা থাকিলেই করা যায়। তাই তিনি বলেন :

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ... ... وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ .

غل অর্থ হিংসা-বিদ্বেষ। বুখারী শরীফে আছে :

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যখন মু'মিনগণ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে সংযোগ পথে আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীতে তাহাদের পারস্পরিক জুলুমের শাস্তিস্বরূপ সেখানে আবদ্ধ রাখা হইবে। যখন তাহাদের সেই পাপ মোচন ও বিশুদ্ধিকরণ পর্ব সমাপ্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইবে। যাহার হস্তে আমার আত্মা তাহার শপথ! তাহাদের যে কেহ পার্থিব জীবনে যেরূপ সুখ নিবাসে বাস করিত তাহা হইতে বহুগুণ সুখময়, মুক্ত ও প্রশস্ত নিবাস তাহারা জান্নাতে পাইবে।

وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : "জান্নাতবাসী যখন জান্নাতের দিকে পরিচালিত হইবে, তখন উহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে। উহার মূলদেশে দুইটি নহর দেখিতে পাইবে। একটি হইতে তাহারা পান করিবে। সংগে সংগে তাহাদের অন্তরের সকল গ্লানি ও ক্লেশ চিরতরে অন্তর্হিত হইবে। উক্ত পানীয় দ্রব্য হইল শরাবান তহুরা। অপর ঝরনাটিতে তাহারা গোসল করিবে। সংগে সংগে তাহারা জৌলুসপূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহারা আর কখনও ক্লান্ত ও রুগ্ন হইবে না।

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে আসিম (র) সূত্রে আবূ ইসহাক প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই সেই বর্ণনা আসিতেছে। উহা নিম্নে আয়াত প্রসংগে বর্ণিত হইবে وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا : অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করিয়াছে তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে (৩৯ : ৭৩)।

সেই বর্ণনাটি অত্যন্ত ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভরযোগ্য।

কাতাদা (র) বলেন : আলী (রা) বলিয়াছেন : আমি অবশ্যই আশা করি যে, আমি উসমান, তালহা ও যুবায়ের (রা) আল্লাহ্ পাকের বাণী 'আমি তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা-বিদ্বেষ বিলুপ্ত করিব'-এর উদ্দিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব। বর্ণনাটি ইব্‌ন জারীরের।

ইব্‌ন জারীর (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন : আল্লাহ্‌র শপথ! আমাদের মধ্যকার আহলে বদর সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন : وَنَزَعْنَا مَافِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর হইতে ক্লেদ-গ্লানি বিলুপ্ত করিব।

নাসাঈ ও ইব্‌ন মারদুবিয়া নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ বক্‌র আইয়াশ (র) ..আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : প্রত্যেক জান্নাতবাসীই তাহার ঠিকানা জাহান্নামে দেখিবে তখন সে বলিবে, আল্লাহ্ পাক যদি আমাকে হিদায়েত না করিতেন, তাহা হইলে আমিও জাহান্নামী হইতাম। ইহা কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিবে। তেমনি প্রত্যেক জাহান্নামী যখন জান্নাতকে দেখিবে তখন বলিবে, হায় যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়েত দান করিতেন তাহা হইলে জাহান্নামী হইতাম না। উহা আক্ষেপের স্বরে বলিবে। তাই যখন জান্নাতিগণ উত্তরাধিকার স্বরূপ তাহাদের জান্নাত লাভ করিবে। তখন ঘোষণা করা হইবে, তোমাদিগকে সেই বস্তুর অধিকারী করা হইল যাহা তোমাদের আমলের পুরস্কার। অর্থাৎ তোমাদের আমলের জন্য আল্লাহ্‌র রহমত পাইয়াছ। ফলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছ এবং প্রত্যেকের আমলের স্তর অনুযায়ী মর্যাদা লাভ করিয়াছ।

এই অভিমতের সমর্থন পাই সহীহ্দ্বয়ের হাদীসে। উক্ত হাদীসে রাসূল (সা) বলেন : তোমরা জানিয়া রাখ, তোমাদের আমলের বদৌলতে কেহই কখনও জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সাহাবারা বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনিও কি নন ? তিনি বলিলেন—আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ না পাইলে আমিও না।

(٤٤) وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؕ قَالُوْا نَعَمْ ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(٤٥) الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ ۝

৪৪. জান্নাতবাসিগণ অগ্নিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আমরা তো তাহা সত্য পাইয়াছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমরাও তাহা সত্য পাইয়াছ কি? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ। অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিবে, আল্লাহ্র লা'নত জালিমদের উপর।

৪৫. যাহারা আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিত এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করিত। উহারাই পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিত।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে কিভাবে জাহান্নামিগণকে জাহান্নামে পৌঁছার পর ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হইবে সেই খবর দিতেছেন।

اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا এখানে اَنْ শব্দটি উহ্য কথার ব্যাখ্যাকারক হিসাবে এবং قد শব্দটি বাস্তবতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহ্য কথা হইল قَالُوْا لَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিবে। পূর্ণ বাক্যের অর্থ হইবে—জান্নাতীরা জাহান্নামিগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমাদের প্রভু আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা আমরা সমস্তই পাইয়াছি। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সত্যরূপে পাইয়াছ ? তাহারা বলিবে—হ্যাঁ।

কাফিরের বন্ধু ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'আলা সূরা সাফ্ফাতে এইরূপ খবর প্রদান করেন। যেমন :

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ، قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ، اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ .

অর্থাৎ অতঃপর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে সে জাহান্নামের মধ্যভাগে। বলিবে, আল্লাহ্র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে। আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আবদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হইতাম। আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না (৩৭ : ৫৫-৫৭)।

মোটকথা পৃথিবীতে যাহা বলিয়াছিল আখিরাতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া উহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর তাহার প্রাপ্য শাস্তি ও লাঞ্ছনা দ্বারা তাহাকে তিরস্কৃত করা হইবে। এইভাবে তাহাদিগকে ফেরেশতারাও এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিবেন :

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ، اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لاَ تُبْصِرُوْنَ ، اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلاَ تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

অর্থাৎ এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছিলে। ইহা কি কোন যাদু, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়াছে ? উহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর উহা সহ্য করিতে পার আর না পার সমান কথা। ইহা তো তোমাদের কৃতকর্মের ফল ব্যতীত কিছু নহে। (৫২ : ১৪-১৬)।

তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের যুদ্ধে তাঁহার নিহত শত্রু সর্দারদের লাশের কাছে দাঁড়াইয়া ভর্ৎসনা স্বরূপ আলোচ্য আয়াতের মর্ম বিবৃত করেন। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম ! হে উরওয়া ইব্‌ন রবীআ ! হে শায়বা ইব্‌ন রবীআ ! তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য দেখিতে পাইয়াছ ? নিশ্চয় আমি আমার প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন দেখিতে পাইয়াছি। উমর (রা) বলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি লাশকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন ? তদুত্তরে তিনি বলেন : যাহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! আমি যাহা বলিতেছি তা তাহাদের হইতে তোমরা বেশী শুনিতে পাইতেছ না। কিন্তু তাহাদের জবাব দিবার ক্ষমতা নাই।

فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ অবহিতকারক অবহিত করিল ও ঘোষক ঘোষণা প্রদান করিল।

اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ অভিশাপ তাহাদের উপর স্থায়ী হইল ও উহাদের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইল।

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ মানুষকে তাহারা আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণে বাধা প্রদান করে, আল্লাহ্‌র শরীআত ও রাসূলদের আনীত জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। আর তাহারা উহার বিকল্প বক্রপথ দেখায় যেন কেহ আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণ না করে।

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আখিরাতে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার কথা অবিশ্বাস করে, উহা লইয়া তর্ক করে এবং উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেয়। তাহারা আল্লাহ্‌র দীনকে সত্য বলিয়া মানে না ও উহার উপর ঈমান আনে না। সুতরাং তাহারা অন্যায় ও পাপ কথা ও কাজে ভয় পায় না। তাহারা পরকালের হিসাব নিকাশ ও শাস্তিকে ভয় পায় না। ফলে কথা ও কাজে তাহারা নিকৃষ্টতম মানুষ।

(٤٦) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّاۢ بِسِيْمٰىهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ قف لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ○

(٤٧) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

৪৬. উভয়ের মধ্যে পর্দা আছে এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকিবে যাহারা প্রত্যেককে তাহার লক্ষণ দ্বারা চিনিবে এবং জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, ' তোমাদের শান্তি হউক।' তাহারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে।

৪৭. যখন তাহাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের প্রতি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমদের সংগী করিও না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা দোযখীদের সহিত বেহেশতীদের কথোপকথন উল্লেখের পর খবর দিলেন যে, বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে পর্দা বিদ্যমান। দোযখের লোকের বেহেশতে যাবার পথ বন্ধ করার জন্যই উহা রাখা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : উক্ত পর্দা হইল একটি প্রাচীর। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۔

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের (জান্নাত ও জাহান্নামীদের) মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করিবেন। উহাতে দরজা থাকিবে। উহার অভ্যন্তর ভাগে রহমত ও বহির্ভাগে থাকিবে আযাব (৫৭ : ১৩)।

মূলত উক্ত দেয়ালই হইবে আ'রাফ। আল্লাহ্ পাক বলেন, আ'রাফের উপর একদল লোক থাকিবে। সুদ্দী (র) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়াতে উল্লেখিত 'হিজাব' হইল একটি প্রাচীর এবং উহাই আ'রাফ। মুজাহিদ বলেন : আ'রাফ হইল জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যকার পর্দা প্রাচীর এবং উহাতে একটি গেট থাকিবে।

ইব্‌ন জারীর বলেন : عرف এর বহুবচন اعراف এবং আরবরা মাটি হইতে উঁচু প্রত্যেকটি স্থানকে عرف বলে। মোরগ-পাখীর উপরিভাগ যেহেতু উঁচু ও সেগুলো উঁচুতে অবস্থান করে, তাই মোরগের-ঘাড়ের উপরিভাগকে عرف বলা হয়।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আ'রাফ হইল মর্যাদাকর কোন বস্তু।

সাওরী ... ইব্‌ন আব্বাস হইতেও বর্ণনা করেন : মোরগের উঁচু গলদেশের মত তৈরী প্রাচীর। ইব্‌ন আব্বাস হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : اعراف শব্দটি বহুবচন। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী উঁচু সমতল স্থান। জিন ও ইনসানের পাপীগণকে সেখানে আবদ্ধ রাখা হয়। তাঁহার নিকট হইতে অন্য এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে : আ'রাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেওয়াল।

যাহ্হাকসহ বহু তাফসীরকার উক্ত মতের সমর্থক। সুদ্দী (র) বলেন : আ'রাফকে এইজন্যে আ'রাফ বলা হইয়াছে যে, সেখানে মানুষদের চেনার জন্য সব লোকের সমাবেশ ঘটিবে।

আ'রাফের অধিবাসী কাহারা হইবে তাহা লইয়া তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। তবে মতগুলি প্রায়ই কাছাকাছি এবং মূলত একই তাৎপর্য বহন করে। সেই একক মতটি হইল

এই, যাহাদের পুণ্য ও পাপ সমান হইবে তাহারাই আ'রাফে অবস্থান করিবে। ইহার সমর্থনে ইব্ন আব্বাস, হুযায়ফা ও ইব্ন মাসউদসহ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু তাফসীরকারের বক্তব্য রহিয়াছে। এক মারফূ হাদীসে আছে : আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত, জাবির (রা) বলেন : যাহাদের পাপ ও পুণ্য সমান হইবে তাহাদের সম্পর্কে রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা হইবে আ'রাফের অধিবাসী যাহারা জান্নাতের আশায় থাকিবে।

অবশ্য বর্ণনার এই সূত্রে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। ইহার অপর সূত্রটি এই : সাঈদ ... মুযায়নার এক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা)-কে আ'রাফের বাসিন্দা ও পাপ-পুণ্যে সমান বান্দা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : তাহারা মা-বাপের সেই সকল সন্তান যাহারা তাহাদের কথা অমান্য করিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) আবদুর রহমান আল মুযনী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: রাসূল (সা)-কে আ'রাফের অধিবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : তাঁহারা মাতা পিতার অবাধ্য হইয়া আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত ব্যক্তিরা। পিতামাতার নাফরমানী তাহাদের জান্নাতের পথের অন্তরায় আর আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হওয়া তাহাদের জাহান্নামের পথের অন্তরায়।

আবূ মা'শারের সূত্রে ইব্ন মারদুবিয়া, ইব্ন জারীর এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও উহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মারফূ সূত্রে ইব্ন মাজা উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। এই মারফূ হাদীসের বিশুদ্ধতা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। বরং ইহা মাওকুফ হাদীসের পর্যায়ে সীমিত হবার দলীল বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) ... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে আ'রাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন—যাহাদের পাপা-পুণ্য সমান হইবে তাহাদের পাপ জান্নাতের পথে ও পুণ্য জাহান্নামের পথে অন্তরায় হইবে। তাইতো তাহাদিগকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী আ'রাফ নামক প্রাচীরে আল্লাহ্ পাকের ফায়সালার অপেক্ষায় অবস্থান করিতে হইবে।

অন্য একটি সূত্রে ইহা আরও খোলামেলাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন : ইব্ন হুমাইদ (র) ... শা'বী বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট আবদুল হামীদ ইব্ন আবদুর রহমান ও কুরায়েশের মুক্ত গোলাম আবুয্ যিনাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাকওয়ানকে পাঠানো হইয়াছিল। তাহারা আ'রাফবাসী সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করিল তাহা যথাযথ ছিল না। তখন আমি বলিলাম—হুযায়ফা (রা) যাহা বলিয়াছেন হুবহু তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিব? তাহারা বলিল—হ্যাঁ, তাহাই বলুন। তখন বলিলাম—হুযায়ফা (রা) আ'রাফাবাসী সম্পর্কে বলেন, তাহারা সেই দল যাহাদের পুণ্যকাজ জাহান্নাম অতিক্রম করিয়াছে এবং তাহাদের পাপ তাহাদের জান্নাতের পথে অন্তরায় হইয়াছে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ .

অর্থাৎ যখন তাহাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরানো হইবে, তখন তাহারা বলিবে : প্রভু হে! আমাদিগকে জালিম সম্প্রদায়ের সংগী বানাইও না (৭ : ৪৭)।

ইত্যবসরে আল্লাহ্পাক তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন। তিনি তাহাদিগকে নির্দেশ দিবেন : 'যাও, এখন জান্নাতে প্রবশে কর। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।'

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "কিয়ামতের দিন মানুষের হিসাব নিকাশ লওয়া হইবে। যাহাদের পাপ হইতে পুণ্য বেশী হইবে তাহারা জান্নাতে যাইবে। পক্ষান্তরে যাহাদের পুণ্য হইতে পাপ বেশী হইবে তাহারা জাহান্নামে যাইবে।" তারপর তিনি পাঠ করেন :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ .

অর্থাৎ তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে, সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন। কিন্তু যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে তাহার বাসস্থান হইবে হাবিয়া। তারপর তিনি বলেন, একদানা পরিমাণ আমল হইলেও পাল্লা ভারী বা হাল্কা হইবে (১০১ : ৬-১১)। তিনি আরও বলেন : আর যাহার পাপ-পুণ্য সমান হইবে, তাহারাই আ'রাফবাসী। তাহারা পুলের উপর অপেক্ষমান অবস্থায় অবস্থান করিবে। তাহারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসিগণকে দেখিতে পাইয়া চিনিবে। যখন জান্নাতবাসীর দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তখন তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্বক সালাম জানাইবে। আর যখন তাহাদের সৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পড়িবে, তখন বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না। আমরা জালিমদের নিবাস হইতে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাহিতেছি। তিনি আরও বলেন : পুণ্যবানদিগকে নূরের আলো দান করা হইবে। তাহারা উহার আলোকে সম্মুখে, ডাইনে-বামে যদৃচ্ছা চলিতে পারিবে। এমনকি উম্মতের সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে নূরের আলো দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন পুলসিরাতের নিকট পৌঁছিবে, তখন মুনাফিক নর-নারীর নূর অন্তর্হিত হইবে। তখন জান্নাতীরা মুনাফিকদের দুর্গতি দেখিয়া ভয়ে বলিয়া উঠিবে—প্রভু হে! আমাদিগকে সার্বক্ষণিক নূর প্রদান কর। তবে আ'রাফবাসীদের নূর প্রত্যাহার করা হইবে না। আল্লাহ্ তাহাদের সম্পর্কে বলেন : তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী।

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : নিশ্চয় কোন বান্দা যখন একটি পুণ্য করে, তাহার নামে দশটি পুণ্য লেখা হয়। আর যখন কোন পাপ করে, তখন একটা পাপের বেশী লেখা হয় না। অতঃপর তিনি বলেন : যে ব্যক্তির দশগুণের উপর একগুণ বিজয়ী হইল সে ধ্বংস হইল। হাদীসটি বর্ণনা করেন ইব্ন জারীর (র)।

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আ'রাফ হইল জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের দেয়াল। এইখানে অবস্থানকারীরাই আ'রাফবাসী। আল্লাহ্ পাক যখন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তখন তাহারা একটি ঝরনার কাছে নীত হইবে। উহার নাম নহরে হায়াত বা সঞ্জীবনী ঝরনা। স্বর্ণের পাত দ্বারা উহার তীরগুলো পরিবৃত ও তলদেশে মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। উহার মাটি হইল মিসক আম্বরের। তাহাদিগকে উহাতে অবগাহন করানো হইবে মানসিক ও দৈহিক পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতার জন্য। ফলে তাহাদের দেহের ও চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া গ্রীবাদেশ আলোকোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে। তাহাদের রঙ-রূপ ঠিক হবার পর রহমানুর রহীম—তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবেন এবং বলিবেন- তোমরা যাহা কামনা কর তাহা বল। তখন তাহারা তাহাদের মনোবাঞ্ছা পেশ করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন- তোমাদের দাবী মঞ্জুর হইল এবং প্রত্যেকে উহার সত্তর গুণ পাইবে। অতঃপর

তাহারা জান্নাতে যাইবে। তখন তাহাদের সমুজ্জ্বল গ্রীবাদেশ দেখিয়া সকলেই চিনিবে যে, তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত আ'রাফবাসী। তাই তাহাদিগকে সবাই আখ্যা দিবে 'মিসকীন জান্নাতী।

ইব্ন আবূ হাতিমও (র) জারীর (র) হইতে এবং সুফইয়ান সাওরী (র) মুজাহিদ (র) ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তবে ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিসের বক্তব্য মনে করাই সঠিক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। মুজাহিদ ও যাহ্হাক হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন দাউদ (র) আমর ইব্ন জারীর হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে আ'রাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন- তাহারা বান্দাকুলের শেষভাগে রায়প্রাপ্ত দল। রাব্বুল আলামীন সকলের বিচার শেষ করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবেন- তোমরা তো সেই দল যাহাদের পুণ্য তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়াছে, কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করিতে পার নাই। অতএব তোমরা আমার মুক্তিপ্রাপ্ত দল। সুতরাং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা মুক্তভাবে বিচরণ কর। হাদীসটি হাসান মুরসাল।

একদল বলেন : তাহারা ব্যভিচারের সন্তান। এই বক্তব্যটি কুরতুবী বর্ণনা করেন। ইব্ন আসাকির (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, জিন জাতির মু'মিনরাও সাওয়াব ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সাওয়াব প্রাপ্ত মু'মিনরা কোথায় থাকিবে? তিনি বলিলেন : তাহারা আ'রাফে থাকিবে। তাহারা উম্মাতে মুহাম্মদীর সংগে জান্নাতে ঠাঁই পাইবে না। অতঃপর আমরা প্রশ্ন করিলাম আ'রাফ কি? তিনি বলিলেন : জান্নাতের দেয়াল ঘেরা একটি নির্দিষ্ট এলাকা। উহাতে ঝরনা প্রবাহমান। উহাতে বৃক্ষ, গুল্ম ও ফলফলাদি জন্মে।

বায়হাকী (র) ... ওয়ালিদ ইব্ন মূসা হইতে উহা বর্ণনা করেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নেককার, ফকীহ ও আলিমগণ আ'রাফাবাসী হইবেন।

ইব্ন জারীর (র) ... আবূ মুজলায হইতে বলেন : আ'রাফবাসী হইলেন ফেরেশতা। তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামী সকলকেই চিনেন। তিনি আরও বলেন : পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হইয়াছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সহিত তাহাদের কথোপকথনের পর জান্নাতীরা নির্ভয় নির্ভাবনায় জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

বিশুদ্ধ মত এই যে, উহা আবূ মুজলায তাবিঈর ব্যক্তিগত কথা। উহা বক্তব্য হিসাবে ব্যতিক্রমধর্মী ও প্রকাশ্য অভিমতসমূহের পরিপন্থী। প্রাসংগিক আয়াতের ভাষ্য, তাৎপর্য, ইংগিত সকল কিছুই জুমহূরের বর্ণিত অভিমতের সমর্থক।

মুজাহিদের অভিমতটিও একান্তই তাহার একমাত্র মত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কুরতুবী (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, এই ব্যাপারে বারটি মত সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, কিয়ামতের ফিতনায় ক্ষিপ্রতাকামী নেক্কারবৃন্দ। কেহ বলেন, বিশিষ্ট এক সৃষ্টি যাহারা মানুষের খবরাদি জানিবে। কেহ বলেন, নবীগণ। কেহ বলেন, ফেরেশতাগণ ইত্যাদি।

يَعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمَاهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : জান্নাতীদের উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা দেখিয়া ও জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া তাহারা চিনিবে।

যাহ্হাক (র)-ও তাহার নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এই স্থানে এই জন্যে অবতরণ করাইয়াছেন যে, তাহারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিনিতে পাইবে। জাহান্নামীদের মসীলিপ্ত চেহারা দেখিয়া তাহারা আল্লাহ্র কাছে সেই জালিমদের সংগী না বানাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে। ইত্যবসরে তাহারা জান্নাতবাসীকে সালাম জানাইবে। কারণ, তখনও তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করে নাই, তবে উহাতে প্রবেশের প্রত্যাশী এবং ইনশাআল্লাহ্ তাহারা প্রবেশ করিবে।

মুজাহিদ, যাহহাক, সুদ্দী, হাসান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম প্রমুখও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

মুআম্মার (র) বলেন" لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ আয়াতাংশ পাঠ করিয়া হাসান (র) বলেন : আল্লাহ্র শপথ! তাহাদের অন্তরে বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টি আল্লাহ্র ইচ্ছারই প্রতিফলন ছিল মাত্র।

কাতাদা (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ভিতর বেহেশতের প্রত্যাশা সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদিগকে তাহাদের নিবাসের সংবাদ প্রদান করিলেন।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ قَالُوْا ... ... الظَّالِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে যাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আ'রাফবাসীরা যখন জাহান্নামীদেরকে দেখিয়া চিনিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে, প্রভু হে! আমাদিগকে ওই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

সুদ্দী (র) বলেন : আ'রাফবাসী যখন দলবদ্ধভাবে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হইয়া জাহান্নামীদেরকে দেখিতে পাইবে, তখনই তাহারা বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

ইকরামা (র) বলেন : দোযখের দিকে তাকাইবার ফলে উহার উত্তাপে আ'রাফবাসীর মুখ ঝলসাইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতের দিকে তাকাইবে তখন তাহা ঠিক হইয়া যাইবে।

وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحَابِ النَّارِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : আ'রাফবাসী জাহান্নামীদের কৃষ্ণবর্ণ চেহারা ও বিষাক্ত নীল চক্ষু দেখিয়া বলিয়া উঠিবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে জালিমদের সংগী বানাইও না।

(٤٨) وَنَادٰى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ قَالُوْا
مَآ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○
(٤٩) اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا
الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

৪৮. আ'রাফবাসিগণ যে লোকদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনিবে, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসিল না।

৪৯. দেখ, ইহাদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করিয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ ইহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন না। ইহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আ'রাফবাসিরা মুশরিক মোড়ল ও বাহাদুরদিগকে নরকে তাহাদের লক্ষণ দেখিয়া চিনিবে ও তাহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিবে : তোমাদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তোমাদের কোনই কাজে আসিল না। অথচ তোমরা ইহা লইয়া বড়াই করিতে। প্রচুর সম্পদ জমাইয়াও তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারিলে না। অবশেষে তোমরা চির লাঞ্ছিত হইয়াছ।

اَهٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বর্ণনা করেন : তাহারা হইল আ'রাফবাসী।

اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকেই বলা হইবে, তোমরা জান্নাতে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে প্রবেশ কর।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাকে মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার চাচা হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে ও তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন " قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ -এর ব্যাখ্যার প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা মুতাবিক যখন আ'রাফবাসী জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে অনুরূপ বলিল, তখন আল্লাহ্ পাক স্বয়ং সেই দাম্ভিক বিত্তবানদিগকে প্রশ্ন করিবেন : আ'রাফের এই লোকগুলিই কি তাহারা যাহাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করিয়া বলিতে যে, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাইবে না? তাই তোমাদিগকে নির্দেশ দিলাম, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, কোন ভয় নাই তোমাদের, তোমাদের কোনই দুঃখ থাকিবে না।

হুযায়ফা (রা) এই প্রসংগে রাসূল (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : তাহারাই আ'রাফবাসী যাহাদের আমল তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুণ্য জান্নাতে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত নহে এবং পাপও জাহান্নামী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নহে। তাই তাহাদিগকে আ'রাফে রাখা হইয়াছে। তাহারা মানুষের লক্ষণ দেখিয়া চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ পাক যখন অন্যসব বান্দাদের বিচার ফায়সালা শেষ করিবেন, তখন তাহাদিগকে শাফায়াত জোগাড় করিতে বলা হইবে। তখন তাহারা আদম (আ)-কে গিয়া বলিবে : আপনি আমাদের পিতা। তাই আমাদের জন্যে আল্লাহ্র কাছে শাফায়াত করুন। তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান, আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়া নিজের রূহ হইতে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তাহার উপর আল্লাহ্র গযব না হইয়া রহমত বর্ষিত হইয়াছিল। আমি ছাড়া কি আর কাহাকে সকল ফেরেশতা সিজদা করিয়াছিল ? তাহারা বলিবে : না। তাহা হইলে তোমাদের

সেই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিতে অপারগ। তোমরা বরং আমার সন্তান ইবরাহীমের কাছে যাও। তাহারা তখন ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসিয়া তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশ করিতে বলিবে। তখন তিনি বলিবেন : তোমরা কি তাহাকে জান আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন? তোমরা কি তাহাকে জান গোটা জাতি যাহাকে আগুনে পুড়িয়া মারিতে চাহিয়াছিল শুধু আল্লাহ্‌র পথে চলার কারণে? সেকি আমি ছাড়া অন্য কেহ? তাহারা বলিবে : না। তখন তিনি বলিবেন : তোমরা সেই রহস্য জান না যে কারণে আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অপরাগ। তোমরা বরং আমার সন্তান মূসার কাছে যাও। তাহারা অতঃপর মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান, আল্লাহ্ তা'আলা কাহার সহিত সরাসরি বহুবার কথা বলিয়াছেন? আর কাহাকে তিনি মুক্তিপ্রাপ্ত ও নৈকট্যলাভকারী বলিয়াছেন? সেই লোক কি আমি ছাড়া অন্য কেহ ? তাহারা বলিবে : না। তখন তিনি বলিবেন, তবে তোমাদের এই রহস্য জানা নাই যে, কেন আমি তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম। তোমরা বরং ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তাহারা তখন ঈসা (আ)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াতের কথা বলিবে। তিনি বলিবেন : তোমরা কি জান আল্লাহ্ কাহাকে বিনা বাপে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহারা বলিবে না। তিনি প্রশ্ন করিবেন : তোমরা কি জান কোন লোক হাত বুলাইলে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি পাইত ও কুষ্ঠরোগী ভাল হইত এবং কাহার কথায় মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মর্যীতে জীবিত হইত? তাহা কি আমি ছাড়া কেহ? তাহারা বলিবে—জানি না। তখন তিনি বলিবেন : আমি নিজেই বিতর্কিত ও বিব্রত। আমি কেন যে তোমাদের সুপারিশ করিতে অক্ষম সে রহস্য তোমাদের জানা নেই। তোমরা বরং মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাও।

তখন তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি আমার হাত দিয়া বুকে হাত মারিয়া বলিব : নিশ্চয় আমি এই কাজের জন্য রহিয়াছি। অতঃপর আরশের সামনে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিব। তখন আমার প্রভুর কাছে আসিব তিনি আমাকে এমন প্রশংসা শিখাইবেন যাহা কেহ কখনও শুনে নাই। অতঃপর আমি তাঁহাকে সিজদা দিব এবং উহা দীর্ঘায়িত করিব। তখন আমাকে বলা হইবে : হে মুহাম্মদ! মাথা তোল এবং যাহা চাওয়ার তাহা চাও, আমি দিব। তুমি শাফায়াত কর, আমি কবূল করিব। তখন আমি মাথা তুলিব এবং বলিব : হে আমার প্রতিপালক প্রভু! আমার উম্মত। তখন তিনি বলিবেন : তাহারা তোমার ইখতিয়ারে থাকিবে।

তন্মুহূর্তে এমন কোন নবী বা ফেরেশতা থাকিবে না যে আমার এই মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হইবে না। ইহাই মাকামে মাহমূদ। অতঃপর আমি তাহাদিগকে লইয়া জান্নাতে আসিব ও জান্নাতের দরজা খুলিতে বলিব। তখন আমার ও তাহাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আমরা জান্নাতে প্রবেশ করিলে বরণকারীদের একজন তাহাদিগকে লইয়া একটি নহরের কাছে যাইবে। উহার নাম সঞ্জীবনী ঝরনা উহার তীরসমূহ স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত। উহার মাটি মিসক-আম্বরের। উহার তলদেশে ইয়াকূত পাথর থাকিবে। তাহারা উহাতে অবগাহন

করিবে। ফলে তাহাদের দেহে বেহেশতী রঙ দেখা দেবে। তাহাদের দেহ হইতে জান্নাতী খোশবু ছড়াইবে। তাহাদের প্রত্যেকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত জ্যোতির্ময় হইবে। কিন্তু তাহাদের কণ্ঠদেশে সাদা দাগ থাকিবে। উহা দ্বারা তাহারা পরিচিত হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে জান্নাতী মিসকীন।

(٥٠) وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ
اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ؕ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۙ○
(٥١) الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۙ وَمَا كَانُوْا
بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৫০. জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, আমাদের উপর কিছু পানি প্রবাহিত কর অথবা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে কিছু দাও। তাহারা বলিবে, আল্লাহ্ এই দুই বস্তু নিষিদ্ধ করিয়াছেন কাফিরদের জন্যে—

৫১. যাহারা তাহাদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক রূপে গ্রহণ করিয়াছিল এবং পার্থিব জীবন তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। সুতরাং আজ আমি তাহাদিগকে বিস্মৃত হইব; যেভাবে তাহারা তাহাদের এই দিনের সাক্ষাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিল। এবং যেভাবে তাহারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে জাহান্নামীদের দুর্গতির খবর দিতেছেন এবং জানাইতেছেন যে, তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় অতিষ্ঠ হইয়া জান্নাতীদের কাছে পানি ও খাবার ভিক্ষা চাহিবে। কিন্তু তাহারা ভিক্ষা দিবে না।

وَنَادٰى اَصْحَابُ النَّارِ ... ... اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা খাদ্য ভিক্ষা চাহিবে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : তাহারা খাদ্য ও পানীয় উভয় বস্তুই ভিক্ষা চাহিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে যথাক্রমে উসমানুস সাকাফী ও সাওরী বর্ণনা করেন : জাহান্নামী ব্যক্তি তাহার জান্নাতী ভাই বা পিতাকে বলিবে : জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়াছি, উপর হইতে কিছু পানি ঢালিয়া দাও। তদুত্তরে তাহারা বলিবে : আল্লাহ্ উহা কাফিরদের জন্যে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অর্থাৎ জান্নাতের দানাপানি জাহান্নামীর জন্যে নিষিদ্ধ।

অন্য এক সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

আবূ মূসা হইতে পর্যায়ক্রমে মূসা ইব্ন মুগীরা, নসর ইব্ন আলী, আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বলেন : আমর ইব্ন মুসলিমের ঘরে বসিয়া ইব্ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল: কোন দান সর্বাপেক্ষা উত্তম ? তখন তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : উত্তম দান হইল পানি। তোমরা কি শোন নাই যে, জাহান্নামীরা জান্নাতীদের কাছে প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য ভিক্ষা চাহিবে।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সালিহ্ হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন আবূ তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তখন তাহার পার্শ্বচরেরা তাহাকে বলেন, যদি তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে খবর দিতে, তাহা হইলে সে তোমার জন্য জান্নাত হইতে আংগুরের ছড়া আনিয়া দিত, হয়ত উহা খাইয়া তুমি আরোগ্য লাভ করিতে। সেই কথা অনুসারে একজন বার্তাবাহক রাসূল (সা)-এর কাছে আসিল। আর আবূ বক্‌র (রা) তখন রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনিই বার্তাবাহককে বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের জন্য জান্নাতী খাদ্য হারাম করিয়াছেন। তখন তিনি কাফিরের জন্য নিষিদ্ধ করার কারণ ইহাই বলিয়াছেন যে, তাহারা দুনিয়ার আকর্ষণে পড়িয়া দীনকে তামাশা ও খেলার বস্তু ভাবিয়াছিল। আর পার্থিব বেশভূষা ও ধনরত্নের দম্ভে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী অমান্য করত।

فَلْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا অর্থাৎ তিনি তাহাদের ভুলিয়া থাকার জবাবে ভুলিয়া থাকার মত ব্যবহার করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কোন ইল্মই বিস্মৃত হন না। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন : فِىْ كِتَابٍ لاَ يَضِلُّ رَبِّىْ وَلاَ يَنْسَى অর্থাৎ আমার প্রভুর সব ব্যাপারই লিপিবদ্ধাকারে সুরক্ষিত। তিনি উহা হারানও না, ভুলেনও না (২০ : ৫২)।

তাই এখানে যে তিনি বলিয়াছেন, তাহারা যেভাবে আমার আজকার এই সাক্ষাৎকে ভুলিয়াছিল, আমি তেমনি তাহাদিগকে ভুলিলাম—ইহা শুধু কথার মুকাবিলায় কথা বলিয়া ইহাই বুঝানো যে, আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকার মতই ব্যবহার করিব। যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন : نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্কে ভুলিয়াছিল, তাই তিনি ও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন (৯ : ৬৭)। তিনি আরও বলেন :

كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى অর্থাৎ এইভাবে তোমার কাছে আমার বাণী পৌঁছিলে তুমি তাহা ভুলিয়াছিলে এবং সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলা হইবে (২০ : ১২৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ আর বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইল যেভাবে তোমরা আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি ভুলিয়াছিলে (৪৫ : ৩৪)।

فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : আল্লাহ্ তাহাদের কল্যাণের দিকটি ভুলিয়াছেন, অকল্যাণের দিকটি ভুলেন নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : তাহাদিগকে আমি সেইভাবে বর্জন করিব, যেইভাবে তাহারা আমার এই দিনের সাক্ষাৎকে বর্জন করিয়াছিল।

মুজাহিদ (র) বলেন : তাহাদের জাহান্নামে অবস্থানের কথা আমি ভুলিয়া থাকিব।

সুদ্দী (র) বলেন : তাহাদিগকে রহমত হইতে সেইভাবে বর্জন করিব যেইভাবে তাহারা আমার আজিকার এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি বর্জন করিয়াছিল।

সহীহ্ হাদীসে আছে : আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রশ্ন করিবেন : আমি তোমাকে জুটির ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করি নাই? আমি কি পশু, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জীব তোমার অনুগত করি নাই? সে বলিবে : হ্যাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করিবেন : তুমি ভাব নাই যে, অবশ্যই আমার সাথে তোমার দেখা হইবে? সে বলিবে -- না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন : তাই আমি আজ তোমাকে ভুলিলাম যেভাবে তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে।

(৫২) وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ○

(৫৩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ
نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ
شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ
قَدْ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

৫২. অবশ্য তাহাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এমন এক কিতাব যাহা পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম এবং যাহা মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য ছিল নির্দেশ ও অনুগ্রহ।

৫৩. তাহারা কি শুধু উহার পরিণামের প্রতীক্ষা করে? যেদিন উহার পরিণাম প্রকাশ পাইবে সেদিন যাহারা পূর্বে উহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ তো সত্য বাণী আনিয়াছিল। আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে অথবা আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে যাহাতে আমরা যেন পূর্বে যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কিছু করিতে পারি? তাহারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহারা যে মিথ্যা রচনা করিত তাহাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে জানাইতেছেন যে, কিয়ামতের দিন মুশরিকদের কোন ওজর পেশ করার অবকাশ থাকিবে না। কারণ, আমি আমার রাসূলগণের মাধ্যমে সবিস্তারে জ্ঞানসম্মত সুসম্পন্ন কিতাব পৌঁছাইয়াছি। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ .

অর্থাৎ এমন কিতাব যাহার আয়াতসমূহ জ্ঞানপূর্ণ অতঃপর উহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (১১ : ১)।

فَصَّلْنَاهُ عَلٰى عِلْمٍ অর্থাৎ আলিমদের জন্যে উহাতে জ্ঞানের খোরাক রহিয়াছে ও সাধারণের জন্যে উহার সবিস্তার বিশ্লেষণ রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক উহা স্বীয় জ্ঞানে পূর্ণ করিয়া নাযিল করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত নিম্ন আয়াত দ্বারা রহিত হইয়াছে :

كِتَابٌ أُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِىْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ .

অর্থাৎ তোমার নিকট এমন কিতাব পাঠানো হইয়াছে যাহাতে তোমার অন্তরে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয়।

ইব্‌ন জারীর (র)-এর এই অভিমত প্রশ্ন সাপেক্ষ। অবশ্য তিনি ইহার উপর লম্বা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু উহার পিছনে কোন দলীল নাই। আসলে ব্যাপারটা হইল এই যে, মুশরিকরা আখিরাতে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল তাহা উহাদের নিজেদের অপরাধে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল পাঠাইয়া ও কিতাব নাযিল করিয়া তাহাদের অজুহাত সৃষ্টির কারণ দূর করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অর্থাৎ আমি রাসূল না পাঠাইয়া কখনও কাহাকেও শাস্তি দিব না (১৭ : ১৫)। তাই তিনি বলেন : هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ تَاوِيْلَهُ অর্থাৎ উহাতে যে আযাব, লাঞ্ছনা, বেহেশত ও দোযখের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, তাহা কি তাহারা বাস্তবে দেখার অপেক্ষায় আছে ? মুজাহিদসহ কয়েকজন এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

মালিক (র) বলেন : তা'বীল অর্থ এখানে সাওয়াব বা পুরস্কার।

রবী (র) বলেন : তাহাদের পরিণতি দেখা ততক্ষণে শেষ হইবে না যতক্ষণ না তাহারা কিয়ামত ও হিসাব-নিকাশ শেষে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের প্রবেশ দেখিতে পাইবে।

يَوْمَ يَاتِىْ تَاوِيْلُهُ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। ইহা ইব্‌ন আব্বাসের ব্যাখ্যা।

- يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ যাহারা তাঁহার নির্দেশিত কাজসমূহ বর্জন করিল ও পার্থিব জীবনে ভুলের রাজ্যে বাস করিল। তাহারা বলিল :

قَدْ جَائَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ অর্থাৎ আজ এই বিপদ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারে এমন কোন সুপারিশকারী কি নাই?

اَوْ نُرَدُّ অর্থাৎ অথবা আমাদিগকে আবার পৃথিবীতে পাঠাইবে?

فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ অর্থাৎ তখন আমরা যাহা করিতাম তাহা হইতে ভিন্নতর কাজ করিব। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، بَلْ بَدَالَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ .

অর্থাৎ আর যদি তুমি দেখিতে যখন তাহারা জাহান্নামের মুখোমুখী হইবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়, যদি আমরা প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রতিপালকের বাণী প্রত্যাখ্যান করিতাম না আর আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। এখন তাহাদের সামনে উহা প্রকাশ

পাইয়াছে যাহা তাহাদের অগোচর ছিল। আর যদি তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হয়, অবশ্যই তাহারা যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে আবার তাহাই করিবে। এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী (৬ : ২৭)।

এখানেও আল্লাহ্ তাই বলেন :

قَدْ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তাহার নিজদিগকে স্থায়ীভাবে জাহান্নামে ঢুকাইয়া নিজেদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যাহাদের মিথ্যা পূজায় নিয়োজিত ছিল তাহারা অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা এখন না তাহাদের সুপারিশ করিতেছে, না কোন সাহায্য করিতেছে আর না তাহারা যে সংকটে পড়িয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতেছে।

(٥٤) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا
وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۢ بِاَمْرِهٖ ط اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ط
تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৫৪. তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন, তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমাময় প্রতিপালক আল্লাহ্।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি নিখিল সৃষ্টি জগতের মহান স্রষ্টা। সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ছয়দিন হইল রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এই ছয়দিনে সকল সৃষ্টির সন্নিবেশ ঘটানো হইয়াছে। আদম (আ)-কেও তখন সৃষ্টি করা হইয়াছে।

মতভেদ দেখা দিয়াছে দিনের স্বরূপ নিয়া। উহা কি আমাদের এই দিনগুলির মত দিন? স্বাভাবিক দুনিয়ায় বাহ্যত তাহাই মনে হয়। অথবা উহার এক একটি দিন কি হাজার বৎসরের সমান? মুজাহিদ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) ইহার সমর্থনে দলীল পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। শনিবারে কোন সৃষ্টি কর্ম হয় নাই। কারণ, উহা সপ্তাহের সপ্তম দিন, বিশ্রামের দিন। তবে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। উহা এইরূপ :

হাজ্জাজ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা) আমাকে হাতে ধরিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেন, রবিবার পাহাড়

সৃষ্টি করেন, সোমবারে গাছপালা সৃষ্টি করেন, মঙ্গলবারে অপ্রিয় বস্তু সৃষ্টি করেন, বুধবারে আলো সৃষ্টি করেন, বৃহস্পতিবারে জীব-জানোয়ার সৃষ্টি করেন এবং শুক্রবার আসরের পর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেন। এই শেষ সৃষ্টিটি তিনি সপ্তাহের শেষ দিনের শেষ ঘণ্টায় দিন ও রাত্রির প্রাক্কালে সৃষ্টি করেন।

মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র)-ও তাঁহার সহীহ্ সংকলনে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। নাসাঈও ইহা বর্ণনা করেন বিভিন্ন সূত্রে। হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আওয়ার (র) ইব্ন জুরায়েজের সূত্রে বর্ণনা করেন। এই হাদীসে পূর্ণ সপ্ত দিবস পাওয়া যায়। অথচ আল্লাহ্ পাক ছয় দিন বলিয়াছেন, তাই ইমাম বুখারী ও অন্যান্য কয়েকজন হাদীসের হাফিজ এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আমাদের মতে হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আহবার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মারফূ হাদীস নহে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা লইয়া মানুষের ভিতর প্রচুর মতভেদ দেখা দিয়াছে। এখানে তাহা সবিস্তারে আলোচনা সম্ভব নহে। এই স্থানটিতে আমরা সলফে সালেহীনদের মাযহাব অনুসরণ করিব। তাহারা হইলেন ইমাম মালিক, আওযাঈ, সাওরী, লাইস ইব্ন সা'দ, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়া প্রমুখ পূর্বসূরি মুসলিম ইমামবৃন্দ। তাহাদের মাযহাব হইল আরশের উপর আল্লাহ্ তা'আলার সমাসীন হওয়া ইহার আকৃতি, উপমা ও শূন্যতা যাহা মানুষের খেয়ালে আসিতে পারে তাহা হইতে মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ্ যেমন কোন সৃষ্টির সহিত তুলনীয় নহেন, তেমনি কোন সৃষ্টিও তাহার তুল্য নহে। কারণ তিনি বলেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَّهُوَالسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি শ্রোতা ও স্রষ্টা বটে, কিন্তু তাহা কাহারও সহিত তুলনীয় নহে (৪২ : ১১)।

তাই শায়খুল বুখারী নুআইম ইব্ন হাম্মাদ খুযাঈসহ বিভিন্ন ইমাম যাহা বলিয়াছেন ব্যাপারটি তাহাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আকৃতি বা তাঁহার কোন সৃষ্টির তুলনা করে সে কাফির। যদি কেহ তাঁহার নিজস্ব বিশেষ গুণের ব্যাপার নিয়া বিতর্ক তোলে সে কাফির। এমন কি তাঁহার বৈশিষ্ট্যের সহিত তাঁহার কোন রাসূলের বৈশিষ্ট্যও তুলনীয় নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের জন্য তাহাই প্রমাণ করে যাহা তাঁহার সুস্পষ্ট বাণী ও বিশুদ্ধ হাদীসে বিদ্যমান এবং যাহা তাঁহার অসীম অস্তিত্বের জন্যে শোভনীয় ও উপযোগী কেবল সেই লোকই হিদায়েতের অনুসরণ করে।

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَيَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ একটির আলোকে অপরটির অন্ধকার ও একটির অন্ধকারে অপরটির আলো বিদূরীত হয় এবং একটি অপরটিকে পালাক্রমে দ্রুত অনুসরণ করে। তিলমাত্র বিলম্ব ঘটে না একের আগমন ও অপরের নির্গমনে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ ، وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرِّلَّهَا ، ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ، لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ .

অর্থাৎ উহাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। আর চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র, পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬ : ৩৭-৪০)।

وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ অর্থাৎ একটি আরেকটিকে কোন সংযোগ ব্যবস্থা ছাড়াই এরূপ পদাঙ্কনুসরণ করে যে, কখনও একটিকে পাশ কাটাইয়া আরেকটি অতিক্রম করে না। তাই তিনি বলেন :

يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ অর্থাৎ যেইটিকে যেখানে ইচ্ছা স্থাপন করিয়াছেন এবং সকল কিছুই তাঁহার প্রভাব, নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছার আওতায় চলিতেছে। তাই সতর্ক করিয়া তিনি বলেন :

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ অর্থাৎ সাবধান! রাজ্যও তাঁহার এবং নির্দেশও তাঁহারই চলে।

تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ মহিমাময় নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্। অন্যত্র তিনি বলেন : تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا অর্থাৎ মহান সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলে বিভিন্ন কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

আবদুল আযীয শামীর পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল আযীয শামী, আবদুল গাফ্ফার ইব্ন আবদুল আযীয আনসারী বাকীয়া ইব্ন ওয়ালিছ, হিশাম, আবূ আবদুর রহমান, ইসহাক, আল-মুসান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা না করিয়া নিজের প্রশংসা করে সে নিঃসন্দেহে কুফরী করিল ও নিজের আমল বরবাদ করিল। তেমনি যে ব্যক্তি ভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে হুকুম দেওয়ার মালিক বানাইয়াছেন--সেও কুফরী করিল। কারণ, তিনি তাঁহার নবীদের মাধ্যমে ওয়াহী পাঠাইয়াছেন : সাবধান! সৃষ্টিও তাঁহার, হুকুমও চলিবে তাঁহার। মহিমাময় নিখিল প্রতিপালক আল্লাহ্।

আবূ দারদা (রা) হইতে মারফূ সূত্রে নিম্নরূপ দু'আ মাসূরা বর্ণিত হইয়াছে :

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ اَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّكُلِّهٖ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ সকল কিছুর মালিকানা সম্পূর্ণই তোমার এবং সকল প্রশংসাই তোমার জন্য আর সকল ব্যাপার তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করিবে। আমি তোমার কাছে সকল কল্যাণ চাই এবং সকল অকল্যাণ হইতে তোমার কাছেই আশ্রয় চাই।

(٥٥) اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝
(٥٦) وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ط
اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

৫৫. তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক; তিনি জালিমদিগকে পসন্দ করেন না।

৫৬. দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর উহাতে বিপর্যয় ঘটাইও না। তাঁহাকে ভয় ও আশার সহিত ডাকিবে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ সৎকর্ম পরায়ণগণগণের নিকটবর্তী।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে নির্দেশ দিতেছেন। তিনি বলেন : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ অত্যন্ত বিনয় ও ভীতি সহকারে সংগোপনে তোমার প্রভুকে ডাক। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ অর্থাৎ তোমার প্রভুকে মনে মনে ডাক (৭ : ২০৫)।

সহীহদ্বয়ে আবূ মূসা আশ্আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : লোকজন জোরে জোরে হাঁক ডাক দিয়া আল্লাহ্কে ডাকিতেছিল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। আর যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি বধির নহেন, অনুপস্থিতও নহেন। তোমরা যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি তোমাদের নিকটেই আছেন, সবই শুনিতেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে আতা খুরাসানী ও ইব্ন জুরাইজ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ সংগোপনে ও সবিনয়ে ডাক।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : تَضَرُّعًا অর্থ সবিনয়ে আকুতি-মিনতি করিয়া ও তাঁহার আনুগত্যে নিবিষ্ট হইয়া এবং خُفْيَةً অর্থ হইল ভীতিপূর্ণ অন্তরে আল্লাহ্র একক প্রভুত্বে আস্থা ও আকীদা সহকারে আল্লাহ্ ও নিজেদের মধ্যে সংগোপনে অনুচ্চ-কণ্ঠে আল্লাহ্র কাছে আবেদন নিবেদন জানানো।

হাসান (র) হইতে যথাক্রমে মুবারক ইব্ন ফুযালা (র) সূত্রেও আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কেহ যদি নীরবে সমগ্র কুরআন আয়ত্ত করে আর তাহা কেহ জানিতে না পায়, তেমনি কেহ যদি সমগ্র ফিকাহ্ শাস্ত্রে দখল সৃষ্টি করে আর তাহা কেহ জানিতে না পায়, তেমনি যদি কেহ ঘরে বসিয়া দীর্ঘ নামায আদায় করে আর কেহ উহা জানিতে না পায়, তেমনি এমন সব দল পৃথিবীতে আমরা দেখি যাহারা গোপনে ও প্রকাশ্যে বহু নেক্ কাজ করিয়া যাইতেছে, তেমনি এমন সব বহু মুসলমান রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্র কাছে অনুচ্চ-কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা জানায়, এইগুলি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً অর্থাৎ তোমার প্রভুকে কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাক।

মূলত এই ধরনের নেক বান্দাকে আল্লাহ্ স্মরণ করেন এবং তাহাদের আমল কবূল করিবেন। তাই আল্লাহ্ বলেন :

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاۤءً خَفِيًّا অর্থাৎ যখন সে তাহার প্রভুকে সংগোপনে ডাকিল।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হাঁক ডাক দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকা অপসন্দ করেন এবং তিনি কাকুতি-মিনতি করিয়া গোপনে ডাকার জন্যে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আতা খুরাসানীর সূত্রে বর্ণনা করেন :

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রার্থনা কিংবা অন্য কোন ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারিগণকে পসন্দ করেন না।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ মিজলায (র) বলেন : নবীদের মর্যাদা প্রার্থনা করিও না।

যিয়াদ ইব্ন মিখরাক হইতে যথাক্রমে শু'বা, আবদুর রহমান ইব্ন মাহ্দী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সা'দের অন্যতম মুক্তদাস হইতে আবূ নুআমাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সা'দ (রা) তাহার পুত্রকে এইরূপ প্রার্থনা করিতে শুনিলেন- আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে জান্নাত ও উহার নিয়ামতরাজি ও মখমলের বিছানাসহ অন্যান্য সুখ-সুবিধাসমূহ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি জাহান্নাম এবং উহার শিকলগুলি ও বেড়ী হইতে তোমার নিকটে আশ্রয় চাহিতেছি। তখন সা'দ (রা) তাহার পুত্রকে বলিলেন—তুমি আল্লাহ্র নিকট অনেক ভাল জিনিস চাহিয়াছ এবং অনেক খারাপ জিনিস হইতে তাঁহার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছ। আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'শীঘ্রই এমন একদল আসিবে যাহারা দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে অথবা উযূ ও দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন : اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا (তোমার প্রভুকে সবিনয়ে ডাক) আর তোমার জন্য উত্তম দু'আ হইল :

اللهم انى اسئلك الجنة وماقرب اليها من قول وعمل واعوذبك من النار وماقرب اليها من قول وعمل .

"আয় আল্লাহ্ ! আমি তোমার নিকট জান্নাত লাভ ও উহা লাভে সহায়ক কথা ও কাজের তাওফীক চাই। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম ও উহার সংশ্লিষ্ট কথা ও কাজ হইতে পানাহ চাই।"

সা'দের মুক্তদাস হইতে আবূ দাউদ (র)-ও উহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ নুআমা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নুআমা (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) তাহার পুত্রকে এই প্রার্থনা করিতে শুনেন : আয় আল্লাহ্! আমি জান্নাতী হইলে জান্নাতের ডান দিকের সব চাইতে সাদা সৌধটি চাই। তখন তিনি বলিলেন—বৎস! আল্লাহ্র কাছে শুধু জান্নাত চাও আর জাহান্নাম হইতে পরিত্রাণ চাও। কারণ, আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে 'এমন এক দল হইবে যাহারা প্রার্থনা ও পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাবাড়ি করিবে।'

আবায়াতা ... কায়েস ইব্ন উবায়দা আল-হানাফী আল-বাসরী ওরফে আবূ নুআমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আফ্ফান (র) হইতে আবূ বক্র ইব্ন শায়বার সূত্রে ইব্ন মাজাও উহা

বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ (র) বর্ণিত সনদটি হাসান ও দোষমুক্ত নিরাপদ। আল্লাহ্ই ভালই জানেন।

وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিতেছেন। বিশেষত শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উহা সৃষ্টি করা বান্দাদের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর। তাই উহা বর্জন করিয়া তিনি বান্দাগণকে নির্বিষ্ট মনে ও সকাতর ইবাদত ও দু'আয় মনোনিবেশ করিতে নির্দেশ দিতেছেন : وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ তাঁহার শাস্তির ভয় ও পুরস্কার কামনার সহিত আল্লাহ্কে ডাকিবে।

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রহমত সেই বান্দাদের জন্য যাহারা তাঁহার নির্দেশাবলী মানিয়া চলে ও নিষিদ্ধ কার্যাবলী বর্জন করিয়া থাকে। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আর আমার রহমত সব কিছুতেই ছড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীঘই আমি উহা খোদাভীরুদের জন্য লিপিবদ্ধ করিব।

আল্লাহ্ পাক قريبة না বলিয়া قريب বলিয়াছেন। কারণ, رحمة শব্দটি تواب শব্দের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। অথবা رحمة শব্দটি الله শব্দের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াছে। তাই তিনি قريب من المحسنين বলিয়াছেন।

মাতারু ওয়ারক (র) বলেন : ইবাদতের মাধ্যমে সাওয়াব তালাশ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা হইল মুহসিনদের খুবই নিকটে হইল আল্লাহ্র রহমত। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করেন।

(৫৭) وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ؕ
حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ
الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

(৫৮) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ
خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ
يَّشْكُرُوْنَ ○

৫৭. তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহাকে ঘন মেঘ বহন করে তখন উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার।

৫৮. এবং উত্তম ভূমি—ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা অধম তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিয়া কিছুই জন্মায় না। এইভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নানাভাবে নিদর্শন বর্ণনা করি।

তাফসীর : পূর্ব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়াছেন যে, তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা বিধায় তিনিই সব কিছুর উপর হুকুমদাতা। তিনি সব কিছুর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকর্তা এবং তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান হওয়ায় সকলের কর্তব্য হইল তাঁহারই নিকট সবিনয় ও সংগোপনে প্রার্থনা করা। তাই আলোচ্য আয়াতে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, মৃত ধরনীকে জীবিত করিয়া যেইভাবে তিনি সকলকে রিযিকদান করিয়া থাকেন ঠিক তেমনি কিয়ামতের পর তিনি মৃত মানুষকে জীবিত করিয়া হিসাব-নিকাশ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْـرًا অর্থাৎ বৃষ্টিবাহক মেঘগুলিকে বিভিন্ন মৃত ধরনী সজীব করার কাজে পরিচালিত করার জন্য ঠাণ্ডা হাওয়াকে সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ অর্থাৎ তাঁহার নিদর্শনাবলীর অন্যতম হইল (বৃষ্টির) সুসংবাদদাতা বায়ু প্রেরণ করা।

بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ অর্থাৎ উহার সামনে বৃষ্টি বিদ্যমান। যেমন তিনি বলেন :

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ ·

"আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন সকলের নিরাশ হওয়ার পর এবং নিজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন এবং তিনিই মহা প্রশংসনীয় অভিভাবক (৪২ : ২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের দয়ার নমুনাগুলির দিকে লক্ষ কর; কিভাবে তিনি মৃত পৃথিবীকে জীবিত করেন। নিশ্চয়ই উহা অবশ্যই মৃতকে জীবিত করা। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান (৩০ : ৫০)।

আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً অর্থাৎ বায়ু যখন মেঘ বহন করে, পানির আধিক্যে মেঘ ভারী হয় এবং পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া বর্ষণ শুরু করে।

যায়েদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়েল (র) চমৎকার বলিয়াছেন :

واسلمت وجهى لمن اسلمت * له المزن تحمد عذبا ذلالا
واسلمت وجهى لمن اسلمت * له الارض تحمل صخرا ثقالا

অর্থাৎ আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত মেঘপুঞ্জ সুনির্মল বারি বহন করে। আর আমি তাহার জন্য বদন আনত করিলাম যাহার জন্য আনত থাকিয়া পৃথিবী ভারী পাথরের বিশাল বোঝা বহন করে।

سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ অর্থাৎ মৃত ভূখণ্ডকে শস্য উৎপাদনের জন্য সজীব করি। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا অর্থাৎ তাহাদের জন্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, মৃত ভূখণ্ড; আমি উহা জীবিত করি (৩৬ : ৩৩)। তাই তিনি এখানে বলেন :

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى অর্থাৎ যেভাবে আমি মৃত পৃথিবী জীবিত করি, তেমনি আমি মৃতকেও কবরে জীবিত করিব। যেভাবে মাটির নীচের বীজ অংকুরিত হয়, ঠিক তেমনি কবরের মানুষ পুনরুত্থিত হইবে। কিয়ামতের পর আল্লাহ্ পাক চল্লিশ দিন এক নাগাড়ে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে মানুষের লাশগুলো কবর হইতে বীজের মতই অংকুরিত হইবে। কুরআনে এই তাৎপর্য বহুভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। তাই এখানে আল্লাহ্ বলেন :

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ হয়ত তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ অর্থাৎ উত্তম ও উর্বরভূমি দ্রুত চমৎকার অংকুরোদগম ঘটায়। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا অর্থাৎ উহা সুন্দর অংকুরোদগম ঘটাইয়াছে।

وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا অর্থাৎ যাহা নিকৃষ্টভূমি তাহাতে গাছপালা জন্মাইতে বহু কষ্ট সাধনা প্রয়োজন।

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা বলেন : উহা হইল পতিত জমি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে বলেন : ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ মূসা হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌ম ও হিদায়েতসহ আমাকে যে পাঠাইয়াছেন উহার উপমা এই যে, ভূখণ্ডে প্রচুর বারিপাত ঘটায় উহা সজীব ও উর্বর হইল। ফলে উহাতে প্রচুর ঘাস ও গুল্ম জন্ম নিল। উহার কিছু অংশ তো লবণাক্ত ও পতিত ছিল। উহাতে পানি সংরক্ষণ করিয়া এলাকাবাসী মানুষ উহা পান করিল, ভূমি সতেজ করিল, উহাতে চাষাবাদ ও শস্যোৎপাদন করিল। কিন্তু অপর একদল মানুষ সেই পানি ধারণ ও সংরক্ষণ করিল না। ফলে তাহাদের ভূখণ্ডে তৃণলতা জন্মিল না। এই দলের প্রথম দল হইল আল্লাহ্ দীনের ফকীহ্ ও আলিমগণ। তাহারা আমার আনীত ইল্‌ম ও হিদায়েত দ্বারা উপকৃত হইল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় দল উহার দিকে মাথা তুলিয়া দেখিল না এবং আমার আনীত হিদায়েত গ্রহণ করিল না, ফলে পতিত রহিল।

আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্‌ন উসামার সূত্রে নাসাঈ এবং মুসলিমও উহা বর্ণনা করেন।

(٥٩) لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
عَظِيْمٍ ○

(٦٠) قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٦١) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٢) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ ○

৫৯. আমি তো নূহ্কে পাঠাইয়াছিলাম তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল 'হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।

৬০. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি।

৬১. সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই। আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল!

৬২. আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি।

তাফসীর : সূরার প্রথম দিকে আল্লাহ্ পাক আদম (আ)-এর ঘটনাবলী ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত আলোচনা শেষ করিয়া তিনি এখন অন্যান্য নবীদের ঘটনাবলী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যেহেতু প্রথমের অগ্রাধিকার। তাই তিনি আদম (আ)-এর পরবর্তী প্রথম রাসূল নূহ্ (আ)-এর ঘটনা দিয়া বর্তমান আলোচনা শুরু করেন। কারণ, আদম (আ)-এর পরে তিনিই পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রেরিত প্রথম রাসূল। তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

নূহ ইব্ন লামেক ইব্ন মুতাওয়াশলাখ, ইব্ন আখনূখ তথা ইদরীস (আ)। তিনি নবী ছিলেন। তিনিই প্রথম পৃথিবীতে কলম ব্যবহার করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। তাঁহার বংশ তালিকা এই : আখনূখ ইব্ন বুর্দ ইব্ন মাহলাইল ইব্ন কুনাইন ইব্ন ইয়ানিশ ইব্ন শীস ইব্ন আদম (আ)। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্য বংশতালিকা বিশারদগণ এই বিবরণ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আদম (আ)-এর সন্তানগণের ভিতর কোন নবীই এত দীর্ঘকাল অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেন নাই যাহা নূহ্ (আ) করিয়াছেন। অবশ্য কিছু নবীকে

হত্যা করা হইয়াছে বটে। ইয়াযীদ আর রাক্কাশী বলেন—নূহ (আ)-এর জীবন বড়ই বেদনাক্লিষ্ট বিলাপমুখর ছিল বলিয়া তাঁহার নাম নূহ্ হইয়াছে। আদম (আ) হইতে নূহ (আ) পর্যন্ত দশ যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই সকল যুগের মানুষ ইসলামের উপরই ছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সহ কয়েকজন তাফসীরকার বলেন : পৌত্তলিকতা শুরু হয় এইভাবে যে, কিছু সম্প্রদায় তাহাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিদের নামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহাতে তাহাদের চিত্র অংকন করিত। উদ্দেশ্য ছিল যে, পরবর্তীরা যেন তাহাদের অবস্থা ও ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং তাহাদের অনুকরণ করিতে পারে। তারপর দীর্ঘ পরিক্রমায় সেই ছবিগুলিকে মূর্তিতে পরিণত করা হয়। এভাবে তাহারা কালের এক পর্যায়ে এসে সেই মূর্তিগুলোর পূজা অর্চনা শুরু করিল। এবং সেই সব নেক্‌কার পূর্বপুরুষের নামে মূর্তিগুলির নামকরণ করা হইল। যথা ওয়াদ্দুন, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন পৌত্তলিকতা এইভাবে গভীরে পৌঁছিল এবং মানুষের মনের গহনে শিকড় গাড়িল তখন উহার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ তাঁহার রাসূল নূহ্ (আ)-কে প্রেরণ করেন একমাত্র লা শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতের পয়গাম দিয়ে। তাই তিনি আসিয়া আহ্বান জানান :

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

"হে আমার জাতি! একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তোমাদের উপর মহা বিপদের শাস্তির আশংকা করিতেছি" (৭ : ৫৯)।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তোমরা মুশরিক অবস্থায় আল্লাহ্‌র সমীপে হাযির হইবে তখন অবশ্যই তোমরা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।

قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ অর্থাৎ তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলিবে।

اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ তোমার এই আহ্বান অবশ্যই বিভ্রান্তিপূর্ণ। কারণ, তুমি বাপ-দাদার এতকালের পৌত্তলিক ধর্ম বর্জন করিতে বলিতেছ। ঠিক এইভাবেই পাপীরা নেককারগণকে বিভ্রান্ত মনে করে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ .

অর্থাৎ যখন তাহারা ঈমানদারগণকে দেখিত, বলিত, এই লোকগুলি অবশ্যই পথহারা হইয়াছে (৮৩ : ৩২)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ .

"আর কাফিররা মু'মিনগণ সম্পর্কে বলে, যদি উহা ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না; উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে, তাই বলে, ইহাতো প্রাচীন মিথ্যা কাহিনী (৪৬ : ১১)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন :

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . অর্থাৎ আমি বিভ্রান্ত নহি: বরং সকল কিছুর প্রতিপালক প্রভুর প্রেরিত পুরুষ।

اُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ রাসূলের ইহাই শান যে, তিনি হইবেন বিশুদ্ধভাষী, প্রচারক, উপদেশদাতা ও আল্লাহ্‌র দীনের আলিম। আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টিই উক্ত গুণাবলীতে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আছে : আরাফাতের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠতম সমাবেশে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (সা) বলেন : হে মানব! তোমাদের কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। তোমরা তখন কি জবাব দিবে? তাহারা বলিলেন : আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছাইয়াছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং আপনি উপদেশ দিয়াছেন। তখন তিনি আকাশের দিকে আংগুলি তুলিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও। হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

(٦٣) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○
(٦٤) فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে, তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।

৬৪. অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাঁহাকে ও তাঁহার সংগে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়!

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক নূহ্ (আ) সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তিনি তাঁহার জাতিকে বলিয়াছিলেন : اَوَعَجِبْتُمْ – الاٰيَةَ অর্থাৎ ইহাতে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নাই। কারণ, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরই মধ্য হইতে কোন মানুষকে ওয়াহী পাঠাইবেন। বরং ইহা তো তেমাদের উপর তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ। কারণ, সে তোমাদিগকে সতর্ক করিবে ও আল্লাহ্‌র প্রতিবিধান সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না কর। ফলে তোমরা যেন আল্লাহ্‌র রহমত লাভ কর।

فَكَذَّبُوْهُ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূলকে তোমরা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করিতেছ এবং তাহার সার্বক্ষণিক বিরোধিতা করিতেছ। আর তোমাদের মধ্য হইতে খুব কমসংখ্যক লোকই তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছ। অন্য আয়াতে উহার উল্লেখ রহিয়াছে।

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ অর্থাৎ তরণীতে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন : আমি তাঁহাকে ও তরণীর আরোহিগণকে রক্ষা করিয়াছি।

وَاَغْـرَقْنَا الَّذِيْنَ كَـذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا অর্থাৎ আমার বাণী ও নিদর্শনকে যাহারা মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছি (৭১ : ২৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

مِمَّا خَطِيْـئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّـنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَاراً .

অর্থাৎ তাহাদের অপরাধের কারণে তাহারা ডুবিয়া মরিয়াছে। অতঃপর তাহারা জাহান্নামে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তখন তাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও মদদ করার জন্য পায় নাই (৭১ : ২৫)।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَـمِـيْنَ অর্থাৎ তাহারা ছিল অন্ধ জাতি। তাই সত্যকে দেখিতে পায় নাই এবং সত্যের পথও খুঁজিয়া পায় নাই। ফলে তিনি তাঁহার বন্ধুদের পক্ষ হইয়া শত্রুদের শত্রুতার কঠোর প্রতিবিধান করেন এবং নিজ বন্ধু ও তাঁহার সহায়কগণের সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করেন। পক্ষান্তরে কাফিরগণকে ধ্বংস করেন। যেমন তিনি বলেন :

اِنَّ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا অর্থাৎ আমি আমার রাসূলগণকে অবশ্যই সাহায্য করিব।

মোটকথা দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ পাকের অনুসৃত নীতি ইহাই যে, পরিণামে সাফল্য ও বিজয় খোদাভীরুদের জন্যই নির্ধারিত। এই নীতিতেই তিনি নূহ্ (আ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ডুবাইয়া মারিয়াছেন এবং নূহ্ (আ) ও তাঁহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিয়াছেন।

যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন : নূহের সম্প্রদায়ের জন্য সহজ ভূখণ্ড কঠিন ও পাহাড় পর্বত সংকীর্ণ হইয়াছিল।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : আল্লাহ্ পাক নূহ্ (আ)-এর সম্প্রদায়কে তখনই শাস্তি দিয়াছেন যখন তাহাদিগকে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক করা সত্ত্বেও তাহারা নাফরমান হইল। তাহারা তৎকালীন আবাদ পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডের মালিক ছিল।

ইব্‌ন ওয়াহাব (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, নূহ (আ) তরণীতে আশিজন লোক নিয়াছিলেন। জুরহাম ছিল তাহাদের অন্যতম। তাহার ভাষা ছিল আরবী। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। অন্য একটি ধারাবাহিক সূত্রেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(٦٥) وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(٦٦) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖٓ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

(٦٧) قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّ لٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٨) اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ○
(٦٩) اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ
لِيُنْذِرَكُمْ ط وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ
وَّزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ○

৬৫. 'আদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রভু নাই। তোমরা কি সতর্ক হইবে না?

৬৬. তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

৬৭. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল।

৬৮. আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

৬৯. তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : যেভাবে আমি নূহের কওমের কাছে নূহ্‌কে পাঠাইয়াছি, তেমনি আমি 'আদ জাতির নিকট তাহাদের ভাই হূদকে পাঠাইয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা হইল 'আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন আউস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহের বংশধর।

আমি বলিতেছি : তাহারা হইল প্রথম 'আদ ইব্‌ন ইরামের বংশধর। তাহারা ভূখণ্ডে প্রথম পাথরের সৌধ গড়িয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ، الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ .

অর্থাৎ তুমি কি দেখিয়াছ তোমার প্রভু 'আদ জাতির সহিত কি ব্যবহার করিয়াছিলেন? তাহারা ছিল সৌধবাসী ইরাম সম্প্রদায়। কোন শহরেই অনুরূপ সৌধ নির্মিত হইয়াছিল না (৮৯: ৬-৮)। মোটকথা, ইহা তাহাদের শক্তি ও কলাকৌশলের পরিচয়বাহী। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ .

অর্থাৎ আর 'আদ জাতির অবস্থা ছিল এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অন্যায় করিয়াছিল এবং তাহারা বলিত, আমাদের চাইতে ক্ষমতাবান কে আছে? তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগকে যেই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি তাহাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? আর তাহারা আমার বাণী ও নিদর্শন অস্বীকার করিত (৪১ : ১৫)।

তাহারা ইয়ামানের আহ্কাফ এলাকায় বাস করিত। উহা ছিল বালুর পাহাড়ে পরিপূর্ণ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আলী (রা) হইতে বলেন যে, তিনি জনৈক হাযরামাউতবাসীকে জিজ্ঞাসা করেন- তুমি কি লাল মাটি মিশ্রিত বালুর টিলা দেখিয়াছ যাহার একদিক উঁচু করা ও সীলু কুল বৃক্ষে পরিপূর্ণ ? উহা হাযরামাউতের অমুক প্রান্তে অবস্থিত। তুমি কি তাহা দেখিয়াছ? সে বলিল : হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তো উহার এমন পরিচয় তুলিয়া ধরিলেন যা কোন দিন যে উহা দেখিয়াছে তাহার পক্ষে সম্ভব। তিনি বলিলেন : না, আমি দেখি নাই, তবে যে দেখিয়াছে সে আমাকে বলিয়াছে। তখন হাযরামী জিজ্ঞাসা করিল : হে আমীরুল মু'মিনীন! উহার গুরুত্ব কি? তিনি বলিলেন, সেখানে হূদ (আ)-এর কবর রহিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করেন।

এই বর্ণনায় জানা যায়, 'আদ জাতির নিবাস ছিল ইয়ামান। কারণ হূদ (আ)-এর দাফন সেখানেই হইয়াছে। তিনি তখনকার শ্রেষ্ঠতম বংশের সন্তান ছিলেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে উত্তম বংশ হইতে মনোনীত করিতেন এবং তাহাদের মধ্যে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি হইতেন। হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় দৈহিক শক্তিতে শক্তিধর হওয়ায় মনের দিক হইতে তাহারা কঠোর ছিল। তাই তাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করার ব্যাপারে সব চাইতে কঠিন ছিল। হূদ (আ) তাহাদিগকে এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানান।

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ অর্থাৎ তাহাদের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বলল :

اِنَّا لَنَرَاكَ فِىْ سَفَاهَةٍ وَاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ .

অর্থাৎ তুমি যে আমাদিগকে প্রতিমা পূজা ছাড়িয়া এক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য ডাকিতেছ ইহা তোমার মূর্খতার পরিচয় বহন করে। মূলত তুমি মিথ্যাবাদী। বলাবাহুল্য, মক্কার পৌত্তলিক কুরায়েশ সর্দারগণও এই মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা সবিনয়ে প্রশ্ন তুলিল : اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا। সে কি প্রভুগণকে এক প্রভু বানাইয়াছে?

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ তোমরা যাহা ভাবিতেছ আমি তাহা নহি। বরং আমি তোমাদের নিকট নিখিল জগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্য নিয়া আসিয়াছি। তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক।

اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ অর্থাৎ তিনটি গুণ প্রত্যেক রাসূলেরই বৈশিষ্ট্য। এক, বাণী প্রচার। দুই, হিতোপদেশ। তিন, বিশ্বস্ততা।

اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ অর্থাৎ ইহাতে তোমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য হইতে একজনকে তোমাদের নিকট পাঠাইবেন তোমাদিগকে পরকালের সাক্ষাৎ এবং শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য; বরং তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের সেই অবদান স্মরণ কর যে, তিনি নূহ (আ)-এর নাফরমান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর যাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন তোমরা তাহাদেই বংশধর হওয়ার বদৌলতে আজ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছ।

وَزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে মানবজাতির ভিতর দীর্ঘতম ও শ্রেষ্ঠ শক্তিধর করিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক তালূতের ব্যাপারেও বলেন : وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ অর্থাৎ তাহাকে তিনি জ্ঞানে ও দৈহিক শক্তিতে প্রাচুর্য দান করিয়াছেন।

فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاءَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও অবদান স্মরণ কর। الاء হইল الى অথবা اُلى এর বহুবচন।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে।

(٧٠) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ
اٰبَآؤُنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○
(٧١) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ ؕ
اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ
اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○
(٧٢) فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○ ع

৭০. তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যাহাদের ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৭১. সে বলিল, তোমাদের প্রভুর শাস্তি ও গযব তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাও এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই ? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

৭২. অতঃপর তাহাকে ও তাহার সংগীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা মু'মিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে হূদ (আ)-এর প্রতি তাঁহার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা, অবাধ্যতা, শত্রুতা ও অবজ্ঞার খবর দিতেছেন।

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ অর্থাৎ তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করিব?

কুরায়েশের কাফিররাও অনুরূপ বলিয়াছিল :

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! যদি ইহা সত্যই তোমার নিকট হইতে হইয়া থাকে তাহা হইলে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান কর।

اَتُجَادِلُوْنَنِىْ فِىْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ অর্থাৎ তোমরা আমার সহিত কি সেই সব প্রতিমা লইয়া ঝগড়া করিতেছ যাহার নাম তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা রাখিয়াছ? সেই সমস্ত ইলাহগণ তো কাহারো কোন ক্ষতিও করিতে পারে না আর উপকারও করিতে পারে না। পরন্তু সেই গুলিকে পূজা করার জন্য আল্লাহ্ তোমাদিগকে বলিয়াছেন এমন কোন প্রমাণও নাই। তাই তিনি বলেন :

مَانَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ অর্থাৎ উহাদের সপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল পাঠান নাই। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর আর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিব। মূলত এখানে রাসূলের পক্ষ হইতে তাহার সম্প্রদায়কে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হইয়াছে। আর এই কারণেই উহার পর বলা হইয়াছে :

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে ও তাহার অনুসারিগণকে রক্ষা করিলাম এবং যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াছে ও ঈমান আনে নাই, তাহাদিগকে নির্মূল করিলাম (৭ : ৭২)।

কিভাবে তাহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে রাখিয়াই নির্মূল করা হইয়াছে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন। যেমন :

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ .

আর 'আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যাহা তিনি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সাত দিন ও আট রাত অবিরামভাবে। তখন তুমি

উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে, উহারা সেখানে লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মত। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি"? (৬৯ : ৭-৮)। অর্থাৎ যখন তাহারা নাফরমানীর ক্ষেত্রে সীমালংঘন করিল, তখন তাহাদিগকে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইল। তাহাদের এক একজনকে প্রচণ্ড হাওয়া উড়াইয়া নিয়া মাটিতে মাথা উপড় করিয়া আছড়াইয়া মারিয়াছে। তাই বলা হইয়াছে : তাহারা লুটাইয়া পড়িয়াছে বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের মত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : তাহারা ইয়ামানের ওমান ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। তাহারা পৃথিবীতে দম্ভভরে বিচরণ করিত, দেশবাসীর উপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইত। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দৈহিক দুর্জয় শক্তির অধিকারী করিয়াছিলেন। পরন্তু তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া প্রতিমা পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাদের নিকট হূদ (আ)-কে পাঠাইলেন। তিনি তাহাদের উত্তম ও ভারসাম্যপূর্ণ গোত্রের লোক ছিলেন এবং দৈহিক গঠন ও সৌন্দর্য বিচারেও উত্তম ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করিতে আহ্বান জানাইলেন এবং মানুষকে নির্যাতন করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা উহা অস্বীকার করিল এবং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। পরন্তু তাহারা দম্ভভরে বলিল : আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে ? তাঁহাদের কিছু লোক অতি গোপনে ঈমান আনিল। অতঃপর যখন 'আদ সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি, নাফরমানী ও নির্যাতন সীমালংঘন করিল এবং প্রতিটি উঁচু স্থানে নিষ্ফল মার্বেলের স্মৃতিস্তম্ভ গড়িল, তখন হূদ (আ) তাহাদিগকে বলিলেন :

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ، وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ، وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

অর্থাৎ তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর (২৬ : ১২৮-১৩১)।

قَالُوْا يَاهُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ .

তাহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল নিয়া আস নাই এবং তোমার কথায় আমরা আমাদের প্রভুদিগকে বর্জন করিব না ও তোমার উপর ঈমান আনিব না। (১১ : ৫৩)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : যখন তাহারা এইভাবে ঈমানকে অস্বীকার করিল ও কুফরীর উপর দৃঢ় হইল, একাদিক্রমে তিন বৎসর তাহাদের দেশে বৃষ্টি বন্ধ থাকিল। তখন তাহারা নিদারুণ দুঃখকষ্টে পড়িল। দেশবাসী এই দুঃখকষ্টে অতিষ্ট হইয়া উহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি শুরু করিল। তাহারা সেই যুগের পবিত্র স্থানসমূহে ও নিজ নিজ গৃহের নির্ধারিত স্থানে এইসব করিতেছিল। সেই যুগে আমালিকরা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের বংশ তালিকা এই :

আমালিক ইব্ন লাওজ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্। তাহারাই তাহাদের নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন মুআবিয়া ইব্ন বকর। তাহার মাতা ছিল 'আদ গোত্রের। তাহার নাম ছিল জুলহাজা বিনতে আল-খুবায়রী।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : 'আদ গোত্র অবশেষে প্রায় সত্তরজনের একটি প্রতিনিধিদল হারাম শরীফে পাঠাইল ইস্তিসকা বা বৃষ্টির জন্যে কান্না কাটির উদ্দেশ্যে। তাহারা মক্কায় মু'আবিয়া ইব্ন বকরের নিকট গেল এবং সেখানে একমাস অবস্থান করিল। তাহারা সেখানে শরাব পান ও গান-বাজনায় মত্ত থাকিত। এইভাবে প্রায় একমাস অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও যখন তাহারা বিদায় হওয়ার উদ্যোগ নিল না, তখন দীর্ঘ সাহচার্যের মায়া ও চক্ষু লজ্জার কারণে তিনি তাহাদিগকে সরাসরি বিদায়ের কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি তাহাদের জন্য কবিতা রচনা করিয়া গায়কদের গানের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সচেষ্ট হইলেন। উহা এই:

الا ياقيل ويحك قم فهينم * لعل الله يصبحنا غماما
فيسقى ارض عادان عادا * قد امسوا لايبينون الكلاما
من العطش الشديد وليس ذرجوا * به الشيخ الكبير ولا الغلاما
وقد كانت نسائهم بخير * فقد امست نسائهم غيامى
وانه الوحش تاتيهم جهارا * ولا تخشى لعادى سهاما
وانتم ههنا فيما اشتهيتم * نهاركم وليلكم التما
فقبح وفد كم من وفد قوم * ولا لقوا التحية والسلاما .

তিনি বলেন : এই কবিতার পংক্তিগুলি শুনিয়া অভাগারা সতর্ক হইল এবং কেন তাহারা এখানে আসিয়াছে তাহা স্মরণ হইল। তখন তাহারা কা'বা ঘরে গিয়ে তাহাদের সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের দলপতি কীল ইব্ন উন্য যখন প্রার্থনা শেষ করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জন্য তিন ধরনের মেঘ পাঠাইলেন সাদা, কালো ও লাল। অতঃপর আকাশ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিলেন—তুমি উহা হইতে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্যে একটি পসন্দ কর। তখন সে বলিল : আমি উহা হইতে কালো মেঘ পসন্দ করিলাম। কারণ, উহাতে বৃষ্টি থাকে। তখন ঘোষক ঘোষণা করিলেন তুমি জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ছাই গ্রহণ করিয়াছ। উহার বর্ষণের ফলে 'আদ জাতির ও তাদের সন্তান সন্ততির কেহই বাঁচিয়া থাকিবে না। তবে আমি যেক্ষেত্রে উহা নির্বাপিত করিব সেখানের লোক বাঁচিয়া যাইবে। শুধু বনূ আল ওযীয়া রক্ষা পাইবে।

তিনি বলেন : বনূ ওযীয়া 'আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা যাহারা মক্কায় বসবাস করিত। তাই তাহাদের সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিল তাহা হইতে তাহারা বাঁচিয়া গেল। তিনি বলেন : ইহারাই পরবর্তী স্তরের 'আদ সম্প্রদায়।

অতঃপর তিনি বলেন : কীল ইব্ন উনযের পসন্দ মুতাবিক 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য কালো মেঘ পাঠানো হইল। উহাতে লুক্কায়িত ছিল 'আদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ্র গযব। যখন উহা

তাহাদের উপর আত্মপ্রকাশ করিল, বর্ষণের মেঘরূপে দেখা দিল। তাহারা খুশী হইল আর বলিল, ইহা তো আমাদের জন্য বর্ষা লইয়া আসিয়াছে।

আল্লাহ্ বলেন :

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ، تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ․

অর্থাৎ বরং উহা তো সেই বস্তু যাহা তোমরা শীঘ্রই পাইতে চাহিয়াছিলে। উহা সেই হাওয়া যাহাতে কষ্টদায়ক শাস্তি নিহিত। উহা সব কিছুই ধ্বংস করে (৪৬ : ২৪)।

মেঘের আড়ালে লুকানো আগুন যাহার দৃষ্টিতে প্রথম ধরা দেয় এবং যে উহা প্রথম অগ্নি বায়ু বলিয়া চিনিতে পায়, সে হইল 'আদ জাতির মুসাইয়াদ নাম্নী এক মহিলা। যখন আসল বস্তু প্রকাশ পাইল, সেই মহিলা চীৎকার দিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িল।

তারপর যখন তাহার হুঁশ ফিরিল, সবাই প্রশ্ন করিল : হে মুসাইয়াদ, তুমি কি দেখিয়া ভয় পাইয়াছ ? সে বলিল : আমি উহাতে অগ্নিবায়ু দেখিতেছি এবং উহার সামনে বহু লোককে কাষ্ঠ হইয়া জ্বলিতে দেখিতেছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সপ্তম রজনী ও অষ্টম দিবস অগ্নিবায়ুর প্রবল প্রবাহ চালাইলেন এবং 'আদ সম্প্রদায়ের কেহই ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইল না। শুধু হূদ (আ) ও তাঁহার ঈমানদার উম্মতগণ বাঁচিয়া রহিলেন।

ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনাটি যদিও গরীব পর্যায়ের, তথাপি ইহাতে শিক্ষণীয় বেশ কিছু ব্যাপার রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ․

অর্থাৎ যখন আমার প্রতিবিধান আসিল, তখন আমি হূদ ও তাঁহার সহচরগণকে বাঁচাইয়া নিলাম আমার বিশেষ অনুগ্রহে এবং তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা করিলাম (১১ : ৫৮)।

মুসনাদে ইমাম আহমদে বর্ণিত একটি হাদীসে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার কাছাকাছি বর্ণনা মিলে। হাদীসটি এই :

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হারিস আল বিকরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিস আল-বিকরী (রা) বলেন : আলা ইব্ন হাযরামীর বিরুদ্ধে রাসূল (সা)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করার জন্য বাহির হইলাম। আমি রবযাহ নামক স্থানে বনূ তামীমের এক বৃদ্ধা মহিলার কাছে গেলাম। সে আমাকে বলল : রাসূল (সা)-এর কাছে আমার যাওয়া প্রয়োজন। তুমি কি আমাকে তাঁহার নিকট নিয়া যাইবে ? আমি তাহাকে সংগে লইলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। মসজিদে তখন লোকজন যাইতে ছিল। সেখানে কালো পতাকা দুলিতেছিল। বিলাল (রা) তখন তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় রাসূল (সা)-এর সামনে বসা ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম : মানুষের ভীড় কেন ? তাহারা বলিল : রাসূল (সা) কোথাও আমর ইবনুল আসকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। অতঃপর আমি বসিলাম। তখন তিনি তাঁহার ঘরে ঢুকিলেন অথবা

উটের পাদানিতে পা রাখিলেন। তখন তাঁহার কাছে কিছু বলার অনুমতি চাহিলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি ঘরে ঢুকিয়া সালাম দিলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমার ও বনূ তামীমের মাঝে কোন ব্যাপার আছে কি? আমি বলিলাম : হ্যাঁ, তাহাদের সহিত আমাদের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। বনূ তামীমের নিঃসংগ এক বৃদ্ধার নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে আপনার নিকট নিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। সে এখন দরজার নিকট দাঁড়ানো রহিয়াছে। তখন তাহাকে আসার অনুমতি দেওয়া হইল। অতঃপর সে আসিল এবং আমি আরয করিলাম : আপনি অবশ্যই দেখিতেছেন যে, আপনার কারণে আমাদের ও বনূ তামীমদের মাঝে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আপনি ইহার একটি সুরাহা করুন এবং বনূ তামীমের এই বৃদ্ধাকেও সাহায্য সংরক্ষণ করুন। তখন বৃদ্ধা বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)! আমি এই কারণেই আপনার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি বলিলাম—আমিও একই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। আমার এই আত্মীয়া নিজের মরণ নিজে ডাকিয়াছে। সে নিজেই নিজ দায়িত্বে ইহা করিয়াছে। আমার সহিত তাহার এমন কোন শত্রুতা ছিল না যে, আমি তাহাকে এই বিপদে টানিয়া আনিব। আমি এমন কাজ হইতে আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের কাছে পানাহ চাই যাহা 'আদ প্রতিনিধির মত হইবে। রাসূল (সা) প্রশ্ন করিলেন : "আদ প্রতিনিধির ব্যাপারটা কি? তিনি অবশ্য আমা হইতেও উহা ভালো জানেন। তথাপি আমার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, আদ সম্প্রদায় যখন দুর্ভিক্ষের শিকার হইল, তখন কীল নামক এক প্রতিনিধিকে কা'বাঘরে প্রার্থনার জন্য তাহারা প্রেরণ করিল। সে মুআবিয়া ইব্‌ন বকরের কাছে আসিয়া তাহার ঘরে একমাস অবস্থান করিল। সেখানে থাকিয়া সে শরাব পান করিত আর নাচগানে মত্ত থাকিত। দুই ছিন্নমূল নর্তকী নৃত্য করিত। যখন মাস পার হইল তখন তাহাদের নিয়া এক পাহাড়ে গেল মধু-চন্দ্রিমা যাপনের জন্য। অবশেষে সে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাইল : হে আল্লাহ্‌! তুমি জান, আমি কোন রুগ্নের তদ্বিরে আসি নাই যে, তুমি তাহার দাওয়াই দিবে। তেমনি কোন বন্দীর সুপারিশ করিতে আসি নাই যে, তুমি তাহাকে মুক্তির ব্যবস্থা করিবে। হে আল্লাহ্‌! তুমি 'আদ জাতিকে আগে যেভাবে বারি বর্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছ, এখনও তাহা কর।

তখন তাহার সামনে কালো মেঘ দেখা দিল। অতঃপর গায়েবী আওয়াজ আসিল—উহা গ্রহণ কর। অতঃপর যখন সে কালো মেঘ কবূল করিল, তখন আওয়াজ আসিল সে জ্বলন্ত ভস্ম গ্রহণ করিল। তাই 'আদ জাতির কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না।

আমি জানিতে পাইয়াছি যে, অতঃপর অগ্নি প্রবাহ তাহাদের সকলকে ধ্বংস করিয়াছে।

অন্য এক বর্ণনাকারী আবূ ওয়াইল বলেন : বর্ণনাটা সঠিক। তিনি আরও বলেন : সেই ঘটনা হইতেই নর-নারী নির্বিশেষে সকলের ভিতর এই প্রবাদটি চালু হইয়াছে যে, 'আদ প্রতিনিধির মত হইও না।'

ইমাম আহমদের মুসনাদে এইভাবে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্‌ন হুবাব হইতে আরদ ইব্‌ন হুমায়েদের সূত্রে ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আসিম ইব্‌ন বাহদালা হইতে সালাম ইব্‌ন আবুল মুনাযিরের সূত্রে ইমাম নাসাঈও উহা বর্ণনা করেন। হারিস ইব্‌ন হাসান

আল-বিকরী হইতে আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে ইব্‌ন সা'দও অনুরূপ বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্‌ন হিব্বান হইতে আবূ কুরাইবের সূত্রে ইব্‌ন জারীরও উহা বর্ণনা করেন। হারিস ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-বিকরী হইতেও তিনি উহা বর্ণনা করেন। তিনি আবূ কুরাইব হইতে, তিনি আবূ বকর ইব্‌ন আইয়াশ হইতে, তিনি আলিম হইতে ও তিনি হারিস ইব্‌ন হাসান আল বিকরী হইতে উহা বর্ণনা করেন। তাহার বর্ণনায় আবূ ওয়ায়েল অনুপস্থিত। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(٧٣) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا م قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ط قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط هٰذِهٖ
نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا
بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٧٤) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِي
الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ
بُيُوْتًا ج فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

(٧٥) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ
رَّبِّهٖ ط قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

(٧٦) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٧٧) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَ قَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا
بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٧٨) فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৭৩. সামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিতে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোনরূপ কষ্ট দিও না। যদি দাও, তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি নামিয়া আসিবে।

৭৪. স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না।

৭৫. তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা তাহাদের সম্প্রদায়ের ঈমানদার—যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? তাহারা বলিল, তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী।

৭৬. দাম্ভিকেরা বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।

৭৭. অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রী বধ করে ও আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রাসূল হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৭৮. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে মুখ থুবড়ানো অবস্থায়।

তাফসীর ঃ তাফসীরকার ও কুষ্ঠিনামা বিশারদগণ বলেন : সামূদ হইল আসির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ্ (আ)-এর পুত্র। সে জুদাইস ইব্‌ন আসিরের ভাই। এই সমস্ত হইল আরবের আরিবার গোত্রসমূহ। তুমুস গোত্রও তাহাদের অন্যতম। তাহারা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ববর্তী সম্প্রদায়। 'আদ সম্প্রদায়ের পর সামূদ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটে। তাহাদের নিবাস ছিল হিজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী ওয়াদীউল কুরা ও তৎসংলগ্ন এলাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার তাহাদের এলাকা ও বিরান বাস্তুভিটা অতিক্রম করেন। তিনি নবম হিজরীতে তাবূক যাবার পথে উহা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

"রাসূল (সা) যখন লোকজন সহকারে তাবূক গমন করেন, তখন সামূদদের বিরান এলাকা সন্নিহিত হিজরে অবতরণ করেন। অতঃপর সামূদ যেই কূপ হইতে পানি পান করিত লোকজন সেই কূপ হইতে পানি পান করিল ও পাত্র পূর্ণ করিয়া লইল। ফলে তাহারা যেন নেশাগ্রস্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন নবী করীম (সা) নির্দেশ দিলেন—পাত্রের পানি ঢালিয়া ফেল ও আস্তাবলের উটগুলিকে আহার করাইয়া নাও। অতঃপর তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সেই কূপে আসিলেন যেখানে তাহাদের উট পানি পান করিত। এবং তিনি সঙ্গীগণকে সেখানকার সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে নিষেধ করেন। কারণ, তাহারা ছিল শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। তিনি বলেন : "আমি ভয় করি, তাহাদের যাহা ঘটিয়াছিল তোমাদেরও তাহা ঘটিতে পারে। তাই তাহাদের সহিত মিশিও না।"

ইমাম আহমদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজর নামক স্থানে অবস্থানকালে বলেন : "তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থায় ছাড়া এই শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের সহিত মিলিও না। যদি তোমরা ক্রন্দনোমুখ না হইতে পার, তাহা হইলে তাহাদের সহিত সানন্দ মেলামেশায় তোমরাও শাস্তিপ্রাপ্ত হইতে পার।"

এই হাদীসের মূল সূত্র সহীহ্‌দ্বয় হইতে অন্যভাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদের অপর একটি বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন :

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাবশা আনসারী হইতে বলেন : তাবূকের যুদ্ধের সময় যখন লোকজন হিজরবাসীর সাথে সানন্দে মেলামেশা করিতেছিল, তখন রাসূল (সা) এই খবর পাইয়া লোকদের নামাযের জন্য জমায়েত হইতে ঘোষণা দেওয়াইলেন। আমি তখন উপনীত হইলাম। তিনি গুরুগম্ভীরভাবে বলিলেন : "যেই সম্প্রদায়ের উপর গযব নাযিল হইয়াছে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিও না।" তখন জনমণ্ডলী হইতে একজন বলিয়া উঠিল : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আমরা সবাই আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি যে, অসময়ে কেন আমাদিগকে ডাকাইলেন? তিনি জবাব দিলেন : আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও আশ্চর্য খবর দিব না ? এক ব্যক্তি নিজেই তোমাদিগকে ডাকিয়া খবর দিতেছে যাহা তোমাদের পূর্বকালে ঘটিয়াছে আর যাহা তোমাদের পরবর্তীকালে ঘটিবে। তাই তোমরা সরল ও সঠিক হইয়া যাও। কারণ, আল্লাহ্র গযব তোমাদের কাহাকেও রেহাই দিবে না। আর শীঘ্রই এমন জাতির আবির্ভাব ঘটিবে যাহারা এই সবের কিছু হইতেই নিজদিগকে হিফাজত করিবে না।

সুনান সংকলকগণের অন্য কেহই এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেন নাই। আবূ কাবশার নাম উমর ইব্ন সা'দ। কেহ বলেন আমের ইব্ন সা'দ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বলেন : রাসূল (সা) যখন হিজর এলাকা অতিক্রম করিলেন, তখন বলিলেন : আল্লাহ্র নিদর্শন নিয়া কোন প্রশ্ন তুলিও না। সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় উটনী লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছিল। উহাকে এক সবুজ ক্ষেত হইতে তাড়াইলে অন্য সবুজ ক্ষেতে হাযির হইত। তখন সেই সম্প্রদায় আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করিল এবং উহাকে কষ্ট দিল। উহাকে একদিন তাহারা শুধু পানি পান করাইত ও পরদিন উহার দুধ দোহাইত। এইভাবে উহাকে কষ্ট দেওয়ায় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিলেন। আকাশের নীচে তাহাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হইল। শুধু একটি লোক আল্লাহ্র হারাম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। জনগণ প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! সেই লোকটি কে? তিনি বলিলেন : আবূ রিগাল। তারপর যখন সে হারাম হইতে বাহিরে আসিল তখন জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল।"

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ ছয় কিতাবের কোনটিতে উদ্ধৃত হয় নাই। অথচ ইহা ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : وَاِلٰى ثَمُوْدَ অর্থাৎ আমি সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভাই সালিহ্কে প্রেরণ করিয়াছিলাম।

قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ অর্থাৎ সকল রাসূলই একমাত্র লা শারীক আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য আহ্বান জানান। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ .

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই প্রত্যাদেশ দেই নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। অতএব তোমরা একমাত্র আমার ইবাদত কর (২১ : ২৫)।

قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً অর্থাৎ তোমাদের নিকট নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র তরফ হইতে প্রমাণ হাযির হইয়াছে যে, তোমাদের কাছে আমি যে প্রেরিত হইয়াছি

তাহা সত্য। কারণ, সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহার নিকট তাঁহার নবী হওয়ার সত্যতা সম্পর্কে প্রমাণ চাহিয়াছিল। প্রথমে তাহারা দাবী করিল, তাহাদের স্বচক্ষে হিজর এলাকার এক প্রান্তে অবস্থিত কাতিবা নামক স্থানের পাথরটিতে দৈবাৎ কিছু ঘটাইবে। তাহারা দাবী করিল, উহা হইতে একটি গর্ভবর্তী যুবতী উটনী যেন বাহির হয় এবং উহা যেন দুগ্ধ দান করে।

সালিহ্ (আ) তাহাদের এই দাবীর উপর কঠিন শপথ ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই দাবী পূরণ করিলে তাহারা ঈমান আনিবে ও তাঁহাকে মানিয়া চলিবে। অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে সেই নিশ্ছিদ্র প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল এবং উহা ফাটিয়া একটি উটনী বাহির হইয়া আসিল। উহা গর্ভবর্তী ও দুগ্ধবতী ছিল। অর্থাৎ তাহাদের চাহিদা মতেই সব হইল। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সামূদ জতির নেতা জুন্দা ইব্‌ন আমর ও তাহার সহিত যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল ঈমান আনিল। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও ঈমান আনার অভিলাষী হইল। অতঃপর তাহাদের প্রতিমাসমূহের পুরোহিত জুআব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন লবীদ ও হুবাব তাহাদিগকে বিরত রাখিল। রাবাব ইব্‌ন সা'আর ইব্‌ন যুলমআসও এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল। জুন্দা ইব্‌ন আমর এর চাচাত ভাই ছিলেন শিহাব ইব্‌ন খলীফা ইব্‌ন মুহাল্লাহ্ ইবনে লবীদ ইব্‌ন হিরাস। তিনি সামূদ জাতির সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহাকে পুরোহিতরা বাধা দেওয়ায় তিনি বিরত হইলেন। তখন তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের একজন অর্থাৎ মুহাওয়াশ ইব্‌ন আসমাতা ইব্‌ন দুমায়েল এ চরণগুলি পাঠ করেন :

وكانت عصبة من العمرو * الى دين النبى دعوا شهابا
عزيز ثمود كلهم جميعا * فهم بان يجيب فلواجابا
لا صبح صالح فينا عزيزا * وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا
ولكن الفواة من ال حجر * تولوا بعد رشدهم ذيابا

অর্থাৎ আমর গোত্রের বিরাট দলটি দলপতি শিহাবের সাথে নবীর দীন গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল। শিহাব ছিল সমগ্র সামূদ সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় নেতা। সে দীনের আহ্বানে সাড়া দিতে ইচ্ছুক ছিল বটে, যদি দিত! এখন অবশ্য আমাদের প্রিয় হইল সালিহ্। জুআব প্রমুখ তাহাদের অনুগতদের প্রতি সুবিচার করে নাই। হিজরবাসীর জন্য ইহা বিরাট ক্ষতির যে, তাহারা সত্যের আলো পাইয়াও লাঞ্ছিত জীবনে ফিরিয়া গেল।

উষ্ট্রীয় উপস্থিতি ও উহার প্রতিপালন পরিচর্যা তাহাদের মধ্যে কিছুকাল চলিয়াছিল। তাহাদের কূপ হইতে উহা একদিন পানি পান করিত ও একদিন তাহাদিগকে পান করিতে দিত এবং একদিন তাহারা পানির বদলে উহার দুধ পান করিত। দুধে ওলান এরূপ পরিপূর্ণ থাকিত যে, তাহারা ইচ্ছামতে পেট পুরিয়া পান করিত ও পাত্রপূর্ণ করিয়া নিত। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ .

অর্থাৎ উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে (৫৪ : ২৮)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন " هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ এই উষ্ট্রীর জন্যে পানি পান করা ও তোমাদের পানি পান করার জন্য দিন নির্ধারিত রহিয়াছে (২৬ : ১৫৫)। উষ্ট্রীটি এভাবে পানি পান করিয়া ও বিভিন্ন প্রান্তরে চরিয়া খাইয়া অত্যন্ত মোটাতাজা ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ফলে লোকজন উহার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া চলিল। উহা এক প্রান্তর হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্য প্রান্তরে খাইতে থাকিত। অবশেষে সবাই সিদ্ধান্ত নিল উহাকে হত্যা করার। তাহারা সালিহ্ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনা হইতে বিরত থাকিল। তাহারা তাহাদের পানি ও শস্য নিরাপদে সম্পূর্ণ ভোগ করার জন্য উহা হত্যা করার ব্যাপারে একমত হইল।

কাতাদা (র) বলেন : আমার কাছে এরূপ বর্ণনা পৌঁছিয়াছে যে, উহাকে যে ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে তাহাকে তাহাদের নর-নারী ও আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই উহা করার জন্যে সমর্থন জানাইয়াছে। আমি বলিতেছি—কুরআনের এক আয়াতে উহা সুস্পষ্ট জানা যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا অর্থাৎ তহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল ও উষ্ট্রীটি হত্যা করিল। তাহাদের পাপের জন্য তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিলেন (৯১ : ১৪)। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا অর্থাৎ সামূদ জাতিকে আমি একটি উষ্ট্রী দিয়াছিলাম দেখাশুনার জন্য তাহারা উহার উপর অত্যাচার চালাইল (১৭ : ৫৯)।

তিনি বলেন : فَعَقَرُوا النَّاقَةَ অর্থাৎ তাহারা সবাই উষ্ট্রীটি হত্যা করিল। এইসব আয়াত প্রমাণ করে যে, সামূদ গোত্রের সবাই এই ব্যাপারে সম্মত ছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) সহ কিছু সংখ্যক তাফসীরকার বলেন : উষ্ট্রী হত্যার ব্যাপারটি সংঘটিত হওয়ার পিছনে নারীর চক্রান্তও সক্রিয় ছিল। সামূদ গোত্রের অন্যতমা নারী ছিলেন উনাইযা বিন্ত গানাম ইব্ন মিযলাজ। উম্মু উসমান বলিয়া তাহাকে ডাকা হইত। সে এক বৃদ্ধা কাফির ছিল। সালিহ্ (আ)-এর সহিত সে চরম শত্রুতা পোষণ করিত। তাহার এক সুন্দরী কন্যা ছিল। তাহার সম্পদও ছিল প্রচুর। সামূদ গোত্রের অন্যতম নেতা জুআব ইব্ন আমর তাহার স্বামী ছিল। তাহাদের অপর এক নারীর নাম ছিল সাদাকা বিনতে মাহয়া ইব্ন যুহায়ের ইব্ন মুখতার, তাহার বংশ মর্যাদা, সৌন্দর্য ও সম্পদ সব কিছুই ছিল। সে সামূদ গোত্রের এক মুসলমানের স্ত্রী ছিল। স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। ফলে এই দুই নারী সালিহ্ (আ) ও ইসলামের শত্রুতা উদ্ধারের জন্য উষ্ট্রী হত্যা তাহাদের জন্য অপরিহার্য করিয়া লইল। সাদাকা তদুদ্দেশ্যে হুবাব নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিল : যদি সে উষ্ট্রী হত্যা করে তাহা হইলে সে তাহাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিন্তু হুবাব অস্বীকার করিল। অতঃপর সে তাহার চাচাত ভাই মিসদা ইব্ন মিহরাজ ইব্ন মাহয়াকে অনুরূপ প্রস্তাব দেওয়ায় সে উহাতে রাযী হইল। তেমনি উনাইযা প্রস্তাব দিয়াছিল কুদার ইব্ন সালিফ ইব্ন জুযা'কে। লোকটির বর্ণে ছিল লাল-সবুজের সংমিশ্রণ ও আকার ছিল ছোট খাট। তাহাকে ব্যভিচারের সন্তান বলিয়া মনে করা হইত। কারণ, তাহার কোন পিতৃ পরিচয় ছিল না। সালিফ তাহার জন্মদাতা ছিল না, তবে তাহার ঘরে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার জন্মদাতা ছিল ফিয়ান। উনাইযা তাহাকে বলিল, যদি তুমি উষ্ট্রী হত্যা করিতে পার তাহা হইলে আমার

সুন্দরী কন্যাটি তোমার কাছে বিবাহ দিব। কুদার এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মিসদা ইব্‌ন মিহ্‌রাজের সহিত যোগ দিল। তাহারা উভয় এই কাজের জন্য একটি গোপন সংঘ করিল। উহাতে আরও সাতজন যোগ দিল। মোট নয়জন মিলিয়া উটনী হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। তাই আল্লাহ্ বলেন :

وكَانَ فِىْ الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ সেই শহরে নয় ব্যক্তির একটি সংঘ পৃথিবীতে শুধু ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছিল এবং কোনই কল্যাণের কাজ করিতেছিল না। (২৭ : ৪৮)।

তাহারা সামূদ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিল। সমগ্র কাফির এক জোট হইয়া এই কাজে তাহাদের মদদ জোগাইতেছিল। মিসদা ও কুদার পরিকল্পনা সহকারে উষ্ট্রীটি অনুসরণ করিতেছিল। উষ্ট্রীটি যখন পানি পান করিয়া ফিরিতেছিল, তখন উহার পথে কুদার একটি প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে লুকাইয়া ও মিসদা অপর একটি প্রস্তরখণ্ডের পিছনে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। প্রথমে মিসদা উহার পিছনের পায়ের মাংসে বর্শা দ্বারা আঘাত হানিল। ইত্যবসরে উনাইযার সুন্দরী কন্যা আসিয়া সবাইকে উহা হত্যার জন্যে প্ররোচিত করিতেছিল। সে কুদার ও অন্যান্যকে উত্তেজিত করিল। ফলে কুদার তরবারি দ্বারা উহার বর্শাবিদ্ধ পায়ে আঘাত হানিল এবং পিছনের শাহ্‌রগ ছিন্ন করিল। সংগে সংগে উহা মাটিতে কাত হইয়া পড়িয়া গেল ও মুখ দিয়া অস্পষ্ট আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। অতঃপর উহার স্তন কর্তন করিল ও উহাকে যবাহ্ করিল। তখন উটনীর বাচ্চাটি ভয়ে ছুটিয়া গিয়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পালাইল এবং সেখানে দাঁড়াইয়া হাম্বা হাম্বা করিতে ছিল।

মুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায্‌যাক (র) বর্ণনা করেন : হাসান বসরী (র) বলেন, উহা বলিতেছিল : হে আমার প্রভু! আমার মাতা কোথায়? ইহা তিনবার বলিল। অতঃপর উহা পাথরের ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইল। কেহ কেহ বলেন : তাহারা বাচ্চাটিকেও পাকড়াও করিয়া উহার মাতার সহিত যবাহ্ করিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যখন তাহারা এই ষড়যন্ত্র সম্পন্ন করিল ও উটনী হত্যার কাজ শেষ করিল, তখন সেই খবর সালিহ্ (আ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি ছুটিয়া সেখানে তাহাদের নিকট গেলেন। যখন উটনীটি দেখিলেন, তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন মৌজ করিয়া নাও (১১ : ৬৫)।

তাহারা বুধবার উটনী হত্যা করিল। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সেই নয়জনের সংঘ সালিহ্ (আ)-কে হত্যার পরিকল্পনা নিল। তাহারা বলাবলি করিল : যদি সে সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যার করার আগেই সে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে। আর যদি সে মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমরাই আগে তাঁহাকে তাঁহার উটনীর কাছে পৌঁছাইয়া দিব। তাই আল্লাহ্ বলেন :

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ، وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لاَيَشْعُرُوْنَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ .

অর্থাৎ উহারা বলিল, তোমরা শপথ গ্রহণ কর আল্লাহ্র নামে 'আমরা রাত্রিকালে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে অবশ্যই আক্রমণ করিব। অতঃপর তাঁহার অভিভাবককে অবশ্যই বলিব : তাঁহার সপরিবারে নিহত হওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রত্যাশা করি নাই। আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী। উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই। অতএব দেখ তাহাদের চক্রান্তের কী পরিণতি হইয়াছে। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি (২৭ : ৪৯-৫১)।

যখন তাহারা উক্ত ষড়যন্ত্রের পথে অগ্রসর হইল এবং রাত্রি কালে আল্লাহ্র নবীকে হামলা করিতে উদ্যত হইল, তখনই আল্লাহ্ পাক তাহাদের জন্য প্রস্তর বর্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হামলার আগেই দ্রুত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল আর তাহাদের সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার এক ভয়াবহ সকালের সম্মুখীন হইল। সালিহ্ (আ)-এর সতর্কতা স্মরণে তাহাদের মুখ ফ্যাকাশে হইল। শুক্রবার দিন যেন তাহাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বাজিল এবং তাহাদের চেহারা নেশাগ্রস্তের মত হইল। শনিবার তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হইল। শনিবার সকালে তাহারা আল্লাহ্র চূড়ান্ত প্রতিশোধ ও গযবের শিকার হইল। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন। তাহারা জানিতেও সুযোগ পাইল না যে, কিভাবে তাহাদিগকে কি করা হইল আর কোথা হইতে এই আযাব উপস্থিত হইল। একই সংগে প্রচণ্ড খরতাপ, প্রস্তর চূর্ণের গগনবিদারী গর্জন ও মুহুর্মুহু বিজলির চমকের ভিতর দিয়া একই মুহূর্তে তাহাদের প্রাণবায়ুগুলি উধাও হইল ও তাহারা মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিল। তাহাদের ছোট, বড় নর-নারী কেহই বাঁচিল না। শুধু কালবা বিনতে সলক নাম্নী এক দাসী কিছুক্ষণ বাঁচিল। তাহাকে জারীআ নামেও ডাকা হইত। সে ঘোর কাফির ও সালিহ্ (আ)-এর চরম শত্রু ছিল। যখন সে আযাবের বিভীষিকা দেখিল, তাহার পা জড়াইয়া গেল। তথাপি সে কোনমতে উঠিয়া ক্ষিপ্র গতিতে জীবন নিয়া পালাইল এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিয়া নিজ সম্প্রদায়ের বিপর্যয়ের খবর পৌঁছাইল। অতঃপর তাহাদের নিকট পানি পান করিতে চাহিলে তাহারা পানি দিল। উহা পান করিয়াই সে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িল।

তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ বলেন : সালিহ্ (আ) ও তাঁহার অনুসারিগণ ছাড়া সামূদ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিও ধ্বংস হইতে রেহাই পায় নাই। তবে আবূ রিগাল নামক এক ব্যক্তি গযব চলার সময় হারমে অবস্থান করিতেছিল। তাই তখন সে নিরাপদ ছিল। তারপর যখন সে একদিন হারমের বাহিরে আসিল, অমনি পাথর বৃষ্টি আসিয়া তাহাকেও ধ্বংস করিল। ইতিপূর্বে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বর্ণিত হাদীসে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন : আবূ রিগালের পুত্র সাকীফের গোত্রই হইল তায়েফের বনূ সাকীফ সম্প্রদায়।

মুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায্যাক (র) বলেন : আমাকে ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া এই খবর শুনান যে, নবী করীম (সা) আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে বলেন : তোমরা কি জান ইহা কে? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন : এই লোকই সামূদ গোত্রের আবূ রিগাল। হারমে থাকায় বাঁচিয়া যায়। হারম হইতে

বাহির হইলে তাহার জাতির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তখন এখানেই তাহাকে দাফন করা হয়। তাহার সহিত তাহার স্বর্ণের ষষ্ঠীও দাফন করা হয়। ইহা শুনিয়া সেখানকার সবাই তাহাদের তরবারি দিয়া খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া স্বর্ণের ষষ্ঠী উদ্ধার করিল।

যুহরী (র)-এর সূত্রে মুআম্মার (র) হইতে আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন : আবূ রিগালই আবূ সাকীফ। তবে এই বর্ণনাটি এই সূত্রে মুরসাল। ভিন্ন এক সূত্রে মুত্তাসিল বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন : ইব্‌ন ইসহাক (র) ... বুদায়ের ইব্‌ন আবূ বুদায়ের হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা যখন রাসূল (সা)-এর সহিত তায়েফ গেলাম ও আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি বলেন–এই কবর হইল আবূ রিগালের। সেই লোকই আবূ সাকীফ। সে সামূদ গোত্রের লোক ছিল। সে গযবের সময়ে হারম শরীফে থাকায় রক্ষা পাইয়াছিল। অতঃপর যখন উহা হইতে বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তাহার এইখানেই মৃত্যু হইয়াছিল এবং এইখানেই দাফন করা হয়। তাহার প্রমাণ হইল এই যে, তাহাকে তাহার সোনার লাঠিসহ দাফন করা হয়। যদি তোমরা ইহা খুঁড়িয়া দেখ তাহা হইলে উহা দেখিতে পাইবে। উপস্থিত সবাই তখনই কবর খুঁড়িয়া স্বর্ণের লাঠিটি পাইল।

আবূ দাউদ (র) ... ইব্‌ন ইসহাক হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্‌যী হাদীসটিকে হাসান আযীয বলিয়াছেন। আমি বলিতেছি : হাদীসটি শুধু বুদায়ের ইব্‌ন আবূ বুদায়েরের সূত্রে মুত্তাসিল। অথচ এই হাদীস ছাড়া অন্য কোনভাবে তাহার পরিচয় মিলে না। ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন : ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া ছাড়া অন্য কেহ তাহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করেন নাই। আমি বলিতেছি : এই কারণেই হাদীসটিকে মারফূ বলা নিরাপদ নহে। বরং ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমরের বক্তব্য। এই হাদীস প্রসংগে আমাদের শায়েখ আবুল হাজ্জাজ (র) বলেন, হাদীসটি সংশয়মুক্ত নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(৭৯) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

৭৯. অতঃপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল : হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তোমরা হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে পসন্দ কর না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক সামূদ সম্প্রদায়কে তাহাদের সত্য দীন অস্বীকার ও আল্লাহ্র নবীর বিরোধিতার কারণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। তখন সালিহ্ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে এই চরম সতর্কবাণী শুনান। তাহাদের অন্ধত্বের প্রতি তিনি এই শেষ বাক্য প্রয়োগ করেন। তাহারাও ইহা শুনিতেছিল। যেমন সহীহ্দ্বয়ের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) যখন বদর যুদ্ধে জয়ী হইলেন, তখন তিনি সেখানে তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হবার নির্দেশ দেন। যখন যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন হইল ও শেষ রাতে কাফেলার যাত্রা শুরু হইল, তখন তিনি বদরের যুদ্ধে নিহতদের কবরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন : হে আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম! হে উতবা ও শায়বা ইব্‌ন রবীআ, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি

তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি সত্য পাইয়াছ? আমাকে আমার প্রভু যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা সত্যরূপে পাইয়াছি। তখন উমর (রা) তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যাহারা মরিয়া পচিয়া গলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সহিত আপনি কি কথা বলিতেছেন? জবাবে তিনি বলিলেন : 'আমার আত্মা যাঁহার হাতে তাঁহার কসম খাইয়া বলিতেছি, তাহারা আমার কথা তোমাদের হইতেও ভালভাবে শুনিতেছে, কিন্তু জবাব দিতে পারিতেছে না।

তাঁহার জীবন-চরিতে আছে যে, তিনি সেখানে বলেন : তোমরা তোমাদের নবীর খান্দানের কত খারাপ লোক ছিলে! তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, মানুষ আমাকে গ্রহণ করিয়াছে। তোমরা আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছ, মানুষ আমাকে আশ্রয় দিয়াছে। তোমরা আমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ, মানুষ আমাকে সাহায্য করিয়াছে। তাই দেখ তোমরা তোমাদের নবীর কত মন্দ স্বজন ছিলে!

ঠিক তেমনি সালিহ্ (আ) তাঁহার বিধ্বস্ত সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : আমি আমার প্রভুর বাণী তোমাদিগকে পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। কারণ, তোমরা সত্যকে ভালবাস নাই এবং হিতোপদেশদাতাকে মান নাই। তোমরা তাহাদিগকে পসন্দ কর না।

কোন কোন তাফসীকার বলেন : যেই সকল নবীর সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছে, তাহারা মক্কার হারাম শরীফে আসিয়া অবস্থান করিতেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : হজ্জের সময় নবী করীম (সা) যখন আসফান প্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তিনি প্রশ্ন করেন : হে আবূ বকর! ইহা কোন প্রান্তর? তিনি জবাবে বলেন : আসফান প্রান্তর। রাসূল (সা) বলিলেন : এই প্রান্তর দিয়াই হূদ ও সালিহ্ (আ) মুখে লাগাম দেওয়া যুবতী উষ্ট্রীর পিঠে চড়িয়া আল্লাহ্‌র ঘরে হজ্জ করার জন্যে অতিক্রম করিতেন।

অবশ্য হাদীসটি এই সূত্রে 'গরীব' পর্যায়ের। ইহা আর কেহই উদ্ধৃত করেন নাই।

(৮০) وَ لُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

(৮১) اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

৮০. আর লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই।

৮১. তোমরা তো বাসনা চরিতার্থের জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর; তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : লূতকেও এইভাবে পাঠাইয়াছিলাম অথবা তিনি বলেন : লূতের সেই ঘটনা স্মরণ কর যখন সে তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল।

লূত (আ) হইলেন ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আমরের দৌহিত্র ও হারূনের পুত্র। তিনি ইব্‌রাহীম (আ)-এর সময় ঈমান আনিয়া তাঁহার সহিত সিরিয়ায় যান এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সদূম ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদিগকে হিদায়েত করার জন্যে প্রেরণ করেন। কারণ, তাহারা এমন একটি জঘন্য পাপ উদ্ভাবন ও অনুসরণ করিতেছিল যাহা ইতিপূর্বে কোন বনী আদম কিংবা অন্য কোন জীব উহা করে নাই। তাহা হইল নারী ছাড়িয়া পুরুষের দ্বারা কামনা চরিতার্থ করা। সদূমবাসীর আগে কোন মানব সন্তান ইহা পসন্দ ও অনুসরণ তো দূরের কথা, ইহা চিন্তাও করে নাই। আল্লাহ্‌র লানত হউক তাহাদের উপর।

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আমর ইব্‌ন দীনার বলেন : লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের আগে এই কুকর্মের কোথাও কোন উল্লেখ বা আলোচনা পর্যন্ত ছিল না। দামেশ্‌ক জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদিগকে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের এই কুকীর্তি সম্পর্কে অবহিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা চিন্তাও করিতে পারিতাম না যে, যৌনতৃপ্তি চরিতার্থের জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষকেও ব্যবহার করা যায়। তাই লূত (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন : তোমরা কি এমন এক কুকর্ম করিয়া চলিবে যাহা সৃষ্টি জগতের কেহই কখনও করে নাই? তোমরা অবশ্যই নারীর বদলে কাম-চরিতার্থের জন্য পুরুষের কাছে যাইতেছ। অর্থাৎ তোমরা নারীর প্রয়োজন পুরুষ দিয়া মিটাইতেছ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের জন্য নারী ভিন্ন কোন পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তোমাদের সীমালংঘন ও মূর্খতা। কারণ, তোমরা অপাত্রে তোমাদের যৌনশক্তির অপব্যবহার করিতেছ। তাই তিনি ইহার পর বলেন : এই দেখ, আমার কন্যাগণ। তোমাদের যাহা করিবার তাহা ইহাদের সহিতই সম্ভব হইতে পারে। এই কথা দ্বারা তিনি তাহাদের স্ত্রীগণের দিকে ইংগিত করিয়াছেন। তাহারা আপত্তি করিয়া বলে যে, তাহারা তাহাদের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তাই তাহারা জবাবে বলিল : তুমি অবশ্যই জান, তোমার কন্যাদের উপর আমাদের কোন অধিকার নাই বা আগ্রহ নাই এবং ইহাও জান যে, আমরা কি চাহিতেছি। আমরা তো চাহিতেছি তোমার মেহমানগণকে।

তাফসীরকারগণ বলেন : তাহাদের পুরুষরা যেভাবে বেপরোয়া হইয়া একে অপরের মুখাপেক্ষী হইত, তেমনি তাহাদের নারীরাও নারীদের বেপরোয়া ব্যবহারে বাধ্য ছিল।

(٨٢) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ
اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

৮২. উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদিগকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে, লূত (আ)-এর আহ্বানের জবাবে তাহারা কিছু না বলিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে দেশ হইতে বহিষ্কারের আহ্বান জানাইল। আল্লাহ্

তা'আলা তাই তাঁহাকে নিরাপদে বাহির করিয়া নিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত ধ্বংস করিলেন।

إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : এই কথা দ্বারা তাহারা নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিল।

মুজাহিদ (র) বলেন : তাহারা নারী ও পুরুষের মলদ্বার ব্যবহার হইতে মানুষকে পবিত্র করিতেছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া।

(٨٣) فَأَنْجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ○

(٨٤) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ○ ع

৮৩. অতঃপর তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তাঁহার স্ত্রী ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধিগণের কী পরিণতি হইয়াছিল তাহা লক্ষ কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : আমি লূত ও তাঁহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম। কারণ, তাঁহার পরিবারবর্গ ছাড়া অন্য কেহই তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ .

অর্থাৎ অতঃপর সেখানকার মু'মিনগণকে আমি উদ্ধার করিলাম। অবশ্য তাহার পরিবারবর্গ ভিন্ন সেখানে অন্য কোন মু'মিন পাই নাই (৫১ : ৩৫-৩৬)। তবে তাঁহার স্ত্রীকে বাদ দিয়াছি। কারণ, পরিবারবর্গের একমাত্র সে-ই ঈমান আনে নাই। সে তাহার সম্প্রদায়ের ধর্মেই রহিয়াছিল। সে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। সে তাহাদিগকে ঘরের খবর জানাইয়া দিত। মেহমানের খবরও সে ইশারা ইংগিতে তাহাদিগকে জানাইল। তাই আল্লাহ্ পাক যখন লূত (আ)-কে রাত্রি কালে তাঁহার পরিবারবর্গ নিয়া শহর ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রীকে উহা জানাইতে ও তাহাকে সংগে নিতে নিষেধ করিলেন। কেহ বলেন যে, সেও পরিবারবর্গের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যখন আযাব আসিল, তখন সেই দিকে তাকাইল ও উহাতে জড়াইয়া পড়িল। তবে এই ব্যাখ্যাই সঠিক যে, সে শহর হইতে বাহির হয় নাই এবং লূত (আ) তাহাকে উহা জানানও নাই। তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : কেবলমাত্র তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত, সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইল। অর্থাৎ পশ্চাতে ফেলিয়া আসা অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে রহিয়া গেল। কেহ বলেন, ধ্বংস হবার লোকদের ভেতর রহিল। এই ব্যাখ্যাটি অবশ্য তাফসীর বিল লাযিম বা অপরিহার্য পরিণতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : আমি তাহাদের উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। অন্য আয়াতে ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে। যেমন :

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ، مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ .

তাহাদের উপর ক্রমাগত পাথরের কংকর বর্ষণ করিলাম। উহা তোমার প্রভুর তরফের চিহ্নিত প্রস্তর ছিল। জালিম সম্প্রদায় হইতে উহা দূরে অবস্থান করে না। (১১ : ৮২-৮৩)। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ্‌র নাফরমানগণের করুণ পরিণতি লক্ষ কর। তাহারা রাসূলকে মিথ্যা বলিয়াছিল।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : সমকামীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হইবে। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে যেভাবে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে, তেমনি তাহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে হইবে। অন্য একদল ইমামও বিবাহিত ও অবিবাহিত উভয়ের জন্য পাথর মারার শাস্তির কথা বলিয়াছেন। শাফিঈ (র)-এর একটি অভিমত অনুরূপ। তাহাদের দলীল হইল ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজায় উদ্ধৃত একটি হাদীস। হাদীসটি এই: দারাওয়ার্দী ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : যাহারা লূত (আ) সম্প্রদায়ের অনুসৃত কাজ করিবে তাহাদের উভয়কে হত্যা করা হইবে।

অন্য ইমামগণ বলেন : উহা ব্যভিচারের সমান। তাই যদি বিবাহিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিবে এবং যদি অবিবাহিত হয় তাহাদিগকে একশত দোর্রা মারিবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর একটি মত এইরূপ।

তবে নারীদের মলদ্বার ব্যবহার ছোট সহকামিতা। নগণ্য দুই একজন ছাড়া ইমামদের ইজমা হইল যে, উহা হারাম। বহু হাদীসে উহা নিষেধ করা হইয়াছে। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৮৫) وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ، قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا، ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

৮৫. মাদয়ানবাসিগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআয়বকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসিয়াছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দিবে। লোকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাইবে না; তোমরা মু'মিন হইলে তোমাদের জন্য ইহা কল্যাণকর।

তাফসীর : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : এই সম্প্রদায় হইল মাদয়ান ইব্‌ন ইবরাহীমের বংশধর। শুআয়ব হইলেন মিকইয়াল ইব্‌ন ইয়াশজারের পুত্র। সুরিয়ানী ভাষায়

ইয়াশজারকে ইয়াসরূন বলা হয়। আমি বলি, মাদয়ান একটি গোত্রের নাম এবং তাহাদের অধ্যুষিত শহরের নাম। উহা হিজাযের পথে অবস্থিত মাআন সংলগ্ন এলাকা। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ .

যখন সে মাদয়ানের কূপের কাছে উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাইল, একদল লোক তাহাদের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে (২৮ : ২৩)।

তাহারাই হইল আসহাবুল আইকাত। আমি শীঘ্রই এই ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলোচনায় লিপ্ত হইব ইনশাআল্লাহ্।

'সে বলিল, হে আমার জাতি! আল্লাহ্র ইবাদত কর; তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মা'বূদ নাই।' ইহাই সকল নবী রাসূলের দাওয়াতের মূল কথা।

'অবশ্যই তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসিয়া গিয়াছে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণসহ আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাই আমি যে সত্য নবী তাহা আল্লাহ্পাক সুপ্রমাণিত করিলেন। অতঃপর ইহাও সত্যতার দলীল যে, তাহাদিগকে মানুষের সাথে লেনদেনে অন্যায়ের প্রশ্রয় না নেওয়া ও দাঁড়িপাল্লায় পরিমাণ ঠিক রাখার উপদেশ দান।

দাঁড়িপাল্লা ঠিক রাখ ও মানুষকে ঠকাইও না।' অর্থাৎ তাহাদের মালপত্র কম দিও না ও তাহার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে বেশী দাম নিও না। উহাই দাঁড়িপাল্লায় চুরি।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন : وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ، الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ অর্থাৎ মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে (৮৩ : ১-২)।

এইগুলি হইল উক্ত জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদর্শন। আল্লাহ্ আমাদিগকে উহা হইতে মুক্ত রাখুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শুআয়ব (আ)-এর নিম্নরূপ উপদেশের সংবাদ প্রদান করেন। বলা-বাহুল্য শুআয়ব (আ) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাসংস্কারিক ও বাগ্মী।

(٨٦) وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْٓا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ص وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

(٨٧) وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

৮৬. লোকদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য পথে ঘাটে ওঁতপাতিয়া থাকিও না এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে আসিতে বাধা দিও না, যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছে।

আর আল্লাহ্‌র দীনে বক্রতা খুঁজিয়া ফিরিও না। স্মরণ কর, তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তাহা লক্ষ কর।

৮৭. আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহার উপর যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

তাফসীর : এখানে হযরত শুআয়ব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বাহ্যিক ও আত্মিক রাহাজানি হইতে বিরত থাকার আহ্বান জানান।

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ অর্থাৎ মানুষকে ধন-সম্পদ না দিলে হত্যার ভয় দেখাইও না। সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন : তাহারা বাধ্যতামূলকভাবে ফসল ও সম্পদের অংশ আদায়কারীর দল।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন : তাহারা হইল শুআয়ব (আ)-এর নিকট যাওয়ার ক্ষেত্রে মু'মিনগণকে বাধা দানকারী দল।

অবশ্য প্রথম অভিমতটি সুস্পষ্ট মনে হয়। কারণ, প্রত্যেকটি পথে বলিয়া তাহাই বুঝানো হইয়াছে। দ্বিতীয় তাৎপর্যের জন্যে বলা হইল :

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا অর্থাৎ তাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারীদের আল্লাহ্‌র পথে আসিতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্‌র দীনে ত্রুটি খুঁজিয়া বেড়ায়।

وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ অর্থাৎ তোমরা সংখ্যাসল্পতার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মুকাবিলায় দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সংখ্যাধিক্য দান করিয়া শক্তিশালী করিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই অবদান তোমরা স্মরণ কর।

وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ অতীতের সেই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি স্মরণ কর। তাহারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার দুঃসাহস দেখাইয়া কিভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সহিত ধ্বংস হইয়াছে। তাহারাও আল্লাহ্‌র রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

وَاِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِيْ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا অর্থাৎ তোমাদের মু'মিন ও কাফির দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে فَاصْبِرُوْا অর্থাৎ ধৈর্য ধর ও অপেক্ষা কর।

حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا অর্থাৎ তোমাদের ও আমাদের ব্যাপারে যতক্ষণ আল্লাহ্‌র মীমাংসা না আসে।

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি যথাসত্বর মুত্তাকীদের জন্য উত্তম পরিণতি ও কাফিরদের জন্য ভয়াবহ পরিণতির সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

নবম পারা

(٨٨) قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط قَالَ
اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ○

(٨٩) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ
نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا ط وَمَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ
رَبُّنَا ط وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ط رَبَّنَا افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ○

৮৮. তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলিল, হে শুআয়ব! তোমাকে ও তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দিব অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতে হইবে। সে বলিল, কী! আমরা উহা ঘৃণা করিলেও?

৮৯. তোমাদের ধর্মাদর্শ হইতে আল্লাহ্ আমাদিগকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা উহাতে ফিরিয়া যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে উহাতে ফিরিয়া যাওয়া আমাদের কাজ নহে; সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করিয়া দাও এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাফিরগণ শুআয়ব (আ) ও তাঁহার ঈমানদার সঙ্গীগণকে নানাভাবে শাসাইতেছিল। এমন কি তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকী দিয়াছিল। অন্যথায় তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বধর্মে ফিরিয়া আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করিতেছিল।

যদিও আয়াতে রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে, তথাপি উহা দ্বারা তাঁহার অনুসারিগণকে বুঝানো হইয়াছে।

اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যেদিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ তাহা যদি আমরা ঘৃণা করি তথাপি তোমরা আমাদিগকে সেই পথে যাইতে বাধ্য করিবে? আমরা যদি আবার তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই আর তোমাদের অন্তর্ভুক্ত হই তাহা হইলে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিব এবং তাঁহার শরীক মানিয়া লইব, অথচ উহা আমরা ঘৃণা করি।

وَمَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا এই আয়াতাংশে আল্লাহ্‌র দিকে ব্যাপারটি এই জন্য রুজু করা হইয়াছে যে, তিনি সব কিছুই জানেন এবং তিনিই সঠিক পথে রাখার মালিক।

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আমাদের সকল কাজে আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল এবং এখন যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহাও আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দিলাম।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ-বিসম্বাদের তুমিই মীমাংসা দান কর এবং আমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য কর।

وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ অর্থাৎ তুমিই সর্বোত্তম জট উন্মোচক ও মীমাংসাদাতা। তুমি ইনসাফগার এবং কখনও জোর জুলুম পসন্দ কর না।

(৯০) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ○

(৯১) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ○

(৯২) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ○

৯০. তাহার সম্প্রদায়ের কাফির নেতৃবৃন্দ বলিল, তোমরা যদি শুআয়বকে অনুসরণ কর তবে তো তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৯১. অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল; ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়।

৯২. মনে হইল শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারা যেন সেখানে কখনও বসবাস করেই নাই। শুআয়বকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের চরম কুফরী, ধৃষ্টতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহাদের অযৌক্তিক অন্ধ সত্য বিরোধিতার কারণেই নিজ অধীনদিগকে তাহারা হুমকী দিল যে, তোমরা যদি শুআয়বের অনুসারী হও তাহা হইলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাদের এই স্বভাবগত গোড়ামী ও বাড়াবাড়ির জন্যেই তাহারা আল্লাহ্‌র গযবে পতিত হইল। আল্লাহ্ বলেন :

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ অর্থাৎ তাহারা ভূমিকম্পের শিকার হইল ও নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল। যেহেতু তাহারা শুআয়ব (আ) ও তাঁহার সহচরগণকে দেশ ত্যাগের হুমকী দিয়াছিল ও অন্যান্য লোককেও তাঁহার অনুসারী হইতে বাধা দিতেছিল, তাই তাহারা নিজেরাই চিরতরে দেশ ছাড়া হইল। সূরা হূদে আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ .

অর্থাৎ যখন তাহাদের প্রতি আমার প্রতিকার ব্যবস্থা উপস্থিত হইল তখন আমি শুআয়ব ও তাঁহার ঈমানদার সহচরগণকে রক্ষা করিলাম আমার বিশেষ রহমতের ছায়ায় এবং জালিমদিগকে বিকট শব্দের ভূকম্পন পাকড়াও করিল। ফলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিল (১১ : ৯৪)।

মোটকথা তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে যেই তামাশা দেখাইতে চাহিয়াছিল তাহা হইতেও ভয়াবহ তামাশা তাহারা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে দেখিতে পাইল। তাহাদের সকল ঠাট্টা-বিদ্রূপ বুমেরাং হইয়া অতি কঠোরভাবে তাহাদের উপর আপতিত হইল। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। সূরা শু'আরায়ে এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

অর্থাৎ অতঃপর তাহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। ইহা তো ছিল এক ভীষণ দিবসের শাস্তি (২৬ : ১৮৯)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে কোথাও ভূকম্পন, কোথাও বিকট শব্দ ও কোথাও মেঘাচ্ছন্ন দিবসের গযবের কথা বলা হইয়াছে। মূলত ইহাতে কোন বৈশাদৃশ্য নাই। কারণ, একই মুহূর্তে এই তিনটি প্রযুক্ত হইতে পারে এবং শুআয়বের সম্প্রদায় এই তিনটি অবস্থারই শিকার হইয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন দিবসের মেঘের আড়ালেই ছিল অগ্নিবাহী বজ্র ও তার গর্জন। উপরে আকাশের গগনবিদারী গর্জন ও নিম্নে ভূখণ্ডের প্রবল ভূকম্পন সেই মেঘাচ্ছন্ন দিবসকে ভয়াবহ দিবসে পরিণত করিয়াছিল। আর সেই ত্রিমুখী গযবে গোটা এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। তাই আল্লাহ্ বলেন :

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا অর্থাৎ গযবের পর মনে হইল যেন, সেখানে কখনও কোন লোকবসতি ছিল না। যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চাহিয়াছিল তাহারা দেশে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হইল, যেন কখনও এই দেশে তাহারা ছিল না। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদের ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকীর জবাব দিলেন যাহা শুআয়বকে অনুসরণকারীদের বেলায় তাহারা দিয়াছিল। তিনি বলেন :

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ শুআয়বের অনুসারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে শুআয়বকে প্রত্যাখ্যানকারীরা।

(৯৩) فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۚ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯৩. সে তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইল এবং বলিল- হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী তো আমি তোমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। সুতরাং আমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য কিভাবে আক্ষেপ করিতে পারি?

তাফসীর : আল্লাহ্‌র গযব ও ধ্বংসলীলার পর নিজ সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতি দেখিয়া শুআয়ব (আ) দুঃখ ও ক্ষোভে মুখ ফিরাইয়া নিলেন এবং অভিমান ভরে বলিলেন–আমি আগেই তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী পৌঁছাইয়া বারবার সাবধান করিয়াছি। তথাপি তোমরা উহা বিশ্বাস কর নাই এবং ঈমান আন নাই। ফলে তোমরা এইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ। এখন আর আমি কিভাবে তোমাদের জন্য আক্ষেপ করিতে পারি? আমি আমার প্রভুর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছি। তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভাবিক পরিণতির শিকার হইয়াছ। তাই তোমাদের জন্য আমার আক্ষেপ করার কিছুই নাই। فَكَيْفَ اسى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِيْنَ অর্থাৎ কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আমি কি করিয়া আক্ষেপ করিতে পারি?

(৯৪) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ○

(৯৫) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

৯৪. আমি কোন জনপদে নবী পাঠাইলে উহার অধিবাসীবৃন্দকে অর্থ কষ্ট, দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাহাতে তাহারা নতি স্বীকার করে।

৯৫. অতঃপর অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি, অবশেষে তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করিয়াছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করি, এমনকি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহকে কিভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন এইখানে সেই খবর প্রদান করিতেছেন। যাহাদের কাছে তিনি পয়গাম্বর পাঠাইয়াছেন তাহারা রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যের শিকার ছিল। তাহা এই কারণে যে, এই বিপদাপদে তাহারা বিনয়াবত থাকিবে ও সহজেই আল্লাহ্‌র দিকে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিবে। যখন তাহাতে ফলোদয় না হয় তখন রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-দারিদ্র্যকে সুস্থতা, সবলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত করি। তাহা এই জন্য যে, তাহারা যেন কৃতজ্ঞাবনত হইয়া আমার ডাকে সহজে সাড়া দিতে পারে। কিন্তু حَتّٰى عَفَوْا অর্থাৎ যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য পায়, তখনও তাহারা পথে আসে না। তাহারা বলে, আমাদের পূর্ব পুরুষদের জীবনেও এরূপ দুঃখের পর সুখ আসিয়াছে।

তাই তিনি বলেন :

فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে একটার পর একটা অবস্থা দিয়া পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়া যখন উহার কোনটি দ্বারাই পথে আনা গেল না; বরং তাহারা আরও ঔদ্ধত্য হইয়া বলিল, আমাদের বাপদাদাদের যামানায়ও সুখ-দুঃখ ছিল, ইহাতে নূতন কিছুই নাই, তখন হঠাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিবারও অবকাশ পাইল না।

পক্ষান্তরে মু'মিনগণের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাহারা সুখের সময় আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করে ও দুঃখের সময় সবর ইখতিয়ার করে। ফলে তাহাদের উভয় অবস্থাই কল্যাণের হয়। সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত হাদীসে আছে : মু'মিনদের জন্যে বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য যে অবস্থারই ফায়সালা করেন তাহাতেই তাহারা লাভবান। যদি তাহারা দুঃখে পড়ে তাহা হইলে তাহারা সবর করে। উহা তাহাদের জন্য কল্যাণদায়ক হয়। পক্ষান্তরে যদি তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে তাহা হইলে তাহারা শোকর করে। উহাও তাহাদের জন্য কল্যাণকর হয়।

মোটকথা মু'মিন সুখ কি দুঃখ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও লাভবান হয়। তাই হাদীসে আছে: মু'মিন যে কোন পরীক্ষায় সর্বদাই পাপমুক্ত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক হইল গাধার মত। উহার মালিক কিসের সহিত উহাকে সংযুক্ত করিল আর কি বোঝা দিয়া তাহাকে পাঠাইল তাহার কোনই খবর নাই। এই জন্যই তাহাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

فَأَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঔদ্ধত্যের পরিণতিতে তাহাদিগকে এরূপ অকস্মাৎ পাকড়াও করিলাম যে, তাহারা বুঝিতেই পারে নাই। হাদীসে আছে : মু'মিনের আকস্মিক মৃত্যু হইল রহমতের আর কাফিরের আকস্মিক মৃত্যু হইল আক্ষেপের।

(٩٦) وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٩٧) اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ○

(٩٨) اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○

(٩٩) اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

৯৬. যদি সেই সকল জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে তাহাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম, কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং তাহাদের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে রাত্রিতে যখন তাহারা থাকিবে নিদ্রামগ্ন?

৯৮. অথবা জনপদের অধিবাসীবৃন্দ কি ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাহাদের উপর আসিবে পূর্বাহ্নে যখন তাহারা থাকিবে ক্রীড়ারত?

৯৯. তাহারা আল্লাহ্‌র কৌশলের ভয় রাখে না? এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেহই আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা হইতে নিরাপদ বোধ করে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে খবর দিতেছেন যে, যেই সব এলাকায় নবী পাঠানো হইয়াছিল সেই সব জনপদের খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। যেমন : তিনি বলেন :

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا هُمْ اِلٰى حِيْنٍ.

অর্থাৎ যদি সেই সব জনপদের লোক ঈমান আনিত তাহা হইলে তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে উপকৃত করিত। শুধু ইউনুসের সম্প্রদায় ঈমান আনিয়াছিল। আমি তাহাদের উপর হইতে পার্থিব শাস্তি প্রত্যাহার করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে পার্থিব জীবনের নির্ধারিত কাল পর্যন্ত কল্যাণ দান করিয়াছিলাম (১০ : ৯৮)

ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় স্বচক্ষে আযাব প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই ঈমান আনিয়াছিল। ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণ দান করা হইয়াছিল এবং আযাব অপসৃত হইয়াছিল। যেমন :

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ، فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ তাঁহাকে (ইউনুসকে) আমি এক লক্ষ কিংবা কিছু বেশী লোকের কাছে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ঈমান আনিয়াছিল। তাই আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে উপকৃত করিলাম (৩৭ : ১৪৭)। এখানে আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তর নবী যাহা লইয়া আসিয়াছে তাহাতে সাড়া দিত ও উহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিত এবং উহা অবলম্বন করিয়া ইবাদত বন্দেগী করিত ও হারাম বস্তু বর্জন করিত।

لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য আসমান ও যমীনের সর্ববিধ কল্যাণের দুয়ার খুলিয়া দিতাম।

وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কিন্তু তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল। তাই আমি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদের নাফরমানী ও ঔদ্ধত্যের জন্য ধ্বংসকারী শাস্তি দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ি সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন :

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا অর্থাৎ উক্ত জনপদের অধিবাসীরা কি নিরাপদ হইয়াছে যে, আমার শাস্তি আসিবে না।

بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ ، اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ রাত্রিকালে, যখন তাহারা নিদ্রিত থাকিবে। অথবা কি তাহারা নিরাপদ হইয়াছে যে, আমার শাস্তি আসিবে না পূর্বাহ্নে যখন তাহারা ক্রীড়ামগ্ন থাকিবে? অর্থাৎ তাহাদের কর্মব্যস্ততা ও ঔদাসীন্যের মুহূর্তে।

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহারা কি আল্লাহ্‌র শাস্তি ও প্রতিকার ব্যবস্থা তাহাদের ভুলিয়া থাকা ও ঔদাসীন্যের মুহূর্তে হঠাৎ হাযির না হবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত?

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহ্‌র প্রতিকার ব্যবস্থা ও শাস্তি হইতে উদাসীন থাকে না।

তাই হাসান বসরী (র) বলেন : মু'মিনগণ ইবাদত বন্দেগী করে এবং আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে আর পাপীরা নাফরমানী করে এবং উদাসীন হইয়া যায়।

(١٠٠) اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

১০০. কোন দেশের জনগণের পর যাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় তাহাদের নিকট ইহা কি প্রতীয়মান হয় নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের দরুন তাহাদের শাস্তি দিতে পারি? আর তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দিব এবং তাহারা শুনিবে না।

তাফসীর : اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : ধ্বংসপ্রাপ্তদের উত্তরাধিকারী সম্প্রদায়ের নিকট ইহা কি সুস্পষ্ট হইয়া যায় নাই যে, আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদের পাপের জন্য তাহাদিগকে পাকড়াও করিতে পারি?

মুজাহিদ (র) প্রমুখও অনুরূপ বলিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) তাহার তাফসীরে লিখেন : পূর্ব নবীর যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের যাহারা স্থলাভিষিক্ত তাহাদের নিকট কি ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় নাই যে, তাহারা কেন ধ্বংস হইল? তাহারা কিভাবে পূর্ববর্তীদের চরিত্র, কার্যাবলী ও নিজ প্রতিপালকের নাফরমানী অনুসরণ করিতে পারে?

اَنْ لَّوْنَشَآءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদের পূর্ববর্তিগণের সহিত যাহা করিয়াছি তাহাদের সহিতও তাহা করিতে পারি।

وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর মারিয়া দিব।

فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ উহার ফলে তাহারা হিতোপদেশ শুনিবে না।

আমি বলি, এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُوْلِى النُّهٰى .

অর্থাৎ ইহাও কি তাহাদের পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি, তাহারাও তাহাদের বাড়িঘরে বিচরণ করিয়া ফিরত। জ্ঞানীদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে (২০ : ১২৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন :

اَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ .

অর্থাৎ ইহা কি তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করে না যে, তাহাদের পূর্বে যুগে যুগে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি যাহারা তাহাদের ঘরবাড়ীতে বিচরণ করিত। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন বিদ্যমান। তবুও কি তাহারা শুনিতে পায় না (৩২ : ২৬)?

اَوَلَمْ تَكُوْنُوآ اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالُ ، وَّسَكَنْتُمْ فِىْ مَساكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ .

অর্থাৎ তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদের পতন নাই? অথচ তোমরা তাহাদেরই জনপদে অবস্থান করিতে যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছিল (১৪ : ৪৪-৪৫)। তিনি অন্যত্র বলেন :

وكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مَّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوَ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا .

অর্থাৎ অতীতে তাহাদের পূর্বে কত গোত্র ধ্বংস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পাও কিংবা তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাও ? (১৯ : ৯৮)।

তিনি আরও বলেন :

اَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ .

অর্থাৎ তাহারা কি দেখে নাই যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করিয়াছি? তাহাদিগকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম যেমনটি তোমাদিগকেও করি নাই। এবং তাহাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম আর তাহাদের পাদদেশে নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম। অতঃপর তাহাদের পাপের দরুন তাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং তাহাদের পরে অপর মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছি (৬ : ৬)।

'আদ জাতিকে ধ্বংস করার পর আল্লাহ্ পাক বলেন :

فَاَصْبَحُوْا لاَيُرٰى الاَّ مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ ، وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

অর্থাৎ অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তাহা তোমাদিগকে দেই নাই। আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথে ফিরিয়া আসে (৪৬ : ২৫-২৭)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَااٰتَيْنَا هُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ .

অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তীরাও নবীকে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে যে ফসল দিয়াছিলাম, তাহার এক-দশমাংশ দিতেও অস্বীকার করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা আমার সকল রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছে। কত ভয়াবহ রূপ লাভ করিয়াছিল তাহাদের এই অস্বীকার (৩৪ : ৪৫)!

তিনি অন্যত্র বলেন :

فَكَأَيِّمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ، اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ .

অর্থাৎ আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ—সেইগুলির বাসিন্দা ছিল জামিল। এই সব জনপদ উহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও! তাহারা কি দেশ ভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অন্তর ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়গুলি (২২ : ৪৫-৪৬)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ .

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমার আগেও রাসূলগণ বিদ্রূপের শিকার হইয়াছিল। ফলে তাহাদের বিদ্রূপকারিগণের উপর প্রতিকারের বিধান সক্রিয় হইয়াছে। কারণ, তাহারা নবীর সহিত ঠাট্টা করিতেছিল (৬ : ১০)।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়াও বহু আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার শত্রুদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং বন্ধুদিগকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ করেন। তাই তাঁহার কালাম দ্বারাই এই আলোচনা শেষ করা হইল। কারণ, কথককুলের মধ্যে সেরা সত্যবাদী হইলেন নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

(١٠١) تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ
اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٠٢) وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

১০১. এই সকল জনপদের কিছু বিত্তান্ত আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছিল; কিন্তু যাহা তাহারা পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে ঈমান আনিবার পাত্র তাহারা ছিল না, এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর করিয়া দেন।

১০২. আমি তাহাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাই নাই; বরং অধিকাংশকে তো সত্যবর্জনকারী পাইয়াছি।

তাফসীর : এতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে নূহ (আ), সালিহ্ (আ), হূদ (আ) ও শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাহিনী শুনাইলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কাফিরগণকে ধ্বংস করা হইয়াছে আর মু'মিনগণকে বাঁচাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কর্মের সপক্ষে তিনি এই যুক্তি পেশ করেন যে, সেই সব জনপদে তিনি নবী পাঠাইয়া দলীল প্রমাণ দ্বারা সত্য সুস্পষ্ট ভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! সেই সমস্ত জনপদের কাহিনী তোমাকে শুনাইব—

مِنْ اَنْبَائِهَا অর্থাৎ তাহাদের খবরাখবর জানাইব—

وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল নিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, যাহাকিছু নিয়া তাঁহারা আসিয়াছে তাহা সত্য। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অর্থাৎ আমি ততক্ষণ শাস্তি দেই না যতক্ষণ কোন রাসূল না পাঠাই (১৭ : ১৫)।

তিনি আরও বলেন :

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَّحَصِيْدٌ ، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ .

অর্থাৎ এই হইল সেই জনপদের বাসিন্দা ও ফসলাদির পরিণতি যাহা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিতেছি উহাদের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে। আর আমি তাহাদের উপর জুলুম করি নাই, কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে (১১ : ১০০-১০১)।

এখানে তিনি বলেন : فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ এই আয়াতে الباء। কারণ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ রাসূল যাহা নিয়া আসিয়াছে তাহার উপর তাহারা এই জন্য ঈমান আনিবে না যে, তাহারা তাহাকে শুরুতেই মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। এখন কি করিয়া সত্য নবী বলিয়া মানিয়া নিবে? হাসান হইতে আতিয়া (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَيُؤْمِنُوْنَ ، وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ .

অর্থাৎ তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও যে, তাহারা বিশ্বাস করিবে না ইহা তোমাদের বোধগম্য করা যাইবে কি? তাহারা যেমন প্রথমবার উহা বিশ্বাস করে নাই তেমনি আমিও তাহাদের অন্তরে ও নয়নে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিব (৬ : ১০৯-১১০)

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ এভাবে আল্লাহ্ কাফিরদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দেন।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ .

এখানে আল্লাহ্ বলেন—আমি অতীতের অধিকাংশ সম্প্রদায়কে পাপাচারী পাইয়াছি। অধিকাংশ মানবকুল আমাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি হইতে সরিয়া গিয়াছে। আমি সেই স্বভাব প্রকৃতি দিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের পিতৃপৃষ্ঠে আমি তাহাদের নিকট হইতে আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতির যে ওয়াদা গ্রহণ করিয়াছি শয়তানের চক্রান্তে তাহা হইতে তাহারা দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহারা আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই। তাহারা পরস্পর ইহার সাক্ষী ছিল। অতঃপর তাহারা উহার খেলাফ কাজ করিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহ্র সহিত শরীক বানাইয়া উহাদের ইবাদত করিয়াছে। অথচ উহা কোন শরীআত এমনকি তাহাদের সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিও সমর্থন করে না। তাহাদের নিকট শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নবীর পর নবী আসিয়া তাহাদিগকে উহা করিতে বারণ করিয়াছে। যেমন সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

"আমি আমার বান্দাকে সরল ভারসাম্যপূর্ণ দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে সেই সরল দীন হইতে সরাইয়া নিয়াছে। তাহাদের জন্য যাহা হালাল করা হইয়াছিল তাহা তাহাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে।"

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে :

"প্রত্যেকটি মানব শিশু ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার মাতা পিতা তাহাকে ইয়াহূদী, নাসারা বা মাজুসী বানায়।"

স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ .

অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমি যেই সকল রাসূল পাঠায়াছি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আমি রহমানুর রহীম ছাড়া মানুষের ইবাদতের জন্য অন্যান্য মা'বূদ বানাইয়াছি কি (৪৩ : ৪৫) ?

তিনি আরও বলেন :

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ .

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বেও এমন কোন রাসূল পাঠাই নাই যাহাকে এই ওয়াহী প্রদান করি নাই যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই, তাই আমারই ইবাদত কর (২১ : ২৫)।

অন্যত্র তিনি বলেন : لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَن اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি এই কথার উপর যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করিবে ও তাগূত হইতে বাঁচিয়া থাকিবে (১৬ : ৩৬)। এই ধরনের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে।

فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে উবায় ইব্ন কা'ব হইতে আবূ জা'ফর রাযী বলেন : মানব সন্তানরা পিতৃপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় আল্লাহ্কে যে প্রভু হিসাবে মানিয়া চলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তখন হইতেই আল্লাহ্ পাক জানিতেন যে, এই সকল লোক ঈমান আনিবে না। ইব্ন জারীর এই মতটি পসন্দ করেন।

সুদ্দী (র) বলেন : সেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণের দিনই তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। মুজাহিদও অনুরূপ বলেন। ইহা হইল আল্লাহ্ পাকের এই আয়াতের মর্মানুরূপ :

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَـادُوْا অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা পূর্বে যাহা করিত তাহাই করিবে।

(١٠٣) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَظَلَمُوْا
بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১০৩. তাহাদের পরে মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তাহার পারিষদবর্গের কাছে পাঠাইলাম। কিন্তু তাহারা উহা অস্বীকার করে; বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ বলেন : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ নূহ, হূদ, সালিহ্, লূত ও শুআয়ব (আ)-এর পরে مُـوْسٰى بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ মূসাকে আমার দলীল প্রমাণসহ রাসূল মনোনীত করিয়া তাহার যুগের মিসরের অধিপতি ফিরআউনের কাছে পাঠাইলাম। وَمَـلَائِهٖ অর্থাৎ ফিরআউনের পারিষদ ও সম্প্রদায়ের নিকটও।

فَظَلَمُـوْا بِهَـا অর্থাৎ তাহারা বিদ্বেষবশত উহা লইয়া ঝগড়া ও বাড়াবাড়ি করিল এবং উহা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিল। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ .

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে আসিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে ও তাঁহার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, হে মুহাম্মদ! আমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা লক্ষ কর। আমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিয়াছি এবং মূসা ও তাঁহার সম্প্রদায়ে সম্মুখে তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত উহা হইতে রেহাই পায় নাই (২৭ : ১৪)।

ফিরআউন ও তাঁহার সম্প্রদায়র জন্য ইহা ছিল চরম লাঞ্ছনা এবং মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য ইহা ছিল অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক।

(١٠٤) وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ۙ
(١٠٥) حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ؕ
(١٠٦) قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১০৪. মূসা বলিল, হে ফিরআউন ! আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত।

১০৫. ইহা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিব না, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ নিয়া আসিয়াছি; সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সহিত যাইতে দাও।

১০৬. ফিরআউন বলিল, যদি তুমি কোন নিদর্শন আনিয়া থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হইলে তাহা পেশ কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ফিরআউনকে জব্দ করা এবং তাহার সম্প্রদায়ের সামনে আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করার ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিতেছেন। যেমন :

وَقَالَ مُوْسٰى يَافِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির মহান সৃষ্টিকর্তা শাহানশাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন।

حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لاَّ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে একদল বলেন : আল্লাহ্ সম্পর্কে আমি সত্য ব্যতীত বলিব না। অর্থাৎ তাঁহার মহান মর্যাদার উপযোগী যথাযথ সত্য কথাই বলিব। الباء ও على একই অর্থের অনুসারী। যেমন رميت بالقوس وعلى القوس অর্থাৎ আমি ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছি। তেমনি جاء على حال حسنة وبحال حسنة অর্থাৎ সে ভাল অবস্থায়ই আসিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন : উহার তাৎপর্য এই যে, আমি আল্লাহ্র ব্যাপারে যথাযথ সত্য বলিতে আগ্রহী।

একদল মদীনাবাসী ব্যাখ্যাকার حَقِيْقٌ عَلَىَّ পড়েন এবং এই অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমার উপর ইহা অপরিহার্য যে, আমি সত্য ঘটনা ছাড়া কোন অসত্য কিছু বলিব না। যেহেতু আমি তাঁহার মহা প্রজ্ঞা ও মহান মর্যাদা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ তাহাদিগকে তোমার বন্দীশালা ও নির্যাতনাগার হইতে মুক্তি দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদতের সুযোগ দাও। কারণ, তাহারা বনী ইসরাঈলের মহান নবীর বংশধর আর সেই নবী হইলেন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)।

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . অর্থাৎ ফিরআউন বলিল : তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য বলিয়া আমি স্বীকার করি না এবং তুমি যাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিতেছ আমি তাহার আনুগত্য মানি না। তবে তোমার কাছে তোমার দাবীর সপক্ষে যদি কোন প্রমাণ থাকে তাহা প্রকাশ কর যেন আমরা তোমার সত্যতা দেখিতে ও বুঝিতে পাই।

(١٠٧) فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

(١٠٨) وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

১০৭. অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল।

১০৮. এবং সে তাহার হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল।

তাফসীর : ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : পুরুষ অজগর। সুদ্দী ও যাহ্‌হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করেন।

ফিতনা সম্পর্কীয় হাদীসে ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَأَلْقَى عَصَاهُ-এর ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপের সাথে সাথে উহা বিরাট এক আজদাহায় পরিণত হইল এবং ভীষণ ফনা তুলিয়া ফিরআউনের দিকে ধাবিত হইল। অজগরটি যখন ফিরআউনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল তখন সে প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া আসিয়া মূসা (আ)-এর কাছে প্রার্থনা করিল উহাকে বিরত রাখার জন্য এবং মূসা (আ) তাহাই করিলেন।

কাতাদা বলেন : উহা মদীনার মতই বিশাল আজদাহায় পরিণত হইয়াছিল। فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুদ্দী (র) বলেন : সেই বিশাল অজগরটি যখন ফনা তুলিয়া হা করিল তখন উহার দাড়ির দিকটি মাটিতে ও উপরিভাগটি রাজপ্রাসাদের দেয়ালের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। অতঃপর উহা ফিরআউনকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। যখন সে উহা দেখিল, তখন ভয়ে লম্ফ প্রদান করিল ও মলদ্বার দিয়া দূষিত হাওয়া নির্গত হইল। ইতিপূর্বে কখনও তাহার উহা হয় নাই। সে এতই কম্পমান হইল যে, চীৎকার করিয়া বলিল- হে মূসা! তুমি উহাকে সামলাও, আমি তোমার উপর ঈমান আনিব ও বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সহিত যাইতে দিব। তখন মূসা (আ) অজগরটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং উহা পুনরায় লাঠিতে পরিণত হইল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামা (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেন : মূসা (আ) যখন রাসূল হইয়া প্রথম ফিরআউনের দরবারে প্রবেশ করিলেন, তখন ফিরআউন তাহাকে দেখিয়া বলিল, আমি তো তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। মূসা (আ) বলিলেন—হ্যাঁ। তখন সে বলিল : আমরা কি তোমাকে আমাদের মাঝে শিশুরূপে দেখি নাই? তখন মূসা (আ) উহার প্রত্যুত্তরে যাহা বলার তাহা বলিলেন। ফিরআউন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল : উহাকে পাকড়াও কর। তৎক্ষণাৎ মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা ভীষণ অজগরে পরিণত হইল। অতঃপর ইহা ফিরআউনের দলবলের উপর লেলাইয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহারা পরাভূত হইল এবং তাহাদের পঁচিশ হাজার লোক মারা গেল। তাহারা ভয়ে দিশাহারা হইয়া একদল আরেকদলকে পদদলিত করিয়া মারিল। ফিরআউনও পরাভূত অবস্থায় স্বীয় প্রাসাদে আশ্রয় নিল। ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র)-ও তাহার কিতাব 'আয যুহুদে' ইহা উদ্ধৃত করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাটি বিরল বটে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيْنَ অর্থাৎ মূসা (আ) বগলে হাত ঢুকাইয়া উহা হইতে হাত বাহির করামাত্র উহা আলোকোজ্জ্বল হইয়া ঝলমল করিতেছিল। অথচ উহা কুষ্ঠ বা অন্য কোন ব্যাধির কারণে নহে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ অর্থাৎ তোমার হাত বগলে প্রবিষ্ট করিয়া বাহির কর, উহা কোনরূপ ক্ষতি ছাড়াই শুভ্র উজ্জ্বল হইবে (২৭ : ১২)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফিতনার হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ অর্থাৎ কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ ছাড়াই। অতঃপর যখন আবার উহা তাঁহার বগলে ঢুকাইলেন তখন উহা স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়া পাইল। মুজাহিদ সহ কয়েকজন ব্যাখ্যাতাও অনুরূপ বলেন।

(١٠٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۙ○

(١١٠) يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ○

১০৯. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, এ তো একজন সুদক্ষ যাদুকর।

১১০. এই লোক তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও?

তাফসীর : ফিরআউনের দরবারের আমীর উমরা ও পারিষদবর্গ ফিরআউনের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল : নিশ্চয় এই লোক এক বিজ্ঞ যাদুকর। কারণ, মূসা (আ)-এর মু'জিযার ভয়াবহ প্রভাব কাটাইয়া ওঠার পর নিজ সিংহাসনে বসিয়া ফিরআউন পারিষদবর্গকে উহাই বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা মিলিয়া শলাপরামর্শ শুরু করিল কিভাবে ও কোন পথে তাঁহার এই মু'জিযার প্রভাব ব্যর্থ করা যায়, তাঁহার দীনের দাওয়াত স্তব্ধ করা যায় এবং তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করা যায়। তাহারা ভয় পাইতেছিল যে, এই মু'জিযার প্রভাবে জনগণ বাপ-দাদার ধর্ম ছাড়িয়া তাঁহার ধর্মে দীক্ষা নিবে এবং তাঁহার নেতৃত্বে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ফিরআউন শাহীকে উৎখাত করিবে। সুতরাং তাঁহাকে আগে এই দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে। তাহাদের উক্ত ভীতি সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ .

অর্থাৎ ফিরআউন, হামান ও তাহাদের বাহিনী যেই ব্যাপরের আশাংকা করিতেছিল তাহাই তাহাদিগকে বাস্তবে দেখানো হইল (২৮ : ৬)।

তাহারা উক্ত জরুরী পরামর্শ সভায় বহু শলাপরামর্শের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল আল্লাহ্ পাক তাহা পরবর্তী আয়াতে তুলিয়া ধরেন।

(١١١) قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ○

(١١٢) يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

১১১. তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিত অবকাশ দাও। এবং বিভিন্ন শহরে সংগ্রহকারীদিগকে পাঠাও—

১১২. যেন তাহারা তোমার নিকট সুবিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে।

তাফসীর : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ارجه। অর্থাৎ তাহাকে সময় দাও। কাতাদা বলেন : তাহাকে কয়েদ কর।

وَاَرْسِلْ অর্থাৎ প্রেরণ কর; فِى الْمَدَائِنِ অর্থাৎ মাদায়েনসহ তোমার রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য শহরসমূহে। حَاشِرِيْنَ অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সুবিজ্ঞ যাদুকর সংগ্রহকারীদল। তাহারা যাদুকর সংগ্রহ করিয়া মিসরের বাদশাহ্‌র দরবারে সমবেত করিবে। সেই যুগে যাদুবিদ্যাই সর্বত্র

প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। যাহাদের বিশ্বাস করার তাহারা বিশ্বাস করিত ও যাহাদের সন্দেহ করার তাহারা সন্দেহ পোষণ করিত। তাই মূসা (আ)-কে যাদু পরাভূতকারী মু'জিযাসহ পাঠানো হইল। এই কারণে ফিরআউন সারা দেশের সকল যাদুকরকে সমবেত করিল মূসা (আ)-এর মুকাবিলার জন্যে। তাহারা যাদুবিদ্যা দিয়া আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট প্রমাণের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইল। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ফিরআউনের এই বক্তব্য তুলিয়া ধরেন :

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى . فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ .

অর্থাৎ ফিরআউন বলিল- হে মূসা ! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছ তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারিত কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবে না। মূসা (আ) বলিলেন : তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে। অতঃপর ফিরআউন উঠিয়া গেল এবং পরবর্তী সময়ে তাহার কৌশলসমূহ সমন্বিত করিল এবং যথাসময়ে দরবারে বসিল (২০ : ৫৭-৬০)।

এইখানেই পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক উহা বর্ণনা করেন।

(١١٣) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

(١١٤) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

১১৩. যাদুকররা ফিরআউনের নিকট আসিয়া বলিল, আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো?

১১৪. সে বলিল, হ্যাঁ এবং তোমরা আমার সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের সহিত আমন্ত্রিত যাদুকরদের শর্ত আরোপের খবর দিতেছেন। তাহাদের মধ্যে এই শর্ত হইল যে, যাদুকররা যদি মূসা (আ)-কে পরাভূত করিয়া জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে ফিরআউন তাহাদিগকে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার দিয়া ধন্য করিবে এবং তাহাদিগকে তাহার সভাসদগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহার নৈকট্য লাভের মর্যাদা দিবে। এই চুক্তি পাকাপোক্ত করিয়া যাদুকররা মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

(١١٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى إِمَّآ أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ○

(١١٦) قَالَ أَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ أَلْقَوْا سَحَرُوْٓا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

১১৫. তাহারা বলিল, হে মূসা ! তুমিই কি নিক্ষেপ করিবে, না আমরা নিক্ষেপ করিব?

১১৬. সে বলিল, তোমরাই নিক্ষেপ কর; যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল, তখন তাহারা লোকের চোখে যাদু করিল ও তাহাদিগকে গোলক ধাঁধায় ফেলিল এবং তাহারা বড় রকমের এক যাদু দেখাইল।

তাফসীর : ইহা ছিল মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরগণের সরাসরি প্রতিযোগিতা। তাই তাহারা বলিল :

اَمَّـا اَنْ تُلْقِىَ وَاَمَّـا اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِـيْنَ অর্থাৎ হয় তুমি আগে যাদু দেখাও, নয়তো আমরাই তোমার আগে লাঠি ফেলিয়া যাদু দেখাই।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

وَاَمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى অর্থাৎ অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপকারী হই (২০ : ৬৫)।

তদুত্তরে মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপকারী হও।

একদল বলেন : ইহার ভিতর হিকমত হইল এই যে, দর্শকরা প্রথম ভ্রান্ত ও অসার যাদুর ক্ষমতা ও দৌড় দেখুক। তারপর সত্য মু'জিযা ও উহার বিজয়ী শক্তি দেখিলে স্বভাবতই তাহাদের সামনে একই সংগে যাদুর অসারতা ও মু'জিযার সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে। তাহারা যখন যাদুর কারসাজী ও ধাঁধাবাজী প্রদর্শনীর কৃত্রিমতা নিয়ে চিন্তা ভাবনার পরোক্ষণে অকৃত্রিম মু'জিযা ও উহার অচিন্ত্যনীয় শক্তি দেখিতে পাইবে তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উহার সত্যতা ও সারবত্তা মানিয়া লইবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাই আল্লাহ্ এখানে বলেন : فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ অর্থাৎ তাহাদের চোখে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিল। কেননা তাহারা যাহা দেখাইয়াছে বাস্তবে তাহা আদৌ অস্তিত্ব লাভ করে নাই। উহা ছিল শুধুই তাহাদের কলাকৌশল ও খেয়ালী ব্যাপারের কারসাজী। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى
قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ، وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ ،
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى .

অর্থাৎ উহাদের যাদুর প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল, উহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল। আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। তোমার দক্ষিণ হস্তে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর; ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হইবে না (২০ : ৬৬-৬৯)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : "তাহারা শক্ত রশি ও লম্বা লাঠি নিক্ষেপ করিয়া যাদুর প্রভাব বিস্তার করিল। তাই মনে হইল যে, উহা দৌড়াইতেছে।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : যাদুকরদের সংখ্যা ছিল পনের হাজার এবং তাহাদের প্রত্যেকের নিকটই একটি করিয়া রশি ও লাঠি ছিল। তাহারা কাতারবন্দী হইয়া একযোগে যাদুর খেলা দেখাইতে দণ্ডায়মান হইল। পক্ষান্তরে মূসা (আ) শুধু তাঁহার ভাইকে নিয়া লাঠি ভর দিয়া

সেখানে হাযির হইলেন। যখন ফিরআউন সপারিষদ আসিয়া দরবারে আসন গ্রহণ করিল, তখন যাদুকরগণ বলিল : হে মূসা ! হয় তুমি আগে লাঠি নিক্ষেপ কর অথবা আমরাই আগে উহা নিক্ষেপ করি। মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই আগে নিক্ষেপ কর।

তাহারা যাদু দ্বারা প্রথমে মূসা (আ) ও ফিরআউনের চোখে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করিল। তারপর সকল দর্শকের দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করিল। অতঃপর তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ হস্তস্থিত রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল, অমনি উহা পাহাড়ের ন্যায় এক একটি সাপ হইয়া ময়দান পূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং একটির উপর আরেকটি জড়াজড়ি করিতে লাগিল।

সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা সংখ্যায় ছিল ত্রিশ হাজারের অধিক এবং তাহাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি ও রশি ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) ... কাসিম ইব্‌ন আবূ বার্রা হইতে বর্ণনা করেন :

"ফিরআউন সত্তর হাজার যাদুকর একত্রিত করিয়াছিল। তাহারা সত্তর হাজার দড়ি ও সত্তর হাজার লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং তাহারা যাদুর মাধ্যমে দেখাইতেছিল যে, সবগুলিই দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাই আল্লাহ্ বলেন :

وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ তাহারা বড় রকমের যাদু দেখাইল।

(١١٧) وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ○

(١١٨) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(١١٩) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ○

(١٢٠) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِينَ ○

(١٢١) قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

(١٢٢) رَبِّ مُوسَىٰ وَهٰرُونَ ○

১১৭. মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ পাঠাইলাম, তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর; সহসা উহা তাহাদের অলীক সাপগুলি গ্রাস করিতে লাগিল।

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহারা যাহা করিতেছিল তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল।

১১৯. সেখানে তাহারা পরাভূত ও লাঞ্ছিত হইল।

১২০. আর যাদুকররা সিজদাবনত হইল।

১২১. তাহারা বলিল, আমরা ঈমান আনিলাম জগৎসমূহের প্রতিপালকের প্রতি-

১২২. যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, এইরূপ এক সংকট সন্ধিক্ষণে আমি আমার বান্দা ও রাসূল মূসার নিকট ওয়াহী পাঠাইলাম আর সেই প্রত্যাদেশ বাস্তবায়নের ফলে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গেল। আমি তাহাকে তাহার হাতের লাঠিটি

নিক্ষেপের নির্দেশ দিলাম। যখন সে উহা নিক্ষেপ করিল অমনি উহা বিশাল এক আজদাহায় রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য সাপগুলি গিলিয়া ফেলিল।

مَا يَأْفِكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেই রশি ও লাঠিগুলি নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং উহা আলীক সাপ হইয়া দৌড়াইতেছিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : যাদুকররা তাহাদের রশি ও লাঠির যাদুর এই করুণ পরিণতি দেখিয়া বুঝিতে পাইল যে, ইহা আসমানী প্রতিশোধ ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না এবং ইহা কখনও যাদুর কারসাজী হইতে পারে না। তখনই তাহারা সন্ত্রস্তভাবে সিজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল : اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ অর্থাৎ আমরা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম যিনি মূসা ও হারূনেরও প্রতিপালক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : যাদুকররা যে সব দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করিয়াছিল সেইগুলি একের পর এক সবাইকে মূসা (আ)-এর লাঠি অজগর হইয়া গিলিয়া ফেলিল বেশী কিছুই দেখা গেল না ময়দানে উহার সংখ্যা। অতঃপর মূসা (আ) তাঁহার লাঠিকে ধরিয়া ফেলিল এবং আগের মতই উহা মূসা (আ)-এর হাতের লাঠি হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া যাদুকরগণ সিজদায় পড়িয়া বলিয়া উঠিল–আমরা জগৎসমূহের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। যদি ইহা যাদু হইত তাহা হইলে আমরা পরাভূত হইতাম না।

কাসিম ইব্ন আবূ বুর্রা বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াহী পাঠাইয়া মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন : তোমরা লাঠি নিক্ষেপ কর। যখন তিনি লাঠি ফেলিলেন তখন উহা বিশাল অজগর হইয়া যাদুকরদের সাপরূপী রশি ও লাঠিগুলি গিলিয়া ফেলিল। অমনি যাদুকরগণ সিজদায় পড়িয়া গেল। তাহাদের কর্তা ব্যক্তিরা ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল। তাহারা সিজদাবনত অবস্থায় জান্নাত ও জাহান্নাম এবং উহাদের বাসিন্দাদের অবস্থা দেখিতে পাইল।

(١٢٣) قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

(١٢٤) لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(١٢٥) قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

(١٢٦) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

১২৩. ফিরআউন বলিল, কী! আমি তোমাদিগকে অনুমতি দিবার পূর্বে তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? ইহা তো এক চক্রান্ত, তোমরা এই চক্রান্ত করিয়াছ নগরবাসিগণকে উহা হইতে বহিষ্কারের জন্য। আচ্ছা, শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে।

১২৪. আমি তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে অবশ্যই কর্তন করিবই; অতঃপর তোমাদিগের সকলকেই শূলবিদ্ধও করিবই।

১২৫. তাহারা বলিল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

১২৬. তুমি তো আমাদিগকে শাস্তিদান করিতেছ এই জন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস করিয়াছি যখন উহা আমাদের কাছে আসিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে মৃত্যু দান কর মুসলমান অবস্থায়।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, যাদুকরগণ পরাভূত হইয়া সংগে সংগে মূসা (আ)-এর উপর ঈমান আনায় জনগণের উপর ইহার যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিল উহাকে অভিশপ্ত ফিরআউন একটি পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত ভাবিয়া যাদুকরগণকে কিভাবে শাসাইয়াছিল। তিনি বলেন :

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا .

অর্থাৎ তোমরা যে তোমাদের উপর মূসাকে আজ বিজয়ী করিয়াছ ইহা তোমাদের পূর্ব পরিকল্পিত সম্মিলিত চক্রান্ত ও যোগসাজশ। তোমরা উভয় দল পরামর্শ করিয়া পারস্পরিক সম্মতি সহকারে ইহা করিয়াছ। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেন :

اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু শিখাইয়াছে। সে সকল কিছু জানে আর সে হইল তোমাদের মধ্যমণি বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তি।

অবশ্য ফিরআউন যাহা বলিল তাহা চরম ভুল কথা। কারণ, মূসা (আ) মাদায়েন হইতে আসিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র পথের দাওয়াত নিয়া তাহার নিকট হাযির হইয়াছেন। তিনি যে বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা তাঁহার নবূওয়াত ও রিসালাতের সত্যতা প্রমাণের জন্য। তাহারই সামনে ফিরআউন তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মাদায়েন ও অন্যান্য শহর হইতে যাদুকরগণকে মিসরে সমবেত করার জন্য সংগ্রাহক প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা ছিল তাহার ও তাহার সভাসদগণের পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত। যাদুকররা তাহার নিকট উপস্থিত হওয়ার পর সে তাহাদিগকে বিজয়ী হইতে পারিলে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সুতরাং জনগণকে এই ব্যাপারে উৎসুক করা ও তাহাদের নিকট এই অবস্থাটি প্রকাশ পাওয়া এবং ফিরাআউনের দরবারে তাহাদের আগমন এই সব কিছুর জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী। মূসা (আ) যাদুকরদের কাহাকেও চিনেন না, তাহাদিগকে কখনও দেখেন নাই এবং আগে তাহাদের সহিত কোথাও মিলিত হন নাই। ফিরআউন নিজেও তাহা ভালভাবে জানে। তথাপি জনতার সামনে উহা বলার উদ্দেশ্যে হইল তাহাদিগকে বোকা বানানো এবং বানোয়াট কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিজের দলে বহাল রাখা। এইভাবে সে তাহাদের মূর্খতার সুযোগ নিয়া তাহাদিগকে নানা বানোয়াট কথার মাধ্যমে বোকা বানাইয়া রাজত্ব চালাইয়া যাইতেছে ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন : فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ অর্থাৎ উহাতে তাহার সম্প্রদায় ভীত হইয়া তাহার অনুগত হইল। এমনকি তাহার মূর্খ সম্প্রদায় তাহার اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক প্রভু' দাবীটিও

মানিয়া নিয়াছে। অথচ এই দাবী ছিল সৃষ্টিকুলের ভিতর সব চাইতে মূর্খতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবীদারের বক্তব্য।

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা)সহ বিভিন্ন সাহাবা হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরে বলেন : যাদুকরদের সর্দার ও মূসা (আ)-এর ভিতর যখন দেখা-সাক্ষাৎ হইল তখন মূসা (আ) যাদুকর সর্দারকে বলিলেন : তোমার কি খেয়াল, যদি আমি তোমাকে পরাজিত করিয়া জয়ী হই তাহা হইলে কি তুমি আমার উপর ঈমান আনিবে এবং আমি যাহা নিয়া আসিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিবে ? যাদুকর প্রধান বলিল : আগামী দিন আমরা এমন যাদুর খেলা দেখাইব যাহা কোন যাদুই পরাভূত করিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্র শপথ! যদি তুমি আমার উপর জয়ী হও, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তোমার উপর ঈমান আনিব এবং অবশ্যই আমি সাক্ষ্য দিব যে, তুমি সত্য। ফিরআউন তাহাদের এই কথোপকথন লক্ষ করিয়াছিল। তাই যাদুকরগণকে উপরোক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করিল।

لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا অর্থাৎ মূসা ও তোমরা জনগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে ও রাষ্ট্র কর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিবে।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের ব্যাপারে কিরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি তাহা শীঘ্রই টের পাইবে।

অতঃপর ফিরআউন সেই কঠোর ব্যবস্থার ব্যাখ্যা দান করিল :

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ অর্থাৎ ডান হাত ও বাম পা অথবা বাম হাত ও ডান পা কাটিব।

لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব। অন্যত্র তিনি বলেন : فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ অর্থাৎ খেজুর শাখায় ঝুলাইয়া ফাঁসী দিব।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : পৃথিবীতে ফিরআউনই প্রথম শূলবিদ্ধ করা ও বিপরীত দিকের হাত-পা কাটার দণ্ড চালু করে।

যাদুকররা বলিল : اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ ইহা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া যাইতেছি। কারণ, তাঁহার শাস্তি তোমার শাস্তি হইতেও ভয়াবহ এবং তাঁহার লাঞ্ছনা তোমাদের লাঞ্ছনা হইতে আরও মারাত্মক। তুমি সেই যাদুর খেলার দিকে আমাদিগকে ডাকিতেছ যাহা আমরা অপসন্দ ও ঘৃণা করি। উহাই তো আমাদের জন্য লাঞ্ছনা। তাই আমরা আজ তোমার দণ্ডের জন্য ধৈর্য ধারণ করিব। যাহাতে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে বাঁচিতে পারি।

অতঃপর তাহারা প্রার্থনা করিল : رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! এই কঠিন সংকটে তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দাও যেন আমরা তোমার দীনের উপর স্থির ও সুদৃঢ় থাকিতে পারি।

وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ তোমার নবী মূসা (আ)-এর অনুসারী হিসাবে মৃত্যুদান কর। অতঃপর তাহারা ফিরআউনকে বলিল :

فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا
اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ
فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى ، وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى .

অর্থাৎ অতএব তুমি যাহা করিতে চাও কর; তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ ও তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ সেই অপরাধ। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম ও স্থায়ী। যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। আর যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে, মু'মিন অবস্থায় সৎকাজ করিয়া, তাহাদের জন্য রহিয়াছে সর্বোচ্চ মর্যাদা (২০ : ৭২-৭৫)।

অতঃপর যাহারা পূর্বাহ্নে ছিল ঘৃণ্য যাদুকর, তাহারাই অপরাহ্নে শহীদে পরিণত হইল। ইব্‌ন আব্বাস, উবায়েদ ইব্‌ন উমায়ের, কাতাদা ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : তাহারা পূর্বাহ্নে যাদুকর ছিল ও অপরাহ্নে শহীদ হইল।

(١٢٧) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا
فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ ط قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىٖ نِسَآءَ
هُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ○
(١٢٨) قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ج اِنَّ الْاَرْضَ
لِلّٰهِ قف يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○
(١٢٩) قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ط
قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○ ع

১২৭. ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিল, আপনি কি মূসাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিতে দিবেন? সে বলিল, আমরা তাহাদের পুত্রদিগকে হত্যা করিব ও তাহাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিব আর আমরা তো তাহাদের উপর প্রবল।

১২৮. মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। রাজ্য তো আল্লাহ্‌রই! তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।

১২৯. তাহারা বলিল, 'আমাদের নিকট তোমার আসিবার পূর্বেও আমরা নির্যাতিত হইয়াছি এবং তোমার আসিবার পরেও। সে বলিল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে রাজ্যে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; অতঃপর তোমরা কী কর তাহা তিনি লক্ষ করিবেন।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সভাসদগণ মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল ও ভবিষ্যতেও যাহা চালাইবার পরিকল্পনা নিয়াছিল তাহা জানাইতেছেন। তিনি বলেন :

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফিরআউনের সম্প্রদায়ের একদল লোক ফিরআউনকে বলিল।

اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাহার সম্প্রদায়কে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিতে এবং আপনার প্রজাপুঞ্জকে আপনার ইবাদত ছাড়িয়া আল্লাহ্র ইবাদত করার আহ্বান জানাইয়া ফিরিতে সুযোগ দিতে চাহেন?

হায় আল্লাহ্! কী আশ্চর্য! তাহারা মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ফাসাদের (!) জন্যে ভয় পাইতেছে? জানিয়া রাখ, ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ই ফাসাদ সৃষ্টিকারী। কিন্তু তাহারা উহা বুঝে না। তাই তাহারা বলিল : وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ অর্থাৎ আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করিবে।

একদল তাফসীরকার বলেন : এখানে واو অক্ষরটি অবস্থা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আপনি কি মূসা ও তাঁহার সম্প্রদায়কে ফাসাদপূর্ণ অরাজক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সুযোগ দিতে চাহেন ? সে তো আপনার ইবাদত আগেই বর্জন করিয়াছে! উবাই ইব্ন কা'ব (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন : তাহাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা আপনার ও আপনার দেবতাগণের ইবাদত বর্জন করিয়াছে। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করেন।

একদল اَلهتك স্থলে الاهتك পড়েন। অর্থাৎ আপনার ইবাদত। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। একদল বলেন : এখানে واو সংযোজক শব্দ। অর্থাৎ আপনি কি তাহাদিগকে ফাসাদ সৃষ্টি ও আপনার প্রভুগণকে বর্জনের সুযোগ দিতে চাহেন? আপনি তো তাহাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়াছেন।

পূর্বোক্ত কারণের ভিত্তিতে একদল বলেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে উহার উপাসনা করিত। হাসান বাসরী বলেন : ফিরআউনের একটি দেবতা ছিল। সে গোপনে উহার উপাসনা করিত। একদল বলেন : তাহার কাঁধে ঝুলানো একটি ফুল থাকিত এবং সে উহাকেই পূজা করিত ও প্রণতি জানাইত।

وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) মনে করেন, কোন সুন্দর গাভী দেখিলেই ফিরআউন উহাকে পূজা করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিত। এই কারণেই তাহাদের পূজার জন্য একটি সুন্দর সবল হাম্বারবকারী দামড়া বাছুর সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

ফিরআউন তাহাদের প্রশ্নের জবাবে জানাইল : আমরা বনী ইসরাঈলদের পুত্রগণকে হত্যা করিব ও নারীগণকে রাখিয়া দিব। ফিরআউন তাহাদের ব্যাপারে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ইহা দ্বিতীয় দফা। প্রথম দফা এইরূপ করিয়াছিল মূসা (আ)-এর জন্মের আগে। তাহার আগমন ঠেকাইবার জন্য। কিন্তু তাহার সেই পরিকল্পনা ও অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া মূসা (আ) আবির্ভূত হন। দ্বিতীয় দফার পরিকল্পনাও সেইরূপ ব্যর্থতার মুখ দেখিল। তাহারা বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত করিবার এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ইহার বিপরীত পরিকল্পনা আসিয়া হাযির হইল। ফলে সে লাঞ্ছিত হইল ও বনী ইসরাঈলগণ মর্যাদাপ্রাপ্ত হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সসৈন্য নীল নদে ডুবাইয়া মারিলেন।

ফিরআউন যখন বনী ইসলাঈলগণের বিরুদ্ধে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করিল. তখন মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে বলিলেন : اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধারণ কর। অতঃপর তাহাদের এই সুসংবাদ দিলেন যে, শীঘ্রই এই রাষ্ট্রের তোমরাই উত্তরাধিকারী হইবে।

তাহারা বলিল : قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا অর্থাৎ হে মূসা! তোমার আসার আগেও আমরা এই নির্যাতন তোমার উপলক্ষেই ভোগ করিয়াছি এবং এখনও তোমার উপলক্ষে আবার ভোগ করিতেছি। ইহার জবাবে তিনি বলেন : عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ অর্থাৎ শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করিবেন। ইহা ছিল তাহাদিগকে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহ দান ও বিপদের বদলে নিয়ামত লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য।

(١٣٠) وَلَقَدْ اَخَذْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

(١٣١) فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ
سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ ۗ اَلَآ اِنَّمَا طٰٓئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৩০. আমি তো ফিরআউনের অনুসারিগণকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতিদ্বারা আক্রান্ত করিয়াছি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে।

১৩১. যখন তাহাদের কোন কল্যাণ হইত, তাহারা বলিত, ইহা তো আমাদের প্রাপ্য; আর যখন কোন অকল্যাণ হইত তখন উহার জন্য মূসা আর তাহার সংগীগণের উপর দোষ চাপাইত। শোন, তাহাদের অকল্যাণ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইহা জানে না।

তাফসীর : وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ, অর্থাৎ ফিরআউনের অনুসারিগণকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি দুর্ভিক্ষ দিয়া।

بِالسِّنِيْنَ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরগুলি দ্বারা ও শস্য হানি ঘটাইয়া।

وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ ফল-ফসল হ্রাস করিয়া। মুজাহিদ (র) বলেন : ইহা দুর্ভিক্ষের বৎসর ভিন্ন অন্য বৎসর।

রাজা ইব্‌ন হায়াত (র) হইতে আবূ ইসহাক (র) বলেন : খেজুর বৃক্ষে একবার মাত্র খেজুর হইত।

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেন যথার্থ উপলব্ধি অর্জন করে।

فَاِذَا جَائَتْهُمُ الْحَسَنَةُ অর্থাৎ যখন তাহাদের ফল-ফসলের প্রাচুর্য দেখা দিত।

قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ অর্থাৎ আমরা পরিশ্রম করিয়াছি বলিয়াই ইহা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ অর্থাৎ যখন তাহাদের দুর্দিন দেখা দেয়।

يَطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ অর্থাৎ ইহা মূসা ও তাহার সংগীদিগের স্বরূপ তাহাদের কারণে হইয়াছে অভিশাপ

اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, তাহাদের এই দুর্দিন আসে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ তালহা (র) বলেন : তাহাদের যাহা কিছু বালা মুসীবত তাহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আসে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের অধিকাংশ লোকই এই সত্যটি উপলব্ধি করে না।

(١٣٢) وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِيْنَ ○

(١٣٣) فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ
وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ قف فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(١٣٤) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ
عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ
بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ۚ

(١٣٥) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰٓى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

১৩২. তাহারা বলিল, আমাদিগকে যাদু করিবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব না।

১৩৩. অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পংগপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা আক্রান্ত করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল; আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।

১৩৪. এবং যখন তাহাদের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত- হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সহিত আমাদের যে অংগীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনিবই, এমন কি বনী ইসরাঈলগণকেও তোমার সহিত যাইতে দিব।

১৩৫. যখনই তাহাদের উপর হইতে শাস্তি অপসারণ করিতাম, এক নির্দিষ্ট কালের জন্য যাহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদের অংগীকার ভংগ করিত।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে ফিরআউন সম্প্রদায়ের ধৃষ্টতা, দাম্ভিকতা, সত্য বিরোধিতা ও মিথ্যার উপর বারংবার আঁকড়াইয়া থাকার সংবাদ প্রদান করা হইতেছে। তাহারা বলে :

مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তুমি যতই নিদর্শন দেখাও আর দলীল-প্রমাণ উপস্থিত কর না কেন, আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনিব না। এমন কি তুমি যাহা নিয়া আসিয়াছ তাহার উপরও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। তাই আল্লাহ্ বলেন:

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা লইয়া মতান্তর দেখা দিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনামতে طوفان অর্থ হইল অতি বৃষ্টি থাকার ফলে পানির প্লাবন হইয়া ফল-ফসল সব তলাইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ইস্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) এই মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অন্য একটি বর্ণনামতে উহা ছিল মড়ক ও প্লেগ, আতাও এই মতের অনুসারী।

মুজাহিদ (র) তুফান-এর ব্যাখ্যায় প্লাবন ও প্লেগ উভয়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : তুফান অর্থ হইল মড়ক।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামানের সূত্রে ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করেন। তবে হাদীসটি গরীব পর্যায়ের।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অপর বর্ণনা মতে উহা আল্লাহ্‌র এমন এক ব্যবস্থা যাহা তাহাদের উপর পরিবেষ্টন করিয়াছিল। অতঃপর তিনি পাঠ করেন : فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তাহাদের উপর দিয়া প্রদক্ষিণকারী একটি প্রবাহ প্রবাহিত হইল যখন তাহারা ছিল নিদ্রিত। অর্থাৎ তাণ্ডব সৃষ্টিকারী টর্নেডো বা ঘুর্ণিঝড়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

الجراد হইল সুপরিচিত টিড্ডি এবং ইহা খাওয়া বৈধ। সহীহ্ সংকলনদ্বয়ে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। যেমন :

আবূ ইয়াকূব (র) হইতে সহীহ্‌দ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে 'জারাদ' সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমরা তখন টিড্ডি ভক্ষণ করিতাম।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইব্‌ন মাজা (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে যায়েদ ইব্‌ন আসলাম সূত্রে আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাদের জন্য দুইটি মৃত জীব ও দুইটি রক্ত বৈধ করা হইয়াছে। তাহা হইল মাছ ও টিড্ডি এবং যকৃত ও প্লিহা।

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবূ দাউদ (র) ... সালমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা)-কে জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : উহা সাধারণত আল্লাহ্‌র সৈন্যদল। আমি উহা খাই না, হারামও জানি না।

রাসূল (সা) উহা বৈধ জানিয়াও তেমনি এড়াইয়া চলিতেন যেভাবে তিনি গুইসাপ বৈধ বলা সত্ত্বেও নিজে খাইতেন না। ইহা ছিল তাহার রুচির প্রশ্ন। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) তাঁহার সংকলনে জারাদ সম্পর্কে আবূ সাঈদ (র) হাসান ইব্‌ন আলী আদবী হইতে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। যেমন :

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে তিনি বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) টিড্ডি খাইতেন না, কিডনীও খাইতেন না, গুইসাপও খাইতেন না, অথচ উহা অবৈধ বলিতেন না। টিড্ডি হইল আযাব ও শাস্তির নিদর্শন। কিডনী বা লিভার-প্লীহা মূত্রাশয় সংলগ্ন বস্তু। গুইসাপের চেহারায় বিকৃতি সৃষ্টির ভয় রহিয়াছে। ইব্‌ন আসাকির (র) বলেন : হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা উদ্ধৃত করি নাই।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) টিড্ডি অত্যন্ত পসন্দ করিতেন ও খাবার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-কে টিড্ডি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : আহা! আমাদের কাছে যদি উহার দু'এক টুকরা থাকিত তাহা হইলে খাইতাম!

ইব্‌ন মাজা (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল (সা)-এর বিবিগণ একে অপরকে টিড্ডির বদলে টিড্ডি হাদিয়া দিতেন।

আবুল কাসিম বাগাবী (র) ... আবূ উমামা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : মারয়াম বিন্‌ত ইমরান (আ) তাহার প্রতিপালকের কাছে রক্ত মুক্ত মাংস খাইতে চাহিলে তিনি তাহাকে টিড্ডি খাইতে দেন। তখন সে প্রার্থনা করিল, হে আল্লাহ্! উহাকে স্তন্যপান ছাড়াই বাঁচাইয়া রাখিও এবং বংশধারা ছড়াইয়া দিও।

আবূ যুহায়ের নুমায়রী হইতে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, নুমায়রী বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : জারাদের সহিত যুদ্ধ করিও না। উহারা আল্লাহ্‌র বিরাট সৈন্যদল। অবশ্য হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ বলেন : উহারা দরজাসমূহের পেরেকগুলি খাইয়া ফেলিত ও কাঠগুলি ফেলিয়া যাইত।

আওযাঈ হইতে ইব্‌ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি একবার ময়দানে বাহির হইলাম। আকাশে বহু টিড্ডি ছিল। উহার একটি মাটিতে নামিয়াছিল। হঠাৎ উহা পায়ের নীচে পড়িতেই লোহার কাঁটার মত পায়ে বিঁধিতেছিল। অমনি সরিয়া গিয়া উহা হাত পাতিয়া ডাকিলে হাতে আসিয়া বসিল। উহা তখন বলিয়া উঠিল : দুনিয়া বাতিল উহার

ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল। দুনিয়া বাতিল, উহার ভিতর যাহা আছে তাহাও বাতিল।

হাফিজ আবুল ফারাজ আল মুআফী ইব্ন যাকারিয়া হাবারী (র) বর্ণনা করেন যে, আমের বলেন : শুরায়েহকে কারী জারাদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : জারাদাকে আল্লাহ্ বড়ই কুৎসিত গড়ন দিয়াছেন। উহা সাতটি বিচিত্র অংশের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। উহার মাথা হইল ঘোড়ার মাথা। ঘাড় হইলো বলদের ঘাড়। সীনা হইল সিংহের সীনা। পাখা দুইটি শকুনের পাখা। চরণ দুইটি উটের চরণ। লেজটি হইল সাপের লেজ। পেটটি হইল বৃশ্চিকের পেট।

আমরা أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত একটি হাদীসে আগেও জারাদ সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবুল মহযিম সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমরা নবী করীম (সা)-এর সংগে হজ্জ কিংবা উমরা উপলক্ষে সফরে বাহির হইলাম। আমাদের সম্মুখে একটি টিড্ডি পাইলাম। আমরা তখন মুহরিম। তথাপি আমরা খুব মজা করিয়া উহা খাইলাম। অতঃপর হুযূর (সা)-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন: সমুদ্রের প্রাণী শিকারে কোন পাপ নেই।

ইব্ন মাজা (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূল (সা) টিড্ডির উৎপাত বন্ধের জন্য এইরূপ দু'আ করিতেন :

اللّهم اهلك كباره ، واقتل صغاره ، وافسد بيضه ، واقطع دابره وخذ بافواهه عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء .

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্! উহার বড়গুলিকে ধ্বংস কর, ছোটগুলিকে হত্যা কর, ডিমগুলিকে নষ্ট কর এবং উহার শিকড় কাটিয়া দাও। আর উহার মুখ হইতে আমাদের জীবিকা ও রুযী রক্ষা কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

তখন তাঁহাকে জাবির (রা) প্রশ্ন করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আল্লাহ্র সেনাবাহিনী একটি দলের মূলোচ্ছেদ চাহিলেন ? তিনি বলিলেন : উহা সামুদ্রিক মাছ হইতে উৎক্ষিপ্ত এক প্রাণী বিশেষ।

হিশাম (র) বলেন : আমাকে যিয়াদ এক প্রত্যক্ষদর্শী হইতে এই খবর দিয়াছেন যে, যখন সেই মাছ ডিম পাড়ার সময় হয় কিনারায় চলিয়া আসে। সেখানে ডিম ছাড়িলে পানি সুস্বাদু হয় এবং সূর্যালোকে উহা প্রস্ফুটিত হয়। তখন উহা টিড্ডি পাখিতে রূপ নেয়।

এই ব্যাপারটি আমি لاَّ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ। আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে উদ্ধৃত একটি হাদীসে পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছি। যেমন, উমর (রা)-এর বর্ণিত সেই হাদীসে আছে : আল্লাহ্ তা'আলা এক হাজার শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার ছয়শত জলভাগে ও চারিশত স্থলভাগে রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে টিড্ডি।

আবূ বক্র ইব্ন দাউদ (র) ... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ... 'তরবারির সাথে ব্যাধি নাই আর টিড্ডির দেহে চর্ম নাই। হাদীসটি গরীব।

قُمَّلُ (কুম্মাল) গমের পোকা। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উহা গমের মধ্যে উৎপন্ন হয় ও উহা হইতে নির্গত হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা হইল 'দবা' টিড্ডির ক্ষুদ্র সংস্করণ। উহার কোন পাখা নাই। মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা প্রমুখও তাই বলেন। হাসান ও সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন : উহা হইল ক্ষুদ্রাকৃতির কালো পোকা।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : কুম্মাল হইল কাঠসম।

ইব্ন জারীর বলেন : 'কুমলাতুন' শব্দের বহু বচন হইল কুম্মাল। উহা উটের পোকার মতই এক ধরনের পোকা। উহা উটকে দংশন করে ও পীড়া দেয়। কবি আ'শ বলেন :

قوم يعالج قملا ابنا ئهم * وسلاسلا اجد وبابا موصدا

জাতির মত নষ্ট ছেলে কুম্মালসম দুষ্টকীট
ওষুধ হল রুদ্ধ দুয়ার শিকল বাঁধা বেদম পিট।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আরবী ভাষাভাষী বসরার একদল আলিম বলেন, 'কুম্মাল' আরবদের পরিভাষায় 'হুমনান' যাহার একবচন হইল হুমনানাহ্! উহা এঁটেল পোকা হইতে ছোট ও উকুন হইতে বড়। তিনি আরও বলেন :

ইব্ন হুসাইদ রাযী (র) ... সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে বর্ণনা করেন : যখন মূসা (আ) ফিরআউনের নিকট আসিয়া বলিলেন : আমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দাও, তখন সে উহাতে রাযী হইল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তুফান বা প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটাইলেন। ফিরআউন উহাকে আযাব ভাবিয়া ভয় পাইল ও মূসা (আ)-কে বলিল : তুমি তোমার প্রভুকে ডাকিয়া আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব ও তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। অতঃপর মূসা (আ) তাহা করিলেন। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাহার সংগে যাইতে দিল না। তবে সেই বছর এত ফল-ফসল হইল যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই। তখন তাহারা বলিল, আমরা তো ইহাই পাবার যোগ্য। তখন আল্লাহ্ তা'আলা টিড্ডি পাঠাইলেন। তাহাদের সকল ক্ষেত খামারে উহা ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা বুঝিতে পারিল, ফল ফসল আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তাই তাহারা বলিল- হে মূসা! আমাদিগকে দু'আ করিয়া টিড্ডি মুক্ত কর। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব। তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করায় টিড্ডি চলিয়া গেল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে মূসা (আ)-এর সহিত যাইতে দিল না। পক্ষান্তরে তাহারা গৃহগুলি সুরক্ষিত করিয়া উহাতে আশ্রয় লইয়া বলিল, আমরা এখন নিরাপদ অবস্থানে রহিয়াছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা কুম্মাল প্রেরণ করিলেন। উহা গমের কীট এবং গম হইতেই উহা নির্গত হইত। তখন তাহারা আবার বলিল- হে মূসা! তোমার প্রভুকে বলিয়া আমাদিগকে দুষ্ট কীট হইতে উদ্ধার কর। তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। মূসা (আ) তাহাই করিলেন। দুষ্টকীট উধাও হইল। কিন্তু তাহারা এবারেও ঈমান আনিল না ও বনী ইসরাঈলগণকে তাঁহার সংগে যাবার অনুমতি দিল না।

ইত্যবসরে মূসা (আ) ফিরআউনের দরবারে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ ফিরআউন ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর শব্দ শুনিতে পাইল। তখন তিনি ফিরআউনকে বলিলেন : তুমি ও তোমার

সম্প্রদায় কি এই জীবের কখনও দেখা পাইয়াছ? সে বলিল : ইহা হয়ত আরেক চক্রান্ত। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এমন সময় একটি লোক আসিয়া বলিল। তাহার চোয়ালে একটি ব্যাঙ বসিল। যখন সে অন্যান্যের সহিত কথা বলিতে মুখ খুলিল, অমনি তাহার মুখের ভিতর ব্যাঙ ঢুকিয়া গেল। এইসব উৎপীড়ন হইতে বাঁচার জন্য তাহারা আবার মূসা (আ)-কে বলিল : হে মূসা! তোমার প্রতিপালককে ডাকিয়া আমাদিগকে ব্যাঙের উৎপাত হইতে রক্ষা কর। আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং বনী ইসরাঈলগণকে তোমার সংগে যাইতে দিব। তিনি তখন তাহাই করিলেন। ফলে ব্যাঙ বিদায় হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রক্ত পাঠাইলেন। উহার প্রাচুর্য এরূপ ছিল যে, তাহাদের নদী, নালা, ঝরনা, কূপ এমনকি পানির পাত্রগুলিও রক্তে পরিপূর্ণ হইল। তখন তাহারা ফিরআউনের কাছে এই দূরবস্থার কথা জানাইল। তাহারা বলিল, আমরা রক্তের মহা বিপদে আক্রান্ত। আমরা আদৌ পানি পাইতেছি না। তখন সে বলিল, নিশ্চয়ই মূসা যাদু করিয়া তোমাদের কিছু লোকের পানি নষ্ট করিয়াছে। তাহারা বলিল, পানিতো কোথাও নাই। শুধু সর্বত্র রক্ত আর রক্ত। তখন সকলে মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল- হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুকে ডাক। তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব এবং তোমার সংগে বনী ইসরাঈলগণকে যাইতে দিব। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহারাও রক্তমুক্ত হইল। কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না এবং বনী ইসরাঈলগণকেও তাহার সংগে যাইতে দিল না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সুদ্দী ও কাতাদ্‌াসহ বেশ কিছু পূর্বসূরি ইমাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন :

যখন আল্লাহ্‌র দুশমন ফিরআউন দেখিল, যাদুকরগণ পরাজিত ও হতচিত্ত হইয়া ঈমান আনিয়াছে, তখনও সে কুফরীর উপর দৃঢ় রহিল ও পাপাচারের চরমে পৌঁছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা পর পর কয়েক বৎসর একটার পর একটা নিদর্শন পাঠাইলেন। প্রথমে ঝড়তুফান, তারপর পংগপাল, তারপর শস্যকীট, তারপর ব্যাঙ, তারপর রক্ত পাঠাইলেন। ঝড় তুফান আসিয়া দেশ পানিতে তলাইয়া দিল। উহা স্থির হইয়া থাকার ফলে না উহাতে চাষাবাদ চলিল, না চলাফিরা। সকল কাজকর্ম বন্ধ। সকলেই না খাইয়া কষ্ট পাইতে লাগিল। তখন বাধ্য হইয়া মূসা (আ)-এর শরণাপন্ন হইয়া বলিল : হে মূসা! আমাদের জন্য তোমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর। যদি আমাদের উপর হইতে এই বিপদ অপসৃত হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনিব এবং তোমার সহিত বনী ইসরাঈলগণকে অবশ্যই পাঠাইব। তখন মূসা (আ) তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন এবং তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর পংগপাল প্রেরণ করিলেন। উহারা সব গাছপালা ফল-ফসল খাইয়া উজাড় করিল। এমনকি দরজা-জানলার কপাটের লোহার কব্জি তারকাটা পর্যন্ত খাইয়া ফেলিল। ফলে ঘর বাড়ী সব অরক্ষিত হইয়া গেল। তাই আবার তাহারা পূর্বানুরূপ আবেদন জানাইল। মূসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু'আ করিয়া বিপদ তাড়াইলেন। কিন্তু তাহারা এবারেও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গম কীট পাঠাইলেন। এই কীটের উৎপীড়নে তাহারা দলে দলে পাহাড়ের টিলায় গিয়া ঘর বাঁধিয়াও রেহাই পাইল না। তাহাদের নিদ্রা ও স্বস্তি সাবাড় হইল। অগত্যা তাহারা মূসা (আ)-কে

পূর্বানুরূপ বলিল। তিনিও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাঙ পাঠাইলেন তাহাদের শাস্তির জন্য। উহা আসিয়া তাহাদের ঘরবাড়ী খানাপিনা থালাবাটি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অবস্থা এই দাঁড়াইল, তাহাদের কাপড় চোপড়ে ব্যাঙ, খানাপিনায় ব্যাঙ, বিছানাপত্রে ব্যাঙ, এক কথায় সর্বত্রই শুধু ব্যাঙ আর ব্যাঙ। অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা আবার মূসা (আ)-এর নিকট পূর্বানুরূপ আবেদন করিল। মূসা (আ)ও পূর্বানুরূপ দু'আ করিলেন। তাহাদের বিপদ কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহারা কোন প্রতিশ্রুতিই পালন করিল না। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাহাদের শাস্তির জন্য রক্ত পাঠাইলেন। ফলে ফিরআউন সম্প্রদায়ের সকল পানি রক্ত হইয়া গেল। কূপ কিংবা নালা কোথাও তাহারা একচুল্লী পানি পাইল না। সর্বত্রই শুধু রক্ত আর রক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আমর হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ বলেন : তোমরা ব্যাঙ হত্যা করিও না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরআউন সম্প্রদায়কে শাস্তি দানের জন্য ব্যাঙ পাঠাইলেন, তখন উহার একটি তাহাদের অগ্নিপূজার উনূনে পড়িয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন সেই উনূনের আগুন ঠাণ্ডা পানিতে পরিণত করেন এবং উহাদের ঘ্যাঙর আওয়াজকে তাসবীহতে পরিণত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামার সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : রক্তের গযবটি এই ছিল যে, অহরহ তাহাদের নাক দিয়া রক্ত ঝরিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন।

(١٣٦) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

(١٣٧) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

১৩৬. সুতরাং আমি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং তাহাদিগকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছি; কারণ, তাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিত এবং এই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হইত, তাহাদিগকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমদিকের উত্তরাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। আর ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের শিল্পকার্য এবং যেসব প্রাসাদ তাহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা ধ্বংস করিয়াছি।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ফিরাআউন সম্প্রদায় যখন একের পর এক বালা মসীবত দেখিয়াও বারবার ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া তাহাদের কুফরী ও নাফরমানী অব্যাহত রাখিল, তখন তিনি প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নদীতে ডুবাইয়া মারিলেন। মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় যখন নদী বিভক্ত করিয়া মাঝপথ দিয়া পার হইয়া গেলেন, তখন ফিরআউন ও তাহার সেনাদলের সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে মাঝামাঝি পথ পার হওয়ামাত্র নদী মিশিয়া গেল এবং তাহাদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত ডুবিয়া মরিল। ইহা এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহর নিদর্শনগুলি অস্বীকার করিয়া চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে।

তিনি আরও জানাইলেন যে, ফিরআউন সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় তাহার রাজ্যের সকল এলাকার উত্তরাধিকার হইলেন। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে ছিল মজলুম ও দুর্বল জনগোষ্ঠী। যেমন তিনি বলেন :

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ .

অর্থাৎ আমার ইচ্ছা দুর্বলদের উপর অনুগ্রহ করিব ও তাহাদিগকে নেতৃত্বে সমাসীন করিব এবং তাহাদিগকে ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করিব। পরন্তু তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিব। পক্ষান্তরে ফিরআউন ও হামান এবং তাহাদের সৈন্যদলকে তাহাই দেখাইব যাহা তাহারা ভয় পাইতেছিল (২ : ৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ ، وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ، وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذَالِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ .

অর্থাৎ তাহারা কত বাগবাগিচা ও নহর ঝরনা ছাড়িয়া গিয়াছে। আর কত ক্ষেত-খামার ও শহর বন্দর পরিত্যক্ত করিয়াছে। তেমনি সুন্দর সুমিষ্ট ফল-ফসল ফেলিয়া গিয়াছে। এভাবেই হইয়া থাকে। অতঃপর আমি উহার উত্তরাধিকারী করিয়াছি অন্য জাতিকে। (৪৪ : ২৫)।

مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِى بَارَكْنَا فِيْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন : উহা সিরিয়া এলাকা।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا .

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ ও ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : সেই শুভবাণীটি হইল এ আয়াত :

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا ... ... مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ .

আল্লাহ্পাক বলেন : وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ অর্থাৎ ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় যেই সকল সৌধরাজী ও ক্ষেতখামার গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা ধ্বংস করিলাম।

ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন : يعرشون অর্থ يبنون অর্থাৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

(١٣٨) وَجٰوَزْنَا بِبَنِيٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

(١٣٩) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৩৮. এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইয়া দেই; অতঃপর তাহারা প্রতিমা পূজায় রত জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তাহারা বলিল, হে মূসা! তাহাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা গড়িয়া দাও; সে বলিল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়।

১৩৯. এইসব লোক যাহাতে লিপ্ত রহিয়াছে তাহা তো বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও বাতিল।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ)-এর নিকট তাঁহার সম্প্রদায়ের মূর্খতা জনিত প্রস্তাব সম্পর্কে খবর দিতেছেন। তাহারা সমুদ্র পার হইয়া অপরদেশে পৌঁছিয়া সেখানকার সম্প্রদায়ের পৌত্তলিকতা দেখার পর এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল। অথচ তাহারা ইতিপূর্বে আল্লাহ্পাকের বহু নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াছিল।

فَاَتَوْا অর্থাৎ তাহারা অতিক্রম করিয়াছিল।

عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ অর্থাৎ এমন এক সম্প্রদায় যাহারা তাহাদের প্রতিমা পূজায় নিরত ছিল।

একদল তাফসীরকার বলেন : তাহারা ছিল কিন্আনের বাসিন্দা। একদল বলেন : তাহারা লুখামের লোক।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : তাহারা গাভীর প্রতিমা বানাইয়া পূজা করিত। এই কারণে ইহার প্রভাবে বনী ইসরাঈলগণ পরবর্তী সালে বাছুর পূজায় রত হইয়াছিল। তাই তাহারা বলিল: يَامُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ অর্থাৎ হে মূসা! তাহাদের যেমন বিভিন্ন প্রতিমা প্রভু রহিয়াছে তেমনি আমাদের জন্য একটি উপাস্য প্রতিমা বানাও। মূসা বলিল: তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি তো তাঁহার ইবাদতে কাহাকেও শরীক করা বা তাঁহার সহিত কাহারও তুলনীয় হওয়ার ব্যাপার হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ অর্থাৎ তাহারা যাহা করিতেছে তাহা তো ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন জারীর নিম্ন বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

ইব্ন ইসহাক (র) ... আবূ ওয়াকিদ লায়সী হইতে বর্ণনা করেন : তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মক্কা হইতে বাহির হইয়া হুনায়নের পথে যাইতেছিলেন। পথে একটি কুল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। কাফিররা উহার সামনে পূজা করিত ও তখন উহার সহিত হাতিয়ার

পোশাক ঝুলাইয়া রাখিত। উহাকে বলা হইত 'যাতুল আনওয়াত'। বর্ণনাকারী বলেন : আমরা সেই বিশাল সবুজ বৃক্ষটির পাশ দিয়া যাইতেছিলাম। তখন আমার বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! তাহাদের যেমন যাতুল আনওয়াত রহিয়াছে তেমনি আমাদের জন্য একটি যাতুল আনওয়াত গড়ুন। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : যাহার হস্তে আমার আত্মা অবস্থিত তাঁর শপথ! তোমরা তো তাহাই বলিতেছ যাহা মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহাকে বলিয়াছিল। যেমন :

اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ، اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অর্থাৎ তাহাদের যেরূপ উপাস্য নানা প্রতিমা রহিয়াছে, আমাদের জন্যও সেরূপ একটি প্রতিমা বানাও। মূসা বলিলেন : তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা তো ধ্বংসের বস্তু। পরন্তু তাহাদের কাজগুলি বাতিল ও ভিত্তিহীন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) হইতে বর্ণনা করেন : আমরা রাসূল (সা)-এর সহিত হুনায়েনের দিকে চলিলাম। পথে আমরা একটি কুল বৃক্ষ অতিক্রম করিলাম। তখন আমরা বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফিরদের এই যাতুল আনওয়াতের মত আমাদের জন্য একটি যাতুন আনওয়াত সৃষ্টি করুন। কাফিররা এই বৃক্ষে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলাইয়া রাখিয়া ইহার চতুষ্পার্শ্বে পূজা করিত। রাসূল (সা) বলিলেন : আল্লাহু আকবর! ইহা তো তদ্রূপ যাহা মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলগণ বলিয়াছিল। যেমন : "তাহাদের যেমন উপাস্য দেবতা রহিয়াছে আমাদের জন্যও তেমনি উপাস্য দেবতা বানাও।" তোমরা তোমাদের বহু পূর্বেকার সেই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেছ।

ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উদ্ধৃত করেন এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। তিনি মারফূ সূত্রে আমর ইব্‌ন আওফ মুযনী হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ (র) ও দৌহিত্র কাসীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে ইহা বর্ণনা করেন।

(١٤٠) قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

(١٤١) وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۤءَ الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاۤءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاۤءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ع ○

১৪০. মূসা আরও বলিল, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজিব? অথচ তিনি তোমাদিগকে বিশ্বভুবনের উপর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন।

১৪১. স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে ফিরআউনের অনুসারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি যাহারা তোমাদিগকে জঘন্য শাস্তি দিত; তাহারা তোমাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করিত এবং তোমাদের নারীদিগকে জীবিত রাখিত। ইহাতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা।

তাফসীর : এই আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা বাকারায় প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে তাহাদের উপর আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী ও বিরাট অবদানের কথা স্মরণ করাইতেছেন। তিনি বলিতেছেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ফিরআউন সম্প্রদায়ের জঘন্য ও নিষ্ঠুর শাস্তি ও নিপীড়ন হইতে উদ্ধার করিয়া সুখ-শান্তি ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার জীবন দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তোমাদের দুশমনগণকে কিরূপ লাঞ্ছনায় মৃত্যুদান করিয়াছেন! এখন কি করিয়া তোমরা সেই আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন উপাস্য কামনা করিতে পার ? ইহা তো হইবে তোমাদের জন্য চরম মূর্খতা ও পরম অকৃতজ্ঞতার কাজ।

(١٤٢) وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ
مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ
فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

১৪২. স্মরণ কর, মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত্রি নির্ধারিত করি এবং আরও দশ দ্বারা উহা পূর্ণ করি। এইভাবে তাহার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয়। এবং মূসা তাহার ভ্রাতা হারূনকে বলিল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, সংশোধন করিবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর কি কি অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে তিনি হিদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের নবী মূসা আ)-এর সহিত সরাসরি কথার মাধ্যমে। তাহা ছাড়া তিনি তাহাদিগকে তাওরাত দান করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের জীবন ব্যবস্থার সকল বিধি-বিধান বিধৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : আমি মূসার জন্য প্রথমে ত্রিশ রাত্রি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। তাফসীরকারগণ বলেন : মূসা (আ) তখন রোযা ও উপবাস উভয় কষ্টই বরণ করিয়াছিলেন। যখন নির্ধারিত সময় পূর্ণ হইল, তিনি গাছের বাকল দিয়া মিসওয়াক করিলেন। তখন আল্লাহ্ উহার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করিয়া চল্লিশ পূর্ণ করিতে বলিলেন।

এই চল্লিশ রাত্রির ব্যাপারে তাফসীরকারদের মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে ত্রিশদিন হইল যিলকদ মাস ও দশদিন যিলহাজ্জ মাসের। মুজাহিদ, মাসরূক ও ইব্ন জুরাইজ (র) এই মতের প্রবক্তা। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই মত অনুসারে মূসা (আ)-এর নির্ধারিত সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে কুরবানীর দিন। সেইদিনই তিনি আল্লাহ্পাকের সহিত কথা বলেন। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর দীনকে পূর্ণতা দান করেন। যেমন তিনি বলেন :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সুসম্পন্ন করিলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করিলাম (৫ : ৩)।

যখন মূসা (আ) তাঁহার নির্ধারিত সময় পূর্ণ করিবার জন্য পাহাড়ে যাওয়ার মনস্থ করিলেন, তখন তিনি ভাই হারূন (আ)-কে তাঁহার অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলদের পরিচালনার জন্য স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং তাহাকে ওসীয়াত করিয়া গেলেন হিদায়েত ও সংশোধনের কাজ করার জন্য আর সতর্ক করিয়া গেলেন ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ হইতে দূরে থাকার জন্য। ইহা নিছক সতর্কতা ও উপদেশমূলক কথা। অন্যথায় হারূন (আ) নিজেই অত্যন্ত শরীফ ও সম্মানিত নবী ছিলেন। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার মর্যাদা ও দরজা এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আল্লাহ্‌পাকের সালাত ও সালাম বর্ষিত হউক।

(١٤٣) وَلَمَّا جَآءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ ۙ قَالَ رَبِّ اَرِنِيْٓ
اَنْظُرْ اِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ
مُوسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ
الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১৪৩. মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইল এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সহিত কথা বলিলেন, তখন সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখিব; তিনি বলিলেন, তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ কর, উহা স্বস্থানে স্থির থাকিলে তবে তুমি আমাকে দেখিবে। যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তখন ইহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল। যখন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন বলিল, মহিমাময় তুমি; আমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার নিকট তওবা করিলাম এবং আমিই মু'মিনদের মধ্যে প্রথম।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, মূসা (আ) যখন তাঁহার নির্দেশে নির্ধারিত সময় পূরণ করার জন্য তূর পাহাড়ে হাযির হন, তখন তিনি আল্লাহ্‌পাকের সহিত কথা বলার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেন। যেমন :

رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِیْ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দান করুন। আমি আপনাকে স্বচক্ষে দেখিব। আল্লাহ্ বলিলেন, আমাকে কখনই দেখিতে পাইবে না।

আয়াতের لن শব্দটি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। কারণ, لن ব্যবহৃত হয় না বোধক বাক্যে জোর দেওয়ার জন্য। এই আয়াতের ভিত্তিতেই মু'তাযিলাগণ দুনিয়া ও আখিরাত সর্বত্রই আল্লাহর দীদার অসম্ভব বলেন। মূলত এই অভিমতটি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ, মুতাওয়াতির বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মু'মিনগণ আখিরাতে

আল্লাহর দীদার লাভ করিবেন। আমি শীঘ্রই সেই সকল হাদীস وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে পেশ করিব। তখন প্রসংগত كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ (কাফিররা কখনই আল্লাহর দীদার লাভ করিবে না) আয়াতেরও বিশ্লেষণ প্রদান করা হইবে।

একদল বলেন, এখানে لن শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে পার্থিব জীবনে স্থায়ীভাবে দীদার না হওয়ার কথা বুঝাইবার জন্য। এই মতটি আলোচ্য আয়াত ও উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ পার্থিব জীবনে কখনও দর্শনলাভ ঘটিবে না বটে, কিন্তু পারলৌকিক জীবনে অবশ্যই দীদার হইবে।

একদল বলেন, এখানকার এই আয়াতটি সূরা আন'আমের এই আয়াতটির মতই তাৎপর্যবহ:

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ .

"কোন চক্ষুই তাঁহাকে দেখে না, তবে তিনি সবার চক্ষুগুলি দেখেন আর তিনি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বস্তুর সর্বাধিক খবর রাখেন" (৬ : ১০৩)।

এই আয়াতের সবিস্তার বিশ্লেষণ সূরা আন'আমে প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মূসা (আ)-কে বলেন, তুমি জীবদ্দশায় কখনও আমাকে দেখিবে না, তবে মৃত্যুর পর দেখিতে পাইবে। তাই তিনি এখানে বলেন :

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا .

অর্থাৎ যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তখন উহা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া গেল (৭ : ১৪৩)।

ইব্ন জারীর তাবারী (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন :

ইব্ন জারীর (র) ... আনাস (রা) নবী কারীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তাহার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন। তিনি অংগুলি সংকেত করিলেন, তাই পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। এই বলিয়া আবূ ইসমাঈল আমাদিগকে শাহাদত অংগুলি দেখাইলেন।

এ সনদে জনৈক ব্যক্তি অপরিজ্ঞাত। অপর একটি হাদীসে :

মুসান্না (র) ... নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতটি পাঠ করিয়া অংগুলি সংকেত করেন। তিনি বৃদ্ধাংগুলি তর্জনীর উপর স্থাপন পূর্বক বলেন : এইভাবে উহা চূর্ণ হয়। এই বর্ণনাগুলি হাম্মাদ লাইসের সূত্রে আনাস হইতে সংগ্রহ করেন। তবে মাশহূর হইল সাবিতের সূত্রে আনাস (রা) হইতে হাম্মাদ ইব্ন সালামার বর্ণনা।

ইব্ন জারীর (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতাংশ পাঠ করিয়া তাঁহার বৃদ্ধাংগুলি কনিষ্ঠাংগুলির কাছাকাছি নিয়া বলেন: অতঃপর পাহাড় অদৃশ্য হইল। হাম্মাদ (রা) বলেন : সাবিত আমাকে ইহা বর্ণনা করিয়া হাত

উঠাইয়া আমার বুকে মারিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ বলিয়াছেন। আমি কি উহা গোপন করিব ?

ইমাম আহমদ তাহার মুসনাদ সংকলনে এইরূপ বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) হইতে ... আবুল মুসান্না মু'আয ইব্‌ন মা'আয আম্বারী (র) বর্ণনা করেন যে, فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ আয়াতাংশ সম্পর্কে তিনি বলেন : পাহাড় উধাও হইল। এই কথা বলিতে গিয়া তিনি কনিষ্ঠাংগুলি প্রদর্শন করিলেন। আহমদ (র) বলেন : মু'আয আমাদিগকে উহা দেখাইল। তখন হুমাইদ আত তাবীল বলিল : হে আবু মুহাম্মদ! ইহা দ্বারা কি বুঝাইতে চাহেন ? তখন তিনি তাহার বুকে সজোরে হাত মারিয়া বলিলেন : হে হুমাইদ! তুমি ইহা প্রশ্ন করার কে? ইহা তোমার ব্যাপার নহে। স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তিনি মু'আয ইব্‌ন মা'আয হইতে আবদুল ওহাব ইব্‌ন হাকাম ওরাকের সনদে এবং হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা হইতে দারিমীর সনদে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্ গরীব। হাম্মাদের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

হাকীম (র) তাহার মুস্তাদরাকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনিও হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদীসটি সহীহ্। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (রা) হইতে আবূ মুহাম্মদ আল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আল খাল্লাল (র) পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : এই সনদটি ত্রুটিমুক্ত ও বিশুদ্ধ।

আনাস হইতে মারফূ সূত্রে দাউদ ইব্‌ন মুহাব্বার উহা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা ভিত্তিহীন। কারণ, দাউদ ইব্‌ন মুহাব্বার মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত।

আনাস (রা) হইতে মারফূ সূত্রে হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানীও উহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে ইব্‌ন মারদুবিয়াও উহা বর্ণনা করেন। ইহাও অশুদ্ধ বলিয়াছেন ইমাম তিরমিযী। হাকীম সনদটিকে ইমাম মুসলিমের শর্তে শুদ্ধ বলিয়াছেন।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরামার সূত্রে সুদ্দী (রা) বর্ণনা করেন : তিনি মাত্র কনিষ্ঠাংগুলি পরিমাণ জ্যোতি প্রদান করেন। جَعَلَهٗ دَكًّا অর্থাৎ পাহাড় ধূলিস্যাৎ হইল। وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا অর্থাৎ মূসা (আ) মূর্ছা গেলেন। ইহা ইব্‌ন জারীরের বর্ণনা।

কাতাদা (র) বলেন : خَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا অর্থাৎ মূসা (আ) মৃত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন : পাহাড়টি মাটিতে ধসিয়া সাগরে পরিণত হইল।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ বকর আল-হুযলী (র) হইতে সুনায়েদ বর্ণনা করেন : প্রবল কম্পনে পাহাড়টি মাটির নীচে ধসিয়া গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই থাকিবে।

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে যে, উহা মাটির নীচে ধসিয়া গিয়াছে এবং উহা কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই থাকিবে। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলেন : "যখন আল্লাহ্‌পাক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত পাহাড়টি ছয় টুকরা হইয়া ছিটকাইয়া দূর-দূরান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন উহার তিন টুকরা মক্কায় ও তিন টুকরা মদীনায় পড়িল। মদীনায় হইল উহুদ, ওরাকান ও রিজভী পাহাড় এবং মক্কায় হইল হেরা, সবীর ও সওর পাহাড়। এই হাদিসটি শুধু গরীবই নয়, মুনকারও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বলখ উল্লেখ করেন যে, উরুয়া ইব্‌ন রুইয়াম হইতে হায়সামা ইব্‌ন খারিজা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মূসা (আ)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাজাল্লী প্রকাশের আগে পাহাড়টি ছিল তূর এলাকায় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যখন জ্যোতি প্রকাশ পাইল তখন ইহা ধসিয়া গেল এবং মাটি বিদীর্ণ হইয়া বিরাট গর্তে পরিণত হইল।

রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন : فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا অর্থাৎ যখন পাহাড়ের আবরণ উন্মুক্ত হইল ও নূর দেখিতে পাইল, তখন প্রকম্পিত হইয়া ধসিয়া গেল। কেহ কেহ বলেন : ভীত-বিহবল ও মোহাচ্ছন্ন হইল।

وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرَانِىْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র) বলেন : পাহাড় তোমা হইতে অনেক বড়। উহার দিকে তাকাইয়া দেখ, যদি উহা আমার জ্যোতির ভার সহ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারে তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ অর্থাৎ অতঃপর যখন সে পাহাড়ের দিকে তাকাইল, দেখিতে পাইল, পাহাড় অস্থির হইয়া দেখিতে না দেখিতে ধসিয়া গেল এবং পাহাড়ের এই ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া সে বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেল।

ইকরামা (র) বলেন : جَعَلَهٗ دَكًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি দিলেন। সংগে সংগে উহা মাটির ময়দান হইয়া গেল। এইরূপ অর্থের কিরআত কোন কোন কারী পাঠ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর উহার মধ্যে সেই অর্থটি পসন্দ করিয়াছেন যাহার সমর্থনে ইব্‌ন মারদুবিয়ার বর্ণিত আরেক হাদীস রহিয়াছে। উহার صَعِقًا অর্থ বেহুঁশ হওয়া বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা দান করেন। কিন্তু কাতাদা (র) উহার অর্থ করিয়াছেন মৃত্যু। ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থ প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য এই অর্থের সমর্থনে কুরআনের আয়াত রহিয়াছে। যেমন :

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ .

অর্থাৎ আর শিঙার ফুঁক দেওয়া হইলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাসিন্দারা সকলেই মরিয়া যাইবে। শুধুমাত্র আল্লাহ্ যাহাকে চাহিবেন বাঁচাইতে সে বাঁচিবে। অতঃপর উহাতে পুনরায় ফুঁক দেওয়া হইলে সহসা সকলেই দাঁড়াইয়া তাকাইতে থাকিবে (৩৯ : ৬৮)।

তবে এখানে মৃত্যু অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতা যেমন সুস্পষ্ট, তেমিন আলোচ্য আয়াতে বেহুঁশী অর্থ গ্রহণের আনুসংগিকতাও সুস্পষ্ট। কারণ, ইহার পরেই বলা হইয়াছে فَلَمَّا أَفَاقَ অর্থাৎ অতঃপর তাহার হুঁশ ফিরিল। বেহুঁশ না হইলে হুঁশ ফিরার কথা আসে না। قَالَ سُبْحَانَكَ অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা, মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তি এতই অধিক যে, জীবদ্দশায় পৃথিবীতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না।

تُبْتُ إِلَيْكَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : আমি তোমাকে দেখিতে চাওয়ার ব্যাপারে তওবা করিলাম।

وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন: বনী ইসরাঈলের মধ্য হইতে আমি প্রথম মু'মিন। ইব্ন জারীর এই ব্যাখ্যাটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্কে পৃথিবীতে দেখিতে না পাওয়ার প্রথম বিশ্বাসী মূসা (আ)। আবুল আলিয়া (র) বলেন : মূসা (আ) পূর্বেও মু'মিন ছিলেন। তবে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সৃষ্টি যে আল্লাহ্কে স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে না, এই ঈমান প্রথম তাঁহারই হইয়াছে। এই অভিমতটি সুন্দর।

মুহাম্মদ ইবনে জারীর (র) তাহার তাফসীরে এই ব্যাপারে একটি লম্বা বিস্ময়কর ও দুর্লভ আছার উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার উহার বর্ণনাকারী। মনে হয় উহা ইসরাইলী বর্ণনা। আল্লাহই ভাল জানেন।

وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا আয়াতাংশ প্রসংগে নবী করীম (সা) হইতে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রার দুইটি বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ সাইদ (র)-এর হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁহার সংকলনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যেমন : আবূ সাইদ খুদরী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা)-এর নিকট এক ইয়াহূদী আগমন করিল। তাহার মুখমণ্ডলে থাপ্পর মারা হইয়াছিল। সে আফসোস করিল : হে মুহাম্মদ! আপনার এক সাহাবী আমার মুখমণ্ডলে থাপ্পর মারিয়াছে। তিনি বলিলেন : তাহাকে ডাকিয়া আন। যখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল, তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন : কেন তুমি তাহার মুখে চপেটাঘাত করিলে ? সে জবাব দিল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই ইয়াহূদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। শুনিতে পাইলাম সে বলিতেছে, সেই আল্লাহ্ যিনি মূসা (আ)-কে মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমি প্রশ্ন করিলাম : মুহাম্মদ (সা)-এর উপরেও ? সে বলিল : মুহাম্মদের উপরেও। ইহা শুনিয়া আমি ক্রোধ সামলাইতে পারি নাই। তাই থাপ্পর মারিয়াছি। রাসূল (সা) বলিলেন : নবীদের মধ্যে আমাকে শ্রেষ্ঠ বলিতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকলেই বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর প্রথম আমি জাগ্রত হইব। আমি চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইব মূসা (আ) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাই আমি জানি না, কিয়ামতের বেহুঁশী হইতে তিনি কি আমার আগে জাগিয়াছেন, না আমার সংগে জাগিয়াছেন ?

ইমাম বুখারী (র) তাহার সংকলনের বিভিন্ন স্থানে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সংকলনের আহাদীসুল আম্বিয়া অধ্যায়ে উহা উদ্ধৃত করেন। আবু দাউদ (র) তাহার সুনানের এক খণ্ডে উহা অন্য সনদে উদ্ধৃত করেন। আবূ সাঈদ সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান খুদরী (র) হইতে ও আমর ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন উমারা ইব্ন আবুল হাসান (র) উহা বর্ণনা করেন।

আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদে বলেন : আবু হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রহমান ইব্ন আরাজ, আবু সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, ইব্ন শিহাব, ইবরাহীম ইব্ন সা'দ, আবূ কামিল ও আহমদ বর্ণনা করেন : একজন মুসলমান ও একজন ইয়াহূদী ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। মুসলমানটি বলিল : সেই সত্তার শপথ! তিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দান করিয়াছে। তখন ইয়াহূদীটি বলিল : সেই সত্তার শপথ! যিনি মূসা (আ)-কে সকল সৃষ্টি জগতের উপর মর্যাদা দিয়াছেন। ইহাতে মুসলমানটি ইয়াহূদীটির উপর চটিয়া গিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। অতঃপর ইয়াহূদীটি রাসূল (সা)-এর নিকট আসিয়া অভিযোগ করিল। তিনি মুসলমানটিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করায় সে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করিল। তখন তিনি বলিলেন : আমাকে মূসা (আ)-এর উপরে স্থান দিতে যাইও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল লোক বেহুঁশ হইয়া যাইবে। অতঃপর প্রথম আমার হুঁশ হইবে। তখন আমি দেখিব যে, মূসা (আ) আরশের একটি পায়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি জানি না তিনি আমার আগে হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, না আমাদের সকলের ভিতর হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিয়াছেন ?

যুহরীর সনদে বুখারী ও মুসলিমেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। হাফিজ আবূ বকর ইব্ন আবুদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, ইয়াহূদীকে চপেটাঘাতকারী মুসলিম হইলেন আবূ বকর (রা)। তবে বুখারী ও মুসলিমে মুসলমানটিকে আনসার বলা হইয়াছে। ইহাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

রাসূল (সা)-এর 'আমাকে মূসা (আ)-এর উপরে স্থান দিও না, বক্তব্য তাঁহার "আমাকে নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিও না ও ইউনুস ইব্ন মাত্তার উপরেও স্থান দিও না।" বক্তব্যটির মতই। ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা রহিয়াছে।

কেহ বলেন : ইহা বিনয়সূচক বক্তব্য। কেহ বলেন : ইহা তাঁহার অপরিজ্ঞাত বিষয়টি জানার পূর্বেকার বক্তব্য। কেহ বলেন : উত্তেজনা ও বিদ্বেষের ভিত্তিতে নবীদের ভিতর পার্থক্য সৃষ্টি না করার জন্য ইহা বলা হইয়াছে।

কেহ বলেন : দুই উম্মতের ঝগড়া মিটাবার জন্য ইহা তাঁহার একটি আপোসমূলক রায় মাত্র। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

রাসূল (সা)-এর বক্তব্য 'কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হইয়া পড়িবে' এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট। সেদিনের ময়দানের প্রচণ্ড কোন ভয়াবহ ব্যাপার হইতেই তাহা ঘটিবে। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। তবে ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌পাক যখন মাখলুকাতের বিচারের জন্য জ্যোতির্ময় বিচারের আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন সেই জ্যোতির প্রচণ্ড ধাক্কায় তূর পাহাড়ে মূসা (আ)-এর মতই সকলে বেহুঁশ হইবে। তাই হুযূর (সা) তূর পাহাড়ের বেহুঁশী কথাটি তাঁহার বক্তব্যে সংযুক্ত করিয়াছেন।

কাজী আয়াজ (র) তাহার 'কিতাবুশ শিফা' গ্রন্থের শুরুতে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন : আবূ হুরায়রা (রা) ... বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা) বলেন, 'আল্লাহ্‌পাক যখন মূসা (আ)-এর জন্য তাজাল্লী প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি দেখিতে ছিলেন যে, একটি পিঁপড়া অমাবস্যার রাতে পিচ্ছিল শ্বেত পাথরের উপর দিয়া বত্রিশ মাইল সফরের কসরৎ চালাইতেছে।

অতঃপর কাজী আয়াজ (র) মন্তব্য করেন : ইহা অসম্ভব নহে যে, আমাদের নবী (সা)-কে মি'রাজ লাভ ও সেখানকার আল্লাহ্‌পাকের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অবলোকনের বৈশিষ্ট্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের ভিতর বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে।

কাজী আয়াজের মন্তব্যে মনে হয়, তিনি তাহার উদ্ধৃত হাদীসটি বিশুদ্ধ ভাবিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রহিয়াছে, উহার বর্ণনাকারীদের একাধিক ব্যক্তি অপরিচিত। তাহাদের সততা ও স্মৃতি শক্তি অজ্ঞাত। এই প্রসংগ এখানেই শেষ। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(١٤٤) قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٤٥) وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ۗ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১৪৪. তিনি বলিলেন, হে মূসা ! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি; সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

১৪৫. আমি তাহার জন্য ফলকে সর্ব-বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়া দিয়াছি; সুতরাং এইগুলি শক্তভাবে ধর এবং তোমাদের সম্প্রদায়কে উহাতে নির্দেশিত উত্তম কাজগুলি গ্রহণ করিতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্রই সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদিগকে দেখাইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি মূসা (আ)-কে রিসালাত ও বাক্যালাপের মর্যাদা দিয়া তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর ভিতর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছিলেন। ইহাতে

সন্দেহ নাই যে, মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমস্ত আদম সন্তানদের সর্দার। তাই তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পরিপূর্ণ দীনের সর্বশেষ নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়াছেন এবং তাহার শরীআতকে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত করিয়াছেন। ফলে সকল নবীর মিলিত উম্মত হইতেও তাঁহার উম্মত অধিক হওয়ার মর্যাদা তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার পরেই মর্যাদা হইল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর এবং তাঁহার পরে স্থান হইল মূসা ইব্ন ইমরান কালীমুল্লাহ্ (আ)-এর। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে বলেন ঃ

فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ অর্থাৎ আমি তোমাকে আমার কালাম ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে যাহা দান করিলাম উহা গ্রহণ কর।

وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ যাহা পাইয়াছ উহা লইয়াই কৃতজ্ঞ থাক এবং যাহা ধারণের ক্ষমতা তোমার নাই তাহা চাহিও না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি মূসা (আ)-কে সকল বিষয়ের উপদেশ ও সবিস্তার বিবরণ সম্বলিত ফলকসমূহ দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে মূল্যবান উপদেশমালা এবং হালাল ও হারাম, কল্যাণ ও অকল্যাণ, পুণ্য ও পাপের সবিস্তার বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহারই সমন্বিত গ্রন্থ হইল তাওরাত। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بِصَائِرَ لِلنَّاسِ ـ

অর্থাৎ আমি পূর্বের বহুকাল বিলীন করার পর মূসাকে তাওরাত দিয়াছি মানুষের দিকদর্শনরূপে (২৮ ঃ ৪৩)।

একদল বলেন – মূসা (আ)-কে তাওরাতের আগে ফলকসমূহ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যাহা হউক, যে কোন অবস্থায় এইগুলি ছিল মূসা (আ)-এর আল্লাহ্কে দেখিতে চাওয়ার বদলে প্রদত্ত দানসমূহ। তিনি এইগুলি দান করিয়া তাহাকে অবাস্তব দাবী উত্থাপন হইতে নিবৃত্ত করেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ অর্থাৎ অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প লইয়া উহা গ্রহণ কর।

وَاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, আবূ সা'দ ও সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) বলেন ঃ মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হইল যেন তিনি তাহার সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলি তাহাদের ভিতর বাস্তবায়নের ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ যাহারা আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে ও আমার আনুগত্য অস্বীকার করে তাহাদের ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ পরিণতি তোমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে :

উপরোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ কেহ যেমন কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া তাহার বিরোধিতাকারী সম্পর্কে হুঁশিয়ারী বাক্য উচ্চারণ করেন যে, সে যাহা করিতেছে তাহার ফল সে আগামীকালই দেখিতে পাইবে, ইহাও সেই ধরনের হুঁশিয়ারী বাক্য।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরীর সূত্রে উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য প্রসংগে বলেন ঃ সেই নাফরমানরা হইল সিরিয়াবাসী এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া সেই এলাকা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

একদল বলেন– ফিরআউনের সম্প্রদায়ের এলাকা ও বাড়ীঘর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

প্রথম মতটি উত্তম, আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। এই কারণে প্রথমটি উত্তম যে, এই আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হইল মূসা (আ) ও তাহার সম্প্রদায়ের মিসর ত্যাগ করিয়া তীহ্ প্রান্তরে প্রবেশের পূর্বেকার ব্যাপার। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٤٦) سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

(١٤٧) وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৪৬. পৃথিবীতে যাহারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হইতে ফিরাইয়া দিব, তাহারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখিয়াও উহাতে বিশ্বাস করিবে না, তাহারা সৎপথ দেখিলেও উহাকে পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে না; কিন্তু তাহারা ভ্রান্ত পথ দেখিলে উহাকে তাহারা পথ বলিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা এই কারণে যে, তাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে তাহারা ছিল গাফিল।

১৪৭. যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাহাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদনুযায়ী তাহাদিগকে ফল দেওয়া হইবে।

তাফসীর : আল্লাহ্ বলেন : سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ যাহারা আমার আনুগত্য দম্ভভরে অস্বীকার করে ও মানুষের উপর অন্যায়ভাবে দাম্ভিক আচরণ চালায় সেই সকল দাম্ভিক অন্তরসমূহকে আমি আমার শ্রেষ্ঠত্বের এবং আমার শরীআত ও বিধি-বিধানের যৌক্তিকতা ও দলীল প্রমাণ উপলব্ধি হইতে বিরত ও বঞ্চিত রাখিব। অতীতেও যাহারা দাম্ভিক ছিল তাহাদিগকে আমি অজ্ঞতার অভিশাপ দ্বারা লাঞ্ছিত করিয়াছি। যেমন তিনি বলেন : وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ সেইভাবে উল্টাইয়া দিব সেই মনোভাব ও দৃষ্টির কারণে তাহারা প্রথমবারের জীবনে উহাতে ঈমান আনে নাই (৬ : ১১০)।

তিনি অন্যত্র বলেন :

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ .

অর্থাৎ যখন তাহারা সত্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হইল আল্লাহ্ তখন তাহাদের অন্তরগুলি সংকুচিত করিয়া দিলেন (৬১ : ৫)।

একদল পূর্বসূরি বলেন : দাম্ভিক ও চঞ্চলগণ ইল্ম হাসিল করিতে ব্যর্থ হয়। অন্য একদল বলেন : যে ব্যক্তি ইলমের জন্য একঘণ্টা ধৈর্য ধরিতে ব্যর্থ হয় সে চিরকাল অজ্ঞতার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيَاتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ .

আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) বলেন : তাহাদিগকে আমার নিদর্শন ও কুরআন বুঝার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিব।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : তাহার এই ব্যাখ্যায় বুঝা যায় যেন এই আয়াত আমাদের বর্তমান উম্মতের জন্য বলা হইয়াছে।

সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য এই যে, ইব্ন উআইনা (র) তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, উহা মূলত সকল উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য। এই উম্মত আর ওই উম্মত পৃথক ভাবা এখানে নিষ্প্রয়োজন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوْبِهَا .

অর্থাৎ যদি তাহারা সকল নিদর্শনও দেখিতে পায় তথাপি তাহারা ঈমান আনিবে না।

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ، وَلَوْجَائَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ ، حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

অর্থাৎ যাহাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত সক্রিয় রহিয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না। এমন কি তাহারা প্রত্যেকটি নিদর্শনের উপস্থিতি দেখিলেও যতক্ষণ না ইহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে (১০ : ৯৬-৯৭)।

তিনি আরও বলেন :

وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لاَيَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً .

অর্থাৎ যদি তাহারা সঠিক পথ দেখেও তথাপি উহাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করিবে না।

মোট কথা তাহারা মুক্তির পথ দেখিতে পাইলেও সেই পথে চলিবে না। পক্ষান্তরে তাহারা ভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথ জানিতে পাইয়াও সেই পথে চলিবে। ইহার কারণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, তাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছে। কারণ, তাহাদের অন্তরগুলি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ অর্থাৎ তাই উহারা উহাতে যাহা কিছু আছে তাহা কার্যকর করার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের যাহারা এই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের উপর আমৃত্যু স্থির রহিয়াছে তাহারা তাহাদের গোটা জীবনের কার্যাবলী বরবাদ করিয়াছে।

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেমন কর্ম তেমন ফল পাইবে। ভাল কর্মে ভাল ফল মন্দ কর্মে মন্দ ফল। যেমন দান তেমন দক্ষিণা।

١٤٨) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا ۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

١٤٩) وَلَمَّا سُقِطَ فِيْٓ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۙ قَالُوْا لَىِٕنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

১৪৮. মূসার সম্প্রদায় তাহার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা এক গো-বৎস গড়িল, (এমন) এক অবয়বে, যাহা হাম্বা রব করিত। তাহারা কি দেখিল না যে, উহা তাহাদের সহিত কথা বলে না ও তাহাদিগকে পথ দেখায় না? তাহারা উহাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহারা ছিল জালিম।

১৪৯. তাহারা যখন অনুতপ্ত হইল ও দেখিল যে, তাহারা বিপথগামী হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদিগকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের যাহারা বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছিল তাহাদের অবস্থা জানাইতেছেন। তাহারা একটি স্বর্ণের বাছুর তৈরী করিয়া তাহার পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে স্বর্ণালংকার ধার করিয়া উহা দ্বারা 'সামেরী' বাছুর তৈরী করিল এবং উহার অভ্যন্তরে জিবরাঈল (আ)-এর অশ্বের পদচিহ্নের এক মুষ্টি মৃত্তিকা স্থাপন করিল। ফলে উহা হাম্বারব করিতেছিল।

এই ঘটনা ঘটিয়াছিল আল্লাহর নির্দেশে মূসা (আ)-এর নির্ধারিত স্থানে গমনের পর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই তূর পাহাড়ে এই সংবাদ জ্ঞাপন করেন। যেমন তিনি বলেন :

فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ .

অর্থাৎ তোমার আসার পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সামেরী বিভ্রান্ত করিয়াছে (২০ : ৮৫)।

বাছুরের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়া তাফসীরকারদের ভিতর মতভেদ রহিয়াছে। উহা কি রক্তমাংসের বাছুর রূপান্তরিত হইয়া হাম্বারব করিতেছিল, না স্বর্ণের বাছুরেই হাওয়া ঢুকাইয়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় হাম্বা রব সৃষ্টি করা হইতেছিল? এই দুইটি মতই বিদ্যমান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

বলা হয়, বাছুরটি যখনই তাহাদের উদ্দেশ্যে হাম্বা রব করিত, তখন তাহারা উহার চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া নৃত্য শুরু করিত ও ইহাকে সেবা দিত আর বলিত ইহাই আমাদের প্রভু। আর মূসার (আ) প্রভু বিস্মৃত হইল।

আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন : اَفَلَا يَرَوْنَ اَلاَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَانَفْعًا অর্থাৎ তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথার জবাব দেয় না এবং তাহাদের কোন ক্ষতি বা উপকার সাধনের ক্ষমতা রাখে না (২০ : ৮৯) ?

এখানে তিনি বলেন : اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلاً "তাহারা কি দেখে না যে, উহা তাহাদের কোন কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগকে পথও দেখায় না ? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিভ্রান্ত বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার প্রতি অসন্তোষ ও উহার অসারতা প্রকাশ করিতেছেন। কারণ, তাহারা আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক মহান প্রতিপালক আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাঁহার সহিত এমন একটা বাছুরকে ইবাদতে শরীক করে যাহার না কোন কথার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আছে আর না উহা তাহাদের কোন উপকার বা ক্ষতি সাধনে সমর্থ, আর না তাহাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে। বরং মূর্খতা ও বিভ্রান্তি তাহাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইমাম আহমদ ও আবু দাউদের (র)-এর এক বর্ণনায় রহিয়াছে :

আবূ দারদা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : কোন কিছুর আসক্তি অন্ধ ও বধির করে।

وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইল।

وَرَاَوْ اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا অর্থাৎ যখন তাহারা দেখিল যে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদিগকে দয়া ও ক্ষমা না করেন।

একদল তাফসীরকার يرحمنا স্থলে تَرْحَمنا ও يَغفرلنا স্থলে تغفرلنا পড়িয়াছে এবং ربنا কে সম্বোধন পদ বানাইয়াছেন।

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব। ইহা তাহাদের পাপের স্বীকৃতি ও আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় গ্রহণের আকুতি।

(١٥٠) وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا
خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ ۚ اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ ۚ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ
وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ ۗ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَآءَ
وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

(١٥١) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ ۖ وَاَنْتَ
اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

১৫০. মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন বলিল, ‘আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করিয়াছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ আসিবার আগেই তোমরা তাড়াহুড়া করিলে ? এই বলিয়া সে ফলকগুলি ফেলিয়া দিল আর স্বীয় ভ্রাতাকে চুলে ধরিয়া নিজের দিকে টানিয়া আনিল। হারুন বলিল, হে আমার সহোদর ! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করিয়াছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল। তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না যাহাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করিও না।

১৫১. মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং আমাদিগকে তোমার দয়ার আশ্রয় দাও। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, মূসা (আ) আল্লাহর সান্নিধ্যে নির্ধারিত কালের অবস্থান শেষে পথভ্রষ্ট নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রত্যাবর্তন করেন। আবূ দারদা (রা) বলেন : الاسف। অর্থাৎ অত্যধিক ক্রোধ।

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِىْ مِنْۢ بَعْدِىْ অর্থাৎ মূসা (আ) বলিলেন, তোমাদিগকে রাখিয়া আমার চলিয়া যাওয়ার পর তোমরা বাছুর পূজা করিয়া খুবই খারাপ কাজ করিয়াছ।

اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহর তরফ হইতে তোমাদের জন্য যে দুর্ভাগ্য নির্ধারিত ছিল তাহা তোমরা তাড়াহুড়া করিয়া দ্রুত ঘটাইয়া ফেলিলে ?

وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ অর্থাৎ মূসা (আ) বিধি-বিধানের ফলকগুলি তাহার সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আ)-কে চুল ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিলেন। কেহ বলেন, ফলকগুলি যমররদ পাথরের ছিল। কেহ বলেন, ইয়াকুত পাথরের আর কেহ বলেন, বরফের এবং কেহ বলেন, নবক বা লোটাস বৃক্ষের।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, হাদীসের বক্তব্য ‘সরে যমীনে দেখা শোনা আর খবরাখবরের মাধ্যমে পরিচালনা’ এক হয় না তাহা অত্যন্ত বাস্তব কথা। আয়াতের বক্তব্যের ধরণ হইতে বুঝা যায় যে, মূসা (আ) ফলকগুলি তাঁহার পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের উপর নিক্ষেপ করেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল আলিমেরই এই মত।

অথচ এই ব্যাপারে কাতাদা (র)-এর বরাত দিয়া এক ব্যতিক্রমধর্মী আজব কাহিনী ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সূত্র কাতাদার সহিত সম্পৃক্ত করা ঠিক নহে। ইব্‌ন আতীয়া (র) প্রমুখ উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উহা প্রত্যাখ্যান করাই উত্তম। মনে হয় কাতাদা (র) আহলে কিতাবীদের কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া ইহা বর্ণনা করেন। অথচ ইসরাঈলীদের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বর্ণনা সৃষ্টিকারী, জঘন্য অপবাদকারী ও কাফির।

وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗٓ اِلَيْهِ অর্থাৎ মূসা (আ) আশংকা করিয়াছিলেন যে, হারূন (আ) হয়ত বনী ইসরাঈলগণকে কঠোরভাবে বাধা প্রদান করেন নাই। তাই তিনি তাহার কর্তব্যে অবহেলার কথা ভাবিয়া চুল ধরিয়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কাছে টানিয়া আনেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন:

قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْٓا اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ .

অর্থাৎ হে হারুন ! তুমি যখন দেখিলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে বাধা দিতে কোনবস্তু তোমাকে ঠেকাইয়াছিল ? কেন তুমি আমার অনুসরণ করিলে না ? তুমি কি. আমার দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়াছ ? (২০ : ৯২)

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَاخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَاْسِىْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ ۔

অর্থাৎ হারূন বলিল, হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ! আমার দাড়ি ও চুল ধরিও না। আমি তো ভয় করিয়াছি যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলকে তো বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছ এবং আমার কথা রক্ষা কর নাই (২০ : ৯৪)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন :

ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ فَلاَ تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ الخ .

অর্থাৎ হে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ! জাতি আমাকে দুর্বল বানাইয়াছে এবং তাহারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। সুতরাং আমার সহিত এমন ব্যবহার করিও না যাহাতে শত্রুরা খুশী হয় এবং আমাকে তাহাদের চালে চালাইও না ও তাহাদের দলভুক্ত করিও না (৭ : ১৫০)।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া মূলত দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রীতি অর্জনের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যথায় তিনি পিতা ও মাতা উভয় দিক দিয়াই মূসা (আ)-এর ভাই। মূসা (আ) যখন হারূন (আ)-এর পবিত্রতা ও দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হইলেন তখন প্রার্থনা করিলেন :

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِىْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ .

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভ্রাতাকে ক্ষমা কর এবং তোমার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান কর। আর তুমি তো শ্রেষ্ঠতম দয়ালু (৭ : ১৫১)।

এভাবে তিনি অন্যত্র বলেন :

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ .

"আর অবশ্যই হারূন তাহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার জাতি ! তোমরা উহা দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছ। অথচ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই দয়ালু, অতএব আমাকে অনুসরণ কর ও আমার নির্দেশ পালন কর" (২০ : ৯০)।

ইব্ন আবূ হাতিম ... ইব্ন ইব্বাস (আ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ্ মূসা (আ)-কে রহম করুন। সংবাদ প্রাপ্তি ও স্বচক্ষে দর্শন সমান হয় না। তাঁহাকে তাঁহার প্রতিপালক যখন খবর দিলেন যে, তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তখন তিনি ফলকগুলি ফেলেন নাই; কিন্তু যখন স্বচক্ষে আসিয়া উহা দেখিলেন তখন নির্দেশিত ফলকগুলি ছুড়িয়া ফেলিলেন।

(١٥٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ○

(١٥٣) وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْآ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৫২. যাহারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে পার্থিব জীবনে তাহাদের উপর তাহাদের প্রভুর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হইবে; আর এইভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদিগকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৫৩. যাহারা অসৎকার্য করে তাহারা পরে অনুতপ্ত হইলে ও ঈমান আনিলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

তফসীর : বনী ইসরাঈলগণ গো-বৎস উপাসনার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে এই শাস্তিপ্রাপ্ত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের তওবা কবূল করিবেন না যতক্ষণ না তাহারা একদল অপরদলকে হত্যা করিবে। সূরা বাকারায় ইহার বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন :

فَتُوبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ .

অর্থাৎ সুতরাং তোমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তোমরা তোমাদের নিজদিগকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট ইহাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২ : ৫৪)।

অতঃপর যে লাঞ্ছনার জীবনের কথা বলা হইয়াছে তাহাও তাহারা পার্থিব জীবনে ভোগ করিবে। আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন :

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ যাহারাই কোন শির্ক বিদআতের উদ্ভব ঘটাইবে তাহাদিগকে একই ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে। বস্তুত বিদআত সৃষ্টি ও হিদায়েত বিরোধিতার লাঞ্ছনা তাহার অন্তরে মিলিত হইয়া দুই কাঁধে জাঁকিয়া বসে।

হাসান বসরী বলেন : অবশ্য বিদআত সৃষ্টির অভিশাপ তাহাদের স্কন্ধসমূহে খচ্চরের খুরধ্বনি ও জিনপোষের আওয়াজের মত অহরহ শ্রুত হইতে থাকে।

আবূ কিলাবা জারামী (র) হইতে আইয়ুব সখতিয়ানী (র)ও এইরূপ বর্ণনা করেন। তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ পড়িয়া বলিলেন : আল্লাহ্র কসম! কিয়ামত পর্যন্ত বিদআত সৃষ্টিকারীর লাঞ্ছনা চলিতে থাকিবে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র) বলেন : প্রত্যেক বিদআত স্রষ্টাই লাঞ্ছিত। অতঃপর আল্লাহ্পাক তাঁহার বান্দাগণকে সতর্ক করেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তিনি তাহাদের যে কোন পাপের জন্য তওবা কবূল করিবেন, এমনকি তাহা কুফর, শিরক, নিফাক, নাফরমানী যাহাই হউক না কেন। তাই তিনি উপসংহারে বলেন :

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ .

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! হে তাওবার রাসূল ! হে রহমতের নবী!

مِنْ بَعْدِهَا অর্থাৎ পাপ করার পর তওবা করিলে ও ঈমান আনিলে।

لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তোমার প্রভু অবশ্যই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে পর্যায়ক্রমে আলকামা, হাসানুল উরনী, আযরাহ, কাতাদা, আবান, মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম ও ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বর্ণনা করেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল যে লোক প্রথম ব্যভিচার করিয়া ব্যভিচারকৃত নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। তখন তিনি উপরোক্ত আয়াত একে একে দশবার তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে সেই ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বাচক বা 'না' বাচক কোন নির্দেশই দিলেন না।

(١٥٤) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ ۚ وَفِىْ نُسْخَتِهَا
هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ○

১৫৪. মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হইল তখন সে ফলকগুলি তুলিয়া লইল; যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে তাহাদের জন্য উহাতে যাহা লিখিত ছিল তাহাতে ছিল পথ নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক বলেন : وَلَمَّا سَكَتَ অর্থাৎ যখন শান্ত হইল।

عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ অর্থাৎ তাহার জাতির উপর তাহার ক্রোধ।

اَخَذَ الْاَلْوَاحَ অর্থাৎ জাতির বাছুর পূজার কারণে আল্লাহ্র মহব্বতে ক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ছুড়িয়া ফেলা ফলকগুলি তুলিয়া লইলেন।

وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন : ফলকগুলি যখন নিক্ষিপ্ত হয়, তখন উহ ভাংগিয়া যায়। তারপর উহা মিলাইয়া নেওয়া হয়। তাই পূর্বসূরিদের কেহ কেহ বলেন : তখন উহাতে শুধু হিদায়েত ও রহমতের বাণী পাওয়া গিয়াছে। অথচ বিস্তারিত বিধি-বিধান উধাও হইয়াছে। তাহারা মনে করেন, সেই কুড়াইয়া নেওয়া ফলকগুলি ইসলাম আসা পর্যন্ত ইয়াহূদী দেশগুলির কোষাগারে সর্বদা মওজুদ ছিল। আল্লাহ্ই ইহার সত্যাসত্য ভাল জানেন। তবে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, ফেলিয়া দেওয়ায় উহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছিল। উহা ছিল জান্নাতী ধাতুর তৈরী ফলক। তাই আল্লাহ্ জানাইলেন : ফেলিয়া দেওয়ার পর যখন উহা আবার তুলিয়া লওয়া হইল। তখন উহাতে খোদাভীরুদের জন্য হিদায়েত ও রহমত অবশিষ্ট ছিল।

এখানে الرهبة অর্থ ভয় মিশ্রিত বিনয়।

اَخَذَ الْاَلْوَاحَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) নিম্ন কাহিনীটি বর্ণনা করেন : "ফলকগুলি হাতে লইয়া মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক ! আমি উহাতে এমন এক উত্তম উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা গোটা মানবজাতির জন্য বাছাই হইবে, তাহাদিগকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করিবে ও অন্যায় হইতে বিরত রাখিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন : উহা তো আহমদের উম্মত। তখন মূসা (আ) বলিলেন : ফলকসমূহে আমি এমন এক উম্মত দেখিতেছি যাহারা শেষে আসিয়াও অগ্রগামী হইবে। অর্থাৎ তাহাদের

সৃষ্টি হইবে সর্বশেষে, কিন্তু জান্নাতে যাইবে সর্বাগ্রে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন : ইহাও আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! আমি ফলকের ভিতর পাইতেছি যে, এমন এক উম্মত হইবে যাহাদের ঐশীবাণীসমূহ তাহাদের অন্তরে অবস্থান করিবে এবং সেখান হইতেই তাহারা উহা পাঠ করিবে। তাহাদের পূর্বে উহারা কিতাব দেখিয়া পড়িত এবং যখন উহা হঠানো হইত তখন তাহাদের কিছুই স্মরণ থাকিত না এবং উহার কোন পরিচয়ই জানত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্মরণ শক্তি দান করিলেন যাহা পূর্বে কোন উম্মতকে দান করা হয় নাই। হে প্রভু ! তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলেন : তাহারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহারা আদি ও অন্ত সকল কিতাবের উপর ঈমান আনিবে এবং পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়গুলির সহিত একের পর এক জিহাদ চালাইয়া যাইবে। এমন কি তাহারা এক চক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জালের সহিত জিহাদ করিবে। তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন : তাহারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মতের পরিচয় পাই যাহাদের সাদকা যাকাত তাহাদের লোকেরাই খাইতে পারে, তথাপি তাহারা সাওয়াব পায়। অথচ তাহাদের পূর্বেকার উম্মতদের যাকাত সাদকা যদি কবূল হইত তবে তাহা আল্লাহর প্রেরিত আগুন আসিয়া গ্রাস করিত আর যদি তাহা কবূল না হইত তাহা হইলে হিংস্র পশু পাখি খাইত। অথচ তাহাদের ধনীদের যাকাত সাদকা তাহাদের গরীবরা খায়। হে প্রভু! তাহাদিগকে আমার উম্মত বানাও। আল্লাহ্ বলিলেন : তাহারা আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহাদের কেহ যদি কোন নেক কাজের উদ্যোগ নেয় এবং তাহা নাও করিতে পারে, তথাপি তাহার নামে নেকী লেখা হয়। আর যদি উহা করিতে পারে তবে দশটি নেকী লেখা হয়। এমনকি অবস্থাভেদে উহা সাতশত গুণ করা হয়। প্রভু হে! তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন : উহা আহমদের উম্মত। মূসা (আ) বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক! ফলকে এমন এক উম্মত দেখিতে পাইতেছি যাহাদের শাফায়াতকারী রহিয়াছে এবং তাহারা নিজেরাও শাফায়াতকারী। তাহাদিগকে আমার উম্মত কর। আল্লাহ্ বলিলেন : তাহারা আহমদের উম্মত।

কাতাদা (র) বলেন : অতঃপর আমাদিগকে বলা হইল যে, মূসা (আ) তখন তক্তিগুলি ছুড়িয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রার্থনা করিলেন : আয় আল্লাহ্! আমাকেও আহমদের উম্মত বানাও।

(١٥٥) وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلًا لِّمِيْقَاتِنَا ۚ فَلَمَّآ اَخَذَتْهُمُ
الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ ۖ
اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ ۖ تُضِلُّ
بِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَآءُ ۚ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ○

(١٥٦) وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ
اِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ج وَ رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১৫৫. মূসা স্বীয় সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করিল। তাহারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল, তখন মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে পূর্বেই তো ইহাদিগকেও ধ্বংস করিতে পারিতে ! আমাদের মধ্যে যাহারা নির্বোধ তাহারা যাহা করিয়াছে সেই জন্য কি তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তো শুধু তোমার পরীক্ষা যা দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী কর এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ।

১৫৬. আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। আল্লাহ্ বলিলেন, আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি আর আমার দয়া তাহাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত; সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-কে তাঁহার সম্প্রদায় হইতে সত্তরটি লোক বাছাই করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেমতে তিনি সত্তরজন লোক মনোনীত করিলেন। তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে পৌঁছিয়া আল্লাহ্ পাকের কাছে যাহার যাহা কিছু প্রার্থনা তাহা করিতে লাগিল। তাহারা ইবাদতান্তে প্রার্থনা করিল : 'আয় আল্লাহ্ ! তুমি আমাদিগকে এমন কিছু দান কর যাহা অতীতে কাহাকেও দাও নাই এবং ভবিষ্যতেও দিবে না।' আল্লাহ্ তা'আলা ইহাতে নারাজ হইলেন এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের শিকার করিলেন।

قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ অর্থাৎ তখন মূসা (আ) প্রার্থনা করিলেন : আয় পরোয়ারদেগার! তুমি ইচ্ছা করিলে তো আমাকে সহ তুমি তাহাদিগকে আগেই ধ্বংস করিতে পারিতে ! ইত্যাদি।

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন বনী ইসরাঈলগণের মধ্য হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর নির্দেশিত স্থানে নিয়া আসিতে যাহারা বনী ইসরাঈলদের গো-বৎস পূজার জঘন্য অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনুরূপ ভুল আর কখনো না করার পাকা প্রতিশ্রুতি দান করিবে।

وَاخْتَارَ مُوْسٰى قَوْمَهٗ سَبْعِيْنَ رَجُلاً অর্থাৎ তদনুসারে মূসা (আ) তাঁহার সম্প্রদায় হইতে সত্তরজন লোক নির্বাচন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য যথাস্থানে পৌঁছিলেন। তাহারা সেখানে পৌঁছিয়া বায়না ধরিল :

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً অর্থাৎ হে মূসা ! তুমি তো আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলিয়াছ। এখন তুমি আমাদিগকে আল্লাহ্‌কে দেখাও। তাহা না হইলে আমরা কিছুতেই তোমার কথা বিশ্বাস করিব না।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ অর্থাৎ অমনি তাহাদিগকে ভূমিকম্প পাকড়াও করিল এবং তাহারা সকলেই মারা গেল। তখন মূসা (আ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং আল্লাহর দরবারে করজোড়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলেন—হে আমার প্রতিপালক ! আমি বনী ইসরাঈলদের বাছাবাছা লোকগুলি তোমার নির্ধারিত স্থানে ডাকিয়া আনিয়াছি। এখন আমি তাহাদের নিকট গিয়া কী জবাব দিব ? তুমি তো তাহাদের নেতৃস্থানীয় সকলকে মারিয়া ফেলিলে।

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ অর্থাৎ হে প্রভু ! তুমি চাহিলে তো আগেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতে এবং আমাকেও!

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দের মধ্য হইতে সত্তরজন লোক বাছাই করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে বলিলেন : আল্লাহ্‌র সকাশে তওবা করার জন্য চল। তোমরা সম্প্রদায়ের অন্যান্যের জন্যেও আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। গো-বৎস পূজার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তোমাদিগকে ইহা করিতে হইবে। ইহার পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ তোমরা রোযা রাখ, দেহ ও বসন পবিত্র করিয়া নাও। তাহারা সেইভাবে তাঁহার সহিত আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে সিনাই উপত্যাকার তূর পাহাড়ে চলিয়া গেল। কারণ, আল্লাহর নির্দেশ ও অনুমোদন ছাড়া তাঁহার সকাশে কেহ যাইতে পারিত না। সেখানে গিয়া সত্তর ব্যক্তি মূসা (আ)-কে বলিল : এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলিয়াছ সকল কিছুই করিয়াছি এবং তোমার সংগে তোমার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এখন তুমি তাঁহাকে বল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের কথা শুনিতে চাই।

মূসা (আ) বলিলেন : আমাকে অনুসরণ কর। অতঃপর মূসা (আ) যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছিলেন, তখন পাহাড়কে মেঘমালার সৌধরাজী ঘিরিয়া ফেলিল। মূসা (আ) অগ্রসর হইয়া উহাতে প্রবেশ করিলেন এবং সংগীকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। মূসা (আ) যখন তাঁহার প্রতিপালকের সহিত কথা বলিতেছিলেন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে তীর্যক আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উহার দিকে তাকাইয়া দেখার ক্ষমতা কোন বনী আদমের নাই। তাই উহার চারপাশে আবরণ রাখা হইয়াছিল। মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকগণ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মেঘের ভিতর প্রবেশ করিল এবং সিজদায় পড়িয়া রহিল। তখন তাহারা প্রতিপালকের কথা শুনিতে পাইল। তিনি মূসা (আ)-কে যাহা করণীয় ও যাহা বর্জনীয় তাহা সম্পর্কে বিধি-নিষেধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। অতঃপর যখন মেঘমালা অপসৃত হইল, মূসা (আ)-এর সংগীগণ বলিয়া উঠিল : হে মূসা! আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখিতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা বিশ্বাসী হইব না। সংগে সংগে তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল। ফলে তাহাদের প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল ও তাহারা সকলেই মারা গেল। মূসা (আ) দাঁড়াইয়া প্রভুর দরবারে কান্নাকাটি করিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে আমার

প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে তো পূর্বে তাহাদিগকে ও আমাকে ধ্বংস করিতে পারিতে! তাহারা অবশ্যই মূর্খতার পরিচয় দিয়াছে। তাই বলিয়া তুমি আমাকে রাখিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিলে আমি বনী ইসরাঈলদের নিকট কি জবাব দিব ?

আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী বর্ণনা করেন : মূসা, হারূন, শিবর ও শিব্বীর একদা পাহাড়ের পাদদেশে গেলেন। হারূন পাহাড়ের উপত্যকায় আরোহণ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে তাহাকে মৃত্যু দান করলেন। অতঃপর যখন মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণের নিকট একাকী ফিরিলেন, তখন তাহারা প্রশ্ন করিল : হারূন কোথায় ? তিনি জবাব দিলেন : আল্লাহ্পাক তাঁহাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল : তুমিই তাঁহার নম্রতা ও নিখুঁত অবয়বের জন্য হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। অথবা এই ধরণের অন্য কিছু বলিল। তখন মূসা (আ) বলিলেন : তোমাদের মধ্য হইতে ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পছন্দ মতে লোক মনোনীত কর। তাহারা সত্তরজন লোক মনোনীত করিল। এই সত্তরজন সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন।

তাহারা যখন পাহাড়ের উপত্যকায় পৌঁছিয়া হারূন (আ)-এর লাশকে প্রশ্ন করিল : হে হারূন! কে তোমাকে হত্যা করিয়াছে ? তিনি জবাব দিলেন : আমাকে কেহই হত্যা করে নাই, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দান করিয়াছেন। তাহারা বলিল : আজ হইতে তুমি আর কখনও আমাদের অবাধ্য হইও না। এই কথা বলামাত্র তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হইল ও সকলেই মৃত্যুবরণ করিল। তখন মূসা (আ) ডানে ও বামে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন : হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করিলে আগেই আমাকেসহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিতে। তুমি কি কতিপয় মূর্খের কৃতকর্মের জন্যে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ? ইহা তোমার পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নহে। ইহা দ্বারা তুমি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত কর ও যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিত করিলেন এবং তাহাদের সকলকে নবীর অনুসারী বানাইলেন।

এই আসারটি অত্যন্ত গরীব এবং অন্যতম বর্ণনাকারী আম্মার ইব্‌ন উবায়েদ সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবশ্য শু'বা ও আবূ ইসহাক (র) হইতে জনৈক বনী সলূলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা), কাতাদা, মুজাহিদ ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : উক্ত সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভূমিকম্প দ্বারা এই জন্য আক্রান্ত হইল যে, তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে গো-বৎস পূজা চালাইয়া যাইতে দিয়াছে এবং তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে সচেষ্ট হয় নাই। মূসা (আ)-এর বক্তব্যেও উহা প্রকাশ পায়। যেমন তিনি বলেন : তুমি কি আমাদের কতিপয় আহম্মকের কৃতকর্মের জন্য আমাদিগকে ধ্বংস করিবে ?

اِنْ هِيَ اِلاَّ فِتْنَتُكَ অর্থাৎ তোমার পরীক্ষা, ইমতিহান ও আজমায়েশ। ইব্‌ন আব্বাস (রা), সা'দ ইব্‌ন যুবায়ের, আবুল আলীয়া, রবী ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ বেশকিছু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের আলিম এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যরূপ কোন ব্যাখ্যা ইহার নাই। মূসা (আ) বলেন : তোমার নির্দেশ ছাড়া কাহারও নির্দেশ চলে না এবং তোমার বিধান ছাড়া কাহারও বিধান নাই। তাই তুমি যাহা করিয়াছ তাহাই হইয়াছে। তুমি যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট হইতে দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাও। যাহাকে তুমি পথভ্রষ্ট হইতে দাও তাহাকে পথ দেখাইবার কেহই নাই। আর তুমি যাহাকে পথ দেখাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার কেহই নাই।

তুমি যাহাকে না দাও তাহাকে কেহ দিতে পারে না আর তুমি যাহাকে দাও তাহাকে কেহ বঞ্চিতও করিতে পারে না। সকল রাষ্ট্রই তোমার আর বিধি-বিধানও সবই তোমার। সৃষ্টিও তোমার আর বিধানও তোমার।

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ অর্থাৎ তুমিই আমাদের অভিভাবক, আমাদিগকে ক্ষমা কর ও অনুগ্রহ কর; এবং তুমিই সর্বোত্তম ক্ষমাশীল। الغـفـر অর্থ আবরণ বা আচ্ছাদন ও পাপের জন্য পাকড়াও না করা। الرحمة শব্দটি যখন الغفر শব্দের সংগে মিলিত হয় তখন উহার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ভবিষ্যতে উহার মত ঘটনা আর ঘটিবে না।

وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ অর্থাৎ তুমি ছাড়া এই পাপ মাফ করার আর কেহই নাই।

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ প্রথম কাজ হইল পথের প্রতিবন্ধক দূর করার জন্য প্রার্থনা করা ও পরবর্তী কাজ হইল মনযীলে মাকসূদে পৌছার প্রার্থনা জ্ঞাপন করা। আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এই : আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অপরিহার্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত কর। সূরা বাকারায় حَسَنَةٌ শব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ আমরা তওবা করিলাম, তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তোমার সান্নিধ্য গ্রহণ করিলাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা), সা'দ ইব্‌ন যুবায়ের, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইসহাক, ইবরাহীম তায়মী, সুদ্দী, কাতাদা (র) প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আভিধানিক অর্থও ইহার সমর্থক। আলী (রা) হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : বনী ইসরাঈলগণ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ বলার কারণেই তাহারা ইয়াহূদী নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। তবে এই বর্ণনার অন্যতম বর্ণনাকারী জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ জা'ফী সে দুর্বল বর্ণনাকারী।

মূসা (আ) যখন বলিলেন, আপনার একটি পরীক্ষামাত্র এবং আসলে যাহাকে চাহেন আপনি পথ হারাইতে দেন আর যাহাকে চাহেন পথ দেখান, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ হইতে জবাব দিতেছেন : عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاءُ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ অর্থাৎ হ্যাঁ, আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি এবং ইচ্ছামতই ফায়সালা করিব বটে; কিন্তু তাহার সবকিছুর পিছনেই আমার কর্মকুশলতা ও ন্যায়নীতি সক্রিয় থাকে। বস্তুত তিনি মহান ও পবিত্র, তিনি ভিন্ন অন্য কোনই মা'বূদ নাই।

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ এই মহা তাৎপর্যপূর্ণ আয়াতে সকল কিছুই সাধারণভাবে আল্লাহ্‌র রহমতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার আরশবাহী ও পার্শ্ববর্তী ফেরেশতাগণের বক্তব্যেও ইহা প্রকাশ করেন :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালকের রহমতই হইল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত (৪০ : ৭)।

জুন্দব ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (র) ... ইমাম আহমদ হইতে বর্ণনা করেন যে, জুন্দব বলেন : "এক আরব বেদুঈন আসিয়া উটটি বসাইয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া নিল। অতঃপর রাসূল (সা)-এর পিছনে নামায পড়িল। রাসূল (সা) নামায শেষ করিলে সে উট উঠাইয়া রশি খুলিয়া সওয়ার হইল এবং জোরে জোরে বলিতেছিল : আয় আল্লাহ্! আমাকে ও মুহাম্মদকে দয়া কর এবং আমাদের এই দয়ায় অন্য কাহাকেও শরীক করিও না। তখন রাসূল (সা)

সকলকে বলিলেন : তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে ? সে কি বলিয়াছে তাহা শুনিয়াছ ? তাহারা বলিল : হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপী রহমতকে সে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা একশত রহমত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা হইতে একটি রহমত অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মানুষ, জিন, জীব-জানোয়ার সকলকে জুড়িয়া রহিয়াছে। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ তাঁহার কাছে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তোমরা এই লোকটিকে বেশী বিভ্রান্ত বলিবে, না তাহার উটকে ?

আবদুস সামাদ ইব্‌ন আবদুল ওয়ারিস হইতে আলী ইব্‌ন নসরের সূত্রে আবূ দাউদ, ইমাম আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ... হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ তা'আলার একশত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্যে হইতে একটি রহমত সকল সৃষ্টিকে প্রদত্ত হইয়াছে। এমন কি হিংস্র জন্তুর সন্তান বাৎসল্য উহারই অংশ বিশেষ। অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত তিনি কিয়ামতের পরের জন্য রাখিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) একাই নিজ সূত্রে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

নবী করীম (সা) হইতে ... ইমাম মুসলিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন।

নবী করীম (সা) হইতে ... ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন : আল্লাহ্ তা'আলার এক শত রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে নিরানব্বইটি তিনি নিজের কাছে সংরক্ষণ করিয়াছেন। বাকী একভাগ তোমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। উহা দ্বারা জিন, ইনসান ও অন্যান্য সৃষ্টি তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও অনুকম্পার লেনদেন করে। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইলে অবশিষ্ট রহমত প্রয়োগ করিবেন। এই সনদে শুধু ইমাম আহমদই বর্ণনা করেন।

আহমদ (র) ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ্‌পাকের একশত রহমত রহিয়াছে। উহা হইতে একটিমাত্র তিনি সৃষ্টিকুলের ভিতর বণ্টন করিয়াছেন। উহা দ্বারা ইনসান, জানোয়ার ও পাখ-পাখালী তাহাদের পারস্পারিক স্নেহ-প্রীতি ও ভক্তির আদান-প্রদান করিয়া থাকে।

আ'মাশ (র) হইতে আবূ মু'আবিয়ার সূত্রে ইব্‌ন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবুল কাসিম তাবারানী ... হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! অবশ্যই দীনের অন্তর্ভুক্ত পাপাচারী বেহেশতে যাইবে যদি সে আহাম্মক হিসাবে জীবন-যাপন করে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! যাহার অর্জিত পাপ তাহাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকাইবে সেও অবশ্য জান্নাতে যাইবে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এত দরাজ হস্তে ক্ষমা করিবেন যে, ইবলীসও ক্ষমা পাওয়ার আশা করিবে।

এই হাদীসটি চরম গরীব। সা'দ অপরিজ্ঞাত রাবী।

فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ ফলে আমার রহমত লাভ তাহাদের জন্য জরুরী হইয়া যাইবে তাহাদের প্রতি ইহসান হিসাবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ অর্থাৎ তোমাদের প্রভু নিজের ওপর অপরিহার্য করিয়াছেন দয়া করা। لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ বর্ণিত গুণাবলী যাহাদের ভিতর থাকিবে তাহারাই রহমত পাইবে এবং তাহারা হইল উম্মতে মুহাম্মদী (সা)। اَلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ যাহারা শির্‌ক ও কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ নফসের যাকাত কিংবা মালের যাকাত অথবা উভয় যাকাত। সব মতই রহিয়াছে। আয়াতটি মক্কী আয়াত।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনের সত্যতা ঘোষণা করে।

(١٥٧) اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ
مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ
وَ عَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ اُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۟ع

১৫৭. যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল—যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদিগকে সৎকার্যের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যের বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাহাদিগকে তাহাদের গুরুভার হইতে ও শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল। সুতরাং যাহারা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সাথে অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম।

তাফসীর : অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর ইহা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, অন্যান্য নবীদের গ্রন্থেও তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে যেন তাহারা তাঁহাদের উম্মতের লোকজনকে তাঁহার সুসংবাদ প্রদান করে ও তাঁহার আগমনের পর তাঁহাকে অনুসরণ করে। যেহেতু তাহাদের ঐশী গ্রন্থসমূহে সর্বদা উহা বিদ্যমান ছিল তাই তাহাদের উলামা ও মাশায়েখরা তাঁহার সম্যক পরিচয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত ছিল।

ইমাম আহমাদ (র) ... জনৈক বেদুঈন হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময় আমি মদীনায় দুধ বিক্রয় করিতে আসিয়াছিলাম। দুধ বিক্রয় শেষে আমি স্থির করিলাম, লোকটির সহিত আমি অবশ্যই দেখা করিব এবং তাঁহার কথা শুনিব। অতঃপর আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম, আবূ বকর ও উমরকে সংগে নিয়া পথ হাটিতে হাটিতে এক ইয়াহূদী ব্যক্তির নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে তাওরাত পাঠ ও প্রচারের জন্য খ্যাত ছিল। তাহার একটি সুন্দর যুবক পুত্র মৃত্যুপথ যাত্রী ছিল। রাসূল (সা) লোকটিকে বলিলেন : আমি তোমার কাছে তাওরাত অবতরণকারীর দোহাই দিয়া জানিতে চাই যে, তোমাদের এই কিতাবে আমার পরিচয় ও আবির্ভাব সম্পর্কে কোন কিছু আছে ? সে মাথা নাড়িয়া না বলিল। তখন তাহার ছেলে বলিল: তাওরাত অবতারকের শপথ ! আমি আমাদের কিতাবে তোমার পরিচয় ও আবির্ভাবের কথা পাইয়াছি। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং আমি

সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : এই ইয়াহূদীকে তোমাদের ভাই বলিয়া গ্রহণ কর। ইত্যবসরে তাহার মৃত্যু ঘটিল। তাহাকে কাফন পরাইয়া জানাযা পড়া হইল।

এই হাদীসটি অত্যন্ত শক্তিশালী। সহীহ সংকলনে আনাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

হিশাম ইব্ন আস উমুবী হইতে ... হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন :

আমি ও অপর এক ব্যক্তি রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হইলাম। তাহাকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ছিল আমাদের কাজ। আমরা তদুদ্দেশ্য বাহির হইয়া দামেশকের শহরতলীতে জাবালা ইব্ন আবহাম গাস্সানীর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি তাহার আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে কথা বলার জন্য একজন দূত নিয়োগ করিলেন। আমরা বলিলাম : আল্লাহ্র শপথ ! আমরা কোন দূতের সহিত কথা বলিব না। আমাদিগকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হইয়াছে। যদি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলিতে দেওয়া হয় তবেই আমরা কথা বলিব। অন্যথায় কোন দূতের মাধ্যমে কথা বলিব না। অর্থাৎ দূত ফিরিয়া গিয়া তাহাকে ইহা জানাইল। তিনি আমাদিগকে তাহার সহিত কথা বলার অনুমতি দিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন : তখন হিশাম ইব্ন আস তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং গাস্সানীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। নগর রক্ষকের পরিধানে তখন কালো পোশাক ছিল। হিশাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনি কালো পোশাক পরিয়াছেন কেন ? গাস্সানী বলিলেন : ইহা পরিধান করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদিগকে সিরিয়া হইতে বহিষ্কার না করিব, ততদিন ইহা খুলিব না। তখন আমরা বলিলাম : আপনার এই দরবারকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্র শপথ ! আমরাই উহা আপনার দেহ হইতে খুলিয়া নিব এবং ইনশাআল্লাহ্ আমরা আপনাদের বিশাল সাম্রাজ্য করতলগত করিব। আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : তোমরা সেই জাতি নহ। তাহারা দিনভর রোযা থাকিবে ও রাতভর ইবাদত করিবে। তোমাদের রোযা কি রকম ? আমরা তখন আমাদের রোযার বর্ণনা দিলাম। সংগে সংগে তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। অতঃপর বলিলেন : তোমরা এখন উঠ। আমাদিগকে তিনি সম্রাটের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য সংগে একজন দূত দিলেন। আমরা সেখান হইতে সম্রাটের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এমন কি মূল শহরের কাছে পৌঁছাইলাম।

আমাদের সংগীটি আমাদিগকে বলিল : তোমাদের এই বাহনজন্তু নগরীতে প্রবেশ করিবে না। যদি তোমরা চাও তো আমরা তোমাদিগকে দক্ষ অথবা ভারবাহী অশ্বে বহন করিতে পারি। আমরা বলিলাম, আল্লাহর কসম! আমরা আমাদের বাহন ছাড়া অন্য কোন বাহনে চড়িব না। তাহারা সম্রাটের কাছে এই খবর পৌঁছাইল। সম্রাট তাহাদিগকে নির্দেশ দিলেন আমাদের বাহনের নিয়ে যাওয়ার। অতঃপর আমরা সেখানে আমাদের বাহনে চড়িয়া তরবারি ঝুলাইয়া প্রবেশ করিলাম। যখন আমরা তাহার প্রাসাদের দরবার কক্ষে গেলাম তখন বাহাদুরের মতই উহা কোষাবদ্ধ করিলাম। সম্রাট আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছিলেন। আমরা তখন সুউচ্চ কণ্ঠে বলিলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। অতঃপর আল্লাহ্ই জানেন, কিভাবে

তাহার প্রাসাদ প্রকম্পিত হইয়া অংশ বিশেষ ভগ্ন হইল। উহা যেন কোন প্রবল বায়ুপ্রবাহে ধসিয়া পড়িল। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া আমাদিগকে আমাদের ধর্মীয় কথাগুলি জোরে উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিল এবং আমাদিগকে সম্রাটের কাছে বসার অনুমতি দিল।

আমরা সম্রাটের নিকট উপনীত হইলাম। তিনি গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার সম্মুখে বসা ছিল দেশের নেতৃস্থানীয় আমীর উমারা ও সভাসদবৃন্দ। তাহার দরবারের সকল কিছুই ছিল লাল বর্ণের। তাহার চতুষ্পার্শ্বেও লাল বর্ণের সমারোহ ছিল। তাহার দেহের বসনও ছিল লাল বর্ণের। আমরা তাহার সম্মুখীন হইলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদিগকে বরণ করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কেন আমাকে কুর্নিশ করিয়া ঢুকিলে না ? তোমাদের মধ্যে কি কুর্নিশ করার কোন রীতি নাই ? তখন তাহার পার্শ্বে একজন অনাবীল বিশুদ্ধ ভাষায় আরবী বলার দোভাষী উপস্থিত ছিল। আমরা তাহাকে বলিলাম : আমরা পরস্পর যে সালাম বিনিময় করি তাহা তোমাদিগকে করা জায়েয নহে। তেমনি তোমরা যে পদ্ধতিতে কুর্নিশের আদান-প্রদান কর তাহা আমাদের জন্য জায়েয নহে। তাই আমরা উহা করি নাই। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের অভিবাদন পদ্ধতিটি কিরূপ ? আমরা বলিলাম : আস্‌সালামু আলায়কা। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের বাদশাহ্‌কে কিভাবে অভিবাদন জানাও ? আমরা বলিলাম : একইভাবে। তিনি প্রশ্ন করিলেন : বাদশাহ কিভাবে উহার জবাব দেন ? আমরা বলিলাম : অনুরূপভাবে। প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের দীনের বাক্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্যটি কি ? জবাবে বলিলাম : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর। আমরা উক্ত বাক্য বলা মাত্র, আল্লাহ্ জানেন, তাহার দরবার কক্ষের ছাদ ফাটিয়া গেল। অমনি তিনি উপরের দিকে সংক্ষেপে তাকাইয়া দেখিলেন। অতঃপর বলিলেন : এই বাক্যই আমার ছাদ ও গেট ভাংগিয়াছে। তোমরা যখন তোমাদের ঘরে এই বাক্য উচ্চারণ কর তখন কি তাহাও ভগ্ন হয় ? আমরা বলিলাম : না। আপনার এখানে ছাড়া আর কখনও এই বাক্য এইরূপ ঘটনা ঘটায় নাই। তিনি বলিলেন : আমি অবশ্যই পসন্দ করি যে, যখন তোমরাও উহা উচ্চরণ করিবে, তখন তোমাদের উপরও ভাংগিয়া চুড়িয়া পড়ুক। আমি আমার অর্ধেক রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। আমরা প্রশ্ন করিলাম : কেন ? তিনি বলিলেন, উহার কারণ এই যে, কোন নবূওয়াতের প্রভাবে উহা না ঘটিয়া একটা বিশেষ মন্ত্রবলে ও নিছক মানবীয় শক্তিতে ইহা ঘটা আমার জন্যে উত্তম হইবে।

অতঃপর তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে আমরা তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তিনি বলিলেন : তোমাদের নামায ও রোযা কিরূপ ? আমরা তাহাকে জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন : ঠিক আছে, তোমরা এখন উঠ। অতঃপর তিনি আমাদিগকে একটি উত্তম ঘরে রাখার নির্দেশ দিলেন। আমরা সেখানে স্বচ্ছন্দে তিন দিন অবস্থান করিলাম। অতঃপর রাত্রিবেলা তিনি আমাদের কাছে লোক পাঠাইলেন। আমরা তাহার নিকট গেলাম। তিনি আমাদিগকে সেই কালেমার পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন। আমরা তাহাই করিলাম। অতঃপর তিনি কোন কিছুকে বলিলেন। অমনি একটি স্বর্ণ নির্মিত বিশাল বৃত্তাকার গৃহাকৃতি উপস্থিত করা হইল। উহাতে ছোট ছোট বহু ঘর রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘরের দরজা রহিয়াছে। উহার তালাবদ্ধ দরজা খোলা হইলে উহা হইতে একটি কালো সিল্কের বস্ত্র বাহির করা হইল। উহা আমাদের সামনে দেওয়া হইলে আমরা উহা খুলিয়া মেলিয়া দেখিলাম। উহাতে দেখিতে পাইলাম, একটি লাল বর্ণের প্রতিকৃতি। একজন হৃষ্টপুষ্ট বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট ও লম্বা লম্বা চরণ ও

প্রলম্বিত গ্রীবাসম্পন্ন শ্মশ্রুবিহীন ব্যক্তি। তাহার দুইটি বেনী রহিয়াছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে তাহা সর্বোত্তম মনে হইল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা কি ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না ! তিনি বলিলেন : ইনিই আদম (আ)। তাহার বেণীবাঁধা চুলগুলি বিপুল মানব সন্তানের ইংগিতবাহী।

অতঃপর দ্বিতীয় দরজাটি খুলিয়া উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একটি সাদা প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। তাহার কোঁকড়ানো চুল, লাল চক্ষু, সুউচ্চ দেহ, সুন্দর দাড়ি। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন : ইনিই নূহ (আ)।

অতঃপর আরেকটি দরজা খুলিলেন। সেখান হইতে কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিল। উহাতে অত্যন্ত শ্বেতাকায় সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাট, আলম্বিত কপাল ও সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত একটি প্রতিকৃতি ছিল। মনে হইতেছিল, তিনি হাসিতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম না। তিনি বলিলেন : ইনি হযরত ইবরাহীম (আ)।

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিলেন। উহাতে দেখিতে পাইলাম, আমাদেরই নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিকৃতি। তিনি প্রশ্ন করিলেন : এই লোকটিকে চিনিতে পার ? আমরা বলিলাম, হ্যাঁ, ইনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। আমরা ইহা বলিয়া আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম। আল্লাহ্ জানেন, তিনি সোজা দাঁড়াইয়া গেলেন, আবার বসিলেন এবং বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ ! ইনিই কি সেই লোক ? আমরা বলিলাম : হ্যাঁ। ইনিই তিনি। তখন তিনি গভীরভাবে কিছুক্ষণ ইহা নিরীক্ষণ করিলেন। অতঃপর উহা গুটাইয়া নিয়া বলিলেন, ইহা সর্বশেষ ঘরে রক্ষিত ছিল। কিন্তু তোমাদের জন্য আমি আগেই উহা বাহির করিলাম। তোমাদের দীন সঠিক কিনা তাহাই দেখা ছিল আমার উদ্দেশ্য।

অতঃপর তিনি আবার একটি দরজা খুলিলেন। উহা হইতেও একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে ছিল কালসে গোধূম বর্ণের নাদুসনুদুস আকৃতির কোঁকড়ানো কেশ বিশিষ্ট ব্যতিক্রমীধর্মী চক্ষু এবং কঠোর ও তির্যক দৃষ্টি সম্পন্ন একটি লোকের প্রতিকৃতি। তাহার দাঁতগুলি পরস্পর জড়িত, ওষ্ঠদ্বয় অসংলগ্ন এবং মনে হয় যেন তিনি ক্রোধান্বিত। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই মূসা (আ)। তাঁহার পার্শ্বে প্রায় তাঁহার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ একটি প্রতিকৃতি ছিল। লোকটি তৈলাক্ত কেশবিশিষ্ট, প্রশস্ত ললাট সম্পন্ন এবং চক্ষুদ্বয় ভাসমান ও সংলগ্ন। তিনি প্রশ্ন করিলেন : ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই হারূন ইব্ন ইমরান (আ)।

অতঃপর অপর একটি দরজা খুলিলেন ও উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে একজন কৃষ্ণকায় মাঝারী গড়নের উত্তেজিত প্রতিকৃতি ছিল। তিনি বলিলেন: ইহাকে চিন ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি হইলেন লূত (আ)।

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রুমাল বাহির করিলেন। উহাতে শ্বেতকায়, প্রীতিমাখা, লালাভ, হালকা সুন্দর চেহারার এক প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তিনি বলিলেন: চিনিয়াছ ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : এই হইলেন ইসহাক (আ)।

অতঃপর তিনি আরেকটি দরজা খুলিয়া একটি সাদা রেশমী কাপড় বাহির করিলেন। উহাতে প্রায় ইসহাক (আ)-এর মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। শুধু তাহার ঠোঁটে একটি

সৌন্দর্যচিহ্ন বিদ্যমান। প্রশ্ন করিলেন : চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইয়াকূব (আ)।

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে শ্বেতকায় সুশ্রী চেহারা, ঈগল সমুন্নত দেহী ও আলোকোজ্জ্বল ও বিনয় বিনম্র ব্যক্তির মুখমণ্ডল বিশিষ্ট প্রতিকৃতি ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন তোমরা চিনিতে পারিয়াছ ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন : ইনিই হযরত ইসমাঈল (আ)। তোমাদের নবী (সা)-এর ইনি আদি পুরুষ।

অতঃপর তিনি অন্য একটি দরজা খুলিলেন এবং উহা হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে আদম (আ)-এর প্রতিকৃতির মতই একটি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। তবে তাহার মুখমণ্ডল সূর্যের মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। তিনি বলিলেন : ইহাকে চিনিয়াছ কি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনিই হযরত ইউসুফ (আ)।

অতঃপর তিনি অপর একটি দরজা খুলিলেন এবং সেখান হইতে একটি সাদা রেশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে রৌদ্রদগ্ধ চরণদ্বয়, দিনকানা চক্ষুদ্বয়, মেদমুক্ত উদর ও কোষাবদ্ধ তরবারি সমন্বিত এক প্রতিকৃতি বিদ্যমান। তিনি প্রশ্ন করিলেন : চিনিতে পার কি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : দাউদ (আ)।

অতঃপর তিনি অন্য এক দরজা খুলিলেন। উহা হইতে একটি কালো পশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে ভারী উরু ও প্রলম্বিত চরণ বিশিষ্ট এক অশ্বারোহী ব্যক্তির প্রতিকৃতি ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : চিনিয়াছ কি ? আমরা বলিলাম : না। তিনি বলিলেন : ইনি সুলায়মান (আ)।

অবশেষে তিনি অপর একটি দরজা খুলিয়া একটি কালো পশমী বস্ত্র বাহির করিলেন। উহাতে এক শ্বেতকায় কৃষ্ণ শ্মশ্রু ও বিপুল কেশ বিমণ্ডিত এবং সুন্দর চক্ষু ও আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট এক তেজোদ্দীপ্ত তরুণের প্রতিকৃত ছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমরা ইহাকে চিনিয়াছ কি ? আমরা জবাব দিলাম : না। তিনি বলিলেন : এই তরুণই হইল ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)। আমরা প্রশ্ন করিলাম : আপনি এইসব প্রতিকৃতি কোথায় পাইয়াছেন ? আমরা জ্ঞাত হইলাম যে, এইগুলি আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর যথার্থ প্রতিকৃতি। কেননা আমরা আমাদের নবী করীম (সা)-এর হুবহু প্রতিকৃতি এখানে দেখিতে পাইয়াছি।

তিনি জবাবে বলিলেন : হযরত আদম (আ) তাঁহার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি যেন তাঁহার সন্তানদের উল্লেখযোগ্য নবীগণের প্রতিকৃতি তাহাকে দেখান। তাই তাঁহার নিকট ইহা প্রেরিত হয়। আদম (আ) উহা তাঁহার মাল গুদামে সংরক্ষণ করেন। উহা ছিল সূর্যাস্তের পশ্চিমদিগন্তে অবস্থিত। জুলকারনাইন সেখান হইতে উহা উদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি উহা দানিয়েল (আ)-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। অতঃপর বলিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! আমার অন্তর উৎফুল্ল হইবে যদি আমি আমার দেশ হইতে চলিয়া যাই। আমি অবশ্যই তোমাদের হইতে অতি নিকৃষ্ট বান্দা ছিলাম এবং আমৃত্যু হয়ত তাহাই থাকিয়া যাইতাম। অবশেষে তিনি আমাদিগকে সুন্দর সুন্দর হাদিয়া তোহ্‌ফা দিয়া বিদায় করিলেন।

আমরা আসিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিলাম এবং আমরা যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি ও যাহা পাইয়াছি সব কিছুই বলিলাম। তখন আবূ বকর

সিদ্দীক (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : হতভাগা ! যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কল্যাণ চাহেন তো তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : আমাকে রাসূল (সা) এই খবর দিয়াছেন যে, খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণের নিকট রাসূল (সা)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে রহিয়াছে।

অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাফিজে হাদীস আবূ বকর বায়হাকী ইহা তাঁহার বিখ্যাত 'দালাইলুন নবূওয়াহ গ্রন্থে হাকাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : ইহার সনদ নিরাপদ।

আতা ইব্ন ইয়াসার হইতে পর্যায়ক্রমে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ্, উসমান ইব্ন উমর আল-মুসান্না ও ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, আতা (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই গুণাবলী সম্পর্কে জানিতে চাহিলাম যাহা তাওরাতে বিদ্যমান ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন : আল্লাহ্র শপথ! তাঁহার পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কে তাওরাতে তাহাই ছিল যাহা কুরআনে রহিয়াছে। যেমন :

يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَّمُبَشِّراً وَّ نَذِيْراً .

অর্থাৎ হে নবী ! আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করিয়া পাঠাইয়াছি (৩৩ : ৪৫)। পরন্তু তুমি উম্মীদের সুরক্ষিত দুর্গ। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল। তুমি কঠোর প্রকৃতির কর্কশ ভাষী নহ। তাঁহাকে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত জাতিকে পথে না আনা পর্যন্ত কখনও তুলিয়া নিবেন না। অর্থাৎ যতক্ষণ তাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলিবে ততক্ষণ তিনি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিবেন। তাঁহার দ্বারা বদ্ধ অন্তরগুলি খোলা হইবে, বধিরকে শ্রবণ শক্তি দান করা হইবে ও অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করা হইবে।

আতা (রা) বলেন : আমি কা'বের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি শুধু তিনটি শব্দের প্রয়োগে বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের قلوبا غلفاو اذانا صماو اعينا عميا স্থলে তিনি قُلُوْبًا غلو فيا واذانا صموميا واصبنا عموميا বলিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ সংকলনে হিলাল ইব্ন আলী, ফালীহ ও মুহাম্মদ ইব্ন সিনানের সনদে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে সেখানে ليس بفظ ولا غليظ ولا صغاب فِيْ الاسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة বাক্যাংশের পরে ولكن يعفوا ويصفح বাক্যাংশটুকু সংযোগ করা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি হাটবাজারে শোরগোলকারী নহেন, তিনি অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায়কে বৈধ করেন না; বরং ক্ষমা ও মর্যাদার পথ অনুসরণ করেন। ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের হাদীসটির ভাষ্য উল্লেখ করিয়া বলেন, পূর্বসূরিদের অনেকের বক্তব্যেই উহা আসিয়াছে। আহলে কিতাবের কিতাবসমূহ বুঝাইবার জন্য উহার প্রধান কিতাব তাওরাতকে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য কতিপয় হাদীসে ইহার প্রায় কাছাকাছি বর্ণনা রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের হাদীসের ভাষ্য এই :

قال والله انه لموصوف فى التوراة كصفة فى القران يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وحرز الامين انت عبدى ورسولى اسمك المتوكل ليس بفظ ولاغليظ ولن

يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله ويفتح به قلوبا غلفا واذانا صما واعينا عميا .

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন মুতঈম (র) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন যুবায়ের, উম্মু উসমান বিন্‌ত সাঈদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইদরীস ইব্‌ন ওরাক ইব্‌নুল হুমায়দী ও মূসা ইব্‌ন হারূন আমার নিকট এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন মুতঈম বলেন : আমি ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় বাহির হইলাম। আমি যখন সিরিয়ার অদূরে পৌঁছালাম, তখন এক আহলে কিতাবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল : তোমাদের কাছে কি কোন কোন নবী আসিয়াছে ? আমি বলিলাম : হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাঁহার প্রতিকৃতি দেখিয়া চিনিতে পার কি ? বলিলাম : হ্যাঁ। তখন সে আমাকে একটি ঘরে নিয়া গেল। সেখানে অনেকগুলি প্রতিকৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উহার ভিতর নবী করীম (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম না। আমি যখন উহা দেখিতেছিলাম, তখন একটি লোক তাহাদের মধ্য হইতে আসিয়া বলিল : তুমি কি খুঁজিতেছ ? তখন আমি নবী (সা)-কে না পাওয়ার কথা বলিলাম। সে আমাকে নিয়া তাহার ঘরে গেল। আমি সেখানে ঢুকামাত্রই নবী (সা)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলাম। একটি লোক তাঁহার প্রতিকৃতির পিছনে দণ্ডায়মান ছিল। আমি প্রশ্ন করিলাম : এই লোকটি কে যে তাঁহার পিছনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ? সে বলিল ? লোকটি যদিও নবী নহেন, তথাপি নবীর স্থলাভিষিক্ত হইবেন। মূলত তাকাইয়া দেখিলাম তিনি হযরত আবূ বকর (রা)।

উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-এর মুআয্‌যিন আকরা হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীম, সাঈদ ইব্‌ন আয়াস আল জারীরী, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা, উমর ইব্‌ন হাফ্‌স আবূ আমর আয-যাবীর ও আবূ দাঊদ বর্ণনা করেন যে, আকরা বলেন : উমর (রা) আমাকে আসকাফের কাছে পাঠাইলেন তাহাকে ডাকার জন্য। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি প্রশ্ন করিলেন : তোমাদের কিতাবে কি আমাকে পাইয়াছ ? সে বলিল : হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : কিভাবে আমাকে পাইয়াছ ? সে বলিল, আপনাকে শিংবিশিষ্ট পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা) চাবুক তুলিলেন। অতপঃপর বলিলেন : শিংতো ঠিক আছে। কিন্তু কিসের ? সে বলিল লৌহ শৃংগ। উহার অর্থ শক্ত শাসক। তিনি প্রশ্ন করিলেন : আমার পরের ব্যক্তিকে কিরূপ পাইয়াছ ? সে বলিল : অতি নেককার খলীফা। তবে আপনজনের প্রভাব এড়াইতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ উসমানকে রহম করুন। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করিলেন : তাহার পরবর্তী লোকটিকে কিরূপ দেখিতে পাইয়াছ ? সে বলিল : লৌহ মরিচার মত দেখিতে পাইয়াছি। তখন উমর (রা) তাহার মাথায় হাত রাখিলেন। ... তখন সে বলিল : তিনি অত্যন্ত নেককার ও যোগ্য খলীফা হইবেন। কিন্তু যখন তিনি খিলাফত লাভ করিবেন, তখন তরবারি কোষমুক্ত থাকিবে ও শোনিত প্রবহমান হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন :

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرْ .

অর্থাৎ সে তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে ও অকল্যাণ হইতে বিরত রাখে। ইহাও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং অতীতের গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত রহিয়াছে।

বস্তুত রাসূল (সা) কল্যাণের কাজ ছাড়া কোন কাজের নির্দেশ দিতেন না এবং অকল্যাণের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ হইতে বিরত রাখিতেন না। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যখন আমি শুনিতাম, আল্লাহ্ বলিতেছেন : 'হে ঈমানদারগণ ! তখনই আমি কান সজাগ রাখিতাম যে, হয় কোন কল্যাণের নির্দেশ আসিতেছে, নতুবা কোন অকল্যাণ নিষিদ্ধ হইতেছে। উহার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণের নির্দেশ হইল একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের নির্দেশ এবং তিনি ভিন্ন সকল কিছুর ইবাদতের উপর নিষেধাজ্ঞা। ঠিক এই কাজেই অতীতের সকল নবীকে পাঠানো হইয়াছিল। যেমন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ .

অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক জাতির ভিতর রাসূল পাঠাইয়াছি যেন তাহারা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে ও তাগূত হইতে বাঁচিয়া থাকে (১৬ : ৩৬)।

আবূ হুমাইদ ও আবূ উসায়েদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল মালিক ইব্ন সাঈদ, রবীআ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান, সুলায়মান ইব্ন বিলাল, আবদুল মালিক ইব্ন আমর তথা আবূ আমের ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যখন তোমরা আমার কোন হাদীস শুনিতে পাও এবং তোমাদের অন্তরসমূহ উহা চিনিতে পায়, তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমগুলি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তোমরা উহাকে আপন কিছু হিসাবে দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের নিকটবর্তী হইয়া থাকি। পক্ষান্তরে যখন তোমরা আমার কোন হাদীস শুনিতে পাও এবং ইহা তোমাদের অন্তরসমূহ অপসন্দ করে এবং তোমাদের অংগ-প্রত্যংগ ও পশমগুলি উহার প্রতি বিরক্তিবোধ করে আর তোমরা উহাকে দূরের কিছু বলিয়া দেখিতে পাও, তখন আমি উহার মাধ্যমে তোমাদের হইতে দূরে সরিয়া যাই।

ইমাম আহমদ (র) অত্যন্ত উত্তম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য অন্য কোন হাদীস সংকলনে এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয় নাই।

আলী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবুল বাখতাবী, আমর ইব্ন মুর্রাহ, আ'মাশ, আবূ মুআবিয়া ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূল (সা) হইতে কোন হাদীস শুনিবে, তখন উহা সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার ব্যাপার।

আলী (রা) হইতে ইয়াহ্ইয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে কোন হাদীস বর্ণনা কর, তখন উহা সম্পর্কে ধারণা রাখিবে যে, উহা সর্বাধিক হিদায়েতের, সর্বাধিক কল্যাণের ও সর্বাধিক সতর্কতার বিষয়।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ "সে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও নোংরা বস্তু অবৈধ করে।" অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য বাহীরা, সাইবা, ওসীলা ও হাম ইত্যাদি অবৈধ করিয়া নিয়াছিল। কেননা, উহা তাহাদের অন্তরকে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রাসূল (সা) উহা তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি সেইগুলিই অবৈধ করিয়াছেন যাহা স্বভাবতই ঘৃণ্য বস্তু, দীন ও স্বাস্থ্য উভয়ের জন্য

যাহা ক্ষতিকর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : অবৈধ বস্তুর উদাহরণ হইল শূকরের মাংস ও সুদ এবং যে সকল খাদ্যবস্তু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

একদল আলিম বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যেসব খাদ্য বস্তু হালাল করিয়াছেন, উহা পবিত্র ও উত্তম এবং দীন ও স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তিনি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহা অপবিত্র ও নিকৃষ্ট এবং স্বাস্থ্য ও দীনের জন্য ক্ষতিকর।

যে সব দার্শনিক স্বভাবগত উৎকৃষ্ট হওয়াকে হালাল ও হারাম হওয়ার মানদণ্ড বলেন, তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন। আমরা উহার বিস্তারিত জবাব দিয়াছি। এখানে সেই সব সবিস্তার আলোচনা চলে না। ঠিক একইভাবে এই আয়াত দ্বারা তাহারাও দলীল পেশ করেন যাহারা মনে করেন যে, যেসব খাদ্যবস্তুকে আল্লাহ্ পাক হারাম বা হালাল কিছুই করেন নাই এবং যেইগুলিকে আরববাসী বিলাসী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে উহা হালাল। তেমনিভাবে উহার যেইগুলি স্বভাবগত অপসন্দনীয় তাহা হারাম। এই মতেরও জবাব প্রদান করা হইয়াছে। এই আলোচনা অনেক দীর্ঘ। তাই এখানে আলোচনা সম্ভব নহে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلاَلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ "আর সে তাহাদিগকে গুরুভার হইতে মুক্ত করে আর মুক্ত করে শৃংখল হইতে যাহা তাহাদের উপর ছিল।" অর্থাৎ তিনি সহজ ও উদারনীতি নিয়া আসিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি সহজ সরল উদারতা নিয়া প্রেরিত হইয়াছি। অন্যত্র তিনি তাঁহার মনোনীত গভর্নর মু'আয ও আবূ মূসা আশ'আরীকে ইয়ামান পাঠাইবার প্রাক্কালে উপদেশ দেন : "তোমরা লোকদিগকে খুশী করিও, দুঃখ দিও না, তাহাদের কাজ সহজ করিও, কঠিন করিও না আর তাহাদের আনুকূল্য নিয়া কাজ করিও, প্রতিকূলতা সৃষ্টি করিও না।"

আবূ বরযাহ আসলামী (র) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যে ছিলাম। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তিনি সকল কিছুর সহজ পন্থা নির্দেশ ও অনুসরণ করিতেন। আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের শরী'আতে কাঠিন্য ও সংকীর্ণতা ছিল। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উহা সহজ ও উদার করিয়া দিয়াছেন। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের মনের পাপগুলির যাহা সে বলে নাই ও করে নাই, তাহা মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও বলেন : আমার উম্মতের ভুলচুক ও জবরদস্তির কোন কৃত কাজ হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতকে অনুরূপ প্রার্থনার জন্য নির্দেশ দিলেন :

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَانْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَتُحَمِّلْنَا مَالاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা কিছু ভুলিয়া যাই অথবা ভুল কাজ করি তবে তুমি আমাদিগকে অপরাধী করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলে, আমাদের উপর সেইরূপ দায়িত্ব অর্পণ করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করিও না যাহা বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদিগকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর,

তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদিগকে বিজয়ী কর। (২ : ২৮৬)।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত প্রার্থনাগুলির প্রত্যেকটির জবাবে বলেন : নিঃসন্দেহে আমি করিলাম, অবশ্যই আমি করিয়াছি।

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ অর্থাৎ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি ও সম্মানিত করিয়াছি।

وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ অর্থাৎ কুরআন ও ওহী : যাহার প্রচারক হইয়া তিনি মানুষের নিকট আসিয়াছেন।

اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল উভয়ক্ষেত্রেই তাহারা সফলকাম।

(١٥٨) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

১৫৮. বল, হে মানুষ ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান; সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্র প্রতি ও তাঁহার সেই বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি যে আল্লাহ্ ও তাঁহার বাণীতে ঈমান রাখে। আর তোমরাও তাহার অনুসরণ কর যাহাতে তোমরা পথ পাও।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন : হে মুহাম্মদ! তুমি বল, হে মানুষ! তুমি সাদা হও, কালো হও, আরবী হও কিংবা অনারব হও, আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত রাসূল।

এই ঘোষণাটিও তাঁহার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম পরিচায়ক। তাঁহার সর্বশেষ নবী হওয়া ও সকল মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরিত হওয়া তাঁহার শ্রেষ্টত্বের নির্দশন বৈ নহে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِىَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ .

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি বল, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ সাক্ষী রহিয়াছেন এবং তিনি আমার প্রতি এই কুরআন ওহীর মাধ্যমে পৌছাইয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে সতর্ক করি ও যাহাদের কাছে ইহা পৌছে তাহাদিগকেও (৬ : ১৯)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন : وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ অর্থাৎ যেই দল তাহাকে অস্বীকার করিবে জাহান্নাম তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত (১১ : ১৭)।

তিনি অন্যত্র বলেন :

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوْ الْكِتَابَ وَالْاُمِّيّنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ .

"আর হে মুহাম্মদ ! আহলে কিতাব ও উম্মী লোকদিগকে বল, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ ? যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে পথপ্রাপ্ত হইয়াছ। আর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া থাক, তাহা হইলে আমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়া (৩ : ২০)।"

এই প্রসংগে আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। তেমনি এই ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বিদ্যমান। দীন ইসলাম প্রসংগে উহার রাসূল (সা)-এর ব্যাপারে ইহা জানা অপরিহার্য যে, তিনি গোটা মানবজাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

আবূ দারদা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ ইদরীস আল-খাওলানী, হিসার ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্‌নুল আলা ইব্‌ন যায়েদ, ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রহমান, মূসা ইব্‌ন হারূন এবং বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা) বলিয়াছেন : আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মধ্যে একদিন কথা কাটাকাটি হইল। এমনকি উভয়ই উত্তপ্ত হইলেন। উমর (রা) অধিক উত্তেজিত হইয়া আবূ বকর (রা)-এর নিকট হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন। আবূ বকর (রা) তাহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন এবং তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতেছিলেন। কিন্তু উমর (রা) তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না এবং ঘরে গিয়া তাহার মুখের উপর দরজা বন্ধ করিলেন। অগত্যা আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিলেন। আমরা তখন সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন রাসূল (সা) বলেন : তোমাদের এই সাথী বড়ই উত্তেজিত। ইত্যবসরে উমর (রা) নিজ কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হইয়া রাসূল (সা)-এর নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং সালাম দিয়া রাসূল (সা)-এর কাছে বসিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করিলেন। রাসূল (সা) শুনিয়া রাগ করিলেন। ফলে আবূ বকর (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র শপথ ! হে আল্লাহর রাসূল ! আমিই বড় জালিম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবে ? অর্থাৎ তাহাকে কোন কষ্ট দিবে না অথচ আমি ঘোষণা করিয়াছি যে, হে মানব ! আমি তোমাদের সকলের রাসূল। তখন তোমরা বলিয়াছিলে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আবূ বকর (রা) বলিয়াছিল আপনি সত্য বলিয়াছেন।

এই হাদীসটি শুধু ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মারফূ সূত্রে পর্যায়ক্রমে মাকসাম, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ যিয়াদ, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুসলিম, আবদুস সামাদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন :

اعطيت خمسا لم يعطهن نبى قبلى ولا اقوله فخرا بعثت الى الناس كافة الاحمر والاسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر واحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلى وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا واعطيت الشفاعة فأخرتها لامتى يوم القيامة فهى لمن لم يشرك بالله شيئًا.

অর্থাৎ আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে ইহা দান করা হয় নাই। তবে আমি ইহা বড়াই করার জন্য বলিতেছি না। আমি লাল-কালো সকল

মানুষের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। এক মাসের সফরের দূরত্বেও আমার প্রভাব পড়িবে। আমার জন্য গনীমত বৈধ হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য হয় নাই। আমার জন্য যমীনকে নামায আদায় ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানানো হইয়াছে। আমাকে শাফা'আতের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে যাহা আমি সেই সব উম্মতের শাফায়াতের জন্য কিয়ামতের দিন প্রয়োগ করিব যাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই।

এই সনদটি খুবই উত্তম। অবশ্য অন্য কেহ ইহা বর্ণনা করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন :

শু'আয়বের পিতা হইতে পর্যায়ক্রমে শু'আয়ব, আমর ইব্ন শু'আয়ব, আবুল হাদ, বকর ইব্ন মুযার ও কুতায়বা ইব্ন সাঈদ বর্ণনা করেন : তাবুকের যুদ্ধের বছর রাসূল (সা) রাত্রিকালীন নামাযে রত হইলেন। তাঁহার পিছনে বহু সাহাবা সমবেত হইয়া পাহারা দিতেছিলেন। নামায শেষ করিয়া তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন : এই রাত্রিতে আমাকে পাঁচটি এমন বস্তু দান করা হইল যাহা আমার পূর্বে আর কাহাকেও দান করা হয় নাই। ইহা হইল যে, আমি সকল মানুষের কাছে সর্বজনীন রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার পূর্বের নবীগণ বিশেষ জাতির নিকট প্রেরিত হইতেন। আর আমাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে যে, এক মাসের পথের দূরত্বের শত্রুও আমার নামে ভীত-সন্ত্রস্ত হইবে। আর আমার জন্য গনীমতের সম্পদ খাওয়া বৈধ করা হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে উহা খাওয়া বৈধ ছিল না, জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। আর আমার জন্য সমগ্র যমীন মসজিদ ও উহার মাটি পবিত্রতা আনয়নের উপায় করা হইয়াছে। যেখানেই আমার নামায উপস্থিত হয়, মাটি দিয়া মাসেহ করিব ও সেখানেই নামায পড়িব। আমার পূর্বে কেহ ইহা বৈধ ভাবিত না। তাহারা উপাসনালয় ও গীর্জা ছাড়া নামায পড়িত না। আর পঞ্চম ব্যাপারটি কি হইবে তাহা আমাকে চাহিতে বলা হইল। কারণ, প্রত্যেক নবীই কিছু চাহিয়াছেন। তখন আমি আমার চাওয়াটি কিয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। উহা তোমাদেরই জন্য আর তাহাদের জন্য যাহারা সাক্ষ্য দিল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

এই হাদীসের সনদ অত্যন্ত মজবুত ও উত্তম। তবে অন্য কেহ উহা উদ্ধৃত করেন নাই। ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন :

আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আবূ বাশার, শু'বা ও মুহাম্মদ ইবন জাফর (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে আমার খবর শুনিয়াছে আমার উম্মতের মাধ্যমে, সে ইয়াহূদী হউক কিংবা নাসারা হউক, আমার উপর ঈমান না আনিলে সে জান্নাতে যাইবে না।

এই হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে অন্য সনদে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সম্পর্কে এই উম্মত হইতে যে লোক জানিতে পাইবে, সে ইয়াহূদী হউক কিংবা নাসারা, আমার উপর ঈমান না আনিলে জাহান্নামে যাইবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সালিম ইব্ন যুবায়ের, আবূ ইউনুস ইব্ন লাহী'আ, হাসান ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ ! এই উম্মতের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আমার খবর জানিয়াও সে ইয়াহূদী হউক বা

নাসারা আমার শরী'আতের উপর ঈমান না আনিয়া যদি মারা যায় তাহা হইলে সে জাহান্নামী হইবে। ইহা শুধু ইমাম আহমদ (র) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আবূ মূসা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ বুরদাহ্, আবূ ইসহাক, ইসরাঈল, হুসায়েন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : আমাকে পাঁচটি বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমি লাল ও কালো সকল মানুষের জন্যে প্রেরিত। আমার জন্য যমীনকে মসজিদ ও মাটিকে পবিত্রতাদায়ক করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে। অথচ আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল ছিল না। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করা হইয়াছে। আমাকে শাফায়াতের অধিকার দান করা হইয়াছে। অথচ এমন কোন নবী নাই যিনি শাফাআত চাহেন নাই। আমি আমার শাফাআত ক্ষমতাকে সুপ্ত রাখিয়াছি। উহা আমি আমার সেই সকল উম্মতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব যাহারা আমৃত্যু আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই।

এই সনদটি বিশুদ্ধ। তবে অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইব্ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) সূত্রে সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন :

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিশেষত্ব দান করা হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। আমাকে এক মাসের পথের দূরত্ব পর্যন্ত প্রভাব দান করা হইয়াছে। আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে মসজিদ ও উহার মাটিকে পবিত্রতাদায়ক করা হইয়াছে। তাই আমার উম্মতের যে কেহ যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত আসুক সেখানে নামায পড়িবে। আমার জন্য গনীমাত বৈধ করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য বৈধ ছিল না। আমাকে শাফাআতের ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। আমাকে সকল মানুষের জন্য পাঠানো হইয়াছে। অথচ প্রত্যেক নবীকে তাঁহার জাতির নিকট পাঠানো হইয়াছে।

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ অর্থাৎ রাসূল (সা) আল্লাহ্ পাকের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, আমাকে যিনি পাঠাইয়াছেন তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং সকল রাষ্ট্রের মালিক তিনিই, তিনি মানুষকে বাঁচান ও মারেন। এক কথায় একমাত্র তাঁহারই বিধি-বিধান চলিবে, অন্য কাহারও নহে।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে, মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির জন্য প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল এবং এখানে তিনি মানবকুলকে নির্দেশ দিতেছেন তাঁহার উপর ঈমান আনার ও তাঁহাকে অনুসরণ করার জন্য।

النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ অর্থাৎ যেই উম্মী নবীর প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ তোমাদিগকে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছিল ইনিই সেই নবী। উক্ত গ্রন্থসমূহে তাঁহার এই পরিচয়ই প্রদান করা হইয়াছে।

الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ তাঁহার কথা ও কাজকে যাহারা সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহারাই তাঁহার উপরে অবতীর্ণ আল্লাহ্র কিতাবের সত্যতার উপর ঈমান আনিয়াছে।

وَاتَّبِعُوْهُ অর্থাৎ যাহারা তাহার তরীকা অবলম্বন করিয়াছে ও তাহার পদাংকানুসরণ করিয়াছে।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা সিরাতুল মুস্তাকীমে অবস্থিত থাকিবে।

(١٥٩) وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ○

১৫৯. মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল রহিয়াছে যাহারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও ন্যায় বিচার করে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, বনী ইসরাঈলগণের মধ্যে এমন একদল লোক রহিয়াছে যাহারা সত্যানুসারী ও ন্যায়বিচারক।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۔

অর্থাৎ আহলে কিতাবগণের একদল লোক এমন রহিয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করে ও গভীর রাত্রিতে সিজদা নিরত থাকে (৩ : ১১৩)।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

"আহলে কিতাবদের একটি দল অবশ্যই আল্লাহ্র উপর, তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ও তাহাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার উপর ঈমান রাখে আর আল্লাহ্কে ভয় করে এবং অল্প মূল্যে আল্লাহর কালাম বিক্রয় করে না। এই দলের জন্য অবশ্যই তাহাদের যথাযোগ্য সাওয়াব তাহাদের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করিবেন" (৩ : ১৯৯)।

তিনি আরও বলেন :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه هُمْ بِه يُؤْمِنُوْنَ ، وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِه اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ، اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا .

অর্থাৎ যাহাদিগকে ইহার পূর্বে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহারা উহার উপর ঈমান রাখে। তাই যখন তাহাদের সামনে এই কিতাব পাঠ করা হয় তখন তাঁহারা বলে, আমরা ইহাতেও ঈমান আনিয়াছি। ইহাও আমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে সত্যরূপে অবতীর্ণ। আমরা তো ইহার পূর্বেও মুসলমানই ছিলাম। তাহাদিগকে তাহাদের যথাযথ সওয়াব দ্বিগুণ দান করা হইবে, তাহাদের এই ধৈর্যের কারণে (২৮ : ৫২-৫৪)।

তিনি আরও বলেন :

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ اُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِه .

"যাহাদিগকে কিতাব দান করিয়াছি তাহারা যথাযথভাবে উহা তিলাওয়াত করে, তাহারাই উহার প্রতি ঈমান রাখে (২ : ১২১)।"

অন্যত্র তিনি বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ، وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا .

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ইহার পূর্বে যাহাদিগকে ঐশী জ্ঞান দান করিয়াছি, তাহাদের সামনে যখন আমার বাণী পাঠ করা হয় তখন তাহারা সিজদায় পড়িয়া দাড়ি মৃত্তিকা সংলগ্ন করে আর বলে, হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি পবিত্র মহান। আমাদের প্রতিপালক যদি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা অবশ্যই বাস্তবায়িত হইয়া থাকিবে। আর তাহারা দাড়ি মৃত্তিকা সংলগ্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিয়া ক্রন্দনরত হয় ও তাহাদের খোদাভীতি বাড়িয়া যায় (১৭ : ১০৭-১০৯)।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র) এক আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জুরাইজ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে হাজ্জাজ, আল-হুসায়েন, আল-কাসিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : আমার কাছে এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, বনী ইসরাঈলগণ যখন তাহাদের নবীগণকে হত্যা করিল ও কুফরীতে লিপ্ত হইল, তখন তাহাদের দ্বাদশ গোত্র অন্যদের কার্যকলাপে খুবই ক্ষুণ্ন হইয়া নিজদিগকে ইহা হইতে পবিত্র রাখিল। তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে ওজরখাহী করিল ও প্রার্থনা জানাইল, তিনি যেন তাহাদের ও নাফরমানদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাদের জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ উন্মুক্ত করেন। তাহারা সেই সুড়ঙ্গ পথ ধরিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। অবশেষে চীন দেশ পার হইয়া গেল। সহসা তাহারা সেখানে একদল সত্যানুসারী মুসলমান দেখিতে পাইল যাহারা আমাদের কিবলার দিকে ফিরিয়া ইবাদত করে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন– ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ইহাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছে :

وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا .

অর্থাৎ ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলগণকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া উপস্থিত করিব (১৭ : ১০৪)।

এই আয়াতে وَعْدُ الْاٰخِرَةِ বলিতে ঈসা (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, সুড়ঙ্গের সফরে তাহাদের দেড় বছর লাগিয়াছিল। সুদ্দী (রা) হইতে সাদাকা আবুল হুযায়েলের সূত্রে ইব্‌ন উআইনা (রা) বলেন :

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ . আয়াতের সেই সত্যানুসারী দল ও তোমাদের মধ্যভাগে একটি মধুর নহর প্রবহমান।

(١٦٠) وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى
اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ
اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا
عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(١٦١) وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ
الْمُحْسِنِيْنَ ○
(١٦٢) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○ ع

১৬০. তাহাদিগকে আমি দ্বাদশ গোত্রে তথা দলে বিভক্ত করিয়াছি। মূসার সম্প্রদায় যখন তাহার নিকট পানি প্রার্থনা করিল, তখন তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত কর; ফলে ইহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হইল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনিয়া লইল। আর মেঘ দ্বারা তাহাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট মান্না ও সালওয়া পাঠাইয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, ভাল ভাল রুযী তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা আহার কর। তাহারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের প্রতিই জুলুম করিয়াছে।

১৬১. স্মরণ কর, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'এই জনপদে বাস কর ও যথা ইচ্ছা আহার কর এবং বল, ক্ষমা চাই এবং নতশিরে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিব। আমি সৎকর্মশীলদের জন্য আমার দান বাড়াইয়া দিব।

১৬২. কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা জালিম ছিল, তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্তে তাহারা অন্য কথা বলিল। সুতরাং আমি আকাশ হইতে তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম, যেহেতু তাহারা সীমালংঘন করিতেছিল।

তাফসীর : সূরা বাকারায় উপরোক্ত আয়াতসমূহের সবিস্তার ব্যাখ্যা পূর্বেই প্রদত্ত। ইহা ছিল মাদানী সূরা। আলোচ্য আয়াতসমূহ যদিও মক্কী তথাপি বিশ্লেষণে কোন তারতম্য নাই। তাই এইখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই নিবেদিত।

(١٦٣) وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ
يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ
يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْسُقُوْنَ ○

১৬৩. তাহাদিগকে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারে সীমালংঘন করিত; শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত।

কিন্তু যেদিন শনিবার উদ্‌যাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না; এইভাবে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তাহারা সত্য ত্যাগ করিত।

তাফসীর : এই আয়াতটিও সূরা বাকারার وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ আয়াতের বিশ্লেষণ। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁহার নবীকে বলিতেছেন : وَاسْئَلْهُمْ অর্থাৎ তোমার সম্মুখে সমুপস্থিত ইয়াহূদীগণকে তাহাদের সেই সংগিগণের কথা জিজ্ঞাসা কর যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করার কারণে অকস্মাৎ আল্লাহ্‌র গযব তাহাদের কূটকৌশল, বাড়াবাড়ি ও হিলাসাজীর প্রতিদানরূপে তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। তাই তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর যেন তাহারা তাহাদের কিতাবে তোমার যে পরিচয় ও গুণাবলী বিদ্যমান তাহা গোপন না করে। তাহা হইলে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট সত্য উদঘাটিত হইবে যাহা তাহাদের পূর্ববর্তিগণের নিকট সুস্পষ্ট ছিল।

উক্ত গযবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের গ্রামের নাম ছিল আয়লা। লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, দাউদ ইব্‌ন হিসীন ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াতের নাফরমান সম্প্রদায়ের বাসস্থানের নাম আয়লা। উহা মাদায়েন ও তূর পর্বতের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত।

ইকরামা, মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দীর মত ইহাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কাছীর আল-কারী বলেন : আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, উক্ত গ্রামের নাম আয়লা। কেহ কেহ বলেন : উহার নাম মাদায়েন। এই বর্ণনাটিও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।

ইব্‌ন যায়েদ (রা) বলেন : উহার নাম মানতানা। উহা মাদায়েন ও আইযূনার মাঝখানে অবস্থিত।

اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ অর্থাৎ শনিবারে তাহারা সীমালংঘন করিত এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ওসীয়াত অমান্য করিত।

اِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا আয়াতাংশ সম্পর্কে যাহ্হাক বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : অর্থাৎ মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান হইত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : উহা প্রত্যেক বাড়ীর নদীর ঘাটে ভাসিয়া উঠিত।

وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ لَا تَأْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন জারীর (র) বলেন: অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি পরীক্ষা করার জন্য যেদিন মাছ শিকার তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ সেদিন মাছগুলি পানির উপরে ভাসমান রাখিতাম এবং অন্যান্য হালাল দিবসে উহা পানির নীচে লুকাইয়া থাকিত।

كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ অর্থাৎ এইভাবে আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি।

بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বাহিরে গিয়া পাপাচার অনুসরণ করায় উক্তরূপ পরীক্ষায় ফেলিয়াছি। প্রকাশ্যে তাহারা দেখাইত যে, নাফরমানী করিতেছে না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা কূট-কৌশল পাকাইয়া নাফরমানীর কাজ করিত।

ফকীহ্ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাত্তাহ (র) বলেন : আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ সালামা, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন, আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ

ইব্‌ন সাবাই আয্‌-যাফরানী ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সলম বর্ণনা করেন : ইয়াহূদীরা যে পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তোমরাও উহাতে লিপ্ত হইও না। তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত হারাম কার্য নগণ্য চাতুর্যের মাধ্যমে হালাল বানাইয়া নিত।

এই সনদটি খুবই ভাল। আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সলম (র) সম্পর্কে আল-খতীব তাহার ইতিহাস গ্রন্থে বলেন– তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অন্যান্য বর্ণনাকারিগণের নির্ভরযোগ্যতা মাশহূর। এই ধরণের বহু সনদকে ইমাম তিরমিযী বিশুদ্ধ বলেন।

(١٦٤) وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۖ قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

(١٦٥) فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

(١٦٦) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ○

১৬৪. স্মরণ কর, তাহাদের একদল বলিয়াছিল, আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদিগকে সদুপদেশ দাও কেন ? তাহারা বলিয়াছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হইবে এই জন্য।

১৬৫. যে উপদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হইল তাহা যখন তাহারা বেমালুম ভুলিয়া গেল, তখন যাহারা অসৎকার্য হইতে নিবৃত করিত তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিলাম এবং যাহারা জুলুম করে তাহারা কুফরী করিত বলিয়া আমি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিলাম।

১৬৬. তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদিগকে বলিলাম– ঘৃণিত বানর হইয়া যাও।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা এখানে জানাইতেছেন যে, ইয়াহূদীরা তখন তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। এক শ্রেণীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহারা শনিবারে আল্লাহ্‌র হারামকৃত মৎস্য শিকার কূট-কৌশলের মাধ্যমে হালাল করিয়া নিত। সূরা বাকারায় তাহাদের সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। অন্য শ্রেণী তাহাদিগকে এই জঘন্য ছলচাতুরীর পথ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিত ও নিজেরা উহা হইতে দূরে থাকিত। তৃতীয় শ্রেণী উহা করিত না, কিন্তু যাহারা করিত তাহাদিগকে নিষেধ করিত না; বরং চুপ থাকিত। পরন্তু যাহারা নিষেধ করিত তাহাদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিত। তাহাদিগকে বলিত : لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا। অর্থাৎ উহাদিগকে কেন বাধা দিতেছ ? তোমরা তো জানই

যে, তাহারা নিজদিগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং তাহারা আল্লাহর শাস্তির হকদার হইয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কোন লাভ নাই।

বাধা প্রদানকারীরা জবাবে বলিল : مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ অর্থাৎ ইহা করিতেছি তোমাদের প্রতিপালকের প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের জন্য। তাহা হইল ভাল কাজের নির্দেশ দান ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা। এই দায়িত্ব আদায় না করিলে আমাদিগকে জবাব দিতে হইবে। وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ ইহার ফলে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে এবং যেই পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে উহা হইতে বিরত হইবে। এমন কি তাহারা তওবা করিয়া আল্লাহ্‌র পথে ফিরিয়া আসিবে। তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে দয়াপরবশ হইয়া ক্ষমা করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ অর্থাৎ যখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল।

اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অর্থাৎ বাধা প্রদানকারীগণকে বিপদমুক্ত রাখিলাম ও পাপাচারিগণকে পাকড়াও করিলাম।

بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ অর্থাৎ অবমাননাকর শাস্তি।

উপরোক্ত আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, যাহারা পাপাচারে বাধা দিয়াছে তাহারা নিরাপদ রহিয়াছে এবং যাহারা পাপাচারী তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু যাহারা চুপ তাহাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ, কার্যকারণ দ্বারা ফলাফল নির্ণীত হয়। যাহারা ভাল কাজ করে তাহারা পছন্দনীয় হয় এবং মন্দ কাজ করিলে নিন্দনীয় হয়। যেহেতু তাহারা এই ক্ষেত্রে প্রশংসাযোগ্য কাজ করে নাই। তাই তাহাদের প্রশংসা করা হয় নাই। তেমনি সেই মন্দ কাজেও জড়িত হয় নাই। তাই নিন্দাও করা হয়নি। তাহারা এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিল বলিয়া তাহাদের ব্যাপারে চুপ থাকা হইয়াছে।

এখানে আসিয়া ইমামগণ মতভেদের শিকার হইয়াছেন। চুপ থাকার দলটি কি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, না ধ্বংসপ্রাপ্তদের ? এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : আয়াতের উদ্দিষ্ট দলটির বাসস্থান হইল আয়লা। ইহা সাগর তীরে মাদায়েন ও মিসরের মাঝখানে অবস্থিত। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা হারাম করিয়াছিলেন। তাই সেইদিন সাগরের মাছ ভাসমান হইয়া তীরে আসিয়া ভীড় জমাইত। কিন্তু শনিবার পার হইলে আর মাছের সন্ধান পাওয়া যাইত না। এইভাবে কিছুদিন কাটিল। অতঃপর একদল শনিবারে মাছ শিকার শুরু করিল। তখন একদল তাহাদিগকে উহা করিতে নিষেধ করিল। তাহারা বলিল : তোমরা শনিবারে মাছ ধরিতেছ ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য উহা হারাম করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাহাদের জিদ ও নাফরমানী আরও বাড়িয়া গেল। এইভাবে যখন কিছুদিন তাহারা ব্যর্থ প্রয়াস চালাইল, তখন নির্বিকার দলটি বলিল : কেন তোমরা উহাদিগকে নিষ্ফল উপদেশ দিতেছ ? আল্লাহ্‌র শাস্তিতো উহাদের প্রাপ্য হইয়া গিয়াছে।

لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمَانِ اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কি লাভ হইবে ? তাহারা তো যে কোন দল হইতে আল্লাহ্র অধিকতর গযবের উপযোগী হইয়াছে। উপদেশদাতাগণ জবাবে বলিল :

مَعْذِرَةً الِىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট দায়িত্বমুক্ত হওয়ার জন্য এবং হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে এই আশায় উহা করিতেছি। অতঃপর যখন তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা উপদেশদাতা দল ও তাহাদিগকে যাহারা নিষ্ফল উপদেশ দিতে নিষেধ করিত, তাহাদের উভয় দলকে গযব হইতে মুক্তি দিলেন এবং শনিবারে মাছ ধরা দলটিকে বানরে পরিণত করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র)ও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ ... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : যাহারা নসীহত করিতে নিষেধ করিয়াছিল তাহারা গযব হইতে মুক্তি পাইয়াছিল কিনা তাহা আমার জানা নাই।

ইকরামা (র) ... আবদুর রায্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদিন ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। তাহার বগলে কুরআন পাক ছিল। তাই আমি তাহার নিকটবর্তী হইতে সংকোচবোধ করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর তাহার নিকট গিয়া বসিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম : হে ইব্ন আব্বাস! আপনি কাঁদিতেছেন কেন ? আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলি আমি দেখিলাম, উহা ছিল সূরা আ'রাফ। তিনি প্রশ্ন করিলেন : আয়লা এলাকাটি চিন ? আমি বলিলাম : হ্যাঁ। তিনি বলিলেন : সেখানে ইয়াহূদীদের একটি গোত্র ছিল। শনিবার দিন নদীর মাছগুলি তাহাদের নিকট ছুটিয়া আসিত এবং অন্যান্য দিন গা ঢাকা দিত। তখন অনেক চেষ্টায়ও উহা ধরা যাইত না। অথচ শনিবারে উহা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাসিয়া কিনারায় আসিত। উহা ছিল সাদা তৈলাক্ত ও লোভনীয় মাছ। কিনারায় আসিয়া কেলি করিত ও লুটোপুটো খেলিত। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বুদ্ধি জোগাইল যে, শনিবার উহা খাওয়া তোমাদের জন্য নিষেধ বটে, কিন্তু ধরা তো নিষেধ নহে। তাই শনিবারে উহা ধরিয়া রাখ এবং অন্যদিনে খাও। সে মতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলে একদল বলিল, উহা ঠিক নহে। কারণ, তোমাদিগকে উহা শনিবারে খাওয়া, ধরা বা শিকার করা সবই নিষেধ করা হইয়াছে। এই মতবিরোধ পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত চলিল। শুক্রবার সকালে দেখা গেল, বিরোধিতাকারিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। একদল ডানপন্থী ও অন্যদল হইল বামপন্থী। তাহারা আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বাদানুবাদে লিপ্ত হইল।

বামপন্থীরা নাফরমানীর ব্যাপারে উদার নীতি অনুসরণ করিয়া চুপ থাকিল। ডানপন্থীরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়া নাফরমানদের কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বলিল : 'হায় আল্লাহ্ ! তোমরা কি করিতেছে ? আমরা তোমাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির পথে পা বাড়াইতে নিষেধ করিতেছি। বামপন্থীরা তাহাদের এই অযাচিত উপদেশ পসন্দ করিল না। বলিল : কেন তোমরা তাহাদিগকে ব্যর্থ উপদেশ দিতেছ যাহাদের জন্য আল্লাহ্ ধ্বংস ও কঠিন শাস্তি নির্ধারণ

করিয়াছেন। ডানপন্থীরা জবাবে বলিল : তোমাদের প্রভুর কাজে নিজেদের দায়-মুক্তির জন্য আর তাহারা হয়ত বিরত হইবে এই প্রত্যাশায় ইহা করিতেছি। আমরা খুশী হই যখন তাহারা নাফরমানী ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র গযব হইতে বাঁচিয়া যায় ও অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। তবে যদি তাহারা নাও ফিরে তাহা হইলে আমরা অন্তত আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহি হইতে রেহাই পাইব।

অবশ্য নাফরমানরা নাফরমানী করিয়াই চলিল। অবশেষ ডানপন্থিগণ নিরাশ হইয়া বলিল : হে আল্লাহ্র দুশমন দল ! আল্লাহ্র কসম ! আমরা আবশ্যই এক রাত্রিতে আসিয়া তোমাদের এলাকায় দেখিতে পাইব যে, তোমাদের সকাল হইবে এক ভয়াবহ দুর্যোগের বার্তা নিয়া। হয় তোমরা ধসিয়া যাইবে, নতুবা ভাসিয়া যাইবে অথবা আল্লাহ্র অন্য কোন শাস্তির শিকার হইবে।

অতঃপর একদিন সকালে তাহাদের শহরে গিয়া সবাই দেখিল, গোটা শহরের দরজা বন্ধ রহিয়াছে। তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা হইল, কিন্তু কোন জবাব আসিল না। অতঃপর সিঁড়ি লাগাইয়া শহরের দেওয়াল টপকাইয়া এক ব্যক্তি ভিতরে গিয়া হাঁক ডাক শুরু করিল : হায়, হায়, আল্লাহ্র বান্দারা সব বানর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের লম্বা লেজ গজাইয়াছে ! সেই লোকটি অতঃপর শহরের গেট খুলিয়া দিল। দলে দলে লোক সেইখানে ঢুকিয়া হতভম্ভ হইয়া গেল। সেই বানর সম্প্রদায় নিজ নিজ গোষ্ঠীর মানুষ চিনিলেও তাহারা স্বগোত্রের বানরগুলি চিনিতেছে না। তাই বানর সম্প্রদায় হইতে ছুটিয়া আসিয়া মানব জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়াইয়া কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল। আর কান্নাকাটি করিতেছিল। তখন মানব আত্মীয়-স্বজনরা বলিল : আমরা কি তোমাদিগকে সাবধান করি নাই ? বানরগণ তখন 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়াইয়া স্বীকার করিল। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) পাঠ করিলেন :

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ .

অতঃপর বলিলেন : এই আয়াতে দেখিতেছি, যাহারা বাধা দিয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়াছে। অন্য কোন দলের মুক্তির উল্লেখ নাই। আমরাও তো তেমনি এমন কিছু দেখি যাহা পসন্দ করি না, অথচ উহার প্রতিবাদও করি না।

বর্ণনাকারী বলেন : আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ করিয়াছেন। আপনি কি দেখিতেছেন না যে, অন্য দলটি উহা অপসন্দ করিত এবং পাপাচারীদের শাস্তি নিশ্চিত জানিয়া তাহারা বাধা প্রদানকারিগণকে নিষ্ফল বাধা প্রদান হইতে বিরত থাকিতে বলিল ? তিনি বলিলেন : ইহা আমার জন্য একটি কঠিন সমস্যা। আমি এই ক্ষেত্রে দোদুল্যমান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

মুজাহিদ (রা)ও ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

মালিক (র) হইতে পর্যায়ক্রমে আশহাব ইব্ন আবদুল আযীয, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لاَ يَسْبِتُوْنَ لاَ تَأْتِيْهِمْ . অর্থাৎ শনিবার দিন তাহাদের নিকট মাছগুলি উপস্থিত হইত এবং সন্ধ্যা হইলেই চলিয়া যাইত। ফলে পরবর্তী শনিবারের

আগে আর তাহারা মাছের দেখা পাইত না। তাই এক ব্যক্তি জালের ঘের দিয়া শনিবারে পানির ভিতরে মাছ আটকাইয়া রাখিল। রবিবার রাত্রে সে উহা ধরিয়া রান্না করিল। আশে-পাশের লোক মাছ রান্নার ঘ্রাণ পাইল। তাহারা আসিয়া তাহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। সে সাফ অস্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। যখন তাহারা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িল না, তখন বলিল : উহা ভাজা মাছেরই ঘ্রাণ। আমরা উহা ধরিতে পারিয়াছি। তারপর যখন পরবর্তী শনিবার আসিল, সে পূর্ববৎ উহা করিল। বর্ণনাকারী বলেন : তিনি হয়ত বলিয়াছেন, দুইটি মাছ রাধিয়াছেন, অতঃপর যখন রবিবার রাত্রি আসল, সে উহা ধরিয়া ভাজি করিল। তখন অন্যান্য লোক উহার ঘ্রাণ পাইল। তাহারা আবার আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তখন সে বলিল : আমি যে কৌশলে মাছ ধরিয়াছি, ইচ্ছা করিলে তোমরাও সেইরূপ ধরিতে পার। তাহারা প্রশ্ন করিল : তুমি কি কৌশল অবলম্বন করিয়াছ ? সে তখন তাহাদিগকে উহা জানাইল। তখন হইতে তাহার পাড়াপড়শীরাও সেই পথ অবলম্বন করিল। এইভাবে তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। তাহাদের শহরটি ছিল প্রাচীর বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত। উহার গেট তালাবদ্ধ করিয়া রাখিত। যখন রাত্রিকালে তাহারা বানরে পরিণত হইল, সকাল বেলা পার্শ্ববর্তী এলাকার লোক বিভিন্ন কাজে তাহাদের খোঁজ নিতে আসিয়া শহরটি তালাবদ্ধ দেখিল। তখন তাহাদিগকে ডাকা হইল। কিন্তু ভিতর হইতে কোন উত্তর আসিল না। তখন তাহারা দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া শুধুই বানর দেখিতে পাইল। বানরগুলি যাহাকে যাহাকে চিনিল তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

সূরা বাকারায় এই ব্যাপারে বিভিন্ন সাহাবীর বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাই যথেষ্ট। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার প্রাপক আল্লাহ্ তা'আলা।

দ্বিতীয় মত : চুপ থাকার দল ধ্বংস হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইসহাক ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : বনী ইসরাঈলদের জন্য যখন শনিবার মর্যাদার দিন হিসাবে নির্ধারিত হইল, তখন সে দিনের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইল। তাহা এই যে, সেইদিন তাহাদের জন্য মাছ ধরা ও খাওয়া হারাম করা হইল। অবস্থা এই ছিল যে, শনিবার আসিলেই সমুদ্রের মাছগুলি ভাসিয়া কিনারায় ছুটিয়া আসিত। তাহারা শুধু তাকাইয়া দেখিত। শনিবার গত হওয়া মাত্র মাছগুলি চলিয়া যাইত। তারপর পরবর্তী শনিবার ছাড়া উহাদের দেখা মিলিত না। এইভাবে আল্লাহ্র মর্জিতে কিছুদিন চলিল। অতঃপর তাহাদের এক লোক এক শনিবারে গোপনে একটি মাছ ধরিল। অতঃপর সে উহার নাকে রশি লাগাইয়া সমুদ্র তীরে পানিতে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন সে উহা উঠাইয়া রান্না করিয়া খাইল। আশে পাশের লোক তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াও নিষেধ করিল না এবং ঘৃণাও প্রকাশ করিল না। তবে একটি দল এই জঘন্য নাফরমানীর প্রতিবাদ করিল এবং তাহাকে উহা হইতে বিরত থাকিতে বলিল। কিন্তু সে আরও বাড়িয়া গেল। এমনকি প্রকাশ্যে হাটে বাজারে সে মাছ নিয়া হাযির হইল। তখন একদল লোক নিষেধকারিগণকে বলিল, কি লাভ তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া ? আল্লাহ্ই তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন ও শাস্তি দিবেন। তাহারা জবাব দিল : আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিতেছি যেন আল্লাহ্ আমাদিগকে জবাবদিহি না করেন। তাহা ছাড়া তাহাদের পাপাচারের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক হওয়ার জন্য সুযোগ দিতেছি। ইহার ফলে হয়ত তাহারা পথে আসিবে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ ...... قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এই ব্যাপারে সেই বনী ইসরাঈলগণ তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। একদল হইল পাপাচারী, একদল নিষেধকারী ও অপর দল নীরব দর্শক। তিন দলের শুধু নিষেধকারীরা রক্ষা পাইল ও অপর দুইটি দল ধ্বংস হইল। এই বর্ণনাটি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অতি উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

সম্ভবত ইহাই তাঁহার প্রথম অভিমত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি এই মত হইতে ইকরামা বর্ণিত মতে পৌঁছিয়াছেন। অর্থাৎ নীরব দর্শক দলকেও মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কারণ, পরবর্তী আয়াতাংশে উহা প্রকাশ পায়। যেমন

أَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ অর্থাৎ আমি পাপাচারিগণকে কঠিন শাস্তি দিলাম। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য দুই দল মুক্তিপ্রাপ্ত।

بَئِيْسٍ শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, কঠিন বা কঠোর। অন্য বর্ণনায় কষ্টদায়ক। কাতাদা (র) বলেন : পীড়াদায়ক ও হয়রানিমূলক। মূলত সকল অর্থই প্রায় সমার্থক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

خَاسِئِيْنَ অর্থাৎ লাঞ্ছিত, অপমানিত ও ঘৃণিত।

(١٦٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ښ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৬৭. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর এমন লোকদিগকে শক্তিশালী করিতে থাকিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে। আর তোমার প্রভু অবশ্যই শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

তাফসীর : تَأَذَّنَ অর্থাৎ ঘোষণা সহকারে বলিলেন বা ঘোষণা করিলেন। এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। অন্যরা বলেন : নির্দেশ দিলেন। এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বক্তব্যকে জোরদার করা হয় এবং উহা অনেকটা শপথের তাৎপর্য বহন করে। তাই উহার পরের শব্দে লাম তাকীদ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন : لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই প্রেরিত হইবে।

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ অর্থাৎ এমন সম্প্রদায় যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার করিবে। ইহা তাহাদের নাফরমানী, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরোধিতা ও তাঁহার শরী'আতের ক্ষেত্রে তাহাদের টাল বাহানা অর্থাৎ হারামকে হালাল বানানোর-কূট কৌশলের স্বাভাবিক প্রতিবিধান।

এই প্রতিবিধান সম্পর্কে বলা হয়, মূসা (আ) তাহাদিগের উপর কর ধার্য করিয়াছিলেন সাত বৎসর। কেহ বলেন, তের বৎসর। আর তিনিই সর্বপ্রথম কর ধার্য করার প্রচলন

করিয়াছিলেন। সেই অভিশপ্ত জীবনের পর তাহারা সাময়িকভাবে রাষ্ট্র পাইয়াও যথাক্রমে গ্রীক, কাযদানী ও কালদানীদের দ্বারা তাহারা ক্ষমতাচ্যুত ও পদানত হইয়া জীবন কাটায়। অতঃপর তাহারা খ্রিস্টানদের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়। তাহারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করিয়া তাহাদিগকে দরিদ্র ও লাঞ্ছিত জীবনের অধিকারী করে। অবশেষে তাহারা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রচারিত ইসলামের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে জিযিয়া ও খিরাজ দিয়া শাসিত হইয়া চলে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : উহা হইল রাষ্ট্রবিহীন থাকা ও অপরের শাসিত রাষ্ট্রে জিযিয়া দিয়া বসবাস করা।

আলী ইব্ন আবূ তালহা বলেন : উহা হইল জিযিয়া দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে জীবন যাপন। এবং مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ আয়াতের দ্বারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার উম্মতগণের দ্বারা শাস্তি প্রদানের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, ইব্ন জুরাইজ, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেন।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুল করীম আল-জাযরী, মু'আম্মার ও আবদুর রায্যাক বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : জিযিয়া আদায়কারী সম্প্রদায় তাহাদের উপর প্রেরিত হইবে।

আমার বক্তব্য এই : তাহাদের ব্যাপারে সর্বশেষ শাস্তি হইবে এই যে, তাহারা দাজ্জালের অনুসারী ও সাহায্যকারী হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মুসলমানগণ ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া হত্যা করিবে। ইহাই হইবে শেষ যুগ।

وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যাহারা তওবা করিবে ও তাঁহার বিধি-বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ক্ষমা ও দয়া করিবেন। আলোচ্য আয়াতে শাস্তির কথা বলার পরেই রহমতের কথা একযোগে বলার উদ্দেশ্য হইল বান্দাগণ নিরাশ না হইয়া যেন আশান্বিত থাকিতে পারে। একই সংগে বহুস্থানে উৎসাহ দান ও হুঁশিয়ারী প্রদানের মাধ্যমে তিনি বান্দাকে আশা-নিরাশার মাঝখানে সদা সতর্ক অবস্থায় রাখিতে চাহেন।

(١٦٨) وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا ج مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ
ذٰلِكَ ز وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(١٦٩) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ
هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ج وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ
يَاْخُذُوْهُ ط اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى
اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ط وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
يَتَّقُوْنَ ط اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

(١٧٠) وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৬৮. পৃথিবীতে আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি; তাহাদের কতক নেককার ও কতক অন্যরূপ। আর মংগল ও অমংগল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি যাহাতে তাহারা পথে ফিরিয়া আসে।

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষগণ একের পর এক তাহাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়; তাহারা এই তুচ্ছ দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করে আর বলে, শীঘ্রই আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে; আর যদি তাহাদের নিকট অনুরূপ স্বার্থ আবার আসে তাহাও গ্রহণ করে। কিতাবের অঙ্গীকার কি তাহাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই যে, তাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত বলিবে না ? এবং তাহারা তো উহাতে যাহা আছে তাহা অধ্যয়নও করে; যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাহাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি ইহা অনুধাবন কর না ?

১৭০. যাহারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও সালাত কায়েম করে, আমি তো এইরূপ নেক্‌কারগণের পুরস্কার নষ্ট করি না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে বিভিন্ন উম্মত সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহারা বহু মত ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন তিনি বলেন :

وَّقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوْا الْاَرْض فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَة جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا .

অর্থাৎ আর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূপৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন আমি তোমাদের সকলকে একত্র করিয়া উপস্থিত করিব। (১৭ : ১০৪)।

مِنْهُمُ الصَّالِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ অর্থাৎ তাহাদের ভিতর নেককার ও বদকারসহ সকল ধরনের লোক রহিয়াছে। যেমন জিনদের একজন বলিল :

وَاَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ·

অর্থাৎ অবশ্যই আমাদের ভিতর নেককার ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণী রহিয়াছে। আমরা বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত (৭২ : ১১)।

وَبَلَوْنَاهُمْ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি।

بِالْحَسَنَات وَالسَّيِّئَات অর্থাৎ দুর্দিন ও সুদিন, সুখ ও দুঃখ, ঔদার্য ও কঠোরতা দ্বারা।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেন পথে ফিরিয়া আসে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوْا الْكِتَابَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى ·

অর্থাৎ নেককার ও বদকারের এই দলটির পরে উত্তরসূরি হইয়া যাহারা আসিল তাহাদের ভিতর কল্যাণের কিছুই ছিল না। অথচ তাহারাও তাওরাত যথারীতি তিলাওয়াত করিত।

মুজাহিদ (র) বলেন : উত্তরসূরি সেই দলটি হইল নাসারা সম্প্রদায়। মূলত উহা ব্যাপকার্থক।

يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى অর্থাৎ তাহারা পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে সত্যকে বিক্রয় করিত। হয় সত্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিত না, অথবা সত্যকে বিকৃত করিত। কিংবা সত্যকে এড়াইয়া যাইত ও নিজেদের ভিতরে লুকাইয়া রাখিত। অতঃপর তওবা দ্বারা উহা মিটাইতে চাহিত। তারপর যখন আবার কোন পার্থিব স্বার্থ দেখা দিত, তখন আবার পূর্বানুরূপ করিত। তাই আল্লাহ্ বলেন : وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ অতঃপর পুনরায় তদ্রূপ পার্থিব স্বার্থ দেখা দিলে তাহারা আবার সত্য বিসর্জন দিয়া উহা অর্জন করিত।

সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) বলেন : তাহারা পাপ করিয়া তওবা করিত আল্লাহ্‌র নিকট যে, উহা আর করিবে না। কিন্তু যদি পুনরায় সেইরূপ সুযোগ হাতে আসিত অমনি তাহা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিত।

يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُلَنَا অর্থাৎ তাহারা অমূলক ও চরম প্রতারণামূলক প্রত্যাশা আল্লাহ্‌র নিকট করিত। ইহাতে তাহারাই প্রতারিত হইত।

وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ যখনই তাহাদের সামনে পার্থিব কোন স্বার্থ উপস্থিত হইত তখন তাহাদের কোন ব্যস্ততা তাহাদিগকে উহা হইতে অমনোযোগী করিত না এবং কোন নিষেধাজ্ঞা উহা হইতে বিরত রাখিত না। তাহারা হালাল-হারামের কোন পরোয়া না করিয়াই উহা গ্রহণ করিত।

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : বনী ইসরাঈলদের কাযী বা বিচারকগণের কেহই বিনা ঘুষে কোন রায় দিত না। যদিও তাহাদের নেতৃস্থানীয়গণ একত্র হইয়া পরস্পর শপথ করিয়া ছিল যে, তাহারা কখনও ঘুষের লেন-দেন করিবে না ও অন্যায় রায় দিবে না। অতঃপর একদিন দেখা গেল, তাহাদেরই একজন ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় প্রদান করিল। তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হইল : কি ব্যাপার ? আপনি যে ঘুষ খাইয়া অন্যায় রায় দিলেন? সে বলিল : আমাকে ক্ষমা করা হইবে। অন্যরা ইহা শুনিয়া তাহাকে নিন্দা করিল। বনী ইসরাঈলগণ তাহার এই কাজ অপসন্দ করিল। যখন সে মারা যেত, কিংবা অপসৃত হইত ও তদস্থলে সেই নিন্দাকারীদের কেহ স্থলাভিষিক্ত হইত, সেও সেই কাজই করিত। তাই আল্লাহ্ বলেন : অন্যান্যের কাছেও যদি পার্থিব প্রলোভন আসিত, তাহা হইলে তাহারাও ন্যায় ও সত্যের বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিত।

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ الْكِتَابِ اَنْ لاَّ يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلاَّ الْحَقَّ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্তরূপ কার্যকলাপে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে শক্ত প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যাহাতে তাহারা মানুষের কাছে খোদার নির্দেশিত সত্য প্রকাশ করে এবং তাঁহার কিতাবের কোন কিছুই গোপন না করে। আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলেন :

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ٠

অর্থাৎ সেই দিনটি স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা নিলেন যে, তাহারা মানুষের কাছে উহা যথাযথভাবে অবশ্যই বর্ণনা করিবে এবং উহার কিছুই গোপন করিবে না। অতঃপর তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল এবং উহার বিনিময় নগণ্য মূল্য উপার্জন করিল। তাই কতই নিকৃষ্ট তাহাদের সেই কেনা-বেচা (৩ : ১৮৭)।

اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيْثَاقُ ... ... اِلاَّ الْحَقَّ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন : তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তির আশায় পাপ করিত এবং সর্বদাই উহার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিত। উহা হইতে বিরত থাকার তওবা করিত না।

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে পারলৌকিক অসংখ্য পুরস্কারের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহার কঠোর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতেছেন। অর্থাৎ আমার পুরস্কার ও যাহা কিছু পরকালে দেওয়ার জন্য আমার নিকট রহিয়াছে উহা অনেক উত্তম এবং উহা তাহাদের জন্য নির্ধারিত যাহারা হারাম হইতে দূরে রহিয়াছে, খেয়াল খুশীমতে চলে নাই ও নিজ প্রতিপালকের অনুগত রহিয়াছে।

اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন : যাহারা তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে আমার নিকট রক্ষিত পারলৌকিক অনন্ত পুরস্কার বিসর্জন দিতেছে, তাহারা কি নির্বোধ ? তাহাদের বুদ্ধি কি আচ্ছন্ন ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিলেন যাহারা নিজেদের কিতাবের উপর সুদৃঢ় থাকিয়া উহার নির্দেশিত পরবর্তী রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتَابِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব শক্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ও উহার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার নিষিদ্ধ কাজগুলি বর্জন করিয়াছে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لاَ نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ অর্থাৎ আর যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছে নিশ্চয় আমি এই সকল পরিশুদ্ধ ব্যক্তিগণের পুরস্কার নষ্ট করি না।

(١٧١) وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهٗ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهٗ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۚ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۟ؑ

১৭১. স্মরণ কর, যখন আমি পর্বতকে তাহাদের ঊর্ধ্বে উত্তোলন করি, আর উহা ছিল যেন এক চন্দ্রাতপ; তাহারা ভাবিল যে, উহা তাহাদের মাথায় পড়িবে; বলিলাম, আমি যাহা দিলাম তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা আছে তাহা স্মরণ কর, যাহাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।

তাফসীর : وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : যখন আমি পাহাড়টি উত্তোলন করিলাম। আল্লাহ্ পাক

অন্যত্র বলেন : وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণকালে আমি তাহাদের মাথার উপর তূর পর্বত তুলিয়া ধরিয়াছিলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন : ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর উহা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ আয়াতাংশের তাৎপর্য ইহাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কাসিম ইব্ন আবূ আইয়ুব (র) বর্ণনা করেন : অতঃপর যখন তাহারা আল্লাহ্র গযব মুক্ত হইয়া মূসা (আ)-এর সহিত পবিত্র ভূমির দিকে সফর করিতেছিল, তখন মূসা (আ) আল্লাহ্র নির্দেশাবলী সম্পর্কিত ফলকগুলি গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ পালনার্থে তিনি উহা হইতে তাহাদের করণীয় আমলসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করিলেন। কিন্তু আমলগুলিকে তাহারা কষ্টকর ভাবিয়া উহা পালন করিতে অস্বীকার করিল। ফলে তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য তাহাদের মাথার উপর পাহাড় তুলিয়া ধরা হইল।

كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন : ফেরেশতারা তাহাদের মাথার উপর পাহাড়টি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) এই বর্ণনাটি সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুনায়েদ ইব্ন দাউদ (রা) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে বকর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন : মূসা (আ) বলিলেন : এই তোমাদের ঐশী কিতাব। ইহাতে কি কি কাজ তোমাদিগকে করিতে হইবে এবং কি বস্তু তোমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। তোমরা কি ইহা মানিয়া লইয়াছ ? তাহারা বলিল, উহা আমাদের সামনে বর্ণনা কর। যদি উহার পালনীয় ও বর্জনীয় কাজগুলি সহজ হয় তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব। তিনি বলিলেন : উহাতে যাহাই থাকুক না কেন, তোমরা গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, না, আমরা যতক্ষণ উহার ফরয, ওয়াজিব, হালাল, হারাম ইত্যাদি কার্য সম্পর্কে জ্ঞাত না হইব, ততক্ষণ আমরা উহা গ্রহণ করিব না। তাহারা বারংবার এইভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়কে নির্দেশ দিলেন : উৎপাটিত হও ও উত্তোলিত হও এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে তাহাদের মাথার উপর ঝুলন্ত থাক।

তখন মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন : তোমরা কি শুনিতে পাইতেছ না, আমার প্রভু কি বলিতেছেন ? তোমরা যদি তাওরাত গ্রহণ না কর তবে অবশ্যই তোমাদের মাথার উপর পাহাড়টি নিক্ষিপ্ত হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন : যখন তাহারা উপরে তাকাইয়া মাথার উপর পাহাড় দেখিতে পাইল, তখন আতংকে সবাই সিজদায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বামদিক সিজদারত রাখিয়া ডানদিক বাঁকা করিয়া উপরে তাকাইয়া দেখিতেছিল পাহাড়টি তাহাদের উপর পড়িতেছে কিনা। এই কারণেই ইয়াহূদীদের এমন কোন দিন যায় না যেদিন তাহারা বামদিকে ভর করিয়া সিজদা না করে। তাহারা ভাবে, এইরূপ সিজদাই আমাদিগকে আপদমুক্ত রাখে।

অবশেষে আবূ বকর (র) বলেন : অতঃপর আল্লাহ্র কিতাবের ফলকগুলি তাহাদের সামনে প্রকাশ করা হইল যাহা স্বয়ং আল্লাহ্র লেখা। কিন্তু উহা পৃথিবীর জল, স্থল, পর্বত, বৃক্ষ কোথাও এখন নাই। এখন যাহা তাহাদের সামনে রহিয়াছে উহা বিকৃত, অস্পষ্ট ও বিলুপ্ত প্রায়।

উহার আসল বস্তু পরিবর্তিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُؤُوْسَهُمْ তাহারা তোমার নিকট তাহাদের আসল জিনিস বিকৃত করিয়া উপস্থাপন করিবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٧٢) وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۛ شَهِدْنَا ۛ
اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ
(١٧٣) اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ
بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ○
(١٧٤) وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

১৭২. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি। তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই। আমরা সাক্ষী রহিলাম। এই স্বীকৃতি গ্রহণ এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এই বিষয়ে উদাসীন ছিলাম।

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শির্ক করিয়াছে আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিবে।

১৭৪. এইভাবে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি বনী আদমকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করিয়া তাহাদিগকেই সাক্ষী বানাইয়া এই স্বীকৃতি আদায় করিয়াছেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিপালক প্রভু এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টিই করিয়াছেন অনুরূপ প্রকৃতি দিয়া। তিনি বলেন :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ তুমি নিজেকে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। উহা আল্লাহ্র সেই প্রকৃতি যাহার উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নাই (৩০ : ৩০)।

সহীহদ্বয়ে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : كل مـولود يولد على الفطرة অর্থাৎ প্রতিটি মানব শিশু স্বভাবজাতের উপর জন্ম গ্রহণ করে।

অন্য বর্ণনায় আছে : على هذه الملة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه অর্থাৎ এই মিল্লাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী বানায়, নাসারা বানায় ও মজূসী বানায়।

সহীহ্ মুসলিমে আয়াজ ইব্ন হিমার বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্ পাক বলেন যে, আমি আমার বান্দাকে সঠিক দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে বিচ্যুত করিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি সে তাহা তাহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছে।

বনূ সা'আদের আসওয়াদ ইব্ন সারী (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান ইবন আবুল হাসান, আস্ সিরী'আ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইব্ন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন সারী (রা) বলেন :

আমি রাসূল (সা)-এর সহিত চারটি জিহাদে শরীক হইয়াছি। তখন যুদ্ধ শেষে লোকগণ স্বচ্ছ ও উত্তম শস্য আহার করিত। রাসূল (সা) ইহা শুনিয়া রাগ করিলেন। বলিলেন, লোকদের হইল কি যে, (রণাঙ্গণে) উত্তম ও স্বচ্ছ খাদ্য ভক্ষণে মগ্ন হইয়াছে ? তখন এক ব্যক্তি বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাহারা কি মুশরিকের সন্তান ছিল না ? তখন তিনি বলিলেন : মুশরিক সন্তানগণই এখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিবর্গ। হ্যাঁ, তবে তাহারা এখন সেই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অবস্থায় নাই। অবশ্য মনে রাখিও, প্রত্যেকেই স্বাভাবজাত ধর্ম নিয়া জন্মগ্রহণ করে। যখন তাহার বোধ শক্তি সক্রিয় হয় ও ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়, তখন তাহার পিতামাতা ইয়াহূদী বানায় ও নাসারা বানায়।

হাসান (র) বলেন : আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ পাক তাঁহার কিতাবে ঠিক এই কথায় বলেন : وَاِذْ اَخَــذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُــوْرِ هِمْ ذُرِّيَّتَــهُمْ অর্থাৎ আমি আদম সন্তানগণকে তাহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করিয়া আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

হাসান বসরী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ইসমাঈল ইব্ন উলিয়া ও ইমাম আহমদ (র) উহা বর্ণনা করেন। আসওয়াদ ইব্ন সারী'আ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, হুশাইম ইব্ন ইউনুস ইব্ন উবায়েদ ও নাসাঈ উহা বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাসান বসরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন নাই। প্রাসংগিক আয়াতও উল্লেখ করেন নাই।

অবশ্য আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড হইতে তাঁহার সন্তানদের উৎপন্ন করা এবং তাহাদিগকে ডানপন্থীতে ও বামপন্থীতে বিভক্ত করা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন হাদীসে তাহাদের আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে স্বীকৃতি দানের কথাও আসিয়াছে।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে আনাস ইব্ন মালিক, আবূ ইমরান আল জাওফী, শু'বা, হাজ্জাজ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন এক দোযখীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে : তুমি কি মনে কর যদি পৃথিবীর বুকে কৃত তোমার কোন ব্যাপার এখন তোমাকে আনিয়া দেওয়া হয় তাহা হইল তুমি জাহান্নামের মুক্তিপণ হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে পার ? সে বলিবে : হ্যাঁ। তবে ইহা হইতে সহজ কিছু আশা করিয়াছিলাম। আমাকে আদমের পৃষ্ঠদেশে থাকিতেই এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল যে, আল্লাহ্র সহিত কোন কিছু শরীক করিব না। অবশ্য পরে কার্যত উহা অস্বীকার করিয়াছি।

শু'বার সূত্রে সহীহ্দ্বয়েও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

অপর হাদীস : নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, কুলসূম ইব্ন যুবায়ের, জারীর ইব্ন হাশিম, হুসায়েন ইব্ন মুহাম্মদ ও ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আরাফাতের দিন আদম (আ)-এর পৃষ্ঠাদেশে রক্তপিণ্ডের অবস্থায় অবস্থিত তাঁহার সন্তানগণের নিকট হইতে শক্ত ওয়াদা গ্রহণ কয়িাছেন। আদম সন্তানগণ তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সামনে দণ্ডায়মান হইলে তিনি সামনা-সামনি তাহাদের সাথে কথা বলেন। তিনি প্রশ্ন করেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা জবাব দিল হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী হইলাম। অতঃপর তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল যে, আমরা তো এই সব ব্যাপারে বেখেয়াল ছিলাম অথবা বলিবে ...।

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ মারূফী হইতে পর্যায়ক্রমে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহীম ও ইমাম নাসাঈও তাহার সুনানের তাফসীর অধ্যায়ে উক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেন। হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদের সনদে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা মাওকূফ হাদীসরূপে বর্ণনা করেন। হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদের সূত্রে হাব্বান তাহার মুস্তাদরাকেও ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সনদে জারীর ইব্‌ন হাযিম হইতে কুলসূম (র) রহিয়াছেন। হাকাম এই সনদকে সহীহ্ বলিয়াছেন। তবে সহীহ্দ্বয়ে এই সনদের বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয় নাই। ইমাম মুসলিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, কুলসূম ইব্‌ন যুবায়ের ও আবদুল ওয়ারিছের সূত্রে ইহা মাওকূফ হাদীসরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহা যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে কুলসূম ইব্‌ন যুবায়ের, রবী'আ ইব্‌ন কুলসূম, ওয়াকী ও ইসমাঈল ইব্‌ন উলিয়ার সনদেও বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আলী ইব্‌ন বুজায়মা, হাবীব ইব্‌ন আবূ সাবিত ও আতা ইব্‌ন সায়েবও ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) আওফীও ইহা বর্ণনা করেন। সুতরাং এই বর্ণনাটি বহুসূত্রে বর্ণিত ও সুপ্রমাণিত। আল্লাই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ হামযা যবঈ, আবূ হিলাল, ওয়াকী ও ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

"আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হইতে বারি কণার মত তাঁহার সন্তান নির্গত করেন।"

জারীর হইতে পর্যায়ক্রমে আবূ মাসউদ, যুমরাহ্ ইব্‌ন রবী'আ ও আলী ইব্‌ন সাহল বলেন যে, জারীর বলেন : যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিমের ছয়দিনের শিশু মারা গেল। তিনি বলিলেন : হে জারীর ! যখন তুমি আমার সন্তানকে কবরে রাখিবে, তখন কাফনের উপরিভাগের গিঁট খুলিয়া তাহার মুখ বাহির করিয়া রাখিবে। কারণ, আমার ছেলেকে বসাইয়া প্রশ্ন করা হইবে। আমি তাহাই করিলাম। যখন আমি দাফন সারিয়া অবসর হইলাম, তখন বলিলাম, আপনাকে আল্লাহ্ রহম করুন। আপনার সন্তানকে প্রশ্নকারী কি প্রশ্ন করিবে ? তিনি বলেন : আদমের মেরুদণ্ডে থাকিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল সেই সম্পর্কে তাহাকে প্রশ্ন করা হইবে। আমি বলিলাম হে আবুল কাসিম ! আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল ? তিনি বলিলেন : আমাকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর মেরুদণ্ড স্পর্শ করামাত্র কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার যত সন্তান হইবে তাহাদের সকলের সৃষ্ট আত্মা উহা হইতে নির্গত হইল। তখন তাহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্রই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। ইহার ফলে তাহাদের রূযীদান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর আত্মাগুলি

মেরুদণ্ডে ফিরিয়া গেল। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেহ জন্ম নিবে না যাহার সহিত প্রতিশ্রুতির আদান-প্রদান হয় নাই। তাই যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতির শেষাংশ পাইয়া উহা পূরণ করিয়াছে, সে প্রথমটির কল্যাণও পাইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষাংশ পাইয়াও উহা মান্য করিল না, সে প্রথমাংশেরও কল্যাণ পাইবে না। যে সন্তান শৈশবেই মারা গেল এবং প্রতিশ্রুতির শেষটি পাইল না, সে প্রথম প্রতিশ্রুতির তথা স্বভাব ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিল।

উপরোক্ত সকল সনদই শক্তিশালী। তবে সনদটি মাওকূফ।

ইহা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অপর হাদীস : ইব্ন জারীর (রা) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন : রাসূল (সা) বলিয়াছেন : চিরুনীর সাহায্যে যেভাবে মাথা হইতে উকুন বাহির করা হয়, পৃষ্ঠদেশ হইতে তেমনি প্রাণ বাহির করা হইয়াছে। অতঃপর প্রাণগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করিলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। ফেরেশতারা বলিলেন : আমরা সাক্ষী রহিলাম, কিয়ামতের দিন যেন তোমরা না বল, আমরা এই সম্পর্কে গাফিল ছিলাম।

আহমদ ইব্ন আবূ তাইয়িবা হইলেন আবূ মুহাম্মদ আল জুরজানী যিনি কৌমাসের কাযী ছিলেন। তিনি অন্যতম সাধক ছিলেন। নাসাঈ তাহার সুনানে তাহার বর্ণনা গ্রহণ করেন। আবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, তাহার হাদীস গ্রহণযোগ্য। ইব্ন আদী (র) বলেন : তিনি বহু অদ্ভুত হাদীস বর্ণনা করেন।

অবশ্য এই হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন হামযা ইব্ন মাহ্দীও ইহা বর্ণনা করেন। মানসূরের সনদে ইব্ন জারীর (রা)ও বর্ণনা করেন। এই সনদটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

অপর হাদীস : ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন : রাসূল (সা)-কে এই প্রসংগে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে উহা হইতে তাঁহার সন্তানগণ নির্গত হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, ইহাদিগকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা জান্নাতবাসীর আমল অনুসরণ করিবে। অতঃপর তিনি আবার তাঁহার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিলেন। তখন অবশিষ্ট সন্তানগণ নির্গত হইল। তিনি বলেন, ইহাদিগকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। জাহান্নামবাসীর যাহা করার ইহারা করিবে। তখন একদল প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাহা হইলে আর আমল কিসের জন্য ? রাসূল (সা) বলিলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে আজীবন জান্নাতের উপযোগী আমল করিতে ইচ্ছুক হয় এবং তদ্রূপ আমল করিয়া জান্নাতবাসী হয়। তেমনি যে বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়, সে জাহান্নামের উপযোগী কাজের জন্য ইচ্ছুক হয় এবং আজীবন তদ্রূপ আমল করিয়া জাহান্নামে প্রবেশ করে।

কা'নাবীর সূত্রে আবূ দাউদ (রা) কুতায়বার সূত্রে নাসাঈ (র) ও ইসহাক ইব্ন মূসার সূত্রে মাআন (র) হইতে তিরমিযী (র) তাহার তাফসীর অধ্যায়ে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা সূত্রে ইব্ন ওয়াহাব (র) থেকে এবং ইব্ন সবীর (র) রওহ ইব্ন উবাদা ও সাঈদ ইব্ন আবদুল হামীদ ইব্ন জা'ফর (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র) হইতে আবূ মুস'আব আয-যুবায়রী প্রমুখের সূত্রে ইব্‌ন হিব্বান (র) তাহার সহীহ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) উমর (রা) হইতে ইহা শুনেন নাই, আবূ হাতিম ও আবু যুর'আ (র) এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। আবূ হাতিম (র) নাঈম ইব্‌ন রবী'আ এই সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাই আবূ দাউদ (রা) তাহার সুনানে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে নাঈম ইব্‌ন রবী'আ সূত্রে মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) ... বর্ণনা করেন।

হাফিজ দারে কুতনী (র) বলেন : উমর ইব্‌ন জুসূম ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন সিনান হইল আবূ ফরোয়া রাহাবীর অনুসারী। তাহাদের বক্তব্য মালিকের বক্তব্য হইতেও সঠিক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আমার বক্তব্য (গ্রন্থকার) : ইমাম মালিক ইচ্ছাকৃতভাবেই নুআঈম ইব্‌ন রবীআর উল্লেখ করেন নাই। কারণ, নুআঈমের অবস্থা তাহার জানা নাই এবং তিনি তাহাকে চিনেন না। এই হাদীস ছাড়া আর কোথাও তাহার পরিচিতি নাই। এই কারণেই একদল রাবীর উল্লেখ করা হয় নাই যাহাদের সন্তোষজনক পরিচিতি ছিল না। ফলে অনেক মারফু হাদীস মুরসাল ও অনেক মাওকূফ হাদীস মাকতু হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অপর হাদীস : এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন : আবূ আবদ ইব্‌ন হুসাইদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিলেন তখন তাঁহার পিঠে হাত বুলাইলেন। সংগে সংগে কিয়ামত পর্যন্ত আদমের যত সন্তান তিনি সৃষ্টি করিবেন তাহাদের সকলের প্রাণসত্তা আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হইল। দেখা গেল প্রতিটি সন্তানের দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থলে একটি নূরের সাদা তিলক চমকাইতেছে। তাহাদিগকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করা হইল। তিনি বলিলেন : প্রভু হে ! ইহারা কাহারা ? আল্লাহ্ বলিলেন, ইহারা তোমারই সন্তান-সন্ততি। তখন তিনি একজনকে তাহাদের মধ্য হইতে দেখিয়া অবাক হইলেন। তাহার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূরের টীকা চমকাইতেছিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন : হে প্রভু ! এই লোকটি কে ? আল্লাহ্ বলিলেন : তোমার সন্তানদের শেষ উম্মতসমূহের একজন। ইহার নাম দাঊদ। তিনি বলিলেন, হে প্রভু ! তাহার বয়স কত নির্ধারণ করিয়াছ ? আল্লাহ্ বলিলেন : ষাট বছর। তিনি বলিলেন : হে প্রভু ! আমি আমার বয়স হইতে চল্লিশ বছর তাহাকে দান করিলাম। অতঃপর আদম (আ)-এর নির্ধারিত বয়স যখন পূর্ণ হইল তখন মালাকুল মউত উপস্থিত হইলেন। আদম (আ) বলিলেন : আমার কি এখনও চল্লিশ বৎসর বয়স বাকী নেই ? মালাকুল মাউত বলিলেন : আপনি কি উহা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেন নাই ? আদম (আ) ইহা লইয়া ঝগড়া করিলেন। তাই তাহার সন্তানরা ঝগড়াটে হইল। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সন্তানরা ভুলের শিকার হইল। তিনি ক্রটির শিকার হইলেন। তাই তাঁহার সন্তানরাও ক্রটিমুক্ত থাকিল না।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ হুরায়রা (র) হইতে অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাকে আবূ নু'আঈম ফযল ইব্‌ন দুকাইন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, কিন্তু সহীহদ্বয়ে উহা সংকলিত হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে ... আবূ হুরায়রা সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাহার বর্ণনায় অতিরিক্ত বক্তব্য হইল এই : "অতঃপর আদমের সামনে তাঁহার সন্তানগণকে উপস্থিত করা হইল। তারপর আল্লাহ্ বলিলেন : হে আদম। এই হইল তোমার সন্তানবৃন্দ। তখন দেখা গেল তাহাদের ভিতর পঙ্গু, অন্ধ, কুষ্ঠ, রোগী ও নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত লোক রহিয়াছে। তখন আদম (আ) বলিলেন, আমার সন্তানদের এই দশা করিয়াছ কেন ? তিনি বলিলেন : যাহাতে তুমি আমার নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পার। পুনরায় আদম (আ) বলিলেন : হে প্রভু ! নূরদীপ্ত উজ্জ্বল লোকগুলি কাহারা ? তিনি বলিলেন : হে আদম! উহারা তোমার সন্তানদের মধ্যকার নবীগণ। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বানুরূপ দাউদের ঘটনা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস : আবদুর রহমান ইব্ন কাতাদা (র) ... হিশাম ইব্ন হাকীম (রা) বর্ণনা করেন যে, হিশাম বলেন : "এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহা কি মানুষের কাজ, না মানুষের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত কাজগুলির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তখন আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পৃষ্ঠ হইতে তাঁহার সন্তানগণকে বাহির করিলেন। অতঃপর তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সাক্ষী রাখিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে দুই তালুতে ঠাঁই দিয়া বলিলেন : এই দল জান্নাতী ও এই দল জাহান্নামী। সুতরাং জান্নাতীরা স্বভাবতই জান্নাতের কাজ করার জন্য সক্রিয় থাকে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামের কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বিভিন্ন সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস : যঈফ রাবী জা'ফর ইব্ন যুবায়ের (র) ... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ যখন তাঁহার সৃষ্টিকার্য শেষ করিলেন, তখন ডানপন্থিগণকে ডান হাতে ও বামপন্থিগণকে বাম হাতে ধারণ করিয়া বলিলেন, হে ডান হাতে আমলনামা প্রাপকবৃন্দ! তাহারা জবাব দিল : আমরা উপস্থিত আছি। তিনি বলিলেন : আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি ? তাহারা বলিল : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ডাকিলেন : হে বাম হাতে আমালনামা প্রাপকবৃন্দ ! তাহারা জবাব দিল : আমরা হাযির। তিনি প্রশ্ন করিলেন : আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ? তাহারা জবাব দিল : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মিলাইয়া ফেলিলেন। তখন এক প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল : হে প্রভু ! উভয় দলকে মিলাইয়া ফেলিলেন কেন ? তিনি বলিলেন : ইহা ছাড়াও তাহাদের অনেক করণীয় কাজ রহিয়াছে। তাহারা সেইগুলি করিবে। এখানে যাহা করিলাম তাহা এই জন্য যে, তাহারা যেন কিয়ামতের দিন না বলিতে পারে, আমরা ইহার কিছুই জানিতাম না। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে আদমের পৃষ্ঠে ফিরাইয়া দিলেন। ইব্ন মারদুবিয়া ইহা বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস : আবূ জা'ফর রাযী ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন :

"সেইদিন আদম (আ)-এর সামনে কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়া তাঁহার সকল সন্তান-সন্ততিকে সমবেত করা হয়। তাহাদিগকে স্ব-স্ব আকৃতিতে হাযির করা হয় ও কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়। তারপর তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক প্রভু নহি ? তাহারা

সাক্ষ্য দিল : হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদের এই কথার উপর সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূখণ্ডকে সাক্ষী রাখিলাম, সাক্ষী রাখিলাম তোমাদের পিতা আদমকে যেন কিয়ামতের দিন তোমরা না বল, আমরা এই ব্যাপার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তোমরা জানিয়া রাখ, আমি ভিন্ন কোন প্রভু নাই এবং আমি ছাড়া কোন প্রতিপালক নাই। সুতরাং আমার সহিত কাহাকে বা কোন কিছুকে শরীক বানাইও না। অবশ্যই আমি যথাশীঘ্র তোমাদের নিকট রাসূল পাঠাইব। তাহারা তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি ও শপথ সম্পর্কে সতর্ক করিবে। আর তোমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিবে। তখন তাহারা বলিল : আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতিপালক ও প্রভু। আপনি ছাড়া আমাদের কোন প্রতিপালক প্রভু নাই। আজ আমরা আপনার আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতিশ্রুতি দান করিলাম। তখন তাহাদের পিতা আদম তাহাদের দিকে তাকাইলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাদের ভিতর ধনী ও দরিদ্র, সুন্দর ও কুৎসিত সব ধরণের মানুষ রহিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন : হে আমার প্রতিপালক ! তাহাদের সকলকে সমান করিলেন না কেন ? তিনি বলিলেন : আমি কৃতজ্ঞতা পাইতে ভালবাসি। আদম (আ) আরও দেখিলেন : তাহাদের মধ্যে সূর্যের মত আলোকদীপ্ত নবীগণ রহিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "আর স্মরণ কর, আমি যখন নবীগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলাম। এই সব কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : তাই তোমাকে দীনে হানীফে প্রতিষ্ঠিত রাখ, উহা হইল আল্লাহ্র প্রকৃতিজাত দীন।" অন্যত্র তিনি বলেন : এই সতর্কীকরণ তো আদি সতর্কীকরণের পুনরাবৃত্তি। তিনি আরও বলেন : আমি তাহাদের অধিকাংশকেই প্রতিশ্রুতির উপর পাই নাই।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) তাহার পিতার মুসনাদে এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) তাহাদের তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌ন জা'ফর রাযী (র)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ বহু পূর্বসূরি এই হাদীসের অনুকূলে বর্ণনা প্রদান করেন। তাই প্রসংগটি দীর্ঘায়িত করিয়া হাদীস ও আসারসহ সবিস্তারে আলোচনা শেষ করিলাম। আল্লাহ্ই একমাত্র সহায়ক।

আলোচিত হাদীস ও আসারসমূহ প্রমাণ দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানগণকে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতী ও দোযখীর বিভক্তি দেখাইয়াছেন। তবে তখন তাহাদের এই সাক্ষ্যদান যে, আল্লাহ্ই তাহাদের একমাত্র প্রতিপালক প্রভু, তাহা শুধু ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের সূত্রে কুলসূম ইব্‌ন যুবায়েরের বর্ণিত হাদীস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। আমরা আগেই বলিয়াছি যে, এই হাদীস দুইটি মারফূ নহে, মওকূফ। অবশ্য পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলিমগণ যে উক্তরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য হইল এই যে, আদর্শ সন্তানগণকে প্রকৃতিগতভাবেই তাওহীদ বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) আয়াজ ইব্‌ন হিমার ও আসওয়াদ ইব্‌ন সারীআ হইতে হাসান বসরীর হাদীসে উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাই তাহারা আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : আল্লাহ পাক আদমের প্রতিশ্রুতির কথা বলেন নাই। বলিয়াছেন বনী আদমের

প্রতিশ্রুতির কথা। তাই তিনি 'পৃষ্ঠদেশ' হইতে বলেন নাই, বলিয়াছেন 'পৃষ্ঠদেশসমূহ' হইতে। আর তাঁহার সন্তানগণকে একদিনে একসংগে রূপদান করেন নাই; বরং দলে দলে যুগে যুগে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ বালেন : وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ অর্থাৎ তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের এক দলের পর অপর দলকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন (৬ : ১৬৫)।

তিনি আরও বলেন : وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ অর্থাৎ তোমাদিগকে পৃথিবীতে একের পর এক স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে (২৭ : ৬২)।

অন্যত্র তিনি বলেন : كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ অর্থাৎ যেমন আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি শেষ জাতির বংশধররূপে (৬ : ১৩৩)।

অতঃপর এখানে তিনি বলেন : وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি আমার প্রভুত্বের স্বীকৃতিদাতারূপে ও কথায় পাইয়াছি। (৭ : ১৭২)। সাক্ষ্যদান কখনও ভাবে হয়, কখনও কথায় হয়। কথায় হয়; যেমন : قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰى اَنْفُسِنَا অর্থাৎ তাহারা বলিল, আমরা নিজেরাই নিজেদের সাক্ষী হইলাম (৬ : ১৩০)। তেমনি কখনও ভাবে হয়; যেমন مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ মুশরিকগণের জন্য ইহা সম্ভব নহে যে, তাহারা আল্লাহর ঘরসমূহ আবাদ করিবে। কারণ, তাহারা নিজেরাই কুফরীর সাক্ষ্যদাতারূপে বিরাজমান (৯ : ১৭)। অর্থাৎ এখানে কুফরীর সাক্ষ্য তাহারা কথায় দিতেছে না, দিতেছে তাহাদের ভাবে বা অবস্থায়। ইহার অপর উদাহরণ হইল اِنَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ অর্থাৎ সে অবশ্যই ইহার সাক্ষীরূপে বিদ্যমান।

এভাবে কোন কিছু চাওয়াও কখনও কথায় ও কখনও ভাবে হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহার প্রত্যেকটি সরবরাহ করা হইয়াছে।

তাহারা বলেন : এই সব কিছু দলীল প্রমাণের দ্বারা আয়াতের যে তাৎপর্য বুঝা যায় তাহা এই যে, আয়াতটি মুশরিকদের শির্কের বিরুদ্ধে একটি প্রধান যুক্তি। যদি ইহা তাওহীদ ও প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপার হইত তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটি ব্যাপারই উল্লেখ করা হইত। যদি বলা হয়, রাসূল (সা)-কে খবর দেওয়ার জন্য তাহার অস্তিত্ব যথেষ্ট, উহার জবাব এই যে, মুশরিকদের মিথ্যাবাদীরা রাসূল (সা)-এর আনীত সকল কিছুকেই মিথ্যা বলিত, শুধু তাওহীদের ব্যাপারই নহে। তাই ইহাকে একটি স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে পেশ করাইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, আয়াতে উল্লিখিত তাওহীদের স্বীকৃতি ছিল প্রকৃতিগত যাহার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ বলেন : اَنْ تَقُوْلُوْا অর্থাৎ তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ অর্থাৎ তাওহীদ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিতাম না। অথবা বলিতে না পার যে, আমাদের পূর্বপুরুষ মুশরিক ছিল বলিয়া আমরা মুশরিক হইয়াছি।

(١٧٥) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا
فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○
(١٧٦) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ
هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ
تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○
(١٧٧) سَآءَ مَثَلَا ࣙالْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ
كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৭৫. তাহাদিগকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পাঠ করিযা শুনাও যাহাকে আমি নিদর্শন দিয়াছিলাম, অতঃপর সে উহাকে বর্জন করে ও শয়তান তাহার পিছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহা দ্বারা তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে ও তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তাহার অবস্থা কুকুরের ন্যায়। উহার উপর তুমি বোঝা চাপাইলে সে হাঁপাইতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপাইলেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ : তুমি এই সব বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

১৭৭. যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাহাদের অবস্থা কত মন্দ !

তাফসীর : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে আবদুর রায্‌যাক (রা) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : উক্ত ব্যক্তি হইল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের বালআম ইব্‌ন বাউরা।

মানসূর (র) হইতে শু'বাসহ একাধিক বর্ণনাকারীও উহা বর্ণনা করেন। আব্বাস (রা) হইতে কাতাদা সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) বলেন : লোকটি হইল সায়ফী ইব্‌ন রাহিব।

কা'ব বলেন : লোকটি বলকাবাসিগণের অন্যতম। সে ইসমে আজম শিখিয়াছিল এবং সে বায়তুল মুকাদ্দাসে জাব্বারীনদের সহিত থাকিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (রা) বলেন : লোকটি ইয়ামানের অধিবাসী এবং তাহার নাম বালআম। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নিদর্শন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর সে উহা বর্জন করিল।

মালিক ইব্ন দীনার বলেন : সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের অন্যতম আলিম ছিলেন। তাহার দু'আ ও মুনাজাত অবশ্যই কবূল হইত। তাই যে কোন কঠিন সমস্যায় তাহাকেই সামনে আগাইয়া দেওয়া হইত। মূসা (আ) তাহাকে মাদায়েনের বাদশাহ্র নিকট তাহাকে আল্লাহ্র পথে ডাকার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি প্রলোভনে পড়িয়া আল্লাহ্র দীন বর্জন করিলেন ও বাদশাহ্র দীন গ্রহণ করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) বলেন : তিনি হইলেন বালআম ইব্ন বাউরা। মুজাহিদ ও ইকরামা (র)ও অনুরূপ বলেন।

ইব্ন জারীর (রা) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : লোকটি হইল বালআম।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর হইতে ... শু'বা (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : লোকটি হইল তোমাদেরই সাথী উমাইয়া ইব্ন আবুস সালত। অন্য সূত্রেও তাহার নিকট ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই ব্যাখ্যাই সঠিক মনে করেন। তাহার মতে আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সাথে উমাইয়া ইব্ন সালতের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উমাইয়া অতীতের আসমানী কিতাবসমূহ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাহার সেই জ্ঞান ভাণ্ডার তাহার কোনই উপকারে আসে নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যামানা পাইয়াছেন। তাঁহার নিদর্শন, পরিচিতি ও মু'জিযাসমূহ দেখিতে পাইয়াছেন। যাহার নূন্যতম দিব্যজ্ঞান ছিল সে অবশ্যই তাঁহাকে নবী হিসাবে চিনিতে পারিয়াছে। অথচ এত কিছু জানা ও দেখা সত্ত্বেও সেই লোক তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া মুশরিকদের বন্ধু, সহায়ক ও প্রশংসাকারী সাজিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নিহত মুশরিক নেতাদের জন্য এরূপ শোকগাথা রচনা করিয়াছে যাহা আল্লাহ্র কাছে খুবই অপসন্দনীয় হইয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে উহার নিন্দা করিলেন। বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি ভাষার পরিপাট্য অর্জন করা সত্ত্বেও অন্তরকে পরিপাটি করে নাই, তাহার এই কাব্যশক্তি, সূক্ষ্মজ্ঞান ও ভাষালঙ্কার থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ পাক ইসলামের জন্য তাহার অন্তরকে উন্মুক্ত করেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন : উহা সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তিনটি মকবূল মুনাজাতের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার এক স্ত্রী ছিল এবং স্ত্রীর গর্ভে একটি ছেলে জন্ম নিয়াছিল। তাহার স্ত্রী আব্দার করিল, তোমার তিনটি প্রার্থনার একটি আমার জন্য কর। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি কি চাও ? সে বলিল : তুমি প্রার্থনা কর যেন আল্লাহ্ আমাকে বনী ইসরাঈলের ভিতর সর্বাধিক সুন্দরী রমণীতে পরিণত করেন। তিনি সেই প্রার্থনা করার সাথে সাথে সে সর্বাধিক সুন্দরীতে রূপান্তরিত হইল। যখন সে দেখিতে পাইল যে, তাহা হইতে সুন্দরী রমণী আর কেহই নাই, তখন আর উহার প্রতি তাহার আকর্ষণ রহিল না। তাহার ইচ্ছা জাগিল অন্য কিছু হওয়ার। তখন দ্বিতীয়বার মুনাজাত করিয়া তাহাকে কুত্তীতে রূপান্তরিত করা হইল। ফলে তাহার দুই প্রার্থনা শেষ হইল। এখন মাত্র একটি রহিল। তখন তাহার বংশধর ও জ্ঞাতিগোষ্ঠী আসিয়া বলিল, ইহা তো একটা খারাপ ব্যাপার হইল। আমরা কোথাও মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। আপনি তাহাকে আবার মানুষে পরিণত করুন। তখন তিনি তৃতীয় প্রার্থনা দ্বারা তাহাকে প্রথমাবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। ফলে তাহার তিন প্রার্থনাই বেকার গেল। তাই তিনি আল বসূস নামে খ্যাত হইলেন।

এই বর্ণনাটি অবশ্য 'গরীব' শ্রেণীভুক্ত। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পটভূমি সম্পর্কে বিখ্যাত মত উহাই যে, লোকটি বনী ইসরাঈলদের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন। ইব্‌ন মাসউদ (র)-সহ বিভিন্ন পূর্বসূরি তাহাই বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)ও বলেন : তিনি ছিলেন প্রতাপশালী এলাকার এক লোক। নাম ছিল বালআম। সে ইসমে আকবর জানিত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-সহ কতিপয় আলিম বলেন : লোকটি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। তাহার প্রত্যেকটি প্রার্থনা কবূল হইত। তবে যে ব্যক্তি বলে যে, লোকটি নবী ছিলেন, পরে পথভ্রষ্ট হইয়াছেন, সে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, কল্পনাপ্রসূত ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা বলে। ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপ একটা অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বর্ণনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : মূসা (আ) যখন জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন বালআমের কাছে তাহার বংশের ও সম্প্রদায়ের লোকজন আসিয়া বলিল : মূসা খুবই কঠোর প্রকৃতির। তাহার সহিত অনেক সৈন্য আছে। তাই তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হইলে আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিবে তিনি আমাদিগকে মূসা (আ) ও তাঁহার সৈন্যদের হাত হইতে রক্ষা করেন। তখন তিনি বলিলেন : আমি যদি মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করি তাহা হইলে আমার দুনিয়া ও আখিরাতে সবই বরবাদ হইবে। ইহা বলা সত্ত্বেও তাহারা নাছোড়বান্দা হইয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ফলে তিনি প্রার্থনা করিলেন। সংগে সংগে আল্লাহ্ তাহাকে যাহা দিয়াছিলেন তাহা তুলিয়া নিলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন : অতঃপর সে উহা বর্জন করে এবং শয়তান তাহার পিছনে লাগে।

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ্ পাকের ঘোষিত চল্লিশ বছরের মেয়াদ যখন উত্তীর্ণ হইল, তখন ইউশা (আ) নবী হিসাবে তাহাদের ভিতর আবির্ভূত হইলেন। তিনি বনী ইসরাঈলগণকে সমবেত করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, তিনি মনোনীত হইয়াছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জাব্বারীনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন। তখন তাহারা তাঁহার হাতে বায়আত হইল ও তাহার নবূওয়াতের সত্যতা মানিয়া লইল। তখন বালআম নামক এক আলিম তাহাদের দল হইতে চলিয়া গেল। সে গুপ্ত ইসমে আজম জানিত। সে নবীকে অস্বীকার করিয়া কাফির হইল। তাহার উপর আল্লাহ্‌র লানত হইল। সে জাব্বারীদের নিকট গিয়া বলিল : বনী ইসরাঈলগণকে ভয় পাইও না। যখন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে বাহির হইবে, তখন আমি তাহাদের উপর তোমাদের বিজয়ের জন্য সহায়তা করিব। ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের নিকট পার্থিব সকল উপায়-উপকরণ মওজুদ ছিল। সে যাহা চাইত তাহাই পাইত। শুধু নারীর সান্নিধ্যকে ভয় পাইত। অবশেষে সে উহাতেও মত্ত হইল। তাই আল্লাহ্ বলিলেন : সে আল্লাহ্‌র দান বর্জন করিল। অতঃপর শয়তান তাহার পিছনে লাগিল। অর্থাৎ শয়তান তাহার ও তাহার প্রতিটি কাজের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিল। ফলে সে পরিপূর্ণভাবে শয়তানের অনুগত হইল। তাই আল্লাহ বলেন : সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অনুরূপ মর্মে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত একটি হাদীস আবূ ইয়ালী মুসেলী তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন। যেমন :

হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামানী (রা) হইতে আবূ ইয়ালী মুসেলী (র) বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান বলেন :

রাসূল (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদেরকে সেই লোক সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি যাহার কুরআন তিলাওয়াত এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, তাহার চেহারায় আলো চমকাইবে এবং ইসলাম তার চাদর বা আচ্ছদনে পরিণত হইবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার এত উন্নতির পর সে উহা বর্জন করিয়া পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিবে। তাহার পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহার তরবারির নিয়ন্ত্রণে আসিবে এবং তাহার তীর শিরকের প্রসার ঘটাইবে। আমি প্রশ্ন করিলাম : হে আল্লাহ্‌র নবী ! শির্‌কের ক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপকারী বড়, না নিক্ষিপ্তরা ? তিনি বলিলেন : নিক্ষেপকারী।"

এই সনদটি উত্তম। সাল্‌ত ইব্‌ন বাহরাম কুফীদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন তাহাকে সিকা রাবী বলিয়াছেন।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا অর্থাৎ যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে তাহাকে যে নিদর্শন দিয়াছিলাম তাহার বদৌলতে আমি তাহাকে পার্থিব নীচতা ও নোংরামী হইতে উর্ধ্বে তুলিতে পারিতাম।

وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ অর্থাৎ সে পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট হইল, উহার ধন-সম্পদ দ্বারা প্রলুব্ধ হইল এবং উহার ভোগ-বিলাস তাহাকে নিমজ্জিত করিল। যেভাবে অন্যান্য স্থূলদর্শী মূর্খরা পৃথিবীর দ্বারা প্রতারিত হয় সেও তদ্রূপ হইল।

وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবূ রাহবিয়া বলেন : শয়তান তাহাকে ধনরত্নের ভিতর সকল উন্নতি ও সুখ-শান্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। ফলে যেখানে গর্দভীও আল্লাহ্‌কে সিজদা করে, সেখানে বালআম শয়তানকে সিজদা করিল।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যুবায়ের ইব্‌ন নুমায়ের (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল আলা (র) বর্ণনা করেন যে, মুতামার তাহার পিতাকে আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন : সাইয়ার (রা) বলিয়াছেন, লোকটির নাম বালআম। তিনি মুস্তাজাবুদ দাওয়াত ছিলেন। মূসা (আ) বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া যখন তাহার দেশ সিরিয়া জয় করার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন দেশবাসী ভীষণ ভয় পাইয়া বালআমের কাছে আসিল। তাহারা বলিল : আক্রমণকারী লোকটি ও তাহার দলবলের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করুন। তখন তিনি বলিলেন : আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ছাড়া আমি উহা করতে পারি না। অতঃপর তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আর অনুমতি চাহিলে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইল তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ না করার জন্য। কারণ, তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা ও তাহাদের ভিতর নবী রহিয়াছেন। তখন তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিলেন– আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাহারা তাহাকে প্রচুর হাদিয়া তোহফা দিল। তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা আবার তাহার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবার তাহাকে অনুরোধ করিল, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উহা করিতে পারিব না। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহাকে কিছুই বলা হইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে

বলিলেন, আমি অনুমতি চাহিলাম, কিন্তু আমাকে হ্যাঁ-না কিছুই বলা হইল না। তখন তাহারা যুক্তি পেশ করিল, যদি আপনার প্রভু ইহা অপসন্দ করিতেন তাহা হইলে সেভাবেই নিষেধ করিতেন, যেভাবে প্রথমবারে আপনাকে নিষেধ করা হইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলগণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে হাত তুলিলেন। যখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিলেন, তাহার জিহ্বা উহা তাহারই কওমের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করিল। যখন তিনি নিজ সম্প্রদায়ের বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করিলেন, উহা মূসা (আ) ও তাঁহার বাহিনীর বিজয়ের জন্য উচ্চারিত হইল। কিংবা আল্লাহ্ পাক যাহা চাহিয়াছেন সেইভাবে হইল।

তখন তাহার সম্প্রদায় বলিল : আপনি তো আমাদের বিরুদ্ধে দু'আ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমার জিহ্বা তো তাহা ছাড়া অন্য কিছু উচ্চারণ করিতেছে না। যদি আমি আবারও তাহাদের বিরুদ্ধে দু'আ করি তাহা হইলেও উহা কবূল হইবে না। আমি বরং তোমাদিগকে একটি মোক্ষম পথ বাতলাইতেছি। সেই পথে হয়ত তোমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে। আল্লাহ্ পাক যিনায় অত্যন্ত নারাজ হন। যদি তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারা ধ্বংস হইবে। কারণ, আল্লাহ্ পাকই তাহাদিকে ধ্বংস করিবেন। তোমরা তোমাদের যুবতিগণকে তাহাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করার জন্য বাহির কর। তাহারা প্রবাসী। হয়ত তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে। ফলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

বর্ণনাকারী বলেন : তখন তাহারা তাহাই করিলেন। বনী ইসরাঈলগণের সামনে তাহাদের নারীগণকে ছাড়িয়া দিল। তাহাদের বাদশাহর একটি কন্যা ছিল। আল্লাহই তাহার সৌন্দর্য ও জাঁক-জমক সম্পর্কে ভাল জানেন। তাহার পিতা তাহাকে বলিল : মূসা ছাড়া তুমি কাহারও নিকট অবস্থান করিবে না।

বর্ণনাকারী বলেন : অতঃপর বনী ইসরাঈলগণ ব্যভিচারে লিপ্ত হইল। ইত্যবসরে বনী ইসরাঈলের গোত্রসমূহের এক গোত্রপতি বাদশাহজাদীর নিকট আসিয়া তাহার অভিলাষ চরিতার্থের প্রস্তাব দিল। সে বলিল : আমি মূসা ছাড়া কাহারও শয্যা-সংগিনী হইব না। তখন তাহাকে তাহার পিতার কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি আনার জন্য পাঠানো হইল। তাহার পিতা উচ্চ গোত্রপতির শয্যা-সংগিনী হবার অনুমতি দিল। তাহারা যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হইল, তখন হারূন (আ)-এর জনৈক বংশধর বর্শা নিয়া তাহাদের সম্মুখে হাযির হইল এবং উভয়কে বর্শা বিদ্ধ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা গায়বী মদদে তাহাকে এমন শক্তিশালী করিলেন যে, সে উভয়কে বর্শাবিদ্ধ করিয়া উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিল। সকল লোক তাহা দেখিতে পাইল।

বর্ণনাকারী বলেন : তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্লেগ মহামারীর শিকার করিলেন। ফলে তাহাদের সত্তর হাজার লোক মারা গেল।.

আবুল মু'তামার (রা) বর্ণনা করেন যে, আমাকে সাইয়ার (র) বলেন : বালআম তখন একটি গর্দভীতে আরোহণ করিল। উদ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার পথে গর্দভীকে যাইতে মারিতে থাকিল। তখন সে দাঁড়াইয়া গেল এবং বলিল : কেন আমাকে মারিলে ? তোমার সামনে কে তাহা দেখিয়াছ ? তখন হঠাৎ তাহার সামনে শয়তান দণ্ডায়মান হইল। বালআম তৎক্ষণাৎ গর্দভী হইতে নামিয়া শয়তানকে সিজদা করিল। তাই আল্লাহ বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ ... ... لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

বর্ণনাকারী বলেন : সাইয়ার (র) আমাকে এই বর্ণনা শুনাইয়াছেন। আমি জানিনা, ইহাতে অন্য কোন হাদীসের অংশ সংযুক্ত হইয়াছে কিনা ?

আমার বক্তব্য : আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম বালআম। তাহাকে বালআম ইব্ন বাউরা ও বালআম ইব্ন আযরও বলা হয়। তাহাকে ইব্ন বাউরা ইব্ন শাহ্তুম ইব্ন কোশতুম ইব্ন মাব ইব্ন লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযরও বলা হয়। বলকা শহরের এক পল্লীতে সে বাস করিত। ইব্ন আসাকির বলেন : বালআম ইসমে আজম জানিত। অতঃপর সে দীন হইতে সরিয়া গেল। কুরআনে তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর ওয়াহাব প্রমুখ হইতে উপরোক্ত কাহিনী বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সালিম আবূ নযর (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন : মূসা (আ) যখন বনূ কিনআনের দেশ সিরিয়ায় উপস্থিত হইলেন, তখন বালআমের সম্প্রদায় তাহার নিকট আসিল। অতঃপর তাহারা বলিল : আগন্তুক ব্যক্তি হইলেন বনী ইসরাঈলের মূসা ইব্ন ইমরান। সে আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বহিষ্কার করার জন্য আসিয়াছে। আর আমাদিগকে তাহারা হত্যা করিবে। অতঃপর এই দেশে বনী ইসরাঈলগণ বসতি স্থাপন করিবে। আমরা আপনার সম্প্রদায়। আমাদের কোন উপায় নাই। আপনার প্রার্থনা কবূল হয়। আপনি বাহির হইয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করুন। সে বলিল : তোমাদের দুর্ভাগ্য বটে। তাহাদের সহিত নবী, ফেরেশতা ও মু'মিনগণ রহিয়াছেন। আমি কি করিয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করিতে পারি ? আমি আল্লাহ্র তরফ হইতে যাহা জানিতে পাই তাহা তোমরা জান না। তাহারা বলিল : তাহা হইলে তো আমাদের কোনই উপায় নেই। অতঃপর তাহারা সর্বক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া রহিল ও কান্নাকাটি করিতে লাগিল। এভাবে তাহারা তাহাকে কঠিন সমস্যায় ফেলিল। এমন কি সে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়া গর্দভীতে আরোহণ করিল এবং বনী ইসরাঈলগণের সেনাদলের পর্বতের অপর পার্শ্বে অবস্থিত ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইল। উক্ত পর্বতের নাম হুসবান পর্বত। যখন সে পর্বতের পথে কিছুটা অগ্রসর হইল, উহা তাহার পথে অন্তরায় হইল। তখন সে গর্দভী হইতে নামিয়া উহাকে আঘাত করিলে উহা ঢলিয়া পড়িল। গর্দভী দাঁড়াইলে তখন সে পুনরায় গর্দভীতে চড়িয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হইতেই পর্বত আবার তাহার পথে অন্তরায় হইল। আবার সে উহাকে আঘাত করিল। পুনরায় উহা ঢলিয়া পড়িল। তখন গর্দভীকে কথা বলিতে শক্তি দেওয়া হইল এবং উহা বলিয়া উঠিল : হে বালআম! তোমার দুর্ভাগ্য! তুমি কোথায় যাইতেছ ? তুমি কি আমার সম্মুখে ফেরেশতা দেখিতেছ না ? তাহারা আমাকে দিয়া তোমাকে বাধা দেওয়াইতেছে। তুমি নবী ও মু'মিনগণের বিরুদ্ধে বদদু'আ করিতেছ। তুমি কেন উহা হইতে বিরত হইতেছ না ? তখন সে আবার গর্দভীকে আঘাত করিল।

তখন আল্লাহ পাক তাহার রাস্তা মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে প্রার্থনা করিতে যাওয়ার সুযোগ দিলেন। অতঃপর সে গিয়া হুসবান পর্বতের চূড়ায় উঠিয়া মূসা (আ)-এর সেনাদল ও বনী ইসরাঈলগণের মুখোমোখী হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ শুরু করিল। কিন্তু সে যে দু'আই করিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মুখে নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে উচ্চারণ করাইলেন। সে কল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহা বনী ইসরাঈলের জন্যে উচ্চারিত হয় এবং অকল্যাণের জন্য যে দু'আ করে তাহা তাহার নিজ সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চারিত হয়। তখন তাহার সম্প্রদায়

তাহাকে প্রশ্ন করিল : তুমি কি, তুমি তো তাহাদের জন্য কল্যাণের ও আমাদের জন্য অকল্যাণের দু'আ করিতেছ। তদুত্তরে সে বলিল : যাহা হইতেছে তাহার উপর আমার কোন হাত নাই। আল্লাহ্ই আমাকে দিয়া ইহা করাইতেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা বলার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়া বক্ষের উপর পতিত হইল। তখন সে নিজ সম্প্রদায়কে বলিল : আমার দুনিয়া ও আখিরাত সবই গিয়াছে। এখন চক্রান্ত আর হিলাসাজী ছাড়া কিছুই করার নাই। আমি এক্ষুণি তোমাদের জন্য একটি চক্রান্তেব পথ বাতলাইতেছি। তোমাদের নারীগণকে সুসজ্জিত কর এবং তাহাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যবসা-বিষয়ক পণ্য দিয়া বনী ইসরাঈলের সৈন্যগণের কাছে ফেরী করিয়া ফেরার জন্য পাঠাও। তখন যদি কোন সৈন্য তাহাদের কাহাকেও ব্যবহার করিতে চায় সে যেন উহাতে আপত্তি না করে। কারণ, তাহাদের একজনও যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ইহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। অতঃপর তাহারা তাহাই করিল। যখন সুসজ্জিত নারীরা সৈন্যদের নিকট গেল, তখন এক কিনআনী গোত্রপতির কন্যা কিসবতীকে শামউন ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ)-এর গোত্রের অধিপতি যুমরী ইব্ন শূলুম দেখিতে পাইয়া চমৎকৃত হইল এবং হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল এবং তাহাকে লইয়া মূসা (আ)-এর সামনে হাযির হইল। এবং বলিল– আমি মনে করি যে, আপনি এক্ষুণি বলিবেন, ইহা তোমার জন্য হারাম, ইহার কাছে আসিবে না। মূসা (আ) বলিলেন, ইহা তোমার জন্য হারাম। সে বলিল : 'আল্লাহ্র কসম ! আমি আপনাকে এই ব্যাপারে অনুসরণ করিব না এই বলিয়া সে নারীটিকে নিয়া নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করিল এবং তাহার সহিত ব্যভিচার করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বনী ইসরাঈলগণের জন্য প্লেগ মহামারী নাযিল করিলেন। মূসা (আ)-এর কার্যাদি তখন আঞ্জাম দিতেন ফিনহাস ইব্ন আইযার ইব্ন হারূন। যুমরী ইব্ন শূলুম যখন এই অপকর্ম করিতেছিল তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। ততক্ষণে প্লেগ দেখা দিল। ফিনহাস এই খবর পাইয়া তাহার লৌহ নির্মিত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া যুমরীর কুঠুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়কেই শয্যারত অবস্থায় হত্যা করিলেন। অতঃপর তাহাদের উভয়কে উর্ধ্বে তুলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। তাহার অস্ত্রগুলি বাহুতে ধারণ করিয়া কনুইয়ে ঝুলাইয়া নিলেন। অতঃপর আইযার তনয় বলিলেন : আয় আল্লাহ্! যেই ব্যক্তি আপনার অবাধ্যতা করিবে তাহাকে এইরূপই করিব। যুমরীর ব্যভিচার হইতে শুরু করিয়া ফিনহাসের হাতে তাহার নিহত হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভিতর প্লেগ বনী ইসরাঈলের সর্বোচ্চ হিসাব মতে সত্তর হাজার ও সর্বনিম্ন হিসাবমতে বিশ হাজার লোক মাবা যায়। অর্থাৎ দিনের এক প্রহরের মধ্যে এই সকল লোক মারা যায়। সেই হইতে নবী ইসরাঈলগণ ফিনহাস ইব্ন আইযারকে বিভিন্নভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। আমর ইব্ন বাউরা প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ ... ... لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন : فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আলিমগণের ভিতর মতভেদ দেখা দিয়াছে। আবুন নজর হইতে সালিমের সূত্রে ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : বালআমের জিহ্বা বাহির করিয়া সে জিহ্বা বক্ষদেশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল উহারই উদাহরণ হইল জিহ্বা বাহির করিয়া চলা কুকুর।

কারণ, সেই কুকুর হাঁকাও বা নাহাঁকাও সর্বাবস্থায় উহার জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে থাকিবে। কেহ বলেন : উহা বালআমের বিভ্রান্তিও উহাতে লাগিয়া থাকার উদাহরণ হইল সেই কুকুর। তাই তাহাকে ঈমানের দিকে ডাকা আর না ডাকা উভয়ই সমান। কারণ, কোন অবস্থায় সেই কামনা ও আহ্বান তাহার উপকারে আসিবে না। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ ·

অর্থাৎ তাহাদিগকে ভয় দেখাও আর না দেখাও, তাহারা ঈমান আনিবে না (২ : ৬)। তিনি অন্যত্র বলেন :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ·

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাগফিরাত চাও আর না চাও (সমান কথা)। তুমি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও মাগফিরাত চাও আল্লাহ্ কখনও তাহা কবূল করিবেন না (৯ : ৮০)।

একদল বলেন : কাফির, মুনাফিক ও বিভ্রান্তদের অন্তর দুর্বল ও দিশেহারা থাকে। ফলে উহা সর্বদা ধুক ধুক করিতে থাকে। তাই সদা জিহ্বা বাহির করা কুকুরের হাঁপানোর সহিত উহাকে তুলনা করা হইয়াছে। হাসান বসরী (র) প্রমুখ হইতে এই অভিমত বর্ণিত হইয়াছে।

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, এই কাহিনী তুমি বনী ইসরাঈলদের আলিমগণকে স্মরণ করাইয়া দাও। তাহাদের নিকট বালআমের বিভ্রান্তির ফলে তাহার যে করুণ পরিণতি হইয়াছিল সেই কাহিনী শুনাও। আল্লাহর এক নিয়ামত লাভকারী নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা আল্লাহ্র নিয়ামত ইসমে আজম ও মকবুল দু'আ তাঁহার নফরমানদের পক্ষে ফরমানদার নবী মূসা (আ) ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে গিয়া কিভাবে আল্লাহ্র রহমত হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইল—তাহা তাহাদের সামনে তুলিয়া ধর। রাসূল (সা)-এর উপর নির্দেশ ছিল ইহা তাহাদিগকে স্মরন করাইয়া দেওয়া, যাহাতে বনী ইসরাঈলের আলিমগণ চিন্তা-ভাবনা করিবে। তাহারা হয়ত বুঝিতে পারিবে যেই যমানায় যে নবী আসেন তাহাকে মানিয়া চলা এবং তাহার পক্ষে কাজ করাই অতীতের বুযুর্গদের কাজ। لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তাহা হইলে তাহারা ভয় পাইবে যে, তাহারাও অনুরূপ পবিণতির শিকার হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ওয়াহীর জ্ঞানে ধন্য করিয়াছেন এবং উহার বদৌলতে তাহারা আরবের অন্যান্য গোত্র হইতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তাহাদের সামনে মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যমান যেরূপ তাহাদের নিজ সন্তানদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সুতরাং মানবগোষ্ঠীর ভিতর তাহাদের সর্বাগ্রে ও সর্বোত্তমভাবে তাঁহাকে অনুসরণের ও সাহায্য করার জন্য আগাইয়া আসা উচিত। কারণ, তাহাদের নবীগণ সেই খবর ও নির্দেশই তাহাদিগকে দিয়া গেছেন। সুতরাং তাহাদের ভিতর যাহারা তাহ'দের কিতাবের নির্দেশ অমান্য করিয়াছে ও উহা অন্যের কাছে গোপন করিয়াছে তাহারাও পরকালে লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে ও হইবে। سَاءَ مَثَلاَنِ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের উদাহরণ কতই নিকৃষ্ট যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তাহাদের উদাহরণ হইল সেই কুকুর যাহার জিহ্বা সর্বদা লালায়িত থাকে খাওয়ার জন্য আর প্রবৃত্তি লালায়িত থাকে শৌচাগারের জন্য। তাহারা ওয়াহী ইলমের প্রভাব ও

হিদায়েতের পথ বিস্মৃত হইয়া শুধু প্রকৃতির তাড়নায় উহারই নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলে। সুতরাং তাহাদের উপমা শুধু কুকুরই হইতে পারে আর ইহা কতই নিকৃষ্ট উপমা।

সহীহ হাদীসে তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ইহা হইতে নিকৃষ্ট উপমা আমাদের জন্য আর কিছুই নাই যে, উপঢৌকনের দ্রব্য ফিরাইয়া আনার উপমা হইল যেন কুকুরের খাদ্য যখন সে বমি করিয়া নিক্ষেপ করে পুনরায় তাহা ভক্ষণ করে।

اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোনই জুলুম করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে। আর তাহা হইল তাহাদের হিদায়েত অনুসরণ ওপ্রভুর আনুগত্য হইতে ফিরিয়া থাকা, নশ্বর এই পরীক্ষাগারের উপর নির্ভরতা ও প্রকৃতির চাহিদা মুতাবিক আয়েশ ও লজ্জার চরম আকর্ষণ ও আসক্তি।

(١٧٨) مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ○

১৭৮. আল্লাহ্ যাহাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাহাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আল্লাহ্ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহাকে কেহই পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না। তেমনি আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সে চরম হতাশা ও ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং সে নিশ্চিতভাবেই পথ হারাইল। আল্লাহ্ পাক অবশ্য যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তাই ইব্‌ন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে :

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - رواه الامام احمد واهل السنن وغيرهم .

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার সাহায্য চাহিতেছি, তাঁহার কাছে হিদায়েত কামনা করিতেছি, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে আর আমরা আমাদের প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাহিতেছি, পানাহ চাহিতেছি আমাদের বদ আমলসমূহ হইতে। আল্লাহ্ যাহাকে পথ প্রদর্শন করেন তাহার কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন অতঃপর তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী নাই। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি এক ও লা-শারীক। আর আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম আহমদ ও অন্যান্য সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেন।

(١٧٩) وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۖ لَهُمْ
قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۚ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۚ
وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

১৭৯. নিঃসন্দেহে আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। তাহাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না; তাহাদের চক্ষু আছে, তদ্দ্বারা তাহারা অবলোকন করে না, তাহাদের কর্ণ আছে, তদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করে না। ইহারা পশুর ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তাহারাই গাফিল।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ, অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং জাহান্নামের উপযোগী বানাইয়াছি। كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ, অর্থাৎ বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের উপযোগী করিয়াছি এই জন্য যে, তাহারা জাহান্নামের উপযোগী কাজ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন মাখলুকাত সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেন, তখনই তিনি জানিতে পান তাহারা সৃষ্টি হইয়া কি কাজ করিবে। তাই তিনি উহা তাঁহার কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইহা করেন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতের কর্মলিপি লিপিবদ্ধ করেন আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর।

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) হইতে তাঁহার ভাগ্নেয়ী আয়িশা বিন্ত তালহার সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন : নবী করীম (সা)-কে এক আনসারের শিশুপুত্রের জানাযার জন্য বলা হইল। তখন আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল!

সুসংবাদ সেই জান্নাতের ক্ষুদ্র পাখীগুলির অন্যতম পাখিটিকে! না সে কোন অপরাধ করিয়াছে, না সে উহা বুঝিয়াছে। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : হে আয়িশা ! ইহার ব্যতিক্রম তো হইতে পারে ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার বাসিন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। তেমনি তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার বাসিন্দা সৃষ্টি করিয়াছেন এখনও তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণের পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত আছে : অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট ফেরেশতা পাঠাইলেন। তাহাকে চারিটি বিষয়ে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাহার রিযিক, আয়ু, পাপ আমল ও পুণ্য আমল।

আগেই বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ পাক যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদিগকে বাহির করেন, তখন তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী। অতঃপর বলেন : এই দল নিঃসন্দেহে জান্নাতী ও এই দল অবশ্যই জাহান্নামী।

এই প্রসংগে বহু হাদীস রহিয়াছে। তকদীরের মাসা'আলাটি বড়ই জটিল। উহা সবিস্তারে আলোচনার স্থান ইহা নহে।

لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا ... ... وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا .

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হিদায়েত প্রাপ্তির জন্য যে অন্তর, চক্ষু ও কর্ণ দিয়াছেন উহা দ্বারা তাহারা কোনই উপকার লাভ করিতেছে না। যেমন, অন্যত্র তিনি বলেন :

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّاَبْصَارًا وَّاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ আমি তাহাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের সেই কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ তাহাদের কোনই কাজে আসিল না। ফলত তাহারা আল্লাহ্র নিদর্শন লইয়া ঝগড়া করিতে লাগিল (৪৬ : ২৬)।

তেমনি আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন :

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ .

অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ সাজিয়াছে। ফলে তাহারা পক্ষে ফিরিবে না।

এই বক্তব্যটি ছিল মুনাফিকদের জন্য। কাফিরদের বেলায় বলা হইয়াছে :

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ তাহারা বধির, বোবা ও অন্ধ। তাহারা বুঝিতেই ব্যর্থ হইয়াছে। কেননা তাহারা হিদায়েতের কথাই শুধু বুঝে না, অন্যসব কিছুই বুঝে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ .

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাহাদের ভিতর কল্যাণ দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা শ্রবণ করিত আর যদি তাহারা শ্রবণ করিত তবুও তাহারা ফিরিয়া যাইত বিমুখিতা করিয়া (৮ : ২৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

فَانَّهَا لاَتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِىْ الصُّدُوْرِ .

অর্থাৎ তাহাদের চোখ অন্ধ নহে, অন্ধ তাহাদের বক্ষে অবস্থিত অন্তরগুলি (২২ : ৪৬)। তিনি আরও বলেন :

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ، وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ .

অর্থাৎ যে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিস্মৃত হয় আমি তাহার জন্য একটি শয়তান নিয়োজিত করি এবং সেই তাহার সংগী হয়। শযতানেবাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে। (৪৩ : ৩৬-৩৭)।

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ অর্থাৎ যাহারা সত্য পথ দেখে না তাহারা সেই সকল পশুর মত যাহাদের চক্ষু কর্ণগুলি শুধু ভোগ্য দ্রব্যের দিকে নিবন্ধ বলিয়া কাহাকেও দেখিতে পায় না এবং কাহারও ডাক শুনিয়া কিছু বুঝিতেও পায় না। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً .

অর্থাৎ কাফিরদের উপমা হইল সেই পশু, রাখাল ডাকিলে যে পশু শুধু আওয়াজই শুনিতে পায়, কিছুই বুঝিতে পায় না (২ : ১৭১)। তাই আল্লাহ্ এখানে বলেন :

بَلْ هُمْ اَضَلُّ অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব হইতেও অধম। কারণ, পশুগুলি রাখালের ভাষা না বুঝিলেও ডাকাডাকি শুনিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। অথচ কাফিররা তাহাও হয় না। তাহা ছাড়া পশুগুলিকে যে জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং যে প্রবৃত্তিতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহারা তাহাই করে। পক্ষান্তরে কাফিরণকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার অনুকূল প্রকৃতিতেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অথচ তাহারা উহার বিপরীত কাজ করে।

তাহারা এক আল্লাহ্কে অস্বীকার করে এবং তাঁহার সহিত শরীক করে। এই কারণেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অনুগত হয় তাহার মর্যাদা ফেরেশতা হইতেও উপরে হয়। তেমনি যে ব্যক্তি তাঁহার নাফরমান হয়, তাহার স্তর জানোয়ার হইতেও অধম; তাহারাই যথার্থ উদাসীন।

(١٨٠) وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ ۭ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮০. আল্লাহ্র উত্তম নামসমূহ রহিয়াছে; তোমরা তাঁহাকে সেই সব নামেই ডাকিবে; যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে তাহাদিগকে বর্জন করিবে; তাহাদের কৃতকর্মের ফল তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

তাফসীর : আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাকের এক কম একশত অর্থাৎ নিরানব্বইটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহা শুনিয়া স্মরণ রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং ভালও বাসেন বেজোড়।

সহীহ্দ্বয়ে উক্ত হাদীসে আরাজ (র) হইতে আবূ যিনাদ সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন উআয়নার সনদে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ যিনাদ (র) হইতে ... ইমাম বুখারী (র)ও উহা বর্ণনা করেন। শু'আয়েব হইতে ... ইমাম তিরমিযী (র)ও তাহার জামে সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন। অবশ্য তাহার বর্ণনায় সংযোজিত হইয়াছে : তিনি বেজোড় ভালবাসেন, তিনি এক আল্লাহ তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি রাহমান, রাহীম, মালিক, কুদ্দুস, সালাম, মু'মিন, মুহায়মিন, আযীয, জাব্বার, মুতাকাব্বির, মালিক, বারী, মুসাব্বির, গাফ্ফার, কাহ্হার, ওয়াহহাব, রায্যাক, ফাতাহ্, আলীম, কাবিয, বাসিত, খাফিয, রাফি, মুঈয, মুযিল, সামী, বাসীর, হাকাম, আদল, লতীফ, খবীর, হালীম, আজীম, গাফূর, শাকূর, আলী, কবীর, হাফীয, মুকীত, হাসীব, জলীল, করীম, রকীব, মুজীব, ওয়াসি, হাকীম, ওয়াদূদ, মাজীদ, বাইছ, শাহীদ, হক, ওয়াকীল, ক্বাবী, মতীন, ওলী, হামীদ, মাহসী, মুবদিউ, মুঈদ, মূহয়ী, মুমীতু, হাই, কাইয়ূম, ওয়াজিদ, মাজিদ ওয়াহিদ, আহাদ, ফরদ, সামাদ, কাদির, মুকতাদির, মুকাদ্দিম, মুআখ্খির, আউয়াল, আখির, জাহির, বাতিন, ওয়ালী, মুতাআলী, বার, তাউয়াব, মুন্তাকিম, আফূউ, রউফ, মালিকুল মূলক, যুল জালাল ওয়াল ইকরাম, মুকসিত, জমি, গনী, মুগনী, মানি, যার, নাফি, নূর, হাদী, বদী, বাকী, ওয়ারিছ, রশীদ, সবূর।

এই হাদীস বর্ণনাপূর্বক ইমাম তিরমিযী বলেন : হাদীসটি গরীব। আবূ হুরায়রা (রা) ভিন্ন অন্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস ভিন্ন অন্য কোন হাদীসে এত বেশী আসমাউল হুসনা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। সাফওয়ানের সূত্রে ইব্ন হিব্বান (র) তাহার সহীহ্ সংকলনে ইহা উদ্ধৃত করেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরাজ (র) সূত্রে মূসা ইব্ন উকবা (র)-এর সনদে ইব্ন মাজা (র) মারফূ হাদীস হিসাবে উহা তাহার সুনানে উদ্ধৃত করেন। তাহার বর্ণনায় কম বেশী উক্ত আসমাউল হুসনা পূর্বানুরূপ সবিস্তারে রহিয়াছে। হাদীসের হাফিজদের একদল বলেন, আসমাউল হুসনার নামগুলি পরে হাদীসে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যুহায়েব ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে আবদুল মালিক ইব্ন মুহাম্মদ সানাআনী ও ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম বর্ণনা করেন : তিনি একাধিক আলিম হইতে জানিতে পাইয়াছেন যে, তাহারা ইহা

কুরআন হইতে একত্রিত করিয়া হাদীসে সংযোজন করিয়াছেন। জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ, সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা ও আবূ যায়েদ লগভী (র)ও ইহা বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীসে জানা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের আসমাউল হুসনা নিরানব্বইতে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন :

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : কোন লোকের যখন কোন দুঃখ ও দুর্ভাবনা দেখা দেয় তখন যেন সে পাঠ করে :

اللّهم انى عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيقى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضائك اسئلك بكل اسم هولك سميت به نفسك او انزلته فى كتابك او علمته احد امن خلقك او استاثرت به فى علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبى ونور صدرى وجلاء حزذى بها وذهاب همى الا اذهب اللّه حزنه وهمه وابدل مكانه فرحا .

তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি কি উহা শিক্ষা দিবেন না? তিনি জবাব দিলেন : যে ব্যক্তি উহা শুনিতে পাইয়াছে তাহার উচিত অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

ইমাম আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান আল-বুস্তী (র) তাহার সহীহ্ সংকলনেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মালিকী ইমামদের অন্যতম ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরাবী তাহার আল্-আহওয়াজী ফী শারহিত তিরমিযী' কিতাবে উল্লেখ করেন যে, তাহাদের কিছু ইমাম কুরআন ও হাদীস হইতে আল্লাহ্ তা'আলার এক হাজার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : মুলহিদরা 'লাত'-কে আল্লাহর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই বিকৃতি ঘটাইয়াছে।

وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ اَسْمَائِه আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (রা) হইতে বলেন : মুশরিক ও কাফিররা আল্লাহ্ হইতে 'লাত' ও 'আল-আযীম' হইতে 'আল-উয্‌যা নামের উদ্ভব ঘটাইয়াছে।

কাতাদা (রা) বলেন : يُلْحِدُوْنَ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নামেও শির্‌ক করিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন : الالحاد অর্থ التكذيب। অর্থাৎ মিথ্যা বানানো। আরবদের পরিভাষায় ইলহাদ মধ্য পন্থা পরিহার, পদস্খলন, বাড়াবাড়ি ও ফিরিয়া যাওয়া। ইহা হইতেই কবরের ভিতরে লাহাদ সৃষ্টির কথা বলা হয়। অর্থাৎ কবরে মৃতকে কিবলার দিকে ফিরাইয়া রাখা হয়।

(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ ۝

১৮১. যাহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা ন্যায় পথ প্রদর্শন করে ও ন্যায়বিচার অনুসরণ করে।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ অর্থাৎ আমার সৃষ্টি করা কোন এক সম্প্রদায় يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ কথায় ও কাজে তাহারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহারা ন্যায় কথাই বলে এবং ন্যায়ের দিকেই ডাকে।

وَبِـه يَعْـدِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা নিজেরাও ন্যায় কাজ করে এবং অন্যের ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করে।

সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন বর্ণনামতে উক্ত সম্প্রদায় হইল আমাদের এই মুসলিম সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি জানিতে পাইয়াছি যে, নবী করীম (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে গিয়া বলিলেন : এই বক্তব্য তোমাদের জন্য। তবে তোমাদের সামনে যে পূর্বেকার উম্মত রহিয়াছে তাহাদিগকেও এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُوْنَ ٠

অর্থাৎ মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের ভিতরও এমন একদল রহিয়াছে যাহারা মানুষকে ন্যায় পথে ডাকে এবং নিজেরাও কথা ও কাজে ন্যায়ের অনুসরণ করে ও ন্যায়বিচার করে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে রবী' ইব্ন আনাস (র) হইতে আবূ জা'ফর রাযী (র) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলেন : অবশ্যই আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং সেই অবস্থায় হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ ঘটিবে।

সহীহ্দ্বয়ে মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূল (সা) বলেন :

لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة .

অর্থাৎ আমার উম্মতের কোন কোন দল সত্য নিয়া মাথা উঁচু করিয়া থাকিবে। কোন নৈরাজ্য কিংবা বিরোধিতা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে না। এমন কি সেই অবস্থায় কিয়ামত উপস্থিত হইবে।

অপর বর্ণনায় আছে : حتى يأتى امر الله وهم على ذالك অর্থাৎ কিয়ামত উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অন্য বর্ণনায় আছে :

وهم بالشام অর্থাৎ তাহারা তখন সিরিয়ায় অবস্থান করিবে।

(١٨٢) وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(١٨٣) وَ اُمْلِىْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ○

১৮২. যাহারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলিয়া বেড়ায়, আমি তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়া যাইব যে, তাহারা টেরও পাইবে না।

১৮৩. আমি তাহাদিগকে সময় দিয়া থাকি। আমার কলা-কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

তাফসীর : وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ আয়াতটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবিশ্বাসীদের জন্য রিযিকের দরজা খুলিয়া দেন এবং পৃথিবীতে তাহাদের

জীবন-জীবিকার বিভিন্ন পথ সুগম ও সহজ করিয়া দেন। ফলে তাহারা ধোঁকায় পড়িয়া যায় এবং মনে করে যে, তাহারা নিশ্চয়ই সঠিক পথে আছে বলিয়া এত সৌভাগ্য দেখা দিতেছে। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ مُّبْلِسُوْنَ .

"যখন তাহারা প্রদত্ত উপদেশ বিস্মৃত হইল, তাহাদের জন্য সকল কিছুর দরজা খুলিয়া দিলাম। যখন তাহারা সকল কিছু পাইয়া খুশীতে মত্ত হইল, হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম। তখন তাহারা চরম পাপাসক্ত ছিল" (৬ : ৪৪)।

তিনি অতঃপর বলেন :

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

"অতঃপর সেই সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ ঘটানো হইল যাহারা জুলুম করিয়াছিল। আর সমস্ত প্রশংসা নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালকের জন্য" (৬ : ৪৫)।

তাই এখানে আল্লাহ বলেন : وَاُمْلِىْ لَهُمْ অর্থাৎ তাহারা যেই অবস্থায় আছে উহা দীর্ঘতর করিল। اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ অর্থাৎ আমার কলা-কৌশল খুবই বলিষ্ঠ।

(١٨٤) اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا سكتة مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

১৮৪. তাহারা কি চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর (মুহাম্মদ) আদৌ উন্মাদ নহে ? সে তো স্পষ্ট এক সতর্ককারী।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে প্রশ্ন তুলিয়াছেন : اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا অর্থাৎ আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভাবিয়া দেখে না ? مَا بِصَاحِبِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের সহচর নবী মুহম্মদ (সা) مِنْ جِنَّةٍ অর্থাৎ জিনগ্রস্ত উন্মাদ নহে, বরং সে যথার্থই আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সে সত্যের দিকেই ডাকিয়াছে।

اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ যাহার জ্ঞানকুঞ্জি ও বোধ অনুভূতি রহিয়াছে সে জানে যে, সেই লোক সুস্পষ্ট একজন সতর্ককারী। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ তোমাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহে (৮১ : ২২)।

আল্লাহ্ পাক বলেন :

قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ .

অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল, আমি তোমাদের নিকট একটি কাজই দাবী করি আর তাহা হইল যে, তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য দাঁড়াবার মত দাঁড়াইয়া যাও। সেক্ষেত্রে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের প্রশ্রয় দিও না। অতঃপর একাকী হউক বা লিখিতভাবে হউক, তোমার

ঠাণ্ডা মাথায় ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ্‌র তরফ হইতে এই লোকটি যে রাসূল্ হওয়ার দাবী নিয়া আসিয়াছে, সে কি উন্মাদ, না সুস্থ মস্তিষ্কের তাহা কি জান ? তোমরা যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তাহা হইলে তাহার রাসূল হওয়ার সত্যতা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া ধরা দিবে (৩৪ : ৪৬)।

শানে নুযূল : কাতাদা ইব্‌ন দু'আমা (র) বলেন : আমাদের কাছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে দাঁড়াইয়া কুরায়েশগণকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে কাছাকাছি আসিয়া সমবেত হইলে তিনি সবাইকে হে অমুক গোত্র ! হে অমুক গোত্র ! বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং তাঁহার অসীম প্রভাব প্রতিপত্তির কথা শুনাইলেন। তখন তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, এই লোকটি অবশ্যই উন্মাদ। সকাল পর্যন্ত সে চিৎকার করে। এ ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইল:

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ .

(١٨٥) اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ ۙ وَّاَنْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ ۚ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

১৮৫. তাহারা কি লক্ষ করে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে এবং ইহার সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাহাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী, সুতরাং ইহার পর তাহারা আর কোন কথায় বিশ্বাস করিবে !

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যানকারী এই লোকগুলি কি ভাবিয়া দেখে না যে, নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সকল সৃষ্ট বস্তুর সংরক্ষণ ও নিবন্ধন কাহার হাতে রহিয়াছে ? তাহারা ইহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিলে অবশ্যই জানিতে পাইবে যে, তিনি এমন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অনন্য শক্তি যাহার কোন উপমা ও সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁহারই দীন অনুসরণ ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদত ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ বা অন্য কাহারো ইবাদত করা কখনও উচিত হইতে পারে না। তাই তাঁহার একত্বের উপর ঈমান আনা, তাঁহার রাসূলকে সত্য জানা, তাঁহার ইবাদতের দিকে মনোযোগী হওয়া, তাঁহার শরীক ও প্রতিমাসমূহ বর্জন করা, নিজেদের নির্ধারিত সময় নিকটবর্তী জানা ও পরকালে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক থাকাই তাহাদের একান্ত কর্তব্য।

فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আখিরী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর এই সত্যের আহবান ও অসত্য সম্পর্কে সতর্কতা যদি তাহারা প্রত্যাখ্যান করে তাহা হইলে আর কি কোন নবী আসিবে যে তাহারা তাহার উপর ঈমান আনিবে ? ইহাই তো তাহাদের শেষ সুযোগ। ইহার পরে তো আর কোন ঐশী গ্রন্থের উপর ঈমান আনার সুযোগ তাহাদের থাকিবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ... ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন :

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : মি'রাজের রাত্রিতে আমি কিছু ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছি। আমি যখন সপ্ত আকাশে পৌঁছাইলাম, তখন উপরের দিকে তাকাইলাম। সেখানে শুধু বজ্র, বিদ্যুৎ ও আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। অতঃপর আমি একদল লোকের নিকট আসিলাম। তাহাদের পেটগুলি ঘরের মত বড়। উহার ভিতর বিভিন্ন জীব-জানোয়ার। বাহির হইতে স্বচ্ছ পেটের সকল কিছু দেখা যায়। প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাঈল ? ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন : ইহারা সুদখোর। অতঃপর যখন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিলাম, তখন নীচের দিকে তাকাইলাম। তখন আমি ধূলিঝড়, আগুন ও বিকট শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাইলাম। তখন আমি প্রশ্ন করিলাম : হে জিবরাঈল ! ইহা কি হইতেছে ? উহা যত সব শয়তানের কাণ্ড কারখানা। তাহারা পৃথিবীতে এইরূপ তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়া বনী আদমকে নিখিল সৃষ্টির তত্ত্ব নিয়া ভাবিবার সুযোগ দিতেছে না। যদি ইহা না হইত তাহা হইলে মানুষ সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টার বিস্ময়কর পরিচিতি দেখিতে পাইত। অবশ্য আলী ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জুদআন মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

(١٨٦) مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ ؕ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُوْنَ ○

১৮৬. আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন তাহাদের কোন পথ প্রদর্শক নাই আর তাহাদিগকে তিনি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেন।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন : যাহার কাষ্ঠলিপিতে বিভ্রান্তি লেখা রহিয়াছে তাহাকে কেহ পথ দেখাইবে না। যদি কেহ উহার জন্য সচেষ্টও হয় সফল হইবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـئًا ٠

অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহাকেও পরীক্ষায় ফেলিতে চাহিলে তখন তুমি তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোনই সাহায্য পাইবে না (৫ : ৪১)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ ٠

অর্থাৎ তুমি বল তোমরা নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর দিকে তাকাইয়া দেখ, যাহারা ঈমান আনিবে না, তাহাদিগকে যতই নিদর্শন কিংবা ভয় দেখাও না কেন তাহাদের কোনই উপকারে আসিবে না (১০ : ১০১)।

(١٨٧) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ؔؕ ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ؕ
قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

১৮৭. তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন ঘটিবে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমাদের প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে উহার প্রকাশ ঘটাইবেন; উহা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ানক ঘটনা হইবে। আকস্মিকভাবেই উহা তোমাদের উপর আসিবে। তুমি এই বিষয়ে সবিশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র আছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জানে না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন : يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ তাহারা কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত কখন ঘটিবে ?

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন : يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ লোকসকল তোমাকে কি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ?

একদল বলেন : মক্কার কুরায়েশদের প্রশ্নের জবাবে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অপর একদল বলেন : মদীনার ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জবাবে ইহা অবতীর্ণ হয়। প্রথম অভিমতটি সংশয়মুক্ত। কারণ, ইহা মাক্কী আয়াত। কুরায়েশরা যেহেতু কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না, তাই উহা অসম্ভব ও মিথ্যা ভাবিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিত। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ .

"আর তাহারা বলে, এই প্রতিশ্রুত দিন কবে আসিবে ? যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক তো (দেখাও) (৩৪ : ২৯)।

আল্লাহ্ আরও বলেন :

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ اَلاَ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِيْ السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ .

অর্থাৎ তাহারা এখনই কিয়ামত (দেখিতে) চাহিতেছে যাহারা উহাতে বিশ্বাসী নহে। যাহারা উহাতে বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। তাহারা জানে, উহা সত্য। সাবধান যাহারা কিয়ামতে সংশয় পোষণ করে তাহারা বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছাইয়াছে।

আল্লাহ পাক এখানে অবিশ্বাসীদের বক্তব্য উদ্ধৃত করেন : اَيَّانَ مُرْسَاهَا "উহা কবে ঘটিবে?"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন : مُرْسَاهَا অর্থ منتهاها অর্থ متى مجطها (কবে পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়া কিয়ামত শুরু হইবে)।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ কিয়ামতের সময় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিলেন যে, এই প্রশ্নের জবাব শুধু আল্লাহ্‌রই জানা আছে বিধায় তুমি উহা তাঁহার হাওয়ালা করিয়া দাও। উহা প্রকাশের নির্ধারিত সময়সূচী আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও জানা নহে।

ثَقُلَتْ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা (র) হইতে মু'আম্মারের সূত্রে আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীবাসীদের জন্য উহার বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় অত্যন্ত দুরূহ ও ভয়াবহ ব্যাপার। হাসান (র) হইতে মু'আম্মার (র) বলেন : উহার উপস্থিতি

আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। তিনি বলেন, ইহা তাহাদের জন্য দুর্বহ হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : কিয়ামতের দিন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে, কিছুই রেহাই পাইবে না।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন : কিয়ামত উপস্থিত হইলে আকাশ বিদীর্ণ হইবে, নক্ষত্ররাজী ছিন্ন-বিচ্ছন্ন হইবে, সূর্য নিষ্প্রভ হইবে, পাহাড়-পর্বত চলমান হইবে, তখনই আল্লাহ্‌র বাণীর ثَقُلَتْ শব্দটির যথার্থ বাস্তবায়ন ঘটিবে।

ইব্‌ন জারীর (র) ثَقُلَتْ শব্দের প্রথম তাৎপর্যটি গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কিয়ামতের নির্ধারিত সময়সূচী জানা আকাশ ও পৃথিবীর বাসিন্দাদের জন্য দুর্বহ ব্যাপার। কাতাদা (র)-রও এই মত। তাই আল্লাহ্ ইহার পরেই বলেন :

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ উহা তোমাদের নিকট আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র) বলেন : আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে ইহা এরূপ গোপন রাখা হইয়াছে যে, কোন নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা কিংবা কোন প্রেরিত রাসূলও ইহার সময় জানেন না।

لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً অর্থাৎ তোমাদের উদাসীন মুহূর্তে হঠাৎ ইহা উপস্থিত হইবে। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন : আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটানোই আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা। তিনি আরও বলেন : আমরা জানিতে পাইয়াছি যে, রাসূল (সা) বলিতেন: কিয়ামত মানুষের কাছে এরূপ আকস্মিকভাবে উপস্থিত হইবে যে, তখন কোন লোক তাহার কূপ সংস্কারে ব্যস্ত থাকিবে, কোন লোক উহাতে পশুকে পানি খাওয়াইতেছে, কোন লোক পণ্য বেচা-কেনা করিতে থাকিবে আর কোন লোক দাড়ি পাল্লায় মালের ওজন দিতে থাকিবে।

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদিত না হইবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। যখন উহা উদিত হইবে সবাই দেখিবে, তখন সকলেই ঈমান আনিবে। কিন্তু তখন তাহাদের ঈমান কোনই কল্যাণ দেবে না। তবে যদি পূর্ব হইতেই সে ঈমান আনিয়া নেক আমল করিয়া থাকে, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আর অবশ্যই কিয়ামত এমনভাবে আসিবে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা কাপড় সামনে লইয়া দাম-দর করিতেছে, অথচ বেচা-কেনা তো দূরে, গুছাইয়াও যাইতে পারিবে না। এরূপ আকস্মিকভাবে কিয়ামত ঘটিবে যে, একটি লোক দুগ্ধ দোহন করিয়া প্রস্তুত করিল, উহা মুখে দিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ সহসা উহা আসিবে যে, কেহ কূপ সংস্কার করিল পানি পানের জন্য, কিন্তু পানি পান করিয়া যাইতে পারিবে না। এরূপ হঠাৎ উহা উপস্থিত হইবে যে, কেহ লোকমা তুলিবে খাবার জন্য। কিন্তু উহা মুখে দিবার ফুরসৎ পাইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে যুহায়ের ইব্‌ন হারব (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামত এরূপ হঠাৎ আসিবে যে, দুগ্ধ দোহনকারী দুগ্ধে টান দিয়াছি, কিন্তু দুগ্ধ তখনো পাত্রে আসিয়া পানকারীর মুখে পৌছিতে পারে নাই। সহসা

কিয়ামত উপস্থিত ! ক্রেতা-বিক্রেতা কাপড় মেলিয়া দর দাম কষিতেছে, কাপড় গুছাইয়া হাতে নিতে পারে নাই, হঠাৎ কিয়ামত হাযির। একটি লোক পুকুরে গোসলের জন্য ডুব দিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই, অকস্মাৎ কিয়ামত দেখা দিল।

يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন ইব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : এখানে আল্লাহ বলেন যে, তাহারা তোমার ঘনিষ্ঠজন সাজিয়া তোমার নিকট হইতে কিয়ামতের নির্ধারিত তারিখ জানিয়া নিতে চাহিতেছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরও বলেন : নবী করীম (সা)-কে যখন তাহারা এই প্রশ্ন করিতেছিল তখন তাহারা তাঁহাকে খুবই সহৃদয় ও প্রীতিময় দেখিতে পাইয়াছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন, উহার জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই রহিয়াছে। এমনকি তাঁহার কোন প্রিয় ফেরেশতা বা রাসূলকেও সেই সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই।

কাতাদা (র) বলেন : কুরায়েশরা আসিয়া মুহাম্মদ (সা)-কে বলিল : আপনি আমাদের অত্যন্ত আপনজন। সুতরাং আমাদিগকে কিয়ামতের রহস্য সম্পর্কে অবহিত করুন। তাই আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।

মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ মালিক, সুদ্দী (র) প্রমুখও এই মতের পরিপোষক।

يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) প্রমুখ হইতে মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন : কিয়ামতের নির্ধারিত সময় জানার মতলবেই তাহারা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ্ বলেন যে, তাহারা এমনভাবে প্রশ্ন করিতেছে যেন উহা তুমি মূলত জান। অথচ তোমার সে সম্পর্কে কিছুই জানা নাই। তাই তুমি বল, উহা শুধু আল্লাহ্‌রই জানা রহিয়াছে।

পূর্বসূরিদের কাহারও নিকট হইতে মু'আম্মার (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন : তুমি যেন উহা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا অর্থাৎ তুমি যেন উহার বিশেষজ্ঞ। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির নিকট উহার প্রকাশকাল গোপন রাখিয়াছেন।

অতঃপর তিনি পাঠ করেন : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত অভিমত হইতে এই মতটি প্রাধান্য পাবার যোগ্য। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি বলিয়া দাও যে, কিয়ামতের খবর কেবল আল্লাহ্ই রাখেন। অথচ এই কথাটুকু অধিকাংশ লোকের জানা নাই।

এই কারণেই যখন জিবরাঈল (আ) জনৈক মরুবাসীর রূপ নিয়া মানুষকে দীনের মৌলিক কথা কয়টি শিখাইয়া দিবার জন্য রাসূল (সা)-এর সামনে একজন প্রশ্নকারী হিসাবে বসিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাতার্থে একে একে প্রশ্ন করিলেন : ইসলাম কাহাকে বলে ? ঈমান কাহাকে বলে? ইহসান কাহাকে বলে ? অবশেষে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? তখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাব দিলেন : জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী হইতে ভাল জানেন না। অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে আমি আপনার চাইতে বেশী কিছু জানি না। আর কেহই উহা সম্পর্কে কাহারও হইতে বেশী জানে না। অতঃপর নবী করীম (সা) পাঠ করিলেন : اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ।

অন্য বর্ণনায় আছে, অতঃপর জিবরাঈল (আ) কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ? রাসূল (সা) তখন তাহাকে উহা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন : পাঁচটি ব্যাপার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেহই কিছু জানে না। অতঃপর তিনি সেই সম্পর্কিত আয়াতটি পাঠ করিলেন।

জিবরাঈল (আ)-এর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব যখন রাসূল (সা) দিতেছিলেন, তখন জিবরাঈল (আ) প্রত্যেকটি জবাব শুনিয়া বলিতেন, ঠিক বলিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম অবাক হইয়া ভাবিতেছিলেন—কে এই ব্যক্তি যে জানার জন্য প্রশ্ন করিয়া প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব শুনিয়া বলে : ঠিক আছে ? তাই যখন জিবরাঈল (আ) বিদায় নিলেন, তখন রাসূল (সা) বলিলেন, ইনিই জিবরাঈল (আ)। তোমাদিগকে দীন শিখাইতে আসিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন : তিনি আমার কাছে যখন আসিতেন তখনই তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতাম। শুধু এইবার উহার ব্যতিক্রম প্রথমে পরিচয় করিতে পারি নাই।

আমি এই হাদীসটি ইহার সনদসহ সহীহ্, মুসনাদ ও অন্যান্য সংকলন হইতে শরহে বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

উক্ত মরুবাসী ব্যক্তি যখন রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তখন উচ্চ কণ্ঠে সম্বোধন করিলেন : হে মুহাম্মদ ! রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে প্রায় সমকণ্ঠে জবাব দিলেন هاؤم হাউম। তিনি প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? রাসূল (সা) জবাব দিলেন : আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন। কিয়ামত অবশ্যই ঘটিবে। কিন্তু তাহার জন্য তুমি কি প্রস্তুতি নিয়াছ। তিনি বলিলেন : আমি কিছুই প্রস্তুতি গ্রহণ করি নাই তবে আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। তখন রাসূল (সা) বলিলেন : المرء مع من احب। অর্থাৎ যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সাথী হয়।

এই হাদীসটি মুসলমানগণকে যে আনন্দ দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। সহীহ্‌দ্বয় ও অন্যান্য সংকলনে বিভিন্ন সূত্রে المرء مع من احب। হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। একদল সাহাবী রাসূল (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। বহু হাফিজে হাদীস ও ফকীহ্ হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলিয়া বর্ণনা করেন। হাদীসটিতে দেখা যায় যে, রাসূল (সা) কিয়ামতের নির্ধারিত সময় যাহা মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয় তাহা না জানিলেও যাহা মানুষের প্রয়োজন তাহা বলিয়াছেন। তাহা হইল উহার নিদর্শনাবলি ও আলামতসমূহ।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ কুরায়েব (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : মরুবাসীরা যখন রাসূল (সা)-এর নিকট আসিত, তখন তাহারা কিয়ামত কবে হইবে তাহা জানিতে চাহিত। তখন তিনি তাহাদের ভিতর সব চাইতে তরুণ লোকটির দিকে তাকাইয়া বলিতেন : এই ছেলে যদি বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে, তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত তাহাকে বার্ধক্য পাইবে না।" অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ বকর ইব্ন শায়বা (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে রাসূল (সা) বলেন : এই ছেলেটি যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে হয়ত কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। এই হাদীসটি শুধু মুসলিম শরীফেই বর্ণিত হইয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্ন শায়ের (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন : এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিলেন : কিয়ামত কবে হইবে ? কিছুক্ষণ রাসূল (সা) চুপ থাকিলেন। অতঃপর একটি ছেলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : এই ছেলে যদি দীর্ঘজীবী হয় তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না। আনাস (রা) বলেন : ছেলেটি ছিল আমার সমবয়সী।

আনাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ্ সংকলনের 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন : পল্লী এলাকার এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কবে হইবে ? অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং উহার সহিত যোগ করেন : তখন মুগীরা ইব্ন শু'বার ছেলেটি চলিয়া গেল।

হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : মুগীরা ইব্ন শু'বার ছেলে যাইতেছিল। সে ছিল আমার সমবয়সী। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন : যদি তাহাকে দীর্ঘজীবী করা হয়, তাহা হইলে কিয়ামত না আসা পর্যন্ত সে বৃদ্ধ হইবে না।

আয়িশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে যে, 'তোমাদের উপর কিয়ামত না আসা পর্যন্ত' বলা হইয়াছে, উক্ত অর্থ পরবর্তী হাদীসের ব্যাপকার্থক 'কিয়ামত না হওয়া পর্যন্ত' বাক্যাংশেও প্রযোজ্য।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : আমাকে আবূ যুবায়ের (র) জানাইয়াছেন যে, তিনি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে বলিতে শুনিয়াছেন : মৃত্যুর একমাস পূর্বে আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন : তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ ? উহার ইল্ম একমাত্র আল্লাহ্র নিকটই সংরক্ষিত। আজ যাহারা পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে আগামী একশত বছরে তাহারা বিচরণ করিবে আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া ইহা বলিতেছি। এই বর্ণনাটি মুসলিমের।

সহীহ্দ্বয়ে ইব্ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন উমর (রা) বলেন : রাসূল (সা) নিঃসন্দেহে এই যুগ অতিক্রম করার কথা বলিতে চাহিতেছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : মি'রাজের রাত্রিতে আমি ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) ও ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহাদের মাঝে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা হল। প্রথমে ইবরাহীম (আ)-কে এই বিষয় প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, এই ব্যাপার আমার জানা নাই। তখন মূসা (আ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তিনিও বলেন, উহা আমার জানা নাই। তখন ঈসা (আ)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বলেন, উহা কখন ঘটিবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহই জানে না। উহার নির্ধারিত কাল তাঁহারই নিকট সংরক্ষিত তবে উহার প্রাক্কালে দাজ্জাল বাহির হইবে। আমার সাথে দুইটি লৌহদণ্ড থাকিবে। যখনই সে আমাকে দেখিবে তখন বুলেটের মত তীব্র বেগে পলায়মান হইবে। তখন তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিবেন। আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ ও

প্রস্তর পর্যন্ত বলিয়া দিবে : হে মুসলিম ! আমার আড়ালে এক কাফির লুকাইয়া আছে। আস, তাহাকে হত্যা কর। এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরগণকে ধ্বংস করিবেন। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ শহর ও দেশে ফিরিয়া যাইবে। ইত্যবসরে ইয়াজুজ-মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। তাহারা যে শহরই অতিক্রম করিবে তাহা ধ্বংস করিয়া যাইবে এবং যে পানির উপর দিয়া যাইবে উহা পান করিয়া নিঃশেষ করিবে। তখন মানুষ আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবে। তখন আমি আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিব। তিনি তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিবেন যে, সর্বত্র লাশ আর লাশ দেখা যাইবে এবং পৃথিবী লাশের দুর্গন্ধে ভরপুর হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এমন মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করিবেন যে, বৃষ্টির প্রবল স্রোত লাশগুলিকে ভাষাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে।

ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন যে, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন বলেন : অতঃপর পাহাড় পর্বত ধূলিস্যাৎ করা হইবে এবং পৃথিবীকে চামড়ার মত প্রশস্ত সমতল করা হইবে।

হুশায়েম (র) বলেন : অতঃপর আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি হইল এই যে, এই সব ঘটার পর কিয়ামতের অবস্থা হইবে পূর্ণগর্ভা রমনীর মত। কোন মুহূর্তে সে যে সন্তান প্রসব করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। সে কি রাত্রে প্রসব করিবে, না দিনে করিবে এই ভাবনায় সবাই অস্তির থাকে।

আওআম ইব্‌ন হাওশাব (র) হইতে ইব্‌ন মাজা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। মোট কথা, শার্ষস্থানীয় রাসূলগণও কিয়ামত কবে অনুষ্ঠিত হইবে সে খবর রাখেন না। অবশেষে ব্যাপারটি ঈসা (আ)-এর কাছে উপস্থাপন করা হইলে তিনিও জানাইলেন যে, ইহা ঘটার মুহূর্তটি কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। তবে উহা ঘটার নিদর্শনগুলি জানাইলেন। কারণ, তিনি এই উম্মতের শেষ পর্যায়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিধি-বিধান সমগ্র বিশ্বে প্রবর্তন করিবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করিবেন এবং তাহারই দু'আয় আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে ধ্বংস করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই ব্যাপার তাহাকে আগাম জানাইয়াছেন বিধায় তিনি এতটুকু বলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল। তিনি তদুত্তরে বলিলেন : উহার জ্ঞান একমাত্র আমার প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত। যথাসময়ে তিনিই উহার প্রকাশ ঘটাইবেন। কিন্তু আমি শীঘ্রই তোমাদিগকে উহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে খবর দিব যাহা উহার প্রাক্কালে দেখা দিবে। উহার প্রাক্কালে চলিবে শুধু ভয়ংকর ফিতনা ফাসাদ ও চরম অস্থিরতা। তখন প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! ফিতনা ফাসাদ তো আমরা মোটামুটি জানি। কিন্তু অস্থিরতা هرج কিরূপ ? তিনি বলেন : আবিসিনিয়াদের ভাষায় 'হারাজ' হইল হত্যাযজ্ঞ। তিনি আরও বলেন : তখন মানুষের ভিতর কলহ বিবাদ চরম রূপ পরিগ্রহ করিবে। অবস্থা এই দাঁড়াইবে যেন কেহ কাহাকে চিনেই না।

সিহাহ্ সিত্তাহ্র সংকলকগণের কেহই এই সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। তারিক ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে ইব্‌ন আবূ খালিদের সূত্রে ওয়াকী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আলোচ্য يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগেও সর্বদা

কিয়ামত নিয়া আলোচনা করিতেন। ইসমাঈল ইব্ন আবূ খালিদ হইতে ঈসা ইব্ন ইউনুসের সূত্রে ইমাম নাসাঈ (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী।

আমাদের এই উম্মী নবী ছিলেন রাসূলগণের সর্দার, তাঁহাদের ধারার পরিসমাপক, তাঁহার উপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক দরূদ ও সালাম পাঠাইয়াছেন, তিনি রহমতের নবী, তওবার নবী, তিনি নবীউল মালহামা, তিনি আকিব, তিনি মাকফী ও তিনিই হাশর অর্থাৎ তিনি সকল মানুষকে তাঁহার করণতলে সমবেত করিবেন।

সহীহ্ সংকলনে আনাসসহ ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলেন : "আমি ও কিয়ামত যমজরূপে প্রেরিত হইয়াছি। তখন তিনি তাঁহার দুই অংগুলি একত্র করিয়া যমজের রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁহাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কিত জ্ঞান আল্লাহ্র হাতে ন্যস্ত কর। যেমন :

قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ তুমি বল, উহা কেবল আল্লাহ্রই জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক উহা জ্ঞাত নহে।

(١٨٨) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۛ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۟

১৮৮. বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন হাত নাই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানিতাম তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণই লাভ করিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করিত না। আমি তো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যেন তিনি তাঁহার ব্যাপারগুলি আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করেন এবং সকলকে যেন জানাইয়া দেন, তিনি গায়েব জানেন না। তাই ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বা না ঘটিবে তাহা আল্লাহ্ না জানাইলে তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا .

অর্থাৎ অদৃশ্য ব্যাপারে জ্ঞান শুধু তাঁহারই রহিয়াছে এবং তিনি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ করেন না (৭২ : ২৬)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন : وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ অর্থাৎ যদি আমি গায়েব জানিতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বেশী বেশী কল্যাণ অর্জন করিতাম।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ হইতে পর্যায়ক্রমে আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন : যদি আমার জানা থাকিত যে, কখন আমার মৃত্যু হইবে তাহা হইলে আমি বেশী বেশী

করিয়া পুণ্য কাজ করিতাম। মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জুরাইজ (র) এইরূপ বলিয়াছেন। তবে এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ, রাসূল (সা)-এর আমল ছিল সর্বক্ষণই নেক আমল।

অন্য বর্ণনায় আছে, যখন তিনি কোন কাজ করিতেন, তখন তাঁহার প্রতিটি কাজই হইত আল্লাহ্‌কে রাযী খুশী করার জন্য। তিনি যেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ্‌র দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিয়া চলিতেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক (র) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উত্তম। তিনি الْخَيْرُ শব্দের অর্থ করিয়াছেন المال অর্থাৎ ধন-সম্পদ।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি কোন কিছু ক্রয় করিতে গিয়া জানিতাম উহাতে আমার কত লাভ হইবে। ফলে যাহাতে লাভ হইবে না তাহা কিনিতাম না। পরিণামে আমি দরিদ্র থাকিতাম না।

ইব্‌ন জারীর বলেন : অন্যরা উহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, আমি যদি গায়েব জানিতাম তাহা হইলে অবশ্যই আমি কোন বছর ফসল মরিয়া যাইবে আর কোন বছর ফসলের প্রাচুর্য হইবে তাহা জানিতাম এবং তদনুসারে প্রাচুর্যের বছর কম মূল্যে ফসল খরিদ করিয়া রাখিতাম। ফলে ঘাটতির বছর চড়াদামে কিনিতে হইত না।

وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন্ আস্‌লাম (র) বলেন : আমি তাহা হইলে আমার ক্ষতির ব্যাপারে জানিতে পাইয়া সতর্ক থাকার ফলে আমার কোনই ক্ষতি দেখা দিত না। আমি সকল ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া যাইতাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জানাইলেন : মুহাম্মাদ (সা) একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র। তিনি আল্লাহ্‌র আযাব হইতে মানুষকে সর্তক করেন ও মু'মিনগণকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

فَانَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا .

অর্থাৎ আমি তোমার মাতৃভাষায় কুরআন অবর্তীণ করিয়া উহা তোমার জন্য সহজবোধ্য করিয়াছি যেন তুমি খোদাভীরুগণকে উহা দ্বারা সুসংবাদ প্রদান ও বিদ্রোহী বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করিতে পার (১৯ : ৯৭)

(١٨٩) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ ۚ فَلَمَّآ اَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(١٩٠) فَلَمَّآ اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

১৮৯. তিনিই তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার সংগিনী সৃষ্টি করেন যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তাহার সহিত সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং ইহা লইয়া সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তাহারা উভয়ে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে, যদি তুমি আমাদিগকে এক পূর্ণাংগ সন্তান দান কর, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিব।

১৯০. তিনি যখন তাহাদিগকে একটি ভাল সন্তান দান করেন, তাহারা তাহাদিগকে যাহা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহ্র শরীক করে; কিন্তু তাহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে ।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া জানাইতেছেন যে, সকল মানুষকে এক আদম হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথমে আদম হইতে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের উভয় হইতে সারা দুনিয়ায় মানুষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ .

অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে শাখা-প্রশাখা ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যেন পরস্পরকে চিনিতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের সেই লোকই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাবান যে সর্বাধিক মুত্তাকী (৪৯ : ১৩)

তিনি আরও বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا .

অর্থাৎ হে মানব! তোমরা সেই প্রতিপালককে ভয় কর যিনি এক ব্যক্তিত্ব হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন (৪ : ১)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন : وَجَعَلَ مِنْهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا অর্থাৎ তাহা হইতে তাহার স্ত্রীকে এই জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, যেন সে উহাকে ভালবাসিয়া স্বস্তি ও শান্তি পায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً .

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ইহাও একটি নির্দশন যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের হইতেই স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের ভিতর শান্তি ও স্বস্তি খুঁজিয়া পাও। আর তিনিই তোমাদের ভিতর ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য দুইটি আত্মার ভালবাসা কখনও স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার চাইতে বড় হইতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কোন যাদুকরের পক্ষেও স্বামী-স্ত্রীর ভিতর বিচ্ছেদ ঘটানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। (৩০ : ২১)।

فَلَمَّا تَغَشّٰهَا অর্থাৎ যখন পুরুষটি তাহার স্ত্রীর সহিত সংগম সম্পন্ন করে। অর্থাৎ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا গর্ভের সূত্রপাত ঘটিল ও অত্যন্ত হাল্কা ধরনের গর্ভ হইল। ফলে স্ত্রীর জন্য উহা কোন কষ্টকর বোঝা হইল না। প্রারম্ভে মণিসংযোগ, অতঃপর রক্তপিণ্ড, তারপর মাংস পিণ্ড।

فَمَرَّتْ بِهٖ বাক্যাংশের তাৎপর্যে মুজাহিদ (র) বলেন : সে তাহার গর্ভ নিয়া অনায়াসে চলাফিরা করে। হাসান, ইবরাহীম নাখঈ এবং সুদ্দী (র)ও এই মত পোষণ করেন। মিহরান (র) হইতে তাহার পুত্র মায়মূন (র) বলেন : সে উহা লুকাইয়া চলে।

আইয়ুব (র) বলেন : হাসানকে উহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সে তাহার গর্ভ নিয়া চলাফিরা করে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : উহার অর্থ হইল, তখনও সে পানি লইয়া দাঁড়াইতে ও বসিতে পারে।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : সে উহা লইয়া চলাফিরা করে ও সংশয়ী অভিযোগ তোলে যে, তাহার গর্ভ হইল নাকি ?

فَلَمَّا اَثْقَلَتْ অর্থাৎ যখন গর্ভ ভারী হইল ও তাহার জন্য উহা বোঝা হইয়া দাঁড়াইল।

সুদ্দী (র) বলেন : যখন তাহার গর্ভে বাচ্চা বড় হইল।

دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا অর্থাৎ উভয়ে আল্লাহ্‌র কাছে একটি নিখুঁত সন্তান চায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক উহার তাৎপর্য বলেন : উভয়ই শংকিত হয় না জানি কোন জীব-জানোয়ার পয়দা হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন : এই কারণেই তাহারা প্রার্থনা জানায়—যদি আমাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দেন, আমরা অব্যশই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিব।

আল্লাহ্ বলেন :

فَلَمَّا اٰتٰهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَاءَ فِيْمَا اٰتٰهُمَا فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

অর্থাৎ অতঃপর যখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে একটি নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তাহারা উহাতে শরীক নির্ধারণ করে অথচ উক্ত শরীক হইতে আল্লাহ্‌র অবস্থান অনেক উর্ধ্বে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বহু হাদীস ও আছার বিদ্যমান। তাফসীরকারগণ উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি ইনশাআল্লাহ্ যথা স্থানে উহা উদ্ধৃত ও পর্যালোচনা করিব এবং উহার ভিতর বিশুদ্ধ মত কোনটি তাহাও নির্ণয় করার প্রয়াস পাইব।

নবী করীম (সা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে বর্ণনা করেন :

"হাওয়া (আ)-র যখন সন্তান জন্ম নিল, তখন ইবলীস তাহার চারিপাশে ঘুর ঘুর করিতেছিল। মা হাওয়ার কোন সন্তান বাঁচিত না । ইবলীস বলিল—উহার নাম আবদুল হারিস রাখ, তাহা হইলে সে বাঁচিবে। তাই তিনি তাহার নাম আবদুল হারিস রাখিলেন এবং সে বাঁচিয়া রহিল। ইহা ঘটিল শয়তানের ওয়াহী ও তাহার নির্দেশ মতে।

আবদুস সামাদ ইবন আবদুল উয়ারিস (র) হইতে ইবন জারীর (র)ও উহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী তাঁহার তাফসীর অধ্যায়ে আবদুস সামাদ হইতে মুহাম্মদ ইবন মুসান্নার সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন : হাদীসটি 'হাসান গরীব' শ্রেণীর এবং উমর ইবন ইবরাহীমের সনদ ভিন্ন অন্য কোন সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আবদুস সামাদ হইতে তাহাদের কেহ কেহ হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার 'মুস্তাদরাক' সংকলনে হাদীসটি মারফূ হিসাবে আবুদস সামাদের সূত্রে উদ্ধৃত করিয়া বলেন : হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু সহীহ্‌দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই।

উমর ইব্‌ন ইবরাহীম (র) হইতে আবূ মুহাম্মদ ইবন আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে মারফূ সনদে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) উহা তাহার তাফসীরে মারফূ সনদে উমর ইবন ইবরাহীম (র) হইতে শাজ ইব্‌ন ফাইয়াজের সূত্রে বর্ণনা করেন।

আমি বলিতেছি : শাজই মূলত হিলাল ইবন ফাইয়াজ, শাজ হইল তাহার ডাক নাম। মোট কথা তিনটি কারণে হাদীসটি ক্রটিপূর্ণ।

এক : আমর ইবন ইবরাহীম বসরার লোক। ইবন মুঈন তাহাকে নির্ভরযোগ্য বলিলেও আবূ হাতিম রাযী বলেন, তাহার হাদীস দলীল হওয়ার যোগ্য নহে। অবশ্য ইবন মারদুবিয়া (র) সামুরা হইতে মুতামাসের সনদে মারফূ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

দুই : হাদীসটি মারফূ তো নহেই, বরং সামুরার বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ইবন জারীর (র) বলেন : আবুল আলা ইবন শিখখীর হইতে ইবন আবদুল আলা বর্ণনা করেন যে, সামুরা ইবন জুন্দুব (রা) বলেন : আদম (আ) তাহার পুত্রের নাম রাখিলেন আবদুল হারিস।

তিন : হাসান নিজেই এই আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। যদি সামুরা (র) হইতে মারফূ সূত্রে তিনি উক্তরূপ তাফসীর পাইতেন তাহা হইলে অব্যশই তিনি উহার বদলে অন্য ব্যাখ্যা দিতেন না। হাসান (র) ইব্‌ন ওয়াকী ও ইবন জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : আদম (আ) নহেন, বরং তাহার বংশধর সম্প্রদায়গুলির কোন কোন লোক-উক্তরূপ শরীক নির্ধারণ করিত।

মুআম্মার (র) হইতে যথাক্রমে মুহাম্মদ ইবন আবদুল আ'লা বলেন : হাসান (র) বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে আদম (আ)-এর পরে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যকার শিরককারীদের কথা বলা হইয়াছে।

কাতাদা (র) হইতে যথাক্রমে বাশার বলেন : হাসান (র) বলিতেন, আয়াতে উল্লেখিত শিরককারিগণ হইল ইয়াহূদী ও নাসারা। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে নিখুঁত সন্তান দান করেন। অথচ তাহারা তাহাদিগকে ইয়াহূদী ও নাসারা বানায়।

হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বলিত এই সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ। ইহাই আয়াতের উত্তম তাফসীর। আয়াত হইতেও ইহাই সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যদি প্রথমোক্ত হাদীসটি রাসূল (সা) হইতে সুরক্ষিত বিশুদ্ধ বর্ণনা হইত তাহা হইলে হাসান (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কখনও আয়াতের অন্যরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন না। কারণ, উহা তাহাদের স্বীকৃত তাকওয়া ও ন্যায় নিষ্ঠার পরিপন্থী ব্যাপার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূলত হাদীসটি কোন কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত বক্তব্য। হয়ত তাহারা আহলে কিতাব হইতে আগত কাব, ওয়াহাব ইবন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ হইতে এই বক্তব্য আহরণ করিয়াছেন। আমি অচিরেই উহা বিশ্লেষণ করিব ইনশাআল্লাহ্। সেখানে হাদীসটি মারফূ কিনা তাহা নির্ণীত হইবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : শুরুতে আদম (আ)-এর ঔরসে ও হাওয়া (আ)-এর গর্ভে সন্তান জন্ম নিত।

তাহারা উহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে স্থির করিয়া নাম রাখিত আবদুল্লাহ্ উবায়দুল্লাহ্ ইত্যাদি। কিন্তু তাহারা বাঁচিত না। অতঃপর একদিন ইবলীস আসিয়া তাহাদিগকে বলিল—যদি তোমরা সন্তানের নাম যাহা রাখিতেছে তাহা না রাখিয়া অন্য নাম রাখ তাহা হইলে অবশ্যই সন্তান বাঁচিবে। অতঃপর তাহাদের একটি পুত্র সন্তান হইল। তাহার নাম রাখিলেন—আবদুল হারিস। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আদম (আ) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আয়াতের فَمَرَّتْ بِهٖ অংশের তাৎপর্য হইল, গর্ভবর্তী হইলেন, না কি হইলেন না তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভিযোগ তুলিলেন। যখন পূর্ণগর্ভা হইয়া আল্লাহ্‌র কাছে নিখুঁত সন্তানের জন্য উভয় প্রার্থনা জানাইলেন, তখন শয়তান আসিয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি জিনিস জন্ম দিতে যাইতেছ তাহা কি তোমরা জান ? অথবা বলিল, তোমরা পশু জন্ম দিতেছ কিনা তাহা কি তোমাদের জানা আছে ? এইভাবে সে তাহাদিগকে বিবিধ বাতিল ধারণায় বিভূষিত করিল। কারণ সে নিজে চমর বিভ্রান্ত ! ইতিপূর্বে তাহারা দুইটি সন্তান জন্ম দিয়াছিল। তাহারা শৈশবেই মারা গেল। তাই শয়তান তাহাদিগকে বুঝাইল, যদি তোমরা আমার সাথে সংযোগ ছাড়া নাম রাখ তাহা হইলে সন্তানও ভাল হইবে না এবং বাঁচিবেও না। তোমাদের আগের সন্তানেরা এই কারণে মারা গিয়াছে। এই সব শুনিয়া তাহারা তাহাদের ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিস। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাহাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে সাঈদ ইবন যুবায়ের, খসীফ, শুরাইক ও আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতেও فَلَمَّا تَغَشّٰهَا অর্থাৎ আদম (আ) যখন সংগত হইলেন, حَمَلَتْ অর্থাৎ হাওয়া (আ) যখন সবেমাত্র গর্ভধারণ করিলেন, তখন উভয়ের নিকট ইবলীস আসিল। সে বলিল, আমি তোমাদের সেই সহচর যে তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছি। আমার কথা শোনার কারণেই তাহা ঘটিয়াছে। অথবা আমি তোমার গর্ভজাত বস্তুকে অবশ্যই শিং ওয়ালা হরিণ বানাইব। তাই উহা প্রসব করা তোমার জন্য ভয়ানক কষ্টদায়ক হইবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সুনিশ্চিত ভয়ের কথা বলিতেছি। তোমরা তাই উহার নাম আবদুল হারিস রাখ। কিন্তু তাহারা উভয়ে শয়তানের কথা মানিতে অস্বীকার করিল। দেখা গেল, তাহাদের একটি মৃত সন্তান হইয়াছে। দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করিলে শয়তান পুণরায় তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি যাহা বলার বলিয়াছিলাম। আবারও তোমাদিগকে সেই ভয় দেখাইতেছি। কিন্তু তাহারা এবারেও তাহার কথা মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল। দেখা গেল, এবারেও একটি মৃত সন্তান জন্ম নিল। তাই এবার তাহারা ভাবী সন্তানের নাম রাখিল আবদুল হারিস। আলোচ্য আয়াতে এই ঘটনাই বুঝানো হইয়াছে। ইবন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এই আসারগুলি মুজাহিদ, সাঈদ ইবন যুবায়ের, ইকরামা প্রমুখ তাহাদের শাগরিদগণ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য হইতে কাতাদা ও সুদ্দীর মত তাবিঈ এবং পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি বহু ইমাম, মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিস বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। মূলত

আল্লাহই ভাল জানেন। উহার উৎস হইল আহলে কিতাব হইতে ঈমান প্রাপ্ত সাহাবায়ে কিরাম। ইবন আব্বাস (রা) ইহা বর্ণনা করেন উবায় ইবন কা'ব হইতে। যেমন ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন :

উবায় ইবন কা'ব (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইবন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা, সাঈদ ইবন বাশীর ইবন উকবা। আবুল জামাহির বর্ণনা করেন : যখন মা হাওয়া গর্ভবতী হইলেন, তখন তাঁহার নিকট শয়তান উপস্থিত হইল। সে তাঁহাকে বলিল, তুমি আমার কথা মানিয়া চল, তোমার সন্তানকে নিরাপদে থাকিতে দিব। তুমি তোমার সন্তানের নাম রাখ আবদুল হারিস। মা হাওয়া উহার কথা শুনিলেন না। অতঃপর তিনি একটি মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। দ্বিতীয়বার যখন গর্ভবতী হইলেন, শয়তান আসিয়া পূর্ববৎ বলিল। তিনি তাহা শুনিলেন না। আবারও মৃত সন্তান হইল। তৃতীয়বার গর্ভবতী হইলে শয়তান আসিয়া বলিল, এবারে আমার কথা না শুনিলে চতুষ্পদ জীব জন্ম নিবে। ইহাতে ভীত হইয়া বাবা আদম ও হাওয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

এই আসারগুলির উৎস দেখা যায় আহলে কিতাব হইতে আগত সাহাবী, অথচ আহলে কিতাবের বর্ণনা সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর হাদীস হইল : اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم অর্থাৎ যখন কোন আহলে কিতাবের বর্ণনা শুনিবে তখন তোমরা উহা সত্য বলিয়াও গ্রহণ করিও না এবং মিথ্যা বলিয়াও উড়াইও না। দ্বিতীয়ত তাহাদের বর্ণনাগুলি তিন ধরনের। এক ধরণের বর্ণনা আমরা কুরআন, হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে সত্য বলিয়া জানিতে পাই। অপর শ্রেণীর বর্ণনা কুরআন-হাদীসের বিপরীত বিধায় মিথ্যা বলিয়া জানি। তৃতীয় শ্রেণীর বর্ণনা সম্পর্কে কুরআন হাদীস নীরব। এরূপ বর্ণনা সম্পর্কে হুজুর (সা) বলেন : বনী ইসরাঈল হইতে এই ধরনের বর্ণনা গ্রহণে কোন ক্ষতি নাই।

এই হাদীসটিকেও আমরা হুযূর (সা)-এর ইরশাদ মুতাবিক সত্য কি মিথ্যা কোনটিই বলিব না। তবে হাদীসটি বনী ইসলাঈলের বর্ণনার দ্বিতীয় শ্রেণীর, না তৃতীয় শ্রেণীর তাহা ভাবিবার বিষয়। সাহাবা ও তাবিঈদের যাহারা ইহা বর্ণনা করিয়াছে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর মনে করিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমরা হাসানের অনুসারীরা মনে করি, আয়াতের ইশারা ইংগিত বলিতেছে যে, শিরক কারীদ্বয় আদম হাওয়া নন, বরং তাহার বংশধরদের মুশরিকগণ। তাই আল্লাহ বলিলেন : فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাহাকে শরীক বানায় আল্লাহ্ তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে।

তিনি বলেন : আয়াতে যে আদম ও হাওয়ার ইংগিত আসিয়াছে উহা হইল পরবর্তীর জন্য ভূমিকা স্বরূপ। আদি পিতা-মাতা দ্বারা অন্য পিতা-মাতাকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা হইল ব্যক্তির উল্লেখ দ্বারা জাতি বুঝানোর প্রক্রিয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি পৃথিবীর আকাশকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি (৬৭ : ৫)। ইহা নিশ্চিত কথা যে, এই নক্ষত্র এবং ছুড়িয়া মারা নক্ষত্র এক নহে। এখানেও আকাশ না সাজানোর নক্ষত্র বলিয়া ছুড়িয়া মারার নক্ষত্র তথা সকল জাতের নক্ষত্রকেই বুঝানো হইয়াছে। ইহাই কুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য।

(١٩١) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ○

(١٩٢) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ○

(١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ط سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ
أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ○

(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ○

(١٩٥) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَّمْشُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَّبْطِشُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ
أَعْيُنٌ يُّبْصِرُونَ بِهَآ ز أَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ط قُلِ ادْعُوا
شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ○

(١٩٦) إِنَّ وَلِـۧىَ اللّٰهُ الَّذِى نَزَّلَ الْكِتٰبَ صلے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِينَ ○

(١٩٧) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ
أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ○

(١٩٨) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوا ط وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ○

১৯১. তাহারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না ? বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট।

১৯২. উহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, এমনকি উহাদের নিজদেরকেও নহে।

১৯৩. তোমরা উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলে উহারা তোমাদিগকে অনুসরণ করিবে না; তোমরা উহাদিগকে আহ্বান কর বা চুপ করিয়া থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান।

১৯৪. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের ন্যায়ই বান্দা; তোমরা তাহাদিগকে ডাক, তাহারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫. তাহাদের কি চলিবার চরণ আছে ? তাহাদের কি ধরিবার হস্ত আছে ? তাহাদের কি দেখিবার নয়ন আছে ? কিংবা তাহাদের কি শ্রবণ করিবার কর্ণ আছে? বল, তোমরা যাহাদিগকে আল্লাহ্র শরীক করিয়াছ তাহাদিগকে ডাকিয়াও আমার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে আদৌ অবকাশ দিও না।

১৯৬. আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই নেককারগণের অভিভাবকত্ব করিয়া থাকেন।

১৯৭. আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদিগকে ডাকিয়া থাক তাহারা তো তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের নিজেদেরও সাহায্য করিতে পারে না।

১৯৮. যদি তাহাদিগকে সৎপথে আহ্বান কর তবে তাহারা শ্রবণ করিবে না এবং তুমি দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে; কিন্তু তাহারা দেখিতে পায় না।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিমা ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ্র শরীক করার অসারতা ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কারণ, উহারা তো আল্লাহ্রই সৃষ্টি এবং তাঁহারই দয়ায় প্রতিপালিত। এমনকি উহারা মানুষের হাতে বানানো কৃত্রিম বস্তু। উহাদের তো কোনই ক্ষমতা নাই। উহারা না কাহারো ক্ষতি করিতে পারে, না কাহারো উপকার করিতে পারে। উহারা দেখেও না, শুনেও না। উহারা নিজ উপাসনাকারিগণকে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। উহারা তো অসার পদার্থ, নড়িতে পারে না, সরিতে পারে না, দেখিতে পায় না এবং শুনিতেও পায় না। উহাদের হইতে উহাদের উপাসকরা সর্বদিক দিয়াই পরিপূর্ণ। উপাসকরা দেখিতে পায়, শুনিতে পায় ও কোন কিছু ধরিতে পারে। তাই আল্লাহ্ পাক সবিস্ময়ে বলেন :

أَيُشْرِكُوْنَ مَالاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ .

অর্থাৎ তোমরা কি এমন কিছুকে শরীক করিতেছ যাহারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বরং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট বস্তু ? তোমাদের সেই মা'বূদগণের তো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নাই। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهُ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ، مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ.

অর্থাৎ হে মানব ! তোমাদিগকে একটি উদাহরণ দেওয়া হইতেছে, উহা শ্রবণ কর : নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুকে ডাকে, তাহারা একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, উহার জন্য সেই উপাস্যগণ এক জোট হইয়াও পারে না। আর যদি কোন মাছি তাহাদের কিছু ছিনাইয়া নেয় তাহা হইলে উহারা তাহা ছাড়াইয়াও আনিতে পারে না। যেমন দুর্বল উপাসক, তেমনি দুর্বল উপাস্য! তাহারা আল্লাহ্র যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হইল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অশেষ শক্তিশালী, মহা প্রতাপশালী (২২ : ৭৩-৭৪)।

আল্লাহ্ পাক এখানে সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহারা নিজেদের রুযীটুকু নগণ্য মাছির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না আর নিজেদের সাহায্যই নিজেরা করিতে পারে না, তাহারা কি করিয়া উপাসকগণকে রুযী দিবে আর তাহাদিগকে কিরূপে সাহায্য করিবে ?

لاَ يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এই যে, তাহারা সৃষ্টি করিবে তো দূরের কথা নিজেরাই সৃষ্ট ও হাতেগড়া বস্তু।

وَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا অর্থাৎ তাহারা উপাসকগণকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।

وَّلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ অর্থাৎ এমনকি তাহাদের কেহ কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে নিজেরা নিজেদের সাহায্য করিয়া ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারে না।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলি ভাংগার সময় এই সকল যুক্তিই উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ইহারা যেমন হীন বস্তু, ইহার উপাসকরা তাহা হইতেও হীন জীব। যেমন আল্লাহ্ পাক তাঁহার বন্ধুর সেই কার্যাবলী সম্পর্কে আমাদিগকে জানান :

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন উহাদিগকে আঘাত হানার জন্য (৩৭ : ৯৩)।

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلاَّ كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর তিনি উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন কেবলমাত্র বড় মূর্তিটি বাদ দিয়া—যেন তাহারা এই জন্য উহাকে দায়ী করে (২১ : ৫৮)।

মু'আয ইবন আমর ইবন জামূহ ও মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) তাহাই করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়ে যুবক ছিলেন। অতঃপর উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে মদীনায় আসিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলেন, এক রাত্রিতে তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের মুশরিকদের মূর্তিগুলির উপর চড়াও হইয়া উহা ভগ্ন ও ধ্বংস করিবেন এবং উহাদের হাতের কাছে লাঠি রাখিয়া দিবেন যেন মুশরিকরা উহাদিগকে দায়ী করে ও তাহারা বাঁচিয়া যায়।

মু'আযের পিতা আমর ইব্‌ন জামূল নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তিনি মূর্তি তৈরী করিয়াছিলেন উপাসনার জন্য। উহাকে সুঘ্রাণে বিমণ্ডিত করিয়া পূজা করা হইত। মু'আয ইবন আমর ও মু'আয ইবনে জাবাল পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে রাত্রি বেলা আসিয়া উহার মাথা ভাংগিল ও উহাকে বিবর্ণ ও নোংরা করিয়া রাখিল। সকাল বেলা আমর ইব্‌ন জামূহ পূজা করিতে আসিয়া উপাস্য দেবতার সকরুণ অবস্থা দেখিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে গোসল কারাইয়া সুঘ্রাণ লাগাইয়া হাতের কাছে একটি তরবারি রাখিয়া দিয়া বলিলেন : এখন হইতে নিজকে নিজে সাহায্য করুন। পরবর্তী রাত্রিতে তারা উভয়ে পুনরায় আসিয়া উহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিলেন। অতঃপর উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশিতে জড়াইয়া পার্শ্ববর্তী কূপে নিক্ষেপ করিলেন। সকালে আমর ইব্‌ন জামূহ আসিয়া যখন এই অবস্থা দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, একটি বাতিল দীন তিনি অনুসরণ করিতেছেন। তাই বলিলেন :

تا الله لو كنت الها مستدن * لم تك والكلب جميعا فى قرن .

"আল্লাহ্‌র কসম ! তুমি যদি সত্য দীনের দেবতা হইতে তাহা হইলে তুমি কুকুরের সাথে এইভাবে রশিতে জড়াইয়া কূপে পড়িয়া থাকিতে না।"

অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল। কতই সৌভাগ্যজনক হইল তাহার ইসলাম গ্রহণ! তিনি উহুদের অন্যতম শহীদের মর্যাদা পাইলেন। মাওলা তাহার উপর রাযীখুশী হইলেন এবং তাহাকে ঠাঁই দিলেন জান্নাতুল ফিরদাউসে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لاَ يَتَّبِعُوْكُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে যদি হিদায়েতের দিকে ডাক তাহা হইলে তাহারা তোমাদের অনুসরণ করিবে না। কারণ, এই সকল প্রতিমাও কাহারও কোন ডাক শুনিতে পায় না। তাহাদিগকে ডাক আর না ডাক সমান কথা। তাই ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন:

يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا .

অর্থাৎ হে পিতা ! কেন তুমি এমন বস্তুর পূজা কর যাহা শুনিতে পায় না, দেখিতেও পায় না এবং তোমার কোনই উপকারে আসে না (১৯ : ৪২)।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, উহারা তো উহাদের উপাসকদের মতই নগণ্য সৃষ্টবান্দা মাত্র। বরং উহাদের মানুষ উপাসকরা উহাদের হইতে উত্তম। কারণ, তাহারা দেখিতে, শুনিতে ও ধরিতে পারে। অথচ উহারা তাহাও পারে না।

قُلِ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য তোমাদের দেবতাগণকে ডাকিয়া লও এবং আমাকে মুর্হূত মাত্র অবকাশ দিওনা। এমন কি তোমরা সকলে মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা কর।

اِنَّ وَلِيِّ ىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমার অভিভাবক, তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমার সহায়ক, তাঁহারই উপর আমার ভরসা ও তিনিই আমার আশ্রয়। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার একমাত্র পৃষ্ঠপোষক। আমার পরেও তিনি নেককারদের অভিভাবক থাকিবেন।

হূদ (আ)ও তাঁহার সম্প্রদায়ের জবাবে ঠিক এই ভাবেই বলিয়াছিলেন। যেমন :

اِنْ نَّقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

"আমরা তো ইহাই বলি, আমাদের কোন ইলাহ্ তোমাকে অভিশাপ দিয়াছেন। সে বলিল, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে পবিত্র যাহাকে তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক কর, আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর। অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা। আমি নির্ভর করি আমাদের ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর, এমন কোন জীবজন্তু নাই, যাহা তাহার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নহে। আমার প্রতিপালকই সরল পথে রহিয়াছেন (১১ : ৫৪-৫৬)।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) বলেন :

أَفَرَئَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ، أَنْتُمْ وَاٰبَائُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ ، فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّلِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ؛
الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ .

অর্থাৎ তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ নাই, তোমরা কিসের পূজা করিতেছিলে তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষগণ ? তাহারা অবশ্যই আমার শত্রু। আমার পক্ষে শুধু নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর আমাকে পথ নির্দেশ করিয়াছেন (২৬ : ৭৫-৭৮)

তিনি নিজ পিতা ও তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিলেন :

اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ، اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমরা যাহা পূজা করিতেছ তাহা হইতে পবিত্র। আমি তাঁহারই উপাসক যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে আশু পথ দেখাইতেছেন। তাহার এই হিদায়েতকে চিরন্তন বাণীরূপ দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার অসাক্ষাতে মানুষ পথে ফিরিয়া আসে (৪৩ : ২৬)।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আয়াতটি মূলত পূর্ব কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য আসিয়াছে। পূর্বের আয়াতে যেখানে সম্বোধন-সূচক বাক্য ছিল, এখানে তাহা নাম-পুরুষের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلاَ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা না তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে, না নিজেদের কোন সাহায্য করে।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لاَ يَسْمَعُوْا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ যদি তুমি তাহাদিগকে সৎপথে আহবান কর তাহা হইলে তাহারা শুনিবে না এবং তুমি তাহাদিগকে দেখিবে, তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। অথচ তাহারা দেখে না। একই অর্থেই অন্যত্র তিনি বলেন :

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ সে তোমার চোখের দিকে চোখ রাখিয়া তাকাইয়াই থাকিবে। কারণ, উহা তো প্রস্তর মূর্তির চোখ। দেখিতে উহা চোখের মত হইলেও মূলত দৃষ্টিহীন। তেমনি নির্বোধ মানুষেরা মানুষের মত চোখ, কান, অন্তর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সত্যকে দেখে না, শুনে না ও বুঝে না।

সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত দ্বারা মুশরিকগণকে বুঝানো হইয়াছে। মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য প্রথম তাৎপর্যই উত্তম। ইব্‌ন জারীর (র) উহা পছন্দ করিয়াছেন। উহার বর্ণনাকারী হইলেন কাতাদা (র)।

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○
(٢٠٠) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১৯৯. ক্ষমা পরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদেরকে উপক্ষো কর।

২০০. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র আশ্রয় চাইবে। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : خُذِ الْعَفْوَ বাক্যের তাৎপর্য সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন তালহা (র) বলেন : অর্থাৎ তাহাদের সম্পদ হইতে উদ্বৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা তুমি গ্রহণ কর আর তোমাকে তাহারা যে বস্তুই দেয় তাহা নাও। অবশ্য এই বিধান ছিল যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে। নির্ধারিত যাকাত ফরযের বিধান জারী হওয়ার পর ইহা নফল সাদকার পর্যায়ে নামিয়া যায়। এই বর্ণনাটি সুদ্দীর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক বলেন : خُذِ الْعَفْوَ অর্থ انفق الفضل। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ দান কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) বলেন : خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পদ গ্রহণ কর।

আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইবন আসলাম বলেন : خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দশ বৎসর কাল মুশরিকদের ক্ষেত্রে ক্ষমা ও উপেক্ষার নীতি অনুসরণের জন্য রাসূল (সা) কে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। ইবন জারীর (র) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : এই বাক্যটি দ্বারা মানুষের অশোভন আচার-আচরণ ও সাধারণ অন্যায় কার্যাবলী ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

উরওয়া (র) হইতে হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে রাসূল (সা)-কে মানুষের সাথে অশোভন আচার-আচরণ না করার জন্য নির্দেশ দেন। তাহার অন্য বর্ণনায় বলা হয় : মানুষের অংশ হইতে উদ্বৃত্ত যাহা তোমাকে প্রদান করে তাহা গ্রহণ কর। বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়ের (রা) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) হইতে বর্ণিত আছে : আয়াতটিতে মানুষের ব্যবহারগত ত্রুটির ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন উমর (রা) হইতে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) উহা বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) হইতেও যথাক্রমে উরওয়া সূত্রে হিশাম (র) অনুরূপ বর্ণনা করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবূ যুবায়ের (র) হইতে পর্যায়ক্রমে ওয়াহাব ইবন কায়সান, হিশাম, আবূ মুআবিয়া ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) বর্ণনা করেন : خُذِ الْعَفْوَ অর্থাৎ মানুষের আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ক্ষমার পথ অনুসরণ কর। আল্লাহ্ মানুষকে রাসূল (সা)-এর ক্ষমাশীল বিনম্র সংস্রব দ্বারা পথ আনিতে চাহেন। এই মতটিই সর্বাধিক খ্যাত। ইবন জারীরের বর্ণনা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইবন আবূ হাতিমও এই মতের সমর্থনে বর্ণনা উদ্ধৃত করেন।

উআইনা (র) হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান ইব্ন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, উআইনা বলেন : রাসূল (সা)-এর উপর যখন خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِيْنَ। আয়াতটি নাযিল হয় তখন তিনি প্রশ্ন করেন, হে জিব্রারাঈল ! ইহার অর্থ কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিলেন : যে আপনাকে কষ্ট দিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে আপনাকে বঞ্চিত করিবে, তাহাকে দান করিবেন এবং যে আপনাকে বর্জন করিবে তাহার কাছে আপনি যাইবেন।

শা'বী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে সুফিয়ান, আসবা ইবনুল ফারাজ, আবূ ইয়াযীদ আল কারাতিসী ও ইবন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনাটি সর্বাবস্থায়ই মুরসাল। অবশ্য এই মতের সমর্থনে অন্যান্য সূত্রে যথা জাবির, কায়েস ইব্‌ন উবাদা নবী করীম (সা) হইতে মারফূ হাদীসও বর্ণনা করেন। ইবন মারদুবিয়া হাদীস দুইটি উদ্ধৃত করেন।

উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-কাসিম ইব্‌ন আবূ উসামা আল-বাহেলী, আলী ইবন ইয়াযীদ, মুআয ইবন রিফাআ, শু'বা, আবুল মুগীরা ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, উকবা ইবন আমির (রা) বলেন : আমি রাসূল (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। অতঃপর তাহার হাতে হাত দিয়া বলিলেন : হে উকবা ! যে তোমাকে বর্জন করিয়াছে, তুমি তাহাকে অর্জন কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমাকে নিপীড়ন করিয়াছে, তুমি তাহাকে উপেক্ষা কর।

আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হইতে উবাল্লাহ্ ইবন যুহরের সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)ও উহা বর্ণনা করেন। হাসান বলেন : আমার মতে আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ ও তাহার শায়েখ কাসিম আবূ আবদুর রহমান (র) উভয়ই দুর্বল রাবী।

ইমাম বুখারী (র) বলেন : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে পর্যায়ক্রমে উবাইদুল্লাহ্ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন উতবা, যুহরী, শুআয়েব ও আবুল ইয়ামান (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : উআইনা ইবন হিস্‌ন ইবন হুযায়ফা একদা আগমন করিল। তখন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবন কায়েসও আমার নিকট অবতরণ করিল। তাহারা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর মজলিসে বসিল। তাহাদের দলে যুবক ও বৃদ্ধ সব স্তরের লোক ছিল। উআইনা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিল : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমীরুল মু'মিনের সহিত তোমার সর্ম্পক রহিয়াছে। সুতরাং আমার জন্য তাহার সহিত কথা বলার অনুমতি নাও। সে বলিল : আমি এক্ষুণি আপনার জন্য অনুমতি নিতেছি। অতঃপর হুর তাহার চাচা উআইনার জন্য খলীফার অনুমতি গ্রহণ করিল। যখন সে খলীফার নিকট উপনীত হইল, তখন বলিল, হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহর কসম, তুমি আমাদিগকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দাও না এবং আমাদের উপর ইনসাফ করিতেছ না। ইহাতে উমর (রা) ক্ষুব্ধ হইলেন এবং শাস্তি প্রদানে উদ্যোগী হইলেন। তখন হুর বলিল : 'হে আমীরুল মু'মিনীন! নিশচয় আল্লাহ্ তাঁহার নবীকে নির্দেশ দিয়াছেন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ (ক্ষমা অনুসরণ কর, কল্যাণের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর) এই লোকটিও অজ্ঞ। আল্লাহর কসম! আয়াতটি তিলাওয়াতের সংগে সংগে উমর (রা) ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন এবং তাহার ব্যাপারে আর কিছুই বলিলেন না।

শুধুমাত্র ইমাম বুখারীই হাদীসটি উদ্ধৃত করেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন নাফি (র) হইতে পর্যায়ক্রমে মালিক ইবন আনাস, ইবন ওয়াহাব, ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : মালিক ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর একদা সিরিয়ার এক দল বিভ্রান্ত লোকের এলাকা দিয়া অতিক্রম করিলেন। সেখানে তখনও বাদ্যযন্ত্র ও গানবাজনা চালু ছিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহা তো নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহারা বলিল, এই ব্যাপারে আমরা ভাল জানি। নিষিদ্ধ হইয়াছে বড় বাদ্যযন্ত্র এইগুলি নহে। ইহা ব্যবহারে কোন দোষ নাই। মালিক তখন চুপ হইয়া গেলেন এবং বলিলেন : وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنْ অর্থাৎ অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর।

ইমাম বুখারী (র) বলেন : আয়াতে উল্লেখিত عـرف অর্থ হইল মারূফ বা ভাল কাজ । রওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, সুদ্দী, কাতাদা ও ইব্‌ন জারীর (র) সহ অনেকের বর্ণনায়ই ইহার সমর্থন মিলে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : عـارفـا - مـعـروفـا - عـارفـة শব্দগুলির প্রত্যেকটির অর্থই مـعـروف বা ভাল ও কল্যাণকর কাজ। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে নেক কাজ করার জন্য আদেশ করেন। নেক বা ভাল কাজের ভিতর সর্বপ্রকারের ইবাদত ও আনুগত্য অন্তর্ভুক্ত। তেমনি তিনি তাহাকে অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা করার আদেশ করিতে বলিয়াছেন। যদিও এই নির্দেশ নবী (সা)-কেও দিয়া থাকেন, তথাপি তাহা মাখলুককে শিক্ষা দিবার জন্যই দিয়াছেন। কারণ, তাহাদের উপরেও নিপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি দেখা দিবে। তবে জাহিলগণকে এড়াইয়া চলা বা উপেক্ষা করার অর্থ ইহা নহে যে, আল্লাহ্ তা'আলার ফরয হক সম্পর্কে কিংবা ঈমান ও কুফর অথবা শির্‌ক ও তাওহীদের ব্যাপারে কোন মুসলমানের অজ্ঞতাকে উপেক্ষা করিতে হইবে। উহা তো দারুল হরবের মুসলমানদের ক্ষেত্রে শুধু প্রযোজ্য ।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنْ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (রা) বর্ণনা করেন : ইহা আচার-আচরণ সম্পর্কিত নৈতিক নীতিমালা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে ইহা অনুসরণ করিয়া চলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার প্রমাণ এই যে, عفو শব্দকে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সাদৃশ্যপূর্ণ দুই ঘরের সেতুবন্ধন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন জনৈক কবি বলেন :

خذ العفو وامر بعرف كما * وامرت واعرض عن الجاهلين
ولن فى الكلام لكل الانام * فمتحسن من ذوى الجاهلين

"ক্ষমা করা, কল্যাণের পথে ডাকা ও মূর্খদিগকে উপেক্ষা করার নির্দেশ তোমাকে দেওয়া হইয়াছে। তাই প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে নরম সূরে বাক্যালাপ করিবে। কেননা মর্যাদাবান লোকের জন্য নমনীয়তাই উত্তম।"

একদল আলিম আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেন : মানুষের ভিতর দুই ধরনের লোক আছে। এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতই নেককার। তাই তাহারা খুশী হইয়া তোমাকে যাহা দান করে তাহাই গ্রহণ কর। তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে তাহাদিগকে চাপ দিও না। এমন কিছু করিও না যাহা তাহাদের জন্য কষ্টকর ও ক্ষতিকর হয়। কিন্তু যাহারা বদকার তাহাদিগকে কল্যাণের পথে ডাক। তথাপি যদি তাহারা বিভ্রান্তির উপর স্থায়ী হয় ও তোমার নাফরমানী

করিতে থাকে এবং তাহাদের মূর্খতার উপর চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উপেক্ষা কর ও তাহাদের শুভবুদ্ধি উদয়ের জন্য অপেক্ষা কর। চক্রান্ত হইতে হয়ত তাহারা এক সময়ে ফিরিয়া আসিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ ، وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ ، وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ .

অর্থাৎ নিকৃষ্ট ব্যবহারে বিনিময়ে উৎকৃষ্ট ব্যবহার কর। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আমি ভাল করিয়াই জানি। আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক ! শয়তানের চক্রান্ত জাল হইতে আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহা হইতে (২৩ : ৯৬-৯৮)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ، وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ .

অর্থাৎ ভাল ও মন্দ সমান নহে। মন্দের জবাব ভাল দিয়া দাও। ফলে এক দিন তাহার ও তোমার মধ্যকার শত্রুতা সুমধুর মিত্রতায় পরিণত হইবে। একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যতীত এই পর্যায়ে পৌঁছিতে পারে না। বিরাট ভাগ্যবান ব্যতীত এই উপদেশ মান্য করিতে পারে না (৪১ : ৩৪-৩৫)।

এখানে আল্লাহ্ বলেন : وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ এই ধরনের আয়াতত্রয় সূরা-আ'রাফ, মু'মিনূন ও হা-মীম সিজদায় বিদ্যমান। এইরূপ চতুর্থ কোন আয়াত নাই। এই আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দেন যে, নাফরমান মানুষের সহিত উত্তম ও ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার ফলে তাহার ভিতর যে বক্রতা ও জিদ রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্‌র ফজলে সোজা ও বিদূরীত হইবে। তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন : ফলে তোমার ও তাহার ভিতর যে শত্রুতা রহিয়াছে তাহা মিত্রতায় পর্যবসিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিতেছেন জিন শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য। কারণ, উহার প্রতি মানবতা ও উদারতা দেখাইয়া কোন ফল হইবে না। কারণ, সে তোমার সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্তি চাহে। সে তোমার ও তোমার আদি পিতার সুস্পষ্ট ও বিঘোষিত শত্রু।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : অর্থাৎ শয়তান যদি তোমার ভিতর কোনরূপ ক্রোধ সৃষ্টি করে যাহাতে জাহিলদের দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করার পথে তোমার ভিতর কোনরূপ ক্রোধ সৃষ্টি হয় এবং তোমাকে তাহাদের প্রতিকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে।

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ তখন তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর সেই শয়তানের চক্রান্ত হইতে।

اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ অজ্ঞদের অজ্ঞতাপূর্ণ কথা বার্তা শুনিয়াছেন এবং তুমি যে শয়তানের চক্রান্ত হইতে বাঁচার জন্য তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছ তাহাও শুনিয়াছেন। অজ্ঞদের কথাবার্তার প্রভাব ও শয়তানের কুমন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া কি হইতে পারে তাহা আল্লাহ্‌র

জানা আছে এবং উহা হইতে কিভাবে পরিত্রাণ ও সুফল পাইবে তাহাও আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন। কারণ, উহা সবই তাঁহার সৃষ্টিকার্যের অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বলেন : যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ আয়াতটি নাযিল হইল, তখন রাসূল (সা) আরয করিলেন—হে আমার প্রতিপালক। ক্রোধ কিভাবে প্রশমিত করিব ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন :

وَاِمَّا يَنْزَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ·

আমি বলিতেছি : ইস্তিআযা বা আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনার প্রসংগটি পূর্বেও আলোচিত হইয়াছে। সেখানে একটি হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণিত আছে, হুজুর (সা)-এর সম্মুখে বসিয়া দুই ব্যক্তি পরস্পর গালাগালিতে লিপ্ত হইল। এমনকি একজন উত্তেজিত হইয়া অপর ব্যক্তির নাকে ঘুসি মারিল। তখন রাসূল (সা) উত্তেজিত লোকটিকে বলিলেন : আমি এমন একটি বাক্য জানি যাহা তুমি বলিলে তোমার ভিতর যে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর হইবে। তাহা হইল : আউজু বিল্লাহে মিনাশ শায়তানির রাজীম। তাহাকে যখন ইহা বলা হইল, তখন সে বলিল : আমার ভিতর এখন কোন উত্তেজনা বা উন্মত্ততা নাই।

সকল কুমন্ত্রণার মূল হইল ফাসাদ সৃষ্টি। উত্তেজনা বা অন্য কিছু মাধ্যমে হউক। আল্লাহ্ বলেন : وَقُلْ لِعِبَادِىْ يَقُوْلُوْا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ

"আমার বান্দাকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন সদাচরণ বজায় রাখে। নিশ্চয় শয়তান তাহাদের পরস্পরকে প্ররোচিত করে (১৭ : ৫৩)।

العياذ অর্থ হইল ক্ষতি হইতে আশ্রয় চাওয়া ও الملاذ অর্থ হইল কোন কল্যাণ চাওয়া। যেমন হাসান ইব্‌ন হানী তাহার কবিতায় বলেন :

يا من الوذبه فيما اؤمله * ومن اعوذبه مما احاذره
لا يجبر الناس عظما انت كاسره * ولا يهيضون عظما انت جابره

"আমি আশা পূরণের জন্য যাহার মুখাপেক্ষী ও ভয় হইতে বাঁচার জন্য যাহার আশ্রয় গ্রহণ করি হে সেই মহান সত্তা! তুমি যে হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে মানুষ তাহার জোড়া লাগাইবে। আর যে হাড়কে তুমি জোড়া লাগাইবে মানুষ তাহা ভাংগিতে পারে।

তাফসীরের শুরুতেই আমি ইস্তিআযার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সংক্রান্ত হাদীস উদ্ধৃত করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

(٢٠١) اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

(٢٠٢) وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ○

২০১. যাহারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাহাদিগকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তাহারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের চক্ষু খুলিয়া যায়।

২০২. তাহাদের সংগী সাথীগণ তাহাদিগকে ভ্রান্তির দিকে টানিয়া লয় এবং এ বিষয়ে তাহারা ত্রুটি করে না।

তাফসীর : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মুত্তাকী বান্দাগণের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। তাহারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে ও আল্লাহ্র নিষিদ্ধ পথ পরিহার করে। إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ অর্থাৎ যখন তাঁহাদের সংস্পর্শে শয়তান আসে বা তাহাদিগকে স্পর্শ করে ও প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়। একদল পাঠ করেন : طَائِفٌ

অবশ্য হাদীসে এই দুইটি পাঠই বিখ্যাত। একদল বলেন : দুইটির অর্থ একই। অপরদল বলেন : দুই শব্দের অর্থে পার্থক্য রহিয়াছে। একদল শব্দটির অর্থ করিয়াছেন উত্তেজনা বা ক্রোধ। একদল উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন শয়তানের উত্তেজনাকর স্পর্শ। একদল উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন পাপাসক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়া। একদল ব্যাখ্যা করেন, পাপ দ্বারা স্পর্শিত হওয়া।

تَذَكَّرُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রচণ্ড শাস্তি ও প্রচুর পুরস্কার সম্পর্কে তখন তাহারা সচেতন হয় এবং তওবা, তাউযূর মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয় ও নৈকট্য লাভ করে।

فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা স্থির হইয়া যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এই প্রসংগে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক মহিলা আসিল। সে জিনগ্রস্ত ছিল। সে বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করেন। তিনি বলিলেন : তুমি যদি চাও তো আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। আর যদি তুমি ধৈর্য সহকারে এই অবস্থায় থাক তাহা হইলে তোমার হিসাব লওয়া হইবে না। তখন সে বলিল, বরং আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং আমার কোন হিসাব নিকাশ হইবে না। একাধিক সুনান সংকলক হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তাহাদের বর্ণনাটি এই : মহিলাটি বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার উপর জিনের আছর হইয়াছে এবং আমার মনে যাহা আসে তাহাই বলিতে থাকি। তাই আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে বলুন যেন তিনি আমাকে ভাল করেন। রাসূল (সা) বলিলেন : যদি তুমি চাও তো আমি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করি যেন তিনি তোমাকে সুস্থ করেন। তবে যদি ইহাতে ধৈর্যধারণ কর তাহা হইলে তোমার জন্য জান্নাত। মহিলাটি বলিল, আমি বরং ধৈর্যধারণ করিব এবং আমার জন্য জান্নাত হউক। তবে আমার মনের কথা সব প্রকাশ হওয়ার ব্যাপারটি বন্ধের জন্যে দু'আ করুন। রাসূল (সা) তাহাই করিলেন এবং তাহার অপ্রয়োজনীয় কথা বন্ধ হইল।

হাকিম তাহার মুস্তাদরাকে ইহা উদ্ধৃত করেন। অতঃপর তিনি বলেন : ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু সহীহ্দ্বয়ে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। হাফিজ ইবন আসাকির তাহার রচিত ইতিহাস গ্রন্থে আমর ইব্‌ন জামে'র জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। তাহা এই :

এক যুবক সর্বদা মসজিদে ইবাদতে মশগুল থাকিত। কিন্তু এক নারী তাহাকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাইত। একবার সে তাহাকে সম্ভোগের জন্য যুবককে ডাকিল। যতক্ষণ সে রাযী হইল না ততক্ষণ সে পিছনে লাগিয়া রহিল। অবশেষে সে তাহাকে বশীভূত করিয়া নিজের

সংগে তাহাকে ঘরের দুয়ার পর্যন্ত নিয়া আসিল। হঠাৎ যুবকটির এই আয়াত মনে পড়িল : اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ অমনি সে বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। অতঃপর তাহার মৃত্যু হইল। তখন উমর (রা) সেখানে আসিলেন এবং তাহার শোক-সন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন। অবশ্য তাহার পিতা তাহাকে রাতারাতিই দাফন করিয়াছিল। উমর (রা) তাহার সংগীগণকে লইয়া কবর সামনে নিয়া জানাযা পড়িলেন। অতঃপর তিনি ডাকিয়া বলিলেন : হে যুবক ! وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ (আর যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের যথার্থ অবস্থান উপলবদ্ধি করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি জান্নাত) কি ঠিক ? অমনি কবরের ভিতর হইতে যুবকটি জবাব দিল : হে উমর! আমার মহান প্রতিপালক আমাকে দুই বারে দুই জান্নাতই দান করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন : وَاِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ অর্থাৎ জিন শয়তানের মানুষ অনুসারিগণ। যেমন আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন :

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ ٠

অর্থাৎ অবশ্যই অপব্যয়কারিগণ শয়তানের ভাই। (১৭ : ২৭)।

মোট কথা শয়তানের অনুসারী ও তাহার নির্দেশ মান্যকারিগণকে শয়তান বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছাইয়া থাকে। তাহার অনুসারীদের জন্য বিভ্রান্তির পথ সহজগম্য ও আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : المـد। অর্থাৎ الزيادة। অর্থাৎ তাহাদের বিভ্রান্তি বাড়াইয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। الغيُّ। অর্থ মূর্খতা ও অজ্ঞতা ।

ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন : শয়তান তাহার অনুসারিগণকে এমন ভাবে বিভ্রান্তির চরমে পৌঁছায় যে, তাহার অন্যান্য কার্যাবলী আদৌ ব্যাহত হয় না। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : না মানুষ যাহা করিতেছিল তাহাতে কোন ত্রুটি করে আর না শয়তান তাহার কাজ-কর্মে বাধা সৃষ্টি করে।

يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী বলেন : শয়তান তাহার মানুষ বন্ধুদের নিকট ওয়াহী (কুমন্ত্রণা) পৌঁছাইতেই থাকে এবং উহাতে কোন শৈথিল্য করে না।

সুদ্দী (র) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন। তাহারা বলেন : শয়তান তাহার মানব বন্ধুগণকে বিভ্রান্তির পথে টানিয়া নেয় এবং তাহাদিগকে শির্ক ও কুফরের কাজে সহায়তা করিতে আদৌ বিস্মৃত হয় না। কারণ উহা তাহার স্বভাবগত সহজাত কাজ। لَا يُقْصِرُوْنَ অর্থাৎ না সেই কাজে ত্রুটি করে, না সেই কার্যসূচী বাতিল করে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন :

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ٠

"তুমি কি লক্ষ কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি উহাদিগকে মন্দ কাজে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য" (১৯ : ৮৩) ।

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন : তাহাদিগকে পাপের পথে অহরহ টানিতেই থাকে।

(٢٠٣) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ
مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ مِنْ رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَ
رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

২০৩. তুমি যখন তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত না কর, তখন তাহারা বলে, তুমি নিজেই একটি নিদর্শন পসন্দ করিয়া লও না কেন ? বল, আমার প্রতিপালক দ্বারা আমি যে বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হই, আমি শুধু তাহাই অনুসরণ করি; এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন, বিশ্বাসীদের জন্য ইহা পথনির্দেশ ও দয়া।

তাফসীর : قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : তুমি যদি পসন্দ করিয়া লইতে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: তুমি যদি তৈরী করিয়া বা রচনা করিয়া লইতে।

وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে মুজাহিদ (র) হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কাছীর সূত্রে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : তোমার প্রয়াজন মুতাবিক নিদর্শন ঠিক করিয়া লও বা নিজেই বানাইয়া লও। কাতাদা, সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুরূপ বলেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি পসন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন : আল্লাহ্র সহিত যোগাযোগ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিদর্শন আনয়ন করা না কেন ?

যাহ্হাক (র) বলেন : لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا অর্থাৎ তুমি আকাশ হইতে উহা নামাইয়া আনিতেছ না কেন ?

وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِاٰيَةٍ অর্থাৎ মু'জিযা বা অলৌকিক ব্যাপার। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ٠

অর্থাৎ যদি আমি চাহিতাম তাহা হইলে আকাশ হইতে এমন অলৌকিক নিদর্শন পাঠাইতাম যাহার সামনে তাহাদের ঘাড় অবনত হইত (২৬ : ৪)।

অবিশ্বাসীরা রাসূল (সা) কে বলিতেছিল, তুমি নিজ উদ্যোগে আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিয়া কোন অলৌকিক কাণ্ড আমাদিগকে দেখাও তাহা হইলে আমরা ঈমান আনিব। তাই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলেন :

قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوْحٰى اِلَيَّ مِنْ رَّبِّىْ অর্থাৎ আমি নিজ উদ্যোগে আগাইয়া কিছু করিতে পারি না। আমি তো যাহা আমার প্রতিপালক হইতে আদিষ্ট হই তাহাই করি। আমার কাছে যে ওয়াহী আসে উহা বাস্তবায়ন ও অনুসরণই আমার কাজ। যদি আমার কাছে কোন নিদর্শন প্রেরিত হয় আমি উহা গ্রহণ করি। কিন্তু যদি উহা না আসে তবে আমি উহা উদ্যোগী হইয়া চাহিতে পারি না। হ্যাঁ, যদি আল্লাহ আমাকে উহার অনুমতি দেন তাহা হাইলেই সম্ভব। কারণ, তিনি শ্রেষ্ঠতম কুশলী ও সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন :

هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বা অলৌকিক বস্তু। উহা উজ্জ্বলতম দলীল, সর্বাধিক সত্য প্রমাণ ও রহমত মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

(٢٠٤) وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

২০৪. যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সহিত উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

তাফসীর : আল্লাহ পাক যখন আমাদিগকে জানাইলেন যে, কুরআন পাক মানুষের জন্য উপদেশ, হিদায়েত ও রহমতের ভাণ্ডার, তখন স্বভাবতই তিনি নির্দেশ দিলেন উহা তিলাওয়াতের সময়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার। তাহা হইলেই কেবল উহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইবে। যেমন কুরায়েশ কাফিররা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অনুসারিগণকে বলিয়াছেন : لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ "এই কুরআন কেহ শুনিও না এবং উহা পাঠের সময় গোলযোগ সৃষ্টি কর।"

পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শ্রবণের ব্যাপারটি বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে ফরয নামাযে ইমামের সরবে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ সংকলনে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে ইহার সমর্থনে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ মূসা আশআরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন : "অবশ্যই ইমামকে ইমাম বানানো হইয়াছে নামাযকে পূর্ণ করার জন্য। তাই যখন সে তাকবীর বলিবে, তোমরাও তাকবীর বলিবে এবং যখন সে তিলাওয়াত করিবে, মনোযোগ দিয়া শুনিবে।"

সুনান সংকলকগণও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ উহা সহীহ্ বলিলেও তিনি তাহার সহীহ সংকলনে উহা উদ্ধৃত করেন নাই।

আবু হুরায়রা (রা) হইতে আবূ আয়াজ সূত্রে ইবরাহীম ইব্ন মুসলিম হিজরী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মুসল্লীরা নামাযের ভিতর কথাবার্তা বলিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا .

(যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হইবে তখন উহা শুন এবং কান লাগাইয়া মনোযোগ দিয়া শুন) ইহাতে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশ প্রদান করা হইল।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে মুসাইয়িব ইব্ন রাফি', আসিম আবূ বকর ইব্ন আইয়াশ, আবূ কুরায়েব ও ইবনে জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : আমরা নামাযের ভিতর পরস্পর সালাম বিনিময় করিতাম। অতঃপর নাযিল হইল :

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

বশীর ইব্ন জাবির (র) হইতে পর্যায়ক্রমে দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ, আল মুহারিবী, আবূ কুরাইব ও ইবন জারীর (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : ইব্ন মাসউদ (রা) এক জায়গায় নামায পড়িলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, লোকেরা ইমামের সহিত কুরআন মিলাইয়া কিরআত পড়িতেছে। নামায শেষ হইলে তিনি বলিলেন : তখন তোমাদের কাজ হইল কিরাত শুনা ও তাহা বুঝা। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সেই নির্দেশই দিয়াছেন।

যুহরী (র) হইতে পর্যায়ক্রমে আশআস, হামাস, আবূ সাইব ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন : আলোচ্য আয়াতটি এক আনসারী যুবককে কেন্দ্র করিয়া নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, সাথে সাথে সেও উহা তিলাওয়াত করিত। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (রা) একবার সরব কিরাআতের নামায শেষ করিয়া বলিলেন : তোমাদের কি কেহ আমার সুরে সুর মিলাইয়া আমার সহিত কিরাআত পাড়িয়াছ ? এক ব্যক্তি বলিল : হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন : আমি বলিতেছি, আমার কিরাআতের সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা উচিত নহে। তখন হইতে আর কেহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিত না। বরং সকলে মনোযোগ দিয়া তাঁহার কিরাআত শুনিত।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ। আবূ হাতিম রাযী (র)ও ইহাকে সহীহ্ বলিয়াছেন।

যুহরী (র) হইতে আবদুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) বলেন : জেহরী কিরাআতের নামাযে ইমামের পিছনে কেহ কিরাআত পড়িবে না। কারণ ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত। তাহার আওয়াজ মুক্তাদী শুনুক বা না শুনুক। তবে নীরব কিরাআতের নামাযে মনে মনে সূরা কিরাআত পড়িতে পারে। কিন্তু সরব কিরাআতের নামাযে মনে মনেও কিরাআত পড়া যাইবে না। কারণ আল্লাহ্ বলেন :

وَاذَا قُرِىَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا ·

আমার বক্তব্য এই : একদল আলিমের মাযহাব হইল এই যে, জেহরী কিরাআতের নামাযে মুক্তাদী কিরাআত কিংবা সূরা ফাতিহা কিছুই পড়িবে না। ইমাম শাফিঈর পূর্বের অভিমত ইহাই ছিল। ইমাম মালিকের মাযহাব ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের অন্যতম অভিমত ইহা। আমি ইতিপূর্বে দলীল প্রমাণসহ ইহা আলোচনা করিয়াছি। শাফিঈর পরবর্তী অভিমত হইল এই যে, ইমামের নীরব কিরাআতের নামাযে মুক্তাদী শুধু সূরা ফাতিহা নীরবে পাঠ করিবে। একদল সাহাবীর মতও তাহাই। তাবিঈ ও তাবিঈ-তাবিঈনের একদল এই মত অনুসরণ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : নীরব হউক কিংবা সবর কোন অবস্থাতেই মুক্তাদীর কিরাআত পড়া জরুরী নয়। কারণ হাদীসে আছে : من كان له امام فقراءته قراءة له অর্থাৎ যাহার ইমাম থাকে ইমামের কিরাআতই তাহার কিরাআত। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদে জাবির (রা) হইতে মারফূ 'সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। অবশ্য উহা ইমাম মালিকের মুআত্তায় জাবির (রা) হইতে মওকূফ সূত্রে উদ্ধৃত হয়। ইহাই সঠিক। এই

মাসআলাটি খুবই বিস্তৃত। এই স্থান উহার জন্য উপযোগী নহে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র) এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মত ব্যক্ত করেন। তিনি সবর কি নীরব সকল কিরাআতের নামাযেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া ওয়াজিব বলিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন : এই হুমুক ফরয নামাযের কিরাআতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফফালও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ ইবন কুরাইয হইতে পর্যায়ক্রমে আল-জারীরী, বাশার ইবনুল মুফাযযাল, হুমাইদ ইব্ন মাসআদা ও ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ বলেন : উবাইদ ইবন উমাইর ও আতা ইবন আবু রাবাহকে একদিন কথাবার্তা ও গাল-গল্পে মশগুল দেখিলাম। আমি প্রশ্ন করিলাম : আপনারা কি কুরআন তিলাওয়াত হইতেছে তাহা শুনিতেছেন না ? আপনারা তো আপনাদের উপর আযাব ওয়াজিব করিতেছেন। তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় মগ্ন হইলেন। আমি আবার আগের মতই বলিলাম। তাহারা আমার দিকে তাকাইয়া আবার কথাবার্তায় চালাইতে লাগিলেন। আমি তৃতীয়বার তাহাদিগকে সতর্ক করিলাম। তখন তাহারা উভয়ে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন: উক্ত আয়াত তো নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আলোচ্য আয়াত প্রসংগে মুজাহিদ (র) হইতে আবূ হাশিম ইসমাঈল ইব্ন কাছীর ও সুফিয়ান সাওরী বলেন : উহা নামাযের বেলায়।

মুজাহিদ (র) হইতে একাধিক ব্যক্তি ইহা বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র) হইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেন : কেহ যদি নামায ছাড়া তিলাওয়াত করে তখন কথা বলায় কোন দোষ নাই।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, যাহ্হাক, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদা, শা'বী, সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইবন আসলামও এই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াত দ্বারা নামাযের তিলাওয়াত বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে ইবরাহীম ইব্ন আবূ হামযা, মানসূর ও শু'বা বলেন : আলোচ্য আয়াতে নামায ও জুমুআর খুতবার তিলাওয়াতের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আতা (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাসান (র) হইতে হুশায়েম বলেন : নামাযসহ যে কোন তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে পর্যায়ক্রমে সাবিত ইব্ন আজলান, বাকীয়াহ্ ও ইবন মুবারক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিতর ও জুমুআর খুতবা এবং সরব তিলাওয়াতের নামাযের কথা বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়া বলেন: নামায ও খুতবার তিলাওয়াতই আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য। কারণ, বিভিন্ন হাদীসে ইমামের পিছনে নামাযের ও খুতবার তিলাওয়াত চুপ করিয়া মনোযোগের সহিত শোনার তাগাদা আসিয়াছে।

মুজাহিদ হইতে যথাক্রমে লাইস, সাওরী ও আবদুর রাযযাক বলেন : ইমাম যখন নামাযে ভয় কিংবা দয়ার কোন আয়াত তিলাওয়াত করে, তখন তাহার পিছনে কাহারো কথা বলাকে তিনি অত্যন্ত অপসন্দ করিতেন।

হাসান (র) হইতে মুবারক ইব্‌ন ফাযালা (র) বলেন : যখন তুমি কোন কুরআন তিলাওয়াতের মজলিস বসিবে তখন চুপ করিয়া তিলাওয়াত শুনিবে।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে আল-হাসান, উবাদ ইব্‌ন মাইসারা, বনূ হাশিমের মুক্ত গোলাম আবূ সাঈদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত যে মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিল তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব লেখা হইল। আর যে ব্যক্তি উহা তিলাওয়াত করিল, তাহার জন্য কিয়ামতের দিন নূর সৃষ্টি করা হইবে। হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন।

(٢٠٥) وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ○

(٢٠٦) اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ ○

২০৫. তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশংকচিত্তে নীরবে প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় স্বরণ করিবে এবং তুমি উদাসীন হইবে না।

২০৬. যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা দম্ভভরে তাঁহার ইবাদত বিমুখ হয় না এবং তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করে ও তাঁহারই নিকট সিজদাবনত হয়।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা দিনের প্রথম ও শেষভাগে তাঁহাকে অধিক স্মরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তেমনি তিনি এই দুই সময়ে তাঁহার ইবাদতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ .

অর্থাৎ তাই তোমার প্রতিপালকের শ্রুতিপূর্ণ তাস্‌বীহ পাঠ কর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে (৫০ : ৩৯)।

এই আয়াতগুলি মক্কী। মি'রাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের এইসব নির্দেশ। এখানে الغدو অর্থ দিনের শুরুর অংশ ও الاصال হইল اصيل এর বহুবচন, যেমন الايمان হইল يمين এর বহুবচন। تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً অর্থাৎ তোমার প্রতিপালককে মনে মনে অত্যন্ত আগ্রহ ও ভীতি নিয়া এবং উচ্চারণ করিয়া চিৎকার ব্যতীত স্বরণ কর।

وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ· অর্থাৎ পসন্দনীয় যিকির হইল নীরব অনুচ্চকণ্ঠের যিকির। সরবে সুউচ্চ কণ্ঠের যিকির ঠিক নহে। এই কারণেই যখন একদল সাহাবী রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করিলেন- আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের খুব নিকটে যে, আমরা ফিসফিসাইয়া তাহাকে যাহা বলার বলিব, না তিনি অনেক দূরে যে ডাকিয়া কিছু বলিতে হইবে ? ইহারই জবাবে অবতীর্ণ হইল :

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ .

অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার অবস্থান সর্ম্পকে প্রশ্ন করে (তখন তাহাদিগকে বল) আমি অবশ্যই খুব নিকটে । যখনই কোন ডাকার লোক আমাকে ডাকে, আমি তাহার জবাব দেই (২ : ১৮৬) ।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে : লোকেরা কখনও বা খুব সুউচ্চ কণ্ঠে দু'আ কালাম পাঠ করিত। তাহাগিদকে নবী (সা) বলিলেন : হে লোক সকল! তোমরা স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে উহা কর। নিশ্চয়ই তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত কাহাকে ডাকিতেছ না। তোমরা যাহাকে ডাক তিনি নিকটতম শ্রোতা। তোমাদের কাহারো সওয়ারীর ঘাড় আরোহীর যতখানি কাছে তিনি তাহা হইতেও তোমাদের নিকটবর্তী।

উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাৎপর্য অন্য একটি আয়াতে সুস্পষ্ট হইয়াছে। যেমন : وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيْلاً অর্থাৎ তোমাদের নামাযে কণ্ঠ অতিউচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না। উভয়ের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ কর। (১৭ : ১১০)।

কারণ, মুশরিকরা যখন তিলাওয়াত শুনিত, তখন কুরআন তিলাওয়াতকারী, উহার অবতারক ও অবতারিত সকলকেই তাহারা গালি দিত। সুতরাং তিনি তাহার নবীকে নির্দেশ দিলেন এরূপ উচ্চ কণ্ঠে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে মুশরিকরা শুনিতে পায় এবং এরূপ মৃদুভাবে তিলাওয়াত না করার জন্যে যাহাতে সাহাবারা শুনিতে না পায়। অর্থাৎ তিনি যেন সবর ও নীরব তিলাওয়াতের মাঝামাঝি মৃদুকণ্ঠে তিলাওয়াত করেন। আলোচ্য আয়াতেও সকলকে এই নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জারীর (র) ধারণা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের তাৎপর্য হইল, যে লোক তিলাওয়াত শুনিতেছে সে মৃদুস্বরে যিকির করিবে। ইহা একটি অবাস্তব ধারণা। উহা মনোযোগ দিয়া তিলাওয়াত শুনার নির্দেশেরও পরিপন্থী।

আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য যে নামাযের তিলাওয়াত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহাতে খুতবার তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাই জানা কথা যে, নামাযে চুপ থাকিয়া ইমামের তিলাওয়াতে মনোসংযোগ করা নিজের কিছু পাঠ করা হইতে উত্তম তাহা সে নীরবে করুক কিংবা সরবে। সুতরাং তাহাদের দুইজনের মতের প্রবক্তা তাহারাই, উহা আর কেহ অনুসরণ করে নাই।

মূলত আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হইল বান্দারা যাহাতে সকাল সন্ধ্যায় বেশী বেশী যিকির ও তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকে তাহার জন্য অনুপ্রাণিত করা। ফলে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে উদাসীন হইতে পারিবে না।

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে ফেরেশতাগণের প্রশংসা করিয়াছেন যাহারা দিনরাত তাঁহার স্তুতিমূলক তাসবীহ পাঠ করে এবং বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ও ত্রুটি দেখা দেয় না। যেমন তিনি বলেন : إِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তাহার ইবাদতে অবহেলা করে বিমুখ থাকে না। সন্দেহ নাই, এখানে তাহাদের লাগাতার ইবাদতের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যেন বান্দারা উহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া বেশী

বেশী ইবাদত করে। আর এই কারণে এখানে আল্লাহ্র জন্যে ফেরেশতাদের সিজদার উল্লেখের সাথে সংহতির জন্য বান্দাদের সিজদা দান ওয়াজিব করা হইয়াছে। হাদীসেও ফেরেশতাদের পদ্ধতিতে ইবাদত করার কথা আসিয়াছে। যেমন :

الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الاول فالاول ويتراصون فى الصف .

অর্থাৎ তোমরা কেন ফেরেশতারা যেভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায় সেইভাবে দাঁড়াও না? তাহারা প্রথমে প্রথম কাতার পূর্ণ করে ও পরে পরবর্তী কাতার এবং এভাবে সামরিক শৃংখলা সহকারে কাতার সজ্জিত করে।

কুরআন পাকের এই সিজদাটিই তিলাওয়াতের প্রথম সিজদা। ইহা তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য সর্বসম্মত ভাবে ওয়াজিব করা হইয়াছে। নবী করীম (সা) হইতে আবূ দারদা (রা)-এর সূত্রে ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) কুরআনের তিলাওয়াত সংশ্লিষ্ট সিজদাসমূহের ভিতর সূরা আ'রাফের শেষ আয়াতের সিজদাটি শুমার করেন।

সূরা আ'রাফের তাফসীর সমাপ্ত।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নিবেদত।

ولله الحمد والمنة

সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত, ১০ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

এই সূরা মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ায় ইহাকে মাদানী সূরা বলা হয়। ইহাতে পঁচাত্তরটি আয়াত, এক হাজার ছয়শত বত্রিশটি শব্দ এবং পাঁচ হাজার দুইশত চুরানব্বইটি অক্ষর রহিয়াছে।

(١) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

১. তোমার নিকট লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে? তুমি বল যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আর নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর।

তাফসীর : ইমাম বুখারী (র) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) আনফাল শব্দের দ্বারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতের সম্পদের অর্থ বুঝান হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার নিকট মুহাম্মদ ইবন আবদুর রহীম, সাঈদ ইব্ন সুলায়মান, হাশিম, আবূ বাশার, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন যুবায়ের বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট সূরা আনফাল কখন নাযিল হয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বদর যুদ্ধ প্রান্তরে অবতীর্ণ হয় বলিয়া জবাব দিলেন। এ বিষয় ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বুখারীতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে, আনফল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতকে বলা হয়। ইহা একমাত্র মহানবী (সা)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। ইহাতে অন্য কাহারও কোন অংশ নাই। মুজাহিদ, ইকরামা, আতা, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) সহ বহু লোক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কালবী সালিহ্ সূত্রে ইব্ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) আনফাল শব্দের অর্থ গনীমত বলিয়াছেন। কবি লবীদের নিম্ন লিখিত চরণেও এই অর্থ প্রকাশ পায়।

ان تقوى ربنا خير نفل * باذن الله ريقى والعجل

অর্থাৎ আমাদের প্রভুর ভয় উত্তম গনীমত। আল্লাহ্‌র হুকুমে তাহা দৃশ্য হইবে এবং তরান্বিত হইবে।

ইবনে জারীর (র) বলেন : আমার নিকট ইউনুস, ইব্‌ন ওয়াহাব, মালিক ইব্‌ন আনাস প্রমুখ ইব্‌ন শিহাব ও কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন কাসিম (র) বলেন : আমি কয়েক ব্যক্তিকে ইব্‌ন আব্বাসের নিকট আনফাল শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি। তাহাদের জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : উহার দ্বারা যুদ্ধলব্ধ ঘোড়া এবং যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির লুণ্ঠিত অর্থ-সম্পদ বুঝায়। দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করা হইলে ইবন আব্বাস (রা) অনুরূপ জবাব দিলেন। উহাদের মধ্যে একলোক জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে যে আনফালের কথা বলিয়াছেন উহার অর্থ কি ? কাসিম (রা) বলেন, এমনিভাবে প্রশ্ন করিতে থাকায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) উত্তেজিত হইয়া তাহাকে কিছু করিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর আত্মস্থ হইয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন : এই লোকটি কাহার ন্যায় হইতে পারে তোমার জান কি ? এই লোকটি হইল সেই লোকটির ন্যায় যাহার প্রশ্ন করার দরুন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাহাকে পিটাইয়া রক্তাক্ত করিলেন।

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে পর্যায়ক্রমে যুহরী, মুআম্মার ও আবদুর রাযযাক (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবীকে বিভিন্ন বিষয় হুশিয়ারকারী এবং বৈধ অবৈধ নিরূপণ কারীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। কাসিম (র) বলেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত ব্যক্তিকে অনেক উচ্চ-বাচ্য বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট আনফালের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) জবাব দিলেন : যুদ্ধক্ষেত্রে কোন লোক সেনাকে হত্যা করিয়া তাহার ঘোড়া ও হাতিয়ার হস্তগত করা হইল আনফালের অর্থ। লোকটি আবার প্রশ্ন করিলে তিনি অনুরূপ জওয়াব দিলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করিলে ইব্‌ন আব্বাস উত্যক্ত হইয়া বলিলেন : এই ব্যক্তির উদাহরণ কি হইতে পারে তোমরা জান কি? এ লোক হইল সেই লোকের ন্যায় যাহাকে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) মারিয়া ছিলেন এবং রক্তদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ ও পদযুগল রঞ্জিত করিয়া ছিলেন। লোকটি তখন উত্তর দিল যে, তুমি এমন হইও না যে আল্লাহ্ উমরের প্রতিশোধ তোমা হইতে গ্রহণ করুক। এই হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আনফালের ব্যাখ্যায় এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইমাম কতিপয় লোককে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ হইতে মূল গনীমত বন্টনের পর যাহা কিছু প্রদান করিয়া থাকেন তাহাকেই আনফাল বলা হয়।

নফল বা আনফাল শব্দের ব্যাখ্যায় বহু ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ হইতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ হইয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন :

লোকেরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে চার-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট অংশটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেই يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (রা) বলেন : যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উপর নফল শব্দটি প্রযোজ্য হয় না; অর্থাৎ উহা দ্বারা ঐ দিনের হস্তগত সম্পদ বুঝায় না; বরং সেনাবাহিনী শত্রুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান হইবার পূর্বে উহাকে নফল বলা হয়। ইহাদের উভয় হইতে এই বক্তব্য ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন মুবারক প্রমুখ ... আতা ইব্ন আবূ রবাহ (র) হইতে অনেকে يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, হে নবী ! বিনা যুদ্ধে মুসলমানগণ মুশরিকদিগের হইতে গবাদী পশু বা দাসদাসী বা অন্যান্য যেসব বিষয়-সম্পদ লাভ করে সে বিষয় আপনার নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুতরাং এই সম্পদ নবীর জন্য বিশেষভাবে নিবেদিত, তিনি তাঁহার ইচ্ছা মাফিক উহা ব্যয় করবেন।

এই কথার দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তাহারা কাফিরদের হইতে বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ (ফায়-এর সম্পদ) দ্বারা আলোচ্য আনফাল সম্পদের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)-সহ অন্যান্য লোকের অভিমত হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনা দলের ছোট খাট ঝটিকা অভিযানে শত্রু বাহিনীর যুদ্ধ না করিয়া ফেলিয়া যাওয়া যে সম্পদ হস্তগত হয়, উহাকেই আনফাল শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট হারিস, আবদুল আযীয, আলী ইবন সালিহ ইব্ন হাই প্রমুখ ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন সালিহ্ বলেন : يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ আয়াত প্রসঙ্গে আমি অবহিত হইয়াছি যে, উহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদলের ঝাটিকা যুদ্ধে দখলকৃত বিনাযুদ্ধে শত্রু সেনা কর্তৃক ফেলিয়া যাওয়া সম্পদ বুঝানো হইয়াছে। ইহার অর্থ হইল সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক উৎসাহ বর্ধন এবং কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ সাধারণ বণ্টনের চেয়ে অধিক কিছু প্রদান করা।

শা'বী (র)ও এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) সাধারণ বণ্টনের উপর কতক সেনাকে পুরস্কার ও উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত কিছু প্রদান করার অভিমতটিই গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূলে প্রদত্ত বিবরণই এই মতবাদ সঠিক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। শানে নুযূলের বিবরণ দানে ইমাম আহমদ (র) নিম্নরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন:

ইমাম আহমদ (র) ... সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বদরের যুদ্ধের দিন রণক্ষেত্রে আমার ভাই উমায়েরকে হত্যা করা হইলে আমিও ইবন আসকে হত্যা করিয়া তাহার 'যুল কুতায়ফা' নামক তরবারিটি হস্তগত করত মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন : উহা দখলকৃত সম্পদের সাথে রাখ। আমি উহা রাখিবার জন্য চলিলাম। একদিকে ভাই নিহত হওয়ার শোক, অপর দিকে ছিনাইয়া আনা তরবারি না পাওয়া। এই অবস্থায় মনের ভাব কি হইতে পারে, তাহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু আমি কিছুদূর যাইতে না যাইতেই সূরা আনফাল অবতীর্ণ হইল। অতঃপর মহানবী (সা) আমাকে বলিলেন : তুমি যাহা ছিনাইয়া আনিয়াছ, তাহা নিয়া যাও।

ইমাম আহমদ (র) ... সা'দ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে মুশারিকদের হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। অতএব আমাকে এই তরবারিটি দান করুন। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন: এই তরবারি তোমারও নয়, আমারও নয়; উহা যথাস্থানে রাখিয়া দাও। আমি উহা যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন মনে মনে বলিলাম, এই তরবারি হয়ত এমন এক লোককে প্রদান করা হইবে। যে আমার ন্যায় দাবীদার নয় এবং সে আমার ন্যায় বিপদের ঝুঁকিও গ্রহণ করে নাই। ইত্যবসরে আমাকে কোন এক লোক পিছন হইতে ডাক দিলে আমি মহানবী

(সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম : আমার বিষয় কোন ওয়াহী অবতীর্ণ হইয়াছে কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তুমি যখন তরবারি চাহিয়াছিলে, তখন উহা আমার মালিকানাধীন ছিল না। এখন আল্লাহ্ উহা আমার মলিকানাধীন করিয়া দিয়াছেন। তুমি উহা নিয়া যাও। আল্লাহ্ এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ·

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ এই হাদীসকে আবূ বকর ইবন আইয়াশের সূত্র হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে 'হাসান' ও 'সহীহ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) সা'দ (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । সা'দ (রা) বলেন : আমার সম্পর্কে আল-কুরআনে চারিটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি বদরের রণক্ষেত্রে একটি তরবারি হস্তগত করিয়াছিলাম। উহা নিয়া আমি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা আমাকে প্রদান করার জন্য বলিলে মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যেখান হইতে আনিয়াছ সেখানেই রাখ। আমি দ্বিতীয়বার চাহিলে মহানবী (সা) আবার বলিলেন : যেখান হইতে আনিয়াছ সেখানেই রাখ। অতঃপর আল-কুরআনের يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ আয়াত অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয় আয়াতটি হইল : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا আয়াত, আর তৃতীয়টি হইল اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ আয়াত এবং চতুর্থটি হইল অসিয়ত সম্পর্কীয় আয়াত। ইমাম মুসলিম (র) তদীয় কিতাবে এই হাদীসটিকে ঠিক অনুরূপভাবেই শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... বনী সা'দার কোন এক লোক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে লোক বলে : আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্‌ন রবীআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বদরের রণক্ষেত্রে ইব্‌ন আয়াজের তরবারিটি আমার হস্তগত হইল। এই তরবারিটি 'মারযবান' তরবারি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ যাহার নিকট যাহা কিছু রহিয়াছে উহা যথাস্থানে জমা করা নির্দেশ প্রদান করিলে আমি উহা যথাস্থানে জমা করিলাম। কোন লোক মহানবী (সা)-এর নিকট কিছু চাহিলে তাহাকে বিমুখ না করাই ছিল তাঁহার অভ্যাস। সুতরাং আরকাম ইব্‌ন আবুল আরকাম মাখযুমী ঐ তরবারিটি দেখিয়া উহা মহানবী (সা)-এর নিকট চাহিলে তিনি উহা তাহাকে দিয়া দিলেন। ইব্‌ন জারীর এই হাদীসটি অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শানে নুযূল : ইমাম আহমদ (র) ... আবূ উমামা (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উমামা বলেন : আমি উবাদার নিকট গনীমত (আনফাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাবে বলিলেন : বদর যুদ্ধে আমরা যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে গনীমতের সম্পদ নিয়া কঠোর মতবিরোধের সৃষ্টি হইলে এবং আমাদের চরিত্র কলুষিত হওয়ার উপক্রম হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়া মতবিরোধ নিরসন করেন এবং আমাদের হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া তাঁহার রাসূলের হাতে অর্পণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিয়া দিলেন।

ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট আবূ মুআবিয়া ইবন উমর (র) ... উবাদা ইব্‌ন সামত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর

সাথী হইয়া বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। আমাদের এবং মক্কার কাফির এই দুইদল লোকের মধ্যে ভয়াবহ লড়াই চলিল। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের শত্রুসেনাকে পরাজিত করিলেন। আমাদের মধ্যে একদল সেনা পলায়ন-পর শত্রুসেনাকে পিছু ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। আমাদের আর একদল শত্রুসেনাকে অবরোধ করে বন্দী করিয়া হত্যা করিতে লাগিল। আমাদের আর একদল সেনা যাহাতে মহানবী (সা)-এর উপর কোনরূপ আঘাত না আসে, তাঁহার প্রতিরক্ষা ও মহানবী (সা)-এর হিফাজতের কাজে নিমগ্ন রহিলেন। এদিকে লড়াইয়ের অবসান হইয়া রাত্রির আগমন হইল। যাহারা গানীমতের সম্পদ একত্রিত করিয়া ছিল, তাহারা বলিল : এই সম্পদ আমরা গুছাইয়া একত্রিত করিয়াছি। তাই ইহাতে কাহারও কোন অংশ নাই, আমরাই ইহার মালিক। তেমনি যাহারা শত্রুর খোঁজে ছিল, তাহারা বলিল : তোমরা আমাদের তুলনায় ইহার বেশী দাবীদার হইতে পার না। আমরা শত্রু প্রতিহত করার কাজে ছিলাম এবং আমরাই উহাদিগকে পরাভূত করিয়াছি। তেমনি যাহারা মহানবী (সা)-কে আবেষ্টন করিয়া তাঁহার হিফাজতের কাজে নিয়োজিত ছিল, তাহারা বলিল, আমরা মহানবী (সা)-এর প্রতি শত্রুপক্ষ হইতে আঘাত হানার আশংকায় ছিলাম। সুতরাং আমরা তাহার প্রতিরক্ষার কাজে নিযুক্ত রহিয়াছি। অতএব গনীমতের সম্পদে আমাদের অংশ না থাকার কোন কারণ নাই। এহেন বাক-বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি ও মতানৈক্যর মুহূর্তেই আল্লাহ্ তা'আলা يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা) উহা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। মহানবী (সা)-এর নিয়ম এই ছিল যে, শত্রুর সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় ঐদিনই গনীমতের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ বণ্টন করিতেন। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় বণ্টন করিতেন এক-তৃতীয়াংশ। আর নিজের জন্য গনীমতের সম্পদকে অপসন্দ করিতেন।

এই হাদীসটি তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন হারিস হইতে অনুরূপভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে 'সহীহ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্ন হিব্বান (র) তাহার কিতাবে এবং হাকিম (র) মুস্তাদরাক কিতাবে আবদুর রহমান ইব্ন হারিসের উদ্ধৃতি দিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র) ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ইহার সনদকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু সহীহ্দ্বয়ে ইহা সংকলিত হয় নাই। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুবিয়াও এই হাদীসকে উল্লেখিত ভাষায় সংকলিত করিয়াছেন।

ইব্ন হিব্বান ও হাকিম দাউদ (র) ইব্ন আবূ হিন্দ ইকরামার সনদে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) বলিয়াছেন: যে লোক এই কাজ করিবে, তাহার জন্য এই এই পুরস্কার রহিয়াছে। সুতরাং যুব সম্প্রদায় উঠিয়া লাগিয়া গেল এবং ঝাণ্ডা বৃদ্ধগণ সংরক্ষণ করিয়া ও পরিখায় থাকিয়া শত্রুর মুকাবিলা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ শেষে গনীমত জমা হওয়ার পর যাহার জন্য যাহা ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহারা উহা নেওয়ার জন্য আসিল। এই সময় বৃদ্ধগণ বলিল : তোমরা আমাদের উপর প্রাধান্য পাইতে পার না। তোমরা হারিয়া গেলে আমাদের নিকটই আসিয়া আশ্রয় নিতে। আমরা তোমাদের পিছনে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলাম। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হইয়া

একপ্রকার কলহের সৃষ্টি হইল। এই সময়ই আল্লাহ তা'আলা يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَـالِ হইতে وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম সাওরী (র) : ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) বলিয়াছেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) এই ঘোষণা দিলেন : যে লোক কোন একজনকে হত্যা করিতে পারিবে তাহার জন্য এই এই পুরস্কার। আর যে লোক তাহাকে বন্দী করিয়া আনিতে পারিবে, তাহার জন্যও এই এই পুরস্কার রহিয়াছে। অতএব আবুল ইয়াসার দুইটি লোককে বন্দী করিয়া আনিয়া মহানবী (সা)-কে বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! এখন আপনার অংগীকার পূরণ করার সময় হইয়াছে। এই সময় সা'দ ইব্ন উবাদা দাঁড়াইয়া বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি এইভাবে ইহাদিগকে দান করিতে থাকেন, তবে আপনার অন্যান্য সংগীদের জন্য কিছুই থাকিবে না। অথচ উক্ত ঘোষণা আমাদের পুরস্কার পাবার অন্তরায় নহে এবং শত্রুর মুকাবিলা হইতেও আমরা বিরত ছিলাম না। এখানে আমরা আপনার হিফাজতের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছি। কারণ পিছন দিক দিয়া আপনার প্রতি আঘাত হানার আশংকা ছিল। মোটকথা সাহাবীগণের পরস্পরের মধ্যে কিছু উচ্চ-বাচ্য ও কথা কাটাকাটি হইলে তখন আল্লাহ্ পাক يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَـالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ (তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের লাভকৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের মালিকানা হইতেছে আল্লাহ্র) হইতে শেষ আয়াত পর্যন্ত এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম আবূ উবায়দুল্লাহ্ কাসিম ইব্ন সাল্লাম 'কিতাবুল আমওয়ালিশ শারীয়াহ্' গ্রন্থে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের বিভিন্ন দিক এবং ব্যয়ের স্থানসমূহের সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : যুদ্ধের ময়দানে প্রাপ্ত সম্পদ এবং যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুদের (আহলে হরব) হইতে মুসলমানের প্রাপ্ত প্রত্যেকটি বস্তুর বেলায়ই আনফাল শব্দটি প্রযোজ্য হয়। সুতরাং যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (আনফালের) সর্বপ্রথম অধিকারী হইলেন আল্লাহ্র রাসূল। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ٠

সুতরাং মহানবী (সা) আল্লাহ্র নির্দেশ মাফিক এক-পঞ্চমাংশ রাখা ব্যতিরেকেই বদরের দিন উহা সকলের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। যেমন ইতিপূর্বে সা'দ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পরই আল্লাহ্ তা'আলা এক-পঞ্চমাংশ উল্লেখ করিয়া আয়াত অবতীর্ণ করেন। সুতরাং পহেলা আয়াতের হুকুম বাতিল হইয়া যায়। আমি বলিতেছি : এইরূপ কথাই অর্থাৎ পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হওয়ার কথা আলী ইব্ন আবূ তালহা সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পাওয়া যায়। মুজাহিদ, ইকরামা ও সুদ্দী (র) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, পহেলা আয়াতের বিধান বাতিল হয় নাই বরং উহা দৃঢ়তার সাথে বর্তমান রহিয়াছে। আবূ উবায়েদ (র) বলেন, এই বিষয়ে আরও অনেক আছার বর্ণিত।

আনফাল মূলত সঞ্চয়কৃত যুদ্ধলব্ধ সম্পদকেই বলা হয়। কুরআন হাদীসের বর্ণনা মাফিক উহার এক-পঞ্চমাংশ রাসূলের পরিবারবর্গের জন্য নির্বাচিত।

আরবী ভাষায় যে কাজ অপরিহার্য নয়, বরং স্বেচ্ছা প্রণোদিত উপকার ও কল্যাণ-জনিত কাজ হয় তাহাকে আনফাল বলা হয়। সুতরাং ইহাই হইল সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যাহা আল্লাহ্

তা'আলা মু'মিনগণের শত্রুদের সম্পদ হইতে তাহাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা এমন এক বস্তু যাহা আমাদের উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যই নির্দিষ্ট। তাহাদের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের বেলায় গনীমত গ্রহণ ও ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য গনীমতকে যে হালাল করিয়া দিয়াছেন ইহাই হইল আনফাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মূলতত্ত্ব।

আমার বক্তব্য এই : বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা এ বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে পাঁচটি বিশেষ নিয়ামত দেওয়া হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই।

হাদীসে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন : আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ করা নাই। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আবূ উবায়িদ (রা) বলেন : এই কারণেই ইমাম যোদ্ধাগণের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেন উহাকে নফল বলা হয়। আর ইহা গনীমতের সাধারণ অংশ ব্যতীত কতকের উপর কতকের জন্যে আধিক্যরূপে হয়। আর ইহাই উহাদিগকে ইসলামের সম্মানকে সমুন্নত রাখার এবং শত্রুর উপর কঠোরভাবে আঘাত হানার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। ইমাম যে কতক সেনাদের জন্য সাধারণ অংশ ছাড়া অধিক গনীমত দ্বারা পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়া থাকেন তাহা চারি প্রকারের হয় এবং প্রত্যেক প্রকারই নিজ স্থানে অপরটি হইতে পৃথক।

১. প্রথম প্রকার হইল নিহত শত্রু সেনার দখলকৃত সম্পদ ও উপায় উপকরণাবলী দেওয়া হয়, ইহা হইতে কোন পঞ্চমাংশ আলাদা করিয়া রাখা হয় না।

২. দ্বিতীয় প্রকার হইল যাহা গনীমত হইতে এক-পঞ্চমাংশ স্বতন্ত্রভাবে রাখার পর দেওয়া হয়। যেমন ইমামের প্রেরিত স্বল্প সেনাদল অভিযান থেকে গনীমতসহ প্রত্যাবর্তন করিল। সুতরাং এই সেনাদল যাহা কিছু আনিয়াছে, উহা হইতে এক-পঞ্চামাংশ রাখার পর উহার এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ উহাদিগকে দেওয়া হয়।

৩. তৃতীয় প্রকার হইল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পর অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করা এবং উক্ত এক-পঞ্চমাংশ হইতে ইমাম নিজ ইচ্ছায় কর্ম মাফিক যে কোন সেনাকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রদান করা।

৪. চতুর্থ প্রকার হইল সমুদয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাখার পূর্বেই তাহা হইতে যাহারা পানি পান করায় এবং সেনাদের পশুগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে ও মাঠে চরায় তাহাদিগকে প্রদান করা হয়। প্রত্যেকটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই মতানৈক্য বিদ্যমান।

রবী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : যুদ্ধলব্ধ মূল সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পূর্বে নিহত শত্রুসেনার ধন-সম্পদ ও সরঞ্জামাদি মুজাহিদগণকে প্রদান করাইকেই আনফাল বলা হয়। আবূ উবায়িদ বলেন, আনফালের আরেক ব্যাখ্যা হইল : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে অতিরিক্ত প্রদানের দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর জন্য রক্ষিত এক-পঞ্চামাংশের অতিরিক্ত সম্পদ হইতে প্রদান করা। কেননা তাহার জন্য প্রত্যেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ (পঞ্চমাংশ) থাকে। সুতরাং ইমামের উচিত উহা হইতে প্রদান করা। শত্রু সেনার সংখ্যা অধিক এবং তাহাদের শক্তি সামর্থ্য প্রচণ্ড হইলে রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া মুজাহিদগণের জন্য এমনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে সাধারণ বণ্টন ছাড়া আরও

কিছু (নফলের) ঘোষণা দেওয়া উচিত। তবে এহেন অবস্থা সৃষ্টি না হইলে এই ধরনের ঘোষণার প্রয়োজন নাই।

অতিরিক্ত প্রদানের তৃতীয় পদ্ধতি হইল ইমাম কোথাও ছোট খাট অভিযানে সেনাদল প্রেরণ করিলে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই উহা হইতে তাহাদিগকে অতিরিক্ত প্রদানের (নফল) ঘোষণা দিবে। আর ইহা হইবে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর এবং ইমাম কর্তৃক আরোপিত শর্ত মাফিক। কেননা উহারা এই ঘোষিত শর্তের কথা শুনিয়া এবং তাহাতে সম্মত হইয়া মরণপণ লড়াই করিবে।

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হইয়াছে যে, বদরের লড়াইতে প্রাপ্ত সম্পদ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখা হয় নাই, এই কথায় অবশ্য প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ ইহার বিপরীত হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায় যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বদরের লড়াইর যুদ্ধলব্ধ প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হইতে দুইটি উট পাইয়াছিলেন। আমি এই বিষয় 'কিতাবুস সীরাত' গ্রন্থে সবিস্তার ও সবিশদ আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

উপরোক্ত فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াতাংশে আল্লাহ্ পাক বলেন, তোমাদের যাবতীয় ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। আর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব গড়িয়া তোল। তোমরা পরস্পর অন্তকলহ্ ঝগড়া-বিবাদ, বাক-বিতণ্ডা ও কথা কাটাকাটি করিয়া নিজেদের ঐক্য ও সংহতিকে বিনষ্ট করিও না এবং একে অপরের প্রতি জুলুম অত্যাচার করিও না। আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে পথের দিশা এবং ওয়াহীর জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহা তোমাদের বিবাদীয় বস্তুর চাইতে বহুগুণ কল্যাণকর। সুতরাং তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন কর।

আলোচ্য أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্যী মাফিক মহানবী (সা) তোমাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যে নিয়মে বণ্টন করিয়াছেন, তাহা তোমরা বিনাবাক্য ব্যয়ে মানিয়া নাও। কেননা মহানবী (সা) আল্লাহ্ নির্দেশিত ইনসাফ ও সুবিচার অনুযায়ীই উহা বণ্টন করার নির্দেশ দিয়াছেন। তোমরা কোনরূপ উচ্চবাক্য না করিয়া এই ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন কর।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : এই আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে ধমক বিশেষ। এখানে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া রাসূল (সা)-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং পরস্পর সদভাব বজায় রাখিয়া চলার কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ ও কটূক্তি করিও না। বরং আল্লাহ্কে ভয় করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ ও সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চল।

আমরা এখানে হাফিজ আবূ ইয়ালী আহমদ ইব্ন আলী ইব্ন মুসান্না মুসলীর মুসনাদ কিতাবে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন : আমাদের নিকট মুজাহিদ ইব্ন মূসা (র) ... আনাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন : আমরা কোন এক সময় মহানবী (সা)-এর নিকট বসা

ছিলাম। তখন আমরা মহানবী (সা)-কে এমনভাবে মিটিমিটি হাসিতে দেখিলাম যে, তাঁহার সম্মুখের দাঁতগুলি দেখা যাইতেছিল। তখন উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্ রাসূল! আপনি কি কারণে হাসিতেছেন? আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক, আপনি আমাদেরকে কারণ অবহিত করুন। মহানবী (সা) জবাব দিলেন-আমার উম্মতের দুইটি লোক আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের সম্মুখে দুই জানু হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। উহার একজনে বলিতেছে, হে রাব্বুল ইজ্জাত! আমার ভাই আমার প্রতি জুলুম করিয়াছে। আপনি আমাকে জুলুমের প্রতিশোধ লইয়া দিন। দ্বিতীয় লোকটি বলিল, হে প্রভু! আমার এমন কোন পুণ্যই অবশিষ্ট নাই, যাহা দ্বারা আমি উহার দাবী পরিশোধ করিতে পারি। তখন মজলুম লোকটি বলিল : হে প্রভু! জুলুমের প্রতিশোধে আমার গুনাহ্ উহার উপর চাপাইয়া দিন। আনাস বলেন : মহানবী (সা) এই কথা বলিতে বাষ্পকণ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার আখির পাতা অশ্রুজলে ভিজিয়া গেল। অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, এই দিনটি মহাবিপদের দিন। মানুষ নিজের পাপের বোঝাকে অপরের মাথায় চড়াইয়া দেওয়ার কথা ভাবিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বাদীকে বলিলেন : তুমি ঐ জান্নাতের পানে তাকাইয়া দেখত? লোকটি মাথা উত্তোলন করিয়া বলিবে, হে প্রভু! আমি রৌপ্য নির্মিত বহু শহর দেখিতেছি এবং স্বর্ণ নির্মিত মণিমুক্তা খচিত বহু মহল ও অট্টালিকা দেখিতে পাইতেছি। হে প্রভু! এইসব মহল ও অট্টালিকাসমূহ কি নবী সিদ্দিকীন ও শহীদানের জন্য আপনি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন ? আল্লাহ্ উত্তর করিবেন, উহা বিশেষ কাহারও জন্য নয়। বরং যাহারা উহার মূল্য প্রদান করিবে তাহারাই উহার মালিক হইবে। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিবে : হে প্রভু! উহার মূল্য দিয়া কাহারা মালিক হইতে পারে। আল্লাহ্ বলিবেন : তুমিও উহার মূল্য প্রদান করিয়া মালিক হইতে পার। লোকটি তখন বলিবে, আমি কিরূপে মূল্য প্রদান করিব প্রভু। আল্লাহ্ বলিবেন : তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করিলেই মূল্য প্রদান করা হইবে। তখন লোকটি বলিবে : হে প্রভু! আমি উহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। আল্লাহ্ তখন বলিবেন : তুমি তোমার ভাইর হাত ধর এবং উভয় একত্রে জান্নাতে প্রবিষ্ট হও। অতঃপর মহনবী (সা) বলিলেন : فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরস্পর ক্ষমাসুলভ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ পূর্ণ জীবন যাপন কর) কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন মু'মিনগণের মধ্যে সদ্ভাব ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন।

(٢) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝
(٣) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝
(٤) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۭ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

২. নিঃসন্দেহে ঈমানদার তাহারাই যাহাদের অন্তর আল্লাহ্র স্বরণ করা হইলেই ভীত ও কম্পিত হয়। আর যখন তাঁহার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহাদের ঈমান প্রবল ও শক্তিশালী হয়। আর উহারা উহাদের প্রতিপালকের উপরই হয় নির্ভরশীল।

৩. যাহারা সালাত কায়েম করে এবং উহাদিগকে আমি যাহা কিছু রিযিক দিয়াছি, তাহা ব্যয় করে, উহারাই প্রকৃত মু'মিন।

৪. তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সুউচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে। আর রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর : আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়া اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্র ফরয ইবাদত পালনের সময় তাঁহার যিকির দ্বারা মুনাফিকদের অন্তঃকরণে কিছুই প্রবিষ্ট হয় না। উহারা আল্লাহ্র কোন আয়াতের প্রতি আন্তরিকভাবে ঈমান রাখে না এবং তাঁহার প্রতি ভরসাও করে না। উহারা যেমন নামায যথারীতি আদায় করে না এবং দূরে অবস্থান কালে নামাযও পড়ে না, তেমনি ধন-সম্পদের যাকাতও দেয় না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এই বলিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, উহারা মু'মিন নয়। অতঃপর তিনি মু'মিনদের পরিচয় স্বরূপ তাহাদের গুণাবলী উল্লেখিত আয়াতাংশে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে আল্লাহ্ বলেন, নিঃসন্দেহে ঐ সকল লোকগণই মু'মিন যাহাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্র যিকির করা হইলে ভীত ও কম্পিত হয়। ফলে উহারা আল্লাহ্র অর্পিত ফরয দায়িত্ব কর্তব্যসমূহ পালন করে। ফলে যখন উহাদিগকে আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হয়, তখন উহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং উহা সতেজ ও সজীব হইয়া ওঠে। তখন উহারা সর্ব বিষয় আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়। তাই অন্য কোন সত্তার প্রতি তাহারা অনুরাগী হয় না এবং অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করে না।

وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন : উহা দ্বারা অন্তঃকরণ কম্পিত ও ভীত হওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) সহ অনেকেই ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন। মু'মিনগণের আসল বৈশিষ্ট্য হইল এইসব গুণাবলী। যখন আল্লাহ্র স্মরণ করা হয় তখন উহাদের মন ভীত ও প্রকম্পিত হয়। ফলে তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পালন করিয়া চলে এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করিয়া চলে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন :

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُوْا
الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَافَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ আর মু'মিনগণের মধ্যে যদি কেহ অশ্লীল কাজ বা আত্মার উপর অত্যাচার করিয়া বসে, তবে সাথে সাথেই তাহাদের মনে আল্লাহ্র স্মরণ হয়। সুতরাং তাহারা নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত পাপ ক্ষমা করার আর কে আছে ? ভুলবশত পাপ কাজ করিয়া ফেলিলেও তাহা বারবার করে না। কেননা তাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান (৩ : ১৩৫)।

কুরআনের আর একস্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ، فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ·

যাহাদের মনে আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রহিয়াছে এবং স্বীয় মনকে গর্হিত ও পাপের কাজ হইতে বিরত রাখে; তাহাদের জন্য রহিয়াছে চিরন্তন জান্নাত (৭৯ : ৪০)।

এ কারণে সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি সুদ্দীকে اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ আয়াত প্রসংগে মরদে মু'মিনের ব্যাখ্যা এইরূপ করিতে শুনিয়াছি যে, একজন ঈমানদার লোক যখন জুলুম করার বা পাপকাজ করার ইচ্ছা করে তখন তাহাকে যদি বলা হয় যে আল্লাহ্কে ভয় কর, তখন অন্তঃরকণ আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ও কম্পিত হইয়া ওঠে। সুফিয়ান সাওরী (র) উম্মু দারদা (র) হইতে اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়াটা কর্মকারের চর্মজলার মত। তুমি কি অন্তরে এই জ্বলন অনুভব কর ? বলিল হ্যাঁ, অনুভব করি। তিনি তখন বলিলেন, যখন তুমি এইরূপ জ্বালা অনুভব করিবে তখন তুমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা কর। কেননা প্রার্থনাই হইতেছে এই জ্বালা নিবারক।

আর উপরোক্ত وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, মু'মিনের সম্মুখে আল্লাহ্র পাঠ করা হইলে, তাহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল শক্তিশালী হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন :

وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ·

("আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন উহাদের মধ্যে কেহ বলিয়া ওঠে তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শক্তিশালী হইয়াছে ? সুতরাং যাহারা ঈমানদার তাহাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুসংবাদ উহাদের জন্যই" (৯ : ১২৪)।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা ইমাম বুখারী (র) সহ অনেক ইমাম প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অন্তঃকরণ সতেজ হইয়া উহার শক্তি প্রবল হয়। যেমন জুমহূর (অধিকাংশ) ইমামগণ এই মতবাদের প্রবক্তা। বরং অনেক ইমাম হইতে এই মতবাদের উপর ইজমা (সম্মিলিত রায়) হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বল ও আবূ উবায়িদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আমি এই বিষয় 'শরহে বুখারীর' প্রথম দিকে সবিস্তারে আলোকপাত করিয়াছি। আল্লাহ্ই সমস্ত প্রশংসার মালিক।

আলোচ্য وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কাহারও পানে মনোনিবেশ করে না, তাহাকে পাওয়াই হয় একমাত্র উদ্দেশ্য। তাহার নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করে। আর একমাত্র সমস্ত অভাব অভিযোগ তাহার নিকটই পেশ করে এবং তাহা পূরণের নিমিত্ত প্রার্থনা জানায়, আর তাহার পানেই অনুরাগী হয়। তাহারা ইহা জ্ঞাত যে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হইয়া যায় এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না। সব কিছু তাহারই মালিকানাভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনিই একক সত্তা তাঁহার কোন অংশী নাই। তাহার হুকুমকে

কেহ পদদলিত করিতে পারে না, তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। এ কারণেই সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতাই হইতেছে ঈমানের শক্তি।

আলোচ্য اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস উল্লেখ করার পর এখানে তাহাদের কার্যাবলীর বিবরণ দিতেছেন। এই কার্যাবলীর মধ্যে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক কার্যাবলীর কথা নিহিত রহিয়াছে। আর উহার প্রধান হইল নামায কায়েম করা। নামায হইল বান্দার নিকট আল্লাহ্‌র পাওনা অধিকার।

কাতাদা (র) বলেন, যথাসময় নামাযের হিফাজত করা এবং অযূ, রুকূ-সিজদাসহ নামায আদায় করা দ্বারাই নামায কায়েম করা হয়।

মুকাতিল ইবন হাইয়ান (র) বলেন : নামাযের জন্য উহার সময়গুলির সংরক্ষণ, পূর্ণরূপে পবিত্রতা অর্জন করা, রুকূ-সিজদা করা, উহাতে কুরআন পাঠ করা এবং আত্যাহিয়্যাতুসহ মহানবীর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা ইত্যাদি কার্যাবলি পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করাকেই নামায কায়েম দ্বারা বুঝান হইয়াছে। আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে ব্যয় করা দ্বারা যাকাত ফরয হইলে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা সহ বান্দার সমুদয় অপরিহার্য ও স্বেচ্ছা প্রণোদিত হক আদায় করার কথা বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকুল হইল আল্লাহ্‌র পরিবার বিশেষ। সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের উপকার যে যত বেশী করে আল্লাহ্‌র নিকট সে ততো বেশী প্রিয়।

কাতাদা وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা ব্যয় কর। কেননা এই সব সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তি হইতেছে তোমাদের নিকট গচ্ছিত সম্পদ বিশেষ। হে আদম সন্তান! খুব দ্রুতই তোমাদের সহায়-সম্পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য। সুতরাং ধন-সম্পদের ভালবাসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া উচিত নয়।

আলোচ্য اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا আয়াতাংশের মর্ম হইল যাহারা এই সব গুণে গুণান্বিত এবং এইসব বিশেষণে বিভূষিত সত্যিকার অর্থে তাহারাই খাঁটি মু'মিন লোক। হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আস-হাজরামী (র) আবূ কুরাইব, যায়েদ ইবনুল হিব্বাব, ইব্‌ন লাহীয়া খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-সাকাফী, সাঈদ ইব্‌ন আবূ হিলাল ও মুহাম্মদ ইবন আবুল জুহম হারিছ ইব্‌ন মালিক আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা) তাহাকে বলিলেন : হে হারিস! তুমি কি অবস্থায় প্রভাত করিলে ? হারিস জবাব দিল, আমি একজন খাঁটি মু'মিনরূপে প্রভাত করিয়াছি। মহানবী (সা) আবার বলিলেন : খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বল। কেননা প্রত্যেকটি বস্তুরই মূলতত্ত্ব রহিয়াছে। তোমার ঈমানের মূলতত্ত্ব কি তাহা চিন্তা করিয়া বল। হারিস জবাব দিল, পার্থিব জগতের ভালবাসার শৃঙ্খল হইতে আমি আমার মনকে বিমুক্ত করিয়াছি। সুতরাং রাত্রি জাগরণ করিয়া নামায আদায় করি এবং দিনভর উপবাস থাকিয়া রোযা রাখি। আমার মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, যেন আমি আমার প্রতিপালকের আরশের পানে তাকাইলে উহা উন্মুক্ত দেখিতে পাই। আর জান্নাত বাসিগণকে পরস্পর সাক্ষাৎ

করিতে দেখিতে পাই এবং দোযখীদের দেখিতে পাই মহা-বিপদের মধ্যে নিপতিত। মহানবী বলিলেন : হে হারিস! তুমি ঈমানের মূলতত্ত্বের পরিচয় লাভ করিয়াছ। সুতরাং তুমি উহাকে আঁকড়াইয়া ধর। মহানবী (সা) এইরূপ তিনবার বলিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াত প্রসঙ্গে আমর ইবন মুররাহ (র) বলিয়াছেন যে, এখানে حَقًّا শব্দটির একটি সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতাংশ হইল নিম্নলিখিত আরবী বাক্যসমূহের ন্যায়। যেমন তোমরা বল فلان سيد حقا وفى القوم سادة (অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অনেক নেতা রহিয়াছে কিন্তু আসল নেতা অমুক) وفلان تاجر حقا وفى القوم تجار (সমাজে বহু ব্যবসায়ী রহিয়াছে কিন্তু সত্যিকারের ব্যবসায়ী হইল অমুক ব্যক্তি।) وفلان شاعر حقا وفى القوم شعراء ("সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু কবি থাকিলেও আসল কবি হইল অমুক।")

আলোচ্য لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল এহেন গুণ সপন্ন লোকগণই মহান সম্মানের অধিকারী হইবে এবং জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ·

আল্লাহ্র নিকট উহাদের জন্য মহান সম্মান ও সুউচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ্ তাহা দেখিতেছেন (৩ : ১৬৩)।

আলোচ্য وَمَغْفِرَةٌ এর অর্থ হইল আল্লাহ্ উহাদের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদের পুণ্যসমূহ কবূল করিবেন।

যাহ্হাক (র) لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : জান্নাতী লোকদিগের কতক কতকের চাইতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং সুমহান সম্মান লাভ করিবে। আর তাহারা নিজেদের চাইতে নিম্নস্তরের জান্নাতীদের প্রতি তাকাইয়া গৌরব বোধ করিতে থাকিবে। কিন্তু নিম্ন স্তরের জান্নাতিগণ উচ্চস্তরের জান্নাতিগণের পানে হিংসার দৃষ্টিতে তাকাইবে না। এই জন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : উঁচুস্তরের জান্নাতিগণের পানে নিম্ন স্তরের জান্নাতিগণ এমনভাবে তাকাইবে যেরূপ তোমরা সুদূর নীলিমার নক্ষত্রমালাকে অবলোকন করিয়া থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সুমহান মর্যাদা কি নবী রাসূলগণ লাভ করিবে, অন্য কোন লোক কি লাভ করিতে পারিবে না ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যাঁহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং তাহার রাসূলগণকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাহারাই এই সুমহান মর্যাদা লাভ করিবে।

আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) সহ সুনান কিতাবসমূহের সকল সংকলকই ইব্ন আবূ আতীয়া (র) ও আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সাধারণ জান্নাতিগণ উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন জান্নাতিগণের প্রতি এমনভাবে তাকাইবে যেরূপ তোমরা আকাশের দূর প্রান্তের তারকাগুলির পানে তাকাইয়া থাক। আবূ বকর

ও উমর (রা) ঐ সুউচ্চ মর্যাদাবান ও মহান সম্মানের অধিকারী লোকদের মধ্যে হইবেন। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি তাঁহার অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন।

(٥) كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا
مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ۙ○
(٦) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ؕ○
(٧) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ
اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ
الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ○
(٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۚ○

৫. ইহা এইরূপ, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ হইতে বাহির করিয়াছেন, অথচ মু'মিনগণের একটি দল ইহা পসন্দ করে নাই।

৬. সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও উহারা তোমার সহিত বিতর্ক করিতেছে। মনে হয় যেন উহাদিগকে কেহ মৃত্যুর দিকে তাড়াইয়া নিয়া যাইতেছে এবং উহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে।

৭. স্বরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের কোন এক দল তোমাদিগের আয়াত্তাধীন হইবে। অথচ নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হওয়ার আশা তোমরা করিতেছিলে। আর আল্লাহ্ তাঁহার বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে এবং কাফিরগণকে নির্মূল করিতে চাহেন।

৮. তিনি সত্যকে এবং অসত্যকে প্রমাণিত করার জন্য ইহা করিতে চাহেন। যদিও অপরাধিগণ ইহা পসন্দ করে না।

তাফসীর : ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, উল্লেখিত كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের ك (সাদৃশ সূচক) অক্ষরটি ব্যবহৃত হওয়ার কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কতক ব্যাখ্যাকার বলেন, (ك) অক্ষরটিকে মু'মিনগণের কল্যাণ, তাহাদের প্রতিপালককে ভয়করণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইকরামা (র) হইতেও এরূপ বর্ণিত পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : তোমরা ইতিপূর্বে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লইয়া যেরূপ পরস্পর মতানৈক্য ও কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা তোমাদের হইতে ছিনিয়া নিয়া বণ্টনের জন্য তাঁহার রাসূলের নিকট অর্পণ করিলেন এবং রাসূল (সা) সমানভাবে ন্যায়নীতিমত

তোমাদের মধ্যে বন্টন করিলেন। সুতরাং ইহাই হইল তোমাদের জন্য পূর্ণাংগ কল্যাণ। এক্ষণে তোমরা সশস্ত্র ও শক্তিশালী দলটির সহিত লড়াই করাকেও অপসন্দ করিয়াছিলে। এ সশস্ত্র দলটি তাহাদের বাণিজ্যিক কাফিলাটিকে নিরাপদ কল্পে সহায়তা করার জন্য বাহির হইয়াছিল। সুতরাং পরিশেষে এই দলটির সহিত তোমরা যুদ্ধ করাকে অপছন্দ করিয়াছিলে। অথচ আল্লাহ্ যুদ্ধ করাকেই তোমাদের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর তিনি তোমাদের এই সশস্ত্র দলটির সহিত কোনরূপ চুক্তি ও ঘোষণা ব্যতিরেকেই যুদ্ধে লিপ্ত করাইয়া বিজয়ী ও সফলকাম করিলেন। ফলে হিদায়েতের পথে তোমরা আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে। যেমন আল্লাহ্ পাক কুরআনের অন্য একস্থানে ঘোষণা করিয়াছেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

("আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি লড়াইকে ফরয করিয়া দিয়াছেন। অথচ তোমরা উহাকে অপসন্দ করিয়াছ। বহুবস্তু তোমরা অপসন্দ কর অথচ উহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর বহু বস্তু তোমরা খুব পসন্দ কর, অথচ উহাই তোমাদের জন্য খারাপ ও অকল্যাণকর। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তোমরা কিছুই জ্ঞাত নও। আল্লাহ্ই পূর্ণরূপে জ্ঞাত" (২ : ২১৬)।

ইবন জারীর (র) বলেন : كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ আয়াতের অর্থ অন্যান্য লোকে এই বলিয়াছেন যে, মু'মিনগণের একটি উপদল ঘর হইতে বাহির হওয়া যেরূপ অপসন্দ করিয়াছিল তেমনি যুদ্ধ করাকেও তাহারা অপসন্দ করে। তাহারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও আপনার সাথে বাকবিতণ্ডা ও বিতর্ক করে। মুজাহিদ (র) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ আয়াতের অর্থ বলিয়াছেন যে, এইরূপ উহারা সত্যের ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করিতেছে।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় এবং মহানবী (সা)-এর সাথে এই বিষয় বিতর্ক করা কালেই আল্লাহ তা'আলা : كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এখানে মুশরিকগণের সশস্ত্র সাহায্যকারী দলটি অনুসন্ধানের জন্য বাহির হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। আর এই বাহির হওয়াকেই একদল মু'মিন লোক অপসন্দ করিয়াছিলেন। আর يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ আয়াতও এই সময় অবতীর্ণ হয়। কতকলোক এই আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মু'মিনগণের কতক লোকে আপনার সাথে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া বিতর্ক করিতেছে। বদরের যুদ্ধে বাহির হইবার প্রাক্কালেও উহারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল। তখন উহারা বলিয়াছিল যে, আমাদিগকে ব্যবসায়ী কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির করা হইয়াছে, আমাদিগকে আপনি লড়াই করার কথা জানান নাই। অবশেষে উহারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল।

আমার বক্তব্য এই : মহানবী (সা) পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, মক্কার কাফির সর্দার আবূ সুফিয়ান কুরায়েশদের জন্য সিরিয়া হইতে বহু ধনসম্পদ ও মালামালসহ বিরাট এই বাণিজ্যিক কাফেলার নেতৃত্ব দিয়া মক্কাভিমুখে যাত্রা শুরু করিয়াছে। সুতরাং মহানবী (সা) এই কাফেলাকে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মালামাল হস্তগত করিবার জন্য মদীনা হইতে বাহির

হইলেন। তিনি এ ব্যাপারে মুসলমানদিগকে উৎসাহিত করিয়া তিনশত দশজনের কিছু বেশী লোকসহ বদর প্রান্তরের পথ ধরিয়া উপকূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিক আবু সুফিয়ান মহানবী (সা)-এর সদল-বলে আগমনের সংবাদ পাইয়া যমযম ইব্‌ন আমরকে সতর্ককারী রূপে মক্কাবাসীদিগকে এই সংবাদ অবহিত করার জন্য পাঠাইয়া দিল। মক্কাবাসিগণ এই সংবাদ পাইয়া প্রায় এক হাজার সশস্ত্র লোক নিয়া কাফেলার সহায়তার জন্য আগাইয়া আসিল। এদিকে আবূ সুফিয়ান অন্য এক উপকূলীয় পথ সীফুল বাহার ধরিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। আর এদিকে সহায়তাকারী দলটি বদর কুয়ার প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব অনির্ধারিত ও অঘোষিতভাবে মুসলমান ও কাফিরদিগকে মুখামুখী একস্থানে একত্রিত করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইল মুসলমান ও ইসলামের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করা এবং মুসলমানগণকে সহায়তা করিয়া তাহাদের শত্রুর উপর বিজয়ী করা। আর উদ্দেশ্য হইল হক ও বাতিলের মধ্যে চিরস্থায়ীরূপে একটি পার্থক্য রেখা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া। মোটকথা মহানবী (সা) যখন কাফেলার সহায়তাকারী দলটির আগমন সংবাদ পাইলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট দুইটি দলের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার কথা বলিয়া ওয়াহী পাঠাইলেন। অধিকাংশ মুসলমানের আগ্রহ ছিল বাণিজ্যিক কাফেলাকে গ্রহণ করা, কেননা লড়াই ব্যতিরেকেই এই কাফেলা হইতে বহু ধনসম্পদ পাওয়ার আশা ছিল। যেমন আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত এই আয়াতে বলিয়াছেন :

وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ .

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) তাহার গ্রন্থে বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবরানী (র) ... আবূ আইউব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ আইউব আনসারী বলেন যে, আমরা মদীনায় ছিলাম। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা আগমনের সংবাদ দেওয়া হইল। তোমরা কি এই কাফেলার আগমনের পূর্বেই মদীনার বাহিরে চলিয়া আসিবে ? হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে প্রচুর গনীমত দান করিবেন। আমরা বলিলাম, অবশ্যই বাহির হইব। অতএব আমরা মহানবী (সা)-এর সাথে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমরা একদিন বা দুই দিনের পথ অতিক্রম করিলাম। অতঃপর আমাদিগকে মহানবী (সা) বলিলেন : তোমরা কাফেলার সহায়তায় আগমনকারী দলটির সাথে লড়াই করিতে চাও কি? উহারা আমাদের আগমনের সংবাদ অবহিত হইতে পারিয়াছে। আমরা জবাব দিলাম : না, আল্লাহর শপথ শত্রুর সহিত লড়াই করিবার শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা কাফেলার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছি। মহানবী (সা) আবার বলিলেন : তোমরা মক্কার কাফিরগণের সাথে লড়াই করা সম্পর্কে কি বল ? আমরাও আবার পূর্ববৎ জবাব দিলাম। এই সময় মিকদাদ ইব্‌ন আমর বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় মূসাকে যেরূপে জবাব দিয়াছিল, আমরা সেইরূপ জবাব আপনাকে দিতে পারি না । তাহারা বলিয়াছিল হে মূসা! তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন, আমরা আনসারগণের কাছে মিকদাদের বক্তব্যের আশা পোষণ করিয়াছিলাম। তাহাদের এইরূপ বলা

আমাদের নিকট বিপুল সহায়-সম্পদের চাইতে বেশী পসন্দনীয় হইত। বর্ণনাকারী বলেন : তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূল (সা)-এর নিকট كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ। আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন লাহীয়া (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন মারদুবিয়া অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস লাইসী তাহার পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া যখন রওয়াহায় উপস্থিত হইলেন, তখন সকল সঙ্গীগণকে একত্র করিয়া বলিলেন : তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সংবাদ পাইয়াছি যে, কাফেলা অমুক জায়গায় এই এই অবস্থায় রহিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন : মহানবী (সা) আবার তাঁহার ভাষণে বলিলেন : তোমাদের অভিমত কি? তখন উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর ন্যায় উত্তর করিলেন। মহানবী (সা) আবার তাঁহার ভাষণে বলিলেন: তোমাদের অভিমত কি ? তখন সা'দ ইবন মাআয বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার উদ্দেশ্য কি ? আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি আমরা আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার চলার পথের নির্দেশ দিয়া আপনার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যে সম্পর্কে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। যদি আপনি ইয়ামান দেশের বরকুল গামাদ স্থানেও যান, তবে আমরা আপনার সাথে যাইব। আমরা সেইরূপ হইব না যেইরূপ মূসা (আ) কে তাঁহার সঙ্গীগণ বলিয়াছিল : তুমি এবং তোমার প্রতিপালক একত্রে যাইয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। বরং আমরা বলিব, আপনি এবং আপনার প্রভু উভয় লড়াই করুন, আমরাও আপনাদের সাথে থাকিয়া লড়াই করিব। হয়ত আপনি কোন উদ্দেশ্য নিয়াই মদীনা হইতে বাহির হইয়াছেন। পথে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ব্যতীত নূতন কোন উদ্দেশ্য আপনার সম্পর্কে উপস্থিত করিয়াছেন। আপনি সেই সম্পর্কে চিন্তা করুন এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে চলুন। যাহার ইচ্ছা আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন বা ছিন্ন করুন বা আপনার হইতে ফিরিয়া যাক অথবা আপনার সাথে সন্ধি করিয়া থাকুক! সবই তাহাদের ইচ্ছা। ইহার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। আপনি আমার জান-মালামাল সব নিয়া নিন। এই সময়ই সা'দের কথার উপর আল্লাহ তা'আলা كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ। আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া আওফী (র) বলিয়াছেন : মহানবী (সা) শত্রুর সাথে লড়াই করিবার বিষয় যখন পরামর্শ করিতেছিলেন, তখন উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। সা'দ ইব্ন উবাদাও এইরূপ বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদরের দিন তাঁহার সঙ্গীদিগকে নিয়া পরামর্শ করার পর যখন লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিলেন এবং শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিলেন তখন ইহা কিছু মুসলমান অপসন্দ করিয়াছিল। এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করেন :

كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ ، يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ·

মুজাহিদ (র) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল উহারা লড়াইর ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক করিতেছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ এর অর্থ এই রূপ করিয়াছেন যে, যখন মু'মিনগণের নিকট কাফিরগণের সাথে লড়াই করার কথা উথাপন করা হইল, তখন ইহাকে উহারা অপসন্দ করিল এবং মহানবী (সা)-এর সাথে কুরায়েশদের সাথে মুকাবিলা করার পথে চলিতে অস্বীকৃতি জানাইল।

সুদ্দী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি কাফিরগণের সাথে লড়াই করার নির্দেশ প্রকাশ হইবার পরও উহারা লড়াই সম্পর্কে আপনার সাথে তর্কবিতর্ক করিতেছে।

ইব্‌ন জারীর (র) ও অন্যান্যগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে মহানবী (সা)-এর সাথে মুশরিকগণের বিতর্কের কথা বলা হইয়াছে। আমার নিকট ইউনুস ইবন ওয়াহাব (র) হাদীস বর্ণনা করিয়াছে যে, ইব্‌ন যায়েদ (র) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতের অর্থ এইরূপ বলিয়াছেন যে, মুশরিকগণ সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক করিতেছে। উহাদিগকে যখন ইসলামের দিকে আহ্বান জানান হয়, তখন মনে হয় যে, উহারা মৃত্যুর পানে চালিত হইতেছে এবং উহারা তাকাইয়া রহিয়াছে। ইব্‌ন যায়েদ (র) আরও বলিয়াছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী কখনও মু'মিনের গুণাবলী হইতে পারে না। কাফিরগণের বেলায়ই এই গুণাবলী প্রযোজ্য হইতে পারে এবং তাহাদের বেলায়ই এখানে এই গুণাবলীর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর ইবন জারীর ইবন যায়েদের এ বক্তব্যের সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, ইহা ভিত্তিহীন কথা। এই বক্তব্যের পিছনে কোন যুক্তি নাই। কেননা يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ আয়াতের পূর্বে মু'মিনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে। আর ইহার পর যে আয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহাও মু'মিনগণেরই সংবাদে বর্ণিত। এক্ষেত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্যই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। ইব্‌ন জারীরও তাহাদের মতবাদের সমর্থন দিয়া বলিয়াছেন যে, ইহাই সঠিক কথা এবং পূর্বের আয়াত দ্বারা এই বক্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন বকর এবং আবদুর রায্‌যাক ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (সা)-এর নিকট বদরের যুদ্ধ শেষে বলা হইল যে, এখন আপনি বাণিজ্যিক কাফেলাটি, ধনসম্পদ হস্তগত করুন। এখন আর আপনার সম্মুখে কোন বাঁধা বিপত্তি নাই। তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) যিনি বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া বলিলেন : ইহা আপনার জন্য সমীচীন হইবে না। জিজ্ঞাসা করা হইল কেন সমীচীন হইবে না ? আব্বাস (রা) জবাব দিল, আল্লাহ তা'আলা দুইটি দলের কোন একটি আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং আল্লাহ তাঁহার অঙ্গীকার পূরণ করিয়াছেন। (অতএব আপনার পক্ষে অপর দলটি পরাভূত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পদ করায়ত্ব করা কিরূপে সমীচীন হইতে পারে) ইহা আল্লাহর ইচ্ছার পরিপন্থী হইবে। এই হাদীস বুখারী মুসলিমসহ সুনান কিতাবের কোন লেখকই সংকলিত করেন নাই। কিন্তু ইহার সনদ খুব শক্তিশালী।

আর আলোচ্য وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ আয়াতের তাৎপর্য হইল তোমরা শক্তিহীন বাণিজ্যিক কাফেলাটিকেই লক্ষ্যরূপে পসন্দ করিতেছিলে। কারণ উহাকে তোমরা বিনা যুদ্ধে ও বিনা বাধায় অনায়াসেই হস্তগত করিতে পারিতে। তোমাদের কোনই কষ্ট-ক্লেশ করিতে হইত না। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা অন্যরূপ। তিনি তোমাদিগকে এবং সশস্ত্র দলটিকে একত্র করিয়া তোমাদের মধ্যে লড়াই বাঁধাইয়া তোমাদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিতে চাহেন। ফলে তাঁহার দীনও সমস্ত বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় ইসলামের কালেমা ও আওয়াজ বুলন্দ হইয়া তাঁহার ঝাণ্ডা সমুন্নত থাকিবে। তিনি কাজের পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল এবং তিনি তোমাদের কাজের ব্যবস্থাপনা অতি সুন্দরভাবেই করিবেন। যদিও তাঁহার বান্দাগণ ইহার পরিপন্থী কাজকে পসন্দ করিয়া থাকেন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন : كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ .

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম যুহরী আসিম ইব্ন আমর ইব্ন কাতাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন বকর, ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) প্রমুখ উরওয়া ইবন যুবায়ের আমাদের অনেক উলামায় কিরামও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকেই এই হাদীসের কিছু কিছু বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কীয় হাদীসের যাহা কিছু বাদ রহিয়াছে উহা একত্রিত করিয়া বলিয়াছেন যে, মহানবী (সা) আবূ সুফিয়ান সিরিয়া হইতে বহু মালামালসহ এক কাফেলা নিয়া আসিবার সংবাদ জানিতে পারিয়া মুসলমানগণকে ডাকিলেন এবং বলিলেন : কাফেলাটি কুরায়েশদের কাফেলা, তাহাদের জন্য বহু মালামাল এই কাফেলা নিয়া আসিতেছে। তোমরা উহার পানে অগ্রসর হও। হয়ত আল্লাহ পাক তোমাদিগকে উহা হইতে বহু ধন-সম্পদ দান করিবেন। সুতরাং কতক লোক সম্মুখে অগ্রসর হইল, কতক ভীত হইয়া পড়িল এবং কতক এ কাজকে একটি ভারী ও কষ্টদায়ক বোঝা ভাবিল। মহানবী (সা) যুদ্ধ করিবেন এমন ধারণা কখনই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। আবূ সুফিয়ান হিজাযের নিকটে আসিয়া সংবাদ সরবরাহের জন্য গুপ্তচর লাগাইয়া দিল। তাহারা পথিকদের নিকট পথের ভয়-ভীতি সম্পর্কে নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিশেষে তাহাদের কাফেলার ধন-সম্পদ করায়ত্ত করার নিমিত্ত মুহাম্মদের আগমনের কথা কোন এক পথিকের মারফতে জানিতে পারিল। আবূ সুফিয়ান এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া পড়িল এবং যমযম ইবন আমর গিফরীকে মক্কাবাসীদের কাছে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিল যে, তুমি তাহাদিগকে আমাদের কাফেলার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সহায়তাকারী দল অতিশীঘ্র নিয়া আসিবার কথা বলিবে। ইহাও বলিবে যে, মুহাম্মদ তাহার অনুচরগণসহ আমাদের কাফেলার মালামাল লুণ্ঠন করার জন্য আসিতেছে। অতএব যমযম ইব্ন আমর খুব দ্রুত গিয়া মক্কায় পৌঁছিল।

এদিকে মহানবী (সা) সাহাবীগণের একটি দলসহ যাফরান নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে সংবাদ সরবরাহের জন্য লোক প্রেরণ করিলে উক্ত সংবাদ বাহক মহানবী (সা) হইতে উক্ত কাফেলাকে উদ্ধার করার সংকল্পে কুরায়েশদের একটি দল আগমনের সংবাদ

দিলেন। সুতরাং এই সময় মহানবী (সা) সাহাবীগণের এক পরার্মশ সভা ডকিলেন এবং কুরায়েশদের আগমনের সংবাদ অবহিত করিলেন। তেমনিভাবে ব্যক্ত করিলেন উমর (রা)ও এক অভিমত। অতঃপর মিকাদাদ ইব্ন আমর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আপনি করিয়া যান। আমরা আপনার সাথে রহিয়াছি। আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা সেইরূপ কথা বলিব না, যেরূপ বনী ইসরাঈলগণ হযরত মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল। তাহারা মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রভু একত্রে যুদ্ধ করিয়া আস। আমরা এখানে অপেক্ষায় রহিলাম। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইবে এইরূপ যে, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর। আমরাও তোমার সাথে থাকিয়া যুদ্ধ করিব। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যদি আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বারকুল গামাদেও নিয়া যান, আমরা আপনার সাথেই সেখানে গিয়া উপনীত হইব। ইহা ব্যতীত আর কোথায়ও যাইব না। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা) তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন।

অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : তোমরা সকলের সাথে পরামর্শ কর। ইহা দ্বারা তিনি আনসারগণের সাথে পরামর্শের কথা বুঝাইয়া ছিলেন। কেননা তাহারা সংখ্যায় ছিলেন অনেক বেশী। তাহা ছাড়া আকাবায় আসিয়া আনসারগণ মহানবী (সা)-এর হাতে এই কথায় বায়আত করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল, মদীনায় পৌঁছার পর আপনি সম্পূর্ণ আমাদের জিম্মাদারীতে থাকিবেন। আমরা আমাদের নারী-পুরুষ ও সন্তান-সন্ততিসহ আপনার বিরোধিগণকে বাধা প্রদান করিব। তবে মহানবী (সা) এই আশংকা পোষণ করিতে ছিলেন যে, আনসারগণ তো মদীনার বাহিরে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করার শপথ করে নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাহারা সহায়তা নাও করিতে পারে। মদীনা ছাড়িয়া শত্রুর সহিত লড়াই করিতে যাওয়া তাহাদের অপরিহার্য দায়িত্বও তখন ছিল না। সুতরাং মহানবী (সা) পরামর্শের কথা যখন বলিলেন তখন সা'দ ইব্ন মাআয দাঁড়াইয়া বলিলেন : আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাদের বেলায় কি মনস্থ করিয়াছেন ? মহানবী (সা) বলিলেন : আমি চাই তোমরাও আমার সাথে চল। সা'দ জবাব দিলেন : আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আপনাকে বিশ্বাস করিয়াছি এবং আপনি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছি। আর এ বিষয় আমরা আপনাকে সহায়তা করার ওয়াদা করিয়াছি এবং আপনার কথা শোনার আনুগত্য করিয়া চলারও অঙ্গীকার আমরা করিয়াছি।

সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মত আপনি অগ্রসর হউন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি যদি আমাদিগকে নিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাহেন তবে আমরা অবশ্যই আপনার সাথে ঝাঁপ দিব। আমাদের মধ্যে কেহই আপনার সাথে মতবিরোধ করিবে না এবং আপনি আমাদিগকে নিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ চাইলেও কেহ অপসন্দ করি না। আমরা রণক্ষেত্রে চরম ধৈর্যের পরিচয় দিব এবং শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময়ও সততার পরিচয় দিব। আপনার দৃষ্টির নিকটে যাহাকিছু রহিয়াছে হয়ত আল্লাহ পাক আমাদের দ্বারা আপনাকে তাহা দেখাইবেন। আপনি আল্লাহর করুণার উপর নির্ভরশীল হইয়া আমাদের প্রতি খুশী থাকুন। মহানবী (সা) সা'দের কথায় খুব আনন্দিত হইলেন এবং অতঃপর বলিলেন : আল্লাহ পাকের করুণার উপর নির্ভর করিয়া তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও এবং সকলকে

আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ জানাইয়া দাও। কেননা আল্লাহ পাক দুইটি দলের কোন একটি দল করায়াত্ত করার অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমি যেন কাফির সম্প্রদায়ের লাশগুলি দেখিতে পাইতেছি।

আওফা (র) হইতেও এইরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে, আর সুদ্দী, কাতাদা, আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইবন আসলাম (র)সহ আমাদের একালের সেকালের অনেক উলামায় কিরাম অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এখানে পূর্বোল্লেখিত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)-এর বর্ণনাকে যথেষ্ট ভাবিয়া অন্য বক্তব্যসমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়াছি।

(৯) اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّيْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ○

(১০) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৯. স্মরণ কর, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলে। তিনি উহা কবূল করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিব যাহারা একের পর এক আসিবে।

১০. আল্লাহ ইহা করেন কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে যাহাতে তোমাদের মন প্রশান্তি লাভ করে; এবং সাহায্য কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট হইতেই আসে, আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (রা) বলেন : আবূ নূহ কারাদ (র) ... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলেন যে, তাহাদের সংখ্যা তিনশতের কিছু বেশী। আর মুশরিকগণের সংখ্যা দেখিতে পাইলেন, এক হাজারের ঊর্ধ্বে। সুতরাং মহানবী (সা) কিবলার দিকে মুখ করিয়া আল্লাহর ধ্যানে বসিয়া গেলেন। এই সময় তাঁহার পরিধানে একটি লুঙ্গী ও কাঁধের উপর একখানা চাঁদর ছিল। অতঃপর আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে প্রভু! আমার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা এই স্থানে পূরণ কর। তুমি যদি ইসলামের এই ক্ষুদ্র অনুসারী দলটিকে ধ্বংস করিয়া দাও, তবে এই পৃথিবীর বুকে তোমার উপসনাকারী বলিতে কেহ থাকিবে না। চিরদিনের জন্য নির্মূল হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা) এইভাবে কাকুতি-মিনতি করিয়া তাঁহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার স্কন্ধ হইতে চাদর পড়িয়া গেল। আবূ বকর (রা) আসিয়া চাদর আবার উঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! এখন থামুন, আপনার প্রতিপালক আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন এবং আপনার কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহাও তিনি অতিশীঘ্র পূরণ করিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সুসংবাদ প্রদানপূর্বক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ .

সুতরাং সেই দুই দলের মধ্যে দুর্ধর্ষ লড়াই শুরু হইয়া গেল এবং পরিশেষে আল্লাহ পাক মুশরিকগণকে চরমভাবে পরাজিত করিলেন। মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তর জন লোক নিহত হইল এবং সত্তর জন বন্দী হইল। আর মহানবী (সা) বন্দীদের বিষয় আবূ বকর, উমর ও আলী (রা)-এর নিকট পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই বন্দী লোকেরা আপনারই ভাই-বেরাদর এবং বংশ ও সম্প্রদায়ের লোক। আমার মতে ইহাদিগকে হত্যা না করিয়া বরং অর্থের বিনিময় (ফিরিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হউক। ইহা করা হইলে কাফিরদের মুকাবিলায় আমরা আর্থিক দিক দিয়া আরও শক্তিশালী হইব। আল্লাহ তা'আলা ইহাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক দিলে উহারাই আমাদের সাহায্যকারী হইবে। অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : হে উমর! ইহাদের ব্যাপারে তোমার অভিমত কি ? উমর (রা) জবাব দিলেন : আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আবূ বকর যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে আমি সেই অভিমতের প্রবক্তা নহি; বরং আমার অভিমত হইল, আপনি যদি উমরের অমুক নিকট আত্মীয়ের বেলায় নির্দেশ দেন, তবে আমি তাহার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করিব। অনুরূপ আলীকে তাহার ভ্রাতা আকীলের ব্যাপারে নির্দেশ দিলে সে তাহাকে হত্যা করিবে। অনুরূপ হামযাকে তাহার অমুক ভাইর বেলায় নির্দেশ দিলে সে তাহার শিরচ্ছেদ করিবে। ইহা করিয়া আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রমাণ করিতে চাই যে, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র সমবেদনা নাই। ইহারা কাফির মুশরিকদেরই পথ প্রদর্শক সর্দার ও নেতা। কিন্তু মহানবী (সা) আমার অভিমতের কোন গুরুত্ব না দিয়া আবূ বকরের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়া উহাদিগকে অর্থের বিনিময় ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর আমি পরদিন মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, মহানবী (সা) এবং আবূ বকর (রা) উভয়ই কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এবং আপনার সাথী কেন কাঁদিতেছেন। কারণ জানিতে পারিলে আমিও কাঁদিতাম আর ক্রন্দন না আসিলে ক্রন্দনের ভান করিতাম। মহানবী (সা) জবাব দিলেন- অর্থের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার কারণে কাঁদিতেছি এবং এই অপরাধের কারণে আমার নিকটতম এই বৃক্ষটির চাইতেও অতি নিকটে তোমাদের উপর শাস্তি দেখিতেছি।

এই সময় আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ... ... فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلاً طَيِّبًا .

দেশ আক্রমণমুক্ত হইয়া স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত কোন নবীর কাছে বন্দী রাখা ঠিক নয় ... যুদ্ধে যাহা কিছু লাভ করিয়াছ তাহা পবিত্র ও বৈধ মনে করিয়া আহার কর (৮ : ৬৭-৬৯)।

তখন হইতে তাহাদের জন্য গনীমত হালাল হইল। বলা বাহুল্য পরের বৎসর উহুদের যুদ্ধে অর্থের বিনিময় বদর যুদ্ধের বন্দী মুক্তিকরণ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। মুশরিক বাহিনীর হাতে রাসূলের সত্তর জন সাহাবীর একটি দল শহীদ হইয়াছিল। আর রাসূলের সম্মুখের চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মাথায় এমন আঘাত পাইলেন, যাহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া গিয়াছিল। তখন আল্লাহ পাক নিম্নলিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"যখন তোমরা বিপদের মধ্যে নিপতিত হইলে, এইরূপ বিপদে তোমরা ইতিপূর্বেও নিপতিত হইয়াছিলে। তখন তোমরা বলিলে, ইহা কোথা হইতে আসিল? হে নবী! বল, ইহা তোমাদের নিজদের কারণে অর্থাৎ অর্থের বিনিময় বন্দী ছাড়িয়া দেওয়ার দরুন হইয়াছে। আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান : (৩ : ১৬৫)।

এই হাদীস ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদুরিয়া (র) ইকরামা ইব্ন আম্মার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্ন মাদীনী ও ইমাম তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ আখ্যায়িত করিয়া বলিয়াছেন যে, ইকরামা ইবন্ আম্মার ইয়ামানী বর্ণিত হাদীস ব্যতীত এই বিষয় আর কোন হাদীসের সাথে আমাদের পরিচয় নাই। এমনিভাবে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন । ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ। আয়াতটি মহানবী (সা)-এর বদরের যুদ্ধের কাতর প্রার্থনাকালে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইয়াযীদ ইব্ন তাবীজ, সুদ্দী ও ইব্ন জুরায়েজ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন আইয়াস (র) আবূ হাসীন সূত্রে আবূ সালিহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) অতি কাতর ও বিনম্রভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। এই সময় উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! প্রার্থনাকে সংক্ষিপ্ত করুন। আপনার নিকট আল্লাহ্র কৃত অঙ্গীকার অবশ্যই তিনি পূরণ করিবেন।

ইমাম বুখারী (র) তদীয় কিতাবের মাগাযী অধ্যায়ে এই আয়াত দ্বারা একটি পরিচ্ছেদ রচনা করিয়া বলিয়াছেন :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ... ... فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .

আবূ নূআইম (র) ... ইবন শিহাব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ইব্ন মাসউদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি মিকদাদ ইবন আসওয়াদের একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা আমার কাছে সব কিছুর বিনিময় হাসিল করাও পসন্দনীয়। মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করার সময় তিনি মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : মূসার সম্প্রদায় যেরূপ বলিয়াছিল আমরা সেইরূপ বলিব না। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি এবং তোমার প্রতিপালক গিয়া যুদ্ধ কর। আমরা এখানে অপেক্ষা করিতেছি। পক্ষান্তরে আমরা আপনার ডানে বামে সম্মুখে ও পিছনে থাকিয়া কাফিরদের সাথে লড়াই করিয়া যাইব। আমি দেখিলাম যে, এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং এই কথায় তিনি অতিশয় খুশী হইয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি তোমার কৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারকে কার্যকরী কর। হে প্রভু! ইহা না করিলে এই জগতে তোমার ইবাদত করার কোন লোকই থাকিবে না। তখন আবূ বকর (রা) মহানবী (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন : ইহাই আপনার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর তিনি এই কথা বলিতে বলিতে বাহির হইলেন

যে, আল্লাহ্ অতিশীঘ্রই শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করিবেন এবং উহারা পলায়নপর হইয়া পিছনের দিকে ভাগিয়া যাইবে।

এই হাদীসকে ইমাম নাসাঈ (র) বিন্দার (র) সূত্রে আবদুল মজীদ সাকফী প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ তা'আলা এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিবেন যাহারা একের পর এক আসিতে থাকিবে কিংবা এক দলের পিছনে আরেক দল অবতীর্ণ হইবে।

হারূন ইব্‌ন হুরায়রা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, অনুসরণকারী। অর্থাৎ একদলের অনুসরণ করিয়া আরেক দল আসিতে থাকিবে। এখানে مُرْدِفِيْنَ শব্দ দ্বারা তোমাদিগকে ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিয়া শক্তিশালী করিব এই অর্থের সম্ভাবনাও বিদ্যমান। যেমন আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাসের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন যে, مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ সাহায্য করা। যেমন তোমরা কাহাকেও বলিয়া থাক انت لرجل زده كـذا كـذا (তাহাকে এই এইভাবে সাহায্য করিয়াছ)। এমনিভাবে মুজাহিদ, ইব্‌ন কাছীর আল-কারী, ও ইব্‌ন যায়েদও مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বলিয়াছেন।

আবূ কাদায়না (র) ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক ফেরেশতার পিছনে এক একজন ফেরেশতা থাকিবে। এই একই সনদের আর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : مُرْدِفِيْنَ শব্দের অর্থ হইল উহাদের কতকে কতকের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিবে। আবূ জবীয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদা (রা) অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : মুসান্না (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহানবী (সা)-এর ডানদিকের বাহিনীর সাথে শামিল হন। এই বাহিনীতে আবূ বকর (রা) ছিলেন : তেমনি মিকাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ অবতরণ করিয়া মহনবী (সা)-এর বাম দিকের বাহিনীর সাথে আসিয়া মিলিত হন। আমি এই বামদিকের বাহিনীতেই ছিলাম।

এই হাদীস এই দাবীই জানায় যে, এক হাজার ফেরেশতা অনুরূপভাবে পিছনে পিছনে আসিয়াছেন। এ কারণেই কতকলোক উক্ত শব্দের دَ অক্ষরের উপর যবর দিয়া مُرْدَفِيْنَ পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

এক্ষেত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ব্যাখ্যাই বিখ্যাত। আল্লাহ পাক তাঁহার নবী এবং মু'মিনগণকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সহায়তা করিয়াছিলেন। সুতরাং জিবরাঈল (আ) পাঁচশত ফেরেশতার নেতৃত্ব দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন এবং মিকাঈল সহায়তা করিয়াছিলেন অবশিষ্ট পাঁচশত ফেরেশতা সেনার নেতৃত্ব দিয়া।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর ও মুসলিম (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে উমর (রা)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতঃপর আবূ যুমাইল (র) বলেন, আমার নিকট ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন : আমাদের মধ্যের একজন মুসলিম সেনা

এক মুশরিক লোককে পিছনে পিছনে অনুসরণ করিতেছিল। সে তাহার সম্মুখে উহার মাথার উপর চাবুকের আঘাত শুনিতে পাইল এবং এক সওয়ারী চলার শব্দ শুনিতে পাইল। সে বলিতেছে যে, কঠিন পথে অগ্রসর হও। মুশরিক লোকটিকে সে দেখিতে পাইল যে, সে সম্মুখে ধরাশায়ী হইয়াছে, তাহার দেহে বহু আঘাত রহিয়াছে এবং তাহার চেহারা চাবুকের আঘাতে ফাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর এই অনুসরণকারী আনসার লোকটি মহানবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিলে তিনি বলিলেন : তুমি সত্যই বলিয়াছ। ইহা আসমানের গায়েবী মদদ। এই দিনের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে উহাদের সত্তরজন লোক নিহত এবং সত্তরজন লোক বন্দী হইয়াছিল।

'বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা উপস্থিত হওয়ার' অধ্যায় ইমাম বুখারী বলেন :

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... রিফাআ ইব্ন রাফি' যুরকী (যিনি একজন বদরের যোদ্ধা ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনাদের মধ্যকার বদরের যোদ্ধাগণকে কিরূপ ভাবিয়া থাকেন ? মহানবী (সা) জওয়াব দিলেন : তাহারা মুসলমানদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অথবা এইরূপ অন্যকোন কথা বলিয়া ছিলেন। অতঃপর জিবরীল বলিলেন : এমনিভাবে ফেরেশতাকুলের মধ্যে যাহারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদেরকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবা হয়। ইমাম বুখারী (র) এককভাবেই এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তাবারানী (র) তদীয় 'মু'জামুল কবীর' গ্রন্থে রাফি ইব্ন খাদীজ (র) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে কিন্তু বর্ণনাকারী বর্ণনায় ভুল করিয়াছেন। বুখারীর উদ্ধৃত বর্ণনাটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, যখন হাতিব ইব্ন আবূ বালতাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ হইল তখন মহানবী (সা) উমরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : এ লোকটি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। তুমি ইহার সম্পর্কে কিছুই জান না, কিন্তু আল্লাহ পাক বদরের যোদ্ধাগণ সম্পর্কে পূর্ণরূপে জ্ঞাত। তাহাদের বেলায় তিনি বলিয়াছেন : তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিয়া যাও। তোমাদিগকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতাংশ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ এর তাৎপর্য হইল আল্লাহ পাক ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া সাহায্য করা কেবল তোমাদিগকে খুশী করা এবং তোমাদিগের মন সন্তুষ্ট করার জন্যই করিয়াছেন। নতুবা তিনি অন্যভাবেও শত্রুর মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করার এবং তোমাদের মন সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা রাখেন। ফেরেশতা হইল একটি বাহ্যিক রূপবিশেষ। মূল সাহায্যকারী হইলেন আল্লাহ। সাহায্য আল্লাহর পক্ষ ব্যতীত আর কোন পক্ষ হইতে হয় না। এ কারণে উল্লেখিত আয়াতে وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক কালামে মজীদের অন্য স্থানে বলিয়াছেন :

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لاَ نْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ

بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ، سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ .

"যখন তোমরা কাফিরদের সাথে লড়াই কর তখন উহাদের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেল। আর তোমরা উহাদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইলে উহাদিগকে বন্দী-শৃঙ্খল দ্বারা কয়েদী কর। অতঃপর হয় ক্ষমা করিয়া দাও অথবা অর্থের বিনিময়ে ছড়িয়া দাও যেন লড়াই বন্ধ হইয়া যায়। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহর ইচ্ছা হইলে স্বয়ং নিজেই পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যাহারা আল্লাহর পথে লড়াই করে তাহাদের আমলকে আল্লাহ্ কখনও নষ্ট করিবেন না। তাহাদিগকে তিনি পথপ্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা তিনি ঠিক করিয়া দিবেন। আর তাহাদিগকে তিনি জান্নাতে দাখিল করাইবেন যাহা হইল উহাদের জন্য নির্ধারিত" (৪৭ : ৪-৬)

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِيْنَ .

"আমি দিনগুলিকে মানুষের মধ্যে এইভাবে অদল-বদল করিয়া থাকি। উদ্দেশ্য হইল ঈমানদারগণকে যেন আল্লাহ্ জানিয়া নিতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে শহীদগণকে নিজস্ব করিয়া নিতে পারেন। আল্লাহ্ জালিমগণকে ভালবাসেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল ঈমানদারগণকে এই কঠিন পরীক্ষার দ্বারা পূতঃপবিত্র করা এবং কাফিরদিগকে ধ্বংস করা" (৩: ১৪০-১৪১)।

জিহাদ সম্পর্কে ইহাই হইতেছে শরীয়তের সিদ্ধান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের হাতে কাফিরদেরকে শায়েস্তা করার জন্যই জিহাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। পরবর্তী কালের উম্মতগণের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা অমুসলিম ও কাফির সম্প্রদায়ের জন্য এই ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। অতীতে যাহারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা ভাবিত এবং তাঁহাদের কথায় ঈমান আনিত না তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে বিশেষ বিশেষ শাস্তি দিয়া ধ্বংস ও শায়েস্তা করিয়াছেন। যেমন নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে তুফান দ্বারা; আদি 'আদ সম্প্রদায়কে ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা; সামূদ সম্প্রদায়কে অকস্মাৎ বিজলীর গর্জন দ্বারা; লূত (আ) এর সম্প্রদায়কে ভূমি ধস এবং কঙ্কর বর্ষণ দ্বারা; আর শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়কে অন্ধকারময় দিন দ্বারা নিপাত করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিয়া তাঁহার শত্রু ফিরাউন ও তাহার সম্প্রদায়কে নীল দরিয়ায় ডুবাইয়া নিপাত করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর নিকট তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং তাহাতে কাফিরদের সাথে লড়াই করার নিয়ম ও বিধান প্রবর্তন করেন। অতঃপর এই বিধানকে অবশিষ্টের ক্ষেত্রেও বলবৎ রাখেন। ইহার পর হইতেই এই বিধান আজ পর্যন্ত প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন : কালামে পাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ .

আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করিয়াছি। আর তাহার পূর্বের জাতিসমূহকেও নিপাত করিয়াছি। ইহার মধ্যে মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় রহিয়াছে (২৮ : ৪৩)।

মু'মিনদের হাতে কাফিরদের শায়েস্তা হওয়া ও নিহত হওয়া কাফিরদের জন্য একদিকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের বিষয়, অপরদিকে মু'মিনদের জন্য প্রসন্নচিত্ত ও আনন্দদায়ক বিষয়। যেমন আল্লাহ্ পাক এই উম্মতের মু'মিনদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ .

কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ পাক তোমাদের হাতে উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং শাস্তি দিবেন। আর উহাদের মুকাবিলায় তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আর মু'মিন সম্প্রদায়ের অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ ও আনন্দিত করিবেন (৯ : ১৪)।

এই কারণেই কুরায়েশ নেতৃবর্গকে তাহাদের শত্রু মু'মিনদের হাতেই নিপাত করা হইয়াছিল। উহারা মু'মিনদিগের প্রতি খুব তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাইত। তাই আল্লাহ পাক মু'মিনদের হাতেই উহাদিগকে চরমভাবে শায়েস্তা করিলেন এবং মু'মিনদের অন্তরকে করিলেন অনাবিল ও আনন্দিত। সুতরাং আবূ জাহেলকে যুদ্ধের ময়দানে চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় নিহত হইতে দেখা গিয়াছে। শয্যায় থাকিয়া মৃত্যু হইলে এমনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইত না। তেমনি আবূ লাহাবের মৃত্যু এমন অবমাননাকর অবস্থায় হইয়াছিল যে তাহার অতি নিকটাত্মীয়গণও লাশের নিকট আসিতে পারে নাই। দূর হইতে পানি ছিটাইয়া দিয়া গোসলের কাজ সমাধা করিতে হইয়াছিল। পরন্তু দাফনের নামে একটি কূপ খনন করিয়া তাহাতে মাটি চাপা দেওয়া হইয়াছিল। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে "اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ" বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, আল্লাহর রাসূল এবং মু'মিনগণের জন্যই হইল মান-সম্মান। এই জগতে যেমন তাহারা মহাসম্মানিত, তেমনি পরকালেও হইবে তাহারা মহাসম্মানের অধিকারী। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ .

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে এবং তাহাদের অনুসারী ঈমানদারগণকে সাহায্য করিব পার্থিব জগতে এবং যেদিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হইবে" (৪০ : ৫১)।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত "حَكِيْمٌ" শব্দটির তাৎপর্য হইল, আল্লাহ মহা প্রজ্ঞাময় ও মহাকৌশলী। অর্থাৎ তা'আলা কাফিরদিগকে ধ্বংস ও নিপাত করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও তাহাদের সাথে লড়াই করার যে বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে যে বিরাট গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, সে সম্পর্কে তিনিই একমাত্র অবহিত। আর এ কারণেই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

(১১) اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ
عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ۝

(১২) اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ؕ سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا
فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝

(١٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(١٤) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

১১. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে প্রশান্তির জন্য তোমাদিগকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের উপর বারি বর্ষণ করেন। ইহা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের হইতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্য; তোমাদের মন দৃঢ় করার জন্য এবং তোমাদের পদযুগল প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য করা হইয়াছে।

১২. সেই সময়টি স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাগণের নিকট এই ওয়াহী পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের সাথে রহিয়াছি। সুতরাং ঈমানদারগণকে অবিচল রাখ; যাহারা বেঈমান তাহাদের অন্তরে আমি ভীতি সৃষ্টি করিব; সুতরাং উহাদের স্কন্ধে ও সর্বাংগে আঘাত কর।

১৩. ইহা এই জন্য করা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিলে আল্লাহ তো শাস্তিদানে কঠোর।

১৪. তোমরা ইহার আস্বাদ গ্রহণ কর এবং বেঈমানদের জন্য রহিয়াছে আগুনের শাস্তি।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক মুসলমানদের প্রতি উপকার ও নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ মুসলমানদের তন্দ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া সর্ববিধ ভয়-ভীতি মুক্ত করিলেন। বদরের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং তদানুপাতে নিজদের স্বল্পতা অবলোকন করিয়া মুসলমানদের মধ্যে ভীতি ও কাপুরুষতা সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ পাক তাহাদের চোখে তন্দ্রা আনিয়া এই ভয়ভীতি দূর করিয়া তাহাদের সাহসী করিয়া তুলিলেন। উহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের সাথে আল্লাহ এইরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলেন। যেমন কালামে মজীদে আল্লাহ পাক বলেন :

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ .

অতঃপর দুঃখ ও চিন্তার পর তোমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল যাহা তন্দ্রার রূপে তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আর একটি দল নিজদিগকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল (৩ : ১৫৪)।

আবূ তালহা (রা) বলেন : উহুদের যুদ্ধে আমার মধ্যেও তন্দ্রার সঞ্চয় হইয়াছিল। যাহার ফলে কয়েকবার আমার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গিয়াছিল। বার বার পড়িয়া যাইত আর বারবার আমি উঠাইয়া হাতে নিতাম। আর আমি অনেককেই ঢাল মাথার নিচে রাখিয়া নিদ্রায় বিভোর থাকিতে দেখিয়াছি।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (রা) বলেন : আমাদের নিকট যুহায়ের (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মিকদাদ (রা) ব্যতীত আর কোন অশ্বরোহী সেনা ছিল না। আমাদের মধ্যে সকলেই তন্দ্রায় বিভোর ছিল। কিন্তু মহানবী (সা) গাছ তলায় নামাযে নিমগ্ন ছিলেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি ভোর করিয়া দিলেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন : যুদ্ধের ময়দানে তন্দ্রা আল্লাহর পক্ষ হইতে স্বস্তি ও প্রশান্তি স্বরূপ। আর সালাতের মধ্যে তন্দ্রা হয় শয়তানের পক্ষে হইতে।

কাতাদা (র) বলেন : তন্দ্রা সৃষ্টি হয় মস্তিস্কে এবং নিদ্রা সৃষ্টি হয় অন্তঃকরণে।

আমি বলিতেছি, উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়ার ব্যাপারটি একটি প্রসিদ্ধ কথা। এই আয়াতটি বদরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ বিধায় ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, বদরের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে তন্দ্রার সঞ্চার হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রকটতা ও কঠোরতার সময় মু'মিনদের মধ্যে তন্দ্রা সঞ্চার হওয়া আল্লাহর মদদপুষ্ট হওয়ারই আলামত। ইহা দ্বারা মনের গ্লানি ও কষ্ট বিদূরিত হইয়া স্বস্তি ও প্রশান্তি সৃষ্টি হয় এবং নতুন উদ্যম ও সাহসিকতার সঞ্চার হয়। ইহা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান ও রহমত বিশেষ। আর তাহাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতও বটে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (নিশ্চয় দুঃখের পর সুখ এবং কষ্টের পর প্রশান্তি।)

এ কারণেই সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধে তাঁহার জন্য নির্মিত হুজরায় আবূ বকরসহ দিন যাপন করিতেন। তাহারা উভয়ই রাত্রিকালে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনারত ছিলেন। ঐদিন মহানবীর তন্দ্রা সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি তন্দ্রা হইতে উঠিয়া মিটিমিটি হাস্যবদনে বলিলেন : হে আবূ বকর! খুশি হও, এই মাত্র জিবরীল উত্তেজিত অবস্থায় আসিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ। (অতিশীঘ্রই শত্রুদল পরাজিত হইয়া পশ্চাৎমুখী হইয়া পলাইতে থাকিবে (৫৪ : ৪৫।")

আলোচ্য وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً আয়াতাংশের মর্ম হইল, আল্লাহ্ পাক বদরের যুদ্ধের দিন মুসলমানদের কল্যাণার্থে আকাশ হইতে বৃষ্টিও বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহা ছিল মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দ্বিতীয় নিয়ামত। আলী ইবন আবূ তালহা ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) যখন বদর প্রান্তরের দিকে চলিলেন, তখন মুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া সর্বপ্রথম তথাকার পানির কূপটি নিজদের দখলে নিয়া এমনভাবে শিবির স্থাপন করিল যে, তাহাদের শিবিরটি মুসলমান বাহিনী ও পানির কূপটির মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। অথচ মুসলিম বাহিনীর সম্মুখে প্রচণ্ড বালুর স্তূপ ছিল। ফলে মুসলিম বাহিনী নিদারুণ অসুবিধার সম্মুখীন হইল। পানির অভাবে তাহারা খুব দুর্বল হইয়া পড়িল। এই মুহূর্তে শয়তান মুসলমানদের মনে এই বলিয়া কুমন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পাইল যে, তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন লোক এবং তোমাদের মধ্যে রাসূলও বর্তমান। অথচ মুশরিকগণ পানি অবরোধ করিয়া তোমাদিগকে চরমভাবে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

এমন কি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়িয়া থাক। এই সময় আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের সাহায্যার্থে আকাশ হইতে প্রবলরূপে বারিধারা বর্ষণ করিলেন। মুসলমানগণ প্রাণ ভরিয়া পানি পান করিল এবং অযূ গোসল করিয়া পবিত্র হইল। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের মনের শয়তানী কুমন্ত্রণাকে অপসারিত করিলেন এবং বালির স্তূপগুলি বৃষ্টির পানির ফলে মাটির সাথে মিশিয়া গেল। ফলে লোকজন ও পশুগুলি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবী ও মু'মিনগণকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়া মদদ করিলেন। জিবরীল পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়া সহযোগিতা প্রদর্শন করিলেন এবং মিকাঈল পাঁচ শত ফেরেশতা নিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন।

আওফী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : কুরায়েশ সম্প্রদায়ের মুশরিকগণ আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার সহায়তার জন্য বাহির হইল এবং মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের জন্য বদরের দিন বদর প্রান্তরে কূপটির নিকট শিবির স্থাপন করিল। মুসলমানগণকে এভাবে পানি হইতে বঞ্চিত রাখার ফলে তাহারা মুসলমানদের বেকায়দায় ফেলিয়া দুর্বল করিয়া রাখিল। সেই দিন মুসলমানগণ ভীষণভাবে পানির তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করিয়াছিল। যাহার ফলে শয়তান তাহাদের মনে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিয়াছিল। এই সময় আল্লাহ পাক আকাশ হইতে এমন মূষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন যে, সমস্ত মাঠ পানির স্রোতে ভাসিয়া গেল। মুসলমানরা তৃপ্তিসহকারে পানি পান করিল এবং পাত্রগুলি ভরিয়া পানি রাখিয়া দিল। পরন্তু নিজদের জীব-জন্তুগুলিকেও পানি পান করাইল এবং নিজেরা গোসল করিয়া পবিত্র হইল। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উহাদিগকে পবিত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে ময়দানে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেননা মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যবর্তী স্থানে বালুর স্তূপ ছিল। আল্লাহর বর্ষণকৃত বৃষ্টির পানির ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া শক্ত হইয়া গেল। ফলে মুসলমানদের অবস্থান আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের জন্য যুদ্ধের কৌশলগত পথ আরও সুগম হইল। কাতাদা এবং সুদ্দী (র) হইতেও এরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব, শা'বী, যুহরী ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন কিছু মূষলধারে বৃষ্টি হইয়াছিল। একথা সর্বজনের কাছেই পরিচিত যে, মহানবী (সা) বদরের দিকে রওয়ানা হইয়া উহার অনতিদূরে একটি পানির কুয়ার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। ইহাকেই ঐ প্রান্তরের পহেলা পানির ঘাঁটি বলা হয়। তখন হুবাব ইব্ন মুনযির অগ্রসর হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই স্থানে কি আল্লাহর নির্দেশমত অবস্থান নিয়াছেন, যেখান হইতে আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া যাইবে না; না লড়াইর উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং শত্রুসেনাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে এখানে অবস্থান নিয়াছেন? মহানবী (সা) উত্তর দিলেন, লড়াইর স্বার্থ এবং উহাদিগকে প্রতারণার উদ্দেশ্যে করিয়াছি। তখন ইব্ন মুনযির বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই স্থানটি আমাদের উপযোগী স্থান নয়; বরং আমার সাথে চলুন। পানির সেই সর্বশেষ ঘাঁটির নিকটে গিয়া আমাদের শিবির স্থাপন করিতে হইবে যাহা শত্রুর অতি নিকটে। আমরা উহাদের পিছনের দিকে নালা খনন করিয়া পানি আটকাইয়া রাখিব এবং হাউজ করিয়া পানি ভরিয়া রাখিব। সুতরাং আমাদেরই আয়ত্তে থাকিবে, উহারা পানি পাইবে না। মহানবী (সা) তাহার কথামত সম্মুখে চলিয়া

অনুরূপই কাজ করিলেন। উমুবী লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হুবাব যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন আসমান হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছিল এবং জিবরীলও মহানবী (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন। উক্ত ফেরেশতা বলিল : হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম দিয়াছেন এবং হুবাব যে পরামর্শ দিয়াছে তাহাই আপনার জন্য যথার্থ পদক্ষেপ বলিয়া তিনি জানাইয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) জিবরীল (আ)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : ইহার সাথে কি তোমার পরিচয় আছে ? তখন জিবরীল উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন সকল ফেরেশতার সাথে আমার পরিচয় নাই। তবে এ ফেরেশতা নিশ্চয় শয়তান নহে।

মাগাযী কিতাবের সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) অতি সুন্দর এক হাদীসই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্ন রূমান উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আল্লাহ পাক আকাশ হইতে প্রবল বারিধারা বর্ষণ করিলেন। যাহার ফলে বালির স্তূপ মাটির সাথে মিশিয়া ভূমি শক্ত হইয়া গেল। মহানবী (সা) এবং তাঁহার অনুচরগণের চলাফেরায় কোন বাধা রহিল না। কুরায়েশদের দিকের ভূমি ছিল নিচু। যাহার দরুন বৃষ্টির পানির তথায় জমা হইয়া মাঠ কর্দমাক্ত হইয়া গেল এবং তাহাদের চলাফেরায় দারুন অসুবিধার সৃষ্টি হইল। এমন কি তাহারা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়াও চলিতে সক্ষম হইল না।

মুজাহিদ (র) বলেন : আল্লাহ পাক তন্দ্রা সঞ্চার করিবার আগেই আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণ করিলেন। ফলে ধূলা বালি নিবারণ হইল এবং মাটি শক্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ ইহাতে খুব খুশী হইল এবং ময়দানে তাহাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা আরও দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট হারূন ইব্ন ইসহাক (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন : ভোরবেলাই লড়াই শুরু হইবে কিন্তু আল্লাহ পাক রাত্রিকালে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। আমরা বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গাছতলায় গিয়া আশ্রয় নিলাম। মহানবী (সা) সারা রাত্র সজাগ থাকিয়া মানুষকে লড়াইর জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন।

আলোচ্য لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ আয়াতাংশের মর্ম হইল বৃষ্টির পানি দ্বারা ছোট বড় সকল বাহ্যিক অপবিত্রতা হইতে সকলকে পবিত্র করা। আর وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ আয়াতাংশ দ্বারা শয়তানের কুমন্ত্রণা ও দাগাবাজীকে সাহাবীগণের মন হইতে অপসারণ করিয়া তাহাদিগকে বাতেনীভাবে পবিত্র করার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বেহেশতীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন :

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ .

("পরিধানের জন্য তাহারা রেশমের সবুজ পোশাক লাভ করিবে এবং স্বর্ণ রৌপ্যের অলংকার থাকিবে। (৭৬ : ২১)। এই আয়াতে আল্লাহ পাক উহাদের বাহ্যিক সাজ-সজ্জার কথা বলিয়াছেন। পরবর্তী وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ("উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে পবিত্র শরবত ও পানীয় পান করাইবেন।) আয়াতাংশ দ্বারা উহাদিগকে হিংসা বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা

ইত্যাদি হইতে বাতেনীভাবে পবিত্র করিবেন বলিয়া বুঝাইয়াছেন 'এবং ইহা হইল তাহাদের বাতেনী সাজ-সজ্জা।

আলোচ্য وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ আয়াতাংশ দ্বারা শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য্য অবলম্বন ও দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত থাকার দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে মনের সাহসিকতা এবং وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ দ্বারা বাহ্যিক সাহসিকতার কথা বুঝান হইয়াছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্ পাক এখানে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার গোপন সাহায্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন যেন তাহারা এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে। আল্লাহর অবতীর্ণ ফেরেশতাদের নিকট তিনি তাঁহার দীন, নবী (সা) ও মুসলিম বাহিনীকে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুকাবিলায় সর্ববিধ সাহায্য করার প্রত্যাদেশ পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য হইল মুসলিম বাহিনীকে ময়দানে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাঁহার দীন ও নবী (সা)-কে বাতিল দীনসমূহের উপর বিজয়ী করা।

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন ইসহাক (রা) বলিয়াছেন : ফেরেশতাগণ শক্তি সামর্থ্য যোগাইয়া ছিলেন। অন্যরা মুসলমানদের ফেরেশতাগণকে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া লড়াই করার প্রত্যাদেশ করিয়াছেন। কতক লোকে বলিয়াছেন : মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের জন্য ফেরেশতা অবতীর্ণ হন।

এ কথাও বলা হয় যে, একজন ফেরেশতা মহানবী (সা)-এর একজন অনুচর মুজাহিদের নিকট আসিয়া বলিল : আমি কাফিরদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুসলমানগণ আমাদের আক্রমণ করিলে আমরা দৃঢ় থাকিবে পারিব না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িব। এই কথা মুসলমান মুজাহিদগণ পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করিলে সমস্ত বাহিনীর মধ্যে কথা ছড়াইয়া পড়িল। ফলে মুসলমানরা নিজদিগকে শক্তিশালী ভাবিতে লাগিল। উপরোক্ত আয়াতাংশে এই কথার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) হইলেন ইহার বর্ণনাকারী।

আলোচ্য سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে লড়াইয়ের ময়দানে সুপ্রতিষ্ঠিত শত্রুর উপর তাঁহার বিজয়ী রাসূলকে অবিশ্বাসকারী এবং তাঁহার দীনের বিরোধিতাকারীদের মনে ভীতি জাগাইয়া দিয়া তাহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবেন। ফলে উহারা লড়াইয়ের ময়দানে দুর্বল ও কাবু হইয়া পরাজয়বরণ করিয়া লাঞ্ছিত হইবে।

আলোচ্য فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল উহাদিগকে সর্বোতোভাবে আঘাত কর এবং উহাদিগকে হত্যা কর। পরন্তু উহাদের গর্দানে ও সর্বাংগে আঘাত করিয়া উহাদের হত্যা কর।

فَوْقَ الْاَعْنَاقِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কতকের মতে ইহার অর্থ ইহল ঘাড়ের উপর আঘাত করা। যাহহাক, আতীয়া ও আওফী (র) এই মতবাদের প্রবক্তা। আল্লাহ পাকের নিম্নিলিখিত আয়াতটি এই অর্থের উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ মু'মিনগণকে নির্দেশ দিতেছেন :

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ .

("কাফিরদিগের সাথে যখন তোমরা লড়াই কর, তখন তাহাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর। আর তোমরা উহাদিগকে পরাজিত করার পর উহাদিগকে জিঞ্জির দ্বারা বন্দী কর (৪৭ : ৪)। মাসউদী হইতে কাসিমের সূত্রে ওয়াকী (র) বলিয়াছেন, মহানবী (সা) বলেন : "আমি মানুষকে আল্লাহর শাস্তির মধ্যে নিপতিত করার জন্য প্রেরিত হই নাই। বরং আমি ঘাড়ের উপর আঘাত হানিতে এবং জিঞ্জির দ্বারা বন্দী করিতে প্রেরিত হইয়াছি।" ইব্ন জারীর এই মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা ঘাড়ের উপর আঘাত হানা এবং মাথার খুলি উড়াইয়া দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

আমার (গ্রন্থকার) বক্তব্য : উমুবী (র) লিখিত মাগাযী কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন নিহত লাশের মধ্য দিয়া চলার সময় বলিলেন : ইহাদের মাথার খুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে। তখন আবূ বকর (রা) ঐ কথার সাথে আরও কথা মিলাইয়া নিম্নলিখিত কবিতাংশটি রচনা করিলেন :

يفلق هاما من رجال اعزة علينا * وَهُمْ كانوا اعق واظلمه

অর্থাৎ যে সব লোক আমাদের উপর গৌরব করিত তাহাদের মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছে। উহারা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিল।

এখানে মহানবী (সা) কবিতাংশের মাত্র সূচনা করিয়া দিয়াছেন। পূর্ণ মাত্রায় রচনা করেন নাই। বাকী অংশ পূরণ করিয়াছেন আবূ বকর সিদ্দিকী (রা)। কেননা মহানবী (সা)-এর দ্বারা কবিতা রচনা হওয়া তাহার মর্যাদার পরিপন্থি। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ (আমি আপনাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই। ইহা আপনার জন্য সমীচীন নহে (৩৬ : ৬৯।)

রবী' ইব্ন আনাস (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে ফেরেশতাদের হাতে নিহত লোকদিগকে মানুষ চিনিতে পারিত। কেননা উহাদিগের ঘাড়ের উপর এবং জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হানা হইয়াছিল। উহাদের দেহে এমন ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, মনে হয় যেন উহা আগুনে পোড়া ক্ষত।

আলোচ্য وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াতাংশের অর্থ প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেন : তোমরা তোমাদের শত্রুগণের হাতপায়ের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায় আঘাত হান। এখানে بَنَانٍ শব্দটি بَنَانَةٌ শব্দেরই বহুবচনরূপে ব্যবহার হইয়াছে। যেমন কোন কবি তাহার নিম্নলিখিত কবিতাংশে ব্যবহার করিয়াছেন :

الا ليتنى قطعت منى بنانة * ولا قيته فى البيت يقظان حاذرا

(আহ! আমার জোড়াগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। আমি ঘরের মধ্যে বিনিদ্র ও ভীরু অবস্থায় উহার পাশে সাক্ষাৎ করিয়াছি।)

আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) এর উদ্ধৃতি দিয়া وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের সর্বদিকের জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জারীর ও যাহহাক (র) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : সর্বদিকের জোড়া দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি গিরা ও জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

পরে এক বর্ণনায় পাওয়া যায় : ইকরামা, আতীয়া, আওফী ও যাহ্হাক (রা) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা দেহের প্রত্যেকটি জোড়ার কথা বুঝান হইয়াছে।

আলোচ্য وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আয়াত প্রসঙ্গে আওযাঈ (র) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল হে ফেরেশতাগণ! উহাদের মুখমণ্ডল ও চক্ষুর উপর আঘাত হান এবং উহাদের প্রতি আগুনের শেল নিক্ষেপ কর। উহাদিগকে বন্দী করার পর উহাদের প্রতি এইসব অত্যাচার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আওফী (র) বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) বদরের যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ দিয়া পরিশেষে বলিলেন : আবূ জাহেল ময়দানে এই ঘোষণা দিয়াছিল যে, তোমরা মুসলমানদিগকে হত্যা করিবে না। বরং উহাদিগকে বন্দী করিয়া আনিবে এবং কাহারা কাহারা তোমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া উহার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়াছে এবং তোমাদের প্রতিমা লাত ও উযযার প্রতি খারাপ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা চিনিয়া রাখিবে। ইচ্ছামত শাস্তি দিয়া এহেন আচরণের প্রতিশোধ নিতে পারিবে। তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণের নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন :

اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ .

বস্তুত আবূ জাহেল এই যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ছিল ৬৯ নম্বরের নিহত ব্যক্তি। উকবা ইব্ন আবূ মুআইতকে ধরার পর তাহাকে হত্যা করিয়া নিহতের সংখ্যা সত্তর পূরণ করা হইল। এই কারণেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ অর্থাৎ উহারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধী ভূমিকায় ছিল এবং এই বিরোধিতার পথেই সর্বদা চলিত। উহারা ঈমান শরীআত এবং রাসূলের আনুগত্য সব কিছু পরিহার করিয়াই এই বিরোধিতার ভূমিকায় নামিয়াছে। যাহার ফলে উহাদের প্রতি এই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। شق শব্দটি شق العَصَا হইতে নির্গত। অর্থাৎ লাঠিটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

আলোচ্য وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আয়াতাংশের মর্ম হইল : যাহারা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়, তাহাদের একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ বিরোধীদের উপর সর্বদাই পরাক্রমশালী ও বিজয়ী থাকেন। কোন বস্তুই তাঁহার লক্ষচ্যুত করার ক্ষমতা কাহারও নাই। তিনি মহা পরাক্রমশালী এক ও অদ্বিতীয় প্রতিপালক। তিনি তাঁহার বিরোধীদের বেলায় কঠোর শাস্তি দেন। অতএব তাঁহার বিরোধিতা পরিহার করিয়াই চলা উচিত।

আলোচ্য ذَالِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ কাফিরগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন : এই শাস্তিকে তোমরা ভোগ কর এবং ইহার স্বাদ উপভোগ কর। এই পার্থিব জগতে কেমন তোমরা লাঞ্ছনা ও শাস্তি ভোগ করিতেছ। তেমনি তোমরা স্বরণ রাখ যে, পরকালে কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন মর্মান্তিক আগুনের শাস্তি।

(١٥) يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ○

(١٦) وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ، وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৫. ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না;

১৬. যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন কিংবা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে আল্লাহর গযবে নিপতিত হইবে এবং তাহার স্থান হইবে জাহান্নাম, আর উহা কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক শত্রুর মুখোমুখী লড়াইর ময়দান হইতে পশ্চাদপদ হওয়া বা পিছনে পালাইয়া যাওয়ার অপরাধের জন্য দোযখের শাস্তি ভোগের ঘোষণা দিয়া বলিতেছেন : হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কফির বাহিনীর সাথে মুখোমুখী হও অর্থাৎ তাহাদের অতি নিকটবর্তী হও তখন পশ্চাৎপদ হইও না এবং স্বীয় সাথীগণকে ফেলিয়া পালাইও না । যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন বা স্বীয় দলে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত যাহারা দল ছাড়িয়া ময়দান হইতে পালাইয়া যাইবে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। তবে যখন তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া শত্রুকে ধোঁকা দিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিবে যে, আমরা ভীত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছি। সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পিছনে ধাওয়া করিয়া আসিলে সুযোগ মত কাবুতে ফেলিয়া তাহাদের উপর বীর বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পাড়িবে এবং উহাদিগকে হত্যা করিবে। এইরূপ করায় কোন দোষ নাই। এইরূপ করার প্রমাণে সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং সুদ্দী (র) হইতে হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। যাহহাক (র) বলিয়াছেন যে, শত্রু বাহিনীকে দেখাইবার ও ধোঁকায় ফেলিবার জন্য সাথিগণকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা এবং অতঃপর কাবুতে ফেলিয়া কুপোকাত করার কৌশল অবলম্বনে কোন দোষ নাই। আর উপরোক্ত مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল অন্য কোন মুসলিম উপদলকে সহায়তা করা বা তাহাদিগের হইতে সহায়তা গ্রহণের নিমিত্ত পশ্চাৎপদ হওয়া বা ময়দান হইতে পালাইয়া আসায় কোন দোষ নাই বরং এরূপ করা কাহারও পক্ষে বৈধ ও উত্তম কাজ। যদি কেহ কোন উপদলের (সারীয়ার) সাথে থাকে, তবে দলীয় প্রধানের নিকট বা সর্বময় আমীরের নিকট আসা হইলেও তাহা এই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট হাসান (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উমর বলেন : আমি মহানবী (সা) কর্তৃক গঠিত একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর

অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার পর বাহিনীর সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। আমিও সেই ভীতুদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম, এখন আমরা কি করিব ? আমরাও তো শত্রুর মুখোমুখী হইয়া শত্রু হইতে পালাইয়া আসিতেছি এবং আল্লাহর গযবের মধ্যে নিপতিত হইতেছি। অতঃপর আমরা স্থির করিলাম যে, আমরা সরাসরি মদীনায় যদি চলিয়া যাই এবং সেখানে রাত্রি যাপন করার পর মহানবী (সা)-এর নিকট আমরা উপস্থিত হই, আর তিনি যদি আমাদের তওবা কবুল করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে তো ভাল কথা। নতুবা আমরা এদেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। সুতরাং আমরা জুহরের নামাযের পূর্বেই মদীনায় উপস্থিত হইলাম। মহানবী (সা) হুজরা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন : তোমরা কাহারা ? আমরা উত্তর দিলাম : আমরা যুদ্ধ হইতে পলাতক দল। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : না তোমরা পলাতক নও। বরং তোমরা স্বীয় কেন্দ্রে উপনীত দল। আমি তোমাদের এবং মুসলমানদের দলের মিলন কেন্দ্র। আমরা ইহা শুনিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মহানবী (সা)-এর হস্ত মুবারক চুম্বন করিলাম।

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) এইরূপভাবেই এই হাদীসকে ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) বর্ণিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন যে, এই হাদীসটি "হাসান" হাদীস। এই বিষয় ইবন আবূ যিয়াদ (র) বর্ণিত হাদীস ব্যতীত আর কোন সূত্রে ইহার সাথে আমি পরিচিত নই।

ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র)ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসের পরিশেষে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন : "অতঃপর মহানবী (সা) اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ আয়াত পাঠ করিলেন।" হাদীস বিশারদগণ এই হাদীসে বর্ণিত الْعَكَّارُوْنَ শব্দের অর্থ বলিয়াছেন العطافون অর্থাৎ কেন্দ্রের প্রতি আশ্রয়প্রার্থী। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)ও আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে এইরূপ এক বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উবায়দা (রা) ইরানের মাটিতে অগ্নিপূজকদের বিরাট বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি পুলের উপর যখন শহীদ হইলেন, তখন উমর (রা) সংবাদ পাইয়া বলিলেন, সে যদি আমার নিকট আশ্রয়ের জন্য চলিয়া আসিত, তবে আমি তাহার আশ্রয় কেন্দ্র হইতাম। মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র)ও উমর (রা) হইতে এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

উমর (রা) হইতে আবূ উসমান নাহদী (র) বর্ণিত আসারে বলা হইয়াছে যে, আবূ উবায়দা (রা)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন : হে লোকেরা ! আমি তোমাদের আশ্রয়কেন্দ্র ও মিলন সেতু। মুজাহিদ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন : আমি প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র বা মিলন সেতু।

আবদুল মালিক ইবন উমায়ের (র) বলেন : উমর (রা) বলিয়াছেন : হে লোক সকল! আল – কুরআনের এই আয়াত (উপরোল্লেখিত) দ্বারা তোমরা বিভ্রান্ত হইও না। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন (ঐ যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়াই) অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র ও মিলন সেতু।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নাফি' (র) বলেন : আমি ইব্ন উমর (রা) এর নিকট প্রশ্ন করিলাম যে, ধরুন,

আমরা এমন এক দল যে, শত্রুর মুখোমুখি হইলে আমরা দৃঢ়-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি না। আমাদের পশ্চাৎপদ হইতে হয় এবং আমাদের ইমামের বা আমাদের বাহিনীর আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কেও আমরা জ্ঞাত নহি। এহেন মুহূর্তে আমরা কি করিতে পারি ? তিনি উত্তর করিলেন : আশ্রয় কেন্দ্র হইল মহানবী (সা)। আমি আবার বলিলাম : আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا الْآيَةَ (উপরোক্ত আয়াত) ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপায় কি ? তিনি উত্তর করিলেন : এই আয়াত শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা যেমন এই যুদ্ধের পূর্বের জন্য নয়, তেমনি পরবর্তীকালের যুদ্ধসমূহের বেলায়ও প্রয়োজ্য নহে।

যাহ্হাক أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা নবী (সা)-এর নিকট বা তাঁহার সাথীগণের নিকট আশ্রয় গ্রহণের কথা বুঝান হইয়াছে। এমননিভাবে কোন লোক যুদ্ধের দিন ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলপতির নিকট বা সঙ্গীসাথীগণের নিকট আসিবার কথাও বুঝান হইয়াছে।

লড়াইয়ের ময়দান হইতে উল্লেখিত এই সব কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোন কারণে বা উদ্দেশ্যে পশ্চাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ্। কেননা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্ব-স্ব কিতাবে আবু হুরায়রা (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ পরিহার করিয়া চল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি কি ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : উহা হইল, আল্লাহর সহিত অংশীদার করা, যাদু করা, ন্যায়ানুগ পন্থা ব্যতীত আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত জীবনকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, পিতৃহীন ইয়াতীমের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করা, লড়াইয়ের দিন শত্রুর মুখোমুখী হইয়া পশ্চাৎপদ হওয়া বা পলায়ন করা এবং বিবাহিতা পবিত্রা মু'মিনাদের নামে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ চাপাইয়া দেওয়া। আরও বিভিন্ন সূত্রে এই বিষয়ের উপর প্রামাণ্য হাদীস রহিয়াছে।

এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (তবে উহারা আল্লাহর গযবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, আর পরকালে উহাদের ঠিকানা হইল জাহান্নাম, উহাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান খুবই নিকৃষ্ট।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট যাকারিয়া ইব্ন আদী (র) ... বশীর ইব্ন মা'বাদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা) এর নিকট এই শর্তে বায়আত করার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলাম যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁহার প্রেরিত রাসূল—এই কথার সাক্ষ্য দিব, নামায প্রতিষ্ঠা করিব, যাকাত আদায় করিব, ইসলামের হজ্জব্রত পালন করিব, রমযান মাসে রোযা রাখিব ও আল্লাহর পথে জিহাদ করিব। অতএব আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল। ইহার মধ্যে দুইটি বিষয় এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহা পালন করিতে অক্ষম। প্রথমটি হইল জিহাদ, কেননা জিহাদ করিতে গিয়া ময়দান হইতে পশ্চাৎপদ হইলে আল্লাহর গযবে নিপতিত হইতে হয়। সুতরাং আমি এই বিষয় ভীত যে, আমি জিহাদের জন্য উপস্থিত হইলে মৃত্যুর ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। আর ময়দান হইতে আল্লাহ্র গযব নিয়া পালাইয়া আসিব। দ্বিতীয়টি হইল যাকাত বা সাদকা আদায় করা। আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া

বলিতেছি, গনীমতরূপে প্রাপ্ত সম্পদ ব্যতীত আমার আর কোন সম্পদ নাই। আমার দশটি দুগ্ধবতী উট রহিয়াছে। উহার দুগ্ধ আমি পান করি এবং উহা ভার বহনের কাজে ব্যবহার করি। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা) আমার হাত ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন : যদি তুমি জিহাদই না কর এবং সাদকাই না দাও, তবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিরূপে ? অতঃপর আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! এখন আমাকে শপথ করান, আমি উহার প্রত্যেকটি বিষয়ই আপনার হাতে শপথ নিব। এই হাদীসটি উল্লেখিত সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল । সুনানের কোন কিতাবেই এই সনদে এই হাদীস সংকলিত হয় নাই।

হাফিজ আবুল কাসিম তিবরানী (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হামযা (র) ... সওবান (রা) হইতে 'মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তুর বর্তমানে আমল আদৌ ফলপ্রাপ্ত হয় না। উহার প্রথমটি হইল আল্লাহর সাথে অংশীদার করা, দ্বিতীয়টি হইল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তৃতীয়টি যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করা। এই হাদীসটিও 'গবীর' হাদীস।

ইমাম তিবরানী (র) আরও বলেন : আব্বাস ইব্‌ন মুফাযযাল আসফাতী (র) ... মহানবী (সা)-এর ভৃত্য বিলাল ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বিলাল (রা) বলেন, আমার পিতা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ هُوَ وَاَتُوْبُ اِلَيْـهِ (আমি সেই মহান প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং তাঁহার নিকট তওবা করিতেছি) এই দু'আ পাঠ করে, তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, যদিও সে লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) অনুরূপভাবে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বুখারী (র) সূত্রে মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—এই সনদ ব্যতীত এই হাদীসের দ্বিতীয় কোন সনদ আমার জানা নাই।

আমি বলি মহানবী (সা)-এর ভৃত্য যায়েদ বর্ণিত সনদ ব্যতীত আর কোন সনদে উক্ত হাদীস জানা যায় নাই।

কতক লোকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের জন্য লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিল। কেননা তাহাদের প্রতি জিহাদ করা ছিল ফরযে আইন। অন্য একদলের অভিমত হইল, মহানবী (সা)-এর আনসার সাহাবীদের জন্য বিশেষভাবে জিহাদ ফরয ছিল এবং লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম ছিল। কেননা তাহারা মহানবী (সা)-এর বিপদে-আপদে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় তাঁহার আনুগত্য করা এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল। অপর এক দলের মতে আলোচ্য আয়াত বিশেষভাবে বদরের যোদ্ধাগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এই অভিমতই উমর, ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ, আবূ নাযরাহ, নাফি', ইব্‌ন উমরের ভৃত্য, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, হাসান বসরী, ইকরামা, কাতাদা ও যাহহাক (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের অভিমতের সমর্থনে এ দলীল পেশ করিয়া থাকেন যে, তৎকালে মুসলমানদের এমন কোন নিয়মিত শক্তিশালী বাহিনী ছিল না, যাহার কাছে আশ্রয় নেওয়া যায়। সাহাবীগণের জামাআত দ্বারাই সেনাবাহিনীর কাজ সমাধা করা হইত। যেমন

মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হে প্রভু! তুমি যদি সাহাবীগণের এই ক্ষুদ্র জামাআতটিকে ধ্বংস কর, তবে এই ভূপৃষ্টে তোমার ইবাদত করার আর কেহই থাকিবে না।

একারণেই‘وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ’ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন মুবারক (র) মুবারক ইব্ন ফুজালা সূত্রে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের লড়াইয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। বর্তমান যুগে যদি লড়াইয়ের ময়দান হইতে পালাইয়া স্বীয় দলের নিকট বা বাঞ্ছিত শহরে আশ্রয়প্রার্থী হয় তাহাতে কোনই দোষ নাই।

ইব্ন মুবারক (র) ইব্ন লাহীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের লড়াই হইতে কোন লোক পালাইলে আল্লাহ তাহার জন্য দোযখের আগুন অনিবার্য করিয়াছিলেন। সুতরাং এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে । অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ... ... عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ .

(যাহারা দুই বাহিনীর মধ্যে দুর্ধর্ষ লড়াই হওয়ার প্রাক্কালে পশ্চাৎপদ হইবে ... আল্লাহ্ তাহদিগকে ক্ষমা করিবেন (৩ : ১৫৫)। ইহার সাত বৎসর পর হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন :

ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ... ... ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ .

(অতঃপর তোমরা যদি পশ্চাৎপদ হইয়াও ময়দান হইতে পলায়ন করিলে ... তবে ইহার পর যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন (৯ : ২৫-২৭।)

সুনানে আবূ দাউদ, নাসাঈ, মুস্তাদরাকে হাকিম, তাফসীরে ইবন জারীর ও ইবন মারদুবিয়াতে দাউদ ইবন হিন্দ সূত্রে আবূ নাযারা এর মাধ্যমে আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ সাঈদ‘وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ’ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : এই আয়াত বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াত বা এই ধরণের কোন আয়াতেই বদরের যোদ্ধাগণ ব্যতীত অন্যান্য লোকের বেলায় যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করা হারাম হওয়াকে নিষিদ্ধ করে না। অর্থাৎ সব আয়াতই যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করাকে হারাম করে। যদিও আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন উপরে উল্লেখিত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, লড়াইয়ের ময়দান হইতে পলায়ন করা ধংসাত্মক সাতটি কাজের অন্তর্ভুক্ত। জুমহুর উলামায় কেরামের অভিমত ইহাই। আল্লাহই ভাল জানেন।

(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ
رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○
(١٨) ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৭. তাহাদিগকে তোমরা হত্যা কর নাই, বরং আল্লাহই তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। আর তুমি যখন নিক্ষেপ করিয়াছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করিয়াছেন। ইহা মুসলমানগণকে উত্তম পুরস্কার দেওয়ার জন্য করা হয়াছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৮. এই ভাবে তা'আলা কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া থাকেন।

তাফসীর : মানুষের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তাহাদের হইতে প্রকাশিত সমুদয় ভাল কাজেরই প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য। কেননা এই কাজ করার তাওফীক ও ক্ষমতা আল্লাহ্ পাকই তাহাদিগকে দান করিয়াছেন এবং উহা হওয়ার জন্য যাবতীয় উপায় উপাদান দ্বারা তিনিই সহায়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে এই কথার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ পাক বলেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ তোমরা উহাদিগকে হত্যা কর নাই বরং আল্লাহই হত্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং তোমাদের শত্রুর সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তাহাদিগকে হত্যা করার ক্ষমতা ও শক্তি সামর্থ্য তোমাদের ছিল না। বরং তিনিই তোমাদের হাতে উহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন এবং উহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ .

(আল্লাহ পাক তোমাদিগকে বদরের যুদ্ধে মদদ করিয়াছেন। অথচ তোমরা ছিলে অনেক দুর্বল। (৩ : ১২৩)

তিনি অন্যত্র বলেন :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা অধিকাংশ স্থানে তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। হুনায়েনের যুদ্ধে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে অহংকারী ও সদর্প বানাইয়া ছিল। কিন্তু এই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে আসে নাই। যমীন বিরাটকায় প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আর তোমরা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতেছিলে (৯ : ২৫)।

আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, মদদ ও সাফল্য সংখ্যাধিক্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং মদদ এবং সাফল্য আল্লাহর তরফ হইতেই আসিয়া থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন :

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ .

অর্থাৎ ক্ষুদ্রদলই বিরাটকায় দলের উপর আল্লাহর নির্দেশে বিজয় লাভ করে। আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সহিত রহিয়াছেন (২ : ২৪৯)।

অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁহার নবীকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তুমি বদরের যুদ্ধের দিন লড়াইয়ের ময়দানের বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া আল্লাহর দরবারে আকুল আবেদন নিবেদন ও প্রার্থনা করার পর এক মুষ্টি মাটি বদের মুখমণ্ডল شَاهَتِ الْوَجُوْهُ বলিয়া নিক্ষেপ

করিয়াছিলে। অতঃপর স্বীয় সঙ্গী যোদ্ধাগণকে উহাদিগকে আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে। সুতরাং আল্লাহ্ পাক এই এক মুষ্টি ধূলামাটি মুশরিকদের সকলের চক্ষে পৌঁছাইয়া ছিলেন। উহাদের মধ্যে কেহই বাদ ছিল না। যে যে অবস্থায় ছিল, এই ধূলামাটি চক্ষে যাওয়ার পর সে সেই কাজ হইতে বিরত রহিয়াছিল। এই জন্যই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন : وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ যখন তুমি ধূলামাটি নিক্ষেপ করিলে উহা তুমি নিক্ষেপ কর নাই, বরং আমি নিক্ষেপ করিয়াছি। অর্থাৎ উহাদের চক্ষে পৌঁছাইয়াছি আমিই এবং ভূলুণ্ঠিতও করিয়াছি আমি, তুমি নহ।

আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন : হে প্রভু! তুমি যদি এই অতিকায় ক্ষুদ্রদলটিকে এই যুদ্ধে ধ্বংস কর, তবে এই জগতে তোমার ইবাদত করার আর কোন লোক থাকিবে না। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন : তুমি এক মুষ্টি ধূলা মাটি লও এবং উহা কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ কর। সুতরাং মহানবী (সা) এক মুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা কাফিরদিগের মুখমণ্ডলের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক ছিল না যাহার নাকে, চক্ষে ও মুখমণ্ডলে উহা যায় নাই। অতঃপর উহারা পশ্চাৎমুখী হইয়া পালাইতে থাকিল।

সুদ্দী (র) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : হয়ত আল্লাহ পাক বদরের মুসলিম যোদ্ধাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাই আমাকে এক মুষ্টি মাঠি দান করিলেন। আর এই এক মুষ্টি মাটি সকলকে কুপোকাত করিয়া ফেলিল। ইহা উহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করা হইল। মুশরিকদের মধ্যে এমন কোন লোক বাদ ছিল না যাহার নাকে মুখে ও চক্ষে এই ধূলাবালি প্রবেশ করে নাই। অতঃপর উহারা পালাইতে শুরু করিলে মুসলিম যোদ্ধাগণ উহাদিগকে ধাওয়া করিয়া হত্যা করিতে এবং বন্দী করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى .

আবূ মা'শার মাদানী (র) বলেন : মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) উভয় বলিয়াছেন যে, মুশরিকগণ বদরের যুদ্ধে পরস্পর নিকটবর্তী হইলে মহানবী (সা) এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহাদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলেন এবং وَشَاهَتِ الْوُجُوْهُ পাঠ করিলেন। এই ধূলা মাটি সকল মুশরিকের চক্ষেই প্রবেশ করিল। এই মুহূর্তে মুসলমানগণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উহাদিগকে হত্যা ও বন্দী করিতে লাগিল। মহানবী (সা)-এর ধূলা-মাটি নিক্ষেপের মধ্যেই উহাদের পরাজয় নিহিত ছিল। তখন আল্লাহ পাক এই আয়াতটি নাযিল করিলেন :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى .

আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন অবতীর্ণ হইয়াছে। ঐ দিন মহানবী (সা) তিন মুষ্টি ধূলা-মাটি হাতে নিয়া এক মুষ্টি ডান দিকের শত্রু বাহিনীর উপর দ্বিতীয় মুষ্টি বাম দিকের শত্রুর

উপর এবং তৃতীয় মুষ্টি সম্মুখের শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন এবং وَشَاهَتِ الْوَجُوْهُ পাঠ করিয়া ছিলেন। সুতরাং শত্রুবাহিনীর পরাজয় হইল।

এই ঘটনাটি উরওয়াহ, মুজাহিদ, ইকরামা, কাতাদা (র)সহ অনেক ইমামগণ হইতেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াত বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা)-এর ধূলা নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিষয়েই অবতীর্ণ হইয়াছে। যদিও মহানবী (সা) হুনায়েনের যুদ্ধের দিনও এইরূপ কাফিরদের প্রতি ধূলা মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইব্ন মানসূর (র) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বলেন : আমরা বদরের যুদ্ধের দিন আকাশ হইতে একটি শব্দ নিপতিত হইতে শুনিয়াছি। মনে হল যেন মাথায় ধূলিবালি পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায়। মহানবী (সা)-এর এই এক মুষ্টি ধূলাবালি নিক্ষেপ মাত্রই আমরা পরাজিত হইয়া গেলাম। এই সনদটি 'গরীব' সনদ। এখানে আরও অন্য দুইটি হাদীসের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাও সনদের দিক দিয়া গরীব ও দুর্বল। উহার প্রথমটি হইল এই :

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন আউফ তাঈ (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) হুনায়েনের যুদ্ধের দিন একটি ধনুক চাহিলে তাহার নিকট একটি লম্বা আকৃতির ধনুক উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি ইহা ছাড়া আরও একটি ধনুক আনিবার কথা বলিলে তাহার নিকট গোলাকার বিরাট একটি ধনুক উপস্থিত করা হইল। মহানবী (সা) উক্ত ধনুক দ্বারা একটি তীর দুর্গের উপর নিক্ষেপ করিলে তীরটি দুর্গের সর্দার ইবন আবুল হুকাইককে শায়িত অবস্থায় আঘাত করিয়া নিহত করিল। তখন আল্লাহ পাক وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى আয়াত নাযিল করিলেন।

হাদীসটি গরীব হইলেও উহার সনদটি আবদুর রহমান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নুফায়ের দ্বারা বর্ণিত হওয়ার দরুন উত্তম সনদ। হয়ত তাহার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে অথবা তিনি আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। নতুবা সূরা আনফালে পূর্বকার আয়াতসমূহ বদরের ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত হওয়ায় আয়াতও বদরের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। ইহাই সকল ইমাম ও ব্যাখ্যাকারগণের নিকটই সুস্পষ্ট কথা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় হাদীসটি হইল এই : ইব্ন জারীর (র) তাহার তাফসীরে এবং হাকিম তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব ও যুহরী (র) উভয় হইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা উভয় বলিয়াছেন : এই আয়াত উহুদের যুদ্ধের দিন উবায় ইব্ন খালফের প্রতি মহানবী (সা)-এর তীর নিক্ষেপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। উবায় ইব্ন খালফ লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। তীরটি তাহার গ্রীবাদেশে আঘাত হানিয়াছিল এবং সে ঘোড়া হইতে বার বার পড়িয়া যাইতেছিল। কয়েকদিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। এই জগতে যেমন সে ভীষণ কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করিয়াছে তেমনি পরকালেও কঠিনতম শাস্তি ভোগ করিবে।

এই হাদীস দুইটি দুইজন ইমাম হইতে বর্ণিত হইলেও ইহা 'গরীব' ও দুর্বল। হয়ত তাহারা এই আয়াতকে সাধারণ ভাবিয়া সকল ঘটনাকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের (র) উরওয়াহ ইবন যুবায়ের (র) হইতে لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً حَسَنًا আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিম বাহিনী সংখ্যায় স্বল্প হওয়া এবং শত্রু বাহিনী সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদিগকে তাহাদের মুকাবিলায় নানাবিধ সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিয়াছেন। সুতরাং মুসলমানগণ এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাহারা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে এবং আল্লাহর হক আদায় করিবে। ইব্ন জারীর আলোচ্য আয়াতাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে كل بلاء حسنا بلانا অর্থাৎ প্রত্যেকটি পরীক্ষাই আমাদের জন্য উত্তম প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছে তাহা তিনি সম্যক শুনিয়াছেন এবং মদদ ও বিজয়ের অধিকারী কাহারা হইতে পারে তাহাও তিনি পূর্ণরূপে ওয়াকীফহাল।

আলোচ্য ذَالِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِيْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল : আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে মদদ ও বিজয় ব্যতীত অন্য একটি সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক কাফিরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রকে বর্তমানে যেমন দুর্বল ও নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন, তেমনি ভবিষ্যতেও তাহাদের সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া উহাদিগকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও নিপাত করিবেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার নিকটই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

(১৯) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ۚ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۟

১৯. তোমরা জয় চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাদের নিকট আসিয়াছে। তোমরা যদি বিরত হও, তবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনরায় কর তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দিব। তোমরা সংখ্যায় যদি অধিকও হয় এবং দলে ভারী হও, তবুও তাহা দ্বারা তোমাদের কোন কাজ হইবে না। আল্লাহ্ মু'মিনগণের সাথেই রহিয়াছেন।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তোমরা প্রার্থনা করিতেছ এবং তোমাদের শত্রু মুসলমানদের আর তোমাদের মধ্যে একটি সমাধান ও মীমাংসা প্রার্থনা করিতেছ। সুতরাং তোমরা যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই হইল।

যেমন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সহ অনেকেই যুহরী (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন সা'লাবা ইব্ন সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জাহেল বদরের যুদ্ধের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছেন যে, হে আমাদের প্রভু! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অদ্ভূত কথাবার্তা শুনাইতেছে আগামীকাল্য তাহাদিগকে

পর্যুদস্ত ও অপমানিত কর। ইহাই ছিল কাফিরদের সাহায্য ও জয়ের প্রার্থনা। সুতরাং এই সময় আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'লাবা হইতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল মুখোমুখী হইলে আবূ জাহেল এই বলিয়া প্রার্থনা করিল : হে আল্লাহ! যাহারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকে অজানা কথা শুনাইতেছে, তাহাদিগকে আগামীকাল পর্যুদস্ত করিয়া আমাদিগকে বিজয়ী কর। অতএব উপরোক্ত আয়াতে ইহাকেই বিজয় প্রার্থনা বলা হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র)ও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই হাদীসকেই সালিহ্ ইব্‌ন কায়সান সহ যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে ইমাম হাকিম (র)ও মুস্তাদরাক কিতাবে এই হাদীসকে যুহরী (র) সূত্রে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ। মুজাহিদ (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা), যাহহাক, কাতাদা ও ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন : মুশরিক বাহিনী মক্কা হইতে বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইবার সময় কা'বা ঘরের গিলাফ ধরিয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল যে, হে প্রভু! দুই দলের মধ্যে সেই দলকে সাহায্য কর যে দল তোমরা নিকট প্রিয় ও সম্মানিত এবং যাহাদের কিবলা উত্তম। সেই কথার জবাবেই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন : তোমাদের প্রার্থনা-মাফিক আমি সাহায্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা হইয়াছে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার বাহিনীর অনুকূলে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ। আয়াতাংশটিকে আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ·

যখন উহারা বলিয়াছিল—হে প্রভু! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়। ... (৮ : ৩২)

আলোচ্য আয়াতাংশ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ এর মর্ম হইল : আল্লাহর সহিত কুফরী করিয়া এবং তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা জানিয়া যাহা কিছু তোমরা করিতেছ ও বলিতেছ, তাহা হইতে যদি তোমরা বিরত থাক, তবে তোমাদের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর হইবে।

আর وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : কুফরী, গোমরাহী ও দীনের পরিপন্থি কাজে যদি আবারও তোমরা প্রবৃত্ত হও, তবে আমিও আবার তোমাদিগকে এইরূপ ঘটনার ন্যায় ঘটনা ঘটাইয়া তোমাদিগকে শায়েস্তা করিব। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন : وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا (তোমরা আবার করিলে আমিও আবার করিব)।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম প্রকাশ করিতে গিয়া সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল যদি তোমরা আবার সাহায্য ও বিজয় চাহিয়া প্রার্থনা কর, তবে আবার আমি মুহাম্মদ (সা)-কে সাহায্য করিয়া বিজয়ী করিব এবং তাঁহার শত্রুগণকে পর্যুদস্ত করিব।

আলোচ্য وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ আয়াতাংশের মর্ম হইল তোমরা যতই দলভারী কর না কেন এবং আরও লোক জমায়েত করিয়া শক্তি সঞ্চয় কর না কেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কোনই কাজ হইবে না। কেননা যাহাদের পিছনে আল্লাহর সাহায্য সক্রিয় রহিয়াছে, তাহাদিগকে তোমরা পরাজিত ও পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রহিয়াছেন। মু'মিনদের দলই হইল নবী মুস্তাফা (সা) ও তাঁহার দল। তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের লড়াই করা নিষ্ফল।

(٢٠) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا
تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ○
(٢١) وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ○
(٢٢) إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ○
(٢٣) وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟
وَّهُم مُّعْرِضُونَ ○

২০. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যখন তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছ, তখন উহা হইতে মুখ ফিরাইও না।

২১. আর তোমরা উহাদের ন্যায় হইও না, যাহারা বলে আমরা শুনিলাম কিন্তু আসলে তাহারা শুনে না।

২২. আল্লাহ্র নিকট নিকৃষ্টতম জীব হইল সেই বধির ও মূক যাহারা কিছুই বুঝে না।

২৩. আল্লাহ যদি উহাদের মধ্যে ভাল কিছু থাকার কথা অবহিত থাকিতেন তবে উহাদিগকেও শুনাইতেন। কিন্তু উহাদিগকে তিনি শুনাইলেও উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিত।

তাফসীর : উপরোক্ত কালাম পাকে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন বান্দাগণকে তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিতেছেন। তেমনি তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু হিংসা ও বিদ্বেষ পরায়ণ কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ অর্থাৎ রাসূলের আনুগত্য এবং তাঁহার নির্দেশ পালনকে পরিত্যাগ না করার এবং তাঁহার সতর্কবাণী ও ভীতি প্রদর্শনকে উপক্ষো না করার কথা বলা হইয়াছে।

এখানে وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল : তোমাদিগকে তাঁহার দিকে আহবান জানানোর পরও তোমরা তাঁহার আনুগত্য ও নির্দেশ পালন হইতে বিরত থাকিও না এবং তাঁহার সতর্কবাণীকে উপেক্ষা করিও না ।

আলোচ্য وَلاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَيَسْمَعُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল : তোমরা সেই সব লোকদের মত হইও না যাহারা বলে যে আমরা রাসূলের নির্দেশ ও আহ্বান শুনিয়াছি, কিন্তু মূলত তাহারা কিছুই শুনে নাই।

কতক লোকের অভিমত যে, এই আয়াতে মুশরিকগণের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই অভিমতকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হইয়াছে। কেননা উহারা মানুষের নিকট এই কথাই প্রকাশ করিয়া বেড়াইত যে, তাহারা রাসূলের দীনের আহবান শুনিয়াছে এবং তাহাতে সাড়া দিয়াছে। কিন্তু মূলত তাহারা এইরূপ কিছুই করে নাই।

আলোচ্য اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ আয়াতের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে বনী আদমের মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট জীবের উদাহরণ পেশ করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা সত্যকে শুনে না বরং উপেক্ষা করে এবং যাহারা সত্যকে বুঝে না ও উপলব্ধি করে না, তাহারাই নিকৃষ্টতম জীব। এজন্যই আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে الَّذِيْنَ لاَيَعْقِلُوْنَ বলিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা সত্যকে বুঝিয়াও বুঝে না এবং উপলব্ধি করে না, তাহারাই নিকৃষ্টতম সৃষ্ট জীব। কেননা উহারা ব্যতীত আল্লাহর সকল সৃষ্ট জীবই তাঁহার অনুগত ও বাধ্যগত। আল্লাহর বান্দাগণের উপকারার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার বিধানকে অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়াছে। একারণেই তাহাদিগকে আল্লাহ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে উপমা দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً .

"এই সব কাফিরদের উদাহরণ হইল এইরূপ জন্তুর ন্যায় যে, উহাদিগকে আওয়ায দিয়া ডাকা হয় বটে, কিন্তু ডাক ও সাড়া ব্যতীত তাহারা আর কিছুই শুনে না" (২ : ১৭১)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছন :

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ .

("উহারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং উহারা অধিকতর পথভ্রষ্ট; আর উহারাই গাফিল ও অমনযোগী (৭ : ১৭৯)।

এক দলের অভিমত হইল : এই আয়াতে কুরায়েশ সম্প্রদায়ের বনী আবদুদ দারের একদল লোকের কথা বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে এবং ইব্‌ন জারীর (র) এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন : এই আয়াতে মুনাফিকদের কথা বলা হইয়াছে। আমার বক্তব্য এই আয়াতের মর্মের বেলায় মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে মূলত কোন ব্যবধান নাই। কেননা উহাদের প্রত্যেকেরই সঠিক বুঝ জ্ঞান এবং পুণ্যময় কাজের ইচ্ছাকে হরণ করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, উহাদের যেমন সঠিক বুঝ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাব রহিয়াছে তেমনি পুণ্যময় কাজের জন্য সঠিক ইচ্ছা শক্তিরও রহিয়াছে অভাব। আল্লাহ বলেন : وَلَوْ عَلِمَ

اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَ سْمَعَهُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি উহাদের মধ্যে ভাল কোন সম্পর্কে অবহিত থাকিতেন তবে নিশ্চয়ই উহাদিগকে শুনাইতেন। উহাদের আদৌ কোন বুঝ শক্তিই নাই।

এই আয়াতে কিছু বাক্য উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ وَلٰكن لا خير فيهم فلم يفهم সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, বরং উহাদের মধ্যে কল্যাণ ও ভাল বলিতে কিছুই নাই। সুতরাং কিছুই বুঝে না। কেননা আল্লাহ্ যদি জানিতেন যে, যদি উহাদিগকে সত্য শুনান হয় অর্থাৎ উহাদিগকে সত্য বুঝিবার ও উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তথাপিও ইচ্ছাপূর্বক ও হিংসার বতবর্তী হইয়া তাহারা উহা জানিবে না ও বুঝিবে না। বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে।

(٢٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

২৪. হে ঈমানদারণগ! রাসূল যখন তোমাদিগকে উজ্জীবক কোন কাজের দিকে আহবান জানায় তখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আহবানে সাড়া দাও। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ মানুষ ও তাঁহার হৃদয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে আড় হইয়া দাঁড়ান। তোমাদের সকলকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে।

তাফসীর : ইমাম (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াতে اِسْتَجِيْبُوْا শব্দের অর্থ হইল তোমরা জবাব দাও, সাড়া দাও। আর لِمَا يُحْيِيْكُمْ শব্দের অর্থ হইল তোমাদের সংশোধন ও কল্যাণের জন্য। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম হইল : হে ঈমানদারগণ ! তোমাদিগকে যখন তোমাদের রাসূল কল্যাণকর ও সংশোধনমূলক কোন কাজের আহবান জানায়, তখন তোমরা সেই কাজে সাড়া দাও। অর্থাৎ উহা কার্যকরী কর। তিনি আরও বলেন :

আমার নিকট ইসহাক (র.) ... আবূ সা'দ ইব্ন মুআল্লা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন মু'আল্লা বলেন : আমি নামায পড়িতেছিলাম। এই সময় মহানবী (সা) আমার নিকট দিয়া পথ অতিক্রমকালে আমাকে ডাকিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম না, বরং নামাযের মধ্যেই রহিলাম। অতঃপর নামায সমাপনান্তে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মহানবী (সা) বলিলেন : আমার নিকট উপস্থিত হইতে তোমাকে কে বাধা দিয়াছে ? আল্লাহ্ তা'আলা কি কুরআন পাকে এই কথা ঘোষণা করেন নাই :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ .

অতঃপর তিনি বলিলেন : এখান হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে কুরআনের মহান একটি সূরা শিক্ষা দিব। অতঃপর মহানবী (সা) এখান হইতে রওয়ানা হইলে আমি তাহাকে সূরা শিক্ষা দেওয়ার কথা স্বরণ করাইয়া দিলাম।

মাআয (র) বলেন : আমার নিকট শু'বা (র) ... মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আবূ সাঈদ নামে এক সাহাবী হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ঐ সূরাটি হইল সূরা ফাতিহা যাহা সাবউল মাসানী অর্থাৎ বারংবার পঠিতব্য সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরা। ইহাই তাহার বর্ণিত

হাদীসের ভাষা। এই হাদীসকেই উল্লেখিত সনদে এই গ্রন্থের প্রথমে সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) لِمَا يُحْيِيكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : ইহার অর্থ হইল সত্যের দিকে যখন তোমাদিগকে আহবান জানান হয়। কাতাদা (রা) বলিয়াছেন لِمَا يُحْيِيكُمْ দ্বারা এই কুরআনের কথাই বুঝান হইয়াছে যাহাতে ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ, স্থিতিশীলতা এবং সুখময় জীবন নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহার অনুসরণ দ্বারা ইহকাল পরকালের পরিত্রাণ এবং স্থিতিশীলতা লাভ করিয়া উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জীবন লাভ করা যায়।

আলোচ্য لِمَا يُحْيِيكُمْ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা ইসলামের জীবন বুঝান হইয়াছে। কেননা কুফরী করিয়া আত্মিক মৃত্যুবরণ করার পর ইসলামের ছায়া দ্বারাই নবজীবন লাভ হয়। মূলত ইসলামের মধ্যেই মানবকুলের জীবন নিহিত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ আয়াতের মর্ম হইল—হে ঈমানদারগণ! যখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল তোমাদিগকে যুদ্ধের জন্য ডাকেন, তখন তাঁহাদের ডাকে সাড়া দিবে। কেননা এই যুদ্ধের দ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে অবমাননাকর অবস্থার পর সম্মানিত করেন এবং দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেন। তেমনি শত্রু দ্বারা তোমরা অবদমিত হইবার পর তোমাদিগকে শত্রুর অত্যাচার হইতে হিফাজত করেন।

আলোচ্য وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং তাহাদের মনের মাঝখানে অবস্থান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের ও কুফরীর মধ্যে বাধা হইয়া দাঁড়ান এবং কাফিগণের ও ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন। উল্লেখিত আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে।

এই হাদীসটি হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবে 'মওকূফ' সনদে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীস বর্ণিত হয় নাই। ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীস অন্য এক 'মওকূফ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদকে দুর্বল বলা ঠিক নয়। 'মওকূফ' সনদে হইলেও হাদীসটি অতিশয় বিশুদ্ধ। মুজাহিদ, সাঈদ, ইকরামা, যাহ্হাক, আবূ সালিহা, আতীয়া, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও সুদ্দী (র) প্রমুখ এই একইরূপ কথা বলিয়াছেন। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ্ কাফিরগণের মধ্যে এমনভাবে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকেন যে, তাহারা উহা আদৌ অনুভব করিতে পারে না। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও তাহাদের হৃদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে। ফলে তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কাহারও ঈমান লওয়ার বা কুফরী করার কোন ক্ষমতা নাই। কাতাদা বলেন : এই আয়াতাংশটি আল্লাহ্ পাকের নিম্নলিখিত আয়াতের ন্যায় :

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ("আমি মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চাইতেও তাহাদের অতি নিকটবর্তী।) এই আয়াতাংশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং ইহার ব্যাখ্যায় বর্ণিত অনেক হাদীসই মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন : মহানবী (সা)

অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করিতেন : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ "হে হৃদয় আবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।" বর্ণনাকারী বলেন : আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত দীনের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আপনি কি আমাদের বেলায় ভয় পোষণ করিতেছেন? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ, মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ্ তা'আলার দুইটি কুদরতের অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে এবং উহাকে তিনি আবর্তন বিবর্তন করেন।

ইমাম তিরমিযী (র)ও তাঁহার 'জামে তিরমিযী' কিতাবের তাকদীর অধ্যায়ে এই হাদীস হান্নাদ ইব্ন সারি (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়া হাদীসটিকে 'হাসান' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এমনিভাবে আরও অনেকে এই হাদীসকে আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কতক লোকে এই হাদীসকে আ'মাশ, আবূ সুফিয়ান, জাবিরের সনদে মহানবী (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ তাঁহার 'মুসনাদ' কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমাদের নিকট আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) ... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) এই দু'আ পাঠ করিতেন : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ (হে হৃদয় আবর্তনকারী ! আমার হৃদয়কে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।)

এই হাদীসের সনদটি অতিশয় শক্তিশালী বটে, কিন্তু ইহা হইতে একজন বর্ণনাকারীর মতবাদ রহিয়াছে। যদিও এই সনদটি সুনান কিতাবসমূহের সংকলকদের শর্ত মাফিকই বর্ণিত তথাপি ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ওয়ালীদ ইবন মুসলিম (র) ... ইব্ন সাময়ান কিলাবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন সাময়ান কিলাবী বলেন, আমি মহানবী (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত অন্তঃকরণই আল্লাহর দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে রহিয়াছে। তিনি উহাকে সরল সঠিকভাবে সোজা রাখিতে ইচ্ছা করিলে উহা সরল সঠিক পথে সোজা হইয়া যায়। তেমনি উহাকে বিবর্তন ও বক্র করিতে ইচ্ছা করিলে বক্র হইয়া যায়। তাই মহানবী (সা) এই দু'আ পাঠ করিতেন : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ (হে অন্তর বিবর্তনকারী ! আমার অন্তঃকরণকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ)। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মীযানও আল্লাহর কুদরতী হাতে রহিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হইলে উহাকে অবদমিত করেন বা উঁচু করিয়া রাখেন। ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র) আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট ইউনুস (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন ; মহানবী (সা) এই ভাবে প্রার্থনা করিতেন : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ ("হে অন্তর আবর্তনকারী ! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।) আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই দু'আটি দ্বারা অধিকাংশ সময় কেন প্রার্থনা করেন? মহানবী (সা)

জবাব দিলেন–মানুষের অন্তঃকরণ আল্লাহ দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে। তিনি যখন ইচ্ছা উহাকে বক্র করেন যখন ইচ্ছা উহাকে সোজা করেন।

অপর এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হাশিম (র) ... উম্মু সালামা বলেন : মহানবী (সা) অধিকাংশ সময় প্রার্থনায় এই দু'আটি পাঠ করিতেন اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ ("হে আল্লাহ! তুমিই হৃদয় আবর্তনকারী। তুমি আমার অন্তঃকরণকে তোমার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ।) উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! মানুষের অন্তঃকরণ কি আবর্তিত হয় ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বনী আদমকে এভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহার অন্তঃকরণ আল্লাহর দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে থাকে। তিনি ইচ্ছা করিলে উহা বক্র করেন, আর ইচ্ছা করিলে উহাকে সোজা করেন। সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনা করি—হে আমাদের প্রতিপালক! সৎপথ প্রদর্শন করার পর আমাদের অন্তঃকরণ বিপথগামী ও বক্র করিও না। আর প্রার্থনা করি—তোমার নিকট হইতে আমাদের প্রতি রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি মহাদাতা।

আয়িশা (রা) বলেন : আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক দু'আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি আমার নিজের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি। মহানবী (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় শিখাইব। তুমি এইভাবে প্রার্থনা কর :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنِىْ.

“হে প্রভু! তুমি নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক। আমার পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমার মনের ক্রোধ বিদূরীত কর। আর আজীবন আমাকে পথভ্রষ্টতামূলক পরীক্ষা ও বিপদ হইতে মুক্তি দাও।”

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ আবদুর রহমান ... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আমর (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আদম সন্তানের অন্তঃকরণ আল্লাহর দুইটি কুদরতী অঙ্গুলীর মধ্যে একটি অন্তঃকরণের ন্যায় থাকে। যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবে তিনি উহাকে—আবর্তন বিবর্তন করেন। অতঃপর মহানবী (সা) এই দু'আ বলিলেন : اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا اِلٰى طَاعَتِكَ) “হে প্রভু ! তুমি অন্তর আবর্তনকারী। আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরাইয়া দাও।”

এই হাদীস ইমাম মুসলিম বুখারী হইতে নিজ সনদে সংকলিত করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ এই হাদীস হায়াত ইব্ন শোরায়েহ আল মিসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٥) وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَآصَّةً ۚ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২৫. তোমরা এমন ফিতনাকে ভয় কর যাহা বিশেষ করিয়া তোমাদের মধ্যে যাহারা জালিম কেবল তাহাদেরকেই ক্লিষ্ট করিবে না এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানের ক্ষেত্রে বড়ই কঠোর।

তাফসীর : উপরোক্ত কালামে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে তাঁহার পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন। এই পরীক্ষা কেবল জালিম ও গুনাহ্গারদিগের বেলায় নয়। বরং গুনাহ্গার পুণ্যবান নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য। কোন শ্রেণীবিশেষের জন্য খাস নয়। সকল মানুষের জন্য এই পরীক্ষা হইতে পারে। তাহারা ইহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না এবং ইহা হইতে নিষ্কৃতিও পাইবে না। যেমন : ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট বনী হাশিমের ভৃত্য আবূ সাঈদ (র) ... মুতাররাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি যুবায়েরকে বলিলাম : হে আবূ আবদুল্লাহ! তোমরা খলীফাতুল মুসলিমীন উসমান (রা)-কে হত্যা করিয়া এখন আবার তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী তুলিয়াছ ? যুবায়ের (রা) জবাব দিলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর যুগে এবং আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর যুগেও আল-কুরআনের وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً আয়াত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু আমরা ইহা কখনোই ধারণা করি নাই যে, আমরাই উহার প্রতিপাদ্য বিষয় পরিণত হইব এবং আমাদের উপরই এই পরীক্ষা নিপতিত হইবে। যুবায়ের (রা) হইতে মুতাররাদ বর্ণিত এই হাদীসটি বাযযার (র) বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি মুতাররাদকে চিনি না সুতরাং তিনি মুতাররাদ ব্যতীত অন্যদের উদ্ধৃতি দিয়া এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম নাসাঈ (র) ... যুবায়ের (র) হইতে এই হাদীস অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট হারিস (র) হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন : যুবায়ের (রা) বলিয়াছেন যে, আমরা আল্লাহ্ পাকের وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً আয়াতকে খুব ভয় করিতাম। আমরা মহানবী (সা)-এর সাথে থাকিতাম বটে। কিন্তু আমরা কখনো এই ধারণা করি নাই যে, এই আয়াত বিশেষভাবে আমাদের বেলায়ই প্রযোজ্য এবং আমাদের শানেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

এমনিভাবে এই হাদীস হাসানের সনদে যুবায়ের (রা) হইতে হুমাইদও বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াত প্রসঙ্গে হাসানের উদ্ধৃতি দিয়া দাউদ ইব্ন আবূ হিন্দ (র) বলিয়াছেন : ইহা আলী, আম্মার, তালহা ও যুবায়ের (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের যুগে এই আয়াত আমরা পাঠ করিতাম বটে, কিন্তু আমরা উহার বাস্তব প্রমাণ কাহাকেও দেখি নাই। হঠাৎ করিয়া আমরাই উহার বাস্তব প্রমাণে পরিণত হইলাম এবং আমাদের দ্বারাই ইহার অর্থ প্রতিফলিত হইল। এই হাদীস যুবায়ের ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত রহিয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন : এই আয়াত বিশেষভাবে বদরের যোদ্ধাদেরকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং ইয়াওমুল জামাল অর্থাৎ উষ্টের দিন এই পরীক্ষা তাঁহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন : এই আয়াত বিশেষভাবে মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাক মুসলমানদিগকে তাহাদের মধ্যে হইতে শরীয়তের পরিপন্থী কাজ বিলোপ করার নির্দেশ দিয়াছেন। অন্যথায় আল্লাহ্ পাক গুনাহগার ও পুণ্যবান নির্বিশেষে সকলের উপর তাঁহার গযব অবতীর্ণ করিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই ব্যাখ্যাই অতি চমৎকার ব্যাখ্যা—মুজাহিদ (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন।

যাহ্হাক, ইয়াযীদ ইবন হাবীব (র)সহ অনেক লোকই এইরূপ বক্তব্য রাখিয়াছেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন লোকই আল্লাহর পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত ব্যতীত নাই। কেননা আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন : اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আল্লাহর পরীক্ষা সুতরাং এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করার তোমাদের মধ্যে কে আছে? এই পরীক্ষার অনিষ্টতা ও ভ্রান্তি হইতে তোমাদের আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হইলেন ইব্ন জারীর (র)।

আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষার ভীতি প্রদর্শন যদিও মহানবী (সা)-এর সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া করা হইয়াছে, কিন্তু যাহারা সাহাবী নয় তাহারও ইহাতে শামিল রহিয়াছে। সাহাবী অসাহাবী নির্বিশেষে সকল লোকই এই সতর্কবাণীর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত এই মতবাদই সঠিক ও বিশুদ্ধ। আর আল্লাহর পরীক্ষা সম্পর্কে বাণী সম্বলিত বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারাই এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং এজন্য এমন একখানা স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করার আশা রহিল যাহাতে এইসব হাদীসসমূহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহই ইনশাআল্লাহ্ স্থান পাইবে। উলামায়ে কিরাম ও ইমামগণ নিছক এই বিষয়বস্তু নিয়াই স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এখানে বিশেষভাবে যাহা উল্লেখ্য তাহা এই—ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট আহমদ ইবনুল হুজ্জাজ (র) ... আদী ইব্ন উমায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক বিশেষ লোকদের কাজের দরুন সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিবেন না। তবে তাহারা যদি নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে গর্হিত ও শরীআত বিরোধী কাজ হইতে দেখে এবং তাহা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখিয়াও যদি বন্ধ না করে, তবে আল্লাহ্ সাধারণ অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকে শাস্তি দিবেন। এই হাদীসের সনদে একজন বর্ণনাকারীকে মিথ্যা বলার দোষে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে। সিহাহ সিত্তাহর কিতাবসমূহে এই হাদীস উল্লেখ হয় নাই।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান হাশিমী (র) ... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন: যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা মানুষকে সৎ ও ন্যায় কাজের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। অন্যথায় তোমাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহার আযাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহার পর তোমরা আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলেও সে প্রার্থনা কবূল হইবে না।

আবূ সাঈদ (র) ইসমাঈল ইব্‌ন জা'ফর (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে এই কথাও উল্লেখ রহিয়াছে যে, অথবা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ অন্য এক সম্প্রদায়কে ক্ষমতাশালী বা বিজয়ী করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমরা শত দু'আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবন নুমায়ের (র) ... আবূ রিকাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ রিকাদ বলেন : আমি আমার ভৃত্যের সাথে বাহির হইয়া তাহাকে হুযায়ফা (রা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন–মহানবী (সা)-এর যামানায় এই ধরনের কথা কোন লোক বলিলে সে মুনাফিক হইয়া যাইত। আমি তোমাদের এক লোক হইতে একই বৈঠকে এই ধরনের কথা চারিবার শুনিয়াছি। তোমাদের উচিত সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং অন্যায় অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা। মানুষকে কল্যাণমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। নতুবা তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র আযাবের মধ্যে নিপতিত হইবে। অথবা খারাপ লোককে তোমাদের নেতা ও শাসক বানানো হইবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে ভাল লোক দু'আ করিলেও তাহা কবূল হইবে না।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) ... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের সীমারেখা পালনকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী এবং এক্ষেত্রে অলসতা প্রর্দশনকারীদের উদাহরণ এইরূপ যে, কোন নৌকায় একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই আরোহণ করিয়াছে। কতক লোক নৌকার উপর তলায় এবং কতকে নিচ তলায় অবস্থান নিয়াছে। সুতরাং নিচ তলায় অবস্থানকারীদের পানির প্রয়োজন পূরণের নিমিত্ত উপর তলার লোকদের নিকটে যাইতে হয় এবং তাহাদিগকে বিরক্ত করিতে হয়। সুতরাং নিচ তলার লোকেরা বলিতেছে আমরা যদি নৌকার তলা হইতে একখানা তক্তা অপসারণ কয়িয়া লই, তবে অনায়াসেই পানির প্রয়োজন মিটাইতে পারি। পানির জন্য উপর তলার লোকদেরকে বিরক্ত করিতে হয় না। সুতরাং তাহাদিগকে যদি এইভাবে পানি সংগ্রহ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে নিচ হইতে নৌকায় পানি উঠিয়া সকল লোকই অকাল মৃত্যু বরণ করিবে।

উহাদিগকে এইরূপ সুযোগ না দিয়া বরং কাজ হইতে নিবৃত্ত করিলে সকলেই মুক্তি পাইবে ও প্রাণে বাঁচিবে।

ইমাম মুসলিম ব্যতীত এককভাবে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া তাহার কিতাবে 'শিরকত ও শাহাদাত' অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে এক সূত্রে সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান আ'মাশ (র) সূত্রে আমির ইব্‌ন শুরাহীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীস : ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হুসাইন (র) ... উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমার উম্মতের মধ্যে পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসারতা লাভ করিবে, তখন সাধারণভাবে তাহাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গযব নাযিল হইবে। আমি বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান থাকিবে, তাহাদিগের উপরও কি গযব নাযিল হইবে। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ, নাযিল হইবে। উম্মু সালামা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন : উহাদিগকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে ? মহানবী (সা)

উত্তর করিলেন : সাধারণ লোকদিগকে যেরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে উহাদিগকেও তখন অনুরূপভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে। তবে ইহার পর আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে তাঁহার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির ডোরে আবদ্ধ করিয়া চির-শান্তিময় স্থানে রাখিবেন।

অপর এক হাদীস ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে সব সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত হয়, অথচ তাহাদের সম্মানিত নেতৃবর্গ তাহাদিগকে পাপাচার হইতে বিরত রাখে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সাধারণভাবে শাস্তি দেন অথবা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ... আবূ ইসহাক (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র) ... জারীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে পাপাচার হইতে থাকে আর তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ও পুণ্যবান লোকও বর্তমান থাকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ পাক ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সাধারণভাবে সকলকে শাস্তি দেন। এই হাদীসটি তিনি ওয়াকী' (র) ইসরাঈল হইতে আবদুর রাযযাক (র), মুআম্মার, আসওয়াদ শুরায়েক, ইউনুস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহারা প্রত্যেকেই আবূ ইসহাক আস সুবাঈ হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন মাজা (রা) আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে ওয়াকী (র) হইতেও অনুরূপভাবে সংকলন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) আরও বলেন : আমাদের নিকটে সুফিয়ান (র) ... আয়িশা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যখন পাপাচার প্রকাশ পাইবে ও প্রসার লাভ করিবে তখন আল্লাহ পাক ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের উপর তাঁহার আযাব নাযিল করিবেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : ভূ-পৃষ্টে যে সব পুণ্যবান লোক থাকিবে তাহাদের অবস্থা কি হইবে? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ, তাহারাও আযাবে নিপতিত হইবে। কিন্তু পরে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে তাঁহার কৃপার ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।

(٢٦) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

২৬. তোমরা সেই অবস্থাটির কথা স্বরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে; আর লোকেরা তোমাদিগকে ছিনতাই করিয়া নিয়া যাওয়ার ভয়ও তোমরা পোষণ করিতে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করিলেন আর পবিত্র বস্তু হইতে জীবিকা দান করিলেন, যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর : আল্লাহ পাক উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি তাঁহার নিয়ামত দান ও উপকারের কথা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা যখন সংখ্যায় অতি অল্প ছিলে

এবং দুর্বল ছিলে, আর সর্বদা কাফিরদের দ্বারা জুলুম-অত্যাচার ও ছিনতাই হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলে, তখন আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া শাক্তিশালী করিয়াছি। আর তোমাদিগকে পবিত্রতম জীবিকা দান করিয়া তোমাদের অভাব—অনটন ও দরিদ্রতা দূর করিয়াছি। মুসলমানদের এই অবস্থাটি মক্কায় অবস্থানকালে বিরাজমান ছিল। তাহারা তখন যেমন সংখ্যায় স্বল্প, তেমন ছিল শক্তি-সামর্থ্যে অতিশয় দুর্বল। অন্যান্য শহর হইতে মুশরিক, অগ্নি–পূজারী ও রোমানদের দ্বারা ছিনতাই হওয়ার ভয়ে তাহারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কেননা উহারা সকলেই মুসলমানদের শত্রু ছিল। কারণ মুসলমানগণ একদিকে ছিল নূতন মতার্দশের অনুসারী অপরদিকে সংখ্যায় নগণ্যতম ও শাক্তিসামর্থ্যে ছিল দুর্বল। মুসলমানগণ এমনি নাযুক অবস্থায় দিন কালাতিপাত করিতে থাকিলে পরিশেষে আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মক্কা ভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তাহারা মাতৃভূমির মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় আশ্রয় লইলেন। আর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে নানাবিধ উপায় সহায়তা করিলেন এবং বদরের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করিলেন। ফলে মুসলমানদের অবস্থার পরির্বতন ঘটিল। তাহাদের অভাব অনটন দূর হইল এবং তাহারা ধন-সম্পদের মালিক হইল। তাহারা মনেপ্রাণে সর্বশক্তি দিয়া আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিয়া যাইতে লাগিল।

কাতাদা ইবন দিআস সদূসী (র) وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র আরব দেশের মধ্যে ইহাদের অবস্থা ছিল অতিশয় করুণ। তাহাদের জীবন ছিল অতিশয় মর্মান্তিক ও দুর্বিষহ। পেটে ক্ষুধার অগ্নিজ্বালা, দেহ বস্ত্রাভাবে প্রায় অনাবৃত, জীবন ছিল ভবঘুরের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও অতিশয় ছিন্নমূল ও হীন অবস্থায় থাকিত। তাহাদের কেহ মৃত্যু-বরণ করিলে জাহান্নামের শিকারে পরিণত হইত। তাহারা আহার পাইত না, বরং উহারাই আহারে পরিণত হইত। ভূ-পৃষ্ঠে ইহাদের ন্যায় চরম বিপর্যস্ত, অধগতিসম্পন্ন লোক আছে কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। পরিশেষে ইসলামের ছায়াতলে তাহারা আশ্রয় নিয়া বিভিন্ন শহরে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ধন সম্পদ ও প্রাচুর্যের মালিক হইয়া গেল। তাহারা বিভিন্ন দেশের মালিক হইয়া জনগণকে শাসন করিতে লাগিল। বহু রাজা বাদশাহও তাহাদের অনুগত হইয়া গেল। তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ উহা ইসলামেরই অবদান। সুতরাং আল্লাহর নিয়ামতের জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কেননা তোমাদের প্রতিপালক নিয়ামতদাতা এবং তিনি কৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেন। পরন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিগণই আল্লাহর অধিক নিয়ামত লাভ করিয়া থাকেন।

(٢٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٢٨) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

২৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্য সম্পর্কেও বিশ্বাসকে নষ্ট করিও না।

২৮.তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো আল্লাহর এক পরীক্ষা বিশেষ এবং আল্লাহরই নিকট বিরাট পুরস্কার রহিয়াছে।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াত নিম্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন আবূ কাতাদা ও যুহরী (র) বলেন : আবূ লুবাবাকে মহানবী (সা) বনী কুরায়জা সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার আরোপিত শর্তাবলী মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখন বনী কুরায়জার লোকেরা এই বিষয় তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিল। তখন সে উহাদিগকে পরামর্শ দিল এবং স্বীয় হস্ত দ্বারা গলদেশের পানে ইংগিত করিল। অর্থাৎ শর্ত মানিয়া না নিলে হত্যা করার কথা ইংগিত দ্বারা জানাইয়া দিল। অতঃপর আবূ লূবাবার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে দেখিতে পাইল যে, তাহার দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছে। অতঃপর সে নিজে নিজে এই বলিয়া শপথ করিল যে, সে মরিয়া যাইবে অথবা তাহার তওবা কবুল না হওয়া পর্যন্ত সে আহার করিবে না। সুতরাং এই উদ্দেশ্যে সে মদীনায় গমন করিয়া মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজকে বাঁধিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। এইভাবে নয়টি দিন অতিবাহিত হইল। ক্ষুধা-পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহার তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ আল্লাহ্ মহানবী (সা)-কে ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত করিলে লোকের আসিয়া আবূ লুবাবাকে তাহার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দিল এবং তাহাকে খুঁটির বাঁধন হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিল। কিন্তু সে শপথ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত তাঁহার বাঁধন কেহই খুলিতে পারিবে না। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁহাকে বাঁধন খুলিয়া মুক্ত করিলে সে বলিল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ বিলাইয়া দেওয়ার মানত করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : ধন-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ দান করাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন : আমাদের নিকট হারিস (র) ... মুগীরা ইবন শু'বা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলেন, উল্লেখিত আয়াত উসমান (রা)-এর হত্যা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) আরও বলেন : আমাদের নিকট কাসিম ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন মারুফ ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আবূ সুফিয়ান সদলবলে মক্কা হইতে বাহির হইলে জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে সংবাদ দিল যে, আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গা রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁহার সাহাবাগণকে জানাইলেন আবূ সুফিয়ান অমুক অমুক স্থানে রহিয়াছে, তোমরা তাহাকে বন্দী করিবার জন্য বাহির হও এবং এ বিষয়টিকে গোপন রাখ। অতঃপর মুনাফিকদের মধ্যে এক লোক এই ঘটনা পত্র দ্বারা তাহাকে জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিল এবং পত্রে লিখিল যে, মুহাম্মদ তোমাকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে সদলবলে বাহির হইয়াছে। তুমি সাবধান হও! এই সময় আল্লাহ তা'আলা لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব হাদীস, ইহার সনদ ও বক্তব্য সংশয়পূর্ণ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাতিব ইব্ন আবূ বালতার ঘটনাটিও উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি মক্কা বিজয়ের বৎসর মহানবী (সা)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিয়া কুরায়েশগণের নিকট পত্র দিয়াছিলেন। মহানবী (সা) এই পত্র প্রেরণের সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পত্রবাহককে ধরিয়া আনার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং হাতিবকে ডাকাইয়া আনিলেন। হাতিব (রা) পত্র প্রেরণের কথা স্বীকার করিলে উমর (রা) উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি নির্দেশ দিলে এখনই আমি ইহার গর্দান দিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। কেননা এই লোক আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মুসলমানদের সহিত বেঈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : উমর, থাম! উহাকে ছড়িয়া দাও। এ লোক বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তুমি জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যোদ্ধাদের সম্পর্কে বেশ ওয়াকীফহাল রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন : তোমরা যাহা খুশী করিয়া যাও। তোমাদেরকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

আমার বক্তব্য আয়াতটি সাধারণ ও ব্যাপক উদ্দেশ্যে বর্ণিত। এই আয়াত যে বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সঠিক। কিন্তু জুমহুর উলামায়ে কিরামের মতে এই আয়াত কেবল শুধু বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে; বরং সাধারণ ও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

উল্লেখিত আয়াতে খিয়ানত (خيانة) শব্দ দ্বারা সগীরা ও কবীরা সব শ্রেণীর গুনাহ্ ও পাপাচারের কথা বুঝান হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) لَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ... আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : এখানে আমানত দ্বারা আল্লাহ পাক সেই সব কাজকে বুঝাইয়াছেন, যাহা তিনি তাঁহার বান্দাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও ফরয করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্র ফরযকে নষ্ট করিও না এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। অন্য এক বর্ণনা মতে ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিও না অর্থাৎ সুন্নাতকে পরিহার করিও না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইও না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের উরওয়া ইবন যুবায়ের হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের মর্ম হইল কাহারও সম্মুখে তাহার অমনঃপূত সত্য কথা প্রকাশ না করিয়া তাহার অগোচরে তাহার বিরুদ্ধে অন্যের নিকট সেই কথা প্রকাশ করা। ইহাই হইল আসল খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকতা এবং তোমাদের আত্মঘাতকতা।

এই আয়াত প্রসঙ্গে সুদ্দী (র) বলিয়াছেন : যখন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হইল, তখন পাস্পরিক আমানত ও গচ্ছিত দ্রব্যকেও নষ্ট করা হইল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, মানুষ মহানবী (সা) হইতে কথা শুনিত এবং অপর লোকদের নিকট প্রকাশ করিত। পরিশেষে ইহা মুশরিকদের কর্ণে গিয়া পৌঁছিত। ইহাই উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) বলিয়াছেন : উপরোল্লেখিত আয়াতে মুনাফিকদের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তোমাদিগকে নিষেধ হইয়াছে।

আলোচ্য وَاعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ আয়াতের তাৎপর্য হইল আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন যে, তোমরা ইহা লাভ করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ কিনা এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতেছ কিনা ? না ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহ-মায়ায় পড়িয়া আল্লাহ্ হইতে অমনোযোগী হইয়া তাঁহার আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাকে পরিহার করিয়াছ ? ইহাই হইল ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র পরীক্ষা হওয়ার মূলকথা। যেমন আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াতে বলিয়াছেন :

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

("তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এক পরীক্ষা বিশেষ। আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে বিরাট পুরস্কার।")

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন : وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ("আমি তোমাদিগকে ভাল মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিব।(২১ : ৩৫)

আল-কুরআনের অপর একস্থানে আল্লাহ্ বলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্বরণ হইতে অমনোযোগী না করে। যাহারা এইরূপ অমনোযোগী হয় তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত" (৬৩ : ৯)

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা উহাদের হইতে সাবধান থাক" (৬৪ : ১৪) ।

আলোচ্য وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : আল্লাহ তা'আলার নিকট যে মহান পরিপূর্ণ দান ও পুরস্কার রহিয়াছে, তাহা তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির তুলনায় অতিশয় উত্তম ও কল্যাণকর। কেননা উহাদিগকে তো শত্রুর ভূমিকায় পাওয়া যাইবে। উহাদের অধিকাংশই তোমাদের কোন উপকারে আসিবে না। আল্লাহ্ পাকই হইলেন ইহকাল ও পরকালের মূল নিয়ন্ত্রক ও মালিক। কিয়ামতের দিন তাঁহার নিকটেই অনন্ত ও অশেষ পুরস্কার পাওয়া যাইবে।

হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ বলেন : "হে আদম সন্তান! তোমরা আমার অন্বেষণে থাক, আমাকে তোমরা পাইবে। যদি তোমরা আমাকেই পাইলে, তবে সব কিছুই পাইলে। আর যদি আমাকে হারাইলে তবে তোমরা সব কিছুই হারাইলে। আমি তোমাদের নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে অতিশয় প্রিয় থাকিব।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তিনটি বস্তুর মধ্যে ঈমানের স্বাদ নিহিত রহিয়াছে। (১) প্রত্যেকটি বস্তুর চাইতে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূল অতিশয় প্রিয় হওয়া। (২) ব্যক্তিগত ও জাগতিক উদ্দেশ্য নয় বরং নিছক আল্লাহ্ তা'আলার

জন্য কোন লোকের সহিত বন্ধুত্ব করা। (৩) আর ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হওয়ার চাইতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পসন্দ করা। ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির এবং এমন কি নিজ আত্মার উপর রাসূলের মহব্বত ও ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়াই হইল ঈমানের লক্ষণ। যেমন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের মধ্যে কোন লোক তখন পর্যন্ত পূর্ণাংগ ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট তাহার নিজের পরিবার পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ, এক কথায় সব মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় না হইব।"

(٢٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

২৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দান করিবেন, আর তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে فُرْقَانًا শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), সুদ্দী, মুজাহিদ, ইকরামা, যাহহাক, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল তোমাদের জন্য নিষ্কৃতির পথ প্রদর্শন করিবেন। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল ইহ্কালে ও পরকালে তোমাদের পরিত্রাণ দিবেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিবেন। তাহার বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় সাহায্য করার কথা পাওয়া যায়।

আলোচ্য শব্দের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আল্লাহ্ পাক সত্য অসত্য, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিবার ক্ষমতা দান করিবেন। ইব্ন ইসহাকের এই ব্যাখ্যা অন্যান্য ব্যাখ্যার তুলনায় সাধারণ ও ব্যাপক এবং সমস্ত কথাই এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত হওয়া অনিবার্য। কেননা যে লোক আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কার্যাবলী পরিহার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, তাহার বাতিল হইতে সত্যকে বাছাই করিবার এবং সত্যকে সম্যক উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং ইহাই আল্লাহ্র মদদে পরকালে পরিত্রাণ এবং জাগতিক বিপর্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভের কার্যকারণে পরিণত হয়। উহা তাহার পাপ-মোচন এবং ক্ষমালাভ ও মানুষেয় নিকট গোপন থাকার কারণে মানুষ আল্লাহ্র নিকট মহান পুরস্কারের অধিকারী হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাহার দ্বিগুণ রহমত দান করিবেন। আর তোমাদেরকে এমন

জ্যোতি দান করিবেন, যাহার সাহায্যে তোমরা পথ চলিবে। আর তিনি তোমাদের পাপকেও ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (৫৭ : ২৮)।

(٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ○

৩০. সেই অবস্থার কথা স্বরণ কর, যখন কাফিরগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তোমাকে বন্দী করিবার বা হত্যা করিবার অথবা তোমাকে নির্বাসিত করিবার চক্রান্ত করিয়াছিল। এবং আল্লাহ্ কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ই কৌশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতে لِيُثْبِتُوكَ শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল তোমাকে কয়েদ করিবার জন্য। আতা ও ইব্‌ন যায়েদের মতে ইহার অর্থ হইল, তোমাকে বন্দী করিয়া রাখার জন্য। সুদ্দীর মতে এই শব্দের অর্থ হইল কয়েদ করিয়া রাখা এবং বন্দী করা। এই তাৎপর্যের মধ্যেই অন্য সকলের অভিমত নিহিত রহিয়াছে। মহানবী (সা) সম্পর্কে দুরভিসন্ধি করাই হইল আসল মর্ম এবং এই অর্থের মধ্যেই সমস্ত অভিমতের সমাবেশ দেখা যায়।

সুনায়েদ (র) হাজ্জাজ ইব্‌ন জুবায়েরের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, আতা (র) বলিয়াছেন : আমি উবায়েদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কাফিরগণ যখন তাহাদের সভায় মহানবী (সা)-কে বন্দী বা হত্যা অথবা নির্বাসিত করার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়াছিল, তখন মহানবী (সা)-এর চাচা আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে তাহা কি তুমি জান ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : উহারা আমাকে কয়েদ করার বা হত্যা করার অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। আবূ তালিব আবার বলিলেন, তুমি কি সূত্রে ইহা অবগত হইলে, মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমার প্রতিপালকের মাধ্যমে আমি অবহিত হইয়াছি। আবূ তালিব বলিলেন, তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর। সর্বদা তাঁহার কল্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমি তাঁহার কি কল্যাণ করিব ? তিনিই তো আমার কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল মিসরী ওরফে উসাবেসী (র) ... মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ উদাআ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ তালিব মহানবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমার সম্প্রদায় তোমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিয়াছে জান কি ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : তারা আমাকে কয়েদ করিতে বা হত্যা করিতে অথবা দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায়। আবূ তালিব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : এই সংবাদ তুমি পাইলে কোথায় ? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : আমার প্রতিপালক আমাকে জানাইয়াছেন। আবূ তালিব বলিলেন : তোমার প্রতিপালক খুবই সুন্দর। তুমি তাঁহার কল্যাণ কামনা কর। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : আমি তাঁহার কি কল্যাণ কামনা করিব। স্বয়ং তিনি আমার কল্যাণের চিন্তায় রহিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

এখানে আবূ তালিবের এই ঘটনাটিকে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণরূপে উল্লেখ করা শুধু অবান্তরই নয়, বরং প্রত্যাখ্যাত বটে। কেননা এই আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর এই ঘটনা এবং মহানবী (সা)-কে কয়েদকরণ মদীনায় হিজরতের রাত্রিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ আবূ তালিবের মৃত্যু এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। আবূ তালিবের মৃত্যুর কারণেই কুরায়েশ সম্প্রদায় এইভাবে ষড়যন্ত্র করিবার সাহস পাইয়াছিল। কেননা তিনি ছিলেন বংশগতভাবেই কুরায়েশদের সরদার এবং মহানবী (সা)-কে তিনি নানাবিধ পন্থায় সাহায্য সহায়তা করিতেন। এমন কি তাহার এই নূতন মতাদর্শ প্রচারেও সহায়তা করিতেন। তিনিই ছিলেন মহানবী (সা)-এর পিতার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবক। আমাদের এই সমর্থন ও বিশুদ্ধতার প্রমাণে মাগাযী কিতাবের সংকলক মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমার নিকট কালবী ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে নিম্নরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরায়েশ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক গোত্রের নেতৃস্থানীয় একদল লোক 'দারুন নাদওয়াতে' (পরামর্শ ঘরে) এক সভায় একত্রিত হইয়াছিল। সেখানে ইবলীস শয়তানও এক প্রবীণ সম্মানিত বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। উহারা ইবলীসকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? ইবলীস উত্তর করিল, আমি নজদের এক বৃদ্ধ। আমি তোমাদের এই সভার সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার পরামর্শ ও নসীহতকে আশা করি অগ্রাহ্য করিবে না। তখন উহারা বলিল, আসুন। সুতরাং সে তাহাদের সাথে সভাকক্ষে প্রবেশ করিল। অতঃপর বলিল : তোমরা এই লোকটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। নতুবা সে তোমাদিগকে কপোকাত করিয়া তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উহাদের মধ্যে একলোক উঠিয়া বলিল, উহাকে কয়েদ করিয়া রাখা হউক। কয়েদ করা হইলেই শেষ পর্যন্ত কালের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া জীবন লীলা সাঙ্গ করিবে। যেমন ইতিপূর্বে এইভাবে কবি যুহরী ও নাবেগার জীবন শেষ হইয়াছে। তখন ইবলীস চীৎকার দিয়া বলিল, আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই পরামর্শ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হইবে না। তাহার প্রতিপালক তাহাকে কয়েদখানা হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গীগণের নিকট প্রত্যার্পণ করিবেন। অতঃপর তাহারা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়া তোমাদের সবকিছু ছিনাইয়া নিয়া যাইবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃভূমি হইতে উৎখাত করিবে। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল : শায়খ বাস্তব কথাই বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর কি ব্যবস্থা নেওয়া যাইতে পারে তাহা চিন্তা কর।

অতঃপর উহাদের একজনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিল যে, উহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা হউক। ইহা করিলেই শান্তিতে থাকা যাইবে। সে এখানে না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন ক্ষতির আশংকা নাই। তোমাদের সাথে তাহার আর কোন সম্পর্কই থাকিবে না। তাহার সম্পর্ক ও কাজ থাকিবে অন্য লোকের সাথে। এই প্রস্তাব শুনিয়া ইবলীস বলিয়া উঠিল, এই প্রস্তাব দ্বারাও তোমাদের কোন উপকার হইবে না। তোমরা কি তাহার মুখের বাক্যের সুমিষ্টতা ও আকর্ষণ ক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ কর নাই? তাহার ভাষায় যাদুকরি আকর্ষণ রহিয়াছে। তাহার কথা যে শুনে তাহারই মন তাহার দিকে আকৃষ্ট হয়। আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হইলে সে আবার আরব জনতার কাছে নিজকে পেশ করিবে এবং আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে একটি বাহিনী গড়িয়া তোমাদের উপর আক্রমণ

চালাইবে। এমনকি তোমাদেরকে তোমাদের আবাসভূমি হইতে উৎখাত করিবে এবং তোমাদের নেতৃবর্গকে হত্যা করিবে। এই কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। ইহা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা হউক।

তখন অভিশপ্ত আবূ জাহেল দাঁড়াইয়া বলিল, আমি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। আমার প্রস্তাবকে বিবেচনা করিলে আশা করি ইহার চাইতে সুন্দর প্রস্তাব আর নাই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, তাহা কি? আবূ জাহেল বলিল, প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশালী ও সাহসী যুবক নির্বাচন করা হউক এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাথে থাকিবে সুতীক্ষ্ণ ধারাল তরবারি। তাহারা সকলে একযোগে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। অতঃপর তাহার রক্তকে প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। কুরায়েশ সম্প্রদায়ের সকল গোত্রের বিরুদ্ধে বনী হাশিম গোত্রের লোকেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আসিবে বলিয়া আমি মনে করি না। তাহারা এইরূপ দেখিলে প্রতিশোধ গ্রহণে আর অগ্রসর হইবে না। তাহারা অপারগ হইয়াই এই হত্যাকাণ্ডের জরিমানা গ্রহণে বাধ্য হইবে। ফলে আমরাও জরিমানা দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। তখন ইবলীস বলিল : এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। এই যুবকের উত্থাপিত প্রস্তাবের চাইতে আমি আর কোন ভাল প্রস্তাব দেখিতেছি না। সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা সকলে চলিয়া গেল।

অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা)-কে যে শয্যায় শায়িত ছিলেন তাহাতে না থাকার পরামর্শ দিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। সুতরাং মহানবী (সা) আর সেই রাত্রে নিজ বিছানায় রহিলেন না। আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎই তাঁহাকে ঘরের বাহির হইবার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাঁহার মদীনায় চলিয়া যাওয়ার পরই আল্লাহ্ পাক সূরা আনফাল অবতীর্ণ করিয়া তাঁহার দানকৃত নিয়ামতসমূহ এবং নিকটতম বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন :

وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ .

"কয়েদ করা হইলে উহাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইয়া শেষ পর্যন্ত জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে। যেমন ইতিপূর্বে কবিদের জীবন এইভাবে ধ্বংস হইয়াছে। এই কথার দিকে ইংগিত করিয়া আল্লাহ পাক নিম্ন লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন : اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ। ("ইহারা কি ইহা বলিত না যে ইহারা কবি, আমরা ইহাদের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছি" (৫২ : ৩০)। সুতরাং যে দিনটিতে উহারা জমায়েত হইয়া মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ছিল সেই দিনটির নাম রাখা হইয়াছে 'অভিশপ্ত দিন'। সুদ্দী (র) হইতে এইরূপ কথাই বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা)-কে মক্কা হইতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করিয়া আল্লাহ পাক আল-কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন :

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا .

("উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিতে চাহিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে সেথা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য। তাহা হইলে তোমার বিরুদ্ধাচারিগণ সেথায় অল্পকালই টিকিয়া থাকিত" (১৭ : ৭৬) ।

অনুরূপ আউফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এবং মুজাহিদ, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের, মূসা ইব্‌ন উকবা, কাতাদা ও মিকসাম হইতেইও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের (র) আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন : কুরায়েশগণ সমবেতভাবে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল এবং তাঁহাকে বন্দী বা বহিষ্কার বা হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন। সুতরাং জিবরীল (আ) আসিয়া মহানবী (সা) যে স্থানে থাকিতেন তথায় না থাকিবার কথা জানাইয়া দিলেন। মহানবী (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহার বিছানায় শয়ন করিবার নির্দেশ দিলেন। আলী (রা) একটি সবুজ চাঁদর মুড়ি দিয়া বিছানায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) এমন সময়ে ঘরের বাহির হইলেন যখন দরজায় শত্রুরা দণ্ডায়মান। মহানবী (সা) যে এক মুষ্টি মাটি সাথে করিয়া বাহির হইয়া ছিলেন তাহা তিনি উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলে আল্লাহ পাক উহাদের দৃষ্টি মহানবী (সা) হইতে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তিনি এই সময় يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ। হইতে শুরু করিয়া فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিলেন।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন : ইকরামা (র) হইতেও এই ঘটনাকে সত্যায়িত করার পক্ষে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্‌ন হিব্বান (রা) তাহার কিতাবে এবং হাকিম তাহার মুসতাদরাক কিতাবেও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন খুসাইম সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের-এর মাধ্যমে ইবন আব্বাস (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ফাতিমা (রা) মহানবী (সা)-এর নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলে তাহাকে দেখিয়া মহানবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আমার দুলালী! কাঁদিতেছ কেন? ফাতিমা (রা) উত্তর করিলেন : আব্বাজান! আমি কেন কাঁদিব না ? কুরায়েশ নেতৃবৃন্দ তাহারা আপনাকে দেখা মাত্রই হত্যা করিবে। আর তাহারা প্রত্যেকেই আপনার হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে ইচ্ছুক। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : হে কন্যা! আমার জন্য অযূ করার পানি আন। মহানবী (সা) অযূ করিয়া কা'বা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। কুরায়েশগণ তখন মহানবী (সা)-কে দেখিয়া বলিল, এই সেই লোক। অতঃপর তাহাদের দৃষ্টি অবনমিত হইয়া গেল এবং অন্যদিকে ফিরাইয়া নিল। উহারা তাহাদের দৃষ্টি আর উত্তোলন করিল না। মহানবী (সা) এক মুষ্টি ধুলিকণা হাতে নিয়া 'শাহাতিল অযুহ' (উহারা ধূলি-ধূসরিত হউক) বলিয়া উহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। এই ধূলিকণা যাহাদের উপর পতিত হইয়াছে, তাহারাই বদরের যুদ্ধে নিতহ হইয়াছে। অতঃপর হাকিম বলিয়াছেন : এই হাদীসের সনদটি ইমাম মুসলিম আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বিশুদ্ধ। বুখারী ও মুসলিম কেহই উহা বর্ণনা করেন নাই। অথচ ইহার কোন দোষক্রটির কথাও আমার জানা নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুর রাযযাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর ভৃত্য মিকসাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : মহানবী (সা) মক্কায় অবস্থানকালে কুরায়েশগণ এক সভায় মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়াছিল। উক্ত বৈঠকে কোন এক লোক প্রস্তাব দিল যে, রাত্র প্রভাত হইলেই লোকটিকে ধরিয়া বন্দী করিতে হইবে। কতকে বলিল বন্দী নয়, বরং তাহাকে হত্যা করিতে হইবে। কতক লোকে পরামর্শ দিল, ইহার কিছুই নয়; বরং আমাদের দেশ হইতে তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবে।

এই ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে অবহিত করিলেন। আলী আসিয়া মহানবী (সা)-এর শয্যায় শয়ন করিলেন। মহানবী (সা) মক্কা ছাড়িয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। মুশরিকগণ রাত্রিভর মহানবী (সা)-কে ধারণা করিয়া আলী (রা)-এর প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখিল। রাত্র প্রভাত হইলে যখন আলী (রা) উহাদিগকে দেখিলেন, তখন আল্লাহ উহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আলী (রা)-এর নিকট উহারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গী মুহাম্মদ কোথায় ? আলী (রা) জবাব দিলেন, আমি জানি না। অতঃপর উহারা মহানবী (সা)-এর পথ অনুসরণ করিয়া চলিল। উহারা পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলে পথের দিশা হারাইয়া মহানবী (সা)-এর খোঁজে পাহাড়ের উপর উঠিল। অতঃপর অনুসন্ধান করিতে করিতে মহানবী (সা)-এর আশ্রয় গ্রহণ গুহাটির নিকট পৌঁছিয়া দেখিল গুহার দ্বারদেশে মাকড়শার বুনান জাল দ্বারা গুহার মুখটি আবৃত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উহারা বলিল : এই গুহায় কেহ প্রবেশ করিলে দ্বার দেশে মাকড়শার জাল থাকিত না। মহানবী (সা) এই গুহায় তিনটি রাত্র কাটাইয়া ছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়ের সূত্রে উরওয়াহ ইব্ন যুবায়ের হইতে আল্লাহ্ পাকের আয়াত يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ এর তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, দৃঢ় ও কাঠোর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু আমি আল্লাহ্ পাক তোমাকে উহা হইতেও মজবুত পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিত্রাণ দিয়াছি।

(٣١) وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا
مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○
(٣٢) وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ
فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○
(٣٣) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩১. উহাদের নিকট যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন উহারা বলে আমরা শ্রবণ করিলাম। ইচ্ছা করিলে আমরাও উহার অনুরূপ বলিতে পারি। ইহা শুধু পূর্বকালের লোকদের উপকথা।

৩২. সেই সময়টির কথা স্মরণ কর, যখন উহারা বলিয়াছিল—যদি ইহা তোমার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও।

৩৩. আপনি উহাদের মধ্যে অবস্থানকালীন উহাদেরকে শাস্তি দেওয়া যেমন আল্লাহর নিয়ম নহে তেমনি উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করা অবস্থায়ও আল্লাহ্ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে কুরায়েশদের কুফরী, বিদ্রোহী, হিংসা, বিদ্বেষ, হটকারিতা এবং আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণের সময় বাতিল দাবীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাদিগকে যখন আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করিয়া শুনান হইত, তখন উহারা বলিত, আমরা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু এইরূপ আয়াত আমরাও রচনা করিতে পারি। এই দাবী উহাদের অসার কথা। অর্থাৎ কেননা বহুবার তাহাদেরকে এই ধরনের ছোট একটি সূরা রচনা করিয়া দেওয়ার চালেঞ্জও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উহারা অন্তঃসার শূন্য দাবী ব্যতীত আর কিছুই পেশ করিতে পারে নাই। উহাদের এই দাবী দ্বারা স্বয়ং উহাদের নিজদেরকে এবং বাতিল দাবীর অনুরক্ত ও ভক্তদেরকেই প্রতারণা করিয়া থাকে।

কতক লোকের মতে এই দাবী ও কথার প্রবক্তা ছিল অভিশপ্ত নজর ইবন হারিস! যেমন ইহার প্রমাণে সাঈদ ইবন যুবায়ের, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ (র) প্রমুখ হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই অভিশপ্ত ব্যক্তি ইরান দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়া সেখানকার সেনাপতি ও বাদশাহ রুস্তম ও ইসকেনদারের বিভিন্ন কিসসা কাহিনী জানিয়া আসিয়াছিল। মক্কায় আসিয়া দেখিল আল্লাহ মুহাম্মদ (সা)-কে নবূওয়াতী দান করিয়াছেন এবং তিনি মানুষকে কুরআন করীমের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। মহানবী (সা)-এর কোন এক মজলিশে নজর ইবন হারিস উপস্থিত ছিল। সে মজলিশ শেষে তাহার শিক্ষা করা উপকথাগুলি বর্ণনা করিয়া বলিল : তোমরা বলত তোমাদেরকে কে সুন্দর কিসসা কাহিনী শুনাইয়াছে ? আমি, না মুহাম্মদ! এ কারণেই সে বদরের যুদ্ধে বন্দী হইলে মহানবী (সা) তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। তাহার গ্রেফতারকারী ছিলেন মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)। যেমন ইব্ন জারীর (র) বলেন :

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন বাশার (র) ... সাঈদ ইবন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের দিন উকবা ইব্ন আবূ মুআইত, তুআঈমা ইব্ন আদী ও নজর ইবন হারিসকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। মিকদাদ (রা) ছিলেন নজর ইব্নুল হারিসের বন্দীকারক। উহাকে হত্যা করিবার জন্য মহানবী (সা) মিকদাদকে নির্দেশ দিলে মিকদাদ বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাকে আমি বন্দী করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) বলিলেন : এই লোক আল্লাহর কিতাবকে অবজ্ঞা করিয়াছে এবং নানারূপ বিদ্রূপাত্মক কথা বলিয়াছে। সুতরাং মহানবী (সা) উহাকে আবার হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। মিকদাদ (রা) আবার বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই লোককে আমি বন্দী করিয়াছি। তখন মহানবী (সা) মিকদাদের জন্য এই দু'আ করিলেন : اَللّٰهُمَّ اَغْنِ مِقْدَادَ مِنْ فَضْلِكَ (হে আল্লাহ! আপনার অনুগ্রহে মিকদাদকে ধনী করুন।) এই দু'আ শুনিয়া মিকদাদ বলেন : আমি তো এতক্ষণ ইহাই চাহিয়াছিলাম। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন :

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ .

হুশায়েম (র) ... সাঈদ ইব্ন যুবায়ের হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন : তুআঈমার পরিবর্তে মুতয়িম ইব্ন আদী হওয়া ভ্রান্ত কথা কেননা মুতায়িম ইব্ন আদী

বদরের যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন না। একারণেই মহানবী (সা) বলিয়াছেন–আজ যদি মুতয়িম ইব্ন আদী জীবিত থাকিত, আর যদি এই সব বন্দীগণকে চাহিয়া আবেদন করিত, তবে অবশ্যই আমি তাহাকে বন্দীদের দান করিতাম। কেননা সে মহানবী (সা)-কে তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্তন করার পথে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিল।

উপরোক্ত আয়াতে اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ বাক্যাংশটির মর্ম হইল : اُسْطُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন اَسَاطِيْرُ আরবী পরিভাষায় লিখিত ও চয়নকৃত ঘটনাবলীকেই اَسَاطِيْرُ বলা হয়। আর যাহা শিক্ষা করিয়া মানুষের নিকট বর্ণনা করা হইত। মূলত উহাই হইল মিথ্যা ও কল্পিত রূপকথা ও উপাখ্যান। যেমন আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ، قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِيْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

"উহারা সেকালের উপকথা বলিতেছে, যাহা লিখিয়া রাখা হইয়াছে, আর উহাই সকাল সন্ধ্যায় উহাদের বারবার পাঠ করিয়া শুনান হইতেছে। হে নবী! বলিয়া দাও যে, এই কুরআন সেই মহামহিয়ানের পক্ষে হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন তথ্য ও রহস্য সম্পর্কে অবহিত, অবশ্যই তিনিই ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (২৫ : ৫-৬)। অর্থাৎ যাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তওবা করে তাহাদের তওবা তিনি কবূল করেন এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

মর্ম হইল এইরূপ কথা এই সব মুশরিকগণ চরম মূর্খতা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিদ্রোহ এবং সকল জাহিলিপনা ও অবিশ্বাসের দরুনই বলিতে পারিয়াছে। উহাদের পক্ষে ইহা বলাই শ্রেয় ছিল যে, হে আল্লাহ্! ইহা যদি তোমাদের পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদিগকে হিদায়াত কর এবং উহার আনুগত্য করিবার ক্ষমতা দাও। কিন্তু ইহা না করিয়া বরং নিজদের উপর আল্লাহ্র আযাব টানিয়া আনিল এবং তাঁহার আযাব তড়িঘড়ি উপস্থিত হইবার প্রার্থনা করিল। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যান্য আয়াতে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছেন :

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لاَ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَيَشْعُرُوْنَ .

"উহারা তোমার নিকট তড়িঘড়ি শাস্তি চাহিতেছে, শাস্তির জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময় না থাকিলে অবশ্যই উহাদের নিকট শাস্তি আসিত। হঠাৎ কোন এক সময় উহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে যে, উহারা বুঝিতেও পারিবে না " (২৯ : ৫৩)।

وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ .

"উহারা বলিল : হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য হিসাব-নিকাশের পূর্বেই তাড়াতাড়ি আমাদের মীমাংসা কর"(৩৬ : ১৬)

سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ، مِّنَ اللّٰهِ ذِيْ الْمَعَارِجِ .

"প্রশ্নকারী শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কাফিরদের উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা নাই। এই শাস্তি সেই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইবে যিনি মহত্ত্ব ও গৌরবের অধিপতি" (৭০ : ১-৩)।

সেকালের জাহিল লোকেরাও এইরূপ প্রলাপ করিত। যেমন হযরত শুআয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা যাহা বলিত, আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ .

"যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক, তবে আকাশ হইতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ কর" (২৬ : ১৮৭)। উহারা ইহাও বলিয়াছিল :

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

"হে আল্লাহ্ ! ইহা যদি তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ কর অথবা আমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দাও" (৮ : ৩২)

শু'বা (র.) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই কথা আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম বলিলে আল্লাহ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম বুখারী আহমদ (র) ... শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর উহারা উভয় আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাআয এবং তাহার পিতা, শু'বা ও আহমদ প্রমুখ হইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে আহমদ দ্বারা সেই আহমদকে বুঝান হইয়াছে, যাহার পুরা নাম হইল আহমদ ইব্‌ন নজর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহাব। আবূ আহমদ হাকিম ও আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) এইরূপই বলিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আয়িশা (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ;

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

আয়াতে বর্ণিত বক্তব্য নজর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন কালদা বলিলে আল্লাহ্ পাক سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) প্রমুখ এমনিভাবেই বলিয়াছেন। আর সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, নজর ইব্‌ন হারিস হইতে এইরূপ বক্তব্য প্রকাশ হইলে আল্লাহ পাক তাহা আল-কুরআনে উদ্ধৃত করেন। যেমন وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ আর وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ("তোমরা আমার নিকট এক এক করিয়া আসিবে। যেমন আমি তোমাদিগকে পহেলাবার সৃষ্টি করিয়াছি।")

আর سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ لِّلْكَافِرِيْنَ

আতা (র) বলেন : আল্লাহ পাক আল-কুরআনে এই বিষয় দশটি আয়াতের অধিক অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধের দিন আমর ইব্‌ন আসকে ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ অবস্থায় এক স্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলাম। তখন সে বলিল : হে আল্লাহ! মুহাম্মদ যাহা কিছু বলিতেছে তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘোড়াসহ ভূতলে ধসাইয়া দিন।

কাতাদা কুরআনের উল্লেখিত وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَالْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, এই উম্মতের জাহিল ও মূর্খ লোকদের বক্তব্য ইহা ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক বহুবার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং তাহাদের স্বীয় দয়া ও রহমতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আর আলোচ্য আয়াত :

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ .

প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন : আমাদের নিকট পিতা ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকগণ আল্লাহ ঘর প্রদক্ষিণ করার সময় এই দু'আ পাঠ করিলে لبيك اللّٰهم لبيك لاشريك لك তখন মহানবী (সা) বলিলেন : সত্য অবশ্যই। উহারা আবার বলিল : لبيك اللّٰهم لبيك لا شريك لك الا شريك هولك تملكه وما ملك ("উপস্থিত, আয় আল্লাহ্ আমি উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নাই। কিন্তু তোমার একজন শরীক রহিয়াছে, তাহার এবং তাহার বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুর মালিক তুমি।) অতঃপর ইহার সাথে সাথেই বলিত غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ ("তোমার নিকট ক্ষমা চাই তোমার নিকট ক্ষমা চাই)। এই সময় আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। সুতরাং এই আয়াত প্রসঙ্গেই ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : এই উম্মতের নিকট দুইটি আমানত রহিয়াছে। একটি হইল, স্বয়ং মহানবী (সা) আর অপরটি হইল, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহানবী (সা)-কে এই দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট রহিয়াছে শুধু ইস্তিগফার।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমার নিকট হারিস (র) ... প্রমুখ ইয়াযীদ ইব্‌ন রুমান, মহাম্মদ ইব্‌ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, কুরায়েশগণ পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে মুহাম্মদকে মহান ও উন্নত করিয়াছেন। তাহারা দিনের বেলা আল্লাহ্র সাথে বেয়াদবী করে, আর রাত্রিকালে তাহারা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এবং লজ্জিত হইয়া বলে غفرانك اللّٰهم (আল্লাহ্ আমি তোমার নিকট ক্ষমার প্রার্থনা করিতেছি)। তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ হইতে اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহতে বলেন : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াতের মর্ম হইল, আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ নহে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের নবী তাহাদের মধ্যে অবস্থান কালে শাস্তি দিয়া থাকেন; নবীকে উহাদের মধ্য হইতে সরাইয়া নেওয়ার পরই শাস্তি দেন। অতঃপর তিনি وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতের মর্ম প্রসঙ্গে বলেন : আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়কে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে হইতে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। বহু লোক

আল্লাহ্‌র প্রতি অনেক পূর্বেই ঈমান আনিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে এবং নামায পড়িয়াছে। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে কতক লোক প্রথম হইতেই ঈমান আনিয়া নামায পড়িত এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হিজরতের পরও তাহারা মক্কায় রহিয়া গিয়াছিল। যাহার দরুন আল্লাহ্ মক্কাবাসীদের প্রতি তাঁহার শাস্তি অবতীর্ণ করেন নাই।

মুজাহিদ, ইকরামা, আতীয়া, আওফী, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

যাহ্‌হাক ও আবূ মালিক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এখানে হিজরতের পর যে সব ঈমানদার লোক মক্কায় রহিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আল্লাহ্ পাক এই উম্মতের মধ্যে দুইটি আমানত রাখিয়াছেন। এই আমানত দুইটি যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকিবে তাহারা আল্লাহর শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে। উহার একটি আমানত হইল স্বয়ং মহানবী (সা), যাঁহাকে আল্লাহ পাক ইন্তিকাল দিয়া নিজের নিকট নিয়া গিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি এখনও তাহাদের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে।

আবূ সালিহ আবদুল গাফফার (র) বলেন : আমার নিকট আমার কোন এক সঙ্গী এই বর্ণনা করিয়াছে যে, নজর ইব্‌ন আদী এই হাদীসকে মুজাহিদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মারদুবিয়া ও ইব্‌ন জারীর (র) আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর এমনিভাবে কাতাদা ও আবুল আলা কারী ও ব্যাকরণবিদের নিকট হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী বলেন : আমাদের নিকট সুফিয়ান ইবন ওয়াকী (র) ... ইব্‌ন আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) উল্লেখিত وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ . আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমার উম্মতের প্রতি দুইটি আমানত অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহার একটি আমি অপরটি ইস্তিগফার। আমি চলিয়া যাওয়ার পর উহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত ইস্তিগফার রাখিয়া গেলাম। এই হাদীসের প্রমাণেই ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ কিতাবে এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহাব (র) আবূ সাঈদ (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : শয়তান বলিল : হে আল্লাহ্ তোমার মহত্ত্বের শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দেহে প্রাণ থাকা অবধি তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিব, আর আল্লাহ্ পাক বলিলেন : আমার মহত্ত্ব গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত উহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে, আমিও উহাদিগকে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করিতে থাকিব। অতঃপর হাকিম এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করেন। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইহাকে বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মারদুবিয়া ইব্‌ন আমর (র) ... ফাযালা ইব্‌ন উবাইদ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করা পর্যন্ত তাঁহার আযাব হইতে নিরাপদে থাকেন।

(٣٤) وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْٓا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِيَةً ؕ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

৩৪. উহাদের এমন কি মর্যাদা হইল যে, আল্লাহ্ উহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ উহারা মানুষকে 'মাসজিদুল হারাম' হইতে নিবৃত্ত রাখে বস্তুত উহারা এই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক নহে। ইহার তত্ত্বাবধায়ক হইল আল্লাহ্‌ভীরু লোকগণ, কিন্তু উহাদের অধিকাংশ লোক ইহা অবগত নহে।

৩৫. আর আল্লাহ্‌র ঘরের নিকট মুখে শিস দেওয়া এবং করতালি দেওয়াই হইল উহাদের নামায। সুতরাং কুফরী করার দরুন তোমরা শাস্তি ভোগ কর।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে বলিতেছেন যে, ইহারা তাহাদের কৃতকর্মের দরুন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইয়াছে বটে কিন্তু মহানবী (সা) উহাদের মধ্যে অবস্থান করার দরুন তাঁহার ইয্‌যত ও বরকতের কারণে উহাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করা হয় নাই। আর এজন্যই মহানবী (সা) যখন উহাদের মধ্য হইতে মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন, তখন আল্লাহ পাক উহাদের উপর বদরের যুদ্ধের দিন আযাব অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং ঐ যুদ্ধে উহাদের নেতৃবৃন্দ নিহত হইল এবং বেশ কিছু সরদার বন্দী হইল। আল্লাহ পাক উহাদেরকে ইস্তিগফারের সাথে শিরকী ও ফিতনা-ফাসাদের পাপ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের মধ্যকার দুর্বল মু'মিনগণ যদি আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেন তবে অবশ্যই উহাদের প্রতি অপ্রতিরোধ্য শাস্তি অবতীর্ণ হইত। কিন্তু এই শাস্তি দুর্বল মু'মিনগণের ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই বন্ধ হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক হুদায়বিয়ার যুদ্ধের দিন বলিয়াছেন :

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

("যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ঘর হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে, আর কুরবানীর পশু যবাহ্ স্থলে পৌঁছিতে দেয় নাই। মক্কায় যদি এই সব মু'মিন নারী পুরুষগণ না হইত, যাহাদেরকে তোমরা চিন না, আর তোমরা যদি তাহাদেরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে, তবে তোমাদের অজ্ঞাতেই উহাদের কারণে তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি নিপতিত হইত। কারণ আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা মত যে কোন লোককে তাঁহার রহমতের ছায়াতলে স্থান দেন।

ইহারা যদি এখানে আশ্রয় লইয়া না থাকিত, তবে আমি উহাদের মধ্যের কাফিরদিগকে অবশ্যই কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি দিতাম (৪৮ : ২৫) ।

ইব্‌ন জারীর (র) আমাদের নিকট ইব্‌ন হুসাইন ... ইব্‌ন আবযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) যখন মক্কায় অবস্থান করিতেন, তখন আল্লাহ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তিনি যখন মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় গেলেন, তখন আল্লাহ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন : মক্কায় যে সব দুর্বল মুসলমান রহিয়া গিয়াছিলেন, মদীনায় হিজরত করে নাই, তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত। সুতরাং তাহারা যখন মক্কা হইতে চলিয়া আসিল তখন আল্লাহ্ পাক وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ মহানবী (সা)-কে মক্কা জয় করিবার অনুমতি দিলেন। আর ইহাই হইল তাহাদের জন্য অঙ্গীকার কৃত শাস্তি। ইব্‌ন আব্বাস, আবূ মালিক, যাহহাক আরও অনেক হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কতক লোকের মতে এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ পাকের وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতকে মানসূখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে। এই আয়াতের মর্ম হইল ইস্তিগফার প্রকাশ পাওয়া উহাদের নিজদের জন্যই ছিল।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট হুমায়েদ (র) সূত্রে ইকরামা ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। ইকরামা ও হাসান বসরী (র) উভয় বলেন : وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াতকে নিম্নে وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ ... ... فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ আয়াত দ্বারা মানসূখ বা উহার হুকুম রদ করা হইয়াছে। সুতরাং মক্কায় লড়াই হইয়া উহা মহানবী (সা)-এর করতলগত হওয়ার পর উহাদের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এমনিভাবে ইবন আবূ হাতিম (র) আবূ নুমাইলা ইয়াহইয়া ইব্‌ন অয়াযেহ (র) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন সবাহ (রা) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ পাক وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন বটে। অতঃপর মুশরিকগণকে নিম্নলিখিত আয়াতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاءُهُ
اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ উহাদের হইল কি যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে শাস্তি দিবেন না। অথচ উহারা মক্কার মু'মিন লোকদিগকে বায়তুল্লাহ হইতে ফিরাইয়া রাখে। কিন্তু তাহারাই সেখানে নামায আদায় করার ও তাওয়াফ করার যোগ্যতর অধিকারী লোক। আর এই জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, উহারা মসজিদুল হারামের অধিকারী ও তত্ত্বাধায়ক হইবার প্রকৃত যোগ্যতর ব্যক্তি (৮ : ৩৪)। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলিয়াছেন :

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِهُمْ خَالِدُوْنَ ، اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ .

"মুশরিকদের জন্য আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার কোন অধিকার নাই। কেননা উহারা নিজদের ক্ষেত্রে কুফরীর পরিচয় দিয়াছে। উহাদের কৃতকর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকিবে। আল্লাহ্‌র মসজিদ আবাদ ও সংস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাহাদেরই রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায কায়েম করিয়াছে ও যাকাত দিয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যায় ইহারাই হইবে সৎপথ প্রাপ্ত লোক" (৯ : ১৭-১৮)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন :

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وكُفْرَ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ .

"উহারা আল্লাহ্‌র পথের বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার সাথে কুফরী করিয়াছে এবং মসজিদুল হারাম হইতে লোকদিগকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর মক্কার মু'মিন লোকদেরকে তথা হইতে বিতারিত করিয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌র নিকট বিরাট পাপের কাজ" (২ : ২১৭)।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আমাদের নিকট সুলায়মান ইব্‌ন আহমদ তাবারানী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল مَنْ اَوْلِيَاؤُكَ (আপনার বন্ধু কে ?) মহানবী (সা) জবাব দিলেন : প্রত্যেক আল্লাহ-ভীরু লোকই আমার বন্ধু। অতঃপর মহানবী (সা) اَوْلِيَاءُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ আয়াত পাঠ করিলেন।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে লিখেন : আমাদের নিকট আবূ বকর শাফিঈ (র) ... রিফাআ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, মহানবী (সা) কুরায়েশগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে অন্য কোন লোক আছে কি ? উহারা জবাব দিল, আমাদের মধ্যে আমাদের ভাইপো, আমাদের সহকর্মী এবং আমাদের ভৃত্যগণ রহিয়াছে। তখন মহানবী (সা) বলিলেন–বন্ধুও আমাদের, ভাইপোও আমাদের এবং ভৃত্যও আমাদের। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু লোকগণই আমার বন্ধু। অতঃপর ইমাম হাকিম (র) বলিয়াছেন : এই হাদীস বিশুদ্ধ কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম হইতে বর্ণিত পাওয়া যায় না।

উরওয়াহ, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) اِنْ اَوْلِيَاءُهٗ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, উক্ত আয়াতে খোদ মহানবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবাবৃন্দের কথা বলা হইয়াছে। আর মুজাহিদ (র) বলেন : উক্ত আয়াতে সকল মুজাহিদগণের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা যেখানে ও যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন। অতঃপর আল্লাহ পাক মসজিদুল হারামের নিকট উহাদের ইবাদত ও কৃত কর্মের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন :

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلاَّ مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً .

আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আবূ রাজা উতাবিদী মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরাযী, হুজর, ইবন আনীস, নবীত ইবন শরীত,

কাতাদা, আবদুর রহমান ইবন যায়েদ ইব্ন আসলাম বলেন, উল্লেখিত আয়াতে مُكَاءً শব্দ দ্বারা মুখের দ্বারা শিস দেওয়ার কথা বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ইহার সাথে ইহাও বলিয়াছেন যে, শিস দেওয়ার সময় উহারা নিজদের অঙ্গুলীসমূহ মুখে প্রবেশ করাইত।

সুদ্দী (র) বলেন : উল্লেখিত আয়াথে مُكَاءً শব্দ দ্বারা অর্থ তাহারা পাখির ন্যায় শিস দিয়া থাকে, এই পাখিগুলির রং সাদা। সুতরাং শিস দেওয়ার কারণেই পাখিগুলির নাম হইয়াছে مُكَاءً পাখি। পাহাড়ীয়া অঞ্চলই হইল ইহাদের থাকার স্থান।

উপরোক্ত আয়াতে تَصْدِيَةً শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ খাল্লাদ সুলায়মান ইব্ন খাল্লাদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) কুরআনের وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, কুরায়েশগণ উলংগ হইয়া বায়তুল্লাহ্ প্রদক্ষিণ করিত, আর মুখের দ্বারা শিস দিত এবং করতালি বাজাইত। উক্ত আয়াতে মুখের দ্বারা শিস দেওয়াকে مُكَاءً করতালি বাজানকে تَصْدِيَةً বলা হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফাও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এমনিভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আর অনুরূপভাবেই ইব্ন উমর, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কাআব, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান, যাহহাক, কাতাদা, আতীয়া, আওফা, হুজর ইবন আনবস ইব্ন আবযী প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর বলেন : আমাদের নিকট ইব্ন বাশার ... ইব্ন উমর (রা) হইতে وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مُكَاءً মুখের দ্বারা শিস দেওয়া এবং تَصْدِيَةً করতালি বাজানকে বলা হয়। কুররা (র) বলেন : আতীয়া আমাদের কাছে ইব্ন উমর (র)-এর কর্মের কথা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, সেও জাহিলী আমলে মুখে শিস দিত, গণ্ডদেশকে ঝুঁকাইয়া দিত এবং হাত দ্বারা করতালি বাজাইত। ইবন উমর (রা) বলেন : সে নিজে বায়তুল্লাহর সম্মুখে গিয়া তাহার গণ্ডদেশকে মাটিতে রাখিত, হস্তদ্বারা করতালী বাজাইত এবং শিস দিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীস সংশিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায় উহা হইতে বর্ণিত সূত্রেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইকরামা (র) মুশরিকগণ বাম দিক দিয়া বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করিত। মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ মহানবী (সা)-এর নামাযে গণ্ডগোল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এইভাবে নানাবিধ অপকর্ম করিত। যুহরী (র) বলেন, মু'মিন লোকদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য এইরূপ করিত।

সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) হইতে تَصْدِيَةً শব্দের ব্যাখ্যায় বর্ণিত রহিয়াছে যে, মুশরিকগণ আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিত এবং সেই পথে বাধায় পরিণত হইত।

আমাদের আলোচ্য فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় যাহহাক, ইব্ন জুরাইজ, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ বলিয়াছেন যে, এই শাস্তি বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়ার ও বন্দী হওয়ার আকারে উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছিল। ইবন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম কিছু বর্ণনা করেন নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমার পিতা ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : জিম্মী বা যাহাদের সাথে সন্ধি চুক্তি হয় তাহাদের শাস্তি অস্ত্রের (তরবারি) মাধ্যমে এবং অবিশ্বাসিগণের শাস্তি বিদ্যুৎ গর্জন, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও ভূকম্পনের আকারে হইয়া থাকে।

(٣٦) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ
سَبِيْلِ اللهِ ۚ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ۝
(٣٧) لِيَمِيْزَ اللهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهُ
عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهُ فِيْ جَهَنَّمَ ۚ أُولٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُوْنَ ۝

৩৬. কাফিরগণ আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার জন্য তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। তাহারা ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেই থাকিবে। অতঃপর ইহাই উহাদের পরিতাপের কারণ হইবে। আর ইহার পর উহারা পরাজিত হইবে। আর কাফিরদিগকে জাহান্নামে সমাবেত করা হইবে।

৩৭. ইহার কারণ হইল আল্লাহ দুষ্টতাকে পবিত্রতা হইতে (কুজনকে সুজন হইতে) পৃথক করিবেন। আর দুষ্টদের এককে অপরের উপর রাখিবেন। অতঃপর সকলকে স্তূপীকৃত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর : উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট যুহরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইবন হিব্বান, আসিম ইব্‌ন উমর ইবন কাতাদা, হাসীন ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন মাআয (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধে কুরায়েশগণ পরাজিত ও অপদস্ত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। এদিকে আবূ সুফিয়ানও তাহার কাফেলাসহ বিপুল ধন-সম্পদ নিয়া মক্কায় উপনীত হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ রবীআ, ইকরাম ইব্‌ন আবূ জাহেল, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া প্রমুখ কুরায়েশদের এমন নেতাদের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিল যাহাদের পিতা পুত্র ও ভাই বন্ধু বদরের লড়াইতে নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব তাহাদের এবং এই বাণিজ্যিক কাফেলায় যাহাদের ধন-সম্পদ ছিল তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিল : হে কুরায়েশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়া তোমাদেরকে হীন ও নীচ প্রতিপন্ন করিয়াছে। তোমাদের বাপ-ভাইকে হত্যা করিয়াছে। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এই ধন-সম্পদ দ্বারা আমাদেরকে সাহায়তা কর। হয়ত এই পথেই আমাদের নিহত ভাইদের প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করিতে পারিব। বস্তুত, ইহাই করা হইয়াছিল। বর্ণনাকারী বলেন : এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ .... هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই রূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, হাকাম ইবন উআয়না, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন আবযা (র) হইতে এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, এই আয়াত আবূ সুফিয়ান ও তাহার বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্পদ মহানবী (সা)-এর সাথে উহুদের প্রান্তরে প্রতিশোধমূলক লড়াই করিবার উদ্দেশ্য ব্যয় করার কথা বর্ণনা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াত বদরের যুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হয়। যে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অবতীর্ণ হউক না কেন, আয়াতটির মর্ম সাধারণ ও ব্যাপক। যদিও বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষে করিয়া ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং ইহার মর্ম হইল : আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, কাফিরগণ সত্য পথের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিবার নিমিত্ত যুদ্ধের ধন-সম্পদ ব্যয় করিতেছে এবং এইরূপ করিবেও। এইভাবে উহাদের ধন-সম্পদ চলিয়া যাইবে। যখন উহাদের কোন কিছু থাকিবে না, তখন ইহাই উহাদের লজ্জা ও পরিতাপের কারণে পরিণত হইবে। কেননা উহারা আল্লাহ্‌র প্রদীপকে চিরতরে নির্বাপিত করিয়া দিতে চায় এবং তাহাদের বাতিল কালেমাকে হক ও চিরন্তন সত্য কালেমার উপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার প্রদীপকে অব্যশই পূর্ণতায় পৌঁছাইবেন—যদিও কাফিরগণ তাহা পসন্দ করে না। আর তাঁহার দীনকে তিনি সহায়তা করিবেন। তাঁহার কালেমাকে সম্প্রচার করিবেন এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদসমূহের উপর তাঁহার দীনকে বিজয়ী করিবেন। ইহাই হইল উহাদের জন্য এই জগতের চরম অপমান। তেমনি পরকালে রহিয়াছে উহাদের জন্য চরম আগুনের শাস্তি। উহাদের মধ্যে কোন লোক জীবিত থাকিয়া থাকিলে সে অনুরূপই প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং মর্মান্তিক পরিণতির কথা শুনিয়াছে। আর উহাদের মধ্যে যাহারা নিহত হইয়াছে বা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহারা চিরন্তন অপমান ও শাশ্বত শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ .

আলোচ্য لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : আল্লাহ এইরূপ করিয়া ভাগ্যবানগণকে দুর্ভাগাদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন।

সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ মু'মিনগণকে কাফিরদের হইতে পৃথক করিতে চাহেন। এই পার্থক্য পরকালে হইবারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন:

ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ .

অর্থাৎ হাশরের দিন মুশরিকগণকে বলিব : তোমরা এবং তোমাদের অংশীদারগণ তোমাদের স্থানেই দণ্ডায়মান থাক। আমি উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিব (১০ : ২৮) । আল্লাহ পাক আরও বলিয়াছেন : وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ অর্থাৎ "আর যে দিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে সেই দিন উহারা পরস্পর পৃথক হইয়া যাইবে" (৩০ : ১৪)।

আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে বলেন : يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উহারা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাক সূরা ইয়াসীনে বলিয়াছেন : وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ "আজ অপরাধিগণ নিরাপরাধীদের হইতে পৃথক হও।"

অবশ্য এই আয়াতের মর্মে বুঝা যায় যে, এই পার্থক্য হইবে দুনিয়ায়, যাহা উহাদের কৃতকর্ম হইতে ঈমানদারগণের জন্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ উহাদের কার্যকলাপ মু'মিনদের কার্যকলাপের বিপরীত হইয়া তাহাদের সাথে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিবে।

আলোচ্য لِيَمِيْزَ শব্দের ل অক্ষরটিকে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী لام سببيه বলা হয়। অর্থাৎ কারণ দর্শাইবার জন্য এই ل অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং আয়াতের তাৎপর্য হইল, পাপের কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করার কারণে আল্লাহ্ খারাপ লোকদেরকে ভাল লোকদের হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন। এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্ কাফিরদেরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত রাখিবার কাজে অর্থ সম্পদ ব্যয় করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। উহার এই মর্মও হইতে পারে যে, কাহারা তাঁহার আনুগত্য করিয়া তাঁহার শত্রু কাফিরদের সহিত লড়াই করে এবং কাহারা অবাধ্য হইয়া লড়াই হইতে পশ্চাতে থাকে তাহা পার্থক্য করিয়া দেখাইতে চান। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে :

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعَانِ فَبِاذْنِ اللّٰه وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنَاكُمْ .

অর্থাৎ উভয় দলের মুকাবিলার সময় তোমাদের যাহাকিছু বিপদ ও আঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে, তাহা আল্লাহর হুকুমেই হইয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ মু'মিনগণকে জানিয়া নিতে চাহেন এবং মুনাফিকগণকেও জানিতে চাহেন। অর্থাৎ উহাদের মধ্যে পার্থক্য করিতে চান। উহাদেরকে বলা হইয়াছে। আল্লাহর পথে জিহাদ কর। উহারা উত্তর করিল : আমাদের যদি লড়াই জানা থাকিত, তবে অবশ্যই তোমাদের পদাংক অনুসরণ করিতাম (৩ : ১৬৬-১৬৭)।

আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ .

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক মু'মিনগকে তাহাদের বর্তমান অবস্থার উপরই রাখিতে চাহেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি কুজনদিগকে সুজন হইতে পার্থক্য করিবেন। মূলত অদৃশ্য বিষয় তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিতে চাহেন না। (৩ : ১৭৯)।

আল্লাহ্ পাক আরও বলিয়াছেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ .

"তোমরা কি এই ধারণায় রহিয়াছ যে, বিনা পরীক্ষায়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তোমাদের মধ্যে কাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং কাহারা ধৈর্যশীল, তাহা আল্লাহ যাচাই করিয়া জানিয়া নিবেন না"? (৩ : ১৪২)।

সূরা বারাআতেও এই ধরনের আয়াত বর্তমান রহিয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে পরীক্ষা করিব যে, কাহারা তাহাদের সাথে লড়াই করে আর কাহারা বিরত থাকে। পক্ষান্তরে, এই কাজে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার

জন্য কাফিরদেরকে সুযোগ দান করিব। কারণ আল্লাহ মন্দজনকে ভালজন হইতে পৃথক করিতে চাহেন। অতঃপর মন্দজনের এককে অপরের উপর স্তূপীকৃত করিয়া সমবেত করিবেন। যেমন আল্লাহ্ মেঘমালা সম্পর্কে বলিয়াছেন : ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا (অতঃপর উহা একটির ওপর একটি রাখা হইবে।)

আলোচ্য فَيَجْعَلَهُ فِىْ جَهَنَّمَ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদিগকে আল্লাহ্ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। আর উহারাই হইবে ইহকালে ও পরকালে চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

(٣٨) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ ۚ
وَاِنْ يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○
(٣٩) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ
فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○
(٤٠) وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى
وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৩৮. হে নবী! কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, যদি তাহারা বিরোধিতা হইতে বিরত থাকে, তবে অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা ক্ষমা করা হইবে। আর যদি পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, তবে পূর্ববর্তী কাফিরগণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, তাহাই হইবে।

৩৯. তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় ও আল্লাহ্র দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তাহারা বিরত হয়, তবে তাহারা যাহা করে, আল্লাহ তাহা ভালভাবেই দেখেন।

৪০. আর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া থাকে, তবে জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক। তিনি কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : হে নবী! তুমি কাফিরগণকে বলিয়া দাও যে, তাহারা যদি কুফরী, বিদ্রোহ, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি হইতে বিরত থাকে এবং ইসলামী জীবন বিধান গ্রহণ করিয়া আনুগত্য প্রদর্শন করে আর আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগী হয়, আল্লাহ্ পাক উহাদের কুফরী যুগের সমুদয় পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম গ্রহণ করিয়া যাহারা সুন্দর ও পুণ্যময় কাজ করিবে, তাহাদের জাহিলী যুগের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া পাপাচার করে তাহাদের পূর্বাপর সমস্ত পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হইবে।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আরও উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ইসলাম গ্রহণ পূর্বেকার পাপকে মোচন করিয়া থাকে।

আলোচ্য আয়াতে وَإِنْ يَعُودُوا শব্দের মর্ম হইল : উহারা যদি বর্তমান ভূমিকায় অটল থাকে, উহা পরিবর্তন না করে, তবে অতীতের কাফিরগণের ক্ষেত্রে আমার যে নীতি প্রযোজ্য হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও সেই নীতির পুনরাবৃত্তি হইবে। আমার শাস্তি ও পরিণতি উহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল।

মুজাহিদ (র) فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِيْنَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : আল্লাহ্র এই নীতি বদরের যুদ্ধের দিন কুরায়েশগণের উপর প্রযোজ্য হইয়াছিল এবং এই জাতির অন্য লোকদের বেলায়ও হইয়াছে।

সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ আয়াতটি বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন : আমাদের নিকট হাসান ইবন আবদুল আযীয (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এক লোক ইব্ন উমরের নিকট আসিয়া বলিল : হে আবূ আবদুর রহমান ! আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا (দুই দল ঈমানদার লোক পরস্পর লড়াই করিতেছে। (৪৯ : ৯) সম্পর্কে আপনার কি অভিমত ? আপনি কি কারণে লড়াই করিতেছেন না। যেমন আল্লাহ্ তাঁহার কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন ? ইব্ন উমর (রা) উত্তর করিলেন : হে ভ্রাতুষ্পুত্র! এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমি ইহা করিব না যে, আমি পারস্পরিক হত্যায় লিপ্ত হইয়াছি বরং এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করি যে, আমি ইচ্ছা করি হত্যা করিব না। কেননা আল্লাহ্ পাক وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا ["যাহারা ইচ্ছাপূর্বক ঈমানদারগণকে হত্যা করে" (৪ : ৯৩)] বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন উমর وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : আমরা মহানবী (সা)-এর আমলে এই উদ্দেশ্যে লড়াই করিতাম যে, তখন ইসলাম খুব দুর্বল ছিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। তখনকার দিনে দীনের ব্যাপারে লোকদের কঠোর পরীক্ষা হইত। হয় তাহাদেরকে হত্যা করা হইত নতুবা কঠোরভাবে বন্দী করা হইত। মুসলমান সংখ্যায় বেশী হইলে এবং ইসলামের শক্তি সঞ্চয় হইলে এই ফিতনা ও পরীক্ষার অবসান হয়। লোকটি যখন দেখিল যে, ইব্ন উমরের কথা তাহার উদ্দেশ্যের সাথে মিল রাখিতেছে না, তখন সে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিয়া বলিল : উসমান (রা) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তর করিলেন : উসমান ও আলী (রা) সম্পর্কে আমার উক্তি একই। আল্লাহ্ পাক উসমান (রা)-কে ক্ষমা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করাকে তোমরা পসন্দ কর না। অপরদিকে আলী (রা) হইলেন মহানবী (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁহার জামাতা। অতঃপর তিনি হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন : ঐ হইতেছে তাঁহার কন্যা ; তোমরা তাঁহাকে কিভাবে দেখিতেছ ?

অপর হাদীস : আমাদের নিকট আহমদ ইবন ইউনুস (র) ... যুবায়ের (রা) বলেন : আমার নিকট ইব্ন উমর (রা) আসিয়া বলিলেন : ফিতনা অবসানের নিমিত্ত লড়াই করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রা) জবাব দিলেন, ফিতনা কাকে বলে তোমরা জান কি ? মহানবী (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেন। অথবা উহাদের উপর

চড়াও হওয়াই ছিল ফিতনা। তোমাদের লড়াই তো দেশ বিজয়ের জন্য হয় না। উল্লেখিত বিবরণ বুখারীর বর্ণিত বিবরণের আলোকেই বর্ণিত হইয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ নাফি সূত্রে ইব্ন উমর (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : তাহার নিকট আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়ের সম্পর্কিত ফিতনার ব্যাপারে দুই ব্যক্তি আসিল; তাহারা উভয় ইব্ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল : লোকেরা অনেক কিছু করিয়াছে। অথচ আপনি উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর পুত্র এবং রাসূলের সাহাবী । আপনি কি কারণে ইহাতে অংশ নিতেছেন না? ইব্ন উমর (র) উত্তর করিলেন : অংশ গ্রহণ না করিবার কারণ হইল আল্লাহ পাক মুসলিম ভাইর রক্তধারা প্রবাহিত করাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহারা বলিল : আল্লাহ তা'আলা কি কুরআন পাকে একথা বলেন নাই যে, وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ইব্ন উমর জবাব দিলেন : আমরা লড়াই করিয়াছি, যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছে এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা লড়াই করিতেছ, যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং দীন হইয়া যায় গায়রুল্লাহর জন্য।

আলী ইব্ন যায়েদ (র) আইউব ইব্ন আবদুল্লাহ লাখামী (র) হইতে হাম্মাদ ইব্ন সালামা (রা) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাখামী বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ছিলাম। এই সময় এক লোক আসিয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ (কিন্তু আপনারা কেন লড়াই করিতেছেন না।) ইবন উমর উত্তর করিলেন : আমরা লড়াই করিয়াছি যাহার ফলে ফিতনার অবসান হইয়াছে ও দীন আল্লাহর জন্য হইয়াছে। কিন্তু তোমরা লড়াই কর যাহার ফলে আরও ফিতনা সৃষ্টি হয় এবং দীন গায়রুল্লাহর জন্য হয়। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র)ও অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন উমর (রা) বলেন : আমরা এবং মহানবী (সা)-এর সাহাবীবৃন্দ লড়াই করিতাম, যাহার ফলে দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত। শিরক বিদূরীত হইত এবং ফিতনার কোন চিহ্ন থাকিত না। কিন্তু তুমি ও তোমার সহচরবৃন্দ যে লড়াই করিতেছ তাহাতে ফিতনা অধিকমাত্রায় সৃষ্টি হইতেছে এবং দীন গায়রুল্লাহর কাছে পরাজিত ও অপদস্ত হইতেছে। এই হাদীস দুইটি ইব্ন মারদুরিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আওয়ানী (র) আ'মাশ সূত্রে ইবরাহীম তাঈমী ও তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা ইব্ন যায়েদ বলিয়াছেন : যে লোক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আমি কখনও তাহার সাথে লড়াই করিব না। ইহা শুনিয়া সা'দ ইব্ন মালিক (র) বলিল : আমি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে লোক 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে আমি তাহার সাথে কখনই লড়াই করিব না। ইহা শুনিয়া এক লোক বলিল, আল্লাহ্ তা'আলা কি কুরআন মজীদে وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ঘোষণা করেন নাই ? তখন তাহারা উভয় বলিল : আমরা লড়াই করিতাম, যাহার ফলে ফিতনা ফাসাদের অবসান হইয়া পূর্ণরূপে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত হইত। এই হাদীসও ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : এখানে ফিতনা দ্বারা শিরকের কথা বুঝান হইয়াছে।

অর্থাৎ শিরকের অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিতে থাক। আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : যুহরী (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (রা)সহ আমাদের অন্যান্য আলিমগণ এই আয়াতের অর্থ এইরূপ করেন বলিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমানগণ তাহাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনা ও পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার অবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা লড়াই করিয়া যাও।

আর উপরোক্ত আলোচ্য وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ প্রসঙ্গে যাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, ইহার মর্ম হইল : আল্লাহ্র তাওহীদ ও একত্ববাদ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

হাসান, কাতাদা ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল, সমস্ত লোক যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার হইয়া যায়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : ইহার মর্ম হইল আল্লাহর একত্ববাদ নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে শিরকের লেশ চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট না থাকে এবং পৌত্তলিকদের প্রতিমাগুলি পদদলিত হয়। আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন : وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ। আয়াতাংশের মর্ম হইল দীন এমনরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাহাতে তোমাদের দীনের সাথে কুফরীর সংমিশ্রণ না হয়। এই ব্যাখ্যারই প্রমাণ বহন করে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে।

উক্ত হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মানুষ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলা পর্যন্ত আমি তাহাদের সাথে লড়াই করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। তাহারা যখন ইহা বলিল, তখন আমার হইতে তাহাদের রক্তধারা ও ধন সম্পদ নিরাপদ করিয়া নিল। কিন্তু ইসলামের দাবীর ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব তাহাদের হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর অর্পিত।

ঐ কিতাবদ্বয়ে আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা)-এর নিকট এক লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে খুব শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া লড়াই করিতেছে এবং মানুষকে দেখাইতেছে যে, সে আল্লাহর পথে লড়িতেছে। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : যে লোক আল্লাহ্র দীন ও তাঁহার কালেমাকে বুলন্দ ও প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে লড়াই করে তাহার লড়াই আল্লাহ্র পক্ষেই হয়।

আলোচ্য আয়াতে فَاِنِ انْتَهَوْا শব্দের তাৎপর্য হইল, উহারা যে কুফরী ও শিরকী বিষয় নিয়া তোমাদের সাথে লড়াই করিতেছে, তাহা হইতে যদি উহারা বিরত থাকে এবং লড়াই না করে, তবে তোমরাও লড়াই হইতে বিরত থাক। যদিও তোমরা উহাদের মনোভাব সম্পর্কে জ্ঞাত নহে। কিন্তু আল্লাহ্ নিশ্চয়ই উহাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা ও পুরাপুরি সজাগ। যেমন কালামে মজীদে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .

("যদি উহারা তওবা করিয়া নামায আদায় করে ও যাকাত দেয়, তবে উহাদের পথ ছাড়িয়া দাও (৯ : ৫) ।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন : فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ (অর্থাৎ এখন উহারা তোমাদের ভাই)

তিনি আরও বলিয়াছেন :

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَاِنْ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ اِلاَّ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ . পর্যন্ত উহাদের সাথে লড়াই চালাইয়া যাও। আর দীন যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি উহারা বিরত থাকে তবে জালিম ব্যতীত আর কাহারও উপর জোর জবরদস্তি নাই (২ : ১৯৩)।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, উসামা (রা) এক লোকের উপর তরবারি উত্তোলন করিলে লোকটি 'লা লাইহা ইল্লাল্লাহু' বলিল, কিন্তু তথাপিও উসামা তাহাকে ছাড়িলেন না, তাহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করিলে মহানবী (সা) উসামাকে বলিলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবার পরও তুমি উহাকে হত্যা করিয়াছ ? তুমি কিয়ামতের দিন যে লোক 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' বলিয়াছে তাহার কালেমার কি জবাব দিবে। উসামা (রা) বলিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! লোকটি নিরাপত্তা লাভের জন্য এইরূপ বলিয়াছে। হুযুর (সা) বলিলেন : তুমি কি উহার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছ। অতঃপর বারবার মহানবী (সা) এই কথা বলিলেন : তুমি কিয়ামতের দিন এই লোকের ব্যাপারে কিরূপ জবাব দিবে? উসামা (রা) বলিলেন, আমার আকাংক্ষা জাগিল যে, হায় আজ যদি আমি মুসলমান হইতাম।

আলোচ্য وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ আয়াতের তাৎপর্য হইল যে, যদি উহারা তোমাদের বিরোধিতার সাথে যুদ্ধ করিতে অটল থাকে, তবে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নাই। জানিয়া রাখ যে, আল্লাহই তোমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় সাহায্য করিবেন। তিনি কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আবদুল ওয়ারিস ইব্ন আবদুস সামাদ (র) উরওয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান চিঠি লিখিয়া কয়েকটি কথা উরওয়ার নিকট জানিতে চাহিলেন। সুতরাং প্রতি উত্তরে উরওয়া যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহা এই :

"আসসালামু আলাইকুম!

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। তুমি আমার নিকট মহানবী (সা)-এর হিজরতের বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। মহানবী (সা)-এর মক্কা হইতে মদীনায় যাওয়ার কারণ হইল যে, আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নবূওয়াতী দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার উত্তম প্রভু, উত্তম অভিভাবক ও উত্তম বন্ধু। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমরা জান্নাতে তাঁহার উজ্জ্বল চেহারা দর্শন করিব। আমরা তাঁহার মতাদর্শের উপর জীবিত থাকিতে চাই এবং তাঁহার মতাদর্শের উপর মৃত্যু হওয়া ও পরকালে উত্থিত হওয়ার কামনা করি। নবূওয়াতী প্রাপ্ত হইয়া তিনি যখন মানুষকে আল্লাহ্র হিদায়েত ও নূরের দিকে আহবান জানাইলেন, প্রথম কেহই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল না। তাহাদের গুমরাহী ও পথভ্রষ্টার কথা

শুনিত কিন্তু আমল দিত না। ধনাঢ্য কুরায়েশ লোকগণ তায়েফ হইতে মক্কায় আসিয়াও এই আহ্বান শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহারাও গ্রহণ করিল না। কোন লোক মুসলমান হইলে তাহারা আদৌ পসন্দ করিত না। বরং কোন লোক তাঁহার আনুগত্য করিলে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিত। সাধারণ লোকজন বর্জন করিল। কিন্তু আল্লাহ্র হিফাজতে যাহারা ছিল তাহারাই রহিয়া গেল। ইহারা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। অতঃপর নেতৃবৃন্দ মহানবী (সা)-এর পিছনে লাগিয়া গেল। তাহাদের ছেলে-সন্তান, ভাই, ভগ্নি ও স্বগোত্রীয়দের মধ্যে যাহারাই মহানবী(সা)-এর আনুগত্য করিত, তাহাদেরকেই আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কঠোর পরীক্ষায় জড়াইয়া ফেলা হইত। এই পরীক্ষা ছিল খুবই ভয়াবহ বা খুবই মর্মান্তিক। যে জড়াইয়া পড়িত তাহার সব কিছু শেষ হইত এই বলিয়া আল্লাহ যাহাকে হিফাজত করিতেন; সেই রক্ষা পাইত। সুতরাং মুসলমানদের সাথে এমনি মর্মান্তিক দুর্ব্যবহার চলিতে থাকিলে মহানবী (সা) অতিষ্ঠ হইয়া সহকর্মী ও মুসলমানদের কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া তাহাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে নির্দেশ দিলেন।

আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিল খুব পুণ্যবান লোক। তিনি নাজ্জাশী নামে খ্যাত ছিলেন। দেশের কোন লোকের উপর জুলুম করিতেন না। আর এই জন্য তিনি সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। আবিসিনিয়া দেশটি ছিল মক্কার কুরায়েশদের বাণিজ্যস্থল। তাহারা সেখানে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিত এবং ব্যবসায়িকগণ সেখানে ঘরবাড়িও বানাইয়াছিল। সেখানে খাদ্য-শস্য ও নিরাপত্তার কোনই অভাব ছিল না। উহা একটি সুন্দরতম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। সুতরাং মহানবী (সা)-এর নির্দেশক্রমে মক্কায় যাহাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার হইত এবং যাহাদের জীবন আশংকাময় ছিল, তাহারা আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেল। মুসলমানগণ সেখানে স্থায়ীরূপে বসতি স্থাপন করে নাই। বরং কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করিয়াছিল। অতঃপর তাহাদের দ্বারা সেখানেও ইসলাম প্রসার লাভ করিল এবং তথাকার গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোকেরাও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মক্কার কাফিরগণ এই অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্রা কমাইয়া দিল। মহানবী (সা) এবং তাঁহার অনুসারিগণকে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ দিল। ইহাই ছিল পহেলা ফিতনা।

এই পহেলা ফিতনাটি ছিল সাহাবীদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পূর্বে। সুতরাং যাহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় গিয়াছিল তাহারা মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সাহাবীদের নিকট মক্কার অবস্থা ও পরিবেশ স্বাভাবিক হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তাহারা আসিয়া নিরাপদে জীবন যাপন করিতে লাগিল। এদিকে ইসলাম প্রসারতা লাভ করিয়া দিন দিন তাহার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। অপরদিকে মদীনায়ও ইসলামের প্রসার ঘটিল। মদীনার অনেক আনসার লোক আসিয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া মহানবী (সা)-এর আনুগত্য গ্রহণ করিল। মক্কায় রাসূলের নিকট মদীনার লোকদের আনাগোনা শুরু হইয়া গেল। জনগণের মধ্যে ইসলামের এহেন বিপুল সাড়া লক্ষ করিয়া কুরায়েশগণ আবার কুটিলতা শুরু করিয়া দিল। তাহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া মুসলামনদের প্রতি আবার জুলুম নির্যাতন করার সিদ্ধান্ত নিল। অতঃপর মুসলমাদেরকে ধরিয়া নিয়া বন্দী করিত এবং তাহাদের উপর নানারূপ কঠোর শাস্তি ও নির্যাতন চালাইতে লাগিল। ইহাকেই বলা হয় সর্বশেষ ফিতনা বা সর্বশেষ পরীক্ষা।

সুতরাং এখানে ফিতনা বা পরীক্ষা দুই পর্যায়ে বিভক্ত। পহেলা ফিতনাটির ফলে মহানবী (সা) মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা)-এর অনুমতিক্রমেই আবার মুসলমানগণ মক্কায় প্রত্যার্বতন করিয়াছিল। দ্বিতীয় ফিতনাটি ছিল আবিসিনিয়া হইতে মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর। কুরায়েশগণ দেখিতে পাইল যে, মদীনা হইতেও লোক আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেছে। অতঃপর মদীনা হইতে সত্তরজন নেতৃস্থানীয় লোক আসিয়া মহানবী (সা)-এর হাতে বায়আত হইয়া ইসলামে দীক্ষা নিয়াছিল। উহারা পুনরায় হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসিয়া মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিল এবং তাঁহার নিকট নূতনভাবে শপথ ও অঙ্গীকার করিয়া বলিল : আমরা আপনার এবং আপনি আমাদের। আপনার সাহাবীদের মধ্যে আমাদের কাছে কেহ আসিলে আমরা তাহাদেরকে ধনপ্রাণ দিয়া সাহায্য করিব এবং নির্যাতন হইতে রক্ষা করিব। আমরা আপনাকেও উহাদের অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে নিরাপদ রাখিব। কুরায়েশগণ ইহা অবগত হইয়া তাহাদের নির্যাতনের মাত্র পুনরায় দিগুণ বাড়াইয়া দিল। সুতরাং মহানবী হিজরত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। ইহাই হইল সর্বশেষ ফিতনা। যাহার ফলে খোদ মহানবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবাগণ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই মর্মান্তিক অবস্থার প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ পাক وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর ইউনুস ইব্‌ন আবদুল আলা (র) ... উরওয়া উবন যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উরওয়া ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট এইরূপ পত্রই লিখিয়াছিল। উরওয়া হইতে বর্ণিত এই বিবরণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ।

দশম পারা

(٤١) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ
وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ
اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১. তোমরা আরও জানিয়া রাখ যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনদিগের, ইয়াতীমদের, মিসকীনদের এবং পথচারীদের জন্য। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান রাখ। আর ঈমান রাখ আমার বান্দার মীমাংসা করার দিন যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে। সেদিন দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হইয়াছিল—আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তুর উপর শক্তিমান।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক সমগ্র উম্মতের মধ্যে একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদকে (গনীমত) বিশেষরূপে বৈধ করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা অমুসলিমদের হইতে যে ধন-সম্পদ ও মালামাল লাভ হয় তাহাকে গনীমত বলা হয়। আর বিনা যুদ্ধে উহাদের হইতে যাহা লাভ হয় তাহাকে 'ফায়' বলা হয়। যেমন সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মরিয়া যাওয়া লোকদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তি, জিযিয়া, খিরাজ এবং এই ধরনের অন্যান্য ধন-সম্পদ।

ইমাম শাফিঈ (র) সহ সেকালের আলিমগণের ইহাই অভিমত। কতক আলিমদের মতে গনীমত ও ফায় একই বস্তু। অর্থাৎ যাহাকে গনীমত বলা হয় তাহাই ফায় এবং যাহাকে ফায়ের সম্পদ বলা হয় তাহাকেই গনীমতের সম্পদ বলিয়া থাকেন। এজন্যই কাতাদা (র) এই আয়াত দ্বারা সূরা হাশরের مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى আয়াতকে রদ্ করা হইয়াছে (মনসূখ) বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতে গনীমতের চার-পঞ্চমাংশকে মুজাহিদগণের স্বত্ব ও অধিকার এবং এক-পঞ্চমাংশকে আয়াতে বর্ণিত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বন্টন করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অবশ্য এই আয়াত দ্বারা সূরা হাশরের আয়াতটি বাতিল হওয়ার অভিমতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এই আয়াত বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পরই অবতীর্ণ হইয়াছে। সূরা হাশরের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে মদীনার বনী নজীর সম্প্রদায়কে উপলক্ষ করিয়া। বনী নজীর সম্প্রদায়ের সাথের ঘটনা যে, বদরের যুদ্ধের পর হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই। ইতিহাস ও জীবনী লেখকের সকল পণ্ডিতই এ বিষয় একমত। যাহারা ফায় ও গনীমতের

অর্থের মধ্যে পার্থক্য করেন, তাহাদের মতে সূরা হাশরের আয়াতে ফায়ের সম্পদের কথা বিবৃত হইয়াছে। এই আয়াতে বিবৃত হইয়াছে গনীমতের সম্পদের কথা। যাহারা গনীমত ও ফায়ের সম্পদকে সমকালীন ইমাম বা রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে তাহার ইচ্ছা মাফিক বণ্টনের প্রবক্তা—তাহারা বলেন, সূরা হাশরের আয়াত ও এই আয়াতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

আলোচ্য উল্লেখিত وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ আয়াতে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ রাখার জন্য তাকিদ করা হইয়াছে। উহা অল্প হউক বা বেশী হউক একটি সূঁচ ও এক গাছি সূতাও হউক, তবুও এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া রাখার কথা বলা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন :

وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ .

"যাহারা গনীমতের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করে তাহারা কিয়ামতের দিন উহা লইয়াই সমুপস্থিত হইবে। অতঃপর প্রত্যেক লোককে তাহার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে না" (৩ : ১৬১)।

আবূ জা'ফর রাযী (রা) রবী সূত্রে আবুল আলীয়ার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট গনীমতের সম্পদ উপস্থিত করা হইলে তিনি উহা পাঁচভাগ করিয়া চারি-পঞ্চমাংশকে আলাদা করিয়া এক-পঞ্চমাংশ নিজে নিতেন। ইহাই হইল আল্লাহর অংশ। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। উহার এক অংশ রাসূলের, এক অংশ আত্মীয়দের, এক অংশ ইয়াতীমদের, এক অংশ মিসকীনদের এবং আর এক অংশ পথচারীদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। অন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন : এখানে মূলত বরকতের জন্যই আল্লাহর জন্য ও রাসূলের জন্য বলা হইয়াছে।

যাহহাক (রা) বলেন : ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : মহানবী (সা) নিজে না গিয়া সেনাবাহিনীর কোন উপদলকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলে তাহাদের আনীত গনীমতকে পাঁচভাগে ভাগ করিতেন এবং এক-পঞ্চমাংকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিতেন। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত পাঠ করিলেন। এখানে আল্লাহর জন্য এক-পঞ্চমাংশের কথাকে কালামের সূচনা করার জন্য বলা হইয়াছে। নতুবা আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সার্বভৌম মালিকানা তাঁহার। সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের অংশকে অংশ করা হইয়াছে। ইবরাহীম নাখঈ (র) এইরূপ কথাই হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন হানফীয়া, হাসান বসরী, আতা ইবন আবূ রিবাহ, আবদুল্লাহ্ ইবন বুরায়দা, কাতাদা, মুগীরাসহ অনেকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের অংশ একই। এই মতবাদের সমর্থনে ইমাম হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

এক লোক বলেন : আমি 'ওয়াদীউল কুরায়ে' মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! গনীমতের সম্পদ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : উহার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য এবং অবশিষ্ট চারি অংশ সেনাবাহিনীর জন্য। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহারও জন্য অতিরিক্ত কিছু নেওয়া যাইবে কিনা ? হুযুর (রা) উত্তর

করিলেন : কিছুই নয়। তোমার দেহ হইতে যে তীরটি খুলিয়া আনিবে উহার অধিকারও তোমার মুসলিম ভাইর চেয়ে বেশী তোমার নাই।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট ইমরান ইবন মূসা (র) ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র) তাহার সম্পদের এক-পঞ্চমাংশের জন্য ওসীয়াত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, আমি কি সেই অংশটির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকিব না যাহা আল্লাহ্ পাক নিজের জন্য রাখিয়াছেন।

এ বিষয় ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : গনীমতের সম্পদ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইত। উহার চারিভাগ যাহারা লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদিগকে দেওয়া হইত। আর একভাগকে চারি অংশে ভাগ করিয়া একাংশ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য রাখা হইত। যাহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য হইত উহা রাসূলের আত্মীয়-স্বজনের জন্য হইত। মহানবী (সা) এক-পঞ্চমাংশ হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... আবদুল্লাহ্ ইবন উবায়দা (রা) হইতে وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : যাহা আল্লাহ্‌র জন্য রাখা হইয়াছে উহা তাঁহার নবীর জন্য, আর যাহা রাসূলের জন্য রাখা হইয়াছে, উহা তাঁহার স্ত্রীগণের জন্য। আবদুল মালিক ইবন আবূ সুলায়মান (র) আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ হইতে বর্ণনা করেন : আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের জন্য যে এক-পঞ্চমাংশ রাখা হইয়াছে তাহা দ্বারা একই অংশ বুঝায়। ইহাকে মহানবী (সা) ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করিতে পারিতেন। আল্লাহ্ এই এক-পঞ্চমাংশকে তাঁহার নবীর ইচ্ছা মাফিক ব্যবহারাধীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার উম্মতগণের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা বণ্টন করিবেন। ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত হাদীসে এই মতবাদের অভিমত বিদ্যমান। ইমাম আহমদ (র) বলেন:

আমাদের নিকট ইসহাক ইবন ঈসা (র) ... মিকদাদ ইব্‌ন মা'দিকারব কিন্দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উবাদা ইব্‌ন সামিত, আবূ দারদা, হারিস ইবন মুআবিয়া কিন্দী (রা) প্রমুখের সাথে একত্রে কোন একস্থানে বসা ছিলেন। তাহারা পরস্পরে মহানবী (সা)-এর হাদীস নিয়া আলোচনা করিতেছিলেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আবূ দারদা উবাদার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : হে উবাদা! মহানবী (সা) অমুক অমুক যুদ্ধে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ বিষয়ে কি কথা বলিয়াছেন। উবাদা (রা) জবাব দিলেন : মহানবী (সা) অমুক যুদ্ধে একটি উষ্ট্রের আড়ালে থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন। সালাম ফিরাইয়া মহানবী (সা) দাঁড়াইয়া গেলেন এবং উষ্ট্রটির দেহ হইতে কিছু পশম হাতে নিয়া বলিলেন : ইহাও তোমাদের গনীমতের সম্পদ। এই পশমের উপর আমার কোন হক নাই, অংশ নাই। তোমাদের সাথেই এক-পঞ্চমাংশ। আর এই এক-পঞ্চমাংশের সম্পদও তোমাদের মধ্যে বিতরণ করি। সুতরাং ছোট হউক বড় হউক একটি সূঁচ বা সূঁতা হইলেও তাহা তোমরা যথাস্থানে উপস্থিত করিবে। অন্যায়ভাবে গোপন করিয়া রাখিবে না, খিয়ানত করিবে না। খিয়ানত হইল লজ্জা পাওয়ার কারণ এবং গনীমতের সম্পদ অন্যায়ভাবে হরণকারীর জন্য রহিয়াছে ইহকাল ও পরকালে আগুনের শাস্তি। আর

নিকটতম দূরতম সকল লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ করিয়া যাও। আল্লাহর পথে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার দিকে লক্ষ করিবে না। দেশে বিদেশে সকল অবস্থায় আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমারেখাকে প্রতিষ্ঠিত কর, মানিয়া চল। আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিতে থাক। জিহাদ হইল জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে বিরাট দরজা। জিহাদ দ্বারা দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই হাদীসটি 'হাসান' হাদীস। সিহাহ সিত্তাহর কোন কিতাবেই উল্লেখিত সনদে আমি দেখি নাই। কিন্তু ইমাম আহমদ (র)ও এই হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) আমর ইব্ন শুআইব, তাহার পিতা, তাহার দাদা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) মহানবী (সা) হইতে অনুরূপ এক-পঞ্চমাংশের ঘটনা ও গনীমত খিয়ানতের নিষিদ্ধতার বিবরণ সম্বলিত এক হাদীস বর্ণনা করিয়াছে।

আমর ইব্ন আনসিয়া হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) একটি উষ্ট্রের আড়ালে থাকিয়া সাহাবীগণকে নামায পড়াইয়া ছিলেন। সালাম ফিরাইবার পর সেই উষ্ট্রটির দেহ হইতে কিছু পশম নিয়া বলিলেন : তোমাদের গনীমতের সম্পদ হইতে ইহার ন্যায় সম্পদও এক-পঞ্চমাংশ ব্যতীত আমার জন্য বৈধ নহে। আর এক-পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যেই বিতরণ করা হয়। এই হাদীসেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ।

মহানবী (সা) গনীমতের সম্পদ হইতে নিজের জন্য গোলাম বা দাসী বা ঘোড়া অথবা তরবারি ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী নির্বাচন করিতেন। যেমন ইহার সমর্থনে মুহাম্মদ ইবন সিরীন ও আমর শাবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া বহু আলিম হইতে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (র) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন 'যুলফিকার' তরবারি গনীমতরূপে মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া ছিল। ইহা সেই তরবারি ছিল, যে বিষয় উহুদের দিন স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল।

আয়িশা (রা) বলেন–মহানবী (সা)-এর স্ত্রী সুফিয়া (রা)-কে এইভাবে অর্থাৎ গনীমতের সম্পদরূপে মহানবী (সা) পাইয়াছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ তাহার সুনানে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার সুনানে আয়িশা (রা) বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াযীদ ইব্ন আবদুল্লাহ বলেন :

আমি গোশালায় বসা ছিলাম। হঠাৎ এক লোক হাতে এক খণ্ড চামড়া নিয়া আমার নিকট প্রবেশ করিল। চামড়া খণ্ড পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ইহাতে এই কথা লেখা রহিয়াছে : "মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে বনী যুহাইব ইব্ন কায়েসের নিকট। তোমরা যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই, মুহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রাসূল। নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় কর এবং নবীর অংশ এবং বন্ধুদের অংশ দিয়া দাও, তবে তুমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিরাপত্তাধীন হইয়া গেলে।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম : তোমাকে ইহা কে লিখিয়া দিয়াছে। উত্তর করিল : মহানবী (সা)।

এইসব হাদীসসমূহ দ্বারা আমাদের উল্লেখিত অভিষ্ট লক্ষ্য প্রমাণিত হয়। এজন্যই অনেক লোকে বলিয়াছেন যে, ইহা বিশেষভাবে মহানবী (সা)-এর জন্যই ছিল। আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি সালাম ও রহমত বর্ষণ করুন।

অন্য ইমামগণের অভিমত হইল, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমসাময়িক ইমাম বা রাষ্ট্রপতিগণের ব্যবহারাধীনে থাকিবে। সে মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ইহা ব্যবহার করিবে। যেমন 'ফায়' এর সম্পদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের শায়খ ইমাম ইব্ন তাইমিয়া (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) সহ পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণ এই অভিমতেরই প্রবক্তা এবং সমস্ত অভিমতের মধ্যে ইহাই সঠিক। এই বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার পর আমাদের এখন অবগত হওয়া উচিত যে, গনীমতের সম্পদ হইতে মহানবী (সা)-এর জন্য যে এক-পঞ্চমাংশ সংরক্ষিত রহিয়াছে, উহা তাঁহার ইন্তিকালের পর কিরূপে ব্যবহার হইবে। এই বিষয়ও ইমামগণ হইতে বিভিন্ন অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কতক লোকের অভিমত হইল–ইহা সমসাময়িক ইমাম বা খলীফাতুল মুসলিমীন ব্যবহার করিবেন। আবূ বকর, আলী (রা), কাতাদা (র) সহ এক জামাআত লোক হইতে এইরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার সমর্থন 'মারফূ' সনদ বিশিষ্ট হাদীসও বর্তমান। অন্য লোকদের অভিমত হইল, ইহা মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে। কতক লোকের মতে ইহা আয়াতে উল্লেখিত অবশিষ্ট শ্রেণীগুলির মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। যেমন ইয়াতীম, মিসকীন, মহানবী (সা)-এর আত্মীয় এবং পথচারী লোকগণ । ইব্ন জারীর (র) এই মতবাদকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইরাকের একদল আলিম এই অভিমত পোষণ করেন। এই অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সমুদয়ই মহানবী (সা)-এর আত্মীয়দের হক এবং তাহারাই ইহা ভোগ করিবার আসল অধিকারী। যেমন ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন :

আমাদের নিকট হারিস (র) ... মিনহাল ইবন আমর বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ও আলী ইবন হুসাইনের নিকট গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ পাক কুরআনে ইয়াতীম, মিসকীন ও পথচারীদের কথা বলিয়াছনে, তাহারা কি উহা পাইবে না ? তাহারা উভয় উত্তর করিলেন : উহা দ্বারা আমাদের ইয়াতীমগণ এবং আমাদের মিসকীনগণকে বুঝান হইয়াছে। তাহারাই উহা ভোগ করিবে।

সুফিয়ান সাওরী, আবূ নুআইম ও আবূ উসামা (র) কায়েস ইব্ন মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হাসান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হানফীয়া (র)-এর নিকট وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন : এখানে আল্লাহর অংশটির কথা উল্লেখ করিয়া কালাম উদ্বোধন করিয়াছেন মাত্র। নতুবা ইহকাল ও পরকাল সবকিছুর সার্বভৌম মালিকানা আল্লাহর।

অতঃপর এই দুইটি অংশ লইয়া মহানবী (সা)-এর মৃত্যুর পর মানুষের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইল। কতক লোকে বলিলেন : এই অংশ দুইটি তাঁহার পরবর্তী খলীফা ভোগ করিবেন। কতক বলিলেন : মহানবী (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনগণ ভোগ করিবেন। কতকে একমত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম,

অস্ত্র-শস্ত্র, যানবাহন ইত্যাদি সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের সম্পদ ব্যবহার হইবে। সুতরাং আবূ বকর ও উমর (রা)-এর খিলাফতকালে এইরূপই হইয়াছিল। আ'মাশ (র) ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর ও উমর (রা) তাহারা উভয়ই তাহাদের খিলাফতকালে জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার কাজে এই দুই অংশের অর্থ ব্যয় করিতেন। সুতরাং আমি ইবরাহীম (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় আলী (রা)-এর অভিমত কি? তিনি উত্তর করিলেন : তিনি এই বিষয় খুবই কঠোর। বহু সংখ্যক আলিম এই মতবাদেরই প্রবক্তা।

তবে আত্মীয়-স্বজনের অংশটি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণকে প্রদান করা হইত। কেননা বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকগণ বনী হাশিম গোত্রের লোকদিগকে জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রথম দিকে সর্বকাজে সহযোগিতা প্রদান করিত। উহাদের সাথে মহানবী (সা)-এর এবং মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য শি'আবে আবূ তালিবেও তাহারা বন্দী হইয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিয়াছিল। বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে এবং আবূ তালিবের কথা মানিয়া উহাদের কাফিরগণও মুসলমানদের সহযোগিতা করিয়াছিল। পক্ষান্তরে বনী আবদ শামস এবং বনী নওয়াফিল গোত্রের লোকগণ যদিও মহানবী (সা)-এর সম্পর্কে চাচাতো ভাই হইত বটে, কিন্তু তাহারা এ ব্যাপারে আদৌ কোনরূপ সহযোগিতা প্রদর্শন করে নাই। বরং তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে, কুরায়েশগণকে রাসূলের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে এবং যুদ্ধ করিবার জন্য লেলাইয়া দিয়াছে। এই জন্যই আবূ তালিব তাঁহার সুদীর্ঘ কবিতায় উহাদের কঠোর নিন্দাবাদ করিয়াছেন। যেমন তিনি তাহার ভাষায় কবিতার এক স্থানে বলিয়াছেন :

جزى الله عناعبد شمس ونوفلا * عقوبة شرعاجل غير اجل
بميزان قسط لا يخيس شعيرة * له شاهد من نفسه غير عائل
لقد سفهت احلام قوم تبدلوا * بنى خلف قيضا بنا والعياطيل
ونحن الصميم من ذوابة هاشم * وال قصى فى الخطوب الاوائل

(আল্লাহ্ পাক আবদ শামস ও নওয়াফিলদের ন্যায় বিচার করুন। তাহাদের উপর আল্লাহর নিকৃষ্টতম শাস্তি আপতিত হউক। উহারা স্বগোত্রীয় লোকদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে নাই। উহারা নিজেরাই ইহার বাস্তব প্রমাণ। উহারা ভদ্রতাও রক্ষা করে নাই। উহারা জাতির স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে। বনী খালফের লোকেরা আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করিয়াছে এবং আমাদের সাথে হিংসা ও দম্ভে লিপ্ত। অথচ আমরাই হাশিম গোত্রের মূল উদ্দেশ্য এবং জাতীয় মেরুদণ্ডকে স্থির রাখিয়াছি, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আর কুসাই বংশের শান ও মর্যাদাকে রক্ষা করিয়াছি।)

যুবায়ের ইব্ন মুতয়িম ইব্ন আদী ইব্ন নওফিল (র) বলেন : আমরা উসমান ইব্ন আফফান অর্থাৎ ইব্ন আবুল আস ইব্ন উমাইয়া ইব্ন আবদ শামসের সাথে মহানবী (সা)-এর নিকট গমন করিলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বনী মুত্তালিব গোত্রের লোকদিগকে খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে বিষয় সম্পদ দান করিয়াছেন এবং আমাদেরকে পরিহার করিয়াছেন। অথচ আমরা এবং তাহারা আপনার নিকট

বংশীয় মর্যাদায় একই। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : বনী হাশিম গোত্র ও বনী মুত্তালিব গোত্র একই বস্তু, দুই নয়। ইমাম মুসলিম (র) ইহার বর্ণনাকারী। এই হাদীস কোন কোন বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাহারা আমাদের মধ্যে জাহিলী যুগে ও ইসলামী যুগের কোন সময়ই ব্যবধান সৃষ্টি করে নাই। জুমহূর উলামায়ে কিরামের মতেও বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব অভিন্ন সম্প্রদায়।

ইব্‌ন জারীর (র) ও অন্যান্য লোকের অভিমত এই যে, গনীমত পাওয়ার অধিকারী বনী হাশিম গোত্রের লোকগণ। খুসাইফ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ পাক বনী হাশিম গোত্রের মধ্যে ফকীর-মিসকীন থাকিবে একথা পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়া তাহাদের জন্য যাকাতের স্থলে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে আর এক বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, যাহাদের জন্য যাকাতের মাল আহার করা হারাম তাহারা হইলেন রাসূলের আত্মীয়-স্বজন। আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্‌ন জারীর ও অন্যরা বলেন : শুধু আত্মীয়-স্বজনই নহে বরং সমস্ত কুরায়েশদের জন্য যাকাতের মাল আহার করা হারাম। আমার নিকট ইউনুস ইবন আবদুল আলা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নাফি, আবূ মা'শার ও সাঈদুল মুকরিবী ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদুল মুকরিবী বলেন : নজদা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা, এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এক পত্র লিখিলে ইব্‌ন আব্বাস প্রতিউত্তরে লিখিলেন যে, আমরা বলি, আমরাই রাসূলের আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের লোকগণ স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন কুরায়েশের সমস্ত লোকই মহানবী (সা)-এর আত্মীয়-স্বজন। এই হাদীসটি বিশুদ্ধ। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এই হাদীসটি সাঈদ মুকরিবী (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন হারমুয হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নজদা (র) উব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আত্মীয়-স্বজন কাহারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন। অতঃপর তাহারা "আমাদের সম্প্রদায় ইহা অস্বীকার করে" এই পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণিত সনদে আবূ মা'শার নজীহ ইব্‌ন আবদুর রহমান মাদানীর নাম অতিরিক্ত উল্লেখ রহিয়াছে। অথচ এই সনদে দুর্বলতার অভিযোগ বিদ্যমান।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি তোমাদের জন্য মানুষের হাতের ময়লা (যাকাত) হইতে বিরত রখিয়াছি। তোমাদের জন্য রহিয়াছে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ, যাহা দ্বারা তোমরা ধনী হইবে বা যাহা তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হাদীসের সনদটি অতি চমৎকার ও 'হাসান'। সনদে বর্ণিত ইবরাহীম ইব্‌ন মাহদীকে আবূ হাতিম (র) নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন (র) বলেন : এই লোক 'মুনকার' হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উপরোক্ত আয়াতে وَالْيَتٰمٰى, শব্দ দ্বারা মুসলমানদের ইয়াতীম লোকদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখানে ধনী ইয়াতীম হইবে না গরীব ধনী সবশ্রেণীর ইয়াতীম হইবে এই বিষয় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতবিরোধ হইয়াছে। এ বিষয় দুইটি অভিমতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসকীন ঐ সকল লোককে বলা হয় যাহাদের নিজদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব। উপরোক্ত

আয়াতে اِبْنِ السَّبِيْلِ দ্বারা ঐ সকল পথচারী লোকদিগের কথা বলা হইয়াছে, যাহাদের পথ অতিক্রমকালে নামায কসর পড়িতে হয় এবং ঐ সময় তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা থাকে না। ইহার বিশদ আলোচনা সূরা বারাআতের সাদকার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইনশাআল্লাহ করা হইবে। আল্লাহই আমাদের ভরসা ও নির্ভরতার স্থল।

আলোচ্য اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং তাঁহার রাসূলের নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার প্রতি ঈমান ও আস্থা রাখ, তবে শরীআত তোমাদের জন্য যে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ নিরূপণ করিয়াছে তাহা মানিয়া চল। এইজন্যই বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) আবদুল কায়েসের মিশনকে উপলক্ষ করিয়া হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। মহানবী (সা) উহাদিগকে বলিলেন : আমি কি তোমাদিগকে চারিটি কাজের আদেশ এবং চারিটি কাজ হইতে বিরত থাকার কথা বলিব না ? আদেশসূচক কাজগুলির প্রথমটি হইল, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর বলিলেন : আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ তোমরা জান কি ? উহার অর্থ হইল 'আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রাসূল' এই সাক্ষ্য দেওয়া। দ্বিতীয় নামায আদায় করা, তৃতীয় যাকাত দেওয়া, আর চতুর্থটি হইল গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা। এইভাবে হাদীসটি সুদীর্ঘভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করাকে ঈমানী কাজ বলা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র)ও তাহার কিতাবে 'গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ঈমানী কাজ' এই শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করিয়া ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসকে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই বিষয় বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'শরহে বুখারী' কিতাবে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র) وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন এখানে يَوْمَ الْفُرْقَانِ দ্বারা গনীমত বণ্টনের দিনের কথা বলা হইয়াছে।

আলোচ্য يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, এখানে আল্লাহ পাক বদরের যুদ্ধের দিন হক ও বাতিলের পার্থক্য করিয়া তাঁহার সৃষ্টিকুলকে যে উপকার করিয়াছেন এবং হকপন্থীদের প্রতি বিভিন্ন নিয়ামত দান করিয়াছেন তৎপ্রতি ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। এই দিনটির তিনি নাম রাখিয়াছেন 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা পার্থক্যের দিন। কেননা ঐদিন আল্লাহ পাক ঈমানের কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর বিজয়ী করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহার দীনকে সমুন্নত করিয়াছেন, তাঁহার নবীকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দলকে করিয়াছেন বিজয়ী।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : 'ইয়াওমুল ফুরকান' দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে। কেননা ঐ দিন আল্লাহ পাক হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্তরূপে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হাকিম (র) এই হাদীসের বর্ণনাকারী। এমনিভাবে মুজাহিদ, মিকসাম, উবায়দুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ, যাহহাক, কাতাদা, মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র) সহ অনেক লোকই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা বদরের যুদ্ধের দিনের কথা বুঝান হইয়াছে।

আবদুর রায্‌যাক (র) ... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াওমুল ফুরকান দ্বারা আল্লাহ পাক সেই দিনটির কথা বুঝাইয়াছেন যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়াছে। সেই দিনটি হইল বদরের যুদ্ধের দিন। আর ইহাই হইল মহানবী (সা)-এর উপস্থিতিতে সর্ব প্রথম যুদ্ধ। মুশরিকদের সরদার উতবা ইব্‌ন রবীআও এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সুতরাং উভয় দল বদর প্রান্তরে রমযান মাসের উনিশ বা সতের তারিখ জুমুআর দিন মুখোমুখী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর সাহাবীদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। আর মুশরিকদের সংখ্যা ছিল নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে। আল্লাহ্ মুশরিকদেরকে পরাজিত করিলেন এবং তাহাদের সত্তর জন লোকের উর্ধ্বে নিহত হইয়া ছিল, আর বন্দীর সংখ্যাও ছিল অনুরূপ।

হাকিম (রা) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে আ'মাশ (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঐ দিনটি ছিল লায়লাতুল কদর। সুতরাং তোমরা রামযানের শেষ এগার দিন অবশিষ্ট থাকার রাতে লায়লাতুল কদরকে অনুসন্ধান কর। কেননা ঐ দিনের সকাল বেলাই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই হাদীস বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মাফিক বর্ণনা করিয়াছেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের (রা) হইতে জা'ফর ইব্‌ন বুরকান (র) এক লোক সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন হুমাইদ (র) ... আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুলমী বলেন : হাসান ইব্‌ন আলী বলিয়াছেন : "সতেরই রমাযান পার্থক্য রাত্রতেই দুই দল মুখোমুখি হইয়াছিল"। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) আবু আবদুর রহমান আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব (র) আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রমযান মাসের সতের তারিখই ছিল দুই দল সৈন্য মুখোমুখি হওয়ার রাত্রি এবং পার্থক্যের রাত্রি। দিনটি ছিল জুমুআর দিন এবং সময়টি ছিল ভোরবেলা। ইহাই মাগাযী রচনাকারী ও জীবনী লেখকদের নিকট বিশুদ্ধ অভিমত।

মিসরের তৎকালীন ইমাম ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ হাবীব বলেন : বদরের যুদ্ধ সোমবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার এই মতবাদকে কেহ গ্রহণ করে নাই। জুমহূর উলামায়ে কিরামের অভিমতই ইহার উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে।

(٤٢) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ
أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ ۙ وَلٰكِنْ
لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۙ لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ
يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ

৪২. সেই সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা উপত্যকার নিকট-প্রান্তে ছিলে এবং তাহারা ছিল উপত্যকার দূর-প্রান্তে। আর উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি তোমাদের অপেক্ষায় নিম্নভূমিতে ছিল। তোমরা যদি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাহিতে, তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য দেখা দিত। সুতরাং যাহা হওয়ার ছিল, আল্লাহ্ তাহা

সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করিলেন। কারণ হইল যাহারা ধ্বংস হইবে তাহারা যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া ধ্বংস হয় এবং যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারাও যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ পাইয়া জীবিত থাকে। আল্লাহ্ সর্বশোতা সর্বজ্ঞ।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক উল্লেখিত আয়াতে পার্থক্য করার দিন অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের পূর্বকালীন দৃশ্যটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন, সেই সময়টির কথা তোমরা স্বরণ কর, যখন তোমরা মদীনার নিকটবর্তী লোকালয় ও উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিলে। আর মুশরিকগণ মদীনার দূরপান্তে মক্কার নিকটতম উপত্যকায় অবতরণ করিয়াছিল। এদিকে আবূ সূফিয়ানের নেতৃত্বে উষ্ট্রারোহী বাণিজ্যিক কাফেলাটি তোমাদের তুলনায় নিম্নভূমিতে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলে ছিল। তোমরা এবং মুশরিকগণ যদি পূর্বে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে তবে তোমাদের মধ্যে স্থান নিয়া মতানৈক্য সৃষ্টি হইত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াহইয়া ইবন ইবাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : যদি তোমাদের মধ্যে ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে চুক্তি বা অংগীকার হইত, তখন তোমরা উহাদের সংখ্যাধিক্য ও তোমাদের স্বল্পতার কথা অবহিত হইয়া উহাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে না। কিন্তু আল্লাহ্ বিষয়টি মীমাংসার জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন এবং বাস্তবে তাহাই হইয়াছিল। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাদের অনিচ্ছায় তাঁহার কুদরত দ্বারা ইসলাম ও তাহাদের অনুসারিগণের সম্মান রক্ষা করেন এবং শিরক ও উহার অনুসারীদিগকে পদানত ও অপমানিত করাই ছিল তাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ও আদিম ফায়সালা। সুতরাং তিনি দয়াপরবশে এ বিষয় যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহাই করিলেন।

কা'ব ইবন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) এবং মুসলমানগণ কুরায়েশের বাণিজ্যিক কাফেলার ধন-সম্পদ হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে এবং তাহাদের শত্রুদিগকে একটি অনির্ধারিত স্থানে একত্রিত করিলেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন : ইয়াকুব (র) ... উমাইর ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সুফিয়ান উষ্ট্রারোহী কাফেলাটি নিয়া সিরিয়া হইতে অগ্রসর হইতেছিল। এদিকে আবূ জাহেলও দলবল নিয়া মহানবী (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ হইতে তাহাদের কাফেলা রক্ষণার্থে মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়াছিল। পরিশেষে উভয় দল বদর প্রান্তরে আসিয়া একত্রিত হইল। কোন দলেরই কোন দল সম্পর্কে খবরাখবর ছিল না। শেষ পর্যন্ত বদরের পানির কুয়ার নিকট মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে জানাজানি হইল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মহানবী (সা)-এর জীবনীতে লিখিয়াছেন : মহানবী (সা) স্বীয় উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। সফরার নিকটবর্তী স্থানে পৌছাইয়া বস্বস ইব্ন আমর ও আদী ইব্ন আবূ যগবা জুহনীদেরকে আবূ সুফিয়ানের খবর সংগ্রহের জন্য গুপ্তচররূপে প্রেরণ করিলেন। উহারা পথ চলিতে চলিতে বদর প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইল এবং উষ্ট্র দুইটিকে টিলার উপর বাঁধিয়া রাখিয়া মোশক ভরিয়া কুয়ার নিকট পানি আনিতে গেল। তাহারা সেখানে দুইটি বালকের মধ্যে এই বিতর্ক শুনিতে পাইলেন যে, এক অপরকে বলিতেছে, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর না কেন : দ্বিতীয় বালকটি উত্তর করিল, আগামীকল্য বা পরশু কাফেলা

আসিবে, তখন তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। এই কথা শুনিয়া বসবস ও আদী তাহাদের উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তড়িঘড়ি চলিয়া আসিয়া মহানবী (সা)-কে সংবাদ জানাইল।

ইত্যবসরে আবূ সুফিয়ান যেহেতু সংশয়ের মধ্যে ছিল, তাই সে কাফেলাকে পিছে রাখিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাজদী ইব্ন আমরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই পানির কূপের নিকট কোন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইয়াছ কি? সে উত্তর করিল : না কোন লোক দেখি নাই। তবে দুইজন উষ্ট্রারোহী লোককে দেখিয়াছি। তাহারা এই টিলার উপর তাহাদের উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিয়া এখান হইতে দুই মোশক পানি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। আর সুফিয়ান উষ্ট্র বাঁধার স্থানে গিয়া উষ্ট্রের বিষ্ঠা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাতে খেজুরের আঁটি দেখিয়া বলিল : আল্লাহর শপথ, ইহা মদীনার খেজুরের আঁটি এবং ইহারা মদীনারই গুপ্তচর হইবে। সুতরাং সে অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়া কাফেলা চলার গতিপথে পরিবর্তন করিল এবং সমুদ্র উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সে নিজ কাফেলাকে বিপদমুক্ত দেখিয়া কুরায়েশের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাফেলাকে এবং আমাদের ধন-সম্পদ ও লোকদিগকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা মক্কার দিকে ফিরিয়া যাও। কিন্তু আবূ জাহেল বলিল : আল্লাহর শপথ ! আমরা এখনই ফিরিয়া যাইব না। আমরা বদর প্রান্তরে উপস্থিত হইব। কেননা বদর বাজার আরবের মধ্যে একটি বিখ্যাত বাজার। আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করিব। সেখানে আমরা নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য আহার করিব, উষ্ট্র যবাহ করিব, মদ্যপান করিয়া ফূর্তি করিব। আমাদের ভৃত্য ও দাসীগণ মনের মত পানাহার করিয়া আনন্দ করিবে। সমস্ত আরবের লোক আমাদের এই আগমনের কথা শুনিবে এবং বদর প্রান্তর আমাদের আগমনী স্মৃতি চিরদিন বুকে ধরিয়া রাখিবে।

অতঃপর আখনাস ইব্ন শুরায়ক বলিল, হে বনী যুহায়েরের লোকগণ! আল্লাহ্ পাক তোমাদের ধন-সম্পদ ও লোকজনকে বিপদমুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা দেশে চলিয়া যাও। তাহার কথামত বনী যুহায়েরের লোকগণ চলিয়া গেল, তথায় আর কাল-বিলম্ব করিল না। তাহাদের সাথে বনী আদী সম্প্রদায়ের লোকগণও চলিয়া গেল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। ইব্ন যুবায়ের (র) বলেন : মহানবী (সা) বদর প্রান্তরের নিকট উপনীত হইয়া সাহাবীগণের মধ্য হইতে আলী ইব্ন আবূ তালিব, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও যুবায়ের ইব্ন আওয়ামকে নির্বাচন করিয়া গুপ্তচররূপে তথ্য লওয়ার জন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা পানির কূপের নিকট পৌঁছিয়া তথায় বনী সা'দ ইব্ন আসের এক ভৃত্য এবং বনী হাজ্জাজের এক ভৃত্যকে পাইয়া ধরিয়া আনিয়া মহানবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত করিল। এই সময় মহানবী (সা) নামাযে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর সাহাবীগণ উহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কাহারা ? ভৃত্যদ্বয় উত্তর করিল, আমরা কুরায়েশের পানি বাহক। আমাদের পানি নেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু সাহাবীগণ উহাদের কথা বিশ্বাস করিলেন না। বলিল : তোমরা আবূ সুফিয়ানের লোক। অতঃপর উহাদিগকে মারধর শুরু করিয়া দিল। উহারা নিজদিগকে আবূ সুফিয়ানের লোক বলিয়া পরিচয় দিলে মারধর বন্ধ করিল। এদিকে মহানবী (সা) নামায শেষ করিয়া সালাম ফিরাইয়া বলিলেন : যখন উহারা সত্য কথা বলিতেছিল তখন তোমরা উহাদেরকে মারধর করিলে। আর যখন মিথ্যা কথা বলিল, তখন

ছাড়িয়া দিলে। আল্লাহর শপথ! ইহারা কুরায়েশের লোক। আমাকে জানান হইয়াছে যে, ইহারা কুরায়েশের লোক, আবূ সূফিয়ানের নয়। উহাদের নিকট কুরায়েশের সন্ধান জিজ্ঞাসা করা হইলে ভৃত্যদ্বয় বলিল : তাহারা এই টিলার অপর পার্শ্বে দুই একটি উপত্যাকায় অবস্থান করিতেছে। এই টিলাটির নাম ছিল আকানকল টিলা। অতঃপর মহানবী (সা) উহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন : কতটি সম্প্রদায় রহিয়াছে? উত্তর করিল : অনেকগুলি সম্প্রদায় আসিয়াছে। মহানবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : সংখ্যায় কত হইবে ? উহারা বলিল, তাহা আমরা জানি না। মহানবী (সা) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : দৈনিক কতটি উষ্ট্র যবাহ হয় ? উহারা উত্তর করিল : একদিন নয়টি এবং একদিন দশটি করিয়া যবাহ হয়। অতঃপর মহনবী (সা) বলিলেন : উহারা সংখ্যায় নয়শত হইতে হাজারের মধ্যে হইবে। অতঃপর মহানবী (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন : "কুরায়েশের নেতৃবর্গের মধ্যে ওখানে কাহারা কাহারা রহিয়াছে?" ভৃত্যদ্বয় উত্তর করিল, উতবা ইব্‌ন রবীআ, শায়বা ইব্‌ন রবীআ, আবুল বাখতারী ইবন হিশাম, হাকীম ইব্‌ন হিযাম, নওয়াফেল ইব্‌ন খুইয়ালীদ, হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নওফিল, তুআইমা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন নওফিল, নজর ইব্‌ন হারিস, যামআ ইব্‌ন আসওয়াদ, আবূ জাহেল ইব্‌ন হিশাম, উমাইয়া ইবন খালফ, নবীয়াহ ইবন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ ইবন হাজ্জাজ, সুহায়িল ইব্‌ন আমর এবং আমর ইবন আবূউদ প্রমুখ নেতৃবর্গ রহিয়াছে। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁহার সাথীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : মক্কা তাহার কলিজার টুকরাগুলি তোমাদের কাছে পেশ করিয়াছে, তোমরা তাহা গ্রহণ কর।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, সা'দ ইব্‌ন মাআয (রা) বদরের যুদ্ধের দিন দুই দল সেনা মুখোমুখি অবস্থানকালে মহানবী (সা)-কে বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্য একটি ঝুপড়ী করিয়া দিতে চাই। আপনি তাহাতে অবস্থান করিবেন এবং আপনার সওয়ারী থাকিবে। অপর দিকে আমরা শত্রুর সাথে লড়াই করিতে থাকিব। আল্লাহ্ পাক যদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন এবং সম্মান রক্ষা করেন, তবে তো আল্লাহ্‌র শুকরিয়া। আমরা ইহাই আশা করি। অন্যথায় আপনি ঐ সওয়ারীতে চড়িয়া মদীনায় আমাদের লোকজনের নিকট চলিয়া যাইবেন। আল্লাহর শপথ! আমাদের সম্প্রদায়গুলি আপনার পিছনে রহিয়াছে। তাহারা আপনাকে আমাদের চাইতে অতিশয় ভালবাসেন। আপনি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করিবেন, ইহা তাহাদের জানা থাকিলে তাহারা কোনক্রমেই আপনার হইতে পিছনে থাকিত না। আপনার সাথী হইয়া আপনাকে সাহায্য করিত। মহানবী (সা) এই পরামর্শ শুনিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাহার জন্য দু'আ করিলেন।

অতঃপর মহানবী (সা)-এর জন্য একটি ঝুপড়ী নির্মাণ করা হইল। তাহাতে মহানবী (সা) আবূ বকর (রা) ব্যতীত আর কেহ থাকিত না।

ইবন ইসহাক (র) বলেন : প্রভাতে কুরায়েশগণকে আকানকল পাহাড়ের অপর পার্শ্ব হইতে বদরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মহানবী (সা) এই প্রার্থনা করিলেন : হে আল্লাহ! এই কুরায়েশগণ দম্ভভরে তোমার সহিত লড়াই করিবার জন্য এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আসিতেছে। আল্লাহ তুমি উহাদিগকে অপমানিত ও পর্যুদস্ত কর।"

আলোচ্য لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন :

এই আয়াতের মর্ম হইল আল্লাহর নিদর্শন ও বাস্তব প্রমাণসমূহ উপলব্ধি করিবার পর যাহারা আল্লাহর নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া চিরঞ্জীব থাকিতে চায় থাকুক।

এই ব্যাখ্যাই উত্তম ব্যাখ্যা। ইহার সার হইল যে, আল্লাহ পাক বলেন– কোন রূপ পূর্ব ঘোষণা ও শর্ত ব্যতিরেকেই তোমাদিগকে তোমাদের শত্রুর সাথে একই স্থানে সমবেত করিয়াছি। উদ্দেশ্য হইল, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া উহাদের উপর বিজয়ী করা এবং সত্য কালেমাকে বাতিল কালেমার উপর সমুন্নত করা যেন সকল মানুষের নিকট ইহা সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য যুক্তিরূপে প্রতিভাত হয়। ইহার পর যেন কাহারও জন্য দলীল প্রমাণ ও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। সুতরাং এখন যাহারা ধ্বংস হইবে তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইবে অর্থাৎ এমনিভাবে ঈমানদারগণও ঈমানকে শাশ্বত সত্য ভাবিয়া এবং যুক্তি প্রমাণ জানিয়া শুনিয়াই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া চির অমরত্ব লাভ করিবে। কেননা ঈমানই হইতেছে প্রাণ ও জীবন এবং ইহা দ্বারাই ইহকাল পরকালে বাস্তবিক অর্থে জীবিত থাকা যায়।

আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে অন্যত্র বলিয়াছেন :

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ .

"যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এমন একটি আলোকবর্তিকা দান করিয়াছি, যাহার সাহায্যে মানুষের মধ্যে চলে" (৬ : ১২২)

আয়িশা (রা) মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় বলেন : যাহারা ধ্বংস হইবার তাহারা জানিয়া বুঝিয়াই ধ্বংস হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা যাহাকিছু করিয়াছে তাহা মিথ্যা অপবাদ ও কুৎসা ব্যতীত কিছুই নয়। আলোচ্য إِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ তোমাদের দু'আ প্রার্থনা, আহাজারী, সাহায্য ও আশ্রয়ের আবেদনকে যথাযথরূপেই শুনেন। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, তোমরাই কাফির ও হিংসুক শত্রুর মুকাবিলায় তাঁহার সাহায্য পাইবার অধিকারী।

(٤٣) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرٰىكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

(٤٤) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○

৪৩. স্মরণ কর সেই সময়টির কথা যখন আল্লাহ্ তোমাকে স্বপ্নে দেখাইয়া ছিলেন যে, তাহারা সংখ্যায় স্বল্প, যদি তোমাকে দেখাইতেন যে, তাহারা সংখ্যায় অধিক তবে তোমরা সাহস পাইতে না এবং যুদ্ধের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি তো অন্তরের বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিফহাল।

৪৪. স্মরণ কর, তোমরা যখন পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিলে তখন তিনি তাহাদিগকে তোমাদিগের দৃষ্টিতে সল্প-সংখ্যক দেখাইয়াছিলেন, যাহা ঘটিবার ছিল তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য। সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়।

তাফসীর : মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা)-কে স্বপ্নে উহাদের সংখ্যা কম দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর মহানবী (সা) তাঁহার সাহাবাগণকেও ইহা অবহিত করিয়া ছিলেন। সুতরাং উহাদের কাছে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে। ইবন ইসহাক (র)সহ অনেক লোকই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) উহাদের কোন কোন লোক হইতে বর্ণনা করেন যে, যেরূপ স্বপ্নে দেখা গিয়াছে ময়দানেও অনুরূপ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... হাসান (র) হইতে اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً আয়াতাংশ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন : চাক্ষুস কম দেখান হইয়াছে। এই কথা অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব। আয়াতে যখন পরিষ্কাররূপে مَنَامُ শব্দ (স্বপ্ন) ব্যবহার হইয়াছে তখন দলীল ও যুক্তিহীন ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকে না।

আলোচ্য لَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَا زَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ আয়াতের মর্ম হইল, আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সংখ্যায় অধিক দেখাইতেন, তবে তোমরা ভীরু হইয়া পড়িতে এবং যুদ্ধ বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দেখা দিত। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে উহাদের সংখ্যায় স্বল্পতা দেখাইয়া তোমাদের সাহস বাড়াইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আলোচ্য اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ আয়াতাংশের তাৎর্পয হইল, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে গোপনকৃত এবং বুকের মাঝে রক্ষিত বিষয় সম্পর্কে পূর্ণরূপেই জ্ঞাত থাকেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ চক্ষুর গর্হিত কাজ এবং তোমাদের অন্তরের মাঝে গোপনকৃত বিষয় পূর্ণরূপে অবহিত রহিয়াছেন (৪০ : ১৯)।

আলাচ্য وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল : আল্লাহ পাক এই আয়াতে তাঁহার নিয়ামতের কথা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ বলেন: তোমাদেরকে শুধু স্বপ্নেই উহাদের সংখ্যা কম দেখাই নাই। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন তোমরা পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আক্রমণের প্রস্তুতি নিতেছিলে, তখনও আমি উহাদের সংখ্যা তোমাদের দৃষ্টিতে স্বল্প দেখাইয়াছি। তখন তোমরা বীরবিক্রমে উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে পর্যুদস্ত করিয়াছিলে।

আবূ ইসহাক সুবাইর (র) ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের সময় আমরা উহাদিগকে সংখায় অতি অল্প দেখিয়াছি। শেষ পর্যন্ত আমি আমার পার্শ্বের এক লোককে বলিলাম, তুমি কি উহাদের সংখ্যা সত্তর জন দেখিতেছ ? সে উত্তর করিল : না, বরং উহাদের সংখ্যা হইল একশত। এমনকি উহাদের এক লোককে বন্দী করিয়া

উহাদের সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল আমাদের সংখ্যা হইল এক হাজার। এই হাদীস ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে يُقَلِّلُكُمْ فِيْ اَعْيُنِهِمْ এর মর্ম প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উভয় দলের একে অপরকে পাহাড়ের পার্শ্বে নিম্ন সমতল ভূমিতে দেখিয়া ছিল। ইহাই وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ আয়াতের মর্ম। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইবাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের তাহার পিতার উদ্ধৃতি দিয়া لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন যুবায়ের বলেন : যাহাদিগকে শাস্তি দিয়া আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এবং মু'মিনগকে পরস্পর মুখোমুখি করিলেন এবং উভয় দলের মধ্যে লড়াই দ্বারা চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বন্ধুদিগের প্রতি তাঁহার নিয়ামত পূর্ণরূপে দান করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। আর ইহার অর্থ এইও হইতে পারে যে, আল্লাহ উভয় পক্ষের প্রত্যেককে প্রতিপক্ষের দ্বারা ধোঁকায় ফেলিয়াছেন এবং যাহাতে চক্ষে সামলাইয়া যায়। সেজন্য প্রত্যেক পক্ষের দৃষ্টিতেই অপর পক্ষকে সংখ্যায় অল্প করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা ময়দানে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া দেখাদেখি করিবার সময় হইয়াছিল। সুতরাং যখন লড়াই প্রচণ্ডভাবে শুরু হইয়া গেল, তখন আল্লাহ পাক এক হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করিয়া মু'মিনগণকে সাহায্য করিলেন। তাহারা কাফির দলের প্রতি আঘাত হানিয়াছিল। তখন কাফিররা ঈমানী বাহিনীকে তুলনায় দ্বিগুণ দেখিতে লাগিল। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

فَقَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّاُوْلِى الْاَبْصَارِ .

"তোমাদের জন্য সেই দল দুইটির মধ্যে নিদর্শন রহিয়াছে, যাহার একটি দল আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং অপর দলটি হইল কাফির। উহাদিগকে উহাদের দৃষ্টিতে উহাদের দ্বিগুণ দেখান হইয়াছিল। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার 'নসরত' দ্বারা সহায়তা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য নসীহত গ্রহণের বিষয় নিহিত রহিয়াছে" (৩ : ১৩)।

এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত দুইটির বক্তব্যেরই সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি আয়াতই সত্য ও শাশ্বত। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য।

(٤٥) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

(٤٦) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

৪৫. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হইবে, তখন অবিচলিত থাকিবে এবং আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করিবে। যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

৪৬. আর আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং নিজদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করিবে না, করিলে তোমরা সাহস হারাইয়া ভীরু হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হইবে। তোমরা ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার নিয়ম–পদ্ধতি এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের পন্থা শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন : "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোন শত্রুদলের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধে লিপ্ত হইলে, সাহস হারাইবে না। বরং দৃঢ় ও অবিচল হইয়া ময়দানে দণ্ডায়মান থাকিবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ আওফা (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে, মহানবী (সা) কোন এক দিন শত্রুর সহিত মুকাবিলার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িলে তিনি মুসলিম বাহিনীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে লোকগণ! তোমরা শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার আশা করিও না। আল্লাহ তা'আলার নিকট স্বস্তি প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা উহাদের সহিত মুখোমুখী হইবে, তখন দৃঢ়পদে অবিচল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাক। জানিয়া রাখ যে, তরবারির ছায়াতলেই রহিয়াছে জান্নাত। অতঃপর মহানবী (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ! তুমিই কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা প্রচলনকারী এবং যে কোন বাহিনীকে অপদস্তকারী। সুতরাং তুমি আমাদের শত্রুর মুকাবিলায় সাহায্য করিয়া শত্রুকে পর্যুদস্ত করিয়া দাও।"

আবদুর রায্যাক (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমরা শত্রুর সহিত মুকাবিলা করিবার আশা পোষণ করিও না। আল্লাহ তা'আলার নিকট নিরাপত্তা ও প্রার্থনা কর। যখন শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ময়দানে অবিচল অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিবে এবং আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিবে। যদি উহারা চীৎকার দেয় ও উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিতে থাকে তবে তোমাদের কর্তব্য হইল নীরবতাকে অবলম্বন করা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট ইবরাহীম ইব্ন হাশিম বাগাবী (র) ... যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) সূত্রে মহানবী (সা) হইতে 'মারফূ' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ পাক তিনটি সময় নিশ্চুপতাকে খুব পছন্দ করেন। কুরআনে করীম পাঠের সময়, লড়াইয়ের সময় এবং জানাযার নামাযের সময়।

আর এক 'মারফূ' সনদ বিশিষ্ট হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক বলেন : তাহারাই আমার পূর্ণ বান্দা যাহাদের তরবারি ও তীর ধনুক শত্রুকে হত্যা করিবার সময় অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় আমাকে স্মরণ করে। অর্থাৎ এই অবস্থায়ও তাহারা আমার যিকির, দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে ভুলিয়া যায় না।

সাঈদী ইব্ন আবূ আরূবা (র) বর্ণনা করেন : কাতাদা (র) এই আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তরবারি দ্বারা আঘাত হানা অবস্থায় নিমগ্ন থাকাকালেও তাঁহার যিকিরকে ফরয করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আমার পিতা ... আতা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আতা (র) বলেন, শত্রুর সহিত লড়াইয়ের সময় নিশ্চুপ থাকা এবং আল্লাহর স্বরণকে অপরিহার্য করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আল্লাহর স্বরণ কি উচ্চৈঃস্বরে হইবে। তিনি উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, উচ্চৈঃস্বরে হইবে।

আবূ হাতিম (র) আরও বর্ণনা করেন : ইউনুস, ইব্‌ন আবদুল আলা (র) কা'ব আহ্‌বার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কা'বা ইবন আহ্‌বার বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কুরআন তিলাওয়াত এবং যিকিরের চাইতে অধিক প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে মানুষকে সালাত ও জিহাদের মাঝে উহার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হইত না। তোমরা কি দেখিতেছ না যে, লোকদেরকে লড়াইর সময়ও যিকির করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

কোন কবি লিখিয়াছেন :

ذكرتك الخطى يخطر بيننا * وقد نا لت فينا المثقفة السمر .

পাপ যখন আমাদের মধ্যে পদচারণ করে এবং আমাদের মধ্যে যখন মদ্যপানের ধুমধাম পড়িয়া যায়, তখনও আমরা তোমাকে স্বরণ করিব।

আনতারা বলেন :

ولقد ذكرتك الرماح نواهل * منى وبيض الهند تقطر من دمى

"যখন তীর ধনুকের বর্ষণ শুরু হয় এবং বায়যাল হিন্দ তরবারি আমাদের রক্ত ধারা ঝরাইতে থাকে, তখনও আমরা তোমার স্বরণকে ভুলিব না।"

বস্তুত আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত আয়াতে শত্রুর সাথে লড়াইর সময় দৃঢ়পদে অবিচল থাকিবার এবং হানাহানী ও লড়াই চলাকালে ময়দান ছাড়িয়া চলিয়া না যাওয়া, পলায়ন না করা এবং ভীত না হইয়া আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হইয়া ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। পরন্তু বলিয়াছেন, এহেন নাযুক পরিস্থিতিতেও তোমরা আল্লাহকে ভুলিবে না। তাঁহাকে স্বরণ করিবে, তাঁহার সাহায্য চাহিবে ও তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল হইবে। আর শত্রুর মুকাবিলায় তাঁহার নুসরত ও মদদ লাভের জন্য প্রার্থনা করিবে। আর এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিবে এবং আল্লাহ্ পাক যাহা কিছু করিবার নির্দেশ দিয়াছেন তাহা দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইবে এবং যাহা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন, তাহা বর্জন করিয়া চলিবে। তোমরা পরস্পরে আত্মকলহ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইবে না। ইহা করিলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। ইহাই হইবে তোমাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত হওয়ার এবং ময়দানে চরমভাবে পর্যুদস্ত হওয়ার কারণ।

উপরোক্ত وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল পাস্পরিক কলহ বিবাদের দরুন তোমাদের দলীয় ঐক্য সংহতি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তোমাদের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর তোমাদের অগ্রযাত্রাও ব্যাহত হইবে। বরং তোমরা সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করিবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

মহানবী (সা)-এর সাহাবাগণ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলার ক্ষেত্রে যে চরম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের উদাহরণ পূর্ববর্তী কোন যুগ ও উম্মতগণের মধ্যে পাওয়া যায় না। আর যুগের কথাই আসিতে পারে না। ইহা মহানবী (সা)-এর সাহচর্য এবং তাঁহার চাক্ষুষ আনুগত্যের বরকতেই সম্ভবপর হইয়াছিল। তাহারা ইহার ফলে নিজেরা সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও অল্প সময়ের মধ্যে রোম, ইরান তুরান, আলেকজান্দ্রিয়া, মরক্কো, সুদান, আবিসিনিয়ার বিরাট বিরাট শক্তিশালী দেশকে করায়ত্ত করিয়া পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশ-জনপদের মালিক ও শাসক হইয়াছিল, শুধু তাহাই নহে নিজেদের আচার-আচরণ ও চরিত্র মাধুর্য দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর বনী আদমের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া নিয়াছিল। পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে দূরীভূত করিয়া আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করিয়াছিল এবং সমস্ত বাতিল দীন ও মতবাদের উপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারা দুনিয়ার পূর্ব-পশ্চিমে জুড়িয়া মাত্র ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট এক ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়ার মানুষকে চমৎকৃত করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং তাহাদের প্রতি আল্লাহ যেমন সন্তুষ্ট হইলেন, তেমনি তাহারা সকলেই আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন। আল্লাহ পাক তাহাদের দলের সাথে আমাদের হাশর করুন। তিনি মহান দানশীল ও দয়ালু।

(٤٧) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَ
رِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط وَاللَّهُ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○
(٤٨) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ
الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ج فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ ط وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○ ع
(٤٩) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ
دِينُهُمْ ط وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

৪৭. যাহারা গর্বভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজদের গৃহ হইতে বাহির হয় এবং মানুষকে আল্লাহর পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। আল্লাহ তাহাদের কৃতকর্ম পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

৪৮. সেই সময়টির কথা স্বরণ কর যখন শয়তান উহাদের কার্যাবলীকে উহাদের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আজ তোমাদের উপর মানুষের মধ্যে কোন লোকই বিজয় লাভ করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাহায্যকারী হইব। অতঃপর দুই

দল পরস্পরের সম্মুখীন হইলে তখন সে পশ্চাতে সরিয়া পড়িল এবং বলিল, তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখিতে পাই। আমি নিঃসন্দেহে আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ্ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর।

৪৯. সেই সময়টির কথাও স্মরণ কর, যখন মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা বলিতেছে, উহাদের দীন উহাদেরকে প্রতারিত করিয়াছে। যে লোক আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে তাহার জ্ঞাত থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আল্লাহ পাক মু'মিনকে তাঁহার পথে নিষ্ঠার সাথে লড়াই করা এবং অধিক মাত্রায় তাঁহাকে স্বরণ করার নির্দেশ দানের পর উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের অনুকরণ করিয়া গর্বভরে সত্যকে প্রতিহত করার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে وَرِئَاءَ النَّاسِ দ্বারা মুসলমানদের উপর উহাদের গর্ব অহংকার ও গৌরব প্রকাশের কথা বুঝান হইয়াছেন। যেমন আবূ জাহেলকে যখন জানান হইল যে, বাণিজ্যিক কাফেলা বিপদমুক্ত হইয়াছে, তুমি দলবলসহ মক্কায় চলিয়া যাও। তখন সে স্বগর্বে উত্তর করিয়াছিল : আল্লাহর নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা এক্ষণি ফিরিব না। আমরা বদর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিব। তথায় উষ্ট্র যবাহ্ করিয়া কাবাব রুটি খাইব এবং শরাব পান করিব। তেমনি আমাদের দাসদাসীগণও পানাহার করিয়া আমোদ ফুর্তি করিবে। পরবর্তীকালে আরবগণ আমাদের এখানে আগমনের কথা চিরদিন স্বরণ করিতে থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ পাক উহাদের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া ছিলেন। উহারা বদর কুয়ার প্রান্তরে উপস্থিত হইলে উহাদের উপর মৃত্যু গযব আপতিত হইল এবং সেখানের মাটিতেই উহাদের লাশ লাঞ্ছিত ও পদদলিত করিয়া চাপামাটি দেওয়া হইল। অতঃপর নিপতিত হইল চিরন্তন শাস্তির করাল গ্রাসে। এইজন্যই আল্লাহ্ পাক وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ বলিয়াছেন। অর্থাৎ উহাদের কৃতকর্ম তিনি জ্ঞাত এবং এইজন্য তিনি উহাদিগকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ আয়াত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : এই আয়াতে সেই সব মুশরিকদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বদরের মাঠে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন : কুরায়েশগণ মক্কা হইতে বদর অভিমুখে যাত্রাকালে গায়ক ও দফ নামের বাদ্যযন্ত্রও সাথে আনিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ পাক وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ আয়াতের মর্ম হইল : অভিশপ্ত শয়তান উহাদের কাজ-কর্ম ইচ্ছা-উদ্দেশ্য মোহনীয় করিয়া দেখায়। আর উহাদিগকে এই বলিয়া লালায়িত করে যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। উহাদের মন হইতে উহাদের শত্রু বনী বকর সম্প্রদায়ের ভয়-ভীতিও দূরীভূত করিয়া দিয়া বলে তাহারা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কারণ আমি তোমাদের সাহায্যকারীরূপে থাকিব। এই সময় সে বনী মুদলাজ গোত্রের সর্বোচ্চ সরদার সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের আকৃতি ধারণ করিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল

এবং বলিয়াছিল, আমি বনী মুদলাজের সর্বোচ্চ সরদার। উহাদের সকলেই আমার অনুগত। যেমন আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ الاَّ غُرُوْرًا .

"শয়তানের কাজ হইল মিথ্যা অংগীকার করা ও মিথ্যা প্রলোভন দেওয়া। শয়তান প্রতারণা ব্যতিরেকে উহাদের কোনই অঙ্গীকার দেয় না" (৪ : ১২০)।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন ইবলীস তাহার ঝাণ্ডা নিয়া সৈন্য-সামন্তসহ মুশরিকদের সাথে আসিয়াছিল। সে মুশরিকদের অন্তরে এই ধারণা জন্মাইয়া দিল যে, আজ কোন লোকই তোমাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাথে সাহায্যকারীরূপে রহিয়াছি। অতঃপর লড়াই যখন শুরু হইয়া গেল তখন শয়তান সাহায্যকারী ফেরেশতার দল দেখিতে পাইয়া এই বলিয়া পালাইয়া গেল যে, তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : ইবলীস বদরের যুদ্ধের দিন শয়তানদের একটি সৈন্য বাহিনী লইয়া আসিয়াছিল। সাথে ছিল একটি ঝাণ্ডা। তখন সে বনী মুদলাজের নেতা সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শামের আকৃতি ধারণা করিয়াছিল। শয়তান মুশরিকদিগকে বলিল : আজ মানুষের মধ্যে কোন লোকই তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সাহায্যকারী। সুতরাং মহানবী (সা) তাঁহার বাহিনীকে যখন সজ্জিত করিলেন, তখন একমুষ্টি মাটি হাতে নিয়া উহা মুশরিকদের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিলেন। উহারা পশ্চাদদিকে পালাইতে লাগিল। হযরত জিবরীল (আ) ইবলীসের দিকে অগ্রসর হইলে তখন সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। এই সময় ইবলীসের হাত দ্বারা একজন মুশরিকের হাত ধরা ছিল। সে স্বীয় হাত ঝাড়া দিয়া পিছনে পালাইয়া যাইতে লাগিল। তখন সেই মুশরিক লোকটি বলিল, হে সুরাকা! তুমি কি আমাদিগকে সাহায্য করার কথা বল নাই ? ইবলীস উত্তর করিল : তোমরা যাহা দেখিতে পাও না, আমি তাহা দেখিতে পাই। আমি আল্লাহকে ভয় করিতেছি। আল্লাহ শাস্তিদানে খুব কঠোর। তখন ইবলীস অন্যান্য ফেরেশতাগণকেও দেখিতে পাইতেছিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবলীস কুরায়েশদের সাথে সুরাকা ইব্‌ন জু'শামের আকৃতি ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। যখন লড়াই শুরু হইয়া গেল ও ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইল, তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইতে লাগিল এবং বলিল তোমরা যাহা দেখিতে পাও না, আমি তাহা দেখিতে পাই। এই সময় হারিস ইব্‌ন হাসান তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে সে সজোরে তাহার গণ্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করিল, যাহার ফলে সে বেহুশ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন ইবলীসকে বলা হইল, তুমি ধ্বংস হও। এই অবস্থায় তুমি আমাদিগকে অপদস্ত করিতেছ এবং আমাদেরকে প্রতারণা করিতেছ ? ইবলীস উত্তর করিল তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর।

মুহাম্মদ ইব্‌ন উমর ওয়াকিদী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, মুসলিম বাহিনী যখন লড়াইয়ের জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তখন মহানবী (সা)-এর কিছু সময়ের জন্য ধ্যানমগ্ন চেতনাহীন অবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থা বিদূরীত হইলে তিনি মুসলমানদেরকে

এই সুসংবাদ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের ডানে জিবরীল (আ) তাহার বাহিনী নিয়া, বামদিকে মিকাঈল (আ) তাহার বাহিনী নিয়া এবং ইসরাফীল (আ) এক হাজার ফেরেশতার এক বাহিনীসহ নিয়োজিত রহিয়াছেন। অপর দিকে ইবলীস সুরাকা ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলাজীর আকৃতিতে উপস্থিত হইয়া মুশরিকদের লেলাইয়া দিতেছে এবং বলিতেছে যে, অদ্য কোন লোকই তোমাদেরকে পরাভূত করিতে পারিবে না। আলেক্ষে আল্লাহর এই শত্রুটি ফেরেশতাগণকে দেখিতে পাইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গেল এবং বলিল : তোমরা যাহা দেখিতে পাও না আমি তাহা দেখিতে পাই। হারিস ইবন হিশাম এই কথা শুনিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে ইবলীস সজোরে বুকে লাথি মারিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া চলিয়া গেল। তাহাকে আর কেহই দেখিতে পাইল না। সে কাপড় খুচে সাগরের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং বলিল, হে প্রতিপালক! তুমি যে অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা পালন কর।

তাবারানী শরীফে রিফআ ইব্‌ন রাফি (রা) হইতে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস উল্লেখ রহিয়াছে। আমি তাহা সবিস্তার মহানবী (সা)-এর জীবন-চরিত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছি।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান (র) উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উরওয়া (রা) বলেন : কুরায়েশগণ বদর অভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য যখন একত্রিত হইয়াছিল, তখন বনী বকর ও তাহাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার কথা পরস্পর আলোচনা হইল। ফলে তাহারা এই সুদূর যাত্রা হইতে বিরত থাকার উপক্রম হইল। এই সময় ইবলীস সুরাকা ইবন মালিক ইব্‌ন জু'শাম মুদলাজীর রূপ ধারণা করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং বলিল : বনী কিনানা গোত্রের লোকজনসহ আমি তোমাদিগকে সাহায্য করিব। সুতরাং বনী বকর গোত্রের লোকেরা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। কুরায়েশগণ তাহার কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা শুরু করিল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, উহাকে প্রত্যেক মনযিলে সুরাকা ইব্‌ন মালিকের রূপে দেখা যাইত এবং তাহারা ভাবিত যে, সুরাকা আমাদের সাথেই রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বদরের দিন দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হইয়া গেলে তাহাকে পালাইতে দেখিয়া হারিস ইব্‌ন হিশাম ও উমায়ের ইব্‌ন ওয়াহাব বলিল : সুরাকা কোথায় যাও ? আল্লাহর শত্রু ইব্‌ন উমাইর চলিয়া গেল। বলা হইল, সে তোমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন : আল্লাহর শত্রুটি যখন দেখিতে পাইল যে, আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণকে তাঁহার সেনা পাঠাইয়া সাহায্য করিতেছে, তখন সে পশ্চাদপসরণ করিল। সুদ্দী, যাহ্‌হাক, হাসান বসরী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরজী (র) হইতেও এই কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন : ইবলীস যখন দেখিল যে, জিবরীল (আ) বহু ফেরেশতাসহ মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসিতেছে। সুতরাং সে বলিল, তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। আমি আল্লাহকে ভয় করি, তিনি শাস্তিদানে কঠোর। কিন্তু আসলে সে আল্লাহকে ভয় করে না। সে বুঝিতে পারিল আল্লাহর শক্তির সম্মুখে সে দুর্বল আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাহার নাই। মূলত আল্লাহর শত্রু এবং তাহার অনুগামীদের অভ্যাস এইরূপই হয়। অতএব হক ও বাতিলের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হইয়া গেলে সে মুসলমানদের অনিষ্টতা হইতে নিজকে নিরাপদ করিয়া নিল এবং মুশরিকদিগকে মহা বিপদের মুখে ফেলিয়া দিল।

আমি (গ্রন্থকার বলেন) বলিতেছি : শয়তান ও তাহার অনুগামীদের স্বভাব এইরূপই হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ
الْعٰلَمِيْنَ .

"শয়তানের কাজের উদাহরণ হইল যে, সে মানুষকে বলে কুফরী কর। যখন কুফরী করা হয়, তখন বলে আমি তোমার সাথে নাই। আমি সেই আল্লাহকে ভয় করিতেছি যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক" (৫৯ : ১৬)।

আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলেন :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىَ
عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلاَّ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ

"আল্লাহ পাক যখন বিষয়টি মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন, তখন শয়তান বলিল, আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাদের সাথে সত্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর আমি তোমাদের সাথে অঙ্গীকার দেই, আবার সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করি। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। আমি তোমাদের ডাকিয়াছি, তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়াছ। তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, নিজদের ভর্ৎসনা কর। আমি তোমাদের রক্ষা করিতে পারিব না, আর তোমরাও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্বে তোমরা যে আমাকে শরীক করিতে আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি। জালিমদের জন্য নিশ্চয় দুঃখজনক শাস্তি রহিয়াছে (১৪ : ২২)

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ... বনী সা'দার কোন এক লোকের নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। লোকটি বলিয়াছে আমি আবূ উসায়েদ মালিক ইব্ন রবীআকে অন্ধ অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি যদি আজ তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে যাইতে পারিতাম এবং আমার দৃষ্টি শক্তি থাকিত, তবে ফেরেশতাগণ কোন কোন ঘাঁটি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে তাহা তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতাম। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ফেরেশতাগণ যখন অবতরণ করিল এবং ইবলীস উহাদিগকে দেখিল, তখন আল্লাহ পাক এই ওয়াহী পাঠাইলেন যে, আমি তোমাদের সহিত রহিয়াছি। সুতরাং মু'মিনগণ ময়দানে দৃঢ়পদে অবিচল রহিল। আর ফেরেশতাগণ এক একজন পরিচিত ব্যক্তিরূপ ধারণ করিয়া উহাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিল, তোমাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, কাফিরগণ তোমাদের সম্মুখে কোন বস্তুই নয়, স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের সহিত রহিয়াছেন। তাহারা এইভাবে মু'মিনগণকে উৎসাহ দিতে লাগিল। অভিশপ্ত ইবলীস ময়দানে ফেরেশতাগণকে দেখিয়া পশ্চাদপসরণ করিল এবং বলিল, আমি তোমাদের সাথে নাই। তোমরা যাহা দেখ না আমি তাহা দেখি। এই সময় সে সুরাকার আকৃতিতে ছিল। তখন আবূ জাহেল ঘুরিয়া তাহার সঙ্গীগণকে এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিল যে, সুরাকা চলিয়া যাওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। সে মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সাথে

চুক্তিবদ্ধ হইয়া আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইয়া আমাদিগকে দুর্বল করিবার জন্য আসিয়াছিল। অতঃপর বলিল, লাত ও উযযার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি মুহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণকে রশি দ্বারা না বাঁধিয়া দেশে ফিরিব না। উহাদিগকে হত্যা করিব না, বরং বন্দী করিব। তবেই মনের সাধ মিটাইয়া শাস্তি দিতে পারিব। অভিশপ্ত আবূ জাহেলের এই কথাগুলি ফিরআউন যাদুকরগণকে বলার ন্যায়। উহারা যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন ফিরআউন আল-কুরআনের ভাষায় এইরূপ বলিয়াছিল :

إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا أَهْلَهَا .

"নিঃসন্দেহে ইহা ষড়যন্ত্র। তোমরা শহরে এই ষড়যন্ত্র করিয়াছ। উদ্দেশ্য হইল, শহরবাসীকে বহিষ্কার করিবে (৭ : ১২৩)।

إِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ .

নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে বড় যাদুকর, তোমাদিগকে সে যাদু শিক্ষা দিয়াছে (২০ : ৭১)

এই সব কথা নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এই জন্যই বলা হয় যে, এই উম্মতের ফিরাআউন ছিল আবূ জাহেল।

মালিক ইব্‌ন আনাস (র) ... তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন কুরয হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি আরাফাতের দিন ইবলীসকে এত লাঞ্ছিত, লজ্জিত বেদনাক্লিষ্ট ও রাগান্বিত দেখিয়াছি যে, বদরের দিন ব্যতীত এইরূপ আর কখনো দেখি নাই। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন এবং অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহার অনাবিল করুণা ধারা। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর রাসূল! বদরের দিন উহাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন, মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : সে জিবরীলকে ফেরেশতাগণের নেতৃত্ব দান করিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। উল্লেখিত সনদে হাদীসটি 'মুরসাল' হাদীস।

উপরোক্ত إِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন উভয় দল যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হইল, তখন আল্লাহ পাক মুসলমানদের সংখ্যা মুশরিকদের দৃষ্টিতে স্বল্প দেখাইলেন এবং মুশরিকদের সংখ্যাও কম দেখাইলেন মুসলমানদের দৃষ্টিতে; তখন মুশরিকগণ বলিল : এই ধর্মান্ধগণ তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে। উহারা তাহাদের দৃষ্টিতে মুসলমাদের সংখ্যা স্বল্প দেখার দরুন ইহা বলিয়া ছিল। উহাদের ধারণা জন্মিল যে, মুসলমানগণ এই যুদ্ধে যে পরাজিত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তখন আল্লাহ পাক বলিলেন : যাহারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয়, তাহাদের ইযযত আল্লাহই রক্ষা করেন। আল্লাহ তো মহা পরাক্রমশীল ও মহাপ্রজ্ঞাময়। কাতাদা (র) বলেন : মু'মিনদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দেখিতে পাইল যে, আল্লাহর এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও কঠোর। এই আয়াতে ইহার প্রতিই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবূ জাহেল মহানবী (সা) এবং তাঁহার সাহাবীগণের উপর নিজকে উন্নত ভাবিয়া দাম্ভিকতার স্বরে বলিল : আজিকার দিনের পর আর কেহ আল্লাহর ইবাদত করিবে না।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন : এই আয়াতে মক্কার একদল মুনাফিক লোকের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা বদরের দিন মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প দেখিয়া বলিয়াছিল, তাহাদের ধর্ম তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে।

আমির শা'বী বলেন : মক্কার কিছু লোক ইসলামের কালেমা বিশ্বাস করিয়াছিল। বদরের যুদ্ধে তাহারাও মুশরিকদের সাথী হইয়া যুদ্ধ মাঠে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া বলিল : এই ধর্মান্ধদিগকে তাহাদের ধর্ম প্রতারিত করিয়াছে।

এই আয়াতাংশ প্রসঙ্গে মুজাহিদ (র) বলেন : উক্ত আয়াতে কুরায়েশের ক্ষুদ্র একদল লোকের কথা বলা হইয়াছে। যেমন কায়েস ইব্ন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, আবূ কায়েস ইব্ন ফাকিহা ইব্ন মুগীরা, হারিস ইব্ন যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব, আলী ইবন উমাইয়া ইব্ন খালফ ও আস ইব্ন মুনাব্বিহ্ ইব্ন হাজ্জাজ। ইহারা বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের সাথী হইয়া আসিয়াছিল। উহারা সংশয়ের মধ্যে নিপতিত ছিল। সুতরাং মুসলমানগণকেও এইরূপ সংশয়বাদী ভাবিল। তাহারা মহানবী (সা)-এর সাথিগণের সংখ্যা কম দেখিয়া বলিল : ইহাদের ধর্ম ইহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে এবং সংখ্যায় নিতান্ত কম হইয়াও মোহে পড়িয়া বিপুল সংখ্যক সেনার সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইবন ইয়াসার (র) এইরূপ কথাই বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন : বদরের দিনের লড়াইতে যাহারা উপস্থিত হয় নাই উক্ত আয়াতাংশে তাহাদেরই মুনাফিক নাম রাখা হইয়াছে।

মা'মার সহ একদল বলেন : উক্ত আয়াতে সেই সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে যাহারা মহানবী (সা)-এর মক্কায় থাকাকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু বদরের যুদ্ধেও মুশরিকদের সাথী হইয়া আসিয়াছিল। তাহারা মুসলমানদিগকে সংখ্যায় স্বল্প দেখিয়া বলিল : ইহারা তাহাদের ধর্ম দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতে وَمَنْ يَّتَـوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এর মর্ম হইল–যাহারা পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল হয় এবং তাঁহার উপরেই আস্থা ও ঈমান রাখে তাহাদিগকে আল্লাহ্ বিফল মনোরথ করেন না। কেননা আল্লাহ্ তো فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ "মহাপরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁহার প্রতি যাহারা নির্ভরশীল হয় এবং তাঁহার নিকটই আশাপোষণ করে তাহাদিগকে তিনি বিফল করেন না। তিনি সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী ও সীমাহীন সম্রাজ্যের অধিপতি। স্বীয় কাজেও তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁহার সিদ্ধান্তও জ্ঞান প্রসূত। যেখানে যাহা রাখা উচিত এবং যাহাকে দেওয়া উচিত সেখানেই তিনি তাহা রাখেন ও তাহাকে তাহা দেন। সুতরাং যাহারা তাঁহার মদদ ও সাহায্য পাইবার অধিকারী, তাহাদিগকেই তিনি সাহায্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা পরাজয় ও অপমানের পাত্র, তাহাদিগকে তিনি তাহাই করিয়াছেন।

(৫০) وَلَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

(৫১) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৫০. আর তুমি দেখিতে পাইবে যে, ফেরেশতাগণ কাফিরদিগকে তাহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া মারিয়া ফেলিতেছে। আর বলিতেছে, দহনমূলক শাস্তি ভোগ কর;

৫১. ইহা তোমাদের হস্ত যাহা পূর্বে প্রেরণ করিয়াছিল। আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

তাফসীর : আল্লাহ পাক বলেন : হে মুহাম্মদ! তুমি যদি কাফিরগণের প্রাণ হরণের অবস্থাটি অবলোকন করিতে তবে একটি বিভীষিকাময় ও করুণ দৃশ্যই দেখিতে পাইতে। উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া ফেরেশতাগণ বলিলেন : জ্বলন্ত শাস্তি ভোগ কর। উল্লেখিত আয়াতে ادبار শব্দের অর্থ সম্পর্কে ইব্‌ন জুরাইজ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ নিতম্ব এবং উপরোক্ত কথা ফেরেশতাগণ বদরের যুদ্ধের দিনই বলিয়াছিল।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিকগণ যখন মুসলমানদের দিকে ফিরিয়া আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইত তখন ফেরেশতাগণ তরবারি দ্বারা তাহাদের মুখমণ্ডলে আঘাত হানিতেন। অতঃপর যখন পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া পিছনে হটিত ও পালাইত, তখন তাহারা উহাদের পৃষ্ঠে আঘাত হানিতেন।

ইব্‌ন আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এইরূপ ঘটনা বদরের যুদ্ধে ঘটিয়াছিল।

ওয়াকী (র) ... সাঈদ ইবন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণনা বলেন : ফেরেশতাগণ উহাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিতেন। তিনি আরও বলেন : নিতম্বে আঘাত হানা হইত। কিন্তু আল্লাহ আঘাতকারীদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আরাফার ভৃত্য উমর এবং হাসান বসরী হইতেও এইরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। হাসান বসরী (র) বলেন : এক লোক মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবূ জাহেলের পৃষ্ঠে কণ্টকের দাগের ন্যায় দেখিয়াছি। মহানবী (সা) জবাব দিলেন : ইহা ফেরেশতাদের আঘাতের চিহ্ন। ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীস 'মুরসাল' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ যদিও বদরের যুদ্ধ, কিন্তু ইহার মর্ম ও তাৎপর্য ব্যাপক। প্রত্যেক কাফিরের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতকে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট করেন নাই। বরং বলিয়াছেন : ফেরেশতা কর্তৃক কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হানিয়া প্রাণ হরণের দৃশ্য অবলোকন করিতে। সূরা কিতাল বা সূরা আহযাবেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। সূরা আন'আমে বর্ণিত অনুরূপ আয়াতটি এই :

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمْ .

অর্থাৎ "যদি তুমি অপরাধিগণের মৃত্যুকালীন কঠিন শাস্তি অবলোকন করিতে। ফেরেশতাগণ তাহাদের হাত বাড়াইয়া উহাদের বলিবে, তোমাদের প্রাণ বাহির করিয়া নিয়া আস" (৬ : ৯৩)। অর্থাৎ হাত বাড়াইয়া আঘাতের সাথে উহাদের প্রাণ হরণ করে। এইরূপ করিবার নির্দেশই উহাদের প্রতিপালক দিয়াছেন। উহাদের আত্মাকে যখন কঠিনভাবে ধরা হয় এবং সে বাহির না হইবার জন্য দেহের অভ্যন্তরে পালায়, তখন জবরদস্তিমূলক তাহাকে বাহির করা হয়। আর তখনই তাহাদিগকে আল্লাহর আযাব ও গযবের সংবাদ প্রদান করা হয়। যেমন বারা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে : কাফিরদের মৃত্যুর সময় মালাকুল মউত বিদ্রূপ আকৃতি নিয়া উপস্থিত হইয়া বলে : হে পাপিষ্ঠ আত্মা! দেহ হইতে বাহির হইয়া গরম হাওয়া, গরম পানি ও গরম ছায়ার দিকে ধাবিত হও। এই সময় আত্মা দেহের বিভিন্নস্থানে পালাইতে থাকে। তখন উহাকে এমন সজোরে হিচড়াইয়া বাহির করা হয়। যেমন একটি জীবিত লোকের দেহ হইতে চামড়া খসান হইলে তাহার সাথে শিরা উপশিরাগুলি ও তৈলাক্ত আবরণটিও বাহির হইয়া থাকে। এই জন্যই আল্লাহপাক সংবাদ দিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ তখন বলিতে থাকে যে, তোমরা দগ্ধকর শাস্তি ভোগ কর।

উপরোক্ত আয়াতে بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ অংশের তাৎপর্য হইল, তোমরা এই জগতে অবস্থানকালে যে বেঈমানী ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিলে, উহার দরুনই আজ তোমাদের এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। আল্লাহ তোমাদিগকে সমুচিত প্রতিদানই দিয়াছেন।

আলোচ্য وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আয়াতাংশের মর্ম হইল : আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিকুলের কাহারও উপরই জুলুম করেন না। বরং তিনি ন্যায়-পরায়ণ ও ইনসাফগার। কোনরূপ জুলুম অত্যাচার হইতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। যেমন ইমাম মুসলিম (র) তাহার কিতাবে আবূ যার (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলেন যে, আল্লাহ পাক বলিতেছেন : হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার প্রতি জুলুমকে হারাম করিয়াছি। তেমনি তোমাদের জন্যও হারাম করিলাম। সুতরাং তোমরা পরস্পর জুলুম অত্যাচার করিও না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের কার্যাবলী শুধু সংরক্ষণ করিয়া থাকি। তোমরা যদি ভাল ও কল্যাণমূলক কাজ দেখিতে পাও, তবে তোমাদের আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। আর ইহার ব্যতিক্রম দেখিলে স্বীয় আত্মাকেই ধিক্কার দেওয়া উচিত, ভর্ৎসনা করা উচিত। তাই আল্লাহ পাক বলেন :

(৫২) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৫২. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহার পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে। সুতরাং উহাদের পাপের দরুন আল্লাহ্ উহাদের শাস্তি দেন। আল্লাহ মহা শক্তিমান এবং শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক মহানবী (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়াবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী মুশরিকদের আচরণের বর্ণনা দিতেছেন। সেকালে ফিরাউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণ যেরূপ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অনাচারে লিপ্ত হইত, ইহারাও তদ্রূপ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া শিরক ও নানাবিধ পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে। সুতরাং

আমার চিরাচরিত নিয়ম মাফিকই মিথ্যাবাদী ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের সাথে যেরূপ ব্যবহার দেখাইয়াছি ইহাদের সাথেও তদ্রূপ ব্যবহার প্রদর্শন করির। কারণ ইহারা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে ও অস্বীকার করে। সুতরাং ইহাদের পাপাচারের জন্যই আমি ইহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি। ইহাদের জন্য এই শাস্তি চরম ও কঠোর শাস্তি। কেননা আল্লাহ মহাশক্তিমান। তাঁহাকে কেহ যেমন পরাভূতও করিতে পারে না তেমনি পারে না কেহ প্রতিহত করিতে ও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে।

(٥٣)ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۙ○

(٥٤) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَ كُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

৫৩. ইহা এইজন্য যে, যদি কোন সম্প্রদায় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের উপর আল্লাহর দানকৃত সম্পদসমূহ আল্লাহ্ পরিবর্তন করেন না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৫৪. ফিরআউনের গোত্র এবং তাহাদের পূর্ববর্তিগণের অভ্যাসের ন্যায় ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। সুতরাং উহাদিগকে আমি উহাদের পাপের জন্য ধ্বংস করিয়াছি, আর ফিরআউনের গোত্রকে দরিয়ায় ডুবাইয়া মারিয়াছি। উহারা প্রত্যেকেই জালিম ছিল।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁহার হুকুম ও নির্দেশের ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আদল-ইনসাফ রক্ষা করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ কাহাকেও দানকৃত নিয়ামত ও সম্পদসমূহ বিনা অপরাধে পরিবর্তন করেন না। তাহার অবাধ্যতা ও পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুনই তিনি তাহা হরণ করিয়া নেন এবং তাহাকে দুঃখ-দুর্দশার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকের অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءً فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ .

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির অবস্থা তখন পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যখন পর্যন্ত তাহারা নিজদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ কোন জাতির অনিষ্ট করিতে চাহিলে তাহা হইতে কেহ তাহাকে নিবৃত্ত রাখিতে পারে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও জুটিবে না" (১৩ : ১১)।

আলোচ্য كَدَاْبِ اٰلِ আয়াতাংশের অর্থ হইল : অর্থাৎ উহাদের কার্যাবলী ও উদাহরণ। ফিরআউনের গোত্রের আমার আয়াত ও নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, অস্বীকার করা এবং

পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ন্যায়। সুতরাং উহারা পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার দরুন উহাদের দানকৃত বাগান, বাগানের ফলফলাদি, ফসল, পানির কুয়া, ঘরবাড়ী, দালান কোঠা, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি যাহা কিছু নিয়ামত দান করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ছিনাইয়া লইলেন। এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তাহাদের প্রতি আদৌ কোনরূপ জুলুম অত্যাচার ও অবিচার করেন নাই। বরং তাহারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

(٥٥) اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(٥٦) اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

(٥٧) فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

৫৫. যাহারা কুফরী করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহর নিকট তাহারাই অতিশয় নিকৃষ্ট জীব।

৫৬. উহাদের মধ্যে যাহাদের সহিত তুমি চুক্তি করিয়াছ। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক বারই চুক্তিভঙ্গ করে এবং সতর্ক হয় না।

৫৭. যদি তোমরা উহাদিগকে যুদ্ধে কাবুতে ফেলিতে পার, তবে এমন কঠোর শাস্তি দিবে যেন উহাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়াছে, তাহারা যেন শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাক কাফিরদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা এবং তাহাদের অপকর্মের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে জীবকুলের মধ্যে বেঈমান কাফিরগণই হইল আল্লাহর নিকট অতি নিকৃষ্ট জীব। উহাদের মধ্যকার যাহাদের সাথে তুমি যখনই কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হও, তখনই উহারা সেই চুক্তি লঙ্ঘন করে। যখন উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আস্থা স্থাপন কর, তখন বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া তোমার আস্থা নষ্ট করিয়া ফেলে। উহারা আল্লাহকে আদৌ কোনরূপ ভয়ই করে না। নির্ভয় দাম্ভিকতার সহিত পাপাচারে লিপ্ত হয়। আলোচ্য فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ আয়াতাংশের মর্ম হইল : তুমি যদি উহাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় লাভ করিতে পার, তবে কঠোরভাবে বন্দী করিয়া জ্বালা-যন্ত্রণা দিবে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইবন আব্বাস (রা)।

হাসান বসরী, যাহ্হাক, সুদ্দী, আতা খুরাসানী ও ইব্ন উআয়না (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন : যুদ্ধে উহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলে অতি কঠোরভাবে শাস্তি দিবে এবং নির্দয়ভাবে উহাদিগকে হত্যা করিবে যেন ইহাদের ছাড়া আরবের অন্যান্য শত্রুগণ এই শাস্তির কথা শুনিয়া ভীত হয় এবং নসীহত ও শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুশোচনার সৃষ্টি হয়।

আলোচ্য لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ এর ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : আল্লাহ্ বলিতেছেন হয়ত এই শাস্তির কথা শুনিয়া উহারা চুক্তি ভঙ্গ করিতে ভয় করিবে এবং চুক্তি-মাফিক কাজ করিয়া যাইবে।

(٥٨) وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ ۟

৫৮. কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা করিলে তুমিও যথাযথভাবে চুক্তি বাতিল করিবে; আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না।

তাফসীর : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সম্বোধন করিয়া বলেন : তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাক এবং সেই সম্প্রদায়ের চুক্তি লঙ্ঘন করার যদি আশংকা কর, তবে তুমিও উহাদিগকে অবহিত কর যে, তুমি উহাদের সাথে কত চুক্তিকে বাতিল করিয়াছ। ফলে তুমি এবং উহারা উভয়ই জানিয়া নিলে যে, তুমি উহাদের সহিত যুদ্ধকামী এবং উহারাও তোমার সাথে যুদ্ধকামী। সুতরাং ইহাই হইতেছে যে, তোমরা ও উহাদের মধ্যে কোনরূপ চুক্তি ও অংগীকার নাই। সকলেই বরাবর। কবি রাজিব বলেন :

فاضرب وخوه الغدر للاعداء * حتى يجيبوك الى السواء .

("শত্রুকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তিভঙ্গকারীর মুখমণ্ডলে আঘাত কর। তবেই তাহারা তোমাকে সমপর্যায়ের জন্য প্রত্যুত্তর প্রমাণ করিবে।)

আলোচ্য فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিম (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, ইহার অর্থ হইল শান্তিপূর্ণ উপায় ও পন্থায় চুক্তি বাতিল করা। আর اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, আল্লাহ্ চুক্তি নস্যাৎকারিগণকে ভালবাসেন না এমন কি যদি কাফিরদের সাথেও চুক্তি ভঙ্গ করা হয়, তবুও তাহাকে আল্লাহ ভালবাসেন না, পছন্দ করেন না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র) ... সালীম ইব্‌ন আমির ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মুআবিয়া (রা) তাহার শাসনামলে রোম দেশের সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের হুকুম দিয়াছিলেন।

রোম এবং তাহার মধ্যে সন্ধি চুক্তি ছিল। তিনি চাহিলেন যে, মুসলিম বাহিনী তাহাদের সীমান্তের নিকটবর্তী হইয়া থাকিবে। তাহাদের পক্ষ হইতে চুক্তিভঙ্গ হইলেই উহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা হইবে। এই সময় এক বৃদ্ধ লোক যানবাহনের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় বলিতে লাগিল : আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! চুক্তি রক্ষা কর, চুক্তি নস্যাৎ করিও না। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কোন সম্প্রদায়ের সাথে কাহারও চুক্তি হইলে, সেই চুক্তির কোন গিরা খুলিবে না, কোন গিরা বাঁধিবে না। অর্থাৎ উহা হইতে কোন শর্ত বাদ দিবে না এবং নূতন কোন শর্ত সংযোজন করিবে না। বরং যথাযথ অবস্থায় ঠিক রাখিবে : যতক্ষণ পর্যন্ত উহাকে বাতিল করা না হয়। বর্ণনাকারী বলেন : এই কথা মুআবিয়া (রা)-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি সেনাবাহিনী দেশে ফিরাইয়া আনিলেন। এই বৃদ্ধের নাম হইল উমর আম্বাসা (রা)। এই হাদীস আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) শু'বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন

হিব্বান (র) তাহাদের কিতাবসমূহে শু'বা (র) হইতে বর্ণিত সনদে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে 'হাসান' ও 'সহীহ্' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও বলেন :

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ যুবায়রী (র) ... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালমান ফারসী (রা) কোন এক দুর্গ বা শহরে উপনীত হইয়া সেখানকার বাসিন্দাগণকে বলিলেন : তোমরা আমাকে ডাকিও আমি তোমাদিগকে ডাকিব। যেমন আমি মহানবী (সা)-কে এইভাবে ডাকিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন : আমি তোমাদের মতই লোক ছিলাম। আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া যদি মুসলমান হও তবে আমাদের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তোমাদের জন্যও তাহা সংরক্ষিত হইবে। আমাদের উপর যে দায়িত্ব কর্তব্য রহিয়াছে তোমাদের উপরও সেই দায়িত্ব কর্তব্য বর্তাইবে। তোমরা আমার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে সম্মত হও। ইহাও তোমরা না মানিলে তোমাদিগকে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান করিতেছি। আল্লাহ চুক্তি ভঙ্গকারীকে ভালবাসেন না। এইভাবে তিন দিন কথাবার্তা বলা হয়। প্রতিপক্ষ নতি স্বীকার না করিলে চতুর্থ দিন সকাল বেলা তাহাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালান হয় এবং আল্লাহর সাহায্যে তাহাদের বস্তি ও শহর পদানত হয় এবং বিজয় লাভ হয়।

(٥٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا ۗ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ ۝
(٦٠) وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ
لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝

৫৯. কাফিরগণ যেন একথা ধারণা না করে যে, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। তাহারা মু'মিনগণকে হতবল করিতে পারিবে না।

৬০. তোমরা উহাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখিবে। ইহা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে—ইহা ব্যতীত অন্য শত্রুগণকে যাহাদিগকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যাহা কিছু তোমরা ব্যয় কর, তাহার প্রতিদান তোমরা পুরাপুরি পাইবে। তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

তাফসীর : উপরোক্ত وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُوْنَ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁহার নবীকে বলিতেছেন : তুমি এই ধারণা করিও না যে, কাফিরগণ আমার হইতে পরিত্রাণ

পাইয়াছে।[১] তাহাদের উপর আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। বরং তাহারা আমার ক্ষমতার অধীনই রহিয়াছে। আর রহিয়াছে আমার ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণে। তাহারা আমাকে কখনও পর্যুদস্ত করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন:

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ أَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۔

তবে কি যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহারা মনে করে যে, তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে ? তাহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ ! (২৯ : ৪)।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْأَرْضِ وَمَأْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۔

তুমি কাফিরগণকে এইরূপ ভাবিও না যে, তাহারা ভূপৃষ্ঠে মু'মিনগকে কুপোকাত করিয়া ফেলিবে উহাদের স্থান হইল অনলকুণ্ড এবং উহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল খুবই খারাপ (২৪ : ৫৭)।

তিনি অন্য আয়াতে বলেন :

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ، مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۔

"শহরে কাফিরদের বৈষয়িক উন্নয়ন দ্বারা আপনি প্রতারিত হইবেন না। ইহা কয়েকদিনের সম্পদ। অতঃপর উহাদের স্থান হইবে জাহান্নামে, সেখানে উহাদের বিছানা হইবে নিকৃষ্ট (৩ : ১৯৬-১৯৭)।

অতঃপর আল্লাহ পাক উহাদের সহিত লড়াই করিবার জন্য যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করিবার নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন :

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ ۔

অর্থাৎ তোমাদের যতখানিই সামর্থ্য হয়, শক্তি সঞ্চয় কর এবং যুদ্ধে অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখ।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন : আমাদের নিকট হারূন ইব্‌ন মা'রূফ (র) ... আবূ আলী সুমামা ইব্‌ন শাফীঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমি মহানবী (সা)-কে মিম্বরের উপর বসা অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি, তিনি وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : শুন! তীরান্দাজী বা ক্ষেপণাস্ত্রই উত্তম শক্তি। শুন! তীরান্দাজী বা ক্ষেপণাস্ত্রই উত্তম শক্তি। এই হাদীস ইমাম মুসলিম (র) হারূন ইব্‌ন মা'রূফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) হইতে, ইবন মাজা ইউনূস ইব্‌ন আবদুল আলা হইতে আর তাহারা সকলেই আবদুল্লাহ ইবন ওয়াহাব হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য এই হাদীস ওকবা ইব্‌ন আমর হইতে অন্যান্য সনদেও বর্ণিত রহিয়াছে। যেমন ইমাম তিরমিযী (র) সালিহ ইব্‌ন কায়সার সূত্রে এক লোক হইতে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ও সুনান কিতাবসমূহের সংকলকগণ উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তীরন্দাজী ও অশ্ব পরিচালনা শিক্ষা কর। অশ্ব পরিচালনা হইতে তীরন্দাজী শিক্ষা করা উত্তম।

---

১. উপরোক্ত আয়াতে গ্রন্থকার وَلَا يَحْسَبَنَّ, কিরাতের স্থলে وَلَا تَحْسَبَنَّ, কিরাত অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র)...আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অশ্বপালক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর পালকের উহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, এক শ্রেণীর পালকের পক্ষে উহা ঢাল বিশেষ হয় এবং আর এক শ্রেণীর পালকের জন্য ইহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে। সুতরাং যে শ্রেণীর লোকের ইহা দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, তাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য ইহাকে লালন-পালন করে এবং উহাকে চারণ ভূমিতে বা বাগানে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখে। চারণ ভূমিতে বা বাগানে বাঁধিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহাতেও সে পুণ্য লাভ করিবে। অতঃপর যদি রশি ছিড়িয়া এক ক্রোশ বা দূরে পালাইয়াও যায়, তবুও উহার পদ চিহ্ন এবং গোবর দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়। এমনকি পালকের অনিচ্ছায় যদি কোন নদীর পানি পান করে তবুও উহাতে পুণ্য লাভ হয়। এই শ্রেণীর লোকগণই হইতেছে সার্থক ও পুণ্যবান অশ্ব-পালনকারী। অপর এক শ্রেণীর লোক উহা দ্বারা ধন-সম্পদ লাভ করিবার জন্য উহাকে লালন-পালন করে এবং ঘাস পানি খাওয়ায়। কিন্তু উহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আল্লাহর হক আদায় করার কথা ভুলিয়া যায় না। তাহাদের জন্য ইহা ঢাল বিশেষ। অপর এক শ্রেণীর লোক উহাকে অহংকার ও গৌরব করিবার জন্য লালন-পালন করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্যই উহা পাপের বোঝা বহন করিয়া আনে। মহানবী (সা)-এর নিকট গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন : আল্লাহ পাক গাধার বিষয় আমার নিকট পরিষ্কারভাবে কোন কিছু অবতীর্ণ করেন নাই। তবে নিম্নলিখিত ব্যাপকার্থক আয়াতটি অবতীর্ণ করিয়াছেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

"কোন লোক অণু পরিমাণ ভাল কাজ করিলে তাহা যেমন তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে, তেমনি কোন লোক অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করিলেও তাহা তাহার নিকট উপস্থিত করা হইবে" (৯৯ : ৭-৮)।

এই হাদীস ইমাম বুখারী (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং উপরোক্ত ভাষা তাহারই। ইমাম মুসলিম (র) সহ উভয়ই ইমাম মালিক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম অহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট হাজ্জাজ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ঘোড়া তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী আল্লাহর জন্য হয়, আর এক শ্রেণী হয় শয়তানের জন্য এবং আর একটি শ্রেণী মানুষের জন্য হয়। সুতরাং যে শ্রেণীর ঘোড়া আল্লাহর জন্য হয়, তাহা আল্লাহর পথে জিহাদ করিবার জন্য লালন-পালন করা হয়। উহার আহার্য ও পায়খানা পেশাবও হয় তাঁহার জন্য। বর্ণনাকারী উল্লেখ করিয়াছেন : যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবে তিনি উহার জন্যও পুণ্য দান করিতে পারেন। যে শ্রেণীর ঘোড়া শয়তানের জন্য হয়, তাহা জুয়াবাজী ও দৌড়ানোর জন্য প্রতিপালিত হয়। যে ঘোড়া মানুষের জন্য হয় তাহা দ্বারা মানুষের পেটের আহার্য অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং উহাই দরিদ্রতার অভিশাপ হইতে বাঁচার জন্য ঢাল বিশেষ।

অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিমের অভিমতে ঘোড়া সওয়ারীর তুলনায় তীরন্দাজী (ক্ষেপণাস্ত্র) উত্তম। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর মতে তীরান্দাজীর চাইতে ঘোড়সওয়ারী উত্তম। তবে অধিকাংশ আলিমের অভিমতই হাদীস অনুসারে শক্তিশালী। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : হাজ্জাজ ও হিশাম (র) ... ইব্ন শামাসাহ্ (র) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন যে, মুআবিয়া ইব্ন খাদীজ আবূ যার (রা)-এর নিকট দিয়া গমন করিবার কালে তাহাকে তাহার ঘোড়ার নিকট দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : এই ঘোড়া দ্বারা আপনার কি উপকার হয়? আবূ যার (রা) জবাব দিলেন : আমি মনে করি আল্লাহ্ পাক এই ঘোড়ার দু'আ কবূল করিবেন। প্রশ্নকারী আবার বলিল, জীবজন্তু আবার কি দু'আ করিতে পারে ? আবূ যার (র) জবাব দিলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রতিদিন সকাল বেলা সকল ঘোড়াই আল্লাহর নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা জানায় যে, হে প্রভু! তুমি আমাকে তোমার বান্দাদের কোন একজন বান্দার অধীন করিয়াছ এবং আমার জীবিকা তাহার হাতে রাখিয়াছ। সুতরাং আমাকে তাহার নিকট তাহার ধন-দৌলত, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির চাইতে অধিক প্রিয় বানাও।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ... আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যার (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক আরবী ঘোড়াকে প্রত্যহ ফজরের সময় দুইটি প্রার্থনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং উহারা এই প্রার্থনা জানায় যে, হে প্রভু! বনী আদমের কোন সন্তানের প্রতিপালনাধীন আমাকে করিয়াছ। সুতরাং তাহার নিকট আমাকে তাহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হইতে তাহার নিকট অধিক প্রিয় কর। ইমাম নাসাঈ (র) এই হাদীসকে আমর ইব্ন ফাল্লাস সূত্রে ইয়াহইয়া কাত্তান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন : আমাদের নিকট হুসাইন ইব্ন ইসহাক তুসতুরী ... হাসান ইব্ন আবুল হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ইব্ন হানযালার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মহানবী (সা) হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি। আমি মহানবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, অশ্ব কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ললাটে কল্যাণের টীকা বহন করিয়া থাকে। আর উহার মালিক আল্লাহর সাহায্যাধীন হইয়া যায়। যে লোক আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য অশ্ব প্রতিপালন করে এবং তাহার আহার যোগায় সে লোক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সাদকা দান করার উদ্দেশ্যে হাত সম্প্রসারিত করিয়া থাকে, কখনও গোটাইয়া রাখে না। ঘোড়া প্রতিপালকের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

বুখারী শরীফে উরওয়া ইব্ন আবুল জা'দ আল-বারেকী (র) হইতে এই হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : ঘোড়ার ললাটে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ উহা দ্বারা পুণ্য ও গনীমত উভয়ই লাভ করা যায়।

আলোচ্য আয়াত تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ এর তাৎপর্য হইল, তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু কাফিরগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিবে। আর وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ আয়াতাংশের মত হইল, ইহা ব্যতীত অন্য শত্রুগণকেও ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন : ইহা দ্বারা বনী কুরায়জার কথা বুঝান হইয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন : ইহা দ্বারা ইরানের অগ্নি-পূজকদের কথা বলা হইয়াছে।

সূফিয়ান সাওরী (র) বলেন : ইহা দ্বারা সমকালীন অজ্ঞাত দুরাচার শয়তানদের কথা বুঝান হইয়াছে। ইহার সমর্থনে হাদীসও বর্ণিত পাওয়া যায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ উতবা আহমদ ইব্‌ন ফরাজ (র) হিমসী (র) ... ইব্‌ন গরীব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) أٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لاَ تَعْلَمُوْنَهُمْ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন : ইহা দ্বারা জিনদের কথা বুঝান হইয়াছে। এই হাদীস ইমাম তাবারানী (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন গরীব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে এই কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে ঘরে একটি মুক্ত ঘোড়া থাকিবে সে ঘর কখনও ভাগ্যহীন হইবে না। এই হাদীসটি 'মুনকার' হাদীস, ইহার সনদ ও ভাষা সহীহ্ নহে।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : উহা দ্বারা মুনাফিকদের কথা বুঝান হইয়াছে। এই মতবাদই সামঞ্জস্যশীল ও যুক্তিযুক্ত এবং আল্লাহর কালাম দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ .

"আরব দেশে তোমাদের চতুষ্পার্শে মুনাফিক রহিয়াছে। আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও এমন লোক রহিয়াছে। যাহারা মুনাফিকীতে নিপতিত রহিয়াছে। তুমি উহাদিগকে চিন না; আমি উহাদিগকে জানি" (৯ : ১০১)।

আলোচ্য وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, যখনই তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদে কোন কিছু ব্যয় কর না কেন, তাহা তোমাদিগকে পরকালে পূর্ণরূপে প্রত্যার্পণ করা হইবে এবং বিন্দুমাত্র কম দেওয়া হইবে না।

এই জন্যই আবূ দাউদ শরীফে উল্লেখিত হাদীসে পাওয়া যায় যে, আল্লাহর পথে একটি দিরহাম ব্যয় করা হইলে উহার পুণ্য দিগুণ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ .

"যাহারা আল্লাহর পথে তাহাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাহাদের উদাহরণ হইল যে, একটি বীজ হইতে সাতটি ছড়া জন্মিল এবং প্রত্যেকটি ছড়ায় একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন ইহার কয়েকগুণও দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ" (২ : ২৬১)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদের নিকট আহমদ ইব্‌ন কাসেম ইব্‌ন আতীয়া (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) মুসলমান ব্যতীত অন্য কাহাকেও সাদকা খয়রাত দিতে নিষেধ করিলে এই আয়াত وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি যে কোন ভিক্ষুক ও অভাবী লোককে তাহারা যে ধর্মাবলম্বী হউক না কন দান-সদকা করার নির্দেশ জারি করিয়াছেন। এই হাদীসও গরীব (দুর্বল) হাদীস।

(٦١) وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۭ
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○
(٦٢) وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۭ هُوَ الَّذِيْٓ
اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ۙ
(٦٣) وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۭ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ
اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ○

৬১. উহারা সন্ধির জন্য আগ্রহী হইলে তুমি সন্ধির জন্য আগ্রহী হইবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করিবে; তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

৬২. উহারা যদি তোমাকে প্রতারিত করিতে চাহে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই নিঃসন্দেহে যথেষ্ট; তিনি তোমাকে এবং মু'মিনগণকে তাঁহার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন।

৬৩. এবং তিনি উহাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর সমুদয় ধন-সম্পদ ব্যয় করিলেও তুমি উহাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করিতে পারিবে না ; কিন্তু আল্লাহ্‌ই উহাদের পরস্পরের অন্তরের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আল্লাহ্‌ পাক বলিতেছেন, তুমি কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সন্ধি বা চুক্তি লঙ্ঘনের আশংকা করিলে তুমি সন্ধি বাতিল কর এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমরা ও তোমরা সন্ধি হইতে মুক্ত। উভয় সমান পর্যায় রহিয়াছি। তেমনি উহারা যদি তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তোমার সাথে কৃত চুক্তি প্রত্যখ্যান করে, তবে তুমিও উহাদের সাথে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও। তবে যদি শান্তি-সম্প্রতি প্রতিষ্ঠার এবং সন্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, তবে তুমিও আগ্রহান্বিত হও এবং উহাদের সন্ধি প্রস্তাব গ্রহণ কর। এই জন্যই হুদায়বিয়ায় বসিয়া মুশরিকগণের সাথে সন্ধি প্রস্তাব করিয়া মুসলমান ও তাহাদের মধ্যে নয় বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার কথা বলিলে মহানবী (সা) তাহাদের এই প্রস্তাব আরও কয়েকটি শর্তসহ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র) ... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (র) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অনাগত ভবিষ্যতে অনেক বিষয়.মতানৈক্য সৃষ্টি হইবে। যদি তোমাদের সন্ধি ও আপোস করার সামর্থ্য হয়; তবে তাহাই কর।

মুজাহিদ (র) বলেন : এই আয়াত বনী কুরায়যাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অভিমতটি ঠিক কিনা তাহা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। কেননা আলোচ্য আয়াতে পূর্বাপর

সকল স্থানে বদরের যুদ্ধের আলোচনা রহিয়াছে। তাই এই আয়াত এই সবের আলোকেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ; যায়েদ ইব্ন আসলাম, আতা খুরাসানী; ইকারামা, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন : এই আয়াতকে সূরা বারআতের (তাওবা) তরবারি প্রয়োগের আয়াত দ্বারা মানসুখ (হুকুম বাতিল) করা হইয়াছে। তাহা হইল, আল্লাহ্ বলেন :

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ·

অর্থাৎ “যাহারা আল্লাহ্র প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না তাহাদের সাথে লড়াই করিয়া যাও” (৯ : ২৯)।

কিন্তু এই অভিমতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরা বারাআতের এই আয়াতে সম্ভাব্য অবস্থায় লড়াই করিবার নির্দেশ বিদ্যমান। তবে শত্রু যদি ভারী হয়, তখন তাহাদের সাথে সন্ধি করার বৈধতাও বিদ্যমান। যেমন এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় এবং মহানবী (সা)-এর হুদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই আয়াত ও সূরা বারাআতের আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এবং এই আয়াতের হুকুম যেমন বাতিল হয় নাই, তেমনি ইহা ক্ষেত্র বিশেষের জন্য নির্দিষ্টও নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল, উহাদের সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হও এবং আস্থাসহ নির্ভর কর। কেননা আল্লাহ্ই তোমার জন্য যথেষ্ট; তিনি তোমার সাহায্যকারী। যদি উহারা সন্ধি স্থাপন করিয়া তোমাকে প্রতারিত করে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং উহাদিগকে প্রতিহত ও পর্যুদস্ত করিবেন।

আলোচ্য فَاِنَّ حَسْبَكَ আয়াতাংশের তাৎপর্য হইল, তোমার জন্য তিনিই যথেষ্ট এবং তোমার সর্বাত্মক সাহায্যকারীও বটে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের তথা আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে তাঁহার অবদান উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ·

অর্থাৎ জগতের সমস্ত কিছু যদি তাহাদের পিছনে ব্যয় করিতে, তবুও উহাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ গড়িয়া তুলিতে পারিতে না। কেননা উহাদের মধ্যে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিরাজমান ছিল। জাহিলী যুগে আনসারদের আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুবার রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াছে এবং ক্রমাগতভাবে বংশ পরম্পরা তাহাদের মধ্যে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ঈমানের নূর দ্বারা তাহাদের যুগ-যুগান্তরের এই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও লড়াইর চির অবসান ঘটাইলেন। যেমন আল্লাহ্ পাক কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ . فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ .

অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহ্ পাকের সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর; যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সৃষ্টি করিয়া দিলেন। অতঃপর তোমরা

আল্লাহ্‌র এই নিয়ামতের ফলে পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। অথচ তোমরা অনলকুণ্ডের অতিপার্শ্বেই অবস্থান করিতেছিলে। আমিই তোমাদিগকে উহা হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়াছি। আল্লাহ্ এইভাবে তোমাদের জন্য তাঁহার নিদর্শনকে বর্ণনা করেন যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও?” (৩ : ১০৩)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) আনসারগণকে হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন : হে আনসার সম্প্রদায় ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাই নাই ? সুতরাং আল্লাহ্ পাক আমার দ্বারা তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন। আমি কি তোমাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় পাই নাই ? আল্লাহ্ পাক আমার মাধ্যমেই তোমাদেরকে ধনী করিলেন। তোমরা পরস্পর মারামারি হানাহানীতে লিপ্ত থাকিয়া শতধা বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্লাহ্ পাক কি আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ গড়িয়া তোলেন নাই ? মহানবী (সা)-এর কণ্ঠে এই কথা শুনিয়া উহারা বলিল : আমরা আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলিয়াছেন। তিনি মহান সত্তার অধিকারী ও পরাক্রমশালী। তাঁহার দরবারে আশা পোষণকারী কখনও নিরাশ হয় না এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীলগণ সর্বদা সাফল্যই লাভ করে। তিনি তাঁহার কাজে মহা কুশলী এবং বিধান রচনায় প্রজ্ঞাময়। ইহাই হইল عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ নামের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন :

আবূ আবদুল্লাহ্ হাফিজ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয় ও নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আত্মীয়তা ও মিলের সম্পর্কের চাইতে আর কোন শক্তিশালী সম্পর্ক নাই।

ইহা আল্লাহ্ পাক لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দের কথাই নিম্নলিখিত কবিতায় প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন কবি বলেন :

اذأبت ذوقربى اليك بزلة * فغشك واستغنى فليس بذى رحم
ولكن ذالقربى الذى ان دعوته * اجاب وان يرمى العدو الذى يرمى

“আত্মীয় যখন তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তোমাকে প্রতারিত করে এবং তোমা হইতে বেপরওয়া হইয়া যায়। মূলত এই লোক আত্মীয় নয়। কিন্তু আত্মীয় সেই লোক যাহাকে ডাকা হইলেই সে ডাকে সাড়া দেয় এবং শত্রু তীর নিক্ষেপ করিলে সেও তীর নিক্ষেপ করে।”

এই একই কথা অন্য এক কবির কলমে ফুটিয়া উঠিয়াছে :

ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم * وبلوت ما وصلوا من الاسباب
فاذا القرابة لا تقرب قاطعا * واذا المودة اقرب الاسباب .

“আমি বহু লোকের সাথে মিশিয়াছি এবং তাহাদের রূপ চেহারা ও সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের বন্দুত্ব ও আত্মীয়তারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। আত্মীয়তার সম্পর্ক

বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্কের চাইতে দৃঢ় ও অতি নিকটতম হয়।"

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন : এই কথা অর্থাৎ কবিতাসমূহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত না অন্য কোন বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। আবুল ইসহাক সুবাইয়ী (র) বলেন : আবূ আহওয়াস (র) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র পথের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্প্রীতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, এই আয়াত আল্লাহ্‌র পথের প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বর্ণনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ইমাম নাসাঈ এবং হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ।

আবদুর রায্‌যাক বলেন : আমাদের নিকট মুআম্মার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া দেন, তাহা কোন বস্তুই বিদূরীত করিতে পারে না। অতঃপর তিনি لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ আয়াত পাঠ করিলেন। এই হাদীসেরও বর্ণনাকারী হইলেন ইমাম হাকিম।

আবূ উমর আওযাঈ (র) বলেন : আমার নিকট আবদা ইব্‌ন আবূ লুবাবা (র) এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মুজাহিদের সাথে সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন : আল্লাহ্‌র পথে বা আল্লাহ্‌র জন্য যখন দুই বন্ধু মিলিত হয় এবং একে অপরে হাসিমুখে হাত ধরে, তখন তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা ঝরার ন্যায় ঝরিয়া যায়। আবদা (র) বলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, ইহাতো খুবই সহজ! মুজাহিদ (র) উত্তর করিলেন : ইহা বলিও না। কেননা আল্লাহ্ পাক لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ বলিয়াছেন। আবদা (র) বলেন : আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মুজাহিদ (র) আমার চাইতে অনেক প্রজ্ঞাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ফকীহ লোক।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট আবূ কুরাইব (র) ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন : দুইজন মুসলমানের মধ্যে যখন সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারা পরস্পর করমর্দন করে; তখন উহাদের উভয়ের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। ওয়ালীদ বলেন : আমি মুজাহিদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, করমর্দন দ্বারাই কি পাপ মোচন হয় ? মুজাহিদ (র) উত্তর করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্ পাকের لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ আয়াত শ্রবণ কর নাই ? তখন ওয়ালীদ (র) মুজাহিদকে বলিল : তুমি আমার চাইতে অনেক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। এমনিভাবে তালহা ইব্‌ন মাসরুফ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আউন (র) বর্ণনা করেন যে, উমায়ের ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমরা হাদীস এই শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের পূর্বে মানুষ হইতে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে উঠাইয়া নিবেন।

হাফিজ আবুল কাসেম সুলায়মান ইব্ন আহমদ তাবারানী (র) ... সালমান ফারাসী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলিয়াছেন : কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তাহার অপর কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাহার হাত ধরিয়া করমর্দন করে, তখন তাহাদের উভয়ের পাপসমূহ বৃক্ষের শুকনা পাতা প্রবল বাতাসে ঝরার ন্যায় ঝরিয়া যায়। যদি উহাদের পাপসমূহ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়, তবুও ক্ষমা করা হয়।

(٦٤) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○ ع

(٦٥) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ اِنْ يَّكُنْ
مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ
مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

(٦٦) اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ۚ فَاِنْ يَّكُنْ
مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ
يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৪. হে নবী ! তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারী মু'মিনগণের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

৬৫. হে নবী ! মু'মিনগণকে সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর; তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকিলে তাহারা দুইশত লোকের উপর বিজয় লাভ করিবে এবং তোমাদের মধ্যে একশত লোক হইলে তাহারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হইবে। কারণ তাহারা বোধ শক্তিহীন সম্প্রদায়।

৬৬. আল্লাহ্ এখন তোমাদের দায়িত্বভার লাঘব করিলেন। তিনি অবগত রহিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা বিদ্যমান, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশত জন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুইশত জনের উপর বিজয় লাভ করিবে। আর তোমাদের মধ্যে এক হাজার থাকিলে তাহারা আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে দুই হাজারের উপর বিজয় লাভ করিবে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবী ও মু'মিনগণকে শত্রুর সাথে রক্তক্ষয়ী লড়াই এবং হানাহানিতে লিপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সাথে সাথে এই আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন যে, শত্রুর মুকাবিলায় তাহাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; তিনিই তাহাদের সাহায্যকারী ও মদদগার। যদি উহাদের সংখ্যা অনেকও হয় এবং পিছন হইতে উহাদের জন্য পরস্পর সাহায্যও আসিতে থাকে এবং মু'মিনদের সংখ্যা স্বল্প হয়, তবুও চিন্তার কোন কারণ নাই। যাহা কিছু ভাবিবার আল্লাহ্ই ভাবিবেন। তিনিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : আমাদিগকে আহমদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র) ... শা'বী (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী বলেন : ইহার অর্থ হইল তোমার এবং তোমার সাথে লড়াইয়ে যাহারা উপস্থিত থাকিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আতা খুরাসানী ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক يَاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ। আয়াতে তাঁহার নবী ও নবীর অনুসারী মু'মিনগণকে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন এবং সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শনের প্রেরণা দিয়াছেন। এই জন্যই মহানবী (সা) সেনাদল কাতারবন্দী করার সময় এবং আক্রমণের দিক নির্দেশের সময় লড়াইর জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতেন। যেমন তিনি বদরের লড়াইর সময় মুশরিকগণের সংখ্যা এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলেন :

'তোমরা সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত প্রশস্ত। উমাইর ইব্‌ন হাম্মাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, বাস্তবেই কি উহার প্রশস্ততা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : হ্যাঁ। উমাইর (রা) বলিয়া উঠিলেন, বাহ্‌বাহ্। মহানবী (সা) ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : কি জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া তুমি এইরূপ বাহ্‌বাহ্ বলিলে ? উমাইর (রা) জবাব দিলেন, আমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী হইবার আশায়ই বাহ্‌বাহ্ বলিয়াছি। অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন : নিশ্চয় তুমি ঐ জান্নাতের অধিবাসী হইবে। অতঃপর লোকটি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করতঃ তাহার তলোয়ারের খাপ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন থলিয়া হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিল। কিছু খাইয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দিয়া বলিল : যদি আমি বাঁচিয়া থাকিয়া উহা আহার করিতে যাই ইহা তো দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া শত্রু সেনার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং লড়াই করিতে করিতে শাহাদাতবরণ করিল। আল্লাহ্ তাহার প্রতি খুশি থাকুন।

সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব এবং সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সংখ্যা চল্লিশ পূর্ণ করিল, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা এই আয়াত হইতেছে মাদানী আয়াত। অথচ উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবিসিনিয়ার হিজরতের ঘটনার পর এবং মদীনায় হিজরতের ঘটনার পূর্বে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে সুসংবাদ দিয়া নির্দেশ দিতেছেন : اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ ... ... كَفَرُوْا অর্থাৎ তোমাদের যদি বিশজন ধৈর্যশীল সেনা থাকে, তবে তাহারা দুইশতের উপর বিজয় লাভ করিবে। আর যদি একশত সেনা থাকে, তবে বিজয় লাভ করিবে এক হাজার কাফিরের উপর। অর্থাৎ প্রত্যেক একজন দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। কিন্তু পরে এই আদেশ রহিত করা হয় এবং সুসংবাদ অবশিষ্ট থাকে।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন : আমাদের নিকট জারীর ইব্‌ন হাযেম (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا

مِائَتَيْنِ আয়াত অবতীর্ণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জন্য দশজনের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফরয করিলে মুসলমানদের পক্ষে ইহা খুব কঠিন মনে হইত। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই কঠিন দায়িত্বের বোঝা লাঘব করিয়া اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ ... ... يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ উহাদের সংখ্যা যেমন লাঘব করিলেন, তেমনি উহাদের ধৈর্যের মাত্রাও কমাইয়া দিলেন। বুখারী শরীফে ইবনুল মুবারক (র) হইতে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্ পাক লড়াইয়ের ময়দানে একজন মুসলমানের দশ দশ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া এবং ময়দান হইতে পলায়ন না করা ফরয করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই নির্দেশকে اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا আয়াত অবতীর্ণ করিয়া বোঝা অনেকগুণ লাঘব করিলেন। সুতরাং এখন আর একশতজন মু'মিনের দুই শতজন শত্রুর মুকাবিলা হইতে পলায়ন করা চলিবে না। বুখারী শরীফে আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সূত্রে সুফিয়ান (র) হইতে এইরূপই হাদীস উল্লেখ রহিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করা হইলে এই বিধান মুসলমানের পক্ষে খুব ভারী অনুভব হইল। তাহারা একজনের দশজনের বিরুদ্ধে এবং একশত জনের হাজারের বিরুদ্ধে লড়াই করাকে নিজদের পক্ষে বিরাট কঠিন কাজ ভাবিল। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তাহাদের এই বোঝার ভার লাঘব করিয়া দিলেন এবং অন্য আয়াত দ্বারা এই নির্দেশ বাতিল করিয়া বলিলেন : اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ ... ... ضَعْفًا সুতরাং শত্রুবাহিনী মুসলমানের সংখ্যার দ্বিগুণ হইলে মুসলমানের পক্ষে পলায়ন করার কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু দ্বিগুণ না হইয়া কয়েকগুণ বেশি হইলে তখন আর মুসলমানের উপর লড়াই করা অপরিহার্য নয়। তখন উহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বৈধ। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আল-আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন : মুজাহিদ, আতা, ইকরামা, হাসান, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, আতা খুরাসানী ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ ....مِائَتَيْنِ আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : এই আয়াত মহানবীর সাহাবী আমাদের বেলায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাকিম (র) মুস্তাদরাক কিতাবে আবূ আমর ইব্‌ন আলা হইতে তিনি নাফি (র) সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (র) বলেন : মহানবী (সা) اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا আয়াত পাঠ করিয়া বলিলেন : তোমাদের উপর হইতে কঠিন দায়িত্বের বোঝা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হাকিম (রা) বলিয়াছেন, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। তবে বুখারী ও মুসলিম (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই।

(٦٧) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى
الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○
(٦٨) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○
(٦٩) فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖز وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ع

৬৭. দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে বন্দী রাখা উচিত নহে। তোমরা জাগতিক ধন-সম্পদ চাও? আর আল্লাহ্ পরকালের কল্যাণ চাহেন। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

৬৮. পূর্ব হইতেই যদি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বিধান না থাকিত, তবে তোমরা যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের বিরাট শাস্তি ভোগ করিতে হইত।

৬৯. যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বৈধ ও পবিত্র বিধায় আহার কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তাফসীর : ইমাম আহমদ (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপার নিয়া সাহাবাগণের এক পরামর্শ সভা ডাকিয়া বলিলেন : আল্লাহ্ পাক উহাদিগকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছেন। তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও বল ? অতঃপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক। এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন : হে লোকগণ! আল্লাহ্ পাক ইহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। গতকল্যও ইহারা ভাই ছিল। (কিন্তু আজ তোমাদের হাতে বন্দী! তোমরা ইহাদিগকে কি করিতে চাও ?) উমর আবার দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাদের শিরশ্ছেদ করা হউক। এই প্রস্তাব শুনিয়া মহানবী (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আনিয়া আবার বলিলেন :

এই সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার অভিমত হইল উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দেওয়া হউক এবং বিনিময় ফিদিয়া (মুক্তিপণ) লওয়া হউক। আনাস (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা)-এর চেহারা মুবারক হইতে দুশ্চিন্তার কালছায়া দূরীভূত হইল এবং উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ফিদিয়ার বিনিময়ে মুক্তি প্রদান করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ পাক এই সময় لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। সহীহ্ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত অনুরূপ হাদীসটি এই সূরার প্রথমদিকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আ'মাশ (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ (র) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা) সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন : বন্দীদের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি ? আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহারা আপনারই স্বগোত্রীয়, তাই তওবা করান হউক। হয়ত আল্লাহ্ পাক উহাদের তওবা কবূল করিবেন। পক্ষান্তরে উমর (রা) উঠিয়া বলিলেন : ইহারা আপনাকে এবং আপনার আনীত দীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। পরন্তু আপনাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছে। সুতরাং উহাদিগকে আমাদের নিকট অর্পণ করুন! আমরা উহাদের শিরশ্ছেদ করি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বৃক্ষ বহুল উপত্যকায় বাস করিতেছেন। কাঠ সংগ্রহ করিয়া উহা দ্বারা অনলকুণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হউক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা) উহাদের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ রহিলেন, কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। অতঃপর উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। ইত্যবসরে কতক লোকে আবূ বকর (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করিবার কথা বলিল। কতকে উমর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণের কথা প্রকাশ করিল। আর কতকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহার প্রস্তাবের পক্ষে সায় দিল। অতঃপর মহানবী (সা) গৃহ হইতে আসিয়া বলিলেন : "আল্লাহ্ পাক কতক লোকের হৃদয় এমন কোমল করেন যে, উহা দুগ্ধের ন্যায় কোমল স্নিগ্ধ হয়। আর কতক লোকের হৃদয়কে এমন কঠিন করিয়াছেন যে, উহা পাথরের চাইতেও কঠিন হয়। হে আবূ বকর! তোমার উদাহরণ হইল, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই :

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যে লোক আমার আনুগত্য করিবে সে আমারই লোক। আর যে আমার কথা মানিবে না, তবে তুমি তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু" (১৪ : ৩৬)।

হে আবূ বকর ! তোমার উদাহরণ হযরত ঈসা (আ)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"যদি তুমি উহাদিগকে শাস্তি দাও, তবে উহারা তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর; তবে তুমি মহা পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়" (৫ : ১১৮)।

হে উমর! তোমার উদাহরণ হইল হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায়। তিনি যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহা আল-কুরআনের ভাষায় এই :

رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

("হে আমার প্রভু! উহাদের ধন-সম্পদ বিলীন করিয়া দাও এবং উহাদের অন্তঃকরণ কঠিন করিয়া দাও, যেন তাহারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে (১০ : ৮৮)।)

হে উমর! তোমার উদাহরণ হযরত নূহ (আ)-এর ন্যায়। তিনি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আল-কুরআনের ভাষায় নিম্নরূপ।

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا .

("হে আমার প্রতিপালক! ভূ-পৃষ্ঠের একজন কাফিরও জীবিত রাখিবে না (৭১ : ২৬।")

তোমরা এখন দরিদ্র অবস্থায় রহিয়াছ। সুতরাং বিনা মুক্তিপণে ইহাদের কাহাকেও মুক্তি

দেওয়া যাইবে না। হয় মুক্তিপণ নিয়া ছাড়িতে হইবে, নতুবা হত্যা করিতে হইবে। এখন তোমাদের অভিমত কি ? ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সুহাইল ইব্ন বায়জাকে হত্যা করিবেন না। সে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া মহানবী (সা) নিশ্চুপ রহিলেন। অতঃপর বলিলেন : আজিকার দিনের ন্যায় এমনি আর কোনদিন আমার যায় নাই। আমি আজ ভয় করিতেছিলাম যে, আজিকার দিন আমার উপর আকাশ হইতে কঙ্কর বর্ষণ করা হয় নাকি! সুতরাং মহানবী (সা) বলিলেন : সুহাইল ইব্ন বায়জার কথা বলিয়াছ ? তখন আল্লাহ্ পাক مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى الاٰيَةَ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন।

ইমাম আহমদ এবং তিরমিযী (র) আবূ মুআবিয়া কর্তৃক আল আ'মাশ (র) হইতে বর্ণিত হাদীসকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাকে তাহার মুস্তাদরাক কিতাবেও উহা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন : ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে উহা উদ্ধৃত হয় নাই।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মহানবী (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। বদরের যুদ্ধের অধ্যায়ে আবূ আইউব আনসারীর সনদে ইব্ন মারদুবিয়া এই হাদীসকেই অনুরূপ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক কিতাবে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : আমাদের নিকট উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন : আব্বাস (রা) বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি একজন আনসার কর্তৃক বন্দী হইয়া ছিলেন। আনসারগণ তাহাকে হত্যা করিবার মনস্থ করিলে মহানবী (সা)-কে এই কথা জানান হইল। মহানবী (সা) ইহা শুনিয়া বলিলেন : আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় অদ্য রাত্রিটি আমার অনিদ্রায় অতিবাহিত হইয়াছে। অথচ আনসারগণ তাহাকে হত্যার কথা চিন্তা করিতেছে ? তখন উমর (রা) বলিলেন; আমি কি তাহাকে নিয়া আসিতে পারি ?

হুযূর (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, পার। অতঃপর উমর (রা) আনসারগণের নিকট আসিয়া বলিলেন, আব্বাসকে মহানবী (সা)-এর নিকট পাঠাইয়া দাও। উহারা জবাব দিল, না আমরা কোনক্রমেই তাহাকে পাঠাইব না। তখন উমর (রা) বলিলেন : তোমরা যদি তাহাকে পাঠাও, তবে মহানবী (সা) আন্তরিকভাবে খুব খুশী হইবেন। তখন তাহারা বলিল, মহানবী (সা) যদি বাস্তবিকই খুশী হন, তবে তাহাকে নিয়া যাও। সুতরাং আব্বাসকে যখন উমরের হাতে অর্পণ করা হইল, তখন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন : তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, তবে আমি এত খুশী হইব যে, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করিলে ততো খুশী হইব না। তেমনি তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে মহানবী (সা)ও অতিশয় খুশী হইবেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন : অতঃপর মহানবী (সা) ইহাদের ব্যাপারে পরামর্শ চাহিলে আবূ বকর (রা) উঠিয়া বলিলেন : ইহারা আপনার বংশীয় লোক ও আত্মীয়-স্বজন। ইহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিন; পক্ষান্তরে উমর (রা) উহাদিগকে হত্যা করিবার পরামর্শ দিলেন। পরিশেষে মহানবী (সা) মুক্তিপণ নিয়া উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আল্লাহ্ পাক مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى আয়াত অবতীর্ণ করেন। হাকিম (র) বলেন : ইহার সনদ বিশুদ্ধ, কিন্তু বুখারী ও মুসলিম ইহা বর্ণনা করেন নাই।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। আলী (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন জিবরীল (আ) মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন : আপনি বদর যুদ্ধের বন্দী বিষয়টি আপনার সাহাবীদের ইচ্ছাধীন অর্পণ করুন। ইচ্ছা হয় তাহারা মুক্তিপণের বিনিময় উহাদিগকে মুক্ত করুক অথবা উহাদিগকে হত্যা করুক। যে কোন একটি পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় ছাড়িয়া দিলে আগামী বৎসর অনুরূপ সংখ্যক লোকই তোমাদের মধ্য হইতে শহীদ হইবে। সাহাবীগণ বলিলেন : আমরা মুক্তিপণের বিনিময়ই মুক্ত করিতে এবং শহীদ হইতে ইচ্ছুক। এই হাদীস ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন হিব্বান (র) তাহার কিতাবে সাওরী (র) হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই হাদীস অত্যন্ত গরীব ও দুর্বল।

ইব্ন আউন (র), আবীদা (র) সূত্রে আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন : মহানবী (সা) বদরের দিন বন্দীদের ব্যাপারে বলিলেন : হে সাহাবীগণ ! তোমরা ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পার অথবা ইচ্ছা হইলে মুক্তিপণের বিনিময়ও ছাড়িয়া দিতে পার। কিন্তু মুক্তিপণের বিনিময় মুক্ত করিলে ইহার পর তোমাদের মধ্য হইতে অনুরূপ সংখ্যক লোক শহীদ হইবে। আলী (রা) বলেন : এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বশেষ সাবিত ইব্ন কায়েস (রা) ইয়ামামার লড়াইতে শহীদ হইয়া ছিলেন। কতক লোকে এই হাদীস আবীদা (র) হইতে 'মুরসাল' সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى আয়াত عَذَابٌ عَظِيْمٌ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলেন : ইহার অর্থ হইল বদরের গনীমত, যাহা গনীমত হালাল করার আগে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন : বদর যুদ্ধের গনীমত উহাদের জন্য বৈধকরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আমি ইহা তোমার জন্য বৈধ না করিলে যে লোক আমার অবাধ্যগত হইত তাহাকেই আমি শাস্তি দিতাম। শেষ পর্যন্ত আমি উহা তোমাদের জন্য বৈধ করিয়া দিয়াছি। আমি বৈধ না করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিয়া বিরাট শাস্তির মধ্যে নিপতিত হইতে।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত রহিয়াছে।

আ'মাশ (র), বলেন : বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী কোন সাহাবীকে শাস্তি প্রদান করা হইবে না, তাহা সাধারণ ঘোষণা দ্বারাই প্রতিভাত হয়। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের ও আতা হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। শু'বা (র) আবূ হাশিম সূত্রে মুজাহিদ-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : মুজাহিদ (র) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশের মর্মে বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতাংশে সাহাবীদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের কথা বলা হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : ইব্ন আব্বাস (রা) لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, উম্মুল কিতাব অর্থাৎ আল-কুরআনে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং বন্দী মুক্তিপণ তোমাদের জন্য বৈধ করা হইয়াছে। তোমরা যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছ, তাহাদের বেলায় তোমরা ভীষণ আযাবে নিপতিত হইতে। আল্লাহ তোমদিগকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে (গনীমতকে) বৈধ ও পবিত্র করিয়া আহার করিবার জন্য

বলিয়াছেন। ইব্‌ন আউফ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন মাসউদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের, আতা, হাসান বসরী, কাতাদা, প্রমুখ হইতেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আ'মাশ (র) বলেন : لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ আয়াতাংশের মর্ম হইল, এই উম্মতের জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন যে, মহনবী (সা) বলিয়াছেন : আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয় নাই। এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত শহরেও আমার প্রভাব দান করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করা হইয়াছে। আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কাহারও জন্য ইহা বৈধ ছিল না। আমাকে পরকালে শাফাআতের ক্ষমতা দান করিয়া মহা সম্মানিত করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় ও গোত্রীয় লোকজনের নিকট প্রেরিত হইতেন। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

আ'মাশ (র) আবূ সালিহ সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : মহানবী (সা) বলিয়াছেন, আমাদের ব্যতীত কোন কৃষ্ণ মাথা বিশিষ্ট লোকের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বৈধ নয়। তাই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন : فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বৈধ ও পবিত্র মনে করিয়া আহার কর।) সুতরাং এই আয়াত যুদ্ধ বন্দীদের হইতে মুক্তিপণ গ্রহণকেও উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার 'সুনানে আবূ দাউদ' কিতাবে বর্ণনা করেন : আমাদের নিকট আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক আল আ'বসী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বদর যুদ্ধবন্দী জাহিল লোকদের হইতে মাথা পিছু (তৎকালীন প্রচলিত) চারিশত মুদ্রা মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।

জুমহূর আলিমগণের মতে যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিধানের বেলায় ইমাম বা রাষ্ট্রপতির এই স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষিত থাকিবে যে, তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলে উহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবেন। যেমন বনী কুরায়জা গোত্রের বেলায় করা হইয়াছিল। তেমনি ইহা না করিয়া মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়ার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যেমন বদর যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হইয়ছিল। অথবা অমুসলিমদের হাতে বন্দী মুসলিম সেনাদের বিনিময় উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যেমন মহানবী (সা) সালামা ইব্‌ন আকওয়ার কাছে বন্দী এক মহিলা ও তাহার কন্যার বিনিময়ে যাহারা মুশরিকদের হাতে বন্দী হইয়াছিল উহাদের বন্দীমুক্ত করিয়াছিলেন। তেমনি উহাদিগকে ইচ্ছা করিলে গোলাম বানাইয়া রাখিবারও নীতি অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম শাফিঈ (র) সহ একদল আলিম এই অভিমতই পোষণ করেন। এই বিষয় অন্য ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ফিকহের কিতাবসমূহে যথাস্থানে ইহা সবিস্তার বিদ্যমান।

(٧٠) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْۤ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰۤى ٤ اِنْ يَّعْلَمِ
اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ اُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ
لَكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○
(٧١) وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ
فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৭০. হে নবী! তোমার করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীগণকে বল যে, তোমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্ পাক ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার চাইতে তিনি উত্তম বস্তু দান করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

৭১. আর তোমার সহিত উহারা বিশ্বাস ভংগ করিতে চাহিলে অসম্ভব কিছু নহে। উহারা পূর্বেই তো আল্লাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন : মহানবী (সা) বদর যুদ্ধের দিন বলিলেন : আমি বনী হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের বিষয় ভালভাবেই জানি। তাহাদিগকে জোরপূর্বক যুদ্ধে নামান হইয়াছে। উহারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করিতে চাহে নাই। সুতরাং উহাদের মধ্যে কাহারও সাথে অর্থাৎ বনী হাশিমের কাহাকেও পাইলে উহাকে হত্যা করিবে না। তেমনি আবুল বাখতরী ইব্‌ন হিশামকেও কেহ পাইলে হত্যা করিবে না। তদ্রূপ আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবকে দেখিলেও হত্যা করিবে না। কেননা তাহাকে তাহার অনিচ্ছায় জবরদস্তিমূলক যুদ্ধে আনা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হুযায়ফা ইব্‌ন উতবা (রা) বলিলেন, আমরা আমাদের পিতা, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, সন্তান ও গোত্রীয় আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করিব এবং আব্বাসকে ছাড়িয়া দিব ? ইহা হইতে পারে না। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার সাথে উহার সাক্ষাৎ হইলেই তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিব। মহানবী (সা) এই কথা অবহিত হইয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : হে আবূ হাফস ! সে রাসূলের চাচার মুখমণ্ডলে তরবারি হানিতে চায় ! উমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) আমাকে এই প্রথমই আমার উপনাম ধরিয়া ডাকিলেন। উমর (রা) উত্তর করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাকে অনুমতি দিন! আমি উহার শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলি। এইলোক নিশ্চয় মুনাফিক। ইহার পর হইতে আবূ হুযায়ফা বলিতেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি সেই দিনের কথার জন্য আজ পর্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। সর্বদা আমি এই আশংকায়ই থাকিতাম যে, কখন আল্লাহ্ পাক আমাকে শাহাদাত দান করিয়া এই গুনাহের কাফ্‌ফারা আদায় করেন ; সুতরাং তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাহার প্রতি খুশী থাকুন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ আরও বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন : বদরের যুদ্ধের দিন বৈকালের দিকে যুদ্ধবন্দিগণকে যখন খুব কঠিনভাবে বাঁধা হইয়াছিল, সেই দিন রাত্রির প্রথমদিকে মহানবী (সা) অনিদ্রায় কাটাইলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনার নিদ্রা না হওয়ার কারণ কি ? এ দিকে আব্বাসকে কোন এক আনসার লোক বন্দী করিয়াছিল। সাহাবীগণের অনিদ্রার কারণ জিজ্ঞাসার জবাবে মহানবী (সা) বলিলেন : আমি আমার চাচা আব্বাসের বন্দীদশার বিলাপ শুনিয়াছি, যাহার জন্য আমার চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না। উহার বাঁধন ছাড়িয়া দাও। বাঁধন ছাড়িবার পর সে নিশ্চুপ রহিলে মহানবী (সা) নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : বদর যুদ্ধের অধিকাংশ বন্দীই নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিল। আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ধনী লোক ছিলেন। তিনি নিজের অনুকূলে একশত আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ আদায় করিয়াছিলেন। বুখারী শরীফে মূসা ইব্‌ন উক্‌বা (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : আমার নিকট আনাস ইব্‌ন মালিক বর্ণনা করিয়াছে যে, আনসারদের মধ্যে কিছু লোক বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমাদিগকে অনুমতি দিন। আমরা আমাদের ভগ্নির পুত্র আব্বাসকে বিনা মুক্তিপণে ছাড়িয়া দেই। আল্লাহ্‌র রাসূল উত্তর করিলেন : কখনই হইতে পারে না। উহার মুক্তিপণ হইতে একটি দিরহামও ছাড়িতে পারিবে না।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়ের (র) ... যুহরী (রা) সূত্রে একদল সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন : কুরায়েশগণ মহানবী (সা)-এর নিকট তাহাদের বন্দীগণের মুক্তিপণ পাঠাইয়া দিত। সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের বন্দীদের অনুকূলে প্রস্তাবিত মুক্তিপণ আদায় করিত। এই সময় আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমিতো মুসলমান ছিলাম। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : তোমার ইসলাম গ্রহণ বিষয় আল্লাহ্‌ই ভাল অবগত। তুমি যাহা বলিতেছ, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইলে আল্লাহ্ তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। আমরা তোমার বাহ্যিকরূপ বিচার করিব, ইহাই আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং তুমি নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র নওফিল ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের, আকীল ইব্‌ন আবূ তালিব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তি যিনি বনী হারিস ইব্‌ন ফিহরের ভাই, উতবা ইব্‌ন আমর ইহাদের মুক্তিপণ দিয়া দাও। আব্বাস বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট এই মুক্তিপণ পরিশোধ করিবার সম্পদ নাই। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : কেন, তুমি এবং উম্মু ফযল যে সম্পদ ভূতলে পুঁতিয়া রাখিয়াছ উহা কোথায় ? তুমি উহাকে বলিয়াছিলে, এই যুদ্ধ সফরে কোন বিপদ হইলে এই লুক্কায়িত সম্পদ তোমার পুত্র আল-ফযল, আবদুল্লাহ্ ও কুসামের হইবে। আব্বাস বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আল্লাহ্‌র শপথ ! আমি বুঝিতে পারিলাম, নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল। এই লুকানো ধনের কথা আমি এবং উম্মু ফযল ব্যতীত কেহই জানিত না। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার নিকট বিশটি আওকিয়া (স্বর্ণ মুদ্রা) ছিল, যাহা আপনার লোকেরা নিয়া গিয়াছে। উহা আপনি আমার মুক্তিপণরূপে গ্রহণ করুন। মহানবী (সা) উত্তর করিলেন : যাহা আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে তোমার হইতে দান করিয়াছেন উহা হইতে কোন কিছুই দেওয়া হইবে না। সুতরাং তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং তোমার অংগীকারকৃত ব্যক্তিগণের মুক্তিপণ পরিশোধ কর। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই আল্লাহ্ পাক উপরোক্ত

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ ... ... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বিশ আওকিয়ার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ধনী। উহা দ্বারা আমি আল্লাহ্ পাকের দ্বিতীয় ওয়াদা ক্ষমা ও মাগফিরাতের আশা পোষণ করিতেছি।

ইব্‌ন ইসহাক ... ইব্‌ন আব্বাস (সা) হইতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

আবু জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আব্বাস বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাকের مَا كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ আয়াত আমাকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি মহানবী (সা)-এর নিকট মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করিলাম। অতঃপর আমা হইতে সাহাবীগণের নেওয়া বিশটি আওকিয়া আমার মুক্তিপণ রূপে গণ্য করিবার আবেদন জানাইলে মহানবী (সা) তাহা অস্বীকার করিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ পাক আমাকে উহার পরিবর্তে বিশটি গোলাম দান করিয়াছেন, যাহারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী এবং প্রত্যেকের হাতেই ধন সম্পদ রহিয়াছে।

ইব্‌ন ইসহাক - - - - জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রুবাব হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলিয়া থাকিতেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলে আল্লাহ্ আমাকে উপলক্ষ করিয়া مَا كَانَ لِنَبِىٍّ ...... غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বক্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) আতা খুরাসানী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উল্লেখিত يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى আয়াত আব্বাস ও তাহার সঙ্গীবৃন্দকে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। উহারা মহানবী (সা)-কে জানাইল যে, আপনি যাহা কিছু নিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিতেছি এবং আপনি যে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল তাহা আমরা সাক্ষ্য দিতেছি। আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে নসীহত করিব। এই কথার পর আল্লাহ্ পাক اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যদি তোমাদের অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাসের নূর অবলোকন করেন, তবে তোমাদের যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে, তাহার চাইতে উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দান করিবেন। পরন্তু ইতিপূর্বে তোমরা যে শির্‌কী পাপে লিপ্ত ছিলে তাহাও ক্ষমা করিয়া দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, আব্বাস (রা) বলিতেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ না হইয়া আমার জন্য সমগ্র দুনিয়া হইলেও তাহা আমার নিকট প্রিয় হইত না। আমার উপলক্ষেই আল্লাহ্ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ ("তোমাদের যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহার তুলনায় অতি উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দেওয়া হইবে) আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। সুতরাং আমা হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার চাইতে শতগুণ বেশি আমাকে দান করা হইয়াছে। তিনি বলিতেন, আল্লাহ্ وَيَغْفِرْ لَكُمْ আয়াতাংশও অবতীর্ণ করিয়া আমাকে সুসংবাদ দিলেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করা হইবে এই আশায় আমি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন : আব্বাস বদর যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি নিজের জন্য চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা মুক্তিপণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। অতঃপর আব্বাস এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমাকে এমন দুইটি বিষয় দান করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ার তুলনায় আমার নিকট অতি পসন্দনীয়। আমি বদর যুদ্ধের বন্দী ছিলাম। সুতরাং চল্লিশ আওকিয়া স্বর্ণ মুক্তিপণ হিসাবে আদায় করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছি।

আল্লাহ্ উহার পরিবর্তে আমাকে চল্লিশটি গোলাম দান করিয়াছেন। আর দ্বিতীয়টি হইল আল্লাহ্র ক্ষমা প্রদর্শনের অংগীকার, যাহার আশায় আমি বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহানবী (সা)-এর নিকট যখন বাহরাইন হইতে চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমত রূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন তিনি যুহরের নামাযের অযূ করিতে ছিলেন। সেদিন তিনি প্রত্যেক অভাবীকেও উহা হইতে দান করিয়াছিলেন। কোন আবেদনকারীকেই বঞ্চিত করা হয় নাই। উহা বিতরণ শেষ না করা পর্যন্ত তিনি নামায পড়েন নাই। সেদিন আব্বাসকে উহা হইতে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তিনি চাদর ভরিয়া নিয়া গেলেন। সুতরাং আব্বাস (রা) বলিয়া থাকিতেন যে, আমা হইতে যাহা নেওয়া হইয়াছে, তাহার তুলনায় ইহা অনেক উত্তম। আমি এখন আল্লাহ্র ক্ষমা প্রদর্শনের আশায় রহিয়াছি।

ইয়াকূব ইব্ন সুফিযান (র) হুসাইদ ইব্ন হিলাল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুসাইদ (রা) বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে ইব্ন হাযরামী চল্লিশ হাজার দিরহাম গনীমতের সম্পদ পাঠাইয়াছিলেন। এত বিপুল পরিমাণ গনীমত যেমন পূর্বে কোনদিন আসে নাই, তেমনি পরেও কখনও আসে নাই। বর্ণনাকারী বলেন, উহা চাটাইর উপর বিছাইয়া রাখা হইল। এদিকে নামাযের আযান হইল। মহানবী (সা) এই মালের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। মুসল্লিগণও আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন মহানবী (সা) মাপজোপ গোনাবাছা না করিয়াই মুক্ত হস্তে মানুষকে দান করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাস (রা) আসিয়া উহা হইতে তাঁহার চাদর ভরিয়া গাঠুরী বাঁধিয়া কাঁধে উঠাইতে চাহিলেন কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর মহানবী (সা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার গাঠুরীটি আমার কাঁধে উঠাইয়া দিন। এই কথা শুনিয়া মহানবী (সা) এমনভাবে একটু মুচকি হাসি দিলেন যে, তাঁহার দন্ত মুবারক বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর তাহাকে বলিলেন : গাঠুরী হইতে কিছু মাল রাখিয়া ওযন কমাইয়া লও এবং নিজের ক্ষমতায়ই উঠাইয়া লও। আব্বাস (রা) তাহাই করিলেন। তখন আব্বাস (রা) বলিতে লাগিলেন, ইহা হইল আল্লাহ্ কর্তৃক আমাকে প্রদত্ত দুইটি অংগীকারের একটি অংগীকার। দ্বিতীয় অংগীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে তাহা আমি জানি না। অংগীকার দুইটি হইল আল্লাহ্ পাকের এই আয়াত : يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ ... ... وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ, অতঃপর বলিল, আমা হইতে যাহা কিছু নেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা অনেক উত্তম। আমি জানি না দ্বিতীয় অঙ্গীকারটির ব্যাপারে কি করা হইবে। এই মালের একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা) উহার নিকট ধীর-স্থির চিত্তে দণ্ডায়মান ছিলেন।

কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের নিকট একটি দিরহামও পাঠান নাই। সমস্ত মাল বিতরণ হওয়ার পর তিনি মসজিদে আসিয়া নামায আদায় করিলেন।

অপর এক হাদীস : হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন : মহানবী (সা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে বিপুল পরিমাণ ধনসম্ভার আসিলে তিনি বলিলেন : উহা আমার মসজিদে রাখ। অতঃপর মহানবী (সা) নামাযের জন্য বাহির হইলেন। উহার দিকে আদৌ লক্ষ করিলেন না। নামায শেষে উহার নিকট আসিয়া বসিলেন। সেই দিন তিনি যাহাকেই দেখিতেন, তাহাকেই উহা হইতে দান করিতেন। আব্বাস (রা) আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে দান করুন। কেননা আমি নিজের মুক্তিপণ আদায় করিয়াছি এবং আকীলের মুক্তিপণও পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং মহানবী (সা) উহাকে বলিলেন : নিয়া নাও। অতঃপর সে তাহার চাদর ভরিয়া উহা হইতে বাঁয়া ঝুলিয়া উত্তোলন করিতে চাহিলেন, কিন্তু ক্ষমতা হইল না। অতঃপর বলিলেন : আমার কাঁধে উহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য কাহাকেও নির্দেশ করুন। মহানবী (সা) উত্তর দিলেন : আমি পারিব না। অতঃপর বলিলেন, তবে আপনি আমার কাঁধে তুলিয়া দিন। এইবারেও মহানবী (সা) অস্বীকার করিলেন। অগত্যা উহা হইতে কিছু মাল রাখিয়া গাঠুরীর ওযন কমাইয়া নিজেই কাঁধে উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। মহানবী (সা) ধন-সম্পদের প্রতি তাহার লিপ্সায় বিস্মিত হইয়া চক্ষের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত একদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একটি দিরহামও অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত মহানবী (সা) উহার নিকট দণ্ডায়মান ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাহার কিতাবের বহু স্থানে এই হাদীসকে খুব দৃঢ়তার সহিত 'তা'লীফ রূপে' বর্ণনা করিয়া বলিতেন, এই হাদীস ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (র) মুমূর্ষু অবস্থায় বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীস অন্য সনদে ইহার চাইতে পূর্ণাঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ আয়াতের তাৎপর্য হইল, হে নবী ! তোমার নিকট যে সব কথা প্রকাশ করিতেছে, উহা যদি মিথ্যা হয় এবং তোমাকে প্রতারিত করিবার জন্য বলিয়া থাকে, তবে তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। কেননা বদরের যুদ্ধের পূর্বেও উহারা কুফরী করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। সুতরাং তিনি তোমাকে ক্ষমতাশালী করিয়াছেন এবং বদর যুদ্ধে উহাদিগকে বন্দী করিয়াছেন। অতএব উহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কিছুই করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ উহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন এবং স্বীয় কাজের ব্যাপারেও খুব প্রজ্ঞাময় ও কুশলী।

কাতাদা (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবূ সারাহ কাতিব যখন মুরতাদ হইয়া মুশরিকদের দলে মিশিল তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) ও আতা খুরাসানী সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাস এবং তাহার সঙ্গীগণ যখন বলিল, আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে আপনার ব্যাপারে নসীহত করিব, তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) এই আয়াতকে বিশেষ কোন ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না করিয়া ব্যাপকার্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সমস্ত ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইহাই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(۷۲) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْٓا
اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا
مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ۚ
وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۭ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৭২. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, দীনের জন্য হিজরত করিয়াছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়াছে এবং উহাদিগকে যাহারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজরত করে নাই; হিজরত না করা পর্যন্ত তাহাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নাই। আর দীন সম্পর্কে যদি উহারা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। যে সম্প্রদায়ের সহিত তোমাদের চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে না। তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই দেখেন।

তাফসীর : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর কথা আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের পহেলা শ্রেণীটি হইল মুহাজির লোকগণ, যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও ধন-সম্পদের মোহ-মায়া পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য ও আল্লাহ্র দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অপর দেশে চলিয়া আসিয়াছে। এই পথে নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ সবকিছু উজাড় করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণী হইল মদীনার আনসারগণ। যাহাদের নিকট মুহাজিরগণ ছিন্নমূল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের ঘরবাড়িতে আশ্রয় দিয়াছে এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তিতে সমান অধিকারী করিয়া নিয়াছে। এইজন্যই মহানবী (সা) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক দুইজন লোক ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং আনসারগণ নিজেদের আত্মীয়গণের উপর মুহাজিরগণকে স্থান দিয়া তাহাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারী করিয়া নিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ পাক উত্তরাধিকারীর বিধানের মাধ্যমে এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করেন। বুখারী শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আওফী ও আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরামা, আল-হাসান, কাতাদা (র) সহ অনেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ... জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।

তেমনি মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমানগণ এবং বনী সাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ কিয়ামত পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। ইমাম আহমদ এই হাদীস 'এককভাবে' বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন : আমি মহানবী (সা) (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুহাজির ও আনসারগণ এবং মক্কার কুরায়েশ মুসলমান ও সাকীফের আযাদকৃত গোলামগণ ইহকাল-পরকালে পরস্পর-পরস্পরে বন্ধু। 'মুসনাদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ' কিতাবে এইরূপই বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ পাক মুহাজির ও আনসারদের প্রশংসায় এই আয়াত ব্যতীত কালামপাকে বহু আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ . وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ .

("মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা প্রথমে ঈমান আনিয়া ও হিজরত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের উত্তমরূপে অনুসারী হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ খুশি হইয়াছেন আর তাহারাও আল্লাহ্‌র প্রতি খুশী। তাহাদের জন্য এমন জান্নাত তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে যাহার তলদেশ হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত (৯ : ১০০)।")

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে বলিয়াছেন :

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ .

আল্লাহ্ পাক নবী ও মুহাজির এবং আনসারদের প্রতি তাঁহার করুণা বর্ষণ করিয়াছেন, যাহারা কঠিন মুহূর্তেও মহানবীর আনুগত্য পরিহার করে নাই (৯ : ১১৭)।)

কুরআনের অপর এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন :

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا - وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ ، وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .

("ইহা সেই সব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য যাহাদিগকে তাহাদের দেশ, ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পদ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। ইহারা আল্লাহ্‌র রহমত ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করিতেছে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিতেছে। ইহারাই খাঁটি সত্যনিষ্ঠ লোক। তেমনি যাহারা উহাদিগকে বাড়ি-ঘরে আশ্রয় দিয়াছে এবং উহাদের পূর্বেই ঈমান আনিয়াছে, তাহারা তাহাদের নিকট আগত মুহাজিরগণকে হৃদয় দিয়া ভালবাসে, তাহাদের অন্তরে তাহাদের দেওয়া জিনিসপত্রের ব্যাপারে কোনরূপ খট্‌কা ও দ্বিধা অনুভব করে না। এমন কি নিজেদের উপরেও উহারা তাহাদিগকে প্রাধান্য দেয়। যদিও উহাদেরকে হিজরত করিবার জন্য বিশেষ মহত্ত্ব দান করা হইয়াছে" (৫৯ : ৮-৯)।

আল্লাহ্ পাক وَلاَ يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا আয়াতে কত সুন্দর কথাইনা বলিয়াছেন ! অর্থাৎ হিজরতের ফলে আল্লাহ্ পাক মুহাজিরগণকে যে ফযীলত ও মহত্ত্ব দান করিয়াছেন, তাহাতে উহারা কোনরূপ হিংসা পোষণ করে না। কেননা আয়াত দ্বারাই প্রকাশ

পায় যে, আনসারদের উপর মুহাজিরগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আনসারদের উপর মুহাজিরগণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকার বিষয় সকল আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। এ বিষয় তাহাদের মধ্যে কোনই মতবিরোধ নাই। এইজন্যই ইমাম আবূ বকর আহমদ ইব্ন আমর ইব্ন আবদুল খালিক বায্যার (র) তাহার 'মুসনাদ' কিতাবে বলিয়াছেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন মু'আম্মার (র) হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুযায়ফা (রা) বলেন : আমাকে মহানবী (সা) হিজরত ও নুসরত (সাহায্য করা) ইহার কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। সুতরাং আমি হিজরতকে গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। অতঃপর তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সনদ ব্যতীত ইহার আরও কোন সনদ রহিয়াছে কিনা, তাহা আমার জানা নাই।

আলোচ্য وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايَتِهِمْ আয়াতাংশে وَلَايَتِهِمْ শব্দের 'ওয়াও'-কে যের দিয়া কতক লোকে পাঠ করিয়া থাকেন আর অন্যান্য লোকেরা যবর দিয়া পাঠ করেন। উভয় অবস্থায়ই উহার মর্ম অভিন্ন, যেমন دلالة এর মধ্যে যের ও যবর উভয়ই সমান। مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا এই আয়াতাংশে মু'মিনগণের তৃতীয় শ্রেণীটি সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে বটে, কিন্তু হিজরত করে নাই। বরং নিজদের দেশেই অবস্থান করিয়াছে তাহাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশ নাই। তেমনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশেও তাহাদের কোন অধিকার নাই। তবে যাহারা লড়াইতে উপস্থিত থাকিবে, তাহারা পাইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) বলেন :

আমাদের নিকট ওয়াকী (র) ... ইয়াযীদ ইব্ন খুসাইব আসলামী (র) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আসলামী (র) বলেন : মহানবী (সা) যখন কোন লোককে সারীয়া বাহিনী বা জায়েশ বাহিনীতে আমির মনোনীত করিয়া পাঠাইতেন, তখন তাহাকে এবং তাহার মুসলিম সাথীগণকে আল্লাহ্কে ভয় করা ও অন্যান্য নসীহত প্রসংগে বলিতেন : আল্লাহ্র নাম নিয়া আল্লাহ্র পথে লড়াই কর। যাহারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহাদিগকে হত্যা কর। যখন তোমাদের শত্রু মুশরিকগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান জানাও। যদি তাহারা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং উহাদের উপর হামলা হইতে বিরত থাক। সর্ব প্রথম উহাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও। তাহারা ইসলাম গ্রহণে সাড়া দিলে তোমরা তাহা মানিয়া নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। অতঃপর উহাদেরকে নিজদের দেশ হইতে মুহাজিরদের দেশে আসিয়া অবস্থান করিবার আহ্বান জানাও। উহাদেরকে জানাইয়া দাও যে, যদি তোমরা ইহা কর, তবে মুহাজিরগণের জন্য যাহা কিছু রহিয়াছে তোমরাও তাহাই পাইবে এবং মুহাজিরদের দায়িত্বের ন্যায় তোমাদের উপর দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইবে। অতঃপর যদি তাহারা ইহা করিতে অস্বীকার জানায় এবং নিজেদের দেশেই থাকিবার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তাহাদের জানাইয়া দাও যে, তোমরা গ্রামীণ মুসলমানের ন্যায়। সাধারণ মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহ্র বিধান যেরূপ প্রযোজ্য হয়, তোমাদের উপরও তদ্রূপ বিধান প্রযোজ্য হইবে। গনীমতের এবং ফায়ের সম্পদে তোমাদের জন্য কোন অংশ থাকিবে না। তবে মুসলমানদের সাথে থাকিয়া জিহাদ করিলে উহার অংশ লাভ করিবে। তবে উহারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহাদিগকে জিযিয়া

প্রদানের আহ্বান জানাও। ইহাতে উহারা সম্মত হইলে তোমরাও মানিয়া নাও এবং হামলা হইতে বিরত থাক। তবে জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং উহাদের সহিত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হও। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসকে এককভাবে বর্ণনা করিয়া আরও অতিরিক্ত কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

আলোচ্য وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ আয়াতাংশের মর্ম হইল আল্লাহ্ বলেন : যে সব বিদেশী ও বস্তিবাসী ঈমানদার লোক হিজরত না করিয়া নিজের দেশেই রহিয়া গিয়াছে, তাহারা যদি দীনের ব্যাপারে তাহাদের শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তবে তাহাদিগকে তোমাদের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু তাহারা যদি এমন কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাহাদের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সময় সীমা পর্যন্ত উভয় পক্ষ অস্ত্র সংবরণ রাখার চুক্তি থাকে, তবে উহাদের সাহায্য করা তোমাদের দায়িত্ব থাকিবে না। তোমরা যাহাদের সহিত চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছ, সেই চুক্তিকে নষ্ট করিও না, যতক্ষণে তাহারা নষ্ট না করে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(٧٣) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ
تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

৭৩. আর যাহারা কাফির, তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা ইহা না কর, তবে দুনিয়ায় মহা ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি হইবে।

তাফসীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু এই ঘোষণা দিয়া কাফির ও মু'মিনদের মধ্যকার বন্ধুত্বের সম্পর্ককে কর্তন করিয়াছেন। যেমন : ইমাম হাকিম (র) তাহার মুস্তাদারক কিতাবে বলেন :

আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ ইব্ন হানী (র) ... উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উসামা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুই ধর্মের অনুসারী পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয় না। মুসলিম যেমন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না তেমনি কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিলেন। পরিশেষে হাকিম বলেন যে, এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিমে উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে ইহা বর্ণিত রহিয়াছে। উসামা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের উত্তরাধিকারী হইবে না। মুসনাদ ও সুনানের কিতাবসমূহে আমর ইব্ন শুআয়েব, তাহার পিতা ও দাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার দাদা বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : দুইজন বিপরীতমুখী ধর্মাবলম্বী একে অপরের উত্তরাধিকারী হইবে না। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে 'হাসান' ও 'সহীহ্' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ (র) হইতে যুহরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) এক নও মুসলিমকে ধরিয়া বলিলেন : নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, হজ্জ করিবে আর রমাযান মাসে রোযা রাখিবে। তুমি কোথাও শির্কীর অগ্নি-প্রজ্বলিত দেখিতে পাইলে উহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে।

হাদীসের এই সনদটি 'মুরসাল' সনদ। অন্য এক 'মুত্তাসিল' সনদে এই হাদীসটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : আমি সেই প্রত্যেকটি মুসলিম হইতে দায়িত্ব মুক্ত, যাহারা মুশরিকদের মধ্যে থাকে। উহারা কি উহাদের উভয় পার্শ্বের আগুন দেখে না ?

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ের শেষের দিকে বলেন : আমাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান (র) ... হাবীব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন সামুরাহ্ ইব্ন জুন্দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যে লোক মুশরিকগণ একত্রিত করে এবং তাহাদের সাথে অবস্থান করে, সে তাহাদেরই ন্যায়।

হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... আবূ হাতিম মুযনী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুযনী (র) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের নিকট কোন নতুন লোক আসিলে তাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হইলে তাহাকে বিবাহ দাও বা কর। যদি ইহা না কর তবে ভূপৃষ্ঠে ফিতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় দেখা দিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি তাহার মধ্যে দোষত্রুটি থাকে ? মহানবী (সা) জবাব দিলেন : তোমাদের নিকট যখন কোন এমন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয়, তাহাকে বিবাহ দিবে বা করিবে। এইভাবে তিনি তিনবার বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীস হাতিম ইব্ন ইসমাঈল হইতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবদুল হামীদ ইব্ন সুলাইমান (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : যখন তোমাদের নিকট এমন কোন লোক আসে যাহার ধর্ম ও চরিত্র তোমাদের পসন্দ হয় তখন তাহাকে বিবাহ কর বা দাও। ইহা না করা হইলে ভূপৃষ্ঠে বিরাট ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে।

আলোচ্য আয়াতে "اِلاَّ تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ" এর মর্ম হইল, যদি তোমরা মুশরিকগণের বন্ধুত্ব হইতে দূরে না থাক এবং মু'মিনগণের সহিত বন্ধুত্ব না কর, তবে মানুষের মধ্যে ফিতনার সৃষ্টি হইবে। অর্থাৎ পার্থক্য রেখা বিলীন হইবে, মু'মিন ও মুশরিক জগাখিচুড়ী হইবে, আমল-আকিদা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাকার সকল ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিবে এবং মানুষ এক মহাবিপদের মধ্যে নিপতিত হইবে।

(٧٤) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

(٧٥) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ ٤

৭৪. যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজরত করিয়াছে ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। আর যাহারা আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে তাহারাই খাঁটি মু'মিন। তাহাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রহিয়াছে।

৭৫. তেমনি যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে ও হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের সহিত জিহাদ করিয়াছে তাহারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং আত্মীয়গণ আল্লাহ্‌র বিধান অনুসারে একে অন্যের তুলনায় অধিক হকদার। আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবহিত।

তাফসীর : আল্লাহ্ পাক ইহকালে মু'মিনদের জন্য বিধানজারি করিবার পর উহার সাথেই সংযোগ রাখিয়া পরকালে তাহাদের মান-মর্যাদা ও উন্নত জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন। সুতরাং তিনি ঈমানের মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্যের কথা মু'মিনগণকে অবহিত করিয়াছেন। যেমন এই সূরার প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক অতিশীঘ্রই তাহাদিগকে মহত্তম ও সম্মানজনক প্রতিদান দিয়া গৌরবান্বিত করিবেন এবং উহাদের পাপসমূহ মোচন করিয়া ক্ষমা ও মাগফিরাতের জয়মালা দ্বারা ভূষিত করিবেন। তাহাদিগকে এমন অপরিমেয় সুস্বাদু জীবিকা দান করিবেন, যাহা কোন দিন ফুরাইবে না এবং কম হইবে না, উহার স্বাদ-গন্ধ ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হইবে না। তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু জীবিকা নিজদের ইচ্ছানুযায়ী লাভ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এই জগতে যাহারা ঈমান ও পুণ্যময় কাজে উহাদিগকে অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে তাহারাও পরকালে উহাদের সাক্ষী হইবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ আয়াতে এবং وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বুখারী ও মুসলিমে বিশুদ্ধ 'মুতাওয়াতর' সনদ বিশিষ্ট হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : অর্থাৎ মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার সাথেই থাকে। অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে যে, من احب قوما فهو منهم অর্থাৎ যে লোক যে জাতি ও সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহার হাশর হইবে তাহাদের সাথে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন : আমাদের নিকট ওয়াকী' (র) জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জারীর (র) বলেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : মুহাজির ও আনসারগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর মক্কা বিজয়ের পর কুরায়েশ মুসলমান ও বনী সাকীফদের মুক্ত গোলামগণও কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের বন্ধু।

শরীক (র) ... জারীর (র) হইতে বর্ণিত। মহানবী (সা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) এই দুই ধরনের পদ্ধতি হইতে 'এককভাবে' হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আলোচ্য وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ আয়াতাংশের মর্ম হইল : আল্লাহ্‌র বিধান মতে কতক আত্মীয় অপর আত্মীয়ের তুলনায় বেশি হকদার। এই আয়াতে সেই সব আত্মীয়ের কথা বিশেষভাবে বুঝান হয় নাই, যাহা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টনকারী আলিমগণ (উলামায় ফরায়েয) সেই সব আত্মীয় বলিয়া থাকেন। যাহাদের উহাতে কোন হক থাকে না এবং তাহারা আসাবাও নহে। তাহারা উহাদিগকেও কোন এক পর্যায় উত্তরাধিকারী প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন : খালা, মামা, ফুফু, নাতনী ও ভগ্নী—কতক লোক এই অভিমতই পোষণ করেন এবং এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া এই বিষয় ইহাই বিশ্বাস

করিয়া থাকেন। আসল কথা হইল এই আয়াত সাধারণ। এই আয়াতের ব্যাপকতা এত বিস্তৃত যে, সকল আত্মীয়গণই ইহার আওতায় পড়িয়া যায়। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান, কাতাদা (র)সহ অনেক লোক হইতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসলামের পহেলা যুগে বন্ধুত্ব, সাহায্যকারী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার প্রথা ছিল তাহা এই আয়াত দ্বারা বাতিল করা হইয়াছে। আর এই কারণেই এই আয়াতে ذوی الارحـــام নামে পরিচিত আত্মীয়গণও শামিল রহিয়াছেন। যাহারা তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী না হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, তাহারা এই অভিমত বিভিন্ন শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণ করিয়া থাকেন। যেমন এই হাদীস উত্থাপন করেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারিগণের জন্য কোন ওসীয়াত নাই।" তাহারা এই হাদীসের মর্মে বলেন যে, তাহারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তির হকদার হইলে আল্লাহ পাক তাঁহার কিতাবে অবশ্যই তাহাদের হক নির্ধারণ করিয়া দিতেন। সুতরাং ইহা যখন করা হয় নাই, তাহারাও উত্তরাধিকারী হইবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সূরা আনফালের তাফসীর শেষ।

সমস্ত প্রশংসার প্রাপক একমাত্র আল্লাহ্ পাক। তাঁহার উপরই আমাদের নির্ভরতা। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদের সব কাজের ওয়াকীল ও তত্ত্বাবধায়ক।

সূরা তাওবা

॥ ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকূ, মাদানী ॥

অবতরণকাল : যে সকল সূরা নবী করীম (সা)-এর জীবনের শেষ দিকে নাযিল হইয়াছিল, সূরা তাওবা ঐগুলির অন্যতম। ইমাম বুখারী (র) বলেন : আবুল ওয়ালীদ (র) বিভিন্ন রাবীর সূত্রে বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلَالَةِ) এই আয়াত এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ সূরা হইতেছে—সূরা বারাআত (সূরা তাওবা)।

সূরা তাওবার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)' লিখিত না থাকিবার কারণ :

সাহাবীগণ উসমান (রা)-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন মজীদ সংকলন করিবার কালে এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ্ লিখেন নাই। তাঁহারা উসমান (রা)-এর নির্দেশে এইরূপ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ নির্দেশ কেন দিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে :

ইমাম তিরমিযী (র) বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বরাতে মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি উসমান (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, সূরা আনফাল যাহার আয়াতের সংখ্যা এক শতের নিম্নে এবং সূরা তাওবা যাহার আয়াতের সংখ্যা অন্যূন একশত —এই দুইটি সূরার মধ্যবর্তী স্থানে আপনারা 'বিসমমিল্লাহ্' লিখেন নাই কেন ? এতদ্ব্যতীত উক্ত সূরাদ্বয়কে আপনারা যে 'দীর্ঘ সূরা সপ্তক (السبع الطول)'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহার কারণ কি ? উসমান (রা) বলিলেন : অনেক সময়ে এইরূপ ঘটিত যে, নবী করীম (সা)-এর প্রতি একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইবার পর অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত। এইরূপ নবী করীম (সা)-এর উপর একটি সূরা নাযিল হওয়া শেষ হইবার পূর্বে অন্য একটি সূরার অংশ বিশেষ নাযিল হইত। এমতাবস্থায় কোন আয়াত নাযিল হইলে তিনি কোন ওয়াহী লেখক সাহাবীকে ডাকিয়া বলিতেন : 'যে সূরায় এই এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই আয়াতটিকে উহার মধ্যে (অমুক স্থানে) স্থাপন কর।' সূরা-আনফাল হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ প্রথম সূরাসমূহের অন্যতম। পক্ষান্তরে, সূরা বারাআত (সূরা তাওবা) হইতেছে মদীনায় অবতীর্ণ শেষ সূরাসমূহের অন্যতম। কিন্তু, উভয় সূরায় বর্ণিত ঘটনা ও কাহিনী প্রায় একরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ধারণা করিলাম : 'সূরা বারাআত পৃথক কোন সূরা নহে; বরং উহা সূরা আনফাল-এর একটি অংশ।' অথচ নবী করীম (সা) এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যান নাই। উপরোক্ত কারণে আমি উহাদিগকে পরস্পর সন্নিহিত করিয়া স্থাপন করিয়াছি; কিন্তু উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে (সূরা তাওবার প্রথমে) বিসমিল্লাহ্ লিখি নাই। তেমনি উপরোক্ত কারণে উভয় সূরা মিলিয়া দীর্ঘ সূরার আকার গ্রহণ করে বলিয়া উহাদিগকে 'দীর্ঘ সূরা-সপ্তক'-এর মধ্যে স্থাপন করিয়াছি।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইব্ন হিব্বান এবং ইমাম হাকিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম হাকিম (র) উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : 'উহার সনদ সহীহ্; তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উহাকে বর্ণনা করেন নাই।'

এই সূরার প্রথমাংশ নাযিল হয় নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর। নবী করীম (সা) সেই বৎসরই হজ্জ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুশরিকগণ প্রথা অনুসারে সে বৎসরও হজ্জ করিতে আসিবে এবং তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিবে—এই বিষয়টি স্মরণে আসিবার পর উক্ত নির্লজ্জতাপূর্ণ দৃশ্যকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে তিনি পরিকল্পনা পরিবর্তন করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর দায়িত্ব দিলেন, তিনি লোকদিগকে হজ্জের কার্যাবলী শিক্ষা দিবেন এবং মুশরিকগণকে জানাইয়া দিবেন যে, তাহারা আগামী বৎসর হইতে আর হজ্জ করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর আরো দায়িত্ব দিলেন-'তিনি লোকদের মধ্যে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্বমুক্ত হইবার কথা ঘোষণা করিবেন।' আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর রওয়ানা হইয়া যাইবার পর নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাকারীরূপে পাঠাইলেন। আলী (রা)-কে পাঠাইবার কারণ এই ছিল যে, নবী করীম (সা)-তাঁহার কোন পিতৃ-সম্পর্কের নিকটাত্মীয় (العصبة)-কে নিজের পক্ষ হইতে প্রেরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আর আলী (রা) ছিলেন তাঁহার সেইরূপ একজন নিকটাত্মীয়। এতদ্‌সম্পর্কিত রিওয়ায়েত শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে।

(١) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(٢) فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

১. ইহা সম্পর্কচ্ছেদ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সহিত যাহাদিগের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে।

২. অতঃপর তোমরা দেশে চারিমাসকাল পরিভ্রমণ কর ও জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ কাফিরদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকেন।

তাফসীর : بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ 'ইহা হইতেছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে চুক্তিবদ্ধ মুশরিকদের প্রতি দায়িত্বমুক্তির ঘোষণা। যে সকল মুশরিকের সহিত তোমরা (মু'মিনগণ) চুক্তি করিয়াছিলে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ঘোষণা করিতেছেন যে, তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল দায়িত্বমুক্ত হইলেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা নিয়া তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাহারা উহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা

প্রদান করিয়াছেন। একদল তাফসীরকার বলেন : ‘যে সকল মুশরিকের সহিত অনির্দিষ্টকালের জন্যে অথবা চারি মাস বা উহার কম সময়ের জন্যে মুসলমানদের চুক্তি হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে শুধু তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে দায়িত্বমুক্তির কথা ঘোষণা করা হইয়ছিল। যাহাদের সহিত চার মাস হইতে অধিকতর নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে চুক্তি হইয়াছিল, আয়াতে তাহাদের নিরাপত্তার বিষয়ে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব মুক্তির কথা ঘোষণা করা হয় নাই; বরং তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চুক্তি বলবৎ থাকিবে। কারণ অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

اِلاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ .

“কিন্তু যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের চুক্তি করিবার পর তাহারা (চুক্তি অনুসারে প্রাপ্য) কোন অধিকার হইতে তোমদিগকে বঞ্চিত করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিকে তোমরা তাহাদের ব্যাপারে উহার নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পালন করিবে। যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন (৯ : ৪)।)

এতদ্ব্যতীত নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহার চুক্তি রহিয়াছে; তাহার চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। উক্ত হাদীস শীঘ্রই উল্লেখিত হইবে।

আলোচ্য আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্য হইতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অধিকতম যুক্তি সংগত অধিকতম শক্তিশালী। ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কাল্বী এবং মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুর্যী প্রমুখ বহুসংখ্যক তাফসীরকার হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলী ইব্ন তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি ছিল, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা চারিমাস সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা চারিমাস যাবৎ যথা ইচ্ছা তথায় বিচরণ করিতে পারিবে।

চারিমাস অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। উক্ত চারি মাস হইতেছে ‘যুলহাজ্জ (ذوالحجة)’ মাসের দশ তারিখ হইতে ‘রবিউস্সানী (الربيع الثانى)’ মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত। পক্ষান্তরে, আল্লাহ্র রাসূলের সহিত তাঁহাদের কোন চুক্তি ছিল না, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ। এই আয়াতে যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে মুহার্রম মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত মোট পঞ্চাশ দিন সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হইবার পর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন দায়িতৃ থাকিবে না। উক্ত দুই শ্রেণীর কাফিরদের যে শ্রেণীর জন্যে যে সময়সীমা আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহা অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা

মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। অবশ্য কাফিরগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরযী প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে আবূ-মা'শার মাদানী বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। অতঃপর সূরা বারাআতের ত্রিশটি অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ আলী (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি (আলী রা) লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মুশরিকগণকে জানাইয়া দিলেন যে, তাহারা চারি মাস যথা ইচ্ছা তথায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিবে। (অতঃপর, তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।) তিনি (আলী রা) আরাফাতের দিনে মুশরিকদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তাহাদের জন্যে যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্‌সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত এই চারি মাস সময় নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তিনি তাহাদের সমাবেশ স্থানসমূহে গিয়া গিয়া তাহাদিগকে উক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে আরো ঘোষণা করিলেন : আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।'

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ (র) বলেন : 'যে সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের চুক্তি ছিল; যেমন : খুযাআ গোত্র এবং মাদ্‌লেজ গোত্র সেই সকল গোত্র এবং যে সকল মুশরিক গোত্রের সহিত মুসলমানদের কোন চুক্তি ছিল না, সেই সকল গোত্র ইহাদের সকলের প্রতিই (بَرَائَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ) এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের দায়িত্ব মুক্তির বিষয় ঘোষণা করিয়াছেন।'

মুজাহিদ (র) আরো বলেন : 'নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মনস্থ করিলেন, 'তিনি সেই বৎসর হজ্জ পালন করিবেন,' কিন্তু মুশরিকগণ উলঙ্গ হইয়া কা'বা ঘর তাওয়াফ করিয়া থাকে—এই বিষয় তাঁহার স্মরণে আসিলে উক্ত নির্লজ্জ কার্য বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি হজ্জ পালন করা স্থগিত রাখিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং আলী (রা)-কে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। তাহারা বিভিন্ন জনসমাবেশ স্থানে গিয়া মুসলমানদের সহিত চুক্তিবদ্ধ মুশরিকগণ এবং তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পর্কহীন মুশরিকগণ—এই উভয় শ্রেণীর লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন যে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইল। উক্ত চারি মাস যাবৎ তাহারা নিরাপদে সর্বত্র চলাফেরা করিতে পারিবে। অতঃপর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইবে; তবে তাহারা ঈমান আনিলে তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না। উক্তচারি মাস হইতেছে : যুলহিজ্জা মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্‌সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত সময়।

সুদ্দী এবং কাতাদা (র) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। যুহ্‌রী (র) বলেন : 'মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময়ের জন্যে নিরাপত্তা দেওয়া হইয়াছিল, উহা ছিল 'শাওয়াল' হইতে মুহার্‌রম মাস পর্যন্ত চারিমাস।' যুহ্‌রীর উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে; আর গ্রহণযোগ্য হয় কী রূপে ? উক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে। সে সময়ের জন্যে

মুশরিকদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল, উহা এতদ্-সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচারিত হইবার পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইবে—ইহা যুক্তিসংগত হইতে পারে না। উক্ত ঘোষণা যে, যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে কার্যকরী হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

(٣) وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ
اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْۤءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ وَرَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ؕ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

৩. মহান হজ্জের দিবসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে মানুষের প্রতি ইহা এক ঘোষণা যে, আল্লাহ্র সহিত মুশরিকদের কোন সম্পর্ক রহিল না এবং তাঁহার রাসূলের সহিতও নহে; তোমরা যদি তওবা কর, তবে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে, আর তোমরা যদি মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্কে হীনবল করিতে পারিবে না এবং কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা 'হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ) হইতে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না'—এই ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। তিনি এতদ্সহ তাহাদিগকে কুফ্র ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবার জন্যে আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যদি তাহারা তাহাদের কুফর ত্যাগ করিয়া ঈমান না আনে, তবে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করিবেন এবং আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ .

অর্থাৎ 'যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্র হইতে ফিরিয়া আসো, তবে উহা তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর হইবে ; আর যদি তোমরা শির্ক ও কুফ্রকে পরিত্যাগ না করো, তবে জানিয়া রাখিও ! তোমরা আল্লাহ্কে অক্ষম ও পরাজিত করিতে পারিবে না; বরং তোমরা তাঁহার ক্ষমতার অধীনই থাকিয়া যাইবে।'

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ কাফিরদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্যে দুনিয়াতে রহিয়াছে লাঞ্ছনা ও অপমান আর আখিরাতে রহিয়াছে শাস্তিদানের জন্যে ব্যবহৃত লাঠি ও গলায় বাঁধা বেড়ীসহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেই হজ্জে অন্যান্য ঘোষণাকারীর সহিত আমাকেও একজন ঘোষণাকারী হিসাবে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন। আমরা সকলে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ মিনায় লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম : 'আগামী বৎসর হইতে আর কোন

মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পরিবে না।' রাবী হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন : অতঃপর নবী করীম (সা) উপরোক্ত ঘোষণা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণাসহ আলী (রা)-কে তথায় পাঠাইয়াছিলেন।' আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : 'আলী (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় আমাদের সহিত লোকদের মধ্যে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি আরো ঘোষণা করিয়াছিলেন : আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।'

ইমাম বুখারী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে এই ঘোষণাসহ একদল ঘোষণাকারীর সহিত আমাকে মিনায় পাঠাইয়াছিলেন—'আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক আর হজ্জ করিতে পারিবে না এবং এখন হইতে কেহ উলঙ্গ অবস্থায় আর কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না।' يوم الحج الاكبر হইতেছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ। এই স্থলে আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জকে 'বৃহত্তম হজ্জ নামে এই কারণে অভিহিত করিয়াছেন যে, লোকে হজ্জকে 'ক্ষুদ্রতম হজ্জ' নামে অভিহিত করিত। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সেই বৎসর লোকদের মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিবার ফলে পরবর্তী বৎসরে বিদায় হজ্জের বৎসরে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই।' এই শেষোক্ত রিওয়ায়েতটিকে ইমাম বুখারী (র) 'জিহাদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রায্‌যাক (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) بَرَاۤءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন : হুনায়েনের যুদ্ধের বৎসরে নবী করীম (সা) 'জি'রানা' নামক স্থানে উমরা পালন করত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাবী যুহরী (র) বলিয়াছেন : আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করিতেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় হজ্জে তাঁহাকে উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জে প্রেরণ করিবার পর নবী করীম (সা) আলী (রা)-এর উপর উক্ত আয়াতে বর্ণিত দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তখনও আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের আমীর হিসাবে পূর্ব-প্রদত্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত এই তথ্যটি সঠিক নহে যে, নবী করীম (সা) 'উমরাতুল জি'রানা' এর বৎসরে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' প্রকৃতপক্ষে উমরাতুল জি'রানার বৎসরে হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন—আত্তাব ইব্‌ন উসায়েদ। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জের আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন হিজরী নবম সনে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : একদা আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন আলী (রা)-এর উপর দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত

পবিত্র মক্কায় গিয়াছিলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম : আপনারা তথায় কী ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, আমরা সেখানে এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম: 'মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে উলঙ্গ অবস্থায় কেহ কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না; আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর সেই সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।' তিনি আরও বলিলেন : আমি উক্ত ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম। উহা প্রচার করিতে করিতে আমার গলা বসিয়া গিয়াছিল।

ইমাম শা'বী (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সা) যখন আলী (রা)-এর উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত তথায় গমন করিয়াছিলাম। তিনি উক্ত ঘোষণা করিতে করিতে তাঁহার গলা বসিয়া গেলে আমি উহা প্রচার করিতাম।' রাবী বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কী কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : আমরা চারিটি বিষয়ে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলাম : এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না; মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।'

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইব্ন জারীর একাধিক সূত্রে শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার শা'বী (র) হইতে মুগীরার সূত্রে শু'বা (র)ও উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, শু'বা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েত অনুসারে দ্বিতীয় ঘোষণাটি হইতেছে এই : 'আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাস সময় দেওয়া যাইতেছে। চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।'

ইব্ন জারীর (র) বলেন : আমি মনে করি, কোন রাবী ভুলবশত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধিচুক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারিমাস সময় দেওয়া যাইতেছে। বস্তুত বিপুল-সংখ্যক রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা)-এর সহিত যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি ছিল, তাহাদের বিষয়ে অন্যরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছিল। (অর্থাৎ তাহাদিগকে সন্ধি-চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল।)'

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) তাঁহাকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। তাঁহাদের দায়িত্ব ছিল; মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচার করা। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌছিলে নবী করীম

(সা) বলিলেন : দায়িত্ব-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণাকে আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি আলী (রা)-এর উপর উক্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিলেন।

ইমাম তিরমিযী (র)ও তাফসীর অধ্যায়ে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়া উহাকে হাসান গরীব বলিয়াছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : সূরা বারাআতের প্রথম দশটি আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহার উপর লোকদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইবার দায়িত্ব অর্পণ করত তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন : তুমি গিয়া আবূ বকরের সহিত মিলিত হও। যেখানে পৌঁছিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, সেখানেই থাকিয়া চিঠিখানা তাহার নিকট হইতে নিজের কাছে লইবে এবং মক্কায় গিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইবে। নবী করীম (সা)-এর আদেশ অনুসারে আমি পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হইয়া গেলাম। পথিমধ্যে 'জুহ্ফা' নামক স্থানে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে চিঠিখানা নিজের কাছে লইলাম। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমার মধ্যে কী কোন দোষ দেখা দিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, তবে জিব্রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন : আপনি অথবা আপনার পরিবারের কেহ ছাড়া অন্যকেহ এই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ দুর্বল। আর ইহার অর্থ এই নয় যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন; বরং উহার অর্থ এই যে, তিনি নবী করীম (সা) কর্তৃক তাঁহার প্রতি প্রদত্ত আমীরুল হজ্জের দায়িত্ব পালন করিবার পর নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। যাহা অন্য রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ (র) ... হযরত আলী (রা) হইতে ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) যখন তাঁহার উপর মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তি ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেন, তখন তিনি আরয করিলেন : 'হে আল্লাহ্র নবী ! আমার ভাষাও সুচারু এবং সাবলীল নহে আর আমি বাগ্মীও নহি।' নবী করীম (সা) বলিলেন : আমি এবং তুমি এই দুইজনের একজনকেই যাইতে হইবে। আলী (রা) বলিলেন : এইরূপ হইলে নিশ্চয় আমিই যাইব। নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি যাও। আল্লাহ্ তোমার ভাষাকে ঠিক করিয়া দিবেন এবং তোমাকে সঠিক পথে চালাইবেন। অতঃপর নবী করীম (সা) তাঁহার মুখ গহ্বরের উপর হাত রাখিলেন।

ইমাম আহমদ (র) ... যায়েদ ইব্ন ইয়াসীগ নামক জনৈক হামদানবাসী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়াযীদ ইব্ন ইয়াসীগ বলেন : একদা আমরা আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম: আপনি কী কী বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন : চারিটি বিষয়ের ঘোষণা প্রচার করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইয়া আমি পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলাম—মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে

পারিবে না; আল্লাহ্‌র নবীর সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহার সনদকে হাসান সহীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শু'বা (র) উহা উপরোক্ত রাবী আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সনদের গোড়ার রাবীর নাম যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ-এর স্থলে যায়েদ ইব্‌ন আসীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁর ভুল হইয়াছে। সুফ্ইয়ান সাওরীও আলী (রা) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) বলেন : বারাআত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) আমাকে এই চারিটি বিষয় ঘোষণা করিবার দায়িত্ব দিয়া পবিত্র মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন : এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর কোন মুশরিক মসজিদুল হারাম এর নিকট আসিতে পারিবে না; আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে এবং মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) অপর এক সূত্রে ... আলী (রা) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইসরাঈল আবূ ইসহাক (র)-এর সূত্রে যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যায়েদ ইব্‌ন ইয়াসীগ বলেন : 'বারাআত' (দায়িত-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) প্রথমে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে উক্ত দায়িত্ব দিয়া সেখানে পাঠাইলেন। তিনি উক্ত ঘোষণাপত্র আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট হইতে নিজের নিকট লইলেন। ফিরিয়া আসিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার মধ্যে কি কোন দোষ আসিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : 'না; তবে, আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ দিয়াছেন যে, উক্ত ঘোষণা যেনো স্বয়ং আমি অথবা আমার পরিবারের কোন সদস্য প্রচার করে। আলী (রা) পবিত্র মক্কায় গিয়া লোকদের নিকট ঘোষণা করিলেন : আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না; মু'মিন আত্মা ছাড়া অন্য কোন আত্মা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়েন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ জা'ফর (র) বলেন : নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইবার পর তাঁর প্রতি বারাআত (অর্থাৎ মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা) নাযিল হইল। উহা নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা)-কে কেহ বলিলেন : 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যদি আপনি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর উহা প্রচার করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট কাহাকেও প্রেরণ করিতেন, তবে ভালো হইত। নবী করীম (সা) বলিলেন : আমার পরিবারের

কোন সদস্য ছাড়া অন্য কেহ উহাকে আমার পক্ষ হইতে প্রচার করিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে বলিলেন : সূরা বারাআতের এই অংশ সঙ্গে লইয়া তুমি মক্কায় যাও। সেখানে মিনার জনসমাবেশে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে ঘোষণা করো : কোন কাফির ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

আদেশ পাইয়া আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর উটনী আল-আয্বায় আরোহণ করিয়া পবিত্র মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সহিত মিলিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি আমীর হইয়া প্রেরিত হইয়াছ অথবা মামুর হইয়া ? আলী (রা) বলিলেন : আমি মামুর (আপনার নেতৃত্বাধীন) হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে পবিত্র মক্কার দিকে চলিলেন। তাঁহাদের পবিত্র মক্কায় পৌঁছিবার পর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সকল সাহাবীকে লইয়া হজ্জ করিলেন। সে বৎসরও মুশরিকগণ প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে হজ্জ করিয়াছিল। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবীগণ ইসলামী বিধান মুতাবিক হজ্জ পালন করিলেন। আলী (রা) নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় জন-সমাবেশ দাঁড়াইয়া বলিলেন : 'হে লোক সকল ! কোন কাফির ব্যক্তি কিছুতেই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; এই বৎসর পর আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না; এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।" ইহার পর কোন মুশরিকও আর হজ্জ করিতে আসে নাই এবং উলঙ্গ অবস্থায়ও আর কেহ কা'বা ঘর তাওয়াফ করে নাই। যাহা হউক, হজ্জ আদায় করিয়া আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং আলী (রা) উভয়ে একসঙ্গে নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। উপরোক্ত ঘোষণা ছিল নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিতে আবদ্ধ এবং অনির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ সকল মুশরিকের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা।

ইব্ন জারীর আবুস সাহবা বকরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি আলী (রা)-এর নিকট (يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) কোনদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন : নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইলেন। তাঁহাকে পাঠাইবার পর সেই বৎসরই সূরা বারাআতের চল্লিশটি আয়াত সহকারে আমাকেও পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন। আরাফাতের দিনে (যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখে) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জনগণের সম্মুখে খুতবা প্রদান করিবার পর আমাকে বলিলেন : 'হে আলী! তুমি আল্লাহ্র রাসূলের বার্তা লোকদের নিকট পৌছাইয়া দাও। আমি দাঁড়াইয়া লোকদিগকে সূরা বারাআতের প্রথম চল্লিশটি আয়াত পড়িয়া শুনাইলাম। অতঃপর আমরা মিনায় আসিলাম। এখানে আসিয়া আমি কংকর নিক্ষেপ করিয়া এবং কুরবানী করিয়া মাথা মুণ্ডাইলাম। ভাবিলাম, আরাফাতের দিনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খুতবা দিবার কালে সকলে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিল না; তাই আমি লোকদের তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়া তাহাদিগকে বারাআতের

আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইলাম। আমার মনে হয়, এইরূপ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ (يَـوْمُ النَّحْـرِ) তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়া লোকদিগকে আমার বারাআতের আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনাইবার কারণে তোমরা মনে করিয়াছ যে, আকবর হজ্জের দিন হইতেছে, যিলহাজ্জ মাসের দশ তারিখ। প্রকৃত পক্ষে ইয়াওমুল হজ্জে আকবর হইতেছে আরাফাতের দিন—যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ।

আবদুর রায্‌যাক (র) মুআম্মারের সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি আবূ জুহায়ফাকে 'ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবর' কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : 'উহা হইতেছে আরাফাতের দিন (অর্থাৎ যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ)। জিজ্ঞাসা করিলাম : উহা কি আপনার নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন অথবা সাহাবীদের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন : উহার সবটুকুই সাহাবীদের নিকট হইতে শুনিয়া বলিতেছেন। আবদুর রায্‌যাক ইব্‌ন জুরাইজের সূত্রে আতা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা বলেন : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে আরাফাতের দিন।

উমর ইব্‌ন ওয়ালীদ ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা উমর (রা) বলিলেন : আজ হইতেছে আরাফাতের দিন; আজ হইতেছে আকবর হজ্জের দিন। এইদিনে যেন কেহ রোযা না রাখে। রাবী শিহাব ইব্‌ন আব্বাদ বিসূরী বলেন : পিতার নিকট উক্ত রিওয়ায়েত শুনিবার পর একদা আমি হজ্জ পালন করিতে গেলাম। হজ্জ পালন করিয়া আমি মদীনায় গমন করত লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিল : মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব। আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম : আমি লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি কে ? তাহারা বলিয়াছে, মদীনার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হইতেছেন সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব। আপনি আমাকে বলুন, আরাফাতের দিনে রোযা রাখা যায় কিনা। তিনি বলিলেন : আমার অপেক্ষা একশত গুণ অধিকতর উত্তম ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি। সেই উত্তম ব্যক্তি হইতেছেন উমর (রা) অথবা ইব্‌ন উমর (রা) (এস্থলে নির্দিষ্ট নামটি রাবী ভুলিয়া গিয়াছেন।) তিনি আরাফাতের দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন : এই দিন হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা), মুজাহিদ, ইকরামা এবং তাউস (র) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিয়াছেন : 'আরাফাতের দিনই হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ নবী করীম (সা) হইতে মুরসাল সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতেও অনুরূপ কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) ... ইব্‌ন মাখরামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : নবী করীম (সা) আরাফাতের দিনে খুতবায় বলিয়াছেন যে, এই দিন হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইব্‌ন জুরাইজ ও মিসওয়ার ইব্‌ন

মাখরামা হইতে অন্য এক সনদে বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিতে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর বলিতেছি : আজ হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ । উক্ত রিওয়ায়েতের সনদেও রাবী সাহাবীর নাম উহ্য রহিয়াছে। يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতটি হইল যে, তাহা হইল কুরবানীর দিন অর্থাৎ দশম তারিখ। এই অভিমতের অনুকূল রিওয়ায়েতসমূহ হইতেছে এই :

হুশাইম (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) বলিয়াছেন : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে يوم النحر (কুরবানীর প্রথম দিন)। ইসহাক সুবাইয়ী (র) হারিস আওয়ার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হারিস আওয়ার বলেন : একদা আমি আলী (রা)-এর নিকট يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : উহা হইতেছে يوم النحر (কুরবানীর প্রথম দিন)।

আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক কুরবানীর দিনে একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া জাবানা নামক স্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি লোক তাঁহার খচ্চরের লাগাম ধরিয়া তাঁহাকে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন : উহা হইতেছে আজিকার দিন। এখন উহার লাগাম ছাড়িয়া দাও।

আবদুর রায্যাক (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে কুরবানীর দিন। উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে প্রায় অনুরূপ অর্থে শু'বা, হুশাইম ও অন্যান্য রাবীগণ উহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন সিনান হইতে আ'মাশ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সিনান (র) বলেন : একদা কুরবানীর দিনে মুগীরা ইব্ন শু'বা একটি উটের পিঠে সওয়ার হইয়া আমাদের সম্মুখে বক্তৃতা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন : আজিকার দিন হইতেছে يوم الاضحى (কুরবানীর দিন); আজিকার দিন হইতেছে يوالنحر (যবাহ করার দিন) এবং আজিকার দিন হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (হজ্জের সর্বপ্রধান কার্যের দিন)। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে يو النحر (কুরবানীর দিন)।

আবূ জুহায়ফা, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন হাদী, নাফি ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতইম, শা'বী, ইবরাহীম নাখঈ, মুজাহিদ, ইকরামা, আবূ জা'ফর বাকির, যুহরী এবং আবদুর রহমান ইব্ন আসলাম হইতেও উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবূ

হুরায়রা (রা) বলেন : يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে : কুরবানীর দিন। উপরোক্ত মর্মে আরো একাধিক হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের কয়েকটি উল্লেখিত হইতেছে :

ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বিদায় হজ্জে যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে মিনায় কংকর নিক্ষেপের স্থানে অবস্থান করিবার কালে বলিয়াছিলেন : আজিকার দিন হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (হজ্জের সর্ব প্রধান কার্যের দিন)।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইমাম ইব্ন মারদুবিয়াও উপরোক্ত রাবী আবূ জাবির (র) সূত্রে এবং ইব্ন মারদুবিয়া উহাকে রাবী হিশাম ইব্ন গাযীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার উহাকে রাবী নাফি হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা ... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) কানের আগা ছেড়া একটি লাল উটনীর পিঠে সওয়ার থাকা অবস্থায় আমাদিগকে বলিলেন : আজিকার দিনটি কোন দিন তাহা কি তোমরা বলিতে পারো ? সাহাবীগণ বলিলেন : আজিকার দিনটি হইতেছে কুরবানীর দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা ঠিকই বলিয়াছ। আজিকার দিনটি يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ও বটে।

ইব্ন জারীর (র) ... আবূ বুকরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ বুকরা বলেন " এই দিনে (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ) নবী করীম (সা) একটি উটের পিঠে বসিলেন। লোকেরা উটের লাগাম হাতে লইল। অতঃপর নবী করীম (সা) আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আজ কোন দিন ? আমরা-চুপ রহিলাম। ভাবিলাম, তিনি এই দিনকে অন্য একটি নামে অভিহিত করিবেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন : ইহা কি يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ নহে ? উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ সহীহ্। সহীহ্ হাদীস দ্বারা অনুরূপ কথা প্রমাণিত হয়।

আবুল আহওয়াস ... আমর ইব্ন আহ্ওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আমর ইব্ন আহ্ওয়াস (রা) বলেন : বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আজ কোন দিন ? তাহারা বলিলেন : আজ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ।

সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ হইতেছে কুরবানীর দ্বিতীয় দিন (অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের এগার তারিখ)। ইমাম ইব্ন আবী হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ বলেন : হজ্জের সবগুলি দিনই হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ । আবূ উবায়িদও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) বলেন : হজ্জের দিনসমূহ, উটের যুদ্ধের দিন এবং সিফ্ফীনের যুদ্ধের দিন : উহাদের সবগুলিই হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ।

সাহল সিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন : একদা লোকে হাসান বসরী (র)-কে يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ কোন দিন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ কোন দিন তাহা জানিয়া তোমরা কী করিবে ? যে বৎসর নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে একদল

সাহাবীকে হজ্জে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বৎসরটিই (অর্থাৎ দিন বিশেষ নহে; বরং সমগ্র বৎসরটিই হইতেছে يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ।

(٤) اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ
شَيْئًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى
مُدَّتِهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

৪. তবে মুশরিকদের মধ্যে যাহাদিগের সহিত তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যাহারা তোমাদিগের চুক্তিরক্ষায় কোন ক্রটি করে নাই এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য করে নাই, তাহাদিগের সহিত নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করিবে। আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন : 'আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যে সকল মুশরিকের অনির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে চারি মাসের সময় দেওয়া হইতেছে। চারি মাস সময়ের মধ্যে তাহারা জান বাঁচাইবার জন্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানে চলিয়া যাইতে পারিবে । চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবার পর তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।' আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : 'কিন্তু তোমাদের সহিত যাহাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে, তাহারা যদি কোনরূপে চুক্তি-ভঙ্গ না করিয়া থাকে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও সাহায্য না করিয়া থাকে, তবে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের সহিত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করিবে। যাহারা চুক্তি ভঙ্গ না করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

ইতিপূর্বে একাধিক সনদে এই মর্মে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) আলী (রা) প্রমুখ সাহাবীদিগকে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যাহাদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, (তাহারা চুক্তি মানিয়া চলিলে) চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত উহা বলবৎ থাকিবে।' এখানে উক্ত রিওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

(٥) فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ
وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ
فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৫. অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হইলে মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে হত্যা করিবে, তাহাদিগকে বন্দী করিবে, অবরোধ করিবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাহাদের জন্যে

ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে; কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তাহাদিগের পথ ছাড়িয়া দিবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : 'যে সকল মুশরিককে চারি মাস সময় দেওয়া হইয়াছে, প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। তেমনি তোমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার করিবে, অবরোধ করিবে এবং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে সম্ভাব্য সকল পথে ওঁৎ পাতিয়া থাকিবে; তবে তাহারা কুফরী পরিত্যাগ করিয়া ঈমান আনিলে, নামায কায়েম করিলে এবং যাকাত প্রদান করিলে তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।'

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ (নিষিদ্ধ মাসসমূহ) কোন কোন মাস এ সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে চারি মাসকে নিষিদ্ধ চারি মাসরূপে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে সেই নিষিদ্ধ চারি মাস। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে—বারো মাস। উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে—নিষিদ্ধ (৯ : ৩৬)।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'নিষিদ্ধ চারি মাস' হইতেছে—যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররম এবং রজব। অতএব, ইমাম ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে—উক্ত চারি মাস অর্থাৎ যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহার্‌রম এবং রজব।)

ইমাম আবূ জা'ফর বাকেরও ইমাম ইব্ন জারীরের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর যে সকল মুশরিককে হত্যা করিতে বলা হইয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে উক্ত নিষিদ্ধ চারি মাসের প্রথম মাস হইতেছে রজব মাস এবং শেষ মাস হইতেছে মুহার্‌রম মাস। ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় : 'সংশ্লিষ্ট মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর মুহার্‌রম মাস শেষ হইলেই তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে। আয়াতের পুরা বর্ণনা হইতে যাহা সঠিক মনে হইতেছে তাহা হইল যাহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যে নিষিদ্ধ মাসসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, ঐগুলি হইতেছে : فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ এই আয়াতাংশে উল্লেখিত 'চারি মাস'। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

উক্ত চারি মাস অতিবাহিত হইবার পর তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা করিবে।' মুজাহিদ, আমর ইব্‌ন শুআয়েব, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলামও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ শব্দগুচ্ছটি হইতেছে একটি নির্দিষ্ট (معرفه) শব্দগুচ্ছ। কোন অনুল্লেখিত বিষয়কে এইরূপ নির্দিষ্ট শব্দের পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অপেক্ষা ইতিপূর্বে উল্লেখিত কোন বিষয়কে উহার পদবাচ্য হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়; অতএব ইতিপূর্বে যে চারিটি মাস' উল্লেখিত হইয়াছে উহাকেই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত নিষিদ্ধ মাসসমূহের' উদ্দিষ্ট হিসাবে গ্রহণ করা অধিকতর শ্রেয়।

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ অর্থাৎ 'সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যে চারি মাস সময় দিয়াছি, সেই চারি মাস সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর।'

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ অর্থাৎ 'তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।' উক্ত আয়াতাংশের তাফসীর এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন 'তোমরা সংশ্লিষ্ট মুশরিকদিগকে হারাম শরীফের বাহিরে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে।' হারাম শরীফের মধ্যে তাহাদিগকে হত্যা করে যাইবে না। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় :

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ - فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ .

অর্থাৎ আর, তোমরা মসজিদুল হারাম-এর নিকটে তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ করিও না—যতক্ষণ না তাহারা উহার নিকট তোমাদের সহিত অগ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাহারা তথায় তোমাদের সহিত অগ্রে যুদ্ধে লিপ্ত হইলে তোমরা সেখানেও তাহাদিগকে হত্যা করিও (২ : ১৯১)।

وَخُذُوْهُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা তাহাদিগকে বন্দী করিতে চাও, তবে তাহা কর।

وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ অর্থাৎ 'তোমরা বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় তাহাদিগকে নিজেদের সামনে পাইবার ভরসায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিও না; বরং তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিও এবং ওঁৎ পাতিবার স্থানসমূহে ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিও। এইরূপ বিশাল পৃথিবীকে তাহাদের জন্যে সংকীর্ণ করিয়া দিও। ফলে তাহারা হয় নিহত হইবে, আর না হয় ইসলাম গ্রহণ করিবে।'

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

কিন্তু, যদি তাহারা কুফরী ত্যাগ করিয়া ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

উক্ত আয়াতাংশ এবং অনুরূপ আয়াতসমূহের ভিত্তিতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) স্বীয় খিলাফতের যুগে যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়াছিলেন। উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরগণ যতদিন কুফরী ত্যাগ করিয়া ফরয কার্যসমূহ পালন না করিবে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে হত্যা করিবে। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা সালাত ও যাকাতকে উল্লেখ করিয়া সকল ফরয কার্যসমূহের

প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অর্থাৎ কাফিরগণ শুধু ঈমান আনিলে এবং সালাত কায়েম করিলে আর যাকাত প্রদান করিলেই হত্যা হইতে ক্ষমা পাইবে না; বরং হত্যা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাদিগকে ঈমানের সহিত সকল ফরয কার্য করিতে হইবে। ঈমানের পর বান্দার নিকট প্রাপ্য আল্লাহ্‌র সর্বপ্রধান হক হইতেছে—সালাত। আবার সালাতের পর সর্বপ্রধান পরয হইতেছে—যাকাত। উক্ত দুইটি ইবাদতকে উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ সকল ফরয ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সালাতের অব্যবহিত পরেই যাকাতের স্থান রহিয়াছে বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদের অনেক স্থানে সালাতের সহিত যাকাতকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—মানুষ যতদিন এই সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল আর সালাত কায়েম না করিবে এবং যাকাত প্রদান না করিবে, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।

আবূ ইসহাক (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন : তোমাদিগকে নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান না করে, তাহার নামাযের কোন মূল্য নাই।' আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ছাড়া শুধু নামাযকে কবূল করেন না।' তিনি আরো বলেন : 'আল্লাহ্ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে রহম করুন ! তিনি কত বড় ফকীহ্ ও জ্ঞানী ছিলেন।'

ইমাম আহমদ (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মানুষ যতদিন সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, ততদিন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। যখন তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, আর আমাদের কিবলার দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিবে, আমাদের যবাহ্‌কৃত পশুর গোশ্ত খাইতে আপত্তি করিবে না এবং আমাদের নামাযের ন্যায় নামায আদায় করিবে, তখন তাহাদের জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করা আমাদের জন্যে হারাম হইয়া যাইবে। তবে কেহ জান-মালের উপর হস্তক্ষেপ করিবার মতো অপরাধ করিলে তাহার ব্যাপার স্বতন্ত্র হইবে। মুসলমানগণ যে সকল অধিকার ভোগ করিবে, তাহারাও সেই সকল অধিকার ভোগ করিবে এবং মুসলমানগণ যে সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে, তাহারাও সেই সকল কর্তব্য পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।'

ইমাম ইব্‌ন মাজা ছাড়া 'সুনান শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের সকল সংকলক এবং ইমাম বুখারী উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে উপরোক্ত রাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ... ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিবার অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় নেয়, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ রাযী থাকা অবস্থায় সে দুনিয়া হইতে বিদায় নেয়'।

রবী' ইব্‌ন আনাস (র) বলেন—আনাস (রা) বলিয়াছেন—উক্ত হাদীসে নবী করীম (সা) তাওহীদভিত্তিক যে ইবাদতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই হইতেছে আল্লাহ্‌র দীন যাহাকে প্রচার করিবার জন্যে নবী (আ)গণ আগমন করিয়াছেন। নবীগণের ইন্তিকালের পর উক্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া ভিত্তিহীন গল্প ও কাহিনী রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌র দীন নয়। নিম্নের আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলাই উপরোক্ত তাওহীদভিত্তিক ইবাদতের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ .

আনাস (রা) বলেন, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত 'তওবা' হইতেছে—মূর্তি-পূজাকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা। আনাস (রা) আরো বলেন : এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ .

"তবে তাহারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, তখন তাহারা তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে (৯ : ১১)।"

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন নাসর উহাকে কিতাবুস সালাতে ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াত হইতেছে যুদ্ধের আদেশ সম্পর্কিত আয়াত। আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) বলেন : উক্ত আয়াত, নবী করীম (সা)-এর সহিত সম্পাদিত মুশরিকদের যাবতীয় সন্ধি চুক্তিকে রহিত ও বাতিল ঘোষণা করিয়াছে। নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি এবং অনির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি সকল শ্রেণীর চুক্তিই উহা দ্বারা বাতিল ঘোষিত হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব-মুক্তির ঘোষণা সম্বলিত আয়াত এবং এই আয়াত নাযিল হইবার পর এই আয়াতে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুশরিকদের সহিত সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধি-চুক্তি বাতিল হইয়া গিয়াছে। যাহাদের সহিত মেয়াদী সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত ছিল, তাহাদের বেলায় উক্ত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' হইতেছে—যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ হইতে রবিউস্ সানী মাসের দশ তারিখ পর্যন্ত চারি মাস।'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন— 'যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের সন্ধি চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করিলে 'নিষিদ্ধ মাসসমূহ' অতিবাহিত হইবার পর তাহাদিগকে হত্যা কর।' উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে মুশরিকদের সহিত মুসলমানগণ কর্তৃক

সম্পাদিত যাবতীয় সন্ধিচুক্তিকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পূর্বে যে বিষয়টিকে তিনি চুক্তি পালনের শর্ত হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আবূ হাতিম (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে চারিখানা তরবারিসহ পাঠাইয়াছেন : প্রথম তরবারিখানা হইতেছে আরবের মুশরিকদিগকে হত্যা করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ 'মুশরিকদিগকে যেখানে পাও, সেখানেই হত্যা করিও'।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আবী হাতিম উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। আমার মনে হয় দ্বিতীয় তরবারিখানা হইতেছে—আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহূদী ও নাসারাকে হত্যা করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ .

যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া গ্রহণ করে না আর সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না (অর্থাৎ আহলে কিতাব জাতিসমূহ) তাহারা যতদিন অধীন হইয়া জিয্‌য়া প্রদান না করে, ততদিন তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর (৯ : ২৯)।

তৃতীয় তরবারিখানা হইতেছে—মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ হে নবী ! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন (৯ : ৭৩)।

চতুর্থ তরবারিখানা হইতেছে—বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আদেশ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ .

আর দুই দল মু'মিন যদি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাহাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দাও। যদি তাহাদের একদল অন্য দলের প্রতি অত্যাচার করে, তবে যে দল অত্যাচার করে, তোমরা সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো—যতক্ষণ না উহারা আল্লাহ্‌র ফয়সালার দিকে ফিরিয়া আসে (৪৯ : ৯)।

আলোচ্য আয়াত فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ সম্বন্ধে যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র) বলেন : উহাতে বর্ণিত বিধান নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা 'রহিত مَنْسُوْخٌ হইয়া গিয়াছে :

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ·

"উহার পর তোমরা হয় মুক্তিপণ গ্রহণ ব্যতিরেকে, না হয় মুক্তিপণের বিনিময়ে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে। যতদিন যুদ্ধ বন্ধ না হইবে, ততদিন তোমরা এইরূপেই তাহাদের সহিত আচরণ করিবে (৪৭ : ৪)।"

পক্ষান্তরে কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন : আলোচ্য আয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান রহিত হইয়া গিয়াছে :

فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۔

(٦) وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ۟

৬. মুশরিকদের মধ্য হইতে কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিবে যাহাতে সে আল্লাহ্‌র বাণী শুনিতে পায়, অতঃপর তাহাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, কারণ তাহারা অজ্ঞ লোক।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন : 'যে সকল মুশরিকের বিরুদ্ধে তোমাকে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি এবং যাহাদের জান-মালকে তোমার জন্যে হালাল করিয়াছি, তাহাদের কেহ যদি তোমার নিকট আশ্রয় চাহে, তবে তুমি তাহাকে আশ্রয় দিও—যাহাতে সে আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার সুযোগ পায়। আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার পর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নিজস্ব নিরাপদ স্থানে না পৌঁছে, ততক্ষণ তুমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবে। বস্তুত তাহারা হইতেছে অজ্ঞ। তাহাদের মধ্যে স্বীয় দীনের দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে এই নির্দেশ দিতেছেন। তাহাদিগকে এইরূপ সুযোগ প্রদান করিলে ঈমান না আনিবার পক্ষে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট কোন ওজর বাহানা পেশ করিতে পারিবে না।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ্ বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন—কোন মুশরিক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলে তাহাকে আল্লাহ্‌র কালাম শুনাইবার জন্যে এবং যতক্ষণ সে স্বীয় নিরাপদ স্থানে প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিবার জন্যে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-এর নিকট হিদায়েত প্রত্যাশী হইয়া অথবা কোন ব্যক্তি বা গোত্রের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকট কেহ আগমন করিলে আলোচ্য আয়াতের বিধান অনুসারে তিনি তাহাকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিতেন। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার কালে কুরায়েশ গোত্রের উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ, মিকরায ইব্‌ন হাফস, সুহায়েল ইব্‌ন আমর প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি একের পর এক নবী করীম (সা)-এর সহিত বিরোধ-নিষ্পত্তির ব্যাপারে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত আলোচনা করিতে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহাতে তাহারা বিস্ময়াভিভূত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল—সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-কে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্মান করে। তাহারা রোমক সম্রাট অথবা অন্য কোন পরাক্রমশালী রাজা-বাদশাহ্‌কে স্বীয় অমাত্যগণের

নিকট হইতে এইরূপ সম্মান পাইতে দেখে নাই। স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে অবহিতও করিয়াছিল। ইহা তাহাদের অধিকাংশের হিদায়েত-প্রাপ্তির অন্যতম কারণ হিসাবেও কাজ করিয়াছিল।

একদা মুসায়লামা কায্যাব নামক ভণ্ড নবীর জনৈক প্রতিনিধি নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান করো যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল ? সে বলিল : হ্যাঁ! আমি সেইরূপ সাক্ষ্য প্রদান করি। নবী করীম (সা) বলিলেন : প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করা অন্যায় না হইলে নিশ্চয় আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। অবশ্য, ইব্ন মাসউদ (রা) যখন কূফার শাসনকর্তা হিসাবে সেখানে নিযুক্ত ছিলেন, তখন উক্ত ব্যক্তির হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার নাম ছিল ইব্ন নাওয়াহা। ইব্ন মাসউদ (রা) কূফার শাসনকর্তা থাকাকালে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সে সাক্ষ্য দেয় যে, মুসায়লামা আল্লাহ্‌র রাসূল। ইব্ন মাসউদ (রা) তাহার নিকট এই কথাসহ লোক পাঠাইলেন যে, যেহেতু তুমি এখন কাহারো প্রতিনিধি নও, তাই তোমাকে হত্যা করায় আর কোন বাধা নাই। অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হইল। যাহা হউক, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানের কারণেই নবী করীম (সা) উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতে বিরত রহিয়াছিলেন।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক যদি কোন সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে, ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে, জিয্য়া প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে ইসলামী রাষ্ট্রে আগমন করিলে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরুল মু'মিনীন অথবা তাহার প্রতিনিধির নিকট নিরাপত্তার জন্যে আবেদন জানায় ইসলামী রাষ্ট্র তাহাকে নিরাপত্তার সহিত তথায় অবস্থান করিতে অনুমতি দিবে। তবে ফকীহ্‌গণ বলেন : এইরূপ ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ চারি মাস অবস্থান করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে; তাহাকে এক বৎসর অবস্থান করিতে দেওয়া যাইবে না।

চারি মাসের অধিক এবং এক বৎসরের কম সময় অবস্থান করিবার জন্যে এইরূপ ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া যাইবে কিনা—সে বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র) প্রমুখ ফকীহ্‌গণ হইতে দুইরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

(٧) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا
لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

৭. আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট মুশরিকদের চুক্তি কি করিয়া বহাল থাকিবে ? তবে যাহাদের সহিত মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলে, যতদিন তাহারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, তোমরাও তাহাদের চুক্তিতে স্থির থাকিবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে পসন্দ করেন।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব মুক্তি ঘোষণা করিবার হিকমাত ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিবে; অথচ তাহাদিগকে হত্যা না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে—ইহা হইতে পারে না। বরং উক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট তাহাদের জন্যে কোনরূপ নিরাপত্তা নাই—থাকিতে পারে না। তাই নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা তাহাদিগকে যেখানে পাইবে সেখানেই হত্যা করিবে। এতদসহ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—অবশ্য কুরায়েশ যতদিন হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তিকে মানিয়া চলিবে, ততদিন তোমরাও উহাকে মানিয়া চলিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন।

الاَّ الَّذِيْنَ عَاهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ .

অর্থাৎ তবে যাহাদের সহিত তোমরা হুদায়বিয়ায় দশ বৎসর মেয়াদী সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ, তাহারা যত দিন উহা মানিয়া চলে, ততদিন তোমরাও উহা মানিয়া চলিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি রক্ষাকারীদিগকে ভালবাসেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মু'মিনদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে কুরায়শের বাধা দিবার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। মসজিদুল হারামে যাইতে মু'মিনদিগকে কুরায়েশ গোত্রের বাধা দিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন :

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ .

"তাহারা সেই সকল লোক যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে যাইতে বাধা দিয়াছে আর কুরবানীর পশুকে উহার স্থানে যাইতে বাধা দিয়াছে" (৪৮ : ২৫)।

বস্তুত নবী করীম (সা) এবং মু'মিনগণ কুরায়েশের সহিত সম্পাদিত হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া চলিয়াছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকাদ মাসে। এক সময়ে কুরায়েশ গোত্র চুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের সহিত সন্ধিবদ্ধ খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনী বকরের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তাহারা বনী বকরের পক্ষাবলম্বন করিয়া হারাম শরীফে খুযাআ গোত্রের লোকদিগকে হত্যা করিল। ইহাতে নবী করীম (সা) হিজরী অষ্টম সনের রমাযান মাসে তাহাদের (অর্থাৎ কুরায়েশের) বিরুদ্ধে অভিযান চালাইলেন এবং আল্লাহ্র সাহায্যে পবিত্র মক্কাকে বিজয় করিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত।

নবী করীম (সা)-এর মক্কা-বিজয়ের পর কুরায়েশ গোত্রের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল, নবী করীম (সা) তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিলেন। এই সকল লোক নিরাপদ ও মুক্ত (الطلقاء) নামে অভিহিত হইল। উহাদের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল। পক্ষান্তরে যাহারা স্বীয় কুফরে অবিচল থাকিয়া পালাইয়া গেল নবী করীম (সা) চারি মাসের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়া তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন—এই চারি মাসের মধ্যে তাহারা যেখানে যাইতে চাহে সেখানেই চলিয়া যাইতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে সাফওয়ান

ইব্ন উমাইয়া এবং ইকরামা ইব্ন আবূ জাহেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য নবী করীম (সা)-এর উক্ত ঘোষণার পর আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানীতে তাহারা হিদায়েত পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। সকল প্রশংসা আল্লাহ্তে নিবেদিত।

(٨) كَيْفَ وَاِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ؕ
يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَتَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ ۟

৮. কেমন করিয়া থাকিবে ? তাহারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হয়, তবে তাহারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দিবে না; তাহারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাহাদের হৃদয় উহা অস্বীকার করে; তাহাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ঘৃণ্য ও জঘন্য চরিত্রকে উল্লেখ করিয়া মু'মিনদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : মুশরিকগণ হইতেছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরকারী। এতদ্ব্যতীত, তাহারা সুযোগ পাইলে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাইতে মোটেই পিছপা হয় না। তাহারা কোনো চুক্তির ধার ধারে না। সুযোগ পাইলেই তাহারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালায়। তাহারা শুধু মৌখিক কথায় মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করে। তাহাদের অন্তর মুসলমানদের অস্তিত্ব বরদাশত করিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে অতিশয় সত্য-বিদ্বেষী ও অত্যাচার প্রবণ।

শব্দার্থ : ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা, ইকরামা এবং আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : الاِلُّ। আত্মীয়তার সম্পর্ক الذِّمَّةُ। চুক্তি; প্রতিশ্রুতি। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র)ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তামীম ইব্ন মুকবিল ও নিম্নোক্ত কবিতা চরণে الاِلُّ। শব্দকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন :

افسد الناس خلوف خلقوا * قطعوا الالّ واعراق الرحم

মানুষ যে পরিবর্তনকে গ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহাকে বিকারগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা আত্মীয়তা এবং রক্ত-সম্পর্কের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়াছে।

হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) নিম্নোক্ত কবিতা চরণে উহাকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন :

وجدنا هم كاذبا الهم * وذو الال والعهد لا يكذب

আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আত্মীয়তাকে মিথ্যা পাইয়াছি। অথচ, আত্মীয়তা এবং চুক্তির সম্পর্কে আবদ্ধ আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করিতে এবং চুক্তি ভঙ্গ করিতে পারে না।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন আবী নাজীহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন : মুজাহিদ বলেন : الْاِلُّ। আল্লাহ্।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুজাহিদ বলেন : لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً অর্থাৎ তাহারা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বা চুক্তি কোন কিছুরই পরওয়া করে না।

ইব্‌ন জারীর আবূ মিজলায হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : جبريل ، ميكائيل এবং اسرافيل এই শব্দগুলির অন্তর্গত اِيْلٌ শব্দটির অর্থ যেরূপে আল্লাহ্, সেইরূপে اِلّ শব্দটির অর্থও হইতেছে আল্লাহ্।

উপরে اِلّ শব্দের যে দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শব্দটিই সঠিক ও বিখ্যাত। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার উহার প্রথমোক্ত অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে অন্যত্র বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন.: اِلّ চুক্তি; প্রতিশ্রুতি। কাতাদা বলেন : اِلّ বন্ধুত্বের চুক্তি।

(٩) اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(١٠) لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّلَا ذِمَّةً ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

(١١) فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ ۭ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯. তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ও তাহারা লোকদিগকে তাঁহার পথ হইতে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা অতি নিকৃষ্ট।

১০. তাহারা কোন মু'মিনের সহিত আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, তাহারাই সীমালংঘনকারী।

১১. অতঃপর তাহারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে তাহারা তোমাদের দীনী ভাই; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে আমি নিদর্শন স্পষ্টরূপে বিবৃত করি।

তাফসীর : আয়াতত্রয়ের প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দা বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন: মুশরিকগণ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী পরিত্যাগ করিয়া উহার বিনিময়ে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের এই পরিত্যাগ ও গ্রহণ বড়ই নিন্দনীয়। উহা তাহাদের জন্যে বড়ই ক্ষতিকর ও ধ্বংসকর। তাহারা মু'মিনদের ব্যাপারে কোন আত্মীয়তা বা চুক্তি পালনের ধার ধারে না। বস্তুত, তাহারা হইতেছে অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী। তাহাদের অত্যাচার হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : কিন্তু যদি তাহারা কুফরী হইতে ফিরিয়া আসে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও না; কারণ সেই অবস্থায় তাহারা

তোমাদের দীনী ভাই হইয়া যাইবে। এইরূপেই আল্লাহ্ জ্ঞানবান জাতির জন্যে স্বীয় আয়াতসমূহ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

اشْتَرَوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অনুসরণ না করিয়া উহার পরিবর্তে তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থকে গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে তাহারা১ মু'মিনদিগকে সত্যের অনুসরণ হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর রায্‌যার (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি শির্‌ক না করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে ইবাদত করিবার, সালাত কায়েম করিবার এবং যাকাত প্রদান করিবার অবস্থায় দুনিয়া ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে। উক্ত কার্যসমূহই হইতেছে আল্লাহ্‌র দীন যাহাকে লইয়া আল্লাহ্‌র রাসূলগণ দুনিয়াতে আগমন করিয়াছেন এবং যাহাকে তাঁহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মানুষের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর লোকে মিথ্যা মতবাদ রচনা করিয়াছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়াছে। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত ইখলাস ও ইবাদাতের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ যদি তাহারা মূর্তি-পূজা ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময় (৯ : ৫)।

অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন :

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ ، وَنُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

অতঃপর ইমাম বায্‌যার বলিয়াছেন : আমি মনে করি সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায়ই সে দুনিয়া ত্যাগ করে। এই বাক্য পর্যন্ত কথাগুলি নবী করীম (সা)-এর বাণী। উহার পরবর্তী কথাগুলি রাবী ববী' ইব্‌ন আনাস-এর নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্‌ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(১২) وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ١٢

১২. তাহাদের চুক্তির পর তাহারা যদি তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ও তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তবে কাফিরগণের প্রধানদের সহিত যুদ্ধ করিবে; ইহারা এমন লোক যাহাদের প্রতিশ্রুতি প্রতিশ্রুতিই নহে। সম্ভবত তাহারা নিরস্ত হইতে পারে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন : যে সকল মুশরিকের সহিত তোমাদের নির্দিষ্ট মেয়াদের সন্ধি-চুক্তি রহিয়াছে, তাহারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীনকে নিন্দা ও গালি-গালাজ করে, তবে তোমরা তাহাদের নেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর; কারণ, তাহারা হইতেছে চুক্তিভঙ্গকারী। হয়তো তাহারা কুঠরী ত্যাগ করিয়া ঈমান আনিবে।

وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ অর্থাৎ আর যদি তাহারা তোমাদের দীনকে নিন্দা করে ও গালি দেয়।

উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা ফকীহ্গণ প্রমাণ করেন যে, কোন কাফির ব্যক্তি নবী করীম (সা)-কে অথবা আল্লাহ্র দীন ইসলামকে গালি দিলে বা নিন্দা করিলে তাহাকে হত্যা করিতে হইবে।

কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কাফিরদের নেতাগণ এর মধ্য হইতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণসহ কতগুলি মুশরিক নেতাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন : আবূ জাহেল, উতবা, শায়বা এবং উমাইয়া ইব্ন খালফ।

মুসআব ইবন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন : একদা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) খারিজী সম্প্রদায়ের একটি লোকের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লোকটি বলিল : এই ব্যক্তি কাফিরদের একজন নেতা। সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলিলেন : তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। আমি বরং কাফিরদের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাশ (র) যায়েদ ইব্ন ওয়াহাব (র) সূত্রে হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে হুযায়ফা (রা) বলেন : এই আয়াতে যে সকল কাফিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, মক্কা-বিজয়ের পর তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আর প্রয়োজন হয় নাই। আলী (রা) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, উহা কুরায়েশ গোত্রের মুশরিকদের কার্য উপলক্ষে নাযিল হইলেও উহাতে বর্ণিত বিধান শুধু তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না; বরং উহা তাহাদের প্রতি এবং অনুরূপ সকল কাফিরদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) আবদুর রহ্মান ইব্ন যুবায়ের ইব্ন নাফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতের যুগে সিরিয়ার দিকে তৎ-কর্তৃক প্রেরিত একটি সেনাবাহিনীর একজন সদস্য ছিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন : তোমরা একদল নির্বোধ লোকের সাক্ষাৎ পাইবে। তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করিও। আল্লাহ্র কসম ! তাহাদের একজনকে হত্যা করা অন্য সত্তর জনকে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর শ্রেয়। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ। উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٣) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ⑬

(١٤) قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ
عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

(١٥) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى
مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ⑮

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না, যাহারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়াছে ও রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করিয়াছে ? উহারাই তোমাদের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় কর ? মু'মিন হইলে আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে সমীচীন।

১৪. তোমরা তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনগণের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন।

১৫. অনন্তর উহাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাশীল হন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের মানবাধিকার বিরোধী হিংস্র কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে বলিতেছেন-যাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাঁহার জন্মভূমি হইতে বাহির করিয়াছে এবং নিজেরা প্রথমে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা কোন যুদ্ধ করিবে না ? তোমরা কি তাহাদিগকে ভয় করিতেছ ? বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কষ্ট অপেক্ষা অধিকতর ভীতিযোগ্য। যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হইয়া থাকো, তবে উহা উপলব্ধি করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আরো বলিতেছেন : তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে, লাঞ্ছিত করিতে, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে এবং মু'মিনদের অন্তর জুড়াইতে চাহেন। তিনি চাহেন; মু'মিনদের মনের ঝাল মিটুক, আর তিনি যাহাকে চাহিবেন, তাহার দিকে সন্তুষ্টি সহকারে আগাইয়া আসিবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ আর যাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাঁহার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ
خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ .

আর সেই সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন কাফিরগণ চক্রান্ত করিতেছিল : তাহারা তোমাকে তোমাদের জন্মভূমিতে থাকিতে দিবে অথবা তোমাকে হত্যা করিবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত

করিবে। তাহারা চক্রান্ত করিতেছিল আর তৎসহ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের চক্রান্তকে বানচাল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আর আল্লাহ্ সর্বোত্তম চক্রান্ত বানচালকারী।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন : يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ তাহারা আল্লাহ্র রাসূল এবং তোমাদিগকে (আল্লাহ্র রাসূল ও তোমাদের জন্মভূমি হইতে) নির্বাসিত করিয়া দেয়। তোমাদের অপরাধ হইতেছে এই যে, তোমরা স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর উপর ঈমান আনো (৬০ : ১)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا ٠

তাহারা তোমাকে তোমার জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছিল (১৭ : ৭৬)।

وَهُمْ بَدَئُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় একদল তাফসীরকার বলেন : উহাতে বদরের যুদ্ধের কারণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মক্কার মুশরিক বাহিনী স্বীয় বণিকদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে আগমন করিয়াছিল। বণিকদল নিরাপদে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে—ইহা জানিয়াও মুশরিক বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মুসলমানগণ আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মুশরিকগণ আক্রমণকারী এবং মুসলমানগণ আক্রান্ত হিসাবে বদরের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের উপরোক্ত আক্রমণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশে মক্কার মুশরিকদের হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহারা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া মুসলমানদের মিত্র খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে নিজেদের মিত্র বনী বকরের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে নবী করীম (সা) হিজরী অষ্টম সনে মুশরিকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া মক্কা বিজয় করিয়াছিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্তে নিবেদিত। আলোচ্য আয়াতাংশে মুশরিকদের উপরোক্ত চুক্তি ভঙ্গের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ অর্থাৎ তোমরা কাফিরদিগকে ভয় করিও না, বরং আমাকে, আমার আযাব ও শাস্তিকে ভয় কর, কারণ আমার আযাব ও শাস্তি ভয় করিবার মত। আমার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহাই হয় এবং যাহা ইচ্ছা করি না, তাহা হয় না।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ .

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের হিকমত বর্ণনা করিয়া মু'মিনদিগকে জিহাদ করিতে আদেশ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে যুদ্ধ করিতে আদেশ না দিয়া আমি অন্য পন্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি; কিন্তু আমি চাই তাহারা তোমাদের হাতে শাস্তিপ্রাপ্ত ও লাঞ্ছিত হউক, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করি এবং উহাতে তোমাদের প্রাণ জুড়াক।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি সকল মু'মিনের অন্তর জুড়াইবেন। মুজাহিদ, ইকরামা এবং সুদ্দী (র) বলেন : وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের লোকদের অন্তর জুড়াইবেন।

তাহারা অনুরূপভাবে বলেন : وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ তিনি খুযাআ গোত্রের লোকদের অন্তরের ক্রোধ ও জ্বালা দূর করিবেন।

ইমাম ইব্‌ন আসাকির (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : আমি রাগান্বিত হইলে নবী করীম (সা) আমার নাক ধরিয়া বলিতেন : হে আয়িশা ! তুমি বলো : হে আল্লাহ্ ! নবী মুহাম্মদের প্রতিপালক প্রভু! আমার গুনাহ্ মাফ করিয়া দাও, আমার অন্তরের গোস্বা দূর করিয়া দাও এবং যে বিপদাপদ মানুষকে গুমরাহ্ ও বিপথগামী করিয়া দেয় তাহা হইতে আমাকে বাঁচাও।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ কিসে বান্দাদের কল্যাণ হইবে, তাহা জানেন এবং তিনি প্রকৃতি সম্পর্কিত কথা ও কার্য এবং শরীআত সম্পর্কিত কথা ও কার্য হিকমাতের সহিত বলিয়া থাকেন এবং করিয়া থাকেন। তিনি যেইরূপ চাহেন সেইরূপ বিধানই জারী করেন এবং যাহা চাহেন তাহাই করেন। তিনি ন্যায়বিচারক। তিনি কখনো জুলুম করেন না। তিনি স্বীয় বান্দার সামান্য নেক বা বদ আমলকেও ধ্বংস করেন না; বরং ছোট বড় নেক বদ সকল আমলের জন্যেই বান্দাকে দুনিয়ায় বা আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি দিয়া থাকেন এবং দিবেন।

(١٦) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

১৬. তোমরা কি মনে কর যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে এমনি ছাড়িয়া দিবেন, যখন তিনি এ প্রকাশ করেন নাই, তোমাদের মধ্যে কে মুজাহিদ এবং কে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও গ্রহণ করেন নাই ? তোমরা যাহা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর : আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : হে মু'মিনগণ ! তোমরা কি মনে করিয়াছ আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া তোমাদের দাবীর উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন ? না, তিনি তাহা করিবেন না বরং তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া লইবেন; কাহারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণের বিরুদ্ধে কাহাকেও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না। পরন্তু তাহারা মুখে ও অন্তরে উভয় দিকে আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদিগকে ভালবাসেন। তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়চেতা কর্মবীর মু'মিনদিগকে দুর্বল ও বাক-সর্বস্ব ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক করিবেন। বস্তুত আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন।

وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً .

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাহাকেও গোপন বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে না বরং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণ এবং কাফিরগণ এই দুই দলের একদলকে (অর্থাৎ প্রথমোক্ত দলকে) বাছিয়া লইয়াছে। কবি বলেন :

وما ادرى اذا يممت ارضا * اريد الخير ايهما يلينى .

"আর মঙ্গলের সন্ধানে যখন আমি কোন স্থানে গমন করি, তখন জানি না—মঙ্গল ও অমঙ্গল এই দুইটির কোনটি আমার ভাগ্যে জুটিবে। (অর্থাৎ কবি, মঙ্গল ও অমঙ্গল এই উভয়টিকে সন্ধান করেন না; বরং তিনি শুধু কল্যাণই সন্ধান করেন।)

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

الم اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ .

"আলিফ-লাম-মীম। লোকেরা কি মনে করিয়াছে যে, তাহারা বলিবে : আমরা ঈমান আনিয়াছি, আর তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়াই তদবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইবে ? (না তাহা কোনক্রমে হইবে না বরং আমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিব।)তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে আমি নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছি। নিশ্চয় আমি (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদীকে জানিয়া লইব আর নিশ্চয় আমি (উহার দাবীর ব্যাপারে) মিথ্যাবাদীকে জানিয়া লইব" (২৯ : ১-৩)।

আরো বলিতেছেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ ، وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ . مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلاَ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ .

"তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, অথচ তোমাদের উপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থার ন্যায় অবস্থা আসিবে না ? কঠিন বিপদ ও মুসীবত তাহাদিগকে এইরূপে জর্জরিত করিয়াছে যে, রাসূল এবং তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা বলিয়াছে : কোথায় আল্লাহ্র সাহায্য ? শুনো ! আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী" (২ : ২১৪)।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ .

তোমরা যে অবস্থায় আছ, আল্লাহ্ কোনক্রমে তোমাদিগকে সেই অবস্থায় রাখিয়া দিবেন না; বরং তিনি (পরীক্ষার মাধ্যমে) অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিয়া ফেলিবেন (৩ : ১৭৯)।

মোটকথা এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকে ফরয করিবার পর আলোচ্য আয়াতে উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতেছেন। উহার হিকমাত ও উদ্দেশ্য এই যে, তিনি জিহাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করিবেন—কে তাঁহার প্রতি প্রকৃত অনুগত এবং কে আনুগত্যের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী। তিনি সর্ববিষয়ে অবগত রহিয়াছেন। অস্তিত্বশীল বস্তু কোন অবস্থায় আছে এবং অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বশীল হইলে কোন অবস্থায় থাকিত—সবই তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ ও প্রভু নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করেন, তাহা কেহ রদ করিতে পারে না।

(١٧) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۚۖ وَفِى النَّارِ هُمْ
خٰلِدُوْنَ ۝١٧

(١٨) اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ
اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৭. মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এমন হইতে পারে না। উহারা এমন যাহাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং উহারা অগ্নিতেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে।

১৮. তাহারাই তো আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করে না, উহাদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহকে আবাদ করিবার অধিকারী এবং কাহারা উহাদিগকে আবাদ করিবার অধিকারী নহে তাহা বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন : মুশরিকগণ কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার অবস্থায় কোনক্রমে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে ইবাদত করিতে পারিবে না। বস্তুত তাহাদের আমলসমূহ আখিরাতে তাহাদের কোন কাজে আসিবে না; আর তাহারা চিরদিন দোযখে জ্বলিবে। আল্লাহর মসজিদসমূহে ইবাদত করিতে পারিবে একমাত্র তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। আশা করা যায়—এই সকল লোক হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে।

কেহ مَسَاجِدَ اللّٰهِ -এর স্থলে مَسْجِدَ اللّٰهِ পড়িয়াছেন। مَسْجِدَ اللّٰهِ অর্থাৎ মাসজিদুল হারাম—যাহা পৃথিবীর অধিকতম ফযীলত ও মর্যাদার মসজিদ এবং যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের ঘর হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে।

شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে কাফির বলিয়া পরিচিত করিবে এবং কুফরের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে—এই অবস্থায় ...। সুদ্দী (র) বলেন : কোন খৃষ্টানের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে খৃষ্টান ধর্ম। কোন ইয়াহূদীর নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে ইয়াহূদী ধর্ম। কোন সাবীর (নক্ষত্রপূজক) নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে আমার ধর্ম হইতেছে 'সাবীদের ধর্ম। আবার কোন মুশরিকের নিকট যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার ধর্ম কি ? তবে সে নিশ্চয় বলিবে : আমার ধর্ম হইতেছে শিরকের ধর্ম।

أُولٰـئِكَ حَـبِطَتْ اَعْـمَـالُهُمْ وَفِى النَّارِهُمْ خَـالِدُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের শিরকের কারণে তাহাদের আমলসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা চিরদিন জাহান্নামে বসবাস করিবে। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَمَا لَهُمْ اَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ‘- اِنْ اَوْلِيَاءُهُ‘اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

"তাহাদের পক্ষে কি যুক্তি রহিয়াছে যে, তাহারা 'মসজিদুল হারাম' হইতে (লোকদিগকে) বাধা দিবে তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না ? আর তাহারা তো তাঁহার প্রিয়পাত্র নহে। তাঁহার প্রিয় পাত্র হইতেছে একমাত্র মুত্তাকিগণ, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই (উহা) জানে না" (৮ : ৩৪)

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ .

অর্থাৎ আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে শুধু তাহারাই আবাদ করিতে পারিবে—যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে আবাদ করে অর্থাৎ উহাতে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাহারা মু'মিন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা যখন কোন লোককে (আল্লাহ্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে) মসজিদে যাতায়াত করিতে দেখিবে, তখন তাহাকে মু'মিন বলিয়া সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ্পাক বলেন : اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

উক্ত হাদীস ইমাম তিরমিযী, ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া এবং হাকিম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাবের সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন হুমাইদ (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যাহারা মসজিদসমূহকে (আল্লাহ্র ইবাদত দ্বারা) আবাদ করে, তাহারা আল্লাহ্র প্রিয় পাত্র ছাড়া আর কিছু নহে।

উক্ত হাদীসকে হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর হাফিয আবূ বকর আল-বায্যার (র) বলিয়াছেন : উক্ত হাদীস 'সাবিত'-এর নিকট হইতে 'সালিহ্' ভিন্ন অন্য কোন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

দারে-কুতনী (র) ... আনাস (রা) ইহতে সনদে স্বীয় 'আফরাদ' নামক হাদীস সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর গযব নাযিল করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই জাতির মধ্যে যাহারা

মসজিদসমূহের সহিত সম্পর্কিত থাকে, তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি উহা হইতে গযবকে ফিরাইয়া রাখেন। উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম দারে কুত্‌নী বলিয়াছেন : উক্ত রিওয়ায়েতকে আনাস (রা) হইতে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম বাহায়ী (র) ... আনাস (রা) হইতে 'আল-মুসতাকসা' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—আমার ইয্‌যত ও পরাক্রমের কসম! আমি পৃথিবীবাসীদের উপর আযাব নাযিল করিতে মনস্থ করি। অতঃপর আমার ঘরসমূহকে যাহারা আবাদ করে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাহারা একে অপরের সহিত মহব্বত রাখে এবং যাহারা শেষ রাত্রিতে উঠিয়া গুনাহ্ মাফ পাইবার জন্যে (আমার নিকট) দু'আ করে, তাহাদের দিকে চাহিয়া আমি পৃথিবীবাসিগণ হইতে আযাবকে ফিরাইয়া রাখি। উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিবার পর হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) বলিয়াছেন : উক্ত রিওয়ায়েতটি গরীব সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : শয়তান হইতেছে মানুষের জন্যে 'নেকড়ে' সমতুল্য। নেকড়ে যেরূপ পাল হইতে বিচ্ছিন্ন ছাগলটিকে ধরিয়া লইয়া যায়, শয়তান সেইরূপে দল হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষটিকে বিপথগামী করে। অতএব, তোমরা কিছুতেই দল ছাড়িও না। তোমরা জামাআতবদ্ধ হইয়া থাকিও আর তোমরা মসজিদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিও।

আবদুর রায্‌যাক (র) ... সূত্রে আমর ইব্‌ন মায়মূন আওদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : নবী করীম (সা)-এর একাধিক সাহাবীকে দেখিয়াছি—যাহারা বলিয়াছেন নিশ্চয় মসজিদসমূহ হইতেছে যমীনে আল্লাহ্‌র ঘর। যে ব্যক্তি তাঁহার ঘরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তাহাকে সম্মানিত করা আল্লাহ্‌র একটি দায়িত্ব।

মাসউদী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নামাযের আযান শুনিয়া উহার উত্তর দেয় না এবং মসজিদে না আসিয়া অন্যত্র নামায আদায় করিল, তাহার নামায কোন নামায হইল না এবং সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ অমান্য করিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ .

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েত আবার অন্য এক মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু একাধিক সনদে উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে। উহাদিগকে উল্লেখ করিবার স্থান নহে।

وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلاَّ اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰـئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْـمُهْتَدِيْنَ .

অর্থাৎ আর যাহারা নামায যাহা শ্রেষ্ঠতম দৈহিক ইবাদত—কায়েম করে, যাকাত—যাহা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি-সেবামূলক ইবাদত—প্রদান করে আর আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভয় করে না। এই রূপ ব্যক্তিই নিশ্চয়ই হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন :

انَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ আল্লাহ্র মসজিদসমূহকে একমাত্র তাহারাই আবাদ করিবে যাহারা একমাত্র আল্লাহ্কে মা'বূদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তিনি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান রাখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করে না। বস্তুত, তাহারা নিশ্চয় হিদায়াতেপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ বস্তুত তাহারা নিশ্চয় হিদায়েতপ্রাপ্ত বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এ স্থলে عسى শব্দটি নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন—নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উহা নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :

عَسٰى رَبُّكَ اَنْ يَّبْعَثَكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে নিশ্চয় মাকাম-ই-মাহ্মূদ (প্রসংশনীয় মর্যাদার স্তর) শাফাআতের স্তরে পৌঁছাইবেন। এইরূপে কুরআন মজীদে ব্যবহৃত প্রতিটি عسى ই নিশ্চয়তাজ্ঞাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা عسى শব্দটি দ্বারা যেখানেই বান্দাকে কোন বিষয়ের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, সেখানেই বুঝিতে হইবে—উহা তিনি নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন।

(١٩) اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَآجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩)

(٢٠) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ (٢٠)

(٢١) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ (٢١)

(٢٢) خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٢)

১৯. যাহারা হাজীদিগের পানি সরবরাহ্ করে এবং মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তোমরা কি তাহাদিগকে উহাদের সমজ্ঞান কর, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান

আনে এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে ? আল্লাহ্‌র নিকট উহারা সমতুল্য নহে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

২০. যাহারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তাহারাই সফলকাম।

২১. উহাদের প্রতিপালক উহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাহাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি।

২২. সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। আল্লাহ্‌র নিকটই আছে মহা-পুরস্কার।

তাফসীর : আয়াতচতুষ্টয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও জিহাদের উচ্চ মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান না আনিয়া শুধু হাজীদিগকে পানি পান করায় এবং মসজিদুল হারামের খিদমত করে, তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ও আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তাহারা সমান নহে, কখনো সমান হইতে পারে না; বরং শেষোক্ত ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র নিকট প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। তাহাদের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট রহিয়াছে মহা-পুরস্কার, তাঁহার সন্তুষ্টি ও জান্নাত। উহাতে তাহারা চিরদিন অবস্থান করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনে নাই, তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের কোন কাজে আসিবে না। তাহারা চিরদিন দোযখে পুড়িবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা মুশরিকগণ বলিল, আল্লাহ্‌র ঘরকে নির্মাণ করা, উহার খিদমত করা ও উহাকে আবাদ রাখা এবং হাজীদিগকে পানি পান করানো ঈমান আনা ও জিহাদ করা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়। মুশরিকগণ হারাম শরীফের আধিবাসী হইবার কারণে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণকারী হইবার কারণে গর্ব প্রকাশ করিত। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন :

قَدْ كَانَتْ اٰيَاتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سَامِرًا تَهْجُرُوْنَ .

অর্থাৎ তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনানো হইত, কিন্তু তোমরা উহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে; মসজিদুল হারামের খিদমত লইয়া গর্ব করিতে, উহা লইয়া গল্প করিতে এবং আমার কালাম ও আমার রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করিতে (২৩ : ৬৬-৬৭)

আলোচ্য اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শির্‌ক করিবার অবস্থায় কা'বা ঘর ও হাজীদের সেবা করা অপেক্ষা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল, তাঁহার কিতাব এবং আখিরাতের উপর ঈমান আনিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অধিকতর শ্রেয়। বস্তুত মুশরিকের সকল আমলই বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবে। যাহারা আল্লাহ্‌র ঘর এবং হাজীদের সেবা করা সত্ত্বেও শির্‌ক করে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে

জালিম অর্থাৎ কাফির নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহাদের আমল বাতিল ও অকার্যকর হইয়া যাইবার কারণ তাহাদের এই শির্ক।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস্ (রা) বলেন—উক্ত আয়াত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। বদরের যুদ্ধে বন্দী হইয়া আসিবার পর তিনি মুসলমানদিগকে বলিয়াছিলেন : ইহা সত্য যে, তোমরা আমাদের পূর্বে ঈমান আনিয়াছ, হিজরত করিয়াছ এবং জিহাদ করিয়াছ কিন্তু ইহাও তো সত্য যে, আমরা মসজিদুল হারামের খিদমত করিতাম, হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম এবং বন্দী ব্যক্তিকে মুক্ত করিতাম। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন :

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র ঘরের খিদমত ও জনসেবা শিরকের অবস্থায় করিয়াছিলে। অথচ শিরকের অবস্থায় কেহ কোন নেক আমল করিলে আমি উহা কবূল করি না। অতএব তোমাদের আমলসমূহ বাতিল ও অকার্যকর হইয়া গিয়াছে।

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) বলেন : বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ বন্দী হইয়া আসিলে মুসলমানগণ তাহদিগকে তাহাদের শিরকের জন্যে লজ্জা দিতে লাগিলেন। ইহাতে আব্বাস (রা) যিনি অন্যতম যুদ্ধবন্দী ছিলেন : বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরা মসজিদুল হারামকে আবাদ রাখিতাম, বন্দী ব্যক্তি মুক্ত করিতাম, আল্লাহ্র ঘরকে গেলাফে আবৃত করিতাম এবং হাজীদিগকে পানি পান করাইতাম। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

আবদুর রায্যাক (র) ... ... শা'বী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা) এবং আব্বাস (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা দুইজনে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় নিয়া কথা বলিয়াছিলেন।

ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কারযী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা বনী আব্দিদ্দার গোত্রের তালহা ইব্ন শায়বা, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এবং আলী (রা) পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইলেন। তালহা ইব্ন শায়বা বলিলেন : আমি আল্লাহ্র ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছি। আমার হাতে কা'বা ঘরের চাবি থাকে। আমি ইচ্ছা করিলে কা'বা ঘরের মধ্যে রাত্রি-যাপন করিতে পারি। আব্বাস (রা) বলিলেন : আমি হাজীদিগকে পানি পান করাবার এবং যমযম কূপ দেখাশুনা করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত রহিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে মসজিদুল হারামে রাত্রিযাপন করিতে পারি। আলী (রা) বলিলেন : তোমরা যে কী বলো বুঝি না। আমি লোকদের পূর্বে ছয় মাস ধরিয়া কেবলার (অর্থাৎ কা'বা ঘরের) দিকে মুখ করিয়া নামায আদায় করিয়াছি। আর আমি হইতেছি জিহাদে যোগদানকারী ব্যক্তি। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা : اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এই আয়াতটি নাযিল করিলেন। সুদ্দীও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তিনি তালহা ইব্ন শায়বার স্থলে শায়বা ইব্ন উসমান এই নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আব্দুর রায্যাক (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাসান বলেন : আলোচ্য আয়াতটি আলী (রা), আব্বাস (রা) এবং শায়বা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাঁহারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। আব্বাস (রা) বলিলেন : 'আমি নিশ্চয় হাজীদিগকে পানি পান করানো ত্যাগ করিব।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন—আপনারা হাজীদিগকে পানি পান করাইবার কাজ করিতে থাকুন; কারণ, উহাতে আপনাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েতের মুহাম্মদ ইব্ন সাওব মুআম্মারের সূত্রে হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত রহিয়াছে। এখানে উহা উল্লেখ করা আবশ্যক।

আব্দুর রায্যাক (র) মুআম্মার ... ... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : জুমআর দিনে মসজিদে নববীতে একটি লোক বলিল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না।' আরেকটি লোক বলিল : 'ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মসজিদুল হারামের খিদমত ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না। আরেকটি লোক বলিল : তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ। ইহাতে উমর (রা) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন, তোমরা জুমআর দিনে আল্লাহ্র রাসূলের মিম্বারের কাছে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না। জুমআর নামায আদায় করিবার পর আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া সঠিক কথা জানিয়া লইব। ইহাতে أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ – এই আয়াত নাযিল হইল।'

উক্ত রিওয়ায়েত অন্য এক সনদেও বর্ণিত হইয়াছে। ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম আবূ সালাম আসওয়াদ ও মুআবিয়া ইব্ন সালামের সূত্রে নু'মান ইব্ন বাশীর আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি একদল সাহাবীর সহিত নবী করীম (সা)-এর মিম্বারের কাছে বসা ছিলাম। তাহাদের একজন বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি হাজীদিগকে পানি পান করানো ছাড়া অন্য কোন নেক আমল না করিলেও তজ্জন্য কোন পরোয়া করিব না। অন্য একজন বলিলেন, না; বরং ইসলাম গ্রহণ করিবার পর আমি মসজিদুল হারাম-এর খিদমত করা ছাড়া অন্য কোন নেক আমল করিব না। অন্য একজন বলিলেন, না; তোমরা যে কাজগুলিকে অত্যন্ত ফযীলতের কাজ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা উহা অপেক্ষা অধিকতর ফযীলতের কাজ। ইহাতে উমর (রা) তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিলেন : জুমআর দিনে তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের মিম্বারের কাছে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিও না। নামায আদায় করিবার পর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে সঠিক কথা জানিয়া লইব। নামাযের পর উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট উক্ত বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন : أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম ইব্ন জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে, ইমাম ইব্ন আবী হাতিম স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এবং ইমাম ইব্ন হিব্বান স্বীয় 'সহীহ' নামীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

(٢٤) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

২৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের পিতা ও ভ্রাতা যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তাহারাই জালিম।

২৪. বল, 'তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ দেখান না।

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির আত্মীয়দিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিতেছেন এবং যাহারা আল্লাহ্র, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার পথে জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং পার্থিব ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার দেয়, তাহাদিগকে উহার পরকালীন ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে অন্যত্র বলিয়াছেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাওয়াব (রা) হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে হাফিজ বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাওয়াব (রা) বলেন : বদরের যুদ্ধের দিনে আবূ উবায়দা (রা)-এর পিতা জার্‌রাহ্ তাঁহার সম্মুখে বাতিল মা'বূদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিতেছিল আর তিনি বার বার পিতাকে বাধা দিতেছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা জার্‌রাহ ক্ষান্ত হইতেছিল না। এইরূপে সে অত্যধিক বার স্বীয় বাতিল মা'বূদসমূহের প্রশংসা বর্ণনা করিলে তিনি (আবূ

উবায়দা) তাহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَائَهُمْ
اَوْاَبْنَائَهُمْ اَوْاِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ
اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

“যে জাতি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে তুমি এইরূপ লোকদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিতে দেখিবে না যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত শত্রুতা রাখে; এইসব লোক যদিও তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা স্বগোত্রীয় লোক হয়, তথাপি তাহাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিবে না। মু'মিনদের অন্তরে তিনি ঈমানকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এইরূপ উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাইবেন—যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকিবে। তাহারা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহারা হইতেছে—আল্লাহ্র জামা'আত। জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্র জামা'আত সফলকাম হইবে” (৫৮ : ২২)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন তিনি যেন যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদের উপর নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধুদের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়, তাহাদিগকে আখিরাতের আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَائُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ .

অর্থাৎ 'তুমি তাহাদিগকে বল : যদি তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের জ্ঞাতিগণ, যে ধন-সম্পত্তি তোমরা উপার্জন করিয়াছ তাহা, যে ব্যবসা বন্ধ থাকিবে বলিয়া তোমরা আশংকা করো তাহা, যে বাসস্থানসমূহকে তোমরা উহার সৌন্দর্যের কারণে ভালবাস তাহা তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর। দেখিবে—আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার পথে জিহাদের উপর আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদের ভালবাসাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিবার শাস্তি কত ভয়ানক। আর আল্লাহ্ পাপপ্রবণ জাতিকে হিদায়েত করেন না।'

ইমাম আহমদ (র) ... ... যুহ্রা ইব্ন মা'বাদ-এর পিতামহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সংগে কোথাও যাইতেছিলাম। নবী করীম (সা) উমর (রা)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া পথ চলিতেছিলেন। এক সময়ে উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমি ছাড়া অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। নবী করীম (সা) বলিলেন, কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।' হযরত উমর (রা) বলিলেন : 'আল্লাহ্র কসম! এখন আপিন আমার নিকট আমার নিজ সত্তা অপেক্ষা

অধিকতর প্রিয়।' নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! এখন তুমি (মু'মিন হইলে।) উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ সনদে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম! কোন ব্যক্তির নিকট আমি যতক্ষণ তাহার পিতা, তাহার সন্তান এবং অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় না হইব, ততক্ষণ সে ব্যক্তি মু'মিন হইবে না।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—তোমরা যখন জিহাদকে ত্যাগ করিয়া ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হইবে, গরুর লেজ ধরিবে এবং কৃষিকার্যে সন্তুষ্ট থাক। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর অপমান ও লাঞ্ছনাকে চাপাইয়া দিবেন। তোমরা যতদিন স্বীয় দীনে ফিরিয়া না আসিবে, তিনি ততদিন উহাকে তুলিয়া লইবেন না।'

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত প্রথম হাদীসের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। আল্লাহ্ অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٢٥) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ
اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ ۝٢٥

(٢٦) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَ اَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ ذٰلِكَ
جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝٢٦

-٢٧ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

২৫. অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে তো সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদিগের উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদিগের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু উহা তোমাদিগের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে।

২৬. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতীর্ণ করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরদিগকে শাস্তি প্রদান করেন; ইহাই কাফেরদের কর্মফল।

২৭ ইহার পরও যাহার প্রতি ইচ্ছা আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ হইতে পারেন; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে মু'মিনদের বিভিন্ন যুদ্ধে বিশেষত হুনায়েনের যুদ্ধে মু'মিনদিগকে তাঁহার সাহায্য করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হুনায়েনের যুদ্ধ শেষ হইবার পর তিনি যাহাদের কুফরী ত্যাগ ও ঈমান আনা কবূল করিয়াছেন, এতদ্সহ তাহাদের বিষয়ও বর্ণনা করিয়াছেন।

হুনায়েনের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য তাহাদিগকে গর্বিত করিয়াছিল; কিন্তু উহা তাহাদিগকে কাফিরদের উপর বিজয়ী করিতে পারে নাই। সংখ্যায় তাহারা বিপুল হওয়া সত্ত্বেও প্রথম দিকে নবী করীম (সা) সহ কিছুসংখ্যক মু'মিন ছাড়া অধিকাংশ মুসলমান পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্যে ফেরেশতাদিগকে নাযিল করিলে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল এবং মুসলমানগণ কাফিরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হুনায়েনের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁহার সাহায্যের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়া মু'মিনদিগকে বলিতেছেন : 'তোমাদের যুদ্ধজয়ের কারণ তোমাদের সংখ্যাধিক্য নহে; বরং উহার কারণ হইতেছে আল্লাহ্র সাহায্য; এবং আল্লাহ্র সাহায্যের কারণেই তোমরা সংখ্যায় কোথাও কম এবং কোথাও বেশী হইয়া জয় লাভ করিয়াছ। তেমনি তাঁহার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তোমরা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত হইয়াছ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করিলে মু'মিনগণ সংখ্যায় স্বল্প হইয়াও জয়লাভ করিতে পারে। 'কত ক্ষুদ্র বাহিনী আল্লাহ্র আদেশে কত বিরাট বাহিনীর উপর জয় লাভ করিয়াছে। আর আল্লাহ্ ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের সহিত থাকেন।' পক্ষান্তরে, তিনি সাহায্য না করিলে তাহারা সংখ্যায় বিপুল হওয়া সত্ত্বেও জয়লাভ করিতে পারে না।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্ন জুরাইজ (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতত্রয় সম্বন্ধে মুজাহিদ বলেন : উক্ত আয়াতগুলি সূরা বারাআতের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত।

ইমাম আহমদ (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সর্বোত্তম সঙ্গী দল হইতেছে চারি সদস্য বিশিষ্ট সঙ্গীদল; সর্বোত্তম ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী হইতেছে চারিশত সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; সর্বোত্তম বৃহৎ সেনাবাহিনী হইতেছে চারি হাজার সদস্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী; এবং বার হাজার সদস্য বিশিষ্ট বিরাট বাহিনী উহার প্রতিপক্ষের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও কখনো পরাজিত হইবে না।'

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ গ্রহণযোগ্য; কিন্তু উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। রাবী জারীর ইব্ন হাযেম ছাড়া অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে উহা বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য যুহ্রী (র) হইতে উহা মুরসাল সনদে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ইমাম ইব্ন মাজা, ইমাম বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও উহাকে সাহাবী আক্সাম ইব্ন জাওন (রা) হইতে মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হুনায়েনের যুদ্ধ : 'হুনায়েনের যুদ্ধ মক্কা-বিজয়ের প্রায় অব্যবহিত পর হিজরী অষ্টম সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের পর তখন নবী করীম (সা) উহার প্রশাসন-ব্যবস্থাকে

সুসংহত করিলেন, উহার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নবী করীম (সা) তাহাদিগকে শাস্তিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন নবী করীম (সা)-এর নিকট সংবাদ আসিল যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়াছে। তাহাদের নেতা হইতেছে— মালিক ইব্ন আওফ নাযারী। তাহার সহিত রহিয়াছে হাওয়াযেন গোত্রসহ সমগ্র সাকীফ গোত্র, জাশাম গোত্র, সা'দ ইব্ন বাকর গোত্র, হিলাল গোত্রের একটি ক্ষুদ্রদল এবং আমর ইব্ন আমির ও 'বনী ইব্ন আমির গোত্রদ্বয়ের কিছুসংখ্যক লোক। তাহারা আবাল-বৃদ্ধ বনিতা সকলকে এমন কি ছাগল উট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুসমূহকেও সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে।

মুসলমানদের দিকে তাহাদের অগ্রসর হইবার সংবাদ পাইয়া নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীসহ তাহাদের দিকে রওয়ানা হইলেন। মুসিলম বাহিনীতে তখন লোক ছিল বার হাজার। মুহাজির, আনসার এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের সমন্বয়ে গঠিত মক্কা বিজয়ী দশ হাজার মুসলমান আর মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণকারী মক্কার দুই হাজার মুসলমান। উভয় পক্ষ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'হুনায়েন নামক উপত্যকায় পরস্পরের সম্মুখীন হইল। উষার অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী এই স্থানে যাইয়া দেখিতে পাইল—শত্রু বাহিনী পূর্বেই এখানে পৌঁছাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ওৎ-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মুসলিম বাহিনী এখানে পৌঁছিবা মাত্র শত্রু-বাহিনী উহার সেনাপতির পূর্ব-নির্দেশ মুতাবিক তীর ও তলোয়ার লইয়া অতর্কিতে একযোগে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে মুসলিম বাহিনীর লোকেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে অবিচল ও নির্বিকার থাকিয়া চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও নির্ভীকতার সহিত যিনি যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন—তিনি হইতেছেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা (সা)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহান সেনাপতি তখন কালো ডোরাবিশিষ্ট একটি সাদা খচ্চরের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তাঁহার চাচা আব্বাস (রা) তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর ডান প্রান্ত ধরিয়া নিয়া তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার চাচাতো ভাই আবূ সুফইয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহনের পিঠের গদীর বাম প্রান্ত দিয়া তাঁহার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহারা উভয়ে খচ্চরটির পিঠের গদীকে নীচের দিকে কিয়ৎ পরিমাণে ঠাসিয়া রাখিতেছিলেন যাহাতে উহার বোঝা বাড়িয়া যায় এবং উহা আবাঞ্ছিত দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে না পারে। নবী করীম (সা) উচ্চৈঃস্বরে নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্যে আহ্বান জানাইতেছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন : 'হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! আমার নিকট ফিরিয়া আসো! আমার নিকট ফিরিয়া আসো! আমি আল্লাহ্র রাসূল!' সেই তুমুল যুদ্ধের সময়ে তিনি নির্ভীক ও নির্বিকারভাবে বলিতে ছিলেন :

انا النبى لا كذب - انا ابن عبد المطلب .

"আমি আল্লাহ্র নবী; আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"

এই সময়ে প্রায় একশত সাহাবী নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল থাকিয়া

শত্রু-বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), আলী (রা), আব্বাস (রা), ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ সুফইয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব, আয়মান ইব্‌ন উম্মু আইমান (রা) এবং উসামা ইব্‌ন যায়েদ (রা)। আব্বাস (রা)-এর কণ্ঠস্বর ছিল উচ্চ। নবী করীম (সা) তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে এই আহ্বান জানাইতে আদেশ দিলেন : হে বৃক্ষের নীচে বায়'আত গ্রহণকারিগণ [অর্থাৎ যে সকল মুহাজির ও আনসার সাহাবী হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে বাবলা গাছের তলায় নবী করীম (সা)-এর হাতে হাত রাখিয়া এই অঙ্গীকার করিয়া ছিলেন যে, তাহারা অবিচল থাকিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যাইবে। উক্ত বায়আত 'বায়আতে-রিযওয়ান' নামে পরিচিত] আব্বাস (রা) এই বলিয়া পলায়নপর মুসলমানদিগকে ডাকিতে লাগিলেন : হে বাবলাগাছের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ! তিনি কখনো কখনো এই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন : হে সূরা বাকারার অধিকারীগণ! মুসলমানগণ এই বলিয়া সাড়া দিতে লাগিলেন : 'আমরা হাযির হইয়াছি; আমরা হাযির হইয়াছি। এইরূপে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন সাহাবী ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার বাহন উট তাহার কথা শুনিতেছে না; উহা যুদ্ধে ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে না। সাহাবী স্বীয় লৌহ-বর্মটি পরিধান করিয়া উট হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং উটটি ফেলিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। যাহা হউক নবী করীম (সা) যখন দেখিলেন যে, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি মুসলিম-বাহিনী একত্রিত হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে এক সঙ্গে শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা তাহাই করিলেন। এই সময়ে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করিয়া এবং তাঁহার নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাইয়া এক মুঠা ধূলা হাতে লইয়া বলিলেন : 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পালন করো।' এই বলিয়া তিনি উক্ত ধূলা-মুঠাকে কাফির বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। উহা শত্রু বাহিনীর প্রতিটি লোকের চোখে এবং মুখে প্রবেশ করিল। ইহাতে তাহারা বিব্রতবোধ করিল এবং তাহাদের যুদ্ধ কার্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইল। তাহারা টিকতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। মুসলামনগণ পলায়নপর কাফিরদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। তাহারা তাহাদের একদলকে হত্যা এবং আরেকদলকে বন্দী করিলেন। জীবিত শত্রুদের সকলকেই বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবূ আবদির রহমান ফাহ্‌রী (রা) যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন উসায়েদ; কেহ কেহ বলেন : যাহার নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন উনায়েস; কেহ কেহ বলেন, যাহার নাম কোর্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : সাহাবী আবূ আবদুর রহমান বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা প্রচণ্ড গরমের দিনে যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে দ্বিপ্রহরে একস্থানে আমরা বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম লইবার জন্য তথায় অবতরণ করিলাম। সূর্য ঢলিয়া পড়িলে আমি স্বীয় লৌহবর্মটি পরিধান করত অশ্বে আরোহণ করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট গমন করিলাম। এই সময়ে তিনি স্বীয় তাঁবুতে

বিশ্রাম লইতেছিলেন। আমি আরয করিলাম : আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্। আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, আমাদের রওয়ানা হইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে ডাকিলেন। ডাক শুনিয়া বিলাল (রা) একটি বাবলা গাছের তলা হইতে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। গাছটির ছায়া একটি পাখীর ছায়ার মত ক্ষুদ্রায়তন ছিল। বিলাল (রা) দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি আপনার সামনে উপস্থিত, আমি আপনার সামনে উপস্থিত; আর আমি আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন : 'আমার বাহনের পিঠে জীন লাগাও। বিলাল (রা) একটি জীন বাহির করিলেন। উহার দুই প্রান্ত খেজুরের ছাল দ্বারা নির্মিত ছিল। উহাতে বিলাসিতা ও অহংকারের কোন চিহ্ন ছিল না। বিলাল (রা) নবী করীম (সা)-এর বাহনে জীন লাগাইবার পর নবী বরীম (সা) উহাতে সওয়ার হইয়া সাহাবীদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে আমরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইলাম। মুসলমানগণ টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই পলায়নের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ (অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিলে), নবী করীম (সা) ডাকিয়া পলায়নপর সাহাবীদিগকে বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর বলিলেন : হে মুহাজিরগণ! আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর নবী করীম (সা) স্বীয় বাহন হইতে অবতরণ করিয়া এক মুঠা ধূলা হাতে লইলেন। রাবী আবূ আবদুর রহমান ফাহ্‌রী (রা) বলেন : আমার অপেক্ষা নবী করীম (সা)-এর অধিকতর নিকটে উপস্থিত ছিলেন—এইরূপ এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : অতঃপর নবী করীম (সা) উক্ত ধূলা মুঠাকে কাফির বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন : شاهت الوجوه (মুখ মণ্ডলসমূহ মলিন হইয়া যাউক)! ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন।

উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইয়া'লা ইব্‌ন আতা বলেন : পরাজিত কাফিরদের পুত্রগণ তাহাদের পিতৃগণের নিকট হইতেছে শুনিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছে : তাহাদের পিতৃগণ তাহাদিগকে বলিয়াছে—আমাদের প্রতিটি লোকের চক্ষু এবং মুখ গহ্বর সেই ধুলায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর আমরা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি শব্দ হইতে শুনিয়াছিলাম। উক্ত শব্দটি ছিল নব নির্মিত তাম্রপাত্রের উপর দিয়া লোহাকে টানিয়া নিলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দের ন্যায়।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বায়হাকীও স্বীয় دلائل النبوة পুস্তকে উপরোক্ত রাবী হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা হইতে উপরোক্ত সনদে এবং 'হাম্মাদ ইব্‌ন সালিমা হইতে ধারাবাহিক ভাবে আবূ দাউদ তয়ালেসী প্রমুখ রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : মালিক ইব্‌ন আওফের সেনাপতিত্বে কাফির বাহিনী মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে হুনায়েন নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইল। সংবাদ পাইয়া নবী করীম

(সা) মুসলিম-বাহিনী সঙ্গে লইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন। শত্রু বাহিনী পূর্বেই হুনায়েন উপত্যকায় পৌঁছিয়া উহার প্রান্তসমূহে এবং উহার গিরিবর্ত্মসমূহে ওঁৎ-পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ঊষার অন্ধকারে নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে লইয়া উপত্যকায় অবতরণ মাত্র শত্রু বাহিনী অতর্কিতে প্রবল পরাক্রমে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুসলমানগণ তাহাদের আক্রমণের সম্মুখে টিকিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পলায়নকালে তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। এই সময়ে নবী করীম (সা) ডান দিকে ঝুঁকিয়া এই বলিয়া মুসলমানদিগকে ডাক দিলেন—'হে লোকসকল! আমার নিকট ফিরিয়া আসো। আমি আল্লাহ্‌র রাসূল; আমি আল্লাহর রাসূল : আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ। তাহারা উহা শুনিতে পাইলেন না। তাহাদের একটি উট আরেকটি উটের পিছনে চলিতে লাগিল। নবী করীম (সা) মুসলমানদের এই অবস্থা দেখিয়া আব্বাস (রা)-কে আদেশ করিলেন—'হে আব্বাস ! তুমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলো—হে আনসারগণ! হে বাবলা গাছের নীচে অঙ্গীকারকারিগণ! আব্বাস (রা) তাহাই করিলেন। ইহাতে পলায়নপর মুসলমানগণ সাড়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এই সময়ে এমন ঘটনাও ঘটিল যে, কোন পলায়নপর মুসলমান ফিরিয়া আসিতে চাহিয়া দেখিলেন—তাহার উট যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিতে চাহিতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় লৌহ বর্মটি গলায় ঝুলাইয়া এবং স্বীয় তরবারি ও ধনুকটি হাতে লইয়া উট হইতে নামিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে আব্বাস (রা)-এর আওয়াযের স্থানের দিকে ছুটিতে লাগিলেন। যাহা হউক, পলায়নপর মুসলমানদের মধ্য হইতে একশত লোক নবী করীম (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইলেন। তাহারা শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রথমদিকে আব্বাস (রা) সাধারণভাবে সকল আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। শেষ দিকে তিনি বিশেষ খাযরাজ গোত্রের আনসারকে ডাক দিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রণ-ক্ষেত্রে থাকিত অত্যন্ত অবিচল ও অনড়। যাহা হউক, নবী করীম (সা) স্বীয় বাহন হইতে রণক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এখন যুদ্ধ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিয়াছে। রাবী বলেন—আল্লাহ্‌র কসম ! মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পরে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রু বাহিনীর বিপুলসংখ্যক লোক বন্দী অবস্থায় নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আনীত হইল। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের হাতে একদল কাফিরকে নিহত এবং একদল কাফিরকে বন্দী করিলেন। আর তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিকে মুসলমানদের জন্যে গনীমত হিসাবে তাহাদের অধিকারে আনিলেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ ইসহাক হইতে এই সনদে বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি বলেন : একদা জনৈক ব্যক্তি বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ উমারা ! হুনায়েনের যুদ্ধের দিন কি আপনারা নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন ? বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলিলেন : আমরা সত্যই নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু নবী করীম (সা) পালান নাই। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলিলেন : হাওয়াযিন গোত্র ছিল তীর নিক্ষেপে সুনিপুণ। আমরা তাহাদের প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ চালাইলে তাহারা পরাজিত হইয়া হটিয়া গেল। ইহাতে মুসলমানগণ গনীমতের মাল সংগ্রহ করিতে লিপ্ত হইল। এই সুযোগে তাহারা তীর-ধনুক

লইয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ইহাতে আমরা পরাজিত হইলাম। এই সময়ে আমি নবী করীম (সা)-কে যুদ্ধ করিতে করিতে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি :

انا النبى لا كذب * انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্য নবী আমি মিথ্যাবাদী নহি। আমি আবদুল মুত্তালিবের উত্তর পুরুষ।"

নবী করীম (সা) নির্বিকার ভাবে যুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন এবং উক্ত ছন্দোবদ্ধ কথাগুলি আবৃত্তি করিয়া যাইতেছিলেন। এই সময়ে আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব তাঁহার বাহন সাদা রঙ-এর খচ্চরটির লাগাম ধরিয়া রাখিতেছিলেন। প্রশ্নকারী রাবী বলেন : আমি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে বলিলাম : নবী করীম (সা)-এর উপর যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, সেই বিপদের মুখে তাঁহার মুখে ছন্দোবদ্ধ কথা উচ্চারিত হওয়া প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা) চরম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দৃঢ়-চিত্ততার অধিকারী ছিলেন। আরেকটি বিষয়ও নবী করীম (সা)-এর চরম বীরত্বের প্রমাণ বহন করে। উহা এই যে, নবী করীম (সা) একটি সাধারণ বাহন খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। খচ্চর কোন দ্রুতগামী পশু নহে। প্রয়োজনের সময়ে উহা দ্রুত বেগে পলায়নও করিতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও নবী করীম (সা) সেই বিপদের সময়ে স্বীয় বাহন খচ্চরকে সম্মুখের শত্রুদের দিকে আগাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাও নবী করীম (সা)-এর চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। সেই বিপদের মধ্যে নবী করীম (সা) নিজের নাম উচ্চারণ করিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। ইহা ছিল বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কারণ, শত্রু-বাহিনীর যাহারা নবী করীম (সা)-কে চিনিত না, ইহার ফলে তাহারা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। এইরূপে তিনি তখন শত্রু-বাহিনীর লোকদের প্রধান লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিলেন। ফলে নবী করীম (সা)-এর উক্ত আত্ম-পরিচয় প্রদান করাও তাঁহার চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত নবী করীম (সা) ছিলেন আল্লাহ্ তা'আলার উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল। তিনি নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার রাসূলের রিসালাতকে পূর্ণ করিবেন এবং তাঁহার সত্যদীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি তাঁহার নবীর প্রতি বর্ষিত হইতে থাকুক।

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তরফ হইতে স্বীয় রাসূল এবং তাঁহার সঙ্গী মু'মিনগণের উপর প্রশান্তি এবং দৃঢ়তা নাযিল করিলেন।

وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا .

অর্থাৎ আর তিনি এমন কতগুলি সেনাদল নাযিল করিলেন—যাহাদিগকে তোমরা দেখ নাই।

উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত অদৃশ্য সেনাদলগুলি ছিল মু'মিনদের সাহায্যার্থে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আকাশ হইতে নাযিলকৃত ফেরেশতাগণ।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবন জারীর (র) ... ... ইব্ন বুরছুনের গোলাম আবদুর রহমান ইহতে অন্য রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুশরিকদের পক্ষে থাকিয়া হুনায়নের

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল– এইরূপ একব্যক্তি আমার নিকট এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন : হুনায়নের যুদ্ধর দিনে মুসলিম বাহিনী এবং আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইবার পর মুসলিম বাহিনী একটি বকরী দোহাইবার জন্যে যে সামান্য সময়ের দরকার হয়, ততটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকিতে পারিল না। আমরা তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে এক সময়ে সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট একজন মুসলিম যোদ্ধার নিকট পৌঁছাইলাম।

এই যোদ্ধা পুরুষটি ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)। আমরা তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া তাহার পার্শ্বে শুভ্র-বস্ত্র পরিহিত সুদর্শন একদল লোক দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাদিগকে বলিল : মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হউক। তোমরা ফিরিয়া যাও। অতঃপর আমরা পরাজিত হইলাম। তাহারা আমাদের কাঁধে সওয়ার হইল। আর তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিল, তাই-ই ঘটিয়া গেল। আমাদের মুখমণ্ডলসমূহ মলিন ও বিষণ্ন হইল।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধে আমি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অনুর্ধ্ব আশিজন মুহাজির ও আনসার ছাড়া অন্য সকলেই নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা নবী করীম (সা)-কে ছাড়িয়া যায় নাই, আমি তাহাদের একজন ছিলাম। আমরা এই কয়জন নবী করীম (সা)-এর পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছিলাম। এই সকল লোকের উপর-ই আল্লাহ্ তা'আলা প্রশান্তি, ধৈর্য ও দৃঢ়তা নাযিল করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) একটি সাদা খচ্চরের পিঠে সওয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি ধীর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এক সময়ে তাঁহার বাহনটি একদিকে ঘুরিয়া গেল। ইহাতে তিনি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)। মাথা উঁচু করেন। আল্লাহ্ আপনার মাথা উঁচু রাখুন। তিনি বলিলেন : আমার হাতে এক মুঠা ধূলামাটি দাও তো। আমি তাঁহার হাতে এক মুঠা ধূলা মাটি দিলাম। তিনি উহা শত্রু বাহিনীর লোকদের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে তাহাদের চোখ ধূলায় ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন : মুহাজির ও আনসারগণ কোথায় ? আমি বলিলাম : তাহারা এখানে আছে। তিনি বলিলেন : তাহাদিগকে ডাকিয়া এদিকে আসিতে বলো। আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিতে বলিলাম। তাহারা ফিরিয়া আসিল। অতঃপর তাহাদের তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইয়া মুশরিকদের উপর পড়িতে লাগিল। মুশরিকগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম আহমদও উপরোক্ত রাবী আফ্ফান হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) ... ... শায়বা ইব্ন উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে আমার মনে আমার পিতার ও চাচার নিহত হইবার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। বদরের যুদ্ধে আলী এবং হামযা এই দুইজনে আমার পিতা ও চাচাকে হত্যা করিয়াছিল। ভাবিলাম, আজ মুহাম্মদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আক্রমণ করিবার জন্যে তাঁহার ডান দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সেদিকে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

তাহার পরিধানে একটি সাদা লোহার বর্ম রহিয়াছে। উহা যেন রৌপ্য নির্মিত। উহার উপর ধূলিকণা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ভাবিলাম, সে হইতেছে মুহাম্মদের চাচা। সে কোনক্রমে নিজের ভাতিজাকে লাঞ্ছিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বামদিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, সেদিকে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভাবিলাম, সে হইতেছে, মুহাম্মদের চাচাতো ভাই। সে কোনক্রমে নিজের চাচাতো ভাইকে লাঞ্ছিত হইতে দিবে না। এই ভাবিয়া আমি সেদিক হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছন দিক দিয়া অগ্রসর হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তরবারির আঘাত হানব—এমন সময় দেখি আমার ও তাঁহার মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় এক ঝলক আগুন আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় হইল উহা আমাকে থাপ্পর মারিবে। আমি চোখের উপর হাত রাখিয়া পিছনে হটিয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে শায়বা! হে শায়বা! নিকটে আসো। হে আল্লাহ্! তুমি তাহার নিকট হইতে শয়তানকে দূর করিয়া দাও। আমি চোখ তুলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকাইলাম। তখন তিনি আমার নিকট আমার চক্ষু-কর্ণ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় বিবেচিত হইলেন। তিনি বলিলেন : হে শায়বা! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী উপরোক্ত রাবী ওয়ালীদ হইতে উপরোক্ত অভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বায়হাকী (র) ... ... শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) হইতে অন্য এক সনদেও বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় শায়বা ইব্‌ন উসমান (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। আমার গৃহ ত্যাগ করিবার কারণ এই ছিল না যে, আমি ইসলামকে বুঝিতাম এবং ভালবাসিতাম। প্রকৃতপক্ষে তখন আমি ইসলামকে বুঝিতামও না এবং ভালবাসিতামও না। তবে হাওয়াযিন গোত্র কুরায়েশ গোত্রের উপর বিজয়ী হইবে ইহা ছিল আমার নিকট অসহনীয়। এই কারণেই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহাকে বলিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি সাদা কালো ডোরা বিশিষ্ট একদল ঘোড়া দেখিতেছি। তিনি বললেন : হে শায়বা! কাফির ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ উহাদিগকে দেখিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। অতঃপর বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি শায়বাকে হিদায়েত করো। পুনরায় তিনি আমার বুকে মৃদু চপেটাঘাত করিলেন। আল্লাহ্র কসম! তৃতীয়বার তিনি আমার বুক হইতে হাত উঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার অন্তরে সৃষ্টির মধ্যে অধিকতম প্রিয় বলিয়া অনুভূত হইলেন। অতঃপর রাবী শায়বা ইব্‌ন উসমান উভয়পক্ষের যুদ্ধের অবতীর্ণ হইবার ঘটনা, যুদ্ধে প্রথমদিকে মুসলমানদের পরাজিত হইবার ঘটনা, ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম (সা)-কে সাহায্য করিবার জন্যে পলায়নপর মুসলমানদিগকে আব্বাস (রা)-এর উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান জানাইবার ঘটনা এবং অবশেষে মুশরিক বাহিনীর শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... যুবায়ের ইব্‌ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধের দিনে আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালে আমি দেখিলাম : পাড় বিশিষ্ট কাপড়ের ন্যায় একটি বস্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া মুসলিম বাহিনী ও মুশরিক বাহিনীর মাঝে স্থান গ্রহণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম : বিপুল পরিমাণ পিপীলিকা সমগ্র হুনায়েন উপত্যকাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর অবিলম্বে মুশরিক বাহিনী পরাজিত হইল। আমাদের মনে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, তাহারা ছিলেন—মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে অবতীর্ণ ফেরেশতা।"

সাঈদ ইব্‌ন সায়েব ইব্‌ন ইয়াসার তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সায়েব ইব্‌ন ইয়াসার বলেন : ইয়াযীদ ইব্‌ন আমের সাওয়াঈ হুনায়েনের যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীতে থাকিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তরে যে ভয় ও আতঙ্ক আনিয়া দিয়াছিলেন, আমরা তাহার নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একখণ্ড পাথর লইয়া উহা তামার পাত্রে নিক্ষেপ করিতেন। ইহাতে পাত্রটি বাজিয়া উঠিত। অতঃপর তিনি বলিতেন : হুনায়েনের যুদ্ধে আমরা আমাদের পেটের মধ্যে এইরূপ শব্দ অনুভব করিতেছিলাম। ইয়াযীদ ইব্‌ন ওসায়েদ কর্তৃক বর্ণিত উক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত ইতিপূর্বে আলোচ্য আয়াতত্রয়ের অধীনে উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম মুসলিম (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুর অন্তরে আমার পক্ষ হইতে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ব্যাপক বিষয় অল্প কথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। মূল হাদীসটি এই :

نصرت بالرعب واوتيت جوامع الكلم

উক্ত হাদীসে যে ভয় ও আতঙ্কের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, হুনায়েনের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তরে সেই ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াও নবী করীম (সা)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন। উহাও মুশরিকদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ যাহাকে চাহিবেন, তাহার তওবা কবূল করিবেন। আর আল্লাহ্ হইতেছেন ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

বস্তুত হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের যে সকল লোক পালাইয়া গিয়াছিল, তাহারা মক্কার নিকটবর্তী জি'রানা নামক স্থানে আসিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল যুদ্ধ শেষ হইবার আনুমানিক বিশ দিন পর। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে তাহাদের দলের যুদ্ধ-বন্দীগণ এবং গনীমতের মাল এই দুইটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীগণকেই গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের দলের যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। উহাদের মধ্যে নারী ও শিশুও ছিল। নবী

করীম (সা) যুদ্ধ বন্দীদিগকে তাহাদের নিকট ফিরাইয়া দিলেন এবং গনীমতের মাল মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন।

নও মুসলিমদিগকে তিনি উপহার হিসাবে বিপুল পরিমাণ মাল দান করিলেন—যাহাতে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হয়। নবী করীম (সা) তাহাদের কোন কোন লোককে একশত করিয়া উট দান করিলেন।

নবী করীম (সা) যাহাদিগকে এক শত উট দান করিয়াছেন, তাহাদের সেনাপতি মালিক ইব্‌ন আওফ নাযারী তাহাদের অন্যতম ছিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নেতা নিযুক্ত করিলেন।

ইতিপূর্বেও তিনি স্বীয় গোত্রের নেতা ছিলেন। মালিন ইব্‌ন আওফ নাযারী নবী করীম (সা)-এর বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়চিত্ততা, উদারতা, মহানুভবতা ও বদান্যতা দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (সা)-এর প্রশংসায় একটি কবিতাগাথা রচনা করিলেন। নিম্নে উহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

ما ان رأيت ولاسمعت بمثله . فى الناس كلهم بمثل محمد -
اوفى واعطى للجزيل اذا اجتدى . ومتى يشاء يخبرك عما فى غد -
واذا الكتيبة عردت انيابها . بالسمهرى و ضرب كل مهند -
فكانه ليث على اشباله . وسط المباءة خادر فى مرصد -

“সমগ্র মানবজাতির মধ্যে আমি মুহাম্মদের ন্যায় মহান কোন ব্যক্তিকে দেখিও নাই, তাঁহার ন্যায় মহান কোন ব্যক্তির কথা শুনিও নাই। তাঁহার নিকট কেহ দান প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত দান করিয়া থাকেন। তিনি চাহিলেই আগামীকাল কি ঘটিবে তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যোদ্ধাদের বাহন উটগুলি যখন বর্শা ও তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তখন মুহাম্মদ তাঁহার ব্যাঘ্র সদৃশ প্রতিপক্ষের প্রতি সিংহ সদৃশ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যেন শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যে ওঁৎপাতিয়া থাকা সিংহ।

(২৮) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٨﴾

(২৯) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ﴿٢٩﴾ۧ

২৮. হে মু'মিনগণ ! মুশরিকরা তো অপবিত্র, সুতরাং এই বৎসরের পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিজ করুণায় তোমাদিগকে অভাবমুক্ত করিতে পারেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

২৯. যাহাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহে ঈমান আনে না ও পরকালেও নহে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা নত হইয়া স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিক দিয়া পবিত্র মু'মিনদিগকে আদেশ করিতেছেন যেহেতু মুশরিকদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র; তাহারা বাতিল দীনের অনুসারী; অতএব, তাহাদিগকে আর মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে দিও না।

মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের আগমন বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মুসলমানদের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে, তৎসম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা অন্য পথে তোমাদিগকে অভাব মুক্ত করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময় ও সূক্ষ্মজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন—কাহাদের বিষয়ে কখন কীরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে হইবে। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন : আহলে কিতাব জাতিসমূহ লাঞ্ছিত অবস্থায় তোমাদিগকে জিযয়া কর না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আলোচ্য আয়াত দুইটি হিজরী নবম সনে অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম আয়াতের নির্দেশ অনুসারে নবী করীম (সা) সেই বৎসরই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে হজ্জে পাঠাইবার পর আলী (রা)-কে মুশরিকদের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করিবার জন্যে পবিত্র মক্কায় পাঠাইলেন যে, এখন হইতে আর কেহ উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করিতে পারিবে না এবং আগামী বৎসর হইতে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না। আলী (রা) পবিত্র মক্কায় তাহাদের মধ্যে উক্ত ঘোষণা প্রচার করিলেন। অতঃপর আর কোন মুশরিক উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘর তওয়াফ করে নাই এবং পরবর্তী বৎসরে আর কোন মুশরিক হজ্জ করিতে আসে নাই। এইরূপে মুশরিকদের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিধান বাস্তবায়িত হইল। তাহাদের মধ্য হইতে দলে দলে লোকদের ইসলাম গ্রহণ করিবার পর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আহলে কিতাব জাতিসমূহের (ইয়াহূদী ও খৃস্টান জাতিদ্বয়ের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে মুসলমানদের আদেশ দিয়াছেন।

উক্ত আদেশ অনুসারে হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা) রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন। হিজরী নবম সনে এই আয়াত নাযিল হইবার পর সেই বৎসরই নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মুসলিম গোত্রসমূহের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি এই বৎসরই রোমক সাম্রাজ্যের অধীনে সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইবেন। ঘোষণা অনুসারে ন্যূনাধিক ত্রিশ সহস্র মুসলিম যোদ্ধা নবী করীম (সা)-এর সহিত অভিযানে

অংশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল। মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মুনাফিকগণ এবং কিছু সংখ্যক মুসলমান এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল। বৎসরটি ছিল অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং সময়টি ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। নবী করীম (সা) মুসলিম বাহিনীকে লইয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাবূক নামক স্থানে পৌঁছিয়া নবী করীম (সা) এখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর মুসলমানদের দৈহিক দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার জন্যে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইসতিখারা (কোন বিষয়ে কল্যাণকর পথের নির্দেশ চাহিয়া আল্লাহর নিকট দু'আ করা) করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে পথ-নির্দেশ লাভ করিবার পর নবী করীম (সা) আর অগ্রসর না হইয়া তাবূক হইতেই মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। এতদসম্পর্কিত বিশদ বর্ণনা শীঘ্রই আসিতেছে।

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۔

মুশরিকগণ হইতেছে অপবিত্র ; অতএব এই বৎসর পর তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।

আবদুর রায্যাক (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন : মুশরিকগণ মসজিদুল হারামের নিকটে আসিতে পারিবে না; কিন্তু মুশরিক গোলাম এবং মুশরিক যিম্মী মসজিদুল হারামে আগমন করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতটি স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—এই বৎসর পর কোন মুশরিক আমাদের মসজিদে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু যিম্মী মুশরিকগণ এবং তাহাদের মুশরিক গোলামগণ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহ স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করেন নাই। যে সনদে উহা জাবির (রা)-এর নিজস্ব উক্তি (حديث موقوف) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সনদ অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র) বলেন : উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে লিখিতভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন—তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে মুসলমানদের মসজিদসমূহে প্রবেশ করিতে দিও না। তিনি উক্ত নিষেধ-সম্বলিত বাক্যের পর কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন : إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

আতা (র) বলেন : সমগ্র হারাম শরীফই হইতেছে মসজিদ; কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَلاَ يَقْرَبُوْا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ অর্থাৎ তাহারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ব্যক্তি অপবিত্র। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মু'মিন ব্যক্তি অপবিত্র হয় না। মুশরিক ব্যক্তির আত্মা যে অপবিত্র, উহা স্পষ্ট; কারণ, সে বাতিল ও অপবিত্র দীনের অনুসারী। মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র কিনা সে বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ফকীহ্ বলেন :

মুশরিক ব্যক্তির দেহ অপবিত্র নহে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌লে কিতাব জাতিসমূহের খাদ্যকে মুসলমানদের জন্যে হালাল করিয়াছেন। জাহিরী সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন : মুশরিক ব্যক্তির দেহও অপবিত্র। হাসান বসরী হইতে আশআস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন : মুশরিক ব্যক্তির সহিত কেহ করমর্দন করিলে সে যেন অযূ করে। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) হাসান বসরী হইতে এই অভিমত বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ-

-আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা কর, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষিত হইবার পর একদল মুসলমান বলিল—ইহার ফলে আমাদের বাজারসমূহ অচল হইয়া যাইবে, আমাদের তিজারত ও ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মুশরিকদের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আমরা যাহা আয় করিয়া থাকি, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। এইরূপে আমাদের উপর অভাব ও অর্থ কষ্ট নামিয়া আসিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ اِنْ شَاءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ، قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ .

অর্থাৎ আর যদি তোমরা অভাবে পড়িবার আশংকা করো, তবে আল্লাহ্ চাহেন তো তিনি অন্য কোন পথে স্বীয় রহমত দ্বারা তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন। তিনি প্রজ্ঞাবান ও সূক্ষ্মজ্ঞানী। তিনি ভালরূপে জানেন : কখন কাহাদের বিষয়ে কিরূপ বিধান প্রবর্তন করিতে হইবে। যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতিও ঈমান আনে না আর আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাকে হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং সত্য দীনকে মানিয়া চলে না, সেই সকল কিতাবধারীর বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের লাঞ্ছিত অবস্থায় এবং তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় জিযিয়া কর প্রদান করে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে 'মসজিদুল হারাম' এ প্রবেশ করিতে দিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিবার কারণে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবার এবং উহার ফলে তাহাদের উপর অভাব নামিয়া আসিবার যে আশংকা ছিল, দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কিতাবধারীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিবার আদেশ দিবার মাধ্যমে সেই আশংকা দূর করিয়া দিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরামা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদা, যাহ্‌হাক প্রমুখ তাফসীরকার হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক অবগত যে, কোন কাজে তোমরা সংশোধিত হইবে। সেই জন্যে তোমাদিগকে তিনি কোন কাজের আদেশ দিবেন আর কোন কাজ করিতে নিষেধ করিবেন তাহা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়। কারণ, তিনি তাঁহার কাজে ও কথায়

সর্বাধিক পারদর্শী ও পরিপক্ব এবং নিজ সৃষ্টি ও তাহাদের প্রতি নির্দেশনার ব্যাপারে তিনি শ্রেষ্ঠতম ইনসাফগার। তাই তিনি তাহাদের জিহাদের বিনিময় দিলেন বিজয় লাভ ও বিজিত জিম্মীদের নিকট হইতে জিযিয়া কর লাভের মাধ্যম।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ অর্থাৎ কিতাবধারী জাতিসমূহ দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন নবীর প্রতিই ঈমান রাখে না। তাহাদের মধ্যে সত্যাগ্রহ ও সত্য-পিপাসার গুণ নাই। তাহাদের মধ্যে উক্ত গুণ থাকিলে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল—তাঁহার শ্রেষ্ঠতম রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিত। তাহারা পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখে—তাহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহারা সত্যই যদি পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি ঈমান রাখিত, তবে তাহরা নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতিও ঈমান আনিত; কারণ পূর্ববর্তী সকল নবীই তো মুহাম্মদ (সা)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারেও তাহারা মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিতে আদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুত কিতারধারীগণ যদি পূর্ববর্তী নবীগণের শরীআতের কোন অংশকে মানিয়া চলে, তবে উহার কারণ এই নহে যে, তাহারা প্রকৃতই সংশ্লিষ্ট নবীর প্রতি ঈমান রাখে; বরং উহার কারণ এই যে, উহাকে মানিয়া চলিবার মধ্যে তাহাদের পৈত্রিক উত্তরাধিকার বা অনুরূপ কোন পার্থিব সুবিধা ও স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে। এইরূপ অনুসরণ ঈমানের পরিচায়ক নহে; তাই, উহা তাহাদের কোন কাজেও আসিবে না।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একদল ফকীহ্ প্রমাণ করিয়া থাকেন যে, আহলে কিতাব জাতিসমূহ এবং তাহাদের অনুরূপ জাতি—যেমন : অগ্নি-উপাসক জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতি হইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে না। অগ্নি-উপাসক জাতির নিকট হইতে এই কারণে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে যে, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) হুজর (هجر) নামক এলাকার অগ্নি-উপাসকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। ইমাম শাফিঈ (র) এবং মশহুর রিওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আহমদ (র) উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, অনারব প্রতিটি কাফির, সে আহলে কিতাব, মুশরিক যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন, তাহাদের হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে হইবে। পক্ষান্তরে আরবের শুধু আহলে কিতাব জাতিসমূহের লোকদের নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করিতে হইবে। ইমাম মালিক (র) বলেন, যে কোন কাফির—সে আহলে কিতাব, অগ্নি-উপাসক, মূর্তি-পূজক অথবা যে কোন জাতির লোকই হউক না কেন তাহার নিকট হইতে জিযিয়া কর আদায় করা যাইবে।

উপরোক্ত অভিমতসমূহের পক্ষের বিপক্ষের প্রমাণ আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। সুতরাং এখানে উহা উল্লেখিত হইল না। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে তাহারা যতক্ষণ না মুসলমানদের বিজয়ী অবস্থায় এবং নিজেদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অবদমিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করিবে ... ...। উক্ত কারণেই কোন যিম্মীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বা তাহাকে কোন ভাবে মুসলমানের ঊর্ধ্বে রাখা মুসলমানের জন্যে নিষিদ্ধ

ও নাজায়েয। তাহারা সর্বদা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় থাকিবে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের লোকদিগকে আগ বাড়িয়া সালাম দিও না; আর তাহাদের কাহারো সহিত রাস্তায় তোমাদের সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়া চলিতে বাধ্য করিও।

উপরোক্ত কারণেই উমর (রা) শাম (বর্তমান সিরিয়া ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ) দেশের খ্রিস্টানদের সহিত সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে খ্রিস্টানদের পক্ষে লাঞ্ছনাকর শর্তাবলী সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। একাধিক হাফিজে হাদীস ইমামগণ আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : শাম দেশের খ্রিস্টানদের সহিত উমর (রা) যখন সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন আমি তাঁহার পক্ষ হইতে এই চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম :

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্ নামে আরম্ভ করিতেছি

ইহা হইতেছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র বান্দা আমীরুল-মু'মিনীন উমরকে প্রদত্ত লিখিত প্রতিজ্ঞাসমূহ—'আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করিলেন, তখন আমরা আমাদের নিজেদের জন্যে, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্যে, আমাদের ধন-সম্পত্তির জন্যে এবং আমাদের সব ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্যে আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করিলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা আমাদের নগরে বা উহার চতুষ্পার্শ্বে কোথাও কোন নূতন গীর্জা ইবাদতখানা নির্মাণ করিব না; কোন পুরাতন গির্জা বা ইবাদত খানা মেরামত করিব না; ইতিপূর্বে যে সকল গীর্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে, উহাদিগকে গির্জা ও ইবাদত খানা রূপে পুনঃপ্রচলিত করিব না; আমাদের কোন গির্জায় রাত্রিতে বা দিনে কোন মুসলমান অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দিব না; আমাদের গির্জাগুলির দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে উন্মুক্ত রাখিব; কোন পথিক মুসলমান আমাদের আবাসস্থলের কাছ দিয়া গেলে তিনদিন তাহাকে মেহমান রাখিয়া আপ্যায়ন করিব; আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোন গুপ্তচরকে আশ্রয় দিব না; মুসলমানদের সহিত কোনরূপ প্রতারণামূলক আচরণ করিব না; আমাদের সন্তানদিগকে কুরআন শিখাইব না; কোন প্রকারের 'শিরক'-এর কথা প্রকাশ করিব না; কাহাকেও 'শির্ক'-এর প্রতি আহ্বান জানাইব না; আমাদের কোন আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করিতে চাইলে তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিব না; মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিব; কোন মুসলমান আমাদের মজলিসে বসিতে চাহিলে সরিয়া গিয়া তাহার জন্যে জায়গা করিয়া দিব; মুসলমানদের লেবাস-পোশাকের ন্যায় আমরা কোন লেবাস-পোশাক পরিধান করিব না; টুপি পরিধান করিব না; পাগড়ী ব্যবহার করিব না; জুতা পরিধান করিব না এবং মাথায় সিঁথি কাটিব না; মুসলমানদের ভাষার ন্যায় ভাষা ব্যবহার করিব না; মুসলমানদের উপনামের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করিব না; অশ্বাদি বাহনে গদি ব্যবহার করিব না; গলায় তরবারি ঝুলাইয়া চলাফেরা করিব না; কোন প্রকারের অস্ত্র রাখিব না; কোন প্রকারের অস্ত্র বহন করিব

না; আংটিতে আরবী ভাষায় কোন কিছু খোদাই করিব না; মদের বেচা-কেনা করিব না; মস্তকের সম্মুখভাগের চুল ছাটিয়া ফেলিব; যেখানেই থাকি না কেন সর্বত্র ও সর্বদা টিকি রাখিব; দেহে পৈতাধারণ করিব; গির্জায় প্রকাশ্য স্থানে ক্রুশ রাখিব না; মুসলামানদের রাস্তায় বা তাহাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশ করিব না; গির্জায় উচ্চ শব্দে ঘণ্টা বাজাইব না; মুসলমানের উপস্থিতিতে গির্জায় উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করিব না; ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে কোনরূপ মিছিল বাহির করিব না; মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিব না; মুসলমানদের রাস্তা বা বাজারের মধ্য দিয়া মৃতদেহকে বহন করিয়া লইয়া যাইব না; কোন মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত দাসকে ব্যবহার করিব না; পথিক মুসলমানের প্রয়োজনে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিব এবং কোন মুসলমানের ঘরে উঁকি মারিব না। আবদুর রহমান ইব্ন গানাম আশআরী বলেন : উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া আমি উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছাইলে তিনি উহাতে নিম্নোক্ত কথাগুলি সংযোজিত করিয়া দিলেন : আর আমরা কোন মুসলমানকে প্রহার করিব না। উক্ত শর্তসমূহকে মানিয়া লইয়া আমরা নিরাপত্তা লাভ করিলাম। আমরা উক্ত শর্তসমূহের মধ্য হইতে কোন শর্তকে ভঙ্গ করিলে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আপনাদের (মুসলমানদের) উপর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। এমতাবস্থায় আমাদের সহিত শত্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্যে বৈধ ও জায়েয হইয়া যাইবে।'

(٣٠) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى
الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ج يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ط قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝٣٠
(٣١) اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ج وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ج
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝٣١

৩০. ইয়াহূদী বলে, উযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃষ্টান বলে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র। উহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল, উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া মিথ্যা আরোপকারী হয় ?

৩১. তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে আরবাব রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহকেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহকে ইবাদত করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র!

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের ঘৃণা ও অপবিত্র উক্তি, বিশ্বাস ও কার্য উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে

উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। ইয়াহূদী জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে—উযায়ের (আ) আল্লাহ্র পুত্র। আবার নাসারা জাতি বলিয়া থাকে এবং বিশ্বাস করে—ইসা (আ) আল্লাহ্র পুত্র। উভয় জাতির লোকেরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজকে প্রভু বানাইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত দীনকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের পুরোহিত সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত বিধানসমূহকে মানিয়া চলে। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত উক্তি, বিশ্বাস ও কার্যকে উল্লেখ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) প্রমুখ তাফসীরকারক বলেন : ইতিহাসের এক পর্যায়ে আমালিকা জাতি বনী ইসরাঈল জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের আলিমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিল। বনী ইসরাঈল জাতির এই সময়কার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি উযায়ের (আ) আমালিকা জাতির অত্যাচারের হাত হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া জীবিত রহিলেন। তিনি বনী ইসরাঈল জাতির আলিমদের নিহত হইবার ফলে তাহাদের মধ্য হইতে তাওরাতের ইল্ম বিদায় লইবার কারণে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চোখের পাতা পড়িয়া গেল। একদা উযায়ের (আ) একটি কবরস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক একটি কবরের নিকট দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে আর বলিতেছে : 'হায়' তুমি মরিয়া যাইবার পর এখন আমাকে কে খাওয়াইবে ?' উযায়ের (আ) স্ত্রী লোকটিকে বলিলেন : আচ্ছা! তোমাকে এই মৃত ব্যক্তির খাওয়াইবার পরাইবার পূর্বে কে তোমাকে খাওয়াইত পরাইত ? স্ত্রী লোকটি বলিল : আল্লাহ্ আমাকে খাওয়াইতেন পরাইতেন। উযায়ের (আ) বলিলেন : আল্লাহ্ এখনো জীবিত রহিয়াছেন। তিনি কোন দিন মরিবেন না। স্ত্রীলোকটি বলিল : হে উযায়ের! বনী ইসরাঈল জাতির সৃষ্টির পূর্বে মানুষকে ইল্ম শিক্ষা দিয়া কে আলিম বানাইতেন। উযায়ের বলিলেন : 'আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইলম শিক্ষা দিয়া আলিম বানাইতেন।' স্ত্রীলোকটি বলিল : তবে কেন তুমি বনী ইসরাঈল জাতির আলিমদের নিহত হইবার কারণে কাঁদিতেছ ? উযায়ের (আ) বুঝিলেন, এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন। অতঃপর উযায়েরের প্রতি আদেশ হইল : 'তুমি অমুক দরিয়ায় গিয়া উহাতে গোসল করত দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করো। সেখানে তুমি একজন বৃদ্ধ লোককে দেখিবে। সে তোমাকে যাহা খাওয়াইতে চাহে, তাহা খাইবে। আদেশ পাইয়া উযায়ের (আ) সেই নদীতে গোসল করিলেন এবং দরিয়ার পাড়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করিলেন। অতঃপর তথায় এক বৃদ্ধকে দেখিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহাকে বলিল : মুখ হা করো। তিনি মুখ হা করিলেন। বৃদ্ধলোকটি তাহার মুখে বড় এক খণ্ড পাথরের ন্যায় একটি বস্তু প্রবেশ করাইয়া দিল। এইরূপে সে অনুরূপ তিনটি বস্তু তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিল। অতঃপর উযায়ের (আ) বনী ইসরাঈল জাতির লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি তাহাদের মধ্যে তাওরাত কিতাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিমে পরিণত হইয়াছেন। স্বজাতীয় লোকদিগকে তিনি বলিলেন : 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট তাওরাত কিতাব লইয়া আসিয়াছি। তাহারা বলিল : হে উযায়ের! তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বলো নাই। তিনি হাতের একটি আঙ্গুলে কলম বাধিয়া এক আঙ্গুলে সমগ্র তাওরাত কিতাব লিখিয়া ফেলিলেন। লোকেরা

শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানিতে পারিল। উযায়ের তাওরাত কিতাব শিখিয়া আসিয়া উহাকে না দেখিয়া উহার অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। যুদ্ধ প্রত্যাগত আলিমগণ পাহাড়ে লুকাইয়া রাখা তাওরাত কিতাব আনিয়া উহার সহিত উযায়ের কর্তৃক লিখিত তাওরাতের অনুলিপি মিলাইয়া দেখিলেন—উভয় কিতাব সম্পূর্ণরূপে এক। ইহাতে বনী ইসরাঈল জাতির কিছুসংখ্যক অজ্ঞ ব্যক্তি বলিল : উযায়ের যে না দেখিয়া না শিখিয়া নির্ভুলভাবে তাওরাত কিতাবকে মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, উহার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্র পুত্র।

নাসারা জাতি কোন্ কারণে ইসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া মনে করে, তাহা সকলের নিকট স্পষ্ট। অতএব, উহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ .

অর্থাৎ উহা শুধু তাহাদের মুখের দাবী। উক্ত দাবীর পশ্চাতে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নাই, থাকিতে পারে না। উহা তাহাদের মনগড়া কল্পিত মিথ্যা দাবী। তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট লোকদের কথার ন্যায় মিথ্যা কথা বলে। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন! তাহারা কিরূপে স্পষ্ট সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া মিথ্যা ও বাতিল আকীদাকে গ্রহণ করে ?

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ কিরূপে তাহারা সত্য হইতে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয় ? অথচ সত্য তো সুস্পষ্ট। তাই কি করিয়া তাহারা সত্যকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে ?

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ .

তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে এবং ঈসা ইব্ন মারয়ামকে প্রভু বানাইয়া লইয়াছে।

আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতে বিভিন্ন সনদে ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন : আদী ইব্ন হাতিম (রা) জাহিলী যুগে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে তাহার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর তিনি শাম দেশে পালাইয়া যান। তাঁহার ভগ্নীসহ তাঁহার গোত্রের একদল লোক যুদ্ধবন্দী হইয়া নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আনীত হইল। নবী করীম (সা) কোনরূপ মুক্তিপণ না লইয়াই তাহার ভগ্নীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি তৎসহ তাহাকে কিছু উপহারও প্রদান করিলেন। সে স্বীয় ভ্রাতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল।

আদী ইব্ন হাতিম (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। উল্লেখযোগ্য যে, আদী ইব্ন হাতিম (রা) হইতেছেন- আরবের সুবিখ্যাত দানবীর হাতিম তাঈ-এর পুত্র। আদী ইব্ন হাতিম (রা) তাঁহার গোত্র তায় (طى) এর নেতা ছিলেন। নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আদী ইব্ন হাতিম (রা)-এর উপস্থিত হইবার সময়ে তাঁহার গলায় রৌপ্য নির্মিত একটি ক্রুশ লটকানো ছিল। নবী করীম (সা) তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন :

اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ .

আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, তাহারা তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা'বূদ বানায় নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে মা'বূদ বানাইয়াছে। তাহাদের পাদ্রী পুরোহিত আল্লাহ্ কর্তৃক হালাল বলিয়া ঘোষিত বিষয়কে তাহাদের জন্যে হারাম বানাইয়াছে; আর তাহারা সেই সব বিষয়ে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তথা তাহাদের বিধি ব্যবস্থাকে মানিয়া চলিয়াছে। ইহাই হইতেছে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা'বূদ বানাইয়া লওয়া। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আদী! বলো তো। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ' এই কথা বিশ্বাস করিতে তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন সত্তা আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? উহাকে বিশ্বাস করায় তোমার বাধা কোথায় ? আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ আছে বলিয়া কি তুমি জানো ? অতঃপর নবী করীম (সা) আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-কে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্যে আহ্বান জানাইলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবার পর নবী করীম (সা)-এর মুখ-মণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : ইয়াহূদী জাতি হইতেছে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (আল্লাহ্‌র গযবে পতিত জাতি) এবং নাসারা জাতি হইতেছে : الضَّالِّيْنَ (পথভ্রষ্ট জাতি)।

হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) এবং আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ একাধিক তাফসীরকারও উপরোক্ত আয়াতাংশ :

اِتَّخَذُوْ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ

এর উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন : তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে ত্যাগ করিয়া পাদ্রী পুরোহিতদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিত। উহাই হইতেছে নিজেদের পাদ্রী পুরোহিতদিগকে তাহাদের মা'বূদ বানাইয়া লওয়া।

وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ - سُبْحَانَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

অর্থাৎ অথচ তাহাদিগকে একমাত্র একক মা'বূদ আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তিনি যে বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হারাম বলিয়া জানিবে ও মানিবে এবং তিনি যে বিষয়কে হালাল করিয়াছেন, তাহারা উহাকে হালাল বলিয়া জানিবে ও মানিবে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই। তিনি যে বিধান প্রদান করিবেন, একমাত্র তাহাই চলিবে। তাঁহার কোন শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

(٣٢) يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِــُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّآ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

(٣٣) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۙ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩২. তাহারা তাহাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র জ্যোতি নির্বাপিত করিতে চাহে। কাফিরগণ অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ্ তাঁহার জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত অন্য কিছু চাহেন না।

৩৩. মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্যে তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : কাফিরগণ আল্লাহ্র দীনকে দুনিয়া হইতে মিটাইয়া দিতে চাহে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে দিবেন না; বরং তিনি স্বীয় দীনকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তিনি সত্য দীনকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ পাঠাইয়াছেন। আল্লাহ্র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে—ইহা মুশরিকদের নিকট অসহনীয়। এতদসত্ত্বেও তিনি উহাকে সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী করিবেন—এই উদ্দেশ্যেই স্বীয় রাসূলকে উক্ত দীনসহ পাঠাইয়াছেন।

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ কাফিরগণ আল্লাহ্র দীন ও হিদায়েতকে যুক্তিহীন তর্ক এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। কাফিরদের উক্ত চেষ্টা হইতেছে—সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দিবার চেষ্টার সমতুল্য। সূর্যের আলোকে অথবা চন্দ্রের জ্যোৎস্নাকে নির্বাপিত করিয়া দেওয়া যেরূপে কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে, আল্লাহ্র দীন ও হিদায়েতকে পরাজিত ও ধ্বংস করিয়া দেওয়াও সেইরূপে কাফিরদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

يَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْكَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় দীন ও হিদায়েতকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া ছাড়িবেন না। যদিও কাফিরদের নিকট উহা অসহনীয়, তথাপি তিনি উহাই করিয়াই ছাড়িবেন।

শব্দার্থ : الكافر শব্দটির অর্থ হইতেছে, কোন বস্তু বা বিষয়কে গোপনকারী ব্যক্তি। রাত্রিকেও الكافر বলা হইয়া থাকে; কারণ, উহা পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলে। কৃষককেও الكافر বলা হইয়া থাকে; কারণ, সে বীজকে মাটির নীচে লুকাইয়া রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : يعجب الكفار نباته উহার (বৃষ্টির) ফসল জন্মাইবার প্রক্রিয়া কৃষকগণকে বিস্মিত করিয়া দেয়। এখানে الكفار শব্দটি যা الكافر শব্দের বহুবচনে কৃষকগণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ .

অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) হইতেছেন সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়েত ও দীনসহ এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, তিনি উহাকে সকল বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবেন। আল্লাহ্র দীন সকল বাতিল দীনের উপর বিজয়ী হইবে—ইহা যদিও মুশরিকদের নিকট অসহনীয়, তথাপি তিনি তাহাই করিবেন। নবী করীম (সা) আল্লাহ্র নিকট হইতে ঈমান সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশ এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ এবং মানুষের জন্যে কল্যাণকর যে জ্ঞান লইয়া আসিয়াছেন, উহা হইতেছে : الهدى হিদায়েত। আর আল্লাহ্র

নিকট হইতে নবী করীম (সা) কর্তৃক আনীত আমল সম্পর্কিত বিধানাবলী—যাহা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে মানুষের জন্যে কল্যাণকর উহা হইতেছে : دين الحق সত্য দীন।

আল্লাহ্‌র দীন ইসলামকে সমস্ত বাতিল ও মিথ্যা দীনের উপর বিজয়ী করিবার বিষয়ে সহীহ্ হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা (স্বপ্নে) আমাকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিকের এলাকাসমূহ একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। আমার উম্মতের রাজত্ব ও শাসন সেই সব এলাকায় অচিরেই পৌঁছিবে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... মাসউদ ইব্‌ন কাবীসা অথবা কাবীসা ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা একদল মুসলিম যোদ্ধা ফজরের নামায আদায় করিল। নামাযের পর তাহাদের মধ্য হইতে একটি যুবক বলিল : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : নিশ্চয় অচিরেই তোমরা পৃথিবীর পূর্বদিকের এলাকাসমূহ এবং পশ্চিম দিকের এলাকাসমূহ জয় করিবে। যাহারা উক্ত এলাকা সমূহের শাসনকর্তা ও কর্মচারী হইবে, তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা আল্লাহ্‌ভীতি সহকারে কার্য সম্পাদন করিবে এবং আমানতকে উহার সঠিক প্রাপকের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছাইয়া দিবে, তাহারা ব্যতীত অন্য সকলে দোযখে যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... সালীম ইব্‌ন আমির সাফওয়ান ও আবুল মুগীরার সূত্রে তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি "পৃথিবীর যে সকল স্থান পর্যন্ত রাত্রিদিন পৌঁছিয়াছে, নিশ্চয় সে সকল স্থান পর্যন্ত আল্লাহ্‌র এই দিন পৌঁছাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি ঘরেই উহা মাটির ঘরই হউক অথবা পশমের ঘরই হউক, এই দীনকে পৌঁছাইবেন। আল্লাহ্ সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান দান করিবেন এবং লাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা দান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সম্মান দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করিবেন এবং তিনি উক্ত লাঞ্ছনা দ্বারা কুফরকে লাঞ্ছিত করিবেন"। তামীম দারী (রা) বলিতেন : আমার নিজ পরিবারে আমি নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন ঘটিতে দেখিয়াছি। আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা কল্যাণ, সম্মান এবং ইয্‌যাত লাভ করিয়াছে আর যাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা লাভ করিয়াছে লাঞ্ছনা, অপমান ও জিয্‌য়া প্রদান।

ইমাম আহমদ (র) ... ... মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, পৃথিবীতে এইরূপ কোন মাটির ঘর বা পশমের ঘর থাকিবে না, যাহাতে ইসলামের কালেমা প্রবেশ করিবে না। (অর্থাৎ প্রতিটি ঘরেই ইসলামের কালেমা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করিবেন এবং লাঞ্ছনীয় ব্যক্তিকে লাঞ্ছনা প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও মুসলমান হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিবার মাধ্যমে তাহাকে সম্মান প্রদান করিবেন। আবার কেহ আল্লাহ্‌র দীনকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইবে। উহাতেই সে আল্লাহ্‌র নিকট লাঞ্ছিত হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন : হে আদী !

ইসলাম গ্রহণ করো। ইসলাম গ্রহণ করিলে নিরাপদে থাকিবে। আমি বলিলাম—আমি একটি ধর্মকে গ্রহণ করিয়া আছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার ধর্ম সম্বন্ধে আমি তোমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখি। আমি বলিলাম, আমার ধর্ম সম্বন্ধে আপনি আমা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান রাখেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, তাহাই। তুমি কি রুকূসিয়া সম্প্রদায়ের লোক নও ? তুমি কি তোমার গোত্রের লোকদের গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ নিজে ভক্ষণ করো না ? আমি বলিলাম : হ্যাঁ, তাহা ঠিক। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার ধর্মে উহা ভক্ষণ করা তোমার জন্যে হালাল নহে। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন : নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত কথার পর আমার মন নরম হইয়া গেল। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : কোন বিষয়টি তোমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধা দিতেছে, তাহা আমি জানি। তুমি ভাবো, শুধু কতগুলি দুর্বল লোকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর আরবের লোকেরা তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। তুমি কি হীরা নামক স্থান চিনো ? আমি বলিলাম, আমি উহাকে দেখি নাই; তবে উহার নাম শুনিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! আল্লাহ্ এই দীন (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণরূপে কায়েম করিবেন। এক সময়ে এইরূপ অবস্থা হইবে যে, একটি স্ত্রীলোক কা'বা ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে একাকী অবস্থায় হীরা হইতে রওয়ানা হইবে। এই অবস্থায় সে নিরাপদে কা'বা ঘরে পৌঁছিয়া কা'বা ঘর যিয়ারত করিবে। আর তোমরা নিশ্চয় কিসরা ইব্‌ন হুরমুয (হুরমুয এর পুত্র কিস্‌রা উপাধিধারী পারস্য সম্রাট)-এর ধন-রত্ন জয় করিবে। আমি বলিলাম : কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমুয! নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমুয। তখন মুক্ত হস্তে ধন-দৌলত বিতরণ করা হইবে। এইরূপ অবস্থা হইবে যে, উহা কেহ গ্রহণ করিতে চাহিবে না। আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) বলেন : এখন স্ত্রীলোকগণ একাকী অবস্থায় হীরা হইতে আসিয়া কা'বা ঘর যিয়ারত করিয়া যায়। আর যাহারা কিসরা ইব্‌ন হুরমুয এর ধন-রত্ন জয় করিয়াছে, আমি তাহাদের একজন। যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম! তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত ঘটনাও এক সময়ে ঘটিবে; কারণ, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী নবী করীম (সা) উচ্চারণ করিয়াছেন।

মুসলিম (র) ... ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা) বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিলাম, মানুষ পুনরায় 'লাত ও 'উযযা নামক মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিবা-রাত্রের গমনাগমন বন্ধ হইবে না। আমি আরয করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর হইতে আমি কিন্তু মনে করিয়া আসিতেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ۔

নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যতদিন চাহেন, ততদিন উহা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি পবিত্র ও সুঘ্রাণযুক্ত বাতাস পাঠাইবেন। যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও থাকিবে, সে উক্ত বাতাসের কারণে মরিয়া যাইবে। যাহাদের অন্তরে কোনরূপ ঈমান থাকিবে না, তাহারাই জীবিত থাকিবে। তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়া যাইবে।

(٣٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

(٣٥) يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿٣٥﴾

৩৪. হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসারবিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করিয়া থাকে এবং লোককে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে। আর যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, উহাদিগকেও মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫. যেদিন জাহান্নামের অগ্নিতে উহা উত্তপ্ত করা হইবে এবং উহা দ্বারা তাহাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে, সেদিন বলা হইবে, ইহাই উহা যাহা তোমরা নিজদিগের জন্যে পুঞ্জীভূত করিতে। সুতরাং তোমরা যাহা পুঞ্জীভূত করিয়াছিলে তাহা আস্বাদন কর।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমত অসৎ উলামাকে অনুসরণ করিতে মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত যাহারা আল্লাহ্‌র পথে মাল খরচ না করিয়া শুধু উহা জমা করে, তিনি তাহাদিগকে আখিরাতের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

শব্দার্থ : সুদ্দী (র) বলেন : الاحبار হইতেছে ইয়াহূদী আলিমগণ এবং الرهبان হইতেছে খৃস্টান পাদ্রীগণ। সুদ্দীর উপরোক্ত শব্দার্থ বর্ণনা সঠিক। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা الاحبار শব্দটিকে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন :

لَوْلاَ يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ .

(ইয়াহূদীদের) আবিদগণ ও আলিমগণ কেন তাহাদিগকে পাপের কথা বলিতে এবং হারাম মাল খাইতে নিষেধ করে না ? (৫ : ৬৩)

الرهبان খৃস্টানদের আবিদগণ এবং القسيسون খৃস্টানদের আলিমগণ। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উক্ত শব্দ দুইটি উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে :

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ .

উহা এই কারণে যে, তাহাদের মধ্যে আলিমগণ ও আবিদগণ রহিয়াছে আর তাহারা অহংকার করে না (৫ : ৮২)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট ইয়াহূদী আলিমদের এবং খৃস্টান আবিদদের বিপথগামিতার বিষয়কে উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যেও ইয়াহূদী আলিমদের ন্যায় এবং খৃস্টান আবিদদের ন্যায় একদল অসৎ আলিম ও একদল অসৎ আবিদ এর আবির্ভাব ঘটিবে। আয়াতে তিনি মু'মিনদিগকে অসৎ আলিমগণ ও অসৎ আবিদগণকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

সুফীয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (র) বলেন, মুসলমান জাতির যে সকল আলিম অসৎ হইবে, ইয়াহূদী আলিমগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। পক্ষান্তরে, মুসলমান জাতির যে সকল আবিদ অসৎ হইবে, খৃস্টান আবিদগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য থাকিবে। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিলেন : তীরের একটি পালক যেরূপে অন্যটির সমান হইয়া থাকে, নিশ্চয় তোমরা সেইরূপ সাদৃশ্যের সহিত তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের আচার-আচরণ ও আমল আখলাককে গ্রহণ করিবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি ইয়াহূদী ও নাসারা ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? অন্য এক রিওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে : সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন-পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি পারসিকগণ ও রোমগণ ? নবী করীম (সা) বলিলেন : পারসিকগণ ও রোমগণ ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত হাদীসের সার কথা এই যে, নবী করীম (সা) স্বীয় উম্মতকে কথায় ও কাজে পূর্ববর্তী বিপথগামী জাতিসমূহকে অনুসরণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ তাহারা অসৎ পথে লোকদের অর্থ-সম্পত্তি উদরস্থ করে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে লইয়া যায়। বস্তুত ইয়াহূদী ও নাসারা জাতিদ্বয়ের বিশেষত ইয়াহূদী জাতির ধর্মযাজকগণ ধর্মের নামে মূর্খ জনসাধারণের নিকট হইতে ভেট-বেগাড়, হাদিয়া-তোহফা, উপহার-উপঢৌকন এবং কর আদায় করিত। তাহারা ধর্মের নামে জনগণের উপর শাসন চালাইত।

ধর্মযাজকগণ একদিকে জনগণের নিকট হইতে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় অর্থ আদায় করিত, অন্যদিকে তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে দূরে সরাইয়া বিপথে পরিচালিত করিত। তাহারা জনগণকে পরিচালিত করিত দোযখের পথে; কিন্তু তাহাদিগকে বলিত, আমরা তোমাদিগকে হক ও সত্যের পথে (অর্থাৎ জান্নাতের পথে) চালাইতেছি। তাই কিয়ামতের দিন তাহারা কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না।

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

আর যাহারা স্বর্ণ রৌপ্য সঞ্চিত করে এবং উহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে না, তাহাদিগকে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ প্রদান করো।

সমাজের তিনটি শ্রেণী হইতেছে উহার প্রভাবশালী শ্রেণী। আলিম শ্রেণী, আবিদ শ্রেণী এবং ধনিক শ্রেণী। ইহারা বিপথগামী হইলে সমগ্র সমাজই বিপথগামী হইয়া পড়ে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন :

وهل افسد الدين الا الملوك * واحبار سوء ورهبانها .

বাদশাহগণ, অসৎ আলিমগণ এবং অসৎ আবিদগণ ছাড়া অন্য কেহ কি দীনকে বিগড়াইয়া দিয়াছে ?

الكنز। সঞ্চিত ধন-রত্ন।

ইমাম মালিক (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনারের (র) সূত্রে ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে অর্থ সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহাই হইল كنز । সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন : যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয়, উহা সাত তবক যমীনের নীচে প্রোথিত থাকিলেও উহা كنز হইবে না। পক্ষান্তরে, যে অর্থ-সম্পত্তির যাকাত প্রদান করা হয় না, উহা যমীনের উপরে থাকিলেও উহা كنز হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা), জাবির (রা) এবং আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা তাহাদের নিজস্ব উক্তি হিসাবে এবং স্বয়ং নবী করীম (রা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। উমর (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, যেই সম্পদের যাকাত দেওয়া হইয়াছে তাহা 'কান্‌য' নহে, এমন কি তাহা যদি মাটিতে পুতিয়া রাখাও হয়। পক্ষান্তরে যেই ধন-সম্পদের যাকাত দেওয়া হয় নাই, তাহাই কান্‌য, এমনকি তাহা যদি মাটির উপরেও থাকে।

ইমাম বুখারী (র) ... ... খালিদ ইব্ন আসলাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত কোথাও যাইতেছিলাম। পথে তিনি বলিলেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ এই আয়াতাংশ যাকাত ফরয হইবার পূর্বে কার্যকর ছিল। যাকাত ফরয করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে মালের পবিত্রকারী বানাইয়াছেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয এবং ইরাক ইব্ন মালিকও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছেন, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ এই আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত করিয়া দিয়াছেন : خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ তুমি তাহাদের মাল হইতে এই রূপ সাদকা আদায় কর—যাহা তাহাদিগকে পাক ও পবিত্র করিবে (৯ : ১০৩)।

আবূ উমামা (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা (রা) বলিয়াছেন : তরবারিতে লাগানো (স্বর্গ বা রৌপ্যের) অলংকারও كنز হিসাবে গণ্য হইবে। তিনি বলিয়াছেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে না শুনিয়া উহা বলিতেছি না।

সাওরী (রা) ... ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী (রা) বলেন : চারি হাজার এবং উহা হইতে কম পরিমাণ মুদ্রা হইতেছে পরিবারের ব্যয়ভার বহনের জন্যে প্রয়োজনীয় মাল। উহা অপেক্ষা অধিকতর মাল كنز হিসাবে গণ্য। উক্ত রিওয়ায়েতমাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে।

বিপুল সংখ্যক হাদীসে স্বর্ণ-পৌপ্য কম রাখিবার প্রশংসা এবং উহা বেশি রাখিবার নিন্দা বর্ণিত রহিয়াছে। নিম্নে উহাদের মধ্য হইতে স্বল্প সংখ্যক হাদীস উল্লেখিত হইতেছে :

আবদুর রায্যাক (র) ... ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : আলী (রা) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : 'স্বর্ণ' ধ্বংস হউক। রৌপ্য ধ্বংস হউক। তিনি তিনবার উহা বলিলেন। নবী করীম (সা)-এর উক্ত বাণীর কারণে সাহাবীগণ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিলেন। তাহারা বলিলেন : তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজেদের কাছে রাখিব ? ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়া তোমাদিগকে জানাইব। তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাহাবীগণের উপর আপনার বাণী—স্বর্ণ ধ্বংস হউক! রৌপ্য ধ্বংস হউক! অত্যন্ত ভারী ও দুর্বহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছে, 'তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল নিজের কাছে রাখিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা নিজেদের কাছে রাখিবে আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহ্বা, আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর ও এইরূপ একটি স্ত্রী যে তাহার স্বামীকে দীনী কাজে সহায়তা করিবে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ হুযায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস হউক। উক্ত রাবী আরো বলেন : আমার জনৈক সহচর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : একদা রাসূল (সা) উমর (রা)-এর সহিত পথ চলিতেছিলেন। তখন উমর (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! আপনি বলিয়াছেন : স্বর্ণ ও রৌপ্য ধ্বংস হউক! তবে আমরা কোন বস্তু সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্র যিকিরকারী একটি জিহ্বা, আল্লাহ্র শোকর আদায় কারী একটি অন্তর এবং এইরূপ একটি স্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে সহায়তা করে।

ইমাম আহমদ (র) ... ... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বন্ধে স্বীয় বিধান নাযিল করিলেন, অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ। এই আয়াতাংশ নাযিল করিলেন। তখন সাহাবীগণ বলিলেন : তবে আমরা কোন শ্রেণীর মাল সঞ্চয় করিব ? ইহাতে উমর (রা) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে উহা জানিয়া লইয়া তোমাদিগকে জানাইব। এই বলিয়া তিনি একটি উটের পিঠে চড়িয়া দ্রুত গতিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম। নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌছাইয়া তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কোন মাল সঞ্চয় করিব ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী একটি অন্তর, আল্লাহ্র যিকিরকারী একিট জিহ্বা এবং এইরূপ একটি স্ত্রী যে আখিরাতের কার্যে স্বীয় স্বামীকে সহায়তা করিবে।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্ন মাজা রাবী সালিম ইব্ন আবুল জা'দের সূত্রে সাওবান (রা) হইতে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন, উহার সনদ গ্রহণযোগ্য। ইমাম বুখারী হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন: উক্ত রাবী সালিম সাওবান (রা)-এর নিকট হইতে শোনেন নাই। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, উক্ত কারণেই কোন কোন মুহাদ্দিস উহাকে সালিম হইতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ এই আয়াত নাযিল হইবার পর উহাতে বর্ণিত বিধান মুসলমানদের নিকট অতিশয় কঠিন বিবেচিত হইল। তাহারা বলিল : আমাদের কেহ নিজের সন্তান-সন্ততির জন্যে কোন মাল রাখিয়া যাইতে পারিবে না। ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে এই সমস্যার সমাধান জানিয়া লইয়া উহা তোমাদিগকে জানাইব। অতঃপর তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন। সাওবান (রা) তাহার সঙ্গে চলিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই আয়াত (অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ) আপনার সাহাবীদের নিকট ভারী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এই উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করিয়াছেন যে, উহা দ্বারা তিনি তোমাদের অবশিষ্ট মালকে পবিত্র করিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে নিজেদের উত্তরাধিকারীদের জন্যে মাল রাখিয়া যাইবার অধিকার দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) আল্লাহু আকবার বলিলেন। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! মানুষ যে সকল বস্তু সঞ্চয় করে, আমি কি তোমাকে উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি সম্বন্ধে জ্ঞাত করিব না ? উহা হইতেছে—নেক্‌কার স্ত্রী, যাহার দিকে চাহিলে তাহার স্বামীর মন আনন্দে ভরিয়া যায়; যাহাকে তাহার স্বামী কোন আদেশ দিলে সে উহা পালন করে এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে যে তাহাকে (অর্থাৎ তাহার গৃহে অবস্থিত সম্পত্তি ও নিজ সতীত্ব) হিফাযত করে।

উক্ত হাদীসকে ইমাম আবূ দাউদ, হাকিম এবং ইমাম ইব্‌ন মারদুবিয়া (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়া'লার সূত্রে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীস সম্বন্ধে হাকিম (র) মন্তব্য করিয়াছেন—উহার সনদ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ, তবে তাহারা উহা বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) ... ... হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়্যা ইহতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে অবতরণের পর তিনি স্বীয় গোলামকে বলিলেন : খেলার সরঞ্জাম আন; খেলি। তাহার কথায় আমি অসন্তোষ প্রকাশ করিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন : ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই কথাটি ছাড়া অন্য কোন লাগামহীন কথা আমি বলি নাই। তোমরা আমার এই কথাটিকে ভুলিয়া যাও। এখন আমি যাহা বলিব, তাহা মনে রাখিও। আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : লোকে যখন স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করে, তোমরা তখন এই কথাগুলিকে সঞ্চয় করিও—হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ইসলামের উপর দৃঢ় থাকিবার মনোবল প্রার্থনা করি ও তোমার নিকট সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করিবার তাওফীক প্রার্থনা করি, তোমার নিকট সত্যবাদী একটি জিহ্বা প্রার্থনা করি, আর তুমি আমার যে সকল গোনাহের বিষয় জানো, উহাদের সমুদয় গোনাহ্ হইতে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তুমি অজানা বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছ।

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ - هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ .

অর্থাৎ তাহারা সেইদিনে কী ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইবে—যেদিন তাহাদের সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্যকে উত্তপ্ত করিয়া উহাদের দ্বারা তাহাদের কপালে, তাহাদের দেহের পার্শ্বদেশে এবং তাহাদের পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে, এই হইতেছে সেই স্বর্ণ-রৌপ্য—যাহাকে তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহা ভোগ কর (৯ : ৩৫)।

উক্ত কথা তাহাদিগকে বলা হইবে তাহাদিগকে ধমক দিবার এবং বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে। অনুরূপ ধমক বাক্য ও বিদ্রূপ বাক্য যাহা দোযখে শাস্তি ভোগরত কাফিরদের প্রতি উচ্চারিত হইবে—আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্রও উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ .

অতঃপর তোমরা তাহার মাথায় গরম পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও। তাহাকে বলা হইবে মজা ভোগ করো; তুমি তো সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তি (৪৪ : ৪৮-৪৯)।

বস্তুত দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে কোন বস্তুকে ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে তাহাকে সেই বস্তুর মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করিবেন। এইরূপ শাস্তি প্রদানের আরেকটি দৃষ্টান্ত হইতেছে, আবূ লাহাবের শাস্তি। আবূ লাহাব ছিল নবী করীম (সা)-এর প্রতি শত্রুতাচরণে অতিশয় তৎপর। নবী করীম (সা)-এর প্রতি তাহার শত্রুতাচরণে তাহাকে সাহায্য করিত তাহার স্ত্রী। দোযখে আল্লাহ্ তা'আলা আবূ লাহাবকে অনুরূপ পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করিবেন। আবূ লাহাবের স্ত্রী নিজের গলায় দোযখের কাষ্ঠের আঁটি ঝুলাইয়া তাহার নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফেলিয়া দিবে। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে আবূ লাহাবকে শাস্তি প্রদান করিবার কার্যে যে তাঁহাকে দুনিযাতে আল্লাহ্র নবীর বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণে সাহায্য করিত সেই স্ত্রীকেই নিয়োজিত করিবেন। যাহারা দুনিয়াতে তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল, উহাতে তাহাদের প্রাণ জুড়াইবে।

যাহা হউক, দুনিয়াতে যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং উহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে নাই, আখিরাতে উহা উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উহা দ্বারা দাগ দেওয়া হইবে। এইরূপে দুনিয়াতে যে বস্তু তাহাদের নিকট অধিকতম প্রিয় ছিল, আখিরাতে তাহাই তাহাদের জন্যে অধিকতম ক্ষতি ও লাঞ্ছনার কারণ হইবে।

সুফিয়ান (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে সত্তা ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ নাই, সেই সত্তার কসম! দুনিয়াতে যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিবে, আখিরাতে নিশ্চয় তাহার দেহের চামড়াকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহার উপর একটি একটি করিয়া উত্তপ্ত দীনার ও দিরহাম ছড়াইয়া দেওয়া হইবে।

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাকে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণনা করা সহীহ্ নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আবদুর রায্যাক (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য কিয়ামতের দিন বিষধর স্বর্প হইয়া উহার মালিককে ধাওয়া করিবে। উহার মালিক ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইতে চেষ্টা করিবে। উহা তাহাকে বলিবে,

আমি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য। উহা তাহার দেহের যে অংশকেই নাগালে পাইবে, তাহাই গিলিয়া ফেলিবে।

ইব্‌ন জারীর (র) ... ... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিতেন—যে ব্যক্তি সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য রাখিয়া মরিবে, কিয়ামতের দিনে উহা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে অতিশয় বিষধর স্বর্পের রূপ ধারণ করিবে। উহার প্রত্যেক চক্ষুর উপর একটি করিয়া কালো দাগ থাকিবে। উহা তাহাকে অনুসরণ করিবে। সে উহাকে বলিবে : তুমি ধ্বংস হও ! তুমি কে ? উহা তাহাকে বলিবে : আমি হইতেছি তোমার সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য যাহা তুমি মৃত্যুকালে দুনিয়াতে রাখিয়া আসিয়াছিলে। উহা তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। এক সময়ে উহা তাহার হাতকে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে। অতঃপর উহা তাহার দেহের অন্যান্য অঙ্গকেও অনুরূপভাবে মুখে পুরিয়া চিবাইয়া খাইবে।

উক্ত রিওয়ায়েতটি ইমাম ইব্‌ন হিব্বান তাহার সহীহ্ গ্রন্থে সাঈদ (র)-এর সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে।

মুসলিম (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি স্বীয় মালের যাকাত প্রদান করে না, কিয়ামতের দিনে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যে আগুনের কতগুলি তক্তা সৃষ্টি হইবে। সেইগুলি দ্বারা তাহার দেহের পার্শ্বদেশে, তাহার কপালে এবং তাহার পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিচারকার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া উক্ত শাস্তি চলিতে থাকিবে। অতঃপর তাহাকে তাহার আমল অনুসারে জান্নাত অথবা জাহান্নামের দিকে পথ দেখাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) রিওয়ায়েতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ... ... যায়েদ ইব্‌ন ওয়াহাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি রাবযা নামক স্থান দিয়া যাইবার কালে আবূ যার গিফারী (রা)-কে তথায় বসবাসরত দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এখানে বসবাস করিতেছেন কেন ? তিনি বলিলেন : আমি পূর্বে শাম দেশে বসবাস করিতাম। সেখানে একদা আমি মুআবিয়া (রা)-এর সম্মুখে এই আয়াত তিলাওয়াত করিলাম :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

মুআবিয়া (রা) বলিলেন, উক্ত আয়াত আমাদের সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই; বরং উহা আহলে কিতাব জাতিসমূহের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে। আমি বলিলাম, উক্ত আয়াত আমাদের এবং তাহাদের-সকলের সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) উবাইদ ইব্‌ন কাসিম (র)-এর সূত্রে আবূ যার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অতিরিক্ত আরো বলিলেন, অতঃপর এই বিষয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় ঘটিল। মুআবিয়া (রা) আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে উসমান (রা) আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার জন্যে আদেশ দিয়া আমার নিকট পত্র পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া আমি মদীনায় চলিয়া আসিলাম। মদীনায় আমার উপস্থিতির পর আমার চারিপার্শ্বে লোকের এইরূপ

ভিড় জমিতে লাগিল যে, তাহারা যেন ইতিপূর্বে কোনদিন আমাকে দেখে নাই। আমি আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা)-এর নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে আদেশ দিলেন, তুমি মদীনার নিকটে কোথাও গিয়া বসবাস করো। আমি আমীরুল মু'মিনীনকে বলিলাম : আমি তাহাই করিব। কিন্তু ইতিপূর্বে যাহা বলিতাম, আল্লাহ্‌র কসম! উহা বলা ত্যাগ করিব না।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, ধন-সম্পত্তি সঞ্চয়ের ব্যাপারে আবূ যার গিফারী (রা)-এর মাযহাব এই ছিল যে, নিজের পরিবার পরিজনের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদের অতিরিক্ত অর্থসম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা প্রতিটি লোকের জন্যেই হারাম। তিনি এইরূপ ফতওয়া দিতেন এবং তাহার উক্ত মাযহাব গ্রহণ করিবার জন্যে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার উক্ত মাযহাবের বিরোধী মাযহাবের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন। মুআবিয়া (রা) তাহাকে উক্ত মাযহাব প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা মানিতেন না। ইহাতে মুআবিয়া (রা) আশংকা করিলেন, আবূ যার গিফারী (রা)-এর দ্বারা লোকদের ক্ষতি হইবে। তাই, তিনি উসমান (রা)-এর নিকট অনুরোধ জানাইলেন, তিনি যেন আবূ যার গিফারী (রা)-কে নিজের কাছে ডাকাইয়া নেন। উসমান (রা) তাহাকে মদীনায় ডাকাইয়া লইয়া রাবযা নামক স্থানে বসবাস করিবার জন্যে পাঠাইলেন। তিনি এখানেই একাকী বসবাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগেই তিনি এখানে ইন্তিকাল করেন।

আবূ যার গিফারী (রা)-এর সিরিয়ায় অবস্থানকালে মুআবিয়া (রা) তাহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদা তাহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইলেন। মুআবিয়া (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি দেখিবেন, আবূ যার গিফারী (রা) ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিবার বিষয়ে যে ফতওয়া দিয়া থাকেন, তাহার উপর নিজে আমল করেন কি না। আবূ যার গিফারী (রা) মুআবিয়া (রা) কর্তৃক প্রেরিত দীনারগুলি গ্রহণ করত সেইদিনই উহা বণ্টন করিয়া ফেলিলেন। উহা এভাবে খরচ করিয়া ফেলিবার পর মুআবিয়া (রা) দীনারসহ তাহার নিকট পূর্বে প্রেরিত লোকটিকে পুনরায় তাহার নিকট পাঠাইলেন। সে আসিয়া বলিল, ইতিপূর্বে আমি আপনাকে যে এক হাজার দীনার প্রদান করিয়াছি, মুআবিয়া (রা) উহা আপনি ভিন্ন অন্য একটি লোককে প্রদান করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি ভুল করিয়া উহা আপনাকে প্রদান করিয়াছিলাম। এখন আপনি উহা আমার নিকট প্রত্যর্পণ করুন। আবূ যার গিফারী (রা) বলিলেন, আমি উহা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। তবে, আমার নিকট আবার মাল আসিলে আমি তোমাকে উহা হইতে সেই পরিমাণ মাল প্রদান করিব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : আলোচ্য আয়াত (وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) মুসলিম এবং কাফির- সকলের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন : উহা শুধু আহলে কেবলা অর্থাৎ মুসলমানদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আহনাফ ইব্‌ন কায়েস (র) বলেন : আমি মদীনায় অবস্থান করিতেছিলাম। একদিন আমি তথায় একদল লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তাহাদের মধ্যে কুরায়েশ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকও ছিল। এক সময়ে তাহাদের নিকট একটি লোক আগমন করিল। লোকটির পরিধানে জীর্ণ-শীর্ণ ও ময়লা কাপড়, তাহার মুখ-মণ্ডলসহ সমগ্র দেহে দৈন্য ও দারিদ্র্যের ছাপ। সে

দাঁড়াইয়া সকলের সম্মুখে বলিল, 'যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দাও যে, দোযখে তাহাদের স্তনের বোটার উপর আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্কন্ধাস্থির মধ্য দিয়া বাহির হইবে। আবার উহাকে তাহাদের স্কন্ধাস্থির উপর রাখা হইবে। উহা তাহাদের দেহ ভেদ করিয়া স্তনের বোটার মধ্য দিয়া বাহির হইবে। ইহাতে তাহাদের জান বাহির হইয়া যাইতে চাহিবে; কিন্তু বাহির হইবে না। লোকেরা তাহার কথা শুনিয়া মাথা নিচু করিল। তাহারা তাহার সহিত কথা বলিল না। লোকটি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া একটি খুটির নিকট বসিল। আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে বলিলাম, ইহারা তো আপনার কথাকে পসন্দ করিল না। লোকটি বলিল- ইহারা কিছুই জানে না।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) আবূ যার গিফারী (রা)-কে বলিয়াছিলেন : আমার নিকট যদি উহুদ পর্বতের সম-পরিমাণ স্বর্ণ আসিত, তবে আমি উহার মধ্য হইতে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যে মাত্র একটি দীনার রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদয় স্বর্ণ তিন দিনের মধ্যে খরচ করিয়া ফেলিতাম। তিন দিনের বেশি সময় উহা নিজের কাছে রাখা আমি পসন্দ করিতাম না। নবী করীম (রা)-এর উক্ত বাণীই সম্ভবত আবূ যার গিফারী (রা)-কে উপরোক্তরূপ কথা বলিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন :

একদা আমি আবূ যার গিফারী (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এই সময়ে বায়তুল মাল হইতে তাঁহার নিকট তাঁহার ভাতা আসিল। তাঁহার দাসী উহা দ্বারা তাঁহার জন্যে প্রয়োজনীয় পণ্য খরিদ করিবার পর উহা হইতে সাতটি মুদ্রা বাঁচিয়া গেল। তিনি উহার বিনিময়ে কতগুলি পয়সা আনিবার জন্যে দাসীকে আদেশ দিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম : নিজের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন পূরণ করিবার জন্যে এবং ভবিষ্যতে কোন মেহমান আসিলে তাহাকে আপ্যায়ন করিবার জন্যে এই মুদ্রাগুলি আপনি রাখিয়া দিলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু অর্থাৎ নবী করীম (সা) আমাকে বলিয়া গিয়াছেন : কোন ব্যক্তির নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য সঞ্চিত থাকিলে সে উহাকে যতক্ষণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করিবে, ততক্ষণ উহা তাহার পক্ষে আগুনের অঙ্গার হিসাবে রক্ষিত থাকিবে।

হাকিম ইব্‌ন আসাকির (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হও, ধনী অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইও না। তিনি বললেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? রাসূল (সা) উত্তর করিলেন : তোমার নিকট কেহ কিছু চাহিলে উহা তাহাকে দিতে অসম্মতি জানাইও না; আর তুমি আল্লাহ্র নিকট হইতে যে সম্পত্তি লাভ করো, উহার কথা গোপন রাখিও না। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! উহা আমার দ্বারা কীরূপে সম্ভবপর হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা ঐরূপেই তোমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। যদি তাহা না করো, তবে দোযখই হইবে তোমার ঠিকানা। উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ দুর্বল।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আহলে সুফ্ফাদের জনৈক সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার তহবন্দে একটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার একটি বস্তু। আরেকদিন আরেকজন সুফ্ফা দলভুক্ত সাহাবী ইন্তিকাল করিলেন। ইন্তিকালের পর তাহার তহবন্দে দুইটি দীনার পাওয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে দাগ লাগাইবার দুইটি বস্তু।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... নবী করীম (সা) এর গোলাম সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ বা রৌপ্য রাখিয়া মরিয়া যায়, আখিরাতে তাহার স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রতিটি কীরাতকে আগুনের একটি তক্তায় পরিণত করা হইবে। উহা দ্বারা তাহার দেহের পা হইতে থুতনী পর্যন্ত সকল স্থানে দাগ দেওয়া হইবে।

হাকীম আবূ ইয়ালা (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যাহারা দীনারের উপর দীনার রাখে অথবা দিরহামের উপর দিরহাম রাখে, অর্থাৎ উহাদিগকে সঞ্চয় করে, আখিরাতে তাহাদের দেহের চামড়াকে বিস্তৃত করিয়া দিয়া উহা দ্বারা তাহাদের ললাটে, দেহের পার্শ্বদেশে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে বলা হইবে ইহা হইতেছে তাহা, যাহা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে। তোমরা যাহা সঞ্চয় করিতে, এখন তাহার স্বাদ ভোগ করো।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদে রাবী সায়েফ ইব্ন মুহাম্মদ সাওরী একজন মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত রাবী।

(٣٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ
اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۭ ذٰلِكَ
الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۥ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ۭ وَاعْلَمُوْٓا أَنَّ
اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হইতেই আল্লাহ্‌র বিধানে আল্লাহ্‌র নিকট মাস গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস, ইহাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিও না এবং তোমরা মুশরিকদের সহিত সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করিবে, যেমন তাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করিয়া থাকে। এবং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিধান অনুসারে বৎসরের মাসের সংখ্যা হইতেছে বারো---যাহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উহা

হইতেছে আল্লাহ্‌র অপরিবর্তনীয় বিধান। হে মু'মিনগণ! নিষিদ্ধ মাসগুলিতে তোমরা অগ্রে কাফিরদিগকে আক্রমণ করিও না। বৎসরের অন্য সময়ে তোমরা সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেরূপে তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে। আর জানিয়া রাখিও, যাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে না, আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ... আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) স্বীয় বক্তৃতায় বলিলেন—আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময়ের যে বিধানে চলিয়া আসিতেছে, উহার হিসাব সেই বিধানের নিকট ফিরিয়া আসিল। বৎসর হইতেছে বারো মাসের সমষ্টি। উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে 'নিষিদ্ধ মাস'। উহাদের মধ্য হইতে তিন মাস হইতেছে পরস্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন; যিলকদ, যিলহজ্জ ও মুহার্‌রম। উহাদের মধ্য হইতে চতুর্থ মাস হইতেছে মুদার গোত্রের রজব যাহা জামাদিউসসানি ও শা'বান এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস। অতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন : এই দিনটি কোন দিন? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন, এই দিনটি কি কুরবানীর দিন নহে? আমরা বলিালাম, নিশ্চয় তাহাই। অতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন : এই মাসটি কোন মাস ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন : এই মাসটি কি যিলহজ্জ মাস নহে ? আমরা বলিলাম, নিশ্চয়, তাহাই। অতঃপর নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন, এই শহরটি কোন শহর ? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। নবী করীম (সা) কিছুক্ষণ নির্বাক রহিলেন। ইহাতে আমরা ভাবিলাম, তিনি উহাকে নূতন নাম দিবেন। অতঃপর বলিলেন : এই শহরটি কি মক্কা শহর নহে ? আমরা বলিলাম, নিশ্চয় তাহাই। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমাদের একের রক্ত, মাল—রাবী বলেন, আমার মনে পড়ে, নবী করীম (সা) উহার সহিত বলিয়াছেন : এবং ইয্‌যাত, অপরের জন্যে হারাম। যেমন হারাম তোমাদের এই দিনটি তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে। তোমরা অচিরেই স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। তিনি তখন তোমাদিগকে তোমাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। সাবধান! আমার তিরোধানের পর তোমরা বিপথগামী হইয়া যাইও না। যাহাতে একে অপরের গর্দান কাটিতে লাগিয়া যাও। শুনো! আমি কি (তোমাদের নিকট যাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া জরুরী ছিল, তাহা) পৌঁছাইয়া দিয়াছি ? শুনো ! যাহারা এখানে উপস্থিত আছে, তাহারা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট (উহা) পৌঁছাইয়া দেয়। এইরূপ হইতে পারে যে, যাহাদের নিকট উহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে, তাহারা উপস্থিত লোকদের কাহারো কাহারো অপেক্ষা অধিকতর সংরক্ষণকারী হইবে।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) আইয়ূবের (রা) সূত্রে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন হইতে যে বিধানে সময় চলিয়া আসিতেছে, উহার গণনা সেই বিধান অনুসারে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিনই তাঁহার বিধানে তাঁহার নিকট (বৎসরের) মাসসমূহের সংখ্যা বারো নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে চারিটি হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। তিনটি হইতেছে পরস্পর অব্যবহিত ও বিরতিহীন মাস; যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মুহার্‌রম। চতুর্থটি হইতেছে মুদার গোত্রের রজব মাস যাহা জামাদিউসসানি এবং শা'বান এই দুই মাসের মধ্যে অবস্থিত মাস।

বায্যার (র) উক্ত হাদীস মুহাম্মদ ইব্ন মুআম্মার (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উক্ত হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই। উক্ত হাদীস ইব্ন আওন এবং কুররা ইব্ন সীরীনের (র) সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বুকরা মাধ্যমে আবূ বুকরা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে মিনায় আইয়ামে তাশরীক (১১ ই যিলহজ্জ হইতে ১৩ই ই যিলহজ্জ)-এর মধ্যর্তী দিনে নবী করীম (সা) খুতবায় বলিয়াছিলেন : হে লোক সকল! সময় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন উহা যেরূপে সৃষ্টি হইয়াছে, এখন উহাকে সেইরূপে গণনা করিবার বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস। উহাদের মধ্য হইতে চারিমাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস : জামাদিউসসানি এবং শা'বান—এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস মুদার গোত্রের রজব মাস, যিলকাদ, যিলহাজ্জ এবং মুহাররম। ইমাম ইব্ন মারদুবিয়া (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার ও মূসা ইব্ন উবায়দা প্রমুখের সূত্রে ইব্ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাম্মাদ ইবন সালামা ... ... আবূ হামযা রাক্কাশীর চাচা (যিনি একজন সাহাবী ছিলেন) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে আইয়ামে তাশরীক-এর মধ্যবর্তী দিনে আমি নবী করীম (সা)-এর বাহন উটের লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া নবী করীম (সা)-এর সম্মুখ হইতে ভিড় সরাইয়া দিলাম। এই সময় নবী করীম (সা) জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন : হে লোক সকল ! তোমরা শুনো, আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে সময় যে বিধানের অধীন হইয়া চলিয়াছে, উহার গণনা এখন হইতে সেই বিধান মুতাবিক হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধান মুতাবিক তাঁহার নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হইতেছে বারো মাস; উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। উক্ত চারি মাসে তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না।

مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ উহাদের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস।

সাঈদ ইব্‌ন মানসুর (র) ... ... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশে ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস বলেন : উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত নিষিদ্ধ মাসসমূহ হইতেছে—মুহাররম, রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ।'

উপরে উল্লেখিত হইয়াছে যে, বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والارض .

"আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন সময় যে অবস্থায় ছিল, উহা এখন সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে।"

উক্ত বাণীতে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত একটি বিধানকে প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিনই তিনি যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিষিদ্ধ মাস হিসাবে কতগুলি মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কেহ উহাকে এবং উহাদিগকে অগ্রে বা পশ্চাতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। নবী করীম (সা) উপরোক্ত বাণীতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব-নির্ধারিত উপরোক্ত বিধানই প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধানকে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত কোন বিধানকে স্বীয় বাণীতে নবী করীম (সা)-এর প্রকাশ করিবার একটি দৃষ্টান্ত হইতেছে এই যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন :

ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارض فهو حرام بحرمة الله تعالى الى يوم القيامة .

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সেইদিন এই শহরকে 'সম্মানিত' বানাইয়াছেন। অতএব, উহা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানে সম্মানিত থাকিবে।

অবশ্য কেহ কেহ বলেন : জাহিলী যুগের লোকেরা হজ্জের সময় সম্বন্ধে যে নিয়ম বানাইয়া লইয়াছিল, তদনুসারে তাহারা যিলহজ্জ মাস ছাড়াও বৎসরের অন্যান্য মাসে হজ্জ করিত। তাহারা প্রতি বৎসর একই মাসে হজ্জ করিত না। তাহারা বিভিন্ন বৎসরের বিভিন্ন মাসে হজ্জ করিত। আল্লাহ্ তা'আলা যেদিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিনই তিনি হজ্জের মাস হিসাবে যিলহজ্জ মাসকে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। নবী করীম (সা) তদনুসারেই যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারেও সেই বৎসর যিলহজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল। উপরোল্লেখিত হাদীসে (ان الزمان قد استدار) নবী করীম (সা) ইহা-ই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টির দিনে যে যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, জাহিলী যুগের নিয়ম অনুসারেও তাঁহার হজ্জের বৎসর সেই যিলহজ্জ মাসে হজ্জ হইবার কথা ছিল।'

উক্ত হাদীসের শেষোক্ত ব্যাখ্যায় প্রবক্তাগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, 'হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে হজ্জ পালন করিয়াছিলেন, উহা তিনি পালন করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে।' উক্ত তথ্য সঠিক নহে। উক্ত তথ্য যে সঠিক নহে, তাহা আমি আলোচ্য আয়াতের

অব্যবহিত পরবর্তী আয়াত إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ এর ব্যাখ্যায় প্রমাণিত করিব ইনশা আল্লাহ্।

ইমাম তাবারানী পূর্বযুগীয় জনৈক ইতিহাসকার হইতে উপরোল্লেখিত তথ্য অপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত একটি তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবারানী বলেন : উক্ত ইতিহাসকার বলিয়াছেন-'বিদায় হজ্জের বৎসরে মুসলমানগণ, ইয়াহূদিগণ এবং খৃস্টানগণ—ইহাদের সকলের হজ্জই একই দিনে অর্থাৎ দশই যিলহজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।' আল্লাহ্ অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

চান্দ্রমাসসমূহের নাম ও উহাদের তাৎপর্য এবং সপ্তাহের দিনগুলির নাম

শায়েখ ইলমুদ্দীন সাখাবী (المشهور فى السماء الايام والشهور) এই নামে একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলেন : চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাসের নাম হইতেছে مُحَرَّمٌ অর্থাৎ নিষিদ্ধ সম্মানিত মাস। উক্ত মাস যেহেতু নিষিদ্ধ ও সম্মানিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি 'আরবগণ উক্ত মাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করিত। তাহারা উহাকে কখনো হারাম মাস এবং কখনো হালাল মাস বানাইত। তাহাদের উক্ত আচরণের প্রতিবাদে উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।'

শায়েখ সাখাবী বলেন : مُحَرَّمٌ শব্দের বহুবচন হইতেছে مُحَرَّمَات مُحَارِمُ এবং مَحارِيم ।

চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাসের নাম হইতেছে : صَفَرٌ অর্থাৎ শূন্য মাস। উক্ত মাসে আরবগণ যেহেতু যুদ্ধ ও সফরের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিত এবং উহার কারণে তাহাদের গৃহ শূন্য থাকিত, তাই উহা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। صَفِرَ الْمَكَانُ অর্থাৎ ঘর খালি হইয়া গিয়াছে। صَفَرَ শব্দের বহুবচন হইতেছে اَصْفَارَ। যেমন : جَمَلُ শব্দের বহুবচন হইতেছে اَجْمَالُ; চান্দ্র বৎসরের তৃতীয় মাসের নাম হইতেছে رَبِيْعُ الْاَوَّلُ অর্থাৎ বসন্ত-ঋতুর প্রথম মাস।

চান্দ্র বৎসরের চতুর্থ মাসের নাম হইতেছে ربيع الاخر অর্থাৎ বসন্ত-ঋতুর দ্বিতীয় মাস। উক্ত দুই মাস যেহেতু আরবে বসন্তকাল ছিল, তাই উহারা উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। الربيع অর্থ বসন্তকাল। اِرْتَبَعَ বসন্তকালীন ভবনে অবস্থান করিয়াছে। رَبِيْعُ শব্দের বহুবচন হইতেছে اَرْبِعَاءُ এবং اَرْبِعَةَ । যেমন : نَصِيْبُ শব্দের বহুবচন হইতেছে اَنْصِبَاءُ এবং رَغِيْفُ শব্দের বহুবচন হইতেছে اَرْغِفَةٌ ।

চান্দ্র বৎসরের পঞ্চম মাসের নাম হইতেছে جُمَادَى الاولى অর্থাৎ বরফ জমিবার প্রথম মাস। চান্দ্র বৎসরের ষষ্ঠ মাসের নাম হইতেছে جُمَادَى الْاٰخِرَةُ অর্থাৎ বরফ জমিবার দ্বিতীয় মাস। উক্ত দুই মাসে আরবে যেহেতু বরফ জমিত, তাই উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। جُمَادَى অর্থ বরফ জমিবার কাল।

শায়েখ সাখাবী বলেন : আগের দিনে আরবদের বৎসরের মাসগুলি ঘুরিয়া আসিত না; বরং প্রতিটি মাস সর্বদা বৎসরের একই ঋতুতে স্থির থাকিত।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, 'শায়েখ সাখাবীর উক্ত ধারণা সঠিক নহে; কারণ, আরবদের গণনায় বৎসরের মাসগুলি চন্দ্রের সহিত সম্পর্কিত ছিল। এমতাবস্থায়, মাসগুলি বৎসরের একই ঋতুতে স্থির থাকিতে পারে না। উহারা নিশ্চয় ঘুরিয়া আসিত। তবে মনে হয়, আরবগণ সর্বপ্রথম যে বৎসর বৎসরের মাসসমূহরে নামকরণ করিয়াছিল ঘটনাচক্রে সেই বৎসর আলোচ্য দুই মাস আরবে বরফ জমিবার কাল ছিল; তাই তাহারা উহাদিগকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছিল। পরবর্তীকালে উক্ত নামের অর্থের সহিত উক্ত মাসদ্বয়ের প্রাকৃতিক অবস্থার মিল না থাকিলেও প্রথম নামকরণের অনুকরণে উহারা উক্ত নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নোক্ত কবিতাংশেও কবি বরফ জমিবার মাসকে ' جُمَادى ' নামে অভিহিত করিয়াছেন :

وليلة من جمادى ذات اندية * لايبصر العبد فى ظلماتها الطنبا
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة * حتى يلف على خرطومه الذنبا .

"বরফ জমা ' جُـمَـادى ' মাসের অনেক রাত্রিতে লোকে অন্ধকারে তাঁবুর রশ্মিটি পর্যন্ত দেখিতে পায় না। উক্ত রাত্রিগুলিতে কুকুর একবারের বেশি ঘেউ ঘেউ করে না। উক্ত রাত্রিতে কুকুর দেহের উপর লেজ গুটাইয়া রাখিয়া জড়োসড়ো হইয়া শুইয়া থাকে।"

শায়েখ সাখাবী বলেন, جُمَادى শব্দের বহুবচন হইতেছে جُمَاديات যেমন : حُبَارى শব্দের বহুবচন হইতেছে حُبَارَيات । - جُمادى শব্দটি কখনো পুংলিঙ্গ শব্দ হিসাবে আবার কখনো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে الاولى - جُمادى ' ও ' - جُمادى الاول - এবং جُمَادى الاخرة ও جُمادى الاخِر ।

চান্দ্র বৎসরের সপ্তম মাসের নাম হইতেছে : رجب - ترجيب হইতে উৎপাদিত। ইহার অর্থ সম্মান করা; رجب শব্দের বহুবচন হইতেছে ارجاب, رجَبَات ও رجاب ।

চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস হইতেছে شعبانُ - تشعب القبائل হইতে উৎপাদিত। উহার অর্থ ছড়াইয়া পড়া। আরবগণ এই মাসে লুটতরাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। شـعـبـان শব্দের বহুবচন হইতেছে شعبانات ও شعابين ।

চান্দ্র বৎসরের নবম মাসের নাম হইতেছে رمـضـان, অর্থাৎ গ্রীষ্মের মাস। আরবদেশে এই মাসে অতিশয় গরম পড়িত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। رَمِضَتِ الفَصَالُ অর্থাৎ তীব্র পিপাসার কারণে গবাদি পশুর বাছুর গরম হইয়া যাওয়া। رمـضـان শব্দের বহুবচন হইতেছে رَمَضَانَات، رَمَاضِينُ ও أرْمِضَة। শায়েখ সাখাবী বলেন : কেহ বলিয়াছেন, رَمَضَانِ হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম।' উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও উপেক্ষণীয়।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : رمضان হইতেছে, আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম—এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু, উহা দুর্বল হাদীস। আমি উক্ত হাদীসকে كتاب الصيام এর প্রথম দিকে উল্লেখ করিয়াছি।

শায়েখ সাখাবী বলেন : চান্দ্র বৎসরের দশম মাসের নাম হইতেছে شَوَّال অর্থাৎ উটের লেজ উচাইয়া সংগত হইবার মাস। এই মাসে উট লেজ উচাইয়া পরস্পর সংগত হয় বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। شالت الابل باذنابها অর্থাৎ উট লেজ উচাইয়া সংগত হইয়াছে। شَوَّال শব্দের বহু বচন হইতেছে شَوَاوِل ، شَوَاوِيْل ও شَوَّالاَت ।

চান্দ্র বৎসরের একাদশ মাসের নাম হইতেছে ذُوالْقَعْدَة অর্থাৎ বসিয়া থাকিবার মাস। القَعَدَةُ অর্থাৎ বসিয়া থাকা। উহার ق বর্ণটি فتحه এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : 'উহার ق বর্ণটি كسرة এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে। আরবগণ উক্ত মাসে যুদ্ধ ও সফর স্থগিত রাখিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ذوالقعدة শব্দের বহুবচন হইতেছে : ذوات القعدة ।

চান্দ্র বৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম হইতেছে : ذو الحجة অর্থাৎ হজ্জের মাস। الحَجَّةُ হজ্জ। উহার ح বর্ণটি كسره এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি : উহার ح বর্ণটি فتحة এর সহিতও পঠিত হইয়া থাকে। আরবগণ উক্ত মাসে হজ্জ পালন করিত বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে : ذُوالحجة শব্দের বহুবচন হইতেছে : ذوات الحجة ।

শায়েখ সাখাবী বলেন : সপ্তাহের সাত দিনের আরবী নাম হইতেছে এই :

يوم الاحد রবিবার; বহুবচন الاحاد، الاوحاد ও الوحود ।

يوم الاثنين সোমবার; الاثنان শব্দের বহুবচন হইতেছে : الاثانين ।

يوم الثلاثاء মঙ্গলবার; الثلاثاء শব্দটি একটি উভয়-লিঙ্গ শব্দ। উহার বহু-বচন হইতেছে الثلاثاوات ও الاثالث ।

يوم الاربعاء বুধবার; الاربعاء শব্দটির বহু-বচন হইতেছে الاربعاوات ও الارابيع ।

يو الخميس বৃহস্পতিবার; الخميس শব্দের বহুবচন হইতেছে الا خمسة ও الاخامس ।

يوم الجمعة শুক্রবার; الجمعة শব্দটির م বর্ণটি কখনো ضمه এর সহিত, কখনো سكون এর সহিত এবং কখনো فتحة এর সহিত পঠিত হইয়া থাকে। উহার বহুবচন হইতেছে الجمع ও الجمعات।

يَوْمُ السبت শনিবার। السبت শব্দটির অর্থ হইতেছে—কাটিয়া দেওয়া; সমাপ্ত করা; শনিবার সপ্তাহের সমাপ্তি দিন বলিয়া উহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পূর্বে আরবগণ সপ্তাহের দিনগুলিকে নিম্নোক্ত নামসমূহে অভিহিত করিত : اوَّلُ রবিবার; اَهْوَنُ সোমবার; جُبَارُ মঙ্গলবার; دُبَارُ বুধবার; مُؤنِسَ বৃহস্পতিবার; عروبة শুক্রবার এবং شيَّار শনিবার। প্রাচীন আরবীয় কবি বলেন :

ارجى ان اعيش وان يومى * باول او باهون او جبار
او التالى دبار فان افته * فمونس او عروبة او شيار

আমি আশা করি আমি (দীর্ঘদিন) জীবিত থাকিব। আর আমার জন্ম-দিন হইতেছে اوَّل অথবা امون অথবা جُبَار অথবা دُبَار অথবা مُؤنِس অথবা عروبة অথবা شِيَّار ।

مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُم অর্থাৎ বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারি মাস হইতেছে নিষিদ্ধ মাস। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাহিলী যুগেও আরবের অধিকাংশ লোক বৎসরের চারি মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু আরবের বাসাল (البسل) নামক একটি দল বৎসরের আট মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া গণ্য করিত। উক্ত দলের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতি অধিকতর কঠোরতা আরোপ করা।

উপরে 'নিষিদ্ধ চারি মাস'-এর ব্যাখ্যায় যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে আমরা দেখিয়াছি যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ চারি মাসের অন্যতম মাস 'রজব'কে মুদার مضر গোত্রের রজব, যাহা جمادى الاخرة এবং شعبان এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস—এই পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন। উক্ত মাসকে নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিবার কারণ এই: জাহিলী যুগে আরবের মুদার مضر গোত্রের লোকেরা নিষিদ্ধ রজব মাসকে جمادى الاخرة এবং شعبان এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস হিসাবে গণ্য করিত। অন্যদিকে রবীআ ربيعة গোত্রের লোকেরা উক্ত মাসকে شعبان এবং شَوَّال এই দুই মাসের মধ্যবর্তী মাস যাহা রমাযান মাস হিসাবে পরিচিত রহিয়াছে—হিসাবে গণ্য করিত। বস্তুত রবীআ গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল ভ্রান্ত এবং মুদার গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল সঠিক ও অভ্রান্ত। উপরোক্ত বিষয়টি লোকদিগকে চিনাইবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) রজব মাসকে উপরোক্ত পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বৎসরের বারো মাসের মধ্য হইতে চারিটি মাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন হজ্জ এবং উমরা পালনে লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে। দূরবর্তী এলাকার লোকেরা হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে যিলকাদ মাসে গৃহত্যাগ করিয়া থাকে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় বলিয়া তাহাদিগকে উক্ত মাসেই গৃহত্যাগ করিতে হয়। এমতাবস্থায় যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ না হইলে হজ্জযাত্রীদের হজ্জ যাত্রার পথ নিরাপদ থাকে না। তাই, উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যিলহজ্জ মাস হইতেছে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করিবার মাস। হাজীগণ যাহাতে নিরাপদে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুহাররম মাস হইতেছে হজ্জ পালন করিবার পর হাজীদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার মাস। তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্যে পথ নিরাপদ থাকা প্রয়োজন। এই হেতু উক্ত মাসকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাস বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বৎসরের অন্য সময়ে লোকদিগকে আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার তথা উমরা পালন করিবার সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা রজব মাসকে—যাহা হজ্জ সমাপ্ত হইবার কয়েক মাস পর আসিয়া থাকে- 'নিষিদ্ধ মাস' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই বৎসরের যে চারিমাসকে 'নিষিদ্ধ মাস' হিসাবে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহাদিগকে 'নিষিদ্ধ মাস' হিসাবে গণ্য করিয়া উহাদের

প্রতি তদনুযায়ী আচরণ করাই হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সঠিক আনুগত্য এবং উহাই হইতেছে সঠিক পথ।

فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ্ করিয়া তোমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। কারণ, অন্যান্য মাসের তুলনায় উক্ত নিষিদ্ধ মাসগুলিতে গুনাহ করা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য; যেমন : অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইতেছে হারাম শরীফের মধ্যে থাকিয়া গুনাহ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ যে ব্যক্তি উহার মধ্যে থাকিয়া কোন পাপাচার অত্যাচার করিতে চাহিবে, তাহাকে আমি অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইব। উপরোক্ত কারণেই ইমাম শাফিঈ (র)সহ একদল ফকীহ্ বলেন : নিষিদ্ধ মাসসমূহে অথবা হারাম শরীফে কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তজ্জন্য অধিকতর পরিমাণে 'দিয়াত (دية) আদায় করিতে হইবে। তাহারা অনুরূপভাবে বলেন : কেহ নিজের মুহাররম যাহাকে বিবাহ করা হারাম, সেই নিকট আত্মীয় (ব্যক্তি)-কে হত্যা করিলে তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে অধিকতর পরিমাণে দিয়াত আদায় করিতে হইবে।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) বিভিন্ন রাবীর বরাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা বৎসরের বারো মাসের কোনো মাসেই পাপকার্য করিও না।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : বৎসরের বারো মাসের কোনো মাসেই তোমরা পাপকার্য করিও না। তবে নিষিদ্ধ চারি মাসে কোনো পাপকার্য করা অন্য কোন মাসে পাপকার্য করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। অতএব, উহার শাস্তিও অধিকতর কঠিন ও কঠোর। এইরূপে নিষিদ্ধ তথা সম্মানিত চারি মাসে কোন নেক আমল করাও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। অতএব, উহার পুরস্কারও অধিকতর বড় ও বেশি।

আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন : যদিও বৎসরের যে কোনো মাসে যে কোন সময়ে পাপকার্য তথা অত্যাচার করা অপরাধ তথাপি 'নিষিদ্ধ চারি মাসে' পাপকার্য ও অত্যাচার করা বৎসরের অন্য যে কোন সময় পাপকার্য ও অত্যাচার করা অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধ। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টিকে, যে সময়কে বা যে কার্যকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতাকে বার্তাবাহক হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য ফেরেশতা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক মানুষকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যান্য মানুষ অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি মানুষের কথার মধ্য হইতে আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণে উচ্চারিত কথাকে তাহার অন্যান্য কথা অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি পৃথিবীর স্থান-মূহের মধ্য হইতে মসজিদসমূহকে অন্যান্য স্থান

অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের মাসগুলির মধ্য হইতে রমযান মাসকে এবং নিষিদ্ধ ও সম্মানিত চারিমাসকে অন্যান্য মাস অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহের দিনসমূহের মধ্য হইতে জুমআর দিনকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বৎসরের দিনসমূহের মধ্য হইতে লায়লাতুল কদর (শবে-কদর)-কে বৎসরের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিকতর সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন। আমাদের সকলের কর্তব্য হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে সৃষ্টিকে যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন, তাহাকে ততটুকু সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কোন সৃষ্টি সম্মানিত বা লাঞ্ছিত হইয়া থাকে; উহাকে তাঁহার সম্মানিত বা লাঞ্ছিত করিবার কারণে। ইহাই জ্ঞানিগণের সুবিবেচিত প্রত্যয়।

সাওরী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিও না। এস্থলে ظلم শব্দের তাৎপর্য হইতেছে—নিষিদ্ধ মাসসমূহের সম্মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহে যে সকল কাজ করাকে হারাম করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হালাল বানাইয়া লইও না এবং উক্ত মাসসমূহে যে সকল কাজ করাকে হালাল করা হইয়াছে, তোমরা উহাদিগকে হারাম বানাইও না, যেরূপ বানাইয়া লইয়াছিল মুশরিকগণ। তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ মাসসমূহকে উহাদের স্থান হইতে আগাইয়া পিছাইয়া দিত। এইরূপে তাহারা নিষিদ্ধ মাসসমূহ সম্পর্কিত বিধানাবলীকে লংঘন করিত। আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইমাম ইব্‌ন জারীর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً - وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ .

অর্থাৎ আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। আর জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সহিত রহিয়াছেন।

নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধান এখনো বলবৎ রহিয়াছে অথবা উহা রহিত (منسوخ) হইয়া গিয়াছে- সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন- নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরগণকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের শেষোক্ত অংশ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً দ্বারা রহিত (منسوخ) করিয়া দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের উক্ত ব্যাখ্যাই উহার অধিকতর বিখ্যাত ব্যাখ্যা। উক্ত ব্যাখ্যার প্রবক্তাগণ বলেন- আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ অর্থাৎ তোমরা উক্ত মাসসমূহে (কাফিরদের উপর অগ্রে আক্রমণ করিয়া) নিজেদের উপর অত্যাচার করিও না। এই আয়াতাংশের অব্যবহিত পরেই তিনি বলিয়াছেন : وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً আর

মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ করো। ইহাই উক্ত ব্যাখ্যায় যৌক্তিকতা প্রদান করে।

বস্তুত, নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বোক্ত বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতাংশ দ্বারা রহিত করিয়া না দিলে এতদস্থলে তিনি কেন বলিলেন-'আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, নিষিদ্ধ মাসসমূহ শেষ হইবার পর তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও। মূলত উক্ত আয়াতাংশের স্বাভাবিক, তাৎপর্য এই যে, 'আর মুশরিকগণ যেরূপে সকলে মিলিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া থাকে, তোমরা সেইরূপ সকলে মিলিয়া ইতিপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত মাসসমূহে এবং অন্যান্য মাসে—বৎসরের সকল মাসেই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিও।'

এতদ্ব্যতীত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ যিলকাদ মাসে কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : 'মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম (সা) শাওয়াল মাসে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বাহির হইলেন। (হুনায়েনের যুদ্ধে) নবী করীম (সা) তাহাদিগকে পরাজিত করিবার পর তাহাদের একটি দল ভাগিয়া গিয়া তায়েফে আশ্রয় লইল। নবী করীম (সা) তায়েফে গিয়া চল্লিশ দিন ধরিয়া তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চল্লিশ দিন পর তাহাদের উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লইয়া তায়েফ জয় না করিয়াই নবী করীম (সা) ফিরিয়া আসিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'

আরেক দল তাফসীরকার বলেন- নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ করা এখনো হারাম নিষিদ্ধ রহিয়াছে। উহা কোন আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) হয় নাই। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে অক্রমণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় : যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ .

-হে মু'মিনগণ ! তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শন স্থানসমূহের সম্মান নষ্ট করিও না; আর নিষিদ্ধ মাসের সম্মানও নষ্ট করিও না (৫ : ২)।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

"নিষিদ্ধ মাস নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে, আর নিষিদ্ধ কার্যাবলীর প্রতিদান হইতেছে উহাদের সমতুল্য কার্য। যদি কেহ তোমাদের উপর অত্যাচার করে, তবে সে তোমাদের উপর যতটুকু অত্যাচার করে, তোমরা তাহার প্রতি ততটুকু পাল্টা আচরণ করিও (২ : ১৯৪)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিতেছেন :

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ .

"নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিক্রান্ত হইবার পর তোমরা মুশরিকগণকে যেখানে পাইবে, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে" (৯ : ৫)।

শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন- আলোচ্য আয়াতাংশ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত 'নিষিদ্ধ মাসসমূহে কাফিরদিগকে অগ্রে আক্রমণ করা নিষিদ্ধ হইবার বিধানকে' রহিত করেন নাই; বরং উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অতিরিক্ত একটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ তাহারা কখন করিবে ? বৎসরের যে কোন মাসে অথবা নিষিদ্ধ মাসসমূহের বাহিরে ? -সে বিষয়ে উহাতে কিছু বর্ণিত হয় নাই। সে বিষয়ে অন্যান্য একাধিক আয়াতে যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বভাবতই সর্বক্ষেত্রে বলবৎ রহিয়াছে।

অথবা আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ মাসসমূহেই যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তবে উক্ত যুদ্ধ তাহারা করিতে পারিবে একমাত্র তখন যখন তাহারা কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অন্য কথায় বলা যায়—মু'মিনগণ নিষিদ্ধ মাসে কাফিরগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা নিষিদ্ধ মাসেও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারিবে- আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন :

وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ .

অর্থাৎ আর তাহাদের সহিত মসজিদুল হারামের আওতায় লড়াই করিও না যতক্ষণ না তাহারা সেখানে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। অতঃপর যদি তাহারাই তোমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর (২ : ১৯১)।

আর নিষিদ্ধ মাসে তায়েফবাসী মুশরিকদিগকে নবী করীম (সা)-এর অবরুদ্ধ করিয়া রাখা সম্পর্কিত যে ঘটনাকে প্রথমোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ নিজেদের সমর্থনে উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শেষোক্ত অভিমতের প্রবক্তাগণ বলেন- উক্ত অবরোধের ঘটনাটি ছিল হুনায়নের যুদ্ধের পরিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল হুনায়েনের যুদ্ধের একটি অংশ। (আর হুনায়েনের যুদ্ধেও প্রথম আক্রমণকারী ছিল মুশরিকগণ মু'মিনগণ নহে)। আর ইহা সুবিদিত যে, হুনায়েনের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে। এতদ্ব্যতীত তায়েফবাসীদের প্রতি নবী করীম (সা)-এর অবরোধ আরম্ভ হইয়াছিল শাওয়াল মাসে। নবী করীম (সা) মানজানিক (পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র) ইত্যাদি দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই অভিযানে মুশরিকদের হাতে একদল মুসলমান শাহাদাতও বরণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, উক্ত অবরোধ প্রায় চল্লিশ দিন স্থায়ী হইয়াছিল। এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উক্ত অবরোধ নিষিদ্ধ মাসের আগমনের পূর্বে আরম্ভ হইয়া উহা চলিতে থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ মাস আসিয়া গিয়াছিল। আর নিষিদ্ধ মাসে অবরোধ আরম্ভ করা জায়েয না হইলেও পূর্ব অবরোধকে নিষিদ্ধ মাসে অব্যাহত রাখা নাজায়েয নহে। ইহা একটি প্রমাণিত বিষয়। এই বিষয়টির অনুরূপ বহু সংখ্যক দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। আমি (গ্রন্থকার) এই বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে ইনশাআল্লাহ্ উল্লেখ করিব। সীরাত সম্পর্কিত পুস্তকে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি।

(٣٧) اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ؕ زُيِّنَ لَهُمْ سُوْٓءُ اَعْمَالِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾ ع

৩৭. এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফরীর বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা কোন বৎসর উহাকে বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা, আল্লাহ্ যেইগুলিকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন সেইগুলি গণনা পূর্ণ করিতে পারে, অনন্তর আল্লাহ্ যাহা নিষিদ্ধ করিয়াছেন তাহা হালাল করিতে পারে। তাহাদের মন্দ কাজগুলি তাহাদের জন্যে শোভনীয় করা হইয়াছে; আল্লাহ্ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার কার্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। মুহার্‌রম মাস হইতেছে অন্যতম 'হারাম' মাস। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ মুহার্‌রম মাসেও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত। এইরূপে তাহারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে উহাকে হালাল করিয়া লইত। তাহারা কোন বৎসর উহাকে হালাল বানাইত এবং কোন বৎসর উহাকে হারাম বলিয়া মান্য করিত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৎ কর্তৃক হারাম বলিয়া ঘোষিত মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার উপরোক্ত কার্যের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন।

মুশরিকগণ ছিল বিনা কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত একটি বর্বর ও অসভ্য জাতি। এক সঙ্গে তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে বিরত থাকা তাহাদের বর্বর প্রবৃত্তির বিরোধী ছিল। এই জন্যে তাহারা জাহিলী যুগে মুহার্‌রম মাসকে যাহা অন্যতম হারাম মাস ছিল- হালাল করিয়া লইত। জাহিলী যুগে হারাম মাসকে মুশরিকদের হালাল করিয়া লইবার বিষয়টি উল্লেখ তৎকালে রচিত কবিতায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। কবি উমায়ের ইব্‌ন কায়েস- যে 'জাযলুত্তআন' নামে সমধিক পরিচিত ছিল—বলিতেছে :

لقد علمت معدٌ بانَّ قومى - كرامِ الناس ان لهم كراما
السنا الناسئين على معد - شهور الحل نجعلها حراما
فایَّ الناس لم ندرك بوتر - وای الناس لم نعلك لجاما

'নিশ্চয় 'মাআদ' গোত্র জানিয়াছে যে, 'আমার গোত্র হইতেছে লোকদের মধ্যে সম্মানিত, তাহাদের মধ্যে অনেক সম্মানিত লোক রহিয়াছেন।' আমরা কি হারাম মাসকে পিছাইয়া দিয়া হারাম মাসেই মাআদ গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই ? আমরা আবার হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া থাকি। আমরা কি কোন গোত্রের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করি নাই ? আর আমরা কি কোন গোত্রের উপর আক্রমণ চালাই নাই ?'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : জাহিলী যুগে জুনাদা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন উমাইয়া কিনানী নামক একটি লোক প্রতি বৎসরই হজ্জ করিতে আসিত। তাহার উপনাম ছিল আবূ সুমামা। সে লোকদিগকে বলিত : 'শুন হে ! আবূ সুমামার কথার বিরোধিতা করিতে পারে এমন কোন লোক নাই; আবূ সুমামার কথায় দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। শুন হে ! এক বৎসর মুহাররম মাস 'হালাল' হইবে এবং সফর মাস 'হারাম' হইবে; অন্য বৎসর মুহার্‌রম মাস হারাম হইবে এবং সফর মাস হালাল হইবে।' লোকে তাহার কথা অনুসারে মুহার্‌রম মাসকে এক বৎসর হালাল এবং অন্য বৎসর হারাম বানাইত। মুহার্‌রম মাসের 'হুরমাত (নিষিদ্ধ হওয়া)'-কে এরূপে পিছাইয়া দিবার বিষয়কেই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে বর্ণনা করিয়াছেন :

اِنَّمَا النَّسِيْٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কুফ্‌রকে বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কিছু নহে।)'

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে লায়েস ইব্‌ন আবূ সুলায়েম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন : জাহিলী যুগে কিনানা গোত্রের একটি লোক গাধার পিঠে সওয়ার হইয়া প্রতি বৎসর হজ্জ করিতে আসিত। সে লোকদিগকে বলিত—'হে লোক সকল ! আমার কথার বিরোধিতা করিতে পারে অথবা উহাতে দোষ বাহির করিতে পারে, এমন কোন লোক নাই। আমি যাহা বলি, তাহা অনড় থাকে। শুন, এই বৎসরের জন্যে আমি মুহাররম মাসকে হারাম এবং সফর মাসকে হালাল করিলাম।' পরবর্তী বৎসর সে অনুরূপ ভূমিকা প্রদান করিয়া বলিত : এই বৎসরের জন্যে মুহার্‌রম মাসকে হালাল এবং সফর মাসকে হারাম করিলাম।' মুজাহিদ বলেন : তাহারা যে বৎসরের মুহাররম মাসকে হালাল করিয়া লইত, সেই বৎসরের সফর মাসকে তাহারা হারাম করিয়া লইত। এইরূপে তাহারা হারামকে হালাল করিয়া লইত এবং সমগ্র বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম মাস বানাইয়া লইত। সমগ্র বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা মোট চারিটি করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে তাহাদের হারাম করিবার বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতাংশে উল্লেখ করিয়াছেন :

لِيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ যে সকল মাসকে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হালাল মাসকে হারাম করিয়া লয়।'

আবূ ওয়ায়েল, যাহ্হাক এবং কাতাদা হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম বলেন : 'জাহিলী যুগেও লোকে নিষিদ্ধ মাসে লুটরাজ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করিত না। এমনকি নিষিদ্ধ মাসে কেহ স্বীয় পিতার হত্যাকারীকে দেখিতে পাইলেও তাহার প্রতি হাত বাড়াইত না। এক সময়ে উক্ত অবস্থার পরিবর্তন আসিল। একদা কিনানা গোত্রের কালাম্মাস নামক জনৈক ব্যক্তি মুহাররম

মাসে লোকদিগকে বলিল-'আসো, আমরা যুদ্ধে যাই।' লোকেরা বলিল-'ইহা যে মুহার্‌রম মাস।' সে বলিল : এই বৎসর আমরা উহাকে পিছাইয়া দিব। এই বৎসর মুহার্‌রম ও সফর—উভয় মাসই সফর মাস। আগামী বৎসর আমরা উহাকে কাযা করিব। আগামী বৎসর মুহার্‌রম ও সফর উভয় মাসই মুহার্‌রম মাস হইবে। এইরূপে কোন বৎসরের মুহার্‌রম মাসকে পরবর্তী বৎসরের সফর মাস পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়াকে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা اَلنَّسِيْءُ। (পিছাইয়া দেওয়া, বিলম্বিত করা)' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।'

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত 'اَلنَّسِيْءُ।' শব্দের উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ; لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ বৎসরের যে কয় মাসকে 'হারাম' করিয়াছেন, তাহারা বৎসরে সেই কয় মাসের সংখ্যাটি পূর্ণ করিবার জন্যে হালাল মাসকে হারাম করিত।' উক্ত আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'মুশরিকগণ হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়া বৎসরের হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই রাখিত। কিন্তু, উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, মুশরিকগণ এক বৎসরে তিন মাসকে এবং আরেক বৎসরে পাঁচ মাসকে হারাম বানাইত। উক্ত ব্যাখ্যা উপরোক্ত আয়াতাংশের বিরোধী।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্ত একটি ব্যাখ্যা ইমাম আবদুর রায্‌যাক (র) ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করা ফরয করিয়াছেন। অথচ জাহিলী যুগে মুশরিকগণ যিলহজ্জ মাসকে মুহাররম মাস নাম দিয়া যথারীতি মাসগুলির নাম এইরূপ বলিত—মুহার্‌রম, সফর, রবিউল আউয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জ। এইরূপে তাহারা এক বৎসর যিলকাদ মাসকে যিলহজ্জ মাস নাম দিয়া সেই বৎসর প্রকৃতপক্ষে যিলকাদ মাসে হজ্জ করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে বাদ দিত। উহাকে তাহারা উল্লেখ করিত না। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহজ্জ মাসকে সফর মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা রজব মাসকে 'জামাদিউল-আখিরী মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা শা'বান মাসকে রমযান মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা শাওয়াল মাসকে রমাযান মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলকাদ মাসকে শাওয়াল মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা যিলহজ্জ মাসকে যিলকাদ মাস নাম দিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে যিলহজ্জ নাম দিত। তাহারা হজ্জ করিত মুহার্‌রম মাসে কিন্তু তাহাদের নিকট উহার নাম ছিল যিলহজ্জ। অতঃপর তাহারা পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে মাসসমূহের নাম পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন মাসকে যিলহজ্জ মাস নাম দিয়া সেই মাসে হজ্জ করিত। তবে তাহারা একই মাসকে দুই বৎসর ধরিয়া যিলকাদ মাস নাম দিয়া দুই বৎসর ধরিয়া উহাতে হজ্জ করিত। হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে হজ্জ করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত পক্ষে যিলকাদ মাসে পড়িয়াছিল। উপরে বলা হইয়াছে—মুশরিকগণ একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি হজ্জ করিত। হিজরী অষ্টম ও নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে মুশরিকদের হজ্জ করিবার দুইটি বৎসর। অতএব, দেখা যাইতেছে—হিজরী নবম সন ছিল যিলকাদ মাসে তাহাদের হজ্জ করিবার দ্বিতীয় বৎসর। হিজরী দশম সনে নবী করীম (সা) যখন বিদায় হজ্জ করেন, তখন

ঘটনাচক্রে মুশরিকদের হিসাব অনুযায়ীও যিলহজ্জ মাসে হজ্জ পড়িয়াছিল। বিদায় হজ্জে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বক্তৃতায় নবী করীম (সা) উপরোক্ত বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন ;

ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض .

আল্লাহ্ যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে এখন সেই অবস্থায় আসিয়াছে।

মুজাহিদের উক্ত বর্ণনাও সঠিক এবং গ্রহণযোগ্য নহে। মুজাহিদ বলিয়াছেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হজ্জ করিয়াছিলেন যিলকাদ মাসে।' বস্তুত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যিলকাদ মাসে হজ্জ করেন নাই বরং তিনি হজ্জ করিয়াছিলেন যিলহজ্জ মাসে। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের দিনকে يوم الحج الاكبر (হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ .

অর্থাৎ আর হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে লোকদের প্রতি ঘোষণা প্রচারিত হইতেছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মুশরিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত (৯ : ৩)।

উক্ত ঘোষণা হিজরী নবম সনে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হজ্জের সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার হজ্জ যিলকাদ মাসে পালিত হইলে উহা আদৌ সহীহ্ হইত না। অথচ উপরোক্ত আয়াতে দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হজ্জের দিনকে يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ (হজ্জের বৃহত্তম কার্যের দিন) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার হজ্জ যিলহাজ্জ মাসে পালিত না হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হজ্জের দিনকে উপরোক্ত নামে অভিহিত করিতেন না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিত, কিন্তু উহাকে পিছাইয়া দিবার জন্যে বৎসরের মাসগুলিকে ঘুরাইয়া দিবার এবং একই মাসে দুই বৎসরে দুইটি হজ্জ করিবার ব্যবস্থা করিয়া বৎসরের সকল মাসকে হজ্জের মাস বানাইবার কোন প্রয়োজন মুশরিকদের ছিল না। তাহারা যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে অপরিবর্তিত রাখিয়া নিষিদ্ধ মাস 'মুহার্‌রমকে' পিছাইয়া দিয়াই উহা সহজে করিতে পারিত। আর তাহারা করিয়াছিলও তাহাই। তাহারা এক বৎসর মুহার্‌রম মাসকে পিছাইয়া দিত অর্থাৎ উহাকে হালাল বানাইয়া উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম বানাইত। পরবর্তী বৎসরে তাহারা মুহার্‌রম মাসকে যথাবিধি 'হারাম মাস' হিসাবে মান্য করিত। উহাই ছিল নিষিদ্ধ মুহার্‌রম মাসকে তাহাদের হালাল করিয়া লইবার সহজ পথ আর তাহারা উক্ত সহজ পথকেই গ্রহণ করিয়াছিল।

মুজাহিদ (র) اِنَّ الزمان قد الستدار এই হাদীসের যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাও উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ নহে। উহার সঠিক ও সহীহ্ অর্থ ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি। উহার

সঠিক ও সহীহ্ অর্থ হইতেছে এই : 'আল্লাহ্ তা'আলা যে দিন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইদিন যামানা যে অবস্থায় ছিল, এখন উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিবার দিনেই বৎসরের মাসের সংখ্যা বারো নির্ধারিত করিয়াছেন এবং উহাদের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট চারিমাসকে নিষিদ্ধ মাস বানাইয়াছেন। জাহিলী যুগে মুশরিকগণ আল্লাহ্র উক্ত বিধানকে অমান্য করিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আল্লাহ্র উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে যামানা আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির কালে যে অবস্থায় ছিল, নবী করীম (সা) কর্তৃক ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর উহা সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।' আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যে তিনি বলেন : বিদায় হজ্জে নবী করীম (সা) আকাবায় থামিলেন। তাহার সম্মুখে একদল মুসলমান সমবেত হইল। নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য প্রশংসা বর্ণনা করিবার পর জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় তিনি ইহাও বলিলেন : 'আর নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দেওয়া শয়তানের কাজ। উহা কুফরকে বৃদ্ধি করে। কাফিরগণ উহা দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। তাহারা নিষিদ্ধ মাসকে এক বৎসর হালাল বানাইয়া লয় এবং আরেক বৎসর হারাম হিসাবে পালন করে।' ইব্ন উমর (রা) বলেন, মুশরিকগণ এক বৎসর মুহার্‌রম মাসকে হারাম মাস হিসাবে এবং সফর মাসকে হালাল মাস হিসাবে পালন করিত। পরবর্তী বৎসর তাহারা মুহার্‌রম মাসকে 'হালাল মাস' বানাইয়া লইত (এবং তৎপরিবর্তে সফর মাসকে হারাম মাস বানাইত)।'

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক স্বীয় সীরাত পুস্তকে জাহেলী যুগে মুশরিকদের হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইবার বিষয়ে একটি তথ্যপূর্ণ মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন : 'জহিলী যুগে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ মাসকে পিছাইয়া দিয়াছিল তথা হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইয়াছিল, তাহার নাম হইতেছে কালাম্মাস। তাহার আরেক নাম হইতেছে হুযায়ফা। অর্থাৎ হুযায়ফা ইব্ন আব্দু ফকাইম ইব্ন আদী ইব্ন আমির ইব্ন সা'লাবা ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা ইব্ন খুযায়মা ইব্ন মুদরিকা ইব্ন ইলইয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নাযার ইব্ন মাআদ ইব্ন আদনান। কালাম্মাসের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আব্বাদ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কলাআ ইব্ন আব্বাদ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইমাইয়া ইব্ন কলাআ, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আওফ ইব্ন উমাইয়া এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আবূ সুমামা জুনাদা ইব্ন আওফ উহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির সময়েই ইসলাম কায়েম হইয়া জাহেলী যুগের উপরোক্ত ব্যবস্থাকে তুলিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থাকে প্রবর্তিত করিয়াছে।

জাহিলী যুগে লোকেরা হজ্জ সম্পন্ন করিয়া উক্ত আবূ সুমামা ইব্ন আওফের নিকট সমবেত হইত। সে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিত। বক্তৃতায় সে রজব, যিলকাদ এবং যিলহজ্জ এই তিন মাসকে হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। মুহার্‌রম মাসকে সে এক বৎসর হালাল মাস বলিয়া এবং এক বৎসর হারাম মাস বলিয়া ঘোষণা করিত। সে যে বৎসর উহাকে হালাল মাস বলিয়া ঘোষণা করিত, সেই বৎসর সে উহার পরিবর্তে সফর মাসকে হারাম বলিয়া ঘোষণা

করিত—যাহাতে বৎসরে হারাম মাসের সংখ্যা চারিটিই থাকে। এইরূপে সে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত হারাম মাসকে হালাল এবং হালাল মাসকে হারাম বানাইত। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(৩৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مَا لَـكُمۡ اِذَا قِيۡلَ لَـكُمُ انْفِرُوۡا فِىۡ
سَبِيۡلِ اللّٰهِ اثَّاقَلۡتُمۡ اِلَى الۡاَرۡضِ ؕ اَرَضِيۡتُمۡ بِالۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا
مِنَ الۡاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا فِى الۡاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيۡلٌ ﴿۳۸﴾

(৩৯) اِلَّا تَنۡفِرُوۡا يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا اَلِيۡمًا ۙ وَّيَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ
وَلَا تَضُرُّوۡهُ شَيۡـًٔـا ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ﴿۳۹﴾

৩৮. হে মু'মিনগণ ! তোমাদের হইল কী যে, যখন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে অভিযানে বাহির হইতে বলা হয় তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হইয়া ভূতলে ঝুঁকিয়া পড়? তোমরা কি পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হইয়াছ ? পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগের উপকরণ তো অকিঞ্চিৎকর।

৩৯. যদি তোমরা অভিযানে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর : আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ বিমুখ মু'মিনদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতেছেন। হিজরী নবম সনে নবী করীম (সা) মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার মুসলমানদিগকে তাবুকের যুদ্ধে যোগ দিবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন। তখন ছিল ফল পাকিবার মৌসুম এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মের ঋতু। এই অবস্থায় কেহ জিহাদে অংশগ্রহণ করিলে তাহাকে বিরাট আর্থিক ক্ষতি এবং দুঃসহ দৈহিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াই উহা করিতে হইত। এতদসত্ত্বেও পবিত্রাত্মা সাহাবীগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের-ডাকে সাড়া দিয়া জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন। পক্ষান্তরে উপরোল্লেখিত কারণে কিছু সংখ্যক মুসলমান জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিল। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। যাহারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হইতে বিরত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরার বিভিন্ন আয়াতে তাহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতদ্বয় উহাদের মধ্য হইতে প্রথম দুই আয়াত।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিতে ডাক দেওয়া হয়, তখন কেনো তোমরা ডাকে সাড়া না দিয়া গৃহের আরাম-আয়েশকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া

থাকো ? তোমাদের কী হইল যে, তোমরা আখিরাতের সুখের পরিবর্তে দুনিয়ার সুখকে গ্রহণ করিয়াছ ? বস্তুত আখিরাতের সুখের পরিমাণের তুলনায় দুনিয়ার সুখের পরিমাণ অতি সামান্য।

ইমাম আহমদ (র) মুস্‌তাওরিদ নামক ফাহ্‌র গোত্রীয় জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া হইতেছে এইরূপ যেমন কেহ সমুদ্রের পানিতে এই আঙ্গুলটি—এই সময়ে নবী করীম (সা) শাহাদাত আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন—ডুবাইয়া দিল। ডুবানো আঙ্গুলে যতটুকু পানি লাগিয়া থাকে, সমুদ্রের সমগ্র পানির তুলনায় উহার পরিমাণ যতটুকু, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ততটুকু। উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ উসমান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা ! আমি বসরা শহরে অবস্থিত আমার বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছি যে, আপনি বলিয়া থাকেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা একটি নেকীর পরিবর্তে দশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। উক্ত বর্ণনা কি সত্য ? আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে উহাতো বলিতে শুনিয়াছিই; অধিকন্তু তাঁহাকে উহাও বলিতে শুনিয়াছি—নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা একটি নেকীর পরিবর্তে বিশ লক্ষ নেকী দিয়া থাকেন। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) নিম্নোক্ত আয়াতাংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন :

"فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ". অর্থাৎ পারলৌকিক জীবনের সুখের উপকরণের তুলনায় ইহলৌকিক সুখের উপকরণ অতি সামান্য।

বস্তুত দুনিয়ার বয়সের যে অংশ পিছনে চলিয়া গিয়াছে এবং যে অংশ সামনে রহিয়া গিয়াছে—উহাদের উভয়ের সমষ্টি আল্লাহ্‌র নিকট অতি সামান্য।

আ'মাশ (র) হইতে সাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আ'মাশ "فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ"। এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : আখিরাতের সুখের উপকরণের পরিমাণের তুলনায় দুনিয়ার সুখের উপকরণের পরিমাণ হইতেছে ভ্রমণকারী ব্যক্তির পাথেয়র ন্যায় অতি সামান্য।

আযীয ইব্‌ন আবূ হাশিম তাহার পিতা আবূ হাযিম হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ান মৃত্যুকালে লোকদিগকে বলিলেন : যে কাফন পরাইয়া আমার লাশ দাফন করা হইবে, তোমরা সেই কাফন খানা আমার নিকট লইয়া আসো। আমি উহা দেখিব। তাহার কাফনখানা তাহার নিকট আনা হইলে তিনি উহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন : দুনিয়ার বিপুল সম্পত্তির মধ্য হইতে শুধু এইটুকুই আমি সঙ্গে লইয়া যাইতেছি, অতঃপর তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, হে দুনিয়া ! তুমি কতইনা তুচ্ছ। তোমার বিপুল সম্পত্তি হইতেছে স্বল্প; আর তোমার স্বল্প সম্পত্তি হইতেছে অতি স্বল্প। আর আমরা তোমার বিষয়ে নিশ্চয় প্রতারণার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছি।

لاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জিহাদ হইতে বিরত মু'মিনদিগকে কঠোর শাস্তির বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—হে মু'মিনগণ! যদি

তোমরা জিহাদে না যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন আর তিনি নিজের দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদের পরিবর্তে অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। বস্তুত তোমরা জিহাদে না গেলে উহাতে আল্লাহ্র কোনো ক্ষতি হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ সব কিছু করিতে পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) আরবের একটি গোত্রকে জিহাদে যাইবার জন্যে ডাক দিলেন; কিন্তু তাহারা উহাতে সাড়া দিল না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অনাবৃষ্টিজনিত আকালের মধ্যে ফেলিলেন। উহাই হইল তাহাদের জিহাদে না যাইবার শাস্তি।

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ অর্থাৎ তিনি স্বীয় দীনের সাহায্যের জন্যে তোমাদিগকে বাদ দিয়া অন্য একদল লোক সৃষ্টি করিবেন। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوا اَمْثَالَكُمْ .

"আর যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে তিনি তোমাদিগকে ছাড়া অন্য এক জাতিকে আনিবেন। অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না" (৪৭ : ৩৮)।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সব কিছু করিতে সমর্থ রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের সাহায্য না লইয়া-ই তাঁহার দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে দীনকে সাহায্য করিতে পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরামা, হাসান এবং যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন :

اِلاَّ تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا এই আয়াত اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ
وَاَنْفُسِكُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ .

(তোমরা ক্ষুদ্র দলে এবং বৃহৎ দলে বাহির হইয়া পড়ো এবং আল্লাহ্র পথে নিজেদের জানমাল দিয়া জিহাদ করো।) এই আয়াত এবং مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ (মদীনার অধিবাসিগণ এবং তাহাদের চতুর্পার্শ্বে যে সকল বেদুঈন মু'মিন রহিয়াছে, তাহাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না যাইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার অনুমতি নাই) এই আয়াত—মোট এই তিনটি আয়াতকে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) করিয়া দিয়াছেন :

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلاَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ .

মু'মিনদের সকলেই যেনো এক সঙ্গে জিহাদে বাহির না হয়। তাহাদের প্রতিটি ঘর হইতে কতেক লোক যেনো জিহাদে বাহির হয় (৯ : ১২২)।

ইমাম ইব্ন জারীর উপরোক্ত অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— 'প্রথমোক্ত আয়াত তিনটি নবী করীম (সা) যাহাদিগকে জিহাদে বাহির হইবার জন্যে ডাক দিয়াছিলেন শুধু তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত। জিহাদে বাহির হওয়া শুধু তাহাদের প্রত্যেকের জন্যে ফরয ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে যদি কোন ব্যক্তি জিহাদে বাহির হইত,

তবে তাহার প্রতি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য ছিল ও থাকিবে। ইমাম ইব্ন জারীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

(٤٠) إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ
إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ
تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ
هِيَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. যদি তোমরা তাহাকে সাহায্য না কর, তবে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। যখন কাফিরগণ তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল এবং সে ছিল দুই জনের একজন, যখন তাহারা উভয় গুহার মধ্যে ছিল; সে তখন তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, বিষণ্ন হইও না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার উপর নিজ প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাহাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা যাহা তোমরা দেখ নাই। বস্তুত তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন; আল্লাহ্র বাণীই সর্বোপরি এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্র রাসূলকে সাহায্য না করিলে আল্লাহ্ তাঁহাকে অন্য পন্থায় সাহায্য করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ সকল ক্ষমতার অধিকারী। ইতিপূর্বেও তিনি তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়াই সাহায্য করিয়াছেন। মুশরিকগণ যখন তাঁহার রাসূলকে দেশত্যাগী করিয়াছিল এবং তাঁহার রাসূল যখন স্বীয় সাহাবী আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-সহ গিরিগুহায় আশ্রয় লাইয়াছিলেন, তখন তিনি তোমাদের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি তখন ফেরেশতাদের সাহায্যে স্বীয় রাসূলকে মুশরিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপেই তিনি স্বীয় কালেমাকে কাফিরের কালেমার উপর বিজয়ী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا .

অর্থাৎ ইতিপূর্বেও আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে তোমাদের মাধ্যমে ছাড়া অন্য পন্থায় সাহায্য করিয়াছেন। যখন মক্কার মুশরিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে হয় হত্যা করিবে, না হয় কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবে আর না হয় নির্বাসিত করিবে, আর আল্লাহ্র রাসূল যখন স্বীয় বিশ্বস্ততম ও প্রিয়তম সহচর আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রা)-সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পবিত্র মক্কার নিকটবর্তী (ছাওর ছুর) পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে তিনি তিন দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, মুশরিকদের সন্ধানী দল তাহাদিগকে খুঁজিয়া না পাইয়া এই তিন দিনে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহারা

নিরাপদে মদীনায় পৌঁছাইতে পারিবেন। যখন রাসূল-প্রেমে নিবেদিত প্রাণ প্রিয়তম সহচর আবূ বকর এই আশংকায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন যে, মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ তাহাদের খোঁজ পাইলে মুশরিকদের হাতে আল্লাহ্‌র রাসূল কষ্ট পাইবেন। এই কারণে আল্লাহ্‌র রাসূল তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন যে, চিন্তা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের উপরোল্লেখিত কঠিন বিপদের সময়ে আল্লাহ্ কোন মানুষের মাধ্যমে ছাড়া স্বীয় কুদরতে অন্য মাধ্যমে তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যে কোন সময়ে স্বীয় কুদরতে মানুষের সাহায্য ছাড়া অন্য পন্থায় স্বীয় রাসূলকে সাহায্য করিতে পারেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমরা যখন গিরি-গুহায় লুকাইয়া রহিয়াছিলাম, তখন আমি নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, মুশরিকদের সন্ধানীদলের কেহ যদি নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকায়, তবে সে নিশ্চয় তাহার পায়ের নীচে আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আবূ বকর! যে দুইটি লোকের সহিত তৃতীয় হিসাবে আল্লাহ্ রহিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কী ? উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন।

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ তখন আল্লাহ্ তাঁহার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করিলেন। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ তাঁহার নিজের সাহায্য নাযিল করিলেন।

অধিকাংশ তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত 'عليه' শব্দে 'ه' সর্বনামটির পদবাচ্য হইতেছেন আল্লাহ্‌র রাসূল। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই : তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। কেহ কেহ বলেন : উহার পদ-বাচ্য হইতেছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। তদনুসারে আয়াতাংশের অর্থ হইতেছে এই : তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের সঙ্গী (অর্থাৎ আবূ বকর সিদ্দীক রা)-এর উপর প্রশান্তি নাযিল করিলেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ তাফসীরকার হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা বলেন, নবী করীম (সা)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান ছিল। অতএব তাঁহার অন্তরে তখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রশান্তি নাযিল করিবার প্রয়োজন ছিল না।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি—নবী করীম (সা)-এর অন্তরে পূর্ব হইতেই প্রশান্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেই সময়ে তাঁহার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে বিশেষ প্রশান্তি নাযিল হওয়া অসম্ভব ছিল না।

وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ 'আর তিনি তাঁহাকে ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا অর্থাৎ তিনি কাফিরদের কালেমাকে পরাজিত করিলেন। আর আল্লাহ্‌র কালেমা বিজয়ীই রহিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : কাফিরদের কালেমা হইতেছে 'শিরক' এবং আল্লাহ্‌র কালেমা হইতেছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নাই।

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বুখারী শরীফে এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল—এক

ব্যক্তি যুদ্ধ করে বীরত্ব দেখাইবার জন্যে; এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে গোত্রীয় বিদ্বেষের কারণে এবং এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। কোনজনের যুদ্ধ আল্লাহ্র পথে কৃত যুদ্ধ হইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কালেমাকে বুলন্দ ও বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, তাহার যুদ্ধই হইতেছে আল্লাহ্র পথে কৃত যুদ্ধ।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে স্বীয় নেক বান্দাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতার অধিকারী। যাহারা তাঁহার কালামকে আঁকড়াইয়া থাকে, তিনি তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহারা অত্যাচারিত হয় না। তিনি স্বীয় কথায় ও কাজে প্রজ্ঞাবান।

(٤١) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٤١

৪১. অভিযানে বাহির হইয়া পড়, হাল্কা অবস্থায় হউক অথবা ভারী অবস্থায় এবং সংগ্রাম কর আল্লাহ্র পক্ষে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। উহাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যদি তোমরা জানিতে।

তাফসীর : সুফিয়ান সাওরী (র) আবুয-যোহা মুসলিম ইব্ন সবীহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا আয়াতটি সূরা বারাআতের সর্ব প্রথম অবতীর্ণ আয়াত।

হাযরামী (রা) হইতে সুলায়মানের সূত্রে মু'তামির (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক দল সাহাবীর ব্যাপারে এই আশংকা ছিল যে, তাহাদের কেহ অসুস্থ এবং বৃদ্ধ হইয়া পড়িবার দরুন বলিবে, আমি জিহাদে যাইতে সমর্থ নহি। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রোমক সাম্রাজ্যের অধিবাসী খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত বাহির হইবার জন্যে মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ধনী-নির্ধন, অভাবী-নিরভাব—সকল মু'মিনকে নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত যুদ্ধ (হিজরী নবম সনে সংঘটিত) তাবুকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আলী ইব্ন যায়েদ (রা) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবূ তালহা (রা) বলিয়াছেন, اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا অর্থাৎ তোমরা পৌঢ় ও যুবক সকলেই জিহাদে বাহির হও। আবূ তালহা (রা) আরো বলিয়াছেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদে যাওয়া সকলের জন্যে ফরয করিয়াছেন। তিনি কাহারো জন্যে ওযর বা অসুবিধা দেখাইয়া জিহাদে যোগদান করা হইতে বিরত থাকিবার সুযোগ রাখেন নাই। আনাস (রা) বলেন : উক্ত আয়াতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিবার পর আবূ তালহা (রা) শাম দেশে গিয়া জিহাদ করিতে করিতে শহীদ হইয়া যান।

অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে : একদা আবূ তালহা (রা) সূরা বারাআত তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিনি اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا এই আয়াতে পৌঁছিয়া বলিলেন : আয়াতে দেখিতেছি,

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের বৃদ্ধ ও যুবক সকলকে জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। হে আমার পুত্রগণ ! তোমরা আমার জন্যে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি জোগাড় করো। আমি জিহাদে যাইব। তাহার পুত্রগণ বলিল : আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন। আপনি নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন। অতঃপর উমর ফারূক (রা)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিয়া জিহাদ করিয়াছেন।

এখন আর আপনাকে জিহাদে যাইতে হইবে না। আমরা আপনার পক্ষ হইতে জিহাদে যাইব। আবূ তালহা (রা) উহা মানিলেন না। তিনি সমুদ্র পথে জিহাদে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তিনি ইন্তিকাল করিলেন। তাহার সঙ্গীগণ নয় দিনের মধ্যে সমুদ্রে কোন দ্বীপের সন্ধান পাইলেন না। তাই এই কয়দিন ধরিয়া তাহার লাশকে তাহারা জাহাজেই রাখিয়া দিলেন। নয় দিন পর তাহারা সমুদ্রের একটি দ্বীপের সন্ধান পাইলেন এবং তাহাকে তথায় দাফন করিলেন। এই নয় দিনে আবূ তালহা (রা)-এর লাশ অবিকৃত রহিয়াছিল।

আবূ তালহা (রা)-এর ন্যায় ইবন আব্বাস (রা), ইকরামা, আবূ সালিহ, হাসান বসরী, সুহায়েল ইব্‌ন আতিয়া, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, শা'বী, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, যাহ্হাক প্রমুখ বিপুলসংখ্যক তাফসীরকার বলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা পৌঢ় ও যুবক সকলে জিহাদে বাহির হও।

মুজাহিদ, আবূ সালিহ্ প্রমুখ তাফসীরকার বলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা যুবক বৃদ্ধ, ধনী-নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও।

হাকাম ইব্‌ন উতায়বা বলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা কর্মলিপ্ত লোক ও কর্মহীন লোক সকলেই জিহাদে বাহির হও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা ধনী, নির্ধন সকলেই জিহাদে বাহির হও। কাতাদাও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ হইতে ইব্‌ন আবী নাজীহ্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'মুজাহিদ বলেন : একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী বলিলেন, আমাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক, দরিদ্র লোক এবং পেশাজীবী লোক রহিয়াছে। তাহারা কীরূপে জিহাদে যাইবে ? ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً এবং এই আয়াতে আল্লাহ্ সকলের জন্যে জিহাদে যাওয়া ফরয করিয়াছিলেন। কাহারো জন্যে কোন ওযরের সুযোগ রাখেন নাই। হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী বলেন : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা অভাবের মধ্যে থাকো অথবা ঐশ্বর্যের মধ্যে থাকো—সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হও।

আলোচ্য আয়াতের যে সকল ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রত্যেকটি ব্যাখ্যার মূলকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সকল মুসলমানের জন্যেই জিহাদ ফরয করিয়াছেন এবং সকল মুসলমানকেই জিহাদে বাহির হইতে আদেশ দিয়াছেন।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (র)ও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত মূল কথাকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আবূ আমর আওযাঈ (র) বলেন : 'রোম' শহর জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া (خـفـيـف - অশ্বাদি বাহনের পৃষ্ঠে আরূঢ়) এবং এই সকল উপকূলীয় অঞ্চল জয় করিবার জন্যে মুসলমানগণ যুদ্ধে যাইবে হাটিয়া (ثقيل পদব্রজে গমনকারী)। ইমাম আওযাঈ তাহার উক্তিতে আলোচ্য আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ তাফসীরকার হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা রহিত (منسوخ) হইয়া গিয়াছে : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ তাহাদের প্রতিটি দল হইতে যেন কতেক লোক জিহাদে বাহির হয়।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ চাহেন তো যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা ধনী-নির্ধন, সবল-দুর্বল—সকলেই জিহাদে বাহির হও। সুদ্দী (র) আরো বলেন : সেই সময়ে (অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতিরকালে) একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিহাদে না যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বলা হয় উক্ত সাহাবী হইতেছেন—মিকদাদ (রা)। তিনি স্থূলকায় বিরাট বপু লোক ছিলেন। তাহার উক্ত অনুমতি প্রার্থনার ঘটনায় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً

সুদ্দী (র) বলেন : উক্ত আয়াতে বর্ণিত বিধান পালন করা মুসলমানদের পক্ষে কষ্টকর হইল। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে রহিত (منسوخ) করিয়া দিলেন :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ .

"যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা (যুদ্ধে যাইবার) খরচ জোগাড় করিতে পারে না, এই সকল লোকের যুদ্ধ না যাওয়া অপরাধ হইবে না।—যদি তখন তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুকূলে কাজ করে" (৯ : ৯১)।

ইব্‌ন জারীর (র) ... মুহাম্মদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) নবী করীম (সা)-এর সহিত বদরের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি একটি যুদ্ধ ছাড়া সকল যুদ্ধেই নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً অর্থাৎ তোমরা (خفاف) ও (ثقال) সকলেই জিহাদে বাহির হও। আমি হয় (خـفـيـف) আর না হয় (ثقـيـل)। যে কোন অবস্থায় আলোচ্য আয়াত অনুসারে জিহাদে বাহির হওয়া আমার উপরও ফরয।

ইব্‌ন জারীর ... আবূ রাশিদ হাররানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি নবী করীম (সা)-এর অশ্বারোহী যোদ্ধা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট গমন করিলাম। সেই সময়ে তিনি হিম্‌স (حمص) নগরে মুদ্রা ব্যবসায়ীদের একটি কাঠের সিন্দুকের

উপর উপবিষ্ট ছিলেন। বার্ধক্যে তাহার গায়ের চামড়া ঢিলা হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায়.তিনি জিহাদে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম : আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মা'যূর (অক্ষম) বানাইয়াছেন। এখন তো আপনি জিহাদে না গেলে গুনাহ্গার হইবেন না।' তিনি বলিলেন : আমাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-ই বুউছ (সেনাদলসমূহ সম্পর্কিত সূরা) নাযিল করিয়াছেন। উহাতে এই আয়াত রহিয়াছে : انْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً।

হিব্বান ইব্ন যায়েদ শারআবী হইতে ইমাম জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন : হিব্বান ইব্ন যায়েদ শারআবী বলেন : একদা আমরা জিহাদের উদ্দেশ্যে হিম্স নগরের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইব্ন. আমর এর সহিত উফ্সূস নামক এলাকায় অবস্থিত জারাজেমা নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হইলাম। আমাদের বাহিনীতে আমি দামেশ্কবাসী অত্যন্ত বৃদ্ধ এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার ভ্রূযুগল চক্ষুদ্বয়ের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তিনি উটের পিঠে চড়িয়া জিহাদে যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম : পিতৃব্য! আল্লাহ্ আপনাকে অক্ষম বানাইয়াছেন। এখন আপনি জিহাদে না গেলে তো গুনাহ্গার হইবেন না।' তিনি ভ্রূ-যুগল উন্নীত করিয়া বলিলেন : বৎস! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে (خفاف) ও (ثقال) সর্বাবস্থায় জিহাদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছেন। শুনো! আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ভালবাসেন, তিনি তাহাকে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করেন। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিবার পর তিনি তাহাকে অতিপ্রিয় বান্দাদের মধ্যে স্থান দেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন : যাহারা তাহার শোকর-গোযারী করে, ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্কে স্মরণ রাখে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও ইবাদত করে না।'

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ তোমরা নিজেদের জান-মাল দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো; উহা তোমাদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে কল্যাণকর; যদি তোমরা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হও, তবে উহা বুঝিতে পারিবে। জান-মাল দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা মু'মিনের জন্যে দুনিয়াতে কল্যাণকর এইরূপে যে, সে জিহাদের জন্যে ব্যয় করে সামান্য অর্থ আর লাভ করে বিপুল পরিমাণের গনীমত। পক্ষান্তরে উহা তাহার জন্যে আখিরাতে কল্যাণকর এইরূপে যে, মুজাহিদ ব্যক্তির জন্যে রহিয়াছে আল্লাহ্র নিকট আখিরাতের চিরস্থায়ী বিপুল নিয়ামত।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্র পথে যে মু'মিন জিহাদ করে, আল্লাহ্ তাহার জন্যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, সে যদি জিহাদে শহীদ হয়, তবে তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন; আর সে যদি শহীদ না হইয়া জীবিত থাকে, তবে সে গনীমতের মাল এবং আখিরাতের বিপুল নিয়ামতের অধিকারী হইবে।

অনুরূপভাবে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

"যুদ্ধ করা তোমাদের নিকট অপসন্দনীয় হইলেও উহা তোমাদের উপর ফরয করা হইয়াছে। তোমরা একটি বিষয়কে অপসন্দ করিলেও উহা তোমাদের জন্যে মঙ্গলকর হইতে

পারে। আবার তোমরা একটি বিষয়কে ভালবাসিলেও উহা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর হইতে পারে। আল্লাহ্ই (প্রকৃত অবস্থা) জানেন; তোমরা (উহা) জান না” (২ : ২১৬)।

বস্তুত মানুষ যাহা অপসন্দ করে, তাহার কোন কোনটি তাহার জন্যে মঙ্গলকর হইয়া থাকে। ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আদী ও হুমায়েদের সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি লোককে বলিলেন, ‘ইসলাম গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, ‘আমার মন ইসলাম গ্রহণ করিতে চাহে না।’ নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : তোমার মন না চাহিলেও তুমি ইসলাম গ্রহণ করো।

(٤٢) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ
بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا
لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ع ﴿٤٢﴾

৪২. আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত; কিন্তু উহাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল। উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিবে, ‘পারিলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সংগে বাহির হইতাম।’ উহারা নিজদিগকেই ধ্বংস করে। উহারা যে মিথ্যাচারী ইহা তো আল্লাহ্ জানেন।

তাফসীর : অত্র আয়াতে যাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা অজুহাত উপস্থিত করিয়া তাবুকের যুদ্ধে না যাইবার জন্যে তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের স্বরূপ উদয়াটন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন : ‘গনীমতের মালটুকু যদি সহজলভ্য মাল হইত এবং সফরটি যদি অল্প পথের সফর হইত, তবে তাহারা নিশ্চয় তোমার সঙ্গে জিহাদে বাহির হইত। কিন্তু সফরটি ছিল সুদূর শাম দেশে যাইবার সফর আর গনীমতের মালটুকু ছিল কষ্টলভ্য মাল তাই তাহারা তোমার সঙ্গে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল। এখন তাহারা তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিবে : সক্ষম থাকিলে আমরা নিশ্চয় তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইতাম।’ এইরূপে তাহারা আত্ম-প্রতারণার মাধ্যমে নিজদিগকেই ধ্বংস করিতেছে। আল্লাহ্ সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন—নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী।’

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : عَرَضًا قَرِيْبًا অর্থাৎ সহজলভ্য গনীমত, অল্প পথের যুদ্ধে লভ্য গনীমত। سَفَرًا قَاصِدًا অর্থাৎ অল্প পথের সফর।

وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ অর্থাৎ সুদূর শামদেশের সফর তাহাদের নিকট অনেক দূরের সফর মনে হইয়াছে।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰه অর্থাৎ যখন তোমরা ফিরিয়া আসিবে তখন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া মিথ্যা ওযর পেশ করিবে। তাহারা বলিবে : لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ অর্থাৎ আমরা যদি পারিতাম তবে তোমাদের সহিত যাইতাম। তাই আল্লাহ্ বলেন : يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اَنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা নিজদিগকে ধ্বংস করিতেছে। আল্লাহ্ পাক জানেন, তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(٤٣) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٤٣﴾

(٤٤) لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٤﴾

(٤٥) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ﴿٤٥﴾

৪৩. আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। কাহারা সত্যবাদী তাহা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত এবং কাহারা মিথ্যাবাদী তাহা না জানা পর্যন্ত তুমি কেন উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে ?

৪৪. যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করা হইতে অব্যাহতি পাইবার প্রার্থনা তোমার নিকট করে না। আল্লাহ্ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

৪৫. তোমার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে কেবল তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের চিত্ত সংশয়যুক্ত। উহারা তো আপন সংকল্পে দ্বিধাগ্রস্ত।

তাফসীর : আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন, 'যাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে কেন অনুমতি দিলে ? অনুমতি না দিলে দেখিতে কে তোমার প্রতি অনুগত হইবার দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী এবং কে উহাতে মিথ্যাবাদী।

তাহারা তোমার নিকট অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি বাহ্য আনুগত্য দেখাইলেও তাহারা প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি অনুগত ছিল না। তুমি তাহাদিগকে অনুমতি না দিলেও তাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিত। আয়াতের প্রথমাংশেই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে সস্নেহে বলিয়াছেন : 'আল্লাহ্ তোমার ভুল ক্ষমা করিয়াছেন।' প্রিয়তম বান্দা ও রাসূলকে তাঁহার ভুলের জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার রাগ কবিবার কি উৎকৃষ্ট পন্থা !

আয়াতত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলিতেছেন : যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা বিনা কারণে মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চাহে না। ঐরূপে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট অনুমতি চাহে শুধু তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না।

বস্তুত এই সকল লোকের মন সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান। ইহারা সেই সন্দেহ লইয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... আওন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রিয়তম বান্দা ও রাসূলকে তাঁহার ভুলের জন্যে মৃদু রাগ করিবার পূর্বেই তাঁহার ভুল মার্জনা করিয়া দিবার কথা বলিয়া লইয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ .

আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। তুমি কেন তাহাদিগকে অনুমতি দিলে ?' ... ।) আওন (র) বলেন : ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাগ করা কি তোমরা শুনিয়াছ ? মুওয়াররাক আজালী প্রমুখ ব্যক্তিগণও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন : عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি দিবার কারণে নবী করীম (সা)-এর প্রতি মৃদু রাগ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতে অনুমতি প্রার্থীকে অনুমতি দিবার জন্যে নবী করীম (সা)-কে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ .

"যখন তাহারা তাহাদের কোন কাজের কারণে তোমার নিকট অনুমতি চাহে তখন তুমি তাহাদের যাহাকে চাহ, তাহাকে অনুমতি দিও।" ... (২৪ : ৬২)।

আতা খুরাসানী (র) ও কাতাদা উপরোক্ত ব্যাখ্যার ন্যায় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন : একদল লোক জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিবার পূর্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—নবী করীম (সা) তাহাদিগকে অনুমতি দেন বা না দেন—সর্বাবস্থায় তাহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা (عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ) আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন।

لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ অর্থাৎ হে রাসূল ! তুমি তাহাদিগকে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিতে কেন অনুমতি দিলে ? তাহাদিগকে অনুমতি না দিলে দেখিতে পাইতে, তোমার প্রতি আনুগত্যের দাবীতে তাহাদের কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। তাহারা অনুমতি চাহিয়া তোমার প্রতি কপট আনুগত্য দেখাইয়াছে। তাহাদের অন্তরে তোমার প্রতি অনুগত্য ছিল না। তুমি অনুমতি না দিলেও তাহারা বাড়িতে বসিয়া থাকিত।

لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত মু'মিন, তাহারা যুদ্ধ বাদ দিয়া ঘরে বসিয়া থাকার জন্য তোমার নিকট অনুমতি চাইবে না। কারণ, তাহারা জানে জিহাদে গমন করা আল্লাহ্র নিকট হইতে বিপুল পুরস্কার লাভ করিবার একটি উপায়।

اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নহে—তাহারাই মিথ্যা ওযর দেখাইয়া তোমার নিকট অনুমতি চাহে। বস্তুত এই সকল লোক আখিরাতের নেকী, সওয়াব ও পুরস্কারকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহাদের নিকট যে সত্য লইয়া আসিয়াছে, উহার সত্যতা সম্বন্ধে ইহাদের মনে রহিয়াছে সন্দেহ। সন্দেহের কারণে ইহাদের

অন্তর ঈমানের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া পুনরায় পিছনে ফিরিয়া যায়। এইরূপে তাহারা সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান থাকিয়া ঈমান ও কুফরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা না এদিক আর না ওদিক। মূলত আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তাহার জন্যে কখনো কোন পথ খুঁজিয়া পাইবে না।

(٤٦) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٤٦﴾

(٤٧) لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَاۡاَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৬. উহারা বাহির হইতে চাইলে নিশ্চয়ই উহার জন্যে তাহারা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিত, কিন্তু উহাদের অভিযাত্রা আল্লাহ্র মনঃপূত ছিল না, সুতরাং তিনি উহাদিগকে বিরত রাখেন এবং উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের সহিত বসিয়া থাক।

৪৭. উহারা তোমাদের সহিত বাহির হইলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করিত এবং তোমাদের ভিতরে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করিত। তোমাদের মধ্যে উহাদের কথা শুনিবার লোক আছে। আল্লাহ্ জালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবগত।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : যাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধে যাওয়ার যে ওযর ও অসুবিধা দেখাইয়াছিল, তাহা ছিল মিথ্যা ওযর ও মিথ্যা বাহানা। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অন্তরে জিহাদে যাইবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। তাহাদের অন্তরে সেরূপ কোন ইচ্ছা থাকিলে আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ হইতে জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচারিত হইবার পর তাহারা তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিত। বস্তুত আল্লাহ্ই চাহিয়াছিলেন তাহারা জিহাদে না যাক। তাই তিনি স্বীয় পূর্ব ব্যবস্থায় তাহাদিগকে জিহাদ হইতে বিরত বলিয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের জিহাদে যাওয়া মু'মিনদের জন্যে ক্ষতিকর ছিল। তাহারা জিহাদে গেলে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট থাকিত। আর মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কিছু লোক রহিয়াছে যাহারা উক্ত মুনাফিকদের কথায় বিশ্বাস আনিয়া তদনুসারে নিজেদের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যে লিপ্ত হইত। উক্ত কারণে আল্লাহ্ মুনাফিকদিগকে মুসলমানদের সহিত জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত বলিয়া তাকদীরে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهُ عُدَّةً وَلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ .

অর্থাৎ যদি তাহাদের অন্তরে জিহাদে বাহির হইবার ইচ্ছা থাকিত, তবে আল্লাহ্র রাসূল (সা) জিহাদে যাইবার ঘোষণা প্রচার করিবার পর তাহারা উহার জন্যে নিশ্চয় প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ জোগাড় করিত। আর আল্লাহ্ও চাহিয়াছিলেন—তাহারা জিহাদে না যাক। তাই তিনি তাহাদের জন্যে বাড়িতে বসিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় তাকদীরে তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন—তোমরা জিহাদে না গিয়া বাড়িতে থাক।

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ .

অর্থাৎ তাহারা যদি তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইত, তবে শুধু তোমাদের ক্ষতিই করিত। কারণ, তাহারা কাপুরুষ। আর তাহারা তোমাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করিতে তৎপর হইত। তাহারা চোগলখুরীর মাধ্যমে তোমাদের একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিত।

وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি মুসলমান রহিয়াছে—যাহারা নিজেদের অজ্ঞতার দরুন তাহাদিগকে আপন মনে করিয়া তাহাদের কথা মানে, তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তদনুসারে কাজ করে। তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে গেলে তোমাদের মধ্যকার সেই সকল অজ্ঞ লোকের মাধ্যমে তাহারা তোমাদের মধ্যে বিরোধ ছড়াইত এবং উহার ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।

মুজাহিদ, যায়েদ ইব্ন আসলাম এবং ইমাম ইবন জারীর (র) বলেন : وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ অর্থাৎ আর তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিকের নিজস্ব গোয়েন্দা নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে।

আলোচ্য وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ আয়াতাংশের দুইটি অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অর্থ হইতেছে : মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কিছু সংখ্যক লোক রহিয়াছে, যাহারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে সেই সকল মুনাফিকের কথা মানিয়া থাকে, তাহাদের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করে এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বভাবতই বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে তাঁহার অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। মুনাফিকেরা জিহাদে গেলে সেই সকল অজ্ঞ ও নির্বোধ মুসলমানদের সাহায্যে তাহারা মু'মিনদের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিত। তাই, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জিহাদে যাওয়াকে অপসন্দ করিয়াছেন। উক্ত আয়াংশের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে : তোমাদের মধ্যে সেই সকল মুনাফিককের নিজস্ব গুপ্তচর নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা তোমাদের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া সেই সকল মুনাফিকের নিকট পাচার করিয়া থাকে।

উক্ত অর্থকে সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিলে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতাংশে বর্ণিত বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জিহাদে যাওয়াকে অপসন্দ করিবার কারণ হিসাবে এখানে উল্লেখ করেন নাই। উহাকে তিনি মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর মুনাফিকদের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে এখানে উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের উপরোল্লোখিত দুইটি অর্থের প্রথমোক্ত অর্থটিই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়।

কাতাদা প্রমুখ তাফসীরকারগণ উহার প্রথমোক্ত অর্থটিই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে নেতৃস্থানীয় দুইজন মুনাফিকের নাম হইতেছে—আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল এবং জুদ্দ ইব্ন কায়েস। মুসলমানদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক ছিল যাহারা নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন মুনাফিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের কথাকে মূল্য দিত। আল্লাহ্ তা'আলা জানিতেন—মুনাফিকগণ মুসলমানদের সহিত জিহাদে গেলে তাহারা উক্ত অজ্ঞ মুসলমানদিগকে কুমন্ত্রণা দ্বারা বিভ্রান্ত করিয়া মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করিবে। এই কারণে তিনি স্বীয় তাকদীরে উক্ত মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের প্রতি অনুগত কতগুলি লোকের বিদ্যমান থাকিবার বিষয়টি বর্ণনা করিয়াছেন :

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা তাহাদের (মুনাফিকদের) কথা মানে।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ 'জালিমগণ ভবিষ্যতে কখন কোথায় কী করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। আর অবগত রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি স্বীয় তাকদীরে মুনাফিকদের জিহাদে না যাওয়া নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং তদনুসারে তাহাদিগকে জিহাদে যাওয়া হইতে বিরত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ—এই তিন যামানার ঘটনা সম্বন্ধে সমানভাবে এবং সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি অতীতে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে যেরূপে অবগত রহিয়াছেন, সেইরূপে অবগত রহিয়াছেন অতীতে সংঘটিত কোন ঘটনা যেরূপে ঘটিয়াছে, উহা সেইরূপে না ঘটিলে কীরূপে ঘটিত সে সম্বন্ধেও। বর্তমান কালের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা সম্বন্ধেও তিনি অনুরূপভাবে সম্যকরূপে অবগত রহিয়াছেন। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্তরূপ সম্যক জ্ঞান থাকিবার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّازَادُوْكُمْ اِلاَّ خَبَالاً وَّلاَ اَوْضَعُوْا خِلاَلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ .

অর্থাৎ তাহারা তোমাদের সহিত জিহাদে বাহির হইলে শুধু তোমাদের ক্ষতিই করিত এবং তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে চোগলখুরিতে তৎপর থাকিত।

উপরোক্তরূপ ব্যাপক ও সম্যক জ্ঞানের কারণেই অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠানো হইত, তবে তাহাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইত, তাহারা নিশ্চয় পুনরায় তাহাই করিত। বস্তুত তাহারা হইতেছে মিথ্যাবাদী (৬ : ২৮)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ .

অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে কোন সদ্গুণ আছে বলিয়া আল্লাহ্ যদি জানিতেন, তবে তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে শুনাইতেন। আর যদি তিনি তাহাদিগকে শুনাইতেন, তবে তাহারা নিশ্চয় মুখ ফিরাইয়া লইত। বস্তুত তাহারা হইতেছে সত্য বিমুখ (৮ : ২৩)।

তিনি অন্যত্র বলিতেছেন :

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَايُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا، وَاِذًا لاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا .

অর্থাৎ যদি আমি তাহাদিগকে আদেশ করিতাম—তোমরা হত্যা করো অথবা তোমরা নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাও (অর্থাৎ তোমরা হিজরত করো), তবে তাহাদের মধ্য হইতে স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া অধিকাংশ উহা করিত না। আর তাহাদিগকে যাহা করিতে উপদেশ দেওয়া হয়, যদি তাহারা তাহা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলকর ও অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইত। এমতাবস্থায় আমি নিজের নিকট হইতে নিশ্চয় তাহাদিগকে বিপুল পুরস্কার প্রদান করিতাম এবং তাহাদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিতাম (৪ : ৬৬-৬৮)।

কুরআন মজীদে অনুরূপ মর্মের বিপুল সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে।

(٤٨) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. পূর্বেও উহারা ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। এবং উহারা তোমার কর্ম পণ্ড করিবার জন্যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়াছিল, যতক্ষণ না উহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য আসিল এবং আল্লাহ্র আদেশ ব্যক্ত হইল।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে সংঘটিত মুনাফিকদের অতীত ঘৃণ্য কার্যকলাপের বিষয় নবী করীম (সা)-কে স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে তাহাদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিতে বলিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—আজ যাহারা মুনাফিক হিসাবে আল্লাহ্র রাসূল তথা মুসলমানদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর রহিয়াছে, তাহারা ইতিপূর্বেও তাহাদের ক্ষতি করিতে সর্বদা তৎপর ছিল। নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমনের পর ইসলাম বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত মদীনার ইয়াহূদিগণ আরবের অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রের সহযোগিতায় নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদিগকে উড়াইয়া দিবার জন্যে কম চেষ্টা করে নাই। বস্তুত মদীনার ইয়াহূদী গোত্রসমূহের ইতিহাস নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবার ঘৃণ্য চেষ্টা ও তৎপরতারই ইতিহাস। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় দর্শনে এই সব সত্যদ্বেষী ইয়াহূদিগণ নবী করীম (সা) তথা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবার জন্যে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহারা অন্তরে ও বাহিরে উভয় দিকে ইসলামের শত্রু ছিল। ইসলামের বিজয় দর্শনে তাহারা বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত সাজিল। অতঃপর বাহিরে ইসলামের প্রতি অনুগত এবং ভিতরে ইসলাম বিদ্বেষী এইরূপে সকল মুনাফিক মুনাফিকীর পথে ইসলামের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাইয়া যাইতে লাগিল।

ইসলামের বিজয় যতই ব্যাপকতর হইতে লাগিল, তাহাদের অন্তরজ্বালা তথা শত্রুতাচরণ ততই বাড়িতে লাগিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতাসমূহের প্রথমাংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كٰرِهُوْنَ অর্থাৎ যতক্ষণ না সত্য আসিল এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র আদেশ প্রকাশ পাইল।

(٤٩) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলিও না। সাবধান ! উহারাই ফিতনাতে পড়িয়া আছে। জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়াই আছে।

তাফসীর : মুনাফিকদের অন্যতম নেতা জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস (جد ابن قيس) তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিতে গিয়া বলিয়াছিল : হে মুহাম্মদ ! আমাকে যুদ্ধে না যাইবার অনুমতি দিন। আমি যুদ্ধে গিয়া খৃস্টান রমণীদিগকে দেখিলে তাহাদের বিষয়ে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আমাকে যুদ্ধে নিয়া বিপদে ফেলিবেন না। আয়াতে তাহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে—যে বলে, হে মুহাম্মদ! আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে থাকিতে অনুমতি দিন। আপনি আমাকে অনুমতি না দিলে আমি যুদ্ধে গিয়া রোমীয় রমণীদের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িব। তাহাদের ব্যাপারে আমি নিজেকে সংযত রাখিতে পারিব না। আপনি আমাকে নিজের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়া বিপদে ফেলিবেন না। (আল্লাহ্ বলেন) শুনো ! তাহারা ঐরূপ কথা বলিয়াই বিপদে পড়িয়াছে। তাহারা নিজেদের কার্যের কারণে দোযখে যাইবে। আর দোযখের আগুন নিশ্চয় কাফিরদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে।

যুহরী, ইয়াযীদ ইব্‌ন রূমান, আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ বকর, আসিম ইব্‌ন কাতাদা প্রমুখ তাফসীরকার হইতে ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত তাফসীরকার বলেন : তাবূকের যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে একদা নবী করীম (সা) সালিমা গোত্রের জুদ্দ বিন কায়েসকে বলিলেন—হে জুদ্দ ! এই বৎসর তুমি কি রোমক সাম্রাজ্যের খৃস্টানদিগকে নির্বাসনে দিবার জন্যে (আমাদের সঙ্গে) যুদ্ধে যাইবে ? সে বলিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে যুদ্ধে না নিয়া বাড়িতে থাকিতে অনুমতি দিন। আমাকে বিপদে ফেলিবেন না। আল্লাহ্‌র কসম ! আমার গোত্রের লোকে জানে যে, আমার অপেক্ষা অধিকতর নারী প্রেমিক লোক নাই। আমার আশংকা হইতেছে—যুদ্ধে গেলে আমি রোমক সাম্রাজ্যের খৃস্টান রমণীদিগকে দেখিয়া আত্ম-সংবরণ করিতে পারিব না। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাহাকে বলিলেন : তোমাকে অনুমতি দিলাম। উক্ত জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস ও তাহার ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা নাযিল হইয়াছে :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ

اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا অর্থাৎ জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস আশংকা করে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের নারীদের ব্যাপারে বিপদে জড়াইয়া পড়িতে পারে। উক্ত বিপদের আশংকার কথা একটি মিথ্যা

বাহানা মাত্র। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া সে যে প্রকৃত বিপদে জড়াইয়া পড়িয়াছে, উহা কতই না বড় বিপদ !

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরকার হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। উক্ত জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস ছিল সালিমা গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা নবী করীম (সা) সালিমা গোত্রের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হে বনী সালিমা ! তোমাদের নেতা কে ? তাহারা বলিল : আমাদের নেতা জুদ্দ ইব্‌ন কায়েস; তবে তাহার দোষ এই যে, সে কৃপণ। নবী করীম (সা) বলিলেন : কৃপণতা অপেক্ষা অধিকতর বড় রোগ আছে কি ? তোমাদের নেতা হইবে—সুদর্শন যুবক বিশ্‌র ইব্‌ন বারাআ ইব্‌ন মা'রূর।

وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন কাফিরদিগকে ঘিরিয়া রাখিবে। তাহাদের জন্যে উহা হইতে পালাইবার কোন পথ থাকিবে না।

(٥٠) اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ
يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَآ اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿٥٠﴾

(٥١) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج
وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٥١﴾

৫০. তোমার মংগল হইলে তাহা উহাদিগকে পীড়া দেয় এবং তোমার বিপদ ঘটিলে উহারা বলে, আমরা তো পূর্বাহ্নেই আমাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম এবং উহারা উৎফুল্ল চিত্তে সরিয়া পড়ে।

৫১. বল, আমাদের জন্যে আল্লাহ্ যাহা নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা ব্যতীত আমাদের অন্য কিছু হইবে না। তিনি আমাদের কর্মবিধায়ক এবং আল্লাহ্‌র উপরই মু'মিনদের নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের একটি আচরণের বিষয় সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়া তাঁহাকে উহার প্রত্যুত্তর শিক্ষা দিতেছেন। নবী করীম (সা) কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিলে মুনাফিকগণ উহাতে তীব্র মর্মজ্বালা অনুভব করিত। পক্ষান্তরে, তিনি কোন যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহারা আনন্দোল্লাস প্রকাশ করিয়া গর্বের সহিত বলিত—আমরা এই বিপদের বিষয় পূর্বেই আন্দায করিয়াছিলাম এবং তদনুসারে আমাদের জন্যে যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে বলিতেছেন : তুমি তাহাদিগকে বলো, আমাদের বিপদে তোমাদের আনন্দিত হওয়াই সার। আল্লাহ্ আমাদের মাওলা ও অভিভাবক। তিনি আমাদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে আমাদের ভাগ্যে যে বিপদ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, উহার অতিরিক্ত কোন বিপদ তোমরা কামনা করিলেও আমাদের উপর আসিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে একমাত্র তাহাকেই অভিভাবক বানাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি মু'মিনদিগকে আদেশ

করিতেছেন—তাহারা যেন নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করিয়া কার্য সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে।

(٥٢) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ
نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ج
فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ۝٥٢
(٥٣) قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط اِنَّكُمْ
كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٣
(٥٤) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ
وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ
اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝٥٤

৫২. বল তোমরা কি আমাদের দুইটি মংগলের একটির জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছ? পক্ষান্তরে আমরা পরীক্ষা করিতেছি যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন সরাসরি নিজ পক্ষ হইতে অথবা আমাদের হস্ত দ্বারা। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।

৫৩. বল, তোমাদের অর্থ সাহায্য ইচ্ছাকৃত হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হউক, তোমাদের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না; তোমরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৪. উহাদের অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করা নিষেধ করা হইয়াছে, এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করে, সালাতে শৈথিল্যের সহিত উপস্থিত হয় এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে অর্থ সাহায্য করে।

তাফসীর : ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন : আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : হে মুহাম্মাদ! তুমি মুনাফিকদিগকে বলো : প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহাতে তোমরা আমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়রে মধ্য হইতে যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পার। যুদ্ধে আমাদের শহীদ হইয়া যাওয়া অথবা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করা। আমাদের ব্যাপারে উক্ত দুইটি বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয় ঘটিবে না। অতএব তাহার জন্যে অপেক্ষায় থাকা তোমাদের লাভ নাই। বস্তুত উক্ত দুইটি বিষয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ই আমাদের জন্যে মঙ্গলকর। পক্ষান্তরে, আমরা তোমাদের ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় ঘটিবার অপেক্ষায় থাকিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলা হয় সরাসরি নিজের পক্ষ হইতে, না হয় আমাদের হাতে তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন। আমাদের হাতে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন, আমাদের হাতে

তোমাদিগকে বন্দী করাইয়া অথবা আমাদের হাতে তোমাদিগকে হত্যা করাইয়া। বস্তুত, উহার কোনটিই তোমাদের জন্যে সুখকর নহে; বরং উহার প্রত্যেকটিই তোমাদের জন্যে (মহা) শাস্তি। তোমরাও অপেক্ষা করিতে থাকো আর আমরাও অপেক্ষা করিতে থাকি। দেখা যাইবে কাহারা সফল মনোরথ হয় এবং কাহারা বিফল মনোরথ হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—মুনাফিকগণ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই সৎ কাজে অর্থ ব্যয় করুক না কেন, আল্লাহ্র নিকট উহা কোনক্রমে কবূল হইবে না; কারণ, তাহারা পাপাসক্ত জাতি। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে। আর মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, তাহারা নামাযে উপস্থিত হইলে অলস ও অনাগ্রহী অবস্থায়ই উহাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা নেক কাজে অর্থ ব্যয় করে, তবে অনিচ্ছায়ই উহা করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—তোমরা অনিচ্ছুক না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ অনিচ্ছুক হন না। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না। বস্তুত মুনাফিকরা কোন নেক কাজ করিলেও অনিচ্ছুক অবস্থায় উহা করিয়া থাকে আর তাহারা যাহা করে, তাহা কাফির থাকা অবস্থায় করে। তাই, মুনাফিকদের কোন আমল এবং কোন অর্থ ব্যয়ই আল্লাহ্র নিকট কোনক্রমে কবূল হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা শুধু মুত্তাকীদের নিকট হইতেই নেক আমল কবূল করিয়া থাকেন।

(৫৫) فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٥٥

৫৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন। উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করিবে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন—তোমরা মুনাফিকদের ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইও না। উহা আমার নিকট তাহাদের প্রিয় হইবার লক্ষণ নহে। বস্তুত উহা দ্বারা আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঢিল দিতেছেন মাত্র। তাহাদের সত্য-বিদ্বেষ এবং পাপাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের সম্পত্তি দ্বারা যাকাত ইত্যাদি ব্যয়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহারা কাফির থাকা অবস্থায় মরিবে।

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকদের ধন-সম্পত্তি এবং সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না। এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى .

অর্থাৎ আমি তাহাদের বিভিন্ন দলকে পার্থিব জীবনের যে চাকচিক্য ও জৌলুস প্রদান করিয়াছি, উহার দিকে তুমি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইও না। আমি উহা তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি উহা দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। তোমার প্রতিপালক প্রভুর রিযিক অধিকতর শ্রেয় ও অধিকতর স্থায়ী (২০ : ১৩১)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُوْنَ .

অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে যে ধন-সম্পত্তি ও পুত্রগণ দিয়া সাহায্য করিয়া থাকি, উহা দ্বারা তাহাদিগকে কল্যাণরাজির দিকে অগ্রসর করিয়া থাকি ? না তাহা নহে, প্রকৃত অবস্থা তাহারা উপলব্ধিই করে না (২৩ : ৫৫)।

হাসান বসরী (র) বলেন : اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ শুধু ইহাই চাহেন যে, তিনি তাহাদিগকে তাহাদের ধন-সম্পত্তি দ্বারা দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিবেন। তাহারা তাহাদের ধন-সম্পত্তি হইতে যাকাত ইত্যাদি দান-খয়রাত প্রদান করিবে—ইহাই তাহাদের শাস্তি। কারণ, উহা তাহাদের অন্তরকে ব্যথা দিয়া থাকে।

কাতাদা বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ হইবে :

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

অর্থাৎ তুমি তাহাদের পার্থিব জীবনে ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য দেখিয়া বিস্মিত হইও না। আল্লাহ্ শুধু এই চাহেন যে, তিনি তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের মাধ্যমে আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন (৯ : ৫৫)।

কাতাদা বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশে যথাক্রমিকতার নিয়ম অনুসারে فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এই শব্দগুচ্ছটিকে উহার পূর্বে উল্লেখিত দুইটি বাক্যের প্রথম বাক্য فَلاَ تُعْجِبْكَ এর অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে এবং فِى الْاٰخِرَةِ এই উহ্য শব্দ গুচ্ছটিকে দ্বিতীয় বাক্য اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ এর অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর হাসান বসরীর ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত হাসান বসরীর ব্যাখ্যই সঠিক ও সহীহ্ ব্যাখ্যা।

تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কুফরী অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু দানের ইচ্ছা পোষণ করেন যেন পরকালে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিতে পারেন। আল্লাহ্ পাকের কাছে অনুরূপ অবস্থা হইতে পানাহ চাহিতেছি। ইহা তাহাদিগকে যথাবস্থায় বহাল রাখা ও উহাতে স্থায়িত্ব দানের ব্যাপার নহে।

(٥٦) وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ، وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ۝٥٦

(٥٧) لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ ۝٥٧

৫৬. উহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে যে, উহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু উহারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নহে; বস্তুত উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহারা ভয় পাইয়া থাকে।

৫৭. উহারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গিরিগুহা অথবা কোন আশ্রয় স্থান পাইলে উহার দিকে ক্ষিপ্রগতিতে পলায়ন করিবে।

তাফসীর : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীর কাছে মুনাফিকদের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ .

অর্থাৎ মুনাফিকগণ তোমাদের প্রতি তাহাদের অন্তরে বিরাজমান ভয়ের কারণে তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে—তাহারা নিশ্চয় তোমাদের দলের লোক। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা তোমাদের দলের লোক নহে; বরং তাহারা হইতেছে একটি ভীরু জাতি। আর এই ভীরুতার কারণেই তাহারা তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া নিশ্চয়তা প্রকাশ করত দাবী করিয়া থাকে যে, তাহারা তোমাদের দলের লোক।

لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلاً অর্থাৎ তাহারা তোমাদের বিজয় ও ক্রমবর্ধমান শক্তিতে এতই ঈর্ষান্বিত যে, তোমাদের দর্শনও তাহাদের নিকট অসহনীয়। তাহারা পারিলে তোমাদের নিকট হইতে দূরে যেখানে তোমাদের মুখ দেখা না লাগিত চলিয়া যাইত। তাহারা যদি কোন দুর্গ অথবা পর্বতগুহা অথবা ভূ-নিম্নস্থ আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাইত, তবে সেখানে চলিয়া গিয়া সান্ত্বনা খুঁজিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) বলেন : مَلْجَاً অর্থাৎ-দুর্গ। مَغَارات অর্থাৎ গিরিগুহাসমূহ। مُدَّخَلَ অর্থাৎ ভূ-গর্ভস্থ ভবন, সুড়ঙ্গ।

لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সেই দিকে দ্রুত পালইয়া যাইত। কারণ, তাহারা অগত্যা তোমাদের সহিত থাকিতেছে ও তাহাদের অপসন্দনীয় বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে। ফলে তাহাদের দুশ্চিন্তা ও দুর্গতির শেষ নাই। মুসলমানদের মর্যাদা, বিজয় ও উন্নতি তাহাদের জন্যে ভয়াবহ পীড়াদায়ক। তাই তাহারা পালাইয়া বাঁচিতে চাহে।

(٥٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِي الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا
رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ﴿٥٨﴾

(٥٩) وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا
حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِلَى
اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৮. উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে সাদকা বণ্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে। অতঃপর ইহার কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইলে তাহারা পরিতুষ্ট হয় এবং ইহার কিছু তাহাদেরকে না দেওয়া হইলে তাহারা বিক্ষুব্ধ হয়।

৫৯. ভাল হইত যদি উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইত এবং বলিত, আল্লাহ্ই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ্ আমাদিগকে দিবেন নিজ করুণায় এবং তাঁহার রাসূলও; আমরা আল্লাহ্রই প্রতি আসক্ত।

তাফসীর : وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ অর্থাৎ মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে, যাহারা তোমার সাদকার মাল বণ্টন করিবার ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। তাহারা দীন হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে—তজ্জন্য তাহাদের অন্তরে কোন দুঃখ আসে না। তাহাদের অন্তরে দুঃখ আসে শুধু সাদকার মাল না পাইলে। তাহারা সাদকার মাল হইতে একটি অংশ পাইলে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু ইহা না পাইলে তাহারা তোমার প্রতি রুষ্ট হইয়া যায়।

ইব্‌ন জুরাইজ ... ... দাউদ ইব্‌ন আবূ আসিম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু সাদকার মাল আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উহা লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। নবী করীম (সা)-এর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আনসার গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি বলিল : ইহা ইনসাফ নহে। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقَاتِ ٠

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) লোকদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য বিতরণ করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট জনৈক বেদুঈন লোক আগমন করিয়া বলিল : হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ্‌র কসম ! নিশ্চয় তিনি তোমাকে ইনসাফ ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত কাজ করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই স্বর্ণ-রৌপ্য বণ্টনে তুমি ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিকে মানিয়া চল নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ। আমি তোমার প্রতি ইনসাফ না করিয়া থাকিলে কে তোমার প্রতি ইনসাফ করিবে ? অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : এই লোকটি এবং এই লোকটির ন্যায় লোকসমূহ হইতে তোমরা সাবধান থাকিও। আমার উম্মতের মধ্যে ইহার ন্যায় লোকদের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহারা কুরআন মাজীদ পড়িবে; উহা তাহাদের গলার নীচে যাইবে না। তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। অতঃপর তাহারা আবির্ভূত হইলে তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিও। কাতাদা বলেন : আমার নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম ! আমি না তোমাদিগকে ধন দান করিয়া থাকি আর না উহা আটকাইয়া রাখি। আমি তো রক্ষণাবেক্ষণকারী ছাড়া অন্য কিছু নহি।

কাতাদা (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে যুহরী (র)-ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা)

বলেন : হুনায়েনের যুদ্ধে অধিকৃত গনীমতের মাল বণ্টন করিবার বিষয়ে যুল খুআইসরা (যাহার অপর নাম হুরকূছ) নামক একটি লোক নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উথাপন করিয়া তাঁহাকে বলিল : (গনীমতের মাল বণ্টন করিবার ব্যাপারে) আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলুন। কারণ; আপনি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলেন নাই। নবী করীম (সা) বলিলেন : আমি আদল ও ইনসাফের নীতি মানিয়া চলি নাই—ইহা বলিয়া তুমি নিজের জন্যে ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছ। অতঃপর লোকাটি চলিয়া যাইবার পর নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন : এই লোকটির বংশ হইতে এইরূপ একদল লোক আবির্ভূত হইবে—যাহাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের নামাযকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং যাহাদের রোযার তুলনায় তোমাদের কেহ নিজের রোযাকে তুচ্ছ মনে করিবে। তাহারা দীন হইতে এইরূপ বাহির হইবে, যেরূপ বাহির হয় তীর উহার শিকারকে ভেদ করিয়া শিকারের কোন চিহ্ন সঙ্গে না লইয়া। তোমরা তাহাদিগকে যেখানেই পাইবে, সেখানেই হত্যা করিবে। তাহারা হইবে আকাশের নিম্নে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদরী (রা) উক্ত হাদীসের অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তাহাদিগকে যাহা দিয়াছিল, তাহাতেই যদি তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত এবং বলিত, আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট; আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অচিরেই আমাদিগকে তাঁহাদের ফযল দান করিবেন; নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করিতেছি। তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি যথাযোগ্য আচরণ এবং আদব শিক্ষা দিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দানে সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করা এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ-নিষেধ পালন করিবার জন্যে একমাত্র আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা—এই তিনটি বিষয়কে মানুষের জন্যে মহা কল্যাণকর কার্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(٦٠) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

৬০. সাদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় উহাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে সংগ্রামকারী ও পথিকের জন্যে। ইহা আল্লাহ্র বিধান; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : অত্র পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সাদকা বণ্টন করিবার ব্যাপারে তাঁহার প্রতি মুনাফিকদের দোষারোপ করিবার বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সাদকাপ্রাপক শ্রেণীসমূহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়—কোন শ্রেণীর লোক সাদকা পাইবার যোগ্য এবং কোন শ্রেণীর লোক উহা পাইবার যোগ্য নহে, উহা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; আল্লাহ্র রাসূল উহা নির্ধারিত করেন নাই।

আবূ দাউদ বিভিন্ন রাবীর সনদে যিয়াদ ইব্ন হারিস সুদাঈ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার হাতে বায়আত করিলাম। এই সময়ে একটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে কিছু সাদকার মাল দিন। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : সাদকার মাল বন্টন করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবী বা অন্য কাহাকেও বিধান রচনা করিবার ক্ষমতা না দিয়া এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বিধান দিয়াছেন। তিনি আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছেন। তুমি সেই আট শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে আমি তোমাকে সাদকার মাল দিব। উক্ত সনদের রাবী আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনআম একজন দুর্বল রাবী।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে আট শ্রেণীর লোককে সাদকার মালের প্রাপক হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব অথবা উহাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে : সে সম্বন্ধে ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র) সহ একদল ফকীহ্ বলেন : আয়াতে উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককেই সাদকা দান করা ওয়াজিব। উমর (রা), হুযায়ফা (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), ইমাম মালিক, আবুল আলিয়া, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং মায়মুন ইব্ন মিহ্রান (র) সহ পূর্ব ও পরবর্তী একদল ফকীহ্ বলেন : আয়াতে উল্লেখিত আট শ্রেণীর সকল শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করা ওয়াজিব নহে; বরং উহাদের মধ্য হইতে যে কোন এক শ্রেণীর লোককে সাদকা দান করিলেই চলিবে। তাহারা বলেন : আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আটটি শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন সকল শ্রেণীকে সাদকা দান করা ওয়াজিব বানাইবার উদ্দেশ্যে নহে; বরং সাদকার মাল প্রদানের পাত্রসমূহ বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্যে। ইমাম ইব্ন জারীর (র) বলেন : শেষোক্ত মাযহাব হইতেছে অধিকাংশ ফকীহ্র মাযহাব। উভয় মাযহাবের দলীল প্রমাণ উল্লেখ করিবার স্থান ইহা নহে, তাই এখানে উহা অনুল্লেখিত রহিল। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর লোক হইতেছে এই : (ফকীরগণ-অভাবী লোকগণ; মিসকীনগণ-নিঃস্বলোকগণ, সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারীগণ; এইরূপ লোকগণ যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে; মুক্তিকামী দাসগণ; দেনা-পরিশোধকারী দেনাদারগণ; আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীগণ এবং পথিকগণ।

ফকীর এবং মিসকীন এই উভয় শ্রেণীই হইতেছে অভাবী শ্রেণী। উহারা উভয়েই অভাবী শ্রেণী হইলেও উহাদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কী পার্থক্য রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণ এবং ফকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ তাফসীরকার ও ফকীহ্

বলেন : ফকীর শ্রেণী হইতেছে—মিসকীন শ্রেণী অপেক্ষা অধিকতর অভাবী শ্রেণী। তাহারা বলেন : উক্ত কারণেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মিসকীন শ্রেণীর পূর্বে ফকীর শ্রেণীকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন : তুলনামূলকভাবে কম অভাবে পতিত লোক হইতেছে ফকীর এবং তুলনামূলকভাবে বেশি অভাবে পতিত লোক হইতেছে মিসকীন।

ইব্ন জারীর (র) বিভিন্ন রাবীর সনদে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : যাহার কোন অর্থ-সম্পত্তি নাই, সে ফকীর নহে; বরং ফকীর হইতেছে উপার্জনক্ষম অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি। উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী ইব্ন আলিয়া বলেন, উক্ত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত الأخلق শব্দটির অর্থ হইতেছে—অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি।

ইব্ন আলিয়া বলেন : 'উহা হইতেছে আমাদের অভিমত। তবে অধিকাংশই ফকীহ্ উক্ত অভিমতের বিরোধী অভিমত পোষণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান বসরী এবং ইব্ন যায়দ (র) হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) সহ একদল ব্যাখ্যাকার বলেন : ফকীর হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যে মানুষের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করে না। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি, যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বেড়ায়। কাতাদা (র) বলেন : ফকীর হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি, যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, মিসকীন হইতেছে সেই অভাবী ব্যক্তি যাহার দেহের কোন অঙ্গে খঞ্জত্ব বা বৈকল্য নাই। সাওরী (র) ইবরাহীম নাখঈ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে ফকীরগণকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হইতেছে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণ। সুফইয়ান সাওরী বলেন : ইবরাহীম নাখঈ-এর উপরোক্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, বেদুঈন লোকদিগকে (الأعراب) সাদকার মাল দান করা যাইবে না। সাঈদ ইব্ন যুবায়ের এবং সাঈদ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবযা হইতেও ফকীর শব্দের উপরোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইকরামা বলেন : মুসলিম দরিদ্র ও অভাবী লোককে তোমরা মিসকীন নামে অভিহিত করিও না। মিসকীন হইতেছে আহলে কিতাব (ইয়াহূদ ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক।

এখন আমি (গ্রন্থকার) আয়াতে উল্লেখিত সাদকা প্রাপক আট শ্রেণীর সহিত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করিতেছি।

ফকীর সম্পর্কিত হাদীস :

ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : সাদকার মাল ধনী ব্যক্তির জন্যেও হালাল নহে আর সুস্থ সবল মানুষের জন্যেও হালাল নহে। উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও ইমাম আহমদ, ইমাম নাসাঈ এবং ইমাম ইব্ন মাজা (র) উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : আমার নিকট দুইজন সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন—একদা তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত

হইয়া তাঁহার নিকট সাদকার মাল চাহিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদের সমগ্র দেহের উপর চোখ বুলাইলেন। দেখিলেন, তাহারা শক্ত সামর্থ্যবান দেহের অধিকারী মানুষ। তিনি বলিলেন : তোমরা চাহিলে আমি তোমাদিগকে সাদকার মাল দিব; ধনী ব্যক্তির জন্যে এবং শক্তি-সামর্থ্যবান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে। উক্ত হাদীস ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাঊদ এবং ইমাম নাসাঈ উত্তম ও শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম জারাহ্ ও তাদীল কিতাবে বলেন :

আবূ বকর আবসী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত উমর (রা) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : এই আয়াতে উল্লেখিত ফকীরগণ হইতেছে—আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও নাসারা) সম্প্রদায়ের লোক। আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি—উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী আবূ বকর আবসীর অজ্ঞাত পরিচয় হইবার বিষয়টি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) পরিষ্কার উল্লেখ না করিলেও উক্ত রাবী একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হিসাবে গণ্য। এতদসত্ত্বেও উক্ত সনদকে সহীহ্ বলিয়া ধরিয়া লইলেও ঐ বক্তব্য অসমর্থিত হওয়ার ফলে মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে।

মিসকীন সম্পর্কিত হাদীস :

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, মিসকীন সে নহে—যে ভিক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং লোকে তাহাকে এক লোকমা দুই লোকমা খাদ্য এবং একটি খেজুর দান করে। সাহাবীগণ আরয করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! তবে মিসকীন কে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : মিসকীন হইতেছে সেই ব্যক্তি—যাহার নিকট প্রয়োজনীয় মাল বা খাদ্য নাই; কিন্তু তাহার হাবভাব দ্বারা কেহ তাহার অভাবের বিষয় টের পায় না যে, তাহাকে কিছু দান করিবে; সে কাহারো নিকট কিছু চাহে না। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

সাদকা সংগ্রহকারী কর্মচারিগণ যাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করে, তাহারা তাহাদের কার্যের পারিশ্রমিক হিসাবে উহা হইতে একটি অংশ পাইবে। তবে নবী করীম (সা)-এর নিকটাত্মীয়গণ যাহাদের জন্যে সাদকার মাল খাওয়া হালাল নহে—এর মধ্য হইতে কাহাকেও উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিস হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন হারিস বলেন : একদা ফযল ইব্‌ন আব্বাস এবং আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে সাদকার মাল সংগ্রহকারী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্যে আবেদন জানাইলাম। নবী করীম (সা) বলিলেন : সাদকার মাল মুহাম্মদের জন্যে এবং তাঁহার নিকটাত্মীয় লোকদের জন্যে হালাল নহে। এই সব তো মানুষের ময়লাযুক্ত মাল।

এইরূপ লোকগণ—যাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিলে তাহাদের অন্তর মুসলমানদের প্রতি বিনীত হইবে অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) তাহারা কয়েক

প্রকারে বিভক্ত। তাহাদের এক প্রকার হইতেছে এই সকল লোক—যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের মন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যেমন নবী করীম (সা) সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়াকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। উক্ত সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া মুশরিক থাকা অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে হুনায়েনের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া বলেন : এক সময়ে নবী করীম (সা) আমার নিকট অধিকতম বিদ্বিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এই অবস্থায় তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে থাকিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

ইমাম আহমদ (র) ... ... সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) আমাকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে আমাকে উক্ত মাল দান করিয়াছিলেন, সে সময়ে আমার নিকট তিনি ছিলন বিদ্বিষ্টতম ব্যক্তি। নবী করীম (সা) আমাকে পুনঃ পুনঃ অর্থ দান করিতে লাগিলেন। উহার ফলে এক সময়ে তিনি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি হইয়া গেলেন।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম তিরমিযী রাবী ইউনুসের সূত্রে যুহরী হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেক প্রকার হইতেছে এইরূপ দুর্বল ঈমানের মুসলমান—যাহাদিগকে মাল দান করিলে তাহাদের ইসলামের উৎকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের ঈমান মযবূত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নবী করীম (সা) মক্কার দুর্বল ঈমানের নও-মুসলিমগণ যাহাদিগকে তিনি মক্কা বিজয়ের পর হত্যা না করিয়া এবং অন্য কোনরূপ শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহাদের নেতৃবৃন্দকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মালের একটি বিরাট অংশ দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের একেকজনকে একশত করিয়া উট দান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—আমি কখনো কখনো এইরূপ লোককে যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, অর্থ দান না করিয়া এইরূপ লোককে অর্থ দান করি যে আমার নিকট অল্পতর প্রিয়। আমি উহা এই আশংকায় করিয়া থাকি যে, সে ব্যক্তি অর্থ না পাইলে ইসলাম ত্যাগ করিবে ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উলটামুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : একদা আলী (রা) ইয়ামান হইতে নবী করীম (সা)-এর নিকট একখণ্ড স্বর্ণ—যাহার সহিত উহার খনির মাটি মিশ্রিত ছিল—পাঠাইলেন। নবী করীম (সা) উহাকে চারিজন লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন : আকরা ইব্‌ন হাবিস, উইয়াইনা ইব্‌ন বদর, আলকামা ইব্‌ন আলাসাহ্ এবং যায়েদ আল-খায়ের। নবী করীম (সা) বলিলেন-'আমি তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করিয়া তাহাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি অধিকতর মহব্বত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে অথবা কোন জন-সমষ্টিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে সেই বক্তি অথবা সেই জনসমষ্টি মুসলমানদিগকে অমুসলিমদের অত্যাচার বা আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে

সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে সে তাহার এলাকার লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিয়া দিবে। আবার কখনো কখনো কোন ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সাদকার মাল দান করা হয় যে, উহার ফলে তাহার ন্যায় অপরাপর ব্যক্তি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান হইবে। উপরোক্ত প্রকারের লোকগণও الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ —যাহাদিগকে মুসলমানদের প্রতি বিনীত অথবা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে—এর অন্তর্ভুক্ত। ফিকাহ্ শাস্ত্রের বড় বড় গ্রন্থে এতদ্সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে কিনা- সে সম্বন্ধে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। উমর (রা) ও আমের শা'বীসহ একদল ফকীহ্ বলেন : নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে না। কারণ, মুসলমানগণ পূর্বের ন্যায় দুর্বল ও অক্ষম নাই; আল্লাহ্ তা'আলা এখন ইসলাম ও মুসলমানদিগকে সবল ও শক্তিশালী বানাইয়াছেন। মুসলমানগণ এখন পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় শক্তি পরাক্রম লাভ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাহারো মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন নাই।

আরেক দল ফকীহ্ বলেন, নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পরও الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করা যাইবে। কারণ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। নবী করীম (সা) জীবদ্দশায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের পরও তিনি উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। মক্কা বিজয় এবং হুনায়েনের যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের পরাজয়ের পর নবী করীম (সা) উক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সাদকার মাল দান করিয়াছিলেন। সকলে জানেন—এই সময়ে মুসলমানগণ শত্রুদের বিরুদ্ধে সবল ও শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

মুক্তিকামী দাসগণ সম্পর্কিত হাদীস :

হাসান বসরী, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, সাঈদ ইব্ন যুবায়ের, ইবরাহীম নাখঈ, যুহরী এবং ইব্ন যায়েদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলেন : আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত (الرقاب) হইতেছে- 'মুকাতাব' দাসগণ। (المكاتب) : অর্থাৎ যে দাস তাহার মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে পারিলে মুক্তি পাইবে বলিয়া মালিকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি পত্র লাভ করিয়াছে, তাহাকে 'মুকাতাব' বলা হয়। অর্থাৎ 'মুকাতাব' শ্রেণীর দাসকে সাদকার মাল হইতে তাহার মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করা যাইবে। অন্য কোন প্রকারের দাসকে সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যাইবে না। আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম শাফিঈ (র) এবং লায়েছও উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরী (র) বলেন, 'মুকাতাব' এবং গায়ের 'মুকাতাব' যে কোন প্রকারের দাসকেই সাদকার মাল দ্বারা মুক্ত করা যায়। ইমাম আহমদ (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইসহাক (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

বিপুল সংখ্যক হাদীসে দাসকে মুক্ত করিয়া দিবার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে : যে ব্যক্তি কোন দাসকে মুক্ত করিয়া দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দাসের একেকটি অঙ্গের পরিবর্তে তাহার একেকটি অঙ্গকে দোযখের আগুন হইতে মুক্তি দিবেন। এমনকি দাসের যৌনাঙ্গের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্তিদাতা ব্যক্তির যৌনাঙ্গকে দোযখ হইতে মুক্তি দিবেন। ইহার কারণ হইল এই যে, মানুষের আমল যে শ্রেণীর হইবে, উহার ফল সেই শ্রেণীর বস্তু বা বিষয় হইবে—তাহা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় :

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : وَمَا تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আর তোমরা যে আমল করিবে, উহার অনুরূপ ফলই তোমাদিগকে প্রদান করা হইবে (৩৭ : ৩৯)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তিন শ্রেণীর লোককে সাহায্য করা আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রতি ওয়াজিব করিয়া লইয়াছেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী লোক; যে মুকাতাব (المكاتِب) দাস স্বীয় মালিকের প্রতি তাহার মুক্তিপণের অর্থ প্রদান করিতে চাহে, সে এবং যে ব্যক্তি যৌন পবিত্রতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক অথবা বিবাহ করিয়াছে, সে। ইমাম আবূ দাউদ ছাড়া 'সুনান' শ্রেণীর হাদীস গ্রন্থের সকল সংকলকই উক্ত রিওয়ায়েতকে বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইমাম আহমদও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(ইমাম আহমদ কর্তৃক সংকলিত) 'মুসনাদ' সংকলনে বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। বারা ইবন আযিব (রা) বলেন : একদা একটি লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিল : 'হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমাকে এইরূপ একটি আমল শিক্ষা দিন যাহা আমাকে দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া আনিবে এবং জান্নাতের নিকটে লইয়া আসিবে। নবী করীম (সা) বলিলেন : اعتق النسمة وفك الرقبة। তুমি কোন গোলামকে আযাদ করিয়া দাও এবং কোন গোলামের মূল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে আযাদ করিবার কাজে শরীফ হও। লোকটি বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! উভয় কি একই কাজ নহে ? নবী করীম (সা) বলিলেন-'না; عتق النسمة হইতেছে—একাই সম্পূর্ণ একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দেওয়া; আর فك الرقبة হইতেছে—একটি গোলামের মূল্যের অংশবিশেষ পরিশোধ করিয়া তাহাকে আযাদ করিবার কাজে শরীক হওয়া।

দেনা পরিশোধকামী অভাবগ্রস্ত দেনাদার ব্যক্তিকে সাদকার মাল হইতে তাহার দেনা পরিশোধের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যায়। অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ কয়েক প্রকারের হইতে পারে।

এক প্রকারের দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা—যাহারা অপরের দেনার জন্যে যামীন হইবার পর তাহাদের মাল বিনষ্ট হইয়া যায়; ফলে তাহারা উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা—যাহারা নিজেরা হালাল কাজে লাগাইবার জন্যে অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার পর উহা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। আরেক প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারগণ হইতেছে তাহারা—যাহারা কোন গুনাহের

কাজের জন্যে অপরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার পর গুনাহ্ হইতে তওবা করে; কিন্তু ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। উপরোক্ত সকল প্রকারের অভাবগ্রস্ত দেনাদারদিগকেই তাহাদের দেনা পরিশোধ করিবার জন্যে সাদকার মাল হইতে অর্থ দান করা যায়। কুবায়সা ইব্ন মাখারিক হিলালী (রা) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসই হইতেছে এতদ্সম্পর্কিত বিধানের উৎস :

কুবায়সা ইব্ন মাখারিক হিলালী (রা) বলেন : একদা আমি অপরের একটি দেনার জন্যে যামীন হইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহা পরিশোধ করিবার জন্যে তাঁহার নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিলাম। নবী করীম (সা) আমাকে বলিলেন : তুমি অপেক্ষা করো। আমার নিকট সাদকার মাল আসিলে উহা হইতে তোমাকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিব। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে কুবায়সা ! অপরের কাছে হাত পাতা তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কাহারো জন্যে হালাল নহে। এক ব্যক্তি হইল যে অপরের দেনার জন্যে যামীন হইয়াছে। উক্ত যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। যামানতের অর্থ পরিশোধ করিবার জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ পাইবার পর অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল থাকিবে না। অপর এক ব্যক্তি কোন বিপত্তি বা দুর্ঘটনার কারণে যাহার অর্থ সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। আরেক প্রকার লোক যে অভাবের কারণে অনাহারে পতিত হইয়াছে। যাহার তিনজন নিকটাত্মীয় ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, সে প্রকৃতই অনাহারে পতিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে। উহার অতিরিক্ত অর্থের জন্যে অপরের কাছে হাত পাতা তাহার জন্যে হালাল হইবে না। উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেহ অপরের কাছে হাত পাতিয়া অর্থ সংগ্রহ করিলে উক্ত অর্থ তাহার জন্যে হারাম মাল হইবে। উক্ত হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা একটি লোক ফলের বাগান কিনিবার পর কোন দুর্যোগের কারণে উহা নষ্ট হইয়া গেল। ইহাতে লোকটি বিপুল পরিমাণের দেনায় ডুবিয়া গেল। নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : তোমরা তাহাকে সাদকা দান করো। সাহাবীগণ তাহাকে সাদকা দান করিলেন। ইহাতেও তাহার দেনা পরিশোধ হইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হইল না। নবী করীম (সা) লোকটির পাওনাদারদিগকে বলিলেন—তোমরা যে অর্থ তাহার নিকট সংগৃহীত পাইয়াছ, তাহা গ্রহণ করো। উহার অতিরিক্ত যে অর্থ তাহার নিকট তোমাদের পাওনা রহিয়াছে, তাহা তোমরা পাইবে না। উক্ত হাদীসও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলা অপরের নিকট

দেনাদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া নিজের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি এই ঋণ কোন পথে ব্যয় করিয়া মানুষের হক নষ্ট করিয়াছ ? সে বলিবে : হে পরওয়ারদিগার! তুমি নিশ্চয় জানো যে, উক্ত ঋণ আনিয়া আমি উহাকে আমার পানাহারেও ব্যয় করি নাই আর উহাকে অপচয়ও করি নাই। উক্ত ঋণের অর্থ আমার হাতে আসিবার পর আগুনে পড়িয়া গিয়াছে অথবা চুরি হইয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন দুর্যোগে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে। (হে বান্দা !) আজ তোমার তরফ হইতে উহা পরিশোধ করিয়া দিবার বিষয়ে আমার উপরই অধিকতর দায়িত্ব বর্তায়তেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি বস্তু আনাইয়া উহা তাহার নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন। ইহাতে তাহার নেক আমলের পাল্লা বদ আমলের পাল্লা অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইয়া যাইবে। এইরূপে সে আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ও মেহেরবানীতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে বেতন বা ভাতা লাভ করেন না, তাহাদিগকে সাদকার মাল দান করা হইবে। ইমাম আহমদ, হাসান বসরী এবং ইসহাক বলেন : দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রীগণ ও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলেন : দরিদ্র ও অভাবী হজ্জযাত্রীদিগকেও সাদকার মাল দান করা হইবে। তাহারা নিজেদের অভিমতের সমর্থনে বলেন : হাদীস শরীফে নবী করীম (সা) হজ্জযাত্রী ব্যক্তিকেও আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অভাবগ্রস্ত পথিকগণ যে নিজ গৃহ হইতে দূরে রহিয়াছে—সফরের মধ্যে আর্থিক অভাবে পতিত হইলে গৃহে সে অর্থের মালিক থাকিলেও তাহাকে এই পরিমাণের সাদকার মাল দান করা যাইবে—যদ্দারা সে গৃহে পৌঁছিতে পারে। এইরূপে কোন অভাবগ্রস্ত লোক নিজ গৃহ হইতে কোন স্থানে সফর করিতে বাধ্য হইলে তাহাকে সাদকার মাল হইতে যাতায়াতের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দান করা যাইবে। উক্ত বিষয়ের প্রমাণ হইতেছে আলোচ্য আয়াত। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও উক্ত বিষয় প্রমাণিত হয় :

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজা (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, পাঁচ প্রকারের ধনী লোক ছাড়া অন্য কোন প্রকারের ধনী লোকের জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে : সাদকা সংগ্রহকারী ধনী কর্মচারী; তাহাকে সাদকার মাল হইতে বেতন দেওয়া যাইবে। এইরূপ ধনী ব্যক্তি—যে সাদকার মাল খরিদ করিয়া লইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে ক্রয়কৃত সাদকার মাল খাইতে পারিবে। ধনী দেনাদার ব্যক্তি—এইরূপ দেনাদার ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল খাইতে পারে। আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী ধনী ব্যক্তি—এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও সে সাদকার মাল গ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ ধনী ব্যক্তি—যাহাকে দরিদ্র ব্যক্তি তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সাদকার মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি ধনী হইলেও হাদিয়া হিসাবে প্রাপ্ত উক্ত সাদকার মাল খাইতে পারে।

সুফিয়ান ইব্‌ন উইয়াইনা এবং সুফিয়ান সাওরী, আতা ইব্‌ন ইয়াসার হইতে যায়েদ ইব্‌ন আসলামের সূত্রে উহা مرسل সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ধনী ব্যক্তির জন্যে সাদকার মাল হালাল নহে; তবে সে যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদাকারী হয় অথবা পথিক হয় অথবা কোন প্রতিবেশী দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে সাদকার মাল হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে কিংবা তাহাকে দাওয়াত করিয়া উহা খাওয়ায় তখন খাওয়া হালাল হইবে।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ উহা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ও তৎকর্তৃক প্রদত্ত অবশ্য পালনীয় বিধান। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বস্তু ও বিষয়ের প্রকাশ্য অবস্থা এবং অপ্রকাশ্য অবস্থা—সবই ভালরূপে জানেন। তিনি বান্দার কল্যাণ অকল্যাণ সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, তাঁহার কথা, কার্য ও বিধান প্রজ্ঞাপূর্ণ হইয়া থাকে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন মা'বূদ বা রব নাই।

(٦١) وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ ؕ
قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ
اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝٦١

৬১. আর উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে, 'সে তো কান কথা শুনার লোক। বল, তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মংগল তাহাই শুনে। সে আল্লাহে ঈমান রাখে এবং মু'মিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মু'মিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়, তাহাদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা, মুনাফিকগণ কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর প্রতি উচ্চারিত মিথ্যা উক্তি উল্লেখ করিয়া তাহাদের আচরণের কারণে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। মুনাফিকগণ বলিত—মুহাম্মদ কান কথা শুনার মানুষ। যে যাহা বলে, তাহাই সে বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ আমাদের বিরুদ্ধে তাহার কানে কোন কথা লাগাইলে সে সহজেই উহা বিশ্বাস করিয়া ফেলে। আবার আমরা যখন তাহার নিকট গিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া উহার প্রতিবাদ করি, তখন সে সহজেই আমাদের কথা বিশ্বাস করে। এইরূপে মুনাফিকগণ আল্লাহ্র রাসূলের অন্তরে আঘাত দিত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা উপরোক্ত আয়াতাংশের উপরোক্তরূপ অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ - يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ .

অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূল সকলের কথাই সহজে বিশ্বাস করে তাহা ঠিক নহে; বরং তোমাদের সকলের জন্যে যাহা মঙ্গলকর, আল্লাহ্র রাসূল শুধু তাহাই সহজে বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র রাসূল আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে। সে প্রকৃত মু'মিনদের কথা সহজেই বিশ্বাস করে। আল্লাহ্র রাসূল হইতেছে মু'মিনদের জন্যে রহমতস্বরূপ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ ! যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের অন্তরে আঘাত দেয় তাহাদের জন্যে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন।

(٦٢) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ ۚ وَاللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ اَنْ يُّرْضُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

(٦٣) اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿٦٣﴾

৬২. উহারা তোমাদিগকে খুশি করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহ্র শপথ করে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ইহারই অধিক হকদার যে, উহারা তাহাদিগকেই সন্তুষ্ট করে যদি উহারা মু'মিন হয়।

৬৩. উহারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে তাহার জন্য আছে জাহান্নামের অগ্নি, যেখানে সে স্থায়ী হইবে ? উহাই চরম লাঞ্ছনা।

তাফসীর : কাতাদা (র) বলেন যে, আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে : একদা জনৈক মুনাফিক বলিল : 'আল্লাহ্র কসম ! আমাদের এইসব নেতা হইতেছে : আমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্টতম ও অধিকতম ভদ্র লোক। মুহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকে, তাহা সত্য হইলে আমাদের এই সকল নেতা উহাকে সত্য বলিয়া মানিত। নিশ্চয় মুসলমানগণ গাধা অপেক্ষা অধিকতর নির্বোধ। জনৈক সাহাবী উহা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন : আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা) যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা নিশ্চয় সত্য আর তুমি গাধা অপেক্ষা অধিকতর নির্বোধ। লোকেরা উক্ত ঘটনার সংবাদ নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছাইল। অতঃপর উক্ত সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। নবী করীম (সা) উক্ত মুনাফিককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কেন ঐরূপ কথা বলিলে ? মুনাফিকটি কসম করিয়া বলিল যে, সে ঐরূপ কথা বলে নাই। মু'মিন লোকটি বলিতে লাগিলেন : 'হে আল্লাহ্ ! তুমি সত্যবাদী ব্যক্তির সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত করো এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত করো।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوْكُمْ .

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা শপথ করিয়া দাবী করে যে, তাহারা ঈমান

আনিয়াছে আর তাহারা মুসলমানদের জন্যে কল্যাণ কামনা করে। তাহারা সত্যই মু'মিন হইলে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই তাহারা সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে সন্তুষ্ট করাই মু'মিনের কাজ। এই সকল মুনাফিক কি জানে না যে, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে দোযখের কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেখানে তাহারা চিরদিন থকিবে। বস্তুত দোযখের শাস্তি হইতেছে জঘন্য শাস্তি ও জঘন্য লাঞ্ছনা।

(٦٤) يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. মুনাফিকেরা ভয় করে, এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয়, যাহা উহাদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করিবে। বল, 'বিদ্রূপ করিতে থাক; তোমরা যাহা ভয় কর আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন : মুনাফিকগণ আল্লাহ্, রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে নিজেদের মধ্যে গোপনে কোন কথা বলিয়া আশংকা করিত—আল্লাহ্ হয়ত কোন সূরা নাযিল করিয়া আমাদের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আলোচ্য আয়াতের ন্যায় অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا - فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ .

অর্থাৎ যখন তাহারা তোমার নিকট আগমন করে, তখন তাহারা তোমার প্রতি এইরূপ দু'আসূচক বাক্য উচ্চারণ করে, যাহা আল্লাহ্ তোমার প্রতি প্রয়োগ করেন নাই। আর তাহারা নিজেদের অন্তরে বলে : আমরা যাহা বলি, তাহার কারণে আল্লাহ্ যদি আমাদিগকে শাস্তি না দিতেন, তবে কত ভালো হইত ! তাহাদের যোগ্য বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম। তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে। ইহা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান (৫৮ : ৮)।

قُلِ اسْتَهْزِئُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجُ مَّاتَحْذَرُوْنَ অর্থাৎ হে মুনাফিকগণ ! তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনদের প্রতি উপহাস-বিদ্রূপ করিতে থাক। ভাবিও না আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন না। নিশ্চয় তোমাদের গোপন কথা আল্লাহ্ ওয়াহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূল ও মু'মিনদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ، وَلَوْ نَشَاءُ لاَ رَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ - وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ .

অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে, তাহারা কি মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ্ কখনো তাহাদের অন্তরের বিদ্বেষকে প্রকাশ করিয়া দিবেন না ? যদি আমি চাহিতাম, তবে নিশ্চয় তোমার নিকট তাহাদের পরিচয় স্পষ্ট করিয়া দিতাম—ফলে তুমি তাহাদের চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিতে। তুমি তাহাদের কথার সুর ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে নিশ্চয় চিনিতে পারিবে। আর আল্লাহ্ তাহাদের আমলসমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন (৪৭ : ২৯)।

কাতাদা (র) বলেন : 'সূরা বারাআত'-এ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের ঘৃণ্য আচরণসমূহ এবং তাহাদের অন্তরের কপটতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাই উহার আরেক নাম হইতেছে 'আল ফাযেহা' (লজ্জাদানকারিণী) অর্থাৎ মুনাফিকদের গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া উহা লজ্জাদান করে।

(٦٥) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾

(٦٦) لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৫. এবং তুমি উহাদিগকে প্রশ্ন করিলে উহারা নিশ্চয় বলিবে, আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতেছিলাম। বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁহার নিদর্শন ও তাঁহার রাসূলকে বিদ্রূপ করিতেছিলে ?

৬৬. দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না; তোমরা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছ। তোমাদের মধ্যকার কোন দলকে ক্ষমা করিলেও অন্য দলকে শাস্তি দিব- কারণ তাহারা অপরাধী।

তাফসীর : আবূ মা'শার মাদীনী (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কারযী প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা বলেন : একদা জনৈক মুনাফিক বলিল, এইসব পুস্তক পাঠকারী মুসলমান আমাদের মধ্যে অধিকতম পেটুক, অধিকতম মিথ্যাবাদী এবং অধিকতম ভীরু। তাহার উক্ত উক্তি নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছিলে মুনাফিক লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। এই সময়ে নবী করীম (সা) উটের পিঠে চড়িয়া পথ চলিতেছিলেন।

বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা শুধু আমোদ-ফুর্তি করিবার উদ্দেশ্যে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন :

اَبِاللّٰهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ – لاَ تَعْتَذِرُوْا – قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ، اِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ .

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার আয়াতসমূহ এবং তাঁহার রাসূলকে লইয়া উপহাস করো ? তোমরা বাহানা পেশ করিও না। তোমরা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করিবার পর কুফরের কথা প্রকাশ করিয়াছ। যদি আমরা তোমাদের এক দলকে ক্ষমা করিয়া দেই, তবে অন্য একদলকে শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা জঘন্যরূপে অপরাধী হইয়াছে।

এই সময়ে মুনাফিক লোকটি—নবী করীম (সা)-এর তরবারি ধরিয়া তাঁহার উটের সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতেছিল। তাহার পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত লাগিয়া আঘাত খাইতেছিল। নবী করীম (সা) তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছিলেন না।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহাব বিভিন্ন বর্ণনাকারীর পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা তাবূকের যুদ্ধে জনৈক মুনাফিক একটি মজলিসে বলিল : এইসব পুস্তক পাঠক মুসলমানগণ অপেক্ষা অধিকতর পেটুক, অধিকতর মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের ময়দানে অধিকতর ভীরু লোক আমি দেখি নাই। ইহাতে মজলিসে উপস্থিত একজন মু'মিন ব্যক্তি বলিলেন : তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ। তুমি একজন মুনাফিক। আমি উহা নবী করীম (সা)-কে জানাইব। অতঃপর উক্ত সংবাদ নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিল এবং এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : আমি সেই মুনাফিক লোকটিকে দেখিয়াছি যে, সে নবী করীম (সা)-এর উটের পিঠের গদী ধরিয়া উহার সঙ্গে দ্রুতবেগে চলিতেছিল এবং তাহার পা দুইটি রাস্তার পাথরের সহিত ধাক্কা খাইয়া যখম হইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় সে বলিতেছিল, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফুর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। নবী করীম (সা) বলিতেছিলেন—

اَبِاللّٰهِ وَاٰيَاتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ .

হিশাম ইব্‌ন সা'দ হইতে লায়িস (র) উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন : নবী করীম (সা) যখন তাবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একদল মুনাফিকও যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনের নাম ছিল—ওয়াদীআ ইব্‌ন সাবিত এবং মাখশী ইব্‌ন হামীর। প্রথমজন ছিল বনূ উমাইয়া ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের লোক। দ্বিতীয়জন ছিল 'আশজা' গোত্রের লোক। আশজা গোত্র ছিল সালিমা গোত্রের মিত্র। পথিমধ্যে তাহাদের কয়েকজন অন্য কতেককে বলিল : রোমক বীরদের যুদ্ধ আরবদের যুদ্ধের ন্যায় সাধারণ যুদ্ধ নহে। আল্লাহ্‌র কসম! আগামীকাল আমরা মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সবগুলিকে এক দড়িতে বাঁধিব। ইহাতে মাখ্‌শী ইব্‌ন হামীর বলিল : আমি আশংকা করিতেছি তোমাদের এই কথোপকথনের বিষয়টি প্রকাশ করিয়া দিবার জন্যে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হইবে। আল্লাহ্‌র কসম! উক্ত লাঞ্ছনা আমাদের প্রত্যেকের একশত করিয়া দোররা খাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর অপমানকর।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, এদিকে নবী করীম (সা) আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-কে বলিলেন : তুমি এই সব মুনাফিকের নিকট যাও। তাহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করো, তাহারা কি কথা বলিয়াছে ? যদি

তাহারা স্বীকার না করে, তবে তুমি তাহাদিগকে বলো, তোমরা এই এই কথা বলিয়াছ। আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) তাহাদের নিকট গিয়া নবী করীম (সা) তাহাকে যাহা তাহাদিগকে বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। ইহাতে তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের পক্ষে ওযর পেশ করিতে লাগিল। নবী করীম (সা) উটের পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। এই অবস্থায় ওয়াদীআ ইব্ন সাবিত নবী করীম (সা)-এর উটের পিঠের গদি ধরিয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার উদ্দেশ্যে উহা বলিতেছিলাম। মাখশী ইব্ন হামীর বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতার নামের অর্থের দোষটি এবং আমার নিজের নামের অর্থের দোষটি আমার স্বভাবের মধ্যে আসিয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উক্ত 'মাখ্শী ইব্ন হামীর' তাহাদের অন্যতম ছিল। পরবর্তীকালে সে নিজের নাম আবদুর রহমান রাখিয়াছিল। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করিয়াছিল : তিনি যেন তাহাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এই দু'আ করিয়াছিল, তিনি যেন কাহাকেও তাহার লাশের সন্ধান পাইতে না দেন। উক্ত আবদুর রহমান ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিল। যুদ্ধের পর তাহার লাশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

কাতাদা (র) বলেন : নবী করীম (সা) যখন তাবূকের যুদ্ধে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একদল মুনাফিকও উটের পিঠে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে ছিল। একদা তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিল, এই লোকটি [নবী করীম (সা)-কে ইংগিত করিয়া] আশা করিতেছে যে, সে রোমক সাম্রাজ্যের প্রাসাদসমূহ এবং দুর্গসমূহ জয় করিবে। তাহা কখনো হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীকে তাহাদের উক্ত কথা বলিবার সংবাদ জানাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : এই সকল লোককে আমার নিকট লইয়া আসো। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কি এই এই কথা বলিয়াছ ? তাহারা আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল—আমরা শুধু আনন্দ-ফূর্তি করিবার জন্যে উহা বলিতেছিলাম। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ এই আয়াত নাযিল করিলেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামা বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ক্ষমা করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের একজন বলিত, হে আল্লাহ্ ! যে আয়াতে আমাকে মাফ করিয়া দিবার বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, উহা যখন আমি শুনি, তখন আমার দেহের লোম শিহরিত হইয়া উঠে এবং আমার হৃদযন্ত্র দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করো। কেহ যেন আমার সম্বন্ধে বলিতে না পারে, আমি তাহাকে গোসল দিয়াছি, আমি তাহাকে কাফন পরাইয়াছি এবং আমি তাহাকে দাফন করিয়াছি। ইকরামা বলেন, সেই লোকটি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হইয়া গিয়াছিল। কোন মুসলমানই তাহার লাশের সন্ধান পাইল না।

لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ অর্থাৎ তোমরা ওযর পেশ করিও না। ইতিপূর্বে তোমরা মুখে ঈমানের কথা বলিবার পর এখন এই উপহাসপূর্ণ কথা উচ্চারণ করিয়া কুফরী করিয়াছ। তোমাদের সকলকে ক্ষমা করা যাইবে না; বরং তোমাদের মধ্য হইতে একদল লোককে আমরা শাস্তি প্রদান করিব। কারণ, তাহারা উপহাসপূর্ণ কথা বলিয়া অপরাধী হইয়াছে।

(٦٧) اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ
نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝٦٧

(٦٨) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ
جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۙ ۝٦٨

৬৭. মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, উহারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম নিষেধ করে, উহারা হাতবদ্ধ করিয়া রাখে। উহারা আল্লাহ্কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে তিনিও উহাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছেন; মুনাফিকগণ তো পাপাচারী।

৬৮. মুনাফিক নর ও নারী এবং কাফিরগণকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, সেখানে উহারা চিরকাল থাকিবে, ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদিগকে লা'নত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র এবং উহার কুপরিণতির বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপে পরস্পর ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। তাহাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ মু'মিনদের চরিত্র ও কার্যকলাপের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা অন্যায় কাজ করিবার জন্যে মানুষকে উপদেশ দেয় এবং ন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলে। তেমনি তাহারা আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয় করে না।

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র উপদেশকে ভুলিয়া রহিয়াছে; ফলে আল্লাহ্ তাহাদের সহিত এইরূপ আচরণ করিবেন, যেরূপ আচরণ করা হয় যাহাকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহার প্রতি।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

اَلْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের সহিত বিস্মৃত লোকের সহিত যেরূপ আচরণ করা হয়, সেইরূপ আচরণ করিব—যেরূপে তোমরা তোমাদের এই দিনের সম্মুখীন হইবার বিষয়কে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছিলে।

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ অর্থাৎ মুনাফিকগণ নিশ্চয় সত্যের পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া মিথ্যার পথে প্রবেশ করিয়াছে।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত অপরাধের অপরাধী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাহাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি হইল জাহান্নামের আগুন।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ মুনাফিক ও কাফিররা সেখানে অনন্তকাল কাটাবে।

هِيَ حَسْبُهُمْ অর্থাৎ তাহারা পর্যাপ্ত শাস্তি ভোগ করিবে।

وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

(٦٩) كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَّاَكْثَرَ
اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۭ فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا
اسْتَمْتَعَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ
خَاضُوْا ۭ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٩﴾

৬৯. তোমরাও তোমাদের পূর্ববর্তিগণের মত যাহারা শক্তিতে তোমাদের অপেক্ষা প্রবল ছিল এবং যাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল তোমাদের অপেক্ষা অধিক এবং উহারা উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে। তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তোমরাও তাহা ভোগ করিলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণ উহাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা ভোগ করিয়াছে; উহারা যেরূপ অনর্থক আলাপ আলোচনায় লিপ্ত ছিল তোমরাও তদ্রূপ অনর্থক আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ; উহারাই তাহারা যাহাদের কর্ম ইহলোকে ও পরলোকে ব্যর্থ এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদের সহিত নবী করীম (সা)-এর যুগের কাফিরদের সাদৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যেরূপে দুনিয়াতে আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করিয়াছে এবং আখিরাতেও তাঁহার শাস্তি ভোগ করিবে, সেইরূপে তোমরাও দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করিবে। তাহারা ধনবল ও জনবলে তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

হাসান বসরী বলেন : فَاسْتَمْتَعُوْا بِخَلَاقِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের দীনকে অনুসরণ করিয়া পার্থিব সুখ-শান্তি এবং আনন্দ-ফুর্তি উপভোগ করিয়াছে।

وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوْا অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগে যাহারা মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছিল, তোমরাও তাহাদের ন্যায় মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছ।

اُولٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাত কোন কালেই তাহাদের কাজে আসে নাই। আসিবে না; কারণ, তাহাদের আমলসমূহ হইতেছে ভ্রান্ত ও মিথ্যাভিত্তিক। বস্তুত, তাহারা হইতেছে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, তাহাদের আমলের কোন সওয়াব বা পুরস্কার তাহারা পাইবে না।

ইব্‌ন জারীর ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন : অদ্যকার রাত্রিটি গতকল্যকার রাত্রিটির সহিত যেরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট, মুহাম্মাদী উম্মত পূর্ববর্তী উম্মাতের সহিত সেইরূপ সাদৃশ্য-বিশিষ্ট হইবে। পূর্ববর্তী উম্মত কাহারা ? তাহারা হইতেছে—বনী ইসরাঈল জাতি।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে তাহাদের সদৃশ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যে সত্তার হাতে আমার জান রহিয়াছে, তাঁহার কসম ! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি-নীতি ও কার্য-কলাপকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করিবে। এমনকি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও উহার গর্তে প্রবেশ করিবে।

ইব্‌ন জুরাইজ ... (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার কসম ! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ও কার্য-কলাপকে এইরূপে অনুসরণ করিবে যে, তাহারা কোন কার্যের দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হইবে, তাহারা কোন কার্যের দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইবে এবং তাহারা কোন কার্যের দিকে দুই হাত অগ্রসর হইয়া থাকিলে তোমরাও উহার দিকে দুই হাত অগ্রসর হইবে। এমন কি তাহারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও উহাতে প্রবেশ করিবে। সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই পূর্ববর্তী লোকগণ কাহারা ? তাহারা কি কিতাবধারী জাতিসমূহ ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা কিতাবধারী জাতিসমূহ ছাড়া অন্য কাহারা ?

উক্ত রিওয়ায়েতটি আবূ মা'শার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে নবী (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে নিম্নোক্ত কথাটিও উল্লেখিত হইয়াছে :

অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, এই প্রসঙ্গে তোমরা ইচ্ছা করিলে এই আয়াত তিলাওয়াত করিতে পারো : كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, الْخَلَاقِ। অর্থাৎ দীন। তিনি আরো বলেন : সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْنَ خَاضُوْا এই আয়াতাংশে যাহাদের অনুসরণের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা পারস্যবাসী কাফিরগণ এবং রোমক সাম্রাজের অধিবাসী কাফিরগণ নহে কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা ছাড়া আর কাহারা ? উক্ত রিওয়ায়েতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয়ে সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

(٧٠) اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ ؕ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٧٠

৭০. উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, 'আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহার নিকট আসে নাই ? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগের মধ্যে যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল, উপদেশ দিতেছেন এবং স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। মুনাফিকগণ কি অতীত যুগের বিভিন্ন জাতির কুফরের করুণ পরিণতির কথা শুনে নাই ? অতীত যুগে নূহের জাতি, 'আদ, সামূদ, ইবরাহীমের জাতি, মাদ্য়ানবাসিগণ এবং মু'তাফিকাত নামী এলাকার অধিবাসিগণ স্ব-স্ব রাসূলকে অমান্য করিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি কুফরী করিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে.ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া এবং ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা-ই নিজেদের কুফরীর কারণে নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে।

হযরত নূহ (আ)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণ ভিন্ন তাঁহার জাতির সকল লোককেই মহাপ্লাবনে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। হযরত হূদ (আ)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রচণ্ড ঝড়ের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত সালিহ (আ)-এর জাতি তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া না মানিবার এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত উটকে হত্যা করিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বজ্র দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর তিনি তাহাদের বাদশা' নমরূদ ইব্ন কিনআন ইব্ন কুশ কিনআনীকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত শুআয়ব (আ)-এর জাতি মাদয়ানবাসিগণ তাঁহাকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া গ্রহণ না করিবার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকম্প ও চাঁদোয়ার দিনের শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

الْمُؤْتَفِكَاتُ। হইতেছে হযরত লূত (আ)-এর জাতি। ইহারা মাদয়ান অঞ্চলে বসবাস করিত। ইহাদের সম্বন্ধে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা কলিতেছেন : وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ, অর্থাৎ আল্লাহ্ মু'তাফিকাত জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন : الْمُؤْتَفِكَاتُ। হইতেছে—হযরত লূত (আ)-এর জাতির আবাসভূমির প্রধান জনপদের নাম। উক্ত প্রধান জনপদ 'সাদুম' নামেও পরিচিত। ইহারা আল্লাহ্র রাসূল হযরত লূত (আ)-কে তাঁহার রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ইহারা সমকামের পাপে এইরূপ লিপ্ত ছিল যে উক্ত পাপে ইহারা পৃথিবীর সকল পাপী জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ। অর্থাৎ তাহাদের রাসূলগণ স্পষ্ট ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ এবং নিদর্শনাবলী লইয়া তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিল।

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করেন নাই; বরং তাহারা কুফরী করিয়া নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করিয়াছে আর উহার ফলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

(৭১) وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ م يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝٧١

৭১. মু'মিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, ইহারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যের নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে; ইহাদিগকেই আল্লাহ্ কৃপা করিবেন এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর : ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পরিচয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি মু'মিনদের পরিচয় বর্ণনা করিতেছেন।

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ অর্থাৎ মু'মিনগণ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাহারা একে অপরের দুঃখে দুঃখিত হয় এবং একে অপরকে তাহার দুঃখে ও বিপদে সাহায্য করে। এইরূপে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : একজন মু'মিনের সহিত আরেকজন মু'মিনের সম্পর্ক হইতেছে—অট্টালিকার একটি ইটের সহিত আরেকটি ইটের সম্পর্কে ন্যায়। এই বলিয়া তিনি তাঁহার এক হাতের আঙ্গুলগুলিকে অন্যহাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। সহীহ্ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—মু'মিনগণ পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও মায়া-মহব্বতের দিক দিয়া একটি দেহের সমতুল্য। একটি দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যেরূপে সমগ্র দেহটি উহাতে সাড়া দিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রাত্রিতে না ঘুমাইয়া জাগিয়া থাকে, সেইরূপ একজন মু'মিন বিপদে পতিত হইলে সকল মু'মিনই উহাতে সাড়া দিয়া নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্যে চেষ্টা করে।

يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ মু'মিনগণ মানুষকে ভালো কাজ করিতে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেয়।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

"তোমাদের মধ্যে যেন এইরূপ একদল লোক তৈয়ার হয়, যাহারা মানুষকে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাইবে এবং তাহাদিগকে সৎকাজ করিতে ও অসৎ কাজ হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিবে (৩ : ১০৪)।"

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র হক 'সালাত' কায়েম করে এবং মানুষের হক 'যাকাত' প্রদান করে।

وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ নিষেধসমূহ মানিয়া চলে।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী। তিনি মু'মিনদিগকে ইয্যাত দান করিবেন। তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী ও তাঁহার কার্যাবলী প্রজ্ঞাপূর্ণ। স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে তিনি মু'মিনদিগকে উপরোক্ত সদগুণাবলীতে বিভূষিত করেন এবং মুনাফিকদিগকে ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘৃণ্য অসদগুণাবলী দ্বারা অপবিত্র করেন। তিনি স্বীয় প্রজ্ঞার কারণে মু'মিনদিগকে রহমত দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন।

(٧٢) وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٧٢﴾

৭২. আল্লাহ্ মু'মিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জান্নাতের—যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং আদন জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে থাকিবে। পরন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উহাই মহাসাফল্য।

তাফসীর : আর আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন মু'মিনদিগকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে এইরূপ জান্নাতে দাখিল করিবেন—যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবহমান রহিয়াছে। আর সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।

وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً অর্থাৎ মহামূল্যবান চিত্তাকর্ষক প্রিয়দর্শন উপকরণে নির্মিত স্থায়ী বাসভবনসমূহ।

বুখারী ও মুসলিম ... আবূ মূসা আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : এইরূপ দুইটি স্বর্ণনির্মিত জান্নাত রহিয়াছে—যাহাদের পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে স্বর্ণনির্মিত। এইরূপ দুইটি রৌপ্যনির্মিত জান্নাত রহিয়াছে—যাহাদের পাত্রসমূহ সহ উহাদের মধ্যে অবস্থিত সমুদয় বস্তু হইতেছে রৌপ্যনির্মিত। আর 'আদন' নামক জান্নাতে আল্লাহ্‌কে বান্দাগণের দেখিবার বিষয়ে অন্তরায় থাকিবে শুধু আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের পর্দা।

উপরোল্লেখিত সনদে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : প্রত্যেক মু'মিনের জন্যে জান্নাতে একটি করিয়া শূন্যগর্ভ আস্ত মুক্তায় নির্মিত তাঁবু থাকিবে। উর্ধ্বে উহার দৈর্ঘ্য হইবে ষাট মাইল। উহার মধ্যে তাঁহার স্ত্রীগণ বসবাস করিবে।

সে তাহাদের একের পর একের নিকট গমন করিবে। তাহাদের কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইবে না।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, সালাত কায়েম করিয়াছে এবং রমাযান মাসে রোযা রাখিয়াছে, তাহার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের উপর ইহা জরুরী করিয়া লইয়াছেন যে, সে ব্যক্তি হিজরত করুক অথবা না করুক—তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। সাহাবীগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কি এই কথা লোকদিগকে জানাইয়া দিব না ? নবী করীম (সা) বলিলেন : জান্নাতের মধ্যে এইরূপ একশতটি স্তর রহিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথে জিহাদকারী মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার একটি স্তর হইতে আরেকটি স্তরের দূরত্ব হইতেছে আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্বের সমান। তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (জান্নাত) প্রার্থনা করো, তখন তাঁহার নিকট 'জান্নাতুল ফিরদাউস' প্রার্থনা করিও। কারণ, উহা হইতেছে জান্নাতের কেন্দ্র ও সর্বোচ্চ স্তর। উক্ত জান্নাতেই সকল জান্নাতের নদীসমূহের উৎস অবস্থিত। উহারই উপর অবস্থিত রহিয়াছে মহান আল্লাহ্র আরশ।

তাবারানী, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) ... মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন।

ইমাম তিরমিযী আবার উবাদা ইব্‌ন সামিত (র) হইতেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে আবূ হাযিম (র) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—জান্নাতবাসিগণ তাহাদের (সুবিন্যস্ত এবং পৃথক পৃথকভাবে অবস্থিত) কক্ষসমূহ এইরূপে দেখিবে—যেরূপে তোমরা আকাশে নক্ষত্রকে দেখিয়া থাকো।

অতঃপর ইহা জানা দরকার যে, জান্নাতের সর্বোচ্চ প্রসাদটির নাম হইতেছে 'ওয়াসীলা'। উহা উক্ত নামে আখ্যায়িত হইবার কারণ এই যে, উহা আল্লাহ্ তা'আলার আরশের অধিকতম নিকটবর্তী স্থান। উক্ত প্রাসাদটি হইতেছে—নবী করীম (সা)-এর জন্যে নির্ধারিত জান্নাতের প্রাসাদ।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা যখন আমার জন্যে দু'আ করো, তখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে ওয়াসীলা প্রার্থনা করিও। নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল—হে আল্লাহ্র রাসূল ! ওয়াসীলা কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে জান্নাতের সর্বোচ্চ মানযিল। মাত্র একটি ব্যক্তিই উহা লাভ করিবে। আশা করি আমিই হইব সেই ব্যক্তি।

মুসলিম (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা যখন মুআযযিনকে আযান দিতে শুনো, তখন সে যাহা বলে, তোমরাও তাহা বলিও। যে ব্যক্তি একবার আমার জন্যে দু'আ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি উহার পরিবর্তে দশটি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করিও। 'ওয়াসীলা' হইতেছে জান্নাতের এইরূপ একটি মানযিলের

নাম যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার মাত্র একজন বান্দাই বসবাস করিবে। আশা করি আমিই হইব সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করিবে, কিয়ামতের দিনে আমি তাহার জন্যে শাফাআত করিব।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' প্রার্থনা করো। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমার জন্যে উহা প্রার্থনা করিবে, আমি নিশ্চয় আখিরাতে তাহার পক্ষে 'সাক্ষী' হইব অথবা 'শাফাআতকারী' হইব। নবী করীম (সা) এই দুইটি শব্দের কোনটি বলিয়াছেন—সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাত কোন বস্তুর দ্বারা নির্মিত তাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন : জান্নাতের প্রাসাদের প্রতি দুইটি ইটের একটি হইতেছে স্বর্ণ-নির্মিত এবং অপরটি হইতেছে রৌপ্য-নির্মিত। ইহার গাঁথুনিতে সুরকির স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে মিশক কস্তুরি। উহার পাথর হইতেছে—মুক্তা ও ইয়াকুত। উহার মাটি হইতেছে—যাফরান। যে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিবে, সে সুখী হইবে, কষ্ট ভোগ করিবে না। সে চিরকাল থাকিবে কোন দিন মরিবে না। তাহার পোশাক কোনদিন পুরাতন হইবে না। তাহার যৌবন কোনদিন ফুরাইবে না।

ইব্ন উমর (রা) হইতেও অনুরূপ একটি 'মারফূ হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : নিশ্চয় জান্নাতের এইরূপ কতগুলি কক্ষ রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে উহার বাহিরের বস্তু এবং বাহির হইতে উহার ভিতরের বস্তু দেখা যাইবে। ইহাতে জনৈক বেদুঈন লোক দাঁড়াইয়া আরয করিল : হে আল্লাহ্র রাসূল ! সেই কক্ষগুলি কাহাদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : সেই কক্ষগুলি নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদের জন্যে—যাহারা নেক ও মিষ্ট কথা বলে, অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে অন্নদান করে, সর্বদা রোযা রাখে এবং গভীর রাতে লোকে যখন ঘুমাইয়া থাকে, তখন নামাযে মশগুল থাকে। ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীস বর্ণনা করিবার পর উহা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—উক্ত হাদীস আলী (রা) হইতে মাত্র উপরোক্ত একজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম তাবারানীও অনুরূপ একটি রিওয়াতকে সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) এবং সাহাবী আবূ মালিক আশআরী (রা) সূত্রে প্রত্যেকে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম তাবারানী—উভয়ের বর্ণিত হাদীসের সনদই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রশ্নকারী বেদুঈন সাহাবী হইতেছেন—আবূ মালিক আশআরী (র)। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : ওহে! জান্নাতে যাইবার জন্যে কেহ আগ্রহী রহিয়াছে কি ? জান্নাতে কোন কিছুর বাধা নাই। কা'বার রবের কসম ! উহা হইতেছে দ্যুতিমান জ্যোতি, দোদুল্যমান পুষ্পগুচ্ছ, সুউচ্চ সুবৃহৎ অট্টালিকা, প্রবহমান নদী, পরিপক্ব ফল, সুচরিত্রবর্তী সুদর্শনা স্ত্রী, নানারূপ নূতন বস্ত্রের সমাহার, শান্তির স্থায়ী আবাসস্থল, ফল-ফলাদি, সবুজ শ্যামলিমা, সুখ ও নিয়ামত। উক্ত সুখ ও

নিয়ামত রহিয়াছে মহান, সুউচ্চ ও সুবিস্তৃত প্রাসাদে। সাহাবীগণ বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! হ্যাঁ, আমরা জান্নাতে যাইবার জন্যে আগ্রহী রহিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমরা বলো ইন্‌শাআল্লাহ্। সাহাবীগণ বলিলেন, ইনশাআল্লাহ্।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ অর্থাৎ তাহারা জান্নাতে যে সকল নিয়ামাতের মধ্যে থাকিবে, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হইতেছে উহা অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ নিয়ামত।

ইমাম মালিক (র) ... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদিগকে বলিবেন : হে জান্নাতবাসিগণ! তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার ! আমরা তোমার বাণী শুনিবার জন্যে উপস্থিত ও প্রস্তুত রহিয়াছি। সকল কল্যাণ তোমার হাতে রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ ? তাহারা বলিবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদিগকে এইরূপ নিয়ামত দান করিয়াছ—যাহা তোমার অন্য কোন সৃষ্টিকে দান করো নাই। এমতাবস্থায় আমরা কেন সন্তুষ্ট হইব না ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামত দান করিব ? তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নিয়ামাত কী হইতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : আমি কি তোমাদিগকে উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত দান করিব ? তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নিয়ামাত কি হইতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করিলাম। অতঃপর আমি কোনদিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না।

উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম ইমাম মালিক হইতে উপরোক্ত ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ হুসাইন ইব্ন ইসমাঈল মাহামিমী (র) ... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন : তোমরা কি আরো কোন নিয়ামত পাইতে চাও ? যদি চাও, তবে আমি তোমাদিগকে তাহাও দিব। তাহারা বলিবে : হে আমাদের পরওয়ারদিগার ! তুমি আমাদিগকে যে নিয়ামাত দান করিয়াছ, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম নিয়ামাত কী আছে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন : আমার সন্তুষ্টি উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বায্যার স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে সুফিয়ান সাওরীর (র) সূত্রে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ যিয়া মাকদেসী 'জান্নাতের পরিচয়' নামক পুস্তকে উপরোক্ত রিওয়ায়েত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—আমার মতে উক্ত রিওয়ায়েতটি 'সহীহ'। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী।

(٧٣) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

(٧٤) يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ؕ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ
وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ
اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ
خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৭৩. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর ও উহাদের প্রতি কঠোর হও; উহাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, উহা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

৭৪. উহারা আল্লাহ্র শপথ করে যে, উহারা কিছু বলে নাই; কিন্তু উহারা তো কুফরীর কথা বলিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর উহারা কাফির হইয়াছে। উহারা যাহা সংকল্প করিয়াছিল তাহা পায় নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল নিজ কৃপায় উহাদিগকে অভাবমুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই উহারা বিরোধিতা করিয়াছিল। উহারা তওবা করিলে উহাদের জন্যে ভাল হইবে, কিন্তু উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে আল্লাহ্ ইহলোক ও পরলোকে উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে উহাদের কোন অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী নাই।

তফসীর : আলোচ্য প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের ঠিকানা হইতেছে জাহান্নাম। কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন মু'মিনদের প্রতি নরম, নমনীয় ও বিগলিতপ্রাণ হইতে এবং আলোচ্য আয়াতে তিনি তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি শক্ত ও অনমনীয় হইতে। ইতিপূর্বে আলী (রা) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়েতটি এস্থলে উল্লেখযোগ্য। আলী (রা) বলেন : নবী করীম (সা) চারিখানা তরবারিসহ প্রেরিত হইয়াছেন : একখানা তরবারি হইতেছে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

فَاذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ .

অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাসসমূহ অতিবাহিত হইবার পর তোমরা মুশরিকদিগকে যেখানে পাইবে, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিবে ... (৯ : ৫)।

আরেকখানা তরবারি হইতেছে কিতাবধারী কাফিরদের (ইয়াহূদী ও নাসারা) বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ . وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ .

অর্থাৎ যে সকল কিতাবধারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতিও ঈমান আনে না, আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহা হারাম করিয়াছেন, তাহা হারাম করে না এবং সত্য ধর্মকে গ্রহণ করে না, তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর—যতক্ষণ না তাহারা তোমাদের বিজয়ী অবস্থায় এবং তাহাদের অপমানিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে (৯ : ২৯)।

আরেক খানা তরবারি হইতেছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন: يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ হে নবী ! তুমি কাফিরগণ এবং মুনাফিকগণের বিরুদ্ধে জিহাদ করো . . .। আরেক খানা তরবারি হইতেছে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْءَ اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ তবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র ফায়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে (৪৯ : ৯)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে আদেশ দিয়াছেন। উক্ত আদেশের ব্যাখ্যা এই যে, মুনাফিকদের নিফাকের বিষয় মু'মিনদের গোচরে আসিলে তাহাদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে সশস্ত্র যুদ্ধ করিতে হইবে। ইমাম ইব্‌ন জারীর আলোচ্য আদেশের উপরোক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মু'মিনদিগকে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিতে হইবে। তাহাদের বিরুদ্ধে হাতের সাহায্যে জিহাদ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে মুখে তাহাদিগকে ধমক দিতে এবং ভর্ৎসনা করিতে হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তলোয়ারের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মুখের সাহায্যে জিহাদ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-কে আদেশ দিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকদের প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা দেখাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় যাহ্‌হাক (র) বলেন جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে মৌখিক ধমক, তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সাহায্যে জিহাদ করো। তিনি বলেন : মুনাফিকদিগকে মৌখিক ধমক দেওয়া এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করাই হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। মুকাতিল এবং রবী' (র) (ইব্‌ন আনাস) হইতেও উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান, কাতাদা এবং মুজাহিদ বলেন : মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার তাৎপর্য হইতেছে তাহারা কোন অপরাধ করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে শারীআত সম্মত বিধান মুতাবিক শাস্তি প্রদান করা।

কেহ কেহ বলেন : আলোচ্য আয়াতের উপরোল্লেখিত বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে কোনরূপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। বস্তুত মুনাফিকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থায় উপরোল্লিখিত বিভিন্ন পন্থায় জিহাদ করাই বিধেয়। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلاَمِهِمْ .

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলে—তাহারা বলে নাই; অথচ তাহারা কুফরী কথা বলিয়াছে, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কুফরী বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে এরূপ কিছু করিতে চাহিয়াছিল যাহা করিতে পারে না।

শানে নুযূল : কাতাদা (র) বলেন—উক্ত আয়াত মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর-এর একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে। তাহার ঘটনাটি এই : একদা জনৈক জুহান গোত্রীয় লোক এবং জনৈক আনসার গোত্রীয় লোক পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। উক্ত সংঘর্ষে জুহান গোত্রীয় লোকটি আনসার গোত্রীয় লোকটির উপর বিজয়ী হইল। ইহাতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই 'আনসার' গোত্রীয় লোকদিগকে বলিল : তোমরা নিজেদের ভাইকে সাহায্য করিতেছ না কেন ? সে বলিল : আল্লাহ্‌র কসম ! আমাদের অবস্থা ও মুহাম্মদের অবস্থা হইতেছে এইরূপ যাহা এই প্রবাদ বাক্যটিতে ব্যক্ত হইয়াছে : নিজের কুকুরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া মোট বানাও; একদিন উহা তোমাকেই কামড়াইবে। সে আরো বলিল :

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ .

অর্থাৎ যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাইতে পারি, তবে অধিকতর সম্মানিত দল (মুনাফিকগণ) অধিকতর লাঞ্ছিত দলকে (মু'মিনদিগকে) নিশ্চয় উহা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবে। (৬৩ : ৮)

জনৈক মুসলমান আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর উপরোক্ত কথা নবী করীম (সা)-এর কানে পৌঁছাইয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকাইয়া সে উহা বলিয়াছে কিনা তাহা তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... হযরত আনাস (রা) হইতে ঊর্ধ্বতম রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন : একদা 'হাররা' নামক স্থানে সংঘটিত যুদ্ধে আমার গোত্রের যে সকল লোক শহীদ হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের শোকে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার শোকাতুর হইবার সংবাদ যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন : আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি : হে আল্লাহ্ ! তুমি আনসার এবং তাহাদের সন্তানগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। রাবী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন : আমার স্মরণে আসিতেছে যে, আমার শায়েখ আনাস (রা) উক্ত হাদীসে আনসারদের সন্তানগণের পর তাহাদের পৌত্রগণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উহা নিশ্চিতরূপে আমার স্মরণে নাই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ফযল বলেন : অতঃপর হযরত আনাস (রা) তাঁহার নিকট উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে একটি লোককে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর মরতবা ও মর্যাদা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহার সম্বন্ধে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ঘটনায় নবী করীম (সা) যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) সম্বন্ধে উপরোল্লেখিত কথা বলিয়াছিলেন। একদা নবী করীম (সা) খুতবা প্রদান করিতেছিলেন। এই সময়ে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) জনৈক মুনাফিককে বলিতে শুনিলেন : এই ব্যক্তি সত্যবাদী হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম ! তিনি সত্যবাদী আর তুমি নিশ্চয় গর্দভ

অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। অতঃপর তিনি উক্ত ঘটনা নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া উক্ত মুনাফিক উহা অস্বীকার করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী রাবী ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উকবা (র) হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কথার সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন', এই বাক্য পর্যন্ত অংশকে বর্ণনা করিয়াছেন। উহার পরবর্তী অংশকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন নাই। উহার পরবর্তী অংশ সম্ভবত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মূসা ইব্ন উকবার নিজস্ব বর্ণনা।

উক্ত রিওয়ায়েতের উপরোল্লেখিত প্রথমাংশ মুহাম্মদ ইব্ন যুলাইহ মূসা ইব্ন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উহা বর্ণনা করিবার পর বলিয়াছেন : ইব্ন শিহাব হইতে মূসা ইব্ন উকবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন শিহাব বলেন, এইস্থলে মুহাম্মদ ইব্ন যুলাইহ উপরোক্ত রিওয়ায়েতের শেষোক্ত অংশ—'যাহা ইতিপূর্বে মূসা ইব্ন উক্‌বার নিজস্ব বর্ণনা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে' উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েতে যে ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিখ্যাত এই যে, উহা বনূ মুসতালীকার বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধের সময়ে ঘটিয়াছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত বর্ণনা করিতে গিয়া উহার কোন রাবী ভুলক্রমে আলোচ্য আয়াতকে (يَحْلِفُوْنَ بِاللهِ مَا قَالُوْا) উল্লেখ করিয়াছেন। রাবী উপরোক্ত ঘটনার সহিত সম্পর্কিত আয়াতকে উল্লেখ করিতে চাহিয়া ভুলক্রমে তদস্থলে আলোচ্য আয়াতকে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উমবী (র) তাহার মাগাযী গ্রন্থে ... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন সে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ শেষ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলে আমার গোত্রের লোকগণ আমাকে বলিল, তুমি একজন কবি। ইচ্ছা করিলে তুমি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট গিয়া যুদ্ধে তোমার অংশ গ্রহণ না করিবার পক্ষে কোন মিথ্যা ওযর পেশ করত তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার। ইহাতে যে গোনাহ্ হইবে, তজ্জন্য পরে তুমি আল্লাহ্র নিকট মাফ চাহিয়া লইবে। অতঃপর কা'ব ইব্ন মালিক (রা) দীর্ঘ হাদীসের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত অবশিষ্টাংশের শেষাংশ হইতেছে এই : কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিল, জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিত ছিল তাহাদের অন্যতম। কিছু সংখ্যক মুনাফিক অবশ্য নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধেও গিয়াছিল। উক্ত জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিতের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা) তাহার মাতার সহিত জাল্লাসের গৃহে থাকিতেন। যাহা হউক, কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আচার-আচরণ ও কার্য-কলাপের নিন্দা বর্ণনা করিয়া আয়াত নাযিল করিলে উক্ত জাল্লাস বলিল : 'আল্লাহ্র কসম ! এই ব্যক্তি যাহা বলে, তাহা সত্য হইলে আমরা নিশ্চয় গর্দভ অপেক্ষা নিকৃষ্টতম। উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা) উহা শুনিয়া বলিলেন : হে জাল্লাস ! আল্লাহ্র কসম ! নিশ্চয় তুমি আমার নিকট প্রিয়তম ব্যক্তি; অন্য

যে কোন লোকের উপর বিপদ আসিলে আমি মনে যতটুকু ব্যথিত হই, তোমার উপর বিপদ আসিলে তদপেক্ষা অধিকতর ব্যথিত হই। আজ তুমি এইরূপ কথা বলিয়াছ যাহা আমি প্রকাশ করিলে নিশ্চয় তুমি আমাকে মন্দ বলিবে; আবার প্রকাশ না করিলে আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। তোমার মন্দ শোনা ধ্বংস হইয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার নিকট অধিকতর সহজ। তাই, আমি উহা প্রকাশ করিয়া দিব। এই বলিয়া উমায়ের ইব্‌ন সা'দ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। জাল্লাস উহা জানিতে পারিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। সে আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, উমায়ের যে কথা বলিয়াছে তাহা সে বলে নাই। উমায়ের ইব্‌ন সা'দ তাহার নামে মিথ্যা কথা লাগাইয়া গিয়াছে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا

নবী করীম (সা) জাল্লাসকে উক্ত আয়াত সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। কথিত আছে—

অতঃপর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তওবার পর সে নেক্কার মুসলমান হইয়াছিল।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি, জাল্লাসের তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া যাইবার বর্ণনাটি এইরূপেই কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতের অব্যবহিত পর উল্লেখিত রহিয়াছে। উহা সম্ভবত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উক্তি নহে; বরং উহা উক্ত রিওয়ায়েতের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের নিজস্ব উক্তি। আল্লাহ্‌ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের বলেন : আলোচ্য আয়াতটি জাল্লাস ইব্‌ন সুআয়েদ ইব্‌ন সামিত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। একদা সে এবং তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র মুসআব (রা) কুবা নামক স্থান হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিল : মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমরা আমাদের বাহন এই গাদাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। ইহাতে মুসআব (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, আল্লাহ্‌র কসম ! আমি উহা নিশ্চয় নবী করীম (সা)-কে জানাইব। মুসআব (রা) বলেন : আমার ভয় হইল, যদি আমি উহা নবী করীম (সা)-কে না জানাই, তবে আমার নিন্দায় কোন আয়াত নাযিল হইতে পারে অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ আপতিত হইতে পারে অথবা আমি জাল্লাসের পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি। তাই আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! জাল্লাস এবং আমি কুবা হইতে মদীনার দিকে আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে জাল্লাস বলিয়াছে : মুহাম্মদ যাহা লইয়া আগমন করিয়াছে, তাহা সত্য হইলে আমরা আমাদের এই বাহন গাধাটি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। আমার মনে এই ভয় আসিয়াছে যে, যদি আমি উহা আপনাকে না জানাই, তবে আমি উক্ত পাপের ভাগী হইয়া যাইতে পারি অথবা আমার উপর ভয়াবহ কোন বিপদ নাযিল হইতে পারে। তাই উহা আপনাকে জানাইলাম। নবী করীম (সা) জাল্লাসকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : ওহে জাল্লাস ! তুমি যাহা বলিয়াছ বলিয়া মুসআব আমাকে জানাইয়াছে, তাহা কি তুমি বলিয়াছ ? জাল্লাস আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন : يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে : যে লোকটি আল্লাহ্র কালাম ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে উপরোল্লেখিত বিদ্বেষপূর্ণ বাক্যটি উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার নাম হইতেছে—জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদ ইব্ন সামিত। তাহার বিদ্বেষপূর্ণ উক্তিটি সম্বন্ধে যে সাহাবী নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইতেছে উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা)। তিনি ছিলেন জাল্লাসের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র এবং তিনি সেই সময়ে জাল্লাসের গৃহেই প্রতিপালিত হইতেছিলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জাল্লাস তাহার উক্তির কথা অস্বীকার করিয়াছিল। সে আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিয়াছিল যে, সে উহা বলে নাই। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করিয়াছিলেন। আয়াত নাযিল হইবার পর জাল্লাস তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। তওবার পর দেখা গিয়াছিল সে একজন নেক্কার মুসলমানে পরিণত হইয়াছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্বাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণরত ছিলেন। এই অবস্থায় এক সময়ে তিনি বলিলেন : কিছুক্ষণ পর তোমাদের নিকট একটি লোক আসিয়া শয়তানের দৃষ্টিতে তোমাদের দিকে তাকাইবে। তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না। কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক তথায় আগমন করিল। নবী করীম (সা) তাহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিয়া বলিলেন- তুমি এবং তোমার সঙ্গীগণ কেন আমাকে গালি দাও ? লোকটি কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর সে স্বীয় সঙ্গীগণসহ পুনরায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তাহারা সকলে আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিল যে, তাহারা উহা বলে নাই। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আর কিছু বলিলেন না। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ... ... وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۰

উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের কোন ব্যর্থ আকাংক্ষা বা পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন, উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লাস ইব্ন সুআয়েদের একটি ব্যর্থ আকাংক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কুরআন মাজীদ এবং নবী করীম (সা)-এর শানে জাল্লাস বিদ্বেষমূলক উক্তি করিলে তাহার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর পক্ষের পুত্র উমায়ের ইব্ন সা'দ (রা) (মতান্তরে-মুসআব রা) তাহাকে যখন বলিয়াছিল : আমি নিশ্চয় তোমার এই উক্তি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিব, তখন জাল্লাস তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল : কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা ও আকাংক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা জাল্লাসের সেই অপূর্ণ আকাংক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। আরেক দল তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর একটি ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সেই ব্যর্থ পরিকল্পনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, একদল লোক নবী করীম (সা)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে নেতা বানাইবার জন্যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নাই। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এইরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধ হইতে নবী করীম (সা)-এর প্রত্যাবর্তন করিবার কালে একদা রাত্রিতে দশজনের অধিক মুনাফিকের একটি দল প্রতারণামূলক পন্থায় নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। যাহ্হাক (র) বলেন : উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উক্ত ব্যর্থ চেষ্টার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-কে মুনাফিকদের প্রতারণামূলক পন্থায় হত্যা করিবার জন্যে চেষ্টা করিবার ঘটনাটি এই :

ইমাম বায়হাকী (র) ... হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) হইতে দালায়িলুন নবুওওয়াহ' নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'তিনি বলেন : (তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবারকালে) আমি নবী করীম (সা)-এর উটের লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলাম আর আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) উটের পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন। কখনও আমি উহার পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলাম এবং তিনি উহার লাগাম ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। আমরা গিরিপর্বতে পৌঁছিলে আমি বারো জন উষ্ট্রারোহী লোকের একটি দল দেখিতে পাইলাম। তাহারা সেখানে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) ধমকের সহিত হাঁকদিয়া তাহাদের নিকট তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা পালাইয়া গেল। নবী করীম (সা) আমাদিগকে বলিলেন : এই লোকগুলিকে তোমরা চিনিতে পারিয়াছ কি ? আমরা আরয করিলাম : 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে আমরা তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; কিন্তু তাহাদের বাহনগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : ইহারা হইতেছে মুনাফিক। কিয়ামত পর্যন্ত ইহারা মুনাফিক থাকিবে। তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আমরা জানি না। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা গিরিপর্বতের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের গতিকে বিঘ্নিত করিয়া তাঁহাকে উহা হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমরা কি এই সকল লোকের স্বগোত্রীয় লোকদের নিকট এই আদেশ পাঠাইব যে, প্রত্যেক গোত্র উহার অপরাধী ব্যক্তির খণ্ডিত মস্তক আপনার নিকট পাঠাইবে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : না, আমি ইহা চাহি না যে, আরবের লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিবে যে, মুহাম্মদ একদল লোককে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর সে নিজ সঙ্গীদিগকে হত্য করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ্ ! তুমি ইহাদের প্রতি ' الدُّبَيْلَةُ ' নিক্ষেপ করো। আমরা আরয করিলাম : হে আল্লাহ্র রাসূল ! ' الدُّبَيْلَةُ ' কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : উহা হইতেছে আগুনের এইরূপ অঙ্গার যাহা তাহাদের হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ তুফায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পথে ঘোষক দ্বারা এই ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, তিনি স্বয়ং গিরিপথ দিয়া যখন যাইবেন; তখন অন্য কেহ যেন সেই পথ দিয়া না যায়। নবী করীম (সা) গিরিপথ দিয়া যাইবার কালে হুযায়ফা (রা) তাঁহার উটের লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন এবং আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) পিছনে থাকিয়া উহাকে হাঁকাইতেছিলেন।

এই সময়ে মুখোশ-পরিহিত একদল উষ্ট্রারোহী লোক তথায় উপস্থিত হইয়া আম্মার (রা)-কে ঘিরিয়া ফেলিল। আম্মার (রা) তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-কে বলিলেন : গিরিপথ অতিক্রম করো; গিরিপথ অতিক্রম করো। গিরিপথ অতিক্রম করিবার পর নবী করীম (সা) উট হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে আম্মার (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ফিরিয়া আসিবার পর নবী করীম (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি কি লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছি ? আম্মার (রা) বলিলেন : লোকগুলি মুখোশ পরিহিত থাকিবার কারণে তাহাদিগকে চিনিতে পারি নাই; তবে তাহাদের সব উটকে চিনিতে পারিয়াছি। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাহা কি জানো ? আম্মার (রা) বলিলেন : আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ সম্বন্ধে অধিকতম জ্ঞান রাখেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের উটকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া উহার পিঠ হইতে তাঁহাকে (অর্থাৎ আল্লাহ্র রাসূলকে) নীচে ফেলিয়া দিতে চাহিয়াছিল। রাবী বলেন : একদা আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) জনৈক সাহাবীকে বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি—গিরিপথে নবী করীম (সা)-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতজন লোক সেখানে গিয়াছিল, বলো তো ? উক্ত সাহাবী বলিলেন : সেখানে বারো জন লোক গিয়াছিল। আম্মার (রা) বলিলেন : তুমি তাহাদের সহিত থাকিয়া থাকিলে তো সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। উক্ত সাহাবী বলিলেন : নবী করীম (সা) তাহাদের মধ্য হইতে তিনজনের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আল্লাহ্র কসম! আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা শুনিয়াছিলাম না আর আমরা সেই লোকগুলির কুমতলব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলাম না। আম্মার (রা) বলিলেন : আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, অবশিষ্ট বারোজন লোক দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু।

ইব্‌ন লাহীআ (র) ... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়ের হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতে আরো উল্লেখিত হইয়াছে : নবী করীম (সা) লোকদিগকে উপত্যকার নিম্নভূমি দিয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে হুযায়ফা (রা) এবং আম্মার (রা)-কে সঙ্গে লইয়া গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইলেন। গিরিপথে নবী করীম (সা)-এর নিকট পৌঁছিবার কুমতলব লইয়া পামরগুলি মুখোশ পরিহিত অবস্থায় তাহাকে অনুসরণ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাহাদের কুমতলব সম্বন্ধে অবহিত করিলেন। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-কে তাহাদের উপর চড়াও হইতে আদেশ দিলেন। তিনি তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের উটের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া ব্যর্থ মনোরথ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা) এবং আম্মার (রা)-এর নিকট তাহাদের নাম এবং তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া দিলে নবী করীম (সা) উক্ত সাহাবীদ্বয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, তাহারা প্রতারণামূলক পন্থায় আল্লাহ্র রাসূলকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করিয়াছিল। তিনি সাহাবীদ্বয়কে তাহাদের নাম গোপন রাখিতে আদেশ করিলেন।

ইব্‌ন ইস্‌হাক হইতে ইউনুস ইব্‌ন বুকায়েরও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে, তিনি তাঁহার রিওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট একদল মুনাফিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করিয়াছেন : ইমাম তাবারানীর 'মু'জাম' নামক পুস্তকেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত রিওয়ায়েতটিও উপরোল্লোখিত ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে :

ইমাম মুসলিম (র) ... আবূ তুফায়েল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : সংশ্লিষ্ট গিরিপথের এলাকার জনৈক অধিবাসীর সঙ্গে হুযায়ফা (রা)-এর বন্ধুত্ব ছিল। একদা হুযায়ফা (রা) তাহাকে বলিলেন : তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলি—বলো তো গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকগুলি সংখ্যায় কতজন ছিল ? উপস্থিত লোকেরা উক্ত লোকটিকে বলিল : হুযায়ফা যখন তোমার নিকট বিষয়টি জানিতে চাহিতেছে, তখন তাহাকে উহা জানাইয়াই দাও। লোকটি বলিল, আমাদের নিকট কথিত হইত যে, তাহারা সংখ্যায় চৌদ্দজন ছিল। তবে আমি তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া থাকিলে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি যে, তাহাদের মধ্য হইতে বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু। অবশিষ্ট তিনজন (আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট) ওযর পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা নবী করীম (সা)-এর পক্ষ হইতে প্রচারিত ঘোষণা শুনিয়াছিলাম না এবং মুনাফিকদের কুমতলব সম্বন্ধেও আমরা অবগত ছিলাম না। নবী করীম (সা) প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পথ চলিতেছিলেন। (গিরিপথের নিকট আসিয়া) তিনি বলিলেন : পানির পরিমাণ কম; অতএব, সেখানে যেন আমার পূর্বে কেহ না পৌঁছে। কিন্তু নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন—একদল লোক তাঁহার সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই পৌঁছিয়া গিয়াছে। ইহাতে তিনি তাঁহাদের প্রতি বদ-দু'আ করিলেন।

ইমাম মুসলিম (র) ... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : হুযায়ফা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : আমার অনুসারীদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাইবে না। সূঁচের ছিদ্র দিয়া যদি উট যাইতে পারে তবে তাহারা জান্নাতে যাইতে অথবা উহার ঘ্রাণ পাইতে পারে। তাহাদের মধ্য হইতে আটজনের স্কন্ধে আগুনের অঙ্গার রাখা হইবে। উহা তাহাদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে।

নবী করীম (সা) হুযায়ফা (রা)-এর নিকট উপরোক্ত মুনাফিকদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অন্য কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করেন নাই। এই কারণেই হুযায়ফা (রা)-কে নবী করীম (সা)-এর গোপন কথার ধারক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম তাবারানী 'মুসনাদ-ই হুযায়ফা' নামক হাদীস সংকলনে গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম—এই নামে একটি পর্ব স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন:

যুবায়ের ইব্ন বাক্কার হইতে আলী ইব্ন আবদুল আযীয বর্ণনা করিয়াছেন যে, যুবায়ের ইব্ন বাক্কার বলেন : গিরিপথের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম হইতেছে এই : মুআত্তাব ইব্ন কুশায়ের; ওয়াদীআ ইব্ন সাবিত; জাদ্দ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাব্তাল ইব্ন হারিস (এই ব্যক্তি আমর ইব্ন আওফ গোত্রের লোক ছিল), হারিস ইব্ন ইয়াযীদ তাঈ; আওস ইব্ন কায়যী; হারিস ইব্ন সুআয়েদ; সা'দ ইব্ন যারারাহ; কায়েস ইব্ন ফাহ্দ; সুআয়েদ দায়ীস বনূ হুবী; কায়েস ইব্ন আমর ইব্ন সাহ্ল; যায়েদ ইব্ন লাসী এবং সোলালাহ্ ইব্ন হুমাম; শেষোক্ত দুই ব্যক্তি কায়নুকা গোত্রের লোক। এই সকল লোক মুনাফিক ছিল। বাহ্যত ইসলাম প্রকাশ করিয়া বলিত :

وَمَا نَقَمُوْاُ اِلاَّ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ .

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় নাই যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আল্লাহ্র নিয়ামত দ্বারা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান বানাইয়াছেন। অবশ্য তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র নিয়ামত ও দান পরিপূর্ণ হইলে তিনি তাহাদিগকে হিদায়েত দান করিতেন। এইরূপে নবী করীম (সা) একদা আনসার গোত্রের লোকদিগকে বলিয়াছিলেন : হে আনসারগণ ! আমি কি আসিয়া তোমাদিগকে গোমরাহ দেখি নাই ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তোমরা পরস্পরের প্রতি ছিলে শত্রুভাবাপন্ন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করিয়াছেন। আর আমি আসিয়া তোমাদিগকে দরিদ্র দেখিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তোমাদিগকে অর্থ-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর প্রতিটি কথার উত্তরে আনসার সাহাবীগণ বলিয়াছিলেন—আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল শ্রেষ্ঠতম দয়ালু।

আলোচ্য আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দান ও কৃপাকে আল্লাহ্র রাসূলের দোষ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের আলংকারিক আখ্যায়িতকরণ মাত্র। কোন ব্যক্তি যখন কোন নির্দোষ ও নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি এইরূপ আচরণ করে, যাহা শুধু দোষী ও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি করা যায়, তখন অত্যাচারী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার তাৎপর্য এই হইয়া থাকে যে, অত্যাচারী ব্যক্তি যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ বা অপরাধ দেখিতে পাইয়াছে; তাই সে তাহার প্রতি ঐরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা নহে; বরং সে যেহেতু অত্যাচারী ও অসদাচারী—তাই তাহার প্রতি ঐরূপ অত্যাচারমূলক আচরণ করিয়াছে। বস্তুত অত্যাচারিত ব্যক্তি হইতেছে নির্দোষ ও নিরপরাধ। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ তাহাকে দোষী ও অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাহে, তবে সে তাহার অমুক অমুক গুণকে দোষ হিসাবে দেখাইয়াই উহা করিতে পারে। যেহেতু অত্যাচারিত ব্যক্তির মধ্যে কোন দোষ নাই, তাই অত্যাচারীর নিকট স্বীয় আচরণের পক্ষে কোন ন্যায়সংগত যুক্তি নাই। বস্তুত উপরোক্ত প্রকারের বাগধারা অন্যায়বাদী ব্যক্তির আচরণের জঘন্যতা প্রকাশ করিবার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন :

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ .

-আর তাহারা (কাফিরগণ) তাহাদের (মু'মিনদের) মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ পায় নাই যে, তাহারা মহাপরাক্রমশালী সর্ব প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে (৮৫ : ৮)।

এইরূপে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : ইব্ন জামীল ধন-সম্পদের মালিক হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এই দোষ ছাড়া অন্য কোন দোষ খুঁজিয়া পায় না যে, পূর্বে এক সময়ে সে দরিদ্র ছিল, এখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন।

فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ অর্থাৎ তাহারা যেন নিফাক ও কুফরী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আসে। যদি তাহারা তওবা করে, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গলকর হইবে। আর যদি তাহারা সত্য ও ঈমান হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে এবং কুফরী ও নিফাককে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। তিনি দুনিয়াতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন মু'মিনদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং বিপদ ও মানসিক অশান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া। তিনি আখিরাতে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়া। আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তাহাদিগকে কেহই না দুনিয়াতে মুক্তি দিতে পারিবে আর না আখিরাতে মুক্তি দিতে পারিবে।

وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ অর্থাৎ তাহারা দুনিয়াতেও এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাইবে না যে লোক তাহার কোন কল্যাণ সাধন করিবে কিংবা কোন অকল্যাণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।

(٧٥) وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ
لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾

(٧٦) فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ
مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾

(٧٧) فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ
بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

(٧٨) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ
اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾ ع

৭৫. উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র নিকট অংগীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্ নিজ কৃপায় আমাদিগকে দান করিলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকা দিব এবং সৎ হইব।

৭৬. অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় উহাদিগকে দান করিলেন, তখন উহারা এই বিষয়ে কার্পণ্য করিল এবং বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইল।

৭৭. পরিণামে উহাদের অন্তরে কপটতা স্থির করিলেন আল্লাহ্‌র সহিত উহাদের সাক্ষাৎ দিবস পর্যন্ত, কারণ উহারা আল্লাহ্‌র নিকট যে অংগীকার করিয়াছিল উহা ভংগ করিয়াছিল ও উহারা ছিল মিথ্যাচারী।

৭৮. উহারা কি জানিত না যে, উহাদের অন্তরের গোপন কথা ও উহাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ্ জানেন এবং যাহা অদৃশ্য তাহা তিনি বিশেষভাবে জানেন।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াত চতুষ্টয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—মুনাফিকদের মধ্যে এইরূপ লোকও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদা করিয়াছে, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানান, তবে নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র পথে সাদকা প্রদান করিব এবং নিশ্চয় আমরা সৎকর্মশীল লোকদের দলভুক্ত হইব। কিন্তু, আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে ধন-সম্পদের মালিক বানাইয়াছেন তখন তাহারা কৃপণতা করিয়াছে এবং টাল-বাহানা করিয়া ওয়াদা পালন করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ওয়াদা খেলাফীর এবং মিথ্যা বলিবার কারণে তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরের সংবাদ এবং পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সবই জানেন? তেমনি তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন ?

শানে নুযূল : ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং হাসান বসরীসহ বিপুল সংখ্যক তাফসীরকার বলেন : আলোচ্য আয়াতসমূহ 'সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম (র) 'সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী সম্বন্ধে একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটি এই : আবূ উমামা বাহেলী হইতে বিভিন্ন রাবীর সনদে ইমাম ইব্‌ন জারীর এবং ইমাম ইব্‌ন আবী হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ উমামা বাহেলী বলেন : একদা সা'লাবা ইব্‌ন হাতিব আনসারী নবী করীম (সা)-কে বলিল : আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্যে এই দু'আ করেন যে, তিনি যেন আমাকে মাল দান করেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে সা'লাবা ! আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করুন। এইরূপ অল্প মাল তুমি যাহার শোকর আদায় করিবে, এইরূপ অনেক মাল অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয় তুমি যাহার শোকর আদায় করিতে পারিবা না। নবী করীম (সা)-এর উপদেশ না মানিয়া সা'লাবা পুনরায় তাঁহার নিকট উক্ত বিষয়ের জন্যে অনুরোধ জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : হে সা'লাবা ! তুমি আল্লাহ্‌র নবীর ন্যায় থাকিতে রাযী নও ? যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে তাঁহার শপথ ! আমি যদি চাহিতাম যে, পর্বতসমূহ স্বর্ণ ও রৌপ্য হইয়া আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমার সহিত চলফেরা করুক, তবে তাহাই হইত। সা'লাবা বলিল : যে সত্তা আপনাকে সত্যসহ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কসম ! যদি আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং আল্লাহ্ আমাকে মাল দান করেন, তবে আমি নিশ্চয় হকদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য হক প্রদান করিব। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন : হে আল্লাহ্ ! তুমি সা'লাবাকে ধন-দৌলত দান করো। অতঃপর সা'লাবা কয়েকটি বকরী পালন করিতে লাগিল। উহারা কীট-পতঙ্গের ন্যায় অধিক সংখ্যায় বাচ্চা দিতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বকরীর সংখ্যা এত

অধিক হইয়া গেল যে, উহাদিগকে মদীনায় রাখিয়া পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। সে উহাদিগকে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় লইয়া গেল। এই সময়ে সে শুধু যুহরের নামায এবং আসরের নামায জামাআতে আদায় করিত। অন্যান্য ওয়াক্তের নামায আদায় করা সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিছুদিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাওয়ায় সে উহাদিগকে লইয়া আরো দূরে চলিয়া গেল। এই সময়ে সে জুমআর নামায ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করিত না। কিছু দিন পর তাহার বকরীর সংখ্যা আরো বাড়িয়া গেল। এই সময় সে জুমআর নামায আদায় করাও ত্যাগ করিল। সে জুমআর দিন লোকজনের চলাচলের পথে দাঁড়াইয়া মদীনায় গমনাগমনকারী উষ্ট্রারোহী ও অশ্বারোহী লোকদের নিকট নানারূপ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত। একদা নবী করীম (সা) লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : সা'লাবার সংবাদ কী ? তাহাকে দেখা যায় না কেন ? লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! সে কতগুলি বকরী পালন করা আরম্ভ করিয়াছিল। উহারা বাচ্চা দিবার পর তাহার বকরীর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মদীনায় থাকিয়া উহাদিগকে পালন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর না হইবার কারণে সে মদীনার বাহিরে একটি উপত্যকায় চলিয়া গিয়াছিল। এইরূপে লোকেরা সা'লাবার সকল সংবাদ নবী করীম (সা)-কে জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : হায় ! সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? হায় ! সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? সা'লাবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়া নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .

অর্থাৎ তুমি তাহাদের মাল হইতে এইরূপ সাদকা তুলিয়া আনো যাহা তাহাদিগকে পূত-পবিত্র করিবে (৯ : ১০৩)।

আবার উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা সাদকার মালের প্রাপক অভাবগ্রস্ত শ্রেণীসমূহের বর্ণনা প্রদান করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন।

একদা নবী করীম (সা) দুইজন সাহাবীকে লোকদের নিকট হইতে সাদকার মাল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্যে তাহাদের নিকট পাঠাইলেন। উক্ত দুইজন সাহাবীর একজন ছিলেন যুহায়না গোত্রের লোক এবং অন্যজন ছিলেন সুলায়েম গোত্রের লোক। তাহারা কোন নিয়মে লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবেন—নবী করীম (সা) তাহা তাহাদিগকে লিখিয়া দিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে আরো বলিয়া দিলেন : তোমরা সা'লাবা এবং সুলায়েম গোত্রের অমুক ব্যক্তি নিকট গিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিবা। তাহারা 'সা'লাবার নিকট আসিয়া তাহাকে নবী করীম (সা)-এর বিধানপত্র দেখাইয়া তাহার নিকট তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। ইহাতে সে বলিল : 'ইহা জিয্য়া কর অথবা তৎতুল্য কর ছাড়া আর কিছু নহে। ইহা কী তাহা আমি জানি না। তোমরা অন্য লোকদের নিকট গিয়া তাহাদের মালের সাদকা সংগ্রহ করত আমার নিকট আসিও। তাহারা সুলায়েম গোত্রের লোকটির নিকট গিয়া তাহার মালের সাদকা চাহিলেন। লোকটি নিজের উত্তম উটগুলিকে বাছিয়া আনিয়া উহাদিগকে উটের সাদকা হিসাবে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তাহারা উহা দেখিয়া বলিলেন : এত উত্তম উট সাদকা হিসাবে দান করা আপনার উপর ফরয নহে। আমরা এত উত্তম উট লইতে চাহি না। লোকটি বলিলেন : আপনারা উহা লউন। আমি সন্তুষ্ট

হইয়াই উহা সাদকা হিসাবে দান করিতেছি। উহা শুধু সাদকা হিসাবে দান করিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া তাহারা উক্ত উটগুলিকে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা লোকদের নিকট হইতে সাদকা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় 'সা'লাবার নিকট গমন করিলেন। সা'লাবা তাহাদিগকে বলিল : তোমাদের সঙ্গের বিধানপত্রটি আমাকে দেখাও। তাহারা উহা তাহার নিকট প্রদান করিলে সে উহা পাঠ করিয়া বলিল : ইহা জিয্য়া কর অথবা তৎতুল্য কোন কর ছাড়া আর কিছু নহে। তোমরা চলিয়া যাও। আমি চিন্তা করিয়া দেখি—কী করা যায়। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহারা কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন : হায় ! সা'লাবা ধ্বংস হইয়া গেল ? অতঃপর নবী করীম (সা) সুলায়েম গোত্রের সেই যাকাত প্রদানকারী লোকটির জন্যে বরকতের দু'আ করিলেন। ইহার পর সাদকা সংগ্রহকারী সাহাবীদ্বয়—সা'লাবা যাহা করিয়াছে এবং সুলায়েম গোত্রের লোকটি যাহা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নবী করীম (সা)-কে অবহিত করিলেন। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ .

এই সময়ে সা'লাবার জনৈক নিকটাত্মীয় ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিল। সে সা'লাবার নিকট গিয়া বলিল : হে সা'লাবা ! তুমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা (আয়াত) নাযিল করিয়াছেন। শুনিয়া সা'লাবা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মালের যাকাত গ্রহণ করিবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া সা'লাবা নিজের মাথায় ধূলা মাটি ফেলিতে লাগিল। নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন : ইহা হইতেছে তোমার কর্মফল। আমি তোমাকে মালের যাকাত দিতে আদেশ করিয়াছিলাম। তুমি আমার আদেশ পালন করো নাই। অতঃপর সা'লাবা গৃহে ফিরিয়া গেল। নবী করীম (সা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করেন নাই। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফাতের যুগে সা'লাবা তাহার নিকট আসিয়া বলিল : আল্লাহ্র রাসূলের নিকট ও আনসারীদের নিকট আমার কী মর্যাদা ছিল—তাহা আপনি জানেন। আপনি আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন : আল্লাহ্র রাসূল তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। অতএব, আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব না। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। উমর (রা)-এর খিলাফাতের যুগে সা'লাবা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল : হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। উমর (রা) বলিলেন : আল্লাহ্র রাসূল এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিব ? উমর (রা) ইন্তিকাল পর্যন্ত তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই। উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগে সা'লাবা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল : আমার মালের যাকাত গ্রহণ করুন। উসমান (রা) বলিলেন : আল্লাহ্র রাসূল, আবূ বকর সিদ্দীক এবং উমর (রা) তোমার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করেন নাই; আর আমি তোমার নিকট হইতে

উহা গ্রহণ করিব ? এইরূপে উসমান (রা)ও তাহার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিলেন না। এই অবস্থায় সা'লাবা উসমান (রা)-এর খিলাফাতের যুগে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ অর্থাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার এবং মিথ্যা কথা বলিবার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে নিফাককে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করিয়া দিয়াছেন।

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের দুইটি চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য। বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : মুনাফিকের তিনটি চিহ্ন রহিয়াছে, সে যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা কথা বলে, সে যখন কাহাকেও কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, উহা ভঙ্গ করে এবং কেহ তাহার নিকট কিছু আমানত রাখিলে সে উহাতে খিয়ানত করে। একাধিক হাদীসে উপরোক্ত কথার অনুরূপ কথা বর্ণিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মনের গোপন কথা এবং তাহাদের পারস্পরিক গোপন পরামর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তিনি অদৃশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে পরিপূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। তাহারা ধন-দৌলতের মালিক হইলে উহার একাংশ সাদকা হিসাবে দান করিবে—আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট তাহারা এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবার কালে তাহাদের অন্তরে উক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবার যে ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, তিনি তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। বস্তুত তিনি যেরূপে প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন, অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধেও সেইরূপ অবগত রহিয়াছেন। তিনি বান্দাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিশ্বাস ও আমলের জন্যে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিবেন।

٧٩- اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ
وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ۭ سَخِرَ
اللّٰهُ مِنْهُمْ ۡ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৯. মু'মিনগণের মধ্যে যাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাদকা দেয় এবং যাহারা নিজ শ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাহাদিগকে যাহারা দোষারোপ করে ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ্ উহাদিগকে বিদ্রূপ করেন, উহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আরেকটি দোষ বর্ণনা করিয়াছেন ; আল্লাহ্র কোন নেক বান্দা বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্র পথে সাদকা হিসাবে দান করিলে মুনাফিকগণ তাহার প্রতি দোষারোপ করিতে ছাড়িত না। তেমনি আল্লাহ্র কোন দরিদ্র নেক বান্দা দিন-মজুরীর মাধ্যমে উপার্জিত সামান্য অর্থের একাংশকে আল্লাহ্র পথে সাদকা হিসাবে দান করিলে তাহারা তাহার প্রতি দোষারোপ করিতেও ছাড়িত না। কোন মু'মিন ব্যক্তি যদি বিপুল পরিমাণ মাল আল্লাহ্র পথে সাদকা হিসাবে দান করিত তবে তাহারা এই বলিয়া

তাহার প্রতি দোষারোপ করিত যে, এই ব্যক্তি মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এত বিপুল ধন দান করিতেছে। তেমনি কোন দরিদ্র মু'মিন ব্যক্তি যদি দিন-মজুরীর দ্বারা উপার্জিত সামান্য অর্থের অংশকে আল্লাহ্‌র পথে দান করিত, তবে তাহারা এই বলিয়া তাহার প্রতি উপহাস করিত যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই ব্যক্তির এই সামান্য অর্থের জন্যে মুখাপেক্ষী নহে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের উপরোক্ত চরিত্র-দোষের বিষয় বর্ণনা করিয়া তাহাদের উক্ত কার্যের কুপরিণতি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ, আবূ নু'মান বসরী, শু'বা, সুলায়মান ও আবূ ওয়ায়েলের সূত্রে আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করেন, তখন আমরা মুসলমানগণ এইরূপ দরিদ্র ছিলাম যে, জীবন ধারণের জন্যে আমাদিগকে মাথায় বোঝা বহন করিবার মত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত ফরয করিয়া আয়াত নাযিল করিবার পর একদা জনৈক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিপুল পরিমাণ মাল যাকাত হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল, এই ব্যক্তি মানুষের প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। আরেকজন সাহাবী আসিয়া মাত্র এক 'সা'' অর্থাৎ সাড়ে তিন সের পরিমিত খাদ্য সাদকা হিসাবে দান করিলেন। ইহাতে মুনাফিকগণ বলিল : আল্লাহ্ এই ব্যক্তির সাদকার জন্যে মুখাপেক্ষী নহেন। এই ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ .

উক্ত রিওয়ায়েতকে ইমাম মুসলিমও রাবী শু'বার (র) সূত্রে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ সালীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমরা কিছুসংখ্যক লোক জান্নাতুল বাকী'তে উপবিষ্ট ছিলাম। এই অবস্থায় এক সময়ে সেখানে জনৈক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল : আমার পিতা অথবা পিতৃব্য আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা নবী করীম (সা) জান্নাতুল বাকী'তে বসিয়া বলিলেন : কিয়ামতের দিনে আমি সাদকা প্রদানকারিগণের সাদকা প্রদানের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিব। নবী করীম (সা)-এর বাণী শুনিয়া আমি আমার পাগড়ির একটি বা দুইটি পেঁচ খুলিয়া ফেলিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—পাগড়ির উক্ত অংশকে সাদকা হিসাবে দান করিব। অতঃপর আমার অন্তরে অনিচ্ছা আসিয়া পড়িল। ফলে আমি উহা দান না করিয়া পুনরায় উহাকে পেঁচাইলাম। কিছুক্ষণ পর তথায় একটি লোক আগমন করিল। মজলিসে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণকায় কোন ব্যক্তি অথবা তাহার অপেক্ষা অধিকতর খর্বকায় কোন ব্যক্তি আমার নযরে পড়িল না। তবে লোকটি যে উটটিকে হাঁকাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উট আমি তথায় দেখি নাই। লোকটি নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাদকা সংগ্রহ করিতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, সাদকা সংগ্রহ করিতেছি। লোকটি বলিল : এই উটটিকে সাদকার মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউন। ইহাতে জনৈক ব্যক্তি লোকটির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিল : এই লোক এইরূপ মাল সাদকা হিসাবে দান করিল ? আল্লাহ্‌র কসম ! তাহার উটটি তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।

নবী করীম (সা) তাহার কথা শুনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন : তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। এই ব্যক্তি তোমার অপেক্ষা এবং এই উটটি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। নবী করীম (সা) উহা তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : যাহারা শত শত উটের মালিক, তাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে। তিনি উহা তিনবার বলিলেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! তবে কাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে না ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তবে তাহারা ধ্বংসে পতিত হইবে না যাহারা মালকে এইরূপ করিবে। এই বলিয়া নবী করীম (সা) ডাইনে বামে অঞ্জলি দেখাইয়া দান করিবার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। অতঃপর তিনবার বলিলেন : যাহারা আয়েশ-আরাম কম ভোগ করে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করে, তাহারাই আখিরাতে কামিয়াব হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) চল্লিশ উকিয়া (ন্যূনাধিক তিন তোলা) স্বর্ণ লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। আরেকজন আনসার সাহাবী এক সা' (ন্যূনাধিক সাড়ে তিন সের) খাদ্য লইয়া তাঁহার খিদমতে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে জনৈক মুনাফিক বলিল, আল্লাহ্র কসম ! আবদুর রহমান ইব্ন আওফ শুধু লোকদের নিকট হইতে প্রশংসা পাইবার জন্যেই এইরূপ বিপুল পরিমাণ মাল দান করিয়াছে। তারপর আনসার সাহাবীর উক্ত দান সম্বন্ধে মুনাফিকগণ বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই তুচ্ছ পরিমাণের জিনিস-এক সা' খাদ্যের মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ .

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) লোকদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন : তোমরা নিজের মালের সাদকা একত্রিত করো। সাহাবীগণ তাহাদের মালের সাদকা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থাপিত করিলেন। শেষ দিকে একজন সাহাবী এক সা' খেজুর লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! গতরাত্রিতে আমি পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহা হইতে এক সা' খেজুর পরিবারের লোকজনের খাদ্য হিসাবে গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা' খেজুর সাদকা হিসাবে লইয়া আসিয়াছি। নবী করীম (সা) তাঁহাকে উহা সাদকার অন্যান্য মালের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে বলিলেন। উক্ত সাদকার পরিমাণের স্বল্পতা দেখিয়া কতগুলি লোক সাদকা-দাতা সাহাবীর প্রতি উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিল : আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এই সামান্য দানের প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। তোমার এই এক সা' খেজুরে লোকদের কী কাজ হইবে ? অতঃপর আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল ! আর কোন সাদকা-দাতা সাদকা দিতে বাকী রহিয়াছেন কি ? নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি ছাড়া আর কেহ বাকী নাই। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! সাদকা হিসাবে দান করিবার জন্যে আমি একশত উকিয়া স্বর্ণ আনিয়াছি। ইহা শুনিয়া উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন : আপনি পাগল হইয়াছেন নাকি ? তিনি বলিলেন : না; আমি পাগল হই নাই। উমর (রা) বলিলেন : তবে কি যাহা বলিয়াছেন—তাহাই সত্য ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ, তাহাই সত্য।

আমার নিকট মোট আট হাজার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে। উহাদের মধ্য হইতে চারি হাজার (স্বর্ণ মুদ্রা) আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ দিব এবং অবশিষ্ট চারি হাজার (স্বর্ণ মুদ্রা) আমি পরিবারের লোকজনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি কিনিবার উদ্দেশ্যে রাখিয়া দিব। নবী করীম (সা) তাঁহাকে বলিলেন : তুমি যাহা রাখিয়া দিলে এবং তুমি যাহা দান করিলে—উহাদের উভয় শ্রেণীর মালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন।

মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এই সাদকা দান করিয়াছে। বস্তুতঃ মুনাফিকগণ মিথ্যা বলিয়াছিল। আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) সাদকা দান করিয়াছিলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পর আল্লাহ্ তা'আলা মাত্র এক সা' খেজুর সাদকা হিসাবে দানকারী সাহাবী এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ সাদকা হিসাবে দানকারী আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)—এই উভয় নেককার বান্দার সমর্থনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ .

মুজাহিদ (র) প্রমুখ একাধিক ব্যক্তি হইতেও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন : যে সকল সাহাবী বিপুল পরিমাণ মাল সাদকা হিসাবে দান করিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্য হইতে দুইজন হইতেছেন : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) এবং আসিম ইব্ন আদী (রা)।

একদা নবী করীম (সা) সাদকা প্রদানে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন। ইহাতে আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) চারি হাজার দিরহাম এবং আসিম ইব্ন আদী (র) একশত ওসাক (আশি তোলার সেরের ন্যূনাধিক দুইশত দশ সের)' খেজুর সাদকা হিসাবে দান করিলেন। আসিম ইব্ন আদী ছিলেন আজলান গোত্রের লোক। মুনাফিকগণ উক্ত সাহাবীদ্বয়ের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : ইহারা সাদকা দান করিয়াছে শুধু মানুষের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে।

তেমনি যে সকল সাহাবী নবী করীম (সা)-এর উপরোক্ত উৎসাহ প্রদানে সাড়া দিয়া দিন-মজুরী দ্বারা উপার্জিত অল্প পরিমাণ মাল সদকা হিসাবে দান করিয়াছিল—তাহাদের মধ্য হইতে একজন হইতেছেন আবূ উকায়েল (রা)। তিনি আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মিত্র গোত্র আনীফ আরাশী গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি এক সা' খেজুর আনিয়া অন্যান্য সাদকার মালের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। মুনাফিকগণ উপহাসের সহিত বলিল : আল্লাহ্ আবূ উকায়েল-এর এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নহেন।

আবূ বকর বায্যার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) সাহাবীগণকে বলিলেন : তোমরা সাদকা দান করো। আমি একদল মুজাহিদকে জিহাদে পাঠাইতে চাহিতেছি। নবী করীম (সা)-এর আদেশ শুনিয়া আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁহার নিকট আরয করিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট চারি হাজার মুদ্রা রহিয়াছে। আমি উহার অর্ধেক আল্লাহ্ তা'আলাকে ধার দিব এবং অর্ধেক আমার পরিজনের খরচ হিসাবে রাখিয়া দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন : তুমি যাহা দান করিতেছ

এবং যাহা রাখিয়া দিতেছ এই উভয় শ্রেণীর মালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন। নবী করীম (সা)-এর ঘোষণা প্রদান করিবার এক রাত পর জনৈক আনসার সাহাবী দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়া নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আমি দুই সা' খেজুর উপার্জন করিয়াছি। উহাদের মধ্য হইতে এক সা' খেজুর আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে করয দিব এবং অবশিষ্ট এক সা' খেজুর আমি নিজ পরিজনের জন্যে রাখিয়া দিব। মুনাফিকগণ আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া বলিল : আবদুর রহমান ইব্ন আওফ শুধু লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে সাদকা দান করিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা উক্ত আনসার সাহাবীকে উপহাস করিয়া বলিল, এই লোকটির এক সা' খেজুরের আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ .

অতঃপর হাফিজ আবূ বকর আল-বায্যার আবূ সালিমা হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়েতটি তালুত ইব্ন আব্বাদ ছাড়া অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে 'মুসনাদ' হাদীস হিসাবে বর্ণিত হয় নাই।

ইব্ন জারীর (রা) ... আবূ উকায়েল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা আমি রাত্রিতে পানি বহন করিবার কাজ করিয়া দুই সা' (ন্যূনাধিক সাড়ে তিনসের) খেজুর উপার্জন করত উহার মধ্য হইতে এক সা' খেজুর স্বীয় পরিবারের লোকদের জন্যে রাখিয়া অবশিষ্ট এক সা' খেজুর লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল উহাকে সাদকা হিসাবে দান করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি হাসিল করিব। নবী করীম (সা)-এর নিকট আমি স্বীয় উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করিলে তিনি আমাকে আদেশ করিলেন- উহাকে সাদকার মালসমূহের মধ্যে ছড়াইয়া দাও। আমি তাহাই করিলাম। ইহাতে একদল লোক উপহাস করিয়া বলিল : আল্লাহ্ এই মিসকীনের সাদকার মুখাপেক্ষী নহেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন :

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ .

এ উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তাবারানীও রাবী যায়েদ ইব্ন হুবাব (র)-এর সূত্রে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আবূ উকায়েল (রা)-এর নাম হইতেছে, হুবাব। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম হইতেছে আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'লাবা।

فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ - سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ অর্থাৎ মুনাফিকগণ মু'মিনদের প্রতি উপহাস করে। উহার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিবেন যেরূপ আচরণ করা হইয়া থাকে উপহাসিত ব্যক্তির প্রতি। মুসাফিকগণ মু'মিনদের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের সমর্থনে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মুনাফিকদের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবেন। কারণ, কর্মটি যে শ্রেণীর হইবে, উহার ফলটি সেই শ্রেণীরই হইবে। দুনিয়াতে তিনি মুনাফিকদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবেন এবং আখিরাতে তিনি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

(৮০) اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৮০. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না কর একই কথা। তুমি সত্তর বার উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। ইহা এই জন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকগণ মাগফিরাতের দু'আ পাইবার যোগ্য নহে। তাই, হে রাসূল ! তুমি তাহাদের জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করিও না। তাহাদের জন্যে তোমার মাগফিরাতের দু'আ করা আর না করা সমান। আল্লাহ্ তা'আলা কোনক্রমে মুনাফিকদিগকে ক্ষমা করিবেন না। হে রাসূল! যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বারও মাগফিরাতের দু'আ কর তথাপি তিনি তাহাদিগকে কোনক্রমে ক্ষমা করিবেন না। উহার কারণ এই যে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফুরী করিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ পাপ-পরায়ণ জাতিকে সৎ পথে আনেন না।

اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ তাহাদের জন্যে তুমি সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ কোনদিন তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল তাফসীরকার বলেন : উক্ত আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূল যতবারই ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন—আল্লাহ্ কোন অবস্থায়ই তাহাদিগকে কোন দিন ক্ষমা করিবেন না। তাহারা বলেন : এখানে আল্লাহ্ তা'আলা 'সত্তর বার' সংখ্যাটিকে উল্লেখ করিয়াছেন মুনাফিকদিগকে তাঁহার ক্ষমা না করিবার বিষয়টিকে জোরদার ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে।

আরেকদল তাফসীরকার বলেন : আলোচ্য আয়াতাংশের তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 'মুনাফিকদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূল সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না; কিন্তু তিনি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেও পারেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

এই আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) বলিলেন- আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মুনাফিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আমি মুনাফিকদের জন্যে নিশ্চয় সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক বার ক্ষমা প্রার্থনা করিব। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

তাহাদের জন্যে আপনার ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা ও না করা সমান। আল্লাহ্ কখনো তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না ... (৬৩ : ৬)।

উক্ত আয়াতে মুনাফিকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছে।

শা'বী (র) বলেন : মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই যখন মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইল, তখন তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। আমার আকাংক্ষা আপনি তাহাকে দেখিতে যাইবেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িবেন। নবী করীম (সা) বলিলেন : তোমার নাম কী ? সে বলিল, আল-হুবাব (মহব্বত; ভালবাসা; সাপ)। নবী করীম (সা) বলিলেন : না; তোমার নাম 'আল-হুবাব' নহে; বরং তোমার নাম হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্। আলহুবাব হইতেছে এক শ্রেণীর 'শয়তানের' নাম। অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে দেখিতে গেলেন। নবী করীম (সা) নিজের ঘাম-মাখা জামা তাহার লাশকে পরিধান করাইলেন এবং তাহার জানাযা নামায পড়িলেন। নবী করীম (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল—আপনি এই মুনাফিকের জানাযা নামায পড়িতেছেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন- আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার ইস্তিগফার করিলেও আল্লাহ্ কখনো তাহাদিগকে মাফ করিবেন না) আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার, সত্তর বার এবং সত্তর বার (দুইশত দশবার) ইস্তিগফার করিব।

উরওয়া ইব্ন যুবায়ের, মুজাহিদ এবং কাতাদা ইব্ন দুআমাও উপরোক্ত রিওয়ায়েতের অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর উহাকে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٨١) فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا
اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا
لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

(٨٢) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا
يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮১. যাহারা পশ্চাতে রহিয়া গেল তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিয়া থাকাতেই আনন্দ লাভ করিল এবং তাহাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপসন্দ করিল এবং তাহারা বলিল, গরমের মধ্যে অভিযানে বাহির হইও না। বল, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাহারা বুঝিত !

৮২. অতএব তাহারা কিঞ্চিৎ হাসিয়া লউক, তাহারা প্রচুর কাঁদিবে, তাহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ।

তাফসীর : যে সকল মুনাফিক নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়াছিল, আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তির বিষয় সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : যে সকল মুনাফিক তাবূকের যুদ্ধে যায় নাই, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে বাড়িতে বসিয়া থাকিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্র পথে জান-মাল দিয়া জিহাদ করাকে তাহারা অপসন্দ করিয়াছে। তাহারা একে অপরকে বলিয়াছে, তোমরা এই প্রচণ্ড গরমের মধ্যে যুদ্ধ করিতে যাইও না। হে রাসূল ! তুমি তাহাদিগকে বলো, তোমরা যে গরম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছ, তদপেক্ষা অধিকতর উত্তপ্ত জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিয়া তোমরা সেই আগুনে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইয়াছ। এইসব মুনাফিক যদি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে কতই না মঙ্গলকর হইত। তাহারা দুনিয়াতে অল্প দিন আনন্দ-ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করিয়া চিরদিন কাঁদিবে। ইহাই তাহাদের কর্ম ফল।

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) যখন তাবূকের যুদ্ধে গিয়াছিলেন, তখন ছিল প্রচণ্ড গরমের সময়। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে না গিয়া গৃহের ছায়ায় অবস্থান করা তখন ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক। তদুপরি এই সময়টি ছিল ফল পাকিবার মওসুম। সুতরাং এই সময়ে কেহ যুদ্ধে গেলে তাহাকে বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া উহাতে যাইতে হইত। অধিকন্তু সফরটি ছিল দূরের সফর; তাই উহা আরো বেশি কষ্টকর সফর ছিল। উপরোক্ত কারণে মুনাফিকগণ তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিল।

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا অর্থাৎ হে রাসূল ! তুমি তাহাদিগকে বল যে, গরম হইতে বাঁচিবার জন্যে তোমরা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছ, অথচ দোযখের আগুন উহা অপেক্ষা অধিকতর গরম। এখানে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত যুদ্ধে না গিয়া তোমরা সেই দোযখে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইয়া গিয়াছ। শুধু দুনিয়ার গ্রীষ্মের তাপ অপেক্ষা নহে; বরং দুনিয়ার আগুন অপেক্ষাও আখিরাতের আগুন অধিকতর উত্তপ্ত।

ইমাম মালিক (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : যে আগুন তোমরা জ্বালাও উহার তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবিগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এই আগুনই তো যথেষ্ট। নবী করীম (সা) বলিলেন : উহার তাপের সহিত উহার উনসত্তরগুণ তাপ যোগ করা হইয়াছে। উক্ত রিওয়ায়েতে ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে ইমাম মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : তোমাদের এই আগুনের তাপ জাহান্নামের আগুনের তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। উহাকে আবার দুইবার সমুদ্রের মধ্যে ডুবানো হইয়াছে। তাহা না হইলে উহা

মানুষের কোন উপকারে আসিত না। প্রথমোক্ত রিওয়ায়েতের সনদের ন্যায় শেষোক্ত রিওয়ায়েতের সনদও সহীহ্।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়াছেন। উহার ফলে উক্ত আগুন কালো হইয়া গিয়াছে। এখন উহা অন্ধকারময় রাত্রির ন্যায় কালো।

ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন : উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর ভিন্ন অন্য কোন রাবীর মাধ্যমে স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী : (حديث مرفوع) হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে উক্ত রিওয়ায়েত রাবী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ বুকাইর ভিন্ন অন্য রাবীর মাধ্যমেও স্বয়ং নবী করীম (সা)-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিজ আবূ বকর ইব্ন মারদুবিয়া ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ শরীক ইব্ন আবদুল্লাহ্ নাখঈ সূত্রে উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া ইব্ন মারদুবিয়া (র) ... রাবীর সনদে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ – এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন : দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন সাদা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন লাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর উহাকে এক হাজার বৎসর ধরিয়া উত্তপ্ত করা হইয়াছে। উহার ফলে উক্ত আগুন কালো হইয়া গিয়াছে। এখন উহা রাত্রির ন্যায় কালো। উহার শিখা হইতে আলো বাহির হয় না।

ইমাম তাবারানী (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখের আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গকে যদি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে রাখিয়া দেওয়া হইত, তবে নিশ্চয় উহার তাপ পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে অনুভূত হইত।

আবূ ইয়ালা (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : যদি এই মসজিদে এক লক্ষ বা ততোধিক লোক থাকে এবং উহাদের মধ্যে একজন দোযখী লোক থাকে, তবে তাহার নিঃশ্বাসের তাপে মসজিদ এবং উহার মধ্যে অবস্থানরত লোকগণ পুড়িয়া যাইবে। উক্ত রিওয়ায়েতটি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহা একটি غريب রিওয়ায়েত।

আ'মাশ (র) ... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন যে দোযখবাসী ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের ফিতাসহ এক জোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ আগুনে রাখা ডেগে অবস্থিত ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ

করিতে থাকিবে। সে মনে করিবে, দোযখবাসীদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক আযাব ভোগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগকারী ব্যক্তি হইবে। উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে বিভিন্ন রাবীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম বিভিন্ন রাবীর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিনে যে দোযখী লোকটি সর্বাপেক্ষা কম আযাব ভোগ করিবে তাহার পায়ে আগুনের এক জোড়া জুতা থাকিবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখবাসিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি ভোগকারী হইবে সেই ব্যক্তি যাহার পায়ে একজোড়া আগুনের জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। উহার তাপে তাহার মাথার মগজ টগবগ করিতে থকিবে।

উক্ত রিওয়ায়েতের সনদ শক্তিশালী। উহার সনদের রাবীগণ ইমাম মুসলিম কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে গ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উপরোক্ত হাদীসসমূহ ছাড়া বিপুল সংখ্যক হাদীসে দোযখের আযাবের কঠোরতা ও ভয়াবহতা বর্ণিত হইয়াছে। দোযখের আগুনের তীব্রতা ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : كَلَّآ اِنَّهَا لَظٰى، نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ সতর্ক হও ! নিশ্চয় উহা (জাহান্নাম) লেলিহান শিখা বিশিষ্ট আগুন। উহা দেহের চামড়াকে অপসারিত করিয়া দেয় (৭) : ১৫-১৬)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُئُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ، يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ، وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ، كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ .

অর্থাৎ তাহাদের মাথার উপর গরম পানি ঢালা হইবে। তাহাদের উদরে অবস্থিত সকল বস্তু এবং তাহাদের চামড়া গলাইয়া ফেলা হইবে। আর তাহাদের জন্যে থাকিবে লোহার লাঠি। তাহারা যখন উহা ও উহার অশান্তি হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন তাহাদিগকে উহার মধ্যে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আর তাহাদিগকে বলা হইবে- তোমরা দোযখের আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিতে থাকো। (২২ : ১৯-২২)।

তিনি আরো বলিতেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ .

অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে আগুনে প্রবিষ্ট করাইব। যখনই তাহাদের চামড়া সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া যাইবে, তখনই আমি উহাদের স্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করিব যাহাতে তাহারা আযাবকে যথাযথভাবে ভোগ করিতে পারে (৪ : ৫৬)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا - لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে বল- তাহারা যে গরম হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে জিহাদে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, জাহান্নামের আগুন উহা অপেক্ষা অধিকতর তীব্র। তাহারা উহা বুঝিলে বহুগুণ বেশি তীব্র দোযখের আযাব হইতে বাঁচিবার জন্যে নিশ্চয় গরমের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে বাহির হইত।

বস্তুত, মুনাফিকগণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা হইতে পালাইয়া প্রচণ্ড আগুনের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে। কবি বলেন :

عمرك بالحمية افنيته * خوفا من البارد والحار
وكان اولى لك ان تتقى * من المعاصى حذر النار-

অর্থাৎ ঠাণ্ডা এবং গরমের ভয়ে উহাদের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার পশ্চাতে পড়িয়া তুমি নিজের জীবনটিকে শেষ করিয়া দিয়াছ। অথচ দোযখের আযাব হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে গোনাহ হইতে আত্মরক্ষা করাই ছিল তোমার জন্যে অধিকতর শ্রেয়।

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا - جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের পূর্বোক্ত আয়াতে উল্লেখিত কার্যের করুণ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : মুনাফিকদের পাপাচারের ফল এই যে, তাহারা পৃথিবীতে স্বল্প কয়েক দিন আনন্দ-ফুর্তি করিবার পর আখিরাতে চিরদিন ধরিয়া দোযখের আগুনে থাকিয়া কাঁদিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবী তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন :

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا -

অর্থাৎ মুনাফিকগণ দুনিয়াতে স্বল্প কয়েক দিনের জন্যে যত পারে তত আনন্দ-ফুর্তি করুক। দুনিয়ার যিন্দেগী শেষ হইবার পর আখিরাতে যখন তাহারা আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদের ক্রন্দন আরম্ভ হইবে। এই ক্রন্দনের কোন শেষ বা সমাপ্তি নাই। উহা চিরদিন ধরিয়া চলিতে থাকিবে।

আবূ রযীন, হাসান বসরী, কাতাদা, রবী' ইব্ন খুসাইম, আওন উকায়লী এবং যায়েদ ইব্ন আসলাম উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা সোহেলী ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : হে লোক সকল ! তোমরা ক্রন্দন করো। যদি ক্রন্দন না আসে, তবে ক্রন্দনের মত ভান কর। কারণ, দোযখবাসিগণ অবিরতভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। তাহাদের মুখমণ্ডলের উপর দিয়া ক্রমাগত অশ্রু প্রবাহিত হইবার ফলে উহাতে পানির নালার ন্যায় লম্বা গর্ত সৃষ্টি হইবে। এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর উহা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। উক্ত রক্তে জলাশয়ের ন্যায় রক্তাশয় সৃষ্টি হইবে। উহা এত বড় রক্তাশয় হইবে যে, উহাতে নৌকা চালানো যাইবে।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম ইব্ন মাজা আ'মাশের সূত্রে ইয়াযীদ রাক্কাসী হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবুদ্দুনিয়া ... যায়েদ ইব্ন রফী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) বলিয়াছেন : দোযখবাসিগণ দোযখে প্রবেশ করিবার পর অবিরতভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিবে। এক সময়ে তাহাদের চক্ষুর অশ্রু ফুরাইয়া যাইবে। অতঃপর উহা হইতে পুঁজ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এই অবস্থায় যুগ যুগ অতিবাহিত হইবার পর একদিন দোযখের দারোগাগণ তাহাদিগকে বলিবেন, হে হতভাগারা! যে দুনিয়াতে দুনিয়াবাসিগণ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে রহমত লাভ করিত, সেই দুনিয়াতে থাকিয়া তোমরা ক্রন্দন করো নাই। এখন তোমরা এমন কোন ব্যক্তি পাইবা কি যাহার নিকট সাহায্য চাহিতে পারো ? তাহারা চীৎকার করিয়া জান্নাতবাসীদিগকে বলিবে, হে জান্নাতবাসিগণ! হে আমাদের মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিগণ! আমরা কবর হইতে উঠিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আমরা (হাশরের ময়দানে) দীর্ঘকাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়; আর আজ এখানে আমরা যুগ যুগ ধরিয়া রহিয়াছি তৃষ্ণার্ত অবস্থায়। তোমরা আমাদিগকে কিছু পানি অথবা আল্লাহ্ যাহা তোমাদিগকে রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু পরিমাণ নিয়ামত আমাদিগকে দান করো। এইরূপে তাহারা জান্নাতবাসীদিগকে চল্লিশ বৎসর ধরিয়া ডাকিতে থাকিবে; কিন্তু কেহ তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। অতঃপর এক সময়ে (দোযখের প্রধান দারোগা) মালিক বলিবেন, তোমরা এই অবস্থায় চিরদিন অবস্থান করিবে। ইহাতে তাহারা সর্বপ্রকারের কল্যাণ ও মঙ্গল হইতে নিরাশ হইয়া পড়িবে।

(৮৩) فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ
لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ
إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخٰلِفِينَ ﴿٨٣﴾

৮৩. আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্যে তোমার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রত্যেক বার বসিয়া থাকাই পসন্দ করিয়াছিলে; সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।

তাফসীর : فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাকে তাবূকের যুদ্ধের পর একদল মুনাফিকের নিকট ফিরাইয়া লন, ...।

কাতাদা বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যে এক দল মুনাফিকের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বারো জন ছিল।

فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا অর্থাৎ মুনাফিকগণ একবার নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উক্ত

কার্যের জন্যে এই শাস্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত আর কোন যুদ্ধে যাইতে পারিবে না। উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে তাহার পাপের জন্যে শাস্তি এবং পুণ্যের জন্যে পুরস্কার দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপে অন্যত্র বলিতেছেন :

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

অর্থাৎ তাহারা যেরূপ প্রথমে উহার প্রতি (কুরআন মাজীদের প্রতি) ঈমান আনে নাই, সেইরূপে আমি তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহ উল্টাইয়া দিব (তাহাদের অন্তরসমূহ এবং চক্ষুসমূহকে সত্য-দর্শনের অযোগ্য করিয়া দিব) আর আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিব যে, তাহারা নিজেদের পাপাচারের মধ্যে থাকিয়া হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরিয়া মরিবে (৬ : ১১০)। কারণ, খারাপ কাজের পরিণামে খারাপ ফল পাইবে ও ভাল কাজের পরিণামে ভাল ফল পাইবে। যেমন : হুদায়বিয়ার উমরার সময়ে তিনি বলিয়াছেন :

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ - يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلاَمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذَالِكَ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ .

অর্থাৎ তোমরা যখন গনীমতের মালসমূহ আনিবার জন্য উহাদের দিকে রওয়ানা হইবে, তখন ইতিপূর্বে যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা অচিরেই বলিবে, আমাদিগকে অনুমতি দাও—তোমাদের সঙ্গে যাই। তাহারা চাহিবে আল্লাহ্র বাণীকে পরিবর্তিত করিয়া দিতে। তুমি তাহাদিগকে বলিবে : তোমরা কখনো আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ ইতিপূর্বেই এইরূপ বিধান দিয়াছেন। (৪৮ : ১৫)।

فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অতএব, যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছে, তোমরা তাহাদের সহিত (বাড়িতে) বসিয়া থাকো।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অর্থাৎ অতএব যে সকল পুরুষ লোক যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে, তোমরা তাহাদের সহিত বাড়িতে বসিয়া থাকো।

কাতাদা (র) বলেন : فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ অর্থাৎ অতএব তোমরা মহিলাদের সহিত যাহারা যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে, তাহাদের মত বাড়িতে বসিয়া থাকো।

ইমাম ইব্ন জারীর বলেন : কাতাদা কর্তৃক বর্ণিত উক্ত তাফসীর সঠিক নহে। কারণ, এখানে الخالفين শব্দটি ين (ইয়া ও নূন) এই বর্ণদ্বয়ের সংযোগে গঠিত বহুবচন শব্দ। উক্ত বর্ণদ্বয় উহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে উহাকে বহুবচন করিবার জন্যে। যে শব্দের সহিত বহুবচন চিহ্ন হিসাবে ين সংযুক্ত হয়, উহা স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হয় না; বরং উহা পুং-লিঙ্গবাচক শব্দ হইয়া থাকে। অতএব, الخالفين শব্দটি স্ত্রী-লিঙ্গবাচক শব্দ হইতে পারে না। এখানে বাড়িতে বসা স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইতে চাহিলে আল্লাহ্ তা'আলা الخالفين শব্দটি ব্যবহার না করিয়া الخوالف শব্দটি অথবা الخالفات শব্দটি ব্যবহার করিতেন।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত তাফসীরই সঠিক ও শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

(٨٤) وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪. উহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তুমি কখনও উহার জন্য জানাযার নামায পড়িবে না এবং উহার কবর-পার্শ্বে দাঁড়াইবে না। উহারা তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং পাপাচারী অবস্থায় উহাদের মৃত্যু হইয়াছে।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : হে রাসূল! কোন মুনাফিক মরিয়া গেলে তুমি কখনো তাহার নামাযে জানাযাও পড়িবে না এবং তাহার জন্যে দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়াইবে না। কারণ, এইরূপ ব্যক্তিগণ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি কুফরী করিয়াছে এবং কাফির অবস্থায়ই মরিয়াছে।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার উপলক্ষ যদিও মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল, তথাপি উহাতে বর্ণিত বিধান সকল মুনাফিকের (যাহাদের মুনাফিক হইবার বিষয় জানা যায়) প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

ইমাম বুখারী (র) ... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন জানাইল, তিনি যেন নিজের জামাটি তাহাকে প্রদান করেন, যাহাতে সে উহাকে তাহার পিতার কাফন বানাইতে পারে। নবী করীম (সা) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন। অতঃপর সে আবেদন জানাইল, তিনি যেন তাহার পিতার জানাযা নামায পড়েন। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার জানাযা নামায পড়িতে যাইবার জন্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া উমর (রা) উঠিয়া নবী করীম (সা)-এর গায়ের চাদর টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আল্লাহ্ আপনাকে তাহার জানাযা নামায পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন; তথাপি আপনি জানাযা নামায পড়িবেন ? নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে উহা পড়া ও না পড়া-উভয়ের যে কোনটি করিবার জন্যে অনুমতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ، اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ .

তাহাদের জন্যে তোমার ইস্তিগফার করা ও না করা সমান। যদি তুমি তাহাদের জন্যে সত্তর বারও ইস্তিগফার কর, তথাপি আল্লাহ্ তাহাদিগকে কখনো ক্ষমা করিবেন না। আমি তাহাদের জন্যে সত্তর বার অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যকবার ইস্তিগফার করিব (৯ : ৮০)। ইহাতে উমর (রা) বলিলেন, সে তো নিশ্চয় মুনাফিক। অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নামায-ই জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন:

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

ইমাম মুসলিমও উক্ত রিওয়ায়েত আবূ উসামা হাম্মাদ ইব্ন উসামা হইতে উপরোক্ত অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তেমনি ইমাম বুখারী (র) উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আমরী হইতে উর্ধ্বতন সনদে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে—অতঃপর নবী করীম (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং আমরাও নবী করীম (সা)-এর সহিত তাহার নামাযে জানাযা পড়িলাম।

ইমাম আহমদ (র) উক্ত রিওয়ায়েত উপরোক্ত ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের সূত্রে উবায়দুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

স্বয়ং উমর (রা) হইতে উপরোক্ত রিওয়ায়েতের প্রায় অনুরূপ একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যু হইলে নবী করীম (সা)-কে তাহার নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে অনুরোধ করা হইল। ইহাতে তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে তাহার লাশের নিকট গমন করিলেন। নবী করীম (সা) তাহার লাশ সম্মুখে রাখিয়া নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে গিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র যে শত্রু আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলিয়াছে, আপনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িবেন ? নবী করীম (সা) আমার কথা শুনিয়া মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমার বলিবার পর তিনি বলিলেন : হে উমর! সরিয়া যাও। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া—এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ .

যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিব। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার লাশের পশ্চাতে চলিয়া তাহার কবর পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি তাহার লাশ দাফন করিবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করিলেন। পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের উপর আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিস্মিত হইলাম। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

অতঃপর নবী করীম (সা) কোন দিন কোন মুনাফিকের নামাযে জানাযাও পড়েন নাই এবং (তাহার জন্যে দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে) তাহার কবরের পার্শ্বেও দাঁড়ান নাই।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম তিরমিযীও 'তাফসীর' অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে যুহরী (র) হইতে অভিন্ন উর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, উহার

সনদ সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য (حسن صحيح)। ইমাম বুখারী অনুরূপ একটি হাদীস যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী উহার শেয়াংশকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : উমর (রা) বলেন যে, নবী করীম (সা) বলিলেন : হে উমর! সরিয়া যাও। উক্ত কথাটি কয়েক বার আমায় বলিবার পর নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার নামাযে জানাযা পড়া ও না পড়া—এই উভয়ের অনুমতি দিয়াছেন। আমি তাহার নামাযে জানাযা পড়াকে বাছিয়া লইয়াছি। যদি আমি জানিতে পারি যে, আমি তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিবেন, তবে নিশ্চয় তাহার জন্যে সত্তর বারের বেশি বার ইস্তিগফার করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। নামাযে জানাযা পড়িয়া তাঁহার ফিরিয়া আসিবার অল্পক্ষণ পর আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন :

وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

পরে আমি আল্লাহ্র রাসূলের প্রতি আমার দুঃসাহস দেখাইবার কার্যে বিস্মিত হইলাম। আল্লাহ্র রাসূলই তো অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি আমার পিতার নিকট না গেলে লোকে ইহার জন্যে আমাদিগকে সর্বদা লজ্জা দিবে। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার নিকট আগমন করিলেন। নবী করীম (সা) দেখিলেন, তাহার পৌঁছিবার পূর্বেই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর লাশ কবরস্থ করা হইয়া গিয়াছে। নবী করীম (সা) লোকদিগকে বলিলেন : তোমরা তাহাকে কবরস্থ করিবার পূর্বেই আমাকে এখানে আনিলে না কেন ? ইহাতে লোকেরা তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করিল। নবী করীম (সা) তাহার আপাদমস্তক সর্বশরীরে স্বীয় পবিত্র মুখের লালা লাগাইলেন এবং নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন।

ইমাম নাসাঈ (র) উক্ত রিওয়ায়েত আবদুল মালিক ইব্‌ন আবূ সুলায়মানের সূত্রে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ... জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন উবাইর লাশের দাফনকার্য শেষ হইবার পর নবী করীম (সা) তাহার কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার লাশ কবর হইতে বাহির করাইয়া নিজের দুই হাঁটুর উপর উহাকে রাখিলেন এবং পবিত্র মুখের থু থু উহাতে লাগাইয়া উহাকে নিজের জামাটি পরাইলেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

উক্ত রিওয়ায়েত ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈও উপরোক্ত রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন উইয়াইনার মাধ্যমে একাধিক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বায্‌যার (র) ... জাবির (রা) হইতে স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই মদীনাতে মরিবার পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর

পর নবী করীম (সা) নিজের জামাটি তাহাকে পরাইলেন এবং তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

আবূ বকর বায্যার (র) ... জাবির (রা) হইতে স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গেল যে, নবী করীম (সা) যেন তাহার নামাযে জানাযা পড়েন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল- আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়াত করিয়া গিয়াছে যে, তাহাকে যেন আপনার জামা পরিধান করাইয়া দাফন করা হয়। নবী করীম (সা) নিজের জামা খুলিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্রের হাতে দিলেন। অতঃপর তিনি তাহার লাশের নিকট গিয়া তাহার নামাযে জানাযা পড়িলেন এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আ করিলেন। এই ঘটনার পর জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট নিম্নোক্ত আয়াত লইয়া উপস্থিত হইলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

উক্ত রিওয়ায়েত দুইটির সনদে কোন দুর্বলতা নাই। ইতিপূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েত উক্ত রিওয়ায়েত দুইটিতে বর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম তাবারী (র) ... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর মৃত্যুর পর নবী করীম (সা) তাহার নামাযে জানাযা পড়িতে গেলে জিবরাঈল (সা) নবী করীম (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়া বলিলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

উক্ত রিওয়ায়েত হাফিজ আবূ ইয়া'লা স্বীয় 'মুসনাদ' সংকলনে ইয়াযীদ রাক্কাশীর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইয়াযীদ রাক্কাশী একজন দুর্বল রাবী।

কাতাদা (র) বলেন, মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই মুমূর্ষু অবস্থায় নবী করীম (সা)-কে তাহার নিকট যাইবার জন্যে অনুরোধ জানাইয়া সংবাদ পাঠাইল। নবী করীম (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন : 'ইয়াহূদী জাতির প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনাকে এই জন্যে সংবাদ দিয়া আনাই নাই যে, আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন; বরং আমি আপনাকে শুধু এই জন্যে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছি যে, আপনি আমার জন্যে ইস্তিগফার করিবেন। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল, তিনি যেন তাহাকে তাঁহার জামাটি প্রদান করেন—যাহাতে উহা তাহাকে কাফন হিসাবে পরিধান করানো হয়। নবী করীম (সা) তাহাকে উহা প্রদান করিলেন এবং তিনি তাহার নামাযে-জানাযা পড়িলেন ও তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন :

وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا .

জনৈক পূর্বসুরী আলিম উল্লেখ করিয়াছেন : নবী করীম (সা) এই কারণে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইকে নিজের জামা কাফন হিসাবে প্রদান করিয়াছিলেন যে, নবী করীম (সা)-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর মদীনায় আসিবার পর তাঁহার জন্যে একটি জামার ব্যবস্থা করিবার জন্যে চেষ্টা করা হইতেছিল; দেখা গেল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর জামা ছাড়া অন্য কাহারো জামা আব্বাস (রা)-এর গায়ে লাগিতেছে না। উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ছিল (আব্বাস রা-এর ন্যায়) একজন দীর্ঘকায় ও স্থুলাবয়ব ব্যক্তি। আব্বাস (রা)-এর জন্যে তাহার নিকট হইতে একটি জামা গ্রহণ করা হইয়াছিল। নবী করীম (সা) তাহার সেই জামাটির পরিবর্তে নিজের জামাটি কাফন হিসাবে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোন মুনাফিকের জানাযা নামায পড়েন নাই এবং কোন মুনাফিকের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে দু'আও করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) ... আবূ কাতাদা (লা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন : তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা)-কে কোন লোকের জানাযা নামায পড়িবার জন্যে অনুরোধ জানানো হইলে তিনি লোকদের নিকট তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে প্রশংসামূলক উক্তি করিলে তিনি তাহার নামাযে জানাযা পড়িতেন। লোকে তাহার সম্বন্ধে ভিন্নরূপ উক্তি করিলে নবী করীম (সা) মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে বলিতেন, 'উহার বিষয়ে তোমরা যাহা করিবার তাহা কর।' তিনি এইরূপ ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না। উমর (রা) ততক্ষণ কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িতেন না, যতক্ষণ না হুযায়ফা ইব্‌ন ইয়ামান (রা) তাহার জানাযা নামায পড়িতেন। হুযায়ফা (রা)-এর উপর তাঁহার এইরূপ আস্থাবান হইবার কারণ এই যে, তিনি মুনাফিকদিগকে চিনিতেন। নবী করীম (সা) তাঁহার নিকট প্রত্যেক মুনাফিককে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত ও পরিজ্ঞাত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই তাঁহাকে 'নবী করীম (সা)-এর গোপন কথার আমানতদার নামে অভিহিত করা হইত।'

আবূ উবায়েদ 'কিতাবুল গরীব' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন : 'একদা উমর (রা) এক ব্যক্তির নামাযে জানাযা পড়িবার জন্যে প্রস্তুত হইলে হুযায়ফা (রা) তাঁহাকে মৃদু চিমটি কাটিয়া উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের জানাযা নামায পড়িতে এবং তাহাদের কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগফার করিতে নবী করীম (সা) তথা মু'মিনদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মু'মিন ব্যক্তির জানাযা নামায পড়া এবং তাহার কবরের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার জন্যে ইস্তিগফার করা অত্যন্ত নেকী ও সওয়াবের কাজ।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : একদা নবী করীম (সা) বলিলেন : 'যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা নামায পড়ে, সে ব্যক্তি এক কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে আর যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ে এবং তাহার দাফনকার্যে শরীক হয়, সে ব্যক্তি দুই কীরাত পরিমাণে নেকী লাভ করে।' জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল : দুই কীরাত কী ? নবী করীম (সা) বলিলেন : দুই কীরাত-এর ক্ষুদ্রতর কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।'

আবূ দাউদ (র) ... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : নবী করীম (সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তির দাফন-কার্য শেষ করিতেন, তখন তাহার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহাবীদিগকে বলিতেন : তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্যে ইস্তিগফার কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ কর তিনি যেন তাহাকে ঈমানের উপর দৃঢ় ও অবিচল রাখেন। এখনই তাহার নিকট প্রশ্ন করা হইবে।'

উক্ত রিওয়ায়েত শুধু ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٨٥) وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৮৫. সুতরাং উহাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ্ তো উহার দ্বারাই উহাদিগকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চাহেন; উহারা কাফির থাকা অবস্থায় উহাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করিবে।

তাফসীর : এই আয়াতের অনুরূপ একটি আয়াতের তাফসীর ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার প্রাপ্য এবং সকল দয়া ও কৃপা তাঁহারই নিকট হইতে আগত।

(٨٦) وَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

(٨٧) رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৬. আল্লাহে ঈমান আন এবং রাসূলের সংগী হইয়া জিহাদ কর। এই মর্মে যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের মধ্যে যাহাদের শক্তিসামর্থ্য আছে তাহারা তোমার নিকট অব্যাহতি চাহে এবং বলে, 'আমাদিগকে রেহাই দাও যাহারা বসিয়া থাকে আমরা তাহাদের সংগেই থাকিব।

৮৭. উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাই পসন্দ করিয়াছে এবং উহাদের অন্তর মোহর করা হইয়াছে; ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

তাফসীর : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা যাহারা জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : 'আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই আদেশ দিয়া কোন সূরা নাযিল করেন যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো এবং তাঁহার রাসূলের সহিত থাকিয়া জিহাদ কর, তখন মুনাফিকদের মধ্য হইতে সামর্থ্যবান লোকগণ বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে তোমার নিকট অনুমতি চায় এবং বলে—'আমাদিগকে যুদ্ধে না

গিয়া বাড়ীতে থাকিতে অনুমতি দিন।' তাহারা স্ত্রীলোকদের সহিত বাড়ীতে বসিয়া থাকাই পসন্দ করে। বস্তুত তাহাদের কার্যের ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব, কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিবে না।'

মুনাফিকগণ হইতেছে বাকসর্বস্ব ভীরু জাতি। যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন থাকে না, তখন মৌখিক বীরত্ব প্রদর্শনে ইহাদের জুড়ি থাকে না। আবার যখন যুদ্ধে যাইবার প্রয়োজন আসিয়া পড়ে, তখন ভীরুতা ও কাপুরুষতায়ও ইহাদের জুড়ি থাকে না। ইহাদের উক্ত চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়া আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন :

فَاذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْنَ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ .

"যখন (যুদ্ধ ইত্যাদি) ভীতিকর অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন তুমি তাহাদিগকে দেখিবে যে, তাহারা তোমার দিকে মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টাইয়া তাকাইতেছে। ভীতিকর অবস্থার অবসান ঘটিবার পর তাহারা তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদিগকে আক্রমণ করে (৩৩ : ১৯)।

কবি বলেন :

افى اسلم اعيار جفاء وغلظة * وفى الحرب اشباء النساء الفوارك .

অর্থাৎ শান্তির সময়ে অত্যাচার ও রুক্ষতায় অগ্রগামী আর যুদ্ধের সময়ে স্বামী-বিদ্বেষী স্ত্রীলোকের ন্যায় (যুদ্ধ-বিমুখ)?

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিতেছেন :

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ، فَاذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰي لَهُمْ ، طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ .

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহারা বলে—কেন (যুদ্ধাদেশ পূর্ণ) কোন সূরা নাযিল হয় না? অতঃপর যখন কোন সূরা নাযিল হয় এবং উহাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে তখন যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহাদিগকে তুমি দেখিয়া থাকো যে, তাহারা মুমূর্ষু ব্যক্তির ন্যায় (চোখ ঘুরাইয়া) তোমার প্রতি তাকায়। তাহারা ধ্বংসে নিপতিত হইয়াছে। আনুগত্য ও ন্যায় কথা হইতেছে তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক। যখন বিষয়টি (অর্থাৎ জিহাদ) ফরয হইয়াছে, তখন যদি তাহারা আল্লাহ্র সহিত সততাপূর্ণ আচরণ করিত, তবে উহা তাহাদের জন্যে মঙ্গলজনক হইত (৪৭ : ২০-২১)।"

আল্লাহ্ পাক বলেন : وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়া আল্লাহ্র পথে জিহাদের অভিযানে অংশগ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন।

فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কিসে ভাল হইবে আর কিসে মন্দ হইবে সেই বুঝ হারাইয়া

ফেলিয়াছে। ফলে তাহারা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে ও অকল্যাণের পথ হতে বিরত থাকিতে পারিতেছে না।

(৮৮) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(৮৯) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৮৮. কিন্তু রাসূল এবং তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহারা নিজ সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে; উহাদের জন্যই কল্যাণ আছে এবং উহারাই সফলকাম।

৮৯. আল্লাহ্ উহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।

তাফসীর : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুনাফিকদের কার্যাবলী বর্ণনা, তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ ও তাহাদের কার্যাবলীর কুফল বর্ণনা করিবার পর আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল ও অন্যান্য মু'মিনের কার্যকে প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করত তাহাদিগকে তাহাদের জন্যে নির্ধারিত আখিরাতের মহা পুরস্কারের সুসংবাদ দিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন : কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা নিজেদের জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে। আর তাহাদের জন্যে আখিরাতে রহিয়াছে নানাবিধ পুরস্কার। আর তাহারাই হইতেছে কামিয়াব ও সফল মনোরথ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে এইরূপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরদিন বাস করিবে। বস্তুত উহা হইতেছে বিরাট কৃতকার্যতা।

(৯০) وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ
الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯০. বেদুঈনদের মধ্যে কিছু লোক অজুহাত পেশ করিয়া অব্যাহতি প্রার্থনার জন্য আসিল এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা কথা বলিয়া বসিয়া রহিল। উহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হইবে।

তাফসীর : অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ কতগুলি বেদুঈন লোকের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে সমর্থ ছিল না। তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট

উপস্থিত হইয়া নিজেদের অসামর্থ্যের বিষয় তাঁহার নিকট পেশ করিয়া জিহাদে না যাইবার জন্যে অনুমতি লইয়াছিল। তাহারা ছিল মদীনার চতুর্পার্শ্বস্থ এলাকার গ্রামের অধিবাসী। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিবার পর এইরূপ একদল বেদুঈন লোকের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জিহাদে যায় নাই এবং জিহাদে না যাইবার বিষয়ে আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট অনুমতি লইতেও আসে নাই। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দোযখের কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ অর্থাৎ গ্রাম্য লোকদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক অসামর্থ্য প্রকাশক লোক অনুমতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন : হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) উপরোক্ত আয়াতাংশের অন্তর্গত الْمُعَذِّرُوْنَ। শব্দটিকে الْمُعْذِرُوْنَ। রূপে অর্থাৎ 'যাল' বর্ণটিকে তাশদীদ না দিয়া পড়িতেন। উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় তিনি বলিতেন—উহাতে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তাহারা সত্যই জিহাদে যাইতে অসমর্থ ছিল।

ইব্‌ন উয়াইনা ... মুজাহিদ (র) হইতে উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে যাহাদের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে তাহারা ছিল বনী গিফার অর্থাৎ খিফাফ ইব্‌ন ঈমা ইব্‌ন রাহযার গোত্রের একদল লোক।

তেমনি মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন জবাহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন : উপরোক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা যাহাদের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা ছিল গিফার গোত্রের একদল মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শক লোক। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মিথ্যা ওযর দেখাইয়া জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার জন্যে অনুমতি চাহিয়াছিল। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)ও উক্ত আয়াতাংশের উপরোক্ত ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমি (গ্রন্থকার) বলিতেছি আলোচ্য আয়াতাংশের প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি অবাধ্য ছিল তাহাদের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর উল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতাংশের অব্যবহিত পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আরেক দল গ্রাম্য লোক যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান বিরোধী কাজ করিয়াছে ও ওযর প্রদর্শন করিতে না আসিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে।

(৯১) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

(৯২) وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ
اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ
الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ۝

(৯৩) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ
اَغْنِيَآءُ ج رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ ۙ وَطَبَعَ اللّٰهُ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৯১. যাহারা দুর্বল, যাহারা পীড়িত এবং যাহারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তাহাদের অবিমিশ্র অনুরাগ থাকে। যাহারা সৎকর্ম-পরায়ণ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন হেতু নাই; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯২. উহাদিগেরও কোন অপরাধ নাই যাহারা তোমার নিকট বাহনের জন্যে আসিলে তুমি বলিয়াছিলে, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাইতেছি না; উহারা অর্থব্যয়ে অসামর্থ্যজনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল।

৯৩. যাহারা অভাবমুক্ত থাকিয়াও অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছে, অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের হেতু আছে। উহারা অন্তঃপুরবাসিনীদিগের সহিত থাকাই পসন্দ করিয়াছিল; আল্লাহ্ উহাদের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন, ফলে উহারা বুঝিতে পারে না।

তাফসীর : যে সকল ওযর ও অসুবিধা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি জিহাদে না গেলে তজ্জন্য সে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুনাহ্গার হইবে না, আয়াতত্রয়ের প্রথম আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল ওযর ও অসুবিধার বর্ণনা প্রদান করিতেছেন। পক্ষান্তরে, যে অবস্থায় জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকা জঘন্য অপরাধ, তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

যে সকল ওযর ও অসুবিধা থাকা অবস্থায় জিহাদে না যাওয়া গুনাহ্ ও অপরাধ নহে, উহা দুই প্রকারে বিভক্ত। প্রথম প্রকারের ওযর ও অসুবিধা হইতেছে—সেই সকল ওযর ও অসুবিধা যাহা মানুষের সহিত স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকে। যেমন : অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ওযর ও অসুবিধা হইতেছে—সেই সকল ওযর ও অসুবিধা যাহা মানুষের সহিত স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকে না। যেমন সাময়িক শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসামর্থ্য ইত্যাদি। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে প্রথম প্রকারের ওযর ও অসুবিধার বিষয় এবং পরে দ্বিতীয় প্রকারের ওযর ও অসুবিধার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিতেছেন : অন্ধত্ব, খঞ্জত্ব ইত্যাদি স্থায়ী অসামর্থ্যের দরুন যাহারা জিহাদে যাইতে অক্ষম তাহারা জিহাদে না গেলে তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্র নিকট গুনাহ্গার হইবে না। অনুরূপভাবে যাহারা শারীরিক অসুস্থতার দরুন অথবা জিহাদের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিবার দরুন জিহাদে যাইতে

সমর্থ নহে, তাহারা জিহাদে না গেলে তজ্জন্য তাহারা আল্লাহ্র নিকট গুনাহগার হইবে না; যদি উপরোক্ত সকল শ্রেণীর লোক বাড়ীতে থাকিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি কল্যাণকামী থাকিয়া অন্যান্য দীনী কাজ যথাসাধ্য সম্পাদন করে এবং লোকদিগকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ না করে ও ভিত্তিহীন গুজব ছড়াইয়া মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত না করে। ঐরূপ নেক্কার লোকদিগকে তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে আল্লাহ্ কোন শাস্তি দিবেন না—আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়। অনুরূপভাবে তাহারাও জিহাদে না যাইবার দরুন গুনাহগার হইবে না, যাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট আসে; কিন্তু আল্লাহ্র রাসূল তাহাদিগকে বলেন, তোমাদিগকে দিবার মতো কোন বাহন আমি পাইতেছি না। ইহাতে তাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবার মতো অর্থ ও বাহন জোগাড় করিতে না পারিবার দরুন অশ্রু-সজল নেত্রে ফিরিয়া যায়। গুনাহগার ও শাস্তিপ্রাপ্ত হইবে শুধু তাহারা যাহারা ধনী হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে না যাইবার জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। এইসব লোক স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া তাহাদের দলভুক্ত হওয়াই পসন্দ করে। তাহাদের কার্যের ফলে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন। ফলে কিসে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং কিসে তাহাদের অকল্যাণ নিহিত রহিয়াছে—তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না।

সুফিয়ান সাওরী (র) ... আবূ সুমামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা ঈসা (আ)-এর শিষ্য হাওয়ারিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে রূহুল্লাহ্! আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠাবান কে তাহা আমাদিগকে বলুন। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন : যে ব্যক্তি মানুষের হকের উপর আল্লাহ্র হককে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে এবং যাহার সম্মুখে দুনিয়ার একটি কাজও আখিরাতের একটি কাজ একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় হইয়া দেখ দিলে সে প্রথমে আখিরাতের কাজটি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হয়; উহা সম্পন্ন হইবার পর সে দুনিয়ার কাজটি সম্পাদন করে, এইরূপ ব্যক্তিই হইতেছে আল্লাহ্র প্রতি নিষ্ঠাবান।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন : একদা লোকেরা ইস্তিসকার নামায আদায় করিবার উদ্দেশ্যে ময়দানে সমবেত হইল। তাহাদের সহিত বিলাল ইব্ন সা'দও ময়দানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা বর্ণনা করিয়া জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন : উপস্থিত লোক সকল ! আমরা কি নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার করি না ? তাহারা বলিল : হ্যাঁ, আমরা আমাদের গুনাহের কথা স্বীকার করি। তিনি বলিলেন : হে আল্লাহ্! তুমি বলিয়াছ : مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ নেক্কারদিগকে শাস্তি দিবার কোন পথ নাই। হে আল্লাহ্ ! আমরা নিজেদের গুনাহের বিষয় স্বীকার করিতেছি। অতএব, তুমি আমদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের প্রতি রহমাত নাযিল করো এবং আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করো। এই বলিয়া তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাত তুলিলেন। লোকেরাও তাঁহার সহিত হাত তুলিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন।

কাতাদা (র) বলেন : لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ এই আয়াত আয়িয ইব্ন আমর মাযনী (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... যায়েদ ইব্‌ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : আমি নবী করীম (সা)-এর ওয়াহী লেখক ছিলাম। যে সময়ে সূরা-ই বারাআত (সূরা তাওবা) নাযিল হইতেছিল, তখন একদা আমি কলম কানে গুঁজিয়া বসিয়া রহিয়াছি, এমন সময়ে নবী করীম (সা)-এর উপর জিহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত নাযিল হইল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে কোন আয়াত নাযিল হয়' তাহা জানিবার জন্য নবী করীম (সা) অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে জনৈক অন্ধ সাহাবী আসিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি তো অন্ধ। আমি কীরূপে জিহাদে যাইব ? ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল : لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন : নবী করীম (সা) তাঁহার সহিত (তাবুকের যুদ্ধে যাইবার জন্যে সাহাবীদের মধ্যে আদেশ প্রচার করিবার পর একদল সাহাবী—যাহাদের মধ্য হইতে একজন হইতেছেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল ইব্‌ন মুকরিন আল-মাযনী) তাঁহার নিকট আসিয়া আরয করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিন। নবী করীম (সা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন আমি জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে উক্ত সাহাবীগণ কঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া গেলেন। এই চিন্তা তাহাদের অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিল যে, তাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করিতে না পারায় তাহাদিগকে বাড়িতে বসিয়া থাকিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি তাহাদের অন্তরের তীব্র ভালবাসা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদিগকে জিহাদে যাইবার বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্ত ঘোষণা করত নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন :

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى ... ... فَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

মুজাহিদ বলন :

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ .

এই আয়াত মুযায়না গোত্রের বনী মুকরিন শাখার লোকদের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন : যাহারা জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন পাইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়াছিলেন, নবী করীম (সা) যাহাদিগকে প্রয়োজনীয় বাহন জোগাড় করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন না এবং প্রয়োজনীয় বাহনের অভাবে জিহাদে যাইতে না পারিবার দরুন যাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন—তাহারা সংখ্যায় সাতজন ছিলেন। তাহাদের নাম হইতেছে এই : বনী আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রের সালেম ইব্‌ন আওফ; বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্‌ন আমর; বনী মাযেন ইব্‌ন নাজ্জার গোত্রের আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব—তাহার উপনাম ছিল আবূ লায়লা; বনী মুআল্লা গোত্রের ফাযলুল্লাহ; বনী সালেমা গোত্রের আমর ইব্‌ন উতবা এবং উক্ত গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর মাযনী।

তাবুকের যুদ্ধের বিবরণের এক স্থানে ইতিহাসকার মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন : অতঃপর কিছু সংখ্যক সাহাবী কাঁদিতে কাঁদিতে নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার নিকট জিহাদে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় বাহন চাহিলেন। তাহারা ছিলেন আনসার ও গায়ের

আনসার দরিদ্র সাহাবী। নবী করীম (সা) তাঁহাদিগকে বলিলেন : তোমাদিগকে দিবার মতো বাহন জোগাড় করিতে পারিতেছি না। ইহাতে তাহারা এই দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন যে, তাহারা আল্লাহ্র পথে খরচ করিবার মতো অর্থ জোগাড় করিতে পারিতেছিলেন না। তাহারা সংখ্যায় ছিলেন সাতজন। তাহাদের নাম হইতেছে এই : বনী আমর ইব্ন আওফ গোত্রের সালিম ইব্ন উমায়ের; বনী হারিসা গোত্রের উলয়াহ্ ইব্ন যায়েদ; বনী মাযিন ইব্ন নাজ্জার গোত্রের আবূ লায়লা আবদুর রহমান ইব্ন কা'ব; বনী সালেমা গোত্রের আমর ইব্ন হুমাম ইব্ন জামূহ; উক্ত গোত্রের আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মাযানী, কেহ্ বলেন, তাহার নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর মাযানী, বনী ওয়াকেফ গোত্রের হারমী ইব্ন আবদুল্লাহ্ এবং উক্ত গোত্রের ইয়ায ইব্ন সারিয়া ফাযারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাসান বসরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, জিহাদে থাকা অবস্থায় একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : তোমরা মদীনাতে যাহাদিগকে রাখিয়া আসিয়াছ তাহাদের মধ্যে এইরূপ একদল লোক রহিয়াছে তাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও তোমাদের সহিত জিহাদের সাওয়াবের অংশীদার। জিহাদে তোমাদের কোন অর্থ ব্যয় করা, জিহাদে থাকিয়া তোমাদের কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং জিহাদে শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন বিজয় লাভ করা উহার প্রতিটি কার্যের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার থাকে। অতঃপর নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলেন :

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ .

উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য বিষয় আনাস (রা) হইতে বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে। আনাস (রা) বলেন : জিহাদে থাকা অবস্থায় একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন : মদীনাতে এইরূপ কতগুলি লোক রহিয়াছে যাহারা বাড়ীতে থাকিয়াও তোমাদের সহিত জিহাদের সওয়াবের অংশীদার থাকে। আল্লাহ্র পথে জিহাদে থাকিয়া তোমাদের কোন ময়দান অতিক্রম করা এবং কোন পথ অতিক্রম করা ইত্যাদি প্রতিটি কার্যের সাওয়াবে তাহারা তোমাদের সহিত অংশীদার থাকে। সাহাবীগণ আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! তাহারা মদীনায় থাকিয়াই এইরূপে জিহাদের সাওয়ারের অংশীদার থাকে ? নবী করীম (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, তাহারা জিহাদে যাইতে পারে না অক্ষমতা ও অসামর্থ্যের দরুন।

ইমাম আহমদ (র) ... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন : একদা নবী করীম (সা) জিহাদে গিয়া সঙ্গী সাহাবীগণকে বলিলেন : তোমরা মদীনাতে এইরূপ কতগুলি লোক রাখিয়া আসিয়াছ যাহারা তোমাদের প্রতিটি ময়দান অতিক্রম করিবার কার্যে এবং প্রতিটি পথ অতিক্রম করিবার কার্যে তোমাদের সহিত সাওয়াবের অংশীদার রহিয়াছে। তাহাদিগকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে তাহাদের রোগ-ব্যাধি।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ উক্ত হাদীস উপরোক্ত রাবী আ'মাশ হইতে অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ইফা (রা) ২০১২-২০১৩/৪৩৮৭-৫২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

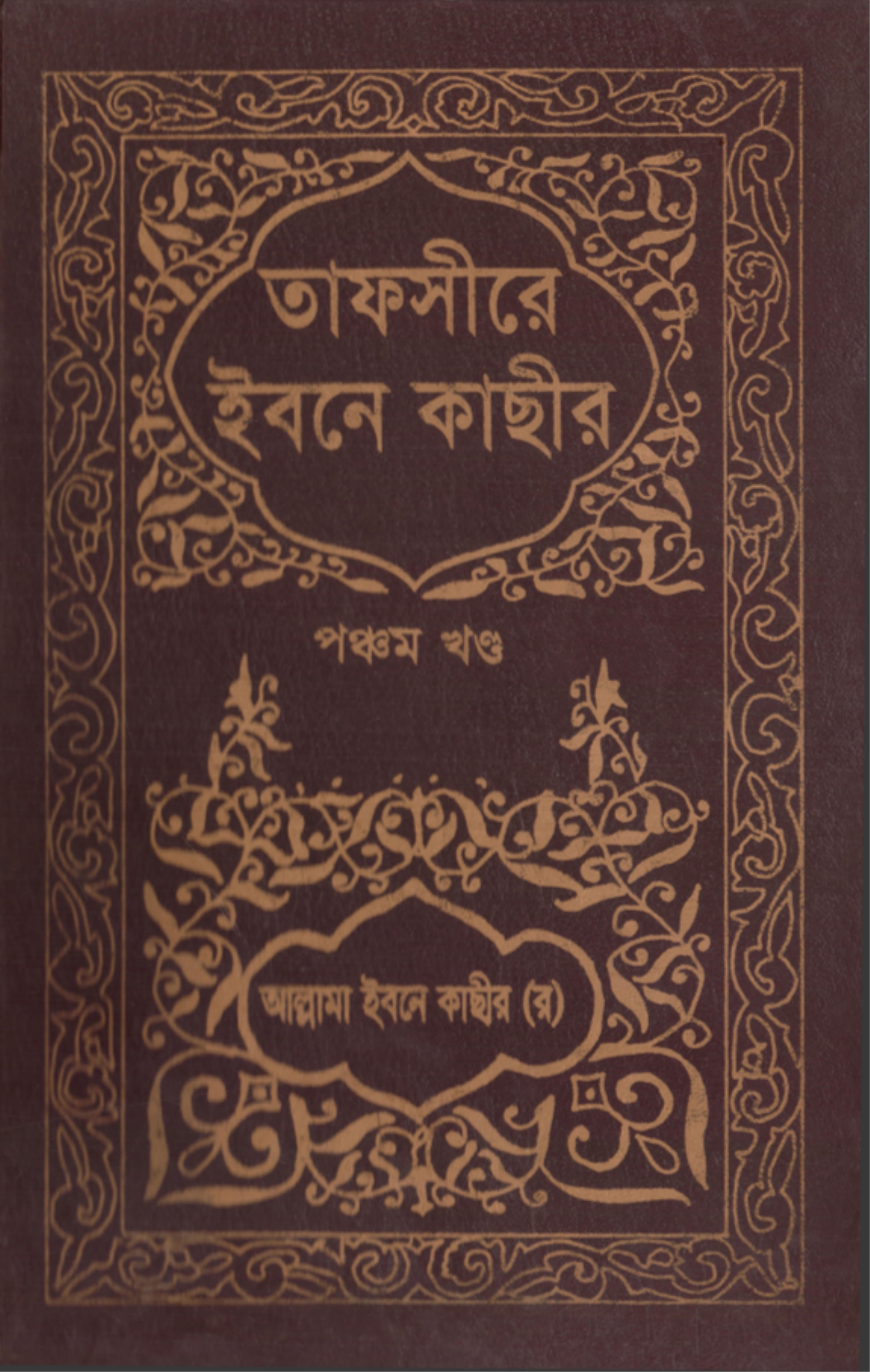

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত
সম্পাদনা : মাওলানা ইমদাদুল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (পঞ্চম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭২
ইফা প্রকাশনা : ১৯৮৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0573-9

প্রথম প্রকাশ
জুন ২০০০

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য ঃ ৪১০.০০ টাকা মাত্র ।

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (5th Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014
E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর

গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির পঞ্চমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

দশম পারা

সূরা তাওবা (৯৪-১২৯ আয়াত)

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৯৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯
৯৫-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০
৯৭-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১
১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪
১০১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬
১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১
১০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
১০৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪
১০৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮
১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০
১০৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১
১০৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২
১০৯-১১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩
১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪
১১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭
১১৩-১১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০
১১৫-১১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১
১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩
১১৮-১১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫
১২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৬
১২১	আয়াতের তরজমা ও ভাফসীর	৮৭

আয়াতের নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................৮৯
১২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................৯৩
১২৪-১২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................৯৬
১২৬-১২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................৯৮
১২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................৯৯
১২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১০০

সূরা ইউনুস

১-২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১০৭
৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১০৯
৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১১১
৫-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১১২
৭-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১১৫
১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১১৭
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১১৯
১৩-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১২০
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১২২
১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১২৩
১৮-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১২৭
২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১২৮
২১-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৩১
২৪-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৩৪
২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৩৮
২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৪০
২৮-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৪১
৩১-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৪৫
৩৪-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৪৭
৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........................১৪৮

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৭-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫০
৪১-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৪
৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৬
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৮
৪৮-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬০
৫৩-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬২
৫৫-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৩
৫৭-৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৪
৫৯-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৫
৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৮
৬২-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭০
৬৫-৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৫
৬৮-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৬
৭১-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৮
৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮১
৭৫-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৩
৭৯-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৫
৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৭
৮৪-৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৯
৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯১
৮৮-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯২
৯০-৯২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৫
৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৯
৯৪-৯৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৩
৯৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৪
৯৯-১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৭
১০১-১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৮
১০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৯

আয়াতের নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১০৪-১০৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১০
১০৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১১
১০৮-১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১২

সূরা হূদ

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৪
৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৭
৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৮
৭-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৯
৯-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৪
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৫
১৩-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৬
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৭
১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৮
১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩১
১৯-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩২
২৩-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৪
২৫-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৬
২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৮
২৯-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৯
৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪০
৩২-৩৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪১
৩৫-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪২
৩৮-৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৩
৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৬
৪১-৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৭
৪৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৮
৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৯

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪৫-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫২
৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৩
৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৪
৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৫
৫০-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৬
৫৩-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৭
৫৭-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৯
৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬১
৬২-৬৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬২
৬৪-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
৬৯-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৪
৭৪-৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৯
৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭০
৭৮-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭১
৮০-৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৩
৮২-৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৬
৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৯
৮৫-৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮০
৮৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮১
৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮২
৮৯-৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৩
৯১-৯২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৪
৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৫
৯৪-৯৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৬
৯৬-৯৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৭
৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৮
১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৯
১০১-১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯০

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১০৩-১০৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯১
১০৬-১০৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
১০৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৪
১০৯-১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৬
১১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৭
১১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৮
১১৪-১১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৯
১১৬-১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৫
১১৮-১১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৬
১২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
১২১-১২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১০

সূরা ইউসুফ

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১১
৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১২
৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৬
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৮
৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৯
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২০
১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২১
১১-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৩
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৪
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৬
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
১৯-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৯
২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩১
২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩২
২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৩

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৬
২৫-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৮
৩০-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪১
৩৩-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪২
৩৫-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৬
৩৭-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৮
৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৯
৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫০
৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫১
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫২
৪৩-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫৩
৪৫-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫৪
৫০-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫৬
৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫৯
৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬০
৫৬-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬১
৫৮-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৩
৬৩-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৬
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৭
৬৭-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৯
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭০
৭০-৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭১
৭৩-৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭২
৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৪
৭৮-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৬
৮০-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৭
৮৩-৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৯
৮৭-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮২

আয়াতের নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

৮৯-৯২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৪
৯৩-৯৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৬
৯৬-৯৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৭
৯৯-১০০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৯
১০১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৩
১০২-১০৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৮
১০৫-১০৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০০
১০৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৬
১০৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৭
১১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১০
১১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৪

সূরা রা'দ

১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৫
২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৬
৩-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২০
৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২২
৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৩
৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৫
৮-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৬
১০-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৯
১২-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৪
১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৯
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪০
১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪২
১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৫
১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৬
২০-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৮

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫২
২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৩
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৪
৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬১
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬২
৩২-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৬
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৯
৩৬-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭২
৩৮-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৪
৪০-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৯
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮০
৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮১

সূরা ইব্‌রাহীম

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৫
৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৭
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৮
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৯
৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯০
৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯২
১০-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৪
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৬
১৪-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৭
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৩
১৯-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৪
২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৬
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৯

আয়াতের নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৪-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৩
২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৬
২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৮
২৯-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩৯
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪১
৩২-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৩
৩৫-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৬
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৮
৩৮-৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪৯
৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫০
৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫১
৪৪-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫২
৪৭ঃ৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫৫
৪৯-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬০
৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬২

তাফসীরে ইবনে কাছীর

পঞ্চম খণ্ড

সূরা তাওবা

মাদানী, ৯৪— ১২৯ আয়াত

(٩٤) يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا
لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ
وَ رَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٥) سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا
عَنْهُمْ ط فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٩٦) يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৯৪. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা তোমাদের নিকট অজুহাত পেশ করিবে; বলিও অজুহাত পেশ করিও না, আমরা তোমাদিগকে কখনই বিশ্বাস করিব না; আল্লাহ্ আমাদিগকে তোমাদের খবর জানাইয়া দিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবেন আর তাঁহার রাসূলও। অতঃপর

যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁহার দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে এবং তিনিই তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।

৯৫. তোমরা উহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে উহারা আল্লাহ্‌র শপথ করিবে যাহাতে তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে উহারা অপবিত্র এবং উহাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ জাহান্নাম উহাদের বাসস্থান।

৯৬. উহারা তোমাদের নিকট শপথ করিবে যাহাতে তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হও। তোমরা উহাদের প্রতি তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের প্রতি তুষ্ট হইবেন না।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন হে রাসূল! তোমরা জিহাদ হইতে মদীনায় ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ আসিয়া জিহাদে না যাইবার পক্ষে তোমাদের নিকট মিথ্যা ওযর ও অসুবিধা পেশ করিবে। হে রাসূল! বলো—'তোমাদের ওযর পেশ করায় লাভ নাই। আমরা কখনো তোমাদের কথা বিশ্বাস করিব না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন সংবাদ আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অচিরেই দুনিয়াতে তোমাদের কার্যের বিষয় লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। অতঃপর আখিরাতে তোমাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় সম্বন্ধে অবগত আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। সেখানে তিনি তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমল ও বদ আমল সকল বিষয়ে অবগত করিবেন।' হে রাসূল! তোমরা মদীনাতে ফিরিয়া আসিবার পর মুনাফিকগণ তোমাদের নিকট আসিয়া আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিবে যে, তাহাদের জিহাদে না যাইবার কারণ ছিল প্রকৃত ওযর ও অসুবিধা। তাহাদের এইরূপ মিথ্যা বলিবার উদ্দেশ্য এই থাকিবে যে, 'তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের জিহাদে না যাইবার জন্যে তিরস্কার করিবে না।' তোমরা তাহাদিগকে তিরস্কার করিও না। তাহাদের আত্মা অপবিত্র। তাই তাহারা ঘৃণা ও ভ্রূক্ষেপহীনতা পাইবার যোগ্য। অতএব, তোমরা তাহাদিগকে ভালবাসিতেও যাইও না এবং ভালবাসা সহকারে তাহাদিগকে তিরস্কারও করিও না। তাহাদের বাসস্থান হইতেছে জাহান্নাম। উহা তাহাদের পাপের প্রতিফল। তাহারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম করিবে। তোমরা তাহাদের মিথ্যা কসমে বিভ্রান্ত হইয়া তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই অবাধ্য পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।'

শব্দার্থ ঃ (اَلفاسق) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের বাহিরে চলিয়া যায়। (الفسق) বহির্গত হওয়া; নিষ্ক্রান্ত হওয়া। ইঁদুরের এক নাম হইতেছে (فُوَيْسِقَةٌ—

নিষ্ক্রমণশীল ক্ষুদ্র জীব)। কারণ, উহা মানুষের ক্ষতি করিবার জন্যে গর্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত ও বহির্গত হইয়া থাকে।

(فسقت الرطبة) অর্থাৎ— খেজুরের ছড়ার খোলা হইতে ছড়া বাহির হইয়াছে।

(٩٧) اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(٩٨) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ
الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٩٩) وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا
يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ
سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ع .

৯৭. কুফরী ও কপটকালে বেদুঈনগণ কঠোরতর এবং আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদেরই অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৯৮. বেদুঈনদের কেহ কেহ যাহা তাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে তাহা অর্থদন্ড বলিয়া গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের অপেক্ষা করে। ভাগ্যচক্র উহাদের মন্দ হউক। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৯৯. বেদুঈনদের কেহ কেহ আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে এবং যাহা ব্যয় করে তাহাকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই উহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ রহমতের অন্তর্ভুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আয়াতত্রয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'যাহারা (মরুভূমির) গ্রামে বাস করে তাহাদের মধ্যে কাফির, মুনাফিক এবং মু'মিন সকল শ্রেণীর লোকই রহিয়াছে; তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফির ও মুনাফিক তাহাদের কুফ্র ও নিফাক নগরের অধিবাসী কাফিরদের কুফ্র অপেক্ষা এবং নগরের অধিবাসী মুনাফিকদের নিফাক অপেক্ষা অধিকতর ঘৃণ্য ও জঘন্য হইয়া থাকে। তাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিধি-বিধান সম্বন্ধে অধিকতর অজ্ঞ হইয়া থাকে।

ইব্‌রাহীম (র) হইতে আ'মাশ (র.) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্‌রাহীম (র) বলেন, একদা এক বেদুঈন যায়েদ ইবনে সুহান-এর নিকট উপস্থিত ছিল। যায়েদ ইবনে সুহান তখন স্বীয় সহচরদের সহিত কথা বলিতেছিলেন। উল্লেখ্য যে, যায়েদ ইবনে সুহান-এর বাম হাতখানা নেহাওয়ান্দের যুদ্ধে কাটিয়া গিয়াছিল। বেদুঈন লোকটি তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! তোমার কথাগুলি আমার নিকট ভাল লাগিতেছে; কিন্তু তোমার হাতখানা আমি কাটা দেখিতেছি, এই কারণে আমার মনে তোমার প্রতি সন্দেহ জাগিতেছে। (অর্থাৎ—সে মনে করিল চুরির কারণে যায়েদ ইবনে সুহান-এর হাত কাটা গিয়াছে।) যায়েদ ইব্‌নে সুহান বলিলেন, "আমার হাত কাটা দেখিয়া তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন? উহা তো বাম হাত।" সে বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! চুরির কারণে চোরের ডান হাত কাটিতে হয় অথবা বাম হাত কাটিতে হয়, তাহা আমি জানি।" যায়েদ ইবনে সুহান বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَنْ لَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ الاية-

"যাহারা বেদুঈন, যাহারা কুফ্‌র ও নিফাকে অধিকতর অগ্রগামী ও জঘন্য আর আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যে বিধি-বিধান নাযিল করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তাহারা অধিকতর অজ্ঞ।"

ইমাম আহমদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি (মরুভূমির) গ্রামে বসবাস করে, সে ব্যক্তি কর্কশ ও রুক্ষ স্বভাবের লোক হইয়া যায়; যে ব্যক্তি শিকারের পশ্চাতে লাগিয়া থাকে, সে ব্যক্তি অবহেলা-পরায়ণ ও কর্তব্যচ্যুত হইয়া পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন বাদশার কাছে আসে, সে ব্যক্তি (আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক) বিপদে পতিত হয়।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ (র) সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন 'উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ গ্রহণযোগ্য তবে উহা মাত্র একটি মাধ্যমে বর্ণিত রেওয়ায়াত। উহা সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে ছাড়া অন্য কোনো রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।'

যেহেতু বেদুঈনদের স্বভাব হইতেছে রুক্ষ ও কর্কশ, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্য হইতে কোনো ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠান নাই। সকল রাসূলই ছিলেন নগর (القرية)-এর অধিবাসী। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاًنُوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى -

"আর আমরা আপনার পূর্বে যাহাদিগকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের সকলেই ছিল মানব, যাহাদের প্রতি আমি ওহী পাঠাইতাম এবং যাহারা জন-পদের অধিবাসী" (ইউসুফ-১০৯)।

একদা জনৈক 'আরাবী (اَلْأَعْرَابُ) বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট কিছু হাদিয়া উপস্থিত করিল। নবী করীম (সা) যতক্ষণ না তাহাকে উহার পরিবর্তে উহার কয়েক গুণ মাল দান না করিলেন, ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট হইল না। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আগামীতে কোরাইশ গোত্রের লোক, সাকীফ গোত্রের লোক, আন্‌সার গোত্র-সমূহের লোক এবং দাওস গোত্রের লোক, ইহাদের নিকট হইতে ছাড়া অন্য কাহারো নিকট হইতে হাদিয়া গ্রহণ করিব না।' উক্ত গোত্র-সমূহের লোকেরা মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং ইয়ামান দেশের নগরে বাস করিত। উহারা ছিল নগরের অধিবাসী। উহাদের স্বভাব ছিল নম্র ও বিনয়ী। পক্ষান্তরে, বেদুঈনগণ ছিল উহার বিপরীত। তাহাদের স্বভাব ছিল কর্কশ ও রুক্ষ।

শিশুদিগকে চুম্বন করা সম্পর্কিত হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম (র)...হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, একদা একদল বেদুঈন নবী করীম (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া সাহাবীদিগকে বলিল, তোমরা কি তোমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকো? সাহাবীগণ বলিলেন, 'হাঁ, আমরা আমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করিয়া থাকি।' বেদুঈনগণ বলিল, 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা কিন্তু আমাদের শিশুদিগকে চুম্বন করি না।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের নিকট হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন, তবে আমি কী করিব? ইবনে নুকায়েরের বর্ণনা মতে, তোমাদের অন্তর হইতে'। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ঈমান ও ইল্‌ম অর্জনের যোগ্য তাহা তিনি ভাল জানেন। তেমনি তিনি তাঁহার বান্দার আলেম, জাহেল, মু'মিন, কাফের, মুনাফিক দলের উদ্ভবকে প্রজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিবেন। তিনি তাঁহার ইল্‌ম ও প্রজ্ঞার কার্যকরী সম্পর্কে কাহারও কাছে জবাবদেহী হইবেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে জানাইতেছেন, বেদুঈনদের কেহ কেহ আল্লাহ্‌র পথে অর্থব্যয়কে অর্থদন্ড মনে করে এবং তোমাদের বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকে। আল্লাহ্ পাক বলেন, তাহাদেরই মন্দ ভাগ্য হউক। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সব প্রার্থনা ও বক্তব্য শোনেন এবং কোন বান্দাকে সাহায্য করিবেন আর কাহাকে বিপর্যয় দান করিবেন তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন।

অতঃপর তিনি বেদুঈনদের প্রশংসিত দলের উল্লেখ করে এবং তাহাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র পক্ষে দানকে আন্তরিক বলিয়া ঘোষণা করেন। তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে খুশী করা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসূলের দু'আ লাভের জন্যেই অর্থ দান

করে। তাই আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন, তাহারা বাস্তবিক সান্নিধ্য পাইবে এবং অচিরেই তাহারা তাঁহার রহমতের ছায়ায় ঠাঁই পাইবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٠٠) وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

১০০. মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যাহারা প্রথম আগাইয়া আসিয়াছে এবং যাহারা নিষ্ঠার সহিত তাহাদের অনুসরণ করিতেছে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারা আল্লাহ্তে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন জান্নাত, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহা মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসার— যাহারা ঈমান এবং আমলেও প্রথম হইয়াছে আর পরবর্তীকালে যাহারা ঈমান ও আমলে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর আল্লাহ্ তাহাদের জন্যে এইরূপ জান্নাতসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাদের নিম্নদেশ দিয়া নদী প্রবহমান রহিয়াছে। তাহারা তথায় চিরদিন বসবাস করিবে। বস্তুতঃ উক্ত পুরস্কার করা হইতেছে মহা কৃতকার্যতা।

শা'বী (র) বলেন, 'প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা—যাহারা হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসরে বৃক্ষের নীচে বায়'আতুর রেয্ওয়ান (بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ) করিয়াছিলেন।' হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী (রা), সাঈদ ইব্নে মুসাইয়্যাব, মুহাম্মদ ইব্নে সীরীন, হাসান (বস্রী) এবং কাতাদাহ্ (র) বলেন, 'প্রথম যুগের প্রথম শ্রেণীর মুহাজিরগণ ও আনসারীগণ হইতেছেন তাহারা— যাহারা নবী করীম (সা)-এর সহিত দুই কেবলা (কা'বা ও আল-বায়তুল-মুকাদ্দাস)-এর দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্নে কা'ব কুর্যী (র) বলেন, একদা হযরত উমর (রা) একটি লোকের কাছ দিয়া যাইবার কালে তাহাকে এই আয়াত وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الاية – পড়িতে শুনিয়া তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— তোমাকে কে এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? লোকটি বলিল, 'হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা)

আমাকে উহা ঐরূপে শিখাইয়াছেন।' হযরত উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে উবাই ইব্‌নে কা'ব-এর নিকট লইয়া যাইব। উহার পূর্বে তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে পারিবে না। অতঃপর তিনি লোকটিকে হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা)-এর নিকট লইয়া আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই লোকটিকে এই আয়াত এইরূপে শিখাইয়াছেন? তিনি বলিলেন হাঁ; আমি তাহাকে উহা ঐরূপেই শিখাইয়াছি। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি কি উহাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ঐরূপেই শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি উহাকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে ঐরূপে-ই শুনিয়াছি। হযরত উমর (রা) বলেন, ইতিপূর্বে আমি মনে করিতাম—আমাদিগকে এইরূপ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা হইয়াছে, যে মর্যাদায় আমাদের পর আর কেহ পৌছিতে পারিবে না। হয্‌রত উবাই ইব্‌নে কা'ব বলিলেন, সূরাই জুমু'আ-এর নিম্নোক্ত আয়াতে আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ – وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ –

"আর তাহাদের মধ্য হইতে অন্য একদলকেও —যাহারা এখনো তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আর তিনি হইতেছেন, মহা পরাক্রমশালী ও মহা প্রজ্ঞাময়" (জুমুআ-৩)।

সূরা-ই হাশর-এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ – الاية -"আর যাহারা তাহাদের পরে আসিয়াছে" (হাশর- ১০)।

সূরা-ই আন্‌ফাল এর নিম্নোক্ত আয়াতেও আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যের প্রতি সমর্থন রহিয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا مَعَكُمْ – الاية

"আর যাহারা তোমাদের সহিত ঈমান আনিয়াছে, হিজ্‌রত করিয়াছে, এবং জিহাদ করিয়াছে।"

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌নে জারীর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ 'হাসান বস্‌রী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি আলোচ্য আয়াতের অন্তর্গত (الْاَنْصَارُ) শব্দটিকে (السَّابِقُوْنَ) শব্দের (مَعْطُوْفٌ) বানাইয়া উহাকে (رفع কর্তৃকারকের বিভক্তি) দিয়া পড়িতেন।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম যুগের মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণ—যাহারা ছিলেন ঈমান ও আমলে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী এবং পরবর্তীকালে যাহারা

তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের আলোকে বলিতেছি, যাহারা সকল সাহাবীকে অথবা কোনো একজন সাহাবীকে গালি দেয়, তাহারা কতইনা হতভাগা আর কতইনা কপাল পোড়া! তাহারা ধ্বংসে পতিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা শ্রেষ্ঠতম সাহাবী শ্রেষ্ঠতম সিদ্দীক (اَلصِّدِّيْقُ — সত্যের পক্ষে মহা সাক্ষ্যদাতা) এবং শ্রেষ্ঠতম খলীফা হযরত আবূ বকর ইব্নে কোহাফা রাযিয়াল্লাহু আন্হু-কে গালি দেয়— মুসলিম-সমাজে তাহাদের ন্যায় হতভাগা ও কপাল পোড়া আর কে হইতে পারে? উল্লেখযোগ্য যে, রাফেযী (اَلرَّافِضَةُ শীয়া সম্প্রদায়ের উপদল-বিশেষ; সম্বন্ধ-প্রকাশক শব্দ হইতেছে, اَلرَّافِضِىُّ) সম্প্রদায়ের লোকেরা হযরত সিদ্দীকে আক্বার (রা) সহ উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন সাহাবায়ে-কেরাম (রা)-কে গালি দিয়া থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহা হইতে আশ্রয় লইতেছি। তাহাদের উক্ত কার্য ইহা প্রমাণ করে যে, তাহাদের বুদ্ধি বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অন্তর তথা বিবেক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র কালাম সাক্ষ্য দিতেছে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম যুগের মুহাজির ও আন্সারী সাহাবী এবং তাহাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অথচ উহারা সেই সকল সাহাবীকে গালি দিয়া থাকে। এমতাবস্থায় কুর্আন মাজীদের প্রতি ইহাদের ঈমান আনিবার দাবী কীরূপে সত্য হইতে পারে? পক্ষান্তরে, 'আহলুস্সুন্নাত ওয়াল জামা'আত (اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) ' সম্প্রদায়ের লোকগণ— আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভালবাসেন এবং মহব্বত করেন। তাহারা— আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে গালি দিয়াছেন, তাহাদিগকে গালি দেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে ভালবাসেন ও মহব্বত করেন, এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহাদিগকে শত্রুরূপে দেখেন, তাহাদিগকে শত্রুরূপে দেখেন। বস্তুতঃ তাহারা হইতেছেন— কুর্আন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল-এর অনুসারী। তাহারা কুরআন মাজীদ ও সুন্নাতে রাসূল বিরোধী কোনো আকীদা বিশ্বাস বা আচার-আচরণ উদ্ভাবিত করেন না। প্রকৃতপক্ষে এই দলই হইতেছে আল্লাহ্র দল আর ইহারাই হইতেছে আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা তথা সাফল্য লাভকারী ব্যক্তি।

(১০১) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ۛ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ۛ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۚ ○

১০১. বেদুঈনদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ মুনাফিক্ এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ, উহারা কপটতায় সিদ্ধহস্ত।

তুমি উহাদিগকে জাননা আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদিগকে দুইবার শাস্তি দিব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হইবে মহা শাস্তির দিকে।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে মু'মিনগণ! মদীনার চতুরপার্শ্বে বসবাসকারী বেদুঈনের মধ্যে এবং স্বয়ং মদীনাতে বসবাসকারী লোকদের মধ্যে একদল মুনাফিক রহিয়াছে। তাহারা নেফাককে আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। হে রাসূল! আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগকে চিনি। আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব। অতঃপর তাহাদিগকে দোযখের মহা শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে।'

مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ –"নেফাককে ধরিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে" (তাওবা-১০১)।

এই অর্থেই বলা হইয়াছে— شَيْطَانٌ مَّرِيْدٌ ও شَيْطَانٌ مَّارِدٌ অবাধ্য শয়তান। আরো বলা হয় تمرد فلان على الله অর্থাৎ অমুক আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অহংকারী করিয়াছে এবং গোয়ার্তুমী করিয়াছে।

لَا تَعْلَمُهُمْ - نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ –"হে রাসূল আপনি তাহাদিগকে চিনেন না; কিন্তু, আমরা তাহাদিগকে জানি।"

উক্ত আয়াতাংশ নিম্নোক্ত আয়াতাংশের বিরোধী নহে ঃ

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ - وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ

"আর যদি আমরা চাহিতাম, তবে নিশ্চয় তাহাদিগকে আপনার নিকট চিহ্নিত করিয়া দিতাম; ফলে আপনি তাহাদিগকে তাহাদের চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় চিনিতে পারিতেন। তবে আপনি তাহাদের বচন-ভঙ্গিমা দ্বারা নিশ্চয় তাহাদিগকে চিনিতে পারিবেন" (মুহাম্মদ-৩০)।

অনেক মুনাফিকই সকাল-সন্ধ্যায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করিত। তিনি তাহাদের আচার-আচরণ ও বচন-ভঙ্গিমায় তাহাদিগকে চিনিলেও যাহারা তাঁহার নিকট কম আস-যাওয়া করিত অথবা আদৌ আসা-যাওয়া করিত না— তাহাদের অনেকের পরিচয়ই নবী করীম (সা)-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল।

উপরোক্ত আয়াতাংশদ্বয়ের একটিতে মুনাফিকদের একাংশের পরিচয় নবী করীম (সা)-এর জানিবার কথা এবং অন্যটিতে তাহাদের আরেক অংশের পরিচয় তাঁহার না জানিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অতএব, উহাদের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর-বিরোধিতা নাই। ইমাম আহমদ (র)...হযরত জোবায়ের ইব্‌নে মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন— একদা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! লোকে বলে, 'আমরা মক্কায় থাকিয়া যে ঈমান আনিয়াছি এবং যে

নেক আমল করিয়াছি, উহার পরিবর্তে কোনো নেকী বা পুরস্কার পাইব না।' নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা শিয়ালের গর্তের মধ্যে থাকিলেও নিশ্চয় সেখানে তোমাদের পুরস্কার পৌঁছিবে। অতঃপর নবী করীম (সা) আমার দিকে মাথা ঝুকাইয়া বলিলেন, "আমার নিকট যাহারা আসা-যাওয়া করে, তাহাদের মধ্যে একদল মুনাফিক রহিয়াছে।" উক্ত রেওয়ায়াতের তাৎপর্য এই যে, মুনাফিকগণ অনেক সময়ে লোকদের মধ্যে ভিত্তিহীন কথা এবং গুজব ছড়াইয়া দিত। হযরত জোবায়ের ইব্নে মুতইম (রা) কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখিত যে কথাটি উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে— উহা ছিল মুনাফিকগণ কর্তৃক প্রচারিত একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচার। (উক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) মুনাফিকদের অস্তিত্ব ও তাহাদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে অবগত ও সতর্ক ছিলেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি প্রতিটি মুনাফিককে-ই চিনিতেন।)

ইতিপূর্বে এই সূরা-এর অন্তর্গত وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا আর তাহারা এইরূপ ঘটনা ঘটাইতে চাহিয়াছিল— যাহা তাহারা ঘটাইতে পারে নাই।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (সা), হযরত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট চৌদ্দজন অথবা পনেরজন মুনাফিকের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সা) কতকগুলি মুনাফিককে চিনিতেন; কিন্তু উহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, 'তিনি প্রত্যেক মুনাফিককে চিনিতেন।' আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনে আসাকির (র) হযরত আবুদ্দারদা (র) হইতে একদা হার্মালা নামক জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, 'ঈমান থাকে এই স্থানে।' 'এই স্থানে' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের জিহ্বার দিকে ইশারা করিল। 'আর নিফাক থাকে এই স্থানে।' 'এই স্থানে' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে সে নিজের হৃৎপিন্ডের দিকে ইশারা করিল। লোকটি মাত্র কয়েক বার আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিল। নবী করীম (সা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে এইরূপ একটি জিহ্বা দান করো—যাহা তোমার নাম যিকির করে; আর তুমি তাহাকে এইরূপ একটি অন্তর দান করো— যাহা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও শোকর গোযার হয়। আর তুমি তাহার অন্তরে আমার প্রতি মহব্বত এবং আমাকে যে মহব্বত করে, তাহার প্রতি মহব্বত আনিয়া দাও। আর তুমি তাহার অন্তরকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাও।' ইহাতে লোকটা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কতগুলি মুনাফিক সঙ্গী ছিল। আমি তাহাদের নেতা ছিলাম। আমি কি তাহাদিগকে আপনার নিকট উপস্থিত করিব? নবী করীম (সা) বলিলেন, যদি কেহ নিফাক ত্যাগ করিয়া আমাদের কাছে আসে, তবে আমরা তাহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করিব। আর যদি কেহ নিফাককে

আকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্-ই তাহার সর্বোত্তম বিচারক। তুমি কাহারো গোপন অবস্থা প্রকাশ করিয়া দিও না।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আবূ আহ্মাদ হাকিম (র) রাবী হিশাম ইব্নে আম্মার অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাযযাক (র)... কাতাদাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্ (র) বলেন, আখিরাতে কে জান্নাতে যাইবে এবং কে দোযখে যাইবে— যাহারা উহা জানিবার ভান করে, তাহারা বড় বিভ্রান্ত। তাহারা বলে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতে যাইবে এবং অমুক ব্যক্তি দোযখে যাইবে।' কিন্তু তাহাদের কাহারো নিকট তাহার নিজের ভাগ্যে জান্নাত ও দোযখের কোন্‌টি রহিয়াছে— তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলে, 'আমি জানি না।' তুমি অন্যের অবস্থা যতটুকু জানো, নিশ্চয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জানো নিজের অবস্থা। এমতাবস্থায়ও তোমার নিজের ভাগ্যে কী রহিয়াছে— তাহা যখন তুমি বলিতে পারো না, তখন অন্যের ভাগ্যে কী রহিয়াছে— তাহা কীরূপে নিশ্চয়তা সহকারে বলিয়া দাও? প্রকৃতপক্ষে তুমি এইরূপ ভবিষ্যদ্বানী করিতেছ— যাহা করিতে তোমার পূর্বে আল্লাহ্র নবীগণও সাহস পান নাই। হযরত নূহ (আ) বলেন ঃ

وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ –"আর তাহারা কী করিত— তাহা আমি জানি না।"

হয্রত শো'আয়েব (আ) বলেন ঃ

بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ –

"আল্লাহ্ যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তোমাদের জন্যে উত্তম— যদি তোমরা মু'মিন হও। আর আমি তোমাদের উপর শক্তি-প্রয়োগকারী নহি"(হূদ-৮৬) ।

আর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে স্বীয় নবীকে বলিতেছেন ঃ

لَا تَعْلَمُهُمْ – نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ –"আপনি তাহাদিগকে চিনেন না। আমরা তাহাদিগকে চিনি।"

سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ –'অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিব। সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) সূত্রে হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে সুদ্দী বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, একদা জুম'আর দিনে নবী করীম (সা) খুত্বা দিবার কালে বলিলেন, হে অমুক ব্যক্তি! তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। আর হে অমুক ব্যক্তি। তুমি মাসজিদ হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ, তুমি মুনাফিক। এইরূপে নবী করীম (সা) কতগুলি মুনাফিকের নিফাকের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। মাসজিদ

হইতে তাহাদের বাহির হইবার সময়ে হয্রত উমর (রা) সালাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদের দিকে আসিতেছিলেন। তাহাদিগকে মাসজিদ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন— ইহারা সালাত আদায় করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। মাসজিদে আসিতে বিলম্ব করায় তিনি সালাত আদায় করিতে পারিলেন না— এই ভাবিয়া লজ্জায় তিনি তাহাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে তাহারা এই ভাবিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া গেল যে, তিনি মাসজিদ হইতে তাহাদের বহিষ্কৃত হইবার ঘটনা জানিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—সালাত আদায় সম্পন্ন হয় নাই। জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! সুসংবাদ শুনুন— আজ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (র) বলেন, 'মুনাফিকদের উপরোক্ত অপমান ও লাঞ্ছনা হইতেছে— তাহাদের প্রথম শাস্তি। তাহাদের দ্বিতীয় শাস্তি হইতেছে— কবরের আযাব।' সুফিয়ান সাওরী (র) ও সূদ্দী (র) সূত্রে আবূ মালিক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ অর্থাৎ—অচিরেই আমরা তাহাদিগকে দুইবার শাস্তি প্রদান করিবঃ একবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে হত্যা করাইয়া এবং আরেকবার শাস্তি প্রদান করিব মুসলমানদের হাতে তাহাদিগকে বন্দী করাইয়া।

অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে মুজাহিদ বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের শাস্তির একটি হইতেছে— কবরের শাস্তি।'

ইব্নে জুরাইজ (র) বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে— দুনিয়ার শাস্তি এবং আরেকটি হইতেছে— কবরের শাস্তি।' হাসান বসরী (র) হইতেও উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) হইতে সাঈদ উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্নে যায়দ (র) বলেন, 'উক্ত আয়াতাংশের উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে তাহাদের ধন-দৌলত তাহাদের সন্তান-সন্তুতি।' তিনি বলেন, ধন-দৌলত সন্তান-সন্তুতি মু'মিনদের জন্যে হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবার অসীলা ও মাধ্যম ; পক্ষান্তরে, উক্ত দুইটি বস্তু কাফিরদের জন্য হইতেছে আল্লাহ্র নিকট হইতে শাস্তি ভোগ করিবার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ - إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

"তাহাদের ধন-দৌলত ও তাহাদের সন্তান-সন্তুতি যেনো তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ্ শুধু ইহা-ই চাহেন যে, তিনি উহাদের দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করিবেন" (তওবা- ৫৫)।

মুহাম্মদ ইব্‌নে ইস্‌হাক (র) বলেন, 'আমার নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত আয়াতাংশে উল্লেখিত মুনাফিকদের দুইটি শাস্তির একটি হইতেছে—মুসলমানদের অভাবিত পূর্ব বিজয় দর্শনে মুনাফিকদের অন্তরে সৃষ্ট মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা। তাহারা মুসলমানদের বিজয় দেখিয়া নিদারুণ মর্ম-জ্বালা ও মর্ম-বেদনা ভোগ্ করিত। তাহাদের আরেক শাস্তি হইতেছে—কবরের শাস্তি।'

ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ –"অতঃপর তাহাদিগকে আখিরাতে দোযখের মহা শাস্তির দিকে লইয়া যাওয়া হইবে" (তাওবা-১০১)।

সাঈদ (র) কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'একদা নবী করীম (সা) গোপনে হয্‌রত হোযায়ফা (রা)-এর নিকট বারজন মুনাফিকের পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন— উহাদের মধ্য হইতে ছয় জন মরিবে আগুনের অঙ্গারে। উক্ত অঙ্গার যেনো জাহান্নামের আগুনের একটি অংশ। উক্ত অঙ্গার তাহাদের স্কন্ধ দিয়া শরীরে প্রবেশ করতঃ তাহাদের বক্ষে পৌঁছিবে। অবশিষ্ট ছয়জন মরিবে স্বাভাবিক মৃত্যুতে।' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে ঃ

'হযরত উমর (রা)-এর নিয়ম ছিল— এইরূপ কোনো লোক মরিয়া গেলে— যাহাকে মুনাফিকদের দলভুক্ত মনে করা হইত, তিনি তাহার সালাতে জানাযা পড়িবার ব্যাপারে হযরত হোযায়ফা (রা)-কে অনুসরণ করিতেন। হয্‌রত হোযায়ফা (রা.) তাহার সালাতে জানাযা পড়িলে হয্‌রত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন। হযরত হোযায়ফা (রা) তাহার সালাতে জানাযা না পড়িলে হয্‌রত উমর (রা) ও তাহার সালাতে জানাযা পড়িতেন না।' আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছেঃ 'একদা হযরত উমর (রা), হয্‌রত হোযায়ফা (রা)-কে বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র কসম দিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি— আমি মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি তো? হযরত হোযায়ফা (রা) বলিলেন, না; আপনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত নহেন। অতঃপর আমি আর কাহারো নিকট এই বিষয়ের গোপনীয়তা প্রকাশ করিব না।'

(١٠٢) وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ط عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ O

১০২. এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, উহারা এক সৎকর্মের সহিত অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করিয়াছে; আল্লাহ্ হয়ত উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ যে সকল মুনাফিক তাহাদের কুফ্‌র ও নিফাকের কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের

বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল গোনাহ্গার মু'মিনের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন—যাহারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের অলসতা ও আরাম-প্রিয়তার দরুন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিল। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— 'আরেক দল লোক তাহাদের যুদ্ধে না যাইবার অপরাধ বিনয়ের সহিত আল্লাহ্র নিকট স্বীকার করিয়াছে। তাহারা মুমিন এবং ইতিপূর্বে তাহারা নেক আমল করিয়াছে। নিজেদের নেক আমলের সহিত তাহারা যুদ্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার বদ আমলটি যুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাহারা তওবা করিয়াছে। আল্লাহ্র নিকট হইতে আশা করা যায়— তিনি তাহাদের তওবা কবূল করিবেন এবং তাহাদিগকে মা'আফ করিয়া দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও কৃপাময়।

আলোচ্য আয়াতটি যদিও নির্দিষ্ট কতকগুলি গোনাহগার ও অপরাধী বান্দা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, তথাপি উহাতে বর্ণিত আল্লাহ্র বিধান এইরূপ প্রতিটি গোনাহ্গার ও অপরাধী বান্দার প্রতি প্রযোজ্য হইবে— যাহারা গোনাহ্ ও অপরাধ করিয়া ফেলিবার পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যথোচিতভাবে তওবা করে। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার এই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কোনো বান্দা কোনো গোনাহ্ বা পাপ করিয়া ফেলিবার পর সে যদি লজ্জিত হইয়া তাহার যথোচিত বিনয় ও কাকুতি সহকারে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা (اَبُوْلُبَابَةَ) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। আবূ লুবাবা ছিলেন একজন মু'মিন ব্যক্তি; তিনিও তাবুকের যুদ্ধে না যাইয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। নিজের এই গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া তিনি বানূ কোরায়যা গোত্রের লোকদিগকে বলিলেন, 'এই হইতেছে যবেহ করিবার স্থান।' 'এই' শব্দটি উচ্চারণ করিবার কালে তিনি নিজের গলার প্রতি ইশারা করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতটি আবূ লুবাবা ও তাহার একদল সঙ্গী সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। তাহারা ছিলেন মু'মিন ব্যক্তি ; কিন্তু অলসতা ও আরাম প্রিয়তার কারণে তাহারা তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। তাহারা নিজেদের অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তওবা করিলে তিনি তাহাদের সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।' তাহারা আবূ লুবাবাসহ কতজন ছিলেন সে সম্বন্ধে তাফ্সীরকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট ছয়জন ছিলেন।' কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট আটজন ছিলেন।' আবার কেহ কেহ বলেন, 'সংখ্যায় তাহারা আবূ লুবাবাসহ মোট দশজন ছিলেন।' 'নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর উপরোক্ত ব্যক্তিগণ নিজদিগকে মাসজিদে নববী-এর

খুঁটিসমূহের সহিত বাঁধিয়া লোকদিগকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিলেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া অন্য কেহ যেনো আমাদের বাঁধন খুলিয়া না দেয়।' এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়া আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। উহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়া তাহাদের বাঁধন খুলিয়া দিলেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত সামুরা ইব্‌নে জুন্‌দুব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— একদা নবী করীম (সা) বলিলেন, 'গত রাত্রিতে আমার নিকট দুইজন আগন্তুক আসিয়া আমাকে একটি শহরে লইয়া গেলেন। উক্ত শহরটির দালান-কোঠা স্বর্ণের ইট ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমরা এইরূপ কতগুলি লোক দেখিতে পাইলাম— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কদাকার। আমার পরিচালকদ্বয় তাহাদিগকে একটা নদী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমরা ঐ নদীতে নামিয়া গোসল করিয়া আসো।' তাহারা সেই নদীতে গোসল করিয়া আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলে আমরা দেখিলাম, তাহাদের দেহের কুৎসিত ও কদাকার রূপ দূর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত দেহ অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। আমার পরিচালকদ্বয় আমাকে বলিলেন, এই হইতেছে আদ্‌ন (عَدْنٌ) নামক জান্নাত এবং এই হইতেছে আপনার মান্‌যিল, বাস-ভবন। অতঃপর তাহারা বলিলেন, এই লোকগুলি— যাহাদের দেহের এক অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও সুগঠিত এবং অন্য অর্ধাংশ ছিল অতিশয় কুৎসিত ও কাদাকার— নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম বোখারী উক্ত রেওয়ায়াতকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যার অধীনে উপরোক্ত সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٠٣) خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ
عَلَيْهِمْ ط اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(١٠٤) اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ
الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

১০৩. উহাদের সম্পদ হইতে সাদকা গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করিবে এবং পরিশোধিত করিবে। তুমি উহাদিগকে দু'আ করিবে। তোমার দো'আ উহাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১০৪. উহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তওবা কবূল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— 'হে রাসূল! তুমি মু'মিনদের মালের একটি অংশকে সাদকা হিসাবে গ্রহণ করো। উক্ত সাদকা তাহাদের আত্মাকে পবিত্র ও কলুষ-মুক্ত করিবে। আর তুমি তাহাদের জন্যে দু'আ করিও। নিশ্চয় তোমার দু'আ তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবে। আর আল্লাহ্ তোমার দু'আ শুনেন এবং তিনি জানেন কে তোমার দু'আ পাইবার যোগ্য।'

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মালদার মু'মিনের নিকট হইতে সাদকা গ্রহণ করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতের (مِنْ اَمْوَالِهِمْ) অংশের অন্তর্গত (هُمْ) সর্বনামটির পদ বাচ্য হইতেছে— সকল মালদার মু'মিন। কেহ কেহ বলেন, 'উহার পদ-বাচ্য হইতেছে— পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত গোনাহ্গার মু'মিনগণ— যাহারা মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও অলসতা ও আরাম-প্রিয়তার কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিবার দরুন গোনাহ্গার হইয়াছিল এবং এইরূপে যাহারা নিজেদের নেক আমলের সহিত বদ আমল মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল।' আলোচ্য সর্বনামের পদ বাচ্য পূর্বোক্ত গোনাহগার মু'মিনগণকে ধরিলেও আয়াতে বর্ণিত সাদকা গ্রহণ সম্পর্কিত বিধান সকল মালদার মু'মিনের প্রতি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধান মুতাবিক প্রত্যেক মালদার মু'মিন হইতেই সাদকা আদায় করিতে হইবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল মালদার মু'মিনের নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) সংগ্রহ করিবার জন্যে স্বীয় রাসূলকে নির্দেশ দিয়াছেন। উক্ত নির্দেশ তাঁহার রাসূলের সকল খলীফার প্রতিও প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ— মু'মিনদের নেককার ও ন্যায়-পরায়ণ খলীফাগণ— যাহারা আল্লাহ্র রাসূলেরও খলীফা বটেন— মালদার মু'মিনগণের নিকট হইতে সাদকা (যাকাত) আদায় করিবেন।

নবী করীম (সা)-এর ইন্তেকালের পর আরবের বিভিন্ন গোত্রের নব-দীক্ষিত একদল মুসলমান প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট যাকাত অর্পণ করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল। তাহারা তাহাদের উক্ত আচরণের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতকে পেশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল— এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার জন্যে নির্দেশ দিয়াছেন তাঁহার রাসূলকে। আল্লাহ্র রাসূলের ইন্তেকালের পর মুসলমানদের কোনো আমীর বা খলীফা তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবার কোনো অধিকার রাখেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সেই অধিকার বা ক্ষমতা দেন নাই।

খলীফার হস্তে যাকাত প্রদান করিতে যাহারা অসম্মতি জানাইয়াছিল— তাহাদের উপরোক্ত যুক্তি যে ভ্রান্ত ছিল, তাহা সাহাবায়ে কিরাম (রা) হয্‌রত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে জীবিত সকল সাহাবী (রা) হয্‌রত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উপরোক্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া খলীফার যাকাত প্রদান করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর যুগে যেরূপে তাঁহার হস্তে যাকাত প্রদান করিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সেইরূপে তাঁহার হস্তে উহা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদের বিষয়ে হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক এতো দৃঢ় ও কঠোর ছিলেন যে, তিনি তাহাদের যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইবার ব্যাপারে বলিয়াছিলেন— 'তাহারা যদি একটি বাচ্চাও— অন্য এক রেওয়ায়াত অনুসারে বকরির— যাহা তাহারা নবী করীম (সা) যুগে যাকাত হিসাবে প্রদান করিত— প্রদান করিতে অসম্মতি জানায়, তবে নিশ্চয় উহার কারণে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।'

'وَصَلِّ عَلَيْهِمْ হে রাসূল! তুমি তাহাদের জন্যে দু'আ ও ইস্‌তেগ্‌ফার করিও।'

হয্‌রত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী আওফা (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— হয্‌রত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী আওফা (রা) বলেন, নবী করীম (সা)- নিয়ম ছিল— তাঁহার নিকট কোনো গোত্রের লোকদের সদকার মাল উপস্থাপিত হইলে তিনি তাহাদের জন্যে দু'আ করিতেন। একদা আমার পিতা (হয্‌রত আবূ-আওফা রা) তাহার মালের সদকা (যাকাত) লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে নবী করীম (স) বলিলেন– হে আল্লাহ্! তুমি আবূ আওফা-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি রাহ্‌মাত নাযিল করো।'

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'একদা জনৈকা মহিলা নবী করীম (সা)-এর নিকট আবেদন জানাইল 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্যে এবং আমার স্বামীর জন্যে দু'আ করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন– আল্লাহ্ তোমার প্রতি এবং তোমার স্বামীর প্রতি রাহ্‌মাত নাযিল করুন।'

إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ –"হে রাসূল! আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে শান্তিপ্রদ (তাওবা–১০৩-১০৪)

হয্‌রত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ। অর্থাৎ— আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে রহ্‌মাত।' কাতাদাহ (র) বলেন, إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থাৎ— আপনার দু'আ নিশ্চয় তাহাদের জন্যে শান্তি।' অধিকাংশ ক্বারী (صلوة) শব্দটিকে একবচন রূপে পড়িয়াছেন; তবে কেহ কেহ উহাকে (صَلَوَاتٌ) অর্থাৎ বহুবচন রূপে পড়িয়াছেন।

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ- 'হে রাসূল! আল্লাহ্ আপনার দু'আ শুনিয়া থাকেন এবং তিনি জানেন— কে আপনার দু'আ পাইবার যোগ্যতা রাখে।'

ইমাম অহমদ (র)....হযরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'তিনি বলেন নবী করীম (সা) যখন কোনো ব্যক্তির জন্যে দু'আ করিতেন, তখন তিনি তাহার সহিত তাহার পুত্র-কন্যাসহ এবং তাহার পৌত্র-পৌত্রীগণ ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীগণের জন্যেও দু'আ করিতেন।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্মাদ আবার আবূ নু'আইম (র)....ইব্নে হোযায়ফা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সনদের রাবী মিস্আর (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত রেওয়ায়াতকে তাহার শায়েখ একবার হযরত হোযায়ফা (রা)-এর মাধ্যমেও বর্ণনা করিয়াছেন।

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পথে সাদকা প্রদান করিবার জন্যে এবং তাঁহার নিকট তাওবা করিবার জন্যে মু'মিনদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত দুইটি নেক আমল বান্দার বদ আমলকে তাহার আমল-নামা হইতে দূর করিয়া দেয়। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'আল্লাহর যে সকল বান্দা গোনাহ্ হইতে তাঁহার নিকট তাওবা করে, তিনি তাহাদের তাওবা কবূল করিয়া থাকেন আর তাহার যে সকল বান্দা হালাল পথে উপার্জিত মাল হইতে তাঁহার পথে সাদকা প্রদান করে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন এবং কবূল করেন।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কোনো বান্দার সাদকাকে কবূল করিলে তিনি উহাকে বৃদ্ধি করিতে করিতে উহার একটা খেজুরকে ওহোদ পাহাড়ের সমতুল্য করিয়া দেন।

ইমাম তিরমিযী (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাদকা কবূল করেন এবং উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি উহাকে এইরূপে লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকেন। যেরূপে তোমরা অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করিয়া বড়ো বানাইতে থাকো। হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-এর উক্ত বাণীর সমর্থন রহিয়াছেঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"তাহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্— তিনি-ই স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল করিয়া থাকেন এবং সাদকাসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন? আর (তাহারা কি জানে না) যে, তিনিই তাওবা কবূলকারী ও কৃপাময়" (তাওবা-১০৩)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলিতেছেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ –“আল্লাহ সুদকে নিঃশেষ করিয়া দেন এবং সাদকাসমূহকে বর্ধিত করিয়া দেন” (বাকারা-২৭৬)।

সাওরী ও আমাশ (র)...হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ‘একদা হয্‌রত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রা) বলিলেন– ‘সাদকার মাল সাদকা-গ্রহীতার হাতে পড়িবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্ তা‘আলার হাতে পড়িয়া থাকে।’ অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন ঃ

(তাওবা-১০৪) – اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ الاية

ইব্‌নে আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে শাযির সাক্‌সাকী দামেশ্‌কী-এর জীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ হয্‌রত মু‘আবিয়া (রা)-এর শাসনের যুগে একদা একদল মুসলমান আবদুর রহমান ইব্‌নে খালেদ ইব্‌নে ওয়ালীদ-এর সেনাপতিত্বে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিল। উক্ত যুদ্ধে জনৈক মুস্‌লিম সৈনিক একশত রোমীয় স্বর্ণ-মুদ্রা আত্মসাৎ করিল। যোদ্ধাগণ যুদ্ধ শেষ করিয়া দেশে ফিরিবার পথে অর্থ-আত্মসাৎকারী সৈনিকটি স্বীয় কার্যের জন্যে লজ্জিত হইয়া সেনাপতির নিকট আগমন করতঃ তাহাকে উক্ত আত্মসাৎ-কৃত অর্থ ফেরত লইবার জন্যে অনুরোধ জানাইল। কিন্তু, তিনি উহা তাহার নিকট হইতে ফেরত লইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, মুজাহিদগণ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি তোমার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। কিয়ামতের দিনে তুমি উহা লইয়া আল্লাহ্‌র নিকট উপস্থিত হইবা। লোকটি সাহাবীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করিয়া তাহাদের নিকট তাহার বিপদ-উদ্ধারের পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা সকলেই তাহাকে একই উত্তর দিলেন। অতঃপর দামেশ্‌কে পৌছিয়া লোকটি হযরত মু‘আবিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করতঃ তাহার নিকট উক্ত অর্থ ফেরত লইতে অনুরোধ জানাইল। তিনি উহা ফেরত লইতে অসম্মতি জানাইলেন। ইহাতে লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলিতে বলিতে হযরত মু‘আবিয়া (রা)-এর দরবার হইতে বাহির হইয়া গেল। এই অবস্থায় সে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌নে শাযির সাক্‌সাকী-এর নিকট দিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেনো? সে তাঁহার নিকট নিজের ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার উপদেশ মানিবেতো? সে বলিল, ‘হাঁ; মানিব।’ তিনি বলিলেন, ‘যাও; মু‘আবিয়ার কাছে যাও। গিয়া তাহাকে বলো– ‘আপনি আমার নিকট হইতে বায়তুল-মালের প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করুন।’ এই বলিয়া তাহার নিকট বিশটা স্বর্ণ-মুদ্রা অর্পণ করে। অবশিষ্ট

আশিটা স্বর্ণ-মুদ্রা উহার প্রাপক মুজাহিদদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র রাস্তায় সাদকা করিয়া দাও। "আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে তাওবা কবূল করিয়া থাকেন।" তিনি সেই সব মুজাহিদদের নাম-ধাম সবই ভালরূপে জানেন। লোকটি তাহা-ই করিল। হযরত মুআবিয়া (রা) উহা শুনিয়া বলিলেন— আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাযির লোকটাকে যে ফতোয়া দিয়াছেন— তাহাকে আমার সেই ফতোয়া দেওয়া এখন আমার নিকট আমার সমস্ত ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পদ অপেক্ষা অধিকতর পছন্দনীয় মনে হইতেছে।

(١٠٥) وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

১০৫. এবং বল, তোমরা কার্য করিতে থাক; আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ দেখিতে থাকিবেন এবং তাহার রাসূল ও মু'মিনগণও এবং তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট। অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা জানাইয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি অবাধ্য বান্দাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।'

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন—'মানুষের আমল—আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ প্রত্যক্ষ করিবেন।' কিয়ামতের দিন নিশ্চয় উহা ঘটিবে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিতেছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

"সেইদিন তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে। সেদিন কোনো গোপন বিষয়-ই তোমাদের নিকট হইতে গোপন থাকিবে না" (হাক্কা-১৮)।

আরো বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ "যে দিন গোপন বিষয়সমূহ প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে" (ত্বারেক-৯)।

আরো বলিতেছেন ঃ

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ –"আর যে সকল বিষয় বক্ষে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে" (আদিয়া-১০)।

আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো মানুষের আমল দুনিয়াতেও প্রকাশ করিয়া দেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত হয় ঃ ইমাম আহমদ (র),....হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– 'কোনো ব্যক্তি যদি দরজা-জানালা বিহীন নিশ্চিদ্র পাথরের মধ্যে থাকিয়াও কোনো আমল করে, তথাপি আল্লাহ্ তা'আলা উহা মানুষের সম্মুখে নিশ্চয় প্রকাশ করিবেন।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহকে তাহাদের স্ব-স্ব মৃত আত্মীয় ও আপন জনদের সম্মুখে 'আলম-ই-বারযা عَالَمُ الْبَرْزَخ – মানবাত্মা উহার দেহ ত্যাগ ও পুনরুত্থানের মধ্যবর্তী সময়ে যে জগতে বাস করে সেই জগৎ)'-এ উপস্থাপিত করা হয়।' আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)....হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে তাহাদের কবরে উপস্থাপিত করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে, হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদের অন্তরে নেক আমল করিবার ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয় এবং আপন জনদের সম্মুখে পেশ করা হয়। তোমাদের আমল নেক হইলে তাহারা উহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়। তোমাদের আমল বদ হইলে তাহারা বলে– 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে যেরূপে সত্য পথ দেখাইয়াছ– সেইরূপে তাহাদিগকে সত্য পথ না দেখাইয়া মৃত্যু দিওনা।'

হযরত আয়েশা (রা) হইতে ইমাম বোখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেন— কোনো মুসলিম ব্যক্তির নেক আমল তোমাকে বিস্মিত করিলে তুমি বলিও–

اِعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"তোমরা আমল করিতে থাকো। আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ অচিরেই তোমাদের আমল দেখিবেন" (তাওবা-১০৫)।

হযরত আয়েশা (রা)-এর উপরোক্ত বাণীর প্রায় অনুরূপ বাণী স্বয়ং নবী করীম (সা) হইতেও বর্ণিত রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, একদা নবী করীম (সা) বলিলেন— 'তোমরা কাহাকেও নেক আমল অথবা বদ আমল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইও না; বরং তাহার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা করো; কারণ, এইরূপ ঘটিতে পারে যে, একটি

বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া নেক আমল করিতে থাকিল। তাহার নেক আমলের পরিমাণ এত বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে জান্নাতে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে বদ আমল করা আরম্ভ করিল। আবার এইরূপও ঘটিতে পারে যে, 'আল্লাহ্‌র একটি বান্দা বহু বৎসর ধরিয়া বদ আমল করিতে থাকিল। তাহার বদ আমলের পরিমাণ এতো বেশী হইল যে, সে সেই অবস্থায় মরিলে দোযখে যাইত। এই অবস্থায় তাহার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল। সে নেক আমল করিতে আরম্ভ করিল।' বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে রাহমাত করিতে চাহেন, তখন তিনি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে দিয়া নেক আমল করান। সাহাবীগণ আরয করিলেন— হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দিয়া কিরূপে নেক আমল করান? নবী করীম (সা) বলিলেন— আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে নেক আমল করিবার জন্যে তাওফীক দান করেন। তাহার সে নেক আমল করিবার পর তিনি তাহাকে মৃত্যু দেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে শুধু ইমাম আহমাদ হযরত আনাস (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٠٦) وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا
يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ o

১০৬. এবং আল্লাহর আদেশের প্রতীক্ষায় অপর কতকের সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রহিল যে, তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, না ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইক্‌রিমা এবং যাহহাক (র) সহ একদল তাফ্‌সীরকার বলেন— 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই তিনজন সাহাবীর বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন— যাহাদের তওবা কবূল করাকে আল্লাহ তা'আলা বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তাহারা হইতেছেন— মোরারা ইব্‌নে রবী' (مُرَارَةُ ابْنُ رَبِيْعٍ); কা'ব ইবনে মালেক (كَعْبُ ابْنُ مَالِكٍ); এবং হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া (هِلَالُ ابْنُ اُمَيَّةَ)।

উক্ত সাহাবীত্রয় মু'মিন হওয়া সত্ত্বেও আরো কয়েকজনসহ অলসতা, আরাম প্রিয়তা, ফল-আহ্‌রণের লোভ ইত্যাদি কারণে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলেন। কোন প্রকার মুনাফিকীর কারণে নয়। তাহাদের মধ্য হইতে হযরত আবূ-লোবাবা (اَبُوْلُبَابَةَ) (রা)-সহ কয়েকজন সাহাবী নিজেদের অপরাধের কারণে নিজদিগকে মাসজিদে নবুবী-এর খুঁটিসমূহের সহিত বাঁধিলেন; কিন্তু উপরোক্ত তিনজন সাহাবী তাহা করিলেন না। যাহারা নিজদিগকে মাস্‌জিদে নবুবীর খুঁটি-সমূহের সহিত

বাঁধিলেন— তাহাদের তাওবা আল্লাহ্ তাআলা অন্যদের তাওবা কবূল করিবার পূর্বে কবূল করিলেন। উক্ত তিনজন সাহাবী— যাহারা নিজদিগকে মাস্‌জিদে নবুবী-এর খুঁটি সমূহের সহিত বাঁধিলেন না—এদের তাওবা কবূল করাকে আল্লাহ্ তা'আলা বিলম্বিত করিলেন। আল্লাহ্ তাআলা বিলম্বে তাহাদের তাওবা কবূল করিয়া নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

তাহাদের ঘটনার বিবরণ এই সূরার অন্তর্গত উপরোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা)-কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে বিবৃত হইবে ইন্‌শা আল্লাহ্।

(১০৭) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّتَفْرِيْقًاۢ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ٥

(১০৮) لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ٥

১০৭. যাহারা মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতিপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিপদে যে ব্যক্তি সংগ্রাম করিয়াছে তাহার গোপন ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, তাহারা অবশ্যই শপথ করিবে। আমরা সদুদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছি, আল্লাহ সাক্ষী, তাহারা তো মিথ্যাবাদী।

১০৮. তুমি ইহাতে কখনও দাঁড়াইওনা। যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হইতেই স্থাপিত হইয়াছে তাকওয়ার উপর, উহাই তোমার সালাতের জন্য অধিকতর যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যাহারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

তাফসীর ঃ শানে-নুযূল ঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয় ও উহার পরবর্তী আয়াতদ্বয় নিম্নোক্ত ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা)-এর মদীনায় আগমন করিবার পূর্বে তথায় খাযরাজ গোত্রে 'আবূ-আমের রাহেব (ابُوْعَامِرْ رَاهِبْ)' নামক একটা লোক বাস করিত। সে জাহেলী যুগে খৃস্টান হইয়া গিয়াছিল এবং আহ্‌লে-কিতাব জাতিসমূহের গ্রন্থাবলী পাঠ করতঃ তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। জাহেলী যুগে সে বেশ ইবাদত বন্দেগী করিত এবং খাযরাজ গোত্রে সে বিপুল সম্মানের অধিকারী ছিল। নবী করীম (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর যখন লোকে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং দিন দিন ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল আর আল্লাহ্ তা'আলা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদিগকে মুশরিকদের উপর মহা বিজয় দান করিলেন, তখন উক্ত আবূ-আমের রাহেবের গাত্র-দাহ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাহার শত্রুতা চরমভাবে প্রকাশ পাইল। সে নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে কোরাইশ গোত্রের মুশ্‌রিকদিগকে উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্যে মক্কায় পালাইয়া গেল। তাহার প্ররোচনায় মক্কার মুশরিকগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রের সমমনা লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া ওহোদের ময়দানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে মহা পরীক্ষায় ফেলিলেন। উহাতে যাহারা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেন। তবে আখিরাতের নি'আমাত, কৃতকার্যতা এবং বিজয় মুত্তাকীদের জন্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। ওহোদের যুদ্ধে উপরোক্ত অভিশপ্ত সত্য-দ্বেষী আবূ-আমের রাহেব উভয় পক্ষের সৈন্য শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে কতগুলি গর্ত খুড়িয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (সা) উহাদের একটিতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। উহার ফলে তিনি মাথায় ও মুখ-মন্ডলে দারুন আঘাত পাইয়াছিলেন। উহার ফলে শ্রেষ্ঠতম মানব-প্রেমিক ও মানব-হিতৈষী এবং সকল মানবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানব আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা মুহাম্মাদ মুস্তফা আহ্‌মাদ মুজ্‌তাবা (সা)-এর পবিত্র দাঁতের নীচের পাটীর ডানদিকের সম্মুখের দাঁতটা শহীদ হইয়া গিয়াছিল। মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি যে দুঃসহ যন্ত্রণাকে তিনি সহিয়া গিয়াছেন, উহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি মহা শান্তি ও রহমাত নাযিল করুন।

যুদ্ধের প্রারম্ভে উপরোক্ত অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে নিজ দলে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সম্মুখে বক্তৃতা দিল। তাহারা তাহার কুমতলব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিল– 'হে সত্যের শত্রু! হে আল্লাহ্‌র শত্রু! আল্লাহ্

তোমাকে শান্তি হইতে বঞ্চিত করুন।' তাহারা তাহাকে গালি-গালাজ করিতে লাগিল। ইহাতে সে নিরাশ হইয়া এই বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গেল— 'দেখিতেছি– আমার অনুপস্থিতিতে আমার গোত্রের লোকেরা পথ-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

আবূ-আমের রাহেব মক্কায় পালাইয়া যাইবার পূর্বে নবী করীম (সা) তাহাকে ইসলামের দিকে দাও'আত দিয়াছিলেন এবং তাহাকে কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সে ঘাড় বাঁকাইয়া সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহার প্রতি এই বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, 'সে যেনো বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।' বলা অনাবশ্যক যে, আল্লাহ্র রাসূলের উক্ত বদ দু'আ স্বভাবতই আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়াছিল এবং অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায়ই মরিয়াছিল।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ছিল আল্লাহ্র তরফ হইতে আগত একটা পরীক্ষা মাত্র এবং উহা ছিল একটা সাময়িক পরাজয় মাত্র। উক্ত যুদ্ধের পর আল্লাহ্র দ্বীন পূর্বের ন্যায়ই ক্রমবিস্তৃত ও ক্রমশক্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অভিশপ্ত আবূ-আমের রাহেব ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে রোমান সম্রাট হেরাক্ল (هِرَقْل)-এর নিকট চলিয়া গেল। সম্রাট হেরাক্ল তাহাকে সাহায্য প্রদানের আশ্বাস প্রদান করতঃ তাহাকে নিজের নিকট স্থান দিল। ইহাতে সে নিজ গোত্রের একদল লোক— যাহারা মুনাফিক ছিল এর নিকট পত্র লিখিয়া জানাইল যে, 'সে মুহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অচিরেই সম্রাট হেরাক্ল-এর নিকট হইতে একটা সেনাবাহিনী লইয়া মদীনায় আগমন করিতেছে। যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করিয়া সে তাহাকে তাহার বর্তমান মর্যাদা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে।' পত্রে সে তাহাদিগকে নির্দেশ দিল তাহারা যেনো তাহার জন্যে একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে। অতঃপর যাহারা তাহার পক্ষ হইতে সংবাদ বাহক হিসাবে মদীনায় আগমন করিবে, তাহারা উক্ত আশ্রয়-স্থানে অবস্থান করিবে। এতদ্ব্যতীত সে নিজে যখন মদীনায় আগমন করিবে, তখন উহাতেই সে অবস্থান করিবে। তাহার নির্দেশে তাহার গোত্রের মুনাফিকগণ 'কোবা'র মাসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি স্থানে একটি মাস্‌জিদ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা উহাকে যথাসাধ্য মযবুত ও সুদৃঢ় করিয়া নির্মাণ করিল। তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে তাহাদের মাসজিদের নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত হইল। উহার নির্মাণ কার্যের সমাপ্তির পর তাহারা নবী করীম (সা)-এর দ্বারা উহা উদ্বোধন করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া তাহাকে তথায় প্রথম সালাত আদায় করিতে অনুরোধ জানাইল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল— নবী করীম (সা) তাহাদের মাসজিদে সালাত আদায় করিবার ফলে তাহারা মুসলমানদিগকে বলিবে যে, 'আল্লাহ্র রাসূল এই মাস্‌জিদে সালাত আদায়

করিবার মাধ্যমে ইহাকে মাস্জিদ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন।' তাহারা উক্ত মাস্জিদ নির্মাণ করিবার পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা যুক্তি উপস্থাপিত করিল। তাহারা নবী করীম (সা)-কে জানাইল— 'যে সকল মু'মিন শারীরিক দিক দিয়া দুর্বল- তাহারা সালাত আদায় করিবার উদ্দেশ্যে দূরে অবস্থিত 'কোবা'র মাস্জিদে যাইতে পারে না এবং অসুস্থ মু'মিনগণ শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী 'কোবা'র মাসজিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে পারে না। তাহাদের সুবিধার জন্যে আমরা উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে উক্ত মাস্জিদে সালাত আদায় করা হইতে রক্ষা করিলেন। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন— 'আমরা সফরে যাইতেছি। সফর হইতে ফিরিয়া ইন্শা আল্লাহ্ মাসজিদ উদ্বোধন করিব।' নবী করীম (সা)-এর তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন মদীনা আর মাত্র একদিন বা উহার কম সময়ের পথের দূরত্বে রহিল, তখন হযরত জিব্রাঈল (আ) তাঁহার নিকট অবতীর্ণ হইয়া মুনাফিকদের উক্ত মাসজিদ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। হয্রত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে জানাইলেন যে, 'মুনাফিকগণ কুফ্রের প্রচারের উদ্দেশ্যেই এবং 'কোবা'র মাস্জিদের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত মাস্জিদ নির্মাণ করিয়াছে।' ইহাতে নবী করীম (সা) উক্ত মাস্জিদকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্যে একদল সাহাবীকে সেখানে পাঠাইলেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর মদীনাতে পৌঁছিবার পূর্বে-ই উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবী-তাল্হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযূল সম্বন্ধে হয্রত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন— আবূ আমের নামক জনৈক কাফির ব্যক্তি একদা আনসার গোত্রের মুনাফিকদিগকে বলিল- 'তোমরা একটা মাস্জিদ নির্মাণ করো এবং যথাসাধ্য বেশী পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকো। আমি রোমক সম্রাট কায়সার (قَيْصَرُ- রোমক সম্রাটের উপাধি)-এর নিকট যাইতেছি। তাঁহার নিকট হইতে একদল যোদ্ধা আনিয়া মুহাম্মদ ও তাঁহার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া মদীনা হইতে বহিষ্কৃত করিব।' মুনাফিকগণ তাহার আদেশে একটা মাস্জিদ নির্মাণ করিয়া নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা একটা মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনি গিয়া উহাতে সালাত আদায় করিবেন এবং আমাদের জন্যে বরকতের দু'আ করিবেন।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ নাযিল করিলেন ঃ

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا - اِلَى قَوْلِهٖ تَعَالٰى - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

(তাওবা-১০৮)

সাঈদ ইবনে জোবায়ের, মুজাহিদ, উর্ওয়া ইব্নে যোবায়ের এবং কাতাদাহ (র) প্রমুখ একদল আহ্লে-ইলম হইতেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

যুহ্রী, ইয়াযীদ ইবনে রুমান, আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর এবং আছেম ইব্নে আমর ইব্নে কাতাদাহা (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ হইতে মুহাম্মদ ইব্নে ইস্হাক (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'তাহারা বলেন— মুনাফিকগণ 'মাস্জিদে যেরার (مَسْجِدُ الضِّرَارِ – ইস্লামের বিরুদ্ধে নির্মিত মাস্জিদ)'-এর নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিবার পর নবী করীম (স)-এর তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কালে তাঁহার নিকট উপস্থিতি হইয়া বলিল—'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মধ্য হইতে অনেক লোক অসুস্থতা বা কর্ম-ব্যস্ততার কারণে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাইতে পারেন না। আবার বৃষ্টির রাত্রিতে এবং শীতের রাত্রিতে দূরবর্তী মাস্জিদে সালাত আদায় করিতে যাওয়া লোকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না; এই সব অসুবিধার কারণে আমরা আমাদের বসতিতে একটি মাস্জিদ নির্মাণ করিয়াছি। আমাদের আকাঙ্ক্ষা আপনি উক্ত মাস্জিদে আসিয়া সালাত আদায় করিবেন'। নবী করীম (সা) বলিলেন—'আমি যুদ্ধে যাইতেছি। বর্তমানে আমি যুদ্ধে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার কার্যে ব্যস্ত রহিয়াছি বিধায় এই সময়ে আমার পক্ষে তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভবপর নহে; তবে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ্ চাহেনতো তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করিব।' নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিবার কালে যখন 'যূ-আওয়ান (ذُوْ اَوَانُ) ' নামক স্থানে— যাহা মদীনা হইতে মাত্র একদিনের কম সময়ের পথের মাথায় অবস্থিত— পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার নিকট (আল্লাহ্র তরফ হইতে) উক্ত 'মাস্জিদে যেরার' সম্পর্কিত সংবাদ আসিল। তিনি বানূ-সালেম ইব্নে আওফ গোত্রের মালেক ইব্নে দুখশুমকে এবং বানূ আজ্লান গোত্রের মা'ন ইব্নে আদীকে (مَعْنُ ابْنِ عَدِيٍّ) অথবা তাহার ভ্রাতা আমের ইব্নে আদী (عَامِرُ اِبْنِ عَدِيٍّ) কে ডাকিয়া বলিলেন— 'তোমরা দুইজনে গিয়া এই মাস্জিদকে— যাহার বাশিন্দাগণ যালিম— বিধ্বস্ত করো এবং জ্বালাইয়া দাও।' তাহারা দ্রুত মালেক ইব্নে দুখশুম-এর গোত্র বানূ-সালেম ইব্নে-আওফ-এর বসতিতে পৌঁছিলেন। তাহাদের এখানে পৌঁছিবার পর মালেক ইব্নে দুখশুম মা'ন ইব্নে আদীকে (অথবা আমের ইব্নে আদীকে) বলিলেন— 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর আমি আমার নিজ লোকদের নিকট হইতে আগুন লইয়া আসি।' অতঃপর মালেক ইব্নে আদী নিজ লোকদের নিকট গমন করতঃ একটি খেজুরের ডাল লইয়া উহাতে আগুন ধরাইলেন। অতঃপর তাহারা দুইজনে দ্রুত 'মাসজিদে যেরার' এ উপস্থিত হইলেন। উহাতে তখন কতগুলি মুনাফিক বসা ছিল। এই অবস্থায় তাহারা দুইজনে উহাকে পোড়াইয়া ফেলিলেন এবং বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। যে সকল মুনাফিক উহার

মধ্যে বসা ছিল, তাহারা সকলে ছত্র-ভঙ্গ হইয়া গেল। উক্ত মাস্‌জিদ এবং উহার নির্মাণকারী মুনাফিকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিয়াছেনঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ - (তাওবা-১০৭)

যাহারা মাস্‌জিদে যেরার নির্মাণ করিয়াছিল— তাহারা সংখ্যায় ছিল বারো জন। তাহাদের নাম হইতেছে এই ঃ খেযাম ইব্‌নে খালেদ (خِذَامُ ابْنُ خَالِدٌ)। সে ছিল বানূ আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের একটি শাখা-বানূ আবদ ইব্‌নে যায়েদ এর লোক। তাহারাই গৃহ হইতে উক্ত মাস্‌জিদের স্থান বাহির হইয়াছিল। সা'লাবা ইব্‌নে হাতেব (ثَعْلَبَةَ ابْنِ حَاطِبٌ)। সি ছিল বানূ উমাইয়া ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের মিত্র— বানূ-উবায়েদ গোত্রের লোক। মু'আতাব ইব্‌নে কোশায়ের (مُعَتَّبُ اِبْنِ قُشَيْرٍ)। সে ছিল বানূ যাবীআহ্‌ ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের লোক। আবূ হাবীবা ইব্‌নে আয্‌আর (اَبُوْحَبِيْبَةَ اِبْنِ اَزْعَرْ)। সে ছিল বানূ-যাবীআহ ইব্‌নে যায়েদ গোত্রের লোক। আব্বাদ ইব্‌নে হানীফ (عَبَّادُ اِبْنِ حَنِيْفٌ) সে ছিল সাহ্‌ল ইব্‌নে হানিফের এর ভাই এবং বানূ আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের লোক। হারেছা ইবনে আমের (حَارِثَةَ اِبْنِ عَامِرْ)। মুজাম্মা' ইব্‌নে হারেসা (مُجَمِّعُ اِبْنِ حَارِثَةَ)। যায়েদ ইব্‌নে হারেসা (زَيْدِ ابْنِ حَرِثَةَ) উহারা দুইজন ছিল উপরোক্ত হারেসা-এর পুত্র। নাব্‌তাল আল-হারেছ (نَبْتَلُ اَلْحَارِثْ) মাখ্‌রাজ (مَخْرَجُ) বিজাদ ইব্‌নে ইম্‌রান (بِجَادُ اِبْنِ عِمْرَانْ)। শেষোক্ত ছয়জন ছিল বানূ যাবীআহ্‌ গোত্রের লোক। ওয়াদী'আহ্‌ ইবনে সাবেত (وَدِيْعَةَ اِبْنِ ثَابِتْ) সে ছিল আবূ লোবাবা ইব্‌নে আব্‌দুল মুন্‌যির-এর গোত্র বানূ উমাইয়া-এর মিত্র গোত্রের লোক।

وَلَيَحْلِفَنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

অর্থাৎ— 'যে সকল মুনাফিক ইসলাম তথা মু'মিনদের সাহিত শত্রুতা করিয়া মাসজিদ নির্মাণ করিয়াছে— তাহারা নিশ্চয় শপথ করিয়া বলিবে— 'মাস্‌জিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে মানুষের উপকার করা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।' আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তাহারা তাহাদের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী (তাওবা-১০৮)। তাহারা মাস্‌জিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য থাকিবার কথা ব্যক্ত করিয়াছে—প্রকৃত পক্ষে তাহাদের মাসজিদ নির্মাণ করিবার পশ্চাতে সে উদ্দেশ্য নাই। বরং উহার পশ্চাতে রহিয়াছে—'কোবা'র মাস্‌জিদের ক্ষতি সাধন করা, আল্লাহ্‌র প্রতি কুফ্‌র করা, মু'মিনদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্‌র যে শত্রু ইতিপূর্বে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, সেই আবূ আমের রাহেব—তাহার প্রতি লা'নাত বর্ষিত হউক—এর জন্যে আশ্রয় নির্মাণ করা।'

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيهِ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে নবী করীম (সা) কে মাস্জিদে যেরার-এ সালাত আদায় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উক্ত নিষেধ নবী করীম (স)-এর উম্মত—যাহারা সর্বক্ষেত্রে তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্যে আদিষ্ট হইয়াছে— এর প্রতিও প্রযোজ্য। আয়াতে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা 'মাসজিদে কোবা'তে সালাত আদায় করিবার জন্যে নবী করীম (সা) কে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন। উক্ত মাস্জিদে কোবা-এর পরিচয় কী? উহা সেই মাস্জিদ— নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার প্রাক্কালে কোবায় পৌঁছিয়া যাহাকে ইস্লাম ও মুসলমানদের আশ্রয় স্থান বানাইবার উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, 'আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে যে মাস্জিদে সালাত আদায় করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই মাস্জিদ হইতেছে 'কোবা'র মাস্জিদ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন—'কোবা'র মাস্জিদে একবার সালাত আদায় করা একবার উম্রাহ্ আদায় করিবার সমতুল্য নেকীর কাজ।' সহীহ হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) কখনো উট বা ঘোড়ায় চড়িয়া এবং কখনো পায়ে হাটিয়া 'কোবা'র মাস্জিদ পরিদর্শন করিতে যাইতেন' হাদীসে আরো বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা) মদীনায় পদার্পণ করিবার পূর্বে কোবা নামক স্থানে বানূ আমর ইব্নে আওফ গোত্রের বসতিতে অবতরণ করিয়া প্রথম দিনে যখন 'কোবা'র মাস্জিদ নির্মাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন হয্রত জিব্রাঈল (আ)-ই তাঁহাকে কেব্লার দিক চিনাইয়া দিয়াছিলেন।' আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ দাউদ (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

আল্লাহ্ তা'আলা 'কোবা'র অধিবাসী সাহাবীদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন। তাহাদেরই প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশ নাযিল করিয়াছেন।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইব্নে মাজা ও উপরোক্ত রাবী ইউনুস ইব্নে হারেস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত ইউনুস ইব্নে হারেস একজন দুর্বল (ضَعِيفٌ) রাবী। উক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে ইমাম তিরমিযী মন্তব্য করিয়াছেন— উক্ত রেওয়ায়াত শুধু উপরোক্ত মাধ্যমেই বর্ণিত হইয়াছে।

তাবরানী (র)....হযরত ইব্‌নে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা عويم ابن ساعده (র)-এর নিকট সংবাদ বাহক পাঠাইয়া প্রশ্ন করিলেন— যে পবিত্রতাকে তোমাদের পছন্দ করিবার কারণে আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন পবিত্রতা? হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা (রা) বলিলেন-'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের প্রতিটি নারী ও প্রতিটি পুরুষ মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে।' নবী করীম (স) বলিলেন, আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এই পবিত্রতারই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন।'

ইমাম আহমদ (র).... হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা আন্‌সারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) 'কোবা'র মাস্‌জিদে আগমন করিয়া উহার অধিবাসী সাহাবীদেরকে বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মাস্‌জিদের ঘটনা বর্ণনা করিবার প্রসঙ্গে তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী যাহার প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিয়াছেন" তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এই বিষয়টা ছাড়া অন্য কিছু জানিনা যে, আমাদের কতগুলি ইয়াহূদী প্রতিবেশী ছিল। তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিত। আমরা মল ত্যাগ করিবার পর তাহাদের ন্যায় পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।" উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্‌নে খোযায়মা স্বীয় 'সহীহ' সংকলনে বর্ণনা করিয়াছেন।

এবং হুশাইম (র)....ইবরাহীম ইব্‌নে মুআল্লা আন্‌সারী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) হযরত উআইম ইব্‌নে সায়িদা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ তাআলা فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশে তোমাদের যে পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন— উহা কোন্ পবিত্রতা? তাহারা বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।"

ইব্‌নে জরীর....হযরত খোযায়মা ইব্‌নে সাবেত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এই আয়াতাংশে যে সকল সাহাবীর প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে— তাহারা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত মুহাম্মদ ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) (কোবায়) আগমন করিয়া (উহার অদিবাসী সাহাবীদিগকে) বলিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতা পছন্দ

করিবার কারণে তোমাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কী? তাহা আমাকে বলো তো।' তাহারা বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উক্ত পবিত্রতাকে আমরা তাওরাতে আমাদের জন্যে ফরয হিসাবে লিখিত পাই। উহা হইতেছে— (মল ত্যাগ করিবার পর) পানি দ্বারা শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করা।

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -(তাওবা-১০৮)

আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা যে 'কোবা'র মাস্‌জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন— তাহা একদল সালাফ (سَلَفٌ – পূর্বযুগীয় বিশিষ্ট ফকীহ ও আলেমগণ) সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে তাল্‌হা উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাযযাক (র) উর্‌ওয়া ইব্‌নে যোবায়ের হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতিয়্যা আওফী, আব্‌দুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আস্‌লাম, শা'বী এবং হাসান বসরী (র)ও উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের এবং কাতাদা (র) হইতেও ইমাম বাগাবী (র) উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আবার সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ 'মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থিত মাস্‌জিদই—যাহা মাসজিদে নবুবী নামে বিখ্যাত—হইতেছে সেই মাস্‌জিদ— যাহা 'তাক্‌ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।' উক্ত হাদীসও সহীহ। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয় এবং উক্ত হাদীসে বর্ণিত বিষয় এই উভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধীতা নাই ; কারণ 'কোবা'র মাস্‌জিদ তাক্‌ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ হইলে মদীনার মাসজিদে নবুবী অধিকতর উত্তমরূপে 'তাক্‌ওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— 'তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, 'তাকওয়া'র উপর প্রতিষ্ঠত মাস্‌জিদটি হইতেছে আমার এই মাস্‌জিদ (অর্থাৎ— মাস্‌জিদে নবুবী)।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) সাহ্‌ল ইব্‌নে সা'দ সায়িদী হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোন্‌টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। এক সাহাবী বলিলেন, "তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে—মাসজিদে নবুবী।" অন্য সাহাবী বলিলেন, 'তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদটি হইতেছে— 'কোবার মাস্‌জিদ।' তাহারা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তাক্‌ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদটি হইতেছে 'আমার এই মাস্‌জিদ।' উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্‌মদ ছাড়া অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)....সাঈদ ইব্‌নে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদ কোনটি— এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন বলিলেন, 'উহা হইতেছে কোবার মাস্‌জিদ।' অন্যজন বলিলেন, উহা হইতেছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাস্‌জিদ (অর্থাৎ মাস্‌জিদে নবুবী)! নবী করীম (সা) বলিলেন, উহা হইতেছে আমার এই মাস্‌জিদ।' উক্ত রেওয়ায়াতকেও উক্ত সনদে ইমাম আহ্‌মদ ভিন্ন অন্য কোনো হাদীস সংকলক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ কোনটি— এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে কোবার মাস্‌জিদ।' অন্যজন বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে নবী করীম (সা)-এর মাস্‌জিদ (অর্থাৎ মাস্‌জিদে নবুবী)।' নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ 'উহা হইতেছে আমার মাসজিদ (অর্থাৎ— মাস্‌জিদে নবুবী)।'

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম তির্‌মিযী ও ইমাম সাঈদ (র) কুতাইবা (র) সূত্রে লায়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী উহার সনদকে 'সহীহ সনদ' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুস্‌লিমও বর্ণনা করিয়াছেন। শীঘ্রই উহা বর্ণিত হইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর যুগে একদা দুইজন সাহাবীর মধ্যে তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদ কোন্‌টি এই বিষয়ে মতভেদ দেখা দিল। তাহাদের একজন ছিলেন বানূ খুদরা গোত্রের লোক অর্থাৎ খুদরী সাহাবী-এবং অন্যজন ছিলেন বানূ আমর ইব্‌নে আওফ গোত্রের লোক অর্থাৎ— আম্‌রী সাহাবী। খুদ্‌রী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে নবী করীম (সা) এর মাসজিদ এবং আমরী সাহাবী বলিলেন, উহা হইতেছে কোবার মাস্‌জিদ। অতঃপর তাহারা নবী করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 'উহা হইতেছে এই মাস্‌জিদ' (অর্থাৎ— মাসজিদে নবুবী)।

ইমাম আহমদ (র)....আল-খার্‌রাত আল-মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— তিনি বলেন, একদা আমি আবূ সালামা ইব্‌নে আবদুর রহ্‌মান ইব্‌নে আবূ সাঈদ (খুদরী)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম— আপনার পিতা যে 'তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদটি'-এর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন? আবূ সালামা বলিলেন, একদা আমি নবী করীম (সা) এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে তিনি তাহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। আমি আরয

করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাক্‌ওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মাস্‌জিদটি কোথায় অবস্থিত? নবী করীম (সা) এক মুঠা কংকর হাতে লইয়া উহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'উহা হইতেছে তোমাদের এই মাস্‌জিদ (অর্থাৎ—মাস্‌জিদে নবুবী)।' অতঃপর তিনি বলিলেন— আমি তোমার পিতাকে উহা উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম মুস্‌লিম (র) ঊর্ধ্বতন রাবী ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে আবার তিনি (অর্থাৎ— ইমাম মুসলিম) উপরোক্ত রাবী হুমাইদ আল-খার্‌রাত আল মাদানী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম আহ্‌মদ এবং ইমাম মুসলিম ভিন্ন অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই।

একদল সালাফ ও খালাফ (سَلَفٌ – পূর্ব যুগীয় জ্ঞানীগণ; خَلَفٌ – পরবর্তী যুগীয় জ্ঞানীগণ) বলেন لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى- الاية এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা যে মাস্‌জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন— উহা হইতেছে মদীনার মাস্‌জিদ— 'মাসজিদে নবুবী।' হযরত উমর (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা), যায়েদ ইব্‌নে সাবেত এবং সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়্যাব হইতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম ইব্‌নে জারীর উক্ত ব্যাখ্যাকেই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ-

এই আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতে নির্মিত পুরাতন মাস্‌জিদসমূহে সালাত আদায় করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। উহা দ্বারা আরো প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ্‌র যে সকল নেক বান্দা সঠিকভাবে ওযূ করে এবং পবিত্রতাকে অত্যন্ত পছন্দ করে— তাহাদের সহিত জামা'আতে সালাত আদায় করা অত্যন্ত নেকীর কাজ।

ইমাম আহমদ (র)...জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। উহাতে তিনি সূরা-ই রূম তেলাওয়াত করিলেন। নবী করীম (সা)-এর তেলাওয়াতের মধ্যে বিস্মৃতি-জনিত ভ্রান্তি ঘটিয়া গেল। তিনি সালাত শেষ করিয়া বলিলেন— 'তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ঠিকমতো ওযূ না করিয়া আমাদের সহিত সালাতে শরীক হয়। উহাতে আমাদের ক্বেরাআতে ভুল আসিয়া যায়। যে ব্যক্তি আমাদের সহিত সালাত আদায় করিতে আসে, সে যেনো ঠিকমতো ওযূ করে।'

অতঃপর ইমাম আহ্‌মদ (র) 'সাহাবী হযরত যুল-কালা' (ذُو الْكَلَاعِ) (রা) হইতে দুইটা সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মতো ওযূ করা— ইবাদাতকে আসান করিয়া দেয়, উহাকে সঠিকরূপে সম্পাদন করিতে সহায়তা করে এবং বিশেষতঃ সালাতের ক্বেরাআতকে নির্ভুলভাবে পাঠ করিতে সাহায্য করে।

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا- وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ-

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আবুল আলিয়া বলেন— ‘ মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করা নিঃসন্দেহে পছন্দনীয় কাজ; তবে যে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন উহা হইতেছে গোনাহ্ হইতে আত্মার পবিত্রতা। সাহাবীগণ গোনাহ্ হইতে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন।' উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আ'মাশ (র) বলেন— ‘যে পবিত্রতাকে সাহাবীদের ভালবাসিবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশে তাহাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন— উহা হইতেছে শিরক হইতে পবিত্র থাকা এবং গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাকা। সাহাবীগণ শিরক হইতে নিজদিগকে পবিত্র রাখিতেন এবং গোনাহ্ হইতে ফিরিয়া থাকিতেন। উক্ত আয়াতাংশে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের সেই গুণেরই প্রশংসা করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত রহিয়াছে— একদা নবী করীম (সা) কোবার অধিবাসী সাহাবীদিগকে জিজ্ঞসা করিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন। তোমরা পবিত্রতা বিষয়ক কোন্ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকো? তাহারা বলিলেন, আমরা মল ত্যাগ করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকি।'

আবূ বকর বায্যার (র)...হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا- الاية এই আয়াতাংশে কোবাবাসী সাহাবীদের পবিত্রতার প্রিয়তার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াতাংশ নাযিল হইবার পর নবী করীম (সা) কোবাবাসী সাহাবীদের পবিত্রতা বিষয়ক কার্য সম্বন্ধে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিলে তাহারা বলিলেন— আমরা (মল ত্যাগ করিয়া) কংকর দ্বারা শৌচক্রিয়া সম্পাদন করিবার পর পানি দ্বারা শৌচ-ক্রিয়া করিয়া থাকি।'

হাফিয আল্ বায্যার উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর মন্তব্য করিয়াছেন— উক্ত রেওয়ায়াতকে যুহরী (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল আযীয (র) ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই। এবং উহাকে মুহাম্মদ ইব্নে আবদুল আযীয হইতে তাহার পুত্র আহ্মাদ ভিন্ন অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নাই।'

আমি (ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি উক্ত রেওয়ায়াতকে আমি এস্থলে এই কারণে উল্লেখ করিলাম যে, উহা ফকীহ্‌গণের নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ মুহাদ্দিস অথবা সকল মুহাদ্দিসের নিকট উহা অজ্ঞাত। অর্থাৎ— কোবাবাসী সাহাবীগণ যে ইস্‌তেনজায় কুলুখ এবং পানি উভয়ই ব্যবহার করিতেন, তাহা ফকীহ্‌গণের নিকট বিখ্যাত হইলেও পরবর্তী যুগীয় মুহাদ্দিসগণ উক্ত বিষয় সম্বলিত উপরোক্ত রেওয়ায়াত সম্বন্ধে অবগত নহেন। আল্লাহই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।—অনুবাদক

(١٠٩) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ
مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ ۗ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ۝

(١١٠) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ
قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

১০৯. যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি খোদাভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সে উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এক খাদের ধ্বংসসংকুল কিনারায় যাহা উহাকে সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

১১০. উহাদের গৃহ যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছে তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে—যে পর্যন্ত না উহাদের অন্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন 'যাহারা আল্লাহ্‌র ভয় ও তাঁহার সন্তুষ্টির ভিত্তির উপর মাসজিদকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে— তাহারা এবং যাহারা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিবার উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি পূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার জন্যে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মাসজিদে যেরার নির্মাণ করিয়াছে— তাহারা এই উভয় শ্রেণীর লোক সমান নহে; বরং প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আল্‌লাহ্‌র নিকট প্রিয় অতএব তাঁহার রহমত পাইবার যোগ্য এবং শেষোক্ত শ্রেণীর লোক হইতেছে আল্লাহ্ শত্রু অতএব জাহান্নামী। শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃতপক্ষে মাসজিদ বানাইয়াছে জাহান্নামের পতনোন্মুখ শূন্য-গর্ভ উপকূলের প্রান্তে। উহা অচিরেই তাহাদিগকে লইয়া জাহান্নামে পতিত হইবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না অর্থাৎ— ফাসাদ সৃষ্টিকারীদিগকে কৃতকার্য করেন না।

হযরত জাবের ইব্‌নে আব্‌দুল্লাহ্ (রা) বলেন—'আমি নবী করীম (সা)-এর যুগে মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাসজিদে যেরার হইতে ধূঁয়া বাহির হইতে দেখিয়াছি।' ইব্‌নে জুরাইজ (র) বলেন 'আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, একদা কতগুলি লোক মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত মাস্‌জিদে যেরারকে খনন করতঃ উহা হইতে নির্গমণশীল ধূঁয়ার উৎসকে আবিষ্কৃত করিয়াছিল।' কাতাদা (রা)ও অনুরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। খলাফ ইব্‌নে ইয়াসীন কূফী (র) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা কুর্‌আন মাজীদে মুনাফিকগণ কর্তৃক নির্মিত যে মাস্‌জিদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমি দেখিয়াছি। উহাতে একটি ছিদ্র রহিয়াছে। উক্ত ছিদ্র দিয়া ধূঁয়া বাহির হয়। উক্ত মাসজিদ আজকাল আস্তাকুড়ে পরিণত হইয়াছে।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্‌নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِيْنَ بَنَوْا رِيْبَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ 'মুনাফিকগণ যে মাসজিদ বানাইয়াছে— উহা তাহাদের অন্তরে নিফাক ও সন্দেহের উদ্রেককারীরূপে বিরাজ করিবে (তাওবা-১১০)। যেরূপে বাণী ইসরাঈল জাতির গো-বৎস পূজাকারী লোকদের অন্তরে গো-বৎস পূজার প্রতি ভালভাসা বদ্ধমূল হইয়া গিয়া উহা তাহাদিগকে গো-বৎস পূজায় আকৃষ্ট করিত।'

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন- اَلَّا اَنْ تَقَطَّعَ قُلُوْبُهُمْ অর্থাৎ— 'তবে তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের নিফাকের অবসান ঘটিবে।' মুজাহিদ, কাতাদা, যায়েদ ইবনে আস্‌লাম, সুদ্দী, হাবীব ইব্‌নে আবূ সাবেত, যাহ্‌হাক, আবদুর রহমান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে-আস্‌লাম (র) প্রমুখ বহু-সংখ্যক পূর্ব-যুগীয় ব্যাখ্যাকার উপরোক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

"وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ" আল্লাহ তাঁহার সৃষ্টিজাতের সকল কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং তাহাদেরকে ভাল ও মন্দ কাজের প্রতিফল দানে প্রজ্ঞাময়।

(١١١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ
لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ تف وَعْدًا
عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ
اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ ٥

১১১. আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের জন্য জান্নাত আছে উহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে

যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের নিকট হইতে তাহাদের জান-মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন। তাহারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধে তাহারা শত্রুদিগকে হত্যা করিবে এবং নিজেরা নিহত হইবে। এইরূপেই তাহারা আল্লাহ্র নিকট নিজেদের জান-মাল সমর্পণ করিবে। বিনিময়ে আল্লাহ্ আখিরাতে তাহাদিগকে মহা-সুখময় চিরস্থায়ী জান্নাতের মালিক বানাইবেন। আল্লাহর এই প্রতিদান হইতেছে মু'মিনদের প্রতি তাঁহার বিপুল দান ও নি'আমত; কারণ, তিনি নিজ সৃষ্টি—স্বীয় বান্দাদের নিকট হইতে ঈমান, ধন, পরিশ্রম, সাধনা ও আমল গ্রহণ করিয়া উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে অশেষ, বিপুল, মহা নি'আমাত দান করিবেন। এই কারণেই হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদের সহিত ক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র কসম! উক্ত চুক্তিকে তিনি তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত পণ্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বিপুল, মূল্য প্রদান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। (অর্থাৎ— মু'মিনের ঈমান ও নেক আমল অতি মূল্যবান হইলেও জান্নাতের নি'আমতসমূহ উহার তুলনায় অনেক অনেক বেশী মূল্যবান।)

শামার ইব্নে আতিয়্যা (র) বলিয়াছেন 'প্রতিটি মু'মিনের স্কন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পাদিত একটি চুক্তি পালন করিবার দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে। উক্ত চুক্তি সে পালন করুক অথবা পালন না করিয়াই করুক— সর্বাবস্থায় উহা পালন করিবার দায়িত্ব তাহার স্কন্ধে রহিয়াছে।' শামার ইব্নে আতিয়্যা (র) তাঁহার কথার সমর্থনে আলোচ্য আয়াতকে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন 'কোনো মু'মিন যদি আল্লাহ্র পথে পরিচালিত জিহাদে প্রয়োজনীয় বাহন উট বা ঘোড়া প্রদান করে অথবা জিহাদের রসদপত্র বহন করে, তবে সে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চুক্তির পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।'

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী (র) প্রমুখ ব্যক্তিগণ বলেন- 'যে রাত্রিতে নবী করীম (সা) 'আকাবা'য় মদীনার আন্সারীদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে রাওআহা (রা) নবী করীম (সা) কে বলিলেন— 'আপনি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর জন্যে এবং নিজের জন্যে আমাদের প্রতি যে যে শর্ত আরোপ করিতে চাহেন, তাহা আরোপ করেন।' ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন— 'আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে,

তোমরা তাহার ইবাদাত করিবে এবং অন্য কাহাকে তাঁহার শরীফ স্থির করিবে না; আর আমি নিজের জন্যে তোমাদের প্রতি এই শর্ত আরোপ করিতেছি যে, নিজেদের জান-মালকে যে সকল বিষয় হইতে হিফাযত করিয়া থাকো, আমাকে সেই সকল বিষয় হইতে হিফাযত করিবে।' আনসারী সাহাবীগণ বলিলেন—আমরা উহা করিলে কি পুরস্কার পাইব? নবী করীম (সা) বলিলেন- 'জান্নাত।' তাহারা বলিলেন এই বিক্রয় চুক্তিতো আমাদের জন্যে বড় লাভজনক! আমরা উহাকে ভঙ্গও করিব না আর উহাকে বাতিল করিতেও বলিব না। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الاية –
يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ –

অর্থাৎ—"তাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবে। জিহাদে তাহারা শত্রুকে হত্যা করুক আমরা নিজেরা নিহত হউক অথবা শত্রুকে হত্যা করুক এবং নিজেরা নিহত হ্উক— সর্বাবস্থায় তাহারা জান্নাত লাভ করিবে" (তাওবা-১১১)।

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিবার উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে যে, জিহাদ এবং আল্লাহ্র রাসূলগণের প্রতি ঈমান ছাড়া অন্য কিছু তাহাকে গৃহ ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই— তাহার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন।'

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ অর্থাৎ— 'উক্ত ওয়াদা আল্লাহ্ নিশ্চয় পালন করিবেন। তিনি তাওরাত, ইন্জীল এবং কুরআন এই সকল বৃহৎ গ্রন্থের প্রতিটি গ্রন্থেই উক্ত ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন।' আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদ মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করিবার বিষয়ে যে ওয়াদা প্রদান করিয়াছেন, আয়াতের উপরোক্ত অংশে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আস্মানী গ্রন্থে উহাকে উল্লেখ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়া উহাকে (অর্থাৎ সে ওয়াদাকে) অধিকতর দৃঢ় ও মযবুত করিয়াছেন। وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ— 'আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর ওয়াদা পালনকারী কে আছে? আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাফী করেন না। তিনি নিশ্চিতরূপে ওয়াদা পালন করিয়া থাকেন।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا। আর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে? (নিসা-৮৭)

আরো বলিতেছেন ঃ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا আর আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিকতর সত্যবাদী কে আছে فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ

اَلْعَظِيْمُ। অর্থাৎ— 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত সম্পাদিত উপরোক্ত বিক্রয় চুক্তিকে পালন করে, সে যেন মহা কৃতকার্যতা— জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করে। (নিসা-১২২)

(١١٢) اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ
السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১১২. উহারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহ্র প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী,রুকু ও সিজদাকারী, সৎকার্যের নির্দেশদাতা ও অসৎকার্যের নিষেধকারী এবং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এই মু'মিনদিগকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল মু'মিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে তাহাদের গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে যে সকল মু'মিনের জান-মাল খরিদ করিয়া লইয়াছেন, তাহারা হইতেছে (اَلتَّائِبُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা যাবতীয় পাপকার্য হইতে দূরে থাকে। এবং অশ্লীল কার্য পরিহার করিয়া থাকে। (اَلْعَابِدُوْنَ) অর্থাৎ মুখের দ্বারা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে। (اَلْحَامِدُوْنَ) অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করে। বস্তুতঃ মুখ দ্বারা কৃত ইবাদাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত হইতেছে আল্লাহ্র হাম্‌দ বা প্রশংসা বর্ণনা করা। (اَلسَّآئِحُوْنَ) অর্থাৎ 'যাহারা সিয়াম পালন করে।' সিয়াম হইতেছে দিনের বেলায় খাদ্য পানীয় এবং যৌন সংগম পরিহার করা। বস্তুতঃ সিয়াম হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত। এইরূপে কুরআন মাজীদের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীদের গুণাবলীর বর্ণনায় বলিয়াছেনঃ (سَآئِحَاتٌ) অর্থাৎ সিয়াম -সাধনা কারিণীগণ। اَلرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ অর্থাৎ যাহারা সালাত আদায় করে । বস্তুতঃ সালাত হইতেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদাত। اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ—যাহারা লোকদিগকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূর থাকিতে উপদেশ দেয়। বস্তুতঃ মানুষকে নেক কাজ করিতে এবং বদ কাজ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দেওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ মানব-সেবা। اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল হারাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতঃ কথায় ও কাজে হারাম হইতে দূরে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে যে সকল নেক কার্যের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহারা আল্লাহ্র প্রতি বান্দার কর্তব্য (حُقُوقُ اللّٰهِ) এবং বান্দার প্রতি বান্দার কর্তব্য (حُقُوقُ الْعِبَادِ) এই উভয় শ্রেণীর নেক কার্যের সমষ্টি। বস্তুতঃ মু'মিনের ঈমান তাহার নিকট এই দাবী করে যে, সে উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে। وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ 'হে রাসূল! তুমি উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী মু'মিনদিগকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করো। বস্তুতঃ যে সকল মু'মিন উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইবে— তাহারাই পূর্ণ মু'মিন হইবে এবং তাহারাই পরিপূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করিবে। (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ হইতেছে সিয়াম সাধনাকারীগণ।

এই ব্যাখ্যার বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাস্উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা সিয়াম পালন করে।' হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা সিয়াম পালন করে। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবূ-তাল্হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন, কুর্আন মাজীদের যেখানে-ই (اَلسِّيَاحَةُ) শব্দটি উল্লেখিত হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ হইবে 'সিয়াম পালন করা।' যাহাহাক (র) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্নে জরীর (র)...হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, এই উম্মতের 'اَلسِّيَاحَةُ' হইতেছে 'রোযা রাখা'। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্নে জোবায়ের, আতা, আব্দুর রহ্মান সালমী, যাহ্হাক ইব্নে মুযাহিম, সুফ্য়ান ইব্নে উইয়াইনা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলেন আলোচ্যে আয়াতে উল্লেখিত (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ হইতেছে 'সিয়াম পালনকারীগণ'। হাসান বসরী (র) বলেন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ যাহারা রমযান মাসে সিয়াম পালন করে। আবূ আমর আবদী (র) বলেন (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ 'যে সকল মু'মিন সিয়াম পালন করে।'

নবী করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসেও (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের উপরোক্ত অর্থ উল্লেখিত হইয়াছে। ইবন জরীর (র)....আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন (اَلسَّائِحُوْنَ) এর অর্থ হইতেছে (اَلصَّائِمُوْنَ সিয়াম সাধনাকারীগণ)।'

উক্ত রেওয়ায়াতটি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এর নিজস্ব উক্তি হওয়াই অধিকতর সহীহ অপর এক সনদে ইব্নে জরীর (র)....উবায়েদ ইব্নে উমায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'একদা নবী করীম (সা) এর নিকট (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন (اَلسَّائِحُوْنَ)-(اَلصَّائِمُوْنَ – 'সিয়াম সাধনা-কারীগণ)।'

উক্ত রেওয়ায়াতের সনদে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম অনুল্লেখিত রহিয়াছে। তবে উহার সনদ উৎকৃষ্ট।

উপরে (اَلسَّائِحُوْنَ) শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হইয়াছে, উহা-ই উক্ত শব্দের অধিকতম সহীহ ও অধিকতম বিখ্যাত অর্থ। তবে এইরূপ রেওয়ায়াতও বর্ণিত রহিয়াছে— যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, (اَلسَّائِحُوْنَ-শব্দের অর্থ হইতেছে- 'জিহাদ কারীগণ'। হয্‌রত আবূ উমামা (রা) হইতে আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ হয্‌রত আবূ উমামা (রা) বলেন একদা একটি লোক নবী করীম (স)-এর নিকট আরয করিল 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে (اَلسِّيَاحَةُ-ভ্রমণ)-এর জন্যে অনুমতি প্রদান করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন— এই উম্মতের (سِيَاحَةُ-ভ্রমণ) হইতেছে 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।' উযারা ইব্‌নে গাযিয়্যা (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি একদা নবী করীম (স)-এর নিকট (اَلسِّيَاحَةُ)-এর বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা (اَلسِّيَاحَةُ-ভ্রমণ)-এর পরিবর্তে আমাদিগকে 'আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবার এবং প্রতিটি উচ্চস্থানে পৌছিয়া তাক্‌বীর বলিবার বিধান প্রদান করিয়াছেন।'

ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তিনি বলেন, (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— যাহারা এলেম শিখিবার জন্য দেশ ভ্রমণ করে।' আব্‌দুর রহ্‌মান ইব্‌নে যায়েদ ইব্‌নে আস্‌লাম (র) বলেন— (اَلسَّائِحُوْنَ) অর্থাৎ— মুহাজিরগণ। উক্ত রেওয়ায়াত দুইটিকে ইমাম ইব্‌নে আবী হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

একদল লোক মনে করে— 'যাহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে বনে-জঙ্গলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়— তাহারাই হইতেছে আয়াতে উল্লেখিত (اَلسَّائِحُوْنَ-ভ্রমণকারীগণ)।' উহারা এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ানোকে ইবাদাত মনে করে। উক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত ; কারণ, ঈমান ও দ্বীনকে বাঁচাইবার প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় লোকালয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে এবং ময়দানে-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়ানো শারী'আত সম্মত নহে। ঈমান ও দ্বীনকে বাঁচাইবার প্রয়োজনে অবশ্য এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইবার বিধান শারী'আতে প্রদান করা হইয়াছে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বোখারী শরীফে বর্ণিত রহিয়াছেঃ নবী করীম (স) বলিয়াছেন, 'সে দিন দূরে নহে— যে দিন কোনো লোকের সর্বোত্তম মাল হইবে এইরূপ কতগুলি বকরী— যাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সে পাহাড়ের চূড়ায় এবং বৃষ্টিস্নাত স্থানে চলিয়া যাইবে। তাহার ঈমান ও দ্বীন বিপদাপন্ন হইবার ফলে উহাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে সে এইরূপে লোকালয় ত্যাগ করিবে।'

اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ। আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারীগণ।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী এবং আলী ইব্‌নে আবী তাল্‌হা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ—'যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ পালন করে।' হাসান বসরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হাসান বসরী বলেন اَلْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'যাহারা আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করে।' অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে পালন করে।

(١١٣) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ
لَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

(١١٤) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ
اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ
لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ۝

১১৩. আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা মু'মিন এবং মু'মিনাদের জন্যে সংগত নহে যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।

১১৪. ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করিয়াছিল তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া ; অতপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম কোমল হৃদয়সম্পন্ন ও সহনশীল।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....হযরত মুসাইয়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এর চাচা আবূ তালেব মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হইলে নবী করীম (সা) তাহার নিকট গমন করিয়া বলিলেন— 'হে চাচা আপনি বলুন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ — আল্লাহর ভিন্ন অন্য কোনো ইলাহ নাই। উহার সহায়তায় আমি কেয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আপনার জন্যে সুফারিশ করিব।' এই সময়ে আবূ তালেবের নিকট আবূ জেহেল এবং আব্‌দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া উপস্থিত ছিল। তাহারা বলিল হে আবূ তালেব! তুমি কি আবদুল মুত্তালিব-এর ধর্ম ত্যাগ করিবে? আবূ তালেব বলিল 'আমি আব্‌দুল মুত্তালিব-এর ধর্মেই থাকিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন যতক্ষণ আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আমার প্রতি নিষেধাজ্ঞা না আসে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্যে ইস্‌তেগফার (اِسْتِغْفَار–ক্ষমা প্রার্থনা করা) করিব। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية

হযরত মুসাইয়্যাব (রা) আরো বলেন আল্লাহ্ তা'আলা আবূ তালেব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল করিলেনঃ

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ "তুমি যাহাকে ভালবাসো, তাহাকেই হেদায়েত করিতে পারিবে না; বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন, তাহাকে হেদায়েত করেন।" (কাসাস-৫৬) উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ইহার অর্থ হইল যাহারা আল্লাহর নির্দেশাবলীর উপর দৃঢ়ভাবে পালন করে। তিনি বলেন, একদা আমি একটা লোককে তাহার মাতা-পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে শুনিলাম। তাহার মাতা-পিতা ছিল মুশ্‌রিক। আমি তাহাকে বলিলাম, কোনো ব্যক্তি কীরূপে মুশ্‌রিক মাতা-পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে পারে? সে বলিল, হযরত ইবরাহীম (আ) কি স্বীয় পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করেন নাই? আমি ঘটনাটা নবী করীম (সা)-এর নিকট উল্লেখ করিলাম। ইহাতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হইল ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية (তাওবা ১১৩)

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, উক্ত রেওয়ায়াতের সহিত আমার শায়েখ এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন—'মৃত্যুর পর।' (অর্থাৎ— মুশরিকের মৃত্যুর পর তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা আল্লাহ্‌র নবী ও মু'মিনদের জন্যে নিষিদ্ধ। ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, 'উক্ত বাক্যটি সুফিয়ান অথবা ইস্‌রাঈল (র) অথবা মূল হাদীসের উক্তি— তাহা আমি জানি না।' আমি (ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি, মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা)-এর সহিত সফরে ছিলাম। আমরা প্রায় এক হাজার উষ্ট্রারোহী ছিলাম। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) আমাদিগকে লইয়া একস্থানে থামিয়া দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিলেন। সালাত শেষ হইবার পর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার জন্যে আমার মা-বাপ কুরবান হউক! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? নবী করীম (সা) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। আমার মা দোযখের আগুনে পুড়িবেন— এই চিন্তায় আমার চোখে পানি আসিয়াছে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে তিনটা কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে উহা করিতে অনুমতি

দিতেছি। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে করব যিয়ারত করিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা করব যিয়ারত করিও। উহা তোমাদের মনে নেক কাজ করিবার আগ্রহ আনিয়া দিবে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পর কুরবানীর গোশ্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে কুরবানীর তিন দিন অতিবাহিত হইবার পরও কুরবানীর গোশত খাইতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা কুরবানীর গোশ্ত হইতে যতটুকু চাও,ততটুকুই ভবিষ্যতে খাইবার জন্যে রাখিয়া দিতে পারো। ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমাদিগকে মটকায় পানীয় রাখিতে অনুমতি দিতেছি। তোমরা যে কোনো প্রকারের মটকায় পানীয় রাখিতে পারো; তবে যে সকল পানীয় মাদকতা আনিয়া দেয়, তাহা পান করিও না।'

ইবন জরীর (র)...হযরত বারীদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কায় আগমন করিবার কালে পথিমধ্যে একস্থানে একটা কবরের কাছে বসিয়া কবরবাসীকে সম্বোধন করতঃ কিছু কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যাহা করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি।' নবী করীম (সা) বলিলেন, 'আমি আমার মায়ের কবর যিয়ারত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে উহার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু আমি তাঁহার জন্যে ইস্তেগ্ফার করিবার অনুমতি চাহিলে তিনি আমাকে উহার অনুমতি দেন নাই।' হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, সেই দিন নবী করীম (সা) কে যত কাঁদিতে দেখা গিয়াছে, অন্য কোনো দিন তাঁহাকে উহা অপেক্ষা বেশি কাঁদিতে দেখা যায় নাই।' ইব্ন আবূ হাতিম...হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে মাস্‌উদ (রা) হইতে স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) কবরস্থানে গমন করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলাম। সেখানে গিয়া তিনি একটা কবরের পার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া কবরের অধিবাসীকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদিলেন। তাঁহার কাঁদনে আমরাও কাঁদিলাম। অতঃপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত উমর (রা) তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহাকে (হযরত উমর (রা -কে) কাছে ডাকিয়া লইলেন। অতঃপর আমাদিগকেও কাছে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, তোমরা কেন কাঁদিলে? আমরা বলিলাম— 'আপনার ক্রন্দন দেখিয়া আমরা কাঁদিলাম।' তিনি বলিলেন— আমি যে কবরটির কাছে বসিয়াছিলাম, উহা হইতেছে আমার মা আমিনার কবর। আমি উহা মেরামত করিবার জন্যে স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে আবূ হাতিম আবার অন্য মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবার হযরত ইব্নে মাস্‌উদ (রা) হইতে প্রায় অনুরূপ একটি

রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে ইহাও উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন 'আমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দেন নাই। তিনি আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية

'মায়ের জন্যে সন্তানের মনে যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহাতে আমার মনে তাহা-ই সৃষ্টি হইয়াছে।' নবী করীম (সা) আরো বলিলেন ইতিপূর্বে আমি তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন আমি তোমাদিগকে উহার অনুমতি দিতেছি। তোমরা কবর যিয়ারত করিও। উহা আখেরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাবরানী (র)....হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ওমরা পালন করিবার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে 'আস্‌ফান গোত্রের গিরিপথ' হইতে নামিয়া তিনি সাহাবীদিগকে বলিলেন—'তোমরা গিরিপথে গিয়া তোমাদের নিকট আমার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করো।' অতঃপর তিনি তাঁহার মাতার কবরের নিকট চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া স্বীয় রবের নিকট মুনাজাত করিলেন। অতঃপর তিনি গভীর মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিয়া কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে সাহাবীগণ কাঁদিলেন। তাহারা বলিলেন— নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইরূপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন— যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই। এই কারণে নবী করীম (সা) এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন। সাহাবীদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া নবী করীম (সা) তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাঁদিতেছে কেনো? তাঁহারা বলিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিয়াছি। আমরা বলাবলি করিয়াছি— আল্লাহ্ তা'আলা সম্ভবতঃ নবী করীম (সা)-এর উম্মতের জন্যে এইরূপ কোনো নূতন বিধান নাযিল করিয়াছেন— যাহা পালন করিবার ক্ষমতা এই উম্মতের নাই।' তিনি বলিলেন— না; তবে ঐরূপ কিছু ঘটিয়াছে। আমি আমার মায়ের কবরের নিকট গিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিয়ামতের দিন তাঁহার জন্যে শাফা'আত করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অনুমতি দেন নাই। উহাতে আমার অন্তরে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা-জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে আমি কাঁদিয়াছি। অতঃপর হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিল,

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ - فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ
اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ الاية (তাওবা ১১৪)

তিনি বলিলেন 'ইব্‌রাহীম যেরূপে তাঁহার পিতার জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত ছিলেন, আপনি সেইরূপে আপনার মায়ের জন্যে দু'আ করা হইতে বিরত থাকুন।' ইহাতে আমার মনে আমার মায়ের জন্যে ভালবাসা জনিত আবেগ ও মর্ম-বেদনা সৃষ্টি হইয়াছে। আর আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম— তিনি যেনো আমার উম্মতকে চারিটি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন। তিনি দুইটি বিপদের বিষয়ে আমার দু'আ কবূল করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন। আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট আমি দু'আ করিয়াছিল, তিনি যেন আকাশ হইতে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া আমার উম্মতকে ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম, তিনি যেনো প্লাবন দ্বারা আমার উম্মাতকে ধ্বংস না করেন। আমি আমার প্রতিপালক প্রভুর নিকট দু'আ করিয়াছিলাম তিনি যেনো আমার উম্মতের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইতে না দেন এবং তাহারা যেন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে না দেন। তিনি আমার প্রথম দু'আ দুইটি কবূল করিয়াছেন; কিন্তু শেষ দু'আ দুইটি কবূল করিতে অসম্মতি জানাইয়াছেন।' হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন— 'নবী করীম (সা)-এর মাতার কবর কাদা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল আর তাহা আসফান (عُسْفَانْ) গোত্রের অধীন ছিল।

উপরোক্ত রেওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নহে। উহাতে অদ্ভুত কথা বর্ণিত রহিয়াছে। খতীব বাগদাদী স্বীয় (اَلسَّابِقُ وَاللَّاحِقُ) নামক পুস্তকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে অজ্ঞাত-পরিচয় রাবীর মাধ্যমে একটা রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতটি উপরোক্ত রেওয়ায়াত অপেক্ষা অধিকতর বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য কথা বর্ণিত রহিয়াছে।

উক্ত রেওয়ায়াতের একাংশ হইতেছে এইঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) এর মাতাকে জীবিত করিলেন। তিনি ঈমান আনিলেন। অতঃপর পূর্বে যেরূপ মৃত ছিলেন, সেইরূপ মৃত হইয়া গেলেন।' এইরূপে সোহায়লী স্বীয় (اَلرَّوْضُ) পুস্তকে একদল অজ্ঞাত পরিচয় রাবীর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন— ' আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর জন্যে তাঁহার মাতা-পিতাকে জীবিত করিলেন। তাহারা উভয়ে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন।' উক্ত রেওয়ায়াতও অগ্রহণযোগ্য হাফেয ইব্‌নে দিহয়া (র) বলেন— 'উক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী অর্থ হইতেছে যে নবী (সা) এর মাতাপিতাকে জীবিত করা ইহা এক প্রকার নূতন জীবন দান করা। আর ইহা অসম্ভব নয়। যেমন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে সূর্য অস্ত যাইবার পর পুনরায় উদিত হইয়াছিল এবং আসরে নামায় পড়িয়া ছিলেন।

ইমাম তাহাবী বলেন— 'সূর্য অস্তমিত হইবার পর উহার পুনরুদিত হইবার ঘটনা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।' ইমাম কুরতুবী বলেন, 'নবী করীম (সা)-এর মাতা-পিতার পুনর্জ্জীবিত হওয়া, যুক্তি ও শারীআত— এই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে।'

তিনি আরো বলেন— 'আমি ইহাও শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর চাচা আবূ তালেবকেও পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন এবং তখন আবূ তালেব নবী করীম (সা) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন।' আমি (—ইব্‌নে কাছীর) বলিতেছি, 'উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত বিষয়সমূহের কোনোটাই যুক্তি ও শরীআত— এই দুই দিকের কোনো দিক দিয়াই অসম্ভব নহে।

উক্ত রেওয়ায়াতসমূহের সনদসমূহ সহীহ্ হইলে উহাতে বর্ণিত বিষয়সমূহ সত্য ও সহীহ্ হইবে। আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন— 'হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, একদা নবী করীম (সা) তাঁহার মায়ের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে চাহিলে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية (তওবা ১১৩)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নবী করীম (সা) কে তাহার মুশরিক মাতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) আরয করিলেন— 'হযরত ইব্‌রাহীম (আ) স্বীয় মুশ্‌রিক পিতার জন্যে যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছিলেন।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন—

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ - الاية

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তাল্‌হা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন— মু'মিনগণ তাহাদের মুশ্‌রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية

উক্ত আয়াত নাযিল হইবার পর তাহারা তাহাদের মৃত মুশ্‌রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা পরিত্যাগ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে জীবিত মুশ্‌রিকদের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করেন নাই।'

কাতাদা (র) বলেন, 'আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছেঃ একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিল— হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের বাপ-দাদাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়তাকে মূল্য দিত ও উহাকে অটুট রাখিত, বন্দীকে মুক্ত করিয়া দিত এবং আমানাত রক্ষা করিত। আমরা কি তাহাদের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে পারি? নবী করীম (স) বলিলেন, 'হাঁ; তোমরা উহা করিতে পারো। আমি নিজে আমার

পিতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়া থাকি— যেরূপে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্যে।' ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল করিলেন ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ -

কাতাদা (র) আরো বলেন, 'আমাদের নিকট আরো বর্ণিত হইয়াছে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি এইরূপ কতগুলি কথা অবতীর্ণ করিয়াছেন— যাহা আমার কানে প্রবেশ করিয়া আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে মৃত মুশ্‌রিকের জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন— যে ব্যক্তি তাহার মালের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে দান করিবে, তাহার জন্যে উহা কল্যাণকর হইবে এবং যে ব্যক্তি উহাকে দান না করিয়া ধরিয়া রাখিবে, তাহার জন্যে উহা অকল্যাণকর হইবে। আর কোনো ব্যক্তি নিজের কাছে প্রয়োজনীয় মাল রাখিলে আল্লাহ্ তা'আলা তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করিবেন না'

সাওরী (র)..সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা একটি ইয়াহূদী মরিয়া গেল। তাহার একটি মুস্‌লিম পুত্র ছিল। সে পিতার লাশের দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করিল না। উক্ত ঘটনা হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা)-এর নিকট বর্ণিত হইলে তিনি বলিলেন, 'লোকটি যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন তাহার হেদায়াতের জন্যে দু'আ করা এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার লাশের দাফন কার্যে অংশ গ্রহণ করা তাহার মুস্‌লিম পুত্রের জন্যে কর্তব্য ছিল। অবশ্য তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভবিষ্যৎ ভালো মন্দ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া-ই তাহার মুসলিম পুত্রের কর্তব্য।' অতঃপর হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেনঃ وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ -الاية

হযরত আলী (রা) হইতে ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হযরত ইব্‌নে-আব্বাস (রা) উপরোক্ত উক্তিকে সমর্থন করে। হযরত আলী (রা) বলেন, আমার পিতা আবূ তালেব-এর মৃত্যু হইলে আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম— 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট পিতৃব্যের মৃত্যু হইয়াছে।' নবী করীম (সা) বলিলেন, তুমি গিয়া তাহাকে দাফন করো। দাফন করিবার পর কোনো কথা না বলিয়া আমার নিকট চলিয়া আসিও।' অতঃপর রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ উল্লেখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত রহিয়াছেঃ 'নবী করীম (সা)–এর নিকট দিয়া তাঁহার চাচা আবূ তালেবের জানাযা যাইবার কালে

নবী করীম (সা) বলিয়াছিলে— হে চাচা! আমি আপনার রক্তের সম্পর্কের কর্তব্য পালন করিয়াছি। আমি আপনার সহিত রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছি।'

আতা ইব্‌নে রাবাহ্ (র.) বলেন, 'যাহারা আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করে, তাহাদের কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে আমি কোনোক্রমে অসম্মতি জানাইব না ; সে যদি ব্যভিচারে গর্ভবতী হাব্‌শী স্ত্রীলোক হয়, তথাপি না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ভিন্ন অন্য কাহারো সালাতে জানাযা পড়িতে নিষেধ করেন নাই। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ .

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ - الاية

ইবনে জরীর (রা) ওয়াসিল (র)....হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— একদা আমি হযরত আবূ হোরায়রা (রা) কে বলিতে শুনিলাম— 'যে ব্যক্তি আবূ হোরায়রা ও তাহার মাতার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করে, আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহ্‌মাত নাযিল করুন।' ইহাতে আমি প্রশ্ন করিলাম— এবং তাহার পিতার জন্যে? তিনি বলিলেন না; কারণ, আমার পিতা মুশ্‌রিক থাকা অবস্থায় মরিয়াছে।'

فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ অর্থাৎ— 'ইব্‌রাহীমের নিকট যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র একজন শত্রু, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিলেন।' (তাওবা-১১৫)

উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্‌রহীম (আ) তাঁহার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করিয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র একজন শত্রু। (অতঃপর তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত রহিয়াছেন।) মুজাহিদ, যাহহাক, কাতাদা প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ হইতে উহার অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। উবায়েদ ইব্‌নে উমায়ের এবং সাঈদ ইব্‌নে জোবায়ের (র) উক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন— 'কিয়ামাতের দিনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন স্বীয় পিতার মুখ মলিন ও বিষণ্ণ দেখিবেন, তখন তিনি তাহার জন্যে ইস্‌তেগ্‌ফার করা হইতে বিরত থাকিবেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিবে— 'হে ইব্‌রাহীম দুনিয়াতে আমি তোমার কথা অমান্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ তোমর কথা অমান্য করিব না।' হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আরয করিবেন— পরওয়ারদেগার! তুমি কি দুনিয়াতে আমাকে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নাই যে, কিয়ামাতের দিনে তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করিবেন না? আমার পিতার এই লাঞ্ছনা অপেক্ষা বৃহত্তর লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে? ইহাতে তাঁহাকে বলা হইবে— 'হে ইব্‌রাহীম। পিছনে তাকাও।' তিনি পিছনে তাকাইয়া দেখিবেন—'একটি রক্তাক্ত যবহেকৃত প্রাণী পড়িয়া রহিয়াছে অর্থাৎ— তাঁহার পিতাকে

আল্লাহ তা'আলা খাটাশ বানাইয়া দিয়াছেন।' অতঃপর উহার পাগুলি ধরিয়া উহাকে টানিয়া লইয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।' إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ– "নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল অধিক দু'আকারী এবং ধৈর্যশীল।"

সুফিয়ান সাওরী....প্রমুখ হযরত ইব্‌নে মাস্‌ঊদ (রা.) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন (الْأَوَّاهُ) অধিক দু'আকারী।' হযরত ইব্‌নে মাস্‌ঊদ (রা) হইতে একাধিক রাবীর মাধ্যমে উক্ত শব্দের উপরোক্ত অর্থ বর্ণিত হইয়াছে।

ইবন জরীর (র)...হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে শাদ্দাদ ইব্‌নে হাদী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) একস্থানে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় একটা লোক আরয করিল হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (الْأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ কী? নবী করীম (সা) বলিলেন 'উহার অর্থ হইতেছে (الْمُتَضَرِّعُ যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আল্লাহ্‌র নিকট ক্রন্দন করে)।' অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, ((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ–) ইমাম ইব্‌নে আবূ হাতিমও উক্ত রেওয়ায়াতকে উপরোক্ত রাবী আব্‌দুল হামীদ ইব্‌নে বাহ্‌রাম হইতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌নে আবূ হাতিম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ 'নবী করীম (সা) বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে (الْمُتَضَرِّعُ الدُّعَاءِ যে ব্যক্তি বিনয়ের সহিত আল্লাহ্‌র নিকট ক্রন্দন করে এবং অধিক দু'আ করে।' সাওরী (র) আবুল গদীর হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইব্‌নে মাস্‌ঊদ (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। (الْأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ কী? তিনি বলিলেন উহার অর্থ হইতেছে, (الرَّحِيمُ দয়াশীল)।' মুজাহিদ, আবূ মায়্‌সারা উমর ইব্‌নে শোরাহ্‌বীল, হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণও বলেন, 'উহার অর্থ হইতেছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।'

ইব্‌নে মুবারক (র)....হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন—হাব্‌শী ভাষায় (الْأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ হইতেছে (الْمُوقِنُ শ্বাস-স্থাপনকারী)। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ এবং যাহহাকও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ' হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন (الْأَوَّاهُ) — মু'মিন।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তাল্‌হা (রা) বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, (الْأَوَّاهُ) – (الْمُؤْمِنُ التَّوَّابُ অধিক তওবাকারী মু'মিন)।' হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) বলেন— হাব্‌শী ভাষায় (الْأَوَّاهُ) শব্দের অর্থ হইতেছে মু'মিন।' ইমাম ইব্‌নে জারীরও অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আইমদ (র)....হযরত উকবা ইব্‌নে আমের (র) হইতে মূসা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) 'যুন্‌নাজ্জাদাইন' (ذُو النِّجَادَيْنِ) নামক

জনৈক সাহাবীকে (اَوَّاهٌ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। উহার কারণ এই ছিল যে, উক্ত সাহাবী কুর্আন মাজীদ তেলাওয়াত করিবার কালে যখনই আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করিতেন, তখনই উচ্চেঃস্বরে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট (কাকুতি-মিনতিসহকারে) দু'আ করিতেন।' উক্ত রেওয়ায়াতকে ইমাম ইব্নে জারীরও বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্নে জোবায়ের এবং শা'বী (র) বলেন, (اَلْاَوَّاهُ) - (اَلْمُسَبِّحُ –আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনাকারী)।' ইবনে ওয়াহাব....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে সকাল বেলার 'তাস্বীহ (اَلتَّسْبِيْحُ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা, প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা)' আদায় করে ও পালন করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় (اَوَّاهٌ)। হযরত আবূ আইউব (রা) হইতে শা'ফী ইব্নে মাতে' বর্ণনা করিয়াছেনঃ "হযরত আবূ আইউব (রা) বলেন (اَلْاَوَّاهُ) হইতেছে সেই ব্যক্তি— যে ব্যক্তি তাহার গোনাহের কথা স্মরণ হইলেই উহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইস্তিগ্ফার করে। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তিনি বলেন (اَلْاَوَّاهُ)-(اَلْحَفِيْظُ) গোনাহের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষাকারী)। তিনি বলেন— কোনো ব্যক্তি গোপনে গোনাহ্ করিয়া ফেলিলে সে যদি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উহা হইতে গোপনে ইস্তিগ্ফার করে, তবে সে ব্যক্তি (اَلْاَوَّاهُ) হইবে। ইমাম ইব্নে আবূ হাতিম উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)....হাসান ইব্নে মুস্লিম ইব্নে বায়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী অধিক পরিমাণে আল্লাহর যেকের ও তাস্বীহ আদায় করিত। একদা নবী করীম (সা) এর নিকট তাহার বিষয় উল্লেখিত হইলে তিনি বলিলেন, সে নিশ্চয় (اَلْاَوَّاهُ) অনুরূপ ইব্নে জরীর (র) হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— একদা নবী করীম (সা) জনৈক সাহাবীর লাশ দাফন করিয়া তাহার রূহ্কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমাত নাযিল করুন। 'তুমি নিশ্চয় (اَوَّاهٌ) ছিলে। নবী করীম (সা)-এর কথার অর্থ হইতেছে— তুমি নিশ্চয় কুর্আন মাজীদের অধিক তেলাওয়াতকারী ছিলে।'

শু'বা (র)....হযরত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী কা'বা, তাওয়াফ করিবার কালে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিতেন এবং দু'আয় তিনি উহ্ উহ্ (اَوْهُ - اَوْهُ) শব্দ করিতেন। একদা নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হইলে তিনি বলিলেন, সে নিশ্চয় (اَوَّاهٌ)। হযরত আবূ যার গেফারী (রা) বলেন, একদা আমি রাত্রিতে বাহির হইয়া দেখি— নবী করীম

(সা) সেই সাহাবীর লাশ দাফন করিতেছেন। তাঁহার সহিত তখন মশাল ছিল। উক্ত রেওয়ায়াত হয্রত আবূ যার গেফারী (রা) হইতে মাত্র একজন রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। উহাকে ইমাম ইব্নে জারীর বর্ণনা করিয়াছেন।

কা'ব আহ্বার হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি, হয্রত ইব্রাহীম (আ) যখন দোযখের বিষয় উল্লেখ করিতেন, তখন তিনি দোযখের আযাবের ভয়ে বলিলেন— উহ্ (أَوَّاهٌ)। উক্ত কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে (أَوَّاهٌ) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে ইব্নে জুরাইজ বর্ণনা করিয়াছেন— হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন –(أَوَّاهٌ) – (فَقِيْهٌ) গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম ইব্নে জারীর বলেন— 'আলোচ্য আয়াতাংশে উল্লেখিত (أَوَّاهٌ) শব্দের অর্থ (الدَّعَّاءُ) অধিক পরিমাণে দু'আকারী)' হওয়াই অধিকতম সংগত।' আলোচ্য আয়াতাংশের পূর্বাপর সম্পর্কের বিবেচনায় উহার উক্ত অর্থ হওয়া-ই সংগত ও স্বাভাবিক। আয়াতের পূর্ববর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পিতার জন্যে তাঁহার ইস্তেগ্ফার করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত দু'আ করিবার কারণ হিসাবে বর্ণনা করিতেছেন যে, 'ইব্রাহীম ছিল (أَوَّاهٌ- অধিক পরিমাণে দু'আকারী বান্দা)।' তাঁহার পিতা তাঁহাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবার দোষে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছে। এতদ্সত্ত্বেও তিনি স্বীয় পিতার জন্যে দু'আ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল। আয়াতের আলোচ্য অংশে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর উক্ত গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন— (حَلِيْمٌ (সহিষ্ণু) নিম্নোক্ত আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর প্রতি তাঁহার পিতার দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়ন আকাঙ্ক্ষা এবং এতদ্সত্ত্বেও তাহার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ইস্তিগ্ফার করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا اِبْرَاهِيْمُ - لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ
مَلِيًّا - قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ - لَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ - اِنَّهُ كَانَ بِىْ حَفِيًّا

—ইব্রাহীমের পিতা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হইতে বীত-রাগ ও বীত-স্পৃহ হইয়া রহিয়াছ? যদি তুমি ফিরিয়া না আসো, তবে আমি তোমাকে নিশ্চয় পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দিব। আর আমাকে কয়টা দিন সময় দাও। (দেখো আমি তোমাকে কী করি।) ইব্রাহীম বলিল আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি নিশ্চয় স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিকট আপনার জন্যে ইস্তিগ্ফার করিব। তিনি নিশ্চয় আমার প্রতি অতি দয়াশীল। (মারিয়াম-৪৬)

(١١٥) وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ
لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(١١٦) اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

১১৫. আল্লাহ এমন নহে যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শনের পর উহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবেন— উহাদিগকে কী বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করিতে হইবে ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা পর্যন্ত; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

১১৬. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর এবং তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনি মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ব্যতীত তোমার কোন অভিভাবক নাই সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁহার হেদায়াত ও রাহমাত হইতে বঞ্চিত করিবার সহিত সম্পর্কিত নীতি ও হিক্মাত বর্ণনা করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—'আল্লাহ্ কোনো জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্মাত হইতে বঞ্চিত করেন না—যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাহার নিকট হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্রের ঘৃণ্য স্বরূপ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরেন। কোনো জাতির নিকট আল্লাহ তা'আলা হেদায়াতসহ রাসূল পাঠাইয়া তাহার নিকট কুফ্রকে সুস্পষ্ট করিয়া দিবার পর যদি সে আল্লাহর হেদায়াত প্রত্যাখান করে, তবে তিনি সেই জাতিকে হেদায়াত ও রাহ্মাত হইতে বঞ্চিত করেন; অন্যথায় নহে। এইরূপে কোনো জাতি নিজের ইচ্ছায়ই গোমরাহ্ ও বিপথগামী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আল্লাহ যখন তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন, তখন আল্লাহর কার্য্যের বিরুদ্ধে উপস্থাপনোপযোগী কোনো যুক্তি তাহাদের নিকট থাকিবে না।'

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى -

আর সামূদ জাতি—তাহাকে আমরা পথ দেখাইয়াছিলাম; কিন্তু, তাহারা হেদায়াত অপেক্ষা অন্ধত্বকেই অর্থাৎ কুফ্রের পথকেই অধিকতর পছন্দ করিল। (হা-মিম সেজদা-১৮)

আলোচ্য আয়াত (অর্থাৎ وَمَا كَانَ اللّٰهُ - الاية এই আয়াত) এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদিগকে শুধু মুশরিকদের জন্যে ইস্তেগ্ফার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদিগকে সকল

পাপ কাজ হইতে বিরত থাকিতে এবং সকল নেক কাজ করিতে আদেশ করিয়াছেন। এখন যাহার ইচ্ছা, সে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মানুক আর যাহার ইচ্ছা, সে তাঁহার আদেশ না মানুক।

ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের মৃত মুশ্‌রিক আত্মীয়দের জন্যে ইস্‌তিগফার করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা তজ্জন্য তোমাদিগকে ততক্ষণ গোম্‌রাহ ও পথ-ভ্রষ্ট বলিয়া ফায়সালা করিবেন না—যতক্ষণ না তিনি তোমাদিগকে তাহাদের জন্যে ইস্‌তিগ্‌ফার করিতে নিষেধ করেন এবং তোমরা তাঁহার নিষেধ অমান্য করিয়া তাহাদের জন্যে ইস্‌তিগ্‌ফার করো; কারণ, কোনো কাজ আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত উহা নেক কাজ হয় না এবং কোনো কাজ তৎকর্তৃক নিষিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত উহা বদ কাজ হয় না। বস্ততঃ যে কাজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আদেশ বা নিষেধ আসে নাই— বান্দা তাহা করিলে বা না করিলে সে আল্লাহর প্রতি অনুগত বা অবাধ্য কিছু-ই হয় না।

আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—'আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। হে লোক সকল! তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কোনো আপনজনও নাই আর অন্য কোনো সাহায্যকারীও নাই।'

ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বলেন, 'আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। আয়াতে তিনি বলিতেছেন—তোমরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভয় পাইও না; কারণ, আল্লাহ্ আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর মালিক। তিনি সকল সৃষ্টির জীবন ও মৃত্যুর মালিক। তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন আপনজনও নাই আর তিনি ভিন্ন তোমাদের অন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্‌নে আবূ হাতিম (র)...হযরত হাকীম ইব্‌নে, হেযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা নবী করীম (সা) সাহাবীদের মধ্যে বসা ছিলেন। এই অবস্থায় নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতে পাইতেছ? সাহাবীগণ বলিলেন— আমরা কিছু শুনিতে পাইতেছি না।' নবী করীম (সা) বলিলেন, নিশ্চয় আমি আকাশের মচমচ শব্দ শুনিতেছি। আর উহার এই শব্দ করিবার কারণে উহাকে দোষ দেওয়া যায় না। উহাতে এইরূপ এক বিঘাত স্থানও নাই—যেস্থানে কোনো ফেরেশ্‌তা সেজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় তাসবীহ্ আদায়রত নাই। উহার প্রতি বিঘাত স্থানেই একজন ফেরেশ্‌তা সেজ্‌দারত অথবা দন্ডায়মান অবস্থায় তাস্‌বীহ্ আদায়রত রহিয়াছেন।

কা'ব আহ্‌বার (র) বলেন, 'পৃথিবীর প্রতিটি সুচ্যাগ্র পরিমাণ স্থানের দায়িত্বে একজন করিয়া ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বাধীন স্থানের সকল সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পৌঁছাইয়া থাকেন। আর আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা পৃথিবীর মৃত্তিকা-কণার সংখ্যা অপেক্ষা অধিকতর। আর যে সকল ফেরেশ্‌তা আল্লাহর আরশকে বহন করেন, তাহাদের প্রত্যেকের পায়ের 'উচ্চাস্থি (الكعب) হইতে অস্থি-মজ্জার দূরত্ব একশত বৎসরের পথ।'

(١١٧) لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ○

১১৭. আল্লাহ অনুগ্রহপরায়ণ হইলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছিল সংকটকালে–এমন কি যখন তাহাদের একদলের চিত্ত বৈকল্যের উপক্রম হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ উহাদিগকে ক্ষমা করিবেন; তিনি উহাদের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) প্রমুখ তাফসীরকারগণ বলেন—'আলোচ্য আয়াত তাবূকের যুদ্ধের ঘটনা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরা ও দুর্ভিক্ষের অবস্থায় রসদ ও পানির তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)–এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।'

কাতাদা (র) বলেন, 'সাহাবীগণ প্রচণ্ড খরার মধ্যে এবং রসদের তীব্র অভাবের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত সিরিয়াতে তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।' তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে যে, তাবূকের যুদ্ধে সাহাবীগণ এইরূপ তীব্র খাদ্যাভাবে পতিত হইয়াছিলেন যে, কখনো কখনো দুইজন সাহাবী মাত্র একটা খেজুর দুই ভাগ করিয়া খাইয়া জীবন–ধারণ করিয়াছেন। আবার কখনো কখনো একদল সাহাবী মাত্র একটা খেজুর খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন। তাহারা সকলে পালাক্রমে একজনের পর আরেকজন একটি মাত্র খেজুর চুষিয়া পানি পান করতঃ জীবন-ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের এই তীব্র অভাবের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে তাবূকে হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইবনে জারির (র)...হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন—সাহাবীগণ যে নিদারুণ কষ্টকর অবস্থায় তাবূকের যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন, একদা হযরত উমর (রা)-এর নিকট তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন আমরা অত্যধিক গরমের মধ্যে নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে আমরা একস্থানে যাত্রা-বিরতি করিলাম। সেখানে

আমরা এত বেশী তৃষ্ণার্ত হইয়া পড়িলাম যে, আশংকা হইল আমরা তৃষ্ণায় মরিয়া যাইব। এই সময়ে এইরূপ অবস্থা হইল যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ পানির তালাশে দূরে গিয়া ফিরিতে দেরী করিলে আমরা ভাবিতাম–সে তৃষ্ণায় হয়তো মরিয়া গিয়াছে। এই সময়ে এইরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে যে, আমাদের মধ্যে হইতে কেহ কেহ নিজের বাহন উটকে যবেহ্ করিয়া উহার পেটের মধ্যে অবস্থিত পানির থলী হইতে পানি বাহির করতঃ তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। অতঃপর অবশিষ্ট পানিসহ উহাকে নিজের কলীজার উপর লটকাইয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আরয করিলেন—'হে আল্লাহ্‌র রাসূল। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দু'আ কবূল করিয়া উহার পরিবর্তে আপনাকে কল্যাণ দান করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্যে দু'আ করুন।' নবী করীম (সা) বলিলেন—তুমি কি উহা কামনা করো? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন–'হাঁ; আমি উহা কামনা করি।' ইহাতে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাত উঠালেন। তাঁহার হাত নামাইবার পূর্বেই আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং মূষলধারে বৃষ্টি হইল। লোকেরা তাহাদের পানি দ্বারা তাহাদের পাত্রসমূহ পূর্ণ করিল। অতঃপর আমরা আমাদের অবস্থান-স্থানের বাহিরে গিয়া দেখিলাম—তথায় কোথাও বৃষ্টি হয় নাই।'

ইমাম ইব্‌নে জারীর (র) বলেন— (فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) অর্থাৎ—খাদ্য, পানি, বাহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, রসদের তীব্র অভাবের সময়ে।

ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ঃ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ—সফরের অত্যধিক কষ্টের কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোকের অন্তরে আল্লাহর রাসূল কর্তৃক আনীত দ্বীনের সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিবার উপক্রম ঘটিল।' (তাওবা-১১৮)

ইমাম ইব্‌নে জারীর বলেন ঃ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ—অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিবার এবং তাঁহার দ্বীনের উপর দৃঢ় থাকিবার তাওফীক দান করিলেন।

(١١٨) وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ۭ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ
مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ۭ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيْمُ ۝

(١١٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

১১৮. এবং তিনি ক্ষমা করিলেন অপর তিনজনকেও যাহাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হইয়াছিল, সে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের জন্য উহা সংকুচিত হইয়াছিল এবং তাহাদের জীবন তাহাদের জন্য দুর্বিসহ হইয়াছিল এবং তাহারা উপলব্ধি করিয়াছিল সে, আল্লাহ ব্যতীত কোন কোন আশ্রয়স্থল নাই, অতঃপর তিনি উহাদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হইলেন, যাহাতে উহারা তাওবা করে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরল দয়ালু।

১১৯. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণের অন্তর্ভুক্ত হও।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি নবী করীম (সা)-এর সাহিত তাবূকের যুদ্ধে.না গিয়া তাহার বাড়ীতে বসিয়া থাকিবার ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন-আমি শুধু বদরের যুদ্ধে এবং তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর সহিত শরীফ হই নাই। অন্য সকল যুদ্ধেই আমি তাঁহার সহিত শরীক হইয়াছিলাম। অবশ্য বদরের যুদ্ধে যাহারা শরীক হয় নাই, তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের তরফ হইতে কোনরূপ অসন্তোষ বা শাস্তি আসে নাই; কারণ, বদরের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এইরূপে যে, নবী করীম (সা) মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন কোরাইশের একটি কাফেলাকে উদ্দেশ্য করিয়া। পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে বদরের মুশ্‌রিকদের সশস্ত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করেন। নবী করীম (সা)-এর হিজরতের পূর্বে পবিত্র মক্কার 'আকাবা'য় রাত্রিকালে মদীনার যে কয়জন নব-দীক্ষিত মুসলমান নবী করীম (সা)—তথা ইসলামকে সাহায্য করিবার পক্ষে নবী করীম (সা-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আমি তাহাদের অন্যতম ছিলাম।

বস্তুতঃ উক্ত বায়'আতে শরীক থাকা এবং বদরের যুদ্ধে শরীক থাকা-এই দুইটি কার্যের মধ্যে শেষোক্ত কার্যটি অধিকতর বিখ্যাত হইলেও আমার নিকট প্রথমোক্ত কার্যটি অধিকতর প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। যাহা হউক তাবূকের যুদ্ধে আমার শরীক না হইবার ঘটনা এইঃ আমি যখন তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলান, তখন আমার আর্থিক অবস্থা যত সচ্ছল ছিল, ইতিপূর্বে কখনো উহা সেইরূপ সচ্ছল ছিল না। এই সময়ে আমি বাহন হিসাবে ব্যবহার্য দুইটি উটের মালিক ছিলাম। সাধারণতঃ নবী করীম (সা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের দিকে রওয়ানা হইতে চাহিলে তিনি উক্ত স্থানের নাম গোপন রাখিয়া পরোক্ষভাবে অন্য স্থানের নাম প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পূর্বে তিনি সকলের নিকট স্বীয় গন্তব্যস্থলের নাম প্রকাশ করিয়া দিলেন। যেহেতু তাবূকের যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল অত্যন্ত গরমের কাল, এবং সফরটি ছিল অনেক দূরের সফর এবং শত্রু-পক্ষের

লোকদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী, তাই তিনি প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার জন্যে সাহাবীদিগকে যথেষ্ট সময় দিয়া বেশ পূর্বেই তাহাদের মধ্যে উক্ত যুদ্ধে যাইবার বিষয়ে ঘোষণা প্রচার করিলেন।

নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে যোগদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশী ছিল যে, কোন তালিকা বহিতেও তাহাদের নামের তালিকা লিখিয়া রাখা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যুদ্ধে না গিয়া গোপনে বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে চাহিলে তাহার বসিয়া থাকিবার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে আগত ওহীর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে নবী করীম (সা)-এর জানিবার সম্ভাবনা খুব কম ছিল। এদিকে যুদ্ধে যাইবার কালটি ছিল প্রচন্ড গ্রীষ্মের কাল। আবার এই সময়টি ছিল মদীনায় ফল পাকিবার সময়। আর আমার কথা? আমি ছিলাম আরাম-প্রিয় লোক।

উপরোল্লোখিত অবস্থায় নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ তাবূকের যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে সকাল বেলায় বাড়ী হইতে বাহির হইতাম; কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনো কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিতাম। ভাবিতাম—আমি ইচ্ছা করিলেই যে কোনো সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিব—এইরূপ সংগতি আমার রহিয়াছে; অতএব, বিলম্বে ক্ষতি কী? এইরূপ ভাবিয়া আমি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব করিলাম। এদিকে অন্যান্য লোক যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। একদিন সকাল বেলায় সাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। আমি তখনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি নাই। ভাবিলাম-দুই একদিন পরই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতঃ রওয়ানা হইয়া মুস্‌লিম বাহিনীর সহিত পথে মিলিত হইব। নবী করীম (সা)-এর রওয়ানা হইবার পরের দিন সকালে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু কোনো কিছু সংগ্রহ না করিয়াই সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিলাম। পরের দিন এক-ই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। এইরূপে কয়েকদিন চলিল। ইতিমধ্যে নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে লইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত আমার মিলিত হইবার সুযোগ প্রায় চলিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম 'এখন রওয়ানা হইয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর সহিত মিলিত হই। আহা! যদি তাহা করিতাম! শুধু ভাবিলাম; উহাকে কার্যে পরিণত করিলাম না। বাজারে গিয়া দেখিতাম মুনাফিকগণ এবং অসমর্থ মু'মিনগণ—আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে তাহাদের অসংগতি ও অসামর্থ্যের দরুন যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন—ছাড়া অন্য কেহ যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকে নাই। দেখিতাম আর মনে মনে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতাম। এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে রওয়ানা হইবার পর তাবূকের ময়দানে পৌঁছিবার পূর্বে আমার সম্বন্ধে কাহারো নিকট

কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। তাবূকে পৌঁছিয়া তিনি মুসলমানদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—কা'বা ইব্‌নে মালেককে দেখিতেছি না যে। সে যুদ্ধে আগমন করে নাই? বানূ সালামা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলিল—'হে আল্লাহর রাসূল! আরাম-প্রিয়তা তাহাকে গৃহে ধরিয়া রাখিয়াছে।' হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রা) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন—তুমি তাহার সম্বন্ধে একেবারেই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছ। অতঃপর তিনি (হযরত মা'আয ইব্‌নে জাবাল (রা)) নবী করীম (সা)-কে বলিলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কা'ব ইব্‌নে মালেকের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখি নাই।' নবী করীম (সা) শুধু শুনিলেন; কিছু বলিলেন না।

হযরত কা'বা ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন—অতঃপর একদিন শুনিলাম নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। আমার মন উদ্বেগাকুল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম— নবী করীম (সা)-এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহার নিকট মিথ্যা উজর ও বাহানা পেশ করিয়া তাঁহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিব। এই বিষয়ে আমি আমার সকল বুদ্ধিমান আত্মীয়ের নিকট হইতে বুদ্ধি লইলাম। একদিন শুনিলাম নবী করীম (সা) মদীনার একেবারেই নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে আমার মন হইতে সকল মিথ্যা ফন্দী-ফিকির দূর হইয়া গেল। ভাবিলাম— কোনো মিথ্যাই আমাকে নবী করীম (সা)-এর অসন্তোষ হইতে বাঁচাইতে পারিবে না। সিদ্ধান্ত করিলাম-'আমি তাঁহার নিকট সত্য কথা বলিব।' এক সময়ে নবী করীম (সা) মদীনায় পৌঁছিলেন। নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে প্রথমে মস্‌জিদে প্রবেশ করতঃ দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিতেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার জন্যে লোকদিগকে লইয়া মস্‌জিদে বসিতেন। অভ্যাস অনুযায়ী মস্‌জিদে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতঃ তিনি যখন লোকদিগকে লইয়া মস্‌জিদে বসিলেন, তখন যুদ্ধে না-যাওয়া লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আল্লাহর কসম করিয়া করিয়া নিজেদের যুদ্ধে না যাইবার পক্ষে মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল আশির কিছু উপর। তাহারা এক এক করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিতেছিল এবং তিনি তাহাদের কথাকে প্রত্যাখ্যান না করিয়া তাহাদের জন্যে ইসতিগ্‌ফার করিতেছিলেন আর তাঁহাদের অন্তরের অবস্থার বিচারের ভার আল্লাহ তা'আলার উপর ছাড়িয়া দিতেছিলেন। এক সময়ে আমার পালা আসিল। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম প্রদান করিলে তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া অসন্তোষ-মিশ্রিত মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন। অতঃপর আমাকে বলিলেন—'এদিকে আসো।' আমি ধীরে হাটিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—তুমি কেন যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলে? তুমি কি যুদ্ধে যাইবার জন্যে প্রয়োজনীয় একটি উট খরীদ করিয়াছিলে না? আমি আরয করিলাম—'হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি অপনার সম্মুখে না বসিয়া যদি কোনো দুনিয়াদার ব্যক্তির সম্মুখে বসিতাম,

তবে দেখিতেন—আমি একটি মিথ্যা ওজর পেশ করিয়া তাহার অসন্তোষ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতাম। আর উহার যোগ্যতাও আমার মধ্যে রহিয়াছে; কারণ, আমি একজন তর্ক-বিশারদ ব্যক্তি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি ভাবিয়াছি—'আমি আজ আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিলেও আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারেন। পক্ষান্তরে, আমি আপনার নিকট সত্য কথা বলিলে আপনি বিনা কারণে আমার যুদ্ধে না যাইবার কারণে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার সত্যবাদিতার জন্যে পুরস্কৃত করিবেন।' আল্লাহর কসম! আমার কোনো ওজর বা অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! যখন আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছিলাম, তখন যতটুকু ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিলাম, ততটুকু ঝামেলামুক্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ইতিপূর্বে কখনো ছিলাম না।' নবী করীম (সা) বলিলেন—'এই ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়াছে। আচ্ছা; তুমি যাও। আল্লাহ্ তা'আলার তোমার বিষয়ে কোন ফায়সালা না দেওয়া পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো।' আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া আসিলাম। আমার সঙ্গে বানূ-সালামা গোত্রের একদল লোক উঠিয়া আসিল। তাহারা আমাকে বলিতে লাগিল—'আল্লাহর কসম আমাদের জানামতে তুমি এই গোনাহ্টি করিবার পূর্বে কোন গোনাহ্ করো নাই। তোমার গোনাহ্ মা'আফ হইবার জন্যে নবী করীম (সা)-এর তোমার জন্যে ইস্তিগফার করাই তো যথেষ্ট ছিল। তুমি কেন যুদ্ধে না যাওয়া অন্য লোকদের ন্যায় মিথ্যা ওজর নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করিলে না? এইরূপে তাহারা আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিল। তাহাদের তিরস্কারের আতিশয্যে একবার আমার মনে ইচ্ছা জাগিল ফিরিয়া গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট বলি—'আমি মিথ্যা কথা বলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ওজর ও অসুবিধা থাকিবার কারণেই আমাকে যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।' পরক্ষণে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—অন্য কেহ কি আমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে? তাহারা বলিল—হাঁ আরো দুইটি লোক তোমার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছে। আর তুমি নবী করীম (সা)-এর নিকট যাহা বলিয়াছ, তাহারাও তাঁহার নিকট তাহাই বলিয়াছে। নবী করীম (সা) তোমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাদিগকেও তাহাই বলিয়াছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? তাহারা বলিল–'তাহাদের একজন হইতেছে 'মুরারা ইব্নে রাবী' আমেরী مُرَارَةُ ابْنُ رَبِيعُ عَامِرِىٌّ এবং আরেকজন হইতেছে হেলাল ইব্নে উমাইয়া ওয়াকেফী 'هِلَالُ ابْنُ اُمَيَّةَ وَاقِفِىٌّ' উক্ত ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন নেককার লোক। তাহারা বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাহাদের মধ্যে আমার পক্ষে অনুসরণীয় গুণ ছিল। তাহাদের নাম শুনিয়া আমি সত্যের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্যে সিদ্ধান্ত করিলাম।

এদিকে নবী করীম (সা) যুদ্ধে-না-যাওয়া লোকদের মধ্য হইতে আমাদের তিনজনের সহিত বাক্যলাপ করিতে সাহাবীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা আমাদের সহিত বাক্যালাপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা আমাদের ব্যাপারে আর পূর্বের 'তাহারা' রহিলেন না। এই অবস্থায় পরিচিত পৃথিবী আমার নিকট অপরিচিত মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থা পঞ্চাশ দিন ধরিয়া চলিল। আমার সঙ্গীদ্বয় একেবারে-ই মুষড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না বাড়িতে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেন। আর আমি? আমি ছিলাম তিনজনের মধ্যে অধিকতম শক্ত ও সহিষ্ণু। আমি সকলের সহিত জামা'আতে সালাত আদায় করিতাম এবং বাজারেও যাইতাম, কিন্তু কেহ্-ই আমার সহিত কথা বলিত না। নবী করীম (সা) সালাত আদায় করিবার পর যখন সাহাবীদিগকে লইয়া বসিতেন, তখন আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সালাম প্রদান করিতাম এবং লক্ষ্য করিতাম—তিনি আমার সালামের উত্তর দিবার জন্যে পবিত্র ওষ্টাধর নাড়াইতেছেন কি না। আবার আমি নবী করীম (সা)-এর নিকটবর্তী হইয়া সালাত আদায় করিতাম এবং (তিনি আমার দিকে তাকাইতেছেন কিনা আর তাকাইলে কীরূপ দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন, তাহা জানিবার জন্যে সালাত আরম্ভ হইবার পূর্বে) সন্তর্পণে তাঁহার প্রতি তাকাইতাম। নবী করীম (সা) আমার প্রতি তাকাইতেন; কিন্তু, আমাকে তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে (অর্থাৎ—চোখের কোণা দিয়া তাকাইতে) দেখিলে-ই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতেন।

আমাদের প্রতি অন্যান্য মুসলমানের উপরোক্ত বয়কট দীর্ঘদিন চলিবার পর যখন উহা আমাদের নিকট অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন একদিন আমি আমার চাচাতো ভাই আবূ কাতাদা-এর (ফলের বাগানের) দেওয়াল টপকাইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। সে ছিল আমার অতি প্রিয় ব্যক্তি। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সালাম দিলাম; কিন্তু, সে আমার সালামের উত্তর দিল না। আমি তাহাকে বলিলাম—'হে আবূ কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি–তোমার কি জানা নাই যে, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি।' আবূ-কাতাদা আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম! এবারও সে কোনো উত্তর দিল না। আমি তৃতীয়বার তাহাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া পূর্বোক্ত প্রশ্ন করিলে সে বলিল—'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল-ই এ সম্বন্ধে অধিকতম উত্তমরূপে অবগত রহিয়াছেন।' তাহার কথায় আমার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি পুনরায় দেওয়াল টপকাইয়া মন-মরা অবস্থায় তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম।

উপরোক্ত অবস্থা চলিতে থাকাকালে একদা আমি মদীনার বাজারে গেলাম। বাজারে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল। শাম দেশের 'নাবাত (نَبَطَ) গোত্রের জনৈক খাদ্য–শস্য ব্যবসায়ী খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মদীনার বাজারে আসিয়াছিল। সে

লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছিল—কা'ব ইব্‌নে মালেক নামক লোকটি কে? লোকেরা আমার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে বলিল—'ঐ হইতেছে কা'ব ইব্‌নে মালেক।' লোকটি আমার নিকট আসিয়া আমার হাতে একখানা পত্র দিল। পত্রখানা 'গাস্‌সান (غَسَّانُ) গোত্রের অধিপতি আমার নিকট পাঠাইয়াছিল। আমি লেখাপড়া জানিতাম। পড়িয়া দেখিলাম উহাতে লিখিত রহিয়াছেঃ 'আমি জানিতে পারিলাম—আপনার অধিকর্তা আপনার প্রতি অবিচার করিয়াছে। আল্লাহ আপনাকে তুচ্ছ অথবা ধ্বংস-কর পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন নাই। আপনি আমাদের কাছে চলিয়া আসুন। আমরা আপনাকে সহায়তা প্রদান করিব।' ভাবিলাম—'ইহা আরেকটি পরীক্ষা।' আমি উহাকে চুলায় নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিলাম।

উপরোল্লোখিত অবস্থায় পঞ্চাশ দিনের মধ্য হইতে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর নবী করীম (সা)-এর তরফ হইতে জনৈক সংবাদদাতা আসিয়া আমাকে বলিল—'নবী করীম (সা) তোমাকে তোমার স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–আমি কি তাহাকে তালাক দিব? না কী করিব? সে বলিল–'না; তুমি তাহাকে তালাক দিওনা; বরং তাহার নিকট হইতে দূরে থাকো।' ওদিকে নবী করীম (সা) আমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতিও অনুরূপ আদেশ পাঠাইলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম—'তুমি তোমার বাপ-ভাই-এর নিকট চলিয়া যাও। যতদিন আল্লাহ তা'আলা আমার বিষয়টি সম্বন্ধে কোনো ফায়সালা না দেন, ততদিন তুমি তাহাদের নিকট অবস্থান করো।' আমার সঙ্গী হেলাল ইব্‌নে উমাইয়া–এর স্ত্রী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল—হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী হেলাল একজন দুর্বল বৃদ্ধ লোক। তাহাকে সেবা করিবার মতো অন্য কেহ নাই। আমি তাহাকে সেবা করিতে পারি কি? নবী করীম (সা) বলিলেন—'তুমি তাহাকে সেবা করিতে পারো; তবে সে তোমার সহিত সংগম করিতে পারিবে না। হেলালের স্ত্রী বলিল—'আল্লাহ্‌র কসম! সে এতোই দুর্বল যে, তাহার নড়া-চড়া করিবার ক্ষমতাও প্রায় লোপ পাইয়াছে। আল্লাহর কসম! তাহার প্রতি আল্লাহর তরফ হইতে যে দিন শাস্তি আরোপিত হওয়া আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত সে কাঁদিতেছে আর কাঁদিতেছে।' এই সংবাদ শুনিয়া আমার পরিবারের কেহ কেহ আমাকে বলিল—নবী করীম (সা) হেলালের স্ত্রীকে তাহার (হেলালের) সেবা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। তুমিও তোমার স্ত্রীর জন্যে তোমার সেবা করিবার অনুমতি লইয়া আস। আমি বলিলাম—'আল্লাহ্‌র কসম! আমি নবী করীম (সা)–এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিতে যাইব না। আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট তাহার জন্যে অনুমতি আনিতে গেলে তিনি কী বলিবেন, তাহা জানি না; কারণ, আমি একজন যুবক লোক।'

উপরোক্ত অবস্থায় দশ দিন অতিবাহিত হইল। আমাদের প্রতি অন্য মুসলমানদের বয়কটের মোট পঞ্চাশ দিন যে দিন পূর্ণ হইল, সেই দিনের পরের দিন সকালে আমি

আমার একটি ঘরের ছাদের উপর দাঁড়াইয়া ফজরের সালাত আদায় করিলাম। এই সময়ে আমরা কীরূপ অবস্থার মধ্যে ছিলাম, উহা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার কালামে-পাকে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রশস্ত পৃথিবী আমাদের জন্যে সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং আমরা নিজেরাই আমাদের নিজেদের নিকট সংকীর্ণ ও অসহনীয় হইয়া গিয়াছিলাম। সালাত আদায় করিবার পর আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিয়াছি। এমন সময় শুনিতে পাইলাম—'সালা' (سَلَعَ) পাহাড়ে দাঁড়াইয়া একটি লোক উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতেছে—'হে কা'ব ইব্‌নে মালেক! সুসংবাদ গ্রহণ করো।' শুনিয়া আমি সেজদায় পড়িয়া গেলাম। বুঝিলাম আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তওবা কবূল করিয়াছেন এবং আমাদের দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইয়াছেন।' অল্পক্ষণ পর জানিতে পারিলাম—'নবী করীম (সা) ফজরের সালাত শেষ করিবার পর আমাদের বিষয়ে লোকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তওবা কাবূল করিয়াছেন।' লোকেরা সুসংবাদ লইয়া আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিল। একটি লোক ঘোড়া দৌড়াইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে সুসংবাদ দিল। যে লোকটি পাহাড়ের উপর চড়িয়া ডাকিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিল, সে আমার নিকট আসিল নিজ পায়ে দৌড়াইয়া। অশ্বারোহী সুসংবাদ-বাহক লোকটির আমার নিকট পৌঁছিবার পর। যেহেতু সর্বপ্রথম তাহার সুসংবাদ-বাহক আওয়াযটি-ই আমার কানে পৌঁছিয়াছিল, তাই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমি তাহাকে নিজের পরিধানের দুইখানা বস্ত্র প্রদান করিলাম। আল্লাহর কসম! সেই সময়ে উক্ত বস্ত্র দুইখানা ভিন্ন প্রদান করিবার মতো অন্য কিছু আমার নিকট ছিল না। আমি অন্যের নিকট হইতে দুইখানা বস্ত্র ধার লইয়া উহা পরিধান করতঃ নবী করীম (সা)–এর নিকট উপস্থিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমাকে মুবারকবাদ দিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—'আল্লাহ্ তোমার তওবা কবূল করিয়াছেন—তজ্জন্য আমরা তোমাকে মুবারকবাদ দিতেছি।' মস্‌জিদে-নবুবীতে পৌঁছিয়া দেখি নবী করীম (সা) সাহাবীগণ পরিবৃত হইয়া মস্‌জিদে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সর্বপ্রথম তাল্‌হা ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ্ দ্রুতবেগে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আমার সহিত মুছাফাহা করিল এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাইল। আল্লাহ্‌র কসম! মুহাজিরদের মধ্য হইতে সে ছাড়া সে অন্য কেহ আমার দিকে অগ্রসর হইল না। রাবী বলেন 'হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) তাঁহার প্রতি হয্‌রত তালহা ইব্‌নে উবায়দুল্লাহ্ (রা)-এর উপরোক্ত আচরণকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতেন।' হয্‌রত কা'ব (রা) বলেন—আমি নবী করীম (সা)–কে সালাম প্রদান করিলে তিনি বলিলেন—'তোমার মাতা তোমাকে প্রসব করিবার দিন হইতে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তুমি যত কল্যাণ লাভ করিয়াছ, উহাদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠতম কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করো।' এই সময়ে খুশীতে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল

হইয়া উঠিয়াছিল। আমি আরয করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সুসংবাদ কাহার তরফ হইতে? আপনার তরফ হইতে? না আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে? নবী করীম (সা) বলিলেন—'না' আমার তরফ হইতে নহে; বরং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে।' উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীম (সা) যখন কোনো কারণে খুশী হইতেন, তখন উহার চিহ্ন তাঁহার চেহারা মুবারকে ফুটিয়া উঠিত। এইরূপ সময়ে নবী করীম (সা)-এর চেহারা মুবারক একখন্ড চন্দ্র বলিয়া মনে হইত। যাহা হউক—আমি নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া আরয করিলাম—'হে আল্লাহর রাসূল। আমার তওবার একটি অংশ এই হইবে যে, আমি আমার সমুদয় মাল আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পথে সদকা করিয়া দিব।' নবী করীম (সা) বলিলেন—'তোমার মালের সম্পূর্ণটুকু সদকা না করিয়া উহার একাংশ নিজের কাছে রাখিয়া দাও। উহা-ই তোমার জন্যে কল্যাণকর কাজ হইবে।' আমি আরয করিলাম–হে আল্লাহর রাসূল! খয়বারের যুদ্ধে আমি যে গনীমাত লাভ করিয়াছিলাম, শুধু উহাই আমি নিজের জন্যে রাখিব। আমি আরো আরয করিলাম—'হে আল্লাহর রাসূল! আমার সত্যবাদীতার কারণে-ই আল্লাহ্ তাআলা আমাকে (দোযখের মহা শাস্তি হইতে) মুক্তি দিয়াছেন; অতএব, আমার তওবার আরেকটি অংশ হইবে এই যে, আমি জীবনে কোনদিন মিথ্যা কথা বলিব না।' হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন—'নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার পর হইতে এ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনো আমি মিথ্যা কথা বলি নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা আমার সত্যবাদীতার বিনিময়ে আমাকে যত উত্তম পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতম উত্তম পুরস্কার অন্য কোনো মুসলমানকে তাহার সত্যবাদীতার জন্যে প্রদান করিয়াছেন—এইরূপ কথা আমার জানা নাই। আশা করি—আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যতদিন দুনিয়াতে বাঁচাইয়া রাখিবেন, ততদিন মিথ্যা বলা হইতেও বাঁচাইবেন।

হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, আমাদের উপরোল্লোখিত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াত-সমূহ নাযিল করিলেন ।

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ
الْعُسْرَةِ - اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى - وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰادِقِيْنَ - (তাওবা ১১৭–১১৯)

হযরত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন, আমার মুসলমান হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যত নি'আমাত নাযিল করিয়াছেন, তন্মধ্যে সেইদিন নবী করীম (সা)-এর নিকট আমার সত্যকথা বলা-ই হইতেছে আমার নিকট শ্রেষ্ঠতম নি'আমাত। সেইদিন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্যকথা না বলিলে যাহারা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, তাহাদের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। সেইদিন যাহারা নবী করীম

(সা)—এর নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের জন্যে এইরূপ জঘন্য কুপরিণতি নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন– যাহার সমতুল্য কুপরিণতি অন্য কাহারো জন্যে নির্ধারিত করেন নাই। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেনঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَآ انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ - فَاَعْرِضُوْا
عَنْهُمْ- اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ
لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ - فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ -

—তোমরা তাহাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহারা অচিরে-ই তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কসম করিবে—যাহাতে তোমরা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করা হইতে বিরত থাক। (তাহা-ই করো।) তোমরা তাহাদের কার্যকে নিন্দা করা হইতে বিরত থাক। তাহাদের আত্মা হইতেছে অপবিত্র আর তাহাদের আশ্রয়স্থল হইতেছে জাহান্নাম। উহা তাহাদের কার্যের ফল। তাহারা তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কসম করে যাহাতে তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। তোমরা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেও আল্লাহ্ এই পাপাসক্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।) (তাওবা-৯৫)

হয্‌রত কা'ব ইব্‌নে মালেক (রা) বলেন—"যে সকল মিথ্যাবাদী লোক আল্লাহ্‌র কসম করিয়া নিজেদের কার্যের পক্ষে নবী করীম (সা)-এর নিকট মিথ্যা ওজর ও বাহানা পেশ করিয়াছিল এবং নবী করীম (সা) তাহাদের মিথ্যা ওজর ও বাহানা বিষয়ে কবূল করতঃ তাহাদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্যে ইস্‌তিগ্‌ফার করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়সালা প্রদান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ—তাহাদের নিফাক ও মিথ্যাবাদীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে স্বীয় গযব ও অসন্তোষ নির্ধারিত করিয়াছিলেন।) পক্ষান্তরে, তিনি আমাদের তিনজনের বিষয়ের ব্যাপারে কোনরূপ তাৎক্ষণিক ফায়সালা প্রদান না করিয়া উহাকে বিলম্বিত ও ঝুলন্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا - الاية (তওবা-১১৮)। এই আয়াতের অন্তর্গত خُلِّفُوْا শব্দের অর্থ হইতেছে—'যাহাদের বিষয়ের ফায়সালা ঝুলন্ত ও বিলম্বিত করিয়া রাখা হইয়াছিল'। পক্ষান্তরে فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ - الاية এই আয়াতের অন্তর্গত اَلْمُخَلَّفُوْنَ শব্দের অর্থ হইতেছে—'যাহাদিগকে বাড়ীতে বসাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—তাহারা'। উক্ত আয়াতে উপরোল্লেখিত মিথ্যাবাদী মুনাফিকদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।"

উপরোক্ত হাদীস সর্ব-সম্মতরূপে সহীহ্। ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্‌লিমও উহাকে উপরোক্ত রাবী যুহ্‌রী (র) হইতে উপরোক্ত অভিন্ন ঊর্ধ্বতন সনদে বর্ণনা

করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا - الاية (তাওবা-৮১) এই আয়াতের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুন্দর ও সুবিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একাধিক তাফ্সীরকার হইতেও আলোচ্য আয়াতের উপরোক্তরূপ তাফ্সীর বর্ণিত হইয়াছে। আ'মাশ (র)...হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত জাবের ইব্নে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا - الاية–এই আয়াতে উল্লেখিত তিনজন সাহাবী হইতেছেন– কা'ব ইব্নে মালেক; হেলাল ইব্নে উমাইয়া; এবং মুরারা ইব্নে রবী'। উহারা তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন।' মুজাহিদ, যাহ্হাক কাতাদা এবং সুদ্দীসহ একদল তফ্সীরকারও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তবে তাহারা সকলেই তৃতীয় সাহাবীর নাম 'মুরারা ইব্নে রবীআ (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুস্লিম কর্তৃক বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়াতে তাঁহার নাম 'মুরারা ইব্নে রবীআ (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعَةَ) বলিয়া এবং কোনো কোনো রেওয়ায়াতে 'মুরারা ইব্নে রবী' (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। যাহ্হাক হইতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে আবার তাঁহার নাম মুরারা ইব্নে রবী' (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। বোখারী শরীফ এবং মুস্লিম শরীফেও তাহার নাম 'মুরারা ইব্নে-রবী' (مُرَارَةُ ابْنِ رَبِيْعِ –) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। উহাই সহীহ ও সঠিক। আরেকটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। উহা এই যে, উপরে বর্ণিত রেওয়ায়াতের একস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে যে, হয্রত কা'ব ইব্নে মালেক (রা) বলেন 'লোকে আমার নিকট দুইজন বদরী (বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী) সাহাবীর নাম উল্লেখ করিল।' উহা কাহারো কাহারো মতে রাবী যুহ্রীর ভ্রান্ত উক্তি। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তিনজন সাহাবীর মধ্য হইতে কাহারো বদরী সাহাবী হওয়া প্রমাণিত নহে। আল্লাহ্-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

হয্রত কা'বা ইব্নে মালেক এবং তাঁহার সঙ্গীদ্বয় নবী করীম (সা)-এর নিকট কোনোরূপ মিথ্যা ওজর পেশ করিয়াছিলেন না। তাহারা নবী করীম (সা)-এর নিকট সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উক্ত সত্যবাদীতার কারণে-ই তাহাদের গোনাহ মা'আফ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সত্যবাদীতা হইতেছে মু'মিনের মহামূল্যবান ধন। উহা তাহার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমাত, রহ্মাত ও মাগফেরাত বহন করিয়া আনিয়া থাকে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেদের সত্যবাদীতার কারণে হযরত কা'ব প্রমুখ ব্যক্তিগণের তাঁহার মাগফেরাত লাভ করিবার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদিগকে সত্যবাদীতার গুণে গুণান্বিত হইতে আদেশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...হযরত আবদুল্লাহ (ইব্নে মাস্উদ) (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, তোমরা সত্যবাদিতাকে

আকড়াইয়া ধরো; কারণ, সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কাজের দিকে লইয়া যায় আরর নেক কাজ মানুষকে জান্নাতের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ সত্য কথা বলে এবং পুনঃ পুনঃ সত্যবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার খাতায় (صِدِّيْق মহা সত্যবাদী) নামে আখ্যায়িত হয়। আর তোমরা মিথ্যাবাদিতা হইতে দূরে থাকো; কারণ, মিথ্যাবাদিতা মানুষকে পাপ-কার্যের দিকে হইয়া যায় আর পাপ-কার্য মানুষকে দোযখের দিকে লইয়া যায়। কোনো ব্যক্তি যখন পুনঃ পুনঃ মিথ্যা কথাা বলে এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাবাদিতাকে অবলম্বন করে, তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার খাতায় (كَذَّابٌ মহা মিথ্যাবাদী) নামে আখ্যায়িত হয়।' উক্ত হাদীসকে ইমাম বোখারী এবং ইমাম মুস্‌লিমও বর্ণনা করিয়াছেন।

শু'বা (র)...হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন, 'মিথ্যা কথাকে শ্রোতার নিকট সত্য কথা হিসাবে প্রতীয়মান করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে আর আনন্দ উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেও মিথ্যা কথা বলা জায়েয বা হালাল নহে।' অতঃপর হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌নে মাস্‌উদ (রা) তাহার সঙ্গীদিগকে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া বলিয়াছেন–উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কোনো অবস্থায় কাহাকেও মিথ্যা কথা বলিতে অনুমতি দিয়াছেন কি?'

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আমর (রা) বলেন, وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ—তোমরা মুহাম্মদ ও তাহার সাহাবীগণের সঙ্গে থাকো।' যাহ্হাক (র) বলেন وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ— তোমরা আবূ বকর, উমর, ও তাহাদের সঙ্গীদের সহিত থাকো।' হাসান বস্‌রী বলেন—'যদি তুমি সত্যবাদী বান্দাদের দল-ভুক্ত হইতে চাও, তবে তোমাকে পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস পোষণকারী লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

(١٢٠) مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ
يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا
يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا
كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

১২০. মদীনাবাসী ও উহাদের পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের জন্য সংগত নহে আল্লাহর রাসূলের সহগামী না হইয়া পিছনে রহিয়া যাওয়া এবং তাহার জীবন অপেক্ষা নিজেদের জীবনকে প্রিয় ভাবা; কারণ, আল্লাহর পক্ষে উহাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শত্রুদের নিকট কিছু প্রাপ্ত হওয়া উহাদের সংকর্ম হিসাবে গণ্য হয়। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমকাল নষ্ট করেন না।

তাফসীর ঃ মদীনাও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার যে সকল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল, আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন-'মদীনার অধিবাসী মুসলমানগণের জন্যে এবং মদীনার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার অদিবাসী গ্রাম্য মুসলমানগণের জন্যে ইহা জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে। তাহাদের জন্যে ইহাও জায়েয নহে যে, তাহারা আল্লাহর রাসূলের সহিত জিহাদের কষ্টে শরীফ না থাকিয়া বাড়ীতে আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে। উহা করিলে তাহারা নিজদিগকে মহাপুরস্কার হইতে মাহ্রূম ও বঞ্চিত করিবে। কারণ, যাহারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তাহারা জিহাদের প্রতিটি কার্যের বিনিময়ে আল্লাহর নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে। মুজাহিদগণ আল্লাহর পথে জিহাদে বাহির হইয়া যে তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করে, যে ক্লান্তি ভোগ করে, যে ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করে, শত্রুর কোনো জনপদ যে মাড়ান মাড়াইয়া যায়—যাহা কাফিরদিগকে রাগান্বিত করিয়া দেয় এবং শত্রুর উপর যে বিজয় লাভ করে—উহাদের প্রতিটি অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে। যাহারা নেক আমল করে, আল্লাহ্ কোনোক্রমে তাহাদের পারিশ্রমিককে নষ্ট করেন না।'

وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ-'তাহারা কাফিরদের কোনো এলাকায় শিবির স্থাপন করিলে যাহা কাফিরদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া দেয়—উহার বিনিময়েও আল্লাহর নিকট তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিত হইয়া থাকে।'

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ কখনো কোনোক্রমে নেককার বান্দাদের প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করেন না।' এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

إِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا যে ব্যক্তি নেক আমল করে, আমরা কখনো তাহার প্রাপ্য পুরস্কারকে নষ্ট করি না।

আলোচ্য আয়াতে মুজাহিদদের যে নেক আমলসমূহ উল্লেখিত হইয়াছে, উহারা মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন ও উদ্ভূত নেক আমল।

শব্দার্থ ঃ (ظَمَأٌ) তৃষ্ণা। (نَصَبٌ) ক্লান্তি; কষ্ট; অবসাদ (مَخْمَصَةٌ) ক্ষুধা।

(١٢١) وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ
وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২১. এবং উহারা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যাহাই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে তাহা উহাদের অনুক্ষণে লিপিবদ্ধ করা হয়— যাহাতে উহারা যাহা করে আল্লাহ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পুরস্কার উহাদিগকে দিতে পারে

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন–'আর যাহারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তাহাদের জিহাদের অল্প বা বেশী অর্থ ব্যয় করা এবং জিহাদে তাহাদের কোনো উপত্যকা অতিক্রম করা— ইহাদের প্রতিটা কাজই লিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।'

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল হইতে উৎপন্ন নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছন। পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে তিনি তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বোক্ত আমলসমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ। কিন্তু উহাদের প্রতিটী অবস্থার বিনিময়ে তাহাদের জন্যে একটি নেক আমল লিখিয়া রাখা হয়। (তাওবা-১২০)

পক্ষান্তরে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শেষোক্ত নেক আমলসমূহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ

কিন্তু উহাদের প্রতিটি কার্যকেই লিখিয়া রাখা হয়। উপরোক্ত কারণেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের উক্ত উত্তম কার্যের পুরস্কার প্রদান করিবেন।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত কার্যসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমল; পক্ষান্তরে, পূর্ববতী আয়াতে উল্লেখিত অবস্থাসমূহ মুজাহিদদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত আমল নহে; বরং উহারা তাহাদের নিজ ক্ষমতায় সম্পাদিত নেক আমলসমূহ হইতে উৎপন্ন অবস্থা—যাহাদের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্যে নেক আমল লিখিয়া রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে নেক আমলের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত উসমান (রা) উহার একটি বিরাট অংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি তাবূকের যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ মাল খরচ করিয়াছিলেন।

আবদুল্লাহ্ ইবন আহমদ (র)....হযরত আবদুর রাহ্মান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন—নবী করীম (সা) তাবূকের যুদ্ধের জন্যে মাল খরচ করিবার পক্ষে সাহাবীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। নবী করীম (সা)-এর উৎসাহ প্রদানে উদ্বুদ্ধ হইয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন—'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ একশত উট প্রদান করিব।' পুনরায় নবী করীম (সা) উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন—'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান করিব।' অতঃপর নবী করীম (সা) মিম্বরের এক ধাপ নীচে নামিয়া পুনরায় উৎসাহ প্রদান করিয়া বক্তৃতা দিলেন। হযরত উসমান (রা) বলিলেন–'আমি প্রয়োজনীয় গদী ও উহাদের চটসহ আরো একশত উট প্রদান করিব।' রাবী হযরত আবদুর রহমান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) বলেন, 'আমি নবী করীম (সা)-কে এইরূপে হাত নাড়াইয়া ঈশারা করিতে দেখিলাম।' এই স্থলে সনদের অন্যতম রাবী আব্দুস সামাদ বিস্মিত ব্যক্তির ন্যায় হাত নাড়াইয়া তাহার ছাত্রকে দেখাইয়াছেন। রাবী হযরত আব্দুর রহমান ইব্নে হুবাব সুলামী (রা) বলেন, অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন—'আজিকার এই কার্যের পর উসমান যে কাজই করুক তজ্জন্য তাহার উপর কোনরূপ শাস্তি নাই।'

আবদুল্লাহ্ (র)....হযরত আবদুর রহ্মান ইব্নে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ তিনি বলেন— হয্রত উসমান (রা) এক হাযার দীনার (স্বর্ণ-মুদ্রা বিশেষ) কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী করীম (সা) উহা দ্বারা তাবূকের যুদ্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় রসদ খরীদ করিলেন। রাবী সাহাবী বলেন, হযরত উসমান (রা) উক্ত দীনারগুলি নবী করীম (সা)-এর কোলে ঢালিয়া দিলেন। আমি নবী করীম (সা)-কে উক্ত দীনারগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিয়াছি এবং বলিতে শুনিয়াছি 'আজিকার দিনের পর (উসমান) ইব্নে আফ্ফান যে কাজ-ই করুক, উহা তাহার জন্যে ক্ষতিকর হইবে না (অর্থাৎ উহার জন্যে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না)।' নবী করীম (সা) কয়েক বার উহা বলিলেন।

কাতাদা (র) وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন—কোনো মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহ্র পথে নিজ পরিবার-পরিজন হইতে যতোখানি দূরে যায়, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার তত খানি নৈকট্য লাভ করে।

(١٢٢) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ○

১২২. মু'মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বাহির হওয়া সংগতি নহে, উহাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হলেন যেন যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করিতে পারে এবং উহাদের সম্প্রদায়কে সর্তক করিতে পারে, যখন তাহারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে হয়ত তাহারা সতর্ক হইবে।

তাফসীর ঃ অত্র আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। পূর্ব-যুগীয় একদল ব্যাখ্যাকার বলেন "আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত বিধান 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করিয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছিলেনঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا "তোমরা ধনী-নির্ধন, বাহন সংগ্রহে সমথ-অসমর্থ সকলেই জিহাদে বাহির হইয়া যাও" (তাওবা-৪১)।

আরো বলিয়াছিলেন ঃ

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهٖ -

"মদীনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী গাম্য অধিবাসীগণ ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে এবং ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, ইহারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্টে রাখিয়া নিজেরা আরাম আয়েশে লিপ্ত থাকিবে।" (তাওবা-১২০)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূকের যুদ্ধে যাওয়া মদীনা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার সকল মুসলমানের উপর ফরয করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বিধানকে 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করিয়া দিয়াছেন।

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন—"আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কোনো আয়াতকে 'রহিত' (مَنْسُوْخٌ) করেন নাই; বরং উহাতে তিনি মুজাহিদদের—তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাইক— অথবা তাঁহার সঙ্গ ছাড়া জিহাদে যাউক—জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, জিহাদে যাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয নহে; বরং মুসলমানদের

প্রত্যেক দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক জিহাদে গেলেই চলিবে। তবে সকল মুসলমানই জিহাদে যাউক অথবা তাহাদের প্রত্যেক দলের একটা অংশ জিহাদে যাউক, তাহাদের জিহাদে যাইবার উদ্দেশ্য হইতেছে দুইটি ঃ একটি উদ্দেশ্য হইতেছে— তাহারা শত্রু বাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করিবে; আরেকটি উদ্দেশ্য হইতেছে—তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে গেলে জিহাদে থাকা অবস্থায় তাঁহার প্রতি যে সকল আয়াত নাযিল হয়, জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা গৃহে অবস্থানকারী লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং তাহারা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে যাউক অথবা তাঁহার সঙ্গ ছাড়া জিহাদে যাউক সর্বাবস্থায় জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা গৃহে অবস্থানকারী লোকদিগকে শত্রুদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করিবে।"

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌নে আবূ তালহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— আল্লাহ্‌র রাসূলকে একাকী মদীনায় রাখিয়া সকল মুসলমানের জিহাদে চলিয়া যাওয়া সমীচীন নহে; অতএব আল্লাহ্‌র রাসূলকে একাকী মদীসায় রাখিয়া তাহারা সকলেই যেনো জিহাদে চলিয়া না যায়; বরং তাহাদের প্রত্যেক দল হইতে একটা অংশ যেনো জিহাদে যায় এবং অন্য আরেকটা অংশ যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করে। মুজাহিদ বাহিনীর জিহাদে থাকিবার কালে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি যে সকল আয়াত নাযিল হয়,তাহারা যেন তৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। অতঃপর মুজাহিদগণ জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাহারা যেন তাহাদিগকে উক্ত জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী করে।

মুসলমানগণ যেন এইরূপে পালাক্রমে একদল জিহাদে যায় এবং আরেকদল আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট থাকিয়া দ্বীনী এলেম হাসিল করে। উপরোক্ত পন্থায় জিহাদ-প্রত্যাগত মুসলমানগণ গৃহে অবস্থানকারী মুসলমানদের নিকট হইতে দ্বীনী এলেম হাছিল করতঃ গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন 'একদা একদল লোক গ্রাম হইতে মদীনায় নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীনী এলেম হাসিল করতঃ গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল। তাহারা সেখানে লোকদিগকে দ্বীনের কথা শিখাইবার কার্যে রত হইয়াছিল। তাহারা লোকদের নিকট হইতে মাল দৌলতও লাভ করিয়াছিল। এক সময়ে লোকেরা তাহাদিগকে বলিল তোমরা কেন মদীনায় অবস্থানকারী নিজেদের সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া আমাদের নিকট চলিয়া আসিয়াছ? ইহাতে তাহাদের মনে সংকোচ দেখা দিল এবং তাহারা মদীনায় নবী করীম (সা) এর নিকট ফিরিয়া গেল। উক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোল্লেখিত লোকদের গ্রামে গিয়া লোকদিগকে দ্বীনের কথা শুনানোকে সঠিক বলি[illegible]

বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—মুসলমানদের প্রত্যেক দল হইতে কিছু সংখ্যক লোক যেনো আল্লাহ্ রাসূলের নিকট হইতে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করতঃ লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীনের কথা শুনায়। আশা করা যায়, লোকে তাহাদের চেষ্টায় পাপ হইতে দূরে থাকিবে এবং দ্বীনের পথে চলিবে।'

কাতাদাহ (র) বলেন,'নবী করীম (সা) যখন সাহাবীদিগকে যুদ্ধে পাঠাইতেন,তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা—যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও'আত দিতে পারে এবং তাহাদিগকে অতীতের জাতিসমূহের উপর আপতিত আল্লাহ্র আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন।'

যাহ্হাক (র) বলেন, 'নবী করীম (সা) নিজে যখন কোন যুদ্ধে যোগদান করিতেন, তখন কোন মুমিনের জন্যে ইহা জায়েয ছিল না যে, সে নবী করীম (সা)-এর সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়িতে বসিয়া থাকে; কিন্তু, যখন তিনি কোনো যুদ্ধে নিজে না গিয়া শুধু সাহাবীদিগকে পাঠাইতেন, তখন একদল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে যাওয়া এবং আরেক দল সাহাবীর কর্তব্য ছিল যুদ্ধে না গিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা—যাহাতে তাহারা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লোকদিগকে দ্বীনের দাও'আত দিতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধান বর্ণনা করিয়াছেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্নে আবূ তাল্হা (র) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেনঃ 'তিনি বলেন—আলোচ্য আয়াত জিহাদ সম্বন্ধেও নাযিল হয় নাই এবং উহাতে জিহাদ সম্পর্কিত কোনো বিধানও বর্ণিত হয় নাই। একদা নবী করীম (সা) মুযার (مُضَرُ) গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল করিবার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বদ দু'আ করিলেন। ইহাতে উক্ত গোত্রের লোকদের উপর আকাল ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসিল। ফলে উক্ত গোত্রের একেক শাখার সকল লোক একেকবার মদীনায় আসিয়া মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে ইহারা মুসলমান ছিল না। ইহাদিগকে খাওয়ানো সাহাবীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জানাইয়া দিলেন যে, মুযার গোত্রের এই সকল লোক প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নহে। ইহাতে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাদের গোত্রের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—'তাহারা যেনো এইরূপে তাহাদের

কোনো শাখার সকল লোককে মদীনাতে না পাঠায়।' উপরোক্ত ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন।'

হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেনঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন—আরবের প্রত্যেক গোত্র হইতে একদল লোক নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট হইতে দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান দান করিবার পর তাহাদিগকে তাহাদের গোত্রের অন্য লোকদের নিকট দ্বীনের তাব্লীগের জন্যে পাঠাইতেন। তাহারা নবী করীম (সা)-এর উপদেশ অনুসারে স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে ইসলামের দিকে দাও'আত দিতেন এবং লোকদিগকে ইসলামের বিভিন্ন আহ্কাম ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিতেন। বিশেষতঃ তাহারা লোকদিগকে সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাহারা লোকদিগকে দোযখের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করিতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বিধানই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইক্‌রামা (র) বলেন—নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে জিহাদ যাওয়া ফরয করিয়াছিলেন ঃ

اِنْ لَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا - الاية - “যদি তোমরা জিহাদে বাহির না হও, তবে তিনি তোমাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। এবং

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهٖ - الاية -

“মদিনার অধিবাসীগণ এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী গ্রাম্য লোকগণ ইহাদের জন্যে ইহা অনুমোদিত নহে যে, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সহিত জিহাদে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিবে; আর তাহাদের জন্যে ইহাও অনুমোদিত নহে যে, তাহারা আল্লার রাসূলকে কষ্টে ফেলিয়া নিজেরা আরাম-আয়েশে লিপ্ত থাকিবে” (তাওবা-১২০)।

ইকরিমা বলেন—উপরোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হইবার পর মুনাফিকগণ বলিতে লাগিল—'মরুভূমির গ্রামের অধিবাসীগণ (اَلْاَعْرَابُ)—যাহারা মুহাম্মাদের সহিত যুদ্ধে না গিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।' এই সময়ে মরুভূমির গ্রাম হইতে মদীনায় আগত একদল মুসলমান নবী করীম (সা)-এর নিকট হইতে দ্বীন-সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করতঃ নিজ নিজ গোত্রের লোকদের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দিতেছিলেন। উপরোক্ত অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا

كَافَّةً - الاية এই আয়াত এবং وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ -

“আর যাহারা তাহাদের নিকট তাহাদের প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহর তরফ হইতে হেদায়াত আসিবার পর আল্লাহ সম্বন্ধে হঠকারিতার সহিত তর্ক করে, তাহাদের যুক্তি আল্লাহ্র নিকট বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হইবে। আর তাহাদের উপর গযব পতিত হইবে এবং তাহাদের জন্যে কঠিন শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।” এই আয়াত নাযিল করিলেন (শুরা-১৬)।

হাসান বসরী বলেন— (لِيَتَفَقَّهُوْا) অর্থাৎ-যাহারা যুদ্ধে যাইবে, তাহারা যাহাতে মুশরিকদের উপর মুসলমানদের বিজয় এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য....।’

(١٢٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۝

১২৩. হে মুমিনগণ! কাফিরদের মধ্যে যাহারা তোমাদের নিকটবর্তী তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর এবং উহারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখুক। জানিয়া রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সহিত আছেন।

তাফসীর ঃ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিতেছেন—‘তাহারা যেন সর্বপ্রথম ইসলামের কেন্দ্র মদীনার অধিকতম নিকটে অবস্থিত এলাকার কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উক্ত নিয়মে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেন তাহারা সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আরো আদেশ দিতেছেন। ‘তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার কালে যেন কঠোর হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আরো বলিতেছেন—‘ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন।’

বস্তুতঃ নবী করীম (সা) এবং সাহাবীগণ আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহর আদেশ পালন করিয়াছিলেন এবং নবী করীম (সা) মদীনাতে ইস্লামী রাষ্ট্র কায়েম করিবার পর সর্বপ্রথম আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা একের পর এক করিয়া জয় করিলেন। এই সব এলাকার মধ্যে ছিল— খায়বার, হিজ্র, মক্কা, ইয়ামামা, তায়েফ, ইয়ামান, হাযরা-মাওত ইত্যাদি। এইরূপে যখন আরব উপদ্বীপ বিজিত হইল এবং আরবদের বিভিন্ন গোত্রের লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন তিনি আরব উপদ্বীপের বাহিরে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের আহ্লে-কিতাব জাতিসমূহের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন; কারণ রোমান সাম্রাজ্য-ই ছিল আরব উপদ্বীপের অধিকতম নিকটবর্তী এলাকা এবং আহ্লে-কিতাব জাতি সমূহ-ই ছিল ইস্লামের দাও'আত পাইবার অধিকতম যোগ্য ও হকদার। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) হিজরী নবম সনে মুসলিম বাহিনী সঙ্গে লইয়া 'তাবূক' নামক স্থানে পৌঁছিলেন। অবশ্য, তীব্র খাদ্যাভাব এবং মুসলিম বাহিনীর লোকদের অত্যন্ত ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে যুদ্ধ না করিয়া-ই নবী করীম (সা) তাঁহাদিগকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি হিজরী দশম সনে বিদায়-হজ্জ পালন করিলেন। এবং বিদায় হজ্জের একাশি দিন পর দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া প্রিয়তম বন্ধু মহান আল্লাহর সন্নিধ্যে চলিয়া গেলেন।

নবী করীম (সা) এর ইন্তেকালের পর তাঁহার প্রিয়তম সাহাবী ও যোগ্যতম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুস্লিম উম্মাহ্'র তরীর হাল ধরিলেন। এই সময়ে এক ভয়াবহ উত্তাল তরঙ্গ আসিয়া 'মুসলিম উম্মাহ'র তরীর উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং উহার আঘাতে এই তরী একদিকে ঝুকিয়াও পড়িয়াছিল; কিন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের হাতে উহাকে রক্ষা করিলেন। যাহারা ইস্লাম ও 'মুসলিম উম্মাহ্'কে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ফনা তুলিয়াছিল, হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রা) তাহাদের বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাহারা ইস্লাম ত্যাগ করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে ইস্লামের দিকে ফিরাইয়া আনিলেন। যাহারা যাকাত প্রদান করিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে যাকাত প্রদান করিতে বাধ্য করিলেন। যাহারা সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, তিনি তাহাদিগকে তৎসম্বন্ধে জ্ঞাত করিলেন। আল্লাহ্র রাসূলের নিকট হইতে যে দায়িত্ব তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি পালন করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রুশের পূজারী রোমান খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং আগুনের পূজারী পারসিকদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রচেষ্টার বরকতে রোমান সাম্রাজ্যের খৃষ্টানদিগকে এবং পারসিক সাম্রাজ্যে অগ্নি-উপাসকদিগকে মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট কায়সার (قَيْصَرُ) এবং পারসিক সাম্রাজ্যের সম্রাট কেস্রা (كِسْرٰى) তাহাদের অনুগামীগণসহ মুসলমানদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আল্লাহর তাহাদের ধন-দৌলত আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হইল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এর ইন্তেকালের পর তৎকর্তৃক মনোনীত দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সুবিশাল এলাকার কাফিরদিগকে মুসলমানদের নিকট পরাজিত করিলেন। বিভিন্ন বিজিত এলাকা হইতে তাঁহার নিকট বিপুল গনীমাতের মাল আসিল এবং তিনি উহা যথাস্থানে ব্যয় করিলেন।

হযরত উমর (রা)-এর শাহাদাতের পর মুহাজির ও আন্‌সারীগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন। তাঁহার সময়ে ইস্‌লামী রাষ্ট্রের পরিধি অনেক ব্যাপক হইল। তাঁহার সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইস্‌লামকে পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী করিলেন। সারকথা এই যে, নবী করীম (সা)-এর যুগ হইতে হযরত উসমান (রা)-এর যুগের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ে এবং পরবর্তীকালে কোন কোন নেককার খলীফার যুগে মুসলমানগণ আলোচ্য আয়াতের আদেশ অনুসারে একটি দেশ জয় করিবার পর তৎ-সন্নিহিত আরেকটি দেশ জয় করিয়াছেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বিস্তৃত হইতে বিস্তৃতর করিয়াছেন।

وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً "হে মু'মিনগণ! কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা কঠোর হইও। বস্তুতঃ পূর্ণ মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তাহার ভ্রাতা অন্য মু'মিনের প্রতি হইয়া থাকে নম্র ও বিনয়ী এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) কাফিরের প্রতি হইয়া থাকে কঠোর ও শক্ত" (তাওবা-১২৩)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ-

"তবে অচিরেই আল্লাহ্ এইরূপ একটি জাতিকে (তোমাদের স্থানে) আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন এবং যাহারা তাহাকে ভালবাসিবে; যাহারা মু'মিনদের প্রতি হইবে নম্র ও বিনয়ী এবং কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর" (মায়িদা-৫৪)।

আরো বলিতেছেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ - وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যাহারা তাহার সহিত রহিয়াছে— তাহারা কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে বিনয়ী।" (ফাতাহ্-২৯)। আলো বলিতেছেন ঃ

يَاۤ اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ -

"হে নবী আপনি কাফিরদের বিরুদ্ধে এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাহাদের প্রতি কঠোর হন" (তাওবা-৭৩)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ

اَنَا الضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ - আমি হাস্য-পরায়ণ যুদ্ধ-পরায়ণ। অর্থাৎ— 'নবী করীম (সা) মু'মিনদের প্রতি হাস্য-পরায়ণ এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরায়ণ।'

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ "হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং আল্লাহ্র উপর নির্ভর ও তাওয়াক্কুল করো; আর জানিয়া রাখো—যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁহার প্রতি অনুগত থাকো, তবে তিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন"(তাওবা ৩৬)।

বস্তুতঃ ইসলামের প্রথম তিন যুগের মুসলমানগণ—যাহারা ছিলেন মুসলিম উম্মাহ্-এর মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্র অনুগত্যের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠতম— কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের যুগে বিপুল-সংখ্যক যুদ্ধ জয় ঘটিয়াছিল এবং তাহাদের যুগে কাফিরগণ ছিল মুসলমানদের নিকট লাঞ্ছিত ও অবদমিত। অতঃপর আসিল মুসলমান রাজা বাদশাহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যুগ। তাহাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের সুযোগে কাফিরগণ কখনো কখনো ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কোনো অংশ অধিকার করিয়াও লইয়াছে। এই যুগে কোনো কোনো খলীফা—যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিত, তাঁহার প্রতি অনুগত ছিল এবং তাঁহার প্রতি তাওয়াক্কুল করিত— অবশ্য তাহাদের তাক্ওয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিমাণ অনুযায়ী কাফিরদের উপর জয়লাভ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্র নিকট আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে বিজয় দান করেন। বস্তুতঃ পূর্বে ও পরে সর্বকালে সকল ক্ষমতা তাহারই হাতে রহিয়াছে।

(١٢٤) وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(١٢٥) وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○

১২৪. যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন উহাদের কেহ কেহ বলে, ইহা তোমাদের মধ্যে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিল? যাহারা মু'মিন ইহা তো তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাহারাই আনন্দিত হয়।

১২৫. অনন্তর যাহাদের অন্তরে ব্যধি আছে, ইহা তাহাদের কলুষের সহিত আরও কলুষযুক্ত করে এবং ইহাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—আল্লাহ্র তরফ হইতে যখন তাঁহার রাসূলের প্রতি কোনো সূরা নাযিল হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক অপর মুনাফিকদিগকে বলে 'এই সূরা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে?' বস্তুতঃ

আল্লাহ্ যে সূরা-ই নাযিল করেন না কেনো, উহা মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং আল্লাহ্র তরফ হইতে কোনো সূরা নাযিল হইলে তাহারা আনন্দিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনের ঈমান বাড়ে কমে এই বিষয়ের একটি বড় প্রমাণ পূর্ব-যুগীয় ও পরবর্তী যুগীয় অধিকাংশ ফকীহ্ ও আহ্লে ইল্ম বলেন— 'মু'মিনের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।' একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ও ফকীহ্গণের সর্ব-সম্মত অভিমত এই যে, 'মু'মিনের ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।' বোখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ –

"'আর যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে—আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ সূরা বরং তাহাদের অন্তরের রোগকে বৃদ্ধি করে" (তাওবা ১২৫)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

"আর আমরা এইরূপ বিষয় নাযিল করিয়া থাকি— যাহা মু'মিদের জন্যে আরোগ্য ও রহ্মাত। উক্ত বিষয় হইতেছে—আল কুর্আন। আর উহা যালিমদের জন্যে শুধু ধ্বংস ও গোমরাহী বৃদ্ধি করে" (বানী-ইসরাইল-৮২)।

আরো বলিতেছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ – وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى – اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ م بَعِيْدٍ –

"আপনি বলুন উহা যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদের জন্যে হেদায়াত ও আরোগ্য। আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহাদের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা আর উহা তাহাদের জন্যে গোমরাহী তাহাদিগকে যেনো দূরবর্তী স্থান হইতে ডাকা হইতেছে" (হা-মিম সেজদা-৪৪)।

বস্তুতঃ সত্য-দ্বেষী কাফিরদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, যে বিষয় (অর্থাৎ আল-কুরআন) মানুষের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ দূর করিয়া দেয়, উহা তাহাদের অন্তরের ব্যাধি-সমূহ বাড়াইয়া দেয়। জড় জগতেও আমরা দেখি কোনো কোনো পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য কোনো কোনো শ্রেণীর রোগীর জন্যে ক্ষতিকর ও রোগ বৃদ্ধিকর হইয়া থাকে।

(١٢٦) اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ٥

(١٢٧) وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ٥

১২৬. উহারা কি দেখে না যে, প্রতি বৎসর উহারা দু'একবার বিপর্যস্ত হয়? ইহার পরও উহারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না।

১২৭. অনন্তর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন উহারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, তোমাদিগকে কেহ লক্ষ্য করিয়াছে কি ? অতঃপর উহারা সরিয়া পড়ে। আল্লাহ্ উহাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করিয়াছেন, কারণ উহারা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদের বোধশক্তি নাই।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন— এই সকল মুনাফিক কি দেখে না যে, 'প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার তাহাদের উপর বিপদ নাযিল করা হয়।' এতসত্ত্বেও তাহারা কুফ্র ও নিফাক হইতে ফিরিয়া আসে না এবং বিপদ হইতে উপদেশ গ্রহণ করে না।

মুজাহিদ (র) বলেন— (يُفْتَنُوْنَ) অর্থাৎ তাহাদের উপর অভাব ও দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসে। কাতাদা (র) বলেন -(يُفْتَنُوْنَ) অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্যে আহ্বান জানাইয়া পরীক্ষা করা হয়। শরীক (র)....হযরত হোযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ - الاية) (তাওবা ১২৬)

তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'প্রতি বৎসর-ই দুই একটি মিথ্যা প্রচারণা আমাদের কানে আসিত এবং একদল লোক উহাতে বিভ্রান্ত হইয়া পথ ভ্রষ্ট হইত।'

ইমাম ইব্‌নে জারীর উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ অমঙ্গল বাড়িতেছে-ই, মানুষের মধ্যে কৃপণতা ক্রমেই বেশী পরিমাণে দেখা যাইতেছে আর পরবর্তী বৎসর পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা অধিকতর মন্দ হইতেছে। হযরত আনাস (রা) বলেন— 'আমি উহা তোমাদের নবীর নিকট হইতে শুনিয়াছি।'

ثُمَّ انْصَرَفُوْا অর্থাৎ -'অতঃপর, তাহারা সত্যকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।' (তাওবা-১২৭) এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন—

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ - فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ -

"তাহাদের কী হইল যে, তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়? তাহারা যেনো বন্য গাধা যাহারা বাঘের তাড়া খাইয়া ভাগিয়া আসিয়াছে" (মুদ্দাসসির-৪৯)।

আরো বলিতেছেন ঃ-

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ - عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ -

"যাহারা কুফ্র করিয়াছে— তাহাদের কী হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে দৌড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে? ডানে বামে ঝুকিয়া পাড়িতেছে" (মা'আরিজ-৩২)।

ثُمَّ انْصَرَفُوْا - صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

'অতঃপর তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। যেহেতু তাহারা জ্ঞান বিদ্বেষী জাতি, তাই আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে সত্য-বিমুখ করিয়া দিয়াছেন।' (তাওবা ১২৭)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ-

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ - وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ -

"অতঃপর যখন তাহারা বক্র হইয়া গেল, তখন আল্লাহ তাহাদের অন্তরকে বক্র করিয়া দিলেন, কারণ, তাহারা একটা জ্ঞান-বিদ্বেষী জাতি। আল্লাহ্ তা'আলা ফাসিক জাতিকে হিদায়াত করেন না।"

(١٢٨) لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٢٩) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

১২৮. তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের একজন রাসূল আসিয়াছেন। তোমাদিগকে যাহা বিপন্ন করে উহা তাহার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়াদ্র ও পরম দয়ালু।

১২৯. অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তুমি বলিও, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।

তাফসীর ঃ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাহার দান ও ইহসানের বিষয় বর্ণনা করিতেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে হইতেই তোমাদের ভাষায় তোমাদের নিকট এইরূপ একজন রাসূল আগমন করিয়াছে— এইরূপে হযরত ইব্রাহীম (আ) দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ "হে আমাদের রব! আর আপনি তাহাদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়া দিন।" (বাক্বারা-১২৯)।

· এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ –

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন; কারণ, তিনি তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন" (আলে-ইমরান-১৬৪)।

অনুরূপভাবে হযরত জা'ফার ইব্নে আবূ-তালেব (রা) নাজ্জাশী বাদশাহর নিকট এবং হযরত মুগীরা ইব্নে শো'বা (রা) পারস্য সম্রাট কেস্রা-এর প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছিলেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট আমাদেরই মধ্য হইতে এইরূপ এক ব্যক্তিকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন— যাহার বংশ পরিচয়, গুণাবলী স্বভাব-চরিত্র, কার্য-কলাপ, সত্যবাদীতাও বিশ্বস্ততা আমাদের জানা রহিয়াছে।' অতঃপর এ স্থলে রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ বর্ণিত রহিয়াছে। সুফিয়ান ইবন উয়াইনা... (র) মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (তাওবা ১২৮)

এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (র) বলেন— 'নবী করীম (সা)-এর কোন পূর্ব পুরুষকেই জাহেলী যুগে প্রচলিত ব্যভিচার স্পর্শ করে নাই। নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— আমার সকল পূর্ব-পুরুষই বিবাহের মাধ্যমে জন্ম লাভ করিয়াছে; তাহাদের কেহই ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মলাভ করে নাই। উক্ত রেওয়ায়াতটি নিম্নোক্ত সনদেও বর্ণিত হইয়াছে— হাফিয আবূ মুহাম্মদ রামহুরমুযী (র)...আলী হইতে (اَلْفَاصِلُ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْوَاعِيْ) নামক পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ 'হযরত আলী (রা) বলেন নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, হযরত আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত আমার বংশের সকল ব্যক্তি-ই বিবাহের মাধ্যমে জন্মলাভ করিয়াছে; তাহাদের কেহই জাহেলী যুগে প্রচলিত ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে নাই।

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ 'তোমরা যে বিপদ ও কষ্ট ভোগ করো, তাহা যে রাসূলের নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ঠেকে।'

নবী করীম (সা) হইতে একাধিক মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— আমি আসান দ্বীনসহ প্রেরিত হইয়াছি।

অনুরূপভাবে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ নবী করীম (সা) বলিয়াছেন— 'নিশ্চয় এই দ্বীন হইতেছে আসান দ্বীন আর উহার সকল বিধি-বিধান-ই হইতেছে সেই ব্যক্তির জন্যে সহজ, আসান ও পূর্ণাঙ্গ যে ব্যক্তির জন্যে আল্লাহ তা'আলা উহাকে আসান করিয়াছেন।'

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 'যে রাসূল তোমাদের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে এবং তোমাদিগকে দুনিয়ার উপকার এবং আখিরাতের উপকার— উভয় প্রকারের উপকার পৌঁছাইবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।'

তাবরানী (র)....আবূ যর গেফারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদিগকে এমনকি আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করিয়া গিয়াছেন। আর নবী করীম (সা) বলিয়াছেন যে সকল বিষয় মানুষকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাদের প্রতিটি বিষয়ই তোমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন— 'আল্লাহ তা'আলা যত বিষয়কে হারাম করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধেই উহাকে হারাম করিবার পূর্বে জানিতেন যে, তাঁহার কোনো না কোনো বান্দা উহা করিতে চেষ্টা করিবে।' আর আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া পিছনে টানিয়াছি— যাহাতে তোমরা কীট-পতঙ্গের আগুনে ঝাপাইয়া পড়িবার ন্যায় দোযখের আগুনে ঝাপাইয়া না পড়ো।

হযরত ইমাম আহমদ (র)...ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একদা স্বপ্নে নবী করীম (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরেশতা আসিলেন। তাহাদের একজন বসিলেন নবী করীম (সা)-এর পায়ের কাছে এবং অন্যজন বসিলেন তাঁহার শিয়রের কাছে। প্রথম ফিরিশতা দ্বিতীয় ফিরিশতাকে বলিলেন, 'এই নবী ও তাহার উম্মতের অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' ইহাতে দ্বিতীয় ফিরিশতা বলিলেন, এই নবী ও তাঁহার উম্মতের অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এইঃ একদল ভ্রমণকারী পথ অতিক্রম করিতে করিতে একটি প্রান্তরের প্রান্তে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিবার পর তাহাদের খাদ্য ও পানি ফুরাইয়া গেল। এই অবস্থায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অথবা পশ্চাতে ফিরিয়া যাওয়া কোনোটিই তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর রহিল না। এই সময়ে

সু-পোশাক পরিহিত একটা লোক তাহাদের নিকট আসিয়া বলিল—আমি যদি তোমাদিগকে সবুজ শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে লইয়া যাই, তবে কি তোমরা আমার সঙ্গে যাইবে? তাহারা বলিল— 'হাঁ আমরা আপনার সঙ্গে যাইব।' লোকটি তাহাদিগকে সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে লইয়া গেল। তাহারা তৃপ্তির সহিত উদ্যানসমূহের ফল খাইয়া এবং জলাধারসমূহের পানি পান করিয়া নিজেদের শরীরকে নাদুশ-নুদুশ বানাইল। লোকটী তাহাদিগকে বলিল আমি কি তোমাদিগকে দূরবস্থার মধ্যে পতিত পাইয়া এই সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহে আনি নাই? তাহারা বলিল হাঁ ; তাহা-ই করিয়াছেন।' লোকটি বলিল— তোমাদের সম্মুখে এতদপেক্ষা অধিকতর সবুজ-শ্যামল উদ্যানসমূহ এবং এতদপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক জলাধারসমূহ রহিয়াছে। চলো তোমাদিগকে উহাদের নিকট লইয়া যাই।' ইহাতে তাহাদের মধ্য হইতে একদল বলিল, 'তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের সহিত যাইব।' আরেক দল বলিল, আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমরা এখানেই থাকিব।'

বাযযার (র)....হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন— 'একদা জনৈক গ্রাম-বাসী (اِعْرَابِىٌّ) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া কোনো প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য চাহিল। রাবী ইক্‌রিমা বলেন 'আমার মনে পড়ে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) এ স্থলে বলিয়াছেন— লোকটি হত্যার জরিমানার টাকা সংগ্রহ করিবার প্রয়োজনে নবী করীম (সা)-এর নিকট আর্থিক সাহায্য চাহিল। নবী করীম (সা) তাহাকে কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন—'আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিলাম। সে বলিল— 'না; আর আপনি ভালো কাজ করেন নাই।' ইহাতে কিছু সংখ্যক সাহাবী তাহার উপর রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ধরিয়া অপমানিত করিতে উদ্যত হইলেন। নবী করীম (সা) ইশারায় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাকে তথায় ডাকিয়া নিয়া বলিলেন 'তুমি আমার নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছ। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিয়াছি; এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা বলিয়াছ।' অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাকে আরো কিছু অর্থ দান করিয়া বলিলেন— এবার তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়াছি তো? সে বলিল— হাঁ; আল্লাহ আপনাকে ভালো পুরস্কার—আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠী দান করুন। নবী করীম (সা) বলিলেন 'তুমি আমার নিকট অর্থ- সাহায্য চাহিয়াছ। আমি তোমাতে সাহায্য দিয়াছিও; এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যাহা বলিয়াছে, তাহা বলিয়াছ। তোমার কথায় আমার সহচরদের মনে তোমার উপর রাগ আসিয়াছে। তুমি তাহাদের নিকট গেলে এখন আমার সম্মুখে যাহা বলিলা, তাহাদের সম্মুখে তাহা বলিও। তুমি এইরূপ করিলে

তোমার প্রতি তাহাদের রাগ দূর হইবে।' সে বলিল—' আমি আপনার আদেশ পালন করিব।' অতঃপর সে সাহাবীদের নিকট আগমন করিলে নবী করীম (সা) তাহাদিগকে বলিলেন— তোমাদের এই সঙ্গীটি আমার নিকট আসিয়া কিছু অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে কিছু সাহায্য দিয়াছিলাম। তৎপর সে যাহা বলিয়াছিল তাহা বলিয়াছিল। অতঃপর আমি তাহাকে ডাকিয়া আরো সাহায্য দিয়াছি। উহাতে সে বলিয়াছে যে, সে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কি হে আ'রাবী (অর্থাৎ— গ্রাম্য লোক)। ঘটনা এইরূপ নহে কি? লোকটি বলিল, হাঁ ঘটনা এইরূপই। 'আল্লাহ্ আপনাকে ভালো পুরস্কার— আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি গোষ্ঠী দান করুন।' নবী করীম (সা) সাহাবীদিগকে বলিলেন— আমার অবস্থা এবং এই গ্রাম্য লোকটির অবস্থার দৃষ্টান্ত হইতেছে এই ঃ একটি লোকের একটি উট ছিল। একদিন উটটি মালিকের প্রতি অবাধ্য হইয়া তাহার নিকট হইতে ছুটিয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া অন্য লোকেরা উহাকে নিয়ন্ত্রণে আনিবার জন্যে উহার পিছনে ছুটাছুটি করিল; কিন্তু, ফল দাঁড়াইল বিপরীত। উটটি ভাগিয়া আরো দূরে চলিয়া গেল। এতদ্দর্শনে উটের মালিক বলিল— 'আমাকে উটটি বাগে আনিতে দাও; কারণ, আমি উহার প্রতি অধিকতর স্নেহশীল এবং উহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি-ই অধিকতর ওয়াকেফহাল রহিয়াছি।' এই বলিয়া সে উটটিকে খাওয়াইবার জন্যে কিছু ঘাস হাতে লইয়া উহাকে ডাকিল। ইহাতে উটটি তাহার নিকট আসিল। তখন সে উহার পিঠে গদী লাগাইল। এই গ্রাম্য লোকটি যখন অশোভন কথা বলিয়াছিল, তখন যদি আমি তাহার সহিত তোমাদের আচরণের ন্যায় আচরণ করিতাম, তবে সে দোযখে প্রবেশ করিত।

উক্ত রেওয়ায়াতকে বর্ণনা করিবার পর ইমাম বায্যার উহা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'উক্ত রেওয়ায়াত উপরোক্ত মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে— এইরূপ কথা আমার জানা নাই।' আমি (ইব্নে কাছীর) বলিতেছি— 'উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল; কারণ, উহার অন্যতম রাবী ইব্রাহীম ইব্নে হাকাম ইব্নে আব্বান একজন দুর্বল রাবী।' আল্লাহ্ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ 'যে রাসূল মু'মিনদের প্রতি স্নেহপরায়ণ ও দয়াশীল।' (তাওবা-২২৫)

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলিতেছেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর যাহারা আপনাকে অনুসরণ করে, সেই মু'মিনদের প্রতি আপনি সদয় ও স্নেহ-পরায়ণ হউন। (শু'আরা ২১৫)।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ

“এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাহারা সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে আপনি বলেন আল্লাহ্ আমার জন্যে যথেষ্ট; তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছি। আর তিনি মহান আরশের প্রভু।” (তাওবা ১২৯)।

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেনঃ

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ -

“এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তাহারা আপনার প্রতি অবাধ্য হয়, তবে আপনি বলেন ঃ উহা হইতে আমি নিশ্চয় দূরে অবস্থানকারী। আর আপনি পরাক্রমশীল দয়াময় আল্লাহর প্রতি নির্ভর করুন।” لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

এইরূপে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিতেছনঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا -

“তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই; অতএব, আপনি তাহাকে কর্ম-ব্যবস্থাপকরূপে গ্রহণ করুন” (মুয্‌যাম্মিল-৯)।

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ ‘আর তিনি হইতেছেন সকল বস্তুর মালিক ও স্রষ্টা ; কারণ তিনি মহান আরশের প্রভু। উক্ত আরশ হইতেছে সকল সৃষ্টির ছাদ। সকল সৃষ্টি উহার-ই নীচে অবস্থিত। সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার কুদ্‌রতের আওতার মধ্যে রহিয়াছে। তাঁহার জ্ঞান সকল সৃষ্টিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিধান সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। এবং তিনি সকল বস্তু ও কার্যের ব্যবস্থাপক (وَكِيْل)।’

ইমাম আহমদ (র)...হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন ‘কুরআন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ আয়াতদ্বয় হইতেছে ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ - اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ -

আবদুল্লাহ ইব্‌নে ইমাম আহমদ (র)....হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর খেলাফতের যুগে সাহাবীগণ একাধিক খন্ডের আকারে কুর্‌আন মাজীদকে সংকলিত করেন। হযরত উবাই ইব্‌নে কা'ব (রা) একদল সাহাবীর সম্মুখে ধীরগতিতে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ উচ্চারণ করিতেন আর তাহারা উহাদিগকে লিপিবদ্ধ করিতেন। তাহারা লিখিতে লিখিতে যখন, (ثُمَّ انْصَرَفُوْا - صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ - الاية এই আয়াতাংশে পৌঁছিলেন,

তখন ভাবিলেন— 'উহা কুর্আন মাজীদের সর্বশেষে অবতীর্ণ অংশ।' ইহাতে হযরত উবাই ইব্নে কা'ব (রা) বলিলেন— নবী করীম (স) আমাকে উক্ত অংশের পরও নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ - الايتان -

তিনি আরো বলিলেন উক্ত আয়াত দুইটি হইতেছে কুর্আন মাজীদের সর্বশেষ অবতীর্ণ অংশ কুরআন মাজীদের সর্ব প্রথমে অবতীর্ণ আয়াতেও 'আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই' এইরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন আর উহার সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াতেও তিনি উপরোক্তরূপ কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কুর্আন মাজীদের সর্বপ্রথমে অবতীর্ণ আয়াত হইতেছে এই আয়াত– وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ - (আম্বিয়া-২৫)

উক্ত রেওয়ায়াতটিও উপরোক্ত মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে বর্ণিত হয় নাই।

ইমাম আহমদ (র)....আব্বাদ ইব্নে আবদুল্লাহ ইব্নে যোবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন হযরত হারেস ইব্নে খোযায়মা (রা) সূরা-ই বারাআত এর - لَقَدْ جَائَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ - الايتان - এই শেষ আয়াত দুইটি লইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিলন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন— উহা যে কুরআন মাজীদের আয়াত তোমার এই দাবীর সমর্থক কে আছে? হযরত হারেস ইব্নে খোযায়মা (রা) বলিলেন— তাহা আমার জানা নাই; তবে আল্লার কসম! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, উক্ত আয়াতদ্বয় আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়া স্মৃতিতে ধরিয়া রাখিয়াছি।' হযরত উমর (রা) বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি, যে, আমি উহাদিগকে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ হইতে শুনিয়াছি।' অতঃপর তিনি (হযরত উমর (রা) বলিলেন—উক্ত অংশটি তিন আয়াত হইলে আমি নিশ্চয় উহাকে স্বতন্ত্র একটি সূরা হিসাবে স্থাপন করিতাম। এখন তোমরা কুরআন মাজীদের একটি সূরাকে বাছিয়া উক্ত আয়াত দুইটি উহাতে স্থাপন করো।' ইহাতে সাহাবীগণ এই আয়াত দুইটিকে সূরা-ই বারাআত (সূরা-ই-তাওবা)-এর সর্বশেষে স্থাপন করিলেন।'

ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা)-ই হইতেছেন সেই ব্যক্তি যিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-কে কুর্আন মাজীদ সংকলন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত যায়েদ ইব্নে সাবেত (রা)কে কুরআন মাজীদের সকল আয়াতকে সংগ্রহ করতঃ ইহাদিগকে একটি মাত্র গ্রন্থের আকারে সংকলিত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ এবং তাঁদের সহকর্মী সাহাবীগণ কুর্আন মাজীদের আয়াতসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন আর হযরত উমর (রা) উক্ত কার্য তদারক করিতেন।'

সহীহ্ রেওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে ঃ হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবেত (রা) বলেন আমি সূরা-ই বারাআত-এর শেষ অংশে খোযায়মা ইবনে সাবেত অথবা আবূ খোযায়মা-এর নিকট পাইলাম। ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, একদল সাহাবী এই বিষয়টি সম্বন্ধে নবী করীম (সা)-এর সম্মুখে আলোচনা করিয়াছিলেন।' হযরত খোযায়মা ইব্‌নে সাবেত যখন সর্বপ্রথম সাহাবীদের নিকট উক্ত অংশকে উপস্থাপিত করেন, তখন তিনিও তাহাদের নিকট উহা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ-ই অধিকতম জ্ঞানের অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ-দার্‌দা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত আবূ-দারদা (রা) বলেন- 'যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সাত বার করিয়া

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

এই আয়াতাংশটা তিলাওয়াত করিবে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া দিবেন।' ইবন আসাকির (র) হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে আবূ সা'দ মুদরিক ইবনে আবূ সা'দ আল-ফাযারী আবূ যুরআ দামেস্কী প্রমুখ রাবীগণ হইতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ হযরত আবূ দার্‌দা (রা) বলেন- 'যে ব্যক্তি সাতবার

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ -

এই আয়াতাংশ তেলাওয়াত করিবে সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক আর না করুক'— আল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় তাহার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের কারণ দূর করিয়া দিবে। সে ব্যক্তি উহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করুক আর না করুক'— উক্তি কথাটা কোন রাবীর নিজস্ব প্রক্ষিপ্ত-যাহা মূল রেওয়ায়াত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা একটা অদ্ভূত ও অগ্রহণযোগ্য কথা। এই রিওয়ায়াতটি আবদুর রায্‌যাকের সংকলনে আবূ মুহাম্মদ বর্ণনা করেন আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুর রায্‌যাক হইতেও সে তাহার দাদা আবদুর রায্‌যাক ইবনে উমর হইতে তাহারই সনদে এবং তিনি উহার মারফূ হাদীসরূপে উপরোক্ত আয়াতটির কথা (উহাকে বিশ্বাস করুক আর না করুক) সহ্ বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

সূরা ইউনুস

মক্কী ১০৯ আয়াত, ১১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ
وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ
الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

১. আলিফ-লাম-রা। এইগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের আয়াত।

২. মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে আমি তাহাদিগেরই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি এই মর্মে যে তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে তাহাদিগের জন্য তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে উচ্চ মর্যাদা! কাফিরগণ বলে 'এতো এক সুস্পষ্ট যাদুকর'!

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে বিদ্যমান মুক্বাত্তা'আত হরূফ اَلْحُرُوْفُ الْمُقَطَّعَاتُ সম্পর্কে সূরা বাক্বারা-এর শুরুতেই পূর্ণ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আবূয যুহা (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে الٓر এর অর্থ বর্ণনা করেন اَنَا اللّٰهُ وَاَرٰى অর্থাৎ আমি আল্লাহ সব কিছুই দেখিতে পারি। যাহ্হাক এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ অর্থাৎ এইগুলো মুহকাম ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী পবিত্র কুরআনের আয়াত। হযরত মুজাহিদ (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হযরত হাসান (র) বলেন আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও যাবূর গ্রন্থদ্বয় বুঝান হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন الْكِتٰبُ দ্বারা পবিত্র কুরআনের পূর্বে অবতারিত সমস্ত এলহামী গ্রন্থসমূহ বুঝান হইয়াছে। কিন্তু কাতাদাহ (র) এর এ মতের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত দ্বারা মানুষের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করায় বিস্ময় প্রকাশকারী কাফিরদের বিস্ময় প্রকাশের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যেমন তিনি পবিত্র কুরআনের অন্যত্র পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়া তাহাদের বক্তব্যের অসারতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা বলিত اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا একজন মানুষই কি আমাদের হেদায়াত করিবে (তাগাবুন-৪)। হযরত হূদ ও সালেহ (আ) তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিলেন اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ— তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যিকির অবতারণ করা হইয়াছে তাহাতে কি তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ? ('আরাফ-২৬)

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদের বক্তব্য সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে তাহারা বলে اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ অর্থাৎ—সে তো (মুহাম্মদ (সা)) সমস্ত ইলাহদিগকে একই ইলাহে পরিণত করিয়াছে। এতো বড়ই আশ্চার্যের ব্যাপার (সোয়াদ-৫)। হযরত যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে রাসূল করিয়া পাঠাইলেন, তখন আরবের লোকেরা তাহা অস্বীকার করিয়া বসিল এবং বলিল, মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় একজন মানুষকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলরূপে প্রেরণ করিবেন, আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ইহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন ইহাতে আশ্চার্যের কি আছে?

(اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ) قَدَمَ صِدْقٍ এর একাধিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ। আয়াতের মধ্যে قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ, পূর্বেই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন, قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ, পূর্বে কৃতকর্মের দরুন প্রতিফল লাভ করা। যাহ্হাক রবী ইবনে আনাস ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। উদ্ধৃত আয়াত আল্লাহ তা'আলার অপর বাণী لِيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا এর সাদৃশ্য (কাহাফ-২)। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ এর মধ্যে قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ নেক আমলসমূহ অর্থাৎ—

তাহাদের সালাত সাওম ও যাকাৎসমূহ এবং তাসবীহসমূহ। আর নবী করীম (সা) এর সুপারিশ। যায়দ ইবনে আসলাম ও মুকাতিল (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) قَدَمَ صِدْقٍ এর অর্থ করিয়াছেন سَلَفَ صِدْقٍ আল্লামা ইবনে জরীর (র) মুজাহিদ এর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ পূর্বে নেক কৃতকর্মসমূহ। যেমন বলা হইয়া থাকে لَهٗ قَدَمٌ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ সে পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে হযরত হাস্সান (র)-এর নিম্নের কবিতাও একই অর্থ বহন করে।

لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا اِلَيْكَ وَخَلْفُنَا + لِاَوَّلِنَا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ تَابِعٌ অর্থাৎ— আমাদের কার্যাবলি ও আবার অনুষ্ঠান তোমাদের প্রতি সত্যের উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের পরবর্তী লোকেরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের অনুসারী।

قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি তাহাদের মধ্যে হইতেই তাহাদের ন্যায় একজন মানুষকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছি এতদসত্ত্বেও তাহারা একথা বলে, "এ লোকটি তো একজন প্রকাশ্য যাদুকর।" এ ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী (ইউনুস-২)।

(٣) اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ط مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ٥

৩. তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহার অনুমতি লাভ না করিয়া সুপারিশ করিবার কেহ নাই। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তাহার 'ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একথা জানাইয়াছেন যে তিনিই সমগ্র জগতের প্রতিপালক। তিনিই মাত্র ছয়দিনে সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে সে দিনগুলি কি রকম দিন ছিল, সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। কোন কোন তাফসীরকারের মতে সে দিনগুলি আমাদের দিনের মতই ছিল আবার এক হাজার বছরের ন্যায় এক দিন ছিল এমন মতও প্রকাশ করা হইয়াছে।

আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। আরশও আল্লাহ্‌র সৃষ্টসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় সৃষ্টি যা আকাশ ও পৃথিবীর ছাদের ন্যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতিম (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে হামযাহ (র) সা'দ-তায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। ওহ্‌ব ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নূর দ্বারা আরশ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি গরীব। يُدَبِّرُ الْأَمْرَ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় সৃষ্টের কার্য পরিচালনা করেন (রা'আদ-৩) لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ وَلَا فِى الْأَرْضِ অর্থাৎ কোন এক বিষয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য অন্য বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে বাধা প্রদান করে না (সাবা-৩)। কোন ব্যাপারেই তাহার কোন ভুল সংঘটিত হয় না। এবং তাহার নিকট বার বার প্রার্থনা করিলেও তিনি সংকুচিত হন না। পাহাড়, পর্বত সমুদ্র জংগল ও বড় বড় বসতির ব্যবস্থাপনা তাহাকে কোন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য দান ও ব্যবস্থাপনা হইতে বিরত রাখে না। وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا الخ অর্থাৎ— যমীনের ওপর অবস্থিত যাবতীয় প্রাণীর রুজীর দায়িত্ব কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের (হূদ-৬) وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُبِينٍ অর্থাৎ— গাছ হইতে যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়িয়া যায় না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে অবগত আছেন। যমীনের অন্ধকার গহ্বরে পতিত বীজ এবং যাবতীয় তাজা ও শুষ্ক বস্তুর জ্ঞান লওহে মাহফূযে নির্ধারিত রয়েছে (আন'আম-৫৯)।

আল্লামা দারাওয়ারদী (র) সা'দ ইবনে ইসহাক ইবনে কা'বা ইবনে উজরাহ। (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ অর্থাৎ—নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতিপালক সেই আল্লাহ যিনি সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন (ইউনুস-৩) অবতীর্ণ হইল। তখন আরবীদের মত মনে হইল এমন একটি কাফেলার সাক্ষাৎ হইল। লোকেরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা জ্বীন এই আয়াতের কারণেই আমরা শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। এই হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ অর্থাৎ কেহই তাহার অনুমতি ব্যতিত সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহর উদ্ধৃতবাণী তাহার অপর বাণী مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ এর অনুরূপ।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ তিনি তো সেই আল্লাহ যিনি তোমাদের প্রতিপালক অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর। অর্থাৎ রব ও প্রতিপালক যখন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহই নয়। অতএব ইলাহ হওয়ার অধিকারও অন্য কাহার নাই।

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ—হে মুশরিক সম্প্রদায়। তোমরা.কি এ বিষয় কিছুই বুঝনা যে সৃষ্টিকর্তা কেবল মাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা তোমরাও স্বীকার কর যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ— যদি তোমরা মুশরিকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে কে? তবে নিশ্চিত ভাবে তাহারা বলিবে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। (আনকাবুত-৬১)। অনুরূপভাবে ইরশাদ হইয়াছে قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সাত আসমান ও মহান আরশের প্রতিপালক কে? তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ। অতএব তোমরা কি তাঁহাকে ভয় কর না? (মু'মিনুন-৮৬)। যখন একথা প্রমাণিত যে আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। অতএব ইবাদত কেবল তাহারই প্রাপ্য অন্য কাহারো নয়।

(٤) اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

৪. তাহার নিকট তোমাদিগের সকলের প্রত্যাবর্তন; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, অতঃপর উহার পুনরাবর্তন ঘটান যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে ন্যায় বিচারের সহিত কর্মফল প্রদানের জন্য। এবং যাহারা কাফির তাহারা কুফরী করিত বলিয়া তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অত্যুষ্ণ পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে কিয়ামত দিবসে সমস্ত মখলূকেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, যেমন তিনি সমস্ত মখলূককে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহার নিকট একত্রিত করিবেন। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিতে পারেন বরং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইরশাদ হইয়াছে وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আর দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর তাহার পক্ষে তাহা সহজতর (রূম-২৭)।

لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحٰتِ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইনসাফের সাথে পূর্ণ প্রতিফল ও কর্মবিনিময় প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন প্রতিফল প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না (ইউনুস-৪)।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ—কাফিরদিগকে তাহাদের কুফরীর কারণে নানা প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে যেমন উত্তপ্ত হাওয়া উত্তপ্ত পানি ইত্যাদি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ ইহা সীমালংঘনকারীদের জন্য তৈরী করা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা স্বাদ গ্রহণ করুক উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ (সোয়াদ-৫৭-৫৮)। আরো ইরশাদ হইয়াছে هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ অর্থাৎ—এই হইল সেই জাহান্নাম যাকে কাফির দল অস্বীকার করিত এবং তাহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে (রহমান-৪৩)।

(٥) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

(٦) اِنَّ فِى اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ۝

৫. তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মনযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।

৬. দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহান ক্ষমতা ও সু-বিশাল রাজত্বের নিদর্শনসমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্যের কিরণকে তিনি উজ্জ্বল করিয়াছেন এবং চন্দ্রের আলোককে তিনি নূর বানাইয়াছেন। অর্থাৎ সূর্যের আলো ও চন্দ্রের আলো এক রকম নয়। উভয় প্রকার আলোর মধ্যে রহিয়াছে বৈচিত্র যেন একটি অন্যটির সাথে মিলিত না হয়ে যায়। দিনের বেলা সূর্যের প্রাধান্য ও রাতের বেলা চন্দ্রের রাজত্ব। চন্দ্র-সূর্য উভয়টি নভমন্ডলের হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যের জন্য কোন গতিপথ নিধারণ করেন নি কিন্তু চাঁদের জন্য কয়েকটি গতিপথ নির্ধারণ করিয়া

দিয়াছেন। আবার প্রথম তারিখ যখন চন্দ্র উদয় হয় তখন উহা হয় অতি ক্ষুদ্র—অতঃপর ধীরে ধীরে উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আকারে বড় হয় এমনকি পরে পূর্ণ গোলাকার হইয়া যায়। অতঃপর ধীরে ধীরে ছোট হইতে থাকে এমনকি এক সময় উহা প্রথমাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ - لَاالشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا
اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থাৎ—আর চন্দ্রের জন্য আমি কয়েকটা কক্ষ পথ নির্ধারণ করিয়াছি, এমন কি উহা চলিতে চলিতে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় হইয়া যায়। সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলা সম্ভব নয় আর রাত ও দিনের পূর্বে আসিতে পারে না প্রত্যেকেই স্বীয় কক্ষে ভাসিয়া বেড়ায় (ইয়াসীন-৩৯-৪০)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا অর্থাৎ— সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই নিজ নিজ হিসাব আছে (আন'আম-৯৬)। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ এই আয়াত দ্বারা একথা বলা হইয়াছে যে সূর্য দ্বারা দিনের পরিচয় ঘটে আর চন্দ্রের প্রদক্ষিণে মাস ও বছরের হিসাব করা সম্ভব হয়, مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বিনা ফায়দায় সৃষ্টি করেন নাই বরং এ সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করার মধ্যে বিরাট হিকমত ও ফায়দা রহিয়াছে (ইউনুস-৫) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ
لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ— আমরা আসমান যমীন ও উভয়ের মাঝে বিদ্যমান বস্তসমূহকে বাতিল ও বে-ফায়দা সৃষ্টি করি নাই। ইহা হইল কাফিরদের কেবল ধারণা মাত্র। অতএব কাফিরদের জন্য হউক দোযখের ধ্বংস (সোয়াদ-২৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَاَنَّكُم اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ - فَتَعَالَى اللّٰهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

অর্থাৎ—তোমরা ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে বিনা ফায়দার সৃষ্টি করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে না। আল্লাহর সত্তা এরূপ কাজ হইতে অনেক উর্ধ্বে— তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি সম্মানিত আরশের অধিকারী (মু'মিনূন -১১৫-১১৬)।

نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ— দলীর ও নির্দশনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য। اِنَّ فِى اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ অর্থাৎ— রাত ও দিনের আবর্তনে বিবর্তনে অর্থাৎ— যখন একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে আর যখন আর একটির আগমন ঘটে অন্যটির পতন ঘটে (ইউনুস-৬)। যেমন, আল্লাহর তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا অর্থাৎ— রাত্র দিনের ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায় এবং দিন রাত্রের ওপর আচ্ছাদিত হইয়া যায়। কিন্তু সূর্যের চন্দ্রের সাথে সংঘর্ষ করিবার কোন ক্ষমতা রাখে না ('আরাফ-৫৪)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا আল্লাহ তা'আলা ঊষা সৃষ্টিকারী এবং রাতকে করিয়াছেন প্রশান্তির সময়কাল (আন'আম-৯৬)। তিনি আসমান ও যমীন এবং আরো যা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এ সমস্তই তাঁহার মহান সত্তারই নির্দশন। ইরশাদ হইয়াছে وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ— আসমান ও যমীনে আল্লাহর ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে (ইউসুফ-১০৫)। قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ হে নবী! (সা) আপনি কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, তোমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখতো আসমান যমীনে আল্লাহর শক্তির কতই না নির্দশন রহিয়াছে এবং কাফিরদিগকে সতর্ক করিবার জন্য কত না দলীল প্রমাণ বিদ্যমান আছে (ইউনুস-১০১)। ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ—তাহারা আসমান-যমীনে তাহাদের আগে পশ্চাতে কি দৃষ্টিপাত করে না (সাবা-৯)? ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ। অর্থাৎ— আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিন-রাতের আবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে (আলে-ইমরান-১৯০)। এবং এই স্থানে বলেন لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ অর্থাৎ— নিদর্শন রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর শাস্তি, অসন্তুষ্টি ও আযাবকে ভয় করে তাহাদের জন্য (ইউনুস-৬)।

(৭) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۙ٥

(৮) اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٥

৭. যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না. এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যাহারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল।

৮. উহাদিগেরই আবাস অগ্নি উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য।

তাফসীর ঃ যে সমস্ত লোক আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না বরং কিয়ামতে আল্লাহর সাক্ষাতকে অস্বীকার করে এবং পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোকদের সম্পর্কেই খবর দিয়াছেন।

হযরত হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি কিয়ামতকে অস্বীকারকারী কাফিররা না তো তাহাদের পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সজ্জিত করিতে পারিয়াছে আর না তাহাদের পার্থিব জীবনে মান-সম্মান বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, অথচ সেই অবস্থায়ই তাহারা সন্তুষ্ট রহিয়াছে আর তাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হইতে বে-খরব। অতএব তাহারা সেই নির্দশনসমূহ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করিতেছে না। আর শরীয়তের বিধানও পালন করিতেছে না সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাহাদের কর্মফল হিসাবে জাহান্নামই তাহাদের ঠিকানা হইবে। আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ও পরকালের অস্বীকৃতি ছাড়াও তাহারা অন্যান্য আরো যে সমস্ত গুনাহ ও অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে ইহাই তাহার উপযুক্ত বদলা।

(٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

(١٠) دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ
دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৯. যাহারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের ঈমান হেতু তাহাদিগকে পথ নির্দেশ করিবেন; সুখদ কাননে তাহাদিগের পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে।

১০. সেথায় তাহাদিগের ধ্বনি হইবে, 'হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র এবং সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম, এবং তাহাদিগের শেষধ্বনি হইবে, প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য!

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যশালী লোক যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসূল-সমূহকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাঁহাদের নির্দেশসমূহ পালন করিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তাহাদের সম্পর্কে খবর দিয়াছেন যে তিনি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। بِاِيْمَانِهِمْ -এর بـا-এর মধ্যে দুইটি সম্ভাবনা রহিয়াছে بـ হরফে যারটি سَبَبِيَّةٌ (কারণমূলক) হইতে পারে তখন ইবারত এইরূপ হইবে بِسَبَبِ اَيْمَانِهِمْ فى الدُّنْيَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى الصِّراط। الْمُسْتَقِيْمِ। অর্থাৎ— পৃথিবীতে তাহাদের ঈমান আনয়নের কারণে কিয়ামতে পুলসিরাতে পার করাইয়া দিবেন অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর بـ হরফে যারটি اسْتعانه (সাহায্যমূলক) এর জন্যও হইতে পারে। হযরত মুজাহিদও এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ এর তাফসীরে বলেন يَكُوْنُ لَهُمْ نُوْرٌ يَّمْشُوْنَ بِه অর্থাৎ— তাহাদের জন্য নূর হইবে যাহারা সাহায্যে তাহারা চলিতে থাকিবে (ইউনুস-৯)।

হযরত ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের আমল সুন্দর প্রতিকৃতিররূপ ও সুগন্ধিযুক্ত বায়ুরূপ ধারণ করিবে। যখন তাহারা কবর হইতে উঠিবে তখন সেই সুন্দর প্রতিকৃতিসমূহ তাহাদের সম্মুখ দিয়ে চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার সুসংবাদ দান করিতে থাকিবে। তখন সে সৎ লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কাহারা? তাহারা উত্তরে বলিবে, আমরা তোমার নেক আমলসমূহ, অতঃপর তাহারা তাহার সম্মুখে নূরের রূপ ধারণ করিয়া চলিতে থাকিবে এবং তাহাকে জান্নাতে পৌছাইয়া দিবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ পক্ষান্তরে কাফিরদের আমল অত্যন্ত কুৎসিৎ আকৃতি এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় বায়ুর রূপ ধারণ করিবে আর তার সাথীর সহিত লাগিয়া থাকিবে এবং অবশেষে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে। হযরত কাতাদা (র)ও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আল্লাহ উদ্ধৃতি আয়াত দ্বারা জান্নাতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাতের মধ্যে বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আপনার সত্তা পবিত্র এবং তাহারা পরস্পরে আস্‌লামু আলায়কুম বলে একে অন্যকে সালাম করিবে (ইউনুস-১০)।

ইবনে জুরাইজ (র) دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ এর তাফসীরে বলেন, জান্নাতবাসীদের নিকট দিয়ে যখন কোন এমন পাখী উড়িয়া যাইবে যাহা তাহারা খাইতে চায় তখন তাহারা سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ বলিবে। অতঃপর একজন ফিরিশতা তাহাদের কাংখিত বস্তু আনিয়া হাযির করিবে এবং তাহাদিগকে সালাম করিবে এবং

তাহারা সালামের উত্তর দিবেন আল্লাহ তা'আলা تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ এর মাধ্যমে তাহাদের সেই সালামের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন জান্নাতবাসীগণ তাহাদের কাংখিত বস্তু আহার করিয়া অবসর হইবে তখন তাহারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলিয়া প্রতিপালকের শোকর আদায় করিবে। وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা আল্লাহ তাহাদের সেই অবস্থারই উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাতিল ইবনে হাব্বান বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কোন খাদ্যদ্রব্য চাহিবার ইচ্ছা করিবে তখন তাহারা سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ বলিবে অতঃপর দশ হাজার সেবক উপস্থিত হইবে। প্রত্যেকের সাথে স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য থাকিবে। অতঃপর তাহারা প্রত্যেক পেয়ালা হইতে কিছু কিছু আহার করিবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যখন কেহ কিছুর ইচ্ছা করিবে তখন সে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলিবে। উক্ত আয়াত تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلَامٌ আয়াতের সাদৃস্য (আহযাব-৪৪)। আল্লাহর বাণী لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা একথা বুঝা যায় যে আল্লাহ। রব্বুল আলামীন সদা প্রশংসিত এবং সর্বকালের জন্য উপাস্য একারণে সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন এবং সৃষ্টির মাঝেও কুরআনে-কারীমের শুরুতেও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন আবার কুরআন-কারীম অবতীর্ণ করার শুরুতেও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ অর্থাৎ— সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি তাহার প্রিয় বান্দার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন (কাহাফ-১) অনুরূপভাবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহা দ্বারা আল্লাহর সর্বাবস্থায় প্রশংসিত হওয়া বুঝা যায়। তিনি শুরু এবং শেষে দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জগতে সর্বাবস্থায় প্রশংসিত এ কারণে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যেমন জান্নাতবাসীদের অন্তরে বিভিন্ন বস্তুর কামনা-বাসনা পয়দা হইবে অনুরূপভাবে তাহাদের অন্তরে তাসবীহ ও তাহমীদ এর ইলহাম করা হইবে। আর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ যতই তাহাদের প্রতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই তাহারা অধিক তাসবীহ তাহমীদ করিতে থাকিবে। এ তাসবীহ্ তাহমীদের কোন শেষ নাই নাই কোন শেষ সীমা। অতএব আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই. আর নাই কোন প্রতিপালক।

(١١) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

১১. আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদিগের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে তাহাদের মৃত্যে ঘটিত। সুতরাং

যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদিগকে আমি তাহাদিগের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দিই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ধৈর্য এবং তাঁহার বান্দাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের সংবাদ দান করিয়াছেন। তাঁহার বান্দারা যখন ক্রোধ অস্থিরতা ও বিরক্তিকালে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রতি অকল্যাণের বদ দু'আ করে তখন তিনি তাহাদের দু'আ কবূল করেন না কারণ তিনি একথা জানেন, যে তাহারা ক্রোধ ও বিরক্তির সময় এ অকল্যাণের দু'আ করিয়াছে। তাহারা ইহার ইচ্ছা ও কামনা করে নাই ইহা হইল আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণা ও দয়ার মহতি প্রকাশ। যেমন তাহাদের সত্তা, তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির কল্যাণের দু'আ কবূল করা আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ ও দয়া। এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ অর্থাৎ বান্দা যখনই তাহারা নিজেদের জন্য বদ দু'আ করে আল্লাহ যদি তাহা কবূল করেন তা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু মানুষের নিজ সত্তা ও ধন-সম্পদের অকল্যাণের জন্য বার বার এরূপ বদ দু'আ করা উচিৎ নয়। হাদীসে এইরূপ বদ দু'আ করতে নিষেধ করা হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মা'মার (র)....জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমরা তোমাদের সত্তার ওপর অকল্যাণের দু'আ করিও না আর তোমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের ওপরও অকল্যাণের দু'আ করিও না। কারণ দু'আ কবূল হওয়ার বিশেষ সময়ে যদি অকল্যাণের বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ তা কবূল করিবেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) হাতিম ইবন ইসমাঈল (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বায্‌যার (র) বলেন উবাদাহ ইবন অলীদ ইবনে উবাদাহ ইবনে সামিত আনসারী (র) হাদীসটি একা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত আর কেহ শরীক হয় নাই।

হযরত মুজাহিদ (র) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الخ এই আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, বদ দু'আ হইল মানুষের কথা যাহা কোন মানুষ ক্রোধের সময় স্বীয় ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য এইরূপ বলিয়া থাকে اَللّٰهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيْهِ وَالْعَنْهُ অর্থাৎ হে আল্লাহ উহাতে বরকত দিবেন না এবং অভিশাপ দান করুন। যদি তাহার বদ 'দু'আ কবূল করা হইত যেভাবে তাহাদের নেক দু'আ কবূল করা হয় তাহা হইলে তাহাদের সর্বনাশ হইয়া যাইত।

(١٢) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖٓ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَاۤئِمًا ۚ
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَآ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ
زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১২. এবং মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে এমন পথ অবলম্বন করে যেন তাহাকে যে, দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদিগের কর্ম তাহাদিগের নিকট এই শোভন প্রতীয়মান হয়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ এই খবর দিয়াছেন যে মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে দীর্ঘ দু'আয় নিমগ্ন হয়। ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ। প্রথম আয়াত এবং এই আয়াত উভয় আয়াত একই অর্থ বহন করে। কারণ যখন কোন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সে অস্থির হইয়া উঠিয়া ও বসিয়া এবং সর্বাবস্থায় বিপদের ঘনঘটা ও অবসানের জন্য দু'আ করিতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাহার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করেন তখন পুনরায় সে বিমুখ হয়ে পড়ে যেন তাহার উপর কখনো কোন বিপদ আসে নাই। আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতির লোকদের নিন্দা করিয়া বলেন كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا تَعْمَلُوْنَ এমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারী পাপীদের জন্য তাহাদের পাপকাজসমূহকে শোভন করিয়া দেয়া হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে হেদায়াতের তাওফীক দান করা হইয়াছে তাহাদের অবস্থা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ইরশাদ হইয়াছে اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ। কিন্তু যাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছে আর নেক আমল করিয়াছে তাহাদের ব্যাপার পাপীদের থেকে স্বতন্ত্র। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিনদের ব্যাপার বড়ই আশ্চার্যজনক তাহার জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু ফয়সালা হইয়া যায় উহা তাহার পক্ষে উত্তমই উত্তম হয়। যদি কোন বিপদে পতিত হয় তবে ধৈর্য ধারণ করিলে উহা তাহার পক্ষে হয় উত্তম আর যদি সুখ শান্তি লাভ করে শোকর করে তবে তাহাও তাহার পক্ষে হয় উত্তম। অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই সে সওয়াবের অধিকারী হয় আর এ মর্যাদা কেবল মু'মিন ব্যক্তিই লাভ করিতে সক্ষম হয়।

(١٣) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ
الْمُجْرِمِينَ ○

(١٤) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ○

১৩. তোমাদিগের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদিগের নিকট রাসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৪. অতঃপর আমি উহাদিগের পর পৃথিবীতে তোমাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি, তোমরা কি প্রকার আচরণ কর তাহা দেখিবার জন্য।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী রাসূলগণ যখন কাফিরদের নিকট দলীল-প্রমাণসহ আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহাদের কথা শুনিতে অস্বীকার করিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ সে সংবাদ দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ তা'আলা পুনরায় সেই কাফিরদের স্থলাভিষিক্ত লোকদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের রাসূলগণের অনুসরণ করে কি না। সহীহ মুসলিম শরীফ গ্রন্থে আবূ নাযরা (র) আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, দুনিয়া বড় মিষ্ট এবং সৌন্দর্যময়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তিনি দেখিবেন তোমরা কিরূপ কাজ কর। তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা হইতে বিরত থাক এবং নারীদের থেকেও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলেরা সর্বপ্রথম এই নারীদের কারণেই বিপদে পতিত হইয়াছিল।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র)....আওফ ইবন মালিক, (র) হইতে বর্ণিত যে তিনি একদা হযরত আবূ বকর (রা)কে নিজের একটা স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন— আসমান হইতে যেন একটি রশি ঝুলিতেছে অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) রশিটিকে টানিয়া আনিলেন অতঃপর আবার রশিটি আসমানের সাথে ঝুলিতে লাগিল এখন হযরত আবূ বকর (রা) রশিটি টানিয়া আসিলেন অতঃপর লোকেরা রশিটিকে মিম্বরের পার্শে মাপিতে লাগিল কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর মাপে মিম্বরে হইতে তিন হাত বেশী

হইয়া গেল। হযরত ওমর (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, একথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমার স্বপ্ন ছাড়িয়া দও। এ ধরনের স্বপ্নের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি একবার হযরত আওফ (রা) কে বলিলেন, আচ্ছা তোমার সেই স্বপ্নটি আমাকে শুনাও। তিনি বলিলেন এখন সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া কি করিবেন? তখনতো আপনি আমাকে ধমক দিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন, তুমি হযরত আবূ বকর (র)-এর মৃত্যুর সংবাদ শুনাইবে তখন আমি একথা পছন্দ করিতে পারি নাই। অতঃপর হযরত আওফ (রা) স্বপ্ন শুনাইতে লাগিলেন, যখন তিনি স্বপ্নের এই পর্যায়ে পৌছিলেন যে "লোকেরা কি মিম্বর পর্যন্ত রশিটিকে তিন হাত তিন হাত করিয়া মাপিল"। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন তিন হাতের এক হাতের অর্থ হইল খলীফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রা) আর দ্বিতীয় হাতের অর্থ হইল সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর কাজে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করেন না। আর তৃতীয় হাতের শেষ হওয়ার অর্থ হইল তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ হইয়া যাইবেন। হযরত ওমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগকে তাহাদের পর যমীনে স্থলাভিষিক্ত করিয়াছি যেন আমি দেখিতে পারি তোমরা কিরূপ কাজ কর (ইউনুস-১৪)। আওফ (রা) বলেন অতএব হে উমর! আল্লাহ তোমাকে খলীফার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, অতএব তুমি কাজ করিবার পূর্বে বহু চিন্তা-ভাবনা করিয়া কাজ করিবে। নিন্দুকের নিন্দা হইতে ভয় না করিবার যে উল্লেখ হযরত উমর করিয়াছেন এর সম্পর্ক হইল আল্লাহর নির্দেশের সাথে অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে গিয়া নিন্দিত হইলে তাহার কোন পরোয়া করে না। হযরত উমর এর কথা, "তৃতীয় ব্যক্তি শহীদ" এর অর্থ ওমরের কি রূপে শাহাদাত হইবে অথচ এখনো মুসলিমগণ তাহার অনুগত।

(١٥) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ
لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ
اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِىْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ
اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ٥

(١٦) قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ ز
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ٥

১৫. যখন আমার আয়াত— যাহা সুস্পষ্ট তাহাদিগের নিকট পাঠ করা হয় তখন যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহারা বলে, অন্য এক কুরআন আন ইহা ছাড়া, অথবা ইহাকে বদলাও। বল নিজ হইতে ইহা বদলান আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয় আমি কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করিলে আমি আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি।

১৬. বল, আল্লাহর সেরূপ অভিপ্রায় হইলে আমিও তোমাদিগের নিকট উহা পাঠ করিতাম না, এবং তিনিও তোমাদিগকে এ বিষয়ে অবহিত করিতেন না। আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি তবুও কি তোমরা বুঝিতে পার না?

তাফসীর ঃ অহংকারী কুরাইশ মুশরিক যাহারা সকল কথাই অস্বীকার করিত আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহাদের সংবাদ দিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেন এবং দলীল-প্রমাণসমূহ পেশ করেন তখন তাহারা একথা বলিত তুমি কুরআন ছাড়িয়া অন্য কোন পদ্ধতির কুরআন নিয়া আস কিংবা ইহাকে পরিবর্তন করিয়া পেশ কর। আল্লাহ তাঁহার নবীকে বলেন, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমার কি সেই অধিকার আছে যে আমি কুরআন পরিবর্তন করিব? আমি তো কেবল মাত্র আল্লাহর একজন অনুগত দাস এবং আল্লাহর পয়গাম বহনকারী একজন দূত বই কিছুই নই। আমি তোমাদের নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছি তাহা কেবল আল্লাহর ইচ্ছায় পেশ করিয়াছি। আমি তো কেবল সেই কথাই বলি যাহা কিছু ওহীর মাধ্যমে আমার নিকট অবতীর্ণ করা হয়। যদি আমি আল্লাহর নাফরমানী করি আর তাহার পয়গাম সঠিক ভাবে না পৌঁছাই তবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তির আশংকা করছি।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী রাসূলের বাণী নয়, একথাই প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি উল্লেখিত আয়াত পেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ আমি যে পবিত্র কুরআন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি তাহা কেবলমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই এবং তাঁহার ইচ্ছায়ই পেশ করিয়াছি (ইউনুস-১৬)। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের পক্ষ হইতে গড়িয়া পেশ করেন নাই। ইহার জন্য দলীল হিসাবে এইকথা পেশ করা যাইতে পারে যে, যদি পবিত্র কুরআন আমার (রাসূলুল্লাহর) রচিত কিতাব হইত তবে তোমরাও তদ্রূপ কিতাব রচনা করিতে পারিতে অথচ তোমরা পবিত্র কুরআনের ন্যায় কিতাব রচনা করিতে অক্ষম। অতএব আমার দ্বারাও এইরূপ কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়। কারণ আমিও তো তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। সুতরাং এই মহাগ্রন্থ যে আল্লাহর বাণী তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। এছাড়া আমি

আমার জন্ম হইতে রিসালাত প্রাপ্তি পর্যন্ত তোমাদের মাঝেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছি অতএব তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও আমানত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমরা কখনো আমাকে কোন দোষে দোষী সাব্যস্ত কর নাই একারণেই ইরশাদ হইয়াছে فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছি কোন দিন কোন মিথ্যা কথা বলি নাই। অতএব তোমাদের জ্ঞান বিবেক কি কিছুই নাই যাহা দ্বারা তোমরা সত্য মিথ্যা বুঝিতে পার এবং বাতিল হইতে সত্যকে পৃথক করিতে পার (ইউনুস-১৬)। এ কারণেই যখন রূম সম্রাট হিরাকিল আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার প্রতি কি নবুয়তের দাবী করিবার পূর্বে কখনো মিথ্যার অপবাদ দেওয়া হইয়াছে? উত্তরে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন জী-না, অথচ আবূ সুফিয়ান তখন কাফিরদের সরদার ছিলেন তাহা সত্ত্বেও তিনি সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন। আর বাস্তবিক মর্যাদার কথা তো তাহাই যাহার সাক্ষ্য শত্রুও প্রদান করে। তখন তাহাকে হিরাকিল বলিয়াছিলেন, আমি এই সত্যকে বুঝি যে, যে ব্যক্তি মানুষের ওপর কোন মিথ্যা কথা বলে না সে আল্লাহর ওপর কিরূপে মিথ্যা কথা বলিবে। আবেশিনীয়ার সম্রাটের দরবারে হাযির হইয়া হযরত জা'ফর বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন মহাপুরুষকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন যাহার সত্যতা যাহারা বংশ ও আমানতদারী সম্পর্কে আমরা ভাল ভাবেই অবগত আছি। তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে চল্লিশ বছর যাবৎ আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়েব হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন তেতাল্লিশ বছর তিনি আমাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম উক্তিটি অধিক প্রসিদ্ধ।

(١٧) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ۚ
إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

১৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? অপরাধিগণ সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি হইতে অধিক জালেম, নির্বোধ ও অধিক অপরাধী আর কেহ নয় যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং এই কথা বলে যে আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন অথচ আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই। অতএব এই ব্যক্তি অপেক্ষো অধিক অপরাধী ও যালেম আর কেহ নয়। এ বিষয়টি কোন বোকা ও নির্বোধের পক্ষেও বুঝিতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়— সুতরাং আম্বিয়ায়ে কিরাম ও জ্ঞানীদের পক্ষে তো অসুবিধা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবী করে চাই সে সত্যবাদী হউক কিংবা

মিথ্যাবাদী আল্লাহ তাহার সত্যবাদীতা ও মিথ্যাবাদীতার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামাহ উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তাহা সে সমস্ত লোকের পক্ষে স্পষ্ট ছিল যাহারা তাহাদের উভয়কে দেখিয়াছে আর এ পার্থক্য এতই স্পষ্ট ছিল যেমন গভীর রাতের অন্ধকার ও দ্বিপ্রহরের আলোর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট। আল্লাহ যাহাকে তীক্ষ্ণ জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহার পক্ষে উভয়ের চরিত্র কার্যকলাপ ও কথাবার্তা দ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্যতা এবং মুসায়লামাহ, আসওয়াদ আনসী ও সজাহ এই সকলের মিথ্যাবাদী হওয়া সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর মদীনায় শুভাগমন ঘটিল তখন তাহার শুভাগমনের কারণে সকলেই অত্যন্ত দ্রুতবেগে একত্রিত হইল আমিও তাহাদেরই একজন ছিলাম। আমি যখন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করিলাম— তখনই আমার অন্তর সাক্ষ্য দিল যে, এই নূরানী চেহারা কখনো কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। তিনি বলেন, আমি সর্বপ্রথম যে কথা তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি তাহা হইল, হে লোক সকল! তোমরা সালাম বিস্তার কর ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর এবং আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কর— মানুষ যখন ঘুমাইয়া থাকে তখন তোমরা সালাত পড় তা হইলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে। যখন যিমাম ইবনে সালাবাহ তাহার গোত্র, বনী বকর এর পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হইল তখন সে রাসূলুল্লাহ (র) কে জিজ্ঞাসা করিল, এই আসমান কে বুলন্দ করিয়াছে? তিনি বলিলেন "আল্লাহ, সে জিজ্ঞাসা করিল, এই পাহাড় পর্বত কে খাড়া করিয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ, সে আবার জিজ্ঞাসা করিল এই যমীনকে কে বিস্তৃত করিয়াছে? তিনি বলিলেন আল্লাহ। তখন প্রশ্ন করিল, সেই সত্তার কসম যিনি আসমান বুলন্দ করিয়াছেন, পাহাড়-পর্বত খাড়া করিয়াছেন এবং যমীন বিস্তৃত করিয়াছেন সেই আল্লাহ-ই কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন সেই আল্লাহর শপথ, তিনি আমাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর সে সালাত যাকাত হজ্জ ও সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং প্রশ্নের সাথে কসম দিতে লাগিল এবং নবী করীম (সা) কসম খাইয়া তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল আপনি সত্য বলিয়াছেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি ইহার অধিকও করিব না আর ইহার থেকে কমও করিব না। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল যে এই ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর সাথে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া

তাহার সত্যবাদী হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইল। কারণ সেই এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার আলাপ ও কথাবার্তার মাধ্যমে তাঁহার সত্যতার দলীল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত (রা) বলেন

لَوْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ اٰيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ + كَانَتْ بَدِيْهَتُهٗ تَأْتِيْكَ بِالْخَبَرِ অর্থাৎ— যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রিসালাতের সত্যতার জন্য অন্য কোন স্পষ্ট দলীল না-ও হইত তবুও তাহার চেহারার পবিত্রতা ও সরলতা তাহার সত্যবাদীতার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ ছিল।

আর মুসায়লামাহকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে যে কেহ তাহাকে দেখিয়াছে তাহার অশালীন কথাবার্তা শুনিয়াছে এবং তাহার অসৎ কার্যকলাপ অবলোকন করিয়াছে এবং তাহার মিথ্যা কুরআন যাহা তাহাকে চিরতরে দোযখে নিক্ষেপ করিবে দেখিয়াছে সে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হইবে মুসায়লামা একজন মিথ্যাবাদী ছিল নবুয়তের সাথে তাহার দূরেরও সম্পর্ক ছিল না।

যখন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের বাণী ঃ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الخ। এবং মুসায়লামার অশালীন কথা ঃ يَاضِفْدَعُ بِنْتِ ضِفْدَعَيْنِ نَقِّىْ كَمْ تَنْقِّيْنَ لَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ وَلَا الشَّارِبَ। অর্থাৎ হে ব্যাঙের কন্যা ব্যাঙ তুমি পানিতে লাফাইয়া পরিষ্কার হইতে থাক যত তুমি চাও, তোমার লাফানোর কারণে পানি নষ্ট হইবে না আর পানকারীরা পান করা হইতেও বিরত থাকিবে না। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে একটি মহা সত্যবাদীর বাণী আর অপরটি এ চরম অভদ্র ও শালীনতা বিবর্জিত ব্যক্তির কথা।

ইহা ছাড়া মুসায়লামার মিথ্যা অহীর প্রতিও লক্ষ্য করা যাক ঃ

لَقَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى الْحُبْلٰى اِذَا خَرَجَ مِنْهَا نَسَمَةٌ تَسْعٰى مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَّحَشٰى

অর্থাৎ— আল্লাহ অতি অনুগ্রহ করিয়াছেন গর্ভবতী নারীর প্রতি যে একটি জীবিত রূহকে তাহার বাচ্চাদানীর ও নাড়ীর মধ্য হইতে বাহির করিয়াছেন।

আরো বলিয়াছে ঃ

اَلْفِيْلُ مَا الْفِيْلُ وَمَاۤ اَدْرَاكَ مَا الْفِيْلُ لَهٗ خُرْطُوْمٌ طَوِيْلٌ -

অর্থাৎ— হাতী, হাতী কি? তুমি কি জান? উহার একটি লম্বা শুঁড় রহিয়াছে। মুসায়লামার আর একটি বাক্য হল। اَلْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا وَالْاَقِمَاتِ لُقْمًا اِهَالَةً وَسَمْنًا اِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ لَيَعْتَدُوْنَ অর্থাৎ— সেই সকল নারীদের শপথ,

যাহারা আটা ছানিয়া থাকে, যাহারা রুটি পাকায় আর যাহারা চর্বি ও ঘি-এর মধ্যে রুটি টুকরা টুকরা করিয়া দিয়া আহার করে। কুরাইশ বড় যালেম সম্প্রদায়। এই প্রকারের অশালীন ও কুরুচী পূর্ণ কথাবার্তা এমন জঘন্য যে কচি ছেলেও তাহা হইতে বিরত থাকিবে। তবে একমাত্র বিদ্রূপ ও ঠাট্টার উদ্দেশ্যে বলিতে পারে। একারণেই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিয়াছেন এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তাহার দলবল ছত্রভংগ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা হইয়াছে অভিশপ্ত। পরবর্তীতে তাহার অনুসারীরা তওবা করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিয়া আল্লাহর সঠিক দ্বীন গ্রহণ করিতে লাগিল। হযরত আবূ বকর (রা) তাহাদিগকে মুসায়লামার কুরআন শুনাইতে বলিলে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে শুনাইতে বাধ্য করিলেন যেন মুসায়লামার মিথ্যা কুরআন এবং জ্ঞানে ও হেদায়াতে পরিপূর্ণ ওহী দ্বারা অবতীর্ণ বাণীর মধ্যে অন্যান্য লোকেরাও তুলনা করিয়া খোদায়ী বাণীর গুরুত্ব উপলব্দি করিতে সক্ষম হয়। অতএব তাহারা মুসায়লামার উপরোল্লোখিত কথাগুলি হযরত আবূ বকর (রা) কে শুনাইল। ইহা শ্রবণে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে হতভাগারা! তোদের কি বিবেক বুদ্ধি কিছুই নেই। এই ধরনের কথা তো কোন নির্বোধের মুখ হইতেও বাহির হয় না।

বর্ণিত আছে জাহেলী যুগে হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা)-এর মুসায়লামার সহিত বন্ধুত্ব ছিল, একবার তিনি মুসায়লামার নিকট আসিলে সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আরে আজকাল তোমাদের এ লোকটির নিকট কি অহী অবতীর্ণ হয়? হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলিলেন আমি তাঁহার সাহাবীদিগকে একটি অসাধারণ বাণী পড়িতে শুনিয়াছি কিন্তু সূরাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে জিজ্ঞাসা করিল, সূরাটি কি? তিনি বলিলেন وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ মুসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, আমার প্রতিও এই রকম একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে 'আমর জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরাটি কি, সে বলিল ঃ

يَاوَبَرْ يَاوَبَرْ اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدْرٌ وَسَائِرُكَ حَقْرٌ نَقْرٌ

অর্থাৎ—হে অবার, হে অবার তোমার তো শুধু দুইটি কান ও বুক আছে আর তোমার শরীরের অবশিষ্টাংশ তো কিছুই নয়।

মুসায়লামা তাহার সূরা শুনাইয়া 'আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞাসা করিল, বলতো দেখি আমার অহী কেমন হইল। 'আমর ইবনুল আস বলিলেন তুমি একথা জান আমি তোমার অহীকে বিশ্বাস করি না।

একজন মুশরিকের অবস্থা হইল এই যে নবী করীম (সা)-এর খোদায়ী বাণী শ্রবণ করিয়া তাহার সত্যতার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর মুসায়লামার কথা শ্রবণ করিয়া

তাহার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রতি তাহার কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাহাদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছেন তাহাদের নিকট সত্য মিথ্যার এ বিরাট ব্যবধান গোপন থাকিবার কথা নয়। একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ তাহার থেকে অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং সে এই কথা বলে যে আমার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে অথচ তাহার প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হয় নাই। অথবা সে বলে অন্যান্য পয়গম্বরের ন্যায় আমিও একজন পয়গাম্বর (আন'আম-৯৩)। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও মিথ্যাবাদী যে পয়গম্বদের প্রতি নাযিলকৃত অহীকে মিথ্যা বলে অথচ তাঁহার প্রতি আল্লাহর সুস্পষ্ট দলীল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। হাদীসে বর্ণিত, সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা ও যালিম যে কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে কিংবা কোন নবী তাহাকে হত্যা করিয়াছেন।

(১৮) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّٰهَ بِمَا لَا
يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○
(১৯) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

১৮. উহারা আল্লাহ ব্যতিত যাহার ইবাদত করে তাহা তাহাদিগের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না তাহারা বলে এই গুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিবে যাহা তিনি জানেন? তিনি মহান পবিত্র। এবং তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি উর্ধ্বে।

১৯. মানুষ ছিল একই জাতি পরে উহারা মতভেদ সৃষ্টি করে, তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে তাহারা যে বিষয়ে মতভেদ ঘটায় তাহার মীমাংসা তো হইয়াই যাইত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা একথার প্রতি বিশ্বাস করিত যে তাহাদের দেব-দেবী তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবে এবং তাহাদের সুপারিশ তাহাদের জন্য উপকারীও হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছেন যে এই সমস্ত দেব-দেবী তাহাদের লাভ লোকসান কিছুই করিতে সক্ষম নহে। এবং তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে বাস্তবে তাহার কিছুই সংঘটিত হইবে না। এই

কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ اَتُنَبِّئُوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمَاوَاتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করিতেছ যাহা না আসমানে আছে না যমীনে (ইউনুস-১৮)। অতঃপর তিনি শিরক ও কুফর হইতে সত্তাকে পবিত্র ঘোষণা করিয়া বলেন, سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, শিরক পূর্বে ছিল না এর অস্তিত্ব হইয়াছে পরবর্তীকালে। পূর্বে সমস্ত লোকই একই ধর্মে দীক্ষিত ছিল আর সে ধর্ম ছিল ইসলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি শতাব্দী পার হইয়াছিল প্রতি শতাব্দীর লোকই মুসলমান ছিল, অতঃপর তাহাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা মূর্তি পূজা শুরু করিয়া ছিল। তাহার পরই আল্লাহ তা'আলা দলীল-প্রমাণসমূহসহ নবী-রাসূল পাঠাইতে লাগিলেন। অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর দলীল-প্রমাণসমূহ গ্রহণ করিয়াছে সে মুক্তি লাভ করিয়েছে যে উপেক্ষা করিয়াছে যে ধ্বংস হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ আরো ইরশাদ হইয়াছে لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ الاية অর্থাৎ— যদি পূর্বেই এই কথা নির্ধারিত না হইত যে দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই পর্যন্ত তাহাকে জীবিত রাখিবেন তাহার পর তাহাকে মৃত্যুদান করিবেন (আনফাল-৪২)। তবে আল্লাহ তাহাদের বিরোধা মিমাংসা করিয়া দিতেন অতঃপর কিয়ামতে মু'মিনদেরকে ভাগ্যবান করিবেন এবং মুশরিক ও কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন।

(٢٠) وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ج فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ج اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ع O

২০. উহারা বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল অদৃশ্যের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই আছে। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) যখন কাফিরদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান করিলেন তখন তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী কাফিররা বলিতে লাগিল যেমন পূর্বে সামূদ জাতির প্রতি উটনী মুজিযা হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তদ্রূপ কোন মু'জিযা প্রেরণ করা হইলে কিংবা সাফা-মারওয়া পাহাড়কে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া দিলে অথবা মক্কার পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তাহার স্থানে বাগান

করিয়া নহর প্রবাহিত করিলে এবং অনুরূপ আরো কোন মুজিযা দেখাইতে পারিলে আমার তাহার কথা মানিতে পারি। কিন্তু সত্য কথা তো এই যে আল্লাহ তা'আলা তাহার কাজে-কর্মে বড় হিকমত ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

অর্থাৎ— আল্লাহর সত্তা বড় বরকতময় যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে আপনার জন্য এর থেকেও উত্তম বাগানসমূহ তৈরী করিয়া দিবেন যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত হইবে। আর আপনার জন্য সে বাগানে প্রাসাদ তৈরী করিবেন কিন্তু তাহারা তো কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে, আর কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আমরা উত্তেজিত আগুন তৈরী করিয়া রাখিয়াছি (ফুরকান-১০)। অনুরূপভাবে আল্লাহ ইরশাদ করেন وَمَا مَنَعْنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ অর্থাৎ— মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করিতে ইহা ছাড়া আল্লাহর আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা অবতীর্ণ হওয়ার পরও তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়াছে (বনী ইসরাঈল-৫৯)। অতএব সামূদ জাতির উটনীর ন্যায় মু'জিযার আবদার করিলেই তাহা পেশ করিতে হইবে এমন কোন কথা নয়।

আল্লাহ বলেন, আমার মাখলূক সম্পর্কে আমার নীতি হইল এই যে, যদি আমি তাহাদের আবেদন রক্ষা করিয়া তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই যদি দান করি তাহার পর যদি তাহারা ঈমান আনে তবে তো ভাল কথা নচেৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেই। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন এই এখতিয়ার দান করা হইল যে, হয় তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহা পূর্ণ করিবার পর তাহারা হয় ঈমান আনিবে নচেৎ শাস্তি দেওয়া হইবে আর না হয় তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকিবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বিতীয় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ— তাহাদের প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করিবার সুযোগ থাকিল যেন মৃত্যুর পূর্বেও যদি তাহারা ঈমান আনে তবে মুক্তি লাভ করিতে পারে।

আল্লাহ পাক নবী করীম (সা) কে বলেন, হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর ইচ্ছাধীন প্রত্যেক বস্তুর ভাল মন্দ তিনি জানেন, যদি তোমরা স্বীয় চক্ষু দ্বারা দেখা ব্যতীত ঈমান আনিতে না চাও তবে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছি। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কোন এমন মু'জিযাও দেখিতে পাইয়াছিল যাহা তাহাদের প্রার্থিত মু'জিযা অপেক্ষা অধিক

উচ্চস্তরের। নবী করীম (সা) তাহাদের চোখের সম্মুখেই আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করিয়াছিলেন। একখন্ড পাহাড়ের এইদিকে আর অন্য খন্ড পাহাড়ের অপর দিকে পরিয়া গেল। এ মু'জিযা যমীনের ওপর সংঘটিত মু'জিযাসমূহের অপেক্ষা অধিক বড় মু'জিযা। এখনো যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে একথা বুঝতে পারে যে তাহারা বাস্তাবিক হেদায়াত লাভের আশায় মু'জিযা দেখিবার প্রার্থনা করিতেছে তবে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেন। কিন্তু তাহারা কেবল শত্রুতার বশিভূত হইয়া পরিহাস করিয়া এরূপ মু'জিযা প্রার্থনা করিত। একারণেই তাহাদের প্রার্থনা না মঞ্জুর করা হইয়াছিল। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল যে তাহারা এখনো ঈমান আনিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ অর্থাৎ— তাহাদের প্রতি আল্লাহর কলেমা নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে (ইউনুস-৯৬)। তাহাদের নিকট চাই যে কোন মু'জিযা পেশ করা হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে। وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাদিগকে অবতীর্ণ করি আর মৃত ব্যক্তিরাও জীবিত হইয়া তাহাদের সাথে কথা বলে, আর সকল জিনিস তাহাদের নিকট জমা করিয়া দেওয়া হয় সকল প্রকার মু'জিযাও তাহাদের নিকট পেশ করা হয় তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না (আন'আম-১১১)। কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য হইল কেবল অহংকার ও হকের মুকাবিলা করা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ الخ
وَاِنْ يَّرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ الخ
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ قِرْطَاسًا الخ

অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের উপর আসমানের দ্বার উম্মুক্ত করিয়া দেই আর তাহারা যদি আসমানের একটি টুকরা পতিত হইতেও দেখে। আর যদি কাগজের কোন আসমানী কিতাব তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হয় যাহা তাহারা স্বীয় হাতে স্পর্শ করিতে পারে তার পরও এই কাফিররা একথাই বলিবে আরে ইহাতো স্পষ্ট যাদু (হিজর-১৪)। অতএব যাহাদের এইরূপ চরিত্র তাহাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াই বা লাভ কি? কারণ শত্রুতা ও অহংকারের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের এই সমস্ত প্রার্থনা ও আবেদন নিবেদন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে।

فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ অর্থাৎ— তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি (ইউনুস-২০)।

(٢١) وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ
مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ؕ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ
مَا تَمْكُرُوْنَ ۝

(٢٢) هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ
عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ
دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ۬ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ
الشّٰكِرِيْنَ ۝

(٢٣) فَلَمَّآ اَنْجٰهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؗ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

২১. এবং দুঃখ-দৈন্য তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তাহারা তখনই আমার নিদর্শনকে বিদ্রূপ করে। বল আল্লাহ্ বিদ্রূপের শাস্তিদানে দ্রুততর। তোমরা যে বিদ্রূপ কর তাহা আমার ফিরিশতাগণ লিখিয়া রাখে।

২২. তোমাদিগকে জলে-স্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এই গুলি আরোহী লইয়া অনুকুল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়। অতঃপর এই গুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গায়িত হয় তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে তুমি আমাদিগকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

২৩. অতঃপর তিনি যখন উহাদিগকে বিপদ মুক্ত করেন তখনই উহারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যুলুম করিতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদিগের যুলুম বস্তুত তোমাদিগের নিজদিগের প্রতিই হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনের সুখ-ভোগ করিয়া লও পরে আমারই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা যাহা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন বিপদের স্বাদ গ্রহণ করিবার পর মানুষ আমার রহমতের স্বাদও গ্রহণ করে। যেমন—দারিদ্রের পর স্বচ্ছলতা দুর্ভিক্ষের পর যমীনের উত্তম উৎপাদন বৃদ্ধি এমতাবস্থার মানুষ সত্যকে অস্বীকার করিতে আরম্ভ করে এবং সত্যের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করিয়া দেয়। আবার যখন মানুষ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় দু'আ করিতে আরম্ভ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهٖ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا

সহীহ হাদীসে বর্ণিত একবার নবী আকরাম (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করিলেন। রাতের বেলা বৃষ্টি হইয়াছিল। সালাতান্তে তিনি বলিলেন هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ তোমরা জান কি? তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কিরাম উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক জানেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

مِنْ عِبَادِىْ اَصْبَحَ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا اَوْكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

অর্থাৎ— বান্দাদের মধ্য হইতে কিছু আমার প্রতি বিশ্বাসী আর কিছু অবিশ্বাসী হইয়া ভোর করিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কথা বলিয়াছে যে আল্লাহর রহমতে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে তো আমার প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার এবং নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী আর যে ব্যক্তি একথা বলিয়াছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের বিশ্বাসী।

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে আল্লাহ অধিক বেশী ঢিল দেন (ইউনুস-২১)। এমন কি অপরাধীও ধারণা করিয়া বসে যে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না। অথচ তাহাকে মাত্র ঢিল দেওয়া হইয়াছে। যে কোন মুহূর্তে তাহাকে পাকড়াও করা হইবে। অবশ্য ফিরিশতাগণ তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার সবকিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। অতঃপর সময় মত তাহারা আল্লাহ পাকের নিকট পেশ করিবেন তখন আল্লাহ তা'আলা ছোট বড় সর্ব প্রকার কৃতকর্মের শাস্তি দান করিবেন।

قَوْلُهٗ هُوَ الَّذِىْ يُسَيِّرُكُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সমুদ্রে ও স্থলে ভ্রমণ করান। অর্থাৎ— ভ্রমণের সুযোগ সুবিধা দান করেন এবং তোমাদিগকে হিফাযত করেন। قَوْلُهٗ حَتّٰى اِذَا كُنْتُمْ فِى الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا অর্থাৎ— এমনকি তোমরা যখন নৌকাসমূহে আরোহণ কর এবং

তোমাদিগকে অনুকূল বায়ুর মাধ্যমে বহন করিয়া চলে আর তাহারা আনন্দিত হয়। এই আনন্দঘন মুহূর্তে এক তীব্র ঝঞ্চা বায়ু আসিয়া নৌকায় আঘাত হানিল (ইউনুস-২২)।

وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ আর সর্ব দিক হইতে তাহাদের ওপর ঢেউ আসিয়া আঘাত হানিতে লাগিল وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ আর তাহারা ধারণা করিল যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ— সাহায্য না আসিলে তাহারা নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন হইতে دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ তখন তাহারা সম্পূর্ণ একনিষ্টভাবে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল অর্থাৎ আল্লাহর সহিত কোন মূর্তি কিংবা দেবদেবীর নিকট তাহারা কোন প্রার্থনা করিত না (ইউনুস-২২)।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم اِلى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وكَان الْاِنْسَانُ كفوْرًا

অর্থাৎ— যখন তোমরা সমূদ্রে কোন বিপদের সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল দেব-দেবী ভুলিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া থাক। অতঃপর যখন তোমাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া দেন তখন তোমরা বিমুখ হও আর মানুষ বড়ই না-শোকর (বনী ইসরাঈল-৬৭)। আল্লাহ এখানে ইরশাদ করিয়াছেন دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْن অর্থাৎ— তাহারা সমুদ্রের মধ্যে বিপদে পতিত হইয়া বড়ই এখলাসের সহিত আল্লাহকে ডাকিতে থাকে এবং তাহারা বলে হে আল্লাহ! যদি لئن انجيتنا من هذه আপনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন তবে لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ অবশ্যই আমরা আপনার কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব (ইউনুস-২২)। অর্থাৎ— আপনার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না কেবল আপনারই ইবাদত করিব যেমন এখন কেবল আপনাকেই ডাকিতেছি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা করিতেছি না আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فلمَّا انجاهُم যখন আল্লাহ তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন اِذَاهُمْ يَبْغُوْنَ فِى الاَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ তখনই তাহারা যমীনে অনাচার আরম্ভ করিয়া দেয়। যেন তাহাদের ওপর কখনো কোন বিপদ আসেই নাই। كَاَنْ لَم تَدعُنَا الٰى ضر مَسَّهٗ যেন সে তাহার কোন কষ্ট দূর করিবার জন্য আমার নিকট প্রার্থনাই করে নাই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَابَغْيُكُم عَلٰى اَنفُسكُم হে লোক সকল। তোমাদের অনাচারের কুফল তোমাদেরই ভোগ করিতে হইতে। এই অনাচারের কুফল আর কেহই ভোগ করিবে না। যেমন হাদীসে ইরশাদ হইয়াছে مَا مِن ذَنْبٍ اجدارَ ان يُجعل اللّٰه عقوبته فى الدّنيا مَن مّا

يدعوالله لصاحبه في الاخرة من البغي وقطعة الرحم অর্থাৎ দুইটি গুনাহ এতই মারাত্মক যে পরকালে তো তাহার শাস্তি হইবেই কিন্তু দুনিয়াতেও অতিদ্রুত উহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আর তাহার একটি হইল খোদাদ্রোহিতা আর অপরটি হইল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

قَوْلُهٗ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ— তোমাদের জন্য এই হীন পার্থিব জীবনের কিছু সুখ শান্তি রহিয়াছে (ইউনুস-২৩)। ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ অতঃপর আমাদের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। فَنُنَبِّئُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের যাবতীয় আমল সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব এবং তাহার পূর্ণ প্রতিফল দান করিব। অতএব যে তাহার প্রতিফল উত্তম পাইবে সে যেন আল্লাহর শোকর করে। আর যে তাহার প্রতিফল ভাল পাইবে না সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তাকেই নিন্দা করে।

(٢٤) اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ ؕ حَتّٰۤى
اِذَآ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ
عَلَيْهَآ ۙ اَتٰىهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ
بِالْاَمْسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ o

(٢٥) وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ o

২৪. পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত যেমন আমি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি যাদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। যাহা হইতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করিয়া থাকে। অতঃপর যখন ভূমি তাহার শোভা ধারণ করে নয়নভিরাম হয় এবং উহার অধিকারীগণ মনে করে উহা তাহাদিগের আয়ত্তাধীন। তখন দিবসে অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ আসিয়া পড়ে ও আমি উহা এমন ভাবে নিমূল করিয়া দিই যেন ইতিপূর্বে উহার অস্তিত্বই ছিল না। এইভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২৫. আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পৃথিবীর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চাকচিক্য এবং অতিসত্বর আবার তাহা বিলীন হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে যমীন হইতে উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমিত করিয়াছেন। যে উদ্ভিদসমূহ আল্লাহ তা'আলা আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন হইতে উৎপাদন করিয়াছেন যাহা মানুষ আহার করে। যেমন খাদ্য-দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ইত্যাদি উৎপাদিত হয় যাহা কেবল মানুষই আহার করে না, বরং পশুপক্ষীও তাহা আহার করে কিন্তু যমীনের সেই সমস্ত শস্য-শ্যামল পূর্ণ সৌন্দর্যের রূপ ধারণ করে এবং যমীর মালিক ও কৃষকরা ধারণ করে যে, তাহারা তাহাদের যমীনে উৎপাদিত উদ্ভিদ কাটিয়া ঘরে ফিরে ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ কিংবা অগ্নিবায়ু আসিয়া উপমিত হয় আর হঠাৎ গাছের সমস্ত পাতা শুকাইয়া যায় এবং যমীনের সমস্ত সৌন্দর্য মুহূর্তেই বিলীন হইয়া যায়, যেন সে যমীনে কখনো কোন সৌন্দর্য ছিলই না আর যমীনের মালিকও যেন কখনো সেই নিয়ামতের অধিকারী ছিল না।

كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ অর্থাৎ যমীনের সে সমস্ত ফসলাদী কখনো ছিলইনা। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন كَاَنْ لَمْ تَغْنَ এর অর্থ كَاَنْ لَّمْ تَنْعَمْ অর্থাৎ উক্ত নিয়ামতসমূহ যেন কখনো দেওয়াই হয় নাই। একারণে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দুনিয়াদার লোকদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমাদিগকে কি কখনো কোন নিয়ামত দান করা হইয়াছিল? তাহারা বলিবে জী-না, অনুরূপভাবে যাহারা দুনিয়ায় অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি কখনো কোন কষ্ট দেখিয়াছিলে তাহারা বলিবে জী-না কখনো না। আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোক সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়া বলেন فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ঘরে এমনিভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে যেন তাহারা কখনো সেখানে বসবাসই করে নাই (হূদ-৯৪-৯৫)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ অনুরূপভাবে আমরা আয়াত ও দলীল প্রমাণসমূহে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা চিন্তা ভাবনা করে। অতঃপর এই উদাহরণ দ্বারা তাহারা এই উপদেশ গ্রহণ করিবে যে দুনিয়া সত্বরই বিলুপ্ত হইবে এবং দুনিয়ার স্বর্ণ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে তাহার প্রতি যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়, তাহাকে সে প্রতারণা দেয়। আর যে ব্যক্তি তাহার থেকে পলাইবার চেষ্টা করে দুনিয়া তাহার পায়ের ওপর আসিয়া পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের একাধিক আয়াতে দুনিয়াকে যমীন হইতে উৎপাদিত উদ্ভিদের সহিত উপমা দিয়াছেন। সূরা কাহাফে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ
وَالْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

হে নবী! আপনি তাহাদের পার্থিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন সেই পানির ন্যায় যাহা আমি আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা যমীনের উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে অতঃপর এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন উৎপাদিত গাছপালা শুকাইয়া ঘাসের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যাহা বায়ু উড়াইয়া এদিক সেদিকে লইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তো প্রত্যেক বস্তুর ওপর শক্তিবান (কাহাফ-৪৫)।

অনুরূপভাবে সূরা মায়েদাহ ও হাদীসেও আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনের অনুরূপ উপমা পেশ করিয়াছেন।

হযরত ইবনে জরীর (র) বলেন....হারেস (র) মারওয়ান হইতে বর্ণিত, তিনি মিম্বরের ওপর উপবিষ্টাবস্থায় পড়েন وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُنَ عَلَيْهَا وَمَاكَانَ لِيُهْلِكَهُمْ الَّذِيْنَ قَرُبَ اَهْلَهَا অর্থাৎ যমীন তাহার উদ্বিদ দ্বারা সৌন্দর্যময় হইয়াছে এবং যমীনের মালিকরা ধারণা করিয়াছে যে তাহারা যমীনের ফসলের ওপর শক্তি পূর্ণ অধিকারী। কিন্তু সমস্ত ফসল হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এ সমস্ত বিলুপ্তি ও ধ্বংস কেবল তাহাদের গুনাহের কারণে হইয়া থাকে (ইউনুস-২৪)। তিনি বলেন আমি এই অংশটুকু কুরআন হিসাবে পড়িয়াছি কিন্তু উহা কুরআনে বর্তমান বিদ্যমান নাই। অতঃপর আব্বাস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)ও এইরূপ পড়িতেন অতঃপর তাহারা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট লোক পাঠাইলেন তখন তিনি বলিলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) আমাকে এমনিভাবে পড়াইয়াছেন। অবশ্য ইহা একটি গরীব কিরাত। সম্ভবত ইহা তাফসীরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

قَوْلُهٗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى السَّلَامِ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে যখন দুনিয়ার ধ্বংসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই এই আয়াতের মাধ্যমে তিনি বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন এবং উহার প্রতি আহবান করিয়াছেন আর উহার নাম রাখিয়াছেন "দারুসসালাম" বা নিরাপদের ঘর সেখানে যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ কষ্ট হইতে নিরাপত্তা লাভ হয়। ইরশাদ হইয়াছে وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمَ আল্লাহ তা'আলা চির শান্তির আবাস বেহেশতের প্রতি আহবান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন (ইউনুস-২৫)। হযরত আইয়ুব (র) হযরত আবূ কিলাবাহ এর সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমাকে বলা হল, তোমার চক্ষু যেন ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু অন্তর যে জাগ্রত থাকে এবং তোমার কান যেন শ্রবণ করিতে থাকে। অতঃপর আমার চক্ষু ঘুমাইয়া পারিল আর

আমার অন্তর জাগ্রত থাকিল ও কান শ্রবণ করিতে থাকিল। অতঃপর আমাকে বলা হইল একজন সরদার একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছে অতঃপর আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আমন্ত্রণকারী পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করিয়াছে। অতঃপর যে ব্যক্তি আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘরে প্রবেশ করিয়াছে এবং দস্তরখান হইতে আহার করিয়াছে আর সরদার ও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। আর যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই সে ঘরে প্রবেশ করে নাই আর দস্তর খান হইতে আহারও করে নাই এবং সরদার তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় নাই। সাইয়েদ বা সরদার দ্বারা এখানে "আল্লাহ" উদ্দেশ্য 'ঘর' দ্বারা ইসলাম ধর্ম 'দপ্তরখান' দ্বারা বেহেশত ও 'আহবানকারী' (دَاعِىْ) দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি মুরসাল। অবশ্য হযরত লাইস (র)....জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন হযরত জিবরাঈল আমীন আমার মাথার নিকট অবস্থান করিতেছেন আর মিকাঈল আমার পায়ের নিকট। একজন তাহার অপর সাথীকে বলিল এই ব্যক্তির জন্য কোন উপমা পেশ কর। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল হে শায়িত ব্যক্তি। তোমার কান শ্রবণ করে আর অন্তর জাগ্রত তোমার হুবহু উম্মতের উপমা ঠিক এইরূপ যেমন কোন সম্রাট কোন রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে আছে প্রকান্ড কামরা অতঃপর উহার মধ্যে দস্তরখান বিছান হইয়াছে অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে পাঠাইয়াছেন, যে তথায় আহারের জন্য আমন্ত্রণ করিবে। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে আবার কেহ কেহ বর্জনও করিয়াছে।

এই বক্তব্যের তাৎপর্য হইল 'সম্রাট ও বাদশাহ' দ্বারা এখানে আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে, 'বাড়ী' দ্বারা ইসলাম 'ঘর' দ্বারা জান্নাত। আর হে মুহাম্মদ (সা) আপনি হইলেন প্রেরিত আমন্ত্রণকারী। অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিবে সে ইসলামে দীক্ষিত হইবে এবং যে ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যে জান্নাতে প্রবেশ করিবে সে দস্তরখান হইতে আহার করিবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জরীর। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, খুলাইদ আল আসরী আবুদ দারদা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন সূর্যোদয় হয় তখন তাহার উভয় পার্শে ফিরিশ্তা থাকেন এবং তাহারা আহ্বান করেন যাহা জ্বিন ও মানুষ ব্যতিত সকলেই শ্রবণ করে। তাহারা বলেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হও। অবশ্যই যাহা কম অথচ যথেষ্ট তাহা সেই অধিক মাল হইতে উত্তম যাহা আল্লাহ হইতে মানুষকে ভুলাইয়া দেয়। তিনি

বলেন তাহাদের এই আহ্বানের প্রতিই আল্লাহ বলেন, اَللّٰهُ يَدْعُوْ اِلٰى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ— আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন।

(٢٦) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٥

২৬. যাহারা মংগলকর কার্য করে তাহাদিগের জন্য আছে মংগল এবং আরো অধিক। কালিমা ও হীনতা উহাদিগের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করিবে না। উহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা দুনিয়ায় ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে স্বীয় আমলকে উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়াছে তাহাদের জন্য পরকালে রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। ইরশাদ হইয়াছে هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ। অর্থাৎ উত্তম আমলের উত্তম বিনিময় হইবে। قَوْلُهُ (وَزِيَادَةٌ) زِيَادَةٌ শব্দের অর্থ হইল দশ হইতে সাতশত গুণ এবং সাতশত গুণ হইতেও অধিক পরিমাণ নেক আমলের সওয়াব। আর বেহেশতে যে সমস্ত অট্টালিকা, সুন্দরী রমণী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হইবে উহাও زِيَادَةٌ -এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ হইল زِيَادَةٌ এর সর্বোচ্চ স্তর। আল্লাহর এই সাক্ষাত লাভ কোন ব্যক্তি তাহার আমল দ্বারা করিতে পারিবে না বরং ইহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত দ্বারাই লাভ করা সম্ভব হইবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, (রা) সায়ীদ ইবন মুসাইয়েব (র) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (র) আব্দুর রহমান ইবন সাবেত (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, আমের ইবন সা'দ, আতা, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে زِيَادَةٌ-এর তাফসীর আল্লাহর দর্শন বলে বর্ণিত হইয়াছে। আর এ সম্পর্কে নবী করীম (সা) হইতে বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান....(র) সুহাইব (র) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহর একটা ওয়াদা আছে এবং তাহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন; তখন তাহারা বলিবে সেইটা কি? তিনি কি আমাদের আমলনামা ভারী করেন নাই? তিনি কি আমাদের মুখমন্ডল সুন্দর করিয়া দেন নাই! তিনি কি আমাদিগকে দোযখ হইতে পরিত্রাণ দান ও বেহেশতে দাখেল করেন নাই? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন তখন সমস্ত আবরণ হটাইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি দিতে থাকিবে। আল্লাহর শপথ, আল্লাহর দর্শন হইতে অধিক প্রিয়

এবং চক্ষুশীতলকারী বস্তু আল্লাহ তাহাদিগকে আর একটিও দান করেন নাই। অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম এবং হাদীস বিশারদদের একটি দল হযরত হাম্মাদ ইবন সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র).... হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে এক ব্যক্তিকে ঘোষক করিয়া প্রেরণ করিবেন সে এত উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবে, সকলেই শুনিতে পাইবে। হে জান্নাতবাসীগণ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হুস্না ও যিয়াদাহ এর ওয়াদা করিয়াছেন حُسْنٰى অর্থ বেহেশত এবং زِيَادَةٌ অর্থ আল্লাহর দর্শন। ইবনে আবূ হাতিম আবূ বকর হযালীর সূত্রে আবূ তামীমাহ আল হুজায়মী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জাবীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)....কা'ব ইবনে উজরাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -এর তাফসীর বর্ণনা করেন যে, তাহা হইল দয়াময় আল্লাহর দর্শন। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন ইবনে আব্দুর রহীম (র)....উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে তিনি নবী করীম (সা) কে আল্লাহর বাণী لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম, (সা) বলিলেন اَلْحُسْنٰى। অর্থ বেহেশত আর زِيَادَةٌ অর্থ আল্লাহর দর্শন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) যুহাইর (র) সূত্রেও উদ্ধৃত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে তাহাদের (ঈমানদারদের) চেহারা মলিন হইবে না আর লাঞ্ছনার ছাপও পড়িবে না যেমন কাফিরদের চেহারা মলিন হইবে এবং উহাতে লাঞ্ছনার ছাপ পড়িবে। অর্থাৎ বেহেশতবাসীগণ জাহেরী বাতেনী কোন প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিবে না। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا

অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিনের ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল এবং অন্তরকে উৎফুল্ল করিবেন (দাহার-১১)। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমীন।

(٢٧) وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۢ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ
مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ
مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

২৭. যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে। আল্লাহ হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমন্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন সৎলোকদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাদের নেক আমলসমূহের সওয়াব কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পর আরো অধিক পুরস্কার দান করা হইবে। অতঃপর কাফির লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তাহাদের সহিত ইনসাফ ও ন্যায়ের ব্যবহার করিবেন অতএব তাহাদের অপরাধের তুলনায় তাহাদিগকে অধিক শাস্তি দেওয়া হইবে না বরং তাহাদের যে পরিমাণ অপরাধ তাহাদের শাস্তিও ঠিক সেই অনুরূপ হইবে। শাস্তির পরিমাণ অপরাধ হইতে অধিক হইবে না।

قَوْلُهٗ تَرْهَقُهُمْ الخ অর্থাৎ— তাহাদের গুনাহর কারণে ভয়ে কাফিরদের মুখে মলিনতা বিস্তার করিবে আর অন্তর অশান্তিতে ভরিয়া উঠিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وتراهُمْ يُعْرَضُوْنَ عليها خاشعيْنَ مِنَ الذلِ অর্থাৎ— তাহাদিগকে যখন পেশ করা হইবে তখন তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত দেখিতে পাইবে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غافلاً عَمَّا يَعمَلُ الظّالمُوْنَ যালিমরা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহকে সে সম্পর্কে বে-খবর ধারণা করিবে না। اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَار مهْطعِيْن مُقْنعى رُؤسهمْ আল্লাহ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহাদের শাস্তিকে বিলম্বিত করিয়াছেন। قوْله ما لهُمْ من اللّٰه منْ عاصم আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষাকারী ও তাহাদের হিফাযতকারী আর কেহ নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে يقوْل الانسانَ يوْمئذٍ ايْنَ الْمفرْ كلا لا وزرْ الي ربك يوْمئذ الْمستقر -সেদিন মানুষ বলিতে থাকিবে ভাগিয়া যাইবার স্থান কোথায়? না তাহাদের কোন আশ্রয় স্থান নাই আল্লাহর নিকট আসিয়া তাহাদিগকে অবস্থান করিতেই হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে كانما اَغْشيتْ وجوههم الخ -তাহাদের চেহারা এতই কালো হইবে যেন তাহাদের মুখে অন্ধকার রাতের এক টুকরা চাদর পরিধান করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাফিরদের চেহারা যে কিয়ামতে কালো হইবে এই আয়াত দ্বারা তাহারই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْم تَبْيض وجوْهٌ وتسْود وجوه فاما الذيْن سوَدّتْ وجوْهُهُمْ اكفرْتمْ بعْد ايْمانكمْ فذوْقوْا الْعذابَ بما كنْتمْ تكْفروْن واما الّذينْ ابيْضتْ وجوْههمْ ففى رحْمَة اللّٰه هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

যে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হইবে আর কিছু চেহারা হইবে কালো, যাহাদের চেহারা কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, ঈমান আনার পর কি পুনরায় তোমরা কুফরী করিয়াছিলে? এখন তোমরা উহার স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে হইবে আর তাহারা চিরদিন তথায় অবস্থান করিবে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَّوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ সেই দিন কোন কোন লোকের চেহারা হইবে উজ্জ্বল হাসীমুখ আর কোন কোন লোকের চেহরা হইবে মলীন ও কালো।

(٢٨) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ
وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ
اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ ○

(٢٩) فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ
لَغٰفِلِيْنَ ○

(٣٠) هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ
مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৮. এবং যে দিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্র করিয়া যাহারা মুশরিক তাহাদিগকে বলিব তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিলে তাহারা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর; আমি উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দিব এবং উহারা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছিল তাহারা বলিবে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে না।

২৯. আল্লাহই আমাদিগের ও তোমাদিগের পারস্পরিক ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে তোমরা আমাদিগের ইবাদত করিতে এ বিষয়ে আমরা গাফিল ছিলাম

৩০. সেই দিন তাহাদিগের প্রত্যেকে তাহার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হইবে। এবং উহাদিগকে উহাদিগের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে এবং উহাদিগের উদ্‌ভাবিত মিথ্যা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ যে দিন আমি তাহাদিগকে অর্থাৎ— পৃথিবীর মানব-দানব ও সৎ-অসৎ সকলকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে - وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا অর্থাৎ— আমরা যখন তাহাদিগকে একত্রিত করিব তখন কাহাকেও ছাড়িব না। ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا অর্থাৎ— মুশরিকদিগকে বলিব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান কর এবং মু'মিনদের স্থান হইতে পৃথক থাক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ। হে অপরাধীরা! তোমরা মু'মিনদের থেকে পৃথক হইয়া যাও। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ আর যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সে দিন সকলই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আছে يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ যে দিন সকলেই পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। এই অবস্থা সংঘটিত হইবে তখন যখন আল্লাহ তা'আলা বিচারের আসন গ্রহণ করিবেন। একারণেই বলা হইয়াছে মু'মিনগণ আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করিবে যেন মুকাদ্দামার সত্বর ফয়সালা হইয়া যায়। এবং আমাদিগকে এই স্থানে অপেক্ষা করিবার কষ্ট হইতে যেন মুক্তি দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতে আমরা সকলের উপরে এক উচ্চস্থানে অবস্থান করিব। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতে মুশরিক ও তাহাদের মূর্তিদিগকেসহ বলিবেন উদ্ধৃত তিন আয়াতে তাহারই নকল করিয়াছেন। مَكَانُكُمْ وَاَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা যাহাদের তোমরা উপসনা করিতে সকলেই নিজ নিজ স্থানে পৃথক পৃথক থাক, কিন্তু তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ لِعِبَادَتِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا আর যখন বিমুখ হইয়া যাইবে তাহারা যাহাদের অনুসরণ হইয়াছিল তাহাদের থেকে যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً - অর্থাৎ— সেই ব্যক্তি হইতে অধিক ভ্রষ্ট আর কে? যে আল্লাহ ব্যতিত এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিতে পারিবে না। আর তাহারা উহাদের ডাক সম্পর্কেও বে-খবর। আর যখন মানুষকে কিয়ামত দিবসে কবর হইতে উঠান হইবে তখন তাহারা তাহাদের উপাসকদের শত্রু হইবে। আর তাহারা বলিবে তাহারা যে আমাদের উপাসনা করিয়াছে আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ-যাহাদের উপাসনা করা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের উপাসকদিগকে বলিবে তোমরা যে আমাদের উপাসনা করিবার দাবী করিতেছ আমরা তো সে সম্পর্কে কিছুই জানি না। আর এ ব্যাপারে আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী যে আমরা তোমাদিগকে আমাদের উপাসনা করিবার জন্য আহ্বানও করি নাই আর নির্দেশও নাই এবং তোমাদের উপাসনায় আমরা সন্তুষ্টও নই।

এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা আল্লাহর সাথে এমন লোকদিগকে শরীক করিয়া তাহাদের উপাসনা করিত যাহারা না শ্রবণ করিতে পারে, না দেখিতে পারে আর না কোন উপকার করিতে পারে। তাহারা না তাহাদিগকে উপাসনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছে, না তাহাদের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়াছে আর না তাহাদের উপাসনা করা হউক ইহার কামনা তাহারা করিয়াছে। বরং উপাসকদের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদের থেকে বিমুখ হইয়া যাইবে। অথচ তাহারা এমন সত্তার উপাসনা বর্জন করিয়াছে যিনি চিরজীবি যিনি সদা দর্শনকারী সদা শ্রবণকারী এবং সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও সকল বিষয় সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি তাঁহার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং পবিত্র গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং অন্যান্য সকলের উপাসনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেনঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُلاً اَنِ اعْبُدُ واللّٰه و اجْتَنِبُوْا لطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ
هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ

অর্থাৎ— আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং তাগুতকে বর্জন করিবে অতঃপর তাহাদের কেহ কেহ আল্লাহর দেওয়া হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে আর কেহ কেহ এমনও হইয়াছে যে গুমরাহী তাহাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ الاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنَ

হে নবী! আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি। তাহাকে আমি অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিয়াছি যে আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতএব কেবল আমারই ইবাদত কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

وَاسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يَّعْبُدُوْنَ

আপনার পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি পরম দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নির্ধারণ করিয়াছি? যাহারা তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দেশ করিতে পারে?

মুশরিকরা কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত—আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মধ্যে তাহাদের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের অবস্থাসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাদের ধ্যান ধারণার পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

قَوْلُهُ تَعَالٰى هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ অর্থাৎ— কিয়ামত দিবসে হাশরের ময়দানে প্রত্যেককে যাঁচাই করা হইবে এবং প্রত্যেকেই তাহার আমল সম্পর্কে জানিতে পারিবে যে সে ভাল কাজ করিয়া আসিয়াছে না মন্দ কাজ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ মানুষকে অবগত করান হইবে যাহা কিছু সে আগে প্রেরণ করিয়াছে আর যাহা কিছু পশ্চাতে পাঠাইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَيُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا আর আমি কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য এক খানা আমলনামা বাহির করিব যাহা সে উন্মুক্ত পাইবে। তাহাকে বলা হইবে "তুমি তোমার আমল নামা পড়" এখন তুমি তোমার নিজের হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রকাশ থাকে যে هُنَالِكَ تَتْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا يَسْعٰى এর মধ্যে কেহ কেহ تَتْلُوْ কে تَـا সহ পড়িয়াছে অর্থ, পড়া, তেলাওয়াত করা আবার কেহ কেহ تَبْلُوْ পড়িয়াছেন অর্থ, পরীক্ষা করা যাঁচাই করা। تَتْلُوْ অর্থ কেহ কেহ تَتَّبِعُ এর দ্বারা করিয়াছেন অর্থ অনুসরণ করা। অর্থাৎ— দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যেমন কাজ করিয়াছে ভাল হউক কিংবা মন্দ সে তাহার বিনিময় লাভ করিবে। হাদীসে বর্ণিত প্রত্যেক উম্মত তার মা'বুদের পশ্চাতে ছুটিবে সূর্য-উপাসক সূর্যের পশ্চাতে চাঁদ উপাসক-চাঁদের পশ্চাতে এবং মূর্তী উপাসক মূর্তীর পশ্চাতে ছুটিবে।

قَوْلُهُ وَرُدُّوْا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ সকলেই তাহাদের মুনীবের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। অর্থাৎ সকল বিষয়ই আল্লাহর প্রতি যিনি মহান ন্যায় প্রতিষ্ঠাতা ফিরিয়া যাইবে। তিনি ন্যায় মুতাবেক বিচার করিয়া জান্নাতবাসীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন আর দোযখের উপযুক্ত ব্যক্তিদের দোযখে দাখিল করিবেন।

وَضَلَّ عَنْهُمْ আর আল্লাহ ছাড়া মিথ্যা মিথ্যে যেসব মূর্তি বানাইয়া তাহারা উপাসনা করিয়াছিল মুশরিকদের নিকট হইতে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

(٣١) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا
تَتَّقُوْنَ ○

(٣٢) فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚۖ فَاَنّٰى
تُصْرَفُوْنَ ○

(٣٣) كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩১. বল কে তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, কে জীবিতকে মৃত হইতে নির্গত করে এবং কে মৃতকে জীবিত হইতে নির্গত করে এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে? তখন তাহারা বলিবে আল্লাহ্! বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না।

৩২. তিনিই আল্লাহ তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতিত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?

৩৩. এইভাবে সত্যতাগীদিগের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই বাণী সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে যে তাহারা বিশ্বাস করিবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই স্বীকারোক্তি দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ ও রুবূবিয়াত প্রমাণিত করিতেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আপনি জিজ্ঞাসা করুন সেই ব্যক্তি কে যে আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করে। অতঃপর যমীনে তাহার ইচ্ছা ও শক্তিবলে যমীনকে ফাঁড়িয়া তাহার মধ্য হইতে খাদ্য-দ্রব্য আঙ্গুর, তরকারী, যায়তুন খেজুর ঘন ঘন বাগান বিভিন্ন প্রকার ফল সৃষ্টি করেন, আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ তাহাদের এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা কেবল আল্লাহর ক্ষমতায় রহিয়াছে যে, তিনি যদি তাহার রুজী বন্ধ করিয়া দেন তবে তিনি ছাড়া আর কে আছে যে রুজী দিতে পারে?

قَوْلُهُ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অর্থাৎ— যিনি শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি দান করিয়াছেন আবার যদি তিনি চান তবে ধ্বংস করিয়াও দিতে পারেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, قُلْ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ كُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অর্থাৎ— আপনি নিজেই বলিয়া দিন, এই শ্রবণ-শক্তি দর্শন-শক্তি এবং যাবতীয় শক্তিসমূহ আল্লাহ তা'আলার দান তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ আপনি বলুন, যদি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের শ্রবণ-শক্তি ও দর্শন-শক্তি ছিনিয়া নিয়া যান তবে তাহা তোমরা কি পছন্দ করিবে? আরো ইরশাদ করেন قَوْلُهُ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান শক্তি বলে এবং তাহার অনুগ্রহে মৃত হইতে জীবিতকে সৃষ্টি করেন। এই আয়াত সম্পর্কে কিছু বিরোধ পূর্বে বণিত হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ— সে সত্তা যাহার অধিকারে রহিয়াছে সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্য তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনিই সকলকে আশ্রয় দান করেন, তিনি ব্যতিত আর কেহ কাহাকেও আশ্রয় দান করিতে পারে না। তিনি সকলের প্রতি নির্দেশ জারি করিতে পারেন তাহার নির্দেশের পর কাহার কোন নির্দেশ চলিতে পারে না। তিনি যাহা করেন সে সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারে না কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করিতে পারেন। يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ আসমান ও যমীনের সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী তিনি প্রতিদিন এক ভিন্ন অবস্থায় থাকেন। আসমান ও যমীনের সকল সাম্রাজ্য কেবল মাত্র তাহারই। ফিরিশ্‌তা মানব-দানব সকলেই তাহার মুখাপেক্ষী সকলেই তাহার দাস ও সকলেই তাহার নিকট অবনত।

قَوْلُه فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ উপরোক্ত সকল প্রশ্নের উত্তরে তাহারা বলিবে সকল ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তাহারা একথা বিশ্বাস করে এবং মুখেও স্বীকার করে।

قَوْله فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন এতদসত্ত্বেও তোমরা নিজেদের মূর্খতার বশীভূত হইয়া অন্যকে তাহার সহিত শরীক করিতে ভয় কর না কেন?

قَوْلُه فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ অর্থাৎ তোমরা যাহার সম্পর্কে স্বীকার করিয়াছ যে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী অতএব তিনিই তোমাদের সত্য প্রতিপালক এবং সত্য উপাস্য এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের উপাসনার যোগ্য।

قَوْلُهُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ অতএব আল্লাহ ব্যতিত যত উপাস্য আছে সমস্তই বাতিল তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নয় তাহার কোন শরীক নাই।

قَوْلُهُ فَاَنّٰى تُصْرِفُوْنَ অর্থাৎ— আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা জান যে তিনিই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমস্ত বস্তুর প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমন নির্দেশ দেওয়ার অধিকারী তিনিই অতএব তাহার ইবাদতে অন্য কাহার উপাসনার দিকে কিভাবে ঘুরিতে পার?

قوله كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا অর্থাৎ— যেমন মুশরিকরা কুফরী করিয়াছে এবং তাহাদের কুফরী ও শিরকের ওপরও আল্লাহ ব্যতিত অন্যকেও উপাসনা করিবার ওপর তাহারা দৃঢ় সংকল্প হইয়া আছে অথচ তাহারা স্বীকার করে যে সৃষ্টিকর্তা রিযিকদাতা ও সমস্ত বিশ্বের সাম্রাজ্যের মালিক একমাত্র আল্লাহ, যিনি তাওহীদ শিক্ষার জন্য রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এ কারণেই তাহাদের ওপর আল্লাহর বাণী সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা হতভাগ্য চির জাহান্নামী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْ بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ তাহারা বলিবে হাঁ, রাসূল আসিয়াছিলেন কিন্তু শাস্তির কালেমা কাফিরদের প্রতি সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

(٣٤) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط
قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ o

(٣٥) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ط قُلِ اللّٰهُ
يَهْدِىْ لِلْحَقِّ ط اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ
اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ج فَمَا لَكُمْ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ o

(٣٦) وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ط اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ
شَيْـًٔا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ o

৩৪. বল, তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করে ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান? বল আল্লাহই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন ও পরে উহার পুনরাবর্তন ঘটান, সতরাং তোমরা কেমন করিয়া সত্য বিচ্যুত হইতে হইতেছ?

৩৫. বল, তোমরা যাহাদিগকে শরীক কর তাহাদিগের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যে সত্যের পথ নির্দেশ করে? বল আল্লাহই সত্যের পথ নির্দেশ করেন।

যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার না যাহাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না–সে? তোমাদিগের কি হইয়াছে? তোমরা কীভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া থাক?

৩৬. উহাদিগের অধিকাংশ অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে এবং মূর্তি পূজা করে— উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সে শিরকের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন,

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ-হে নবী! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে যে প্রথমার আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছে এবং দ্বিতীয়বারও পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে? ইহা ছাড়া আসমান ও যমীনের স্থান পরিবর্তন ঘটাইয়া অথবা ধ্বংস করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারে কে? قُلِ اللّٰهُ বলুন, তিনি একমাত্র আল্লাহ তিনি একাই এসব কিছু করিতে সক্ষম তাহার কোন শরীক নাই। فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ—তোমরা হেদায়েতের পথ পরিহার করিয়া বাতিলের দিকে কিরূপে ফিরিয়া যাইতেছ।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ قُلْ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ

অর্থাৎ— তোমরা একথা খুব ভালভাবেই জান যে তোমাদের শরীকরা পথ ভ্রষ্টকে হেদায়াত করিতে পারে না বরং পথ ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারেন এবং গুমরাহী হইতে হেদায়াতের প্রতি অন্তরকে পরিবর্তন করিতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।

اَفَمَنْ يَّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّايَهِدِّيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدٰى

অর্থাৎ— যে ব্যক্তি হক ও সত্যের প্রতি পথ দর্শন করে বান্দা তাহাকে অনুসরণ করিবে? না সেই ব্যক্তির অনুসরণ করিবে যে স্বীয় অন্ধত্যের কারণে সঠিক পথে চলিতে সক্ষম নয়। এখানে একথা স্পষ্ট যে প্রথম ব্যক্তিরই অনুসরণ করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে খবর দান করিয়া বলেন, يَاۤاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَايَسْمَعُ وَلَايُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَلَيْكَ شَيْئًا হে আমার পিতা! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা করেন কেন? যে না তো শ্রবণ করিতে সক্ষম আর না দেখিতে সক্ষম। আর আপনার কোন উপকার করিতেও সক্ষম নয়। তিনি স্বীয় জাতিকে বলিলেন ঃ

اَتَعْبُدُوْنَ مَاتَنْحِتُوْنَ وَاللّٰهُ خَلَقَكَ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ— তোমরা কি সেই বস্তুর উপাসনা কর যাহা তোমরা নিজ হস্তে তৈরি কর। অথচ আল্লাহ্ই তোমাদিগকে এবং তোমাদের আমলসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যাহা মুশরিকদের শিরককে বাতিল প্রমাণিত করে। ইরশাদ হইয়াছে فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমাদের হল কি তোমরা কি জ্ঞানশূন্য হইয়াছ? তোমরা আল্লাহ ও তাহার বান্দাকে সমতুল্য করিতেছ এবং আল্লাহকে তাহার বান্দার সমান করিয়া উভয়েরই তোমরা পূজা অর্চনা করিতেছ? তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক সারা বিশ্বের সম্রাট এবং গুমরাহী হইতে সঠিক পথের দীশা দানকারী কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করিতেছ না কেন? এবং কেবল তাহারই প্রতি অবনত এবং কেবল তাহারাই নিকট প্রার্থনা কর না কেন?

অবশেষে আল্লাহ সেই সমস্ত কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা দ্বীনের ব্যাপারে কোন দলীল ও যুক্তির তোয়াক্কা করে না তাহারা যেই জিনিসের অনুসরণ করে তাহা হইল তাহাদের ধ্যান ধারণা। অথবা তাহাদের সেই ধারণা কোন কাজে আসিবে না اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে ধমক দিয়াছেন। কারণ তিনি তাহাদের অসৎকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন আর তিনি তাহাদের অসৎকর্মে পূর্ণ শাস্তি দান করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াও দিয়াছেন।

(٣٧) وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ
تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٣٨) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٩) بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٤٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ
اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ○

৩৭. এই কুরআন আল্লাহ্ ব্যতিত অপর কাহারও রচনা নহে। পক্ষান্তরে ইহার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ইহা তাহার সমর্থন এবং ইহা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে।

৩৮. তাহারা কি বলে যে ইহা রচনা করিয়াছে? বল তবে তোমরা ইহার অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতিত অপর যাহাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. পরন্তু উহারা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করে নাই তাহা অস্বীকার করে এবং এখনও ইহার পরিণাম উহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় নাই। এই ভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; সুতরাং দেখ যালিমদের পরিণাম কী হইয়াছে!

৪০. উহাদিগের মধ্যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে এবং কেহ ইহাকে বিশ্বাস করে না এবং তোমার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কুরআন যে মু'জিযা এই আলোচনাই করিয়াছেন যে কোন মানুষের পক্ষে কুরআনের ন্যায় অন্য কুরআন কিংবা উহার সূরার ন্যায় দশটি সূরা কিংবা একটি সূরা পেশ করা সম্ভব নয়। কারণ কুরআনের ভাষালংকার উহার মাধুর্য উহার জ্ঞানের গভীরতা পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারিতা এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা পেশ করা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাহার সত্তা তাহার গুণাবলি ও কাজকর্ম ইত্যাদির সহিত অন্য কাহারো গুণাবলি ও কর্মকান্ডের সাদৃশ্য নাই তাহার কালাম ও বাণীর সহিত ও মানুষের কালাম ও বাণীর কোন সাদৃশ্য নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ— এই ধরনের কুরআন পেশ করা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা সম্ভব নয়, কোন মানুষের কথার সহিত কুরআনের কোন সাদৃশ্য নাই। لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ এই কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যে পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে আল কুরআন তাহা স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ— এই কুরআনে শরীয়তের আহকাম হালাল-হারামের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। হারেস আওয়াব হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন এই কুরআনের মধ্যে

তোমাদের পূর্ববর্তীদের ইতিহাস এবং পরবর্তীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং তোমাদের পরস্পরিক সমস্যার সমাধান।

قَوْلِه اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِه وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ হে মুশরিকরা যদি তোমরা এই দাবী কর যে এই কুরআন মুহম্মদ (সা) রচনা করিয়াছেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এ সম্পর্কে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তোমরা নিজেরাই এই কুরআনের ন্যায় কুরআন রচনা করিয়া পেশ কর এবং এ ব্যাপারে মানব-দানবের মধ্য হইতে যাহার নিকট হইতে সম্ভব তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহম্মদ (সা) তোমাদের ন্যায়ই একজন মানুষ তোমাদের বক্তব্যনুসারে যদি তাঁহার দ্বারা কুরআন রচনা করা সম্ভব হয় তাহা হইলে তোমাদের দ্বারাও সম্ভব। অতএব যদি তোমরা তোমাদের দাবী সত্য হয় তাহা হইলে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর এবং আল্লাহ ছাড়া সারা বিশ্বের মানব-দানব হইতে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে মুশরিক কাফিরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন যে কাফির মুশরিকদের দ্বারা কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ
بِمِثْلِه وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

আপনি বলিয়া দিন, যদি সমস্ত মানব-দানব একত্রিত হইয়া কুরআনের ন্যায় কোন গ্রন্থ পেশ করিতে চেষ্টা করে তবু তাহারা তাহাদের চেষ্টায় ব্যর্থ হইবে চাই তাহারা যতই সাহায্যকারী সংগ্রহ করুক না। অতঃপর এই দাবীকে দশ সূরা পর্যন্ত সীমিত করিয়া চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে। সূরা হূদের শুরুতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِه مُفْتَرَيَاتٍ وَّادْعُوْا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা কি বলে? মুহাম্মদ (সা) কুরআন পাককে নিজেই রচনা করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় দশটি সূরা রচনা করিয়া পেশ কর, যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর দাবীকে আরো ক্ষুদ্র করিয়া মাত্র একটি সূরা পেশ করিবার জন্য এই সূরা হূদের মধ্যেই পুনরায় চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِه وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা কি একথা বলে, যে তিনি কুরআন নিজেই রচনা করিয়াছেন হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, তোমরা কুরআনের সূরার ন্যায় মাত্র একটি সূরা পেশ কর যদি তোমরা স্বীয় দাবীতে সত্যবাদী হও। আর আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য সকলের থেকে তোমরা সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।

অনুরূপভাবে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাক্বারায়ও তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে যে, তোমরা পারিলে মাত্র একটি সূরা পেশ কর। কিন্তু তাহাদিগকে একথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা কোন দিন অনুরূপ সূরা পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الاية অর্থাৎ— যদি তোমরা অনুরূপ সূরা পেশ করিতে সক্ষম না হও আর তোমরা কোন দিন পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তোমরা দোযখের শাস্তিকে ভয় কর এবং কুরআনকে আল্লাহর প্রেরীত বাণী মানিয়া লও উহার হেদায়াত গ্রহণ কর। অথচ কুরআনের ভাষালংকার উহার ভাষার মাধুর্য ও লালিত্য তাহাদের (আরবদের) স্বভাবে পরিণত ছিল। তাহাদের কবিতা ও কাসীদাহসমূহ যাহা কা'বাগৃহের দ্বারে ঝুলন্ত ছিল তাহা দিয়া তাহাদের সাহিত্যের চরম শিকরে আরোহণের উজ্জ্বল প্রমাণ। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, তখন তাহাদের ফাসাহাত (فَصَاحَتْ) ও বালাগত (بَلَاغَتْ) কুরআনের উচ্চাঙ্গের ফাসাহাত (فَصَاحَتْ) ও বালাগত (بَلَاغَتْ) কে স্পর্শ করিতেও ব্যর্থ হইল। সুতরাং কুরআনের বালাগত মাধুর্য সংক্ষিপ্ততা ও উহার উপকার উপলব্ধি করিয়া যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বাস্তবিক কুরআনের অলৌকিতা স্বীকার করিয়াই ঈমান আনিয়াছিল। কারণ আরব সাহিত্যিকগণ এমন তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে যাহারা কুরআনের বালাগত ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের সামনে মাথাবনত করিয়া দিয়াছিলেন আর তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে এইরূপ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থ কেবল মাত্র আল্লাহর বাণীই হইতে পারে মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়। যেমন হযরত মূসা (আ)-এর যুগের যাদুকর যাহারা প্রথম শ্রেণীর যাদুকর ছিল তাহারা যখন হযরত মূসা (আ) লাঠির মু'জিযা দেখিতে পাইল তখন তাহারা উহা দর্শন মাত্রই বলিয়া উঠিল, যে ইহার সহিত যাদুর কোন সম্পর্ক নাই। ইহা কেবল আল্লাহ প্রদত্ত কোন মু'জিযা ও অলৌকিক ব্যাপারই হইতে পারে। আর এই কারণেই তাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল যে হযরত মূসা (আ) নিশ্চিত আল্লাহর নবী ও রাসূল। কোন বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উচ্চস্তরকে বুঝিতে সক্ষম হয়।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ) কে যে যুগে নবী করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল, সে যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। এবং চিকিৎসকগণ রোগীদের

চিকিৎসায় চরম সাফল্যের পরিচয় দিতেছিলেন। এমনই এক যুগে হযরত ঈসা (আ) জান্মান্ধদিগকে এবং কুষ্টরোগীদিগকে যাহার কোন সফল চিকিৎসা সে যুগেও ছিল না পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দিতেন। এমন কি আল্লাহর নামে মৃতদিগকেও জীবিত করিয়া দিতেন। অথচ সে যুগেও ইহার কোনই চিকিৎসা ছিল না। অতএব জ্ঞানীগণ বুঝিয়াই ফেলিতেন যে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নবী এবং এই অসাধারণ চিকিৎসা কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে মু'জিযা হিসাবে তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)ও যখন অসাধারণ সাহিত্যিকদিগকে কুরআনের মু'জিযা দ্বারা বিস্মিত করিয়া দিলেন তখন জ্ঞানীগণ তাঁহার সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা নিলেন যে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাহার প্রেরিত রাসূল। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন প্রত্যেক নবীকে মু'জিযা দান করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া মানুষ ঈমান আনিতে সক্ষম হয়। অতএব আমাকেও মু'জিযা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল আল কুরআন। আমি আশা করি অধিকাংশ লোক উহার সত্যতা মানিয়া লইবে।

قَوْلُهُ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِهٖ بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَأْتِ تَأْوِيْلُهُ অর্থাৎ— কিছু কিছু লোক কুরআনকে বুঝিতে পারে নাই যে কারণে তাহারা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু উহার কোন দলীল প্রমাণ তাহাদের নিকট নাই ইহা হইল তাহাদের মূর্খতা ও বোকামী। قَوْلُهُ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী লোকেরাও তাহাদের পয়গম্বরগণকে এইরূপ মূর্খতা ও বোকামীর বশীভূত হইয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

قَوْلُهُ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ চিন্তাকর সে দুরাচারীদের পরিণতি কিরূপ হইয়াছে। অর্থাৎ— তাহাদিগকে আমার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহারা কেবল শত্রুতা ও অহংকারের কারণে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিত। অতএব যাহারা এখনো রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তোমরা সতর্ক হও।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ অর্থাৎ— যাহাদের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এই কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে মুহাম্মদ (সা) এর অনুসরণ করিবে এবং আল্লাহর প্রেরিত বিধান দ্বারা উপকৃত হইবে।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ আবার তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে না এবং ঐ অবস্থায়ই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। قَوْلُهُ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ আপনার প্রতিপালক ফাসাদকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানে। অতএব যে হেদায়াতের যোগ্য তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। আর যে

হেদায়াতের যোগ্য নয় তাহাকে তিনি গুমরাহ করেন। তিনি ইনসাফকারী ও ন্যায় পরায়ণ কাহারো প্রতি তিনি যুলুম করেন না। যে ব্যক্তি যাহার উপযুক্ত তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া থাকেন।

(٤١) وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ
مِمَّآ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥

(٤٢) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا
يَعْقِلُوْنَ ٥

(٤٣) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوْا
لَا يُبْصِرُوْنَ ٥

(٤٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ٥

৪১. এবং তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

৪২. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে কান পাতিয়া রাখে। তুমি কি বধিরকে শুনাইবে তাহার না বুঝিলেও?

৪৩. উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে। তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাইবে তাহারা না দেখিলেও?

৪৪. আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না। বস্তুত মানুষ নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। যদি মুশরিকরা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তবে আপনিও তাহাদের এবং তাহাদের আমল হইতে স্বীয় সম্পর্ক বর্জনের ঘোষণা করিয়া দিন এবং স্পষ্ট বলিয়া দিন আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল

তোমাদের জন্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ আপনি বলিয়া দিন হে কাফিররা। তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না (কাফিরূন-১-২)। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার অনুসারীগণ মুশরিকদিগকে বলিয়াছিলেন اَنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ আমরা তোমাদের এবং তোমাদের মা'বুদ হইতে আলাদা। قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ মুশরিকদের মধ্য হইতে কিছু এমন লোকও আছে যাহারা আপনার ভাল কথা কুরআন মজীদ এবং হাদীসসমূহ শ্রবণ করে যাহা তাহাদের পক্ষে উপকারী আর এইগুলি তাহাদের হেদায়াতের যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হেদায়াতের দায়িত্ব আপনার প্রতি ন্যাস্ত নয় কারণ তাহারা হেদায়াত চায় না। অতএব তাহারা আপনার উপকারী বাণী শ্রবণ করিয়াও তাহারা বধির সমতুল্য। আর আপনি বধিরদেরকে শ্রবণ করাইতে সক্ষম নন। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকেও হেদায়াত করিতে পারিবেন না যাবত না আল্লাহর ইচ্ছা হয়।

قَوْلُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ কাফির মুশরিকদের মধ্যে কিছু এমন লোকও আছে যাহারা আপনার মহান চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে— আপনার পবিত্র স্বভাব আপনার সুন্দর আকৃতি এবং আপনার নবুওতের দলীলসমূহের প্রতিও লক্ষ্য করিয়া থাকে যাহা দ্বারা অন্যান্য লোক উপকৃত হইলেও তাহারা উপকৃত হয় না। কারণ যাহারা উপকৃত হয় তাহারা তো আপনার প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে আর যাহারা উপকৃত হয় না তাহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُوْنَ الاهْزَارِ যখন তাহারা আপনাকে দেখে তখন তাহারা পরিহাস করে।

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন নাই। যে হেদায়াত গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিও না আর যে হেদায়াত গ্রহণ করে নাই তাহার প্রতিও না। একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে এবং হেদায়াত লাভ করে আর অন্য একজন কুরআনের বাণী শ্রবণ করে কিন্তু অন্ধ ও বধির হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সেসব লোক চক্ষু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ কান থাকা সত্ত্বেও বধির এবং অন্তর থাকা সত্ত্বেও মৃত। অতএব একজন উপকৃত হইয়াছে এবং অপরজন বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। আল্লাহ সর্ব শক্তিমান তিনি সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন আর তাহাকে কেহই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না। তিনি কাহারো প্রতি যুলুম করেন না কিন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়া থাকে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন ঃ

يَاعِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَاتَظَالَمُوْا الخ

"হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর যুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিবে না। অবশেষে তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা তোমাদের আমলের আমি সংরক্ষণ করিয়া থাকি অতঃপর আমি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিব। অতঃপর যে ব্যক্তি তাহার উত্তম বিনিময় পাইবে সে যেন আল্লাহ প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি ইহার বিপরিত পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজ সত্তারই নিন্দা করে। (মুসলিম)

(٤٥) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ ط قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

৪৫. এবং যে দিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সে দিন উহাদিগের মনে হইবে যে উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল। উহারা পরস্পরকে চিনিবে। আল্লাহর সাক্ষাৎ যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত ছিল না।

তাফসীর ঃ কিয়ামত কায়েম হইবে আর সমস্ত লোক তাহাদের কবর হইতে উঠিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত হইবে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহাদের নিকট মনে হইবে যে তাহারা যেন দুনিয়াতে মাত্র দিনের কিয়দাংশ অতিবাহিত করিয়াছে। হয় সকাল বেলা পৃথিবীতে কাটাইয়াছে নচেৎ বিকাল বেলা কাটাইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ

যে দিন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত দিন দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন দিনের এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ার অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا অর্থাৎ— সেদিন তাহারা কিয়ামত দিবস দেখিবে সেদিন তাহারা মনে করিবে যেন তাহারা এক সন্ধ্যা কিংবা এক

সকালের অধিক পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। আরো ইরশাদ হইয়াছে।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ
اِلَّا عَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে আর আমি অপরাধীদিগকে দলে দলে অস্থিরাবস্থায় হাশরের ময়দানে উঠাইব। সেই দিনে তাহারা পরস্পর চুপে চুপে বলিবে, তোমরা দশদিনের অধিক অবস্থান কর নাই। তাহাদের মধ্যে যাহারা অধিক ধীশক্তির অধিকারী তাহারা বলিবে আরে— তোমরা তো মাত্র একদিনই অবস্থান করিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ

যে দিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেই দিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে তাহারা এক ঘন্টার অধিক দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রকাশ, যে পরকালে গিয়া পার্থিব জীবন অতি সংক্ষিপ্ত মনে হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ
الْعَادِّيْنَ قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ— যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। বলা হইবে পাথিব জীবন বহু অল্প দিন যদি তোমরা তাহা বুঝিতে।

قَوْلُهٗ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ— পরকালে সকলেই একে অন্যকে চিনিতে পারিবে পুত্র পিতাকে এবং আত্মীয়-স্বজন পরস্পর প্রত্যেকই প্রত্যেককে চিনিতে পারিবে। যেমন তাহারা পৃথিবীতে পরস্পর এক অন্যকে চিনিত। কিন্তু সকলেই তখন নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন বংশ ও আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَا يَسْأَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাও করিবে না।

قَوْلُهٗ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে আর না তাহারা

হেদায়াত লাভ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ তাহাদের জন্য বড় পরিতাপ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে। কারণ তাহারা নিজ সত্তা ও পরিবার পরিজনকে কিয়ামতে ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে اَلاَذٰلِكَ هو الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ মনে রাখ সেই ক্ষতি হইল সর্বাধিক বড় ক্ষতি। যে ক্ষতি নিজ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়— তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কি হইতে পারে?

(٤٦) وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ٥

(٤٧) وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ٥

৪৬. আমি উহাদিগকে যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা তোমার কাল পূর্ণ করিয়াই দিই উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট এবং উহারা যাহা করে আল্লাহ তাহার সাক্ষী।

৪৭. প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল, এবং যখন উহাদিগের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায় বিচারের সহিত উহাদিগের মিমাংসা হইয়াছে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হয় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ অর্থাৎ আমি আপনাকে তাহাদের সহিত প্রতিশ্রুত বিষয়ের কিছু দেখাই। অর্থাৎ তাহাদের সহিত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করি যেন আপনার চক্ষু শীলত হইয়া যায়। اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ কিংবা আপনাকে যদি মৃত্যু দান করি আর আপনার জীবিতাবস্থায় তাহাদের শাস্তি দেওয়া না হয় তবে আমার নিকট তো অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিবে কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আল্লাহ। অতএব আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দান করিবেন।

আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র)....হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, গতরাতে "শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আমার সমস্ত উম্মত আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ যাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাদিগকে আপনার নিকট পেশ করা হইবে তাহা তো বুঝিলাম কিন্তু যাহাদিগকে এখনো সৃষ্টি

করা হয় নাই তাহাদিগকে কিভাবে পেশ করা হইল? তিনি বলিলেন, তাহাদের মাটির মূর্তি করিয়া আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেককে তাহার থেকেও অধিক ভাল আমি চিনি যেমন কোন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনে। আল্লামা তাবরানী হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ শয়বা হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهٗ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রাসূল আছেন যখন তাহাদের রাসূল উপস্থিত হইবেন। মুজাহিদ (র) বলেন অর্থাৎ— যখন তাহারা কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ তখন তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত ফয়সালা করা হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا অর্থাৎ "যখন যমীন আল্লাহর নূরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে"। যখন প্রত্যেক উম্মতকে তাহার রাসূলের সহিত আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে। প্রত্যেকের নিকট তাহার আমাল নামা তাহাদের সাক্ষী হিসাবে সেখানে বিদ্যমান থাকিবে। ইহা ছাড়া ফিরিশ্তাগণও সাক্ষী হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। প্রত্যেক উম্মত একের পর এক সেখানে উপস্থিত হইতে থাকিবে। উম্মতে মুহাম্মদী যদিও সর্বশেষ উম্মত। কিন্তু কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই উম্মতেরই ফয়সালা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, "আমরা সর্বশেষ উম্মত কিন্তু কিয়ামতে সর্ব প্রথম আমাদের ফয়সালা করা হইবে"। এই মর্যাদা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতে উম্মতে মুহাম্মদী লাভ করিবে। তাঁহার প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সালাত ও সালাম।

(৪৮) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(৪৯) قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ لِكُلِّ
اُمَّةٍ اَجَلٌ ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ○

(৫০) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ
مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

(৫১) اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

(৫২) ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا
بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৪৮. এবং উহারা বলে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কবে ফলিবে।

৪৯. বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভাল মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই। প্রত্যেক জাতির এক নির্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাহাদিগের সময় আসিবে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব বা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৫০. বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ যদি তাহার শাস্তি তোমাদিগের উপর রজনীতে অথবা দিবসে আসিয়া পড়ে তবে অপরাধীরা উহার কি ত্বরান্বিত করিতে চাহে?

৫১. তোমরা কি ইহা ঘটিকার পর ইহা বিশ্বাস করিবে? এখন তোমরা তো ইহাই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।

৫২. পরে যালিমদিগকে বলা হইবে স্থায়ী শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহার প্রতিফল দেয়া হইতেছে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ত্বরান্বিত করিত এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রাসূলুল্লাহকে সেই আযাব অবতীর্ণ করিবার জন্য বলিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন, এইরূপ করায়তো তাহাদের কোন ফায়দা নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ যাহারা ঈমাম আনে নাই তাহারাই আযাব অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ভীত সন্ত্রস্থ। আর তাহারা জানে যে, এই আযাব সত্য। অবশ্যই উহা নির্ধারিত সময়ে অবতীর্ণ হইবে। যদিও উহার নির্ধারিত সময় জানা নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জওয়াব শিক্ষা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন قُلْ لَّاَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَانَفْعًا আমি নিজের জন্যও কোন লাভ ক্ষতির মালিক নই। আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন আমি কেবল তাহাই বলি। যদি আমি নিজে কিছু অধিক হাসিল করিতে চাই তবে স্বেচ্ছায় আমি তাহা পারি না যাবত না আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত করেন। আমি তো কেবল তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তোমাদিগকে আমি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ প্রদান করিয়াছি এবং তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে উহার সঠিক সময় সম্পর্কে অবগত করেন নাই। কিন্তু لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্ধারিত সময় রহিয়াছে যখন সেই সময় শেষ

হইয়া যাইবে তখন উহার মধ্যে এক মুহূর্তেরও অগ্র-পশ্চাত করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ আরো বলা হয়েছে وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا যখন কোন ব্যক্তির নির্ধারিত সময় আসিয়া পৌছিবে তখন তাহাকে এক মুহূর্তও বিলম্বিত করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহাদের ওপর হঠাৎ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْنَهَارًا আপনি বলিয়া দিন যদি তাহাদের উপর রাতের বেলা কিংবা দিনে কোন সময় হঠাৎ শাস্তি আসিয়া পড়ে مَاذَا تَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ এই অপরাধীদের তখন তাড়াহুড়া করিবার কি-ইবা লাভ হইবে।

اَثُمَّ اِذَا مَاوَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْاٰنَ وَقَدْكُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ যখন সেই শাস্তি আসিয়া যাইবে তখন কি তোমরা ঈমান আনিবে? তখন কি আর ঈমান আনিবার সময় হইবে। তখন তো বলা হইবে, তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করিতেছিলে সেই শাস্তিই তো আসিয়া পড়িয়াছে এখন উহাকে স্বাগত জানাও। কিন্তু যখন সেই সময় আসিয়া পড়িবে তখন তাহারা বলিবে। رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا "হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা দেখিয়াছি আমরা মানিয়াছি" আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ
يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْخَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ-

অর্থাৎ— কাফিররা যখন আমার অবতারিত শাস্তি দেখিতে পাইবে— তখন তাহারা বলিবে "আমরা কেবল একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং অন্যান্য সকল মাবূদসমূহ বর্জন করিয়াছি। কিন্তু যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিয়া লইবে তখন তাহাদের ঈমান কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহর বান্দাদের ব্যাপারে তাহার এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে। আর তখন কাফিররাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিতে থাক। একথা তাহাদিগকে কিয়ামতে বলিয়া ধমক দেওয়া হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِجَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُالَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ
هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا
تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ—যেই দিন তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা লাগাইয়া নিক্ষেপ করা হইবে। এই সেই দোযখ যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে। তোমরা ইহাকে যাদু বলিতে। বলতো দেখি, একি যাদু, নিশ্চয় নয়। বরং তোমরা নিজেরাই অন্ধ। এখন তোমরা চাই সবুর কর চাই না কর তোমাদের অসৎ কর্মের প্রতিফল তোমরা অবশ্যই ভোগ করিবে।

(৫৩) وَيَسْتَنْۢبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؕۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۠O

(৫৪) وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ؕ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ O

৫৩. উহারা তোমার নিকট জানিতে চাহে, ইহা কি সত্য? বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ ইহা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৫৪. প্রত্যেক সীমালংঘনকারীই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা যদি তাহার হইত তবে প্রত্যেক সীমালংঘনকারী ব্যক্তিই মুক্তির বিনিময়ে উহা দিয়া দিত। এবং যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন মনস্তাপ গোপন করিবে। উহাদিগের মীমাংসা ন্যায় বিচারের সহিত করা হইবে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হইবার পর তাহাদিগকে যে পুনরায় জীবিত করা হইবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাফিররা জিজ্ঞাসা করে একথা কি সত্য ?

قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ অর্থাৎ— আপনি বলিয়া দিন, "আল্লাহর কসম, উহা অবশ্যই সত্য এবং মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনরায় জীবিত করা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়। মাটিতে পরিণত হইয়া যাওয়া পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে আল্লাহকে অক্ষম করিয়া দেয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রথমবার যেমন তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব হয় নাই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ আল্লাহ তো যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি এতটুকু বলেন, "হইয়া যা" তখন তাহা হইয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) শপথ করিয়া বলিতেন পবিত্র কুরআনে আরো দুটি স্থানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন সূরা 'নাবা' এর মধ্যে পরকাল অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে শপথ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে। وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَاْتِيْنَا السَّاعَةَ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ অর্থাৎ কাফিররা বলিল কিয়ামত আসিবে না। হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালকের শপথ, "কিয়ামত অবশ্যই আসিবে"। অনুরূপভাবে সূরা 'তাগাবুন' এর মধ্যে শপথ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে رَغَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ— কাফিররা বলে, তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠান হইবে না। হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, "আমার প্রতিপালনের কসম অবশ্যই তোমাদিগকে জীবিত করিয়া উঠান হইবে!" অতঃপর তোমাদের কর্মফল তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। আর আল্লাহর পক্ষে উহা বড় সহজ। অতঃপর কিয়ামতে কাফিররা যে তাহাদের যাবতীয় মাল এমন কি তাহা যদি সারা দুনিয়ার সম্পদও হয় তবুও উহা তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে ফিদিয়া দিতে চাহিবে।

وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাহারা তাহাদের লজ্জা গোপন করিতে চাহিবে যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে আর তাহাদের মাঝে যে ফয়সালাই হইবে তাহা ইনসাফের ভিত্তিতেই হইবে। তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

(٥٥) اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٥٦) هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৫৫. সাবধান ঃ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। সাবধান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ অবগত নহে।

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাই আসমান ও যমীনের একচ্ছত্র অধিকারী— তিনি যাহা ওয়াদা করেন তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। তিনিই জীবিতকে মৃত্যু দান করেন এবং মৃতের মধ্যে জীবন সঞ্চার করেন। এবং

অবশেষে তাহার প্রতিই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, আল্লাহ তা'আলা একথাই জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি একথাও জানাইয়াছেন যে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ পৃথিবীর বিভিন্নাংশে বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে সমুদ্রে জংগলে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেও আল্লাহ তা'আলা তাহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(٥٧) يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ
شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ۬ وَهُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(٥٨) قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُوْنَ ۝

৫৭. হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে উপদেশ ও তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহার প্রতিকার এবং মু'মিনদিগের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

৫৮. বল ইহা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁহার দয়া সুতরাং ইহাতে উহারা আনন্দিত হউক। উহারা যাহা পুঞ্জীভূত করে তাহা অপেক্ষা ইহা শ্রেয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের হেদায়াতের জন্য যে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহা তাহার পক্ষ হইতে এক বিরাট অনুগ্রহ। উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তিনি তাহার সেই অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ হে মানব! তোমাদের নিকট উপদেশ বাণী আসিয়াছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে। অর্থাৎ যাহা অশ্লিল কর্ম হইতে ফিরিইয়া রাখে وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ আর যাহা তোমাদের অন্তরের জন্য নিরাময় ও চিকিৎসা অর্থাৎ— অন্তরকে সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত করে, এবং অন্তর থেকে ময়লা ও অপবিত্রতা দূরিভূত করিয়া দেয়। উহা দ্বারা হেদায়াত লাভ হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে রহমত অবতীর্ণ হয়। কুরআনের এই বরকত কেবল ঈমানদার লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا আর আমি কুরআনকে ঈমানদার লোকদের জন্য অন্তরের রোগ নিরাময় ও রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর যালিম পাপীদের জন্য ইহা ক্ষতি ব্যতিত আর কিছু বৃদ্ধি করে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ আপনি বলিয়া দিন এই মহাগ্রন্থ আল কুরআন মু'মিনদের জন্য হেদায়াত আর তাহাদের জন্য নিরাময়। قَوْلُهُ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا আপনি বলিয়া দিন, কুরআন আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত তোমরা ইহা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যাও আর পার্থিব সম্পদ যাহা কিছু তোমরা সঞ্চয় করিতেছ তন্মধ্যে কুরআন সর্বাপেক্ষা উত্তম। ইরশাদ

হইয়াছে هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ইবনে আবূ হাতিম (র) এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন, তিনি বলেন, বাকিয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আয়ফা ইবন আব্দুল্লাহ কুলাযী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইরাক হইতে খিরাজ আসিয়া পৌছিল তখন তিনি তাহার একজন গোলামের সহিত উহা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত উমর (রা) খিরাজের উট গণনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি গণনা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গেলেন, তখন তিনি বলিলেন, "আল্হামদুলিল্লাহ" তাঁহার গোলাম তাঁহাকে বলিল আল্লাহর কসম, ইহাও কি আল্লাহর রহমত ও ফযল। হযরত উমর বলিলেন তুমি ভুল বলিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ এর মধ্যে فَضْل ও رَحْمَةَ শব্দদ্বয় দ্বারা কুরআন ও কুরআন দ্বারা উপকৃত হওয়াকে বুঝাইয়াছেন। অবশ্য উটকে مِمَّا تَجْمَعُوْنَ (যাহা কিছু তাহারা জমা করিতেছে) অন্তর্ভুক্ত মনে করা উচিৎ।

উপরোক্ত হাদীস হাফিয আবূল কাসেম তাবরানী....বাকীয়্যায় হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٩) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ
حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ٥

(٦٠) وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا
يَشْكُرُوْنَ ٥

৫৯. বল তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ তোমাদিগকে যে রিযক দিয়াছেন তোমরা যে তাহার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করিয়াছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছ?

৬০. যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে তাহাদিগের কি ধারণা? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবনে আসলাম ও অন্যান্যদের মতে উপরোক্ত আয়াত কয়টি মুশরিকদের এই অপকর্মের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহারা কোন কোন পশুকে بحائر (বহীরা) سوائب (সায়িবা) وصائل (ওয়াছীলা) নাম দিয়া উহাদের মধ্য হইতে কোনটিকে

হালাল করিত আবার কোনটিকে নিজের জন্য হারাম করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا অর্থাৎ— তাহারা যমীনের উৎপাদিত বস্তু হইতে এবং চতুষ্পদ জন্তু হইতে আল্লাহর জন্য একটি নির্দিষ্টাংশ নির্ধারিত করিয়া রাখিত।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফার (র)....যিনি আওফা ইবন মালিক ইবনে নায়লা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "একদা আমি নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন পোশাক-পরিচ্ছেদ ও আমার অবস্থাটি ছিল শোচনীয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কোন মাল আছে কি? আমি বলিলাম জী হাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মাল? আমি বলিলাম সর্বপ্রকার মাল আছে, উট, গোলাম, ঘোড়া, ছাগল সবই আছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তোমার ওপর উহার আলামত প্রকাশ পাওয়া উচিৎ। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের উটনী সুস্থ বাচ্চা জন্ম দেয় অতঃপর তোমরা নিজেরাই ছুরি দ্বারা উহার কান কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ "বহীরা" আবার কোনটির চামড়া কাটিয়া দিয়া উহার নাম রাখ صَرم (সারাম) অতঃপর উহা নিজের প্রতি হারাম সাব্যস্ত কর। আর পরিবারের লোকদের প্রতিও হারাম কর একথা ঠিক নয় কি? আমি বলিলাম, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহর (সা) বলিলেন, শুন, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহা হালাল। উহা হারাম হইতে পারে না। আল্লাহর হাত তোমার হাত হইতে অধিক শক্তিশালী। আর আল্লাহর ছুরি তোমার ছুরি হইতে অধিক ধারালু।

অতঃপর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ ও বাহায ইবনে আসাদ (র).....আবূল আহওয়ায হইতে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন হাদীসটির সনদ শক্তিশালী। কেবল নিজের খেয়াম খুশীমতে যাহারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল বানাইয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ জানাইয়া ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ অর্থাৎ— যে দিন আমার নিকট তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে সে দিন তাহাদের সহিত কি রূপ ব্যবহারের তাহাদের ধারণা রহিয়াছে।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। হযরত ইবনে জরীর বলেন, অর্থাৎ পৃথিবীতে তাহাদের পাপে কোন শাস্তি না দিয়া তাহাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। আমি বলি (ইবনে কাসীর) আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় উপকারী বস্তু হালাল করিয়া এবং অপকারী বস্তু হারাম করিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শোকর করে না। বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাদের জন্য হালাল করিয়াছেন তাহারা তাহা হারাম করে এবং নিজেদের ওপর চাপের সৃষ্টি করে। ফলে তাহারা কিছু তো করে হালাল এবং কিছু হারাম করে। এই নিয়ম মুশরিকদের মধ্যে শুরু হইতেই সর্বাধিক বেশী চালু হইয়াছে। কিন্তু ইয়াহূদী-নাসারা তাহাদের ধর্মে সে সমস্ত নতুনত্ব সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের মধ্যেও এ নিয়ম পালিত হইয়াছে।

আল্লামা ইবনে আবূ হাতিম (র) উদ্ধৃত আয়াতের তাফসীরে বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম....বলেন মূসা ইবনে সাব্বাহ হইতে اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ এর তাফসীরে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভের উপযোগী লোকদিগকে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে তাহারা আল্লাহর দরবারে তিন শ্রেণীতে দন্ডায়মান হইবে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিকে হাযির করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছিলে? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আপনি বেহেশতে ও উহার গাছপালা ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার নহরসমূহ উহার হূর ও অন্যান্য নিয়ামতসমূহও সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার অনুগত বান্দাদের জন্য আরো কত প্রকার ভোগ্য-দ্রব্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন আমি উহারই আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছি এবং দিনের বেলা পিপাসা সহ্য করিয়াছি। রাবী বলেন, তখন আল্লাহ বলবেন হে আমার বান্দা! তুমি বেহেশতের আশায় আমার ইবাদত করিয়াছ, অতএব এই লও বেহেশত এবং উহাতে তুমি প্রবেশ কর? আমার অনুগ্রহে আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং আমার অনুগ্রহেই তোমাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইয়াছি। অতঃপর সে এবং তাহার সাথী সংগীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে। নবী করীম (সা) বলেন, অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার বান্দা? তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিতে? সে বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন দোযখের বেড়ী শিকল–উত্তপ্ত বায়ু উষ্ণ পানি এবং ইহা ছাড়া পাপীদের জন্য আরো অনেক প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন অতএব আমি শাস্তির ভয়ে রাতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিয়াছি এবং দিনের বেলা সাওম পালন করিয়া পিপাসিত রহিয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন হে আমার বান্দা! আমার শাস্তির ভয়ে তুমি আমল করিয়াছ সুতরাং আমি তোমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দান করিলাম। আর তোমার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তোমাকে আমার বেহেশতে দাখিল করিলাম। অতঃপর সেই ব্যক্তিও তাহার সাথীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর

এক ব্যক্তিকে হাযির করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে হে আমার বান্দা! তুমি কি উদ্দেশ্যে আমল করিয়াছ? সে বলিবে, হে আমার প্রভু! আপনার প্রতি প্রেম ও ভালবাসা আমাকে আমল করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হে আমার প্রভু! আপনার ইয্যতের কসম আপনার প্রেম ও ভালবাসার কারণে আমি রাত জাগরণ করিয়াছি ও পিপাসিত দিন কাটাইয়াছি। তখন আল্লাহ বলিবেন–হে আমার বান্দা তুমি আমার প্রতি ভালবাসা ও প্রেমের কারণেই আমল করিয়াছ। অতঃপর তিনি তাহার সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করিবেন এবং বলিবেন, এই তো আমি, তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। অতঃপর তিনি বলিবেন, তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহের কারণেই তোমাকে আমি দোযখ হইতে মুক্তি দান করিব এবং আমার বেহেশতে তোমাকে দাখিল করিব। আর আমার ফিরিশ্তাগণ তোমার নিকট উপস্থিত থাকিবেন এবং আমি স্বয়ং তোমার প্রতি শান্তি বর্ষণ করিতে থাকিব। অতঃপর সে এবং তাহার সাথীগণও বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

(٦١) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ
وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ
فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ
مُّبِيْنٍ ۝

৬১. তুমি যে কোন কর্মে রত হও এবং তুমি তৎসম্পর্কে কুরআন হইতে যাহা আবৃত্তি কর এবং তোমরা যে কোন কার্য কর আমি তোমাদিগের পরিদর্শক যখন তোমরা উহাতে প্রবৃত্ত। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অনুপরিমাণও তোমার প্রতিপালকের অগোচর নহে, এবং উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অথবা বৃহত্তর কিছুই নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) কে অবগত করিতেছেন যে তিনি আপনার ও আপনার উম্মতের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল— শুধু তাহাই নয় বরং সমস্ত সৃষ্টিজীবের সকল অবস্থা সকল মুহূর্তেই তিনি জানেন। এবং তাহার জ্ঞান ও দৃষ্টি হইতে কোন বালি কণা সমতুল্য বস্তুও এড়াইতে পারে না। আসমান ও যমীনের ছোট বড় সবকিছুই স্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ
مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ
مُّبِيْنٍ

আর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবীসমূহ একমাত্র তিনি ব্যতিত আর কেহ গায়েব জানেনা। আর স্থল ও সমুদ্রের জ্ঞান কেবল তাহার নিকট রহিয়াছে। কোন একটি পাতাও ঝরিয়া পড়িলে তিনি উহা জানেন। যমীনের গভীর অন্ধকারে কোন বীজ পড়িলে, কোন ভিজা বস্তু হোক কিংবা শুষ্ক বস্তু সমস্ত আল্লাহর সুস্পষ্ট কিতাবে রহিয়াছে।

উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ সংবাদ দান করিয়াছেন যে গাছের এবং অন্যান্য জড় পাদার্থের নড়াচড়া আল্লাহ জানেন। অনুরূপভাবে পশুর গতিবিধি সম্পর্কেও আল্লাহ অবগত আছেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ অর্থাৎ যমীনে যত পশু আছে এবং যত পাখী ডানার সাহায্যে উড়িয়া বেড়ায় তাহারাও তোমাদের ন্যায় দল বদ্ধ। আরো ইরশাদ হইয়াছে। وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا যমীনে যত প্রাণী আছে সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর। যখন আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানহীন জড়পদার্থের নড়াচড়াও জানেন তখন আল্লাহ যাহাদিগকে মুকাল্লাদ বানাইয়াছেন এবং তাহার ইবাদতের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের গতিবিধি সম্পর্কে তো অবশ্যই জানিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ تَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ

তোমরা পরম পরাক্রমশালী ও দয়াময় আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখ যিনি তোমাদিগকে সালাতে দন্ডায়মান অবস্থায়ও দেখেন সিজদারত অবস্থায়ও দেখেন (শুয়ারা-২১৭-২১৯)। আর একারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِى شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ -

অর্থাৎ তোমরা যে কোন কাজে লিপ্ত থাক চাই কুরআন তেলাওয়াত কর কিংবা অন্য কোন আমল কর আমরা উহা দেখিতে পাই এবং তোমাদের কথা শ্রবণ করিতে পারি (ইউনুস-৬১)। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন হযরত জিবরীল (আ) এহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করিবে এমন ভাবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছে আর যদিও তুমি তাঁহাকে দেখিতে না পাও তবে মনে কর তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন।

(٦٢) اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ۚ

(٦٣) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ؕ

(٦٤) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ
لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ؕ

৬২. জানিয়া রাখ! আল্লাহর বন্ধুদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

৬৩. যাহার বিশ্বাস করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

৬৪. তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। উহাই মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আল্লাহর অলী তাহারাই যাহারা ঈমান আনিবার পর পরহেযগারী অবলম্বন করেন তাহারা সর্বপ্রকার অসৎকর্ম হতে বিরত থাকে। অতএব যে ব্যক্তি পরহেযগারী অবলম্বন করে সে আল্লাহর অলী। لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ তাহাদের উপর ভবিষ্যতে ভয়ের কোন কারণ নাই وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ আর তাহারা পৃথিবীতেও চিন্তাযুক্ত হইবে না (ইউনুস -৬২)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে এবং পূর্ববর্তী আয়েম্মায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত; আল্লাহর অলী সেই সমস্ত মহাপুরুষগণ যাহারা সদা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকেন। এ সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত বাযযার (র) বলেন আলী ইবন হরব রাযী (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর অলী কাহারা? তিনি বলিলেন اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَاللّٰهُ আল্লাহর অলী তাহারা যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহর স্মরণে আসে। হযরত বাযযার (র) বলেন, সায়ীদ (র) হইতে হাদীসটি মুরসালরূপেও বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবু হাশেম রিফাযী (র)....আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হইতে কিছু এমন বান্দাও আছে যাহাদের প্রতি আম্বিয়া ও শহীদগণও ঈর্ষা করেন।" প্রশ্ন করা হইল, "তাহারা কাহারা"? আমরা যেন তাহাদিগকে ভালবাসিতে পারি। তিনি বলিবেন, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহারা ধন-সম্পদ ও বংশের সম্পর্ক ছাড়াই কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পর একে অন্যকে ভালবাসে। তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে এবং নূরের মিম্বরের ওপর তাহারা উপবিষ্ট হইবে। যখন অন্যান্য লোক ভীত সন্ত্রস্ত হইবে তখন তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকিবে। যখন অন্যান্য লোক চিন্তিত হইবে তখন তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ (ইউনুস-৬২)

ঈমাম আবূ দাউদ (র) জবীর (র)....হযরত জরীর হাদীসকে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম সনদ। অবশ্য উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবূ যুরআহর মাঝে ইনকিতা (اِنْقِطَاعٌ) আছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ নযর (র)....আবূ মালিক আশা'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বিভিন্ন গোত্র এবং চতুর্দিকের লোক একত্রিত হইবে যাহাদের মধ্যে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। যাহারা কেবল আল্লাহর জন্য একে অন্যকে ভালবাসিবে এবং আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটিবে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাহাদের জন্য নূরের মিম্বর রাখিবেন এবং তাহারা উহার ওপর উপবিষ্ট হইবে। সে দিনে অন্যান্য লোক অস্থির হইয়া পড়িবে আর তাহারা নিশ্চিন্ত হইবে— তাহারাই আল্লাহর অলী ও বন্ধু।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্যাক (রা)....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর তাফসীরে বলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মুমিন দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখান হইয়া থাকে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবুস সায়েব (র)....আবূ দারদা (রা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, একদা জনৈক প্রশ্নকারী আবূ দারদা-এর নিকট এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তির প্রশ্ন করিবার পর অন্য কাহাকেও প্রশ্ন করিতে আমি শুনি নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন بُشْرٰى দ্বারা

ভাল স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন ঈমানদার ব্যক্তি নিজে দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইহা তাহার জন্য পার্থিব জীবনে সুসংবাদ এবং পরকালেও বেহেশতের সুসংবাদ।

হযরত ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান (র)....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি পূর্ববর্ণিত রেওয়ায়েতের অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিলেন।।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল আমাদের নিকট....আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উপরোক্ত রেওয়ায়েতের অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....উবাদাহ ইবনে সামিত (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, لَهُمُ الْبُشْرٰى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ। ইয়া রাসূলুল্লাহ بُشْرٰى এর অর্থ কি বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন তোমার পূর্বে আর কেহ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নাই ইহার অর্থ হইল— "ভাল স্বপ্ন, যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়।"

অনুরূপভাবে এই হাদীস আবূ দাউদ তায়ালেসী ইমরানুল কাত্তান হইতে তিনি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ ফাসীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম আওযায়ী (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসীর হইতে এবং আলী ইব্নুল মুবারক (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ সালমা (র) হইতে তিনি বলেন উবাদাহ ইব্ন সানিও হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর তিনি উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ হুমাইদ হিমসী (র)....হুমাইদ ইবন আব্দুল্লাহ মুযানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ ইবন সামেত (র) এর নিকট আসিয়া বলিল পবিত্র কুরআনে একটি আয়াত আছে আমি আপনার নিকট উহার তাফসীর জিজ্ঞাসা করিতে চাই— তাহা হইল لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তখন উবাদাহ (রা) বলিলেন, তোমার পূর্বে এই আয়াত সম্পর্কে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই আমিও নবী করীম (সা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ তোমার পূর্বে আমার নিকট আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। হযরত ইবনে জরীর (র) মূসা ইবনে উবাইদা (র) হইতে....উবাদাহ ইবন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত যে

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ উদ্ধৃত আয়াতে পরকালের সুসংবাদ বেহেশত ইহা তো বুঝিলাম কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ কি? তাহা বুঝিলাম না। তিনি বলিলেন, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। নেক স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা তিনি বলিয়াছে, নবুয়তের সত্তর ভাগের এক ভাগ। ইমাম আহমদ (র) ও বলেন, বাহ্য (র) বলিয়াছেন তিনি বলেন হাম্মাদ আমাদের বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ সৎকর্ম করে আর অন্য লোক তাহার কাজের প্রসংশা করে—তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মানুষের এই প্রশংসা এইটা হইল মু'মিনের পৃথিবীতেই তাহার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ (মুসলিম)। ইমাম আহমদ আরো বর্ণনা করেন হাসান আল আশয়াব (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا-এর ব্যাখ্যায় বলেন ভাল স্বপ্ন যাহা মু'মিনকে সুসংবাদ দান করে যাহা নুবুয়তের উনপঞ্চাশাংশের একাংশ। অতএব যে ব্যক্তি কোন ভাল স্বপ্ন দেখিবে সে যেন উহা অন্যকে জানাইয়া দেয়। কোন খারাপ স্বপ্ন দেখিলে উহা শয়তানের পক্ষ হইতে মানুষকে ভীত ও চিন্তিত করিবার জন্য দেখান হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যেন তাহার বাঁ দিকে থুথু ফেলে এবং আল্লাহু আকবার বলে, আর অন্য কাহাকেও এই স্বপ্ন না বলে। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এর ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন بُشْرٰى দ্বারা ভাল স্বপ্ন উদ্দেশ্য যাহা কোন মু'মিনকে সুসংবাদ দান করে যাহা নবুয়তের ছিয়াল্লিশাংশের একাংশ। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ হাতিম আল-মুআদ্দব....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এর ব্যাখ্যায় বলেন, দুনিয়ার সুসংবাদ হইল, ভাল স্বপ্ন যাহা কোন মু'মিন বান্দা নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয় আর পরকালের সুসংবাদ হইল বেহেশত।

অতঃপর ইবনে জরীর (র) আবূ কুরাইব....(র) আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন শুভ স্বপ্ন হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে । আর আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা সুসংবাদ বহন করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মওকুফরূপেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ভাল স্বপ্ন হইল সুসংবাদ যাহা কোন মু'মিন নিজেই দেখে কিংবা তাহার সম্পর্কে অন্যকে দেখান হয়। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবন হাম্মাদ দোলাবী....(র) উম্মে কুরাইয আল কা'বীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি নবুয়ত শেষ হইয়াছে এবং এখন কেবল সুসংবাদ রহিয়াছে। অনুরূপভাবে ইবনে মাসউদ আবূ হুরায়রা, ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, উরওয়াহ ইবন যুবাইর, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবূ কাসীর, ইবরাহীম নখয়ী, আতা ইবন আবী রবাহ (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরামও بُشْرٰى এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ভাল স্বপ্ন' দ্বারা আর কেহ কেহ বলিয়াছেন بُشْرٰى দ্বারা মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণের ক্ষমা ও বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করা বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

—যাহারা এই কথা বলে, যে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহার মৃত্যু পর্যন্ত উহার ওপর অটল থাকে— তাহাদের নিকট ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হয় আর তাহারা বলে তোমরা ভীত-চিন্তিত হইও না। আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাহার তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে। আমরা পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে তোমাদের বন্ধু। আর তথায় তোমরা যাহা কামনা করিবে তাহা তোমাদের জন্য বিদ্যমান থাকিবে। দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য ইহা উপঢৌকন (হা-মিম-সিজদাহ-৩০)।

হযরত বরা' (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত, যখন কোন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্তাগণ আগমন করে তাহাদের চেহারা উজ্জ্বল এবং পোশাক সাদা। তাহারা বলে, হে পবিত্র রূহ্। তুমি আরাম ও শান্তির দিকে বাহির হইয়া আস। বাহির হইয়া আস তোমার প্রভুর দিকে যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন। অতঃপর রূহ তাহার মুক হইতে এমন সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন মশকের মুখ দিয়া পানি বাহির হইয়া আসে। ইহা হইল পার্থিব সুসংবাদ। আর পরকালের সুসংবাদ এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের মহা ভীতি তাহাদিগকে চিন্তিত করিবে না আর ফিরিশতাগণ তাহদের সহিত সাক্ষাত করিবে। তাহারা বলিবে এইটা সেই দিন যাহার আগমনের তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল (আম্বিয়া-১০৩)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

সেই দিনে ঈমানদার নর-নারীদের সম্মুখে তাহাদের ডান দিকে তাহাদের বাম দিকে নূর চলিতে থাকিবে। আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমাদের জন্য আজ জান্নাতের সুসংবাদ যাহার তলদেশে নহর প্রবাহিত আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে ইহা অতি বড় সাফল্য (হাদিদ-১২)।

(٦٥) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ط هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(٦٦) أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ط وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ط إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

(٦٧) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ○

৬৫. উহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। সমস্ত শক্তি আল্লাহর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৬৬. জানিয়া রাখ, যাহারা আকাশ মন্ডলে আছে এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা আল্লাহরই। যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপরকে শরীফরূপে ডাকে— তাহারা কিসের অনুসরণ করে? তাহারা তো শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে, এবং তাহারা শুধু মিথ্যাই বলে।

৬৭. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি, উহাতে তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবস দেখিবার জন্য যে সম্প্রদায় কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য ইহাতে আছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন এই সমস্ত কাফির মুশরিকরা আপনাকে যে সব অবাঞ্ছিত কথা বলে। لَايَحْزُنْكَ তাহাতে আপনি দুঃখ করিবেন না বরং আপনি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন আর তাহার উপর ভরসা করুন। সমস্ত ক্ষমতা, মান সম্ভ্রম আল্লাহর জন্য এবং তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার লোকদের জন্য। هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি তাহাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে তাঁহার জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত সাম্রাজ্য। অথচ মুশরিকরা

যাহাদের উপাসনা করে তাহারা কিছুরই মালিক নয়। তাহাদের নাতো কাহারো ক্ষতি করিবার ক্ষমতা আছে, আর না কাহারো উপকার করিবার শক্তি আছে। আর তাহারা যে মূর্তির পূজা করে উহার কোন যুক্তিও নাই। বরং এই ব্যাপারে তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা মিথ্যা অনুমানের অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি রাতকে ক্লান্ত মানুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিনকে আলোকিত করিয়াছেন যেন তাহারা জীবিকাপর্জনের জন্য দেশ বিদেশ ভ্রমণ এবং বিভিন্ন কাজের জন্য প্রচেষ্টা করিতে সক্ষম হয়।

اِنَّ فِىْ ذَلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ এসবের মধ্যে সে সমস্ত লোকদের জন্য দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে—যাহারা এই সমস্ত দলীল-প্রমাণ সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া তাহাদের সৃষ্টিকর্তার মহত্ত্বের ওপর প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন।

(٦٨) قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ط هُوَ الْغَنِىُّ ط لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ط اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٦٩) قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○

(٧٠) مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ○

৬৮. তাহারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহান, পবিত্র, তিনি অভাব মুক্ত। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। এ বিষয়ে তোমাদিগের নিকট কোন সনদ নাই। তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলিতেছ যে বিষয়ে তোমাদিগের কোন জ্ঞান নাই?

৬৯. বল যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

৭০. পৃথিবীতে উহাদিগের জন্য আছে কিছু সুখ-সম্ভোগ পরে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর কুফরী হেতু উহাদিগকে আমি কঠোর শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করাইব।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের কথা বলে আল্লাহ তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ এমন অবাঞ্ছিত কথা হইতে আল্লাহ পবিত্র তিনি তো কাহারো মুখাপেক্ষী নন এবং সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। لَهُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ আসমান সমূহের যাহা কিছু আছে আর যাহা কিছু আছে যমীনে সমস্ত তাহার। অতএব যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এরা তাঁহার দাস। তাহারা তাঁহার সন্তান হইতে পারে কিভাবে?

اِن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهٰذَا অর্থাৎ- তোমরা যে মিথ্যা কথা এবং অপবাদ আল্লাহর ওপর আরোপ করিতেছ উহার কোনই দলীল তোমাদের নিকট নাই। اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা কিছুই জান না অথচ আল্লাহর উপর এইরূপ জঘন্য দাবী করিয়া বসিয়াছ। আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْجِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলাও একজন পুত্র বানাইয়াছেন ইহা একটি জঘন্য অপবাদ। ইহা শ্রবণ করিয়া তো আসমান ও যমীন ফাটিয়া যাইবার এবং পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে, যে তাহারা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তানের দাবী করিয়া বসিয়াছে।

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا - اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

আল্লাহর জন্য কোন পুত্র সন্তান কামনা সংগতি নয়। আসমান সমূহে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর গোলাম ও দাস। তিনি তাহাদের সকলকে পুরাপুরীভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিনে তাহারা সকলে একে একে আল্লাহর দরবারে হাযির হইবে।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত দ্বারা সে সমস্ত কাফির মুশরিকদিগকে ধমক দিয়াছেন যাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে, যে কোন দিন কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না। না পৃথিবীতে পারিবে আর না পরকালে। পৃথিবীতে তাহারা যাহা কিছু লাভ করিতেছে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তাহাদিগকে কিছু ঢিল দিয়াছেন মাত্র এবং কিছু দিনের জন্য সামান্য কিছু ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন ثُمَّ يُضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অতঃপর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ইহা অল্প দিনের কিছু ভোগবস্তু ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ অতঃপর আমার নিকট কিয়ামতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ অতঃপর আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্বাদ গ্রহণ করাইব। بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ তাহাদের কুফরীর বিনিময়ে আল্লাহর প্রতি তাহাদের মিথ্যা অপবাদের বিনিময়েই তাহাদের এই শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

(٧١) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ م اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ
كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ
فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً
ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

(٧٢) فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ط اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى
اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(٧٣) فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ
وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

৭১. উহাদিগকে নূহ এর বৃত্তান্ত শুনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদিগের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমিও আল্লাহর উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদিগের কর্তব্য স্থির করিয়া লও পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদিগের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদিগের কর্ম নিঃষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবসর দিওনা।

৭২. অতপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার তোমাদিগের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই। আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট আমি তো আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

৭৩. আর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করি এবং তাহাদিগকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরা দেখ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন اُتْلُ عَلَيْهِمْ তাঁহার স্বজাতি যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে তাহাদের নিকট হযরত নূহ (আ) এর ঘঠনা শুনাইয়া দিন যে আমি তাহাদিগকে হযরত নূহ (আ) কে মিথ্যাবাদী বলার কারণে কিভাবে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি—যেন তাহারা এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই ধরনের ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া থাকে।

اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ যখন নূহ (আ) তাহার কওমকে বলিলেন হে আমার কওম! যদি তোমাদের সাথে আমার অবস্থান করা এবং আল্লাহ পক্ষের দলীল প্রমাণ দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ করা তোমাদের পক্ষে অপছন্দনীয় ও ভারী হয় তবে ইহাতে আমার কোন পরোয়া নাই আমি তো আল্লাহর উপরই ভরসা করিয়াছি এবং তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতে বিরত থাকিব না চাই তোমাদের পক্ষে তাহা ভারী হউক কিংবা সহজ। فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاۤءَكُمْ অতএব তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা সকলে একত্রিত হইয়া কোন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—আর যদি তোমরা নিজদিগকে সত্য ও হক বলে বিশ্বাস কর তবে আমার সম্পর্কে তোমাদের ফয়সালা জারী করিয়া দাও এবং আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিও না। অর্থাৎ যখনই তোমরা সুযোগ পাও সুযোগের সদ্ব্যবহার কর তাহাতে আমার কোনই পরোয়া নাই—তোমাদিগকে আমি ভয় করি না। কারণ আমি জানি যে তোমাদের অনুমানের বুনিয়াদ কিছু নয়। যেমন হযরত হূদ (আ) তাহার জাতিকে বলিয়াছিলেন

اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ فِىْ
جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تَنْظُرُوْنَ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ -

অর্থাৎ আমি আল্লাহকে সাক্ষী বানাইতেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে মূর্তি পূজা করিতেছ, আমি ইহা হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত তোমরা ইচ্ছা করিলে সকলেই মিলিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আমাকে সুযোগ দিবে না একটুও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি যিনি আমার এবং তোমাদেরও প্রতিপালক।

قَوْلُهٗ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর এবং মুখ ফিরাইয়া এবং فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ তবে আমি তোমাদের নিকট আমার নসীহাতের কোন বিনিময় প্রার্থনা করি নাই যাহা ছুটিয়া যাওয়ার ভয়ে আমি ভীতি হইব। اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমার বিনিময় তো একমাত্র আল্লাহর উপর? আমাকে তো ইসলাম গ্রহণকারী অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইসলামের হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইসলামই

পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিয়ামের ধর্ম—যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক রহিয়াছে যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ مِنْهَاجًا الخ আমি তোমাদের সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন চলিবার পথ করিয়া দিয়াছি (মাঈদা-৪৮)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا এর অর্থ করিয়াছেন ‘পথ ও পদ্ধতি’। হযরত নূহ (আ) বলেন اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমাকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ
وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ -

যখন ইবরাহীম (আ) কে তাহার প্রভু বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর, তিনি তৎক্ষণাৎই বলিলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং রাব্বুল আলমীনের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আর ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্রদেরকে নির্দেশ করিলেন, এবং ইয়াকুম (আ)ও হে আমার সন্তানরা! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ইসলামকে মনোনিত করিয়াছেন অতএব ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তোমরা মৃত্যু বরণ করিও না (বাকারা-১৩১-১৩২)। হযরত ইউসুফ (আ) বলেন رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىٌّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ - হে আমার প্রতিপালক । আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছেন। এবং কথার ব্যাখ্যা করার শিক্ষা দান করিয়াছেন, হে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আপনিই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যবস্থাপক। আমাকে ইসলামী আকীদার উপর মৃত্যু দান করুন এবং সৎ ও নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন (ইউসুফ-১০১)। হযরত মূসা (আ) বলেন, يَاقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ হে আমার কওম! যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক তবে তাঁহার প্রতি ভরসা কর যদি তোমরা ঈমান আনিয়া থাক (ইউনুস-৮৪)। যাদুকররা বলিয়াছিল رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ- হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদের উপর ধৈর্য ধারণ করিবার তাওফীক দান করুন এবং ইসলামের উপর আমাদিগকে মৃত্যু দান করুন। বিলকীস বলিয়াছিলেন رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ হে আমার প্রতিপালক। আমি আমার সত্তার প্রতি যুলুম করিয়াছিলাম এবং এখন সুলায়মান (আ)-এর সহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি (নামল-৪০)। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ

করেন – اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا আমি তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছি যাহার মধ্যে রহিয়াছে হেদায়তের বাণী আর নূর। আম্বিয়ায়ে কিরাম উহার মাধ্যমে ফয়সালা করিতেন তাহাদের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (মাইদা-৪৪)। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, اِذَا اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَاَشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ আমি ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের প্রতি এলহাম করিয়াছিলাম, তোমরা আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। তাহারা বলিল আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন যে আমরা মুসলমান। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ আমার সালাত আমার কুরবানী ও আমার জীবন আমার মৃত্যু বাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য যাহার কোন শরীক নাই আমাকে ইহারই হুকুম দেয়া হইয়াছে। আর আমি এই উম্মতের সর্ব প্রথম মুসলমান (আন'আম-১৬২-৬৩)। সমস্ত আম্বিয়া কিরামের মূল ধর্ম যেহেতু ইসলাম একারণে একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْلَادُ عَلَّاتٍ وَدِيْنُنَا وَاحِدٌ আমরা নবীদের দল সকলের পিতা এক কিন্তু মা ভিন্ন অর্থাৎ সকলের ধর্ম এক সকলেই এক আল্লাহর ইবাদত করে যদিও তাহাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক।

قَوْلُهٗ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ অতঃপর তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল অতঃপর আমরা তাহাকে ও তাহার দ্বীনী সাথীদিগকে বাঁচাইয়া নিলাম যাহারা নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। وَجَعَلْنَا خَلَائِفَ আর আমরা পরবর্তীকালে পৃথিবীতে তাহাদিগকে খলীফারূপে আবাদ করিলাম।

وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ আর আমরা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে ডুবাইয়া দিলাম। অতএব হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদের পরিণতি দেখুন যাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে আর মুসলমানদিগকে কিভাবে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল?

(٧٤) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى
قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৭৪. অনন্তর তাহার পরে আমি রাসূলদিগকে প্রেরণ করি তাহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল। কিন্তু

উহারা পূর্বে যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এইভাবে আমি সীমালংঘনকারীদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দেই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ثُمَّ بَعَثْنَا অতঃপর আমি হযরত নূহ (আ) এর পর বহু রাসূল পাঠাইয়াছি যাহারা তাহাদের আনিত বস্তুর সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য দলীল-প্রমাণসহ আসিয়াছিলেন।

فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ কিন্তু তাহারা যেমন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের কথা অস্বীকার করিয়াছিল অনুরূপভাবে পরবর্তী রাসূলদের কথাও অস্বীকার করিয়াছে। আর পরবর্তী রাসূলদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ আমরা তাহাদের অন্তরসমূহ ও বক্ষসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছি অতএব তাহাদের পক্ষে আর ঈমান আনা সম্ভব হয় নাই। قَوْلُهُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মতরা তাহাদের রাসূলগণের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল একারণে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগাইয়াছিলাম অনুরূপভাবে সেই পথভ্রষ্টদের যাহারা অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের অন্তরসমূহেও আমি মোহর লাগাইয়া দিয়াছি। অতএব তাহারা যাবৎ আল্লাহর কঠিন শাস্তি না দেখিবে তাহারা ঈমান আনিবে না। সারকথা হইল যেসমস্ত উম্মত তাহাদের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। আল্লাহর এই নিয়ম চালু হইয়াছে হযরত নূহ (আ) পরে। তাঁহার পূর্বে হযরত আদম (আ) হইতে মূর্তি পূজা শুরু হওয়া পর্যন্ত সকল মানুষ ইসলাম ধর্মের উপর কায়েম ছিল। তাহারা মূর্তি পূর্জা শুরু করিলে আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ) কে তাহাদের প্রতি প্রেরণ করিলেন। একারণেই কিয়ামতে মু'মিনগণ হযরত নূহকে বলিবে أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُولِ। অর্থাৎ আপনি প্রথম রাসূল যাহাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি শতাব্দি অতিবাহিত হইয়াছিল এবং সে শতাব্দিসমূহের সকল লোক ছিল মুসলমান। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ হযরত নূহ (আ) এর পর কত শতাব্দির লোকই না আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি (বনি ইসরাঈল-১৭)। এই আয়াতে আরবের মুশরিকদিগকে দারুনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে; যাহারা সমস্ত রাসূলদের সরদার এবং সর্বশেষ নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

আল্লাহ যখন পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে তাহাদের রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন অতএব যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে অধিক বড় অপরাধ করিয়াছে তাহাদের শাস্তি আরো অধিক বড় হইবে।

(٧٥) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهٖ
بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(٧٦) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧٧) قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ
السّٰحِرُوْنَ ○

(٧٨) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ
لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ○

৭৫. পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফির'আউন ও তাহার পরিষদ-বর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু উহারা অহংকার করে এবং উহারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬. অতঃপর যখন তাহাদিগের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তখন উহারা বঁলিল ইহা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট যাদু।

৭৭. মূসা বলিল! সত্য যখন তোমাদিগের নিকট আসিল তখন তৎসম্পর্কে তোমরা এই রূপ বলিতেছ? ইহা কি যাদু? যাদুকরেরা তো সফলকাম হয় না।

৭৮. উহারা বলিল আমরা আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণকে যাহাতে পাইয়াছি তুমি কি তাহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিবার জন্য আমাদিগের নিকট আসিয়াছ? এবং যাহাতে দেশে তোমাদিগের দুই জনের প্রতিপত্তি হয়। এইজন্য আমরা তোমাদিগের বিশ্বাসী নহি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন ثُمَّ بَعَثْنَا পূর্বে যে সমস্ত রাসূল আমরা প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদের পর আমি ফিরআউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট মূসা ও হারূনকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহাদের নিকট তাহাদের আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে ফিরআউনের সাথে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। ফিরআউন হযরত মূসা (আ)

হইতে অত্যধিক ভীত সন্ত্রস্থ ছিল কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস যাহাকে সে এতই ভয় করিত তাহাকে সে রাজ কুমারের ন্যায় লালন পালন করিয়াছে। অতঃপর তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে এক সমস্যার সৃষ্টির হইল এবং এমনি এক ঘটনা ঘঠিল যে হযরত মূসা (আ) ফিরআউনের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে হইল। এবং এই সময় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নবুয়ত ও রিসালাত দান করিলেন এবং তাহার সহিত মুখামুখি কথা বলিয়া তাহাকে মর্যাদার এক বিশেষ আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাকে পুনরায় ফিরআউনের নিকট তাহাকে তাওহীদের প্রতি দাও'আত দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন যেন সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে এবং কেবল তাহারই প্রতি আত্মনিয়োগ করে। অথচ তখন ফিরআউনের যে রাষ্ট্রীয় প্রতাপ ছিল উহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অতএব হযরত মূসা (আ) আল্লাহর পয়গাম বহন করিয়া ফিরআউনের নিকট আসিলেন তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাহায্যকারী তাহার ভ্রাতা হযরত হারূন ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। ফিরআউন তাহার পয়গামকে অমান্য করিল এবং অহংকার ভরে তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিল। তাহার কলুষিত প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল হযরত মূসা (আ) হইতে সে বিমুখ হইল এবং যাহা দাবী করা তাহার পক্ষে সমীচীন ছিল না উহারই দাবী করিয়া বসিল। সে খোদা দ্রোহিতা করিল, আল্লাহর পয়গামকে অমান্য করিল এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা মুমিন ছিল তাহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। এমন নাযুক পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারূনের হিফাযত করিতে লাগিলেন। হযরত মূসা ও ফিরআউনের মধ্যে একের পর এক দ্বন্দ্ব ঘটিতেই লাগিল এবং মূসা (আ) এমন বিস্ময়কর মু'জিযা পেশ করিতে লাগিলেন যাহা অমান্য করিবার কোন উপায় ছিল না এবং একথাও মানিতে হইত যে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ছাড়া এই ধরনের অলৌকিক ঘটনা সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে পূর্ববর্তী ঘটনা হইতে পরবর্তী ঘটনা অধিক বিস্ময়কর হইত। কিন্তু ফিরআউন ও তাহার দলবল যেন কসম খাইয়া বসিয়াছিল তাহার কথা মানিবে না অবশেষে যখন তাহাদের প্রতি আযাব অবতীর্ণ হইল তখন যেন আযাব সরাইবার ক্ষমতা আর কাহার থাকিল না। অতএব একদিনে সকলকে ডুবাইয়া মারা হইল আর সেই যালেম জাতি সমূলে ধ্বংস হইল।

(٧٩) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

(٨٠) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

(٨١) فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ
اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

(٨٢) وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝ ع

৭৯. ফিরআউন বলিল তোমরা আমার নিকট সুদক্ষ যাদুকরদিগকে লইয়া আইস।

৮০. অতঃপর যখন যাদুকরেরা আসিল তখন উহাদিগকে মূসা (আ) বলিল তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করিবার নিক্ষেপ কর।

৮১. যখন তাহারা নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমরা যাহা আনিয়াছ তাহা যাদু আল্লাহ উহাকে অসার করিয়া দিবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের কর্ম সার্থক করেন না।

৮২. অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করিলেও আল্লাহ তাঁহার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত যাদুকরদের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা সূরা 'আরাফে উল্লেখ করিয়াছেন আর সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও পূর্বে উক্ত সূরায় করা হইয়াছে। এই সূরা , সূরা তা-হা ও সূরা শু'আরা-তেও ইহার আলোচনা হইয়াছে। যাদুকরদের বাহুল্য যাদু দ্বারা মূসা (আ)-এর প্রকাশ্য হকের মুকাবিলা করান ছিল ফিরআউনের উদ্দেশ্য কিন্তু ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টা হইয়া গিয়াছিল এবং ফিরআউন তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে নাই। এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহর দলীলসমূহের বিজয় হইল। আর সমস্ত যাদুকররা মাথা নত করিয়া সিজদায় পড়িয়া গেল— তাহারা বলিতে লাগিল আমরা তো রাব্বুল আলামীন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছি যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ – 'আরাফ-১২১-২২) ফিরআউর্ন ধারণা করিয়াছিল যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাহার মুকাবিলা যাদুকরদের দ্বারা সাহায্য গ্রহণ করিবে কিন্তু সে উহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে এবং দোযখের উপযোগী হইয়াছে।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى
اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ –

অর্থাৎ ফিরআউন বলিল আমার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকর হাযির কর যখন তাহারা হাযির হইল তখন মূসা (আ) বলিলেন তোমাদের যাহা কিছু নিক্ষেপ করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষেপ কর। আর মূসা (আ) তাহাদিগকে একথা এইজন্য বলিয়াছিলেন যে ফিরআউন তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিল যে যদি তোমরা বিজয়ী হইতে পার তবে আমার নৈকট্য লাভ করিবে এবং অনেক পুরস্কার দান করা হইবে।

قَالُوْا يَامُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى قَالَ بَلْ اَلْقُوْا

যাদুকররা বলিল “হে মূসা তোমরা পূর্বে নিক্ষেপ করিবে না আমরা পূর্বে নিক্ষেপ করিব— তিনি বলিলেন বরং তোমারই পূর্বে নিক্ষেপ কর (ত্ব-হা-৬৫-৬৬)।” মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য তাহাদের যাদুর যা বহর আছে তাহা প্রথমই প্রকাশিত হউক পরে মু‘জিযা প্রকাশিত হইলেই বাতিল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যখন যাদুকররা যাদুর রশি নিক্ষেপ করিল এবং দর্শকদের চক্ষুতে যাদু করিয়া দিল তখন যাদুকরদের রশিকে সাঁপের আকৃতিতে দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া গেল।

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَايُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

যাদুকরদের যাদু দেখিয়া মূসা (আ) ও ভীত হইয়া গেলেন, আমি বলিলাম তুমি ভীত হইও না তুমিই বিজয়ী হইবে। আর তোমার ডান হাতে যাহা আছে উহা তুমি ফেলিয়া দাও উহা অজগর হইয়া উহাদের সমস্ত সাঁপ গিলিয়া ফেলিবে। যাদুকররা যাহা কিছু করিয়াছে উহাতো যাদুকরের প্রতারণা—আর যাদুকর কখনো সফল হইতে পারে না (ত্বহা-৬৭-৬৮)। যখন তাহারা তাহাদের রশি নিক্ষেপ করিল তখন মূসা (আ) বলিলেন।

مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ – وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু পেশ করিয়াছ উহা তো যাদু আল্লাহ অবশ্যই উহা বাতিল করিয়া দিবেন অবশ্য আল্লাহ অনাচারকারীদের কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করেন না। তিনি সত্যের সত্যকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করিবেন যদিও উহা অপরাধীদের নিকট অপছন্দীয় হউক না কেন (ইউনুস-৮১-৮২)।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে হারিস (র)....লায়েস ইবনে আবূ সুলাইম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহর হুকুমে যাদু নষ্ট করা যায়।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া পানিকে ফুঁক দিবে এবং উক্ত পানি যাহাকে যাদু করা হইয়াছে তাহার মাথায় ঢালিয়া দিবে ইন-শাআল্লাহ যাদু হইতে মুক্তি লাভ হইবে। আয়াতগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَاجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ - وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ - فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَايُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى -

(٨٣) فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٥

৮৩. ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গ নির্যাতন করিবে এই আশংকায় তাহার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেহ তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। দেশে তো ফিরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে ছিল সীমালংঘনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইরশাদ করেন হযরত মূসা (আ) স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করিবার পর তাহার কওম হইতে মাত্র কয়েকজন যুবক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল অবশ্য তাহাদের অন্তরে এ ভয় ছিল যে পুনরায় তাহাদিগকে কুফরীর প্রতি প্রত্যাবর্তন করা হইতে পারে কারণ ফিরআউন ছিল অত্যন্ত যালেম, অহংকারী ও সীমাঅতিক্রমকারী। সে অত্যন্ত প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল এবং সাধারণ লোক তাহাকে দারুনভাবে ভয় করিত।

আল্লামা আওফী (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ এর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলেন, বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্রের লোক কেবল ফিরআউনের স্ত্রী এবং ফিরআউনের বংশের অন্য একজন লোক, ফিরআউনের খাযাঞ্চী ও তাহার স্ত্রী।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَمَا اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ এর তাফসীর বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন এখনে ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে বোঝান হইয়াছে। যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে ذُرِّيَّةٌ এর অর্থ قَلِيْل বা অল্প।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ذُرِّيَّةٌ দ্বারা সেই সমস্ত লোকের সন্তান-সন্ততি উদ্দেশ্য যাহাদের প্রতি হযরত মূসাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং যাহারা বহু পূর্বে তাহাদের সন্তান ছাড়িয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। ইবনে জরীর (র) মুজাহিদ (র) এর মতকে

প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলের সন্তান উদ্দেশ্য। ফিরআউনের বংশের সন্তান উদ্দেশ্য নয়। কারণ قَوْمِهٖ এর ضَمِيْر (সর্বনাম) নিকটতম বস্তুর দিকেই ফিরিয়া থাকে। এবং এখানে নিকটতম হইল مُوْسٰى শব্দটি فِرْعَوْنَ শব্দটি নয়। (ইবনে কাছীর (র) বলেন) কিন্তু এ মতটি সত্য কিনা তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। কারণ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা নওজোয়ান ও যুবকশ্রেণীর লোক উদ্দেশ্য আর তাহারা ছিল বনী ইসরাঈলের। অথচ যে কথা অধিক প্রসিদ্ধ তাহা হইল বনী ইসরাঈলের সমস্ত লোক হযরত মূসা (আ) এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে সুসংবাদও দান করা হইয়াছিল। তাহারা হযরত মূসা (আ) এর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহালও ছিল। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে ফিরআউনের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবে এবং তিনি ফিরআউনের উপর বিজয়ী হইবেন। একারণে যখন ফিরআউন একথা জানিতে পারিল তখন সে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে লাগিল যখন হযরত মূসা (আ) তাবলীগের উদ্দেশ্যে ফিরআউনের নিকট আসিলেন তখন ফিরআউন বনী ইসরাঈলকে বহু কষ্ট দিতে লাগিল। বনী ইসরাঈল তখন হযরত মূসা (আ)-কে বলিতে লাগিল আপনার আগমনের পূর্বেও ফিরআউন আমাদিগকে কষ্ট দিত আর পরও আমাদের প্রতি সেই কষ্ট অব্যাহত রহিয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা কিছু ধৈর্য ধারণ কর আল্লাহ তা'আলা অল্প দিনেই তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিবেন তখন তিনি দেখিবেন, তোমরা কি রূপ আমল কর। একথাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالُوْٓا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ
يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -(আরাফ -১২৯)

একথা সাব্যস্ত হইবার পর ذُرِّيَّةٌ দ্বারা হযরত মূসা (আ) এর কওমের যুবক সন্তান অর্থাৎ ذُرِّيَّةٌ দ্বারা বনী ইসরাঈলই কি ভাবে উদ্দেশ্য হইতে পারে? عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ অর্থাৎ ফিরআইন ও তাহার গোত্রীয় সরদারদের হইতে এই ভয় ছিল যে তাহারা তাহাদিগকে আবার কাফির হইতে বাধ্য করিবে আর বনী ইসরাঈলের মধ্যে কারূন ব্যতীত কেউ ছিল না যাহাকে তাহারা ভয় করিত। কারূন মূসা (আ) এর বংশধর ছিল। কিন্তু সেছিল বড় খোদাদ্রোহী ফিরআইনের বন্ধু জন। আর এখানে مَلَائِهِمْ এর ضَمِيْرُ (সর্বনাম)টি বনী ইসরাঈলের দিকে ফিরিয়াছে। কিন্তু যাহারা একই কথা বলে যে সর্বনামটি ফিরআউন ও তাহার গোত্রীয় লোকদের দিকে ফিরিয়াছে অথবা فِرْعَوْنَ এর পূর্বে اٰلِ শব্দটি উহ্য রহিয়াছে কারণ এবং مُضَافٌ এর স্থলে

مضاف اليه রাখিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের একথা যুক্তি সংগত নয়। যদিও ইবনে জরীর (র) দুইটি কথাই কোন কোন নুহুর আলিম থেকে লিখিয়াছেন। বনী ইসরাঈলরা সকলেই যে মুমিন ছিল তাহার প্রমাণ নিম্নের আয়াত।

(٨٤) وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ○

(٨٥) فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ○ۙ

(٨٦) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

৮৪. মুসা বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া থাক। যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁহারই উপর নির্ভর কর।

৮৫. অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিলাম। হে আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করিও না।

৮৬. এবং আমাদিগকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলকে এই কথা বলিয়াছিলেন يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ "হে আমার সম্প্রদায় যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়া থাক তবে তাঁহার ওপরই তাওয়াক্কুল কর যদি তোমরা সত্যিকারে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাক" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ আল্লাহ কি তাহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন (ঝু'মার-৩৬)। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তাহার জন্য যথেষ্ট (তালাক-৩১)।" আল্লাহ তা'আলা অনেক

সময় ইবাদত ও তাওয়াক্কুলের কথা একত্রেই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا আপনি বলিয়া দিন তিনি পরম দয়ালু আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও তাহার ওপর ভরসা করিয়াছি, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অতএব আপনি ইবাদত করুন এবং তাঁহার উপর ভরসা করুন। (মূলক-২৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই অতএব আপনি তাহাকেই কর্ম-সম্পাদনকারী হিসাবে গ্রহণ করুন্ (মুয্যাম্মিল-৯)। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাদিগকে প্রত্যেক সালাতে একাধিক বার اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন (ফাতেহা-৪)।

অতঃপর বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করিয়া এই কথা বলিয়াছে عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ। অর্থাৎ "আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করিয়াছি হে আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদিগকে যালিম কওমের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানাইবেন না (ইউনুস-৮৫)।" অর্থাৎ তাহাদিগকে আমাদের উপর সফল ও বিজয়ী করিবেন না। তাহা হইলে তাহারা এই কথাই বুঝিবে যে তাহারই সত্যের উপর আছে আর আমরা বাতিলের উপর। এইভাবে তাহারা আমাদের উপর আরো অধিক যুলুম করিবে। আবূ মিজলায ও আবূ যুহা হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে।

ইবনে আবূ নজীহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতের তাফসীর হইল, "হে আল্লাহ আপনি ফিরআউনের বংশধর দ্বারা আর আপনার পক্ষ হইতে কোন আযাব দ্বারা শাস্তি দিবেন না, তাহা হইলে ফিরআউনের সম্প্রদায় এই কথাই বলিবে যে তাহারা যদি সত্যের উপর হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত না আর আমরা তাহার ওপর বিজয়ী হইতে পারিতাম না। অতএব তাহারা আমাদের ওপর আরো অধিক যুলুম অত্যাচার করিবে।

আব্দুর রায্যাক (র)....মুজাহিদ (র) হইতে رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ। -এর এই তাফসীর বর্ণনা করেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয়ী করিবেন.না তাহা হইলে তাহারা আমাদের উপর যুলুম করিবে।

قَوْلُهٗ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ অর্থাৎ আপনার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদিগকে মুক্তি দান করুন। مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ সেই সমস্ত লোক হইতে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহা গোপন করিয়াছে। আর আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি আর আপনার উপরই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করিয়াছি।

(٨٧) وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৭. আমি মূসা ও তাহার ভ্রাতাকে প্রত্যাদেশ করিলাম, মিসরে তোমাদিগের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর। এবং তোমাদিগের গৃহগুলিকে ইবাদত গৃহ কর। সালাত কায়েম কর এবং মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের যুলুম হইতে মুক্তিদানের কারণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ)-কে নির্দেশ দান করিয়াছিরেন যে তোমরা স্বীয় জাতিকে লইয়া মিসরে যাও এবং তথায় বাসস্থান স্থাপন কর।

মাননীয় তাফসীরকারগণ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً এর তাফসীরের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছে। হযরত সাওরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের এই তাফসীর করেন, তাহাদিগকে তাহাদের ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বাসাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। হযরত সাওরী (র) ইবনে মানসূর এর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বর্ণনা করেন, বণী ইসরাঈলরা ছিল বড় ভীতসন্ত্রস্ত এ কারণেই তাহাদিগকে তাহাদের ঘরে সালাত আদায় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মুজাহিদ, আবূ মালেক, রবী ইবনে আনাস, যাহ্হাক, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও তাহার পিতা যায়েদ ইবনে আসলাস (র) অনরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ ফিরআউনের পক্ষ হইতে যখন বনী ইসরাঈলের উপর যুলুম অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন তাহাদিগকে অধিক সালাত আদায় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ হে ঈমাদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (বাক্বারা-১৫৩)। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে— যখনই নবী করীম (সা) ঘাবড়াইয়া যাইতেন তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন (আবূ দাউদ) এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— তোমরা তোমাদের প্রত্যেক ঘরসমূহকেই সালাতের স্থান বানাও আর তোমরা তথায় সালাত পড় এবং ঈমাদার লোকদিগকে সওয়াব ও আগত সাহায্যের সুসংবাদ দান কর (ইউনুস-৮৭)।

আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফিরআউনের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া বনী ইসরাঈলরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, আমরা ফিরআউনের লোকদের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে সালাত পড়িতে পারি না।

অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বাড়ীতেই সালাত পড়িবার অনুমতি দান করিলেন এবং তাহাদের ঘরসমূহ কিবলামুখী করিয়া নির্মাণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাঈলরা যখন তাহাদের উপাসনালয়ে সালাত পড়িলে ফিরআউন তাহাদিগকে হত্যা করিবে এই ভয়ে ভীত হইল তখন তাহাদিগকে কিবলামুখী করিয়া ঘর নির্মাণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। যেখানে তাহারা চুপিচুপি সালাত পড়িবে। কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, তাহাদিগকে এই নির্দেশ দেওয়া হইল যে তাহারা যেন তাহাদের ঘরগুলি একটা অন্যটার মুখামুখী করিয়া নির্মাণ করে।

(৮৮) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ
اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا
اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى
يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

(৮৯) قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৮৮. মূসা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক। তুমি ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করিয়াছ, যদ্বারা হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা মানুষকে তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদিগের প্রতিপালক! উহাদিগের সম্পদ বিনষ্ট কর উহাদিগের হৃদয়ে মোহর করিয়া দাও। উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।

৮৯. তিনি বলিলেন তোমাদিগের দুইজনের প্রার্থনা গৃহীত হইল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদিগের পথ অনুসরণ করিও না।

তাফসীর ঃ যখন ফিরআউন ও তাহার পরিষদবর্গরা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের গুমরাহী ও কুফরের উপর অটল থাকিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের যুলুম ও উৎপীড়নের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছিল। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে উহারই সংবাদ দান করিয়াছেন।

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَئَهُ زِيْنَةً হে আমাদের প্রতিপালক আপনি ফিরআউন ও তাহার পরিষদ বর্গকে পার্থিব আড়ম্বর ও বহু ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন رَبَّنَا لِيَضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ - لِيَضِلُّوْ এর يَاءَ কে যবরসহ পড়িলে অর্থ হইবে হে আমাদের প্রতিপালক আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত আড়ম্বর ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন অথচ আপনি জানেন যে তাহারা আমার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিবে না ইহা শুধুই তাহাদের প্রতি আপনার পক্ষ হইতে ঢিল দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ যেন তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি। অন্যান্য ক্বারীগণ لِيُضِلُّوْا এর يَا কে পেশসহ পড়িয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের প্রতি আপনার দানের দ্বারা তাহারা এই কথাই মনে করিবে যে আপনি তাহাদিগকে এই সমস্ত সম্পদ এই কারণেই দান করিয়াছেন যে, আপনি তাহাদিগকে ভালবাসেন। তাই যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট করিবে। رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ অতএব হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদের সম্পদ ধ্বংস করিয়া দিন (ইউনুস-৮৮)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, اُطْمِسْ অর্থ ধ্বংস করিয়া দিন। হযরত যাহ্হাক আবূল আলীয়াহ রবী ইবনে আনাস (র) বলেন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মালকে পাথরে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ফসলাদিকেও পাথরে পরিণত করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (র) বলেন, তাহাদের ভিটিও পাথরের রূপ ধারণ করিয়াছিল।

ইবনে আবূ হাতিম (রা) বলেন ইসমাঈল ইবনে আবূল হারিস (র)....মুহাম্মদ ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নিকট সূরা ইউনুস পাঠ করিলেন। যখন তিনি قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَئَهُ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا হইতে رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ পর্যন্ত পৌঁছলেন! তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয জিজ্ঞাসা করিলেন হে আবূ হামজা! طَمْسٌ কাহাকে বলে উত্তরে তিনি বলিলেন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদ পাথরে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই হইল طمس তখন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র) তাহার এক গোলামকে বলিলেন, অমুক থলেটা আমার নিকট লইয়া আস। গোলাম থলেটি লইয়া আসিলে দেখা গেল যে উহার মধ্যে যে ডিম ও ছোলা রাখা ছিল তাহা পাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। قَوْلُهُ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করেন, "তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিন" فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যেন তাহারা যাবত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি না দেখিয়া লয় তাহারা ঈমান আনিতে না পারে।

হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া এই দু'আ করিয়াছিলেন, তবে তাহার এই ক্রোধ ছিল আল্লাহর ও তাহার দ্বীনের জন্য যেমন হযরত নূহ (আ) তাহার জাতির বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا হে আমার প্রতিপালক ! এই পৃথিবীতে কাফিরদের একটি লোকও জীবিত রাখিবেন না যদি আপনি তাহাদিগকে জীবিত রাখেন তাহা হইলে তাহারা আপনার বান্দাদিগকে গুমরাহ করিবে আর কেবল কাফির সন্তানই জন্ম দিবে (নূহ-২৬-২৭)।

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করিলেন যাহার সাথে সাথে তাঁহার ভ্রাতা হযরত হারূন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَاتُكُمْ অর্থাৎ— তোমাদের দু'আ কবূল করা হইয়াছে।

আবূল আলীয়াহ, আবূ সালেহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী, রবী ইবন আনাস (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) দু'আ করিয়াছিলেন আর হযরত হারূন (আ) আমীন বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ ফিরাউনকে ধ্বংস করিবার জন্য তোমরা যে দু'আ করিয়াছ তাহা কবূল করা হইল। এই আয়াত দ্বারা একদল উলামায়ে কিরাম এই কথা প্রমাণ করেন যে ইমামের কিরাত শেষে মুক্তাদীর আমীন বলা তাহার সূরা ফাতেহা পাঠ করা সমতুল্য। কারণ এখানে হযরত মূসা (আ) একাই দু'আ করিয়াছিলেন, আর হযরত হারূন (আ) শুধু আমীন বলিয়াছিলেন। অথচ আয়াতে উভয়েই দু'আ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا অর্থাৎ— আমি তোমাদের দু'আ কবূল করিয়াছি অতএব তোমরা আমার নির্দেশের উপর অটল থাক। হযরত ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন فَاسْتَقِيْمَا এর অর্থ তোমরা আমার নির্দেশ পালন করিতে থাক। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন হযরত মূসা (আ)-এর এই দু'আর পর ফিরআউন চল্লিশ বছর জীবিত ছিল তাহার পর সে ধ্বংস হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, চল্লিশ দিন জীবিত থাকিবার পর ধ্বংস হইয়া যায়।

(٩٠) وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ
بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰىٓ اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
الَّذِىٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○
(٩١) آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○
(٩٢) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۫ ○

৯০. আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করাইলাম এবং ফিরআউন ও তাহার সৈন্য বাহিনী বিদ্বেষ পরবশ হইয়া ও ন্যায়ের সীমালংঘন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হইল তখন সে বলিল, আমি বিশ্বাস করিলাম বনী ইসরাঈল যাহাতে বিশ্বাস করে, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

৯২. আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ফিরআউন ও তাহার সেনাবাহিনীর ডুবিয়া যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। বনী ইসরাঈল যখন হযরত মূসা (আ)এর সহিত মিসর হইতে বাহির হইয়াছিল তখন ছোট বাচ্চাদের বাদ দিয়া তাহাদের যোদ্ধা সংখ্যা ছিল দুইলক্ষ। তাহারা কিবতীদের নিকট হইতে অনেক গহনা ধার হিসাবে নিয়াছিল এবং সেই সমস্ত গহনাসহই তাহারা পলায়ন করিয়াছিল এই কারণে তাহাদের প্রতি ফিরআউনের আরো অধিক ক্রোধ ছিল। অতঃপর সে দেশের বিভিন্ন এলাকা হইতে সৈন্য সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করিল এবং এক বিরাট সেনা বাহিনী লইয়া বনী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করিল। আল্লাহ তা'আলার ইহাই ইচ্ছা ছিল। অতএব সারা দেশের ধন-সম্পদশালী লোকদের কেহই তাহার সহিত যোগ দিতে বিরত থাকিল না। অতঃপর তাহারা সূর্যোদয় কালেই বনী ইসরাঈলের নিকট গিয়া পৌঁছিল। فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ যখন উভয় দল পরস্পর একে অন্যকে দেখিয়া ফেলিল তখন হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বলিয়া উঠিল, এখন তো তাহারা আমাদিগকে ধরিয়াই ফেলিবে (শু'আরা-৬১)। এই সময় বনী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। ফিরআউন তাহার সেনাবাহিনীসহ

তাহাদের পশ্চাতে ছিল এখন উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। হযরত মূসা (আ) এর সাথীরা বার বার এই প্রশ্নই করিতেছিল যে কিভাবে তাহারা মুক্তি পাইতে পারে? হযরত মূসা (আ) বলিতে লাগিলেন, আমাকে তো এই নদীর মধ্যেই চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। كَلَّآ اِنَّ مَعِيَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ। তাহারা আমাদিগকে কখনো ধরিতে পারিবে না আল্লাহ আমার সাথেই আছেন যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করিবেন (শু'আরা-৬২)। যখন তাহারা চরমভাবে নিরাশ হইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করিয়াছিলেন, এবং মূসা (আ) কে নদীতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে নির্দেশ দিলেন, অতঃপর মূসা (আ) লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন এবং সাথে সাথেই নদী বিভিন্ন খন্ডে বিভক্ত হইয়া গেল এবং প্রত্যেক খন্ড বিরাট বিরাট পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ হইল। এই ভাবে নদীতে প্রত্যেক দলের জন্য এক একটি পথ হইয়া মোট বারটি পথ হইয়া গেল। নদীর মাঝে কাদা শুকাইবার জন্য আল্লাহ বায়ুকে নির্দেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা শুকাইয়া চলিবার উপযুক্ত হইয়া গেল। لَاتَخَافُ دَرَكًا وَّلَاتَخْشٰى এখন না তাহাদের ধরা পড়িবার ভয় আছে আর না ডুবিয়া যাওয়ার! পানির প্রাচীরের মাঝে জানালা করিয়া দেওয়া হইল যেন প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্রকে দেখিতে পারে এবং তাহাদের ধ্বংস হইবার আশঙ্কা না করে। যখন বনী ইস্রাঈলের সর্বশেষ ব্যক্তিও নদী পার হইয়া কূলে পৌছল তখন ফিরআউনের দলবল নদীর অপর তীরে পৌছল। ফিরআউনের সেনাবাহিনীতে কালো অশ্বরোহীর সংখ্যাই ছিল এক লক্ষ। ইহা ছাড়া অন্যান্য রঙ্গের অশ্বরোহীও ছিল অনেক। ইহা দ্বারা তাহার সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের অনুমান করা যায়। ফিরআউন যখন এই ভয়ানক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিল তখন সে ভীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে মুক্তির সময় পার হইয়া গিয়াছিল এবং ভাগ্যের নির্ধারিত পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতেই হইল। হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবূল করা হইল। হযরত জিবরীল একটি মাদী অশ্বের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন ফিরআউনের নর অশ্বের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন মাদী অশ্ব দেখিয়া নর অশ্বটি চিৎকার করিয়া উঠিল।

হযরত জিবরীল তাঁহার মাদী অশ্বটি লইয়া নদীতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। তখন নর অশ্বটিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল। ফিরআউন উহাকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে নদীতে পড়িতে হইল। অতঃপর তাহার বিরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য তাহার সর্দারদিগকে আহবান করিয়া বলিল, নদীতে প্রবেশ করিবার জন্য বনী ইসরাঈল আমাদের থেকে অধিক যোগ্য নয়। অতঃপর তাহারা সকলেই নদীতে ঝাপাইয়া পড়িল। হযরত মীকাঈল সকলের পশ্চাতে ছিলেন তিনি

ফিরআউনের সেনা বাহিনীকে তাড়া করিয়া অগ্রসর করিতে লাগিলেন। অতঃপর একজনও আর নদীতে প্রবেশ করিতে অবশিষ্ট থাকিল না। যখন তাহারা সকলেই নদীতে প্রবেশ করিল এবং যখন বনী ইসরাঈলের প্রত্যেকই নদী পার হইয়া কূলে পৌঁছাইয়া গেল তখন আল্লাহ তা'আলা নদীর বিভিন্ন খন্ডকে আবার মিলাইয়া দিলেন। ফলে ফিরআউনের দলের একটি প্রাণীও বাঁচিতে পারিল না। নদীর প্রকাণ্ড ঢেউ তাহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিতে আবার নিম্নে তলাইয়া উঠা নামা করিতে লাগিল। ফিরআউন তখন মৃত্যুর সহিত পাঞ্জা লড়িতে লড়িতে মৃত্যু কষ্ট ভোগ করিতে শুরু করিল তখন সে বলিয়া উঠিল اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ "আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে, সেই সত্তা ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই যাহার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে আর আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। ফিরআউন এমনই এক সময় ঈমান আনিল যখন তাহার ঈমান কোন কাজে আসিল না فَلَمَّا رَاَوْ بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ অতঃপর যখন তাহারা আমার আযাব দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল আমরা কেবল এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি আর কুফরী ও শিরক হইতে বিরত হইয়াছি فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْ بَاْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ— তাহারা যখন আমার আযাব দেখিতে পাইল তখন তাহাদের ঈমান কোন ফায়দা দিল না তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে ইহাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম আর কাফিররা ক্ষতিগ্রস্তই হইবে। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের বক্তব্যের জওয়াবে বলিলেন اَلْاٰنَ قَدْ عَصَيْتَ অর্থাৎ এখন তুমি এই কথা বলিতেছ অথচ ইহার পূর্বে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছ। وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ আর তুমি ছিলে পৃথিবীতে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা মানুষকে গুমরাহ করিত وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ তাহাদিগকে আমি দোযখের প্রতি আহ্বান করিবার জন্য নেতা বানাইয়াছিলাম। আর কিয়ামতে তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। ফিরআউনের এই কথা যে "আমি বনী ইসরাঈলের প্রভুর প্রতি ঈমান আনিয়াছি" হইল গায়েবের কথা যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-কেই অবগত করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুলায়মান ইবনে হরব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ফিরআউন যখন اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَائِلَ বলিল, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, জিবরীল (আ) বলিলেন তখন আমি নদীর কাঁদামাটি হাতে লইয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্র উদ্দেলিত না

হয়। ইমাম তিরমিযী ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহারা হাম্মাদ ইবন সালামা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি 'হাসান' আবূ দাউদ তয়ালেমী (র) বলেন, শু'বা (র)....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন জিবরীল (আ) আমাকে বলিয়াছেন, আপনি যদি সেই অবস্থাটি প্রত্যক্ষ করিতেন যখন আমি নদীর কাঁদা মাটি উঠাইয়া ফিরআউনের মুখে পুরিয়া দিয়াছিলাম যেন আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তরঙ্গ না আসিতে পারে। আবূ ঈসা তিরমিযী ইবনে জরীর (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি শু'বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব সহীহ। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না (র)...ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অবশ্য শু'বার দুইজন শায়খের একজন মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সায়ীদ আশজ্জ (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনকে ডুবাইয়া দিলেন তখন সে স্বীয় আঙুলী দ্বারা ইশারা করিয়া উচ্চস্বরে বলিল اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَاۤئِيْلَ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হযরত জিবরীল তখন এই আশংকা করিলেন আল্লাহর রহমত তাহার ক্রোধ হইতে আগে বাড়িয়া না যায়। অতএব তিনি তাঁহার ডানার সাহায্যে কাঁদামাটি তুলিয়া তাহার মুখে পুরিয়া দিলেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী হইতে তিনি আবূ খালেদ হইতে মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবূ হোরায়রা (রা) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর (র) বলেন ইবনে হুমাইদ (র) .....আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাকে জিবরাঈল (আ) বলেন, আপনি যদি দেখিতেন সেই করুন অবস্থা যেই দিন আমি ফিরআউনকে নদীতে ডুবাইয়া দিয়াছি এবং তাহার মুখে মাটি পুরিয়া দিয়াছি যেন আল্লাহ রহমত তাহার প্রতি প্রবর্তিত হইয়া সে ক্ষমা প্রাপ্ত না হয়। ফাহীর ইবনে মাজান রাবী সম্পর্কে ইবনে মুঈন (র) বলেন আমি তাহাকে চিনি না। আবূ যার'আ ও আবূ হাতিম (র) বলেন উক্ত রাবী মাজহুল (অপরিচিত) এ ছাড়া অন্যান্য রাবীসমূহ নির্ভরযোগ্য। পূর্ববর্তীগণের এক দল যথা কাতাদাহ, ইবরাহীম, তায়সী, ও ময়সুন ইবনে মিহরান (র) উক্ত হাদীসকে মুরসাল রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহ্‌হাক ইবনে কায়স (র) থেকে উল্লেখ আছে যে তিনি এই হাদীস জন সমক্ষে বর্ণনা দিয়া খুতবা দিয়াছেন। আল্লাহই সঠিক জানেন।

قَوْلُهٗ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ الاية হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও পূর্ববর্তী অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, কোন কোন বনী ইসরাঈল

ফিরআউনের মৃত্যু সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন যে, ফিরআউনের দেহকে তাহার পোশাকসহ যমীনের কোন একটি উচ্চস্থানে নিক্ষেপ কর যেন মানুষের নিকট তাহার মৃত্যু নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। একারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ অর্থাৎ যমীনের এক উচ্চস্থানে তোমাকে উঠাইয়া রাখিতেছি بِبَدَنِكَ তোমার শরীরকে হযরত কাতাদাহ (র) বলে بَدَنٍ দ্বারা নির্জীব শরীর বোঝান হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) বলেন, بَدَنٍ দ্বারা এখানে ফিরআউনের এমন লাশ বোঝান হইয়াছে যাহা পচিয়া গলিয়া যায় নাই বরং যাহা সম্পূর্ণ অবিকৃতাবস্থায় রহিয়াছে, যেন মানুষ উহা দেখিয়াই ফিরআউনের লাশ বুঝিতে পারে। আবূ দুখর (র) বলেন, بَدَنٍ দ্বারা ফিরআউনের পোশাক বোঝান হইয়াছে। অবশ্য এই সমস্ত মতামতের মধ্যে পারস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নাই। لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً অর্থাৎ— যেন পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলের জন্য এইকথার প্রমাণ হইয়া যায় যে তোমার মৃত্যু ঘটিয়াছে আর আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান তাহার ক্রোধের সম্মুখে কিছু টিকিয়া থাকিত পারে না। وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ— অধিকাংশ লোক আমার নিদর্শন হইতে বে-খবর অর্থাৎ তাহারা নসীহত গ্রহণ করে না।

ফিরআউন ও তাহার সাথীদের ধ্বংস সংঘটিত হইয়াছিল আশুরার দিনে। ইমাম বুখারী (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, গুন্দার.... ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন ইয়াহূদীরা আশুরার সাওম পালন করিত তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই দিনে সাওম রাখ কেন? তাহারা বলিল, এইদিনে হযরত মূসা (আ) ফিরাউনকে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, তোমরা ইয়াহূদী জাতি হইতে এই সাওম রাখিবার অধিক হকদার। অতএব তোমরা এই দিনে সাওম রাখিবে।

(٩٣) وَلَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

৯৩. আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে বসবাস করাইলাম এবং আমি উহাদিগকে উত্তম জীবনোপকরণ দিলাম। অতঃপর উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিলে উহারা বিভেদ সৃষ্টি করিল। উহারা যে বিষয়ে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছিল তোমার প্রতিপালক তাহাদের মধ্যে কিয়ামতের দিনে উহার ফায়সালা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে দ্বীনী ও পার্থিব নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, আমি তাহাদিগকে উত্তম বসবাসের স্থান দান করিযাছিলাম। (مُبَوَّأ، صِدْقٍ) কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী মিসর ও সিরীয়ার এলাকাসমূহ বুঝান হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরআউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, তখন মিসরের উপর হযরত মূসা (আ) এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইরশাদ হইয়াছে,

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُه وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ -

অর্থাৎ— আমি সেই জাতিকে উত্তরাধিকার বানাইয়াছি যাহাদিগকে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র দুর্বল মনে করা হইত। আমি তাহাদিগকে বরকত দান করিয়াছি এবং বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে। আর ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় যে সমস্ত প্রাসাদ তৈয়ার করিয়াছিল আমি তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ('আরাফ-১৩৮)। আরো ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ -

অর্থাৎ— আমি তাহাদিগকে বাগান ও ঝর্ণাসমূহ হইতে বাহির করিয়াছি তাহার ধনভান্ডার তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছি এবং বনী ইসরাঈলকে সেই সমস্ত কিছুর উত্তাধিকার করিয়া দিয়াছি (শু'আরা-৫৭-৫৯)। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ তাহারা বহু বাগান ও ঝর্ণা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

বনী ইসরাঈল সদা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস শহরে যাইবার আবদেন নিবেদন করিত। বাইতুল মুকাদ্দাস ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শহর। সেকালে উহা আমালিকাদের দখলে ছিল। বনী ইসরাঈলকে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বলা হইল কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়া বসিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে 'তীহ' ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত ঘুরাইতে থাকিলেন। হযরত হারূন (আ) তথায় প্রথম মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)ও ইন্তেকাল করেন। অবশ্য তাহাদের ইন্তেকালের পর হযরত "ইউশা ইবনে নূন" এর সাহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে বাহির হইল এবং আল্লাহ তা'আলা আমালিকা জাতির ওপর তাহাদিগকে বিজয়ী করিলেন। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের করতলেই রহিল। পরবর্তীকালে বুখত

নাসার উহা দখল করিয়া নিল। অতঃপর পুনরায় বনী ইসরাইল উহা দখল করে। তাহার পর গ্রীক সম্রাটদের করতলে চলিয়া যায় এবং দীর্ঘকাল তাহারা সেখানে রাজত্ব করিতে থাকে।

এই সময়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে প্রেরণ করেন। তখন ইয়াহূদীরা গ্রীক সম্রাটের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। তাহারা গ্রীক সম্রাটের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিল এবং বলিল ঈসা (আ) প্রজাদের মধ্যে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিতেছেন। অতঃপর গ্রীক সম্রাট তাহাকে শুলী দিতে চাহিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে সফল হইতে পারিল না বরং হযরত ঈসা (আ) এর একজন অনুগত হাওয়ারীকে ঈসা ধারণা করিয়া তাহাকেই শুলী দিন। আল্লাহ তাআরা ইরশাদ করেন ঃ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا অর্থাৎ— নিসন্দেহে তাহারা ঈসা (আ) কে হত্যা করিতে পারে নাই বরং তাহাকে নিজের কাছে উঠাইয়া লইয়াছেন। আল্লাহ বড়ই প্রতাপ ও কৌশলের অধিকারী (নিসা-১৫৭-১৫৮)।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় তিনশত বছর পর একজন গ্রীক সম্রাট 'কুসতুনতীন' খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিল সে ছিল একজন দার্শনিক। বলা হইয়া থাকে যে সে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যেই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এই ধর্মে ফিৎনা করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পাদ্রীরা তাহাদের নির্দেশে নতুন নতুন আইন কানুন প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেক নতুন নতুন বিষয় সে এ ধর্মে আবিষ্কার করিল। বহু উপাসনালয় নির্মাণ করিল। খৃস্টধর্ম তখন খুব বিস্তার করিল এবং উহাতে বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হইল। এবং সঠিক ধর্মের বিরোধিতা হইতে লাগিল। মূল ধর্ম কেবল কয়েকজন উপাসকের মধ্যেই সীমিত রহিয়া গেল। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারাও রাহেবদের ন্যায় বনে জঙ্গলে গির্জা নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। সিরীয়া জাযীরা ও রূমের উপর খৃস্টানদের প্রভুত্ব বিস্তার লাভ করিল। এই সম্রাট দ্বারাই কুসতুনতুনীয়া, কুমামাহ শহর আবাদ হইল। বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহমেও বহু গির্জা নির্মাণ হইল। ইহা ছাড়া আরো অনেক শহর সে আবাদ করিল এবং অনেক বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিল। তাহার আমল হইতেই ক্রস পূজা শুরু হইয়াছিল এবং ইহা দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল তথায় গির্জাও নির্মিত হইয়াছিল। শূকরের মাংস বৈধ করা হইয়াছিল এবং ধর্মের মৌলিক ও গৌলিক ব্যাপারে নানা প্রকার আশ্চার্য ধরনের নতুনত্বের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ছোট আমানতের বিধান রচনা করিয়া উহার নাম রাখিয়াছিল বড় আমানত। সম্রাটের নির্দেশে শরীয়তের অনেক নতুন নতুন বিধান রচনা করা হইয়াছিল।

বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পর্যন্ত সে সকল শহরের উপর তাহাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। অবশেষে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেন।

وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ অর্থাৎ— আমি তাহাদিগকে উত্তম পবিত্র খাদ্য-সামগ্রি দান করিয়াছি।

فَمَا اخْتَلَفُوْا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ অর্থাৎ— আল্লাহর পক্ষ হইতে শরীয়তের সঠিক জ্ঞান আসিবার পরই তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিয়াছে অথচ এই বিরোধের কোন কারণ নাই। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত, ইয়াহূদী জাতি একাত্তুর দলে বিভক্ত এবং খৃষ্ট জাতি বিভক্ত হইয়াছে বাহাত্তুর দলে। আর এই উম্মত বিভক্তি হইবে তেহাত্তর দলে, অথচ মাত্র একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এবং অবশিষ্ট বাহাত্তুর দল দোযখে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা কাহারা? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ আছেন সেই পথে পরিচালিত লোকজনই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই আল্লাহ তাআল ইরশাদ করেন اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিবেন يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ কিয়ামত দিবসে সেই ব্যাপারে যেই ব্যাপারে তাহারা বিরোধ করিত (ইউনুস-৯৩)।

(٩٤) فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۙ ○

(٩٥) وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(٩٦) اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ ○

(٩٧) وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

৯৪. আমি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি উহাতে যদি তুমি সন্দিগ্ধচিত্ত হও তবে তোমার পূর্বের কিতাব যাহারা পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার নিকট সত্যই আসিয়াছে। তুমি কখনও সন্দিগ্ধচিত্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৯৫. এবং যাহারা আল্লাহ নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তুমি কখনও তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তাহা হইলে তুমিও ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৬. যাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা ঈমান আসিবে না।

৯৭. এমনকি উহাদিগের নিকট প্রত্যেকটি নির্দশন আসিলেও যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ ইবনে দিআমাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “আমি সন্দেহও করি না আর জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি না।” হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং হাসান বসরী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার বলেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে স্বীয় শরীয়তের উপর দৃঢ় থাকিবার জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। এবং এই কথা জানানো হইয়াছে যে, নবী করীম (সা)-এর গুণাবলী পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্যেও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلَ অর্থাৎ যাহারা উম্মী নবীর অনুসরণ করে তাহারা এই কারণে অনুসরণ করে যে তাহারা তাহার গুণাবলীর কথা তাওরাত এবং ইঞ্জীলেও লিখিত পায় ('আরাফ-১৫৭)। তাহারা নবী করীম (সা)-এর রিসালতের সত্যতা এত ভালভাবে জানে যেমন তাহাদের সন্তান-সন্তুতিদিগকে জানে। ইহা সত্ত্বেও তাহারা এই সত্যকে গোপন করে এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে। দলীল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনে না। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ—যে ঈমান তাহাদের জন্য উপকারী সেই ঈমান তাহারা আনিবে না (ইউনুস-৯৬)। এই কারণেই যখন হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সর্দারদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ- অর্থাৎ— হে আমাদের প্রতিপালক তাহাদের মালসমূহ ধ্বংস করিয়া দিন এবং তাহাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগাইয়া দিন যেন তাহারা যাবত না যন্ত্রণাদয়ক আযাব দেখিবে ঈমান না আনিতে পারে (ইউনুস-৮৮)। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ আরো ইরশাদ করিয়াছেন

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ-

অর্থাৎ— যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্তাও অবতীর্ণ করি, মৃত লোকেরা তাহাদের সহিত কথা বলিতেও শুরু করে আর আমি সমস্ত বস্তু তাহাদের সম্মুখে জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না। আর তাহাদের তো অধিকাংশই মূর্খ (আন'আম-১১১)।

(৯৮) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ؕ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝

৯৮. তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতিত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদিগের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন বিশ্বাস করিল তখন আমি তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হইতে মুক্ত করিলাম এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে কোন নবীর উম্মত এমন ছিল না তাহাদের সকলেই ঈমান আনিয়াছে বরং যে জাতির প্রতি আমি কোন নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই কিংবা অধিকাংশ প্রেরিত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

বান্দাদের প্রতি আফসোস, যে তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসে, তাহারা তাঁহার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে (ইয়াসিন-৩০)।

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ

অনুরূপভাবে পূর্বে যখন কোন রাসূল তাহাদের নিকট আসিয়াছে তখনই তাহারা বলিয়াছে এ তো যাদুকর, কিংবা পাগাল (যারিয়াত-৫২)।

وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ— আপনার পূর্বে যে কোন জনপদে কোন ভীত প্রদর্শনকারী প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তবান লোকেরা এই কথা বলিয়াছে যে আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকেই অনুসরণ করিয়া চলিব (যুখরুফ-২৩)।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে আমার নিকট পেশ করা হইয়াছে— কিন্তু কোন কোন নবীর সাথে তাঁহার অনুসারীদের বিরাট বিরাট দল ছিল আবার কোন নবীর সহিত একজন আর কোন নবীর সহিত দুইজন আবার কোন নবীর সহিত একজনও ছিল না। অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ) এর অধিক উম্মতের কথা উল্লেখ করিলেন। তাহার পর নিজের উম্মতের আধিক্যের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা মাশরিক ও মাগরিবের উভয় প্রান্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মোটকথা কেবল মাত্র হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম ব্যতিত অন্য কোন নবীর সকল উম্মত ঈমান গ্রহণ করেন নাই। ইউনুস (আ)-এর কওম ছিল 'নীনূয়া' এর অধিবাসী তাহারা আযাব দেখিবার পর ভয়ে ঈমান আনিয়াছিল। আল্লাহর আযাবে ভীত হইয়া আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার কওম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার কওম অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিল। আল্লাহর নিকট তাহারা ফরিয়াদ করিতে লাগিল এবং স্বীয় সন্তান-সন্তুতি ও জীব-জন্তু লইয়া আল্লাহর দরবারে হাযির হইয়া তাহাদের নবী যেই আযাব হইতে তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া দু'আ করিতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা তখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন। যেই আযাব তাহাদের উপর আসিয়াছিল তিনি তাহা সরাইয়া দিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

اَلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ -

অর্থাৎ— হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম যখন ঈমান আনিল আমি তখন পার্থিব জীবনে তাহাদের নিকট হইতে অপমানকর আযাব দূর করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন যাপন করিতে দিলাম (ইউনুস-৯৮)।

তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন যে ইউনুস (আ) এর কওমকে কি কেবল পার্থিব শাস্তি হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল না পরকালের শাস্তি হইতেও তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল? কেহ কেহ বলেন, কেবল পার্থিব শাস্তি হইতেই মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল যেমন আয়াতে কারীমা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। আর কেহ কেহ বলেন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنَ অর্থাৎ— আমি তাহাকে (হযরত ইউনুস (আ)-কে) এক লক্ষ বরং ততধিক লোকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম অতঃপর তাহারা ইমান আনিল ফলে আমি তাহাদিগকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সাচ্ছন্দের জীবন দান করিলাম (সাফ্ফাত-১৪৭-১৪৮)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে তাহারা ঈমান আনিয়াছিল। তাহাদের উপর ঈমান শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, আর ঈমান পরকালের আযাব হইতে মুক্তি দান করিবার জন্য যথেষ্ট এবং ইহাই প্রকাশ।

হযরত কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে আযাব আসিবার পর কোন কওম ঈমান আনিলে উহা তাহাদের জন্য উপকারী হয় না এবং তাহারা আযাব হইতে মুক্তিও পায় না। কিন্তু হযরত ইউনুস (আ) তাহার কওমকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিল যে এখন আর আযাব হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে না তখন তাহাদের অন্তরে তওবার অনুভূতি সৃষ্টি হইল। তাহারা চটের পোশাক পরিধান করিয়া নিজের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইল এবং তাহাদের জীব-জন্তু ও তাহাদের সন্তানদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া মাঠে জমা করিল এবং চল্লিশ রাত পর্যন্ত আল্লাহ দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহারা সত্য সত্যই তওবা করিয়াছে এবং বিগত জীবনের কর্মকান্ডের প্রতি তাহাদের অনুশোচনা আসিয়াছে তখন তিনি আযাব সরাইয়া দিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-এর কওম 'মুসিল' এর নীনূওয়া নামক স্থানে বসবাস করিত। ইবনে মাসউদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) لَوْلَاكَانَتْ এর স্থলে هَلَّاكَانَتْ পড়িতেন।

আবূ ইমরান, (রা) আবূলজলদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন তাহাদের ওপর আযাব অবতীর্ণ হইল তখন উহা তাহাদের মাথার ওপর তদ্রূপ ঘুরপাক খাইতে লাগিল যেমন অন্ধকার রাতে মেঘের টুকরা উপরে ঘুরপাক খায়। অতঃপর তাহারা একজন আলেমের নিকট গিয়া বলিল, আপনি আমাদিগকে একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহার বরকতে আমরা এই আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তখন তিনি বললেন তোমরা এই দু'আ পড় يَاحَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ يَاحَيُّ مُحْيِ الْمَوْتٰى يَاحَيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ অতঃপর এই দু'আ পড়িতে পড়িতে তাহাদের নিকট হইতে আযাব দুরীভূত হইল। সূরা সাফ্ফাতে ইন্শাআল্লাহ পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইবে।

(٩٩) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ؕ اَفَاَنْتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ o

(١٠٠) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ نُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ يَجْعَلُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ o

৯৯. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই ঈমান আনিত তবে কি তুমি মু'মিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?

১০০. আল্লাহ হুকুম ব্যতিত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাহাদিগকে কলুষলিপ্ত করেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করিতেন তবে সকলেই ঈমান আনিত কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন তাহা হিকমত শূন্য হয় না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ
وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থাৎ—যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিয়া দিতেন কিন্তু তাহারা সদা বিভিন্ন মতের থাকিবে। কিন্তু যাহাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আছে তাহারা সঠিক পথে চলিবে আর এই জন্যই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই কলেমা পূর্ণ হইবেই। "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে মানুষ ও জ্বিন দ্বারা পরিপূর্ণ করিব।" আর এই কারণেই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ আপনি কি মানুষকে যবরদস্তি করিবেন। حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— তাহাদিগকে মুমিন বানাইবার দায়িত্ব আপনার নয় আর তাহারা ঈমান না আসিলে আপনার কোন ক্ষতিও নাই। বরং يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ لِنَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। আপনি তাহাদের প্রতি আফসোস করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবেন না।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ - আপনার ওপর তাহাদিগকে হেদায়াত দেওয়ার দায়িত্ব নয় কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اِلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ সম্ভবতঃ আপনি নিজের সত্তাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এই কারণে যে তাহারা ঈমান আনে না।

اِنَّكَ لاَتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ আপনি যাহাকে হেদায়াত করিতে ভালবাসেন তাহাকে আপনি হেদায়ত করিতে পারিবেন না।

فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَاب আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছাইয়া দেওয়া হিসাব লইবার দায়িত্ব আমার فَذَكِّرْ اِنَّمَااَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ مُسَيْطِرٌ আপনি তাহাদিগকে নসীহত করুন, আপনি তো কেবল নসীহতকারী তাহাদের উপর আপনি কর্ম নিয়ন্ত্রক নহেন। এই সমস্ত আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করিতে পারেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহও করিতে পারেন। কারণ তিনি হিকমত ও ইনসাফের অধিকারী।

এই কারণেই তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ يُّؤْمِنَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ

আল্লাহর ইচ্ছা ও নির্দেশ ব্যতিত কেহ ঈমান আনিতে পারে না। رِجْسٌ অর্থ ফাসাদ ও গুমরাহ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে জ্ঞান বিবেক দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না তাহাদিগকে তিনি গুমরাহ করিয়া দেন। এবং আল্লাহ হেদায়েত দানে ও গুমরাহ করা সর্বাবস্থায়ই ইনসাফের অধিকারী।

(١٠١) قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٠٢) فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝

(١٠٣) ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০১. বল, আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।

১০২. ইহারা কি ইহাদিগের পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে উহার অনুরূপ ঘটনারই প্রতীক্ষা করে? বল তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতিক্ষা করিতেছি।

১০৩. পরিশেষে আমি আমার রাসূলদিগকে এবং মু'মিনদিগকেও এইভাবে উদ্ধার করি। আমার দায়িত্ব মু'মিনদিগকে উদ্ধার করা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাহার বান্দাদিগকে আসমান যমীনে তাহার সৃষ্টিকুলের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, যেমন আসমানে নক্ষত্র পুঞ্জ, চলমান নক্ষত্র ও অচলমান নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য রাত ও দিন এবং রাত-দিনের আবর্তন বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অনুরূপভাবে এই ব্যাপারেও চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে কিভাবে রাত দিনের মধ্যে এবং দিন রাতের মধ্যে প্রবেশ করে। কখনো রাত বড় হয় আবার কখনো দিন। কিভাবে আল্লাহ আসমানকে উচ্চ ও প্রশস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা উহাকে কিরূপ সুশুভিত করিয়াছেন। আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যাইবার পর পুনরায় উহাকে সজীব করেন। বৃক্ষলতায় নানা প্রকার ফলফুল সৃষ্টি করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। আর সেখানে নানা প্রকার নানা রঙ্গের জীব-জন্তু ও নানা প্রকার পশু-পক্ষী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল উপত্যকা ও জনবসতী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সমূদ্রের তলদেশে নানা প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টি—উহার তরঙ্গমালা উহার জোয়ার ভাটা এবং এতদসত্ত্বেও সমুদ্র সফরকারীদের জন্য উহার অনুগত হইয়া যাওয়া এবং জাহাজ চলাচল করা এবং এই সব কিছুই পরম ক্ষমতাবান আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ হইতে পারে না। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে এই সমস্ত নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-ভাবনা করিতে কোন সাহায্য করে না। قَوْلُهٗ وَمَا تَنْفَعِى الْاٰيَاتِ وَالنُّذُرِعَنْ قَوْمٍ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ— আসমান ও যমীনের নির্দেশাবলী এবং দলীল প্রমাণসমূহ যাহা আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যতা প্রমাণ করে ইহার কোনটাই কাফিরদের কোন কাজে আসে না আর তাহারা ঈমানও আনে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ— যাহাদের ওপর আপনার প্রভুর সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না।

قَوْلُهٗ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থাৎ— তাহারা তো সেই আযাবের দিনসমূহের অপেক্ষা করিতেছে যাহার সম্মুখীন হইয়াছিল পূর্ববর্তী জাতিসমূহ যাহারা তাহাদের রাসূলগণের কথা অমান্য করিত।

قُلْ فَانْتَظِرُوْا اِنِّىْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

আপনি বলিয়া দিন, তোমরা সময়ের অপেক্ষা কর আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। যখন আযাব আসিয়া যাইবে তখন আমি আমার রাসূলগণকে

বাঁচাইয়া লইব আর তাহাদিগকেও যাহারা ঈমান আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিব।

كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ— আল্লাহ মু'মিনদিগকে বাচাইয়া লইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যেমন তিনি সৎ লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার আরশে মু'আল্লার উপর আল্লাহর লিখিত কিতাবে রহিয়াছে "আমার রহমত আমার গযবের ওপর বিজয়ী।"

(١٠٤) قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِىْ فَلَآ اَعْبُدُ
الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۖ
وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

(١٠٥) وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(١٠٦) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ
فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(١٠٧) وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

১০৪. বল, হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দীনের প্রতি সংশয়যুক্ত হও তবে জানিয়া রাখ তোমরা আল্লাহ ব্যতিত যাহাদের ইবাদত কর আমি উহাদের ইবাদত করি না পরন্ত আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটান এবং আমি মু'মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি।

১০৫. এবং তিনি বলেন, তুমি একনিষ্টভাবে দীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

১০৬. এবং আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিবে না, যাহা তোমার উপকারও করে না অপকারও করে না। কারণ ইহা করিলে তখন তুমি যালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১০৭. এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতিত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই। এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই। তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মনবকুলকে বলিয়া দিন, আমি যে সরল সহজ দ্বীন তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যাহা আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যদি তোমরা সেই সম্পর্কে সন্দিহান হও তবে আমি তো কখনো তোমাদের মা'বুদদের উপাসনা করিব না, আমি কেবল সেই এক আল্লাহর-ই ইবাদত করিব যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন যেমন তিনই তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছিলেন। আবার নিঃসন্দেহে তাহার প্রতি তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমাদের মা'বুদরা সত্য আর আমি তাহাদের উপাসনা করিব না তবে তোমরা তাহাদিগকে একথা বল যে তাহারা যেন আমার ক্ষতি করে। কিন্তু মনে রাখিবে তাহারা ক্ষতি ও উপকার কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। ক্ষতি ও উপকার করিবার যাহার ক্ষমতা আছে তিনি একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমাকে তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্যই আদেশ করা হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا অর্থাৎ— শিরক হইতে বিরত থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাকে আদেশ করা হইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন وَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এই বাক্যটি اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ওপর অন্বয় عَطْفٌ করা হইয়াছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ এই আয়াতের মধ্যে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, কল্যাণ অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি সবকিছুর সম্বন্ধ কেবল আল্লাহর সহিত উহাতে আর কেহ শরীক নয়। অতএব উহার সহিত ইবাদতেও আর কেহ শরীক নয়।

হাফিয ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওহব.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন তোমরা জীবন ভর কল্যাণের প্রতিক্ষা করিতে থাক। এবং তোমাদের প্রতিপালকের রহমতের প্রবাহিত বায়ুর প্রতি নিজেকে পেশ করিতে থাক। কারণ আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের হাওয়া রহিয়াছে, তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা উহা দান করেন। আর তাঁহার নিকট তোমাদের দোষ গোপন করিবার বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যও প্রার্থনা কর। ইবনে আসাকির লাইস (র).... হযরত আবূ হুরায়রা হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهُ وَهُوَالْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ— যেকোন ব্যক্তি যে কোন গুণাহ হইতে তওবা করে এমনকি শিরক হইতেও যদি কেহ তওবা করে তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কারণ তিনি বড়ই মেহেরবান।

(١٠٨) قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۟

(١٠٩) وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۟

১০৮. বল, হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট সত্য আসিয়াছে। সুতরাং যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজ দিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে, তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগের ধ্বংসের জন্য এবং আমি তোমার কর্মবিধায়ক নহি।

১০৯. তোমার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহার অনুসরণ কর, এবং তুমি ধৈর্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর বিধান আসে এবং আল্লাহই সর্বোত্তম বিধান কর্তা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি মানবকুলকে বলিয়া দিন, আল্লাহ্ পক্ষ হইতে ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু আসিয়াছে উহা সত্য যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই অতএব যে ব্যক্তি সেই মহা সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিবে উহার ফায়দা সে নিজেই ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিবে না উহার বিপদ তাহার ওপর আসিয়া পড়িবে। قَوْلُهُ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ আর আমি তোমাদের ঈমান আনিবার জন্য এমন অধিকার লইয়া আসি নাই যে তোমাদের ঈমান আসিতেই হইবে নচেৎ আমি ক্ষান্ত হইব না। বরং আমি কেবল মাত্র একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। হেদায়াত দানের অধিকারী এক মাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

قَوْلُهُ وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ অর্থাৎ আপনার নিকট আল্লাহ যে সত্য অবতীর্ণ করিয়াছেন দৃঢ়তার সহিত আপনি উহার অনুসরণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহাদের বিরোধিতার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا এমনকি আল্লাহ আপনার ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ আর তিনিই ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হূদ

মক্কী ১২৩ আয়াত, ১০ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন খলফ ইবন হিশাম বায্যার (র) ইকরিমা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন.... হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত অকালে বৃদ্ধ হইয়া গেলেন কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিয়াছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে "হূদ এবং তার সমপর্যায়ের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" তাবরানী (র) বলেন আবদান ইবনে আহমদ (র) সাহল ইবনে 'সাদ হইতে তিনি বলেন...., রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা হূদ এবং তার সম পর্যায়ের সূরা, যেমন ওয়াকিয়া হাক্কা ও তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ বানাইয়া দিয়াছে।" ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হাফিয আবুল কাসিম সুলাইমান ইবনে আহমদ তাবারানী (র) তাঁহার মুজামে কবীর গ্রন্থে বলেন...., মুহাম্মদ ইবনে উসমান ইবনে আবূ শায়বা (র) ও ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত যে হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে কিসে বৃদ্ধ বানাইয়া ফেলিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ ও সূরা ওয়াকিয়া।" আলোচ্য বর্ণনার রাবী আমর ইবনে সাবিত (র) মাতরূক (পরিত্যাজ্য) বলিয়া বিবেচিত। এবং আবূ ইসহাক (র) ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংগে সাক্ষাত ঘটে নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١) الۤرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ ۙ۝

(٢) اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ ۙ۝

(٣) وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا
اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ؕ وَاِنْ تَوَلَّوْا
فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝

(٤) اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

১. আলিফ-লাম -রা। যিনি প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ; এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে,

২. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অবশ্যই অন্যের ইবাদত করিবে না, আমি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদ বাহক।

৩. আরও বলা হইয়াছে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি তোমাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন এবং তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করিবেন; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

৪. আল্লাহরই নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ হরফে হিজা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার শুরুতে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ অর্থাৎ এই কুরআনুল কারীমের প্রতিটি আয়াত শব্দগতভাবে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত এবং অর্থগতভাবে সুবিস্তৃত অতএব পবিত্র কুরআনের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও অর্থ উভয় দিকেই পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ। এই ব্যাখ্যা মুজাহিদ ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত। ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ-এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ যিনি তাহার বাণীসমূহে ও হুকুম আহকামে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় কাজের পরিণাম ফল সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ- এই সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত ও বিশদ কুরআন এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য-ই অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ- তোমার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটই আমি এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, আমি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ- প্রত্যেক জাতির নিকট-ই আমি এই দাও'আতসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাগুতকে বর্জন করিয়া চল।

اِنَّنِيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ অর্থাৎ- তোমরা যদি আল্লাহর অবাধ্যতা কর তো আমি তোমাদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী আর যদি তাঁর আনুগত্য করিয়া চল; তো আমি তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ দাতা।

যেমন, একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক দিন সাফা পর্বতে চড়িয়া এক এক করিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের লোকদেরকে আহ্বান করিলেন। ডাক শুনিয়া তাহারা সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! " আমি যদি তোমাদেরকে এই সংবাদ দেই যে, আগামী দিন সকালে একটি অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে; তাহা হইলে তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে কি"? উত্তরে উপস্থিত জনতা সমস্বরে বলিয়া উঠিল কেন করিব না? আমরা তো আপনাকে কখনো মিথ্যা বলিতে শুনি নাই। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তবে শোন আমি তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।"

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا ....فَضْلَهٗ অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা আরো নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার নিকট পূর্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সংশোধন হইয়া যাও। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে দুনিয়াতে উত্তম

জীবন দান করিবেন এবং পরকালে নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালনকারী প্রত্যেককে পুরস্কৃত করিবেন। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

"ঈমানদার হইয়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কেহ সৎ কাজ করুক আমি অবশ্যই অবশ্যই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব (নাহল-৯৭)।"

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন হযরত সা'দ (রা) কে বলিলেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যাহাই ব্যয় করিবে, তাহাতেই তুমি সওয়ার পাইবে। এমন কি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যের লোকমা তুলিয়া দিবে তাহাতেও তোমাকে সওয়াব দেয়া হইবে।" ইবন জরীর (র) বলেন মুসাইয়্যাব ইবন শরীফ (র) ইবনে মাসউদ (রা) হইতে وَيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ এর ব্যাখ্যায় বলেন, যে একটি মন্দ কাজ করিবে; তাহার নামে একটি মন্দ-ই লিখা হইবে আর যে একটি সৎকাজ করিবে তাহার নামে দশটি নেক লিখা হইবে। অতঃপর যদি কৃত মন্দের শাস্তি দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হয়; তাহা হইলে তাহার দশটি নেকই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় আর যদি মন্দের শাস্তি দুনিয়াতে দেওয়া না হয় তাহা হইলে পরকালে তৎবিনিময়ে একটি নেক কাটিয়া নেওয়া হইবে এবং নয়টি নেক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। অতঃপর তিনি বলেন, ধ্বংস তাহার অনিবার্য যাহার একক সংখ্যা দশম সংখ্যার উপর প্রাধান্য লাভ করে। (অর্থাৎ যার নেকের তুলনায় পাপ বেশী তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য।)

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّىْٓ اَخَافُ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ "যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।"

এই আয়াতে অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারীর সংগে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে এবং তাহার রাসূল (সা) কে অস্বীকার করিবে কিয়ামত দিবসে তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ অর্থাৎ- কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়া যাইতেই হইবে।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ "আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাহার আপন বন্ধুদেরকে পুরস্কার দিতে পারেন, শত্রুদেরকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকুলকে কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থিত করিতে পারেন ইত্যাদি।" ইহা ভীতিমূলক অবস্থার কথা যেমন পূর্বের আয়াতে উৎসাহমূলক অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

(٥) اَلَآ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ ؕ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৫. সাবধান! উহারা তাহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! উহারা যখন নিজদিগকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে, তখন উহারা যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ ইমাম আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসে তাহাদের লজ্জাস্থান আকাশমুখী হইতে অপছন্দ মনে করিত তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম বুখারী (র) ইবনে জুরাইজ (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইবনে জাফর হইতে বর্ণিত যে,.... ইবনে আব্বাস (রা) একদিন اَلَا اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আবুল আব্বাস! এই আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এক সময় কোন কোন সাহাবা স্ত্রীসহবাস ও পেশাব পায়খানা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন। তখন এই প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। অন্য বর্ণনায় আছে যে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কতিপয় লোক পেশাব পায়খানা ও স্ত্রীসহবাসের সময় উলংগাবস্থায় আকাশের পানে তাকাইতে লজ্জাবোধ করিতেন তাহাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত يَسْتَغْشُوْنَ এর অর্থ তাহারা মাথা ঢাকিয়া নিতেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এই আয়াতে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও পাপ কাজের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ ও হাসান প্রমূখ হইতে বর্ণিত যে উহার অর্থ হইল তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়া কিংবা পাপ কার্য করিয়া বক্ষ দ্বিভাঁজ করিয়া এবং আল্লাহ হইতে উহা গোপন রাখতে পারিয়াছে বলিয়া মনে করিত তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলেন তাহারা অন্ধকার রাত্রিতে নিদ্রা যাওয়ার সময় যখন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া থাকে তখনও يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ ..... الصُّدُوْرِ অর্থাৎ তাহারা যে সব অন্তরে গোপন রাখিয়াছে ঐ সব কিছুই আল্লাহ জানেন। গোপন প্রকাশ্য সর্ব বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত। যাহাইর ইবন আবূ সালমা তাহার বিখ্যাত মুআরাকা কবিতায় বলেন,

فَلَا تَكْتُمُنَّ اللّٰهَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ + يَخْفٰى وَمَهْمَا يَكْتُمِ اللّٰهُ يَعْلَمِ

অর্থাৎ তোমরা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে অন্তরে যাহা কিছুই আল্লাহ হইতে গোপন রাখ তাহা গোপন রাখিতে পারিবে না। তিনি সব গোপনীয় বিষয় জানিয়া থাকেন। তিনি বিচার দিবসের জন্য হয়ত ঐ সব কিছুকে জমা রাখিবেন নয়তো দুনিয়াতেই শীঘ্র প্রতিশোধ নিবেন। ইবনে কাছীর (রা) বলেন, এই জহিলা যুগের কবি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং সর্ব বিষয়ে জ্ঞান এবং আখিরাত ও আমলের বিনিময় ও আমলনামায় সকল আমল লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ বলেন, মুনাফিক প্রকৃতির লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বক্ষ ফিরাইয়া লইত ও মাথা ঢাকিয়া ফেলিত। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

(٦) وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬. ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি পৃথিবীতে বিচরণকারী ছোট-বড় স্থলচর ও জলচর সকল প্রাণীর জীবিকার যিম্মাদার। এবং তিনি উহাদিগের স্থায়ী অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত।

আলী ইবনে আবূ তালহা প্রমুখ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলিয়াছেন مُسْتَقَرُّهَا অর্থ আশ্রয়স্থল আর مُسْتَوْدَعُهَا অর্থ মৃত্যুর স্থান। অর্থাৎ জগতের কোন প্রাণী কখন কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং কে কোথায় মৃত্যুবরণ করিবে; তাহার সবই আল্লাহর জানা।

মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেন مُسْتَقَرُّهَا অর্থ মায়ের জরায়ু আর مُسْتَوْدَعُ অর্থ বাপের মেরুদন্ড! ইবনে আব্বাস (রা) যাহ্হাক এবং আরো অনেক হইতে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইবনে আবূ হাতিম এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরীনদের কয়েকটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, জীবিকা ও বান্দার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কিত সব কিছু পুংখানুপুংখরূপে সুস্পষ্ট গ্রন্থে আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ ....ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নাই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়েনা যাহা তোমাদিগের মত উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নাই; অতঃপর স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাহাদের সকলকেই একত্র করা হইবে (হূদ-৬)।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ……… اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ -

“অদৃশ্যের কুঞ্জি তাহারই নিকট রহিয়াছে তিনি ব্যতিত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে; তাহা তিনিই অবগত; তাহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও নড়ে না; মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্য কণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্তি কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই (আন'আম-৫৯)।

(٧) وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(٨) وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

৭. তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করেন তখন তাহার আরশ ছিল পানির উপর, তোমাদিগের মধ্যে কে কার্যে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। মৃত্যুর পর তোমরা পুনরুত্থিত হইবে। তুমি ইহা বলিলেই কাফিরগণ নিশ্চয় বলিবেন ইহাতো সুস্পষ্ট যাদু।

৮. নির্দিষ্টকালের জন্য আমি যদি উহাদিগের শাস্তি স্থগিত রাখি তবে উহারা নিশ্চয় বলিবে, কিসে উহা নিবারণ করিতেছে? সাবধান! যেদিন উহাদিগের নিকট উহা আসিবে সেদিন উহাদিগের নিকট হইতে উহা নিবৃত্ত করা হইবে না এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী ও পথিবীকে মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। ইমাম আহমদ (র)…. ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইবনে হুসাইন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বলিলেনঃ হে বনু তামীম সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল ইতিপূর্বেই তো আপনি সুসংবাদ দিয়াছিলেন এবং যাহা দান করিবার আমাদিগকে দান করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ ‘সুসংবাদ গ্রহণ কর হে ইয়ামান বাসী!’ তাহারা বলিল হাঁ আমরা সুসংবাদ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাদিগকে সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে শুনান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, “কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ছিলেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর লওহে মাহফূযে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন।” ইমরান ইবনে হুসাইন

(রা) বলেন একটুকু বলার পর একজন আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে আপনার উষ্ট্রী রশি ছিড়িয়া ছুটিয়া গিয়াছে। ফলে আমি উষ্ট্রী ধরিবার জন্য চলিয়া যাই। ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কি কথা বলিয়াছেন; তাহা আমার জানা নাই। এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আরেকটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে যেমন কতিপয় লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা কেমন ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আমরা আপনার কাছে আসিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তখন আল্লাহ ছিলেন আল্লাহর পূর্বে কিছুই ছিল না। তখন আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। তিনি লওহে মাহফূযে সব কিছুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, " আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সৃষ্টি জগতের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর। ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

আবুল ইয়ামান (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে বান্দা! তুমি আমার পথে ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর হাত সদা পরিপূর্ণ, দিবারাত্রির অকাতর ব্যয়ে তাতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি আসে না। তোমরা দেখনা যে আসমান যমীন সৃষ্টির সময় হইতে এ যাবত তিনি কতই না ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার হাতের কোন কিছুই হ্রাস পায় নাই। সে সময় তাহার আরশ ছিল পানির উপর। তাহারা হাতেই রহিয়াছে মীযান যাহা কখনো উঁচু হয় কখনো নীচু হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল তখন যখন ও কোন বস্তু সৃষ্টি করা হয় নাই। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ যামুরাহ কাতাদাহ ইবনে জারীর প্রমুখ অনুরূপ বলিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন .... وَكَانَ عَرْشُهُ এই আয়াতে আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বের কথাই বলা হইয়াছে। রাবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আসমান যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল। অতঃপর আসমান যমীন সৃষ্টি করার পর সেই পানিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ধেক আরশের নীচে রাখিয়া দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনে এই পানিকেই বাহরে মাসজূর বলা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সুউচ্চ ও সমুন্নত হওয়ার কারণে আরশকে আরশ বলা হয়। ইসমাঈল ইবনে আবূ খালিদ বলেন, যে আদতায়ী (র)-কে বলতে শুনিয়াছি যে আল্লাহর আরশ লাল ইয়াকুতের তৈরি।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন আল্লাহ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঠিক। তখন পানি ছাড়া কিছু ছিলনা আর পানি উপর ছিল আরশ। আর আরশের উপর ছিলেন মহান পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ।

আমাশ (র) মিনহাল ইবনে আযর এর মাধ্যমে সাঈদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ এই আয়াত প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তখন পানি কিসের উপর ছিল? উত্তরে তিনি বলেন, বায়ুর পীঠের উপর।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا “তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ।

অর্থাৎ– আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিবার জন্য। এবং তাহার সহিত যেন শরীক না করে। কোন কিছুই তিনি অযথা সৃষ্টি করেন নাই। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَاخَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ .... مِنَ النَّارِ “আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী কোন বস্তুকে অযথা সৃষ্টি করি নাই। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে; কেবল তাহারই এইরূপ ধারণা করে। কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।” (সোয়াদ-২৮)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .... “তোমরা কি মনে করিয়াছে যে আমি তোমাদেরকে অযথা সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? আল্লাহ মহান যিনি সব কিছুর মালিক ও চিরঞ্জীব। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি মহান আরশের অধিপতি।”(মু'মিনূন-১১৫)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ “আমি জ্বিন ও মানবজাতিকে কেবল আমারই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।”(যারিয়া-৫৬)

আলোচ্য আয়াতে اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ ‘কাহার আমল বেশী ভালো ও শ্রেষ্ঠ’ বলা হইয়াছে اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلًا অর্থাৎ কে কত বেশী আমল করে বলা হয় নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে আমল ভালো ও সুন্দর হওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্য বেশী হওয়া নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়াত অনুযায়ী না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমল ভালো ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই শর্তদ্বয়ের কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটিলে আমল ধ্বংস ও বাতিল বলিয়া পরিগণিত হইবে।

وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ ....اِلاَّ بِسِحْرٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন হে মুহাম্মদ! আপনি যদি এই মুশারিকদিগকে এই কথা বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিবেন তো তাহারা দিব্যি অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিবে যে, আমরা তোমার এইসব কথা বিশ্বাস করি-না যাদুর প্রভাবেই তুমি এই সব বলিতেছ। অথচ, তাহারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা-ই এই সুবিশাল আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ অর্থাৎ-অবিশ্বাসী কাফিরদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ

"আপনি যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছে এবং চন্দ্র, সূর্য কে বশীভূত করিয়াছে তখন তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ।" (লুকমান-২৫)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা পুনরুত্থান ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করার তুলনায় ইহা অধিক সহজ কাজ। যেমন ঃ এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَالَّذِىْ يَبْدَؤُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ- আল্লাহ-ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি পুনরুত্থান ঘটাইবেন। আর এই কাজটি তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ (রূম-২৭)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مَاخَلَقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থাৎ- তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থান ঘটানো একটি প্রাণের সৃষ্টির মত মাত্র। اِنْ هَذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ মুশরিকরা ধৃষ্ঠতা ও হঠকারিতা মূলক পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করিল ইহা তো যাদু ছাড়া কিছু নয়।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا الْعَذَابَ ....

অর্থাৎ-নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় যদি আমি কাফিরদের শাস্তিদানে একটু বিলম্ব করি তবে নিশ্চয় তাহারা ধৃষ্ঠতা ও অস্বীকারবশতঃ বলিয়া ফেলিবে কোথায়? শাস্তি তো

আসিতেছে না? কে শাস্তিকে ঠেকাইয়া রাখিল। বস্তুতঃ সত্যকে অস্বীকার করা ও অযথা সন্দেহ পোষণ করা ইহাদের মজ্জাগত স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্তি তাহাদের অনিবার্য। ইহা হইতে পরিত্রাণের কোন পন্থা নাই।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে أُمَّةٌ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) কাল বা সময় যেমন ঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ অর্থাৎ নিদিষ্টকাল পর্যন্ত। সূরা ইউসুফে বলা হইয়াছে وَقَالَ الَّذِيْنَ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ এই স্থানেও أُمَّةٌ শব্দটি সময়ের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) ইমাম বা নেতা যেমন إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَتْ أُمَّةً এই স্থানে أُمَّةٌ শব্দটি ইমাম তথা নেতার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) মিল্লাত ও দীন। যেমনঃ মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ إِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ অর্থাৎ আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি বিশেষ দীন ও মিল্লাতের উপর পাইয়াছি। (৪) দল বা জামা'আত। যেমন ঃ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ - وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلٌ - وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً এই আয়াতগুলিতে أُمَّةٌ শব্দটি দল বা জামা'আত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই শেষ দুই আয়াতে أُمَّةٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাফির মুমিন নির্বিশেষে সেই সব লোক যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ أُمَّةٌ শুধু ঈমানদারদেরকেই বলা হয় এমন কোন বিধান নাই। যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে মহানবী (সা) ইয়াহূদী খৃস্টানদেরকেও أَمَّةٌ বলিয়াছেন।

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لاَيُؤْمِنُ بِيْ إِلاَّ دَخَلَ النَّارِ -

যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ অর্থাৎ- "ইয়াহূদী হউক বা খৃস্টান হউক এই উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি আমার কথা শুনিয়াও আমার উপর ঈমান না আনে, সে নির্ঘাত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু ঈমানদারদের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ সহীহ হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ فَأَقُوْلُ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিবসে আমি উম্মতী উম্মতী বলিতে থাকিব।" আবার কখনো কখনো أُمَّةٌ শব্দটি শ্রেণী বা গোত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى أُمَّةٌ يَهْدُوْنَ অর্থাৎ মুসার কওমের এক শ্রেণীর লোক ......। আরেক আয়াতে আছে مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ অর্থাৎ আহলে কিতাবদের এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৯) وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ج اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ
كَفُوْرٌ ۝

(১০) وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ
عَنِّيْ ط اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ۝

(১১) اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ
وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৯. যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃজ্ঞ হইবে।

১০. আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে বলিয়াই থাকে, আমার বিপদাপদ কাটিয়া গিয়াছে, আর সে হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

১১. কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটি কুস্বভাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এক শ্রেণীর লোক এমন আছে, আমার দেওয়া সুখ-সম্পদ ভোগ করিবার পর এক সময় যদি আমি উহা ছিনাইয়া নেই; তাহারা নৈরাশ্য অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে। অতীতের সুখ-সম্পদের কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন ইতিপূর্বে কখনো তাহারা কল্যাণ চোখে দেখে নাই এবং ভবিষ্যতের জন্যও কোন সুখের আশা রাখে না। তদ্রূপ এক সময় দুঃখ-দৈন্য ভোগ করিবার পর যদি আমি তাহাদিগেকে সুখ-সম্পদ দান করি তখন তাহারা বলে আর চিন্তা কিসের বিপদ আমার কাটিয়া গিয়াছে অশান্তি আর কখনো আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই বলিয়া তাহারা প্রাপ্ত সুখে উৎফুল্ল হইয়া পড়ে এবং অন্যের উপর অহংকার করিতে শুরু করিয়া দেয়। তবে যাহারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় সৎকর্ম করে, 'দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করার উসিলায় আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং পূর্বে সুখের দিনে কৃত নেক আমলের জন্য মহা পুরস্কার দান করেন। যেমন ঃ এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ

"যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, ঈমানদার মানুষ এমন কোন বিপদাপদ ও দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হয় না; যাহার বিনিময়ে আল্লাহ তাহার পাপ মোচন করিয়া না দেন। এমন কি দেহে একটি কাটা বিদ্ধ হইলেও তাহার বিনিময়ে ঈমানদারের পাপ মোচন করা হয়।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সবই তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। সুখ লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলে তাহাও মঙ্গলজনক আবার দুঃখ দুর্দশার নিপতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করিলে তাহাও মঙ্গলজনক। ঈমানদার ব্যতীত অন্য কেহ এই সুবিধা লাভ করিতে পারে না। এ প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ .... অর্থাৎ- মহাকালের শপথ মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যে উপদেশ দেয় ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়। (আসর ১-২)।

(١٢) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ وَّكِيْلٌ ۟

(١٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(١٤) فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

১২. তবে কি তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার কিছু বর্জন করিবে এবং ইহাতে তোমার মন সংকুচিত হইবে এই জন্য যে, তাহারা বলে তাঁহার নিকট ধন-ভাণ্ডার প্রেরিত হয় না কেন অথবা তাঁহার সহিত ফিরিশতা আসে না কেন? তুমি তো কেবল সতর্ককারী এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে কর্ম বিধায়ক।

১৩. তাহারা কি বলে সে ইহা নিজে রচনা করিয়াছে? বল তোমরা যদি সত্যবাদী তবে তোমরা ইহার অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অপর যাহাকে পার ডাকিয়া লও।

১৪. যদি তাহারা তোমাদিগের আহবানে সাড়া না দেয় তবে জানিয়া রাখ ইহা আল্লাহরই ইলম হইতে অবতীর্ণ এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবে কি তোমরা আত্মসম্পর্ণকারী হইবে না?

তাফসীর ঃ মক্কার মুশারিকরা তাহাদের আচরণে ও উচ্চারণে নানাভাবে মহানবী (সা)-কে কষ্ট দিয়া বেড়াইত এবং কথায় কথায় মহানবী (সা) সম্পর্কে বেফাঁস উক্তি করিয়া বসিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ ....اِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوْرًا

অর্থাৎ- এ আবার কেমন রাসূল যে ইনি খাদ্য আহার করেন এবং বাজারে গমন করেন? তাঁহার কাছে একজন ফিরিশতা কেন পাঠানো হয় না যে তাঁহার সংগে থাকিয়া মানুষকে সতর্ক করিয়া বেড়াইত কিংবা কেন তাহাকে অগাধ ধন-ভাণ্ডার দেওয়া হয় না অথবা কেন তাহার একটি উদ্যান নাই। যাহা হইতে সে আহার করিত? আর যালিমরাতো বলিয়াই ফেলিল যে, এই লোকগুলি একজন যাদুগ্রস্ত লোকেরই অনুসরণ করিতেছে।

তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন যে, ইহাতে আপনি মনোবল হারাইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলিবে না আপনি দিবারাত্রি আপনার দাও'আত ও তাবলীগের কাজ চালাইয়া যান, এই প্রসংগে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

অর্থাৎ- আমি ঠিকই জানি যে ইহাদের এইসব বেফাঁস কথায় আপনার মন সংকুচিত হইয়া আসে। আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ

فَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَايُوْحٰى اِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا ....

অর্থাৎ- এই কাফির মুশারিকদের এইসব কথায় আপনার মন ভাঙ্গিয়া গেলে চলিবে না। আপনার পূর্বেকার প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই এইভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ও নানাভাবে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ধৈর্যের সহিত কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। আপনাকেও ঠিক একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে। লোকদিগকে সতর্ক করিয়া যাওয়াই আপনার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মু'জিযা হওয়ার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন; আমি আপনাকে যে কুরআন প্রদান করিয়াছি; ইহার সমপর্যায়ের একটি গ্রন্থ কিংবা দশটি সূরা অথবা একটি সূরাও রচনা করিয়া পেশ করার সাধ্য কাহারো নাই। কারণ আল্লাহর কালাম আর মাখলুকের কালাম কখনো এক হইতে পারে না। যেমন আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্ট জগতের গুণাবলীর মত নয়। আল্লাহর সত্তার তুল্য কিছু নাই। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ .... অর্থাৎ- হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে যে দীনের প্রতি আহ্বান করিতেছ; যদি তাহারা উহাতে সাড়া না দেয় এবং তোমার দাও'আত গ্রহণ না করে, তবে জানিয়া রাখ এই কালাম আল্লাহর পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ এবং ইহাতে আল্লাহর ইলম এবং তাঁহারই আদেশ নিষেধ ব্যক্ত করা হইয়াছে আর তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই অনুগত হইয়া চল।

(١٥) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ○

(١٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا
صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৫. যদি কেহ পার্থিব জীবন ও উহার শোভা কামনা করে তবে দুনিয়াতে আমি উহাদিগের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাহাদিগকে কম দেওয়া হইবে না।

১৬. উহাদিগের জন্য পরলোকে অগ্নি ব্যতিত অন্য কিছুই নাই এবং তাহারা যাহা করে পরলোকে তাহা নিষ্ফল হইবে এবং উহারা যাহা করিয়া থাকে তাহা নিরর্থক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রিয়াকারদের সৎকর্মের পুরস্কার দুনিয়াতেই প্রদান করা হয়। আল্লাহ কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করিলে, সিয়াম পালন করিলে অথবা অন্য কোন ইবাদত করিলে ইহার ফল আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়া দেন। এমন ব্যক্তি আখিরাতে কিছুই পাইবে না। আখেরাতের জন্য তার এই সব আমল নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া যাইবে। মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) প্রমুখও এইরূপ

ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আনাস ইবন মালিক (রা) ও হাসান (র) বলেন এই আয়াতটি ইয়াহূদী ও নাসারাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেনঃ রিয়াকারদের সম্পর্কে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ শুধু দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকে দুনিয়াতেই তাহাকে উহার ফলাফল দিয়া দেওয়া হয় আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। আর যারা প্রকৃত ঈমানদার তাহাদেরকে দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই পুরস্কৃত করা হইবে। এই মর্মে একটি মারফূ হাদীসেও আলোচনা রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ الخ অর্থাৎ কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি, পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত সেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। (বনি ইসরাঈল-১৮)।

যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে; তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে এবং উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করিলে আমি তাহার ফসলে বাড়াইয়া দেই আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে; আমি উহা হইতে তাহাকে কিছু দান করি এবং আখিরাতে সে কিছুই পাইবে না। (শুরা-২০)

(١٧) أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهٖ
كِتٰبُ مُوْسٰٓى إِمَامًا وَّرَحْمَةً ط أُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ
الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ج فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ ق إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১৭. তাহারা কি উহাদিগের সমতুল্য যাহারা প্রতিষ্ঠিত উহাদিগের প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণের উপর যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী এবং পূর্ব সাক্ষী মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ? উহারাই ইহাতে বিশ্বাসী। অন্যান্য

দলের যাহারা ইহাকে অস্বীকার করে অগ্নিই তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি ইহাতে সন্দিগ্ধ হইত না। ইহাতো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন না।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহারা সৃষ্টিগত ফিতরতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই কথা স্বীকার করে যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

অর্থাৎ- তুমি তোমাকে একনিষ্ঠভাবে দীনের জন্য নিয়োজিত রাখ এবং সেই কিতাবের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক যাহার উপর আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন (রূম-৩০)।

সহীহ্ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক শিশুই ইসলামী ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু পরে মাতা-পিতা তাহাকে ইয়াহূদী নাসারা কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। যেমন পশু নিখুঁত পশুই জন্ম দিয়া থাকে, জন্মের সময় কোন পশুই কান কাটা থাকে না।

সহীহ্ মুসলিমে ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদিগকে আমি সঠিক মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু শয়তান প্ররোচনা দিয়া তাহাদিগকে দীন হইতে সরাইয়া দিয়াছে এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা হালাল করিয়াছি সেই গুলিকে হারাম করিয়া দিয়াছে আর আমার সহিত এমন কিছু শরীক করার নির্দেশ দিয়াছে যে ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ পাঠাই নাই। বলা বাহুল্য যে, একমাত্র মু'মিনরাই এই ফিতরাতের উপর অবশিষ্ট রহিয়াছে।

وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ অর্থাৎ- মানব জাতির নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে সাক্ষী আসিয়াছে এইখানে সাক্ষী বলিতে সেইসব শরীয়াতকে বুঝানো হইয়াছে যাহা বিভিন্ন নবীর উপর নাযিল করা হইয়াছে এবং শরীয়াতে মুহাম্মদী দ্বারা যাহার সমাপ্তি ঘটানো হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, ইকারিমা, আবুল আলিয়া, যাহ্হাক, ইবরাহীম নখয়ী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন এইখানে شَاهِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। আলী (রা) হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত যে, شَاهِدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ (সা) তবে এই দুইটি অর্থের মধ্যে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই। কারণ জিবরাঈল আর মুহাম্মদ (সা) দুইজনে মিলিয়াই

রিসালাতের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। জিবরাঈল (আ) আল্লাহর নিকট হইতে মুহাম্মদ (সা) এর নিকট এবং মুহাম্মদ (সা) উম্মতের নিকট রিসালাত পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتَابُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً অর্থাৎ- আমি এই কুরআনের পূর্বে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি কিতাব তথা তাওরাত নাযিল করিয়াছি তৎকালীন উম্মতের জন্য আল্লাহর রহমত ও আদর্শ স্বরূপ। সুতরাং যে-ই সেই কিতাবের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনিয়াছিল তাহাকেই কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়নের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

অতঃপর যাহারা পূর্ণ কুরআন বা উহার অংশ বিশেষ অস্বীকার করে তাহাদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ الخ অর্থাৎ — বিশ্ববাসীর মধ্যে জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে যাহারাই এই কুরআনকে অস্বীকার করিবে তাহাকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সহীহ মুসলিমে শু'বা (র) আবূ মূসা আস'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইয়াহূদী হউক কিংবা খৃস্টান হউক আমার কথা শুনার পরও যে আমার প্রতি ঈমান না আনিবে সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

আবূ আইয়ূব সখতিয়ানী (র) সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে আমরা যখন কোন হাদীস শুনিতাম সংগে সংগে আমরা কুরআন হইতে উহার সমর্থন খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতাম। আমার নিকট এই হাদীস পৌঁছিল যে নবী (সা) বলিয়াছেন, " ইয়াহূদী হউক আর খৃস্টান হউক আমার কথা শুনিবার পরও যে আমার প্রতি ঈমান আসিবে না সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এই হাদীসটি শুনিতে পাইয়াও আমি কুরআনে ইহার সমর্থন তালাশ করিতে করিতে وَمَنْ يَّكْفُرْ এই আয়াতটি পাইয়া যাই। হাদীসের সমর্থনে কুরআনে কিছু পাই নাই উহা অতি বিরল।

فَلَاتَكُ فِىْ مِرْيَةٍ الخ অর্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে নাযিলকৃত সত্য কিতাব। ইহাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নাই। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الٓمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ الخ অর্থাৎ- এই কুরআন আল্লাহ পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ- এই কিতাবে কোন সন্দেহ নাই।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ- কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ সন্দেহাতীত সত্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ইহাতে ঈমান আনে না। যেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ - আপনার কাম্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ ঈমানদার নহে। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ- আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চলিলে তাহারা আপনাকে আল্লাহর পথ হইতে বিপথে লইয়া যাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেনঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ- মানুষের ব্যাপারে শয়তান তাহার ধারণা সপ্রমাণ করিয়াছে। ফলে একদল ঈমানদার ব্যতীত সকলেই তাহার অনুগত হইয়া গিয়াছে।

(١٨) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ
عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ع
اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙo

(١٩) اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ
بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ o

(٢٠) اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا
يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ o

(٢١) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ o

(٢٢) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ o

১৮. যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে উহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে এবং সাক্ষীগণ বলিবে ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। সাবধান! আল্লাহর লা'নত যালিমদিগের উপর।

১৯. যাহারা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয় এবং উহাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে এবং ইহারাই পরলোককে প্রত্যাখ্যান করে।

২০. উহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করিতে পারিতনা এবং আল্লাহ ব্যতীত উহাদিগের অপর কোন অভিভাবক ছিল না; উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে; উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল এবং উহারা দেখিতও না।

২১. উহারা নিজদিগের ক্ষতি করিল এবং উহারা যে অলীক কল্পনা করিত তাহা উহাদিগের নিকট হইতে উধাও হইয়া গেল।

২২. নিশ্চয় উহারা হইবে পরলোকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে; এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের অপেক্ষা বড় যালিম আর কেহ হইতে পারে। পরকালে সকল ফিরিশতা ও নবী-রাসূলসহ সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতির চোখের সামনে ইহাদিগকে অপমান ও বে-ইযযত করা হইবে। যেমন ইমাম আহমদ (র) সাফওয়ান ইবনে মহরিয (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাফওয়ান বলেন, আমি একদিন ইবনে উমর (রা) এর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কিয়ামত দিবসে বান্দার সহিত আল্লাহ কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আপনি কিছু শুনিয়াছেন কি? ইবনে উমর (রা) বলিলেন আমি রসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাকে কাছে আনিয়া তাহাকে সকল লোক হইতে আড়াল করিয়া একটি একটি করিয়া সকল পাপের কথা স্বীকার করাইবেন। বান্দাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন আচ্ছা, তোমার কি অমুক পাপের কথা মনে আছে? তুমি যে অমুক পাপ করিয়াছিলে তাহা কি তোমার মনে পড়ে? এইভাবে আল্লাহ বান্দার প্রতিটি পাপের স্বীকৃতি নিবেন। ফলে বান্দা মনে করিবে যে, আমার আর নিস্তার নাই। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই সব পাপ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এই বলিয়া বান্দার হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুশরিকদের সম্পর্কে সাক্ষীগণ বলিবে, ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত; ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসদ্বয়ে কাতাদার হাদীস হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الـخ অর্থাৎ–যাহারা লোকদিগকে সত্যের অনুসরণ ও হিদায়াতের পথে চলা হইতে বিরত রাখে এবং তাহাদিগকে বক্রপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে; ইহারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন ইহারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন বন্ধুও খুঁজিয়া পাইবে না বরং ইহারা আল্লাহর আক্রোশের শিকার এবং আল্লাহ ইহাদের উপর সর্বময় ক্ষমতা রাখেন। যে কোন মুহূর্তেই তিনি ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন। তবে তিনি কিছুদিনের জন্য ইহাদিগকে অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে আল্লাহ তা'আলা যালিমদিগকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন আর অবকাশ দেন না, এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ;

يُضَاعِفُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَاكَانُوْ يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ

অর্থাৎ–এমন লোকদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে, কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে চোখ কান ও অন্তকরণ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের এইসব শক্তি তাহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই। কান দ্বারা তাহারা সত্য কথা শুনে নাই, চোখ দ্বারা সত্যকে দেখে নাই এবং অন্তর দ্বারা সত্যকে বুঝার চেষ্টা করে নাই। যেমন ঃ কুরআনে আছে যে, জাহান্নামে প্রবেশ করার প্রাক্কালে জাহান্নামীরা বলিবে,

لَوْ كُنَّانَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَا كُنَّافِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

অর্থাৎ– যদি আমরা সত্যকে শুনিতাম ও সত্যকে বুঝিতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে যাইতে হইত না। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ–যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আমি তাহাদিগকে শাস্তির উপর শাস্তি প্রদান করিব (নাহল-৮৮)।

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ الـخ অর্থাৎ–ইহারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধান করিয়াছে; কারণ এই বিপদ আর আযাব ইহাদের স্বহস্তে কৃতকর্মেরই পরিণাম। জাহান্নামে ইহাদিগকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের শাস্তি লাঘব করা ইহবে না। আল্লাহ সম্পর্কে উহারা যে অলীক কল্পনা করিত এবং যেসব দেব-দেবীকে আল্লাহর সংগে শরীফ করিত উহা তাহাদের বিন্দুমাত্র

উপকারে আসিবে না বরং উল্টো ক্ষতি করিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً الخ অর্থাৎ–হাশরের দিন দেব-দেবীরা তাহাদের পূজারীদের শত্রু হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনার কথা অস্বীকার করিয়া বসিবে। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন

لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ অর্থাৎ–এই কাফির মুশরিকরা পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জাহান্নামই হইবে ইহাদের সর্বশেষ পরিণাম। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তাহারা গ্রহণ করিয়াছে বেহেশতের বদলে জাহান্নাম, জান্নাতের নিয়ামতের পরিবর্তে উত্তপ্ত পানি, নির্ভেজাল শরবতের পরিবর্তে অগ্নি বায়ু; হুরঈনের পরিবর্তে জাহান্নামের পূঁজ, জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদের পরিবর্তে জাহান্নামের গর্ত এবং পরম দয়ালু আল্লাহর নৈকট্য ও দর্শনের পরিবর্তে তাহার শাস্তি ও গযব। অতএব তাহারা অবশ্যই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(٢٣) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٢٤) مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২৩. যাহারা মুমিন, সৎকার্য পরায়ণ এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনয়াবনত, তাহারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তাঁহারা স্থায়ী হইবে।

২৪. দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণ শক্তি-সম্পন্নের উপমা, তুলনায় এই দুইটি কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনার পর এইখানে ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। ভাগ্যবান তাহারা যাহারা সর্বান্তকরণে আল্লাহ রাসূল ও পরকাল ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং বাস্তব জীবনে সৎকর্ম করে কথায়

ও কার্যে আল্লাহর আনুগত্য করিয়া চলে। মৃত্যুর পর ইহারা রকমারী সুখ-সমৃদ্ধ জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে। যে জান্নাতে রহিয়াছে সুউচ্চ প্রাসাদ, সারিবদ্ধ পালং, ঝুলন্ত নিকটবর্তী ফলের ছড়া, উচ্চ বিছানা, নানা প্রকার ফলমূল, সুস্বাদু খাদ্য ও পানিয় দ্রব্য এবং মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি দর্শন লাভ। তাহারা বেহেশতে চিরস্থায়ী থাকিবে। না মৃত্যু বরণ করিবে না বৃদ্ধ হইবে, না অসুস্থ হইবে, না নিদ্রায় যাইবে, না পেশাব পায়খানা করিবে, আর না নাক পরিষ্কার করিবে, তাহাদের ঘাম হইবে মিশ্‌কের ন্যায় সুগন্ধময়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের উপমা দিয়া বলেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى الخ অর্থাৎ–হতভাগা কাফির ও ভাগ্যমান ঈমানদারদের উপমা হইল— কাফির মুশরিকগণ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় আর ঈমানদারগণ চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায়। কাফিরগণ দুনিয়াতে ও আখিরাতে সত্য হইতে অন্ধ কোন কল্যাণ ও মঙ্গল ইহারা দেখিতে পায় না আর সত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি প্রমাণ তাহারা শুনিতে পায় না ফলে লাভজনক কোন কিছুই তাহাদের কানে আসে না।

পক্ষান্তরে ঈমানদারগণ বোধসম্পন্ন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করিয়া সত্যের অনুসরণ করে এবং অসত্য ও মন্দকে প্রত্যাখ্যান করে সুতরাং এই দুই শ্রেণী কখনো সমান হইতে পারে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ -

অর্থাৎ জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসীরা সমান নহে; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম (হাশর-২০)।

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ— এতকিছুর পরও তোমরা সত্য-মিথ্যা ও মঙ্গল-অমঙ্গলের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

যেমন আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرِ الخ অর্থাৎ— অন্ধ-চক্ষুষ্মান, অন্ধকার-আলো এবং ছায়া আর তাপ এক হইতে পারে না এবং জীবন্ত আর মৃতও এক নহে? আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা শুনাইতে পারেন আপনি কিন্তু কবরবাসীদেরকে শুনাইতে পারিবেন না। আপনি তো কেবল সতর্ককারী? আমি আপনাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। সব জাতির নিকটই সতর্ককারী গত হইয়াছে।

(٢٥) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۙ○

(٢٦) اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٧) فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا
مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاْیِ ۚ
وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ ○

২৫. আমি তো নূহকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল আমি তোমাদিগের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী।

২৬. যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর, আমি তোমাদিগের জন্য এক মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি।

২৭. তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা যাহারা ছিল কাফির তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে তো আমাদিগের মতই মানুষ দেখিতেছি। অনুধাবন না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে তাঁহারাই যাহারা আমাদিগের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথাবাদী মনে করি।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করতেছেন। পৃথিবীর মূর্তিপূজক মুশরিকদের নিকট প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল, রাসূলরূপে আবির্ভূত হইয়া তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন,

اِنِّیْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ— আল্লাহর আযার হইতে আমি তোমাদিগকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করিতেছি, যদি তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা কর।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهُ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۔

অর্থাৎ— তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছু উপাসনা করিও না আমি তোমাদের ব্যাপারে মর্মন্তুদ শাস্তির আশংকা করিতেছি। যদি তোমরা এই শিরকের উপর অটল থাক তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলা আখিরাতে তোমাদিগকে কঠোর ও কষ্টদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন।

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الخ অর্থাৎ— হযরত নূহ (আ)-এর এই উপদেশবাণী শুনিয়া তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান কাফিরগণ বলিল, তুমিতো ফিরিশতা নও আমাদের মতই মানুষ, সুতরাং আমাদিগের পরিবর্তে তোমার নিকট ওহী আসে কেমন করিয়া ইহা আমাদের বোধগম্য নহে। আর আমাদের সমাজের ঝোলা তাঁতী ইত্যাদি ইতর শ্রেণীর লোকেরাই দেখি তোমার অনুসরণ করিতেছে যাহাদের বিচার বুদ্ধি বলিতে নাই। নেতৃস্থানীয় ভদ্র পরিবারের কেহই তো তোমার প্রতি ঈমান আনে নাই। তাহা ছাড়া আমাদিগের উপর তোমাদিগের কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলিয়াও দেখিতেছি না। আমরা তোমাদিগকে তোমাদের দাবীতে মিথ্যাবাদী মনে করি।

এই ছিল নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারীদের বিরুদ্ধে কাফিরদের অভিযোগ। বলা বাহুল্য যে কাফিরদের এসব অভিযোগ তাহাদিগের অজ্ঞতা বিদ্যা ও বুদ্ধির দৈন্যতারই প্রমাণ বহন করে। কারণ, সত্যের অনুসারীদের নিম্ন শ্রেণীর হইলে তা সত্যের মাপ ক্ষুণ্ণ হয় না। কেননা সত্য সর্বদা আপন স্থানে সত্যই থাকে। অনুসারীগণ নিম্ন শ্রেণীর বা উঁচু শ্রেণীর হওয়ায় কিছু যায় আসে না। বরং সন্দেহাতীত সত্য হইল এই যে যাহারা সত্যের অনুসারী তাঁহারাই মূলতঃ সভ্য ও উঁচুস্তরের লোক যদিও হয় তাহারা গরীব। আর যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে অর্থ বলে ধনী হইলেও তাহারা ইতর। তাহা ছাড়া সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই বেশি সত্যের অনুসারী হইয়া থাকে আর অর্থশালী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা হয় সত্যের বিরোধী। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الخ অর্থাৎ— হে নবী! আপনার পূর্বে যে গ্রামে আমি সতর্ককারীকেই প্রেরণ করিয়াছি তথাকার বিত্তশালীরা এই উক্তি করিয়াছিল যে, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষকে একটি নীতির উপর পাইয়াছি আর আমরা তাহাদেরই পদাংক অনুসরণ করিয়া থাকি।

তাহা ছাড়া রূমের বাদশা হেরাকল আবূ সুফিয়ানকে নবী (সা)-এর পরিচয় প্রসংগে তাহার অনুসারীরা নেতৃস্থানীয় লোক না কি সমাজের দুর্বল লোক, জিজ্ঞাসা করিলে আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিল দুর্বল শ্রেণীর লোক। তখন হেরাক্‌ল বলিয়াছিল নবী-রাসূলদের অনুসারী ইহারাই হইয়া থাকে।

তাহা ছাড়া কাফিরদের উক্তি ইহারা গভীরভাবে চিন্তা না করিয়া তোমার অনুসরণ করিতেছে। এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য হইল ইহা কোন দোষের কথা নহে। কারণ সত্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়া গেলে উহা গ্রহণ করিবার জন্য কোন চিন্তা-ভাবনার

প্রয়োজন হয় না। এহেন ক্ষেত্রে যাহারা চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করে প্রকৃত পক্ষে তাহারাই নির্বোধ ও অথর্ব। আর রাসূলগণ মানবজাতির নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট আদর্শ নিয়াই আগমন করিয়াছিলেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যত লোকের নিকট আমি ইসলামের দাও'আত দিয়াছি সকলেই চিন্তা-ভাবনা করিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছে। কেবল আবূ বকরই ছিল ইহার ব্যতিক্রম। অর্থাৎ ব্যাপারটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট বিধায় তিনি কোন চিন্তা করার প্রয়োজন মনে করেন নাই, দাও'আত পাওয়া মাত্রই তিনি কবূল করিয়া নিয়াছেন।

وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ অর্থাৎ— কাফিররা বলিয়াছিল আমরা তো আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখি না। কেনই বা দেখিবে; তাঁহারা তো অন্ধ সত্যকে তাহারা দেখিতে পায় না। সত্যকে তাহারা অনুধাবন করিতে পারে না। অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিয়া কিভাবেইবা সত্যকে উপলব্ধি করা যায়?

(٢٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ ○

২৮. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, অথচ এই বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও আমি কি এই বিষয়ে তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি যখন তোমরা ইহা অপছন্দ কর?

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) তাঁহার জাতির প্রত্যুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন এইখানে তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ;

اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ অর্থাৎ— তোমরা বলতো দেখি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস এবং সত্য নবুওতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি আর তোমাদের কাছে তা অস্পষ্ট বলিয়া বলে হয় ফলে তোমরা উহার মর্যাদা উপলব্ধি করিতে না পার এবং উহাকে তোমরা অস্বীকার করিয়া বস; তবে কি তোমাদের অপছন্দ সত্ত্বেও আমি তোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিব?

(٢٩) وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ؕ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ
اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا
تَجْهَلُوْنَ ○

(٣٠) وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

২৯. হে আমার সম্প্রদায় ইহার বিনিময়ে আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ যাচঞা করি না, আমার পারিশ্রমিকতো আল্লাহরই নিকট এবং মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়; তাহারা নিশ্চিতভাবে তাঁহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে। কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিই, তবে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না?

তাফসীর ঃ এইখানে হযরত নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিতেছেন আমি তোমাদিগকে যে উপদেশ দিতেছি ইহার বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বরূপ আমি তোমাদিগের নিকট ধন-সম্পদ চাইনা। ইহার বিনিময় কেবল আল্লাহর নিকট হইতেই প্রার্থনা করি।

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ— হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দাবী করিয়াছিল যে, তুমি এইসব নীচ ইতর শ্রেণীর লোকদিগকে তোমার দরবার হইতে সরাইয়া দাও তবেই আমরা তোমার কাছে আসিতে পারি। ইহাদের সহিত বসিতে আমাদের ঘৃণা হয়। জবাবে হযরত নূহ (আ) বলিলেন আমি ঈমানদারদিগকে আমার সাহচর্য হইতে তাড়াইয়া দিতে পারি না। অজ্ঞতার কারণেই তোমরা এইরূপ দাবী করিতে সাহস পাইয়াছ। ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে পরে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? এই বাস্তবতাকে তোমরা কেন উপলব্ধি করিতে চাওনা? উল্লেখ্য যে মক্কার কাফির মুশরিকরাও দুর্বল শ্রেণীর ঈমানদারদেরকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দাবী করিয়াছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন।

لَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ

অর্থাৎ— হে নবী! যাহারা সকল-সন্ধ্যা তাহাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিবেন না।

(٣١) وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ
اِنِّيْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ
خَيْرًا ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚۖ اِنِّيْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩১. আমি তোমাদিগকে বলি না আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে, আর না আমি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে আমি ফিরিশতা। তোমাদিগের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি বলি না যে আল্লাহ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না। তাহাদিগের অন্তরে যাহা আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই যালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, হযরত নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করাই তাঁহার কাজ। এই কাজের বিনিময়ে তিনি কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চান না বরং ছোট-বড় ধনী-গরীব ও উঁচু-নীচু নির্বিশেষে সকলের নিকটই দীনের দাও'আত প্রদান করেন। ফলে যে ইহা গ্রহণ করিল সে-ই মুক্তি পাইয়া গেল। তিনি আরো জানাইয়া দিয়াছেন যে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করার তাঁহার কোন শক্তি নাই এবং অদৃশ্য সম্পর্কেও তিনি আবগত নহেন। তিনি ঠিক ততটুকুই জানেন আল্লাহ তাঁহাকে যতটুকু জানাইয়াছেন। আর তিনি ফিরিশতাও নহেন বরং একজন মানুষ ও আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল যাহাকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা শক্তিশালী করা হইয়াছে। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে আমি এই কথাও বলি না যে যাহাদেরকে তোমরা ইতর ও নীচ মনে কর ইহারা আল্লাহর নিকট কর্মফল পাইবে না তাহাদের মনে কি আছে তাহা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। যদি উপরের ন্যায় ভিতরেও তাহারা ঈমানদার হইয়া থাকে তবে তাহারা উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে। ঈমানদার হওয়ার পর যদি কেউ তাঁহাদের সামান্য ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করে তো সে অত্যাচারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(٣٢) قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٥

(٣٣) قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ٥

(٣٤) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ط هُوَ رَبُّكُمْ تف وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٥

৩২. তাহারা বলিল হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত বিতন্ডা করিয়াছ—তুমি বিতন্ডা করিয়াছ আমাদিগের সহিত অতি মাত্রায়। সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।

৩৩. সে বলিল, ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ই উহা তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৩৪. আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদিগের উপকারে আসিবে না যদি আল্লাহ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ এই খানে আল্লাহ তা'আলা নূহ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর আযাব ও শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করা সম্পর্কে বলিলেন ঃ

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا الخ অর্থাৎ— তাহারা বলিলেন হে নূহ! তুমি আমাদিগের সহিত অতিমাত্রায় বাক-বিতন্ডা করিয়া ফেলিয়াছ, কিন্তু তথাপিও আমরা তোমরা অনুসারী হইতে প্রস্তুত নহি। যে শাস্তির কথা তুমি বলিতেছ পার যদি তাহা আনয়ন কর আমাদের কোন আপত্তি নাই, আমাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিলেও আমরা বাঁধা দিব না যদি তুমি সত্যবাদী হইয়া থাক। উত্তরে হযরত নূহ (আ) বলিলেন ঃ

اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - অর্থাৎ— শাস্তি দেওয়ার মালিক আমি নহি— আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করিলে যেকোন মুহূর্তেই তোমাদিগকে পিষিয়া মারিতে পারেন। তাহাকে ঠেকাইবার কোন শক্তি তোমাদের নাই।

তিনি আরো বলেন ঃ

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ الخ অর্থাৎ— আল্লাহ যদি তোমাদিগকে বিভ্রান্ত ও ধ্বংস করিতে চাহেন তবে আমার কোন দাও'আত তাবলীগ ও উপদেশই তোমাদের বিন্দুমাত্র উপকারে আসিবে না। তিনি-ই তোমাদের রব এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের একদিন ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(٣٥) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ
مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ ۟ع ○

৩৫. তাহারা কি বলে যে সে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে? বল আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছে তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের সহিত পূর্বাপর কাহিনীর সংগে কোন সম্পর্ক নাই। আরবী ব্যাকরণে এইরূপ বাক্যকে জুমলা মু'তারিস বলা হয়। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! কাফির মুশরিকরা কি এই কথা বলিতে চাহে যে এই কুরআন আপনার নিজের মনগড়া রচনা? তবে আপনি তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআন নিজের হাতে রচনা করিয়া লইয়া থাকি। তাহা হইলে ইহার জন্য আমাকেই জবাব দিহী করিতে হইবে। এই কুরআন কস্মিনকালেও আমার মনগড়া নহে ইহা আল্লাহর বানী। আর তোমরা যে অন্যায় কর তাহার জন্য আমি মোটেই দায়ী নহি। তোমাদেরকেই উহার শাস্তিভোগ করিতে হইবে।

(٣٦) وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ
فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ۚۖ

(٣٧) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ○

(٣٨) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۫ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا
مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا
تَسْخَرُوْنَ ○ؕ

(٣٩) فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ
عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৬. নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না।

৩৭. তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে।

৩৮. সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত তাহাকে উপহাস করিত, সে বলিত তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ।

৩৯. এবং অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দিনের আহ্বানের পরও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনিল না, উপরন্তু তাহারা অত্যন্ত ধৃষ্টতার সহিত আল্লাহর আযাব দেখার জন্য তাড়াহুড়া করিতে লাগিল। ফলে হযরত নূহ (আ) তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিলেন।

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ— হে আমার প্রতিপালক। পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকেও অব্যাহতি দিও না।

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ— ফলে তিনি তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিলেন প্রভু হে! আমি পরাজিত আমাকে বিজয় দান কর। তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে,

اِنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ الخ অর্থাৎ— এ যাবত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেহ ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহাদের আচরণে তুমি ক্ষোভ কণ্ডি না ও দুঃখিত হওও না।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا الخ অর্থাৎ— আমার তত্ত্বাবধানে আমারই চোখের সামনে এবং আমার শিক্ষানুযায়ী তুমি নৌকা তৈয়ার কর আর যালিমদের ব্যাপারে আমার কাছে কিছু বলিও না ওরা নির্ঘাত ডুটিয়া মরিবে।

কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) কাঠের গাছ রোপন করেন এবং উপযুক্ত হইলে পরে গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করেন। ইহাতে একশত বছর চলিয়া যায়। অতঃপর নৌকা তৈয়ার করিতে আরো একশত বছর মতান্তরে চল্লিশ বছর চলিয়া যায়।

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাওরাত হইতে উল্লেখ করেন যে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) কে সেগুন কাঠ দ্বারা আশি হাত দৈর্ঘ্য ও পঞ্চাশ হাত প্রস্থের একটি নৌকা নির্মাণ করিয়া উহার ভিতরে বাহিরে আলকাতরা লাগাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার সামনে দিক মুড়ানো থাকিবে যাহাতে পানি কাটিয়া চলিতে পারে।

কাতাদা (র) বলেন, নূহ (আ)-এর নৌকা দৈর্ঘ্যে তিন শত ও প্রস্থে পঞ্চাশ হাত দিল। হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে উহা দৈর্ঘ্যে ছিল ছয় শত হাত আর প্রস্থে ছিল তিন শত হাত। ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে উহার দৈর্ঘ্য ছিল এক হাজার দুইশত হাত আর প্রস্থে ছিল ছয়শত হাত। কারো কারো মতে দৈর্ঘ্য দুই হাজার হাত আর প্রস্থ একশত হাত। (বাকী সঠিক তথ্য আল্লাহই ভালো জানেন।)

বিশেষজ্ঞদের মতে নূহ (আ)-এর নৌকা ছিল তিনতলা বিশিষ্ট প্রত্যেক তলা দশ হাত করিয়া উচ্চতায় ছিল ত্রিশহাত। নীচের তলা চতুষ্পদ হিংস্র পশুদের জন্য। মাঝের তলা মানুষের জন্য আর উপরের তলা পক্ষীকুলের জন্য। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন হাওয়ারীগণ একদিন ঈসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিল যে, আপনি যদি নূহ (আ)-এর নৌকা দেখিয়াছে এমন কোন লোককে (আল্লাহর নির্দেশে) জীবিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহার সহিত সেই নৌকা সম্পর্কে কথা বলিতাম। এই আবেদন শুনিয়া হযরত ঈসা (আ) তাহাদেরকে সংগে লইয়া একস্থানে গিয়া একটি মাটির টিলার উপর বসিলেন। অতঃপর সেখান হইতে এক মুষ্ঠি মাটি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইহা কি? উত্তর তাহারা বলিল, আল্লাহ এবং তাহার রাসূলই ভালো জানেন। ঈসা (আ) বলিলেন। ইহাই হইল হাম ইবনে নূহ। অতঃপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা টিলাতে আঘাত করিয়া বলিলেন উঠিয়া পড় আল্লাহর নির্দেশে। সংগে সংগে হাম ইবনে নূহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথা হইতে ধূলা-বালি ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে একেবারে বৃদ্ধ বলিয়া মনে হইল। দেখিয়া ঈসা (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এই রূপ বৃদ্ধ হইয়াই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন না একেবারে যৌবনেই আমার মৃত্যু হয়। কিন্তু আপনার লাঠির আঘাত শুনিয়া কিয়ামত হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া এইমাত্র আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ঈসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাদিগকে নূহ (আ) এর নৌকার কিছু বিবরণ শুনান। হাম বলিলেন, নূহ (আ)-এর নৌকার দৈর্ঘ্য এক হাজার দুইশত হাত এবং প্রস্থ ছয়শত হাত ছিল। উহা ছিল তিন তলা বিশিষ্ট। একতলা পশুদের জন্য একতলা মানুষের জন্য ও একতলা পাখীদের জন্য। এক পর্যায়ে পশুদের মল মূত্রে নৌকা বোঝাই হইয়া গেলে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রত্যাদেশ করিলেন যে, হাতীর লেজ টিপ দিয়া ধর। তিনি তাহা করিলে একটি মাদা ও একটি মাদী শূকরের আবির্ভাব ঘটে। আবির্ভূত হইয়াই শূকর দুটি পশুদের সমস্ত মলমূত্র খাইয়া ফেলে। আবার এক সময় নৌকার মধ্যে ইঁদুর উৎপাত করিতে শুরু

করিলে আল্লাহ তা'আলা সিংহের নাকের গোড়ায় আঘাত করার নির্দেশ দেন। নির্দেশমত আঘাত করিলে সিংহের নাকের ছিদ্র হতে একটি মাদা ও একটি মাদী বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং সংগে সংগে ইঁদুর ধরিয়া খাইতে শুরু করে।

অতঃপর ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন কিভাবে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে সমস্ত দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন নূহ (আ) সংবাদ সংগ্রহের জন্য কাককে প্রেরণ করিয়া দিলেন। কাক মৃত জন্তু পাইয়া ভক্ষণ করিতে শুরু করে। এই জন্য উহার জন্য ভয়-ভীতির বদ দু'আ করেন। এই কাক কোন ঘরে থাকিতে পছন্দ করে না। অতঃপর তিনি কবুতরকে প্রেরণ করিলেন সে ঠোটে করিয়া যায়তুনের পাতা ও পায়ে করিয়া কাদা মাটি নিয়া উপস্থিত হইল। ইহা হইতে বুঝিতে পারিলেন সারা দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। অতঃপর কবুতরকে তাহার গর্দানে হাছুলি পৌঁছাইয়া দেন এবং তাহার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য দু'আ করেন। এই জন্যই কবুতর ঘরে বাসা বাধিয়া থাকিতে পারে।

বর্ণনাকারী বলেন, এসব আলাপের পর হাওয়ারীগণ বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! তাহাকে আমরা আমাদের বাড়ীতে নিয়া যাইতে চাই যাহাতে আমাদেরকে সব কিছু বর্ণনা করিবে ঈসা (আ) বলিলেন যাহার জন্য দুনিয়াতে কোন রিযক নাই; সে কি করিয়া তোমাদের সহিত যাইতে পারে। অতঃপর ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেনঃ যাও তুমি তোমার অবস্থানে ফিরিয়া যাও। ফলে সে পুনরায় মাটি হইয়া যায়।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ كُلَّمَا الخ অর্থাৎ— আল্লাহর নির্দেশ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নুহ (আ) নৌকা নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের বেঈমান লোকেরা যে-ই সেই নৌকার কাছ দিয়া অতিক্রম করিত সে-ই তাহাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত এবং বন্যায় ডুবিয়া মরার যে হুমকী তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিতেন তাহারা উহা অস্বীকার করিত। ইহার জবাবে নূহ (আ) শুধু এতটুকুই বলিতেন যে, তোমরা যেমন আজ আমাদিগকে উপহাস করিতেছে, আমরাও একদিন তোমাদিগকে উপহাস করিব আর অল্পদিন পরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহার উপর দুনিয়াতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আপতিত হইবে আর আখিরাতে অবিরাম চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

(٤٠) حَتّٰٓى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ
زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ط
وَمَآ اٰمَنَ مَعَهٗٓ إِلَّا قَلِيْلٌ ○

৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল, আমি বলিলাম ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত তোমাদের পরিবার পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহাদিগকে। তাঁহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন।

তাফসীর ঃ وَفَارَ التَّنُّوْرُ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, اَلتَّنُّوْرُ অর্থ ভূপৃষ্ঠ। অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশে গোটা দেশ উদ্বেলিত জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায় এমনকি আগুনের উনুন চুলাগুলি হইতে পর্যন্ত পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জুমহুর আলিমগণ تَنُّوْرُ এর এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, اَلتَّنُّوْرُ অর্থ প্রভাত রশ্মি ও ভোরের আলো। প্রথম অর্থটি অধিক প্রকাশ। মুজাহিদ ও শাবী (রা) বলেন এই উননটি কুফায় অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে اَلتَّنُّوْرُ ভারতের একটি প্রস্রবণের নাম। কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে اَلتَّنُّوْرُ আরব উপত্যকার একটি প্রস্রবণের নাম যাহাকে 'অহিনুল ওরদাহ' বলা হইয়া থাকে। তবে এই সবকটি মতই অপ্রসিদ্ধ।

যাহোক প্লাবন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর এক জোড়া করিয়া নৌকায় উঠাইয়া লইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লইলেন। কেহ কেহ বলেন উদ্ভিদের মধ্যে পুঃ স্ত্রী সর্বপ্রকারের গাছ বৃক্ষ জোড়া জোড়া উঠাইয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সর্বপ্রথম পাখীর মধ্যে তোতা পাখী উঠানো হইল এবং সবশেষে গাধাকে উঠানো হইল। ইবলিস উহার লেজে লটকিয়া রহিয়াছিল। যাহার ফলে গাধা এত ভারী হইয়া যায় যে উঠিতে চাহিলেও উঠিতে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) উহাকে বলিলেন কি যে, গাধা প্রবেশ কর, গাধা দাঁড়াইবার ইচ্ছা করিলেও সে পারিতেছেনা। তখন নূহ (আ) বলিলেন যদিও তোর লেজ ধরিয়া ইবলিস লটকিয়া রহিয়াছে তবুও তুই প্রবেশ কর। অতঃপর গাধা ও ইবলিস নৌকায় প্রবেশ করিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমদিকে লোকেরা সিংহকে নৌকায় তুলিতে পারিতেছিল না ফলে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বর দিয়া দুর্বল করিয়া দেন। অতঃপর লোকেরা নৌকায় তুলিয়া লয়।

ইবনে আবূ হাতিম (র).... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ (আ) প্রত্যেক প্রাণীর একটি করিয়া জোড়া নৌকায় তুলিয়া লওয়ার পর তাঁহার সংগীরা বলিল, সিংহের সঙ্গে এইসব নিরীহ প্রাণীরা

থাকিবে কি করিয়া? ফলে আল্লাহ তা'আলা জ্বর দিয়া সিংহকে কাবু করিয়া রাখেন। আর তাহাই ছিল পৃথিবীতে জ্বরের প্রথম আবির্ভাব। অতঃপর লোকেরা ইঁদুরের উৎপাতের অভিযোগ করিলে আল্লাহর নির্দেশে সিংহ একটি হাই তোলে। এতে সিংহের নাক হইতে বিড়াল বাহির হইয়া আসে এবং ইঁদুর দমন করিতে শুরু করে।

وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ الخ অর্থাৎ—আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ) কে নির্দেশ দিলেন যে আপনি আপনার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে নৌকায় তুলিয়া নিন। তবে যাহাদের সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে তাহারা ঈমান আনিবে না তাহাদেরকে নহে। ইহাদের মধ্যে ছিল নূহ (আ)-এর পুত্র ইয়াম ও তাহার কাফির স্ত্রী। আর আপনার সম্প্রদায়ের যাহারা ঈমানদার তাহাদরকেও নৌকায় তুলিয়া নিন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছরের দাও'আতের পরও কয়েক জন লোক মাত্র ঈমান আনিয়াছিল।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণত আছে যে, নারী-পুরুষসহ নূহ (আ) এর অনুসারী ছিল মাত্র আশিজন। কা'ব আহবারের মতে বাহাত্তর জন। কারো কারো মতে মাত্র দশজন। কেহ কেহ বলেন তাহারা ছিলেন নূহ (আ) ও তাঁহার তিন পুত্র ও তিন পুত্র বধু এবং কাফির পুত্র ইয়ামের স্ত্রী। কারো কারো মতে নূহ (আ) এর স্ত্রীও নৌকায় ছিল। কিন্তু কথাটি আপত্তিকর। ঈমান না থাকার কারণে সেও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলিয়াই প্রকাশ। যেমন লূত (আ)-এর স্ত্রীকে তাহার সম্প্রদায়ের শাস্তি ধ্বংস করিয়াছিল।

(٤١) وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(٤٢) وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ قف وَنَادٰى نُوْحُ ۨ ابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(٤٣) قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ۝

৪১. সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে ইহার গতিও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৪২. পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া বলিল; নূহ (আ) তাঁহার পুত্র যে উহাদিগের হইতে পৃথক ছিল তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল হে আমার পুত্র! আমাদিগের সংগে আরোহণ কর এবং কাফিরদিগের সংগী হইও না।

৪৩. সে বলিল, আমি এমন পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। সে বলিল, আজ আল্লাহর বিধান হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, যাহাকে আল্লাহ্ দয়া করিবেন সে ব্যতীত। ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি নূহ (আ)কে যাহাদিগকে তাহার সংগে নৌকায় তুলিয়া হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি বলিলেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ কর। পানির উপর ইহা আল্লাহর নামেই চলিবে এবং আল্লাহর নামেই যথাস্থানে থামিয়া যাইবে।

এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ الخ অর্থাৎ— (হে নূহ!) তুমি এবং তোমার সাথীরা যখন নৌকায় আরোহণ করিবে তখন বলিবে প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে যালিমদের হাত হইতে মুক্তি দিয়াছেন আরো বলিবে প্রভু হে! আমাকে বরকতময় স্থানে নামাইয়া দিও। তুমিই উত্তম অবতরণকারী।

এই সব আয়াতের ভিত্তিতেই যে কোন নৌযান ও স্থলযানে আরোহণের সময় বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হইয়াছে। হাদীসেও এজন্য যথেষ্ট উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। সূরা যুখরুফে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইবে ইনশা আল্লাহ।

আবুল কাসিম তাবরানী (র)…. ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ আমার উম্মতের সলিল সমাধি হইতে নিরাপদ থাকার উপায় হইল, নৌযানে আরোহণ কালে بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكِ وماقدروا الله حق قدره الخ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত এবং بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ - এই আয়াতটি পাঠ কর।

এখানে কাফিরদিগকে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করার বিপরিতে মু'মিনদের জন্য اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। বলা অত্যন্ত সমুচিত হইয়াছ। অনুরূপ বহু আয়াত প্রতিশোধের সাথে সাথে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ অর্থাৎ— প্লাবন শুরু হইয়া যাওয়ার পর নূহ (আ)-এর নোকাটি আরোহীদের লইয়া পানির উপর ভাসিয়ে শুরু করে। বিশ্বব্যাপী সেই প্লাবনের পানি পাহারের চূড়ার উপরও পনের হাত পর্যন্ত ছিল অথবা পৃথিবীর আশি মাইল পর্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল আর নৌকাটি পানির উপর আল্লাহর নির্দেশ ও অনুগ্রহে ভাসিতে থাকে। যেমনঃ এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ الخ অর্থাৎ— যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে, আমি ইহা করিয়াছিলাম তোমাদিগের শিক্ষার জন্য এবং এই জন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ ইহা সংরক্ষণ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ الخ অর্থাৎ—তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। ইহা পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ الخ অর্থাৎ— নূহ (আ) তাহার ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তুমি আমাদের সহিত আরোহণ কর। সে হইল নূহ (আ) এর চতুর্থ ছেলে ইয়াম। সে কাফির ছিল। নূহ (আ) তাহাকে ঈমান আনিয়া কাফিরদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নৌযানে আরোহণ করিয়া তাহাকে ধ্বংসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। উত্তরে সে বলিল ঃ

قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ অর্থাৎ— আমাকে তোমার নৌকায় চড়িতে হইবে না। কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় লইয়াই আমি জীবন বাচাইতে পারিব। বলা বাহুল্য যে, নূহ (আ) এর পুত্র অজ্ঞতার কারণে ভাবিয়াছিল যে, এই বন্যা তো আর পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত উঁচু হইবে না, অতএব পাহাড়ে উঠিয়া আশ্রয় নিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। ইহার প্রত্যুত্তরে নূহ (আ) বলিলেন।

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ অর্থাৎ— আল্লাহ যাহাকে দয়া করেন সে ব্যতীত আজ আল্লাহর শাস্তি হইতে কোন কিছুই কাউকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আল্লাহ যাহার প্রতি দয়া করেন সেই কেবল রক্ষা পাইতে পারেন। ইতিমধ্যেই তরঙ্গ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ফলে নূহ পুত্র পানিতে ডুবিয়া সলিল সমাধির ভাগ্য বরণ করে।

(٤٤) وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৪৪. ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত

হইল। নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হইল এবং বলা হইল, যালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, নূহ (আ)-এর নৌকার যাত্রীদের ব্যতীত সকল দুনিয়াবাসী প্লাবনে ডুবিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর তিনি পৃথিবীকে তাহার পানি গ্রাস করিয়া নেওয়ার এবং আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত হইবার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নির্দেশমতে পানি কমিতে শুরু করে। এই ভাবেই কাফির বে-ঈমানদের ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হয় আর যাত্রীদেরসহ নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জুদী জাযিরায়ে আরবের একটি পর্বতের নাম। কাতাদা (র) বলেন, নূহ (আ) এর নৌকাটি এই পর্বতে এক মাস যাবত স্থির হইয়াছিল। অতঃপর যাত্রীরা নামিয়া যায়। ইহার পর শত শত বছর ধরিয়া আল্লাহ তা'আলা নৌকাটি নিদর্শন স্বরূপ অক্ষত রাখিয়া দেন। এই উম্মতের পূর্ব-পুরুষরাও নৌকাটি দেখিতে পাইয়াছিল। অথচ তাহার পরের কত নৌযান তৈরী করা হইল আর নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

যাহ্হাক (র) বলেন, জুদী মুসেলের একটি পর্বতের নাম। কারো কারো মতে তূর পাহাড়কেই জুদী বলা হয়।

ইবনে আবূ হাতিম (র).... নূবা ইবনে সালিম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি যির ইবনে হুবায়শ (রা) কে একদিন বাইতুল্লাহর এক কোণে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি জুম'আর দিন এইস্থানে এত বেশী সালাত আদায় করেন কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা এই স্থান হইতে গিয়াই জুদী পাহাড়ে ঠেকিয়াছিল।

আলী ইবনে আহমদ (র) ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় তাহার পরিবারবর্গসহ সর্বমোট আশি জন লোক ছিল। ইহারা এক শত পঞ্চাশ দিন নৌকায় অবস্থান করেন, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে এই নৌকাটি মক্কার দিকে পাঠাইয়া দিলে তথায় গিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। অতঃপর সেখান হইতে নৌকাটি জুদী পাহাড়ে অবস্থান নেয়। তখন নূহ (আ) কাককে যমীনের সংবাদ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন। সে মৃত লাশের মাংস ভক্ষণ করার ফলে দেরী করিয়া বসে। এইজন্য তিনি কবুতরকে পাঠাইলেন। সে যায়তুন গাছের পাতা এবং পায়ে যমীনের কাদা মাটি লইয়া উপস্থিত হইল। ইহা নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে পানি শুকাইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি জুদী হইতে নীচে অবতরণ করেন এবং সেখানে একটি

জনপদ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম রাখেন ثَمَانِيْنَ (আশি) একদিন ভোরে এই জনপদের সকলের মুখে আশিটি ভাষা প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে সবচাইতে মিষ্টভাষা হইল আরবী। তখন একজন অপর জনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইলেন। এক মাত্র নূহ (আ) সকলকে বুঝাইয়া দিতেন।

কাব আহবার (র) বলেন, জুদী পর্বতে অবস্থান নেয়ার পূর্বে নৌকাটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে চক্কর দিতে থাকে। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, লোকেরা রজব মাসের দশ তারিখে নৌকায় আরোহণ করে। একশত পঞ্চাশ দিন ভ্রমণের পর জুদী পর্বতে অবস্থান নেয় এবং তথায় একমাস অবস্থান করে। অতঃপর মুহাররমের দশ তারিখে তথা আশুরার দিনে তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করে। অবতরণ করিয়া সেইদিন তাহারা সাওম পালন করে। একটি মারফূ হাদীসেও এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একদিন একদল ইয়াহূদীর সংগে সাক্ষাত হয়। সেদিন তাহারা আশুরার রোযা রাখিয়াছিল। জানিতে পারিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দিন তোমরা কিসের রোযা রাখ?" তাহারা বলিল, "এই দিন আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা ও বনী ঈসরাইলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ও ফিরাউনকে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। আর এই দিনেই নূহ (আ)-এর নৌযান জুদী পর্বতে স্থির হয়। ফলে নূহ ও মুসা (আ) আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ এইদিনে রোযা রাখিয়াছিল। তাই আমরাও এই দিনে রোযা রাখি।" শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন মুসার (আ) প্রতি এবং এই দিনে রোযা রাখার ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা আমার অধিকার বেশী। অতঃপর তিনি রোযার নিয়ত করলেন এবং সাহাবীদেরকে বলিয়াদিলেন, যাহারা আজ রোযা রাখিবার নিয়ত করিয়াছ তাহারা রোযা পূর্ণ করিয়া ফেল। আর যাহারা নিয়ত করে নাই তাঁহারা বাকী দিবসে রোযার নিয়তে উপবাস কাটাও।

وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ— প্লাবন সমস্যা দেশবাসী নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ধ্বংস অনিবার্য আল্লাহর রহমত হইতে ইহারা বহুদূরে। উল্লেখ যে সেই প্লাবনে ঈমানদারগণ ব্যতীত অন্য সব মানুষ সমূলে বিনাশ হইয়াছিল। ধ্বংসের হাত হইতে একজন লোকও রেহায় পায় নাই। ইবন জরীর তাবারী.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে হযরত আয়েশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন নূহ সম্প্রদায়ের একজন লোকের প্রতিও যদি আল্লাহ দয়াপরাবশ হইতেন তাহা হইলে শিশুর মায়ের প্রতি দয়া করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ নূহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করেন। এক সময় তিনি আল্লাহর নির্দেশে কাঠের গাছ রোপন করেন। একশত বছরে সেই গাছ বড় হইলে সেই গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করিয়া নৌকা নির্মাণ করেন। নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা আসিয়া উপহাস করিয়া বলিত নূহ ডাঙ্গায় নৌকা নির্মাণ করিতেছে চালাইবে কিভাবে? উত্তরে তিনি বলিতেন একটু অপেক্ষা কর সময় আসলেই বুঝিতে পারিবে। অতঃপর যখন দুর্যোগ আসিয়া পড়িল মহাপ্লাবন শুরু হইয়া গেল তখন একটি শিশুর মা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে শিশুটিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটি পাহাড়ের এক তৃতীয়াংশ উপরে উঠিয়া আশ্রয় নিল। কিন্তু সেখানে পানি উঠিয়া গেলে সে দুই তৃতীয়াংশ উপরে চড়িয়া বসিল। অতঃপর সেখানেও পানি আসিয়া পড়িলে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া আশ্রয় নিল। অতঃপর পানি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া তাহার ঘাড় পর্যন্ত হইয়া গেলে সে শিশুটিকে দুই হাতে মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। কিন্তু তাহাতেও সে রক্ষা পাইল না শিশুসহ ডুবিয়া গেল। আল্লাহ যদি নূহ সম্প্রদায়ের একজন লোকের প্রতিও দয়া করিতেন তো সেই শিশুর মায়ের প্রতিই দয়া করিতেন। (কিন্তু সেই মহিলাকেও তিনি রেহায় দেন নাই।) এই হাদীসটি এই সনদে গরীব। কা'ব আহবার ও মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(٤٥) وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ
الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ○

(٤٦) قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْئَلْنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنِّىْٓ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٤٧) قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۗ وَاِلَّا
تَغْفِرْ لِىْ وَتَرْحَمْنِىْٓ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৪৫. নূহ তাঁহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য আপনি বিচারকদিগের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

৪৬. তিনি বলিলেন হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অসৎ কর্ম-পরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি যেন অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত না হও।

৪৭. 'সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এই জন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

তাফসীর ঃ ইহা প্লাবনের পরের ঘটনা। নূহ (আ)-এর যে পুত্র প্লাবনে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ! আমার পুত্রও তো আমার পরিবারভুক্ত। আর তুমি আমার পরিবারকে নাজাত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে। তোমার প্রতিশ্রুতিতো অলংঘনীয় সত্য, সুতরাং আমার পুত্র ডুবিল কেমন করিয়া তুমিতো শ্রেষ্ঠ বিচারক! উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলিলেন নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নহে। যাহাদিগকে মুক্তি দিব বলিয়া আমি ওয়াদা দিয়াছিলাম, আমার ওয়াদা ছিল তোমার পরিবারের সেই সব লোকদের সম্পর্কে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, ইনি নূহ (আ)-এর উরসজাত পুত্র ছিলেন না। ছিলেন তাহার স্ত্রীর জারজ সন্তান। (নাইয়ুবিল্লাহ)। মুজাহিদ, হাসান ওবাইদ ইবনে ওমাইর ও আবূ জা'ফর বাকের ও ইবনে জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নূহ (আ)-এর স্ত্রীর সন্তান ছিলেন। কেহ কেহ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ এবং فَخَانَتَاهُمَا দ্বারা উক্ত মতের দলীল পেশ করেন।

ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচার করেন নাই, করিতে পারেন না। আর إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ অর্থ এই ছেলে তোমার সেই পরিবারভুক্ত নহে যাহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য যে ইবনে আব্বাস (রা) এর এই মতটি সন্দেহাতীতরূপে সত্য যাহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই কারণ, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর স্ত্রীকে ব্যভিচার লিপ্ত হতে দিতে পারে না। এই জন্যই তো যাহারা হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ তুলিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। আব্দুর রায্যাক (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন.... ইবনে আব্বাস (রা) বলেন সে নূহ (আ)-এর পুত্রই ছিল। তবে সে নূহ (আ)-এর বিরোধী ছিল।

ইবনে উআইনা (রা).... সাঈদ ইবনে জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন সে নূহ (রা) এর পুত্রই ছিল। আল্লাহ তো আর মিথ্যা বলেন না। আল্লাহ বলেন وَنَادَى نُوحٌ। ابْنَهُ অর্থাৎ নূহ তার পুত্রকে ডাকিয়া বলিল। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্হাক মাইমূন ইবনে মিহরান এবং সাবিত ইবনে হাজ্জাজ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) এর মত ইহাই আর ইহাই সঠিক কথা।

(٤٨) قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ۚ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৪৮. বলা হইল হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সংগে আছে তাহাদিগের প্রতি কল্যাণসহ। অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করিতে দিব পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে।

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইয়াছে যে, নূহ (আ)-এর নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর তাঁহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ঈমানদারদের উপর শান্তি বর্ষণের ঘোষণা দিয়া তাহাকে নৌকা হইতে অবতরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব (রা) বলেন এই সালামের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুমিন নারী-পুরুষ অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পরবর্তী শাস্তির ঘোষণার মধ্যেও কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল কাফির নর-নারী অন্তর্ভুক্ত।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ যখন প্লাবন বন্ধ করিতে চাহিলেন তখন পৃথিবীতে এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে পানি থামিয়া যায়, পৃথিবীর সমুদয় ফোয়ারা ও আকাশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়।

ইয়াহূদীদের ধারণামতে নৌকা জুদী পর্বতে স্থির হয় রজব মাসের সতেরতম রাত্রিতে আর পাহাড়ের চূড়া দেখা যায় শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে। অতঃপর চল্লিশ দিন গত হইলে নূহ (আ) পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কিন্তু কাক আর ফিরিয়া আসে নাই। অতঃপর একটি পায়রাকে প্রেরণ করেন। পায়রা এই সংবাদ লইয়া আসে যে কোথাও পা রাখিবার জন্য এতটুকু জায়গাও পাওয়া যায় নাই। ইহার এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করেন। পায়রা সন্ধা বেলায় একটি যয়তুনের পাতা মুখে করিয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে নূহ (আ) বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবী হইতে বন্যার পানি কমিয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পর পায়রাটিকে আবার প্রেরণ করা হইলে আর সে ফিরিয়া আসে নাই। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এইবার মাটি শুকাইয়া গিয়াছে। এইভাবে আল্লাহ প্লাবন শুরু করিবার প্রথম হইতে নূহ (আ) পায়রা প্রেরণের মাঝে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে ভূপৃষ্ঠ শুকাইয়া যায় এবং নুহ (আ) নৌকার ঢাকনা উন্মুক্ত করেন আর দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশতম রাত্রিতে বলা হয় ঃ

يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا অর্থাৎ— হে নূহ! আমার দেয়া শান্তিসহ তুমি অবতরণ কর।

(٤٩) تِلْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛ فَاصْبِرْ ۛ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৯. সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানিত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন যে এই কাহিনী এবং এই ধরনের আরো যত কাহিনী আছে এইগুলি অদৃশ্যের সংবাদ, ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে এইগুলি জানাইয়া দিতেছি।

مَاكُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ— আপনি আপনার সম্প্রদায়ের কেহই ইতিপূর্বে ইহা জানিত না। ফলে কাহারো এই অপবাদ দেওয়ার সুযোগ নাই যে আপনি এই কাহিনী অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে শিখিয়া লইয়াছেন। বরং আল্লাহ-ই আপনাকে বাস্তব ও সঠিক সংবাদ জ্ঞাত করাইয়াছে— আপনার পূর্বেকার আসমানী কিতাবসমূহ যাহার সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ, অপবাদ ও নির্যাতনে আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন। অচীরেই আমি আপনাকে সাহায্য করিব ও বিজয় দান করিব এবং আপনাকে আর আপনার অনুসারীদেরকে দান করিব ইহকাল ও পরকালের শুভ পরিণাম। যেমন ঃ আমি ইতিপূর্বে রাসূল দিগকে তাহাদের শত্রু পক্ষের উপর বিজয় দিয়াছিলাম। তাই এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ— অবশ্যই আমি আমার রাসূলদিগকে আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে বিজয় দান করিব ঃ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَمَنْصُوْرُوْنَ

অর্থাৎ— অবশ্যই আমার রাসূলদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে, তাঁহারাই বিজয় লাভ করিবে। (সাফফাত ১৭১-১৭২) আর এইখানে তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ— তুমি একটু ধৈর্যধারণ কর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য।

(٥٠) وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ط قَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ
غَیْرُهٗ ط اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

(٥١) یٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا ط اِنْ اَجْرِیَ اِلَّا عَلَی الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ط اَفَلَا
تَعْقِلُوْنَ ○

(٥٢) وَیٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا
وَّیَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِیْنَ ○

৫০. আদজাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়া ছিলাম সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী।

৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট পারিশ্রমিক যাচঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না।

৫২. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাহার দিকেই ফিরিয়া আস। তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরো শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমি 'আদ জাতির নিকট তাহাদেরই এক ভাই হূদকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহাদিগকে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দিতেন আর মূর্তি পূজা করিতে নিষেধ করিতেন। সাথে সাথে এই কথাও তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই দাও'আত ও তাবলীগের বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। আমার প্রতিদান তিনিই দিবেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা কি বুঝনা যে, যিনি বিনা পারিশ্রমিকে লোকদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথে আহ্বান করে তিনি কে হইতে পারেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অতীতের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য যে কৃতপাপের জন্য ক্ষমা আর তাওবার গুণে যে গুণান্বিত হয় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে স্বচ্ছল জীবিকা দান

করেন তাহার যাবতীয কাজ সহজ করিয়া দেন ও তাহার জীবনের সার্বিক নিরাপত্তা দান করেন। এদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ বলেন, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

অর্থাৎ— এসব গুণ অর্জন করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রচুর বারি বর্ষাইবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার পাঠ করিবে (ক্ষমা প্রার্থনা করিবে) আল্লাহ তাহার সকল সমস্যা ও যাবতীয় অভাব-অনটন দূর করিয়া দিবেন এবং তাহাকে কল্পনাতীত রিযক দান করিবেন।

(٥٣) قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○

(٥٤) اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ

(٥٥) مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ○

(٥٦) اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৫৩. উহারা বলিল হে হূদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি।

৫৪. আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরা সাক্ষী হও যে আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর।

৫৫. আল্লাহ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; অতঃপর আমাকে অবকাশ দিওনা?

৫৬. আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহর উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই যে তাহার আয়ত্তাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হূদ (আ)- এর সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল,

يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ— হে হূদ! তুমি তোমার দাবীর স্বপক্ষে যুক্তিসংগত সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পেশ কর নাই। সুতরাং শুধু তোমার যুগের কথায় আমাদের ইলাহদেরকে ত্যাগ করিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি না। আমাদের ধারণা ইহাই যে আমাদের কোন ইলাহ্ অশুভ দ্বারা অবিষ্ট করিয়া তোমার বুদ্ধি-বিবেক হরণ করিয়া নিয়াছে। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ

إِنِّى أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّى بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ—

অর্থাৎ— আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি আর তোমারও সাক্ষী থাক যে, তোমাদের এইসব দেব-দেবী ও প্রতিমা হইতে আমি পবিত্র ইহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنَ الخ

অর্থাৎ— ইহাতে প্রয়োজন মনে করিলে তোমরা এবং তোমাদের দেব-দেবীরা একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আত্মরক্ষার জন্য আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিও না। আমি সে আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছি; যিনি আমার তোমাদের সকলের প্রতিপালক সকল জীবজন্তুই যাহার আয়ত্তাধীন ও করতলগত। তিনি ন্যায় বিচারক বাদশাহ ও সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

আলীদ ইবনে মুসলিম (র) সাফওয়ান ইবনে আমর (রা)-এর মাধ্যমে আইকা ইবনে আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণিত তিনি وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ الخ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সকল জীব জন্তুই আল্লাহর করতলগত। ঈমানদারদিগকে তিনি এমন উত্তমভাবে শিক্ষা দান করেন যাহাতে তিনি সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহের তুলনায় বেশি স্নেহশীল প্রমাণিত হন। এবং কাফিরকে বলা হইবে তোমাকে কি বস্তু দয়াময় প্রতিপালক হইতে ধোকা দিয়া রাখিয়াছে।

এই আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলগণ যে সকল দাবী পেশ করেন তাহা অকাট্য সত্য এবং কাফির সম্প্রদায় যে সব মূর্তি পূজার কথা বলিতেছিল তাহা বাতিল কেননা এই সব মূর্তি ভাল-মন্দের ক্ষমতা রাখে না বরং এই সব হইল জড় পদার্থ যাহা না কিছু শ্রবণ করিতে পারে না দর্শন করিতে পারে, না কাহাকেও ভালবাসিতে পারে আর না শত্রুতা করিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে একনিষ্ঠ ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ যিনি এক তাহার কোন শরীক নাই, সব কিছুর উপর তাহারই ক্ষমতা ও রাজত্ব। সকল বস্তুই তাহার আয়ত্বাধীন। অতএব তিনিই আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই।

(٥٧) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ○

(٥٨) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَ
نَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(٥٩) وَتِلْكَ عَادٌ ۟ۙ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ
جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ○

(٦٠) وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا
رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ○

৫৭. অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহাসহ তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

৫৮. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে।

৫৯. এই 'আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রাসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিত।

৬০. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল লানতগ্রস্ত এবং লানতগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালকে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংস হইল হূদ সম্প্রদায় আদের পরিণাম।

তফসীর ঃ আল্লাহ বলেন, হূদ (আ) তাহার সম্প্রদায়কে আরো বলিয়াছিলেন যে আমি তোমাদিগকে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের যে দাও'আত প্রদান করিয়াছি তোমরা যদি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লও তবে মনে রাখিও তোমাদের নিকট

আল্লাহর রিসালাত পৌঁছনোর দ্বারা তোমাদের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। আর তোমাদের পরিবর্তে আমার প্রতিপালক এমন এক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটাইবেন যাহারা এক আল্লাহরই ইবাদত করিবে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। তাহারা তোমাদিগকে বিন্দুমাত্র পরোয়া করিয়া চলিবে না। কারণ তোমরা তোমাদের কুফরী দ্বারা তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না। উহার অশুভ পরিণাম তোমাদেরকেই ভোগ করিতে হইবে। আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সবকিছু দেখেন শুনেন ও স্বীয় বান্দাদের কথা-বার্তা ও যাবতীয় কর্মকান্ড সংরক্ষণ করেন। অতঃপর একদিন ইহার উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করিবেন। ভালো কাজের জন্য ভালো আর মন্দ কাজের জন্য মন্দ পরিণাম দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا الخ অর্থাৎ— অতঃপর যখন আমার নির্দেশ তথা বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবায়ু আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দিল এখন আমি হূদ ও তাঁহার ঈমানদার সংগী-সাথীদেরকে দয়া করিয়া কঠোর শাস্তির হাত হইতে রক্ষা করি।

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ— 'আদ জাতি তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহর রাসূলদের অবাধ্যতা করিয়াছিল। আল্লাহর সকল রাসূলের অবাধ্যতা করার কথা এই জন্য বলা হইয়াছে যে, একজন নবী রাসূলকে অস্বীকার করা মূলতঃ সকল নবী-রাসূলকে অস্বীকার করারই নামান্তর। কারণ ঈমান আনার ব্যাপারে সব নবীই সমান। অর্থাৎ মৌলিকভাবে সকল নবীর উপরই ঈমান আনা অপরিহার্য। এই জন্য একজনকে অস্বীকার করিলে সকলকেই অস্বীকার করা হয়। সুতরাং 'আদ জাতির হূদ (আ) কে অস্বীকার করায় সকল নবীকেই অস্বীকার করা সাব্যস্ত হইল।

وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ الخ অর্থাৎ— তাহারা সত্যাশ্রয়ী আল্লাহর নবী হূদ (আ)-এর অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধত স্বৈরাচারী লোকদের পথ অনুসরণ করিয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ ও ঈমানদার লোকদের পক্ষ হইতে ইহকাল ও পরকালের জন্য তাহাদিগকে অভিশপ্ত করা হইয়াছে।

أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا الخ অর্থাৎ—জানিয়া রাখ। 'আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল হূদ সম্প্রদায় 'আদের

পরিণাম। সুদ্দী (রা) বলেন 'আদের পরে যত নবী আগমন করিয়াছেন সকলেই তাহাদের প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

(٦١) وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ○

৬১. সামুদ জাতির নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি তোমাদিগকে ভূমি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতেই তিনি তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا الخ

অর্থাৎ— সামুদ জাতির নিকট আমি তাহাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইহারা তাবূক ও মদীনার মধ্যবর্তী মাদায়েনে হিজর নামক স্থানে বাস করিত ইহারা 'আদ এর পরবর্তী জাতি। আল্লাহ তাহাদের নিকট তাহাদেরই মধ্য হইতে সালিহ (আ) কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এক আল্লাহ ইবাদত করার নির্দেশ দিয়া বলেন ঃ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনিই মাটি দ্বারা তোমাদের সৃজন কার্য শুরু করিয়াছেন। আদি মানব হযরত আদম (আ) কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই মাটিতেই তোমাদিগকে বসবাস করিতে দিয়াছেন। সুতরাং তোমরা অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য তাওবা কর। اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ অর্থাৎ— আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন। তিনি সকলের ডাকে সাড়া দেন। যেমন ঃ অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ الخ অর্থাৎ— আমার বান্দা যখন তোমার নিকট আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তো বলিয়া দিও আমি নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেই (বাক্বারাহ ১৮৬)।

(٦٢) قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ﴿٦٢﴾

(٦٣) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ۝

৬২. তাহারা বলিল, হে সালিহ! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদিগের আশাস্থল। তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদিগের যাহাদিগের ইবাদত করিত আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তুমি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ।

৬৩. সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, আমি যদি তাহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো আমার ক্ষতিই বাড়াইয়া দিতেছ।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা সালিহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যকার কথোপকথন এবং তাহাদের অজ্ঞতা ও অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সালিহ (আ) তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট আল্লাহর তাওহীদের দাও'আত প্রদান করিলে তাহারা আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল ঃ

قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا الخ অর্থাৎ— ইতিপূর্বে তো আমরা তোমার বুদ্ধি-বিবেক লইয়া অনেক গর্ব করিতাম এবং তোমার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইবে বলিয়া আশা পোষণ করিতাম। এখন দেখি আমাদের সব আশাই দুরাশায় পরিণত হইল। আর তুমি আমাদিগকে যেই পথে আহ্বান করিতেছ ইহাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সালিহ (আ) বলিলেন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتَ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়। তোমরাই বল আমার প্রতিপালক আমাকে তোমাদের নিকট যে বাণী লইয়া প্রেরণ করিয়াছেন আমি যদি সেই ব্যাপারে তাহারই প্রেরিত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি আর তিনি আমাকে নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন তবে আমি যদি আল্লাহ

অবাধ্যতা করিয়া আল্লাহর দাও'আত পরিত্যাগ করি তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তোমরা তো আমার বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু আমার ক্ষতি আর অনিষ্টতাই বৃদ্ধি করিতে।

(٦٤) وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ
اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ○
(٦٥) فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ
غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ○
(٦٦) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○
(٦٧) وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○
(٦٨) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا
لِّثَمُوْدَ ○

৬৪. হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর এই উষ্ট্রীটি তোমাদিগের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহর জমিতে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে।

৬৫. কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল তোমরা তোমাদিগের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে।

৬৬. এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ্ ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়া ছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান পরাক্রমশালী।

৬৭. অতঃপর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল ; ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

৬৮. যেন তাহারা সেথায় কখনো বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! সামুদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল সামুদ সম্প্রদায়ের পরিণাম।

তাফসীর ঃ এই আয়াতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা 'আরাফে গত হইয়া গিয়াছে। কাজেই এইখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

(٦٩) وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ
فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ○

(٧٠) فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ
قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ○

(٧١) وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ
يَعْقُوْبَ ○

(٧٢) قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا ؕ اِنَّ هٰذَا
لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ ○

(٧٣) قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ
الْبَيْتِ ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

৬৯. আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিল, সালাম। সেও বলিল, সালাম। সে অবিলম্বে, এক কাবাব করা গোবৎস আনিল।

৭০. সে যখন দেখিল, তাহাদিগের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতি সঞ্চার হইল। তাহারা বলির, ভয় করিও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

৭১. তখন তাঁহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।

৭২. সে বলিল কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।

৭৩. তাঁহারা বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ? তোমাদিগের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানর্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ

অর্থাৎ— আমার রাসূলগণ যখন ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ লইয়া আসিল; তখন তাহারা বলিল সালাম। সেও বলিল সালাম। এইখানে রাসূল বলিয়া ফিরিশতা বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফিরিশ্তা। আর সুসংবাদ সম্পর্কে কেহ বলেন, এই সুংসবাদ ছিল ইসহাক (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে আবার কেহ বলেন লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে। তবে নীচের আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে সমর্থন প্রকাশ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ

অর্থাৎ— অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাঁহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

قَالُوْا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ অর্থাৎ— ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল সালাম। অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আ) ও সালাম প্রদান করেন।

ইলমে বয়ান বিশেষজ্ঞরা এইখানে ফিরিশ্তাদের সালামের তুলনায় ইবরাহীম (আ)-এর সালাম বেশি উত্তম হইয়াছে মনে করেন। কারণ, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তাহার সালামে سَلَامٌ শব্দটির ইরাব হইল রফা যাহা جُمْلَةٌ اِسْمِيَه হওয়ার ফলে কোন কিছুর স্থায়িত্বের অর্থ বহন করে। অর্থাৎ سَلَامٌ বলিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন যে, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হইতে থাকুক।

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ— মেহমান দেখিয়া হযরত ইবরাহীম (আ) অবিলম্বে একটি কাবাব করা গো-বৎস লইয়া আসিলেন। عِجْلٌ অর্থ গরুর কচি বাচ্চা আর حَنِيْذٌ অর্থ উত্তপ্ত কড়াইয়ে ভুনা করা বস্তু। ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদা (রা) প্রমুখ হইতে শব্দ দুইটর এইরূপ ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থাৎ— মেহমান দেখিয়া তিনি ঘরে যাইয়া একটি মাংসল গো-বৎস (ভুনা করিয়া) আনিয়া তাহাদের সম্মুখে পেশ করেন। তিনি বলিলেন আপনারা খাইতেছেন না কেন? (যারিয়াত ২৬-২৭)।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে আতিথেয়তার বিভিন্ন আদব ও শিষ্টাচারের কথা উল্লেখ রহিয়াছে।

فَلَمَّا رَاٰى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِمْ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

অর্থাৎ— মেহমানদিগকে উক্ত খাবার খাইতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) তাঁহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিলেন এবং মনে মনে ভীত হইলেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতাগণ যুবক মানুষের আকৃতি ধরিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘরে উপস্থিত হইলেন। মেহমান দেখিয়া ইবরাহীম (আ) দ্রুত একটি তাজা গো-বৎস যবাহ করিয়া ভুনা করিয়া মেহমানদের জন্য নিয়া আসেন এবং তিনি মেহমানদের সংগে বসেন আর স্ত্রী সারা মেহমানদিগের সেবাকর্মে নিয়োজিত হন। কিন্তু মেহমানগণ খাদ্য খাওয়া তো দূরের কথা খাদ্যের প্রতি হাতও বাড়াইলেন না। দেখিয়া ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, কি ব্যাপার আপনারা খাইতেছেন না যে? উত্তরে তাহারা বলিল, আমরা বিনামূল্যে কোন আহার গ্রহণ করি না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঠিক আছে তাহা হইলে মূল্য দিন। মেহমানগণ বলিলেন, ইহার মূল্য কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন ইহার মুল্য হইল তোমরা শুরুতে বিসমিল্লাহ বলিবে আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলিবে। শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) মিকাঈল-এর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন এমন ব্যক্তিই আল্লাহর খলীল হওয়ার যোগ্য। কিন্তু ইহার পরও তাহারা খাদ্যের প্রতি হাত বাড়াইতেছেন না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভীত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত সারা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! এ আবার কেমন মেহমান? তাঁহাদের সম্মানার্থে আমরা নিজ হাতে তাহাদের সেবা করিতেছি আর তাহারা কিনা আমাদের খাদ্য খাইতেছে না।

ইবন আবূ হাতিম (রা)…. উসমান ইবনে মাহীস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে মাহীস (রা) ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের সম্পর্কে বলেন, ইহারা ছিলেন চার জন জিবরাঈল মীকাঈল ঈসরাফীল ও রাফাইল (আ)

নূহ ইবনে কায়স (র) বলেন, নূহ ইবনে আবূ শাদ্দাদের মতে ইবরাহীম (আ) মেহমানদের সম্মুখে ভুনা করা গো-বৎস উপস্থিত করার পর জিবরীল (আ) তাহার ডানা দ্বারা গো-বৎসটির গা মুছিয়া দিলে সংগে সংগে উহা জীবিত হইয়া দাঁড়াইয়া যায় এবং তাহার মায়ের কাছে চলিয়া যায়।

قَالُوْا لَا تَخَفْ الخ অর্থাৎ— ইবরাহীম (আ) এর এহেন ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ফিরিশতাগণ বলিলেন, আমাদের আচরণে আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা

মানুষ নই—ফিরিশতা লূতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের সংবাদ শুনিয়া সারা খুশীতে হাসিয়া ফেলিল। কারণ তাহারা অত্যন্ত অশান্তি সৃষ্টিকারী ও সীমাহীন খোদাদ্রোহী সম্প্রদায়। অতঃপর পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের সু-সংবাদ প্রদান করা হয়।

কাতাদাহ (র) বলেন, সারা এই জন্য হাসিলেন ও অবাক হইলেন একটি সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর আযাব অত্যাসন্ন আর তাহারা বিভোর অচৈতন্য। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ضحكت অর্থ حاضبت অর্থাৎ সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনিবার পর তাহার রজঃস্রাব শুরু হইয়া যায়। মুহাম্মদ ইবনে কায়স (রা) বলেন, সারা ধারণা করিয়াছিলেন যে, আগন্তুক লোকগুলি লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় অপকর্ম করিতে চায় এইজন্য তিনি হাসিয়া ফেলেন। কালবী (র) বলেন, সারা ইবরাহীম (আ) কে ভয় পাইতে দেখিয়া হাসিয়াছেন। ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, সারা ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদে হাসিয়াছেন। তবে এই মতটি সঠিক নয়, কারণ আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সারা সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর হাসেন নাই বরং লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের খবর শুনিয়া হাসিবার পর তাহাকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়।

فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

অর্থাৎ— অতঃপর ইবরাহীম পত্নী সারাকে এমন একটি সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় যাহার ঔরসেতে একটি সন্তান জন্মলাভ করিবে। এই সুসংবাদের ফল হিসাবেই ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক (আ) এর জন্ম হয় আর ইসহাক (আ)-এর ঔরসে জন্মলাভ করে হযরত ইয়াকূব (আ)।

এই আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কে তাহার যে সন্তান যবাহ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক (আ) নহেন। কারণ, ইসহাক (আ) সম্পর্কে সুসংবাদই দেওয়া হইয়াছে যে, তাহার ঔরসে ইয়াকুব (আ) জন্মলাভ করিবেন । সুতরাং যিনি বয়সপ্রাপ্ত হইয়া সন্তানের জনক হইবেন বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইল, তাহাকে যবাহ করার নির্দেশ দেওয়া হইবে কেমন করিয়া? অথচ তখনও ইয়াকূব (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন নাই এবং ইসহাক (আ) তখন ছোট শিশু। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি তো কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হইল যে, যবাহ হযরত ইসমাঈল (আ) ইসহাক নহেন।

قَالَتْ ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا সে (সারা) বলিল, সন্তানের জননী হইব আমি, অথচ আমি বৃদ্ধা আর এই আমার স্বামী বৃদ্ধ।

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ) পত্নীর বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে তাহার তখনকার আচরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছেঃ

فَاَقْبَلَتْ اِمْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ الخ অর্থাৎ— তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপরাইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হইবে? উত্তরে ফিরিশতারা বলিল

اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ— ফিরিশতারা তাহাকে বলিল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? অর্থাৎ আল্লাহ কাজে বিস্ময় বোধ করিও না। কারণ তিনি যখন যাহা করিতে চাহেন তখন বলেন, হইয়া যাও তখন উহা হইয়া যায় সুতরাং এই ব্যাপারেও তুমি অবাক হইও না। তুমি বৃদ্ধা বন্ধা আর তোমার স্বামী বৃদ্ধ তাহাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ অর্থাৎ—সবশেষে ফিরিশতাগণ বলিলেন হে নবী পরিবার! তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হউক।

اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ। আল্লাহ তা'আলা প্রশংসার্হ সম্মানর্হ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার যাবতীয় কাজে ও কথায় প্রশংসার অধিকারী আর নিজের জাত ও প্রতিটি সিফাতে সম্মানের অধিকারী।

সহীস বুখারী ও মুসলিমে আছে যে সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো আপনাকে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়া নিয়াছি। কিন্তু আপনার প্রতি আমরা দরূদ পাঠ করিব কিভাবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমরা বলিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(٧٤) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ ۝

(٧٥) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

(٧٦) يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝

৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল।

৭৫. ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয় সতত আল্লাহ্ অভিমুখী।

৭৬. হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও, তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে, উহাদিগের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য।

তাফসীর ঃ এই খানে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, ফিরিশতাদের আচরণ এবং লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার সংবাদ শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মনে যে ভীতি সঞ্চার হইয়াছিল উহা দূরীভূত হওয়ার এবং সন্তান লাভের সুসংবাদ পাওয়ার পর তিনি ফিরিশতাদের সংগে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) বলেন, জিবরাইল (আ) ও তাহার সংগীরা আসিয়া ইবরাহীম (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে আমরা এই গ্রামের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছি। শুনিয়া ইবরাহীম (আ) বলিলেন আপনারা কি এমন একট গ্রাম ধ্বংস করিতেন যাহাতে বাস করে আল্লাহর তিনশত ঈমানদার বান্দা। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আা) বলিলেন আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিবেন যাহাতে দুই শত ঈমানদার বাস করে? তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আপনারা কি এমন একটি গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিবেন যাহাতে চল্লিশজন ঈমানদার বাস করে। তাহারা বলিল না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন ত্রিশজন হইলে। তাহারা বলিল না। এইভাবে তিনি পাঁচজন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন আর ফিরিশতারা না সূচক উত্তর প্রদান করে। অবশেষে ইবরাহীম (আ) বলিলেন আচ্ছা যে গ্রামে একজন ঈমানদার বাস করে আপনারা কি উহা ধ্বংস করিতে পারিবেন? তাহারা বলিল না। তখন ইবরাহীম (আ) বলিলেন إِنَّ فِيهَا لُوطًا অর্থাৎ আপনারা যে গ্রাম ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন সেখানে তো লূত নিজেই বাস করেন। ফিরিশতারা বলিল,

نَحْنُ اَعْلَمُ لِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلاَّ امْرَأَتَهُ -

অর্থাৎ— এখানে কাহারা বাস করে আমরা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। অবশ্যই আমরা তাঁহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের অন্য সকলকে বাঁচাইয়া রাখিব।

এই কথা শুনিয়া ইবরাহীম (আ) নিশ্চিত হইলেন ও চুপ হইয়া গেলেন। কাতাদা (রা) প্রমুখও প্রায় এইরূপই বলিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রা) ইহার সংগে আরো একটু যোগ করিয়া বলেন, ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন যদি সেখানে মাত্র একজন ঈমানদার থাকে তবে আপনারা উহা ধ্বংস করিবেন কি? ইবরাহীম (আ) বলিলেন যদি আপনারা যে গ্রামকে ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, যদি সেখানে লূত (আ) নিজেই বাস করিয়া থাকেন তবে কি আপনারা তাঁহার উছিলায় আযাব দানে বিরত থাকিবেন? ফিরিশতারা বলিলেন ওখানে কাহারা বসবাস করে তাহা আমাদের ভালো করিয়াই জানা আছে।

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ অর্থাৎ— ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল-হৃদয় সতত আল্লাহ অভিমুখী; এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপরে গত হইয়া গিয়াছে।

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ অর্থাৎ— হে ইবরাহীম! তুমি এইসব বাদানুবাদ হইতে বিরত হও। এই এলাকাবাসী তথা লূত-সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাদিগের ধ্বংস ও বিপদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

(٧٧) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ
هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ٥

(٧٨) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ط
قَالَ يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي
ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ٥

(٧٩) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَا نُرِيدُ ٥

৭৭. এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশতাগণ লূতের নিকট আসিল তখন তাহাদিগের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল ইহা নিদারুণ দিন।

৭৮. তাহার সম্প্রদায় তাঁহার নিকট উদভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদিগের প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়া আমাকে হেয় করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই?

৭৯. তাহারা বলিল তুমি তো জান, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই; আমরা কি চাই তাহাতো তুমি জানই।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কে লূত-সম্প্রদায়ের ধ্বংস সংবাদ প্রদান করিয়া ফিরিশতাগণ অত্যন্ত সুদর্শন আকৃতিতে হযরত লূত (আ) এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি মতান্তরে তাঁহার একটি ক্ষেতে কাজ করছিলেন কিংবা বাড়িতেই ছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি সম্প্রদায়ের দুশ্চরিত্র লোকদের দুর্ব্যবহারের আশঙ্কায় বিষণ্ন হইয়া পড়িলেন ও বলিলেন, ইহা আমার জন্য এক নিদারুন দিন। ইহাই ইবনে আব্বাস (রা) ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন, ফিরিশতারা যখন আগমন করেন তখন লূত (আ) তাহার এক ক্ষেতে কাজ করিতেছিলেন; মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে লইয়া বাড়িতে রওয়ানা করেন। তিনি আগে আগে কতটুকু চলার পর আবেদনের সুরে মেহমানদিগকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং বলিলেন যে, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার জানামতে আমার এই সম্প্রদায়ের মত ইতর ও দুশ্চরিত্র মানুষ জগতে আর নাই। অতঃপর আরো একটু অগ্রসর হইয়া পুনরায় একই আবেদন জানান। এইভাবে পরপর চারবার তিনি মেহমানদের ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানান। কাতাদা (র) বলেন লূত (আ) নিজে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের অপকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে ধ্বংস না করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরিশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া লূত (আ) এর গ্রামের দিকে রওয়ানা হন। দ্বি-প্রহরের সময় সাদ্দূম নদীর কাছে আসিয়া পশু পালকে পানি পান করানোরতা লূত (আ)-এর এক মেয়ের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। দেখিয়া ফিরিশতারা মেয়েটিকে বলিলেন আমরা এইখানে কোন বাড়িতে মেহমান হইতে পারি কি? উত্তরে মেয়েটি বলিল, আপনারা এইখানে একটু অপেক্ষা করুন আমি বাড়ি হইতে সংবাদ লইয়া আসি। মেয়েটি বাড়িতে যাইয়া পিতাকে বলিল, আব্বাজান।

শহরের ফটকে কয়েকজন যুবককে দেখিয়া আসিলাম, এমন সুদর্শন যুবক আমি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখি নাই। তাঁহারা মেহমান হইতে চায়। উল্লেখ্য যে, লূত (আ)-এর সম্প্রদায় তাহাকে কোন বহিরাগত যুবককে তাঁহার ঘরে আশ্রয় দিতে বারণ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল যে, আপনার প্রয়োজন নাই বহিরাগতদের আমরাই মেহমানদারী করিতে পারিব। যাহা হউক সংবাদ পাইয়া লূত (আ) অত্যন্ত গোপনে তাহাদিগকে ঘরে লইয়া আসেন, তাহার পরিবারবর্গ ব্যতীত কেহই ইহা টের পাইয়াছিলনা, কিন্তু লূত (আ)-এর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গ্রামের লোকদেরকে ঘটনাটি জানাইয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া তাহারা আনন্দে দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ قَبْلُ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ "পূর্ব হইতে ইহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল"।

অর্থাৎ— লূত (আ)-এর স্ত্রীর মুখে সংবাদ পাইয়া সমাজের দুশ্চরিত্র লোকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া সম্মানিত মেহমানদের উদ্দেশ্যে অশুভ আচরণ করিতে শুরু করে। আর ইতিপূর্ব হইতেই তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। কুকর্ম তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া লূত (আ) বলিলেন ঃ

يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ অর্থাৎ—এহেন অপকর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সঙ্গেই মনোবাসনা পূরণ কর উহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। এইখানে লূত (আ) بَنَاتِيْ (আমার মেয়েরা) বলিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের আপন আপন স্ত্রীদেরকে বুঝাইয়াছেন। কারণ নবী উম্মতের জন্য পিতার তুল্য। এই কথা বলিয়া তিনি এমন একটি উপদেশ প্রদান করেন তাহা তাহাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের জন্য কল্যাণকর ছিল। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ الخ অর্থাৎ— তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের পরিবর্তে কি পুরুষদের সহিত তোমরা মিলিত হইতে চাও? বরং তোমরা সীমাসংঘনকারী সম্প্রদায় (শু'আরা-১৬৫)।

মুজাহিদ (র) বলেন, আমার কন্যা বলিয়া লূত (আ) নিজের কন্যাদিগকে বুঝান নাই বরং সম্প্রদায়ের মেয়েদের বুঝাইয়াছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ নিজ উম্মতের জন্য পিতাস্বরূপ। কাতাদা (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, এই কথা বলিয়া লূত (আ) তাহাদিগকে নারীদেরকে বিবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আযীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, সম্প্রদায়ের মেয়েরা ছিল তাহার

কন্যাতুল্য আর তিনি ছিলেন তাঁহাদিগের পিতৃতুল্য। কোন কোন কিরআতে এইরূপ আছে যে,

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ

অর্থাৎ— নবী ঈমানদারদের পক্ষ্যে তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা বেশি আপন। তাঁহার স্ত্রীগণ তাহাদের মা আর তিনি হইলেন তাহাদের পিতা।

রবী ইবনে আনাস, কাতাদা, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) প্রমুখ ইহতে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِىْ ضَيْفِىْ অর্থাৎ— তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। অর্থাৎ আমার নির্দেশমত তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের লইয়াই সন্তুষ্ট থাক।

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ অর্থাৎ— তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন ভালো লোক নাই, যে আমার আদেশ পালন করিবে ও আমি যাহা বারণ করি উহা বর্জন করিবে?

উত্তরে তাহারা বলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ الخ অর্থাৎ— হে লূত! তুমি তো জান যে, নারীদের প্রতি আমাদের কোন প্রবৃত্তি নাই আর তুমি ইহাও জান যে, আমরা কি চাই। অর্থাৎ আমরা তোমার ঐসব উপদেশ শুনিতে চাই না। আমরা পুরুষদের ছাড়া আর কিছুই চাইনা। সুদ্দী (র) বলেন, وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ অর্থ اِنَّمَا نُرِيْدُ الرِّجَالَ অর্থাৎ পুরুষরাই আমাদের কাম্য।

(٨٠) قَالَ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ○

(٨١) قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ○

৮০. সে বলিল, তোমাদিগের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি লইতে পারিতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়।

৮১. তাহারা বলিল, হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। উহারা কখনই তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ

পিছন দিকে তাকাইবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদিগের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। প্রভাত উহাদিগের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী লূত (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে সে এই বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে হুমকি দিয়াছেন যে, لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً অর্থাৎ আজ যদি তোমাদিগের উপর আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বংশের লোকদেরসহ তোমাদের কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতাম। একটি হাদীসে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ লূত (আ)-এর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, তিনি শক্তিশালী আশ্রয় তথা আল্লাহর কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহার পর যত নবী আগমন করিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ আপন আপন সম্প্রদায়ের বিত্তবান ও প্রভাবশালী পরিবারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই মুহূর্তে মেহমানগণ আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ

يَالُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ অর্থাৎ— হে লূত! আপনার ঘাবড়াইবার কোন কারণ নাই। আমরা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশতা। আমাদের উপস্থিতিতে তাহারা আপনার কাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না। অতঃপর ফিরিশতাগণ লূত (আ)-কে পরিবার-পরিজনসহ রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন আর বলিয়া দিলেন যে, পিছনের দিকে যাহা কিছুই ঘটুক না কেন কোন ক্রমেই তোমরা পিছনের দিকে তাকাইবে না বরাবর সামনের দিকে চলিতে থাকিবেন। اِلاَّ امْرَأَتَكَ তোমার স্ত্রী ব্যতীত। অর্থাৎ তোমার স্ত্রীর এই নিরাপত্তার আওতায় আসিবে না। বর্ণিত আছে যে, লূত (আ) স্ত্রীও সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইয়াছিল। কিন্তু পথিমধ্যে বিকট শব্দ শুনিয়া সে পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল হায় আমার সম্প্রদায়। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া তাহার ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া দেয়।

অতঃপর ফিরিশতারা বলিল ঃ

اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ অর্থাৎ— উহাদিগের নির্ধারিত কাল হইল প্রভাত বেলা, প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

বর্ণনায় আছে যে, ফিরিশতা যখন এই কথা বলেন, তখন লূত সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহার ঘরের দরজায় ভিড় জমাইয়া তাহাদের অসতুদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছিল আর লূত (আ) দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতেছিলেন ও এই অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতেছিলেন। অপরদিকে তাহারা তাহার

নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া উল্টা তাহাকে হুমকি দিতেছিল। ঠিক এই সময় হযরত জিবরীল (আ) বাহিরে আসিয়া উপস্থিত সকলের মুখমন্ডলে নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা মারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অন্ধ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে শুরু করে। কিন্তু তখন আর তাহাদের পথ দেখিবার শক্তি নাই। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

অর্থাৎ— উহারা মেহমানের ব্যাপারে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাদের চক্ষু নিষ্প্রভ করিয়া দেই। সুতরাং তোমরা আমার শাস্তি ভোগ কর (ক্বামার -৩৭)।

মা'মার (র) হুযায়ফা ইবনুল য়ামানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (র) বলেন, ইবরাহীম (আ) মাঝে মাঝে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন ও আল্লাহর আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তাহারা উহাতে মোটেই কর্ণপাত করিত না। অবশেষে নির্ধারিত এক সময়ে কয়েকজন ফিরিশতা লূত (আ)-এর নিকট আগমন করেন। তখন তিনি তাহার এক খামারে কাজ করিতেছিলেন। মেহমান দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে আপ্যায়নের দাওয়াত করেন। উল্লেখ যে, জিবরাঈল (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশ ছিল যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লূত (আ) তিনবার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত শাস্তি দিবে না।

যাহা হউক হযরত লূত (আ) মেহমানদেরসহ বাড়িতে রওয়ানা করিলেন। কতটুকু যাওয়ার পর তিনি তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আপনারা কি এই গ্রামের লোকদের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন? ইহাদের চেয়ে দুশ্চরিত্রের লোক জগতে আর আছে, বলিয়া আমার জানা নাই। আপনাদিগকে লইয়া আমি যাই কোথায়? শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন স্মরণ রাখিও এই হইল প্রথম সাক্ষ্য। অতঃপর আরো কতটুকু অগ্রসর হইয়া গ্রামের মাঝ পথে গিয়া হযরত লূত (আ) আবার বলিলেন, আপনারা কি জানেন যে, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কি অপকর্ম করিয়া বেড়ায়? ইহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি আমার জানামতে পৃথিবীতে আরেকটি আর নাই! আমার সম্প্রদায়ই জগতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি। শুনিয়া হযরত জিবরাঈল (আ) অন্যান্য ফিরিশতাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল দ্বিতীয় সাক্ষ্য। সবশেষে ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া লূত (আ) লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিলেন ও বলিলেন, আমার সম্প্রদায় জগতের সর্বাপেক্ষা ইতর মানুষ। আপনারা কি জানেন তাহারা কি অপকর্মে লিপ্ত? ইহাদের অপেক্ষা ইতর জাতি জগতে আরেকটি নাই। শুনিয়া জিবরাঈল (আ) বলিলেন, মনে রাখিও এই হইল তৃতীয় সাক্ষ্য। এইবার শাস্তির ফয়সালা চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তাহারা ঘরে প্রবেশ করিলে লূত (আ)-এর দুশ্চরিত্রা স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় নাড়াইয়া সম্প্রদায়ের লোকদের সমবেত হইতে আহ্বান করিল। সংবাদ পাইয়া লোকেরা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি সংবাদ বল। সে বলিল, লূতের ঘরে কয়েকজন মেহমান আসিয়াছে। এত সুন্দর চেহারার আর সুঘ্রাণের লোক ইতিপূর্বে কখনো আমি দেখি নাই। শুনিয়া তাহারা দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের সম্মুখে চলিয়া আসে। হযরত লূত (আ) দরজার সম্মুখে তাহাদিগের গতিরোধ করেন এবং আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতে থাকেন যে, তোমরা এই অপকর্ম হইতে বিরত হও এবং এই আমার কন্যারা। ইহারাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া এক ফিরিশতা উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং জিবরাঈল (আ) আল্লাহর অনুমতি লইয়া সেই আকৃতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন যে আকৃতিতে তিনি আকাশে অবস্থান করেন। অতঃপর নিজের ডানা প্রসারিত করিয়া বলিলেন হে লূত! আমরা আপনার প্রতিপালক প্রেরিত ফিরিশতা। ইহারা কিছুতেই আপনার কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। আপনি দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়ান ইহাদের সঙ্গে আমিই বুঝাপড়া করিয়া দেখি। ফলে লূত (আ) দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং জিবরাঈল (আ) বাহির হইয়া ডানা সম্প্রসারিত করিয়া এক ঝাপটা মারিয়া উহাদিগকে অন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার তাহারা পালাইবার পথও দেখিতে পাইল না। অতঃপর জিবরাঈল (আ)-এর নির্দেশে তিনি স্বপরিবারে রাতারাতি গ্রাম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। মুহাম্মদ ইবনে কাব্ কাতাদা এবং সুদ্দী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(٨٢) فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۙ مَّنْضُوْدٍ ۙ ○

(٨٣) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ○

৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর।

৮৩. যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। ইহা যালিমদিগ হইতে দূরে নহে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا الخ

অর্থাৎ— অতঃপর পরদিন সূর্যোদয়কালে যখন আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সেই জনপদকে উল্টাইয়া উপর দিককে নীচে আর নীচের দিককে উপরে করিয়া দিলাম। এবং উহার উপর ক্রমাগত পাথর বর্ষণ করিলাম।

সিজ্জীন ফারসী ভাষায় মাটির তৈরি পাথরকে বলা হয়। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইহা سُنْكٌ এবং كُلٌّ দুইটি শব্দের সংযুক্ত শব্দ সঙ্গ, অর্থ পাথর এবং كُلٌّ গিল, অর্থ মাটি। যেমন অপর এক আয়াতে আছে حِجَارَةً مِنْ طِيْنٍ অর্থাৎ মাটি হইতে তৈরি শক্ত পাথর। কেহ কেহ বলেন পোরা ইট।

ইমাম বুখারী বলেন, سَجِّيْلٍ অর্থ শক্ত ও বড়। سَجِّيْلٍ আর سِجِّيْنٍ একই অর্থবোধক শব্দ।

مَنْضُوْدٍ কারো কারো মতে مَنْضُوْدٍ অর্থ যাহাকে আকাশে এই কাজের জন্য পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্যান্যদের মতে مَنْضُوْدٍ অর্থ ক্রমাগত অর্থাৎ যাহা একের পর এক উহাদের উপর পতিত হইতেছিল।

مُسَوَّمَةً অর্থ চিহ্নিত। অর্থাৎ যে পাথর খন্ডটি যাহার উপর পড়িবার ছিল উহাতে তাহার নাম লিপিবদ্ধ ছিল।

অনেকে বলেন এই পাথরগুলি গ্রামবাসীদের উপর বিক্ষিপ্তভাবে পতিত হইয়াছিল। যেমনঃ একজন দাঁড়াইয়া অন্যদের সহিত কথা বলিতেছিল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ আকাশ হইতে একটি পাথর আসিয়া সকলের মধ্যে তাহার গায়ে পড়িয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেয়। এইভাবে একে একে প্রত্যেকেই ধ্বংস হইয়া যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন, জিবরীল (আ) লূত সম্প্রদায়কে তাহাদের ক্ষেত-খামার মাটি-ময়দান ও ঘর-বাড়ি এবং পশুপালন ও যাবতীয় জিনিসপত্রসহ ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা তাহাদের কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন। বর্ণিত আছে যে, উল্টাইয়া নিক্ষেপ করার পর সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকগুলিই সকলের আগে পতিত হয়।

কাতাদা (র) বলেন, শুনিতে পাইয়াছি যে, জিবরীল (আ) মধ্যম গ্রামের হাতল ধরিয়া এত উপরে তুলিয়া নেন যে, আকাশবাসীরা উহাদিগের কুকুরের ঘেউ ঘেই শব্দ শুনিতে পায়। অতঃপর উল্টাইয়া নীচে ফিলিয়া দিয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। কাতাদা (র) বলেন এই ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল চার। প্রতিটি গ্রামে একলক্ষ করিয়া লোক বসবাস করিত। অন্য বর্ণনা মতে গ্রামের সংখ্যা তিন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় হইল সাদ্দূম।

কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আরো একটি বর্ণনায় আছে যে, প্রভাতকালে হযরত জিবরীল (আ) নিজের ডানা সম্প্রসারিত করিয়া প্রতিটি ঘর-বাড়ি পশু-পক্ষী ও বৃক্ষ-রাজী ইত্যাদি সহ গোটা এলাকাকে গুটাইয়া ডানার নীচে লইয়া প্রথম আকাশের দিকে উঠাইয়া নেন, এমনকি আকাশবাসীরা মানুষ ও কুকুর ইত্যাদির আওয়ায শুনিতে পায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা চল্লিশ লক্ষ্য। অতঃপর তাহাদিগকে উল্টাইয়া উপুড় করিয়া নীচে ফেলিয়া দেন তাহার পর আকাশ হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দেওয়া হয়।

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরাযী (র) বলেন, লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটি গ্রাম ছিল (১) সাদ্দূম্ ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা বড়। ছোআবা (৩) সাউদ (৪) গামরাহ ও (৫) দাওহা। এই সবকয়টি গ্রামকে জিবরীল (আ) ডানা দ্বারা তুলিয়া আকাশের দিকে উঠাইয়া নিয়া যান। আকাশবাসীরা উহার কুকুর ও মোরগের আওয়ায শুনিতে পাইয়াছিল। অতঃপর উহাকে উপুড় করিয়া উল্টাইয়া ফেলিয়া দেন এবং সংগে সংগে আল্লাহ পাথর বর্ষণ করিতে শুরু করেন। ইহাতে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন, প্রভাত হইলে হযরত জিবরীল (আ) সাত স্তর জমিসহ গোটা অঞ্চলকে তুলিয়া প্রথম আকাশের দিকে লইয়া যান। ইহাতে আকাশ বাসীরা কুকুর ও মোরগের শব্দ শুনিতে পায়। অতঃপর তিনি গোটা বসতীকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন।

وَمَاهِىَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ অর্থাৎ— যাহারা লূত–সম্প্রদায়ের অপরাধের ন্যায় অপরাধে অপরাধী এই শাস্তি তাহাদের হইতে কোন দূরে নহে। ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে মহা নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ যদি তোমরা কাহাকে লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্ম করিতে দেখ তবে অপকর্মকারী এবং যাহার সংগে অপকর্ম করা হইয়াছে উভয়কেই মারিয়া ফেল।

এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী ও একদল আলিমের মত প্রকাশ করেন যে, সমকামীকে হত্যা করিতে হইবে। চাই সে বিবাহিত হউক কিংবা অবিবাহিত হউক। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত হইল, এমন ব্যক্তিকে উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে যেমনটি আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে করিয়াছেন।

(٨٤) وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا
لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّ
اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ ○

৮৪. মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠাইয়াছিলাম, সে বলিয়াছিল হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। মাপে ও ওজনে কম দিওনা; আমি তোমাদিগকে সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি; কিন্তু আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করিতেছি এক সর্বগ্রাসী দিবসের শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا অর্থাৎ—আমি মাদইয়ানবাসীদিগের নিকট তাহাদের ভাই শু'আইবকে পাঠাইয়াছিলাম। ইহারা ছিল আরবের একটি গোত্র। ইহারা হিজায ও শামের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করিত। এই অঞ্চলটি মাদইয়ান নামে পরিচিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই মাদইয়ানবাসীর নিকট হযরত শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন বংশগত দিক থেকে সেই সময়ের সেরা ব্যক্তিত্ব। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্প্রদায়ের ভাই বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। তিনি লোকাদিগকে এক আল্লাহর ইবাদত করিতে আদেশ করিতেন ও ওজনে ফাঁকিবাজী হইতে বারণ করিতেন।

اِنِّىْ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ الخ অর্থাৎ— আমি তোমাদিগকে অত্যন্ত স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী দেখিতেছি এবং সংগে সংগে এই আশংকাও করিতেছি যে যদি তোমরা আল্লাহর আনুগত্যে ফিরিয়া না আস তবে তোমাদের নিকট হইতে এই সুখ-সম্ভার ছিনাইয়া নেওয়া হইবে এবং পরকালে তোমাদেরকে সর্বগ্রাসী কঠোর শাস্তিতে নিপতিত করা হইবে।

(٨٥) وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

(٨٦ بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ
بِحَفِيْظٍ ○

৮৫. হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সংগতভাবে মাপিবে ও ওজন করিবে। লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্যবস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না।

৮৬. যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম আমি তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহি।

তাফসীর ঃ এইখানে হযরত শু'আইব (আ) নিজের সম্প্রদায়কে প্রথমে অন্যদের দেওয়ার সময় ওজনে কম দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ ও অন্যকে প্রদান করবার সময় সঠিকভাবে ওজন করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে বারণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে হযরত শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপকহারে ডাকাতি করিয়া বেড়াইত।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ—যদি তোমরা মু'মিন হও তবে আল্লাহ অনুমোদিত যাহা থাকিবে তোমাদিগের জন্য তাহা উত্তম।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম। হাসান (র) বলেন, অর্থ হইল লোকদেরকে ওজনে কম দেওয়া অপেক্ষা আল্লাহর দেওয়া রিযক তোমাদের জন্য উত্তম। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর উপদেশ তোমাদের জন্য উত্তম। মুজাহিদ (রা) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা তোমাদের জন্য উত্তম। কাতাদা (রা) বলেন, আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্ত তোমাদের বংশই তোমাদের জন্য উত্তম। আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, সঠিকভাবে ওজন করার পর যে অতিরিক্ত লাভটুকু থাকে; তাহা তোমাদের জন্য অন্যের সম্পদ গ্রহণ করা অপেক্ষা উত্তম। ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। এই আয়াতের অর্থ নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মের সংগে তুলনীয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ

অর্থাৎ— হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে ভালো ও মন্দ সমান নহে। যদিও মন্দের আধিক্য তোমাদিগকে মুগ্ধ করে।

وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ "আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নহি।" অর্থাৎ এইসব কাজ তোমরা লোক দেখানোর জন্য নহে বরং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কর।

(٨٧) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ
اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

৮৭. উহারা বলিল হে শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদিগের তাহা বর্জন করিতে হইবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যাহা করি তাহাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু সদাচারী।

তাফসীর ঃ শু'আইব (আ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যের জবাবে তাহার সম্প্রদায় অবজ্ঞা ও পরিহাস করিয়া বলিল,

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ .... অর্থাৎ— শু'আইব! তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ দেয় যে আমাদিগকে মূর্তি পূজা বর্জন করিতে হইবে কিংবা আমাদেরকে ইচ্ছানুযায়ী আমাদের সম্পদ ব্যবহার বর্জন করিতে হইবে, তোমার কথায় আমাদেরকে ওজনে কম বেশি করা ত্যাগ করিতে হইবে? আমরা যাহার ইচ্ছা তাহার পূজা করিব এবং আমাদের সম্পদ আমরা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করিব।

اَصَلاَتُكَ تَاْمُرُكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি তাঁহার সালাতই উহাদিগকে মূর্তিপূজা বর্জন করিতে আদেশ করিত।

اَوْ اَنْ نَفْعَلَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাওরী ((র) বলেন, এই কথা বলিয়া তাহার যাকাত না দেয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছে।

اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ "নিশ্চয় আপনি সহিষ্ণু সদাচারী" ইবনে আব্বাস (রা) মায়মূন ইবনে মিহরান ইবনে জুরাইজ, আসলাম ও ইবনে জারীর (রা) বলেন, আল্লাহর দুশমনরা অবজ্ঞা ও উপহাস বশতঃ এই কথাটি বলিয়াছিল। তাহাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হউক।

(٨٨) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ
رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ط اِنْ اُرِيْدُ
اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

৮৮. সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি তাঁহার নিকট হইতে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিব? আমি তোমাদিগকে যাহা নিষেধ করি আমি নিজে তাহা করিতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করিতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন ঃ

يَـقَـوْمِ أَرَأَيْـتُـمْ اِنْ كُـنْـتُ الـخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায় তোমরাই বল তোমাদিগকে আমি যে পথে আহ্বান করিতেছি আমি যদি সে ব্যাপারে আল্লাহর প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বুঝিয়া শুনিয়াই আহ্বান করিয়া থাকি আর তিনি আমাকে নিজের তরফ হইতে উত্তম রিযক দান করিয়া থাকেন তবে কি করিয়া আমি আমার কর্তব্য হইতে বিরত থাকিতে পারি?

এইখানে رِزْقًا حَسَنًا (উত্তম রিযক) দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে নবুওত কাহারো মতে হালাল জীবিকা।

وَمَا أُرِيْـدُ اَنْ اُخَـالِـفَكُـمْ الـخ সাওরী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি এমন নই যে আমি তোমাদিগকে একটি কাজ হইতে বিরত রাখিব আর আমি নিজেই গোপনে উহাতে লিপ্ত হইব। কাতাদাও (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

اَنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْـلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ অর্থাৎ— তোমাদিগকে কোন কাজের আদেশ বা নিষেধ দ্বারা সাধ্যপরিমাণ সংস্কার সাধন ও সংশোধনই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

وَمَا تَـوْفِـيْـقِـىْ اِلَّا بِـاللّٰـهِ الـخ অর্থাৎ— আমি যাহা করিতে চাই তাহা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব নহে। আমার প্রতিটি কাজে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করি এবং তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করি। ইমাম আহমদ (রা) উসমান ইবনে আবূ শায়বা আবূ সুলায়মান যাব্বী (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সুলায়মান বলেন, আমাদের নিকট উমর ইবনে আবদুল আযীযের আদেশ নিষেধ সম্বলিত বিভিন্ন পত্র আসিত। সেইসব পত্রের শেষে তিনি লিখিয়া দিতেন

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ أُنِيْبُ

(٨٩) وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ۗ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ○

(٩٠) وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۗ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ ○

৮৯. হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদিগের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে, যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর হূদের সম্প্রদায়ের কিংবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূরে নহে।

৯০. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু প্রেমময়।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলেন, يٰقَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায় আমার সহিত বিরোধিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করিতে গিয়া তোমারা এমন অপরাধ করিয়া বসিও না যাহার ফলে তোমাদের উপর নূহ, হূদ সালিহ ও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ আযাব আপতিত হইবে।

কাতাদাহ (র) لَايَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ এর অর্থ করিয়াছেন لَايَحْمِلَنَّكُمْ فِرَاقِيْ আর সুদ্দী (র) এর মতে عَدَاوَتِيْ অর্থাৎ আমাকে বর্জন করা বা আমার সহিত শত্রুতা করার উপর ভিত্তি করিয়া তোমরা গোমরাহী আর কুফরে এমনভাবে মজিয়া যাইও না যাহার ফলে তোমরাও সেই আযাবে নিপতিত হইবে যাহাতে নিপতিত হইয়াছিল পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর সম্প্রদায়ের লোকেরা।

ইবন আবূ হাতিম (র).... ইবনে আবূ লায়লা কিন্দী হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আমি একদিন আমার মুনীবের বাহনের রশি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। যেখানে হযরত উসমান (রা)-এর অপেক্ষায় অনেক লোকের ভীড়। ইত্যবসরে তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথমে يٰقَوْمِ لَايَجْرِمَنَّكُمْ الخ আয়াতটি পাঠ করেন অতঃপর বলিলেন হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে হত্যা করিও না। যদি আমাকে তোমরা হত্যা কর, তাহা হইলে তোমরা এইরূপ হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করান।

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ "আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদিগ হইতে দূর নহে।" এই দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য কাহারো মতে সময়ের ক্ষেত্রে। কাতাদা বলেন, আয়াতের অর্থ লূতের সম্প্রদায় তো এই মাত্র কয়েক দিন আগে ধ্বংস হইয়াছে। কারো মতে দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য স্থানের ক্ষেত্রে উভয় অর্থই যুক্তিসংগত।

اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ অর্থাৎ— তোমরা অতীত অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর ভবিষ্যত জীবনের জন্য অন্যায় কাজ হইতে তওবা কর।

إِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ অর্থাৎ— আল্লাহ ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবাকারীর জন্য পরম দয়ালু প্রেমময়।

(٩١) قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ج وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○

(٩٢) قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ط اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ○

৯১. উহারা বলিল হে শু'আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো আমাদিগের মধ্যে তোমাকে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম আমাদিগের উপর তুমি শক্তিশালী নহ।

৯২. সে বলিল হে আমার সম্প্রদায়। তোমাদিগের নিকট কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাহাকে সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তোমরা যাহা কর আমার প্রতিপালক তাহা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

তাফসীর ঃ শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলিল ঃ يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا الخ অর্থাৎ— হে শু'আইব! তুমি যাহা বল তাহার অনেক কথাই আমরা বুঝি না আর আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল দেখিতেছি।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও সাওরী (র) বলেন, শু'আইব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তিতে কিছুটা দুর্বল ছিল। সাওরী (র) বলেন, হযরত শু'আইব (আ) কে "খতীবুল আম্বিয়া"

বলা হইত। সুদ্দী (র) বলেন, اِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا অর্থ তুমি একা তোমর সংগে কেহ নাই। আবূ রাওক (রা) বলেন, اِنَّا لَنَرَاكَ الخ অর্থ তুমি দুর্বল ও হীন তোমার বংশের লোকেরাও তোমার দীনের অনুসারী নহে।

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ অর্থাৎ— তোমার স্বজনবর্গ যদি আমাদের অপেক্ষা সম্মানিত ও প্রভাবশালী না হইত তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতাম। কেহ কেহ বলেন, لَرَجَمْنَاكَ অর্থৎ لَسَبَبْنَاكَ অর্থাৎ আমরা তোমাকে গালি দিতাম।

وَمَا اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ— আমাদের নিকট তোমার কোন মাহাত্ম নাই। উত্তরে হযরত শু'আইব (আ) বলিলেনঃ

يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়! আমার স্বজনবর্গের খাতিরে তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছ আল্লাহ তা'আলার সম্মানার্থে ছাড়িতেছ না। আমার স্বজনরা কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী? আল্লাহকে তোমরা সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছ? তাহার আনুগত্য করা ও তাহাকে সম্মান করা তোমরা আবশ্যক মনে করিতেছ না।

اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ অর্থাৎ— আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত এবং তিনি তোমাদিগকে ইহার কড়ায় গন্ডায় প্রতিফল দিবেন।

(٩٣) وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ط سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ط وَارْتَقِبُوْٓا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ○

(٩٤) وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

(٩٥) كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ط اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ ○

৯৩. হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক আমিও আমার কাজ করিতেছি। তোমরা শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমিও প্রতীক্ষা করিতেছি।

৯৪. যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আইব ও তাঁহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। অতঃপর যাহারা সামীলংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

৯৫. যেন তাহারা সেথায় কখনও বাসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদিগের পরিণাম যেভাবে ধ্বংস হইয়াছিল সামূদ সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহর নবী হযরত শু'আইব (আ) যখন নিজের সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন তখন তিনি তীব্র হুমকী স্বরূপ বলিলেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ অর্থাৎ— হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের পথে কাজ করিতে থাক আর আমি আমার পথে কাজ করিয়া যাইতেছি। অচীরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে তোমাদের ও আমার মধ্য হইতে কাহার উপর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আসিবে আর কে মিথ্যাবাদী। পরিণামের জন্য তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক আমিও তোমাদের সংগে অপেক্ষা করিতেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا الخ অর্থাৎ— যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি শু'আইব ও তাহার সংগে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিয়াছিলাম। আর যাহারা সীমালংঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদিগকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু হইয়া শেষ হইয়া গেল।

উল্লেখ্য যে, হযরত শু'আইব (আ)-এর সম্প্রদায়ের শাস্তি সম্পর্কে এইখানে বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে صَيْحَةً তথা মহানাদ আঘাত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে সূরা 'আরাফে رَجْفَةً (ভূমিকম্প) সূরা শু'আরায় عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ (মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি) বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে শাস্তির দিবসে উহাদিগের উপর এই সবকটি আযাবই একযোগে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পূর্বাপর বক্তব্যের উপযোগী শাস্তিটির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন, সূরা 'আরাফে যখন তাহারা বলিয়াছিলঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا অর্থাৎ— "হে শু'আইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিব।" তখন এই কথার জবাবে সেখানে ভূমিকম্পের কথা

উল্লেখ করাই সংগত ছিল। আর এই খানে তাহারা তাহাদের নবীর বিরুদ্ধে কথা বলিতে গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিল বিধায় উহার মুনাসাবাহত মহানাদের কথা উল্লেখ করা হইল যাহা যাহাদিগকে শেষ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে সূরা শু'আরায় যখন তাহারা বলিল, فَاسْقِطْ عَلَيْنَا الخ অর্থাৎ তুমি যদি সত্যবাদী হইয়া থাক তাহা হইলে আকাশের এক খন্ড আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। সেইখানে আল্লাহ বলিলেন فَاَخَذَهُمْ عَذَابٌ الخ অর্থাৎ— ফলে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শস্তি গ্রাস করিল।।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا অর্থাৎ— আযাব আসিবার পর তথাকার দৃশ্যটি এমন হইয়াছিল যেন ইতিপূর্বে সেইখানে কোন মানুষ বাসই করে নাই এইভাবে তাহারা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ অর্থাৎ— মাদইয়ানবাসীদের জন্য সামূদ জাতির ন্যায় ধ্বংসই ছিল অনিবার্য পরিণাম। উল্লেখ্য যে, সামূদজাতি এক দিকে ছিল মাদইয়ানবাসীদের প্রতিবেশী অপর দিকে খোদাদ্রোহিতা ও ডাকাতী কার্যেও ছিল তাহাদের অনুরূপ।

(٩٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(٩٧) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ○

(٩٨) يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ؕ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ○

(٩٩) وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ ○

৯৬. আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠাইয়াছিলাম।

৯৭. ফিরআউন ও তাহার প্রধানদিগের নিকট। কিন্তু তাহারা ফিরআউনের কার্যকলাপের অনুসরণ করিত এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ সাধু ছিল না।

৯৮. সে কিয়ামতের দিনে তাহার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকিবে এবং সে উহাদিগকে লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট স্থান।

৯৯. এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামত দিবসেও। কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ সম্পর্কে বলেনঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسَىٰ بِاٰيٰتِنَا الخ অর্থাৎ— আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীলসহ কিবতীদের রাজা ফিরআউন ও তাহার আমলাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু জনগণ মূসার দাও'আত প্রত্যাখান করিয়া ফিরআউনের কার্যকলাপের ও তাহার ভ্রান্ত পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল

وَمَآ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ অর্থাৎ— ফিরআউনের কার্যকলাপের কোন সাধুতা পথ নির্দেশনা ছিল না। তাহার যাবতীয় কর্মকান্ড ছিল অজ্ঞতা ভ্রষ্টতা ও কুফর ও খোদাদ্রোহীতায় পরিপূর্ণ।

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الخ অর্থাৎ— ফিরআউনের অনুচররা দুনিয়াতে যেমন তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং সে তাহাদের নেতৃত্ব দিয়াছিল তেমনি কিয়ামতের দিনেও ফিরআউন নেতৃত্ব দিয়া তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে আর তাহারাও তাহার পিছনে পিছনে জাহান্নামের অতলে উপনীত হইবে। অবশেষে রাজা প্রজা সকলেই আল্লাহর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا অর্থাৎ— ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে আমি উহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ثُمَّ اَدْبَرَ الخ অর্থাৎ— কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করিল আর বলিল, আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তি দেন। যে ভয় করে তাহার জন্য অবশ্যই ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই অশুভ পরিণাম একা ফিরআউনের জন্যই নহে তাহার সকল অনুসারীকেও অনুরূপ পরিণাম বরণ করতে হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ— সকলেই দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিবে কিন্তু তোমরা জাননা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন, যে তাহারা জাহান্নামে বলিবে, رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا الخ অর্থাৎ— হে আমাদের প্রতিপালক আমরা আমাদের নেতাদের কথামত চলিয়াছি। এই সুযোগে তাহারা আমাদেরকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। প্রভু হে! তুমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও (আহযাব-৬৭)। ইমাম আহমদ (র).... আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহেলিয়াতের কবি গুরু ইমরুল কায়স জাহান্নামে যাইবে।

وَاتَّبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ— জাহান্নামের শাস্তি ছাড়াও আল্লাহ তাহাদেরকে দুনিয়াতে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিবসেও। بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْد "কত নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যাহা উহারা লাভ করিবে।"

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, اَلرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের অভিশাপ। যাহ্হাক এবং কাতাদা (র) ও এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ الخ অর্থাৎ— আমি তাহাদেরকে নেতা বানাইয়াছি তাহারা মানুষকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে (কাসাস-৪১)। কিয়ামত দিবসে তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। এই জগতে তাহাদিগের উপর অভিশাপ চাপাইয়া দিয়াছি আর কিয়ামত দিবসে হইবে তাহারা হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا الخ অর্থাৎ— তাহাদিগকে প্রতি সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের কাছে পেশ করা হইবে আর কিয়ামতের দিন বলা হইবে এই ফিরআউন গোষ্ঠীকে, তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

(١٠٠) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ ۝

(١٠١) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ
اٰلِهَتُهُمُ الَّتِىْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ
وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝

১০০. ইহা জনপদসমূহের কতক সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি; উহাদিগের মধ্যে কতক এখনও বিদ্যমান এবং কতক নির্মূল হইয়াছে।

১০১. আমি উহাদিগের প্রতি যুলুম করি নাই। কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। যখন তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিল তখন আল্লাহ ব্যতীত যে ইলাহসমূহের তাহারা ইবাদত করিত তাহারা উহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ধ্বংস ব্যতীত উহাদিগের অন্য কিছু বৃদ্ধি পাইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা নবীদের সংবাদ উম্মতের সহিত তাহাদের সম্পর্ক এবং কাফিরদের ধ্বংস ও ঈমানদারদের মুক্তির কাহিনী বর্ণনা করিয়া এইখানে বলিতেছেন ঃ ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى الخ অর্থাৎ— এই হইল জনপদসমূহের কতক সংবাদ, যাহা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি হে মুহাম্মদ! সেই জনপদসমূহের কতক এখন বিদ্যমান রহিয়াছে আর কতক ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ— উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আমি উহাদিগের উপর যুলুম করি নাই বরং আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়া এবং তাহাদের সহিত কুফরী করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল।

فَمَا اَغْنَتْ عَنْهُمْ الخ অর্থাৎ— তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া যেসব দেব-দেবীর পূজা করিত উহারা তাহাদের কোনই উপকার করিতে পারে নাই এবং ধ্বংস ব্যতীত তাহাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। কারণ দেব-দেবীদের পূজাই তাহাদের এই ধ্বংসের মূল কারণ। ফলে তাহারা ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন غَيْرَ تَتْبِيْبٍ অর্থ غَيْرَ تَخْسِيْرٌ অর্থাৎ ধ্বংস। তাহারা দেবদেবীর ইবাদত করার কারণে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে এবং এই জন্যই তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(١٠٢) وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ط اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ٥

১০২. এইরূপই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি। তিনি শাস্তিদান করেন জনপদ সমূহকে যখন উহারা যুলুম করিয়া থাকে। তাহার শাস্তি মর্মন্তুদ কঠিন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার রাসূলদিগকে অস্বীকারকারী ঐসব যালিম জনপদকে আমি যেভাবে ধ্বংস করিয়াছি; তেমনি যখন যাহারা উহাদের ন্যায় আচরণ করিবে তাহাদেরকেও আমি ধ্বংস করিয়া দিব। إِنَّ اَخَذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ— আল্লাহর শাস্তি মর্মন্তুদ ও কঠিন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে কিছুদিনের জন্য অবকাশ

দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন পাকড়াও করেন আর ছাড়েন না।" অতঃপর তিনি وَكَذَالِكَ اَخَذَ رَبِّكَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

(١٠٣) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝

(١٠٤) وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۝ؕ

(١٠٥) يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝

১০৩. যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তাহার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে; ইহা সেই দিন, যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্র করা হইবে, ইহা সেই দিন যে দিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে।

১০৪. এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র।

১০৫. যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না, উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, আমার কাফিরদিগকে ধ্বংস ও ঈমানদারদিগকে মুক্ত দেওয়ার মধ্যে উপদেশ ও পরকাল সম্পর্কিত আমার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে শিক্ষা রহিয়াছে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ অর্থাৎ— আমি আমার রাসূল ও ঈমানদারদিগকে ইহজীবনে ও যেদিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে তথা কিয়ামতের দিন অবশ্যই সাহায্য করিব।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُم لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ— অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন যে, আমি অবশ্যই যালিমদেরকে ধ্বংস করিয়া দিব (ইবরাহীম-১৩)।

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ অর্থাৎ— কিয়ামত এমন একটি দিবস যেদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে একত্র করা হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَحَشَرْنَاهُم فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا অর্থাৎ— আমি উহাদিগকে একত্র করিব তখন উহাদের মধ্য হইতে একজনকেও ছাড়িব না।

وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ অর্থাৎ— উহা এমন এক মহাদিবস যেদিন সকল ফিরিশতা, নবী-রাসূল এবং মানব, জ্বীন ও পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টি একত্র হইবে এবং সেই ন্যায়পরায়ণ বিচারক বিচার করিবেন, যেদিন অনু পরিমাণও যুলুম করিবে না বরং একটি নেকের কয়েকগুণ পুরস্কার দান করিবেন।

وَمَانُؤَخِّرُهٗ إِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ "আমি স্থগিত রাখি নির্দিষ্ট কিছু কালের জন্য মাত্র।" অর্থাৎ— কিয়ামতের সংগঠন বিলম্বিত হইবার কারণ হইল, আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের অস্তিত্ব দানের সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যখন কাঙ্খিত পরিমাণ মানুষের আবির্ভাব সমাপ্ত হইয়া যাইবে এবং নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে; তখন আর কিয়ামত সংগঠিত হইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হইবে না।

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهٖ অর্থাৎ— যেদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে সেদিন কেহ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন কথা বলিতে পারিবে না। যেমন ঃ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

لاَيَتَكَلَّمُوْنَ إِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا অর্থাৎ— (কিয়ামতের দিন) দয়াময় আল্লাহ যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না। এবং সে যথার্থই বলিবে (নাবা-৩৮)।

সহীস বুখারী ও মুসলিমে শাফা'আতের হাদীসে আছে "রাসূলগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেদিন কথা বলিবে না। আর রাসূলদের আরযি হইবে, হে আল্লাহ বাঁচাও! বাঁচাও!

فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّ سَعِيْدٌ অর্থাৎ— কিয়ামতের দিন সমবেত লোকদের মধ্যে একদল হইবে ভাগ্যবান আর একদল হইবে হতভাগা। যেমন অন্যএক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ অর্থাৎ— একদল যাইবে জান্নাতে আর একদল জাহান্নামে (শুরা-৭)। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে.... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত উমর (রা) বলেন, فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ الخ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি নবী (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা যাহা আমল করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত নাকি নির্ধারিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "পূর্ব হইতেই উহা নির্ধারিত হইয়া রহিয়াছে হে উমর! তবে যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাকে সে কাজ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্য ও ভাগ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

(١٠٦) فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ o

(١٠٧) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ o

১০৬. অতঃপর যাহারা হতভাগ্য তাহারা থাকিবে অগ্নিতে এবং সেথায় তাহাদিগের জন্য থাকিবে চীৎকার ও আর্তনাদ

১০৭. সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ অর্থাৎ—জাহান্নামে জাহান্নামীরা চীৎকার ও আর্তনাাদ করিতে থাকিবে।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন زَفِيْر হয় কণ্ঠনালীতে আর شَهِيْقٌ হয় বুকে। অর্থ শ্বাস ফেলাকে আর شَهِيْقٌ বলা হয় শ্বাস গ্রহণ করাকে

خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ "জাহান্নামে তাহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে।"

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) বলেন, আরববাসীদের নিয়ম ছিল যে তাহারা কোন কিছুর স্থায়ীত্ব বুঝাইতে চাহিলে বলিত هٰذَا دَائِمٌ دَوَامَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ইহা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্থায়ীত্বের ন্যায় স্থায়ী هُوَ بَاقٍ مَا اخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ উহা অবশিষ্ট থাকিবে যতদিন পর্যন্ত রাত দিনের পরিবর্তন অব্যাহত থাকে ইত্যাদি। তদ্রূপ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার কথা বলিতে গিয়া এমন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহা আরববাসীদের কাছে পরিচিত। তাই তিনি বলিয়াছেন خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ الخ অর্থাৎ— যতদিন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী স্থায়ী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা সেথায় স্থায়ী হইবে।

আমার মতে مَادَامَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতে আকাশ ও যমীন দ্বারা এজাতীয় অন্য আসমান যমীন উদ্দেশ্য। কারণ পরজগতেও আসমান যমীন থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ অর্থাৎ— সেইদিন যমীনকে অন্য যমীনে রূপান্তরিত করা হইবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আমাদের এই আসমান যমীনের কথা বলা হয় নাই বরং অন্য আসমান যমীনের কথা বলা হইয়াছে সেই আসমান যমীন যতদিন বিদ্যমান থাকিবে জাহান্নামীদের শাস্তিও ততদিন স্থায়ী হইবে।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন প্রত্যেক জান্নাতের পৃথক পৃথক আসমান ও যমীন রহিয়াছে। إِلاَّ مَانَشَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّهُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ— জাহান্নামীরা চিরকালই জাহান্নামে থাকিবে। তবে আল্লাহ যদি ইহার ব্যতিক্রম কিছু করিতে ইচ্ছা করেন করিতে পারেন। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ اَلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اِلاَّ مَاشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ— জাহান্নাম তোমাদের ঠিকানা তথায় তোমরা চিরকাল থাকিবে। তবে আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন তো করিতে পারেন (আন 'আম-১২৮)।

আলোচ্য আয়াতে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য কি সে ব্যাপারে আলিমগণের বহু মতামত রহিয়াছে। শায়খ আবুল ফারজ ইবনে জাওযী (রা) স্বীয় গ্রন্থ যাদুল মাসীরে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রা) ও হাসান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে তাহারা বলেন, এই ইসতিসনার সম্পর্ক নাফরমান ঈমানদার লোকদের সংগে। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যাহাদিগকে ফিরিশতা নবী-রাসূল ও ঈমানদার জান্নাতীদের সুপারিশে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। এইভাবে বাহির করিতে করিতে এমন হইবে যে শেষ পর্যন্ত সেই সব লোকেরাই জাহান্নামে রহিয়া যাইবে যাহারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলিয়া বিবেচিত। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এইরূপ মতই পোষণ করিয়াছেন। সুদ্দী বলেন, اِلاَّ مَاشَاءَ رَبُّكَ আয়াতটি خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا এই আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

(١٠٨) وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ o

১০৮. পক্ষান্তরে যাহারা ভাগ্যবান তাহারা থাকিবে জান্নাতে সেথায় তাঁহারা স্থায়ী হইবে যতদিন আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না তোমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ- অর্থাৎ— নবীদের অনুসরণ করিয়া যাহারা সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে, তাহাদের ঠিকানা হইবে জান্নাত তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিতে যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, যদি না আল্লাহ অন্যরূপ ইচ্ছা করেন।

এইখানে ইসতিসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জান্নাতীরা জান্নাতে সে সুখ-সম্পদ লাভ করিবে, তাহা মূলত বাধ্যতামূলক ব্যাপার নহে বরং তাহা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যাহ্হাক ও হাসান বসরী (র) বলেন, اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ رَبُّكَ কথাটি নাফরমান ঈমানদারদের সংগে সম্পর্কিত যাহারা প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, অতঃপর জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া জান্নাত দান করা হইবে।

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ— জান্নাতীদেরকে যে পুরস্কার দান করা হইবে তাহা কখনো বিচ্ছিন্ন বা শেষ হইবে না। এখানে এই কথাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইল, যেন আল্লাহর ইচ্ছার কথা উল্লেখ করায় কাহারো মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি না হয় যে, জান্নাতের পুরস্কারও কখনো শেষ হইয়া যাইতে পারে। মোটকথা আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং জাহান্নামীদের সাজা ও জান্নাতীদের পুরস্কার ইচ্ছা করিলে এক সময় স্থগিত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। জাহান্নামীদের শাস্তিও চিরকাল চলিতে থাকবে। এবং জান্নাতীদের সুখও আজীবন অব্যাহত থাকিবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন "কিয়ামতের দিন এক সময় মৃত্যুকে হৃষ্ট-পুষ্ট একটি দুম্বার আকৃতি দিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে উহাকে যবাহ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বলা হইবে হে জান্নাতবাসী জান্নাতে তোমরা চিরকাল থাকিবে কখনো তোমাদের মৃত্যু হইবে না। হে জাহান্নামবাসী জাহান্নামে তোমাদের চিরকাল থাকিতে হইবে কখনো তোমাদের মৃত্য আসিবে না।"

সহীহ হাদীসে আরো আছে যে, অতঃপর বলা হইবে "হে জান্নাতবাসী! তোমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে কখনো তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা যুবকই থাকিবে কখনো বৃদ্ধ হইবে না। তোমরা আজীবন সুস্থ থাকিবে কখনো অসুস্থ হইবে না। চিরকাল তোমরা সুখে থাকিবে কখনো দুঃখিত হইবে না।

(١٠٩) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ ط مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ ط وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ○

(١١٠) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ط وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ○

(١١١) وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ط إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

১০৯. সুতরাং উহারা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে সংশয়ে থাকিও না, পূর্বে ইহাদিগের পিতৃ-পুরুষেরা যাহাদিগের ইবাদত করিত উহারা তাহাদিগেরই ইবাদত করে। অবশ্যই আমি উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব—কিছুমাত্র কম করিব না।

১১০. আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই উহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল।

১১১. যখন সময় আসিবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদিগের প্রত্যেককে তাহার কর্মফল পুরাপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ—এই মুশরিকরা যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগের সম্বন্ধে তুমি সংশয়ে থাকিও না। কারণ ইহা চরম মূর্খতা ভ্রষ্টতা ও বাতিল কাজ। কেননা তাহারা যে কাজে লিপ্ত রহিয়াছে তাহার নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নাই। শুধুমাত্র পিতৃ-পুরুষদের অনুসরণে তাহারা এই সব দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা একদিন ইহার পুরাপুরি প্রাপ্য দিবেন। এই অপরাধে তাহাদেরকে এমন শাস্তি প্রদান করিবেন, যাহা তিনি অন্য কাউকে প্রদান করিবেন না। আর যদি তাহাদের কোন পুণ্য থাকিয়া থাকে আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই ইহার ফল দিয়া দিবেন।

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ অর্থাৎ— আমি অবশ্যই উহাদিগকে উহাদিগের প্রাপ্য পুরাপুরি দিব। কিছু মাত্র কম করিব না।

সুফিয়ান সাওরী (র).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ যেসব কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা পুরপুরি দান করিবেন একটুও কম করিবেন না।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য শাস্তি পুরাপুরি দিব একটুও কম করিব না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি মূসা (আ) কে কিতাব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ বিভক্ত হইয়া এক দল উহাতে ঈমান আনয়ন করে, আরেক দল উহাকে অস্বীকার করিয়া বসে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তোমাকে তোমার পূর্বের নবীদের হইতে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে তোমার বেলায়ও এইরূপই ঘটিবে।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِّنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ইবনে জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল শাস্তিকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে আল্লাহ এখনই উহাদের মাঝে সীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। আবার الكلمة দ্বারা উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি রাসূল পাঠাইয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত না করার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দিবেন না। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمَاكُنَّامُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً অর্থাৎ— নবী প্রেরণ না করিয়া আমি কাহাকেও শাস্তি দেই না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, অচিরেই তিনি পূর্ববর্তী-পরবর্তী প্রত্যেকে একত্র করিয়া সকলকে নিজ নিজ কর্মের ফল দান করিবেন। ভালো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল। তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক প্রত্যেককে তাহাদের কৃতকর্মের ফল দান করিবেন। তিনি মানুষের ছোট-বড় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

(١١٢) فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥

(١٢٣) وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ٥

১১২. সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাতে স্থির থাক এবং তোমার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা স্থির থাকুক, এবং সীমালংঘন করিও না। তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১১৩. যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদিগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না, পড়িলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এই অবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং তোমাদিগের সাহায্য করা হইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) ও তাঁহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সর্বদা স্থির ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ করিয়াছেন। শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিবার জন্য এই স্থিরতা দৃঢ়তা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। সংগে সংগে তিনি যে কোন কাজে সীমালংঘন করিতে নিষেধ করিয়াছেন এমন কি কোন কাফির মুশরিকের ব্যাপারেও সীমালংঘন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। অতঃপর তিনি জানাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি বান্দার সকল কর্মকান্ড তাহার চোখের সামনেই রহিয়াছে। কোন ব্যাপারেই তিনি উদাসীন নহেন এবং কোন কিছুই তাহার কাছে গোপন থাকে না।

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ—তুমি সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। যদি পড় তাহা হইলে অগ্নি তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَلَا تَرْكَنُوْا অর্থ لَا تَدْهَنُوْا অর্থাৎ তোমরা দুর্বলতা প্রকাশ করিও না। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, তোমরা শিরকের প্রতি আকৃষ্ট হইও না। আবুল আলিয়া (র) বলেন তোমরা সীমালংঘনকারীদের কাজে সমর্থন দিও না। ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল তোমরা সীমালংঘনকারীদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িও না। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। আয়াতের সারমর্ম হইল তোমরা সীমালংঘনকারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিও না। যদি কর তবে অর্থ এই দাঁড়াইবে যে, তোমরাও তাহাদের অপকর্ম সমর্থন কর ।

وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন অভিভাবক নাই যিনি তোমাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন এবং এমন সাহায্যকারীও নাই যিনি তোমাদিগকে আল্লাহ আযাব হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখেন।

(١١٤) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

(١١٥) وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

১১৪. সালাত কায়েম কর দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রজনীর প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়। যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে ইহা তাহাদিগের জন্য এক উপদেশ।

১১৫. তুমি ধৈর্যধারণ কর কারণ আল্লাহ সৎ-কর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

তাফসীর ঃ আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ এই আয়াতে দিবসের দুই প্রান্ত ভাগ দ্বারা উদ্দেশ্য ফজর ও মাগরীব। হাসান এবং আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন উদ্দেশ্য ফজর ও আসর। মুজাহিদ (র) বলেন দিবসের প্রারম্ভে হইল ফজর এবং শেষের ভাগ হইল যুহর ও আসর।

وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান (রা) প্রমুখ বলেন, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য ইশার সালাত। মুবারক ইবনে ফুযালার সূত্রে বর্ণিত ইবনে মুবারকের এক বর্ণনায় হাসান (রা) বলেন, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশা। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) অনুরূপ বলেন যে ইহা মাগরিব ও ইশা। আর ইহাও হইতে পারে যে এই আয়াতটি মিরাজ রজনীতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ এক সময় মাত্র দুই ওয়াক্ত সালাতই ওয়াজিব ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বে এক ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পরে এক ওয়াক্ত। আর রাত্রিকালে মহানবী (সা) ও উম্মতের উপর ফরয ছিল তাহাজ্জুদ। ইহার কিছু দিন পর উম্মতের উপর হইতে তাহাজ্জুদের ফরযিয়াত তুলিয়া নেওয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা)-এর উপর হইতেও রহিত করা হয় বলিয়া একটি মত পাওয়া যায়।

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ— আল্লাহ তা'আলা বলেন, সৎকর্ম পূর্বের বহু পাপ মোচন করিয়া দেয়। যেমন, ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থে এক হাদীসে আছে যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে হাদীস শুনিয়া আমি অনেক উপকৃত হইতাম। আর অন্য কাহারো মুখে রাসূলের হাদীস শুনিলে আমি উহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট হইতে হলফ নিতাম। হলফ করিয়া বলিলে পরে আমি উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতাম। হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বর্ণনা করেন এবং তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ কোন পাপী মুসলমান ভালোভাবে ওযূ করিয়া দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত উসমান (রা) একদিন লোকদিগকে শিখাইবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওযূ করায় ন্যায় ওযূ করিয়া বলিলেন আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ভাবে ওযূ করিয়া পরে বলিয়াছেন "কেহ আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করিয়া একাগ্রতার সহিত দুই রাকাত সালাত আদায় করিলে আল্লাহ তাহার পূর্বের যাবতীয় গুনাহ মাপ করিয়া দেন।"

ইমাম আহমদ ও আবূ জাফর ইবনে জারীর (রা) আবূ আকীল যুহরা ইবনে মা'বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আকীল (র) উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হাবিসের নিকট হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। আমারাও তাহার সঙ্গে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে তাঁহার কাছে মুআয্যিম আসিয়া সালাতের কথা স্বরূপ করাইয়া দিলে তিনি পানি তলব করিলেন। পানি আনিয়া দিলে তিনি ওযূ করিলেন অতঃপর বলিলেন আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইভাবে ওযূ করিতেন অতঃপর বলিতেন কেহ আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করিয়া জোহরের সালাত আদায় করিলে তাহার ফজর ও জোহরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর আসরের সালাত আদায় করিলে জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর, মাগরিবের সালাত আদায় করিলে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর ইশার সালাত আদায় করিলে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেয়া হয়। অতঃপর নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া ওযূ করিয়া ফজরের সালাত আদায় করিলে ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলি মাফ করিয়া দেয়া হয়। إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ এর অর্থ ইহাই।

সহীহ বুখারীতে আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ " আচ্ছা তোমাদের কাহারো ঘরের সম্মুখে যদি একটি গভীর প্রবাহমান নদী থাকে আর সে প্রতিদিন পাঁচবার উহাতে গোসল করে তবে কি তাহার দেহে কোন ময়লা থাকিতে পারে"? উপস্থিত সাহাবীগণ উত্তরে বলিলেন না হে আল্লাহ রাসূল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উসিলায় আল্লাহ বান্দার ছোট ছোট গুনাহগুলি মাফ করিয়া দেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,.... হযরত আবূ হোরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমা হইতে আরেক জুমা এক রমযান হইতে আরেক রমযান ইহার মধ্যবর্তী সময়ের কৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।" ইমাম আহমদ (র).... আবূ আইয়্যূব

আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ আইয়্যুব আনসারী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেনঃ "প্রত্যেক সালাত দুই সালাতের মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মিটাইয়া দেয়" আবূ জাফর তাবয়ী (র).... আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "সালাত হইল দুই সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের পাপের কাফফারা স্বরূপ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ সৎকর্ম অসৎকর্ম মিটাইয়া দেয়।

ইমাম বুখারী (র).... ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মাসউদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি একদিন এক পর নারীকে চুম্বন করিয়া বসে। পরে অনুতপ্ত হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া সে ঘটনাটি অবহিত করে। তখন আল্লাহ তা'আলা وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি শুধু আমার জন্য? রাসূলুল্লাহ বলিলেনঃ না, "আমার সকল উম্মতের জন্য।" ইমাম আহমদ মুসলিম তিরমিযী নাসায়ী এবং ইবনে জারীরও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এক নির্জন বাগানে জনৈক মাহিলাকে একাকী পাইয়া আমি তাহার সংগে সহবাস ব্যতীত সবই করিয়া ফেলিয়াছি তাহাকে চুম্বন করিয়াছি ও আলিঙ্গন করিয়াছি ইহা ছাড়া অন্য কিছু করি নাই। এখন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে শাস্তি দিন। কিন্তু উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুই বলিলেন না। অগত্যা লোকটি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরু রাসূলুল্লাহ (সা) চোখ তুলিয়া বলিলেন 'লোকটিকে ফিরাইয়া আন।' আনা হইলে তিনি তাহাকে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া হযরত মু'আয (রা) মতান্তরে হযরত উমর (রা) বলিলেন। হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহার জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন বরং সকল মানুষের জন্য।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইবনে মাসউদ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় অপ্রিয় সকলকে দুনিয়া দান করেন কিন্তু প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দ্বীন দান করেন না। সুতরাং যাহাকে আল্লাহ দ্বীন দান করিলেন সে আল্লাহর প্রিয় ভাজন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাহার হাতে আমার প্রাণ; বান্দার হৃদয় ও জিহ্বা সত্যিকার মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয় না এবং প্রতিবেশী তাহার বাওয়ায়েক হইতে নিরাপত্তা না পাওয়া পর্যন্ত

সে ঈমানদার হইতে পারে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলে, হে আল্লাহ রাসূল 'বাওয়ায়েক' কাহাকে বলে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তাহার ধোকাবাজী যুলুম নির্যাতন ইত্যাদি। আর শোন হারাম সম্পদ উপার্জন করিয়া ব্যয় করিলে উহাতে বরকত হয় না এবং দান করিলেও উহা কবূল করা হয় না। আর মৃত্যুর সময় রাখিয়া গেলে উহা তাহার জাহান্নামেরই পাথেয় হয়। আল্লাহ মন্দকে মন্দ দ্বারা মিটান না মিটান সৎকর্ম দ্বারা। অসৎ কর্ম কখনো অসৎ কর্ম মিটাইতে পারে না।

ইবন জরীর (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন একদিন এক আনসারী সাহাবী আসিয়া বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ নিজের স্ত্রীর সহিত যাহা করিয়া থাকে সহবাস ব্যতীত এক বেগানা মহিলার সহিত আমি উহার সবই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ইত্যবসরে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِالخ আয়াতটি নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটিকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে আয়াতটি পড়িয়া শুনাইয়া দেন।

ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে আলোচ্য লোকটির নাম 'আমের ইবনে গালিয়্যা আনসারী আত্তাম্মার। মুকাতিল (র) বলেন আবূ নুকাইল আমির ইবনে কায়স আনসারী। খাতীব বাগদাদী (র) বলিলেন লোকটি হইল আবুল য়াসার কা'ব ইবনে আমর (র)।

ইমাম আবূ জাফর (র).... আবুল য়াসার কাব ইবনে আমর আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে আবুল য়াসার (র) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন এক দিরহামের খেজুর ক্রয় করিবার জন্য আমার কাছে আসে। আমি বলিলাম চল আমার বাড়িতে ইহার চেয়ে ভালো খেজুর আছে। তাহাকে লইয়া আমি আমার ঘরে আসি অতঃপর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করি। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া উমর (রা)-এর কাছে বলিয়া ইহার প্রতিকার জানিতে চাই, উমর (রা) বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে ফাঁস করিও না। কিন্তু আমি ঠিক থাকিতে না পারিয়া হযরত আবূ বকর (র)-এর নিকট যাইয়া ইহার প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনিও বলিলেন আল্লাহকে ভয় কর নিজের দোষ গোপন করিয়া রাখ এই কথা আর কাহারো কাছে বলিও না। কিন্তু আমি অধৈর্য হইয়া অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি খুলিয়া বলি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহর পথে জিহাদরত একজন লোকের স্ত্রীর সংগে তুমি এই আচরণ করিয়াছ? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া আমি মনে করিলাম যে আমার আর জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই এবং মনে মনে চাহিয়াছিলাম যে আমি তখনই

নতুন করিয়া মুসলমান হইয়া লই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইল রাসূলুল্লাহ (সা) আয়াতটি আমাকে পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাসূল! এই সুবিধা কি একা তাহারই জন্য নাকি সকল মানুষের জন্য? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'সব মানুষের জন্য'।

দারে কুতনী (র).... মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিয়া ছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন যে নিজের জন্য হালাল নহে এমন নারীর সংগে সহবাস বাদে অন্য সব অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "যাও ভালভাবে ওযূ করিয়া সালাত আদায় করিতে থাক।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। শুনিয়া মু'আয (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রসূল! এই সুবিধা কি একা এই ব্যক্তিরই জন্য নাকি সব মুসলমানের জন্য? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন "সব মুসলমানের জন্য।"

আব্দুর রায্যাক (র).... ইয়াহ্ইয়া ইবনে জাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, জনৈক সাহাবী একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংগে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ তাহার এক মহিলার কথা মনে পড়ে। তখন লোকটি একটি অজুহাত দেখাইয়া অনুমতি লইয়া মহিলার সন্ধানে বাহির হয়। বাড়িতে তাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পায় যে মহিলাটি একটি পুকুরের পাড়ে আসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া লোকটি মহিলার কাছে যায় এবং তাহার বুকে চাপিয়া ধরিয়া দুই পায়ের মাঝখানে বসিয়া পড়ে। কিন্তু সঙ্গম করিতে পারে নাই। অনুপ্তত হইয়া সে উঠিয়া পড়ে এবং নবী কারীম (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেয়। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও আর চার রাকা'আত সালাত আদায় কর। লোকিট বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জরীর (র).... আবূ উমামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা বলেন এক ব্যক্তি নবী কারীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাসূল! আমার উপর আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিলেন। অতঃপর সালাতের জামা'আত দাঁড়াইয়া যায়। সালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহর হদ্দ প্রয়োগের দাবীদার সেই লোকটি কোথায়?

লোকটি বলিল এই তো আমি এখানে আছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন এখন তুমি ভালোভাবে ওযূ করিয়া আমাদের সংগে সালাত আদায় করিয়াছ? লোকটি বলিল হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ "এই সালাতের উসিলায় এখন তুমি তোমার পাপ হইতে জন্মের দিনের ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছ। এহেন অপরাধের আর পুনরাবৃত্তি করিও না।" এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ উসমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসমান (র) বলেন, একদিন আমি হযরত সালমান ফারসী (রা) এর সহিত একটি গাছের নীচে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া পড়ে। অতঃপর তিনি বলিলেন আবূ উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে না যে কেন আমি এমন করিলাম? আমি বলিলাম কেন করিলেন বলুন। তিন বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন এইরূপ করিয়া বলিয়াছিলেন মুসলমান যখন উত্তমভাবে ওযূ করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে তাহার গুনাহগুলি ঠিক এমনিভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমনি গাছের এই পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... মু'আয (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে মু'আয (রা) বলেন,রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন কখনো কোন গুনাহ হইয়া গেলে সংগে সংগে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিও। তাহা হইলে নেক কাজ গুনাহকে মিটাইয়া দিবে। আর মানুষের সংগে উত্তম ব্যবহার দেখাইও।

ইমাম আহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) বলেন আমি একদিন বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "যখন তুমি কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেল তো কোন সংগে সংগে একটি ভালো কাজ করিয়া ফেলিও ভালো কাজ মন্দকে মিটাইয়া দবে।" আবূ যর বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহর রসূল! لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ও কি সৎ কাজের অন্তর্ভুক্ত? রাসূলুল্লাহ (র) বলিলেন "ইহা সর্বোত্তম সৎকাজ।"

ইমাম আহমদ (র).... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যেখানেই থাক তুমি আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিও কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে সাথে সাথে একটি সৎ কাজ করিয়া লইও আর মানুষের সংগে সদ্ব্যবহার করিও। আবূ বকর বায্যার (র).... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ একদা একটি লোক নবী করীম (সা) এর নিকট আরয করিল হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার কোন প্রয়োজন ও সখ অপূর্ণ রাখি নাই। অর্থাৎ

আমার অন্তরে যত পাপ বাসনা আসিয়াছে সকলই কার্যকর করিয়াছি। নবী করীম (সা) প্রশ্ন করিলেন তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ রসূল? সে বলিল হাঁ আমি সাক্ষ্য দেই। নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমার উক্ত সাক্ষ্য তোমার সকল পাপের উপর জয়ী হইবে।"

উক্ত রেওয়াতটি উক্ত সনদে উক্ত রাবী মাস্তুর ইবনে উব্বাদ ব্যতীত কেহই বর্ণনা করেন নাই।

(١١٦) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ٥

(١١٧) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥

১১৬. তোমাদিগের পূর্বযুগে আমি যাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম তাহাদিগের মধ্যে অল্প কতক ব্যতীত সজ্জন ছিল না যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইতে নিষেধ করিত। সীমালংঘনকারীগণ যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পাইত তাহারই অনুসরণ করিত এবং উহারা ছিল অপরাধী।

১১৭. তোমার প্রতিপালক এইরূপ নহেন যে তিনি অন্যায়ভাবে জনপদ ধ্বংস করিবেন অথচ উহার অধিবাসীরা পুণ্যবান।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদিগের পূর্ব যুগে অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত অন্যায় ও অবিচারের প্রতিবাদকারী কোন লোক ছিল না। অল্প সংখ্যক যাহারা অন্যায়ে বাঁধা দান করিত; আমি তাহাদিগকে আমার আযাব ও গযব হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই জন্যই আল্লাহ্ পাক এই উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে নির্দেশ দিয়োছেন যেন তাহাদের মধ্যে সর্বদা এমন একদল লোক থাকে যাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে বাঁধা প্রদান করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

অর্থাৎ— তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক থাকিতে হইবে যাহারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করিবে সৎকাজের আদেশ করিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করিবে। তাহারাই প্রকৃত সফলকাম।

হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেনঃ অন্যায় হইতে দেখিয়াও যখন মানুষ উহা প্রতিরোধ না করিবে তখন একচেটিয়া সকলের উপরই আল্লাহর আযাব আসার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ -

অর্থাৎ— সীমালংঘনকারীগণ সর্বদা অন্যায় অপরাধে মজিয়া থাকিত। কাহারো বাধা বা নিষেধাজ্ঞার প্রতি বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করিত না। এইভাবেই এক সময় হঠাৎ তাহাদের উপর আযাব আসিয়া পড়ে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দেন যে, তিনি কখনো কোন নিরাপরাধ জনপদকে ধ্বংস করেন নাই। নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার না করা পর্যন্ত কাউকেই তিনি কোন সময় আযাব দেন নাই। পুণ্যবান সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা তাহার নীতি নহে। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন।

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ -

অর্থাৎ— আমি তাহাদের উপর অবিচার করি নাই তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছে। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক বান্দার প্রতি অবিচার করেন না (হা-মিম সিজ্‌দাহ ৪৬)।

(١١٨) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ○

(١١٩) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ط وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ط وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○

১১৮. তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে সমস্ত মানুষকে এক জাতি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা মতভেদ করিতেই থাকিবে।

১১৯. তবে উহারা নহে যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক দয়া করেন এবং তিনি উহাদিগকে এই জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই, তোমার প্রতিপালকের এই কথা পূর্ণ হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করিতেছেন যে, তিনি সকল মানুষকে ঈমান বা কুফরের উপর এক জাতি করিয়া দিতে সক্ষম। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন,

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে প্রথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমানদার হইয়া যাইতে পারে।

وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ অর্থাৎ— মানুষের মধ্যে আজীবন দ্বীন-আকিদা-বিশ্বাস ও মতবাদের দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে। তবে যুগে যুগে নবীগণের অনুসরণ করিয়া যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহর নির্দেশমত সঠিক দ্বীনের উপর অটল রহিয়াছে আর এইভাবেই একদিন শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ঘটিলে তাহার আনুগত্য মানিয়া নিয়া জীবনের বাঁকে বাঁকে তাহার সাহায্য করিয়া আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত মতভেদ থাকিবে না। কারণ ইহারা হইলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল। যেমনঃ মাসানীদ ও সুনান গ্রন্থসমূহে এক হাদীসে আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ইয়াহূদীরা একাত্তুর ফেরকায় এবং খৃস্টানরা বাহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়াছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মত তিহাত্তুর ফেরকায় বিভক্ত হইয়া পড়িবে। ইহাদের এক ফেরকা ব্যতীত প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাইবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর রাসূল সেই এক ফেরকার পরিচয় কি? বলিলেন, "যাহারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করিবে তাহারা।"

আতা (র) বলেন, وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ الخ অর্থ ইহূদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজকেরা মতভেদ করিতেই থাকিবে তবে হানাফিয়্যা তথা যাহারা একনিষ্টভাবে দ্বীনে হকের উপর অটল থাকিবে তাহাদের মধ্যে কোন মতভেদ থাকিবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যাহারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত তাহারা সকলেই একদল ভুক্ত যদিও গোত্র-বর্ণে তাহারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আল্লাহর নাফরমানরাই ফেরকাভুক্ত যদিও তাহারা এক দেশের এক বর্ণের লোক হইয়া থাকে।

وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ হাসান (র) বলেন وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ অর্থ وَلِلْاِخْتِلَافِ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ— এই মতভেদ করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মক্কী ইবনে আবূ তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষকে দুইদল ভুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ বলেন فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَسَعِيْدٌ অর্থাৎ— মানুষের মধ্যে একদল হতভাগা একদল ভাগ্যবান। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে রহমত লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবনে ওহাব.... (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন, যে তাউস (র) বলেন, একদা দুই ব্যক্তি তুমুল ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। দেখিয়া তাউস বলেন তোমরা তো দেখি তুমুল মতভেদ করিতেছ। উত্তরে তাহাদের একজন বলিল এই জন্যই তো আমাদেরকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাউস (র) বলিলেন তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। লোকটি বলিল কেন আল্লাহ কি বলেন নই وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ উত্তরে তাউস বলিলেন না, আল্লাহ মানুষকে মতভেদ করার জন্য সৃষ্টি করেন নাই— বরং সৃষ্টি করিয়াছেন ঐক্যবদ্ধ থাকিয়া আল্লাহর রহমত লাভ করার জন্য। যেমন হাকাম ইবনে আবান ইকরিমা (র)-এর মাধ্যমে ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণান করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ মানুষকে শাস্তি ভোগ করিবার জন্য নহে— রহমত লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) এইরূপই বলিয়াছেন। পবিত্র কুরআনের আয়াত مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি। আলোচ্য ব্যাখ্যারই সমর্থন করে।

কেহ বলেন, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রহমত ও মতভেদের জন্যই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাসান বসরী (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে তিনি وَلَايَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلخ এর ব্যাখ্যায় বলেন, মানুষ বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তরা মতভেদ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। তাঁহার এই ব্যাখ্যা শুনিয়া কেহ বলিলেন কেন মতবেদের জন্যই তো মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন না তিনি একদলকে তাহার জান্নাতের জন্য আর একদলকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আতা ইবনে আবূ রাবাহ এবং আমাশ (র)ও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইবনে ওহাব (র) বলেন আমি মালিক (র) কে وَلَايَزَالُوْنَ اِلخ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, একদল যাইবে জান্নাতে আর একদল যাইবে জাহান্নামে। ইবনে জরীর ও আবূ উবাইদা ফাররাও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। মালিক (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, لِذَالِكَ অর্থ لِلرَّحْمَةِ একদল লোকের মতে لِذَالِكَ অর্থ لِلْاِخْتِلَافِ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - অর্থাৎ—আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবই। তোমার প্রতিপালকের এইকথা পূর্ণ হইবেই। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে পরিপূর্ণ জ্ঞানের ফলে তাহার কাযা ও কদরে এই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহার সৃষ্ট জ্বিন ও মানুষের একদল জান্নাতের উপযুক্ত হইবে আরেক হইবে জাহান্নামের উপযুক্ত। আর তিনি মানুষ জ্বিন এই দুই জাতি দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিবেনই।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে হযরত আবূ হোরায়রা (রা) হইতে বর্ণির্ত রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাত আর ও জাহান্নাম একদা বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল।

জান্নাত বলিল আমার কি হইল যে, আমাতে কেবল সমাজের দুর্বল আর অবহেলিত লোকেরাই প্রবেশ করিবে। আর জাহান্নাম বলিল, উদ্দত ও অহংকারীদের দ্বারা আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন তুমি আমার দয়া, তোমাকে দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা দয়া করি। আর জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার আযাব, তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করি। আর তোমাদের প্রত্যেককেই আমি পরিপূর্ণ করিয়া ছাড়িব।

বর্ণিত আছে যে জান্নাতে যত লোকই প্রবেশ করিবে উহাতে কিছু জায়গা শূন্য থাকিয়াই যাইবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা নতূন এক ধরনের জীব সৃষ্টি করিয়া শূন্যস্থান পূরণ করিবেন। পক্ষন্তরে জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আরো আছে কি। অবশেষে আল্লাহ নিজে উহাতে নিজের কুদরতী পা রাখিবেন। সংগে সংগে জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে তোমার ইযযতের শপথ আমার আর প্রয়োজন নাই।

(١٢٠) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

২২০. রাসূলদিগের সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, ইহার মাধ্যমে তোমার নিকট আসিয়াছে সত্য এবং মু'মিনদিগের জন্য আসিয়াছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! তোমার পূর্বেকার নবীদের বৃত্তান্ত, নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সংগে তাহাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সমাজের মানুষের পক্ষ হইতে পাওয়া নবীদের নির্যাতন এবং আমার ঈমানদার সম্প্রদায়কে সাহায্য করা ও কাফির সম্প্রদায়কে অপদস্ত করার কাহিনী তোমার নিকট বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে এইসব বৃত্তান্ত শুনিয়া তোমার চিত্ত দৃঢ় হয় ও মনোবল বৃদ্ধিপায় এবং পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা হইতে তুমি আদর্শ গ্রহণ করিতে পার।

وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ অর্থাৎ— এই সূরার মধ্যে তোমার সত্য আসিয়াছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও একদল পূর্ববর্তী আলিম আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। এক বর্ণনা হতে হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, فِىْ هٰذِهٖ অর্থ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا অর্থাৎ এই দুনিয়াতে তোমার নিকট সত্য আসিয়াছে। তবে সঠিক হইল, فِىْ هٰذِهٖ অর্থ এই সূরাতে যাহাতে বিভিন্ন নবীর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার নবী ও ঈমাদার উম্মতদের মুক্তিদান ও কাফিরদের ধ্বংসের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এই সূরায় আরো রহিয়াছে সাবধান ও উপদেশ বাণী।

(١٢١) وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ؕ اِنَّا عٰمِلُوْنَ ۙ۝

(١٢٢) وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

১২১. যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে বল, তোমরা যেমন করিতেছ করিতে থাক এবং আমরাও আমাদিগের কাজ করিতেছি।

১২২. এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করিতেছি।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর বিধান বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে হুমকীস্বরূপ এই কথা বলিবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে,

اِعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اَلخ অর্থাৎ— তোমরা তোমাদের মত ও পথ অনুসারে কাজ করিতে থাক। আমরাও আমাদের মত অনুসারে কাজ করিয়া যাইতেছি। আর তোমরাও পরিণাম ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাক আমরাও অপেক্ষায় রইলাম। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানিতে পারিবে যে, কার পরিণাম ভালো আর কার পরিণাম মন্দ। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ তাহার রাসূলের সংগে কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছে এবং তাহাকে সাহায্য ও শক্তি দান করিয়া সত্য দীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করিয়াছেন আর কাফির গোষ্ঠীকে করিয়াছেন অপমানিত। আল্লাহ পরক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(١٢٣) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۟

১২৩. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহর এবং তাহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর এবং তাহার উপর নির্ভর কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক অনবাহিত নহেন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন এবং একদিন তাহারই নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে আর হিসাবের দিন প্রত্যেককে তিনি নিজ নিজ আমলের প্রতিফল দিবেন। সুতরাং সৃষ্টি এবং বিধান সবই তাঁহার। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে তাঁহার ইবাদত করিবার ও তাঁহার উপর নির্ভর করিবার আদেশ দিয়াছেন। কারণ যে তাঁহার উপর নির্ভর করে ও তাঁহার অভিমুখী হয় তিনি তাহার জন্য যথেষ্ঠ হইয়া যান।

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ- অর্থাৎ— হে মোহাম্মদ! তোমাকে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের কোন বিষয়ই তোমার প্রতিপালকের কাছে গোপন নাই। তিনি তাহাদের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি উহার পূর্ণ প্রতিফল দিবেন আর তোমাকের ও তোমার দল-বলকে উভয় জগতেই সাহায্য করিবেন।

ইব্‌ন জরীর (র) হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, তাওরাতের শেষ কথা আর সূরা হূদের শেষ কথা একই কথা।

সূরা ইউসুফ

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

অত্র সূরার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ছা'লবী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ, সালাম ইবনে সালাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। এবং তাকে সুলাইম 'আল-মাদায়েনী'ও বলা হইয়া থাকে। তিনি উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের গোলামদেরকে সূরা ইউসুফ শিক্ষা দিবে। যে মুসলমান উহা নিজে পড়িবে কিংবা নিজের পরিবারভুক্ত লোকদিগকে শিক্ষা দিবে কিংবা তাহার অধীনস্থদিগকে শিক্ষা দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার মৃত্যু কষ্ট সহজ করিয়া দিবেন আর তাহাকে এত শক্তি দান করিবেন যে সে কোন মুসলমানদের প্রতি হিংসা করিবে না। কিন্তু হাদীসটির সনদ অতি দুর্বল। হাফিয ইবনে আসাকির (র) কাসিম ইবনে হাকাম (র)....তিনি উবাই ইবনে কা'ব (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন কিন্তু সকল সূত্রেই হাদীসটি মুনকার।

ইমাম বায়হাকী (র) দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াহূদীদের একটি দল যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই সূরাটি পাঠ করিতে শুনিতে পাইল তখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল। কারণ তাহাদের তাওরাতেও ঘটনাটি তদ্রূপই সন্নিবেশিত ছিল।

(١) الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ o

(٢) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ o

(٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا
الْقُرْاٰنَ ۖۗ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ o

১. আলিফ-লাম-রা এইগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ।

২. ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৩. আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিতেছি এ ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এই কুরআন প্রেরণ করিয়া যদিও ইহার পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ সুরা বাক্বারার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরূফ সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অতএব এখানে আর পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই।

قَوْلُهُ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ অর্থাৎ এইগুলি স্পষ্ট কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ অস্পষ্ট বস্তুসমূহের বাস্তবতা স্পষ্ট করিয়া ও খুলিয়া দেয়। اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ "আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার" কারণ আরবী ভাষা একটি পরিপূর্ণ ও প্রশস্ত ভাষা। উদ্দেশ্যকে পুরাপুরিভাবে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিতে সক্ষম। এই কারণেই সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থকে সর্বাধিক উত্তম ফিরিশতার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বাধিক উত্তমস্থানে সর্বাধিক উত্তম মাসে সর্বাধিক উত্তম রাসূলের প্রতি এই ভাষায় অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতএব গ্রন্থখানি সর্বদিক হইতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই কুরআন মারফত আপনার নিকট উত্তম ঘটনা পেশ করিয়াছি।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে ইবনে জারীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন—একদা সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কোন উত্তম ঘটনা বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ। অপর এক সূত্রে আমর ইবনে কায়েস (র) হইতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণিত। ইবনে জাবির (র) আরো রেওয়ায়েত করেন মুহাম্মদ ইবন সায়ীদ আলকত্তান (র).... হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন অবতীর্ণ হইতে থাকে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা তেলাওয়াত করিতে থাকেন কিন্তু একবার সাহাবায়ে কিরাম তাঁহাকে কোন ঘটনা বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابُ الْمُبِيْنُ ......لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ কিছু কাল যাবৎ রাসূললুল্লাহ এই আয়াত তেলাওয়াত করিতে থাকেন অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) অন্য কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ অবতীর্ণ করিলেন। হাফিয (র) ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়েব সূত্রে আমর ইবনে মুহাম্মদ আলকরশী আলমুনকরী হইতে

হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইবনে জারীর (র) স্বীয় সূত্রে মসউদী (র) হইতে তিনি আওন ইবন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন—একবার সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করিলেন, তখন তাহারা বলিলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদিগকে কিছু হাদীস শুনান। অতঃপর অবতীর্ণ হই اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ । তারপর তাহারা পুনরায় অস্বস্তি বোধ করিলেন এবং বলিলেন হে আল্লাহ রাসূল! হাদীস অপেক্ষা উর্ধ্বের এবং কুরআন অপেক্ষা নিম্নের কিছু কথা শুনান অর্থাৎ কিছু ঘটনা শুনান। অতঃপর অবতীর্ণ হইল الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ । তাহারা হাদীসের কামনা করিলেন অতঃপর উত্তম হাদীস অবতীর্ণ হইল, তাহারা কাহিনীর কামনা করিলেন, অতঃপর উত্তম কাহিনী অবতীর্ণ হইল।

এখানে পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করা হইয়াছে। এবং কুরআনের প্রশংসার জন্য এই আয়াতই যথেষ্ট, তবুও এখানে মুসনাদে ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করা সংগত বলিয়া মনে হইতেছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইবনে নু'মান (র)....জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোন আহলে কিতাব হইতে একখানি কিতাব লইয়া নবী করীম (সা) এর নিকট আসিলেন এবং তাহার নিকট উহা পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। রাবী বলেন, উহা শুনিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি ইহাতে লিপ্ত হইয়া ভ্রান্ত হইতে চাও? সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ আমি তোমাদের নিকট অত্যন্ত উজ্জ্বল দ্বীন লইয়া আসিয়াছি। তোমরা আহলে কিতাবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ হইতে পারে তাহারা সত্য কথা বলিবে আর তোমরা উহাকে অস্বীকার করিবে। কিংবা তাহারা কোন বাতিল কথা বলিবে আর তোমরা উহা সত্য মনে করিবে। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ আজ যদি মূসা (আ) জীবিত থাকিতেন তবে তাহার পক্ষে ও আমার অনুসরণ করা ব্যতিত কোন উপায় ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুর রায্যাক (র)....আবদুল্লাহ ইবন সাবেত (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত উমর (রা) নবী (সা) নিকট আসিয়া বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! একবার কোরাইযা গোত্রীয় আমার এক বন্ধু তাওরাত হইতে কিছু ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট কথা আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন, আমি কি উহা আপনার নিকট পেশ করিব? রাবী বলেন এই কথা শ্রবণ করিয়া নবী করীম (সা) এর মুখমন্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত (রা) বলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম হে উমর! আপনি কি রাসূলূল্লাহ (সা)-এর মুখমন্ডলীর প্রতি দেখিতেছেন না যে তাঁহার

মুখমন্ডলী কি রূপ বিবর্ণ হইয়াছে? তখন উমর (রা) বলিলেন, আমরা আল্লাহর প্রতি প্রতিপালক হিসাবে, ইসলামের প্রতি দ্বীন হিসাবে ও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি রাসূল হিসাবে সন্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখের মলিনতা দূর হইয়া গেল। এবং তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহাম্মদের জীবন যদি মূসা (আ) তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকিতেন এবং তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে ভ্রান্ত হইয়া যাইতে। উম্মতসমূহের মধ্যে তোমরাই আমার উম্মত আর নবীগণের মধ্যে আমি তোমাদের নবী। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) বলেন আবুল গাফ্ফার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (র)....খালিদ ইবনে উরফুতা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় সূস নামক স্থানের অধিবাসী আব্দুল কয়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিল। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক? সে বলিল জী হাঁ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি সূস নামক স্থানে বসবাস কর? সে বলিল জী হাঁ, তখন তিনি তাহাকে একটি বর্শা দ্বারা আঘাত করিলেন, রাবী বলেন, তখন লোকটি বলিল আমার অপরাধ কি? হে আমীরুল মু'মিনীন? তিনি বলিলেন তুমি বস সে বসিয়া পড়িল, তখন তিনি এই আয়াত পড়িলেন – بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابُ الْمُبِيْنُ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ
عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ ....عَنِ الْغَافِلِيْنَ

হযরত উমর আয়াতগুলি তিন বার পড়িলেন এবং তাহাকে তিনবার আঘাত করিলেন, তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার অপরাধ কি? তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি হযরত দানিয়ালের কিতাব লিখিয়াছ? লোকটি স্বীকার করিয়া বলিল, আপনি যে নির্দেশ দিবেন আমি তাহা পালন করিব। তিনি বলিলেন, যাও গরম পানি ও সাদা উল দ্বারা উহা মিটাইয়া দাও। অতঃপর উহা তুমি না নিজে পড়িবে আর না অন্য কাহাকেও পড়াইবে। যদি আমার নিকট এই সংবাদ আসিয়া পৌঁছে যে তুমি উহা নিজে পড় এবং অন্য লোককেও পড়াও তবে তোমাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করিব। অতঃপর তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি বস সে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তখন তিনি বসিলেন একবার আমি আহলে কিতাব থেকে একখানি কিতাব লিখিয়া চামড়ায় পুরিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলাম রাসূলুল্লাহ (স.) উহা দেখিয়া বলিলেন, হে উমর! তোমার হাতে কি? রাবী বলেন, তখন হযরত উমর বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা একখানি কিতাব ইহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে এই উদ্দেশ্যেই আমি লিখিয়াছি। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি

এতই ক্রোধান্বিত হইলেন যে তাহার মুখমন্ডলী লাল হইয়া উঠিল। অতঃপর সালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আনসারগণ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা-কে কেহ নিশ্চয় রাগান্বিত করিয়াছে অতএব তাহারা অস্ত্রধারণ করিলেন। এবং মিম্বরের নিকট একত্রিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ তখন বলিলেন, হে লোক সকল! আমাকে خَوَاتِيمُ الْكَلَمِ ও جَوَامِعُ الْكَلَمِ দান করা হইয়াছে এবং আমাকে সংক্ষিপ্তাকারে দান করা হইয়াছে। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর দ্বীন অতি উজ্জ্বল ও স্পষ্টরূপে পেশ করিয়াছি তোমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হইবে না আর বিভ্রান্তকারীরা যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে সেদিকে সতর্ক-দৃষ্টি রাখিবে। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তখন আমি দাঁড়াইয়া পড়িলাম এবং বলিলাম প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বর হইতে নামিয়া পড়িলেন। ইবনে আবূ হাতিম (রা) আব্দুলর রহমান ইবনে ইসহাক (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তবে এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক আবূ শায়বা ওয়াসেতী বলে পরিচিত। হাদীস বিশারদগণ তাহাকে ও তাহার শায়খকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। তাফসীর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতের সাক্ষী হিসাবে অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) বলেন, হাসান ইবনে সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত.... তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফাইর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি হিমস হইতে কিছু লোক ডাকিয়া পাঠাইলেন, তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক এমনও ছিল যাহারা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে কিছু কথা লিখিয়া এই উদ্দেশ্যে তাহাদের সাথে লইয়া আসিয়াছিল যে যদি হযরত উমর (রা) তাহাদিগকে অনুমতি দান করেন তবে এই ধরনের আরো কথা তাহারা উহার সহিত সংযোগ করিবে নতুবা উহা নিক্ষেপ করিয়া দিবে। এখানে আসিয়া তাহারা বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আমরা ইয়াহূদীদের নিকট হইতে এমন কিছু কথা শুনিতে পাইয়াছি যে তাহা শুনিলে আমাদের লোম খাড়া হইয়া যায়, আমরা কি তাহাদের নিকট হইতে উহা লিখিয়া লইতে পারি? তখন তিনি বলিলেন সম্ভবত তোমরা উহার কিছু লিখিয়া আনিয়াছ। শুন আমি তোমাদিগকে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবিতাবস্থায় খায়বারে গিয়াছিলাম। তথায় এক ইয়াহূদীর সহিত সাক্ষাত ঘটিবার পর তাহার কিছু কথা আমার খুব ভাল লাগিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম তোমার কিছু

কথা কি আমাকে লিখিয়া দিবে? সে বলিল হাঁ, অতঃপর আমি এক টুকরা চামড়া লইয়া আসিলাম, এবং সে উহাতে লিখিতে শুরু করিল। লেখা সম্পূর্ণ হইলে আমি উহা লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ সম্পর্কে অবগত করিলাম। তিনি আমাকে উহা লইয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন, আমি আনন্দিত হইয়া চলিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিলাম সম্ভবতঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পছন্দনীয় জিনিস আমি লইয়া আসিয়াছি। যখন উহা আনিয়া হাযির করিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন বস, এবং উহা পাঠ কর। অতঃপর কিছুক্ষণ আমি উহা পড়িয়া তাঁহার চেহারার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আমি আর একটি অক্ষরও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না এবং ভয়ে প্রকম্পিত হইয়া গেলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার সেই লিখিত কপিটি উঠাইয়া নিলেন এবং উহার একটি একটি অক্ষর মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এবং তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন সাবধান। তাহাদের কোন কথা মানিবে না, তাহারা নিজেরা তো গুমরাহীর অতিগহ্বরে পতিত হইয়াছে আর অন্যদিগকেও বিভ্রান্ত করিতেছে। অতএব তিনি আমার লিখিত কপির একটি অক্ষরও অবশিষ্ট রাখিলেন না। হযরত উমর (রা) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন যদি তুমি তাহাদের কোন কথা লিখিতে তবে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম। এইকথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিল, আমরা কখনো তাহাদের একটি অক্ষরও লিখিব না। অতঃপর তাহারা বাহিরে আসিয়াই তাহাদের লিখিত কপিটি মাটির গর্তে গাড়িয়া দিল। হযরত সাওরী (র) জাবের ইবনে ইয়াযীদ আলজুফী (র)....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) ও 'সারাসীল'-এর মধ্যে আবূ কিলাবাহ-এর সূত্রে হযরত উমর (রা) হইতে অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤) اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ○

৪. স্মরণ কর ইউসুফ তাহার পিতাকে বলিয়াছিল হে আমার পিতা, আমি একাদশ নক্ষত্র সূর্য এবং চন্দ্রকে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি উহাদিগকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার কওমকে ইউসুফ (আ)-এর সেই

ঘটনা শুনাইয়া দিন যখন তিনি তাহার পিতাকে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যের সিজদা করিবার ঘটনা বলিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ)-এর পিতা হইলেন ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সামাদ (র)....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন করীম ইবন করীম ইবনে করীম ইবনে করীম, ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মুহাম্মদ (র) হইতে তিনি আব্দুস সামাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেন, মুহাম্মদ....(র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন ব্যক্তি সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত! তিনি বলিলেন, সেইব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। তাহারা বলিলেন, আমাদের প্রশ্ন ইহা নয়। তিনি বলিলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর একজন নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনিও আল্লাহর আর এক নবীর পুত্র ছিলেন আর তিনি ছিলেন অর্থাৎ খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র। তখন তাহারা বলিলেন আমরা এই সম্পর্কেও প্রশ্ন করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন গোত্রসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছ? তাহারা বলিল জী হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, শুন, যাহারা জাহেলী যুগে শরীফ ও ভদ্র ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরেও তাহারা শরীফ ও উত্তম যদি তাহারা ইসলামের সঠিক জ্ঞানলাভ করে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ উসামাহ (র) উবাইদুল্লাহ (র) হইতে এই হাদীসের অনুকরণে রেওয়াতে করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওহী হইয়া থাকে। তাফসীরকারগণ বলেন, এখানে এগারটি নক্ষত্র দ্বারা ইউসুফ (অ)-এর এগার ভাইকে বুঝান হইয়াছে। আর সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা তাহার পিতামাতাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ, যাহ্‌হাক, সুফিয়ান সওরী ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) হইতে ইহা বর্ণিত। স্বপ্ন দেখিবার চল্লিশ বছর পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, আশি বছর পর। যখন তাঁহার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসান হইয়াছিল এবং তাঁহার এগার ভাই তাহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়াছিল।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا

অর্থাৎ— ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া গেলেন এবং তিনি বলিলেন, আব্বা! ইহাই হইল আমার পূর্বের স্বপ্নের তাবীর আল্লাহ উহা সত্য

করিয়া দেখাইয়ছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (র) বলেন, আলী ইব্‌নে সায়ীদ আলকিন্দী (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার বুছতানাহ নামক এক ইয়াহূদী নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! (সা) ইউসুফ (আ) যে এগারটি নক্ষত্রকে তাহাকে সিজদা করিতে দেখিয়াছিলেন তাহার নাম বলুন, রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন এবং কোন জবাব দিলেন না। তখন জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং নক্ষত্রগুলির নাম বলিয়া দিলেন, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, আচ্ছা যদি আমি নক্ষত্রগুলির নাম বলিতে পারি তবে কি তুমি ঈমান আসিবে? সে বলিল জী হাঁ, তিনি বলিলেন নক্ষত্রগুলির নাম হইল, জিরয়ান (جِرْيَان) তারেক (طَارِقٌ) দাইয়াল (ذَيَّالٌ) যুল কাতিফাইন (ذُو الْكَتِفَيْنِ) কাবিস (قَابِسٌ) অসসাব (وَثَّابٌ) উমুদান (عَمُوْدَانٌ) ফালীক (فَلِيْقٌ) মুসবিহ (مُصْبِحٌ) সারুহ (صَرُوْحٌ) ও ফারগ (اَلْفَرْغُ)

তখন ইয়াহূদী বলিল, হাঁ, হাঁ আল্লাহর কসম, নক্ষত্রগুলির নাম ইহাই। ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটিকে হাকাম ইবনে জাহীর হইতে সায়ীদ ইবনে মানসূরের সূত্রে দালায়েল গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী ও আবূ বকর আল বাজাজ (র) তাহাদের মুসনাদসমূহে ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইয়ালা তাহার চারজন শায়খের মাধ্যমে হাদীসটি হাকাম ইবনে জহীরের সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অতিরিক্তও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন— ইউসুফ (আ) যখন স্বপ্ন দেখিলেন তখন তিনি উহা তাঁহার পিতা ইয়াকুব (অ)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন ইহা একটি স্বপ্ন। যাহা বাস্তবে পরিণত হইবে। সূর্য দ্বারা তাঁহার পিতা ও চন্দ্র দ্বারা তাঁহার মাতাকে বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি কেবল হাকাম ইবনে জহীর বর্ণনা করিয়াছেন অন্যান্য ইমামগণ ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্জন করিয়াছেন। জাওজানী বলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নয়।

(٥) قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

৫. সে বলিল হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত তোমার ভ্রাতাদিগের নিকট বর্ণনা করিও না; করিলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে তিনি তাহার স্বপ্নের তাবীর ইহাই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার

ভ্রাতারা এক সময় তাঁহার সম্মুখে নত হইয়া যাইবে। সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবে। এমনকি তাহারা তাঁহার সম্মানার্থে সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে তিনি যেন তাহার স্বপ্ন তাহার ভাইদের নিকট বর্ণনা না করেন। তাহা হইলে তাহারা হিংসার বশিভূত হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বললেন,

لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا অর্থাৎ– তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করিও না তাহা হইলে তাহারা তোমার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করিবে। জনাব রাসূলুল্লাহ (স) হইতেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যদি কোন ভাল স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে তাহা অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে পারে আর যদি কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে পাশ বদল করিয়া শয়ন করিবে এবং বামদিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে। এবং উহার অকল্যাণ হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। আর কাহার নিকট উহা বর্ণনা করিবে না। এইরূপ করিলে সেই স্বপ্ন তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যের রেওয়ায়েতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করিয়াছেন– যতক্ষণ স্বপ্নের কোন তাবীর না করা হয় ততক্ষণ তাহা পাখীর পায়ের উপর থাকে অর্থাৎ উহা বাস্তবায়ন হয় না। অতঃপর যখন তাবীর করা হয় তখন উহা বাস্তবে পরিণত হয়। ইহা হইতে এই কথা বুঝা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নিয়ামত নিজ হইতে প্রকাশ না পায় উহা গোপন রাখা উচিৎ। হাদীসে বর্ণিত, তোমাদের প্রয়োজনসমূহ গোপন রাখিয়া উহা পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ কর। কেননা প্রত্যেক নিয়ামতের হিংসুক রয়েছে।

(٦) وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

৬. এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন। তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইউসুফ (আ) যে মর্যাদা লাভ করিবেন সে সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিতেছেন যে যেমন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে

স্বপ্ন যোগে নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্যকে সিজদা করিতে দেখাইয়াছেন অনুরূপভাবে নবুয়তের মাধ্যমে তোমাকে মর্যাদা দান করিবেন।

وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ হযরত মুজাহিদ (র) এবং আরো একাধিক তাফসীরকার বলেন, আর তোমাকে স্বপ্নের তাবীর শিক্ষা দিবেন। وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমাকে রাসূল বানাইয়া ও তোমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিবেন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْحَاقَ অর্থাৎ যেমন তিনি তোমার দুই পিতামহ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়া এবং তাহাদিগকে নবী বানাইয়া পরিপূর্ণ নিয়ামত দান করিয়াছেন। তোমাকেও তদ্রূপ নবুয়ত দান করিবেন। اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক এই কথা ভাল ভাবেই জানেন যে নবুয়তের যোগ্য ব্যক্তি কে?

(٧) لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

(٨) اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ
اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۣ ○

(٩) اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ
تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

(١٠) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ
يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

৭. ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদিগের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদিগের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

৮. স্মরণ কর উহারা বলিয়াছিল আমাদিগের পিতার নিকট ইউসুফ ও তাহার ভ্রাতাই আমাদিগের অপেক্ষা অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটি সংহত দল; আমাদিগের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন।

৯. ইউসুফকে হত্যা কর। অথবা তাহাকে কোন স্থানে ফেলিয়া আস, ফলে তোমাদিগের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদিগকেই নিবিষ্ট হইবে এবং তাহার পর তোমরা ভাল লোক হইয়া যাইবে।

১০. উহাদিগের মধ্যে একজন বলিল ইউসুফকে হত্যা করিও না এবং তোমরা যদি কিছু করিতে চাও তাহাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর যাত্রীদলের কেহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ ও তাহাদের ভাইদের ঘনটায় প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক উপদেশ আছে। তাহাদের ঘটনা বাস্তবিক একটি বিস্ময়কর ঘটনা إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا অর্থাৎ তাহারা কসম খাইয়া এই কথা বলিল যে ইউসুফ ও তাহার আপন ভাই বিন্‌য়ামীন আমাদের পিতার নিকট আমাদের তুলনায় অধিক আদরের وَنَحْنُ عُصْبَةٌ অথচ আমাদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় বেশী। এই অবস্থায় তাহারা দুইজন আমাদের তুলনায় আদরের কি রূপে হইতে পারে। إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ নিশ্চয় আমাদের পিতার ইহা একটি স্পষ্ট ভুল।

প্রকাশ থাকে যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর এই আয়াতের বর্ণনা ভংগি দ্বারা তো ইহা বুঝা যায় সে তাহারা নবী ছিলেন না। অবশ্য কেহ কেহ এই কথা বলেন, এই ঘটনার পর তাহারা নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও প্রমাণ সাপেক্ষ। যাহারা তাহাদের নবী হওয়ার কথা বলেন, তাহারা قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন অর্থাৎ আয়াতের মধ্যে أَسْبَاطٌ শব্দ দ্বারা তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) এর ভ্রাতাগণের নবী হওয়াকে প্রমাণিত করেন। অথচ বনী ইসরাঈলের বিভিন্ন গোত্রকে أَسْبَاطٌ (আসবাত) বলা হইত যেমন আরবের বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত قَبَائِلَ (কাবায়েল) আর আযমের বিভিন্ন গোত্রকে বলা হইত شُعُوبٌ (শুউব) উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা কেবল এতটুকুই বুঝা যায় যে বনী ইসরাঈলের اسباط এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা ইরশাদ করিয়াছেন যে সেই সমস্ত أَسْبَاطَ (গোত্রসমূহ) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল যদিও সে সমস্ত গোত্রসমূহ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণেরই বংশধর কিন্তু আয়াতে এই কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় নাই যে তাঁহার ভ্রাতাগণের প্রতি অহী অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ অর্থাৎ তাহারা পরস্পর এই কথা বলে ইউসুফকে হত্যা করিয়া ফেল

অথবা অজানা কোন এক গভীর কূপে তাহাকে নিক্ষেপ কর তাহা হইলেই পিতার প্রিতি ও স্নেহ কেবল তোমরাই লাভ করতে সক্ষম হইবে। وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ এবং তাহার পর তোমরা তোমাদের পাপের তওবা করিয়া ভাল লোক হইয়া যাইবে। قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ এই আলোচনা শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ তোমরা ইউসুফকে হত্যা করিও না। অর্থাৎ তাহার প্রতি তোমাদের শক্রতা এত চরমে পৌঁছান উচিৎ হইবে না। হযরত কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন এই ব্যক্তি ছিল তাহার বড় ভাই যাহার নাম ছিল রুবেল। সুদ্দী বলেন, তাহার নাম ছিল “ইয়াহুযা” এবং মুজাহিদ (র)-এর মতে তাহার নাম ছিল “শমউন”

বস্তুতঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের পক্ষে হত্যা করা সম্ভবও ছিল না কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহার দ্বারা যে কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াই ছাড়িতেন। অর্থাৎ তাহাকেহ নবুয়ত দান ও মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা। অতএব রুবেল-এর পরামর্শে তাহারা তাহাদের প্রস্তাব হইতে বিরত থাকিল। রুবেল যে পরামর্শ দিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-কে কোন অজানা জঙ্গলের কূপের নীচে নিক্ষেপ করা। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কূপটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি কূপ। يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ অর্থাৎ তাহার ধারণা ছিল এইভাবে কোন পথিক তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া যাইবে। এবং তোমরা তাহার থেকে মুক্তি লাভ করিবে। অতএব তাহাকে আর হত্যা করিবার প্রয়োজন নাই। إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ অর্থাৎ তোমরা যাহা বলিতেছে তাহা যদি করিতেই চাও তবে ইহাই তোমাদের করণীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা অত্যন্ত জঘন্য কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিল, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদন করা পিতার নাফরমানী করিয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া নিষ্পাপ কচি বাচ্চার প্রতি এবং বৃদ্ধের প্রতি অবিচার করা—হকদার ব্যক্তির হক নষ্ট করা ও তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করা। স্বীয় পিতাকে দুঃখ দেওয়া ও বৃদ্ধ বয়সে তাহার প্রিয় সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া কচি কোমল বাচ্চাকে যখন তাহর পিতার স্নেহ মমতার সর্বাধিক প্রয়োজন তখনই তাহার পিতাকে স্নেহ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে তাহারা জড়িত হইয়াছিল। 'আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন' কারণ তাহারা বড়ই মারাত্মক অপরাধ করিয়াছিল। সালামাহ ইবনে ফযল (র)-এর সূত্রে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ○

(١٢) اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

১১. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেছেন না কেন? যদিও আমরা তাহার শুভাকাঙ্ক্ষী।

১২. আপনি আগামিকল্য তাহাকে আমাদিগের সঙ্গে প্রেরণ করুন সে ফলমূল খাইবে ও খেলাধুলা করিবে আমরা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিব।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর বড় ভাই-এর পরামর্শে তাহারা সকলেই এই ব্যাপারে মতৈক্য পোষণ করিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)কে লইয়া একটি অনাবাদ কূপে নিক্ষেপ করিবে। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের পর পিতাকে ধোকা দিয়া এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহাকে এই বিপদে নিক্ষেপ করিবার জন্য সকলেই ঐক্যমত পোষণ করিল অতঃপর তাহারা পিতার নিকট আসিয়া বলিল مَالَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنَاصِحُوْنَ তাহারা এই কথা কেবল তাহাদের পিতাকে ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলিয়া ছিল। তাহাদের অন্তরে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র কারণ ইউসুফ (আ)-কে ভালবাসার কারণেই তাহার প্রতি তাহারা হিংসা পোষণ করিত। তাহারা বলিল اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ আপনি তাহাকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন এখানে يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ - يَا এর সহিত পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, সে দৌড়াদৌড়ি করিবে ও আনন্দ উৎফুল্ল করিবে। হযরত কাতাদাহ, যাহ্হাক সুদ্দী ও অনান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিতেছেন। وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আমরা তাহাকে হিফাযত করিব এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন।

(١٣) قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْٓ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ○

(١٤) قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

১৩. সে বলিল, ইহা আমাকে কষ্ট দিবে যে তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে এবং আমি আশংকা করি তোমরা তাহার প্রতি অমনোযোগী হইলে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিবে।

১৪. উহারা বলিল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলে তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ যখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহাদের সহিত মাঠে যাইবার জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিল তখন তিনি বলিলেন, اِنِّىْ لَيَحْزُنُنِىْ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ। তোমরা যত সময় তাহাকে আমার নিকট হইতে সরাইয়া দূরে রাখিবে এসময়টি আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হইবে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি এই ভালবাসার কারণ হইল তিনি হযরত ইউসুফের মুখমন্ডলে নবুওয়াতের নূর প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন এবং তাহার পবিত্র ও উত্তম আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। আল্লাহ রহমত ও সালাম তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক।

قَوْلُهٗ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যখন তোমাদের তীর নিক্ষেপ ও পশুচারণে ব্যস্ত থাকিবে সেইমুহূর্তে নেকড়ে আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। অথচ তোমরা উহা জানিতেই পারিবে না। হায়। তাহারা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মুখ হইতে এই কথাটি ওজর হিসাবে পাইয়া বসিল। তাহারা তখনই বলিল আব্বা! আপনি ভালই চিন্তা করিয়াছেন। আমরা এতবড় একটি শক্তিশালী দল থাকাবস্থায় যদি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তো আমরা সকলেই অপদার্থ প্রমাণিত হইব ও ক্ষতিগ্রস্ত হইব।

(١٥) فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ
اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১৫. অতঃপর উহারা যখন তাহাকে লইয়া গেল এবং তাহাকে গভীরকূপে নিক্ষেপ করিতে একমত হইল, এমতাবস্থায় আমি তাহাকে জানাইয়া দিলাম, তুমি উহাদিগকে উহাদিগের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলিয়া দিবে উহারা তোমাকে চিনিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাদের পিতাকে বুঝাইয়া রাযী করিয়া লইল এবং তাহাকে লইয়া তাহারা জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইর। জঙ্গলে গিয়া তাহারা সকলেই এই কথার প্রতি ঐক্যমত পোষণ করিল যে ইউসুফকে তাহারা একটি অনাবাদ গভীর কূপের নিচে নিক্ষেপ করিবে। অথচ তাহারা তাহাদের পিতার নিকট এইকথা বলিয়াই তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, যে তাহারা তাহাকে আদর করিবে যত্ন করিবে এবং তাহাকে সর্বপ্রকার আরামের সহিত রাখিবে

এবং আমাদের সহিত আনন্দ উৎফুল্লের সহিত সময় কাটাবে। হযরত ইয়া'কূব (আ) যখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাহাকে বুকে জড়াইয়া তাহার চুমা খাইয়া দু'আ করিয়া বিদায় দিলেন। আল্লামা সুদ্দী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, পিতার দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়ার সাথে সাথেই তাহারা গাদ্দারী করিতে শুরু করিল তাহারা তাহাকে গালাগালী করিতে লাগিল এবং বিভিন্নভাবে তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল এমনকি তাহারা তাহাকে শারীরিক আঘাত করিতেও বিরত থাকিল না। অতঃপর যখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ) কে লইয়া কূপের নিকট আসিল তখন তাহারা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া কূপে নিক্ষেপ করিতে চাহিল। তিনি একের পর একজনকে ধরিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস, সকলেই ধাক্কা দিয়া ও মারপিট করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। তিনি নিরাশ হইয়া গেলেন। তখন সকলে মিলিয়া একটি শক্ত রশি দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া কূপের মধ্যে ছাড়িয়া দিল তিনি হাতের সাহায্যে কুপের এক পাশ ধরিয়া বসিলে তাহারা আঙ্গুল দ্বারা মারিতে মারিতে তাহার হাত ছুটাইয়া দিল। অতঃপর তিনি যখন কুপের অধভাগে পৌছুলেন তখন তাহারা রশি কাটিয়া দিল। ফলে তিনি কূপের তলদেশে পৌছুলেন। তথায় একটি পাথর ছিল তিনি সেই পাথরের ওপর দাঁড়াইয়া গেলেন। আল্লাহ তা'আলা এই কঠিন বিপদকালে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাহার নিকট অহী পাঠাইলেন। ইরশাদ হইয়াছে وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ হে ইউসুফ! তুমি শান্ত হও বিচলিত হইওনা। অচিরেই আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং তোমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিবেন এবং তোমার ভ্রাতারা যাহা কিছু করিয়াছে উহা সম্পর্কে তাহাদিগকে এমনভাবে জানাইয়া দিবে যে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা এই ওহী সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তোমার সহিত তাহারা দুর্ব্যবহার করিয়া এই সম্পর্কে তুমি তাহাদিগকে জানাইবে অথব তাহারা তোমাকে চিনিতে পরিবে না। হযরত ইবনে জারীর (র) বলেন, হারেস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল তখন তিনিতো তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। রাবী বলেন তখন তিনি একটি পেয়ালা আনিয়া তাঁহার হাতের ওপর রাখিয়া আঙ্গুলী দ্বারা একটা টোকা দিলেন পেয়ালায় শব্দ হইতেই তিনি বলিলেন এই দেখ পেয়ালা যেন

কি বলিতেছে। তোমাদের নাকি একজন সত ভ্রাতা ছিল যাহার নাম ছিল ইউসুফ। তোমরা তাহাকে তাহার পিতার নিকট হইতে লইয়া গিয়া কূপে নিক্ষেপ করিয়াছ। অতঃপর পুনরায় উহাতে টোকা দিলেন এবং কিছুক্ষণ উহাতে কান লাগাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন দেখ, পেয়ারাটি এখন বলিতেছে যে তোমরা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত মাখাইয়া তাহার পিতার নিকট গিয়া এই কথা বলিয়াছিলে যে তাহাকে নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহারা বিচলিত হইল এবং তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল হায়, পেয়ালাটি তো তোমাদের সমস্ত গোপন সংবাদ বলিয়া দিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, কূপের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) কে জানাইছেন যে তুমি তাহাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে জানাইয়া দিবে অথচ তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

(١٦) وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ ۝

(١٧) قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا
فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ۝

(١٨) وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۚ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝

১৬. উহারা রাত্রিতে কাঁদিতে কাঁদিতে উহাদিগের পিতার নিকট আসিল।

১৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিতে ছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদিগের মালপত্রের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তুমি তো আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে না যদিও আমরা সত্যবাদী।

১৮. উহারা তাহার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করিয়া আনিয়াছিল। সে বলিল 'না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যাহা বলিতেছে সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ই আমার সাহায্যস্থল।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পর রাতের অন্ধকারে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পিতার নিকট আসিয়া ইউসুফ (আ)-কে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া অনুতাপ ও অনুসূচনা করিতে লাগিল। এবং তাহারা এই বলিয়া ওজর করিতে লাগিল اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ। আমরা তীর নিক্ষেপ ও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় গিয়াছিলাম وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا এবং ইউসুফকে আমাদের কাপড় ও মাল আসবাবের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথারই আশংকা করিয়াছিলেন। وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ তাহারা তাহাদের আব্বাকে বিশ্বাস করাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে কথা বলিয়াছিল যে আপনিতো আমাদের কথা বিশ্বাসই করিবেন না যদি আমরা সত্য কথাও বলি তবুও আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিবেন। আপনি যখন শুরুতেই একটি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব এই পরিস্থিতে আপনি আমাদিগকে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারেন না। আর আপনি যদি আমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিয়া ফেলেন তবে আপনাকেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ঘটনাটি এতই আশ্চার্যজনক যে আমরাই বিস্মিত যে ঘটনাটি কিরূপে ঘটিয়া গেল। وَجَاءُوْا بِدَمٍ كَذِبٍ তাহারা একটি মিথ্যা রক্ত সাজাইয়া আনিয়াছিল। তাহাদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণিত করিবার জন্যই তাহারা এতসব ষড়যন্ত্রমূলক কথাবার্তা বলিয়াছিল।

মুজাহিদ সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বর্ণনা করেন যে, তাহারা একটি বকরির বাচ্চা ধরিয়া যবাই করিয়া তাহার রক্ত ইউসুফ (আ)-এর জামায় মাখাইয়া আনিয়াছিল ইহা দ্বারা তাহারা ইহারই সাক্ষী পেশ করিতে চাহিয়া ছিল। যে তাহাকে সত্যসত্যই নেকড়ে বাঘ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং তাহার জামায় তাহার রক্ত লাগিয়াছে কিন্তু রক্ত মাখিবার সময় তাহারা জামাটি ছিঁড়িয়ে ফেলিতে ভুল করিয়াছে। অতএব তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট তাহাদের ধোকা ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্র নবী উহা হজম করিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় কিছু না বলিলেও তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের পিতা তাহাদের কথায় কোন আস্থা

আনিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ তোমাদের অন্তর একটি কথা গড়িয়া লইয়াছে। যাহা হোক আমি তোমাদের এই ব্যবহারে উত্তম ধৈর্যধারণ করিব যাবৎ না আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহে এই বিপদ হইতে আমাকে মুক্ত করেন। وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ তোমরা যে মিথ্যা ব্যাপারটি সাজাইয়াছ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলই সে ব্যাপারে সাহায্যকারী। ইমাম সাওরী (র) সিমাক (র)....হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَجَآءُوْا عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যে তাহাকে যদি বাঘে খাইত তাহা হইলে তাহার জামাও ছিঁড়িয়া ফেলিত। ইমাম শা'বী হাসান এবং কাতাদাহ্ (র) অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয় এমন ধৈর্যকে যাহাতে কেহ অস্থির ও বিচলিত হয় না। হুশাইম (র) হাব্বান ইবনে আবূ হাবলা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, صَبْرٌ جَمِيْلٌ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যে ধৈর্যে কোন অভিযোগ থাকে না তাহাকে صَبْرٌ جَمِيْلٌ বলা হয়। হাদীসটি মুরসাল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইমাম সাওরী (র) তাহার কোন সাথী হইতে বর্ণনা করেন তিনটি জিনিস একত্রিত হইলে তাহাকে ধৈর্য (صَبْرٌ) বলা হয় তোমার বিপদ কাহার নিকট বর্ণনা করিবে না স্বীয় অন্তরের বেদনা কাহার নিকট প্রকাশ করিবে না এবং সাথে সাথে নিজেকে নির্দোষ মনে করিবে না। ইমাম বুখারী (র) এখানে হযরত আয়েশা (রা) এর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে ঘটনায় তাঁহার প্রতি অপবাদ লাগান হইয়াছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন আল্লাহ্র কসম, আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঠিক তদ্রূপ যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলিয়াছিলেন,

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

অর্থাৎ এখন তো ধৈর্যধারণ করাই উত্তম আর তোমাদের ঐ সমস্ত মনগড়া কথার জন্য এক মাত্র আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে।

(১৯) وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢبِمَا يَعْمَلُوْنَ ○

(২০) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ○

১৯. এক যাত্রীদল অসিল, উহারা উহাদিগের পানিসংগ্রাহককে প্রেরণ করিল, সে তাহার পানির ডোল নামাইয়া দিল। সে বলিয়া উঠিল 'কী সুখবর! এ সে এক কিশোর! অতঃপর উহারা তাহাকে পণ্যরূপে লুকাইয়া রাখিল। উহারা যাহা করিতেছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

২০. এবং উহারা তাহাকে বিক্রয় করিল স্বল্প মূল্য-মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে, উহারা ছিল ইহাতে নির্লোভ।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করিবার পর তাহার সহিত কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে সেই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন 'আইয়াশ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) সেই অন্ধকার কূপে তিন দিন অবস্থান করেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করিবার পর কূপের পার্শ্বেই তাহারা সারাদিন বসিয়া থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) কি করেন কিংবা তাহার সহিত কি কি ঘটনা ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তথায় একটি কাফেলা পাঠাইয়া দেন তাহারা তাহাদের ভিস্তিকে পানির জন্য পাঠাইল। সে যখন কূপের নিকট আসিল এবং তাহার ডোল কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহার রশি মযবুত করিয়া ধরিয়া বসিল এবং পানির পরিবর্তে তিনিই বাহিরে আসিলেন। ভিস্তি তাহাকে দেখিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠল। وَقَالَ يَابُشْرٰى هٰذَا غُلَامٌ কেহ কেহ এখানে يَابُشْرَاىَ পড়িয়াছেন। সুদ্দী বলেন, بُشْرٰى (বুশরা) এক ব্যক্তির নাম; ভিস্তি তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াই চিৎকার করিয়াছিল। কিন্তু সুদ্দীর এই কথা গরীব (غَرِيْبٌ) এই কিরাত অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা আর কেহ দান করেন নাই। উপরোক্ত কিরাত অনুসারে পূর্বের ব্যাখ্যাও হইতে পারে। ভিস্তি يَاىِ مُتَكَلِّمْ-এর প্রতি شُتْرٰى কে اِضَافَتْ (সম্বন্ধিত) করিয়া এবং يَا কে ফেলিয়া দিয়াছে যেমন বলা হইয়া থাকে يَانَفْسِ اِصْبِرِىْ এবং يَاغُلَامُ اَقْبِلْ আসলে ছিল يَانَفْسِىْ ও يَا غُلَامِىْ পরে يَا কে ফেলিয়া দেয়া হইয়াছে يَابُشْرٰى এর কিরাত ইহার সমর্থন করে। يَا কে ফেলিয়া দিয়া যের ও পেশ উভয়টি দেওয়া জায়েয আছে।

قَوْلُهٗ وَ اَبْشِرُوْهُ بِضَاعَةً কাফেলার যে সমস্ত লোক হযরত ইউসুফ (আ)-কে পাইয়াছিল তাহারা তাহাকে পণ্য হিসাবে লুকাইয়া রাখিল। যেন কাফেলার অবশিষ্ট লোক তাহার অংশিদারিত্বের দাবী না করিয়া বসে। তাহারা কাফেলার অবশিষ্ট লোকদিগকে এই কথা বলিয়া বুঝাইল যে তাহারা ছেলেটিকে কূপের নিকটের লোকদের নিকট হইতে খরীদ করিয়াছে। মুজাহিদ সুদ্দী ও ইবনে জরীর (রা) এই তাফসীর করিয়াছেন। আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ তাফসীর বর্ণনা

করিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাগণ তাহার অবস্থা লুকাইয়া ছিল অর্থাৎ তাহাদের ভাই বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। আর ইউসুফ (আ)ও নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়াছিলেন যেন তাহার ভাইরা তাহাকে হত্যা না করিয়া দেয়। এবং তিনি বিক্রি হইয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিলেন। ভিস্তি চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে জানাইলে তাহারা অতি সামান্য মূল্যেই তাহার নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ) ভ্রাতাগণ ও তাহার খরীদদাররা যাহা কিছু করিতেছে সে সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের গোপন ভেদ প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন কিন্তু এক বিরাট রহস্যের কারণে তিনি এমন করেন নাই। ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই তিনি ঘটিতে দিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা নবী করীম (সা)-কেও এক প্রকার সান্ত্বনা দান করিয়াছেন, আপনার বংশীয় লোকেরা আপনাকে যে দুঃখ কষ্ট দিতেছে তাহা আমি দেখিতেছি আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি কিন্তু তাহা আমি করিতেছি না। কারণ আমার সমস্ত কাজই রহস্যপূর্ণ। আমি তাহদিগকে ঢিল দিতেছি। সময় আসিলেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া আপনাকেই বিজয়ী করিব যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাহার ভাইদের উপর বিজয়ী করিয়াছিলাম। قَوْلُهٗ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। মুজাহিদ ও ইকরামাহ্ (র) বলেন, بَخْسٍ শব্দের অর্থ হইল অসম্পূর্ণ ও অল্প যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا অর্থাৎ—ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তাহাকে অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিল (সূরা জ্বিন ২)। তাহাদের ইহাতে কোন লোভই ছিলনা। এমনকি যদি কাফেলার লোকেরা তাহাকে বিনা মূল্যেই চাহিত তাহা হইলে বিনামূল্যেই তাহারা বিক্রয় করিয়া দিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) বলেন, شَرَوْهُ এর সর্বনামটি ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের প্রতি ফিরিয়াছে। হযরত কাতাদাহ্ (র) বলেন, সর্বনামটি سَيَّارَةٌ (কাফেলা) এর দিকে ফিরিয়াছে কিন্তু প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ এর দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকেই বুঝান হইয়াছে কাফেলার লোকদিগকে নয়। কারণ কাফেলার লোকেরা তো তাহাকে পাইয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্যবসার পণ্য হিসাবে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল যদি তাহাদের ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অনিহা থাকিত তাহা হইলে তাহাকে ক্রয় করিত না। অতএব এখানে شَرَوْهُ-এর সর্বনাম (ضَمِيْر) টি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই কথারই প্রাধান্য

হইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, بَخْسٍ-এর অর্থ হারাম। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ যুলুম। কিন্তু যদিও শব্দের অর্থ ইহা হইতে পারে কিন্তু এখানে এই অর্থ বুঝান হয় নাই। কারণ ইউসুফ (আ)-এর বিক্রয়মূল্য চাই বেশী হোক চাই কম সর্বাবস্থায় উহা হারাম যাহা সকলেই জানিত। কারণ তিনি ছিলেন একজন নবী যাহার পিতা দাদা ও দাদার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)ও নবী ছিলেন অতএব তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। যাহার দাদা ও দাদার পিতাও অতি সম্ভ্রান্ত ছিলেন। অতএব এখানে بَخْسٍ অর্থ- হারাম নয় বরং ইহার অর্থ, অতি সামান্য মূল্য। অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ভ্রাতাকে বিক্রয় করিয়াছে এবং তাহাও অতি সামান্য মূল্যে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ হযরত ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহারা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিল হযরত ইবনে আব্বাস (রা) নূন আল বাকালী, সুদ্দী, কাতাদাহ্, আতীয়্যাহ্, আল আওফী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আতীয়্যাহ (র) বলেন, তাহারা দুই দিরহাম করিয়া পরস্পরে বন্টন করিয়া লইয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, চব্বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরিমাহ্ (র) বলেন চল্লিশ দিরহামের বিনিময়ে। وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ-এর তাফসীর প্রসংগে যাহহাক্ (র) বলেন, তাহারা এইকথা জানিত না যে হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহ্র নবী, কাজেই তাহারা এই সমস্ত কর্মকান্ড করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-কে তাহারা বিক্রয় করিবার পর কাফেলার পিছনে পিছনে ছুটিল এবং তাহাদিগকে বলিল, দেখ এই গোলামটির কিন্তু পলায়ন করিবার অভ্যাস আছে। অতএব তোমরা ইহাকে খুব মযবুত করিয়া বাধিয়া লইবে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বাধিয়া রাখিল যাবৎ না তাহা মিসর লইয়া পৌছল। মিসরে পৌছাবার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিল, যে ব্যক্তি আমাকে খরীদ করিবে সে সুখী হইবে। অতঃপর মিসরের আযীয তাহাকে ক্রয় করিলেন তিনি একজন মুসলমান ছিলেন।

(২১) وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَ
لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○

(২২) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○

২১. মিসরের যে ব্যক্তি উহাকে ক্রয় করিয়াছিল। সে তাহার স্ত্রীকে বলিল, সম্মানজনকভাবে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ সে আমাদিগের উপকারে

আসিবে। অথবা আমরা ইহাকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করিতে পারি এবং এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম তাহাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবার জন্য আল্লাহ্ তাহার কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

২২. সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইল তখন আমি তাহাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করিলাম এবং এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মিসরের যে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরে তাহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাহার নূরানী চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে তাহার মধ্যে মঙ্গল নিহিত আছে। অতএব সে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল, اَكْرِمِىْ مَثْوَاهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا তিনি মিসরের উজীর ছিলেন যাহার উপাধি ছিল আযীয। তাহার নাম ছিল কিৎফীর (قطفير)। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন (اطفير) ইৎফীর ইবন রুহীব নাম ছিল। তিনি মিসরের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। মিসরের সম্রাট ছিলেন তখন রাইয়ান ইবনে অলীদ। তিনি আমালেকা গোত্রীয় ছিলেন। আযীযের স্ত্রীর নাম ছিল রায়াল বিনতে রা'আবীল। কেহ কেহ যুলায়খা বলেও উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইবনে জারিব (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে ব্যক্তি, হযরত ইউসুফ (আ)-কে বিক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম ছিল মালেক ইবনে যুউর ইবনে করীব ইবনে আনাকা ইবনে মাদয়ান ইবনে ইবরাহীম। আবূ ইস্হাক (র) আবূ 'আবীদাহ্ (র) হইতে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বাধিক দুরদর্শী ছিলেন তিন ব্যক্তি (১) মিসরের আযীয- যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং সাথে সাথেই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তাহাকে সম্মান ও যত্ন সহকারে রাখ। (২) যে মেয়েটি হযরত মূসা (আঃ)-কে একবার দেখিয়াই তাহার পিতাকে বলিয়াছিল يَابَتِ اسْتَاْجِرْهُ হে আব্বা! আপনি তাহাকে মজদুর হিসাবে গ্রহণ করুন। (৩) আর হযরত আবূ বকর (রা) যখন তিনি হযরত ওমর (রা)-কে খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ অর্থাৎ যেমন হযরত ইউসুফ-কে তাহার ভাইদের পাঞ্জা হইতে মুক্তি দান করিয়া তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি অনুরূপভাবে তাহাকে মিসরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। قَوْلُهُ وَلِنُعَلِّمَهُ تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ হযরত মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন, تَاوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ দ্বারা স্বপ্নের তাবীর বুঝান

হইয়াছেন। وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ আল্লাহ্ তা'আলা সকলের ওপর বিজয়ী তিনি যাহা ইচ্ছা করেন। তাহার বিরোধীতা ও প্রতিবাদ করার শক্তি কাহারও নাই। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন।

قَوْلُهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন । অধিকাংশ লোক তাহার কার্যাবলী ও সৃষ্টি রহস্য সম্পর্ক অজ্ঞাত। قَوْلُهٗ وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ অর্থাৎ, যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর জ্ঞান বুদ্ধি পরিপূর্ণ হইল এবং শরীর ও পূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট হইল اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا তখন তাহাকে আমি নবুয়ত দান করিলাম এবং তাহাকে অন্যান্য সমস্ত লোকের মধ্যে তাহাকেই নির্বাচন করিলাম। وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আর আমি অনুরূপভাবেই সৎলোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি। হযরত ইউসুফ (আ) তাহার কর্মকান্ডে সৎ ছিলেন। তিনি কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারেই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করতেন। হযরত ইউসুফ (আ) কত দিনে তাহার পরিণত বয়সে উপনিত হইয়াছিলেন সে সম্পর্কে মত বিরোধ আছে। হযরত ইবনে আব্বাস মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন তেত্রিশ বছর। হযরত ইবনে আব্বাস, (রা) হইতে অন্য এক রেওয়ায়েতে ত্রিশ বছর হইতে কিছু অধিক বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, বিশ বছর হাসান (র) বলেন, চল্লিশ বছর। হযরত ইকরিমাহ্ (র) বলেন, পঁচিশ বছর। সুদ্দী (র) বলেন, ত্রিশ বছর। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, আঠার বছর। ইমাম মালেক, রবীআহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম ও শা'বী (র) বলেন, اَشُدّ শব্দের অর্থ, সহনশীল। ইহাছাড়া আরো মতামত রহিয়াছে।

(٢٣) وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَ
قَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا
يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

২৩. সে যে স্ত্রীলাকের গৃহে ছিল সে তাহা হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিল এবং দরজাগুলি বন্ধ করিয়া দিল ও বলিল, আইস, সে বলিল, আমি আল্লাহ্র শরণ লইতেছি, তিনি আমার প্রভু তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকিতে দিয়াছেন সীমা-লংঘনকারিগণ সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ মিসরের আযীয যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় সন্তানের ন্যায় তাহাকে যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীকেও বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয় তাহাকে যেন অতি যত্ন ও সম্মানের সহিত রাখা হয়। কিন্তু মহিলাটি ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় কার্য চরিতার্থের উদ্দেশ্যে আহ্বান করিল। বস্তুতঃ সে তাহার রূপে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া

তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। মহিলাটি নিজে খুব সজ্জিতা হইয়াই নিজের ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাকে هَيْتَ لَكَ বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) অতি কঠোরভাবে তাহা অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, مَعَاذَاللّٰهُ إِنَّهُ رَبِّىْ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ। আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। তোমার স্বামী আমার মুনীব তিনি আমার বসবাসের জন্য অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না। رَبّ শব্দের অর্থ সরদার বা মুনীব আরবের লোকেরা এ শব্দটি সরদার অর্থের জন্য প্রয়োগ করিয়া থাকে إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ। মনে রাখিবে যালেম লোকেরা কখনো সফল হইতে পারে না। قَوْلُهُ هَيْتَ لَكَ এই আয়াতের কিরাত প্রসংগে তাফসীরকারদের একাধিক মতামত আছে। অধিকাংশের মতে هَا যবর দিয়া ও يْ-কে সাকিন দিয়া এবং تَ যবর দিয়া পড়িতে হয়। মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, উক্ত মহিলাটি ইউসুফ (আ)-কে তাহার দিকে আহ্বান করিতেছে। আলী ইবনে আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন هَيْتَ শব্দটি هَلُمَّ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যিরবিন, হুবাইশ, ইকরিমাহ্ হাসান এবং কাতাদাহ্ অনুরূপ মত পোষণ করেন।

আমর ইবনে উতবা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন শব্দটি সুরিয়ানী, অর্থ হইল عَلَيْكَ অর্থাৎ তোমার প্রতি জরুরী। সুদ্দী (র) বলেন শব্দটি কিবতী ভাষার একটি শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা একটি অপরিচিত শব্দ। ইহা দ্বারা আহ্বান করা হয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইকরিমাহ (র) বলেন, هَيْتَ لَكَ হাওরানী ভাষা যাহার অর্থ هَلُمَّ لَكَ বুখারী (র) ইহাকে মুয়াল্লাকরূপে বলিয়াছেন কিন্তু আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (র) বলেন, আহমদ ইবন সাহ্‌ল আল ওয়াসেতী (র)....ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদ করা দাস ইকরিমাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন هَيْتَ لَكَ অর্থ هَلُمَّ لَكَ বস্তুতঃ শব্দটি হাওরানী। আবূ 'উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম (রা) বলেন, ইমাম কাসায়ী هَيْتَ لَكَ এই কিরা'আতকে ভালবাসতেন এবং বলতেন ইহা হাওরানবাসীদের ভাষা যাহার অর্থ হইল تَعَالَ অর্থাৎ 'আস।' আবূ উবাইদ বলেন, আমি হাওরানের অধিবাসীদের একজন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ইহা তাহাদের ভাষা। ইমাম ইবনে জরীর (র) তাহার মতের সমর্থনে কবির এই কবিতা দ্বারা দলীল পেশ করেন।

أَبْلِغْ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنُ + نَيْنَ أَدَى الْعِرَقِيُ إِذَا حَيْتَنَا
إِنَّ الْعِرَقِيُ وَأَهْلَهُ + عُنُقُ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتًا

কবির উক্ত কবিতার মধ্যে هَيْتَ শব্দের অর্থ হইল, আস অবশ্য কেহ কেহ هِئْتُ ও পড়িয়া থাকেন অর্থাৎ هـِ ও ء কে যের দিয়া এবং تُ কে পেশ দিয়া পড়িয়া থাকেন। হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ আবদুর রহমান সুলামী আবূ ওয়ারেল ইকরিমাহ্ ও কাতাদাহ্ (র) এইরূপ পড়িয়াছেন তখন অর্থ হইবে, আমি তোমার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ 'আমর ও কাসায়ী (র) এই কিরাতকে অস্বীকার করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে ইসহাক هَيْتِ পড়িতেন অর্থাৎ هـَ কে যবর দিয়া ও تِ কে যের দিয়া পড়িতেন। ইহা একটি অপ্রচলিত কিরাত আর অন্যান্য কারীগণ বিশেষতঃ মদীনার অধিকাংশ লোক هـَ কে যবর ও -تُ কে পেশ দিয়া পড়েন অর্থাৎ هَيْتُ যেমন কবি বলেন,

لَيْسَ قَوْمِيْ بِالْاَبْعَدِيْنَ اِذَامَا + قَالَ دَاعٍ مِنَ الْعَشِيْرَةِ هَيْتُ

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, সাওরী (র) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কারীদের কিরাত সমস্তই একটি অন্যটির নিকটবর্তী অতএব তোমরা যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্রূপ পড়। অবশ্য পারস্পরিক বিবাদ ও নিন্দাবাদ হইতে বিরত থাকিবে। এখানে هِيْتُ শব্দের অর্থ, "আস" যেমন তোমরা বলিয়া থাক تَعَالَ هَلُمَّ অর্থাৎ আস। প্রশ্ন করা হইল হে আবূ আবদুর রহমান! কিছু লোক ইহাকে هِيْتُ পড়েন, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলিলেন, যেমন তুমি শিক্ষা লাভ করিয়াছ তদ্রূপ পড়াই আমার নিকট পছন্দনীয়। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে অকী (র)....বর্ণনা করিয়াছেন তিনি আবূ ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) ইহাকে هَيْتَ لَكَ পড়েন তখন মাসরূক (র) বলিলেন, কিছু লোক ইহাকে هَيْتُ لَكَ পড়েন তখন তিনি বলিলেন যেমন আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি তদ্রূপ পড়াই আমি পছন্দ করি। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র).... ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, هَيْتَ এর মধ্যে هـَ ও تَ একে যবর দিয়া পড়িবে। আবার অন্যান্য কারীগণ هـَ কে যবর يـْ কে সাকিন ও تُ কে পেশ দিয়া পড়েন। আবূ উবাইদ মা'মার ইবনে মুসান্না বলেন, هَيْتُ শব্দটি দ্বিবচন ও বহুবচন হয়না অনুরূপভাবে ইহার স্ত্রীলিঙ্গও হয় না বরং একই শব্দ দ্বারা সকলকেই সম্বোধন করা হয়। অতএব এইরূপ বলা হইয়া থাকে هَيْتُ - هَيْتُ لَكُمْ لَكُمَا - هَيْتَ لَكَ - هَيْتَ لَكِنَّ এবং هَيْتُ لَهُنَّ

(٢٤) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۗ كَذٰلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ○

২৪. সেই রমণীতো তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল এবং সেও উহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িত যদি না সে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিত। তাহাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একাধিক মতামত বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং আরো অনেক হইতে সেই ব্যাখ্যাই বর্ণিত যাহা হযরত ইবনে জারীর (র) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা বাগভী বলেন, মহিলার প্রতি হযরত ইউসুফ (আ)-এর আকৃষ্ট হওয়া এর অর্থ- হইল তাহার অন্তরে মহিলাটির সামান্য চিন্তা আসা তাহার প্রতি প্রবল কোন আকর্ষণ নয়। অতঃপর আল্লামা বাগভী 'আবদুর রায্যাক' এর হাদীস পেশ করেন, তিনি মা'মার হইতে তিনি হাম্মাম হইতে তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন আমার কোন বান্দা কোন নেক কাজের ইচ্ছা করে তখন তাহার একটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। যদি ইচ্ছানুসারে কাজ করে তবে দশ নেকী লিপিবদ্ধ করিবে। আর যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করিয়া পরে উহা না করে তার একটি নেকী লিখিবে। কারণ সে আমার কারণেই খারাপ কাজ ত্যাগ করিয়াছে আর যদি সেই খারাপ কাজ করেই ফেলে তবে তাহার একটি গুনাহ লিখিবে।

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে। এক বর্ণনানুসারে হযরত ইউসুফ (আ) মহিলাটিকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাহাকে স্ত্রী হিসাবে পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যদি আল্লাহ্র নিদর্শন না দেখিতেন তবে তিনি মহিলার প্রতি অসৎকর্মের ইচ্ছা করিতেন কিন্তু যেহেতু তিনি আল্লাহ্র নিদর্শন দেখিয়াছিলেন সুতরাং অসৎ কর্মের তিনি ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু এই মতটি আরবী ভাষা শাস্ত্রের দিক হইতে ঠিক নহে। ইমাম ইবনে জরীর ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হযরত ইউসুফ (আ) কি দলীল দেখিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ, মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হাসান, কাতাদাহ্, আবূ সালেহ, যাহ্হাক, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) ও অন্যান্য উলামায়ে

কিরাম বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তখন তাহার আব্বার ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন। যিনি মুখের মধ্যে আঙ্গুলী দিয়া দন্ডায়মান ছিলেন। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর তিনি ইউসুফ (আ)-এর বুকে হাত মারিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ এর মনীবের ছবি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে ইউসুফ (আ)-এর সম্মুখে তাহার মনিব কিৎফীর ছবি ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

ইব্‌নে জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল কুরাযী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ঘরের ছাদের প্রতি তাহার দৃষ্টি উত্থাপন করিলে তিনি তথায় لَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا আয়াতটি দেখিতে পাইলেন। আবূ মা'মার আল মাদনী ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওহ্‌ব বলেন, নাফে ইবনে ইয়াযীদ (র) কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। ইউসুফ (আ) যে নিদর্শন দেখিয়াছিলেন তাহা হইল তিনটি আয়াত (১) اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ। তোমাদের ওপর ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা তোমাদের কর্মকান্ড দেখাশুনা করেন। (২) وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ তুমি যে কোন অবস্থায় থাকনা কেন আল্লাহ্ তোমার সাথেই আছেন। (৩) اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেকের প্রত্যেক আমালের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। নাফে (র) বলেন, আবূ হেলালকেও কুরাযীর ন্যায় বলিতে শুনিয়াছি এবং তিনি একটি চতুর্থ আয়াত বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা হইল وَلَا تَقْرَبُوْا الزِّنَا। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, প্রাচীরের উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি আয়াত লিখিত দেখিয়াছিলেন। ইমাম ইবনে জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, তিনি একটি নিদর্শন দেখিয়াছিলেন যাহা তাহাকে উক্ত কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। আর সম্ভবতঃ উহা ইয়াকূব (আ)-এর ছবি ছিল। আর কোন ফিরিশ্‌তার আকৃতিও হইতে পারে। ইহা ছাড়া কিতাবের কোন আয়াতও হইতে পারে। অবশ্য উপরোক্ত মতসমূহের মধ্যে কোন একটি নির্দিষ্টভাবে বলার জন্য কোন নিশ্চিত দলীল নাই। অতএব নির্দিষ্টভাবে কোন একটিকে নিদর্শন হিসাবে মন্তব্য না করাই সঠিক মত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলাও নির্দিষ্ট কোন নিদর্শনের উল্লেখ করেন নাই।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ অর্থাৎ যেমন আমি তাহাকে নিদর্শন দেখাইয়া অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছি অনুরূপভাবে অন্যান্য কাজেও তাহাকে আমি সাহায্য করিয়া থাকি এবং অশ্লীল কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখি। اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ। বস্তুতঃ তিনি আমার প্রিয় ও সত্যনিষ্ট বান্দাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(٢٥) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط
قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ o

(٢٦) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ج إِنْ كَانَ
قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِينَ o

(٢٧) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِينَ o

(٢٨) فَلَمَّا رَاٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ط إِنَّ كَيْدَكُنَّ
عَظِيمٌ o

(٢٩) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا سكتة وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ج إِنَّكِ كُنْتِ
مِنَ الْخٰطِئِينَ o ع

২৫. উহারা উভয়ে দৌড়াইয়া দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পিছন হইতে তাঁহার জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার নিকট পাইল। স্ত্রীলোকটি বলিল, যে তোমার পরিবারের সহিত কুকর্ম কামনা করে তাহার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দন্ড হইতে পারে।

২৬. ইউসুফ বলিল, সেই আমা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, যদি উহার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলিয়াছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী।

২৭. আর উহার জামা যদি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।

২৮. গৃহস্বামী যখন দেখিল যে, তাহার জামাটি পিছন দিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে তখন বলিল ইহা তোমাদের নারীদিগের ছলনা, ভীষণ তোমাদিগের ছলনা।

২৯. হে ইউসুফ! তুমি ইহা উপেক্ষ কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমিই অপরাধী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) মহিলাটি হইতে আত্মরক্ষার জন্য দরজার দিকে ছুটিয়াছিলেন।

মেয়েলোকটিও তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য দরজার দিকে ছুটিল। পেছন দিক হইতেই তাহার জামা ধরিয়া ফেলিল। জামা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিলে ইউসুফ (আ)ও পূর্ণ শক্তি দিয়া দৌড়তে চেষ্টা করিলেন এবং তিনি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন। এই টানাটানিতেই তাহার জামা ছিঁড়িয়া গেল। এই অবস্থায় উভয়ই দরজার কাছে পৌঁছাইয়া গেল এবং হঠাৎ মহিলার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। তাহাকে দেখিতেই মহিলাটি ষড়যন্ত্রমূলক পথ আবিষ্কার করিল এবং সাথে সাথেই সমস্ত দোষ হযরত ইউসুফ (আ)-এর উপর চাপাইয়া দিল। সে বলিল مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءً যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সহিত কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তাহার শাস্তি ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ। তাহাকে বন্দী করা হউক, নয় তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হউক। হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার ইজ্জত বিপন্ন হইবার আশংকা করিলেন তখন তিনি তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে বাস্তব বর্ণনা বলিয়া দিলেন তিনি বলিলেন هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَفْسِىْ সেই আমাকে তাহার উদ্দেশ্য চারিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে এমনকি সে আমার পিছনে ছুটিয়াছিল এবং আমার জামা টানিয়া ধরিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ এবং তাহার পরিবারের এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল যে, যদি ইউসুফ (আ)-এর জামা সম্মুখ দিক হইতে ছিঁড়িয়া থাকে তবে মহিলাই তাহার কথায় সত্যবাদী অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন মহিলাকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং মহিলা তাহা অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে সম্মুখ দিক হইতে ধাক্কা দিয়াছিল তখন তাহার জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অতএব, মহিলার কথাই সত্য وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ যদি ইউসুফ (আ)-এর জামা পিছন দিক হইতে ছিঁড়িয়া গিয়া থাকে তবে মহিলাটিই মিথ্যাবাদী। আর তিনি সত্যবাদী। কারণ তিনি যখন তাহার নিকট হইতে মুক্তি লাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলেন তখন মহিলাটি পিছনের দিক হইতে তাহার জামা ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছিল এই সময়ই তাহার জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে সাক্ষ্যদাতা কি ছোট কোন বাচ্চা ছিল না কোন বয়সী লোক ছিল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইসরাঈল (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا- ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন দাড়ী বিশিষ্ট লোক ছিল। সাওরী (র) জাবের (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে,

সাক্ষ্যদাতা বাদশার একজন বিশিষ্ট লোক ছিল। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, কাতাদাহ্, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইসহাক (র) ও অন্যান্যরা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একজন বয়সী লোক ছিল। যায়দ ইবনে আসলাম ও সুদ্দী (র) বলেন লোকটি মহিলাটির চাচাত ভাই ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোকটি বাদশার একজন নিজস্ব লোক ছিল। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুলায়খা বাদশা রাইয়ান ইবনে অলীদের ভাগ্নী ছিল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا-এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, সাক্ষ্যদাতা ক্রোড়ের একটা ছোট শিশু ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হেযায ইবন ইয়াসাফ, হাসান, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক ইবন সুবাহিম (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা বলেন, সাক্ষ্যদাতা একটি ছোট শিশু ছিল। ইবনে জরীর এই মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি মারফূ' হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জারীর (র) বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে চার ব্যক্তি শিশু কালেই কথা বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষ্যদাতা তাহাদেরই একজন। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ (র)....ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, চার ব্যক্তি শিশুকাকেই কথা বলিয়াছে— ইবনে মাশেতাহ বিনতে ফিরআউন, ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষী জুরাইজ এর ঘটনায় এক সাথী ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন উহা কেবল আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল কোন মানুষ ছিল না। কিন্তু তাহার এ মন্তব্যটি গরীব।

قَوْلُهُ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ অর্থাৎ মহিলাটির স্বামীর নিকট যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর সত্যতা এবং তাহার স্ত্রীর মিথ্যাবাদী হওয়া প্রমাণিত হইল তখন তিনি বলিলেন اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ। এই যুবকের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ও তাহাকে বে-ইয্যত করা তোমাদেরই ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নহে। اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ। নিসন্দেহে তোমাদের ষড়যন্ত্র বড়ই গুরুতর। অতঃপর তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই বিষয়টি গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন। يُوسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا ইউসুফ! তুমি বিষয়টি এড়াইয়া যাও এবং ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, আসল অপরাধী তুমিই অতএব তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। লোকটি নরম প্রকৃতির ছিলেন কিংবা তাহার স্ত্রী মাযুর মনে করিয়াছিলেন, কারণ তাহার স্ত্রী যাহা কিছু দেখিতে পাইয়াছিল তাহার প্রতি ধৈর্য-ধারণ করা সম্ভব ছিল না এই কারণেই তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি এই যুবকের সহিত যে কুমতলব পোষণ করিয়া ছিলে তাহা হইতে তওবা কর প্রকৃত অপরাধীণী তুমিই ইউসুফ সম্পূর্ণ নির্দোষ নিষ্পাপ।

(٣٠) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ
قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣١) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً
وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا
رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ
اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ○

(٣٢) قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ
فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ
الصّٰغِرِيْنَ ○

(٣٣) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ
عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

(٣٤) فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩০. নগরে কতিপয় নারী বলিল, আযীযের স্ত্রী তাহার যুবক দাস হইতে অসৎ কর্ম কামনা করিতেছে যে প্রেম তাহাকে উন্মত্ত করিয়াছে আমরা তো তাহাকে দেখিতেছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে

৩১. স্ত্রীলোকটি যখন উহাদিগের ষড়যন্ত্রের যথা শুনিল তখন সে উহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল। উহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত করিল, উহাদিগের প্রত্যেককে একটি করিয়া ছুরি দিল এবং ইউসুফ-কে বলিল উহাদিগের সম্মুখে বাহির হও, অতঃপর উহারা যখন তাহাকে দেখিল তখন উহারা তাহার সৌন্দর্যে অভিভূত হইল এবং নিজ দিগের হাত কাটিয়া ফেলিল। উহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহ্‌র মহাত্মা, এ তো মানুষ নহে, এতো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্‌তা।

৩২. সে বলিল, এই যে, যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করিয়াছ। আমি তো তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রাখিয়াছে। আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি, সে যদি তাহা না করে তবে সে কারারুদ্ধ হইবেই এবং হীনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৩. ইউসুফ বলিল, হে আমার প্রতিপালক এই নারীগণ আমাকে যাহার প্রতি আহ্বান করিতেছে তাহা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি উহাদিগের ছলনা হইতে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি উহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িব এবং অজ্ঞদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

৩৪. অতঃপর তাঁহার প্রতিপালক তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাঁহাকে উহাদিগের ছলনা হইতে রক্ষা করিলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) ও আযীযের স্ত্রীর সংবাদ শহরে ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং মানুষের মধ্যে উহার চর্চা হইতে লাগিল। وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ আর শহরের আমীর উমারাগণের স্ত্রীগণ আযীযের স্ত্রীর আচরণকে অত্যন্ত জঘন্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল اِمْرَأَةُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا আযীযের স্ত্রী তাহার গোলামের নিকট কুমতলব হাসিলের চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا তাহার প্রেম অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, شَغَافُ অন্তরের পর্দাকে বলা হয় আর شَغَفُ বলা হয় হত্যাকারী প্রেমকে اِنَّا لَنَرَاهَا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ইউসুফের মহব্বতের ব্যাপারে তাহার আচরণকে আমরা স্পষ্ট ভ্রান্তি ধরিয়া মনে করিতেছি।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ অতঃপর আযীযের স্ত্রী তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক অপবাদ শুনিতে পাইল তখন তাহাদিগকে সে আমন্ত্রণ করিল। শহরের মেয়েরা তাহার সম্পর্কে বলিতে লাগিল, ইউসুফের প্রেম তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মেয়েদের নিকট যখন ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্যের কথা পৌঁছল তখন তাহাদের অন্তরে তাহাকে দেখিবার বাসনা জন্ম নিল অতএব তাহারা আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে এইরূপ কথা বলিতে শুরু করিল, যেন এইভাবে তাহারা তাহার দর্শন লাভ করিতে সক্ষম হয়। তখন আযীযের স্ত্রী তাহাদিগকে আমন্ত্রণ করিল যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ অর্থাৎ সে তাহাদিগকে তাহার ঘরে ভোজের জন্য দাওআত দিল وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاءً আর তাহাদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করিল। হযরত ইবনে আব্বাস, সায়ীদ ইবন জুবাইর, মুজাহিদ, হাসান বসরী, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, مُتَّكَاءً অর্থ- মজলিস যেখানে বিছানা, বালিশ থাকিবে এবং খাদ্যদ্রব্য ও চাকু দ্বারা কাটিয়া খাইবার জন্য লেবু রাখা হয়। وَاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا আর তাহাদের প্রত্যেককে সে একটি চাকু দিল। আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে ইহা ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ আর ইউসুফ (আ) যাহাকে অন্য একটি ঘরে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাকে তাহাদের সম্মুখে হাযির হইবার জন্য নির্দেশ দিল। فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ যখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল তখন তাহারা তাহাকে অনেক বড় মনে করিল এবং তাহার রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া তাহারা এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, লেবু কাটিতে গিয়া তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ফেলিল। হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাদের হাত কাটিয়া ছুরিটি নিক্ষেপ করিয়া দিল। অনেক তাফসীরকারের মতে আযীযের স্ত্রী শহরের আমন্ত্রিত মেয়েরা যখন তাহাদের পানাহার শেষ করিয়াছিল তখন তাহাদের সম্মুখে লেবু রাখিয়া প্রত্যেককে একটি একটি ছুরি দিল এবং তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কি ইউসুফকে দেখিতে চাও। তাহারা সকলেই বলিল, হাঁ, অতঃপর হযরত ইউসুফকে ডাকিয়া আনা হইল, তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইল, অতঃপর তাহাকে ফিরিয়া যাইতে বলিল, যেন তাহাকে সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়াই দেখা সম্ভব হয়। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গেলেন তখন উপস্থিত মেয়েরা লেবুর পরিবর্তে হাত কাটিয়া বসিল। অথচ তখন ব্যাথার অনুভূতি তাহাদের হইল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর চলিয়া যাওয়ার পর তাহারা হাতের ব্যাথা অনুভব করিল। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, তোমরা একবার দেখিয়াই এই কান্ড করিয়াছ এখন তোমরাই বল আমার অবস্থা কি হইতে পারে

فَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا الخ তখন তাহারা বলিল, "আল্লাহ্‌র কসম, এ কোন মানুষ নহে বরং এ তো একজন সম্মানিত ফিরিশতা।" অর্থাৎ আমরা ইউসুফ (আ)-এর যে রূপ-সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রেক্ষিতে আমরা তোমার কোন দোষ ধরিতে পারি না। তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় অত সুন্দর মানুষ কখনো দেখিতে পায় নাই এমন কি তাহার কাছাকাছি সুন্দরও কোন লোক দেখিতে পায় নাই। কারণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য-দান করা হইয়াছিল। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মি'রাজের ঘটনাকালে হযরত মুহাম্মদ (সা) তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন, তিনি বলেন তখন আমি দেখিলাম হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। হাম্মাদ, ইবনে সালামা (র) সাবেত হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁহার মাতাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাঁহার মাতাকে সমস্ত সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ দান করা হইয়াছিল। আবূ ইসহাক (র) আবুল আওয়াস (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবন

মসউদ হইতে আরো বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর চেহারা বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। যখন কোন মেয়েলোক তাহার নিকট আসত তখন তিনি স্বীয় চেহারা ঢাকিয়া ফেলিতেন। কারণ তিনি আশংকা করিতেন যে সে মেয়েলোক তাহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। হযরত হাসান বসরী, মুরসালরূপে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর সৌন্দর্যের এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে দান করা হইয়াছিল আর দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল সমগ্র বিশ্ববাবাসীকে। অথবা তিনি বলিয়াছেন, হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতাকে দুই তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য দান করা হইয়াছিল এবং সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করা হইয়াছে, এক তৃতীয়াংশ সৌন্দর্য। সুফিয়ান (র)....রবীআহ আলজারশী (র) হইতে বর্ণনা করেন, সৌন্দর্য দুই ভাগ করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) ও তাহার মাতা হযরত সারাহকে অর্ধেক দান করা হইয়াছে। আর অবশিষ্ট অর্ধেক সমস্ত মখলূকের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। ইমাম আবুল কাসিম সুহাইলী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল হযরত ইউসুফ (আ) হযরত আদম (আ) এর সৌন্দর্যের অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বোত্তম আকৃতি সর্বোচ্চ সৌন্দর্য দান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাহার সন্তানদের মধ্যে তাহার ন্যায় সৌন্দর্যের অধিকারী আর কেহ ছিল না। এবং ইউসুফ (আ)-কে তাহার সৌন্দর্যের অর্ধেক দান করা হইয়াছিল। এ কারণেই শহরের মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا

মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, حَاشَ لِلّٰهِ এখানে مَعَاذَ اللّٰهِ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে কিরাত এইরূপ পড়িয়াছেন مَا هٰذَا لِبَشَرِى অর্থাৎ এইরূপ মর্যাদাশীল ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য নহেন اِنْ هٰذَا اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ অবশ্যই এ কোন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ এই হইল "সেই যুবক যাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে নিন্দা করিয়াছ।" এই কথা বলিয়া সে শহরের মেয়েদের নিকট তাহার প্রেমের ব্যাপারে ওযর পেশ করিতেছিল। কারণ তাহার ন্যায় রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতি প্রেম হওয়াটাই স্বাভাবিক। لَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ অর্থাৎ আমি তাহার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়া তাহাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছি কিন্তু সে তাহা হইতে বিরত রহিয়াছে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, শহরের মেয়েরা যখন তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিতে পাইল তখন আযীযের স্ত্রী তাহার চরিত্র সম্পর্কে তাহাদিগকে অবগত করিয়া যাহা পূর্বে তাহাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিল আর তাহা হইল তাহার চরিত্রের পবিত্রতা। অতঃপর আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ধমক দেওয়ার

উদ্দেশ্যে বলিল لَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا الخ আমি তাহাকে যে নির্দেশ দান করিয়াছি যদি সে তাহা পালন না করে তবে তাহাকে অবশ্যই বন্দী করা হইবে আর অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হইবে। তখন ইউসুফ (আ) তাহাদের ষড়যন্ত্র ও অকল্যাণ হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন- رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ - অর্থাৎ—হে আমার প্রতিপালক। যেই অশ্লীলতার প্রতি তাহারা আমাকে আহ্বান করিতেছে তাহার তুলনায় কয়েদী হওয়াই আমার পক্ষে উত্তম।

وَاِنْ لَّمْ تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَحَبُّ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ অর্থাৎ যদি আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যাস্ত করিয়া দেন তবে ঐ অশ্লীলতা হইতে বাঁচিবার আমার কোন শক্তি নাই কারণ আমি তো আপনার সাহায্য ব্যতিত কোন উপকার ও অপকার করিতে সক্ষম নই। একমাত্র আপনিই সাহায্যদাতা এবং আপনার প্রতি আমার ভরসা। অতএব হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আমার প্রবৃত্তির উপর ন্যস্ত করিবেন না। فَاسْتَجَابَ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দু'আ কবূল করিলেন। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাঁচাইয়া নিলেন এবং তিনি কঠোরভাবে উহা হইতে বিরত থাকিলেন এবং বন্দী হওয়াকেই পছন্দ করিলেন। ইহা ছিল ইউসুফ (আ)-এর চরম কামেল হওয়ার প্রমাণ। একদিকে তিনি ছিলেন অসীম সৌন্দর্যের অধিকারী যুবক অপরদিকে মহিলাটিও অতি রূপবতী ও ধনসম্পদে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মিসরের আযীযের পত্নী এই অবস্থায় কেবল আল্লাহ্র ভয়ে ও সওয়াবের আশায় অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিয়া বন্দী হওয়াকে পছন্দ করা তাহার চরম সাধনার প্রমাণ।

এই কারণেই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে; সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে দিনে তাঁহার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবেন না , (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) এমন যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকিয়া যৌবন অতিক্রম করিয়াছে (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সহিত বাধা (৪) যে দুই ব্যক্তি কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে ভালবাসে তাহাদের মিলন ও তাহাদের বিচ্ছেদ এই একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। (৫) যে ব্যক্তি এত গোপন সদকা করে যে ডান হাত সদকা করিলে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। (৬) যে ব্যক্তিকে কোন সুন্দরী সম্ভ্রান্ত রমণী তাহার সহিত কুমতলব পোষণ করিয়া আহ্বান করে অতঃপর সে তাহার জওয়াবে এই কথা বলে আমি তো আল্লাহ্কে ভয় করি (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়া তাহার অশ্রু প্রবাহিত করে।

(٣٥) ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۠

৩৫. নিদর্শনাবলী দেখিবার পর উহাদিগের মনে হইল তাহাকে কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইবার পরও তাহারা তাহাকে বন্দী করিয়া রাখাই সমীচীন মনে করিল। খুব সম্ভব তাহারা এই পথ এই উদ্দেশ্যেই অবলম্বন করিয়াছিল, যেন তাহারা জনমনে এই ধারণা দিতে সফল হয় যে মিসরের আযীযের স্ত্রীর সহিত সে-ই কুমতলব পোষণ করিয়াছিল এবং এই কারণেই তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে।

এই কারণেই মিসরের সম্রাট যখন তাহাকে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠায়াছিলেন তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার করিলেন যাবৎ না তাহার পবিত্রতা স্পষ্টভাবে সকলের সম্মুখে প্রমাণিত হয়। যখন তাহার চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা প্রমাণিত হইল তখন তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন, তাহারা ইউসুফ (আ)-কে এই কারণেই বন্দী করিয়াছিলেন যেন মিসরের আযীযের স্ত্রীর চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়া সে লাঞ্ছিত না হয়।

(٣٦) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

৩৬. তাহার সহিত দুইজন যুবক কারগারে প্রবেশ করিল। উহাদিগের একজন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আংগুর নিংড়াইয়া রস বাহির করিতেছি; এবং অপর জন বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি আমার মস্তকে রুটি বহন করিতেছি এবং পাখি উহা হইতে খাইতেছে। আমাদিগকে তুমি ইহার তাৎপর্য জানাইয়া দাও। আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-কে যে দিন কারাগারে প্রেরণ করা হইল। সেদিন আরো দুইজন যুবককেও কারাগারে পাঠান হইল। কাতাদা (র) বলেন, তাহাদের একজন ছিল বাদশার মদ প্রস্তুতকারক আর অন্যজন হইল তাহার রুটি প্রস্তুতকারক। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন মদ প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুনদাহ আর রুটি প্রস্তুত কারকের নাম ছিল বুহলছ। সুদ্দী (র) বলেন, যুবকদ্বয়ের কারাগারে প্রেরিত হইবার

কারণ ছিল বাদশার খাবারে বিষ মিশ্রিত করিবার ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত ছিল বলিয়া বাদশা তাহাদের প্রতি সন্দেহ করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) ইতিমধ্যেই দানশীলতা, আমানত, সত্যতা, সদাচরণ ও অতিরিক্ত ইবাদত, স্বপ্নের তাবীর, কয়েদীর প্রতি সদ্ব্যবহার রোগীদের সেবা ও তাহাদের হক আদায় করেন বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। উল্লেখিত যুবকদ্বয় যখন কারাগারে প্রবেশ করিল তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-কে অতিশয় ভালবাসিতে লাগিল। একদিন তাহারা বলিয়া বসিল আমরা তো আপনাকে খুব ভালবাসী। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাদিগকে বরকত দান করুন। কিন্তু ব্যাপার হইল, যে ব্যক্তিই আমাকে ভালবাসিয়াছে তাহার ভালবাসার কেবল আমার ক্ষতিই হইয়াছে আমার ফুফু আমাকে ভাল বাসিয়াছিলেন তাহার কারণে আমার ক্ষতি হইয়াছে। আমার আব্বা আমাকে ভালবাসিতেন। তাহার কারণেও আমি বিপর্যস্ত হইয়াছি। আর আযীযের স্ত্রীও আমাকে অনুরূপ ভালবাসিয়াছে। তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম আমরা তো কেবল ভালবাসিতেই পারি। অতঃপর তাহারা একদিন স্বপ্নে দেখিল। মদ প্রস্তুতকারক দেখিল সে আঙ্গুর হইতে রস বাহির করিতেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) اِنِّیْ اَرَانِیْ اَعْصِرُ عِنَبًا পড়িতেন। ইবনে আবূ হাতিম আহম্মদ ইবনে সিনান (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে তিনি এখানে اَعْصِرُ عِنَبًا পড়িতেন। (আমি আঙ্গুরের রস বাহির করিতেছি)। যাহ্হাক (র) اِنِّیْ اَرَانِیْ اَعْصِرُ خَمْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন এখানে خَمْرًا অর্থ عِنَبًا অর্থাৎ আঙ্গুর। তিনি বলেন, আম্মানের লোকেরা আঙ্গুরকে خَمْرٌ বলে। ইকরিমাহ্ (র) বলেন যুবকটি হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, আমি আঙ্গুরের লতা লাগাইয়াছি এবং উহাতে আঙ্গুর ধরিয়াছে অতঃপর আঙ্গুর ছিঁড়িয়া উহার রস বাহির করিয়াছি এবং বাদশাকে উহা পান করিতে দিয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ বলিলেন তুমি তিন দিন পর কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া আবার বাদশাকে আঙ্গুরের মদ পান করাইবে। আর দ্বিতীয় যুবক বলিল, আমি স্বপ্নযোগে দেখিয়াছি যে আমি রুটি বহন করিতেছি। আর পাখিরা উহা খাইতেছে। আপনি ইহার তাবীর বলিয়া দিন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে যাহা প্রসিদ্ধ তাহা হইল তাহারা উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, অকী! ও ইবনে হুসাইদ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ইউসুফ (আ)-এর সঙ্গীরা স্বপ্নে কিছুই দেখিতে পায় নাই এবং তাহারা ইউসুফ (আ)-কে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা স্বপ্ন গড়িয়া তাঁহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

(٣٧) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ
يَأْتِيَكُمَا ط ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ط إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○

(٣٨) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانَ لَنَا
أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ط ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَ
لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ○

৩৭. ইউসুফ (আ) বলিল তোমাদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা আসিবার পূর্বে আমি তোমাদিগকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানাইয়া দিব। আমি যাহা তোমাদিগকে বলিব তাহা আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে বলিব। যে সম্প্রদায় আল্লাহ্ বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাহাদিগের মতবাদ বর্জন করিয়াছি।

৩৮. আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদিগের কাজ নহে। ইহা আমাদিগের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ। কিন্তু মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

তাফ্সীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার সাথীদ্বয়কে সান্ত্বনা দিয়াছেন, তিনি বলেন আমি তোমাদের স্বপ্নের তাবীর জানি এবং যখনই তোমরা কোন স্বপ্ন দেখিবে উহার তাবীর সংঘটিত হইবার পূর্বেই আমি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। এই কারণেই তিনি বলিয়াছেন لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ لَّا نَبَّأْتُكُمَا الخ। অর্থাৎ তোমাদিগকে যে খাবার দেওয়া হয় উহা আসিবার পূর্বেই আমি উহার তাবীর বলিয়া দিব। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত ইউসুফ (আ) কে একাকী থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। যখন আহারের সময় হইত কেবল তখনই তাহাকে অন্যের সহিত মিলিতে দেওয়া হইত এই কারণেই তিনি সাথীদ্বয়কে বলিয়া দিলেন, যখনই খাইবার সময় হইবে তখনই তোমাদিগকে তোমাদের খাবার আসিবার পূর্বেই ইহার তাবীর বলিয়া দিব।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আরো বলেন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে এই কথাও বলিলেন তাবীর করিবার এই জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলাই

আমাকে দান করিয়াছেন, কারণ আমি কাফিরদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছি, যাহারা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। অতএব তাহারা কিয়ামতে সওয়াব ও শাস্তিরও কোন আশা করে না। وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ الخ আর আমি আমার পূর্ব পুরুষদের অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ করিয়াছি। অর্থাৎ "আমি কাফিরদের পথ ছাড়িয়া এই সমস্ত আম্বিয়া কিরামের পথ ধরিয়াছি।" এইরূপভাবে যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথ ধরিয়াছে, আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করিয়াছে এবং ভ্রান্ত লোকদের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তরে হেদায়াতের নূর ভরিয়া দেন এবং তাহাকে জ্ঞান ভান্ডার দান করেন এবং শরীয়তের ইমাম বানাইয়া দেন, অতএব সে মানুষকে সঠিক পথের প্রতি আহ্বান করে। مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নহে ইহা হইল আমাদের ওপর ও সাধারণ মানুষের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তাঁর কোন শরীক নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয়— তাওহীদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের সকলের পক্ষে আল্লাহ্র এক মহা অনুগ্রহ যাহার শিক্ষা তিনি ওহীর মাধ্যমে আমাদিগকে দান করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহ্র শুকুর করে না অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহারা ইহাকে নিয়ামত ও অনুগ্রহ হিসাবে স্বীকার করে না বরং তাহারা بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ الخ আল্লাহ্র নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জাতির সহিত ধ্বংসের ঘরে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে সিনাস (র)....ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত। তিনি দাদাকেও পিতার সমতুল্য করিতেন এবং তিনি বলিতেন আল্লাহ্র কসম, যাহার ইচ্ছা হয় আমি তাহার সহিত এই ব্যাপারে হাজরে আসওয়াদের নিকট লিআন (لعان) করিতে প্রস্তুত। আল্লাহ্ তা'আলা দাদার উল্লেখ করেন নাই; তিনি হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে বলেন وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَائِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ এই আয়াতে পিতা ও দাদা সকলকেই পিতা বলেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

(٣٩) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(٤٠) مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ
ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৯. হে কারা সংগীদ্বয়। ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্?

৪০. তাহাকে ছাড়িয়া তোমরা কেবল কতকগুলি নামের ইবাদত করিতেছ, যেই নাম তোমাদিগের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রাখিয়াছ, এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠান নাই। বিধান দিবার অধিকার কেবল আল্লাহ্রই। তিনি আদেশ দিয়াছেন অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে, কেবল তাহার ব্যতিত, ইহাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

তাফসীর ঃ অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) যুবকদ্বয়কে কেবল মাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন— আচ্ছা তোমরা বলতো দেখি ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ একাধিক বিভিন্ন প্রতিপালককে ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম না কেবল মহা প্রতাপের অধিকারী আল্লাহ্কে ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা উত্তম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন তাহারা সে সমস্ত দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করিয়া থাকে আর যাহাদিগকে ইলাহ বলিয়া মান্য করে প্রকৃতপক্ষে উহা কেবল তাহাদের মনগড়া নাম ছাড়া কিছুই নহে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে। مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই মনগড়া ইলাহের কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে ইহাও বলিলেন সমস্ত হুকুম, ক্ষমতা ও সাম্রাজ্যের অধিকারী কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, আর তিনি কেবল তাহারাই ইবাদতের জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন। ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ অর্থাৎ আমি যে তাওহীদ ও একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি যে তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি তাহাই হইল সঠিক ধর্ম যাহার অনুকরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার দলীল প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা উহা সম্পর্কে অবগত নহে। আর এই কারণেই অধিকাংশ লোক মুশরিক হইয়াছে وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের ঈমানের জন্য যদিও অত্যন্ত লোভ করেন কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বাদ দিয়া তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন কারণ তিনি জানিতেন স্বপ্নের তাবীর তাহাদের একজনের পক্ষে শুভ নহে অতএব তিনি তাহাদিগকে অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। যেন তাহারা পুনরায় ঐ প্রশ্ন না করে। কিন্তু তাহারা পুনরায় সেই একই প্রশ্ন করিল তখনও তিনি তাহাদিগকে উপদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইবনে জুরাইজের এই বক্তব্য প্রশ্নের উর্ধ্বে নহে, কারণ হযরত ইউসুফ (আ) তো পূর্বেই

তাহাদিগকে স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দেওয়ার ওয়াদা করিয়াছিলেন। এখানে ঘটনা কেবল ইহাই ঘটিয়াছিল যে কারাগারের যুবকদ্বয় হযরত ইউসুফ (আ)-কে একজন সম্মানিত বুযুর্গ মনে করিয়া তাহার নিকট তাহাদের স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং এই সুযোগে তিনি তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছিলেন। কারণ তিনি তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাহাদের মধ্যে সত্য গ্রহণ করিবার যোগ্যতা রহিয়াছে। এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নসীহত শেষ করিয়া তাহাদের স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিয়াছিলেন এবং এই তাবীর জানিবার জন্য তাহাদের পুনরায় আর প্রশ্ন করিতে হয় নাই,

(٤١) يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ۗ قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ۝

৪১. হে কারা সংগীদ্বয়, তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, তাহার প্রভুকে মদ্যপান করাইবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে সে শুলিবিদ্ধ হইবে। অতঃপর তাহার মস্তক হইতে পাখি আহার করিবে। যে বিষয়ে তোমরা জানিতে চাহিয়াছ তাহার সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সাথীদ্বয়কে বলেন, يَاصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا يَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا একথা তিনি সেই ব্যক্তিকে করিয়াছিলেন যে আঙ্গুর হইতে রস বাহির করিতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করিয়া কাহাকেও তাবীর বলেন নাই যেন সে চিন্তিত না হয় এই কারণেই তিনি অনির্দিষ্টভাবে বলিলেন—

وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلَ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কথাটি তাহার পক্ষে প্রযোজ্য ছিল যে নিজেকে রুটি বহন করিতে দেখিয়াছিল। অতঃপর সাথে সাথেই এইকথা বলিলেন এই ফয়সালা অবধারিত। যাবত না স্বপ্নের তাবীর করা হয়, উহা মুলতবী থাকে কিন্তু স্বপ্নের তাবীর হইয়া যাওয়ার পর উহা অবশ্যই ঘটিয়া যায়। সাওরী (র) ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন তখন তাহারা বলিল আমরা কোন স্বপ্ন দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ الخ তোমরা যে সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছ উহার ফয়সালা হইয়া গিয়াছে। মুহাম্মদ ইবন ফুযাইল (র)....ইবনে মসউদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনে যায়দ (র) আসলাম ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

সারকথা হইল যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করিবে যদি উহার তাবীর করা হয় তবে উহাই সংঘটিত হইয়া যায়। ইমাম আহমদ (র) মু'আবিয়াহ ইবনে হায়দাহ্ (র)

হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, স্বপ্ন যেন পাখির পায়ের উপর যাবৎ না উহার তাবীর করা হয় যখন উহার তাবীর করা হয়, তখনই উহা ঘটিয়াই যায়। আবূ ইয়া'আলার মুসনাদ গ্রন্থে ইয়াযীদ রককাশীর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত স্বপ্নের তাবীর সর্বপ্রথম যে যাহা দিয়াছে উহাই সংঘটিত হয়।

(٤٢) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ۝

৪২. ইউসুফ (আ) উহাদিগের মধ্যে যে মুক্তি পাইবে মনে করিল তাহাকে বলিল তোমার প্রভুর নিকট আমার কথা বলিও, কিন্তু শয়তান উহাকে উহার প্রভুর নিকট তাহার বিষয় বলিবার কথা ভুলাইয়া দিল। সুতরাং ইউসুফ (আ) কয়েক বৎসর কারাগারে রহিল।

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি বাদশাকে শরাব পান করায় হযরত ইউসুফ (আ) তাহার সম্পর্কে ধারণা করিয়াছিলেন যে সে মুক্তি পাইবে অতএব তিনি তাহাকে নির্জনে এই কথা বলিয়াছিলেন যে তুমি বাদশাহর নিকট আমার আলোচনা করিবে, যেন যে ব্যক্তি শুলীবিদ্ধ হইবে সে যেন বুঝিতে না পারে। কিন্তু সে ব্যক্তি বাদশার নিকট হযরত ইউসুফ (আ)-এর আলোচনা করিতে ভুলিয়া গেল। ইহা শয়তানেরই একটি চালবাজী ছিল। যাহার ফলে ইউসুফ (আ)-এর কয়েক বছর যাবত কারাগারে কাটাইতে হইল। فَاَنْسٰىهُ এর মধ্যে সর্বনামটি মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি ফিরিয়াছে এটাই সঠিক মত। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অ্যান্যান্য তাফসীরকারগণ এই মতই পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ এইমতও পোষণ করিয়াছেন যে সর্বনামটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি ফিরিয়াছে। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এইমত পোষণ করেন। ইবনে জরীর বলেন, ইবনে অকী (র)....ইবনে আব্বাস হইতে মারফূরূপে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন, "যদি হযরত ইউসুফ (আ) এই কথাটি তাহাকে না বলিতেন তবে এত দীর্ঘকাল তাহার কারাগারে কাটাইতে হইত না। কারণ তিনি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নিকট হইতে মুক্তির আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু হাদীসটি নিশ্চিত দুর্বল। কারণ সূত্রের মধ্যে সুফিয়ান ইবনে অকী দুর্বল আর ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ জাওযী অধিক দুর্বল। হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতে হাদসীট মুরসালরূপে বর্ণিত। কিন্তু ইহাও গ্রহণ যোগ্য নহে। بِضْعَ শব্দটির অর্থ কি এই সম্পর্কে মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে بِضْعَ বলা হয়। ওহ্ব ইবন

মুনাবিবহ (র) বলেন, হযরত আইয়ুব (আ) বিপদের মধ্যে সাত বছর কাটাইয়াছিলেন আর ইউসুফ (আ) কারাগারে সাত বছর কাটাইয়াছেন। বুখতনা নাসারের শাস্তিও সাত বছর ছিল। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইউসুফ (আ) দশ বছর কারাগারে ছিলেন. যাহ্হাক (র) বলেন চৌদ্দ বছর ছিলেন।

(٤٣) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيٓ أَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۭ يٰٓأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ
رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ ٥

(٤٤) قَالُوْٓا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ ٥

(٤٥) وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ
فَأَرْسِلُوْنِ ٥

(٤٦) يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ
سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ㊻

(٤٧) قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ
إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَأْكُلُوْنَ ٥

(٤٨) ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ ٥

(٤٩) ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ ٥ ع

৪৩. বাদশাহ বলিল আমি স্বপ্নে দেখিলাম সাতটি স্থূলকার গাভী উহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে। এবং দেখিলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে চাও তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।

৪৪. উহারা বলিল, ইহা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এইরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।

৪৫. দুইজন কারাদ্বয়ের মধ্যে যে মুক্তি পাইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার স্বরণ হইল সে বলিল আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও।

৪৬. সে বলিল হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকার গাভী ইহাদিগকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করিতেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদিগকে ব্যাখ্যা দাও যাহাতে আমি লোকদিগের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারি ও যাহাতে তাহারা অবগত হইতে পারে।

৪৭. ইউসুফ (আ) বলিল, তোমরা সাত বৎসর একদিক্রমে চাষ করিবে অতঃপর তোমরা যে শষ্য সংগ্রহ করিবে উহার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করিবে তাহা ব্যতিত সমস্ত শীষসমেত রাখিয়া দিবে।

৪৮. এবং ইহার পর আসিবে সাতটি কঠিন বৎসর। এই সাত বৎসর যাহা পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে লোকে তাহা খাইবে, কেবল সামান্য কিছু যাহা তোমরা সংরক্ষণ করিবে, তাহা ব্যতিত।

৪৯. এবং ইহার পর আসিবে এক বৎসর সেই বৎসর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হইবে, এবং সেই বৎসর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত মিসরের বাদশাহ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার এই স্বপ্নই হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগার হইতে সম্মানের সহিত মুক্তি লাভের কারণ হইয়াছিল। কারণ বাদশাহ স্বপ্ন দেখিয়াই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং এই ব্যাপারে তিনি বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতএব তিনি তাহার সাম্রাজ্যের আমীর, জ্যোতিষী, উলামা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লোকদিগকে একত্রিত করিয়া স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া উহার ব্যাখ্যা জানিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহারা উহার ব্যাখ্যা দান করিতে অপারগতার কথা জানাইয়া দিলেন, তাহারা বলিলেন ইহা اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ অর্থাৎ ইহা আপনার মানসিক বিকার যাহার কারণে আপনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছেন। وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ আর আমরা এই মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করিতে পারিব না। ঠিক এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারের সাথী যুকবদ্বয়ের যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়াছিল হযরত ইউসুফ (আ) এর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। আর তিনি বাদশাহর নিকট তাহার আলোচনা করিতে তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন সে কথা শয়তান তাহাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। অতঃপর সে বাদশাহ্ ও দরবারের অন্যান্য লোকদিগকে বলিল আমি এই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিতে পারি।

فَاَرْسِلُوْنِ অর্থাৎ আমাকে ইউসুফ (আ) এর নিকট পাঠাইয়া দিন। অতঃপর তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং সে তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল يُوْسُفُ

ايها الصديق হে ইউসুফ হে সত্যবাদী! এই ভাবে সম্বোধন করিয়া সে বাদশাহর স্বপ্ন বর্ণনা করিল এবং ইউসুফ (আ) তাহাকে কোন প্রকার তিরস্কার না করিয়াই স্বপ্নের তাবীর বলিয়া দিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার পূর্বে কারাগার হইতে মুক্তির জন্যও কোন শর্ত আরোপ করিলেন না। বরং তিনি বলিলেন تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا অর্থাৎ সাত বছর পর্যন্ত খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব সাচ্ছন্দ হইবে ও খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। সাতটি মোটা গরু দ্বারা সাতটি সাচ্ছন্দের বছর বুঝান হইয়াছে কারণ গরু দ্বারা যমীন চাষাবাদ করা হয় এবং ঐ যমীন হইতেই নানা প্রকার ফলমূল ও শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই উপদেশও দান করিলেন এই সাত বছরে যে ফসল উৎপন্ন হইবে উহা শীষসহ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবে যেন উহা কোন প্রকার নষ্ট না হইতে পারে। অবশ্য যতটুকু পরিমাণ তোমাদের খাইতে প্রয়োজন হইবে উহা শীষ ছাড়া রাখিতে পারিবে। এবং অতিরিক্ত খরচ করিবে না যেন পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরেও তোমরা উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার। এই দুর্ভিক্ষের সাতটি বছরকেই সাতটি দুর্বল গরু দ্বারা বুঝান হইয়াছে যাহা মোটা গরুগুলিকে খাইয়া ফেলিতে ছিল। কারণ সাচ্ছন্দের বছর যাহা কিছু জমা করা হইয়া থাকে দুর্ভিক্ষের বছরে উহা খাইয়া শেষ করা হয়।

হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে এই কথাও বলিলেন—দুর্ভিক্ষের সাত বছর কিছুই উৎপন্ন হইবে না। তাহারা যাহা কিছু যমীনে বপন করিবে উহার কিছুই গজাইয়া উঠিবে না। এই কারণে তিনি বলিলেন يَاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ অর্থাৎ তাহারা পূর্বে যাহা কিছু পরবর্তী বছরসমূহের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল কেবল উহাই ভক্ষণ করিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সাথে সাথে এই সুসংবাদও দান করিলেন যে দুর্ভিক্ষের সাত বছর শেষ হইবার পর যে বছরটি আসিবে উহা খুব শান্তিময় হইবে। সেই বছর খুব বৃষ্টি হইবে এবং খুব ফসল উৎপন্ন হইবে। আর লোকেরা খুব পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারা তাহাদের অভ্যানুসারে যায়তুন ও অন্যান্য জিনিসের তেল বাহির করিবে এবং আঙ্গুরের রস বাহির করিয়া পান করিবে। আর পশুর স্তনেও অনেক দুধ জমা হইবে অতঃপর তাহারা দুধ বাহির করিবে ও পান করিবে। হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করেন ঃ يَعْصِرُوْنَ এর অর্থ হইল يَحْلِفُوْنَ অর্থাৎ তাহারা গাভী দোহন করিয়া দুধ পান করিবে।

(٥٠) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ
فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ
عَلِيْمٌ ۝

(٥١) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا
عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ
عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

(٥٢) ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ
الْخَآئِنِيْنَ ۝

(٥٣) وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ
رَبِّيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

৫০. বাদশাহ্ বলিল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস। যখন দূত তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন সে বলিল তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে নারীগণ হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল তাহাদিগের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাহাদিগের ছলনা সম্যক অবগত।

৫১. বাদশাহ্ নারীগণকে বলিল, যখন তোমরা ইউসুফ হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলে, তখন তোমাদিগের কী হইয়াছিল? তাহারা বলিল, অদ্ভুত আল্লাহ্র মহাত্ম্য আমরা উহার মধ্যে কোন দোষ দেখি নাই। আযীযের স্ত্রী বলিল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হইল, আমিই তাহা হইতে অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিলাম, সে তো সত্যবাদী।

৫২. সে বলিল, আমি ইহা বলিয়াছিলাম যাহাতে সে জানিতে পারে যে তাহার অনুপস্থিতিতে আমি তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বাস ঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র সফল করে না।

৫৩. সে বলিল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকার্য প্রবণ, কিন্তু সে নহে যাহার প্রতি আমার প্রতিপালক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন বাদশাহর দূত স্বপ্নের তাবীর শুনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর তাবীর তাহার খুব পছন্দ হইল আর তিনি যে একজন অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী তাহাও তাহার বুঝিতে অবশিষ্ট থাকিল না। অতএব তিনি দরবারের লোকাদিগকে বলিলেন ائْتُونِي بِهِ অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-কে কারাগার হইতে বাহির করিয়া আমার নিকট হাযির কর। কিন্তু বাদশাহর দূত আসিয়া যখন তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তির সংবাদ জানাইল, তখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইতে অস্বীকার করিলেন যাবৎ না, বাদশাহ ও তাহার প্রজাদের নিকট এই কথা প্রমাণিত হয় যে তিনি একজন নির্দোষ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। এবং আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে যে দোষ অর্পণ করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আর তাহাকে যে কারাগারের শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে উহা কোন অপরাধের কারণে নহে বরং উহা ছিল সম্পূর্ণ যুলুম ও অবিচার। অতএব তিনি দূতকে বলিলেন ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ। তুমি তোমার মনীবের নিকট গিয়া আমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ তদন্ত করিতে বল।

হাদীস শরীফে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও তাহার ভদ্রতার প্রশংসা করা হইয়াছে। বুখারী মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থসমূহে ইমাম জুহরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি সায়ীদ ও আবূ সালমাহ হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন— রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন "আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) অপেক্ষা সন্দেহ পোষণ করিতে অধিক হকদার যখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক,আপনি মৃতকে জীবিত করেন কিরূপে ? উহা আমাকে একটু দেখিবার সুযোগ দিন। আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী গোত্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) যতকাল কারাগারে বন্দী ছিলেন যদি আমি ততদিন বন্দী থাকিতাম তবে আমি আহ্বানকারীর ডাকে অবশ্যই সাড়া দিতাম।" ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফাল (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ الخ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "যদি আমি হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্থলে হইতাম তবে সাথে সাথেই আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম এবং দোষমুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম না।

আবদুর রায্যাক (র) বলেন, ইবন উয়াইনাহ্ (র)....ইক্রিমাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমিতো হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় বিস্মিত না হইয়া পারিনা দেখতো! স্বপ্নে বাদশাহ সাতটি দুর্বল ও মোটাতাজা গরু দেখিয়া তাঁহার নিকট উহার তাবীর জিজ্ঞাসা করেন অথচ তিনি বিনা

দ্বিধায় ও বিনা শর্তে উহার তাবীর বলিয়া দেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে কারাগার হইতে মুক্তির শর্ত ছাড়া তাহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতাম না। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য ও ভদ্রতায় আমার বিস্ময় হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করুন, যখন তাঁহার নিকট বাদশাহর দূত আসিয়া কারাগার হইতে মুক্তি সংবাদ দিলেন, তখন তিনি বাহির হইতে বিরত থাকিলেন যাবৎ না তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন। যদি আমি তাহার স্থলে হইতাম তবে সংবাদ শ্রবণ করিতেই দরজার নিকট দৌড়াইয়া যাইতাম। কিন্তু তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

قَوْلُهٗ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ الخ আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা মিসরের বাদশাহ যখন আযীযের স্ত্রীর আমন্ত্রণে উপস্থিত মহিলাদের নিকট হইতে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা বল, তোমরা আমন্ত্রণের দিনে ইউসুফ (আ) কে আকৃষ্ট করিয়া তোমাদের কুমতলব হাসিল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে সেই দিন কি ঘটনা ঘটিয়াছিল? বাদশাহ যদিও সকলকেই সম্বোধন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার উজীর আযীযের স্ত্রীই মূল লক্ষ্য ছিল। বাদশাহর প্রশ্নের উত্তরে মহিলারা সকলেই বলিল আল্লাহ্র পানাহ ইউসুফের মধ্যে আমরা কোন দোষ দেখি নাই। তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ ইউসুফ যে কথা বলিয়াছে যে আযীযের স্ত্রীই কুমতলব পোষণ করিয়া আমাকে আকৃষ্ট করিতে চাহিয়াছিল সে কথাই সত্য— বস্তুতঃ আমিই কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আযীযের স্ত্রী বলে আমি এই স্বীকারোক্তি এই জন্যই করিয়াছি যেন আমার স্বামী এই কথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে চরম কোন খেয়ানত করি নাই। অবশ্য এই যুবকের প্রতি লোভ করিয়াছিলাম কিন্তু সে তাহা পূর্ণ করিতে বিরত রহিয়াছে। এইজন্যই আমি স্বীকার করিয়াছি যেন তিনি জানিতে পারেন যে আমিও দোষমুক্ত। وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদের ষড়যন্ত্র চলিতে দেন না— وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِيْ আযীযের স্ত্রী বলে, আমি আমার প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ মনে করি না কারণ প্রবৃত্তি অসৎ কাজের কামনা বাসনা করিয়া থাকে। আর এই কারণেই আমি ইউসুফের প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলাম। اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ। নিশ্চয় প্রবৃত্তি খারাপ কাজের নির্দেশ দেয় اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ। কিন্তু আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহাকে তিনি বাঁচাইয়া রাখেন।

اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাকারী ও পরম মেহেরবান এই বক্তব্যটি আযীযের স্ত্রী যুলায়খার বলেই অধিক প্রসিদ্ধ। আল্লামা মাওরদী (র) তাহার তাফসীরে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ্ (র)ও তাহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই কথা হযরত ইউসুফ (আ) বলিয়াছিলেন অর্থাৎ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ হইতে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ। পর্যন্ত ইউসুফ (আ) বলিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থ হইবে, আমি বাদশাহ্র দূতকে এইজন্য ফিরাইয়া দিয়াছি যেন আযীয এইকথা বুঝিতে পারে যে আমি তাহার অবর্তমানে তাহার খেয়ানত করি নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারীদের খেয়ানত চলিতে দেন না। আল্লামা ইবনে জরীর ও ইবনে হাতেম (র) কেবল এই মতই উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে; বাদশাহ্ যখন মহিলাদিগকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ইউসুফ (আ)-এর প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিলে? তাহারা বলিল ঃ

قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ আল্লাহ্ পানাহ আমরা তাহার সম্পর্কে খারাপ কিছুই জানি না। قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْئٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ কিন্তু আযীযের স্ত্রী বলিল, এখন তো সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনার পর হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, সেদিনেও কি নয় যে দিন আযীযের স্ত্রী আপনার প্রতি কুমতলব পোষণ করিয়াছিল তখন তিনি বলিলেন وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জুবাইর, ইকরিমাহ্, ইবন আবূ বুদাইল, যাহ্হাক, জামান, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। কারণ পূর্ববর্তী সব কথাগুলোই আযীযের স্ত্রীর যাহা বাদশাহর সম্মুখে বলিয়াছিল অথচ হযরত ইউসুফ (আ) তখন বাদশার নিকট ছিলেন না। বরং তিনি তাহাকে পরে তথায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।

(٥٤) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

(٥٥) قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ○

৫৪. বাদশাহ বলিল ইউসুফকে আমার নিকট লইয়া আইস, আমি তাহাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করিব। অতঃপর বাদশাহ্ যখন তাহার সহিত কথা

বলিল তখন বাদশাহ্ বলিল, আজ তুমি আমাদিগের নিকট মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হইলে।

৫৫. ইউসুফ বলিল আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব দান করুন, আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যখন বাদশাহ্র নিকট নির্দোষ প্রমাণিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي তোমরা তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর তাহাকে আমি আমার বিশিষ্ট সহচর ও উজীর নিযুক্ত করিব। فَلَمَّا كَلَّمَهُ অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন হযরত ইউসুফের সহিত আলাপ করিয়া তাহার মর্যাদা ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হইলেন তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ আজ হইতে আপনি আমাদের নিকট অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন আপনি আমাকে দেশের শস্য ভান্ডারের সংরক্ষণের ও বিতরণের কাজে নিযুক্ত করুন। আমি সংরক্ষণ করিতে ও উহা সঠিকভাবে বিতরণ করিতে সক্ষম। হযরত ইউসুফ (আ) নিজেই এ ব্যাপারে নিজের প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনে নিজের প্রশংসা করা জায়েয যদি তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যরা অবগত না থাকে। হযরত ইউসুফ (আ) তাহার দুইটি বিশেষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। حَفِيظٌ অর্থাৎ ধনভান্ডার সংরক্ষণকারী ও عَلِيمٌ অর্থাৎ যে দায়িত্ব তাহার প্রতি ন্যাস্ত করা হইবে উহা যথাযথভাবে পালন করিবার জ্ঞানে গুণান্বিত। শায়বা ইবন নাআমাহ (র) বলেন, حَفِيظٌ অর্থ- "আপনি আমার নিকট যাহা আমানত রাখিবেন উহা সংরক্ষণকারী" আর عَلِيمٌ অর্থ- "দুর্ভিক্ষের বছরসমূহ সম্পর্কে আমি অবগত।" এই ব্যাখ্যা ইবন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর নিকট উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি ঐ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং তাহার দ্বারা জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারিবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল। তিনি যমীনের শস্য ভান্ডারের কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার জ্ঞানানুসারে কাজ করিয়া প্রজাদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাঁচাইতে পারেন এবং এই পরিস্থিতিতে সঠিক ও নিখুঁত পন্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিতে পারেন। বাদশাহর অন্তরে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জন্ম নিয়াছিল। অতএব তিনি তাহার সম্মানার্থে অতি আগ্রহসহকারে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

(٥٦) وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ط نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٥٧) وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

৫৬. এইভাবে ইউসুফকে আমি সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলাম যে, সে দেশে যথা ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারিত। আমি যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি দয়া করি, আমি সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করি না।

৫৭. যাহারা মুমিন এবং মুত্তাকী তাহাদিগের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ আমি ইউসুফ (আ)-কে মিসরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছি يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ সুদ্দী ও আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেন ইউসুফ (আ) যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে সর্ব বিষয়ে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) বলেন, কারাগারে দুঃখকষ্টের ও সংকীর্ণ জীবন যাপন করিয়া এখন ইউসুফ (আ) যেন তাঁহার ইচ্ছামত কোন বসবাসের স্থান নির্ধারণ করিতে পরেন। نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ আমি যাহাকে ইচ্ছা আমার রহমতের অংশ দান করিয়া থাকি আর সৎলোকদের শ্রমফল আমি নষ্ট করি না। অতএব হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার ভাইদের দুর্ব্যবহার ও আযীযের স্ত্রীর পক্ষ হইতে তাহাকে করাগারে নিক্ষেপ করার পর তিনি যে ধৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছেন আমি উহার বিনিময় নষ্ট করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর জন্য পরকালে যে বিনিময় জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা তাঁহার পার্থিব রাষ্ট্রীয় অধিকার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে অধিকতর বড় ও উত্তম। যেমন তিনি হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন, هٰذَا عَطَآءُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ অর্থাৎ- পার্থিব এই ধন সম্পদ ও রাজত্ব আমি আপনাকে দান করিয়াছি এবং পরকালেও আপনার জন্য আমার নিকট অত্যন্ত মর্যাদা ও উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে। মোটকথা মিসরের সম্রাট রাইয়ান ইবন অলীদ

হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্ত্রিত্ব দান করিলেন। এই পদেই সেই মহিলার স্বামী অধিষ্ঠিত ছিলেন যে মহিলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে ফুসলাইয়া তাহার সহিত অসৎকর্ম কামনা করিয়াছিল। মুজাহিদ বলেন, পরবর্তীতে মিসরের সম্রাট হযরত ইউসুফ (আ) -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রা) বলেন হযরত ইউসুফ (আ) মিসর সম্রাটকে বলিলেন اَجْعَلْنِیْ عَلٰی خَزَآئِنِ الْاَرْضِ আপনি আমাকে দেশের ধন-ভান্ডারের কাজে নিয়োজিত করুন, তখন তিনি বলিলেন, আমি আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম। অতঃপর তিনি ইৎফীর নামক মন্ত্রীকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থলে হযরত ইউসুফ (আ)-কে মন্ত্রি নিযুক্ত করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَا الْمُحْسِنِيْنَ -

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, ইৎফীর তখন কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যবরণ করিল এবং মিসরের সম্রাট ইৎফীরের স্ত্রীকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। যখন তাহার স্ত্রী তাহার নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার সহিত যাহার কামনা করিয়াছিলে উহা অপেক্ষা ইহা ভাল নয় কি? তখন তিনি বলিলেন, হে সিদ্দীক! হে সত্যবাদী! আপনি আমার পূর্বের কর্মকান্ডের জন্য তিরস্কার করিবেন না, আপনি জানেন, আমি একজন সম্পদশালী রূপবতী মহিলা আর আমার স্বামী ছিলেন পৌরুষহীন আমার সহিত তাহার মিলনই সম্ভব ছিল না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সৌন্দর্য দান করিয়াছেন উহাও কাহার অজানা নয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে কুমারীই পাইয়াছিলেন এবং তাহার সহিত মিলনের ফলে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আফরাশীম ইবনে ইউসুফ ও মীশা ইবনে ইউসুফ। আফরাশীম ইবন ইউসুফ এর ঔরশে হযরত ইউশা' ইবনে নূন এর পিতা নূন এবং হযরত আইয়ুব (আ) এর স্ত্রী হযরত রহমত জন্ম গ্রহণ করেন। ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলেন, আযীযের স্ত্রী একদিন পথে দাঁড়াইয়াছিল হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ) সেইপথ দিয়া অতিক্রম করিলেন, তখন আযীযের স্ত্রী বলিল, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার আনুগত্যের ফলে গোলামকে রাজত্ব দান করিয়াছেন এবং তাহার নাফরমানীর কারণে রাষ্ট্রের অধিকারীকে দাসে পরিণত করিয়াছেন।

(٥٨) وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ○

(٥٩) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ
اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ○

(٦٠) فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○

(٦١) قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ○

(٦٢) وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ
اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৫৮. ইউসুফের ভ্রাতাগণ আসিল এবং তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে উহাদিগকে চিনিল, কিন্তু উহারা তাহাকে চিনিতে পারিল না।

৫৯. এবং সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে বলিল, তোমরা আমার নিকট তোমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে লইয়া আইস। তোমরা কি দেখিতেছনা যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই আমি উত্তম মেযবান।

৬০. কিন্তু তোমরা যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আইস তবে আমার নিকট তোমাদিগের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিবে না। এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হইবে না।

৬১. উহারা বলিল, উহার বিষয়ে আমরা উহার পিতাকে সম্মত করিবার চেষ্টা করিব এবং নিশ্চয়ই ইহা করিব।

৬২. ইউসুফ তাহার ভৃত্যগণকে বলিল, উহারা যে পণ্যমূল্য দিয়াছে তাহা উহাদিগের মালপত্রের মধ্যে রাখিয়া দাও— যাহাতে স্বজনগণের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর উহারা বুঝিতে পারে যে উহা প্রত্যার্পণ করা হইয়াছে তাহা হইলে উহারা পুনরায় আসিতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লামা সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকাগণ বলেন, যে কারণে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া মিসরে আসিয়াছিল তাহা হইল হযরত ইউসুফ (আ)-এর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর যখন শান্তির সাতটি বছর শেষ হইয়া গেল এবং দুর্ভিক্ষের বছর সমাগত হইল এবং মিসরের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি এই দুর্ভিক্ষ কিনান শহরেও ছড়াইয়া পড়িল। এই শহরেই

হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাহার সন্তানরা বসবাস করিত। এই সময় হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্যদ্রব্যের প্রতি কঠোর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন এবং বিরাট খাদ্যভান্ডার সংগ্রহ করিলেন।

তখন হযরত ইউসুফ (আ) বাহিরের প্রত্যেক আগন্তুককে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দান করিতে লাগিলেন। আর তিনি নিজে এবং সেনাবাহিনী এমন কি মিসর সম্রাটও কেবল দুপুর বেলা একবার মাত্র এক আধ লুকমা খাদ্য আহার করিতেন। মিসরবাসীদের পক্ষে ইহা ছিল এক অপূর্ব রহমত। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম বছরে তাহাদের নিকট মালের বিনিময়ে খাদ্য বিক্রয় করিতেন, আর দ্বিতীয় বছরে তাহাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন, অনুরূপভাবে তৃতীয়, চতুর্থ বছরেও আসবাব পত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। এমনকি তিনি যখন তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক হইয়া গেলেন তখন অবশেষে তাহাদের জীবনের ও সন্তান-সন্তুতির বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন এবং পরে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং তাহাদের মালও ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য এই কথা সত্য কি মিথ্যা উহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, তবে রেওয়ায়েতটি ইসরাঈলী রেওয়ায়েত যাহা আমরা বিশ্বাসও করিতে পারিনা আর অবিশ্বাস ও করি না। মোটকথা বহিরাগতদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরাও ছিল যাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশে আসিয়াছিল। তাহারা এই কথা জানিতে পারিয়াছিল যে মিসরের আযীয মালের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দান করেন অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্রদিগকে তথায় পাঠাইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর আপন ভাই বিনিয়ামীন যিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরে তাহার সর্বাধিক প্রিয় পুত্র ছিলেন তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া দিলেন, আর অবশিষ্ট দশজনকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যখন মিসরে পৌঁছল তখন হযরত ইউসুফ (আ) শাহী প্রতাপের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন কিন্তু তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। কারণ তাহারা তাঁহাকে অতি অল্প বয়সেই ছাড়িয়াছিল এবং বিদেশী কাফেলার নিকট তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল আর তাহারা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে উহাও তাহাদের জানা ছিল না। ফলে তাহারা এই কথা ভাবিতেও পারে নাই যে, সেই ইউসুফ এতবড় মর্যাদার অধিকারী হইবেন। কাজেই তাঁহাকে তাহারা চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদেরকে চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের সহিত এমনভাবেই কথা বলিতে লাগিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে চিনতেই পারেন নাই। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই শহরে তোমরা কি জন্য আসিয়াছ? তাহারা বলিল, হে আযীয! আমরা খাদ্যদ্রব্য লইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, সম্ভবতঃ তোমরা গোয়েন্দা,

তাহারা বলিল, আল্লাহ্ পানাহ! আমরা গোয়েন্দা নই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় বাস কর। তাহারা বলিল, আমরা কেনানের অধিবাসী এবং 'আমাদের পিতা আল্লাহ্র নবী হযরত ইয়াকূব (আ)।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যতিত তাহার আর কি কোন সন্তান আছে? তাহারা বলিল আমরা মোট বার ভাই কিন্তু আমাদের কনিষ্ঠ ভাই যে, আমাদের আব্বার সর্বাধিক প্রিয় সন্তান ছিল সে জংগলে মারা গিয়াছে এখন তাহার আপন আর এক ভাই আছে। তাহাকে আব্বা আসিতে দেন নাই। তিনি তাহার দ্বারাই সান্ত্বনা লাভ করেন। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদের যত্ন ও সম্মান করিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ আর তিনি যখন তাহাদের আসবাবপত্রের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহাদের খাদ্যদ্রব্য পূর্ণভাবে মাপিয়া উটের উপর বোঝা চাপাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই ভাইকে লইয়া আসিবে, তোমরা সত্য কথা বলিয়াছ না মিথ্যা বলিয়াছ তাহা যেন আমি বুঝিতে পারি।

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ এইকথা বলিয়া হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে পুনরায় আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই কথা فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي বলিয়া তাহাদিগকে ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। অর্থাৎ তোমরা যদি তাহাকে লইয়া না আস তবে পুনরায় আর খাদ্য পাইবে না। قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ তাহারা বলিলেন, আমরা তাহার আব্বার সহিত এই সম্পর্কে আলাপ করিব এবং তাহাকে আনিবার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করিব যেন আপনি এই কথা বুঝিতে পারেন যে আমরা আপনার সহিত সত্য কথাই বলিয়াছি। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের নিকট হইতে দুইটি জিনিস বন্ধক রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই মতটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। কারণ তিনি তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় আসিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং বন্ধক রাখা ইহার পরিপন্থী।

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ হযরত ইউসুফ (আ) তাহার গোলামদিগকে বলিলেন اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ অর্থাৎ যে পূঁজীর বিনিময়ে তাহারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসিয়াছে উহা তাহাদের বস্তার মধ্যেই এমনভাবে রাখিয়া দাও যেন তাহারা বুঝিতেই না পারে। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ যেন তাহারা ঐ পূঁজী লইয়া পুনরায় আসিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আশংকা করিয়াছিলেন, যদি তিনি তাহাদের পূঁজী রাখিয়া দেন তবে অন্য কোন পূঁজী না থাকার কারণে তাহারা হয়ত আর আসিবেনা আর

ইহাও হইতে পারে যে, তিনি তাহার পিতা ও ভাইদের নিকট হইতে খাদ্যের কোন বিনিময় গ্রহণ করা পছন্দ করেন নাই। কেহ কেহ ইহাও বলেন, যে তাহারা যখন তাহাদের মালের মধ্যে উক্ত পূঁজী পাইবে তখন তাহারা ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য পুনরায় আসিবে।

(٦٣) فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

(٦٤) قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ص وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○

৬৩. অতঃপর উহারা যখন তাহাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের জন্য বরাদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমাদিগের ভ্রাতাকে আমাদিগের সহিত পাঠাইয়া দিন। যাহাতে আমরা রসদ পাইতে পারি। আমরা অবশ্যই তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করিব।

৬৪. তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে উহার সম্বন্ধে সেই রূপ বিশ্বাস করিব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদিগকে করিয়াছিলাম তাহার ভ্রাতা সম্বন্ধে। আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি হইলেন দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইরা তাহাদের পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিল তখন তাহারা বলিল يَا اَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ। অর্থাৎ যদি আমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে আমাদের সহিত প্রেরণ না করেন তাহলে আগামীতে আমাদিগকে আর খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে না। অতএব আমাদের সহিত তাহাকে পাঠাইয়া দিলে আমরা তাহাকে সংরক্ষণ করিব। কোন কোন ক্বারী يَكْتَلْ পড়িয়াছেন অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) আমাদিগকে পূর্ণভাবে মাপিয়া দিবেন। وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আপনি তাহার প্রতি কোন ভয় করিবেন না। সে নিরাপদেই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাহারা বলিয়াছিল, اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আব্বা! আপনি ইউসুফ-কে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দিন সে আমাদের সহিত খেলা ধুলা করিবে এবং আমরা তাহাকে হেফাযত করিব। কিন্তু তাহারা ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে পূর্বেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এই কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদিগকে বলিলেন هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমরা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তদ্রূপ ব্যবহার করিবে যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলে। অতএব আমি বিনিয়ামীনের ব্যাপারে ঠিক তদ্রূপ ভরসা

করিতে পারি যেমন পূর্বে তাহার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ভরসা করিয়াছিলাম। অর্থাৎ তোমরা তাহাকে আমার নিকট হইতে উধাও করিয়া ফেলিবে এবং আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ–আল্লাহই সর্বোত্তম হেফাযতকারী আর তিনিই সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। তিনি আমার এই দুর্বলবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। আমি আশা করি তিনি আমার নিকট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।

(٦٥) وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۖ قَالُوْا يٰاَبَانَا
مَا نَبْغِيْ ۖ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَ
نَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۖ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ ○

(٦٦) قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ
بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا
نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ○

৬৫. যখন উহারা উহাদিগের মাল-পত্র খুলিল তখন তাহারা দেখিতে পাইল উহাদিগের পণ্যমূল্য উহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমরা কি প্রত্যাশা করিতে পারি? ইহা আমাদিগের প্রদত্ত পণ্য মূল্য আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে, পুনরায় আমরা আমাদিগের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিব, এবং আমরা আমাদিগের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উষ্ট্র বোঝাই পণ্য আনিব যাহা আনিয়াছি তাহা পরিমাণে অল্প।

৬৬. পিতা বলিল আমি উহাকে কখনই তোমাদিগের সহিত পাঠাইব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা উহাকে আমার নিকট লইয়া আসিবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হইয়া না পড়। অতঃপর যখন উহারা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল তখন সে বলিল আমরা যে বিষয়ে কথা বলিতেছি আল্লাহ তাহার বিধায়ক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাহাদের পূঁজী ও মূলধন ফেরৎ পাইল তখন তাহারা বলিল مَا نَبْغِيْ আমরা আর কি আশা করিতে পারি? হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের পূঁজী তাহাদের মালের মধ্যেই

রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, আমাদের পূঁজী ফেরত দেওয়া হইয়াছে আর রেশনও পুরাপুরিভাবে পাইয়াছি ইহা হইতে অধিক আমরা আর কি আশা করিতে পারি?

وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا অর্থাৎ যখন আপনি আমাদের সহিত আমাদের ভাইকে পাঠাইবেন তখন আমাদের পরিবারের জন্য খাদ্য-দ্রব্য লইয়া আসিব। وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ এবং আরো একটি উটের বোঝাই মাল অতিরিক্ত আনিব। হযরত ইউসুফ (আ) প্রত্যেককে এক উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এক গাধার পরিমাণ বোঝা খাদ্য-দ্রব্য দান করিতেন, কোন কোন আঞ্চলিক ভাষায় গাধাকেও بَعِيْرٍ বলা হইয়া থাকে। ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের ভাইকে সাথে লইয়া গেলে যে অতিরিক্ত শস্য পাওয়া যাইবে সেই তুলনায় ইহাতো সহজ কাজ। এই কথাটি দ্বারা তাহাদের বক্তব্যের উপসংহার ও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যাবৎ না আল্লাহর নামে শপথ করিবে যে তাহাকে অবশ্যই ফিরাইয়া আনিবে আমি তাহাকে পাঠাইব না اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অবশ্য যদি তোমরা সকলেই বিপদের সম্মুখিন হও এবং তাহাকে বিপদমুক্ত করিতে সক্ষম না হও তবে সতন্ত্র কথা। যখন তাহারা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করিল তখন হযরত ইয়াকূব (আ) বলিলেন, اَللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যেহেতু রেশনের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না কাজেই তিনি এই এরূপ পরিস্থিতিতেও বিনিয়ামীনকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(٦٧) وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ
مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

(٦٨) وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ
لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৬৭. সে বলিল, হে আমার পুত্রগণ তোমরা এক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও না ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের জন্য কিছু করিতে পারিব না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাহার উপর নির্ভর করিতে চাহি, তাহারই উপর নির্ভরকারীগণ নির্ভর করুক।

৬৮. এবং যখন তাহারা তাহাদিগের পিতা তাহাদিগকে যে ভাবে আদেশ করিয়াছিল সেই ভাবেই প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে উহা তাহাদিগের কোন কাজে আসিল না। ইয়াকূব (আ) কেবল তাহার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) যখন তাহার সন্তানদিগকে তাহাদের ভাই বিনিয়ামীনসহ মিসরের দিকে রওনা করাইয়া দিলেন তখন তাহাদিগকে বলিলেন, তাহারা সকলে যেন একই দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ না করে। বরং বিভিন্ন দরজা দিয়া যেন তাহারা শহরে প্রবেশ করে। ইবনে আব্বাস , মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, মুজাহিদ যাহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদের প্রতি মানুষের নজর লাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কারণ, তাহারা অত্যন্ত রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কাজেই তিনি নজর লাগিয়া যাওয়ার ভয় করিয়াছিলেন কারণ নজর সত্য এমনকি এই নজর সওয়ারীকেও ঘোড়া হইতে নীচে ফেলাইয়া দেয়। ইবনে আবূ হাতিম, ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতে وَادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথা জানিতেন, যে হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইয়া সেই দরজাসমূহের কোন একটিতে মিলিত হইবে।

وَمَآ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, আমি তোমাদিগকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলাম উহা তাকদীরের ফয়সালা রদ করিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ্ কোন কিছুর ইচ্ছা করলে তাহা কোন তদবীরে রদ হইতে পারে না اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ হুকুম কেবল তাহারই চলে তাহার উপর আমি ভরসা করিয়াছি এবং সকল ভরসাকারীদের তাহার উপরই ভরসা করা উচিত।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَقُوْبَ قَضٰهَا -

যখন তাহারা তাহাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করিল , তখন সেই তদবীর আল্লাহর ফয়সালাকে একটুও রদ করিতে সক্ষম হইবে না। অবশ্য হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তরে যে আশঙ্কা ছিল তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া একটা দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। আর তাহা হইল তাহাদিগকে নজর হইতে বাচাইয়া রাখা ।

وَإِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) জ্ঞানী ছিলেন যাহা তিনি জানিতেন তাহার প্রতি আমল করিতেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ যে জ্ঞান তাহাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী ছিলেন।

(٦٩) وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْٓ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৬৯. উহারা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন ইউসুফ তাহার সহোদরকে নিজের কাছে রাখিল এবং বলিল আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং উহারা যাহা করিতেছে তাহার জন্য দুঃখ করিও না।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন তাঁহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে লইয়া মিসরে পৌঁছল তখন তিনি তাহাদিগকে শাহী মেহ্মান খানায় থাকিবার জন্য স্থান দিলেন এবং তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আর তাহার আপন ভাই বিনিয়ামীনকে নির্জনে লইয়া গিয়া যাবতীয় ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে অবগত করিলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তাহার আপন ভাই। আর তাহার অন্যান্য ভাইরা যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে সে জন্য কোন কষ্ট ও দুঃখ না পান তাহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন। সাথে সাথে এইসব কিছু তাহার অন্যান্য ভাইদের নিকট হইতে যেন গোপন রাখেন সে উপদেশটি করিতেও তিনি ভুলিলেন না। এবং এইকথাও তাহাকে বলিয়া দিলেন যে, তাহাকে তিনি নিজের কাছে সম্মানের সাথে রাখিয়া দেওয়ার সর্বপ্রকার তদবীর করিবেন।

(٧٠) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

(٧١) قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ o

(٧٢) قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ o

৭০. অতঃপর সে যখন উহাদিগের সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিল তখন সে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানিপাত্র রাখিয়া দিল। অতঃপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করিয়া বলিল হে যাত্রী দল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর!

৭১ .উহারা তাহাদিগের দিকে চাহিয়া বলিল, তোমরা কি হারাইয়াছ?

৭২. তাহারা বলিল আমরা বাদশার পানপাত্র হারাইয়াছি যে, উহা আনিয়া দিবে সে এক উষ্ট্রের বোঝাই মাল পাইবে এবং আমি উহার জামিন।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ) যখন তাহার ভাইদিগকে এক এক উষ্ট্রের বোঝাই খাদ্যদ্রব্য দিলেন তখন তাহার কোন এক কর্মচারীকে বলিয়া দিলেন সে যেন বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে একটি শাহী পানিপাত্র রাখিয়া দেয়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে পেয়ালাটি ছিল রূপার। আবার কেউ কেউ বলিয়াছিল পেয়ালাটি স্বর্ণের ছিল। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, এই পেয়ালা দ্বারা পানি পান করা হইত এবং মানুষের খাদ্য-দ্রব্যও মাপিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও আব্দুর রহমান ইবন যায়েদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইমাম শু'বা ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, صُوَاعَ الْمَلِكِ হইল রূপার তৈরি শাহী পেয়ালা যাহাতে পানি পান করা হইত। এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকটও তদ্রূপ একটি পেয়ালা ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) উক্ত পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে রাখিয়া দিলেন যে কেহ বুঝিতেই পারিল না। অতঃপর একজন ঘোষণা করিল اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ হে কাফেলার লোকেরা তোমরা তো চোর। অতঃপর তাহারা ঘোষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল قَالُوْا مَاذَا تَفْقِدُوْنَ নَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ তোমরা কি হারাইয়াছ? তাহারা বলিল আমরা বাদশাহর পেয়ালা হারাইয়াছি। অর্থাৎ যে পাত্র দ্বারা রেশন মাপিয়া দেওয়া হইয়াছে উহাই হারাইয়া গিয়াছে। وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আর পুরস্কার হিসাবে ঘোষণা করা হইল যে ব্যক্তি উহা খুঁজিয়া বাাহির করিয়া দিবে তাহার জন্য এক উষ্ট্রের বোঝা রেশন অতিরিক্ত পুরস্কার হিসাবে মিলিবে। وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ আর এই পুরস্কারের জন্য আমি দায়িত্বশীল।

(٧٣) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ٥

(٧٤) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ٥

(٧٥) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٥

(٧٦) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ أَخِيهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ ۚ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٥

৭৩. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জান আমরা এই দেশে দুষ্কৃতি করতে আসি নাই এবং আমরা চোরও নহি।

৭৪. তাহারা বলিল, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তাহার শাস্তি কি?

৭৫. তাহারা বলিল, ইহার শাস্তি, যাহার মাল-পত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাইবে, সেই উহার বিনিময়। এইভাবেই আমরা সীমা লংঘনকারীদিগের শাস্তি দিয়া থাকি।

৭৬. অতঃপর সে তাহার সহোদরের মালপত্র তাল্লাশির পূর্বে তাহাদিগের মালপত্র তল্লাশি করিতে লাগিল। পরে তাহার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে হইতে পাত্রটি বাহির করিল। এই ভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করিয়াছিলাম। বাদশার আইনে তাহার সহোদরকে আটক করিতে পারিত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে। আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কর্মচারীরা যখন তাহার ভাইদের প্রতি চুরির অভিযোগ চাপাইয়া দিল, তখন তাহারা বলিল, مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ অর্থাৎ যত দিন তোমরা আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ তোমরা এইকথা ভালভাবেই জান যে আমরা ফাসাদকারীও নহি আর চোরও নহি। অর্থাৎ আমাদের চরিত্র এইরূপ আচরণের অনুমতি দেয় না। কারণ তাহারা ইউসুফ (আ) ভাইদের উত্তম চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন হযরত ইউসুফ (আ) এর কর্মচারীরা বলিল, مَا جَزَاؤُهُ

اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ যদি চোর তোমাদের মধ্যেই থাকে আর তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তবে তোমাদের শাস্তি   কি হইবে قَالُوْا جَزَاؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ হযরত ইবরাহীম (আ) এর শরীয়তে এই বিধানই ছিল চোরকে তাহারই হাওলা করিয়া দেওয়া হইত, যাহার মাল চুরি করা হইত। হযরত ইউসুফও ইহাই প্রত্যাশা করিতেছিলেন এই কারণেই তিনি তাহার ভাইয়ের মাল আসবাব দেখিবার পূর্বে তাহার অন্য ভাইদের মাল আসবাব দেখিলেন।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ অতঃপর তাহার ভাইয়ের মাল হইতেই পেয়ালা বাহির করা হইল এবং তাহাদের স্বীকৃত অনুসারেই তাহার ভাইকে গ্রেফতার করা হইল। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ এইরূপভাবেই বিশেষ রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমি ইউসুফ (আ)-এর জন্য এই তদবীর করিয়াছি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-কে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার শিক্ষা দান করিয়াছেন।

قَوْلُهٗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ অর্থাৎ মিসরের আইন অনুযায়ী চোরকে গ্রেফতার করিয়া রাখার কোন বিধান ছিল না। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়া নিজেরাই এই ফয়সালা দিয়াছিল আর হযরত ইউসুফ (আ)ও ইহা জানিতেন। অতএব তাহাদের নিজেদের ফয়সালা অনুসারেই বিনিয়ামীন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট থাকিতে বাধ্য হইলেন। আর হযরত ইউসুফ (আ) তাহাদের শরীয়তের এই বিধান জানিতেন, এই কারণে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ অন্যত্র তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন, يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মর্যাদা বুলন্দ করেন (মুজাদালাহ-১১)।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরেও জ্ঞানী আছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, সকল আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তির উপর আলেম ও জ্ঞানী আছে এমন কি এই পরম্পরা আল্লাহ্ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। আব্দুর রায্যাক (র).... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম— তখন তিনি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিলেন, তখন তাঁহার কথায় একব্যক্তি আশ্চার্যান্বিত হইল এবং বলিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন খুব খারাপ বলিয়াছ; বলিতে হইবে এইরূপ اَللّٰهُ الْعَلِيْمُ فَوْقَ كُلِّ عَالِمٍ অনুরূপভাবে সিমাক (র) ইকরিমাহ হইতে

তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইহা তো বলা যায় এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি হইতে জ্ঞানী আর এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী। কিন্তু আল্লাহ্ সকল জ্ঞানীদের ঊর্ধ্বে। হযরত ইকরিমা (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর কিরাতে হইল وَفَوْقَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

(৭৭) قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝

৭৭. উহারা বলিল সে যদি চুরি করিয়া থাকে তাহার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করিয়াছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখিল এবং উহাদিগের নিকট প্রকাশ করিল না। সে মনে মনে বলিল, তোমাদিগের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যাহা বলিতেছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন শাহী পেয়ালা বিনিয়ামীনের মালের মধ্যে হইতে বাহির করিতে দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল, اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ বিনিয়ামীনের এই কাজ তাহার ভাই ইউসুফ (আ)-এর কাজের মতই হইয়াছে। ইউসুফ (আ)ও পূর্বে এইরূপ চুরি করিয়াছিল। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) তাহার নানার মূর্তী চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) আবদুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ (র) হইতে তিনি মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন সর্ব প্রথম হযরত ইউসুফ (আ) যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা হইল, হযরত ইউসুফ (আ)-এর এক ফুফু ছিলেন এবং তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর সর্ব প্রথম কন্যা সন্তান। হযরত ইসহাক (আ)-এর একটি কমরবন্ধ ছিল যাহা বংশের সর্বাধিক বড় সন্তানের নিকট থাকিত। হযরত ইউসুফ (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাহার লালন পালনের দায়িত্ব তাহার এই ফুফুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি তাহার অসাধারণ প্রীতি ও ভালবাসা ছিল। তিনি তাহাকে মুহূর্তের জন্যও পৃথক করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই দিকে হযরত ইউসুফ (আ) যখন কিছু বড় হইলেন তখন তাহার পিতা হযরত ইয়াকূব (আ)ও তাহার প্রতি অসাধারণভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং তাহার ভগ্নির নিকট আসিয়া বলিলেন, বোন! ইউসুফকে আপনি আমার নিকট ফিরাইয়া দিন আল্লাহর কসম আমি একমুহূর্তও

তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না— ইহার জবাবে তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, আমি তাহাকে দিব না। অবশ্য কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন আচ্ছা একবারেই যদি না ছাড়িতে চাও তবে কিছু দিনের জন্য আমার নিকট রাখ যেন আমি তাহার প্রতি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। একদিন তিনি কমর বন্ধনটি হযরত ইউসুফ (আ) কাপড়ের নীচে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হযরত ইসহাক (আ)-এর কমরবন্ধ হারাইয়া গিয়াছে, দেখ কে উহা চুরি করিয়াছে। তাহারা কোথাও খুঁজিয়া পাইল না । অতঃপর তিনি বলিলেন আচ্ছা ঘরের সকলের নিকট খুঁজিয়া দেখা হউক। তাহারা খুঁজিয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট কমরবন্ধটি পাইল। তখন তাহার ফুফু বলিলেন এখন হইতে ইউসুফ আমার নিকটই থাকিবে। হযরত ইবরাহীম (আ) এই ধর্মের বিধান অনুযায়ী ইহাই চুরির বিচার ছিল।

অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার ভগ্নির নিকট আসিলে তাহার ভগ্নি তাহাকে পূর্ণ ঘটনা বলিলেন, উহা শুনিয়া তিনি বলিলেন সত্যই যদি সে এইরূপ করিয়া থাকে তবে সে আপনার নিকটই থাকিবে। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাহাকে নিজের কাছেই রাখিয়া দিলেন এবং হযরত ইয়াকূব তাহার ভগ্নির মৃত্যুর পূর্বে আর তাহাকে নিজের কাছে আনিতে সক্ষম হইলেন না।

বিনিয়ামীনের এই ঘটনার পর তাহার ভাইরা হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই ঘটনার প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ হযরত ইউসুফ (আ) মনে মনে এই কথাই বলিলেন اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ তোমরা বড় নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক তোমরা যাহা কিছু করিতেছে আল্লাহ উহা ভাল করিয়াই জানেন। এখানে فَاَسَرَّهَا এর هَا সর্বনামটি দ্বারা পরে উল্লেখিত اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ বুঝান হইয়াছে এই কারণে আরবী গ্রামারের اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ বিধানের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ مَرْجَعٌ (সর্বনামটি যাহার দিকে ফিরিয়াছে) উল্লেখ করিবার পূর্বেই ضَمِيْرٌ (সর্বনাম) উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবী গ্রামারের বিধানে সাধারণভাবে ইহা বৈধ না হইলেও বিশেষক্ষেত্রে বৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্য গ্রন্থে পদ্য ও গদ্যাংশে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। আল্লামা আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) মনে মনে এই কথা বলিয়াছিলেন اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا الخ তোমরা বড় খারাপ প্রকৃতির লোক।

(৭৮) قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৭৯) قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ○

৭৮. উহারা বলিল হে আযীয, ইহার পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং ইহার স্থলে আপনি আমাদিগের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখিতেছি মহানুভব ব্যক্তিদিগের একজন।

৭৯. সে বলিল যাহার নিকট আমরা আমাদিগের মাল পাইয়াছি তাহাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হইতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ লইতেছি। এরূপ করিলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব।

তাফসীর ঃ বিনিয়ামীনকেই যখন গ্রেফতার করিয়া হযরত ইউসুফ (আ) এর নিকট রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল, তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট নরম সূরে কথা বলিতে লাগিল এবং বলিল হে আযীয اَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا তাহার একবৃদ্ধ পিতা আছেন এবং তাহাকে অত্যধিক ভালবাসেন এবং তাঁহার হারান পুত্রের শোক কষ্টকে ইহার দ্বারাই কোন প্রকারে ভুলিয়া থাকেন।

অতঃপর তাহার স্থলে আমাদের একজনকে গ্রেফতার করুন। اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ আপনাকে আমরা ন্যায়পরায়ণ সৎ লোক মনে করিতেছি قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ তিনি বলিলেন তোমাদের কথা অনুসারে যাহার নিকট আমাদের মাল পাওয়া গিয়াছে এবং তোমরাও উহা স্বীকার করিয়াছ কেবল তাহাকেই গ্রেফতার করিতে হইবে যদি অন্য নির্দোষ ব্যক্তিকে আমরা গ্রেফতার করি তবে اِنَّا اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ অবশ্যই আমরা যালেম অত্যাচারী হইব।

(৮০) فَلَمَّا اسْتَيْــَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۗ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْٓ اَبِيْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ○

(٨١) اِرْجِعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

(٨٢) وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۭ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ○

৮০. যখন তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইল, তখন উহারা নির্জনে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলিল তোমরা কি জান না যে তোমাদিগের পিতা তোমাদিগের নিকট হইতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার লইয়াছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করিয়াছিলেন। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিও বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৮১. তোমরা তোমাদিগের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও এবং বলিও হে আমাদিগের পিতা, আপনার পুত্র চুরি করিয়াছে এবং আমরা যাহা জানি তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না।

৮২. যে জনপদে আমরা ছিলাম উহার অধিবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদের সহিত আমরা আসিয়াছি তাহাদিগেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের সম্মুখে সংবাদ দিতেছেন যে তাহারা যখন বিনিয়ামীনকে মুক্ত করার ব্যাপ্যারে নিরাশ হইল অথচ তাহারা তাহাদের পিতার নিকট বিনিয়ামীনকে ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ করিয়াছিল। কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে বাঁধা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা خَلَصُوْا نَجِيًّا অন্যান্য লোকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাহাদের সর্বাধিক বড় ব্যক্তি যাহার নাম ছিল রুবাইল, কেহ কেহ বলেন, তাহার নাম ছিল ইয়াহুযা এই রুবাইলই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, যখন হযরত ইউসুফ (আ) এর ভাইরা তাহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

এই রুবাইল তাহার অন্যান্য ভাইদিগকে বলিল, اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ আব্বা তোমাদের নিকট হইতে তোমাদের ভাই বিনিয়ামীনকে

তাহার নিকট ফিরাইয়া দেওয়ার শপথ লইয়াছিলেন নয় কি? এখন ইহা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে অথচ পূর্বে ইউসুফকে যে তোমরা হারাইয়াছ উহাও তোমরা ভুলিয়া যাও নাই। فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ অতএব আমি তো এই শহরেই অবস্থান করিব حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ যাবৎ না আব্বা আমাকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দান করেন اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ কিংবা যাবৎ না আল্লাহ কোন ফয়সালা করেন অর্থাৎ ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার ভাইকে মুক্ত করিয়া লইব কিংবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিব وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। অতঃপর তাহাদের বড় ভাই তাহাদিগকে এই আদেশ করিল তাহারা যেন তাহাদের পিতাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে এবং ওযর পেশ করিয়া আমাদিগকে নির্দোষ প্রমাণিত করে وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيْنَ কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আমরা তো পূর্বে এই কথা জানিতাম না যে আপনাার পুত্র চুরি করিবে। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলান (র) বলেন, অথবা এই গায়েব তো জানিতাম না যে সে চুরি করিয়াছে—আমাদের নিকট মাসলা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে চোরের শাস্তি কি? আমরা তাহাই বলিয়া দিয়াছি।

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهِ আয়াতের মধ্যে قَرْيَةً দ্বারা মিসর শহর বুঝান হইয়াছে কিংবা অন্য কোন শহর। প্রথম মতটি কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। وَالْعِيْرَ الَّتِىْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا আর কাফেলার লোকদিগকেও জিজ্ঞাসা করুন তাহারা আমাদের সত্যতা আমাদের আমানত সম্পর্কে স্বীকৃতি দান করিবে এবং আমরা যে বিনিয়ামীনের হিফাযত করিয়াছি তাহাও সাক্ষ্য দান করিবে। وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ সে যে চুরি করিয়াছে এবং চুরির দায়ে তাহাকে গ্রেফতার করা হইয়াছে এ ব্যাপারে আমরা সত্যবাদী।

(٨٣) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۖ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۖ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٨٤) وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ○

(٨٥) قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ○

(٨٦) قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮৩. ইয়াকূব বলিল না, তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজাইয়া দিয়াছে সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। হয়ত আল্লাহ্ উহাদিগকে এক সংগে আমার নিকট আনিয়া দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

৮৪. সে উহাদিগ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, আফসোস ইউসুফের জন্য। শোকে তাহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গিয়াছিল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

৮৫. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আপনি ইউসুফের কথা ভুলিবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হইবেন অথবা মৃত্যুবরণ বরিবেন।

৮৬. সে বলিল আমি আমার অসহনীয় বেদনা আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদিগকে তাহার আব্বা এই সময়ও ঠিক সেই কথা বলিলেন যাহা তিনি ইউসুফ (আ)-কে হারাইবার পর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান জামা দেখিয়া বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা যখন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বলিতে লাগিল তখন তিনি তাহাদের প্রতি এই ধারণাই করিলেন যে তাহারা বিনিয়ামীনের সহিত ঠিক তেমন ব্যবহার করিয়াছে যেমন পূর্বে তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত করিয়াছিল। কেহ বলেন, বিনিয়ামীনের সহিত তাহার ভাইদের এই ব্যবহার যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত পূর্বের ব্যবহারের ওপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। অতএব হযরত ইয়াকূব (আ) এই সময়ও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহা তিনি হযরত ইউসুফ (আ) কে হারাইয়া বলিয়া ছিলেন, অর্থাৎ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ বরং তোমরা নিজেরাই ইহা গড়িয়া লইয়াছ অতএব উত্তম ধৈর্যধারণই করিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের আশা বুকে বাধিয়া রহিলেন, যে আল্লাহ তা'আলা অতি সত্বরই

তাহার তিন সন্তান হযরত ইউসুফ, বিনিয়ামীন ও তাহার বড়পুত্র রুবাইলকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তাহার পুত্র রুবাইল মিসরেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন। অর্থাৎ হয়ত তাহার পিতা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার নিকট ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিবেন কিংবা গোপনে তিনি বিনিয়ামীনকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবেন। এই কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ) বলিলেন

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ সম্ভবতঃ আল্লাহ তাহাদের সকলকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তিনি অবশ্যই আমার অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং তাহার ফয়সালায় তিনি বড়ই হিকমত ওয়ালা। وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ قَالَ يَاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার সন্তানদের প্রতি বিমুখ হইয়া হযরত ইউসুফ (আ)-কে হারাবার পুরাতন শোক পুনরায় তাজা করিয়া লইলেন এবং বলিলেন হায় ইউসুফ। আব্দুর রায্যাক (রা)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন উম্মতে মুহাম্মদী ব্যতিত অন্য কোন উম্মতকে "ইন্না-লিল্লাহ".....দান করা হয় নাই। দেখুন হযরত ইয়াকূব (আ) এইরূপ বিপদ কালেও কোন মাখলূকের প্রতি কোন অভিযোগ করিল না।

ইবনে আবূ হাতিম....আখনাফ ইবনে কয়েস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন— নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! বনী ইস্রাঈল হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ও ইয়াকূব (আ)-এর অসীলা দিয়া আপনার নিকট দু'আ করে আপনি তাহাদের সহিত চতুর্থ নামটি আমার জুড়িয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইলেন হে দাউদ। ইবরাহীম (আ)-কে আমার প্রতি ভালবাসার কারণে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছিলেন অথচ এই বিপদ আপনার ওপর পতিত হয় নাই। আর ইসহাক নিজেই নিজের কুরবানী মঞ্জুর করিয়া ছিলেন অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিযাছিলেন, আপনি এই বিপদেও গড়েন নাই। আর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হইতে আমি তাহার প্রাণ প্রিয় পুত্র পৃথক করিয়া দিয়াছিলাম অতঃপর তাহার চক্ষু সাদা হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ চিন্তায় তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন আপনি এই বিপদেও পড়েন নাই। হাদীসটি মুরসালরূপেতে বর্ণিত এবং মুনকার।

সঠিক কথা হইল হযরত ইস্মাঈল (আ)-কেই যবাই করিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিল। হাদীসের সূত্রটিতে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন রাবী বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। খুব সম্ভব আহনাফ ইব্ন কয়েস (র) কোন ইসরাঈলী ব্যক্তি হইতে যেমন কা'ব ও ওহব (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইস্রাঈলী বর্ণনায়

একথাও আছে যে হযরত ইউসুফ যখন বিনিয়ামীনকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন তখন হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার নিকট দয়ার প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন যেন তিনি তাহার পুত্রকে মুক্তিদান করেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছিলেন যে আমরা বিপদগ্রস্থ পরিবারের লোক। ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, ইসহাক (আ)-কে যবাই করিবার জন্য পেশ করা হইয়াছিল আর ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর বিচ্ছেদের আগুনে বিদগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার পুত্রদের অন্তর বিগলিত হইল এবং তাহারা পিতার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বুঝাইতে শুরু করিল। তাহারা বলিল,

تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ আপনি তো সর্বদা ইউসুফেরই আলোচনা করিতেছেন حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا এমন কি তাহার আলোচনা করিতে করিতে একেবারেই দুর্বল হইয়া পড়িবেন। - اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ কিংবা আপনি মৃত্য বরণ করিবেন। অর্থাৎ আপনার এই অবস্থা চলিতে থাকিলে আমাদের আশংকা যে আপনার মৃত্যু হইয়া যাইবে। قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ তিনি বলিলেন আমার চিন্তা ও অস্থিরতার অভিযোগ কেবল আল্লাহর নিকট করিতেছি।

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আমি সর্বপ্রকার কল্যাণেরই আশা করি। এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন উহা আমি (ইয়াকুব) সত্য মনে করি এবং সেই স্বপ্ন এক সময় অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হইবে। আওফী এই প্রসঙ্গে বলেন, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য এবং একদিন আমি (ইয়াকুব) তাহাকে সিজদা করিব। ইবনে আবূ হাতিম (রা)....আসাম ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর একজন বন্ধু ছিলেন একদিন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি কারণে আপনার দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়াছে এবং আপনার পিঠ কুজ হইয়াছে। তিনি বলিলেন দৃষ্টি শক্তি তো ইউসুফের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে শেষ হইয়াছে আর বিনিয়ামীনের চিন্তায় আমার পিঠ কুজ হইয়াছে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহার নিকট আগমন করিলেন এবং তিনি বলিলেন, হে ইয়াকূব! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানাইয়া বলিয়াছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কাহার নিকট অভিযোগ করিতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়না? তখন তিনি বলিলেন আমি কেবল আল্লাহর নিকটই আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার অভিযোগ করিতেছি। তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি যাহার অভিযোগ করিতেছেন আল্লাহ উহা জানেন। হাদীসটি গরীব ও মুনকার।

(٨٧) يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ○

(٨٨) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ○

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত হইতে তোমরা নিরাশ হইও না, কারণ আল্লাহর রহমত হইতে কেহই নিরাশ হয় না কাফিরগণ ব্যতিত।

৮৮. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন বলিল হে আযীয! আমরা ও আমাদিগের পরিবার পরিজন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তুচ্ছ পণ্য লইয়া আসিয়াছি, আপনি আমাদিগের রসদ পূর্ণমাত্রার দিন এবং আমাদিগকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার পুত্র দিগকে বলিলেন তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড় এবং ইউসুফ ও তাহার ভাই বিনিয়ামীনকে খুঁজিয়া বাহির কর। تَحَسَّسْ শব্দটি কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং تَجَسَّسْ ব্যবহৃত হয় মন্দ ও অকল্যাণের জন্য। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার সন্তানদিগকে এই সুসংবাদও দান করিলেন যে ইউসুফ ও তাহার ভাই বিনিয়ামীনকে অচিরেই পাওয়া যাইবে। এবং এই কথাও বলিলেন, তাহারা যেন আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয়। তাঁহার রহমত হইতে কেবল কাফিররাই নিরাশ হইয়া থাকে। فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ তাহারা যখন রওয়ানা হইয়া মিসরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আ) এর দরবারে প্রবেশ করিল তখন قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ তাহারা বলিল, আমরা বড়ই অভাবগ্রস্ত। দুর্ভিক্ষ ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাবে তাহারা বিপদগ্রস্ত। وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ অর্থাৎ আমাদের নিকট অতি সামান্য পূঁজী আছে بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ অর্থ সামান্য পূঁজী মুজাহিদ ও হাসান (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল পূঁজী। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অচল দিরহাম। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন هِيَ الدَّرْهَمُ الْقَوْلُ আবূ সালেহ (র) বলেন بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ এর অর্থ হইল সবুজ

ঘাস ও সনুবার গাছ। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অচল মুদ্রা। আসলে اَزْجَاءَ শব্দের অর্থ হইল, কোন জিনিস নষ্ট হওয়ার কারণে উহা ফিরাইয়া দেওয়া। যেমন হাতেম তাই বলেন, اِلَيْكَ عَلٰى مَلْجَانَ ضَيْفِ مَدَافِعِ + وَاَرْمَلَةٌ تُزْجٰى مَعَ الَّيْلِ اَوْمَلاً ধিকৃত অতিথি ধিকৃত বিধবারা যাহাদের রাত্রেও অন্য বিধবাদের নিকট বিতাড়িত করা হয় তাহারা যেন মিলহান এর প্রতি ক্রন্দন করে।

আশা বনী সা'লাবাহ বলেন,

اَلْوَاهِبُ الْمِائَةِ الْهِجَانِ وَعَبْدِهَا + عُوْذًا تُزْجٰى خَلْفَهَا اَطْفَالَهَا

কবির উপরোক্ত কাব্যাংশের মধ্যে تُزْجٰى শব্দটি হাকাইয়া দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ অর্থাৎ আপনি আমাদিগকে এই অল্প পূঁজীর বিনিময়ে পাত্র ভরিয়া খাদ্য-দ্রব্য দান করুন যেমন পূর্বেও দান করিয়াছেন। হযরত ইবনে মসউদ (রা) এর ক্বিরাতে فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا রহিয়াছে অর্থাৎ খাদ্য-দ্রব্য দ্বারা আমাদের উট বোঝাই করিয়া দিন। এবং সদকা করুন। ইবনে জুরাইজ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমাদের ভাইকে ফিরাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি সায়ীদ ইবন জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন تَصَدَّقْ عَلَيْنَا এর অর্থ হইল, এই সামান্য পূঁজী গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতি সদকা করুন। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) কে জিজ্ঞাসা করা হইল নবী করীব (সা)-এর পূর্বে কি কখনো কোন নবীর উপর সদকা হারাম করা হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন তুমি কি فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ শ্রবণ কর নাই? ইবনে জরীর (রা) হারিস হইতে তিনি কাসিম হইতে ইহা বর্ণিত। ইবনে জরীর (রা)....মুজাহিদ হইতে বর্ণিত তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কোন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা কি জায়েজ আছে? اَللّٰهُمَّ تَصَدَّقْ عَلَيَّ হে আল্লাহ্ আমার প্রতি সাদকা করুন, তিনি বলিলেন, হাঁ সাদকা তো সেই করে যে সওয়াবের আশা পোষণ করে।

(৮৯) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ○

(৯০) قَالُوْٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ز قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٩١) قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ۝

(٩٢) قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۫ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

৮৯. সে বলিল তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ (আ) ও তাহার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করিয়াছিলে যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ?

৯০. উহারা বলিল তবে কি তুমিই ইউসুফ সে বলিল আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেই রূপ সৎকর্মপরায়ণদিগের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

৯১. উহারা বলিল আল্লাহর শপথ আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদিগের উপর প্রধান্য দিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২. সে বলিল আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট যখন তাহার ভাইদের দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাব ও দুই পুত্র সন্তানকে হারাইয়া ইয়াকূব (আ) যে চিন্তা ও অস্থিরতার আগুনে বিদগ্ধ হইতে ছিলেন উহার আলোচনা করা হইল অথচ তিনি এখন রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী তখন তাঁহার অন্তর বিগলিত হইয়া গেল তাহার পিতার প্রতি অত্যন্ত আবেগ বিজোড়িত হইলেন। এবং কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি ভাইদের নিকট স্বীয় পরিচয় পেশ করিলেন। মাথা হইতে রাজ মুকুট নামাইয়া ফেলিলেন। তিনি ভাইদিগকে বলিলেন هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সহিত তোমরা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের স্মরণ আছে কি? যাহা তোমরা মূর্খতার অভিশাপে লিপ্ত হইয়াই করিয়াছিলে? অর্থাৎ তোমাদের মূর্খতাই ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে সে জাহেল সে মূর্খ। অতঃপর প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পড়েন। ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে যাহারা খারাপ কাজ করে তাহারা মূর্খতার কারণে করে অতএব তাহারা জাহেল তাহারা মূর্খ। অবস্থার প্রেক্ষিতে এই কথাই প্রকাশ

যে হযরত ইউসুফ (আ) যেমন, প্রথম দুইবার তাহার ভাইদের নিকট আল্লাহর নির্দেশে নিজের সত্তাকে গোপন করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে শেষবার আল্লাহর নিদের্শেই তাহার স্বীয় পরিচয় পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থা যখন অত্যন্ত শোচনীয় ও অপছন্দীয় হইয়া পড়িল তখন আল্লাহ তা'আলা দুঃখ দুর্দশা দূর করিয়া দেন। فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا কঠিন অবস্থার পর সহজ অবস্থা আসে কঠিন অবস্থার সহিত সহজ অবস্থা আসে। হযরত ইউসুফ (আ) এর বক্তব্যের পর তাহার ভাইরা বলিল, তবে আপনিই কি ইউসুফ। এখানে হযরত উবাই ইব্ন কা'ব اَنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ পড়িয়াছেন। এবং ইবনে মুহাইমিন এর কিরাতে হইল শুধু اَنْتَ يُوْسُفُ কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল প্রথমটি। কারণ, প্রশ্ন দ্বারা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। অর্থাৎ তাহারা দুই বছর যাবৎ ইউসুফ (আ) এর নিকট আসা যাওয়া করিতেছিল অথচ তাহাদের অধিকাংশ লোকই তাহাকে চিনিতে পারে নাই। এই কারণে তাহারা বিস্মিত হইয়া এদিকে ইউসুফ (আ) তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিলেন, এই কারণেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনিই কি ইউসুফ? উত্তরে তিনি বলিলেন হাঁ আমি ইউসুফ আর এ হইল আমার ভাই। قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا আল্লাহ তা'আলা দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর আমাদিগকে একত্রিত করিয়া বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَالْمُحْسِنِيْنَ قَالُوْا تَاللّٰه لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا অবশ্যই যে ব্যক্তি পরহেজগারী গ্রহণ করিবে এবং ধৈর্যধারণ করিবে আল্লাহ এইরূপ লোকদের বিনিময় নষ্ট করেন না। তখন তাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর আকৃতি প্রকৃতি রাষ্ট্রীয় ও নবুওতের মর্যাদার স্বীকৃতি দান করিয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধান্য দান করিয়াছেন, এবং তাহারা এই কথাও স্বীকার করিল যে তাহারাই তাহার প্রতি অসদাচরণ করিয়াছে ও অপরাধ করিয়াছে। তাহাদের অপরাধের স্বীকৃতির জন্য হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন وَلَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরস্কার কোন অভিযোগ আমার নাই এবং আজ হইতে তোমাদের অপরাধের উল্লেখও আর করিব না। অতঃপর তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক মেহেরবান।

আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের অপরাদ স্বীকার করিলে তিনি বলিলেন وَلَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তোমাদের অপরাধের উল্লেখ করিব না। ইবনে ইসহাক ও সাওরী (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তোমাদিগকে কোন তিরস্কার করিব না কোন শাস্তি দিব না। يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তোমাদের অপরাধকে ঢাকিয়া ফেলুন তিনি বড়ই মেহেরবান।

(٩٣) اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِىْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ
وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٩٤) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ
اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ○

(٩٥) قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

৯৩. তোমরা আমার এই জামাটি লইয়া যাও এবং ইহা আমার পিতার মুখ মন্ডলের উপর রাখিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবেন। আর তোমাদিগের পরিবারের সকলেই আমার নিকট লইয়া আসিও।

৯৪. অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হইয়া পড়িল তখন তাহাদের পিতা বলিল তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাইতেছি।

৯৫. তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ আপনি তো আপনার পূর্ব ভ্রান্তিতেই রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর চিন্তায় কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) উহা জানিতে পারিয়া তাহার জামা তাহাদের নিকট দিয়া বলিলেন আমার এই জামা লইয়া যাও فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِىْ يَاْتِ بَصِيْرًا অতঃপর আব্বার মুখমন্ডলের উপর রাখিয়া দিবে, ফলে তিনি দেখিতে পাইবেন। وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ এবং তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট লইয়া আসিবে وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ যখন কাফেলা মিসর হইতে বাহির হইল قَالَ اَبُوْهُمْ তখন তাহাদের পিতা হযরত ইয়াকূব (আ) তাহার নিকট অবস্থানকারী সন্তানদিগকে বলিলেন اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ যদি না তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বল তবে অবশ্যই বলিব যে আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাইতেছি। আব্দুর রায্যাক (রা).... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত— তিনি বলেন যখন কাফেলা মিসর ত্যাগ করিল তখন একটি বায়ু প্রবাহিত হইল এবং হযরত ইউসুফ (আ) এর জামার সুগন্ধি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ হযরত ইবনে আব্বাস

(রা) বলেন হযরত ইয়াকূব (আ) আট দিনের দূরত্ব হইতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর জামার সুগন্ধি পাইয়াছিলেন। ইবনে সিনান (রা) হইতে সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন মিসর ও কিনআনের মাঝে আশি ফরসাখের দূরত্ব ছিল। এবং হযরত ইউসুফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর মধ্যে বিচ্ছেদের সময়কাল ছিল আশি বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, আতা, কাতাদাহ ও সায়ীদ ইবন জুবাইর (র.) لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ এর তাফসীর করেন لَوْلَا تُسَفِّهُوْنِ অর্থাৎ যদি তোমরা আমাকে বেকুব না বল।

হযরত হাসান বসরী এবং মুজাহিদ (র) এর অপর এক বর্ণনায় تُفَنِّدُوْنِ এর অর্থ تُهَرِّمُوْنِ অর্থাৎ তোমরা আমাকে বৃদ্ধ না বল। قَوْلُهُ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করেন لفى خطيئتك القديم অর্থাৎ আপনি আপনার পুরাতন ভুলের মধ্যেই লিপ্ত। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, না আপনি ইউসুফের ভালবাসা ভুলিতে পারেন আর না আপনি কোন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইরা তাহাদের পিতাকে এমনি কঠোর কথা বলিয়াছিল যাহা তাহাদের পক্ষে সমীচীন নহে।

(٩٦) فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(٩٧) قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ۝

(٩٨) قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হইল এবং তাহার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখিল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। সে বলিল আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, আমি আল্লাহর নিকট হইতে যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।

৯৭. উহারা বলিল হে আমাদিগের পিতা! আমাদিগের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো অপরাধী।

৯৮. সে বলিল আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন بشير অর্থ ডাকবাহন। মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, সুসংবাদ বহনকারী ছিল ইয়াহ্যা ইবনে ইয়াকূব। সুদ্দী (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর মিথ্যা রক্তে রাঙ্গান জামা সেই প্রথম

আনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সামনে পেশ করিয়াছিল এই কারণেই সে হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই জামা আনিয়া তাহার পূর্বের অপরাধ ধুইয়া ফেলিতে চাহিয়াছে। জামা আনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মুখের ওপর রাখিতেই তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি তাহার পুত্রদিগকে বলিলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ। অর্থাৎ আমি একথা জানি যে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে আমার নিকট ফিরাইয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই কথাও বলিয়াছি اِنِّىْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ তোমরা আমাকে প্রলাপোক্তিকারী না বলিলে আমি এই কথাই বলিব যে আমি ইউসুফের সুগন্ধি পাইতেছি। তখন তাহারা তাহাদের পিতাকে নরম সুরে বলিল হে আব্বা! আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা বড় অপরাধী। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালকের নিকট আমি তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তাহার প্রতি যে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তাহার জন্য বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ইবরাহীম তায়সী (র) আমর ইবনে কয়েস ইবনে জুরাইজ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) শেষ রাত পর্যন্ত সময় লইয়াছিলেন। ইবনে জরীর (র)....মুহারেব ইবনে দিদার হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) এক ব্যক্তিকে এই দু'আ করিতে শুনিলেন, হে আল্লাহ আপনি আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, অতঃপর আমি জওয়াব দিয়াছি। আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন আমি মান্য করিয়াছি। আর এই যে শেষ রাত্র আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত উমর লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারিলেন যে শব্দটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর ঘর হইতে আসিতেছে। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাকে এই সময় দু'আ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত ইয়াকূব তাঁহার পুত্রদের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত দু'আ বিলম্বিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ হাদীসে বর্ণিত সে রাতটি ছিল জুম'আর রাত। ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন, তোমাদের জন্য জুম'আর রাতে দু'আ করিব। হাদীসটি এই সূত্রে গরীব তবে মারফু হওয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরামের দ্বীমত রহিয়াছে।

(٩٩) فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا
مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ○

(١٠٠) وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ج وَقَالَ يٰاَبَتِ
هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ز قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ط وَقَدْ اَحْسَنَ
بِيْ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ
نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ط اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ط اِنَّهٗ
هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

৯৯. অতঃপর উহারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল তখন সে তাহার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করিল এবং বলিল আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।

১০০. এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং উহারা সকলে তাহার সম্মানে সিজদায় নিপতিত হইলেন। সে বলল হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক উহা সত্যে পরিণত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া এবং শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদিগের সম্পর্ক নষ্ট করিবার পরও আপনাদিগকে মরু অঞ্চল হইতে এখানে আনিয়া দিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা তাহা নিপুণতার সহিত করেন তিনি তো সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মিসর আগমনের সংবাদ দিয়াছেন। ইউসুফ (আ) তাহার ভাইদিগকে তাহার পিতামাতা ও পরিবারের সকলকে লইয়া মিসরে আসিবার জন্য বলিয়াছিলেন। ভাইরা তাহাই করিয়াছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গ কিনআন হইতে মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত ইউসুফ (আ) এই সংবাদ পাইয়া যে তাহারা মিসরের নিকটবর্তী হইয়াছেন। তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইলেন। মিসর সম্রাট তাহার আমীর উমারা ও উজীরদিগকে ইউসুফ (আ)-এর সহিত তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য যাইবার নির্দেশ দিলেন। কেহ কেহ বলেন সম্রাট নিজেও হযরত ইউসুফ (আ) এর সহিত তাহার পিতার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে আল্লাহর বাণীতে تَقْدِيْمٌ ও تَاْخِيْرٌ হইয়াছে যাহা

عِلْمُ بَلَاغَتْ (ভাষালংকার শাস্ত্র) এর একটি বিধান্। আসলে আয়াতের অর্থ হইল ইউসুফ (আ.) প্রথম কাফেলার লোকদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে প্রবেশ কর।

অতঃপর তিনি তাহার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন, আর তাহাদিগকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন। কিন্তু আল্লামা ইবনে জারীর (র) ইহার প্রতিবাদ করিয়া আল্লামা সুদ্দীর মতকে উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার পিতা মাতাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদিগকে নিজের কাছে স্থান দিলেন কিন্তু যখন তাহারা শহরের দ্বারে পৌঁছিলেন তখন তাহাদিগকে তিনি বলিলেন, এখন নিরাপদেই শহরে প্রবেশ করুন। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় দ্বীমত আছে কারণ, اَبْوَاءِ অর্থ, ঘরে স্থান দান করা আর এখানে এই অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য কোন বাধা নাই অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) এর নিকট প্রবেশ করিবার এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিবার পর তিনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, আপনারা মিসরে নিরাপদে বসবাস করুন। اُدْخُلُوْا দ্বারা اُسْكُنُوْا বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ আপনারা পূর্বে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটনের যে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন উহা হইতে এখানে নিরপদে বসবাস করুন। বলা হইয়া তাকে যে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শুভাগমনের ফলে মিসরবাসীদের উপর হইতে অবশিষ্ট বছরগুরির দুর্ভিক্ষের সমাপ্তি ঘটিয়া যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইবার জন্য বদ দু'আ করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্লাহ! তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বছরের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ করিয়া আমার সাহায্য করুন।

অতঃপর তাহারা যখন পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া তাহার নিকট দুর্ভিক্ষ দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করিবার দরখাস্ত করিল এবং এই উদ্দেশ্যে আবূ সুফিয়ানকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উপর হইতে দুর্ভিক্ষ সরাইয়া দেওয়ার জন্য দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার দু'আর বরকতে দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দিলেন। قَوْلُهٗ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র) বলেন, اَبَوَيْهِ দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতা ও খালাকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউসুফ (আ)-এর পিতা-মাতা উভয় জীবিত ছিলেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, তাঁহার মাতার মৃত্যুর উপর কোন দলীল নাই। পবিত্র কুরআন দ্বারাও প্রকাশ্যভাবে এই কথাই বুঝা যায়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালামের ভাবধারায় এই মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهٗ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ আরো অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) তাহার পিতা-মাতাকে সিংহাসনের ওপর বসাইলেন। وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا অর্থাৎ তাহার পিতা-মাতা ও অবশিষ্ট ভাইরা তাহাকে সিজদা করিল। তাহাদের সংখ্যা ছিল এগার। وَقَالَ يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ হযরত ইউসুফ (আ) বলিলেন, এই হইল আমার সেই পূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। এই স্বপ্নের কথা তিনি তাহার পিতাকে পূর্বেই জানাইয়াছিলেন। اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا আয়াত দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সম্মানার্থে সিজদা করা জায়েজ আছে বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে ইহা জায়েযও ছিল। তৎকালে যখন কেউ বড়কে সালাম করিত তখন তাহার সম্মানার্থে সিজদায় পড়িত। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিল। অতঃপর আমাদের এই শরীয়তে হারাম ঘোষিত হইয়াছে। এই শরীয়তে সিজদাকে কেবল আল্লাহর সহিত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ইহাই। হাদীসে বর্ণিত হযরত মু'আয (রা) একবার সিরীয়ায় আগমন করিলেন। তিনি তথাকার অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সম্মুখে সিজদা করিতে দেখিলেন। তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন তিনি হযরত মু'আযকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! ইহা কি? তখন তিনি বলিলেন, আমি সিরিয়ার অধিবাসীদিগকে তাহাদের বড়দের সম্মুখে সিজদা করিতে দেখিয়াছি, অথচ আপনিই তো সিজদার অধিক যোগ্য। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রী লোককে তাহার স্বামীর সম্মুখে সিজদা করিতে নির্দেশ দিতাম— কারণ স্বামীর অধিকার স্ত্রীর প্রতি অনেক বেশি।

অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার মদীনার পথে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হযরত সালমান (রা)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত সালমান তখন নতুন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই তিনি, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজদা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হে সালমান! তুমি আমাকে সিজদা করিবে না বরং সেই মহান সত্তাকে সিজদা করিবে যিনি চির জীবিত যিনি কখনো মৃত্যু বরণ করিবেন না। সারকথা হইল পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে সিজদা করা জায়েয ছিল এই কারণেই হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও ভাইরা তাহাকে সিজদা করিয়াছিল। তখন তিনি বলিয়াছিলেন يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا হে আব্বা! ইহাই হইল আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাহা আমার প্রতিপালক সত্য করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কাজের পরিণতিকে تاويل বলা হয়, যেমন ইরশাদ হইয়াছে هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ এখানে يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُ দ্বারা কিয়ামত দিবস বুঝান হইয়াছে যে দিন মানুষের আমলের ভাল-মন্দ ফল প্রকাশ পাইবে।

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا অর্থাৎ স্বপ্নকে সঠিক ও সত্য করিয়াছেন আর আমি যাহা ঘোমের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম জাগ্রতাবস্থায়ও তাহাই দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) তাহার প্রতি আল্লাহর বর্ষিত নিয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলেন, وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন তিনি আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছেন আর তোমাদিগকে গ্রাম হইতে এইজনপূর্ণ শহরে আনিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পরিবারের লোকেরা গ্রামে বসবাস করিতেন এবং পশুপালন করিতেন। তিনি বলেন কেউ বলেন তাহারা সিরীয়ার অন্তর্ভুক্ত ফিলিস্তীনের এক গ্রামে বসবাস করিতেন। আর কেহ কেহ বলেন, 'হিসমী' এর নিম্নভূমীর এলাকা আওলাজ নামক স্থানে বসবাস করিতেন। তাহারা গ্রামে বসবাস করিত এবং উট ছাগল পালন করিত।

مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ الخ হযরত ইউসুফ (আ) বলেন আমার প্রতি আল্লাহর এই নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে আমার ও আমাদের ভাইদের মাঝে শয়তানের বিরোধ সৃষ্টি করিবার পর। আমার প্রতিপালক যে কাজের ইচ্ছা করেন তখন তিনি তাহার উপায় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং উহা সহজ করিয়া দেন। اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ। তিনি তাঁহার বান্দাদের কিসে মঙ্গল হইবে আর কিসে অমঙ্গল হইবে উহা ভালভাবেই জানেন। اَلْحَكِيْمُ। তিনি তাহার বাণীতে কাজে তাহার ফয়সালা ও নির্ধারণে এবং যাহা কিছু ইচ্ছা করেন উহা সম্পন্ন করিবার ব্যাপারে বড়ই প্রজ্ঞাবান।

আবূ উসমান নহদী (র) সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করেন হযরত ইউসুফ (আ) এর স্বপ্ন ও উহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (র) বলেন, স্বপ্ন ও উহার তাবীরের মাঝে ইহার অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না। ইবনে জরীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, উমর ইবন আলী (রা)....হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বিচ্ছেদ ও তাহাদের পুনর্মিলনের মাঝে আশি বছরের ব্যবধান ছিল। এই দীর্ঘ কালে কখনো তাহার অন্তর হইতে চিন্তা দূর হয় নাই এবং তাহার অশ্রুজল সর্বদাই তাহার উভয় মুখমন্ডলিতে প্রবাহিত হইয়াছে। সে কালে সারা বিশ্বে আল্লাহর নিকট হযরত ইয়াকূব (আ) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না। হুশাইম (র) ইউনুস (র) হইতে তিনি হাসান হইতে বর্ণনা করেন এই সময় কাল ছিল তিরাশি বছর। মুবারাক ইবনে ফাযালাহ (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ)-কে সতের বছর বয়সে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি তাহার পিতা হইতে আশি বছর দূরে ছিলেন এবং তাহার পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তিনি একশ বিশ বছর বয়সে মৃত্যবরণ করেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) ও

ইউসুফ (আ)-এর মাঝে পঁয়ত্রিশ বছর বিচ্ছেদ ছিল। মুহাম্মদ ইবন ইস্‌হাক (র) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব (আ) হইতে আঠার বছর কাল দূরে ছিলেন। তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা বলে, হযরত ইউসুফ (আ) হযরত ইয়াকুব হইতে চল্লিশ বছর কিংবা অনুরূপ কাল দূরে ছিলেন। হযরত ইয়াকূব (আ) মিসর আগমন করিবার পর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সতের বছর ছিলেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবূ ইসহাক ছবাইয়ী (রা) আবূ-আবীইদা হইতে বর্ণনা করেন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল যখন মিসর প্রবেশ করেন তখন তাহাদের সংখ্যা ছিল তেষট্টিজন। এবং মিসর হইতে যখন বাহির হন তখন ছিল ছয় লক্ষ সত্তুর জন আবূ ইসহাক (র) মসরূক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাহারা ছিলেন তিন শত নব্বই জন পুরুষ ও স্ত্রী। মুসাইব উবাইদাহ (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন— হযরত ইয়াকূব (আ) যখন হযরত ইউসুফ (আ) সহিত মিলিত হন তখন স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়া তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছিয়াশি জন। আর তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিয়াছিল তখন তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষেরও উর্ধ্বে।

(١٠١) رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ
الْاَحَادِيْثِ ج فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ تف اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَ
الْاٰخِرَةِ ج تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ o

১০১. হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে রাজ্য দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছ। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎ-কর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত কর।

তাফসীর ঃ হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আল্লাহর নিয়ামত যখন পূর্ণ হইল অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহার মাতা-পিতাকে তাহার নিকট পৌঁছাইয়া ছিলেন, নবুয়ত ও সাম্রাজ্য দান করিলেন তখন তিনি তাহার প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন তাহার প্রতি এই সমস্ত নিয়ামত দুনিয়ায় বর্ষণ করিয়াছেন অনুরূপভাবে আখিরাতেও যেন তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করা হয় এবং মৃত্যুকালে যেন তাহাকে ইসলামের ওপর অটল রাখিয়া মৃত্যু দান করেন। যাহ্‌হাক (রা) বলেন,

وَاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ এর মধ্যে صَالِحِيْنَ দ্বারা হযরত আম্বিয়া ও রাসূলগণ বুঝান হইয়াছে। হযরত ইউসুফ (আ)-এর উক্ত দু'আ সম্ভবতঃ তাহার মৃত্যুকালে করিয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হযরত নবী করীম (সা) তাহার মৃত্যুকালে আঙ্গুলী উঁচু করিয়া তিনবার এই দু'আ পড়িলেন اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى। অবশ্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই দু'আর এই অর্থও হইতে পারে যে যখনই তাহার মৃত্যু আসিবে তখন যেন ঈমানের উপর থাকিয়াই তাহার মৃত্যু হয়। এবং সৎলোকের সহিত তাঁহার মিলন হয়। তিনি তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন ইহার এই অর্থ উদ্দেশ্যে নহে। যেমন কেহ এইরূপ দু'আ করিয়া থাকে, আল্লাহ তোমাকে ইসলামের উপরই মৃত্যু দান করুন। আবার এইরূপ দু'আও করা হয়, হে আল্লাহ! আমাদিগকে মুসলমান করিয়া জীবিত রাখুন ও মুসলমান রাখিয়াই মৃত্যুদান করুন ও নেক লোকদের সহিত আমাদিগকে মিলাইয়া দিন। অবশ্য এখানে এই অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে হযরত ইউসুফ (আ) তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এইরূপ মৃত্যু কামনা করা তাহাদের শরীয়তে জায়েয ছিল।

হযরত কাতাদা (র) تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর অস্থিরতা দূর করিয়া দিলেন এবং তাহার চক্ষু শীতল হইল, সম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ সুখ-শান্তি সব কিছুই যখন তিনি লাভ করিয়াছিলেন তখন তিনি পূর্ববর্তী সৎলোকদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্বে কোন নবী মৃত্যু কামনা করেন নাই। ইবনে জরীর ও সুদ্দী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম নবী যিনি মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তিনিই প্রথম নবী যিনি ইসলামের ওপরই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আ) সর্ব প্রথম আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন হে আল্লাহ আপনি-আমাকে ও আমার পিতা মাতাকে ক্ষমা করিয়া দিন আর আমার পরিবারের সেই সমস্ত লোকদিগকেও যাহারা ঈমান আনিয়াছে। "হযরত ইউসুফ তখনই মৃত্যু কামনা করিয়াছিলেন।" যদিও এই কথার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আমাদের শরীয়তে ইহা জায়েয নহে।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, কোন বিপদের কারণে কাহারও পক্ষে মৃত্যু কামনা করা জায়েয নহে। যদি তাহার মৃত্যু কামনা করা জরুরী হয় তবে সে যেন এইরূপ বলে, হে আল্লাহ! যতদিন আমার পক্ষে জীবন ধারণ করা কল্যাণকর হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় তখন

আমাকে মৃত্যু দান করুন। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অবশ্য তাহারা হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে যদি সে ভাল লোক হয় তবে জীবিত থাকিয়া আরো ভাল কাজ করিবে আর যদি মন্দ লোক হয় তবে সম্ভবত সে জীবিত থাকিয়া তওবা করিয়া লইবে। কিন্তু সে যেন এইরূপ দু'আ করে "হে আল্লাহ যতকাল আমার পক্ষে জীবিত থাকা কল্যাণকর হয় আমাকে জীবিত রাখুন আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে কল্যাণকর হবে আমাকে মৃত্যুদান করুন। ইমাম আহমদ (র).... উসামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসিলাম। অতঃপর তিনি আমাদিগকে নসীহত করিলেন, ফলে আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস (রা) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বহু ক্রন্দন করিলেন, এবং তিনি বলিলেন আহ! যদি আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। তখন নবী করীম (স) বলিলেন, হে সা'দ! আমার নিকট বসিয়া তুমি কাঁদিতেছ? এইরূপ তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন হে সা'দ যদি তোমাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়া থাকে তবে তোমার দীর্ঘ জীবন ও নেক আমল তোমার পক্ষে উত্তম।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র).... আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত—তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের কেহ যেন বিপদের কারণে মৃত্যু কামনা না করে আর উহা আসিবার পূর্বে উহার দু'আ ও হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) তাহার খিলাফতের শেষ দিকে যখন রাষ্ট্রীয় বিশৃংখলা দেখিতে পাইলেন এবং কোন উপয়েই উহার কোন সমাধা হইতেছিল না। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ। আপনি আমাকে মৃত্যুদান করুন, আমি তাহাদিগকে বহু গালি দিয়াছি আর তাহারাও আমাকে বহু গালি দিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) এর সঙ্গে যখন খুরাসানের শাসকের বিরোধ দেখা দিল তখন তিনি দু'আ করিলেন হে আল্লাহ আমাকে মৃত্যু দিন। হাদীসে বর্ণিত যখন দজ্জালের আবির্ভাব হইবে তখন কেহ কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিবার সময় বলিবে, হায়। আমি যদি এখানে হইতাম। কারণ তখন নানা প্রকার ফেৎনা-ফাসাদ প্রকাশ ঘটিবে। এবং উহাতে লিপ্ত হইয়া তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে। আবূ জাফর ইবনে জরীর (রা) বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্ররা যাহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত অসদাচরণ করিয়াছিল, হযরত ইয়াকূব (আ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছিলেন।

কাসিম (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন.... তিনি আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর যাবতীয় অশান্তি দূর করিয়া দিলেন এবং মিসরে সকলেই একত্রিত হইয়া যেন ও না করে। অবশ্য যদি কাহারো স্বীয় আমলের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকে তবে তাহার

পক্ষে অনুমতি আছে। শুন, যখন কেহ মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়। মু'মিনের আমল তাহার কল্যাণকে বৃদ্ধি করে। হাদীসটি শুধু ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। মৃত্যুর কামনা নিষিদ্ধ কেবল সেই ক্ষেত্রে যখন পার্থিব বিপদ আসে এবং কেবল মৃত্যু কামনাকারীর সত্তার সহিত উহা খাস হয়। কিন্তু যদি বিপদ দ্বীনের সহিত সম্পর্কিত হয় তখন মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ফিরআউনের যাদুকরদের সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যাহাদিগকে ফিরআউন ইসলাম গ্রহণের দায়ে হত্যা করিবার ধমক দিয়াছিল। তাহারা তখন বলিয়াছিল رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ধৈর্য দান করুন এবং ইসলামের উপর মৃত্যু দান করুন। হযরত মারইয়াম (আ)-এর যখন প্রসব বেদনা শুরু হইল এবং তিনি খেজুর তলায় আসিলেন তখন তিনি আল্লাহর দরবারে বলিয়াছিলেন يَالَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا হযরত মারইয়াম (আ) যেহেতু বিবাহিতা ছিলেন না একমাত্র আল্লাহ কুদরতেই তিনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন অতএব মানুষ তাহাকে অপবাদ দিবে এই লজ্জায় তিনি মৃত্যু কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন হায়! যদি ইহার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। যখন তিনি সন্তান প্রসব করিলেন তখন লোকেরা তাহাকে চিৎকার করিয়া বলিল ঃ

يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا يَآ اُخْتَ هَارُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَسَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا –

হে মারইয়াম তুমি তো বড় অশ্লিল কাজ করিয়াছ তোমার পিতাও মন্দ লোক ছিলেন না আর তোমার মাতাও অসতী মহিলা ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এই অপবাদ হইতে তাহার মুক্তির পথ বাহির করিয়া দিলেন তিনি যে শিশুকে প্রসব করিলেন সে সেই অবস্থায় বলিয়া উঠিল যে সে আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতএব উহা একটি বিরাট মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হইল। ইমাম আহমদ ও তিরমিযী (র) হযরত মু'আয (রা) হইতে এই দু'আ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হে আল্লাহ! যখন আপনি কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ফিতনার ইচ্ছা করেন তখন আমাকে ফিৎনা মুক্ত রাখিয়া মৃত্যু দান করুন।

ইমাম আহমদ (র)....মাহমূদ ইবন লবীদ হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, দুইটি বিষয়কে মানুষ অপছন্দ করে। ১. মানুষ মৃত্যু অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু ফিৎনা হইতে উত্তম। ২. মানুষ অল্প মাল অপছন্দ করে অথচ অল্প মাল হিসাব দেয়ার জন্য সহজতর। সারকথা হইল, দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় লিপ্ত

হইলে মৃত্যু কামনা করা জায়েয আছে। এই কারণে বসবাস করিতে লাগিলেন। তখন একদিন তাহার পুত্রগণ নির্জনে একে অপরকে বলিতে লাগিল আমরা আমাদের আব্বাকে এবং আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছি তাহা কি তোমাদের জানা নাই? তাহারা বলিল হাঁ। এখন যদিও তাহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন তাহা কি তোমরা জান? অতঃপর তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাহারা তাহাদের আব্বার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনার জন্য অনুরোধ করিবে।

অতঃপর একদিন তাহারা তাহাদের আব্বার পার্শে বসিল তখন হযরত ইউসুফ (আ)ও তাহার আব্বার অপর পার্শে বসা ছিলেন। তাহারা হযরত ইয়াকূব (আ) কে বলিলেন আব্বা! আমরা আপনার নিকট আজ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আসিয়াছি যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আমরা কখনো আপনার নিকট আসি নাই। আর আজ আমরা এমন বিপদে লিপ্ত হইয়াছি যে আজ পর্যন্ত এইরূপে বিপদে কোন দিন লিপ্ত হই নাই। তাহাদের এই কাকুতি মিনতির কারণে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অন্তর বিগলিত হইল আর আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরতো স্বাভাবিক ভাবেই অতি কোমল। তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসগণ! তোমাদের প্রয়োজন কি বল, তাহারা বলিল, আপনার তো আর এই কথা অজানা নাই যে আমরা আপনার সহিত ও আমাদের ভাই ইউসুফ (আ)-এর সহিত কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি। তাহারা বলিল, আপনারা কি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন নাই? তাহারা বলিলেন, হাঁ, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ আবার বলিল, আপনারা ক্ষমা করিয়া দিলেও উহা আমাদের কোন উপকার করিবে না যদি আল্লাহ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া না দেন। তখন ইয়াকূব (আ) বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা কি চাও? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন ইহাই আমাদের কাম্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, এই সম্পর্কে যখন আপনার নিকট অহী আসিবে তখন আমাদের সান্ত্বনা হইবে ও চক্ষু শীতল হইবে। তাহা না হইলে সারা জীবন আমাদের সান্ত্বনা হইবে না।

রাবী বলেন, অতঃপর হযরত ইয়াকূব কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতার পশ্চাতে এবং তাহারা সকলে তাহাদের উভয়ের পশ্চাতে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত দাঁড়াইল। অতঃপর তিনি দু'আ করিলেন এবং ইউসুফ (আ) আমীন বলিলেন— এইভাবে দু'আ হইতে লাগিল কিন্তু বিশ বছর যাবত তাহাদের দু'আ কবূল হইল না। এমনকি বিশ বছর পর্যন্ত যখন তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হইতে লাগিল তখন ইয়াকূব (আ)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'তালা আমাকে এই সুসংবাদসহ প্রেরণ করিয়াছেন যে তিনি আপনার দু'আ কবূল করিয়াছেন এবং আপনার পুত্রগণ যে অসদাচরণ করিয়াছে উহা তিনি ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তও লইয়াছেন যে আপনার পর তাহাদিগকে তিনি নবুয়ত দান করিবেন। তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর (রা) বলেন, হাদীসটি হযরত আনাস (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইয়াযীদ রাক্কাশী ও সালেহ মুররী উভয়ই দুর্বল রাবী। সুদ্দী (রা) বলেন, যখন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-কে অসীয়ত করিলেন যে তাহাকে যেন হযরত ইবরাহীম ও ইসহাকের নিকট দাফন করা হয়। অতঃপর যখন তাহার মৃত্যু হইল তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাহাকে সিরীয়া পাঠাইয়া দিলেন এবং উভয় নবীদ্বয়ের নিকট তাহাকে দাফন করা হইল।

(١٠٢) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ج وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ○
(١٠٣) وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○
(١٠٤) وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ط اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

১০২. ইহা অদৃশ্য লোকের সংবাদ যাহা তোমাকে আমি ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি ষড়যন্ত্র কালে যখন উহারা মতৈক্যে পৌঁছিয়াছিল তখন তুমি উহাদিগের সংগে ছিলে না।

১০৩. তুমি যতই চাহ না কেন অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করিবার নহে।

১০৪. এবং তুমি তাহাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক দাবী করিতেছ না ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ ব্যতিত কিছু নয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ও তাঁহার ভাইদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরবর্তীতে কিভাবে তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাকে সাম্রাজ্যের শক্তি দান করিয়া কিভাবে তাহাকে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট করিয়াছেন অথচ, তাঁহার ভাইরা তাহাকে ধ্বংস ও নিপাত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল উহার আলোচনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এই ঘটনা ও ইহার অনুরূপ আরো ঘটনার সংবাদ দান করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন এই সমস্ত গায়েবের সংবাদ। نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনার নিকট গায়েবের এই সংবাদ দান করিয়াছি যেন ইহা দ্বারা আপনি নসীহত গ্রহণ করুন আর যাহারা আপনার বিরোধিতা করিতেছে তাহারাও যেন উপদেশ লাভ করে। وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আপনি তাহাদের নিকট ছিলেন না। আর তাহাদিগকে দেখিতেও পান নাই اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ যখন তাহারা হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ

اَقْلَامَهُمْ আর তাহাদের নিকটও ছিলেন না যখন তাহরা হযরত মারইয়াম (আ)-এর প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কলম নিক্ষেপ করিতেছিল وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ আর যখন আমি হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলাম তখনও আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا আর আপনি মাদিয়ান বাসীদের মাঝেও ছিলেন না অথচ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ঘটনাবলী জানাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন وَمَا كَانَ لِيْ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ আর ঊর্ধ্বাকাশে ফিরিশ্তাগণ যখন আলোচনা করিতেছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

اِنْ يُّوْحٰى اِلَّا اِنَّمَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ বরং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবকিছুই ওহীর মধ্যে অবগত করান হইয়াছে। অতএব যাহারা তাহার কথা অমান্য করে তিনি তাহাদিগের জন্য ভীতিপ্রদর্শণকারী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন— হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহাদিগকে পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ সম্পর্কে অবগত করাইয়াছেন যে ঘটনাসমূহের মধ্যে তাহাদের জন্য নসীহত-উপদেশ এবং তাহাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। অথচ এতদসত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করিতেছে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْنَكَ আপনি যদি অধিকাংশ লোকের মত মানিয়া নেন তাহা হইলে তাহারা আপনাকে ভ্রান্ত করিয়া দিবে। কারণ অধিকাংশ লোকই তো কাফের। অতএব কাফিরদের মত মান্য করিলে ভ্রান্ত হওয়ার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না وَمَا تَسْاَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আপনি নিঃস্বার্থভাবে কেবল আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করিয়া থাকেন তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার পারিশ্রমিক ও চাঁদা আপনি প্রার্থনা করেন না। اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ইহা তো কেবল সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ যাহা দ্বারা তাহারা নসীহত ও উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং পার্থিব ও পারলৌকক শান্তি ও মুক্তি লাভ করিবে।

(١٠٥) وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○
(١٠٦) وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ○
(١٠٧) اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ
السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

১০৫. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।

১০৬. তাহাদিগের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁহার শরীক করে।

১০৭. তবে কি তাহারা আল্লাহর সর্বগ্রাসি শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ ?

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাওহীদের দলীলসমূহ সম্পর্কে ও তাহার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কোন চিন্তা ভাবনা করে না তাহাদের এই গাফলতী সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা অভিযোগ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা বিশাল যমীন ও আসমানসমূহের মধ্যে তাওহীদের নানা প্রকার নিদর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন চন্দ্র-সূর্য উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ উহাদের কিছু স্থির এবং কিছু চলমান এবং চলমান নক্ষত্রসমূহের জন্য তিনি গতিপথও সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীকে তিনি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ক্ষেত খামারের যমীন বাগান-উদ্যান পাহাড় ও পর্বতমালা বিশাল সমুদ্র ও তরঙ্গমালা বিশাল ময়দান ও বনভূমি তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এই যমীনে তিনিই নানা প্রকার ফলমূল উৎপাদন করিয়াছেন যাহার কিছু কিছু পারস্পরিক সাদৃশ্য কিন্তু উহাদের স্বাদ ও গন্ধ ভিন্ন। তিনিই এই যমীনে অসংখ্য প্রাণীকে জীবন দান করেন আবার তিনিই মৃত্যুদান করেন। অতএব সেই সত্তা যিনি এতশক্তির অধিকারী এবং এই সবকিছুই যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি পূত-পবিত্র এবং এক ও অদ্বিতীয় তিনি চিরজীবি তিনি কাহারও প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক আল্লাহর এই সমস্ত গুণাবলী ও সৃষ্টির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে না— সুতরাং তাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমানও রাখে না।

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ আর যাহারা আল্লাহর প্রতিতো ঈমান রাখে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ লোক শিরকের অভিশাপে লিপ্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকদের ঈমান হইল এতটুকু যখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় আসমানসমূহ যমীন ও পর্বতমালার সৃষ্টিকর্তা কে? তখন তাহারা বলে, আল্লাহ। অথচ তাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। মুজাহিদ, আতা, ইকরিমাহ, শা'বী, কাতাদাহ, যাহ্হাক, আব্দুর রহমান ইবনে আসলাম (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত মুশরিকরা হজ্জকালে এই বলিয়া তালবিয়াহ পড়িত। হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নাই কিন্তু অবশ্য যেই শরীক আছে তাহার মালিকও আপনিই। এবং যে শরীক যে সমস্ত বস্তুর মালিক উহারও প্রকৃত মালিক আপনিই। সহীহ মুসলিম শরীফ আরো বর্ণিত আছে মুশরিকরা যখন

এই কথা বলিত, হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে হাযির আপনার কোন শরীক নাই তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন বহ্ বহ্ অর্থাৎ আর কিছু বলিও না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। শিরক অত্যন্ত গুরুতর যুলুম। আর আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করাই হইল বড় রকমর শিরক। বুখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত আব্দুলুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সর্বাধিক বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত অন্যকে শরীক করা হইল সর্বাধিক বড় গুনাহ। হযরত হাসান বসরী (র) وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মুনাফিকরাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা কেবল মানুষকে দেখাইবার জন্য ভাল কাজ করিয়া থাকে তাহাদের এই রিয়াও লৌকিকতা ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে আর তাহারা আল্লাহর ধোকায় রহিয়াছে— তাহরা অতি অলসতাভরে সালাতের জন্য দন্ডায়মান হয়। কেবল মানুষকে দেখাইবার জন্যই তাহারা সালাত পড়িতে যায়। নামকে ওয়াস্তে তাহারা আল্লাহর যিকির করে। কোন কোন শিরক এতই শুক্ষ্ম হয় যে, যে ব্যক্তি শিরক করে সেও উহা বুঝিতে পারে না। যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামাহ্ আসেম ইবনে আবূ নজুদ বর্ণনা করেন, তিনি উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার হযরত হুযায়ফা (র) এক রোগীর কাছে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাহার বাসায় একটি সূতা বাঁধা আছে অতঃপর তিনি উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন অথবা খুলিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন ঃ

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ- হাদীসে শরীফ বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহার নামে কসম খাইয়াছে সে শিরক করিয়াছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ননা করিয়াছেন এবং ইহাকে "হাসান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঝাড়-ফুঁক ও মিথ্যা তাবীয ব্যবহার করাও শিরক। আবূ দাউদ ও আহমদ (র) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করাও শিরক— আল্লাহ তা'আলার তাওয়াক্কুল দ্বারাই সমস্ত বিপদ দূর করিয়া দেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বিস্তারিত বর্ণনা

করেন, তিনি বলেন আবূ মু'আবিয়া (র)....আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যয়নাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) তাহার প্রয়োজন সারিয়া বাড়ী আসিতেন তখন তিনি দরজার নিকট আসিয়া কাশি দিতেন এবং থুথু ফেলিতেন যেন আমরা তাহার আগমন বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া যাই এবং এমন কোন কাজ তাহার সম্মুখে না ঘটে যাহা তিনি অপছন্দ করেন। একদিন তিনি বাড়ী ফিরিয়া তাহার অভ্যাসনুযায়ী কাশি দিলেন তখন আমার নিকট এক বৃদ্ধ আমাকে অসুখের জন্য তাবীয দিতেছিল আমি তাহার কাশির শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধাকে আমার চৌকির নীচে ঢাকিয়া রাখিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার পাশে বসিয়া আমার গলায় একটি তাবীয দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। এইটি কি? আমি বলিলাম ইহা একটি তাবীয। তখন তিনি উহা ধরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এবং তিনি বলিলেন আব্দুল্লাহর বাড়ী শিরক-এর প্রতি মুখাপেক্ষি নহে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত যয়নাব বলেন, আমি তখন তাহাকে বলিলাম আপনি এই কথা বলিতেছেন? অথচ একবার আমার চক্ষু রোগাক্রান্ত হইলে আমি এক ইয়াহূদীর নিকট যাইতাম ইয়াহূদী আমাকে ঝাড়িয়া দিলে আমি রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন তোমার চক্ষুতে শয়তান আঘাত মারিত এবং ইয়াহূদীর ঝাড়-ফুঁকে উহা সারিয়া যাইত। রাসূলুল্লাহর (সা) যে দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন তোমার পক্ষে তাই বলাই যথেষ্ট।

اِذْهَبِ الْبَأْسِ رَبَّ النَّاسِ اَشْفَ وَاَنْتَ الشَّافِيْ لَاشْفَا اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادُ
شِقَمًا

হে মানবকুলের প্রতিপালক আপনি কষ্ট দূর করিয়া দিন আপনি রোগমুক্ত করুন আপনি রোগ হইতে মুক্তিদানকারী রোগমুক্তির আপনার ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। রোগ মুক্তির এমন ব্যবস্থা যাহা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ইমাম আহমদ (র)....আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম অসুস্থ ছিলেন তাহাকে বলা হইল, যদি আপনি কোন তাবীয ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। তখন তিনি বলিলেন, আমি তাবীয ব্যবহার করিব? অথচ নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে তাহাকে তাবীযের প্রতিই অর্পণ করা হয়। হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছন। ইমাম আহমদ (র) এর মুসনাদ গ্রন্থে উকবাহ ইবনে আমির হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলায় সে শিরক করে। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করে আল্লাহ যেন তাহার কাজ সম্পন্ন না করেন, আর যে ব্যক্তি তাহার গলায় তাবীয ঝুলায় আল্লাহ যেন তাহার কাজকেও ঝুলাইয়া রাখেন।

হযরত আলা তাহার পিতা হইত তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি সমস্ত শরীক হইতে বে-নিয়ায যে ব্যক্তি তাহার কোন কাজে আমার সাহিত কাহাকেও শরীক করে আমি তাহাকে এবং তাহার কাজকে ছাড়িয়া দেই। ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সায়ীদ ইবনে আবূ ফাযালা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি আল্লাহ তা'আলা যেদিনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোককে একত্রিত করিবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে— যে ব্যক্তি তাহার কোন আমলে শিরক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় তাহার নিকট প্রার্থনা করে— যাহাকে সে শরীক বানাইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত শরীকদের অপেক্ষা শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নিয়ায। হাদীসটি ইমাম আহমদ রেওয়াত করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তোমাদের উপর সর্বাধিক যেই বস্তুর আমি ভয় করি তাহা হইল ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, 'রিয়া' (লৌকিকতা) কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'য়ালা যখন মানুষকে তাহাদের আমলের বিনিময় দান করিবেন তখন রিয়াকারদিগকে বলিবেন দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমল করিয়াছিলে, তোমরা তাহাদের নিকট গিয়া দেখ তোমাদের আমলের কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইসমাঈল ইবনে জা'ফর....মাহমূদ ইবনে লবীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)....আব্দুলাহ্ ইবনে অমর হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করিয়া তাহার কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন সে শিরক করিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। উহার কাফফারা কি হইবে? তিনি বলিলেন, সে এই কথা বলিবে হে আল্লাহ্ আপনার কল্যাণ ব্যতিত আর কোন কল্যাণ নাই আর আপনার পক্ষের শুভ ব্যতিত আর কোন শুভ নাই। আর আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর বর্ণনা করিয়াছেন....তিনি বলেন হযরত আবূ মূসা আশ'আরী একদিন খোতবা দানকালে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরককে ভয় কর উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হারব ও কয়েস ইবনে মুযারিব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হয় আপনি ইহার দলীল পেশ করিবেন নতুবা আমরা উমর (রা)-এর নিকট গিয়া আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিব। তখন তিনি বলিলেন আমি ইহার দলীল পেশ করিতেছি। একদিন

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করিলেন, তিনি তাঁহার ভাষণে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা শিরক হইতে বাচ, উহা পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল শিরক যখন পিপিলিকার চল হইতেও গোপন এই পরিস্থিতিতে আমরা উহা হইতে কি ভাবে বাঁচিব? তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিবে, হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমাদের জানা আছে— আপনার সহিত সেই শিরকে লিপ্ত হওয়া হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর যাহা আমাদের জানা নাই উহা হইতেও আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং উহাতে প্রশ্নকারী হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র).... মা'কিল ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম কিংবা তিনি বলিলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, শিরক পিপিলিকার চলন হইতেও তোমাদের মধ্যে অধিক গোপন হইয়া আছে। অতঃপর তিনি বলিলন যাহা ছোট ও বড় শিরককে দূর করিয়া দেয় তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? তোমাদের সকলেই এই দু'আ করিবে হে আল্লাহ! যে শিরক সম্পর্কে আমার জানা আছে তাহা হইতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর অজানা কোন শিরক করিয়া বসিলে উহার জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হাফিয আবূল কাসিম বাগভী (রা)....আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিতেছেন "আমার উম্মতের মধ্যে শিরক পাথরের উপর পিপিলিকার চলন হইতেও অধিক গোপন। রাবী বলেন তখন আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহা হইতে বাচিবার উপায় কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন অধিক কম ছোট-বড় সর্বপ্রকার শিরক যাহাতে দূর হইতে পারে উহা কি আমি আপনাকে দিব না? তিনি বলিলেন জী হাঁ ইহা রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন আপনি এই দু'আ করিবেন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مَنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ - وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

হে আল্লাহ! যে শিরক আমার জানা আছে উহাতে লিপ্ত হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতছি। আর যে শিরক আমি না জানা অবস্থায় করিয়াছি উহার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইমাম দারেকুতনী (র) বলেন আবূ নযর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী

ইয়ালা ইবনে আতা (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত আবূ বকর (রা) একবার বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন একটি দু'আ শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা আমি সকালে সন্ধ্যায় এবং শয়নকালে দু'আ করিব তখন তিনি বলিলেন, আপনি এই দু'আ করিবেন

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكِهٖ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

হে আল্লাহ। হে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা গায়েব ও হাযির সম্পর্ক পরিজ্ঞাত যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমার প্রবৃত্তির অকল্যাণ হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি শয়তনের অকল্যাণ ও উহার শিরক হইত। হাদীসটি আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন এবং নাসায়ী উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার বর্ণনায় আরো কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন,....তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন— তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই দু'আ পড়িতে বলিয়াছেন অতঃপর তিনি উক্ত দু'আ উল্লেখ করিয়া শেষে এইটকুও বৃদ্ধি করেন

وَاَنْ اِقْتَرَفَ نَفْسِيْ سُوْءًا اَوْ اَجُرَّهٗ اِلٰي مُسْلِمٍ قَوْلُهٗ (اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ)

অর্থাৎ সেই সমস্ত মুশরিকরা কি এই বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে তাহাদের উপর এমন শাস্তি অবতীর্ণ হইবে যাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। যেমন,

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে

اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُوْنَ - اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ - اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ যাহারা অপকর্মসমূহের ষড়যন্ত্র করিয়াছে তাহারা কি ইহা হইতে নিরাপদ হইয়াছে যে আল্লাহ তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিয়া দিবেন কিংবা তাহাদের প্রতি অন্য কোন শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন অথচ তাহারা বুঝিতেও পারিবে না। অথবা আল্লাহ তাহাদের উঠিতে বসিতে সব সময়ই তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন কিংবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া

তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন আর আল্লাহ তো কোন ব্যাপারে অক্ষম নন। তোমাদের প্রভু বড় দয়ালু ও মেহেরবান" (নাহল ৪৫-৪৭)।

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে—

اَفَأَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَائِمُوْنَ - اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضَحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ - اَفَأَمِنُوْا مَكْرَاللّٰهِ فَلاَ يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ-

"জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া গিয়াছে যে রাতের বেলা তাহাদের নিদ্রাকালেই আমার শাস্তি তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইবে। কিংবা জনপদের লোকেরা কি ইহা হইতেও নিশ্চিন্ত হইয়াছে যে দিনের বেলা তাহাদের খেলধূলার সময়ই আমার শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। তাহারা কি আল্লাহর শাস্তি হইত নিশ্চিত হইয়াছে? অথচ আল্লাহর শাস্তি হইতে কেবল ক্ষতিগ্রস্থ লোকরাই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।"

(١٠٨) قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۗ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৮. বল ইহাই আমার পথ; আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।

তফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে এই নির্দেশ দিতেছেন তিনি মানুষকে এই সংবাদ প্রদান করেন যে তাওহীদের প্রতি দাও'আত ও আহ্বান করাই আমার পথ। পূর্ণ বিশ্বাস ও দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াই আমি উহার দিকে মানুষকে আহ্বান করিতেছি। এবং যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে তাহারাও শরীয়ত ভিত্তিক দলীল-প্রমাণ যুক্তি ও পূর্ণ আস্থাসহকারেই সেই পথের দিকেই মানুষকে আহ্বান করে যাহার দিকে রাসূলুল্লাহ (সা) আহ্বান করেন قَوْلُهٗ سُبْحَانَ اللّٰهِ আমি আল্লাহকে তাহার কোন শরীক ও সমকক্ষ হইতে তাহার কোন পিতা-পুত্র স্ত্রী হইতে এবং উজীর-নাজীর নিযুক্ত করা হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। তিনি এইসব কিছু হইতে উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا -

সাত আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে আর সব কিছুই তাহার প্রশংসার সহিত তাহার তাসবীহ করে কিন্তু তোমরা তাহাদের তাসবীহ বুঝ না। নিঃসন্দেহে তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী।

(١٠٩) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১০৯. তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদিগের মধ্য হইতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহাদিগের নিকট ওহী পাঠাইতাম। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই। এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল তাহা কি দেখে নাই? যাহারা মত্তাকী তাহাদিগের জন্য পরলোকই শ্রেয়। তোমরা বুঝ না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কেবল পুরুষদিগকেই রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন, নারীদিগকে নহে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এমতই পোষণ করেন। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে আল্লাহ তা'আলা কোন আদম কন্যার প্রতি এমন অহী প্রেরণ করেন নাই যাহা দ্বারা শরীয়তের ধারক হইতে পারে। অবশ্য কেহ কেহ বলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারাহ, হযরত মুসা (আ)-এর তা, আর ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারিয়াম বিনতে ইমরান নবুয়াত প্রাপ্তা ছিলেন লীল হিসাবে তাহারা বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ হযরত সারাহকে হযরত ইসহাক (আ)-এর পর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর জন্ম গ্রহণ করিবার সুসংবাদ দিয়াছিলেন আর হযরত মূসা (আ)-এর মাতার নিকটও অহী প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ। অর্থাৎ আমি মূসা (আ)-এর মাতার নিকট এই অহী প্রেরণ করিলাম তুমি তাহাকে দুধ পান করাও। আর হযরত মারিয়াম (আ)-এর নিকট ফিরিশ্‌তা আসিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণ করিবার সুসংবাদ দান করিলেন ইরশাদ হইয়াছে

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ط يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন হে মারিয়াম! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মনোনীতা করিয়াছেন ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীদের উপর আপনাকে মনোনিতা করিয়াছেন। হে মারিয়াম! আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করুন তাহাকে সিজদা করুন এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকু করুন। উপরোক্ত মহিলাদের প্রতি কেবল এতটুকু ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্ত কেবল এতটুকুতে কেহ নবী হইতে পারে না। অবশ্য তাহাদের নবুয়তের দ্বারা যদি শুধু কেবল তাহাদের মর্যাদাকে বুঝান হইয়া থাকে তবে ইহা যে সত্য উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

তবে কেবল এতটুকু কাহারো নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট কি না সে সম্পর্কে কথা থাকিয়া যায়। আহলে সুন্নাত আল জামা'আত যে মত পোষণ করিয়াছে এবং আবূল হাসান আশ'য়ারী যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল, কোন নারী নবী হইতে পারে নাই। অবশ্য অনেকেই সিদ্দীকা হইয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা হযরত মারিয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন

مَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلَانِ الطَّعَامَ -

অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) কেবল আল্লাহর রাসূল ছিলেন তাহার পূর্বেও বহু রাসূল অতীত হইয়াছেন। তাহার মাতা সিদ্দীকাহ ছিলেন, তাহারা উভয়ই খাদ্যাহার করিতেন। অত্র আয়াতে হযরত মারিয়ামকে সর্বাধিক সম্মানিত যে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছে তাহা হইল সিদ্দীকাহ। যদি তিনি নবী হইতেন তাহা হইলে তাহাকে নবী বলিয়াই উল্লেখ করা হইত। কুরআনের ভাষায় তিনি কেবল সিদ্দীকাহ। যাহ্হাক (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন যাহাদিগকে নবুয়ত দান করা হইয়াছে তাহারা যমীনেরই অধিবাসী তাহারা আসমানের কোন ফিরিশ্‌তা নন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর এই মতের সমর্থনে এই আয়াত দ্বারা পাওয়া যায়

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ -

অর্থাৎ আপনার পূর্বে যত রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাহারা পানাহার করিতেন আর বাজারেও চলাফেরা করিতেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خَالِدِيْنَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ -

অর্থাৎ আর না আমি তাহাদিগকে এমন শরীরবিশিষ্ট করিয়াছিলাম যে তাহাদের পনাহারের প্রয়োজন ছিল না আর না তাহারা চিরজীবি ছিল। অতঃপর তাহাদের সহিত করা প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণ করিয়াছি। এবং তাহাদিগকে এবং অন্য যাহাকে আমি চাহিয়াছি মুক্তি দান করিয়াছি আর সীমাঅতিক্রমকারীদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

قَوْلُهٗ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ আমি তো কোন প্রথম রাসূল নহি অর্থাৎ আমার ন্যায় পূর্বে আরো অনেক রাসূল আসিয়াছেন। قَوْلُهٗ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى এখানে اَهْلَ الْقُرٰى

দ্বারা শহরের অধিবাসী বুঝান হইয়াছে। গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসী বুঝান হয় নাই। গ্রাম ও জঙ্গলের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কঠোর স্বভাব ও কঠোর চরিত্রের অধিকারী হইয়া থাকে। আর শহরের অধিবাসীরা সাধারণতঃ কোমল ও নরম স্বভাবের হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে যাহারা বস্তীতে বসবাস করে তাহারাও গ্রাম ও জঙ্গলের বসবাসকারীদর ন্যায় কঠোর ও বক্র স্বভাবের হইয়া থাকে। এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا نِفَاقًا বেদুঈনরা কুফর ও নিফাকের দিক থেকে অধিক কঠোর। হযরত কাতাদাহ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ইহার অর্থ হইল শহরের অধিবাসী তাহারা গ্রামের লোকদের তুলায় অধিক জ্ঞানী ও ধৈর্যশীল। এক হাদীসে বর্ণিত একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি উটনী হাদিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে উহার বিনিময় করিলেন কিন্তু সে উহা কম মনে করিল রাসূলুল্লাহ তাহাকে আরো অধিক দান করিলেন এমন কি সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছি যে কুরাইশী আনসারী সাক্বফী কিংবা দাওসী গোত্রীয় লোক ব্যতিত অন্য কাহার হাদীয়া গ্রহণ করিব না।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন হাজ্জাজ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন....তিনি হযরত ইবন ওমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, যে মুমিন মানুষের সহিত মেলামেশা করে এবং তাহাদের দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে সে সেই ব্যক্তি হইতে উত্তম যে না তো মানুষের সহিত মেলামেশা করে আর না তাহাদের দেওয়া কোন কষ্ট সহ্য করে।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) যাহারা আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে চায় তাহারা যমীনে ভ্রমণ করে নাই فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الخ তাহা হইলে পূর্ববর্তী যাহারা তাহাদের ন্যায় রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাদের পরিণাম দেখিতে পারিত কিরূপে আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ الخ অর্থাৎ তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ করে নাই তাহা হইলে তাহাদের অসূর দৃষ্টি দ্বারা বুঝিতে পারিত যে তাহাদের ন্যায় কত লোককে ধ্বংস করা হইয়াছে। আর মু'মিনগণকে মুক্তি দান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মাখলূকের মধ্যে এই নিয়মই চালু করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে। وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا অর্থাৎ মু'মিনগণকে যেমন পৃথিবীতে মুক্তি দান করিয়াছি অনুরূপভাবে পরকালেও মুক্তিদান করিব তবে পরকালের মুক্তি ও উহার নিয়ামতরাজী ইহকাল অপেক্ষো অধিক উত্তম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ يَوْمَ لَا
يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ-

"আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করিব আর কিয়ামত দিবসেও যেদিন যালেমদের জন্য তাহাদের ওজর কোন উপকার করিবে না তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ আর পরকালের ঘর তাহাদের জন্য বড়ই খারাপ" (মোমিন-৫১-৫২)। আর دَارُ শব্দটিকে اٰخِرَةِ এর প্রতি اِضَافَتْ (সম্বন্ধিত) করা হইয়াছে। আরবী ভাষায় এইরূপ اِضَافَتْ এর বহু ব্যরহার হইয়া থাকে। যেমন صَلٰوةِ الْاُوْلٰى - مَسْجِدِ الْجَامِعِ - عَامِ اَوَّلٍ - بَارِحَةَ الْاُوْلٰى ও يَوْمَ الْخَمِيْسِ আরবী কবিতায়ও এইরূপ বহু اِضَافَتْ বিদ্যমান।

(١١٠) حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হইল এবং লোকে ভাবিল যে রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাদিগের নিকট আমার সাহায্য আসিল। এইভাবে আমি যাহাকে ইচ্ছা করি সে উদ্ধার পায়। অপরাধী সম্প্রদায় হইতে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যখন আম্বিয়ারে কিরামের প্রতি কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হয় এবং তাহারা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় থাকেন তখন তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) কে যখন নানা প্রকার কঠিন বিপদ দ্বারা প্রকম্পিত করা হইল এমনকি তাহারা আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিলেন, আল্লাহ! আপনার সাহায্য কখন আসিয়া এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে?

كَذَّبُوْا শব্দটির মধ্যে দুটি ক্বিরাত বিদ্যমান—একটি হইল ذَال কে তাশদীদ সহকারে পড়া। হযরত আয়েশা (রা) এইরূপই পড়িতেন। ইমাম বুখারী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে উরওয়াহ হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট তিনি এই আয়াতটি حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ সম্পর্কে এই প্রশ্ন করিল যে আয়াতটি কি كُذِبُوْا না كُذِّبُوْا তখন হযরত আয়েশা বলিলন كُذِّبُوْا তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তো আয়াতের অর্থ হইবে রাসূলগণ ধারণা করিলেন যে তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের ধারণা করিবার কি

ছিল? তাঁহাদিগকে তো নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হইত। হযরত আয়েশা বলিলেন, তাহারা ইহা নিশ্চিতভাবেই মন করিতেন যে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইত। হযরত উরওয়াহ বলেন আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম তবে তাহারা এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, তাদের নিকট মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন আল্লাহ্ পানাহ। রাসূলগণ কখনো আল্লাহ সম্পর্কে এই ধারণা করিতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তবে আয়াতের অর্থ কি হইবে? তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল অতঃপর তাহাদের উপর দীর্ঘদিন যাবৎ বিপদ স্থায়ী থাকায় এবং আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হওয়ায় তাহারাও ধারণা করিয়াছিল যে তাহাদের নিকট রাসূলগণের পক্ষ হইতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ। এমন কি যখন রাসূলগণ সে সমস্ত লোক হইতে নিরাশ হইলেন যাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাহারা এই ধারণা করিলেন যে এখনতো তাহাদের অনুসারীরাও তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আগত হইল। তাফসীরকার বলেন, আবূল ইয়ামান (র).... উরওয়াহ হইতে বণিত, তিনি বলন আমি হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কিরাত কি, قَدْ كُذِبُوْا (তাশদীদ ছাড়া) তিনি বলিলেন, আল্লাহ পানাহ। এইরূপ কিরাত হইতে পারে না।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে খবর দিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) قَدْ كُذِبُوْا তাশদীদ ছাড়া পড়িতেন। ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন অতঃপর ইবনে আব্বাস আমাকে বলিলেন তাহারা মানুষই তো ছিলেন অতঃপর দলীল হিসাবে এই আয়াত পড়িলেন حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত দেখিয়া রাসূলগণ ও সেই সমস্ত লাকেরা যাহারা তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল বলিয়া উঠিল— আল্লাহ্‌র সাহায্য কবে আসিবে? মনে রাখিও আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন ইবনে আবী মুলায়কাহ আমাকে বলিলেন উরওয়াহ আমাকে হযরত আয়েশা (রা) হইতে খরব দিয়াছেন যে তিনি ইহার বিরোধিতা করেন ও ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত যে ওয়াদাই করিয়াছেন উহা সম্পর্কে তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে উহা অবশ্যই ঘটিবে। তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কখনো এই ধারণা করেন নাই যে তাঁহার নিকট আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি কখনো ভুল হইবে। অবশ্য আম্বিয়া কিরাম (আ)-এর উপর ধারাবাহিকভাবে কঠিন বিপদ অবতীর্ণ হইত এ কারণে তাহাদের অন্তরে এই ধারণার সৃষ্টি হইত যে ধারাবাহিকভাবে এই বিপদের কারণে তাহাদের অনুসারীরাই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়া বসে।

ইবনে আবী মুলায়কাহ বলেন, উরওয়াহ (রা) এর বর্ণিত হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে হযরত আয়েশা قَدْ كُذِّبُوْا তাশদীদ সহ পড়িতেন। تَكْذِيْبُ ধাতুমূল হইতে ইহা নির্গত হইয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র)....ইয়াহ্ইয়া ইবন সায়ীদ হইতে বর্ণনা করেন। একবার কাসেম ইবন মুহাম্মদ এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী এ আয়াত حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوْا এর كُذِبُوْا তাশদীদ ছাড়া পড়িয়াছেন। তখন কাসেম বলিলেন তাহাকে আমার পক্ষ হইতে এই খবর দিবে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে এই আয়াত এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِّبُوْا অর্থাৎ ذَال-কে তাশদীহসহ। রাসূলগণের সহচরগণই তাহাদিগকে আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় কিরাত হইল ذَال তাশদীদ ছাড়া পড়া—তাফসীরকারগণ ইহার ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতবিরোধ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্ববর্তী তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি আয়াতকে এইরূপ পড়িতেন حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوْا অর্থাৎ ذَال কে তাশদীদ ছাড়া পড়িতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলিলেন ইহাকেই.তুমি খারাপ মনে কর। অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ হইতে অন্যান্য রাবীগণ যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত কিরাত তাহার বিরোধী। আ'মাশ মুসলিম হইতে তিনি ইবনে আব্বাস হইতে এই আয়াত حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا সম্পর্কে বলেন রাসূলগণ যখন তাঁহাদের কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের কওমরা যখন তাহাদের সম্পর্কে ধারণা করিল যে তাহারা তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা বলিয়াছে তখনই তাহাদের নিকট আল্লাহর সাহায্য আসিল।

نُنَجِّيْ مَنْ نَّشَاءُ অতঃপর যাহাকে আমার ইচ্ছা হইল শাস্তি হইতে মুক্তিদান করিলাম। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইমরান ইবনে হারেস সুলামী, আব্দুর রহমান ইবনে মু'আবিয়াহ, আলী ইবনে তালহা এবং আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস(রা) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে জরীর (র)....বলেন একজন কুরাইশী যুবক সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা কি করিল হে আবূ আব্দুল্লাহ! আয়াতের এই অক্ষরটি কিরূপ পড়িতে হইবে? আমি যখন পড়িতে পড়িতে এই আয়াতের নিকট আমি তখন আমার মনে হয় হায়।

যদি আমি এই সূরাটি না পড়িতাম। حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলিলেন হাঁ, যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান আনয়ন হইতে নিরাশ হইয়া গেলেন আর যাহাদের নিকট তাঁহারা প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা ধারণা করিল যে রাসূলগণ তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিয়াছেন এই ব্যাখ্যা শুনিয়া হযরত যাহ্হাক (র) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি বলিলন আজকের ন্যায় এত সুন্দর ব্যাখ্যা আমি কোন আলিম হইতে শুনিতে পাই নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে যদি আমার ইয়ামানও যাইতে হইত তবুও উহা আমার পক্ষে সহজ ছিল। ইবনে জরীর (রা) অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেন মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রা) সায়ীদ ইবন জুবাইরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এই জাওয়াব দান করিলেন। অতঃপর মুসলিম ইবনে ইয়াসার দন্ডায়মান হইয়া তাহার গলায় গলা লাগাইলেন এবং বলিলেন আল্লাহ তা'আলা আপনার পেরেশানী এমনিভাবে দূর করিয়া দিন যেমন আজ আপনি আমার পেরেমানী ও অস্থিরতা দূরিভূত করিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে আরো অনেক সূত্রে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইবন জুবাইর (রা) এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর করিয়াছেন এমনকি মুজাহিদ كُذِّبُوْا এর ذَالُ কে যবর দিয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ كَذَّبُوْا অবশ্য কোন কোন তাফসীরকার ظَنُّوْا এর সর্বনামটিকে মু'মিনদের প্রতি ফিরাইয়াছেন আবার কোন কোন তাফসীরকার কাফিরদের প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ কাফিররা কিংবা মু'মিনগণ এই ধারণা করিয়াছিল যে রাসূলগণ তাহাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসিবার ব্যাপারে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ হইতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের তাফসীরের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত যেমন ইবনে জরীর (র)....তামীম ইবনে হাযম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে এই আয়াত সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছি حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ অর্থাৎ যখন রাসূলগণ তাহাদের কওমের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইলেন আর তাহাদের কওম আল্লাহর সাহায্য বিলম্বিত হইতে দেখিয়া ধারণা করিল যে তাহাদের নিকট মিথ্যা ওয়াদা করা হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মসউদ (রা) হইতে এই একই ধরনের তাফসীর বিশিষ্ট দুই রেওয়ায়েত বর্ণিত। কিন্তু হযরত আয়েশা উহা অস্বীকার করেন। অবশ্য ইবনে জরীর হযরত আয়েশা (রা) এর তাফসীর ও কিরাতের সমর্থন করেন এবং অন্যান্য মতামতের প্রত্যাখ্যান করেন ও অপছন্দ করেন।

(١١١) لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

১১১. উহাদিগের বৃত্তান্তে বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য আছে শিক্ষা। ইহা এমন বাণী যাহা মিথ্যা রচনা নহে। কিন্তু মু'মিনদিগের জন্য ইহা পূর্ব গ্রন্থে যাহা আছে তাহার সমর্থন এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, হিদায়ত ও রহমত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন আম্বিয়ায়ে কিরামের তাহাদের কওমের সহিত যেসমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কিরূপে মু'মিনগণকে নাজাত দেওয়া হইয়াছিল আর কাফিরদিগকে কিভাবে ধ্বংস করা হইয়াছিল উহাতে عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ জ্ঞানীজনদের জন্য উপদেশ নিহিত আছে مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى অর্থাৎ এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতারিত আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহার মনগড়া রচিত গ্রন্থ নয়। وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ বরং ইহা আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সঠিক বিষয় সমূহকে সত্যায়িত করে এবং উহার মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়াছে উহাকে অস্বীকার করে উহার মধ্যে যে সমস্ত বিষয় রহিত হইয়াছে এবং যাহা এখনো অবশিষ্ট আছে উহা ঠিক ঠিকভাবে বর্ণনা করিয়া দেয়। وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ কুরআন সমস্ত শরীয়তের হুকুম আহকম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে। অর্থাৎ কোনটি হালাল কোনটি হারাম কোনটি অপছন্দনীয়ও কোনটি পছন্দনীয় উহা বর্ণনা করে ইহা ছাড়া শরীয়তের করণীয় কাজের মধ্যে কোনটি ওয়াজিব কোনটি মুস্তাহার উহাও বর্ণনা করে। নিষিদ্ধ হারাম কাজ ও উহার সাদৃশ্য মকরূহ কাজ সমূহকেও বর্ণনা করিতে বাদ দেয় নাই। ভবিষ্যতের বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত সংবাদ দান করে আল্লাহর সত্তা তাহার গুণাবলী এবং যে সমস্ত দোষসমূহ ইহতে তিনি পবিত্র তাহাও বর্ণনা করিতে ছাড়ে নাই। এই কারণেই আল কুরআন وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ মু'মিনদের অন্তরকে ভ্রান্তি ও গুমরাহী হইতে সঠিক পথের সন্ধান দান করে আর তাহারা এই কুরআনের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে রাব্বুল আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করে। আল্লাহর দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন ইহকাল ও পরকালে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর কিরামত দিবসে যখন অনেকের মুখমন্ডলি কাল ও বিবর্ণ হইব এবং অনেকের চেহারা উজ্জ্বল হইবে। সে দিনে তিনি উজ্জ্বল বেহারাবিশিষ্ট মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমীন। সুরা ইউসুফের তাফসীর সমাপ্ত হইল। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য তাহারই নিকট আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা রা'দ

মাদানী ৪৩ আয়াত, ৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓمّٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

১. আলিফ-লাম-সীম-রা–এ গুলি কুরআনের আয়াত; যাহা তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাই সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহাতে বিশ্বাস করে না।

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের শুরুতে যে মুকাত্তা'আত হরফসমূহ বিদ্যামান এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সূরা বাক্বারার শুরুতে করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে একথাও বলিয়াছি যে, সূরার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে সাধারণত: তাহার উদ্দেশ্য ইহাই যে, কুরআন আল্লাহর বাণী আল্লাহর পক্ষ হইতেই উহা অবতারিত, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতএব এখানেও মুকাত্তা'আত হরফসমূহের পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ অর্থাৎ ইহা আল্-কুরআনের আয়াতসমূহ। কোন কোন তাফসীরকারের মতে আল-কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এইমত ঠিক নহে। অতঃপর ইহার ওপর عُطُفُ (অন্বয়) করিয়া কিতাবের অন্যান্য صفات (গুণবাচক বিশেষপদ) বর্ণনা করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ اُنْزِلَ اِلَيْكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) এবং যাহা আপনার উপর অবতারিত হইয়াছে। مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উহা পরম সত্য। পূর্বের مُبْتَدَا (উদ্দেশ্য) এর خبر (বিধেয়) সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই সত্য এবং মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) এর তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আল্লামা ইবনে জারীর (রা) বলেন, واو টি যায়েদা

(অতিরিক্ত) অথবা একটি صِفَةٌ (গুণবাচকপদ) কে অন্যটির ওপর عَطْفٌ (অন্বয়) করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যেমন কবির এই কবিতার মধ্যে وَاوْ অব্যয়টি এরূপই ব্যবহৃত হইয়াছে–

اِلَى الْمَلِكِ الْقَوْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ + وَلَيْثُ الْكَتِيْبَةِ فِى الْمُزْدَحَمِ

وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُوْنَ "কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না" আয়াতটির বিষয়বস্তু وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مُؤْمِنِيْنَ "যদিও আপনি তাহাদের ঈমান আনার প্রতি লোভ করেন কিন্তু তাহদের অধিকাংশই ঈমান আনিবেনা" এর বিষয়বস্তুর অনুরূপ। অর্থাৎ কুরআনের আয়াতসমূহে যদিও সর্বপ্রকার স্পষ্টতা রহিয়াছে তবুও তাহাদের অন্তরের রেগের করণে অধিকাংশই ঈমান আনিবে না।

(٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

২. আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশ মণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ও বিশাল সম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, যে আল্লাহর স্বীয় কুদরতেই আসমানসমূহকে বিনা খুঁটিতেই উঁচু করিয়া রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে এত দূরে রাখিয়াছেন যে তাহার শেষ প্রান্ত পাওয়াই দুষ্কর। প্রথম আসমান এই পৃথিবী; পানি ও শূন্যমন্ডলীকে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ইহা তাহার চতুর্দিক হইতেই পৃথিবী হইতে সমান দূরত্বে অবস্থিত। সর্বদিক হইতেই আসমান পৃথিবী হইতে পাঁচশত বৎসরের উর্ধ্বে অবস্থিত। এবং ইহার ঘনত্বও পাঁচশত বৎসরের। দ্বিতীয় আসমান প্রথম আসমানকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে এবং উভয়ের মাঝেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব বিদ্যমান। অনুরূপভাবে তৃতীয় তারপর চতুর্থ তারপর পঞ্চম তারপর ষষ্ট ও সপ্তম আসমান রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাতটি আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনও সাতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, সাতটি আসমান এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয়

বস্তু কুরসীর তুলনায় তদ্রূপ যেমন কোন বিশাল ময়দানে একটি রিং পড়িয়া আছে। এবং কুরসী আরশের তুলনায় ঠিক তদ্রূপ। আর আরশ যে কত বড়, তা কেবল আল্লাহই জানেন। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত, আরশ ও যমীনের মাঝে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব বিদ্যমান এবং আরশের উভয় প্রান্তের মাঝেও পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দূরত্ব রহিয়াছে। এবং আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত। قَوْلُهُ تَعَالَى بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রা) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আসমানের খুঁটি আছে কিন্তু আমরা উহা দেখিতে পাই না। হযরত ইয়াস ইবনে মু'আবীয়াহ্ (র) বলেন, আসমান যমীনের উপর কোন খুঁটি ছাড়াই গম্বুজের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। হযরত কাতাদাহ (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। পবিত্র কুরআনের অগ্রপশ্চাত মিলাইলেই ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ الخ দ্বারাও ইহাই বুঝায় যায়। تَرَوْنَهَا বাক্যটি نَفْىُ এর তাকীদ সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ আসমানগুলি খুঁটি ছাড়াই উচ্চে দন্ডায়মান যেমন তোমরা উহা দেখিতে পাইতেছ। ইহাই আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। উমাইয়্যাহ ইবনে আবূ সলতের কবিতায় দেখা যায়—যাহার কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহার কবিতা তো ঈমান আনিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তর ঈমান গ্রহণ করে নাই। কেহ কেহ বলেন নিম্নের কবিতা উমাইয়্যাহর নহে বরং হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের।

اَنْتَ الَّذِىْ مِنْ فَضْلٍ وَرَحْمَةٍ + بَعَثْتَ اِلَى مُوسَى رَسُوْلًا مُنَادِيًا

অর্থাৎ, আপনি তো সেই মহান আল্লাহ যিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় হযরত মূসা (আ) কে স্বীয় ভ্রাতা হযরত হারূনের সাথে রাসূল বানাইয়া ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

فَقُلْتُ لَهُ فَاذْهَبْ هَارُوْنَ فَادْعُوَا + اِلَى اللّٰهِ فِرْعَوْنَ الَّذِىْ كَانَ طَاغِيًا

অতঃপর আপনি বলিয়াছিলেন, হে মূসা তুমি এবং হারূন যাও এবং অহংকারী ফিরাউনকে আল্লাহর দিকে আহ্বান কর।

وَقُوْلَا لَهُ هَلْ اَنْتَ سَوَّيْتَ هٰذِهٖ + بِلَا وَتَدٍ حَتّٰى اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَا

এবং তোমরা তাহাকে বল, পৃথিবী যেভাবে সমতল স্থাপিত আছে তুমি কি পেরাগ ছাড়া তাহাকে এইরূপ স্থাপন করিয়াছ?

وَقُوْلَا لَهُ اَاَنْتَ رَفَعْتَ هٰذِهٖ + بِلَا عَمَدًا وَفَوْقَ ذٰلِكَ بَانِيَا –

এবং তোমরা তাহাকে বল, এই সুউচ্চ আসমানসমূহকে কি তুমি বিনা খুঁটিতে বুলন্দ করিয়া রাখিয়াছ? না আরো কোন্ নির্মাণকারী রহিয়াছেন।

وَقُولَا لَهُ هَلْ اَنْتَ سَوَّيْتَ وَسَطَهَا + مُنِيْرًا اِذَا مَاجَنَّكَ اللَّيْلُ هَادِيًا

আর তাহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, আসমানের জ্যোতির্ময় চন্দ্র কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ যখন রাতের অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্য করিয়া দেয়? তখন উহা তোমাকে আলো দান করে ও পথ প্রদর্শন করে।

وَقُولَا لَهُ مَنْ يُرْسِلُ الشَّمْسَ غُدْوَةً + فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْاَرْضِ ضَاحِيًا

আর তোমরা তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর ভোরবেলা সূর্যকে কে পাঠাইয়া দেয় অতঃপর যমীনের সকল অন্ধকার দূরীভূত করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়া দেয়?

وَقُولَا لَهُ مَنْ اَنْبَتَ الْاَرْضَ فِى الثَّرٰى + فَيُصْبِحُ الْعُشْبُ يَهْتَزُّ رَايًا

তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, মাটি হইতে বীজ় থেকে চারা বাহির করে কে? অতঃপর উহা দুলিয়া দুলিয়া দর্শকের অন্তরকে উৎফুল্ল করে ।

وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِى رُؤُسِهٖ + فَفِىْ ذٰلِكَ اٰيَاتٌ لِّمَنْ كَانَ وَاعِيًا

এবং সে গাছসমূহে শীষ সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে ফসল সৃষ্টি করে। বল, এ সমস্ত কি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? এ সকলের মধ্যে আল্লাহর কুদরত ও তাহার অস্তিত্বের নির্দশন রহিয়াছে।

قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সূরা আ'রাফের মধ্যে করা হইয়াছে। এবং ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আয়াতে যে রূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ইহা তেমনই ছাড়িয়া দেওয়া হউক। অবশ্য আল্লাহর অন্য কোন বস্তুর সাদৃশ্য ও নন এবং তিনি অকেজোও পড়িয়া নহেন। এ ধরনের সবকিছু হইতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে।

قَوْلُهُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, চন্দ্র-সূর্য উভয় কিয়ামত পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَلشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا অর্থাৎ সূর্য তাহার নির্দিষ্ট স্থানের দিকে চলিতেছে এবং তাহার সে নির্দিষ্ট স্থান হইল যমীনের অপর প্রান্তে যে অংশ আরশের নীচে অবস্থিত। চন্দ্র-সূর্য ও সমস্ত নক্ষত্রপুঞ্জ যখন সেই স্থানে পৌছে যায় তখন আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থিত হয়। বিশুদ্ধ দলীলসমূহ দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, আরশ এক গম্বুজের ন্যায় যাহা পৃথিবীর সহিত এইভাবেই মিলিত হইয়া আছে। আরশ অন্যান্য আসমানসমূহের ন্যায় বেষ্টন করিয়া নহে। কারণ আরশের পা আছে এবং আরশ

বহনকারী ফিরিশ্‌তাও নির্ধারিত রহিয়াছেন। কিন্তু বেষ্টনকারী আসমান সম্পর্কে ইহার কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি তাহার নিকট সুস্পষ্ট যাহারা এই সম্পর্কে আয়াত ও হাদীসসমূহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য নক্ষত্রসমূহকে বাদ দিয়া কেবল চন্দ্র ও সূর্যকে উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ সাতটি চলমান নক্ষত্রের মধ্যে এই দুইটি অধিক উজ্জ্বল। আর চলমান সাতটি নক্ষত্র স্থির নক্ষত্রসমূহ হইতে অধিক বড় অধিক মর্যাদার অধিকারী। অতএব চন্দ্র-সূর্যকে যখন মানুষের কাজে নিয়োজিত করা হইয়াছে তখন অন্যান্য নক্ষত্র সমূহের উল্লেখ করিবার প্রয়োজন থাকে না। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন,

لَاتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
تَعْبُدُوْنَ -

অর্থাৎ তোমরা সূর্যকে সিজদা করিওনা আর চন্দ্রকেও না বরং তোমরা কেবল সেই আল্লাহকে সিজদা করিও যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা কেবল, তাহারই ইবাদত করিতে চাও।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُمُ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ
الْعَالَمِيْنَ

অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য এবং সমস্ত নক্ষত্রসমূহ তাহারই আদেশের অধিনস্ত। মনে রাখিও। সৃষ্টি করা ও নির্দেশ করিবার অধিকার কেবল তাঁহারই— রাব্বুল আলামীন আল্লাহ বড়ই বরকতময়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টারূপে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অর্থাৎ তিনি এমন নির্দশনসমূহ পেশ করেন যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি পূর্বের ন্যায় যখন ইচ্ছা করিবেন পুনরায় সকলকে সৃষ্টি করিয়া কিয়ামতে একত্রিত করিবেন।

(٣) وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ؕ وَمِنْ
كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

(٤) وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ
صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ قف وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى
بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

৩. তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্ট করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

৪. পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে, দ্রাক্ষা-কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খর্জুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে। এবং ফল হিসাবে উহাদিগের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যাই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উর্ধ্বজগতের আলোচনা শেষে অধঃজগতের তাহার কুদরত ও হিকমতের আলোচনা শুরু করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন هُوَالَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যমিনকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করিয়াছেন এবং সুউচ্চ মযবুত পাহাড়-পর্বত দ্বারা উহাকে মযুবত করিয়াছেন। এবং উহাতে নদী-নালা খাল-বিল প্রবাহিত করিয়াছেন যেন উহা দ্বারা নানা রংগের নানা স্বাদের ও নানা গন্ধের ফলের বাগানসমূহকে সেচ করিতে পারেন। مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফলকে তিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন। يُغْشِى الَّيْلَ وَالنَّهَارَ অর্থাৎ রাতদিন পরস্পর একটির পর অপরটি আসে, একটির গমন হইলে অপরটির আগমন ঘটে। স্থান ও কালের মধ্যে তিনিই পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ আল্লাহর এই সমস্ত নিয়ামতসমূহে ও দলীলসমূহে জ্ঞানীলোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছেন।

قَوْلُهٗ وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ যমীনের বিভিন্ন টুকরা একত্রিত হইয়া মিলিয়া আছে অথচ, আল্লাহর কুদরত পরিলক্ষিত করুন, এক টুকরা তো উর্বর উহার ফসল উৎপন্ন হয় আর এক টুকরা অনুর্বর যাহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। আয়াতের এই তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক (রা) এবং অরো অনেক মুফাস্সির হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নানা রংগ বেরংগের যমীন হওয়াও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যমীনের কোন টুকরা লাল কোনটি সাদা কোনটি হলুদ,

কোনটি কাল কোনটি প্রস্তরময় আবার কোনটি নরম, কোনটি বালুকাময় কোনটি লবণাক্ত অথচ যমীনের এই সমস্ত টুকরাসমূহই পরস্পরে মিলিত। এতদসত্ত্বেও যমীনের এই রকমারিতা ইহাই প্রমাণ করে যে যিনি যমীনের সৃষ্টিকর্তা তিনি মহাক্ষমতার অধিকারী তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আর কোন প্রতিপালকও নাই।

قَوْلُهُ وَجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ — زَرْعٌ শব্দটি جَنّٰتٌ এর ওপর عَطْفٌ হইতে পারে তখন زَرْعٌ ও نَخِيْلٌ উভয়টি মারফূ হবে। আর اَعْنَابٍ এর ওপরও عَطْفٌ হইতে পারে তখন زَرْعٍ ও نَخِيْلٍ মাজরূর হইবে। (অর্থাৎ দুইটি শব্দের শেষেই যের দিয়া পড়িত হইবে)। ক্বিরাত শাস্ত্রের ইমামগণ উভয় প্রকার ক্বিরাত পড়িয়াছেন قَوْلُهُ وَصِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ صِنْوَانٌ বলা হয় এমন গাছকে যাহার অনেকগুলি কান্ড একই স্থান হইতে গজাইয়া থাকে যেমন আনার ও তীন ফলের গাছ কোন কোন খেজুর গাছও এমন হইয়া থাকে। আর غَيْرُ صِنْوَانٍ বলা হয় একই কান্ডবিশিষ্ট গাছকে। বাবাকে وَصِنْوُ الْاَبِ বলা হয়। কারণ, চাচা ও বাপ উভয় একই শিকড় অর্থাৎ একই বাপ হইতে জন্ম গ্রহণ করে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বলিলেন, اِمَّا شَعَرْتَ اَنْ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوَابِهٖ রাসূলুল্লাহ (সা) অত্র হাদীসে চাচাকে وَصِنْوَالْاَبِ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী ও শু'বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে হযরত বারা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন صِنْوَانٍ বলা হয় একই মূল হইতে নির্গত একাধিক খেজুর গাছকে। আর وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ বলা হয় বিভিন্ন মূল হইতে নির্গত খেজুর গাছকে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে আস্লাম (র) এবং আরো অনেকে এইমতই পোষণ করেন تُسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ হযরত আ'মাশ (র)। আবূ সালেহ হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে, نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ-এর তাফসীর প্রসংগে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একই বৃষ্টির পানি দ্বারা সেচ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ফলের স্বাদ পৃথক পৃথক, কোনটি অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু আর কোনটি তিক্ত কোনটি টক। পুনরায় একই ফলের স্বাদে পরিবর্তন ঘটে। আর প্রত্যেকের রংগও পৃথক পৃথক কোনটি হলুদ বর্ণের কোনটি লাল, কোনটি সাদা আবার কোনটি কালো। ইহা ছাড়া দেখিবার সৌন্দর্যের মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। অথচ সকল ফলের গাছ একই খাদ্য ভক্ষণ করে আর তা হইল পানি। আল্লাহর এই সৃষ্টি কৌশলের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীদের জন্য অনেক নির্দশন। ইহা আল্লাহর অপরিসীম ক্ষমতাকে প্রমাণ করে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। যিনি স্বীয় ক্ষমতায় তাহার সৃষ্টির মধ্যে এই পার্থক্যই করিতে সক্ষম اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ নিঃসন্দেহে ইহার মধ্যে জ্ঞানীজনদের জন্য রহিয়াছে অনেক নির্দশন।

(৫) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَإِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ الْأَغْلٰلُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

৫. যদি তুমি বিস্মিত হও তবে বিস্ময়ের বিষয় উহাদিগের কথা, মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করিব? উহারাই উহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং উহাদিগেরই গলদেশে লৌহ শৃংখল। উহারাই অগ্নিবাসী ও সেখানে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিতেছেন হে নবী! (সা) আপনি এই সকল কাফিরদের কিয়ামত দিবস অস্বীকার করিবার কারণে বিস্মিত হইবেন না। তাহারা আল্লাহর নির্দশনসমূহ ও তাহার ক্ষমতার দলীল প্রমাণসমূহ স্বচক্ষে দেখিতেছে তাহারা ইহা স্বীকারও করে যে, আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহর এই কথাকে অমান্য করে যে তিনি পুনরায় সমস্ত মানব-দানব সৃষ্টি করিবেন, অথচ তাহারা যাহা অমান্য করে তাহার চাইতে অধিক বিস্ময়কর জিনিসকে স্বীকার করিয়াছে এবং তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। অতএব বিস্ময়তো তাহাদের এই কথায় করিতে হয় أَاِذَاكُنَّا تُرَابًا ءَانَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব, তখন কি আবার আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইবে? অথচ প্রত্যেক ব্যক্তি এই কথা বুঝে যে আসমান যমীন সৃষ্টি করা, মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার। আর যে ব্যক্তি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে দ্বিতীয়বার তাহার পক্ষে সৃষ্টি করা সহজ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ তাহারা কি বুঝে না যে, যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি পুনরায় মৃতসমূহকে জীবিত করিতে সক্ষম। হাঁ, অবশ্যই তিনি যাবতীয় বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অমান্যকারী উল্লেখ করিয়া বলেন أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ وَأُولٰٓئِكَ الْاَغْلَالُ فِىْ أَعْنَاقِهِمْ তাহারাই সেই দল যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করিয়াছে। আর তাহারাই সেই দল যাহাদের গলায় জিঞ্জীর পরিধান করান হইবে। অর্থাৎ আগুনের মধ্যে তাহারা জিঞ্জীরসহ সাতার কাটিতে থাকিবে। وَأُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ আর তাহারই দোযখবাসী এবং চিরদিন তাহারা দোযখে অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে দোযখ হইতে অন্য কোথাও লইয়া যাওয়া হইবে না।

(٦) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৬. মঙ্গলের পূর্বে উহারা তোমাকে শাস্তি তরান্বিত করিতে বলে যদিও উহাদিগের পূর্বে বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেতো কঠোর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ অর্থাৎ এই সকল অমান্যকারীরা ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ মঙ্গলের পূর্বে অমঙ্গল ও শাস্তির জন্য। যেমন তাহারা বলে وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ হে ব্যক্তি! যে এই দাবীর করে যে, তাহার ওপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে তুমি তো পাগল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আযাবের ফিরিশ্‌তা হাযির কর না কেন? মনে রাখিও ফিরিশ্‌তা কেবল হকসহ অবতীর্ণ হন। আর যখন নির্দিষ্ট সময় আগত হইবে, তখন আর তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ আর তাহারা শাস্তির জন্য ব্যস্ত سَاَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ প্রশ্নকারী প্রশ্ন করিল, আযাব কবে সংগঠিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ যাহারা বে-ঈমান তাহারাই শাস্তির জন্য ব্যস্ত। আর যাহারা ঈমানদার তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত। আর তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আর তাহারা বিদ্রূপ করিয়া বলে হে আমাদের প্রভু? কিয়ামতের পূর্বেই আমাদের হিসাব কিতাব মিটাইয়া দিন ও শাস্তি দিন। যেমন আল্লাহ্ তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ্ করিয়াছেন وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ الخ আর তাহারা যখন বলে হে আল্লাহ যদি ইহা (শাস্তি) আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আমাদের প্রতি আসমান হইতে পাথর বর্ষণ করুন। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফরীর কারণে এবং কঠোরভাবে আল্লাহর শাস্তিকে অমান্য করিবার দরুন শাস্তি অবতীর্ণ হইবার জন্য ব্যস্ত হইত। قَوْلُهٗ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ অর্থাৎ আমি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি আমার শাস্তি অবতীর্ণ

করিয়াছি এবং উহাদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষার বস্তু ও উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তু করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি আল্লাহর অপরিসীম ধৈর্য না হইত এবং তিনি ক্ষমা না করিতেন তবে অবশ্যই তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ مِمَّا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ "যদি আল্লাহ মানবজাতিকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করিতেন তবে ভূপৃষ্টে কোন প্রাণীকেও শাস্তি না দিয়া ছাড়িতেন না। وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ "কিন্তু তোমার প্রভু মানুষের প্রতি তাহাদের যুলুম সত্ত্বেও বড়ই ক্ষমাশীল"। তাহারা দিবা রাত্র অন্যায় অপরাধ করিতে থাকে, তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু আল্লাহ সাথে সাথে এই ঘোষণাও করিয়াছেন যে, তিনি বড় কঠিন শাস্তিদাতাও যেন একদিকে মানুষ আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ না হয় এবং তাহারা যেন একেবারে বে-পরোয়াও না হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন,

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

"যদি তাহারা আপনাকে অমান্য করে তবে আপনি বলিয়া দিন তোমাদের প্রতিপালক বড়ই প্রশস্ত দয়ার অধিকারী কিন্তু অপরাধী সম্প্রদায় হইতে তাহার শাস্তিকে কেহই হটাইতে সক্ষম নহে।" তিনি আরো ইরশাদ করেন اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আপনার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তিদানকারী তিনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং মেহেরবান। আল্লাহ আরো বলেন, نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اِنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ –"আপনি আমার বান্দাগণকে জানাইয়া দিন, নিঃসন্দেহে আমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান আর আমার শাস্তিও বড় যন্ত্রণাদায়ক। এই প্রকার আরো বহু আয়াত রহিয়াছে যাহা একদিকে বান্দাকে আশান্বিত করে অপরদিকে তাহাকে ভীত সন্ত্রস্তও করে। ইবনে আবূ হাতিম (র)....সায়ীদ ইবন মুসাইব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "যদি আল্লাহ ক্ষমা না করিতেন তবে কাহারো জীবনে কোন স্বাদ থাকিত না। আর যদি আল্লাহ শাস্তি না দিতেন তবে সকলেই বে-পরোয়া হইয়া যুলুম অত্যাচারে নিমগ্ন হইয়া পড়িত।" হাফিয ইবনে আসাকির (র) হাসান ইবনে উস্মান (র) সম্পর্কে লিখিয়াছেন, একবার তিনি স্বপ্নে আল্লাহকে দেখিতে পাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া তাঁহার উম্মতের কোন এক ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করিতেছিলেন, তখন আল্লাহ বলিলেন, আমি আপনার প্রতি সূরা আর-রা'আদ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ الخ যে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি উহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে? তিনি বলেন, অতঃপর আমি জাগ্রত হইলাম।

(৭) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ اِنَّمَآ
اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নির্দশন অবতীর্ণ হয় না কেন? আমি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া ও কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া এই কথা বলে যে, পূর্ববর্তী উম্মতের নিকট যেমন মু'জিযা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তিনি আমাদের নিকট তদ্রূপ মু'জিযা পেশ করেন না কেন? উদাহরণ স্বরূপ, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করা এবং আরবের পাহাড়গুলিকে সরাইয়া দিয়া উহাকে সুজলা সুফলা করা ও নহর প্রবাহিত করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ "আর যদি মু'জিযাসমূহও আমি অবতীর্ণ করিতাম তবে পূর্ববর্তীদের ন্যায় তাহারাও উহা অমান্য করিয়া দিত" অতএব তাহাদের শাস্তি অবতীর্ণ হইত। সুতরাং আপনি তাহাদের কথায় চিন্তিত হইবেন না اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ। "আপনিতো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী" হেদায়াত দানকারী নহেন। وَلَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ "তাহাদিগকে হেদায়াত করা আপনার দায়িত্ব নহে, বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন"। قَوْلُهٗ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আহ্বানকারী ছিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর করেন, "হে নবী! আপনি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী, আর হেদায়াত দানকারী হইতেছি আমি।" মুহাম্মদ সায়ীদ ইবন জুবাইর, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর করিয়াছেন।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন নবী ছিলেন।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে ভীতি প্রদর্শনকারী অতিত হইয়াছেন।" হযরত কাতাদাহ এবং আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। আবূ সালিহ ও ইয়াহ্ইয়া ইবনে রাফে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কায়েদ ও নেতা ছিলেন।" আবুল আলিয়া (র) বলেন, কায়েদ অর্থ এমন পথ প্রদর্শক যাহার ইল্‌ম ও আমল দ্বারা অন্যান্য লোক সঠিক পথের সন্ধান পায়। মালেক (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল, প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক থাকেন যিনি তাহাদিকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করেন। আবূ জা'ফর

ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার হাত বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন। "আমি ভীতি প্রদর্শনকারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য হাদী আছেন।" এবং তিনি হযরত আলী (রা)-এর কাঁধের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, "হে আলী! তুমিও একজন হাদী, আমার পরে অনেক লোক তোমার দ্বারা হেদায়াত লাভ করিবে" ইবনে আবূ হাতিম (রা)....হযরত আলী (রা) হইতে- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রসংগে বলেন, হাদী হইলেন, বনু হাশেমের এক ব্যক্তি। হযরত জুনাইদ (র) বলেন, তিনি হইলেন আলী ইবনে আবূ তালেব (রা)। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(٨) اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ
وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ○

(٩) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○

৮. প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তাহা জানেন এবং বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৯. যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন, তাহার ইলম ও জ্ঞান হইতে কোন বস্তুই গোপনে নহে। সকল গর্ভবতী প্রাণীর গর্ভে কি আছে তাহা তিনি জানেন। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ "তিনি গর্ভে অবস্থিত বস্তুকে জানেন" অর্থাৎ গর্ভে নর কিংবা নারী বাচ্চা রহিয়াছে, সুন্দর কিংবা কুৎসিত সৎ কিংবা অসৎ, দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত কিংবা স্বল্পায়ুপ্রাপ্ত সবই তিনি জানেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, وَهُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ। "তিনি তোমাদের সম্পর্কে তখনই জানেন যখন তিনি তোমাদিগকে যমীন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আর যখন তোমরা মাতৃগর্ভে লুকায়িত ছিলে।" তিনি আরো ইরশাদ করেন, يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ তিনি তোমাদিগকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন এক স্তর সৃষ্টি করিবার পর আর এক স্তরে তিন তিন অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ মাতৃগর্ভে বিভিন্ন স্তরে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِيْ نُطْفَةٍ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ-

"আমি মানুষকে মথিত মাটির সারাংশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে শুক্রাকারে একটি স্থানে রাখিয়াছি। অতঃপর সেই শুক্রকে জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি অতঃপর উক্ত জমাট বাধা রক্তপিন্ডকে পেশীতে পরিণত করিয়াছি অতঃপর উক্ত পেশীকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি অতঃপর হাড়গুলির সহিত গোস্ত জড়াইয়া দিয়াছি। অবশেষে উহাকে একটি ভিন্ন সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছি অতএব আল্লাহই মহিমাময় তিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমাদের মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ তোমাদের শক্র জমা রাখা হয়, অতঃপর চল্লিশ দিন উহা জমাট বাধা রক্তপিন্ড অবস্থায় থাকে অতঃপর চল্লিশ দিন যাবৎ পেশীর আকৃতিতে থাকে অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, এবং চারটি বিষয় লিখিবার জন্য তাহাকে আদেশ করেন। তাহার রিযিক তাহার বয়স তাহার আমল এবং সে সৎ কিংবা অসৎ। অতঃপর আল্লাহ্ বলিতে থাকেন এবং ফিরিশ্‌তা লিখিতে থাকে। قَوْلُهُ وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ ইমাম বুখারী (রা) বলেন ইবরাহীম ইবনে মুনযির (র)....ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন গায়েবের চাবি পাঁচটি, যাহা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না, (১) আগামীকল্যের কথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। (২) মাতৃ গর্ভে সংকোচিত বস্তুকেও আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না। (৩) বৃষ্টি কখন বর্ষিত হইবে উহাও আল্লাহ ব্যতিত কেহ জানে না। (৪) কোন ভূখন্ডে তাহার মৃত্যু ঘটিবে তাহাও আল্লাহ ব্যতিত কে জানে না। (৫) আর কিয়ামত কবে কায়েম হইবে তাহাও কেহ জানে না। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন مَا تَغِيْضُ মাতৃগর্ভে সংকোচিত বস্তু দ্বারা অসম্পূর্ণ বাচ্চা যাহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া যায় বুঝান হইয়াছে। এবং فَمَا تَزْدَادُ দ্বারা পূর্ণ বাচ্চা বুঝান হইয়াছে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের কেহ দশমাস গর্ভধারণ করিয়া থাকে, কেহ নয় মাস গর্ভ ধারণ করে অর্থাৎ কেহ বেশীদিন গর্ভধারণ করে কেহ অল্প দিন। কিন্তু কে কত দিন ধারণ করিবে ইহা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মাতৃগর্ভের কোন সন্তান নয় মাস হইতে কম

সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে আর কে নয় মাস হইতে অধিক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইবে তাহা কেবল আল্লাহ্ই জানেন। হযরত যাহ্হাক (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে দুইবছর পর প্রসব করেন এবং তখন আমার দাঁত উঠিয়াছিল।

হযরত ইব্নে জুরাইজ হযরত জামীলা বিনতে সা'দ হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন,গর্ভধারণের সর্বোচ্চকাল হইল দুইবছর। হযরত মুজাহিদ مَاتَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ এর তফসীর প্রসংগে বলেন, مَاتَغِيْضُ এর অর্থ হইল, গর্ভাবস্থায় ঋতু আসা এবং مَاتَزْدَادُ এর অর্থ হইল নয় মাস হইতে অধিক গর্ভধারণ করা। আতীয়্যাহ, আওফী, হাসান বসরী, কাতাদাহ এবং যাহ্হাক (র)ও এই ব্যাখ্যাদান করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, স্ত্রীলোক নয়দিন হইতে কম রক্তস্রাব দেখিতে পাইলে উহা নয় দিন হইতে বেশী হয়। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং ইবনে যায়েদ (র) ও ইহাই বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, রক্তস্রাব না হইলে বাচ্চা পূর্ণ হয় ও বড় হয়।

মকহুল (র) বলেন, বাচ্চা মাতৃগর্ভে চিন্তিত হয় না বড় আরামেই অবস্থান করে মাতৃগর্ভেই হায়েযের রক্ত দ্বারা তাহার আহারের ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণে গর্ভবর্তী স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয় না। যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন এক অপরিচিত স্থানে আগমনের কারণে চিৎকার করিতে থাকে। যখন তাহার নাভীর রগ কাটিয়া দেওয়া হয়, তখন তাহার রুজী মাতৃবক্ষে স্থানান্তিত হয়। তখনও সে তাহার রুজীর জন্য ব্যস্ত হয় না আর চিন্তিতও হয় না। যখন সে কিছু বড় হয় এবং স্বীয় হাতের সাহায্যে ধরিতে শুরু করে, তখন হাতের সাহায্যে আহার করে আর যখন সে যৌবনে উপনিত হয় তখন সে রুজীর জন্য হায়! হায়!! করিতে আরম্ভ করে। মকহুল (র) বলেন, পরিতাপের বিষয়, যখন তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে এবং শিশু ছিলে তখন তো তোমাকে আল্লাহ রুজী দান করিয়াছেন কিন্ত যখন যৌবনে উপনিত হইয়াছ তখন রুজীর জন্য চিৎকার শুরু করিয়াছ। অতঃপর তিনি এই আয়াত পড়িলেন اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى সমস্ত স্ত্রীলোক কোন বস্তুকে গর্ভে ধারণ করে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন"। হযরত কাতাদাহ (র) وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, "সমস্ত বস্তুর জন্য আল্লাহর নিকট একটি পরির্মাণ নির্ধারিত রহিয়াছে" অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত মাখলূকের রুজী ও তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, একবার জনাব নবী করীম (সা)-এর এক কন্যা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে তাহার একটি পুত্র মৃত্যু শয্যায় রহিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যেন একটু তাহার নিকট উপস্থিত হন ইহাই তাহার কামনা। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, আল্লাহ যাহা লইয়া গিয়াছেন,তাহা তাহারই সত্ব এবং যাহা তিনি দান করিয়াছেন তাহার মালিকও তিনি। তাহার নিকট প্রত্যেক জিনিসের

জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখে قَوْلُهٗ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি উপস্থিত ও অদৃশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপনীয় নহে اَلْكَبِيْرُ তিনি সর্বপেক্ষা বড় اَلْمُتَعَالُ তিনি মহান قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا সমস্ত বস্তুকে তিনি বেষ্টন করিয়া আছেন। অতএব সকলেই তাহার সম্মুখে মাথা নত করে এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলেই তাঁহার বাধ্য।।

(١٠) سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۢ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ ○

(١١) لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ○

১০. তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহর জ্ঞান গোচর।

১১. মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে। উহারা আল্লাহর আদেশে তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ করিবার কেই নাই, এবং তিনি ব্যতিত উহাদের কোন অভিভাবক নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁহার অসীম জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন তাহাদের কেহ চুপে কথা বলুক, কিংবা চিৎকার করিয়া কথা বলুক, তিনি সবই শ্রবণ করেন। কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى "আর যদি আপনি উচ্চস্বরে কথা বলেন, তবে উহা তিনি জানেন কারণ তিনি গোপন হইতে গোপনতর কথাও জনেন।" ইরশাদ হইয়াছে وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

وَمَا تُعْلِنُوْنَ "যাহা তোমরা চুপে চুপে কর এবং যাহা প্রকাশ্যে কর, তিনি সবই জানেন।" হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা) বলেন, সে সত্ত বড়ই পবিত্র যিনি সর্ব প্রকার শব্দ শ্রবণ করেন। আল্লাহর কসম স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়াছিল এমন একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিল। আমি তখন ঘরের পাশেই ছিলাম। সে চুপে চুপে আমার নিকট তাহার কিছু কথা বলিল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ- "অবশ্যই আল্লাহ সেই স্ত্রীলোকের কথা শ্রবণ করিয়াছেন যে তাহার স্বামী সম্পর্কে আপনার নিকট ঝগড়া করিতেছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ করিতেছে এবং তিনি আপনাদের উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছেন। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। قَوْلُهُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ এই অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঘরের মধ্যভাগে গোপন থাকে। وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ আর যে ব্যক্তি দিনের আলোকে চলিতে থাকে তাহারা উভয়েই আল্লাহর নিকট সমান। তিনি সকলকেই জানেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। اَلَا حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ মনে রাখিও যখন তাহারা তাহাদের কাপড় পরিধান করে তখনও তিনি জানেন।

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا
فِى السَّمَآءِ وَلَا اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْبَرَ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ-

আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন, আর কুরআনের যে অংশই তোমরা পাঠ করুন আর যে আমলই তোমরা কর তখন আমি তোমাদের কাছে অবস্থান করি। আসমান ও যমীনের এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও আল্লাহর থেকে অদৃশ্য হয় না এবং ছোট বড় সব কিছু কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। قَوْلُهُ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ الخ অর্থাৎ বান্দার জন্য এমন কিছু ফিরিশ্‌তা নির্ধারিত রহিয়াছে যাহারা দিনের বেলা বিপদ মুসীবত হইতে তাহাদের সংরক্ষণ করে এবং দিন শেষে তাহারা চলিয়া গেলে রাতের বেলা তারা কিছু ফিরিশ্‌তা তাহাদের সংরক্ষণের জন্য আগমন করে। যেমন করিয়া তাহাদের ভালমন্দ আমল লিপবদ্ধ করিবার জন্য দিনের বেলা কিছু ফিরিশ্‌তার অগমন ঘটে এবং দিন শেষে তাহাদের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের বেলা কিছু ফিরিশ্‌তা আগমন করে। তাহাদের একজন ফিরিশ্‌তা ডান দিকে থাকে আর একজন থাকে বাম দিকে। ডান দিকের ফিরিশ্‌তা ভাল ও নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাদিকের ফিরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করে মন্দ ও অসৎ কাজ। এই দুইজন ফিরিশ্‌তা তাহাদের হিফাযত করে যাহাদের একজন

বান্দার পিছনে থাকে অপরজন থাকে বান্দার সম্মুখে। অর্থাৎ দিনের বেলা মোট চারজন ফিরিশ্‌তা থাকে এবং রাতের বেলাও চার জন ফিরিশ্‌তা থাকে। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত তোমাদের মধ্যে রাতের ফিরিশ্‌তা ও দিনের ফিরিশ্‌তাগণের পরস্পর আগমন ঘটে এবং ফজরের সালাত ও আসরের সালাতের সময় তাহারা একত্রিত হয়। অতঃপর যাহারা রত্রিকালে তোমাদের মধ্যে ছিল তাহারা আল্লাহর নিকট গমন করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থা রাখিয়া আসিয়াছ? অথচ, তিনি অধিক পরিজ্ঞাত, তখন তাহারা বলে, আমরা যখন তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, যখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখনো তাহারা সালাতে রত ছিল। অপর এক হাদীসে বর্ণিত "তোমাদের সহিত এমন কিছু ফিরিশ্‌তা থাকে যাহারা পায়খানার সময় ও স্ত্রী মিলনকাল ব্যতিত সর্বদা তোমদের সহিত থাকে। এতএব তোমরা তাহাদিগকে শরম কর এবং তাহাদের সম্মান কর।" হযরত আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন مُعَقِّبَاتٌ হইল ফিরিশ্‌তাগণ। হযরত ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফিরিশ্‌তাগণ বান্দার অগ্রভাগে ও তাহার পশ্চাদভাগে থাকিয়া তাহাদের হিফাযত করেন। কিন্তু তাকদীরের নির্ধারিত বিষয়টি যখন সমাগত হয় তখন তাহারা সরিয়া পড়ে। মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যে তাহার ঘুমের অবস্থায় ও জাগ্রতবাস্থায় মানব দানবের অনিষ্ট হইতে তাহার হিফাযত করে। যখন তাহাদের কেহ বান্দার ক্ষতি করিতে আসে তখন ফিরিশ্‌তা তাহকে বলে, সরিয়া যাও কিন্তু যাহাকে আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দান করিয়াছেন উহা তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

হযরত সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা দুনিয়ার সম্রাটদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, যাহার অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে উক্ত আয়াতে আলোচনা করা হইয়াছে যাহার জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকে। হযরত ইকরিমাহ (রা) বলেন তাহারা হইলেন আমীর উমারা যাহাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার থাকে। যাহ্হাফ (রা) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। এবং তাহারা হইল মুশরিকের দল। ইবনে কাসীর গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেমন দুনিয়ার রাজা বাদশাদের অগ্রে-পশ্চাতে পাহারাদার নিযুক্ত থাকে অনুরূপ ফিরিশ্‌তাগণও পাহারা দিয়ে বান্দার হিফাযত করে। ইবনে জরীর (র) এই ক্ষেত্রে একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসান্না (র).... কিনানাহ আদভী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত উসমান ইবনে আফফান

(রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ মানুষের সহিত কয়জন ফিরিশ্‌তা থাকে, আমাকে বলিয়া দিন? তিনি বলিলেন, "তোমার নেক কাজসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তোমার ডান দিকে একজন ফিরিশ্‌তা থাকে আর এই ফিরিশ্‌তা বাম দিকের ফিরিশ্‌তার আমীর। তুমি যখন কোন সৎকাজ কর তখন দশ নেকী লেখা হয় আর যখন তুমি কোন অসৎকাজ কর তখন বাম দিকের ফিরিশ্‌তা ডানদিকের ফিরিশ্‌তাকে জিজ্ঞাস করেন আমি কি ইহা লিখিব? সে বলেন না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং তওবা করিবে। এমনিভাবে সেই ফিরিশ্‌তা তিন বার অনুমতি প্রার্থন করেন। অতঃপর তৃতীয় বার যখন জিজ্ঞাসা করিবে তখন বলিবেন এখন তুমি লিখ। আল্লাহ্ আমাদিগকে ইহার থেকে মুক্তিদান করুন এই ব্যক্তি বড় খারাপ সাথী। আল্লাহর প্রতি তাহার মোটে শ্রদ্ধাবোধ নাই। তাহার কোন লজ্জাও নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ বান্দা যে কথাই উচ্চারণ করে তখন তাহার নিকট উহা সংরক্ষণকারী এক ফিরিশ্‌তা প্রস্তুত থাকে। আর দুই ফিরিশ্‌তা তোমার অগ্রভাগে ও পশ্চাদভাগে পাহারায় নিযুক্ত থাকে, আর একজন ফিরিশ্‌তা তোমার মাথার চুল ধরিয়া আছে তুমি যখন নম্রতাবলম্বন করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন। আর যখন আল্লাহর উপর অহংকার করিবে তিনি তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন ও লাঞ্ছিত করিবেন। ইহা ছাড়া দুইজন ফিরিশ্‌তা কেবল হযরত মুহম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে তোমার দুই পাশে অবস্থান করেন। আর একজন ফিরিশ্‌তা তোমার মুখের ওপর দন্ডায়মান থাকেন যেন কোন সাপ বিচ্ছু তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। ইহা ছাড়া আরো দুইজন ফিরিশ্‌তা তোমার চক্ষুর ওপর পাহারায় নিযুক্ত আছেন। মোট দশজন ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিয়োজিত থাকে। দিনের বেলায় নিয়োজিত ফিরিশ্‌তাগণের প্রত্যাবর্তনের পর রাতের ফিরিশ্‌তা আগমন করেন তাহাদের সংখ্যা দশ মোট বিশজন ফিরিশ্‌তা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। মানুষকে প্রতারণা করিবার জন্যই দিনের বেলা ইবলিস স্বয়ং তৎপর থাকে এবং রাতের বেলা তাহার চেলারা নিয়োজিত থাকে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবন আমির (রা)....আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের সকলের সহিত একজন জ্বিন সাথী ও একজন ফিরিশ্‌তা সহচর নির্ধারিত রাখা হইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আপনার সহিত ও? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার সহিতও কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার ওপর বিজয়ী করিয়াছেন, অতএব সে ভাল কাজ ব্যতিত মন্দ কাজের নির্দেশ করে না। قَوْلُهُ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ইহার তফসীর কেহ কেহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর নির্দেশে বান্দার হিফাযত করেন। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন জুবাইর, ইবরাহীম নখয়ী ও অন্যান্য মুফাসসিরগণও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, কোন কোন কিরাতে يَحْفَظُوْنَهُ بِاَمْرِ اللّٰهِ আছে। হযরত কা'ব আহবার (রা) বলেন,"যদি আদম সন্তানের জন্য সকল নরম ও কঠিন স্পষ্ট হইয়া যাইত তবে সকল বস্তুই সে স্বচক্ষে দেখিতে পাইত। যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সংরক্ষণের জন্য ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করিয়া না দিতেন যাহারা তোমাদের পানাহারকালেও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেন, তবে তোমাদিকে ছিনাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। আবূ উমামাহ (রা) বলেন, প্রত্যেক মানুষের সহিত একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যিনি সমস্ত বিপদ মুসীবত তাহার নিকট হইতে দূরে রাখেন কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ সমাগত হইলে তখন তাহাকে সেই বিপদে সোপর্দ করিয়া দেন। আবূ মিজলাজ বলেন, "মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিল। তখন তিনি সালাতে রত ছিলেন লোকটি বলিল, আপনি প্রহরী নিযুক্ত করুন। মুরাদ গোত্রীয় লোকেরা আপনাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তখন তিনি বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের সহিত দুইজন ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন, যাহারা এমন বিপদ হইতে তাহাকে হিফাযত করেন যাহা তাহার ভাগ্যে নাই। কিন্তু ভাগ্যে নির্ধারিত বিপদ আসিলেই তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ভাগ্য একটি মযুবত কিল্লা। কেহ কেহ বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর নির্দেশ হইতে তাহাকে হিফাযত করেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা যে তাবীয ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা কি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকে ফিরাইয়া দিতে পারে? তখন তিনি বলিলেন هِىَ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ "ইহাও তাকদীরেরই অংশ।"

ইবনে আবূ হাতিম....ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাইলের এক নবীর নিকট ওহী পাঠাইলেন, আপনি আপনার কওমকে বলিয়া দিন, যে কোন জনপদের লোক যখন আল্লাহর আনুগত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারা অবাধ্যতাবলম্বন করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রিয়বস্তুকে হটাইয়া দিয়া অপ্রিয়বস্তু তাহাদের উপর চাপাইয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ একটি মার'ফূ হাদীসেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে, হাফিয মুহাম্মদ ইবনে উস্‌মান ইবনে আবূ শায়বাহ স্বীয় গ্রন্থ 'সিফাতুল আরশ' এ উল্লেখ করিয়াছেন হাসান ইবনে আলী (রা).... উমাইর ইবনে আব্দুল মালিক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) কুফায় ভাষণ দানকালে বলিলেন, আমি নীরব থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতেন এবং যখন তাহার নিকট কোন প্রশ্ন করিতাম তিনি তাহার উত্তর দান

করিতেন, একদিন তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আমার সম্মান ও আমার মহত্বের কসম, এবং আরশের উপর আমার বলুন্দ মর্যাদার কসম, যে কোন জনপদের লোক আমার অবাধ্যতা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার অনুগত্য হইয়া যায় আমি তাহাদিগকে আমার শাস্তি ও আযাব হইতে উদ্ধার করিয়া আমার অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষণ করি, যাহা তাহারা পছন্দ করে। হাদীসটি গরীব ইহার সনদে এমন রাবীও আছেন যাহার কোন পরিচিতি আমার নিকট নাই।

(١٢) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

(١٣) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ۝

১২. তিনিই তোমাদিগকে দেখান বিজলী যাহা ভয় ও ভরসা সন্বার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ।

১৩. বজ্র নির্ঘোদ ও ফিরিশ্‌তা গণ সভয়ে তাহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন। এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন তথাপি উহারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে যদিও তিনি মহাশক্তিশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, বিদ্যুত তাঁহারই আদেশের অনুগত। মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে যে আলোচ্ছটা দেখা যায় উহাকে বিদ্যুত বলে। ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল জলদ নামক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে লিখিয়াছিলেন যে, বিদ্যুত হইল পানি। خَوْفًا وَّطَمَعًا হযরত কাতাদাহ বলেন, বিদ্যুৎ মুসাফিরের জন্য ভয়ের কারণ সে উহা দেখিয়া ভীত হয়। এবং মুকীমও স্বীয় আবাসভূমীতে বসবাসকারী উহার বরকত ও উপকারের আশা করে এবং উহার মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কামনা করে।

وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ অর্থাৎ আল্লাহ ঘনঘন মেঘমালা সৃষ্টি করেন উহাতে পানি থাকার কারণে উহা ভারী হয় এবং যমীনের নিকটবর্তী হয়। মুজাহিদ (র) বলেন اَلسَّحَابُ الثِّقَالَ হইল সেই মেঘ যাহার মধ্যে পানি থাকে।

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ আয়াতটি يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ এর অনুরূপ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....বনী গিফারের একজন শায়খ হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মেঘমালা সৃষ্টি করেন অতঃপর তিনি ভাল কথা বলেন এবং উত্তম হাসী হাসেন"। ইহার

অর্থ, "আল্লাহই ভাল জনেন," সম্ভবত তাঁহার কথা হইল বিদ্যুত, এবং তাহার হাসী হইল বজ্র। মূসা ইবনে উবায়দাহ (র) সা'দ ইবনে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং উহার সহিত উত্তমরূপে কথা বলেন এবং উত্তমরূপে হাস্য করেন। তাহার হাসী হইল বজ্র এবং কথা হইল বিদ্যুৎ। হাতিম....মুহম্মদ ইবনে মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন 'বরক' হইল একজন ফিরিশ্‌তা যাহার চারটি চেহারা আছে একটি মানুষের চেহারা, একটি গরুর চেহারা, একটি শকুনের চেহার, ও একটি সিংহের চেহারা। যখন উক্ত ফিরিশ্‌তা লেজ হেলায় তখন বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়।

ইমাম আহমদ (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিদ্যুত ও বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন। হে আল্লাহ! আপনি আপনার গজব দ্বারা আমাদিগকে হত্যা করিবেন না, এবং আপনার আযাব দ্বারা আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না। আর আমাদিগকে শান্তিতে রাখুন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ও বুখারী 'কিতাবুল আদব' এ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) "আল ইয়াওম অ-লাইলাতি" গ্রন্থে হাকিম (র) তাহার মুসতাদরাক গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনে আরতাত হইতে তিনি আবূ মাতর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ পড়িতেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি যখন বজ্রের শব্দ শুনিত পাইতেন তখন سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ পড়িতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাউস ও আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত তাহারাও অনুরূপ দু'আ পড়িতেন। ইমাম আওযায়ী বলেন, ইবনে আবূ যাকারিয়া (র) বলিতেন, যে ব্যক্তি বজ্রের শব্দ শুনিয়া سُبْحَانَ اللّٰهِ بِحَمْدِهِ বলে তাহার উপর বজ্র পতিত হইবে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হইতে বর্ণিত তিনি যখন বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইতেন তখন কথা বলা বন্ধ করিতেন এবং এ দু'আ পাঠ করিতেন سُبْحَانَ الَّذِى يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ এবং তিনি ইহাও বলিতেন, ইহা যমীন বাসীদের জন্য বড় কঠিন ধমক। ইমাম মালেক (রা) ইহা তাঁহার মুওয়াত্তা গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারী কিতাবুল অদব এ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা বলেন যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করিত তবে রাতে তাহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতাম এবং দিনের বেলা তাহাদের প্রতি সূর্য উদিত করিতাম। আর কখনো তাহাদিগকে বজ্রের শব্দ শ্রবণ করাইতাম না। তাবারী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা যখন বজ্রের শব্দ শ্রবণ কর তখন আল্লাহর যিকির কর। কারণ, যিকিরকারীর উপর ব্রজপাত হয় না।

قوْلهٗ ويرْسلُ الصّواعق فيُصيْبُ بها من يّشاۤءُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শাস্তি প্রদানের জন্য যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর বজ্রপাত ঘটান। এই কারণে শেষ যুগে বজ্রপাত বেশী ঘটিবে। যেমন ইমাম আহমদ (র)....আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন নবী করিম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন تكثّر الصّواعق عند اقْتراب السّاعة حتّٰى يَاتى الرّجل الْقوم فيقوْل منْ صعق قبْلكم الْغداة فيقولوْن صعق فلان وفلانٍ – কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে বজ্রপাত বেশী ঘটিতে এমনকি কেহ কোন গোত্রের নিকট আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, সকালে কাহার উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে? তাহারা বলিবে, অমুকের ওপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে অমুকের উপর বজ্রপাত ঘটিয়াছে, অমুকের উপর বজ্র পড়িয়াছে। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযূল সম্পর্কে বর্ণিত, হাফিয আবূ ইয়ালা (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে আরবের এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন, অতঃপর লোকটি তাহাকে ডাকিতে গিয়া বলিল "রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে ডাকিয়াছেন, সে বলিল, রাসূলুল্লাহ কে? আর আল্লাহ-ই বা কে? সে কি স্বর্ণের তৈরী না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী? অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে পূর্ণ বর্ণনা বলিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আবার বলিলেন, তুমি দ্বিতীয়বারও যাও সে লোকটি আবারও গেল এবং সে অহংকারী ব্যক্তি পুনরায় পূর্বের কথাই তাহার সহিত বলিল। লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া পূর্ণঘটনা বলিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে আবার উহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন সে তৃতীয়বারও তাহাকে ডাকিতে গিয়া পূর্বের কথার সম্মুখীন হইল। তাহাদের আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় আল্লাহ অহংকারী লোকটির মাথার ওপরে একখন্ড মেঘ পাঠাইয়া দিলেন। এবং উহা হইতে তাহার মাথায় বজ্রপাত ঘটিল এবং তাহার মাথার খুলি উড়িয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ وَيُرْسِلُ الصّواعِقَ আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) আলী ইবনে আবূ ইয়াসার থেকে বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাফিয আবূ বকর বায্যায (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাসান ইবনে মুহাম্মদ (র) আব্দুর রহমান ইবন সাহ্হাব আলআব্দী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাহাকে এক অহংকারী ব্যক্তিকে ডাকিতে পাঠাইলেন, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বল, তোমাদের প্রভু স্বর্ণের তৈরী না রৌপের তৈরি না মুক্তার তৈরী? রাবী বলেন, তাহাদের মধ্যে এই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আল্লাহ তা'আলা এক টুকরা মেঘ পাঠাইয়া ছিলেন অতঃপর উহা গর্জন করিয়া তাহার উপর বজ্রপাত করিল। অতঃপর তাহার মাথার খুলী উড়িয়া গেল। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল।

আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) বর্ণনা করেন মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবর এক ইয়াহূদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ (সা) আপনি বলুন আপনার প্রভু কিসের তৈরী তিনি তামার তৈরী না মুক্তার না ইয়াকূত প্রস্তরের? রাবী বলেন, তখন তাহার উপর বজ্র পড়িল। এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিল। অতঃপর অবতীর্ণ হইল وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ الخ

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করিল এবং নবী করীম (সা) কে মিথ্যা বলিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন, এবং وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ অবতীর্ণ করিলেন। তাফসীরকারগণ আমির ইবন তুফাইল ও আরবাদ ইবন রবীআহর ঘটনাকেও উক্ত আয়াতের শানে নযূল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণিত আছে তাহারা উভয়েই যখন মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল "আপনি আমাদিগকে অর্ধেক অর্ধেক সরদারী দান করিলেই আপনাকে আমরা নবী হিসাবে মানিয়া লইব। কিন্তু নবী করীম (সা) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন অভিশপ্ত আমির বলিল, অপনার মুকাবিলার জন্য আমি আরবের ময়দানসমূহ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা ভরিয়া ফেলিব তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ তা'আলা ও আনসারগণ তোমাকে এই সুযোগই দিবেন। অতঃপর তাহারা এক অবকাশে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিতে স্থীর করিল। একজন কথা বলিবে অপর জন তাহকে হত্যা করিবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সংরক্ষণ করিলেন। তাহারা মদীনা হইতে বাহির হইয়া আরবের বিভিন্ন গোত্রে গিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য লোক একত্রিত করিতে লাগিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আরবাদ-এর উপর মেষ প্রেরণ করিলেন এবং উহা হইতে বজ্রপাত করিয়া তাহকে জ্বালাইয়া দিলেন। অপরদিকে আমির প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তখন আল্লাহ্ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ অবতীর্ণ করিলেন। আরবাদের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কবি লবীদ এক কবিতার মাধ্যমেও এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছে। হাকিম আবুল কাশিম তবরানী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আবরাদ ইবনে কয়েস এবং ইবনে তুফাইল মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তখন বসিয়াছিলেন তাহারাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িল। আমির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মুহাম্মদ! যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে অপনি আমাকে কি দিবেন? তিনি বলিলেন অন্যান্য মুসলমান যাহা পায় তুমিও তাহা পাইবে। তখন আমির বলিল, যদি আমি ইসলাম গ্রহণ করি তবে কি আপনি আমাকে আপনার পরে খলীফা নিযুক্ত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার জন্যও নয় আর তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও নয়। অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী

তোমাদের সাহায্য করিবে। সে বলিল, নজদের সেনাবাহিনী এখনো আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সাহায্যের আমার প্রয়োজন নাই। বরং আমাকে গ্রাম এলাকার আমীর নিযুক্ত করুন আর আপনি শহরের আমীর থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন অতঃপর তাহারা যখন সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল তখন আমির বলিল, আল্লাহর কসম, আমি তো আপনার বিরুদ্ধে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাবাহিনী দ্বারা ময়দান পরিপূর্ণ করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আল্লাহ তোমাকে বাধা দিবেন। আরবাদ ও আমির যখন বাহির হইয়া গেল। তখন আমির আরবাদকে বলিল, আমি মুহাম্মদ (সা) কে কথার মধ্যে লিপ্ত রাখিব সেই অবকাশে তুমি তাহাকে হত্যা করিবে। তুমি যখন মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করিয়া ফেলিবে তখন তাহার লোকেরা আর যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। তাহারা দিয়াত গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। তখন আমরা তাহাদিগকে দিয়াত দান করিব। আরবাদ বলিল, আচ্ছা তাই কর। অতঃপর তাহারা পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিল। আমির বলিল হে মুহাম্মদ! আমাদের সহিত আসুন কথা বলিব। অতঃপর তিনি উঠিয়া গেলেন, অতঃপর তাহারা উভয়েই একটি দেয়ালের নিকট বসিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের সহিত দাঁড়াই কথা বলিতে লাগিলেন। এক সুযোগে আরবাদ তাহার তরবারী বাহির করিবার জন্য যখন উহার ওপর হাত রাখিল তখন তাহার হাত অবশ হইয়া গেল এবং তরবারী উঁচু করিতে সে সক্ষম হইল না। যখন যথেষ্ট বিলম্ব হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আরবাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন সে করিতেছে। তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া পড়িলেন। আমির ও আরবাদ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে বাহির হইয়া রাকেম এর প্রস্তরময় যমীনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহাদের নিকট হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর তথায় পৌছলেন এবং তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন। তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া যখন রাকেম নামক স্থানে পৌছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আরবাদ এর উপর বজ্রপাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহা দেখিয়া আমির সেখান হইতে পলায়ন করিয়া যখন জুরাইম নামক স্থানে পৌছল তখন সে প্লেগ নামক রোগে আক্রান্ত হইয়া ছালূল গোত্রীয় একটি স্ত্রী লোকের ঘরে সে যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার নিজের বাড়ী যাইবার জন্য অশ্বে আরোহণ করিল এবং পথেই মৃত্যু বরণ করিল। অতঃপর আল্লাহ তাহার সম্পর্কে اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى হইতে وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ وَالٍ পর্যন্ত নাযিল করিলেন। ইহার মধ্যে সেই ফিরিশ্তাগণের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর সংরক্ষণ করিতেন অতঃপর আরবাদকে যে বস্তু দ্বারা তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উল্লেখও রহিয়াছে। অর্থাৎ বজ্রপাতের।

قَوْلُهٗ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ তাহারা আল্লাহর মহত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই সে সম্পর্কেও সন্দিহান।

وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ অথচ আল্লাহ তা'আলা কাফির ও অমান্যকারীদিগকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন এই আয়াতটি وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ اَجْمَعِيْنَ এর সাদৃশ্য। অর্থাৎ তাহারা প্রতারণা করিয়াছে আর আমিও তাহাদের সহিত শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি যাহা তাহারা বুঝিতেও পারেন নাই। হে নবী! আপনি দেখুন তাহাদের প্রতারণার পরিণতি কি হইয়াছে। আমি সেই প্রতারকদিগকে ও তাহাদের সম্প্রদায়কে সমূলে বিনাশ করিয়া দিয়াছি। হযরত আলী (রা) হইতে وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত, ইহার অর্থ হইল, কঠিন শাস্তি দানকারী। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, দারুন শক্তিশালী।

(١٤) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاۤءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

১৪. সত্যের আহ্বান তাহারই যাহারা তাহাকে ব্যতীত আহ্বান করে অপরকে তাহাদিগকে কোনই সাড়া দেয় না উহারা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মুখে পানি পৌঁছিবে এই আশায় তাহার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে এমন পানির দিকে যাহা তাহার মুখে পৌঁছিবার নহে কাফিরদিগের আহ্বান নিষ্ফল।

তাফসীর ঃ হযরত আলী (রা) لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ তাওহীদ। ইবনে জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও মালেক (রা) মুহম্মদ ইবন মুনকাদির হইতে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য কাল্পনিক উপাস্যের উপাসনা করে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্য বিফল হওয়ার দিক হইতে সেই ব্যক্তির ন্যায়, সে পানির প্রতি তাহার হাত বাড়াইয়া দেয়, যেন উহা তাহার মুখের মধ্যে চলিয়া আসে কিন্তু সে যেমন তাহার উদ্দেশ্যে বিফল, অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে যে ডাকে সেও বিফল। হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কূপের এক প্রান্ত হইতে হাত দ্বারা পানি ধরিবার চেষ্টা করে অথবা, পানি পর্যন্ত তাহার হাত পৌঁছায় না। অতএব উহা তাহার মুখে কিভাবে পৌঁছাবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ বলেন, যে ব্যক্তি তাহার জিহবা দিয়া পানিকে ডাকিতে থাকে এবং তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকে কিন্তু সে পানি কখনো তাহার নিকট আসিবে না। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ হইল যে ব্যক্তি পানি তাহার মুঠের মধ্যে রাখিয়া দেয়। কিন্তু তাহার মুঠের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যে ডাকে সে এই ব্যক্তির ন্যায় বিফল।

যেমন কবি বলেন, فانى وا ياكُم وسوقًا اليكُم كَقابض مَاء لم تسقناها
অন্য এক কবি বলেন,

فاصبحت فماكان بينى و بينها + من الودمثل القابض الماء باليد –

উভয় কবিতার মধ্যে পানি মুঠার মধ্যে লইবার অর্থ উহা দ্বারা উপকৃত না হইতে পারা বুঝান হইয়াছে। অতএব আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি পানির দিকে হাত বাড়ায় পানি ধরিবার জন্য কিংবা মুখে দেওয়ার জন্য, কিন্তু যে পানি তাহার মুখে পৌঁছায় না তাহা দ্বারা যেমন উপকৃত হওয়া সম্ভব নহে, অনুরূপ ভাবে যাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে তাহারাও উপকৃত হইতে পারে না। না দুনিয়াতে আর না পরকালে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ "কাফিরদের ডাকাডাকি সবই বৃথা"।

(١٥) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ○

১৫. আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদিগের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার মহত্ব ও তাঁহার সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আসমান যমীনের যাবতীয় বস্তুকে তাহার অনুগত করিয়া রাখিয়াছে সেই কারণেই মু'মিনগণ তো সেচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে এবং কাফিরও অনিচ্ছায় তাহাকে সিজদা করে। সমস্ত জিনিসের ছায়াও সকালে বিকালে তাহার প্রতি নত হয়। اٰصَالِ শব্দটি اَصِيْل -এর বহুবচন। অর্থ দিনের শেষাংশ। আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ আয়াতটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(١٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১৬. বল, কে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বল তিনি আল্লাহ, বল তবেকি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করিয়াছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে যাহারা নিজদিগের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নহে? বল অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তবে কি তাহারা আল্লাহর এমন শরীফ

করিয়াছে যাহারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করিয়াছে, যে কারণে সৃষ্টি উহাদিগের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে, বল আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা তিনি এক, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই কথাই তাকীদ করিয়াছেন কারণ, আরবের পৌত্তালিকতা এই কথা স্বীকার করিত যে, এক মাত্র আল্লাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহার পরিচালক ও প্রতিপালক এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জিনিসকে কার্যোদ্বারকারী বলিয়া মানিত এবং উহাদের উপাসনা করিত। অথচ, তাহার না তো তাহাদের নিজদের কোন উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম আর না তাহাদের উপসনাকারীদের কোন উপকার-অপকার করিতে পারে। অতএব যাহারা এই প্রকার মাবুদের উপসনা করে এবং যাহারা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তাহারা কি সমান হইতে পারে? যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর তা'আলার ইবাদত করে সে আল্লাহর দেওয়া নূরপ্রাপ্ত। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ نَشَاۤءَ بِهٖ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ -

অর্থাৎ এই মুশরিকরা আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিয়াছে তাহারা কি এমন কিছু সৃষ্টি করিয়াছে যাহা আল্লাহর সৃষ্টির সমতুল্য। অতএব তাহারা আল্লাহর সৃষ্টি ও তাহাদের শরীকদের সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইতেছে না। অর্থাৎ এমন নহে। আল্লাহর সাদৃশ্য ও তাহার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। তাহার কোন শরীক নাই। তাহার কোন উজীরও নাই। আর তাহার স্ত্রী পুত্রও নাই تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا আল্লাহ তা'আলা এইসব কিছু হইতে পবিত্র। এই সকল মুশরিকরা আল্লাহর সহিত এমন সমস্ত বস্তুকে উপসনা করে যাহা আল্লাহরই সৃষ্ট এবং আল্লাহর দাস ও গোলাম। যেমন তাহারা নিজেরাও একথা স্বীকার করিত তাহারা তালবীয়াহ পড়িবার সময় বলিত,

لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّاشَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ

হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত, আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন শরীক আছে যাহার মালিকও আপনই এবং সে যাহার মালিক, প্রকৃতপক্ষে তাহার মালিকও আপনিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন مَانَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى "আমরা তাহাদের উপাসনা কেবল এই উদ্দেশ্যে করি যে, তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভে আমাদের সাহায্য করে।" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের আকীদা অস্বীকার করিয়া বলেন, لَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম হইবে না। এবং তাহার অনুমতি ছাড়া কাহার সুপারিশ কোন কাজেও আসিবে না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

وَاِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

অর্থাৎ আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তু দয়াময় আল্লাহর নিকট গোলাম হইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন এবং কিয়ামতে তাহাদের সকলেই একা একাই তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। যখন সকলেই আল্লাহ দাস সুতরাং তাহাদের একজন অপরজনকে দলীল প্রমাণ ছাড়া শুধু মাত্র স্বীয় ধারণার বশীভূত হইয়া উপাসনা করিবে কেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরণ করিয়াছেন যাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য মিথ্যা মাবুদের উপাসনা করিতে বাধা দিতেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিত, অতএব তাহাদের প্রতি আযাবের ও শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়া গেল। وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا আর আপনার প্রভু কাহার প্রতি যুলুম করেন না।

(۱۷) اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۬ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ؕ

১৭. তিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন ফলে উপত্যকাসমূহ উহাদিগের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এর প্লাবন তাহার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এই রূপে উপরিভাগে আসে যখন অলংকার অথবা তৈজসপত্র নির্মাণ উদ্দেশ্য কিছু অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই ভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। যাহা আবর্জনা তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা জমিতে থাকিয়া যায় এই ভাবে আল্লাহ উপমা দিয়া থাকেন।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হক ও সত্যের স্থায়ী হওয়া ও বাতিলের শেষ হওয়ার দুইটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি.ইরশাদ করেন اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন, فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا অতঃপর প্রত্যেক নদী-নালা তাহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে পানি গ্রহণ করে ও প্রবাহিত হয়। বড় নদী বেশী পানি ধারণ করে এবং ছোট নদী উহার ধারণ ক্ষমতা হিসাবে ধারণ করে। ইহা দ্বারা বিভিন্ন অন্তরকে উপমিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ কোন অন্তরে অনেক বেশী ইলম ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে, আবার কোন কোন অন্তর অনুজ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা রাখে فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا অতঃপর নদীর প্রবাহিত পানির ওপরে ফেনাও সৃষ্টি হয়।

একটি উপমা তো এই হইল وَمِمَّا تُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ ইহা হইল দ্বিতীয় উপমা, অর্থাৎ গহনা তৈয়ার করিবার জন্য যে স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে গলান হয় এবং পাত্র ও অন্যান্য জিনিস প্রস্তুত করিবার জন্য যে লোহা কিংবা তামা গলান হয় উহাতেও ফেনার সৃষ্টি হয়। كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ অর্থাৎ হক ও বাতিল যখন একত্রিত হয়, তখন বাতিল মিটিয়া যায় এবং হক প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ফেনা পানির সহিত টিকিয়া থাকিতে পারে না আর স্বর্ণ রৌপ্যের সহিতও পারে না বরং ফেনা শেষ হইয়া যায় এবং স্বর্ণ রৌপ্য এবং পানি টিকিয়া থাকে। অনুরূপভাবে, বাতিলও মিটিয়া যায় এবং হক টিকিয়া থাকে।

فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً অর্থাৎ ফেনা দ্বারা কোন উপকার হয় না বরং উহা টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া যায় এবং নদী-নালার উভয় পার্শ্বে চলিয়া যায় কিংবা গাছের ডালে লাগিয়া থাকে কিংবা বাতাসে উড়িয়া যায়। অনুরূপভাবে স্বর্ণ রৌপ্য, লোহা ও তামার ময়লা পৃথক হইয়া যায় এবং টিকিয়া থাকে শুধু পানি, স্বর্ণ রৌপ্য ও অন্যান্য পদার্থ যাহা দ্বারা উপকার সাধিত হয়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

যাহা মানুষের জন্য উপকার উহা তো যমীনে থাকিয়া যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ আমি মানুষের জন্যই উপমাসমূহ বর্ণনা করি কিন্তু কেবল জ্ঞানীগণই উহা বুঝিয়া থাকে। পূর্ববর্তী উলমায়ে কিরামের জনৈক আলেম বলেন যখন কুরআনের কোন উপমা পাঠ করিয়া আমি উহা বুঝিতে ব্যর্থ হই, তখন আমার ক্রন্দন আসে। কারণ আল্লাহ বলেন উপমাসমূহ কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই বুঝিতে পারে। অতএব উপমা বুঝিতে না পারা জ্ঞানহীনদের চিহ্ন।। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উপমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সেই সমস্ত লোককে উপমিত করিয়াছেন যাহাদের অন্তরে ইলম ও ইয়াকীন রহিয়াছে আর কোন কোন অন্তরে সন্দেহও অবশিষ্ট থাকে কিন্তু সন্দেহ যুক্ত অবস্থার কোন আমল উপকারী হয় না। কিন্তু ইয়াকীন ও পূর্ণ বিশ্বাস থাকিলে উহা দ্বারা আল্লাহ তাহাকে উপকৃত করেন। فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ শুষ্ক হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আর যাহা মানুষের উপকারী উহা যমীনে থাকিয়া যায়। আর উহা হইল ইয়াকীন ও বিশ্বাস যেমন গহনা প্রস্তুত করিবার সময় স্বর্ণ আগুনের মধ্যে গলান হইলে স্বর্ণের ময়লা আগুনের দ্বারা থাকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় আর নির্ভেজাল স্বর্ণটুকু উঠাইয়া লওয়া হয় অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াকীন ও বিশ্বাসকে গ্রহণ করেন এবং

সন্দেহকে পরিত্যাগ করেন। আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পানির ঢল নদী নালার লাকড়ী ও আবর্জনা ভাসাইয়া লইয়া যায়। وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ যাহা আগুনে গরম করিয়া গলান হয়, তাহা হইল যেমন স্বর্ণ রৌপ্য, গহনা তামা লোহা ইত্যাদি। লোহা ও তামার ময়লাকে আল্লাহ পানির ফেনার সহিত উপমিত করিয়াছেন। এবং যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় যেমন স্বর্ণ রৌপ্য এবং যে পানি দ্বারা যমীন উপকৃত হইয়া উহার মাধ্যমে তাহারা ফসল উৎপন্ন করে উহার সহিত সৎ কাজকে উপমিত করিয়াছেন, যাহা তাহার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। আর অসৎকাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে না যেমন ফেনা উপকারে আসে না। অনুরূপভাবে আল্লাহর পক্ষ হইতে যে হক ও হেদায়াত আসিয়াছে যে ব্যক্তি তাহার উপর আমল করিবে উহা তাহার জন্য উপকারী হবে এবং যমীনে অবশিষ্ট উপকারী পানির ন্যায় এই সৎকাজ তাহার উপকারের জন্য অবশিষ্ট থাকিবে। অনুরূপভাবে লোহা দ্বারাও যাবৎ না উহাকে আগুনে জ্বালাইয়া উহার ময়লা দূর করিয়া উহার নির্ভেজাল লোহা বাহির করিয়া লওয়া হয় চাকু, ছুরি, তরবারী তৈয়ার করা সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে বাতিল ও অসৎকাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন কিয়ামত কায়েম হইবে এবং আল্লাহর সম্মুখে মানুষ দন্ডায়মান হইবে ও আমলসমূহ পেশ করা হইবে তখন বাতিল আমল অকেজো প্রমাণিত হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে। অপর পক্ষে হক পন্থি ও সৎকার্য সম্পাদনকারী তাহার আমল দ্বারা উপকৃত হইবে। হযরত মুজাহিদ, হাসান বসরী, আতা, কাতাদাহ এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে উপরোক্ত আয়াতের এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারার শুরুতে মুনাফিকদের দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি উপমা আগুনের এবং অপরটি পানির। আর তাহা হইল مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِىْ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَائَتْ مَا حَوْلَهُ এবং اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ প্রথম উপমাটি আগুনের এবং দ্বিতীয়টি পানির। অনুরূপভাবে সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য দুটি উপমা পেশ করিয়াছেন একটি হইল وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ الايه "যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদের আমলসমূহ "মরিচিকা সমতুল্য" ভীষণ গরমে মরীচিকার সৃষ্টি হয় ইহা দূর হইতে পানির ন্যায় মনে হয়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কি চাও, তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! আমরা পিপাসিত আপনি আমাদিগকে পানি পান করান। তাহাদিগকে বলা হইবে "তোমরা পান করিতে যাও না কেন? অতঃপর তাহারা পানির জন্য জাহান্নামে নামিয়া যাইবে, কিন্তু তথায় তাহারা দেখিতে পাইবে প্রকৃত পক্ষে উহা পানি নহে। পানি সাদৃশ্য মরীচিকা।"

অতঃপর আল্লাহ দ্বিতীয় উপমা বর্ণনা করিয়াছেন أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ কিংবা গভীর সমুদ্রে অন্ধকারসমূহের ন্যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই হেদয়াত ও ইলমসহ আল্লাহ তা'আলা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, উহার উপমা সেই বৃষ্টি সমতুল্য, যাহা কোন যমীনে বর্ষিত হইয়াছে কিন্তু যমীনের একাংশ উহা গ্রহণ করিয়া বহু ঘাস ও ফসল উৎপাদন করিয়াছে আর উহার একাংশ কঠিন প্রস্তরময় কিন্তু উহা পানি আটকাইয়া রাখিয়াছে, অতঃপর সেই পানি দ্বারা মানুষ উপকৃত হইয়াছে তাহারা নিজেরা পান করিয়াছে, তথায় পশু চরাইয়া তাহাদিগকেও পানি পান করাইয়াছে এবং উহা দ্বারা ক্ষেত খামার সেচ করিয়াছে। যমীনের আর একপ্রকার হইল কঠিন সমতল প্রস্তরময়, যাহা না পানি আটকাইয়া রাখিতে পারে আর না তাহার উৎপাদন ক্ষমতা আছে। ইহা হইল, যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞানভান্ডারসহ প্রেরণ করিয়াছেন উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। উহা সে নিজেও শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং অপরকেও শিক্ষা দান করিয়াছে, তাহার এবং সেই ব্যক্তির উপমা যে ইহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই আর আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াত গ্রহণও করে নাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্র উপমাটি হইল পানি বিশিষ্ট উপমা। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহু (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্যাক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছে যখন উহা পাশ্ববর্তী স্থানসমূহকে আলোকিত করিয়াছে তখন পতংগ এবং পরোয়ানা আগুনের মধ্যে পড়িয়া জীবন শেষ করিতে উদ্যত হইল যে ব্যক্তি আগুন জ্বালাইয়াছে সে উহাদিগকে বাধা দিতে লাগিল কিন্তু তাহারা তাহাকে পরাজিত করিয়াছে আগুনের মধ্যে পতিত হইতে লাগিল। ইহাই হইল আমার ও তোমাদের উপমা। আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া আগুনে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিতেছি অথচ, তোমরা আমার বাধা উপেক্ষা করিয়া আগুনে প্রবেশ করিতেছ। হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইল আগুন বিশিষ্ট উপমা।

(১৮) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ط وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

১৮. মঙ্গল তাহাদিগের যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহ্বনে সাড়া দেয়। এবং যাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় না, তাহাদিগের যদি পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই থাকিত এবং তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো থাকিত উহারা

মুক্তি-পণ রূপে তাহা দিত। উহাদিগের হিসাব হইবে কঠোর এবং জাহান্নাম হইবে উহাদিগের আবাস। উহা কত নিকৃষ্ট আশ্রয় স্থল।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সৎ ও অসৎ লোকদের পরিণাম সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন - لِلَّذِيْنَ يَسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ "যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে, তাহার নির্দেশসমূহের প্রতি মাথাবনত করিয়াছে তাহার প্রদান করা অতীত ও ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের জন্য الْحُسْنٰى "উত্তম পুরস্কার রহিয়াছে" যেমন আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইন সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন

اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُكْرًا وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءَ ِالْحُسْنٰى وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا

"যে ব্যক্তি যুলুম করিবে তাহাকে আমি শাস্তি দান করিব অতঃপর তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহাকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে তাহার জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার আমিও তাহার সহিত নরম কথা বলিব"। অন্য আয়াতে রহিয়াছে لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম পুরস্কার এবং অধিক জিনিসও।

قوله وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا وَلَوْ اَنَّ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আনুগত্য করে নাই لَهُمْ مَّافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا যদি পরকালে তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় যে, দুনিয়ার ধন-ভান্ডার ও উহার সমপরিমাণ ধনভান্ডার দান করার বিনিময়ে আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে তবে মুক্তি লাভের বিনিময়ে উহাও করিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ উহা গ্রহণ করিবেন না। কারণ, কিয়ামতে কোন প্রকর দান খয়রাত ও বিনিময়ের লেন-দেন চলিবে না। اُولٰئِكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ অর্থাৎ তাহাদের হিসাব নিকাশ বড়ই খারাপ হইবে। ছোট বড় সর্ব প্রকার বিষয়ের হিসাব দিতে হইতে। আর যাহার নিকট হইতে পুংখানুপুংখরূপে হিসাব লওয়া হইবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং উহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

(١٩) اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۙ

১৯. তোমার প্রতিপালক হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা যে ব্যক্তি সত্য বলিয়া জানে সে আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেক-শক্তিসম্পন্নগণই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করে যে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা পরম সত্য উহাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। বরং উহার সবটুকুই সত্য উহার একাংশ অপরাংশের সত্যতা প্রমাণ করে উহার কোন অংশ অপরাংশের বিরোধী নহে। উহার সমস্ত সংবাদ সত্য উহার নির্দেশসমূহ ও নিষেধসমূহ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا "সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণ হইয়াছে।" অতএব হে মুহাম্মদ! (সা) যাহার নিকট আপনার আনিত আদর্শের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আর যে ব্যক্তি এমন অন্ধ না তো সে কল্যাণের পথ দেখিতে পায় আর না বুঝিতে পারে এবং আর বুঝিলেও উহার সত্যতা স্বীকার করে না এবং উহার অনুসরণ করে না। তাহারা সমান হইতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَا يَسْتَوِىْ أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ .

দোযখবাসীরা ও বেহেশ্তবাসী সমান হইতে পারে না। বরং বেহেশ্তের অধিবাসীগণই সাফল্যের অধিকারী। আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই দুই দল কি একরকম হইতে পারে? অর্থাৎ তাহারা সমান হইতে পারে না। إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ আসল কথা হইল যাহারা অবিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের অধিকারী কেবল তাহারাই নসীহত গ্রহণ করে। "আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভূক্ত করুন"!

(٢٠) الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۙ

(٢١) وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ؕ

(٢٢) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ
عُقْبَى الدَّارِ ۙ

(٢٣) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ
ذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

(٢٤) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ؕ

২০. যাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে ও প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না;

২১. এবং আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আদেশ করিয়াছেন যাহারা তাহা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাহাদিগের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।

২২. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্যধারণ করে, সালাত কায়েম করে আমি তাহাদিগকে যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যাহারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে ইহাদিগের জন্য শুভ পরিণাম।

২৩. স্থায়ী জান্নাত উহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহারাও এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে প্রত্যেক দ্বার দিয়া।

২৪. এবং বলিবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগের প্রতি শান্তি, কত ভাল এই পরিণাম।

তাফসীর ঃ যাহারা উপরোল্লেখিত উত্তম গুণসমূহের অধিকারী হইবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতেছেন যে, তাহাদের জন্য পরকালের উত্তম বিনিময় এবং দুনিয়ার সহাস্যও রহিয়াছে। তাহারা হইল اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ "যাহারা ওয়াদা পালন করে, ওয়াদা ভংগ করে না। অর্থাৎ তাহারা সেই মুনাফিকদের ন্যায় নহে, যাহারা ওয়াদা করিলে ভংগ করে, ঝগড়া করিলে অশালিন কথা বলে, কথা বলিলে, মিথ্যা বলে এবং তাহাদের নিকট আমানত রাখিলে উহাতে খেয়ানত করে। اَلَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ। আর তাহারা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সহিত আত্মীয়তার বন্ধন মযবুত রাখিতে ও তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা উহাকে পালন করে। এবং গরীব মুখাপেক্ষি লোকদের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় দেয়। وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ আর তাহারা যে কাজ সম্পাদন করে এবং যাহা তাহারা বর্জন করে সে ব্যাপারে তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখে আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই সে কাজ করে এবং তাহার অসন্তুষ্টির ভয়েই অন্যায় কাজ বর্জন করে এবং পরকালের খারাপ হিসাব নিকাশকে ভয় করে। এই কারণে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সর্বাবস্থায় সঠিক সরল পথে চলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا। ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ। আর যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য হারাম ও গুনাহসমূহ হইতে নিজেকে বাচাইয়া রাখিয়া ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ও বিরাট পুরস্কার ও বিনিময়ের লোভে তাহারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে হারাম ও গুনাহর কাজসমূহ হইতে বাচাইয়া রাখে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর তাহারা সালাত কায়েম করে অর্থাৎ শরীয়তের নিয়মানুসারে সালাতের সঠিক সময়সমূহে রুকু সিজদা এবং খুশু, পূর্ণ একাগ্রতা ও নিবিষ্টতার সহিত তাহারা সালাত আদায় করে। وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ যাহাদের জন্য ব্যয় করা ওয়াজিব, যেমন স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও দূরবর্তী মুখাপেক্ষী লোকজন আমার দেওয়া রুজী হইতে তাহারা তাহাদের জন্য ব্যয় করে। سِرًّا وَّعَلَانِيَّةً তাহারা সর্বাবস্থায়, প্রকাশ্যে, গোপনে, রাতে-দিনে সকল সময় ব্যয় করে। কোন অবস্থা তাহাদিগকে ব্যয় করিতে বাধা দেয় না। وَيَدْرَاُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ আর তাহারা ভাল কাজ দ্বারা মন্দ কাজকে বাধা দেয়, যখন কেহ তাহাদিগকে কষ্ট দান করে তাহারা উহা হাসীমুখে বরণ করে, এবং ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ "উত্তম পন্থায় হটাইয়া দিন, তখন আপনি দেখিতে পাইবেন আপনার ও যাহার মধ্যে শত্রুতা রহিয়াছে সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং যাহারা ভাগ্যবান কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে।" এই কারণেই যাহারা উল্লেখিত গুণসমূহের অধিকারী আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে এই সুসংবাদ দান করিয়াছেন যে তাহাদের জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যাও দান করিয়াছেন যে, সে বিনিময় হইল جَنّٰتُ عَدْنٍ চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ। عَدْنٍ অর্থ, বসবাস করা جَنّٰتُ عَدْنٍ অর্থ চিরকাল বসবাসের বাগানসমূহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, বেহেশতের মধ্যে এক প্রাসাদ আছে যাহার নাম 'আদন' যাহার চতুর্দিকে পাঁচ হাজার দরজা আছে এবং উহার জন্য পাঁচ হাজার ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত আছে। উহাতে নবী সিদ্দীক ও শহীদগণ ব্যতিত আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহ্‌হাক (র) جَنّٰتُ عَدْنٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা হইল বেহেশতের একটি শহর যেখানে রাসূলগণ নবীগণ শহীদগণ ও ইমামগণ অবস্থান করিবেন এবং অন্যান্য লোক উহার পার্শ্ববর্তীস্থানে বাস করিবেন। ইবনে জরীর (র) রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَوْلُهٗ صَلَحَ مِنْ اٰبَاۤءِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ উপরোল্লেখিত গুণের অধিকারী লোক যাহাদিকে বেহেশ্‌তে দাখিল করা হইবে। তাহাদের প্রিয় লোকজনকে যেমন তাহাদের মুমিন পিতা-পিতাসহ, পরিবারের অন্যান্য লোকজন সন্তান-সন্তুতি ও স্ত্রী তাহাদিগকেও উহাদের সম্মানার্থে ও তাহাদের মনের শান্তির জন্য তাহাদের সহিত একত্রিত করা হইবে। এমন কি যাহারা নিম্নশ্রেণীর বেহেশতের অধিবাসী তাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ-পূর্বক উচ্চশ্রেণীতে আসন দান

করিবেন। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ। “যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানগণ ঈমান আনিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের সন্তানগণকেও তাহাদের সহিত একত্রিত করিয়া দিব قَوْلُهُ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ الخ। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং আম্বিয়া সিদ্দীকীন ও রাসূলগণের পার্শ্বে স্থান লাভ করিয়া বেহেশতের যে অশেষ নিয়ামত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিবে এই কারণে ফিরিশ্তাগণ সদাসর্বদা তাহাদিগকে প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদিকে অভিনন্দন ও মুবারকবাদ জানাইতে থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান....আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন, তিনি বলিলেন আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম দরিদ্র মুহাজিরগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবেন, যাহারা দুনিয়ার ভোগ বিলাস হইতে দূরে ছিলেন এবং সদা কষ্টেই তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে এবং যখন তাহাদের মৃত্যু সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই। আল্লাহ তা'আলা কোন একজন ফিরিশ্তাকে বলিবেন, যাও, এবং তাহাদিগকে মুবারকবাদ দান কর। তখন ফিরিশ্তাগণ বলিবে হে আল্লাহ! আমরা আপনার আসমানের অধিবাসী এবং সমস্ত সৃষ্টির সেরা, এতদসত্ত্বে আপনি আমাদিগকে সালাম ও মুবারকবাদ দেওয়ার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন? তখন আল্লাহ বলিবেন, তাহারা আমার এমন বান্দা ছিল যাহারা কেবল আমারই ইবাদত করিত, আমার সহিত কাহাকেও শরীফ করিত না। তাহারা সর্বপ্রকার আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং সদা কষ্টে জীবন যাপন করিয়াছে আর যখন তাহাদের মৃত্যু আসিয়াছে তখন তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং তাহারা বলিবে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। পরকালের বিনিময় বড়ই উত্তম।

আবুল কাসিম তাবরানী (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে দলটি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাহারা হইল দরিদ্র মুহাজিরগণ। তাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যখন তাহাদিগকে কোন নির্দেশ করা হইয়াছে তাহারা তাহা স্বাগ্রহে শ্রবণ করিয়াছে ও উহা পালন করিয়াছে। কোন শাসকের নিকট তাহার কোন প্রয়োজন থাকিলে উহা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু

হইয়াছে এবং তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরেই রহিয়া গিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বেহেশতকে ডাকিবেন অতঃপর বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জায় উপস্থিত হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সে সকল বান্দা যাহারা আমার রাহে লড়াই করিয়াছে আমার রাহে যাহাদিগকে যাতনা দেওয়া হইয়াছে আমার রাহে যাহারা জিহাদ করিয়াছে তাহার কোথায়? তোমরা বিনা হিসাব নিকাশে বেহেশতে প্রবেশ কর। ফিরিশ্তাগণ আসিবে এবং সিজদায় পড়িয়া বলিতে থাকিবে হে আল্লাহ! আমরা দিবা রাতে আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি, এই সমস্ত লোক কাহারা, যাহাদিগকে আপনি আমাদের উপর প্রাধান্য দান করিলেন? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তাহারা হইল আমার সেই সমস্ত বান্দা যাহারা আমার রাহে জিহাদ করিয়াছেন এবং আমার রাহে নির্যাতিত হইয়াছিল, অতঃপর ফিরিশ্তাগণ প্রত্যেক দরজায় তাহাদের নিকট প্রবেশ করিবে এবং বলিবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

আবদুল্লা ইবনে মুবারক.... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুমিন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া তাহার আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে এবং তাহার সেবক দল সারি দিয়া থাকিবে সারির এক প্রান্তে একটি রুদ্ধদ্বার থাকিবে অতঃপর একজন ফিরিশ্তা ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিবে অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে একজন ফিরিশ্তা অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে এমনকি ইহা মু'মিন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবে। অতঃপর মু'মিন বলিবে তোমরা তাহাকে অনুমতি দান কর। মু'মিনের নিকটবর্তী সেবক তাহার নিকটবর্তী সেবককে বলিবে তোমরা অনুমতি দান কর এইভাবে দরজার নিকট ব্যক্তি খাদেমের নিকট ইহা পৌঁছাইয়া যাইবে অতঃপর দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফিরিশ্তা ভিতরে প্রবেশ করিবে এবং মু'মিনকে সালাম করিয়া চলিয়া যাইবে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত যে তিনি প্রতিবছর শেষে শহীদগণের কবর যিয়ারত করিবার জন্য যাইতেন এবং سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ বলতেন। হযরত আবূ বকর উমর এবং উস্মান (রা) ও অনুরূপ যিয়ারত করিতেন।

(٢٥) وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

২৫. যাহারা আল্লাহর সহিত দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করে যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় তাহাদিগের জন্য আছে লা'নত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মন্দ আবাস!

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে অসৎলোক ও তাহাদের গুণাবনী বর্ণনা করিয়াছেন ! এবং মু'মিনগণ যে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে উত্তম বাসস্থানের অধিকারী হইবে অসৎ কাফিররা উহার বিপরীত জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মু'মিনগণ দুনিয়ায় প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি পালন করিত আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখিত এবং কাফিররা وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর উহা ভংগ করিত এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করিত। এবং দুনিয়ায় ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। যেমন হাদীসে বণিত, মুনাফিকের আলামত হইতেছে তিনটি, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর যখন তাহার নিকট আমানত রাখা হয়, উহার খিয়ানত করে। অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, যখন পারস্পরিক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তখন উহা ভংগ করে এবং যখন ঝগড়া করে তখন অশালীন কথা বলে। এই কারণে, আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন। اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ তাহাদের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ, অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে। وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ আর তাহাদের পরিণাম হইবে অতি জঘন্য। وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ তাহাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং অতি জঘন্য বাসস্থান। হযরত আবুল আলীয়া وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মানুষের ওপর যখন মুনাফিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে ছয়টি অভ্যাস প্রকাশ পায়, যখন তাহারা কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে ভংগ করে, যখন আমানত রাখা হয় উহার খিয়ানত করে। আল্লাহর সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর তাহারা ভংগ করে। আল্লাহ যাহা মিলাইয়া রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন, তাহারা উহা বিচ্ছিন্ন করে এবং যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। আর যখন তাহাদের ওপর অন্যের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও তাহারা তিনটি অভ্যাসে লিপ্ত থাকে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে, ভংগ করে আর যখন আমানত রাখা হয় উহার মধ্যে খিয়ানত করে।

(٢٦) اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۟ع

২৬. আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন কিন্তু ইহারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহ জীবনতো পর জীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই যাহাকে ইচ্ছা তাহার রুজী বৃদ্ধি করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহার রুজী হ্রাস করিয়া দেন। ইহা সব কিছুই হিকমত ও ইনসাফের ভিত্তিতে হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কাফিরদিগকে আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত দান করিয়াছে তাহাতে মগ্ন হইয়া তাহারা আনন্দে মাতিয়া আছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ঢিল দিয়াছেন, হঠাৎ তাহাদিগকে তিনি পাকড়াও করিবেন যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَنُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ “তাহারা কি ধারণা করিতেছে যে আমি তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তাত-সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিতেছি। তাড়াহুড়া করিয়াই আমি তাহাদিগের জন্য সর্ব প্রকার ভালাই পৌঁছাইয়া দিতেছি—কিন্তু তাহারা অনুভবই করিতে পারিতেছে না”। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিনদের জন্য যে সমস্ত নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন উহার তুলনায় পার্থিব জীবন যেন অতি নিকৃষ্ট তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى বরং তোমরা পাথিব জীবনকেই প্রাধন্য দিতেছ অথচ পারলৌকিক জীবনই অধিক উত্তম ও স্থায়ী। ইমাম আহমদ (র)....মুস্তাওরিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “পরকালের তুলনায় দুনিয়া ঠিক তদ্রূপ যেমন কেহ তাহার এই আঙ্গুলীটি সমুদ্রের মধ্যে ডুবাইয়া ইহা উঠাইয়া দেখিবে যে, আঙ্গুলের সহিত কতটুকু পানি আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এই কথা বলিতে সময় তাহার শাহদাত আঙ্গুলের প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন। (মুসলিম) অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছোট কানবিশিষ্ট মৃত ছাগলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন উহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, এই মৃত ছাগলের মালিকরা যখন ইহা নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তাহাদের নিকট যেমন ইহা তুচ্ছ ও ঘৃণিত ছিল সমস্ত জগতের ধন-সম্পদ আল্লাহর নিকট তদ্রূপ নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

(٢٧) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۖ ۝

(٢٨) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۗ ۝

(٢٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ۝

২৭. যাহারা কুফরী করিয়াছে, তাহারা বলে, তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? বল, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগকে তাহার পথ দেখান যাহারা তাঁহার অভিমুখী।

২৮. যাহারা ঈমান আনে এক আল্লাহর স্মরণে যাহাদিগের চিত্ত প্রশান্ত হয়, জানিয়া রাখ আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।

২৯. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে কল্যাণ এবং শুভ পরিণাম তাহাদিগেরই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা আরব পৌত্তলিকদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিতেছেন, তাহারা বলে, لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হয় নাই কেন? যেমন তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُوْنَ "সে যেন পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি যেমন নিদর্শন প্রেরণ করাইয়াছিল তদ্রূপ নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করে"। পূর্বে তাহাদের এই ধরনের বক্তব্য সম্পর্কে একাধিকবার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহারা যা চায় আল্লাহ তাহা পেশ করিতে সক্ষম। কিন্তু বিশেষ কারণবশতঃ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন না। হাদীসে বর্ণিত, আরবের মুশরিকরা যখন তাঁহার নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিতে, তাহাদের দেশে নহর ও নদীনালা প্রবাহিত করিতে এবং মক্কার পাহাড়গুলিকে সরাইয়া তথায় ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচায় পরিণত করিবার জন্য বলিল, তখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী পাঠাইলেন যে, যদি আপনি চান, তবে তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিব কিন্তু তাহার পরও যদি তাহারা কুফরী করে তবে তাহাদিগকে এমনি শাস্তি দিব যাহা পৃথিবীর কাহাকেও দেই নাই। আর যদি আপনি বলেন, তবে ইহার পরিবর্তে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বারা উন্মুক্ত করা হউক। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ "আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হয় তাহাকে তাহার নিকট পৌঁছাবার পথ দেখান"। অর্থাৎ আল্লাহই গুমরাহ করেন এবং তাহাদের কথামত কোন নিদর্শন ছাড়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। হেদায়াত ও গুমরাহীর সম্পর্ক নির্দশন পেশ করা ও উহা পেশ না করিবার সহিত নহে। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন,, যাহারা কোন রকমই ঈমাম আনিবে না তাহাদের জন্য নিদর্শনসমূহ ও ভীতিপ্রদর্শন কোন কাজেই আসেন না।.আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ যাহাদের জন্য শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা ঈমান আনিবে না যাবত না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন উপস্থিত হউক না কেন। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَاكَانُوْ لِيُؤْمِنُوْا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ -

“যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করি· এবং তাহাদের সহিত মৃত লোকজন জীবিত হইয়া কথা বলে, এবং সমস্ত জিনিস তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না। কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক জাহেল, মুর্খ”। এই কারণেই, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ যাহারা আল্লাহ নিকট বিনয়ী হইয়া তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আল্লাহ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ যাহাদের অন্তরে ঈমান মযবুত হইয়াছে যাহাদের অন্তর আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে এবং আল্লাহর যিকিরে তাহারা শান্তি লাভ করে এবং আল্লাহকে মাওলা ও সাহায্যকারী হিসাবে মানিয়া লইয়াছে اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ আর প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর যিকিরেই অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ ইবনে আবূ তালহা (র) طُوْبٰى শব্দের অর্থ বলেন, আনন্দ ও চক্ষুর শীতলতা, ইকরিমাহ (রা) طُوْبٰى لَهُمْ -এর অর্থ করেন, তাহাদের মাল অতি চমৎকার। যাহ্হাক (রা) বলেন, তাহাদের প্রতি ঈর্ষা হইবে। ইবরাহীম নখয়ী (র) বলেন, তাহাদের জন্য কল্যাণ হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, طُوْبٰى একটি আরবী শব্দ, বলা হইয়া থাকে طُوْبٰى لَكَ তুমি যেন মঙ্গলময় হও। حُسْنٰى مَاٰبٍ সুন্দর আশ্রয়স্থল ও সুন্দর ঠিকানা। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে طُوْبٰى لَهُمْ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহা হাবশী ভাষায় বেহেশতের যমীন।

সায়ীদ ইবনে মাসূজ বলেন, طُوْبٰى হিন্দী ভাষায় বেহেশতের এক নাম। আল্লামা সুদ্দী ও হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, طُوْبٰى বেহেশতের এক নাম। মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন বেহেশত সৃষ্টি করিলেন তখন তিনি বলিলেন, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ

ইবনে জরীর (র)....শাহর ইব্নে হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তূবা বেহেশতের একটি গাছের নাম উহার ডালপালা বেহেশতের প্রাচীর অতিক্রম করিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা ইবনে আব্বাস (রা) মুগীস ইবনে সুমাইয়ান আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে “তূবা” বেহেশতের একটি গাছের নাম বেহেশতের প্রত্যেক ঘরে উহার ডাল পালা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং মুক্তার দানা হইতে গাছটি রোপন করিয়াছেন। এবং তিনি উহাকে বিস্তৃত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন অতঃপর আল্লাহর যতদূর ইচ্ছা উহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই গাছেরই মূল হইতে বেহেশতের মধু, শরাব, দুধ ও পানির নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওহব (র)....হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, "তূবা বেহেশতের একটি গাছ যাহা এক শত বছরের পথ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। বেহেশত বাসীদের কাপড়সমূহ উহার পাপড়ী হইতে বাহির হয়"।

ইমাম আহমদ (র)....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই ব্যক্তি বড় মুবারক যে আপনাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন طُوْبٰى لِمَنْ رَاٰنِىْ وَ اٰمَنَ بِىْ ثُمَّ طُوْبٰى ثُمَّ طُوْبٰى ثُمَّ طُوْبٰى لِمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَلَمْ يَرَنِىْ "সেই ব্যক্তি মুবারক যে আমাকে দেখিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি অতঃপর সেই ব্যক্তি মুবারক যে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে অথচ আমাকে সে দেখিতে পায় নাই।" এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'তূবা' কি? তিনি বলিলেন, "বেহেশতের একটি গাছ যাহা তিনশত বৎসরের পথ পর্যন্ত বিস্তৃত বেহশতবাসীদের কাপড় উহার পাপড়ী হইতে নির্গত হইবে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই ইসহাক ইবনে রাহওয়াহ (র).... সাহল ইবনে সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার ছায়ায় সাওয়ারী এক শত বৎসর চলিলেও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। রাবী বলেন অতঃপর আমি নুমান ইবনে আবূ আইয়াশ-এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) নবী করীম (সা) হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে অতিদ্রুত অশ্বরোহী একশত বৎসর পর্যন্ত চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত ইয়ায়ীদ ইবনে যুবাইর (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে। সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর যাবৎ চলিতে থাকিবে। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে পড় ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইর্শাদ করিয়াছেন, "বেহেশ্তের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় কোন সাওয়ারী সত্তুর কিংবা একশত বৎসর চলিতে পারে। এই গাছটি 'শাজারাতুল খুলদ' নামে পরিচিত। মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা'-এর আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, সাওয়ারী উহার একটি ডালের ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে পারিবে অথবা বলিয়াছেন উহার এক একটি ছায়ার নীচে শত শত সাওয়ারী অবস্থান করিতে পারিবে সেখানে স্বর্ণের পঙ্গপাল রহিয়াছে এবং উহার একটি একটি ফল বড় বড় ডেগের ন্যায়। (তিরমিযী) ইস্মাইল ইবনে আইয়াশ (র)....আবূ উমামাহ বাহেলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন 'তোমাদের যে কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে চলিতে চলিতে 'তূবা' এর নিকট যাইবে অতঃপর তাহার জন্য উহার পাপড়ীসমূহ উন্মুক্ত করা হইবে এবং সে উহার যে কোন একটি পছন্দ করিবে, সাদা, লাল, হলুদ, কালো যাহা ইচ্ছা উহা সে নির্বাচন করিয়া লইবে।

ইমাম আবূ জাফর ইবনে জরীর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তূবা বেহেশতের একটি গাছ, আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, আমার বান্দার পছন্দ মত জিনিস তাহার নিকট ফেলিতে থাক, অতঃপর গাছটি জিনসহ ঘোড়া, লাগামসহ উট এবং তাহার ইচ্ছামত কাপড় বর্ষণ করিতে থাকিবে। ইবনে জরীর (র) ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (র) হইতে এখানে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে উহার নাম তূবা সাওয়ারী উহার ছায়ায় একশত বৎসর চলিতে থাকিবে তবুও উহার শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারিবে না। গাছটি উন্মুক্ত বাগানের ন্যায় স্বজীব হইবে, উহার পাতাসমূহ মনোরম হইবে, উহার শাখাসমূহ আম্বরের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হইবে, উহার প্রস্তরসমূহ ইয়াকুত হইবে। উহার মাটি কর্পুর হইবে এবং কাদা হইবে মিসক উহার মুল হইতে দুধ ও শরাবের নহর প্রবাহিত হইবে। উহার নীচে বেহেশতবাসীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। ফিরিশ্তাগণ তাহাদের নিকট উত্তম উট লইয়া আসিবে যাহার লাগাম হইবে স্বর্ণের উহার মুখমন্ডলী হইবে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল। উহার পশম রেশমের ন্যায় কোমল উহার হাওদা, তক্তা হইবে ইয়াকুতের যাহা স্বর্ণ খচিত হইবে মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় দ্বারা উহা সজ্জিত হইবে। এই ধরনের উট তাহারা বেহেশতবাসীদের নিকট পেশ করিবে এবং তাহারা বলিবে আমাদের প্রতিপালক তাহার সহিত সাক্ষাত ও সালাম করিবার জন্য এই সাওয়ারীসহ আপনাদের নিকট আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা উক্ত সাওয়ারীতে আরোহণ করিবেন, উহা পাখী হইতেও অধিক দ্রুত চলিতে থাকিবে। গদী হইতে উহা অধিক নরম হইবে বেহেশতীগণ পরস্পর একে অন্যের সহিত আলাপ

করিতে করিতে চলিবে। অথচ এক উটের কর্ণ অন্য উটের কর্ণকে স্পর্শও করিবে না আর না কোনটির পশ্চাদভাগকে স্পর্শ করিবে। চলার পথে কোন গাছ পড়িলে উহা আপনা আপনই সরিয়া যাইবে যেন কোন সাথীর তার অন্য সাথী হইতে পৃথক হইতে না হয়। অবশেষে তাহার পরম করুনাময় আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেন। আল্লাহ তাঁহার পর্দা সরাইয়া দিবেন তখন তাহারা তাহাকে দেখিতে পাইবেন যখন তাহারা আল্লাহকে দেখিতে পাইবেন তখন বলিবে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ اِلَيْكَ السَّلَامِ وَحَقٌّ لَكَ اَلْجَلَالُ اَنَا السَّلَامُ وَعَنِّى السَّلَامِ وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ رَحْمَتِىْ وَمُحَبَّتِىْ الخ আমি সালাম এবং আমার পক্ষ হইতেই তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হয় তোমাদের প্রতি আমার দয়া ও অনুগ্রহ নিশ্চিত হইয়াছে হে আমার বান্দাগণ! তোমাদিগকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। তোমরা আমাকে না দেখিয়াই আমাকে ভয় করিয়া চলিয়াছ এবং আমার নির্দেশ পালন করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবেন,"হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার সঠিক ইবাদত করিতে পারি নাই যেমন করা উচিৎ ছিল। আপনার মর্যাদার প্রতি যে সম্মান করা উচিৎ ছিল আমরা তাহা করিতে পারি নাই। অতএব হে আল্লাহ। আপনি আমাদিগকে আপনার সম্মুখে একবার সিজদা করিতে অনুমতি দান করুন। আল্লাহ বলিবেন ইহা ইবাদতের স্থান নহে ইহা তো সুখ ভোগ ও আয়েশ আরামের স্থান। আমি ইবাদতের কষ্ট তোমাদের ওপর হইতে শেষ করিয়া দিয়াছি। এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা আমার নিকট চাও তোমরা যে যাহা চাহিবে আমি উহা দান করিব।

অতঃপর তাহারা চাহিতে থাকিবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সব চাইতে কম চাইবে, সে বলিবে হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন দুনিয়ার মানুষ উহা লইয়া বহু হিংসা প্রতিহিংসার মগ্ন ছিল, হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়ায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন উহার আদী-অন্ত সব কিছুই আমাকে দান করুন, ইহা শুনিয়া আল্লাহ বলিবেন, তুমি তোমার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক কম জিনিসের প্রার্থনা করিয়াছ। আচ্ছা, উহা তোমাকে দান করা হইল। অতঃপর তাহাদের অন্তরে সে সকল জিনিসের কল্পনাও হয় নাই তিনি তাহাও তাহাদিগকে দান করিবেন, এখন আল্লাহ তাহাদিগকে যা দান করিবেন উহাতে তাহাদের মনের সকল চাহিদা মিটিয়া যাইবে। এখানে তাহারা যাহা লাভ করিবেন উহার মধ্যে থাকিবে দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া যাহার প্রতি চারটি ঘোড়ার ইয়াকুতের তৈরী ও খাট পালংক রাখা হইবে প্রত্যেক খাটের ওপর স্বর্ণের তৈরী তাবু (قبه) হইবে এবং উহার ওপর বেহেশতের বিছানা হইবে। বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট দুই দুই জন সুন্দরী রমনী থাকিবে যাহারা বেহেশতের পোশাক পরিহিতা হইবেন তাহারা বেহেশতের সর্বপ্রকার রং এবং সর্বপ্রকার সুগন্ধিযুক্তা হইবে। তাহাদের চেহারা এতই উজ্জ্বল হইবে যে তাবুর বাহির হইতে মনে হইবে যে তাহারা তাবুর ভিতরে নহে,

তাবুর বাহিরেই বসিয়া আছে। তাহাদের পায়ের গোছা এতই স্বচ্ছ হইবে যে গোছার ভিতরের মগজও দেখা যাইবে যেন উহা পায়ের গোছার ওপর রেখাবিশিষ্ট লাল ইয়াকূত প্রস্তর। তাহাদের সকলেই নিজের সম্পর্কে ধারণা করিবে তিনি যেন সূর্য সমতুল্য এবং তাহার সাথী পাথর সমতুল্য। তাহারা বেহেশতবাসীর নিকট যাইবে তাহাকে অভিনন্দন জানাইবে এবং তাহার সহিত আলিঙ্গন করিবে এবং তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা এই কথা জানিতাম না যে আপনার ন্যায় এত উত্তম লোক আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদিগকে নির্দেশ দিবেন অতঃপর তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া বেহেশতে ভ্রমণ করিতে থাকিবেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে পৌঁছাইয়া যাইবে। এই রেওয়ায়েতই ইবনে আবূ হাতিম ওহব ইবনে মুনাব্বহ হইতে তাহারা নিজস্ব সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় তিনি এতটুকু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন; তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহা তোমরা প্রত্যক্ষ কর। অতঃপর তাহারা দেখিতে পাইবেন, অনেকগুলি তাঁবু (قيه) এবং মারজান ও মুক্তা দ্বারা নির্মিত ঘর যাহার দ্বারসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত এবং খাট নির্মিত ইয়াকুত পাথর হইতে। আর উহার বিছানা বিভিন্ন প্রকার রেশমের তৈরী এবং মিম্বরসমূহ নূরের তৈরী ঘরের দরজা ও আঙ্গিনা সূর্যের কিরণের ন্যায় হইতে নূর ও আলোচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে। আবার হঠাৎ তাহারা আলা ইল্লয়্যীনে সুউচ্চ বালাখানা ও প্রসাদ দেখিতে পাইবেন যাহা সাদা ইয়াকূতের নির্মিত সাদা রেশমের বিছানা পাতান যে বালাখানাটি লাল ইয়াকূতের তৈরী উহাতে লাল বিছানা পাতান আর যে প্রাসাদটি সবুজ ইয়াকূতের নির্মিত, উহাতে সবুজ বিছানা পাতান রহিয়াছে যে প্রাসাদটি হলুদ ইয়াকূতের নির্মিত উহাতে হলুদ বিছানা পাতান রহিয়াছে, আর উহার দরজাসমূহ সবুজ যমাররদ পাথর স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত। উহার খুঁটি মূল্যমান পাথর দ্বারা নির্মিত এবং প্রাসাদের ছাদ মুক্তার দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে।

সেখানে তাহারা পৌঁছাবার সাথেই তাহারা দেখিতে পাইবে যে তাহাদের জন্য সাদা ইয়াকূতী ঘোড়া প্রস্তুত রহিয়াছে। বেহেশতের কচিকচি ছেলেরাই উহার সেবক হিসাবে নিয়োজিত রহিয়াছে। ঘোড়ার লাগামও গাঢ় সাদা রৌপ্যের তৈয়ারী ইয়াকূত ও মুক্তার হার দ্বারা সজ্জিত। উহার জিন রেশম দ্বারা প্রস্তত। অতঃপর তাহারা এই সকল ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া বড় আনন্দ উল্লাসের সহিত বেহেশত ভ্রমণ করিবে। অবশেষে যখন তাহারা তাহাদের বাসস্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে তখন তাহারা সেখানে ফিরিশ্‌তাদিগকে নূরের মিম্বরে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবে। যাহারা এই সকল বেহেশতবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ মুসাফাহা ও তাহাদিগকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা যখন তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তথায় তাহারা

তাদের সকল কাংখিত বস্তু মজুদ পাইবে। প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে তাহারা চারটি বাগান দেখিতে পাইবে উহার দুইট বাগানে ডালপালা বিশিষ্ট অগণিত সবুজ গাছপালা রহিয়াছে এবং দুইটি বাগানে বেশুমার ফল মূল রহিয়াছে। উভয় বাগানে উচ্ছলগতিতে প্রবাহমান দুইটি নহরও রহিয়াছে। উভয়টির মধ্যে জোড়া জোড়া ফল রহিয়াছে। সেখানে সুন্দরী রূপসী তরুণী তাঁবুর মধ্যে রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা যখন নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভু যাহার ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমারা সত্য পাইয়াছ? তাহারা বলিবে জী হাঁ, হে আমাদের প্রভু? তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের প্রভুর পুরস্কারে কি তোমরা সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে জী হাঁ; হে আমাদের প্রতিপালক? আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তখন তিনি বলিবেন, আমার সন্তুষ্টির কারণেই তো তোমরা আমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছ। আমাকে তোমরা দেখিতে পাইয়াছ এবং আমার ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন, অতএব তোমরা ধন্য হও, তোমরা ধন্য হও। عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ আল্লাহর এই দান কখনো কমিবে না কখনো বন্ধ হইবে না। তখন তাহারা বলিবে সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরিভূত করিয়াছেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক চিরস্থায়ী বাসস্থানে আমাদিগকে স্থান দিয়াছেন আর কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। আমাদের প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল এবং মর্যাদা দানকারী। এই রেওয়ায়েতটি গরীব অবশ্য ইহার অনুরূপ আরো রেওয়ায়েত রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে বলিবেন তুমি আকাঙ্ক্ষা কর, তখন সে আকাঙ্ক্ষা করিতে থাকিবে কিন্তু এক পর্যায়ে তাহার আকাঙ্ক্ষা যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ নিজেই বলিবেন, তুমি অমুক জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর, অমুক জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর। এইভাবে তিনি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন, তুমি যাহার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ উহার আরো দশগুণ বেশী তোমাকে আমি দান করিলাম।

মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদি-অন্ত মানব-দানব সকলেই এক বিশাল ময়দানে জমায়েত হয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করে, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তাহার প্রার্থনানুসারে দান করি তবে আমার বিশাল সাম্রাজ্য হইতে ইহার কিছুই কমিবে না যেমন কোন সুচ সমুদ্রের পানি হইতে কম করিতে পারে না। খালেদ ইবনে মাদাম (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহা "তূবা" নামে পরিচিত উহাতে দুধের স্তন আছে। বেহেশতবাসীদের শিশুরা উহা হইতে

দুধ পান করিবে। যদি কোন নারী অসম্পূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে তবে সে বেহেশতের কোন এক নহরে ডুবাইতে থাকিবে অতঃপর কিয়ামতে চল্লিশ বৎসর বয়সী হইয়া উঠিবে।

(৩০) كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاْ
عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ
لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ○

৩০. এইভাবে আমি তোমাকে পাঠাইয়াছি এক জাতির প্রতি যাহার পূর্বে বহু জাতি গত হইয়াছে। উহাদিগের নিকট আবৃত্তি করিবার জন্য যাহা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি। তথাপি উহারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। বল তিনিই আমার প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই তাহারই উপর আমি নির্ভর করি এবং আমার প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনাকে আমি এই উম্মতের প্রতি প্রেরণ করিয়া لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ। যেন তাহাদিগকে আমার অবতারিত ওহী পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন এবং রিসালাতের যে দায়িত্ব আপনার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা পালন করিতে পারেন। যেমন আপনাকে এই উম্মতের নিকট প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কাফিরদের নিকটও আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সে সকল কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল অতএব ইহারাও আপনাকে অমান্য করিবে ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। আর যেমন তাহাদের প্রতি আমি শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম যদি ইহারা আপনার কথা অমান্য করিয়াই চলে তবে ইহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীর্ণ হইবে অতএব ইহাদের অধিক সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ অন্যান্য রাসূলগণকে অমান্য করিবার অপরাধের অপেক্ষা আপনাকে অমান্য করিবার অপরাধ অধিক মারাত্মক। ইরশাদ হইয়াছে وَتَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ "আল্লাহর কসম আপনার পূর্বেও আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।" আরো ইরশাদ হইয়াছে" لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰٓى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا الخ – "আপনার পূর্বেও রাসূলগণকে অমান্য করা হইয়াছে অতঃপর তাহারা তাহাদের অমান্য করিবার ও কষ্ট দেওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন এমন কি আল্লাহর সাহায্য সমাগত হইয়াছে। আপনার নিকট পূর্ববর্তী সে সকল রাসূলগণের সংবাদ তো অবশ্যই আসিয়াছে।" অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কিভাবে সাহায্য করিয়াছি এবং পরিশেষে দুনিয়া ও আখিরাতে শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট

করিয়াছি। قَوْلُهُ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ অর্থাৎ এই উম্মত যাহাদের প্রতি আমি আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা পরম করুণাময় আল্লাহকে অমান্য করে তাহারা আল্লাহর এই গুণবাচক নামকে স্বীকারই করিতে চায় না। এই কারণেই তাহারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এবং 'রাহমান ও রাহীম' কি তাহা আমরা জানি না, বলিয়া তাহারা ইহার ঘোর বিরোধিতা করিয়াছিল। হযরত কাতাদাহ (র) এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। (বুখারী) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا نَهُ فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক যে নামেই তাহাকে ডাক আল্লাহর অনেক উত্তম নাম রহিয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় নাম হইল, আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান। قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থ যে বিষয়টিকে তোমরা অস্বীকার করিতেছ আমি উহার প্রতি ঈমান রাখি ও উহা স্বীকার করি আল্লাহ প্রতিপালন ও তাহার একমাত্র উপাস্য হওয়ার গুণকে আমি স্বীকার করি। তিনি আমার প্রতিপালক এবং তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাহার ওপরই আমি সমস্ত ব্যাপারে ভরসা করি। এবং তাহার প্রতিই আমি প্রত্যাবর্তন করি তিনি ব্যতীত আর কেহই ইহার অধিকারী নহে।

(٣١) وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ
كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ
اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝ع

৩১. যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যাহারা ইমান আনিয়াছে তাহাদিগের প্রত্যয় হয় নাই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন? যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের কর্মফলের জন্য তাহাদিগের বিপর্যয় ঘটিতে থাকিবে। অথবা বিপর্যয় তাহাদিগের আশে পাশে আপতিত হইতে থাকিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ঘটিতে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে প্রশংসা করিয়াছেন যাহা হযরত মহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে যাহা সমধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ অর্থাৎ পূর্ববর্তী কোন কিতাব যদি এমন হইত যে উহার সাহায্যে পাহাড়কে উহার স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা যাইত কিংবা যমীনকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যাইত অথবা কবরসমূহের মধ্যে মৃতদের সহিত কথা বলা হইত তবে এই কুরআন ছিল ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা বেশী যোগ্য কারণ, কুরআনের মধ্যে যে অপ্রতিদ্বন্দ্ব ভাষার মাধুর্য ও লালিত্ব ও মহত্ব রহিয়াছে, অথবা পৃথিবীর মানব-দানব যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে এবং উহার একটি ছোট্ট সূরার ন্যায় সূরা রচনা করিয়া পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এই মহান গ্রন্থ দ্বারাই উপরোক্ত অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই সকল মুশরিকরা উহা স্বীকার করিয়া লইতে চায় না। بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا আসল কথা হইল সমস্ত জিনিসের এখতিয়ার হইল একমাত্র আল্লাহর। অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই সংঘটিত হইবে আর যাহা ইচ্ছা করিবেন না তাহা সংঘটিত হইতে পারিবে না। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিবেন সে হেদায়াত লাভ করিবে তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারিবে না আর যাহাকে গুমরাহ করিবেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারিবে না।

কুরআন শব্দটি কোন কোন সময় পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের প্রতিও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কারণ ইহার আভিধানিক অর্থ হইল একত্রিত করা। ইমাম আহমদ (র) আব্দুর রায্যাক আমাদের নিকট....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর উপর কুরআন এতই সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে তিনি সাওয়ারীর উপর জিন বাঁধিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া কুরআন পাঠ করিতে শুরু করিতেন কিন্তু জিন বাঁধা হইবার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া শেষ করিতেন। হযরত দাউদ (আ) স্বীয় হাতের উপার্জন দ্বারাই জীবন যাপন করিতেন উপরে কুরআন দ্বারা যাবুর গ্রন্থ বুঝান হইয়াছে।

قَوْلُهُ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا মু'মিনগণকি এখনো ইহা হইতে নিরাশ হয় নাই যে সমস্ত ঈমান আনিবে না। তাহাদের জানা উচিৎ যে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই হইতে পারে না। وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকেই তিনি হেদায়াত দান করিতেন। পবিত্র কুরআন এই মহান গ্রন্থ যদি উহা পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করা হইত তবে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। অতএব এই কুরআন অপেক্ষা বড় মু'জিযা আর কি হইতে পারে? মানুষের অন্তরে এই মহান গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী আর কোন বস্তু হইতে পারে না। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে মু'জিযা দান করা হইয়াছিল যাহার প্রতি মানুষ ঈমান আনিয়াছে আর আল্লাহ তা'আলা

আমাকে যে মু'জিযা দান করিয়াছেন, তাহা হইল ওহী যাহা আমার প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন, আমি আশা করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা সর্বাধিক বেশী হইবে।" অর্থাৎ প্রতেক নবীর মু'জিযা তাহার ইন্তেকালের পরপরই শেষ হইয়া গিয়াছে কিন্তু আল-কুরআন চিরদিন সত্যের দলীল হিসাবে অবশিষ্ট থাকিবে উহার বিস্ময় কোন দিন শেষ হইবে না বার বার পাঠ করিবার পরও উহা পুরাতন বলিয়া ধারণা হয় না। উলামায়ে কিরাম উহার গভীর সমুদ্রে ডুবিয়াও পরিতৃপ্ত হন না। সত্য ও বাতিলের মাঝে উহা পার্থক্য সৃষ্টিকারী। উহা কোন উপহাসের বস্তু নহে। যে কোন পরাক্রমশালী রাজা বাদশাহ উহাকে পরিত্যক্ত করিবে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন আর যে ব্যক্তি কুরআন ব্যতীত অন্য কোথাও হেদায়ত অন্বেষণ করিবে আল্লাহ তাহাকে গুমরাহ করিয়া দিবেন।

ইবনে আবূ হাতিম উমর ইবনে হামান (রা)....আতীয়্যাহ ইবনে আওফী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি তাহাকে وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ এর আফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলিল যদি মক্কার পাহাড়সমূহ সরাইয়া দেওয়া হয় এবং এখানের সমস্ত জমি চাষাবাদের উপযোগী হইয়া যায় কিংবা যেমন হযরত সুলায়মান (আ) তার উম্মতের জন্য যমীন খনন করিয়া দিতেন আপনিও যদি আমাদের জন্য যমীন খনন করিয়া দেন অথবা যেমন হযরত ঈসা (আ) মৃতকে জীবিত করিয়া দিতেন আপনিও যদি মৃতকে জীবিত করিয়া দেন তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন। রাবী বলেন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই হাদীস কি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস, সা'বী, কাতাদাহ্, সাওরী এবং আরো অনেক হইতে আয়াতের শানে নুযূল ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, যদি কুরআন ব্যতীত অন্যান্য আসমানী গ্রন্থসমূহ দ্বারা এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইত তবে কুরআন দ্বারাও এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হইত। কিন্তু সবকিছুর ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। অতএব তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কোন কিছু সংঘটিত হইতে পারে না। بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা যাহা দাবী করিতেছে উহার কিছু করা হইবে যাহা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। কিন্তু ইহার ইচ্ছা করিবেন না। ইবনে ইসহাক (র) স্বীয় সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিয়াম أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন,মু'মিনগণ কি ইহা জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا এর স্থানে أَفَلَمْ يَتَبَيَّنِ الَّذِينَ آمَنُوا পড়িয়াছেন অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য কি ইহা স্পষ্ট নহে যে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন। আবুল আলীয়াহ (র) বলেন, মু'মিনগণ কাফিরদের

হেদায়াত গ্রহণ হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছেন কিন্তু যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে সমস্ত মানুষকে তিনি হেদায়াত দান করিতেন। قَوْلُهُ وَلَايَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ কাফিরদের অমান্য করিবার কারণে ইহকালেই তাহাদের উপর বিপদ চাপিয়া থাকিবে কিংবা তাহাদের জনপদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইতে থাকিবে। যেন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী বহু জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে আরো ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُوْنَ

তাহারা কি ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে না যে আমি যমীনকে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি ইহার পরও কি তাহারা বিজয়ী বলিয়া ধারণা করিতেছে? হযরত কাতাদাহ হযরত হাসান (র) হইতে اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন। তাহাদের জনপদের নিকটবর্তী এলাকায় বিপদ অবতীর্ণ হইবে। আল্লাহর বাণীর ভাবভঙ্গিতে এই অর্থই স্পষ্ট। আবূ দাউদ তায়ালসী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন আয়াতের মধ্যে قَارِعَةٌ অর্থ سَرِيَّةٌ অর্থাৎ ছোট সেনাদল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সেনাদলসহ তাহাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আক্রমণ করবেন। حَتّٰى يَاْتِىَ وَعْدُ اللّٰهِ এমনকি মক্কা বিজয় হইবে। ইকরিমাহ, সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর ও মুজাহিদ (র) এক বর্ণনায় এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হযরত আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ এর ব্যাখ্যা করেন, "তাহাদের অপরাধের কারণে আল্লাহর আসমানী আযাব তাহাদের উপর অবতীর্ণ হইবে اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অথবা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের উপর আক্রমণ করিবেন।" মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, قاعة অর্থ আল্লাহর শাস্তি এবং وَعدالله অর্থ মক্কা বিজয়। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন وعدالله অর্থ কিয়ামত দিবস।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَادَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ও দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁহার রাসূলের ও তাহার অনুসারীগণের সাহায্য করিবার যে, ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি উহা খেলাফ করেন না। لَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ আল্লাহকে তাঁহার রাসূলের সহিত ওয়াদা খিলাফকারী অবশ্যই মনে করিবেন না। আল্লাহ অবশ্যই বিজয়ী ও শাস্তি প্রদানকারী।

(٣٢) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ قف فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

৩২. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিয়াছিলাম। তাহার পর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি?

তাফসীর ঃ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অমান্য করিয়াছিল তাহাদের অমান্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া কষ্ট দেয়া হইয়াছিল। অতএব এই ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আপনার জন্য অনুকরণীয় বিষয় রহিয়াছে। فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি। আপনি কি জানেন যে কি ভাবে তাহাদের প্রতি আমার শাস্তি আসিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ অনেক জনপদের লোকজনকে আমি অবকাশ দিয়াছি তাহারা ছিল অত্যাচারী, অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত, আল্লাহ যালেমকে অবকাশ দান করেন, অতঃপর যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ পড়িলেন। আপনার প্রতিপালক যখন যালেম সম্প্রদায়কে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এইরূপই হইয়া থাকে। তাহার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক কঠিন।

(٣٣) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ج وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ط قُلْ سَمُّوهُمْ ط أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ط وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○

৩৩. তবে কি প্রত্যেক মানুষ যাহা করে তাহার যিনি পর্যবেক্ষক তিনি ইহাদিগের অক্ষম ইলাহগুলির মত অথচ উহারা আল্লাহর বহু শরীক করিয়াছে। বল, উহাদিগের পরিচয় চাও তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অথবা প্রকাশ্য বর্ণনা হইতে এমন কিছুর সংবাদ তাহাকে দিতে দাও, যাহা তিনি জানেন না। না উহাদিগের ছলনা উহাদিগের নিকট শোভন প্রতীয়মান হয় এবং উহারা সৎপথ হইতে নিবৃত্ত হয়। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ অর্থাৎ যিনি সকল মানুষের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণ করিতেছে ভাল মন্দ যে যাহা করিতেছে তিনি সবই জানেন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। আল্লাহ অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَمَاتَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ قُرْاٰنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আপনি যেকোন অবস্থায় থাকুন, আর কুরআনের যাহা কিছু পাঠ করুন আর তোমরা যে কাজই কর না কেন আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি (ইউনুস-৬১)। وَلَاتَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا গাছের যে পাতাটাই পড়ুক না কেন আল্লাহ তাহা জানেন وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ যমীনের সকল প্রাণীর রুজীর দায়িত্ব আল্লাহর উপর অর্পিত। তিনি প্রত্যেকের বাসস্থান ও কবরস্থান জানেন। সব কিছুই স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ তোমাদের মধ্যে যে কেহ চুপে কথা বলে আর যে উচ্চস্বরে কথা বলে আর যে রাতের অন্ধকারে লুকাইয়া থাকে আর যে দিনের আলোতে চলিতে থাকে আল্লাহর নিকট সবই সমান। يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى তিনি গোপন অতিগোপন সবই জানেন। وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ তোমরা যেখানে থাক তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ উহা দেখেন। আচ্ছা, বলতো যিনি এই সমস্ত গুণের অধিকারী তাহার সহিত সেই সকল মূর্তিকে কি তুলনা করা চলে যাহার পূজা তাহারা করিতেছে। অথচ সেই সকল মূর্তি না শ্রবণ করিতে পারে না দেখিতে পারে, না তাহারা কোন জ্ঞানের অধিকারী এবং না তাহারা নিজেদের ও তাহাদের উপাসকদের কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম। قَوْلُهٗ وَقَدْ جَعَلُوا اللّٰهِ شُرَكَاءَ কাফিরা আল্লাহর সহিত অন্যান্য মূর্তিকে শরীক বানাইয়াছে এবং তাহাদের উপাসনা করিতেছে। قُلْ سَمُّوْهُمْ আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা তাহাদের নাম বলতো যাহাদের তোমরা উপাসনা করিতেছ। তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরিচয় করিতে পারিবে। আসলে তাহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। এই কারণেই আল্লাহ বলেন اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই যদি তাহাদের কোন অস্তিত্ব থাকিত তবে তো আল্লাহ অবশ্যই জানিতেন, কারণ তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন নহে। তবে তোমরা কি আল্লাহকে এমন জিনিস জানাইতেছ যাহা তিনি জানেন না? اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন ظَنٌّ مِنَ الْقَوْلِ অর্থাৎ ধারণা করিয়া কোন যুক্তি প্রমাণ ছাড়া কথা বলা। যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন ظَاهِرٌ مِّنَ الْقَوْلِ এর অর্থ বাতিল কথা। অর্থাৎ তোমরা এই সমস্ত মূর্তি পূজা

এই ধারণা করিয়া করিতেছ যে, তাহারা তোমাদের উপকার করিবে। এবং এই কারণেই তোমরা উহাদিগকে ইলাহ বলিয়া নাম রাখিয়াছ اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ الخ অর্থাৎ, ইহা শুধু নামই মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরা রাখিয়া লইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইহার জন্য কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নাই। তাহারা কেবল তাহাদের ধারণা ও প্রবৃত্তির চাহিদার অনুসরণ করিয়া চলে। নিঃসন্দেহে তাহাদের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে হেদায়াত আসিয়া পৌছিয়াছে। بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ বরং কাফিরদের ফেরেব তাহাদের জন্য বড় সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ তাহাদের গুমরাহী ও দিনে রাতে উহার প্রতি মানুষকে আহবান করা তাহাদের গর্বের বিষয় হইয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ আমি তাহাদের জন্য তাহাদের শয়তান সাথী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছি। অতঃপর তাহারা তাহাদের গুমরাহী ও অসৎ কার্যকলাপকে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া দিয়াছে। وَصَدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ যাহারা صَا কে যবর দিয়া পড়েন তাহাদের মতে অর্থ হইল, আর কাফিররা মানুষকে রাসূলের সঠিক পথের অনুসরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। আর যাহারা পেশ দিয়া পড়েন তাঁহাদের মতে অর্থ হইল, তাহাদের গুমরাহী তাহাদের নিকট সজ্জিত হওয়ার কারণে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে। وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন, তাহাকে কেহ পথ দেখাইতে পারে না। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا যাহাকে আল্লাহ ফিৎনায় নিক্ষেপ করিতে চান, আপনি আল্লাহর এই কাজে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার রাখেন না (মাইদা-৪১)। اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ যদিও আপনি তাহাদের হেদায়াতের প্রতি লোভ করেন কিন্তু আল্লাহ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না আর তাহাদের জন্য কোন সাহায্যকারীও নাই।

(٣٤) لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

(٣٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ○

৩৪. উহাদিগের জন্য পার্থিব জীবনে আছে শাস্তি এবং পরলোকের শাস্তি তো আরো কঠোর এবং আল্লাহর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার উহাদিগের কেহ নাই।

৩৫. মুত্তাকীদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহার উপমা এই রূপ— উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, উহার ফলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী। যাহারা মুক্তাকী ইহা তাহাদিগের কর্মফল এবং কাফিরদিগের কর্ম ফল অগ্নি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের শাস্তি ও সৎলোকদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মুশরিকদের অবস্থা এবং তাহাদের কুফর ও শিরকের কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا। মুসলমানদের হাতে হত্যা ও বন্দি হইয়া এই দুনিয়ার জীবনেই তাহাদের শাস্তি হইবে। وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ দুনিয়ার এই শাস্তি ও লাঞ্ছনার পর পরকালের শাস্তি আরো অনেক গুণ কঠিন হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় হালকা।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন দুনিয়ার শাস্তি অস্থায়ী এবং একদিন ইহা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু পরকালের শাস্তির কোন শেষ নাই। উহা অসীম ও চিরস্থায়ী। দোযখের আগুন দুনিয়ার আগুন হইতে সত্তুর গুণ অধিক উত্তাপ। পরকালের বন্ধনেরও কোন কল্পনা করা যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ لَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ সেদিনে আল্লাহর কঠিন শাস্তির ন্যায় শাস্তি আর কেহ দিবে না আর না তাহার ন্যায় কঠিন শক্ত বন্ধন আর কেহ বাধিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا যে ব্যক্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য জলন্ত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। اِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا زَفِيْرًا দূর হইতে যখন দেখিবে তখন তাহারা উহার ক্রোধ ও ভয়ানক গর্জন শুনিতে পাইবে। وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا যখন তাহাদিগকে দোযখের সংকির্ণ স্থানে বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিতে থাকিবে। لَاتَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا আর তোমরা একটি মৃত্যু কামনা করিও না বরং তোমরা বহু মৃত্যু কামনা কর। قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَّمَصِيْرًا হে নবী।! আপনি বলিয়া দিন এই দারুন শাস্তি ভোগ করা ভাল না মুত্তাকীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জান্নাতের ওয়াদা করা হইয়াছে উহা ভাল? উহা তাহাদের প্রতিদান ও ঠিকানা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৎলোকদের জন্য প্রতিদানের উল্লেখ করিয়া বলেন مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ মুত্তাকীদের জন্য যে বেহেশতের ওয়াদা করা হইয়াছে

উহার অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য হইল تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ উহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতের চতুর্দিকে বেহেশতবাসীগণ যেখানে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা প্রবাহিত করিতে পারিবে। যেমন এরশাদ হইয়াছে

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ فِيْهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَاَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ মুত্তাকীদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করা হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট হইল, উহাতে এমন নহর থাকিবে যাহার পানি নষ্ট হইবে না এমন দুধের নহর থাকিবে যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। এমন শরাবের ঝর্ণা থাকিবে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদ বৃদ্ধি করিবে উহা পানে কেহ মাতালও হইবে না আর অশ্লীল কথাও বলিবে না। এবং সেখানে থাকিবে নানা প্রকার ফলমূল ও আল্লাহর পক্ষ হইতে ক্ষমা। قَوْلُهُ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلُّهَا অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে যে ফলমূল ও খাদ্য সামগ্রি থাকিবে উহা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যখন নবী করীম (সা) সূর্য গ্রহণের সালাত পড়িতেছিলেন তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে আমরা সালাতের মধ্যে কি যেন ধরিতে দেখিলাম? অতঃপর দেখিতে পাইলাম আপনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন আমি বেহেশ্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম এবং সেখান হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিবার ইচ্ছা করিলাম যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে সারা জীবন উহা হইতে তোমরা খাইতে পারিতে।

হাফিয আবূ ইয়া'লা (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, "একবার আমরা যোহরের সালাত পড়িতেছিলাম হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। আমরাও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলাম। অতঃপর তিনি কিছু ধরিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া আসিলেন। যখন সালাম শেষ হইল তখন উবাই ইবনে কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ সালাতের মধ্যে আপনি এমন এক কাজ করিয়াছেন যাহা আমরা আপনাকে কখনো করিতে দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট বেহেশত তাহার পূর্ণ সাজ-সজ্জাসহ পেশ করা হইয়াছিল। অতঃপর আমি উহার একটি আঙ্গুরের ছড়া ধরিতে চাহিলাম কিন্তু বাধার সৃষ্টি হইল। যদি আমি উহা আনিতে পারিতাম তবে আসমান যমীনের সমস্ত সৃষ্টিজীব উহা হইতে খাইলেও উহা শেষ হইত না। মুসলিম শরীফে হযরত জাবের ও উৎবা ইবনে আব্দ সুলামী হইতে বর্ণিত, একদা একজন বেদুঈন নবী করীম (সা)-কে বেহেশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহাতে কি আঙ্গুর আছে। তিনি বলিরেন, হাঁ অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, কতবড় ছড়া হইবে? তিনি বলিলেন, এতবড় ছড়া হইবে যে যদি একটি কাল কাক এক মাস যাবৎ যতদূর উড়িতে পারে যতদূর পর্যন্ত উহা বিস্তৃত থাকিবে। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন বেহেশতবাসী যখন বেহেশতের ফল ছিঁড়িবে তখন সাথে সাথেই আর একটি ফল তথায় লাগিয়া যাইবে। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশতবাসীগণ পানাহার করিবে, কিন্তু না তাহারা থুথু ফেলিবে না নাক হইতে ময়লা বাহির হইবে। আর না তাহারা পেশাব পায়খানা করিবে। মিসকের ন্যায় সুগন্ধি বিশিষ্ট ঘাম বাহির হইবে এবং উহা উহাতেই তাহাদের খাবার হজম হইয়া যাইবে। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে সেচ্ছায় চলিতে থাকে অনুরূপভাবে তাহাদের মুখ দিয়া তাসবীহ তাকদীস নির্গত হইতে থাকিবে। (মুসলিম) ইমাম আহমদ ও নাসায়ী....যায়েদ ইব্‌নে আরকাম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল কাসেম! (সা) আপনি তো বলিয়া থাকেন যে বেহেশতবাসীগণ পানাহার করিবে। তিনি বলিলেন, হাঁ সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন, প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে একশত মানুষের পানাহার ও স্ত্রী মিলনের শক্তি দান করা হইবে।" লোকটি বলিল যে ব্যক্তি পানাহার করে তাহার পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হইয়া থাকে কিন্তু বেহেশতের মধ্যে এই ময়লা হইলে কেমন হইবে? তিনি বলিলেন এমন হইবে না, বরং ঘামের আকারে সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু ঘাম হইবে মিসক সমতুল সুগন্ধি। (আহমদ ও নাসায়ী) হাসান ইব্‌নে আরাফাহ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাংস খাইবার উদ্দেশ্যে বেহেশতের যে পাখীর প্রতি তুমি তাকাইবে উহা সাথে সাথেই ভুনা হইয়া তোমার নিকট পেশ হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত অতঃপর যখন সে আহার শেষ করিবে পুনরায় উহা আল্লাহর নির্দেশে পাখী হইয়া উড়িয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَّامَقْطُوْعَةٍ وَّلَامَمْنُوْعَةٍ অর্থাৎ, বেহেশতে অসংখ্য ফলমূল থাকিবে যাহা না ফুরাইবে আর না উহা ভক্ষণ করিতে কোন বাধার সৃষ্টি হইবে। وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا উহার ছায়া নিকটে ঝাকিয়া থাকিবে। এবং উহার ফল তাহাদের নাগালের মধ্যে থাকিবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করিব যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা সদা সেখানে অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাদের জন্য পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে আমি দীর্ঘ ছায়ায় অবস্থান করাইব।

বুখারী মুসলিমের এই রেওয়ায়েত বিভিন্ন সূত্রে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতের মধ্যে একটি গাছ আছে যাহার ছায়ায় অতিদ্রুত

ঘোড়ায় আরোহণকারী একশত বৎসর চলিয়াও উহার শেষ প্রান্তে পৌছিতে পারিবে না। অতঃপর তিনি وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ পাঠ করিলেন।

পবিত্র কুরআনে অধিকাংশ স্থানে বেহেশত ও দোযখের আলোচনা আল্লাহ তা'আলা একই স্থানে করিয়াছেন, যেন মানুষ বেহেশতের প্রতি উৎসাহিত হয় এবং দোযখের শাস্তি হইতে ভীত হয়। আল্লাহ তা'আলা এখানে এই কারণেই বেহেশতের অবস্থা আলোচনা করিবার পর ইরশাদ করিয়াছেন تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ عُقْبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ দোযখবাসীরা ও বেহেশবাসীগণ সমান হইবে না, বেহেশতবাসীগণই হইবে সফল। দামেশকের খতীব বিলাল ইব্নে সা'দ তাহার এক খুতবায় বলেন, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের নিকট কি কোন সংবাদ দাতা এই সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে যে, তোমাদের কোন আমল কবূল করা হইয়াছে কিংবা কোন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে"? তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইয়াছে আর তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না। আল্লাহর কসম যদি তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায়ই দান করিতেন তবে তোমরা নেককাজ করিতে অস্থির হইয়া পড়িতে। আল্লাহর ইবাদত কি শুধু দুনিয়ার ধনসমূহ লাভের জন্য করিতে চাও— বেহেশতের প্রতি কি তোমাদের কোন উৎসাহ নাই যাহার খাদ্য-সামগ্রি চিরস্থায়ী। (ইবনে আব হাতিম)

(٣٦) وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ
مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ
اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ○

(٣٧) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ○

৩৬. আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি তাহারা যাহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে আনন্দ পায় কিন্তু কোন কোন দল উহার কতক অংশ অস্বীকার করে। বল আমি তো আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার কোন শরীক না করিতে অদিষ্ট হইয়াছ। আমি তাহারই প্রতি আহ্বান করি এবং তাহারই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

৩৭. এবং এই ভাবেই আমি উহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক নির্দেশ আরবী ভাষায়। জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাহাদিগের খেয়াল খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ অর্থাৎ যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহারা কিতাবের নির্দেশ মাফিক আমল করে তাহারা তো يَفْرَحُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ আপনার প্রতি নাযিল কৃত পবিত্র কুরআন দ্বারা আনন্দিত হয়, কারণ তাহাদের কিতাবেই উহার সুসংবাদ ও উহার সত্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ الاية অর্থাৎ যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি তাহাদের মধ্যে যাহারা উহার সঠিকভাবে পাঠ করে— তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ও আল-কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে اٰمَنُوْا اَوْ لَا تُؤْمِنُوْنَ .... اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا حَقًّا হে কুরাইশগোত্র! তোমরা ঈমান আন কিংবা না আন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব যাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহারা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারী হইয়া যায়। কারণ তাহাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ বিদ্যমান ছিল এবং রাসূল প্রেরণের সেই ওয়াদা পূর্ণ হইতে দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হয়। এবং তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতাবকে মানিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা তাহার ওয়াদা খেলাফ করা হইতে পবিত্র। وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহর দরবারে শুকরানার সিজদা করে এবং আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়। قَوْلُهٗ وَمِنَ الْاَخْرَاتِ مَنْ مُنْكِرِ بَعْضَهٗ অবশ্য এই দলের কোন কোন লোক আপনার প্রতি অবতারিত ওহীর কিছু কিছু অস্বীকার করে। মুজাহিদ (র) বলেন, الاَخْرَاتِ দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বুঝান হইয়াছে। مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ অর্থাৎ আপনার প্রতি যে মহাসত্য অবতীর্ণ হইয়াছে উহার কিছু মান্য করে আর কিছু অমান্য করে। কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ (র) এইরূপ তাফসীর করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ اكتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ আরো ইরশাদ হইয়াছে قَوْلُهٗ قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكُ بِهٖ আপনি ঘোষণা করুন আমাকে তো কেবল আল্লাহর ইবাদত করিতে ও তাহার সহিত কাহাকে শরীক না করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যেমন আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকেও এই নির্দেশই দেয়া হইয়াছিল। اَلَيْهِ اَدْعُوْا তাঁহার পথের দিকেই আমি মানুষকে আহ্বান করিতেছি। وَاِلَيْهِ مَاٰبِ এবং তাঁহার নিকট আমার আশ্রয় স্থল ও আমার ঠিকানা। وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا যেমন আপনার পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আরবী ভাষায় মযবুত কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছি এবং অন্যান্যের উপর এই কিতাব দ্বারা আপনাকে মর্যাদা দান করিয়াছি।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ অগ্র ও পশ্চাৎ দিক হইতে উহার সহিত বাতিল আসিয়া মিলিত হইতে পারে না উহা কৌশলী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। قَوْلُهُ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আসমানী ইলম সমাগত হইবার পরও যদি আপনি তাহাদের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহর পাকড়াও হইতে আপনার সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী কাহাকেও পাইবেন না। যাহারা আলেম, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত ও তাহার মত-পথ সম্পর্কে অবগত তাহাদের কোন গুমরাহীর পথাবলম্বন করিবার ব্যাপারে ইহা মস্তবড় ধমক।

(٣٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

(٣٩) يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتٰبِ ○

৩৮. তোমার পূর্বেও অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি দিয়াছিলাম। আমাদের অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দশন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ।

৩৯. আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এবং তাহারই নিকট আছে কিতাবের মূল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) যেমন আপনি একজন মানুষ, আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে আপনার পূর্বে বহু রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহারাও মানুষই ছিলেন, তাহারাও আপনার ন্যায় পানাহার করিতেন এবং বাজারেও চলাফিরা করিতেন। তাহাদেরও স্ত্রী-পুত্র এবং সন্তান-সন্তুতিও ছিল। قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى إِلَيَّ অতএব আপনি ঘোষণা করুন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী অবতীর্ণ হয়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন অবশ্য আমি রোযা রাখি এবং ইফতারও করি রাতের বেলা উঠিয়া সালাত পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি গোস্ত খাই এবং বিবাহও করি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অপছন্দ করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে।

ঈমাম আহমদ (র)....আবূ আইয়ুব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "চারটি জিনিস আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নত, আতর ব্যবহার করা, বিবাহ করা, মিসওয়াক করা ও মেন্দি ব্যবহার করা। আবূ ঈসা তিরমিযী

(র)....আবূ আইয়ুব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি বলেন, যে সূত্রে আবূ সিমাকের উল্লেখ নাই উহা অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ مَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থ কোন রাসূলের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে যে, তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন ও অলৌকিক কিছু পেশ করিতে পারেন বরং অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটাইবার একমাত্র ক্ষমতা আল্লাহর তিনি যাহা ইচ্ছা করেন এবং যাহা ইচ্ছা হুকুম দেন । لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক জিনিসের নির্দিষ্ট সময় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিমাণ আল্লাহর নিকট নির্ধারিত রহিয়াছে। اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ "আপনার কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান যমীনে যাহা কিছু আছে সবই জানেন। সব কিছু কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।" যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাবের জন্য আল্লাহর নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত আছে। এবং উহার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণও নির্ধারিত আছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَآءُ উহা হইতে আল্লাহ যাহা কিছু মিটাইয়া দেন এমন কি কুরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত পূর্বের সমস্ত কিতাবই তিনি রহিত করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরাম অবশ্য يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে মত বিরোধ করিয়াছেন, সাওরী, অকী ও হুশাইম ইবনে আবূ লায়লা (র)...হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইহার অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা সারা বৎসরের যাবতীয় বিষয় ঠিক করিয়া দেন অতঃপর উহাতে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তিনি অপরিবর্তিত রাখেন। অবশ্য সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। ইহার মধ্যে তিনি কোন পরিবর্তন করেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলার যাহা ইচ্ছা তাহার মধ্যে পরিবর্তন করেন কিন্তু জীবন-মৃত্যু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেন না। মানসূর (র) বলেন, আমি একবার মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের কেহ কেহ যে এই দু'আ করিয়া থাকে, হে আল্লাহ! আমার নাম যদি সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে উহা আপনি অবশিষ্ট রাখুন। আর যদি দুর্ভাগ্যদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে তবে আপনি উহা মিটাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিন। ইহা সম্পর্কে আপনার মত কি? তিনি বলিলেন ইহা তো একটি ভাল দু'আ? এক বৎসর কিংবা কিছু বেশী দিন পরে আমার পুনরায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আমি পুনরায় তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করিলাম তখন তিনি اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এই আয়াত পড়িয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র লাইলাতুল কদরে সারা বৎসরে যে রিযিক কিংবা মুসীবত অবতীর্ণ হইবে উহার ফায়সালা করেন। অতঃপর উহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা তিনি পরিবর্তন করিয়া ফেলেন, কিন্তু সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কোন পরিবর্তন তিনি করেন না।

আ'মাশ (র) আবূ ওয়ায়েল শকীক ইবনে সালামাহ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি অধিকাংশ সময়ে এই দু'আ করিতেন হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তবে উহা মিঠাইয়া দিন এবং সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আর যদি সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে আমার নাম লিখিয়া থাকেন তবে উহা অবশিষ্ট রাখুন। আপনিই যাহা ইচ্ছা উহা মিটাইয়া থাকেন আর যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। আর আপনার নিকটই মূল কিতাব রহিয়াছে। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কালে কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই দু'আ করিতেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার জন্য দুর্ভাগ্য কিংবা গুনাহ লিখিয়া থাকেন তবে উহা মিটাইয়া দিন আপনি যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া থাকেন যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। উম্মুল কিতাব আপনার কাছেই রহিয়াছে। আপনি উহা সৌভাগ্য ও ক্ষমা দ্বারা পরিবর্তন করুন।

হাম্মাদ (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনিও এই দু'আ করিতেন। শরীফ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)....হযরত কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকিত তবে কিয়ামত পর্যন্ত কি কি সংঘটিত হইবে আমি তার সবই আপনাকে জানাইয়া দিতাম তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোন আয়াতটি? তিনি বলেন يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

এই সমস্ত রেওয়ায়েতের সার হইল, আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু ভাগ্য-লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন উহার কিছু মিটাইয়া দেওয়া হয় আর কিছু অবশিষ্ট রাখা হয়। এই রেওয়ায়েত দ্বারাও এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (র)....সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বান্দা তাহার গুনাহের কারণে রিযিক হইতে বঞ্চিত হয় আর তাকদীর কেবল দু'আই রদ করিতে পারে। আর নেকী ছাড়া বয়স বৃদ্ধি পায় না। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনে মাজাহ ও সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়িয়া রাখিবার দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায়। অন্য একটি রেওয়ায়েতে

বর্ণিত, আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ও তাকদীরের সংঘাত ঘটে। ইবনে জরীর (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট যে লওহে মাহফূয আছে উহা সাদা মুক্তা দ্বারা নির্মিত এবং পাঁচ শত বৎসরের রাস্তায় বিস্তৃত। উহার দুইটি ইয়াকূতের মলাট রহিয়াছে উহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার প্রতি দিন তিন শত ষাট বার লক্ষ্য করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে রহিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। লায়েস ইবনে সা'দ (র).... আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন রাতের তিন পহর অবশিষ্ট থাকিতে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে লওহে মাহফুয খোলা হয়। এবং উহার প্রথম পহরেই আল্লাহ তা'আলা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাহা ইচ্ছা উহা হইতে মিটাইয়া ফেলেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন। ইবনে জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কালবী (র) يَمْحُوْ اللّٰهُ مَايَشَاءُ الخ প্রসংগে বলেন, আল্লাহ রিযিকের কিছু মিটাইয়া দেন এবং কিছু অবশিষ্ট রাখেন। অনুরূপভাবে বয়সও তিনি কম করেন এবং বৃদ্ধি করেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করল আপনার নিকট ইহা বর্ণনা করিয়াছে কে? তখন তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে রবাব (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সকল কথাই লিপিবদ্ধ করা হয় অবশেষ বৃহস্পতিবার আসিলে যাহাতে কোন সওয়াব ও আযাব নাই উহা নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়। যেমন আমি খাইয়াছি, আমি প্রবেশ করিয়াছি, আমি বাহির হইয়াছি এবং এই প্রকারের সত্য কথা। এবং যে সমস্ত কাজে ও কথায় সওয়াব কিংবা আযাব হয় উহা অবশিষ্ট রাখা হয়। ইকরিমাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন কিতাবটি মোট দুই খান একখান হইতে আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া দেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট রাখেন এবং অপর কিতাব খানি হইল মূল কিতাব যাহা আল্লাহর নিকট থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) يَمْحُوْا اللّٰهُ مَايَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتَابِ প্রসংগে বলেন, যে ব্যক্তি কিছু কাল যাবৎ আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে নিয়োজিত ছিল, অতঃপর সে গুনায় লিপ্ত হইয়া গুমরাহ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে আল্লাহ তাহার নেক আমল মিটাইয়া দেন। আর যে ব্যক্তি কিছু কাল গুনাহর কাজে লিপ্ত ছিল কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার জন্য সৎকাজ করাই পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছিল অতএব সে আল্লাহর ইবাদত করিতে করিতেই মৃত্যুবরণ করিবে। এই ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার নেক কাজ অবশিষ্ট রাখা হয়। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত উদ্ধৃত আয়াতটি এই আয়াতের يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দিবেন আর

যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। হযরত আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যাহা ইচ্ছা পরিবর্তন করেন এবং উহা রহিত করিয়া দেন। আর যাহা ইচ্ছা তিনি অবশিষ্ট রাখেন। অতএব উহার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনা। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ আয়াতটি وَمَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا এর অনুরূপ আয়াত। অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তিনি মানসুখ ও রহিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা অবশিষ্ট ও অপরিবর্তিত রাখিয়া দেন। ইবনে আবূ নজীহ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যখন مَاكَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ অবতীর্ণ হইল, তখন কুরাইশ কাফিররা বলিল, "মুহাম্মদকে দেখিতেছি যে, সে কোন জিনিসেরই মালিক নয়।" কাজ হইতে অবসর হইয়া গিয়াছে, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তাহাদিগকে ভীত ও ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ "আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে তাহার জন্য নতুন যে কোন নির্দেশ দিতে পারি এবং নতুন যে কোন ফয়সালা আমি রমযানে করিয়া থাকি। অতঃপর যাহা ইচ্ছা মিটাইয়া ফেলি এবং যাহা ইচ্ছা অপরিবর্তীত রাখি।" অর্থাৎ, মানুষের রিযিক, বিপদ, মুসীবত এবং নিয়ামতসমূহ ও তাহাদের জন্য যাহা কিছু বিতরণ করা হয় উহার মধ্যে আল্লাহ পরিবর্তন করেন, নতুন কোন ফায়সালা দান করেন কিংবা পূর্বের ফায়সালা বহাল রাখেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ এর অর্থ হইল যাহার মৃত্যু আসে সে চলিয়া যায় এবং যাহার মৃত্যু দূরে তাহার জীবন-তরী মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত চলিতে থাকে। আবূ জা'ফর ইবনে জবীর (র)ও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। قَوْلُهُ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ তাহার নিকট উম্মুল কিতাব রহিয়াছে অর্থাৎ হালাল হারাম রহিয়াছে। কাতাদাহ ইহার অর্থ করেন, তাহার নিকট মূল কিতাব রহিয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট একখানি কিতাব আছে। সুলাইদ ইবনে দাউদ (রা)....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এক বার তিনি হযরত কা'ব এর নিকট اُمُّ الْكِتَابِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল আল্লাহর জ্ঞান অর্থাৎ তিনি কি কি সৃষ্টি করিবেন, আর কি কি সৃষ্টি করিয়াছেন আর আল্লাহর বান্দারা কি কি কাজ করিবে উহা সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানকে اُمُّ الْكِتَابِ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার সেই ইলমকে বলিলেন তুমি কিতাবে রূপান্তিত হয়ে যাও। অতঃপর উহা কিতাবে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইবনে জুরাইজ (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উম্মুল কিতাব অর্থ যিকির।

(٤٠) وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝

(٤١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ
يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

৪০. উহাদিগকে যে শাস্তি কথা বলি, তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়াই দিই অথবা যদি ইহার পূর্বে তোমার মৃত্যু ঘটাইয়াই দেই তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা এবং হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ।

৪১. উহারা কি দেখে না যে আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি? আল্লাহ আদেশ করেন তাঁহার আদেশ রদ করিবার কেহ নাই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনার শত্রুদিগকে আপনার সম্মুখেই দুনিয়াতে শাস্তি দান করি কিংবা শাস্তির পূর্বেই আপনাকে মৃত্যু দান করি তবে ইহাতে আপনার তো কোন লাভ নাই। আপনার কাজ তো আল্লাহর দাও'আত পৌঁছাইয়া দেওয়া আর তাহা আপনি রীতিমতই পালন করিয়াছেন। وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ আর আমার দায়িত্ব হইল তাহাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব লওয়া ও তাহাদিগকে তাহাদের কাজের শাস্তি দেওয়া। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ "আপনি তো কেবল একজন উপদেশ দানকারী, তাহাদের ওপর আপনি দারোগা নহেন। অবশ্য যে আপনার উপদেশ হইতে বিমুখ হইবে এবং কুফর করিবে, আল্লাহ তাহাকে অতি বড় শাস্তি দান করিবেন। আমার নিকট তাহাদের অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। অতঃপর আমি তাহাদের হিসাব লইব।"

وَقَوْلُهٗ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা কি ইহা দেখিতে পাইতেছে না যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য একের পর এক ভুখন্ডের ওপর বিজয় দান করিতেছি। অপর এক রেওয়াতে তিনি বলেন, তাহারা কি দেখিতেছে না যে, বড় বড় জন পদের এক

প্রান্ত বিধ্বস্ত হইয়া বড় বড় গহবরে পরিণত হইতেছে এবং অপর এক প্রান্ত আবাদ হইতেছে। ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, চতুর্দিকে সংকুচিত করিবার অর্থ হইল ধ্বংস করিয়া দেওয়া। হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মুশারিকদের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার করা। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "জনপদের বাসিন্দাদের ক্ষতি হওয়া ও উহার বরকত কমিয়া যাওয়া।"

মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও ফলমূলের ক্ষতি হওয়া এবং যমীন ধ্বংস হওয়া। শা'বী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল মানুষ ও তাহাদের বাগানের ফলমূল নষ্ট হইয়া যাওয়া। যমীন ছোট হইয়া যাওয়া ইহার অর্থ নহে। হযরত ইকরিমাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন তিনি বলেন, যদি যমীন সংকীর্ণ হইত তাহা হইলে তো মানুষের জন্য একটি ছোট কুড়ে ঘর নির্মাণ করাও সম্ভব হইত না। বরং ইহার অর্থ মানুষের মৃত্যু বরণ করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক রেওয়ায়েতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "জনপদের উলামা ফুকাহা ও সৎলোকদের মৃত্যুর কারণে জনপদের নষ্ট হইয়া যাওয়া।" মুজাহিদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হাফিয ইবনে আসাকির (র) আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয আবুল কাসেম মিসরী এর আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ মুহাম্মদ তালহা ইবনে আসাদ আলমুররী দামেস্কি আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আবূ বকর আজেরী পবিত্র মক্কায় কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন তিনি বলেন, আহমদ ইবন গযাল আমাদের নিকট কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন।

اَلْاَرْضُ تَحْيَا اِذَا مَا عَاشَ عَالِمُهَا + مَتٰى يَمُتْ عَالِمٌ عَنْهَا يَمُتْ طَرَفٌ
كَالْاَرْضِ تَحْيَا اِذَامَا الْغَيْثُ حَلَّ بِهَا + وَاِنْ اَبٰى عَادَ فِىْ اِكْنَافِهَا التَّلَفُ

অর্থাৎ যতকাল আলেম কোন ভুখন্ডে জীবিত থাকেন সে ভূ-খন্ডও স্বজীব থাকে। আর যখন আলেমের মৃত্যু হইয়া যায় তখন সেই অঞ্চলটি নির্জীব হইয়া পড়ে। যেমন বৃষ্টি বর্ষিত হইলে যমীন স্বজীব হয়। আর যদি বৃষ্টি বর্ষিত না হয়, তবে তথায় ধ্বংস আসিয়া উপস্থিত হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটি সর্বোত্তম। অর্থাৎ একের পর এক জনপদে শিরকের উপর ইসলামের বিজয় লাভ। وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى এরও অনুরূপ ব্যাখ্যা। ইবনে জবীর এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন।

(٤٢) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

৪২. উহাদিগের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল, কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহর ইখতিয়ার। প্রত্যেক ব্যক্তি যাহা করে তাহা তিনি জানেন এবং কাফিরগণ শীঘ্রই জানিবে শুভ পরিণাম কাহাদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ পূর্ববর্তী কাফিররা তাহাদের রাসূলগণের সহিত ফেরেববাজী করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে তাঁহাদের দেশ হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ফেরেববজীর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুত্তাকী ও খোদাভীরুদের জন্য পরকালের পুরস্কার নির্ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন।

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

আর যখন আপনার যামানার কাফিররা আপনাকে গ্রেফতার করিবার কিংবা হত্যা করিবার কিংবা দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাহারা ফেরেবব্বাজী করিতেছিল, আল্লাহও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিতেছিলেন। আর বলুনতো, আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম কৌশলী আর কে"? আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ তাহারা ফেরেবাজীতে লিপ্ত আর আমিও তাহাদের ফেরেববাজীর জন্য শাস্তি দেওয়ার কৌশল করিয়াছি। অথচ, তাহারা টেরও পাইতেছে না।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا -

তাহাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কি তাহা আপনি দেখুন আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের সমস্ত কওমকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি। তাহাদের যুলমের সাক্ষ্য বহনকারী বিধ্বস্ত জনপদের ধংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোপন বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত। অতএব যে যাহা কিছু করিতেছে তাহাও তিনি জানেন এবং তিনি উহার পুরস্কার ও শাস্তি দান করিবেন। وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ এক কিরাতে এখানে কাফির পড়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরকালের শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য নির্ধারিত কাফিরদের জন্য,

না রাসূলগণ ও তাহাদের অনুসারীদের জন্য, তাহা তাহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। অর্থাৎ তাহাদের জন্য কখনো না। বরং দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি কেবল রাসূলগণ ও তাহাদের অনুসারীদের ভাগ্যে নির্ধারিত। আলহামদু লিল্লাহ !

(٤٣) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۝

৪৩. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা বলে তুমি আল্লাহর প্রেরিত নহ। বল আল্লাহ এবং যাহাদিগের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তাহারা আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! (সা) এই কাফিরদল আপনাকে অমান্য করিয়া বলেন لَسْتَ مُرْسَلًا "আপনি নবী নহেন।" অর্থাৎ আপনাকে আমি নবী বানাইয়া প্রেরণ করি নাই। قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ আপনি বলুন আমার ও তোমাদের উপর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, আল্লাহর পক্ষ হইতে রিসালাতের যে দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল তাহা আমি যথারীতি পালন করিয়াছি কিনা এবং তোমরা আমার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ করিতেছ উভয়ের উপর আল্লাহকে সাক্ষী হিসাবে আমি যথেষ্ট মনে করি। قَوْلُهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা মুজাহিদ (র)-এর মন্তব্য। কিন্তু বক্তব্যটি বড় দুর্বল। কারণ আয়াতটি হইতেছে মক্কী আর হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে সালাম (রা) মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, যাহাদের কিতাবের জ্ঞান আছে তাহাদের দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, সালমান তামীম দারী ছিলেন তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এক রেওয়াত অনুসারে মুজাহিদ (রা) বলেন, وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ দ্বারা এখানে আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালামকে বুঝান হইয়াছে এইকথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে আয়াতটি মক্কী এবং তিনি وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ পড়িতেন অর্থাৎ মীমকে যেরসহ পড়িতেন। অর্থ হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে। মুজাহিদ এবং হাসান বসরীও অনুরূপ পড়িতেন।

ইবনে জরীর (র)....হযরত ইবনে উমর হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (র)ও অনুরূপ কিরাত পড়িতেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের মতে বিশুদ্ধ নহে। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাহার মুসমাদ গ্রন্থে....ইবনে উমর (রা) হইতে

মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাও যয়ীফ এবং বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ মত হইল وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ এর মধ্যে مَنْ শব্দটি اِسْمِ جِنْس (জাতি বাচক বিশেষ্য) আহলে কিতাবের সমস্ত উলামা ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর গুণাবলী তাহাদের পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ পাইয়াছে যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَسِعَتْ رَحْمَتِى كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

আমার রহমত যাবতীয় বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আমি উহা সেই সমস্ত লোকের জন্য লিখিয়া রাখিব যাহারা আল্লাহকে ভয় করে ও যাকাত আদায় করে। আর যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমার সেই উম্মী রাসূলের অনুসরণ করে। তাওরাত ও ইঞ্জীলের মধ্যেও যাহার গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ এই কথাও কি তাহার সত্য হওয়ার জন্য প্রমাণ নহে যে তাহাকে বনী ইসরাঈলের আলেমগণ জানেন? এই ধরনের আরো প্রমাণ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে যে বনী ইসরাঈলের আমেলগণ তাহাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর রিসালাত ও অন্যান্য গুণাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) হইতে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত যে তিনি মক্কায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

হাফিয আবূ নু'আইন ইসফাহানী (র) তাহার সুপসিদ্ধ 'দালায়েলুন নবুয়ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সুলায়মান ইবনে আহমদ তবরানী....আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি ইয়াহূদী আলেমদের নিকট বলিলেন একবার আমি ইচ্ছা করিলাম যে আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর মসজিদে সময় কাটাইব। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি যখন, মক্কায় পৌছালেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তথায় অবস্থান করতেছিলেন তাহারা যখন হজ্জ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মিনায় ছিলেন এবং অন্যান্য লোক ও তাহার চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম নও

কি। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন, আমি বলিলাম জী হাঁ, তিনি বলিলেন, তুমি নিকটে আস, আব্দুল্লাহ ইবন সালাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁহার নিকটে পৌছালাম তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে আব্দুল্লাহ! তাওরাতে কি তুমি আমাকে রাসূলুল্লাহ হিসাবে উল্লেখ পাও নাই? তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি আল্লাহর পরিচয় দান করুন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ আপনি বলুন, আল্লাহ একক তিনি বে-নিয়ায। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং অবশ্যই আপনি আল্লাহর রসূল।" অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনায় রওনা হইয়া গেলেন, এবং ইসলাম গোপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করিয়া আসিলেন, তখন আমি একটি খেজুর গাছের মাথায় খেজুর পাড়িতেছিলাম যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনের সংবাদ শুনিতে পাইলাম তখন গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর আগমন ঘটিলেও তো তুমি গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িতে না। ব্যাপার কি? তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে হযরত মূসা (আ) ইবনে ইমরান (আ)-এর নবুয়াত হইতেও অধিক বেশী খুশী হইয়াছি।

সূরা ইবরাহীম

মক্কী ৫২ আয়াত, ৭ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الۤرٰ قف كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ۵
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙo

(٢) اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ
مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙo

(٣) الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ط اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ o

১. আলিফ-লাম-রা এই কিতাব। ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তুমি মানব জাতিকে তাহাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বাহির করিয়া আনিতে পার অন্ধকার হইতে আলোকে তাহার পথে, তিনি পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ।

২. আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই। কঠিন শাস্তির দুর্ভোগ কাফিরদের জন্য।

৩. তাহারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রধান্য দেয়। মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হইতে এবং আল্লাহর পথ বক্র করিতে চাহে উহারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ সূরাসমূহের প্রারম্ভে যে সমস্ত মুকাত্তা'আত হরফ রহিয়াছে উহা সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্রন্থ যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম গ্রন্থ। যাহা সারা জাহানের সর্বোত্তম রাসূলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন। لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) এই মহান গ্রন্থ আপনার প্রতি এইজন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছে যেন আপনি ইহা দ্বারা গুমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লোকদিগকে আলোর দিকে টানিয়া আনিতে পারেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَائُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْهُمْ مِنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ الاية অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদের বন্ধু যিনি তাহাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিক বাহির করেন। আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত যাহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারসমূহের দিকে বাহির করে। তিনি আরো ইরশাদ করেন هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ তিনি তাঁহার বান্দার উপর স্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকারসমূহ হইতে আলোর দিকে বাহির করেন। قَوْلُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে যাহাদের ভাগ্যে হেদায়াত নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার নির্দেশেই তিনি তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে দিক দর্শন করিবেন। اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ মহা প্রতাপশালী-সত্তার পথের দিকে যাহার ইচ্ছাকে না প্রতিশোধ করা যায় আর না তাহার উপর কেহ বিজয়ী হইতে পারে। তিনিই সকলের উপর বিজয়ী الْحَمِيْدُ। তিনি তাঁহার সকল কার্যকলাপে আদেশ নিষেধে প্রশংসিত এবং তাহার সকল সংবাদে সত্যবাদী قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আপনি বলিয়াদিন হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ রাসূল হিসাবে প্রেরিত যাহার জন্য আসমান ও যমীনের সাম্রাজ্য রহিয়াছে। وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) যেহেতু তাহারা আপনার কথা অমান্য করিতেছে এই কারণে, কিয়ামতে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তির বড়ই অনিষ্টি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবনের উপর প্রাধান্য দিত এবং পরকালকে বাদ দিয়া কেবল পার্থিব জীবনের জন্য তাহারা কাজ করিত। এবং আখিরাতকে তাহারা তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া দিত। وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুসারীদিগকে আল্লাহ পথ হইতে ফিরাইয়া রাখিত وَيَبْتَغُوْنَهَا عِوَجًا আর বস্তুতঃ

আল্লাহর রাহ সঠিক সরল হওয়া সত্ত্বেও তাহারা উহাতে বক্রতা পছন্দ করিত। অথচ, বিরোধীদের এই তৎপরতা উহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহারা এই ব্যাপারে মূর্খতা ও ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। অতঃপর এই পরিস্থিতে তাহাদের নিকট হইতে সংশোধনের কোন আশা করা যাইতে পারে না।

(٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ
اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৪. আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়াই পাঠাইয়াছি। তিনি তাহাদিগের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহর বান্দাদের সহিত ইহা তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ যে, তিনি বিভিন্ন কওমের নিকট এমন সকল রাসূল পাঠাইয়াছেন যাঁহারা তাহাদের ভাষায়ই কথা বলিতেন যেন তাহারা তাহাদের মনের ইচ্ছা এবং আল্লাহর যে বাণীসহ তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদের কওমকে বুঝাইয়া দিতে পারেন। যেমন ইমাম আহমদ (র)....হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকেই তাঁহার কওমের ভাষার সহিত প্রেরণ করিয়াছেন। فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ প্রত্যেক কওমকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া ও তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ কায়েম করিবার পর তিনি যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা তিনি সত্যের প্রতি হেদায়াত দান করেন। وَهُوَ الْعَزِيْزُ অর্থাৎ তিনি পরম প্রতাপশালী তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অস্তিত্ব লাভ করে এবং যাহার তিনি ইচ্ছা করেন না তাহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। الْحَكِيْمُ। তিনি পরম কৌশলী। অতঃপর যে ব্যক্তি গুমরাহির যোগ্য তাহাকে তিনি গুমরাহ করেন। আর যে হেদায়াত পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে তিনি হেদায়াত দান করেন। পূর্ব হইতেই আল্লাহর এই নিয়ম রহিয়াছে যে তিনি প্রত্যেক নবীকেই তিনি তাঁহার উম্মতের ভাষায়ই আল্লাহর বাণী পৌছাইবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছে। স্বীয় ভাষাভাষী ব্যতীত আর কোন কওমের প্রতি কোন নবীকে তিনি প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তাহার ব্যাপক রিসালাতের মাধ্যমে সকল মানুষের প্রতি রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমাকে পাঁচটি বিশেষ জিনিস দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। (১) এক মাস দূরত্বের পথে আমার ভীতি বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। (২) যমীনকে আমার

সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে। (৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারো জন্য হালাল করা হয় নাই। (৪) আমাকে শাফাআতের অধিকার দান করা হইয়াছে। (৫) পূর্বে কোন নবীকে কেবল তাহার নিজের কওমের নিকট প্রেরণ করা হইত। আর আমাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহার জন্য বিভিন্ন সূত্রের আরো অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

(৫) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৫. মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। এবং বলিয়াছিলাম তোমার সম্প্রদায়কে অন্ধকার হইতে আলোতে আনয়ন কর। এবং উহাদিগকে আল্লাহর দিবসগুলির দ্বারা উপদেশ দাও। ইহাতে তো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! (সা) মানবকুলের হেদায়াতের জন্য এবং তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর প্রতি আহ্বান করিবার জন্য যেমন আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি অনুরূপভাবে হযরত মূসা (আ)-কেও বনী ইসরাঈলের নিকট আমার অনেক নিদর্শনসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম। মুজাহিদ (র) বলেন মূসা (আ)-এর নিদর্শন ও মু'জিযার সংখ্যা ছিলো মোট নয়টি। اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ অর্থাৎ আমি তাহাকে এইভাবে নির্দেশ দিয়াছিলাম যে আপনি আপনার কওমকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আনুন। অর্থাৎ তাহাদিগকে কল্যাণের প্রতি ডাকুন যেন তাহারা গুমরাহির ও বর্বতার অন্ধকার হইতে হেদায়াতের আলো ও ঈমানের জ্যোতির দিকে বাহির হইয়া আসে। وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের অত্যাচার অবিচার ও তাহার কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া ও তাহাদের শত্রু হইতে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দান করিয়া নদীর মধ্য দিয়া তাহাদের জন্য পথ করিয়া দিয়া মেঘ মালার সাহায্যে তাহাদের জন্য ছায়া দান করিয়া এবং মান্না ও সালওয়া তাহাদের উপর অবতীর্ণ করিয়া ইহা ছাড়া আরো যে অনেক নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া আপনি বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দান করুন। হযরত মুজাহিদ কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি....উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) وَذَكِّرْهُمْ

بِاَيَّامِ اللّٰهِ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া তাহাদিগকে নসীহত করুন। ইবনে জরীর ইবনে আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইবনে আবান হইতে ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পুত্র আব্দুল্লাহ মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَوْلُهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের হাত হইতে মুক্তি দান এবং তাহারা যে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি ভোগ করিতে ছিল তাহা হইতে পবিত্রাণ দানের মধ্যে বিপদে ধৈর্যধারণকারী ও মুখে শোকরকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। যেমন হযরত কাতাদাহ (রা) সেই বান্দা বড় ভাল যে কোন বিপদে পতিত হইয়া ধৈর্যধারণ করে এবং যখন তাহাকে নিয়ামত দান করা হয় তখন শোকর করে। অপর একটি বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনের ব্যাপারটাই বড় আশ্চার্যজনক আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য যে কোন ফয়সালা করেন উহাতে তাহার জন্য কল্যাণ নিশ্চিত থাকে। যদি কোন কষ্টে পতিত হইয়া সে ধৈর্যধারণ করে তবে তাহার পক্ষে কল্যাণকর আর যদি সুখী হইয়া শোকর করে তবে উহাও তাহার পক্ষে কল্যাণকর।

(٦) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ○

(٧) وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○

(٨) وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

৬. স্মরণ কর মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল হইতে তাহারা তোমাদিগকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তোমাদিগের পুত্রগণকে যবাহ করিত ও তোমাদিগের নারীগণকে জীবিত রাখিত এবং ইহাতে ছিল তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এক মহাপরীক্ষা

৭. স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই অধিক দিব আর অকৃতজ্ঞ হইলে অবশ্যই আমার শাস্তি হইবে কঠোর।

৮. মূসা বলিয়াছিল তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সেই সময় সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার কওমকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ফিরআউনের বংশধর হইতে এবং তাহাদের শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছিল। তাহাদের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছিল এবং কন্যা সন্তানদিগকে জীবিত ছাড়িয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছিলেন, নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহর অতি বড় নিয়ামত। হযরত মূসা (আ) এই সমস্ত নিয়ামত উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিতেন। وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ উহাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি বড় পরীক্ষা রহিয়াছে। এবং তোমরা উহার শোকর আদায় করিতে অক্ষম। কোন কোন তাফসীরকার উক্ত আয়াতের তাফসীর করেন, ফিরআউনের বংশধর তোমাদের সহিত যে আচারণ করিত উহাতে তোমাদের জন্য বড় পরীক্ষা রহিয়াছে। এখানে উভয় তাফসীর-ই উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ আর তাহাদিগকে আমি ভাল ও মন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। قَوْلُهُ وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালক যখন তাহার ওয়াদা সম্পর্কে তোমাদিগকে অবগত করিয়াছেন ও জানাইয়াছেন। এখানে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, যখন তোমাদের প্রতিপালক তাহার ইয্যত ও প্রতাপের কসম খাইয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আর যখন আপনার প্রতিপালক এই কসম খাইয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত নবী পাঠাইতে থাকিবেন। قَوْلُهُ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ "যদি তোমরা আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে অবশ্যই আমার নিয়ামত বৃদ্ধি করিয়া দিব। وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার নিয়ামতের না শোকরী কর অর্থাৎ উহা গোপন করিয়া রাখ উহা অস্বীকার কর তবে اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে ও না শোকরীর কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত বান্দার গুনাহর কারণে তাহাকে রিযিক হইতে বঞ্চিত করা হয়। মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দিয়া একজন ভিক্ষুক অতিক্রম করিল তিনি তাহাকে একটি খেজুর দান করিলেন কিন্তু সে উহাতে অসন্তুষ্ট হইল এবং উহা গ্রহণ করিল না অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে

তিনি তাহাকেও একটি খেজুর দান করিলেন, সে উহা গ্রহণ করিয়া খুশিতে বলিল, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে চল্লিশ দিরহাম দেওয়ার জন্য হুকুম করিলেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একদা একজন ভিক্ষুক আসিল অতঃপর তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে আদেশ করিলেন কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করিল না। রাবী বলেন, অতঃপর অপর একজন ভিক্ষুক তাহার নিকট আসিলে তাহাকে তিনি একটি খেজুর দিতে হুকুম করিলেন তখন সে বলিল। সোবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইহা একটি দান! তখন তিনি একটি বাদীকে বলিলেন, "তুমি উম্মে সালমার নিকট গিয়া তাহার নিকট যে চল্লিশ দিরহাম রহিয়াছে উহা তাহাকে দান কর। হাদীসটি শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের রাবী উমারাহ ইব্ন যা-যানকে ইমাম ইবনে হাব্বান, ইমাম আহমদ, ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান (র) নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে মায়ীন (র) বলেন, লোকটি সালেহ ও সৎ। আবূ যুরআহ বলেন, তাহার বর্ণনায় ক্ষতির কিছু নাই। আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীস লেখা যাইতে পারে। কিন্তু দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, অনেক সময় লোকটি হাদীস বর্ণনায় ইয্তিরাব (اِضْطِرَابْ) করেন। ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, তিনি অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, তিনি এমন গুরুত্বপূর্ণ রাবী নহেন। দারে কুতনী (র) তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে আবূ আদী বলেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। তাহার হাদীস লেখা যাইতে পারে। قَوْلُهُ وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের শোকর হইতে বে-নিয়ায, তিনি প্রশংসিত। যদিও কেহ তাহার না শোকরী করুক না কেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنْكُمْ যদি তোমরা না শোকরী কর তবে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই তিনি তোমাদের শোকর হইতে বে-নিয়ায। قَوْلُهُ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ অতঃপর তাহারা কুফর করিল ও বিমুখ হইল, আর আল্লাহ তা'আলা বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন, হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির ন্যায় অন্তরবিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত মানব-দানব সকলেই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ন্যায় অন্তর বিশিষ্ট হয় তবে ইহা আমার সাম্রাজ্যের কিছুই হ্রাস করিতে পারে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী-অন্ত তোমাদের মানব-দানব সকলেই এক বিশাল সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে আমার নিকট তাহাদের আরাধনা পেশ করে অতঃপর আমি তাহাদের প্রত্যেকেই তাহাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করিয়া দেই, তবে উহা আমার সাম্রাজ্য হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক কম করিত না কোন সমুদ্র হইতে একটি সুঁচ কম করে।

আল্লাহ পবিত্র তিনি বে-নিয়ায ও প্রশংসিত।

(৯) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُودَ ۛ
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَٰتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ
بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝

৯. তোমাদিগের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নূহের সম্প্রদায়ের আদের ও সামূদের এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের? উহাদিগের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। উহাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রাসূল আসিয়াছিল উহারা উহাদিগের হাত উহাদিগের মুখে স্থাপন করিত এবং বলিত যাহাসহ তোমরা প্রেরীত হইয়াছ তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে যাহার প্রতি তোমরা তাহাদিগকে আহবান করিতেছ।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, ইহা হযরত মূসা (আ)-এর কওমের জন্য তাহার অবশিষ্ট উপদেশ। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে আল্লাহ যে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) সে শাস্তির উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে নসীহত করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) যাহা বলিয়াছেন উহা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে। প্রকাশ্য দৃষ্টিতে মনে হয় মূসা (আ)-এর নসীহত পূর্বেই শেষ হইয়াছে। এখন হইতে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে নতুনভাবে সম্বোধন করিয়াছেন। এই কথাও বলা হইয়াছে যে, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে। যদি ইহা হযরত মূসা (আ)-এর নসীহত হইত তবে অবশ্যই উভয় ঘটনা তাওরাতে বর্ণিত হইত। সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর কওম, আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা এবং পূর্ববর্তী আরো অনেক জাতির

ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল যাহাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ তাহাদের নিকট স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ও মুজিযাসহ আগমন করিয়াছিলেন। ইবনে ইস্‌হাক (র) আমর ইবনে মায়মূন হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে لَا يَعْلَمُهُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা বংশ পরিচয় দান করিয়া থাকেন তাহারা ভুল বলেন, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর বলেন, মু'আদ ইবনে আদনান এর পরে বংশ পরিচয় দান করিতে পারে এমন কোন ব্যক্তিকে আমরা পাই নাই। قَوْلُهُ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ মত বিরোধ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, তাহারা নবীগণকে উপদেশ দান হইতে নীরব করিবার জন্য তাহারা নবীগণের মুখের প্রতি ইশারা করিত। কেহ কেহ বলেন, কাফিররা নবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিজেরাই নিজেদের মুখের উপর হাত রাখিত। কেহ কেহ বলেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিররা নবীগণের জওয়াবদান হইতে অক্ষম হইয়া মুখে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া থাকিত। হযরত মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতের অর্থ হইল কাফিররা রাসূলগণকে অমান্য করিয়া স্বীয় মুখ দ্বারা তাহাদের বক্তব্যকে রদ করিয়া দিত। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে فِيْ অব্যয়টি بَا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলিয়া থাকে اَدْخَلَكَ اللّٰهُ بِالْجَنَّةِ অর্থাৎ اَدْخَلَكَ اللّٰهُ فِي الْجَنَّةِ কবি বলেন ঃ

وَاَرْغَبُ فِيْهَا عَنْ لَقِيْطٍ وَرَهْطِهِ + وَلٰكِنَّنِيْ عَنْ سِنْبِسٍ لَسْتُ اَرْغَبُ

উক্ত কাব্যাংশে اَرْغَبُ فِيْهَا বাক্যটি اَرْغَبُ بِهَا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর পরবর্তী বাক্যটি দ্বারা উহার তাফসীর মুজাহিদের কথারই সমর্থন করে। قَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ এই আয়াত যেন পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল....আব্দুল্লাহ হইতে فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন কাফিররা রাগের বশীভূত হইয়া তাহাদের আঙ্গুল কাটিত। শু'বা (র)....আব্দুল্লাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আস্‌লাম (র) ও এই তাফসীর পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতারিত আয়াত وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمْ اِلَّا نَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ দ্বারা উপরোক্ত তাফসীরের পক্ষে দলীল পেশ করিয়াছেন। আওফী (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যখন কাফিররা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করিত, তখন তাহারা আশ্চার্যান্বিত হইত এবং মুখে

হাত দিয়া ফিরিয়া যাইত। আর তাহারা বলিত, "অবশ্যই আমরা সেই বস্তুকে অস্বীকার করি যাহাসহ তোমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহারা বলিত, যাহা লইয়া তোমরা আগমন করিয়াছ আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে এই সম্পর্কে বড় সন্দেহ রহিয়াছে।

(١٠) قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِي اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَدْعُوْكُمْ
لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط قَالُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ
اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا
بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

(١١) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ
عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ
اللّٰهِ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

(١٢) وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى
مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○ع

১০. উহাদিগের রাসূলগণ বলিয়াছিল, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহ আছে যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন তোমাদিগের পাপ মার্জনা করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদিগকে অবকাশ দিবার জন্য। উহারা বলিত তোমরা তো আমাদিগেরই মত মানুষ। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যাহাদিগের ইবাদত করিত তোমরা তাহাদিগের ইবাদত হইতে আমাদিগকে বিরত রাখিতে চাহ। অতএব তোমরা আমাদিগের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১. উহাদিগের রাসূলগণ উহাদিগকে বলিত সত্য বটে আমরা তোমাদিগের মত মানুষই বটে কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদিগের কাজ নহে। মু'মিনগণের আল্লাহরই উপর নির্ভর করা উচিত।

১২. আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করিব না কেন? তিনিই তো আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তোমরা আমাদিগকে যে ক্লেশ দিতেছ আমরা অবশ্যই তাহা ধৈর্যের সহিত সহ্য করিব এবং নির্ভরকারীগণ আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কাফির এবং রাসূলগণের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের রাসূলগণ যখন কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করিবার জন্য তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ অর্থাৎ তাঁহার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? মানুষের সৃষ্টিই তাঁহার অস্তিত্বের প্রকাশ্য প্রমাণ মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই তাহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি বিদ্যমান। ফিৎরাতে সালীমাহ ও সুষ্ঠুজ্ঞান তাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু কোন কোন সময়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয় সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের দলীল প্রমাণের প্রতি চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয়। এই কারণেই রাসূলগণ তাহাদিগকে আল্লাহর জ্ঞান লাভের পথ নির্দেশ করিয়া বলেন, فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হইলেন তিনি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কোন নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে সৃষ্ট বস্তু এবং উহা আদীকাল হইতে অবিদ্যমান ছিলনা বরং পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইয়াছে অতএব উহার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন রহিয়াছে। আর তিনিই হইলেন আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা সকলের মা'বূদ ও সকলের মালিক। أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ এর অপর একটি অর্থ ইহাও হইতে পারে, আল্লাহর উপাস্য হওয়া সম্পর্কে এবং কেবল মাত্র তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য ইহা সম্পর্কে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে। তিনিই সকলেই সৃষ্টিকর্তা অতএব কেবল তিনিই উপাস্য হওয়ার যোগ্য।

অধিকাংশ লোক আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে কিন্তু অন্যান্য এমন কিছু বস্তুকেও পূজা করে যাহাদের সম্পর্কে তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা তাহাদের উপকার করিতে পারে কিংবা আল্লাহর নৈকট্যলাভে তাহাদের সাহায্য করিতে পারে। তাহাদিগকে তাহাদের রাসূলগণ আরো বলিলেন, يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদিগকে পরকালে তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এই জন্যই তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি যেন একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিলম্বিত করেন। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন। وَاَنْ تَسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهُ আর যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর অতঃপর তোমরা তাহার নিকট তওবা কর তবে তিনি তোমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উত্তম দ্রব্য দান করিবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে তাহার মর্যাদা দান করিবেন (হূদ-৩)। অতঃপর রাসূলগণের উম্মতরা প্রথম বক্তব্যটি মানিয়া লইয়া তাহাদের রিসালাত সম্পর্কে আপত্তি

করিয়া বলিল, اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তোমরা তো আমাদের মত মানুষই অর্থাৎ কেবল তোমাদের কথাই উপর বিশ্বাস করিয়াই তোমাদের অনুসরণ করিব কি করিয়া। অথচ তোমাদের পক্ষ হইতে আমরা কোন মু'জিযা দেখিতে পারি নাই। فَاْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অতএব তোমরা আমাদের নিকট কোন প্রকাশ্য মু'জিযা পেশ কর। قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ অর্থাৎ তোমাদের কথাই সত্য যে আমরা তোমাদের মত মানুষ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা রিসালাত ও নবুওয়াত দ্বারা তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ অর্থাৎ তোমাদের কামনানুযায়ী মু'জিযা পেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ অবশ্য যদি আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া উহার নির্দেশ প্রদান করেন তবেই উহা সম্ভব। وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে মু'মিনদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিৎ। অতঃপর রাসূলগণ বলেন وَمَا لَنَا اَنْ لَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা করিতে আমাদের বাধা কোথায়। অথচ তিনি আমাদিগকে সঠিক ও সর্বাধিক স্পষ্ট পথ দেখাইয়াছেন وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا তোমরা আমাদিগকে অন্যায় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে যাতনা দিতেছ তাহার উপর আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারণা করিব। وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ আর আল্লাহ উপরই সকল ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিৎ।

(١٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ط فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۙ o

(١٤) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ o

(١٥) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۙ o

(١٦) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۙ o

(١٧) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ o

১৩. কাফিরগণ উহাদিগের রাসূলগণকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে অবশ্যই বহিষ্কৃত করিব অথবা তোমাদিগকে আমাদিগের ধর্মাদর্শে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। অতঃপর রাসূলগণকে তাহাদিগের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করিলেন। যালিমদিগকে আমি অবশ্যই বিনাশ করিব।

১৪. উহাদিগের পরে আমি তোমাদিগকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবই ইহা তাহাদিগের জন্য যাহারা ভয় রাখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।

১৫. উহারা বিজয় কামনা করিল এবং প্রত্যেক উদ্যত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হইল।

১৬. উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য পরিণামে জাহান্নাম রহিয়াছে এবং প্রত্যেককে পান করানো হইবে গলিত পুঁজ।

১৭. যাহা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করিবে এবং উহা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সবদিক হইতে তাহার নিকট আসিবে মৃত্যু যন্ত্রণা কিন্তু তাহার মৃত্যু ঘটিবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে পূর্ববর্তী কাফিররা তাহাদের রাসূলগণকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার যে ধমক দিয়াছিল আল্লাহ তা'আলা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন হযরত শু'আইব (আ) এর কওম তাঁহাকে বলিয়াছিল لَنُخْرِجَنَّكُمْ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا الاية হে শু'আইব! "আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের জনবসতি হইতে বাহির করিয়া দিব"। অনুরূপভাবে হযরত লূত (আ)-এর কওম তাঁহাকে বলিয়াছিল اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ "তোমরা লুত এর বংশধরকে তোমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দাও" কুরাইশ মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا- তাহারা তো এই দেশে আপনাকে পতনের দিতে ঠেলিয়া দিতে চাইয়াছিল যেন আপনাকে তাহারা সেখান হইতে বহিষ্কার করিতে পারে তখন আপনার পিছনে অল্প সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেহ থাকিত না। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ আর কাফিররা যখন আপনার সহিত ফেরেববাজী করিতেছিল, আপনাকে কয়েদ করিবার জন্য কিংব' আপনাকে হত্য করিবার জন্য কিংবা আপনাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য। তাহারা ফেরেববাজী করিতেছিল এবং আল্লাহও তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য কৌশল করিতেছিলেন" অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে সাহায্য করিলেন এবং তাহাকে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কা হইতে তাঁহাকে বাহির

করিবার পর মদীনায় তাঁহার অনেক সাহায্যকারী এবং তাঁহার রাহে জিহাদ করিবার জন্য বহু সৈন্য সামন্ত তৈয়ার করিয়া দিলেন। এবং ক্রমশ তাঁহাকে উন্নতি দান করিতে লাগিলেন এমনকি যে মক্কা শরীফ হইতে মুশরিকরা তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিল সেখানে তাঁহাকে বিজয়ী করিলেন ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন আর শত্রুদের সকল পরিকল্পনা ধুলিস্যাত করিয়া দিলেন। ফলে দলে দলে লোক আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং অতি অল্প কালেই পৃথিবীর সকল দ্বীনের উপর তাহার কালেমা ও দ্বীন বিজয়ী হইল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ "অতঃপর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন, আমরা অবশ্যই তাহাদের পরে তোমাদিগকে যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ- আমার প্রেরিত বান্দাদের আমার ফয়সালার পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া রহিয়াছে যে তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। এবং আমার সৈন্যগণই বিজয়ী হইবেন (সাফ্‌ফাত-১৭১-১৭২)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন। كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ "আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে আমি ও আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ তা'আলা পরম শক্তিশালী ও সম্মানের অধিকারী।" আরো ইরশাদ হইয়াছে। لَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اِنَّ الْاَرْضَ الخ যিকিরের পর আমি যাবূর গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে যমীনের উপর আমার নেক বান্দাগণই কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। وَقَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهٖ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ হযরত মূসা তাহার কওমকে বলিলেন, "তোমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর; যমীন আল্লাহর; তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তিনি উহার ওয়ারিশ করিয়া দেন। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট"। তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ يُسْتَضْعَفُوْنَ فِىْ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ -

"যমীনের দুর্বল লোকদিগকে আমি মাশরিক ও মাগরিরের অধিকারী করিয়াছি যেখানে আমি বরকত দান করিয়াছি আর বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের দরুন তাহাদের প্রতি আমার উত্তম ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে আর ফিরাউন ও তাহার কওমকে এবং তাহাদের

কৃতকর্ম সবই ধুলিস্যাত করিয়া দিয়াছি।" قَوْلُهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ অর্থাৎ এই ওয়াদা হইল তাহার জন্য যে কিয়ামতের দিনে আমার সম্মুখে দন্ডায়মান হইবার ভয় করে এবং আমার শাস্তি ও আযাবকে ভয় করে। যেমন তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى যে ব্যক্তি অহংকার করে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় দোযখই তাহার আশ্রয়স্থল। ইরশাদ হইয়াছে وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হইবার ভয় করে তাহার জন্য দুইটি বাগান রহিয়াছে। قَوْلُهُ وَاسْتَفْتَحُوْا অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের কওমের উপর বিজয় লাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাসূলগণের কওম বিজয়ী হওয়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। যেমন তাহারা বলিয়াছিল اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে আল্লাহ যদি ইহা সত্য হয় এবং আপনার নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন অতি কঠিন শাস্তি দান করুন। এখানে এই সম্ভাবনাও আছে যে এক দিকে কাফিররা এরূপ বলিতেছিল অপরদিকে রাসূলগণও আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন—যেমন বদর যুদ্ধের দিনে কাফিররা আল্লাহর নিকট বিজয়ের প্রার্থনা করিতেছিল অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা)ও বিজয় এবং সাহায্যের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলেন اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "যদি তোমরা বিজয় চাহিতেছিলে তবে তোমাদের নিকট তাহা সমাগত হইয়াছে। যদি এখনো তোমরা বিরত থাক তবে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম" وَخَافَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ অর্থাৎ প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি এবং হক ও সত্যের প্রতি শত্রুতা পোষণকারী বঞ্চিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ প্রত্যেক অহংকারী কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর যে ভাল ও কল্যাণকর কাজ হইতে নিষেধ করে, সীমা অতিক্রম করে সন্দেহ পোষণ করে, যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে, অতএব তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর (ক্বাফ-২৪-২৬)। হাদীস শরীফে বর্ণিত, কিয়ামতের দিনে জাহান্নামকে আনা হইবে অতঃপর সে সমস্ত মখলূককে জানাইয়া দিবে, "আমাকে প্রত্যেক অহংকারী ও হটকারী ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে।" যখন সকল নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ও ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা

করিতে থাকিবে তখন অহংকারীদের প্রত্যেকেই বঞ্চিত লাঞ্ছিত হইবে। قَوْلُهُ وَمِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ তাহাদের সম্মুখে হইবে জাহান্নাম। وَرَاءِ শব্দটির অর্থ এখানে সম্মুখ যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا আর তাহাদের সম্মুখে একজন যালেম বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা অধিকার করিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ পড়িতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর সম্মুখে জাহান্নাম থাকিবে সে জাহান্নাম তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য প্রতিক্ষায় থাকিবে। সেখানে সে চিরদিন অবস্থান করিবে। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে সেই জাহান্নামের সম্মুখেই পেশ করা হইবে অবশেষে উহাই তাহার ঠিকানা হইবে। وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে তাহাকে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে (সোয়াদ-৫৭)। একটি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও অপরটি অত্যধিক শীতল ও দুর্গন্ধময়। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে هَذَا فَلْيَذُوقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (রা) বলেন صديد অর্থ পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত বস্তু। কাতাদাহ (র) বলেন যখমীর মাংস ও চামড়া হইতে যে পানি নির্গত হয় উহাকে صَدِيْدٍ বলা হয়। এক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝ যায় যে কাফিরের পেট হইতে যে রক্ত মিশ্রিম পুঁজ বাহির হইবে উহাকে صَدِيْدٍ কথা বলা হয়। শাহর ইবনে হাওশাব আসমা বিনতে ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! طِيْنَةُ الْخَبَالِ কি? তিনি বলিলেন, দোযখবাসীদের শরীর হইতে নির্গত পুঁজ ও রক্ত। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন....আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ يَّتَجَرَّعُهُ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, পুঁজ মিশ্রিত রক্ত দোযখবাসীর নিকট পেশ করা হইলে তাহার অত্যধিক কষ্ট হইবে যখন তাহার আরো নিকটে পেশ করা হইবে তখন উহা তাহার মুখের চামড়া জ্বালাইয়া দিবে এবং তাহার মাথার চামড়া খুলিয়া পড়িবে। সে উহা পান করিলে তাহার সমস্ত নাড়ী ভুঁড়ী টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এবং মলদ্বার দ্বারা বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا وَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করান হইবে অতঃপর উহা তাহাদের নাড়ী-ভুঁড়িসমূহ টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْتَوِي الْوُجُوْهُ আর যদি তাহারা পানির জন্য ফরিয়াদ করে তবে গলিত তামার ন্যায় পানি দ্বারা তাহাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হইবে যাহা তাহাদের মুখমন্ডল জ্বালাইয়া ফেলিবে। হযরত ইবনে জরীর (র) আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র)

বাকীয়্যাহ ইবনে ওয়ালিদ সূত্রে সাফওয়ান ইবনে আমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

قَوْلُهُ يَتَجَرَّعُهُ অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্ত বড়ই কষ্ট করিয়া এক এক ঢোক করিয়া গিলিতে থাকিবে। কিন্তু উহা মুখে দিতেই একজন ফিরিশ্‌তা লোহার হাতুড়ী দিয়া তাহাকে আঘাত করিবে যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ অর্থাৎ তাহাদের জন্য লোহার হাতুড়ি থাকিবে। وَلَايَكَادُ يُسِيْغُهُ অর্থাৎ উহার স্বাদ ও গন্ধ খারাপ হওয়ার কারণে এবং অত্যধিক উত্তপ্ত অথবা অত্যধিক ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে গলা দিয়ে পেটে সহজে যাইতে চাহিবে না وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ আর চতুর্দিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিতে থাকিবে। অর্থাৎ তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ব্যথীত ও দুঃখিত হইবে। উমর ইবনে মায়মূন (র) বলেন, তাহার সমস্ত হাড় রগ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের জোড়াসমূহ ব্যথিত হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন তাহার চুলের গোড়াও ব্যথিত হইবে। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন, শরীরের সমস্ত লোমকূপ ব্যথিত হইবে। ইবনে জরীর (র) وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহার সম্মুখ দিয়ে তাহার পশ্চাৎভাগ দিয়ে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত তাহার ডান দিক হইতে, তাহার বাম দিক হইতে তাহার উপর হইতে ও নীচ হইতে মৃত্যু আসিবে এবং তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নানা প্রকার শাস্তি দিতে থাকিবেন কিন্তু যদি সেখানে মৃত্যু হইত তবে উহার এক শাস্তিই তাহার মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তাহার মৃত্যু আসিবে না। কারণ ইরশাদ হইয়াছে لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ يَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا অর্থাৎ তাহাদের উপর মৃত্যুর ফয়সালাও করা হইবে না যে তাহাদের মৃত্যু আসিতে পারে আর তাহাদের শাস্তিও সহজ করা হইবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, সমস্ত দোযখীকে যে সমস্ত শাস্তি দান করা হইবে মৃত্যুর ফয়সালা হইলে তাহার একটি শাস্তিই মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট কিন্তু তাহার মৃত্যু হইবে না বরং চিরদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَيَأْتِيْهِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ সর্বদিক হইতে তাহার নিকট মৃত্যু আসিবে অথচ, তাহার মৃত্যু হইবে না। قوله ومن وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ এই শাস্তির পর তাহার সম্মুখে আরো কঠিন আরো ভয়ানক আরো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে যেমন আল্লাহ যাক্‌কূম গাছ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ طَلْعُهَا كَاَنَّهَا رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنَ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ

অর্থাৎ— যাক্কূম জাহান্নামের মূল হইতে বাহির হয় তাহা যেন শয়তানের মাথা তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহা দ্বারা পেট পূর্ণ করিবে অতঃপর তাহারা ফুটন্ত উত্তপ্ত পানি পান করিবে অবশেষে দোযখের আগুনের মধ্যে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে। আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদই প্রদান করিয়াছেন যে জাহান্নামীরা কখনো যাক্কূম ফল খাইবে কখনো ফুটন্ত পানি পান করিবে, কখনো তাহাদিগকে দোযখের আগুনের মধ্যে প্রজ্বলিত করা হইবে। আল্লাহ ইহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

এই হইল সেই জাহান্নাম অপরাধীরা ইহাকে অস্বীকার করিত। জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্যে তাহারা ঘুরিতে থাকিবে (রহমান-৪৩)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ

যাক্কূম গাছ গুনাহগারদের খাদ্য যাহা গলিত তামার ন্যায় উহা পেটের মধ্যে গিয়া গরম পানির ন্যায় উৎলাইতে থাকিবে তাহার সম্পর্কে বলা হইবে, উহাকে পাকড়াও কর এবং জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথায় উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। তাহাকে আরো বলা হইবে, তুমি উহার স্বাদ গ্রহণ কর তুমি তো তোমার ধারণায় বড় প্রতাপের অধিকারী ও কৌশলী ছিলে। ইহাই হইল সেই শাস্তি যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ

বাম হাতে আমল নামা ধারণকারী ব্যক্তিরা কতই না খারাপ বাম তহাতে আমল নামাধারী ব্যক্তিরা। অর্থাৎ তাহারা আগুন ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে অবস্থান করিবে এবং ধোঁয়ার ছায়ায় বসবাস করিবে যাহা না শীতল হইবে আর না আরামদায়ক।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

هَذَا وَاِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادِ هَذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ -

অহংকারীদের জন্য অত্যন্ত খারাপ ঠিকানা অর্থাৎ জাহান্নাম যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে উহা হইল অত্যন্ত জঘন্য আশ্রয়স্থল। এই বিপদের সহিত তাহাদিগকে আরো বলা হইবে তোমরা ইহার স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক অর্থাৎ গরম পানি পুঁজ এবং এই ধরনের অন্যান্য আরো শাস্তি ভোগ করিতে থাক। পবিত্র কুরআনের আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহাদের উপর নানা প্রকার শাস্তি হইবে বলিয়া বুঝা যায়। وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ আর তোমার প্রতিপালক বান্দাদের প্রতি অত্যাচারী নহেন।

(১৮) مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۣاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

১৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের উপমা তাহাদিগের কর্মসমূহ ভষ্ম সদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের প্রচন্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায়। যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদিগের কাজে লাগাইতে পারে না। ইহাতে ঘোর বিভ্রান্তি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের উপমা পেশ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত শরীক করে এবং রাসূলগণকে অমান্য করে এবং দুর্বল ভিত্তির উপর তাহাদের আমলসমূহের সৌধ রচনা করে ফলে কঠিন প্রয়োজনের সময়ে উহা ভাংগিয়া পড়িয়াছে এবং উহার ফল হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে যখন কাফিররা তাহাদের আমলের সওয়াব ও প্রতিদান চাহিবে তখন তাহারা উহার প্রতিদান হইতে ঠিক তদ্রূপ বঞ্চিত হইবে যেমন প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ছাই উড়িয়া যায় এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অনুরূপভাবে যে দুর্বল ভিত্তির উপর তাহারা তাহাদের আমলের সৌধ গড়িয়াছিল উহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে এবং তাহারা উহার কোন সুফল ভোগ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا অর্থাৎ "আমি তাহাদের আমলসমূহকে ধুলি কণার ন্যায় বিফল করিয়া দিয়াছি।" আরো ইরশাদ হইয়াছে مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ

اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُمْ وَمَاظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ- এই পার্থিব জীবনে তাহারা যাহা কিছু ব্যয় করে উহার উপমা হইল সেই অগ্নিকুন্ডলির ন্যায় যাহা কোন যালেম কওমের ক্ষেতে পৌঁছাইয়া উহাকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। আল্লাহ তাহাদের উপর কোন যুলুম করেন্ন নাই তাহারাই তাহাদের সত্তার উপর যুলুম করিয়াছে। আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْاصَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِفَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَىْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ-

হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া তোমাদের সদকাসমূহকে নষ্ট করিও না যেমন কেহ রিয়া ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে ব্যয় করে অথচ আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না তাহার উপমা হইল সেই পাথরের ন্যায় যাহার উপর কিছু মাটি রহিয়াছে কিন্তু বৃষ্টির পানিতে উহা ধুইয়া ফেলিয়াছে ফরে উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু উপার্জন করিয়াছে উহার লাভ করিতে তাহারা সক্ষম হইবে না। আল্লাহ তা'আলা কাফির সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না। قَوْلُهُ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيْدُ ইহাই হইল চরম গুমরাহী অর্থাৎ কোন ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের প্রচেষ্টা ও কার্যাবলীর সৌধ নির্মাণ করা ফলে যখন তাহাদের কার্যাবলীর বিনিময় লাভের প্রতি সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া ইহাই হইল চরম গুমরাহী।

(١٩) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ۙ○

(٢٠) وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

১৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারে।

২০. এবং ইহা আল্লাহর জন্য আদৌ কঠিন নহে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামতের দিনে সকল মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন কারণ, তিনিই মানুষ অপেক্ষা অনেক প্রকাণ্ড মাখলূখ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি এই

সুউচ্চ সুপ্রশস্ত ও বিশাল আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চলমান ও স্থির সর্বপ্রকার নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি অন্যান্য নিদর্শনসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন আর এই বিশাল যমীনকে যিনি সৃষ্টি করিয়া উহাকে সুবিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং জল-স্থল পাহাড়-পর্বত মরুভূমি বিশাল ময়দান ও সাগর মহাসাগর সৃষ্টি করিয়াছেন গাছপালা ও বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তু নানা রংগে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নহেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى
اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۔

তাহারা কি দেখে নাই যে আল্লাহ তা'আলা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই। তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই সক্ষম নিঃসন্দেহে তিনি সমস্ত বস্তুর উপর ক্ষমতাবান (আলক্বাফ-৩৩)।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَالْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ – وَضَرَبَ
لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ – قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ
اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ – اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا
فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ –اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ – اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ
فَيَكُوْنُ– فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –

মানুষ কি দেখিতে পাইতেছেনা যে আমি তাহাকে এক ফোঁটা পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে ঝগড়াকারী সাজিয়া বসিয়াছে। আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া বসিয়াছে। সে বলে, হাড়গুলো যখন পচিয়া যাইবে তখন উহা কে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যিনি উহা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিবেন এবং তিনি যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন সৃষ্টি করিয়াছে এবং অকস্মাৎ তোমরা তাহা হইতে আগুন সংগ্রহ করিয়া থাক। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের ন্যায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই তিনিই বড় সৃষ্টিকর্তা এবং বড়ই পরিজ্ঞাত। যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার নির্দেশ হইতেছে যে, হইয়া যা, অতঃপর তাহা হইয়া যায়। সুতরাং সে মহা সত্তা বড় পবিত্র যাহার ইখাতিয়ারে যাবতীয় জিনিসের কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং তাঁহারই দরবারে তোমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (ইয়াসিন-৭৭-৮৩)। قَوْلُهُ اِنْ يَّشَآءَ

يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর নির্দেশ পালন না কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া অন্য কোন জাতিকে সৃষ্টি করিতে পারেন যাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না আর ইহা আল্লাহর জন্য কঠিন নহে, আর অসম্ভবও নহে রবং ইহা তাহার পক্ষে সহজ। যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ তোমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিমুখ হও তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে সৃষ্টি করিবেন অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় হইবে না।" তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে হইতে যে ব্যক্তি দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে তবে আল্লাহ তা'আলা এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া অন্যলোক সৃষ্টি করিবেন আল্লাহ তা'আলা ইহার উপর ক্ষমতাবান।

(٢١) وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۟ع

২১. সকলে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবেই। যাহারা অহংকার করিত তখন দুর্বলেরা তাহাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদিগের অনুসারী ছিলাম এখন তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাদিগকে কিছু মাত্র রক্ষা করিতে পারিবে ? উহারা বলিবে আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিলে আমরাও তোমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। এখানে আমাদিগের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা আমাদের কোন নিষ্কৃতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিযাছেন وَبَرَزُوْا তাহারা সৎ-অসৎ সকলেই এক বিশ্বাস সমতল ভূমিতে মহান প্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে একত্রিত হইয়া দন্ডায়মান হইবে। فَقَالَ الضُّعَفَاۗءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا অতঃপর দুর্বল ও অধীনস্থ লোকেরা তাহাদের নেতাদিগকে যাহারা অহংকার করিয়া আল্লাহর ইবাদত হইতে এবং রাসূলগণের আনুসরণ করিতে বিরত রহিয়াছে বলিবে اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا। আমরা তো তোমাদের অধীনস্থ ছিলাম তোমরা যে নির্দেশ করিতে আমরা তাহাই পালন করিতাম

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ যেমন তোমরা পূর্বে আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলে আজ তোমাদের সেই ওয়াদা অনুসারে আল্লাহর আযাব হইতে কিছু আযাব কি দূর করিয়া দিবে? তখন সেই নেতারা বলিবে لَوْهَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতেন তবে আমরাও তোমাদিগকে সঠিক পথের দিশা দিতে পারিতাম কিন্তু আমাদের ও তোমাদের ভাগ্যে যাহা ছিল তাহাই ঘটিয়া গিয়াছে এবং কাফিরদের উপর শাস্তির বাণীই ঘটিয়া গিয়াছে। سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ আজ আমরা যে আযাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, আমরা চাই অস্থির হইয়া পড়ি কিংবা ধৈর্য্যধারণ করি উভয়টিই আমাদের পক্ষে সমান ইহা হইতে মুক্তি পাইবার কোনই উপায় নাই।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, দোযখবাসীরা পরস্পরে বলিতে থাকিবে বেহেশতবাসীগণ ক্রন্দন করিয়াই বেহেশতের সুখ শান্তি লাভ করিয়াছে তোমরা আস আমরাও আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করি তাহার নিকট কাকুতি-মিনতি করি অতঃপর তাহারাও ক্রন্দন করিতে থাকিবে এবং কাকুতি-মিনতি করিবে কিন্তু তাহাদের ক্রন্দনের কোনই ফল হইবে না দেখিয়া, তাহারা বলিবে বেহেশতবাসীগণ ধৈর্যধারণ করিয়া বেহেশতের সুখ শান্তি লাভ করিয়াছে, অতএব আস, আমরাও ধৈর্যধারণ করি অতঃপর তাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইবে না দেখিয়া তাহারা বলিবে سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا الاية (ইবনে কাছীর (র) বলেন দোযখীদের এই কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনা দোযখের মধ্যেই সংঘটিত হইবে ইহাই যাহের। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْحَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ -

আর তাহারা যখন দোযখে ঝগড়া করিবে অতঃপর দুর্বল অধীনস্থ লোকেরা অহংকারী নেতাদিগকে বলিবে আমরা তো তোমাদেরই অধীনস্থ ছিলাম, আর কি তোমরা দোযখের শাস্তি হইতে একটুও রক্ষা করিতে পারিবে? তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা সকলেই উহার মধ্যে অবস্থান করিব আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের সম্পর্কে ফয়সালা সম্পন্ন করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

قَالَ ادْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا حَتّٰى اِذَاادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَاتَعْلَمُوْنَ وَقَالَتْ اُوْلٰهُمْ لِاُخْرَاهُمْ فَمَاكَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوْقُوْا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ— তিনি বলিবেন, তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত মানুষ ও জ্বিনদের সহিত দোযখে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল প্রবেশ করিবে তখনই সে অন্য দলকে অভিশাপ দিবে। যখন তাহারা সকলেই একত্রিত হইবে তখন পরবর্তী দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলিবে, তাহারা আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন। তিনি বলিবেন, সকলেরই দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। কিন্তু তোমরা জান না। আর পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদিগকে বলিবে আমাদের উপর তোমাদের কোন অধিক মর্যাদা নাই অতএব তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন,

رَبَّنَآ اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاً رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের অনুসরণ করিয়াছিলাম তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাহাদের প্রতি বড় রকমের অভিশাপ অবতীর্ণ করুন। এই সকল কাফিররা কিয়ামতের ময়দানেও ঝগড়া করিবে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذَا الظَّالِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ - قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ - وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর যদি আপনি যালেমদিগকে তখন দেখিতেন, যখন তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দন্ডায়মান থাকিবে তখন তাহাদের একজন অপরজনের সহিত ঝগড়া করিবে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা অহংকারী কাফিরদিগকে বলিবে তোমরা না হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম তখন অহংকারীরা বলিবে আমরা কি তোমাদিগকে হেদায়াতের পথ হইতে বাধা দিয়াছিলাম? যখন তোমাদের নিকট উহা সমাগত হইয়াছিল। বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। দুর্বল লোকেরা তখন অহংকারীদিগকে বলিবে বরং দিবারাত্রের মকর এবং আল্লাহর সহিত কুফর ও শিরক

করিবার জন্য তোমাদের নির্দেশেই বিভ্রান্ত হইয়াছি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা চুপে চুপে অনুতপ্ত হইবে। আমি কাফিরদের গলায় আগুনের তাওক লাগাইয়া দিব আর তাহারা তাহাদের কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিবে (সাবা-৩১-৩৩)।

(٢٢) وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ
وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ
دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ
وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢٣) وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ؕ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ○

২২. যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করি ও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। যালিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।

২৩. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দাখিল করা হইবে জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সেথায় তাহাদিগের অভিবাদন হইবে সালাম।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে সমস্ত বান্দাদের বিচার কার্য শেষ হইয়া যাইবে মু'মিনদিগকে জান্নাতে দাখিল করা হইবে এবং কাফিরদিগকে জাহান্নামে তখন শয়তান তাহার আনুসারীদিগকে যে ভাষণ দান করিবে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। ইবলীস তাহার অনুসারীদের দুঃখ বেদনা ও অনুতাপ-অনুশোচনা আরো অধিক বৃদ্ধি করিবার জন্য এই ভাষণ দান করিবে, اِنَّ اللّٰهَ

وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের মাধ্যমে ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের অনুসরণ করিলেই তোমরা শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে এবং শান্তি লাভ করিতে পারিবে এই ওয়াদা ছিল চরম সত্য। কিন্তু আমি তোমাদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা আমি ভংগ করিয়াছি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا

সে তাহাদের সহিত ওয়াদা করে ও তাহাদিগকে মিথ্যা আশান্বিত করে আর শয়তান তাহাদের সহিত কেবল ধোকার ওয়াদাই করে। অতঃপর শয়তান বলিবে وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ তোমাদের উপর আমার তো কোন ক্ষমতা ছিল না। অর্থাৎ যে বিষয়ের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমি তো কোন প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করি নাই। اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي অবশ্য আমি তোমাদিগকে কেবল আহ্বানই করিয়াছি কোন দলীল প্রমাণ পেশ করি নাই। অথচ রাসূলগণ তাহাদের আনিত বিষয়ের দলীল-প্রমাণসমূহ তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছিলেন কিন্তু তোমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছ আর সেই কারণেই তোমরা আজ এই আযাবে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ। فَلَا تَلُومُونِي অতএব তোমরা আজ আমাকে তিরস্কার করিও না। وَلُومُوا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের সত্তাকেই তিরস্কার কর। কারণ তোমরা দলীল-প্রমাণসমূহের বিরোধিতা করিয়া অপরাধ করিয়াছ আর বাতিলের প্রতি আমার কেবল আহ্বানের কারণে তোমরা আমার অনুসরণ করিয়াছ। مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ আজ আমি তোমাদের কোনই উপকার করিতে পারিব না আর না তোমাদিগকে মুক্তিদান করিতে পারিব। وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ আর না তোমরা আমার কোন উপকার করিতে পারিবে আর না শাস্তি হইতে মুক্তিদান করিতে পারিবে। اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমি তোমাদের শিরকের কারণে অস্বীকার করি। হযরত ইবনে জরীর (র) ইহার তাফসীর করেন, আমি আল্লাহর শরীক হওয়াকে অস্বীকার করি। এই তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّ كَانُوا عَنْ عِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ— সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে হইতে পারে? যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার যাকে সাড়া দিবে না। আর তাহারা তো তাহার ডাক সম্পর্কেই অনবগত। যখন মানুষ একত্রিত করা হইবে তখন তাহারাই তাহাদের উপাসকদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহাদের উপসনা অস্বীকার করিবে (আহক্বাফ-৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কখনো নহে অতিসত্বর তাহারা তাহাদের উপসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে قَوْلُهُ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ সত্য হইতে বিরত থাকিবার ও বাতিলের অনুসরণের ব্যাপারে যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। আয়াতের অগ্রপশ্চাৎ দ্বারা বুঝা যায় যে ইবলীস তাহার উক্ত ভাষণ দোযখে প্রবেশ করিবার পরে দান করিবে যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। কিন্তু ইবনে আবূ হাতিম ও আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ (র) হইতে ইবনে জরীরের এক রেওয়াতে বর্ণিত। ইবনে আবূ হাতিম (র)....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "পূর্ববতী ও পরবর্তী সমস্ত মানুষকে যখন একত্রিত করা হইবে অতঃপর আল্লাহ তাহাদের বিচার করিবেন। তাহাদের বিচার শেষ হইলে মু'মিনগণ বলিবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিচার শেষ করিয়াছেন এখন আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? অতঃপর তাহারা বলিবে তোমরা সকলে হযরত আদম (আ)-এর নিকট চল হযরত নূহ ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আ)-এর উল্লেখ করা হইবে। হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিলেই তিনি বলিবেন, আমি তোমাদিগকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা বলিয়া দিতেছি। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট দন্ডায়মান হইবার অনুমতি দান করিবেন। অতঃপর আমার মজলিস হইতে সর্বোত্তম সুগন্ধি নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো শুঁখিয়া দেখে নাই। আমি আমার প্রতিপালনের নিকট আসিলে তিনি আমাকে সুপারিশ করিতে অনুমতি দান করিবেন। এবং আমার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত আমাকে নূর দান করিবেন। অতঃপর কাফিররা বলিবে মু'মিনগণও তাহাদের সুপারিশকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। আমাদের জন্য সুপারিশ করিবে কে? সে লোকটি তো ইবলীস ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না, যে আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা ইবলীসের নিকট আসিয়া বলিবে মু'মিনগণ তো তাহাদের সুপারিশকারীকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। উঠ তুমি আমাদের জন্য সুপারিশ কর। কারণ, তুমিই আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিলে। তখন সে দন্ডায়মান হইবে এবং তাহার মজলিস হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইবে যাহা কেহ কখনো শুঁখে নাই। তখন

সে কাফিরদিগকে বলিবে وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّاقُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ ইবনে আবূ হাতিম এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুবারক (র)....উকবাহ (রা) হইতে হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) বলেন, দোযখবাসীরা যখন سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجَزِعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ বলিবে "আমরা অধৈর্য হই কিংবা ধৈর্যধারণ করি উভয়টাই আমাদের জন্য সমান। আমাদের মুক্তির কোন উপায় নাই" তখন ইবলীস বলিবে اَنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহিত সত্য ওয়াদা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা যখন ইবলীসের এইকথা শ্রবণ করিবে তখন তাহারা স্বীয় সত্তাকে অপছন্দ করিবে তখন তাহাদিগকে ঘোষণা করা হইবে لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হইতেছিল এবং তোমরা উহা অমান্য করিতেছিলে তখন আল্লাহ তা'আলা আরো বহুগুণ বেশী তোমাদিগকে অপছন্দ করিতেন যতটুকু না অপছন্দ তোমরা করিতেছ। আমির শা'বী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোকের সম্মুখে দুই ব্যক্তি ভাষণ দান করিবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিবেন اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ তুমি কি মানুষকে এই কথা বলিয়াছিলে যে আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ ব্যতীত দুইজন ইলাহ মানিয়া লও, ... আল্লাহ বলিবেন। আজকের দিন সত্যবাদীর্দের জন্য তাহাদের সত্যই উপকারী প্রমাণিত হইবে।

তিনি বলেন, সেই দিন ইবালীসও দন্ডায়মান হইয়া বলিবে مَاكَانَ لِىْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ আমার তো আর কোন ক্ষমতা ছিল না, আমি তো কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম অতঃপর তোমরা উহাতে সাড়া দিয়াছিলে।

আল্লাহ তা'আলা অসৎলোকদের অশুভ পরিণতি ও তাহাদের শাস্তির ও লাঞ্ছনার এবং ইবলীসের ভাষণের উল্লেখ করিয়া সৎলোকদের শুভ পরিণতির উল্লেখ করিয়া বরেন, وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে এমন বাগানসমূহে দাখিল করা হইবে যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। তাহারা যেমন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা যাতায়াত করিবে خَالِدِيْنَ فِيْهَا তাহারা তথায় চিরকাল বসবাস

করিবে তাহারা স্থানান্তরিত হইবে না। بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ বেহেশতে তাহাদের অভিবাদন হইবে "সালাম" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ যখন তাহারা বেহেশতের নিকট পৌছাইবে 'বেহেশতের দ্বারসমূহ তখন উন্মুক্ত থাকিবে বেহেশতের খাযেন বলিবে আপনাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আর ফিরিশ্‌তাগণ প্রত্যেক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবে আর তাহারা বলিবেন তোমাদের উপর সালাম। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا আর তথায় তাহারা সালাম ও সম্বর্ধনার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে। دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ আর সেখানে তাহাদের দু'আ হইবে·আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা এবং স্বাগত সম্বর্ধনা হইবে সালাম এর মাধ্যমে।

(٢٤) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۝

(٢٥) تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

(٢٦) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ۨاجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

২৪. তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদূর ও যাহার শাখা প্রশাখা ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।

২৫. যাহা প্রত্যেক মৌসূমে তাহার ফল দান করে তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

২৬. কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

তাফসীর ঃ হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, উহা হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত প্রদান করা। এবং كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ পবিত্র গাছের মত। এই পবিত্র গাছ

হইল মুমিন أَصْلُهَا ثَابِتٌ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মু'মিনের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত। وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দ্বারা মু'মিনের আমল আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়। হযরত যাহ্হাক (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর। ইকরিমাহ, মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন যেন "পবিত্র বাণীর শাখা" দ্বারা মু'মিনের আমল তাহার পবিত্র কথা ও সৎকাজ উদ্দেশ্য। মু'মিন খেজুর গাছ সমতুল্য, সদাসর্বদা সকালে বিকালে তাহার নেক আমল আসমানে উঠান হয়। সুদ্দী (র) মুররাহ হইতে যিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ মু'মিন খেজুর গাছ সমতুল্য।

হযরত শু'বা (র) মু'আবিয়াহ ইবনে কুররাহ হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, পবিত্র গাছ দ্বারা খেজুর গাছ উদ্দেশ্য। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ শু'আইব ইবনে হারহাব হইতে তিনি হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একটি খেজুরের ছড়া আনা হইলে তিনি مَثَلاً كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা হইল খেজুর গাছ। অত্র সূত্র ব্যতীত অন্য সূত্রেও হযরত আনাস (রা) হইতে ইহা মওকূফরূপে বর্ণিত। হযরত মাসরূক, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সায়িদ ইবনে জুবাইর যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)....হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তোমরা বল সেই গাছটি কোন গাছ যাহার সহিত কোন মু'মিনকে উপমিত করা যায়? শীত ও গ্রীষ্মে যাহার পাতা ঝরিয়া পড়ে না এবং প্রত্যেক মৌসুমে ফলদান করে? হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন আমি মনে মনে ভাবিলাম উহা তো খেজুর ছাড়া অন্য কোন গাছ নহে। কিন্তু হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-কে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমি কিছু বলা সমীচীন মনে করিলাম না। যখন তাহারা কেহ কিছু বলিলেন না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল খেজুর গাছ যখন আমরা সকালে উঠিয়া পড়িলাম তখন আমি হযরত উমর (রা)-কে বলিলাম, আব্বা! আমি মনে মনে ইহাই ধারণা করিয়াছিলাম যে সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। তখন তিনি বলিলেন, তুমি বলিলে না কেন? আমি বলিলাম, আপনাদিগকে নীরব থাকিবে দেখিয়াই আমি কিছু কথা বলা ভাল মনে করি নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি এই জবাব দিলে ইহা হইত আমার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।

ইমাম আহমদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন....আমি হযরত ইবনে উমর (রা) এর সহিত মদীনা পর্যন্ত সফর সাথী হইয়াছিলাম কিন্তু এই দীর্ঘ

সময়ের মধ্যে তিনি একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় খেজুর গাছের আঠা আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন কোন কোন গাছ এমন আছে যাহার সহিত মুমিনকে উপমিত করা যায়। আমার ইচ্ছা হইল যে আমি এই বলিয়া ফেলি যে সে গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু সমবেত সকলের ছোট বলিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম) মালেক ও আব্দুল আমীন (র) আব্দুল্লাহ ইবন দীনার হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে এক দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তার সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন কোন একটি গাছ এমন আছে যাহার পাতা ঝরেনা উহা হইল মু'মিনের মত। রাবী বলেন, অতঃপর সকরের চিন্তা জংগলের গাছপালা সমূহের প্রতি নিবদ্ধ হইল। কিন্তু আমি সাথে সাথে বুঝিতে পারিলাম যে, সেই গাছটি হইল খেজুর গাছ। কিন্তু আমার বলিতে লজ্জা হইল। এমন সময় নবী করীম (সা) নিজেই বলিলেন যে গাছটি হইল খেজুর গাছ। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি বলিল ইহা রাসূলুল্লাহ! ধনী লোকেরাই তো সমস্ত সওয়াব লুটপাট করিয়া লইয়া গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আচ্ছা বলতো যদি কেহ দুনিয়ার ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়া তাহার উপর আরোহণ করে তবে কি সে আসমান পর্যন্ত পৌছাতে সক্ষম হইবে? আমি তোমাদিগকে কি এমন আমল বলিয়া দিব না যাহার মূল যমীনে এবং শাখা আসমানে বিস্তৃত। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল ইহা রাসূলাল্লাহ! সে গাছটি কি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক সালাতের পর দশবার করিয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ ও দশবার করিয়া আল হামদুলিল্লাহ বলিবে। যমীনে উহার মূল মযবুত ও আসমানে উহার শাখা বিস্তৃত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা হইল বেহেশতের একটি গাছ। تُؤْتِيَ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ কেহ কেহ ইহার তাফসীর করিয়াছে, সকালে সন্ধায় ফল দান করে। কেহ কেহ বলেন প্রত্যেক ছয় মাস পরে, কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক সাত মাস পরে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রতি এক বছর পর ফল দান করে। কিন্তু মু'মিনের উপমা এমন গাছের সহিত হওয়া সমীচীন যে গাছে শীতে গ্রীষ্মে দিনে রাতে সদা সর্বদা ফল পাওয়া যায়। মু'মিনের নেক আমল ও দিনে রাতে সকল সময়ে আসমানে চড়িতে থাকে। بِاِذْنِ رَبِّهَا অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে উক্ত গাছের ফল অনেক হয় সুন্দর হয় এবং পূর্ণ ও সুস্বাদু হয়। وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ আল্লাহ্ অত্র আয়াত কাফিরের কুফরকে যাহার কোন সঠিক ভিত্তি নাই গাছের সহিত উপমিত করিয়াছেন। শু'বা (র)....আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত গাছটি হইল হানজালা গাছ। হাফিয আবূ বকর বয্যার (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন তিনি مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ প্রসংগে বলেন অত্র আয়াতে পবিত্র গাছের দ্বারা খেজুর গাছ বুঝান হইয়াছে। আর مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ এবং মধ্যে অপবিত্র গাছ দ্বারা হানজালা গাছ বুঝান হইয়াছে। অতঃপর তিনি মুহাম্মদ ইবনে মুছাল্লা (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে মওকূফরূপেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম (র)....হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ পড়িয়া বলেন ইহা হইল হানজালা গাছ। রাবী বলেন, অতঃপর ইহা সম্পর্কে আমি আবুল আলী য়াহ্হাক বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। ইবনে জবীর (র) হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইয়া'লা (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন গাসসান (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খেজুরের ছড়া আনা হইলে তখন তিনি مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا পাঠ করিয়া বলিলেন এই গাছটি হইল খেজুর গাছ। আর مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ পাঠ করিয়া বলিলেন অত্র আয়াতে উল্লেখিত গাছটি হইল হানজালা গাছ। রাবী শু'আইব (র) বলেন অতঃপর হাদীসটি সম্পর্কে আমি আবুল আলীয়াহকে সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, আমরাও অনুরূপ শুনিয়াছি। قَوْلُهُ اجْتُثَّتْ অর্থাৎ যাহা উৎপাটিত করা হইয়াছে مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ যমীনে উহার কোন স্থায়িত্ব নাই। অনুরূপভাবে কুফরের কোন মযবুত বুনিয়াদ ও স্থায়িত্ব নাই এবং উহার কোন শাখা প্রশাখাও নাই। আর না কাফিরের কোন আমল আসমানে উঠান হয় আর না উহা আল্লাহর দরবারে গৃহিত হয়।

(٢٧) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ
فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

২৭. যাহারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাহাদিগকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবেন এবং যাহারা যালিম আল্লাহ উহাদিগকে বিভ্রান্তিতে রাখিবেন, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল অলীদ.... বারা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর বাণী يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর অর্থ ইহাই। ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ মু'আবীয়াহ (র)....বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন একবার আমরা একজন আনসারী সাহাবীর জানায়ার সালাত পড়িবার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। অতঃপর আমরা কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছাইলাম তখন পর্যন্ত তাহাকে করবে দাফন করা হয় নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) বসিয়া পড়িলেন আমরা তাঁহার চতুর্দিকে নীরবে বসিয়া রহিলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (র) এর হাতে একটি লাকড়ী ছিল যাহার সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে মাটিতে দাগ কাটিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠাইয়া বলিলেন, তোমরা কবরের আযাব হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এই কথা তিনি দুইবার কিংবা তিনবার বলিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন মানুষ যখন তাহার জীবনের শেষ প্রান্তে ও আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে উপনিত হয় তখন আসমান হইতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে যেন তাহাদের মুখমন্ডল সূর্যের ন্যায় দিপ্ত। তাহাদের সঙ্গে বেহেশতের কাফন ও বেহেশ্‌তের সুগন্ধি থাকে। তাহার নিকট তাহারা ততদূর পর্যন্ত ছড়াইয়া বসিয়া থাকে যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। অতঃপর তাহার নিকট হযরত আযরাঈল ফিরিশ্‌তা আগমন করেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলেন, হে পবিত্র আত্মা আল্লাহর ক্ষমা ও তাহার সন্তুষ্টির প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শরীর হইতে তাহার আত্মা ঠিক তদ্রূপ সহজে বাহির হইয়া আসিবে যেমন পানির মশক হইতে পানির কাত্‌রা বাহির হইয়া আসে। হযরত আযরাঈল যখন তাহার রূহ কবয করেন তখন পার্শ্ববর্তী ফিরিশ্‌তাগণ সাথে সাথেই তাহার হাত হইতে উহা লইয়া যায় এবং এক মুহূর্তও তাহার হাতে রাখে না। অতঃপর তাহারা উক্ত কাফন ও সুগন্ধি রাখিয়া দেয় এবং উহা হইতে পৃথিবীর সর্বোত্তম মিশকের সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকে। অতঃপর তাহারা উহাকে লইয়া আসমানে আরোহণ করে এবং ঊর্ধ্ব গগনে ফিরিশ্‌তাদের যে কোন দলের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তাহারা উৎফুল্লচিত্তে জিজ্ঞাসা করে ইহা কাহার পবিত্র রূহ। তাহারা সর্বোত্তম নাম লইয়া বলে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। এইরূপে তাহারা উক্ত রূহ লইয়া প্রথম আসমানে পৌঁছাইয়া আসমানের দ্বার খুলিতে বলিলে আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর উক্ত আসমানের সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে লইয়া পরবর্তী আসমান পর্যন্ত গিয়া বিদায় সম্বর্ধনা জানায়— এইভাবে প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে স্বাগত জানায় ও বিদায় সম্বর্ধনা জানায় অবশেষে সপ্তম আসমানে পৌঁছাইলে আল্লাহ তা'আলা বলেন আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখিয়া রাখ। এবং তাহাকে যমীনে ফিরাইয়া দাও। কারণ আমি উহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতএব যমীনে উহাকে ফিরাইয়া দিব এবং যমীন হইতেই উহাকে পুনরায় উঠাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর পুনরায় তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করিবে অতঃপর তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তা আসিবে এবং তাহাকে বসাইবে অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপালক কে? সে বলিবে আমার প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? সে বলিবে আমার ধর্ম ইসলাম। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের মাঝে যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখন সে বলিবে তিনি হইতেছেন রাসূলুল্লাহ (সা) তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তুমি উহা কিরূপে জানিতে পারিয়াছ? তখন সে বলিবে আমি আল্লাহ প্রেরিত কিতাব পাঠ করিয়াছি আমি উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি।

অতঃপর একজন ঘোষক আসমান হইতে ঘোষণা করিবে "আমার বান্দা সত্য কথা বলিয়াছে অতএব বেহেশত হইতে উহার জন্য বিছানা বিছাও এবং বেহেশতের দিকে তাহার জন্য একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর বেহেশত হইতে তাহার নিকট বায়ু ও সুগন্ধি আসিতে থাকিবে এবং যতদূরে তাহার দৃষ্টি পৌঁছাইবে ততদূর পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করা হইবে। তখন তাহার নিকট এমন এক ব্যক্তির আগমন ঘটিবে যাহার মুখমন্ডল সুন্দর তাহার পোশাক উত্তম এবং তাহার সুগন্ধিও উত্তম। লোকটি তাহাকে বলিবে তুমি সন্তুষ্ট হও। এই দিনের প্রতিশ্রুতি করা হইয়াছিল। সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিবে আপনি কে? আপনার চেহারা দ্বারা কল্যাণই কল্যাণ অনুভব করা যাইতেছে। লোকটি বলিবে আমি তোমার সৎ কৃতকর্ম। তখন সে অস্থির হইয়া বলিবে হে আমার প্রতিপালক আপনি কিয়ামত কায়েম করুন। আপনি কিয়ামত কায়েম করুন! আমি আমার পরিবার পরিজন ও ধন সম্পদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কাফির বান্দা যখন দুনিয়ার শেষ মুহূর্তে এবং আখিরাতের প্রথম মুহূর্তে পদার্পণ করিবে তখন তাহার নিকট আসমান হইতে বিভীষিকাপূর্ণ কালো চেহারা বিশিষ্ট ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হইবে যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা সেই স্থান ঘিরিয়া অবস্থান করিবে তাহাদের হাতে একটি নেকড়া থাকিবে। অতঃপর মালাকুল মওতের

আগমন ঘটিবে এবং তাহার মাথার নিকট বসিবে। এবং বলিবে হে খবীস আত্মা আল্লাহর ক্রোধ ও গোস্সার প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহার আত্মা শরীরে ছড়াইয়া পড়িবে অতঃপর জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করা হইবে যেমন চামড়া জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা হয়। শরীর হইতে বাহির করিবার পর আর এক মুহূর্তের জন্যও তাহার হাতে থাকিবে না বরং সে নেকড়ায় পেচান হইবে। ইহা হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইবে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ আর কিছু হইতে পারে না। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ উহা লইয়া ঊর্ধ্বগগনে আরোহণ করিবে এবং যে কোন ফিরিশ্তাদলের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহারা উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে এই খবীস আত্মা কাহার? তখন তাহার সর্বাধিক নিকৃষ্ট নাম উল্লেখ করিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এইভাবে তাহারা প্রথম আসমানের নিকট পৌঁছাইয়া যাইবে। অতঃপর যখন তাহারা আসমানের দ্বার খুলিবার জন্য অনুরোধ করিবে তখন উহা খোলা হইবে না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তেলওয়াত করিলেন,

لَا يُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ

“তাহাদের জন্য আসমানের দ্বারসমূহ খোলা হইবে না আর তাহারা বেহেশ্তেও প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না উট সূচের ছিদ্রে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন তাহার আমলনামা যমীনের সর্ব নিম্নস্তরে ছিজ্জীন নামক স্থানে লিখিয়া রাখ। অতঃপর তাহার আত্মা সজোরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়া হইবে। রাসূলুল্লহ (সা) তখন এই আয়াত পড়িলেন وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْتَهْوِىْ لَهُ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করে সে যেন আসমান হইতে পড়িয়া গেল অতঃপর কোন পাখী তাহাকে ছো মারিয়া ধরিল কিংবা ঝঞ্ঝা বায়ু তাহাকে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করিল”। অতঃপর তাহার রূহ তাহার শরীরে প্রবেশ করে। তাহার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিয়া তাহাকে বসাইয়া দিয়া তাহাকে প্রশ্ন করে তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে বলিবে, হায়! হায়। আমি তো জানিনা। অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমার ধর্ম কি? তখনও সে বলিবে, হায় হায়! আমি তো জানি না। পুনরায় তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের নিকট যাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি কে? তখনও সে বলিবে হায়! হায়!! আমি তো জানিনা। তখন আসমান হইতে একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে আমার এই বান্দা মিথ্যা বলিয়াছে।

অতএব তাহার জন্য দোযখের বিছানা বিছাইয়া দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। অতঃপর তাহার নিকট দোযখের অগ্নি-বায়ু ও তাহার উত্তাপ

আসিতে থাকিবে। তাহার কবর সংকীর্ণ হইবে এবং পাঁজড়ের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। তাহার নিকট কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট কুৎসিত পোশাক বিশিষ্ট দুর্গন্ধময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিবে এই অকল্যাণকর বস্তু দ্বারা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। ইহা হইল সেই দিন যেই দিনের তোমার নিকট ওয়াদা করা হইয়াছিল। অতঃপর লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? তোমার মুখমন্ডলতো অকল্যাণ বহন করিতেছে। তখন সে বলিবে আমি তোমার খারাপ ও অসৎ আমল। তখন লোকটি বলিবে হে আমার প্রতিপালক! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না। ইমাম আবূ দাউদ (র) আ'মাশ (র) হইতে এবং ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) মিনহাল ইবনে অমর হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আব্দুর রায্যাক (রা)....বাব ইবনে আযিব হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত জানাযার সালাত পড়িতে বাহির হইলাম, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যখন মু'মিনের রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হয় তখন আসমান ও যমীনের মাঝে অবস্থিত সমস্ত ফিরিশ্‌তা এবং আসমানের সমস্ত ফিরিশ্‌তা তাহার জন্য রহমতের দু'আ করিতে থাকে। আর তাহার প্রবেশের জন্য আসমানের সমস্ত দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্বারে অবস্থানরত ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহর নিকট এই দু'আ করিতে থাকে যে মুমিনের রূহ লইয়া যেন তাহাদের দ্বার দিয়ে আসমানে প্রবেশ করা হয়। হাদীসটি শেষভাগে বর্ণিত অতঃপর তাহার উপর একজন অন্ধ বধির ও বোবা ব্যক্তিকে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। আর তাহার হাতে এমন একটি হাতুড়ী থাকিবে যে তাহা দ্বারা যদি কোন পাহাড়কে আঘাত করা হয় তবে উহাও মাটিতে পরিণত হইবে। অতঃপর তাহাকে আঘাত করা হইলে সে মাটিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তাহাকে আবার এক আঘাত মারা হইবে, যাহার কারণে সে এমন চিৎকার করিবে যে মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকলেই তাহার চিৎকার শুনিতে পাইবে। হযরত বারা (রা) বলেন অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং আগুনের একটি বিছানা বিছাইয়া দেওয়া হইবে।

সুফিয়ান সাওরী (র).... হযরত বারা (রা) হইতে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন উক্ত আয়াতে কবর আযাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। মাসউদ (রা)....হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মুমিন ব্যক্তির যখন মৃত্যু ঘটে তখন তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার প্রভুকে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? তখন সে

বলিবে আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম ও আমার নবী মুহাম্মদ (সা) ইহা বলিয়া হযরত আব্দুল্লাহ এই আয়াত পাঠ করিলেন يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ। ইমাম আব্দ ইবনে হুমাইদ (রা) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে.... আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন? কোন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তাহার সাথী সংগী যখন ফিরিয়া আসে সে কিন্তু তাহাদের জুতার শব্দ শুনিতে পায় তখন দুইজন ফিরিশ্‌তা তাহার নিকট আসিয়া তাহাকে বসাইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জবাব দান করিবে যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তখন তাহাকে বলা হইবে তুমি দোযখে তোমার ঠিকানাটি একটু দেখিয়া লও. ইহার পরিবর্তে আল্লাহ বেহেশতে তোমার জন্য ঠিকানা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "অতঃপর সে তাহার উভয় ঠিকানা দেখিবে। রাবী হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাও বলা হইয়াছে যে তাহার কবর সত্তুর হাত প্রশস্ত করা হইবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহা মনোরম ও সবুজ থাকিবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি আব্দ ইবনে হুমাইদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম নাসায়ী ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ মুআদ্দাব হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াহয়া ইবনে সায়ীদ (র)....হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর নিকট কবর আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতে শুনিয়াছি এই উম্মতকে কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হইবে যখন কোন মু'মিনকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাহার সাথীরা চলিয়া আসে তখন একজন কঠিন ফিরিশ্‌তা আগমন করিবে। এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? মু'মিন ব্যক্তি তো উত্তর করে তিনি আল্লাহ রাসূল ও তাঁহার বান্দা। অতঃপর উক্ত ফিরিশ্‌তা তাহাকে বলে দোযখে তোমার ঠিকানাটি তুমি দেখিয়া লও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উহা হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন। এবং উহার পরিবর্তে বেহেশতে তোমাকে স্থান দান করিয়াছেন। অতঃপর সে উভয় স্থান দেখিয়া লইবে। তখন মু'মিন বলিবে আমাকে ছাড়িয়া দিন এই মহা আনন্দের সংবাদটি আমার পরিবর্গকে দান করি। তাহাকে বলা হইবে তুমি এখন এখানেই অবস্থান কর। আর মুনাফিক ব্যক্তি যখন তাহার সাথীরা তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইবে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? সে বলে আমি কিছুই জানি না মানুষ যাহা বলিত আমিও তাহাই বলিতাম। তখন তাহাকে বলা হয় তুমি জান আর নাই জান ইহা তোমার ঠিকানা। বেহেশতে তোমার যে স্থান ছিল আল্লাহ তাহার

পরিবর্তে দোযখের এই ঠিকানা তোমার জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন। হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, দুনিয়ার যে যেই অবস্থায় ছিল প্রত্যেককেই তাহার যেই অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে মুমিন ঈমানের সহিত এবং মুনাফিককে নিফাকের সহিত। হাদীসটির সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক বিশুদ্ধ। অবশ্য ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র)....হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত একটি জানাযায় শরীক হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন,"হে লোক সকল! কবরে এই উম্মতের বড় কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। যখন কোন মানুষকে দাফন করা হয় আর সাথীরা তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে তখন একজন ফিরিশ্তা লোহার হাতুড়ী লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহাকে বসাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলিতে; যদি সে মু'মিন হয় তবে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ব্যততি আর কোন ইলাহ নাই। আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। ফিরিশ্তা বলিবে তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দ্বার খুলিয়া দিবে এবং তাহাকে বলিবে যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের সহিত কুফর করিতে তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা। কিন্তু তুমি যখন ঈমান আনিয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা এই কথা বলিয়া বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিবে। বেহেশতের মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সে উঠিয়া বেহেশতে যাইতে চাহিবে কিন্তু তাহাকে বলিবে এখন তুমি এখানেই অবস্থান কর। তখন তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। আর যদি সে কাফির কিংবা মুনাফিক হয় তবে তাহাকেও প্রশ্ন করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল? তখন সে বলিবে, আমি কিছু জানি না, মানুষকে বলিতে শুনিতাম সুতরাং আমিও তাহাদের সহিত বলিতাম তখন উক্ত ফিরিশ্তা তাহাকে বলিবে তুমি কিছুই জান না তেলাওয়াতও কর নাই আর হেদায়াতও লাভ কর নাই। অতঃপর বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিবে, যদি তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে তবে ইহাই হইত তোমার ঠিকানা কিন্তু তুমি যখন আল্লাহর সহিত কুফর করিয়াছ সুতরাং তিনি তোমার স্থান পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন ইহা বলিয়া দোযখের দিকে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দিবে এবং হাতুড়ী দিয়ে এমন জোরে আঘাত করিবে যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহার চিৎকার শ্রবণ করিবে। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ যাহার নিকট কোন

ফিরিশ্‌তা হাতুড়ী লইয়া দন্ডায়মান হইবে তাহার অন্তর তো বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ। উক্ত হাদীসের সূত্রটিও বিশুদ্ধ। সূত্রের রাবী আব্বাদ ইবনে রাশেদ তামীম হইতে ইমাম বুখারীও রেওয়ায়েত করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ তাহাকে দুর্বল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন কোন লোক মৃত্যুর নিকটবর্তী হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হয়। অতঃপর যদি সে সৎ লোক হয় তবে তাহার রূহকে বলেন, "হে পবিত্র রূহ তুমি বাহির হইয়া আস। তুমি একটি পবিত্র শরীরে ছিলে। তুমি প্রশংসিত হইয়া বাহির হইয়া আস। তুমি আনন্দময় জীবন ও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সুসংবাদ গ্রহণ কর যিনি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত নহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, উক্ত রূহকে এই রূপভাবে বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হয় আসমানের নিকটবর্তী হইলে আসমানের দ্বার খুলিয়ার জন্য বলা হয়। তখন জিজ্ঞাসা করা হয়। রূহটি কাহার? বহনকারী ফিরিশ্‌তাগণ বলেন অমুকের পুত্র অমুকের রূহ। আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, পবিত্র রূহকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। উহা একটি পবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। প্রশংসিত হইয়া প্রবেশ কর এবং আনন্দময় জীবনের আল্লাহর রিযিকের ও এমন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সুসংবাদ গ্রহণ কর যিনি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত নহেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে এইরূপই কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি সেই আসমানে পৌছাইবে যেখানে আল্লাহ অবস্থান করেন। আর লোকটি যদি অসৎ হয় তবে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে বলিবেন, 'হে খবীস আত্মা! তুমি যাহা একটি অপবিত্র শরীরের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন তুমি নিন্দিত হইয়া আস। উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি ও পুঁজ মিশ্রিত রক্তের এবং আরো এই প্রকার অনেক শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহাকে এইরূপ কথা বলা হইতে থাকিবে এমন কি এক সময় সে বাহির হইয়া আসিবে। অতঃপর তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করা হইবে। আসমানের নিকটবর্তী হইলে তথায় অবস্থানকারী ফিরিশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করিবেন এই ব্যক্তিকে? বলা হইবে "অমুক" তখন তাহারা বলিবেন অপবিত্র খবীস আত্মাকে যাহা অপবিত্র শরীরের মধ্যে ছিল আমরা স্বাগত জানাইতে পারি না। তুমি নিন্দিত লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া যাও। আসমানের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত করা হইবে না।

অতঃপর তাহাকে আসমান হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাকে কবরে আনা হইবে। সৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে অতঃপর তাহাকে তদ্রূপ প্রশ্ন করা হইবে, যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। এবং অসৎ ব্যক্তিকেও কবরে বসান হইবে। অতঃপর তাহাকে তদ্রূপ প্রশ্ন করা হইবে যেমন প্রথম হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ী ও ইবনে মাজা (র) আবু যি'ব (র) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যখন কোন মুমিন বান্দার রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হয় তখন দুইজন ফিরিশ্‌তা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে লইয়া উপরে আরোহণ করেন। হাদীসের একজন রাবী হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তিনি উক্ত রূহে মুগন্ধিযুক্ত হওয়ার উল্লেখ করেন এবং মুশরিকের কথাও উল্লেখ করেন। রাবী বলেন আসমানে অবস্থানকারী উক্ত রূহকে দেখিয়া বলিবে যমীন হইতে পবিত্র রূহ আগমন করিয়াছে। তোমার প্রতি এবং যেই শরীরে তুমি অবস্থান করিয়াছিলে তাহার প্রতি আল্লাহ তা'আলা রহমত করুন। অতঃপর তাহাকে আল্লাহর নিটক লইয়া যাওয়া হইবে। অতঃপর নির্দেশ হইবে, তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। উক্ত হাদীসে ইহাও রহিয়াছে যখন কোন কাফিরের রূহ তাহার শরীর হইতে বাহির হইবে হাম্মাদ (র) বলেন, অতঃপর তাহার দুর্গন্ধময় ও তাহার প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্ট হওয়ারও উল্লেখ করেন। তাহার সম্পর্কে আসমানবাসী ফিরিশ্‌তাগণ বলিবে "অপবিত্র রূহ যাহা যমীন হইতে আসিয়াছে। তাহার সম্পর্কে নির্দেশ হইবে তাহাকে শেষ সময় পর্যন্ত লইয়া যাও। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এই কথা উল্লেখ করিবার সময় জনাব রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার চাদর নাকের উপরে টানিয়া দিলেন।

ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। উমর ইবনে মুহাম্মদ হামদানী.... (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন, মু'মিনের রূহ যখন কবজ করা হয় তখন একটি সাদা রেশমের কাপড়সহ রহমতের ফিরিশ্‌তা আগমন করেন। তখন তাহারা বলেন, তুমি আল্লাহর রিযিকের প্রতি বাহির হইয়া আস। তখন উক্ত রূহ অত্যধিক সুগন্ধি মিসকের সুগন্ধি ছড়াইয়া বাহির হয়। ফিরিশ্‌তাগণ উহা শুঁকিতে শুঁকিতে একজন অপরজনের হাতে অর্পণ করে। এইরূপে তাহারা আসমানের দরজার নিকট উপস্থিত হইবেন। আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ বলেন যমীন হইতে এই কি চমৎকার সুগন্ধি আসিয়াছে এবং প্রত্যেক আসমানের ফিরিশ্‌তা এইরূপ বলিতে থাকেন। অবশেষে মু'মিনদের রূহসমূহের নিকট যখন উপস্থিত হইবে, তখন তাহারা বিদেশ হইতে আগত অপনজনের সাক্ষাতে যেমন

পরস্পরে আনন্দিত হয় অনুরূপ আনন্দিত হইবে। তাহাদের কিছু লোক দুনিয়ার বিশেষ বিশেষ লোকের অবস্থা জানিতে চাইলে অন্যান্যরা বলিবে, তাহাকে বিশ্রাম করিতে দাও। কিন্তু উক্ত রূহ জওয়াবে বলিবে সেতো মারা গিয়াছে, সে তোমাদের নিকট আসে নাই কি? তখন তাহারা বলিবে, তাহা হইলে সে হাবীয়াহ্ দোযখের অধিবাসী হইয়াছে। আর কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশ্তাগণ একটি নেকড়া লইয়া আসে এবং তাহারা বলিবে, "তোমরা আল্লাহর গজবের প্রতি বাহির হইয়া আস। অতঃপর সর্বাধিক দুর্গন্ধময় মৃতের দুর্গন্ধসহ বাহির হইবে অতঃপর তাহাকে যমীনের দরজায় লইয়া যাওয়া হইবে।

হাম্মাম ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র)…. আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। অমুকের অবস্থা কি? অমুকের অবস্থা কি? অমুক মেয়ের অবস্থা কি? উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন; যখন কাফিরের রূহ কবজ করা হয় এবং তাহাকে লইয়া যমীনের দ্বারে পৌঁছা হয় যমীনের দারোগা বলে এত ভীষণ দুর্গন্ধ তো আর কখনো শুঁকিতে হয় নাই। অতঃপর তাহাকে যমীনের সর্বাধিক নিম্নস্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত কাতাদাহ (র)….আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মু'মিনের রূহসমূহ 'জাবিয়াইন' নামক স্থানে এবং কাফিরের রূহ হাযরা মওতের 'বরহুত' নামক স্থানে একত্রিত করা হয়। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়।

হাফিয আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে খলফ (র)…. হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয় তখন তাহার নিকট কাল ও ভয়ার্তচক্ষু বিশিষ্ট দুইজন ফিরিশ্তা আগমন করেন একজনকে নকীর ও অপরকে মুনকার বলা হয়। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমরা এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? অতঃপর সে যাহা কিছু বলিত তাহাই বলে অর্থাৎ তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তখন তাহারা বলে আমরাও এই কথা জানিতাম যে, তুমি ইহাই বলিবে। অতঃপর তাহার কবর সত্তুর হাত দীর্ঘ ও সত্তুর হাত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। এবং উহা আলোকিত করিয়া দেওয়া হইবে তখন সে বলে আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে এবং তাহাদিগকে খবর দিতে চাই। তখন ফিরিশ্তাদ্বয় তাহাকে বলে এখন তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানেই নব

দুলালের নিদ্রা গ্রহণ কর যাহাকে কেবল তাহার সর্বাধিক প্রিয়জন জাগ্রত করিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি যদি মুনাফিক হয় তবে সে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলে আমি মানুষকে যাহা বলিতে শুনতাম আমিও তাহাই বলিতাম। আমি কিছুই জানি না। অতঃপর তাহারা বলে তুমি যে এইকথা বলিবে তাহা আমরা পূর্বেই জানিতাম। অতঃপর মাটিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাহাকে চাপিয়া ধর অতঃপর মাটি তাহাকে এমনভাবেই চাপিয়া ধরে যে, তাহার পাঁজরের হাতগুলির একটি অপরটি মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবেই তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান গরীব। হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ। পাঠ করিয়া বলেন, যখন মু'মিনকে কবরে প্রশ্ন করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী কে? তখন সে বলে আমার প্রতিপালক আল্লাহ, আমার দ্বীন ইসলাম ও আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া আমাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, অতঃপর আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আসিয়াছি ও তাহার কথা পালন করিয়াছি। তখন তাহাকে বলা হয় তুমি সত্য বলিয়াছ। এই সত্যের উপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ ইহার উপর তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ এবং ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুজাহিদ ইব্ন মূসা ও হাসান ইবনে মুহাম্মদ.....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ মৃত ব্যক্তি তোমাদের পাদুকার শব্দও শুনিতে পায় যখন তোমরা তাহাকে দাফন করিয়া ফিরিয়া আস। যদি সে মুমিন হয় তবে তাহার সালাত তাহার মাথার নিকট উপস্থিত হয় তাহার যাকাত তাহার দান দিকে সাওম তাহার বাম দিকে এবং তাহার অন্যান্য নেক আমল যেমন সদকা আত্মীয়তার বন্ধন এবং মানুষের সহিত সদ্ব্যবহার তাহার উভয় পায়ের নিকট উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহার মাথার নিকট যখন কোন ফিরিশ্তা আসে তখন তাহার সালাত বলে, "এই দিকে কোন প্রবেশ পথ নাই" যখন ডান দিকে আসে তখন তাহার যাকাত বলে, "এইদিকে কোন প্রবেশ পথ নাই" বাম দিক হইতে আসিলে সাওম বলে, "এইদিকেও কোন প্রবেশ পথ নাই।' দুই পায়ের নিকট দিকে আসিলে তাহার অন্যান্য সৎকাজ বলে "এই দিক দিয়াও কোন প্রবেশ পথ নাই।" অতঃপর তাহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়। তখন মনে হয় যেন সূর্য অস্তমিত হইতেছে। এমন সময় তাহাকে বলা হয় আমরা তোমার নিকট যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করি

উহার উত্তর দাও। তখন সে বলে আগে আমাকে সালাত পড়িতে দাও। তখন তাহাকে বলা হইবে তুমি সালাত পড়িতে পারিবে, আগে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। তখন সে বলে তোমরা আমার নিকট কি প্রশ্ন করিবে? তখন তাহাকে প্রশ্ন করা হয়, এই যে ব্যক্তি তোমাদের মাঝে ছিলেন, তাহার সম্পর্কে তোমরা কি বলিতে, এবং তাঁহার সম্পর্কে কি সাক্ষ্য দান করিতে? তখন সে জিজ্ঞাসা করে, "হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছ? তখন বলা হয় হাঁ, অতঃপর সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল যিনি আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ লইয়া আগমন করিয়াছেন অতএব আমরা উহা সত্য বলিয়া মানিয়াছি। তখন তাহাকে বলা হয়, এই বিশ্বাসের উপর পরিচালিত হইয়াই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ উহার উপরই তুমি মৃত্যু বরণ করিয়াছ। এবং আল্লাহ চাহেন ইহার উপরই তোমাকে আবার জীবত করা হইবে। অতঃপর তাহার কবরকে সত্তুর হাত প্রশস্ত করা হয়। উহাকে আলোকিত করা হয় এবং বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহাকে বলা হয় আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য উহার মধ্যে যে নিয়ামতরাজী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন উহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। উহা দেখিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইবে। অতঃপর পবিত্র রূহসমূহের মধ্যে তাহার রূহকে রাখিয়া দেওয়া হয়। সবুজ রংগের পাখির ন্যায় সে বেহেশতের গাছে ঝুলিতে থাকিবে এবং তাহার শরীরকে মাটির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয় যে মাটি দ্বারা তাহাকে প্রথম সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

ইহার মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে হাব্বান (র) মু'তামির ইবনে হাব্বান এর সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে ওমর হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কাফিরের জওয়াব ও তাহার শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বায্যার (র) বলেন, সায়ীদ ইবনে বাহর করাতীসী (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হইলে সে তাহার সুখ শান্তির সামগ্রি দেখিয়া তাহার শরীর হইতে আত্মা বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষা করে আর আল্লাহ তা'আলাও তাহার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। মু'মিনের রূহ আসমানে লইয়া যাওয়া হইলে অন্যান্য মু'মিনের রূহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং দুনিয়ায় তাহাদের পরিচিত লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যখন সে বলে যে আমি অমুককে দুনিয়ায় দেখিয়া আসিয়াছি তখন উহা তাহাদের ভাল লাগে। আর যদি সে এই কথা বলে যে সে তো মারা গিয়াছে তখন তাহারা আফসোস করিয়া বলে, "আমাদের নিকট তো তাহাকে আনা হয় নাই।" মু'মিনকে তাহার কবরে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে,

আমার প্রতিপালক, আল্লাহ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার নবী কে? সে বলে হযরত মুহাম্মদ (সা) আমার নবী। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। অতঃপর তাহার কবরে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এবং তাহাকে বলা হয় তুমি তোমার স্থান দেখিয়া লও। আর যদি সে আল্লাহর শত্রু হয় তবে মৃত্যুকালে আযাব ও শাস্তি দেখিয়া তাহার আত্মা বাহির হইতে চাহিবে না। আল্লাহ তা'আলাও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন না। অতঃপর যখন তাহাকে কবরে বসাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আমি জানি না। তাহাকে বলা হয়, তুমি জান না । অতঃপর জাহান্নামের দিকে তাহার জন্য একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয় এবং এমন জোরে তাহাকে আঘাত করা হয় যে, মানুষ ও জ্বিন ব্যতীত সকল প্রাণী তাহা শুনিতে পারে। অতঃপর তাহাকে বলা হয় তুমি সাঁপে দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ঘুমাইয়া থাক। রাবী বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, اَلْمَنْهُوْشُ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যাহাকে সাঁপ কিংবা অন্য কোন প্রাণী দংশন করে। অতঃপর তাহার কবরকে সংকীর্ণ করা হয়। রাবী বলেন, আলীদ ইবনে মুসলিম ব্যতীত অন্য কেহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন হুসাইন ইবনে মুসান্না (র)...: আসমা বিনতে সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, "যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয় তখন তাহার সালাত সাওম তাহাকে ঘিরিয়া অবস্থান করে। এবং সালাত সাওম ফিরিশ্তাকে ফিরাইয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বসিতে বলা হইলে সে বসিয়া পড়ে তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় এই ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা) সম্পর্কে তুমি কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে? ফিরিশ্তা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা)। তখন সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তিনি আল্লাহর রাসূল। ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করে তুমি কি ভাবে জানিতে পারিয়াছ। তুমি কি তাঁহার যামানা পাইয়াছিলে? তখনও সে বলিবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফিরিশ্তা বলে এই বিশ্বাসের ওপরই তুমি জীবন যাপন করিয়াছ" এবং ইহার উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করিয়াছ। আর ইহার উপরই তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। যদি সে কাফির কিংবা ফাজের হয় তখন সরাসরি ফিরিশ্তা তাহার নিকট আসিবে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। অতঃপর উক্ত ফিরিশ্তা তাহাকে বসাইয়া দিবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলিতে? সে জিজ্ঞাসা করিবে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে? মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে? সে বলে আল্লাহর কসম আমি কিছুই জানিনা। মানুষ যাহা কিছু বলিত আমিও তাহাই

বলিতাম। তখন ফিরিশ্‌তা বলে, তুমি এই বিশ্বাসের উপরই জীবন যাপন করিয়াছ, এই বিশ্বাসের উপরই তোমার মৃত্যু হইয়াছে এবং এই বিশ্বাসের উপর তোমাকে পুনরায় জীবিত করা হইবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর তাহার নিকট এমন এক প্রাণী প্রেরণ করা হয়, যাহার হাতে একটি লাঠি থাকিবে এবং উহা দ্বারা সে তাহাকে স্বজোরে আঘাত করিবে। উক্ত ফিরিশ্‌তা বধির হইবে এই কারণে তাহার কোন শব্দ শুনিতে পরিবে না আর তাহার প্রতি কোন প্রকার দয়াও করিবে না। আওফী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন কোন মু'মিনের মৃত্যু সমাগত হয় তখন তাহার নিকট ফিরিশ্‌তাগণ আগমন করিয়া তাহাকে সালাম করে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করে। যখন তাহার মৃত্যু ঘটে তখন তাহারা তাহার জানাযার সহিত চলিতে থাকে এবং পরে অন্যান্য লোকের সহিত তাহার জানাযায় সালাতে শরীক হয়। তাহাকে দাফন করা হইলে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করা হয়। তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার রাসূল কে? সে বলে মুহাম্মদ (সা) আমার রাসূল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি সাক্ষ্য দান কর? সে বলে, আমি সাক্ষ্য দান করি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, আর আমি ইহাও সাক্ষ্য দান করি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রাসূল। অতঃপর যতদূর দৃষ্টি যায় তাহারা জন্য কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর কাফিরের মৃত্যু সমাগত হইলে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে মারিতে শুরু করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَضْرِبُوْنَ وَجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ অর্থাৎ কাফিরের মৃত্যুকালে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করিতে থাকেন। অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয় তখন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে ইহার কোন উত্তর করিবে না। এবং আল্লাহর নামই সে ভুলিয়া যায় তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল? তখনও সে কোন উত্তর করিবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ আর অনুরূপভাবে আল্লাহ যালেমদিগকে গুমরাহ করিয়া দেন। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইবনে উসমান ইবনে হাকীম আযদী (র)....আবূ কাতাদা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মু'মিনের মৃত্যুর পর তাহাকে দাফন করা হইলে কবরে তাহাকে বসাইয়া দিয়া

জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, "আল্লাহ" তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার নবী কে? সে বলে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ" এই কথা তাহাকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করা হয়। অতঃপর দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, "যদি তুমি ভ্রান্ত হইতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান হইত ইহার প্রতি তুমি তাকাইয়া দেখ। অতঃপর তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং তাহাকে বলা হয় যেহেতু তুমি সরল সঠিক পথে পরিচালিত হইয়াছ, অতএব ইহা তোমার বাসস্থান তুমি ইহার প্রতি তাকাইয়া দেখ। আর যখন কোন কাফির মৃত্যুবরণ করে তখন তাহাকে কবরে বসাইয়া প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী কে? সে বলে আমি তো কিছুই জানি না। আমি মানুষকে বলিতে শুনিয়াছি। অতঃপর তাহাকে বলা হয়, তুমি কিছু জানিতে না। তখন বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া তাহাকে বলা হয়, তুমি যদি সঠিক পথে চলিতে তবে ইহাই তোমার বাসস্থান হইত। তুমি ইহার দিকে একটু তাকাইয়া দেয়। অতঃপর তাহার জন্য দোযখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। আর তাহাকে বলা হয় যেহেতু তুমি পথভ্রষ্ট হইয়াছ সুতরাং ইহাই তোমার ঠিকানা। অতএব ইহার প্রতি তুমি দৃষ্টিপাত কর।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ এর মধ্যে এই বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুর রায্যাক (র) মামার (র) হইতে তিনি ইবনে তাউস (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ পার্থিব জীবনে মু'মিনকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই আকীদার উপর কায়েম রাখেন। আর فِى الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ কবরে প্রশ্নকালেও তাহাকে এই আকীদা হইতে বিচ্যুত করেন না। কাতাদাহ (র) বলেন, পার্থিব জীবনে আল্লাহ তা'আলা নেক ও সৎকাজের উপর তাহাকে কায়েম রাখেন এবং মৃত্যুর পর কবরে ও। পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। আর আব্দুল্লাহ হাকীম তিরমিযী তাহার "নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমার পিতা....আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন মদীনার মসজিদে বসিয়াছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি গতরাত্রে একটি আশ্চার্যজনক ব্যাপার দেখিয়াছি, আমি দেখি কি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির নিকট তাহার রূহ কবজের জন্য মালাকুল মওত আসিয়াছে, তখন তাহার পিতা-মাতার প্রতি তাহার সদাচারণ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মালাকুল মওতকে ফিরাইয়া দিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে

পাইলাম যে কবরের আযাব তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার অজু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিল। আর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে শয়তান তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু আল্লাহর যিকির আসিয়া তাহাকে মুক্তি দান করিল। আমার উম্মতের আর ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম আযাবের ফিরিশ্‌তা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু তাহার সালাত আসিয়া তাহাকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে পিপাসায় তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া আসিয়াছে যখনই সে হাউজের নিকট যায়, তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহার সাওম আসিয়া তাহাকে তাহার পানি পান করাইল। আমার উম্মতের আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে নবীগণ চক্র করিয়া বসিয়া আছেন এবং এই লোকটি যে চক্রের নিকট বসিতে চায় তাহারা তাহাকে বিতাড়িত করিয়া দেয় তখন তাহার জনাবতের গোসল আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আমার পার্শে বসাইয়া দিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার সম্মুখে অন্ধকার তাহার পিছনে অন্ধকার, তাহার ডান দিকে অন্ধকার, তাহার বাম দিকে অন্ধকার, তাহার উপরে অন্ধকার তাহার নীচে অন্ধার, এবং সে অস্থির। এমন সময় তাহার হজ্জ ও উমরাহ আসিয়া তাহাকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া তাহাকে নূর ও আলোর মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিলাম যে সে মু'মিনদের সহিত কথা বলিতেছে অথচ তাহারা তাহার সহিত কথা বলিতেছে না এমন সময়ে তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক আসিয়া তাহাদিগকে বলিল হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা ইহার সহিত কথা বল অতঃপর তাহারা কথা বলিল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম তাহার মুখমন্ডল তাহার হাত দ্বারা আগুনের ফুলকী হইতে বাচাইতেছে এমন সময় তাহার দান-খয়রাত আসিয়া তাহার সম্মুখে আবরণ হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহার মাথার উপরে ছায়া হইল। আমার উম্মতকে এমনও দেখিলাম যে তাহার চতুর্দিক হইতে আযাবের ফিরিশ্‌তা তাহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় সৎ কাজের প্রতি আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধ আসিয়া তাহাদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া রহমতের ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে দাখিল করিয়া দিল। আমার এক উম্মতকে এমনও দেখিলাম যে, তাহার উভয় হাঁটুদ্বয়ের মাঝে মাথা উপুড় করিয়া বসিয়া আছে এবং আল্লাহও তাহার মাঝে এক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে এমন সময় তাহার সদ্ব্যবহার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আল্লাহর নিকট পৌছায়া দিল। আর এক ব্যক্তিকে এমনও দেখিতে পাইলাম যে তাহার বাম দিক হইতে তাহার আমল নামা আসিতেছে এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার ভয় আসিয়া তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে

উঠাইয়া দিল। এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার আমলের ওজন হালকা হইয়া গিয়াছে অতঃপর তাহার শিশু সন্তানরা আসিয়া তাহার আমলনামা ভারী করিয়া দিল। আমার এক উম্মতকে দেখিলাম যে জাহান্নামের পাড়ে দাঁড়াইয়া আছে অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তাহার কম্পন তাহাকে উদ্ধার করিল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে তাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য উপুড় করা হইয়াছে। এমন সময় আল্লাহর ভয়ে তাহার অশ্রু আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিল। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম সে পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে এমন সময় আল্লাহর প্রতি তাহার সুধারণা আসিলে তাহার কম্পন থামিয়া গেল এবং পুলসিরাত পার হইয়া গেল। আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে সে পুলসিরাতের উপর একবার হামাগুড়ি খাইতেছে আবার কিছু সময় হুছট খাইয়া চলিতেছে এমন সময় আমার উপর তাহার দরূদ শরীফ পাঠ আসিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দিল এবং পুলসিরাত অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। আমার উম্মতের এমন এক ব্যক্তিকেও দেখিতে পাইলাম যে বেহেশতের দরজার নিকটবর্তী হইয়াছে অতঃপর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এমন সময় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাহাদাত" আসিল এবং দরজা খুলিয়া গেল। এবং তাহাকে বেহেশতে দালিখ করিয়া দিল। ইমাম কুরতুবী হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা একটি বিরাট হাদীস ইহার মধ্যে বিশেষ আমলসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাকে মানুষ বিশেষ বিশেষ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। তিনি তাহার "আত্তায়কিরাহ" নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী এই সম্পর্কে আরো একটি আশ্চার্যজনক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে ইবরাহীম বক্রী (র)....তামীমদারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার বন্ধুর নিকট যাও এবং তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আস। তাঁহাকে আমি সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় পরীক্ষা করিয়াছি এবং সর্বাবস্থায়ই তাহাকে আমি সেই অবস্থায়ই পাইয়াছি যাহা আমি পছন্দ করি। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস, আমি তাহাকে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি দান কবির। অতঃপর মালাকুল মওত তাহার নিকট যায় তাহার সহিত আরো পাঁচশত ফিরিশ্তা থাকে যাহারা বেহেশতের সুগন্ধি ও কাফনের কাপড় সাথে লইয়া যায়। তাহাদের কাছে ফুলের গুচ্ছ থাকে উহার মাথায় বিশ প্রকার রংগের ফুল থাকে এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন সুগন্ধি থাকে। তাহাদের নিকট সাদা রেশমের কাপড় থাকে যাহা মিসক এর সুগন্ধি মিশ্রিত থাকে। অতঃপর মালাকুল মওত আসিয়া উক্ত ব্যক্তির শিয়রে বসেন এবং অন্যান্য ফিরিশ্তা তাহাকে ঘিরিয়া বসেন এবং তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার একএকটি

অংগের উপর হাত রাখেন এবং রেশমের কাপড় তাহার মুখের নীচে রাখেন। তাহার জন্য বেহেশতের একটি দরজা উন্মুক্ত করা হয় অতঃপর ছোট শিশু কাঁদিলে যেমন তাহাকে বিভিন্ন জিনিস দ্বারা সান্ত্বনা দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহাকে বেহেশতের স্ত্রীলোক দ্বারা কখনো উহার বিভিন্ন ফলমূল দ্বারা আবার কখনো উহার পোশাক পরিচ্ছেদ দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। বেহেশতের স্ত্রীলোকগণ তখন হাসিয়া হাসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন তাহার রূহ বাহির হইয়া পড়ে। বুরসানী তাহার বর্ণনায় বলেন তখন তাহার রূহ তাহার পছন্দনীয় বস্তুর কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহির হইতে চাহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মালাকুল মওত তাহাকে বলেন হে পবিত্র রূহ। তুমি কণ্টকবিহীন বরই, সাজান কলা, প্রশস্ত ছায়া প্রবাহিত পানির প্রতি বাহির হইয়া আস। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহার সহিত মায়েরা যেমন সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা করে মালাকুল মওত তাহার সহিত উহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা প্রকাশ করে। মালাকুল মওত ইহা জানেন যে এই ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা অতএব যদি সে সামান্য কষ্টও আমার দ্বারা ভোগ করে তবে তাহার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবেন। অতএব তাহার রূহ ঠিক তদ্রূপ বাহির করা হয় যেমন আটা হইতে চুল বাহির করা হয়। এই প্রকার মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ অর্থাৎ এই সকল লোক হইল তাহারা, যাহাদের রূহ পবিত্র ফিরিশ্তাগণ কবজ করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ যদি সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সুখ-সাচ্ছন্দের জীবন লাভ করিবে অর্থাৎ আরামের মৃত্যু হইবে এবং পরবর্তীতে সুখের জীবন যাপন করিবে এবং এবং দুনিয়ার জীবনের মুকাবিলায় সুখ সাচ্ছন্দের বেহেশত লাভ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন রূহ তাহার শরীর হইতে কবজ করা হয় তখন সে তাহার শরীরকে বলে, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তুমি আমাকে লইয়া আল্লাহর ইবাদত পালনে ব্যস্ত হইতে এবং আল্লাহর নাফরমানী করিতে আমাকে লইয়া বিলম্ব করিতে। তুমিও মুক্তিলাভ করিয়াছ এবং আমাকেও মুক্তিদান করিয়াছ। তখন শরীরও তাহার রূহকে অনুরূপ কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন যে যমীনে সে ইবাদত করিত সেই যমীন এবং আসমানের যেই দরজা দিয়া তাহার আমল উপরে উঠান হইত এবং যে দরজা দিয়া তাহার রিযিক অবতীর্ণ হইত তাহারা চল্লিশ দিন যাবৎ কাঁদিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মওতের ফিরিশ্তা যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন পাঁচশত ফিরিশ্তা

তাহার শরীরের নিকট দন্ডায়মান হয় এবং তাহাকে গোসল দেওয়ার সময় মানুষে তাহার শরীর পাল্টাইবার পূর্বেই তাহারা তাহার শরীর পাল্টাইয়া দেয়। এবং তাহাকে গোসলদানে শরীক হয়। মানুষের কাফন পরিধান করাইবার পূর্বেই তাহারা তাহাকে কাফন পরিধান করায়। মানুষের সুগন্ধি লাগাইবার পূর্বে তাহারা তাহাকে সুগন্ধি লাগায়। এবং তাহার বাড়ীর দরজা হইতে কবর পর্যন্ত দুই সারিতে সারিবদ্ধ হইয়া তাহার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিতে করিতে তাহার প্রতি অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। ঠিক সেই মুহূর্তে ইবলীস এত জোরে চিৎকার করে যেন তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। তখন সে তাহার লশকরকে বলে, আরে এই ব্যক্তি কিভাবে তোমাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল? তখন তাহারা বলে, এইব্যক্তি নিষ্পাপ ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা যখন তাহার রূহ লইয়া আসমানে আরোহণ করেন, তখন জিবরীল (আ) সত্তুর হাজার ফিরিশ্‌তাসহ তাহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন সুসংবাদ দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা তাহার রূহ লইয়া যখন আরশের নিকট পৌছায় তখন সে সিজদায় অবনত নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তাকে বলেন, আমার বান্দার রূহ লইয়া তুমি কাটাবিহিন বরই সাজান কলা প্রশস্ত ছায়া ও প্রবাহিত পানির মধ্যে রাখিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "অতঃপর যখন তাহাকে দাফন করা হয়, তখন তাহার নিকট তাহার সালাত আসিয়া তাহার ডানদিকে উপস্থিত হয় তাহার সাওম আসিয়া তাহার বাম দিকে, কুরআন আসিয়া তাহার মাথার নিকট সালাতের জন্য তাহার পদ চালনা তাহার পায়ের নিকট দাঁড়ায়। তাহার ধৈর্যধারণ কবরের এক পার্শে দন্ডায়মান হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট কিছু আযাব প্রেরণ করেন অতঃপর উহা যখন তাহার ডানদিকে আসে তখন তাহার সালাত উহাকে বাধা দিয়া বলেন, এই ব্যক্তি সদা তাহার জীবনকে সৎ কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছে এখন সে একটু আরাম করিতেছে। অতঃপর বামদিক হইতে আযাব আসিবে তখন তাহার সাওমও অনুরূপ বলিবে। তাহার মাথার দিক হইতে আসিলে কুরআন ও যিকিরও অনুরূপ কথা বলিয়া উহাকে বিদায় দিবে। তাহার পায়ের নিকট দিয়ে আসিলে সালাতের জন্য তাহার পদচালনা উহাকে অনুরূপ বলিয়া বিদায় দিবে। মোটকথা যেই দিক হইতেই উহা তাহার নিকট পৌছাবার চেষ্টা করিবে সেই দিক হইতেই বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আযাব যখন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে তখন, তাহার ধৈর্য অন্যান্য আমল সমূহকে বলিবে, আমি দেখিতেছিলাম যে, তোমরা আযাব হটাইয়া দিতে পার কিনা তোমরা অক্ষম হইলে অবশ্য আমি উহাকে বিতাড়িত করিতে যত্নবান হইতাম। তোমারই যখন উহাকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছ

তখন আমি পুলসিরাত ও মীযানের নিকট তাহার কাজে আসিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আল্লাহ তা'আলা এমন দুইজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিবেন যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুতের ন্যায় এবং তাহার স্বর বজ্রের ন্যায়, তাহাদের দাঁত সিংহের ন্যায় তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আগুনের ফুলকির ন্যায়, তাহাদের চুল তাহাদের পায়ের নীচে ঝুলন্ত। তাহাদের উভয় কাঁধের মাঝে এত এত দুরত্ব। মায়া মমতা তাহাদের অন্তর হইতে বিদূরীত করা হইয়াছে, তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার এবং অপর জনকে বলা হয় নকীর। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে এত ওজনী হাতুড়ী হইবে যে রবীআহ ও মুযার গোত্রদ্বয়ের সকলে মিলিয়া উহা উঠাইতে চাহিলেও উহা উত্তোলন করা সম্ভব নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তাহারা দাফনকৃত ব্যক্তিকে বসিতে বলিবে অতঃপর সে সোজা হইয়া বসিবে। তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পৌছাবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? রাবী বলেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ফিরিশ্‌তাদ্বয়ের যে বর্ণনা দিলেন এমন অস্থায় কে আছে, যে কথা বলিতে সক্ষম হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

রাবী বলেন, তখন সে উত্তর করিবে আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ যাহার কোন শরীক নাই। আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর ফিরিশ্‌তাদ্বয় বলে, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর তাহারা তাহার কবরকে সম্মুখে চল্লিশ হাত তাহার ডান দিকে চল্লিশ হাত, তাহার বামদিকে চল্লিশ হাত তাহার পিছন দিকে চল্লিশ হাত তাহার মাথার দিকে চল্লিশ হাত প্রশস্ত করিয়া দিবেন। তিনি বলেন, মোট দুইশত হাত প্রশস্ত করা হইবে। বুরসানী বলেন, আমার ধারণা চল্লিশ হাত পর্যন্ত উহার বেষ্টনী হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর ফিরিশ্‌তাদ্বয়, তাহাকে বলেন, তুমি উপরের দিকে তাকাও, তখন দেখা যাইবে যে তাহার উপরে বেহেশতের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে। তাহারা তখন আরো বলে, তুমি আল্লাহর বন্ধু। যেহেতু তুমি আল্লাহর হুকুমের অনুগত্য করিয়াছ, এই কারণে ইহাই তোমার বাসস্থান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, 'তখন সে এতই আনন্দ লাভ করিবে যে চিরদিন তাহার অন্তরে উহা বিদ্যমান থাকিবে। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি

নীচের দিকে তাকাও, তখন সে নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে দোযখের দিকে একটি দরজা খোলা রহিয়াছে, তখন ফিরিশ্তাদ্বয় বলিবে, হে আল্লাহর বন্ধু। তুমি চিরদিনের জন্য ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছ। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই মুহূর্তেও তাহার অন্তরে এমন আনন্দ অনুভব করিবে যাহা চিরদিন তাহার অন্তরে বিদ্যমান থাকিবে। রাবী বলেন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বেহেশতের দিকে তাহার জন্য সাতাত্তরটি দরজা উন্মুক্ত করা হইবে। উহা দ্বারা বেহেশতের স্নিগ্ধ হাওয়া তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। পূর্ববর্তী সূত্রে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতকে বলেন, তুমি আমার শত্রুর নিকট যাও এবং তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহাকে আমি প্রচুর নিয়াতম দান করিয়াছি কিন্তু সে কেবল আমার অবাধ্যতা করিয়াছে। তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। অতঃপর মালাকুম মওত সর্বাধিক ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিয়া তাহার রূহ কবজ করিতে যান। তাহার বারটি চক্ষু থাকে এবং বহু কাটা বিশিষ্ট জাহান্নামের একটি শীখ থাকে। পাঁচশত ফিরিশ্তাও তাহার সাথে যাবে। প্রত্যেকের নিকট জাহান্নামের আংগার ও আগুনের চাবুক যাকে। মালাকুল মওত সেই শীখ দ্বারা তাহাকে সজোরে এমন আঘাত করিবে যে তাহার সমস্ত কাঁটাগুলী তাহার শরীরে, তাহার লোমকুপ ও তাঁহার নখের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ফিরিশ্তা তাহাকে মুড়াইতে থাকেন। অতঃপর পায়ের নখের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন। অতঃপর তাহাকে তাহার গোড়ালীর, উপর নিক্ষেপ করে। এই সময় আল্লাহর দুশমন বেহুশ হইয়া পড়ে এবং মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেয়। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ তাহাকে জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখ মন্ডলে ও তাহার পিঠে আঘাত করেন এবং তাহাকে সজোরে চাপিয়া ধরেন আর তাহার পায়ের গোড়ালী হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার দুই হাটুর উপর নিক্ষেপ করেন। এই সময়ও আল্লাহর এই শত্রু বেহুশ হইয়া পড়ে অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে বসাইয়া দেয় এবং ফিরিশ্তাগণ জাহান্নামের সেই চাবুক দ্বারা তাহার মুখমন্ডলে ও পিঠে আঘাত করেন এবং তাহার হাটুদ্বয়ের মধ্য হইতে তাহার রূহ টানিয়া আনেন এবং তাহার কোমরে নিক্ষেপ করে এই সময়ও আল্লাহর শত্রু বেহুশ হইয়া পড়ে। অতঃপর মালাকুল মওত তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া দেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাহার মুখমন্ডলে ও তাহার পিঠে সেই চাবুক দ্বারা আঘাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মালাকুল মওত পূর্বের ন্যায় তাহার রূহ কোমর হইতে টানিয়া বুকের ওপর নিক্ষেপ করেন অতঃপর তাহার হলকে নিক্ষেপ করেন এবং আল্লাহর এই দুশমন পূর্বের ন্যায় বেহুশ হয় এবং তাহাকে বসাইয়া তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হইতে থাকে। অতঃপর

ফিরিশ্‌তাগণ তাহার মুখের নীচে আগুনের আংগার ও জাহান্নামের তামা রাখিয়া দেয়। তখন মালাকুল মওত তাহাকে বলেন, হে অভিশপ্ত রূহ। আগুন, উত্তপ্ত পানি ধোঁয়ার ছায়ার দিকে বাহির হইয়া আস, যাহা আরামদায়কও নহে এবং ঠান্ডাও নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন মালাকুল মওত যখন তাহার রূহ কবজ করেন তখন রূহ তাহার শরীরকে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে বড় খারাপ বিনিময় দান করুন, তুমি আমাকে লইয়া তাহার অবাধ্যতা করিবার জন্য বড়ই অস্থির হইতে অথচ, তাহার প্রতি আনুগত্য করিবার ব্যাপারে বড়ই অবহেলা করিতে। তুমি তো ধ্বংস হইয়াছ আর আমাকেও ধ্বংস করিয়াছ। অতঃপর ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে বলিবে যে তাহার এক আদম সন্তানকে দোযখের ঘাটে লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, যখন তাহাকে দাফন করা হয় তখন তাহার কবরকে বড়ই সংকুচিত করা হয়। এমনকি তাহার পাঁজরের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। ডান দিকের হাড়গুলি বাম দিকের আর বামদিকের হাড়গুলি ডানদিকে প্রবেশ করে। তিনি বলেন তাহার নিকট উটের গলার ন্যায় উঁচু তলা বিশিষ্ট কাল সর্প প্রেরণ করা হয়। সর্পগুলি তাহার দুই কান ও দুই পায়ের বৃদ্ধাংগুলি দংশন করিতে ও কাটিতে থাকে এমন কি তাহাকে কাটিতে কাটিতে তাহার মধ্য ভাগ পর্যন্ত পৌঁছায়। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট এমন দুইজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, যাহাদের চক্ষুদ্বয় বিদ্যুৎতের ন্যায় তাহাদের স্বর বজ্রের ন্যায়। তাহাদের দাঁত বড় বড় সিংহের ন্যায় এবং তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস আগুনের ফুলকীর ন্যায় উত্তপ্ত। তাহাদের চুল পায়ের তালু পর্যন্ত ঝুলন্ত। তাহাদের উভয় কাঁধের মাঝে এত এত দূরত্ব। তাহাদের অন্তরে মায়া মমতার লেশমাত্র নাই। তাহাদের একজনকে বলা হয় মুনকার ও অপরজনকে বলা হয় নকীর। প্রত্যেকের হাতে একটি একটি হাতুড়ী থাকিবে। যদি রবীআহ ও মুযার গোত্রের সকলে মিলিয়াও উহা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করে তবে উহা উত্তোলন করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতঃপর তাহারা তাহাকে বসিতে বলিলে সে বসিয়া পড়ে। তখন তাহার কাফন তাহার কোমর পর্যন্ত পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কে? তোমার দ্বীন কি। তোমার নবী কে? সে বলে, আমি তো জানি না। তাহারা বলে, তুমি জানিতে না আর তেলাওয়াতও করিতে না। অতঃপর তাহারা তাহাকে এমন জোরে আঘাত করে যে উহার ফলে কবরে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। অতঃপর তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাকে বলে, তুমি তোমার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা। তখন সে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিবে যে, বেহেশতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত রহিয়াছে। তখন তাহারা তাহাকে বলে, "হে আল্লাহর শত্রু। তুমি আল্লাহর আনুগত্য করিলে ইহাই হইতে তোমার বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, এই সময় সে এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কখনো উহা তাহার অন্তর হইতে বিচ্ছেদ হইবে না।

তিনি বলেন, তখন তাহাকে নীচের দিকে তাকাইতে বলা হইবে অতঃপর সে নীচের দিকে তাকাইয়া দোযখের দিকে একটি দরজা খোলা দেখিতে পায়। তখন ফিরিশ্তাদ্বয় তাহাকে বলে, হে আল্লাহর শত্রু। যেহেতু তুমি আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছ, কাজেই ইহাই তোমার বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, এই সময়েও তাহার অন্তর এতই অনুতপ্ত হইবে যে, কোন দিন আর উহা বিচ্ছিন্ন হইবে না। রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাহার জন্য দোযখের দিকে সাতাত্তুরটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ সকল দরজাসমূহ দ্বারা উহার উত্তাপ ও আগ্নীবায়ু তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। যাবৎ না কিয়ামত কায়েম হইবে। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব। হযরত আনাস (রা) হইতে ইয়াযীদ রুক্কাশী অনেক মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের মতে একজন দুর্জয় রাবী। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন ইবরাহীম ইবন মূসা রাযী (রা)....হযরত উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন তখন তিনি তথায় কিছুক্ষণ অবস্থান করিতেন এবং তিনি বলিতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর মযবুত থাকিবার জন্য দু'আ কর কারণ, তাহাকে এখন প্রশ্ন করা হইবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর ইবন মারদুয়াহ (র) وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে যাহ্হাক (র) এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একদিন দীর্ঘ হাদীস গরীব সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۙ○

(٢٩) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۭ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

(٣٠) وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۭ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ○

২৮. তুমি কি উহাদিগকে লক্ষ্য কর না যাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং উহারা উহাদের সম্প্রদায়কে নামাইয়া আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে।

২৯. জাহান্নামে যাহার মধ্যে উহারা প্রবেশ করিবে কত নিকট এই আবাসস্থল।

৩০. এবং উহারা আল্লাহর সমকক্ষ উদ্ভাবন করে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, ভোগ করিয়া লও পরিণামে অগ্নিই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন স্থল।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এর মধ্যে اَلَمْ تَرَ এর অর্থ اَلَمْ تَعْلَمْ অর্থাৎ, আপনি কি জানেন না? যেমন اَلَم تَـر كَيْفَ এবং اَلَمْ تَرَالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا এর মধ্যেও এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। اَلْبَوَارُ অর্থ ধ্বংস, بَارَ يَبُوْرُ হইতে নির্গত। قَوْمًا بُوْرًا অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন তাহারা হইল মাক্কার কাফির। আওফী (র) বলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াত প্রসংগে বলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা হইল, জাবালাই ইবন আয়হাম ও তাহার অনুসারীরা যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া রূমে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) হইতে প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মত হইল প্রথম মতটি। অবশ্য আয়াতের মর্ম সকল কাফিরকে শামিল করে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানবজাতির জন্য রহমত ও নিয়ামত হিসাবে তাঁহাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতঃপর যে তাহার দাও'আত গ্রহণ করিয়াছে ও তাহার অনুসরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পক্ষান্তরে যে তাহার দাও'আত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ও না-শোকরী করিয়াছে সে দোযখে প্রবেশ করিবে। হযরত আলী (র) হইতেও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর প্রথম মতের ন্যায় তাফসীর বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (রা)....ইবনুল কাওয়া হইতে বর্ণিত যে তিনি একবার হযরত আলী (রা) এর নিকট اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ এর তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বলিলেন, আয়াতে যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে তাহারা হইল, বদর যুদ্ধে আগত কুরাইশ কাফির দল। মুনযির ইবন শাযান (র)....আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার হযরত আলী (রা)-র নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মু'মিনীন। যাহারা আল্লাহর নাশোকরী করিয়া তাহার নিয়ামত পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহে

ঠেলিয়া দিয়াছে সেই সফল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন কুরাইশ মুনাফিক দল। ইবনে আবূ হাতিম (রা)....ইবনে আবূ হুসাইন হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, কেহ কি আমার নিকট কুরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিবে? আমি আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি, আজ যদি কুরআন সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক জ্ঞানসম্পন্ন কোন লোককে জানিতাম তবে আমি অবশ্যই তাহার নিকট উপস্থিত হইতাম যদিও সমুদ্রের অপরকুলে সে অবস্থান করুক না কেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে কাওয়া দন্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা কুফর এর মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামত বদলাইয়াছে তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল, কুরাইশ গোত্রের মুশরিকরা তাহারা ঈমানের নিয়ামতের বদলে কুফরকে গ্রহণ করিয়াছে। এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

সুদ্দী (রহ) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুসলিম আল মুস্তাওফা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি চরম অপরাধী শাখা গোত্র বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহ গোত্র বদরের যুদ্ধে তাহার বংশের লোকদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহ উহোদ যুদ্ধে তাহার কওমকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে। ধ্বংসের ঘর বলিয়া জাহান্নাম বুঝান হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....আমর ইবন মুররাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি হযরত আলী (রা)-কে وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ পাঠ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, তাহারা হইল কুরাইশ গোত্রের দুইটি ফাজের বংশ অর্থাৎ বনু উমাইয়্যাহ ও বনু মুগীরাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছু সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। আবূ ইস্হাক (র) আমর ইবন মুররাহ (র) হইতে তিনি হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে সুফিয়ান সাওরী (র)....হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের বংশ বনু মুগীরাহ বনু উমাইয়্যাহ। বনু মুগীরাহকে বদর যুদ্ধে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বনু উমাইয়্যাহকে কিছুদিন যাবৎ সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে। হামযাহ যাইয়াত (র) আমর ইবন মুররাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। اَلَمْ تَرَ

اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ এর মধ্যে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে তিনি বলিলেন তাহারা হইল কুরাইশদের দুইটি চরম ফাজের গোষ্ঠী। একগোষ্ঠী আমার মামুর গোষ্ঠী এবং অপর গোষ্ঠী তোমার চাচার গোষ্ঠী যাহারা আমার মামুর গোষ্ঠী আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর যাহারা তোমার চাচার গোষ্ঠী আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে একটি নির্দিষ্ট সময় কাল পর্যন্ত ঢিল দিয়াছেন। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবন, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, তাহারা হইল, কুরাইশ কাফিরদল যাহারা বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। মালেক (র) নাফে (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে উমর (রা) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। قوله وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ তাহারা আল্লাহর জন্য শরীক নির্ধারিত করিয়াছে তাহারা তাহাদের পূজা করে এবং অন্যান্য মানুষকেও উহার প্রতি আহ্বান করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া বলেন قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যতদিন সক্ষম হও দুনিয়ার সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাক। فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ অবশেষে দোযখের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। দোযখই হইবে তোমাদের শেষ বাসস্থান যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ আমি তোমাদিগকে কিছুদিন সুখ ভোগ করিতে দিব অবশেষে কঠিন শাস্তির দিকে তোমাদিগকে ঠেলিয়া দিব। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ। দুনিয়া অতি সামান্য সুখ ভোগের বস্তু অবশেষে আমার নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর তাহাদের কর্মকাণ্ডের দরুন তাহাদিগকে আমি কঠিন শাস্তি দান করিব।

(٣١) قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ○

৩১. আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে বল, সালাত কায়েম করিতে এবং আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করিতে—সেই দিনের পূর্বে যে দিন ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার আনুগত্য করিবার, তাঁহার হক আদায় করিবার এবং তাঁহার মখলূকের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ তাহারা যেন সালাত কায়েম করে ইহা হইল একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও তাহার প্রতি দাসত্বের প্রকাশ। আর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে যাকাত আদায় করে,

নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের জন্য ব্যয় করে এবং অনাত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করে। সালাত কায়েম করা এর অর্থ হইল, সালাতের সময় মত সালাত আদায় করা উহার সীমার সংরক্ষণ করা উহার সঠিকভাবে রুকূ সিজদা করা ও খুশু খুযূ এর সহিত নিবিষ্ট হওয়া। আল্লাহ তা'আলা যে রিযিক দান করিয়াছেন উহা হইতে পূর্ণ ইখলাসের সহিত গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করা ও উহার প্রতি উৎসাহিত হওয়া। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ অর্থাৎ কিয়ামত আসিবার পূর্বে। لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ সেইদিনে কাহারো মুক্তির বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার মাল গ্রহণ করা হইবে না। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আজ না তো তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক বিনিময় গ্রহণ করা হইবে আর না কাফিরদের নিকট হইতে। قَوْلُهُ وَلَا خِلَالٌ ইবনে জরীর বলেন, কিয়ামতের দিনে কোন বন্ধুর বন্ধুত্ব যাহা আযাব ও শাস্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারে উপকারী প্রমাণিত হইবে না। সেখানে কেবল ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে বিচার করা হইবে। خِلَالٌ শব্দটি মাসদার হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন বলা হইয়া থাকে خِلَاتٌ فُلَانًا فَأَمَّا اُخَالُهُ مُخَالَهُ وَخِلَالًا আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরুল কায়েসের কবিতায়ও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

صَرَفْتَ الْهَوٰى عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدٰى + وَلَسْتَ بِمَقْلِىٍّ لِلْخِلَالِ وَلَا قَالِىْ

কাতাদাহ (র) বলেন, দুনিয়ায় ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হয় এবং একজন অপর জনের দ্বারা উপকৃত হয় পারস্পারিক বন্ধুত্ব করিয়াও উপকৃত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যেকের চিন্তা করা উচিৎ কেমন লোকের সহিত সে বন্ধুত্ব করিতেছে। যদি ভাল ও সৎ লোক হয় তবে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী করা উচিৎ নচেৎ বন্ধুত্ব ছিন্ন করিবে। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে কিয়ামতের দিনে কেহ সারা জগতের স্বর্ণ রৌপ্যও যদি দান করে তবুও উহা তাহার জন্য উপকারী হইবে না। সেখানে কোন প্রকার দান-দক্ষিণা ও সুপারিশ কাজে আসিবে না। যদি না সে ঈমানদার হয়।

ইরশাদ হইয়াছে,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

সেই দিনকে ভয় কর যেই দিনে কেহ কাহারো কোন উপকার করিতে পারিবে না। কোন বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না আর না তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! আমি যে রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা ব্যয় কর সেইদিন সমাগত হইবার পূর্বে যে দিনে না কোন ক্রয় বিক্রয় চলিবে না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে। আর কাফিররা হইল অত্যাচারী, যালিম।

(٣٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى
الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۚ○

(٣٣) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ○

(٣٤) وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ
الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ؑ○

৩২. তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তাদ্বারা তোমাদিগকে জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। যিনি নৌযানকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিবরণ করে এবং যিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে।

৩৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে। যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।

৩৪. এবং তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তোমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাহার নিয়ামতসমূহ গণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য আসমানসমূহকে সংরক্ষিত ছাদ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীনকে সৃষ্ট করিয়াছেন বিছানার ন্যায়। وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى তিনি আসমান হইতে পানি অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অতঃপর উহা দ্বারা নানা প্রকার গাছ পাতা ও তরুলতা সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন রংগে বিভিন্ন আকৃতিতে, পৃথক পৃথক স্বাদে গন্ধে ও বিভিন্ন উপকার বিশিষ্ট ফলমূল ও ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনি জাহাজসমূহকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রের পানির উপর ভাসমানবস্থায় চলিতে পারে এমন প্রকৃতিতে উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমুদ্রকেও সৃষ্টি করিয়াছেন এমনিভাবে যে জাহাজসমূহকে উহার পিঠের উপর বহন করিতে পারে। যেন বিদেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক লোকেরা একদেশ হইতে অন্যদেশ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। এবং এক দেশের পণ্য অন্যদেশে বহন করিতে পারে। তিনি তোমাদের জন্য নহরসমূহকে কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। উহার সাহায্যে যমীন সেচ করিয়া ফসল ও রিযিক উৎপন্ন করা হয়। উহার পানি পান করা হয় এবং জীব-জন্তুকেও পান করান হয়। وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ আর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্যকে এক নিয়মে দিবা-রাত্রে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তাহারা কখনো ক্লান্ত হয় না। لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ সূর্যের জন্যও সম্ভব নহে যে উহা চন্দ্রের গতি পথে চলিয়া উহার সহিত সংঘর্ষ ঘটাক আর না রাত দিনের পূর্বে আগমন করিতে পারে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ
بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

সূর্য ও চন্দ্র একের পর একটি উদিত হয় রাত্রের আগমন ঘটিলে দিন চলিয়া যায় এবং দিন আসিলে রাত বিলুপ্ত হয় কখনো রাত বড় হয় এবং দিন ছোট। আবার কখনো বড় রাত ছোট হইয়া যায়

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

তিনিই রাতের অংশকে দিনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন আবার দিনের অংশকে রাতের মধ্যে ঢুকাইয়া দেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতেছে। মনে রাখিবে, তিনি শক্তিধর মহা ক্ষমাকারী।

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ তোমরা তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ডে ও আলাপ আলোচনায় যে সমস্ত বস্তুর মুখাপেক্ষি আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার সব কিছুই দান করিয়াছেন। ছলফের কোন উলামা বলিয়াছেন, যাহা তোমরা আল্লাহর নিকট

প্রার্থনা করিয়াছ আর যাহা প্রার্থনা কর নাই সব কিছুই তিনি দান করিয়াছেন। কেহ কেহ কিরাত শাস্ত্রের কোন কোন আলেম এইরূপ পড়িয়াছেন وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلٍّ مَاسَأَلْتُمُوْهُ وَمَالَمْ سَأَلُوْهُ

قَوْلُهُ وَاِنْ تَعُدُّوْ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهُ যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর তবে উহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাহার নিয়ামত গণনা করিবার অক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার সঠিক শোকর আদায় করিতে পারিবার তো প্রশ্নই উঠে না। যেমন তলক ইবনে হাবীব বলিয়াছেন, বান্দা যাহা বহন করিতে পারে আল্লাহর হক উহা হইতে অনেক ভারী। এবং বান্দা যাহা গণনা করিতে পারে আল্লাহর নিয়ামত উহা হইতে অনেক বেশী। অতএব তোমরা সকাল সন্ধ্যায় তওবা করিতে তাক। বুখারী শরীফে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিতেন, হে আল্লাহ। আপনার জন্য যাবতীয় প্রশংসা আমাদের প্রশংসা যথেষ্ট নহে। উহা হইতে আমরা বে-পরোয়াও নাহি। হে আমাদের প্রতিপালক! হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইবনে আবুল হারেস (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে মানবজাতির জন্য তিনটি খাতা বাহির করা হইবে—একটি খাতায় তাহার নেক আমল থাকিবে, একটিতে তাহার গুনাহ্সমূহ আর একটিতে তাহার প্রতি আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের উল্লেখ থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহার ক্ষুদ্রতম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, তোমার নেক আমল দ্বারা ইহার মূল্য দান কর। অতঃপর সে তাহার সম্পূর্ণ নেক আমল দিয়াও উহার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিবে না। অতঃপর এক পার্শে দাঁড়াইয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আপনার ইয্যতের কসম, আমি ইহার পূর্ণ মূল্য দিতে অক্ষম। অথচ তাহার গুনাহর খাতা এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ামতের খাতা তো পড়িয়াই রহিল। অতঃপর যদি আল্লাহ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহাকে বলিবেন, আমি তোমার নেকী বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এবং তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিলাম। রাবী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ বলিবেন, আমার নিয়ামতসমূহ তোমাকে কোন বিনিময় ছাড়াই দান করিয়া দিলাম। হাদীসটি গরীব এবং ইহার সনদ দুর্বল। বর্ণিত আছে, একবার হযরত দাউদ (আ) বলিলেন, হে আমার রব। আমি আপনার নিয়ামতের শোক্র আদায় করিব কিভাবে? অথচ, আপনার নিয়ামতের শোকর করাও তো আমার প্রতি আপনার একটি নিয়ামত। তখন আল্লাহ বলিলেন, হে দাউদ। এখনই তুমি আমার শোকর করিতে পারিলে। অর্থাৎ যখন তুমি শোকর আদায় করিবার ব্যাপারে স্বীয় অক্ষমতার কথা স্বীকার করিলে তখনই তুমি সঠিক শোকর আদায় করিলে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যাহার অপরিসীম

নিয়ামতসমূহের একটির নিয়ামতের শোকর করিতে হইলেও নতুন আর একটি নিয়ামত ব্যতিত উহা সম্ভব নহে। কবি বলেন

لَوْكُلُّ جَارِحَةٍ مِنِّىْ لَهَا لُغَةٌ تُثْنِىْ عَلَيْكَ بِمَا اَوْلَيْتَ مِنْ حَسَنٍ لَكَانَ مَازَادَ
شُكْرِىْ اِذْشَكَرْتَ بِهٖ + اِلَيْكَ فِى الْاِحْسَانِ وَالْمِنَنِ

অর্থাৎ যদি আমার প্রতি অংগে একটি করিয়া জিহ্বা হয় এবং উহা আপনার নিয়ামতের শোকর করিতে থাকে তবুও উহার শোকর আদায় করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। আপনার নিয়ামত ও অনুগ্রহ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

(٣٥) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ o

(٣٦) رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ o

৩৫. স্মরণ কর ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও।

৩৬. হে আমার প্রতিপালক এই সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমিতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, পবিত্র মক্কা শহরকে সর্বপ্রথম শিরক হইতে পবিত্র করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যই তৈয়ার করা হইয়াছিল। আর ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) শিরক হইতে মুক্ত ছিলেন। এবং তিনি পবিত্র মক্কার নিরাপত্তার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে বলেন رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই নগরীকে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই দু'আকে কবূল করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَاهُ حَرَمًا اٰمِنًا তাহারা কি দেখে না যে আমি পবিত্র মক্কাকে সম্মানিত ও নিরাপদ করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ فِيْهِ اٰيَاتٌۢ
بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا

মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা হইল পবিত্র মক্কায় অবস্থিত ঘর যাহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াত ও দিক দর্শনকারী। উহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে এবং মাকামে ইবরাহীমও রহিয়াছে। যে ব্যক্তি তথায় প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدُ اٰمِنًا হে আমার রব। আপনি এই নগরীকে আপদ মুক্ত করিয়া দিল। এখানে اَلْبَلَدَ শব্দটির পূর্বে اَلِفْ لَامْ আসিয়া এই কথার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন যে এই নামেই শহর যেই শহরের জন্য পূর্বেও একবার দু'আ করিয়াছিলেন আর এই দু'আ কাবাগৃহ নির্মাণ করিবার পর করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বলিলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ যাবতীয় প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় ইসমাঈল ও ইস্হাকের ন্যায় সন্তান দান করিয়াছেন। আর ইহা জানা কথা যে, ইসমাঈল ইসহাক (আ) হইতে তের বৎসরের বড়। হযরত ইবরাহীম পূর্বে যখন হযরত ইসমাঈল ও তাহার মাতাকে লইয়া মক্কার এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তখনো তিনি একবার এই দু'আ করিয়াছিলেন। رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا সূরা 'বাক্বারাহ' -এর মধ্যে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ, প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর পক্ষে উচিত, সে যেন নিজের জন্য এবং তাহার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির জন্য দু'আ করে। হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার পর এই মূর্তিসমূহের ক্ষতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই মূর্তিসমূহ দ্বারা বহু মানুষ পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তিনি উহার পূজা হইতে বিরত রহিয়াছেন এবং যাহারা উহার উপাসনা করে তাহাদিগকে তিনি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছা হইলে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন হযরত ঈসা (আ) বলিয়াছেন اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ যদি আপনি তাহাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে তাহারা আপনারই দাস আর যদি আপনি ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাহাও করিতে পারেন। আপনি তো মহা শক্তিমান ও মহাকৌশলী। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এখানে শাস্তি দান ও ক্ষমা করার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কোন প্রস্তাব দেওয়া হয় নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে অহব (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ) এর কথা رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ এবং হযরত ঈসা (আ)-এর কথা اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ পাঠ করিলেন, অতঃপর তিনি তাহার হাত উত্তোলন করিয়া

আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে বললেন, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন"? অতঃপর জিবরীল (আ) তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইহার কারণ বলিয়া দিলেন। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্রন্দনের কারণ বলিলে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, হে জিবরীল, তুমি আবার মুহাম্মদ (সা) এর নিকট যাও এবং তাঁহাকে বল, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিব। আপনাকে কষ্টে দিব না।

(٣٧) رَبَّنَآ اِنِّىْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ○

৩৭. হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদিগের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায়—তোমার পবিত্র গৃহের নিকট, হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই জন্য যে উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদিগের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদিগের রিযিকের ব্যবস্থা করাও। যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত দু'আ দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি হযরত হাযেরা (আ) ও তাহার সন্তান হইতে বিদায়কালে যে দু'আ করিয়াছিলেন উপরোক্ত দু'আ তাহার পরে করিয়াছিলেন। প্রথম দু'আ করিয়াছিলেন বায়তুল্লাহ নির্মাণ করিবার পূর্বে এর পরবর্তী দু'আ করিয়াছেন বায়তুল্লাহ নির্মাণের পরে, যেন আল্লাহর ঘরের প্রতি মানুষের উৎসাহ ও উহার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই তিনি عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ বলিয়াছেন, قَوْلُهٗ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ইবনে জরীর (র) বলেন, محرم শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক। অর্থাৎ আমি সম্মানিত ঘরের নিকট আমার সন্তানকে আবাদ করিয়াছি যেন তাহারা উহার নিকট সালাত কায়েম করিতে সক্ষম হয়। فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ হযরত ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, অত্র আয়াতে যদি اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ। এর স্থানে اَفْئِدَةً النَّاسِ বলিতেন তবে পারস্য রূম এবং ইয়াহূদী নাসারা সকলের অন্তরসমূহ বায়তুল্লাহর প্রতি ঝুকিয়া পড়িত। কিন্তু مِنَ النَّاسِ

"মানুষের মধ্যে কিছু লোকের অন্তরসমূহ বলিবার কারণে কেবল মুসলমানদিগকেই খাস করা হইয়াছে। قَوْلُهُ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ তাহাদিগকে আপনি নানা প্রকার ফলফলাদি রিযিক হিসাবে দান করুন, যেন উহা তাহাদের ইবাদত করিবার জন্য সহায়ক হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অত্র দু'আ কবূল করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْتَبٰى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا "আমি কি তোমাদিগকে একটি সম্মানিত ও নিরাপদ স্থানে আবাদ করি নাই। যেখানে আমার পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার ফল-ফলাদি আমদানী করা হয়।" আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় অনুগ্রহ তাহার রহমত ও বরকত যে, যে পবিত্র মক্কার কোথাও কোন গাছপালা নাই অথচ, চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফল-ফলাদী তথায় জমা হয়। ইহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর বরকত ব্যতিত আর কি হইতে পারে?

(٣٨) رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

(٣٩) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۝

(٤٠) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝

(٤١) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝ ع

৩৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা প্রকাশ করি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আপনার নিকট গোপন থাকে না।

৩৯. প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকে।

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদিগের মধ্যে হইতেও। হে আমাদিগের প্রতিপালক আমার প্রার্থনা কবূল কর।

৪১. হে আমাদের প্রতিপালক যেইদিন হিসাব হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করিও।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি এই দু'আ করিয়াছেন رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ অর্থাৎ এই মক্কানগরীদের জন্য আমি আমার অন্তরে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছি তাহা আপনি জানেন। আর তাহা হইল আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিবার ও ইসলামের ইচ্ছা। আপনি তো প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বস্তুই জানেন। আসমান যমীনের কোন বস্তুই তো আপনার নিকট গোপন নহে। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যে সন্তান দান করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করিয়া বলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ আল্লাহ তা'আলার নিকট যে ব্যক্তি দু'আ করে তিনি তাহার দু'আ কবূল করেন আমি যে তাহার নিকট সন্তান লাভের জন্য দু'আ করিয়াছি তিনি তাহা কবূল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সালাত কায়েম করিবার ও উহার হিফাযত করিবার এবং উহার সীমারেখা সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা দান করুন। وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ এবং আমার সন্তান-সন্তুতিদিগকেও এই তাওফীক দান করুন। رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ হে আমাদের রব! যাহা কিছু আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছি আপনি উহা কবূল করুন। رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ এখানে কেহ কেহ وَلِوَالِدَىَّ এর ى সর্বনামটিকে একবচন পড়িয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাহার পিতার জন্য এই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন, যখন তাঁহার নিকট এই কথা স্পষ্ট হইয়াছিল না যে, তাঁহার পিতা আল্লার শত্রু। وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ আর যেই দিনে আপনি আপনার বান্দাদের হিসাব লইয়া তাহাদের কর্মের ভাল মন্দের বিনিময় দান করিবেন সেই দিনে আমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দিন।

(٤٢) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۥ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۝

(٤٣) مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَ اَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۝

৪২. তুমি কখনও মনে করিওনা যে যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল তবে তিনি উহাদিগকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদিগের চক্ষু হইবে স্থির।

৪৩. ভীত বিহ্বলচিত্তে আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা ছুটাছুটি করিবে নিজদিগের প্রতি উহাদিগের দৃষ্টি ফিরিবে না এবং উহাদিগের অন্তর হইবে শূন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন, হে মুহম্মদ (সা) এই যালিমরা যে কর্মকান্ড করিতেছে উহার শাস্তি বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আপনি মনে করিবেন না যে তিনি তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না। বরং তিনি তাহাদের সমস্ত কর্মকান্ড এক একটা করিয়া গণনা করিয়া রাখিয়াছেন إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ। আর্থাৎ "যেই দিনের বিভীষিকার দরুন সমস্ত চক্ষুসমূহ খুলিয়া থাকিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের শাস্তি সেই দিন পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়া রাখিতেছেন" অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিভাবে তাহাদের কবর হইতে উঠাইবেন এবং কিয়ামতের ময়দানে তাহারা কত ব্যস্ততার সহিত দৌড়াইতে থাকিবে উহার উল্লেখ করিয়া বলেন مُهْطِعِيْنَ তাহারা কবর হইতে উঠিয়া দৌড়াইতে থাকিবে যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مُهْطِعِيْنَ إِلَى الدَّاعِ আহ্বানকারীর প্রতি তাহারা দৌড়াইতে থাকিবে। তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ....وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ الخ যে দিন তাহারা আহ্বানকারীর আহ্বানের অনুসরণ করিবে যাহাতে কোন বক্রতা থাকিবে না। সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে। তিনি আরো ইরশাদ করেন يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا যেইদিন তাহারা কবর হইতে দোড়াইতে দৌড়াইতে বাহির হইবে। قَوْلُهُ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কবর হইতে উপরের দিকে মাথা উঠাইয়া দৌড়াইতে থাকিবে لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ। অর্থাৎ কিয়ামতের মাঠে বিভীষিকার দরুন তাহারা চিন্তা ও ভয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাহারা তাহাদের পলক মারিবে না বরং তাহারা চক্ষু খুলিয়া দোড়াইতে থাকিবে। আল্লাহ আমাদিগকে ইহা হইতে রক্ষা করুন। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, أَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ। ভিষণ বিভীষিকার কারণে তাহাদের অন্তরসমূহ শূন্য হইয়া পড়িবে। হযরত কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "তাহাদের অন্তরের স্থান শূন্য হইয়া পড়িবে" কারণ ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর স্থানান্তরিত হইয়া হলকের নিকট আসিয়া যাইবে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ভয়ের কারণে তাহাদের অন্তর নষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন কিছুই সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা উহাতে থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন,

(٤٤) وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۙ

(٤٥) وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ ۝

(٤٦) وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

৪৪. যে দিন তাহাদিগের শাস্তি আসিবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর, তখন যালিমরা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না, যে তোমাদিগের পতন নাই।

৪৫. অথচ তোমরা বাস করিতে তাহাদিগের বাসভূমিতে যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি কি করিয়াছিলাম তাহাও তোমাদিগের নিকট আমি উহাদিগের দৃষ্টান্তও উপস্থিত করিয়াছিলাম।

৪৬. উহারা ভীষণ চক্রান্ত করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহর নিকট উহাদিগের চক্রান্ত রক্ষিত আছে, উহাদিগের চক্রান্ত এমন ছিল না যাহাতে পর্বত টলিয়া যাইত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী কাফের যালিমদের সম্পর্কে খরব দিয়াছেন যাহারা তাহাদের আযাব অবতীর্ণ হইবার সময় বলিবে رَبَّنَآ اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে অল্প সময়ের অবকাশ দান করুন, আমরা আপনার আহ্বান গ্রহণ করিব এবং আপনার প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করিব। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ অবশেষে যখন তাহাদের কাহারো নিকট মৃত্যু সমাগত হইবে তখন সে বলিবে, হে

আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ হে ঈমানদারগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ যেন তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া না দেয়। আল্লাহ্ তাহাদের কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন, وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ যখন অপরাধীরা তাহাদের মাথা ঝুকাইয়া থাকিবে যদি তখন আপনি তাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا যখন তাহাদিগকে আগুনের উপর দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হইবে অতঃপর তাহারা বলিবে, হায়! যদি আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ অস্বীকার না করিতাম সে সময় যদি আপনি তাহাদের অবস্থা দেখিতে পাইতেন। وَهُمْ يَسْطَرِخُوْنَ مِنْهَا আর তাহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিবেন, اَوَلَمْ تَكُنْ اَقْسَمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ তোমরা পূর্বে কি কসম খাইয়া এই কথা বলিতে না যে তোমরা যে সুখ সাচ্ছন্দে নিমজ্জিত রহিয়াছ উহার অবসান ঘটিবে না। আর পরকাল বলিয়া কোন কিছু নাই আর তোমাদের কোন বিচার আচারও হইবে না। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ এর তাফসীর করেন, "তোমরা দুনিয়া ছাড়িয়া পরকালে পাড়ি দিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَايَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ তাহারা খুব শক্ত কসম খাইয়া বলিত, যাহার মৃত্যু ঘটিবে আল্লাহ্ তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবেন না।

وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ

অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তী যালিমদের উপর যে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছি তোমরা উহা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছ এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছে ইহা সত্ত্বেও তোমরা কোন উপদেশ গ্রহণ কর নাই এবং সেই শাস্তির কোন ছাপও তোমাদের অন্তরে রেখাপাত করে নাই حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَاتُغْنِى النُّذُرُ

শু'বা (র) হযরত আলী (রা)....হইতে وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সে দুইটি শকুনের বাচ্চা ধরিয়া লালন পালন করিয়াছিল, অতঃপর ধাপে ধাপে শকুন দুইটি বড় হইল, এবং মোটাতাজা হইল অতঃপর সে শকুন দুইটির দুই পাও তাহার তখতের সহিত বাঁধিয়া দিল এবং অন্য একজন লোকের সহিত সে তখতে বসিল অতঃপর একটি লাঠির মাথায় গোস্ত বাধিয়া দিল এবং লাঠিটি উপরের দিকে

তুলিয়া ধরিল। শকুন দুইটি গোস্ত খাইবার লোভে তখতসহ উপরের দিকে উড়িতে লাগিল লোকটি তাহার সংগীকে বলিল, বল, কি কি দেখিতে পাইতেছ! সে বলিল আমি তো অমুক অমুক জিনিস দেখিতে পাইতেছি। এমনকি সে বলিল গোটা দুনিয়াকে আমি একটি মাছির ন্যায় দেখিতেছি। অতঃপর লোকটি তাহার লাঠি নীচু করিল, তখন শকুন দুইটিও নীচের দিকে ছুটিল এবং দুনিয়ায় অবতরণ করিল। ইহা হইল তাহাদের ফেরেববাজী যাহা দ্বারা তাহাদের পক্ষে পাহাড়কে স্থানান্ত্রিত করা সম্ভবপর মনে করা হইত। এবং وَاِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ দ্বারা তাহাদের এই ফেরেববাজীর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। আবূ ইসহাক বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ এর কিরাতে এইরূপ পড়া হইয়া থাকে অর্থাৎ وَاِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, উবাই ইবনে কা'ব এবং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও এইরূপ পড়িতেন। হযরত আলী (রা) এর কিরাতও অনুরূপ ছিল। সুফিয়ান সাওরী ও ইসরাঈল (র).... হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ইক্‌রিমাহ (রা) হইতে বর্ণিত, উক্ত ঘটনাটি কিনআন এর অধিপতি নমরূদ এর সহিত ঘটিয়াছিল। সে এইভাবেই আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। কিবতী সম্রাট ফিরাউনও অনুরূপ পন্থাবলম্বন করিয়া আসমানে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল। বলুন্দ মিনার নির্মাণ করিয়া আসমান বিজয় করিবার ভূত তাহার কাঁধে চাপিয়াছিল কিন্তু তাহারা কেহই ইহাতে সক্ষম হয় নাই এবং লাঞ্ছিত অপমানিত ও ধিকৃত হইয়াছিল। হযরত মুজাহিদ (র) অত্র ঘটনাটি বুখ্‌ত নাছর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন, সে যখন আরোহণ করিতে করিতে এত ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল যে পৃথিবী তাহার দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল এমন সময় সে একটি বিকট শব্দ শুনিতে পাইল হে অহংকারী! তুমি কোথায় যাইতে চাও। ইহা শুনিয়া সে ভীত হইল, অতঃপর সে পুনরায় একই শব্দ শুনিতে পাইল তখন সে তাহার বর্শা নীচু করিল এবং শকুনও নীচের দিকে ধাবিত হইল। উহার বিকট শব্দে পাহাড়ও ভীত হইল এবং ইহার অনুভূতিতে মনে হইল যেন পাহাড়ও তাহার স্থান ত্যাগ করিবে। وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি لَتَزُوْلُ مِنْهُ الْجِبَالُ এর প্রথম লামকে যবর সহ এবং শেষে লামকে পেশ সহ পড়িতেন। অর্থাৎ لَتَزُوْلُ পড়িতেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিযাছেন, ইহার অর্থ হইল مَا كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ তাহাদের ফেরেববাজী দ্বারা পাহাড় স্থানান্তর করা সম্ভব নহে। হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ তাফসীর

করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহার এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহারা আল্লাহর সহিত যে শিরক ও কুফর করিতেছে উহা দ্বারা পাহাড় সরাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে আর উহা কাহার কোন ক্ষতিও করিতে পারে না। উহাতে কেবল মাত্র তাহাদেরই অশুভ পরিণতি ডাকিয়া আনিবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, "আমি বলি, উপরোক্ত আয়াত এই আয়াতের সাদৃশ্য وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ تَحْرِقَ فِى الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا আপনি অহংকার ভরে যমীনের উপর হাটিবেন না, আপনি না তো যমীন চিরিয়া ফেলিতে পারিবেন আর না পাহাড়ের মত বুলন্দ হইতে পাবিবেন। উক্ত আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর যাহা আলী ইবন তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইল وَاِنْ كَادَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ তাহাদের শিরক যেন পাহাড়কে স্থানান্তরিত করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন تَكَادُالسَّمٰوٰتُ اِنْ يَّتَفَطَّرْنَ مِنْهُ আসমান সমূহ যেন ইহা ফাঁটিয়া যাইবে। যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

(٤٧) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

(٤٨) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

৪৭. তুমি কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, দন্ড বিধায়ক।

৪৮. যে দিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হইয়া অন্য পৃথিবী হইবে এবং আকাশ মন্ডল এবং মানুষ উপস্থিত হইবে আল্লাহর সুম্মুখে যিনি এক পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার ওয়াদা মযবুত করিবার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন فَلَاتَحْسَبَنَّ اللّٰهُ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ আল্লাহ তা'আলাকে তাঁহার রাসূলগণের সহিত ওয়াদা খেলাফকারী মনে করিবেন না। অর্থাৎ তিনি পার্থিব জীবনেও তাহাদের সাহায্য করিবেন এবং পরকালেও তাহাদের সাহায্য করিবেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বড়ই ক্ষমতাবান তিনি যাহা ইচ্ছা করেন কেহ তাহাতে বাঁধা প্রদান করিতে পারে না আর যাহারা তাহাকে অমান্য করে তিনি তাহাদের নিকট হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন এবং শাস্তি প্রদান করিবেন فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ সেই দিনে অমান্যকারীদের জন্য বড়ই অকল্যাণ হইবে। এই কারণে তিনি বলেন,

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াদা সেই দিন বাস্তবায়ীত হইবে যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিচিত আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিবে। বুখারী মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আবূ হাযিম (র) সাহ্ল ইবন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষকে সাদা পরিষ্কার যমীনে একত্রিত করা হইবে যাহা গোলাকার ময়দার ন্যায় হইবে এবং কোথাও কোন চিহ্ন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ আদী (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমিই সর্ব প্রথম ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত আয়েশা (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, পুল সিরাতের উপর। হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম একা ইমাম বুখারী ব্যতীত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ দাউদ ইবন আবূ হিন্দ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আফফান (র)....হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, এই সূত্রে মাস্রূক এর উল্লেখ নাই। কাতাদাহ (র) হাস্সান ইবনে বিলাল মুযানী (র) সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! সেই দিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি এমন এক প্রশ্ন করিয়াছ যাহা কেহ কোন দিন করে নাই। সেইদিন মানুষ পুল সিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাবীব ইবন আবূ আমরাহ (র)....হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ এর তাফসীর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে। তিনি বলিলেন, জাহান্নামের পিঠের উপর। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে তিনি يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেইদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেহ করে নাই অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! সেই দিন তাহারা পুলসিরাতের উপর অবস্থান করিবে। ইমাম আহমদ (র) হাসান (র)....হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে

চলিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লোকটি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিল উহা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলাই আমাকে উহার জ্ঞান দান করিয়া দিলেন। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর তাবারী (র) বলেন, ইবনে আওফ (র)....আবূ আইয়ুব আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, একবার একজন ইয়াহূদী আলেম নবী করীম (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন মজীদে যে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ইরশাদ করিয়াছেন, আচ্ছা বলুন তো আল্লাহর সমস্ত মখলূক তখন কোথায় অবস্থান করিবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তাহারা সব আল্লাহর মেহমান হইবে অতএব তাহার নিকট যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে কোন অসুবিধা ঘটিবে না। ইবনে আবূ হাতিম (র)ও হাদীসটি আবূ বকর ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবূ মারিয়াম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শু'বা (র).... আমর ইবনে মায়মূন হইতে বর্ণনা করেন যে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন পৃথিবীটি সেই দিন সাদা পরিষ্কার গোলাকার ময়দার মত হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন প্রকার গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে। কিয়ামতের মাঠের সবকিছুই দৃষ্টি গোচর হইবে এবং ঘোষকের ঘোষণা সকলের কর্ণকুহরে পৌঁছাইবে। সকলেই উলংগ ও খালি পা হইবে ঠিক যেমন তাহারা তাহাদের জন্মলগ্নে ছিল। রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সমস্ত লোক দন্ডায়মান হইবে এবং মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামের মধ্যে তাহারা অবস্থান করিবে। অন্য এক সূত্রে ইমাম শু'বা (র)....হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন অনুরূপভাবে আসিম (র) যিরর (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ জা'ফর বযযার (র)....হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবীকে এমন এক পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে যেখানে না কোন রক্তপাত ঘটিয়াছে আর না কোন গুনাহ সংঘটিত হইয়াছে। অতঃপর রাবী বলেন, হাদীসটি জরীর ইবনে আইয়ুব (র) ব্যতিত আর কেহ মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। তবে হাদীসটি মাযবুত নহে। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ কুরাইব (র)....যায়েদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাস করিলেন তোমরা জান কি আমি কি কারণে লোক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন, আমি يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করিয়াছি—কিয়ামতের দিনে পৃথিবীটি চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। অতঃপর প্রেরিত লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, কিয়ামতের দিনে পৃথিবী ময়দার ন্যায় সাদা হইবে। (ইয়াহূদীদের বিশ্বাসও ইহাই) হযরত আলী (রা) ইবনে আব্বাস (রা) আনাস ইবনে মালেক ও মুজাহিদ ইবনে জরীর (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে কিয়ামতের দিন পৃথিবী চাঁদীর ন্যায় সাদা হইবে। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, পৃথিবী চাঁদী ও আসমানসমূহ স্বর্ণে পরিণত হইবে। হযরত রবী (র) আবুল আলীয়াহ (র) হইতে তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে। আবূ মা'শার (র) মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণনা করেন কিয়ামতের দিনে পৃথিবী রুটিতে রূপান্তরিত হইবে ঈমানদার লোকেরা পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া খাইবে। অকী (র) উমর ইবনে বিশর হামদানী (র) তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ الـخ এর তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ যমীন রুটির রূপ ধারণ করিবে এবং মুমিন ব্যক্তি তাহার পায়ের নীচ হইতে উঠাইয়া আহার করিবে। আ'মাশ (র) খয়সাম (র) হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বলিয়াছেন, কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপর দিকে বেহেশত অবস্থিত হইবে এবং বেহেশতের যুবতী নারী ও পানপাত্রসমূহ দেখা যাইবে মানুষ তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত ঘামে হাবু ডুবু খাইবে কিন্তু তখন পর্যন্ত বিচার শুরু হইবে না। আ'মাশ (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামতের দিন পৃথিবী আগুনে ভরিয়া যাইবে এবং উহার অপরদিকে জান্নাত অবস্থিত হইবে এবং জান্নাতের যুবতী নারী ও লুটা সমূহ দেখা যাইবে। যাহার হাতে আব্দুল্লাহর প্রাণ তাহার প্রথম তো মানুষ ঘর্মাক্ত হইয়া পাও পর্যন্ত থাকিবে। পরে বৃদ্ধি পাইতে উহা নাক পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে অথচ, তখনও বিচার শুরু হইবে না। লোকেরা জিজ্ঞাস করিল হে আবূ আব্দুর রহমান! ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন বিভীষিকা পূর্ণ দৃশ্য দেখিবার কারণে। আবূ জা'ফর রাযী (র) রবী ইবনে আনাস (র) হইতে তিনি কা'ব (র) হইতে يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ الـخ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সমস্ত আসমানসমূহ বাগানে পরিণত হইবে সমুদ্রের স্থান আগুনে পরিপূর্ণ হইবে এবং পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (র) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত কেবল গাজী কিংবা হাজী কিংবা উমরাহ পালনকারী সমুদ্র সফর করিবে কারণ, সমুদ্রের নীচে আগুন কিংবা বলিয়াছেন আগুনের নীচে সমুদ্র। শিংগা ফুৎকার সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, পৃথিবীকে ভিন্ন পৃথিবীতে পরিণত করা হইবে এবং আসমানসমূহকে ভিন্ন আসমানে পরিণত করা হইবে আর উকাযী চামড়ার ন্যায় উহাকে টানিয়া প্রশস্ত করা হইবে, উহাতে কোন প্রকার উচু নীচু ও বক্রতা থাকিবে

না। অতঃপর একই গর্জনে সমস্ত মাখলূক নতুন যমীনে একত্রিত হইবে। قَوْلُهُ بَرَزُوْا لِلّٰهِ। অর্থাৎ সমস্ত মখলূক কবর হইতে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইবে। الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ। যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মহা পরক্রমশালী।

(٤٩) وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ۚ

(٥٠) سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ۙ

(٥١) لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

৪৯. সেই দিন তুমি অপরাধীগণকে দেখিবে শৃংখলিত অবস্থায়।

৫০. উহাদিগের জামা হইতে আলকাতরার এবং অগ্নি আচ্ছন্ন করিবে উহাদিগের মুখমন্ডল।

৫১. ইহা এই জন্য যে আল্লাহ প্রত্যেকের কৃতকর্মের প্রতিফল দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে দিন এই পৃথিবী ভিন্ন পৃথিবীর রূপ ধারণ করিবে এবং আসমানসমূহ ও পরিবর্তীত হইয়া যাইবে এবং সমস্ত মাখলূক আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে তখন, হে মুহাম্মদ! (সা) অপরাধীদিগকে তাহাদের কুফর ও ফাসাদের কারণে পরস্পর একে অপরের সহিত জড়িত দেখিবেন প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধী পরস্পরে একে অন্যের সহিত একত্রিত হইয়া থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ। "যালিম ও তাহাদের জুড়ীর লোকদিগকে একত্রিত কর" আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ যখন সমস্ত লোকদিগকে শ্রেণীমত একত্রিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে জড়সড় করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ অত্র আয়াতেও اَصْفَاد শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। অর্থ اَصْفَادِ বেড়ী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর, আ'মাশ আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (র) এই অর্থই করিয়াছেন এবং এই অর্থই প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ কবি আমর ইবনে কুলসূম বলেন,

قَابُوْا بِالثِّيَابِ وَبِالسَّبَايَا + وَاُبْنَا بِالْمُلُوْكِ مُصَفَّدِيْنَا

উক্ত কবিতাংশে مُصَفَّدُ শব্দ “বেড়ীতে আবদ্ধ” অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

قَوْلُهٗ سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قِطَرَانٍ অর্থাৎ তাহারা যে পোশাক পরিধান করিবে আল-কাতরার তৈয়ারী হইবে। ইহা দ্বারা উটের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন এইটি এমন বস্তু যাহাতে আগুন অতিদ্রুত ধরিয়া যায়। قَطِرَانٍ শব্দটিকে قَافْ কে যবর ও طَا কে যের এবং সকূনদিয়া পড়া যায় এবং قَافْ কে যের এবং طَا কে সকূন দিয়াও পড়া হইয়া থাকে। আবু'ন নজম বলেন

كَاَنَ قِطْرَانًا اِذَا تَلَاهَا + تَرْمِىْ بِهِ الرِّيْحُ اِلٰى مَجْرِهَا

অত্র কবিতাংশে قِطْرَانًا এর قَافْ কে যের ও طَا কে সকূন দিয়া পড়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قِطْرَانٍ বিগলিত তামাকে বলা হয়। سَرَابِيْلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ অর্থাৎ অত্যধিক গরম তামা তাহাদের পোশাক হইবে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান ও কাতাদাহ হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। قَوْلُهٗ وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ অগ্নি তাহাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَتَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ তাহাদের মুখমন্ডল পর্যন্ত অগ্নিশিখা বুলন্দ হইবে এবং উহার মধ্যে তাহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িবে (মু'মিনূন-১০৪)। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াইয়া ইবনে ইসহাক (র).... আবূ মালেক আশ'আরী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারটি জাহেলী অভ্যাস রহিয়াছে— যাহা তাহারা ত্যাগ করিবে না, (১) বংশ গৌরব (২) বংশে অপবাদ (৩) নক্ষত্রের সাহায্যে পানি প্রার্থনা করা। (৪) মৃতের উপর নূহা করা (বিলাপ করা) রোদনকারীণী স্ত্রীলোক যদি তাহার মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তবে কিয়ামতের দিন তাহাকে আলকাতরার পায়জামা ও খুজলীর জামা পরিধান করান হইবে। হাদীসটি শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ উমামাহ (রা) হইতে কাসেম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, রোদনকারীণী স্ত্রীলোক তওবা না করিলে বেহেশত ও দোযখের মাঝে অবস্থিত পথে দাড় করান হইবে। আর পায়জামা হইবে আলকাতরার এবং অগ্নি তাহার মুখমন্ডলকে আবৃত করিবে। قَوْلُهٗ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ যেন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক আত্মাকে তাহার কর্মফল দান করিতে পারেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا যেন অন্যায়কারীদিগকে তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন। اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এখানে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে অত্র আয়াতের মর্ম اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ এর মর্মের অনুরূপ হয়। আয়াতের অর্থ হইল মানুষের জন্য তাহাদের বিচারকাল নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহারা গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত

হইয়া হক গ্রহণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে। اَنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ এর আর এক অর্থ ইহাও হইতে পারে বিচারকালে তিনি দ্রুত বিচার সম্পন্ন করিবেন। কারণ তাহার নিকট তো আর কোন কিছু গোপন নহে তিনি তো সব কিছু জানেন। আল্লাহর সমস্ত মখলূক তাহার অপরিসীম ক্ষমতা দিক হইতে এক ব্যক্তির ন্যায়। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ-

হযরত মুজাহিদ (র) سَرِيْعُ الْحِسَابِ এর এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য উল্লেখিত উভয় অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৫২) هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

৫২. ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ এবং যাহাতে বোধশক্তি সম্পন্নেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই কুরআন মানবকুলের জন্য পয়গাম। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই কুরআন দ্বারা তোমাদিগকে সতর্ক করিতে পারি আর যাহাদের নিকট ইহার পয়গাম পৌঁছাইয়াছে তাহাদিগকেও। অর্থাৎ ইহা গোটা মানব ও দানব সকলের জন্য হেদায়াতের পয়গাম। যেমন সূরার প্রারম্ভে ইরশাদ হইয়াছে الٓرٰ - كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ "আলিফ-লা-ম-রা, আপনার প্রতি এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করিয়াছি যেন, আপনি মানবকুলকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে টানিয়া আনিতে পারেন। وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ আর ইহা দ্বারা যেন তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা যেন ইহার সাহায্যে উপদেশ গ্রহণ করে। وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ অর্থাৎ তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাওহীদের যে সমস্ত দলীল-প্রমাণ রহিয়াছে তাহা জানিতে পারে। وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ আর জ্ঞানী লোকেরা যেন ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা ২০১৩-২০১৪ প্র/৩০২(উ) ৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

(সূরা হিজর, সূরা আন-নাহ্ল, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা আল-কাহাফ)

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইব্ন কাছীর (ষষ্ঠ খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৭৪
ইফা প্রকাশনা : ১৯৯০/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0574-7

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০০

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৩৯৫.০০ (তিন শত পঁচানব্বই) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBNE KASIR (6th Volime) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne Kasir (Rh) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation. Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March : 2014

Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk. 395.00; US Dollar : 16.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনোও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াস এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীর ইব্‌ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আখতার ফারূক। গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এরবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশণার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসরি গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা হিজর

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯
৪-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩
৬-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬
১৬-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭
২১-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫
৩০-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬
৩৪-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭
৩৯-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮
৪৫-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২
৫১-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭
৫৭-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮
৬১-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০
৬৭-৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
৭৩-৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩
৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫
৮০-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৫
৮৫-৮৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭
৮৭-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮
৮৯-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২
৯৪-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬
৯৭-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭

সূরা আন-নাহ্‌ল

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১
২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩
৩-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪
৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৬
৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৮
৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০
১০-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮২
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৩
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৪
১৪-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৫
১৯-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৯
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯০
২৪-২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯১
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৫
৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৬
৩১-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৭
৩৩-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৯
৩৫-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০১
৩৮-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৪
৪১-৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৬
৪৩-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৮
৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১০
৪৬-৪৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১১
৪৮-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১২
৫১-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৪
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৬
৬১-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৮
৬৩-৬৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২১
৬৫-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২২
৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৩
৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৪
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৫
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৯
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩০
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩১
৭৩-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৩

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৪
৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৫
৭৭-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৬
৮০-৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৯
৮৪-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৩
৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৬
৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৮
৯১-৯২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫২
৯৩-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৬
৯৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৮
৯৮-১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৯
১০১-১০৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬১
১০৪-১০৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৩
১০৬-১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৫
১১০-১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৬৯
১১২-১১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭০
১১৪-১১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৬
১১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৪
১১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৫
১২০-১২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৭
১২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৭৯
১২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮১
১২৬-১২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮২

সূরা বনী ইসরাঈল

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৭
২-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৮
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬০
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬১
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৪
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৫
১৩-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৭
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭০
১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৩
১৭-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৫
২০-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৬
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৮
২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৯
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
২৬-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৪
২৯-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৬
৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৯
৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০০
৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
৩৪-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৩

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৪
৩৭-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৫
৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৭
৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৮
৪১-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১০
৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৪
৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৫
৪৭-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৭
৪৯-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩১৯
৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২২
৫৪-৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৩
৫৬-৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৫
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩১
৬১-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৩
৬৩-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৪
৬৬-৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৭
৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৮
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩৯
৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪০
৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪১
৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪২
৭৩-৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৪

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭৬-৭৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৫
৭৮-৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৪৭
৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬০
৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬১
৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৩
৮৩-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৪
৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৫
৮৬-৮৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭০
৯০-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭২
৯৪-৯৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৯
৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮০
৯৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮১
৯৮-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮২
১০০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৪
১০১-১০৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৫
১০৫-১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৯
১০৭-১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯১
১১০-১১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯২

সূরা আল-কাহাফ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৯
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০২
৯-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৪
১৩-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৭

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১২
১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৪
১৯-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৬
২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৭
২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২০
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২২
২৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৪
২৭-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৬
২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩০
৩০-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৩
৩২-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৪
৩৭-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৬
৪১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৭
৪২-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩৯
৪৫-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪১
৪৭-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৪৭
৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫২
৫১-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৫
৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৬
৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৮
৫৫-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৯
৫৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬০
৫৮-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬১
৬০-৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬২

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৬২-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৩
৬৬-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৭
৬৯-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৮
৭১-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮০
৭৪-৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮১
৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮২
৭৭-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৩
৭৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৪
৮০-৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৫
৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৬
৮৩-৮৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯১
৮৫-৮৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৫
৮৯-৯০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৯
৯১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০০
৯২-৯৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০১
৯৪-৯৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০২
৯৭-৯৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৫
১০০-১০২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১০
১০৩-১০৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১১
১০৭-১০৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৪
১০৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৫
১১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১৬

তাফসীরে ইবনে কাছীর

ষষ্ঠ খণ্ড

সূরা-আল হিজ্‌র

মক্কী ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۝

(٣) ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

১. আলিফ-লা-ম-রা এইগুলি আয়াত মহাগ্রন্থের সুস্পষ্ট কুরআনের।

২. কখনও কখনও কাফিরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যে তাহারা যদি মুসলিম হইত!

৩. উহাদিগকে ছাড়—যাইতে থাকুক ভোগ করিতে থাকুক এবং আশা উহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক– পরিণামে উহারা বুঝিবে।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে পূর্বেই বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অত্র আয়াতের মাধ্যমে কাফিররা যে তাহাদের 'কুফর' এর কারণে অনুতপ্ত হইবে এবং পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সৎকাজ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিবে আল্লাহ সেই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আল্লামা সুদ্দী (র) তাহার তাফসীরের মধ্যে মুশহূর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদিগকে যখন দোযখের সম্মুখীন করা হইবে তখন তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে, হায়! যদি তাহারা মুসলমান হইত। কেহ কেহ বলেন, সমস্ত কাফিরই তাহার মৃত্যুকালে মুমিন হইবার

আকাঙ্ক্ষা করিবে। অত্র আয়াতে ইহাই বুঝান হইয়াছে কেহ কেহ বলিয়াছেন, অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। যেমন-অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَوتَرىٰ اِذَ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدَّ وَلَانُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

যদি আপনি কাফিরদিগকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইতেন, যখন তাহাদিগকে দোযখের উপর দন্ডায়মান করা হইবে এবং অহারা বলিবে হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করা হইত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিতাম না আর খাঁটি মু'মিন হইয়া যাইতাম।

সুফিয়ান সাওরী (র)....হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন। এই আয়াতটি জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা যখন অন্যান্য লোককে দোযখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় যদি তাহারা মুসলমান হইত। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসান্না (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মুসলমান অপরাধীদিগকেও মুশরিকদের সহিত জাহান্নামে আটক করিয়া রাখিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা যে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিয়াছিলে উহাতো কোন উপকারে আসিল না। তাহাদের এই উক্তিতে আল্লাহ রাগান্বিত হইবেন এবং মুসলমানদিগকে অনুগ্রহপূর্বক দোযখ হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তখন মুশরিক ও কাফিররা বলিবে হায়, তাহারাও যদি মুসলমান হইত। আব্দুর রায্যাক (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বলেন, দোযখীরা তাওহীদ-পন্থিদিগকে বলিবে, তোমাদের ঈমানের লাভটা কি হইল? তাহাদের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ ফিরিশ্তাদিগকে বলিবেন, যাহাদের অন্তরে ধুলিকণা পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির কর। এই সময়ের প্রতি ইংগিত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ যাহ্হাক, কাতাদাহ, আবুল আলীয়াহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অনেক মারফূ' হাদীসও এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাসেম তাবরানী (র)....আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

যাহারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কলেমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিত তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক তাহাদের গুনাহর কারণে দোযখে প্রবেশ করিবে, তখন লাত ও উয্‌যা-এর উপাসকরা বলিবে, "তোমাদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো আজ কোন উপকার করিতে পারিল না। তোমরাও তো আজ আমাদের সহিত দোযখেই অবস্থান করিতেছ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া "নহরে হায়াত" এ ধৌত করাইবেন এবং চন্দ্র যেমন গ্রহণ শেষে পুনরায় উজ্জ্বল ও আলোকময় হয়, অনুরূপভাবে তাহারাও উজ্জ্বল হইবে। এবং তাহারা "জাহান্নামী নামে পরিচিত হইবে।" তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আনাস আপনি কি নিজেই ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিয়াছেন! তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যা কথা বলে সে যেন দোযখকে তাহার ঠিকানা করিয়া লয়।" এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া তাবরানী বলেন, হাদীসটি শুধু "জাহবায" (র) বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্বিতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে হাম্বল (র) .... তিনি হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন দোযখবাসীরা দোযখে সমবেত হইবে এবং তাহাদের সহিত কিছু আহলে কিবলা মুসলমানও তথায় প্রবেশ করিবে তখন মুসলমানদিগকে কাফিররা বলিবে, তোমরা মুসলমান ছিলে নয় কি? তাহারা উত্তর করিবে, হাঁ, কাফিররা বলিবে, তোমাদের ইসলাম কি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই? আর আমাদের সাথেই যে তোমরা দোযখে প্রবেশ করিয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা মুসলমান হইয়াও অনেক গুনাহে লিপ্ত হইয়াছিলাম সেই কারণেই আমরা শাস্তিতে গ্রেফতার হইয়াছি। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই আলোচনা শ্রবণ করিয়া মুসলমানদিগকে দোযখ হইতে বাহির হইবার নির্দেশ দিবেন। অতঃপর তাহারা বাহির হইয়া যাইবে তখন দোযখে অবস্থানরতঃ কাফিররা বলিবে, হায়! আজ যদি আমরা মুসলমান হইতাম তবে আমরাও তাহাদের ন্যায় বাহির হইয়া যাইতাম। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পড়িলেন, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الٓرٰ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ইবনে আবূ হাতিম (র) খালেদ ইবনে নাফি' (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহার সহিত بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ও যোগ করিয়াছেন। (তৃতীয় হাদীস) আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, মূসা ইবনে হারূন (র) .... সালিহ ইবনে শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি আবূ সায়ীদ খুদরী

(রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিতে শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হাঁ, শুনিয়াছি তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কিছু মু'মিন লোককে তাহাদের শাস্তি ভোগ করিবার পর দোযখ হইতে বাহির করিবেন। যখন মুশরিকদের সহিত তাহাদিগকেও দোযখে দাখিল করিবেন তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা না বলিতে যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু! এখন কি হইল যে তোমরাও আমাদের সহিত দোযখের বাসিন্দা হইয়াছ। আল্লাহ তখন তাহাদের এই বিদ্রূপমূলক কথা শুনিতে পাইবেন, তখন তাহাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হইবে। অতঃপর ফিরিশ্‌তাগণ, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও মু'মিন বান্দাগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবেন। অবশেষে তাহারা আল্লাহর হুকুমে দোযখ হইতে বাহির হইবে। যখন মুশরিকরা তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির হইতে দেখিবে, তখন তাহারা বলিবে, হায়। যদি আমরা তাহাদের মত হইতাম তবে আমরা তাহাদের সহিত বাহির হইতে পারিতাম। তিনি বলেন, رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -এর মধ্যে এই কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মুখমন্ডল কাল হইবার কারণে তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে জাহান্নামী নামে স্মরণ করা হইবে। তখন তাহারা আল্লাহর দরবারে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এই নামের কলংক মুছিয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিবেন। অতঃপর তাহারা বেহেশতের নহরে গোসল করিবে এবং তাহাদের এই নাম মুছিয়া যাইবে। রাবী বলেন, অতঃপর আবূ উসামাহ (র) স্বীকার করিলেন যে, হাঁ, আবূ রওক (র) আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(চতুর্থ হাদীস) ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবনে হুসাইন (রা) .... মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা ইহতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও হইবে যে, আগুন তাহার হাঁটু পর্যন্ত ধরিবে। কেহ কেহ এমন হইবে যে আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে আর কেহ কেহ এমনও হইবে তাহার গলা পর্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকিবে। তাহাদের গুনাহ ও তাহাদের আমল অনুযায়ী এই পার্থক্য হইবে। তাহাদের কেহ কেহ এমন হইবে যে, তাহারা এক মাস যাবৎ দোযখে অবস্থান করিবে। তাহার পর বাহির হইয়া আসিবে। আবার কেহ এক বছর কাল অবস্থান করিয়া বাহির হইবে। কিন্তু তাহাদের সর্বাধিক দীর্ঘকাল যে তথায় অবস্থান করিবে তাহার সময় হইবে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ তা'আলা যখন তাহাদিগকে দোযখ হইতে মুক্তি দানের ইচ্ছা করিবেন তখন ইয়াহূদী নাসারা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের যাহারা

দোযখে অবস্থান করিবে তাহারা তাওহীদপন্থি লোকদিগকে বলিবে, তোমরা তো আল্লাহর প্রতি ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছিলে, কিন্তু আজ যে তোমরা আমাদের সহিত দোযখের অধিবাসী হইয়াছ। তখন আল্লাহ্ তাহাদের এই কথার কারণে এতই অসন্তুষ্ট হইবেন যে, পূর্বে অন্য কোন কারণে এত অসন্তুষ্ট হন নাই। অতঃপর তিনি বেহেশতের একটি ঝরণার নিকট তাহাদিগকে লইয়া যাইবেন قوله ذَرْهُمْ يَاكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا "আপনি তাহাদিগকে কিছুদিন আহার করিতে ও কিছু ভোগ করিতে ছাড়িয়া দিন। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আরাম ভোগ করিতে থাক অবশেষে দোযখই হইবে তোমাদের ঠিকানা। আরো ইরশাদ হইয়াছে, كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ তোমরা কিছু কাল আহার করিতে ও ভোগ করিতে থাক, তোমরা অপরাধীর দল। وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلَ তাহাদের দীর্ঘ আশা আকাংখা তাহাদিগকে তওবা করা হইতে গাফেল করিয়া রাখে فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ এখন শীঘ্রই তাহারা অশুভ পরিণতি জানিতে পারিবে।

(٤) وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ ٥

(٥) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ ٥

৪. আমি কোন জনপদকে তাহার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হইলে ধ্বংস করি নাই।

৫. কোন জাতি ও তাহার নির্দিষ্ট কালকে তরান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি কোন জনপদকে কেবল তখনই ধ্বংস করিয়াছেন, যখন উপযুক্ত দলীল প্রমাণ আসিয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যুর জন্য নির্দিষ্ট সময়ও সমাগত হইয়াছে। আর কোন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবার পূর্বেও কেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, আর সময় সমাগত হইলে কেহ বিলম্ব করিবারও কোন ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহর এই বাণী দ্বারা মক্কাবাসীদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যে তাহারা যেন তাহাদের শিরক ও ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পরিহার করে যাহার কারণে তাহারা ধ্বংস হইবারই যোগ্য হইয়াছে নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

(٦) وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ ○

(٧) لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(٨) مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ ○

(٩) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ○

৬. উহারা বলে ওহে যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তুমি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ।

৭. তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগের নিকট ফিরিশতাগণকে উপস্থিত করিতেছ না কেন?

৮. আমি ফিরিশ্‌তাগণকে প্রেরণ করি না যথার্থ কারণ ব্যতীত; ফিরিশ্‌তাগণ উপস্থিত হইলে উহারা অবকাশ পাইবে না।

৯. আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফর ও বিদ্বেষ সম্পর্কে খবর প্রদান করেন, তাহারা বলে, يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ হে সেই ব্যক্তি! যে তাহার উপর যিকির অবতীর্ণ হয় বলিয়া দাবী করে اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ অবশ্যই তুমি আমাদিগকে তোমার অনুসরণ করিতে ও আমাদের পূর্ব-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করিতে বলায় নিঃসন্দেহে পাগল। لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ তুমি আমাদের নিকট তোমার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফিরিশ্‌তাগণকে উপস্থিত কর না কেন? যেমন ফিরাউন বলিয়াছিল, فَلَوْلَاۤ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاۤءَ مَعَهُ الْمَلٰۤئِكَةُ مُقْرِنِيْنَ তাহার নিকট স্বর্ণের চুড়ি কেন রাখা হয় নাই কিংবা তাহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণ মিলিত হইয়া আসে নাই কেন?

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰۤئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰۤئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا

যাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশা করে না তাহারা বলে, আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তাগণকে অবতীর্ণ করা হয় নাই কেন? কিংবা আমরা আমাদের প্রভুকেই দেখিয়া লইতাম। আসলে তাহারা অহংকারী হইয়াছে এবং বড়ই দাম্ভিক হইয়া পড়িয়াছে। যেই

দিন তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে দেখিতে পাইবে সেইদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকিবে না। অনুরূপভাবে অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْٓا مُنْظَرِيْنَ আমি ফিরিশ্‌তাগণকে হকের সহিত অবতীর্ণ করিয়া থাকি আর তখন তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হয় না। হযরত মুজাহিদ (র) مَا تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلَّا بِالْحَقِّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমরা ফিরিশ্‌তাগণকে 'রিসালাত' ও আযাব সহকারেই প্রেরণ করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি যিকির অর্থাৎ আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তিনিই উহার মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হইতে উহাকে সংরক্ষণ করিবেন। কোন কোন তাফসীরকার لَهٗ حَافِظُوْنَ এর যমীর (সর্বনামপদ) কে নবী করীম (সা)-এর প্রতি ফিরাইয়াছেন। অর্থাৎ 'আমি নবী করীম (সা) এর সংরক্ষণকারী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে হিফাযত করেন। কিন্তু প্রথম অর্থটি অধিক গ্রহণ যোগ্য।

(١٠) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١١) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(١٢) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ○ۙ

(١٣) لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১০. তোমার পূর্বে আমি পূর্বের অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠাইয়াছিলাম।

১১. তাহাদিগের নিকট আসে নাই এমন কোন রাসূল যাহাকে উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত না।

১২. এইভাবে আমি অপরাধীদিগের অন্তরে উহা সঞ্চার করিব।

১৩. ইহারা কুরআনে বিশ্বাস করিবে না এবং অতীতে পূর্ববর্তীগণেরও এই আচরণ ছিল।

তাফসীর ঃ কুরাইশ-কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)কে সান্ত্বনা দিতেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতের হেদায়াতের জন্যও তিনি যখনই কোন নবী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা

তাঁহার নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহার সহিত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে, যে সকল অপরাধীরা বিদ্বেষ পোষণ করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে অহংকার প্রকাশ করিয়াছে তিনি তাহাদের অন্তরে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার প্রবণতা গাথিয়া দিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা) ও হাসান বসরী (র) كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমি (আল্লাহ) অপরাধীদের অন্তরে শিরক গাঁথিয়া দিয়া থাকি। وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ যাহারা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যেভাবে ধ্বংস করিয়াছেন উহা সকলেরই জানা আছে। এবং ইহাও সকলের জানা যে, আল্লাহ্ আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাহার অনুসারীদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি দান করিয়াছেন।

(١٤) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ○

(١٥) لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ ○

১৪. যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দিই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে,

১৫. তবুও উহারা বলিবে আমাদিগের দৃষ্টি সম্মাহিত করা হইয়াছে। না বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন যে কুরাইশ কাফিরদের কুফর, বিদ্বেষ ও সত্যের অস্বীকৃতি এতই প্রবল যে, যদি তাহাদের জন্য আসমানের কোন দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিতে শুরু করে তবুও তাহারা সত্যকে স্বীকার করিবে না। রবং তাহারা বলিবে اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُهُمْ আমাদের দৃষ্টিতে ধাঁধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। মুজাহিদ ও ইবনে কাসীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আমাদের উপর যাদু করা হইয়াছে। কালবী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আমাদিগকে নির্বোধ মাতাল বানান হইয়াছে।

(١٦) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۙo

(١٧) وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙo

(١٨) اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ o

(١٩) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مَّوْزُوْنٍ o

(٢٠) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ o

১৬. আকাশে আমি গ্রহ নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য!

১৭. প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়াছি।

১৮. আর কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে উহার পশ্চাদধাবন করে প্রদিপ্ত শিখা।

১৯. পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি এবং উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্ধৃত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে।

২০. এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদিগের আর তোমরা যাহাদিগের জীবিকাদাতা নহ তাহাদিগের জন্যেও।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ আসমানের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে তিনি উহাকে সুউচ্চ করিয়াছেন এবং গতিশীল ও স্থিরনক্ষত্রসমূহ দ্বারা উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। যেন উহার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ দেখিয়া জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, এর দ্বারা এখানে নক্ষত্র বুঝান হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا সেই সত্তা বরকতময় যিনি আসমানে নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন بُرُوْجٌ দ্বারা চন্দ্র-সূর্যের কক্ষপথ বুঝান হইয়াছে। আতীয়্যাহ আওফী (র) বলেন, بُرُوْجٌ দ্বারা সেই সমস্ত মহল বুঝান হইয়াছে যেখানে প্রহরী নিয়োজিত থাকে এবং বিতাড়িত শয়তান হইতে সংরক্ষণের জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে যাহার প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। যেন

তাহারা ঊর্ধ্ব জগতের ফিরিশ্‌তাদের আলোচনা শ্রবণ করিতে না পারে। যে-ই চুরি করিয়া শ্রবণ করিবার জন্য অগ্রসর হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাকে ধাওয়া করে। এবং উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। আর কখনো এমনও হয় যে অগ্নিস্ফুলিংগ তাহাকে পাইবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থিত জ্বিনকে চুরি করা দুই একটি কথা বলিয়া ফেলে এবং উহা লইয়া সে তাহার কোন বন্ধুকে জানাইয়া দেয়। যেমন সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আসমানে কোন ফয়সালা করেন তখন ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের ডানা মারিয়া তাহার সম্মুখে অবনত হইয়া পড়ে। তখন এমন একটি শব্দ হয় যেন পাথরের উপর শিকলের শব্দ। অতঃপর যখন তাহারা ভীতিমুক্ত হয়, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের প্রতিপালক কি ইরশাদ করিয়াছন! তাহারা বলে, তিনি যাহাই ইরশাদ করিয়াছেন হক ও সত্য ইরশাদ করিয়াছেন তিনি অতি বড় অতি মহান অতঃপর একের উপরে এক অবস্থানকারী জ্বিনরা উহার কিছু চুরি করিয়া শ্রবণ করে। হাদীসের রাবী এই সময় তাহার ডান হাতের আঙ্গুলীগুলি ফাঁক করিয়া একটির উপর একটি রাখিয়া জ্বিনদের অবস্থান বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রথম শ্রবণকারী জ্বিন অপর জ্বিনের নিকট তাহার শ্রুতকথা পৌঁছাইবার পূর্বেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাহাকে পাকড়াও করে এবং উহাকে জানাইয়া দেয়। আবার কখনো তাহাকে পাকড়াও করিবার পূর্বেই তাহার নিম্নে অবস্থানরতঃ নিকটবর্তী জ্বিনকে পৌঁছাইয়া দেয়। এইভাবে একে অন্যের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া উহা পৃথিবীতে পৌঁছাইয়া দেয়। হাদীসের রাবী সুফিয়ান তাহার বর্ণনায় কখনো এমনও বলিয়াছেন যে, "অবশেষে পৃথিবীতে আসিয়া কোন যাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর মুখে পৌঁছাইয়া দেয়। অতঃপর সে উহার সাথে আরো একশতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে। অতঃপর তাহাকে সত্যবাদী বলিয়াই ধারণা করা হয়। চুরি করিয়া শ্রুত যে কথাটি সে বলিয়াছে এবং পরে উহা সত্য বলিয়া-ই প্রমাণিত হইয়াছে উহার কারণেই লোকে এই কথা বলিতে থাকে, সে অমুক দিনে আমাদিগকে যে কথা বলিয়াছিল উহা কি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই?"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাকে সুবিস্তৃত করিয়াছেন, উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন এবং পাহাড়-পর্বত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নদী-নালা বালুকাময় মরুভূমি সৃষ্টি করিয়া আর নানা প্রকার গাছপালা ও ফলমূল সৃষ্টি করিয়া মানুষের উপকার সাধন করিয়াছেন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ এর অর্থ করিয়াছেন مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُوْمٍ অর্থাৎ প্রত্যেক জানা বস্তুকে তিনি উৎপাদন করিয়াছেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ,

আবূ মালেক, মুজাহিদ, হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ, হাসাম ইবনে মুহাম্মদ, আবূ সালিহ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ পরিমাণ আমি উৎপাদন করিয়াছি। ইবনে যায়েদ (র)-ইহার অর্থ করিয়াছেন, "এমন সকল বস্তু আমি সৃষ্টি করিয়াছি যাহা ওযন করা হয়। ইবনে যায়দ (র) ইহাও বলেন, এমন সমস্ত বস্তু আমি উৎপাদন করিয়াছি যাহা বাজারের লোকেরা ওযন করিয়া থাকে। مَعَاشٌ- وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ শব্দটি مَعِيْشَةٌ এর বহুবচন, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই যমীনে মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতে জীব-জন্তুর কথা উল্লেখ তাহাদের আহারের ব্যবস্থাও আল্লাহ করেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতে গোলাম বাঁদী এবং জীব-জন্তুর সকলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সারকথা হইল, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যে রুজী উপার্জনের বিভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন যেমন চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি মানুষের সেবক জানাইয়া দিয়েছেন যাহার উপর তাহারা কখনো আরোহণ করে আর কখনো উহা যবাই করিয়া আহার করে। গোলাম বাঁদী যাহারা তাহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকে তাহাদের সকলের রুজীর ব্যবস্থা তিনিই করেন। অর্থাৎ সমস্ত ফায়দা তো তোমরা ভোগ করিবে এবং রুজী তিনি দিবেন।

(٢١) وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ز وَمَا نُنَزِّلُهٗٓ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۝
(٢٢) وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ج وَمَآ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ ۝
(٢٣) وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْىٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ۝
(٢٤) وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ۝
(٢٥) وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ط اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

২১.আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি।

২২. আমি বৃষ্টি গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদিগকে পান করিতে দিই উহার ভান্ডার তোমাদিগের নিকট নাই।

২৩. আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

২৪. তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে আমি তাহাদিগকে জানি এবং পরে যাহারা আসিবে তাহাদিগকেও জানি।

২৫. তোমার প্রতিপালকই উহাদিগকে সমবেত করিবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব কুলকে জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহার পক্ষে সকল বস্তুর অস্তিত্ব দানই সহজ এবং সর্বপ্রকার বস্তুর ধনভাণ্ডার তাহার নিকট বিদ্যমান। وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণই আমি অবতীর্ণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ যখন ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা তিনি অবতীর্ণ করেন। তিনি বড় হিকমত ও জ্ঞানের অধিকারী। বান্দার প্রয়োজন ও তাহার সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। ধনভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন অবতীর্ণ করা তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ। ইহা তাহার পক্ষে জরুরী নহে। ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ (র) আবূ জুহায়ফাহ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয় কিন্তু কবে কোথায় বৃষ্টি হইবে ইহার ক্ষমতা কেবল আল্লাহরই। কোন বৎসর এখানে বর্ষণ করেন আর কোন বৎসর ওখানে বর্ষণ করেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ ইবনে জবীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বর্ণনা করিয়াছেন, কাসিম (র) .... হাকাম ইবনে উয়ায়নাহ হইতে وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কোন বৎসর কোন বৎসর হইতে অধিক কিংবা কম বৃষ্টি বর্ষিত হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহা হইল কোন সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় আর কোন সম্প্রদায় বৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকে। কিন্তু ইহাতে সাগরের পানি কম হয় না। তিনি আরো বলেন, বৃষ্টির সহিত এত ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় যে তাহার সংখ্যা সমস্ত মানুষ ও জ্বিন হইতে অধিক। তাহারা কত ফোঁটা বৃষ্টি হইবে এবং উহা দ্বারা কি উৎপাদিত হইবে সব কিছুই গণনা করিয়া থাকে।

বায্যার (র) বলেন, দাউদ ইবনে বুকাইর (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহর ভাণ্ডার" দ্বারা তাহার বাণীকে বুঝান হইয়াছে। যখন তিনি কোন বস্তুকে হইতে বলেন তখনই উহা অস্তিত্ব লাভ করে। রাবী বলেন, হাদীসটি আগলাব (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করে নাই তিনি তেমন মযবুত রাবী নহেন। এবং তাহা হইতে, তাহার পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। قوله وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ আমি বায়ু প্রবাহিত করি যাহা মেঘমালাকে পানি দ্বারা ভারী করিয়া দেয় এবং উহা পানি বর্ষণ

করে। অনুরূপভাবে এই বায়ু গাছকে ভারী করিয়া দেয় ফলে উহার পাতা বাহির করে ও ফলে ফুলে ভরিয়া যায়। প্রকাশ থাকে যে আল্লাহ এখানে اَلرِّيَاحُ শব্দটি বহুবচন রূপে পেশ করিয়াছেন অপর পক্ষে অপকারীও বাঁজা বায়ুর জন্য اَلرِّيْحُ الْعَقِيْمُ একবচন ব্যবহার করিয়াছেন। কারণ প্রথম প্রকার বায়ু পানি ও লতাপাতা জন্মদান করে এবং উহার জন্য দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সংখ্যার প্রয়োজন। কিন্তু বাঁজা বায়ু যাহা কোন কিছু জন্ম দান করে না উহার পক্ষে একাধিক হওয়ার প্রয়োজন নাই।

আ'মাশ (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন বায়ু প্রবাহিত করা হয় অতঃপর উহা আসমান হইতে পানি বহন করে অতঃপর তদ্রূপ বর্ষণ করে। যেমন উটনীর স্তন হইতে দুধ চিকন ধারায় বাহির হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইবরাহীম নখয়ী এবং কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। যাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করেন অতঃপর মেঘ মালায় পানি ভরিয়া দেন। উবাইদ ইবনে উমাইর লায়সী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ বহনকারী বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা যমীন শুষ্ক হইয়া যায়। অতঃপর আর এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা মেঘমালাকে উপর নীচে সাজাইয়া দেয়। এবং আরো এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত করেন যাহা গাছপালাকে ফল প্রদানের উপযুক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ইবনে জরীর (র) উবাইস ইবনে মাইমূন (র) হইতে তিনি আবুল মিহ্‌যাম হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত বায়ু বেহেশত হইতে আগত। আর এই বায়ু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "উহার মধ্যে মানুষের বহু উপকার নিহিত রহিয়াছে।" কিন্তু ইহার সনদটি দুর্বল।

ইমাম আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর হুমাইদী (র)....তাহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে প্রথম বায়ু সৃষ্টি করিবার সাত বৎসর পর একটি বায়ু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা একটি দরজায় আবদ্ধ রহিয়াছে এবং সেই দরজা দিয়েই তোমাদের নিকট বায়ু আগত হয় যদি সেই দরজাটি খুলিয়া দেওয়া হইত তবে আসমান যমীনের সব কিছু উলটপালট হইয়া যাইত। তোমরা উহাকে জানূব (দক্ষিণা বায়ু) বলিয়া থাক এবং আল্লাহর নিকট উহার নাম হইল 'আযীব'। فَاَسْقَيْنَاكُمُوْهُ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করি অতঃপর তোমরা উহা হইতে পান করিতে সক্ষম। যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া অবতীর্ণ

করিতে পারিতাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ আচ্ছা বলতো যে পানি তোমরা পান কর মেঘ হইতে উহা তোমরা অবতীর্ণ কর, না আমিই উহা অবতীর্ণ করিয়া থাকি? যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তবে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতাম। তবে কেন তোমরা শোকর কর না? (ওয়াকেয়া ৬৮-৭০) আরো ইরশাদ হইয়াছে, هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ তিনিই আসমান হইতে তোমাদের জন্য পানি অবতীর্ণ করেন উহা হইতে তোমরা পান কর এবং উহা দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। قوله وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তোমরা উহা বাধা দান করিবার ক্ষমতা রাখ না। অবশ্য ইহার এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, তোমরা উহার সংরক্ষণকারী নহে বরং আমিই আসমান হইতে অবতীর্ণ করি আমিই উহা সংরক্ষণ করি এবং যমীনে প্রবাহিত ধারায় যেখানে ইচ্ছা পৌঁছাইয়া দেই। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে যমীন বিদগ্ধ করিয়া দিতে পারিবেন কিন্তু ইহা তাহার বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আসমান হইতে মিষ্টি পানি অবতীর্ণ করিয়া পুকুর কূপ, নদী নালায় সংরক্ষণ করিয়া রাখেন যেন মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পান করিতে পারে তাহাদের পশুপক্ষীকে পান করাইতে আর উহা দ্বারা ক্ষেত খামার ও বাগ-বাগিচাও সেচ করিতে পারে। قوله إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দান করি। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন। প্রত্যেক বস্তুকে তিনি অস্তিত্বহীনতা হইতে অস্তিত্বশীল করিয়াছেন অতঃপর তিনি মৃত্যুদান করিবেন এবং পরে পুনরায় সকলকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করিবেন। অতঃপর এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, অবশেষে এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর যাহা কিছু বিদ্যমান সবকিছুর উপরই কর্তৃত্ব তাহারই থাকিবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ এই সংবাদও প্রদান করিয়াছেন যে আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত লোক সম্পর্কে তিনি অবগত।

তিনি ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আমি জানি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, الْمُسْتَقْدِمُونَ দ্বারা তখন হইতে হযরত আদম (আ) পর্যন্ত সকল আদম সন্তান যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে সকলকে বুঝান হইয়াছে। আর الْمُسْتَأْخِرُونَ দ্বারা তখন যাহারা জীবিত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা জন্ম লাভ করিবে সকলকে বুঝান হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ,

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, মুহম্মদ ইবনে কা'ব, শা'বী (র) ও অন্যান্য তাফসীকারগণও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ও এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আ'লা (র) .... মারওয়ান ইবনে হাকাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সালাতের পিছনের সারিতে স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান হইবার কারণে কিছু লোক পিছনের সারীতে দাড়াইত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ অবতীর্ণ করেন। এই সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গরীব হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জবীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মূসা জারশী (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত পিছনের সারীতে একজন সুন্দরী স্ত্রী লোক সালাত পড়িত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় সুন্দরী অন্য কোন স্ত্রীলোক দেখি নাই। কিছু মুসলমান সালাতের সময় সম্মুখের সারিতে দাঁড়াইত যেন সালাতের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকটির প্রতি নজরে না পড়ে। পক্ষান্তরে কিছু লোক পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত। যখন তাহারা সিজদায় যাইত তখন হাতের নীচ দিয়া তাহারা তাহাকে দেখিত। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন, وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ। আহমদ ও ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহার তাফসীরে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে মাসউদ (র) নূহ ইবনে কয়েস হাদ্দানী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ও অন্যান্য আয়েম্মায়ে কিরাম উক্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য ইবনে মায়ীন তাহাকে দুর্বল রাবী বলিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। ইমাম মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি উক্ত হাদীসে অনেক দুর্বোধ্য কথা রহিয়াছে,

আব্দুর রায্‌যাক (র) .... আবুল জাওযা (র) হইতে وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ সম্পর্কে বর্ণিত যে, আয়াতটি সালাতের মধ্যে যাহারা প্রথম সারিতে দন্ডায়মান হইত এবং যাহারা পিছনের সারিতে দন্ডায়মান হইত তাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত্র রেওয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ইহা ইবনে জাওযা-এর কথা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নহে। ইমাম তিরমিযী বলেন, নূহ ইবনে কয়েস এর রেওয়ায়েত অপেক্ষা ইহা সঠিক বলিয়া বিবেচিত। ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে আবূ মা'শার (র)....আওন ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব এর নিকট

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ যখন এই তাফসীর বর্ণনা করা হইল যে ইহা সালাতের সারিতে দন্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, আয়াতের এই তাফসীর সঠিক নহে। বরং الْمُسْتَقْدِمِيْنَ দ্বারা মৃত ও নিহত ব্যক্তিদিগকে বুঝান হইয়াছে এবং الْمُسْتَأْخِرِيْنَ দ্বারা সেই সমস্ত লোক বুঝান হইয়াছে যাহাদিগকে পরবর্তীকালে সৃষ্টি করা হইবে।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ আর আপনার প্রতিপালকই তাহাদিগকে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত করিবেন। তিনি বড়ই কৌশলী মহাজ্ঞানী। তখন আওন ইবনে আব্দুল্লাহ বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন এবং উত্তম বিনিময় দান করুন।

(٢٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ o

(٢٧) وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ o

২৬. আমি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে।

২৭. এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন অত্যুষ্ণ বায়ুর উত্তাপ হইতে।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, صَلْصَالَ দ্বারা এখানে শুষ্ক মাটি বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَارٍ মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন চাড়ার ন্যায় শুষ্ক মাটি দ্বারা আর জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আগুনের ফুলকী দ্বারা। হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত যে صَلْصَالٍ অর্থ দুর্গন্ধময়। مِنْ حَمَاءٍ مَّسْنُوْنٍ এর حَمَاءٍ অর্থ মাটি আর مَسْنُوْنٍ অর্থ, তৈলাক্ত যেমন কবি বলেন,

ثُمَّ خَاصَرْتُهَا اِلَى الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ تَمْشِىْ فِىْ مَرْمَرٍ مَسْنُوْنٍ

অত্র কবিতায় مَسْنُوْنٍ শব্দটি তৈলাক্ত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহার অর্থ কাঁদা মাটি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) ও যাহ্‌হাক (র) হইতে ইহাও বর্ণিত, حَمَاءٍ مَّسْنُوْنٍ অর্থ দুর্গন্ধময়। কেহ কেহ বলেন, مَسْنُوْنٍ অর্থ مَصْبُوْبٍ অর্থাৎ প্রবাহিত। قوله وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ আর মানুষের পূর্বে জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছি مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, سَمُوْمٍ অর্থ হত্যাকারী। কেহ কেহ বলেন, রাত্র ও দিবস

উভয় সময়ের গরমকে سَمُوْمٌ বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, রাত্রের গরমকে سَمُوْمٌ বলা হয় এবং দিনের গরমকে "حَرُوْرٌ" বলা হয়। আবূ দাউদ তায়ালেসী বলেন, শু'বা (র) আবূ ইস্‌হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি উমর আ'সম (র)-কে দেখিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম তখন তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে যে হাদীস আমি শ্রবণ করিয়াছি, উহা কি তোমাকে বলব না? তিনি বলেন, দুনিয়ার এই আগুনের উত্তাপ সেই আগুনের দ্বারা জ্বিন সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর পড়িলেন وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِالسَّمُوْمِ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে আগুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে যে জ্বিনকে উত্তম আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। 'আমর ইবনে দীনার (র) হইতে বর্ণিত, জ্বিনকে সূর্যের আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, "আমি (আল্লাহ) ফিরিশ্‌তাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি এবং জ্বিনকে করিয়াছি আগুনের ফুলকী দ্বারা। আর আদম (আ) কে সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই বস্তু দ্বারা যাহা পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আয়াতের উদ্দেশ্য হইল আদম (আ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করা এবং যেই বস্তু দ্বারা তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(٢٨) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

(٢٩) فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

(٣٠) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ۙ

(٣١) اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٣٢) قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٣٣) قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○

২৮. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাগণকে বলিলেন, আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে মানুষ সৃষ্টি করিতেছি।

২৯. যখন আমি উহাকে সুঠাম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।

৩০. তখন ফিরিশ্‌তাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করিল।

৩১. কিন্তু ইব্‌লীস করিল না সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল।

৩২. আল্লাহ বলিলেন হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাহ্‌কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?

৩৩. সে বলিল আপনি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে তিনি ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে তাহার সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং সৃষ্টির পরে তাঁহাকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহাদিগকে সিজদা করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্‌লীস হিংসা, বিদ্বেষ, কুফর, অহংকার এবং বাতিল বিষয় দ্বারা গর্ব করিয়া তাহাকে সিজদা করিতে বিরত থাকে। এই কারণেই সে বলিল, لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ, যাহাকে আপনি খমীর করা শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমন মানুষকে আমি সিজদা করিতে পারি না। اَنَا خَيْرٌ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আমি তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে তো আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। اَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ الخ যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন, আমি তাহার সন্তানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবনে জরীর (র)-এই ক্ষেত্রে শবীর ইবনে বিশর হইতে একটি আশ্চার্য ধরনের রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদিগকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর যখন উহাকে আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিব এবং রূহ ফুকাইয়া দিব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা এইরূপ করিতে পারিব না। ফলে আল্লাহ তাহাদিগকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করিলেন। তাহাদিগকে অনুরূপ নির্দেশ দিলেন কিন্তু তাহারাও সিজদা করিতে অস্বীকার করিল, ফলে তাহাদিগকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি অন্য ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব অতঃপর তাহাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিয়া তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকাইব তখন তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার নির্দেশ শুনিলাম ও অনুকরণ করিলাম কিন্তু ইব্‌লীস এই সময়ও পূর্ববর্তীদের অন্তর্ভুক্তই রহিল। কিন্তু হাদীসটি ইসরাঈলী বলিয়া প্রতীয়মান।

(٣٤) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۙo

(٣٥) وَّإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ o

(٣٦) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ o

(٣٧) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۙo

(٣٨) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ o

৩৪. তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত।

৩৫. এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রহিল লানত।

৩৬. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।

৩৭. তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৮. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইবলীসকে উর্ধ্বজগতে তাহার যে মর্যাদা ছিল উহা হইতে বাহির হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন যাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। সে বিতাড়িত ও ধিকৃত। সে এমনি অভিশপ্ত যে, কিয়ামত পর্যন্ত সেই অভিশাপে সঙ্কিত ও বিধৃত হইতে থাকিবে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন শয়তানকে অভিশপ্ত করিলেন তখন তাহার মুখমন্ডল ফিরিশ্‌তার মুখমন্ডল হইতে পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে এতই ক্রন্দন করিল যে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ক্রন্দন হইবে সকল ক্রন্দনের মূল তাহার সেই ক্রন্দন। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানের প্রতি যখন আল্লাহ্‌র ক্রোধানল পতিত হইল যাহার অবসান ঘটিবে না, তখন সে আদম ও আদম সন্তানের প্রতি হিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়ার

জন্য আবেদন করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অবকাশ দেওয়ার জন্য তাহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং সে অবকাশ পাইয়া বসিল।

(٣٩) قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙO

(٤٠) اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ O

(٤١) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ O

(٤٢) اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ O

(٤٣) وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙO

(٤٤) لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ط لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ O

৩৯. সে বলিল হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদিগের সকলেই বিপথগামী করিব।

৪০. তবে উহাদিগের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাগণকে নহে।

৪১. আল্লাহ বলিলেন, ইহাই আমার নিকট পৌঁছিবার সরল পথ।

৪২. বিভ্রান্তদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

৪৩. অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হইবে জাহান্নাম।

৪৪. উহার সাতটি দরজা আছে প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইব্‌লীসের অহংকার ও তাহার দাম্ভিকতার উল্লেখ করিয়াছেন। ইবলীস বলিল, بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ কেহ কেহ ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহাকে আল্লাহ যে গুমরাহ করিয়াছেন উহার কসম। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, উক্ত আয়াতাংশের এই অর্থও হইতে পারে, "আপনি যে আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন, উহার কারণে, لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ আমি

আদম সন্তানের জন্য অবশ্যই সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিব। فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ দুনিয়ায় তাহাদের জন্য গুনাহসমূহকে সৌন্দর্যময় করিব আমি উহার প্রতি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিব। তাহাদিগকে গুনাহর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিব এবং যতদূর সম্ভব এই প্রচেষ্টা আমি করিয়াই যাইব। وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যেমন আপনি আমাকে গুমরাহ করিয়াছেন আমিও অবশ্যই তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ কিন্তু যাহারা আপনার মনোনীত বান্দা তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিব না। যেমন অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে, قَالَ اَرَئَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ اِلَّا قَلِيْلًا (বানি ইসরাঈল- ৬২)

অর্থাৎ যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অবশ্যই তাহার সন্তানদিগকে গুমরাহ করিয়া ছাড়িব কিন্তু অল্প কিছু সংখ্যক লোককে গুমরাহ করিতে পারিব না। আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়ে বলেন, هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْمٌ তোমাদের সকলকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে অতঃপর আমি তোমাদিগকে বিনিময় দান করিব। যদি ভাল কাজ করিয়া থাক তবে ভাল বিনিময় লাভ করিবে আর যদি মন্দ কাজ কর তবে বিনিময়ও হইবে তদনুযায়ী যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ নিশ্চয়ই আপনার প্রভু ওৎপাতিয়া রহিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন সঠিক পথ আল্লাহর দিকেই গিয়াছে এবং সেখানে গিয়াই শেষ হইয়াছে। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও হাসান (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ। কয়েস ইবনে ইবাদাহ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন ও কাতাদাহ (র) এখানে هٰذَا صِرَاطٌ عَلِىٌّ مُسْتَقِيْمٌ পড়িয়াছেন عَلِىٌّ অর্থ বুলন্দ, কিন্তু প্রথম কিরাত প্রসিদ্ধ। اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ অর্থাৎ আমার যে সমস্ত বান্দার জন্য হিদায়ত নির্ধারিত হইয়া আছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার তোমার কোন ক্ষমতা থাকিবে না তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ করিতে পারিবে না। اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ এখানে ইস্তিসনা মুনকাতী সংঘটিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) .... হইতে হাদীস বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইবনে কসাইত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য তাহাদের জনপদের বাহিরে মসজিদ থাকিত যখন কোন নবী তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন বিশেষ কথা জানিবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি সেই মসজিদে গিয়া কিছু সালাত পড়িতেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেন। একদা এক নবী তাঁহার মসজিদে ছিলেন এমন সময় আল্লাহর শত্রু ইবলীস তথায় আগমন করিল এবং তাহার ও কিবলার মাঝে বসিয়া

পড়িল। তখন নবী বলিলেন, আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। তখন শয়তান বলিল, বলুন আমার নিকট হইতে আপনি কিভাবে রক্ষা পাইবেন। তখন নবী বলিলেন, বরং তুমি বল, আদম সন্তানের উপর তুমি কিভাবে বিজয়ী হইতে পার। এই কথা তিনি দুইবার বলিলেন। অবশেষে চুক্তি হইল প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা কহিবে। অতঃপর নবী বলিলেন, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ “আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন শয়তান বলিল, যাহা দ্বারা আপনি আশ্রয় প্রার্থনা করেন, তাহা কি ইহাই? তখনও তিনি বলিলেন, আউযুবিল্লাহি-মিনাশ-শায়তানির রাজীম তিনি এই কথা তিনবার বলিলেন। অতঃপর শয়তান আবার প্রশ্ন করিল। বলুনতো, কিভাবে আপনি আমার নিকট হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। নবী বলিলেন, বরং তুমি বল; কিভাবে তুমি আদম সন্তানের উপর বিজয়ী হইতে পার। অতঃপর প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সঠিক কথা বলিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। অতঃপর নবী বলিলেন, আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِيْنَ তখন ইবলীস বলিল, ইহাতো আপনার জন্মের পূর্বেই আমি শুনিয়াছি। নবী বলিলেন, আল্লাহ আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ “যদি তোমাকে শয়তান প্রবঞ্চনা দেয় তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।” আর আমি যখনই তোমার আগমন অনুভব করি তখনই তোমার প্রবঞ্চনা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তখন ইবলীস বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন, এইভাবেই আপনি রক্ষা পাইবেন। অতঃপর নবী জিজ্ঞাসা করিলেন– আচ্ছা, এইবার তুমি বলতো দেখি, কি উপায়ে তুমি আদম সন্তানের উপর বিজয়ী হও। তখন সে বলিল, আমি তাহার ক্রোধ ও প্রবৃত্তির কামনার সময় তাহাকে চাপিয়া ধরি।

قوله وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা শয়তানের অনুসরণ করিবে জাহান্নাম তাহাদের সকলের ওয়াদার স্থান। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ বিভিন্ন গোত্র হইতে যে কেহ তাহার সহিত কুফর করিবে দোযখ তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, দোযখের সাতটি দরজা রহিয়াছে, لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ অর্থাৎ জাহান্নামের দরজার জন্য ইবলীসের অনুসারীদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার অনুসারীদের আসন অনুসারে তাহারা উক্ত দরজাসমূহের জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। সেই দরজাসমূহ দ্বারা অবশ্যই তাহারা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইস্‌মাঈল ইবনে উলাইয়্যাহ

ও শু'বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে একবার খুতবা দিতে শুনিয়াছি, দোযখের দরজাসমূহ এইরূপ অর্থাৎ একটির উপর অপরটি। ইসরাঈল (র)....হযরত আলী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের দরজা সাতটি। একটি অপরটির উপরে অবস্থিত। সর্বপ্রথম প্রথম দরজা পূর্ণ করা হইবে। অতঃপর দ্বিতীয়টি অতঃপর তৃতীয়টি এইরূপে সব কয়টি পরিপূর্ণ করা হইবে। ইকরিমাহ (র) বলেন, দোযখের সাতটি দরজা বলিতে সাতটি স্তর বুঝান হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ বলেন, দোযখের সাতটি স্তর হইল– (১) জাহান্নাম, (২) লাযা, (৩) হুতামাহ, (৪) সায়ীব, (৫) সাকার, (৬) জাহীম (৭) হাবীয়াহ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ দ্বারা আমল অনুযায়ী জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর। রেওয়ায়েত কয়টি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। জুওয়াইবির (র) হযরত যাহ্‌হাক (র) হইতে لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর তাফসীর সম্পর্কে বলেন, জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে একটি ইয়াহূদীদের জন্য একটি নাসারাদের জন্য একটি ছাবীদের (নক্ষত্র উপাসক) জন্য, একটি অগ্নি উপাসকদের জন্য একটি মুশরিকদের জন্য একটি মুনাফিকদের জন্য আর একটি তাওহীদ পন্থিদের জন্য তাওহীদ পন্থিদের তো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্যান্যদের জন্য কখনো মুক্তির আশা করা যাইতে পারে না।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আব্দ ইবনে হুমাইদ (র) .... ইবনে উমর (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে উহার একটি হইল সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার উম্মতের উপর তরবারী উন্মুক্ত করিয়াছে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া রাবী বলেন, হাদীসটি কেবল মালেক ইবনে মিগওয়াল'এর সূত্রে জানিতে পারিয়াছি। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সামুরাহ ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ এর তাফসীর সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন। দোযখবাসীদের মধ্যে কেহ তো এমন হইবে যে আগুন তাহার টাখ্‌নু পর্যন্ত জ্বালাইবে, কেহ এমন হইবে যে, আগুন তাহার কোমর পর্যন্ত ধরিবে। আবার কেহ এমনও হইবে যে, তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত জ্বালাইয়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের আমল হিসাবে দোযখে তাহার স্থান হইবে। আল্লাহ তা'আলা لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ দ্বারা ইহার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন।

(٤٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ؕ ○

(٤٦) اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ ○

(٤٧) وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

(٤٨) لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ○

(٤٩) نَبِّئْ عِبَادِيْٓ اَنِّيْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۙ ○

(٥٠) وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ○

৪৫. মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বহুল জান্নাতে।

৪৬. তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত উহাতে প্রবেশ কর।

৪৭. আমি তাহাদিগের অন্তর হইতে ঈর্ষা দূর করিব; তাহারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া আসনে অবস্থান করিবে।

৪৮. সেথায় তাহাদিগকে অবসাদ স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না।

৪৯. আমার বান্দাদিগকে বলিয়া দাও যে আমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৫০. এবং আমার শাস্তি সে অতি মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ পূর্বে দোযখবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া পরে বেহেশতবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা বেহেশতের বাগানসমূহে ও উহার ঝর্ণাসমূহের নিকট অবস্থান করিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে وَادْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ তোমরা উহাতে সর্বপ্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। وَامِنِيْنَ আর সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রবেশ কর। তোমরা বেহেশত হইতে বহিষ্কৃত হইবার কিংবা বেহেশতের নিয়ামতসমূহের বিলুপ্ত হইবার ভয় করিওনা وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ তোমাদের অন্তর হইতে সর্বপ্রকার বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিব এবং তোমরা সেখানে ভাই ভাই হইয়া সিংহাসনে পরস্পর

মুখামুখী হইয়া উপবিষ্ট হইবে। হযরত আবূ উসামাহ (র) হইতে কাসেম (র) বর্ণনা করেন, যখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের অন্তরে দুনিয়ার হিংসা বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে কিন্তু যখন তাহারা মুখামখী হইয়া বেহেশতে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অন্তর হইতে হিংসা বিদ্বেষ বাহির করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ পাঠ করিলেন। হযরত আবূ উসামাহ (রা) হইতে কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান (র) যে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে তিনি দুর্বল। সায়ীদ (র) তাহার তাফসীরে .... আবূ উসামাহ (রা) হইতে, বলেন, মু'মিন ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যতক্ষণ না আল্লাই তাহার অন্তরের বিদ্বেষ বাহির করিবেন। হযরত কাতাদাহ (র) হইতে সহীহ রেওয়ায়েতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী (র) .... হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিন বান্দাগণ দোযখ হইতে মুক্তি পাইয়া বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থান পুলসিরাতের উপর বাধা প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর দুনিয়ায় তাহারা যে পরস্পরে একে অন্যের প্রতি যুলুম অত্যাচার করিয়াছিল উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে অবশেষে তাহারা যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান (র) .... মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদা আশতর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল তখন তাঁহার নিকট ইবনে লাতলাহাহ উপস্থিত ছিল, অতএব সে বাধাপ্রাপ্ত হইল অতঃপর তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। যখন সে তাঁহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন সে বলিল, আমার ধারণা আপনি আমাকে ইহার কারণে অনুমতি দান করেন নাই। তিনি বলিলেন, হাঁ, সে বলিল, তাহা হইলে তো আপনার নিকট হযরত উসমান (রা)-এর কোন পুত্র থাকিলে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন না। তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি আশা করি আমি ও হযরত উসমান সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইব যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ হযরত ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, হাসান ইবনে আহমদ (র) আবূ হাবীবাহ (র) .... হইতে বর্ণিত, একবার জামাল যুদ্ধ হইতে অবসর হইবার পর ইমরান ইবনে তালহা (র) হযরত আলী (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। হযরত আলী তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন, যাহাদের সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন

وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ হাসান (র) .... আবূ হাবীবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার ইমরান ইবনে তালহা জামাল যুদ্ধের পর হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি তাহাকে স্বাগত জানাইয়া বলিলেন আমি আশা করি, আল্লাহ আমাকে ও তোমার পিতাকে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ রাবী বলেন, এই সময় দুই ব্যক্তি বিছানার একপাশে বসা ছিল। তাহারা বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অতি ন্যায়পরায়ণ সে, কাল তো আপনি তাহাদিগকে হত্যা করিলেন আবার আপনারা ভাই ভাইও হইয়া যাইবেন। তখন হযরত আলী (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন তোমরা এখান হইতে দূর হইয়া যাও। যদি আমি এবং তালহা (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে। আবূ মু'আবীয়াহ (র) হাদীসটি আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অকী (র) .... হযরত আলী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত্র রেওয়াতে আরো বর্ণিত যে, অতঃপর হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, আল্লাহ তা'আলা ইহা হইতে অনেক বেশী ন্যায়পরায়ণ। রাবী বলেন অতঃপর হযরত আলী এত জোরে চিৎকার করিলেন, যেন মহল প্রকম্পিত হইল এবং বলিলেন, যদি আমরা এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত না হই তবে আর কে হইবে? সায়ীদ ইবনে মাসরুক (র) আবূ তালহা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উক্ত রেওয়াতে বর্ণিত যে, তখন, হারিস আ'ওয়ার দাঁড়াইয়া হযরত আলীকে এই কথা বলিল। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহার হাতের একটি বস্তু দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করিলেন। এবং বলিলেন হে আ'ওয়ার। যদি আমরাই না হই, তবে আর কে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর (র) হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত যুবাইর (রা)-এর হত্যাকারী ইবনে জরমূয হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাকে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বাধা দিয়া রাখিলেন; অতঃপর তিনি অনুমতি প্রদান করিলেন। লোকটি প্রবেশ করিয়া হযরত যুবাইর এবং তাহার সাথীদিগকে ফাসাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিল। হযরত আলী তাহাকে বলিলেন তোমার মুখে মাটি, আমি তো আশা করি, আমি তালহা ও যুবাইর সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ

مُتَقَابِلِيْنَ সাওরী (র) জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উযায়নাহ (র)....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা যাহারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলাম, তাহাদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ কাসীর নাওয়া (র) বলেন, একবার আমি আবূ জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র)-এর নিকট প্রবেশ করিলাম এবং বলিলাম যে ব্যক্তি আমার বন্ধু সে আপনারও বন্ধু। আর যে আমার শত্রু সে আপনারও শত্রু। যাহার সহিত আমার সন্ধি হইয়াছে আপনারও তাহার সহিত সন্ধি হইয়াছে। আমার সহিত যে যে শত্রুতা পোষণ করে সে আপনার সহিতও শত্রুতা পোষণ করে। যে আমার সহিত যুদ্ধ করে সে আপনার সহিতও যুদ্ধ করে। আল্লাহর কসম, আমি আবূ বকর ও উমর (রা) হইতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী। তখন আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী বলিলেন, যদি আমি এইরূপ করি, তবে নিঃসন্দেহে আমি গুমরাহ হইবে এবং হেদায়াত প্রাপ্তদের দল হইতে বহিষ্কৃত হইব। হে কাসীর। তুমি হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সহিত ভালবাসা স্থাপন কর। যদি ইহাতে তোমার কোন গুনাহ হয় তবে উহা আমার কাঁধে। অতঃপর তিনি এই আয়াত وَاِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যাহাদের কথা অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহারা হইলেন আবূ বকর, উমর ও আলী। সাওরী জনৈক রাবী হইতে তিনি আবূ সালিহ (র) হইতে وَاِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতের মধ্যে যাহাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন, মোট দশব্যক্তি আবূবকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবূ ওককাস, সায়ীদ ইবনে যায়েদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) قوله مُتَقَابِلِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল বেহেশতবাসীগণ পারস্পরিক একে অন্যের মুখামুখী হইয়া বসিবে কেহ কাহারো পিছনের দিকে দেখিবে না। এই সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....যায়েদ ইবনে আবূ আওফী (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ অর্থাৎ তাহারা একে অপরের দিকে দেখিতে থাকিবে। قوله لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ তাহাদিগকে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করিবে না। বুখারী ও মুসলীম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত খাদীজাহকে তাহার বেহেশতের একটি ঘর সম্পর্কে সুসংবাদ দান

করিতে আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। যেখানে না কোন প্রকার অনর্থক কথাবার্তা হইবে আর না কোন কষ্ট হইবে। وَمَاهُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করাও হইবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত, বেহেশবাসীগণকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল সুস্থ থাকিবে, কখনো রোগাক্রান্ত হইবে না। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে কখনো মৃত্যুবরণ করিবে না। তোমরা চিরকাল যুবক থাকিবে কোনদিন বৃদ্ধ হইবে না তোমরা চিরকাল বেহেশত অবস্থান করিবে, তোমাদিগকে বহিষ্কার করা হইবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يَبْغُوْنَ عَنْهَاحِوَلاً

قوله نَبِّئْ عِبَادِ অর্থাৎ হে মুহম্মদ! (সা) আপনি আমার বান্দাগণকে সংবাদ দান করুন যে আমি বড়ই দয়াবান ও শাস্তিদানকারী। এই প্রকার আয়াত সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রকার আয়াত আশা ও ভীতি উভয় প্রকার গুণে গুণান্বিত হইবার জন্য তাকীদ করে।

অত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মূসা ইবনে উবাইদা মুস'আব ইবনে সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সংখ্যক সাহারায়ে কিরামের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যাহারা পরস্পরে হাসাহাসি করিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা বেহেশত ও দোযখকে স্মরণ কর। অতঃপর অবতীর্ণ হইল نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ। হাদীসটি ইবনে আবূ হাতিম (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়েছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুসাল্লা (র) .... ইবনে আবূ রবাহ জনৈক সাহাবী হইতে তিনি বলেন, একবার যেই দরজা দিয়ে বনু শায়বাহ প্রবেশ করে সেই দরজা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের প্রতি তাকাইয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন, "আমি যে তোমদিগকে খুব হাসিতে দেখিতেছি, এই কথা বলিয়া তিনি পিছনের দিকে চলিয়া গেলেন যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন তখন পুনরায় তিনি আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং বলিলেন, "যখন আমি বাহির হইয়াছি তখন জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, "আপনি আমার বান্দাগণকে নিরাশ করিতেছেন কেন? نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ শু'বা (রা) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বক্তব্য আমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছে যে, আল্লাহ্ যে কি পরিমাণ ক্ষমা করিতে পারেন, যদি বান্দা তাহা জানিত তবে কোন হারাম হইতে সে বিরত থাকিত না আর যদি আল্লাহর শাস্তির পরিমাণ জানিত তবে আত্মহত্যা করিত।

(٥١) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ○

(٥٢) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ○

(٥٣) قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

(٥٤) قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ○

(٥٥) قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ○

(٥٦) قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ○

৫১. এবং উহাদিগকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদিগের কথা।

৫২. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম তখন সে বলিয়াছিল আমরা তোমাদিগের আগমনে আতংকিত।

৫৩. উহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি।

৫৪. সে বলিল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ?

৫৫. উহারা বলিল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি, সুতরাং তুমি হতাশ হইওনা।

৫৬. সে বলিল, যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, আপনি তাহাদিগকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর মেহমানদের সম্পর্কে জানাইয়া দিন। ضَيْفٌ শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন زُوْرٌ ও سَفْرٌ একবচন ও বহুবচন উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ যখন তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট প্রবেশ করিল, তখন সালাম করিল কিন্তু হযরত ইবরাহীম বলিলেন তোমাদের পক্ষ হইতে আমাদের ভয় লাগিতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভয়ের কারণ ছিল এই যে, তিনি তখন তাহাদের আপ্যায়নের জন্য ভুনা গোশত পেশ করিলেন তখন উহা খাইবার জন্য

তাহাদের হাত বাড়িতেছিল না। মেহমানের এইরূপ আচরণ ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। قَالُوْا لَا تَوْجَلْ তাহারা বলিলেন, "আপনি ভীত হইবেন না। وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ আর তাহারা এক জ্ঞানী সন্তান অর্থাৎ হযরত ইস্‌হাক (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ দান করিলেন। পূর্বে সূরা হূদ-এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। قَالَ হযরত ইব্‌রাহীম তাঁহার নিজের ও তাহার স্ত্রীর বার্ধক্যের কারণে বিস্মিত হইয়া অত্র ওয়াদায় নিশ্চিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ তাহারা এই জিজ্ঞাসার পর তাহাদের দেওয়া সুসংবাদকে অধিক নিশ্চিত করিবার জন্য বলিলেন, قَالُوْا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ আমরা আপনাকে সত্য সু-সংবাদই প্রদান করিয়াছি অতএব আপনি নিরাশ হইলেন না। কেহ কেহ এখানে قَنِطِيْنَ পড়িয়াছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তর করিলেন যে, আমি নিরাশ হই নাই বরং আল্লাহর নিকট হইতে সন্তানের আশা করিতেছি যদিও তিনি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই বার্ধক্যে উপস্থিত হইয়াছেন কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও তাহার রহমত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

(٥٧) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۝
(٥٨) قَالُوْآ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝
(٥٩) اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ۭ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝
(٦٠) اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

৫৭. সে বলিল হে প্রেরীতগণ! তোমাদিগের আর বিশেষ কি কাজ?

৫৮. উহারা বলিল, আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৫৯. তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদিগের সকলকে রক্ষা করিব।

৬০. কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে, আমরা স্থির করিয়াছি যে সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন যে, তিনি যখন ভীতিমুক্ত হইলেন এবং তাহার নিকট সন্তানের সুসংবাদ আসিল, তখন তিনি ফিরিশতাদের নিকট প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেন, তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলিলেন, اِنَّآ اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ আমরা একটি অপরাধী

সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অর্থাৎ হযরত লূত (আ) এর সম্প্রদায়ের নিকট। অবশ্য তাহারা এই সংবাদও দিলেন যে, তাহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইবে উহা হইতে হযরত লূত (আ) এর স্ত্রী ব্যতিত তাহার বংশের সকলেই রক্ষা পাইবে। কেবল তাঁহার স্ত্রীই ধ্বংস হইবে। اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِيْنَ অর্থাৎ তাহার স্ত্রী সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছি যে যাহারা ধ্বংস হইবে এবং এই কারণেই প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থানে অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে সে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(٦١) فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ِۨ الْمُرْسَلُوْنَ ۙO

(٦٢) قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ O

(٦٣) قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ O

(٦٤) وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ O

৬১. ফিরিশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসিল।

৬২. তখন লূত বলিলেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক।

৬৩. তাহারা বলিল, না উহারা যে বিষয়ে সন্ধিগ্ন ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি।

৬৪. আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ জানাইতেছেন যে, ফিরিশতাগণ যখন সুন্দর যুবকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর নিকট আসিলেন এবং তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন তিনি বলিলেন اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكِرُوْنَ তোমরা অপরিচিত করিয়া মনে হইতেছে قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ আপনার সম্প্রদায় যে শাস্তি ও আযাব অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত সেই শাস্তি লইয়া-ই আমরা আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। وَاَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ আমরা সত্য লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلاَّ بِالْحَقِّ আমি সত্যসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ করিব। اِنَّا لَصَادِقُوْنَ আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তাহারা লূত (আ) এর সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার ও তাহার বংশধরের মুক্তির যে সংবাদ দিয়াছে অত্র বাক্যটি উহারই তাকীদ হইয়াছে।

(٦٥) فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ
اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ o

(٦٦) وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ
مُّصْبِحِيْنَ o

৬৫. সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদিগের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদিগের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়, তোমাদিগকে যেথায় যাইতে বলা হইয়াছে তোমরা চলিয়া যাও।

৬৬. আমি তাহাকে এই বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে প্রত্যুষে উহাদিগকে সমূলে বিনাশ করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, ফিরিশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যে রাতের একাংশ শেষ হইতেই তাহার পরিবারবর্গকে বাহিরে লইয়া যান এবং তাহাদের ভালভাবে হিফাযতের জন্য তিনিও তাহাদের পিছনে পিছনে চলিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়মও ছিল ইহাই। তিনি সেনাদলের পিছনে থাকিতেন, যেন তিনি দুর্বল লোককে সাথে লইয়া যাইতে পারেন এবং পতিত বস্তুকে উঠাইতে পারেন। وَلَايَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ অর্থাৎ তোমরা যখন অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর কোন বিকট শব্দ শুনিবে তখন যেন তোমাদের কেহ তাহাদের প্রতি না তাকায় বরং তাহাদের প্রতি যে শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে উহাতে তাহাদিগকে ধ্বংস হইতে দাও।

وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ তোমাদিগকে যেখানে যাইতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তোমরা সেখানেই চলিয়া যাইবে। যেন তাহাদের সহিত পথ দেখাইবার জন্য কেহ নির্দিষ্ট ছিল যে তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল। وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির ব্যাপারে লূত (আ)-এর নিকট পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত পৌঁছাইয়াছি যে ভোরেই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ তাহাদের শাস্তির জন্য ওয়াদাকাল হইল ভোরবেলা, ভোরবেলা কি নিকটবর্তী নহে!

(٦٧) وَجَاۤءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(٦٨) قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ ○

(٦٩) وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ ○

(٧٠) قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٧١) قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنٰتِىْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ○

(٧٢) لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

৬৭. নগরবাসিগণ উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল।

৬৮. সে বলিল, উহারা আমার অতিথি, সুতরাং, তোমরা আমাকে বে-ইয্‌যত করিও না।

৬৯. তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করিও না।

৭০. উহারা বলিল, আমরা কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই।

৭১. লূত বলিল, একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে।

৭২. তোমার জীবনের শপথ উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়াছে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কওম যখন তাহার সুন্দর সুশ্রী মেহমানদের আগমনের সংবাদ জানিতে পারিল তখন তাহারা আনন্দ উল্লাস করিতে করিতে আসিল قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ হযরত লূত (আ) বলিলেন, দেখ তাহারা আমার সম্মানিত অতিথি অতএব তাহাদের সহিত অপকর্ম করিয়া তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত করিও না।

হযরত লূত (আ) তাহারা যে আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতা ছিল এই কথা জানিবার পূর্বে এইরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন সূরা হূদ এর মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। অবশ্য এখানে তাহার সম্প্রদায়ের দৌরাত্মের কথা পরে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অতিথিগণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশতা। কিন্তু واو অব্যয়টির জন্য তরতীব জরুরী নহে। বিশেষতঃ এমন স্থানে যেখানে ইহার বিপরিত দলীল রহিয়াছে।

اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ আমরা কি আপনাকে কাহাকেও অতিথি বানাইতে নিষেধ করি নাই? আর এখন আপনি তাহাদের সাহায্য করিতেই বা আগাইয়া আসিয়াছেন কেন? অতঃপর তিনি তাহাদিগকে অধিক বুঝাইবার জন্য বলিলেন তোমাদের স্ত্রীরা যাহারা আমার কন্যা তাহারাই তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূর্ণ করিবার উপায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তোমাদের জন্য হালাল করিয়া দিয়াছেন, ইহাদিগকে নহে। পূর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। পুনরায় উহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই তাহাদের উল্লাস ও এই সমস্ত কথাপোকথন হইতেছিল অথচ তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবধারিত আসন্ন বিপদ ও শাস্তি হইতে সম্পূর্ণ গাফেল ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহম্মদ (সা)-কে বলেন وَلَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আপনার জীবনের কসম, তাহারা তো তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শপথ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। 'আমর ইবনে মালিক বকবী (র) আবুল জাওযা (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও অধিক শ্রদ্ধেয় অন্য কাহাকেও সৃষ্টি করেন নাই। আর অন্য কাহার জীবনের কসম খাইতেও আমি শুনি নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আপনার জীবন ও পৃথিবীতে আপনার অবস্থানের কসম। اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ অবশ্যই তাহারা তাহাদের মাতলামীতে অস্থির। হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন سَكْرَةٌ অর্থ! গুমরাহী, يَعْمَهُوْنَ অর্থ তাহারা খেলা করিতেছে অর্থাৎ তাহারা তাহাদের গুমরাহী লইয়া খেলা করিতেছে। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, لَعَمْرُكَ অর্থ আপনার জীবনের কসম اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তাহারা তাহাদের মাত্‌লামীতে নিমজ্জিত হইয়া সন্দেহ পোষণ করিতেছে।

(٧٣) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ۙ○
(٧٤) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ؕ○
(٧٥) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ○
(٧٦) وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ○
(٧٧) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ؕ○

৭৩. অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৭৪. এবং আমি জনপদকে উলটাইয়া উপর নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদিগের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করিলাম।

৭৫. অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য। উহা লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান।

৭৭. অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদিগের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ অতঃপর তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিল। হযরত লূ'ত (আ)-এর কওমকে সূর্যোদয়কালে যে বিকট শব্দ ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল আয়াতে তাহার কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহাদের শহরকে আসমানের দিকে বুলন্দ করিয়া উল্টাইয়া ফেলা হইয়াছিল উপরের অংশ নিম্নে এবং নিম্নের অংশ উপর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর তাহাদের প্রতি কংকর পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন এই বিকট শব্দ গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল। سجل শব্দের পূর্ণ আলোচনা সূরা হূদে করা হইয়াছে। قوله اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের এই শাস্তির চিহ্ন তাহাদের সেই শহরে বিদ্যমান অতএব যাহারা উহাতে চিন্তা ভাবনা করে ও দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহাদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) مُتَوَسِّمِيْنَ এর অর্থ مُتَفَرِّسِيْنَ করেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও হুশিয়ার ব্যক্তিবর্গ। ইবনে আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) ইহার অর্থ করেন, চিন্তা-ভাবনাকারী লোক। কাতাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল উপদেশ গ্রহণকারী লোক সকল। মালেক কোন কোন মদীনাবাসী হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন مُتَاَمِّلِيْنَ অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনাকারী লোক সকল।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইবনে আরাফাহ (র) .... আবূ সায়ীদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ তোমরা মু'মিনের ফিরাসত (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি) কে ভয় কর কারণ, সে আল্লাহ্র নূরের সাহায্যে দেখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ পাঠ করিলেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে জরীর (র) আমর ইবনে কয়েস মুলায়ী (র) হইতে তিনি আতীয়্যাহ হইতে তিনি আবূ সায়ীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তূসী (র)....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় করিয়া চল

কারণ, মু'মিন আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে দর্শন করে। ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ সুরাহবীল হিমসী (র) .... সাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "তোমরা মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় কর, কারণ, মু'মিন আল্লাহ্‌র নূর ও তাঁহার তাওফীকের সাহায্যে দেখিয়া থাকে। তিনি আরো বলেন, আবদুল আ'লা ইবনে ওয়াসিল (র) .... হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কিছু বান্দা এমনও আছে যাহারা চিহ্ন দেখিয়াই চিনিয়া লয়।

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, সাহ্‌ল ইবনে বাহ্‌র (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কিছু বিশিষ্ট বান্দা আছে যাহারা আলামত দেখিয়াই চিনিয়া লয়। قوله وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর আবাসভূমি 'সাদ্দম' যাহা উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এমন কি উহা মৃত সাগরে পরিণত হইয়াছে উহা দুর্গন্ধময় এবং ময়লাযুক্ত যাহা জনপথের নিকট অবস্থিত এবং তোমরা সদা সর্বদা সেই পথে চলাফিরা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ আর তোমরা তাহাদের নিকট দিয়াই দিনে-রাতে যাতায়াত এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক তাহার পরও তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না। তোমরা কি কিছু বুঝ না?

মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এবং সেই জনবসতী একটি চিহ্নিত পথের নিকটই অবস্থিত। কাতাদাহ (র) বলেন, উহা একটি স্পষ্ট সড়কের নিকট অবস্থিত। সুদ্দী (র) বলেন, لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ এর অর্থ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ সেই বসতীর কথা কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান (হিজর-৭৭)। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু, এই অর্থটি এখানে বেশী সংগতিপূর্ণ নহে। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ হযরত লূত (আ)-এর কওমের সহিত আমি যে ব্যবহার করিয়াছি অর্থাৎ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং লূত (আ)-এর পরিবারবর্গকে মুক্তি দান করিয়াছি ঈমানদার লোকদের জন্য ইহা একটি স্পষ্ট নিদর্শন।

(৭৮) وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ ۙ

(৭৯) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۟ع

৭৮. আর আয়কাবাসীরা তো ছিল সীমালংঘনকারী।

৭৯. সুতরাং আমি উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি উহাদিগের উভয় জনপথ তো প্রকাশ্য পথ পার্শ্বে অবস্থিত।

তাফসীর ঃ 'আয়কাবাসী দ্বারা হযরত শু'আইব (আ)-এর কওম বুঝান হইয়াছে। যাহ্‌হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন আয়কাহ্ বলা হয় ঘন বনকে। তাহাদের অপরাধ শুধু শিরক করা ছিল না বরং তাহারা রাহ্‌জানীও করিত এবং মাপে কম করিত। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকেও বিকট শব্দ ও ভূমিকম্পন দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন। আয়কার জন বসতী হযরত লূত (আ)-এর কওমের জনবসতীর নিকটবর্তী ছিল। আর তাহাদের যামানাও ঐ কওমের যামানার নিকটবর্তী ছিল। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছে وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ উভয় কওমের জনবসতী সাধারণ সড়কের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) বলেন, اِمَامٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা এখানে উন্মুক্ত সড়ক বুঝান হইয়াছে। আর এই কারণে হযরত শু'আইব (আ) তাহার কওমকে যখন ভীতি প্রদর্শন করিতেন তখন তিনি বলিতেন وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ হযরত লূত (আ)-এর কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নহে।

(٨٠) وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ o

(٨١) وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۙ o

(٨٢) وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ o

(٨٣) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ ۙ o

(٨٤) فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ط o

৮০. হিজরবাসিগণও রাসূলদিগের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল।

৮১. আমি উহাদিগকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম। কিন্তু উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল।

৮২. উহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য।

৮৩. অতঃপর প্রভাত কালে মহানদ উহাদিগকে আঘাত করিল।

৮৪. সুতরাং উহারা যাহা অর্জন করিয়াছিল তাহা উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

তাফসীর ঃ হিজরবাসীরা হইল সামূদ জাতি যাহারা তাহাদের নবী হযরত সালিহ (আ)-কে অস্বীকার করিয়াছিল। আর যে কেহ কোন একজন নবীকে অস্বীকার করে সে যেন সমস্ত নবীকে অস্বীকার করে। আর এই কারণেই সামূদ জাতি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তাহারা সকল নবীকে অস্বীকার করিত।

উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের নিকট এমন নিদর্শন পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে হযরত সালিহ (আ)-এর নবুওয়তের সত্যতা প্রমাণিত হয়। যেমন কঠিন পাহাড় হইতে হযরত সালিহ (আ)-এর দু'আয় উটনীর আত্মপ্রকাশ। উটনীটি তাহাদের শহরেই চরিয়া খাইত। তাহার পানি পান করিবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট ছিল এবং সালিহ (আ)-এর কওমের জন্যও একটি নির্দিষ্ট দিন ছিল। যখন তাহারা সীমা অতিক্রম করিল এবং উটনীটিকে হত্যা করিল তখন সালিহ (আ) তাহাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে খুব ভোগ কর ইহা অসত্য ওয়াদা নয় তোমাদের প্রতি শাস্তি অবধারিত।

আল্লাহ্ আরো ইরশাদ করেন, وَاَمَّا ثَمُوْدَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى। আর সামূদ জাতিকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা গুমরাহীকে হেদায়েতের উপর প্রাধান্য দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে আরো ইরশাদ করেন كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ তাহারা পাহাড় কাটিয়া কাটিয়া ঘর তৈয়ার করিত। অথচ তাহাদের কোন ভয়ও ছিলনা আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। বরং কেবল লৌকিকতা ও অহংকারের বশীভূত হইয়া তাহারা এই রূপ করিত। যেমন হিজ্র উপত্যকায় তাহাদের ঘর-বাড়ির নমুনা দেখিয়া বুঝা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাবূক অভিযানে যাত্রাকালে যখন এই জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তিনি স্বীয় মাথা ঢাকিয়া ফেলিলেন এবং সোয়ারী দ্রুত চালাইলেন। আর স্বীয় সাথীগণকে বলিলেন, শাস্তিপ্রাপ্ত অভিশপ্ত জাতির বসতীতে ক্রন্দনাবস্থায় প্রবেশ করিবে যদি ক্রন্দন না আসে তবে ক্রন্দনের ভাব করিবে, যেন তোমাদের উপর সেই শাস্তি অবতীর্ণ না হয়। قوله فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ অর্থাৎ চতুর্থ দিন ভোরেই বিকট শব্দ তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাহারা যে ক্ষেত খামার করিয়াছিল এই যে বাগবাগিচা করিতেছিল। এবং পানি দ্বারা কৃপণতা করিয়া তাহারা যে নিদর্শনের উটনীকে হত্যা করিয়া দিল তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন আল্লাহ্র নির্দেশ আসিল তখন ইহার কোন কিছুই কাজেই আসিল না। বরং তাহাদের সবকিছুই অকেজু প্রমাণিত হইল।

(٨٥) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ ○

(٨٦) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

৮৫. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা সৃষ্টি করি নাই এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সহিত উহাদিগকে ক্ষমা কর।

৮৬. তোমার প্রতিপালকই মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَاخَلَقْنَا السَّمَاوَات وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الاَّ بِالْحَقِّ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে সত্য ও ন্যায়ের সহিত সৃষ্টি করিয়াছি এবং কিয়ামত অবশ্যই উপস্থিত হইবে। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُ وَالسُّوْءَ مِمَّا عَمِلُوْا যেন অপকর্মকারীদিগকে তাহাদের অপকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন। আর সৎকর্মকারীদিগকেও তাহাদের সৎকর্মের বিনিময় দান করতে পারেন। وَمَاخَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যে অবস্থিত বস্তুসমূহকে আমি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। কাফিরদের ধারণা ইহাই অতএব কাফিরদের জন্য রহিয়াছে ওয়েল দোযখ। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَاخَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لآ اِلٰهَ الاَّهُوَالْعَزِيْزُ الْكَرِيْمَ তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না, আল্লাহ্ তা'আলা বুলন্দ মর্যাদার অধিকারী তিনি সাম্রাজ্যের অধিকারী তিনি পরম সত্য তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি মহান আরশের অধিকারী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে কিয়ামতের আগমন বার্তা দিয়াছেন উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। অতঃপর মুশরিকদিগকে তাহাদের নির্যাতনের কারণে সুন্দর ক্ষমা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং তাহাদিগকে সালাম বলিয়া দিন। সত্বর তাহারা পরিণাম জানিতে পারিবে। (যুখরুফ-৮৯) হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ্ (র) অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এই নির্দেশ যুদ্ধের নির্দেশের পূর্বে ছিল। কারণ এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ আর যুদ্ধের হুকুম হইয়াছে হিজরতের পর।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ আপনার প্রতিপালকই সৃষ্টিকর্তা ও মহাজ্ঞানী। এই আয়াত দ্বারা কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত কায়েম করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন তিনি এমন সৃষ্টিকর্তা যে কোন কিছু সৃষ্টি করিতে তাহাকে কেহ বাধা দিতে পারে না এবং মানুষের শরীর পচিয়া গলিয়া যে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণু সম্পর্কে তাহার জানা আছে। অতএব উহা একত্রিত করিয়া পুনরায় সৃষ্টি করিতে তাহার পক্ষে কোন অসম্ভব কাজ নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ- إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদের ন্যায় লোক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন। অবশ্যই সক্ষম। যখন তিনি কোনবস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল তাহাকে হইয়া যাইতে হুকুম করেন, অমনি উহা হইয়া যায়। সেই সত্তা বড় পবিত্র তাহার হাতে সকল বস্তুর কর্তৃত্ব রহিয়াছে আর তাহার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (সূরা ইয়াসিন-৮১-৮৩)।

(৮৭) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ٥

(৮৮) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

৮৭. আমি তো তোমাকে দিয়াছি সাত আয়াত যাহা পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং দিয়াছি মহা কুরআন।

৮৮. আমি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীকে ভোগ বিলাসের যে উপকরণ দিয়াছি তাহার প্রতি তুমি কখনও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করিও না। তাহাদিগের জন্য তুমি ক্ষোভ করিও না। তুমি মু'মিনদিগের জন্য তোমার পক্ষপুট অবনমিত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে নবী! যেহেত আপনাকে আমি কুরআনের ন্যায় মহাগ্রন্থ দান করিয়াছি। অতএব আপনি দুনিয়া ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না এবং দুনিয়ার যে অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর মধ্যে কাফিরদিগকে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি উহার প্রতি যেন আপনার কোন

প্রকার লোভ লিপ্সা না হয় এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও আপনার দ্বীনের বিরোধিতা করিবার কারণে যেন আপনি চিন্তিত হইয়া তাহাদের উপর অনুতাপ না করেন। وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَّبَعَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মু'মিনদের জন্য আপনার ডানা অবনত করিয়া দিন, তাহাদের সহিত সদাচারণ করুন তাহাদের প্রতি সদয় হউন। لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ তোমাদের মধ্য হইতেই তোমাদের নিকট এমন রাসূলের আবির্ভাব হইয়াছে যাহার উপর তোমাদের দুঃখ কষ্ট অত্যন্ত পিড়াদায়ক যিনি তোমাদের কল্যাণের বড় আকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই মমতাশীন ও দয়াবান।

উলামায়ে কিরাম এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ কি? হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারের মতে উহা হইল কুরআনের দীর্ঘ সাতটি সূরা। অর্থাৎ বাক্বারা, আলে-ইমরান, নিসা, মায়েদাহ্ আন্‘আম, আ'রাফ ও সূরা ইউনুস। হযরত ইবনে আববাস (রা) ও সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ইহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত শু'বা (র) বলেন উদ্ধৃত সূরাসমূহে ফরায়েয হুদূদ, ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ এবং শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহার মধ্যে উদাহরণসমূহ, ঘটনাবলী ও নসীহতসমূহের বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... সুফিয়ান হইতে বর্ণিত, মাসানী হইল একশত আয়াত-বিশিষ্ট বাক্বারাহ, আলে-ইমরান, নিসা, মায়িদা, আন্‘আম, আ'রাফ এবং আনফাল ও বারাআত এক সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উদ্ধৃত সূরাসমূহ কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-কে দান করা হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ)-কে উহার দুটি দান করা হইয়াছিল। হুসাইম (র) .... সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আ'মাশ (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-কে সাতটি দীর্ঘ সূরা দান করা হইয়াছে এবং হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া হইয়াছিল ছয়টি। তিনি যখন তাহার কাষ্ঠখন্ডগুলি ফেলিয়া দিলেন তখন দুটি উঠিয়া গেল। আর চারটি থাকিয়া গেল। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ দ্বারা সাতটি দীর্ঘ সূরা বুঝান হইয়াছে। কুরআনুল আযীম দ্বারাও ইহাই বুঝান হইয়াছে। খুসাইদ (র) যিয়াদ ইবনে আবূ মরিয়াম (র) হইতে سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আপনাকে আমি সাতটি অংশ দান করিয়াছি। নির্দেশ, নিষেধ, সুসংবাদ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন,

উদাহরণ বর্ণনা। নিয়ামতসমূহের বর্ণনা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাসমূহ। ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হইল যে, ইহা সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফাতিহা সাত আয়াত বিশিষ্ট। হযরত আলী, হযরত উমর, ইবনে মসঊদ ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিসমিল্লাহ্ হইল সপ্তম আয়াত আর আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তোমাদিগকে ইহা দান করিয়াছেন। ইবরাহীম নখয়ী, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর ইবনে আবী মুলায়কাহ্, শাহর ইবনে হাওশাব, হাসান্ বসরী ও মুজাহিদ (র) এই কথাই বলিয়াছেন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আমাদের নিকট বলা হইয়াছে যে, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ হইল সূরা ফাতিহা, ইহা ফরয ও নফল সব সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে পড়া হইয়া থাকে। ইবনে জরীর (র)ও এইমত গ্রহণ করিয়াছেন এবং একাধিক হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন তাফসীরের শুরুতে আমরা সূরা ফাতিহার ফযীলত বর্ণনা প্রসংগে আমরা উহার পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) এখানে দুইটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, (১) তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার (র) .... আবূ সায়ীদ ইবনে মুআল্যাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। আর আমি তখন সালাত আদায় করিতেছিলাম তিনি আমাকে ডাক দিলেন কিন্তু আমি সালাত শেষ না করিয়া আসিলাম না। অতঃপর আমি তাহার নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, তুমি তখন আসিলে না কেন? আমি, বলিলাম, আমি তখন সালাত পড়িতেছিলাম, তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নাই? يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকের জওয়াব দান কর যখন তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করেন"। অতঃপর তিনি বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্বে কুরআনের সর্বাধিক বড় সূরা কি আমি তোমাকে শিক্ষা দিব না অতঃপর তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইতে লাগিলেন। আমি তাহাকে তাহার কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্ হইল, 'সাবউল মাসানী' এবং মহান কুরআন যাহা আমাকে দান করা হইয়াছে। (২) ইমাম বুখারী (র) বলেন, আদম (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, উম্মুল কুরআন হইল 'সাবউল মাসানী' (সাতটি আয়াত যাহা বারবার পড়া হয়) ও মহান কুরআন। উল্লেখিত হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝান হইয়াছে। তবে দীর্ঘ সাতটি সূরাকে اَلسَّبْعُ الْمَثَانِىْ বলা ইহার

বিরোধী নহে। কারণ উহাতেও ঐ গুণ রহিয়াছে যাহা সূরা ফাতিহার মধ্যে নিহিত। যেমন পূর্ণ কুরআনকে مَثَانِىْ বলাও ইহার বিরোধী নহে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ অত্র আয়াতে সম্পূর্ণ কুরআনকে মাসানী এবং অন্যদিক হইতে মুতাশাবিহ বলা হইয়াছে। একদিক হইতে ইহা মাসানী এবং অন্য দিক হইতে মুতাশাবিহ। আবার সাথে সাথে ইহা মহান কুরআন বটে। যেমন বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা হইল যেই মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা কোনটি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)স্বীয় মসজিদের দিকে ইশারা করিলেন অথচ, আয়াতের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, যে মসজিদকে তাকওয়ার উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে উহা হইল কুবার মসজিদ। এই ব্যাপারে নীতিগত কথা হইল, দুটি বস্তু একই গুণে শরীক হইলে একটির উল্লেখ করা হইলে অপরদিকে বাদ দেওয়া হয় না। لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ হে নবী ! (সা) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে মহান কুরআন দান করিয়াছেন উহার দ্বারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও উহার সৌন্দর্য হইতে বিমুখ হইয়া নিজেকে সর্বাধিক বড় ধনী মনে করুন। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আল্লামা ইবনে উয়াইনা (র) একটি সহীহ হাদীস لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ এর অর্থ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুরআন প্রাপ্ত হইয়া দুনিয়ার অন্য সকল ধন-সম্পদ হইতে মুখাপেক্ষীহীন না হয় সে আমাদের দলভুক্ত নহে। কিন্তু উক্তিটি যদিও সঠিক, কিন্তু হাদীসের উদ্দেশ্য ইহা নহে। যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... আবূ রাফে' সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা)-এর ঘরে একজন মেহমান আসিল কিন্তু তাহার ঘরে এমন কিছুই ছিলনা যাহা দ্বারা তিনি মেহমানের আপ্যায়ন করিতে পারেন। অতএব তিনি এক ইয়াহূদীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন, সে যেন ইহা বলে, মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে বলিতেছেন, আমাকে রজব মাস পর্যন্ত কিছু আটা করয দাও। কিন্তু ইয়াহূদী কিছু বন্ধক রাখা ব্যতিত আটা দিতে অস্বীকার করিল। রাবী বলেন অতঃপর আমি নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া তাহার জওয়াব শুনাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আসমানের অধিবাসীদের নিকট আমানতদার আর যমীনের অধিবাসীদের কাছেও আমানতদার। যদি সে আমাকে করয দিত কিংবা আমার নিকট বিক্রয় করিত তবে অবশ্যই আমি উহা আদায় করিতাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমি যখন নবী করীম (সা) এর নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম তখন لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অবতীর্ণ হইল। যেন এই আয়াত দ্বারা

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা দিলেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত দ্বারা অন্যের নিকট যাহা আছে উহার প্রতি লোভ-লিপ্সাসহ আকাঙ্ক্ষা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ দ্বারা ধন সম্পদশালী কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে।

(٨٩) وَقُلْ اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ ۝

(٩٠) كَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ ۝

(٩١) الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ ۝

(٩٢) فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

(٩٣) عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৮৯. এবং বল, আমি তো কেবল এক প্রকাশ্য সতর্ককারী।

৯০. যেভাবে আমি অবতীর্ণ করিয়াছিলাম বিভক্তকারীদিগের উপর।

৯১. যাহারা কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করিয়াছে।

৯২. সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের। আমি উহাদিগের সকলকে প্রশ্ন করিবই।

৯৩. সেই বিষয়ে যাহা উহারা করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাঁহার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন মানুষকে বলিয়া দেন اِنِّيْٓ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ। অবশ্যই আমি ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের উপর তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করিবার কারণে যে আযাব ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল আমাকে অস্বীকার করিবার কারণেও তোমাদের উপর তদ্রূপ শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। اَلْمُقْتَسِمِيْنَ অর্থ পরস্পর শপথ গ্রহণকারী। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মত তাহাদের নবীগণের বিরোধিতা করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর শপথ গ্রহণ করিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালিহ (আ)-এর উম্মতের কর্মকান্ড সম্পর্কে খবর দিয়াছেন قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ তাহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্‌র শপথ কর, আমরা অবশ্যই তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে রাত্রের অন্ধকারে ধ্বংস করিয়া দিব।

আরো ইরশাদ হইয়াছে اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ তাহারা কঠিন শপথ করিয়া বলিল, যাহার মৃত্যু হইবে আল্লাহ্ তাহাকে আর পুনরায় জীবিত করিবেন না। اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ তোমরা কি পূর্বে কসম খাইয়া বলিতে না? আরো ইরশাদ হইয়াছে اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَايَنَالُهُمُ اللّٰهُ وَرَحْمَةٍ তোমরা তো সেই সমস্ত লোক যাহারা কসম খাইয়া বলিতে যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি কোন রহ্মত অবতীর্ণ করিলেন না। কাফিরদের অবস্থাই এই ছিল যে তাহারা যখনই কিছুকে অস্বীকার করিত তখন উহা কসম খাইয়াই অস্বীকার করিত এই কারণে তাহাদের নামই হইয়াছিল مُقْتَسِمِيْنَ (শপথকারী লোক সকল) আবদুর রহ্মান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, مُقْتَسِمِيْنَ হইল হযরত সালিহ (আ)-এর কওম, যাহারা কসম খাইয়া বলিয়াছিল, "রাত্রেই আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারর্গকে ধ্বংস করিয়া দিব।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার উদাহরণ ও যেই বস্তুসহ আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে উহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার কওমের নিকট আসিয়া বলে হে আমার কওম। আমি স্বচক্ষে শত্রু সেনা দেখিয়াছি আমি তোমাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি অতএব তোমরা সতর্ক হইয়া যাও এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। অতঃপর একটি দল তো তাহার অনুসরণ করিল এবং রাতের অন্ধকারেই আত্মরক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িল এবং এই অবসরে স্বীয় গতিতে চলিতে চলিতে রক্ষা পাইল। অপর পক্ষে অপর একটি দল তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাহার কথা অস্বীকার করিল এবং নিজ নিজ স্থানেই থাকিয়া গেল এবং ভোরেই শত্রু তাহাদিগকে পাইয়া বসিল, ফলে শত্রু তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল এবং তাহাদের মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিল। ইহাই হইল সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অনুসরণ করিল এবং আমার আনিত হক বস্তু মুতাবিক কাজ করিল এবং সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে অবিশ্বাস করিল এবং আমার আনিত হক বস্তুকেও অমান্য করিল।

قوله اَلَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ যাহারা আসমানী কিতাবসমূহকে খন্ড খন্ড করিয়াছে অতঃপর কিছু অংশের প্রতি তো ইমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَجَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ সম্পর্কে বলেন, তাহারাই হইল আহলে কিতাব, যাহারা আল্লাহ্র কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি তো ঈমান আনিয়াছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবন মূসা (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَجَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ সম্পর্কে বলেন, তাহারা হইল আহ্লে কিতাব যাহারা কিতাবকে বিভাগ করিয়া কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করিয়াছে।

উবায়দুল্লাহ্ ইবনে মূসা (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ যেমন "শপথকারীদের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলাম।" অবতারিত বস্তুর কিছু অংশকে যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস করিয়াছিল তাহারা হইল ইয়াহূদী ও নাসারা। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, মুজাহিদ, হাসান, যাহ্হাক, ইকরিমাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাকাম ইবনে আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ সম্পর্কে বলেন عِضِيْنَ অর্থ যাদু অর্থাৎ তাহারা কুরআনকে যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় العضة শব্দের অর্থ যাদু। السَّاحِرَةُ (যাদুকর) কে الْكَاهِنَةُ বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করিত, তাহারা যাদু বলিত, তাহারা ভবিষ্যৎ কথন বলিত তাহারা পূর্ববর্তীদের কাহিনী বলিত। আতা (র) বলেন, কাফিরদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদুকর বলিত। কেহ কেহ কাহেন বলিত আবার কেহ কেহ পাগল বলিত عِضِيْنَ অর্থ ইহাই। যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) .... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ এর নিকট কুরাইশ বংশের কিছু লোক একত্রিত হইল। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ তাহাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। সময়টি ছিল হজ্জের মওসূম। অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সমবেত লোকদিগকে বলিল, হে কুরাইশ দল! হজ্জের মওসূম সমাগত এবং এই মওসূমে আরবের বিভিন্ন এলাকা হইতে তোমাদের নিকট প্রতিনিধি দল আসিবে। অতএব তোমরা এই ব্যক্তি (হযরত মুহাম্মদ) সম্পর্কে কোন মত স্থির কর এবং কেহ কোন দ্বিতমত পোষণ করিও না। যেন এমন না হয় যে একজন অন্যের মতকে মিথ্যা বল। তখন তাহারা বলিল, আপনি একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দিন। সে বলিল, না, তোমরাই বল, আমি শুনিব। তখন তাহারা বলির, আমরা তো তাহাকে কাহেন বলি, সে বলিল, সে কাহেন নহে। তাহারা বলিল, তবে সে পাগল। অলীদ বলিল, সে পাগলও নহে। তাহারা বলিল তবে সে কবি। অলীদ বলিল, সে কবিও নহে। তাহারা বলিল, তবে সে যাদুকর। সে বলিল, সে যাদুকরও নহে। তাহারা বলিল তবে

আমরা আর তাহাকে কি বলিব? তখন অলীদ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, তাহার কথায় একটি বিশেষ স্বাদ আছে। তোমরা এই সকল বিশেষণের মধ্য হইতে যাহা দ্বারাই তাহাকে খিতাব করিবে অন্যান্য লোক উহাকে বাতিল মনে করিবে। তবে তাহার সহিত অধিক সংগতিপূর্ণ কথা হইল, সে যাদুকর। অতঃপর তাহারা এইমত স্থির করিয়া চলিয়া গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ নাযিল করিলেন।

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আপনার প্রতিপালকের কসম, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে যে সকল মন্তব্য করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহা সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিব। আতীয়্যাহ আওফী (র) হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ সম্পর্কে বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের সকলকে কালেমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লালাহ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করিব। আব্দুর রায্‌যাক (র) .... মুজাহিদ হইতে لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন "আমি অবশ্যই তাহাদিগকে কলেমায়ে তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিব। ইমাম তিরমিযী, আবূ ইয়ালা মুসেলী, ইবনে জরীর ও ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কালেমায়ে তাওহীদ তথা লাইলাহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। ইবনে ইদরীস লাইস (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে মওকূফরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ (রা).... তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইমাম তিরমিযী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের সকলেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সহিত নির্জনেই সাক্ষাৎ করিবে যেমন কেহ চৌদ্দ তারিখের চাঁদ নির্জনে একাকিই দেখিতে পারে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! কোন বস্তু আমার আনুগত্য হইতে তোমাকে ধোকায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন? হে আদম সন্তান! তুমি যাহা শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে উহার কোন্ কোন্ বিষয়ে তুমি আমল করিয়াছ? হে আদম সন্তান! তুমি আমার পয়গম্বরদের ডাকে কিরূপ সাড়া দিয়াছিলে।

আবূ জা'ফর (র) রবী' (র) হইতে তিনি আবুল আলিয়াহ্ হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সকল বান্দাকে দুইটি চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা কাহার ইবাদত করিত? এবং রাসূলগণের আহ্বানে তাহারা সাড়া দিয়াছিল কিনা? ইবনে

উয়ায়দাহ্ (র) বলেন, মান ও আমল সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হইবে। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক মানুষকে তাহার যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কে এবং তাহার হাতে ছানা মাটি সম্পর্কেও। অতএব হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে তোমাকে এমন যেন না পাই যে, তুমি ভাল কাজে অন্য হইতে পিছনে পড়িয়া আছ। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলের নিকট তাহাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করিব। অতঃপর তিনি فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ সেই দিনে কোন মানুষ ও জ্বিনকে তাহার গুনাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না? উভয় আয়াতের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস এই মিমাংসা পেশ করেন। গুনাহ্গারদের নিকট এই প্রশ্ন করা হইবে না, তুমি কি গুনাহ করিয়াছ? কারণ তিনি খুব ভালই জানেন যে সে গুনাহ করিয়াছে কি না? বরং তাহাকে যে প্রশ্ন করা হইবে তাহা হইল, তুমি অমুক গুনাহ করিয়াছ কেন?

(٩٤) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

(٩٥) اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ○

(٩٦) الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

(٩٧) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○

(٩٨) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

(٩٩) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ○

৯৪. অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর।

৯৫. যাহারা আল্লাহ্র সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

৯৬. যাহারা আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

৯৭. আমি তো জানি, উহারা যাহা বলে তাহাতে তোমার অন্তর সংকুচিত হয়।

৯৮. সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

৯৯. তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে তাঁহার নিকট প্রেরিত বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ করিতেছেন। মুশরিকদের সম্মুখে তাওহীদের বাণী সুষ্ঠুভাবে প্রচার করুন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন فَاصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ -এর অর্থ হইল, আপনাকে যে নির্দেশ করা হইয়াছে উহা প্রচার করুন। এক রেওয়াতে বর্ণিত, আপনাকে যে নিদের্শ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। মজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হই আপনি সালাতের মধ্যে উচ্চস্বরে কুরআন পড়ুন। قوله وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يْنَ অর্থাৎ আপনর প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। এবং মুশরিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবেন না। যাহারা আল্লাহ্র আয়াত প্রচার করিতে আপনাকে বাধা প্রদান করে। তাহারা তো ইহাই কামনা করে যে যদি আপনি একটু অলসতা করেন, আপনি তাহাদিগকে ভয় করিবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্যও যথেষ্ট আর আপনার হিফাযতের জন্যও যথেষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤاُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَاِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতারিত বস্তু আপনি পৌঁছাইয়া দিন যদি আপনি তাহা না করেন তবে আপনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিলেন না। আর আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেন। হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِ يْنَ اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাইতেছিলেন, এমন সময় মুশরিকদের কিছু লোক তাহাকে বিদ্রূপ করিল তখন হযরত জিবরীল (আ) উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ঘুষি মারিলেন ফলে এমন হইল যে, মনে হইতেছিল যেন তাহাদের শরীরে যখন হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ইহাতেই তাহাদের মৃত্যু হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা মুশরিকদের বড় বড় সর্দার ছিল। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে রুমান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন বিদ্রূপকারী লোকদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। তাহারা স্বীয় গোত্রে বড় সম্মানিত ছিল। বনু আসাদ ইবনে আব্দুল উয্যা ইবনে কুসাই গোত্রের আসওয়াদ ইবনে আবূ যামআহ এই লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভীষণ শত্রু ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সে দারুন নির্যাতন ও

বিদ্রূপ করিত। তিনি তাহার জন্য এইরূপ বদ দু'আও করিয়াছিলেন। "হে আল্লাহ্ আপনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দিন এবং সন্তানহীন করিয়া দিন।" আর বনূ যুহরা গোত্রের ছিল আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস ইবনে ওহব ইবনে অব্দে মানাফ ইবনে যুহরা। বনূ মখযূম গোত্রের ছিল, অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে মখযূম। বনূ সাহ্ম ইবনে উমর ইবনে হাছীছ ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের ছিল, আস ইবনে ওয়ায়েল ইবনে হিশাম ইবনে সায়ীদ ইবনে সা'দ। মুযাআহ্ গোত্রের ছিল, হারেস ইবনে তলাতিলাহ্ ইবনে আমর ইবনে হারিস ইবনে আব্দ ইবনে আমর ইবনে মাল্‌কান। এই সকল লোক দুষ্টামীতে মাতিয়া উঠিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বহু বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন,

فَاصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ

ইবনে ইসহাক (র) উরওয়াহ্ ইবনে যুবাইর (রা) হইতে কিংবা অন্য কোন আলেম হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তওয়াফ করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাহার নিকট আসিয়া দন্ডায়মান হইলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনে আব্দে ইয়াগুস সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল, হযরত জ়িবরীল (আ) তাহার দিকে ইংগিত করিলেন। ফলে সে পেটের পিড়ায় আক্রান্ত হইল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল। অলীদ ইবনে মুগীরাহও যাইতেছিল হযরত জিবরীল তাহার পায়ের তালুর একটি যখমের চিহ্নের প্রতি ইংগিত করিলেন অতঃপর উক্ত স্থান ফুলিয়া উঠিল এবং উহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। দুই বছর পূর্বে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল এবং ইহার কারণে সে চাদর টানিয়া টানিয়া হাঁটিত। খুযাআহ গোত্রের এক ব্যক্তির তীরের আঘাতে তাহার পায়ে এই যখম হইয়াছিল। আস ইবনে ওয়ায়েলও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিল জিবরাঈল তাহারও পায়ের তালুর দিকে ইশারা করিলেন কিছু দিন পরে সে তায়েফ যাইবার উদ্দেশ্যে তাহার গাধায় চড়িয়া বাহির হইল। চলিতে চলিতে সে রাস্তায় পড়িয়া গেল এবং তাহার পায়ের তালুতে পেরাগ ঢুকিয়া গেল এবং ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ হইল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, বিদ্রূপকারীদের নেতা ছিল অলীদ ইবনে মুগীরাহ্ সেই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও ইকরিমাহ্ হইতেও অদ্রূপ বর্ণিত হইয়াছে যেমন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইয়াযীদের সূত্রে উরওয়াহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সায়ীদ (র) তাহার রেওয়ায়েতে হারিস ইবনে গয়তলাহ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইকরিমাহ্ তাহার রেওয়াতে হারেস ইবনে কয়েস উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম যুহরী (র) বলেন, উভয়েই সত্য বলিয়াছেন, হারিস এর পিতার নাম কয়েস এবং মাতার নাম গয়তলাহ্। মুজাহিদ, মিক্বসাম, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারদের মতেও বিদ্রূপকারীরা মোট পাঁচ জন ছিল। কিন্তু ইমাম শা'বী বলেন, তাহারা সাতজন ছিল।

কিন্তু প্রথম মতটিই প্রসিদ্ধ। الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ “যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য উপাস্য নির্ধারণ করে তাহারা সত্বর জানিতে পারিবে।” আল্লাহ্‌র সহিত যাহারা অন্যকে শরীক করে তাহাদের পক্ষে ইহা একটি অত্যন্ত কঠিন ধমক।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ -

হে মুহাম্মদ (সা) আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, তাহাদের কারণে আপনি মনক্ষুণ্ন হইয়া পড়েন আপনার অন্তর মুচড়ে পড়ে, কিন্তু ইহা যেন আপনাকে আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন হইতে বিরত না রাখে। আপনি আল্লাহ্‌র ভরসা রাখুন তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যকারী। অতএব তাঁহার যিকির তাঁহার প্রশংসা, তাঁহার তাসবীহ ও তাঁহার ইবাদত অর্থাৎ সালাতে মননিবেশ করুন। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে وَ كُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ আপনি সিজদাকারী ও মুসাল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হউন। যেমন বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র) .... বর্ণনা করেন, নুআইস ইবনে আম্‌মার (র) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, “হে আদম সন্তান! দিনের শুরুতে চার রাকাত সালাত পড়িতে অক্ষমতা প্রকাশ করিও না। আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হইব।” ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী মাকহুল হইতে তিনি কাসীর ইবনে মুররাহ হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণেই যখন নবী করীম (সা) কোন ব্যাপারে চিন্তিত হইতেন তখনই সালাতে লিপ্ত হইতেন। قوله وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنَ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (র) বলিয়াছেন, ইয়াকীন দ্বারা এখানে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বাশ্‌শার (র) .... সালেম ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنَ এ তাফসীর প্রসংগে বলেন, اَلْيَقِيْنَ দ্বারা আয়াতের মধ্যে মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ্ ও আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও অন্যান্য তাফসীরগণ অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দলীল হিসাবে তাহারা এই আয়াত পেশ করেন যাহা আল্লাহ্ দোযখীদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন। কিয়ামতের দিন দোযখীরা বলিবে ঃ

لَمْ نَكُنْ مِّنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُنْ نُّطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنُ -

আমরা সালাত পড়িতাম না, মিসকীনকে অন্ন দান করিতাম না, আর যাহারা খেলাধূলায় মগ্ন ছিল আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম এবং কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করিতাম। এমন কি একদিন আমাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল।

সহীহ্ হাদীসে ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি .... একজন আনসারী রমণী উম্মুল আলা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত উসমান ইবনে মযউনের নিকট তাহার মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলেন, এই মুহূর্তে উম্মুল আলা বলিলেন, হে আবুস সায়েব! তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন? উম্মুল আলা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, আমার আব্বা আম্মা আপনার উপর কুরবান হউন। তবে আর কে সম্মানিত হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহার নিকট ইয়াকীন অর্থাৎ মৃত্যু আসিয়াছে এবং তাহার জন্য আমি কল্যাণেরই আশা রাখি। অত্র হাদিস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, اَلْيَقِيْنَ দ্বারা মৃত্যুকে বুঝান হইয়াছে। وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنَ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে এবং চেতনা জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রতি সালাত ও অন্যান্য ইবাদত জরুরী এবং তাহার অবস্থানুযায়ী সে সালাত পড়িবে। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি দাঁড়াইয়া সালাত পড়, যদি দাঁড়াইতে সক্ষম না হও তবে বসিয়া সালাত পড়িবে। যদি বসিয়াও সালাত পড়িতে সক্ষম না হও তবে শুইয়া সালাত পড়িবে। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সেই সকল ভ্রান্ত লোকদের মতও ভুল প্রমাণিত হইল যাহারা এইকথা বলে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ কামালিয়াত পর্যন্ত পৌছিতে সক্ষম না হয় ইবাদত কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত ফরয, যখন মারেফাত ও কামেলিয়াতের স্তরে পৌছিয়া যায় তখন তাহার প্রতি কোন ইবাদত করা জরুরী নহে। ইহা সম্পূর্ণ কুফর গুমরাহী ও মূর্খতা ছাড়া কিছুই নহে। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাহাদের সাহাবীগণ আল্লাহ্কে সর্বাধিক বেশী জানিতেন, তাহারা আল্লাহ্র মারেফাত সব চাইতে বেশী লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার গুণাবলীতে আযমত ও মহত্ব সম্পর্কে তাহারাই অধিক সচেতন ছিলেন এতদ্বসত্ত্বেও তাহারাই আল্লাহ্র সব চাইতে বেশী ইবাদত বন্দেগী করিতেন, এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা সৎকাজে সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকিতেন। অত্র আয়াতে اَلْيَقِيْنَ দ্বারা মারেফাত উদ্দেশ্য নহে বরং ইহা দ্বারা মৃত্যুকেই বুঝান হইয়াছে। যেমন পূর্বে আমরা ইহা প্রমাণিত করিয়াছি।

আল্লাহ্র জন্যই সমস্ত প্রশংসা। হেদায়াত প্রদানের জন্য তাহারই প্রশংসা করি। তাহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। তাহার উপরই আমরা ভরসা করি। তাহার নিকট আমরা ইহাও প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদিগকে পূর্ণ ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যু দান করেন। তিনি বড়ই দাতা ও দয়ালু।

সূরা আন্-নাহ্ল

মক্কী ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٥

১. আল্লাহর আদেশ আসিবেই, সুতরাং উহা তরান্বিত করিতে চাহিও না। তিনি মহিমান্বিত এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার সংবাদ দিতেছেন। এবং উহা সংঘটিত হওয়া যে নিশ্চিত সেই কথা বুঝাইবার জন্য তিনি 'মাযী' অতীতকাল বোধক ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ মানুষের হিসাব নিকাশের দিন নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ, তাহারা অলসতায় নিমগ্ন এবং সত্য গ্রহণ হইতে বিমুখ হইয়া আছে। اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র খন্ডিত হইয়াছে। فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ অতএব এই নিকটবর্তী বস্তুর আরো নিকটবর্তী হইবার জন্য আধীর হইও না। এখানে فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ এর সর্বনামটি আল্লাহ এর দিকে ফিরিয়াছে একথাও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কিয়ামত নিকটবর্তী হইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। সর্বনামটি 'আযাব' এর প্রতি ফিরিয়াছে, ইহারও সম্ভাবনা আছে। উভয় সম্ভাবনা একটি অপরটির জন্য অঙ্গাঙ্গী। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ

তাহারা আপনার নিকট আযাবের জন্য অস্থির হইতেছে যদি আযাব আসিবার জন্য নির্দিষ্ট সময় না থাকিত তবে অবশ্যই তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌঁছাইত। তাহাদের উপর অবশ্যই আকস্মিকভাবে আযাব আসিবে অথচ, তাহারা কিছু বুঝিতেই পারিবে না। আপনার নিকট তাহারা আযাবের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে (আনকাবূত-৫৩-৫৪)। অত্র আয়াতের তাফসীর করিতে গিয়া যাহ্হাক (রা) একটি চমকপ্রদ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলেন। اَتٰى اَمْرُاللّٰه অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ হইতে দ্বীনের ফরযসমূহ ও উহার সীমাসমূহ সমাগত হইয়াছে' অতএব উহার জন্য ব্যস্ত হইওনা। কিন্তু ইবনে জরীর এই তাফসীরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তিনি বলেন, কেহ দ্বীনের ফরযসমূহ এবং দ্বীনের হুকুম আহকাম নাযিল হইবার পূর্বে কেহ উহার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। অপর পক্ষে আযাব অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কাফিররা আযাবকে অসম্ভব ও মিথ্যা মনে করিয়া বিদ্রূপস্বরে উহার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَاوَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ
اَنَّهَا الْحَقُّ اَلَاۤ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ -

যাহারা ঈমান আনে না কেবল তাহারাই আযাবের জন্য ব্যস্ত হয় আর যাহারা ঈমানদার তাহারা উহাকে ভয় করে এবং উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করে। মনে রাখিবে যাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ঝগড়া করিতেছে তাহারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... উকবাহ ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বক্ষণে পশ্চিম দিগন্ত হইতে ঢালের ন্যায় মেঘ উদয় হইবে এবং উহা ঊর্ধ্বগগনে বুলন্দ হইতে থাকিবে অতঃপর এক ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! ইহার পর মানুষ একে অন্যের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ কি? তাহাদের কেহ বলিবে, হাঁ, আর কেহ সন্দেহ করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! তখন মানুষ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কিছু শুনিতে পাইয়াছ কি? তখন তাহারা সকলেই বলিবে, হাঁ, অতঃপর আবার ঘোষণা করিবে, হে লোক সকল! আল্লাহর নির্দেশ আসিয়াছে অতএব তোমরা ব্যস্ত হইও না। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ দুই ব্যক্তি কাপড় ছড়াইয়া দিবে কিন্তু তাহারা উহা গুছাইতে পারিবে না অথচ, কিয়ামত সংঘটিত

হইয়া যাইবে। কেহ তাহার 'হাওয্' ঠিক করিতে থাকিবে, উহা হইতে সে পানি পান করিতে পরিবে না কিন্তু কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। কেহ তাহার উটনী হইতে দুধ দোহন করিবে কিন্তু দুধ পান করিবার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে। তিনি বলেন সেই অবস্থায়ই অন্য লোকও নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে এবং কিয়ামত আগত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং কাফিররা যে মূর্তি পূজা করে এবং অন্যকে তাহার সহিত উপাসনায় শরীক করিত তিনি উহা হইতে উর্ধ্বে। আর তাহারাই হইল কিয়ামতকে অস্বীকারকারী। سُبْحَانَهُ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(٢) يُنَزِّلُ الْمَلَٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ
اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝

২. তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফিরিশতা প্রেরণ করেন, এই মর্মে সতর্ক করিবার জন্য যে আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমাকে ভয় কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوْحِ তিনি ফিরিশ্তাগণকে ওহীসহ অবতীর্ণ করেন, যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অনুরূপভাবে আমি আপনার নিকট আমার হুকুমে ওহী প্রেরণ করিয়াছি অথচ আপনি কিতাব কি এবং ঈমান কাহাকে বলে কিছুই জানিতেন না। অবশ্য আমি উহাকে নূর করিয়া আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করিয়াছি। عَلٰى مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অত্র আয়াতে عِبَادِنَا দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ আল্লাহই ভালভাবে জানেন, অহীর যোগ্যবক্তি কে এবং কাহাকে রিসালত প্রদান করিবেন আরো ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ আল্লাহ তা'আলাই ফিরিশ্তা ও মানুষ রাসূল নির্বাচন করেন। তিনি আরো বলেন, يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ আল্লাহ তা'আলা তাহার নির্দেশে তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার উপর ইচ্ছা অহী অবতীর্ণ করেন যেন তিনি কিয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করেন যে দিন সকলেই আল্লাহর

সম্মুখে উপস্থিত হইবে কোন বস্তুই সেদিন গোপন থাকিবে না। সেই সাম্রাজ্যের অধিকারী কে হইবে, কেবলমাত্র মহা প্রতাপশালী আল্লাহর জন্য সাম্রাজ্যে কর্তৃত্ব থাকিবে। قوله أَنْذِرُوْا অর্থাৎ তাহারা যেন সতর্ক করিয়া দেয়। أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُوْنِ আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই অতএব যে আমার হুকুমের বিরোধিতা করিবে এবং আমাকে ব্যতিত অন্যের ইবাদত করিবে সে যেন আমার শাস্তির ভয় করে।

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ط تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

(٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

৩. তিনি যথাযথ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে।

৪. তিনি শুক্র হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ দেখ সে প্রকাশ্য বিতন্ডকারী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি ঊর্ধ্ব জগৎ অর্থাৎ আসমানসমূহ এবং অধঃজগত অর্থাৎ যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং সত্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِى الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى যেন তিনি যাহারা অসৎ কর্ম করিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিফল দান করিতে পারেন এবং যাহারা উত্তম কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন। অতঃপর তিনি স্বীয় সত্তাকে শিরক হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন। ইবাদত কেবল তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যিনি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে ইবাদতও তাহার প্রাপ্য নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে তিনি অতি নিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া মানুষের তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে যে এই নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা সৃষ্ট ব্যক্তি যখন শক্তিশালী হয় তখনই সে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় এবং যিনি তাহার সৃষ্টিকর্তা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসে এবং তাহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। অথচ, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন সেই কেবল তাঁহারই ইবাদত করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا
وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا

তিনিই পানি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বংশ ও শশুরালয় সৃষ্টি করিয়াছেন আর

আপনার প্রতিপালক বড়ই শক্তিমান। তাহারা আল্লাহ ব্যতিত এমন বস্তুকে উপাসনা করে যে না তো তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। কাফির তাহার প্রতিপালকের উপর গোপন নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

মানুষকি দেখে না যে আমি তাহাকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে বড়ই ঝগড়াটে হয়। সে আমার জন্যও বিভিন্ন কথা গড়িয়াছে এবং তাহারা সৃষ্টি রহস্য ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলে, পচা বিগলিত হাড়সমূহকে জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন যে মহান সত্তা প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব জ্ঞানী (সূরা ইয়াসিন–৭৭-৭৯)। একটি হাদীসে ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজাহ (র) বিশর ইবনে জাহাশ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাতে থুথু ফেলিয়া বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমাকে সক্ষম করিতে পার? অথচ, তোমাকে তো এই থুথুর ন্যায় বস্তু হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর তোমাকে পরিপূর্ণ রূপদান করিয়াছি তোমাকে ঠিকঠাক করিয়াছি, তুমি পোশাক পরিচ্ছেদ পাইয়াছ তুমি বাসস্থান পাইয়াছ। অতঃপর তুমি ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছ এবং দান করিতে কৃপণতা করিয়াছ অবশেষে তোমার প্রাণটি যখন হলফের নিকট পৌছাইয়াছে তখন তুমি বলিতে শুরু করিয়াছ আমি সদকা করিতেছি। এখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়?

(٥) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ○

(٦) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ○

(٧) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ط
إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ○

৫. তিনি আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে তোমাদিগের জন্য উহাতে শীতক নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রহিয়াছে এবং উহা হইতে তোমরা আহার্য পাইয়া থাক।

৬. এবং যখন গোধুলি লগ্নে উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গৃহে লইয়া আস এবং প্রভাতে যখন উহাদিগকে চারণভূমিতে লইয়া যাও তখন তোমরা উহার সৌন্দর্য উপভোগ কর।

৭. এবং উহারা তোমাদিগের ভার বহন করিয়া লইয়া যায় দূরদেশে যথায় প্রণান্ত ক্লেশ ব্যতিত তোমরা পৌঁছিতে পারিতে না। তোমাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই দয়ার্দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারের জন্য যে চতুষ্পদ জন্তু— যেমন উট, গরু, ছাগল, ভেড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন সূরা আন্'আমের মধ্যে আল্লাহ উহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন এবং উহাতে তাহাদের নানা প্রকার উপকার নিহিত রহিয়াছে উহার উল উহার পশম দ্বারা তাহারা পোশাক-পরিচ্ছেদ তৈয়ার করে বিছানা তৈয়ার করে উহার দুধ পান করে উহার গোস্ত ভক্ষণ করে এবং সকালে বিকালে ইহার সৌন্দার্য উপভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ইহারই বর্ণনা দান করিয়াছেন। وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ যখন তোমাদের চতুষ্পদ প্রাণীকে চারণ ভূমিতে চরাইয়া বিকালে ঘরে প্রত্যাবর্তন কর তখন পেট পরিপূর্ণ হইয়া দুধে তাহাদের স্তনসমূহ পূর্ণ থাকে এবং উহাদের চুটিগুলি উঁচু থাকে তখন উহাদের মনোরম দৃর্শ দেখিতে কতই না ভাল লাগে। وَحِيْنَ تُشْرَحُوْنَ আর সকাল বেলা যখন চারণভূমিতে চরাইবার জন্য ছাড়িয়া তখনো উহার সৌন্দর্যটি উপভোগ কর। وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ আর তোমাদের বড়বড় বোঝাসমূহ যাহা নিজেরা বহন করিতে অক্ষম তাহারা বহন করে إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَالِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ এক শহর হইতে অন্য শহরে তাহারা বহন করে যাহা তোমরা অত্যধিক কষ্ট স্বীকার ব্যতিত পৌছাইতে পার না। যেমন হজ্জ উমরা যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক সফরে তোমরা উক্ত প্রাণীসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিয়া থাক। যেমন কোনটিতে তোমরা নিজেরা আরোহণ কর আবার কোনটিতে তোমাদের মাল আসবাবপত্র চাপাইয়া দাও। ইরশাদ হইয়াছে وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ "চতুষ্পদ প্রাণীতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। উহাদের পেটের বস্তু হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি। এবং তোমাদের জন্য উহাতে নানা প্রকার উপকার রহিয়াছে। আর উহা হইতে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক। এবং উহার উপর এবং সমুদ্রের জাহাজের উপর তোমরা আরোহণও করিয়া থাক" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْبِهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَاوَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ فَاَىَّ اٰيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ -

আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদের উপকারের জন্য চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহাতে আরোহণ করিতে পার এবং উহা হইতে আহারও করিতে পার। তোমাদের জন্য উহাতে আরো অনেক উপকার রহিয়াছে। আর যেন তোমরা নিজেদের মনের চাহিদা পূর্ণ করিতে পার। উহাতে এবং সামুদ্রিক জাহাজে তোমরা আরোহণও করিতে পার। তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তাহারা কোন্ কোন্ নিদর্শন অস্বীকার করিবে? আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তাহার নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই করুনাময় বড়ই মেহেরবান অর্থাৎ যিনি এই সকল চতুষ্পদ জন্তুকে তোমাদের অধিনস্থ্ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের সেবক করিয়া দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

اَوَلَمْ يَرَوْاَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ তাহারাকি দেখেনা যে আমি তাহাদের জন্য স্বীয় হস্তে চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারাই উহার মালিক হইয়াছে। আর উহাকে আমি তাহাদের অনুগত করিয়া দিয়াছি উহার মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন আছে যে, উহার উপর তাহারা সওয়ার হয় এবং কিছু তাহারা আহার করে। .ইরশাদ হইয়াছে,

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوَا عَلَى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَاكُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য জাহাজ তৈয়ার করিয়াছেন এবং চতুষ্পদ প্রাণীও সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা উহার উপর আরোহণ কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামতের শোকর কর। এবং এই কথা বল, সেই সত্তা বড় পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য ইহা অনুগত্য করিয়া দিয়াছেন অথচ উহাকে অনুগত করিবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ছিল না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَلَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ এর অর্থ করিয়াছেন, উহাতে

তোমাদের পোশাক রহিয়াছে وَمَنَافِعُ পানাহার করিয়া উপকৃত হইবার অনেক বস্তু রহিয়াছে। আবদুর রায্যাক ..... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে دِفْءٌ وَمَنَافِعُ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং উক্ত জীব-জন্তু সমূহের বংশ বৃদ্ধি করা। মুহাজিদ (র) ইহার অর্থ করেন। পোশাক তৈয়ার করা আরোহণ করা, গোস্তভক্ষণ করা ও দুধপান করা। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল পোশাক হাসিল করা এবং একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করা। অন্যান্য তাফসীরকারগণও প্রায় একই ধরনের তাফসীর করিয়াছেন।

(৮) وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৮. তোমাদিগের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি অশ্ব অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিমি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের জন্য যে সকল জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন উল্লেখিত প্রাণী তাহার এক প্রকার। আর উহা হইল ঘোড়া খচ্চর ও গাধা। আল্লাহ তা'আলা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য এবং উহা দ্বারা সৌন্দর্য লাভের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ইহাই হইল উহার প্রধান উদ্দেশ্য।

যেহেতু ঘোড়া খচ্চর ও গাধাকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এই কারণে কোন কোন উলামায়ে কিরাম গাধা ও খচ্চরের ন্যায় গোড়ার গোস্ত খাওয়াকে হারাম বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারী ফুকাহায়ে কিরাম। তাহারা বলেন আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন আর খচ্চর ও গাধা উভয়ের গোশ্‌তই হারাম। অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি ঘোড়া, গাধা ও খচ্চরের গোস্ত মকরূহ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ অত্র আয়াতে চতুষ্পদ প্রাণীর উল্লেখ করিয়া আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন যে এই সকল প্রাণী তোমাদের আহারের জন্য অতএব এই সকল প্রাণীর গোস্ত হালাল। অপর পক্ষে وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ইহা দ্বারা বুঝা যায় ঘোড়া খচ্চর ও গাধা সোয়ারীর জন্য। ইহার গোস্ত খাওয়া হালাল নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও

অন্যান্য তাফসীরকারগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাকাম ইবনে উয়াইনাহ (র) ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনে আব্দে রাব্বিহি (র) হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) সালেহ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিকদাম (র) সূত্রে হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তবে উক্ত সূত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ইহা হইতে আরো স্পষ্ট ও বিস্তারিত অপর একটি সূত্রে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি বলেন আহমদ ইবনে আব্দুল মালিক (র) মিকদাম ইবনে মাদীকারাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খালিদ ইবনে ওলীদের সাথে সায়েদা-এর যুদ্ধে গমন করিয়াছিলাম তখন আমাদের সাথীগণ আমার নিকট গোস্ত আনিল এবং আমাকে পাথর দেওয়ার জন্য বলিল। আমি পাথর দিলাম। অতঃপর তাহারা উহা রাঁধিয়া লইল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম একটু অপেক্ষা কর। আমি হযরত খালেদ ইবনে অলীদের নিকট একটু জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। অতঃপর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত খায়বার যুদ্ধে শরীক হইলাম। মানুষ ব্যস্ত হইয়া ইয়াহূদীদের বাগানে ও ক্ষেত্রে খামারে প্রবেশ করিল। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (র) আমাকে হুকুম করিলেন সালাতের জন্য ঘোষণা করিয়া দাও এবং এই ঘোষণাও কর যে, কেবল মুসলমানই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন "হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহূদীদের বাগানসমূহে প্রবেশ করিবার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু জানিয়া রাখ, চুক্তিবদ্ধ লোকদের মাল উহার হক ব্যতিত হালাল নহে। আর তোমাদের গৃহপালিত গাধা, গোড়া ও খচ্চরের গোস্ত হারাম। অনুরূপভাবে বড় দাত বিশিষ্ট হিংস্র পশু ও পাঞ্জা বিশিষ্ট পক্ষীর গোস্তও হারাম" رمكة অর্থ পাথর, قوله حبولها এর অর্থ তাহারা উহাকে যবাই করিবার উদ্দেশ্যে রশি দ্বারা বাঁধিল। الحظائر। শব্দের অর্থ বসতীর নিকটবর্তী বাগানসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের বাগানে প্রবেশ করিয়া উহার ফলফলাদি হইতে সম্ভবত তখন নিষেধ করিয়াছিলেন যখন তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল। যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয় তবে ইহা সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ঘোড়ার গোস্ত খাওয়া হারাম। কিন্তু বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলায়, ইহা অধিক মযবুত নহে। হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) গৃহপালিত গাধার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে অনুমতি দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ও

আবূ দাউদ (র) ইমাম মুসলিমের শর্ত মুতাবিক দুইটি সূত্রে হাদীসটি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত জাবের (রা) বলেন আমরা খায়বার যুদ্ধে ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর যবাই করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে গাধা ও খচ্চর খাইতে নিষেধ করিলেন কিন্তু ঘোড়ার গোস্ত খাইতে নিষেধ করিলে না। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একটি ঘোড়া যবাই করিয়া খাইলাম (কিন্তু তিনি আমাদিগকে নিষেধ করিলেন না।) আমরা তখন মদীনায় ছিলাম। উদ্ধৃত রেওয়ায়েতসমূহ পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়েতের তুলনায় অধিক মযবুত। মুশহুর উলামা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও তাহাদের অনুসারী উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামায়ে কিরামও এইমত পোষণ করিয়াছেন। অব্দুর রায্যাক (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ঘোড়া আসলে বন্য পশু ছিল কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ওহ্ব ইবন মুনাব্বাহ (র) তাহার ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যে আল্লাহ তা'আলা দক্ষীণা বায়ু হইতে ঘোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ-ই অধিক জানেন। উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ ঘোড়া গাধা ও খচ্চরের উপর আরোহণ করা জায়েয আছে। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে একটি গাধা হাদীয়া পেশ করা হইল অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করিলেন। অথচ তিনি ঘোড়া উপর গাধার মিলনকে নিষেধ করিতেন, কারণ এই ভাবে বংশ শেষ হইবার আশংকা থাকে। ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে উবাইদ (র) .... দাহীয়া কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! গাধীকে কি ঘোড়ার সহিত সংগম করাইব ইহাতে খচ্চর পয়দা হইবে এবং আপনি তাহার উপর আরোহণ করিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, এই কাজ কেবল তাহারাই করে যাহারা জ্ঞান বিবর্জিত।

(৯) وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ط وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ
اَجْمَعِيْنَ ع O

৯. সকল পথ আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্রপথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন।

তাফসীর ঃ যে সকল জীব-জন্তুর উপর সাওয়ার হইয়া দৃশ্যমান পথ অতিক্রম করা যায় উহা উল্লেখ করিবার পর আল্লাহ বাতেন ও আধ্যাত্মিক পথ চলার আলোচনা

করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে আধিকাংশ এমনটাই হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى তোমরা হজ্জ সফরের পাথেয় সংগ্রহ কর কিন্তু উত্তম পাথেয় হইল তাকওয়া। যাহা আখিরাতের সফর অতিক্রম করিবার পাথেয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে يٰبَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ হে আদম সন্তান। আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তোমাদের ইজ্জত আবরু ঢাকিয়া রাখে এবং তাকওয়ার পোশাক। উহা উত্তম পোশাক আল্লাহ এখানে শরীর ও ইজ্জত আবরু ঢাকিবার পোশাকের উল্লেখ করিয়া বাতেনী পোশাক অর্থাৎ তাকওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সেই সকল জীব-জন্তুর উল্লেখ করিয়াছেন যাহার উপর আরোহণ করা যায় এবং অন্যান্য আরো অনেক উপকার সাধন করা ছাড়া বড় বড় বোঝা বহন করিয়া এক শহর হইতে অন্য শহরের পৌছান যায়। এই আলোচনা শেষ করিয়া তিনি আখিরাত ও দ্বীনী পথ অতিক্রম করিবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই পথই আসল পথ ও সত্য পথ এবং ইহাই যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে তাহা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ মধ্যবর্তী পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ -

ইহাই সঠিক পথ অতএব তোমরা এই পথেই চল আর অন্যান্য পথে চলিও না। নচেৎ তোমরা বিভ্রান্ত হইয়া যাইবে। মুজাহিদ (র) বলেন وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এর অর্থ হইল, সত্য পথ, যাহা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারে। তিনি উহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন قَصْدُ السَّبِيْلِ দ্বারা ইসলামকে বুঝান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এর অর্থ হইল হেদায়াত ও গুমরাহী বর্ণনা করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর। তিনিই উহা বলিয়াছেন। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপভাবে কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র)ও এই তাফসীর করিয়াছেন। কিন্তু মুজাহিদ (র) এর তাফসীর অধিক সঠিক বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা অনেকগুলি পথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যে হক ও সত্যের পথই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইতে পারে। আর তাহা হইল সেই পথ যে পথ চলিবার জন্য আল্লাহ নিজেই নির্দেশ দিয়াছেন ও উহা মনোনিত করিয়াছেন। উহা ছাড়া অন্যান্য সকল পথই অপছন্দনীয় ও ধিকৃত। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمِنْهَا جَآئِرٌ আর সেই সকল পথ হইতে কিছু পথ বক্র এবং হক হইতে বিচ্যুত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন উহা হইল বিভিন্ন মত ও প্রকৃতির আবিষ্কৃত বিভিন্ন পথ। যেমন ইয়াহূদী ও নাসারা ও অগ্নিপোষকদের পথ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হিদায়াত ও সত্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দান করিতেন। وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاَ مَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনিত। وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلاَ يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করিতেন কিন্তু তাহারা বিরোধ করিতে থাকিবে যাহার প্রতি আপনার প্রতিপালক অনুগ্রহ করেন। আর এই জন্যই তাহাদিগকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হইয়াই যাইবে যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নামকে পরিপূর্ণ করিব।

(١٠) هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○

(١١) يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

১০. তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় উদ্ভিদ যাহাতে তোমরা পশু চারণ করিতে থাক।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য উহার দ্বারা জন্মায় শস্য যয়তুন, খেজুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। অবশ্যই ইহাতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ জীব-জন্তু প্রদান করিয়া মানুষকে যে নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার আলোচনা করিবার পর আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তাহাদের এবং তাহাদের পশুসমূহের জীবন ধারণের ব্যবস্থা হয়। তিনি ইরশাদ করেন لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ বৃষ্টির পানিকে মিঠা ও রুচিসম্পন্ন সুস্বাদু তৈয়ার করিয়াছেন যাহা সহজেই তোমরা পান করিতে পার। তিনি উহা লবণাক্ত ও তিক্ত করেন নাই। وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ তিনি সেই পানি দ্বারা গাছপালা উৎপন্ন করিয়াছেন

যেখানে তোমরা তোমাদের পশু চরাইয়া থাক। ইবনে আব্বাস, ইকরিমাহ, যাহ্হাক কাতাদাহ, ইবনে যায়দ (র) বলেন تُسِيْمُوْنَ অর্থ তোমরা চরাইয়া থাক। ইহা হইতে بَلِ السَّاعَةِ এর উৎপত্তি হইয়াছে اَلسَّوْمُ অর্থ চরান। ইবনে মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشمس। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্যোদয়ের পূর্বে পশু চরাইতে নিষেধ করিয়াছেন। قوله يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ এই যমীন হইতে একই পানি দ্বারা বিভিন্ন রংগের ও বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন আকৃতির নানা প্রকার ফসল ও নানা প্রকার ফলফুল তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ইহাতে অবশ্যই চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য তাওহীদের নিদর্শন রহিয়াছে এবং এই কথার প্রমাণ রহিয়াছে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا؟ اَاِلٰهٌ مَعَ اللّٰهِ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ -

বলতো দেখি, আসমান কে তৈয়ার করিয়াছে? আর কে-ইবা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছে? তাহা দ্বারা আমিই ঘন বাগান জন্মাইয়াছি। তোমাদের এই ক্ষমতা তো ছিল না যে তোমরা উহার গাছপালা জন্মাইতে পার। বলতো দেখি, আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য আছে কি? কিছুই নহে বরং তাহারা পথ হইতে বিপথে চলিতেছে।

(١٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۙ

(١٣) وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ۝

১২. তিনিই তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাহারই বিধানে। অবশ্যই ইহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

১৩. এবং বিবিধ প্রকার বস্তু ও যাহা তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার আরো নিয়ামতের কথা মানুষকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, দিন-রাত নিয়মিতভাবে তাহাদের উপকারের জন্য গমনাগমন করে। চন্দ্র-সূর্য নিয়মতিভাবে প্রদক্ষিণ করিতেছে স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ আসমানে আলোকজ্জ্বল হইয়া অন্ধকারে তোমাদিগকে দিক দর্শন করিতেছে। প্রত্যেকেই তাহার নির্দিষ্ট গতিপথে নির্ধারিত গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নির্ধারিত গতি হইতে কেহ-ই গতি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করিতে পারে না সকলেই তাহার অধিনস্থ ও আয়ত্বাধীন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ -

তোমাদের প্রতিপালক সেই মহা সত্তা যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মহান আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন তিনি রাতের দ্বারা দিনকে ঢাকিয়া দেন। চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ তাহার নির্দেশেরই অনুগত। স্মরণ রাখিবে, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কেবল তাহার জন্যই নির্দিষ্ট। রাব্বুল আলামীন আল্লাহ বড়ই বরকতময়। এইজন্য তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত দলীল-প্রমাণসমূহ যাহারা বুঝিতে পারে তাহাদের জন্য আল্লাহর মহান ক্ষমতা ও তাহার সুবিশাল সাম্রাজ্যের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্বজগতের নিদর্শনসমূহের আলোচনার পর অধঃজগতের তাঁহার বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি এই যমীনে নানা রংগের নানা আকৃতি ও প্রকৃতির নানা প্রকার জীবজন্তু খনিজদ্রব্য গাছপালা ও নানা প্রকার জড় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ যাহারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে স্মরণ করে এবং উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহাদের জন্য ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে।

(١٤) وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ
تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

(١٥) وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۙ○

(١٦) وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ○

(١٧) اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

(١٨) وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১৪. তিনি সমুদ্রকে অধীন করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উহা হইতে তাজা মৎস্য আহার করিতে পার এবং যাহাতে উহা হইতে আহরণ করিতে পার রত্নাবলা যাহা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর এবং তোমরা দেখিতে পাও উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে এবং উহা এই জন্য যে তোমরা যেন তাহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে পৃথিবী তোমাদিগকে লইয়া আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করিয়াছেন নদ-নদী ও পথ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

১৬. এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্ন সমূহও। আর উহারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

১৭. সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তাহারাই মত সে সৃষ্টি করে না? তবুও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না?

১৮. তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তরঙ্গমালাবিশিষ্ট সমুদ্রকে মানুষের সেবক করিয়া বান্দার প্রতি বিরাট ইহসান করিয়াছেন, এই কথাকে তিনি এখানে উল্লেখ করিয়াছেন, সমুদ্রপথে গমনাগমন সহজ করিয়া দিয়াছেন তিনি সমুদ্রে মৎস্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বান্দার জন্য উহা হালাল করিয়া দিয়াছেন। জীবিত মৎস্যও হালাল করিয়াছেন এবং মৃতকেও হালাল করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি অতি মূল্যবান মণিমুক্তা সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার আহরণও সহজ করিয়াছেন যাহা তাহারা গহনা হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাকে। সমুদ্র পথে জাহাজ ও নৌকা উহার বুক চিরিয়া এবং বাতাসকে ফাড়িয়া চিরিয়া চলিতে তাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ) কে নৌকা তৈয়ার করা এবং উহা পানিতে চালান শিক্ষা দান করেন এবং পরবর্তী তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে যুগযুগ ধরিয়া বংশ পরম্পরায় নৌকা তৈয়ার করা ও পানিতে চালিত করিবার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে এই নৌকার মাধ্যমে তাহারা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে এক দেশ হইতে অন্যদেশে এক শহর হইতে অন্য শহরে যাতায়াত করে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ আর যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিবে এবং সম্ভবতঃ তোমরা তাঁহার নিয়ামত ও ইহসানের শোকর করিবে।

হাফিয আবূ বকর বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার লিখিত কপিতে এইরূপ লিখিত পাইয়াছি মুহাম্মদ ইবনে মু'আবীয়াহ বাগদাদী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম সমুদ্র ও পূর্ব সমুদ্রের সহিত কথা বলিয়াছেন। পশ্চিম সমুদ্রকে বলিলেন আমি তোমার উপর আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব তুমি তাহাদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? পশ্চিম সমুদ্র বলিল আমি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিব। আল্লাহ বলিলেন তোমার তেজস্যতা তোমার কূলে অবস্থিত। আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইয়া লইব এবং তোমাকে গহনা ও শিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি পূর্ব সমুদ্রের সহিত কথা বলিলেন আমি তোমার মধ্যে আমার কিছু বান্দাকে উঠাইব। তুমি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? পূর্ব সমুদ্র বলিল, আমি তাহাদিগকে আমার হাতে উঠাইব এবং মা যেমন তাহার ছোট শিশুর প্রতি যত্ন লইয়া থাকে আমিও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ যত্ন লইব। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহার বিনিময়ে গহনা ও শিকার দান করিলেন। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (র) ব্যতিত সাহ্ল (র) হইতে আর কেহ এই বর্ণনা করিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না।

আর আব্দুর রহমান মুনকারুল হাদীস। অবশ্য সাহ্ল (র) নুমান ইবনে আবূ আইয়্যাশ (র) হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যমীন এবং যমনীকে সুদৃঢ় ও মযবুত করিবার উদ্দেশ্যে যে পাহাড়-পবর্ত সৃষ্টি করিয়াছেন উহার আলোচনা করিয়াছেন। পাহাড়-পবর্ত সৃষ্টি না করিলে যমীন প্রকম্পিত হইত এবং উহার উপর বসবাসকারী প্রাণীর পক্ষে বসবাস করা মোটেই আরাম দায়ক হইত না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا আর পাহাড়সমূহকে উহার উপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন যমীন সৃষ্টি করা হইল, তখন উহা কাঁপিতে লাগিল ফিরিশ্তাগণ বলিলেন, ইহার উপর কেহই বসবাস করিতে পারিবে না। সকার বেলা তাহারা দেখিতে পাইল যে উহার উপর পাহাড় সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সায়ীদ (র) .... কায়েস ইবন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আল্লাহ তা'আলা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন উহা কাঁপিতে লাগিল তখন ফিরিশ্তাগণ বলিলেন ইহার উপর কোন ব্যক্তি বসবাস করিতে পারিবে না। সকালে দেখা গেল যে উহার উপর সুউচ্চ পাহাড় প্রোথিত রহিয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন মুসাল্লাহ (র) .... হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করিলেন তখন সে প্রকম্পিত হইল এবং বলিল, হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা আমার উপর বাস করিয়া গুনাহ করিবে, এবং অশ্লিল কাজ করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মধ্যে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ গাড়িয়া দিলেন উহার কিছু তো তোমরা দেখিতে পাও আর কিছু এমনও আছে যাহা তোমরা দেখিতে পাও না। অতঃপর উহা স্থির হইয়া গেল। قوله وَأَنْهَارًا وَّسُبُلًا তিনি এই যমীনে নদী-নালা প্রবাহিত করিয়াছেন। বান্দাদের রিযিকের ব্যবস্থাপনার জন্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রবাহিত করিয়াছেন। বন-জংগল মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া সেই শহর পর্যন্ত পৌছাইয়া যায় যে শহরের সেবা করিবার জন্য ইহাকে আল্লাহ তা'আলা নিয়োজিত করিয়াছেন। এই নদী-নালা যমীনের চতুর্দিকে ডানে বামে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে ছড়াইয়া পড়ে। কোনটি বড় কোনটি ছোট আবার কোনটি সদা-সর্বদা প্রবাহিত হয় কোনটি বিশেষ সময় প্রবাহিত হইয়া পুনরায় উহা শুষ্ক হইয়া পড়ে। কোনটির প্রবাহ দ্রুত আবার কোনটি প্রবাহ মন্থর। অর্থাৎ যে নদী যাহার জন্য আল্লাহ তা'আলা যেমন নির্ধারণ করিয়াছে তেমনিভাবে উহা

প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সব কিছু সেই মহান সত্তার অনুগ্রহ। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীতে নদীনালা সৃষ্টি করিয়াছেন অনুরূপভাবে অনুগ্রহ করিয়া রাস্তাসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে এক শহর হইতে অন্য শহরে পৌছাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাহাড়ের মধ্য দিয়া তিনি এই পথের ব্যবস্থা করিয়াছেন ইরশাদ হইয়া وَجَعَلَ فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً আর তিনি উহাতে রাস্তা সৃষ্টি করিয়াছেন وَعَلاَمَاتٍ এবং পাহাড়-পর্বত ছোট টিলা এবং আরো অনেক আলামত তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে স্থল পথের ও সমুদ্র পথের মুসাফিররা পথ হারাইয়া গেলে এই সবের মাধ্যমে তাহারা দিক নির্ণয় করে।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ আর রাতের অন্ধকারে এই নক্ষত্র দ্বারা পথের সন্ধান হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) বলেন نَجْمٌ দ্বারা এখানে পাহাড় বুঝান হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার দেওয়া এই সকল নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করিয়া বলেন, যিনি এই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন কেবল তিনিই ইবাদতের যোগ্য যে সকল মূর্তীসমূহের পূজা করা হয় তাহারা তো কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। এই কারণে তিনি বলেন اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لاَّيَخْلُقُ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ বলতো দেখি যিনি সৃষ্টি করেন আর যে সৃষ্টি করিতে পারে না তাহারা কি সমান হইতে পারে? কিছুতেই নহে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহার অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لاَتُحْصُوْهَا اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গণনা করিতে শুরু কর তবে উহার সংখ্যা এতই অধিক যে তোমাদের পক্ষে উহা গণনা করাও সম্ভব নহে আর যদি তিনি উহার শোকর করিবার হুকুম করিতেন তবে তোমরা অক্ষম হইতে যদি সেই নিয়ামতসমূহের বিনিময় তলব করিতেন তবে তাহাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত। যদি তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন তবে এই শাস্তি দানে তিনি যুলুম করিবেন না। কিন্তু তিনি বড়ই ক্ষমাশীল তিনি বহু গুনাহ্ ক্ষমা করিয়াছেন। তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মাপ করিয়া দেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, তোমরা আল্লাহর শোকর করিতে যে ত্রুটি করিয়া থাক আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দেন। যদি তোমরা তাহার প্রতি নিবিষ্ট হও এবং তাহার সন্তুষ্টির অনুসরণ কর এবং তোমাদের প্রতি তিনি বড় মেহেরবানও বটে অতএব তোমাদের তওবা করিবার পর তিনি শাস্তি দিবেন না।

(١٩) وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ○

(٢٠) وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ○

(٢١) اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ج وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ○

১৯. তোমরা যাহা কিছুই গোপন রাখ এবং যাহা কিছু প্রকাশ কর আল্লাহ তাহা জানেন।

২০. তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অপর যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না। তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২১. তাহারা নিষ্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হইবে সে বিষয়ে তাহাদিগের কোন চেতনা নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে জানাইতেছেন তিনি যেমন প্রকাশ্য বস্তুকে জানেন অনুরূপভাবে গোপন বস্তুসমূহকেও জানেন। এবং কিয়ামত দিবসে তিনি প্রত্যেককে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। ভাল কাজ হইলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ কাজ হইলে মন্দ বিনিময়। অতঃপর তিনি বলেন যে সকল মূর্তীসমূহকে তাহারা পূজা করে তাহারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করিতে পারে না। বরং তাহাদিগকে অন্য কেহ তৈয়ার করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ তোমরা এমন বস্তুকে পূজা কর যাহা তোমরা নিজেরা বানাইয়াছ অথচ আল্লাহ-ই তোমাদের এবং কর্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা। اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ এই সকল মূর্তী জড় পদার্থের ন্যায় চেতনাহীন উহার মধ্যে রূহ নাই অতএব না উহারা কিছু দেখিতে পারে না শুনিতে পারে না কিছু বুঝিতে সক্ষম। وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ আর তাহারা তো ইহা জানে না যে কবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে অতএব এমন বস্তু হইতে কোন উপকার কিংবা বিনিময়ের আশা করা যাইতে পারা যায় কিভাবে? ইহার আশা তো কেবল এমন সত্তা হইতে করা যাইতে পারে যিনি মহা জ্ঞানী ও সকলের সৃষ্টিকর্তা।

(٢٢) اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ
مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ٥

(٢٣) لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْتَكْبِرِيْنَ ٥

২২. এক ইলাহ, তিনিই তোমাদিগের ইলাহ! সুতরাং যাহারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তাহারা অহংকারী।

২৩. ইহা নিঃসন্দেহ যে আল্লাহ জানেন যাহা উহারা গোপন করে। তিনিই অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ·তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি বে-নিয়ায। আর কাফিরদের অন্তরসমূহ ইহা অস্বীকার করে। যেমন আশ্চার্যন্বিত হইয়া তাহার বলে, اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ সে কি সমস্ত দেব-দেবতাকে এক মাবুদে পরিণত করিয়াছে? নিশ্চয় ইহা একটি আশ্চার্যজনক ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ আর যখন এক মাত্র আল্লাহর আলোচনা করা হয় তখন যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হইয়া পড়ে আর আল্লাহ ব্যতিত অন্য দেব-দেবতার আলোচনা করা হয় তখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। قوله مُسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তাওহীদকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহর ইবাদত হইতে তাহারা অহংকার করে। اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকে সত্বর তাহারা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ সত্য সত্যই তাহারা যাহা কিছু গোপন করে এবং যাহা কিছু প্রকাশ করে সব কিছুই আল্লাহ জানেন। অর্থাৎ তাহাদের সমস্ত কর্মকান্ডের পূর্ণ বিনিময় তিনি তাহাদিগকে দান করিবেন। اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ তিনি অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।

(٢٤) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ ۝

(٢٥) لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ
الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ ۝

২৪. যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা বলে, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

২৫. ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদিগের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদিগের ও যাহাদিগকে উহারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে। দেখ, উহারা যাহা বহন করিবে তাহা কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন এই কাফিরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি জিনিস অবতীর্ণ করিয়াছেন? তখন তাহারা প্রকৃত উত্তর না দিয়া এই কথা বলে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ইহা তো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী। অর্থাৎ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। এই যাহা কিছু আমাদের নিকট পড়িয়া শুনান হয় ইহা পূর্ববর্তীদের গ্রন্থ হইতে লওয়া কিচ্ছা কাহিনী ব্যতিত কিছুই নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেন وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا "তাহারা বলেন, ইহাতো পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী বই কিছু নহে, যাহা সে লিখিয়া লইয়াছে। আর উহাই সকালে বিকালে বারংবার পঠিত হইয়া থাকে (ফুরক্বান-৫)।

অর্থাৎ তাহারা নবীর উপর মিথ্যা অপবাদ করে এবং পরস্পর বিরোী কথা বলে এবং এই পরস্পর বিরোধী কথা বলাই তাহাদের সকল কথা বাতিল হওয়ার প্রমাণ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কিরূপ উদাহরণ পেশ করিয়াছে অতএব তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্যের পথ অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় না। কারণ যে ব্যক্তিই হক ও সত্য হইতে বিচ্যুত হয় সে কোন কথা বলিলে ভুল করে। তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে যাদুকর জ্যোতিষী পাগল বিভিন্ন প্রকার খিতাব দান করিত। অবশেষে তাহাদের বৃদ্ধ গুরু অলীদ ইবনে মুগীরাহ স্থির করিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাদুকরই বলিতে হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ

يُؤْثَرُ "সে চিন্তা করিল এবং একটি মন্তব্য স্থির করিল। সুতরাং সে ধ্বংস হইক, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল অনন্তর সে ধ্বংস হইক, সে কেমন মন্তব্য স্থির করিল। অতঃপর দৃষ্টি করিল অতঃপর সে মুখ বিকৃত করিল, আরো অধিক বিকৃত করিল। তৎপর সে মুখ ফিরাইল এবং গর্ব করিল তখন সে বলিল ইহা নকল করা যাদু (মুদ্দাস্সির-১৮-২৪)।" রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাহারা 'যাদুকর' এর খিতাব দান করিয়াই নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিল। আল্লাহ তাহাদের অশুভ করুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ অর্থাৎ তাহারা যে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিবে আমি ইহাই তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছি যেন কিয়ামত দিবসে তাহারা স্বীয় গুনাহর বোঝা এবং সেই সকল লোকদের বোঝাও বহন করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাহাদের নিজেদের গুমরাহীর গুনাহ এবং অপরকে গুমরাহ করিবার গুনাহ উভয় গুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত :

مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ اَتْبَعَهُ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اِثَامٍ مَّنْ اَتْبَعَهُ لَايَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا -

যে ব্যক্তি হেদায়াতের প্রতি আহ্বান করে সে সেই সমস্ত লোকের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হয় যে তাহারা অনুসরণ করিল অবশ্য ইহা তাহাদের সওয়াব হইতে কিছু কম করে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে সে সেই সকল লোকের গুনাহর অধিকারী হয় যাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া গুমরাহীতে লিপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদের গুনাহ হইতে কিছুই কম করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَيَحْمِلُوْا اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ যেন তাহারা তাহাদের নিজেদের কৃত গুনাহর বোঝা এবং তাহাদের বোঝার সহিত উহাদের গুনাহর বোঝা যাহাদিগকে তাহারা গুমরাহ করিয়াছে বহন করিতে বাধ্য হইবে এবং তাহারা যে মিথ্যা গড়িয়াছে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আল্লামা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে এইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কাফির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের গুনাহর বোঝা এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাদের গুনাহর বোঝা বহন করিবে। তাই বলিয়া এই অনুসরণকারীদের শাস্তি একটুও হালকা করা হইবে না।

(٢٦) قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٢٧) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

২৬. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল আল্লাহ্ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

২৭. পরে কিয়ামতের দিন তিনি উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তিনি বলিবেন কোথায় আমার সেই সমস্ত শরীক যাহাদিগের সম্বন্ধে তোমরা বিতন্ডা করিতে? যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহারা বলিবে। আজ লাঞ্ছনা ও অমঙ্গল কাফিরদিগের।

তাফসীর ঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পূর্ববর্তী ষড়যন্ত্রকারী হইল নমরূদ যে বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত। আব্দুর রায্যাক (র) মা'মার (র) হইতে তিনি যায়দ ইবনে আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ার সর্বপ্রথম অহংকারী হইল নমরূদ, তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা একটি মশা পাঠাইয়াছিলেন, মশাটি তাহার নাকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল এবং তাহার মস্তিষ্কে আঘাত করিতেছিল। হাতুড়ী দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করা হইত (ইহাতেই সে কিছু আরাম অনুভব করিত) তাহার পক্ষে সর্বাধিক বেশী অনুগ্রহশীল ব্যক্তি ছিল সে, যে তাহার মাথা দুই হাত দ্বারা সজোরে হাতুড়ী মারিত। চারশত বৎসরকাল সে রাজত্ব করিয়াছিল এবং চারশত বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন অতঃপর মৃত্যু ঘটিল। এই নমরূদই আসমানে পৌঁছাইয়া আল্লাহর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বালাখানা নির্মাণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই বালাখানা বিধ্বস্ত করিবার কথাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নির্মিত গৃহকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যে ষড়যন্ত্রকারী সম্পর্কে অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই হইল বুখত নাছার সূরা ইবরাহীমের وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَنْزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ। এই বুখত নাছার এর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন, কাফির ও মুশরিক যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আল্লাহ তাহাদেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন হযরত নূহ (আ) বলিয়াছিলেন وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا অর্থাৎ তাহারা মানুষকে গুমরাহ করিবার জন্য সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র ও হীলা তদবীর করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে শিরকের প্রতি ঝুকাইয়াছে। যেমন তাহাদের অনুসারীরা কিয়ামত দিবসে বলিবে بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا বরং তোমাদের দিবা রাত্রের ষড়যন্ত্র যখন তোমরা আমাদিগকে আল্লাহর সহিত কুফর করিতে এবং তাহার জন্য শরীক নির্ধারণ করিতে হুকুম করিতে। قوله فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِد আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের নির্মিত ঘরকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে كُلَّمَا اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ যখনই তাহারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহা নির্বাপিত করিয়াছেন। فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوْا يَا اُوْلِى الْاَلْبَابِ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত স্থান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন যে তাহারা কিছু বুঝিতেই পারে নাই। এবং তাহাদের অন্তরে এমন ভীতি নিক্ষেপ করিয়াছেন যে তাহারা নিজ হাতেই তাহাদের গৃহ ধ্বংস করিয়াছে এবং মু'মিনের হাতেও তাহাদের নির্মিত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। অতএব হে জ্ঞানী লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِد فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গৃহসমূহ সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন অতঃপর উপর হইতে তাহাদের উপর ছাদ ধসিয়া পড়িয়াছে এবং অজ্ঞাত স্থান হইতে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পর কিয়ামতে তিনি প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত করিবেন এবং তাহাদের অন্তরের সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেদিন সমস্ত গোপন বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক গাদ্দারের জন্য তাহার গাদ্দারীর অনুপাতে একটি করিয়া ঝান্ডা রাখা হইবে। অতঃপর বলা হইবে অমুকের পুত্র অমুকের ঝান্ডা। অনুরূপভাবে ঐ সকল

লোকদিগকেও হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে লাঞ্ছিত করা হইবে। এবং তাহাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করা হইবে। এবং তখন আল্লাহ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিবেন أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ فِيْهِمْ। আমার সেই শরীকরা কোথায়? যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই ঝগড়া করিতে? তাহারা এখন তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে না কেন? هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিবে কিংবা তাহারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ তাহাদের কোন শক্তি থাকিবে না আর কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। যখন তাহাদের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণ পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তাহারা নীরব হইয়া পড়িবে এবং আর কোন প্রকার কোন ওযর পেশ করিতে পারিবে না। قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দুনিয়ায় যাহাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং ইহকালে ও পরকালে যাহারা প্রকৃত সম্মানিত এবং উভয়কালে যাহারা সত্যের সন্ধান দানকারী তাহারা বলিবে اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ লাঞ্ছনা ও শাস্তি তো আজ কাফিরদিগকেই বেষ্টন করিবে যাহারা এমন বস্তুকে আল্লাহর সহিত শরীক করিত যাহারা না তো কোন উপকার করিতে পারিত আর না কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখিত।

(২৮) اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۖ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۭ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(২৯) فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

২৮ যাহাদিগের মৃত্যু ফিরিশতাগণ কর্তৃক রূহ বাহির করা হইয়াছে নিজদিগের প্রতি যুলুম করিতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া বলিবে, আমরা কোন মন্দ কর্ম করিতাম না হাঁ, তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

২৯. সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়া জাহান্নামে প্রবেশ কর সেথায় স্থায়ী হইবার জন্য। দেখ অহংকারীদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা তাহাদের মৃত্যুকালে ও তাহাদের রূহ বাহির করিবার জন্য ফিরিশ্তাগণের আগমনকালে কুফরের অবস্থায়-ই বিদ্যমান ছিল। এই সময় তাহারা আল্লাহ আদেশ সঠিকভাবে শ্রবণ করিবার এবং উহা পালন করিবার স্বীকারোক্তি করে এবং স্বীয় কর্মকান্ড গোপন করিবার জন্য তাহারা বলে مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ আমরাও তো কোন মন্দ কাজ করিতাম না।

যেমন তাহারা কিয়ামতের দিনও বলিবে وَاللّٰهُ مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ আমরা তো দুনিয়ায় মুশরিক ছিলাম না। يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰه جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ যে দিন আল্লাহ তাহাদের সকলকে কবর হইতে উঠাইয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করিবেন সেদিনও তাহারা তদ্রূপ কসম খাইবে যেমন দুনিয়ায় তোমাদের নিকট কসম খাইয়া বলিত। আল্লাহ তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ঘোষণা করিয়া বলিবেন بَلٰى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ فَادْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَافَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ নিশ্চয়-ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে খুব ভালই জানেন অতএব তোমরা দোযখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর যেখানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করিবে। বস্তুতঃ অহংকারীদের বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহ হইতে অহংকার করিয়া বিমুখ হইয়াছে এবং তাহারা রাসূলগণের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের ঠিকানা ও বাসস্থান বড়ই নিকৃষ্ট হইবে। মৃত্যুর পর হইতে তাহাদের রূহ জাহান্নামে প্রবেশ করে এবং কবরের মধ্যে তাহাদের শরীরে জাহান্নামের কঠিন উত্তাপ ভোগ করিতে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন তাহাদের রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করিয়া চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ مِنْ عَذَابِهَا তাহাদের মৃত্যুর ফয়সালাও হইবে না আর দোযখের শাস্তিও হালকা করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ দোযখের আগুনের উপর তাহাদিগকে সকালে সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত হইবে সেদিন বলা হইবে, হে ফিরাউনের বংশ তোমরা কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ কর।

(٣٠) وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوْا خَيْرًا ؕ لِلَّذِيْنَ
اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ
دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ o

(٣١) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا
مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ۙ o

(٣٢) الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا
الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ o

৩০. এবং যাহারা মুত্তাকী ছিল তাহাদিগকে বলা হইবে তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়া দিলেন? তাহারা বলিবে, মহা কল্যাণ, যাহারা

সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে এই দুনিয়ার মংগল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট এবং মুত্তাকীদিগের আবাসস্থল কত উত্তম।

৩১. উহা স্থায়ী জান্নাত যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে। উহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তাহারা যাহা কিছু কামনা করিবে উহাতে তাহাদিগের জন্য তাহাই থাকিবে। এই ভাবেই আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদিগকে।

৩২. ফিরিশ্তাগণ যাহাদিগের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায় ফিরিশতাগণ বলিবে তোমাদিগের প্রতি শান্তি, তোমরা যাহা করিতে তাহার ফল জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে কাফের ও দুর্ভাগাদের আলোচনা করিবার পর ঈমানদার ভাগ্যবানদের আলোচনা করিয়াছেন। কাফিরদিগকে যদি প্রশ্ন করা হয় مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন তবে তাহারা ইহার সঠিক উত্তর না দিয়ে বলে, আল্লাহতো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই বরং যাহাকে কুরআন বলা হয় ইহা পূর্ববর্তী লোকদের মনগড়া কিচ্ছা-কাহিনী। আর মু'মিনগণকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলেন আল্লাহ তা'আলা উত্তম বস্তু অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা মুমিনদের জন্য কল্যাণকর। যাহারা উহার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য রহমত ও বরকতের কারণ। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার সৎ ও নেককার বান্দাগণের জন্য যাহা ওয়াদা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ যাহারা নেক আমল করে তাহাদের জন্য এই দুনিয়াতেই কল্যাণ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

যে মু'মিন নর-নারী সৎকাজ করিবে আমি তাহাকে উত্তম জীবন দান করিব এবং তাহারা যে সৎ কাজ করিবে উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সৎ কাজ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতে সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবন অপেক্ষা উত্তম এবং পারলৌকিক বিনিময় পার্থিব বিনিময় অপেক্ষা উত্তম ও অধিক হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ জ্ঞানী লোকেরা বলিল, তোমাদের জন্য অকল্যাণ হউক। আল্লাহর বিনিময় অধিক উত্তম আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ যাহা আল্লাহর নিকট রহিয়াছে সৎলোকদের জন্য উহা

উত্তম। وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আখিরাত অধিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) কে আল্লাহ তা'আলা সম্বোধন করিয়া বলেন وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অবশ্যই পরকাল ইহকাল হইতে আপনার পক্ষে উত্তম। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন وَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ যাহারা শিরক হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান বড়ই সুন্দর। جَنّٰتُ عَدْنٍ ইহা دَارُ الْمُتَّقِيْنَ হইতে বদল সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ 'মুত্তাকীদের জন্য পরকালে চিরকাল বসবাসের জন্য এমন উদ্যান হইবে যে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ। যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে।' অর্থাৎ উহার গাছপালা ও প্রসাদসমূহের ফাঁকে ফাঁকে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। لَهُمْ فِيْهَا مَايَشَاۤءُوْنَ উহার মধ্যে তারা যাহা কিছু চাহিবে বিদ্যমান থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ উহার ভিতরে মন যাহা চাহিবে চোখে যাহা শোভন লাগিবে সবকিছুই বিদ্যমান থাকিবে। আর তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করিবে। হাদীস শরীকে বর্ণিত, বেহেশতবাসীদের একটি দলের উপর দিয়ে এক খন্ড মেঘ অতিক্রম করিবে তখন তাহারা পানীয় পানের জন্য বসিয়া থাকিবে, তখন তাহাদের মধ্য হইতে যে যাহা কিছুর ইচ্ছা করিবে উক্ত মেঘ বর্ষণ করিবে। এমন কি তাহাদের কেহ বলিবে আমাদের জন্য সুন্দরী রূপসী সমবয়স্কা রমণী বর্ষণ কর তখন তাহাই হইবে। وَكَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ আল্লাহ তা'আলা এমন ভাবে মুত্তাকীগণকে বিনিময় দান করেন। অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে তাহাকে ভয় করিবে এবং উত্তম আমল করিবে তাহাকে আল্লাহ এমনি উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন মু'মিন মুত্তাকীগণের যখন মৃত্যু হইবে তখন তাহারা শিরক ও অন্যায় অপকর্ম হইতে পাক পবিত্র হইবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের প্রতি সালাম করিবে এবং বেহেশতের সুসংবাদ দান করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰۤئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَاۤؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ যাহারা বলে আমাদের প্রতিপালক তো এক মাত্র আল্লাহ অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ় থাকে তাহাদের উপর ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিতও হইও না এবং যে বেহেশতের তোমাদের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছে উহার সুসংবাদ গ্রহণ কর। পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে আমরাই তোমাদের তত্ত্বাবধায়। এবং ইহার মধ্যে

তোমাদের মন যাহা চাহিবে পাইবে এবং যাহাই তোমরা প্রার্থনা করিবে উহা মিলিবে। ইহা পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আতিথেয়তা। প্রকাশ থাকে যে আমরা পূর্বেই এ সম্পর্কে মু'মিন ও কাফিরের রূহ কিভাবে বাহির করা হইবে সে সম্পর্কে

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ এর তাফসীরে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

(٣٣) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِىَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(٣٤) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৩৩. তাহারা শুধু প্রতীক্ষা করে উহাদিগের নিকট ফিরিশতা আগমনের অথবা তোমার প্রতিপালকের শাস্তি আগমনের। উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ এই রূপই করিত। আল্লাহ উহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই কিন্তু উহারাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিত।

৩৪. সুতরাং উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল তাহাই যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত।

তাফসীর ঃ বাতিলের উপর মুশরিকদের দীর্ঘকাল লিপ্ত থাকার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন, তাহারা তো কেবল রূহ কবয করিবার ফিরিশ্‌তাগণের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। অথবা اَوْ اَمْرُ رَبِّكَ অথবা আপনার প্রতিপালকের হুকুমের অর্থাৎ কিয়ামত দিবস আগমনের এবং উহার ভয়ানক অবস্থার অপেক্ষা করিতেছে। كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অনুরূপভাবে তাহাদের পূর্ববর্তী মুশরিকরাও তাহাদের শিরকে দীর্ঘকাল লিপ্ত রহিয়াছিল। অবশেষে আল্লাহর প্রেরিত কঠিন শাস্তি ভোগ তাহাদের করিতে হইয়াছিল। وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়া কিতাব অবতীর্ণ করিয়া যাবতীয় দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন। অতএব শিরক হইতে বিরত না থাকায় তাহাদের পক্ষে কোন ওজর করিবার অবকাশ নাই।

وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তাহারা রাসূলের বিরোধিতা করিয়া তাহার আনিত সত্যকে অস্বীকার করিয়া নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছে। আর এই কারণেই তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হইয়াছে।

وَحَاقَ بِهِمْ আর তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বেষ্টন করিয়াছে। مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদিগকে যখন আল্লাহর শাস্তির দ্বারা সতর্ক করিয়াছেন তখন তাহারা উহা দ্বারা রাসূলগণের সহিত যে বিদ্রূপ করিত সেই বিদ্রূপকৃত শাস্তি তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়াছে। এই কারণে কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হয়, ইহা দোযখের সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

(٣٥) وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ
نَّحْنُ وَلَآ اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(٣٦) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ
فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٣٧) اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ
مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

৩৫. মুশরিকরা বলিবে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদত করিতাম না এক তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করিতাম না। উহাদিগের পূর্ববর্তীরা এইরূপই করিত। রাসূলদিগের কর্তব্য তো কেবল সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

৩৬. আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের উপর পথ ভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়াছিল সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছে?

৩৭. তুমি উহাদিগের পথ প্রদর্শন করিতে আগ্রহী হইলেও আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন, তাহাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করিবেন না এবং উহাদিগের কোন সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা তাহাদের শিরকের দ্বারা ও তাকদীর দ্বারা দলীল পেশ করিবার মাধ্যমে ওজর পেশ করিয়া ধোকায় লিপ্ত রহিয়াছে। তাহারা বলে وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا اٰبَاءُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও ইবাদত করিতাম না আর আমাদের পূর্ব পুরুষরাও কাহারও ইবাদত করিত না এবং তাহার আদেশ ব্যতিত আমরা কোন জিনিসকে হারামও করিতাম না। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত পশু হারাম করিত যেমন (১) বাহীরাহ, যে পশুর দুধ পান করিয়া মূর্তির নামে নিবেদিত হইত। (২) সায়েবাহ যে পশুকে কাজে না লাগাইয়া মূর্তির নামে ছাড়া হইত ইত্যাদি। অর্থাৎ আমরা যে কর্মকান্ড করি উহা যদি অপরাধজনক হইত তবে আমাদিগকে শাস্তি দান করিয়া উহা হইতে বিরত রাখিতেন। এবং উহা করিবার শক্তিও তিনি দান করিতেন না কিন্তু তিনি তাহা যখন করেন না তখন বুঝা গেল যে আমাদের কার্যকলাপ অন্যায় নহে। আল্লাহ তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ রাসূলগণের উপর তো কেবল সত্যকে পৌছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব। অর্থাৎ তোমরা যাহা বলিতেছ যে আল্লাহ তা'আলা আমাদের কার্যকলাপকে অপছন্দ করেন না ইহা সত্য নহে। বরং তিনি তোমাদের কর্মকলাপকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন তবে এই কাজ তিনি সরাসরি করেন না। করেন রাসূলের মাধ্যমে। আর প্রতি যুগে এবং প্রতি গোত্র ও সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এবং তাহারা তাহাদিগকে এই কথা স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছেন যে, কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকলের পূজাপাট ত্যাগ করিতে হইবে। اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান ও তাগুতের ইবাদত বর্জন কর।

আদম সন্তানের মধ্যে শিরকের প্রচলন হইবার পর হইতে আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশসহ নবী রাসূল প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। শিরকের প্রচলের পর সর্ব প্রথম নবী ছিলেন হযরত নূহ (আ) এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি সারা বিশ্বের জন্য এবং জ্বিন ও মানবজাতি সকলের জন্য নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আমি তাহার নিকট

এই ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে আমি ব্যতিত আর কোন মা'বুদ নাই। অতএব কেবল আমারই তোমরা ইবাদাত কর وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি আপনি তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে, রহমান ভিন্ন কোন ইলাহ কি আমি নির্ধারণ করিয়াছি যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত?

আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর।" ইহার পর মুশরিকদের জন্য ইহার অবকাশ থাকিল কোথায় যে তাহারা এই কথা বলে وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন মা'বুদের আমরা ইবাদত করিতাম না। তা শিরক করা আল্লাহ চাহেন কি চাহেন না উহা জানিবার উপায় শরীয়ত। আর শরীয়তে শিরকের কোন অবকাশ নাই। কারণ রাসূলগণের মুখে আল্লাহ তা'আলা উহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। তবে তাহাদিগকে শিরক করিতে দেওয়া ও শিরক করিবার শক্তি দান করা. ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণ করা যায় না যে তিনি শিরক করায় সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তো দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে অর্থাৎ শয়তান ও কাফির তাহাদিগকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ তাহার বান্দারা কুফর করুক ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। তাহার এই সৃষ্টি করায় বহু নিগুঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আম্বিয়া ও রাসূলগণের মাধ্যমে তাহাদিগকে কুফর ও শিরকের পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিবার পর তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমেও শিরক ও কুফর হইতে সতর্ক করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো এমন যে যাহাকে তিনি হেদায়াত দান করিয়াছেন আর কিছু এমনও রহিয়াছে যাহাদের উপর গুমরাহী সাব্যস্ত হইয়া আছে। অতএব তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর এবং অস্বীকারকারীদের পরিণতি কি হইয়াছে উহা দেখ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কি হইয়াছিল? دَمَّرَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلاَكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং এই যুগের কাফিরদের জন্য

তাহাদের মধ্যে উপদেশ রহিয়াছেন। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করিয়াছিল অতএব তাহাদের সেই অস্বীকৃতির পরিণতি কতই না ভয়ানক হইয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনি তাহাদের ঈমান ও হেদায়াত গ্রহণের জন্য যতই লোভ ও আকাঙ্ক্ষা করুন না কেন তাদের পক্ষে ইহা উপকারী হইবে না। কারণ আল্লাহ্ তাহাদের জন্য গুমরাহী নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا যাহাকে আল্লাহ্ই ফিতনা ও কুফরে নিক্ষেপ করিতে চাহেন আপনি তাহার কোনই উপকার করিতে পারিবেন না। وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ যদি আল্লাহ্-ই তোমাদিগকে গুমরাহ্ করিতে চাহেন তবে আমার নসীহত ও হীতাকাঙ্ক্ষা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ যদি আপনি তাহাদের হেদায়াতের আকাঙ্ক্ষা করেন তবে উহা উপকারী হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে গুমরাহ্ করিতে চাহেন তাহাকে হেদায়াত দান করেন না। وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ আল্লাহ্ যাহাকে গুমরাহ্ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত করিতে পারে না। তিনি তাহাদের অহংকারের মধ্যে তাহাদিগকে অস্থির ছাড়িয়া দেন। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যাহাদের উপর আপনার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হইয়াছে যদিও তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন আসুক না কেন তাহারা ঈমান আসিবে না। যাবৎ না তাহারা আযাব দেখিয়া লইবে। قوله فَاِنَّ اللّٰهَ। আল্লাহর শান-ই হইল এই যে তিনি যাহা চাহেন অস্তিত্ব লাভ করে আর যাহা চাহেন না উহা অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে না। এই কারণে তিনি বলিয়াছেন لَا يَهْدِىْ مَنْ يُّضِلُّ যাহাকে তিনি গুমরাহ্ করেন তাহাকে আর কে হেদায়াত দান করিতে পারে? অর্থাৎ কেহ-ই তাহাকে হেদায়াত দান করিতে পারে না। وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ আর তাহাদের কোন সাহায্যকারীও হইবে না যাহারা তাহাকে আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ সৃষ্টি করিবার ও নির্দেশ দানে একচ্ছত্র অধিকার কেবল তাঁহারই— আল্লাহ বরকতময় তিনি সারা জগতের প্রতিপালক।

(٣٨) وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

(٣٩) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ
كَانُوْا كٰذِبِيْنَ

(٤٠) اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَىْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ع

৩৮. উহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহর শপথ করিয়া বলে, যাহার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাহাকে পুনর্জীবিত করিবেন না কেন নহে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিবেনই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা অবগত নহে।

৩৯. তিনি পুনরুত্থিত করিবেন, যে বিষয়ে মতানৈক্য ছিল তাহা উহাদিগকে স্পষ্টভাবে দেখাইবার জন্য এবং যাহাতে কাফিররা জানিতে পারে যে উহারাই ছিল মিথ্যাবাদী।

৪০. আমি কোন ইচ্ছা করিলে সে বিষয়ে আমার কথা কেবল এই যে আমি বলি 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন যে কাহারো মৃত্যুর পরে পুনরায় তাহাকে জীবিত করা হইবে না। এই মন্তব্য তাহারা বড় কঠিন শপথ করিয়া করিত। দ্বিতীয়বার জীবিত হওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করিত। সকল রাসূলগণ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করিয়াছেন কিন্তু তাহাদিগকে তাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন, بَلٰى অবশ্যই তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا অবশ্যই আল্লাহর প্রতিশ্রুত ওয়াদা পূর্ণ হইবে। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহাদের মূর্খতার কারণে মনে প্রাণে ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা করে এবং কুফরে লিপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার এবং পুনরায় জীবিত করিবার রহস্য ও হিকমত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন لِيُبَيِّنَ لَهُمْ যেন তিনি সে সকল বিষয় স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন الَّذِىْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ। যে সকল ব্যাপারে তাহারা মত বিরোধ করিতেছে। وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

এবং যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে যেন তিনি তাহাদের কর্মফল দান করিতে পারেন এবং যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকেও উত্তম বিনিময় দান করিতে পারেন وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ আর যাহারা কুফর করিয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে তাহাদিকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যাপারে শপথ করায় তাহারা মিথ্যাবাদী ছিল। এই কারণে কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের আগ্নির দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করা হইবে এবং যবানীয়া ফিরিশ্‌তা তাহাদিগকে বলিবেন

هَذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَاتُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْلَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ইহাই হইল সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে বলতো দেখি, ইহা কি যাদু? না তোমরাই অন্ধ? ইহার মধ্যে তোমরা প্রবেশ কর। এখন তোমরা চাহে ধৈর্য ধারণ কর কিংবা অধৈর্য হইয়া পড় সবই সমান। তোমরা যে কার্যকলাপ করিতে উহার বিনিময় তোমাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অসীম ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি যখন যাহা ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে পারেন আসমান ও যমীনে কেহই তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও' বলেন অমনি হইয়া যায়। কিয়ামতও উহার অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি কিয়ামত সংঘটিত হইবার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি একটি নির্দেশই করিবেন অমনি মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হইয়া যাইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ চোখের এক ঝাপটায়-ই আমার নির্দেশ পালিত হইয়া যায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরায় জীবিত করা একজনকে সৃষ্টি করিবার ন্যায়-ই সহজ। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَاهُ اَنْ تَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ কোন বস্তুর জন্য আমি কেবল একটি নির্দেশই করি অমনি উহা হইয়া যায়। কবি বলেন ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا + يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন তিনি কেবল 'হইয়া যাও', বলেন অমনি উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষে কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্য বিশেষ কোন তাকীদ করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না। তিনি মহান, তিনি মহাপ্রতাপের অধিকারী তাহার সাম্রাজ্য ও প্রতাপ সকলের সকল সাম্রাজ্য ও প্রতাপের উর্ধ্বে অতএব তিনি ভিন্ন অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য নহে এবং কেবল তিনিই প্রতিপালক। ইবনে আবূ হাতিম (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন, আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় অথচ তাহার পক্ষে উহা শোভনীয় নহে। সে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে ইহাও শোভনীয় নহে। আমাকে তাহার মিথ্যাবাদী প্রতিপ্রন্ন করিবার অর্থ হইল اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنَ الْمَوْتِ আল্লাহর নামে তাহারা কঠিন সপথ করে যে তিনি কোন মৃতকে পুনরায় জীবিত করিবেন না। بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ নিশ্চয় তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন ইহা তাহার অপরিহার্য প্রতিশ্রুতি যাহা অবশ্যই পালিত হইবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না। আর তাহার গালি হইল, সে আল্লাহ সম্পর্কে বলে, اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ আল্লাহ তা'আলা তিনের তৃতীয় অথচ আমি বলি قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ বলিয়া দিন আল্লাহ এক অদ্বিতীয় তিনি বে-নিয়ায তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাহাকে কেহ জন্ম দেয় নাই আর তাহার সমকক্ষ কেহ নহে। হাদীসটি অত্রসূত্রে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বুখারীও মুসলিম শরীফে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

(٤١) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ ○

(٤٢) اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

৪১. তাঁহারা অত্যাচারীত হইবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দিব এক আখিয়াতের পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়, উহারা যদি উহা জাতি।

৪২. তাহারা ধৈর্য ধারণ করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মুহাজিরগণের সওয়াবের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় মাতৃভূমি আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়াছেন। এখানে এই সম্ভাবনা আছে যে আয়াত কয়টি সেই সকল মুহাজিরগণের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মক্কায় নির্যাতিত হইবার কারণে সুদূর হাব্শায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেন তাহারা সেখানে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যে হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা) ও তাঁহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা হযরত

রোকাইয়া (রা) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই হযরত জা'ফার ইবনে আবূ তালেব (রা), আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুল আসওয়াদ (রা) এই সকল পবিত্রাত্মাদের প্রায় আশিজন নর-নারীর একটি দল হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম বিনিময় দানের ওয়াদা করিয়াছেন। لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আমি অবশ্যই দুনিয়ায়ই তাহাদিগকে উত্তম বাসস্থান দান করিব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও শা'বী (র) বলেন ইহা দ্বারা মদীনা বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, উত্তম রিযিক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন উভয় তাফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ মুহাজিরগণ যেমন তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে তাহাদের ধন-সম্পদও ছাড়িয়া গিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত বাসস্থান ও ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম বাসস্থান ও ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তাহাকে অধিক উত্তম বস্তু দান করেন। আল্লাহ তা'আলা এই সকল মুহাজিরগণকে তাহাদের এই ত্যাগের বিনিময়ে এই দুনিয়াতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন তাহারা শাষক ও আমীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন আল্লাহর নেক বান্দাগণের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে পরকালে আল্লাহ তা'আলা সে সওয়ার ও বিনিময় দান করিবেন তাহা আরো অধিক শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ দুনিয়ার বিনিময়ের তুলনায় আখিরাতের বিনিময় অধিক শ্রেষ্ঠ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়। সেই সকল লোক যাহারা হিজরত করিতে বিরত রহিয়াছে, তাহারা যদি সেই বিনিময়ের কথা জানিত যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূলের অনুসারীগণের জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই কারণে হুশাইম (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি যখন কোন মুহাজিরকে কিছু দান করিতেন তখন তিনি বলিতেন, তুমি ইহা গ্রহণ কর। আল্লাহ ইহাতে বরকত দান করুন, ইহা তো সামান্য বস্তু যাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় করিয়াছেন আর তোমার জন্য আখিরাতে যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন উহা অধিক উত্তম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুহাজিরগণের প্রশংসা করিয়া বলেন اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ তাহারা হইল এমন যে তাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে।

(٤٣) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٤) بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ۭ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

৪৩. তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।

৪৪. প্রেরণ করিয়াছিলাম স্পষ্ট নির্দশন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইলাছিল যাহাতে উহারা চিন্তা করে।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে প্রেরণ করিলেন তখন আরবের লোকেরা তাহাকে অস্বীকার করিয়া বসিল এবং তাহারা বলিতে লাগিল কোন মানুষকে রাসূল বানাইবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহ ইহা হইতে অনেক উর্ধ্বে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ ইহা কি মানুষের জন্য আশ্চার্যের কারণ হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে হইতেই এক ব্যক্তির নিকট আমি ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে, "তুমি মানুষকে সতর্ক করিয়া দাও।" তিনি আরো ইরশাদ করেন وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আপনার পূর্বেও কেবল মানুষকেই রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছি যাহাদের নিকট আমি ওহী অবতীর্ণ করিতাম। যদি তোমরা না জান তবে বিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। অর্থাৎ আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন। যদি তাহারা ফিরিশ্তাই হইয়া থাকেন তবে তোমাদের অস্বীকার করা অন্যায় নহে। কিন্তু যদি তাহারা মানুষ হইয়া থাকেন তবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নবী হিসাবে অস্বীকার করা তোমাদের উচিৎ নহে। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ পূর্বে যাহাদিগকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা মানুষই ছিলেন যাহারা এই দুনিয়ার জনবসতীরই অধিবাসী ছিলেন তাহারা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইতেন না। হযরত মুজাহিদ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করেন اَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা আহলে কিতাব বুঝান হইয়াছে। মুহাজিদ (র) আ'মাশ (র) ও এই মত। আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ (র) বলেন الذِّكْرُ দ্বারা কুরআন বুঝান হইয়াছে। দলীল হিসাবে তিনি اَنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ পেশ করেন। الذِّكْرُ এর তাহার এই অর্থ যদিও অধিক নহে তবে এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে অস্বীকার করে তাহাকে আবার মানিবে কি করিয়া? আবূ জা'ফর বাকের (র) বলেন اَهْلَ الذِّكْرِ তো আমরাই। তবে তাহার উদ্দেশ্য হইল এই উম্মত হইল আহ্লুয্যিকর তাহারাই অন্যান্য সকল উম্মত অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও ইলম সম্পন্ন। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর আহলে বায়েতের উলামায়ে কিরাম যাহারা সঠিক সুন্নাতের অনুসারী তাহারই সর্বোত্তম। যেমন হযরত আলী, ইবনে আব্বাস হাসান, হুসাইন (রা) মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ, আলী ইবনে হুসাইন, যয়নুল আবেদীন, আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবূ জাফর বাকের, জা'ফর (র) ও তাহার পুত্র এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। যাহারা দ্বীনের মযবুত রজ্জু ধারণ করিয়াছেন এবং সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত হইয়াছে। আর যাহার যে হক এবং যাহার যে মর্যাদা তাহাকে তাহা দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মোটকথা আলোচ্য আয়াত এই সংবাদ প্রদান করে যে পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম মানুষ ছিলেন যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা) ও মানুষ। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتَ اِلَّا بَشَرٌ رَّسُوْلَ হে নবী (সা) আপনি ঘোষণা করুন; আমার প্রতিপালক পাক পবিত্র আমি তো একজন মানুষ, রাসূল হিসেবে প্রেরিত হইয়াছি। وَمَامَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِنْجَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا মানুষের নিকট যখন হেদায়াত সমাগত হইয়াছে তখন তাহাদিগকে ঈমান আনিতে কেবল তাহাদের এই কথাই বাধা প্রদান করিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি একজন মানুষকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা আহারও করিতেন এবং বাজারেও চলাফিরা করিতেন। وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لِيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَاكَانُوْا خَالِدِيْنَ আমি তাহাদিগকে এমন শরীর বিশিষ্ট করি নাই যে তাহারা আহার করিতেন না আর না তাহারা চিরজীবি ছিলেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন; قُلْ مَاكُنْتَ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো নতুন রাসূল হইয়া আসি নাই, অর্থাৎ আমার পূর্বেও রাসূল আগমন করিয়াছিলেন। قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ আপনি ঘোষণা করুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ তবে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করা হয়। অতঃপর আল্লাহ সেই সমস্ত লোক যাহারা

রাসূলগণের মানুষ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাহাদিগকে আহলে কিতাবের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, যে পূর্ববর্তী নবীগণ কি মানুষ ছিলেন না ফিরিশ্তা ছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকে দলীল-প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে কিতাবও প্রদান করিয়াছিলেন। এখানে زُبُرُ অর্থাৎ কিতাব হযরত ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্যাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। زُبُرُ শব্দটি زَبُوْرٌ এর বহু বচন। অর্থ কিতাব। বলা হইয়া থাকে زَبَرْتُ الْكِتَابَ আমি কিতাব লিখিয়াছি। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সবই কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ আমি কিতাবে ইহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, আমার নেক ও সৎ বান্দাগণ যমীনের ওয়ারিশ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ আপনার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ اِلَيْهِمْ যেন আপনি মানুষের নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে আপনিই অবগত এবং আপনি উহার অনুসরণ করিয়া থাকেন আর মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রতি আপনার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। আর আমি এই কথাও জানি যে আপনি সকল মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্তম অতএব এই কুরআনে যাহা কিছু অস্পষ্ট রহিয়াছে আপনি মানুষকে উহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ আর সম্ভবতঃ তাহারা স্বীয় স্বার্থেই চিন্তাভাবনা করিবে এবং হেদায়াত গ্রহণ করিয়া উভয় জগতের মুক্তি ও শান্তি লাভে সফল হইবে।

(٤٥) اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ
اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۙ۝
(٤٦) اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِىْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۙ۝
(٤٧) اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৪৫. যাহারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তাহারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত আছে যে আল্লাহ উহাদিগকে ভূগর্ভে বিলীন করিবেন না। অথবা এমন দিক হইতে শাস্তি আসিবে না যাহা উহাদিগের ধারণাতিত।

৪৬. অথবা চলাফেরা করিতে থাকাকালে তিনি উহাদিগের ধৃত করিবেন না? উহারাতো ইহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না।

৪৭. অথবা উহাদিগকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ধৃত করিবেন না? তোমাদিগের প্রতিপালক তো অবশ্যই দয়দ্র পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে তাহার ধৈর্য এবং কাফির ও পাপী লোক যাহারা অন্যায় অপরাধে মগ্ন এবং অন্যকে সেই অন্যায় ও অপরাধের প্রতি আহবান করে এবং তাহাদের সহিত মকর ও ষড়যন্ত্রমূলক আচরণে লিপ্ত তাহাদিগকে যে তিনি ঢিল দিয়া রাখিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগকে যমীনে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন। এবং তাহাদের প্রতি আযাব পাঠাইতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যাহার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আসমানে বিরাজমান যে তিনি তোমাদেরসহ যমীন ধসিয়া দিবেন না আর তখন তো উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। অথবা তোমরা কি সেই সত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যামন যে, তিনি তোমাদের উপর প্রচণ্ড জড় প্রবাহিত করিবেন না। যাহাই হউক অতিসত্বর তোমরা জানিতে পারিবে যে সতর্ক বাণী কিরূপ ছিল (সূরা মুলক–১৬-১৭)। قوله اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় কিংবা বাণিজ্যিক সফরকালে কিংবা অনুরূপ কোন কর্মে ব্যস্ত থাকাবস্থায় পাকড়াও করিবেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের সফরকালে চলমানাবস্থায়, মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, দিবারাত্রে তাহাদের চলমানবস্থায়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

فَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُوْنَ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিত হইয়াছে যে তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে যখন তাহারা ঘুমন্ত থাকিবে কিংবা তাহারা কি নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে যে, তাহাদের নিকট আমার শাস্তি আসিবে দিনের বেলা যখন তাহারা খেলাধুলায় মগ্ন থাকিবে ('আরাফ-৯৭-৯৮)। قوله فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ তাহারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহকে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ কিংবা তাহাদের ভীতির অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিবেন। ভীতির অবস্থায় পাকড়াও অধিক কঠিন হইয়া থাকে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ এর অর্থ হইল যদি আমি ইচ্ছা করি তবে

তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যুর পর পাকড়াও করিব। মুজাহিদ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ কারণ তোমাদের প্রতিপালক বড়ই স্নেহময় ও দয়াময়। আর এই কারণে তিনি সাথে সাথেই তোমাদিগকে শাস্তি দান করেন না। বরং অবকাশ দান করিয়া বসিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, যেমন স্বভাব বিরোধী কোন কথা শুনিয়া ধৈর্যধারণকারীদের মধ্যে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ তিনিই তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর প্রশান্তিও তিনিই দান করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করিয়া থাকেন কিন্তু যখন তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ধ্বংস করিয়া ছাড়েন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠ করিলেন। وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اَنْ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ আপনার প্রতিপালক যখন কোন জনপদকে পাড়কাও করেন তখন তিনি এমনিভাবেই পাকড়াও করেন। তাহার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ অনেক যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি অতঃপর তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি আর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(٤٨) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ ○

(٤٩) وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٥٠) يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○ السجدة

৪৮. উহারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি যাহার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলিয়া পড়িয়া আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়?

৪৯. আল্লাহকেই সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে সেই সমস্ত এবং ফিরিশতাগণ উহারা অহংকার করে না।

৫০. উহারা ভয় করে উহাদিগের উপর পরাক্রমশালী উহাদিগের প্রতিপালককে এবং উহাদিগকে যাহা আদেশ করা হয়, উহারা তাহা করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাহার বড়ত্ব মহত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাবতীয় বস্তু তাহার সম্মুখে নতী স্বীকার করে সমস্ত মাখলূক মানব-দানব

প্রাণী-অপ্রাণী এবং ফিরিশ্‌তাগণও সকল জিনিসই তাহার অনুগত। অতঃপর তিনি বলেন যে বস্তুর ছায়া আছে আর যে ছায়া ডানে ও বামে ঢলিয়া পড়ে এই ছায়ার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করে। মুজাহিদ (র) বলেন, যখন সূর্য হেলিয়া পড়ে তখন আল্লাহর জন্য দুনিয়ার সব কিছুই সিজদায় অবনত হইয়া যায়। কাতাদাহ, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যাই দান করিয়াছে। وَهُمْ دَاخِرُوْنَ তাহারা অপদস্ত লাঞ্ছিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর ছায়া প্রকাশ পাওয়াই হলো সিজদা। তিনি বলেন পাহাড়ের সিজদা করিবার অর্থ হইল উহার ছায়ার আত্ম প্রকাশ করা। আবূ গালেব শায়বানী (র) বলেন সমুদ্রের তরঙ্গই হইল উহার সালাত। আল্লাহ তা'আলা এই সমস্ত বস্তুকে জ্ঞানীদের মর্যদায় উপনিত করিয়া উহাদের প্রতি সিজদার সম্বন্ধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ আসমান ও যমীনের সকল বস্তুই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কেবল মাত্র আল্লাহর অনুগত। তাহাদের ছায়া সকালে বিকালে তাহারই সিজদা করে وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ আর ফিরিশ্‌তাগণও সিজদা করেন, তাহারা অহংকারে মাতিয়া নহে।

يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ আর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকে ভয় করিয়া চলে। অর্থাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহারা মাথা অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ তাহাদিগকে যাহার হুকুম করা হয় উহা তাহারা সম্পন্ন করে। অর্থাৎ যাহা হইতে নিষেধ করা হয় এবং যাহা পালনের নির্দেশ করা হয় উহা পালন করেন।

(٥١) وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ○

(٥٢) وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۗ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ○

(٥٣) وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ ○ۚ

(٥٤) ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ○ۙ

(٥٥) لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۗ فَتَمَتَّعُوْا ۫ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৫১. আল্লাহ বলিলেন, তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করিও না তিনিই তো একমাত্র ইলাহ সুতরাং আমাকেই ভয় কর।

৫২. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাহারই প্রাপ্ত। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করিবে?

৫৩. তোমরা যে সমস্ত অনুগ্রহ ভোগ কর তাহা তো আল্লাহরই নিকট হইতে। আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহাকেই ব্যকুলভাবে আহ্বান কর।

৫৪. আবার যখন আল্লাহ তোমাদিগকে দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করেন তখন তোমাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করে।

৫৫. আমি উহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া লও। অচিরেই জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। আর তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য ইবাদত উপযুক্তও নহে তিনি এক অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুর মালিক এবং সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মায়মূন ইবনে মিহ্‌রান, সুদ্দী, কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য তাফসীকারগণ বলেন وَاصِبًا অর্থ চিরকাল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, ইহার অর্থ জরুরী ও অপরিহার্য। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল খালেস অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যাহারা অবস্থান করে তাহাদের মধ্যে কেবল আল্লাহর জন্যই ইবাদত খালেসভাবে করে অন্য কেহ ইবাদতের যোগ্য ও অধিকারী নহে যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَفَغَيْرَ دِيْنَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ আল্লাহর দ্বীন ব্যতীত তাহারা কি অন্য দ্বীন খুঁজিয়া বেড়াইতেছে? আসমানসমূহে ও যমীনে যাহা কিছু বিদ্যমান সবই তাহার অনুগত ইচ্ছাকৃত হউক কিংবা অনিচ্ছাকৃত আর তাহার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا এর উক্ত তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (র) ও ইকরিমাহ (র)-এর মতানুসারে করা হইয়াছে। এবং বাক্যটি তখন جُمْلَةٌ خَبْرِيَّه (সংবাদমূলক) বাক্য হইবে। হযরত মুজাহিদ (র)-এর তাফসীর অনুসারে আয়াতের অর্থ আমার সহিত অন্য কাউকে শরীক করিতে ভয় কর। এবং ইবাদত কেবল আমার জন্যই খাস কর। যেমন আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ

اَلْخَالِصُ মনে রাখিও দ্বীন কেবল মাত্র আল্লাহর জন্য খাস। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন তিনিই একমাত্র লাভ ও ক্ষতির মালিক বান্দা যে নিয়ামত রিযিক ও সুখ শান্তি লাভ করে উহা কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ ও ইহ্সান। ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُوْنَ অতঃপর যখনই কোন দুঃখ কষ্ট তোমাদিগকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাহার নিকটই ফরিয়াদ করিতে থাক। কারণ তোমরা জান যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহই তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সক্ষম নহে। অতএব প্রয়োজন বসতঃ তোমরা তাহারই নিকট ফরিয়াদ কর তাহারই নিকট প্রার্থনা কর ও কাকুতি মিনতী কর যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا "যখন সমুদ্রের মধ্যে তোমরা কোন অকল্যাণকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হও তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাহাকেই তোমরা ডাকিয়া থাক সকলেই অন্তর হইতে উধাও হইয়া যায় অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে মুক্তি দান করিয়া কুলে আশ্রয় দান করে তখনই তোমরা বিমুখ হও। আর মানুষ বড়ই না-শোকর।" আল্লাহ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنَاهُمْ কোন কোন তাফসীরকারের মতে لِيَكْفُرُوْا এর লামটি عَاقِبَةٌ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কেহ কেহ বলেন تَعْلِيْل (কারণবাচক) অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে আমি এই অভ্যাসটি এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে ঢাকিয়া রাখে এবং উহা অস্বীকার করে। অর্থাৎ নিয়ামত দানকারী ও বিপদ দূরকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে? অতঃপর ধমক দিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَتَمَتَّعُوْا তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে থাক এবং যেমন ইচ্ছা ভোগ করিতে থাক। فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতিসত্বর ইহার পরিণতি কি তাহা জানিতে পারিবে।

(٥٦) وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ۗ تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ○

(٥٧) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ○

(٥٨) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ○

(٥٩) يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۗ أَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○

(٦٠) لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৫৬. আমি উহাদিগকে যে রিযিক দান করি উহারা তাহার এক অংশ নির্ধারিত করে তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের সম্বন্ধে উহারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবেই।

৫৭. উহারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান তিনি পবিত্র, মহিমান্বিত এবং উহাদিগের জন্য তাহাই যাহা উহারা কামনা করে।

৫৮. উহাদিগের কাহাকেও যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাহার মুখমন্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।

৫৯. উহাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়, তাহার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হইতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে উহাকে রাখিয়া দিবে না। মাটিতে পুতিয়া দিবে। সাবধান! উহারা যাহা সিদ্ধান্ত করে তাহা কত নিকৃষ্ট।

৬০. যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না উহারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী আর আল্লাহ তো মহত্তম প্রকৃতির অধিকারী এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহের মাধ্যমে মুশরিকদের অপকর্মের আলোচনা করিয়াছেন। যাহারা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে ও মূর্তি পূজা করে। আবার আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকসমূহ হইতে তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে তাহারা বলেন هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلٰى شُرَكَآئِهِمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাহাদের ধারণা অনুসারে ইহা হইল আল্লাহর জন্য এবং ইহা আমাদের শরীকদের জন্য। যাহা তাহাদের শরীকদের জন্য তাহাতো আল্লাহর নিকট পৌঁছাবে না এবং যাহা আল্লাহর জন্য উহা তাহাদের শরীকদের নিকট পৌঁছিয়া থাকে। তাহারা যাহা সাব্যস্ত করে তাহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর জন্য তাহাদের কল্পিত অংশের মধ্যে তাহাদের বাতিল মা'বুদদেরও অংশ নির্দিষ্ট করে কিন্তু তাহাদের বাতিল মা'বুদদের জন্য কল্পিত অংশে আল্লাহর কোন নাম থাকে না। আল্লাহ তা'আলা কসম করিয়া বলেন, তাহারাই যে মিথ্যা রচনা করিয়াছে উহা বড়ই জঘন্য উহা সম্পর্কে অবশ্যই তাহাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হইবে এবং উহার পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হইবে। এবং উহা হইবে জাহান্নামের আগুন। ইরশাদ করিয়াছেন تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ আল্লাহর কসম তোমরা যে মিথ্যা রচনা করিয়াছ উহা সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অপর একটি অপকর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ফিরিশ্তাগণকে স্ত্রীলোক সাব্যস্ত করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা মনে করিয়া তাহাদিগকেও পূজা করিতে শুরু করিয়াছে। ইহা হইল তাহাদের অতি মারাত্মক ধরনের তিনটি ভুল। প্রথম ভুল হইল, তাহারা আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করিয়াছে অথচ আল্লাহ তা'আলা কোন সন্তানই জন্ম দান করেন না। দ্বিতীয় ভুল হইল পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে তাহাদের ধারণায় যাহা নিকৃষ্ট যাহা তাহারা নিজের জন্য পছন্দ করে না আল্লাহর জন্য তাহারা তাহাই সাব্যস্ত করিয়াছে। অর্থাৎ কন্যা সন্তান এবং তৃতীয় ভুল হইল তাহাদের পূজা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ তোমাদের নিজের জন্য তো পুত্র সন্তান নির্ধারণ কর আর আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কর কন্যা সন্তান। ইহা তো ক্ষতিজনক বন্টন। ইরশাদ হইয়াছে وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ তাহারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে পবিত্র। ইরশাদ হইয়াছে أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ জানিয়া রাখ, মিথ্যা রচনার কারণে তাহারা বলে আল্লাহ তা'আলা সন্তান জন্ম দিয়াছে। নিঃসন্দেহে তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ আল্লাহ কি পুত্র সন্তান বাদ দিয়া কন্যা সন্তানই নির্বাচন করিয়াছেন, তোমাদের হইল কি? তোমরা কেমন সাব্যস্ত কর? قوله وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তানকে পছন্দ করে এবং কন্যা সন্তান হইতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে এবং তাহাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই জঘন্য কথা হইতে বহু উর্ধ্বে। إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া তখন তাহার মুখমন্ডল চিন্তায় কালো হইয়া যায় وَهُوَ كَظِيمٌ এবং দুশ্চিন্তার কারণে নীরব হইয়া যায়।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ লোক সমাজ হইতে সে পালাইয়া বেড়ায়; তাহারা তাহাকে দেখুক সে ইহা পছন্দ করে না। مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ অর্থাৎ তাহার দুশ্চিন্তার কারণ তাহার কন্যা সন্তানের দুসংবাদ শুনিয়া সে ভাবিতে থাকে যে, তাহাকে সে জীবিত রাখিবে, না মাটিতে গাড়িয়া ফেলিবে? যদি জীবিত রাখে তবে অতি লাঞ্ছিতাবস্থায় রাখিবে তাহাকে মীরাসের কোন অংশ দান করিবে না এবং পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দান করিবে। أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ কিংবা তাহাকে মাটিতে গাড়িয়া দিবে। دَسٌّ অর্থ জীবিতাবস্থায় মাটির মধ্যে গড়িয়া দেওয়া। যেমন জাহেলী যুগে এরূপ আচারণ করা হইত। যে কন্যা সন্তানের সহিত কাফিররা

এইরূপ আচারণ করিত, সেই কন্যা সন্তানই তাহারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করিত। أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ মনে রাখিবে তাহারা যাহা সিদ্ধান্ত করিতেছে উহা বড়ই জঘন্য। অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্য, তাহাদের বন্টন এবং আল্লাহর প্রতি সন্তানের সম্বন্ধ সবই জঘন্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ পরমদয়ালু আল্লাহর জন্য যে কন্যা সন্তানের সম্বন্ধ করা হয় যদি সেই কন্যা সন্তানের খবর তাহাদের কাহাকেও দেওয়া হয় তবে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যায়। এবং সে চিন্তায় নীরব হইয়া পড়ে। قوله لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ। যাহারা আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেন না তাহাদের বড়ই জঘন্য অবস্থা হইবে وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى আর আল্লাহর জন্য অতি উত্তম মর্যাদা রহিয়াছে। وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। তিনি মহাপরাক্রান্ত অতিশয় কৌশলী।

(٦١) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ o

(٦٢) وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ o

৬১. আল্লাহ যদি মানুষকে তাহাদিগের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদিগের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারিবে না।

৬২. যাহা তাহারা অপছন্দ করে তাহাই তাহারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাহাদিগের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে মংগল তাহাদিগেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাহাদিগের জন্য আছে অগ্নি এবং তাহাদিগকেই সর্বাগ্রে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার মাখলূকের প্রতি তাহাদের যুলুম অত্যাচার সত্ত্বেও যে বড় সহনশীল ইহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাহাদের যুলুম অত্যাচারের কারণে তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীকেও তিনি জীবিত রাখিতেন না। অর্থাৎ মানুষের সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীকেও তিনি ধ্বংস করিয়া দিতেন। কিন্তু আল্লাহ

তা'আলা বড়ই ধৈর্যশীল, তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদের অন্যায় অপরাধ ঢাকিয়া রাখেন। এবং একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করেন। অর্থাৎ তাহাদিগকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি দেন না। কারণ, যদি তিনি এইরূপ করিতেন তবে পৃথিবীর বুকে কেহই বাঁচিয়া থাকিত না। সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ ইস্হাক (র) হইতে তিনি আবুল আহওয়াস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, মানুষের গুনাহর কারণে গোবরের পোকারও শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ আ'মাশ (রা) আবূ ইস্হাক (র) হইতে, তিনি আবূ উবায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আব্দুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, গোবরের পোকারও তাহার গর্তে মানুষের গুনাহর কারণে শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লাহ (র) .... আবূ সালমাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রা) এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন, যালিম কেবল, তাহার নিজেরই ক্ষতি করে। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাহার প্রতি তাকাইলে তিনি বলিলেন হাঁ, আল্লাহর কসম যালিমের যুলুমের কারণে হুবারা পাখীও তাহার বাসায় মৃত্যু বরণ করে।

ইবনে আবূ হাতিম (র) .... হযরত আবূ দরদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু আলোচনা করিতেছিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় সমাগত হয় তখন তিনি অবকাশ দান করেন না। অবশ্য সৎ সন্তানের দ্বারা বয়স বৃদ্ধি পায় যাহা আল্লাহ তা'আলা তাহার কোন বান্দাকে দান করেন। অতঃপর সেই সৎ সন্তানগণ তাহার জন্য দু'আ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই দু'আ তাহার নিকট কবরে পৌছাইয়া দেন। বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ইহাই। قوله وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ তাহারা আল্লাহর জন্য সেই বস্তু সাব্যস্ত করে যাহা তাহারা নিজেরাই পছন্দ করে না। অর্থাৎ কন্যাসমূহ সাবস্ত করে এবং যাহারা আল্লাহর গোলাম তাহাদিগকেই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা নিজেরাই ইহা পাছন্দ করে না যে, তাহাদের কোন গোলাম তাহাদের মালে শরীক হউক। قوله وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى "তাহাদের মুখে এই মিথ্যা কথাও বলিয়া থাকে যে, যদি সত্য সত্যই কিয়ামত কায়েম হয় তবে তখনও উত্তম বিনিময় ও শুভ পরিণতি তাহাদের জন্যই নির্ধারিত"। ইহা দ্বারা আল্লাহ তাহাদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাহাদের দাবী হইল দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ তো তাহাদের ভাগ্যেই জুটিয়াছে এবং যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, কখনো কিয়ামত কায়েম হইবে তবে তখনও যাবতীয় কল্যাণের অধিকারী তাহারাই

হইবে। ইরশাদ হইয়াছে لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ وَلَئِنْ اَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ যদি আমি মানুষকে রহমত দান করিয়া উহা ছিনাইয়া লইয়া যাই তবে সে নিরাশ হইয়া যায় এবং কুফর গ্রহণ করে আর যদি তাহার কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলে আমার থেকে সকল দুঃখ-কষ্ট মুছিয়া গিয়াছে তখন। বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ আর যদি আমি মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করিবার পর আমার পক্ষ হইতে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তবে সে বলে ইহা তো আমার প্রাপ্য। আর কিয়ামত কায়েম হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাসই করি না। আর যদি আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমি কাফিরদিগকে অবশ্যই তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত করিব। এবং কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا বলুনতো যে ব্যক্তি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়া এবং বলে আমাকে পুনরায় জীবিত করা হইলে অবশ্যই আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হইবে। সূরা কাহাফে দুই বন্ধুর একজনের আলোচনা প্রসংগে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهِ اَبَدًا وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا এবং যালিম ব্যক্তি তাহার বাগানে প্রবেশকালে তাহার বন্ধুকে বলিল আমি তো ধারণা করি না যে ইহা কখনো ধ্বংস হইবে আর ইহাও ধারণা করি না যে কিয়ামত কখনো কায়েম হইবে। তবে যদি আমাকে আমার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবে অবশ্যই ইহা হইতে উত্তম বস্তু আমাকে দান করা হইবে (সূরা কাহাফ–৩৫-৩৬)। উল্লেখিত আয়াতসমূহে যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা অসৎ কাজ করিয়া এই বাতিল ধারণা করিয়াছে যে এই অন্যায় ও অসৎ কাজের উত্তম বিনিময় তাহাদিগকে দান করা হইবে। অথচ ইহা একটি অসম্ভব ব্যাপার যেমন, ইবনে ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, একবার বায়তুল্লাহ শরীফকে নতুন করিয়া নির্মাণ করিবার লক্ষ্যে যখন ভাংগিয়া দেওয়া হইল তখন উহার একটি পাথরের গায়ে ইহা লিখিত পাওয়া গেল, তোমরা কাজতো করিতেছ অন্যায় কিন্তু উত্তম বিনিময়ের আশা করিতেছ। ইহার উদাহরণ তো ঠিক তদ্রূপ যেমন কাঁটা লাগাইয়া আঙ্গুরের আশা রাখা।

হযরত মুজাহিদ ও কাতাদাহ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে الْحُسْنَىٰ দ্বারা দাসদাসী বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ এর অর্থ করেন কাফিররা বলে কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্যই উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। আমরা উপরেও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছি এবং ইহাই সঠিক। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই বাতিল আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদে বলেন لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ অবশ্যই তাহাদেরই জন্য কিয়ামত দিবসে দোযখ রহিয়াছে এবং তাহারাই সকলের পূর্বে দোযখে প্রবেশ করিবে। মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (র) বলেন ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন দোযখের মধ্যে তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে এবং সেখানে তাহারা ধ্বংস হইতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا আজ আমি তাহাদিগকে ঠিক তদ্রূপ ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা এই দিনের সাক্ষাৎ করাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন مُّفْرَطُونَ এর অর্থ হইল দোযখের দিকে সর্ব প্রথম তাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হইবে। উপরের উভয় তাফসীরে কোন বিরোধ নাই। তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে প্রথমেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে আর তথায় তাহাদিগকে ভুলিয়া যাওয়া হইবে।

(٦٣) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○
(٦٤) وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○
(٦٥) وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

৬৩. শপথ আল্লাহর আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু শয়তান এ সব জাতির কার্যকলাপ উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল সুতরাং সেই আজ উহাদিগের অভিভাবক এবং উহাদিগেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬৪. আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য এবং মু'মিনদিগের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ।

৬৫. আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে যে সম্প্রদায় কথা শোনে তাহাদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে তিনি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের নিকটও রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছিল। অতএব আপনার সেই সমস্ত ভাইদের মধ্যে আপনার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। আপনার কওম যে আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে এইজন্য আপনি মনক্ষুণ্ন হইবেন না। যেই সকল মুশরিকরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহার কারণ ছিল এই যে, শয়তান তাহাদের অপকর্মসমূহকে তাহাদের দৃষ্টিতে সুন্দর ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ সেই সকল মুশরিকরা তো শাস্তি ভোগ করিতেছে অথচ, তাহাদের বন্ধু কিন্তু সেই শয়তান যে তাহাদিগকে শাস্তি হইতে বাঁচাইতে সক্ষম নহে। তাহাদের কোন সাহায্য করিতেও সে ব্যর্থ। তাহারা চিরদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয় নবী (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, আপনার প্রতি কুরআন মজীদ অবতীর্ণ করা হইয়াছে কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, যেই বিষয়ে মানুষ পরস্পর বিরোধ করিতেছে আপনি এই মহাগ্রন্থ দ্বারা তাহাদের বিরোধ মিমাংসা করিবেন এবং মহা সত্যকে তাহাদের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন। এই কুরআন-ই হইল তাহাদের যাবতীয় বিরোধের মিমাংসা। وَهُدًى আর এই কুরআন মানুষের অন্তরসমূহের জন্য হেদায়াত দানকারী وَرَحْمَةً এবং দৃঢ়ভাবে ইহাকে ধারণ করিবে তাহার জন্য রহমত। لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ কুরআন মজীদ মানুষের মৃত অন্তরকে ঠিক তেমনিভাবে সজীব করিয়া দেয়, যেমন আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা মৃত যমীন সজীব হইয়া যায়। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর বাণীকে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে এবং উহার মর্ম উপলব্ধি করে তাহাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে।

(٦٦) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ٥

(٦٧) وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ٥

৬৬. অবশ্যই আন'আমের মধ্যে তোমাদিগের জন্য শিক্ষা আছে। উহাদিগের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্যে হইতে তোমাদিগকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যাহা পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।

৬৭. এবং খর্জুর বৃক্ষের ফল ও আংগুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক, ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্পদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে মানব জাতি! اِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চুতষ্পদ প্রাণীর মধ্যে— যেমন গরু উট ছাগল ইত্যাদির মধ্যে لَعِبْرَةً বড় উপদেশ রহিয়াছে। যে মহান সত্তা এই সকল চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার শক্তি তাঁহার অনুগ্রহ ও দয়া বুঝিবার জন্য ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে। نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ আয়াতাংশের بُطُوْنِهٖ এর সর্বনামটি হয় نِعْمَةٌ এর অর্থের দিকে ফিরিয়াছে এই কারণে একবচন সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে কিংবা اَنْعَامٌ কে حَيَوَانٌ এর অর্থে বুঝাইয়া উহার প্রতি সর্বনাম ফিরান হইয়াছে। তখন ইবারত এইরূপ হইবে نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ هٰذَا الْحَيَوَانُ অবশ্য এক আয়াতে এইরূপও আছে مما فِىْ بُطُوْنِهَا উভয় প্রকার ব্যবহার আরবী ব্যাকরণ মাফিক বিশুদ্ধ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ مَّمَّنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ উক্ত আয়াতে প্রথম সর্বনামটি اِنَّهَا এর هَا এক বচন স্ত্রীলিংগ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ذَكَرَهٗ এর ه সর্বনামটি এক বচন পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ উভয় সর্বনাম একই বস্তুর দিকে ফিরিয়াছে। অনুরূপভাবে وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ অত্র আয়াতেও هَدِيَّةٌ শব্দটি স্ত্রীলিংগ এবং جَاءَ এর মধ্যে সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ هَدِيَّةٌ শব্দটি مَالٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই কারণে جَاءَ এর সর্বনামটি পুংলিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ হইয়াছে।

قوله مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا অর্থাৎ মল ও রক্ত হইতে বিশুদ্ধ দুধ তোমাদের পান করিবার জন্য বাহির করেন। অর্থাৎ চতুষ্পদ প্রাণীর উদরে যে রক্ত ও মল থাকে উহা হইতে আল্লাহ তা'আলা সাদা সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দুধ পৃথক করিয়া স্তনে পৌঁছাইয়া দেন। রক্ত রগসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে পেশাব মুত্র নালিতে এবং মল উহার আপন স্থানে পৌঁছিয়া যায়। অথচ ইহার কোনটি অপরটির সহিত মিশ্রিত হয় না এবং উহার একটি অপরটিকে পরিবর্তন করে না لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন বিশুদ্ধ দুধ তোমাদের জন্য বাহির করেন যাহা চাবাইবার প্রয়োজন হয় না বরং মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাথে সাথেই হলকের নীচে চলিয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা দুধের আলোচনার পরপরই মদের আলোচনা করিয়াছেন যাহা খেজুর ও আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত করা হয়। দুধ পান করিবার মত ইহা পান করিতেও কোন কষ্ট হয় না। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, এই আয়াত মদ হারাম হইবার পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে ইহাকে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ

مِنْهُ سُكَرًا খেজুর ও আঙ্গুর হইতে তোমরা নিশাযুক্ত বস্তু প্রস্তুত কর। আয়াতটি দ্বারা যেমন এই কথা বুঝা যায় যে মদ হারামকারী আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে উহা হালাল ছিল। অনুরূপ ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে আঙ্গুর ও খেজুর দ্বারা প্রস্তুত নিশাযুক্ত বস্তু উভয়টিই সমান। ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ (র) এবং অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতই ইহাই। অনুরূপভাবে গম, চাউল, মধু ও মধু দ্বারা প্রস্তত সকল প্রকার নিশাযুক্ত পানীয় এর একই হুকুম। যেমন হাদীসে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) سُكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا তাফসীর প্রসংগে বলেন, سُكَرًا বলা হয় আঙ্গুর ও খেজুর হইতে যাহা হারাম করা হইয়াছে উহাকে আর رِزْقًا حَسَنًا দ্বারা উভয় প্রকার ফল হইতে যাহা হালাল তাহাই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ খেজুর কিসমিস সিরকা নবীয ইত্যাদি। হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই ইহার মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে আক্ল অর্থাৎ জ্ঞানের উল্লেখ করা অধিক সংগত হইয়াছে। কারণ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল বস্তু ইহাই। আর মানুষের এই বিশেষ বস্তুটির হিফাযতের জন্য নিশাযুক্ত পানীয় হারাম করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ - سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا فَمَا تَنْبُتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ যমীনে আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাতে আমি প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। যেন তাহারা উহার ফল খাইতে পারে। আর উহা তাহাদের নিজেদের হাতের তৈয়ারী নহে। ইহা পরও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না। সেই সত্তা পবিত্র, যিনি যমীনের উৎপন্ন দ্রব্যে খোদ তাহাদের সত্তায় এবং আরো অনেক স্পষ্ট বস্তুতে যাহা তাহারা জানে না সর্বপ্রকার রকমারী সৃষ্টি করিয়াছেন (সূরা ইয়াসিন-৩৫-৩৬)।

(٦٨) وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۙ ۝

(٦٩) ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

৬৮. তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে।

৬৯. ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে اَلْوَحْيُ দ্বারা ইলহাম অর্থাৎ অন্তরে জন্মাইয়া দেওয়া বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ মৌমাছির অন্তরে পাহাড়ে, গাছে এবং অট্টালিকাসমূহে তাহাদের আশ্রয়ের জন্য মৌচাক নির্মাণের কথা পয়দা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুর্বল পোকার ঘরগুলি দেখিলে বুঝা যায় উহা কত মযবুত কত সুন্দর এবং নিপুণতা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'আলা এই মৌমাছিকে এই হেদায়াত দান করিয়াছেন যে সে প্রত্যেক ফলের ফুল হইতে মধু আহরণ করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য যে সহজ পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন সে পথে চলিবে। অর্থাৎ এই মহাশূন্য, প্রশস্ত ময়দান ও জংগলসমূহ উপত্যক ও সুউচ্চ পাহাড়সমূহের যেথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া চলিবে এবং যতই দূর হইতে দূরান্তে পৌছিবে পুনরায় অতি সহজেই সে তাহার ঘরে পৌছিয়া যাইতে পারিবে সে তাহার ঘরে পৌছতে একটুও অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। ডানে বামে কোন দিকে তাহার কোন ভ্রম হয় না বরং সোজা তাহার ঘরে পৌছিয়া তাহার ডিম বাচ্চা ও মধুর কাছে স্থান গ্রহণ করে। সে তাহার ডানার সাহায্যে মোম তৈয়ার করে মুখের সাহায্যে মধু বাহির করে এবং পিছন দিক হইতে ডিমও বাচ্চা দান করে। অতঃপর পুনরায় প্রাতে সে তাহার চরণভূমিতে পৌছিয়া যায়। কাতাদাহ ও আবদুর রহমান ইবন যায়দ (র) বলেন فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا এর অর্থ হইল তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে অনুগত হইয়া চল। ذُلُلًا শব্দটি سَالِكَةً হইতে সংঘটিত হইয়াছে। যায়দ ইবনে আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা ইহা কি প্রত্যক্ষকর যে মানুষ এই মৌমাছিকে উহার মৌচাকসহ ও এক শহর হইতে অন্য শহরে বহন করিয়া লইয়া আসে। কিন্তু প্রথম বাক্য অধিক স্পষ্ট। অর্থাৎ ذُلُلًا শব্দটি سُبُلَ হইতে হাল সংঘটিত হইয়াছে। অর্থাৎ হে মৌমাছি তুমি তোমার প্রতিপালকের পথসমূহে এমনাবস্থায় চলিতে থাক যে উহা তোমার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত মুজাহিদ (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন উভয় তাফসীরই বিশুদ্ধ। আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মাছির বয়স চল্লিশ দিন। আর মৌমাছি ব্যতিত সকল মাছি-ই দোযখে যাইবে। قوله يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ

شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ মৌমাছির পেট হইতে নানা রংগের মধু বাহির হয় সাদা, হলুদ, লাল- ইত্যাদি। রংগের এই রকমারিতার কারণ হইল, তাহার আহার্য বস্তুর বিভিন্নতা। قوله فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ অর্থাৎ মধুর মধ্যে মানুষের জন্য তাহাদের রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) فِيهِ اَلشِّفَاءُ لِلنَّاسِ বলিতেন তবে ইহা সর্বপ্রকার রোগের চিকিৎসা হইত। কিন্তু فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ বলিয়াছেন অতএব সকল মানুষের জন্য ইহা ঠান্ডাজনিত রোগের চিকিৎসা। কারণ মধু গরম। এবং চিকিৎসা রোগের বিপরীত বস্তু দ্বারা হইয়া থাকে।

মুজাহিদ ও ইবনে জরীর (র) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন 'ইহা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছে'। কিন্তু তাহাদের এই বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ঠিক হইলেও এখানে ইহা সংগতিপূর্ণ নহে। কারণ আয়াতের মধ্যে কুরআনের আলোচনা নহে, মধুর আলোচনা করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। فِيهِ لِلنَّاسِ অত্র আয়াতে যে মধু বুঝান হইয়াছে ইহার দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েত পেশ করা হয়। তাহারা উভয়ই কাতাদাহ (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল আলী ইবনে দাউদ নাজী (র) হইতে তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা একব্যক্তি, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল আমার ভাই পাতলা পায়খানা করিতেছে, তিনি বলিলেন, উহাকে মধু পান করাও লোকটি ফিরিয়া গিয়া তাহাকে মধুপান করাইল, কিন্তু উহাতে কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল আমি তাহাকে মধু পান করাইয়াছি কিন্তু উহাতে পায়খানা আরো বেশী হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তাহাকে মধু পান করাও অতঃপর সে গিয়া আবার তাহাকে মধু পান করাইল কিন্তু এবারও কোন ফায়দা হইল না দেখিয়া সে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! এবার তাহার আরো বেশী পায়খানা হইয়াছে তখন তিনি বলিলেন আল্লাহর বাণী সত্য কিন্তু তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। যাও এবং পুনরায় তাহাকে মধু পান করাও। এবার সে গিয়া তাহাকে মধু পান করাইলে সে সুস্থ হইল। কোন কোন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ বলেন, লোকটির পেটে অনেক বেশী মল ছিল, যখন তাহাকে মধু পান করান হইল তখন যেহেতু মধু গরম বস্তু এই কারণে তাহা অধিক নরম হইয়া অধিকবার মল বাহির হইতে লাগিল, লোক ইহাতে মনে করিয়া বসিল যে, ইহা তাহার ভাইয়ের ক্ষতি করিতেছে অথচ বাস্তবে ইহা তাহার পক্ষে ছিল উপকারী। পুনরায় তাহাকে মধু পান করান হইলে তাহার পেটের মল আরো

খুলিয়া গেল এবং সে আরো বেশী মল ত্যাগ করিতে লাগিল আবার পান করান হইলে আবার তাহার মল গলিয়া পেট হইতে বাহির হইয়া গেলে তাহার পেট ঠিক হইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরকতে সে রোগ মুক্ত হইয়া গেল। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইবনে উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মধু ও হালুয়া পছন্দ করিতেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী সালিম আফতাস (র) হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তিনটি বস্তর মধ্যে আরোগ্য রহিয়াছে, সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আগুন দ্বারা দাগ দেওয়ায় কিন্তু আমি আমার উম্মতকে আগুন দ্বারা দাগ দিতে নিষেধ করি। ইমাম বুখারী (র) বলেন আবূ নুআইম (র) .... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তোমাদের কোন ঔষধে যদি কোন কল্যাণ নিহিত থাকে তবে তাহা সিংগা লাগানে, মধু পানে ও আগুন দ্বারা দাগ দেওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে কিন্তু আমি আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আসেম ইবনে উমর ইবনে কাতাদাহ হইতে তিনি হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন আলী ইবন ইস্হাক (র) .... উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে উহা তিনটি বস্তু। সিংগা লাগান মধুপান এবং আগুন দ্বারা দাগ দেওয়া যাহাতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি দাগ দেওয়া পছন্দ করি না। উহা আমি ভাল মনে করি না। তারবানী (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে আলীদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভাষা হইল, যদি কোন বস্তুতে আরোগ্য থাকে তবে তাহা হইল সিংগা লাগান। সনদটি বিশুদ্ধ ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (র) কযভীনা (র) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আলী ইবনে সালামাহ তাগলভী (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর দুইটি বস্তু দ্বারা চিকিৎসা লাভ করা কর্তব্য আর উহা হইল মধু ও কুরআন মজীদ। সনদটি উত্তম কিন্তু কেবল ইবনে মাজাহ-ই এই সনদ দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) সুফিয়ান ইবনে অকী (র) হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ আরোগ্য লাভ করিতে চায় তখন সে যেন কুরআন মজীদের কোন এক আয়াত

কাগজে লিখিয়া বৃষ্টির পানি দ্বারা উহা ধুইয়া লয় এবং স্বীয় স্ত্রী হইতে তাহার সন্তুষ্টচিত্তে কিছু পয়সা লইয়া উহা দ্বারা মধু ক্রয় করে এবং ঐ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করে ইহা দ্বারা যে কোন রোগের আরোগ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ তিনি আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا আমি আসমান হইতে বরকতময় পানি অবতীর্ণ করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا مَّرِيْئًا যদি তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) সন্তুষ্টচিত্তে কিছু দান করে তবে তোমরা উহা মহানন্দে খাও। মধু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاس ইহাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রহিয়াছে। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ইহাও বলেন মাহমূদ ইবনে খিদাশ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু চাটিয়া খাইবে সে কোন বড় রোগের সম্মুখীন হইবে না। তবে যুবাইর ইবনে সায়ীদ (র) রাবী পরিত্যক্ত। ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অপর এক সূত্রে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইউসূফ ইবনে ছারহ্ ফরয়াবী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমর ইবনে বকর ইবনে সুকসুকী আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন ইবরাহীম ইবনে আবূ আব্লাহ আবূ উবাই ইবনে উম্মে হারাম হইতে বর্ণিত এবং তিনি উভয় কিবলার দিকে সালাত পড়িয়াছেন তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তোমাদের প্রতি ছানা (সানাপাতা) ও ছানূত (ঘী এর মশকের মধু) ব্যবহার করা কর্তব্য উহার ব্যবহারে মৃত্যু ভিন্ন প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اَلسَّامُ শব্দের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন اَلسَّامُ অর্থ মৃত্যু। ছানূত বলা হয় ঘীর মশকে যে মধু রাখা হয়। কবির কবিতায় اَلسَّنُّوْتُ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُّوْتِ لَا لَيْسَ فِيْهِمْ + وَهُمْ يَمْنَعُوْنَ الْجَارَ اَنْ بُقَرَّدَا

কবির উক্ত কবিতায় اَلسَّنُّوْتُ শব্দের অর্থ মধু। اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ মৌমাছির ন্যায় এই দুর্বল পোকার অন্তরে এই কথা জন্মাইয়া দেওয়া যে, সে স্বাধীনভাবে উড়িয়া উড়িয়া দূর দূরান্ত হইতে বিভিন্ন ফুলের মধু আহারণ করিয়া তোমাদের জন্য সংগ্রহ করিবে ও মোম তৈয়ার করিবে। ইহা চিন্তাশীল লোকদের জন্য আমার মহান সৃষ্টিকর্তা, মহাকৌশলী, মহাজ্ঞানী ও চরম পরম অনুগ্রহশীল প্রমাণ করিবার জন্য বড়ই নিদর্শন।

(٧٠) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰكُمْ قف وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৭০. আল্লাহ-ই তোমাদিগেকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে নিকৃষ্টতম বয়সে, ফল যাহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্যে যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন উপরোক্ত আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কোন কোন মানুষকে দীর্ঘায়ু দান করেন এবং সে বার্ধক্যে উপনিত হয় এবং অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে-ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِهِمْ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে দুর্বল সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিশালী করিয়াছেন। এই শক্তির পর আবার সে দুর্বল হইয়া পড়ে। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পঁচাত্তর বৎসর বয়সই হইল জীবনের এমন একটি স্তর যখন মানুষ অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়ে। স্মরণশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জ্ঞানও হ্রাস পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন لِكَىْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا অর্থাৎ কোন বস্তুর জ্ঞান লাভের পরই তাহার অবস্থা এমন হইয়া পড়ে যেন সে কোন কিছুরই জ্ঞান লাভ করে নাই। ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাফসীর কালে বলেন, মূসা ইবন ইসমাঈল (র) .... হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিতেন হে আল্লাহ! কৃপণতা হইতে, অলসতা হইতে, বার্ধ্যক্য হইতে, এবং অকর্মণ্য বয়স হইতে কবর আযাব হইতে, দাজ্জালের ফিৎনা হইতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিৎনা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। যুহাইর ইবনে আবূ সালমা তাহার প্রসিদ্ধ মুআল্লাকার নিম্ন কবিতায়–

سَئِمْتُ تَكَالِيْفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ + ثَمَانِيْنَ عَامًا لَا اَبَا لَكَ يَسْئَمُ
رَأَيْتُ الْمَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ + تُمِتْهُ وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمُ

অকর্মণ্য বয়সের দুঃখ কষ্টের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই বয়সকে তিনি দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তার ভান্ডার বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন

(٧١) وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ؕ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ۝

৭১. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদিগের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহাদিগের অধীনস্ত দাস-দাসীদিগকে নিজদিগের জীবনোপকরণ হইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদিগের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে মুশরিকদের কুফর ও মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত ইবাদতে শরীক করে তাহাদের সম্পর্কে তাহারা ইহাও স্বীকার.করে যে ঐ সকল শরীকরা আল্লাহরই দাস। তালবীয়াহ পড়িবার কালে ইহারই স্বীকারোক্তি করে। তাহারা বলে لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ "হে আল্লাহ আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই। আছে কেবল এমন শরীক যাহার মালিকও আপনি-ই আর সে যে সকল ধন-সম্পদের অধিকারী উহার মালিকও আপনি"। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, তোমরাই ইহা পছন্দ কর না যে তোমাদের দাসদাসীরা তোমাদের ধন-সম্পদে সমানভাবে শরীক হউক অতএব তোমরাই বল, যাহারা আল্লাহর গোলাম ও দাস তাহারা ইবাদত ও ভক্তি শ্রদ্ধায় আল্লাহর সহিত শরীক হউক আল্লাহ ইহা পছন্দ করিবেন কি রূপে? ইরশাদ হইয়াছে

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْهَا رَزَقْنَاكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ -

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন এই মুশরিকরা তাহাদের দাসদিগকে স্বীয় ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদের মধ্যে যখন শরীক করিতে রাযী নহে তবে আমারই দাসদিগকে আমারই সাম্রাজ্যে কিভাবে তাহারা শরীক করে। আল্লাহর তা'আলা এই মর্মটাই اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য পছন্দ কর না উহা আমার জন্য পছন্দ কর কিভাবে? মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা হইল বাতিল উপাস্যদের উদাহরণ। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উদাহরণে বলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে তাহার

দাসকে তাহার স্ত্রী ও তাহার বিছানায় শরীক করে নিশ্চয় নহে। অতএব তোমরা আল্লাহর দাসদিগকে আল্লাহর সহিত কি করিয়া শরীক কর? যদি তোমরা নিজেদের জন্য ইহা পছন্দ না করে তবে আল্লাহ তোমাদের তুলনায় ইহার জন্য অধিক শ্রেয়। قوله أَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই যাবতীয় কৃষি উৎপন্ন দ্রব্য ও জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মুশরিকরা উহার একাংশ আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে এবং একাংশ সাব্যস্ত কর তাহাদের অন্য মা'বুদের জন্য। এইভাবে তাহারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে ও আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে। হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত একবার হযরত উমর (রা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) এর নিকট পত্র লিখিলেন "আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ায় যে রিযিক দান করিয়াছেন উহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক। আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কতক বান্দাকে তাহার কতক বান্দার উপরে রিযিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। যাহাকে তিনি অধিক সম্পদশালী করিয়াছেন সে তাঁহার শোকর করে কিনা তাহার উপর আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রদত্ত রিযিকের যে হক ফরয করিয়াছেন সে তাহা পালন করে কিনা তিনি তাহা যাঁচাই করিয়া দেখিবেন। রেওয়ায়াতটি ইবনে আবূ হাতিম বর্ণনা করেছেন।

(٧٢) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط اَفَبِالْبَاطِلِ
يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ

৭২. এবং আল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগের যুগল হইতে তোমাদিগের জন্য পুত্র পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যা বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার প্রদত্ত অপর নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের আকৃতি প্রকৃতির স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন যদি তাহাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের মধ্য হইতে না করিয়া অন্য জাতি হইতে সৃষ্টি করিতেন তবে তাহাদের পারস্পারিক ভালবাসা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হইত না। আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া বনী আমদকেই নারী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে নরের জন্য স্ত্রী করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি স্ত্রী হইতে মানুষের জন্য পুত্র ও পৌত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন حَفَدَةً অর্থ, পৌত্র হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক, ইবনে যায়দ ও হাসান (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। শু'বা (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস

(র) হইতে بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা হইল নিজের সন্তান ও সন্তানের সন্তান। সুনাইদ (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তোমার পুত্র হইল তাহারা যাহারা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমার সাহায্য করে এবং তোমার সেবা করে। কবি হুমাইদ বলেন

حَفَدَ الْوَلَائِدِ حَوْلَهُنَّ وَاَسْلَمَتْ + بِاَكُفِّهِنَّ اَزِمَّةَ الْاَجْمَالِ

উক্ত কবিতায়ও حَفَدَ শব্দটি সেবা করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর অর্থ সন্তান ও খাদেম। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত اَلْحَفَدَةُ অর্থ সাহায্যকারী ও খাদেম। তাউস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও বলেন حَفَدَةً অর্থ সেবকদল। কাতাদাহ আবূ মালিক ও হাসান বসরী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, اَلْحَفَدَةُ অর্থ, তোমার পুত্র ও পৌত্র হইতে যে তোমার সেবা করে। যাহ্হাক (র) বলেন আরবে ইহাই নিয়ম ছিল যে পুত্ররা খিদমত করিত। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, স্ত্রীর অন্য পক্ষের পুত্ররা এই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। اَلْحَفَدَةُ ঐ সকল লোককেও বলা হয় যে, কাহারো সম্মুখে তাহার কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়। বলা হইয়া থাকে فُلَانٌ نَحْفِدُلَنَا অমুক আমাদের জন্য কাজ করিতেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন কিছু লোক ইহাও বলিয়াছেন যে জামাতারাও اَلْحَفَدَةُ এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (র) এর এই শেষ কথাটি হযরত ইবনে মাসউদ (রা), মাসরূক, আবূ-যুহা, ইবরাহীম নখয়ী, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ এবং কুরাযী (র)ও বলিয়াছেন। ইকরিমাহও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবন তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْحَفَدَةُ দ্বারা জামাতাগণকে বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীর (রা) বলেন উল্লেখিত সব কয়টি অর্থই এর অন্তর্ভুক্ত। কুনূতের অংশ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ এর মধ্যে نَحْفِدُ অর্থ আমাদের যাবতীয় খিদমত আপনার জন্যই। এবং যেহেতু সন্তান ঘরের সেবক ও শ্বশুরালয়ের সদস্যদের দ্বারা সেবাযত্ন লাভ হয় অতএব ইহাও আল্লাহর বড় নিয়ামত। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্ত্রীগণ হইতে পুত্র ও শ্বশুর বানাইয়াছেন। যে সকল তাফসীরকার اَزْوَاجًا এর সহিত حَفَدَةً এর সম্পর্কের কথা বলিয়াছেন, তাহাদের মতে পুত্রগণ পৌত্রগণ ও জামাতাগণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত কারণ তাহারা স্ত্রীর সন্তান কিংবা কন্যার স্বামী হইবে। শা'বী ও যাহ্হাক (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। অধিকাংশ

সময়ে ইহারা এই ব্যক্তিরই অধিনস্ত ইহার তত্ত্বাবধানে এবং ইহার সেবায় নিয়োজিত থাকে। নসরা ইবন আকতম (র) হইতে বর্ণিত হাদীস, اَلْوَلَدُ عَبْدُكَ এর অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। যে সকল তাফসীরকারগণ اَلْحَفَدَةُ এর অর্থ করিয়াছেন সেবক ও খাদেম। তাহাদের মতে اَلْحَفَدَةُ শব্দটি وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا এর উপর মা'তুফ (مَعْطُوْفٌ) হইয়াছে অর্থাৎ جَعَلَ لَكُمُ الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ خَدَمًا যিনি তোমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে খাদেম ও সেবক বানাইয়াছেন। وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ আর তোমাদিগকে উত্তম আহার্য ও পানীয় দান করিয়াছেন। অতঃপর মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া বলেন اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ ইহার পরও কি তাহারা বাতিলের প্রতি মূর্তি ও অন্যান্য শরীকসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে? بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ আর আল্লাহর নিয়ামতের না শোকরী করিয়া উহাকে অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত করে? বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহার বান্দাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে পত্নি দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলাম না? আমি কি ঘোড়াকে তোমার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে মানুষের উপর সরদারী করিতে ও আরাম করিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম না?

(٧٣) وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۚ○

(٧٤) فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ○

৭৩. এবং উহারা কি ইবাদত করিবে আল্লাহর ব্যতীত অপরের যাহাদিগের আকাশ মন্ডলী অথবা পৃথিবী হইতে কোন জীবনোপকরণ সরবরাহ করিবার শক্তি নাই, এবং উহারা কিছুই করিতে সক্ষম নহে।

৭৪. সুতরাং আল্লাহর কোন সদৃশ্য স্থির করিওনা। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই সফল মুশরিকদের আলোচনা করিতেছেন যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যের ইবাদত করে অথচ, নিয়ামত দানকারী রিযিক দানকারী সৃষ্টিকর্তা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁহারা কোন শরীক নাই। এতদসত্ত্বেও তাহার

মূর্তি ও অন্যান্য এমন সকল বস্তুর পূজা করে যাহারা না আসমান হইতে কোন রিযিক দিতে সামর্থ রাখে, না যমীন হইতে। তাহারা বৃষ্টি বর্ষণ করিতেও সক্ষম নহে গাছপালা ও ফসল উৎপন্ন করিতেও সক্ষম নহে এমন কি তাহারা নিজেদের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম নহে। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন শরীক কোন সমকক্ষ ও উপমা বানাইও না। اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ খুব জানেন এবং তিনি সাক্ষ্য দান করেন যে তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। কিন্তু তোমরা তোমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক কর।

(٧٥) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ
رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৭৫. আল্লাহ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিযক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য! অথচ উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

তাফসীরঃ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের জন্য দৃষ্টান্তটি বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র)ও এইমত পোষণ করিয়াছেন। সত্তাধিকারভুক্ত দাস যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, ইহা হইল কাফিরের দৃষ্টান্ত এবং যে ব্যক্তিকে উত্তম রিযিক দান করা হইয়াছে সে উহা হইতে গোপন ও প্রকাশ্যে দান করে ইহা হইল মু'মিনের দৃষ্টান্ত।

হযরত মুজাহিদ (র) হইতে ইবনে আবূ নজীহ (র) বর্ণনা করেন, ইহা দ্বারা মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্বের উদাহরণ পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাহারা যে মূর্তি পূজা করে উহা এবং আল্লাহ তা'আলা কি সমান হইতে পারে? যেহেতু উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান যাহা কেবল নির্বোধ ছাড়া সকলেই বুঝিতে সক্ষম এই জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য বরং তাহাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

(৭৬) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

৭৬. আল্লাহ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির— উহাদিগের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছু করিয়া আসিতে পারে না। সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

তাফসীর ঃ মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা মূর্তি ও স্বয়ং তাঁহার নিজের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মূর্তি তো বোবা কথা বলিতে সক্ষম নহে এবং কোন কাজও সমাধা করিতে পারে না। মোটকথা সে কার্যকলাপ ও কথাবার্তা হইতে শূন্য উপরন্তু সে তাহার মু'মিনের উপর বোঝা। اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ যেখানে তাহাকে পাঠায় কোন কল্যাণ বহন করিয়া আনিতে পারে না।

هَلْ يَسْتَوِيْ যাহার এই গুণাবলী বর্ণনা করা হইল সে وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ এবং সেই ব্যক্তি যে ন্যায়ের শিক্ষা দান করে যাহার কথা সত্য এবং কর্মকান্ড সঠিক وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আর সে সঠিক পথেই চলিয়া থাকে ইহা কি সমান হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যে বোবা ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে সে হইল হযরত উসমান (র) এর গোলাম। সুদ্দী, কাতাদাহ, আতা, খুরাসানী ও ইবনে জবীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উল্লেখিত আয়াতে কাফির ও মুমিনের দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) বলেন, হাসান ইবনে সব্বাহ আল বায্যার (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আয়াতটি কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ও তাহার গোলাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ। আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, যেই বোবা ব্যক্তিকে হযরত উসমান (রা) কোথায়ও পাঠাইলে কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিত না সে হইল তাঁহার গোলাম। তিনি তাহার জন্য ব্যয় করিতেন তাহার প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতেন অথচ, সে ইসলাম গ্রহণ করা পছন্দ করিত না এবং হযরত উসমান (রা) কে সদকা করিতে ও সৎকাজ করিতে বাধা দান করিত। অতঃপর তাহাদের উভয়ের সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(٧٧) وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ
اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○
(٧٨) وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○
(٧٩) اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَآءِ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
اللّٰهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৭৭. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায় বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭৮. এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্গত করিয়াছেন তোমাদিগের মাতৃগর্ভ হইতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানিতে না। তাই তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৯. তাহারা কি লক্ষ্য করে না আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অসীম ক্ষমতা ও অসমী জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান ও যমীনে যত গোপন বিষয়সমূহ রহিয়াছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অবশ্য যদি তিনি অনুগ্রহপূর্বক অন্য কাহাকে অবগত করেন তবে সে জানিতে পারে। আর তাহার ক্ষমতা এত অসীম যে তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন। "হইয়া যাও" বলিলেই উহা হইয়া যায়। উহা কেহই বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। ইরশাদ হইয়াছে وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ ۢبِالْبَصَرِ আমার নির্দেশ একবারই চোখের পলক মারিতেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা চোখের এক পলকের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়া যায়। وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ। অত্র আয়াতের মর্ম ও উপরোল্লোখিত আয়াতের অনুরূপ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা ও তোমাদের পুনর্জীবন দান এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও তাহাকে পুনরায় জীবিত করিবার ন্যায় সহজ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি আরো অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে তাহাদের মায়ের গর্ভ হইতে যখন বাহির করিয়াছেন তখন তাহারা কিছুই জানিত বুঝিত না কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে কান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে পারে। চক্ষু দান করিয়াছেন যাহারা সাহায্যে তাহারা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে দর্শন করিতে পারে। অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা তাহাদের উপকারী ও অপকারী বস্তুসমূহকে পৃথক করিতে পারে? তবে মানুষের এই ইন্দ্রিয় শক্তি ধীরে শক্তিশালী হয় তাহার বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তাহার শ্রবণ শক্তি দর্শন শক্তি ও জ্ঞান পরিপক্ব হইতে থাকে এমনকি সে যৌবনে পদার্পণ করে। আল্লাহ্ মানুষকে এই শক্তিসমূহ দান করিয়াছেন যেন সে তাঁহার ইবাদত করিতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক অংগ প্রতংগের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে ব্যক্তি আমার ওলীর সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আমার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করে, আমি আমার বান্দার প্রতি যে সকল বিষয় ফরয করিয়াছি উহা পালন করিয়া আমার যে নৈকট্য লাভ করিতে পারে অন্য কোন ইবাদত দ্বারা এত নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। অবশ্য অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করিতে বান্দা আমার নৈকট্যলাভ করিতে পারে এমন কি আমি তাহাকে ভালবাসিতে থাকি। আর আমি যখন তাহাকে ভালবাসী তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহার সাহায্যে সে শ্রবণ করে। আমি তাহার চক্ষু হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে দর্শন করে, আমি তাহার হাত হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে ধারণ করে আমি তাহার পাও হইয়া যাই সে উহার সাহায্যে পদচালনা করে। যদি আমার নিকট সে প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাহাকে দান করিব যদি সে আমাকে ডাকে তবে অবশ্যই আমি তাহার ডাকের জওয়াব দিব। যদি সে আমার নিকট আশ্রয় চায় তবে অবশ্যই আমি তাহাকে আশ্রয় দান করিব। আর কোন মু'মিন বান্দা যে মৃত্যু পছন্দ করে না তাহার প্রাণ বাহির করিতে আমি যতটুকু দ্বিধা বোধ করি অন্য কোন ব্যাপারে আমি অতটুকু দ্বিধা বোধ করি না। আমি তাহাকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু মৃত্যু এমন বস্তু যাহা হইতে কেহ রক্ষা পায় না।

হাদীসটির মর্ম হইল, কোন বান্দা যখন ইখলাসের সহিত আল্লাহর ইবাদত করে তখন তাহার সকল কাজ কর্ম আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। অতএব তাহার শ্রবণ শক্তিকে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে তাহার দর্শনশক্তিকে সে

আল্লাহর জন্যই কাজে লাগায় এবং তাহার যাবতীয় ধরা ছোয়া ও চলাফেরা কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হয়। এবং সে তাহার এই সকল কাজেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে। এই কারণে বুখারীর রেওয়ায়েত ছাড়া অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে। فَبِىْ يَسْمَعُ وَبِىْ يَبْصُرُ وَبِىْ يَبْطِشُ وَبِىْ يَمْشِىْ আমার সাহায্যে সে শ্রবণ করে, আমার সাহায্যে সে দর্শন করে, আমার সাহায্যে সে ধরিতে থাকে এবং আমার সাহায্যেই সে চলিতে থাকে। আর এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তর ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, যেন তোমরা তাহার শোকর কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ هُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ আপনি বলিয়া দিন, তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চক্ষুসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা বহু কমই শোকর করিয়া থাক। আপনি বলিয়া দিন তিনিই যমীনে ছড়াইয়া দিয়াছেন। এবং তাহার নিকটই তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে (মুলক-২৩-২৪)।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আসমান ও যমীনের মাঝে শূন্যে যে সকল পক্ষী উড়িয়া বেড়ায় তাহাদের প্রতি কি তাহারা দৃষ্টিপাত করে না? কি ভাবে তাহারা স্বীয় পাখার সাহায্যে শূন্যে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগকে তো কেবল আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতেই রুখিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই পক্ষীদের মধ্যে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে এইরূপে শূন্যে উড়িতে সক্ষম। পক্ষীর এইরূপে উড়িয়া বেড়াইবার আলোচনাই আল্লাহ তা'আলা সূরা-মূলক এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন, اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهُ لِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ। তাহারা কি সেই সকল পাখীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই–যাহারা পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়ায় এবং পাখা সংকুচিতও করে তাহাদিগকে একমাত্র রহমান ব্যতিত অন্য কেহ রুখিয়া রাখে না। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ নিঃসন্দেহে ইহাতে ঈমানদার লোকদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে।

(٨٠) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ
الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ
مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَاۤ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

(٨١) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا
وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ
يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ○

(٨٢) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

(٨٣) يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○ع

৮০. এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের গৃহকে করেন তোমাদিগের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদিগের জন্য পশু-চর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন। তোমরা ভ্রমণকালে উহা সহজে বহন করিতে পার এবং অবস্থানকালে সহজে খাটাইতে পার এবং তিনি তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন ইহাদিগের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

৮১. এবং আল্লাহ্ যাহাকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদিগের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য পাহাড়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, উহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদিগের জন্য বর্মের, উহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পন কর।

৮২.অতঃপর উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমার কর্তব্য তো কেবল স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া।

৮৩. তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে কিন্তু সেগুলি উহারা অস্বীকার করে এবং উহাদিগের অধিকাংশই কাফির।

তাফসীরে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে তাঁহার বান্দাদের প্রতি স্বীয় অপরিসীম নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি তাহাদের প্রতি গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও বসবাস করে এবং উহা দ্বারা বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। ইহা ছাড়া পশুর চামড়া দ্বারা তাহারা তাঁবু নির্মাণ করে যাহা তাহারা সফরকালে সহজেই বহন করিয়া লইতে পারে এবং স্বদেশে অবস্থান কালেও উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, تَسْتَخِفُّنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ যাহা তোমরা তোমাদের যাত্রাকালে হালকা মনে কর এবং তোমাদের স্বদেশে অবস্থানকালেও। وَمِنْ اَوْصَافِهَا আর ভেড়ার উলের দ্বারা وَاَوْبَارِهَا উটের প্রশমের দ্বারা ও اَشْعَارِهَا আর ছাগলের লোমের দ্বারা اَثَاثًا وَّمَتَاعًا তোমরা ঘরের সরঞ্জাম প্রস্তুতি করিয়া থাক এবং আরো উপকারী আসবাবপত্র তৈয়ার করিয়া থাক। اَثَاثٌ শব্দের অর্থ, কেহ বলেন, মাল, কেহ বলেন কাপড় কিন্তু কোন বিশেষ বস্তুর সহিত ইহা নির্দিষ্ট নহে ইহাই সঠিক মত। কারণ ইহা দ্বারা কাপড় বিছানা ও অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা বাণিজ্যিক মাল হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَثَاثَ অর্থ উপকারী বস্তু। মুজাহিদ, ইকরামাহ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, আতীয়্যাহ, আওফী, আতা খুরাসানী, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) এই মত পোষণ করেন। قوله اِلَى حِيْنَ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইতে কিছু বস্তু দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, অর্থাৎ বৃক্ষের দ্বারা। وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا আর পাহাড়-পর্বতসমূহে তোমাদের আশ্রয়স্থল বানাইয়াছেন। যেমন তোমাদের জন্য جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ তিনি তোমাদের জন্য তুলা পশম ও কাতান দ্বারা তোমাদের জন্য কাপড়সমূহ বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে তাপ হইতে রক্ষা করে। وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ আর এমন কাপড় সমূহও বানাইয়াছেন যাহা তোমাদিগকে যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত হইতে রক্ষা করে যেমন লোহার টুপি ও বর্ম ইত্যাদি।

وَكَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ আর অনুরূপভাবেই তিনি তাহার নিয়ামত পূর্ণ করেন যাহা দ্বারা তোমরা তোমাদের বিভিন্ন কাজে ও প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাক যেন উহা আল্লাহর ইবাদতে তোমাদের সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়। لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ তোমরা আল্লাহর অনুগত হও। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ এখানে এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। تُسْلِمُوْنَ ক্রিয়াটি তাহারা اَلْإِسْلَامُ মাসদার হইতে নির্গত বলিয়া মনে করেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন وَكَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ এর তাফসীর

প্রসংগে বলেন এই সূরাহকে এই কারণেই سُوْرَةُ النِّعَمِ 'সূরাতুন্নাআম'। বলিয়া নাম রাখা হয় যেহেতু ইহার মধ্যে নিয়ামত পূর্ণ করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক ও আব্বাদ ইবনে আওয়াম ইবনে আনযাল দুদূসী (র) হইতে তিনি শাহ্‌র ইবন হাওশাব (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যে তিনি এখানে تَسْلَمُوْنَ লামকে যবর সহ পড়িতেন অর্থাৎ তোমরা যেন যখম হইতে নিরাপদে থাক। হাদীসটি আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লাম (র) আব্বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) ইহাকে দুই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই কিরাতকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আতা খুরাসানী (র) বলেন, কুরআন আরববাসীদের অনুধাবন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন তোমরা কি আল্লাহর এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য কর না وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাহাড়-পর্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ, আরবের লোকেরা পাহাড়-পর্বতের অধিবাসী ছিলেন।

অনুরূপভাবে وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنَ এই আয়াতে ভেড়া, উট ও ছাগলের পশম লোম ও চুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কারণ আরববাসীরা এই সকল পশুর মালিক ছিল এবং দিবারাত্র এই সকল পশুর সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল। এবং পশম লোম ও ছাগলের চুল দ্বারা তাহারা বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিত ও তাঁবু তৈয়ার করিত। অনুরূপভাবে وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مِنْ بَرَدٍ এর মধ্যে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন অথচ ইহা অপেক্ষা আরো অনেক বড় বড় নিয়ামতও আল্লাহ মানুষকে দান করিয়াছেন কিন্তু বৃষ্টির পানিকে তাহারা অধিক পছন্দ করিত এই কারণে আল্লাহ তা'আলা পানি বর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহর এই বাণীর প্রতিও লক্ষ্য করা উচিৎ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ এখানে আল্লাহ তা'আলা গরম হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করিয়াছেন শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা গরমের সহিত লড়াই করিত। শীত হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি তাহাদের নিকট বড় একটা গুরুত্বের অধিকার রাখে না। قوله فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ অর্থাৎ আল্লাহর প্রদত্ত এই সকল নিয়ামত বর্ণনা করিবার পরও যদি তাহারা আল্লাহর অসীম কুদরত ও অনুগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া কেবল তাহারই ইবাদত না করে তবে আপনার কোনই ক্ষতি নাই আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনার দায়িত্ব কেবল সত্যকে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং উহা আপনি পূর্ণ করিয়াছেন।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا তাহারা এই কথা খুব ভাল ভাবেই জানে যে সকল নিয়ামতের মূল দাতা আল্লাহ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা ইহা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সহিত অন্যের ইবাদত করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহও তাহাদের সাহায্য করে ও রিযিক দান করে বলিয়া বিশ্বাস করে। وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ আর তাহাদের অধিকাংশ লোক কাফের ও আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ। ইবনে আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (রা) হইতে বর্ণিত যে এক বেদুঈন রাসূলুল্লহ (সা) এর নিকট আসিয়া কিছু প্রশ্ন করিল, তখন তিনি তাহার সম্মুখে এই আয়াত পড়িলেন وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বসবাসের জন্য ঘর দান করিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য কথা। রাসূলুল্লহ (সা) পাঠ করিলেন جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا আর পশুর চর্ম দ্বারা তোমাদের তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, লোকটি বলিল, সত্য বলিয়াছেন। এইভাবে রাসূলুল্লহ (সা) আয়াত পড়িতে লাগিলেন এবং লোকটি সত্য বলিতে লাগিল। অবশেষে তিনি যখন পাঠ করিলেন كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ "অনুরূপভাবে তিনি তাহার নিয়ামত পূর্ণ করেন, যেন তোমরা তাহারই অনুগত হইয়া যাও" তখন আরব বেদুঈন পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا

(٨٤) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَا
هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

(٨٥) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ○

(٨٦) وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا
الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ۚ فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(٨٧) وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِالسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

(٨٨) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ○

৮৪. যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করিব সেদিন কাফিরদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৮৫. শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে ও তখন উহাদিগের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং উহাদিগকে কোন বিরাম দেওয়া হইবে না।

৮৬. মুশরিকরা তাহাদিগকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিল তাহাদিগকে যখন দেখিবে তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক। ইহারাই তাহারা যাহাদিগকে আমরা তোমার শরীক করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে আমরা আহ্বান করিতাম তোমার পরিবর্তে। অতঃপর তদুত্তরে উহারা বলিবে তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

৮৭. সেইদিন তাহারা আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করিবে এবং তাহারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিত তাহা তাহাদিগের জন্য নিষ্ফল হইবে!

৮৮. আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করিব কাফিরগণের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীগণের কারণ তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

তাফসীর ঃ আখিরাতে মুশরিকদের কি পরিণতি হইবে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যেই দিন সকল মানুষকে জীবিত করিয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত করা হইবে সেইদিন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করা হইবে। যিনি স্বীয় উম্মত সম্পর্কে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন যে তিনি তাহাদিগকে যে দাও'আত দিয়াছিলেন সেই দাও'আত তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল কিনা? ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا অতঃপর কাফিরদিগকে কোন ওজর পেশ করিবার অনুমতি দান করা হইবে না। কারণ, তিনি জানতেন যে তাহাদের ওজর বাতিল ওজর ছাড়া কিছু নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ইহা হইল সেই দিন যেদিন তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না আর তাহাদিগকে ওজর পেশ করিবার জন্য অনুমতিও দান করা হইবে না। এই কারণে এখানে ইরশাদ হইয়াছে وَلَا يُسْتَعْتَبُوْنَ আর তাহাদের নিকট সন্তুষ্টি তলবের সুযোগ দেওয়া হইবে না وَاِذَا رَاَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ আর মুশরিক অপচারীরা যখন আযাব দেখিবে তখন لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ তাহাদের আযাব হালকা করা হইবে না। এক মুহূর্তের জন্যও কম করা হইবে না। وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর তাহাদিগকে কোন অবকাশও দেওয়া হইবে না বরং কিয়ামতের মাঠ হইতে বিনা হিসাবেই অতি দ্রুত তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিবে। যখন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হইবে তখন উহাকে সত্তর হাজার

লাগাম দ্বারা টানিয়া আনা হইবে প্রত্যেক লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা থাকিবে। উহা হইতে একটি গর্দান উপরের দিকে উঁচু হইয়া সকল মাখলূকের প্রতি তাকাইবে এবং এমন গর্জন দিবে যে উহার কারণে সকলে হাঁটুর উপর পড়িয়া যাইবে। তখন জাহান্নাম বলিতে থাকিবে আমি প্রত্যেক অহংকারী হঠকারীর জন্য নিযুক্ত হইয়াছি যে আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করিত আর অমুক, অমুক বলিয়া কয়েক প্রকার লোকের উল্লেখ করিবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত।

ثُمَّ تَنْطَوِىْ عَلَيْهِمْ وَتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ الْمَوْقِفِ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّائِرُ الْحَبَّ

অতঃপর জাহান্নাম তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিবে এবং হাশরের মাঠ হইতে তাহাদিগকে ঠোক মারিয়া লইবে যেমন পাখী বীজকে ঠোক মারিয়া লয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন

وَاِذَا رَاَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا لَا تَدْعُوْنَ الْيَوْمَ ثُبُرًا وَاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا

আর যখন জাহান্নাম দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিবে তখন তাহারা জাহান্নামের ক্রোধ ও গর্জন শুনিবে। আর যখন তাহাদিগকে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা মৃত্যুকে কামনা করিবে। বলা হইবে, আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না বরং অনেক মৃত্যু কামনা কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَرَاٰ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا আর অপরাধীরা জাহান্নামকে দেখিয়াই ভাবিবে তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وَّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا يُنْصَرُوْنَ بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

হায়! কাফিররা যদি সেই সময়কে জানিত যখন তাহারা তাহাদের মুখমন্ডল হইতে আর পিঠ হইতে আগুন হটাইতে সক্ষম হইবে না আর না তাহাদিগকে কোন সাহায্য করা হইবে। বরং হঠাৎ তাহাদের নিকট আযাব আসিয়া পৌঁছাবে এবং তাহাদিগকে দিশাহারা করিয়া দিবে তখন না তো তাহারা উহা দূর করিতে পারিবে আর না তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামতের দিন মুশরিকরা যখন ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে এবং যখন তাহারা

আল্লাহর সহিত যাহাদিগকে শরীক করিত তাহাদের পক্ষ হইতে সাহায্যের সর্বাধিক বেশী মুখাপেক্ষী হইবে তখন যেই শরীকরা তাহাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَاِذَ رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ شُرَكَاۤءَ هُمْ আর যখন মুশরিকরা তাহাদের সেই সকল শরীকদিগকে দেখিতে পাইবে দুনিয়ায় যাহাদের তাহারা পূজা করিত قَالُوْا رَبَّنَا هٰؤُلَاۤءِ شُرَكَاۤءُ نَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْ مِنْ دُوْنِكَ فَالْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! উহারা হইল আমাদের শরীক যাহাদিগকে আপনাকে ছাড়িয়া আমরা পূজা করিতাম। অতঃপর তাহারা বলিবে আমরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ তাহাদের সেই শরীকরা বলিবে, আমরা তোমাদিগকে আমাদের ইবাদত করিতে তো বলিতাম না। তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاۤءً وَكَانُوْا بِعِبَادِهِمْ كَافِرُوْنَ

আর সেই ব্যক্তি হইতে অধিক গুমরাহ আর কে হইতে পারে যে আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন ব্যক্তির পূজা করে যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকের জওয়াব দিবে না আর তাহাদের ডাক সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরও নাই। আর যখন সেই মুশরিক লোকদিগকে একত্রিত করা হইবে তখন শরীকরা পূজাকারীদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের পূজাকে অস্বীকার করিবে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্যান্য উপাস্য বানাইয়াছে যেন তাহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হইতে পারে। কখনো নহে, তাহারা তাহাদের ইবাদত ও পূজাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া যাইবে। খলীল (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا অতঃপর কিয়ামতের দিনে তাহারা একে অপরকে অস্বীকার করিবে وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاۤءَ كُمْ আর তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে সাহায্যের জন্য ডাক। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

قوله وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ হযরত কাতাদাহ ও ইকরিমাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের সকলেই আল্লাহর অনুগত হইয়া যাইবে। সকলেই আল্লাহর কথা শ্রবণ করিতে ও তাহার হুকুমের অনুসরণ করিতে চাহিবে। اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا অর্থাৎ যেই দিন তাহারা আমার নিকট

উপস্থিত হইবে সেই দিন সকলেই বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী হইয়া যাইবে। وَلَوْتَرٰى اِذَ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْ رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا আপনি সেই সময় দেখিতে পাইবেন যখন অপরাধীরা মাথা অবনত করিয়া তাহাদের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে তাহারা সেই সময় বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْم অর্থাৎ চিরজীবি আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অবনত ও অনুগত হইয়া থাকিবে। وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আল্লাহর নিকট তাহারা সেই দিন আল্লাহর সম্মুখে আনুগত্যের কথা বলিতে থাকিবে। আর আল্লাহকে ছাড়িয়া যে সকল মিথ্যা ইলাহ বানাইয়াছিল তাহাদের সকলেরই অবসান ঘটিবে। অতএব সেখানে তাহাদের কোন সাহায্যকারী ও রক্ষাকর্তা থাকিবে না। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়াছে আমি তাহাদের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর শাস্তি এবং আল্লাহর পথ হইতে অন্যকে বাধা প্রদানের উভয় শাস্তি দান করা হইবে। وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْاَوْنَ عَنْهُ তাহারা অন্যকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিত এবং নিজেরাও উহা হইতে দূরে থাকিত। وَاِنْ يُّهْلِكُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ আর কেবলমাত্র তাহাদের নিজেদের সত্তাকেই ধ্বংস করে কিন্তু তাহাদের কোন অনুভূতিই নাই। উক্ত আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে, যেমন বেহেশতের মধ্যে মু'মিনদের বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। দোযখের মধ্যেও কাফিরের শাস্তিরও বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ হইবে কিন্তু তোমরা জান না। হাফিয আবূ ইয়ালা (র) .... আব্দুল্লাহ (র) হইতে وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ প্রসংগে বর্ণনা করেন, জাহান্নামের মধ্যে জাহান্নামীদের উপর বিষাক্ত সর্পের দংশন বৃদ্ধি হইবে এবং সেই সর্পগুলি এত প্রকান্ড হইবে যেন উহা বড় বড় খেজুর গাছ। শুরাইহ ইবনে ইউনূস (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَزِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, উহা হইল আরশের নীচে পাঁচটি নহর যাহার কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে রাত্রে এবং কয়েকটি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে দিনে।

(٨٩) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ط وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○ ع

৮৯. যে দিন আমি উত্থিত করিব, প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাহাদিগেরই মধ্য হইতে তাহাদিগের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনিব সাক্ষীরূপে

ইহাদিগের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিলাম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূলকে সম্বোধন করিয়া বলেন وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا যেই দিন আমি সকল উম্মতের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী খাড়া করিব এবং সেই সকল উম্মতের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। অর্থাৎ আপনি সেই দিনকে স্মরণ করুন, যেই দিন আপনাকে এই মহা সম্মান ও মর্যাদা দান করিব যে আপনি সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে গৃহিত হইবেন। অত্র আয়াত সূরা নিসা-এর প্রথমভাগের আয়াতের সাদৃশ্য যাহা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) রাসূলুল্লহ্ (সা)-এর নিকট পাঠ করিয়াছিলেন فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَابِكَ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا তখন কি অবস্থা হইবে যখন, আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে তাহাদের সকলের মুকাবিলায় সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) এই পর্যন্ত পাঠ করিলে রাসূলুল্লহ্ (সা) বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ ক্ষান্ত হও। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইয়াছে। وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাবের মধ্যে সর্ব বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, সকল হালাল হারামের জ্ঞান এই কুরআন দ্বারা লাভ করা যায়। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর তাফসীর অধিক ব্যাপক। কারণ কুরআন সকল উপকারী জ্ঞান পূর্ববর্তীদের সংবাদ ও ভবিষ্যত সম্পর্কে ইহা সংবাদ দান করে। হালাল হারাম এবং দুনিয়া ও আখিরাতে যে সকল বস্তুর প্রতি আমরা মুখাপেক্ষী উহার সকল জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনে নিহিত রাখিয়াছেন। وَهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ অন্তরের জন্য হেদায়াত এবং মুসলমানদের জন্য রহমত ও সুসংবাদ জ্ঞাপক করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইমাম আওযায়ী (র) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পবিত্র কুরআন সুন্নাতের মাধ্যমে সকল বিষয়কে স্পষ্ট বর্ণনা করিয়া দেয়।

وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيْدًا এই আয়াতের সম্পর্ক হইল وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ এর সহিত। ইহার অর্থ হইল যেই মহান সত্তা আপনার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনার নিকট উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবেন। ইরশাদ

হইয়াছে فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ الخ আমি অবশ্যই সে সকল লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিব যাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রাসূলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ الخ আপনার প্রতিপালকের শপথ, আমি অবশ্যই তাহাদের সকলকেই তাহাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوْا لاَ عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ যেই দিন আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, আপনাদিগকে কি জবাব দান করা হইয়াছিল? তাঁহারা বলিবেন, আমরা তো কিছুই জানি না, আপনিই তো গায়েব সম্পর্কে মহাজ্ঞানী اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ। যিনি আপনার প্রতি কুরআন প্রচার করা ফরয করিয়াছেন তিনি কিয়ামত দিবসে আপনাকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া অবশ্যই সেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইহা অত্র আয়াতের একটি চমৎকার তাফসীর।

(৯০) اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

৯০. আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা অসৎকার্য ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে ন্যায় নিষ্ঠা ও মানুষের উপকার করিতে হুকুম করিতেছেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও তবে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর অবশ্য যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা বড়ই উত্তম কাজ। جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অন্যায়ের বিনিময় সমান সমান অন্যায়, অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষমা করিয়া দিল এবং সংশোধন করিল তবে উহার বিনিময় আল্লাহর দায়িত্বে। ইরশাদ হইয়াছে وَالْجُرُوْحُ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ আর যখমসমূহের জন্য 'কিসাস' নিয়ম রহিয়াছে অবশ্য যে সদকা দান করে ও ক্ষমা করিয়া দেয় তাহার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। এই প্রকার অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা ন্যায় নিষ্ঠাকে স্পষ্ট প্রমাণ করে এবং মানুষের প্রতি মানুষকে অধিক উপকারের জন্য আহ্বান জানায়। হযরত আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'আদল' দ্বারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দান

করা বুঝান হইয়াছে। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (র) বলেন, এখানে 'আদল' এর অর্থ জাহের ও বাতেন এর সমন্বয় স্থাপন করা। আর 'ইহ্সান' বলা হয় জাহের হইতে বাতেন এর উত্তম হওয়া। আর فَحْشَاءُ مُنْكَرْ হইতে নিষেধ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বাতেন হইতে জাহের এর উত্তম হওয়া। قوله وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى অর্থাৎ তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য নির্দেশ করিতেছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَ الْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلَ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا নিকটবর্তী আত্মীয়কে তাহার হক দান কর এবং মিসকীনকে ও মুসাফিরকেও কিন্তু অপব্যয় করিবে না (বনী ইসরাঈল-২৬)। قوله وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ আর তিনি হারাম ও অন্যায় কাজসমূহ হইতে নিষেধ করেন। সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী অন্যায় ও অপরাধ হারাম। ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালক সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ হারাম করিয়া দিয়াছেন চাহে উহা জাহেরী হউক কিংবা বাতেনী। اَلْبَغْىِ অর্থ, যুলুম সীমা অতিক্রম করা, মানুষের প্রতি যুলুম অবিচার করা। হাদীসে বর্ণিত, যুলুম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করিবার ন্যায় অপর আর এমন কোন গুনাহ নাই যাহার শাস্তি দুনিয়াতেই তাড়াতাড়ি দেওয়া হয় এবং পরকালেও উহার কারণে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। قوله يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে সৎকাজের জন্য নির্দেশ দিতেছেন, এবং অসৎ ও অকল্যাণকর বস্তু হইতে নিষেধ করিতেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে। ইমাম শা'বী বুশাইর ইবনে নুহাইক হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি পবিত্র কুরআনের সর্বাধিক জামে ও ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট আয়াত হইল, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ হাদীসটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, সায়ীদ (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে। اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, জাহেলী যুগে যে সকল সৎস্বভাব ও সৎচরিত্র ছিল আল্লাহ সকলের জন্যই অত্র আয়াত দ্বারা উহার হুকুম করিয়াছেন, অপর পক্ষে আল্লাহ তা'আলা সকল অসৎ চরিত্র হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তিনি সকল নিম্ন ও নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَالِىَ الْاَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্র পছন্দ করেন এবং নিম্ন নিকৃষ্ট চরিত্রকে অপছন্দ করেন। হাফিয আবূ ইয়ালা মা'রিফাতুস্সাহাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ফাত্হ হাম্বলী (র) .... আব্দুল মালিক ইবনে উমাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আকসম ইবনে সাইফী যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভাব

সম্পর্কে অবগত হইলেন তখন তিনি রাসূলুল্লহ (র)-এর দরবারে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলে তাহার কওমের লোক তাহাকে বাধা প্রদান করিল, তিনি বলিলেন তবে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে দাও। অতঃপর তাহার পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে দুইজন প্রতিনিধি আগমন করিল এবং তাহারা বলিল, আমরা আকসম এর প্রতিনিধি তাহারা প্রশ্ন করিয়াছেন, আপনি কে এবং কি? নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন আমি কে? ইহার জওয়াব হইল, আমি, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইল, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল আপনি বার বার ইহা আমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর তিনি আয়াতটি বার বার পাঠ করিয়া শুনাইলেন। এমন কি তাহারা উহা মুখস্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর উক্ত প্রতিনিধিদ্বয় আকসম এর নিকষ্ট আসিয়া সবকিছুই বলিল। তাহারা বলিল, তিনি (মুহাম্মদ) স্বীয় বংশ পরম্পরা বর্ণনা করেন নাই। শুধু কেবল তাহার নিজের নাম ও পিতার নাম বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়াই মনে হইয়াছে। অবশ্য তিনি আমাদের সহিত কিছু কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা তাহার ভাষাই শ্রবণ করিয়াছি। আকসম যখন তাহাদের মুখে সেই কথাগুলি শ্রবণ করিল তখন বলিল, আমি তো মনে করি যে তিনি উত্তম চরিত্র শিক্ষা দান করেন এবং নিকৃষ্ট চরিত্র হইতে বাধা প্রদান করেন। আমার গোত্রের ভাই সব! তোমরা অন্যান্য গোত্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর। যেন তোমরা অন্যান্যদের উপর নেতৃত্ব করিতে পার এবং এই ব্যাপারে যেন তোমরা অন্যদের পশ্চাতে না থাক। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার সম্পর্কে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) .... তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত নবী করীম (সা) তাহার ঘরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি বসিবে কি? তিনি বলিলেন, অবশ্যই, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সম্মুখে লইয়া বলিলেন তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় তিনি আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিলেন। কিছুক্ষণ যাবৎ তিনি আসমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন অতঃপর তিনি ধীরে ধীরে ডান দিকে যমীনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই দিকেই তিনি ফিরিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা নাড়িতেছিলেন যেন তিনি কাহারও নিকট হইতে কিছু বুঝিতেছিলেন এবং কেহ তাহার সহিত কথা

বলিতেছিল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা-ই চলিতে থাকিল। তিনি পুনরায় উপরের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করিলেন এবং প্রথমবার যেমন তিনি আসমানের দিকে তাকাইতেছিলেন এবারও তেমনিভাবে তাকাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি প্রথম বার উস্মান ইবনে মাযউনের প্রতি যেমন তাকাইতেছিলেন পুনরায় তেমনি ভাবেই তিনি তাকাইতে লাগিলেন। তখন উসমান ইবনে মাযউন তাঁহাকে বলিলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনার সহিত আমার অনেকবার বসিবার সুযোগ হইয়াছে কিন্তু আজকের সকালের ন্যায় এইরূপ অবস্থা তো কখনো ঘটে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে নতুন কি করিতে দেখিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে আসমানের দিকে চক্ষু উত্তোলন করিতে অতঃপর ডানদিকে যমিনের দিকে নামাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি আমাকে ছাড়িয়া আপনাকে সেই দিকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়াছি। অতঃপর আপনি ঠিক তদ্রূপ মাথা হেলাইতে লাগিলেন, যেন কেহ আপনাকে কেহ কিছু বলিতেছেন এবং আপনি তাহাকে খুব বুঝাইতেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি কি এই সব কিছু দেখিতে পাইয়াছ? তিনি বলিলেন জী হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার প্রেরিত ফিরিশ্তা আগমন করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন আল্লাহর প্রেরিত ফিরিশ্তা? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হাঁ, তিনি বলিলেন, আপনাকে তিনি কি বলিলেন? তিনি বলিলেন اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الاية হযরত উসমান ইবনে মাযউন বলেন, তখনই আমার অন্তরে ঈমান রেখাপাত করিল। এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর দাও'আতে সাড়া দান করিলাম। হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ মুত্তাসিল ও হাসান। সূত্রটির মধ্যে এক অপর হইতে শুনিয়া বর্ণনা করার ধারাবাহিকতার উল্লেখ রহিয়াছে। ইবনে আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে আব্দুল হামীদ ইবনে বাহ্রাহম (র) এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইবনে আবুল আস সফফী (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, আসওয়াদ ইবনে আমির (রা) .... হযরত উসমান ইবনে আবূল আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লহ (সা) এর নিকট বসিয়াছিলাম এমন সময় তিনি তাঁহার চক্ষু উত্তোলন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট হযরত জিরবীল (আ) আগমন করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ সূরার এই স্থানে রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। আর সম্ভবতঃ শহর ইবনে হাওশাব এর নিকটে উভয় সূত্রেই হাদীসটি পৌছিয়াছে

(৯১) وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

(৯২) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ؕ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

৯১. তোমরা আল্লাহর অংগীকার পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অংগীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদিগের যামিন করিয়া শপথ দৃঢ় করিবার পর উহা ভংগ করিও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

৯২. সেই নারীর মত হইও না, যে তাহার সূতা মযবুত করিয়া পাকাইবার পর উহার পাক খুলিয়া নষ্ট করিয়া দেয়া তোমাদিগের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাক, যাহাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও। আল্লাহ তো ইহা দ্বারা কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। তোমাদিগের যে বিষয়ে মতভেদ আছে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। বিশেষতঃ যখন শপথসমূহকে না ভাংগিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন বরং উহার হিফাযতের নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَاتَنْقُضُوْا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تُوْكِيْدُهَا আর তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তাকীদ করিবার পর উহা ভংগ করিওনা। অত্র আয়াত এবং وَلَاتَجْعَلُوْ اللّٰهُ عَرَضَةً لِاَيْمَانِكُمْ আর তোমরা আল্লাহকে তোমাদের শপথসমূহের জন্য ঢাল বানাইও না এবং ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا اَيْمَانَكُمْ ইহা হইল তোমাদের শপথসমূহের কাফ্ফারাহ যখন তোমরা শপথ গ্রহণ কর। আর তোমরা তোমাদের শপথসমূহের হিফাযত করিও। এই আয়াতসমূহ এবং বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীস

اِنِّیْ وَاللّٰهُ اِنْ شَاءَ اللّٰه لاَ اَحْلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَاَرَى غَيْرَهَا خَيْرًامِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتَ الَّذِیْ هُوَ خَيْرٌوَ تَحَلَّلْتُهَا وَفِیْ رِوَايَةٍ وَكَفَّرَتُ عَنْ يَمِيْنِیْ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমি কোন বস্তুর উপর কসম খাইয়া যদি তাহার বিপরীত বস্তুতে কল্যাণ মনে করি তবে অবশ্যই সেই কাজ করিব যাহাতে কল্যাণ নিহিত এবং স্বীয় কসমের কাফ্ফারাহ আদায় করিব। অত্র হাদীস এবং পূর্ববর্তী পূর্বোল্লোখিত আয়াত وَلَاتَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, যে সকল কসম ও ওয়াদা যাহা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে সংঘটিত হয় তাহা ভংগ করা যায় না কিন্তু যে সকল কসম উৎসাহ প্রদানের জন্য সংঘটিত হইয়া থাকে উহা অবশ্য কাফ্ফারা দান করিয়া ভংগ করা যায়। অত্র আয়াতে কেবল সেই সকল কসম বুঝান হইয়াছে যাহা জাহেলী যুগের স্মৃতি বহন করে। হযরত মুজাহিদ (র) وَلَاتَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا এর এই তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম আহমদ

ইবন হাম্বল (র) বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ সায়বাহ (র) .... হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দুইটি দলের পারস্পরিক এক হইয়া থাকিবার জন্য কসম খাওয়া ইসলামে ইহার কোন স্থান নাই অবশ্য জাহেলী যুগে পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতির যে কসম খাওয়া হইত ইসলাম উহাকে কেবল আরো মযবুত ও শক্তিশালী করে। ইমাম মুসলিমও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির প্রথমাংশের অর্থ হইল, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর মুসলমানদের কোন দুইটি দলের মধ্যে সাহায্য সহানুভূতির জন্য নতুন কোন কসম খাইবার প্রয়োজন হয় না ইসলাম গ্রহণ করিলে স্বাভাবিকভাবেই এই দায়িত্ব বর্তায় যে মুসলমান যেন একে অপরের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করে। জাহেলী যুগে যেমন সাহায্য সহানুভুতির জন্য পারস্পারিক কসম খাওয়া হইত ইসলাম গ্রহণের পরও সেই রূপ কসম খাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আসিম আহওয়াল (র) এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজির ও আন্‌সারদের মধ্যে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়া বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এই হাদীসের মর্ম হইল যে, তিনি আনসারী ও মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পারিক এমন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকার হইয়া যাইতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা রহিত হইয়া যায়। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে উমারাহ আসাদী (র) .... বুরায়দাহ (রা) হইতে وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতটি রাসূলুল্লহ (সা)-এর বায়আত প্রসংগে অবতীর্ণ হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিত সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিত অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ অর্থাৎ ইসলামের উপর যে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছ উহা তোমরা পূর্ণ কর। وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের স্বল্প সংখ্যক হওয়া ও মুশরিকদের অধিক সংখ্যক হওয়া যেন, তোমাদিগকে তোমাদের ইসলামের উপর বায়'আতকে ভংগ করিতে উৎসাহিত না করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন .... ইসমাঈল (র) নাফি' (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মানুষ ইয়াযীদ ইবনে মু'আবীয়াহ (রা) এর বায়'আত ভংগ করিতে শুরু করিল তখন হযরত ইবনে উমর (র) তাহার সকল সন্তান-সন্তুতিগণকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমরা আল্লাহ ও রাসূলের বায়'আতের উপর ইয়াযীদের হাতে

বায়‘আত করিয়াছিলাম আর আমি রসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বে-অফা ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি ঝান্ডা গাড়িয়া দেওয়া হইবে। এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার ঝান্ডা। আল্লাহর সহিত শিরক করিবার পর সব চাইতে বড় গদর ও বিশ্বাসঘাতকতা হইল কাহারো হাতে আল্লাহ ও রসূলের বায়‘আত করিবার পর উহা ভংগ করিয়া দেওয়া। অতএব তোমরা কেহ বায়‘আত ভংগ করিওনা এবং এই ব্যাপারে কেহ সীমা অতিক্রম ও করিও না। তাহা হইলে কিন্তু তাহার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে মারফূরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) .... হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য এমন কোন শর্ত করে যাহা সে পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করে না সে যেন সেই ব্যক্তির মতন যে তাহার প্রতিবেশীকে আশ্রয় দান করিবার পর তাহাকে নিরাশ্রয় ছাড়িয়া দেয়। قوله إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ অবশ্যই আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের কর্মকান্ড খুব ভাল জানেন। অত্র আয়াত দ্বারা সেই সকল লোককে ধমক দেওয়া হইয়াছে যাহারা শপথ মযবুত করিবার পর উহা ভংগ করে। قوله وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّتِىْ نَقَضَتْ তোমরা সেই স্ত্রীলোকের মত হইও না যে মযবুত সূতা কাটিবার পর উহা ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে কাসীর ও সুদ্দী (র) বলেন মক্কায় একজন নিবোর্ধ মেয়ে লোক ছিল সে সূতা কাটিত কিন্তু যখনই মযবুত করিয়া সূতা কাটিত সে উহা ছিড়িয়া ফেলিত। মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) বলেন, ইহা হইল সেই ব্যক্তির উপমা যে তাহার মযবূত প্রতিশ্রুতির পর উহা ভংগ করিয়া ফেলে। আয়াতের এই ব্যাখ্যাই হইল অধিক প্রকাশ ও গ্রহণযোগ্য। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে মক্কায় কোন সূতা প্রস্তুতকারী স্ত্রীলোক থাকুক কিংবা না থাকুক উহাতে কিছু আসে যায় না। قوله اَنْكَاثًا শব্দটি ইসমে মাসদার হইবার সম্ভাবনা রাখে। এবং كان এর খবর হইতে বদল হইবার সম্ভাবনা রাখে। আসলে ছিল لَاتَكُوْنُوْا اَنْكَاثًا – اَنْكَاثًا – نَكْثٌ এর বহুবচন نَاكِثٌ হইতে নির্গত। ইরশাদ হইয়াছে تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ তোমরা তোমাদের শপথসমূহকে তোমাদের পারস্পরিক ধোকার উপায় হিসাবে নির্ধারণ করিয়া লও। اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ যেন একটি দল অন্য দলের উপর ভারী হইয়া যায়। অর্থাৎ

মানুষের সংখ্যা যখন অধিক দেখিতে পাও তখন তাহাদের সম্মুখে তোমরা শপথ করিয়া নিজেদের ঈমানদারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা কর অতঃপর তোমাদের পক্ষে যখনই বিশ্বাসঘাতকতা করা সম্ভব হয় তখনই তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে উদ্যত হও। কোন দলের দুর্বলতা ও পরাজয়ের অবস্থায়ও যখন বিশ্বাতঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা হারাম ও নাজায়েয তখন শক্তিশালী ও বিজয়ের অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা ও ওয়াদা ভংগ করা আরো জঘন্য ও মারাত্মক। আল্‌হামদুলিল্লাহ। সূরা আন্‌ফালে আমরা পূর্বেই এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি যে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) ও রোম সম্রাটের মধ্যে একটি সন্ধি সংঘটিত হইয়াছিল। সন্ধির শেষ দিকে হযরত মু'আবীয়াহ (রা) মুসলিম মুজাহিদগণকে সীমান্তের দিকে রওয়ানা করিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাহারা সীমান্তের নিকটবর্তী এলাকার অবস্থান গ্রহণ করিবে এবং যখনই সন্ধিরকাল শেষ হইয়া যাইবে তখনই তাহারা রোমীদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিবে। হযরত আমর ইবনে উতবা (রা) তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা)কে বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি ওয়াদা পূর্ণ করুন এবং বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বিরত থাকুন। আমি রাসূলুল্লহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ قَوْمٍ اَجَلٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً حَتّٰى يَنْقَضِىَ اَمَدُهَا "যেই গোত্রের সহিত কাহার চুক্তি হইয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির সময় শেষ না হইবে চুক্তির একটি বন্ধন খোলাও জায়েয নহে।" অত্র হাদীস শ্রবণ মাত্রই হযরত মু'আবীয়াহ (রা) তাহার সেনাবাহিনী লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِىَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে اَرْبٰى শব্দের অর্থ "অধিক"। মুজাহিদ (রা) বলেন, মানুষ কোন কোন সময় যে গোত্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি করিত তাহাদের তুলনায় অন্য গোত্রকে সংখ্যার দিক থেকে অধিক পাইয়া তাহাদের সহিত নতুন সন্ধি করিত এবং পূর্বে যাহাদের সহিত সন্ধি করিয়াছিল উহা বাতিল করিয়া দিত। আল্লাহ তা'আলা এইরূপ সন্ধি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও ইবনে যায়দ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। قَوْلُهُ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা অধিক সংখ্যক দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। ইবনে জরীর (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা পূর্ণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সেই সব বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন যাহা সম্পর্কে তাহারা বিরোধ করিতেছে। অতঃপর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আমল ও কর্মকান্ড অনুযায়ী শাস্তি ও পুরস্কার দান করিবেন।

(٩٣) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٤) وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(٩٥) وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٩٦) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ؕ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৩. ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

৯৪. পরস্পর প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তোমরা তোমাদিগের শপথকে ব্যবহার করিও না, করিলে পা স্থির হওয়ার পর পিছু লইয়া যাইবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

৯৫. তোমরা আল্লাহর সংগে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করিও না। আল্লাহর নিকট যাহা আছে কেবল তাহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানিতে।

৯৬. তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহাতো নিঃশেষ হইবে এবং আল্লাহর নিকট যাহা আছে তাহা স্থায়ী। যাহারা ধৈর্যধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে তাহারা যাহা করে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন হে লোক সকল! وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাদের সকলকে একই দলে পরিণত করিয়া দিতেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে ভূ-খন্ডে অবস্থিত সকলেই ঈমান আনিত। অর্থাৎ সকলের মধ্যে পারস্পারিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হইত। পারস্পারিক বিরোধ ও শত্রুতা বিদ্যমান থাকিত না।

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন তবে সকল মানুষকে একই

দলে পরিণত করিতেন তবে তাহারা পারস্পরিক বিরোধ করিতেই থাকিবে। কিন্তু আল্লাহ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর এই কারণেই তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। وَلٰكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ কিন্তু তিনি যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। অর্থাৎ হেদায়াত প্রদান ও গুমরাহ করা তাহারই ইচ্ছার অধিনস্ত। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তোমাদের ছোট বড় সর্বপ্রকার কর্মফল দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, তাহারা যেন তাহাদের শপথসমূহকে ধোকার ও চালবাজীর জন্য প্রয়োগ না করে তাহা হইলে কিন্তু ধর্মীয় দৃঢ়তার পর এই কারণে তাহাদের পদস্খলন ঘটিবে যেমন সরল সঠিক পথে চলিতে চলিতে পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এবং তোমাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা অন্যের জন্যে হেদায়াতের পথে পরিচালিত হইবার জন্য বাধার সৃষ্টি করিবে। এর কারণ কাফির যখন দেখিবে একজন মু'মিন তাহার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তখন তাহার এই সত্য ধর্মের প্রতি তাহার কোন ভরসা থাকিবে না এবং এই কারণেই সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَتَذُوْقُوا السُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আল্লাহর পথ হইতে বিরত রাখিবার কারণে তোমাদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে এবং ইহা ছাড়া তোমাদের জন্য আরো কঠোর শাস্তি রহিয়াছে। وَلَاتَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সহিত শপথ করিয়া উহার বিনিময়ে দুনিয়ার নগণ্য বস্তু গ্রহণ করিও না দুনিয়ার সমুদয় বস্তুই আখিরাতের তুলনায় নগণ্য। যদি আদম সন্তানের জন্য দুনিয়ার সকল ধনরাশী জমা করা হয় তবুও আল্লাহর নিকট যাহা রহিয়াছে উহা তাহার জন্য উত্তম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সওয়াবের আশা রাখে এবং পরকালের সওয়াবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ওয়াদা ও চুক্তি সংরক্ষণ করে তাহার জন্য আল্লাহর নিকটের বিনিময় অধিক উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ مَا عِنْدَكُمْ نَفَدَ যদি তোমাদের এই বিশ্বাস থাকে যে তোমাদের নিকট যাহা আছে উহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে উহা কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ আর আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে তোমাদের নেক আমলসমূহের যে পুরস্কার রহিয়াছে উহা কোন দিন বিলুপ্ত হইবে না উহা চিরস্থায়ী। উহার কোন পতন ঘটিবে না। وَلَنَجْزِىَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ আর যাহারা ধৈর্য ধারণ করিবে আমি তাহাদের আমলসমূহের অবশ্যই উত্তম বিনিময় দান করিব। আল্লাহ তা'আলা লামে তাকীদ দ্বারা শপথ করিয়া এই কথা

ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি ধৈর্যধারণকারীদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এবং তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

(৯৭) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৯৭. মু'মিন হইয়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎকর্ম করিবে তাহাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করিব।

তাফসীর ঃ যে ব্যক্তি সৎকাজ করে অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ মুতাবেক যে ব্যক্তি তাহার কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে এবং তাহার অন্তরে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং তবে সে ব্যক্তি চাই নর হউক কিংবা নারী তাহার জন্য আল্লাহর তা'আলা এই ওয়াদাই করিয়াছেন যে তিনি এই দুনিয়াই তাহাকে উত্তম জীবন দান করিবেন এবং পরকালে তাহার আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন। উত্তম জীবন দ্বারা এমন জীবন বুঝান হইয়াছে যাহাতে নানা প্রকার আরাম আয়েশ বিদ্যমান থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও উলামায়ে কিরামের একটি দল হইতে বর্ণিত তাহারা حَيَاةً طَيِّبَةً এর অর্থ করিয়াছেন উত্তম ও হালাল রিযিক দ্বারা। হযরত আলী ইবন আবূ তালেব (রা) হইতে বর্ণিত حَيَاةً طَيِّبَةً এর অর্থ কানা'আত (অল্পেতুষ্টি) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হযরত আলী ইবন তালহা (র) বর্ণনা করেন ইহার অর্থ سعادت ও সৌভাগ্য। হাসান, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন বেহেশত ছাড়া অন্য কোথাও উত্তম জীবন লাভ হয় না। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ, হালাল রিযিক ও ইবাদত। যাহ্হাক (র) আরো বলেন, ইহার অর্থ ইবাদত করা এবং ইবাদতের জন্য অন্তর খুলিয়া যাওয়া। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল حَيَاةً طَيِّبَةً উপরোক্ত সব কয়টি বিষয়কেই শামিল করে। যেমন ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ সে ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন উহাতে সে তুষ্ট হইয়াছে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মুকরী হইতে ইমাম মুসলিম এই সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও

নাসায়ী (র) আবূ হানী .... ফুযালাহ্ ইবনে উবাইদ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ هَدَى لِلّٰهُ سَلاَمَ وَكَانَ عَشِيَّةٍ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত তাহার জীবন যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং উহাতে সে সন্তুষ্ট রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً يَعْطِىْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُثَابُ عَلَيْهَا فِى الْاَخَرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتِهِ فِى الدُّنِيَا حَتَّى اِذَا اَفْضَى اِلَى الْاُخِرَةِ لَمْ تَكُنْ حَسَنَةٌ يُعْطِى بِهَا خَيْرٌ

আল্লাহ তাহার কোন মু'মিন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। তিনি তাহার নেক আমলের বিনিময় দুনিয়ায়ও দান করেন এবং পরকালেও তাহার পুরস্কার দান করিবেন। কিন্তু কাফির ব্যক্তি তাহার ভাল কাজের বিনিময় দুনিয়াই লইয়া শেষ করে। যখন সে পরকালে পৌঁছায় তখন বিনিময় লাভের জন্য কোন আমলই তাহার নিকট অবশিষ্ট থাকে না। হাদীসটি কেবলমাত্র ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯৮) فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝

(৯৯) اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

(১০০) اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝

৯৮. যখন কুরআন পাঠ করিবে তখন অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহর স্মরণ লইবে।

৯৯. উহার কোন আধিপত্য নাই তাহাদিগের উপর যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

১০০. উহার আধিপত্য তো কেবল তাহাদিগরেই উপর যাহারা উহাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যাহারা আল্লাহর শরীক করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাঁহার নবী (সা) এর মুখে তাঁহার বান্দাদিগকে কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে যেন শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তবে এই হুকুম ওয়াজিব বুঝাইবার জন্য নহে। বরং ইহা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। আবূ

জা'ফর ইবনে জরীর ও অন্যান্য ইমামগণ এই সম্পর্কে ইজমা নকল করিয়াছেন। শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা সম্পর্কে আমরা তাফসীরের শুরুতে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। কুরআন পাঠের শুরুতে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার হিকমত ও ফায়দা হইল, যেন শয়তান কুরআন পাঠকারীর পাঠে কোন প্রকার গড়বড় না করিতে পারে এবং কুরআন পাঠে চিন্তাভাবনা করিতে ও কোন প্রকার বাধার সৃষ্ট না করিতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ উলমায়ে কিরামের মত হইল। তিলাওয়াতের পূর্বেই আউযু পড়িবে। হামযা ও আবূ হাতিম সিজিস্তানী (র) হইতে বর্ণিত কুরআন পাঠ শেষে আউযু পড়িবে। অত্র আয়াতকে তাহার দলীল হিসাবে পেশ করেন। শরহুল মুহাযযাব নামক গ্রন্থে ইমাম নববী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) ও ইবরাহীম নখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে বর্ণিত বহু হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাঠের পূর্বেই আউযু পড়িতে হয়। قوله إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা করে, শয়তানের তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা নাই। সাওরী (র) বলেন, তাহাদের উপর শয়তানের এমন ক্ষমতা নাই যে তাহারা গুনাহ করিয়া বসিলে তওবা হইতে শয়তান তাহাদিগকে বিরত রাখিতে পারে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের উপর শয়তানের কোন দলীল ও যুক্তি প্রমাণ চলে না যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ যাহারা আপনার মুসলিম ও খাঁটি বান্দা তাহাদের উপর শয়তানের কোন ষড়যন্ত্র চলিবে না। اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়া চলে। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, শয়তানের ক্ষমতা কেবল তাহাদের উপর চলে যাহারা তাহাকে বন্ধু বানাইয়াছে। وَهُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ আর যাহারা আল্লাহর সহিত শিরক করে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। এখানে بِهٖ এর بَاءٌ কে কারণমূলক অব্যয়ও বলা যায় অর্থাৎ শয়তানের অনুসরণের কারণে তাহারা মুশরিক হইয়াছে কোন কোন তাফসীরকার বলেন তাহারা শয়তানকে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে আল্লাহর শরীক বলিয়া মনে করে।

(١٠١) وَاِذَا بَدَّلْنَآ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْآ
اِنَّمَآ اَنْتَ مُفْتَرٍ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(١٠٢) قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ○

১০১. আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি— আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেন তাহা তিনিই ভাল জানেন তখন তাহারা বলে তুমি তো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে রূহুল কুদুস জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যাহারা মু'মিন তাহাদিগকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ আত্মসমর্পণকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জ্ঞানের দুর্বলতা, অপরিপক্কতা ও তাহাদের দৃঢ়তার অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন আর তাহাদের পক্ষ হইতে তো ঈমান আনয়নের ধারণাও করা যায় না তাহারা আদী দুর্ভাগ্য। তাহারা যখন কোন হুকুমের পরিবর্তন দেখে অর্থাৎ নাসেখ দ্বারা কোন হুকুমকে মান্সূখ রহিত হইতে দেখে তখন তাহারা রাসূলুল্লহ (সা) কে বলে اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ তুমি তো একজন মিথ্যাবাদী। অথবা হুকুম রহিতকারী আল্লাহ যখন যাহা ইচ্ছা তখন তিনি তাহা করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। হযরত মুজাহিদ بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ এর অর্থ বলেন, "যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করিয়া উহার স্থানে অন্য আয়াত রাখিয়া দেই" কাতাদাহ (র) বলেন আয়াতটি مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا এর অনুরূপ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন قل نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقِّ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে হযরত জিবরীল আমীন সত্য ও ইনসাফের সহিত ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন। لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন মুমিনগণ পূর্বে ও পরে আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন সকলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদের অন্তর উহার প্রতি যেন ঝুকিয়া পড়ে। وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ যেই সকল মুসলমান আল্লাহ ও তাহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য এই কুরআন হেদায়াতদানকারী ও সুসংবাদ দান কারী।

(١٠٣) وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ
يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ٥

১০৩. আমি তো জানিই তাহারা বলে, তাহাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ উহারা যাহার প্রতি ইহা আরোপ করে তাহার ভাষাতো আরবী নহে কিন্তু কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী ভাষা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মুশরিকদের আর একটি মিথ্যা অভিযোগের জবাব দান করিয়াছেন। তাহারা এই কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিত যে যেই কুরআন মুহাম্মদ (সা) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনায় উহা সে কোন মানুষ হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। এই কথা দ্বারা তাহারা কুরাইশদের একটি গোলামের প্রতি ইংগিত করিত। উক্ত গোলাম সাফা পাহাড়ের নিকট ক্রয় বিক্রয় করিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) কোন কোন সময় তাহার নিকট গিয়া বসিতেন এবং কিছু কথাবার্তা বলিতেন। গোলামটি ছিল আজমী। আরবী ভাষায় সে কথা বলিতে পারিত না। কিংবা কেহ কোন কথা বলিলে কোন রকম উহার উত্তম দিতে পারিত। আল্লাহ তাহাদের মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে ইরশাদ করেন لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ যাহার প্রতি কাফিররা এই কুরআনকে সম্বন্ধিত করিতেছে তাহার ভাষা হইল আজমী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। অতএব যেই ব্যক্তি এইরূপ ফাসাহাত বালাগাত পূর্ণ গ্রন্থ সাহিত্যে লালিত্যে ও রসে ভরা কালাম পেশ করেন এবং যাহার উপর অবতারিত গ্রন্থ বণী ইসরাঈলের নবীগণের প্রতি অবতারিত সকল গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ অর্থ বহনকারী গ্রন্থ অতএব যিনি তোমাদের সম্মুখে এই মহান গ্রন্থ প্রেশ করেন তিনি একজন আজমী গোলাম হইতে ইহা শিক্ষা করিয়াছেন এইরূপ অযৌক্তিক কথা তোমরা বলিতে পার কি রূপে? যাহাকে কিছু মাত্র জ্ঞান বিবেকের পরশ লাগিয়াছে তাহার পক্ষে এই রূপ মন্তব্য করা নেহাত অশোভনীয়।

মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমার নিকট যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে তাহা হইল, জাবর নামক এক খৃস্টান গোলাম যে বনী হাযরমী গোত্রের কোন এক ব্যক্তির গোলাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট মারওয়াহ নামক পাহাড়ের নিকট বসিতেন। ইহার প্রেক্ষিতেই মুশরিকরা এই কথা উড়াইয়া দিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এই কুরআন ঐ গোলামের নিকট হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ হযরত ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত ঐ গোলামটির নাম ছিল ইয়ায়ীশ। ইবনে জরীর (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ তূসী (র) .... হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা শরীফে বলআম নামক এক কর্মকারকে কিছু শিক্ষা দান করিতেন, লোকটি ছিল আজমী। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহার নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) কে তো বালআমই শিক্ষা দান করে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ আমি ইহা ভালই জানি যে তাহারা এই কথা বলে, মুহাম্মদ (সা) কে একজন মানুষই শিক্ষা দান করে। যাহার প্রতি তাহারা এই কুরআনকে সম্বন্ধিত করে, তাহার ভাষা হইল আজমী আর এই কুরআনের ভাষা হইল স্পষ্ট আরবী ভাষা। যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম বলেন, মুশরিকরা যাহার কথা বলিয়াছে তিনি হইলেন হযরত সালমান ফারেসী। কিন্তু এই উক্তি বড় দুর্বল উক্তি কারণ আয়াতটি হইল মক্কী আয়াত। অথচ হযরত সালমান ফারেসী মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। উবায়দুল্লাহ ইবনে মুসলিম (র) বলেন, আমাদের দুইজন রূমী গোলাম ছিল যাহারা তাহাদের স্বীয় ভাষায় তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিত। নবী করীম (সা) তাহাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিতেন তাহাদের নিকট দাঁড়াইতেন এবং কিছু কথাও শুনিতেন। তখন মুশরিকরা বলিতেন, মুহাম্মদ (সা) ইহাদের নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইমাম যুহরী (র) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মুশরিকদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি ইহা বলিয়াছিল সে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওহী লিখিত কিন্তু সে ইসলাম হইতে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং এই মিথ্যা অভিযোগ রটিয়াছিল।

(١٠٤) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(١٠٥) اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ
وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۝

১০৪. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্লাহ হিদায়াত করেন না এবং তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১০৫. যাহারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করে না তাহারাতো কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে যাহারা আল্লাহর স্মরণ হইতে বিরত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার প্রতি অবহেলা করে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আগত হইয়াছে তাহার প্রতি ঈমান রাখে না এই প্রকার মানুষকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। ঈমান ও সত্য দ্বীনের প্রতি তাহাদিগকে হেদায়াত দান করেন না। এবং তাহাদের জন্য বড়ই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা রচনা করেন নাই আর তিনি কোন মিথ্যাবাদীও নহেন। কারণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা রচনা করে কেবল তাহারাই যাহারা সর্বাধিক নিকৃষ্ট লোক الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ যাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে না। অর্থাৎ যাহারা কাফির মুলহিদ এবং মানুষের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত। অথচ হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বাধিক জ্ঞানী ঈমান ও আমলের দিক হইতে তিনি ছিলেন সকলের ঊর্ধ্বে। তাঁহার সত্যবাদীতা সর্বজন স্বীকৃত এই ব্যাপারে কাহার কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। মুহাম্মদ (সা) আমীন বলিয়া তিনি পরিচিত ছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্‌ল যখন আবূ সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে একাধিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ইহাও ছিল যে, তোমরা কি তাঁহাকে কখনো তাহার নবুওয়াতের দাবীর পূর্বে মিথ্যার অপবাদ দিয়াছ? তখন তিনি বলিয়াছিলেন, জি-না, হিরাকল তখন বলিয়াছিলেন ইহা কিরূপে হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি মানুষের কোন ব্যাপারে মিথ্যা দ্বারা তাহার জিহ্বা কলুষিত করে নাই সেই ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলিয়া তাহার মুখ নষ্ট করিবে?

(١٠٦) مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ
مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(١٠٧) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(١٠٨) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ
اَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

(١٠٩) لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

১০৬. কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহর গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি। তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত।

১০৭. ইহা এই জন্য যে, তাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়। এবং এই জন্য যে আল্লাহ্ আর কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

১০৮. উহারাই তাহারা আল্লাহ্ তাহাদিগের অন্তর, বর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।

১০৯. নিশ্চয়ই উহারা আখিরাতে হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ যে সকল লোক ঈমানের পর কুফর করে সঠিক পথ দেখিবার পর যাহারা অন্ধ হইয়া যায়। এবং খোলা মনে কুফর করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে তাহাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও গযব নিপতিত হইবে। কারণ, তাহারা ঈমান আনিবার পর ঈমান হইতে দূরে সরিয়াছে। আর তাহাদের জন্য পরকালে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়াছে আর এই কারণেই তাহারা ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় মুরতাদ হইয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের দিশা দান করেন নাই আর সঠিক দ্বীনের উপর তাহাদিগকে দৃঢ় রাখেন নাই বরং তাহাদের অন্তরসমূহের উপর সীলমোহর মারিয়াছেন। অতএব তাহারা তাহাদের উপকারী বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের চক্ষুসমূহও কর্ণসমূহের উপরও সীল মোহর মারিয়া দিয়াছেন অতএব ইহা দ্বারাও তাহারা উপকৃত হইবে না। অর্থাৎ কোন বস্তুই তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। এবং তাহাদের পরিণাম হইতে তাহারা উদাসীন। لَاجَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ। অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অসৎগুণের অধিকারী অবশ্যই তাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। قوله اِلَّا مَنْ اُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ অর্থাৎ যাহারা কাফির মুশরিকদের আঘাতে ও নির্যাতনের কারণে মুখে তো কুফর উচ্চারণ করে কিন্তু তাহাদের মুখের কথাকে তাহাদের অন্তর অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের প্রতি ঈমানে পরিপূর্ণ তাহারা উপরোক্ত ধমক ও উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করিবে না। আওফী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উদ্ধৃত আয়াত হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যখন মুশরিকরা তাহাকে এই বলিয়া শাস্তি দিতেছিল যে যাবৎ না সে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তকে

অস্বীকার করিবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে। তখন বাধ্য হইয়াই তিনি মুখে তাহাদের অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ওজর পেশ করিয়াছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল। শা'বী, কাতাদাহ ও আব্দুল মালেক (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুল আ'লা (র) .... আবূ উবায়দাহ মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে গ্রেফতার করিয়া তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতে লাগিল। এমন কি তিনি তাহাদের মনের উদ্দেশের নিকটবর্তী হইলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহার শিকায়াত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন إِنْ عَادُوْا فَعُدْ তাহারা যদি পুনরায় এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও বাধ্য হইয়া এইরূপ কুফর উচ্চারণ করিতে পার। ইমাম বায়হাকী (র) আরো অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার বর্ণনায় ইহাও বিদ্যমান যে, তিনি নবী করীম (সা) কে গালি দিয়াছিলেন এবং মুশরিকদের উপাস্যদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে মুক্ত হইয়া তিনি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ওজর পেশ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি হইতে মুক্ত করা হয় নাই যতক্ষণ না আমি আপনাকে গালি দিয়াছি এবং তাহাদের উপাস্যদের গুণগান করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ তুমি তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন আমার অন্তরতো ঈমানে পরিপূর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন "তাহারা যদি পুনরায় তোমাকে এইরূপ বাধ্য করে তবে তুমিও পুনরায় এইরূপ বলিবে। এই ঘটনার পর অবতীর্ণ হইল, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন, যে যাহাকে কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে বাধ্য করা হয় তাহার পক্ষে জীবন রক্ষার জন্য কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করা জায়েয। এবং অস্বীকার করাও তাহার পক্ষে জায়েয। যেমন হযরত বিল্লাল (রা) কালেমায়ে কুফর উচ্চারণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং কাফিররা তাহার সহিত নানা প্রকার নির্যাতন চালাইত এমন কি কঠিন গরমের মধ্যে তাহার বুকের উপর প্রকান্ড পাথর রাখিয়া দিয়া তাহাকে কালেমায়ে শিরক উচ্চারণ করিতে বলিলে তিনি উহা অস্বীকার করিতেন। এবং এই অবস্থায়ই তিনি আহাদ, আহাদ, শব্দ উচ্চারণ করিতেন। তিনি ইহাও বলিতেন, আল্লাহর কসম, যদি এই অবস্থায় তোমাদের জন্য এই শব্দ অপেক্ষা অধিক ক্রোধ সৃষ্টিকারী অন্য কোন

শব্দ আমার জানা থাকিত তবে আমি তাহাই উচ্চারণ করিতাম। মুসাইলামাতুল কাযযাব যখন হাবীব ইবনে যায়দ আনসারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য প্রদান কর যে হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দান কর যে, আমিও আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি কহিলেন, আমি শুনিতে পাই না। অতঃপর মুসাইলামাহ তাঁহার এক এক অংগ প্রত্যংগ কাটিতে লাগিল অথচ, তিনি তাহার মতের উপর ও কথার উপর অটল থাকিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোককে জ্বালাইয়া দিলেন, যাহারা মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলিলেন, আমি হইলে তো তাহাদিগকে আগুনে জ্বালাইতাম না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর আযাব দ্বারা তোমরা শাস্তি দিও না। হাঁ, আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া দিতাম, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهٗ فَاقْتُلُوْهُ যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। হযরত আলী (রা) যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন তখন, তিনি বলিলেন, ইবনে আব্বাসের মায়ের প্রতি আফসোস। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুর রায্যাক (র) .... আবূ বরদাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইয়ামানে হযরত আবূ মুসা (রা) এর নিকট হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আগমন করিলেন তিনি তাহার নিকট এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি পূর্বে ইয়াহূদী ছিল পরে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া পুনরায় সে ইয়াহূদী হইয়াছে আর আমরা দুই মাস যাবৎ তাহাকে পুনরায় মুসলমান করিবার চেষ্টায় রত রহিয়াছি। তখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যাবৎ না তোমরা উহার গর্দাম উড়াইয়া দিবে আমি বসিব না। অতঃপর আমি উহার গর্দান মারিয়া দিলাম অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলের ফয়সালা ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবে তাহাকে হত্যা করিয়া দাও। অথবা তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার দ্বীন পরিবর্তন করে তাহাকে হত্যা কর। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত হইতে ইহা পৃথক। মুসলমানের উপর যত যুলুম ও নির্যাতনই করা হউক না কেন তাহার পক্ষে ইহাই উত্তম যে সে যেন তাহার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত স্বীয় দ্বীনের উপর কায়েম থাকে।

হাফিয ইবনে আসাকির (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাহ সাহমী (রা) এর জীবনী আলোচনায় উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) একজন সাহাবী ছিলেন, রোমীয়রা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া তাহাদের সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলে সম্রাট তাহাকে বলিল, তুমি যদি খৃষ্টান হইয়া যাও তবে তোমাকে আমার রাজত্বে শরীক করিব এবং আমার রাজকুমারীকে তোমার সহিত বিবাহ দিব। তখন তিনি বলিলেন, যদি তোমার গোটা রাজত্বও আমাকে দান কর এবং সারা আরব জাহানেরও আমাকে অধিপতি করিয়া দাও আর আমাকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দ্বীন হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলা হয় তবুও এক মুহূর্তের জন্যও আমি ইহা করিতে প্রস্তুত নাই। তখন রোম সম্রাট বলিলেন তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব। তিনি বলিলেন, সে তোমার ইচ্ছা। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফাকে শুলিতে বিদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিল। তাহাকে শুলিতে বিদ্ধ করা হইল এবং তীর নিক্ষেপকারীদিগকে তীর নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিল তাহারা তাহার হাতে পায়ে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং সাথে সাথে তাহাকে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেও বলা হইতেছিল। কিন্তু তিনি বরাবর উহা প্রত্যাখ্যান করিতেছিলেন। অতঃপর তাহাকে শুলী হইতে নামাইবার হুকুম দেওয়া হইল এবং এক পিতলের ডেগ অথবা পিতলের তৈয়ারী একটি গাভী গরম করিবার হুকুম দেওয়া হইল। তাহার পর এক এক জন মুসলমান কয়েদী উহাতে নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল এইভাবে তাহাদের চামড়া মাংস সব জ্বলিয়া পুড়িয়া শুধু হাড্ডিগুলি দেখা যাইতে লাগিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাহার নিকট পুনরায় খৃস্ট ধর্ম পেশ করা হইল তিনি আবারও অস্বীকার করিলেন। তখন তাহাকে সেই গরম ডেগে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে চরখার উপর উঠান হইল। এই সময়ে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। ইহা দেখিয়া রোম সম্রাট তাহাকে খৃস্টান বানাইয়া স্বীয় জামাতা করিবার পুনরায় আশা পোষণ করিল এবং চরখা হইতে তাহাকে নামাইয়া নিজের কাছে ডাকিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) বলিলেন, আমার ক্রন্দন দেখিয়া তোমরা ভুল ধারণা করিয়াছ, আমি কেবল এই কারণে ক্রন্দন করিয়াছি যে, আজ আমি আল্লাহর রাহে মাত্র একটি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারিতেছি। হায়! যদি আমার প্রতি লোমের সংখ্যা অনুপাতে আমার এক একটি প্রাণ হইত যাহা আজ আমি আল্লাহর রাহে কুরবান করিতে পারিতাম। কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন হুযাইফাকে বন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং কয়েকদিন যাবৎ তাহার পানাহার বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহার পর তাহার নিকট মদ ও শূকরের মাংস আনা হইল। কিন্তু এত ক্ষুদা তৃষ্ণা

থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই দিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। অতঃপর বাদশাহ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলে, কি কারণে তিনি উহা আহার করিলেন না তিনি বলিলেন, যদিও এই মুহূর্তে আমার পক্ষে ইহা পানাহার হালাল ছিল, কিন্তু তোমার ন্যায় শত্রুকে আমি সন্তুষ্ট করিতে চাহি না। তখন সম্রাট তাহাকে বলিল, তবে যদি আমার মাথায় তুমি চুমু খাও তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি বলিলেন আমার সহিত কি সকল মুসলমান কয়েদীগণকে মুক্ত করিবে? সম্রাট বলিল, হাঁ ইহার পর তিনি রোম সম্রাটের মাথায় চুমু খাইলেন, অতঃপর রোম সম্রাট তাহাকে এবং সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা) যখন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন প্রত্যেক মু'মিনের উচিত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফার মাথা চুম্বন করা। আর সর্বপ্রথম আমিই তাহার মাথা চুম্বন করিব। অতঃপর তিনি দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহার মাথায় চুম্বন খাইলেন।

(١١٠) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۟ o

(١١١) يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ o

১১০. যাহারা নির্যাতিত হইবার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এই সবের পর, তাহাদিগের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১১. স্মরণ কর সেই দিনকে, যেদিন আত্ম-সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করিতে আসিবে, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের পূর্ণফল দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহারা মক্কা শরীফে বড়ই দুর্বল ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া তাহাদের সহিত বড়ই নির্মম আচরণ করা হইত। অতঃপর তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া হিজরত করিলেন এবং পরিবার পরিজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাহার ক্ষমা লাভ করা। এইভাবে তাহারা অন্যান্য মুসলমানদের দলভুক্ত হইলেন এবং তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে শরীক হইলেন ও বিরাট ধৈর্যের পরিচয় দান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই সকল পরীক্ষামূলক কাজে উত্তীর্ণ হইবার পর তাহাদিগকে ক্ষমা

করিয়া দিবেন ও তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন। يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا যেই দিন প্রত্যেকে নিজ নিজ সার্থে ঝগড়া করিবে। অন্য কেহই তাহার পক্ষে ঝগড়া করিবে না। না পিতাপুত্র আর না তাহার ভ্রাতাভগ্নি কিংবা স্ত্রী কন্যা কেহই তাহার পক্ষে ঝগড়া করিবে না বরং সকলে নিজ নিজ চিন্তা ভাবনায় নিমগ্ন থাকিবে। وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ আর প্রত্যেক মানুষকে তাহার ভালমন্দ সকল কর্মের পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে وَلَا يُظْلَمُوْنَ আর তাহাদিগকে যুলুম করা হইবে না। অর্থাৎ ভাল কাজের বিনিময় দানে কম করা হইবে না এবং মন্দ কাজের বিনিময় অধিক দান করা হইবে না।

(١١٢) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ○

(١٢٣) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ○

১১২. আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিতেছেন এক জনপদের যাহাছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত যেথায় আসিত সর্বদিক হইতে উহার প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর উহারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করিল ফলে তাহারা যাহা করিত তজ্জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে অস্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।

১১৩. তাহাদিগের নিকট তো আসিয়াছিল এক রাসূল তাহাদিগেরই মধ্যে হইতে, কিন্তু তাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল; ফলে, সীমালংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

তাফসীর ঃ আয়াতে পেশকৃত উদাহরণ দ্বারা মক্কাবাসীকে বুঝান হইয়াছে। মক্কার অধিবাসীরা বড় সুখে-শান্তিতে বাস করিত। মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিভিন্ন প্রকার হত্যাকান্ড সংঘটিত হইত কিন্তু পবিত্র মক্কায় যে কেহ প্রবেশ করিত সে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হইত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا

তাহারা বলে, যদি আমরা রাসূলের হেদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদের আবাসভূমি হইতে আমাদিগকে ছো মারিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আমি কি তাহাদিগকে

নিরাপত্তার আবাসভূমিতে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করি নাই। যেখানে চতুর্দিক হইতে সর্বপ্রকার ফল আমার পক্ষ হইতে রিযিক হিসাবে একত্রিত করা হয়। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا তথায় প্রচুর পরিমাণ রিযিক আগত হয়। مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ চতুর্দিক হইতে তথায় আসিয়া জমা হয় কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের নিকট নবী হিসাবে প্রেরিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ আপনি কি সেই সমস্ত লোকদের প্রতি দেখেন নাই যাহারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কওমকে ধ্বংসের গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে অবতীর্ণ করিয়াছে যেখানে তাহারা প্রবেশ করিবে। এবং যাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আবাসস্থল। তাহাদের এই অহংকারের শাস্তি হিসাবে আল্লাহ তাহাদের দুইটি নিয়ামত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও রিযিককে ভয় ও ক্ষুধার দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক দ্বারা মক্কার জনপদকে পরিধান করাইয়াছেন এবং ভয় ও ক্ষুধার স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। অথচ পূর্বে এই মক্কা মুকাররমায় চতুর্দিক হইতে নানা প্রকার ফলফলাদি প্রচুর পরিমাণ আসিয়া জমা হইত। এই শাস্তির কারণ হইল, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরোধিতা করিয়াছে। তাঁহার নাফরমানী করিয়াছে ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ দু'আ করিয়াছেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে যেমন সাত বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছিল মক্কাবাসীরাও তদ্রূপ দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এই বদ দু'আ করিয়াছেন। ফলে তাহাদের উপর বড় দুর্ভিক্ষ চাপিয়া বসে যে তাহাদের সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায় এবং তাহারা উটের রক্তে মাখা পশম পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। قوله اَلْخَوْفُ মক্কার লোকেরা নানা প্রকার ভয়ভীতিরও সম্মুখীন হইয়াছে। কারণ তাহারাই রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে মদীনায় হিজরত করিতে বাধ্য করিয়া তাহাদের নিরাপত্তাকে ভয় দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছে। তাহারা সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত থাকিত। দিন দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ইহা তাহাদেরই অহংকার ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্বীকার করিবার অশুভ পরিণতি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তাহাদের জন্য এক বিরাট নিয়ামত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনীনদের উপর বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে, فَاتَّقُوْا اللّٰهَ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً হে জ্ঞানীগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُذَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ যেমন তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, যেমন কাফিরদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে অর্থাৎ তাহাদের নিরাপত্তা ভয় দ্বারা পরিবর্তিত হইয়াছে তাহাদের প্রাচুর্য ক্ষুধায় পরিণত হইয়াছে। অনুরূপভাবে মু'মিনদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাদের দারিদ্রের পর তাহাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তাহাদিগকে আমীর বানাইয়াছেন দেশের নেতৃত্ব ও দেশ পরিচালনার কর্তৃত্ব দান করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছেন, এই কথা আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতেও এই মত উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে আব্দুর রহীম বরকী (র) .... সলীম ইবনে নুমাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা) এর সহিত হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন হযরত উসমান (রা) মদীনায় অবরুদ্ধ ছিলেন, পথ চলিতে চলিতে হযরত হাফসা (রা) হযরত উসমান (রা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন একদা তিনি দুইজন আরোহীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট হযরত উসমান (রা) এর অবস্থা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তাহারা বলিল তিনি শহীদ হইয়াছেন। তখন হযরত হাফসা (রা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, তাহার হাতে আমার প্রাণ, মদীনা-ই সে জনপদ যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ

اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ ইবনে শুরাইহ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মুগীরাহ (র) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহার নিকটি জনৈক বর্ণনাকারী এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই জনপদের উদাহরণ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইল মদীনা।

(١١٤) فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ○

(١١٥) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ
لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ج فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ○

(١١٦) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ
وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ
عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ○

(١١٧) مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ص وَّلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১১৪. আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তন্মধ্যে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি কেবল আল্লাহর ইবাদত কর তবে তাঁহার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১১৫. আল্লাহ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহা যবাইকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে তাহাই তোমাদিগের জন্য অবৈধ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী না হইয়া অনন্যোপায় হইলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১৬. তোমাদিগের জিহবা মিথ্যা আরোপ করে বলিয়া আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিবার জন্য তোমরাও বলিও না, ইহা হালাল এবং ইহা হারাম। যাহারা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিবে তাহারা সফলকাম হইবে না।

১১৭. উহাদিগের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাগণকে পাক পবিত্র ও হালাল নিয়ামত ভোগ করিয়া তাঁহার শোকর করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ তিনিই প্রকৃত পক্ষে রিযিক দাতা অতএব তিনিই ইবাদতের যোগ্য অন্য কেহ নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ মৃতদেহ রক্ত ও শূকরের মাংস এ সকল বস্তুতে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের ক্ষতি নিহিত وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আর সেই প্রাণীও হারাম, যাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবাই করা হইয়াছে। فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ কিন্তু যেই ব্যক্তি উহার ভক্ষণের প্রতি বাধ্য হয় উহা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করাও তাহার ইচ্ছা নহে আর সীমা অতিক্রমও করে না বরং কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় পরিমাণ আহার করে। فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন তিনি অতি বড় দয়াময়। সূরা বাক্বারায় এই ধরনের আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয়বার উহা পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা যেমন স্বীয় বিবেকানুসারে কোন বস্তুকে হালাল বলে আবার কোনটি হারাম বলিয়া ঘোষণা করে তোমরা তদ্রূপ করিও না। তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করে, অমুকের নামে ছাড়া পশু বড় সম্মানিত। বহীরা, সায়েবা, অসীলা, ও হাম বিভিন্ন নামে তাহারা নামকরণ করিয়া উহা খাইতে বিরত থাকিত। জাহেলী যুগে তাহারা এই অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَالٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ তোমরা কোন বস্তু সম্পর্কে মিথ্যা মিথ্যি বলিওনা যে ইহা হালাল ও ইহা হারাম। যেন এইভাবে আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ না কর। এ যে কেহ কোন বিদ'আত আবিষ্কার করে যাহার কোন শররী দলীলের উপর নির্ভরশীল নহে কিংবা আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন সে উহা কেবল নিজস্ব মতানুসারে হালাল করিয়াছে কিংবা আল্লাহ যাহা হালাল করিয়াছে সে উহা নিজের বিবেকানুসারে হারাম করিয়াছে সকলেই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। قوله لِمَا تَصِفُ আয়াতের অত্র অংশে مَا

শব্দটির ‘মাসদার’ এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ لَاتَقُوْلُوْا الْكَذِبَ لِوَصْفِ اَلْسِنَتِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মুখের বর্ণনার কারণে তোমরা কোন মিথ্যা কথা রটিও না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়া বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোথায়ও সফল হইতে পারে না। দুনিয়া তো অতি তুচ্ছ কিছু ভোগের বস্তু আছে কিন্তু পরকালে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে। যেমন, অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ আমি তাহাদিগকে অতি তুচ্ছ কিছু বস্তু ভোগ করিতে দিয়াছি অতঃপর তাহাদিগকে অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُوْنَ যাহারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তাহারা সফল হয় না। দুনিয়ায় অতি সামান্য ভোগের বস্তু অতঃপর আমার নিকটই তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে অতঃপর তাহাদের কুফর এর কারণে তাহাদিগকে আমি অতি কঠিন শাস্তি ভোগ করাইব।

(١١٨) وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ج وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

(١١٩) ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১৮. ইয়াহূদীদিগের জন্য আমি তো কেবল তাহাই নিষিদ্ধ করিয়াছিলাম যাহা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি এবং উহাদিগের উপর কোন যুলুম করি নাই। কিন্তু তাহারাই যুলুম করিত উহাদিগের নিজদিগের প্রতি যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কর্ম করে তাহারা পরে তওবা করিলে তাহাদিগের জন্য তোমার প্রতিপালক অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে তিনি মৃতদেহ শূকরের মাংস রক্ত এবং যে সকল প্রাণী আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে যবাই করা হইয়াছে উহা হারাম করিয়াছেন। অবশ্য কেবল চরম প্রয়োজনকালে প্রয়োজন মুতাবিক উহা ব্যবহার করা জায়েয। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের প্রতি কিছু বিশেষ সহজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আলোচনা হইতে অবসর হইয়া আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

যে, ইয়াহূদীদের ধর্ম রহিত হইবার পূর্বে তাহাদের শরীয়তে কি কি বস্তু হারাম ছিল, কি কি অসুবিধা ও সংকীর্ণতা ছিল। অতএব তিনি ইরশাদ করেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ আর ইয়াহূদীদের উপর আমি সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা পূর্বে সূরা আন'আমের এই আয়াতে আমি বর্ণনা করিয়াছি।

وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِىْ ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
شُحُوْمَهُمَا اِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا ....لَصَادِقُوْنَ

অর্থাৎ ইয়াহূদীদের উপর আমি নখবিশিষ্ট সকল প্রাণী হারাম করিয়াছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বীও তাহাদের উপর হারাম করিয়াছিলাম। অবশ্য তাহাদের পিঠে যে চর্বী থাকে উহা হারাম ছিল না কিংবা তাহাদের নাড়ীতে অথবা হাড্ডিতে যে চর্বী মিশ্রিত থাকে উহাও হারাম নহে। ইহা ছিল তাহাদের অহংকারের বিনিময় আর আমি অবশ্যই স্বীয় নির্দেশে সত্যবাদী। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ আমি যে সংকীর্ণতা তাহাদের প্রতি চাপাইয়াছি উহাতে আমি তাদের উপর যুলুম করি নাই কিন্তু তাহারা নিজেরাই স্বীয় সত্তাসমূহের উপর যুলুম করিত। আর তাহাদের সেই যুলুমের কারণেই তাহাদের উপর ঐ সকল পবিত্র জিনিস তাহাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا ইয়াহূদীদের যুলুমের কারণে আমি তাহাদের উপর হালাল সুস্বাদু বস্তুসমূহকে হারাম করিয়াছি এবং আল্লাহর পথ হইতে তাহাদের বাধা প্রদানের কারণেও। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা গুনাহগার মু'মিনদের প্রতি তিনি যে দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদের প্রতি যে ইহসান করিবেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কোন গুনাহগার মু'মিন তওবা করিবে আল্লাহ তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ অতঃপর আপনার প্রতিপালক সেই সকল লোকদের জন্য যাহারা মূর্খতার কারণে অসৎ কাজ করে। কোন কোন ছলফ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে সে জাহিল সে মূর্খ। ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاَصْلَحُوْا অতঃপর তাহারা ইহার পর তওবা করিয়াছে এবং আত্মসংশোধনও করিয়াছে অর্থাৎ তাহারা যে সকল গুনাহ করিয়াছে উহার সম্পূর্ণরূপে মূলোৎপাটন করিয়া ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত হইয়াছে اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু এই পদচ্যুতির পরও বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(١٢٠) اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا ؕ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ

(١٢١) شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ ؕ اِجْتَبٰىهُ وَهَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(١٢٢) وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ؕ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ؕ

(١٢٣) ثُمَّ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

১২০. ইবরাহীম ছিল এক উম্মত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২১. সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে।

১২২. আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম মংগল এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

১২৩. এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা রাসূল ও তাহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা করিতেছেন, যিনি ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরামের পিতা ও মুসলিম মু'মিনদের নেতা। আর সাথে সাথে তাঁহাকে মুশরিক ইয়াহূদী ও নাসারাদের দল হইতে পৃথকও করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا অবশ্যই হযরত ইবরাহীম ইমাম ও নেতা ছিলেন, এবং ছিলেন তিনি আল্লাহর অনুগত মুখলিস বান্দা। اُمَّةٌ অর্থ ইমাম ও নেতা। اَلْقَانِتُ অর্থ, অনুগত এবং اَلْحَنِيْفُ অর্থ, শিরক হইতে বিমুখ হইয়া তাওহীদী মতবাদ গ্রহণকারী এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সুফিয়ান সাওরী (র) .... আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) কে اَلْقَانِتُ। اَلْاُمَّةُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, اَلْاُمَّةُ অর্থ, কল্যাণকর বিষয়ের শিক্ষক এবং اَلْقَانِتُ অর্থ আল্লাহ

ও তাহার রাসূলের অনুগত। মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন الامة অর্থ, যে ব্যক্তি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দান করে। আ'মাশ (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে তাহাকে আবুল আবিদাইন আসিয়া বলিল, যদি আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিতে না পারি তবে আর কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। তখন হযরত ইবনে মসউদ যেন তাহার জন্য নরম হইয়া গেলেন। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, الامة অর্থ কি? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। শা'বী (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিলেন, اِنَّ مُعَاذًا كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا হযরত মু'আয (রা) নেতা ছিলেন আল্লাহর অনুগত ছিলেন এবং সরল সঠিক পথের অনুগামী ছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম আবূ আব্দুর রহমান (র) ভুল বলিয়াছে আল্লাহ তা'আলাতো হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً হযরত ইবরাহীম (আ) নেতা ছিলেন। তখন তিনি বলিলেন اَلْاُمَّةُ এর অর্থ কি? এবং اَلْقَانِتُ এর অর্থ কি উহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম اَللّٰهُ اَعْلَمُ তখন তিনি বলিলেন, اَلْاُمَّةُ অর্থ যে ব্যক্তি কল্যাণকর বিষয় শিক্ষাদান করে। আর اَلْقَانِتُ অর্থ, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত। হযরত মু'আয (রা)ও অনুরূপ এক মহান ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত। ইবনে জরীর (র)-ও রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন তিনি একাই এক উম্মত ছিলেন। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) একাই উম্মত ছিলেন অর্থাৎ তিনি একাই তখন মুমিন ছিলেন। অন্যান্য সকল লোক তখন কাফির ছিল। কাতাদাহ (র) বলেন হযরত ইবরাহীম (আ) হেদায়ায়েতের ইমাম ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগত ছিলেন।

قوله شَاكِرًا لِاَنْعُمِهٖ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى আর ইবরাহীম যিনি আল্লাহর সকল হুকুম পূর্ণ করিয়াছেন اِجْتَبَاهُ আর তাহাকে তিনি মনোনীত করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ আর আমি পূর্বেই ইবরাহীম (আ) কে হেদায়াত দান করিয়াছি আর আমি তাহাকে খুব ভালই জানি। وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আর আল্লাহ তাহাকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتَيْنَاهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً আর ইবরাহীম (আ) কে আমি পৃথিবীতেই সেই সকল কল্যাণ দান করিয়াছি যাহার প্রতি উত্তম জীবন যাপনের জন্য মু'মিন মুখাপেক্ষি হয় وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ আর অবশ্যই তিনি পরকালে সৎ ও নেক লোকদের দলভুক্ত হইবেন।

হযরত মুজাহিদ (র) حَسَنَةً এর অর্থ করেন সত্য ভাষা। ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا অতঃপর আমি আপনার প্রতি ওহী যোগে নির্দেশ দিয়াছি আপনি ইবরাহীম (আ) মিল্লাতের অনুসরণ করুন যাহা সরল ও স্পষ্ট। তিনি যে একজন অতি কামেল, অতি মহান, তাওহীদের একজন অতি ভক্ত ও উত্তম নীতিবান ছিলেন তাহা এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সায়্যেদুর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আপনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসরণ করুন। তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

قُلْ اِنَّنِيْ هَدَانِيْ رَبِّيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَ مَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথের হেদায়াত দান করিয়াছেন মযবুত এবং প্রতিষ্ঠিত দ্বীন অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন আর তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন,

(١٢٤) اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَاِنَّ رَبَّكَ
لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥

১২৪. শনিবার পালন তো কেবল তাহাদিগের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল যাহারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করিত তোমার প্রতিপালক অবশ্যই কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে উহাদিগের বিচার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মিল্লাতের জন্য সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন যেই দিনে তাহারা ইবাদতের জন্য একত্রিত হয়। এই উম্মতের জন্য জুম'আর দিনকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন এই দিন হইল শ্রেষ্ঠ দিন যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তাহার বান্দাদের উপর তাহার নিয়ামত পূর্ণ হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা (আ)-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা ইহা হইতে হটিয়া শনিবারকে তাহাদের ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া লইল যেই দিনে আল্লাহ তা'আলা কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তাওরাত যখন অবতীর্ণ হইল তখন তাহাদের জন্য ঐ শনিবার-ই ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট হইল এবং তাহাদিগকে এই হুকুম দেওয়া হইল যে তাহারা যেন এই দিনের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করে এবং এই দিনের হিফাযত করে।

অবশ্য তাহাদিগকে এই নির্দেশও দেওয়া হইল যে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রেরিত হইবেন তখন তাহারা সবকিছু ত্যাগ করিয়া যেন তাহারই অনুসরণ করে। তাহাদের নিকট হইতে এই ওয়াদাও লওয়া হইয়াছিল। শনিবার দিনকে তাহারা নিজেদের জন্য তাহারা নিজেরাই নির্বাচন করিয়াছিল এবং শুক্রবারকে তাহারা নিজেরাই ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত ঐ দিনের উপরই অটল রহিল। কথিত আছে যে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে রবিবারের জন্য দাওয়াত দিলেন। ইহাও কথিত আছে যে তিনি তাওরাতের শরীয়ত শুধু ততটুকু ত্যাগ করিয়াছিলেন যতটুকু মনসুখ ও রহিত হইয়াছিল এবং তিনি নিয়মিতভাবে শনিবার এর হিফাযত করিতে থাকেন এমনকি তাহাকে আসমানে উত্তোলন করা হইল। সম্রাট কনস্টিনপলের যুগে খৃস্টানরা ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া রবিবার দিন নির্দিষ্ট করে এবং পূর্ব দিকে তাহাদের কিবলা নির্ধারণ করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায্যাক (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَدَانِهِمْ اُوْتُو الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ
هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِىْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ فَهَدَانَا اللّٰهُ لَهٗ فَالنَّاسُ لَنَا
فِيْهِ تَبِعَ الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارٰى بَعْدَ غَدٍ

অর্থাৎ আমরা সর্বশেষে আগমন করিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে সর্বাগ্রে হইব। অবশ্য তাহাদিগকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল। এই দিনও আল্লাহ তাহাদের উপর ফরয করিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা এই ব্যাপারে মত বিরোধ করিয়াছিল সুতরাং তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে রাব্বুল আলামীন আমাদিগকে উহার জন্য হেদায়াত দান করিয়াছেন। অতএব তাহারা সকলেই আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। ইয়াহূদীরা একদিন পিছনে এবং খৃস্টানরা দুইদিন পিছনে। হাদীসের ভাষা ইমাম বুখারী (র) এর।

হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদিগকে আল্লাহ এই দিন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। ইয়াহূদীরা শনিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়াছে এবং খৃস্টানরা রবিবার দিনকে। অতঃপর আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং আমাদিগকে জুম'আর দিনের জন্য হেদায়াত দান করিলেন। যেমন প্রথম জুম'আর দিন তাহার পর শনি ও রবিবার আসে অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে তাহারা আমাদের পিছনে রহিবে। পৃথিবীতে তো আমরা সর্বশেষে আসিয়াছি কিন্তু কিয়ামত দিবসে আমরা সর্বপ্রথম হইব। এবং অন্যান্য সকল উম্মাতের পূর্বে আমাদের বিচারকার্য শেষ হইবে। (মুসলিম)

(١٢٥) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১২৫. তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং উহাদিগের সহিত আলোচনা কর সদ্ভাবে। তোমার প্রতিপালক তাহার পথ ছাড়িয়া কে বিপথগামী হয় সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাহাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে নির্দেশ দিতেছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদিগকে কৌশলের সহিত আল্লাহর দিকে ডাকেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, হিকমত ও কৌশল দ্বারা এখানে কিতাব ও সুন্নাতকে বুঝান হইয়াছে এবং উত্তম উপদেশ দ্বারা তিনি এমন উপদেশ বুঝান হইয়াছে যাহার মধ্যে ভয়ভীতি ও ধমক রহিয়াছে। যাহা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং আল্লাহর আযাব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। قوله وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ আর তাহাদের সহিত সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন। অর্থাৎ যদি বিতর্কের প্রয়োজন হয় তবে উহা যেন নরম ও কোমল ভাষায় হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَاتُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ আর আহলে কিতাবের সহিত কেবল উত্তম ও সুন্দরভাবে বিতর্ক করুন অবশ্য যাহারা যালিম তাহাদের ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ নরম ভাষায় বিতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন তিনি হযরত মূসা ও হারুন (আ) কে ফিরাউনের নিকট যখন পাঠাইয়াছিলেন তখন তাহার সহিত নরম কথা বলিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى অতঃপর তাহার সহিত তোমরা নরম ভাষায় কথা বল সম্ভবতঃ সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা সতর্ক হইয়া যাইবে। قوله اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যবান ও হতভাগ্য সকলকেই তিনি জানেন। তিনি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সকল কাজ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাহাদিগকে আপনি আল্লাহর দিকে ডাকিতে থাকুন কিন্তু যাহারা আপনার কথায় কর্ণপাত করিবেনা তাহাদের জন্য আপনি অনুতাপ করিয়া স্বীয়

জীবন ধ্বংস করিবেন না। কারণ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করা আপনার দায়িত্ব নহে আপনার দায়িত্ব হইল কেবল তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা ও তাবলীগ করা। আর হিসাব নিকাশ গ্রহণ করা আমার দায়িত্ব إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ যাহাকে আপনি হেদায়াত করিতে অধিক আগ্রহী হইবেন তাহাকেই হেদায়াত দান করিতে পারিবেন ইহা আপনার ক্ষমতার বহির্ভূত لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবার দায়িত্ব আপনার নহে বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন।

(١٢٦) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ○

(١٢٧) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ○

(١٢٨) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○ ع

১২৬. যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে ঠিক ততখানি করিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হইয়াছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করিলে ধৈর্যশীলদিগের জন্য ইহাইতো উত্তম।

১২৭. ধৈর্যধারণ করিও তোমার ধৈর্য তো হইবে আল্লাহরই সাহায্যে। উহাদিগের দরুন দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হইও না।

১২৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদিগেরই সংগে আছেন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্ম পরায়ণ।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রতিশোধ গ্রহণে কোন প্রকার বে-ইনসাফী না করিয়া সমান সমান ও ইনসাফ ভিত্তিক হক উসূল করিবার নির্দেশ দিতেছেন। আব্দুর রায্যাক (র) .... ইবনে সীরীন হইতে وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ এর তাফসীর বর্ণনা করেন, যদি তোমাদের নিকট হইতে কেহ কোন বস্তু লইয়া যায় তবে তাহার নিকট হইতে উহার সমান সমান বস্তু লইতে পার। মুজাহিদ, ইবরাহীম, হাসান বসরী ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, ইসলামের প্রারম্ভে তো মুশরিকদিগকে ক্ষমা করিবার হুকুম দিল কিন্তু পরবর্তীতে যখন কিছু শক্তিশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদিগকে অনুমতি দান করা হয় তবে এই সকল কুকুর হইতে আমরা প্রতিশোধ

গ্রহণ করিব। তখন এই আয়াত্ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর জিহাদের নির্দেশ দ্বারা এই হুকুমও রহিত হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইস্হাক (র) তাহার জনৈক সাথী হইতে তিনি হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন সূরা নাহল সবটাই মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু শেষের তিনটি আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ওহোদ যুদ্ধে হযরত হামরা (রা) কে শহীদ করিবার পর মুশরিকরা যখন তাহার অংগ প্রতংগ কাটিয়া ফেলিল তখন রাসূলুল্লাহর মুখে তাহার অনিচ্ছায় এই কথা উচ্চারিত হইল যে যদি মুশরিকদের উপর আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে তাহাদের ত্রিশ ব্যক্তির অংগ প্রতংগও এইরূপভাবে কর্তন করা হইবে। মুসলমানগণ যখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিতে পাইলেন তখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিল, "আল্লাহ যদি আমাদিগকে বিজয়ী করেন তবে তাহাদের লাশসমূহকে এমনিভাবে টুকরা টুকরা করিব যে আজ পর্যন্ত কোন আরব তদ্রূপ করে নাই। তখন অবতীর্ণ হইল,

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ শেষ পর্যন্ত। তবে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সূত্রে একজন মুবহাম রাবী রহিয়াছেন। যাহার বর্ণনা করা হয় নাই। অবশ্য অপরটি মুত্তাসিল সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবূবকর বাযযার (র) .... ইবনে ইয়াহ্ইয়া আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাতের পর তাহার নিকট গিয়া দন্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি এমন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন যাহা কখনো তিনি দেখেন নাই। তাহার অংগ প্রত্যংগ কর্তিত দৃশ্য দেখিয়া তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, যতদূর আমি জানি আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বাঁধিয়া রাখিতেন, তৎপরতার সহিত সৎকাজ করিতেন, আল্লাহর কসম, যদি অন্য লোকের চিন্তা ভাবনার দুশ্চিন্তা যদি আমার না হইত তবে আমি, ইহাতেই সন্তুষ্ট হইতাম, আপনার এই শরীর এইভাবেই পরিত্যক্ত থাকিত এবং কিয়ামত দিবসে হিংস্র জীব-জন্তুর উদর হইতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বাহির করিতেন। কিংবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলিলেন। মুশরিকরা আপনার সহিত এই যে ব্যবহার করিয়াছে, আল্লাহর কসম, আমি তাহাদের সত্তর জনের সহিত এই ব্যবহার করিব। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এই আয়াতসহ অবতীর্ণ হইলেন وَاِنْ عَاقَبْتُمْ

فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কসমের কাফ্ফারা দান করিয়া উক্ত কসম পূর্ণ করিতে বিরত থাকেন। সনদটি দুর্বল কারণ সালিহ মুররী (র) আয়েম্মায়ে হাদীসের মতে একজন দুর্বল রাবী। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তিনি "মুনকারুল হাদীস"। ইমাম শা'বী ও ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতটি সেই সকল মুসলমানদের সম্পর্ক অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা ওহোদ দিবসে এইকথা বলিয়াছিল যে, আজ আমাদের যে সকল লোকের অংগ প্রত্যংগ কর্তন করা হইয়াছে। তাহাদের প্রতিশোধে অবশ্যই তাহাদের অংগ প্রত্যংগ টুকরা টুকরা করিব। তখন অত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, হুদবাহ ইবনে আব্দুল ওহাব মারওয়াযী (র) .... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ওহোদের যুদ্ধের দিনে ষাট জন আনসারী সাহাবী শহীদ হন এবং ছয়জন মুহাজির। তখন সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন যদি মুশরিকদের সহিত এমন একটি আমাদের কখনো সমাগত হয় তবে অবশ্য আমরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং তাহাদের অংগ প্রত্যংগ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিব। মক্কা বিজয় দিবস যখন সমাগত হইল তখন এক ব্যক্তি বলিল, আজকের পর আর কোন কুরাইশ চেনা যাইবে না। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিল, রাসূলুল্লাহ (সা) সকল কালো ও সুন্দরকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন কিন্তু শুধু অমুক অমুক নহে যাহাদের নাম তিনি বর্ণনা করিয়াছিলেন।

অতঃপর অবতীর্ণ হইল وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তবে যতটুকু কষ্ট তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে ততটুক প্রতিশোধ লইতে পার আর যদি ধৈর্যধারণ কর তবে উহা তোমাদের পক্ষে উত্তম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন نَصْبِرُ وَلَانُعَاقِبُ আমরা ধৈর্য ধারণ করিব প্রতিশোধ গ্রহণ করিব না। অত্র আয়াতের অনুরূপ আরো অনেক আয়াত কুরআন মজীদে বিদ্যমান আছে। ইহাতে আদল ও ইনসাফ একটি শররী বিধান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অধিক উত্তম নীতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَتٌ بِمِثْلِهَا অন্যায়ের বিনিময় ঠিক ততটুক অন্যায়। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে فَمَنْ عَفٰى وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ যে ক্ষমা করিয়া দয় এবং সংশোধন করিয়া লয় তাহার বিনিময় আল্লাহর যিম্মায় রহিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ আর যখমসমূহেরও কিসাস লইবার নিয়ম রহিয়াছে। فَمَنْ تَصَدَّقَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ অতঃপর

যে সদকা করিবে তবে উহা তাহার গুনাহর জন্য কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। অনুরূপ এই আয়াতে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ইহার পরই وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ এবং وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ দ্বারা ধৈর্যধারণ করিবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং সাথে সাথে এই সংবাদও প্রদান করা হইয়াছে যে ধৈর্যধারণ করা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাওফীক ও তাহার সাহায্য ছাড়া সংঘটিত হয় না। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ যাহারা আপনার বিরোধিতা করে তাহাদের আচরণে আপনি দুঃখীত হইবেন না। ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত রহিয়াছে। وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ আর আপনি চিন্তিতও হইবেন না। مِمَّا يَمْكُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আপনার সহিত শত্রুতা করিবার ব্যাপারে আপনার অনিষ্ট ও ক্ষতি করিবার ব্যাপারে যে ষড়যন্ত্র করিতেছে ইহাতে আপনি চিন্তিত হইবেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনি আপনার সাহায্যকারী আপনাকেই তিনি তাহাদের উপর বিজয় ও সফলতা দান করিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ যাহারা মুত্তাকী পরহেযগার ও যাহারা সৎকাজ করে আল্লাহর সাহায্য সহায়তা তাহাদের সাথেই রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰۤئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাগণের নিকট ওহী যোগে জানাইয়া দিলেন যে, আমি তোমাদের সহিত অতএব ঈমানদারগণকে সুদৃঢ় রাখ। হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) কে ইরশাদ করিয়াছেন وَلاَ تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى তোমরা ভীত হইও না আমি তোমাদের সাথেই আছি আমি শ্রবণ করি ও দর্শন করি। নবী করীম (স) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) কে বলিলেন لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তিত হইওনা অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। এই সকল আয়াতে, "আল্লাহর সাথে হইবার অর্থ "তাঁহার সাহায্য সহায়তা"। ইহা হইল মায়িঅ্যাতে খাস (বিশেষ সংগ) আর মায়িঅ্যাতে আম (সাধারণ সংগ) দ্বারা আল্লাহর দর্শন শ্রবণ ও জ্ঞান বুঝান হইয়া থাকে যেমন وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের সহিত আছেন। তোমরা যাহা কিছু কাজ কর তিনি উহা দেখিয়া থাকেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلَاثَةٍ اِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ اِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُوْا -

আপনি কি জানেন না যে, যাহা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যাহা কিছু যমীনে আছে আল্লাহ উহার সব কিছুই জানেন। যদি তিন ব্যক্তির গোপন কথা হয় তবে আল্লাহ তাহাদের চতুর্থ ব্যক্তি আর পাঁচ ব্যক্তির গোপন কথা হইলে আল্লাহ তাহাদের ষষ্ঠ ব্যক্তি হন। এবং উহা হইতে কম কিংবা বেশী যাহা হউক না কেন আল্লাহ তাহাদের সাথে থাকেন যেখানেই তাহারা অবস্থান করুক না কেন। وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আপনি যেকোন অবস্থায় থাকুন না কেন আর কুরআনের যাহাই তেলাওয়াত করুক না কেন যে কোন আমল তোমরা কর না কেন আমি তোমাদের কাছে উপস্থিত থাকি। উল্লেখিত আয়াতসমূহে ‘আল্লাহ’ এর সাথে হওয়ার অর্থ হইল, সকলকেই আল্লাহর দেখা ও সকলের আলাপ শ্রবণ করা।

اَلَّذِيْنَ اتَّقَوْ এর অর্থ হইল যাহারা হারাম বস্তুসমূহকে পরিত্যাগ করে। وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ আর যাহারা নেক আমল করে। আল্লাহ তা'আলা এই সকল লোকের হিফাযত করেন তাহাদের সাহায্য করেন এবং শত্রুদের মুকাবিলায় তাহাদিগকে সফল করেন। ইবনে আব্দ হাতিম (র) .... মুহাম্মদ ইবনে হাতিব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা) সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাহারা পরহেযগার ছিলেন, হারাম বস্তুকে পরিত্যাগ করিতেন এবং যাহারা সৎকাজ করিতেন।

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কী ১১১ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বলেন, আদম ইবনে আবূ ইয়াস .... আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহাফ ও মরিয়াম এই সূরাগুলিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইয়াছে এবং এইগুলি বড়ই মর্যাদা ও ফযীলতের অধিকারী। ইমাম আহমদ ....হযরত 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একাধারে এতবেশী রোযা রাখিতেন যে আমরা মনে মনে বলিতাম যে তিনি হয়ত আর সাওম পালন করিবেন না। আবার কোন কোন সময় তিনি একেবারই সাওম পালন করিতেন না। আমরা ধারণা করিতাম যে তিনি বুঝি আর এই মাসে সাওম রাখিরেন না। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রতি রাত্রে সূরা 'বনী ইসরাঈল' ও 'যুমার' পাঠ করিতেন।

(١) سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১. পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাহার বান্দাকে রজনী যোগে ভ্রমণ করাইয়া ছিলেন। মাসজিদুল হারাম হইতে মাসজিদুল আকসায়, যাহার পরিবেশ আমি করিয়া দিলাম বরকতময়, তাহাকে আমার নিদর্শন দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তার মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল তিনিই এমন সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন যাহা

অন্য কাহারও পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কেবলমাত্র তিনিই ইবাদতের অধিকারী। আর তিনি ব্যতিত কোন পালনকর্তা ও নাই। اَلَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ। যিনি তাহার প্রিয় বান্দাকে রাত্রের বেলা মসজিদুল হারাম হইতে অর্থাৎ পবিত্র মক্কার মসজিদ হইতে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করাইয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস ও ইহাকেই বলা হয়। এই বাইতুল মুকাদ্দাস হযরত ইবরাহীম (আ) হইতেই প্রত্যেক যুগে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পুণ্য কেন্দ্রভূমি ছিল। আর এই কারণে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম এই স্থানেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইয়াছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহাদের আবাসভূমিতেই তাহাদের ইমামতের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। অতএব ইহা দ্বারা এই কথা প্রতীয়মান হইল যে রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও ইমাম ছিলেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম। اَلَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ। যাহার চতুর্দিকে ফসলাদী ও ফলফুল দ্বারা বরকতময় করিয়াছি। لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا যেন মুহাম্মদ (সা)-কে আমার বড় বড় নিদর্শন দেখাইতে পারি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى অবশ্যই তিনি তাঁহার বড় বড় নিদর্শনসমূহ হইতে কিছু নিদর্শন দেখিয়াছেন। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। قوله اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অবশ্যই তিনি তাহার সকল বান্দাগণের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। চাই সে মুমিন হউক কিংবা কাফির, তাহাকে স্বীকার করুক কিংবা অস্বীকার করুক। اَلْبَصِيْرُ তাহাদের সকলকে তিনি দর্শন করেন। অতএব তিনি প্রত্যেককেই তাহাই দান করিবেন যাহার সে উপযোগী পৃথিবীতেও আর পরকালেও।

মি'রাজ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী বলেন, আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ .... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যেই রাত্রে মসজিদুল কা'বা হইতে মি'রাজ সংঘটিত হইল, তাহার নিকট নিদ্রাবস্থায় তিন ব্যক্তির আগমন ঘটিল। আর ইহা ঘটিয়াছিল তাহার নিকট অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে। উক্ত তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে কেমন? মধ্যবর্তী ব্যক্তি বলিল, তিনি সর্বাধিক উত্তম। শেষ ব্যক্তি বলিল, উত্তম ব্যক্তিকে ধরিয়া লইয়া চল। সেই রাত্রে এই পর্যন্তই হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে আর দেখিলেন না। অন্য এক রাত্রে তাহারা আবার আসিল। তখনও তিনি ঘুমাইতে ছিলেন, কিন্তু তাহার চক্ষু নিদ্রিত থাকিলেও তাহার অন্তর জাগ্রত ছিল। এই ভাবেই আম্বিয়ায়ে কিরামের চক্ষু নিদ্রিত থাকে কিন্তু তাঁহাদের অন্তর নিদ্রিত থাকে না। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে

যমযম কূপের নিকট লইয়া যাওয়ার পূর্বে তাঁহার সহিত কোন কথা বলিলেন না। সেখানে তাহাকে লইয়া গিয়া খোদ হযরত জিবরীল তাহাকে সীনার নীচ হইতে উপরিভাগ পর্যন্ত চিড়িয়া ফেলিলেন। এবং সীনা ও পেটের সকল নাড়ী বাহির করিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৈত করত পেট পাক-পরিষ্কার করা হইল তখন তাহার নিকট একটি স্বর্ণের তশতরী আনা হইল। উহার মধ্যে একটি স্বর্ণের বড় পেয়ালা ছিল যাহা ঈমান ও হিকমত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীনা এবং কণ্ঠের শীরাগুলি পরিপূর্ণ করা হইল। অতঃপর তাহার সীনা সেলাই করা হইল। তাহাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। অতঃপর উহার দরজাসমূহের একটিতে আঘাত করা হইল। আসমানের অধিবাসীগণ আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি? বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাঁহারা তাঁহাকে ধন্যবাদ ও খোশ আমদেদ জানাইল তাহারা অত্যন্ত খুশী হইল। আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ এই সম্পর্কে কিছুই জানিত না যে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে কি বিপ্লব ঘটাইতে চাহিতেছেন যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাহাদিগকে কিছু না জানাইতেন।

অতঃপর প্রথম আসমানে হযরত আদম (আ)-কে পাইলেন। হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন,ইনি হইলেন আপনার পিতা হযরত আদম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সালাম করিলেন হযরত আদম (আ) তাঁহার সালামের জবাব দিলেন, এবং তাহাকে স্বাগত ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন তুমি আমার উত্তম পুত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম আসমানে দুইটি নহর প্রবাহিত দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নহর দুইটি কোন নহর? জিবরীল (আ) বলিলেন, এই দুইটি হইল নীল ও ফুরাত নদীর উৎস। অতঃপর জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া আসমানের অপর একটি নহরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যেখানে মুক্তা ও যবারজাদ দ্বারা মহল ও বালাখানা নির্মিত। হাত দ্বারা আঘাত করিলে দেখিতে পাইলেন তাহার মাটি হইল মিশক। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই কওসার যাহা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে অবস্থানরত ফিরিশ্‌তাগণ তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন প্রথম আকাশের ফিরিশ্‌তাগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) বলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা

জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে আল্লাহর দরবারে ডাকা হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা তাহাকে ধন্যবাদ ও স্বাগত জানাইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া তিনি তৃতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশ্‌তাগণ ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিলেন যেমন, পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। এবং সেই সব কথা বলিল যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্‌তাগণ বলিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। এখানেও ফিরিশ্‌তাগণ পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিলেন এবং পূর্বের ন্যায়ই তাহাদিগকে জবাব দেওয়া হইল। অতঃপর তাহাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন অতঃপর তাহারা ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিল যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলেন, এবং এখানেও একই প্রশ্নোত্তর হইল। তাহার পর তাঁহাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল এখানেও পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন উত্তর হইল এবং যে আসমানেই ফিরিশ্‌তা ছিল সেখানেই এই একই প্রশ্ন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক আসমানের অবস্থানকারী নবীদের সহিতও সাক্ষাৎ হইয়াছিল যাহাদের নাম নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছিলেন কিন্তু যাহাদের নাম আমার স্মরণ আছে তাহারা হইলেন, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইদরীস, চতুর্থ আসমানে হযরত হারূন, পঞ্চম আসমানে অবস্থানকারী নবীর নাম আমার স্মরণ নাই। ষষ্ঠ আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং সপ্তম আসমানে হযরত মূসা (আ)। হযরত নবী করীম (সা) যখন এই আসমান অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ! আমার ধারণা ছিল, আপনি আমার উপরে অন্য কাহাকেও মর্যাদা দান করিবেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো উপরে আরোহণ করিলেন যাহার উচ্চতা আল্লাহ ব্যতিত আর কেহ জানে না। এমন কি তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটবর্তী হইলেন, দুই কামান কিংবা দুই কামান হইতেও কম দূরত্ব রহিয়া গেল।

অতঃপর আল্লাহ পক্ষ হইতে তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইল। যখন তিনি তথা হইতে নামিলেন তখন হযরত মূসা (আ) তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? হুযূর (সা) বলিলেন রাত্র ও দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত কম করিবার জন্য আবেদন করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-এর দিকে এমনভাবে তাকাইলেন, যেন তিনি তাহার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। হযরত জিবরীল (আ) ইহাতে সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর

তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে লইয়া পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি দরখাস্ত করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সংখ্যা হ্রাস করুন, আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। আল্লাহ তা'আলা দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবারও তিনি তাহাকে বাধা দিলেন এবং ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আবার আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার দরখাস্ত করুন। এইভাবে তিনি আল্লাহর দরবারে গিয়া হ্রাস করিতে করিতে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত সালাত অবশিষ্ট থাকিল। হযরত মূসা (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) কে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখুন, আমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে আমার জীবন অতিবাহিত করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি ইহা হইতে কম সালাতের নির্দেশ ছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা অপারগ রহিয়াছে। আপনার উম্মত তো আরো অধিক দুর্বল। শরীর, মনের দিক হইতে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তির দিক হইতেও দুর্বল। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। প্রত্যেকবারই তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি তাকাইতেন এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এবারও হযরত জিবরীল তাহাকে উপরে লইয়া গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে পৌছিয়া তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত বড়ই দুর্বল তাহার শরীর, মন, শ্রবণ শক্তি ও দর্শনশক্তি সবই দুর্বল অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনি আরো হ্রাস করুন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহম্মদ! তিনি বলিলেন, লাব্বায়ক, আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভূ! আল্লাহ বলিলেন, আমার কথার পরিবর্তন ঘটে না। উম্মুল কিতাবে যেমন আছে তেমনি আপনার উপর ফরয করা হইয়াছে। পড়িতে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হইলেও সওয়াবের দিক হইতে ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। কারণ প্রত্যেক নেক আমলের দশ গুণ সওয়াব দান করা হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি করিয়া আসিলেন? তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, নির্দেশ সহজ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক নেকীর দশগুণ বিনিময় দানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি বনী ইসরাঈলকে ইহা অপেক্ষা সহজ হুকুম দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি তাহারা ইহা অপেক্ষা হালকা ও সহজ হুকুমকেও পরিত্যাগ করিয়াছে অতএব আপনি আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট পুনরায় গমন করুন এবং হুকুম আরো সহজ করান। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে মূসা! (আ) আমার তো পুনরায় অনুরোধ করিতে লজ্জাবোধ হইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা তবে আপনি যান এবং বিসমিল্লাহ করুন। রাসূলুল্লাহ যখন জাগ্রত হইলেন তখন তিনি মসজিদুল হারামে ছিলেন।

বুখারী শরীফের তাওহীদ অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর মর্যাদাবলী বর্ণনায়ও বর্ণিত হইয়াছে। ইসমাঈল ইবনে আবূ উওয়াইস সূত্রেও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, হারূন ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনে ওহব হইতে তিনি সুলায়মান হইতে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাহার বর্ণনায় কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কোথাও কিছু কমও করিয়াছেন। হাদীসের কিছু অংশ পূর্বে বর্ণনা করিয়াছেন আবার কিছু অংশ পরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, শরীক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ নসর হাদীসটির মধ্যে اِضْطِرَابٌ (ইযতিরাব) করিয়াছেন তাহার স্মরণ শক্তি দুর্বল ছিল এবং হাদীসটি সঠিকভাবে মনে রাখিতে পারেন নাই। অন্যান্য হাদীসের শেষে উহার বর্ণনা আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন মি'রাজের উল্লেখিত ঘটনাটি নিদ্রাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। হাদীসের শেষ বাক্যটির উপর ভিত্তি করিয়াই তাহারা এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী বলেন, শরীফের রেওয়াতে কিছু অতিরিক্ত কথা আছে। যাহা কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা, হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই আয়াত দ্বারা এই কথা প্রমাণ করেন, যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন এবং ইহাই অধিক সত্য। হযরত আবূ যর (রা) জিজ্ঞাসা করিলন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তিনি তো নূর, কিভাবে তাহাকে দেখিব? অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত 'আমি নূর দেখিয়াছি' হাদীসটি ইমাম মুসলিম রেওয়ায়েত করিয়াছেন। قوله ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى অর্থাৎ অতঃপর তিনি নিকটবর্তী হইলেন, এবং অবতীর্ণ হইলেন এখানে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম এর রেওয়ায়েত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা হইতেও বর্ণিত যে, উক্ত আয়াতে হযরত জিবরীল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। আল্লাহকে নহে। এবং আয়াতের এই ব্যাখ্যা প্রদানে সাহাবায়ে কিরামের কেহই তাহাদের বিরোধিতা করেন নাই।

ইমাম আহমদ....আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি বোরাক আনা হইল। বোরাক গাধা হইতে কিছু বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা কিছু ছোট সাদা এক প্রকার প্রাণী, যাহা এক লম্ফে দৃষ্টির শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া যায়। অতঃপর আমি উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলাম এমন কি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হইলাম। অতঃপর আমি

সোয়ারিকে সেই হলকার সহিত বাধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাআত সালাত আদায় করিলাম। মসজিদ হইতে বাহির হইবার পর হযরত জিবরীল (আ) মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা আনিয়া আমার নিকট রাখিলেন কিন্তু আমি দুধের পেয়ালাই পছন্দ করিলাম। তখন জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে অবলম্বন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তাহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হইল; হঠাৎ আমাদের সাক্ষাৎ হযরত আদম (আ) এর সহিত ঘটিল। তিনি আমাদের স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দোয়া করিলেন।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহম্মদ (সা)। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। হঠাৎ আমাদের সহিত হযরত ইউসুফ (আ) এর সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহাকে অর্ধেক সৌন্দর্য দান করা হইয়াছে। তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার জন্য নেক দু'আ করিলেন। অতঃপর চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়া وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থাৎ আমি তাহাকে উচ্চস্থানে উত্তোলন করিয়াছি। পঞ্চম আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ষষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত মুলাকাত হইল। তিনি তখন বাইতুল মা'মূর এর গায়ে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। বাইতুল মা'মূরে প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করেন। কিন্তু সেই সকল ফিরিশ্‌তার সংখ্যা এত বেশী যে, যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর তাহাদের প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না।

অতঃপর আমি সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌছিলাম যাহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। এবং যাহার ফলও মটকার ন্যায় প্রকান্ড। সিদরাতুল মুন্তাহাকে আল্লাহর নির্দেশে ঢাকিয়া

রাখিয়াছেন। উহা এতই সৌন্দর্যপূর্ণ যে উহার সৌন্দর্যের কথা কেহই বর্ণনা করিতে সক্ষম নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী অবতীর্ণ করিলেন যাহা তিনি অবতীর্ণ করিতে চাহিলেন। আল্লাহ তা'আলা আমার উপর রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিলেন। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার রব আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, প্রতি রাত্র দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। এবং আপনার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। আপনার উম্মত দুর্বল, তাহারা ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে এই ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি, পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম, হে আমার রব? আপনি আমার উম্মতের জন্য এই হুকুম হালকা করুন। তখন তিনি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর আমি নামিয়া আসিলাম এবং হযরত মূসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন। আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর একবার আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আসিতে লাগিলাম এবং বারবার আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত করিয়া হ্রাস করা হইতে লাগিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) প্রত্যেক দিনে ও রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই সিদ্ধান্ত। তবে প্রত্যেক সালাতের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব লাভ হইবে। এই ভাবে পাঁচ ওয়াক্তের সালাতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান সওয়াব লাভ হইবে। আর যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের ইচ্ছা করিল অথচ সে, কাজটি করিতে পারিল না তবে সে একটি নেকী লাভ করিবে। আর কাজটি করিয়া থাকিলে দশনেকী লাভ করিবে। আর যদি কেহ কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে অথচ সে উহা করিল না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর করিয়া থাকিলে একটি গুনাহ হইবে। অতঃপর আমি নীচে নামিয়া হযরত মূসা (আ) এর নিকট বিস্তারিত বলিলাম। তখনো তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। কারণ, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন لَقَدْ رَجَعْتُ اِلَى رَبِّىْ حَتّٰى

إِسْتَحَيْتُ। আমি আমার প্রভুর দরবারে কয়েকবারই প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এখন আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিন শায়বান ইবনে ফররুখ হইতে তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। শরীফ এর সূত্র অপেক্ষা এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম বায়হাকী বলেন, অত্র হাদীস এই কথাই প্রমাণ করে যে, যেই রাত্রে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করাইয়াছিলেন সেই রাত্রেই মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ইহাই নিশ্চিত সত্য। ইমাম আহমদ (রা)…. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই রাত্রে মিরাজ সংঘটিত হইয়াছিল, সেই রাত্রে একটি বোরাক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আনা হইল। বোরাকটিতে জীন লাগান ছিল এবং লাগামও লাগান ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উহার উপরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন তখন উহা অবাধ্য হইয়া পড়িল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তুমি এরূপ করিতেছ কেন? আল্লাহর কসম তোমার উপর এমন সম্মানিত আরোহী আর কখনো আরোহণ করে নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর বোরাকটি ঘর্মাক্ত হইয়া গেল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ইসহাক ইব্‌ন মনসূর হইতে তিনি আব্দুর রায্‌যাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব। এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে আমরা হাদীসটি জানি না।

ইমাম আহমদ অন্য সূত্রে…. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমাকে মি'রাজ করাইলেন তখন আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহাদের নখসমূহ তামার তৈয়ারী এবং উহা দ্বারা তাহারা স্বীয় মুখমন্ডল ও বুকসমূহকে যখম করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে জিবরীল! ইহারা কাহারা?" তিনি বলিলেন, ইহারা হইল, সেই সকল লোক, যাহারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করিত অর্থাৎ মানুষের অনুপস্থিতিতে তাহাদের নিন্দাবাদ করিত এবং তাহাদের মানসম্ভ্রম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিত। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি সাফওয়ান ইবনে আমর হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সেই সূত্রে হযরত আনাস (রা)-এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবূ দউদ বলেন, অকী…. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনি তখন তাঁহার কবরে দন্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। ইমাম মুসলিম হাম্মাদ ইবনে সালামাহ…. হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন এই সূত্রটি অধিক বিশুদ্ধ। হাফিয আবূ ইয়ালা মূসেলী তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, ওহব

ইবনে বাকিয়্যাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক সাহাবী আমাকে বলিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাঁহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। আবূ ইয়ালা বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আর'আরাহ.... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) তাঁহার মি'রাজের রাত্রে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি তাহার কবরে সালাত পড়িতেছিলেন। "হযরত আনাস (রা) বলেন, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে বোরাকের উপর সোয়ার করান হইয়াছিল অতঃপর সোয়ারীটি বাধিয়া রাখা হইয়াছিল।"

হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দিন। অতঃপর তিনি উহার বর্ণনা দিতে আরম্ভ করিলেন, উহা এমন, এবং এমন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আপনি সত্যই বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি আল্লাহর রাসূল। হযরত আবূ বকর (রা) পূর্বে বাইতুল মুকাদ্দাস দেখিয়াছিলেন। হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর বায্যার তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, সালামাহ ইবনে শরীক.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এমন সময় আমার নিকট হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং দুই কাঁধের মাঝে হাত রাখিলেন। অতঃপর আমি একটি গাছে বসিয়া পড়িলাম যাহাতে পাখীর দুইটি বাসার ন্যায় কিছু ছিল। উহার একটিতে আমি বসিলাম অপরটিতে তিনি বসিলেন। অতঃপর গাছটি উঁচা হইতে লাগিল। আমি তখন আসমান স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিলে স্পর্শ করিতে পারিতাম আর আমি চতুর্দিকে আমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। হযরত জিবরীল (আ)-এর প্রতি আমি তাকাইয়া দেখিতে পাইলাম তিনি অত্যন্ত নম্রতাসহকারে বসিয়া আছেন। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আল্লাহর মারিফাত লাভে তিনি আমার তুলনায় উত্তম। এমন সময় আসমানের একটি দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমি একটি আযীমুশ্শান নূর দেখিতে পাইলাম। পর্দার আড়ালে ইয়াকূত ও মুক্তার রফ রফ ছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন আমার প্রতি যাহা ইচ্ছা অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন। রাবী বলেন, হযরত আনাস ব্যতিত আর কেহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। আর ইহাও জানি না যে আবূ ইমরান জওনী হইতে হারিস ইবনে উবাইদ ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন কিনা? এবং তিনি বসরার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। হাফিয

বায়হাকী তাহার 'দালায়েল' গ্রন্থে আবূ বকর কাজী.... সায়ীদ ইবনে মনসূর হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসের শেষে لَأَطَ শব্দের স্থলে وَلَطَّ دُوْنِى বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন, হারেস ইবনে উবাইদও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবূ ইমরান জওনী হইতে তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমাইর ইবনে উতারিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামের একটি জামা'আতের সহিত বসিয়াছিলেন এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন এবং তাহার পিঠে আঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিলেন। অতঃপর তিনি তাহার সহিত একটি গাছের দিকে চলিলেন। গাছটিতে পাখির দুইটি বাসা ছিল। অতঃপর তিনি একটিতে বসিলেন এবং অপরটিতে হযরত জিবরীল (আ) বসিলেন। গাছটি আমাদেরকে নিয়ে এত উঁচু হইল যে, আসমানের এক প্রান্তে পৌছিয়া গেল, তখন আমি ইচ্ছা করিলে আসমানকে স্পর্শ করিতে পারিতাম। আমাদের দিকে যখন নূর অবতীর্ণ হইল তখন হযরত জিবরীল বেহুশ হইয়া পড়িলেন। তখন আমি তাঁহার আল্লাহর ভীতিকে আমার ভীতির তুলনায় অধিক বুঝিতে পারিলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, নবী এবং বাদশাহ হইতে ইচ্ছা করেন না নবী এবং বান্দা হইতে ইচ্ছা করেন? আর বেহেশতের অধিকারী। তখন হযরত জিবরীল (আ) আমার প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, আপনি তাওয়াযূ ও নম্রতাবলম্বন করুন। তখন আমি বলিলাম হে আমার প্রতিপালক? আমি বাদশা হইতে ইচ্ছা করি না বরং নবী ও বান্দা হইতে ইচ্ছা করি। আর বেহেশতে প্রবেশ করিতে চাই। আল্লামা ইবনে কাসীর বলেন, যদি এই রেওয়ায়েত সত্য হয় তবে ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বর্ণনা লাইলাতুল ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা হইতে ভিন্ন কোন ঘটনা। কারণ, এই রেওয়ায়েতে না বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছবার উল্লেখ আছে আর না আসমানে আরোহণ করিবার উল্লেখ আছে। আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। ইমাম বায্যার বলেন, আমর ইবনে ঈসা.... হযরত আনাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার রবের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তবে হাদীসটি গরীব। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস....হযরত আনাস ইবনে মালেক (আ) হইতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হযরত জিবরীল (আ) বোরাক লইয়া আগমন করিলেন তখন বোরাকটি তাহার লেজ নাড়া দিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, থাম নড়াচড়া করিও না, আল্লাহর কসম, তোমার উপর তাঁহার ন্যায় আযীমুশ্‌শান আরোহী কখনো আরোহণ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহার উপর আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ পথের এক পার্শে একজন

বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন তিনি বলিলেন مَا هٰذِهِ يَا جِبْرَائِيْلُ হে জিবরীল এই বৃদ্ধা কে? তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি চলিতে থাকুন। অতঃপর যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা; তিনি চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন পথের একপার্শে কোন বস্তু তাহাকে ডাকিতেছে। তখন হযরত জিবরীল, বলিলেন, আপনি আপনার সফর জারী রাখুন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যতক্ষণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তিনি চলিতে লাগিলেন। অতঃপর আল্লাহর এক প্রকার সৃষ্টজীব তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اول হে প্রথম! আপনার প্রতি সালাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اٰخِرُ হে শেষ! আপনার প্রতি সালাম। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ হে সমবেতকারী! আপনার প্রতি সালাম। তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইহার জবাব দান করুন। তিনি জবাব দিলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল তখনো তাহারা অনুরূপ সালাম করিল। তৃতীয়বারও তাহারা অনুরূপ বলিল, এইভাবে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন। তথায় তাহার সম্মুখে মদ, পানি ও দুধ পেশ করা হইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) দুধ গ্রহণ করিলেন! তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাতকে লাভ করিয়াছেন (সঠিক পথাবলম্বন করিয়াছেন)। যদি আপনি পানি পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ডুবিয়া মরিত। আর যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া পড়িত আর আপনিও ভ্রান্ত হইতেন। অতঃপর হযরত আদম (আ) হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সমস্ত আম্বিয়া কিরামকে তথায় প্রেরণ করা হইল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে তাহাদের সকলের ইমামত করিলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, পথে যে বৃদ্ধা নারীকে দেখিতে পাইয়াছেন, উহা দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে যে, এই পৃথিবীর বয়স এখন ততটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে যতটুকু বয়স এই বৃদ্ধা মেয়েলোকটির অবশিষ্ট আছে। আর পথের পার্শ্বে যাহাকে আপনি আপনাকে আহ্বান করিতে দেখিয়াছেন সে হইল আল্লাহর দুশমন ইবলীস। আপনাকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আর পথে যাহাদিগকে আপনি সালাম করিতে দেখিয়াছেন, তাহারা হইলেন, হযরত ইবরাহীম হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)। হাফিয বায়হাকী ইবনে ওয়াহব এর সূত্রে হাদীসটি দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তার কোন কোন শব্দে গরাবত্ আছে।

(দ্বিতীয় সূত্র) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। অবশ্য রেওয়ায়েতটির মধ্যেও অনেক غَرَابَتْ রহিয়াছে। সুনানে নাসায়ী এর মধ্যে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, 'আমর ইবনে হিশাম.... হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট একটি

সোয়ারী আনা হইল যাহা গাধা হইতে বড় এবং ঘোড়া হইতে ছোট। তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে এক এক পা রাখে। আমি উহার উপর আরোহণ করিলাম। হযরত জিবরীল (আ) আমার সাথেই ছিলেন, আমি চলিতে লাগিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন এবং সালাত আদায় করুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন, জানেন কি? আপনি 'তয়বা' নামক সালাত পড়িয়াছেন এবং এখানেই আপনি হিজরত করিবেন। পথ চলিতে চলিতে আবার এক সময় তিনি বলিলেন, আপনি সালাত পড়ুন। আমি নামিয়া সালাত পড়িলাম। তিনি বলিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন, জানেন কি? আপনি 'তুরে সাইনা' নামক স্থানে সালাত নামায পড়িয়াছেন। চলিতে চলিতে আবার এক সময় আমাকে তিনি বলিলেন আপনি নামিয়া সালাত পড়ুন, আমি অবতীর্ণ হইয়া সালাত পড়িলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় সালাত পড়িয়াছেন জানেন কি? আপনি 'বায়তুল্লাহমে' সালাত পড়িয়াছেন। হযরত ঈসা (আ) এখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া ছিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে সেই খানে একত্রিত করা হইল এবং জিবরীল (আ) আমাকে ইমামতী করিবার জন্য সম্মুখে দাঁড় করিয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন, সেখানে হযরত আদম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া তিনি দ্বিতীয় আসমানে আরোহণ করিলেন সেখানে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে তৃতীয় আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে চতুর্থ আসমানে লইয়া গেলেন, তথায় হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলেন, তথায় হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর তিনি আমাকে ষষ্ঠ আসমানে লইয়া গেলেন তথায় হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলেন তথায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে লইয়া সাত আসমানের উপর সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনিত হইলেন। কিছু কুদরতী মেঘমালা আমাকে ঘিরিয়া বসিল যাহার ফলে আমি সিজদায় পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল, যেইদিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিন থেকেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন উহা

সঠিকভাবে পালন করে। অতঃপর আমি সেই নির্দেশ লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমাকে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতে হুকুম করা হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনার ও আপনার উম্মতের প্রতি কি ফরয করিয়াছেন। আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন না আপনি উহা পালন করিতে সক্ষম হইবেন আর না আপনার উম্মত উহা পালন করিতে পারিবে। অতএব আপনি আপনার রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য অনুরোধ করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাগমন করিলাম এবং হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলে তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত কম করিয়া সহজ করিয়া দিলেন। অতঃপর পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় আমাকে আল্লাহর দরবারে প্রত্যাগমনের জন্য পরামর্শ দিলেন। আমি আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং এবারও দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। এইরূপ হ্রাস করিতে করিতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত রহিয়া গেল। হযরত মূসা (আ) আমাকে তখনো আবার আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য বলিলেন, তিনি ইহাও বলিলেন, বনী ইসরাঈলের প্রতি মাত্র দুই ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইয়াছিল কিন্তু তাহারা উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনি ও আপনার উম্মতের প্রতি পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি তবে এই পাঁচ ওয়াক্তের সালাত সওয়াবের দিক হইতে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। অতএব আপনি ও আপনার উম্মত যেন ইহা সঠিকভাবে পালন করে। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ইহা আল্লাহর শেষ নির্দেশ। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি এবারো আল্লাহর দরবারে হুকুম সহজ করিবার অনুরোধ করিবার কথা বলিলে আমি এইবার আর তাহার পরামর্শ পালন করিতে পারিলাম না যেহেতু আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে ইহাই আল্লাহর শেষ নির্দেশ।

(তৃতীয় সূত্র) ইবনে আবূ হাতিম.... আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইল হযরত জিবরীল (আ) গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর হইতে ছোট এক প্রকার সোয়ার লইয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত জিবরীল উহার উপর আরোহণ করিয়াছিলেন যতদূর তাহার দৃষ্টি পড়িত সেইখানেই তাহার পা পড়িত। যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিলেন এবং বাবে মুহাম্মদ (মুহাম্মদ ফাটক) এর নিকট উপস্থিত

হইলেন। তথাকার একটি পাথরের সহিত আঙ্গুল লাগাইলে উহাতে ছিদ্র হইয়া গেল। তিনি উহার সহিত বোরাকটি বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে আরোহণ করিলেন যখন তাহারা উভয়ই মসজিদের মাঝে পৌছিলেন তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি আপনার প্রভুর নিকট আপনাকে রূপসী সুন্দরী নূর দেখাইবার প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন, তবে ঐ যে স্ত্রীলোকগণ বসিয়া আছে তাহাদের নিকট গিয়া আপনি সালাম করুন। তাহারা 'সখরাহ' এর বামদিকে বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলাম তাহারা আমার সালামের জবাব দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কাহারা? তাহারা বলিলেন! উত্তম চরিত্রের এবং উত্তম সূরত ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী। আর আল্লাহর এমন প্রিয় বান্দাদের স্ত্রী, যাহারা পাপাচার ও গুনাহ হইতে নিজ সত্তাকে পূত-পবিত্র রাখিয়াছে। তাহারা সদা আমাদের নিকট অবস্থান করিবে কখনো পৃথক হইবে না তাহারা চিরজীবি হইবে কোন দিন মৃত্যুবরণ করিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন আমি তথায় অতি অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলাম অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখি সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। মুয়াযযিন আযান দিলে সালাত কায়েম করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা সালাতের জন্য সারিবদ্ধ হইয়া অপেক্ষায় ছিলাম যে, কে ইমামতী করেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আগে বাড়াইয়া দিলেন অতঃপর আমি ইমামতী করিলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি জানেন কি, আপনার পিছনে কাহারা সালাত পড়িয়াছে। আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, আপনার পিছনে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম সালাত পড়িয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আমরা যখন দরজার নিকট পৌছিলাম তখন তিনি দরজায় আঘাত মারিলেন। আসমানের ফিরিশ্তা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং স্বাগত জানাইল। প্রথম আসমানে আরোহণ করিলে সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল তখন হযরত জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা আদম (আ)-কে কি সালাম করিবেন না? তিনি বলিলেন অবশ্যই। অতঃপর আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে আমি সালাম করিলে তিনি উহার জবাব দান করিলেন। এবং বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও নবীকে ধন্যবাদ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, তিনি দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলেন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল। এবং মারহাবা বলিয়া তাহারা স্বাগত জানাইল। তখন সেই আসমানে হযরত ঈসা ও তাহার খালাত ভাই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল দরজা খুলিবার জন্য দরজায় আঘাত করিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাঁহাকে কি ডাকা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন আর মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। এই আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং আসমানের দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে তিনি বলিলেন, জিবরীল তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং ইহাও বলিল আপনাকেও আপনার সংগীকে আমরা খোশ আমদেদ জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, আসমানের নিকট গিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে, তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল আপনার সাথে কে, তিনি বলিলেন, মুহম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আপনাকেও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। অতঃপর আমাকে ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করা হইল। হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা বলিল আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল! তাহারা বলিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল আপনাকে আপনার সাথীকে স্বাগত জানাইতেছি। এই আসমানে হযরত মূসা

(আ)-এর সহিত আমার সাক্ষ্য ঘটিল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। সেখানে গিয়া তিনি আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তাহারা দরজা খুলিয়া দিল এবং বলিল, আপনাকে ও আপনার সাথীকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এই আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি আপনার পিতা ইবরাহীম (আ) কে সালাম করিবেন না। আমি বলিলাম অবশ্যই। অতঃপর আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং ইহাও বলিলেন, হে আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবী! তোমাকে আমি খোশ আমদেদ জানাইতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি আমাকে একটি নহরের নিকট লইয়া গেলেন যাহার উপর মুক্তা ইয়াকুত ও যবরজদ পাথরে সজ্জিত তাঁবু রহিয়াছে এবং উহার উপর একটি সবুজ রংগের অতি মনোরম পাখী রহিয়াছে। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে বলিলাম পাখিটি তো বড় মনোরম পাখী। তিনি বলিলেন এই পাখীর ভক্ষণকারী আরো উত্তম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন জানেন কি এইটি কোন নহর? আমি বলিলাম না, তিনি বলিলেন, এইটি হইল 'নহর কাওসার' যাহা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। সেখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র রহিয়াছে যাহা যবরজাদ ও ইয়াকৃত দ্বারা সজ্জিত। উহার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা। অতঃপর আমি উহার একটি পাত্র লইয়া উক্ত নহর হইতে পানি ভরিয়া পান করিলাম। উহার পানি মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধ। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে একটি গাছের নিকট লইয়া গেলেন। নানা রংগের মেঘমালা আমাকে বেষ্টন করিল। তখন জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যেই দিন আমি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছি সেই দিনেই আমি আপনার ও আপনার উম্মতের ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছি। অতএব আপনিও আপনার উম্মত যেন তাহা পালন করে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্কার হইয়া গেল এবং হযরত জিবরীল আমার হাত ধরিলেন এবং তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না।

অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আসিলাম এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন। তিনি বলিলেন আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা কখনো সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া এই হুকুমকে সহজ করিয়া দেওয়ার দরখাস্ত করুন। অতঃপর তাড়াতাড়ি সেই গাছের নিকট পৌঁছলাম। তখন আবার আমাকে সে মেঘমালা আচ্ছান্ন করিয়া ফেলিল। হযরত জিবরীল (আ) আমাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আমি আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় অবনত হইলাম। আর আল্লাহর দরবারে আমি এই প্রার্থনা করিলাম হে আমার প্রভূ! আপনি আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করিয়াছেন কিন্তু আমার ও আমার উম্মতের পক্ষে ইহা পালন করা সম্ভব হইবে না। অতএব আপনি সহজ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন আচ্ছা তবে দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর মেঘমালা পরিষ্কার হইয়া গেল এবং জিবরীল (আ) আমার হাত ধরিলেন। অতঃপর আমি তাড়াতাড়ি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিলাম কিন্তু তিনি আমাকে কিছুই বলিলেন না। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি করিয়া আসিয়াছেন? আমি বলিলাম আমার প্রভু দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, চল্লিশ ওয়াক্তের নামায আপনি ও আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিয়া আসুন। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) একাধিকবার আল্লাহর দরবারে গেলেন এবং সালাত হ্রাস করাইতে করাইতে অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতের সমান হইবে। কিন্তু হযরত মূসা (আ) তাহার পরও আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার জন্য পরামর্শ দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন। আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) নীচে নামিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সেই আসমানেই পদার্পণ করিয়াছি যেই আসমানের ফিরিশতাগণ আমাকে স্বাগত জানাইয়াছেন আমাকে সালাম করিয়াছেন তাহারা আমার সহিত হাসিমুখে কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একজন ফিরিশ্‌তা যিনি আমাকে সালাম দিয়াছেন ও স্বাগত জানাইয়াছেন বটে কিন্তু তাহাকে আমি হাসিতে দেখি নাই। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন এই ফিরিশ্‌তা হইলেন জাহান্নামের দারোগা, যিনি তাহার সৃষ্টির পর হইতে আজ পর্যন্ত কখনো হাসেন নাই। যদি তিনি হাসিতেন তবে আজই তাহার হাসিবার একটি সময় ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যাবর্তনের জন্য সোয়াবীর উপর আরোহণ করিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে কুরাইশদের একটি কাফেলা দেখিলাম যাহারা খাদ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া যাইতেছিল। উহার মধ্যে একটি উট এমন ছিল যাহার উপর দুইটি বোঝা ছিল যাহার একটি সাদা ও একটি কাল ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন উটটি চমকে উঠিল, ঘুরিয়া পড়িল এবং মুচড়ে গিয়ে পড়িয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চলিতে চলিতে স্বীয় স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মি'রাজের ঘটনা মানুষের নিকট আলোচনা করিলেন। কুরাইশরা যখন এই ঘটনা শুনিতে পাইল তখন তাহারা সোজা হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গমন করিল। তাহারাও হযরত আবূ বকর (র) কে সম্বোধন করিয়া বলিল, ওহে আবূ বকর! তোমার সাথী কি বলে শুনিয়াছ কি? তিনি তো বলেন, আজ এক রাত্রেই এক মাসের দূরত্বের পথ ভ্রমণ করিয়া একই রাত্রে আবার ফিরিয়াও আসিয়াছেন। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন তবে সত্যই বলিয়াছেন। আমরা তো ইহা অপেক্ষা আরো অধিক অসম্ভব বিষয়ে তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। আমরা তাঁহাকে আসমানের সংবাদ প্রদানেও সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। অতঃপর মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তোমার সত্যবাদীতার কোন আলামত বলতো দেখি। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি তাহারা তখন অমুক অমুক স্থানে দিল। তাহাদের একটি উঠ আমাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল ও ঘুরিয়া পড়িয়াছিল এবং উহার পা খোড়া হইয়া গিয়াছিল উহার উপর দুইটি সাদা কাল বোঝা ছিল। উক্ত কাফেলা যখন প্রত্যাবর্তন করিল তখন মুশরিকরা তাহাদিগকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ঠিক তেমনি সংবাদ দিল যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন। মি'রাজের এই সংবাদকে দ্বিধাহীন চিত্তে সত্য বিশ্বাস করার কারণে হযরত আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে এই প্রশ্নও করিয়াছিল যে, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) এর সহিত কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ, তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তবে তাহাদের শারীরিক আকৃতির কিছু বর্ণনা দান কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মূসা (আ) তো গন্ধমী বর্ণের ছিলেন এবং দেখিতে তাহাকে আয়দে উম্মানের লোক বলিয়া মনে হয় এবং হযরত ঈসা (আ) মধ্যম গঠনের লোক এবং তাহার বর্ণ কিছু লালসাযুক্ত এবং তাহার চুল হইতে মনে হয় যেন পানির ফোঁটা ঝরিতেছে। এই রেওয়াতটির মধ্যে অনেক বিস্ময়কর বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে।

মালেক ইবনে সা'সাআহ (র) হইতে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর রেওয়ায়াত

ইমাম আহমদ.... কাতাদা সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মালেক ইবনে সা'সাআহ তাহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে মি'রাজের ঘটনা প্রসংগে বর্ণনা করেন, আমি একবার হাতীমে শুইয়াছিলাম। রাবী কাতাদাহ অনেক সময় তাহার বর্ণনায় ইহাও বলেন, হাজরে আসওয়াদের নিকট শুইয়াছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া তাহাদের তিন সাথীর মধ্যে মধ্যম সাথীকে বলিতে লাগিল।.....রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে এখান হইতে এখান পর্যন্ত ফাড়িয়া ফেলিল। কাদাতাহ এর বর্ণনায় রহিয়াছে, "গলা হইতে নাভী পর্যন্ত ফারিয়া ফেলিল"। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার কাল্ব বাহির করা হইল অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ স্বর্ণের একটি তশতরী আনা হইল। অতঃপর আমার কলব ধৌত করা হইল এবং পুনরায় শরীরে দাখিল করা হইল। অতঃপর খচ্চর অপেক্ষা ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড় একটি সাদা সোয়ারী আমার নিকট আনা হইল। রাবী বলেন, তখন রাবী জারূদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ হামযা! ইহাই কি বোরাক? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা এতই দ্রুতগামী যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে তাহার পা গিয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করা হইল এবং হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া চলিতে চলিতে আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন, তিনি আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলে, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? বলিলেন জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাদর সম্ভাষণ করা হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল সেখানে হযরত আদম (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন আপনার আদী পিতা হযরত আদম (আ) আপনি তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম, তিনিও আমার সালামের জবাব দিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। অতঃপর তিনি ঊর্ধ্বগমন করিতে করিতে দ্বিতীয় আসমানের নিকট পৌঁছিলেন এবং দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল দরজা খুলিবার অনুরোধকারীকে তিনি বলিলেন জিবরীল। জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা), জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহাদিগকে স্বাগত জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমাদের দরজা খোলা হইলে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন হযরত জিবরীল বলিলেন, এই যে হযরত ঈসা ও ইয়াহ্ইয়া তাহাদিগকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি সালাম করিলাম এবং তাহারাও সালামের উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহারা সৎ ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন অতঃপর তৃতীয় আসমানের দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানান হইল। এবং আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, ইউসুফ (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালেহ ভাই ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর তিনি চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং নিকটে পৌঁছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে ? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সাথে কে ? হযরত মুহাম্মদ (সা) বলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তাহাকে স্বাগত জানাইয়া দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। এখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। জিবরীল (আ) বলেন, ইনি হইলেন হযরত ইদরীস (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল পঞ্চম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। অতঃপর তিনি দরজা খুলিতে অনুরোধ করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল, জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন তাহাকে স্বাগত জানান হইল, অতঃপর আমাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই যে, হযরত হারূন (আ) আপনি সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম

করিলে তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি এই বলিয়া আমাকে স্বাগত জানাইলেন, আমার নেক ভাই ও সালেহ নবীকে জানাই স্বাগত। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) ষষ্ঠ আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিবার জন্য আঘাত করিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আগন্তুক কে ? তিনি বলিলেন, জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল আপনার সংগে কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন খোশ আহমেদ জানান হইল। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত জিবরীল বলিলেন, ইনি হইলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম অতঃপর তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। এবং নেক ভাই ও সালেহ নবী বলিয়া আমাকে খোশ আমদেদ জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি তখন তিনি কাঁদিতে শুরু করিলেন জিজ্ঞাসা করা হইল কি কারণে আপনি কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন আমার কাঁদিবার কারণ হইল, এক যুবককে আমার পরে নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে অথচ, আমার উম্মত অপেক্ষা তাহার উম্মত অধিক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল সপ্তম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার নিকট পৌঁছিয়া দরজা খুলিবার জন্য বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আগন্তুক কে? বলিলেন আমি জিবরীল, জিজ্ঞাসা হইল আপনার সাথে কে? বলা হইল, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞসা করা হইল, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? বলিলেন হাঁ তখন মারহাবা বলিয়া খোশ আমদেদ জানান হইল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন ইনি হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম এবং তিনি আমার সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার নেক সন্তান ও সালেহ নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমাকে সিদরাতুলমুন্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সেইখানে চারটি নহর দেখা গেল দুইটি যাহের ও দুইটি বাতেন। আমি জিজ্ঞসা করিলাম ইহা কি? তিনি বলিলেন, বাতেনী দুইটি হইল, বেহেশতের দুইটি নহর আর যাহেরী দুইটি হইল নীল ও ফুরাত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার সম্মুখে বাইতুল মা'মূর পেশ করা হইল। কাতাদাহ বলেন, হাসান বসরী (র) আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি নবী করীম (সা) হইতে

বর্ণনা করেন যে তিনি বাইতুল মা'মূর' দেখিয়াছেন, প্রতিদিন সেখানে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা দাখেল হয় কিন্তু পুনরায় তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমার নিকট মদের একটি পাত্র দুধের একটি পাত্র এবং মধুর একটি পাত্র আনা হইল। রাসূলুল্লাহ বলেন, আমি দুধের পাত্র বাছাই করিয়া লইলাম। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই ফিৎরাত যাহার উপর আপনি ও আপনার উম্মত প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি বলেন, তাহার পর আমার উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করা হইল অতঃপর আমি নীচে নামিলাম এবং হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত পড়িবার। তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আপনার পূর্বে আমি বনী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন এবং আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুমের প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং তিনি দশ ওয়াক্তের সালাত হ্রাস করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? আমি বলিলাম চল্লিশ ওয়াক্তের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন চল্লিশ ওয়াক্তের সালাতও আপনার উম্মত আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লইয়া আসুন। পুনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি আবার দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন আমি বলিলাম ত্রিশ ওয়াক্তের সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার উম্মত ত্রিশ ওয়াক্ত সালাত পালন করিতেও সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব, আপনি পুনরায় আপনার উম্মতের জন্য সহজ হুকুম প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন। আম বলিলাম বিশ ওয়াক্ত সালাত লইয়া আসিয়াছি। তখনো তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে বহু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। অতএব আপনি সহজ হুকুমের জন্য পুনরায় আল্লাহর

দরবারে প্রত্যাবর্তন করুন। আল্লাহর দরবারে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি লইয়া আসিয়াছেন? বলিলাম প্রতি দিনে দশ সালাত তখনো তিনি বলিলেন প্রতি দিন দশ সালাত আপনার উম্মত পালন করিতে সক্ষম হইবে না। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি এবার আল্লাহর দরবারে গিয়া মাত্র পাঁচ সালাত লইয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া বলিলে তিনি আবারো বলিলেন, আপনার উম্মত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব আপনি আবারো আল্লাহর দরবারে গিয়া সহজ হুকুম লাভ করিবার চেষ্টা করুন। আমি বনী ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি আমার রবের নিকট বহু প্রার্থনা করিয়াছি। এখন তো আমার লজ্জা অনুভব হইতেছে। আল্লাহর পক্ষ হইতে সর্বশেষ নির্দেশে আমি সন্তুষ্ট ও উহার অনুগত। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিল আমার ফরয আমি চালু করিয়াছি এবং বান্দাদের প্রতি সহজ করিয়া দিয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে কাতাদাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ যর (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম বুখারী বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর.... হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত যে হযরত আবূ যর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি যখন পবিত্র মক্কায় ছিলাম তখন আমার ঘরের ছাদ ফাঁড়িয়া হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন, এবং আমার বুক চিরিলেন অতঃপর আমার কলব যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনিলেন। উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিলেন অতঃপর উহা সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া প্রথম আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। যখন আমরা প্রথম আসমানের নিকট পৌছিলাম তখন হযরত জিবরীল আসমানের প্রহরীকে উহার দরজা খুলিতে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কেউ আছে কি? তিনি বলিলেন হাঁ, মুহাম্মদ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। যখন আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইল তখন আমরা প্রথম আসমানের ওপর আরোহণ করিলাম এবং তথায় এক ব্যক্তিকে বসা দেখিতে পাইলাম যাহার ডান দিকে বাম দিকে মানুষ্য রূপের দল রহিয়াছে। তখন তিনি ডান দিকে

দৃষ্টিপাত করেন, হাসিতে থাকেন। তিনি আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকে ও বাম দিকে যে দল দেখিতে পাইলেন উহা হইল তাহার সন্তানের রূহসমূহ। তাহাদের মধ্যে যাহারা তাহার ডান দিকে অবস্থিত তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাহার বামে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। হযরত আদম (আ) যখন তাহার ডান দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন খুশীতে হাসিতে থাকেন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টিপাত করেন তখন তিনি দুঃখে কাঁদিতে থাকেন। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। আসমানের নিকট আসিয়া আসমানের প্রহরীকে দরজা খুলিতে বলিলে প্রথম আসমানের প্রহরী যেমন প্রশ্নোত্তর করিবার পর খুলিয়াছিলেন তিনিও খুলিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত নবী করীম (সা) উল্লেখ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন আসমানে তিনি হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ঈসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে বলেন নাই। তবে ইহা উল্লেখ করেছেন যে হযরত আদম (আ) প্রথম আসমানে ছিলেন, হযরত ইবরাহীম ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ইদরীস (আ)। অতঃপর হযরত জিবরীল হযরত মূসা (আ) এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন তখন তিনি বলিলেন, সালেহ নবী ও নেক ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ)। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট অতিক্রম করিলে তিনিও বলিলেন সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, উনি কে? তিনি বলিলেন হযরত ঈসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করিলে তিনি বলিলেন مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ সালেহ নবী ও সালেহ সন্তানের আগমনকে স্বাগত জানাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম। ইমাম যুহরী বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আল আনসারী উভয়ই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং অবশেষে একটি সমতল স্থানে

উপস্থিত হইয়া সেখানে কলমের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিলেন। আল্লাহর উক্ত নির্দেশ লইয়া আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ তা'আলা কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম আল্লাহ তা'আলা অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর নিকট গমন করুন। আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পুনরায় আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি উহার অর্ধেক হ্রাস করিয়া দিলেন। আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলে তিনি এবারও বলিলেন, আপনি পুনরায় আপনার প্রভুর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করুন। আপনার উম্মাত ইহাও পালন করিতে সক্ষম হইবেন না। অতঃপর আমি আবারো আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইয়া হ্রাস করিবার দরখাস্ত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা, পাঁচ ওয়াক্তের সালাত ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না। অতঃপর পুনরায় আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম তখনো তিনি আল্লাহর দরবারে সালাত হ্রাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু বলিলাম, আমার প্রভুর নিকট পুনরায় যাইতে আমি লজ্জা অনুভব করিতেছি। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া সিদরাতুল মুন্তাহা উপস্থিত হইলেন যাহা নানা প্রকার রংগে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ উহা যে কি তাহা আমার জানা নাই। অতঃপর আমাকে বেহেশতে দাখিল করা হইল সেখানে আমি মুক্তার রশি দেখিতে পাইলাম এবং ইহাও দেখিলাম যে উহার মাটি হইল কস্তরী সমতুল্য বস্তু। উপরোক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফের সালাত অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এবং একই সূত্রে হযরত আনাস হইতে বুখারী বনী ইসরাঈল-এর আলোচনায়, হজ্জ অধ্যায়ে, এবং আম্বিয়াযে কিরাম সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হারমালাহ ও ইবনে ওহব এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মুসলিম শরীফে ঈমান অধ্যায়ে অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান.... আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতে

পাইতাম তবে অবশ্যই তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম, তিনি বলিলেন কি প্রশ্ন করিতেন, আমি বলিলাম আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? তখন হযরত আবূ যর বলিলেন, এই প্রশ্নটিই আমি তাঁহাকে করিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তাঁহার আসল সত্তাকে কি করিয়া দেখিব? ইমাম আহমদের রেওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মুসলিম তাঁহার সহীহ গ্রন্থে আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ.... হযরত আবূ যর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আল্লাহকে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন তিনি তো নূর , তাহাকে আমি কি করিয়া দেখিব? মুহাম্মদ ইবনে বাশ্শার আব্দুল্লাহ ইবনে শকীক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ যরকে (রা) বলিলাম, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতাম, তবে অবশ্যই তাহাকে একটি প্রশ্ন করিতাম। তিনি বলিলেন, কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? হযরত আবূ যর বলিলেন, আমি এই প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিলেন আমি নূর দেখিয়াছি।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুছাইয়ারী....হযরত আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ঘরের ছাদ ছিদ্র করা হইল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) অবতীর্ণ হইলেন এবং বুক চিরিয়া ফেলিলেন এবং যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন অতঃপর ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একটি তশতরী আনা হইল এবং উহা আমার বুকে ঢালিয়া দিয়ে পুনরায় বুক সেলাই করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরিলেন এবং তাহাকে লইয়া আসমানের দিকে চড়িতে লাগিলেন। যখন তিনি প্রথম আসমান আগমন করিলেন, তখন এক ব্যক্তি বসা ছিল যাহার ডানে মানুষ্যরূপে একটি দল ছিল এবং বামেও একটি বড় দল ছিল। যখন তিনি তাঁহার ডান দিকে তাকাইলেন তখন মৃদু হাসিতেন আর বাম দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া পড়িতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া তাহাকে স্বাগত জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ) আর তাহার ডানে ও বামে যে দল দেখিতে পাইলেন তাহারা হইল তাহার সন্তানগণের রূহ ও আত্মা। যাহারা তাঁহার ডান দিকে অবস্থানরত

রহিয়াছে তাহারা বেহেশতবাসী আর যাহারা তাঁহার বাম দিকে রহিয়াছে তাহারা দোযখবাসী। অতএব তিনি যখন ডান দিকে দৃষ্টিপাত করেন হাসিয়া পড়েন আর যখন বাম দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন দুঃখে কাঁদিয়া পড়েন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। আসমানের খাযেনকে তিনি দরজা খুলিবার জন্য বলিলে তিনি খুলিয়া দিলেন।

হযরত আনাস (রা) বলেন, অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কা'ব বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন আসমানে হযরত আদম, ইদরীস, মূসা, ইবরাহীম ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। হযরত আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল প্রথম আসমানে এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত ষষ্ঠ আসমানে। হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত জিবরীল ও রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত ইদরীস (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সালেহ নবী ও সালেহ ভাইকে স্বাগত জানাইতেছি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইদরীস (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। তিনিও সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত মূসা (আ)। অতঃপর আমি হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম তখন তিনি সালেহ নবী ও সালেহ ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তিনি সালেহ নবী ও সালেহ সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বাগত জানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। ইবনে শিহাব বলেন, ইবনে হাযম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত ইবনে আব্বাস ও আবূ হাব্বাহ আনসারী বলিতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর আমাকে আরো উপরে লইয়া যাওয়া হইল এবং একটি সমতল ভূমীর উপর আমরা দন্ডায়মান হইয়া কলমের শব্দ শুনিতে পাইলাম। ইবনে হাযম ও হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ সালাত ফরয করিয়াছেন অতঃপর উহা লইয়া আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কি ফরয করিয়াছেন? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ সালাত। অতঃপর তিনি বলিলেন আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম

হইবে না। অতএব আপনার প্রতিপালকের নিকট গিয়া সালাত হ্রাস করুন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি অর্ধেক সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলাম। তখন তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গিয়া সালাত হ্রাস করিবার পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন, আপনার উম্মত ইহা পালন করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর আমি পনরায় আল্লাহর দরবারে গেলে তিনি বলিলেন, সালাত পাঁচ ওয়াক্ত-ই ফরয থাকিল তবে উহা পঞ্চাশের সমান হইবে। আমার কথার কোন পরিবর্তন হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পুনরায় আসিয়া জানাই যে তিনি আবারও বলিলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করুন। তখন আমি বলিলাম, আমার এখন লজ্জা অনুভব হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর সিদরাতুল মুন্তাহায় লইয়া যাওয়া হইলে, যাহাকে বিভিন্ন রংগের বস্তু বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে বস্তুতঃ সেই সব কি? তাহা আমার জানা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বেহেশতে দাখিল হইলাম। সেইখানে আছে মুক্তার তাঁবু ও উহার মাটি মিসক সমতুল্য। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ তাহার পিতার মুসনাদ গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সিহাহ সিত্তাহ এর কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইউনুস যুহরী ও আনাস (রা) এর সূত্রে হযরত আবূ যর (রা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

বুরায়দাহ ইবনে খছীব আসলামী-এর রেওয়ায়েত

হাফিয আবূ বকর আল বায্যার বলেন, আব্দুর রহমান ইবনে মুতাওয়াক্কিল ও ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম (রা).... যুবাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমার মি'রাজের রাতে.....হযরত জিবরীল (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথর এর নিকট আসিলেন......অতঃপর তিনি তাহার আঙ্গুল দ্বারা উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। এবং উহার সহিত বোরাক বাঁধিয়া দিলেন। বায্যার বলেন, যুবাইর ইবনে জুনাদাহ হইতে আবূ নুমায়লাহ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অবশ্য বুরায়দা ব্যতিত আর কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে তিরমিযীর তাফসীর অধ্যায়ে ইয়াকূব ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বলেন, ইয়াকূব.... জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত যে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন মি'রাজের ঘটনার পর কুরাইশরা যখন আমাকে

মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিল তখন হাজরে আসওয়াদের উপর আমি দন্ডায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দিলেন। এবং উহার প্রতি দেখিয়া দেখিয়াই তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইমাম যুহরী হইতে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বায়হাকী বলেন, আহমদ ইবনে হাসান আল কাযী.... সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তখন তিনি সেখানে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহার নিকট মদ ও দুধের দুইটি পেয়ালা আনা হইলে তিনি উভয় পেয়ালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুধের পেয়ালা উঠাইয়া লইলেন। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ঠিক করিয়াছেন। ফিৎরাত অনুসারেই কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ গ্রহণ করিতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং তাহার রাত্রীকালীন ভ্রমণের সংবাদ দান করিলে এতে অনেক এমন লোকও ফিৎনায় পতিত হয় যাহারা তাহার সহিত নামায পড়িয়াছিল। ইবনে শিহাব (র) বলেন, আবূ সালমাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, অতঃপর কুরাইশদের কিছু লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, তোমার সাথী কি বলে শুনিয়াছ কি? তিনি নাকি একই রাত্রে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, সত্যই কি তিনি এই কথা বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, হাঁ, তিনি বলিলেন, যদি তিনি ইহা বলিয়া থাকেন, তবে আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি তাহাকে এই ব্যাপারেও সত্য মনে করেন যে একই রাত্রে তিনি সিরীয়া পর্যন্ত গিয়া পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমি তো তাহাকে আরো অধিক অসম্ভব ব্যাপারে সত্যবাদী মনে করি। আবূ সালমা বলেন, এই কারণেই আবূ বকর (রা) কে সিদ্দীক বলা হইয়া থাকে। আবূ সালামাহ বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, মি'রাজের ঘটনার পর যখন কুরাইশরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল, তখন আমি হাজরে আসওয়াদ এর উপর দন্ডায়মান হইলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন অতঃপর উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলাম।

হযরত হুযাইফাহ ইবনে ইয়ামান-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নুযর....যির ইবনে হুবাইশ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রা)-এর নিকট আসিলাম তখন তিনি

হযরত মুহম্মদ (সা) এর মি'রাজ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমরা চলিতে লাগিলাম এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিলাম কিন্তু কেহই ভিতরে প্রবেশ করিল না তিনি বলেন, আমি বলিলাম বরং রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সালাতও পড়িয়াছেন। যির ইবনে হুবাইশ বলেন, তখন হুযাইফা আমাকে বলিলেন, হে টাকপড়া তোমার নাম কী? তোমার চেহারা আমার পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু তোমার নাম আমার মনে নাই। আমি বলিলাম আমার নাম যির ইবনে হুবাইশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের মসজিদে সালাত পড়িয়াছেন। আমি বলিলাম আমি কুরআন দ্বারাই ইহা বুঝিতে পারি। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কথা বলে সে মুক্তি পাইবে। সেই আয়াতটি কি উহা পড়ুন, তখন আমি سُبْحَانَ الَّذِىٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى পড়িলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে টাকপড়া! আয়াতের মধ্যে কি ইহা আছে যে রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে সালাত পড়িয়াছেন? আমি বলিলাম না। তিনি বলিলেন আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সেই রাত্রে তথায় সালাত পড়েন নাই। যদি তিনি সেইরাত্রে তথায় সালাত পড়িতেন তবে তোমাদের প্রতি সেখানে সালাত পড়া ওয়াজিব হইয়া যাইত। যেমন বাইতুল্লাহ শরীফে তোমাদের প্রতি সালাত পড়া ওয়াজিব আল্লাহর কসম তাহারা উভয়েই বোরাকের উপর আরোহণ করিয়া চলিতে থাকেন এমনকি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহারা বেহেশত ও দোযখ দেখিলেন এবং পরকালে যাহা কিছুর ওয়াদা করা হইয়াছে সব কিছু দেখিতে পাইলেন অতঃপর তাহারা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে পড়িলেন যে আমি তাহার দাঁত দেখিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন লোকেরা এই কথা বলিয়া যাক যে বোরাকটি যাহাতে ভাগিয়া যাইতে না পারে সেইজন্য তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। অথচ আল্লাহ তা'আলা বোরাকটিকে তাহার জন্য বাধ্য করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বোরাক কি বস্তু? তিনি বলিলেন একটি সাদা জন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় সে এক সাথে ততদূর পৌঁছিয়া যায়। আবূ দাউদ তয়ালেসী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী তাফসীর অধ্যায়ে আসেম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত পড়া ও হালকার সহিত বোরাক বাঁধাকে হযরত হুযায়ফা (রা) অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য রাবীগণ তাহা রাসূলুল্লাহ

(সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উহা হযরত হুযাইফা (রা) এর কথা হইতে অধিক গ্রহণযোগ্য।

আবূ সায়ীদ সা'দ ইবনে মালেক ইবনে সিনান খুদরী (রা)-এর রেওয়ায়েত

দালায়েলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে হাফেয আবূ বকর বায়হাকী বর্ণনা করেন, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ.... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাদিগকে আপনার মি'রাজ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا এই আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, একবার আমি রাত্রে মসজিদুল হারামে ঘুমন্ত ছিলাম এমন অবস্থায় এক আগন্তুক আগমন করিয়া আমাকে জাগ্রত করিল। আমি তখন কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। আমি যেন কি এক খেয়ালেই মগ্ন ছিলাম। অতঃপর আমি আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিলাম এবং মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট খচ্চর হইতে কিছু ছোট তাহারই মত দীর্ঘ কান বিশিষ্ট একটি সোয়ারী দেখিতে পাইলাম যাহাকে বোরাক বলা হয়। আমার পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরাম উহার উপর আরোহণ করিতেন। চলিতে সময় তাহার পাও দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়া পড়িত। আমিও উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। যখন আমি উহার উপর ভ্রমণ করিতেছিলাম তখন জনৈক আহ্বানকারী আমার ডান দিক হইতে ডাকিয়া বলিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার উত্তরও করিলাম না আর সেখানে দাঁড়াইলামও না। আমরা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ আবার বাম দিক হইতেও অনুরূপ ৩ বার ডাকিতেছে কিন্তু আমি সেখানে দাঁড়াই নাই এবং কোন উত্তর দেই নাই। চলিতে চলিতে আবার একজন স্ত্রীলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, যাহার সর্বপ্রকার সাজে সজ্জিত ছিল এবং তাহার হাত খোলা ছিল। সে আমাকে বলিল। হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন, আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার প্রতিও তাকাইলাম না আর বিলম্বও করিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়া গেলাম। অতঃপর আমি আমার সোয়ারীকে সেই হলকার সহিত বাঁধিয়া রাখিলাম যাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাহাদের সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিতেন অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট দুইটি পেয়ালা আনিলেন একটিতে ছিল

মদ এবং অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধের পেয়ালা পান করিলাম এবং মদ পান করিতে অস্বীকার করিলাম। তখন জিবরীল (আ) বলিলেন, আপনি ফিৎরাত অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে অবশ্যই আপনার উম্মত ভ্রান্ত হইয়া যাইত। তখন আমি আনন্দে আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর বলিলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার চেহারায় চিন্তার চিহ্ন দেখিতেছি, ইহার কারণ কি! তখন আমি বলিলাম, যখন আমি চলিতে ছিলাম তখন আমার ডান দিক হইতে একজন লোক ডাকিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তথায় দাঁড়াই নাই আর তাহাকে কিছু বলার অবকাশও দান করি নাই। তখন তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি ইয়াহূদী ছিল, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দান করিতেন তবে আপনার উম্মত ইয়াহূদী হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অনুরূপভাবে যখন আমি চলিতেছিলাম তখন আমার বাম দিক হইতেও এক ব্যক্তি আমাকে ডাকিয়া কিছু বলিতে চাইলে তাহার ডাকেও আমি সাড়া দেই নাই। হযরত জিবরীল তখন বলিলেন, এই ব্যক্তি নাসারা ছিল। যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন তবে আপনার উম্মত নাসারা হইয়া যাইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি যখন চলিতেছিলাম তখন একজন অতি সুন্দরী সুসজ্জিতা রমনী যাহার হাত খোলা ছিল আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে মুহম্মদ! আমাকে কিছু অবকাশ দান করুন; আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। তখনো আমি তাহার ডাকে দাঁড়াই নাই। আর ডাকের উত্তরও দান করি নাই। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দুনিয়া। মনে রাখিবেন, যদি আপনি তাহার ডাকে সাড়া দিতেন কিংবা তথায় দাঁড়াইতেন তবে আপনার উম্মত পরকালের উপর ইহকালকে প্রাধান্য দান করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল (আ) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়া আমরা প্রত্যেকেই দুই রাকাত সালাত পড়িলাম। অতঃপর আমার নিকট মি'রাজ (সিঁড়ী) আনা হইল যাহার সাহায্যে সকল বনী আদমের রূহসমূহ উপরে আরোহণ করে সিঁড়ি এতই চমৎকার যে দুনিয়ার কেহ কোন দিন এত চমৎকার বস্তু দেখে নাই। মৃত ব্যক্তি যখন আসমানের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করিয়া দেখিতে থাকে তখন সে বিস্ময়ের সাথে এ সমস্তকেই দেখিতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি ও জিবরীল উপরে চড়িতে থাকিলাম এবং ইসমায়ীল নামক একজন ফিরিশ্‌তার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল তিনি হইলেন প্রথম আসমানের দায়িত্বশীল ও ইহার কর্তৃত্বের অধিকারী। যাহার অধীনে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা রহিয়াছে। এবং তাহাদের প্রত্যেকের অধিনে এক লক্ষ ফিরিশ্‌তা রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ

আপনার প্রতিপালকের সেনা সংখ্যা কেবল মাত্র তিনিই জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর জিবরীল (আ) আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে তিনি বলিলেন, হাঁ, সেখানে আমরা হযরত আদম (আ)-কে তাহার সেই আকৃতিতে দেখিতে পাইলাম যেই আকৃতিতে তাহাকে প্রথম দিনেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাঁহার সম্মুখে তাহার আওলাদের রূহ পেশ করা হয়। মু'মিন ও নেক মানুষের রূহ দেখিয়া তিনি বলেন পবিত্র রূহও পবিত্র আত্মা। উহাকে ইল্লিয়্যীনে লইয়া যাও। অতঃপর যখন তাহার নিকট পাপী তাপীদের রূহও পেশ করা হয় তিনি বলেন, খবীস ও পংকিল রূহ ও অপবিত্র আত্মা উহাকে তোমরা সিজ্জীন নামক স্থানে রাখিয়া আস। কিছুদূর চলিতেই দেখা গেল, যে দস্তরখান বিছান রহিয়াছে এবং উহাতে উত্তম গোস্ত রাখা রহিয়াছে কিন্তু কেহই উহার নিকটবর্তী হইতেছে না। আবার কিছুক্ষণ পর দেখা গেল অপর একটি দস্তার খান বিছান রহিয়াছে যাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় গোস্ত রাখা আছে। কিছু লোক আছে যাহারা ঐ ভাল গোস্তের তো কাছেই যায় না। কিন্তু সেই দুর্গন্ধময় গোস্ত খাইতেছে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এ সকল লোক কাহারা। হযরত জিবরীল (রা) বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা হারাম ভক্ষণ করে এবং হালাল হইতে বিরত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোট উটের ঠোটের ন্যায় ফিরিশ্তাগণ তাহাদের মুখ খুলিয়া উক্ত গোস্ত তাহাদের মুখের মধ্যে পুরিতেছে এবং তাহাদের নিচের দিক হইতে উহা বাহির হইতেছে। এবং আমি তাহাদিগকে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিয়া আহাজারী করিতে শুনিলাম। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহারা কাহারা? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا যারাহা এতীমদের মাল যুলুম পূর্বক ভক্ষণ করে তাহারা মূলত তাহদের পেটে আগুন পরিপূর্ণ করে এবং তাহারা উত্তপ্ত দোযখে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো কিছু দূর চলিলে দেখিতে পাইলাম যে, কিছু স্ত্রী লোক তাহাদের বুকের পিস্তান লটকিয়া আছে এবং তাহার অত্যন্ত বিলাপ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কাহারা? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন তাহারা হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল স্ত্রী লোক যাহারা ব্যভিচার করিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি আরো

কিছুদূর চলিলে এমন কিছু লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল যাহাদের পেটসমূহ ঘরসমূহ তুল্য। তাহারা যখনই তাহাদের কেহ উঠিতে চায় পড়িয়া যায় আর তাহারা বার বার এই কথাই বলে হে আল্লাহ! আপনি কিয়ামত কায়েম করিবেন না। তাহাদিগকে ফির'আউনের পশুসমূহ দ্বারা পদদলিত করা হইতেছে এবং আল্লাহর সম্মুখে তাহারা অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল, বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা সুদ খান। যাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰى لَايَقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ যাহারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তাহারা ঠিক সেই ব্যক্তির ন্যায় উঠবে যাহাকে শয়তান স্পর্শ করিয়া পাগল করিয়া দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর আরো কিছুদূর চলিবার পর এমন কিছু লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল যাহাদের গায়ের গোস্ত কাটিয়া কাটিয়া ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকেই খাইতে দিতেছেন। তাহাদিগকে বলা হইতেছে তোমরা খাও যেমন দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করিতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল আপনার উম্মতের সেই সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ অন্বেষণ করিত এবং তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের দোষ বর্ণনা করিয়া বেড়াইত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিতে লাগিলাম এবং সেখানে এমন একজন লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল যিনি আল্লাহর সমস্ত মখলূক হইতে অধিক সুন্দর। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে অন্যান্য সকলের উপর সৌন্দর্যের দিক থেকে এত অধিক মর্যাদা দান করিয়াছেন যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে অন্যান্য সকল নক্ষত্রপুঞ্জের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন, আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার সহিত তাঁহার কওমের আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনি আমাকে সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর আমরা তৃতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম, নিকট গিয়া হযরত জিবরীল আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন, অতঃপর হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল তাহাদের সহিত তাহাদের কওমের আরো কিছু লোকও ছিল। আমি তাহাদিগকে সালাম করিলাম তাহারাও আমাকে সালামের জবাব দান করিলেন। অতঃপর আমরা চতুর্থ আসমানের দিকে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আল্লাহ তাহাকে উচ্চস্থানে মর্যাদা দান করিয়াছেন। আমি তাহাকে সালাম করিলাম

তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমরা পঞ্চম আসমানে আরোহণ করিলাম সেখানে হযরত হারূন (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দাড়ীর অর্ধেক সাদা ও অর্ধেক কালো ছিল তাহার দাড়ী এত লম্বা যে তাহা যেন তাহার নাভীকে স্পর্শ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হারূন ইবনে ইমরান (রা) যিনি তাঁহার কওমের নিকট অতিপ্রিয়। তাহার সহিত আরো কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলাম। অতঃপর তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি ষষ্ঠ আসমানে আরোহণ করিলাম। সেখানে হযরত মূসা (আ) এর সহিত আমার সাক্ষাৎ তিনি গন্দমী বর্ণের অনেক চুল বিশিষ্ট লোক। যদি তিনি জামা পরিধান করেন তার চুল জামার নিচ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তিনি বলিতে লাগিলেন, লোকে বলে, "আমি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন। অথচ, এই হইতেছেন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল, ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি আপনার ভাই হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ) তাহার সহিতও তাহার কওমের কিছু লোক ছিল। আমি তাহাকে সালাম করিলে তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। অতঃপর আমি সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলাম এখানে আমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। যিনি বাইতুল মা'মূরের সহিত হেলান লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার লোক। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে জিবরীল ! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হইলেন আপনার পিতা খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সহিতও তাঁহার কওমের কিছু লোক ছিল আমি তাহাকে সালাম করিলাম এবং তিনিও আমাকে সালাম করিলেন। আমি আমার উম্মতকে দুই ভাগে বিভক্ত দেখিলাম একটি অংশ এত সাদা পোশাক পরিহিত ছিল যেমন উহা সাদা কাগজ। আর অপর অংশটি কালো পোশাক পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমি বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করিলাম এবং আমার সহিত সেই সকল লোকও প্রবেশ করিল যাহারা সাদা পোশাক পরিহিত ছিল। আর যাহারা কালো পোশাক পরিহিত ছিল তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে বাঁধা প্রদান করা হইল। অতঃপর আমি এবং যাহারা আমার সহিত বাইতুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়াছিল সকলেই সালাত পড়িল। এবং সালাত শেষে আমরা সকলেই বাহির হইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, বাইতুল মা'মূরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সালাত আদায় করেন। এই সত্তর হাজার ফিরিশ্তা পুনরায় আর কোন দিন সালাত পড়িতে সুযোগ পাইবে না। অতঃপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। সিদরাতুল মুন্তাহা নামক গাছের পাতা এত বড় যে উহা সারা উম্মাতকে

বেষ্টন করিয়া লয়। সেখানে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত দেখিলাম যাহাকে 'সালসাবীল' বলা হয়। এবং ইহা হইতে দুইটি নহরের উৎপত্তি একটিকে কাওসার বলা হয়। এবং অপরটিকে বলা হয় নহরে রহমত। নহরে রহমতে আমি গোসল করিলে আমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমাকে বেহেশতে লইয়া যাওয়া হইল তখন এক সুন্দরী রমনী আমাকে অভ্যর্থনা করিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কাহার জন্য নির্দিষ্ট? সে বলিল, যায়েদ ইবনে হারেসার জন্য। সেখানে আমি কয়েকটি নহরও দেখিলাম যাহার পানিতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। দুধের কিছু এমন নহরও দেখিলাম যাহার স্বাদে কোন পরিবর্তন হয় না। কিছু মদের নহরও আছে যাহা পানকারীদের জন্য স্বাদের উপায় এবং কিছু পরিষ্কার মধুর নহরও আছে। উহার আপেলগুলি ডোরের ন্যায় এবং উহার পাখী বুখতী উটের ন্যায় প্রকান্ড। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন ইরশাদ করিলেন আল্লাহ তাহার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষের অন্তর কল্পনা করিতেও সক্ষম হয় নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, অতঃপর দোযখ আমার নিকট পেশ করা হইল। আমি দেখিলাম, দোযখে আল্লাহর ক্রোধ ও গযব বিরাজ করিতেছে। যদি উহার মধ্যে লোহা ও পাথর নিক্ষেপ করা হয় তবে উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর দোযখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল এবং আমাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর আমার ও তাহার মাঝে দুই কামান পরিমাণ দূরত্ব রহিয়া গেল। বরং উহা অপেক্ষাও কম। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন সিদরাতুল মুন্তাহার প্রত্যেকটি পাতায় একজন করিয়া ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাত ফরয করা হইল। এবং বলা হইল, আপনার জন্য প্রত্যেক ভাল কাজের সওয়াব দশগুণ। আপনি যখন কোন ভাল কাজ সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিবেন অথচ, কোন কারণে করিতে পারিলেন না তবে আপনি একটি সওয়াব লাভ করিবেন। আর কাজটি সম্পন্ন করিলে দশটি সওয়াব লেখা হবে। আর যদি আপনি কোন অন্যায় কাজের জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন অথচ, কোন কারণ বশতঃ উহা করিতে পারিলেন না তবে কোন গুনাহ লেখা হইবে না। আর যদি করিয়া ফেলেন তবে একটি গুনাহ লেখা হইবে। অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার প্রতিপালক আপনাকে কি নির্দেশ দান করিয়াছেন? আমি বলিলাম পঞ্চাশ সালাত। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট আপনি প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাত সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। কারণ আপনার উম্মত

উহা পালন করতে সক্ষম হইবে না। আর উহা পালন করিত না পারিলেই কুফর করিবে। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলাম হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আপনি অনুগ্রহপুর্বক সালাতের হুকুমকে সহজ করিয়া দিন। অতঃপর তিনি দশ ওয়াক্ত সালাত কম করিয়া দিলেন এবং চল্লিশ ওয়াক্তের সালাত অবশিষ্ট রহিল। অতঃপর আমি হযরত মূসা ও আমার প্রতিপালকের মাঝে একাধিকবার গমনাগমন করিতে লাগিলাম। যখনই আমি হযরত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিতাম তিনি আমাকে পূর্বের ন্যায় বলিতেন ফলে আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় মূসা (আ) এর নিকট ফিরিলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন আল্লাহর পক্ষ হইতে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমি বলিতাম দশ সালাত হ্রাস করা হইয়াছে। তখন তিনি আবার বলিতেন আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া দরখাস্ত করিলাম, হে আমার প্রভু! আমার হইতে সালাত হ্রাস করিয়া দিন তাহারা বড়ই দুর্বল উম্মত তখন আরো পাঁচ ওয়াক্ত হ্রাস করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারণ করিলেন। তখন একজন ফিরিশ্‌তা আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমার ফরয আমি পূর্ণ করিয়াছি এবং আপনার উম্মত হইতে হুকুম হালকা করিয়াছি এবং প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময়ে দশগুণ সওয়াব দান করিয়াছি। অতঃপর আমি পুনরায় হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হুকুম হইয়াছে? আমি বলিলাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের হুকুম হইয়াছে? তখনো তিনি বলেন, আপনি পুনরায় আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট গিয়া হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করুন। তখন আমি বলিলাম আমি বারবার গিয়াছি পুনরায় যাইতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ভোরে মক্কাবাসীদিগকে বিস্ময়কর সংবাদ দিলেন যে আমি গত রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়াছি অতঃপর আমাকে আসমানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং নানা প্রকার বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছি। তখন আবূ জেহেল বলিল, মুহাম্মদ (সা) যে কত আজগবী কথা বলিতেছে। তোমাদের কি উহাতে আশ্চার্য বোধ হইতেছে না? সে বলিতেছে সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়া পুনরায় আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছে। অথচ, আমাদেরকে কাহার পক্ষে উটকে মারিয়া পিটাইয়া এক মাসে কোন মতে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌছিতে পারি আবার প্রত্যাবর্তন করিতেও এক মাস লাগিয়া যায়। আর সে নাকি একই রাত্রে দুইমাসের পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন, অতঃপর আমি তাহাদিগকে কুরাইশদের একটি কাফেলার সাহিত সাক্ষাতের সংবাদ দান করিলাম যে, তাহাদের

সহিত আমার যাওয়ার সময় অমূক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। এবং প্রত্যাবর্তন কালে আকবাহ নামক স্থানে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহাদিগকে তিনি এই সংবাদও দিলেন যে উক্ত কাফেলায় অমুক অমুক ব্যক্তি রহিয়াছে এবং অমুক অমুক বর্ণের উটের উপর তাহারা আরোহণ করিতেছে আর তাহারা মাল লইয়া আসিতেছে। তখন আবূ জেহেল বলিল, সে তো অনেক জিনিসেরই সংবাদ দান করিল দেখা যাক বাস্তবে কি হয়। এই সময় এক ব্যক্তি বলিল, আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি উহার ঘর সম্পর্কে উহার আকৃতি সম্পর্কে এবং পাহাড় হইতে কত নিকটবর্তী সব কিছুই আমার জানা আছে। অতএব তাহাকে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার সত্যতা যাচাই করিব। যদি মুহাম্মদ সত্যবাদী হয়, তাহা আমি তোমাদিগকে জানাইব আর মিথ্যাবাদী হইরেও তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তখন সেই মুশরিক হযরত মুহাম্মদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা কিরল, হে মুহাম্মদ! আমি বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সব চাইতে বেশি জানি অতএব তুমি বল দেখি বাইতুল মুকাদ্দাসের ঘরটি কেমন? উহার আকৃতি কেমন? এবং পাহাড় হইতে কতটুকু নিকটবর্তী? রাবী বলেন, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল আবরণ সরাইয়া দেওয়া হইল এবং উহাকে রাসূলুল্লাহর (সা) চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল এবং তিনি উহার সকল বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন যেমন আমাদের কেহ তাহার ঘরের যাবতীয় বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তখন তিনি বলিলেন, ঘরটি এইরূপ এইরূপ উহার আকৃতি ও কাঠামো এইরূপ এইরূপ এবং পাহাড় হইতে এতটুকু নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ (সা) এর বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সেই মুশরিক বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। অতঃপর সে কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, মুহম্মদ (সা) সত্য বলিয়াছে।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা .... ইবনে জরীর হাসান ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া হইতে তিনি আব্দুর রায্‌যাক হইতে তিনি মা'মার হইতে তিনি আবূ হারূন আব্দী হইতে তিনি আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইবনে জরীর (র) ইবনে ইসহাক....আবূ হারূন সূত্রে হাদীসটি পূর্ব সূত্রের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম....আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি অন্যান্য রাবী হইতে উত্তমরূপে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় কোন নাকারত (نَكَارَتٌ) নাই। ইমাম বায়হাকী রওহ্ ইবনে কয়েস, হুশাইম ও মা'মার সূত্রে আবূ হারূন আব্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হারূন আব্দীর নাম উমারাহ ইবন জুওয়াইন। আয়েম্মায়ে হাদীসের মতে তিনি দুর্বল তবে আমরা এখানে কেবল শাহেদ হিসাবে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছি। ইমাম বায়হাকী যেই হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন উহাই আবূ উসমানী ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান....আবুল আযহার ইয়াযীদ ইবনে হাকীম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম। তখন তাঁহাকে আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের এক ব্যক্তি যাহাকে সুফিয়ান সাওরী বলা হয় তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই তো? তখন তিনি বলিলেন হাঁ তাহার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করায় কোন অসুবিধা নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমাদের নিকট আবূ হারূন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী হইতে তিনি আপনার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে আপনার মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে উহার সম্পর্কে আপনি বলিয়াছেন যে, আমি সচক্ষে দেখিয়াছি-----তখন তিনি বলিলেন হাঁ ঠিক বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতের কিছু এমন লোকও আছে যাহারা মি'রাজ সম্পর্কে অনেক আশ্চর্যজনক কথা বলে, তিনি বলিলেন সেই সকল কথা গল্পকারদেরই বটে।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আবূ ইসমাঈল মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল তিরমিযী বলেন, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা ইবনে যাহ্হাক যুবাইদী....সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মি'রাজ কিভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার আমি পবিত্র মক্কায় দেরী করিয়া ইশার সালাত পড়াইলাম। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সাদা বর্ণের একটি সোয়ারী আনিয়া পেশ করিলেন। যাহা গাধা হইতে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট এবং তিনি আমাকে বলিলেন আপনি ইহার উপর আরোহণ করুন। সোয়ারীটা কিছু অবাধ্যততা প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি উহার কানটি মলিয়া দিলেন। অতঃপর উহার উপরে আমাকে আরোহণ করিয়া দিল। সোয়ারীটা আমাদিগকে বহন করিয়া এত দ্রুত চলতে লাগিল যে তাহার দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া তাহার পা পড়িতে লাগিল। সে একটি খেজুর বাগান বিশিষ্ট ভূখন্ডে আমাদিগকে অবতীর্ণ করিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন এখানে সালাত পড়ুন। আমি সালাত পড়িলাম। অতঃপর পুনরায় উহাতে আরোহণ করিলাম তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি? আপনি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি বলিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, আপনি "ইয়াসরাব" নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন, আপনি 'তায়বাহ' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন। অতঃপর সোয়ারীটি আমাদিগকে বহন করিয়া পূর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এমনভাবে যে তাহার দৃষ্টির শেষ সীমায় তাহার পায়ের ক্ষুর পড়িতে লাগিল। অতঃপর আমরা এক ভূখন্ডে পৌছিয়ে গেলে হযরত জিবরীল (আ)

আমাকে বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। তিনি বলিলেন আপনি সালাত পুড়ন। আমি সালাম পড়িলাম। অতঃপর আমরা পুনরায় উক্ত সোয়ারীর উপর আরোহণ করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন, আমি বলিলাম আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন, "মাদয়ান" নামক স্থানের সে গাছের নীচে সালাত পড়িয়াছেন সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছিলেন। সোয়ারী আমাদিগকে লইয়া পূর্বের ন্যায় দ্রুত চলিতে লাগিল এক সময় আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম যেখানে অনেক অট্টালিকা দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি নামিয়া পড়ুন। আমি নামিয়া পড়িলাম। আমাকে তিনি সালাত পড়িতে বলিলেন। আমি সালাত পড়িলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি জানেন কি কোথায় সালাত পড়িলেন? আমি পূর্বের ন্যায় জবাব দিলাম, আল্লাহ সর্বাধিক বেশি জানেন। তিনি বলিলেন আপনি 'বায়তুল্লাহম' নামক স্থানে সালাত পড়িয়াছেন যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমরা ইয়ামানী দরজা দিয়া শহরে প্রবেশ করিলাম এবং মসজিদের কিবলার নিকট আসিলাম। তিনি তাহার সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলেন। এবং আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম যেই দরজা দিয়া চন্দ্র ও সূর্যের আলো প্রবেশ করে। অতঃপর আমি মসজিদে সালাত পড়িলাম। তখন আমার অতিশয় পিপাসা অনুভূত হইল। অতএব আমাকে দুইটি পান পাত্র পেশ করা হইল। একটিতে ছিল দুধ এবং অপরটিতে ছিল মধু। আল্লাহ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাওফীক দান করিলেন। দুধ গ্রহণ করিলাম এবং পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করিলাম। তথায় আমার সম্মুখে একজন বৃদ্ধ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আপনার সংগী ফিৎরাত অনুযায়ী করিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন। চলিতে চলিতে আমরা সে উপত্যকায় পৌঁছিয়া গেলাম যেখানে শহরটি অবস্থিত। সেখানে জাহান্নামকে দেখিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল? আপনি জাহান্নামকে কিরূপ দেখিতে পাইলেন? তিনি বলিলেন কঠিন প্রজ্বলিত আংগারার ন্যায় দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) আমাকে লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন আমরা কুরাইশদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম। যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহারা তাহাদের একটি হারান উট খুঁজিতেছিল। আমি তাহাদের প্রতি সালাম করিলাম। আমার সালাম শ্রবণ করিয়া তাহাদের একজন বলিল, এ তো হযরত মুহম্মদ (সা)-এর শব্দ বলিয়া মনে হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর

ভোর হইবার পূর্বেই আমি আমার সাথীদের সহিত মিলিত হইলাম। হযরত আবূ বকর (রা) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি তো এমন সকল স্থানেই আপনাকে খুঁজিয়াছি যেখানে যেখানে আপনার থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। তিনি বলিলেন, আমি রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল। ইহা একে মাসের পথ। আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু বর্ণনা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তখন আমার জন্য একটি সোজা পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। যেন আমি উহা আমার সম্মুখেই অবস্থিত দেখিতেছিলাম এবং তিনি যেকোন প্রশ্ন করিতেছিলেন আমি উহার জবাব দান করিতেছিলাম। তখন হযরত আবূ বকর বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দান করিতেছি অবশ্যই আপনি আল্লাহ রাসূল। মুশরিকরা বলিল, তোমরা ইবনে আবূ কাবশাহকে দেখ, সে বলে, সে নাকি একই রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাসে ঘুরিয়া আসিয়াসে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি যে দাবী করিয়াছি উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য একটি আলামত হইল, আমি তোমাদের একটি কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছি, যাহারা অমুক অমুক স্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল এবং অমুক ব্যক্তি খুঁজিতেছে। তাহারা এখন অমুক স্থানে রহিয়াছে সফরকালে তাহারা প্রথম অমুক স্থানে অবস্থান করিবে তাহার পর অমুক স্থানে। আর অমুক দিনে তোমাদের নিকট আসিয়া পৌছিবে। তাহাদের সর্বাগ্রে একটি গন্দমীবর্ণের উট রহিয়াছে যাহার উপর একটি কালো কাপড় রহিয়াছে এবং দুইটি কালো রংগের বোঝাও বহন করিয়া চলিতেছে। যখন সেই দিনটি সমাগত হইল যেই দিনে কাফেলাটি প্রত্যাবর্তন করিবে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ দান করিয়াছিলেন। সেইদিন দুপুর কালে মানুষ দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া শহরের বাহিরে যাইতে লাগিলেন যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, যে সংবাদ রাসূলুল্লাহ দান করিয়াছেন উহা সত্য কিনা? ইমাম বায়হাকী ও আবূ ইসমাঈল তিরমিযী হইতে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস বর্ণনা শেষে তিনি বলিয়াছেন هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ সূত্রটি বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনে আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে আলা যুবাইদী হইতে শাদ্দাদ ইবনে আওসের হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে আওস ইবনে সাদ্দাদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসের কিছু অংশ বিশুদ্ধ যেমন বায়হাকী বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অংশ মুনকার যেমন বাইতুল্লাহমে সালাত সম্পর্কিত অংশ এবং বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রশ্ন ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজ সংঘটিত হইল সেই রাত্রেই তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন তথায় তিনি এক পার্শ্বে পদধ্বনী শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, মুয়াযযিন হযরত বিল্লাল (রা)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মানুষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন বলিলেন অবশ্যই বিল্লাল সফল হইয়াছে আমি তাহাকে এইরূপ এইরূপ মর্যাদাসম্পন্ন দেখিয়াছি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত হযরত মূসা (আ) এর সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন নবী উম্মীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি। হযরত মূসা (আ) দীর্ঘাকায় গন্দুমী বর্ণের লোক ছিলেন তাঁহার কান পর্যন্ত কিংবা কান হইতে কিছু উপর পর্যন্ত চুল ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, তিনি হযরত মূসা (আ) অতঃপর তিনি আরো চলিতে চলিতে এক বুযুর্গের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন তিনিও তাহাকে স্বাগত জানাইলেন ও সালাম দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যত আম্বিয়া কিরামের সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকেই নবী করীম (সা) কে প্রথম সালাম করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি তোমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) দোযখের মধ্যে এমন কিছু লোকও দেখিয়াছেন, যাহারা মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করিতেছিল। তিনি একজন অত্যধিক লাল বর্ণের নীলা চক্ষু বিশিষ্ট লোক দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকটি কে? তিনি বলিলেন হযরত সালেহ (আ) এর উটনী হত্যাকারী ব্যক্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে আকসা আগমন করিলে সালাত পড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তখন অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরামও তাহাদের সহিত সালাতে দন্ডায়মান হইলেন। সালাত হইতে অবসর হইবার পর তাহার নিকট দুইটি পেয়ালা পেশ করা হইল। একটি ডান দিক হইতে অপরটি বাম দিক হইতে। একটিতে দুধ ছিল এবং অপরটিতে মধু। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিলেন এবং উহা হইতে পান করিলেন। অতঃপর যাহার হাতে পিয়ালা ছিল সে বলিলেন, আপনি ফিৎরাত মুতাবিক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এই হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ বলেন, হাসান....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একরাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হইল।

এবং সেই একই রাত্রে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের আলামত এবং কাফেলার সহিত সাক্ষাতের কথাও বলিলেন। তবুও কিছু লোক বলিল, মুহাম্মদ (সা) যাহা কিছু বলিতেছে উহা আমরা বিশ্বাস করি না। তাহারা ইসলাম হইতে বিমুখ রহিল এবং আল্লাহ তা'আলা আবূ জেহেল এর সাহিত তাহাদগকে হত্যা করিয়া দিলেন। আবূ জেহেল বলিতে লাগিল, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাক্কূম ফল দ্বারা ভীত করিতে চায়। তোমরা খেজুর আন, মাখন এবং উহা মিশ্রিত করিয়া খাইয়া লও। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই রাত্রে দাজ্জালকে তাহার আপন আকৃতিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি জাগ্রতাস্থায় দেখিয়াছিলেন। ঘুমন্তাবস্থায় নহে। হযরত ঈসা হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও এই মি'রাজে দেখিয়াছিলেন। নবী করীম (সা)-কে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন দজ্জাল হইল অত্যন্ত অশ্লীল, খবীস ও ফেঁটা তাহার একটি চক্ষু এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাহার মাথার চুল যেন গাছের ডালি। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি সাদা তাহার মাথার চুল কিছুটা কুকড়া দৃষ্টি শক্তি তীক্ষ্ণ ও মধ্যবর্তী গঠন। হযরত মুসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি গন্দুমী বর্ণের এবং মযবুত ও শক্তিশালী। হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দেখিতে পাইলাম, তাহাকে সম্পূর্ণ আমার ন্যায়ই দেখিতে পাইলাম। হযরত জিবরীল বলিলেন আপনার পিতাকে আপনি সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। ইমাম নাসায়ী হাদীসটিকে আবূ ইয়াযীদ সাবেত ইবনে যায়েদ হইতে তিনি হিলাল ইবনে হিব্বান হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদটি বিশুদ্ধ।

অপর একটি সূত্রে বর্ণিত হাদীস

ইমাম বায়হাকী বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ হাফিয আবুল আলীয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তোমাদের নবীর চাচাত ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই রাত্রে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে সেই রাত্রে আমি হযরত মূসা (আ) কে দেখিয়াছি তিনি দীর্ঘ এবং তাহার চুল কুক্ড়া। তিনি শানুআ গোত্রের কোন লোক হইবেন। হযরত ঈসা (আ)-কে দেখিলাম তিনি মধ্যবর্তী গঠনের লালিমা ও শুভ্রতা মিশ্রিত এবং তাহার চুল সোজা। এই সফরেই আমি জাহান্নামের প্রহরী মালেককেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি। অন্যান্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহাও কয়েকটি নিদর্শন যাহা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের সফর কালে দেখাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ অত্র আয়াতের তাফসীর হযরত কাতাদাহ যাহা

করিয়াছেন তাহা হইল, নবী করীম (সা) যে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّلْبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের অসীলা বানাইয়াছিলেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিন আব্দ ইবনে হুমাইদ ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ এর সূত্রে শায়বান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হাদীসটিকে শু'বা এর সূত্রে হযরত কাতাদাহ (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক সূত্র

ইমাম বায়হাকী বলেন, আলী ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে আমার নিকট দিয়া একটি সুগন্ধি ছড়াইয়া গেল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এইটি কিসের সুগন্ধি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহা ফিরাউন কন্যা ও তাহার সন্তানের চিরুনীর সুগন্ধি। একবার তাহার হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গেলে তিনি অনিচ্ছায় বিসমিল্লাহ বলিয়া উঠাইলেন। অতঃপর ফিরআউনের অপর কন্যা বলিল, আল্লাহ তো আমার পিতা কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতা ফিরআউনের প্রতিপালক কেবলমাত্র আল্লাহ। তখন অপর কন্যা বলিল আমার পিতা ব্যতিত কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে। তিনি বলিল, হাঁ, আমার প্রতিপালক, তোমার প্রতিপালক ও তোমার পিতার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। এই সংবাদ ফিরআউনের নিকট পৌঁছিয়ে গেলে সে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি ব্যতিত তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার ও আপনার প্রতিপালক কেবল মাত্র আল্লাহ। অতঃপর ফিরআউন তামার গাভী গরম করিবার জন্য হুকুম করিল, এবং উহাতে তাহাকেও তাহার সন্তানদিগকে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশের নির্দেশ দিল। তখন ফিরআউন কন্যা বলিলেন আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন, ফিরআউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি অনুরোধ। তিনি বলিলেন, আমার ও আমার সন্তানের জীবন নাশের পর আমাদের সকলের হাড্ডিগুলি একইস্থানে রাখিয়া দিবেন। ফিরআউন বলিল, যেহেতু আমার উপর তোমার কিছু হক রহিয়াছে সুতরাং তোমার এই অনরোধ রক্ষা করা হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে উত্তপ্ত তামার গাভীর মধ্যে এক একজন করিয়া নিক্ষেপ করা হইল। অবশেষে যখন তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিক্ষেপ করিবার সময় আসিল তখন সে তাহার আম্মাকে ডাকিয়া বলিল আম্মা। আপনি অনুতাপ করিবেন না আপনি বিচলিত হইবেন না। এবং এই পথে জীবন দিতে আপনি দ্বিধা করিবেন না। কারণ আপনি সত্যের উপর আছেন আর এই যে সুগন্ধি আসিতেছে

ইহা তাহাদের বেহেশতের বাসস্থান হইতে নির্গত হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, চারটি শিশু শৈশবেই কথা বলিয়াছে। এই শিশু, হযরত ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু জুরাইজ এর পক্ষে সাক্ষ্য দানকারী শিশু এবং হযরত ঈসা (আ)।

অপর এক সূত্র

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবন জা'ফর ও রওহ্ ইবনে মা'লী....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজ শেষে যখন আমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আমার ধারণা হইল যে এই ঘটনা বর্ণনা করিলে মানুষ আমাকে মিথ্যাবদী বলিবে এবং তাহারা ইহা অস্বীকার করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) চিন্তিত হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আল্লাহর দুশমন আবূ জেহেল তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসিল। এবং বিদ্রূপস্বরে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওহে, তোমার নতুন কিছু হইয়াছে কি? রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন হাঁ, সে জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, রাত্রে আমাকে ভ্রমণ করান হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। আবূ জেহেল বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথাকে অস্বীকার করা সমীচীন মনে করিল না কারণ তাহার আশংকা হইল যে, মানুষের সমাবেশে হয়ত তিনি এই কথা অস্বীকার করিয়া ফেলিবে। তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আমি যদি তোমার কওমকে ডাকিয়া একত্রিত করি তবে তাহাদের সম্মুখেও কি তুমি এই কথা বলিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ তখন সে উচ্চস্বরে ডাক ছাড়িল, হে বনূ কা'ব ইবনে লুওয়াই গোত্রের লোকেরা। তাহার এই চিৎকার শুনিতেই সকলেই সেখানে একত্রিত হইল। আবূ জেহেল বলিল, তুমি আমাকে যেই কথা বলিয়াছ এখন সকলের সম্মুখে উহা বল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমাকে রাত্রে ভ্রমণ করান হইয়াছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল কোন পর্যন্ত? তিনি বলিলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত। তাহারা বলিল, বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া পুনরায় তুমি আমাদের মাঝে ফিরিয়া আসিয়াছ? তিনি বলিলেন হাঁ, এই কথা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত কেহ কেহ তালী বাজাইতে লাগিল আর কেহ কেহ মিথ্যাকথা মনে করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল তখন তাহারা বলিল, আচ্ছা তুমি কি বাইতুল মুকাদ্দাসের কিছু অবস্থা বলিতে পার? তাহাদের মধ্যে কিছু লোক এমন ছিল যাহারা বাইতুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করিয়াছে এবং মসজিদও দেখিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের বর্ণনা দিতে লাগিলাম কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিয়া দিলেন এবং উহাকে আকীলের ঘরের নিকট রাখিয়া দিলেন আর আমি উহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম। এবং উহার দিকে দেখিয়া দেখিয়া তাহার অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। এই ব্যবস্থা এই কারণে করা হইয়াছিল যে মসজিদের কোন কোন অবস্থা আমার মনে ছিল না। তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ কসম, মুহাম্মদ (সা) তো বাইতুল মুকাদ্দাসের সকল অবস্থা ঠিক ঠিক বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী আওফ ইবনে আবূ জামীলা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম বায়হাকী নযর ইবনে শুমাইল এবং হাওযাহ এর সূত্রে আওফা ইবনে আবূ জামীলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ জামীলা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েত

হাফিয আবূ বকর বায়হাকী বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফিয....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন মি'রাজের উদ্দেশ্যে রাত্রী ভ্রমণ করানো হইল এবং তিনি ষষ্ঠ আসমানে সিদরাতুল মুন্তাহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া গেলেন। সিদরাতুল মুন্তাহা এমন এক স্থান যে তার নীচ হইতে কোন বস্তু কেবলমাত্র এই পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে অতঃপর এখান হইতে তাহা গ্রহণ করা হয়। এবং উপর হইতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয় অতঃপর এখান হইতে উহা গ্রহণ করা হয়। إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى যখন বরই গাছকে স্বর্ণের পতঙ্গ দল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পাঁচ ওয়াক্তের সালাত এই সময় দান করা হইয়াছিল, এবং সূরা বাক্বারাহ এর শেষাংশও এই সময়ই দান করা হইয়াছিল। আর এই সুসংবাদও দান করা হইয়াছিল যে, উম্মতের মধ্যে যাহারা শিরক হইতে পবিত্র থাকিবে তাহাদের কবীরা গুনাহও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম মুসলিম তাহার সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর ও যুহাইর ইবনে হরব হইতে তাহারা উভয়ই আব্দুল্লাহ ইবনে নুমাইর হইতে হাদীসটি উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাকী বলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মি'রাজের ঘটনার একাংশ। হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ (রা).... হযরত নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হযরত আনাস হযরত আবূ যর (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখনো তিনি হাদীসটিকে মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বায়হাকী তিনটি হাদীসকেই বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক

বিস্তারিতভাবেও হাদীসটি বর্ণিত আছে। অবশ্য উহাতে গারাবাত রহিয়াছে। যেমন হাসান ইবনে আরাফাহ তাহার বিখ্যাত একটি পুস্তিকায় বর্ণনা করেন, মারওয়ান ইবনে মু'আবীয়াহ....আবূ আবীদাহ তাহার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি সোয়ারী লইয়া আমার নিকট আগমন করিলেন, অতঃপর আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। সোয়ারীটি আমাদিগকে লইয়া চলিতে লাগিল। যখন উপরের দিকে আরোহণ করিত তাহার উভয় হাত ও উভয় পা সমান সমান হইত। আর যখন নীচে অবতীর্ণ হইত তখনও উভয় হাত পাও সমান সমান। আমরা পথ চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌছিলাম যাহার মাথার চুল সোজা, বর্ণ গন্দুমী, দেখিতে মনে হয় যের্তিল বংশের কোন লোক। তিনি উচ্চস্বরে বলিতেছিলেন, আপনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন তাঁহাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম। তিনি সালামের জবাব দান করিলেন। হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হে জিবরীল! তিনি বলিলেন তিনি আহমদ (সা) তিনি বলিলেন, সেই নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং তাহার উম্মতের প্রতি কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। আমরা ঐ স্থান হইতে রওনা হইলাম। আমি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম। ইনি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি এইরূপ ভাষায় কাহার সহিত কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন আল্লাহর সহিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর সহিত কথা বলিতেও তিনি উচ্চস্বরে কথা বলেন। তিনি বলেন, তাহার স্বভাবে যে কিছু কঠোরতা রহিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা জানেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন চলিতে চলিতে আমরা একটি গাছের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলাম যাহার ফল বড় ডেগের ন্যায় প্রকান্ড তাহার নীচে একজন বৃদ্ধ ও তাহার সন্তান সন্তুতি বসিয়াছে আছে। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে বলিলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট চলুন। আমরা তাহার নিকট গিয়া সালাম করিলাম এবং তিনি উহার জবাবও দান করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন আপনার সন্তান 'আহমদ' তখন তিনি বলিলেন উম্মী নবীকে আমি স্বাগত জানাইতেছি যিনি তাহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন এবং স্বীয় উম্মতের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন তুমি আজ রাত্রেই স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে আর তোমার উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং সর্বাধিক দুর্বল উম্মত।

তোমার উম্মতের প্রতি হুকুম সহজ হউক, তাহার প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন অতঃপর আমরা রওনা হইয়া মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলাম। আমি অবতীর্ণ হইয়া মাসজিদের দরজার হলকার সহিত সোয়ারী বাঁধিয়া রাখিলাম। এই হলকার সহিত অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামও সোয়ারী বাঁধিতেন। অতঃপর আমি মাসজিদে প্রবেশ করিয়া জানিলাম কেহ দণ্ডায়মান, কেহ সিজায় অবনত রহিয়াছে কেহ রুকু করিতেছে। অতঃপর আমার নিকট একটি মধুর ও একটি দুধের পেয়ারা আনা হইল। আমি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করিয়া উহা পান করিলাম। অতঃপর জিবরীল (আ) আমার কাঁধে হাত মারিয়া বলিলেন ফিৎরাত অনুসারে আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর সালাতের ইকামত বলা হইল এবং আমি তাহাদের ইমামত করিলাম। অতঃপর তাহারা প্রস্থান করিলেন আমরাও করিলাম। সনদটি গরীব। হাদীসটির মধ্যে কিছু আশ্চার্য ধরনের বিষয়ও রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রথম প্রশ্ন। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা অথচ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহের রেওয়ায়েত দ্বারা যেই কথাটি প্রসিদ্ধ তাহা হইল, হযরত জিবরীল (আ) প্রথম রাসূলুল্লাহ (সা) কে আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে জানাইয়া দিতেন যেন তিনি তাহাদিগকে প্রথম সালাম করিতে পারেন। উল্লেখিত রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে যে রাসূলূল্লাহ (সা) মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই আম্বিয়ায়ে কিরামের সমাবেশ ঘটিয়াছিল, অথচ যাহা বিশুদ্ধ তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) আম্বিয়ায়ে কিরামের সহিত আসমানসমূহে একত্রিত হইয়াছিলেন অতঃপর পুনরায় বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথেই ছিলেন এবং এই সময় তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বোরাকে চড়িয়া মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন করেন।

অপর সূত্র

ইমাম আহমদ বলেন, হুশাইম.... হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন আমি মি'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য লাভ করিয়াছি তাহারা পরস্পরে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিলেন অতঃপর তাহারা এই আলোচনাটি হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর ছাড়িয়া দিলেন। তিনি বলিলেন এই সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনিও বলিলেন আমারও এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন উহার সঠিক দিন সম্পর্কে তো আল্লাহ্ ব্যতিত কেহই

জানে না। তবে আমাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, 'দাজ্জাল' বাহির হইবে তখন তাহার সহিত আমার দুইবার সংঘর্ষ হইবে। অতঃপর যখন সে আমাকে দেখিবে তখন যেমন সীসা গলিত হইয়া যায় সেও গলিয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন সকল লোক তাহাদের বাসস্থান ও শহরে ফিরিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে। তাহারা সকল উচ্চস্থান হইতে লাফাইয়া কুদিয়া সমস্ত শহর পদদলিত করিবে এবং যে কোন বস্তুর উপর দিয়া অতিক্রম করিবে উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তাহারা যে পানির নিকট দিয়া যাইবে সে পানি শেষ করিয়া ফেলিবে। অতঃপর সফল মানুষ আমার নিকট আসিয়া তাহাদের যুলুমের অভিযোগ করিবে। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করিব। অতঃপর তিনি উহাদিগকে ধ্বংস করিবেন। এমন কি সারা পৃথিবীটা দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। ফলে তাহাদের মৃতদেহসমূহকে ভাসাইয়া সমুদ্রে লইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করাইয়াছেন আকস্মিকভাবেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। যেমন গর্ভবর্তী স্ত্রীলোক যাহার গর্ভ পূর্ণ হইয়াছে তাহার গৃহ সদস্যগণ ইহা জানে না হঠাৎ কোন সময় সন্তান প্রসব করে সকালেও প্রসব করিতে পারে রাত্রেও করিতে পারে।

ইমাম ইবনে মাজা (র) বুন্দার....বলেন রমলার মসজিদের মুয়াযাযিন মিসকীন ইবনে মায়সূন....আব্দুর রহমান ইবনে কুরয হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদুল হারাম হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করেন সেই রাত্রে তিনি যমযম কূপ ও মাকামে ইবরাহীম এর মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন। হযরত জিবরীল (আ) তাহার ডান দিকে এবং হযরত মীকাঈল (আ) তাঁহার বামদিকে থাকিয়া তাহাকে উড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমনকি উড়িতে উড়িতে তিনি ঊর্ধ্ব আসমানসমূহে পৌঁছিয়া গেলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আসমানসমূহে তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। বুলন্দ আসমানসমূহের অধিপতি মহান আল্লাহর ভয়ে তাহারা তাসবীহ করিতেছিল। تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে পরে এই হাদীসটি বর্ণিত হইবে।

হযরত উমর ইবনে খত্তাব (রা)-এর রেওয়ায়েত

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমের (রা).... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব যখন জাবীয়াহ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তথায় বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের আলোচনা হইল। আবূ সালামাহ বলেন, আবূ সিনাস উবাইদ ইবনে আদম হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)

কে হযরত কা'ব (রা) কে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছি আপনি আমার পক্ষে কোথায় নামায পড়া সমীচীন মনে করেন? তিনি বলিলেন যদি আপনি আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমি বলিব, আপনি 'সখরাহ' এর পিছনে সালাত পড়ুন। এইভাবে সম্পূর্ণ বাইতুল মুকাদ্দাস আপনার সম্মুখে থাকিবে। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আপনি তো ইয়াহূদীদের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাত পড়িয়াছেন আমি সেই স্থানে সালাত পড়িব।

অতঃপর তিনি কিবলার দিকে অগ্রসর হইয়া সালাত পড়িলেন। সালাত শেষে তিনি স্বীয় চাদর বিছাইয়া সমস্ত আবর্জনা উহাতে জমা করিলেন এবং বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্যান্য লোকেরাও তাহার অনুসরণ করিলেন। হযরত উমর (রা) 'সখরাহ' এর প্রতি ইয়াহূদীদের ন্যায় সম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। অর্থাৎ তিনি উহাকে সম্মুখে রাখিয়া পড়িলেন না। যাহার প্রতি হযরত কা'বা ইবনে আহবার ইংগিত করিয়াছিলেন। হযরত কা'ব পূর্বে ইয়াহূদী ছিলেন এবং ইয়াহূদীরা এই 'সখরাহ' এর প্রতি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং সত্যের প্রতি তিনি হেদায়াত পাইয়া ছিলেন। তবুও তিনি ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য মতের পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে নাসারারা 'সাখরাহ' এর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিত। এবং যাবতীয় আবর্জন তাহারা সেখানে জমা করিত। কিন্তু হযরত উমর (রা) তাহাদের ন্যায় অসম্মানও প্রদর্শন করিলেন না। বরং তিনি আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এবং স্বীয় চাদরে একত্রিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ঠিক সেই হাদীসের সাদৃশ্য যাহার মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে لَاتَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِوَلَاتُصَلُّوْا اِلَيْهَا তোমরা করবের উপর বসিয়া উহার প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রদর্শন করিও না আর উহাকে কিবলা বানাইয়া উহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তিও প্রদর্শন করিও না বরং মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করা উচিত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েত তবে ইহাতে গারাবত রহিয়াছে

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর সূরা সুবহানা এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আলী ইবনে সাহল.... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মীকাঈল (আ) এর সহিত আগমন করিলেন। হযরত জিবরীল হযরত মীকাঈল (আ)-কে বলিলেন যমযম এর পানি ভরিয়া একটি তশতরী আনুন। উহা দ্বারা আমি উহার (রাসূলুল্লাহ (সা)-এর) কলব পবিত্র করিব এবং তাঁহার বক্ষ খুলিয়া দিব। অতঃপর তিনি তাহার পেট চিরিয়া ফেলিলেন এবং উহাকে তিনবার ধৌত করিলেন।

হযরত মীকাঈল তিনবার তশতরী ভরিয়া যমযমের পানি আনিলেন। হযরত জিবরীল তাহার বক্ষ খুলিয়া দিলেন এবং উহার মধ্য যে সকল ময়লা ছিল উহা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং ইল্ম, হিলম, ঈমান, ইয়াকীন ও ইসলাম দ্বারা উহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উভয় কাঁধের মাঝে নবুয়তের সীলমোহর মারিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি একটি ঘোড়া আনিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে উহার উপর সোয়ার করাইলেন। ঘোড়া এতই দ্রুত চলিতে লাগিল যে এক লাফেই দৃষ্টির শেষ প্রান্তে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত জিবরীল (আ) ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারা চলিতে চলিতে এমন এক ক্বওমের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন যাহারা ক্ষেত খামার করিতেছে এবং উহা এত দ্রুত বাড়িতেছে যে একই দিনে তাহারা উহা কাটিয়া ফেলিতেছে। কাটিবার পর পুনরায় উহা তদ্রূপ হইতেছে। নবী (সা) এই দৃশ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন তাহারা হইল আল্লাহর রাহে জিহাদকারী লোক। তাহাদের নেক আমলের বিনিময় সাতশত গুণ বেশী দাম আর তাহারা যাহা কিছু আল্লাহর রাহে ব্যয় করে উহার বিনিময় লাভ করে। আর আল্লাহ তা'আলা হইলেন অতি উত্তম রুজী দানকারী।

অতঃপর তিনি এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। একবার চূর্ণ হইবার পর পুনরায় উহা ভাল হইয়া যাইতেছে। আবার উহা পাথর দ্বারা চূর্ণ করা হয়। তাহাদিগকে মোটেই অবকাশ দান করা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সমস্ত লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল তাহারা, যাহারা ফরয সালাতে অলসতা করিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন যাহাদের সম্মুখের রাস্তায় ও পিছনের রাস্তায় পট্টি লাগান আছে। এবং উট ও অন্যান্য পশুর ন্যায় তাহারা চরিতেছে জাহান্নামের যাক্কুক ফল এবং কাটা বিশিষ্ট ফল খাইতেছে এবং জাহান্নামের গরম কংকর ও পাথর চাবাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল লোক কাহারা? হযরত জিবরীল বলিলেন, তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের মালের সদকা আদায় করিত না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে কোন যুলুম করেন নাই এবং আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার প্রতি যুলুম করেন না। অতঃপর তিনি এমন আর কওমের নিকট উপস্থিত হইলেন, যাহাদের সম্মুখে এক ডেগে তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তম গোস্ত এবং অপর একটি অপরিষ্কার ডেগে পচা নষ্ট গোস্ত, তাহারা এই পচা নষ্ট গোস্ত তো খাইতেছে কিন্তু উত্তম গোস্ত খাইতে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, এই সকল লোক হইল, আপনার উম্মতের সেই সকল লোক, যাহার নিকট

পাক পবিত্র স্ত্রী রহিয়াছে অথচ তাহাকে বাদ দিয়া এক অসৎ অশ্লীল চরিত্রের স্ত্রীলোকের নিকট রাত্রি যাপন করে এবং সেই সকল স্ত্রীলোক যাহাদের সৎ চরিত্রের উত্তম স্বামী রহিয়াছে অথচ, তাহারা তাহাদিগকে বাদ দিয়া অসৎ ও অশ্লীল চরিত্রের পুরুষের নিকট রাত্র যাপন করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) পথে এমন একটি লাকড়ী দেখিতে পাইলেন যে, যাহা কাপড় চিরিয়া দেয় এবং প্রত্যেক বস্তুকে যখম করিয়া দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইহা কি? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের সেই সকল লোকের উপমা যাহারা পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন وَلَاتَقْعُدُ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ অর্থাৎ মানুষকে ভীত করিবার জন্য এবং আল্লাহর পথ হইতে বাধা দেওয়ার জন্য তোমরা প্রতি পথে পথে বসিয়া থাকিও না। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন যে বিরাট এক বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা সে উঠাইতে সক্ষম নহে। অথচ সে ক্রমশ তাহার বোঝা বৃদ্ধি করিয়া যাইতেছে। হযরত জিবরীল (আ)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি হইল আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি যাহার যিম্মায় মানুষের আমানতের বোঝা থাকে যে তাহা আদায় করিতে সক্ষম নহে তাহা সত্ত্বেও সে অধিক পরিমাণ আমানতের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে চাপাইতে থাকে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিলেন যাহাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে এবং যতবারই কাটা হইতেছে ততবার সে পূর্বের ন্যায় হইয়া যাইতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল (আ) এই সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন এই সকল লোক আপনার উম্মতের সেই সকল খতীব ও বক্তা যাহারা স্বীয় বক্তৃতার মাধ্যমে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিত। অতঃপর তিনি এমন একটি পাথরের নিকট আসিলেন, যাহার ছিদ্র দ্বারা বিরাট গরু বাহির হইতেছে অথচ উক্ত গরু পুনরায় ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইতেছে। তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? তিনি বলিলেন এই হইল, সেই ব্যক্তি যে কোন বড় কথা বলিয়া লজ্জিত হইত অথচ, সে আর উহার তদারকি করিতে পারিত না। অতঃপর তিনি একটি উপত্যাকায় আগমন করিয়া দেখিলেন যেখানে তিনি অতি উত্তম স্নিগ্ধ সুগন্ধি ও মিসকের সুঘ্রাণ অনুভব করিলেন এবং একটি শব্দও শ্রবণ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই স্নিগ্ধ সুগন্ধি, উত্তম সুঘ্রাণ ও এই শব্দটি কিসের? তিনি বলিলেন, শব্দটি বেহেশতের শব্দ, বেহেশত আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন, আমার দালান কোঠা, রেশমের নানা প্রকার পোশাক পরিচ্ছেদ, মনি-মুক্তা-মারজান ও স্বর্ণ চান্দি, নানা প্রকার পেয়ালা ও পানপাত্র অনেক বেশী হইয়াছে, আমার মধু, পানি, দুধ ও মদেরও শেষ নাই। অতএব হে আল্লাহ! আপনি আমার সহিত কৃত ওয়াদা পূর্ণ করুন। তখন আল্লাহ

তা'আলা বলিলেন, তোমার জন্য সেই সকল মুসলমান ও মু'মিন নর-নারী যাহারা আমার প্রতি ও আমার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, নেক আমল করিয়াছে, আমার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, আর আমা ভিন্ন অন্য কাহাকে আমার সমকক্ষ মনে করে না। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে সে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদ। যে ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা করে আমি তাহাকে দান করি। যে আমাকে করয ও ঋণ দান করে আমি তাহাকে বিনিময় দান করি, যে আমার উপর ভরসা করে আমিই তাহার জন্য যথেষ্ট হই। আমিই মহান আল্লাহ। আমি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই, আমি ওয়াদা খেলাফ করি না। আর ঈমানদারগণ অবশ্যই সফলতা লাভ করিবে। আল্লাহ্ মহান বরকতময় এবং তিনিই উত্তম সৃষ্টিকর্তা। তখন বেহেশত বলিল। আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) অপর একটি উপত্যকায় আগমন করিলে তথায় অবাঞ্ছিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দুর্গন্ধ অনুভব করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন এইটা কিসের শব্দ এবং ইহা কিসের দুর্গন্ধ। তিনি বলিলেন, ইহা জাহান্নামের শব্দ। সে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে, হে আল্লাহ! আমার সহিত আপনি যে বস্তুর ওয়াদা করিয়াছেন উহা দান করুন। আমার জিঞ্জিরসমূহ, বেড়ীসমূহ, আমার ফুলকী, আমার উত্তাপ, আমার রক্ত মিশ্রিত পুজ, আমার শাস্তির আসবাব অনেক বেশী হইয়াছে, আমার উত্তাপ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আমার গভীরতা অধিক হইয়াছে, অতএব আপনি আমাকে আপনার প্রতিশ্রুত বস্তু দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার জন্য সকল মুশরিক ও কাফির নর-নারী রহিয়াছে, সকল খবীস নর-নারী রহিয়াছে আর যাহারা শক্তিধর ও প্রতাপের অধিকারী, যাহারা হিসাব নিকাশের দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারাও তোমার জন্যই রহিয়াছে। তখন জাহান্নাম বলিল, আমি সন্তুষ্ট। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে চলিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌছিয়া সোয়ারী হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং ঘোড়াটিকে দুখরাহ-এর সহিত বাঁধিয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদুল আক্সায় প্রবেশ করিলেন এবং ফিরিশতাদের সহিত সালাত পড়িলেন। যখন সালাত শেষ হইল তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! আপনার সহিত এই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন খোশ আম্দেদ, তিনি আমাদের উত্তম ভাই, আল্লাহ তা'আলার উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তিনি আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহসমূহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবং তাহারা আল্লাহর প্রশংসা করিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাকে তাহার খলীফা মনোনীত করিয়াছেন। আমাকে

বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে এমন অনুগত উম্মত বানাইয়াছেন যাহার অনুসরণ করা হয় এবং তিনি অগ্নি হইতে আমাকে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং উহাকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিময় করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং আমার হাতে ফিরআউনের বংশধরকে ধ্বংস করিয়াছেন ও বনী ইসরাঈলকে মুক্তিদান করিয়াছেন। আর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত ইনসাফ করে। অতঃপর হযরত দাউদ (আ) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছেন, আমাকে যবূর শিক্ষা দিয়াছেন, আমার জন্য লোহা নরম করিয়াছেন, পাহাড় পর্বত ও পাখীকে আমার অনুগত করিয়াছেন যাহারা আমার সহিত তাসবীহ্ করে। আমাকে হিকমত দান করিয়াছেন এবং জোরালো বক্তব্যের অধিকারী করিয়াছেন। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি বায়ুকে আমার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং জ্বিনসমূহকেও যাহারা আমার নির্দেশে বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং প্রকান্ড প্রকান্ড পাত্রও প্রস্তুত করে। যিনি আমাকে পশুপক্ষীর কথা বুঝিবার জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। মানব দানব ও পশুপক্ষীকে আমার অধীনস্থ করিয়াছেন এবং বহু মু'মিন বান্দাদের উপর আমাকে মযার্দা দান করিয়াছেন আর আমাকে এমন বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন যাহা অন্য কাহারও পক্ষে সমীচীন নহে এবং উহা এমনই পবিত্র সাম্রাজ্য যে উহার কোন হিসাব নিকাশ ছিল না।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে তাহার কালেমার সাহায্যে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং হযরত আদম। (আ)-কে যেমন পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন আমাকেও তেমনি পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আমাকে কিতাব, হিকমত এবং তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছেন এবং আমাকে এই জ্ঞান দান করিয়াছে যে, আমি পাখীর আকৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার মধ্যে ফুঁক দেই অমনি উহা আল্লাহর নির্দেশে একটি জীবিত পাখী হইয়া যায়। তিনি আমাকে এই জ্ঞানও দান করিয়াছেন যে, আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করিয়া দেই এবং আল্লাহর নির্দেশে মৃতকেও জীবিত করিয়া দেই। তিনি আমাকে উপরে উত্তোলন করিয়াছেন, পবিত্র করিয়াছেন এবং আমাকে ও আমার আম্মাকে ধিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের উপর শয়তানের কোন প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। রাবী

বলেন, অতঃপর হযরত মুহম্মদ (সা) তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করিতে শুরু করিলেন, তিনি বলিলেন আপনারা সকলেই স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করিয়াছেন আমিও আমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিব। অতঃপর তিনি বলিলেন সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে রাহমাতুল্লিল আলামীন করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং গোটামানব জাতির জন্য সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহাতে সকল বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। যিনি আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত করিয়াছেন যাহাকে আবার কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার উম্মতকেই তিনি প্রথম ও শেষ উম্মত হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি আমার সীনাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন, যিনি আমার বোঝা সরাইয়া দিয়াছেন ও আমার যিকিরকে বুলন্দ করিয়াছেন, যিনি আমাকে সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন, এই সকল কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তোমাদের সকলের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আবূ জা'ফর রাবী বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামত দিবসে তিনিই সর্বপ্রথম সুপারিশ করিবেন। অতঃপর তিনটি পাত্রের মুখ ঢাকিয়া উহা পেশ করা হইল, উহাদের একটির মধ্যে পানি ছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলা হইল, আপনি ইহা হইতে পান করুন, সুতরাং তিনি উহা হইতে অল্প কিছু পান করিলেন। অতঃপর তাহার নিকট দুধের একটি পাত্র পেশ করিয়া উহা হইতেও তাঁহাকে পান করিতে বলা হইল। তিনি উহা হইতে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন। অতঃপর তাহাকে আরো একটি পাত্র দেওয়া হইল যাহাতে মদ ছিল। উহা হইতে তাহাকে পান করিতে বলা হইলে তিনি বলিলেন আমার আর পান করিবার ইচ্ছা নাই। আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

তখন হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, মনে রাখিবেন, ইহা আপনার উম্মতের প্রতি হারাম করা হইবে। যদি আপনি ইহা হইতে পান করিতেন তবে আপনার উম্মত হইতে অতি অল্প সংখ্যক লোকই আপনার অনুসরণ করিত। অতঃপর হযরত জিবরীল তাঁহাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন, এবং তিনি উহার দ্বার খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইলে, হে জিবরীল! ইনি ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহারা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহার খলীফা ও আমাদের ভাইকে শান্তিতে রাখুন, তিনি বড় উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যাহার সৃষ্টিতে কোন ত্রুটি নাই। তিনি একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি। তাহার ডান দিকে একটি দরজা রহিয়াছে এবং উহা হইতে সুগন্ধি আসিতেছে

এবং বাম দিকেও একটি দরজা বহিয়াছে এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ আসিতেছে। ইনি ডান দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া পড়েন এবং বাম দিকের দরজার দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া দেন ও চিন্তিত হন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, হে জিবরীল, ইনি কে? এই দুইটি দরজা কি? তিনি বলিলেন, ইনি হইলেন আপনার আদি পিতা হযরত আদম (আ) তাহার ডান দিকের দরজাটি হইল বেহেশতের দরজা এবং বাম দিকের দরজাটি হইল দোযখের দরজা। যখন তিনি তাহার কোন সন্তানকে বেহেশতে প্রবেশ করিতে দেখন তখন তিনি হাসিয়া পড়েন ও আনন্দিত হন আর যখন তাহার কোন সন্তানকে দোযখে প্রবেশ করিতে দেখেন তখন তিনি ক্রন্দন করেন ও চিন্তিত হন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাহাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন এবং উহার দরজা খুলিতে বলিলেন, আসমানের ফিরিশতারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনার সহিত ইনি কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্র খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, আল্লাহর উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিয়া দুইজন যুবককে দেখিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! এই দুইজন যুবক কাহারা? তিনি বলিলেন একজন হযরত ঈসা ইবন মারিয়াম (আ) এবং অপরজন হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)। তাহারা উভয়ে পরস্পর খালাত ভাই। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের আরোহণ করিলেন। আসমানের দরজা খুলিতে বলিলে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আগন্তুক কে? তিনি বলিলেন আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহ্র দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহর খলীফা ও আমাদের ভাইকে আল্লাহ্ শান্তিতে রাখুন। তিনি আমাদের উত্তম ভাই ও আল্লাহর উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন যিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময় যেমন চৌদ্দ তারিখের চাঁদ সকল নক্ষত্র পুঞ্জের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও সৌন্দর্যময়। রাসূলুল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন , ইনি হইলেন, আপনার ভ্রাতা হযরত ইউসুফ (আ)। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরীল তাঁহাকে লইয়া চতুর্থ আসমানে আরোহণ করিলেন। দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল। আসমানের ফিরিশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান

হইয়াছে। তিনি বলিলেন হাঁ। তখন তাহারা বলিলেন, আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলীফা এবং উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ আসমানে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে জিবরীল! ইনি কে? তিনি বলিলেন, তিনি হযরত ইদরীস (আ)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে উচ্চস্থানে বুলন্দ করিয়াছেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে পঞ্চ আসমানের দিকে লইয়া ছুটিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? তিনি বলিলেন, জিবরীল! তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন , মুহাম্মদ (সা)। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই, উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। অতঃপর তিনি আসমানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক ব্যক্তি বসিয়া আছে। এবং তাহার চতুর্দিকে কিছু লোক বসিয়া কথা বলিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? আর তাহার চতুর্দিকে অবস্থানকারী লোকেরা কাহারা? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন সর্ব জনপ্রিয় নবী হযরত হারূন (আ) এবং তাহার পার্শ্বে অবস্থানকারী লোকজন হইল বনী ইসরাঈল। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) তাঁহাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের দিকে ছুটিলেন এবং তথায় পৌছিয়া আসমানের দরজা খুলিতে বলিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি জিবরীল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সাথী কে? তিনি বলিলেন হযরত মুহাম্মদ (সা) তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কি আল্লাহর দরবারে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন জী হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাই ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রবেশ করিলেন, সেখানে তিনি এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তিনি যখন তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন তখন সেইব্যক্তি কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? এবং তাহার কাঁদিবার কারণ কি? তিনি বলিলেন তিনি হইলেন হযরত মূসা (আ)। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের ধারণা ছিল আমিই মানব সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাশীল। অথচ ইনি দুনিয়ায় আমার পরে আগমন করিয়াছে আমি আখিরাতে তাহার পশ্চাতে থাকিব। যদি শুধু এতটুকুই হইত তবুও কোন পরোয়া ছিল না কিন্তু প্রত্যেক নবীর সহিত তাহার উম্মত থাকিবে। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লইয়া সপ্তম আসমানে আরোহণ করিলেন। তথায় পৌছিয়া তিনি দরজা খুলিতে বলিলে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কে? তিনি বলিলেন জিবরীল! জিজ্ঞাসা করা হইল; আপনার

সাথে কে? তিনি বলিলেন মুহাম্মদ (সা)। ফিরিশ্তাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে কি ডাকিয়া পাঠান হইয়াছে? তিনি বলিলেন হাঁ, তখন তাহারা বলিলেন আল্লাহ আমাদের ভাইকে ও তাহার খলীফাকে শান্তিতে রাখুন। তিনি উত্তম ভাই উত্তম খলীফা ও উত্তম আগন্তুক। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানে প্রবেশ করিয়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন যাহার মাথার চুলের কিয়দাংশ পাকা এবং তিনি বেহেশতের দরজার নিকট একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাহার নিকট কিছু লোকও আছে যাহাদের মুখমন্ডল কাগজের ন্যায় উজ্জ্বল। আর কিছুলোক এমনও আছে যাহাদের বর্ণ কিছু ময়লাযুক্ত। অতঃপর সেই ময়লাযুক্ত বর্ণের লোকগুলি উঠিয়া গেল এবং একটি নহরে ডুব দিয়া গোসল করিল। নহর হইতে বাহির হইলে তাহাদের ময়লা কিছুটা ছুটিল। অতঃপর তাহারা অপর একটি নহরে ডুবাইয়া গোসল করিল। যখন তাহারা বাহির হইয়া আসিল তখন দেখা গেল তাহাদের ময়লা আরো কিছু হ্রাস পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা অন্য আর একটি নহরে প্রবেশ করিয়া গোসল করিল ফলে তাহারা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহাদের অন্যান্য সঙ্গীদের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল এবং তাহাদের সহিত বসিয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, এই পাকা চুল বিশিষ্ট লোকটি কে আর ঐ উজ্জ্বল বর্ণের এবং ময়লা যুক্ত লোকজন কাহারা? আর যেই নহরসমূহে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে ঐ নহরসমূহ কিসের? তিনি বলিলেন, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি হইলেন, আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়ায় সর্ব প্রথম তাহার-ই চুল পাকিয়াছে আর ঐ উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক হইল সেই সকল মুমিন লোক যাহারা সর্ব প্রকার খারাপ কাজ হইতে পবিত্র রহিয়াছে। আর যাহাদের বর্ণে কিছুটা ময়লা রহিয়াছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা ভাল মন্দ উভয় প্রকার কাজ করিয়াছে অতঃপর তাহারা তওবা করিয়াছে এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদের তওবা কবূল করিয়াছেন। আর যে নহরগুলি আপনি দেখিয়াছেন উহার প্রথমটি হইল আল্লাহর রহমত দ্বিতীয়টি হইল আল্লাহর নিয়ামত আর তৃতীয়টি হইল পবিত্র শরাবের নহর।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুন্তাহা নামক স্থানে পৌছিলেন। অতঃপর তাহাকে বলা হইল, ইহা হইল, সেই স্থান যেখানে কেবল সেই সকল লোক পৌছবে যাহারা আপনার অনুকরণ করিবে। দেখা গেল উহা একটি গাছ যাহার মূল হইতে পাক পবিত্র পানির নহর সুস্বাদু দুধের নহর ও নিশাযুক্ত সুমিষ্ট শরাবের নহর ও পরিষ্কার মধুর নহর প্রবাহিত হইয়াছে। উহা এমন একটি গাছ যাহার ছায়াতলে সত্তর বৎসর কাল কোন সোয়ারী চলিতে থাকিলেও উহার শেষ প্রান্তে পৌছিতে পারিবে না। উহার এক একটি পাতা এত প্রকান্ড যে মানুষের বিরাট একটি দলকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। আল্লাহর নূরে চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। আর পাখীর ন্যায়

ফিরিশ্‌তাগণ উহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, তাহারা আল্লাহর মহব্বতে তথায় অবস্থান করিতেছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি প্রার্থনা করুন— রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আপনি হযরত ইবরাহীম (আ) কে খলীফা বানাইয়াছেন এবং তাহাকে বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ) এর সহিত কথা বলিয়াছেন। হযরত দাউদ (আ) কেও বিশাল সম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন তাঁহার জন্য লোহা নরম করিয়াছিলেন ও পাহাড় পর্বতসমূহকে তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন আর মানব দানব ও শয়তানকে তাহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন বায়ুকে ও তাঁহার অধিনস্থ করিয়াছিলেন আর তাঁহাকে এমন সাম্রাজ্য দান করিয়াছিলেন যাহা তাহার পরবর্তী কাহারো পক্ষে সমীচীন নহে। হযরত ঈসা (আ) কে তাওরাত-ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়াছিলেন আর তাহাকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলেন যে তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগকে ভাল করিতে পারিতেন আর আপনার নির্দেশে তিনি মৃতকেও জীবিত করিতে পারিতেন এবং তাহাকে ও তাহার আম্মাকে ধিকৃত শয়তান হইতে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইত না। তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিলেন, আপনাকেও আমি খলীল বানাইয়াছি। তাওরাতে হাবীবুর রহমান নামেই ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আর আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। আপনার অন্তরকে আমি খুলিয়া দিয়াছি। আপনার বোঝা আমি সরাইয়া দিয়াছি আপনার সম্মান আমি বুলন্দ করিয়াছি। যখনই আমার যিকির করা হয় তখন আপনার যিকিরও আমার সহিত করা হয়। আপনার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত সৃষ্টি করিয়াছি মানব জাতির কল্যাণার্থে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আপনার উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মত করিয়াছি। আপনার উম্মতকে সর্বপ্রথম উম্মত ও সর্বশেষ উম্মত করিয়াছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই সাক্ষ্য প্রদান না করে যে আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের খুতবা ঠিক হয় না। আপনার উম্মতের মধ্যে কিছু এমন লোকও সৃষ্টি করিয়াছি যাহাদের অন্তরে তাহার কিতাব রহিয়াছে আর আম্বিয়ায়ে কিরামদের মধ্যে সর্বপ্রথম আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু সর্বশেষ প্রেরণ করিয়াছি। এবং সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হইবে। আপনাকে সাতটি আয়াত দান করিয়াছি যাহা বার বার পাঠ করা হয় যাহা অন্য কোন নবীকে দান করা হয় নাই। আপনাকে আরশের নীচ হইতে সূরা বাক্বারাহ এর শেষ আয়াতসমূহ দান করিয়াছি যাহা আপনার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দান করি নাই আপনাকে কাওসার নামক হাউয দান করিয়াছি। আপনাকে আমি আটটি অংশ দান করিয়াছি। ইসলাম, হিজরত, জিহাদ, সালাত, সদকা, রমযানের সাওম, সৎকর্মের নির্দেশও অসৎকর্ম হইতে নিষেধ আর আপনাকে আমি সর্বপ্রথম সর্বশেষ নবী

করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ছয়টি বস্তু দ্বারা ফযীলত দান করিয়াছেন। আমাকে তিনি কালামের প্রথমাংশও শেষাংশ দান করিয়াছেন। আর তিনি আমাকে জামেউল হাদীস (ব্যাপক অর্থ বোধক বাণী) ও দান করিয়াছেন। সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। এক মাস দূরবর্তী এলাকায় অবস্থানকারী শত্রুর অন্তরে আমার ভীতি সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই। সারা পৃথিবীকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা দানকারী হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি পঞ্চাশ সালাত ফরয করা হইল। অতঃপর তিনি যখন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং এই নির্দেশকে হালকা ও সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। অতঃপর নবী করীম (সা) তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হুকুমকে সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে আল্লাহ দশ সালাত হ্রাস করিলেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরত মূসা (আ) এর নিকট আগমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে? তিনি বলিলেন চল্লিশ সালাতের। হযরত মূসা বলিলেন আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট গমন করুন এবং হুকুম সহজ করিবার জন্য দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত। বনী ইসরাঈল হইতে আমি বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

অতঃপর তিনি পুনরায় তাহার প্রতিপালকের নিকট গমন করিলেন। এবং সালাতের সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন ত্রিশ সালাতের। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করুন এবং সালাতের হুকুম সহজ করিবার জন্য প্রার্থনা করুন। কারণ আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত। আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া সালাতের হুকুমকে সহজ করিবার জন্য আবেদন করিলে তিনি আরো দশ সালাত হ্রাস করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, বিশ

সালাতের। এবারও তিনি বলিলেন আপনি আল্লার দরবারে গমন করিয়া এই হুকুমকে অধিকতর সহজ করিবার আবেদন করুন। আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল। আর আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড় কষ্ট ভোগ করিয়াছি। অতঃপর তিনি পুনরায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া দরখাস্ত করিলে তিনি আবার দশ সালাত কম করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আবারও হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কত সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, দশ সালাতের। তিনি বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন। আপনার উম্মত বড়ই দুর্বল উম্মত। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জায় লজ্জায় আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া এবারও হুকুম সহজ করিবার দরখাস্ত করিলেন। এবার আল্লাহ তা'আলা পাঁচ সালাতের হ্রাস করিলেন। এবার হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, পাঁচ সালাতের হুকুম করা হইয়াছে তিনি বলিলেন, আপনি পুনরায় গমন করিয়া দরখাস্ত করুন আপনার উম্মত সর্বাধিক দুর্বল উম্মত আমি বনী ইসরাঈল হইতে বড়ই কষ্ট ভোগ করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন আমি অনেকবার আল্লাহর দরবারে গমন করিয়া হ্রাস করিবার আবেদন জানাইয়াছি। এখন আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। অতএব আর আমি তাঁহার দরবারে এই বিষয় লইয়া যাইব না। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে বলা হইল যদি আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া সালাত নিয়মিত আদায় করেন তবে পঞ্চাশ সালাতের সওয়াব দান হইবে। কারণ প্রত্যেক নেক কর্মের বিনিময় দশ গুণ দেওয়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি সর্বাধিক কঠিন ছিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ছিলেন সর্বাধিক নরম।

উক্ত হাদীসকে ইমাম ইবনে জরীর (র) মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ.... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং হাফিয আবূ বকর বায়হাকী আবূ সায়ীদ মালানী আলী ইবনে সাহ্ল হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন অতঃপর তিনি ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী বলেন হাকীম আবূ আব্দুল্লাহ হাদীসটিকে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ফযল ইবনে মুহাম্মদ শা'বানী হইতে তিনি তাহার দাদা হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবূ হাতিম বলেন আবূ যুরআহ হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে হাদীসটি দীর্ঘরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর রাযী সম্পর্কে হাফিয আবূ যুরআহ রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় বহু ওহ্ম (وَهْمٌ) করেন। কোন কোন মুহাদ্দিস তাহাকে যয়ীফ রাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন পক্ষান্তরে কেহ কেহ তাহাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলিয়াও মত প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু তাহার স্মরণ শক্তি দুর্বল ইহা স্পষ্ট অতএব যেই হাদীস কেবল তিনি একা বর্ণনা করিয়াছেন উহার বিশুদ্ধতা বিবেচনা সাপেক্ষ। উপরে বর্ণিত হাদীসের কোন কোন শব্দে বহু গারাবত (غَرَابَتٌ) ও নাকারত (نَكَرَاتٌ) রহিয়াছে। এবং ইহার মধ্যে স্বপ্ন সম্পর্কিত হাদীসেরও কিছু অংশ সংযুক্ত হইয়াছে যাহা ইমাম বুখারী হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটিতে একাধিক হাদীসের সমাবেশ ঘটিয়াছে ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অথবা ইহাতে স্বপ্নের ঘটনা কিংবা মি'রাজের ঘটনা ব্যতিত অন্য কোন ঘটনাও হইতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে আব্দুর রায্যাক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মি'রাজের রাত্রে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তাহার চুলগুলি সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের মানুষের মত। হযরত ঈসা (আ) এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল তিনি মধ্যম গড়নের লালবর্ণের লোক এবং মনে হইল এখন গোসলখানা হইতে গোসল করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিতও আমার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল এবং তাহার সহিত আমারই সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যতা রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার নিকট দুইটি পাত্র আনা হইল একটির মধ্যে দুধ এবং অপরটির মধ্যে ছিল মদ। আমাকে বলা হইল যেইটি ইচ্ছা আপনি গ্রহণ করুন। অতঃপর আমি দুধ লইলাম। এবং উহা পান করিলাম। অতঃপর আমাকে বলা হইল আপনি ফিতরাত মুতাবিক সঠিক আমল করিয়াছেন, মনে রাখিবেন, যদি আপনি মদ পান করিতেন তবে আপনার উম্মত বিভ্রান্ত হইয়া যাইত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম অন্য এক সূত্রে ইমাম যুহরী হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে মুহম্মদ ইবনে রাফে আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন আমি কা'বা গৃহের হাতীমে ছিলাম এবং কুরাইশরা আমাকে 'ইসরা' সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছিল। তাহারা আমার নিকট বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করিতেছিল কিন্তু উহার আমার মনে ছিল না। অতএব আমি এতই অস্থির হইয়া পড়িলাম যে পূর্বে কখনও এত অস্থির হই নাই। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে পেশ করিলেন এবং আমি দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। আমি আমাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের একটি জামা'আতের মধ্যে দেখিতে পাইলাম। হযরত মূসা (আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহার মাথার চুল সোজা এবং দেখিতে তিনি শানুয়া গোত্রের লোকের মত। হযরত ঈসা (আ)-কেও দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলাম। তাহাকে দেখিতে অনেকটা হযরত উরওয়াহ ইবনে মাসউদ সকফীর মত। হযরত ইবরাহীম

(আ)-কে দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে দেখিলেন। তিনি দেখিতে অনেকটা আমার মত। অতঃপর সালাতের সময় হইল এবং আমি তাহাদের সকলের ইমামতি করিলাম। যখন সালাত হইতে অবসর হইলাম তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ! এই হইলেন মালেক জাহান্নামের প্রহরী। আমি তাহার সাক্ষাৎ গ্রহণ করিলাম এবং তিনিই প্রথম আমাকে সালাম করিলেন। ইবনে আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন মি'রাজের রাত্রে যখন আমি সপ্তম আসমানে পৌঁছিলাম তখন আমি উপড়ে তাকাইয়াই গর্জন ও বিকট বজ্রের শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবং বিদ্যুৎ দেখিতে পাইলাম এবং এক সম্প্রদায়ের নিকট আসিয়া দেখিলাম তাহাদের পেট প্রকান্ড ঘরের ন্যায় যাহার মধ্যে সাপ রহিয়াছে এবং বাহির হইতে দেখা যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হে জিবরীল! তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল সুদখোর। অতঃপর যখন আমি প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হইলাম তখন নীচের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম যে তথায় ধূলা-বালু ধুঁয়া এবং তথায় চিৎকারও শুনিতে পাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোন লোক? তিনি বলিলেন, তাহারা হইল শয়তানের দল যাহারা আদম সন্তানের সম্মুখ দিয়া আনাগোনা করিতে থাকে। ফলে তাহারা যমীন ও আসমানের বিশাল সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করিতে পারে না। যদি ইহা না হইত তবে তাহারা বহু বিস্ময়কর বস্তু দেখিতে পাইত। ইমাম আহমদ হাসান ও আফফান হইতে তাহারা উভয়ই হাম্মাদ ইবনে সালামাহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাও হাম্মাদ হইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একদল সাহাবীর রেওয়ায়েত

হাফিয বায়হাকী বলেন, হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে সুলাইম (র)…. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে এবং জুওয়াইর, যাহ্হাক ইবনে মুযাহেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা সকলেই বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে হানী (রা)-এর ঘরে ইশার সালাত শেষে শুইয়া ছিলেন। আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন উহার মধ্যে সিঁড়ি ও ফিরিশ্তার উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান তাহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে। বিশুদ্ধ সূত্রে কোন হাদীস প্রমাণিত হইলে উহা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। আবু হারূন আব্দী হইতে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, "মক্কা শরীফ হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং মি'রাজ সম্পর্কে উক্ত হাদীস যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহা যথেষ্ট"। অবশ্য বহু তাবেয়ীন ও তাফসীরকার ইমামগণ হাদীসটিকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত

ইমাম বায়হাকী বলেন, হাফিয আবূ আবদুল্লাহ.... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুসজিদুল আকসায় লইয়া যাওয়া হইল উহার পরদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের কাছে বর্ণনা করিলেন তাহাদের কিছু লোক ঈমান ত্যাগ করিল, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আসিয়াছিল ও তাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) এর নিকট গিয়া বলিল, আপনি জানেন কি? আপনার সাথী কি বলেন, তাহাকে নাকি গত রাত্রে বাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, সত্যই কি তিনি ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ, তখন তিনি বলিলেন যদি তিনি এই কথা বলিয়া থাকেন তবে ঘটনা সত্য। তাহারা বলিল আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, রাত্রে তাহাকে বাইতুল মুকাদ্দাস লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং ভোর হইবার পূর্বেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তো ইহা অপেক্ষাও অধিক দূরবর্তী বিষয়ে আমি তাহাকে বিশ্বাস করি। সকালে বিকালে আসমান হইতে আগত সংবাদের ব্যাপারে তাহাকে বিশ্বাস করি। এই কারণেই তাহাকে সিদ্দীক (সত্যবাদী) বলিয়া উপাধি দান করা হইয়াছে।

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েত

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ সায়েব কলবী (রা)....উম্মে হানী বিনতে আবূ তালেব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে বলেন, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সংঘটিত হয় সেই রাত্রে তিনি আমার ঘরে নিদ্রিত ছিলেন। ইশার সালাত শেষে তিনি পুনরায় নিদ্রা যান। আমরাও নিদ্রা যাই। ভোর হইবার পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ (সা) কে জাগ্রত করিলাম। যখন তিনি সালাত পড়িলেন এবং আমরাও তাহার সহিত সালাত পড়িলাম তখন তিনি বলিলেন হে উম্মে হানী আমি তোমাদের সহিত ইশার সালাত পড়িয়াছিলাম এবং এখন ফজরের সালাতও তোমাদের সহিত পড়িলাম। এই সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন এবং পুনরায় তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যেমন তুমি দেখিতেছ। কালবী নামক রাবী মুহাদ্দিসিনগণের নিকট বর্জিত। কিন্তু আবূ ইয়ালা তাহার মুসনাদে মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আনসারী....উম্মে হানী (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী আব্দুল আ'লা ইবনে আব্দুল মুসাভির.... হযরত উম্মে হানী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে না পাইয়া বড়ই অস্থির হইলাম এবং আমার বিনিদ্ররাত্র অতিবাহিত করিলাম ভয় হইল, কুরাইশরা তাহাকে কোন বিপদে ফেলে নাই

তো? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া আমার হাত ধরিয়া বাহির করিয়াছিলেন। বাহির হইয়া দেখি, দরজার নিকট একটি সোয়ারী রহিয়াছে। যাহা খচ্চর হইতে ছোট এবং গাধা অপেক্ষা বড়। অতঃপর জিবরীল (আ) আমাকে উহার উপর সোয়ার করাইলেন এবং সোয়ারীটি চলিতে চলিতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অতঃপর তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দর্শন করাইলেন। দেখিতে তিনি আমার মতই মনে হয়। হযরত মূসা (আ) এর সহিতও সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট সোজা চুল বিশিষ্ট এবং দেখিতে আযদে শানুয়া গোত্রের লোকের মত মনে হয়। আমাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) কেও দেখাইলেন যিনি মধ্যমাকৃতি এবং শুভ্র-লালিমা মিশ্রিত বর্ণের এবং উরওয়াহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর সাদৃশ্য। তিনি আমাকে দজ্জালকেও দেখাইলেন যাহার ডাইন চক্ষু বিলুপ্ত এবং সে দেখিতে অনেকটা কুত্ন ইবনে আব্দুল উযযার মত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমার ইচ্ছা যাহা আমি দেখিয়াছি কুরাইশদের নিকট গিয়া উহা বলি। হযরত উম্মে হানী বলেন, আমি তাহার কাপড় টানিয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম করিয়া বলিতেছি আপনি আপনার কওমের নিকট যাইতেছেন যাহারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং আপনার কথা অস্বীকার করিবে অতএব আমার ভয় হইতেছে যে তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিবে কিন্তু তিনি আমার হাত হইতে তাহার কাপড় ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। তাহারা তখন মজলিস করিয়া বসিয়াছিল। তিনি আমাকে যাহা কিছু শুনাইয়াছিলেন তাহাদিগকে তাহাই শুনাইয়াছিলেন। তখন জুবাইর ইবনে মুতআম দাঁড়াইয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি পূর্বের ন্যায় সত্যবাদী থাকিতেন তবে আমাদের সম্মুখে এই ঘটনা বলিতেন না। অতঃপর আর এক ব্যক্তি বলিল, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি কি অমুক স্থানে আমাদের কাফেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, আল্লাহর কসম, তাহারা তাহাদের একটি উট হারাইয়াছে এবং আমি তাহাদিগকে উহা খুঁজিতে দেখিতে পাইয়াছি লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি অমুক গোত্রের উটের নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ, আমি তাহাদিগকে অমুক অমুক স্থানে দেখিতে পাইয়াছি। তাহাদের একটি লাল উটের পাও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের পানির একটি পাত্র হইতে আমি পানিও পান করিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বলুন তো কত উট ছিল এবং কতজন রাখাল ছিল? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি উটের সংখ্যা ও রাখালের সংখ্যা তো আর লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই কিন্তু আল্লাহ তাহার সম্মুখে কাফেলাকে উপস্থিত করিয়া ছিলেন, এবং তিনি উট ও রাখালদের সংখ্যা ঠিক ঠিকমত গুনিয়া লইলেন।

অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা আমার নিকট অমুক গোত্রের উটের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তাহাদের সংখ্যা এত। এবং তাহাদের অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে। আর অমুক গোত্রের উট সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

তাহাদের সংখ্যাও এত এত এবং তাহাদের মধ্যে ইবনে আবূ কুহাফার একজন রাখালসহ অমুক অমুক রাখাল রহিয়াছে আর তাহারা কাল সকাল পর্যন্ত ছনিয়ায় নামক স্থানে পৌছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর তাহারা ছানিয়ার উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল যে, তিনি সত্য বলিয়াছেন কিনা? অতঃপর তাঁহারা সত্য সত্যই কাফেলা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি কোন উট হারাইয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ অন্য কাফেলার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কোন লাল উটের কি পাও ভাঙ্গিয়াছিল? তাহারা বলিল হাঁ, জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কোন পানির পেয়ালা আছে? তাহারা বলিল হাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আমি উক্ত পানির পেয়ালাটি সংরক্ষিত করিয়া রাখি। উহার পানি কেহই পান করে নাই এবং ফেলিয়াও দেই নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। ঐ দিন হইতে তাহার উপাধি সিদ্দীক হইল ।

উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভের পর যাহার মধ্যে সহীহ হাসান ও যয়ীফ সর্ব প্রকার রেওয়ায়েত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজের যে বিষয়ের উপর সকল রেওয়ায়েত ঐক্য পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন এবং উহা একবারই সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য রাবীদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এই পার্থক্য রহিয়াছে এবং কোন রেওয়ায়েতে কিছু বেশী বর্ণিত হইয়াছে আর কোন রেওয়ায়েতে কিছু কম বর্ণিত হইয়াছে। মানুষ হইতে এত পার্থক্য অসম্ভব কিছুই নহে। কেবল মাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতিত কেহই ভুলের ঊর্ধ্বে নহে। যেই রেওয়ায়েত কোন বিষয়ে অন্য রেওয়াতের বিরোধী কেহ কেহ উহাকে একটি পৃথক ঘটনা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অতএব তাহারা 'ইস্‌রা' এর ঘটনা কয়েকবার ঘটিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই মত বাস্তব সম্মত নহে। বাস্তবতা হইতে বহু দূরে। পরবর্তী উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কে একবার পবিত্র মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় বার মক্কা হইতে আসমানে এবং তৃতীয় বার মক্কা হইতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এবং বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে আসমানে লইয়া যাওয়া হয়। তাহারা এই মত প্রকাশ করিয়া গর্ববোধ করিয়াছেন এবং ধারণা করিয়াছেন এই ভাবে অনেক প্রশ্ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহাদের এই মতও বাস্তবতা হইতে অনেক দূরে এবং পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামদের মধ্য হইতে কেহই এই মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই। যদি ঘটনা একাধিকবার ঘটিয়া থাকিত তবে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই তাঁহার উম্মতকে এই বিষয়ে জানাইয়া যাইতেন। এবং হাদীস বর্ণনাকারী রাবীগণও ঘটনাটি একাধিক বার ঘটিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিতেন।

মূসা ইবনে উকবাহ (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের এক বৎসর পূর্বে মি'রাজের ঘটনা ঘটিয়াছে। হযরত উরওয়াহও এই মত পোষণ করেন। সুদ্দী বলেন, হিজরতের ষোল মাস পূর্বে মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছে। যাহা সত্য তাহা হইল মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল নিদ্রাকালে নহে। তিনি মক্কা হইতে বোরাকে চড়িয়া বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়াছিলেন। যখন তিনি মসজিদের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন তখন দরজার কাছেই সোয়ারীটি বাঁধিয়া রাখিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত পড়িলেন। অতঃপর তিনি সিঁড়ীর সাহায্যে প্রথম আসমানে আরোহণ করিলেন। অতঃপর অবশিষ্ট আসমানসমূহে আরোহণ করিলেন। প্রত্যেক আসমানেই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদার তারতম্য হিসাবে প্রত্যেকের সহিত সালাম কালাম হইল। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইল ষষ্ঠ আসমানে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল সপ্তম আসমানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন এবং একটি সমতল স্থানে পৌছিলেন সেখানে তিনি কলমসমূহের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি সিদরাতুল মুন্তাহা দেখিলেন যাহাকে আল্লাহর মহত্ব আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে স্বর্ণের পতঙ্গ ও নানা রংগের ফিরিশ্তাগণ উহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সেখানে তিনি হযরত জিবরীল (আ) কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। সেখানে তিনি সুবজ বর্ণের রফরফও দেখিলেন যাহা আসমানের প্রান্তসমূহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি বাইতুল মা'মূরকে দেখিলেন, যমীনের কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) কে উহার সহিত পিঠ লাগাইয়া হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। বাইতুল মা'মূর আসমানের কা'বা। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্তা উহার মধ্যে ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ হইবে না। তিনি বেহেশ্ত ও দোযখও দেখিলেন। তথায় আল্লাহ তা'আলা পঞ্চাশ ওয়াক্তের সালাতও ফরয করিলেন। অতঃপর হ্রাস করিয়া পাঁচ পর্যন্ত স্থির করিলেন। ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। ইহা দ্বারা সালাতের মর্যাদাও স্পষ্টত বুঝা যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বাইতুল মুকাদ্দাসে নামিয়া আসিলেন তখন তাহার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম নামিয়া আসিলেন। সালাতের সময় হইলে তাহারা তাঁহার সহিত সালাত পড়িলেন। সম্ভবত ইহা সেই দিনের ফজরের সালাত। কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আসমানের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিয়াছেন। কিন্তু বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় বাইতুল মুকাদ্দাসেই তিনি ইমামতি করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তিনি ইমামতি

করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে আসমান হইতে নামিয়া ইমামতি করিয়াছিলেন ইহাই স্পষ্ট। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের মনযিলসমূহ অতিক্রম করিতে ছিলেন তখন তিনি হযরত জিবরীল (আ)-এর নিকট এক একজন করিয়া তাহাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন এবং জিবরীল (আ) তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিলেন। যদি পূর্বেই তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে তবে এখন তাহাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

আর ইহা অধিক সমীচীন বলিয়া বিবেচিতও বটে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি যেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাহার উম্মতের প্রতি তাহার যাহা ইচ্ছা ফরয করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য যখন পূর্ণ হইল তখন তিনি তাহার নবী-রাসূল ভাইদের সহিত মিলিত হইলেন এবং হযরত জিবরীল (আ)-এর ইংগিতে তিনি সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের ইমামতি করিলেন। এইভাবে তাহাদের সকলের উপরে তাঁহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস হইতে বাহির হইয়া বোরাকের উপর চড়িয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দুধের পাত্র মধুর পাত্র অথবা দুধের ও মদের পাত্র কিংবা দুধের ও পানির পাত্র কোথায় পেশ করা হইয়াছিল এই সম্পর্কে কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে পেশ করা হইয়াছিল আর কোন রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় আসমানে পেশ করা হইয়াছিল। অবশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস ও আসমান উভয় স্থানে পেশ করা হইয়াছিল উহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন কোন আগন্তুকের জন্য আতিথিয়েতা রূপে কিছু পেশ করা হইয়া থাকে এখানে তেমনি হইয়াছিল।

উলামায়ে কিরাম এই ব্যাপারে মতবিরোধ করিয়াছেন যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই মি'রাজ ও সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল না রূহানীভাবে হইয়াছিল। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল ইহা সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল এবং জাগ্রতাবস্থায় হইয়াছিল নিদ্রাবস্থায় নহে। অবশ্য তাহারা ইহাও অস্বীকার করেন না যে ইহার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) কে স্বপ্ন যোগে ইহা দেখান হইয়াছিল এবং পরে জাগ্রতাবস্থায়ও দেখান হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন স্বপ্ন যোগে কিছু দেখিয়াছেন জাগ্রতাবস্থায় উহা ঠিক তেমনি দেখিয়াছেন। আল্লাহর কালাম ইহার জন্য বড় দলীল। ইরশাদ হইয়াছে

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَمِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى
الَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَه

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কোন মহতি কাজের জন্যই আল্লাহ তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিরাজ নিদ্রিতাবস্থায় সংঘটিত হইত তবে ইহা কোন বড় ব্যাপার নহে। কুরাইশ-কাফিররাও উহাকে অস্বীকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইত না আর মুসলমানদের

কিছু লোক উহাকে অস্বীকার করিয়া মুরতাদও হইয়া যাইত না। ইহা ব্যতীত আব্দ (عَبْدٌ) বলা হয় শরীর ও রূহ'এর সমষ্টিকে। শুধু রূহেকে আব্দ বলা হয় না। অথচ, আল্লাহ তাআলা أَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً বলিয়াছে। আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَاجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ আর মানুষের পরীক্ষার জন্যই আমি এই সকল বিস্ময়কর বস্তু আপনাকে দেখাইয়াছি। যদি ইহা স্বপ্নের ব্যাপার হইত তবে ইহাতে মানুষের পরীক্ষার এমন কি ব্যাপার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন আয়াতে চক্ষু দ্বারা দেখার কথাই বলা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মি'রাজের রাত্রে জাগ্রতাবস্থায় সচক্ষেই সকল বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন اَلشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةُ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন وَمَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى দৃষ্টির ভ্রান্তও ঘটে নাই আর লংঘনও করে নাই। আয়াতে চক্ষুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। চক্ষু মানুষের শরীরেরই একটি অংশ রূহ এর অংশ নহে। মি'রাজের ঘটনায় বোরাক নামক সোয়ারীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আরোহণ করান হইয়াছিল ইহা একটি সাদা উজ্জ্বল পশু ছিল। আরোহণ করা ও সোয়ার হওয়া ইহা কেবল শরীরের পক্ষেই প্রযোজ্য। রূহ এর জন্য সোয়ার হইবার কোন প্রয়োজন করেন না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মি'রাজ সশরীরে সংঘটিত হয় নাই। বরং রূহের সাহায্যে ঘটিয়াছিল। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার তাহার সীরাতে বলেন, ইয়াকূব ইবনে উকবাহ ইবনে মুগীরাহ ইবনে আখনাস আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন হযরত মু'আবিয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি সত্য স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর পরিবারের জনৈক রাবী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিতেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শরীর গায়েব হয় নাই বরং তাঁহার রূহানী মি'রাজ সংঘটিত হইয়াছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর এই মতকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কারণ হাসান (র) বলেন, وَمَاجَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ এই রূহানী মিরাজ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খরব দিয়াছেন, اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْمَاذَا تَرٰى আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইয়াছি যে, আমি তোমাকে যবাই করিতেছি এখন তুমি চিন্তা করিয়া দেখ। আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি স্বপ্নযোগে ও জাগ্রতাবস্থায় অহী অবতীর্ণ হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন تَنَامُ عَيْنَاىَ وَقَلْبِىْ يَقْظَانٌ আমার চক্ষুদ্বয় তো ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু আমার অন্তর থাকে জাগ্রত। ইহা দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর দরবারে গিয়াছিলেন এবং অনেক বিস্ময়কর বস্তু দেখিয়াছিলেন। তিনি যেই অবস্থায়ই থাকুন না কেন, নিদ্রাবস্থায় কিংবা জাগ্রতাবস্থায়

সবই হক ও সত্য। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জরীর তাহার তাফসীরে ইবনে ইসহাকের উক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ইহা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরাধী। সাথে সাথে তিনি ইবনে ইসহাকের মতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি দলীল পেশ করিয়াছেন। যাহার কয়েকটি আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

গুরুত্বপূর্ণ ফায়দা

হাফিয আবূ নু'আইম ইস্পেহানী দালায়েলুন্নবুত গ্রন্থে মুহম্মদ ইবনে উমর ওয়াকেদী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) রূম সম্রাট হিরাকল এর নিকট হযরত দাহ্ইয়া কালবীকে দূত হিসাবে প্ররণ করিলেন। তিনি হিরাকল এর নিকট পৌঁছিলেন। অতঃপর হিরাকল সাম দেশে অবস্থানরত আরবের ব্যবসায়ীদিগকে তলব করিলেন। আবূ সুফিয়ান দুখর ইবনে হারবকে ও সংগীদিগকে উপস্থিত করা হইল। অতঃপর তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিলেন যাহার উল্লেখ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে রহিয়াছে। আবূ সুফিয়ান হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলেন, আল্লাহর কসম, হিরাকল এর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সা) কে হেয় প্রতিপন্নকারী কোন কথা বলিতে এই ভয় ব্যতীত অন্য কোন জিনিস আমাকে বাঁধা দেয় নাই যে হযরত তাহার সম্মুখে আমার মিথ্যা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহার নিকট আমার আর কোন কথাই গ্রহণযোগ্য হইবে না। এমন সময় হঠাৎ তাহার মি'রাজের কথাটি আমার মনে পড়িল, এবং বলিলাম, সম্রাট! আপনাকে আমি এমন একটি খবর কি দিবনা যাহা দ্বারা আপনার নিকট তাহার মিথ্যা প্রমাণিত হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? তিনি বলিলেন, তখন আমি বলিলাম তিনি বলেন, তিনি আমাদের ভুখন্ড মসজিদুল হারাম হইতে আপনাদের মসজিদে ইলীয়া পর্যন্ত একই রাত্রে ভ্রমণ করিয়া ভোর হইবার পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, আমার কথা শ্রবণ করিতেই বাইতুল মুকাদ্দিসের লাট পাদরী বলিয়া উঠিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য। তখন রূম সম্রাট কায়সার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইহা কিভাবে জানেন? তিনি বলিলেন আমি মসজিদের দরজাসমূহ বন্ধ করিবার পূর্বে নিদ্রা যাই না। কিন্তু সেই রাত্রে একটি দরজা ব্যতীত সকল দরজা আমি বন্ধ করিয়া দেই। কিন্তু ঐ দরজাটি আমি কোনক্রমে বন্ধ করিতে সক্ষম হইলাম না। তখন আমি আমার অন্যান্য কর্মচারীও উপস্থিত লোকজনের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সকল জোর খাটাইয়াও দরজাকে তাহার স্থান হইতে সরাইতে পারিলাম না। যেন কোন পাহাড় সরাইতেছি বলিয়া মনে হইল। আমি কাঠ মিস্ত্রি ডাকিলাম তাহারাও উহা খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিল কিন্তু কোন উপায়েই উহা সরাইতে সক্ষম হইল না এবং সকাল পর্যন্ত মুলতবী রাখিল। পাদরী বলেন আমি দরজাটি খোলাই রাখিয়া দিলাম। ভোরে যখন দরজার কাছে আসিলাম তখন মসজিদের পাশে পড়া পাথরটিতে ছিদ্র দেখিলাম এবং উহাতে কোন পশু বাধার

চিহ্নও দেখিতে পাইলাম। তখন আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম, আজ রাত্রে কোন নবীর আগমনের জন্যই দরজাটি খোলা রাখা হইয়াছিল। এবং এই মসজিদে অবশ্যই তিনি সালাত পড়িয়াছেন। হাদীসটি দীর্ঘ।

ফায়েদাহ

হাফিয আবূল খাত্তাব উমর ইবনে দাহয়িয়াহ তাহার 'আত্তানভীর ফী মওলিদিস সিরাজিল মুনীর' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে মি'রাজের হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং মি'রাজ সম্পর্কে অতি চমৎকার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মি'রাজের হাদীস হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে মাসউদ, আবূ যর, মালেক ইবনে সা'সাআহ, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আওস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রাহমান ইবনে কুরয, আবূ হিব্বাহ আনসারী, আবূ লায়লা আনসারী, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবের, হুযাইফা আবূ আইয়ুব, আবূ উমামাহ, সামুরা ইবনে জুন্দব আবুল হাম্‌রা, দুহাইব রূমী, উম্মেহানী, আয়েশা ও আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তো দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন আবার কেহ কেহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন রেওয়ায়েত সনদের দিক হইতে সহীহ নহে। কিন্তু সমস্ত মুসলমান সম্মিলিতভাবে মি'রাজের ঘটনার সত্যতার উপর ঐক্য মত পোষণ করিয়াছেন। আর অস্বীকার করিয়াছে কেবল যিন্দীক ও মুলহিদ লোকেরা। يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ তাহারা তো আল্লাহর নূরকে নিভাইতে চাহে কিন্তু আল্লাহ তাহার নূরকে পূর্ণ করিয়া ছাড়িবেন যদিও কাফিরদের নিকট ইহা পন্দনীয় নহে।

(٢) وَاٰتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا ۝

(٣) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۝

২. আমি মূসা (আ) কে কিতাব দিয়াছিলাম ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা আমা ব্যতিত অপর কাহাকেও কর্মবিধায়করূপে গ্রহণ করিও না।

৩. হে তাহাদিগের বংশধর যাহাদিগকে আমি নূহ (আ) এর সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মি'রাজের আলোচনা করিবার পর স্বীয় পয়গম্বর হযরত মূসা (আ) এর আলোচনা করিতেছেন। সাধারণতঃ কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হযরত মুহাম্মদ (সা) আলোচনা একই সাথে করেন। অনুরূপভাবে কুরআন ও তাওরাতের আলোচনাও একই সাথে করেন। এই কারণে মি'রাজের আলোচনার পর এরশাদ করিয়াছেন, وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ আমি মূসা (আ) কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছি وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ আর উহাকে আমি বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শক বানাইয়াছি اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا যেন আমাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও বন্ধু সাহায্যকারী ও উপাস্য না বানাও। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীর নিকট এই নির্দেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি যেন কেবল তাঁর উপাসনা করেন। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ এখানে يا হরফে নিদা উহ্য রহিয়াছে অর্থাৎ يا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا الخ হে সেই সকল লোকের সন্তানরা যাহাদিগক আমি হযরত নূহ (আ)-এর সহিত সোয়ার করিয়াছিলাম এবং মহা তুফান হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, তোমরা সেই সকল বুযুর্গ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ন্যায় জীবন পরিচালনা কর। আল্লাহ তা'আলা তাহার ইহসান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বনী ইসরাঈল সঠিক পথে চলার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন। اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا অবশ্যই তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। অর্থাৎ যেমন তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রতি হযরত নূহ (আ) কে প্রেরণ করিয়া অনুগ্রহ করিয়াছিলাম অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া তোমাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছি। বর্ণিত আছে, হযরত নূহ (আ) যেহেতু পানাহার করিয়া পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া ও অন্যান্য অবস্থায়ও আল্লার হাম্দ শোকর করিতেন। একারণে তাহাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলা হইয়াছে। ইমাম তবরানী বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র)…. সা'দ ইবনে মাসউদ সাকফী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত নূহ (আ) কে কৃতজ্ঞ বান্দা এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি যখনই পানাহার করিতেন আল্লাহর হামদ করিতেন। ইমাম আহমদ বলেন, আবূ উসামাহ (র)….আনাস ইবনে মালেক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "আল্লাহ তা'আলা তার সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যে এক লুকমা আহার করিয়া কিংবা এক ঢোক পানি পান করিয়া আল্লাহর শোকর করে। ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী আবূ উসামাহর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) যায়েদ ইবনে আসলাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করিতেন। ইমাম বুখারী (র) আবূ যুরআহ (র)-এর হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বলেন যে, কিয়ামত দিবসে আমি মানব জাতির সর্দার হইব। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা

করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে, "অতঃপর সমস্ত লোক হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি পৃথিবীতে সর্ব প্রথম রাসূল আর আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে কৃতজ্ঞ বান্দা বলিয়া নাম রাখিয়াছেন সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন।

(٤) وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ
مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

(٥) فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ
فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ○

(٦) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ
اَكْثَرَ نَفِيْرًا ○

(٧) اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ
الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ
لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ○

(٨) عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا ○

৪. এবং আমি কিতাবে প্রত্যাদেশ দ্বারা বনী ইসরাঈলকে জানাইয়া দিলাম নিশ্চয়ই তোমরা পৃথিবীতে দুইবার বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং তোমরা অতিশয় অহংকারস্ফীত হইবে।

৫. অতঃপর এই দুইয়ের প্রথমটির নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইল, তখন আমি তোমাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম আমার বান্দাদিগকে, যুদ্ধে অতিশয় শক্তিশালী, উহারা ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়াছিল। আর প্রতিশ্রুতি কার্যকারী হইয়াই থাকে।

৬. অতঃপর আমি তোমাদিগকে পুনরায় উহাদিগর উপর প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমাদিগকে ধন ও সন্তান-সন্তুতি দ্বারা সাহায্য করিলাম ও সংখ্যায় গরিষ্ট করিলাম।

৭. তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজদিগের ফায়দার জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও নিজদিগের জন্য। অতঃপর পরবর্তী নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে আমি আমার বান্দাদিগকে প্রেরণ করিলাম তোমাদিগের মুখমন্ডল কালিমাচ্ছন্ন করিবার জন্য। প্রথমবার তাহারা যে ভাবে মাসজিদে প্রবেশ করিয়াছিল পুনরায় সেই ভাবেই উহাতে প্রবেশ করিবার জন্য এবং তাহারা যাহা অধিকার করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার জন্য।

৮. সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের প্রতি দয়া করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি তোমাদিগের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তবে আমিও পুনরাবৃত্তি করিব প্রতি জাহান্নামকে আমি করিয়াছি কাফিরদিগের জন্য কারাগার।

তাফসীর ঃ বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছিলেন আল্লাহ উহার মাধ্যমে তাহাদিগকে প্রথমই এই সংবাদ দান করিয়াছিলেন যে তাহারা পৃথিবীতে দুইবার অশান্তি সৃষ্টি করিবে এবং অহংকার করিব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَقَضَيْنَا ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা যে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিবে এই কথা আল্লাহ প্রথমই তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন। فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا যখন তাহাদের প্রথম ফাসাদের সময় সমাগত হইবে بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ তখন তোমাদের উপর আমার বীরযোদ্ধা বান্দাদিগকে প্ররণ করিব فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ অতঃপর তাহারা তোমাদের শহর দখল করিয়া লইবে এবং লুটপাট করিয়া তাহাদের ঘর শূণ্য করিয়া দিল এবং নিরাপদে তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল। আর আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হইবারই ছিল।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতবিরাধ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উপর কাহাদিগকে বিজয়ী করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তাহারা হইল জালূত আলজযরী ও তাহার সেনাবাহিনী। প্রথমত তাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা বিজয়ী করেন অতঃপর বনী ইসরাঈলকে জালূতের উপর বিজয় দান করেন। এবং হযরত দাউদ (আ) জালূতকে হত্যা করেন ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আমি তোমাদিগকে তাহাদের উপর পুনরায় জয়ী করিলাম। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত মুসিল শহরের উপর ছাঞ্জারীব ও তাহার সেনাবাহিনী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ও অনান্য রাবী কর্তৃক ইহাও বর্ণিত যে, বুখতন্নসর তাহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইবনে আবূ হাতিম বুখতন্নসর এর ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া বাদশা হইবার ব্যাপারে আশ্চার্যজনক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে একজন ফকীর ছিল। মানুষের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ কতি। অতঃপর সে ধাপে ধাপে উন্নতি করিতে করিতে বাদশা হইল এমন কি বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করিয়া বসিল। এবং

অসংখ্য বনী ইসরাঈলকে হত্যা করিল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এখানে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে একটি দীর্ঘ মাওযূ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীস শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহার সাধারণ জ্ঞান আছে তিনিও উহার মওযূ হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের বড় আশ্চার্য যে হয় আল্লামা ইবনে জরীর (র)-এর ন্যায় এতবড় একজন ইমাম কি করিয়া উহাকে হাদীস বলিয়া বর্ণনা করিলেন। আমার শায়খ হাফিয আল্লামা আবুল হাজ্জা মিযযী স্পষ্টভাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে উহা সম্পূর্ণ মওযূ ও মিথ্যা হাদীস। কিতাবের টীকায় তিনি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অনেক ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু আমরা এখানে উহা বর্ণনা করিয়া অনর্থক কিতাবের কলেবর দীর্ঘ করিতে চাহি না। উহার কোন কোনটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মওযূ। আবার কোন কোনটি বিশুদ্ধ হইলেও আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কিতাব ও তাহার রাসূলের হাদীস আমাদিগকে ঐ সকল রেওয়াতের মুখাপেক্ষী করে নাই। এখানে উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, বনী ইসরাঈল যখন অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অহংকারে মাতিয়া উঠিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর তাহাদের শত্রুকে চাপাইয়া দেন। যাহারা তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের ধন সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছে তাহাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিয়াছে এবং তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অহংকারের খুব শাস্তি দিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ তাহার বান্দাদের উপর যুলুম করেন না। কেবল তাহাদের অপকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দান করেন। এই বনী ইসরাঈল এতই বাড়াবাড়ি করিয়াছিল যে তাহারা অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কিরামকেও হত্যা করিয়াছিল যাহার উপযুক্ত শাস্তি তাহাদের জন্য অবধারিত ছিল। আল্লামা ইবনে জরীর বলেন, ইউনুস ইবনে আব্দুল আ'লা (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়িব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বুখতনসর শাম দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বাইতুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করিল এবং জনসাধারণকে হত্যা করিল। অতঃপর দামেস্ক পৌছিয়া দেখিল একটি পাথর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল ইহা কি? লোকেরা বলিল, আমরা তো বাপ দাদার আমল হইতে এইরূপ দেখিয়া আসিতেছি। কখনও ইহার প্রবাহ বন্ধ হয় না। অতঃপর সে সত্তর হাজার মুসলমান অমুলমান হত্যা করিল এবং রক্ত থামিয়া গেল। রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ। ইহাও বর্ণিত যে বুখতনসর সমাজের ভদ্র ও উলামায়ে কিরামকেও হত্যা করিতে ছাড়ে নাই এমনকি একজন তাওরাতের হাফিজও অবশিষ্ট ছিল না। অসংখ্য লোক গ্রেফতার করে তাহাদের মধ্যে নবী সন্তানও ছিলেন। মোটকথা ত্রাস বিভীষিকা পূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু বিস্তারিত ঘটনাবলী কোন বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত কিংবা বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতের নিকটবর্তী রেওয়ায়েত দ্বারাও প্রমাণিত নহে। অতএব আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করিলাম।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا যদি তোমরা সৎ কাজ কর তবে উহা তোমাদের নিজের জন্যই উপকারী আর যদি অপকর্ম করে তবে তোমাদের নিজেদের জন্যই উহা অপকারী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا যেই ব্যক্তি সৎকাজ করে

উহা তাহার জন্য উপকারী আর যেই ব্যক্তি অসৎ কাজ করে উহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর। فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অতঃপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদার সময় সমাগত হইল। অর্থাৎ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা যখন দ্বিতীয়বার অশান্তি সৃষ্টি করিলে এবং তোমাদের শত্রু তোমাদের উপর চাপিয়া বসিল لِيَسُوْۤءٗا وُجُوْهَكُمْ যেন তাহারা তোমাদের চেহারা বিগড়াইয়া দেয়। তোমাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করে وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ আর যেন তাহারা মাসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ যেমন তাহারা প্রথম বার শহরে প্রবশ করিয়াছিল এবং وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا আর যেন তাহারা তাহাদের অধিকৃত ও বিজিত স্থানসমূহকে ধ্বংস করিয়া দেয়।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তোমাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া বিতারিত করিবেন। وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا অর্থাৎ যদি তোমরা পুনরায় অহংকার ভরে অশান্তি সৃষ্টি কর তবে আমিও পুনরায় পার্থিব জীবনেই তোমাদিগকে লাঞ্ছিত করিব এবং পরকালেও ভীষণ শাস্তি হইবে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا আর কাফিরদের জন্য আমি জাহান্নামকে কয়েদখানা হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন, حَصِيْرًا অর্থ, কয়েদখানা। মুজাহিদ বলেন, কাফিরদিগকে জাহান্নামে বন্দি করিয়া রাখা হইবে। হাসান বলেন, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য বিছানা হইবে। কাতাদাহ বলেন, বনী ইসরাঈল পুনরায় আল্লাহর হুকুমের অবমাননা করিয়াছে এবং ফাসাদ সৃষ্টি করিলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া জিযিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছেন।

(৯) اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ۙ

(১০) وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۚ

৯. এই কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়ত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদিগকে, সুসংবাদ দেয় যে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১০. এবং যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাব যাহা তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন অর্থাৎ কুরআন এর প্রশংসা করিয়া বলেন, এই কুরআন অতি উত্তম পথের নির্দেশনা দান করে এবং নেক আমলকারী মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান

করে যে তাহাদের জন্য কিয়ামত দিবসে বিরাট পারিশ্রমিক ও বিনিময় রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান হইতে শূণ্য তাহাদের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যেমন ইরশাদ হইয়াছে فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ তাহাদিগকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দান করুন।

(١١) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ۝

১১. যে ভাবে কল্যাণ কামনা করে সেই ভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।

তাফসীর ঃ মানুষ কোন কোন সময় নিরাশ ও হতাশাগ্রস্থ হইয়া নিজের জন্য কিংবা সন্তানের জন্য অথবা স্বীয় মালের জন্য মৃত্যু কামনা করে কিংবা ধ্বংস হইয়া যাইবার দু'আ করে কিংবা অভিশাপ দিতে থাকে। যদি আল্লাহ সাথে সাথে তাহার দু'আ কবূল করিতেন তবে সে ধ্বংস হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাই সাথে সাথেই তাহার অমঙ্গল কামনাকে কবূল করেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার এই আচরণের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও মুজাহিদ হইতে এই তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন لَايَدْعُوْاعَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَاعَلٰى اَمْوَالِكُمْ اَنْ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً اِجَابَةً يَسْتَجِيْبُ فِيْهَا তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ও ধন সম্পদের জন্য বদ দু'আ করিও না। যদি কোন দু'আ কবূলের সময়ে তোমরা এই বদ দু'আ কর তবে আল্লাহ উহা কবূল করিবেন মানবজাতির এইরূপ বদ দু'আ কেবল তাহার অস্থিরতা ও ব্যস্ততাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا আর মানুষ বড়ই অস্থির। হযরত সালমান ফারেসী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এখানে হযরত আদম (আ)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আদম (আ) কে সৃষ্টি করিবার পর তাহার পাও পর্যন্ত রূহ পৌছিবার পূর্বেই তিনি খাড়া হইবার জন্য চেষ্টা করিলেন। মাথা হইতে নীচের দিকে রূহের বিস্তার ঘটিবার সময় নাক পর্যন্ত যখন পৌছিল তখন তাহার হাঁচি আসিল অমনি আলহামদুলিল্লাহ বলিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিলেন। যখন রূহ চক্ষু পর্যন্ত পৌছিল তখন তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল নিম্নের অংগসমূহে পৌছিলে তিনি আনন্দে নিজের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। এখন পর্যন্ত পাও পর্যন্ত পৌছিবার পূর্বেই তিনি হাঁটিতে চাহিলেন কিন্তু হাঁটিতে সক্ষম হইলেন না এবং আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিলেন হে প্রভু! রাত্রের আগমন ঘটিনবার পূর্বেই রূহ দান করুন।

(١٢) وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ
الْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا ۝

১২. আমি রাত্রি ও দিবসকে করিয়াছি দুইটি নির্দশন। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যা ও হিসাব স্থীর করিতে পার। এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার বিরাট নিদর্শনসমূহের দুইটি নির্দশন উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি রাত্র ও দিবসকে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, রাত্রকে আরাম করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দিবসকে জীবিকা উপার্জনের জন্য শিল্প কারখানা গড়িয়া তোলার জন্য এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিবার জন্য দিন সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্র দিবসের পরিবর্তনের দ্বারা দিন সপ্তাহ মাস ও বৎসরসমূহের সংখ্যা জানা যায়। ইহা দ্বারা দেনা-পাওনা কারবার ও ঋণের নির্দিষ্ট সময় জানা যায় এবং ইবাদত বন্দেগীর সময় কালও জানা সহজ হয়। ইরশাদ হইয়াছে لِتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ আর তোমরা যে তোমাদের প্রতিপালকের দানসামগ্রী অন্বেষণ করিতে পার। وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ আর যেন বৎসরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানিতে পার যদি রাত দিনের সৃষ্টি না হইত যদি একই ধরনের সময় হইত তবে দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি জানা সম্ভব হইত না এবং ইবাদত ও লেনদেনের নির্দিষ্ট সময় জানাও সম্ভব হইত না। ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ - قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ - وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ভিন্ন এমন আর কোন মা'বুদ আছে যে দিনের আলো আনিতে পারে? তোমরা কি শুন না? হে নবী! আপনি বলুন যদি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত দিনকে দীর্ঘ করিয়া দিতেন তবে আল্লাহ ব্যতিত এমন আর কে আছে যে রাত্রকে

আনিতে পারে তোমরা কি দেখ না? আর আল্লাহর স্বীয় অনুগ্রহেই রাত্র দিন সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা রাত্রে আরাম করিতে পার। আর দিনের বেলা তাহার অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পার। আর যেন সম্ভবত তোমরা শোকর আদায় কর। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি মহাশুন্যে বুরূয ও কক্ষপথ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে আলো দানকারী সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন আর তিনিই রাত্র দিবসকে পরিবর্তনশীল রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য যে বুঝিতে চাহে কিংবা কতৃজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্র দিবসের পরিবর্তন ঘটাইবার ক্ষমতা কেবল তাহারই يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى اِلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ তিনি দিনের উপর রাত্রের পর্দা রাখিয়া দেন এবং রাত্রের উপর দিনের পর্দা রাখিয়াছেন আর সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলিতেছে তিনিই মহান তিনি ক্ষমাকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

তিনি ভোর সৃষ্টিকারী। তিনি রাত্রকে আরামদায়ক সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি চন্দ্র সূর্যকে হিসাবের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইল মহা ক্ষমতার অধিকারী মহা জ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمُ

আর তাহাদের জন্য রাত্র একটি নির্দশন। তাহার উপর হইতে আমি দিনকে সরাইয়া লই হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া থাকে। আর সূর্য তাহার নির্দিষ্ট স্থানে চলিতে থাকে। ইহা তাহারই নির্ধারণ যিনি ক্ষমতার অধিকারী ও মহা জ্ঞানী। আল্লাহ রাত্র চিনিবার জন্য আলামত বানাইয়াছেন অর্থাৎ অন্ধকার ও চন্দ্রের উদয় এবং দিনের জন্যও আলামত ঠিক করিয়াছেন। আর তাহা হইল সূর্যের উদয় ও আলো। এবং তিনি চন্দ্রের আলো ও সূর্যের কিরণের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছেন যেন একটি অপরটি হইতে পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ......لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ আর তিনি সূর্যকে অতিব আলোকময় এবং চন্দ্রকে আলোকময় করিয়াছেন আর উহার জন্য কক্ষপথ নির্ধারণ করিয়াছেন যেন তোমরা

বৎসর ও হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ তা'আলা হকের সহিতই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তাহারা চাঁদের পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন ইহা মানুষের সময় জানিবার উপায় এবং হজ্জের সময় জানিবারও উপায়। ইবনে জুরাইজ আব্দুল্লাহ ইবনে কাসীর হইতে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً এর তাফসীর বলেন, রাত্রের আলামত হইল অন্ধকার এবং দিনের আলামত হইল আলো। ইবনে জুরাইজ মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, রাত্রের আলামত চাঁদের উদয়ন এবং দিনের আলামত সূর্যের উদয় ঘটা। فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন চন্দ্রের উপর যে কাল দাগ আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন, ফলে চন্দ্রের আলো কম হইয়াছে। উক্ত আয়াতাংশের অর্থ ইহাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রও পূর্বে সূর্যের ন্যায় আলো দান করিত। চন্দ্র রাত্রের আলামত এবং সূর্য দিনের আলামত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা চন্দ্রের উপর কাল দাগ সৃষ্টি করিয়া উহার আলো কম করিয়া দিয়াছেন। আবূ জা'ফর ইবনে জরীর বিভিন্ন বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা ইবনুল কাওয়া হযরত আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রের উপর এই কাল দাগ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আরে! তুমি কুরআনের فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ কি পড় না। অত্র আয়াতে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ দ্বারা এই কাল দাগকে বুঝান হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ এর সম্পর্কে বলেন আমাদের নিকট ইহা বর্ণনা করা হইত যে فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ দ্বারা চন্দ্রের উপরের কাল দাগ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কাল দাগ দ্বারা রাত্রের আলামত চন্দ্রের আলোকে আল্লাহ তা'আলা কম করিয়াছেন। আর দিনের আলামত সূর্যকে আলোকময় করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইবনে জুরাইজ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ এর অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা রাত্র ও দিনকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছেন এবং রাত-দিন উভয়কে সৃষ্টিই করিয়াছেন এমনিভাবে।

(١٣) وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ○

(١٤) اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ○ؕ

১৩. প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহারই জন্য বাহির করিব এক কিতাব, যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত।

১৪. তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যুগ এবং যুগের মানুষ যে সকল আমল করে উহার উল্লেখ করিযাছেন এখন তিনি ইরশাদ করেন وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ প্রত্যেক মানুষ যেই আমলই সে করুক না কেন তাহার সর্বপ্রকার আমলই আমি তাহার গর্দানে ঝুলাইয়া দেই। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ভাল মন্দ সর্ব প্রকার আমল তাহার কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং উহার বিনিময়ও প্রত্যেককে দান করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ যে কেহ বিন্দু পরিমাণ ভাল কার্জ করিবে সে তাহা কিয়ামত দিবসে দেখিতে পাইবে অনুরূপভাবে যে কেহ কোন মন্দ আমল করিবে কিয়ামত দিবসে উহাও সে দেখিতে পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ডাইন দিকে ও বাম দিকে ফিরিশ্‌তা বসিয়া থাকে। সে যাহাই মুখে উচ্চারণ করে সাথে সাথেই উহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ফিরিশ্‌তা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ তোমাদের উপর কয়েকজন সম্মানিত সংরক্ষণকারী লেখক রহিয়াছেন যাহারা তোমাদের সকল আমল ও কর্মকান্ড সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের সকল কর্মকান্ডের বিনিময় দান করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَبِهٖ যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করিবে তাহাকে উহার বিনিময় দান করা হইবে। সারমর্ম হইল, মানুষ যাহা কিছু করে কম হউক কিংবা বেশী সবকিছুই সংরক্ষিত হয়। দিবা-রাত্র সকাল সন্ধ্যায় সর্বদাই তাহার আমল লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, কুতাইবাহ (র)....হযরত জারের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, প্রত্যেক মানুষের আমলের অকল্যাণ তাহার স্কন্ধে ঝুলিতেছে। ইবনে লাহীআহ বলেন, طَائِرَةٌ এর অর্থ طِيَرَةٌ অর্থাৎ অশুভ। কিন্তু উদ্ধৃত হাদীসের উক্ত ব্যাখ্যা ইবনে লাহীআহ হইতে গরীব সূত্রে বর্ণিত।

وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا

অর্থাৎ আমি তাহার সমস্ত কর্মকান্ডকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া কিয়ামত দিবসে তাহাকে দেওয়া হইবে। সে যদি সৎলোক হয় তবে তাহার ডাইন হাতে দান করিব আর অসৎ কাফির লোক হইলে তাহার বাম হাতে দান করিব। আর তাহার সেই কিতাব হইবে উন্মুক্ত ও খোলা যাহা সে পড়িবে। এবং অন্য লোকও পড়িবে। উহার মধ্যে তাহার জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَلَوْ

أَلْقَى مَعَاذِيْرَةٍ। সেই দিন মানুষকে তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে বরং মানুষ তো নিজেই তাহার সৎকার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকিবে। যদিও সে নিজের কাজের জন্য নানা প্রকার বাহনা পেশ করিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ حَسِيْبًا তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর আজ তুমি নিজেই হিসাবকারী হিসাবে যথেষ্ট। অর্থাৎ তুমি ইহা ভালভাবেই জান যে তোমার প্রতি যুলুম করা হয় নাই এবং তুমি যে কর্মকান্ড করিয়াছ উহা ব্যতিত উহার অতিরিক্ত আর কিছুই লেখা হয় নাই। কারণ তুমি যাহা কিছু করিয়াছ উহার সবকিছুই তোমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দুনিয়ায় যে যাহা কিছু করিয়াছে সে উহার কিছুই ভুলিবে না। আর প্রত্যেকেই তাহার আমলনামা পড়িবে চাহে সে শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত। قوله وَأَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ অত্র আয়াতে স্কন্ধ এর উল্লেখ বিশেষ করিয়া এই কারণে করা হইয়াছে যে, স্কন্ধ মানুষের এমন একটি অংগ যে উহাতে যাহা কিছু ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা উহা হইতে পৃথক হয় না। কবি তাহার নিম্নের কবিতায়ও এই বিষয়টি বুঝাইয়াছেনঃ

اِذْهَبْ بِهَا اِذْهَبْ بِهَا + طَوْقِهَا طَوْقِ الْحَمَامِ

“নিয়ে যাও নিয়ে যাও আমি তাহাকে তাহার গলায় কবুতরের গলার ন্যায় হাছুলি ঝুলাইয়া দিলাম” কাতাদাহ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, لَاعَدْوٰى وَلَاطِيَرَةَ وَكُلُّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ عُنُقِهٖ সংক্রামক রোগ বলিতে কিছু নাই আর অশুভও কিছুতে নাই, এবং প্রত্যেক মানুষের আমলই তাহার গর্দানে ঝুলিয়া থাকে। ইবনে জরীরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবদ ইবনে হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে মুত্তাসিলরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হাসান ইবনে মূসা.... হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি طَيْرُ كُلِّ عَبْدٍ فِىْ عُنُقِهٖ প্রত্যেক মানুষের অশুভ তাহার গর্দানে ঝুলিতেছে।

ইমাম আহমদ বলেন, আলী ইবন ইসহাক (র)....হযরত উকবাহ ইবনে আমের (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন মানুষের প্রত্যেক দিনের আমলের উপর সিল মোহর লাগাইয়া দেওয়া হয়। যখন সে পিড়িত হয়, তখন ফিরিশ্‌তাগণ বলেন হে আল্লাহ! আপনার অমুক বান্দা তো পিড়িত তাহাকে আপনিই আমল করিতে বিরত রাখিয়াছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন তাহার সুস্থাবস্থার আমল পরিমাণ আমলের উপর মোহর লাগাও যাবৎ না সে সুস্থ হইয়া উঠে কিংবা মৃত্যু বরণ করে। হাদীসের সনদ ভাল ও শক্তিশালী। কিন্তু অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। মা'মার (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে। طَآئِرَهُ এর অর্থ করিয়াছেন “তাহার আমল” وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا আর কিয়ামত দিবসে

তাহার আমলকে উন্মুক্ত কিতাবের রূপে বাহির করিব। মা'মার বলেন হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ পাঠ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা প্রংসগে বলিলেন হে আদম সন্তান। তোমার জন্য তোমার আমলনামা খুলিয়া রাখা হইয়াছে, তোমার ডান ও বামে দুইজন সম্মানিত ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। ডানদিকের ফিরিশ্‌তা তোমার নেক আমল লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম দিকের ফিরিশ্‌তা তোমার বদ আমল লিপিবদ্ধ করেন। অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা আমল কর। ইচ্ছা হয় কম কর, ইচ্ছা হয়, বেশী কর। তোমার যখন মৃত্যু ঘটিবে তখন তোমার আমলনামা বন্ধ করিয়া তোমার গর্দানে ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে। উহা তোমার কবরে তোমার সাথেই থাকিতে অবশেষে কিয়ামত দিবসে একটি উন্মুক্ত কিতাবের ন্যায় বাহির করা হইবে এবং বলা হইবে তুমি ইহা পড় এবং তুমিই তোমার নিজের হিসাব নিকাশ কর। আল্লাহর কসম, সেই সত্তা বড়ই ন্যায়নিষ্ঠ যিনি তোমাকে তোমার নিজের হিসাব নিকাশকারী বানাইয়াছেন। হযরত হাসান (রা)-এর এই ব্যাখ্যা অতি উত্তম ব্যাখ্যা।

(১٥) مَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۭ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۭ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ۝

১৫. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজদিগেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথ ভ্রষ্ট হইবে নিজদিগেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সরল পথে চলে, হকের অনুসরণ করে এবং নবুয়তের অনুসৃতনীতির অনুকরণ করে সে নিজেই উহার শুভ পরিণাম ভোগ করিবে। وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি সত্য ও হক হইতে বিভ্রান্ত হইবে সে নিজেই উহার কুফল ভোগ করিবে এবং উহার অশুভ পরিণতি কেবল তাহার উপরই অর্পিত হইবে। وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى আর কেহই অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে না আর না কেহ অন্যের গুনাহর শাস্তি ভোগ করিবে। وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا وَلَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ অর্থাৎ প্রত্যেকেই স্বীয় গুনাহর বোঝা বহন করিবে এমন কেহই হইবে না যে অন্যের গুনাহর বোঝা বহন করিবে। এই আয়াত এবং وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ আর তাহারা স্বীয় গুনাহের বোঝা এবং তাহাদের বোঝার সহিত আরো বোঝা বহন করিবে। وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ আর সেই সকল লোকদের গুনাহও বহন করিবে যাহাদিগকে তাহারা অজ্ঞতাবশত গুমরাহ করিত। এই সবের মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। কারণ যাহারা গুমরাহীর দিকে মানুষকে

আহ্বান করে তাহাদের নিজের গুমরাহীর গুনাহের বোঝা এবং যাহাদিগকে তাহারা বিভ্রান্ত করিয়াছে তাহাদিগকে বিভ্রান্তি করিবার গুনাহ এই দুইপ্রকার গুনাহর বোঝা তাহারা বহন করিবে। অথচ, বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। ইহা হইল বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও ইনসাফেরই কিয়দাংশ যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا আমি যাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করি কাহাকেও শাস্তি দান করি না। অত্র আয়াত দ্বারাও আল্লাহ তা'আলা তাহার ইনসাফের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যাবৎ না কোন রাসূল প্রেরণ করিয়া দলীল প্রমাণ কায়েম করেন কাহাকেও শাস্তি দান করেন না। যেমন ইরশাদ করিয়াছেন

كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۤءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ-

যখনই কোন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন জাহান্নামের কর্মকর্তা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের নিকট কি কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আসেন নাই? তাহারা বলিবে হাঁ, ভীতি প্রদর্শনকারী অবশ্যই আসিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অস্বীকার করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ তা'আলা কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা বড়ই গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছ। আরো ইরশাদ হইয়াছে

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَاۤءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ -

আর কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। অবশেষে যখন তাহারা জাহান্নামের নিকট আসিবে উহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং উহার কর্মকর্তা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্যে হইতে রাসূলগণ আগমন করেন নাই যাহারা তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিতেন এবং এই ভয়ংকর দিনের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেন তাহারা বলিবে, হাঁ, কিন্তু কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তির কলেমা ছিল অবধারিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

আর তাহারা (কাফিররা) উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) চিৎকার করিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে বাহির করুন আমরা সৎকর্ম করিব, সেই

অসৎকর্ম আর করিব না যাহা পূর্বে করিতাম। তাহাদিগকে বলা হইবে, আমি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স দান করিয়াছিলাম না যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত? উপরন্ত তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলও আগমন করিয়াছিলেন। অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক। যালিমদের জন্য আর কোন সাহায্যকারী নাই। ইহা ব্যতিত আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে যাহা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল প্রেরণ না করিয়া কাহাকেও দোযখে নিক্ষেপ করিবেন না। এই কারণে আয়েম্মায়ে কিরাম ইমাম বুখারী إِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হাদীসে একটি বাক্য বর্ণনা করিয়াছে উহার অনেক সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ (রা).... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বেহেশত ও দোযখ ঝগড়া করিল............. বেহেশতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের মধ্য হইতে কাহাকেও যুলুম করিবেন না এবং জাহান্নামের জন্য তিনি একটি বিশেষ দল সৃষ্টি করিবেন, তাহাদিগকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইলে জাহান্নাম বলিবে আরো কি আছে? এই কথা সে তিনবার বলিবে। হাদীসের এই অংশ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বহু সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা বেহেশত সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে কারণ বেহেশত হইল আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশের কেন্দ্রভূমী। আর জাহান্নাম হইল ইনসাফ ও আদ্ল প্রকাশের স্থল। দলীল প্রমাণ কায়েম করা ব্যতিত এবং ওজর বাতিল করা ব্যতিত কাহাকেও উহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে না। এই কারণে হাদীসের হাফিযগণের একটি দলের মতে হাদীসটি কোন এক রাবীর দ্বারা পরিবর্তীত। দলীল হিসাবে তাহারা বলেন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রায্যাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখ পারস্পারিক ঝগড়া করিল.............. দোযখ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা কুদরতী পা রাখিবেন তখন জাহান্নাম বলিবে, যথেষ্ট যথেষ্ট। তখন জাহান্নাম পরিপূর্ণ হইবে এবং চতুর্দিক হইতে সংকুচিত হইবে। আর আল্লাহ তা'আলা কাহারও প্রতি যুলুম করিবেন না। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশতের জন্য একটি বিশেষ মখলূক সৃষ্টি করিবেন।

অবশ্য এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা করা জরুরী। যেই বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের আয়েম্মায়ে কিয়াম মতবিরোধ করিয়াছেন। তাহা হইল, যে সকল বাচ্চা ছোটকালেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথচ, তাহাদের বাপ দাদা কাফির তাহাদের হুকুম কি? অনুরূপভাবে পাগল, বধীর, নিষ্ক্রয় বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি এমন যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে যখন কোন নবী ছিলেন না আর কোন নবীর দাওয়াতও তাহার নিকট পৌছাই নাই। এইসব প্রশ্নের জওয়াবে যে সকল হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। অবশেষে আমি (ইবনে কাসীর) একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদে আয়েম্মায়ে কিরামের মতামতের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করিব।

প্রথম হাদীস ইবনে ছরী (রা) হইতে বর্ণিত

(১) ইমাম আহমদ বলেন আলী ইবনে আবদুল্লাহ .....আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ঝগড়া করিবে। (১) বধির যে কিছুই শুনিতে পায় না (২) বোকা (৩) নিষ্কৃয় বৃদ্ধ (৪) যে ব্যক্তি ফাত্‌রাতের যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বধির বলিবে, ইস্‌লামের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু আমি কিছুই শুনিতে পাইতাম না। আহমক ও বোকা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম সমাগত হইয়াছিল আর আমি এতই আহমক ছিলাম যে ছোট বাচ্চারা আমাকে উটের লাদা নিক্ষেপ করিত। নিষ্কৃয় বৃদ্ধ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এমন সময় ইসলাম সমাগত হইয়াছিল যে, আমি তখন কোন কিছুই বুঝিতে সক্ষম হইতাম না। আর যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগের মৃত্যু বরণ করিয়াছে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক আমার নিকট তো আপনার কোন রাসূলই আগমন করেন নাই। অতএব আমি কি ভাবে আপনার হুকুম পালন করিব? অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের আনুগত্যের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ বলেন (সা) সেই সত্তার কসম যদি তাহারা দোযখে প্রবেশ করে তবে উহা তাহাদের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইয়া যাইবে। কাতাদাহ সূত্রে বর্ণিত....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য শেষাংশে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে তাহার জন্য উহা শীতল ও আরামদায়ক হইবে আর যে প্রবেশ করিতে চাহিবে না তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ে মু'আয ইবনে হিশাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী ই'তিকাদ অধ্যায়ে আহমদ ইবনে ইসহাক এর হাদীস আলী ইবনে মদীনী হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সনদটি বিশুদ্ধ।

হাম্মাদ ইবনে সালামাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, চার ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ঝগড়া করিবে অতঃপর রাবী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে জরীর বলেন মা'মার....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, যদি তোমরা ইচ্ছা কর তবে হাদীসটির সমর্থনে وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا পাঠ কর। মা'মার (র) আবদুল্লাহ ইবনে তাউস হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ ইয়ালা (রা) বলেন, আবূ খায়সামা (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে চার ব্যক্তিকে

উপস্থিত করা হইবে (১) ছোট শিশু (২) নির্বোধ বোকা (৩) যে ব্যক্তি ফাতরাতের যুগে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। (৪) নিষ্ক্রিয় বৃদ্ধ। ইহাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর সহিত বিতর্ক করিবে। তখন আল্লাহ দোযখকে বলিবেন, তুমি প্রকাশিত হও, এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি আমার বান্দাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিতাম এবং আজ আমি তোমাদের নিকট রাসূলের ভূমিকা পালন করিব। তোমরা এই দোযখের মধ্যে প্রবেশ কর, তখন হতভাগ্য ব্যক্তি বলিবে হে আমার প্রভু! আমরা তো এই আগুন হইতে পলায়ন করিতে চাই আর আমরা ইহাতেই প্রবেশ করিব? আর যাহারা সৌভাগ্যের অধিকারী তাহারা নির্দেশ মাত্রই উহাতে প্রবেশ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা হুকুম অমান্যকারী লোকদিগকে বলিবেন, তোমরাই আমার রাসূলগণকে অধিক অস্বীকার করিতে। অতঃপর তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং হুকুম পালনকারী লোক সকল বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হাফিয আবূ বকর বায্যার ইউসুফ ইবনে মূসা হইতে তিনি জরীর ইবনে আব্দুল হামীদ হইতে স্বীয় সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত

আবূ দাউদ তয়ালেসী বলেন রবী ইয়াযীদ ইবনে আবান হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ হামযা! মুশরিকদের শিশু সন্তান সম্পর্কে আপনি কি মত পোষণ করেন। তিনি বলিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন তাহারা তো কোন গুনাহ করে নাই যাহার কারণে তাহার দোযখে প্রবেশ করিবে আর কোন নেক কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে।

চতুর্থ হাদীস হযরত বরা ইবনে আযিব (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, কাসিম ইবনে আবূ শায়বাহ (রা....তিনি হযরত বরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুসলমানদের শিশু সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ آبَاءِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ آبَاءِهِمْ তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা তো কোন আমল করে নাই। তখন তিনি বলিলেন আল্লাহ তাহাদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন.। ওমর ইবন যর ইয়াযীদ ইবন উমাইয়্যাহ তিনি জনৈক রাবী হইতে তিনি হযরত বরা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস হযরত সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী....সাওবান (রা) হইতে

বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে জাহেলী যুগের লোকেরা তাহাদের গুনাহর বোঝা পিঠে বহন করিয়া আসিবে অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহারা বলিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তো আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করেন নাই আর আপনার কোন নির্দেশও আমাদের নিকট আসে নাই। যদি আপনার নির্দেশ আমাদের নিকট আসিত তবে আমরা আপনার অনুগত হইতাম। তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বলিবেন, আচ্ছা এখন যদি আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দেই তার কি তোমরা উহা পালন করিবে? তাহারা বলিবে হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলিবেন তোমরা জাহান্নামের দিকে চলিতে থাক এবং উহাতে প্রবেশ কর। তাহারা চলিতে থাকিবে। চলিতে চলিতে যখন তাহারা জাহান্নামের উত্তাপ ও শব্দ শুনিতে পাইবে তখন তাহারা ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা অপদস্ত লাঞ্ছিত হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা প্রথমবারই প্রবেশ করিত তবে তাহারা উহাকে শীতল ও আরামদায়ক পাইত। বায্যার বলেন, অত্র হাদীসের মতন অত্র সূত্রে প্রসিদ্ধ নহে। আইয়ূব (র) হইতে আব্বাদ (র) ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই আর আব্বাদ হইতেও রায়হান ইবনে সায়ীদ ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। আমি বলি, ইবনে হিব্বান ইহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মায়ীন ও নাসায়ী (র) বলেন রায়হান ইবন সায়ীদের (র) রেওয়ায়েত গ্রহণ করিতে অসুবিধার কিছু নাই। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ তিনি হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। আবূ হাতিম বলেন, অসুবিধার কিছু নাই। তাহার হাদীস লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। তবে উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না।

ষষ্ঠ হাদীস হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে সা'দ ইবনে মালেক ইবনে ছিনান খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া যুহলী বলেন, সায়ীদ ইবনে সুলায়মান আব্দ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী নির্বোধ ও শিশু সন্তান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে। অতঃপর ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী বলিবে আমার নিকট তো আল্লাহর কোন কিতাব আসে নাই। নির্বোধ বলিবে, আমাকে তো এমন জ্ঞান দান করেন নাই যাহা দ্বারা আমি ভাল-মন্দ বুঝিতে পারি। শিশু সন্তান বলিবে, আমি যৌবনে উপনিত হই নাই। অতঃপর তাহাদের সম্মুখে আগুন প্রজ্বলিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে আগুন সরাইয়া দাও। অতঃপর যাহারা পরবর্তীকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৎকাজ করিবে বলিয়া

আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা তো আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিবে আর যাহারা পরবর্তীকালে সৎকাজ করিবে না বলিয়া আল্লাহর জ্ঞানে আছে তাহারা এই নির্দেশ পালন করিতে বিরত থাকিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার সরাসরি নির্দেশই পালন কর নাই আর আমার রাসূলগণের আনুগত্য কি তোমরা করিতে? বায্যার (র) মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে হাইয়াজ কূফী হইতে তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা হইতে তিনি ফুযাইল ইবনে মারযূক হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আবূ সায়ীদ হইতে আতীয়্যাহ ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি জানা যায় নাই। হাদীসের শেষে তিনি বর্ণনা করেন, "অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিবেন তোমরা আমারই হুকুম অমান্য করিয়াছ আর আমাকে না দেখিয়া আমার রাসূলগণের আদেশ তোমরা কি পালন করিতে?

সপ্তম হাদীস হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত

হিশাম ইবনে আম্মার ও মুহাম্মদ ইবনে মুবারক সূরী....হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী (সা) বলেন কিয়ামত দিবসে তিন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, (১) নির্বোধ (২) ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও (৩) যৌবনে উপমিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী বাচ্চা। নির্বোধ ব্যক্তি বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি আমাকে জ্ঞান দান করিতেন যেমন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। ফাতরাতের যুগে মৃত্যুবরণকারী ও বাচ্চাকালে মৃত্যুবরণকারী ও অনুরূপ অভিযোগ করিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন আমি এখন তোমাদিগকে একটি হুকুম করিব। তোমরা উহা পালন করিবে কি? তাহারা বলিবে, হাঁ তখন তিনি বলিবেন, যাও, তোমরা দোযখে প্রবেশ কর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করে তবে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। তাহারা যখন দোযখের নিকটবর্তী হইবে তখন তাহারা উহার স্ফুলিংগ দেখিয়া ধারণা করিবে, ইহা আল্লাহর গোটা মাখলূককে জ্বালাইয়া ভষ্ম করিয়া দিবে। অতএব তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিবে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে পুনরায় নির্দেশ দান করিবেন, তখনো তাহারা দোযখের দৃশ্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ বলিবেন, তোমাদিগকে সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আমার জানা ছিল। আমার জ্ঞানানুসারেই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং সে অনুযায়ী তোমাদের পণিনাম হইবে। এই কথা বলিয়া জাহান্নামকে তিনি বলিবেন—"তাহাদিগকে জড়াইয়া ধর। অতঃপর তৎক্ষণাৎ জাহান্নাম তাহাদিগকে ধরিয়া বসিবে।"

অষ্টম হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রেওয়ায়েত আসওয়াদ ইবনে ছরী (রা)-এর রেওয়ায়েতের পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীকে আবূ হুরায়রা (রা)

হইতে সন্নেবেশিত রূপে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সকল বাচ্চাই ইসলাম গ্রহণের যৌগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী কিংবা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানাইয়া ফেলে। যেমন ছাগলের বাচ্চা পূর্ণাংগ হইয়া ভূমিষ্ট হয় তোমরা কি উহার কান কাটা দেখিতে পাও? অথচ ভূমিষ্ট হইবার পর উহার কান কাটা দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, বাচ্চাকালেই যে মৃত্যুবরণ করে, বলুনতো তাহারা অবস্থা কি হইবে? তিনি বলিলেন জীবিত থাকিলে পরবর্তীকালে তাহারা কি করিত আল্লাহ তাহা খুব ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইবনে দাউদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন "হযরত ইবরাহীম (আ) বেহেশতের মধ্যে মুসলমানদের ছোট বাচ্চাদের দেখাশুনা করিবেন। মূসা ইবনে দাউদ তাহার রেওয়ায়েত কালে "যতটুকু আমি জানি" বলিয়া সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত তিনি ইয়ায ইবনে মুহাম্মদ হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে তিনি আল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন। আমি আমার বান্দাদিগকে তাওহীদ পন্থি করিয়া এবং শিরক হইতে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, আমি আমার বান্দাদিগকে মুসলমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

নবম হাদীস হযরত সামূরাহ (রা) হইতে বর্ণিত

হাফিয আবূ বকর বরকানী তাহার "আলমুস্তাখরাজ আলাল বুখারী" নামক গ্রন্থে আওফ আল-আ'রাবী হইতে তিনি আবূ রজা আল উতারেদী হইতে তিনি সামূরা (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, সমস্ত বাচ্চাই ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতাসহ ভূমিষ্ট হয়। তখন কিছু লোক জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের সন্তানরাও কি? তিনি বলিলেন "মুশরিকদের সন্তানরাও" তরবানী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ (র)....সামূরা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুশরিকদের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদের খাদেম হইবে।

দশম হাদীস হযরত খনছা (রা)-এর চাচা হইতে বর্ণিত

ইমাম আহমদ বলেন, রওহ (র) খনছা বিনতে মু'আবিয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার চাচা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! বেহেশতে প্রবেশ করিবে কে? তিনি বলিলেন নবী-শহীদ বাচ্চা। এবং জীবিত দাফনকৃত কন্যা সন্তান বেহেশতবাসী হইবে। উলামাকে কিরামের কেহ কেহ এই হাদীসের কারণে মুশরিকদের বাচ্চা সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেন নাই। আরার কেহ কেহ বলেন তাহারা বেহেশবাসী। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত সামূরা ইবনে জুন্দব (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) একবার সপ্নযোগে বেহেশতের একটি গাছের তলায় অবস্থানরত এক বৃদ্ধের নিকট দিয়ে অতিক্রম করিলেন তাহার চতুর্দিকে অনেক ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। হযরত জিবরীল (আ) বলিলেন, এই হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ) আর ঐ সকল ছোট ছেলে-মেয়ে হইল মুসলমান ও মুশরিকদের সন্তান। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন মুশরিকদের সন্তানও বেহেশতে ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ, মুশরিকদের সন্তানও ছিল। অপর পক্ষে কোন কোন উলামায়ে কিয়াম মুশরিকদের সন্তান দোযখী হইবে বলিয়া মন্তব্য করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন هُمْ مَعَ آبَائِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আবার কেহ কেহ বলেন কিয়ামত দিবসে তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইবে। যাহারা হুকুমের অনুকরণ করিবে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার পূর্ব জ্ঞানের প্রকাশ করিবেন এবং তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর যাহারা অমান্য করিবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কেও আল্লাহর পূর্ববর্তী ইলমের প্রকাশ ঘটিবে। এই মতানুসারে বিভিন্ন দলীলসমূহের মধ্যে একটা মিমাংসা হইয়া যায়। আর এই মতের পক্ষেও একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যাহার একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। শায়খ আবুল হাসান আলী ইবনে ইস্‌মাঈল আল আশারী এই মতকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায়হাকীও কিতাবুল ই'তেকাদ নামক গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য মুহাক্কিক উলামা মুহাদ্দিসীনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শায়খ আবূ উমর ইবনে আব্দুল বার পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করিয়া বলেন, এই সম্পর্কিত হাদীস শক্তিশালী নহে এবং দলীল হিসাবেও ইহা পেশ করা যায় না। আর উলামায়ে কিরাম ইহা অস্বীকার করেন, কারণ পরকাল হইল বিনিময় দানের স্থান উহা পরীক্ষা ও আমলের স্থান নহে। অতএব ইহা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে যে ঐসকল লোককে আগুনে প্রবেশ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অথচ উহা তাহাদের শক্তির বাহিরে। আর আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নির্দেশ দান করেন না যাহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে।

জবাব

ইবনে আব্দুল বার যে মত প্রকাশ করিয়াছে উহার জবাব হইল, পরীক্ষা সম্পর্কিত সকল হাদীস যয়ীফ নহে বরং কোন কোন হাদীস সহীহ। বহু আয়েম্মায়ে কিরাম ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। আর কোন কোন হাদীস হাসান। আর কোনটি দুর্বল ও যয়ীফ, যাহা সহীহ ও হাসান দ্বারা শক্তিশালী হয়। আর যখন একই বিষয়ের একাধিক মুত্তাসিল হাদীস যাহার একটি অপরটি সমর্থন করে তখন উহা নিঃসন্দেহে দলীল হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে। ইবনে আব্দুল বার এর দ্বিতীয় মতের জবাব হইল পরকাল নিঃসন্দেহে বিনিময় দানের স্থান। কিন্তু বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশরের ময়দানে পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া উহার বিপরীত নহে। শায়খ আবুল

হাসান আশ'আরী বাচ্চাদের পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া বিষয়টিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ। যেই দিন পায়ের গোছা খোলা হইবে এবং তাহাদিকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের রেওয়ায়েত ও অন্যান্য গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, মু'মিনগণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সম্মুখে সিজদাবনত হইবে আর মুনাফিকরা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না বরং তাহাদের পিট তক্তার ন্যায় সোজা হইয়া থাকিবে। যখনই তাহারা সিজদা করিতে ইচ্ছা করিবে তখন সে উল্টাভাবে পিঠের উপর পড়িয়া যাইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা সেই ব্যক্তির ঘটনাও জানা যায় যে সর্বশেষে দোযখ হইতে বাহির হইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইবেন এবং দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন যে সে পুনরায় তাঁহার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা করিবে না। কিন্তু বার বার সে ওয়াদ ভংগ করিবে এবং বার বার আল্লাহ তা'আলা তাহার নিকট হইতে ওয়াদা লইলে আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আদম সন্তান! তুমি এত ওয়াদা ভংগকারী হইলে কিরূপে? অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন। ইমাম ইবনে আব্দুল বার এর বক্তব্য, "আল্লাহ তা'আলা আগুনে প্রবেশ করিবার জন্য কিভাবে নির্দেশ দিবেন? অথচ ইহা তাহাদের ক্ষমতার বহির্ভূত? ইহার জবাব হইল, ইহা কোন হাদীস সহীহ হইবার পরিপন্থি নহে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা পুল সিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিবার নির্দেশ দিবেন। ইহা জাহান্নামের উপর অবস্থিত একটি সেতু যাহা তরবারী অপেক্ষা ধারালু চুল অপেক্ষা তীক্ষ্ণ। আর মু'মিনগণ তাহাদের আমলনামানুসারে উহার উপর দিয়া অতিক্রম করিতে থাকিবে। কেহ তো বিদ্যুত গতিতে কেহ হাওয়া বেগে কেহ উত্তম ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত কেহ উঠের গতিতে কেহ দৌড়াইয়া, কেহ হাঁটিয়া উহা অতিক্রম করিবে। আবার কেহ হামাগুড়ি দিয়া যাইবে। আবার কেহ যখম হইয়া জাহান্নামে উপুড় হইয়া পড়িবে। এই সব কিছুই তখন সংঘটিত হইবে। এবং আগুনে প্রবেশ করিবার হুকুমে ইহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে বরং ইহাই অধিক কঠিন।

হাদীস শরীফ দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে দাজ্জালের অবির্ভাবকালে তাহার সহিত বেহেশত ও দোযখ থাকিবে। আর সেই সময় যেই মুমিন তাহার সহিত জীবিত থাকিবে শরীয়ত তাহাকে সেই বস্তু পান করিতে নির্দেশ দিয়াছে যাহাকে আগুন বলিয়া মনে করিবে। কারণ বস্তুতঃ উহা তাহার পক্ষে শীতল ও আরামদায়ক হইবে। পরীক্ষার ঘটনাও ঠিক অনুরূপ। ইহা ব্যতিত আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহারা যেন পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করে। অতএব তাহারা একে অন্যকে হত্যা করিয়াছেন। এবং একই দিন সকালে সত্তর হাজার লোক নিহত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মেঘের অন্ধকারে পিতা পুত্র ভাই ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। গোবৎস পূজা করিবার জন্য ইহা ছিল তাহাদের শাস্তি। বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশও তো ছিল বড়ই কঠিন। এবং ইহা হাদীসে উল্লেখিত বিষয় হইতে কোন প্রকার কম নহে।

উল্লেখিত আলোচনা শেষে জানা উচিৎ যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে কি না এই সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের একাধিক মত রহিয়াছে। (১) প্রথম তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যাহারা এই মত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা) এর হাদীস পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সপ্নযোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত মুসলমান ও মুশরিকদের বাচ্চাদিগকে বেহেশতে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা ব্যতিত ইমাম আহমদ হযরত খানছরি মাধ্যমে তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْمَوْلُوْدُ فِى اَلْجَنَّةِ। সকল বাচ্চাই বেহেশতে প্রবেশ করিবে। উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা যায়, তবে পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীস অধিক খাস। অতএব আল্লাহ তা'আলা যাহার সম্পর্কে জানেন যে, সে জীবিত থাকিলে আল্লাহর হুকুম পালন করিত আল্লাহ তাহার রূহকে আলমে বরযাখে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত রাখিয়াছেন আর মুসলমানদের সন্তানগণকেও তাহার সহিত রাখিয়াছেন। আর মুশরিকদের যে সকল সন্তানদের সম্পর্কে তিনি জানিতেন যে, তাহারা জীবিত থাকিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করিত তাহাদের ব্যাপার আল্লাহর উপর ন্যাস্ত কিয়ামত দিবসে তাহারা জাহান্নামী হইবে। পরীক্ষা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী আহলে সুন্নাত আল-জামা'আতের এই মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এইমত পোষণ করেন যে মুশরিকদের মৃত বাচ্চা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের কেহ কেহ বলেন তাহারা স্বাধীনভাবে বেহেশতে বসবাস করিবে। অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন, তাহারা বেহেশতবাসীদের সেবক হইবে। আবূ দাউদ তয়ালেসী গ্রন্থে আলী ইবনে যায়েদ হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য হাদীসটি যয়ীফ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(২) মুশরিকদের মৃত সন্তান তাহাদের পিতাদের সহিত দোযখে থাকিবে। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা দলীল হিসাবে আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করেন। ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা....আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক আগন্তুক হযরত আয়েশা (রা) কে মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন هُمْ تَبَعٌ لِاٰبَاءِ هُمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল ছাড়াই তাহারা তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। তিনি বলিলেন اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ। জীবিত থাকিলে তাহারা কি আমল করিত আল্লাহ তা'আলা উহা ভালই জানেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) মুহাম্মদ ইবনে হরব (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মু'মিনদের বাচ্চাদের

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন هُمْ مَعَ اٰبَاۤءِهِمْ তাহারা তাহাদের পিতাদের অধিনস্থ হইয়া তাহাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মুশরিকদের বাচ্চারা? তখনো তিনি বলিলেন তাহারাও তাহাদের পিতাদের সহিত থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোন আমল ছাড়াই? তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি আমল করিত তাহা আল্লাহ্ ভালই জানেন। ইমাম আহমদ (র) অকী....আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের বাচ্চাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে দোযখের মধ্যে তাহাদের চিৎকার তোমাকে শুনাইতে পারি।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে আবূ শায়বাহ হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) জাহেলী যুগে মৃত তাহার দুইটি সন্তান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, هُمَا فِى النَّارِ তাহারা দুইজনই দোযখবাসী। হযরত আলী (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহার মুখমন্ডলে মলিনতা দেখিলেন তখন তিনি বলিলেন لَوْ رَاَيْتَ مَكَانَهُمَا لَاَبْغَضْتَهُمَا যদি তুমি তাহাদের স্থান দেখিতে তবে তুমি নিজেই তাহাদিগকে অপছন্দ করিতে। হযরত খাদীজা বলিলেন, আঁপনার উরসের আমার যে সন্তান মারা গিয়াছে সে? তিনি বলিলেন, মুমিন ও তাহাদের সন্তানগণ বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিক ও তাহাদের সন্তানরা দোযখবাসী হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর তাহাদের সন্তানগণ ঈমানের সহিত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে তাহাদের সহিত তাহাদের সন্তানগণকে আমি মিলাইয়া দিব। হাদীসটির সূত্র গরীব। ইহার সনদে রাবী মুহাম্মদ ইবনে উসমান মজহুল এবং তাহার শায়েখ যাযান হযরত আলী (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইবনে আবূ যায়েদা তিনি তাহার পিতা হইতে তিনি শা'বী হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, জীবিত দাফনকারীণী জীবিত দাফন কৃতা দোযখে প্রবেশ করিবে। অতঃপর ইমাম শা'বী বলেন, আলকামাহ আবূ ওয়ায়েল হইতে তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের একটি দল আবূ দাউদ ইবনে আবূ হিন্দ হইতে তিনি শা'বী ইতে তিনি আলকামাহ হইতে তিনি সালামাহ ইবনে কয়েস আশজায়ী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমি এবং আমার ভাই একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, "আমার আম্মা জাহেলী যুগে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তিনি আতিথেয়তা করিতেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, কিন্তু তিনি আমার এক

ছোট বোনকে জাহেলী যুগে জীবিত দাফন করিয়াছেন তখন তিনি বলিলেন, জীবিত দাফনকারীণী ও জীবিত দাফনকৃত উভয় দোযখবাসী অবশ্য যদি জীবিত দাফনকারীণী ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসের সনদটি হাসান

(৩) তৃতীয় মত হইল মুশরিকদের মৃত বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। যাহারা এইমত পোষণ করেন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ দলীল হিসাবে পেশ করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, জা'ফর (র) ইবনে আবূ আয়াস সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইরে তিনি বলিলেন, وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ তাহারা কি আমল করিত তাহা আল্লাহ ভাল জানেন। অনুরূপভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী (সা) কে মুশরিকদের মৃত সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তাহারা জীবিত থাকিলে কি কাজ করিত আল্লাহ তাহা ভালই জানেন।

কোন কোন উলমায়ে কিরাম এই মতও পোষণ করে যে তাহারা আ'রাফবাসী হইবে। এই মতের ফলাফলও ইহাই যে তাহারা বেহেশতবাসী হইবে। কারণ আ'রাফ কোন স্থায়ী বাসস্থান নহে। যাহারা আ'রাফে বাস করিবে অবশেষে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে। সূরা আ'রাফে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মনে রাখা উচিৎ উলামায়ে কিরাম যে মতবিরোধ করিয়াছেন তাহা কেবল মুশরিকদের বাচ্চাদের ব্যাপারে। মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে কোন বিরোধ নাই। কাজী আবূ ইয়ালা হাম্বলী ইমাম আহমদ (র) হইতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ বলেন মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এই ব্যাপারে কোন মত বিরোধী নাই। ইহাই প্রসিদ্ধ এবং আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। তবে শায়েখ আবূ উমর ইবনে আব্দুল বার কোন কোন উলামা হইতে নকল করেন যে তাহারা মুসলমানদের বাচ্চাদের সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ধারণা পোষণা করেন না। তাহারা বলেন তাহাদের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আবূ ওমর বলেন ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের একটি দল এই মত পোষণ করেন। হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ ইবনুল মুবারক ইসহাক ইবনে রাহওয়ায়ে ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রা) তাঁহার মুওয়াত্তা গ্রন্থের "কদর" অধ্যায়ে যে সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন উহা দ্বারাও এমন কিছু অনুমান করা যায়। যেমন মুসলমানদের বাচ্চারাও আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তাহার অধিকাংশ শিষ্যদের মতও ইহাই, তবে তাহার নিজের কোন স্পষ্ট বক্তব্য এই সম্পর্কে পাওয়া যায় না। তাহার পরবর্তীকালের শিষ্যদের অধিকাংশের মত হইল, মুসলমানদের বাচ্চারা বেহেশতবাসী হইবে এবং মুশরিকদের বাচ্চাদের ফয়সালা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ইবনে আব্দুল বার-এর বক্তব্য এই পর্যন্ত শেষ। তাহার বক্তব্যই গরীব।

আবূ আব্দুল্লাহ কুরতবী 'কিতাবুত্তাযকিরাহ' গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ এই বিষয়ে এই সকল উলামায়ে কিরাম হযরত আয়েশা বিনতে তালহা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা বিনতে তালহা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত নবী করীম (সা)কে একটি আনসারী শিশুর জানাযার জন্য ডাকা হইল। তখন আমি বলিলাম বাচ্চাটির বড়ই খোশনসীব সে তো বেহেশতেরই একটি পাখী। সে কোন খারাপ.কাজ করেন নাই আর না কোন খারাপ কাজ করিবার যুগে উপনিত হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, হে আয়েশা! অথবা অন্য কিছু আল্লাহ তা'আলা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার জন্য বিশেষ কিছু মানুষ তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা বাপের উরসে ছিল। আর তিনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার কিছু অধিবাসী তখনই নির্দিষ্ট করিয়াছেন যখন তাহারা তাদের বাপের উরসে ছিল। হাদীসটি ইমাম মুসলিম আহমদ আবূ দাউদ নাসায়ী ও ইবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

এই উল্লেখিত বিষয়টির গুরুত্ব এমন যে অধিক বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণ ব্যতিত প্রমানিত হয় না। অথচ, শরীয়তের সঠিক জ্ঞান শূণ্য অনেকই এই সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। এই কারণে উলামায়ে কিরামের একটি জামা'আত এই বিষয়ে কোন আলোচনা করাই পছন্দ করেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই মত পোষণ করেন। ইবনে হাব্বান তাঁহার সহীহ গ্রন্থে জরীর ইবন হাসেম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আবূ রাজা আল উতারেদীকে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে মিম্বরের উপর দন্ডায়মান হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের কাজ-কর্ম ঠিক ঠিক মত চলিতে থাকিবে যাবৎ না তাহারা তকদীর ও বাচ্চাদের বিষয় লইয়া কোন আলোচনায় লিপ্ত হইবে। ইবনে হাম্বান বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তব্যে মুশরিকদের বাচ্চা বুঝান হইয়াছে আবূ বকর বায্যায ও জরীর ইবনে হাসেমের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন আবূ রাজা এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে একটি জামা'আত হাদীসটি মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٦) وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ○

১৬. আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করিতে চাহি তখন উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিদিগকে সৎকর্ম করিতে আদেশ করি। কিন্তু উহারা সেথায় অসৎকর্ম করে; অতঃপর উহার প্রতি দন্ডাজ্ঞা ন্যায় সংঘত হইয়া যায় এবং আমি উহা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।

তাফসীর ঃ أَمَرْنَا শব্দটির মধ্যে প্রসিদ্ধ কিরাত হইল তাশদীদ ছাড়া পড়া। তবে ইহার অর্থ কি এই সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ রহিয়াছে কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, “আমি তাহাদের বিত্তবানদিগকে নির্দেশ দান করিয়াছি অতএব তাহারা অপকর্ম করিয়াছে।” এখানে নির্দেশ দ্বারা তাকদীরী নির্দেশ বুঝান হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো কোন অপকর্মের জন্য নির্দেশ দান করেন না। ইহার অর্থ হইল তাহারা নিজেরাই বাধ্য হইয়া অপকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আমি তাহাদিগকে সৎকাজের নির্দেশ দিয়াছি কিন্তু তাহারা অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছে কাজেই তাহারা শাস্তির যোগ্য হইয়াছে। ইবনে জুরাইজ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে উক্ত তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইরও এই তাফসীর করিয়াছেন। ইবনে জরীর বলেন, আয়াতের তাফসীর ইহাও হইতে পারে, আমি তাহাদিগকে আমীর করিয়াছি তবে এই তাফসীর أَمَّرْنَا মীমকে তাশদীদসহ পড়িয়াই করা সম্ভব। আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সেই স্থানের অসৎ স্বভাবের লোকদিগকে আমি ক্ষমতা দান করি যাহারা সেখানে অপকর্ম করে ফলে আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا আর প্রত্যেক জনপদে বড় বড় অপরাধি নিযুক্ত করিয়াছি। আবুল আলিয়াহ মুজাহিদ রবী ইবন আনাস অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا এর তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আমি সেই অহংকারী বিত্তবানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছি। ইকরিমাহ, হাসান, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) যুহরী হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ ইবনে উবাদাহ....সুওয়াইদ ইবনে হুরাইরাহ হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, উত্তম মাল হইল অধিক বাচ্চা দানকারী পশু কিংবা খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। ইমাম আবূ উবাইদ কাসেম ইবনে সালাম কিতাবুল গরীব গ্রন্থে বলেন اَلْمَابُوْرَةُ অর্থ অধিক বংশ বৃদ্ধিকারীণী। আর اَلسِّكَّةُ অর্থ খেজুর গাছে পরিপূর্ণ পথ। اَلْمَابُوْرَةُ اَلتَّابِيْرُ - শব্দ হইতে নির্গত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন اَلْمَابُوْرَةُ প্রয়োগটি সংগতিপূর্ণ। مَازُوْرَاتٌ غَيْرَمَاجُوْرَاتٍ পাপওয়ালী নারীসমূহ বিনিময় প্রাপ্তা নহে। এর ন্যায় একটি শব্দের সংগতিপূর্ণ অন্য শব্দ ব্যবহার করা। এই হিসাবে বলা হইয়াছে।

(١٧) وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ۭ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ
عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

১৭. নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাহার বান্দাদিগের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে সতর্ক করিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ)-এর পরে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছে তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন অতএব তোমরাও যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার কর তবে তোমাদের ধ্বংসও নিশ্চিত। আয়াতটি ইহাও প্রমাণ করে যে হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর মাঝে যে কয়টি যুগ 'করণ' অতীত হইয়াছে তাহারা সকলেই মুসলমান ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হযরত আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝে দশটি করণ ছিল। আয়াতের মর্ম হইল হে কুরাইশ দল! তোমরা তো সেই সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত নহে। অথচ, তোমরা সর্বোত্তম রাসূলকেই অস্বীকার করিয়াছ অতএব তোমাদের শাস্তিও সর্বাপেক্ষা কঠিন হইবে। قوله كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا الخ। অর্থাৎ তিনি তোমাদের ভালমন্দ সকল আমল ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত আছেন তোমাদের কোন গোপন কাজই তাহার নিকট গোপন নহে বরং প্রকাশ্য ও গোপন সবই তাহার নিকট সমান।

(١٨) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ○

(١٩) وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ
سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ○

১৮. কেহ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে যাহা ইচ্ছা এইখানেই সত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীভূত অবস্থায়।

১৯. যাহারা মু'মিন হইয়া পরলোক কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে কেহ দুনিয়া ও দুনিয়ার নিয়ামত কামনা করে সে সব কিছু লাভ করিতে পারিবে না। বরং আল্লাহ যাহার জন্য যতটুকু

ইচ্ছা করিবেন কেবল সে ততটুকুই লাভ করিবে। অন্যান্য যে সকল আয়াতে এই কথার উল্লেখ নাই সে সকল আয়াতেও ইহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন কেবল তাহাকেই তাহার ইচ্ছানুরূপ ততটুকুই দান করিবেন। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ আমি তাহাকে নগদ দান করি যতটা চাই এবং যাহার জন্য ইচ্ছা করি। অতঃপর আমি তাহার জন্য পরকালে জাহান্নাম নির্ধারণ করি। يَصْلٰهَا যেখানে সে প্রবেশ করিবে এবং জাহান্নাম তাহাকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া লইবে مَذْمُوْمًا সে তাহার অপকর্মের কারণে লাঞ্ছিত হইবে কেননা সে চিরস্থায়ী জীবনের উপর ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দান করিয়াছে। مَدْحُوْرًا ধিকৃত লাঞ্ছিত। ইমাম আহমদ (রা) বর্ণনা করেন, হুসাইন (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَّا دَارَ لَهٗ وَمَالُ مَنْ لَّا مَالَ لَهٗ الخ দুনিয়া সেই ব্যক্তির ঘর যাহার কোন ঘর নাই আর সেই ব্যক্তির ধন-সম্পদ যাহার কোন ধন-সম্পদ নাই আর উহা কেবল সেই ব্যক্তি জমা করে যাহার জ্ঞান নাই وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ আর যে ব্যক্তি আখিরাত ও উহার নিয়ামতসমূহ কামনা করে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিয়া উহার জন্য প্রচেষ্টা করে وَهُوَ مُؤْمِنٌ তাহার অন্তর পরকালের সওয়াব ও শাস্তিকে বিশ্বাস করে فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا তাহাদের প্রচেষ্টাকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে।

(٢٠) كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ۝

(٢١) اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝٢١

২০. তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে আর তাহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।

২১. লক্ষ্য কর আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয় মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা কেবল দুনিয়া কামনা করে এবং যাহারা পরকাল কামনা করে উভয় দলকে আমি স্ব-স্ব অবস্থায় বৃদ্ধি করিতে থাকি مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের দানের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। তিনি এমন হাকিম যিনি কোন প্রকার যুলুম করেন না অতএব সৎ ও নেককার লোককে তিনি

সৌভাগ্যের অধিকারী করেন এবং অসৎকে তিনি বঞ্চিত করেন। তাহার হুকুম কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না এবং তিনি যাহাকে দান করিতে চাহেন উহাতে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং তাহার ইচ্ছাকে কেহ পরিবর্তন করিতেও পারে না। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا আপনার প্রতিপালকের দানকে কেহ বাধা প্রদান করিতে সক্ষম নহে। কাতাদাহ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا এর তাফসীর করেন, "আপনার প্রতিপালকের দান হ্রাস করা যায় না।" হাসান বলেন, "আপনার প্রতিপালকের দানকে বাধা দেওয়া যায় না"। অতঃপর ইরশাদ করেন اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ দেখুন, আমি দুনিয়ায় একদলকে অপর দলের উপর কিভাবে মর্যাদা দান করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ ধনী কেহ দরিদ্র কেহ মধ্যম। কেহ সুন্দর কেহ কুৎসিত আবার কেহ মধ্যম। কেহ শিশুকালেই মৃত্যুবরণ করে। কেহ বৃদ্ধকালে মৃত্যুবরণ করে আবার কেহ মধ্য বয়সে মারা যায়। وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا অর্থাৎ পরকালে তাহাদের পারস্পরিক পার্থক্য দুনিয়ার পার্থক্য অপেক্ষা বেশী। কারণ তাহাদের একদল তো জাহান্নামের অতল গহ্বরে অবস্থান করিবে। শিকল ও গলার বেড়ীতে আবদ্ধ হইবে। অপরপক্ষে আর একদল বেহেশতের সুখ শান্তি ভোগ করিতে থাকিবে এবং উচ্চমর্যাদা লাভ করিবে। যেমনি বেহেশতবাসীগণের পারস্পারিক মর্যাদারও তারতম্য থাকিবে। তেমনি জাহান্নামীদের মধ্যেও পারস্পরিক তারতম্য থাকিবে। বেহেশতবাসীদের মর্যাদার মধ্যে যমীন ও আসমানের পার্থক্য হইবে বেহেশতের মধ্যে এই ধরনের একটি স্তর রহিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى لَيَرَوْنَ اَهْلَ عَلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوَاكِبَ الْغَابِرَ فِىْ اُفُقِ السَّمَاءِ। বেহেশতের উচ্চ মর্যাদা অধিষ্ঠিত লোকেরা ইল্লিয়্যীনবাসীদিগকে ঠিক তদ্রূপ দেখিবে যেমন তোমরা ঊর্ধ্বগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্র পুঞ্জ দেখিতে পাও। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا নিশ্চয় পরকাল মর্তবা ও ফযীলতসমূহের দিক থেকে শ্রেষ্টতম। তরবানী গ্রন্থে বর্ণিত যাযান হযরত সালমান (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন مَا مِنْ عَبْدٍ يُرِيْدُ اَنْ يَّرْتَفِعَ فِى الدُّنْيَا دَرَجَةً فَارْتَفَعَ اِلَّا وَضَعَهُ فِى الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ مِنْهَا যে কোন বান্দা দুনিয়ায় কোন মর্যাদা লাভ করিতে ইচ্ছা করে অতঃপর সে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় আল্লাহ তাহাকে পরকালে অধিক বড় মর্যাদা হইতে নামাইয়া দিবেন অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا

(২২) لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا ۝

২২. আর আল্লাহর সহিত অপর কোন ইলাহ স্থির করিও না করিলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হইয়া পড়িবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তোমরা যাহারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুকাল্লাফ অর্থাৎ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কোন উপাস্য স্থির করিও না فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا তাহা হইলে আল্লাহর সহিত শরীক করিবার কারণে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হইয়া পড়িবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে যিনি তোমার প্রতিপালক তিনি তোমার সাহায্য করিবেন না। তিনি তোমাকে তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া দিবেন যাহার তুমি উপসনা কর। অথচ, সে কোন লাভ-ক্ষতি কিছুই করিবার ক্ষমতা রাখে না। কারণ লাভ ক্ষতি উভয়ের এক মাত্র মালিক হইলেন আল্লাহ তা'আলা যাহার কোন শরীক নাই। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ যুবাইরী....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন

مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تَسُدَّ فَاقَتَهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَرْسَلَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنَى اِمَّا اَجَلًا وَاِمَّا غِنًى عَاجِلًا-

যে ব্যক্তি অভাবী হইয়াছে অতঃপর সে অভাবকে মানুষের নিকট পেশ করিয়াছে তাহার অভাব নিবারণ হইবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহরটি নিকট পেশ করে। আল্লাহ তাহাকে হয় সত্বর না হয় কিছু বিলম্বে ধন দান করেন। ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী বশীর ইবনে সুলায়মান হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান, সহীহ, গরীব।

(٢٣) وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ○

(٢٤) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

২৩. তোমার প্রতিপালক আদেশ করিয়াছেন তিনি ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করিতে ও পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তাহাদিগের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হইলে উহাদিগকে 'উফ্' বলিও না এবং উহাদিগকে ধমক দিও না। তাহাদিগের সহিত বলিও সম্মানসূচক নম্র কথা।

২৪. মমতাবশে তাহাদিগের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করিও এবং বলিও, হে আমার প্রতিপালক! তাহাদিগের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তাঁহারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগকে কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। اَلْقَضَاءُ শব্দটি এখানে 'নির্দেশ দেয়া' এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুজাহিদ বলেন, قضا শব্দটি وصى এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উবাই ইবনে কা'ব ইবনে মসউদ ও যাহ্হাক ইবনে মুযাহিম এখানে وَوَصّٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْهُ اِلاَّ اِيَّاهُ পড়েন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইবাদতের নির্দেশের সহিত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারেরও নির্দেশ দিয়ে থাকেন। অতএব তিনি ইরশাদ করিয়াছেন وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا। তোমার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ আমার শোকর কর এবং তোমার পিতামাতার প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। قوله وَاِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ যদি তোমার নিকট তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়ই বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাহাদিগকে উফ্‌ও বলিও না। অর্থাৎ তাহাদিগকে কোন অশোভনীয় কথা বলিও না এমনকি অশোভনীয় কথার নিম্নতম কথা উফ্ শব্দটিও বলিওনা। وَلاَتَنْهَرْهُمَا আর তাহাদের প্রতি তোমরা এমন কোন আচারণও করিও না যাহা তাহারা খারাপ মনে করেন। আতা ইবনে আবূ বরাহ وَلاَتَنْهَرْهُمَا এর তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি বে-আদবীর সহিত যেন তোমার হাত সম্প্রসারিত না হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা পিতামাতার সহিত অন্যায় কথাবার্তা ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করিয়া তাহাদের সহিত সদাচরণ করিতে ও নম্র ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا আর তাহাদের সহিত তুমি আদব-সম্মান ও নম্রতার সহিত কথা বলিবে وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ অর্থাৎ তাহাদের সম্মুখে তুমি স্বীয় কর্মকান্ডে ও আচরণে নম্রতা বজায় রাখিবে قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا আর তাহাদের বার্ধক্যকালে ও মৃত্যুকালে এই দু'আ কর হে আমার প্রতিপালক! তাহাদের প্রতি আপনি ঠিক তদ্রূপ অনুগ্রহ করুন যেমন তাহারা আমাকে আমার শৈশবকালে স্নেহ মমতার সাথে লালন পালন করিয়াছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্য উচিৎ নহে।

মাতাপিতার প্রতি সদাচারণ করিবার তাকীদ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) ও অন্যান্য রাবী হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, একবার

হযরত নবী করীম (সা) মিম্বরে আরোহণ করিলেন অতঃপর তিনবার 'আমীন' বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের উপর আপনি 'আমীন' বলিলেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক, যাহার নিকট আপনার নাম লওয়া হয় অথচ, সে আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিল না। আপনি বলুন, 'আমীন' অতঃপর আমি আমীন বলিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক যে ব্যক্তির জীবনে রমযান সমাগত হইয়াছে আবার উহা চলিয়াও গিয়াছে অথচ, সে তাহার গুনাহ ক্ষমা করাইতে পারে নাই। আপনি বলুন, আমীন। অতঃপর আমি বলিলাম আমীন। তাহার পর তিনি আবারও বলিলেন, সেই লাঞ্ছিত হউক যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা উভয়কে কিংবা তাহাদের মধ্যে একজনকে পাইয়াছে কিন্তু সে তাহাদের সেবা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিল না। আপনি বলুন আমীন, আমি বলিলাম আমীন।

ইমাম আহমদ বলেন, হুসাইম (র)....মালেক ইবনে হারেস (রা) হইতে তিনি তাহার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতামাতার কোন এতিম সন্তানকে লালন পালন করিল শেষ পর্যন্ত সে তাহার থেকে বে-নিয়ায হইয়া গেল, তাহার জন্য নিশ্চিতভাবে বেহেশত ওয়াজিব হইল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দিল সে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিল। তাহার এক একটি অংগ প্রতংগের বিনিময়ে আযাদকারীর এক একটি অংগ প্রত্যংগ মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন শু'বা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন আমি আলী ইবনে যায়েদকে বলিতে শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি উপরোল্লেখিত হাদীসের মর্ম বর্ণনা করেন। অবশ্য এই হাদীসে عَنْ رَجُلٍ مِّنْهُمْ (তাহাদের এক ব্যক্তির নিকট হইতে) এর স্থলে عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ يُقَالُ لَهٗ مَالِكٌ اَوْ اِبْنِ مَالِكٍ (তাহার স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে যাহাকে মালিক কিংবা ইবনে মালিক বলা হয়) বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত, যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা কিংবা তাহাদের কোন একজনকে পাইল অথবা সে দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে স্বীয় রহমত হইতে দূরে রাখিবেন।

ইমাম আহমদ বলেন, আফফান....তিনি মালেক ইবনে আম্র কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়, সে উহার বিনিময়ে দোযখ হইতে মুক্তি লাভ করিবে। তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যংগের বিনিময়ে তাহার প্রত্যেক অংগ প্রত্যংগ মুক্তি লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতার মধ্য হইতে কোন একজনকে পাইল

অথচ, সে তাহার সেবা করিয়া ক্ষমা লাভ করিল না আল্লাহ্ তাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পিতা-মাতার সন্তানকে লালন পালন করিল, যাবৎ না তাহাকে আল্লাহ বে-নিয়ায করিল, তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হইয়া গেল।

ইমাম আহমদ বলেন, হাজ্জাজ ও মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর....আবূ মালেক কুশাইরী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতা-মাতাকে কিংবা তাহাদের একজন পাইল অতঃপর দোযখে প্রবেশ করিল, আল্লাহ তাহাকে রহমত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন এবং তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। আবূ দাউদ তয়ালেসী হাদীসটি শু'বা হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইহাতে অতিরিক্ত বিবরণ আছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রিবয়ী ইবনে ইবরাহীম (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি ধ্বংস হউক যাহার নিকট আমার নাম লওয়া হইল অথচ, সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিল না। সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার জীবনে রমযান সমাগত হইল এবং চলিয়াও গেল অথচ, সে তাহার গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া লইল না। আর সেই ব্যক্তিও ধ্বংস হউক যাহার নিকট তাহার পিতামাতা বৃদ্ধ হইল অথচ, তাহাদের সেবা যত্ন করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিল না। রিবয়ী তাহার বর্ণনায় বলেন অথবা "তাহাদের একজন বার্ধক্যে উপনীত হইল"। ইহাও রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ইমাম তিরমিযী আহমদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাকী হইতে তিনি রিবয়ী ইবনে ইবরাহীম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

আরেকটি হাদীস ঃ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র)....আবূ আছীল মালিক ইবনে রবী'আ সায়েদী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বসাছিলাম এমন সময় এক আনসারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমার পিতা মাতার মৃত্যুর পর কি তাহাদের সহিত কোন সদাচারণ করিতে পারি? তিনি বলিলেন হাঁ, চারটি আচরণ এমন আছে যাহা তাহাদের মৃত্যুর পরও করিতে পার। (১) তাহাদের জানাযার নামায পড়া (২) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) তাহাদের ওয়াদা পূর্ণ করা (৪) তাহাদের বন্ধু বান্ধবীদের সম্মান করা ও কেবল তাহাদের সম্পর্কের কারণে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। ইহা হইল সেই সদাচারণ যাহা পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত করিতে পার। হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা আবদুর রহমান ইবনে সুলায়মান ইবনে গছীল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহা (র).... মু'আবিয়া ইবনে জাহেমাহ সুলামী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা জাহেমাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে অংশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি এবং আপনার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আসিয়াছি, তখন তিনি বলিলেন, তোমার কি আম্মা আছেন! তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন তিনি বলিলেন তবে তুমি তাহার সেবায়ই নিয়োজিত থাক। লোকটি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই প্রশ্ন করিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে একই জবাব দান করিলেন। নাসায়ী ও ইবনে মাজা ইবনে জুরাইজ হইতে হাদীসটি এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আরেকটি হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, খলফ ইবন অলীদ....মিকদাম ইবন মাদিকারিব (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন । আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার জন্য আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাসমূহের সহিত সদাচরণ করিবার আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিকটতম আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। অতঃপর উহার নিকটবর্তী আত্মীয়দের সহিত সদাচারণ করিবার আদেশ করেন। ইবনে মাজাহ আব্দুল্লাহ ইবনে আইয়াশ হইতে হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....বলেন ইউনুন (র)....ইয়ারবূ গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা) এর খিদমতে আগমন করিলাম তখন তাঁহাকে মানুষের সহিত কথা বলিতে শুনিলাম তিনি বলিতেছিলেন দানকারীর হাত উঁচু। তুমি তোমার মায়ের সহিত তোমার বাপের সহিত তোমার ভগ্নির সহিত তোমার ভাইয়ের সহিত সদ্ব্যবহার কর অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী অতঃপর যে তোমার নিকটবর্তী তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর।

আরেকটি হাদীস

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম ইবনে মুসতামির আরুকী (র)....সুলায়মান ইবনে বুরায়দাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি তাওয়াফ কালে তাহার মাকে কাঁধে উঠাইয়া তাওয়াফ করিতেছিল অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল আমি কি তাহার হক আদায় করিতে পারিয়াছি? তিনি বলিলেন, না সামান্যতমও নহে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমি বলি হাসান ইবনে আবূ জা'ফর রাবী দুর্বল।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(٢٥) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ۚ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ○

২৫. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে তাহা ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হইলে যাহারা সতত আল্লাহ অভিমুখী তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, উপরোল্লেখিত আয়াত এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে অনিচ্ছা বশতঃ হঠাৎ তাহার পিতা-মাতা সম্পর্কে এমন অন্যায় কথা বলিয়াছে যাহাকে যে অন্যায় মনে করে নাই অন্য রেওয়াতে আছে যে সে উক্ত কথা দ্বারা কেবল সৎ উদ্দেশ্যই করিয়াছিল। তাহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মনের কথা খুব ভালই জানেন যদি তোমরা সৎ হও হবে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا তওবাকারীদের জন্য তিনি ক্ষমাকারী। হযরত কাতাদাহ বলেন اَوَّابِيْنَ হইল সেই সমস্ত মুছল্লী লোক যাহারা তাহাদের পিতামাতার অনুগত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা হইল, সেই সফল লোক, যাহারা তাসবীহ পড়িতে থাকে। কোন কোন তাফসীরকার বলেন,যাহারা মাগরিব ও ইশার মাঝে নফল সালাত আদায় করেন তাহারা হইল اَوَّابُوْنَ কেহ কেহ বলেন, যাহারা চাস্তের সালাত আদায় করেন। ইমাম শু'বা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব হইতে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা গুনাহ করিয়া তওবা করে আবারও গুনাহ করিয়া তওবা করে আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে। আব্দুর রায্‌যাক সাওরী ও মা'মার হইতে তাহারা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে সায়ীদ হইতে তিনি ইবনুল মুসাইয়্যের হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

লাইস ও ইবনে জরীর (র) ইবনুল মুসাইয়্যেব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইবনে ইয়াসার, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদ বলেন اَوَّابِيْنَ হইল সেই সকল লোক যাহারা কল্যাণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। মুজাহিদ উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন, اَوَّابٌ হইল সেই ব্যক্তি যে নির্জনে তাহার গুনাহ স্মরণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। এবং মুজাহিদ (র) এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন। আবদুর রায্‌যাক বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ আমর ইবনে দীনার হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন তিনি উবাইদ ইবনে উমাইর হইতে فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا সম্পর্কে বলেন আমরা সেই ব্যক্তিকে আওয়াব ও হাফিয বিবেচনা করিতাম যে এই দু'আ করিত اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا اَصَبْتُ فِىْ مَجْلِسِىْ هٰذَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি এই মজলিসে যে গুনাহ করিয়াছি উহা আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। ইবনে

জরীর (র) বলেন, উত্তম তাফসীর হইল আওয়াব সেই ব্যক্তি যে গুনাহ হইতে তওবা করিয়া আনুগত্য ও ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এবং আল্লাহ যাহা অপছন্দ করেন উহা পরিত্যাগ করিয়া সেই কাজের প্রতি আগ্রহী হয় যাহা আল্লাহ পছন্দ করেন। ইহাই সঠিক তাফসীর। কারণ أَوَّابٌ শব্দটি أَوْبٌ হইতে নির্গত হইয়াছে। উহার অর্থ হইল প্রত্যাবর্তন করা। বলা হইয়া থাকে اب فَلَانٌ। অমুক প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ। অবশ্যই আমাদের নিকট তাহাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেন তখন তিনি বলিতেন آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ আমরা হইলাম প্রত্যাবর্তনকারীই. তাওবাকারী, ইবাদতকারী ও আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।

(٢٦) وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ○

(٢٧) اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ○

(٢٨) وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ﴿٢٨﴾

২৬. আর আত্মীয়স্বজনকে দিবে তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করিও না।

২৭. যাহারা অপব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তাহার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

২৮. এবং যদি উহাদিগ হইতে তোমার মুখ ফিরাইতে-ই হয় যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় থাক তখন উহাদিগের সহিত নম্রভাবে কথা বলিও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়ার পর তাহারই সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে স্বীয় মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে যে আত্মীয় অধিক নিকটবর্তী তাহার সহিতও সদ্ব্যবাহর করিবে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ لَهٗ فِىْ اَجَلِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ যে ব্যক্তি স্বীয় রিযিক ও হায়াত বৃদ্ধির কামনা করে সে যেন আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করে। হাফিয আবূ বকর বায্যার বলেন, আব্বাদ ইবনে ইয়াকূব (র)....হযরত আবূ সায়ীদ (রা) হইতে বর্ণিত যখন وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ আয়াত অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতেমা (রা)কে ডাকিয়া ফাদাক এর জমী

দান করিলেন। বায্যার (র) বলেন, ফুযাইল ইবনে মারযূক হইতে আবূ ইয়াহ্ইয়া তায়মী ও হুমাইদ ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবূল জাওয়া ব্যতিত অন্য কেহ্ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তবে হাদীসটির মর্ম বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি বড় কঠিন কারণ, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে, অথচ, ফাদাক বিজয় হইয়াছে খায়বরের সময় সপ্তম হিজরী সনে। অতএব উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং হয় হাদীসটি মুনকার কিংবা ইহা শিয়াদের মন গড়া বানানো হাদীস وَاللّٰهُ اَعْلَمُ মিসকীন ও মুসাফিরদের সম্পর্কে সূরা বারাআতে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে অতএব পুনরায় আর উহার আলোচনার প্রয়োজন নাই। قوله وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا আল্লাহ তা'আলা প্রথম ব্যয় করিবার নির্দেশ দান করিয়া পরে অপব্যয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অর্থাৎ কৃপণ হওয়াও উচিৎ নহে আর অপব্যয় করাও ঠিক নহে বরং মধ্য পন্থাবলম্বন করা উচিৎ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفِقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন ব্যয় করেন তখন তাহারা না সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যয় করে আর না একেবারেই হাত গুটাইয়া লয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়ের নিন্দা করিয়া বলেন اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই অর্থাৎ তাহারা শয়তানের সাদৃশ্য। হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, اَلتَّبْذِيْرُ অর্থ, "অন্যায়ভাবে ব্যয় করা" হযরত ইবনে আব্বাসও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, মুজাহিদ বলেন, যদি কোন মানুষ হক পথে তাহার সমস্ত মালও ব্যয় করে তবুও তাহাকে অপব্যয়কারী বলা হবে না। আর যদি অন্যায়ভাবে এক মুদ (সামান্য) পরিমাণ মালও ব্যয় করে তবুও সে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কাতাদাহ বলেন, اَلتَّبْذِيْرُ বলা হয়, আল্লাহর নাফরমানী অন্যায় ও ফাসাদের কাজে খরচ করা।

ইমাম আহমদ বলেন হাশিম ইবনে কাসিম (র)....হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা বনী তাইম গোত্রীয় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি একজন সম্পদশালী লোক পরিবার বড় ও শহরবাসী ; আপনি বলুন আমি কি করিব ও কিভাবে উহা খরচ করিব? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমার মালের যাকাত আদায় করিবে ইহা দ্বারা তুমি পবিত্র হইয়া যাইবে আর তোমার আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ভিক্ষুকের হক আদায় করিবে এবং প্রতিবেশী ও মিসকীনের হক আদায় করিবে। তখন লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি আরো সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে বলুন। তখন তিনি বলিলেন তোমার আত্মীয়-স্বজনের মিসকীনের ও মুসাফিরের হক আদায় করিবে এবং কোন অপব্যয় করিবে না। তখন সে বলিল ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট। ইয়া রাসূলাল্লাহ

যখন আপনার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিয়া দিব তবে কি আল্লাহ ও তাহার রাসূলের নিকট দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারিলাম তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, যখন তুমি আমার প্রেরিত লোকের নিকট যাকাত আদায় করিবে তখন তুমি মুক্ত হইবে এবং তোমার জন্য সওয়াব নির্ধারিত হইবে। আর যে ব্যক্তি উহা পরিবর্তন করিবে, সে হইবে গুনাহগার। اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ অপব্যয়কারীরা বোকামী, আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার কারণে শয়তানের ভাই। এজনেই ইরশাদ হইয়াছে وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا আর শয়তান তাহার প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ। কারণ সে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে নাই বরং সে তাহার হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে ও নাফরমানী করিয়াছে। قوله وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ আর যদি আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধানের প্রত্যাশায় তাহাদের হইতে বিমুখ হন অর্থাৎ যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন এবং সেই সকল লোক যাহাদিগকে আমি দান করিতে আদেশ করিয়াছি তাহারা আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা করে এবং তাহাদিগকে দান করিবার জন্য আপনার নিকট কিছুই না থাকার কারণে আপনি বিমুখ হন। فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوْرًا তবে আপনি তাহাদের সহিত নম্রভাবে কথা বলুন। অর্থাৎ তাহাদের নিকট এই ওয়াদা করুন যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে রিযিক আসিবে তখন ইনশাআল্লাহ তোমাদিগকে দান করিব। মুজাহিদ, ইকারিমা সায়ীদ ইবনে জুবাইর, হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন।

(٢٩) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ○

(٣٠) اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۢ بَصِيْرًا ○

২৯. তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইবে।

৩০. তোমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন; তিনি তাঁহার বান্দাদিগের সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা জীবন ধারায় মধ্যপথ অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং অপব্যয় হইতে নিষেধ করিয়া কৃপণতার নিন্দা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَاتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ অর্থাৎ এমন কৃপণও হইবেন না যে কাহাকেও কিছু দান করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ আল্লাহর হাত আবদ্ধ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহকেও কৃপণ বলিয়া

অভিযুক্ত করিয়াছে (নাউযুবিল্লাহ) وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ অর্থাৎ ব্যয় করিবার বেলায় একেবারেই মুক্তহস্তও হইবেন না আপনার শক্তি সামর্থ অপেক্ষা অধিক দান করিবেন না তাহা হইলে আপনি নিন্দিত ও নিঃস্ব হইয়া বসিয়া থাকিবেন। অর্থাৎ যদি আপনি কৃপণতা করেন তবে মানুষ আপনার নিন্দা করিবে ও তিরস্কার করিবে যেমন প্রসিদ্ধ কবি যুহাইর বলেন

مَنْ كَانَ ذَامَالٍ فَيَخْلُ بِمَا لَهٗ + عَلٰى قَوْمِهٖ يَسْتَغَثْ عَنْهُ وَلَدَيْهِمْ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধন সম্পদের অধিকারী হইয়া কৃপণতা করে তবে মানুষ তাহার নিকট হইতে বে-নিয়ায হইয়া যায় এবং তাহার নিন্দা করিতে শুরু করে। আর যখন আপনি আগনার সামর্থ আপেক্ষা অধিক খরচ করিবেন তখন আপনি নিঃস্ব হইয়া পড়িবেন এবং সেই সোয়ারীর ন্যায় অবস্থা হইবে যে চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং অক্ষম হইয়া বসিয়া পড়ে। সূরা মূলক এর মধ্যে حَسِيْرٌ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ চোখ তুলিয়া দেখুন, কোথাও কোন ত্রুটি নযরে পড়ে নাকি! অতঃপর আবার চক্ষু উঠাইয়া দেখুন ইহা ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হইয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিবে। হযরত ইবনে আব্বাস (র), হাসান, কাতাদাহ, ইবনে জুরাইজ, ইবনে যায়েদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আলোচ্য আয়াতে কৃপণতা ও অপব্যয়ের নিন্দা করা হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আবূ যিনাদ আ'রাজ হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তিদ্বয়ের উপমা হইল সেই দুই ব্যক্তির ন্যায় যাহারা দুইটি লোহার পোশাক পরিধান করিয়াছে এবং পোশাক দুইটি বুক হইতে গলা পর্যন্ত তাহাকে জড়াইয়া আছে। দানশীল ব্যক্তি যতই ব্যয় করে তাহার লোহার পোশাকের কড়াগুলি ঢিল হইয়া পড়ে তাহার পোশাক প্রশস্ত হইয়া পড়ে এমনকি পোশাকটি তাহার হাতের আঙ্গুলীর মাথা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় আর তাহার পায়ের চিহ্নও মিটাইয়া দেয়। আর কৃপণ যখন ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে তখন লোহার প্রতিটি কড়া যথাস্থানে গাড়িয়া বসে এবং তাহার পোশাক সংকুচিত হইয়া পড়ে সে যতই উহা প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করে সে তাহার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। বুখারী শরীফের যাকাৎ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হিশাম ইবনে উরওয়াহ (রা)....আসমা বিনতে আবূ বকর হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এদিক ঐদিক সকল দিকেই ব্যয় কর। জমা করিও না তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা আটকাইয়া রাখিবেন। তোমরা ব্যয় করা বন্ধ করিও না তাহা হইলে আল্লাহও বন্ধ

করিয়া দিবেন। অপর এক বর্ণনায় তুমি মাল গণনা করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলাও গণনা করিয়া আটকাইয়া রাখিবেন। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রাযযাক (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, "আপনি ব্যয় করিতে থাকুন আপনাকেও দান করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ মিযরাদ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন "প্রত্যেক দিন সকালে দুইজন ফিরিশ্‌তা আসমান হইতে অবতীর্ণ হন। তাহাদের একজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! দানশীল ব্যক্তিকে বিনিময় দান করুন আর অপরজন এই দু'আ করেন, হে আল্লাহ! কৃপণের মালকে আপনি ধ্বংস করিয়া দিন। ইমাম মুসলিম কুতায়বাহ (র)....আবূ হুরায়রা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, সদাকা দ্বারা মাল ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দানশীলে সম্মান বৃদ্ধি করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নম্রতাবলম্বন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করেন। আবূ কাসীর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, লোভ হইতে তোমরা বাঁচিয়া থাক, ইহা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। ইহা তাহাদিগকে প্রথম কৃপণতার জন্য হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা কৃপণতা করিয়াছে অতঃপর ইহা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিবার হুকুম করিয়াছে ফলে তাহারা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অতঃপর ইহা তাহাদিগকে ফিসক-ফুজুর ও পাপাচার করিবার নির্দেশ দিয়াছে, তাহারা তাহাও করিয়াছে। ইমাম বায়হাকী সা'দান ইবনে নস্‌র হইতে তিনি আবূ মু'আবীয়াহ হইতে তিনি আ'মাশ হইতে তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখনই কেহ সদকা করে তখন সত্তরটি শয়তানের চোয়ালের হাড় ভাংগিয়া যায়।

ইমাম আহমদ বলেন আবূ উবায়দা হাদ্দাদ (র)....আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যয় করিতে মধ্যপথ অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না। قوله إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ আপনার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা, রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা, তিনিই উহা প্রশস্ত করেন এবং সংকুচিত করেন স্বীয় মাখলূকের বেলায় যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। যাহাকে ইচ্ছা ধনী করেন, যাহাকে ইচ্ছা দরিদ্র করেন। কারণ ইহাতেই হিকমত রহিয়াছে। إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا তিনি তাহার বান্দাদের সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন ও দেখিতেছেন কে ধনী হইবার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হইবার যোগ্য। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

اِنَّ مِنْ عِبَادِىْ لِمَنْ لَا يَصْلِحَهُ اِلَّا الْفَقْرَ وَلَوْ اَغْنَيْتَهُ لَافَسَدَتْ عَلَيْهِ دِيْنَهُ

আমার কোন কোন বান্দা এমন আছে যে কেবল দরিদ্রতাই তাহার জন্য উচিৎ যদি আমি তাহাকে ধনী করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে। পক্ষান্তরে আমার কোন কোন বান্দা এমনও আছে যাহার পক্ষে কেবল যে ধনী হওয়াই তাহার জন্য উচিৎ যদি তাহাকে আমি দরিদ্র করিয়া দেই তবে তাহার দ্বীন নষ্ট হইয়া যাইতে। কোন কোন মানুষের পক্ষে ধন আল্লাহর পক্ষ হইতে ঢিল দেওয়া মাত্র। আবার কাহারও পক্ষে দরিদ্র হইল শাস্তি। "আল-ইয়াযু বিল্লাহ"।

(٣١) وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ۝

৩১. তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিত রিয্ক দিয়া থাক। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে পিতামাতা তাহাদের সন্তানের প্রতি যতটুকু অনুগ্রহশীল হয় তাহার চাইতে অধিক অনুগ্রহশীল হন আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি। কারণ তিনি সন্তান হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। একদিকে তিনি সন্তানকে মীরাসের মাল দান করিতে হুকুম দিয়াছেন অপর দিকে তাহাদিগকে হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে মীরাসের মাল দান করা হইত না বরং অনেকে কন্যা সন্তানকে পরিবারিক ব্যয় ভার বহনের ভয়েও হত্যা করিয়া ফেলিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দুইটি জঘন্য কাজ হইতেই নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ তোমরা ভবিষ্যতে দারিদ্রের ভয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না তাহাদের রিযিকের দায়িত্ব আমারই। نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ আমিই তাহাদিগকে রিযিক দান করিব আর তোমাদিগকেও। আয়াতের মধ্যে সন্তানকে রিযিকদানের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া উহার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সূরা 'আন'আম' এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ দারিদ্রের কারণে তোমরা স্বীয় সন্তানদিগকে হত্যা করিও না। نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ আমি তোমাদিগকে রিযিক দান করিব আর তাহাদিকেও। اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا অবশ্যই তাহাদের হত্যা করা বড়ই গুনাহর কাজ। কেহ কেহ خَطَاءً পড়িয়া থাকেন উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম কোন গুনাহ সর্বাধিক বড়, তিনি বলিলেন, আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি

বলিলেন, তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা কর যে, সে তোমার অন্নে শরীক হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা।

(٣٢) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ۝

৩২. অবৈধ যৌন সংযোগের নিকটবর্তী হইও না, ইহা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে ব্যভিচারের সর্বপ্রকার উপায় উপকরণ হইতে দূরে থাকিবার নির্দেশ করিয়াছেন। وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হইও না উহা মস্তবড় গুনাহ وَسَآءَ سَبِيْلًا এবং উহা জঘন্য পথ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) ....আবূ উমামাহ হইতে বর্ণিত একবার এক যুবক নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ব্যভিচার করিবার অনুমতি দান করুন, ইহা শুনিয়া লোকেরা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, চুপ কর চুপ কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন, সে নিকটে আসিল, তাহাকে বসিতে বলিলেন, সে বসিল। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তুমি কি ইহা তোমার মায়ের জন্য পছন্দ কর? সে বলিল, আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। ইহা আমি আমার মায়ের জন্য পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য কোন লোকও ইহা তাহাদের মায়ের জন্য পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার কন্যার জন্য কি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল আপনার প্রতি আমার জীবন উৎসর্গ হউক। আমার কন্যার জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। তখন আবার রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমার ভগ্নির জন্য কি পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন আপনার প্রতি উৎসর্গ আমি ইহাও পছন্দ করি না। তিনি বলিলেন, অন্য লোকও ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার ফুফুর জন্য কি তুমি ইহা পছন্দ কর? সে বলিল, আমার জীবন, আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, আমার ফুফুর জন্যও আমি ইহা পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, অন্য লোকও তোমার ন্যায় পছন্দ করে না। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলতো দেখি, তোমার খালার জন্য কি তুমি পছন্দ কর যে সে ব্যভিচার করুক। সে বলিল না, আমি ইহাও পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন অন্যান্য লোকও তাহাদের খালাদের জন্য ইহা পছন্দ করে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় হাত তাহার উপর রাখিয়া এই দু'আ করিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهٗ وَطَهِّرْ قَلْبَهٗ

وَاَحْصَنْ فَرْجَهٗ হে আল্লাহ! আপনি তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন, তাহার অন্তর পবিত্র করিয়া দিন ও তাহার লজ্জাস্থানকে হিফাযত করুন। রাবী বলেন, তাহার পর সেই যুবক কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিত না।

ইবনে আবুদদুন্‌য়া বলেন, আম্মার ইবনে নসর (র) ....হায়সাম ইবনে মালেক তা-ই (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তিনি বলেন ঃ

مَامِنْ ذَنْبٍ بَعَدَ الشِّرْكِ اَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا فِىْ رِحْمٍ لَايَحِلُّ لَهٗ

শিরকের পরে ইহার চাই অধিক বড় গুনাহ আর নাই যে কেহ তাহার বীর্য এমন কাহার গর্ভে নিক্ষেপ করে যাহা তাহার পক্ষে হালাল নহে।

(٣٣) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا ۝

৩৩. আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই।

তাফসীর ঃ কোন মানুষকে শরয়ী হক ব্যতিত হত্যা করিতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে মুসলমান এই সাক্ষ্য দান করে যে আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল তাহাকে হত্যা করা জায়েয নহে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার বিনিময়ে, যে বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে হত্যা করা জায়েয। অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত لِزَوَالُ الدُّنْيَا عِنْدَ اللّٰهِ اَهْوَنُ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمٍ কোন মুসলমানকে হত্যা করার চাইতে দুনিয়া ধ্বংস হওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ। قوله وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ الخ আর যে ব্যক্তি মযলুম হইয়া নিহত হইয়াছে আমি তাহার উত্তরাধিকারীকে হত্যাকারীর উপর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছি। সেই ইচ্ছা করিলে হত্যাকারীকে হত্যা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে রক্তপণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে আর ইচ্ছা করিলে কোন বিনিময় গ্রহণ করা ছাড়াই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এই আয়াত দ্বারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছিলেন যে হযরত মু'আবীয়াহ (র) সাম্রাজ্যের ক্ষমতা লাভ করিবেন। কারণ তিনি ছিলেন হযরত উসমান (রা) এর অলী ও উত্তরাধিকারী। আর হযরত উসমান (র) চরমভাবে মযলূম হইয়া

শহীদ হইয়াছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আলী (রা) হইতে হযরত উমসান (র) এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবার দাবী করিতেছিলেন যাহাতে কেসাস লইতে পারেন। কারণ তিনি উমুবী ছিলেন। অপর দিকে হযরত আলী (রা) তাহার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপারটি বিলম্বিত করিতে চাহিতেছিলেন। এবং তিনি হযরত মু'আবীয়াহ (র)-এর নিকট শাম প্রদেশকে তাহার কাছে হস্তান্তর করিবার দাবী করিতেছিলেন। এবং হযরত উসমান (রা)-এর হত্যাকারীদিগকে তাহার নিকট অর্পণ করিবেন না। এবং শাম প্রদেশকেও তিনি হস্তান্তর করিবেন না। সুতরাং তিনি এবং শাম প্রদেশের অধিবাসীরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেন। তাহাদের পারস্পারিক বিরোধ দীর্ঘ হইল অবশেষে হযরত মু'আবীয়াহ (র) শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত দ্বারা হযরত মু'আবীয়া (রা)-এর এই শাসন ক্ষমতা লাভ করাই প্রমাণিত করিয়াছেন। ইহা একটি আশ্বার্যজনক বিষয়। ইমাম তারবানী তাহার মু'জাম গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আব্দুল বাকী....তিনি যাহদাম আল জারয়ী হইতে বর্ণিত একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রাত্রীকালিন কথাবার্তা শুনিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে একটি কথা শুনাইব যাহা না তেমন গোপন কথা আর না প্রকাশ্য। হযরত উসমান (রা)-এর সহিত যাহা করা হইয়াছিল তখন হযরত আলী (রা) কে পরামর্শ দিলাম যে আপনি নির্জনতা অবলম্বন করুন। আল্লাহর কসম, যদি আপনি গুহার মধ্যেও লুকাইয়া থাকেন, তবে আপনাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইবে কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। তোমরা শুনিয়া রাখ আল্লাহর কসম, হযরত মু'আবীয়াহ অবশ্যই তোমাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ لَوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ যাহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে আমি ক্ষমতা দান করি অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। শুনিয়া রাখ এই কুরাইশীগণ তো তোমাদিগকে পারস্য ও রূমীদের পদ্ধতিতে চলিবার জন্য উত্তেজিত করিবে। শুনিয়া রাখ নাসারা ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজকরা তোমাদের মুকাবিলায় দন্ডায়মান হইবে সে দিনে যাহারা ন্যায় ও সত্যকে মযবুত করিয়া ধরিবে সে মুক্তি লাভ করিবে আর যাহারা উহা ত্যাগ করিবে তাহারা পূর্ববর্তী সেই সকল লোকদের ন্যায় হইবে যাহারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আর পরিতাপের বিষয়, তোমরাও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা ন্যায় ও সত্যকে পরিত্যাগ করিয়াছে قوله فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ অর্থাৎ অলীও নিহত ব্যক্তির

উত্তরাধিকারী যেন হত্যাকারীকে হত্যা করিবার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম না করে। অর্থাৎ হত্যাকারীর নাক কান ইত্যাদি অংগ কর্তন না করে কিংবা প্রকৃতপক্ষে যে হত্যাকারী নহে তাহাকে যেন হত্যা না করে।

(٣٤) وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ص وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝

(٣٥) وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝

৩৪. ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায়ে ছাড়া তাহার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইওনা এবং প্রতিশ্রুতি পালন করিও; প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

৩৫. মাপিয়া দিবার সময় পূর্ণমাপে দিবে এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়, ইহাই উত্তম পরিণামে উৎকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَاتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ তোমরা সদুপায় ছাড়া এতীমের মালের কাছেও যাইবে না অর্থাৎ অশুভ নিয়তে তাহাদের মাল কোন প্রকার ব্যয় করিবে না।

وَلَا تَاْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ -

অর্থাৎ তোমরা এতীমদের মাল অপব্যয় হিসাবে এবং তাহাদের যৌবনে উপনিত হইবার পূর্বেই সাবাড় করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করিবে না। যাহার লালন পালনে কোন এতিম রহিয়াছে যদি সে নিজে সম্পদশালী হয় তবে তাহার পক্ষে এতিমদের মাল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকা উচিৎ আর যদি সে দরিদ্র মুখাপেক্ষী হয় তবে তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ খাইবার অনুমতি রহিয়াছে মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ যর (রা) কে বলিলেন, হে আবূ যর। আমি তো তোমাকে দুর্বল দেখিতেছি, আমি তোমার জন্য তাহাই পছন্দ করি যাহা আমি আমার নিজের জন্য পছন্দ করি। সাবধান, তুমি দুইজন মানুষের উপরও আমীর হইও না আর কোন এতিমের মালের দায়িত্বভারও গ্রহণ করিও না।

قوله وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ তোমরা তোমাদের পারস্পারিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর এবং লেনদেনের ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছ উহাও পূর্ণ কর। উভয় বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ আর তোমরা যখন মাপিবে

তখন পূর্ণ মাপিবে, কম করিবে না এবং মানুষকে তাহাদের পূর্ণ প্রাপ্য দান করিবে وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ আর সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করিবে। قِسْطَاسِ শব্দটি قِرْطَاسِ এর ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থ দাড়িপাল্লা ওজন করিবার বস্তু। মুজাহিদ (র) বলেন, রূমী ভাষায় قِسْطَاسِ অর্থ, ইনসাফ করা اَلْمُسْتَقِيْمُ যাহার মধ্যে কোন প্রকার বক্রতা নাই আর নড়াচড়াও নাই। ذٰلِكَ خَيْرٌ ইহাই তোমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের জন্য উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاَحْسَنُ تَاوِيْلاً পরিণতির দিক থেকেও উত্তম এবং শুভ। সায়ীদ হযরত কাতাদাহ হইতে ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَاوِيْلاً তাফসীর প্রসংগে বলেন خَيْرٌ ثَوَابًا وَاَحْسَنُ عَاقِبَةً অর্থাৎ সওয়াবের দিক হইতে মঙ্গলজনক ও পরিণতির দিক হইতে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, হে ব্যবসায়ীগণ! তোমরা দুইটি বস্তুর অধিকারী হইয়াছ, যার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দাড়িপাল্লা ও মাপিবার পাত্র। হযরত ইবনে আব্বাস (র) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন হারাম কাজ করিতে সক্ষম অতঃপর সে কেবল আল্লাহর ভয়ে উহা ত্যাগ করে তবে আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়ায়-ই উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাহাকে দান করেন।

(٣٦) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ۝

৩৬. যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই উহার অনুসরণ করিও না, কর্ণ চক্ষু হৃদয় উহাদিগের প্রত্যেকের সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে।

তাফসীর ঃ আলী ইবনে তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে لَاتَقْفُ এর অর্থ لَاتَقُلْ বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কিছু বলিওনা। আওফী বলেন, ইহার অর্থ হইল না জানিয়া না শুনিয়া কাহারও সম্পর্কে কোন দোষ বর্ণনা করিও না এবং অপবাদ করিও না। মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়াহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, কাহারও সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করিও না। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল না দেখিয়া না শুনিয়া এবং না জানিয়া তুমি এই কথা বলিও না যে "আমি দেখিয়াছি আমি শুনিয়াছি ও আমি জানিয়াছি।" কারণ আল্লাহ তা'আলা এই সকল ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিবেন। সারকথা হইল, সঠিকভাবে না জানিয়া ও না শুনিয়া কেবল ধারণা করিয়া কিছু বলিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ তোমরা অনেক ধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ কোন কোন ধারণা গুনাহ। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ তোমরা ধারণা করা হইতে বাচিয়া থাক, কারণ ধারণা হইল সর্বাধিক বড় মিথ্যা কথা। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত

بِئْسَ مُطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوْا "মানুষের ধারণা করে" কোন ব্যক্তির এই কথা বড়ই জঘন্য। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সর্বাধিক জঘন্য অপবাধ হইল, যে বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখে নাই অথচ বলিল যে দুই চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছে। অপর এক সহীহ হাদীসে বর্ণিত "যে ব্যক্তি কোন মিথ্যা স্বপ্নের কথা বলে কিয়ামতে দিবসে তাহাকে দুইটি যব একটিকে অপরটির সহিত বাধিবার জন্য শাস্তি দান করা হইবে যাহা সে বাধিতে সক্ষম হইবে না। كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً আর এই সকল কান চক্ষু ও অন্তরসমূহ সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে প্রশ্ন করা হইবে যে এই সকল শক্তি দ্বারা বান্দা কি কাজ করিয়াছে? আয়াতে تِلْكَ স্থলে اُولٰئِكَ ব্যবহার করা শুধু হইয়াছে যেমন কবির কবিতায় এই ব্যবহার হইয়াছে

ذُمَّ الْمَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّوٰى + وَالْعَيْشُ بَعْدَ اُولٰئِكَ الْاَيَّامِ

উক্ত কবিতায় تلك الايام এর স্থলে اولئك ব্যবহার করা হইয়াছে।

(٣٧) وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝

(٣٨) كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝

৩৭. ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করিও না; তুমি তো কখনই পদভরে ভূ-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারিবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হইতে পারিবে না।

৩৮. এই সমস্তের মধ্যে যে গুলি মন্দ কাজ সেই গুলি তোমার প্রতিপালকের নিকটি ঘৃণ্য।

তাফসীর ঃ আলাহ্ তা'আলা দম্ভের সহিত চালচলন নিষেধ করিয়া বলেন وَلَاتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا আপনি অহংকারীদের ন্যায় বুক টান করিয়া দম্ভের সহিত চলিবেন না। اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ আপনি কখনও যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবেন না।

قوله وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً অর্থাৎ তোমার আত্মগর্ব ও অহংকারের মাধ্যমে পাহাড় সমান উচু হইতে পারিবে না বরং কোন কোন্ সময় এই রূপ অহংকারীকে তাহার কামনা বাসনার উল্টা শাস্তিও দান করা হয়। যেমন সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত, পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি তাহার কাধে দুইটি চাদর ঝুলাইয়া অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল হঠাৎ তাহাকে যমীনে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে নীচের দিকে যাইতে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কারূন সম্পর্কেও সংবাদ দিয়াছেন যে, সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত তাহার দলবলসহ বাহির হইলে আল্লাহ্ তাহাকে তাহার বাড়ীঘরসহ বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত,

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাহাকে বুলন্দ করিয়াছেন সে নিজের ধারণায় ছোট হইলেও মানুষের নিকট সে বড়। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে আল্লাহ তাহাকে খাট করিয়া দেন সে নিজের ধারণায় বড় হইলেও মানুষের নিকট সে তুচ্ছ। এমনকি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকরের অপেক্ষাও অধিক তুচ্ছ বিবেচিত হয়।

আবূ বকর ইবনে আবুদদুন্য়া তাহার "আল খামূল ওয়া তাওয়াযূ" গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে কাসীর (র)....আবূ বকর হুযলী হইতে বর্ণিত যে একবার আমরা হযরত হাসান বসরী (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় ইবনুল আহয়াম খলীফা মানসূর-এর নিকট যাইতেছিল। সে রেশমের একটি জুব্বা পরিধান করিয়াছিল। পায়ের গোছার উপর উহা দুই ভাজে সেলাই করা ছিল। এবং নীচ হইতে তাহার কুবাও দেখা যাইতেছিল। সে বড় অহংকার ও দর্পের সহিত চলিতেছিল এমন সময় হযরত হাসান বসরী (র) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন উফ, উফ, নাক উঁচু করিয়া কাঁধ ঝুলাইয়া মুখমন্ডল ফুলাইয়া নিজের দিকে অহংকার ভরে তাকাইয়া কিভাবে এই আহমক চলিতেছে, অর্থাৎ সে বোকা সে নিজের অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করে। সে আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে থাকিয়া না শোকর করে, না উহার কোন আলোচনা করে না উহার মধ্যে আল্লাহর যে হক রহিয়াছে তাহা আদায় করে আর না আল্লাহর হুকম পালন করে। আল্লাহর শপথ যে পাগলের ন্যায় অস্থির হইয়া নিজেকে চালাইয়াছে। তাহার প্রতি অংগ প্রত্যংগে আল্লাহর নিয়ামত রহিয়াছে অথচ, শয়তান তাহার প্রতি অভিশাপ দান করে। ইবনুল আহয়াম হযরত হাসান (র)-এর এই কথা শুনিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং তাহার দরবারে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমার নিকট তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিবার প্রয়োজন নাই বরং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শুনিতে পাও নাই اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً তুমি দর্পের সহিত যমিনে হাটিও না। তুমি না যমীনকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে আর না পাহাড় সমান উঁচু হইতে পারিবে। প্রসিদ্ধ আবেদ বুখতরী একবার হযরত আলী (রা) এর বংশের এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, হে ব্যক্তি! যাহার কারণে তুমি সম্মান লাভ করিয়াছ তিনি এইভাবে চলিতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি তখনই ঐরূপ চলা বর্জন করিল। একবার হযরত ইবনে উমর (রা) এক ব্যক্তিকে অহংকার ভরে চলিতে দেখিয়া বলিলেন, শয়তানের কিছু ভাই আছে তাহার এইরূপই হইয়া থাকে। খালেদ ইবনে মা'দান বলেন, তোমরা দর্পের সহিত চলা হইতে বিরত থাক। কারণ, মানুষের হাত তাহার অন্যান্য অংগ সমূহের একটি। ইবনে আবুদ্দুনয়া রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আবুদ্দুন্য়া বলেন খল্ফ ইবনে

হিশাম বায্‌যার (র) মুহসিন (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমার উম্মত অহংকার ও দর্পের সহিত চলিবে এবং পারস্য ও রূমের অধিবাসীরা তাহাদের খেদমত করিবে তখন এককে অপরের উপর প্রভাবিত করিবেন।

قوله كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا আয়াতে অপর এক কিরাআতে سَيِّئَةً পড়া হয়। অর্থাৎ গোনাহের কাজ ঐ কিরা'আত অনুসারে অর্থ হইল لَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ হইতে এই পর্যন্ত যেই সকল কাজ হইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছি তাহা সকলই গুনাহর কাজ এবং উহা আল্লাহর নিকট অতি অপছন্দনীয়। উহার কারণে তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। আর যেই কিরা'আতে سَيِّئَةُ ইযাফতসহ পড়া হয় সেই কিরা'আত অনুসারে অর্থ হইল وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا হইতে এই পর্যন্ত যে সকল হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হইয়াছে উহার মধ্যে যে সকল অন্যায় কাজের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। ইমাম ইবনে জরীর (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

(٣٩) ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ۝

৩৯. তোমার প্রতিপালক ওহীর দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করিয়াছেন এইগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত। তুমি আল্লাহর সহিত অপর ইলাহ স্থির করিও না, করিলে নিন্দিত বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই সকল উত্তম চরিত্রের নির্দেশ দিয়াছি এবং যেই সকল জঘন্য কাজ হইতে আমি নিষেধ করিয়াছি তাহা হইল আপনার নিকট নাযিলকৃত অন্যান্য অহীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষকে আপনি ইহার হুকুম করিবেন এই জন্যই আপনার নিকট নাযিল করা হইয়াছে وَلَاتَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ الخ আর আপনি আল্লাহর সহিত অন্য কোন ইলাহ স্থির করিবেন না তাহা হইলে নিন্দিত হইয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবেন। আপনি নিজেও নিজেকে ধিক্কার দিবেন, আল্লাহও ধিক্কার দিবেন আর সকল মাখলূকও ধিক্কার দিবে। مَدْحُوْرًا অর্থ সকল কল্যাণ হইতে দূরীভূত। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ বলেন مَدْحُوْرًا অর্থ مَطْرُوْدًا অর্থাৎ বহিষ্কৃত। প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত আয়াতসমূহে যদিও রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করা হইয়াছে কিন্তু তাহাকে সম্বোধন করিয়া সকল উম্মতকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মা'সূম ও নিষ্পাপ ছিলেন।

(٤٠) اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ط اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ع

৪০. তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চিয় ভয়ানক কথা বলিয়া থাক!

তাফসীর ঃ যে সকল অভিশপ্ত মুশরিকরা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে, একদিকে তাহারা ফিরিশ্‌তাগণকে নারী স্থির করিয়াছে আবার তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহর কন্যা সন্তান বলিয়াও দাবী করিয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাদের উপাসনাও করে তাহারা ফিরিশ্‌তাদের সম্পর্কে এই তিনটি ভুলই করিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ আচ্ছা তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিয়াছেন وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا আর তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি নিজের জন্য কি ফিরিশ্‌তাগণকে কন্যা সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছে? অতঃপর অধিক কঠোর ভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করেন اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلاً عَظِيْمًا "নিশ্চয়ই তোমরা বড়ই গুরুতর কথাবার্তা বলিতেছ" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ধারণা অনুসারে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করিয়াছ অথচ তোমরা নিজেদের জন্য উহা পছন্দ কর না বরং অনেক সময় তাহাদিগকে জীবিত হত্যাও করিয়া থাক। ইহা বড়ই অন্যায় বিতরণ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا اِنْ كُلُّ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

আর তাহারা এই কথা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন অবশ্যই তোমারা বড়ই জঘন্য কথা বলিয়াছ সম্ভবতঃ তোমাদের এই কথায় আসমান ফাঁটিয়া যাওয়ার এবং যমীন বিদীর্ন হওয়ার আর পাহাড় পর্বত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। কারণ তাহারা রহমানের জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে। অথচ রহমানের জন্য সন্তান গ্রহণ করা সমীচীন নহে আসমান ও যমীনের সকলেই তাহার নিকট দাস হইয়া হাযির হইবে। তিনি তাহাদিগকে ভালভাবে গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের সকলেই কিয়ামত দিবসে এক একজন করিয়া তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইবে (মারিয়াম -৮৯ - ৯৫)।

(٤١) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ○

৪১. এই কুরআনে বহু বিষয় আমি বার বার বিবৃত করিয়াছি যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাতে উহাদিগের বিমুখতায় বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ আমি এই কুরআনে সর্বপ্রকার অয়ীদ দণ্ডাদেশ এই জন্য বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা উহার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং উহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া শিরক ও যুলুম এবং অপবাদ হইতে বিরত থাকে। وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا কিন্তু যামিলদের পক্ষে হক ও সত্য হইতে কেবল বিমুখ হওয়া এবং উহা হইতে দূরে সরিয়া পড়া ব্যতীত ইহা দ্বারা অন্য কোন উপকার হয় না।

(٤٢) قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ○

(٤٣) سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ○

৪২. বল উহাদিগের কথামত যদি তাহার সহিত আরও ইলাহ্ থাকিত তবে তাহারা আরশ অধিপতিরদ্বন্দ্বিতা উপায় অন্বেষণ করিত।

৪৩. তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহ সহিত অন্যকে শরীক স্থির করিয়া তাহাদের উপাসনা করে এবং তাহারা ধারণা করে যে তাহাদের উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইবে বস্তুতঃ তাঁহার যদি কোন শরীক থাকিত, যাহার উপাসনা করিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাইত এবং তাহারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিতে সক্ষম হইত তবে তাহারাই আল্লাহর ইবাদত করিত এবং তা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত কিন্তু বাস্তবে ইহা সম্পর্ণ ভিত্তিহীন। অতএব তোমরা কেবল আল্লাহর-ই ইবাদত কর। আল্লাহ নৈকট্য লাভ করিতে অন্যের উপাসনাকে মাধ্যম করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেননা আল্লাহ উহা পছন্দ করেন না। বরং তিনি উহাকে অপছন্দ ও অস্বীকার করেন এবং সমস্ত রাসূল ও আম্বিয়ায়ে কিরামের

মাধ্যমে উহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ করেন سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ ঐ সকল সীমাঅতিক্রমকারী যালিম মুশরিকরা যে ধারণা করে যে আল্লাহর সহিত অন্য শরীক আছে, উহা হইতে আল্লাহ পবিত্র عُلُوًّا كَبِيْرًا তিনি উহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে। তিনি এক অদ্বিতীয় এবং বে-নিয়ায। তিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর না কেহ হইতে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আর না কেহ তাহার সমকক্ষ আছে :

(٤٤) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪৪. সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নাই যাহা স্বপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু উহাদিগের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না। তিনি সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন, সপ্ত আসমান ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যাহা কিছু সৃষ্ট আছে সকল বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা তাহার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে এবং মুশরিকরা যে ধারণা পোষণ করে আল্লাহ সত্তা উহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে বলিয়া ঘোষণা করে। এবং কেবল মাত্র তিনিই প্রতিপালক তিনিই উপাস্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

فَفِیْ كُلِّ شَیْءٍ لَهٗ اٰيَةٌ + تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهٗ وَاحِدٌ

"প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাহার তাওহীদেরই সাক্ষ্য বহন করে।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اِنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

তাহারা যে পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে ইহার কারণে আসমানসমূহ ফাটিয়া যাইবার এবং যমীন বিদীর্ণ হইবার এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আবুল কাসেম তাবরানী (র) বলেন, আলী ইবনে আব্দুল আযীয (র)....আবদুর রহমান ইবনে ফুরত (রা) হইতে বর্ণিত যে, যেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) কে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান হইয়াছিল সেই রাত্রে তিনি মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কূপের মাঝে ছিলেন। হযরত জিবরীল তাহার ডাইন দিকে এবং হযরত মীকাইল তাহার বাম দিকে ছিলেন, অতঃপর তাহাকে সপ্ত আসমান পর্যন্ত উড়াইয়া

লইয়া যাওয়া হইল। তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন উর্ধ্ব আকাশসমূহে আরো বহু তাসবীহসমূহের মধ্যে এই তাসবীহও আমি শুনিতে পাইলাম।

سَبَّحَتِ السَّمَاوَاتِ الْعُلٰى مَنْ ذِى الْمَهَابَةِ مُشْفِقَاتِ الَّذِىْ الْعُلُوْ بِمَا عَلٰى
سُبْحَانَ الْعَلِىِّ الْاَعْلٰى سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى

বুলন্দ আসমানসমূহ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তাহারা ভীতিপূর্ণ মহান আল্লাহ হইতে ভীত সন্ত্রস্ত; মহান মহিমাময় আল্লাহ বড়ই পবিত্র তিনি বড়ই মহান وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ আল্লাহর সকল সৃষ্ট বস্তুই প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু হে মানব জাতি! তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝিতে সক্ষম নহে। কারণ তাহাদের ভাষা ও তোমাদের ভাষা এক নহে। ইহাতে সকল প্রাণী, গাছপালা ও জড় পদার্থ সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বরাবর। ইহা দুইটি মতের বিশুদ্ধ মত। সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা খাদ্য আহার করিবার সময় উহার তাসবীহ শুনিতে পাই। হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু কংকর হাতে উঠাইলে তিনি মৌমাছির শব্দের ন্যায় তাহার তাসবীহ শুনিতে পাইলেন। হযরত আবূ বকর হযরত উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর হাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুসনাদ গ্রন্থসমূহে এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ।

ইমাম আহমদ বলেন হাসান (র)....আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন যাহারা তাহাদের দন্ডায়মান সোয়ারীসমূহের উপর অবস্থান করিতেছিল তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এই সকল সোয়ারীর উপর নিরাপদে আরোহণ কর এবং নিরাপদেই ত্যাগ কর। আর পথে ও বাজারে মানুষের সহিত কথা বলিবার জন্য তোমরা উহাদিগকে কুরসী (চেয়ার) বানাইও না। জানিয়া রাখ, বহু সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম এবং আরোহী অপেক্ষা সে অধিক আল্লাহর যিকির করে। সুনানে নাসায়ী গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যাংগ হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তিনি বলেন, "ব্যাংগের ডাক হইল আল্লাহর যিকির" কাতাদাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই হইতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণনা করেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ হইল কালেমায়ে ইখলাস তাহা বলিবার পরই কোন লোকের নেক কাজ আল্লাহর দরবারে কবূল হইয়া থাকে। আল্‌হামদু লিল্লাহ 'শোকর' করিবার কালেমা যে ব্যক্তি আল্‌হামদু লিল্লাহ বলিল না সে আল্লাহর শোকর করিল না। যখন কেহ আল্লাহু আকবার বলিল তখন আসমান ও যমীনের শূন্যস্থান ভরিয়া গেল। আর সোবহানাল্লাহ কালেমাটি সমস্ত মাখলূকের সালাতের কালিমা আল্লাহ তা'আলা তাহার সকল মাখলূককেই সালাত ও তাসবীহ

করার জন্য সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। যখন কেহ লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা অনুগত হইয়াছে এবং আমার উপর নিজ সত্তাকে ন্যস্ত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইবনে ওহ্‌ব (র).... আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে একবার নবী করীম (সা)-এর নিকট এক বেদুঈন আসিল, তাহার গায়ে একটি তয়ালেসী জুব্বাহ ছিল যাহা রেশমদ্বারা ডুরা সিলাই ছিল অথবা বলেন রেশমের খুন্ডি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমাদের এই সাথী রাখালদের সন্তানদিগকে উঁচু করা এবং সরদারদের সন্তানদিগকে নীচু করা ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার সম্মুখে দন্ডায়মান হইলেন এবং তাহার জুব্বা টানিয়া বলিলেন, তোমার উপর কোন নির্বোধ প্রাণীর পোশাক তো দেখিতেছি না? অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন যখন হযরত নূহ (আ) এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইল তখন তিনি তাহার দুই পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অসিয়ত হিসাবে দুইটি নির্দেশ দান করিতেছি এবং দুইটি নিষেধ করিতেছি। তোমাদিগকে আমি শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। আর তোমাদিগকে যে দুইটি নির্দেশ করিতেছি তাহার প্রথমটি হইল তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অজীফা করিতে থাকিবে। কারণ আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং শুধু এই কালেমাকে এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও এই কালেমার ওজন ভারী হইবে। শুন যদি আসমান ও যমীন উভয়কে একত্রিত করিয়া একটি হলকা প্রস্তুত করা হয় এবং উহার উপর এই কালেমা রাখা হয় তবে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আর আমার দ্বিতীয় হুকুম হইল তোমরা সোবহানাল্লাহ অবিহামদিহী পড়িতে থাকিবে। ইহা হইল প্রত্যেক বস্তুর সালাত এবং ইহা দ্বারা প্রত্যেককে রিযিক দান করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) সুলায়মান ইবনে হারব (র) মুসআব ইবনে যুহাইর (র) এর সূত্রে হাদীসটি অধিক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি একাই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন, নসর ইবনে আব্দুর রহমান আওফী (র)....হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "হযরত নূহ (আ) তাঁহার পুত্রকে যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, আমি কি তোমাদের নিকট উহা বলিব না? তিনি তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি সোবহানাল্লাহ পড়িতে থাকিবে। ইহা সমস্ত মাখলূকের সালাত সমস্ত মাখলূকের তাসবী এবং ইহা দ্বারা সকলকে রিযিক দান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ সকল বস্তুই আল্লাহর প্রশংসার

সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। হাদীসটির সনদ দুর্বল। আওফী নামক রাবী অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণের মতে দুর্বল। হযরত ইকরিমাহ (রা) وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, স্তম্ভও পবিত্রা ঘোষণা করে গাছপালাও পবিত্রতা ঘোষণা করে। পূর্ববর্তী তাফসীরকারগণের কেহ কেহ বলেন, দরজার কড়মড় শব্দ এবং পানির ফড়ফড় শব্দও তাহাদের তাসবীহ। সুফিয়ান সাওরী (র) মনসূর হইতে তিনি ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন, আহারের বস্তুও আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে সকল বস্তুর মধ্যে প্রাণ আছে উহা তাসবীহ করে। অর্থাৎ জীব-জন্তু ও গাছপালা। কাতাদাহ হাসান ও যাহ্হাক অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ (র)....জরীর আবুল খাত্তাব হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমরা ইয়াযীদ রককাশীর সহিত আহার করিতেছিলাম তাহার সহিত হাসান বসরী (র)ও ছিলেন খাবার খাঞ্চা আনা হইলে ইয়াযীদ রককাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সায়ীদ। এই খাঞ্চাও কি তাসবীহ করে? তিনি বলিলেন এক সময় করিত। الخوان অর্থ লাকড়ীর খাঞ্চা হযরত হাসান এর বক্তব্যের অর্থ হইল লাকড়ীটি যখন আর্দ্র ছিল তখন তো তাসবীহ করিত কিন্তু উহা কাটার পর যখন শুষ্ক হইয়াছে তখন উহার তাসবীহও বন্ধ হইয়াছে। তাহার এই বক্তব্যের পক্ষে যে দলীল পেশ করা হয় তাহা হইল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) দুইটি কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে বলিলেন, এই দুইটি কবরের অধিবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে এবং শাস্তি কোন কঠিন কাজ ত্যাগ করিবার কারণে নহে। এক ব্যক্তি তো পেশাব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিত না এবং অপর ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল লইয়া সমান দুই ভাগ করিলেন এবং উহার একটি একটি উভয় কবরে গাড়িয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যতক্ষণ উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে সম্ভবতঃ তাহাদের শাস্তি হালকা করা হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। অত্র হাদীসের উপর যাহারা আলোচনা করিয়াছেন তাহাদের কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) "যতক্ষণ না উহা শুষ্ক হইবে" এই কথা এই কারণে বলিয়াছেন, যে যতক্ষণ উহা সবুজ থাকিবে তাসবীহ করিতে থাকিবে কিন্তু শুষ্ক হইয়া গেলে উহার তাসবীহ বন্ধ হইয়া যাইবে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا তিনি অবশ্যই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাকারী। যে ব্যক্তি তাহার নাফরমানী করে তিনি তাহাকে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না রবং তাহাকে অবকাশ দান করেন কিন্তু অবকাশ দানের পরও যখন সে তাহার কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকে তখন তিনি বড়ই কঠোর শাস্তি দান করেন। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে

বর্ণিত إِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ الظَّالِمِ حَتّٰى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করেন অবশেষে যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তার তিনি ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ আপনার প্রতিপালক যখন কোন যালিম জনবসতীকে পাকড়াও করেন তখন তাহার পাকড়াও এই রূপই কঠিন হইয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ অনেক যালিন জন- বসতীকে আমি অবকাশ দান করিয়াছি। وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ বহু জনপদের যালিম অধিবাসীকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। যে সকল লোক কুফর ও নাফরমানী হইতে তওবা করে এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তওবা কবূল করেন এবং তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে কিংবা তাহার নিজ সত্তার প্রতি যুলুম করে অতঃপর সে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাইবে। সূরা ফাতির এর শেষ ভাগে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ أَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا - وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى -

আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন যেন উহা নড়চড়া করিতে না পারে কিন্তু যদি উহা নড়াচড়া করে তবে তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, যে উহা শামলাইয়া রাখিতে পারেন। নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল। ------ যদি আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও করিতেন তবে যমীনে কোন প্রাণীকেই তিনি ছাড়িতেন না কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন (ফাতির-৪১.৪৫)।

(٤٥) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۝

(٤٦) وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ۝

৪৫. তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রাখিয়া দিই।

৪৬. আমি উহাদিগের অন্তরের উপর আবরণ দিয়াছি যেন উহারা তাহা উপলব্ধি করিতে না পারে এবং উহাদিগকে বধির করিয়াছি; তোমার প্রতিপালক এক যখন তুমি কুরআন হইতে আবৃতি কর তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উহারা সরিয়া পড়ে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন হে মুহাম্মদ! (সা) যখন আপনি মুশরিকদের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করেন তখন আমি আপনার ও তাহাদের মাঝে একটি প্রচ্ছন্ন পর্দা করিয়া দেই। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র) বলেন ইহাই হইল তাহাদের অন্তরসমূহে সৃষ্ট পর্দা যাহার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে করিয়াছেন,
وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ আর তাহারা বলে, আমাদের অন্তরসমূহ পর্দার মধ্যে আবৃত। অতএব আপনি যেই বস্তুর প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনা আর আমাদের কর্ণ কুহরে বোঝা রহিয়াছে এবং আপনার ও আমাদের মাঝে পর্দা রহিয়াছে। حِجَابًا مَّسْتُوْرًا অর্থ আবরণকারী পর্দা مَسْتُوْرٌ কর্মবাচক বিশেষ্যটি এখানে سَاتِرٌ কর্তৃবাচক বিশেষ্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন فَيْمُوْنٌ শব্দ يَامَنْ এর অর্থে مَشْئُوْمٌ শব্দ شَاتِمٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, مَسْتُوْرًا শব্দটি ইস্‌মে মাফউল (কর্ম বাচক পদ) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ مَسْتُوْرًا عَنِ الْاَبْصَارِ এমন পর্দা যাহা চক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও উহা মুশরিকদের ও হেদায়াতের মাঝে পর্দার ভূমিকা পালন করিতেছে। ইবনে জরীর এই ব্যাখ্যাকেই প্রাধান্য দান করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী বলেন, আবূ মূসা হেবড়ী.... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ অবতীর্ণ হইল তখন উম্মে জামীল চিৎকার করিতে করিতে একটি ধারালু পাথর হাতে লইয়া এই বলিতে বলিতে আসিল এই নিন্দিত লোকটির কথা আমরা মানি না। তাহার দ্বীনকে আমরা স্বীকার করি না। তাহার নির্দেশকে পালন করি না তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বসাছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও তাহার পার্শ্বে ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আসিতেছে আমার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে এই স্ত্রীলোকটি আপনাকে দেখিয়া ফেলিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সে কখনো আমাকে দেখিতে পারিবে না। এবং তিনি তাহার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত স্ত্রীলোকটি আসিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর পার্শে দাঁড়াইয়া গেল এবং সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিতে পাইল না। হযরত আবূ বকর (রা)-কে সে জিজ্ঞাসা করিল, জানিতে পারিলাম, তোমার সাথী লোকটি নাকি আমাকে

গালি দেয়। তিনি বলিলেন, এই কা'বা গৃহের রবের কসম, তিনি তোমাকে গালি দেন নাই। তখন সে ফিরিয়া এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, "সমস্ত কুরাইশরা জানে যে, আমি তাহাদের সরদারের কন্যা"।

قوله وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা রাখিয়া দিয়াছি। اَكِنَّةً শব্দটি كِمْتَانٍ এর বহুবচন অর্থ, যে বস্তু অন্তরকে ঢাকিয়া দেয়। اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তাহারা কুরআন বুঝিতে না পারে وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا আর তাহাদের কর্ণকুহরে এমন বোঝা রহিয়াছে যাহা তাহাদিকে সত্য শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে বাধা প্রদান করে। وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ আর যখন আপনি আপনার কুরআন পাঠ কালে আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا তখন তাহারা ঘৃণা ভরে পিছনের দিকে চলিয়া যায়। نفور শব্দটি نافر এর বহুবচন যেমন قُعُوْدٌ শব্দটি قَاعِدٌ এর বহু বচন। অবশ্যই ইহা মাসদারও হইতে পারে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যখন কেবল এক আল্লাহর যিকির করা হয় তখন যাহারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সংকুচিত হয় (যুমার-৪৫)। হযরত কাতাদাহ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন মুসলমানগণ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেন তখন মুশরিকরা উহা অস্বীকার করে এবং তাহাদের উপর উহা ভারী হইয়া যায়। আর ইবলীস ও তাহার সাংগ পাংগরা ইহাতে চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি উহাকে বাস্তবায়ন ও বুলন্দ করিবেন আর মর্যাদা দান করিবেন এবং উহাকে বিস্তৃত করিবেন। ইহা এমন এক বাণী, যে ব্যক্তি ইহার সাহায্যে ঝগড়া করে যে বিজয়ী হয় আর যে ব্যক্তি ইহার দ্বারা লড়াই করে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই দ্বীপের অধিবাসীরা ইহাকে জানে যে ইহা কত মর্যাদাশীল। অথচ, বহু লোক এমনও আছে যাহারা যুগ যুগান্তর পর্যন্ত ইহাকে চিনিবেও না এবং ইহাকে স্বীকারও করিবে না।

আরেকটি মত,

ইবনে জবীর (র) বর্ণনা করেন, হুসাইন ইবন মুহাম্মদ যারকা....হযরত ইবনে আব্বাস হইতে বর্ণিত তিনি وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহর যিকির শুনিয়া যাহারা পলায়ন করে তাহারা হইল শয়তান। রেওয়ায়েতটি গরীব। তবে ইহা সত্য যে যখন আযান দেওয়া হয় কিংবা আল্লাহর যিকির করা হয় তখন শয়তান পলায়ন করে।

(٤٧) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۝

(٤٨) اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

৪৭. যখন উহারা কান পাতিয়া তোমার কথা শুনে তখন উহারা কেন কান পাতিয়া শুনে তাহা আমি ভাল জানি, এবং ইহাও জানি, গোপনে আলোচনা কালে যালিমরা বলে তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ।

৪৮. উহারা তোমার কি উপমা দেয়! উহারা পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না।

তাফসীর ঃ কুরাইশ কাফির সরদাররা চুপচুপি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া যে পরামর্শ করিত এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে যে মন্তব্য করিত যে তাহাকে কেহ হয়ত যাদু করিয়াছে ফলে সে এই ধরনের উল্টা পাল্টা কথা বলিতেছে। مَسْحُوْرٌ শব্দটি প্রচলিত অর্থে যাদুকৃত ব্যক্তি অথবা سَحَرٌ অর্থ আহার করা হইতে নির্গত হইয়াছে এই সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ তোমরা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ যে পানাহারের মুখাপেক্ষি। কবির কবিতার মধ্যেও سَحْرٌ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

فَإِنْ تَسْئَلِيْنَا فِيْمَ نَحْنُ فَإِنَّنَا + عَصَافِيْرُ مِنْ هٰذَا الْاَنَامِ الْمُسَحَّرِ

আল্লামা ইবনে জরীরও এই ব্যাখ্যা সঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ رَجُلًا مَسْحُوْرًا বলিয়া কাফিরদের উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কোন যাদুর প্রভাব পড়িয়াছে এইকথা বুঝান। তাহাদের কেহ কেহ বলে, তিনি কবি, কেহ বলে, তিনি কাহেন ও জ্যোতিষী আবার কেহ কেহ তাহাকে পাগল ও যাদুকরও বলিতে ছাড়ে নাই। এই কারণেই আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا। দেখুন তো তাহারা অপনার জন্য কি কি উপমা বর্ণনা করিয়াছে অতঃপর তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সত্য পথ পাইবার ক্ষমতাই হারাইয়া বসিতেছে।

মুহম্মদ ইবনে ইসহাক তাহার সীরাত গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব আবূ জেহেল ইবনে হিশাম ও আখ্নাস ইবনে শরীক একবার রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামায পড়িবার সময় তাহার নিকট গমন করিল, তাহাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিবার ইচ্ছায় চুপে চুপে পৃথক পৃথক স্থানে বসিল। তাহাদের কেহই অন্যের সম্পর্কে জানিত না। এইভাবে তাহারা ফজর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরাআন পাঠ শুনিতে লাগিল। এবং ফজর হইলে তাহারা স্থান ত্যাগ করিল। কিন্তু পথে তাহাদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটিলে তাহারা একজন অপরজনকে এই ঘটনার জন্য তিরস্কার করিল। এবং প্রত্যেকেই অপরকে বলিল পুনরায় যেন এইরূপ ঘটনা আর না ঘটে। যদি তোমাদের কোন আহমক তোমাদিগকে দেখিয়া ফেলে তবে মুহাম্মদ (সা) এর ভক্ত হইয়া যাইবে। এই বলিয়া তাহার চলিয়া গেল কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রে পুনরায় তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শুনিতে আসিল এবং প্রত্যেকেই চুপেচুপে স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া সারারাত্র

তাঁহার কুরআন পাঠ শুনিতে লাগিল। ভোর হইলে তাহারা ফিরিয়া গেল কিন্তু এবারও পথেই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সেই দিনও তাহারা পূর্বের ন্যায় একে অন্যকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় আর এইরূপ না করিবার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তৃতীয় রাত্রেও তাহারা পূর্বের ন্যায় স্ব-স্ব-স্থানে বসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিবার জন্য বসিয়া গেল। তাহারা সারারাত্র কুরআন শ্রবণ করিবার পর যখন ফিরিয়া যাইতেছিল তখনও তাহাদের পারস্পারিক সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং পূর্বের ন্যায় একে অপরকে তিরস্কার করিল পুনরায় আর এইরূপ না করিবার কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। ভোর হইলে আখনাস তাহার লাঠি লইয়া বাহির হইল সর্বপ্রথম আবূ সুফিয়ান ইবনে হাবর এর বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ হানযালাহ। মুহাম্মদ (সা) এর নিকট হইতে তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ উহা সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি, বল? আবূ সুফিয়ান বলিল, হে আবূ সা'লাবাহ। আল্লাহর কসম, যাহা কিছু শুনিয়াছি উহার কিছু তো এমন, যাহার অর্থ ও মর্ম একটি বুঝিয়াছি এবং কিছু এমনও আছে যাহার অর্থ আমি বুঝিতে ব্যর্থ। আখনাস বলিল, আল্লাহর কসম আমার মতও ইহাই। অতঃপর আখনাস বাহির হইয়া আবূ জেহেলের নিকট গেল এবং তাহার নিকটও একই প্রশ্ন করিল। উত্তরে আবূ জেহেল বলিল, আমরাও বনু আব্দে মনাফ সরদারী ও মর্যাদা লাভের ব্যাপারে পূর্ব হইতেই প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছি। তাহারা অন্যকে অন্ন দান করিলে আমরাও অন্ন দান করিয়াছি। তাহারা অন্যকে সোয়ারী দান করিলে আমরাও তাহা করিয়াছি। তাহারা অন্যকে পুরস্কৃত করিলে আমরাও তাহাদের পিছনে থাকি নাই। এইভাবে আমরা সকল ব্যাপারে তাহাদের সমান সমান রহিয়াছি। প্রতিযোগিতায় তাহারা বিজয়ী হইতে পারে নাই। এখন তাহারা বলিতেছে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, যাহার নিকট আসমান হইতে অহী অবতীর্ণ হয়, আচ্ছা বল, ইহা আমরা কি ভাবে লাভ করিব? আল্লাহর কসম তাহার প্রতি আমরা কখনো ঈমান আনিব না। আর তাহাকে সত্য বলিয়াও জানিব না। রাবী বলেন, অতঃপর আখনাস উঠিয়া তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

(৪৯) وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ○

(৫০) قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ○

(৫১) اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ
فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ
قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ○

(৫২) يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ○

৪৯. উহারা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?

৫০. বল, তোমরা হইয়া যাও পাথর অথবা লৌহ।

৫১. অথবা এমন কিছু যাহা তোমাদিগের ধারণায় খুবই কঠিন; তাহারা বলিবে কে আমাদিগকে পুনরুত্থিত করিবে? বল, তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর উহারা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়িবে ও বলিবে উহা কবে? বল হইবে সম্ভবত শীঘ্রই।

৫২. যেদিন তিনি তোমদিগকে আহ্বান করিবেন, এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করিবে তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে সকল কাফিররা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে তাহারা উহা সম্পর্কে অস্বীকৃতিমূলক প্রশ্ন করে ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا যখন আমরা হাড্ডি ও মাটিতে রূপান্তরিত হইব। মুজাহিদ বলেন رُفَاتًا এর অর্থ মাটি এবং আলী ইবনে আবূ তালহা ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বলেন এর অর্থ ধুলিবালী।

اَنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا তখন আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া পুনরায় উত্থিত হইব? অর্থাৎ যখন আমরা পচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব আমাদের কথা আর কখনও উল্লেখও করা হইবে না এমতাস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিয়া উত্থিত করা হইবে? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

يَقُوْلُوْنَ اِنَّنَا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةُ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَهُ قَالُوْا تِلْكَ اِذَاكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

তাহারা বলে আমাদিগকে কি আবার পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা হইবে? যখন আমরা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হইব। ইহা তো বড়ই ক্ষতির ব্যাপার হইবে। সূরা ইয়াসীনে ইরশাদ হইয়াছে وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحىَ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ আর সে আমার জন্য উপমা বর্ণনা করিয়াছে এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া বসিয়াছে। আর সে বলে; এই পচা-গলা হাড়গুলিকে পুনরায় আবার কে সৃষ্টি করিতে পারিবে? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের জবাব দানের জন্য নির্দেশ করিলেন قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْحَدِيْدًا اَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ তোমরা পাথর হইয়া যাও কিংবা লৌহা হইয়া যাও অথবা তোমরা যাহাকে আরো অধিক কঠিন মনে কর তাহাই হইয়া যাও তবুও সেই আল্লাহ-ই তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবেন। ইবনে ইসহাক ইবনে আবূ নজীহ হইতে তিনি মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, অধিক কঠিন বস্তু হইল মৃত্যু। ইবনে ওমর (র) হইতে আতীয়্যাহ এই আয়াতের তাফসীর করেন,

وَلَوْ كُنْتُمْ مَوْتٰى لَاَحْيَيْنٰكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা মৃত হইয়া যাও আমিই তোমাদিগকে জীবিত করিব। সায়ীদ ইবনে জবাইর, আবূ সালেহ, হাসান, কাতাদাহ ও যাহহাক এবং অন্যান্য উলামা অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। অর্থাৎ যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে তোমরা মৃত্যুতে রূপান্তরিত হইয়াছ যাহা জীবনের বিপরীত তবুও আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিবেন তখন তোমাদিগকে জীবিত করিবেন তাঁহার ইচ্ছাকে ঠেকাইতে পারে এমন কেহ নাই।

এই ক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে জরীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে সুন্দর ভেড়ার আকৃতিতে বেহেশত ও দোযখের মাঝে দন্ডায়মান করা হইবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারা বলিবে হাঁ, অতঃপর দোযখবাসীকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমরা কি ইহাকে চিনো? তাহারাও বলিবে হাঁ, অতঃপর উহাকে বেহেশত ও দোযখের মাঝে যবাই করা হইবে। বেহেশতবাসীকে বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কখনও মৃত্যু হইবে না দোযখবাসীকেও বলা হইবে, হে দোযখবাসীরা। তোমরা চিরকাল জীবিত থাকিবে আর কোন দিন মৃত্যু হইবে না। মুজাহিদ. اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ইহা দ্বারা আসমান, যমীন ও পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এক রেওয়াতে রহিয়াছে, তোমাদের যাহা ইচ্ছা হইয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্য তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন। ইমাম যুহরী হইতে ইমাম মালেক (র)-এর বর্ণিত এক তাফসীরে রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তাহারা তখন বলিবে, সর্বাধিক কঠিন বস্তু মৃত্যু। قوله فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا তাহারা বলিবে, যদি আমরা পাথর কিংবা লোহা অথবা অন্য কোন কঠিন বস্তু হইয়া যাই তবে পুনরায় কে আমাদিগকে উত্থিত করিবে? قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ আপনি বলিয়া দিন, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার এমনাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তোমরা কোন উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমরা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছ সেই মহান সত্তাই তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। তোমরা যে কোন অবস্থায়ই হও না কেন, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উঠাইতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন هُوَالَّذِىْ يَبْدَأُالْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَاَهْوَنُ عَلَيْهِ তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। قوله فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ হযরত কাতাদাহ ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "মুশরিক কাফিররা বিদ্রূপ ও ঠাট্টা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) সম্মুখে মাথা ঝুলাইতে থাকিত। আরবী ভাষাবিদদের নিকট প্রচলিত اَنْغَاضٌ অর্থ উঁচু হইতে নীচে কিংবা নীচ হইতে উপরের দিকে মাথা হেলান। উঠের বাচ্চাকে نَغْضٌ বলা হয় কারণ, উহা তাহার চলাকালে দ্রুত চলে ও মাথা হেলায়। কবি বলেন نَغَضَتْ مِنْ هَرَمٍ اَسْنَانُهَا বার্ধক্যের কারণে তাহার দাঁত পড়িয়াছে।

قَوْلُه وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ আর তাহারা বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কবে উহা সংঘটিত হইবে? যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের এই ওয়াদা কবে পালিত হইবে? উহার সঠিক সময় নির্দিষ্ট কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ইরশাদ হইয়াছে وَيَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا আর যাহারা বে-ঈমান তাহারাই শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আরো ইরশাদ হইয়াছে قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا আপনি বলিয়া দিন সম্ভবতঃ উহা অতি নিকটবর্তী। অতএব তোমরা উহাকে ভয় কর, নিশ্চিতভাবে উহা তোমাদের উপর পতিত হইবে। যাহা নিশ্চিতভাবে আসিবে উহাকে আসিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও। আল্লাহর ইরাশাদ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ যেই দিন তোমাদের পতিপালক তোমাদিগকে ডাকিবেন اِذْ دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ مُخْرَجُوْنَ অর্থাৎ যখন তোমাদিগকে তিনি যমীন হইতে বাহির হইবার জন্য ডাকিবেন, তখন তোমরা সাথে সাথেই বাহির হইয়া পড়িবে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমার কাজ তো চক্ষুর পলকের ন্যায়। মুহূর্তেই সম্পন্ন হইয়া যায় اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدْنَا اَنْ يَّقُوْلَ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ যখন কোন বস্তুর অস্তিত্বাধীনের জন্য আমি ইচ্ছা করি তখন উহাকে হইয়া যা বলিলেই উহা হইয়া যায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ তাহা হইবে একটি ধমক এবং হঠাৎ তাহারা যমীন হইতে বাহির হইয়া ময়দানে সমবেত হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه যেই দিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন সেই দিন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার হুকুম পালন করিবে ও তাহার আনুগত্য প্রকাশ করিবে। আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে فَتَسْتَجِيْبُوْنَ এর অর্থ করিয়াছেন يَوْمَ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِاَمْرِه অর্থাৎ তোমরা তাহার নির্দেশ পালন করিবে। ইবনে জুরাইজও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন কাতাদাহ (র) আল্লাহর পরিচিতি ও আদেশ পালন অর্থ নিয়াছেন। কেহ কেহ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِه এর তাফসীর করিয়াছেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার জন্য সকল প্রশংসা। হাদীস শরীফে বর্ণিত, যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমার প্রতি বিশ্বাস রাখিবে এবং মুখে স্বীকার করিবে, কবরে সে কোন সংকটের সম্মুখীন হইবে না। এই কালেমায় বিশ্বাসী লোকদিগকে যেন আমি তাহাদের কবর হইতে মাথার মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে উঠিতে দেখিতেছি। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, তাহারা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ "সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমাদের চিন্তা ভাবনা দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন।" বলিতে বলিতে উঠিতেছে। সূরা ফাতির এর মধ্যে ইহার ব্যাখ্যা আসিতেছে। وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا আর

তোমরা যেইদিন কবর হইতে উঠিবে সেইদিন ধারণা করিবে যে দুনিয়ায় অতি অল্প সময় অবস্থান করিয়াছিলে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا যেই দিন তাহারা কিয়ামত দিবস দেখিবে সেই দিন তাহারা ধারণা করিবে, যেন তাহারা দুনিয়াতে এক বিকাল কিংবা এক সকাল অবস্থান করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا يَوْمًا

যেইদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে আর অপরাধীদিগকে আমি সেই দিনে কিয়ামতের ময়দানে হাঁকাইয়া একত্রিত করিব এবং তাহাদের চক্ষু হইবে তখন নীলবর্ণ তাহারা চুপে চুপে বলিবে, "তোমরা মাত্র দশ দিনই দুনিয়ায় অবস্থান করিয়াছ।" তাহারা যাহা কিছু বলিবে আমরা উহা খুব ভালই জানি। তাহাদের মধ্যে যে অধিক জ্ঞানী সে বলিবে, তোমরা একদিনই সেখানে অবস্থান করিয়াছিলে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, "তাহারা এক ঘন্টার বেশী তথায় অবস্থান করে নাই।" আরো ইরশাদ হইয়াছে,

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ الْعَادِّيْنَ

قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ইরশাদ হইবে তোমরা বৎসরের হিসাব মুতাবিক দুনিয়ায় কত দিন ছিলে? তাহারা বলিবে, একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ ছিলাম। যাহারা হিসাব নিকাশ জানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করুন। তিনি বলিবেন, তোমরা সেখানে খুব অল্পদিনই ছিলে যদি তোমরা জানিতে পারিতে।

(٥٣) وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ○

৫৩. আমার বান্দাদিগকে যাহা উত্তম তাহা বলিতে বল। শয়তান উহাদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানী দেয়। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল ও তাহার বান্দাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন তাহারা যেন তাঁহার মুমিন বান্দাগণের সহিত তাহাদের পারস্পারিক আলাপ আলোচনায় উত্তম ও ভাল কথা বলে। যদি তাহারা এইরূপ না করে তবে শয়তান তাহাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবে এবং তাহাদের মধ্যে ঝগড়া ও দাংগার সৃষ্টি হইবে। শয়তান

তখন হইতেই হযরত আদম ও মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু হইয়া আছে যখন সে হযরত আদম (আ) কে সিজ্দা করিতে বিরত ছিল। এই কারণেই কোন মুসলমান অপর ভাইয়ের প্রতি কোন লৌহাস্ত্র দ্বারা ইশারা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে যেন শয়তান তাহার হাত হইতে কাড়িয়া তাহাকে আঘাত না করিয়া বসে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্যাক (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাহার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কারণ সে ইহা জানে না সম্ভবতঃ শয়তান তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইবে এবং তাহাকে আঘাত করিয়া বসিবে এবং দোযখের গর্তে পতিত হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুর রায্যাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....বনী সুলাইত গোত্রীয় এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আসিলাম তখন তিনি একদল লোকের সহিত কথা বলিতেছিলেন আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই সে না তো তাহাকে যুলুম করিতে পারে আর না তাহাকে অসহায় ছাড়িয়া দিতে পারে। তাকওয়া হইল এখানে। এই কথা বলিয়া তিনি তাহার বুকের দিকে স্বীয় হাত দ্বার ইংগিত করিলেন। যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে অতঃপর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই বিচ্ছেদের কথা বর্ণনা করে, সে হইল মন্দ সে হইল মন্দ, সে হইল মন্দ।

(٥٤) رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ
عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ○

(٥٥) وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ
النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○

৫৪. তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগকে ভালভাবেই জানেন ইচ্ছা করিলে তিনি তোমাদিগের প্রতি দয়া করেন এবং ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে শাস্তি দেন, আমি তোমাকে উহাদিগের অভিভাবক করিয়া পাঠাই নাই।

৫৫. যাহারা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন। আমি তো নবীগণের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়াছি; দাউদে আমি যাবূর দিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ অর্থাৎ হে মানবজাতি তোমাদের প্রতিপালক ইহা খুব ভাল জানেন যে তোমাদের মধ্যে কে হেদায়াত পাইবার উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নহে। اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহার আনুগত্যের তাওফীক করিয়া তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন আর তাহার ইচ্ছা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দান করিবেন। وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا আর আমি তো আপনাকে তাহাদের উপর কার্যবিধায়ক করিয়া প্রেরণ করি নাই বরং আপনাকে কেবল তাহাদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি আপনার অনুগত হইবে যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে আপনার অনুগত হইবে না সে প্রবেশ করিবে দোযখে। رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আপনার প্রতিপালক আসমান ও যমীনে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন যে কে কোন স্তরের অনুগত ও নাফরমান। لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ অবশ্যই আমি কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ এই সকল রাসূলগণের মধ্যে আমি একজনকে অপর জনের উপর মর্যদা দান করিয়াছি। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ এমনও আছেন যাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও অনেক মর্যাদা দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত لَا تُفَضِّلُوْا بَيْنَ الْاَنْبِيَاءِ তোমরা নবীগণের মধ্যে একজন অন্যজনের অপেক্ষা অধিক মর্যদাশীল মনে করিও না। অত্র হাদীস এবং উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অত্র হাদীসের মর্ম হইল "তোমরা কোন দলীল প্রমাণ ব্যতিত শুধু নিজেদের ইচ্ছা মত ও গোত্রীয় টানে বশীভূত হইয়া কাহাকেও ফযীলত দান করিও না। অবশ্য কাহারও পক্ষে দলীল কায়েম হইলে তাহার অনুসরণ করা জরুরী। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই যে রাসূলুগণ আম্বিয়া অপেক্ষা অধিক মর্যাদা শীল। আবার রাসূলগণের মধ্যে যাহারা 'উলুল আযম'। তাহাদের মর্যাদা অন্যান্যদের তুলনায় অধিক। সূরা আহযাব ও সূরা শুরা এর দুই আয়াতে ৫ জন এই উলুল আযম (মহতি দৃঢ়তার অধিকার রাসূল)-এর উল্লেখ করা হইয়াছেই সূরা আহযাব এ ইরশাদ হইয়াছে

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ

আর যখন নবীগণ হইতে তাহাদের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং আপনার, নূহ, ইবরাহীম মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়াম (আ) হইতেও শপথ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সূরা শুরায় ইরশাদ হইয়াছে

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ

اِبْرَاهِيْمَ مُوْسَى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا

তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা শরীয়ত হিসাবে সেই দ্বীনকে নির্ধারণ করিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি হযরত নূহকে করিয়াছিলেন আর যাহা আপনার প্রতি অহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং ইবরাহীম মূসা ও ঈসা (আ)কেও যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম, যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না। হযরত মুহাম্মদ (সা) যে রাসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম হইতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নাই। তাঁহার পর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মর্যাদা অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসাকে (আ)-এর মর্যাদা। বিস্তারিত দলীল প্রমাণসহ অন্যস্থানে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا আর দাউদ (আ) কে আমি যবূর গ্রন্থ দান করিয়াছি এই আয়াত দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর মর্যাদার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী বলেন, ইসহাক ইবনে নসর (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন হযরত দাউদ (আ)-এর উপর যাবূর গ্রন্থ পাঠ করা সহজ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহার সোয়ারীতে জিন লাগাবার জন্য নির্দেশ দিতেন অপর দিকে যবূর পড়িতে শুরু করিতেন এবং জিন লাগানো শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি উহা পাঠ করিয়া অবসর হইতেন।

(٥٦) قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا ○

(٥٧) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۭ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ○

৫৬. বল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ইলাহ্ মনে কর তাহাদিগকে আহ্বান কর; করিলে দেখিবে তোমাদিগের দুঃখ দৈন্য দূর করিবার অথবা পরিবর্তন করিবার শক্তি উহাদিগের নাই।

৫৭. উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করে তাহারাইতো তাহাদিগের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাহাদিগের মধ্যে কে কত নিকটতর হইতে পারে, তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করে ও তাহার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা করে اُدْعُوا الَّذِيْنَ

زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যেই সকল মূর্তি ও শরীকদিগকে উপাস্য মনে কর তাহাদিগকে ডাক ও তাহাদের প্রতি নিবিষ্ট হও। কিন্তু তাহারা لَايَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَاتَحْوِيْلًا। না তো তোমাদের কষ্ট সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সক্ষম আর না তাহারা উহা সরাইয়া অন্যকে কষ্টে ফেলিতে ক্ষমতা রাখে। এই ক্ষমতা কেবল এক আল্লাহ তা'আলারই আছে। আওফী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে قُلْ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুশরিকরা বলিত, আমরা ফিরিশ্‌তা, হযরত ঈসা ও হযরত উযাইর (আ)-এর ইবাদত করি। আর তাহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা খুঁজেন।

ইমাম বুখারী (র) সুলায়মান ইবনে মিহ্‌রান আ'মাস (র) أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পূর্বে জ্বিন জাতি হইতে কিছু লোকের উপসনা করা হইত কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে সেই সকল জ্বিন সম্পর্কেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে কিছু মানুষ কিছু জ্বিনদের উপাসনা করিত কিন্তু পরবর্তীকালে সেই উপাস্য জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করে অথচ উপাসক মানুষ স্বীয় ধর্মের উপরই অটল হইয়া থাকিল। কাতাদাহ (র) মা'বদ ইবনে আব্দুল্লাহ রুম্মানী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাহ ইবনে মাসউদ হইতে তিনি ইবনে মাসউদ হইতে أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ এর শানে নযূল সম্পর্কে বলেন আরবের একটি দল কিছু জ্বিনের উপাসনা করিত কিন্তু জ্বিনরা ইসলাম গ্রহণ করিল অথচ তাহাদের উপাসকরা তাহাদের ইসলাম সম্পর্কে কোন খবরই রাখিল না। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রহিয়াছে এক প্রকার ফিরিশ্‌তা যাহাদিগকে জ্বিন বলা হইত পূর্বে তাহাদের উপাসনা করা হইত। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

সুদ্দী আবূ সালেহ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ প্রসংগে বর্ণনা করেন, যাহাদের ইবাদত করা হইত অথচ তাহারা নিজেরাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তালাশ করিতেন তাহারা হইলেন হযরত ঈসা ও তাঁহার আম্মা এবং হযরত উযাইর (আ) মুগীরা। ইবরাহীম হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা হইলেন হযরত ঈসা উযাইর এবং চন্দ্র ও সূর্য। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর (আ) ও ফিরিশ্‌তাগণ। আল্লামা ইবনে জরীর (র) হযরত ইবনে মাসউদ (র)-এর মতকে গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ এর يَبْتَغُوْنَ মুযারে (مُضَارِعْ) মাযী নহে অতএব হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশ্‌তা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। তিনি বলেন, অসীলা, অর্থ নৈকট্য

যেমন কাতাদাহ বলিয়াছেন। قوله وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ তাহারা আল্লাহর রহমতের আশা করে এবং তাহার শাস্তিকে ভয় করে। কারণ আশা ও ভয় উভয়ের সমষ্টি ছাড়া ইবাদত পূর্ণ হয় না। ভয়ের কারণে মানুষ অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকে এবং আশা দ্বারা অধিক পরিমাণ নেক কাজ করে। اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। অতএব উহাকে ভয় করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন।

(৫৮) وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا
شَدِيْدًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ○

৫৮. এমন কোন জনপদ নাই যাহা আমি কিয়ামতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করিব না অথবা যাহাকে কঠোর শাস্তি দিব না; ইহাতো কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখিত বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন যে কিয়ামতের পূর্বে সমস্ত জনপদ ধ্বংস হইয়া যাইবে কিংবা হত্যা বা অন্য বিপদে পতিত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর ইহার কারণ হইল, তাহাদের গুনাহ ও পাপাচার। যেমন আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী উম্মত সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ আমি তাহাদের প্রতি অবিচার করি নাই বরং তাহারাই তাহাদের সত্তার উপর যুলুম করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خَسَرَ তাহারা তাহাদের স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করিয়াছে। আর তাহাদের কৃতকর্মের পরিণাম ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নহে। وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ বহু জনপদ তাহাদের প্রতিপালকের ও রাসূলের নির্দেশকে অমান্য করিয়াছে ফলে তাহারা তাহার ফল ভোগ করিয়াছে।

(৫৯) وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ؕ
وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ؕ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا ○

৫৯. পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপদ নিদর্শনস্বরূপ সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি।

তাফসীর ঃ সুলাইদ, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হইতে তিনি আইয়ূব হইতে তিনি সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলিল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনিতো বলেন, আপনার পূর্বেও অনেক আম্বিয়া আগমন করিয়াছিলেন,

তাহাদের কাহারও জন্য বায়ূ অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কেহ এমনও ছিলেন যে তিনি মৃতকে জীবিত করিতেন, আপনাকে বিশ্বাস করা ও আপনার প্রতি ঈমান আনাই যদি আপনার কাম্য হয় তবে আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অহী প্রেরণ করিলেন, তাহারা যাহা কিছু বলিয়াছে আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদের কাম্য পূর্ণ করিয়া দিব কিন্তু ইহার পর তাহারা ঈমান না আনিলে তাহাদিকে শাস্তি দিব। তখন আর কোন কথা চলিবে না। আর যদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দান করা পছন্দ করেন তবে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দান করিব। তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক। আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। কাতাদাহ ইবনে জুরাইজ এবং অন্যান্যরাও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করিবার জন্য এবং তাহাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বতসমূহকে সরাইয়া দিতে আবেদন জানাইল যেন তাহারা তথায় ক্ষেত খামার করিতে পারে। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহাকে বলা হইল যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন, তবে তাহাদিগকে আমি অবকাশ দিব। আর যদি পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করি তাহাও করিব কিন্তু যদি তাহারা ইহার পরও কুফর করে তবে তাহারাও ঠিক অদ্রূপ ধ্বংস হইয়া যাইবে যেমন তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হইয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহা পছন্দ করি না যে তাহারা ধ্বংস হইয়া থাক। বরং আপনি তাহাদিগকে অবকাশ দান করুন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَمَا مَنَعْنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

ইমাম নাসায়ী ইবন জরীর (র) অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিল, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করিয়া দেন, তাহা হইলেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই তোমরা ঈমান আনিবে? তাহারা বলিল হাঁ, রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করিলেন। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম করিয়াছেন আর তিনি বলিয়াছেন যদি আপনি চাহেন তবে সাফা পাহাড় তাহাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত করা হইবে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে, তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দান করিব যাহা বিশ্বের কাহাকেও করি নাই আর যদি আপনি ইহা পছন্দ করেন যে আমি তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত

করিয়া দেই তবে তাহাই করিব। তখন তিনি বলিলেন, প্রথমটি নহে' বরং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হউক ইহা আমি কামনা করি।

হাফিয আবূ ইয়ালা তাহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে আলী আনসারী (র)....হযরত যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ কুবাইশ পাহাড়ের উপর গিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, হে আব্দে মানাফের বংশধর লোকেরা! আমি তোমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি। চিৎকার শুনিয়া কুরাইশরা তাহার নিকট আসিলে তিনি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিলেন এবং সতর্ক করিলেন। তখন তাহারা বলিল, তুমি তো বলিতেছ যে, তুমি নবী এবং তোমার নিকট অহী প্রেরিত হয়। সুলায়মান (আ) এর জন্য বায়ু ও পর্বত অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ)-এর জন্য সমুদ্র অধিনস্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং হরত ঈসা (আ) মৃতুকে জীবিত করিতে পারিতেন। অতএব তুমিও আল্লাহর নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের এলাকা হইতে পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন এবং এখানে নহরসমূহ প্রবাহিত করেন। আমরা যেন ক্ষেত্র খামার করিতে পারি। এবং খাদ্য দ্রব্যে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারি। অথবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা আমাদের মৃতদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং আমরা যেন তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারি আর তাহারাও যেন আমাদের সহিত কথা বলিতে পারে। কিংবা তুমি এই দু'আ কর যেন আল্লাহ তা'আলা তোমার নীচের পাথরকে স্বর্ণে পরিণত করেন। আমরা উহা হইতে কাটিয়া লইব এবং শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরের কষ্ট হইতে আমরা রক্ষা পাইব। তুমিও তো পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় নবী হওয়ার দাবী করিতেছ।

রাবী বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুর্দিকে দন্ডায়মান ছিলাম এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অহীর অবতরণ শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "সেই সত্তার কসম যাহার হাতে আমার জীবন তোমরা যাহার দরখাস্ত করিয়াছ আল্লাহ উহা আমাকে দান করিয়াছেন, আর আমি ইচ্ছা করিলে উহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কিন্তু তিনি আমাকে এই ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার দিয়াছেন, যে তোমরা রহমতে প্রবেশ করিবে এবং ঈমান আনিবে কিংবা তোমরা যাহা নিজেদের জন্য পছন্দ করিয়াছ আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে উহার উপর ন্যাস্ত করিয়া দিবেন ফলে তোমরা রহমত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইবে। অতঃপর আমি রহমতের দ্বারকে মনোনিত করিয়াছি যেন তোমরা ঈমান গ্রহণ করিতে পার। আল্লাহ তা'আলা ইহাও জানাইয়াছেন, যদি তিনি তোমাদের কাম্য পূর্ণ করেন অতঃপর তোমরা কুফর কর তবে তোমাদিগকে এমন শাস্তি দিবেন যাহা বিশ্বের কাহাকেও দেন নাই। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيٰتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ নিদর্শনসমূহ প্রেরণ

করিতে কেবল ইহাই বাধা যে, পূর্ববর্তীরা ইহা যেমন অস্বীকার করিয়াছে অনুরূপভাবে ইহারও অস্বীকার করিবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى الخ যদি কুরআন এমন হইত যে ইহা দ্বারা পাহাড়সমূহ চলমান হইত কিংবা পৃথিবী বিদীর্ণ হইত কিংবা ইহা দ্বারা মৃতদের সহিত কথা বলা যাইত.....অর্থাৎ ঐ মুশরিকদের ইচ্ছা মত নিদর্শনসমূহ যদি অবতীর্ণও করিতে চাহিতাম তবে আমার পক্ষে উহা কঠিন নহে। কিন্তু ব্যাপার হইল, তাহারা যদি উহার পরও ঈমান না আনে তবে তাহাদের শাস্তি হইবে সর্বাধিক কঠিন।

এই ধরনের নিদর্শন অবতীর্ণ হইবার পরও ঈমান না আনিলে শাস্তি অবতীর্ণ হইতে বিলম্ব হয় না যেমন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের বেলায় আল্লাহর এই বিধানই প্রবর্তিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদাহ এর মধ্যে ইরশাদ করিয়াছেন

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ مَائِدَةً فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّااُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ

আমি তোমার নিকট মায়েদা অবতীর্ণ করিব অতঃপর উহার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে আমি এমনই শাস্তি দিব যাহা বিশ্বের কাহাকে দেই নাই।

সামূদ জাতি যখন হযরত সালেহ (আ) কে পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিবার জন্য বলিল তখন তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ইচ্ছানুসারে পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরও যখন তাহারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি অবাধ্য রহিল এবং উষ্ট্রীকে যখম করিয়া মারিয়া ফেলিল, তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ তোমরা তিন দিন পর্যন্ত তোমাদের বাড়ীতে খুঁব সুখ ভোগ করিতে থাক উহার পর তোমাদের প্রতি আমার নিশ্চিত শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইহাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নাই। ইরশাদ হইয়াছে وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا আমি সামূদ জাতিকে এমন নিদর্শন দান করিয়াছিলাম যাহা আমার তাওহীদের এবং আমার রাসূলের সত্যবাদীতার প্রমাণ ছিল কিন্তু তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। উষ্ট্রীকে পানি পান করিতে বাধা দিয়াছিল এবং উহাকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ তাহাদের সকলকেই ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শক্ত হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

قوله وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا- হযরত কাতাদাহ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার নির্দশনের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া আসে। বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর সময়ে একবার কুফা নগরীতে ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি

কুফার জনসাধারণকে বলিলেন হে লোক সকল! আল্লাহর ইচ্ছা যে তোমরা সকলে তাহার প্রতি নিবিষ্ট হও। অতএব অনতিবিলম্বে তোমরা সকলেই তাহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া যাও। অনুরূপভাবে আরো বর্ণিত হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর আমলে কয়েকবার মদীনায় ভূমিকম্প হইল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা নিশ্চয় কোন বিদ'আত কাজ করিয়াছ, দেখ যদি পুনরায় এমন কিছু হয় তবে অবশ্যই আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দিব। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দুইটি নিদর্শন, এবং উহাদের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না আর কাহার জন্মের কারণেও নহে বরং উহাদের দ্বারা তাহার বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। যখন তোমরা উহা দেখিতে পাইবে তখনই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আল্লাহর যিকির এবং দু'আ ও ইস্তেগফারে লিপ্ত হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে উম্মতে মুহাম্মদ! আল্লাহর কসম, তিনি তাহার কোন বান্দা কিংবা ব্যক্তিকে ব্যভিচার করিতে দেখিবার ব্যাপারে তিনি অপেক্ষা অধিক গয়রত ওয়ালা আর কেহ নাই। হে মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত! যদি তোমরা উহা জানিতে যাহা আমি জানি তবে তোমরা হাসিতে কম, আর কাঁদিতে অধিক।

(٦٠) وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ط وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ
اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ ط وَنُخَوِّفُهُمْ
فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ۝

৬০. স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখাইয়াছি তাহা এবং কুরআনে উল্লেখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু ইহা উহাদিগের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) কে তাবলীগ ও প্রচার কার্যের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সম্পর্কেও অবগত করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মানুষ হইতে হিফাযত করিয়াছেন কারণ তিনি তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং তাহারা সকলেই তাহার করতলগত ও অধিনস্থ। মুজাহিদ (র) উরওয়াহ ইবনে যুবাইর, হাসান, কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি আপনাকে তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَاءَ الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ الاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاس। অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) আলী ইবনে আব্দুল্লাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত

তিনি বলেন, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে দৃশ্য দেখান হইয়াছিল উহা জাগ্রতাবস্থায় স্বচক্ষে দেখান হইয়াছিল وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْاٰنِ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। আহমদ, আব্দুর রায্যাক (র) ও অন্যান্য রাবীগণ সুফিয়ান ইবনে উয়ায়নাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আওফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ সায়ীদ ইবনে জুবাইর হাসান, মাসরূক, ইবরাহীম, কাতাদাহ আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ আরো অনেকে উপরোক্ত আয়াত দ্বারা মি'রাজের রাতের ঘটনাকেই বুঝাইয়াছেন। সূরার শুরুতে মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে মি'রাজের ঘটনা শ্রবণ করিয়া কিছু লোক দ্বীন ত্যাগ করিয়াছিল যাহারা পূর্বে মু'মিন ও সত্যধর্মে বিশ্বাসী ছিল। কারণ, ঘটনাটি এতই বিস্ময়কর যে তাহাদের জ্ঞান দ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হয় নাই অথচ, অন্যান্য মু'মিন উহাকে নিশ্চয়তার সাথেই বিশ্বাস করিয়াছিল। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে اِلَّا فِتْنَةً অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষার জন্যই উক্ত ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন। اَلشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ অভিশপ্ত গাছ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি বেহেশত ও দোযখ দেখিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি যাক্কূম গাছও দেখিয়াছিলেন কিন্তু তাহারা উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এমনকি হতভাগ্য আবূ জেহেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা শ্রবণ করিয়া বিদ্রূপ স্বরে বলিয়াছিল, "খেজুর ও মাখন লইয়া আস।" অতঃপর সে খেজুর হইতে কিছু এবং মাখন হইতে কিছু খাইতে লাগিল এবং বলিল, আরে, তোমরা খেজুর ও মাখন মিশ্রিত করিয়া লও ইহাই হইল যাক্কূম ইহা ব্যতিত অন্য কিছু আমরা জানি না। ইবনে আব্বাস (রা) মাসরূক, আবূ মালেক, হাসান বসরী এবং আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং যে সকল মুফাস্সিরগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা 'লাইলাতুল ইস্রা' বুঝিয়াছেন। তাহারা সকলেই وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ দ্বারা যাক্কূম গাছ বুঝিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা বনূ উমাইয়াহ গোত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা দুর্বল মন্তব্য।

ইবনে জরীর (র) ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালাহ (র).... সাহল ইবনে সাদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) অমুক গোত্রের লোককে মিম্বরের উপর বাঁদরের ন্যায় নাচিতে দেখিলেন। উহাতে তাহার কষ্ট হইল অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনও তাহাকে হাসিতে দেখা যায় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অবশ্য সূত্রটি অত্যধিক দুর্বল। কেননা মুহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে যাবালা রাবী বর্জিত, তাহার শায়েখও সম্পূর্ণ দুর্বল। ইবনে জরীর (র) এই কারণেই আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত দৃশ্য দ্বারা শবে মিরাজের দৃশ্য বুঝাইয়াছেন। এবং অভিশপ্ত গাছ দ্বারা

যাক্কূম গাছই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন মুফাস্সিরগণের ঐক্যবদ্ধ মত হইল আয়াতটিতে মি'রাজের দৃশ্য যাক্কূম গাছের কথা বলা হইয়াছে وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا আর আমি কাফিরদিগকে আযাব ও শাস্তি দ্বারা ভয় দান করি কিন্তু ইহা কুফর ও গুমরাহীর মধ্যে গুরুতর ঢিল দেওয়া ছাড়া তাহাদের কিছুই বৃদ্ধি করে না।

(٦١) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّآ إِبْلِيسَ ؕ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۚ

(٦٢) قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ز لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلًا ۚ

৬১. স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাদিগকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে বলিয়াছিল, আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?

৬২. সে বলিয়াছিল 'বলুন, উহাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিলেন, কেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তাহার বংশধরগণকে কর্তৃত্তাধীন করিয়া ফেলিব।

তাফসীর ঃ হযরত আদম (আ) ও তাহার সন্তানদের প্রতি হতভাগ্য ইবলীস যে শত্রুতা পোষণ করিত উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাগণকে হযরত আদম (আ)কে সিজদা করিতে হুকুম দিলে তাহারা সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস অহংকার ও গর্বভরে, সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। তুচ্ছ করিয়া সে বলিয়া উঠিল أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا যাহাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করিব? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম, আমাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন আগুন দ্বারা আর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। আল্লাহর ধৈর্য দেখিয়া আরো অধিক ধৃষ্টতার সহিত বলিল قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى الخ 'দেখুন তো, এই যাহাকে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন, তবে আমি অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহার সন্তানদের সকলকেই সমূলে বিনষ্ট করিয়া দিব। আলী ইবনে আবূ তালহা হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কিছু সংখ্যক ব্যতিত অধিকাংশের উপর আমি প্রভুত্ব কায়েম করিব। মুজাহিদ

বলেন তাহাদিগকে আমি ঘিরিয়া লইব। ইবনে যায়েদ বলেন আমি তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া দিব। অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে অবকাশ দান করেন, তবে অল্প সংখ্যক ব্যতিত তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়া দিব। উভয় তাফসীরের মর্ম প্রায় একই।

(٦٣) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً
مَّوْفُوْرًا ٥
(٦٤) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ
رَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا
غُرُوْرًا ٥
(٦٥) اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا ٥

৬৩. আল্লাহ বলিলেন, যাও তাহাদিগের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে জাহান্নামই তোমাদিগের সকলের শাস্তি-পূর্ণ শাস্তি।

৬৪. তোমার আহ্বানে উহাদিগের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ কর এবং উহাদিগের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হইয়া যাও ও উহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।

৬৫. আমার বান্দাদিগের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালক-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ ইবলীস যখন আল্লাহর নিকট অবকাশ প্রার্থনা করিল তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন যাও, আমি তোমাকে অবকাশ দান করিলাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ তোমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করা হইল (সোয়াদ-৮০-৮১)। অতঃপর তিনি ইবলীস ও আদম সন্তান হইতে যাহারা তাহার অনুসারী তাহাদিগকে ধমক দান করিয়া ইরশাদ করেন قَالَ اذْهَبْ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا যাও, যে-ই তোমার অনুসরণ করিবে তোমাদের সকলের অপকর্মের বিনিময় হইবে জাহান্নাম এবং উহা পরিপূর্ণ বিনিময়। কাতাদাহ বলেন, জাহান্নাম শাস্তি হিসাবে পরিপূর্ণ হইবে। উহা হইতে কম করা হইবে না قوله وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পার তোমার শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত কর। কেহ কেহ বলেন صَوْتٌ দ্বারা গান বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, গান ও খোলাধুলা উভয়ই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ এই গানবাদ্য ও খেলাধুলা দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত ও সত্যচ্যুত কর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন صوت দ্বারা এমন সকল লোকের শব্দ বুঝান হইয়াছে যে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি আহ্বান করে। قوله وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ অর্থাৎ হে ইবলীস, তুমি তোমার অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ কর। رَجْلٌ শব্দটি رَاجِلٌ এর বহু বচন, যেমন ركب ও صَحْبٌ শব্দদ্বয় صَاحِبٌ ও رَاكِبٌ এর বহুবচন। অর্থাৎ তুমি তোমার যাবতীয় শক্তি সামর্থ লইয়া আমার বান্দাদের উপর আক্রমণ কর। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا আপনি কি জানেন না যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদিগকে প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি উৎসাহিত করে ও সেইদিকেই টানিয়া লইয়া যায় (মারিয়াম-৮৩)। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যাহারা মানুষকে পাপাচারের দিকে ধাবিত করিবার জন্য সোয়ারির উপর আরোহণ করিয়া কিংবা পায়ে হাটিয়া প্রচেষ্টা করে তাহারা পদাতিক বাহিনী ও অশ্বরোহী সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ বলেন, মানুষ ও জ্বিন জাতির মধ্য হইতে ইবলীসের কিছু অশ্বরোহীও পদাতিক সেনাদল আছে তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহার অনুসরণ করে। আরবের লোকেরা বলেন اَجْلَبَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ অমুক অমুকের উপর চিৎকার করিয়াছে। ঘোড়া দৌড়ে প্রতিযোগিতাকালে চিৎকার করিয়া ঘোড়া হাকাইতে যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন উহার জন্য তিনি جَلَبٌ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। قوله وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ আর তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে তুমি শরীক হইয়া যাও। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, গুনাহর কাজে শয়তানের তাহাদের মাল ব্যয় করিতে নির্দেশ প্রদান। আতা (র) বলেন, ইহার অর্থ সুদ। হাসান (র) বলেন ইহার অর্থ হইল, অন্যায় পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ অর্জন করা এবং হারাম কাজে উহা ব্যয় করা। কাতাদাহ অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "ধন-সম্পদে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল হালাল জীব-জন্তুকে কাফিরদের ইচ্ছা মত হারাম করা । যেমন بَحِيْرَةٍ ও سَائِبَةٍ ইত্যাদি একাদিক পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল। যাহ্হাক ও কাতাদাও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন "উল্লেখিত সবকয়টি ব্যাখ্যাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ইহাই সর্বাধিক উত্তম মত।

قوله وَالْاَوْلَادِ আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল ব্যাভিচার করা যাহার দ্বারা হারাম সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আলী ইবনে তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র)

হইতে বর্ণনা করেন, শৈশবকালেই অন্যায়ভাবে সন্তানকে জীবিত দাফন করা কিংবা অন্য কোন উপায়ে হত্যা করা। কাতাদাহ (র) হযরত হাসান বসরী (র) হইতে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হওয়া এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের স্বীয় সন্তানদিগকে ইয়াহূদী খৃস্টান ও অগ্নিপূজক করিয়া দেওয়া। এবং স্বীয় মালের একাংশ শয়তানের জন্য নির্ধারিণ করা। কাতাদাও (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ সালেহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, স্বীয় সন্তানদের নাম, আব্দুল হারেস আব্দে শামস ইত্যাদি নামকরণ করা। ইবনে জরীর (র) বলেন, সর্বাধিক উত্তম ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহর অপছন্দীয় নাম দ্বারা সন্তানের নামকরণ করা কিংবা বাতেল ধর্মে সন্তানকে দীক্ষা দেওয়া অথবা সন্তানকে জীবিতাস্থায় দাফন করা কিংবা ব্যভিচার করিয়া হারাম সন্তান জন্ম দান করা সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ মধ্যে কোন একটিকে খাসভাবে উল্লেখ্য করেন নাই। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শয়তানের শরীক হওয়ার অর্থ হইল, যে কোন উপায়ে উহাতে শয়তানের প্রবেশ করা ও উহার সাহায্য লাভ করা। যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে আল্লাহর নাফরমানী করা কিংবা যে কোন কাজের মধ্যে কিংবা যে কোন কাজের সাহায্যে শয়তানের অনুসরণ করাকে শয়তানের শরীক বলা যাইবে। ইয়ায ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

اِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِىْ حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاحَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحَالَتْ لَهُمْ

অর্থাৎ আমি আমার বান্দাদিগকে সকল বাতিল মতবাদ হইতে পৃথক করিয়া তাওহীদ পন্থি সৃষ্টি করিয়াছি কিন্তু শয়তানের দল তাহাদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং যাহা আমি তাহাদের জন্য হালাল করিয়াছি তাহারা উহা হারাম করিয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত সংগমকালে بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا এই দোয়া পাঠ করে তবে যদি তাহার ভাগ্যে সন্তান নির্ধারিত থাকে তবে শয়তান কোন দিন তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

قوله وَعِدْهُمْ مَايَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّاغُرُوْرًا "আর তুমি তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তো ছলনা ছাড়া কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না"। কিয়ামত সত্য প্রকাশ পাইবে তখন শয়তান বলিবে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ সংবাদ দিয়াছেন اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ আল্লাহ তা'আলা তো সত্য প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া উহার খেলাফ করিয়াছি।

قوله اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ আমার সঠিক বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহ তা'আলা তাহার এই বাণী দ্বারা তাঁহার মুমিন বান্দাগণকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ব্যাপারে সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়াছেন। وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا অর্থাৎ সাহায্যকারী ও সংরক্ষণকারী হিসাবে আপনার প্রতিপালকই আপনার জন্য যথেষ্ট। ইমাম আহমদ (র) কুতায়বাহ (র)....আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِىْ شَيْطَانَهٗ كَمَا يُنْضِىْ اَحَدُكُمْ بَعِيْرَهٗ فِى السَّفَرِ মুমিন ব্যক্তি তাহার শয়তানের উপর ঠিক তদ্রূপ ক্ষমতা লাভ করে যেমন সফরকালে তোমাদের কেহ তাহার সোয়ারীর উপর ক্ষমতা লাভ করে।

(٦٦) رَبُّكُمُ الَّذِىْ يُزْجِىْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِى الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۭ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ○

৬৬. তোমাদিগের প্রতিপালক তিনিই যিনি তোমাদিগের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। তিনি তোমাদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তিনিই তাহার অনুগ্রহে সমুদ্রে নৌযানসমূহকে তাহাদের অধিনস্থ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে বাণিজ্যিক সফর করিয়া আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করিতে পারে।

(٦٧) وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○

৬৭. সমুদ্রে যখন তোমাদিগকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতিত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান করিয়া থাক তাহারা অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন মানুষ কোন কষ্টে পতিত হয় তখন সে বড়ই সকাতর হইয়া নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ। যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্থ হও তখন কেবল তাহাকেই ডাকিতে থাক এবং তোমাদের অন্যান্য সকল উপাস্য তোমাদের অন্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করে। যেমন ইকরিমাহ ইবনে আবূ জেহেলের এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে পলায়ন

করিতেছিলেন তখন তিনি সুদূর আবেসিনীয়া পোঁছবার জন্য একটি সামুদ্রিক নৌযানে আরোহণ করিলেন, ভীষণ তুফান আরম্ভ হইল। আরোহীদের সকলে পরস্পর বলিতে লাগিল আজ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহাকেও ডাকিলে তোমাদের কোন লাভ হইবে না। তখন হযরত ইকরিমাহ মনে মনে বলিলেন, হে আল্লাহ! যদি সমুদ্রে অন্য কোন উপাস্যের উপাসনা উপকারী না হয় তবে স্থলেও উপকারী হইবে না। হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ওয়াদা করিতেছি, যদি এইবার আপনি আমাকে মুক্তি দান করেন তবে আমি অবশ্যই মুহাম্মদ (সা) নিকট গমন করিব এবং তাহার হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাহাকে অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান হিসাবে পাইব। তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রের বিপদ হইতে রক্ষা পাইল এবং তীরে উঠিল। অতঃপর হযরত ইকরিমাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গমন করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে রক্ষা করেন, তোমরা বিমুখ হইয়া পড় এবং সমুদ্রের তুফানে আল্লাহর যে তাওহীদ লাভ করিয়াছিলে উহা তোমরা ভুলিয়া যাও। এবং একমাত্র তাহাকে ডাকিতে ভুলিয়া যাও। وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا আর মানুষ বড়ই না-শোকর ও অকৃতজ্ঞ। সে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতসমূহকে ভুলিয়া যায়। অবশ্য আল্লাহ যাহাকে হিফাযত করেন সে কৃতজ্ঞ হয় ও শোকর করে।

(٦٨) اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ۙ

৬৮. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে তিনি তোমাদিগকে স্থলে কোথায়ও ভূগর্ভস্থ করিবেন না? অথবা তোমাদিগের উপর কংকর বর্ষণ করিবেন না। তখন তোমরা তোমাদিগের কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা ধারণা করিয়াছ যে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি হইতে পলায়ন করিয়া স্থলভাগের কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভূগর্ভস্থ ধসিয়া যাওয়া হইতে তোমরা নিরাপদে থাকিবে কিংবা প্রস্তর বর্ষণ হইতে তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে? মুজাহিদ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا

আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লূত (আ)-এর পরিবারবর্গের উপর প্রস্তর বর্ষণ করি নাই তাহাদিগকে আমি স্বীয় অনুগ্রহে রাত্রের শেষ প্রহরে বাঁচাইয়া লইয়াছিলাম। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ আর আমি তাহাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ اَمْ অথবা اَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ তোমরা সেই সত্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে তিনি তোমাদিগকে ভূগর্ভস্থ করিবেন না আর তখন তো উহা থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে। কিংবা তোমরা কি সেই সত্তা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়াছ যিনি আসমানে বিদ্যমান যে তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করিবেন না। তখন তোমরা জানিতে পারিবে যে আমার সতর্কবাণী কি রূপ হইয়াছিল, قوله ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন কার্যবিধায়ক পাইবে না, যে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে এবং বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

(٦٩) اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ○

৬৯. অথবা তোমরা কি নিশ্চিন্ত আছ যে, তিনি তোমাদিগকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরির বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদিগের কুফরী করার জন্য তোমাদিগকে নিমজ্জিত করিবেন না? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে সেই সকল লোক! যাহারা সমুদ্র সফরে আমার তাওহীদ স্বীকার করিয়াছ এবং নিরাপদে কূলে পৌছাইয়া পুনরায় বিমুখ হইয়াছ তোমরা কি এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছ যে, তিনি তোমাদিগকে পুনরায় সমুদ্র সফরে লইয়া যাইবেন না এবং নৌযান বিধ্বংসকারী প্রবল ঘর্ণিঝড় তোমাদের উপর পাঠাইবেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন قَاصِفُ এমন প্রবল ঝড়কে বলা হয়, যাহা নৌযান ধ্বংস করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দেয়। قوله فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ অতঃপর তিনি তোমাদের কুফর ও আল্লাহ হইতে বিমুখ হইবার কারণে তোমাদিগকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিবেন ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا تَبِيْعًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, تَبِيْعًا অর্থ সাহায্যকারী। মুজাহিদ (র) বলেন সাহায্যকারী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী। অর্থাৎ তখন তোমরা এমন কোন সাহায্যকারী পাইবে না যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে। হযরত কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল আমি এমন কাহাকেও ভয় করি না যে পরে আমার এই কাজে কোন অভিযোগ করিতে পারে।

(৭০) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا۠ ০

৭০. আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি, স্থলে ও সমুদ্রে উহাদিগের চলাচলের বাহন দিয়াছি; উহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের অনেকের উপর উহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতিকে তাহার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্টত্ব ও মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং তাহার দৈহিক আকৃতি ও আংগিক গঠন সর্বাধিক উত্তম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ আমি মানুষকে সর্বাধিক উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন–মানুষ দুই পায়ের উপর চলিতে পারে দুই হাত দ্বারা আহার করে। অথচ অন্যান্য জীবজন্তু চার পায়ে চলে এবং মুখের দ্বারা আহার করে। মানুষকে আল্লাহ তা'আলা চক্ষু কর্ণ ও অন্তর দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে ভাল মন্দের পার্থক্য করিতে পারে ও উপকৃত হইতে পারে। পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ে কোনটি উপকারী আর কোনটি অপকারী সে সম্পর্কে বিবেচনা করিতে ও স্থির করিতে পারে। وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আর আমি তাহাদিগকে স্থলে ও জলে বাহন দান করিয়াছি। স্থলে উট ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহন হিসাবে দান করিয়াছি এবং সমুদ্রে ও জলে ছোট বড় নানা নৌযান দান করিয়াছি وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আর তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি অর্থাৎ জমির ফসল গাছের ফল জীবজন্তুর দুধ ও গোস্ত এবং সর্বপ্রকার সুস্বাদু রুচিসম্পন্ন খাদ্য দ্রব্য এবং ইহা ব্যতিত চমৎকার আকর্ষণীয় দৃশ্যসমূহ নানা প্রকার রং বেরংহের পোশাকসমূহ আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি। ইহার কিছু তো তাহারা স্বদেশে প্রস্তুত করে এবং কিছু বিদেশ হইতে আমদানী করে।

وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ فَمَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً আর আমি অন্যান্য সকল জীব-জন্তু ও সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা ফিরিশ্তাগণের উপরও মানব জাতির মর্যাদা প্রমাণিত করা হইয়াছে। আব্দুর রায্যাক (র) বলেন মা'মার (র) যায়েদ ইবনে আসলাম (র) হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ফিরিশ্তাগণ বলে হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয় অথচ, আমাদিগকে উহা দান করেন নাই। অতএব আমাদিগকে আপনি আখেরাত দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম সেই ব্যক্তির নেক সন্তানকে যাহাকে আমার স্বীয় হাতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের মত করিব না যাহাদিগকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। হাদীসটি এই সূত্রে মুরসাল। অবশ্য অন্য এক

সূত্রে হাদীসটি মুত্তাসিল রূপেও বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবুল কাসেম তবরানী (র) বলেন, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সদাকাহ বাগদাদী (র) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি মানব জাতিকে দুনিয়া দান করিয়াছেন তাহারা সেখানে পানাহার করে এবং পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করে আর আমরা আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি অথচ, আমরা না পানাহার করি আর না খেলাধুলা করি। আপনি যেমন তাহাদের জন্য দুনিয়া দান করিয়াছেন তদ্রূপ আমাদিগকে আখিরাত দান করুন। তখন তিনি বলিলেন আমি যাহাকে আমার কুদরতী হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি তাহার সন্তানদিগকে সেই সকল সৃষ্টের ন্যায় করিব না যাহাকে আমি "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে।

ইবনে আসাকির (র) মুহাম্মদ ইন আইয়ূব (র)....আনাস ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকেও সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ, তাহারা পানাহার করে পোশাক পরিধান করে, বিবাহ সাদী করে সোয়ারীতে আরোহণ করে, নিদ্রা যায় ও আরাম করে। অথচ, আপনি ঐ সকল সুখ শান্তির কিছুই আমাদিগকে দান করেন নাই আপনার নিকট আমাদের আবেদন তাহাদিগকে আপনি দুনিয়া দান করেন আর আমাদিগকে দান করেন আখিরাত। তখন তিনি বলিলেন যাহাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমার সৃষ্ট রূহ তাহার মধ্যে ফুঁকাইয়াছি তাহাকে সেই ব্যক্তির মত আমি করিব না যাহাকে "হইয়া যাও" বলিলেই হইয়া গিয়াছে। তবরানী (র) বলেন, আব্দান ইবনে আহমদ (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট আদম সন্তান অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল অন্য কেহ হইবে না জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ! ফিরিশ্‌তাগণও না? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্‌তাগণও নয়। তাহারা তো চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় আল্লাহর নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। হাদীসটি নিঃসন্দেহে গরীব।

(٧١) يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۢ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝

(٧٢) وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

৭১. স্মরণ কর সেই দিনকে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে উহাদিগের নেতাসহ আহ্বান করিব। যাহাদিগের দক্ষিণ হস্তে তাহাদিগের আমল নামা দেওয়া হইবে,

তাহারা তাহাদিগের আমল নামা পাঠ করিবে এবং তাহাদিগের উপর সামান্য পরিমাণ যুলুম করা হইবে না।

৭২. আর যে ব্যক্তি এইখানে অন্ধ সে আখিরাতে অন্ধ এবং অধিকতর পথ ভ্রষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি সেইদিন প্রত্যেক দলকে তাহাদের নেতাসহ হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন। দলের নেতা দ্বারা কি উদ্দেশ্য এই সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ মত পার্থক্য করিয়াছেন মুজাহিদ (র) বলেন, নেতা দ্বারা নবীকে বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ প্রত্যেক উম্মতের জন্য রাসূল আছেন, যখন তিনি তাহাদের নিকট আগমন করিবেন তখন তাহাদের মধ্যে ইনসাফের সহিত বিচারকার্য সম্পন্ন করা হইবে। পরবর্তী কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, মুহাদ্দিসগণের পক্ষে ইহাই সম্মানের বিষয় যে তাহাদের নেতা হইবেন নবী করীম (সা)। ইবনে যায়েদ (র) বলেন "কিতাব" দ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নবীর প্রতি অবতারিত গ্রন্থ বুঝান হইয়াছে। ইবনে জরীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। ইবনে আবূ নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন اِمَامٌ দ্বারা নবীর উপর অবতারিত গ্রন্থও উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহা উদ্দেশ্য হইতে পারে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, "যেইদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাহাদের আমলনামাসহ আহ্বান করিব। আবুল আলিয়াহ হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, এই মত হইল সর্বাধিক উত্তম মত। ইরশাদ হইয়াছে وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ আমি প্রত্যেক বস্তু কিতাবে মুবীন অর্থাৎ আমলনামায় সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ আর আমলনামা রাখা হইবে তখন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যস্থ বিষয়ের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিতে পাইবেন।

আলোচ্য আয়াতে ইমাম দ্বারা সেই সকল নেতাও উদ্দেশ্য হইতে পারে, প্রত্যেক দল ও জাতি যাহাদের অনুসরণ করিত। ঈমানদার লোক আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করিত অতএব তাহাদের ইমাম আম্বিয়ায়ে কিরাম। আর যাহারা কাফির তাহারা তাহাদের নেতা ও সরদারদের অনুসরণ করিত। যেমন, ইরশাদ হইয়াছে وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ আর তাহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম তাহারা দোযখের দিকে মানুষকে আহ্বান করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে বলা হইবে, প্রত্যেক দল যেন তাহারই অনুসরণ করে যাহারা তাহার পূজা করিত। অতএব যাহারা তাগুতের পূজা করিত তাহারা তাহারই অনুসরণ করিবে। আল্লাহ তা'আলা

আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ আর কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক উম্মতকে আপনি উপুড়াবস্থায় দেখিতে পাইবেন, প্রত্যেককেই তাহাদের আমল নামার দিকে আহ্বান করা হইবে। আজতো তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকে দান করা হইবে। ইহা হইল আমার লিখিত কিতাব যাহা সত্যকে প্রকাশ করিবে। তোমরা যে কর্ম করিতে তাহাই আমরা লিপিবদ্ধ করিতাম। প্রকাশ থাকে আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরের বিরোধী নহে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন বিচার করিবেন তখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তথায় উপস্থিত করা হইবে। কারণ, প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাহাদের নবী তাহাদের আমলের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ। আর যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের সম্মুখে আমলনামা রাখিয়া দেওয়া হইবে আর নবী ও শহীদগণকে সেখানে উপস্থিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا "তখন কি অবস্থা হইবে, যখন প্রত্যেক উম্মতের মধ্য হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং আপনাকে তাহাদের সকলের উপর সাক্ষী হিসাবে পেশ করিব"।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে إِمَامٌ দ্বারা আমলনামাই উদ্দেশ্য। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দান করা হইবে তাহারা খুশীতে উহা পাঠ করিতে থাকিবে। কারণ তাহাদের আমলনামার মধ্যে নেক আমল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহারা নিজেরা পাঠ করিবে এবং অন্যকেও পাঠ করিতে দিবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে সে খুশিতে অন্যকেও বলিবে তোমরা আমার আমল নামা পড়িয়া দেখ।

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا আর তাহাদিগকে সামান্যতম যুলুমও করা হইবে না। فَتِيلَ বলা হয় খেজুর বীচির মধ্যবর্তী পাতলা বস্তু যাহা সূতার ন্যায় থাকে। হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন মুহাম্মদ ইবনে ইয়ামুর ও মুহাম্মদ ইবনে উসমান (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার ডান হাতে তাহার আমলনামা দেওয়া হইবে তাহার শরীর বৃদ্ধি করা হইবে তাহার মুখমন্ডল উজ্জ্বল হইবে এবং তাহার মাথায় উজ্জ্বল মুকুট পরিধান করান হইবে। অতঃপর সে তাহার সাথীদের নিকট আসিলে

তাহারা তাহাকে দেখিয়া বলিবে, হে আল্লাহ! আমাদিগকেও ইহা দান করুন এবং আমাদিগকে ইহাতে বরকত দান করুন। অতঃপর সে তাহাদের নিকট আসিয়া বলিবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদের প্রত্যেকেই এই মর্যাদা লাভ করিবে। আর কাফির ব্যক্তি তাহার মুখমন্ডল মলিন হইবে, তাহার শরীর বৃদ্ধি করা হইবে এবং তাহার সাথীরা তাহাকে দেখিয়া বলিবে আমরা এই ব্যক্তি এবং তাহার অনিষ্ট হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এইরূপ করিবেন না তখন সে তাহাদের নিকট আগমন করিবে তাহারা বলিবে হে আল্লাহ তাহাকে দূরে সাড়িতে দিন। সে বলিবে আল্লাহ তোমাদিগকে ধ্বংস করুন, তোমাদের প্রত্যেকের এই অবস্থা হইবে। হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বায্যার বলেন, হাদীসটি এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। قوله وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى মুজাহিদ কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র) বলেন, যেই ব্যক্তি এই দুনিয়ায় আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহ হইতে অন্ধ হইয়া থাকিবে সে পরকালেও অন্ধ হইয়া থাকিবে وَاَضَلُّ سَبِيْلًا এবং দুনিয়া অপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট হইবে।

(٧٣) وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا ○

(٧٤) وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ○ۙ

(٧٥) اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ○

৭৩. আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে উহার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত।

৭৪. আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদিগের প্রতি প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে;

৭৫. তাহা হইলে অবশ্য তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম; তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনি তাঁহার রাসূল (সা)কে দুষ্ট কাফের ফাজেরদের দুষ্টামী ও ষড়যন্ত্র হইতে সঠিক পথে সুদৃঢ় রাখেন ও রক্ষা করেন। তিনিই তাঁহার সাহায্যকর্তা ও রক্ষাকর্তা তিনিই তাঁহাকে সাফল্যদাতা। তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনিই তাহার দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সকল জনবসতীকে উহা সম্প্রসারিত করিবেন। কিয়ামত পর্যন্ত সেই মহান রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম।

(৭৬) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلٰفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ○

(৭৭) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ○

৭৬. উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেথা হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য; তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেথায় অল্পকাল টিকিয়া থাকিত।

৭৭. আমার রাসূলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলাম তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, যখন ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা ত্যাগ করিয়া শাম দেশে যাইবার পরামর্শ দিয়াছিল। কারণ শাম দেশই হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের আবাস ভূমি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই মতটি দুর্বল। কারণ আয়াত মদনী নহে, মক্কী। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি তাবূক নামক স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই মতের উপরও একই প্রশ্ন উথাপিত হয়।

ইমাম বায়হাকী (র)....আব্দুর রহমান ইবন গনাম, (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার কিছু ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্যই নবী হন তবে হাশরের ময়দান ও আম্বিয়ায়ে কিরামের আবাসভূমি শাস দেশে হিজরত করুন। তাহাদের বক্তব্যকে তিনি মানিয়া লইলেন, যখন তিনি তাবূক যুদ্ধে রওনা হইলেন তখন তাঁহার শাম দেশে গমন করাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন তিনি তাবূক পৌঁছলেন, তখন সূরায়ে বনী ইসরাঈল-এর এই আয়াত وَإِنْ كَادُوا يَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ....تَحْوِيلًا অবতীর্ণ হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) কে মদীনা প্রত্যাবর্তন করিবার নির্দেশ দিলেন। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহাও বলিলেন, মদীনায়-ই আপনার জীবন এবং সেইখানেই আপনার মৃত্যু ঘটিবে অবশ্য সূত্রটির সমালোচনা করা হইয়াছে। বরং ইহা বিশুদ্ধ নহে।

কারণ, নবী করীম (সা) ইয়াহূদীদের বলার কারণে তাবূক যুদ্ধ করিতে যান নাই বরং তিনি আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ হে ঈমানদারগণ। তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সহিত যুদ্ধ কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا كِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

তোমরা সেই সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাহার রাসূল যাহা কিছু হারাম ঘোষণা করিয়াছেন উহা তাহারা হারাম মনে করে না। আর তাহারা সত্য দ্বীনকে ধারণও করে না। তাহারা হইল আহলে কিতাব। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাক যাবৎ না তাহারা অধিনস্ত হইয়া জিযিয়া প্রদান করে.।

ইহা ব্যতিত রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধ সেই সকল সাহাবায়ে কিরামের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য করিয়াছিলেন যাহাদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। যদি রেওয়ায়েতেটি সত্য হয় তবে অলীদ ইবনে মুসলিম (র)....আবূ উমামাহ হইতে যে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে উহাকে উল্লেখিত রেওয়ায়েতর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। আবূ উমামাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কুরআন মাজীদ তিন স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে, মক্কা, মদীনা ও শামদেশে। অলীদ বলেন 'শাম' দ্বারা বায়তুল মুকাদ্দাস বুঝান হইয়াছে। কিন্তু 'শাম' দ্বারা তাবূক উদ্দেশ্য করা অলীদের ব্যাখ্যা অপেক্ষা উত্তম। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেশ ত্যাগ করাইতে চাহিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। যদি তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের ইচ্ছামত বাহির করিয়া দিত, তবে তাহারাও বেশী দিন মক্কায় টিকিতে পারিত না। ঘটনা ঠিক তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর যখন তাহাদের নির্যাতন চরমে উঠিল এবং তিনি মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় গমন করিলেন, তাহার মাত্র দশ বৎসর পরই আল্লাহ তা'আলা মক্কার কাফিরদিগকে বদরে একত্রিত করিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কে তাহাদের উপর বিজয়ী করিলেন তাহাদের নেতাদিগকে হত্যা করা হইল এবং সন্তানদিগকে গ্রেফতার করা হইল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا الاية অর্থাৎ যাহারা আমার রসূলগণকে নির্যাতন করিয়াছেন তাহাদিগকে দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে ইহা আমার চিরাচরিত নিয়ম যে তাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) রহমতের নবী না হইতেন, এই দুনিয়ায়ই তাহাদের উপর এমন ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইত যাহা পূর্বে কোন জাতির উপর অবতীর্ণ হয় নাই। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ তাহাদের মধ্যে আপনি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না।

(٧٨) اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ○

(٧٩) وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ○

৭৮. সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর হইতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করিবে এবং কায়েম করিবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।

৭৯. এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা) কে ফরয সালাতসমূহকে উহার সঠিক সময়ে কায়েম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ। ইবনে মাসউদ (র) মুজাহিদ ও ইবনে যায়েদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আপনি সূর্যাস্ত যাইবার পূর্বে সালাত কায়েম করুন। হুশাইম, মুগীরা, শা'বী, ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বলেন دُلُوْكِ الشَّمْسِ অর্থ, সূর্য ঢলিয়া যাওয়া। নাফে ইবনে ওমর (র) হইতেও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র) তাঁহার তাফসীরে ইমাম যুহরী এর সূত্রে ইবনে উমর (র) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বারঝা আসলামীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে মাসউদ (র) ও মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ অর্থ বর্ণিত আছে। হাসান, যাহ্হাক, আবু জা'ফর বাকের ও কাতাদাহ (র) এইমত প্রকাশ করিয়াছেন ইবনে জরীরের মতে ইহা উত্তম তাফসীর।

এই মতের পক্ষে যেসব প্রমাণ পেশ করা হয় তাহা হইল ইবনে হুমাইদ (র)....হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এবং তিনি যে কয়জন সাহাবীকে ইচ্ছা করিলেন তাহাদিগকে দাও'আত করিলাম। তাহারা আমার নিকট আহার করিলেন অতঃপর সূর্য ঢলিয়া গেলে বাহির হইয়া গেলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা) ও বাহির হইলেন এবং বলিলেন, اُخْرُجْ يَااَبَابَكْرٍ فَهٰذَا حِيْنَ دُلُكَتِ الشَّمْسُ হে আবূ বকর আপনি বাহির হইয়া পড়ুন। হযরত জাবের বলেন, ইহা সেই সময় যখন বেলা ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

ইবনে জরীর হাদীসটি সাহ্ল ইবনে বাককার (র)....জাবের (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

উল্লেখিত তাফসীর অনুসারে সালাতের পাঁচ ওয়াক্তই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত دُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ। সূর্য ঢলিয়া যাওয়ার পর হইতে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত

জোহর আসর মাগরিব ও ইশা এর সালাত প্রমাণিত হয় এবং وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ দ্বারা ফজরের সালাত প্রমাণিত।

সালাতের ওয়াক্তসমূহের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত قَوْلِى ও فِعْلِى হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির পদ্ধতিতে বর্ণিত ও প্রমাণিত। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরিয়া পরবর্তী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে উহা শিখিয়া ও গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। (আলহামদুলিল্লাহ্) اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আ'মাশ, ইবরাহীম, ইবনে মাসউদ, (র) হইতে এবং আবূ সালেহ আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারা নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাত্রের ফিরিশ্তাগণ হাযির হয়। ইমাম বুখারী বলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন فَضْلُ صَلٰوةِ الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلٰوةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِى الصَّلٰوةِ الْفَجْرِ। এক ব্যক্তির সালাতের ওপর জামা'আতের সালাতের ফযীলত পঁচিশগুণ বেশী এবং দিন ও রাতের ফিরিশ্তাগণ ফজরের সালাতের সময় উপস্থিত হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (র) বলেন, এই ক্ষেত্রে যদি ইচ্ছা হয় তবে পড় وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا। আর ফজরের সালাতও পড় নিশ্চয় ফজরের সালাত ফিরিশ্তাগণের উপস্থিতির সময়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন আছবাত (র)....ইবনে মাসউদ (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে এবং আ'মাস (র) আবূ সালেহ, আবূ হুরায়রা নবী করীম (সা) হইতে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ الْقُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا। এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছে। তিনি বলেন, ফজরের সালাত কালে দিন ও রাত্রের ফিরিশ্তাগণ হাযির হয়। তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইবনে মাজা (র) উবাইদ ইবনে আছবাত তাহার পিতা সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলেন উক্ত সূত্রটি সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মালেকের সূত্রে আবুয যিনাদ আ'রাজ ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) বলেন, দিনও রাত্রের ফিরিশ্তাগণ তোমাদের নিকট এক দলের পর এক দল আসিতে থাকে এবং তাহারা ফজর ও আসরের সালাতকালে একত্রিত হয়। যাহারা রাত্রিকালে তোমাদের নিকট অবস্থান করিয়াছিল তাহারা উপরে আরোহণ করিলে আল্লাহ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দাদিগকে কি অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছ অথচ, তিনি খুব জানেন। তখন তাহারা বলেন আমরা যখন তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছিলাম তখন তাহারা সালাত পড়িতেছিল আর যখন আমরা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি তখনও তাহারা সালাত পড়িতেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) বলেন, ফজরের সালাত কালে দুইদল প্রহরী নিযুক্ত থাকেন অতঃপর এক দল উপরে আরোহণ করে এবং অপর দল থাকিয়া

যায়। ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর করিয়াছেন।

এইক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) বলেন লায়স ইবনে সা'দ (র) আবূদ দারদা সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব! কে আছে যে আমার নিকট কিছু চাহিবে, আমি তাহাকে দান করিব? কে আছে যে আমাকে ডাকিবে এবং আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। এইভাবে তিনি ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করিতে থাকেন। এই জন্যই তিনি বলেন اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ফজরের এই সময় আল্লাহ ও ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন। কেবল ইবনে জরীর এই হাদীসে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়া সুনানে আবূ দাউদ শরীফেও তাহার এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে।

قوله وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অন্যান্য ফরযের পর তাহাজ্জুদ সালাতের নিদের্শ দিয়াছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ফরয সালাত বাদে সর্বাধিক উত্তম সালাত কোনটি? তিনি বলিলেন তাহাজ্জুদের সালাত। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ফরযসমূহের পর তাহাজ্জুদের সালাতের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাজ্জুদের সালাত হইল ঐ সালাত যাহা রাত্রির নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া পড়া হয়। আলকামাহ, আসওয়াদ, ইবরাহীম নখয়ী, এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন এবং আরবী ভাষায় এই অর্থই পরিচিত। বহু হাদীস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতেন। হযরত ইবনে আব্বাস, আয়েশা (রা) আরো অনেক সাহাবী হইতে অনুরূপ বর্ণিত। আপন স্থানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ হাসান বসরী (র) বলেন, তাহাজ্জুদের সালাত হইল ইশার সালাত বাদ যে সালাত পড়া হয়। তবে তাহার এই বক্তব্যের অর্থও পৃথক কিছু নহে। অর্থাৎ এশার সালাত বাদে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া যে সালাত পড়া হয় উহাই তাহাজ্জুদের সালাত।

উলামায়ে কিরাম نَافِلَةً لَّكَ এর অর্থ কি এই সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, "তাহাজ্জুদের সালাত কেবল আপনার জন্যই ওয়াজিব।" অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। উম্মতের জন্য নহে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুই মতের একটি ইহাই। ইবনে জরীরও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন তাহাজ্জুদের সালাত, কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

জন্য ফরয করা হইয়াছে। কারণ, তাহার পূর্বে ও পরবর্তী সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং উম্মতের নফল সালাত দ্বারা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

قوله عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا অর্থাৎ আমি যে নির্দেশ আপনাকে দান করিয়াছি। উহা আপনি পালন করুন, তাহা হইলে আপনাকে আমি সেই মাক্কামে মাহমূদ ও প্রশংসিত স্থানে দন্ডায়মান করিব যখন সমস্ত মখলূক আপনার ও তাহাদের সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করিবে। ইবনে জরীর (র) বলেন মাক্কামে মাহমূদ হইল সেই স্থান যেখানে কেয়ামত দিবসে দন্ডায়মান হইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের জন্য সুপারিশ করিবেন। যেন তাহারা কিয়ামতের ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ তাফসীরকারের মত ইহাই।

ইবনে বাশশার (র)....হুযায়ফাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোককে এক বিশাল সমতল ময়দানে একত্রিত করা করা হইবে। এবং আহ্বায়কের ডাকই সকলে শুনিতে পারিবে এবং চোখের সৃষ্টি অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌছাইয়া যাইবে। সকলেই নগ্নপদ ও নগ্নশরীর হইবে। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেহই কথা বলিতে পারিবে না। আল্লাহ ডাকিবেন, হে মুহাম্মদ! তিনি বলিবেন লাব্বায়ক হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত! যাবতীয় কল্যাণ আপনার হাতে আপনার প্রতি কোন দোষ সম্বন্ধিত নহে। পথ প্রাপ্ত কেবল সে-ই যাহাকে আপনি হেদায়াত দান করিয়াছেন। আপনার গোলাম আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনার সাহায্যে সে টিকিয়া আছে। আপনার সম্মুখে সে অবনত। আপনার আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থল নাই। আপনি বরকতময় ও মর্যাদার অধিকারী। হে পবিত্র ঘরের প্রভু আপনি মহা পবিত্র। এই হইল সেই মাক্কামে মাহমূদ যাহার উল্লেখ আল্লাহ করিয়াছেন। অতঃপর ইবনে জরীর বুন্দার হইতে, তিনি গুনদার হইতে, তিনি শু'বা হইতে তিনি আবূ ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মার সূত্রে এবং সাওরী (র) আবূ ইসহাক (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (র) বলেন এই মাক্কামে মাহমূদ-ই হইল সুপারিশের স্থান। ইবনে নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরীও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-ই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যমীন হইতে বাহির হইবেন এবং তিনিই সর্ব প্রথম সুপারিশ করিবেন। عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এর মধ্যে যে মাক্কামে মাহমূদ এর উল্লেখ করা হইয়াছে উলামায়ে কিরাম উহা দ্বারা এই সুপারিশের স্থানকেই বুঝিতেন।

কিয়ামত দিবসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য এমন অনেকগুলি মর্যাদা হইবে যাহার মধ্যে অন্য কেহ শরীক হইবে না। সর্ব প্রথম তিনিই যমীন হইতে বাহির হইবেন। তিনি সোয়ার হইয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবেন। তাঁহার একটি পতাকা হইবে যাহার

নীচে হযরত আদম (আ) হইতে সকলেই সমবেত হইবে। তাঁহার একটি হাউজ হইবে সেখানে সর্বাধিক বেশী লোক পানি পান করিতে যাইবে। তিনি বড় শাফা'আতের অধিকারী হইবেন। আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের মধ্যে বিচার কার্যের জন্য আগমন করিবেন তখন এই সুপারিশ চলিবে। এই সুপারিশের জন্য লোক সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ) এর নিকট যাইবে অতঃপর হযরত নূহ (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) এর নিকট অতঃপর হযরত মূসা ও হযরত ঈসা এর নিকট যাইবে কিন্তু প্রত্যেকেই বলিবে আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অবশেষে তাহারা হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নিকট আসিবে তিনি বলিবেন أَنَا لَهَا أَنَا لَهَا হাঁ, আমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত আমি এই কাজের জন্য প্রস্তত। আমরা ইনশাআল্লাহ্ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) সেই সকল লোকের সুপারিশ করিবেন যাহাদের সম্পর্কে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবার হুকুম হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতের সর্বপ্রথম ফয়সালা করা হইবে এবং সর্বপ্রথম তিনিই তাহার উম্মতকে পুলসিরাতও অতিক্রম করাইবেন। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য সর্বপ্রথম সুপারিশ করিবেন। যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

সিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত, সমস্ত মুমিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে তিনি সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবেন এবং তাঁহার উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুপারিশে কিছু লোক উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে যাহারা স্বীয় আমল দ্বারা সেই মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি বেহেশতের "অসীলা" নামক সর্বোচ্চস্তরের অধিকারী। সেই স্তর কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস। অন্য কাহারও পক্ষে উহা শোভনীয়ও নহে। আল্লাহ তা'আলা যখন পাপীদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন, তখন ফিরিশতা, নবীগণ, মু'মিনগণ সকলেই সুপারিশ করিবে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে কত লোকের জন্য সুপারিশ করিবেন উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতিত কেহ জানে না। আর তাঁহার ন্যায় আর কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষমও নহে। কিতাবুস্সিরাত নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বৈশিষ্ট্য প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ এখন আমরা মাক্বামে মাহমূদ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করিব। আর আল্লাহ-ই এই বিষয়ে সাহায্যকারী।

ইমাম বুখারী বলেন ইসমাঈল ইবনে আবান (রা)....ও ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন কিয়ামত দিবসে সকল মানুষ হাটুর উপর মাথা রাখিয়া নীচু হইয়া থাকিবে। প্রত্যেক উম্মত তাহাদের নবীর অনুসরণ করিবে এবং তাহারা বলিবে, হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন হে অমুক! আপনি সুপারিশ করুন। অবশেষে তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে। ইহাই হইল সেইদিন যেই দিনে আল্লাহ

তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মাক্বামে মাহমূদ নামক স্থানে প্রেরণ করিবেন। হামযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ তাহার পিতা হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাকাম....আবদুল্লাহ ইবনে উমর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূর্য এতই নিকটবর্তী হইবে যে উহার ফলে ঘাম অর্ধ কান পর্যন্ত পৌঁছবে তাহারা এই অবস্থায়ই হযরত আদম (আ) এর নিকট সুপারিশের জন্য ফরিয়াদ করিবে। তিনি বলিবেন, আমি সুপারিশ করিতে সক্ষম নহি। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ) এর নিকট যাইবে তিনিও একই উত্তর করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং তিনি সুপারিশ করিবেন এমন কি তিনি বেহেশতের দরজার একটি হলফা ধরিবেন সেই দিন আল্লাহ তাহাকে মাক্বামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন। ইমাম বুখারী (র) যাকাত অধ্যায়ে ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছন, সেই দিন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মাক্বামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন। হাশর মাঠের সকল লোক তাহার প্রশংসা করিবে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইবনে আইয়াশ (র)....জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আযান শ্রবণকালে এই

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا نِ الْوَسِيْلَةَ
وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ

দু'আ পড়িবে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য আমার সুপারিশ অনুষ্ঠিত হইবে।

এই হাদীসটি শুধুমাত্র ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহা উল্লেখ করেন নাই।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-এর বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন আবূ আমের আযদী....হযরত উবাই ইবনে কা'ব হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আমি সকল আম্বিআয়ে কিরামের ইমাম হইব তাহাদের খতীব ও সুপারিশের অধিকারী হইব। তবে ইহাতে গর্ব করি না। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আমির আব্দুল মালেক আকদী এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম ইবনে মাজাহ, আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আকীল এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কুরআন মজীদ সাত নিয়মে পড়া সম্পর্কে উবাই ইবনে কা'ব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِىْ হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন, এবং তৃতীয় দু'আ আমি সেই দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছি যেই দিন সমস্ত মখলূখ আমার কাছে আসিবে এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ) ও।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন যে ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মু'মিন একত্রিত হইবে এবং তাহাদের সকলের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করা হইবে, যে যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশের জন্য কাহাকেও অনুরোধ করি তবে তিনি সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তি দান করিবেন। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিবে হে আদম (আ) আপনি সমস্ত মানব জাতির পিতা। আল্লাহ আপনাকে স্বীয় হাত দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ফিরিশ্তাগণ দ্বারা আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন। আর সকল বস্তুর নাম ও গুণাবলী শিক্ষাদান করিয়াছেন অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যেন তিনি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে মুক্তিদান করেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে। তিনি স্বীয় ভুলের কথা স্মরণ করিবেন। এবং স্বীয় পালনকর্তা হইতে লজ্জা অনুভব করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাও জগতবাসীর জন্য তাহাকেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট আসিবে কিন্তু তিনি বলিবেন, আমার দ্বারা ইহা সম্ভব নহে তিনি তাঁহার সেই প্রার্থনার ভুলকে স্মরণ করিবেন যে সম্পর্কে তাহার জানা ছিল না। এবং একারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা বোধ করিবেন। তিনি বলিবেন, তোমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। যিনি আল্লাহর খলীল ও একনিষ্ট বন্ধু। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নহি। বরং তোমরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাও। তাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকে তাওরাত দান করিয়াছেন। তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। তিনি তাহার সেই হত্যার কথা স্মরণ করিবেন যাহা তিনি কোন হত্যার বিনিময় ছাড়াই করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তিনি সুপারিশ করিতে লজ্জা অনুভব করিবেন। এবং তিনি বলিবেন, বরং তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট গমন কর, তিনি আল্লাহর বান্দা, তাহার রাসূল তাঁহার কলেমা ও তাঁহার রূহ। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আসিবে। কিন্তু তিনিও বলিবেন, আমি সুপারিশ করিবার উপযুক্ত নাই। বরং তোমরা মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন কর, আল্লাহ তা'আলা যাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি দন্ডায়মান হইব এবং মুসলমানদের দুইটি সারির মধ্য দিয়া চলিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার পালনকর্তার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিব। যখনই আমার পালনকর্তাকে

দেখিব তাহার সম্মুখে অবনত হইব। অতঃপর তিনি আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা ঐ অবস্থায়ই থাকিতে দিবেন। অনন্তর আমাকে বলা হইবে হে মুহাম্মদ! মাথা উঁচু করুন, বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হইবে সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। প্রার্থনা করুন দান করা হইবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করিব। অতঃপর তাহার প্রশংসা করিতে শুরু করিব। যাহা আল্লাহ-ই তখন আমাকে শিক্ষা দান করিবেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। তখন আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং আমি সুপারিশ করিয়া সেই নির্দিষ্ট সংখ্যককে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। অতঃপর পুনরায় আমি আল্লাহর সম্মুখে এবং আমার প্রতিপালককে দেখিয়াই তাহার সম্মুখে অবনত হইব। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিবেন। অতঃপর আমাকে বলা হইবে, হে মুহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন, আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে আপনি প্রার্থনা করুন দান করা হইবে। সুপারিশ করুন, কবূল করা হইবে। অতঃপর আমি মাথা উত্তোলন করিব এবং যে প্রশংসা তিনি আমাকে শিক্ষা দান করিবেন উহা দ্বারা আমি তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব কিন্তু উহার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। আমি সেই নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সুপারিশ করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। তৃতীয় বার আমি আবার আল্লাহর দরবারে হাযির হইব এবং তাহাকে দেখিয়াই সিজদায় মাথা নত করিব। তিনি আমাকে ঐ অবস্থায় যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিবেন। এক সময় তিনি আমাকে বলিবেন হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন আপনি বলুন আপনার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে। আপনি সুপারিশ করুন, গ্রহণ করা হইবে। আমি মাথা উত্তোলন করিব এবং তাহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর সুপারিশ করিব কিন্তু সুপারিশের জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করা হইবে। এবং সেই সীমা পরিমাণ সুপারিশ করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। অতঃপর চতুর্থবার পুনরায় আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিব, হে আমার প্রতিপালক! কেবল তাহারাই অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহাদিগকে কুরআন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (র) বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অতঃপর দোযখ হইতে সেই সকল লোক বাহির করা হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে যব পরিমাণ কল্যাণ রহিয়াছে। অতঃপর সেই সকল লোক বাহির করা হইবে যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে গম পরিমাণ কল্যাণ আছে। অতঃপর সেই সকল লোককে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ কোন কল্যাণ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সায়ীদ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আহমদ (র) ও আনাস, (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আমার উম্মতের পুলসিরাত অতিক্রম করিবার দৃশ্য দেখিবার জন্য দন্ডায়মান হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিব এমন সময় হযরত ঈসা (আ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিবেন, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম আপনার নিকট কিছু আবেদন করিবার জন্য আসিয়াছেন। কিংবা আপনার নিকট একত্রিত হইয়াছেন। (রাবীর সন্দেহ) তাহারা আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছেন, তিনি যেন সমস্ত উম্মতকে যেখানে তাহার স্থান পৃথক করিয়া দেন। তাহারা বড়ই অস্থির বড়ই পেরেশান। সমস্ত মানুষ লাগাম পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া আছে। মু'মিনের পক্ষে তো উহা সর্দির ন্যায়, কিন্তু কাফিরের পক্ষে উহা মৃত্যুর ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিবেন আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি। অতঃপর নবী করীম (সা) আরশের নীচে গমন করিবেন এবং তথায় তিনি এমন সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হইবেন যে কোন ফিরিশ্‌তা কিংবা রাসূল তদ্রূপ সম্মানের অধিকারী হন নাই। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) কে আল্লাহ বলিবেন, তুমি মুহাম্মদ (সা) এর নিকট গমন করিয়া বল, আপনি আপনার মাথা উত্তোলন করুন প্রার্থনা করুন আপনাকে দান করা হইবে, সুপারিশ করুন সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। এবং আমার উম্মতের প্রত্যেক নিরানব্বই জনের মধ্যের একজনকে সুপারিশ করিয়া বাহির করিবার ক্ষমতা দান করা হইবে। কিন্তু বারংবার আল্লাহর নিকট আবেদন করিতে থাকিব এমনকি আমাকে তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ যেই ব্যক্তি একদিনের জন্য হইলে ইখলাস ও নিষ্ঠার সহিত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং এই কলেমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করুন।

হযরত বুরাইদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)....বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার হযরত মু'আবিয়াহ (রা)-এর দরবারে প্রবেশ করিলেন তখন এক ব্যক্তি কথা বলিতেছিল, বুরাইদাহ (র) বলিলেন, হে মু'আবিয়াহ আপনি কি আমাকে কথা বলিতে অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল, তিনি ধারণা করিয়াছিলেন হযরত বুরাইদাহও অনুরূপ কথা বলিবেন যেমন অপরজন বলিয়াছিল তখন হযরত বুরাইদাহ বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি আমি ভূ-পৃষ্ঠে যত গাছপালা ও প্রস্তর আছে উহার পরিমাণ সংখ্যক লোকের সুপারিশ করিব। অতঃপর হযরত বুরাইদাহ বলিলেন, হে মু'আবিয়াহ আপনি তো সুপারিশের আশা পোষণ করেন আর হযরত আলী (রা) কি করেন না?

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার মুলায়কার দুই পুত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিল এবং তাহারা বলিল,

আমাদের আম্মা স্বামীকে সম্মান করেন এবং সন্তানকে স্নেহ করেন রাবী বলেন অতিথীর কথাও তাহারা উল্লেখ করিল তবে জাহেলী যুগে তিনি জীবিত দাফনও করিয়াছেন, তাহার পরিণাম কি হইবে? তিনি বলিলেন, তোমাদের আম্মা দোযখবাসী। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল এবং তাহাদের মুখমন্ডল বিবর্ণ ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলেন, তখন তাহাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ছিল। তাহারা আশা করিয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের আম্মার সম্পর্কে নতুন কোন কথা বলিবেন, তখন তিনি বলিলেন, আমার আম্মাও তোমাদের আম্মার সহিত। এক মুনাফিক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল ইহাতে তাহাদের আম্মার কি উপকার হইবে? তখন একজন আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট অত্যাধিক বেশী প্রশ্ন করিত, জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা কি তাহার সম্পর্কে আপনার নিকট কোন ওয়াদা করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ বুঝিতে পারিলেন, সে কিছু শুনিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন আল্লাহ কি ইচ্ছা করিয়াছেন তা আমি জানি না আর না আমাকে এই বিষয়ে কোন আশা প্রদান করিয়াছেন। তবে কিয়ামত দিবসে আমি মাক্বামে মাহমূদ নামক স্থানে আল্লাহর সম্মুখে দন্ডায়মান হইব। তখন অনসারী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল মাক্বামে মাহমূদ কি? তিনি বলিলেন, যখন তোমরা উলংগ খালী পা খতনা করা ছাড়াবস্থায় কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হইবে। তখন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) কে পোশাক পরিধান করান হইবে। আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আমার খলীলকে পোশাক পরিধান করাও। তখন দুইটি সাদা চাদর আনা হইবে এবং তাহাকে পরিধান করান হইবে। অতঃপর তাহাকে আরশের সম্মুখে বসান হইবে। অতঃপর আমার পোশাক আনা হইবে আমি উহা পরিধান করিয়া উহার ডান পার্শ্বে এমন এক স্থানে দন্ডায়মান হইব যেখানে অন্য কেহ দন্ডায়মান হইতে পারিবে না। এবং এই ব্যাপারে আমার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই ইচ্ছা করিবে। এবং কাওসার হইতে হাউজ পর্যন্ত তাহাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে। তখন মুনাফিক লোকটি বলিল, পানি প্রবাহিত হইবার জন্য তো মাটি ও কংকর জরুরী। তিনি বলিলেন, উহার মাটি মিশক এবং উহার কংকর হইল মুক্তা। মুনাফিক বলিল, আমি তো এইরূপ কথা কোন দিন শুনি নাই। আচ্ছা, পানির কিনারায় গাছপালাও তো হইয়া থাকে। তখন আনসারী বলিল, হে আল্লাহর রাসূল সেইখানে গাছ পালাও কি হইবে? তিনি বলিলেন, স্বর্ণের শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট গাছপালা হইবে। মুনাফিক বলিল, এইরূপ কথা তো আমি কোনদিন শুনি নাই। আচ্ছা, গাছ হইলে তো উহার পাতা ও ফলও হইয়া থাকে। আনসারী জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল গাছপালার কি পাতা ও ফল হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন হাঁ, উহাতে অতি মূল্যবান জওহার হইবে। উহার পানি হইবে দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা। মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। যেই ব্যক্তি উহার এক ঢোক পান করিবে সে আর কখন পিপাসিত হইবে না। আর যেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে সে আর কখনও পিপাসা নিবারণ করিতে পারিবে না।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে সালমাহ ইবনে সুহাইল তাহার পিতা হইতে তিনি আবুয-যা'রা হইতে তিনিও আব্দুল্লাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দান করিবেন, হযরত রূহুল কুদ্স জিবরীলও দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ দন্ডায়মান হইবেন তাহার পর হযরত মূসা কিংবা হযরত ঈসা (আ) দন্ডামান হইবেন। আবুয-যা'রা বলেন, আমার এই কথা মনে নাই যে আমার উস্তাদ আব্দুল্লাহ কোন কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন অতঃপর দন্ডায়মানকারী চতুর্থ ব্যক্তি তোমাদের নবী হইবেন। তখন তিনি এত বেশী সুপারিশ করিবেন যাহা আর কেই করিতে পারিবে না। এবং সেই স্থান হইল মাক্বামে মাহমূদ। যাহার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে করিয়াছে عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

হযরত কা'ব ইবন মালেক (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)....কা'ব ইবনে মালেক (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত লোক হাশরের মাঠে একত্রিত হইবে তখন আমি এবং আমার উম্মত একটি টিলার উপর থাকিব। আর আমার প্রতিপালক আমাকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিধান করাইবেন। অতঃপর আমাকে বলিবার জন্য অনুমতি দান করিবেন এবং আল্লাহর যাহা ইচ্ছা আমি বলিতে থাকিব আর ঐ স্থানই হইবে মাক্বামে মাহমূদ।

হযরত আবুদ্দরদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূদ্দরদা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার অনুমতি দান করা হইবে এবং সর্ব প্রথম আমকেই মাথা উত্তোলন করিবার অনুমতি দান করা হইবে। অতঃপর আমার সম্মুখের সর্ববস্তু আমি দেখিব। অন্যান্য উম্মতসমূহের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মত চিনিয়া লইব। আমার পশ্চাতে ও সম্মুখভাগে আমারই উম্মতের একদল থাকিবে। ডানে এবং বামেও থাকিবে। এবং সকলকে আমি চিনিব। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল অন্যান্য উম্মতের মধ্য হইতে আপনি আপনার উম্মতকে চিনিবেন কিরূপে? তিনি বলিলেন, অজুর কারণে তাহাদের মুখমন্ডল ও অংগসমূহ উজ্জ্বল থাকিবে। তোমরা ব্যতিত এইরূপ অন্য কেহ হইবে না। ইহা ছাড়া এইভাবেও আমি তাহাদিগকে চিনিব যে, তাহাদের ডান হাতে আমল নামা থাকিবে এবং তাহাদের সম্মুখভাগে তাহাদের সন্তানরা ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু গোস্ত আনা হইল। যেহেতু তিনি হাতের গোস্ত পছন্দ করিতেন সুতরাং তাঁহাকে একটি হাত পেশ করা হইল। তিনি উহা হইতে খাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন কিয়ামত দিবসে আমি সমস্ত লোকের সরদার হইব। তোমরা কি জান ইহার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোক এক সমতল ময়দানে একত্রিত করিবেন আহ্বানকারী তাহাদের সকলকে তাহার আহ্বান শুনাইবে। চক্ষু তাহাদের সকলকে দেখিতে পারিবে। সূর্য নিকটবর্তী হইবে। সমস্ত লোক অত্যধিক চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়িবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা কি দেখিতেছে না যে তোমরা কি বিপদে লিপ্ত হইয়াছ? চল আমরা কাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি যিনি আমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করিতে পারেন। তখন একজন অপরজনকে বলিবে, হযরত আদম (আ)-এর নিকট বলা উচিৎ। অতঃপর তাহারা হযরত আদম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে আদম (আ) আপনি মানব জাতির আদী পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তার সৃষ্ট রূহ হইতে আপনার মধ্যে ফুঁকিয়াছেন। আপনাকে সিজদা করিবার জন্য ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা আপনাকে সিজদা করিয়াছে। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখিতেছেন না আমরা কি বিপদে আছি? তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজকের মত এত অধিক ক্রোধান্বিত কখনও হন নাই আর কখনও হইবেনও না। তিনি আমাকে গাছ হইতে খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু সেই ব্যাপারে আমার পক্ষ হইতে ভুল হইয়াছে। আজ আমি তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই অস্থির। তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট গমন কর। অতঃপর তাহারা হযরত নূহ (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে নূহ (আ) ভূপৃষ্ঠে আপনিই সর্বপ্রথম রাসূল, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শোকরগুযার ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে ঘোষণা দিয়াছেন। আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে বিপদগ্রস্থ উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? হযরত নূহ (আ) বলিবেন, আল্লাহ তা'আলা আজ এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট দু'আ ছিল যাহা আমার কওমের বিরুদ্ধে আমি প্রয়োগ করিয়াছি আজতো কেবল আমার নিজের চিন্তায়-ই অস্থির। তোমরা বরং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে আপনি আল্লাহ্র বিশিষ্ট নবী

আপনাকে তিনি দুনিয়ায় স্বীয় খলীল ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে ভীষণ বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না? তিনিও বলিবেন আজ আমার প্রতিপালক এত অধিক রাগান্বিত হইয়াছেন পূর্বে তিনি কখনও এইরূপ হন নাই এবং পরেও এইরূপ হইবে না। অতঃপর তিনি তাহার অসত্য কথা বলার উল্লেখ করিলেন, আজ তো কেবল আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা বরং অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা মূসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাহাকে বলিবে, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনিত করিয়াছেন এবং আপনার সহিতই তিনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদে লিপ্ত উহা কি আপনি দেখিতেছেন না। তখন হযরত মূসা বলিবেন, আমার প্রতিপালক আজ এতই রাগান্বিত হইয়াছেন যে তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ রাগান্বিত হন নাই আর না ভবিষ্যতে হইবেন। আমি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি যাহাকে হত্যা করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আজ তো আমার নিজের চিন্তায়ই আমি অস্থির। তোমরা অন্য কাহারও নিকট যাও। তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট যাইবে এবং তাঁহাকে বলিবে হে ঈসা! আপনি আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার কালেমা যাহা তিনি হযরত মরিয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রূহ। শৈশবকালে দোলনায়ই আপনি কথা বলিয়াছেন। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি আমাদের কঠিন বিপদ দেখিতেছেন না? তিনি বলিবেন, আজ তো আল্লাহ তা'আলা এতই ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, তিনি পূর্বে কখনও এইরূপ ক্রোধান্বিত হন নাই। আর পরেও কখনও হইবেন না। অবশ্য তিনি তাহার কোন গুনাহর কথা উল্লেখ করিবেন না। আজ তো আমি নিজের চিন্তায়-ই অস্থির। তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাও। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইবে এবং বলিবে, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ভুল ইত্যাদি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমরা যে কঠিন বিপদের মধ্যে লিপ্ত, তাহা আপনি দেখিতেছেন না? অতঃপর আমি দন্ডায়মান হইব এবং আরশের নীচে আসিব এবং আমার প্রতিপালকের সম্মুখে আমি সিজদায় অবনত হইব। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে হামদ ও প্রশংসার এমন সকল শব্দ ঢালিয়া দিবেন যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য ঢালেন নাই। অতঃপর বলা হইবে হে মুহম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন করুন আপনি প্রার্থনা করুন, আপনাকে দান করা হইবে। সুপারিশ করুন আপনার

সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর আমি আমার মাথা উঠাইব এবং বলিব, হে আল্লাহ আমার উম্মত! হে আল্লাহ! আমার উম্মত! তখন বলা হইবে, হে মুহম্মদ! আপনার উম্মত হইতে এমন সকল লোককে বেহেশতের ডান দরজা দিয়া বেহেশতে দাখিল করুন যাহাদের কোন হিসাব নিকাশ লওয়া হয় নাই। অবশ্য তাহারা অন্যান্য দরজা দিয়াও প্রবেশ করিতে পারিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম যাহার হাতে মুহম্মদ (সা)-এর প্রাণ, বেহেশতের দুই চৌখাটের মাঝে এতই প্রশস্ততা রহিয়াছে যেমন, মক্কা ও হিজর-এর মাঝে কিংবা মক্কা ও বুস্‌রা এর মাঝে প্রশস্ততা রহিয়াছে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, ইমাম মুসলিম (র) বলেন, হাকাম ইবনে মূসা (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আমি মানব সন্তানের সরদার হইব কবর হইতে আমি সর্ব প্রথম উঠিব এবং আমি সর্ব প্রথম সুপারিশ করিব এবং আমার সুপারিশ-ই সর্ব প্রথম কবূল করা হইবে। ইবনে জরীর (র) বলেন আবূ কুরাইব (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে وَعَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, ইহা হইল শাফা'আতের মাকাম। ইমাম আহমদ (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) وَعَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন هُوَالْمَقَامَ الَّذِىْ اَشْفَعُ لِاُمَّتِىْ উহা হইল সেই স্থান যেখানে আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব। আব্দুর রায্‌যাক (রা)....আলী ইবনে হুসাইন হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া বিস্তৃত করবেন তাহার পরও কেবল উহাতে মানুষের দুইটি পাও রাখিবার স্থান হইবে। সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হইবে। হযরত জিবরাইল আল্লাহ তা'আলার ডান দিকে অবস্থান করিবেন। তিনি ইহার পূর্বে আল্লাহকে কখনোও দেখেন নাই। অতঃপর আমি বলব, প্রভু হে! জিবরীল আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন। আল্লাহ বলিবেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর আমি সুপারিশ করিব। হে আল্লাহ! আপনার বান্দাগণ যমীনের বিভিন্ন স্থানে আপনার ইবাদত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,ইহাই হইল মাক্বামে মাহমুদ। হাদীসটি মুরসাল।

(٨٠) وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ - صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(٨١) وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

৮০. বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সহিত এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সহিত এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে দান করিও সাহায্যকারী শক্তি।

৮১. এবং বল সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে ; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হইবারই।

তাফসীরঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, জরীর (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) পবিত্র মক্কা নগরীতে ছিলেন অতঃপর তাহাকে হিজরতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا আপনি বলুন, হে আমার প্রভু! আপনি সত্য ও সুন্দররূপে আমাকে প্রবেশ করিতে দিন এবং সত্য ও সুন্দররূপে আমাকে বাহির করিয়া এবং আপনার দরবার হইতে আমাকে শক্তি ও সাহায্য দান করুন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন হাদীসটি হাসান সহীহ। হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মক্কার কাফিররা যখন এই পরামর্শ করিতেছিল যে তাহারা কি রাসূলুল্লাহ (সা) কে হত্যা করিবে, না তাহাকে দেশান্তরিত করিবে না তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিবে? তখন আল্লাহ মক্কাবাসীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনায় যাইবার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ এই আয়াতে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ দ্বারা মদীনায় প্রবেশের কথা বলা হইয়াছে এবং وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ দ্বারা পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইবার কথা বলা হইয়াছে। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ মত।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ইহার অর্থ হইল মৃত্যু। এবং وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ অর্থ মৃত্যু পর পুনর্জীবন। ইহা ছাড়াও অনেক তাফসীর করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম তাফসীর অধিক বিশুদ্ধ এবং ইবনে জরীরের মতও ইহাই।

وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا হাসান বসরী (র) এই আয়াতের তাফসীর করেন আল্লাহ তা'আলা পারস্য সাম্রাজ্য ও উহার ইজ্জত সম্মান রূমান সাম্রাজ্য ও ইহার ইজ্জত সম্মান রাসূলুল্লাহ (সা) কে দান করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাসিল করা ব্যতিত দ্বীনের প্রচার ও উহা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য দু'আ করিয়াছেন। যেন তিনি আল্লাহর কিতাব প্রচার দ্বীনের বিধান ও ফরযসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। যদি ইহা না হইত তবে একে অন্যের প্রতি লুণ্ঠন করিত এবং শক্তিশালী দুর্বলকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। মুজাহিদ বলেন, سُلْطَانًا نَّصِيْرًا এর অর্থ হইল সৃষ্ট

দলীল। আল্লামা ইবনে জরীর (র) কাতাদাহ ও হাসান (র) এর তাফসীরকে পছন্দ করিয়াছেন এবং ইহাই প্রাধান্যের অধিকারী। কারণ হক ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন যেন হক বিরোধীদিগকে দমন করিয়া রাখা যায়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا اِلٰى قَوْلِهٖ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার অনুগ্রহ হিসাবে লৌহ অবতীর্ণ করিবার ক্ষমতা উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত اِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা অনেক অন্যায় কাজ বন্ধ করিয়া দেন যাহা শুধু কুরআন দ্বারা বন্ধ হয় না. অর্থাৎ অনেক লোক এমন আছে যাহারা শুধু কুরআনের ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ দানের দ্বারা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত থাকে না। অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারী শাস্তির ভয়ে তাহারা অন্যায় ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ "আপনি বলিয়া দিন হক সমাগত হইয়াছে ও বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে" আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতের মধ্যে কুরাইশ কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন কারণ তাহাদের নিকট কুরআন ঈমান এবং সঠিক ইলম আসিয়াছিল যাহার মধ্যে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহা সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছে কিন্তু বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে বাতিলের কোন স্থায়িত্ব নাই। ইরশাদ হইয়াছে بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهٗ الخ আমি সত্য দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানী অতঃপর উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা) বলেন হুমায়দী (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন নবী করীম (সা) মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলেন, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) একটি লাকড়ী দ্বারা উহাতে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

جَاءَ الْحَقُّ يَبْدَاُ الْبَاطِلَ وَمَا يَعِيْدُ সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে। সত্য আসিয়াছে এবং বাতিল না আসিতে পারে আর না প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। ইমাম বুখারী অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না হইতে ইমাম মুসলিম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা (রা) বলেন যুহাইর (র)....জাবের (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিলাম তখন বায়তুল্লাহর চতুরপার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল যাহার পূজা করা হইত। রাসূলুল্লাহ (সা) উহা উপুড় করিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ দান করিলে তাহাই করা হইল। তখন তিনি বলিলেন, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

(٨٢) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ
الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

৮২. আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা মু'মিনদিগের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ মহাজ্ঞানী মহাপ্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারিত গ্রন্থ যাহাকে কোন ভাবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল-কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা মুমীনদের জন্য শেফা ও রহমত। মানব মনে যে সকল সন্দেহ নিফাক, শিরক ও বক্রতা রহিয়াছে আল কুরআন উহা দূরীভূত করিয়া দেয়। ইহা তাহাদের জন্য রহমতও বটে। ঈমান হিকমত ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ ও উহার তলব এই আল কুরআন দ্বারাই হাসিল হয়। যেই ব্যক্তি আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনিবে ইহার বিধানের অনুসরণ করিবে কেবল তাহার জন্যই শেফা ও রহমত লইয়া আসিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করিবে কুরআন শ্রবণ দ্বারা তাহার কোনই লাভ হইবে না। সে বরং আরো অধিক দূরে সরিয়া পড়িবে এবং তাহার কুফর আরো অধিক বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কুরআনের কোন ত্রুটির কারণে নহে বরং সেই কাফিরের নিজের দোষের কারণে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ۚ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ
عَمًى ۚ اُولٰٓئِكَ مُنَادُوْنَ مِنْ مَّكَانٍ ۢ بَعِيْدٍ

আপনি বলিয়া দিন, ইহা মু'মিনদের জন্য হেদায়াত ও শেফা আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের কর্ণকুহরে রহিয়াছে বোঝা এবং চক্ষু অন্ধ আর তাহাদিগকে বহু দূর হইতেই ডাকা হইয়া থাকে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمْ
رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করে, ইহা তোমাদের কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। যাহারা মুমিন ইহা তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তাহারা উৎফুল্লও হয় বটে। আর যাহাদের অন্ততের রোগ রহিয়াছে তাহাদের পংকিলতা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেয় আর কাফির হইয়াই তাহারা মৃত্যু বরণ করে। এই বিষয়ে বহু সংখ্যক আয়াত রহিয়াছে। কাতাদাহ (র) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এর

তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুমিন ব্যক্তি যখন কুরআন 'শ্রবণ করে তখন সে উহা দ্বারা উপকৃত হয় ও উহা সংরক্ষণ করে। وَلَايَزِيْدُالظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا যাহারা যালিম যাহারা কাফির তাহারা না তো ইহা দ্বারা উপকৃত হয় আর না ইহা সংরক্ষণ করে। আল্লাহ তা'আলা কেবল মু'মিনদের জন্য শেফা ও রহমত বানাইয়াছেন।

(٨٣) وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوْسًا ۝

(٨٤) قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ۝

৮৩. আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

৮৪. বল প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃত অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।

তাফসীর ঃ মানুষের মধ্যে যে চারিত্রিক দুর্বলতা রহিয়াছে উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ দিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যখন নিয়ামত দান করেন, ধন-সম্পদ সুস্থতা রিযিক বিজয় ও সাহায্য এবং অন্যান্য সুখ শান্তি লাভ করে তখন সে আল্লাহর আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে ও অহংকার করিয়া আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া পড়ে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ الخ যখন আমি তাহার কষ্ট দূর করিয়া দেই এবং সেই কষ্ট যখন চলিয়া যায় তখন মনে হয় কখনও যেন কোন কষ্টের সম্মুখীন হইয়া আমাকে ডাকেই নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বিপদ হইতে মুক্তি দিয়া স্থলে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন তখন তোমরা তাহার তাওহীদ ও আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়াছ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ

আর যদি আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাইয়া পরে উহা কাড়িয়া লই তবে সে বড়ই নিরাশ ও অকৃজ্ঞ হইয়া পড়ে আর যদি কষ্টের পর নিয়ামত দান করি তবে সে বলিতে থাকে সমস্ত কষ্ট ক্লেশই তো দূর হইয়া গিয়াছে সে তখন বড়ই উৎফুল্ল ও

গর্বান্বিত হয়। কিন্তু যাহারা ধৈর্যধারণ করে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা এবং বড় ধরনের বিনিময়।

قوله قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন شَاكِلَةٌ অর্থ রীতি-নীতি মুজাহিদ (রা) বলেন, ইহার অর্থ স্বভাব। কাতাদা (রা) বলেন ইহার অর্থ হইল নিয়ত। ইবনে যায়েদ (র) বলেন ইহার অর্থ দ্বীন। অবশ্য সব কয়টি মত প্রায় কাছাকাছি।

আয়াতটি দ্বারা মুশরিকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছেঃ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اِعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ যাহারা ঈমান আনে না তাহাদিগকে আপনি বলিয়া দিন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে কাজ করিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাহার রাসূলের যদি অনুগত্য স্বীকার না কর তবে তোমরা যে যাহা করিতেছ করিতে থাক। পরে সময় মত তোমরা ইহার পরিণতি কি হইবে তাহা জানিতে পারিবে। কে ভাল কাজ করিতেছে কে মন্দ করিতেছে উহা কিয়ামত দিবসেই সকলের সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا তোমরা সকলেই স্বীয় রীতি অনুযায়ী কাজ করিতে থাক তোমাদের প্রতিপালকই খুব ভালই জানেন যে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে কে অধিক সঠিক পথে পরিচালিত। অতঃপর তিনি প্রত্যেককেই তাহার আমলের বিনিময় দান করিবেন।

(٨٥) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۭ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

৮৫. তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত। এবং তোমাদিগকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হইয়াছে

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী....আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত মদীনার ক্ষেতের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে এক খানা খেজুর ডালের ছড়ি ছিল। চলিতে চলিতে তিনি ইয়াহূদীদের এক দল লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তাহারা পরস্পর একে অন্যকে বলিল, তোমরা তাহার নিকট রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। কেহ কেহ বলিল, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা বলিল, হে মুহম্মদ! রূহ কি? রাসূলুল্লাহ (সা) ছড়ির উপর ভর দিয়াই থাকিলেন। রাবী বলেন, আমি ধারণা করিলাম এখন তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا তাহারা রূহ সম্পর্কে আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছে, আপনি বলিয়া দিন রূহ হইল আল্লাহর নির্দেশ। আর এই বিষয়ে

তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা একে অপরকে বলিল, আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, তাহাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না। আ'মাশ হইতে অত্র সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী অত্র আয়াতের তাফসীরকালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সহিত এক ক্ষেতের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। তিনি তখন একটি ছড়ির উপর ভর দিয়েছিলেন। এমন সময় একদল ইয়াহূদী যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহারা দেখিয়া একে অপরকে বলিতে লাগিল, তাহাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, কেহ বলিল, তাহাকে প্রশ্ন করিয়া তোমাদের লাভ কি? কেহ বলিল, প্রশ্ন করিবার পর এমন যেন না হয় যে তিনি এমন কিছু পেশ করিয়া বসেন যাহা তোমরা পছন্দ করো না। অবশেষে তাহারা বলিল, আচ্ছা তোমরা রূহ সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের প্রশ্নের কোন জওয়ার দিলেন না। রাবী হযরত ইবনে মাসউদ (র) বলেন, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইবে। আমি আপন স্থানে রহিলাম। অহী অবতীর্ণ হইবার পর তিনি বলিলেন وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ। আয়াতের পূর্ব পর মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা মদীনায় অবতীর্ণ এবং মদীনায় ইয়াহূদীদের প্রশ্নের জওয়াবে আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছিল। অথচ সূরাটি মক্কী সূরা। এই প্রশ্নের এই জবাব দান করা হয় যে পবিত্র মক্কা শরীফে পূর্বে যেমন ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল পরে মদীনা শরীফে অনুরূপ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিংবা এই জবাব হইবে যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, তিনি পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত দ্বারা তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবে। আর সেই আয়াত হইল وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ আয়াতটি যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার দলীল হইল ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। ইমাম আহমদ (র) বলেন কুতায়বাহ (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার কুরাইশরা ইয়াহূহীদের নিকট বলিল, তোমরা আমাদিগকে কোন কঠিন প্রশ্ন বলিয়া দাও আমরা তাহাকে সেই প্রশ্ন করিব। তাহারা বলিল, তোমরা তাঁহাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা) কে রূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً

অত্র আয়াত নাযিল হইবার পর ইয়াহূদীরা বলিল, আমাদিগকে অনেক জ্ঞান দান করা হইয়াছে আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে আর যাহাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে তাহাদিগকে অনেক কল্যাণ দান করা হইয়াছে। রাবী বলেন, তখন এই

আয়াত অবতীর্ণ হইল, قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ الخ আপনি বলিয়াদিন যদি সমুদ্রের পানি কালিতে রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং উহার দ্বারা আল্লাহর বাণীসমূহ লেখা আরম্ভ হয় তবুও তাহার বাণী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কালি শেষ হইয়া যাইবে। ইবনে রবীর (র) ও ইকারিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহলে কিতাবরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ الخ অবতীর্ণ হইল। তখন তাহারা বলিল আপনি তো বলেন, আমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে অথচ, আমাদিগকে তাওরাতের জ্ঞান দান করা হইয়াছে আর তাওরাত হইল হিকমত وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا আর যাহাকে হিকমত দান করা হইয়াছে তাহাকে তো বহু কল্যাণ দান করা হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ سَبْعَةِ اَبْحُرٍ যদি যমীনের সকল গাছ কলম হয় আর সকল সমুদ্র কালি হয় এবং সমুদ্র আরো সাত সমুদ্রে পরিণত হয় তবু আল্লাহর বাণী শেষ হইবে না। অবশ্য ইহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তোমাদিগকে তাওরাতের যে জ্ঞান করা হইয়াছে যদি উহা তোমাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দান করিতে পারে তবে নিঃসন্দেহে উহা অনেক কল্যাণ কিন্তু তবুও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় উহা কম। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) তাঁহার জনৈক সাথী হইতে তিনি আতা ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, মক্কা মুকার্‌রামায় وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন নবী করীম (সা) মদীনায় হিজরত করিলেন, তখন ইয়াহূদী আলেমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুহাম্মদ, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছে যে আপনি নাকি বলেন ঃ

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا "তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে ইহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি। আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন না আপনার কওমকে উদ্দেশ্য করিয়াছেন? তিনি বলিলেন উভয়কেই উদ্দেশ্য করিয়াছি তখন তাহারা বলিল, আপনি তো বলেন, আমাদিগকে তাওরাত দান করা হইয়াছে এবং উহাতে সর্ব প্রকার বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ বলিলেন هِىَ فِىْ عِلْمُ اللّٰهِ قَلِيْلٌ وَقَدْ اٰتَاكُمُ اللّٰهُ مَا اَنْ عَمِلْتُمْ بِهٖ اَنْتَفَعْتُمْ উহা আল্লাহর জ্ঞানের অতি অল্প। অবশ্য আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন যদি তোমরা উহার উপর আমল করিতে তবে উপকৃত হইতে। আল্লাহ তখন এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ
كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

মুফাস্‌সিরগণ আয়াতে উল্লেখিত রূহ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে এই বিষয়ে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন (১) রূহ দ্বারা মানব জাতির রূহ। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদিগকে রূহ সম্পর্কে বলুন শরীরে যে রূহ বিদ্যমান উহাকে কিভাবে শাস্তি দেওয়া হইবে? রূহ তো আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রেরিত। যেহেতু এই বিষয়ে কোন অহী অবতীর্ণ হইয়াছিল না অতএব তিনি কোন জবাব দিলেন না। তখন হযরত জিবরীল (আ) আগমন করিলেন। এবং বলিলেন, قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অতঃপর নবী করীম (সা) তাহাদিগকে ইহার সংবাদ দিলেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ইহা লইয়া কে আসিয়াছেন তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার হইতে ইহা লইয়া আসিয়াছেন তাহারা বলিল, আল্লাহর কসম যে আমাদের শত্রু সে-ই আপনার নিকট ইহা লইয়া আসিয়াছে তিনি বলিলেন, হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহর দরবার হইতে ইহা লইয়া আসয়িাছেন, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ আপনি বলিয়া দিন যেই ব্যক্তি হযরত জিবরীল (আ) এর শত্রু সে আল্লাহরই শত্রু। কারণ তিনি তো আল্লাহর নির্দেশেই আপনার অন্তরে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা তাহার সম্মুখস্থ কিতাবকে সত্যায়িত করে।

কেহ কেহ বলেন, রূহ দ্বারা হযরত জিবরীল (আ) কে বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, রূহ দ্বারা এক বিরাট ফিরিশ্‌তাকে বুঝান হইয়াছে যিনি সকল মখলূকের সমান। আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রূহ দ্বারা ফিরিশ্‌তা বুঝান হইয়াছে।

তবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উরস মিসরী (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ তা'আলার এমন একজন ফিরিশ্‌তা আছেন যদি তাহাকে সমস্ত আসমান যমীন এক লুকমায় গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তবে তিনি তাহাই করিবেন। তাহার তাসবীহ হইল سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ হাদীসটি গরীব বরং মুনকার।

আবূ জা'ফর ইবনে জরীর (র) বলেন....হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন তিনি وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوحِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রূহ এমন একজন ফিরিশ্‌তা যাহার সত্তর হাজার মুখমণ্ডল আছে, প্রত্যেকে মুখমন্ডলে সত্তর হাজার জিহ্বা প্রত্যেক জিহ্বা দ্বারা সত্তর হাজার ভাষা বলিতে পারেন। প্রত্যেক ভাষা দ্বারা তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রত্যেক তাসবীহ দ্বারা এক একজন ফিরিশ্‌তা সৃষ্টি করেন হাদীসটি গরীব ও বিস্ময়কর।

والله اعلم আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, হযরত আলী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রূহ এমন একজন ফিরিশ্‌তা যাহার এক লক্ষ মাথা এবং প্রত্যেক মাথায় একলক্ষ চেহারা এবং প্রত্যেক চেহারায় এক লক্ষ মুখ এবং প্রত্যেক মুখে এক লক্ষ জিহ্বা আর প্রত্যেক জিহ্বায় এক লক্ষ ভাষা বলিতে সক্ষম এবং প্রত্যেক ভাষা দ্বারা তিনি তাসবীহ করিতে থাকেন। সুহায়লী (র) বলেন, কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন রূহ দ্বারা ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি দল বুঝান হইয়াছে যাহাদের চেহারা মানুষের চেহারার মত। কেহ কেহ বলেন, রূহ ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে বলা হয় যাহারা অন্যান্য ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পায় কিন্তু অন্যান্য ফিরিশ্‌তা তাহাদিগকে দেখিতে পায় না। যেমন মানুষ ফিরিশ্‌তাদিগকে দেখিতে পায় না অথচ, মানুষকে তাহারা দেখিতে পায় قوله قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ আপনি বলিয়া দিন রূহ আমার আদেশ অর্থাৎ রূহ এমন এক বস্তু যাহা কেবল আল্লাহ জানেন। তোমরা কেহই জাননা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে। সুহায়লী বলেন, কোন কোন তাফসীরকারের মতে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম দিকে তাহাদের প্রশ্নের কোন জবাব এই কারণে দেন নাই যে তাহারা বিদ্রূপ ও বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিল।

সুহায়লী বলেন, مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ অর্থ مِنْ شَرْعِهٖ অর্থাৎ রূহ সম্পর্কে কাহারও পক্ষে চিন্তা ভাবনা করিয়া জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে বরং উহা কেবল শরীয়তের মাধ্যমেই জানা সম্ভব অতএব শরীয়তের পথ অবলম্বন কর। তবে তাহার এই ব্যাখ্যা সমালোচনার উর্ধ্বে নহে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

অতঃপর সুহায়লী এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতবিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন যে, রূহ কি নফস, না অন্য কিছু? এবং ইহাও প্রমাণিত যে রূহ বায়ুর ন্যায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তু যাহা শরীরে ঠিক তদ্রূপ ছড়াইয়া থাকে যেমন গাছের মধ্যে পানি ছড়াইয়া থাকে। তিনি ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, ফিরিশ্‌তা মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের মধ্যে যে রূহ ফুঁকিয়া দেন উহা শরীরের সহিত মিলিত হইয়াই নফস হইয়া যায়। এবং ভাল-মন্দ গুণাবলী অর্জন করিয়া, নফসে মুতমাইন্নাহ হইয়া যায় না হয় নফসে আম্মারাহ হয়। তিনি বলেন, যেমন পানি হইল গাছের জীবন, কিন্তু এই পানিই বিভিন্ন গাছের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ নাম অর্জন করে। যখন আঙ্গুরের সহিত মিলিত হয় এবং উহা হইতে চিপড়াইয়া বাহির করা হয় তখন আর উহাকে পানি বলা হয় না। বরং আঙ্গুরের রস কিংবা মদ বলা হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে রূহ ও মানুষের সহিত মিলিত হইবার পর উহাকে রূহ বলা হয় না বরং উহাকে বলা হয় নফস। রূহ বলা হইলেও রূপক অর্থে বলা হয়। যেমন আঙ্গুরের রসকে রূপক অর্থে পানি বলা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে শরীরের সহিত মিলিত হইবার পূর্বে রূহও রূপক অর্থে নফস বলা যাইতে পারে না।

সার কথা হউল, রূহ হইল নফস এর মূলধাতু আর শরীরের সহিত রূহ এর মিলন ঘটলে উহাকে নফস বলা হয়। অতএব এক হিসাবে রূহকে নফস বলা যাইতে পারে কিন্তু সর্বদিক হইতে রূহকে নফস বলা যায় না। মতটি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ রূপটি এর হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম অনেক কিছু বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে বহু কিতাবও রচনা করিয়াছেন কিন্তু হাফিয ইবনে মান্দাহ (র) এই বিষয়ে কিতাবুর রূহ নামক সর্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছন।

(٨٦) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا ۙ○

(٨٧) اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ○

(٨٨) قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ○

(٨٩) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ○

৮৬. ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না।

৮৭. ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপলকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহা অনুগ্রহ।

৮৮. বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় এবং তাহরা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তাহারা ইহার অনুরূপ আনয়ন করিতে পারিবে না।

৮৯. আমি মানুষের জন্য এই কুরআন বিভিন্ন উপমা বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-এর প্রতিত মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়া যে বিরাট অনুগ্রহ করিয়াছেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি তাহারই উল্লেখ

করিয়াছেন। তিনি তাহার প্রতি এমন মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহাকে কোন প্রকারেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ কিতাব। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, শেষ যুগে শাম দেশ হইতে এক লাল বায়ু প্রবাহিত হইবে তখন কোন মানুষের কুরআনে কোন আয়াত থাকিবে না আর কোন হাফিযদের অন্তরেও উহা অবশিষ্ট থাকিবে না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন, وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই কুরআনের মর্যাদা বর্ণনা করিয়াছেন, যে এই কুরআন এতই মহান ও বুলন্দ মর্যাদাশীল যে যদি সকল মানব-দানব ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইয়াও ইহার ন্যায় গ্রন্থ পেশ করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ ইহা হইল আল্লাহর কালাম কোন মাখলূকের কালাম নহে। আর মাখলূকের কালাম কখনও খালেক ও সৃষ্টিকর্তার কালামের সমতুল্য হইতে পারে না। ইবনে ইসহাক (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যে রকম কালাম পেশ করিয়াছেন আমরাও অনুরূপ কালাম পেশ করিব। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এই বক্তব্যের সমালোচনা করা যায় কারণ, সূরাটি মক্কী এবং সূরাটির মধ্যে কুরাইশদিগকে লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অথচ ইয়াহূদীরা তো একত্রিত হইয়াছিল মদীনায় اَللّٰهُ اَعْلَمُ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ আমি মানুষের জন্য দলীল প্রমাণ পেশ করিয়াছি এবং তাহাদের সম্মুখে সত্যকে স্পষ্ট করিয়াছি এবং বিস্তারিতভাবে সকল বিষয়কে বুঝাইয়াছি তাহা সত্ত্বেও তাহাদের অধিকাংশ লোক হককে অস্বীকার করিয়াছে এবং সত্যকে রদ করিয়াছে।

(٩٠) وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ۝

(٩١) اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا
تَفْجِيْرًا ۝

(٩٢) اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ
قَبِيْلًا ۝

(٩٣) اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ ؕ وَلَنْ نُّؤْمِنَ
لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ ؕ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ
اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

৯০. এবং উহারা বলে, কখনই তোমাতে ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে।

৯১. অথবা তোমার খেজুরের অথবা আঙুরের এক বাগান হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা।

৯২. অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক তদনুযায়ী আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করিয়া আমাদিগের উপর ফেলিবে, অথবা আল্লাহ ও ফিরিশতাগণকে আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিবে।

৯৩. অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না যতক্ষণ তুমি আমাদিগের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক আমি তো হইতেছি কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।

তাফসীর ঃ ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত যে বরীআহর দুই পুত্র উতবাহ ও শায়বাহ, আবূ সুফিয়ান, বনু আব্দুদদার-এর এক ব্যক্তি আবূল বুখতরী, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ, যাম'আহ ইবনে আসওয়াদ, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়াহ, উমাইয়া ইবনে খলফ, আস ইবনে ওয়ায়েল, নুবাইহ ও মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ তাহারা কা'বা গৃহের নিকট সূর্যাস্তের পর একত্রিত হইল। তাহারা একে অপরকে বলিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে ডাকিয়া আন এবং তাহার সহিত আলোচনা করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যেন পরে তাহার আর কোন ওযর না থাকে অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে এই বলিয়া সংবাদ দিল যে, আপনার কওমের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আপনার সহিত আলাপ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সংবাদ পাইয়া দ্রুত তাহাদের নিকট আসিলেন। তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাহারা সত্যকে বুঝিতে পরিয়াছে। তিনি তাহাদের হেদায়তের প্রতি বড় আকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাহাদের হেদায়াত গ্রহণই ছিল তাঁহার নিকট বড়ই প্রিয়। অতএব তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ (সা) আমরা আপনাকে শুধু ওযর পেশ করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। আল্লাহর কসম, আপনি আপনার কওমের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা আরবের অন্য কোন লোক সম্পর্কে ইহা জানিনা যে কোন বিবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে গালি দিয়াছেন। আমাদের ধর্মকে মন্দ ধর্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। আমাদের জ্ঞানী লোকদিগকে বোকা বলেন। আমাদের উপাস্যদিগকে গালি দেন ও আমাদের মধ্যে বিভেধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে সর্ব প্রকার বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি আপনি এই মতবাদ ধন-সম্পদ লাভের

জন্য পেশ করিয়া থাকেন তবে আমরা আপনার জন্য ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়া দিতেছি ফলে আপনিই হইতেন সর্বাধিক ধন-সম্পদশালী। আর যদি আপনি নেতৃত্ব ও সরদারী লাভের উদ্দেশ্যে ইহা পেশ করিয়া থাকেন। তবে আমরা তাহাও আপনার জন্য পেশ করিতেছি। আর যদি আপনি সাম্রাজ্য লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন। তবে আপনাকে আমরা আমাদের বাদশাহ মানিয়া লইতেছি। আর যদি কোন জ্বিনের প্রভাবে আপনার মস্তিষ্কে বিক্রিতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা উহার চিকিৎসার জন্য প্রাণ খুলিয়া অর্থ খরচ করিব যাবত না আপনি সুস্থ হন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ আমার মধ্যে উহার কিছুই নাই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমাকে তিনি তোমাদিগকে সুসংবাদ দান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। অতঃপর আমি আমার প্রতিপালকের প্রেরিত বিষয়াদী তোমাদের নিকট পৌছাইয়াছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি যদি তোমরা উহা কবূল কর তবে তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের অংশিদার হইবে। আর যদি তোমরা উহা রদ করিয়া দাও তবে আমি সবুর করিব এমন কি আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দেন। তখন তাহারা বলিল হে মুহম্মদ! আমরা যাহা আপনার নিকট পেশ করিয়াছি যদি আপনি উহা গ্রহণ না করেন তবে আপনি তো জানেন আমাদের শহর সর্বাধিক সংকীর্ণ শহর আমরা সর্বাধিক দরিদ্র আর আমরাই সর্বাধিক কঠিন জীবন যাপন করি। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের এই পাহাড় পর্বত সরাইয়া দেন যাহা আমাদের শহর সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং তিনি যেন আমাদের শহরকে সুবিস্তৃত করিয়া দেন আর তিনি যেন শাম ও ইরাকের নহরসমূহের ন্যায় আমাদের এই দেশের নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আপনি এই প্রার্থনাও করিবেন, তিনি যেন আমাদের পুরুষদিগকে জীবিত করিয়া দেন এবং তাহাদের মধ্যে কুসাই ইবনে কিলাব যেন অবশ্যই থাকেন। তিনি একজন অতিসত্যবাদী লোক ছিলেন, আমরা তাহার নিকট আপনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যে আপনি সত্য কি মিথ্যা? আমরা আপনার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছি যদি আপনি উহা পূর্ণ করেন আর তাহারা আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করে তবে আমরা অবশ্যই আপনাকে মানিয়া লইব এবং আল্লাহর নিকট আপনার যে মর্যাদা রহিয়াছে উহা বুঝিব। আর ইহাও বুঝিব যে তিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন আমি তো ইহার জন্য প্রেরিত হই নাই। আল্লাহ তা'আলা যেই বস্তুসহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহা

তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতের অংশীদার হইবে আর যদি উহা তোমরা রদ করিয়া দাও তবে আমি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় সবুর করিতে থাকিব। এমন কি তিনি তোমাদের ও আমার মাঝে ফয়সালা করিবেন। তখন তাহারা বলিল আচ্ছা যদি আপনি ইহাতেও সম্মত না হন তবে আপনি রাসূল হইলে আপনার জানা আছে যে আমরা সংকুচ ভূমিতে বসবাস করিতেছি আমাদের ন্যায় অভাবী ও নিম্নজীবনের আর কেউ নাই তাই আপনি প্রার্থনা করুন যাহাতে পাহাড়সমূহ দূরে সড়াইয়া দেন আমাদের দেশ প্রশস্ত হয়, শাম ও ইরাকের ন্যায় নদীবহুল প্রবাহিত হয়। এবং পূর্বের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় বিশেষ করিয়া কুছাই ইবনে কেলাব জীবিত হয় সে সত্যকথা বলিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব আপনি যাহা বলেন তাহা কি সত্য না বাতেল। আমরা যাহা বলিয়াছি যদি তাহা করেন এবং তাহারা আপনাকে সত্যায়িত করে আমরাও আপনাকে সত্য বিশ্বাস করিব এবং আপনার জন্য বিশেষ মর্যাদা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন আমি এই জন্য প্রেরিত হই নাই আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যে দীন নিয়া প্রেরিত হইয়াছি তাকে তোমাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যদি তাহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের অংশ থাকিবে। আর যদি তাকে রদ করিয়া দাও আমি ধৈর্যধারণ করিব। এবং তোমাদের ও আমার মাঝে ফয়সালা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিব। তাহারা বলিল যদি আপনি আমাদের এই কথা না মানেন তাহা হইলে আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন তিনি যেন একজন ফিরিশ্‌তা পাঠাইয়া দেন যিনি আপনাকে সত্যায়িত করিবেন এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিবেন এবং আপনার প্রতিপালকের নিকট ইহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি যেন আপনাকে বাগানসমূহ দান করেন এবং স্বর্ণ ও চাঁদীর বালাখানা ও অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া দেন এবং আপনাকে তিনি জীবিকা উপার্জনের ঝামেলা হইতে বে-নিয়ায করিয়া দেন। আমরা যেমন জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রচেষ্টা করি আপনাকেও তদ্রূপ জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারসমূহে ছুটাছুটি করিতে দেখি। তাহা হইলেই আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত মর্যাদাকে আমরা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন উত্তর করিলেন, আমি ইহা করিব না, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট ইহার প্রার্থনাও করিব না। আমি তোমাদের প্রতি ইহার জন্য প্রেরিতও হই নাই। আমাকে তো আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি তোমরা আমার পেশকৃত দীন গ্রহণ কর তবে তো দুনিয়া ও আখিরাতের অংশীদার হইবে আর যদি উহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি সবুর করিতে থাকিব যাবত না আল্লাহ আমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। তাহারা বলিল, আচ্ছা আপনি বলিয়া থাকেন আল্লাহ ইচ্ছা করিলে আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারেন অতএব আপনি আল্লাহকে বলিয়া আমাদের উপর

আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলুন। মনে রাখিবেন, যদি আমাদের এই কথা পালন না করেন তবে আমরা কখনও আপনার প্রতি ঈমান আনিব না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "ইহা আল্লাহর এখতিয়ারের বিষয় তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন"। তখন তাহারা বলিল হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু কি ইহা জানিতেন যে, আমরা আপনার সহিত বৈঠক করিব এবং যেই সকল প্রশ্ন আমরা আপনার নিকট করিয়াছি ঐ সকল প্রশ্ন করিব আর যেই সকল বস্তুর আমরা প্রার্থনা করিয়াছি উহা প্রার্থনা কবির। অতএব উচিৎ তো ছিল যে তিনি পূর্ব হইতে আপনাকে এই বিষয়ে অবগত করিতেন, এবং আপনার জবাব কি হওয়া উচিৎ তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন আর আপনার কথা অস্বীকার করিলে তিনি আমাদের সহিত কি করিবেন তাহাও তিনি বলিয়া দিতেন। তবে শুনিয়া রাখুন আমাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই কথা পৌছিয়াছে যে, 'ইয়ামামাহ' এর অধিবাসী 'রহমান' নামক এক ব্যক্তি আপনাকে শিক্ষা দান করে। আল্লাহর কসম, আমরা 'রহমান'কে বিশ্বাস করিব না। আপনার নিকট আজ আমরা শেষ কথা বলিয়া গেলাম। আল্লাহর কসম, আপনাকে এই অবস্থায় স্বাধীন ছাড়িব না যাবত না আপনাকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিব কিংবা আপনি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।

তাহাদের একজন বলিল, আমরা ফিরিশ্তাদের পূজা করি আর তাহারা হইলেন, আল্লাহর কন্যা। কেহ বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না। যাবৎ না আল্লাহ ফিরিশ্তাগণকে দলে দলে আমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন। তাহারা এই সকল কথা বলিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক ফুফাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাহ উঠিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম তোমার নিকট যাহা কিছু পেশ করিয়াছে তুমি উহা অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহারা আল্লাহর নিকট তোমার যে কি মর্যাদা তাহা জানিবার জন্য কিছু প্রার্থনা করিয়াছে তুমি তাহাও অস্বীকার করিয়াছ এবং সর্বশেষ তুমি আযাব ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর, তাহা অবতীর্ণ করিবার জন্য তাহারা বলিয়াছে তুমি তাহাও অস্বীকার করিয়াছ। তবে শুনিয়া রাখ, আমি তোমার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনিব না যাবত না আসমানে একটি সিঁড়ি লাগাইয়া উহাতে আরোহণ করিবে আর আমি তোমার প্রতি তাকাইয়া দেখিতে থাকিব এবং একখানা খোলা কিতাব সাথে করিয়া আনিবে এবং তোমার সহিত চার জন ফিরিশ্তা আসিয়া তোমার কথার সাক্ষ্য দান করিবে। এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে ফিরিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়া ছিলেন, সম্ভবত তাহার কওম তাঁহাকে রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিবে কিন্তু যখন তাহাদের এই সকল অবাঞ্ছিত কথা শুনিলেন, তখন তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া ঘরে ফিরিলেন। যিয়াদ ইবনে আব্দুল্লাহ বাক্কায়ী ইবনে ইসহাক (র) হইতে তিনি জনৈক আলেম হইতে তিনি সায়ীদ ইবন জুবাইর ও ইকরিমাহ (র) হইতে তাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

কুরাইশ কাফিররা যে মজলিস অনুষ্ঠিত করিয়াছিল যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মজলিস অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহা বুঝিতেন যে তাহারা বাস্তবিক হেদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে এই মজলিস অনুষ্ঠান করিয়াছে তবে অহাদের প্রার্থনা কবূল করা হইত কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানিতেন যে তাহাদের এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে শুধু কুফর ও বিদ্বেষ ছাড়া কিছুই নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলা হইল, যদি আপনি চান তবে তাহাদের সকল দরখাস্ত মঞ্জুর করিব। কিন্তু জানিয়া রাখুন যদি ইহার পর তাহারা কুফর করে তবে তাহাদিগকে এমন কঠিন শাস্তি দান করিব, যাহা পূর্বে কাহাকেও দান করি নাই। আর যদি আপনি চান তবে তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, بَلْ تَفْتَحْ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ এবং তাহাদের জন্য তওবা ও রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন। এই সম্পর্কে وَمَامَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ الخ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস ও যুবাইর ইবন আওয়াম (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا - اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا - تَبَارَكَ الَّذِيْ اِنْ شَاۤءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا

তাহারা বলে এই রাসূলের কি হইল? সে আহার করে আর বাজারে চলাফিরা করে তাহার নিকট ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ হয় না? যে তাহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করিবে কিংবা তাহাকে ধন-ভান্ডার দান করে কিংবা তাহার বাগ বাগিচা যাহা হইতে সে খাইবে। আর যালেমরা বলে, তোমরা তো একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করিতেছ। দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিয়াছে ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথে চলিতে সক্ষম হইতেছে না । সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্ছা করিলে আপনার জন্য তাহাদের প্রার্থিত বাগান অপেক্ষা উত্তম বাগানসমূহ আপনাকে দান করিতেন যাহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইত আর আপনাকে তিনি অট্টালিকা ও বালাখানাও দান করিতেন কিন্তু তাহাদের এই সকল প্রার্থনার উদ্দেশ্য হেদায়েত গ্রহণ নহে বরং মূল কারণ হইল তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং বিদ্রূপ করিয়াই এসকল প্রার্থনা করে আর যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য আমি আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি (ফোরকান-৭-১১)।

قوله حَتّٰى تَفْجُرَلَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا অর্থাৎ আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না যাবৎ না ভূপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করেন। কুরাইশ কাফিররা হিজাযের উপর দিয়া নহর প্রবাহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল মহান শক্তিমান আল্লাহর পক্ষে ইহা কোন কঠিন কাজ নহে। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাদের যাবতীয় প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন তাহারা কোন অবস্থাতেই হেদায়েত গ্রহণ করিত না। যেমন তিনি অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ যাহাদের প্রতি শাস্তির বাণী নির্ধারিত হইয়াছে তাহারা সর্ব প্রকার নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে (ইউনুস-৯৬-৯৭)। আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন

وَلَوْاَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا-

আর যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করি আর মৃত জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলে আর গায়েবের সকল বস্তু যদি তাহাদের সম্মুখে খোলাখুলি জমা করিয়া দেই তবুও তাহারা ঈমান আনিবে না।

قوله اَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ الخ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তো বলেন কিয়ামত দিবসে আসমান ফাটিয়া যাইবে । উহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে এই কথা যদি সত্য হয় তবে আজই আপনার প্রতিপালকের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আসমান ফাটাইয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখান তবেই আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব। যেমন তাহারা এই প্রার্থনা করিয়াছিল।

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ فَاَمْطِرْ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

হে আল্লাহ! যদি এই সব কিছু আপনার পক্ষ হইতে সত্য হইয়া থাকে তবে আসমান হইতে আমাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করুন। হযরত শু'আইব (আ)-এর কওমও তাহার নিকট অনুরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল। اَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্য হন তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ভাঙ্গিয়া ফেলুন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিলেন। কিন্তু আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হইলেন, রহমতের নবী তিনি হইলেন তওবার নবী, যাহাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে তিনি আল্লাহর নিকট তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন হইতে পারে তাহাদের বংশ হইতে এমন কেহ জন্ম গ্রহণ করিবে, যে কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে শিরক করিবে না। আর বাস্তবে ঘটিয়াছেও তাহাই। কারণ উপরে যাহাদের উল্লেখ করা

হইয়াছে পরবর্তীকালে তাহাদের অনেকেই উত্তম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এমন কি আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ উমাইয়া যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত উদ্ভট কথা বলিয়াছিল পরবর্তীকালে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এবং সরলন্তকরণে আল্লাহর দরবারে তওবা করিয়াছিল।

قوله اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ কিংবা আপনার জন্য স্বর্ণের গৃহ হইবে। মুজাহিদ (র) ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ (র) বলেন زُخْرُفٍ অর্থ স্বর্ণ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর কিরাতে اَوْيَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ ذَهَبٍ রহিয়াছে।

اَوْتَرْقٰى فِى السَّمَاءِ কিংবা আপনি সিঁড়ির সাহায্যে আসমানে আরোহণ করিবেন আর আমরা আপনার প্রতি দেখিতে থাকিব وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًاالخ আর আপনার আরোহণের প্রতি আমরা বিশ্বাস করিব না যাবৎ না আপনি আমাদের নিকট কিতাব অবতীর্ণ করিবেন যাহা আমরা নিজেরাই পাঠ করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যেকের নামে ইহা লেখা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের নামে আল্লাহর কিতাব এবং উহা সকালে তাহার শিয়রে বিদ্যমান পাইবে। قوله قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক মহাপবিত্র তাহার সম্মুখে কাহার কোন অধিকার চলে না তিনি তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন আর ইচ্ছা না করিলে মঞ্জুর করিবে না। আর আমি তো কেবল একজন রাসূল মাত্র। আমার দায়িত্ব হইল কেবল আমার প্রতিপালকের রিসালত পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর তোমাদের হীত ও মঙ্গল কামনা করা আর আমি দায়িত্ব পালন করিয়াছি। আর তোমরা যে প্রার্থনা করিয়াছ আমি উহা আল্লাহর সোর্পদ করিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইবনে ইসহাক (রা)....আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন যে, আমার প্রতিপালক আমার নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিলেন তিনি আমার জন্য বাত্হায়ে মক্কাকে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিবেন আমি বলিলাম, হে আমার প্রতিপালক আমার ইহার প্রয়োজন নাই, বরং আমি এক দিন তৃপ্তি সহকারে আহার করিব এবং একদিন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব কিংবা এমনই কিছু তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যখন আমি ক্ষুধার্ত থাকিব আপনার নিকট কাকুতি মিনতি করিব আর যখন তৃপ্ত হইব আপনার প্রশংসা করিব ও শোকর করিব। ইমাম তিরমিযী যুহদ অধ্যায়ে সুওয়াইদ ইবনে নসর এর সূত্রে সে হযরত ইবনুল মুবারক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান এবং আলী ইবনে ইয়াযীদ দুর্বল।

(٩٤) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰٓى اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا
اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا ۝

(٩٥) قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا
عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا ۝

৯৪. যখন উহা দিগের নিকট আসে পথ-নির্দেশ তখন লোকদিগকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদিগের এই উক্তি, আল্লাহ্ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন?

৯৫. বল, ফিরিশ্‌তাগণ যদি নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে ফিরিশতাই উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইতাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا অর্থাৎ অধিকাংশ লোককে ঈমান আনিতে এবং রাসূলগণের অনুকরণ করিতে কেবল মানুষকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করার প্রতি তাহাদের বিস্ময়ই বাধা প্রদান করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرُ النَّاسَ وَ بَشِّرَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ মানুষের জন্য কি ইহা বিস্ময়ের কারণ যে আমি তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষের কাছে অহী প্রেরণ করিয়াছি আপনি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করুন এবং মু'মিনদিগকে এই সুসংবাদ দান করুন; তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য সত্য মর্যাদা রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا তাহাদের অস্বীকৃতি কেবল এই কারণে যে তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণসহ তাহাদের রাসূলগণ আগমন করেন অতঃপর তাহারা বলে মানুষ-ই কি আমাদিগকে হেদায়েত দান করিবে। ফিরআউন ও তাহার সরদাররা বলিয়াছিল اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُوْنَ আমরা কি এমন দুইজন মানুষের প্রতি ঈমান আনিব যাহারা আমাদের মত মানুষ উপরন্তু তাহাদের কওম আমাদেরই অনুগত। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মতও তাহাদের রাসূলগণকে বলিয়াছে ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ - তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম হইতে বিরত রাখাই তোমাদের কাম্য। কাজেই তোমরা কোন প্রকাশ্য দলীল আমাদের নিকট পেশ কর। এই সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, যে তিনি মানুষের মধ্য হইতেই রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন

যেন তাহার সহিত আলাপ করিয়া সহজেই যাবতীয় বস্তু বুঝিতে পারে। যদি তিনি কোন ফিরিশ্‌তাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা তাহার সহিত মুখামুখী হইয়া কথাবার্তা বলিতেও পারিত না আর কোন বিষয় বুঝিতেও সক্ষম হইত না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন। لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُلاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি বড় অনুগ্রহ ও হইসান করিয়াছেন যে তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (আলে ইমরান-১৬৪)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اٰيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِيْ وَلاَتَكْفُرُوْنَ.

যেমন আমি তোমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াত তেলাওয়াত করেন, তোমাদিগকে পবিত্র করেন এবং তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন আর সেই বিষয় শিক্ষাদান করেন যাহা তোমরা জানিতে না। অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। এবং তোমরা আমার শোকর কর, না শোকরী করিও না (বাক্বারা-১৫১-১৫২) এখানেও তিনি ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلاَئِكَةٌ يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ আপনি বলিয়া দিন, যদি পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তারা স্বাচ্ছন্দে বিচরণ করিত যেমন তোমরা কর তবে لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًارَّسُوْلاً অবশ্যই আমি তাহাদের প্রতি আসমান হইতে ফিরিশ্‌তাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিতাম। কিন্তু যেহেতু তোমরা মানুষ অতএব তোমাদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়া মানুষকেই রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

(٩٦) قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا ○

৯৬. বল, আমার ও তোমাদিগের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন যে তিনি যেন বলেন, আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিয়াছি আল্লাহ উহা ভালরূপেই জানেন অতএব আমার ও তোমাদের মাঝে তিনিই সাক্ষী। আল্লাহ সম্বন্ধে যদি আমি কোন মিথ্যা কথা বলিতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে কঠিন শাস্তি দান করিতেন। যেমন

ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلَ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ যদি তিনি সামান্য মিথ্যা আমার সম্বন্ধে বলিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে ডান হাতে পাকড়াও করিতাম অতঃপর আমি তাহার শ্বাসনালী কাটিয়া ফেলিতাম।

اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا নিশ্চয়ই তিনি তাহার বান্দাদিগকে খুব ভাল করিয়াই জানেন যে কে তাহাদের মধ্যে পুরস্কার অনুগ্রহ ও হেদায়েত পাইবার যোগ্য এবং কে গুমরাহী ও পথ ভ্রষ্টতা ও বদবখতীর যোগ্য।

(٩٧) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ
مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ
مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝

৯৭.আল্লাহ যাহাদিগকে পথনির্দেশ করেন তাহারা তো পথ প্রাপ্ত এবং যাহাদিগকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও উহাদিগের অভিভাবক পাইবে না, কিয়ামতের দিন আমি উহাদিগকে সমবেত করিব উহাদিগের মুখে ভর দিয়া চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করিয়া। উহাদিগের আবাস স্থল জাহান্নাম; যখনই .উহা স্তিমিত হইবে আমি তখন উহাদিগের জন্য অগ্নি শিখা বৃদ্ধি করিয়া দিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তিনিই তাহার মাখলূকের মধ্যে যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন কেবল মাত্র তাহারই হুকুম চলে। তিনি যাহাকে হেদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ গুমরাহ করিতে পারে না.। আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নাই যে তাহাকে হেদায়েত দান করিতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَلَهُمْ وَلِيًّا مُّرْشِدًا আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করেন সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর যাহাকে তিনি গুমরাহ করেন তাহাদের জন্য আপনি কোন পথ প্রদর্শক পাইবেন না। وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ আর আমি তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় একত্রিত করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইবনে নুমাইর (রা)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! মানুষের মুখের উপর খাড়া করাইয়া কিভাবে তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে? তখন তিনি বলিলেন, যেই মহান সত্তা মানুষকে দুই পায়ের উপর ভর দিয়া হাটাইতেছেন তিনি তাহাদিগকে মুখের উপর ভর দিয়া হাটাইতে সক্ষম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ও তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীস দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অলীদ ইবন জমী কুরাইশী....হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ যর (রা) দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন হে, বন্ধু গিফার! তোমরা বল, কিন্তু কসম খাইও না। কারণ, চরম সত্যবাদী রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন সমস্ত মানুষকে তিন দলে বিভক্ত করিয়া হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হইবে, একদল আরোহণকারী পানাহারকারী ও পরিধানকারী হইবে। একদল পায়ে হাটিয়া ও দৌড়াইয়া চলিবে আর একদল তাহাদিগকে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের মুখমন্ডলের উপর টানিয়া লইয়া যাইবে এবং দোযখে একত্রিত করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিবে দুইদলকে তো আমরা বুঝিতে পারিয়াছি কিন্তু যাহারা পায়ে হাটিবে ও দৌড়াইবে তাহারা কাহারা? তখন তিনি বলিলেন, বাহনকারী পশুর উপর বিপদ আসিবে এমনকি এক ব্যক্তি তাহার একটি শ্যামলিময় ও সুফল বাগানের বিনিময়ে একটি উষ্ট্রী খরীদ করিতে চাহিবে কিন্তু তাহাও সে পাইবে না। عُمْيًا অর্থ অন্ধ بُكْمًا অর্থ বোবা حُتْمًا অর্থ বধির। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার শিকার হইবে। যেমন তাহারা দুনিয়ায় সত্য বলিতে বোবা ছিল, সত্য শ্রবণে বধির ছিল এবং সত্য দর্শনে অন্ধ ছিল। তাহাদের এই পাপের অনুরূপ শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। অথচ, দর্শন শ্রবণ ইত্যাদির প্রয়োজন কিয়ামতে সর্বাধিক বেশী হইবে। مَاْوٰهُمْ অর্থ, আশ্রয় স্থল ও বাসস্থান। كُلَّمَا خَبَتْ ইবনে আব্বাস (রা) ইহার অর্থ বলেন যখন জাহান্নাম নীরব হইয়া যাইবে। মুজাহিদ বলেন, যখনই জাহান্নাম নির্বাপিত হইবে। زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا তাহাদের জন্য আগুনের ফুলকী উহার উত্তেজনা ও আংগার বৃদ্ধি করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا তোমরা স্বাদ গ্রহণ করিতে থাক আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করিতে থাকিব।

(٩٨) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ
رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝

(٩٩) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ
يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا ۝

৯৮. ইহাই উহাদিগের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইব?

৯৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না যে আল্লাহ যিনি আকাম মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান? তিনি উহাদিগের

জন্য স্থির করিয়াছেন এক নির্দিষ্ট কাল, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি সীমালংঘনকারীগণ কুফরী করা ব্যতীত ক্ষান্ত হইল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অন্ধ অবস্থায় বোবা অবস্থায় ও বধির অবস্থায় উত্থিত করিবার যে শাস্তি তাহাদিগকে দেওয়া হইবে তাহার কারণ হইল যে, তাহারা আমাদের দলীল প্রমাণসমূহ অস্বীকার করিয়াছে এবং পুনর্জীবন তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছে وَقَالُوْا اَئِذَ كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا আর তাহারা এই কথাও বলে যে যখন আমরা শুধু হাড্ডি হইয়া যাইব ও পচিয়া গলিয়া চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়াা যাইব اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইব? অর্থাৎ আমরা যখন পচিয়া গলিয়া ধ্বংস হইয়া যাইব মাটির সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইব তাহার পরও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হইয়া উত্থিত হইব? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার এত শক্তি, এত ক্ষমতা তাহার পক্ষে পুনরায় তাহাদের সৃষ্টি করা অধিক সহজ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ মানুষ সৃষ্টি করিবার তুলনায় আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা অধিক কঠিন ব্যাপার কিন্তু আল্লাহর পক্ষে তো আসমান যমীন সৃষ্টি করাও কঠিন নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে,

اَوَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَعِىْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ اَنْ يُّحْىَ الْمَوْتٰى

তাহারা কি চিন্তা করে নাই যে যেই সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা সৃষ্টি করিতে তিনি ক্লান্ত হন নাই তিনি মৃতদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِيْنَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنَ -

যেই মহান সত্তা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? নিশ্চয় সক্ষম তিনি তো বড়ই সৃষ্টিকর্তা মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন তখন তিনি সেই বস্তুকে 'হইয়া যাও' হুকুম করেন অমনি উহা হইয়া যায়।

আর এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

তাহারা কি দেখেন নাই যে সেই আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে

তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার ঠিক তদ্রূপ সৃষ্টি করিবেন যেমন তিনি প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি রিয়াছিলেন।

قوله وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلاً لاَرَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কবর হইতে উত্থিত করিবার জন্য ও তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সময়টি অতিবাহিত হওয়া জরুরী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمَانُؤَخِّرُهٗ اِلاَّ لاَجَلٍ مَّعْدُوْدًا আমি একটি নির্দিষ্ট সময়টি পর্যন্ত উহা বিলম্বিত করিব। قوله فَاَبَى الظَّالِمُوْنَ اِلاَّ كُفُوْرًا অতঃপর যালিম লোকেরা দলীল-প্রমাণ কায়েম হইবার পরও তাহাদের গুমরাহী ও অহংকারকে পরিত্যাগ করে নাই।

(١٠٠) قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ۝

১০০. বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হইতে, তবুও 'ব্যয় হইয়া যাইবে' এই আশঙ্কায় তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে; মানুষতো অতিশয় কৃপণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি বলিয়া দিন, হে মানুষ! যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী হইতে তবে উহা খরচ হইয়া যাওয়ার আশংকায় খরচ করিতে বিরত থাকিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন "দারিদ্রের ভয়ে তোমরা উহা খরচ করিতে না।" অথচ, আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার কখনোও শেষ হয় না। তবে খরচ করিতে বিরত থাকিবার মূল কারণ হইল তোমাদের স্বভাবের মধ্যে কৃপণতা ও সংকীর্ণতা রহিয়াছে এবং এই স্বভাবগত সংকীর্ণতার কারণে যাহা খরচ করিলে শেষ হয় উহা খরচ করিতে তোমরা বিরত থাকিতে। وَكَانَ الْاِنْسَانَ قَتُوْرًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) বলেন قَتُوْرٌ অর্থ বখীল কৃপণ। ইরশাদ হইয়াছে اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاذَ لاَيُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا তাহারা কি সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকারী হইয়াছে তাহা হইলে তো তাহারা মানুষকে একটি কড়িও দান করিবে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ জাতির স্বভাবগত দোষের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যাহাকে তাওফীক দান করেন সে তাহার এই স্বভাবের উপর বিজয়ী হয়। কৃপণতা ও অস্থিরতা মানুষের জন্মগত স্বভাব। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ। মানব জাতিকে বড়ই ভীত সৃষ্টি করা হইয়াছে যখন তাহাকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে অস্থির হইয়া পড়ে আর যখন কোন মাল দৌলত লাভ করে তখন

সে কৃপণতা করে কিন্তু যাহারা নামাযী তাহারা ইহা হইতে মুক্ত। পবিত্র কুরআনে এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত

يَدُ اللّٰهِ مَلْاٰى لَا يَغْضِيْهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَغُضْ مَا فِيْ يَمِيْنِهٖ

আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ দিবা রাত্রির অজস্র ব্যয় উহাকে হ্রাস করে না। তোমরা কি দেখনা যে যখন হইতে আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতেই তিনি ব্যয় করিতেছেন কিন্তু তাহার ধন-ভান্ডার হইতে কিছুই কমিয়া যায় না।

(١٠١) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ فَسْئَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ
فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا ○

(١٠٢) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ج
وَاِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ○

(١٠٣) فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا ۙ○

(١٠٤) وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ
الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا ط○

১০১. তুমি বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ আমি মূসা (আ) কে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলাম; যখন সে তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল, ফির'আউন তাহাকে বলিয়াছিল, হে মূসা! আমি তো মনে করি তুমি যাদুগ্রস্ত।

১০২. মূসা বলিয়াছিল তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করিয়াছেন— প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফির'আউন! আমি তো দেখিতেছি তোমার ধ্বংস আসন্ন।

১০৩. অতঃপর ফির'আউন তাহাদিগকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করিল; তখন আমি ফির'আউন ও তাহার সংগিগণ সকলকে নিমজ্জিত করিলাম।

১০৪. ইহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হইবে তখন তোমাদিগের সকলকে আমি একত্র করিয়া উপস্থিত করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত মূসা (আ)কে নয়টি মু'জিযা দিয়া ফির'আউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার নবুওয়তের পক্ষে দলীল ছিল। আর তাহা হইল— ১. লাঠি যাহা সাপ হইয়া যাইত। ২. হাতের শুভ্রতা ৩. বনী ইসরাঈলের পারাপারের জন্য নদীর রাস্তা হইয়া যাওয়া ৪. তুফান ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ব্যাংগ ৮. রক্তের শাস্তি যাহা প্রত্যেক পাত্রে দেখা দিত ৯. দুর্ভিক্ষ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন। মুহম্মদ ইবন কা'ব বলেন, মু'জিযা কয়টি হইল, ১. হাতের শুভ্রতা ২. লাঠি সূরা আ'রাফে উল্লেখিত পাঁচটি। মাল মিটিয়া যাওয়া ও পাথর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামাহ শা'বী ও কাতাদাহ (র) হইতে আরো বর্ণিত নয়টি মু'জিযা হইল ১. হাতের শুভ্রতা ২. লাঠি ৩. ফলমূল কমিয়া যাওয়া ৪. তুফান ৫. পঙ্গপাল ৬. উকুন ৭. ব্যাংগ ৮. রক্ত ও ৯. দুর্ভিক্ষ। এই নয়টি শক্তিশালী ও প্রকাশ্য। হাসান বসরী (র)-এর মতে দুর্ভিক্ষ ও বাগানের ফল ফলাদী হ্রাস পাওয়া একই বস্তু। তাঁহার মতে নবম মু'জিযা হইল যাদুকরদের সমস্ত সাপকে হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির গিলিয়া ফেলা।

فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ অতঃপর তাহারা অহংকারে মাতিয়া উঠিল আর তাহারা ছিল-ই অপরাধী গোষ্ঠী। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর প্রত্যক্ষ নয়টি মু'জিযা দেয়া সত্ত্বেও তাহারা উহা অস্বীকার করিল। তাহাদের অন্তর যদিও উহা বিশ্বাস করিয়াছিল কিন্তু যুলুম ও বাড়াবাড়ি করিয়া তাহারা মুখে অস্বীকার-ই করিতে থাকিল। অনুরূপভাবে কুরাইশ কাফিররা যেই সকল মু'জিযা ও নিদর্শনের জন্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যাবৎ না আপনি এই ভুপৃষ্ঠ হইতে আমাদের জন্য নহর প্রবাহিত করিবেন আমরা ঈমান আনিব না। তাহাদের এই ধরনের আরো যেই সকল আবদার রহিয়াছে যদি আমি উহা পূর্ণও করিয়া দেই তবুও তাহারা ফিরআউন ও তাহার কওমের ন্যায় ঈমান আনিবে না। ফিরআউন হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে সকল মু'জিয়া দেখান সত্ত্বেও বলিয়াছিল اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يَامُوْسٰى مَسْحُوْرًا হে মূসা! (আ) আমি তো তোমাকে একজন যাদুগ্রস্ত লোক মনে করি কেহ কেহ বলেন, مَسْحُوْرٌ অর্থ سَاحِرٌ অর্থাৎ যাদুকর। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ উপরে যেই সকল নিদর্শনসমূহ ইমামগণ উল্লেখ করিয়াছেন আলোচ্য আয়াতে উহাই উদ্দেশ্য। আর নিম্নের আয়াতের মধ্যে تِسْعَ اٰيَاتٍ দ্বারা এই নয়টি মু'জিয়া-ই বুঝান হইয়ছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوْسٰى لَاتَخَفْ.....اِلٰى قَوْلِه فِىْ تِسْعَ اٰيَاتٍ .....اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِه اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ-

আত্র আয়াত দুটির মধ্যে লাঠি ও হাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়টি সূরা আ'রাফের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই নয়টি ছাড়াও

হযরত মূসা (আ) কে আরো অনেক মু'জিযা দান করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করিয়া পানি বাহির করা মেঘের দ্বারা ছায়া দান। মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করা আরো অনেক মু'জিযা যাহা মিসর ত্যাগ করিবার পর দান করা হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মাত্র নয়টি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ফির'আউন ও তাহার কওম এই নয়টি মু'জিযা দেখিতে পাইয়াছিল। অতএব উহাই তাহাদের উপর দলীল হিসাবে কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছিল ও কুফর করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) আহমদ বলেন, ইয়াযীদ....সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল মুরাদী, হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী তাহার সাথীকে বলিল, চল, আমরা এই নবীর নিকট গিয়া وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ এর মধ্যে উল্লেখিত নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি? তখন তাহার সাথী বলিল, তুমি তাহাকে নবী বলিও না, কারণ, যদি তিনি ইহা শুনিতে পারেন যে তুমি তাহাকে নবী বলিয়াছি তবে তাহার চার চক্ষু হইয়া যাইবে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া নয়টি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল, ১. তোমরা আল্লাহর সহিত শরীক করিবে না। (২) চুরি করিবে না। ৩. ব্যভিচার করিবে না ৪. অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিবে না। ৫. যাদু করিবে না ৬. সুদ খাইবে না। ৭. কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বাদশাহর নিকট লইয়া যাইবে না ৮. কোন পূত-পবিত্র লোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিবে না। অথবা তিনি বলিয়াছেন জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না। শু'বা সন্দেহ করিয়াছেন। হে ইয়াহূদী গোষ্ঠী বিশেষ করিয়া তোমরা সপ্তাহের দিনে অর্থাৎ শনিবারের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করিবে না।" অতঃপর তাহারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের ও পায়ের চুমু খাইলেন। এবং বলিল আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি নবী। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তবে আমার অনুসরণ করিতে তোমাদের বাধা কিসের? তাহারা বলিল, যেহেতু হযরত দাউদ (আ) দু'আ করিয়াছিলেন, যে সর্বদা তাহার বংশধরের মধ্যে নবী থাকিবেন। আর এখন যদি আমরা ইসলাম গ্রহণ করি তবে ইয়াহূদীরা আমাদিগকে হত্যা করিবে আমরা আশংকা করিতেছি। ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ (র) হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জরীর (রা)ও তাহার তাফসীরে শু'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটির বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যপরটি জটিল। কারণ আবদুল্লাহ ইবনে সালামাহর স্মরণ শক্তি দুর্বল। এবং মুহাদ্দিসগণ তাহার সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাওরাতে উল্লেখিত দশটি আহকামকে তিনি নয়টি আয়াত (নিদর্শন) মনে করিয়া

বলিয়াছেন কিন্তু ফির'আউনের উপর দলীর কায়েম করিবার সহিত এই আহকামের কোন সম্পর্ক নাই। والله اعلم আর এই কারণে হযরত মূসা (আ) ফির'আউনকে বলিয়াছিলেন لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ الاَّرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرَ তুমি অবশ্যই এই কথা জান যে আসমান ও যমীনের প্রতিপালকই এই নিদর্শনসমূহ আমার সত্যতার উপর দলীয় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। وَاِنِّى لَاَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا আর হে ফির'আউন! আমিতো তোমাকে ধ্বংস প্রাপ্ত মনে করি। তুমি পরাজিত হইবে। কবির কবিতায় مَثْبُوْرًا শব্দটি ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

اِذَا جَارِىَ الشَّيْطَانِ فِىْ سِنِّ الْغُى + وَمِنْ مَّالِ مَيْلِهٖ مَثْبُوْرٌ

لَقَدْ عَلِمْتَ এর تَا কে কেহ কেহ পেশসহ পড়িয়াছেন। হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু تَا কে যবরসহ পড়াটা অধিকাংশ কারীদের মত। এবং عَلِمْتَ দ্বারা ফির'আউনকে সম্বোধন করাই উদ্দেশ্য। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَمَّاجَاءَتْهُمْ اٰيَاتُنَامُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ وَجَحَدُوْا بِهَاوَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

যখন তাহাদের নিকট আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে আসিল তাহারা বলিল ইহা তো প্রকাশ্য যাদু। আর তাহারা উহা যুলুম ও অহংকার ভরে অস্বীকার করিল অথচ, তাহাদের অন্তর উহা বিশ্বাস করিয়াছিল। এই সকল দলীল দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, নয়টি আয়াত দ্বারা নয়টি মু'জিযাই উদ্দেশ্য। আর তাহা হইল— লাঠি, হাতের শুভ্রতা, দুর্ভিক্ষ, বাগানের ফলফলাদী হ্রাস পাওয়া, তুফান, পংগপাল, উকুন, ব্যাংগ ও রক্ত। এই কয়টি বস্তুই এমন ছিল যাহাকে ফির'আউন ও তাহার কওমের উপর হযরত মূসা (আ)-এর সত্যতা ও আল্লাহর অস্তিত্বের উপর প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। তবে تِسْعَ اٰيَاتٍ এর যে ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হাদীসে করা হইয়াছে উহা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাহ-এর পক্ষ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, তাহার বর্ণিত কিছু মুনকার হাদীসও আছে। সম্ভবতঃ উক্ত দুই ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত মূসার এর প্রতি অবতারিত দশটি আহকাম সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেই দশটি আহকামই তাহাদিগকে শুনাইয়া ছিলেন। কিন্তু রাবী تِسْعَ اٰيَاتٍ (নয়টি নিদর্শন) ও আহকামের মধ্যে পার্থক করিতে সক্ষম হন নাই অতএব তিনি দশ আহকামকেই تِسْعَ اٰيَاتٍ হিসাবে পেশ করিয়াছেন। قوله فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ হইতে উৎখাত করিয়া দিবে ও বিতাড়িত করিয়া দিবে

فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهٗ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ

অতঃপর আমি তাহাকেও তাহার সঙ্গীদিগকে সকলকেই পানিতে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম। এবং উহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশে বসবাস কর। অত্র আয়াতে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ রহিয়াছে। সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং হিজরতের পূর্বেই ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনা ঘটিয়াছেও তদ্রূপ। মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ তাহারা তো আপনাকে এই ভূখন্ড হইতে উৎখাত করিবার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল যেন তাহারা আপনাকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহার রাসূল (সা) কে বিজয়ী করিলেন এবং পবিত্র মক্কার অধিকারী করিলেন এবং তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তিনি মক্কা বাসীদিগকে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া অধিক ধৈর্য ও অনুগ্রহের পরিচয় দান করিলেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা দুর্বল বনী ইসরাঈলকেও মাশরিক মাগরিব ও ফির'আউনের সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাহার ধন-সম্পদ ও বাগানসমূহ ও যাবতীয় ধন-ভান্ডারের মালিক করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَكَذٰلِكَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ অনুরূপ ভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে উহার মালিক করিয়াছিলাম। এখানে ইরশাদ হইয়াছে।

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا আর তাহার পর আমি বনী ইসরাঈলকে বলিলাম, তোমরা এই দেশেই বসবাস কর। অতঃপর যখন আখিরাতের ওয়াদা আসিবে তখন তোমাদের সকলকেই আমি একত্রিত করিব। অর্থাৎ তোমাদিগকে ও তোমাদের শত্রুদিগকে সকলকেই একত্রিত করিব। ইবনে আব্বাস (র) মুজাহিদ কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন, لَفِيْفًا শব্দটি جَمِيْعًا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা ও তোমাদের শত্রুরা সলরকে একত্রিত করিব।

(١٠٥) وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

(١٠٦) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا ۝

১০৫. আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং উহা সত্যসহই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

১০৬. আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি খন্ড খন্ডভাবে যাহাতে তুমি উহা মানুষের নিকট পাঠ করিতে পার ক্রমে ক্রমে, এবং আমি উহা ক্রমশ অবতীর্ণ করিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইরশাদ করেন এই কুরআন সত্যসহ অবতীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ ইহাতে কেবল সত্যই নিহিত রহিয়াছে যেমন ইরশাদ হইয়াছে لَكِنَّ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ কিন্তু আল্লাহ তো নিজেই উহার সত্যতার সাক্ষ্য দান করেন যাহা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে। তিনি উহা স্বীয় জ্ঞানেই অবতীর্ণ করিয়াছেন আর ফিরিশ্তাগণও সাক্ষ্য দান করেন। ইহার মধ্যে বিদ্যমান সকল আহকাম, আদেশ নিষেধ তাহার পক্ষ হইতেই অবতারিত। وَبِالْحَقِّ نَزَلَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) এই কুরআন সংরক্ষিত ও হিফাযত সহকারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা আল্লাহর কালাম ছাড়া অন্য কিছুর সহিত মিশ্রিত হইয়া অবতীর্ণ হয় নাই। ইহাতে অন্য কিছু বৃদ্ধিও করা হয় নাই। আর ইহা হইতে কিছু কমও করা হয় নাই। ইহা বড়ই আমানতদার শক্তিশালী ফিরিশ্তা আনপার নিকট পৌঁছাইয়াছে। উর্ধ্বজগতে যিনি মহামান্য। وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا যেই সকল মু'মিন আপনার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্য আপনাকে সুসংবাদতারূপে এবং কাফিরদের জন্য আপনাকে ভীতি প্রদর্শনরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

قوله وَقُرْاٰنًا فَرَّقْنَاهُ – فَرَقْنَاهُ-এর ر কে তাশদীদ ছাড়া পড়া হইলে ইহার অর্থ হইবে, এই কুরআনকে লওহে মাহফু হইতে প্রথম আসমানের বায়তুল ইজ্জতে আমি একবারই অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর তেইশ বৎসরের দীর্ঘকালে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি। হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে হযরত ইকরিমাহ (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন فَرَّقْنَاهُ এর ر কে তাশদীদসহও পড়া হইয়া থাকে। তখন অর্থ হইবে, এই কুরআনকে এক এক আয়াত করিয়া স্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ আমি অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, لِتَقْرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ যেন আপনি ধীরে ধীরে মানুষকে পাঠ করিয়া শুনাইতে পারেন এবং তাহাদের নিকট পৌঁছাইতে পারেন وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا এবং ইহা অল্প অল্প করিয়াই অবতীর্ণ করিয়ছি

(١٠٧) قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖٓ اَوْلَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ

(١٠٨) وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

(١٠٩) وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۩

১০৭. বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর যাহাদিগকে ইহার পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহাদিগের নিকট যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়ে।

১০৮. এবং বল, আমাদিগের প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হইয়াই থাকে।

১০৯. এবং তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং ইহা উহাদিগের বিনয় বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) যেই সকল লোক এই কুরআনকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আপনি বলিয়া দিন اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا তোমরা চাহে ঈমান আন কিংবা না আন তাহাতে কিছু আসে যায় না বাস্তবে উহা মহাসত্য পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ এই কুরআনের পূর্বে যেই সকল আল্লাহর নেক বান্দাগণকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছিল এবং তাহারা উহাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন না করিয়াই উহার প্রতি আমল করিয়াছে اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا যখন তাহাদের নিকট এই কিতাব তেলাওয়াত করা হয়, তখন তাহারা মস্তক অবনত করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। অর্থাৎ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যাহার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে আল্লাহ তা'আলা যে তাহার অনুগ্রহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার যোগ্য করিয়াছেন এই কারণে তাঁহারা তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সিজদায় অবণত হয়। اَذْقَانٌ শব্দটি ذَقْنٌ এর বহু বচন অর্থ চেহারার নিম্নভাগ।

يَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

আল্লাহর মহাক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে তিনি যে তাহার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মুখে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রেরণ সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে তিনি তাহার খেলাফ করিবেন না। ইহার জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে তাহারা বলে, আমাদের প্রতিপালক মহা পবিত্র এবং তাহার কৃতওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ আর তাহারা আল্লাহ সামনে ক্রন্দনরতাবস্থায় তাহার রাসূল ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সিজদায় পড়িয়া যায়। وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا আর তাহাদের বিনয় ও কাকুতি মিনতি আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ আর যাহারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয় তাহাদের হেদায়াত ও তাকওয়া আরো অধিক বৃদ্ধি পায়।

(١١٠) قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ
الْحُسْنٰى ج وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ
سَبِيْلًا ○

(١١١) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ○

১১০. বল, তোমরা “আল্লাহ! নামে আহ্বান কর বা ‘রহমান’ নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার। সালাতে স্বর উচ্চ করিওনা এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; এই দুইয়ের মধ্য পথ অবলম্বন কর।

১১১. বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ ইরশাদ করেন হে মুহাম্মদ! আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যাহারা আল্লাহর ‘রহমান’ নামকে অস্বীকার করে।

اُدْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

তোমরা চাও আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা রহমান বলিয়া ডাক এই দুই নামে কোন পার্থক্য নাই অতএব যেই নামে ডাক ডাকিতে পার। আল্লাহর তো এই দুই নাম ছাড়াও আরো অনেক নাম রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
............لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তিনি সেই মহান আল্লাহ যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই যিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে জানেন তিনি রহমান তিনি রহীম .... তাহার অনেক সুন্দর নাম রহিয়াছে। আসমানসমূহ ও যমীনের সকল বস্তু তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করে।

মকহুল (র) বর্ণনা করেন, এক মুশরিক নবী করীম (সা) কে তাহার সিজদাকালে বলিতে শুনিল يَارَحْمٰنُ يَارَحِيْمُ তখন সে বলিল, তিনি তো বলিয়া থাকেন যেন তিনি কেবল এক মাবুদকে ডাকে অথচ, এখন তিনি দুইজনকে ডাকিতেছিলেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইবনে জরীর (র) উভয় রেওয়ায়েত দুইটি বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র)....ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কায় লুকাইয়া থাকিতেন তখন এই আয়াত وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাহার সাহাবীগণকে লইয়া সালাত পড়িতেন তখন উচ্চস্বরে পড়িতেন। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে এবং যিনি উহা অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে সকলকে গালি দিত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলিলেন لَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ আপনি উচ্চস্বরে কিরাত পড়িবেন না তাহা হইলে মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিয়া কুরআনকে গালি দিবে। وَلَا تُخَافِتْ بِهَا আর আপনি এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যে আপনার সাহাবীগণও শ্রবণ করিতে না পারে। وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا এবং মধ্য পথ অবলম্বন করুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ বিশর জা'ফর ইবনে আয়াস হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কিছু অধিক বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করিলেন তখন এই সমস্যা দূর হইল এখন তিনি যেমন ইচ্ছা পড়িতে পারিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দাউদ ইবনে হুসাইন (র) ইকরিমাহ হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সালাতে উচ্চস্বরে কিরাত পড়িতেন তখন মুশরিকরা দূরে সরিয়া যাইত এবং কুরআন শ্রবণ করিতে অস্বীকার করিত। কেহ শ্রবণ করিতে চাইলে তাহাদের ভয়ে চুরি করিয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু যখন সে বুঝিত মুশরিকরা জানিয়া ফেলিয়াছে তখন সে চলিয়া যাইত। কিন্তু যদি তিনি নিম্নস্বরে কিরাত পড়িতেন তবে তাহার সাহাবীগণ যাহারা তাহার কিরাত শ্রবণ করিতে আগ্রহী তাহারা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম হইত না। তখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا আপনি অতি উচ্চস্বরেও পড়িবেন না। আর একেবারে এত নিম্নস্বরেও পড়িবেন না যেন তাহারা চুপি চুপি চুরি করিয়া শ্রবণ করিতে এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে ব্যর্থ হয়। وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করুন। হযরত ইকরিমাহ, হাসান বসরী কাতাদাহ (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি সালাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র)....মুহাম্মদ ইবনে সীরীন হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে হযরত আবূ বকর (র) যখন সালাত পড়িতেন তখন অতি চুপে সালাত পড়িতেন অপর পক্ষে হযরত ওমর (রা) যখন পড়িতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে পড়িতেন। হযরত আবূ বকর (রা কে জিজ্ঞাসা করা

হইল আপনি এত নিম্নস্বরে সালাত পড়েন কেন? তিনি বলিলেন আমি তো আমার প্রতিপালকের সহিত কথা বলি। আর তিনি তো আমার সকল প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত। তখন তাহাকে বলা হইল, আপনি ভালই করেন। হযরত ওমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেন উচ্চস্বরে পড়েন। তিনি বলিলেন, আমি শয়তানকে বিতাড়িত করি আর ঘুমন্তকে জাগ্রত করি তখন তাহাকেও বলা হইল আপনিও খুব ভাল করেন। অতঃপর যখন وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰا تِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا অবতীর্ণ হইল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) কে বলা হইল আপনি আপনার স্বর কিছুটা বুলন্দ করুন এবং হযরত ওমর (রা) কে বলা হইল আপনি আপনার স্বর কিছুটা নীচু করুন। আশ'আস হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন আলোচ্য আয়াতটি দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাওরী ও মালেক হিশাম ইবনে উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে আয়াতটি দু'আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সায়ীদ ইবনে জুবাইর আবূ ইয়ায মাকহুল ও উরওয়াহ ইবনে যুবাইরও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সাওরী (র) ইবনে আইয়াশ আমেরী হইতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ হইতে বর্ণনা করেন বনু তামীম গোত্রের একজন গ্রাম্য ব্যক্তি যখনই সালাত হইতে সালাম করিত তখনই সে বলিত اَللّٰهُمَّ اُرْزُقْنِىْ اَبِلًا وَّوَلَدًا হে আল্লাহ। আপনি আমাকে উট ও সন্তান দান করুন। তখন অবতীর্ণ হইল وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰاتِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ ছায়ের (র)....হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত যে আলোচ্য আয়াতটি তাশাহহুদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হাফস ইবনে গিয়াস (র) মুহাম্মদ ইবন সীরীন (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَوٰا تِكَ وَلَاتُخَافِتْ بِهَا এর অর্থ হইল, মানুষকে দেখাইবার জন্য পড়িবেনা আর মানুসের ভয়ে উহা পরিত্যাগও করিও না। সাওরী (র) মানসূরের সূত্রে হাসান বসরী (র) হইতে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যখন উচ্চস্বরে পড় তখন তো ভাল করিয়া পড় আর চুপে চুপে পড়িবার সময় খারাপ করিয়া পড় তোমরা এমন করিবে না। আব্দুর রায্যাক মা'মারের সূত্রে হাসান (র) হইতে এবং হিশাম (র) আওফের সূত্রে হাসান হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সায়ীদ, কাতাদাহ (র) এর সূত্রেও হাসান (র) হইতে একই তাফসীর পেশ করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আহলে কিতাবরা চুপে চুপে পড়িত কিন্তু হঠাৎ একজন উচ্চস্বরে পড়িয়া উঠিত এবং তাহার সহিত সকলেই চিৎকার করিয়া পড়িতে শুরু

করিত। উল্লেখিত আয়াতে মুসলমানগণকে এইরূপ করিতে আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন। তবে কিভাবে পড়িতে হইবে? সেই নিয়ম হযরত জিবরীল (আ) বলিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে হইবে।

قوله وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি কোন সন্তান স্থির করেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সত্তার জন্য উত্তম নামসমূহ স্থির করিয়া উক্ত আয়াতের মধ্য যাবতীয় দোষ হইতে স্বীয় সত্তাকে মুক্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এবং ইরশাদ করিয়া وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আপনি বলুন সকল প্রশংসা কেবল সেই সত্তার জন্য যিনি নিজের জন্য কোন সন্তান স্থির করেন নাই আর তাহার সাম্রাজ্যে তাঁহার কোন শরীফও নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তিনি বে-নিয়ায ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই আর তিনি নিজেও জন্মগ্রহণ করেন নাই আর তাহার কোন সমকক্ষও নাই। وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ অর্থাৎ তিনি হীন ও মুখাপেক্ষী নহেন অতএব তাঁহার কোন সাহায্যকারী উজীর ও পরমার্শ দাতারও প্রয়োজন নাই। তিনিই যাবতীয় বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যাবতীয় বস্তুর ব্যবস্থাপনা করেন, যাবতীয় বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাহার কোন শরীক নাই। মুজাহিদ বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ এর অর্থ হইল, আল্লাহ স্বীয় প্রয়োজনে কাহার সহিত বন্ধুত্ব করেন না আর না কাহার ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا অর্থাৎ এই যালিমরা যেই কথা বলে তাহা হইতে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করুন। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ইবনে ওহব হইতে তিনি আবূ সখ্র হইতে তিনি কুরাযী হইতে বর্ণিত তিনি وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা বলিত, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। আরব বেদুইনরা বলিত لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهٗ وَمَا مَلَكَ হে আল্লাহ আমি হাযির আপনার কোন শরীক নাই কিন্তু এমন শরীক আছে যাহার মালিক আপনিই এবং তাহার কর্তৃত্বাধীন বস্তুর মালিকও আপনিই। সাবী ও অগ্নিপূজকরা বলিত, যদি আল্লাহর সাহায্যকারী না হইত তবে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করিতে সক্ষম হইতেন না। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا -

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, বিশর (র).... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) তাঁহার পরিবারভুক্ত ছোট বড় সকল লোকজনকে এই আয়াত শিক্ষা

দিতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا অপর এক হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতকে আয়াতুল ইজ্জ নামকরণ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, যেই ঘরে এই আয়াত পাঠ করা হয় উহাতে না তো চুরি সংঘটিত হয় আর না অন্য কোন বিপদ আসে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, বিশর ইবনে সায়হান বিসরী (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি ও রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন তাঁহার হাত আমার হাতের মধ্যে কিংবা আমার হাত তাঁহার হাতের মধ্যে ছিল এই অবস্থায় তিনি এমন এক ব্যক্তির নিকট আগমন করিলেন. যে ছিল অতি করুনাবস্থায়। তাহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তোমার এই অবস্থা কেন? লোকটি বলিল, রোগ ও কষ্ট এই দুইটি বস্তু আমাকে এই অবস্থায় পৌছাইয়াছে তখন, তিনি বলিলেন, তোমাকে কি কিছু এমন কালেমা শিক্ষা দিব না যাহা তোমার রোগ ও কষ্ট দূরীভূত করিয়া দিবে। সে বলিল, অবশ্যই বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! বদর ও ওহোদ যুদ্ধে আপনার সহিত শরীক হওয়ায়ও আমার এত খুশী হইত না যত খুশী আমার ইহাতে হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মৃদু হাসি দিয়া বলিলেন, তুমি বদর ও ওহোদে শরীক মহান ব্যক্তিদের সেই মর্যদা পাইবে কোথা হইতে? তাহাদের মুকাবিলায় তুমি তো একজন শূন্য হস্ত ফকীর। রাবী বলেন তখন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকেই উহা শিক্ষা দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তুমি বল,

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) আমার নিকট আগমন করিলেন তখন আমার অবস্থা অনেক সুন্দর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা। তোমার এই কি অবস্থা? আমি বলিলাম, যেই কালেমা আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি উহা সদা পাঠ করিয়াছিলাম। যাহার ফলে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মতন মুনকার। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

সূরা আল্-কাহাফ

মক্কী ১১০ আয়াত, ১২ রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

সূরা কাহাফ-এর ফযীলত বিশেষত উহার শেষ দশ আয়াতের ফযীলতের বর্ণনা এবং এই সূরাটি যে দজ্জালের ফিৎনা হইতে সংরক্ষণকারী উহার আলোচনা ঃ

ইমাম আহমদ (র) মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)....বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল এবং তাহার বাড়িতে একটি পশু তখন ছুটাছুটি করিতেছিল। লোকটি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইল যে সামিয়ানার ন্যায় মেঘমালা তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম (সা)-এর নিকট উহার আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি পাঠ করিতে থাক উহা হইল সে-ই 'সকীনাহ' যাহা কুরআন পাঠকালে অবতীর্ণ হয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করিতেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর। যেমন সূরা বাক্বারার তাফসীরে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....হযরত আবূ দারদা হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও তিরমিযী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযীর বর্ণনায় রহিয়াছে مَنْ قَرَأَ ثَلَاثَ اٰيَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ الْكَهْفِ যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম তিন আয়াত পাঠ করিবে....। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়াছেন।

অপর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র)....আবূ দারদা হইতে বণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে সে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে রক্ষা পাইবে। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) কাতাদাহ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন

তবে তাহার বর্ণনা এই রূপ مَنْ قَرَأَ عَشَرَ اٰيَاتٍ مِّنَ الْكَهْفِ যেই ব্যক্তি কাহাফের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে।

অপর হাদীস

ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল আলা....সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, مَنْ قَرَأَ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرِ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَاِنَّهُ عِصْمَةٌ لَّهُ مِنَ الدَّجَّالِ যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করিবে উহা তাহাকে দজ্জালের ফিতনা হইতে রক্ষা করিবে। সালেম (র) সম্ভবতঃ সাওবান ও কাতাদাহ (র) উভয় হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন (র)....মু'আয ইবনে আনাস জুহানী হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথমাংশ ও শেষাংশ পাঠ করিবে উহা তাহার পক্ষে মাথা হইতে পাও পর্যন্ত নূর হইবে আর যেই ব্যক্তি পূর্ণ পাঠ করিবে সে যমীন হইতে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর ইবনে মারদুয়াইহ (র) তাহার তাফসীরে একটি গরীব সনদে....ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার পায়ের নীচ হইতে আসমান পর্যন্ত নূর বুলন্দ হইবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য উজ্জ্বল হইবে আর দুই জুম'আর মাঝের তাহার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিন্ত নহে। ইহাকে মওকূফ বলাই অধিক উত্তম।

ইমাম সায়ীদ ইবনে মনসূর (রা) তাঁহার সুনান গ্রন্থে....হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে, তাহার নিকট হইতে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল হইবে। ইমাম সাওরী (র) আবূ হাশেম (র) হইতে অত্র সূত্রে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাকিম (র) তাহার মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে মুআম্মাল (র).... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে তাহার জন্য দুই জুম'আ পর্যন্ত নূর উজ্জ্বল করা হইবে। অতঃপর হাকিম (র) বলেন হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ। তবে ইমাম মুসলিম ও বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। আবূ বকর বায়হাকী (র) হাকেম (র) হইতে তাহার সুনাম গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায়হাকী (র) বলেন ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর শু'বার (র)-এর সূত্রে আবূ হাশেম হইতে তাহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি সূরা কাহাফটি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে তেমন পাঠ করিবে, কিয়ামত দিবসে উহা তাহার জন্য নূর হইবে।

হাফিয জিয়া মাকদেছী (র) তাহার মুখতার 'গ্রন্থে' আব্দুল্লাহ ইবনে মুস'আব (র).... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যেই ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করিবে সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। যদি দজ্জালের আবির্ভাব হয় তবে তাহার বিপদ হইতেও সে রক্ষা পাইবে।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○

(٢) قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ
يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ○

(٣) مَّاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا ○

(٤) وَّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ○

(٥) مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ○

১. প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে তিনি বক্রতা রাখেন নাই;

২. ইহাকে করিয়াছেন সু-প্রতিষ্ঠিত তাঁহার কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য এবং মু'মিনগণ যাহারা সৎকর্ম করে, তাহাদিগকে এই সু-সংবাদ দিবার জন্য যে, তাহাদিগের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার।

৩. যাহাতে তাহারা হইবে চিরস্থায়ী,

৪. এবং সতর্ক করিবার জন্য উহাদিগকে যাহারা বলে যে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন,

৫. এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই এবং উহাদিগের পিতৃ-পুরুষদিগেরও ছিল না। উহাদিগের মুখ-নিঃসৃত বাক্য কী সাংঘাতিক! উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলে।

তাফসীর ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বিষয়ের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিতে স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেন। তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসিত। শুরুতে ও শেষে তাহার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। এই কারণে তিনি তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি তাঁহার মহান কিতাব অবতীর্ণ করিবার জন্য স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। কারণ এই পৃথিবীর অধিবাসীদের উপর যত নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত হইল এই আল-কিতাব। এই কিতাব-ই তাহাদিগকে যাবতীয় অন্ধকার হইতে আলোর দিকে টানিয়া আসিয়াছে। এই কিতাবকে

তিনি সরল সঠিক করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন ইহাতে কোন প্রকার বক্তৃতা নাই। স্পষ্ট সরল সহজ পথের দিক দর্শন করে। কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করে এবং মুমিন দিগকে সুসংবাদ দান করে। এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ সরল সঠিক করিয়া নাযিল করিয়াছেন যেন দুনিয়া ও আখিরাতের ভীষণ বিপদ হইতে সেই সকল লোককে ভীতি প্রদর্শন করিতে পারে যাহারা উহার বিরোধিতা করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। مِنْ لَّدُنْهُ বিপদ ও শাস্তি হইল সেই আল্লাহর পক্ষ হইতে যিনি এত ভীষণ শাস্তি প্রদান করিবেন যাহা অন্য কেহ দিতে পারে না। আর তাঁহার ন্যায় বন্ধন ও কেহ দিতে পারে না। وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ যাহারা সৎকর্ম করিয়া তাহাদের ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে তাহাদিগকে এই কুরআন দ্বারা এই সুসংবাদ দান করিবেন। اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا যে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম বিনিময়। مَاكِثِيْنَ فِيْهِ اَبَدًا আল্লাহর সেই প্রতিদান অর্থাৎ বেহেশতে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবেন। তাঁহারা আল্লাহর এই প্রতিদান হইতে কোন দিন বিচ্ছিন্ন হইবে না।

قوله وَيُنْذِرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا -যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, তাহারা হইল আরবের মুশরিক যাহারা বলে, আমরা ফিরিশতাদের পূজা করি তাহারা আল্লাহর কন্যা। مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ তাহারা এই যে কথাটি রচনা করিয়াছে এই সম্পর্কে তাহাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই وَلَاٰبَآءِ هُمْ আর তাহাদের পূর্ব পুরুষদেরও কোন সঠিক জ্ঞান নাই। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ এর كَلِمَةً শব্দটি তামীয (تَمْيِيْزٌ) হইয়া مَنْصُوْب (মানসূব) হইয়াছে। ইবারত এইরূপ ছিল كَبُرَتْ كَلِمَتُهُمْ هٰذِهٖ কেহ কেহ বলেন ইহা تَعْجُبُ ও বিস্ময়সূচক একটি বাক্য আসলে এইরূপ ছিল اَعْظَمُ بِكَلِمَتِهِمْ كَلِمَةً। যেমন বলা হইয়া থাকে اَكْرَمُ بِزَيْدٍ رَجُلاً কোন কোন বিসরী উলামা এই মত পোষণ করেন। كَبُرَت كَلِمَةً অর্থ, তাহাদের কথা বড়ই গুরুতর যেমন বলা হইয়া থাকে اَعْظَمُ قَوْلُكَ ও كَبُرَتْ شَانِكَ তোমাদের কথা বড়ই গুরুতর তোমার অবস্থা বড়ই গুরুতর। كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ অর্থাৎ তাহাদের মুখ হইতে এই গুরুতর কথা কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই বাহির হয়। তাহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাই বলিয়া থাকে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اَنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلاَّ كَذِبًا তাহারা তো কেবল মিথ্যা কথা-ই বলিয়া থাকে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) অত্র সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, মিসরের একজন শায়েখ যিনি চল্লিশ বৎসরের অধিককাল আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তিনি ইকারিমাহ (র) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন একবার কুরাইশরা নযর ইবনে হারিস ও উকবাহ ইবনে আবূ মুআইতকে

মদীনার ইয়াহূদী আলেমদের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিল, যে, তোমরা তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা)-এর পরিচয় দান করিয়া তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত কি? তাহারা আহলে কিতাব। আম্বিয়া কিরামদের যে জ্ঞান তাহাদের আছে তাহা আমাদের নাই। অতঃপর তাহারা দুইজন মদীনায় আগমন করিল এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরিচয় দান করিয়া ইয়াহূদী আলিমদের নিকট তাঁহার সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত জানিতে চাহিল। ইয়াহূদী আলিমদিগকে সম্বন্ধ করিয়া তাহারা বলিল আপনারা তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী, আপনাদের নিকট আমরা আমাদের এই লোকটি সম্পর্কে জানিতে আসিয়াছি। রাবী বলেন, ইয়াহূদী আলিমরা তাহাদিগকে বলিল, তোমরা তাঁহাকে তিনটি প্রশ্ন করিবে, যদি তিনি উহার জবাব দান করিতে পারেন তবে বুঝিবে যে তিনি সত্যই নবী। আর জবাব দান করিতে ব্যর্থ হইলে তাহাকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করিবে। অতঃপর তোমরা তাহার সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত ইচ্ছা, গ্রহণ করিবে। ১. তোমরা তাহার নিকট প্রাচীনকালের সেই যুবকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যাহারা দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ঘটনা বড়ই বিস্ময়কর ২. তাহার নিকট সেই মহান পর্যটক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে যিনি মাশরিক-মাগরিব ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ৩. রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে উহার হাকীকত কি? যদি তিনি এই তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হন তবে, অবশ্যই নবী। অতএব তোমরা তাহার অনুসরণ কর আর যদি ইহার জবাব দানে ব্যর্থ হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। অতএব তোমরা তাহার সম্পর্কে যাহা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর নযর ও উকবাহ কুরাইশদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশ গোষ্ঠী! আমরা তোমাদের ও মুহম্মদ (সা)-এর মাঝে বিরোধ মিমাংসার ব্যবস্থা লইয়া আসিয়াছি। ইয়াহূদী আলিমগণ তাঁহার নিকট কয়েকটি প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন এবং মুহম্মদ (সা) উহার কি জবাব দান করে উহাও তাহাদিগকে জানাইতে বলিয়াছে। অতঃপর তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, আমি আগামীকল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দান করিব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলেন, ফলে পনের দিন অতীত হইবার পরও তাঁহার নিকট কোন অহী অবতীর্ণ হইল না আর হযরত জিবরীল (আ)ও আসিলেন না। এমন কি মক্কাবাসীরা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল, আরে দেখ, মুহম্মদ (সা) আমাদের নিকট এক দিনের ওয়াদা করিয়াছে। আজ পনের দিন অতীত হইয়া গেল অথচ সে আমাদের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না। নবী করীম (সা) অত্যধিক চিন্তিত ও বিচলিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সূরা কাহাফ লইয়া আগমন করিলেন। ইহার মধ্যে রাসূলুল্লাহর (সা)-কে ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ধমক দেওয়া হইয়াছে। যেই সকল যুবকরা দেশ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে, পর্যটকের ঘটনা

উল্লেখ করা হইয়াছে এবং রূহ সম্পর্কে তাহাদের যে প্রশ্ন ছিল উহারও জবাব দান করা হইয়াছে।

(٦) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ○

(٧) اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ○

(٨) وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا ○

৬. উহারা এই বাণী বিশ্বাস না করিলে সম্ভবত ঃ উহাদিগের পিছনে ঘুরিয়া তুমি দুঃখে আত্ম-বিনাশী হইয়া পড়িবে।

৭. পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেইগুলিতে শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে উহাদিগের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।

৮. উহার উপর যাহা কিছু আছে তাহা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব।

তাফসীর ঃ যেহেতু মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আনিত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিতেছিল না বরং তাহারা ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়া যাইতেছিল এই কারণে তিনি বড়ই অনুতাপ ও অনুশোচনা করিতেছিলেন, অতএব উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ তাহাদের উপর দুঃখ করিয়া যেন আপনি স্বীয় সত্তাকে নিপাত না করিয়া দেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আপনি তাহাদের উপর চিন্তিত হইবেন না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ তাহারা যে ঈমান আনিতেছে না এই কারণে সম্ভবতঃ আপনি আপনার সত্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। এখানেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا তাহারা যদি এই কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের পশ্চাতে স্বীয় সত্তাকে নিপাত করিয়া দিবেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিয়া আপনি নিজেকে নিপাত করিবেন না। কাতাদাহ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহাদের উপর চিন্তা ও গোস্সা করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহাদের উপর বিচলিত হইয়া আপনার সত্তাকে ধ্বংস করিবেন না। উভয় তাফসীরের মর্ম কাছাকাছি। সারকথা

হইল, আপনার উপর তাবলীগ ও রিসালাতের যে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে আপনি উহা পালন করিয়া যান। যেই ব্যক্তি হেদায়েত গ্রহণ করিবে সে তাহার নিজেরই উপকার করিবে আর সে উহা গ্রহণ করিবে না সে নিজেরই ক্ষতি ইহাতে আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি অনর্থক চিন্তা করিয়া নিজের ক্ষতি করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি এই পৃথিবীকে ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে শোভনীয় করিয়াছেন কিন্তু ইহার শোভাও স্থায়ী নহে। এই পৃথিবী কেবল পরীক্ষার স্থান ইহা চিরকালের স্থান নহে। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا এই পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে উহাকে আমি পৃথিবীর জন্য শোভা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহাদের মধ্যে কে উত্তম আমল করে উহা আমি যাচাই করিতে পারি।

কাতাদাহ (র) আবূ নযরাহ (র) হইতে তিনি আবূ সায়ীদ (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবী হইল সুমিষ্ট সবুজ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ইহার উপর আবাদ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দেখিবেন তোমরা কেমন আমল কর। অতঃপর তোমরা দুনিয়া ও নারী হইতে সতর্ক থাকিবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম যেই ফিৎনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল উহা নারীদের সম্পর্কেই ছিল। অতঃপর দুনিয়া যে ধ্বংস হইয়া যাইবে, ইহা চিরস্থায়ী নহে এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا অর্থাৎ আমি এই সুসজ্জিত পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিব এবং যাহা কিছু উহার উপর রহিয়াছে উহা বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং এই যমীনকে সম্পূর্ণরূপে গাছ-পালা শূন্য সমতল ভূমিতে পরিণত করিব। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, صَعِيدًا جُرُزًا অর্থ, শূন্য যমীন। কাতাদাহ (র) বলেন, صَعِيدًا বলা হয় এমন যমীনকে যেখানে কোন গাছপালা থাকে না। ইবনে যায়েদ (র) বলেন صَعِيدًا এমন যমীনকে বলা হয় সেখানে কোন কিছুই থাকে না। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

তাহারা কি দেখে না যে, আমি অনাবাদ শূন্য যমীনের দিকে পানি লইয়া যাই অতঃপর উহা হইতে ফসল উৎপাদন করি যাহাদের পশু এবং তাহারা নিজেরাও খায়। তাহারা কি কিছুই দেখে না? মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) إِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যমীনের উপর যাহা কিছু রহিয়াছে সবই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সকলেই আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

অতএব মুশরিক ও কাফিরদের পক্ষ হইতে যে অবাঞ্ছিত কথা আপনি শ্রবণ করিতেছেন এবং যে অবাঞ্ছিত কাজ আপনি দেখিতেছেন উহার কারণে আপনি কোন দুঃখ করিবেন না আর কোন অনুতাপও করিবে না।

(٩) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ○

(١٠) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ○

(١١) فَضَرَبْنَا عَلٰٓى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ○

(١٢) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا أَمَدًا ○

৯. তুমি কি মনে কর যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর?

১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় লইল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি নিজ হইতে আমাদিগকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদিগের জন্য আমাদিগের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর।

১১. অতঃপর আমি উহাদিগকে গুহায় কয়েক বৎসর ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিলাম।

১২. পরে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম জানিবার জন্য যে, দুইদলের মধ্যে কোনটি উহাদিগের অবস্থিতি কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রথম 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিবার পর উহার বিস্তারিত বর্ণনা দান করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি কি ধারণা করিয়াছেন যে, গুহা ও গর্তবাসীদের ঘটনা আমাদের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল? অর্থাৎ আমার কুদরত ও ক্ষমতায় ইহাতে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কিছুই নাই। আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজন দিবা রাত্রের পরিবর্তন চন্দ্র -সূর্য ও নক্ষত্র সমূহকে সেবা দানকরণ ইত্যাদি আল্লাহর কুদরতের বিরাট বিরাট নিদর্শন এবং তিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম। কোন কিছুই আঞ্জাম দিতে তিনি অক্ষম নহেন। আসহাবে কাহাফ এর ঘটনা আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর নহে। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত মুজাহিদ (র) হইতে أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا -এর অনুরূপ তাফসীর বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা আরো অধিক বিস্ময়কর আমার নিদর্শন রহিয়াছে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের যে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইল, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনাকে ইলম, ও কিতাব দান করা হইয়াছে উহা আসহাবে কাহাফ ও গর্তবাসীদের ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমার বান্দাদের উপর যেই সকল দলীল-প্রমাণ সমূহ প্রকাশ করিয়াছি উহা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। اَلْكَهْفُ অর্থ পাহাড়ের গুহা এই পাহাড়ের গুহায় যুবকরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। اَلرَّقِيْمُ কি, এই সম্পর্কে আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইহা হইল 'আয়লাহ'-এর নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। আতীয়্যাহ ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন اَلْكَهْفُ বলা হয় উপত্যকার গুহাকে এবং اَلرَّقِيْمُ হইল একটি উপত্যকার নাম। মুজাহিদ (র) বলেন اَلرَّقِيْمُ হইল উপত্যকার একটি অট্টালিকার নাম। কেহ কেহ বলেন, ইহা হইল সেই উপত্যকা যেখানে যুবকদের গুহা বিদ্যমান ছিল।

আব্দুর রাযযাক (র) বলেন, সাওরী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে اَلرَّقِيْمُ প্রসঙ্গে বলেন, ইহা হইল একটি গ্রাম। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাকীম হইল সেই পাহাড় যেখানে যুবকদের গুহা ছিল। ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন সেই পাহাড়ের নাম হইল 'বান্ধলুস'। ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, শু'আইব জব্বায়ী বলেন, যে পাহাড়ে গুহাটি অবস্থিত ছিল উহার নাম হইল বান্ধলুস এবং গুহাটির নাম 'হায়যাম' আর তাহাদের কুকুরটির নাম হইল 'হুমরান'। আব্দুর রাযযাক (র) বলেন, ইসরাঈল....(র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কুরআনের জ্ঞান লাভ করিয়াছি কিন্তু حَنَانًا - اَوَّاهٌ ও اَلرَّقِيْمُ শব্দগুলির অর্থ আমার জানা নাই। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আমর ইবনে দীনার (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا اَدْرِىْ مَا الرَّقِيْمُ রাকীম কি উহা আমার জানা নাই। ইহা কি কোন কিতাব না কোন অট্টালিকা?

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাকীম হইল কিতাব। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, রাকীম হইল, পাথরের একটি তক্তা, যাহাতে আসহাবে কাহাফের ঘটনা লিখিয়া উহার দরজায় লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, রাকীম হইল লিখিত কিতাব। অতঃপর তিনি ইহার সমর্থনে পড়িলেন كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ আয়াত দ্বারা ইহাই

প্রকাশ। ইবনে জরীর (র)-ও এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন। তিনি বলেন, رَقِيْمٌ শব্দটি فَعِيْلٌ ছন্দে مَرْقُوْمٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন قَتِيْلٌ শব্দটি مَقْتُوْلٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে جَرِيْحٌ অর্থ مَجْرُوْحٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا অত্র আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সেই সকল যুবকদের সংবাদ দান করিয়াছেন যাহারা স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে তাহাদের কওম হইতে পলায়ন করিয়াছিল এবং এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই ভাবে তাহারা লুকাইয়া তাহাদের কওমের নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা যখন উক্ত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল তখন আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হইতে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং আমাদের কওম হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখুন। وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا এবং আমাদের জন্য আমাদের এই কাজের পরিণাম ভাল করুন। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত وَمَاقَضَيْتَ لَنَا مَنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا অর্থাৎ আমাদের জন্য আপনি যেই সিদ্ধান্তই স্থির করিবেন উহার পরিণাম আমাদের জন্য ভাল করুন। মুসনাদ গ্রন্থে বুসর বিন আরতাত (র) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি এই দু'আ করিতেন,

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِكُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

হে আল্লাহ! সকল কাজেই আমাদের পরিণাম শুভ এবং দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

قوله فَضَرَبْنَا عَلَى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا তাহারা যখন গুহায় প্রবেশ করিল তখন আমি তাহাদের উপর নিদ্রা ঢালিয়া দিলাম। ফলে তাহারা বহু বৎসরকাল নিদ্রিত থাকিল। ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ অতঃপর আমি তাহাদিগকে তাহাদের নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিলাম এবং তাহাদের একজন কিছু দিরহাম লইয়া খাবার ক্রয় করিবার জন্য বাহির হইল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا অতঃপর আমি তাহাদিগকে জাগ্রত করিলাম যে আমি ইহা প্রকাশ্যভাবে জানিতে পারি যে, তাহাদের সম্বন্ধে দুইটি বিরোধী দলের মধ্যে কোন দলটি তাহাদের অবস্থানকালের সংখ্যা অধিক সংরক্ষণকারী। اَمَدٌ শব্দটির অর্থ সংখ্যা। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ غَايَةٌ অর্থাৎ শেষ প্রান্তর। যেমন কবির কবিতায় এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। سَبَقَ الْجَوَادِ اِذَاسْتَوْلٰى عَلَى الْاَمَدِ এর মধ্যে اَمَدًا শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(١٣) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ط اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۝

(١٤) وَّرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ
الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا ۝

(١٥) هٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ط لَوْلَا يَاْتُوْنَ عَلَيْهِمْ
بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ ط فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۝

(١٦) وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ
لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ۝

১৩. আমি তোমার নিকট উহাদিগের বৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করিতেছি। উহারা ছিল কয়েকজন যুবক, উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং আমি উহাদিগের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলাম।

১৪. এবং আমি উহাদিগের চিত্তদৃঢ় করিয়া দিলাম; উহারা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন বলিল, আমাদিগের প্রতিপালক আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক; আমরা কখনই তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহকে আহ্বান করিব না; যদি করিয়া বসি, তবে উহা অতিশয় গর্হিত হইবে;

১৫. আমাদিগেরই এই স্বজাতিগণ, তাহার পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে।, ইহারা এই সমস্ত ইলাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তাহা অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে?

১৬. তোমরা যখন বিচ্ছিন্ন হইলে উহাদিগ হইতে ও উহারা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করে তাহাদিগ হইতে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য তাঁহার দয়া বিস্তার করিবেন এবং তিনি তোগাদিগের জন্য তোমাদিগের কাজ-কর্মকে ফলপ্রসূ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

তাফসীর ঃ এখান হইতে আল্লাহ তাআলা প্রাচীন যুগের সেই যুবকদের ঘটনা বর্ণনা করিতে শুরু করিয়াছেন যাহারা তাহাদের কওমের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া গুহায় আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহারা কিছু যুবক ছিল যাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যাহারা বৃদ্ধ ছিল তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাহারা অহংকার করিয়াছে এবং বাতিল ধর্মেই অবিচল রহিয়াছে। কুরাইশদের অধিকাংশ বৃদ্ধ লোকও তাহাদের বাতিল ধর্মের প্রতি দৃঢ় ছিল। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ ছিল যুবক শ্রেণী। 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা যুবক ছিল। মুজাহিদ (র) বলেন, এই যুবকদের কানে কানবালা ছিল। আল্লাহ তাহাদের অন্তরে সত্যের বাতি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিল। তাঁহার একত্ববাদকে স্বীকার করিল। এবং আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই এই ঘোষণা করিল। وَزِدْنَاهُمْ هُدًى আর আমি তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করিয়া দিলাম এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত দ্বারা বহু আয়েম্মায়ে কিরাম যেমন ইমান বুখারী (র) ও অন্যান্য ইমামগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাসও পায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَزِدْنَاهُمْ هُدًى এবং তাহাদের হেদায়েতকে আমি বৃদ্ধি করিয়া দিলাম।

আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ যাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছে আল্লাহ তাহাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে তাকওয়া দান করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে অতঃপর আল্লাহ তাঁহাদের ঈমানকে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আরো ইরশাদ ইহয়াছে لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَعَ اِيْمَانِهِمْ যেন তাহাদের ঈমানের সহিত অধিক ঈমান বৃদ্ধি পায়। এমন আরো অনেক আয়াত আছে যাহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পায়। বর্ণিত আছে যে ঐ সকল যুবকরা হযরত ঈসা (আ) এর ধর্মাবলম্বী ছিল। فَاللّٰهُ اَعْلَمُ কিন্তু নাসারা ধর্মের পূর্বেই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ইহাই অধিক প্রকাশ্য। কারণ, তাহারা যদি নাসারা ধর্মাবলম্বী হইত তবে ইয়াহূদী আলিমগণ না তো তাহাদের ঘটনা এত আগ্রহের সহিত জানিত আর না অন্যকে জানিবার জন্য বলিত। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে কুরাইশরা দুইজন লোককে মদীনার ইয়াহূদী আলেমদের নিকট এমন কিছু বিষয় জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিল যাহার সাহায্যে তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা যুবকদের ঘটনা, যুলকারনাইনের ঘটনা এবং রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার জন্য বলিয়াছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণিত যে, এই সকল বিষয় ইয়াহূদীদের কিতাবে বিদ্যমান ছিল। যাহা নাসারা ধর্মের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ইরশাদ করেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের কওম ও জাতির বিরোধিতা করিবার পর ধৈর্য

ধারণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছিলাম এবং স্বদেশে তাহারা যে সুখ শান্তির জীবন যাপন করিয়াছিল উহা পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগ করিবার ধৈর্যও দান করিয়াছিলাম। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বহু তাফসীরকার এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেই সকল যুবক রূমের রাজবংশীয় ছিল। একবার ঈদ উদযাপনের জন্য তাহাদের কওমের সহিত তাহারা বাহিরে গেল। তখন তাহাদের এই প্রথা ছিল যে, তাহারা বৎসরে একবার ঈদ উদযাপনের জন্য সকলে একত্রিত হইত মূর্তি ও তাগুতের পূজা করিত এবং তাহাদের নামে পশু জবাই করিত। তাহাদের একজন যালিম বাদশাহ ছিল। তাহার নাম ছিল 'দাকিয়ানূস' মানুষকে সে এই কাজের জন্য হুকুম করিত ও উৎসাহিত করিত। যখন ঈদ উদযাপনের জন্য লোকজন একত্রিত হইতে লাগিল তখন ঐ সকল যুবকও তাহাদের কওসের সহিত বাহির হইল এবং তাহাদের কওম যে মূর্তি পূজা করিল ও মূর্তির নামে পশু জবাই করিল উহা তাহারা খুব লক্ষ্য করিয়াই প্রত্যক্ষ করিল এবং মনে মনে তাহারা বুঝিল যে, যেই সকল কাজ তাহাদের কওম করিতেছে ইহা কেবল আল্লাহর জন্যই সাজে আল্লাহর ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য ইহা উচিত নহে যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর ঐ যুবকদের প্রত্যেকেই তাহার কওম হইতে পৃথক হইয়া গেল এবং এক একজন করিয়া একটি গাছের নীচে বসিয়া গেল কিন্তু তখন পর্যন্ত তাহাদের একজন অপরজনকে চিনিত না। ঈমানের যে নূর তাহাদের অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়াছিল উহাই তাহাদিগকে একত্রিত করিয়াছিল। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী (র) ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) তালীকরূপে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, اَلاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ بِجُنْدَةٍ فَمَا تَعَارُفُ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَاتَنَاكُرُ مِنْهَا اِخْتَلَفَ রূহসমূহ একটি সংঘবদ্ধ লশকর– আলমে আরওয়াহে যাহাদের সহিত পারস্পরিক পরিচিতি ছিল। দুনিয়ায়ও তাহাদের সহিত পারস্পরিক মিলন ঘটে ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়। এবং সেখানে যাহারা অপরিচিত ছিল তাহাদের মধ্যে বিরোধ ঘটে। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে 'সুহাইল' এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে اَلْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ অর্থাৎ জাতীয়তা মিলনের কারণ।

সারকথা হইল, যুবকদের প্রত্যেকেই ভয়ে তাহার সাথী হইতে স্বীয় মনভাব গোপন করিয়া রাখিল। কারণ তাহাদের কেহ কাহাকে জানিত না যে, সে ও তাহার মতই একজন অবশেষে তাহাদের একজন বলিল, হে ভাই সকল! তোমাদিগকে তোমাদের জাতি হইতে বিশেষ কোন কারণে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। অতএব প্রত্যেকেই যেন তাহার কারণটি প্রকাশ করে। তখন একজন বলিল, আল্লাহর কসম আমি আমার কওম ও জাতিকে যেই কর্মকান্ডে লিপ্ত দেখিয়াছি উহাকে আমি বাতিল ও অন্যায় মনে করি।

কেবল মাত্র সেই মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করা উচিত যিনি আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা উচিত নহে। অন্য আর একজন বলিল, আল্লাহর কসম আমিও এই একই কারণে আমার কওম হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছি। এই ভাবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কওম হইতে পৃথক হইয়া এখানে একত্রিত হইবার একই কারণ প্রকাশ করিল। অতএব তাহারা ভাই-বন্ধুতে পরিণত হইল এবং আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য একটি ইবাদতগাহ তৈয়ার করিল। কিন্তু তাহাদের কওম তাহাদের এই মন-মানসিকতা সম্পর্কে অবগত হইয়া বাদশাহর নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইল। বাদশাহ তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা সত্য সত্যই সবকিছু বলিল এবং দৃঢ়চিত্তে তাহাকেও তাওহীদের দাওয়াত দিল। আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا

আর তাহারা যখন উঠিয়া গেল তখন আমি তাহাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহারা বলিল আমাদের প্রতিপালক আসমান যমীনের প্রতিপালক তাহাকে ছাড়িয়া কখনও আমরা অন্যকে ডাকিব না। لَقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا যদি আমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্যকে ডাকি তবে ইহা হইবে মহা-অপরাধ ও আল্লাহর প্রতি মহা-অপবাদ। هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً لَوْلَا يَأْتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ তাহারা বাদশাহকে বলিল, আমাদের এই জাতি আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্য স্থির করিয়াছে। তাহারা তাহাদের সত্যতার উপর কেন স্পষ্ট দলীল পেশ করেন না। فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا অতএব যেই ব্যক্তি আল্লার উপর মিথ্যা অপবাদ করে তাহার চাইতে অধিক যালিম আর কে ? অর্থাৎ তাহারা তাহাদের বক্তব্যে মিথ্যাবাদী? বর্ণিত আছে যখন তাহারা বাদশাকে তাওহীদের দাওয়াত দিল তখন বাদশাহ তাহাদের দাওয়াত অস্বীকার করিল এবং তাহাদিগকে কঠোর ধমক দিল। আর তাহাদের পোশাক খুলিয়া জনসম্মুখে উপস্থিত করিবার হুকুম করিল যেন তাহারা তাহাদের এই নতুন ধর্ম হইতে বিরত থাকে। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে অনুগ্রহ। এই নতুন ধর্মের উপর তাহাদের অন্তর মযবুত হইল এবং এই সময় তাহারা পলায়ন করিবার দৃঢ় মনস্থ করিল। বিপদ ও ফিৎনার সময় স্বীয় ঈমান রক্ষার্থে এইরূপ পলায়ন করা শরীয়তে জায়েয আছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত নিকটবর্তী সময়ে মানুষের উত্তম মাল ভেড়া-ছাগল হইবে। সেই উহা লইয়া কোন পাহাড়ের গুহায় কিংবা তৃণভূমিতে পলায়ন করিয়া ফিৎনা হইতে স্বীয় দ্বীনের হিফাযত করিবে। এইরূপ অবস্থায় জনপদ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জীবন-যাপন করা জায়েয আছে। অন্য অবস্থায় জায়েয নহে। কারণ নির্জনতায় জামা'আত ও জুম'আ ত্যাগ করিতে হয়।

যুবকগণ যখন দেশ ত্যাগ করিবার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিল তখন আল্লাহও তাহাদের এই পদক্ষেপ পছন্দ করিলেন। এবং তাহাদিগকে বলিলেন,

وَاِذْ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ اَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔

“তোমরা যখন তাহাদের দ্বীন পরিত্যাগ করিয়াছ তখন তোমরা তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাও এবং পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাহার রহমত ছড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের কওম হইতে তোমাদিগকে গোপন করিয়া রাখিবেন। আর তোমাদের কাজকে তিনি সহজ করিয়া দিবেন (সূরা কাহাফ–১৬)।”

অতঃপর তাহারা পলায়ন করিয়া গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহাদের কওম ও বাদশাহ তাহাদিগকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কোন উপায়েই তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইল না। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সংবাদ গোপন করিয়া রাখিলেন। যেমনটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন নবী করীম (সা) ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) গারে সাওরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কুরাইশ কাফিররা তাহাদিকে খুঁজিতেছিল। কিন্তু তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। অথচ, তাহারা ঐ স্থান দিয়াই অতিক্রম করিয়াছিল কিন্তু আল্লাহ স্বীয় কুদরতে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা)-কে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াও দেখিতে পারে নাই। এই কারণে হযরত নবী করীম (সা) যখন আবূ বকর (রা)-এর বক্তব্যে অস্থিরতা বুঝিতে পাইলেন হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি তাহাদের কেহ পায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে আমাদিকে দেখিয়া ফেলিবে। এই সময় রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন يَا اَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا হে আবূ বকর। সেই দুইজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যাহাদের তৃতীয় জন হইলেন আল্লাহ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۔

যদি তোমরা তাহার সাহায্য না কর তবে তাহাতে কিছু আসে যায় না আল্লাহ তো তাহাকে তখন সাহায্য করিয়াছেন যখন কাফিররা তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল। যখন তিনি গুহার মধ্যে দুইজনের দ্বিতীয়জন ছিলেন, যখন তিনি তাঁহার সংগীকে বলিলেন, তুমি চিন্তিত হইও না, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহার উপর সকীনা ও শান্তি অবতীর্ণ করিলেন। এবং তিনি এমন সকল লশকর দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাওনা আর

তিনি কাফিরদের কালিমাকে নীচু করিয়াছেন এবং আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করিয়াছেন আর আল্লাহ হইলেন বিজয়ী ও সুকৌশলী। 'গারে সাওরের' এই ঘটনা 'আসহাবে কাহাফ'-এর ঘটনা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও অধিক বড়। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত যুবকদের কওম ও বাদশাহ খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাদিগকে পাইয়াছিল এবং গুহার দরজার নিকট গিয়া বলিয়াছিল, আমরা তো ইহার অধিক শাস্তি তাহাদিগকে দিতে চাইতে ছিলাম না। যে শাস্তি তাহারা নিজেরাই তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছে। অতঃপর বাদশাহ গুহার মুখে একটি পাথর দ্বারা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিল যেন তাহারা সেইখানেই মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাহাই করা হইল। তবে এই বক্তব্যটি নিশ্চিত নহে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাহাদের উপর সকালে বিকালে সূর্যের আলো প্রবেশ করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

(١٧) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ
إِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذٰلِكَ
مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۚ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ
وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝

১৭. তুমি দেখিতে পাইতে উহারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত,সূর্য উদয়কালে উহাদিগের গুহার দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া যায় এবং অস্তকালে উহাদিগকে অতিক্রম করে বাম পার্শ্ব দিয়া, এই সমস্ত আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ যাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, সে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিবাবক পাইবে না।

তাফসীর ঃ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে গুহার দ্বার বাম দিকে ছিল, কারণ আল্লাহ ইরশাদ করেন, সূর্যোদয়কালে যখন উহার আলো গুহার মধ্যে প্রবেশ করে তখন উহার ছায়া ডাইন দিকে ঝুকিয়া পড়ে যেমন ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ (রা) বলিয়াছেন। ইহার কারণ হইল, সূর্য যখন বুলন্দ হয় তখন উহার বুলন্দ হওয়ার সাথে সাথে উহার ছায়া পাইতে থাকে এমন কি এই ধরনের স্থানে সূর্য হেলিবার সময় উহার একটু ছায়াও থাকে না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَإِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. যখন সূর্য অস্ত যায় তখন তার বাম দিকের দরজা দিয়ে সূর্যের আলো গুহায় প্রবেশ করে। প্রকাশ থাকে যে, যেই ব্যক্তির ডান বামের কথা বলা হইতেছে যে গুহার পূর্ব দিকে অবস্থান করিবে । এই বিষয়টি বুঝা সেই ব্যক্তির পক্ষে সহজ যে ইলমে হাইয়াত عِلْمُ هَيْئَةٌ সম্পর্কে এবং সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি স্পর্কে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইল,

যদি গুহার দরজাটি পূর্ব দিকে হইত তবে সূর্যাস্তকালে উহার মধ্যে সূর্যের আলো একেবারেই প্রবেশ করিতো না আর যদি পশ্চিম দিকে উহার দরজা হইত তবে সূর্যোদয়কালে আলো উহাতে প্রবেশ করিত না। আর উহার ছায়া ডান ও বাম দিকে ঝুকিয়াও পড়িত না। পশ্চিম দিকে দরজা থাকিলে সূর্য হেলিবার পূর্বে উহাতে আলো প্রবেশ করিতে পারে না। এবং সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত উহার আলো গুহার মধ্যেই থকিত। অতএব আমরা গুহার দরজার অবস্থান সম্পর্কে যাহা বলিয়াছি উহাই সঠিক। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলনে, تَقْرِضُهُمْ অর্থ تَتْرُكُهُمْ

আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফ-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিবার জন্য বলিয়াছেন। কিন্তু গুহাটি কোন শহরে এবং কোন পাহাড়ে অবস্থিত তাহা তিনি বলেন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন ফায়দা নাই এবং শরীয়তেরও কোন উদ্দেশ্য উহাতে নিহিত নাই। কিন্তু তবুও কোন কোন মুফাস্সির উহা নির্ণয়ের জন্য কষ্ট করিয়াছন। এই বিষয়ে তাহারা অধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহাটি 'আয়লাহ' শহরের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক (র) বলেন, গুহা 'নীনওয়া' নামক স্থানে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, রূমে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন, 'বালকা' নামক স্থানে অবস্থিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলাই উহার সঠিক স্থান সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অবশ্য উহার অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান লাভে কোন দ্বীনী ফায়দা থাকিলে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর মাধ্যমে আমাদিগকে অবগত করিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন কোন বিষয় ছাড়িয়া দেই নাই যাহা তোমাদিগকে বেহেশতের নিকটবর্তী করে এবং দোযখ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। কিন্তু আমি উহার সবকিছুই তোমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা গুহাটির অবস্থা তো وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ الخ। বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন কিন্তু উহার স্থানটি সম্পর্কে আমাদিকে অবগত করেন নাই وَهُمْ فِىْ فَجْوَةٍ مِّنْهُ আর সেই যুবকগণ গুহার একটি প্রশস্ত স্থানে অবস্থান করিয়াছে। যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না। তাহাদের নিকট সূর্যের আলো পৌঁছলে তাহাদের শরীর ও পোশাক জ্বলিয়া যাইত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইহা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ ইহা হইল আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে এই গুহায় পৌঁছাইয়াছেন যেখানে তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং সেখানে নিয়মিত আলো বায়ু প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَالْمُهْتَدْ আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলাই সেই যুবকদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছেন তাহাদের কওমকে

নহে। কারণ আল্লাহ যাহাকে হেদায়েত দান করেন কেবল সে-ই হেদায়েত প্রাপ্ত হয় আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহই হেদায়েত দান করিতে পারে না।

(١٨) وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ ۖ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ؕ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ
فِرَارًا وَّلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ○

১৮. তুমি মনে করিতে, উহারা জাগ্রত কিন্তু উহারা ছিল নিদ্রিত। আমি উহাদিগকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাইতাম দক্ষিণে ও বামে এবং উহাদিগের কুকুর ছিল সম্মুখের পা দুইটি গুহা দ্বারে প্রসারিত করিয়া। তাকাইয়া উহাদিগকে দেখিলে তুমি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিতে ও উহাদিগের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িতে;

তাফসীর ঃ কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন যুবকদের কর্ণকুহরে নিদ্রার সিল মারিয়াছিলেন, তখন তাহাদের চক্ষু উন্মুক্ত থাকিল। যেন তাহাদের শরীর পচিয়া না যায়। এই জন্য আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ আপনি তাহাদিগকে জাগ্রত ধারণা করেন, অথচ, তাহারা নির্মিত। ব্যঘ্র সম্পর্কে বর্ণিত আছে, সে যখন নিদ্রা যায় তখন তাহার এক চক্ষু খোলা থাকে আর এক চক্ষু বন্ধ থাকে। পুনরায় বন্ধ চক্ষু খুলিয়া যায় এবং খোলা চক্ষু বন্ধ হইয়া যায় যেমন কবি বলেন,

يَنَامُ بِاَحْدٰى مَقْلَتَيْهِ وَيَتَّقِى + بِاُخْرٰى الرَّزَايَا فَهُوَ يَقْظَانَ نَائِمٌ

قوله وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ আর আমি তাহাদিগকে ডান দিকে ও বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই। পূর্ববর্তী কোন কোন উলামা বলেন, তাহারা বৎসরে দুইবার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। হযরত ইবনে আববাস (রা) বলেন, যদি তাহারা পার্শ্ব পরিবর্তন না করিত তবে তাহাদিগকে মাটি খাইয়া ফেলিত। وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ আর তাহাদের কুকুরটি তাহার সম্মুখের দুই পা গুহার দ্বারে প্রসারিত করিয়া রাখে। হযরত ইবেন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবাইর ও কাতাদাহ اَلْوَصِيْدِ অর্থ আঙ্গিনা, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, اَلْوَصْدِ অর্থ দরজা সায়ীদ (র) বলেন, ইহার অর্থ মাটি। কিন্তু অধিক সঠিক হইল আঙ্গিনার দরজা। ইরশাদ হইয়াছে إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ উহার দরজা তাহাদের উপর বন্ধ থাকিবে। اَصِيْدُ ও وَصِيْدٌ উভয় প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, তাহাদের কুকুরটি তাহাদিগকে পাহারা দিতেছিল। ইহা কুকুরের অভ্যাস যে সে দরজার পার্শ্বে বসিয়া

থাকে যেন বসিয়া বসিয়া সে পাহারা দেয়। তবে তাহাদের কুকুরটি দরজার বাহিরে দরজার নিকট এইরূপ বসিয়াছিল। দরজার ভিতরে নহে। কারণ, ফিরিশতাগণ এমন ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে কুকুর থাকে। এক সহীহ্ রওয়ায়েতে ইহা বর্ণিত। অপর এক হাসান হাদীসে বর্ণিত যেই ঘরে কোন ছবি, নাপাক ব্যক্তি (জুনুবী) ও কাফির থাকে. সেখানেও ফিরিশতা প্রবেশ করে না। আল্লাহর সেই পাক বান্দাগণের সংসর্গের বরকত ঐ কুকুরটিকেও স্পর্শ করিয়াছিল। ফলে তাহাদের সহিত কুকুরটিও নিদ্রা গিয়াছিল। আর আজও তাদের আলোচনার সহিত কুকুরটির আলোচনাও হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, কুকুরটি একটি শিকারী কুকুর ছিল, কেহ বলেন, কুকুরটি ছিল বাদশার এক বাবুর্চির, যে যুবকদের মতাদর্শে বিশ্বাসী হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল এবং তাহার কুকুরটিও তাহার সফর সাথী হইয়াছিল اَللّٰهُ اَعْلَمُ

হাম্মাম ইবনে অলীদ দামেশকী'র জীবনী আলোচনায় হাফিয ইবনে আসাকির (র) বলেন, সদাকাই ইবনে আমর (র) হাসান বসরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুম্বার নাম ছিল জরীর, হযরত সুলায়মান (আ)-এর 'হুদহুদ'-এর নাম ছিল 'উনফুয', 'আসহাবে কাহাফ'-এর কুকুরের নাম ছিল ক্বিতমীর এবং বনী ইসরাঈল যেই বাছুরটির পূজা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল ইয়াহ্সূত। হযরত আদম (আ) হিন্দুস্তানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং হযরত হাওয়া (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন জিদ্দায়। ইবলীস দাস্তবীদাদ নামক স্থানে এবং সাপটি ইস্পেহানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। শু'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কুকুরটির নাম 'হুমরান' উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য উলামায়ে কিরাম কুকুরটির বর্ণ যে কি ছিল সেই সম্পর্কে একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহার আলোচনায় সেই সকল মতের উপর কোন দলীলও নাই দলীল শূন্য এই ধরনের আলাচনা নিষিদ্ধও বটে।

قوله وَلَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

যদি আপনি তাহাদের উপর উঁকি মারিয়া দেখিতেন তবে পশ্চাতের দিকে পলায়ন করিবেন এবং ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হইতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এতই ভীতি পূর্ণ করিয়াছিলেন যে, কেহ তাহাদের উপর দৃষ্টিপাত করিলে সে ভীত ও আতংকগ্রস্ত হইয়া পড়িত এবং তাহাদিগের নিকটবর্তী হইতে সাহস করিত না আর স্পর্শ করিতেও সাহস পাই না এমন কি আল্লাহর নির্দিষ্টকাল এইভাবেই সমাপ্ত হইলে এবং তাহাদের নিদ্রার সমাপ্তি ঘটিল। ইহাতে আল্লাহর হিকমত দলীল প্রমাণ ও রহমত নিহিত রহিয়াছে।

(١٩) وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ
قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوْٓا
اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا
فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا ○

(٢٠) اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَ
لَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

১৯. এবং এই ভাবে আমি উহাদিগকে জাগরিত করিলাম যাহাতে উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে। উহাদিগের একজন বলিল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করিয়াছ' কেহ কেহ বলিল এক দিন অথবা এক দিনের কিছু অংশ। কেহ কেহ বলিল, 'তোমরা কত কাল অবস্থান করিয়াছ তাহা তোমাদিগের প্রতিপালকই ভাল জানেন।' এখন তোমাদিগের একজনকে তোমাদিগের এই মুদ্রাসহ নগরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য উত্তম উহা হইতে যেন কিছু খাদ্য লইয়া আসে তোমাদিগের জন্য সে যেন বিচক্ষণতার সহিত কাজ করে ও কিছুতেই যেন তোমাদিগের সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানিতে না দেয়।

২০. উহারা যদি তোমাদিগের বিষয় জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে অথবা তোমাদিগকে উহাদিগের ধর্মে ফিরিয়া লইবে এবং সে ক্ষেত্রে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যেমন আমি ঐ যুবকদিগকে স্বীয় কুদরতে নিদ্রিত করিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে আমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তীতাবস্থায় তাহাদিগকে জাগ্রত করিয়াছি এবং তিন শত নয় বৎসর পরও তাহাদের শরীর, শরীরের চামড়া ও চুলের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটে নাই। তার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই বলিয়াই তাহারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কতকাল নিদ্রিত রহিয়াছ? قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ তারা বলিল, একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ। তাহারা দিনের প্রথমভাগে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং দিনের শেষভাগে জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাহাদের ধারণা হইল বাস্তব এমনতো নহে অতএব চিন্তা ভাবনা করিয়া তাহারা বলিল, رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অতঃপর তখন তাহাদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে প্রয়োজন ছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ তোমাদের এই মুদ্রাসহ একজনকে প্রেরণ কর। যুবকগণ যখন তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল তখন তাহারা প্রয়োজনবোধে কিছু দিরহামও সঙ্গে লইয়াছিল। উহার

কিছু দান করিবার পর তাহাদের নিকট কিছু অবশিষ্ট ছিল। এই জন্য তাহারা বলিয়াছিল فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ তোমরা এই দিরহামসহ তোমাদের একজনকে ঐ শহরে প্রেরণ কর যেই শহর হইতে তোমরা বাহির হইয়া আসিয়াছ। المدينة এর প্রথমে الف لام টি عهد এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا সে যেন লক্ষ্য করিয়া দেখে, কোন খাদ্য অধিক পবিত্র। اَزْكٰى -অর্থ পবিত্র। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হইত তবে কাহাকেও তিনি পবিত্র করিতেন না। আরো এরশাদ হইয়াছে قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى অবশ্যই সেই ব্যক্তি সফল হইয়াছে যে পবিত্র হইয়াছে। زَكَوٰةٌ শব্দটিও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, কারণ যাকাত মালকে পবিত্র করে। কেহ কেহ বলেন, اَزْكٰى অর্থ اَكْثَرُ -অধিক, যেমন বলা হইয়া থাকে زَكٰى الزَّرْعُ ফসল অধিক হইয়াছে। কবির নিম্নের পংতিতে زَكَوٰةٌ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে

فَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَاَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ + وَلِلسَّبْعِ اَزْكٰى مِنْ ثَلَاثٍ وَاَطْيَبُ

কিন্তু প্রথম অর্থ-ই এখানে বিশুদ্ধ। কারণ যুবকদের উদ্দেশ্য অধিক খাদ্য অন্বেষণ করা ছিল না। বরং তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও উত্তম খাদ্য অন্বেষণ করা। চাই তাহা কম হউক কিংবা বেশি। وَلْيَتَلَطَّفْ আর সে যেন গমনাগমনে ও ক্রয়ে নম্রতাবলম্বন করে এবং যথাসম্ভব নিজের ব্যাপারটি গোপন রাখে। وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا আর কিছুতেই যেন তোমাদের সম্পর্কে অবহিত না করে اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ যদি তাহারা তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তোমাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবে اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِىْ مِلَّتِهِمْ অথবা তাহাদের ধর্মে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইবে। অর্থ বাদশাহ 'দাকিয়ানূস'-এর সাংগ-পাংগরা যদি তোমাদের স্থান জানিতে পারে তবে তাহারা নানা প্রকার শাস্তি দ্বারা তোমাদিগকে তাহাদের ধর্মে ফিরাইয়া লইতে বাধ্য করিবে কিংবা তোমাদের মৃত্যু বরণ করিতে হইবে। যদি তোমরা তাহাদের ধর্মে প্রবেশ কর তবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমরা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَلَنْ تُفْلِحُوْا اِذًا اَبَدًا

(٢١) وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ۝

২১. এবং এইভাবে আমি মানুষকে উহাদিগের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই।

যথা তাহারা তাহাদিগের কর্তব্য বিষয় নিজদিগের মধ্যে বিতর্ক করিতেছিল তখন অনেকে বলিল,.উহাদিগের উপর সৌধ নির্মাণ কর। উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগের বিষয় ভাল জানেন। তাহাদিগের কর্তব্য বিষয়ে যাহাদিগের মত প্রবল হইল তাহারা বলিল, আমর তো নিশ্চয়ই তাহাদিগের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ এমনি ভাবে আমি তাহাদের সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিলাম لِيَعْلَمُوْا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهِ। যেন তাহারা জানিয়া লয় যে আল্লাহর ওয়াদা মহা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে ইহাতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন সেই যুগে লোকেরা কিয়ামত সংঘটিত হইবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিত। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, সেই যুগের একদল লোক বলিত রূহসমূহকে তো পুনরুত্থিত করা হইবে কিন্তু শরীরকে পুনর্জীবিত করা হইবে না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহাফকে পুনর্জীবিত করিয়া শরীরের পুনর্জীবন লাভের উপর দলীল কায়েম করিয়াছেন। উলামায়ে কিরাম আরো উল্লেখ করিয়াছেন, যুবকদের একজন যখন তাহাদের আহার্য ক্রয় কবিরার জন্য শহরে যাইবার ইচ্ছায় বাহির হইল, তখন সব কিছুই তাহার নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সে শহরে প্রবেশ করিল। শহরটির না ছিল দাকমূস। সে তো ধারণা করিতেছিল আমরা এখানে অল্পকাল আগমন করিয়াছি অথচ, মানুষ পরিবর্তীত হইয়াছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীর অতিত হইয়াছিল। শহর ও জনবসতীর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যেমন কবি বলেন ঃ

اَمَّا الدِّيَارُ فَاِنَّهَا كَدِيَارِهِمْ + وَاَرٰى رِجَالَ الْحَيِّ غَيْرُ رِجَالِهِ

অর্থাৎ শহরগুলিতো তাহাদের শহরের ন্যায়ই মনে হয় অথচ, গোত্রের লাক সকলকে তো অন্য লোক দেখিতেছি।

খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য যেই লোকটি শহরে গিয়াছিলাম, সে শহরের কোন চিহ্নই চিনিতেছিল না এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ কোন লোককেই সে চিনিতেছিল না। সে মনে মনে বিচলিত ও অস্থির হইতেছিল এবং ভাবিতেছিল, সম্ভবতঃ আমি পাগল হইয়াছি, সম্ভবতঃ আমি স্বপ্নে দেখিতেছি। আবার ভাবিতেছিল, আল্লাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্য ও জাগ্রত। আমি গতকাল্য বিকালে এই শহরেই ছিলাম অথচ, শহর তো তখন এইরূপ ছিল না। অতঃপর সে মনে মনে বলিল, এই শহর হইতে যত তাড়াতাড়ি বাহির হওয়া যায় ততই উত্তম। অতঃপর সে খাদ্য ক্রয়ের জন্য এক দোকানে গেল। এবং দোকানদারকে তাহার মুদ্রাটি দিয়া খাদ্যদ্রব্য চাহিল। দোকানদার তাহার মুদ্রা দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার প্রতিবাসীকে দেখাইল এইভাবে একে অপরকে

দেখাইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা বলিল সম্ভবতঃ লোকটি কোন পুরাতন ধন পাইয়াছে। অতঃপর তাহারা লোকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে এই মুদ্রা কোথায় পাইয়াছে সম্ভবতঃ সে কোন পুরাতন ধন পাইয়াছেন। সে কোথায় বাস করে। ইত্যাদি তখন সে বলিল, আমি এ শহরের অধিবাসী গতকল্য বিকালেই সে এই শহরেই ছিল এই শহরের বাদশাহ দাকিয়ানূস। তাহার এই জবাব শ্রবণ করিয়া তাহারা তাহাকে পাগল বলিয়া স্থির করিল। তখন তাহারা তাহাকে শহরের বাদশাহর নিকট লইয়া গেল। বাদশাহ তাহার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিলে লোকটি তাহার বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিল বাদশাহ তাহার জবাব শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহার সহিত বাদশাহ ও অন্যান্য সকলে গুহায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারা যখন গুহার নিকটবর্তী হইল তখন লোকটি বলিল, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন আমি প্রথমে গিয়া আমার সঙ্গীদের অবস্থা জানিয়া লই। সে গুহায় প্রবেশ করিল, কিন্তু গুহায় প্রবেশ করিতেই আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পুনরায় গোপন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা জানিতেও পারিল যে সে কিভাবে গুহায় প্রবেশ করিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, বাদশাহ ও তাহার লোকজন গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল, যুবকদের সহিত আলাপও করিয়াছি। বাদশাহ তাহাদিগকে সালাম করিয়াছিল এবং তাহাদের গলায় গলা লাগাইয়া ছিল। বাদশাহ মুসলমান ছিল এবং তাহার নাম ছিল 'বন্দসীস'। যুবকরা তাহার সহিত কথা বলিয়া খুশী ও আনন্দিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা সালাম করিয়া স্বীয় শয়নস্থলে চলিয়া গেল। এবং আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে মৃত্যুদান করিলেন। فَاللّٰهُ اَعْلَمُ কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হাবীব ইবনে মাসলামাহ (র) এর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রূমের একটি গুহার নিকট দিয়া অতিক্রম কালে কিছু হাড্ডি দেখিতে পাইলেন। তখন এক ব্যক্তি বলিল, এই হাড্ডিগুলি 'আসহাবে কাহাফ'-এর হাড্ডি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন তাহাদের হাড্ডি তো তিনশত বৎসর কালের অধিক পূর্বে পচিয়া গিয়াছে। রেওয়াতটি ইবনে জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ অর্থাৎ যেমন আমি তাহাদিগকে নিদ্রিত করিয়াছিলাম এবং সুস্থ ও অপরিবর্তিতাবস্থায় জাগ্রত করিয়াছিলাম অনুরূপভাবে আমি সেই যুগের লোকদিগকে তাহাদের সম্পর্কে অবহিত করিয়াছিলাম। لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ যেন তাহারা জানিতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত যে সংঘটিত হইবে উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যখন তাহারা পরস্পর একে অন্যের সহিত এই ব্যাপারে বিরোধ করিতেছিল। কেহ তো কিয়ামতকে বিশ্বাস করিত এবং কেহ উহাকে অস্বীকার করিত। আল্লাহ তা'আলা 'আসহাব

কাহাফ'-কে জাগ্রত করিয়া অস্বীকারকারীদের উপর দলীল কায়েম করিয়াছিলেন। فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ তখন তাহারা বলিল গুহার দ্বার বন্ধ করিয়া দাও এবং তাহাদিগকে তাহাদের আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দাও। তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا তাহাদের ব্যাপারে যাহাদের প্রাধান্য ছিল তাহারা বলিল, আমরা তো উহার পাশে একটি মসজিদ নির্মাণ করিব। ইবনে জরীর (র) বলেন, এই দুই দলের লোকের একদল ছিল মুসলামান এবং অপরদল ছিল মুশরিক فَاللّٰهُ أَعْلَمُ তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে যাহারা এই কথা বলিয়াছিল তাহারা কলেমায় বিশ্বাসী ছিল তবে তাহাদের এই কথা প্রশংসিত না নিন্দিত সে কথা ভিন্ন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِ هِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدًا আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি অভিশাপ অবতীর্ণ করুন কারণ তাহারা তাহাদের আম্বিয়া ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি তাহার খিলাফতকালে যখন ইরাকে হযরত দানিয়াল (আ)-এর কবর পাইলেন, তখন তিনি উহা মানুষের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার নির্দেশ দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন যে উহার নিকট যেই কাগজ খন্ডে কোন যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ রহিয়াছে উহাও দাফন করিয়া দেওয়া হউক।

(۲۲) سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ
سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ
قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا
مِرَآءً ظَاهِرًا ۖ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا ۝

২২. কেহ কেহ বলিবে, উহারা ছিল তিন জন উহাদিগের চতুর্থটি ছিল উহারাদিগের কুকুর এবং কেহ কেহ বলে, উহারা ছিল পাঁচ জন, উহাদিগের ষষ্ট ছিল উহাদিগের কুকুর, অজানা বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবার কেহ কেহ বলে, উহারা ছিল সাত জন, উহাদিগের অষ্টমটি ছিল উহাদিগের কুকুর, বল আমার প্রতিপালকই উহাদিগের সংখ্যা ভাল জানেন; উহাদিগের সংখ্যা অল্প কয়েক জন্যই জানে। সাধারণ আলোচনা ব্যতীত তুমি উহাদিগের বিষয়ে বিতর্ক করিয়া এবং উহাদিগের কাহাকেও উহাদিগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।

তাফসীর ঃ 'আসহাবে কাহাফ'-এর সংখ্যা সম্পর্কে মত পার্থক্য রহিয়াছে আল্লাহ তা'আলা উহার সংবাদ দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তিনটি মতের উল্লেখ করিয়া

প্রথম দুইটি মতকে 'অনুমান করিয়া বলে' দ্বারা দুর্বল করিয়াছেন যেমন দূর হইতে কেহ কোন অপরিচিতি স্থানে পাথর নিক্ষেপ করিলে উহা লাগিতেও পারে আর নাও লাগিতে পারে এবং লাগিলেও উহাকে ইচ্ছাপূর্বক লাগান বলা যাইবে না। অতঃপর আল্লাহ তৃতীয় মত উল্লেখ করিয়া নীরব রহিয়াছেন। আর তাহা হইল وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত এবং তাহাদের অষ্টম ছিল তাহাদের কুকুর। অতএব বুঝা গেল, এইমতই সঠিক قوله قُلْ رَّبِّىْ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রতিপালকই তাহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আল্লাহ তা'আলা এই নির্দেশ বাণী দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছেন যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জ্ঞানকে আল্লাহর প্রতিই সম্বন্ধিত করা উচিৎ। যেই বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন জ্ঞান নাই এবং উহা জানিবার কোন উপায়ও নাই সেইক্ষেত্রে অনর্থক অনুমান করিয়া কিছু বলা অপেক্ষা এই কথা বলাই উচিৎ যে ইহার সঠিক জ্ঞান কেবল আল্লাহরই আছে। আল্লাহ যদি কোন বিষয়ে অবহিত করেন, তবে আমরা তাহাই বলিব নচেৎ নীরব থাকিব। وَمَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ আর তাহাদের সঠিক সংখ্যা বহু কম লোকই জানে।

কাতাদা (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিতেন, আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদেরই একজন যাহারা যুবকদের সঠিক সখ্যা জানে বলিয়া আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকদের সঠিক সংখ্যা ছিল সাত। ইবনে জরীর (র) বলেন, ইবনে বাশ্‌শার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَمَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন আমি সেই অল্প সংখ্যক লোকদের একজন, যাহারা 'আসহাবে কাহাফ' এর সঠিক সংখ্যা জানে না। তাহারা ছিল সাতজন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে 'আসহাবে কাহাফ'-এর সংখ্যা ছিল সাত। পূর্বে আমরা এই বিষয়ে যা উল্লেখ করিয়াছি ইহা তাহারই অনুরূপ।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ নজীহ এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আসহাবে কাহাফ'-এর কেহ কেহ অতি অল্প বয়সের ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহারা দিবারাত আল্লার ইবাদতে লিপ্ত থাকিত এবং আল্লার দরবারে ক্রন্দন করিত ও তাহার কাছে ফরিয়াদ করিত। তাহারা আটজন ছিল এবং তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বড় ছিল তাহার নাম ছিল "মাক্‌সালসীনা" সে-ই বাদশার সহিত কথা বলিয়াছিল। এবং তাহাকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়াছিল। অন্যান্যদের নাম, ইয়ামলীখা, মরতুনিস, কাসতূনিস, বীরূনিস, দানীমূস, বাতবূনিস ও কালূশ। এই রেওয়ায়েতে এইরূপই বর্ণিত হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত হইল হযরত ইবনে আববাস (র) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়েত এবং সে রেওয়ায়েত অনুসারে 'আসহাবে কাহাফ'-এর সংখ্যা হইল সাত। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ। শু'আইব জুবায়ী হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের কুকুরের নাম ছিল, হুমরান। অবশ্য

'আসহাবে' কাহাফ-এর উল্লেখিত নাম ও তাহাদের কুকুরের নাম সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিয়া মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে চিন্তার কারণ রহিয়াছে। কারণ ইহার অধিকাংশ হইল আহলে কিতাব হইতে বর্ণিত وَاللّٰهُ اَعْلَمُ - فَلَاتُمَارِيْنَهُمْ الآمِرَاءً ظَاهِرًا তাহাদের ব্যাপারে আপনি সাধারণ আলোচনা ব্যতিত কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে না। কারণ ইহাতে তেমন কোন ফায়দা নাই। لَاتَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا আর তাহাদের সম্পর্কে কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসাও করিবেন না। কারণ, তাহারা অনুমান ব্যতিত সঠিক কিছুই বলিতে সক্ষম নহে। আর আল্লার পক্ষ হইতে আপনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন উহাই সত্য ও সঠিক যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(٢٣) وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَاىْءٍ اِنِّىْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ٥

(٢٤) اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ز وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ٥

২৩. কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলিওনা," আমি উহা আগামীকাল করিব।

২৪. আল্লাহ ইচ্ছা করিলে" এই কথা না বলিয়া যদি ভুলিয়া যাও তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিও এবং বলিও, সম্ভবত আমার প্রতিপালক আমাকে ইহা অপেক্ষা সত্যের নিকটতর পথ নির্দেশ করিবেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) কে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করেন, ভবিষ্যতে কোন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করিলে আপনি এইরূপ বলিবেন না যে আমি আগামী কল্য ইহা করিব বরং এইরূপ বলিবেন যদি আল্লাহ চাহেন তবে করিব। ভবিষ্যতে কি হইবে আর কি হইবে না, উহা কেবল তিনিই জানেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত, আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন لَاَطُوْفَنَّ لَيْلَةً عَلٰى سَبْعِيْنَ اِمْرَاَةً وَفِىْ رِوَايَةٍ تِسْعِيْنَ اِمْرَاَةً وَفِىْ رِوَايَةٍ مِائَةَ اِمْرَاَةً تَلِدُ كُلُّ اِمْرَاَةٍ مِّنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ

আজ রাত্রে আমি আমার সত্তর জন স্ত্রীর সতি সংগম করিব। এক রেওয়ায়েতে নব্বই জন, এক রেওয়ায়েত একশত জন স্ত্রীর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক স্ত্রী এমন এক একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিবে, যে আল্লার রাহে জিহাদ করিবে। তখন একজন ফিরিশতা তাঁহাকে বলিল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন, কিন্তু তিনি বলিলেন, না। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীদের সহিত সংগম করিলেন, কিন্তু কেহই কোন সন্তান জন্ম

দিল না। কেবল একজন স্ত্রী অর্ধেক সন্তান জন্মদিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলিতেন তবে তাঁহার উদ্দেশ্যে সফল হইত। অপর এক রেওয়ায়েতে রহিয়াছে তবে অবশ্যই তাহারা আল্লাহ রাহে জিহাদ করিত।

পূর্বেই সূরার শুরুতে সূরার শানে নযূল প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে 'আসহাবে কাহাফ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল তখন তিনি বলিলেন سَاُجِيْبُ غَدًا আমি আগামীকল্য ইহার উত্তর দিব। অতঃপর পনের দিন পর্যন্ত অহী বিলম্বিত হইল। পূর্বে আমরা ইহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছি।

قوله وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ যখন আপনি ভুলিয়া যান তখন আপনার প্রতিপালককে স্মরণ করুন। কেহ কেহ ইহার অর্থ বলেন, আপনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে, যখনই মনে পড়ে তখন ইনশাআল্লাহ বলুন। আবুল আলিয়া (র) হাসান বসরী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। হুশাইম (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ব্যক্তি যেই হলফ করে, তাহার পক্ষে এক বৎসর পরও ইনশাআল্লাহ বলিবার অধিকার আছে। দলীল হিসাবে তিনি وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ পেশ করিতেন। আ'মাশ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি মুজাহিদ (র) হইতে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন তিনি বলিলেন, লাইস ইবনে আবূ সুলাইম (র) আমার নিকট অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তবরানী (র) আবূ মু'আবিয়াহ (রা) হইতে তিনি আ'মাশ (র) হইতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

"যদি এক বৎসর পরেও হয় তবুও তাহার ইনশাআল্লাহ বলিবার অধিকার আছে" হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর এই বক্তব্যের অর্থ হইল যখন কেহ হলফ করিবার সময় কিংবা কোন কথা বলিবার সময় ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যায় এবং এক বৎসর পর তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহ বলিয়া সুন্নাতের উপর আমল করিবে। এমন কি কসম ভাঙ্গিবার পরও যদি তাহার মনে পড়ে তবুও তখন সে ইনশাআল্লাহ বলিবে। আল্লামা ইবনে জবীর (র) এই বক্তব্য পেশ করিয়াছেন অবশ্য ইহার অর্থ ইহা নহে, সে এখন ইনশাআল্লাহ্ বলিলে, কসম ভাঙ্গিবার কাফফারা আদায় করিতে হইবে না কিংবা কসমই ভাঙ্গিবে না। আল্লামা ইবনে জরীর (র) যাহা কিছু পেশ করিয়াছেন উহা সঠিক ও বিশুদ্ধ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যকে উহারই উপর প্রয়োগ করা অধিক শ্রেয়। ইকরিমাহ (রা) وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ এর ব্যাখ্যা করে যখন তুমি ক্রোধান্বিত হও তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর।

তাবরানী (র) বলেন, মুহম্মদ ইবনে হারেস হুবালী (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

ইহার অর্থ হইল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যান তবে যখনই স্মরণ হইবে তখন উহা বলিবেন। ইমাম তবরানী (রা) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া গেলে যখনই মনে পড়িবে তখনই উহা বলিবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য খাস ছিল। কেবল তিনি ভুলিয়া যাইবার পর যখন তাহার মনে পড়িত তখন ইনশাআল্লাহ বলিতে পারিতেন। অন্য কাহার পক্ষে অন্য সময় ইহা বলার ইখতিয়ার নাই।

আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা হইতে পারে যে, যখন কেহ কোন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন, যেন সে আল্লাহর যিকির করে কারণ ভুলিয়া যাওয়া শয়তানের কারণে হইয়া থাকে এবং আল্লাহ যিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে। শয়তান বিতাড়িত হইলে ভুলও হইবে না। হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গী যুবক বলিয়াছিল وَمَآ اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ শয়তানই আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। আল্লাহর যিকির করিলে শয়তান বিতাড়িত হয় এই কারণে ইরশাদ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ যখন আপনি ভুলিয়া যান, তখন আল্লার যিকির করুন

قوله عَسٰى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّىْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনাকে যখন কোন জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অথচ আপনি উহা জানেন না, তবে আল্লাহর নিকট উহার জ্ঞান প্রার্থনা করুন এবং তাহার প্রতি নিবিষ্ট হউন যেন তিনি আপনাকে উহার সঠিক জ্ঞান দান করেন এবং অধিক সঠিক পথে পরিচালিত করেন। ইহার আরো ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে

(٢٥) وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ○

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَّلَا يُشْرِكُ فِىْ
حُكْمِهٖۤ اَحَدًا ○

২৫. উহারা উহাদিগের গুহায় ছিল তিন শত বৎসর আরও নয় বৎসর। তুমি বল, তাহারা কতকাল ছিল তাহা আল্লাহই ভাল জানেন।

২৬. আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান তাঁহারই। তিনি কত সুন্দর দ্রষ্টা ও শ্রোতা। তিনি ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন অভিভাবক নাই। তিনি কাহাকে এ নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা) কে গুহার মধ্যে 'আসহাবে কাহাফ' এর অবস্থানকাল সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা তথায় নিদ্রা যাইবার পর হইতে জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত কত দিন গুহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল। সূর্য মাসের হিসাবে তো তাহারা তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল কিন্তু চান্দ্র মাসের হিসাবে এই সময়টি আরো নয় বৎসর বেশি হয়। সূর্য বৎসর এবং চান্দ্র বৎসরে প্রতি একশত বৎসরে তিন বৎসরের পার্থক্য হয়। এবং এই কারণে তিনশত বৎসর উল্লেখ করিয়া আরো অধিক নয় বৎসরের উল্লেখ করিয়াছেন। قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا অর্থাৎ আপনার নিকট তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এবং আপনি যদি না জানেন এবং আল্লাহও তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না করিয়া থাকেন তবে বলুন, আল্লাহ্ই তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। অর্থাৎ তিনি এবং তিনি যাহাকে অবহিত করিয়াছেন সে ব্যতিত অন্য কেহ জানে না। অনেক উলামায়ে কিরাম এই তাফসীর-ই করিয়াছেন যেমন মুজাহিদ (র) এবং পূর্ব ও পরবর্তী অনেক তাফসীরকার। কাতাদাহ বলেন وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ তাহারা তাহাদের গুহায় তিন শত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল ইহা হইল আহলে কিতাবের কথা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই মতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন। قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا আপনি বলুন "আল্লাহ তাহাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা)-এর কিরাতে রহিয়াছে وَقَالُوْا لَبِثُوْا। الخ অর্থাৎ তাহারা বলে আসহাবে কাহাফ তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিল। কাতাদাহ (র) ও মুতারয়িফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। কিন্তু কাতাদাহ (র) যে ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন উহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ, আহলে কিতাবদের মতে তাহাদের অবস্থান কাল তিন শত বৎসর। অধিক নয় বৎসরের কথা নাই। যদি আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মতকে উল্লেখ করিতেন তবে অধিক নয় বৎসরের কথা উল্লেখ করিতেন না। আয়াত দ্বারাও ইহাই প্রকাশ, আল্লাহ আহলে কিতাবের কথা নকল করেন নাই বরং নিজেই তাহাদের অবস্থান কালের খবর দিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জরীরের মতও ইহাই। কাতাদাহ (র) হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর যে কিরাত বর্ণনা করিয়াছেন উহা মুনকাতী' এবং জমহুরের কিরাতের তুলনায় শায্। অতএব উহাকে দলীল হিসাবে পেশ করা যায় না। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ।আল্লাহ তা'আলা কতই না উত্তম দর্শক ও শ্রবণকারী। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে দেখেন ও তাহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন। উল্লেখিত দুইটি বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকতর প্রশংসা করা হইয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক বস্তুকে খুব দেখেন এবং প্রত্যেক শব্দকে খুব শ্রবণ করেন। কোন বস্তু এবং কোন শব্দ তার নিকট হইতে গোপন নহে। হযরত কাতাদাহ (র) اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ এর অর্থ করিয়াছেন, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক দেখনেওয়ালা ও অধিক শ্রবণকারী

আর কেহ নাই। ইবনে যায়েদ (র) বলেন, اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ এর অর্থ ইল, তিনি তাহাদের সকল কর্মকান্ড দেখেন এবং শ্রবণ করেন। مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِىٍّ আল্লাহ ব্যতিত তাহাদের জন্য কোন সাহায্য কর্তা নাই لَايُشْرِكُ بِهٖ فِىْ حُكْمِهٖ اَحَدًا তাহার কর্তৃত্বে কাহাকেও তিনি শরীক করেন না। যাবতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী কেবল তিনিই তার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। তাহার কোন উজীর ও পরামর্শদাতা নাই। তিনি বুলন্দ ও পবিত্র।

(٢٧) وَاتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۝

(٢٨) وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِىِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ۝

২৭. তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করার কেহই নাই। তুমি কখনই তাহাকে ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় পাইবে না।

২৮. তুমি নিজেকে ধৈর্যসহকারে রাখিবে উহাদিগেরই সংসর্গে যাহারা সকাল ও সন্ধায় আহ্বান করে উহাদিগের পতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করিয়া উহাদিগ হইতে তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইওনা। তুমি তার অনুগত্য করিও না যাহার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, যে তাহার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে ও যাহার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাঁহার রাসূল (সা)-কে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করিতে এবং মানুষের নিকট উহা পৌঁছাইতে নির্দেশ দিয়াছেন। لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ তাঁহার কালেমাকে কেহ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বিলুপ্ত করিতে সক্ষম নহে। وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحِدًا তাহা ব্যতিত আপনি কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। মুজাহিদ (র) বলেন, مُلْتَحَدًا অর্থ مَلْجَأً আশ্রয় স্থল। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সাহায্যকারী। ইবনে জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল "হে মুহাম্মদ! (সা) যদি আপনি আপনার

প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত কিতাব তেলওয়াত না করেন তবে আল্লাহ ব্যতিত কোন আশ্রয়স্থল পাইবেন না। যেমন এরশাদ হইয়াছে

يَاَيُّهَا الرَّسُلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

হে রাসূল! আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্তুর তাবলীগ করুন যদি আপনি ইহা না করেন তবে রিসালাতের দায়িত্ব পালন হইবে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষ হইতে রক্ষা করিবেন। আরো ইরশাদ করেন اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ হে মুহাম্মদ! (সা) যেই সত্তা আপনার প্রতি কুরআনের তাবলীগ ফরয করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই আপনাকে কিয়ামত দিবসে কুরআনের তাবলীগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি তাহাদের সহিত বসুন যাহারা সকালে বিকালে আল্লাহর যিকির করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অজীফা করে তাঁহার প্রশংসা করে তাসবীহ করে তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করে এবং তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করে। চাহে তাহারা দরিদ্র হউক কিংবা ধনী শক্তিশালী হউক কিংবা দুর্বল।

কথিত আছে, উল্লেখিত আয়াত তখন অবতীর্ণ হইয়াছিল যখন মক্কার ধনী লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিয়াছিল তিনি যেন কেবল তাহাদের সহিত বৈঠক অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের সহিত যেন দুর্বল দরিদ্র সাহাবাকে বসিতে না দেন। যেমন, হযরত বিল্লাল, আম্মার, সুআইব, হাব্বাব ও হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এই সকল সাহাবীদের হইতে যেন তিনি ভিন্ন মজলিস অনুষ্ঠিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহাদের সহিত বসিতে নির্দেশ দিলেন। وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ আপনি তাহাদের সহিত নিজেকে আবদ্ধ রাখুন যাহারা স্বীয় পালনকর্তাকে সকালে-বিকালে ডাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ (র).... সা'দ ইবনে আবূ অক্কাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা ছয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিল, আপনি তাহাদিগকে মজলিস হইতে সারাইয়া দিন। তাহারা যেন, আমাদের

সহিত বসিবার দুঃসাহস না করে। হযরত সা'দ বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রীয় এক ব্যক্তি বিলাল এবং আরো দুই ব্যক্তি যাহাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি উপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ-ই ভাল জানেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মনে তখন কি উদয় হইয়াছিল। অতঃপর অবতীর্ণ হল وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ "যেই সকল লোক সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকে তাহাদিগকে আপনি বিতাড়িত করিবেন না।" রেওয়ায়েতটি কেবল মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) একজন ওয়ায়েয ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন যে, ওয়ায করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন তুমি ওয়ায করিতে থাক। সূর্যোদয় পর্যন্ত এইখানে বসিয়া থাকা চারটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, হাশেম (র)....জনৈক বদরী সাহাবী হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, এই ধরনের কোন মজলিসে বসা, চারটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

আবূ দাউদ তয়ালেসী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যাহারা ফজরের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর্ যিকির করে তাহাদের সান্নিধ্যে বসা সমস্ত দুনিয়া অপেক্ষা আমার নিকট উত্তম। এবং আসরের পর হইতে মাগরিব পর্যন্ত যিকির করা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশীয় আটটি গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক উত্তম, যদিও তাহাদের প্রত্যেকের মূল্য বার হাজার হউক না কেন। রাবী বলেন, আমরা হযরত আনাস (রা)-এর মজলিসে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম আটটি গোলামের মোট মূল্য হইল ছিয়ানব্বই হাজার। কেহ কেহ চারজন গোলামের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ (সা) আটজন গোলামের কথা বলিয়াছেন যাহাদের প্রত্যেকের মূল্য বার হাজার।

হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আহওয়াযী (র)....হইতে আবূ মুসলিম কুফী হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যে সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখিয়া নীরব হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ বলিলেন, উহা হইল, সেই মজলিস যেইখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। আবূ আহমদ (র)...আবূ মুসলিম (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মু'আল্লা (র)....আবূ মুসলিম আগর হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তাহারা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করিলেন। তখন একব্যক্তি সূরা হজ্জ কিংবা সূরা কাহাফ পাঠ করিতেছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিয়া সে নীরব হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, ইহা হইল সেই মজলিস যেখানে আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)....হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) বলেন, "যে সকল লোক আল্লাহর যিকির করিবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা হয়। তবে আসমান হইতে একজন ঘোষক তাহাদিগকে ঘোষণা করে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া যাও। তোমাদের গুনাহসমূহ আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।" হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবরানী (র) বলেন, ইসরাঈল ইবনে হাসান (র)....আব্দুর রহমান ইবনে সাহ্‌ল ইবনে হানীফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ "আপনি নিজেকে সেই সকল লোকদের সহিত আবদ্ধ রাখুন, যাহারা সকালে বিকালে তাহাদের পালনকর্তাকে ডাকিতে থাকে" অতঃপর তিনি সেই সকল লোকের খোঁজে বাহির হইলেন। তিনি এমন কিছু লোক দেখিতে পাইলেন যাহারা আল্লাহর যিকির করিতেছিল, তাহাদের মাথার চুল এলোমেলো ছিল, তাহাদের শরীরের চামড়া শক্ত বড় কষ্টেই তাহারা এক একটি কাপড় পরিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। এবং তিনি বলিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْ اُمَّتِيْ مِنْ اَمَرَنِيْ اِنْ اَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে বসিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। সনদে যেই আব্দুর রহমানের উল্লেখ করা হইয়াছে আবূ বকর ইবনে আবূ দাউদ (র) তাহাকে সাহাবী গণ্য করিয়াছেন। তাহার আব্বা সাহ্‌ল ইবনে হানীফ (র) একজন প্রবীণ সাহাবী ছিলেন।

وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আপনার চক্ষু যেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যে সীমা অতিক্রম না করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাহারা ধন-সম্পদশালী, তাহাদের প্রতি যেন আপনার দৃষ্টি না যায়। وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ আর আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না যাহার অন্তরকে তাহার

পালনকর্তার ইবাদত ও দ্বীন হইতে আমি গাফেল করিয়া দিয়াছি। وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا আর তাহার কর্মকান্ড ত্রুটি ও বোকামীতে পরিপূর্ণ। যাহার কাজই হইল সীমা অতিক্রম করা। আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন না। তাহার রীতি-নীতি পছন্দ করিবেন না তাহার প্রতি লোভ করিয়া দেখিবেন না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّأَبْقَىٰ

আপনি স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে তাহাদিগকে পরীক্ষার জন্য আমার দেওয়া সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদের প্রতি লোভনীয় দৃষ্টিতে বাড়াইবেন না। আপনার পালনকর্তার রিযিক অধিক উত্তম ও স্থায়ী।

(٢٩) وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَّمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝

২৯. বল, সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত, সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যাহার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি অগ্নি যাহার বেষ্টনী উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকিবে। উহারা পানীয় চাহিলে উহাদিগকে দেওয়া হইবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যাহা উহাদিগের মুখমন্ডল দগ্ধ করিবে, ইহা নিকৃষ্ট পানীয় ও অগ্নি কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে মুহাম্মদ! আপনি মানুষকে এ কথা বলিয়া দিন যে, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই কিতাব ও দ্বীন লইয়া আসিয়াছি উহা মহাসত্য উহার মধ্যে সন্দেহের লোক অবকাশ নাই। فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ অতঃপর যাহার ইচ্ছা সে যেন বিশ্বাস করে আর যাহার ইচ্ছা সে যেন অবিশ্বাস করে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা অতি বড় ধমক। إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ نَارًا আমি যালিমদের জন্য যাহারা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার কিতাবকে অস্বীকার করে আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا যাহার বেষ্টনী ও প্রাচীর তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইবনে মূসা (র)....হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন দোযখের চারটি প্রাচীর। প্রত্যক প্রাচীরের ঘনত্ব চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব। ইমাম তিরমিযী (র) দোযখের বর্ণনায়

হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং ইবনে জরীর (র) ও অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, سُرَادِقٌ দ্বারা দোযখের বেষ্টনী বুঝান হইয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হুসাইন ইবনে নসর ও আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র) উভয়....ইয়ালা ইবনে উমাইয়াহ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْبَحْرُ هُوَ جَهَنَّمَ সমুদ্রই হইল জাহান্নাম। রাবী বলেন, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইহা কিরূপে? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا অতঃপর তিনি বলিলেন وَاللّٰهِ لَاادْخُلُهَا اَبَدًا اَوْمَا دُمْتُ حَيًّالَاتُصِيْبُنِىْ مِنْهَا قَطْرَةٌ আল্লাহর কসম, যতদিন আমি জীবিত থাকিব আমি কখনও উহাতে প্রবেশ করিব না এবং আর এক ফোটা পানিও আমাকে স্পর্শ করিবে না। قوله وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوْنَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, اَلْمُهْلُ অর্থ গাঢ় পানি যেন তেলের তলানী। মুজাহিদ (র) বলেন, পূজ মিশ্রিত রক্ত। ইকরিমাহ (র) বলেন, اَلْمُهْلِ হইল এমন বস্তু যাহা চরম উত্তপ্ততায় পৌঁছাইয়াছে। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম রাখিয়াছেন, গলিত বস্তু। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (র) একবার কিছু গলাইলেন, যখন পানির ন্যায় তরল হইল এবং উৎলাইতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, هٰذَا اَشْبَهُ بِالْمُهْلِ ইহা হইল মুহলের সহিত অধিক সাদৃশ্য। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহান্নামের পানি কাল এবং উহার অধিবাসীরাও কাল। উল্লেখিত মতগুলি পরস্পর বিরোধী নহে। মুহল, বস্তুটির মধ্যে যাবতীয় দোষ বিদ্যমান, উহা দুর্গন্ধময় গাঢ় ও উত্তপ্ত বস্তু। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে। يَشْوِى الْوُجُوْهَ উহার উত্তাপের কারণে মুখমন্ডলকে জ্বালাইয়া দেয়। অর্থাৎ কাফির যখন উহা পান করিবার ইচ্ছা করিয়া মুখের মধ্যে লইবে তখন উহা তাহার মুখ জ্বালাইয়া দিবে। এমন কি মুখের চামড়া ঝরিয়া পড়িবে যেমন হাদীস্ শরীফে বর্ণিত, ইমাম আহমদ (র) স্বীয় সূত্রের سُرَادِقُ النَّارِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, পানির জন্য ফরিয়াদ করিবার পর তাহাকে এমন পানি দান করা হইবে যা তেলের তলানীর ন্যায় যখন উহা তাহার নিকটবর্তী করিবে তখন উহার উত্তাপে মুখের চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে। ইমাম তিরামিযী (র) ও দোযখের বর্ণনায় ধারাবাহিকভাবে রিশদীন ইবনে সা'দ (র)....দাররাজ (রা) হইতে উক্ত সূত্রে তাহার জামে গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন হাদীসটি শুধু রিশদীন ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। অথচ, মুহাদ্দিসগণ তাহার স্মরণ শক্তির সমালোচনা করিয়াছেন। অবশ্য যেমন পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, ইমাম আহমদ (র)....দাররাজ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন বাকীয়্যাহ ইবনে অলীদ (র)....আবূ উমামাহ (রা) হইতে নবী করীম (সা) وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ "এবং তাহাকে পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে যাহা সে ঢোক ঢোক পান করিবে। এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন পূজ মিশ্রিত পানি উহার নিকটবর্তী করা হইলে সে বড় কষ্টে উহা পান করিবে। তাহার নিকটবর্তী করা হইলে তাহার মুখমন্ডল জ্বালাইয়া দিবে এবং মাথার চামড়া ঝড়িয়া পড়িবে এবং উহা পান করিবার পর তাহার পেটের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবে। ইরশাদ হইয়াছে,

وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ بِئْسَ الشَّرَابُ

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, দোযখবাসীরা যখন ক্ষুধার্থ হইবে তখন তাহাদিগকে যাক্কুম গাছের ফল দেওয়া হইবে এবং তাহারা উহা খাইতে থাকিবে কিন্তু উহাতে তাহাদের মুখের চামড়া খুলিয়া পড়িবে। তাহাদিগকে জানে এমন কেহ তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদের খুলিয়া পড়া চামড়ার সাহায্যেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। অতঃপর তাহারা ভীষণ পিপাসিত হইবে এবং পানির জন্য স্বকাতরে আর্তনাদ করিবে তখন তাহাদিগকে গলিত তামার ন্যায় পানি দান করা হইবে যাহা অত্যধিক উত্তপ্ত হইবে উহা তাহাদের মুখের নিকটবর্তী করা হইলে উহার উত্তাপে মুখের মাংস গলিয়া পড়িবে। একারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন بِئْسَ الشَّرَابُ বড়ই জঘন্য ও নিকৃষ্ট। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ তাহাদিগকে উত্তপ্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে ফলে উহা তাহাদের নাড়ীসমূহকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ উত্তপ্ত ও ফুটন্ত ঝর্ণা হইতে তাহাদিগকে পানি পান করিতে দেওয়া হইবে। وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا আর তাহাদের আশ্রয়স্থল তাহাদের ঘর তাহাদের আরামগাহ বড়ই নিকৃষ্ট হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا উহা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল ও কঠিন স্থান (ফুরকান–৬৬)।

(৩০) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۚ ۝

(৩১) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّيَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۭ نِعْمَ الثَّوَابُ ۭ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝

৩০. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করি এবং যে সৎকর্ম করে আমি তাহার শ্রমফল নষ্ট করি না,

৩১. উহাদিগের জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় উহাদিগকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হইবে, উহারা পরিধান করিবে সুক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হইবে সজ্জিত আসনে, কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা অসৎ লোকদের আলোচনা করিবার পর সৎলোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে চির অবস্থানের বাগানসমূহ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ যাহার ইমারত ও ঘরসমূহের নীচ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে যেমন ফিরআউন বলিয়াছিল وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ এই নহরসমূহ আমার নীচ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। وَيُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ এবং তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণের কংকন পরিধান করান হইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ যাহারা তাহাদের আসনসমূহে হিলান দিয়া উপবিষ্ট হইবে। اتكاء শব্দটির অর্থ কি, কেহ বলেন ইহার অর্থ, শয়ন করা, কেহ বলেন, চারজানু হইয়া বসা। এবং এই অর্থই এখানে অধিক সমীচীন। হাদীস শরীফে বর্ণিত "اِمَّا اَنَا فَلَا اَكُلُ مُتَّكَاءً" আমি তো চারজানু হইয়া বসিয়া আহার করি না। অবশ্য এই হাদীসের দুইটি অর্থ হইতে পারে। اَلْاَرَائِكُ শব্দটি اَرِيْكَةٌ এর বহু বচন, অর্থ পালংক وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

قوله نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا অর্থাৎ বেহেশত তাহাদের আমলসমূহের কি চমৎকার বিনিময় এবং আরাম করিবার কতই উত্তম ঘর। যেমন দোযখবাসীদের সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا কত নিকৃষ্ট পানীয় এর কতইনা জঘন্য আরাম করিবার স্থান। সূরা ফুরকান এর মধ্যে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের মধ্যে তুলনা করা হইয়াছে اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا আশ্রয়স্থল ও ঘর হিসাবে উহা বড়ই জঘন্য অতঃপর বেহেশতবাসীদের সম্পর্কে এরশাদ হইয়াছে,

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

তাহাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশতের বালাখানা দান করা হইবে এবং সেখানে সালাম ও খোশআমদেদ বলিয়া তাহাদিগকে সম্বর্ধনা জানান হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে বসবাস করিবে। তাহাদের আশ্রয়স্থল ও বাসস্থান বড়ই চমৎকার।

(٣٢) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
اَعْنَابٍ وَّحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ○

(٣٣) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا ۙ وَّفَجَّرْنَا
خِلٰلَهُمَا نَهَرًا ○ۙ

(٣٤) وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَّاَعَزُّ نَفَرًا ○

(٣٥) وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ
اَبَدًا ○ۙ

(٣٦) وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ
خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ○

৩২. তুমি উহাদিগের নিকট পেশ কর একটি উপমা, দুই ব্যক্তির উপমা; উহাদিগের একজনকে আমি দিয়াছিলাম দুইটি দ্রাক্ষা উদ্যান এবং এই দুইটিকে আমি খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়াছিলাম ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে করিয়াছিলাম শস্যক্ষেত্র।

৩৩. উভয় উদ্যানই ফলদান করিত এবং ইহাতে কোন ত্রুটি করিত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রবাহিত করিয়াছিলাম নহর।

৩৪. এবং তাহার প্রচুর ধন-সম্পদে ছিল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তাহার বন্ধুকে বলিল, ধন-সম্পদ আমি তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমা অপেক্ষা শক্তিশালী।

৩৫. এইভাবে নিজের প্রতি যুলুম করিয়া সে তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল, সে বলিল আমি মনে করি না যে ইহা কখনও ধ্বংস হইয়া যাইবে;

৩৬. আমি মন করি না যে কিয়ামত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই তবে আমি তো নিশ্চয়-ই ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে মুশরিক ও অহংকারীদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা গরীব মুসলমানদের সহিত বসিতে ঘৃণা করিত এবং স্বীয় ধন-সম্পদ ও বংশীয় আভিজাত্যের দাপট দেখাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা উভয় শ্রেণীর লোকদিগকে দুই ব্যক্তির সহিত উপামিত করিয়াছেন। যাহাদের একজনের দুইটি আঙ্গুরের বাগান ছিল এবং উহা খেজুর বৃক্ষের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উভয় বাগানের মাঝে অন্যান্য শস্যাদি উৎপন্ন হইত এবং বাগানের গাছপালার নিয়মিত ফল ধরিত এবং যমীতে নিয়মিত ফসল উৎপন্ন হইত। ইরশাদ হইয়াছে كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا উভয় বাগান নিয়মিত ফল দান করিত। وَلَمْ تَظْلِمْ شَيْئًا এবং একটুও কম করিত না। وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا এবং উভয় বাগানের মাঝে আমি একাধিক নহর প্রবাহিত করিয়াছিলাম وَكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ কেহ কেহ বলেন, ثَمَرٌ অর্থ এখানে মাল, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবার কেহ কেহ বলেন, ثُمُرٌ শব্দটি ثِمَارٌ বহু বচনের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ইহাই সঠিক প্রকাশ্য। এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় وَكَانَ لَهٗ ثُمُرٌ কিরাতের মাধ্যমে। ثُمُرٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ এর বহু বচন। যেমন خَشَبَةٌ – خُشُبٌ এর বহুবচন। এখানে আরো একটি কিরাত আছে তাহা হইল ثَا কে যবর ও مِيْم কে পেশসহ পড়া অর্থাৎ ثَمُرٌ।

মোটকথা বাগান দুইটির মালিক তাহার সংগীকে বিতর্ক প্রসঙ্গে বড়ই অহংকার ও গর্বের সহিত বলিল, اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا আমার তো ধন ও জনশক্তি তোমার চাইতে অনেক বেশি আমার চাকর কর্মচারী ও সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা অধিক। হযরত কাতাদা (র) বলেন, একজন পাপীর আশা ইহাই হইয়া থাকে যে, দুনিয়ার তাহার ধন-জন অধিক হউক। وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ فَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ সে স্বীয় সত্তার প্রতি যুলুম করিয়া তাহার বাগানে প্রবেশ করিল অর্থাৎ কুফর অহংকার করিয়া এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করিয়া বড় দম্ভের সহিত তাহার বাগানে প্রবেশ করিয়া সে বলিল مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا আমি তো ধারণা করি না যে আমার এই ধন কখনও ধ্বংস হইবে। আর তাহার এইরূপ বলার কারণ ছিল ইহা যে বাগানে নানা প্রকার ফলমূল ও গাছপালা। চতুর্দিকে প্রবাহিত নহরসমূহ দেখিয়া সে ধোকা খাইয়াছিল এবং ধারণা করিয়াছিল যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না। বিলুপ্ত হইবে না। আর এই ধারণার কারণ ছিল, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির অভাব। আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস দুনিয়ায় ও উহার সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ এবং আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস এই কারণে সে বলিল وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত, কায়েম হইবে। وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا আর যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে তবে সেখানেও আমি দুনিয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু পাইব। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট আমার একটি বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে নচেৎ

তিনি আমাকে দুনিয়ায় এর অধিক ধন-সম্পদ দান করিতেন না। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَلَئِنْ رُجِعْتُ اِلٰى رَبِّىٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى যদি আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হয় তবে তাহার নিকট আমার জন্য উত্তম বস্তুই রহিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا আপনি তাহাকে কি দেখিয়াছেন, যে আমার আয়াতকে তো অস্বীকার করে অথচ, সে এই কথা বলে যে, আমাকে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই মাল ও সন্তান দান করা হইবে (মারিয়ম-৭৭)। উল্লেখিত আয়াতটি আস ইবনে ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহার বিস্তারিত আলোচনা আপন স্থানেই হইবে ইনশাআল্লাহ।

(٣٧) قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا ۟

(٣٨) لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَآ اُشْرِكُ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا ۝

(٣٩) وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ۚ

(٤٠) فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ۙ

(٤١) اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا ۝

৩৭. তদুত্তরে তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল , তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা ও পরে শক্র হইতে এবং তাহার পর পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন মনুষ্য আকৃতিতে?

৩৮. কিন্তু আল্লাহই আমার প্রতিপালক এবং আমি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক করি না।

৩৯. তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিলে তখন কেন বলিলে না, আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নাই, তুমি যদি ধনে ও সন্তানে আমাকে তোমা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর মনে কর।

৪০. তবে হয়ত আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দিবেন এবং তোমার উদ্যানে আকাশ হইতে নির্ধারিত বিপর্যয় প্রেরণ করিবেন, যাহার ফলে উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত হইবে,

৪১. অথবা উহার পানি ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইবে এবং তুমি কখনও উহার সন্ধান লাভে সক্ষম হইবে না।

তাফসীর ঃ ধনী কাফিরকে তাহার মু'মিন সংগী যেই জবাব দান করিয়াছিল, যেই নসীহাত করিয়াছিল এবং কুফর ও অহংকার পরিত্যাগ করিবার জন্য যেই ধমক দিয়াছিল আল্লাহ তাআলা এই খানে উহাই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহার মু'মিন সঙ্গী তাহাকে বলিল, তুমি সেই আল্লাহর প্রতি কুফর করিতেছ যিনি তোমাকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অবশ্যই তা'আলা যে সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আদম (আ) কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর হযরত আদম (আ) এর বংশধরকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি ইহা একটি ধমক। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ তোমরা কিভাবে আল্লাহর সত্তা ও তাঁহার নিয়ামতসমূহকে অস্বীকার কর অথচ তোমরা তো ছিলে মৃত অতঃপর তিনিই তোমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন (বাক্বারা-২৮)। প্রত্যেকেই ইহা জানে যে সে পূর্বে ছিল না পরে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহাও জানে যে, সে নিজেই স্বীয় অস্তিত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং না অন্য কোন মখলূম তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছে। অতএব বুঝা গেল যে আল্লাহ-ই তাহার সৃষ্টিকর্তা যিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং অন্যান্য যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। ঐকারণে মু'মিন ব্যক্তি বলিল, لَكِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ কিন্তু আমিতো এই বিশ্বাস করি যে সেই আল্লাহ-ই আমার প্রতিপালক। তাহার রুবিবিয়াত ও একত্ববাদকে আমি বিশ্বাস করি وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّىْ اَحَدًا এবং আমার প্রতিপালকের সহিত আমি কাহাকেও শরীক করি না। وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا অর্থাৎ যদি তুমি আমার ধন ও জন কম দেখ তবে যখন তুমি তোমার বাগানে গিয়া উহার গাছপালা ও ফল ফলাদি দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিলে তখন তুমি আল্লাহর দেওয়া এই নিয়ামতের শোকর করিলে না কেন এবং কেনই বা এই কথা বলিলে না যে আল্লাহ যাহা চাহেন দান করেন এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোন ক্ষমতা নাই। পূর্ববর্তী কোন কোন মণিষী বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভাল অবস্থাটি দেখে কিংবা ধন-জনে আনন্দ লাভ করে তবে সে যেন مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে। ইহা আলোচ্য আয়াত হইতে গৃহিত। এই সম্পর্কে এক হাদীসও বর্ণিত আছে। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জাররাহ ইবনে মুখাল্লাদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করেন, চাহে উহা স্ত্রী হউক কিংবা ধন-জন হউক অতঃপর যদি مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে তবে উহাতে মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোন বিপদ দেখিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াত দ্বারাই

ইহা প্রমাণ করিতেন وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ হাফিয আবুল ফাতাহ আযদী ঈসা ইবন আওন বলেন, আব্দুল মালিক ইবন যুরারাহ এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ নহে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফার (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত নবী করীম (সা) বলেন اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ আমি কি বেহেশতের একটি ধন ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিব না? উহা হইল,'লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।' হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের কথা তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? উহা হইল 'লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ।' ইমাম আহমদ বলেন, বুকাইর ইবন ঈসা (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা ! আমি কি তোমাকে বেহেশতের একটি ধন-ভান্ডারের খোঁজ দিব না? যাহা আকাশের নীচে অবস্থিত তিনি বলিলেন আপনার উপর আমার আব্বা আম্মা উৎসর্গ বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন উহা হইল لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ রাবী আবূ বলয় বলেন, আমার ধারণা আমর ইবনে মায়মূন (র) ইহা বলিয়াছে فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَسْلَمَ عَبْدِيْ وَاسْتَسْلَمَ তখন আল্লাহ বলেন আমার বান্দা আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে এবং আমার উপর সর্পদ করিয়াছে। আবূ বলখ (র) বলেন, আমর ইবন মায়মূন হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কে জিজ্ঞাসাা করিলেন لَا حَوْلَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়িতে হইবে। তিনি বলিনে না। পড়িতে হইবে উহা যাহা সূরা কাহাফ এর মধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

قوله عَسٰى رَبِّيْ اَنْ يُّؤْتِيَنَ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ আমি আশা করি পরকালে আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করিবেন وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ এবং যেই বাগান সম্পর্কে তোমার ধারণা যে উহা কখনও ধ্বংস হইবে না উহাতে আসমান হইতে আগুন প্রেরণ করিবেন। ইবনে আব্বাস (র) যাহহাক, কাতাদাহ এবং যুহরী (র) হইতে মালেক (র) বর্ণনা করেন حُسْبَانًا অর্থ আযাব। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আসমান হইতে প্রবল বর্ষণ হইবে যাহা ক্ষেতের গাছপালা ও ফসলাদী সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا ফলে উহা সম্পূর্ণ পরিষ্কার পিচ্ছল ময়দানে পরিণত হইবে। যেইখানে পা স্থির থাকিতে পারে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এমন ময়দানে পরিণত হইবে যেইখানে কখনও কিছু উৎপন্ন হয় না। اَوْيُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا কিংবা যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যায়। غَوْرٌ শব্দটি মাসদার غَائِرٌ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। غَائِرٌ - نَابِعٌ এর বিপরীত শব্দ نَابِع অর্থ যমীনের উপরে প্রবাহমান। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে قُلْ اَرَاَيْتُمْ اَنْ اَصْبَحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ

بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ আপনি বলুন যদি উহার পানি যমীনের তলদেশে গিয়া যমীন শুষ্ক হইয়া যায় তবে কে প্রবাহিত পানি তোমাদিগকে আনিয়া দিবে? আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهُ طَلَبًا কিংবা যদি উহার পানি শুষ্ক হইয়া যায় তবে উহা খুঁজিয়া বাহির করিতে আপনি কখনও সক্ষম হইবে না। غَوْرًا শব্দটি মাসদার ইহা غَائِرًا এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং এইরূপ ব্যবহার অধিক মুবালাগা হয়। যেমন কবির কবিতায়ও এই ব্যবহার বিদ্যমান।

تَظَلُّ جِيَادِهِ نُوْحًا عَلَيْهِ + تَقَلَّدُهُ أَعِنَّتُهَا صُفُوْفًا

উক্ত কবিতায় نُوْحًا শব্দটি মাসদার কিন্তু ইহা نَائِحَاتٍ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٤٢) وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيْهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّيْٓ أَحَدًا ○

(٤٣) وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ○

(٤٤) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ط هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا ○

৪২. তাহার ফল-সম্পদ বিপর্যয়ে বেষ্টিত হইয়া গেল এবং সে উহাতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তাহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিল যখন উহা মাচানসহ ভূমিস্যাৎ হইয়া গেল। সে বলিতে লাগিল, হায় আমি যদি কাহাকেও আমার প্রতিপালকের শরীক না করিতাম।

৪৩. এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাকে সাহায্য করিবার কোন লোকজন ছিল না এবং সে নিজেও প্রতিকারে সমর্থ হইল না।

৪৪. এই ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার অধিকার আল্লাহরই, যিনি সত্য। পুরস্কার দানে ও পরিণাম নির্ধারণে তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ এবং তাহার গাছের ফল ফলাদি ও ধন-সম্পদ বিপদ মসীবতে বেষ্টিত হইল, ও ধ্বংস হইল। অর্থাৎ কাফির ব্যক্তির মু'মিন সঙ্গী তাহাকে তাহার বাগানের উপর যেই বিপদ ও শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাই উহার উপর পতিত হইল। এই বাগানই তাহাকে আল্লাহ হইতে

গাফেল করিয়া রাখিয়াছিল। فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَا اَنْفَقَ فِيْهَا অতঃপর সে তাহার বাগানে যে ব্যয় করিয়াছিল উহার উপর অনুতাপ করিয়া হাত কচলাইতে লাগিল। وَيَقُوْلُ يَالَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْ اَحَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا। আর সে বলিল হায়রে যদি আমি আমার প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম। তাহার জন্য আল্লাহ্ ব্যতিত কোন লোক জনও ছিল না। যাহারা তাহার সাহায্য করিত আর সে নিজেও প্রতিশোধ লইতে পারিল না। فِئَةٌ দ্বারা এখানে গোত্রীয় লোক কিংবা সন্তান বুঝান হইয়াছে যাহাদের দ্বারা সে গর্ব করিত। هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ এখানে বিভিন্ন রকম কিরাত বর্ণিত আছে কেহ কেহ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ এর উপর ওয়াকফ করেন। অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে তাহার উপর বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই ক্ষেত্রে কোন রক্ষাকারী ছিল না এবং নিজেও কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। এই কিয়াত অনুসারে اَلْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ হইতে নতুন আয়াত শুরু হইবে। কেহ কেহ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا এর উপর পূর্বের আয়াত শেষ করিয়া ওয়াকফ করেন। এই সময় هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ হইতে নতুন আয়াত শুরু হইবে।

অতঃপর اَلْوَلَايَةُ শব্দটির কিরাত সম্পর্কেও মত পার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ শব্দটির وَاؤ কে যবরসহ পড়েন। আবার কেহ কেহ যেরসহ পড়েন। প্রথম কিরাত অনুসারে অর্থ হইবে তখন সকল মানুষ মুমিন হউক কিংবা কাফির সকলেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে যখন শাস্তি আসিবে তখন তাহার সাহায্য ও আশ্রয় ব্যতিত কেহই কোন আশ্রয় ও সাহায্য পাইবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে

فَلَمَّا رَاَوْا بَأْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ

যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিল তখন তাহারা বলিল আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিলাম। এবং যাহাদিকে তাহার সহিত শরীক করিতাম তাহাদিগকে আমরা অস্বীকার করিলাম। ফিরআউন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ- اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ

অবশেষে যখন সে নিমজ্জিত হইতে লাগিল তখন সে বলিল আমি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি যে যেই সত্তার প্রতি বনী ইসরাঈল ঈমান আসিয়াছে যিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি মুসলমান ও আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে জবাব দেওয়া হইল, এখন তুমি ঈমান আসিতেছ অথচ পূর্বে তুমি না ফরমানী করিয়াছ এবং তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

যাহারা اَلْوَلَايَةُ শব্দটির وَاوْ কে যেরসহ পড়েন তাহাদের মতানুসারে অর্থ হইবে তখন সঠিক হুকুম কেবল আল্লাহর-ই হইবে। اَلْحَقُّ শব্দটির قَافْ কে কেহ পেশসহ পড়েন আবার কেহ যেরসহও পড়িয়া থাকেন। পেশসহ পড়া হইলে শব্দটি হইবে اَلْوَلَايَةُ صِفَتُ এর যেমন ইরশাদ হইয়াছে اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا এখানে اَلْحَقُّ শব্দটি মারফূ হইয়াছে এবং اَلْمُلْكُ এর সিফাত সংঘটিত হইয়াছে। যদি اَلْحَقُّ এর قَافْ কে পেশসহ পড়া হয় তখন اَللّٰهُ এর সিফাত হইবে যেমন ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ এখানে اَلْحَقِّ শব্দটি যেরসহ পড়া হয় ইহা اَللّٰهُ শব্দের সিফাত সংঘটিত হইয়াছে। هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا অর্থাৎ যেই সকল আমল কেবল মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয় উহার পুরস্কার উত্তম এবং উহার পরিণাম প্রশংসিত।

(٤٥) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

(٤٦) اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ۝

৪৫. উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের উহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়, অতঃপর উহা বিশুদ্ধ হইয়া এমন চূর্ন-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ সর্ব বিষযে শক্তিমান।

৪৬. ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তাহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, হে নবী! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আপনি মানুষের জন্য পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও বিলুপ্তির উপমা বর্ণনা করুন كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ পার্থিব জীবন হইল সেই পানির মত যাহা আমি আসমান হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর সেই পানির সহিত ভূমীর বীজ মিশ্রিত হইয়া গজাইয়াছে এবং উহা হইতে শ্যামল-সবুজ লতা-পাতা উৎপন্ন হইয়াছে। فَاَصْبَحَ

هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ অতঃপর শুষ্ক হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে যাহা ডানে বামে বাতাসে উড়াইয়া লইয়াছে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا আর আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর শক্তিমান। তিনি শ্যামল সবুজও করিতে পারেন আবার উহা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিলুপ্তও করিতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনকে এই উপমা দ্বারা বহু স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যেমন সূরা ইউনুসে ইরশাদ হইয়াছে। اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ পার্থিব জীবনের উপমা সেই পানির মত যাহা আমি আসমান হইতে অবতীর্ণ করিয়াছি অতঃপর উহার সহমিশ্রনে নানা প্রকার লতা-পাতা নির্গত হইয়া যাহা মানুষ আহার করে এবং জীব-জন্তুও ভক্ষণ করে। সূরা যুমারে ইরশাদ হইয়াছে اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ আপনি কি দেখেন না যে আল্লাহ আসমান হইতে পানি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা যমীনের বিভিন্ন ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেন অতঃপর উহার সাহায্যে নানা রঙ্গের ফসল উৎপন্ন করেন। সূরা হাদীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ -

জানিয়া রাখুন। পার্থিব জীবন শুধু খেলাধুলা সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার এবং ধন-সম্পদ সন্তান-সন্তুতির বেলায় পারস্পরিক একে অন্যের মোকাবিলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা বৈ-কিছুই নহে। ইহা ঠিক সেই মেঘমালার মত যাহা দ্বারা উৎপাদিত লতা-পাতা কৃষকদের মনে আনন্দ সঞ্চারিত করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত اَلدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ দুনিয়া সবুজ সুমিষ্ট।

قوله اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। আয়াতটির মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে। زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ মানুষের জন্য প্রবৃত্তির মুহাব্বত অর্থাৎ নারী সন্তান-সন্তুতি ও ধন-ভান্ডারসমূহ সৌন্দর্যময় করা হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি পরীক্ষার বস্তু। এবং আল্লাহর নিকট রহিয়াছে মহা পুরস্কার। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া তাহার ইবাদতের জন্য মনোনিবেশ করা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতির সহিত লিপ্ত হওয়া এবং অতিশয় মায়া মমতায় জড়াইয়া পড়া অপেক্ষা অধিক উত্তম। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَالْبَاقِيَاتُ

اَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً। তোমার প্রতিপালকের নিকট স্থায়ী সৎকর্মসমূহ পুরস্কার প্রাপ্তি ও আশা সফল হওয়ার জন্য উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সায়ীদ ইবনে জুবাইর এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরামের মতে وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ। দ্বারা পাঁচ ওয়াক্তের সালাত উদ্দেশ্য। আতা ইবনে আবূ রবাহ ও সায়ীদ জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ দ্বারা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার বুঝান হইয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান (রা) কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে। তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার অলাহাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যীল আযীম।

ইমাম আহমদ (র) বললেন, আবূ আব্দুর রহমান (র)....হযরত উসমান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হারেস হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন হযরত উসমান (রা) বসিয়াছিলেন আমরাও তাহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর মু'আযযিন আসিলেন, অতঃপর তিনি অজুর পানি চাহিলেন আমার ধারণা উহা এক মুদ পানি হইবে। তিনি অজু করিলেন এবং অজু শেষে বলিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে এইরূপ অজু করিতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আমার এই অজুর মত অজু করিয়া যোহরের সালাত পড়িবে ফজর হইতে যোহর পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। অতঃপর আসরের সালাত পড়িবে যোহর ও আসরের মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে মাগরিবের সালাত পড়িলে আসর ও মাগরিবের মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে ইশার সালাত পড়িলে তাহার মাগরিব ও ইশার মাঝের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে হয়ত নিদ্রা যাইবে এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অজু করিয়া ফজরের সালাত পড়িলে ফজর ও ইশার মাঝে সংঘটিত গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইহাই হইল কুরআনে উল্লেখিত সেই হাসানাত ও নেক কার্যসমূহ যাহা গুনাহসমূহকে মিটাইয়া দেয়। তাহারা বলিলেন, ইহা তো হইল হাসানাত কিন্তু اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে। হযরত উসমান (রা) বলিলেন, উহা হইল

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ .

হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মালেক (র).... সায়ীদ ইবন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ হইল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

মুহাম্মদ ইবন আজলান উমারাহ হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে মুসাইয়্যেব আমার নিকট الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ তিনি বলেন সায়ীদ কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম সালাত ও সওম। তিনি বলিলেন, তোমার উত্তর ঠিক নহে। আমি বলিলাম যাকাত ও হজ্জ। তিনি বলিলেন ঠিক নহে বরং উহা হইল, পাঁচটি কালেমা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান (র) নাফে ইবনে সারজাস হইতে বর্ণিত তিনি হযরত ইবনে ওমর (র) কে الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা দ্বারা কি বুঝান হইয়াছে, তিনি বলিলেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ। ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আতা ইবনে আবূ রবাহও অনুরূপ বলিয়াছেন। মুজাহিদ বলেন, الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ হইল, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-লা-ইলাহা ইল্লাহল্লাহ আল্লাহু আকবর। আব্দুর রায্যাক বলেন, মা'মার, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ হইল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ইবনে জরীর (র) বলেন, আমার কিতাবের মধ্যে আমি পাইয়াছি হাসান ইবনে সব্বাহ আল বায্যার (র)...: হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবর হইল বাকিয়াতুস সালিহাত ও স্থায়ী সৎকার্যসমূহ। ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, ইউনূস (র).... হযরত আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (র) ইরশাদ করিয়াছেন اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ তোমরা বাকিয়াতুস সালিহাত (স্থায়ী সৎকার্যসমূহ) অধিক পরিমাণ কর। জিজ্ঞাসা করা হইল উহা কি? ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বলিলেন উহা হইল 'মিল্লাত' জিজ্ঞাসা করা হইল, 'মিল্লাত' কি? তিনি বলিলেন التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহু আকবর বলা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা ও লাহাওলা অলা সুবহানাল্লাহ বলা ও আলহামদুলিল্লাহ কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা।

ওহ্ব (র) বলেন, যে আবূ সখর (র) বলেন, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহর আযাদ কৃত গোলাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, একবার সালেম (র) আমাকে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র)-এর নিকট এক প্রয়োজনে প্রেরণ করিলেন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি সালেমকে গিয়া বল, তিনি যেন আমার সহিত অমুক কবরের এক পার্শ্বে সাক্ষাৎ করেন। তাহার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন এবং একজন অপরজনে সালাম করিলেন। সালেম

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ বলিতে কি বুঝেন? তিনি বলিলেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ সালেম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কে আপনি কখন হইতে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি তো সর্বদাই ইহাকে اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। অতঃপর দুই কিংবা তিনবার এইরূপ প্রশ্ন উত্তর হইতে লাগিল অবশেষে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ইহা অস্বীকার করিতেছেন, তিনি বলিলেন, হাঁ অস্বীকার করিতেছি। তখন তিনি বলিরেন, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, যে রাসূলুল্লাহ (সা) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি "আমাকে আসমানে আরোহণ করান হইলে আমি হযরত ইবরাহীম (আ) কে দেখিতে পাইলাম, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জিবরীল, আপনার সাথে এই ব্যক্তিকে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) তিনি আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আহ্‌লান্ সাহ্‌লান্ বলিয়া সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, আপনি আপনার উম্মতকে বেশি করিয়া বেহেশতের চারা লাগইতে হুকুম করুন। উহার মাটি পবিত্র এবং যমীন প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বেহেশতের চারা কি? তিনি বলিলেন, লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ইমাম আহমদ (র)....আলে নূ'মান বংশের জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলেন, আমরা তখন ইশার সালাতের পর মসজিদে বসিয়াছিলাম। তিনি আসমানের দিকে চুক্ষ উঠাইলেন অতঃপর নামাইলেন আমরা ধারণা করিলাম হয়তঃ অহী অবতীর্ণ হইয়াছে অনন্তর তিনি বলিলেন, তোমরা মনে রাখিবে। আমার পর অনেক আমীর এমন হইবে, যাহারা মিথ্যা বলিবে এবং যুলুম করিবে যেই ব্যক্তি তাহাদের মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে এবং তাহাদের যুলুমের ব্যাপারে তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিবে সে আমার নহে এবং আমিও তাহার নহে। আর যেই ব্যক্তি তাহার মিথ্যাকে বিশ্বাস করিবে না এবং তাহার যুলুমের ব্যাপারে তাহার পক্ষপাতিত্ব করিবে না। সে আমার এবং আমিও তাহার। মনে রাখিও سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ হইল اَلْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ এর অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র)....রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযাদ কৃত গোলাম আবূ সাল্লাম হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি কালেমা মীযানে কতইনা ভারী; লাইলাহা ইল্লাল্লাহ; সুবহানাল্লাহ; আলহামদুলিল্লাহ এবং যেই সৎ সন্তান ইন্তেকাল করিবার পর তাহার পিতা পুরস্কারের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। তিনি আরো বলেন, ওয়াহ! ওয়াহ!! পাঁচটি বিষয় এমন যে, যেই ব্যক্তি উহার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহর প্রতি পরকালের প্রতি বেহেশতের প্রতি, দোযখের প্রতি মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি এবং হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, রাওহ (র)....হাসসান ইবনে আতিয়্যাহ হইতে বর্ণিত যে, শাদ্দাদ ইবনে আওস এক সফরে ছিলেন তিনি এক মনযিলে অবতীর্ণ হইয়া তাহার গোলামকে বলিলেন একটি ছুরি আন, আমরা খেলিব। আমি তাহার এই কথার প্রতিবাদ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই একটি কথা ব্যাতিত আমি এমন কোন কথা বলি নাই যাহা আমার মুখকে বন্ধ করিতে পারে। তোমরা আমার এই কথাটি ভুলিয়া যাও এবং এখন যাহা বলি উহা মনে রাখিও। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি "যখন মানুষ স্বর্ণ-রূপা জমা করিতে মগ্ন হইবে তখন তোমরা এই কালেমাগুলি জমা করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَاسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَاَسْاَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَاَسْاَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ·

হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমি স্বীয় কর্মে দৃঢ়তা সটিক পথে দৃঢ় প্রত্যয় প্রার্থনা করিতেছি; আপনার নিয়ামতের শোকর করিবার তাওফিক প্রার্থনা করিতেছি আপনার উত্তম ইবাদত করিবার তওফীক প্রার্থনা করিতেছি। আপনার নিকট নিরাপদ অন্তর প্রার্থনা করিতেছি সত্য কথা বলিবার তাওফীক প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল কল্যাণ আপনি জানেন আমি উহা প্রার্থনা করিতেছি। যেই সকল অকল্যাণকর বিষয় আপনার জানা আছে আমি উহার অনিষ্টতা হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ আমি ঐ সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যাহা আপনার জানা আছে। আপনি তো সকল গায়েব ও অদৃশ্য বস্তুকে জানেন।

ইমাম নাসায়ী (র) অপর এক সূত্রে শাদ্দাদ হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবরানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে না-জীয়াহ (র)....সা'দ ইবনে জুনাদাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তায়েফ বাসীদের মধ্য হইতে সর্ব প্রথম আমি নবী করীম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি আমার বাড়ী হইতে ভোরেই রওনা হইয়াছি এবং আসরের সময় মীনায় উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম তখন তিনি আমাকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং اِذَا زُلْزِلَتْ এই দুইটি সূরা শিক্ষা দিলেন এবং سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ এই কালেমাগুলি শিক্ষা দিয়া বলেন هُوَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ইহা হইল স্থায়ী সৎকর্মসমূহ।

এই সূত্রেই বর্ণিত যেই ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অজু করিবে কুলী করিবে এবং একশতবার সুবহানাল্লাহ একশতবার আলহামদুলিল্লাহ ও একশতবার

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িবে তাহার সকল গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে কিন্তু রক্তপাতের গুনাহ ক্ষমা করা হইবে না। আলী ইবনে তালহা (রা) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত وَالْبٰقِيٰتُ । الصّٰلِحٰتُ (স্থায়ী সৎ কার্যাবলী) হইল আল্লাহর যিকির অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ অ-তাবারাকাল্লাহ লা-হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। আসতাগফিরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলা রাসূলিল্লাহ। এই কালেমাসমূহ ব্যতিত সালাত, সাওম , হজ্জ, যাকাত, সদকা, দাস মুক্ত করা, জিহাদ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সকল সৎকর্ম। এই সকল আমলসমূহ হইল এমন যাহার সওয়াব ও পুরস্কার বেহেশতবাসীগণ চিরকাল লাভ করিতে থাকিবে। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْبٰقِيٰتُ । الصّٰلِحٰتُ হইল উত্তম কথা। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) বলেন, সমস্ত নেক ও সৎকার্যসমূহ اَلْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ।এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা ইবনে জরীর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

(٤٧) وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۚ

(٤٨) وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۢ ؗ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝

(٤٩) وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۚ

৪৭.স্মরণ কর, সেই দিন আমি পর্বতকে করিব সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখিবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাহাদের সকলকে আমি একত্র করিব এবং উহাদিগের কাহাকেও অব্যাহতি দিব না,

৪৮. এবং উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হইবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হইবে তোমাদিগকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ, অথচ তোমরা মনে করিতে যে, তোমাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতিক্ষণ আমি উপস্থিত করিব না?

৪৯. এবং উপস্থিত করা হইবে আমলনামা এবং উহাতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখিবে আতংগ্রস্ত এবং উহারা বলিবে হায়

দুর্ভাগ্য আমাদিগের! ইহা কেমন গ্রন্থ উহা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না, বরং উহা সমস্ত হিসাব রাখিয়াছে। উহারা উহাদিগের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাইবে, তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি যুলুম করেন না।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا যেই দিন আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং পর্বতমালা উড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ পর্বতমালা উহার স্থান হইতে হটিয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ আপনি পর্বতমালাকে তো স্থির দেখেন অথচ কিয়ামতের পূর্বে উহা মেঘামালার ন্যায় চলিতে থাকেবে। ইরশাদ হইয়াছে وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ পর্বতমালা ধুনা তূলার মত হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا

তাহারা আপনার নিকট পবর্তমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন আমার পালনকর্তা উহাকে স্বীয় স্থান হইতে হটাইয়া দিবেন অতঃপর পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন। যেখানে কোন উচু নীচু দেখিতে পাইবেন না। সেখানে কোন উপত্যকা দেখিবেন না কোন পাহাড় পর্বতও দেখিবেন না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً আপনি পৃথিবীকে উন্মুক্ত দেখিবেন উহাতে কোন প্রকার চিহ্ন থাকিবে না বাড়ীঘর থাকিবে না যেইখানে আশ্রয় নিতে পারে। সমস্ত মাখলূক তাহাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত থাকিবে। কোন বস্তু তাহার নিকট হইতে গোপন থাকিবে না। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً অর্থ হইল, কোন পাথর থাকিবে না আর কোন আবরণও থাকিবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, যেখানে কোন গাছপালা থাকিবে না আর কোন ঘর বাড়ীও থাকিবে না।

قوله وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا আর আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে সমবেত করিব এবং ছোট বড় কাহাকেও বাদ দিব না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ আপনি বলিয়া দিন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত করা হইবে ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ সেই সমস্ত লোক একত্রিত করা হইবে এবং সেই দিন সকলেই উপস্থিত হইবে। وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا এবং

তাহাদিগকে আপনার প্রতিপালকের নিকট সারিবদ্ধভাবে একত্রিত করা হইবে। এখান এই অর্থও হইতে পারে, সমস্ত মাখলূক সেইদিন এক সারিতে আল্লাহর সম্মুখে হাযির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ। "যেই দিন রূহ ও ফিরিশতাগণ এক সারিতে দাঁড়াইয়া যাইবে। রহমান যাহাকে অনুমতি দান করিবেন সে ব্যতিত আর কেহ কথা বলতে পারিবে না।" তবে এমনও হইতে পারে যে, সমস্ত মাখলূক একাধিক সারিতে সারিবদ্ধ হইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا আপনার প্রভুও আগমন করিবেন এবং ফিরিশতা সারিসারি আগমন করিবে।

قوله لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ তোমরা আমার নিকট ঠিক সেই অবস্থায় আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলূকের সম্মুখে পরকাল অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে এইভাবে ধমক দিবেন। এই কারণে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন। بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ لَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا বরং তোমরা ধারণাই করিয়াছিলে যে আমি তোমাদিগের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করিব না এবং কিয়ামতও সংঘটিত হইবে না।

قوله وَوُضِعَ الْكِتَابُ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকের সম্মুখে তাহার অমলনামা রাখা হইবে যাহার মধ্যে তাহার ছোট বড় সর্ব প্রকার আমল লিপিবদ্ধ থকিবে فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ। তখন আপনি অপরাধীদিগকে উহার মধ্যের অন্যায় কার্যাবলীর কারণে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন وَيَقُوْلُوْنَ يَالَيْتَنَا আর তাহারা বলিবে, আমাদের জীবনে যে অপকর্ম করিয়াছি উহার উপর অনুতাপ مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا এই আমল নামার কি. হইল যে ইহাতে ছোট বড় কোন গুনাহ-ই বাদ পড়ে নাই সকল আমল-ই ইহাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইমাম তবরানী (র) তাহার পূর্ববর্তী সূত্রে হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হুনাইন যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন তখন আমরা একটি শূন্য ময়দানে অবতীর্ণ হইলাম। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যে যাহা কিছু পাও এখানে জমা কর, লাকড়ি হউক কিংবা ঘাস হউক কিংবা লতাপাতা সবই এখানে একত্রিত কর। রাবী বলেন, আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিলাম। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা কি ইহা দেখিতেছ? যেমন তোমরা ইহা জমা করিয়াছ অনুরূপভাবে গুনাহও একত্রিত হইয়া ঢের হইয়া যায়। অতএব প্রত্যেকেই যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং ছোট বড় কোন গুনাহ-ই যেন কেহ না করে। কারণ, সকল গুনাই লিপিবদ্ধ হয়। وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا আর তাহার দুনিয়ায় যেই ভাল মন্দ আমল করিয়াছিল সকলই সেইখানে উপস্থিত পাইবে যেমন ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا

যেই দিন প্রত্যেকেই তাহার সৎকর্ম উপস্থিত পাইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَاقَدَّمَ وَأَخَّرَ। সেই দিন মানুষকে তাহার সকল আমল সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ যেই দিন সকল গোপন বস্তুর প্রকাশ ঘটিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল আলীদ (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য কিয়ামত দিবসে একটি করিয়া ঝান্ডা হইবে যাহা দ্বারা তাহাদিগকে চিনা যাইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলীম (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত

يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اسْتِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانَ بْنِ فُلَانٍ

কিয়ামত দিবসে প্রত্যেক বিশ্বাস-ঘাতকের জন্য তাহার বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিমাণ উঁচু এক একটি ঝান্ডা তাহার উরুর নিকট বুলন্দ করা হইবে এবং বলা হইবে ইহা হইল অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাস-ঘাতকতা وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا আপনার প্রভু কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। বরং তিনি অনেককেই ক্ষমা করিয়া দিবেন, অনুগ্রহ করিবেন। স্বীয় কুদরত ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন। কাফির ও গুনাহগারদের দ্বারা তিনি দোযখ পরিপূর্ণ করিবেন। অতঃপর মুমিন গুনাহগারদিকে তিনি মুক্তি দান করিবেন এবং কাফিরদিগকে তিনি চির জাহান্নামী করিবেন। তিনি কাহারও প্রতি যুলুম ও অবিচার করিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا আল্লাহ তা'আলা বিন্দু পরিমাণ কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। যদি কাহার কোন নেকী ও ভাল কাজ থাকে তবে তিনি উহাকে আরো বৃদ্ধি করিবেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا আমি কিয়ামত দিবসে ইনসাফের মীযান কায়েম করিব অতএব কাহারও প্রতি একটুও অবিচার করা হইবে না। (আম্বিয়া-৪৭) এই সম্পর্কিত আরো বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট জনৈক রাবী হইতে একটি হাদীস পৌছিয়াছে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে উহা শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর আমি একটি উট ক্রয় করিয়াছিলাম অতঃপর উহার উপর আমি হাওদা বাধিয়া সোয়ার হইলাম এবং দীর্ঘ এক মাস সফর করিয়া 'শাম' দেশে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম, তিনি হইলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস। আমি দরবানকে বলিলাম, তুমি গিয়া তাহাকে বল, জাবির আপনার সাক্ষাতের জন্য দরজায় অপেক্ষা করিতেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে

উনাইস (রা) বলিলেন, ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বলিলাম, হাঁ অতঃপর তিনি কাপড় পেচাইতে পেচাইতে বাহির হইলেন এবং আমাকে গলায় লাগাইলেন আমি ও তাহার গলায় জড়াইয়া ধরিলাম। অতঃপর আমি বলিলাম, আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট একটি হাদীস পৌঁছাইয়াছে যাহা আপনি প্রতিশোধ লওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আমার আশংকা হইতেছিল যে আপনার নিকট হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিবার পূর্বে হয় আমি নয় আপনি ইন্তেকাল করিবেন। এই কারণেই আমি দ্রুত সফর করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জমা করিবেন কিংবা তিনি বলিয়াছেন, বান্দাদিগকে একত্রিত করিবেন উলঙ্গ খতনা ব্যতিত ও অসহায়বস্থায়। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে এমন স্বরে ডাকিবেন যাহা নিকটবর্তী লোকেরা যেমন শুনিতে পাইবে দূরবর্তী লোকেরাও তদ্রূপ শুনিতে পাইবে। তিনি বলিলেন, আমি সম্রাট এবং আমি বিনিময় দানকারী। কোন জাহান্নামী ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি বেহশতবাসী হইতে তাহার হক আদায় করিয়া দিব। আর কোন বেহেশতবাসীও ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না যাবৎ না আমি তাহার হক দোযখবাসী হইতে আদায় করিয়া দিব। আমরা বলিলাম, আমরা তো সেইদন আল্লাহর দরবারে খালী পা উলঙ্গ শরীর ও খতনা বিহীন অসহায়বস্থায় উপস্থিত হইব এমতাবস্থায় আমাদের হক কিভাবে আদায় করা হইবে? তিনি বলিলেন হাঁ এই অবস্থায়-ই প্রত্যেকের ন্যায় ও অন্যায়ের হক আদায় করা হইবে। হযরত শু'বা (র) উসমান ইবনে আফফান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتَقْتَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। শিংবিহীন ছাগল কিয়ামত দিবসে শিংবিশিষ্ট ছাগল হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য সূত্রেও হাদীসটির সমর্থনে আরো হাদীস বর্ণিত আছে। وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য সমর্থনকারী হাদীস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

(৫০) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ط
كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهٖ ط أَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ أَوْلِيَآءَ
مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ط بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ○

৫০. এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিশিতাগণকে বলিয়াছিলাম, আদমের প্রতি সিজদা কর তখন সকলেই সিজদা করিল ইব্‌লীস ব্যতীত; সে জ্বিনদিগের একজন, যে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারাতো তোমাদিগের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলায় মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া বলেন, ইবলিস তোমাদের শত্রু বরং তোমাদের আদী পিতা আদম (আ)-এরও শত্রু। এবং যে ব্যক্তি পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়া সেই পরম শত্রু ইবলীসের অনুকরণ করে তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে আল্লাহ তাহাকে ধমক দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ যখন আমি সমস্ত ফিরিশ্‌তাদিগকে হুকুম করিলাম। اُسْجُدُوْا لاٰدم। তোমরা আদম (আ) সম্মানের সিজদা কর। যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًامِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَسْنُوْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِىْ فَقَعُوْالَهُ سَاجِدِيْنَ যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদিগকে বলিলেন আমি পচা কর্দম হইতে তৈয়ারী শুষ্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিব যখন আমি উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিব এবং উহাতে আমার রূহ ফুঁকিব তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজদায় অবনত হইবে। قوله فَسَجَدُوْا اِلاَّ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ অতঃপর সকলেই সিজদা করিল কিন্তু ইবলীস করিল না। সে জ্বিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার মূল ছিল খারাপ। সেছিল আগুনের তৈয়ারী সুতরাং অহংকার করিয়া সে সিজদা করিতে বিরত থাকিল। অপরপক্ষে ফিরিশ্‌তারা ছিল নূর দ্বারা সৃষ্ট যেমন মুসলিম শরীফ হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন خَلَقَتُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَخَلَقَ اِبْلِيْسَ مِنْ مَارِجٍ مِّنْ نَارٍ الخ ফিরিশ্‌তারা সৃষ্ট হইয়াছে নূর দ্বারা এবং ইবলীসকে সৃষ্টি করা হইয়াছে ফুলকী বিশিষ্ট আগুন দ্বারা এবং আদম (আ) কে যাহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কথা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক বস্তু তাহার মূলে ফিরিয়া আসে এবং পাত্রে যাহা থাকে উপুড় করিলে উহাই নির্গত হয়। যদিও ইবলীস ফিরিশ্‌তাদের মত আমল করিতেছিল তাহাদের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল এবং আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিল এই কারণেই ফিরিশ্‌তাদের সহিত তাহাকেও সিজদা করবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া সে তাহার আসল রূপ প্রকাশ করিল। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, মূলত ইবলীস জ্বিন ছিল এবং তাহাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। اَنَاخَيْرٌمِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ আমি তো তাহার তুলনায় উত্তম আমাকে আপনি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি দ্বারা। অতএব আমি কেন তাহাকে সিজদা করিব?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, ইবলীস কখনও ফিরিশ্তা ছিল না। সে ছিল আদী জ্বিন যেমন হযরত আদম (আ) ছিলেন আদী মানব। ইবনে জরীর (র) বিশুদ্ধ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহহাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস ফিরিশ্তাদের এক শ্রেণীভুক্ত ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। যাহাদিগকে অতি উত্তপ্ত আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইবলীসের নাম ছিল হারিস। বেহেশতের দরবানদের একজন ছিল। ফিরিশ্তাদিগকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে তাঁহারা ফিরিশ্তাদের উল্লেখিত শ্রেণী হইতে পৃথক ছিল। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র যেই সকল জ্বিনদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে আগুনের ফুলকী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে আরো বর্ণনা করেন ইবলীস সম্মানিত ফিরিশ্তা ও ভদ্র বংশীয় ছিল। সে বেহেশত সমূহের দারোগা ছিল। আসমান ও দুনিয়ার সাম্রাজ্য তাহারই ছিল। এবং এই কারণে তাহার মনে অহংকার সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহ জানিত না এবং আল্লাহ সিজদার হুকুমের মাধ্যমে তাহার সেই অহংকার প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। فَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ। অতঃপর সে অহংকার করিয়া পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া ছিল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, كَانَ مِنَ الْجِنِّ এর অর্থ হইল সে জান্নাতসমূহের দারোগা ও প্রহরী ছিল। যেমন বলা হইয়া তাকে مَكِّيٌّ অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী مَدَنِيٌّ মদীনার অধিবাসী بَصْرِيٌّ বসরার অধিবাসী كُوْفِيٌّ কুফার অধিবাসী। ইবনে জুরাইজ (র) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস বেহেশতের প্রহরী ছিল এবং প্রথম আসমানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহারই ছিল। ইবনে জরীর (র) বলেন, আ'মাশ (র)....হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর হইতে বর্ণিত যে, ইবলীস প্রথম আসমানের সরদার ছিল। ইবনে ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন ইবলীস, গুনাহ্ করিবার পূর্বে ফিরিশ্তা ছিল, তাহার নাম ছিল আযাযীল। পৃথিবীতে বসবাস করিত। ফিরিশ্তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি ইলমের অধিকারী ছিল এবং ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে ফিরিশ্তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি চেষ্টা সাধনা করিত। তাহার গোত্রের নাম ছিল জ্বিন।

ইবনে জুরাইজ (রা) বলেন, তাওআমার আযাদকৃত গোলাম সালেহ ও শরীক ইবন আবূ নাসির উভয় কিংবা তাহাদের একজন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ফিরিশ্তাদের মধ্যে একটি গোত্র ছিল যাহাকে জ্বিন বলা হইত। ইবলীস ছিল সেই গোত্রভুক্ত। আসমান ও যমীনে তাহার যাতায়াত ছিল। সে আল্লাহর নাফরমানী করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন অতএব তিনি তাহাকে বিতাড়িত শয়তান বানাইয়া ছিলেন এবং সে অভিশপ্ত হইল। অহংকারের কারণে কেহ

গুনাহ করিলে তাহার তওবার আশা করা যায় না। অবশ্য অহংকার ব্যতিত অন্য কোন গুনাহ হইলে তাহার তওবা হইতে নিরাশ হওয়াও উচিৎ নহে। হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, ইবলীস বেহেশতের মধ্যে কাজ কর্ম করিত। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই ধরনের আরো অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। ইহার কিছু রেওয়ায়েত এমনও আছে যাহা আমাদের নিকট যে নিশ্চিত সত্য রহিয়াছে উহার বিরোধী হওয়ার কারণে নিশ্চিত মিথ্যা। কুরআনের সঠিক তথ্য থাকা অবস্থায় ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই। বিশেষতঃ উহার মধ্যে যখন বহু পরিবর্তন পরিবর্ধন হইয়া গিয়াছে। আহলে কিতাবরা বহু কিছু নিজেরা গড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলনা যাহারা এই সকল পরিবর্তন পরিবর্ধন ও মনগড়া বিষয়সমূহ হইতে সত্য উদঘাটন করিয়া মিথ্যাকে বিলুপ্ত করিতে পারিত। অথচ, আল্লাহ এই উম্মতের মধ্যে এমন আয়েম্মা, উলামা, নেককার মহাপণ্ডিত সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা সত্য মিথ্যাকে পরখ করিতে সক্ষম। যাহারা হাদীসসমূহ সংকলন করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে সহীহ, হাসান, যয়ীফ, মুনকার, মাওযূ, মাত্রূক ইত্যাদী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আর যাহারা মিথ্যা হাদীস পড়িয়াছে। যাহারা মিথ্যা কথা বলিত ও অপরিচিত ছিল তাহাদের পরিচয় দান করিয়া তাহাদিগের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত থাকে বাতিল হইতে উহা পৃথক থাকে এবং কেহ যেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে কোন মিথ্যাকে প্রচলিত করিতে এবং বাতিলকে হকের সহিত মিলাইয়া দিতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা সেই সকল মহতি ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন এবং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। আর ফিরদাউস নামক বেহেশতে তাহাদিগকে আশ্রয় দান করুন। তাহারা অবশ্যই এই মর্যাদার অধিকারী।

فَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ অতঃপর ইবলীস তাহার প্রতিপালকের আদেশ আমান্য করিল। তাহার আনুগত হইতে বাহির হইল। اَلْفِسْقُ শব্দের অর্থ হইল, বাহির হওয়া। বলা হইয়া তাকে فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ খেজুর চুমুর হইতে বাহির হইয়াছে فَسَقَتِ الْفَارَةُ مِنْ جُحْرِهَا ইদুর তাহার গর্ত হইতে অনিষ্ট করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ধমক দিয়া বলেন, اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ তোমরা আমার পরিবর্তে মনবজাতির এবং পরম শত্রু ইবলীসকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে? بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا যালিমদের জন্য এই বদল অত্যধিক জঘন্য। এই মাকামটি ঠিক তদ্রূপ যেমন সূরা ইয়াসীনে কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থা এবং সৎ ও অসৎদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ হইয়াছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ...اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ হে অপরাধীরা। আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও.....

(٥١) مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ص وَ
مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا ○

৫১. আকাশ মন্ডলীর ও পৃথিবীর সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে ডাকি নাই। এবং উহাদিগের সৃজনকালেও নহে, আমি বিভ্রান্তকারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবার নহি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন এই মুশরিকরা আমাকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো তোমাদের মতই তাহারাও কোন সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। আমি যখন আসমান যমীন সৃষ্টি করিয়াছি তখন তাহাদিগকে উহাতে শরীক করি নাই বরং তখনতো তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। আল্লাহ ইরশাদ করেন সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিবার বেলায় উহা নির্ধারণ ও পরিচালনা করিবার বেলায় আমার সহিত কেহ শরীক নাই। আমার কোন সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাও নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمَاوَاتِ
وَلاَفِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
عِنْدَهُ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ -

আপনি বলিয়া দিন আল্লাহ ব্যতিত যাহাদিগকে তোমরা উপাস্য মনে করিতেছ তাহাদিগকে ডাকিয়া দেখ তাহারা তো আসমান যমীনের কোন কিছুরই কর্তৃত্বের অধিকারী নহে উহাতে তাহাদের কোনই অংশিদারীত্ব নাই। তাহাদের কেহ আল্লাহ সাহায্যকারীও নহে। আল্লাহর নিকট কাহারও কোন সুপারিশও গৃহিত হইবে না। অবশ্য যাহাকে তিনি সুপারিশের অনুমতি দান করিবেন (সাবা-২২-২৩)। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا আর আমি তো বিভ্রান্তকারীদিগকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করি না। মালেক (র) বলেন, عَضُدًا অর্থ সাহায্যকারী।

(٥٢) وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَاۤءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ○

(٥٣) وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا ○

৫২. এবং সেই দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তিনি বলিবেন তেমরা যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে তাহাদিগকে আহ্বান কর। উহারা তখন তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা উহাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। এবং উহাদিগের উভয়ের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিব এক ধ্বংস গহ্বর।

৫৩. অপরাধীরা আগুন দেখিয়া বুঝিবে যে উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাইবে না।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মখলূকের সম্মুখে মুশরিকদিগকে লজ্জিত করিবার জন্য বলিবেন نَادُوْا شُرَكَاءِىَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ তোমরা দুনিয়ায় যাহাদিগকে আমার শরীক মনে করিতে আজ তোমরা উহাদিগকে ডাকিয়া দেখ। তাহারা তোমাদিগকে শাস্তি হইতে মুক্তি দিতে পারে কিনা, যেমন ইরশাদ হইয়াছে

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ

তোমরা আমার নিকট একা একাই আসিয়াছ যেমন আমি তোমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং দুনিয়ায় যাহা কিছু তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছিলাম উহা সবই তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আর তোমাদের সহিত সেই সকল শরীকদিগকেও দেখিতেছি না যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহর শরীক মনে করিতে। তোমাদের পারস্পরিক সেই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের ধারণা বাতিল প্রমাণিত হইয়াছে।

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে ডাকিবে কিন্তু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে ডাক। তাহারা ডাকিবে, কিন্তু তাহারা কোন জবাব দিবে না। ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে আছে যে আল্লাহকে বাদ দিয়া তাহাকে ডাকে যে তাহার ডাকে সাড়া দেয় না। ইরশাদ হইয়াছে وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا আল্লাহ ব্যতিত তাহারা বহু উপাস্য স্থির করিয়াছে যেন তাহারা উহাদের দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারে। كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কিন্তু এইরূপ কখনও হইবে না। তাহারা তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের বিরোধী হইয়া যাইবে।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে বলিয়াছেন مَوْبِقًا অর্থ مُهْلِكٌ ধ্বংসের স্থান। অর্থাৎ আমি তাহাদের উপাস্য ও তাহাদের মাঝে ধ্বংসের গহ্বর করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে ওমর বিকালী আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন مَوْبِقٌ একটি গভীর

উপত্যকা হইবে যাহা সৎ লোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া রাখিবে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, ইহা জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ছিনান কায্যায....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا এর মধ্যে مَوْبِقٌ হইল জাহান্নামের মধ্যে রক্ত ও পূজের এক উপত্যকা। হাসান বসরী (র) বলেন, مَوْبِقٌ অর্থ শত্রুতা অগ্রপশ্চাতে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, এখানে مَوْبِقٌ অর্থ ধ্বংসের স্থান। অবশ্য জাহান্নামের উপত্যকা ও অন্যান্য অর্থও হইতে পারে। এ আয়াতের মর্ম হইল, মুশরিক এবং তাহাদের উপাস্যদের মধ্যে সাক্ষাতের কোন উপায় থাকিবে না। উভয়দলকে কিয়ামত দিবসে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। উভয়ের মাঝে এক বিরাট ধ্বংস গহ্বর থাকিবে। যদি مِنْهُمْ এর ضَمِيْر এর مَرْجَعْ মুমিন ও কাফির হয় তবে অর্থ হইবে আমি মুমিন ও কাফিদের মধ্যে ধ্বংস গহ্বর করিয়া দিব। যেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সৎলোক ও অসৎ কাফিরদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ হইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ। যেই কিয়ামত কায়েম হইবে সেই দিন তাহারা পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। আরো ইরশাদ হইয়া يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُوْنَ যেই দিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীরা আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও। ইরশাদ হইয়াছে

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

আর যেইদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিবে অতঃপর তাহাদের মধ্যে আমি বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিব। .... এবং যাহা কিছু তাহারা গড়িয়া লইয়াছিল উহার সব কিছু উদাও হইয়া যাইবে। قوله وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا যখন জাহান্নামকে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা সত্তর হাজার লেগাম দ্বারা টানিয়া আনিবে এবং অপরাধীরা উহা দেখিতে পাইবে তখন তাহার ধারণা করিবে যে, তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহাতে পতিত হইবার এই দুশ্চিন্তাই হইবে একটি অধিকতর নগদ শাস্তি। কিন্তু لَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا উহা হইতে রক্ষা পাইবার তাহাদের কোন উপায় থাকিবে না।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত যে তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কাফির যখন জাহান্নাম দেখিবে, তখন সে উহা দেখিয়া ধারণা করিবে যে যেন উহাতে পতিত হইবে এবং এই দুশ্চিন্তায় সে চারশত বৎসর কাটাইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র)....আবূ সায়ীদ (রা)

হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। কাফিরকে পঞ্চাশ হাজার বৎসর খাড়া করিয়া রাখা হইবে যেন সে দুনিয়ায় কোন আমল-ই করেন নাই। কিন্তু যখন সে জাহান্নামকে দেখিবে, তখন সে মনে করিবে যে সে উহাতে পতিত হইবে এবং এই দুশ্চিন্তায়-ই সে চারশত বৎসর কাটাইবে।

(٥٤) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ○

৫৪. আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি। মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সব বিষয়সমূহকে স্পষ্টভাবে খুলিয়া খুলিয়া বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা সত্য হইতে ভ্রষ্ট না হয় এবং হেদায়েতের পথ হইতে বিচ্যুত না হয়। অথচ, তাহারা এই স্পষ্ট বর্ণনা এবং হক ও বাতিলকে পৃথক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও অধিক তর্কবাজী করে। অধিক ঝগড়া করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং সত্য পথ দেখাইয়াছেন তাহারা গুমরাহ হয় না এবং বিতর্কেও অবতীর্ণ হয় না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবুল ইয়ামান শু'আইব, যুহরী আলী ইবন হুসাইন, হযরত আলী ইবন আবূ তালের (রা) হইতে বর্ণিত যে একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক রাত্রে তাহার ও ফাতেমা (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, اَلَاتُصَلِّيَانِ তোমরা ঘুমাইয়া আছ সালাত পড়িতেছ না? তখন আমি বলিলাম, আমাদের প্রাণ আল্লাহর হাতে তিনি যখন আমাদিগকে জাগ্রত করেন আমরা জাগ্রত হই। আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) নীরবে চলিয়া গেলেন এবং তখন কোন উত্তর-ই করিলেন না। কিন্তু যখন তিনি ফিরিয়া যাইতেছিলেন তখন তাহাকে উরুর উপর হাত মারিতে মারিতে আমি এই কথা বলিতে শুনিলাম وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক তর্কবাজ।

(٥٥) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ○

(٥٦) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا ○

৫৫. যখন উহাদিগের নিকট পথ-নির্দেশ আসে তখন মানুষকে ঈমান আনা এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত রাখে কেবল ইহা যে, তাহাদের নিকট পূর্ববর্তীতের বেলায় অনুসৃত রীতি আসুক অথবা আসুক তাহাদের নিকট সরাসরি আযাব।

৫৬. আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলগণকে পাঠাইয়া থাকি, কিন্তু কাফিরগণ মিথ্যা অবলম্বনে বিতন্ডা করে উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য এবং আমার নিদর্শনাবলী ও যদ্বারা উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই সমস্তকে উহারা বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা পূর্ববতী ও পরবর্তী কাফিদের অহংকার ও তাহাদের সত্যকে অস্বীকার করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, তাহারা স্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে সত্যকে অনুসরণ করিতে তাহাদিগকে কোন বস্তু বাধা দিয়াছেন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন তাহাদের নিকট যেই শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছিল তাহারা উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল এবং সত্যের অনুসরণ করিতে কেবল ইহাই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহারা স্বীয় নবীকে বলিয়াছিল فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আসমানের টুকরা আমাদের উপর ফেলিয়া দাও। অন্যরা বলিয়াছিল اِئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ কর। কুরাইশরা নবী করীম (সা) কে বলিয়াছিল

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

হে আল্লাহ ইহা যদি সত্য হয় তবে আমাদের অস্বীকৃতির কারণে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন শাস্তি প্রদান করুন।

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ لَوْمَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

তাহারা বলিল, হে ব্যক্তি! যাহার উপর যিকির অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তুমি অবশ্যই পাগল। যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে কেন আমাদের নিকট ফিরিশ্তাদিগকে উপস্থিত কর না। আরো অনেক আয়াত এমন আছে যাহার দ্বারা বুঝা যায় যে কাফিররা আল্লাহর পক্ষ হইতে শাস্তি আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ। অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই আযাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা বেষ্টন

করিবে। اَوْيَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا কিংবা সামনাসামনি আযাব দেখিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ আর আমি শাস্তি সমাগত হইবার পূর্বে রাসূলগণকে মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ দাতা ও অস্বীকারকারী বিরোধীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। অতঃপর কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে তাহারা يُجَادِلُوْنَ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ বাতিল অবলম্বন করিয়া বিতর্কে অবতীর্ণ হয় যেন, উহার সাহায্যে সত্যকে দুর্বল করিতে পারে যেই সত্য তাহাদের রাসূলগণ তাহাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ। وَاتَّخَذُوْا اٰيَاتِىْ وَمَا اُنْذِرُوْا هُزُوًّا আর তাহারা আমার নিদর্শনসমূহ ও সেই দলীল প্রমাণসমূহকে যাহা সহ রাসূলগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যেই আযাব ও শাস্তি দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল উহাকে তাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপের বস্তু বানাইয়াছিল।

(٥٧) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ
مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ط اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ
فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا ○

(٥٨) وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ ط لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ
لَهُمُ الْعَذَابَ ط بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا ○

(٥٩) وَتِلْكَ الْقُرٰٓى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ
مَّوْعِدًا ○ع

৫৭. কোন ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পর সে যদি উহা হইতে মুখ ফিরিয়া লয় এবং তাহার কৃতকর্মসমূহ ভুলিয়া যায় তবে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি উহাদিগের অন্তরের উপর

আবরণ দিয়াছি যেন উহারা কুরআন বুঝিতে না পারে এবং উহাদিগরে কানে বধিরতা আটিয়া দিয়াছি; তুমি উহাদিগকে সৎপথে আহ্বান করিলেও উহারা কখনও সৎ পথে আসিবে না।

৫৮. এবং তোমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল দয়াবন, উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি উহাদিগকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন, তবে তিনি উহাদিগের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুতি মুহূর্ত যাহা হইতে উহারা কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না।

৫৯. ঐসব জনপদ—উহাদিগের অধিবাসীবৃন্দকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম, যখন উহারা সীমালংঘন করিয়াছিল এবং উহাদিগের ধ্বংসের জন্য আমি স্থির করলাম এক নির্দিষ্ট ক্ষণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা বল দেখি, সেই লোক হইতে অধিকতর পাপী ও যালিম আর কে হইবে, যাহাকে আল্লাহর আয়াত দ্বারা বুঝান হইয়াছে কিন্তু সে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে বানাওটি করিয়া উহা ভুলিয়াছে উহার প্রতি মনোনিবেশ করে নাই وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَهُ এবং পূর্বে যেই সকল অপকর্ম করিয়াছে উহাও সে ভুলিয়াছে اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আমি এই ধরনের লোকদের অন্তরে পর্দা রাখিয়া দিয়াছি اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তাহারা উহা বুঝিতে না পারে। وَفِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا আর তাহাদের কর্ণকুহরে সত্যের বাণী শ্রবণ হইতে বধিরতার বোঝা রাখিয়া দিয়াছি। وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذًا اَبَدًا যদি আপনি তাহাদিগকে হেদায়েতের প্রতি আহ্বান করেন তবে তাহারা কখনও হেদায়েত প্রাপ্ত হইবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ হে মুহম্মদ! (সা) আপনার প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল এবং প্রশস্ত রহমতের অধিকারী وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ যদি তিনি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করিতেন তবে তাহাদের জন্য শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ بِمَا كَسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে একটি প্রাণীও অবশিষ্ট রাখিতেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ

আপনার পালনকর্তা মানুষের যুলুমকে বড়ই ক্ষমাকারী এবং আপনার পালনকর্তা বড় কঠিন শাস্তিদাতা। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন বড় ধৈর্য ধারণ করেন অনেকের গুনাহকে গোপন রাখেন ও ক্ষমা করিয়া দেন এবং অনেক সময় কোন কোন লোককে গুমরাহী হইতে হেদায়েতের প্রতি পথ প্রদর্শন করেন। আর যেই ব্যক্তি গুমরাহীর উপর

দৃঢ় থাকে তাহার জন্য এমন ভয়াবহ দিন আসিতেছে যেই দিনে শিশুও বৃদ্ধ হইবে এবং সকল গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত করিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْئِلًا তাহাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় রহিয়াছে তখন তাহারা কোন আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া পাইবে না। وَتِلْكَ الْقُرٰى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا এবং পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন কুফর অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا এবং তাহাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত সময় করিয়াছি। সেই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কিংবা পরে তাহাদের উপর শাস্তি আসে নাই বরং ঠিক সময়মতই শাস্তি আসিয়াছে। হে মুশরিকগণ! তোমরাও কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে অস্বীকার করিয়াছ এবং পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মত অপেক্ষা তোমরা আমার নিকট প্রিয় নয় অতএব তোমাদের উপরও নির্দিষ্ট সময়েই শাস্তি আসিবে সুতরাং আমার শাস্তিকে ভয় কর। এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেই শাস্তি আসিয়াছিল তদ্রূপ তোমাদের উপরও না আসে সেই জন্য সতর্ক হইয়া যাও।

(٦٠) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا ○

(٦١) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا ○

(٦٢) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا ز لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ○

(٦٣) قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ز وَمَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا ○

(٦٤) قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ○

(٦٥) فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ○

৬০. স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সংগীকে বলিয়াছিল, দুই সমূদ্রের সংগমস্থলে না পৌঁছিয়া আমি থামিব অথবা আমি যুগ যুগ ধরিয়া চলিতে থাকিব।

৬১. উহারা উভয়ে যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল উহারা নিজদিগের মৎস্যের কথা ভুলিয়া গেল; উহা সুড়ংগের মত পথ করিয়া সমুদ্রে নামিয়া গেল।

৬২. যখন উহারা আরো অগ্রসর হইল মূসা তাহার সংগীকে বলিল, আমাদিগের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদিগের এই সফরে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

৬৩. সে বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন আমি মৎস্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম? শয়তানই উহার কথা বলিতে আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছিল, মৎস্যটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করিয়া নামিয়া গেল সমূদ্রে।

৬৪. মূসা বলিল, আমরাতো সেই স্থানটির অনুসন্ধান করিতেছিলাম। অতঃপর উহারা নিজদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া ফিরিয়া চলিল।

৬৫. অতঃপর উহারা সক্ষাত পাইল আমার বান্দাদিগের মধ্যে একজনের যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ দান করিয়াছিলাম ও আমার নিকট হইতে শিক্ষা দিয়াছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) তাহার সঙ্গী হযরত ইউশা ইবন নূনকে যেই কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহার কারণ হইল, হযরত মূসা (আ) কে বলা হইয়াছিল দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আল্লাহর এক বিশিষ্ট বান্দা আছেন যাহাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানভাডার হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা হইতে হযরত মূসা বঞ্চিত। অতএব হযরত মূসা (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য রওনা হইলেন এবং তাহার সংগীকে বলিলেন لَا اَبْرَحُ আমি আমার সফর চালু রাখিব حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ। যাবত না দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিব।

কাতাদা (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সমুদ্র দুইটি হইল পারস্য উপসাগরের পূর্ব প্রান্ত এবং রূম সাগরের পশ্চিম প্রান্তরে সংগমস্থল। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র) বলেন, এই সংগমস্থলটি হইল বিলাদে মাগরিবের শেষ প্রান্ত তুন্ধা নামক স্থানে অবস্থিত। اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا অর্থ যদিও কয়েক বৎসর যাবৎ ধরিয়াও চলিতে হয় তবুও চলিতে থাকিব। ইবনে জরীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষাবিদ বলেন, কয়েস গোত্রের ভাষায় حُقُبَةٌ বলা হয় বৎসরকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, حُقُبَةٌ অর্থ আশি বৎস। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সত্তর খরীফ, আলী ইবনে তালহা (র) আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا অর্থ اَمْضِىَ دَهْرًا কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ (র)ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন قَوْلُهُ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا যখন তাহারা দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছিল তাহারা তাহাদের মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। হযরত মূসা (আ) কে মাছ তুলিয়া সংগে লইবার হুকুম ছিল। এবং তাঁহাকে

এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, যেইখানে মাছটি হারাইয়া যাইবে সেই স্থানই আপনার লক্ষ্যস্থল। তাহারা চলিতে থাকিলেন এমন কি তাহরা উক্ত সংগমস্থলে পৌছিয়া গেলেন। উক্ত স্থানে একটি ঝর্ণা ছিল তাহাকে বলা হইত عَيْنَ الْحَيَاةِ সঞ্জীবনী ঝর্ণা। তাহারা উভয়ই তথায় নিদ্রা গেলেন এবং ঐ ঝর্ণার পানি মাছটি স্পর্শ করিতেই মাছটি নড়া দিয়া উঠিল। মাছটি হযরত ইউশা (আ)-এর একটি থলের মধ্যে ছিল। কিন্তু পানির স্পর্শ পাইতেই উহা সমুদ্রে লাফ দিল। হযরত ইউশা জাগ্রত হইলেন কিন্তু মাছটি তখন তাহার সম্মুখে পানির মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল। এবং মাছটির চলার পর পানি পরস্পর মিলিত হইল না বরং একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় রহিয়া গেল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا এবং সমুদ্রে ঠিক তদ্রূপ সুড়ঙ্গের ন্যায় পথ করিয়া লইল। যেমন মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ করা হয়। ইবনে জুরাইজ (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন পাথরে যেমন ছিদ্র হয় পানির মধ্যে ঠিক তদ্রূপ ছিদ্র হইয়া গেল। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মাছটি যখন সমুদ্রে চলিতে লাগিল তখন উহাতে একেবারেই পানি স্পর্শ করিতেছিল না যেন পাথরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। মুহম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, যুহরী (র)....উবাই ইবনে কা'ব (ব) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই ঘটনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করিয়াছেন মানবজাতির ইতিহাসে পানি কখনও এইরূপ জমাট বাধে নাই যেমন মাছটি চলিবার স্থানে জমাট বাঁধিয়াছিল। পানি জমাট বাধিয়া উক্ত স্থানে একটি ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন মাছটির চলিবার স্থান প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন ذٰلِكَ مَاكُنَّا تَبْغِىْ ইহাই তো আমরা খুঁজিতেছিলাম। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, সমুদ্রের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া মাছটি চলিতেছিল এবং যেইস্থান দিয়া চলিতেছিল তথায় পানি জমাট বাধিয়া যাইতেছিল।

فَلَمَّا جَاوَزَ যখন তাহারা সেই স্থান অতিক্রম করিলেন তাহারা মাছের কথা ভুলিয়া গেলেন। এখানে মনে রাখা উচিৎ যে, মাছের কথা বলিয়াছিলেন, হযরত ইউশা (আ) অথচ আয়াতের মধ্যে উভয়ের প্রতি 'ভুল' সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। এখানে উভয়ের প্রতি সম্বন্ধিত করিবার বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন, يَخْرِجُ مِنْهَا اللُّؤْلُوَ وَالْمَرْجَانُ মুক্তা ও মারজান কেবল লবণাক্ত সমুদ্রে পাওয়া যায় অথচ, অত্র আয়াতে মিষ্ট ও লবণাক্ত উভয় প্রকার সমুদ্র হইতে ইহা প্রাপ্ত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যেই স্থানে তাহারা মাছটিকে ভুলিয়া রাখিয়াছিল সেইস্থান হইতে এক 'মারহালা' পথ অতিক্রম করিবার পর হযরত মূসা (আ) বলিলেন اٰتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে

আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি।

قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَاَنْسَانِيْهُ اِلَّا
الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ

হযরত ইউশা বলিলেন, আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি?আমরা যখন পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম উহার নিকট আমি মাছটি ভুলিয়াছি এবং আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তান আমাকে ভুলাইয়া দিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এখানে اَنْ اَذْكُرَلَهُ পড়িতেন। فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا। অতঃপর আশ্চার্যজনকভাবে মাছটি স্বীয় পথ করিয়া লইল। قَالَ مَالَنَا نَبْغِى তিনি বলিলেন ইহাই আমরা খুঁজিতেছিলাম। فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا অতঃপর তাহারা তাহাদের পায়ের চিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا অতঃপর তাহারা আমার এক বিশিষ্ট বান্দার সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, যাহাকে আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছি এবং আমার নিকট হইতে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছি। আল্লাহর এই বান্দা ছিলেন হযরত খিযির (আ) বিশুদ্ধ হাদীস সমূহ দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হুমায়দী (র)....সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নওফ বিকালী বলে হযরত খিযির (আ)-এর সঙ্গী সে মূসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী নহেন । তখন হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলিলেন, كَذَبَتْ عَدُوُّ اللّٰهِ। আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলিয়াছে। উবাই ইবনে কা'ব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে ভাষণ দিতে দন্ডায়মান হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক বড় আলেম কে? তিনি বলিলেন, আমি যেহেতু তিনি তাহার জবাবে এই কথা বলিলেন না; ইহা তো আল্লাহ-ই ভাল জানেন এই কারণে আল্লাহ তাহাকে তিরস্কার করিলেন এবং অহীর মাধ্যমে তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা আছেন তিনি তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তথায় কি উপায়ে পৌছব? আল্লাহ বলিলেন, তুমি একটি মাছ সংগে লইবে এবং একটি থলের মধ্যে উহা রাখিবে এবং চলিতে চলিত যেই স্থানে মাছটিকে হারাইয়া ফেলিবে সেই স্থানেই আমার সেই বান্দাকে পাইকে। অতঃপর তিনি একটি মাছ লইয়া থলের মধ্যে রাখিলেন এবং হযরত ইউশা ইবনে নূনকে সাথে লইয়া রওয়ানা হইলেন। চলিতে চলিতে যখন তাহারা পাথরের নিকট আসিলেন তখন উহার

উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। থলের মধ্যে মাছটি নড়াচাড়া দিয়া উঠিল এবং উহা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে পড়িল। সমুদ্রের মধ্যে সে নিজের জন্য একটি সুড়ঙ্গপথ করিয়া লইল। উহার চলার পথে পানির চলাচল বন্ধ হইয়া গেল এবং একটি সুড়ংগের রূপ ধারণ করিল। হযরত মূসা (আ) যখন জাগ্রত হইলেন তখন তাঁহার সংগী মাছের কথা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর দিনের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রে চলিতে থাকিলেন। পরদিন হযরত মূসা তাহার সাথীকে বলিলেন اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا আমাদের নাস্তা আন এই সফরে আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি। অথচ, হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশিত স্থান অতিক্রম করিবার পূর্বে কোন ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাহার সংগী বলিলেন, اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهٗ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিতে ছিলাম। তখন মাছের কথা বলিতে আমি ভুলিয়াছি। আপনার নিকট উহার আলোচনা করিতে শয়তানই ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে তাহার পথ করিয়া লইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মাছটি সমুদ্রে তাহার সুড়ংগ পথ করিয়া লইল এবং হযরত মূসা ও তাহার সাথী বিস্মিত হইলেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ذٰلِكَ مَاكُنَّا نَبْغِىْ فَارْتَدَّا عَلٰى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ইহাই আমরা খুঁজিতেছিলাম অতঃপর তাহারা পথের চিহ্ন দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে তাহারা সেই পাথরের নিকট আসিলেন তথায় চাদরে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া হযরত মূসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযির বলিলেন এই ভূখন্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল! হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমি 'মূসা' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি আপনার নিকট কিছু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না। হে মূসা (আ) আল্লাহ আমাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আপনি জানেন না এবং তিনি আপনাকে এমন জ্ঞান দান করিয়াছেন যাহা আমি জানি না। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, سَتَجِدُنِىْ اِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَلَا اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার নির্দেশের বিরোধিতা করিব না। হযরত খিযির তাঁহাকে বলিলেন, فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ حَتّٰى عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করিবেন বলেন তবে যাবত না আমি নিজেই আপনাকে উহার সম্পর্কে কিছু বলিব, আপনি কোন প্রশ্ন করিবেন না।

অতঃপর তাহারা সমুদ্রকুলে চলিতে চলিতে একটি নৌকা যাইতে দেখিলেন নৌকার আরোহীদিগকে তাহারা নৌকায় উঠাইতে অনুরোধ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইল। তাহারা আরোহণ করিবার পর হঠাৎ হযরত খিযির নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তাহারা আমাদিগকে বিনা ভাড়ায়-ই নৌকায় উঠাইয়াছে আর আপনি তাহাদিগকে ডুবাইবার জন্যই নৌকার তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন? ইহা তো বড়ই অবাঞ্চিত কাজ করিয়াছেন। قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আমার সহিত আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি পাকড়াও করিবেন না। আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার সহিত কঠোরতা করিবেন না। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রথম বার হযরত মূসা (আ) হইতে ভুল-ই হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একটি পাখী আসিয়া নৌকার এক পার্শে বসিল এবং একবার কিংবা দুইবার সমুদ্রে ঠোক মারিল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আমার ও আপনার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান হইতে ঠিক ততটুকুই কম করিতে পারিয়াছে যতটুকু এই পাখীটি এই বিশাল সমুদ্রের পানি হইতে তাহার ঠোটের মাধ্যমে কম করিয়াছে। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া সমুদ্রকুলে চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ হযরত খিযির একটি ছেলেকে দেখিতে পাইল, সে অন্যান্য ছেলেদের সহিত খেলিতেছিল। তিনি তাহার মাথা ধরিয়া এমনভাবে তাহার ঘাড় মুড়াইলেন যে সে মৃত্যু বরণ করিল। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন,

اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا

আপনি একজন নিরপরাধ মানুষকে কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই হত্যা করিলেন? আপনি অবশ্যই একটি মহা অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম না যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না? তিনি বলিলেন, ইহা পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন।

قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا
فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ نِ اسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَاَبَوَا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهُ

হযরত মূসা (আ) বলিলেন ইহার পর যদি পুনরায় আর কোন প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে আর সাথে রাখিবেন না। নিশ্চিতভাবে আপনি আমার পক্ষ হইতে উযর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি জনপদে

আসিলেন। তাহারা উহার অধিবাসীদের নিকট খাবার প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে মেহমানী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম ছিল কিন্তু হযরত খিযির উহাকে সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন হযরত মূসা বলিলেন ইহারা তো এমন লোক যাহারা আমাদের আতিথেয়তা করে নাই এবং খাবারও দেয় নাই।

لَوْشِئْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

তিনি বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক লইতে পারিতেন। হযরত খিযির বলিলেন, এইখানেই আপনার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ হইবে। তবে যেই বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার ব্যাখ্যা দান করিয়া দিতেছি। হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আহ! যদি হযরত মূসা (আ) ধৈর্যধারণ করিতেন তবে আল্লাহ তাহাদের আরো অধিক সংবাদ আমাদিগকে জানাইতেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পড়িতেন وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ তাহাদের সম্মুখে একজন যালিম বাদশাহ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা লইয়া যাইত। তিনি আরো পড়িতেন وَاَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ এবং ছেলেটি কাফির ছিল এবং তাহার পিতা ছিল ঈমানদার। অতঃপর ইমাম বুখারী (র)....কুতায়বা হইতে তিনি সুফিয়ান হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন অবশ্য এই রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর মূসা (আ) বাহির হইলেন এবং তাহার সহিত তাঁহার সাথী ইউশা ইবনে নূনও বাহির হইলেন। এবং তাহাদের নিকট মাছও ছিল। তাহারা চলিতে লাগিলেন এমন কি তাহারা একটি পাথরের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর হযরত মূসা (আ) পাথরটির উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা গেলেন। সুফিয়ান বলেন, আমর হইতে বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে, পাথরটির মূলে একটি ঝর্ণা ছিল যাহাকে সঞ্জীবনী ঝর্ণা বলা হইত। যে কোন বস্তুতে উহার পানি স্পর্শ করিত উহা সজীব হইত। মাছটিতে উহার পানি স্পর্শ করিলে উহা নড়াচাড়া দিয়া উঠিল এবং থলে হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। হযরত মূসা (আ) যখন জাগ্রত হইলেন তখন তিনি তাহার যুবক সাথীকে বলিলেন, اٰتِنَا غَدَاءَ نَا আমাদের নাস্তা উপস্থিত কর। হাদীসের একাংশে রহিয়াছে একটি পাখী নৌকার পার্শ্বে আসিয়া পড়িল এবং সমুদ্রে তাহার ঠোঁট ডুবাইয়া দিল। তখন খিযির হযরত মূসা (আ) কে বলিলেন, আমার জ্ঞান, আপনার জ্ঞান এবং সমস্ত মখলুকের জ্ঞানের পরিমাণ আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই পাখীটির ঠোঁটের পানির পরিমাণ হইতে অধিক নহে।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইবরাহীম ইবনে মূসা (র) ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইবনে ইউসুফ....হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

একবার আমরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর ঘরে তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট প্রশ্ন কর। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ আব্বাস! আমার জীবন আপনার উপর বিসর্জন, কুফায় একজন গল্পকার আছে, যাহার নাম নাওফ। সে বলে, হযরত খিযির এর সাথী যে মূসা ছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত মূসা ছিলেন না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, আল্লাহর শত্রু মিথ্যা বলিয়াছে, হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন একবার হযরত মূসা (আ) মানুষকে নসীহাত করিলেন। এমনকি তাহাদের চক্ষু অশ্রুসজল হইল এবং হৃদয় কোমল হইল। তখন তিনি চলিয়া গেলেন। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এই ভূ-পৃষ্ঠে আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কি আর কেহ আছেন? তিনি বলিলেন, না, যেহেতু তিনি, "আল্লাহ-ই ইহা ভাল জানেন।" বলিলেন না এই কারণে আল্লাহ তা'আলা তিরস্কার করিলেন। বলা হইল, হে মূসা আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেমও আছে। তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তিনি কোথায়? আল্লাহ বলিলেন, দুই সমুদ্রের সংগম স্থলে। তিনি বলিলেন- হে আমার প্রতিপালক! আপনি কোন আলামত বলিয়া দিন যাহার সাহায্যে আমি তাহাকে চিনিতে পারিব। আমর ইবনে দীনারের রেওয়ায়েতে বর্ণিত, যেখানে মাছ তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবে। ইয়ালা এর বর্ণনায় রহিয়াছে, তুমি একটি মরা মাছ ধর সেই মরা মাছ যেইখানে জীবিত হইবে সেইখানে তাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) একটি মাছ ধরিয়া থলের মধ্যে রাখিলেন। এবং তাহার যুবক সাথীকে বলিলেন, তোমার কাজ শুধু এতটুকু যে যেইখানে এই মাছটি তোমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে সেই সংবাদটি শুধু আমাকে দিবে। তিনি বলিলেন, ইহা এমন কোন বড় কাজ নহে। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টিকে وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, একটি আর্দ্রস্থানে একটি পাথরের ছায়ায় হযরত মূসা ঘুমাইতেছিলেন এমন সময় মাছটি লাফ মারিয়া চলিয়া গেল। হযরত ইউশা জাগ্রত ছিলেন, তিনি ভাবিলেন হযরত মূসা জাগ্রত হইলেই তাঁহাকে এই সংবাদ দান করিব। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গেলেন। মাছটি সমুদ্রে প্রবেশ করিল। কিন্তু আল্লাহ পানির প্রবাহ বন্ধ করিয়া দিলেন অতএব পাথরে যেমন ছিদ্র হয় পানির মধ্যে তদ্রূপ ছিদ্র হইয়া গেল। হাদীসের রাবী আমর উক্ত দৃশ্যকে বুঝাইবার উভয় বৃদ্ধ অংগুলী ও উহার পার্শ্ববর্তী আংগুলীদ্বয়ের হলফা বানাইয়া বলিলেন পানির মধ্যে এইরূপ ছিদ্র হইয়াছিল। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا এই সফরে আমরা বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতঃপর তাহারা সেই পাথরের নিকট ফিরিয়া আসিলে হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। উসমান ইবনে আবূ সুলায়মান বলেন, হযরত

খিযির (আ) সমুদ্রতীরে একটি সবুজ বিছানার উপর ছিলেন। সায়ীদ ইবন জুবাইর (র) এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত, একটি কাপড়ে তিনি আবৃত ছিলেন। যাহার এক কিনারা তাঁহার পায়ের নীচে ছিল এবং অপর কিনারা ছিল মাথার নীচে হযরত মূসা (আ) তাহাকে সালাম করিলেন। তিনি মুখমন্ডল খুলিয়া বলিলেন, আমার এই ভূখন্ডে সালাম কোথা হইতে আসিল? আপনি কে? হযরত মূসা বলিলেন, আমি মূসা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, জী, হাঁ। হযরত খিযির জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যেই জ্ঞান দান করিয়াছেন, আমি উহার কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে আসিয়াছি? তিনি বলিলেন, আপনি তাওরাত গ্রন্থের অধিকারী এবং আপনার নিকট অহী অবতীর্ণ হয়। হে মূসা! ইহা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে। আমার কিছু ইলম আছে যাহা আপনার পক্ষে শিক্ষালাভ করা উচিৎ নহে এবং আপনার কিছু ইলম আছে যাহা আমার পক্ষে সমীচীন নহে। অতঃপর একটি পাখী তাহার ঠোটে সমুদ্র হইতে কিছু পানি উঠাইল। তখন হযরত খিযির বলিলেন, আল্লাহর কসম, আপনার ইলম ও আমার ইলম আল্লাহর ইলমের তুলনায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি তাহার ঠোটের সাহায্যে সমুদ্র হইতে উঠাইয়াছে। তাহারা পথ চলিতে চলিতে যখন নৌকায় আরোহণ করিলেন, তখন কিছু ছোট ছোট মাঝি দেখিতে পাইলেন, যাহারা এই পার হইতে ঐ পারে এবং ঐ পার হইতে এই পারে পারাপার করিতেছে। তাহারা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া বলিল, আল্লাহর একজন নেক বান্দা। রাবী বলেন, আমরা সায়ীদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞাসা করিলাম– তাহারা কি খিযির (আ) কে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিল; তিনি বলিলেন হাঁ। আমরা তাহাকে বিনা ভাড়ায় পার করিব। অতঃপর তিনি নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন হযরত মূসা বলিলেন أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا আপনি কি নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দেওয়ার জন্য উহাকে ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি তো বড়ই জঘন্য কাজ করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন: إِمْرًا অর্থ مُنْكَرًا অন্যায় কাজ। তিনি বলিলেন, আমি কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্য-ধারণ করিতে পারিবেন না? হযরত মূসা (আ)-এর প্রথম বারের প্রশ্ন তো ছিল ভুলক্রমে। দ্বিতীয়বারের প্রশ্ন ছিল শর্ত হিসাবে এবং তৃতীয় বারের প্রশ্ন ছিল ইচ্ছাপূর্বক পৃথক হইবার জন্যই। তিনি বলিলেন আপনি আমাকে আমার ভুলের কারণে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা চলিতে লাগিলেন হঠাৎ একটি ছেলের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত খিযির ছেলেটিকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। সায়ীদ এর রেওয়ায়েতে রহিয়াছে, তিনি কয়েকটি ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন তাহাদের মধ্য হইতে একটি চতুর কাফির ছেলেকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন এবং ছুরী দ্বারা যবাই করিলেন। হযরত

মূসা (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, আপনি একজন নিষ্পাপ নাবালেগ ছেলেকে হত্যা করিলেন? অতঃপর তাহারা চলিতে চলিতে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন এবং হযরত খিযির উহা ধরিয়া সোজা করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইয়ালা (র) বলেন, আমার ধারণা এইখানে সায়ীদ فَمَسَحَهُ بِيَدِهٖ فَاسْتَقَامَ বলিয়াছেন। তিনি তাহার হাত বুলাইলে প্রাচীরটি সোজা খাড়া হইয়া গেল। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে ইহার বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। সায়ীদ (র) এর বর্ণনায় রহিয়াছে اَجْرًا نَّاكُلُهٗ এমন বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন যাহা আমরা আহার করিতে পারিতাম।

وَكَانَ وَرَاۤءَهُمْ مَّلِكٌ তাহাদের সম্মুখে একজন বাদশাহ্ ছিল যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এখানে وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَّلِكٌ পড়িতেন। বাদশার নাম 'হাদাদ ইবন বাদাদ' বলা হইয়া থাকে নিহত ছেলের নাম ছিল "হায়সূর"। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি নৌকাটিকে এইজন্য ছিদ্র করিয়াছি যে যখন তাহারা বাদশার এলাকা দিয়া অতিক্রম করিবে তখন সে উহাকে ছিদ্র দেখিয়া ছাড়িয়া দিবে। এবং অতিক্রম করিবার পর পুনরায় তাহারা নৌকাটিকে মিরামত করিয়া লইবে। এবং উহার দ্বারা উপকৃত হইবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রহিয়াছে صَدَدُوْهَا কোন কোন রেওয়ায়েতে بِالْقَارِ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তাহারা আলকাতরা بِقَارٍ লাগাইয়া নৌকাটি ঠিক করিয়া লইবে। আর যেই ছেলেটিকে হত্যা করা হইয়াছে তাহার পিতামাতা ছিল বড় নেক ও সৎলোক এবং ছেলেটি ছিল কাফির এইক্ষেত্রে আশংকা ছিল যে ছেলের প্রতি ভালবাসায় তাহারাও তাহার অনুসরণ করিবে এবং ছেলের দ্বারা তাহারা প্রভাবিত হইবে। অতএব আমার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় অধিক বলিষ্ঠতর একটি সন্তান তাহাদিগকে দান করুন। সায়ীদ (র) ব্যতিত অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন,. اِنَّهَا اُبْدِلَا جَارِيَةً অর্থাৎ ছেলেটিকে হত্যা করিবার পর তাহাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিল।

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন একদিন হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নসীহত করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, مَا اَحَدٌ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَبِاَمْرِهٖ مِنِّىْ আল্লাহ ও তাঁহার হুকুম সম্পর্কে আমার তুলনায় অধিক অন্য কেহ জানে না। অতঃপর তাহাকে হযরত খিযির (আ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইল। হাদীসটি কিছু কম বেশীসহ পূর্ববর্তী হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবনে উমারাহ (র)....সায়িদ ইবনে জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এর নিকট বসিয়া ছিলাম তখন তাহার নিকট একদল আহলে কিতাবও ছিল। তাহাদের একজন

বলিল, হে আবূ আব্বাস! কা'ব এর স্ত্রীর পুত্র 'নাওফ' কা'ব হইতে বর্ণনা করে যে অত্র আয়াতে যেই 'মূসা' এর উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি মূসা ইবন মীশা ছিলেন। সায়ীদ (র) বলেন, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, হে সায়ীদ এই নাওফ কি এইকথা বলিয়াছে? আমি বলিলাম জী হাঁ। আমি নিজেই তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজেই শুনিয়াছ? আমি বলিলাম জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, নাওফ মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, উবাই ইবন কা'ব রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন একবার বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত মূসা (আ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আপনার বান্দাদের মধ্যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ থাকিলে আমাকে জানাইয়া দিন। তখন আল্লাহ বলিলেন, হাঁ তোমার তুলনায়ও অধিক বড় আলেম আছেন। অতঃপর তাহার পরিচয় দান করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দান করিলেন।

হযরত মূসা (আ) একজন যুবক সাথীসহ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। এবং একটি লবণাক্ত মাছও সংগে লইয়া গেলেন। তাহাকে বলা হইল, যেই স্থানে মাছটি জীবিত হইবে সেই খানেই সেই আলেমের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। হযরত মূসা (আ) তাহার যুবক সাথী ও মাছ লইয়া চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং একটি পাথর ও পানির নিকট আশ্রয় লইলেন। এই পানি ছিল সঞ্জীবনী পানি যেই ব্যক্তি উহা হইতে পান করিবে সে চিরজীবি এবং যে কোন মৃতকে এই পানি স্পর্শ করিবে সে জীবিত হইবে। যখন তাহারা ঐ স্থানে অবতীর্ণ হইলেন এবং মাছকে পানি স্পর্শ করিল মাছটি জীবিত হইল এবং সুড়ঙ্গ করিয়া সমুদ্রে চলিয়া গেল। হযরত মূসা (আ) ও তাহার সংগী যখন উক্ত স্থানটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন হযরত মূসা বলিলেন, আমাদের নাস্তা হাযির কর। এই সফরে আমাদের বড়ই ক্লান্তি হইয়াছে। যুবক বলিল, আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই যে আমরা যখন ঐ পাথরটির নিকট বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন মাছের কথা বলিতে ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আপনার নিকট উহা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছে। মাছটি আশ্চার্যজনকভাবে সমুদ্রে স্বীয় পথ করিয়া লইয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ) সেখানে ফিরিয়া সেই পাথরের নিকট আসিলেন তখন কাপড়ে আবৃত একজন লোক দেখিতে পাইলেন তিনি তাহাকে সালাম করিলেন, তিনি ও সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার আগমন ঘটিয়াছে। আপনার কওমের নিকট আপনার বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছেন আমি উহা হইতে কিছু শিক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি কিছু গায়েবী ইলম জানিতেন। হযরত মূসা (অ.) বলিলেন, হাঁ, আমি ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিব। তিনি বলিলেন, كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ يُحَطْ بِهٖ خَيْرًا যেই বিষয় সম্পর্কে আমার

কোন খবর নাই উহার উপর আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করিবেন? আপনি তো শুধু প্রকাশ্য ইনসাফের কথা জানেন। কোন গায়েবী খবর আপনি জানেন না। যাহা আমি জানি।

قَالَ سَتَجِدُنِىْ اِنْشَاۤءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَاۤ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। আমি আপনার হুকুমের বিরোধিতা করিব না। যদিও আমি আমার মত বিরোধী কিছু আমি দেখিনা কেন। তিনি বলিলেন যদি আমার অনুসরণ আপনি করিতেই চাহেন, তবে আপনার মতের বিরোধী কিছু হইলেও আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিতে পারিবেন না যাবৎ না আমি নিজেই উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিব। অতঃপর তাহারা সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগকে কেহ নৌকায় পার করিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি শক্ত নতুন নৌকা তাহারা যাইতে দেখিলেন। এত সুন্দর ও শক্ত নৌকা ইহার পূর্বে একটিও অতিক্রম করে নাই। নৌকার আরোহীদের নিকট তাহারা উহাতে আরোহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তাহারা তাহাদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে অনুমতি দিল। যখন তাহারা নৌকায় চাপিয়া বসিলেন এবং নৌকা তাহাদিগকে লইয়া গভীর সমুদ্রে লইয়া গেল তখন হযরত খিযির একটি হাতুড়ী দ্বারা নৌকার একটি তক্তা খুলিয়া ফেলিলেন এবং নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মূসা এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বলিলেন, اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا আপনি নৌকাটি ছিদ্র করিয়া দিলেন? আপনি কি নৌকার আরোহীদিগকে ডুবাইয়া দিবেন? আপনি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ তিনি বলিলেন আমি কি পূর্বেই বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুল হইয়াছে। আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না। وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করিবেন না। অতঃপর তাহারা নৌকা হইতে নামিয়া চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে এক জন-বসতীতে কিছু ছেলেকে খেলিতে দেখিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক চতুর সর্বাপেক্ষা বেশী সুন্দর একটির হাত ধরিয়া হযরত খিযির একটি পাথরের আঘাতে তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিলেন। এইভাবে ছেলেটি নিহত হইল। হযরত মূসা (আ) এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُكْرًا আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিলেন? আপনিতো অত্যন্ত জঘন্য কাজ করিয়াছেন।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا - قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ
فَلَاتُصَاحِبْنِيْ قَدْبَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا

তিনি বলিলেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ইহার পর যদি আপনাকে পুনরায় আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আমাকে আর আপনার সংগে রাখিবেন না। আমার পক্ষ হইতে আপনি ওযর প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আমার ব্যাপারে আপনাকে কোন অভিযোগ করিব না।

فَانْطَلَقَا حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ ِاسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا قَالُوْا اَنْ يَّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَاجِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ

তাহারা চলিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহারা এক জনবসতীতে পৌঁছাইয়া আহার্য প্রার্থনা করিলেন কিন্তু তাহারা তাহাদের অতিথেয়তা করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তিনি একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিয়া উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا আপনি ইচ্ছা করিলে তো ইহার পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারিতেন। অর্থাৎ এই জনবসতীর লোক তো এতই কৃপণ যে আমরা তাহাদের নিকট খাবার প্রার্থনা করিলাম কিন্তু তাহারা খাবার দিতেও অস্বীকৃতি জানাইল এবং আমাদের আতিথেয়তাও করিল না এই পরিস্থিতিতে আপনি কোন বিনিময় ছাড়াই তাহাদের কাজ করিয়া দিলেন। আপনি ইচ্ছা করিলে তো এই কাজের বিনিময় লইতে পারিতেন। তখন তিনি বলিলেন,

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا - اَمَّا
السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ فَارَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
مَلِكٌ يَاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا

এখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। তবে যেই বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধারণ করিতে পারেন নাই আমি উহার তাৎপর্য আপনাকে বলিয়া দিতেছি। নৌকাটি ছিল কিছু দরিদ্রলোকের যাহারা সমুদ্রে কাজ করিত। তাহাদের সম্মুখে একজন যালিম বাদশাহ ছিল, যে জোরপূর্বক সকল নৌকা কাড়িয়া লইত এই কারণে আমি নৌকাটিকে দোষযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলাম। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা)-এর কিরাতে রহিয়াছে كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ অর্থাৎ উক্ত বাদশাহ সকল নির্দোষ ও ভাল নৌকাগুলি কাড়িয়া লইত। এই কারণে আমি উহাকে দোষযুক্ত করিয়াছিলাম উক্ত বাদশাহ ভাংগা নৌকা দেখিয়া ফিরিয়া যায়। আর ছেলেটির পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার বিশ্বাসী। কিন্তু আমি আশংকা করিতেছি যে অবাধ্য ও কুফর দ্বারা সে তাহাদিগকে প্রভাবিত করিবে। অতঃপর

আমি ইচ্ছা করিলাম যে তাহাদের পালনকর্তা তাহাদিগকে পবিত্রতায় তাহার চাইতে উত্তম এবং ভালবাসায় তাহার চাইতে ঘনিষ্ঠতর সন্তান দান করিলেন।

আর প্রাচীরটি ছিল শহরের দুইজন এতীমের, উহার নীচে তাহাদের ধনভান্ডার রহিয়াছে। তাহাদের পিতা ছিলেন একজন সৎব্যক্তি। আপনার প্রতিপালকের ইচ্ছা যে, তাহারা যৌবনে পদার্পণ করিবার পর তাহাদের এই ধনভান্ডার বাহির করুক। ইহা হইল আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। ইহা আমি স্বেচ্ছায় করি নাই। ذٰلِكَ تَاوِيلُ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ইহা হইল উহার তাৎপর্য যাহার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের ধন-ভান্ডার ইলম ব্যতিত কিছু নহে।

আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন হযরত মূসা (আ) ও তাহার কওম যখন মিসরের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন এবং তাহার কওম মিসরে সঠিক ভাবে বসবাস করিতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আ) কে আল্লাহর পক্ষ হইতে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাইয়া বনী ইসরাঈলকে উপদেশ দিতে হুকুম করা হইল। অতএব একদিন তিনি তাহাদিগকে নসীহত করিতে দন্ডায়মান হইলেন, তাহাদের প্রতি আল্লাহর যে অসংখ্য নিয়ামত বর্ষিত হইয়াছে তিনি উহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। ফির'আউনও ফির'আউনের বংশধর হইতে মুক্তিদান করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে যে মিসরে আবাদ করিয়াছেন তাহাও তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, তোমাদের নবীর সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন। তিনি আমাকে মনোনিত করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি প্রেম ও ভালবাসা অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর নিকট যাহাই প্রার্থনা করিয়াছ উহা তিনি দান করিয়াছেন। তোমাদের নবীই সারা বিশ্ববাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমরাই তাওরাত পাঠ করিয়া থাক। মোটকথা, হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে যাবতীয় নিয়ামত স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর নবী। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা উহা বুঝিতে পারিয়াছি। আচ্ছা, সারা বিশ্বে আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কি কেহ আছেন? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ) কে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বলিলেন আল্লাহ ইরশাদ করেন, তুমি কি জান যে আমি আমার ইলম, কাহাকে কাহাকে দান করি?

সমুদ্রকূলে একজন লোক আছে যে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। তুমি সমুদ্রকূলে একটি মাছ পাইবে উহা ধরিয়া তোমার যুবক সাথীর নিকট দাও। এবং সমুদ্রকূলে চলিতে থাক। যেইখানে মাছটির কথা ভুলিয়া যাইবে সেই খানেই তুমি সেই নেক বান্দাকে পাইবে। হযরত মূসা সফর শুরু করিলেন। সফর করিতে করিতে যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন যুবকের নিকট মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন,

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ

আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলিয়াছি এবং শয়তানই আমাকে উহার কথা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছে। যুবক বলিল, আমি মাছটিকে সমুদ্রের মধ্যে সুড়ঙ্গ করিয়া পথ করিয়া লইতে দেখিয়াছি। উহা ছিল বড়ই আশ্চার্যজনক বিষয়। অতঃপর হযরত মুসা (আ) প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পাথরের নিকট পৌছলেন এবং মাছটিকে তথায় পাইলেন। মাছটি সমুদ্রের মধ্যে চলিতেছিল এবং হযরত মূসা (আ)ও উহার অনুসরণ করিতেছিলেন। হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠির সাহায্যে পানি সরাইয়া দিতেছিলেন। মাছটিতে সমুদ্রের পানি স্পর্শ করিতেই উহা পাথরের ন্যায় জমাট বাধিয়া যাইত। হযরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া আশ্চার্যন্বিত হইতেছিলেন। এইভাবে মাছটি চলিতে চলিতে একটি দ্বীপে পৌছাইয়া গেল এবং সেইখানেই হযরত খিযির (আ)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত খিযিরও তাহার সালামের জবাব দিলেন। এবং বলিলেন, এই ভূখন্ডে সালাম আসিল কোথা হইতে? এবং আপনিই বা কে? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমি মূসা হযরত খিযির বলিলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বলিলেন, জী হাঁ। অতঃপর তিনি তাহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ঘটিয়াছে? তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এই উদ্দেশ্যে যে আপনাকে যেই জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা হইতে আপনি আমাকে কিছু শিক্ষা দান করিবেন।

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন, আপনি আমার সহিত ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আমি আপনার কথা অমান্য করিব না। অতঃপর হযরত খিযির তাহাকে লইয়া চলিতে থাকিলেন এবং বলিলেন, যাবৎ না আমি কোন বিষয়ের তাৎপর্য বর্ণনা করিব আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। আল্লাহ তা'আলা এই কথাই উল্লেখ করিয়াছে حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا এর মাধ্যমে।

ইমাম যুহরী (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবাহ ইবনে মাসউদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও হুরবিন কয়েস ইবনে হিস্‌ন ফাযারী এর মধ্যে বিতর্ক হইল যে হযরত মূসা (আ) যাহার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি কে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ) এমন সময় হযরত উবাই ইবন কা'ব যাইতে ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাহাকে ডাকিয়া তাহাদের ঝগড়ার কথা বলিলেন

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে এই সম্পর্কে কোন হাদীস শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একটি দলের সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তুলনায় অধিক বড় আলেম কেহ আছে বলিয়া কি আপনি জানেন? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করিয়া জানাইলেন, হাঁ। খিযির নামক আমার এক বান্দা আছে সে তোমার তুলনায় অধিক বড় আলেম। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা মাছকে উহার আলামত হিসাবে চিহ্নিত করিলেন। তাহাকে ইহাও বলা হইল যে, যখন তুমি মাছকে হারাইয়া ফেলিবে, তখন ফিরিয়া আসিবে তখনই তুমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) সমুদ্রে মাছের চিহ্ন অনুসরণ করিতে লাগিলেন। মূসা (আ)-এর যুবক সাথী তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন আমরা পাথরের নিকট বিশ্রাম করিয়াছিলাম তখন আমি মাছটি ভুলিয়াছি। হযরত মূসা (আ) বলিলেন ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ আমরা ইহাই তো খুঁজিতেছি। অতঃপর তাহারা আল্লাহর বান্দা হযরত খিযিরকে পাইলেন। এই ঘটনাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

(٦٦) قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ○

(٦٧) قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ○

(٦٨) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ○

(٦٩) قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا ○

(٧٠) قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ○

৬৬. মূসা তাহাকে বলিল, 'সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হইয়াছে তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দিবেন– এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করিব কি?

৬৭. সে বলিল, আপনি কিছুতেই আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

৬৮. যে বিষয় আপনার জ্ঞানায়ত্ত নহে সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিবেন কেমন করিয়া

৬৯. মূসা বলিল, আল্লাহ চাহিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করিব না।

৭০. সে বলিল, আচ্ছা, আপনি যদি আমার অনুসরণ করারই ইচ্ছা করেন তবে আপনি কোন বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।

তাফসীর ঃ হযরত খিযির (আ) এর সহিত হযরত মূসা (আ) যে কথোপকথন করিয়াছিলেন উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত খিযির সেই আলেম ছিলেন যাহাকে আল্লাহ এমন ইলম দান করিয়াছিলেন যাহা হযরত মূসা (আ) কে দান করা হয় নাই এবং হযরত মূসা (আ) কে এমন জ্ঞান দান করা হইয়াছিল যাহা হযরত খিযিরকে দান করা হয় নাই।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার অনুসরণ করিতে পারি কি? প্রশ্নের মধ্যে নম্রতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। শাগরিদের পক্ষে উস্তাদের নিকট প্রশ্নকালে এইরূপ নম্রতাসহকারেই প্রশ্ন করা উচিতৎ দাম্ভিকতার সহিত নহে। اَتَّبِعُكَ অর্থ اُصَاحِبُكَ ও اُرَافِقُكَ আপনার সফর সাথী হইব ও রফীক হইব। عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এই শর্তে যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেই উপকারী ইলম দান করিয়াছেন উহা আমাকে শিক্ষা দান করিবেন যাহা দ্বারা আমার কাজকর্মে সঠিক পথের সন্ধান পাইব। তখন হযরত খিযির (আ) তাহাকে বলিলেন, اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا। যেহেতু আপনি আমার পক্ষ হইতে এমন অনেক কাজ দেখিবেন যাহা আপনার শরীয়ত বিরোধী অতএব আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন জ্ঞানের অধিকারী যাহা আপনাকে দান করা হয় নাই। পক্ষান্তরে আপনাকে যে জ্ঞান দান করা হইয়াছে উহা আমাকেও দান করা হয় নাই। আমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর পক্ষ হইতে স্ব স্ব ইলম অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য আদিষ্ট। একজন অন্যের ইলম অনুসারে আমল করিবার জন্য বাধ্য নহে। অতএব আপনি আমার কার্যকলাপ ধৈর্যধারণ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না। وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا যেই বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনই খরব নাই উহার উপর আপনি কি করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারেন?" আমি ইহা জানি যে আপনার শরীয়ত অনুযায়ী আমার কার্যকলাপ আপনি অপছন্দ করিবেন। কিন্তু আপনি মা'যুর। কারণ, আমার কার্য কলাপের তাৎপর্য সম্পর্কে আপনি অবগত নহেন। অথচ, আমি সব কিছু বুঝিয়া শুনিয়া, আমার কার্যাবলীর তাৎপর্য অনুধাবন করিয়াই উহা করিয়া থাকি। قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْشَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আপনি আমাকে ইনশা আল্লাহ ধৈর্যশীল পাইবেন وَلَآ اَعْصِىْ لَكَ

اَمْرًا এবং কোন বিষয় আমি আপনার আদেশ অমান্য করিব না। এই কথার পর হযরত খিযির তাহার প্রতি এই শর্ত আরোপ করিলেন, قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَاَ تَسْاَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا তিনি বলিলেন, যদি আমার সহিত আপনি থাকিতে চাহেন, তবে কোন বিষয় সম্পর্কে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন না, যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব।

ইবনে জরীর (র) বলেন, হুমাইদ ইবনে জুবাইর (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কোন বান্দা আপনার সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে এবং আমাকে ভুলিয়া যায় না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় বিচারক? তিনি বলিলেন, "যেই ব্যক্তি ন্যায়ের সহিত বিচার করে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না।" তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বড় আলেম? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি আলেম হইয়াও এই আশায় ইলম অন্বেষণ করিতে থাকে, সম্ভবতঃ সে এমন কোন কথা শিক্ষা করিতে পারিবে যাহার সাহায্যে সে হেদায়াত লাভ করিতে কিংবা গুমরাহী হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে এমনকি কেহ আছে যে আমার তুলনায় অধিক বড় আলেম? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত মূসা জিজ্ঞাসা করিলেন সেই ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন, "তিনি হইলেন খিযির। তিনি বলিলেন, কোথায় আমি তাহাকে খুঁজিব? তিনি বলিলেন সমুদ্রকূলে একটি পাথরের নিকট, যেইখানে মাছ হারাইয়া যাইবে। হযরত মূসা (আ) উক্ত আলেমকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই পাথরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের উভয়ই একে অপরকে সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি আপনার সংগী হইতে চাই। তিনি বলিলেন, আপনি আমার সংগে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, হাঁ পারিব। হযরত খিযির বলিলেন, যদি আপনি সংগে থাকিতে চাহেন, তবে فَلَاَ تَسْاَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ ذِكْرًا যাবৎ না আমি নিজেই আপনাকে বলিব, আপনি আমাকে কোন প্রশ্ন করিবেন না। অতঃপর তাহারা উভয়-ই সমুদ্রকূলে চলিতে লাগিলেন এমনকি তাহারা সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌছলেন এবং এইখানে সবচাইতে বেশী পানি ছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা একটি পাখি প্রেরণ করিলেন। পাখীটি তাহার ঠোট দ্বারা কিছু পানি পান করিল। তখন হযরত খিযির হযরত মূসা (আ) কে বলিলেন, পাখীটি পানি হইতে কতটুকু পানি কম করিয়াছে। হযরত মূসা বলিলেন, কিছুই তো কম করে নাই। হযরত খিযির বলিলেন, হে মূসা! আপনার ও আমার ইলমের পরিমাণ আল্লাহর ইলমের মুকাবিলায় ঠিক ততটুকু, যতটুকু পানি এই পাখিটি এই পানি হইতে পান করিয়াছে।

হযরত মূসা (আ) মনে মনে ধারণা করিয়াছিলেন, যে তাহার তুলনায় অধিক বড় আলেম আর কেহ নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। নৌকা ছিদ্র করিবার ঘটনা, বালককে হত্যা করিবার ঘটনা প্রাচীর সোজা করিয়া খাড়া করিবার ঘটনা।

(٧١) فَانْطَلَقَا ۗ حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۝٧١

(٧٢) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

(٧٣) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا ۝

৭১. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, পরে যখন উহারা নৌকায় আরোহণ করিল তখন সে উহা বিদীর্ণ করিয়া দিল। মূসা বলিল, 'আপনি কি আরোহীদিগকে নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য উহা বিদীর্ণ করিলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।

৭২. সে বলিল 'আমি কি বলি নাই যে, আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না?

৭৩. মূসা বলিল, 'আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিবেন না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা ও খিযির (আ) যখন এক মত হইলেন এবং হযরত খিযির (আ) এই শর্ত করিলেন যে, যদি তিনি তাহার কোন কাজ অছসন্দ করেন তবে যাবৎ না তিনি নিজেই উহার তাৎপর্য বর্ণনা করিবেন তিনি কোন প্রশ্ন করিবেন না। হযরত মূসা (আ) ইহা মানিয়া লইলেন। তাহারা উভয়ই নৌকায় আরোহণ করিলেন। পূর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা কিভাবে নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকার আরোহীরা হযরত খিযিরকে চিনিতে পারিয়া কোন ভাড়া ছাড়াই হযরত খিযিরের সম্মানার্থে তাহাদিগকে নৌকায় উঠাইয়াছিলেন। নৌকা যখন গভীর সমুদ্রে পৌছাইয়া ছিল তখন হযরত খিযির উহার একটি তক্তা খুলিয়া নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দিলেন। হযরত মূসা (আ) আর তখন ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না। অমনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا আপনি কি আরোহীদিগকে ডুবাইবার জন্য নৌকাটিকে ছিদ্র করিলেন لِتُغْرِقَ এর لَامْ টি عَاقِبَةِ (পরিণতি) বুঝাইবার ব্যবহৃত হইয়াছে تَعْلِيْل (কারণ) বুঝাইবার জন্য নহে। যেমন কবির এই কবিতায়ও لَامْ টি عَاقِبَةِ (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে لدوا لِلْمَوْتِ وَا بْنُوْا لِلْخَرَابِ

لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) প্রতিবাদ করিয়া হযরত খিযির (আ)-কে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন। তখন হযরত খিযির (আ) হযরত মূসা (আ) কে পূর্বের শর্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا আমি কি আপনাকে পূর্বে বলি নাই যে আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া চলিতে পারিবেন না? অর্থাৎ এই কাজ আমি ইচ্ছা করিয়া-ই করিয়াছি এবং যেই কাজের উপর কোন প্রশ্ন করিবেন না বলিয়া শর্ত করা হইয়াছে ইহা উহার-ই অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নাই। অথচ, ইহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রহিয়াছে যাহা আপনি জানেন না قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে পাকড়াও করিবেন না এবং আমার কাজে আপনি কঠোরতাও অবলম্বন করিবেন না। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত প্রথমবার ভুল বশতই হযরত মূসা (আ) হইতে প্রশ্ন সংঘটিত হইয়াছিল।

(٧٤) فَانْطَلَقَا وقفة حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا ۝

(٧٥) قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا ۝

(٧٦) قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِىْ ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا ۝

৭৪. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে উহাদিগের সহিত এক বালকের সাক্ষাত হইলে সে উহাকে হত্যা করিল। তখন মূসা বলিল, আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করিলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করিলেন।

৭৫. সে বলিল, আমি কি বলি নাই যে আপনি আমার সংগে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না।

৭৬. মূসা বলিল, ইহার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সংগে রাখিবেন না; আমার ওযর-আপত্তির চূড়ান্ত হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَانْطَلَقَا অতঃপর তাহারা বলিতে লাগিলেন حَتّٰى اِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهٗ অবশেষে যখন তাহারা একটি বালকের সহিত সাক্ষাত করিলেন তখন তাহাকে হত্যা করিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, বালকটি অন্যান্য বালকদের সহিত খেলা করিতেছিল। তিনি তাহাদের মধ্য হইতে তাহার প্রতি অগ্রসর হইলেন। এই বালকটিই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর উজ্জ্বল ও উত্তম ছিল। বর্ণিত আছে যে তিনি তাহার মাথাটি কর্তন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, পাথর দ্বারা তাহার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত যে, তিনি হাত দ্বারা মুড়াইয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ হযরত মূসা (আ) যখন এই দৃশ্য দেখিলেন, তখন পূর্বাপেক্ষা অধিক কঠোরভাবে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন, اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً আপনি একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করিলেন যে এখন পর্যন্ত কোন পাপই করে নাই بِغَيْرِ نَفْسٍ কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? যাহা হত্যার কারণ হইতে পারে لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا আপনি তো বড় জঘন্য অন্যায় কাজ করিয়াছেন। যাহার জঘন্যতা স্পষ্ট। قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا তিনি বলিলেন আমি পূর্বেই কি আপনাকে বলি নাই যে, আপনি আমার সহিত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিবেন না। হযরত খিযির প্রথম শর্তকে অধিক তাকীদ সহকারে স্মরণ করাইয়া দিলেন। এই কারণে মূসা (আ)ও বলিলেন, اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا যদি ইহার পর কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করি তবে আমাকে আর আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি একাধিকবার আমাকে সতর্ক করিয়াছেন অতএব পুনরায় যদি আমি কোন অপরাধ করি তবে অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে আমি প্রস্তুত।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, নবী করীম (সা)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কাহাকেও স্মরণ করিতেন তখন তিনি প্রথমে নিজের জন্য দু'আ করিতেন।

একদিন তিনি বলিলেন

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلٰى مُوْسٰى لَوْلَبِثَ مَعَ صَاحِبِهٖ لَاَبْصَرَ الْعَجَبَ لٰكِنَّهٗ قَالَ
اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِيْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا

আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক এবং হযরত মূসা (আ) এর উপরও। আহ! যদি তিনি তাহার সহিত আরো কিছুকাল ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতেন তবে আরো আশ্চার্যজনক বিষয় দেখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বলিলেন, ইহার পর যদি অন্য কোন

বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি সাথে রাখিবেন না। আপনি আমার পক্ষ হইতে ওযর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(٧٧) فَانْطَلَقَا قفة حَتّٰٓى اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ ِۨ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا
اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ ط
قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ○

(٧٨) قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ ج سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَّلَيْهِ صَبْرًا ○

৭৭. অতঃপর উভয়ে চলিতে লাগিল চলিতে চলিতে উহারা এক জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া তাহাদিগের নিকট খাদ্য চাহিল, কিন্তু তাহারা উহাদিগের মেহমানদারী করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর তথায় উহারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখিতে পাইল এবং সে উহাকে সুদৃঢ় করিয়া দিল। মূসা বলিল, আপনি তো ইচ্ছা করিলে ইহার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন।

৭৮. সে বলিল, এই খানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হইল, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, প্রথম দুইটি ঘটনা ঘটিবার পর হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির পুনরায় চলিতে লাগিলেন অবশেষে তাহারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন।

ইবনে জুরাইজ (র) ইবনে সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন জনপদটির নাম হইল, 'আয়লাহ'। হাদীস শরীফে বর্ণিত حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ لِئَامًا অবশেষে তাহারা একটি জনপদের কৃপণ অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا তাহারা তাহাদিগকে মেহমান বানাইতে অস্বীকার করিল। فَوَجَدَ فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ অতঃপর তাহারা একটি প্রাচীর পাইল যাহা পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। 'প্রাচীর' এর প্রতি اِرَادَةٌ শব্দটির সম্বন্ধরূপকার্যে করা হইয়াছে। কোন ক্ষণস্থায়ী বস্তুর প্রতি যখন اِرَادَةٌ শব্দের সম্বন্ধ করা হয় তখন উহার অর্থ اَلْمَيْلَ অর্থাৎ ঝুকিয়া পড়া اَنْقِضَاضٌ অর্থ পড়িয়া যাওয়া। فَاَقَامَهٗ অতঃপর তিনি উহা সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিলেন। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে হযরত খিযির (আ) দুই হাত দ্বারা প্রাচীরটি সোজা করিয়া খাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা একটি অলৌকিক ব্যাপার।

হযরত মূসা (আ) বলিলেন لَوْشِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا যদি আপনি ইচ্ছা করিতেন তবে একই কাজের বিনিময় গ্রহণ করিতে পারিতেন। যেহেতু তাহারা আমাদের আতিথেয়তা করে নাই অতএব বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদের কাজ করিয়া দেওয়া সমীচীন হয় নাই।

قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ তিনি বলিলেন, এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। যেহেতু বালককে হত্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আপনি পুনরায় কোন বিষয়ে আমার নিকট প্রশ্ন করেন, তবে আপনি আর আমাকে সাথে রাখিবেন না।" অতএব সেই শর্ত ভংগ করিবার দায়ে এইখানেই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিবে। سَاُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا তবে যেই বিষয়ের উপর আপনি ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেছি।

(٧٩) اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ○

৭৯. নৌকাটির ব্যাপারে— ইহা ছিল কতিপয় দরিদ্র ব্যক্তির উহারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করিত। আমি ইচ্ছা করিলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করিতে; কারণ উহাদিগের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে নৌকা সকল ছিনাইয়া লইত।

তাফসীর ঃ হযরত 'মূসা (আ)-এর পক্ষে যেই বিষয় অনুধাবন করা দুষ্কর ছিল এবং হযরত খিযির (আ) যাহার তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন আলোচ্য আয়াতে উহার ব্যাখ্যা দান করা হইয়াছে। হযরত খিযির (আ) বলেন, আমি ইচ্ছা পূর্বকই নৌকাটিকে ছিদ্র করিয়া দোষযুক্ত করিয়াছি কারণ, তাহারা এক যালিম বাদশাহর এলাকা দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন যে, يَاْخُذُ سَفِيْنَةً غَصْبًا জোরপূর্বক সকল ভাল ও দোষমুক্ত নৌকা কাড়িয়া লয়। অতএব আমি নৌকাটি দোষযুক্ত করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিলাম যেন এই দোষ দেখিয়া উহা কাড়িয়া লইতে বিরত থাকে। এবং দরিদ্র লোকেরা যাহাদের উপার্জনের অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলনা নৌকাটি দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, নৌকার মালিকরা এতীম ছিল। ইবনে জুরাইজ, ওহ্‌ব ইবনে সালমান (র)-এর সূত্রে শু'আইব জুব্বায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ বাদশার নাম ছিল 'হাদাদ ইবনে বাদাদ'। পূর্বে এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-এর রেওয়ায়েতও বর্ণিত হইয়াছে। তাওরাতে ইবনে ইসহাক (আ)-এর বংশধরদের প্রসংগে ইহার আলোচনা হইয়াছে। তাওরাতে যেই সকল বাদশাহর আলোচনা হইয়াছে এই বাদশাহ তাহাদেরই একজন।

(٨٠) وَاَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَآ اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۝

(٨١) فَاَرَدْنَآ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّاَقْرَبَ رُحْمًا ۝

৮০. 'আর কিশোরটি' তাহার পিতা-মাতা ছিল মু'মিন— আমি আশংকা করিলাম যে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা উহাদিগকে বিব্রত করিবে।

৮১. অতঃপর আমি চাইলাম যে উহাদিগের প্রতিপালক যেন উহাদিগকে উহার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হইবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বালকটির নাম ছিল 'হায়শুর'। হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَلْغُلَامُ الَّذِىْ قَتَلَهُ الْخِضْرُ طُبِعَ يَوْمَ طُبِعَ كَافِرًا যেই বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রথম দিনে কাফির করিয়া সৃষ্ট করা হইয়াছিল। ইমাম ইবনে জরীর (র)....ইবনে আব্বাস (রা) হইত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে তিনি বলিলেন,

فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنِيْنَ فَخَشِيْنَا اَنْ يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا

তাহাদের পিতামাতা মু'মিন ছিল আমার আশংকা হইল যে, সে কুফর ও অবাধ্যতা দ্বারা তাহাকে প্রভাবিত করিবে। অর্থাৎ তাহার প্রতি তাহাদের ভালবাসা তাহাদিগকে তাহার অনুকরণ করিতে বাধ্য করিবে। হযরত কাতাদা (র) বলেন, "যখন সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল তখন তো তাহার পিতামাতা আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সে নিহত হইল তখন তাহারা দুঃখীত হইয়াছিল। কিন্তু যদি জীবিত থাকিত তবে তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব আল্লাহর যে ফয়সালা হয়, উহার উপর সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মু'মিনের পক্ষে আল্লাহর যে ফয়সালা হয় তাহা তাহাদের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও তাদের পক্ষে উহা সেই ফয়সালা অপেক্ষা উত্তম যাহা কোন প্রিয় বিষয় সম্পর্কে হয়। সহীহ হাদীসে বর্ণিত لَايَقْضِىَ اللّٰهُ لِمُؤْمِنٍ قَضَاءً اِلَّاكَانَ خَيْرًا لَهٗ মু'মিনের জন্য আল্লাহ যে কোন ফয়সালা করেন উহা তাহার পক্ষে উত্তম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন عَسٰى اَنْ تُكْرِهُوْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ সম্ভবতঃ তোমরা কোন বস্তুকে অপছন্দ কর অথচ, প্রকৃত পক্ষে উহা তোমাদের জন্য উত্তম।

قوله فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوٰةً وَاَقْرَبُ رُحْمًا

অতএব আমি ইচ্ছা করিলাম তাহাদের প্রতিপালক তাহার পরিবর্তে পবিত্রতায় অধিকতর উত্তম এবং ভালবাসায় ঘনিষ্টতর সন্তান দান করিবেন। ফাতাদা (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহাদের পালনকর্তা সন্তান দান করিবেন। সে তাহাদের পিতামাতার অধিক অনুগত হইবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির যখন বালকটিকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন মায়ের গর্ভে একটি মুসলমান সন্তান ছিল। বর্ণনা করিয়াছেন ইবনে জুরাইজ (র)।

(৮২) وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ
لَّهُمَا وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَآ اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَ
هُمَا ۖ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ ۗ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَّلَيْهِ صَبْرًا ۗ

৮২. আর ঐ প্রাচীরটি— ইহা ছিল নগরবাসী দুইটি পিতৃহীন কিশোরের, ইহার নিম্নদেশে আছে উহাদের গুপ্তধন এবং উহাদিগের পিতা-মাতা সৎকর্ম পরায়ণ। সুতরাং তোমার প্রতিপালক দয়াপরবশ হইয়া ইচ্ছা করিলেন যে উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং উহারা উহাদিগের ধনভান্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ হইতে কিছু করি নাই; আপনি যে বিষয়ে ধৈর্য-ধারণে অপারগ হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার ব্যাখ্যা।

তাফসীর ঃ উদ্ধৃত আয়াত দ্বারা প্রকাশ, মদীনা ও শহরের উপর قَرْيَةٌ এর প্রয়োগ করা যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করিয়াছেন حَتّٰى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ অবশেষে তাহারা যখন একটি গ্রামের অধিবাসীদের নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে ইরশাদ করিয়াছেন فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ প্রাচীরটি শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ اَخْرَجَتْكَ অনেক শহর এমন আছে যাহা আপনার সেই শহর অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী যেই শহর হইতে আপনাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। উদ্ধৃত আয়াতে মক্কা ও তায়েফ শহরদ্বয়কে قَرْيَةٌ গ্রাম বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট যে اَلْمَدِيْنَةُ (শহর) এর উপরও قَرْيَةٌ গ্রাম শব্দটি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

আয়াতের মর্ম হইল, হযরত খিযির (আ) প্রাচীরটিকে এই কারণে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন যে উহা শহরের দুইটি এতীম বালকের ছিল। এবং উহার নীচে তাহাদের গুপ্তধন ছিল। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, প্রাচীরটির নীচে তাহাদের মাল দাফন করা ছিল। আয়াতের অগ্রপশ্চাত চিন্তা করিলে ইহাই স্পষ্ট হয়।

ইবনে জরীরের মতও ইহাই। আওফী (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন كَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ عِلْمٍ উহার নীচে তাহাদের ইলমের ধন ছিল। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন صُحُفٌ فِيْهَا عِلْمٌ অর্থাৎ প্রাচীরটির নীচে কিছু সহীফা দাফন করা ছিল যাহার মধ্যে ইলম ছিল। একটি মারফূ' হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া.যায়।

হাফিয আবূ বকর আহমদ ইবনে 'আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার (র) তাহার মুস্নাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম ইবনে সায়ীদ জওহারী (র)....আবূ যর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা তাহার কিতাবে যে গুপ্তধনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা হইল একটি স্বর্ণের তক্তা যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল। "যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে ইহা বড়ই আশ্চার্যের কথা যে, সে কেন নিজের রিযিকের জন্য জীবনকে দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে সেই ব্যক্তির জন্যও বড় আশ্চার্যের বিষয়, যে জাহান্নামকে স্মরণ করে সে কি করিয়া হাসিতে পারে? আর সেই ব্যক্তির জন্যও বড় আশ্চার্যের কথা, যে মৃতকে স্মরণ করে সে কি করিয়া গাফেল হইয়া থাকিতে পারে। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)। হাদীসটি রাবী বিশর ইবনে মুনযির 'মিদ্দীছাহ' শহরের কাযী ছিলেন। হাফিয আবু জা'ফর উকাইলী (র) বলেন, তাহার বর্ণিত হাদীসে সন্দেহ ও সংশয় আছে। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম হইতে এই বিষয়ে আরো কিছু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে বলেন, ইয়াকূব (র)....হাসান বসরী হইতে বর্ণিত তিনি وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, একটি স্বর্ণের তক্তা ছিল যাহাতে এই বাণী লিখিত ছিল, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, যেই ব্যক্তি তাকদীরের উপর বিশ্বাস রাখে, আশ্বার্যের বিষয় যে সে কি করিয়া চিন্তিত হয়। যেই ব্যক্তি দুনিয়ার ও দুনিয়ার অধিবাসীদের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ্য করে সে কি করিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে? লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনূস (র)....গাফরাহ এর আযাদ কৃত গোলাম আমর হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা কাহাফ এর আয়াত وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর মধ্যে যেই গুপ্ত ধনের কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল, স্বর্ণের একটি তক্তা যাহাতে লিখিত, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। যেই ব্যক্তি দোযখের প্রতি বিশ্বাস করে, আশ্চার্যের বিষয় সে কি করিয়া হাসে? যেই ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস করে সে কি করিয়া নিজের জীবনকে দুঃখ কষ্টে নিক্ষেপ করে। যেই ব্যক্তি মৃত্যুকে বিশ্বাস করে, আশ্চার্যের বিষয়, সে কি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। আশ্হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অ রাসূলুহু।

ইবনে জরীর (র) আরো বলেন, আহমদ ইবনে হাযেম গিফারী (র)....জা'ফর ইবনে মুহম্মদ হইতে বর্ণিত, তিনি وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহাদের গুপ্তধন হইল, দুইটি পংতি এবং তৃতীয় পংতির কিছু অংশ। রিযিকের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য বড়ই আশ্চার্যের বিষয় সে রিযিকের জন্য কিভাবে এত কষ্ট করে। হিসাব নিকাশের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর. বড়ই আশ্চার্য যে, সে কিভাবে গাফেল হইয়া থাকিতে পারে? মৃত্যুর উপর বিশ্বাসীর উপর বড়ই আশ্চার্য যে, সে কিভাবে উৎফুল্ল হইতে পারে? অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ যদিও সরিষার ওজনের সমপরিমাণ কোন আমল হউক না কেন আমি উঁহা উপস্থিত করিব। এবং হিসাব লইবার জন্য আমি যথেষ্ট।

হান্নাদাহ বিনতে মালেক (র) বলেন, উক্ত বালকদ্বয়ের যে পিতার সৎকর্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহার ও উক্ত বালকদ্বয়ের মাঝে আরো সাত পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান। অবশ্য বালকদ্বয় যে কোন নেক ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল তাহার কোন উল্লেখ করা হয় নাই। তাহাদের পিতা তাঁতী ছিল।

উল্লেখিত আয়েম্মায়ে কিরাম যেই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যদি ইহা সহীহ ও বিশুদ্ধও হয় তবুও হযরত ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত হাদীসের ইহা বিরোধী নহে। কারণ, হযরত ইকরিমাহ্ (র) গুপ্তধনকে মাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং আয়েম্মায়ে কিরামের বর্ণিত হাদীসে স্বর্ণের তক্তার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে উপদেশ বাণী লিখিত। খোদ স্বর্ণের তক্তাইতো বিরাট ধন। উপরন্তু উহাতে নসীহতের বাণী লিখিত ছিল।

وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সন্তানরা দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার ইবাদতের বরকত লাভ করে। আখিরাতে তাঁহার সুপারিশ লাভ করিবে এবং তাহার বরকতে বেহেশতের উচ্চ শ্রেণীতে আরোহণ করিবে যেন তাহার চক্ষু শীতল হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে ও হাদীস শরীফে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন উক্ত এতীম বালকদ্বয়ের সংরক্ষণ হইয়াছিল তাহাদের দাদার নেক কর্মের দরুন তাহারা নিজেরা যে ভাল ও নেক ছিল কোথাও ইহার উল্লেখ নাই। পূর্বে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এক সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ তাহাদের সপ্তম দাদা ছিলেন।

قوله فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا অতএব আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলেন তাহারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং তাহাদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে اِرَادَةٌ শব্দটির সম্বন্ধ আল্লাহর সহিত সংঘটিত করিয়াছেন কারণ, অথচ فَاَرَدْنَا اَنْ يُّبْدِلَهُمَا ও اَرَاتَ اَنْ اَعِيْبَهَا

এই দুই আয়াতে أَرَادَ শব্দের সম্বন্ধ হযরত খিযির (আ) নিজের সহিত করিয়াছেন। কারণ, যৌবনে পদার্পণ করাইবার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাহারও নাই। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকেও শক্তিদান করিয়াছেন رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ তিনটি অবস্থায় আমি যে কাজ করিয়াছি উহা আমার মতে করি নাই বরং নৌকার মালিক, বালকের পিতামাতা ও সৎলোকটির এতীম বালকদের প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়াছে। আমি আল্লাহর নির্দেশেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অত্র আয়াত দ্বারা কেহ কেহ ইহা প্রমাণিত করেন যে হযরত খিযিরও নবী ছিলেন। পূর্ববর্তী আয়াত فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا দ্বারাও ইহা প্রমাণিত করেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত খিযির (আ) রাসূল ছিলেন। আবার কেহ কেহ ইহাও বলেন, তিনি বাদশাহ ছিলেন। মাওরদী তাহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, অনেকের মত হইল তিনি নবী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর বিশেষ অলী। فَاللّٰهُ أَعْلَمُ

ইবনে কুতায়বাহ (র) তাহার 'মাআরিফ' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, হযরত খিযির (আ)-এর নাম ছিল, বাল্য়া ইবনে মালকান ইবনে ফালেগ ইবনে আমের ইবনে সালেখ ইবনে আরফাখ্শায ইবনে দাম্ ইবনে নূহ (আ) তাহার কুনিয়াত ছিল আবুল আব্বাস এবং লকব ছিল খাযির তিনি ছিলেন একজন শাহজাদা। আল্লামা নব্বী ইহা "তাহযীবুল আস্মা" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লামা নব্বী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বর্ণনা করিয়াছেন হযরত খিযির এখন জীবিত আছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন কিনা সে বিষয়ে দুইটি মত আছে। আল্লামা নব্বী ও ইবনে সালাহ (র)-এর মতে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকিবেন। এবং ইহার দলীল হিসাবে তাহারা কিছু ঘটনাবলী ও রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন হাদীসেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহার কিছুই বিশুদ্ধ নহে। ইহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হাদীস হইল সেইটি যাহার মধ্যে হযরত খিযিরের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তা'যিয়াত করিবার জন্য আগমনের উল্লেখ আছে কিন্তু উহার সনদ ও সহীহ নহে। অপরপক্ষে অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ উল্লেখিত মতের বিরোধী মত পোষণ করেন। তাহারা যেই দলীল পেশ করেন তাহা হইল,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আপনার পূর্বে কোন মানুষ চিরজীবি ছিল না। বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছিলেন اَللّٰهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ لَا تُعْبَدُ فِى الْأَرْضِ। হে আল্লাহ যদি দলটি ধ্বংস হইয়া যায় তবে এই পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত হইবে না। এবং কোন রেওয়ায়েত দ্বারা ইহা প্রমাণিত নহে যে তিনি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছেন এবং ইহাও

প্রমাণিত নহে যে তিনি কখনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করিতেন এবং তাহার সাহাবী হইতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) মানব দানব সকলের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন لَوْكَانَ مُوسٰى وَعِيسٰى حَيَّيْنِ لَمَاوَسِعَهُمَا اِلَّا اِتِّبَاعِيْ যদি হযরত মূসা ও ঈসা (আ) জীবিত থাকিতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ব্যতিত তাহাদের কোন উপায় ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এন্তেকালের কিছুকাল পূর্বে ইরশাদ করিয়াছিলেন যাহারা বর্তমান পৃথিবীতে জীবিত আছে তাহাদের কেহই এই রাত্র হইতে একশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবে না। ইহা ব্যতিত আরো অনেক দলীল আছে যাহা তাহাদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে তাহারা পেশ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আদম (র)....হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে তিনি হযরত খিযির (রা) সম্পর্কে বলেন, খিযিরকে খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে, তিনি সাদা ঘাসের উপরে বসা ছিলেন কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল তাহার নীচে সবুজ হইয়া গিয়াছে। খিযির অর্থ সবুজ। ইমাম আহমদ (র) আব্দুর রায্যাক হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত ইমাম বুখারী (র) পর্যায়ক্রমে হাম্মাম ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত খিযিরকে, খিযির নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে যে তিনি একটি শুকনা ঘাসের উপর বসা ছিলেন, হঠাৎ নীচ হইতে সবুজ হইয়া গেল। اَلْفَرْوَةَ শব্দের অর্থ হইল শুকনা ঘাস। আব্দুর রায্যাকও এই কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, اَلْفَرْوَةَ অর্থ যমীনের উপরিভাগ। قوله ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَا لَمْ تَسْتَطِيْعْ عَلَّيْهِ صَبْرًا ইহা হইল সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা যেই বিষয়ে আপনি মনক্ষুণ্ন আছেন এবং ধৈর্যধারণ করিতে পারেন নাই। হযরত খিযির তাহার কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দান করিবার পর যখন হযরত মূসা (আ) এর মনক্ষুণ্নতা দূর হইল তখন তিনি হযরত খিযির مَالَمْ تَسْتَطِعْ বলিলেন। এবং তাহার মনক্ষুণ্নতার অবস্থায় বলিয়াছিলেন سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মন যখন ভারী ছিল তখন হযরত খিযিরও কঠিন শব্দ تَسْتَطِعْ এর تَ সহ ব্যবহার করিয়াছেন। অতঃপর তাহার অন্তর হালকা হইলে সহজ শব্দ تَسْطِعْ এর ت ছাড়া ব্যবহার করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَمَااسْطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে পারিল وَمَا اسْتَطَاعُوْلَهُ نَقْبًا আর উহাতে কোন ছিদ্র করিতে সক্ষম হইল না। আরোহণ করা অপেক্ষা ছিদ্র করা কঠিন কাজ, এই কারণে আরোহণের জন্য সহজ শব্দ اِسْتَطَاعُوْ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং ছিদ্র করিবার জন্য اِسْتَطَاعُوْا কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন হয় হযরত মূসা (আ) এর সহিত যেই যুবক ছিলেন ঘটনার প্রথম দিকে তাহার আলোচনা

হইলেও পরবর্তীতে তাহার আর কোন আলোচনা হয় নাই। উহার কারণ কি। ইহার জবাব হইল, বস্তুতঃ ঘটনাটির মূল উদ্দেশ্য হইল, হযরত মূসা (আ) ও হযরত খিযির এর পারস্পরিক কি ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা বর্ণনা করা। প্রাসংগিকভাবে যুবকের আলোচনাটি হইয়াছিল। উক্ত যুবক ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন। হযরত মূসা (আ) এর পর এই ইউশা (আ) বনী ইসরাঈলের উপর শাসন করিতেন। ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীরে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন উল্লেখিত তথ্য উহার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। ইবনে জবীর (র) বলেন, ইবনে হুমাইদ (র)....হযরত ইকরিমাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরাতো কোন হাদীসে হযরত মূসা (আ) এর সেই যুবকের আলোচনা শুনিতে পাইলাম না। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, যুবক সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যে তিনি সেই সঞ্জীবনী পানি পান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি চিরজীবি হইলেন। হযরত খিযির তাহাকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন অতঃপর তাহাকে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সমুদ্রের তরঙ্গমালার সহিত হাবু ডুবু খাইতে থাকিবেন। যেহেতু তাহার পক্ষে আবে হায়াত পান করা উচিৎ ছিল না কিন্তু তবুও তিনি উহা পান করিয়াছিলেন অতএব তাহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। হাদীসের সনদ দুর্বল। হাসান নামক রাবী পরিত্যক্ত এবং তাহার পিতা উমারাহ অপরিচিত।

(٨٣) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ ط قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ۝

(٨٤) اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا ۝

৮৩. ইহারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমি তোমাদিগের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব।

৮৪. আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর উপকরণ দান করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাহার নবীকে বলেন, হে মুহাম্মদ! (সা) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ তাহারা আপনার নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে মক্কার কাফিররা আহলে কিতাবদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সা) কে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করিবে। (১) কোন ব্যক্তি সারা বিশ্বে পর্যটন করিয়াছিল? (২) প্রাচীনকালে যেই সকল যুবকরা উধাও হইয়া গিয়াছিল তাহাদের খবর কি? (৩) এবং রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর সূরা কাহাফ অবতীর্ণ হইল।

ইবনে জরীর (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত প্রসংগে এবং উমাভী তাহার যুদ্ধ অধ্যায়ে উকবাহ ইবনে আমের হইতে একটি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের আসিবার পরই তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য বলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তিনি রূমের একজন যুবক ছিলেন। আলেকজান্দরিয়া শহর তিনিই নির্মাণ করিয়েছেন। একজন ফিরিশ্‌তা তাহাকে আসমান পর্যন্ত উঠাইয়া লইলেন অতঃপর তাহাকে প্রাচীর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিল। সেখানে তিনি এমন এক কওমকে দেখিতে পাইলেন যাহাদের মুখমন্ডল কুকুরের মত ছিল। হাদীসটি দীর্ঘ ও মুনকার مُنْكَرٌ 'মারফূ' হওয়া ঠিক নহে। অধিকাংশের মতে ইহা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় যে, আবূ যুরআহ (র)-এর ন্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস তিনি স্বীয় "দালায়েলুন্‌ নবুয়ত" নামক গ্রন্থে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুলকারনাইনকে রূমের অধিবাসী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ইস্কান্দার ছিলেন রূমের অধিবাসী। তিনি "কাইলীস 'মাকদুনী" এর পুত্র ছিলেন যাহার দ্বারা রূমের ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হইয়াছে। আর প্রথম ইস্কান্দার তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণ করে তখন উহার সহিত তাওয়াফ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। হযরত খিযির (আ) তাহার উজীর ছিলেন। এবং দ্বিতীয় ইস্কান্দার তিনি ছিলেন ইস্কান্দার ইবনে কাইলীস মাকদুনী। গ্রীকের অধিবাসী এবং তাহার উজীর ছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল وَاللّٰهُ اَعْلَمُ তিনি হযরত ঈসা (আ) এর প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। পবিত্র কুরআনে যাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের ছিলেন যেমন আযরাকী (র) ও অন্যানরা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিয়াছেন। আর আল্লাহর নামে অনেক সদকা খয়রাতও করিয়াছেন। আমার "আল বিদায়াহ-অননিহায়াহ" গ্রন্থে উহার অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি।

ওহব ইবনে মুনাব্বাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন বাদশাহ ছিলেন তাহাকে যুলকারনাইন (দুই শিংবিশিষ্ট) এই কারণে বলা হইত যে, তিনি মাথার দুইপার্শে দুইটি তামারপাত ছিল। কোন আহলে কিতাবের মতে তিনি রূম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হইত। কেহ কেহ বলেন, তাহার মাথায় শিং সাদৃশ্য বস্তু ছিল। সুফিয়ান সাওরী (র)....আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা) এর নিকট যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তিনি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা ছিলেন, তিনি মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করিলে তাহারা তাহার বিরোধী হইয়া গেল এবং তাহার মাথার

একপাশে এমন আঘাত করিল যে তিনি শহীদ হইয়া গেলেন। আল্লাহ তাহাকে জীবিত করিলেন। তিনি পুনরায় তাহার কওমকে আল্লাহর দিকে আহবান করিলেন। তাহারা আবারও তাহার মাথার অপর পার্শে আঘাত করিল ফলে তিনি পুনরায় শহীদ হইলেন। এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

শু'বা (র) পর্যায়ক্রমে কাসেম ইবনে আবূ বাযযাহ আবূ তুফাইল হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী (রা) কে অনুরূপ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে ও পশ্চিমপ্রান্তে পৌছাইয়া ছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়। اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِى الْاَرْضِ আমি তাহাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। অর্থাৎ তাহাকে আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছিলাম এবং সাথে সাথে তাহার প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণের প্রয়োজন ছিল যেমন, সেনাবাহিনী যুদ্ধাস্ত্র কিল্লাসমূহ সব কিছু দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সকল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। আরব ও আজমের সকল বাদশাহ তাহার অনুগত হইয়াছিলেন। এই কারণে কেহ কেহ বলেন, যেহেতু যুলকারনাইন সূর্যের দুইপ্রান্ত মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়াছিলেন এই কারণে তাহাকে যুলকারনাইন বলা হয়।

قوله وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا আর তাহাকে আমি প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা), সায়ীদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে অত্র আয়াতের তাফসীর করেন, আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। কাতাদাহ (র) অপর এক ব্যাখ্যা ইহাও করিয়াছেন, আমি তাহাকে পৃথিবীর সকল মনযিল ও উহার চিহ্নসমূহ সম্পর্কে অবগত করিয়াছিলাম। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (র) ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে সকল ভাষা শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি যে কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেন তিনি তাহাদের ভাষায় তাহাদের সহিত কথা বলিতেন।

ইবনে লাহী'আহ (র) বলেন, সালেম ইবনে গায়যান (র)....মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত মু'আবীয়াহ কা'ব ইবনে আহবার (রা) কে বলিলেন, আপনি না বলেন, যুলকারনাইন সুরাইয়া নক্ষত্রের সহিত তাহার ঘোড়া বাঁধিতেন। তখন তিনি বলিলেন যদি উহা অস্বীকার করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا আমি তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ের উপকরণ দান করিয়াছিলাম। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) যে কা'ব এর কথাকে অস্বীকার করিলেন এই বিষয়ে হযরত মু'আবীয়াহ (রা)-এর অস্বীকৃতি সঠিক ছিলেন। হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব সম্পর্কে বলিতেন, তিনি যাহা কিছু বর্ণনা করিতেন উহা মিথ্যা হইত অবশ্য

তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্য গড়িয়া বলিতেন না। তাহার অভ্যাস ছিল যেইখানে যাহা কিছু পাইতেন উহাকে সত্য মনে করিয়া বর্ণনা করিতেন। তাহার লিখিত সহীফা ইসরাঈলী রেওয়ায়েত দ্বারা পরিপূর্ণ। যাহার অধিকাংশ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও বাজে কথা হইতে রক্ষিত ছিল না। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সা) বিশুদ্ধ হাদীসের উপস্থিতিতে আমাদের উহার প্রয়োজনও নাই। ঐ সকল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলমানদের মধ্যে বহু ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছে। কা'ব আহবার (রা) وَاٰتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ سَبَبًا এর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহার সাক্ষ্য হিসাবে যেই রেওয়ায়েত তাহার সহীফায় বিদ্যমান উহা ঠিক নহে। কারণ, কোন মানুষের পক্ষে সুরাইয়া নক্ষত্রে পৌঁছান সম্ভব নহে এবং না তাহাদের আসমানে আরোহণ করা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বিলকীস সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ তাহাকে সর্বপ্রকার বস্তু দান করা হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল, সাধারণতঃ রাজা বাদশাগণকে যেই সকল বস্তু দেওয়া হয় উহার সব কিছুই তাহাকে দান করা হইয়াছিল। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যুলকারনাইনকে দেশ বিজয়ের জন্য শত্রু দমনের জন্য অহংকারী বাদশাদিগকে অধিনস্ত করিবার জন্য মুশরিকদিগকে বাধ্য করিবার জন্য যেই সকল উপায় উপকরণ ও আসবাবের প্রয়োজন ছিল উহার সব কিছুই তাহাকে দান করিয়াছিলেন وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

হাফিয জিয়া মাকদিসী (র) এর মুখতারাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত, কুতায়বাহ (র)....আবূ আওয়ানাহ, সাম্মাক হাবীব ইবনে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমি হযরত আলী (রা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবে কিভাবে পৌঁছাইয়া ছিলেন? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাহার জন্য মেঘমালাকে অধিনস্থ করিয়াছিলেন, সকল উপায় উপকরণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পূর্ণ শক্তি দান করিয়াছিলেন।

(٨٥) فَاَتْبَعَ سَبَبًا ○

(٨٦) حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّآ اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّآ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ○

(٨٧) قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا ○

(٨٨) وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ۨالْحُسْنٰى ۚ وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ○

৮৫. অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌছিল।

৮৬. তখন সে সূর্যকে এক পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, 'হে যুলকারনাইন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার। অথবা ইহাদিগের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার।

৮৭. সে বলিল, যে কেহ সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

৮৮. তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার জন্য প্রতিদান স্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব।

তাফসীর ঃ হযরত ইবনে আববাস (রা) فَاَتْبَعَ سَبَبًا অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর যুলকারনাইন আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্দেশিত পথ ধরিয়া চলিলেন। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিবের মধ্যবর্তী একটি পথ ধরিয়া চলিলেন। কাতাদাহ (র) বলেন, যুলকারনাইন যমীনের মনযিল ও চিহ্নসমূহ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র) বলেন, فَاَتْبَعَ سَبَبًا অতঃপর তিনি যমীনের চিহ্ন ধরিয়া চলিলেন। ইকরিমাহ, উবাইদ ইবনে ইয়ালা ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মাতর (র) বলেন, পূর্বে যেই সকল চিহ্নসমূহ আলামতসমূহ বিদ্যমান ছিল উহার সাহায্যে পথ চলিতে লাগিলেন।

قوله حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ তিনি চলিতে চলিতে অবশেষে যখন পৃথিবীর পশ্চিম দিকে সর্বশেষ প্রান্তে পৌছলেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে আসমানে যেই প্রান্তে সূর্য অস্ত যায় উহা উদ্দেশ্য নহে। কোন কোন কিচ্ছা বর্ণনাকারী বলিয়াছে যুলকারনাইন চলিতে চলিতে সূর্যাস্তের স্থানও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং সূর্য তাহার পশ্চাতে অস্ত যাইতেছিল ইহা সত্য নহে বরং ইহা আহলে কিতাবদের পক্ষ হইতে বাজে কথা। এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মহীন তাহাদের মনগড়া ও মিথ্যা কথা।

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ তিনি সূর্যকে দেখিতে পাইলেন যেন উহা সমুদ্রের মধ্যে অস্ত যাইতেছে। যে কেহ সমুদ্রতীরে দন্ডায়মান সে সূর্যকে যেন সমুদ্রের মধ্যেই অস্ত যাইতে দেখে। অথচ সূর্য চতুর্থ আসমানে প্রতিষ্ঠিত। এই আসমান হইতে সূর্য পৃথক হয় না। اَلْحَمِئَةُ শব্দটি এক কিরাত অনুসারে اَلْحَمَاةُ হইতে নির্গত হইয়াছে অর্থ মাটি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ مَسْنُوْنٍ এখানে حَمَاءٍ অর্থ মাটি ইহার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে।

ইবনে জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি فِىْ عَيْنٍ حَمَأَةٍ। পড়িতেন এবং উহার অর্থ করিতেন মাটি বিশিষ্ট পানির মধ্যে অস্ত যায়। একবার কা'ব আহবারকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কুরআন সম্পর্কে অধিক বেশী জান কিন্তু আমি কিতাবের মধ্যে যাহা পাই তাহা হইল, সূর্য কালো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

আবু দাউদ তয়ালেসী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে দীনার (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) উবাই ইবনে কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) তাহাকে حَمْئَةٌ পড়াইয়াছেন।

আলী ইবনে আবূ তালহা (র) হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَامِيَّةٌ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিতে পাইলেন।

হাসান বসরী (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন বিশুদ্ধ মত হইল উভয় কিরাতই মাশহুর ও সুপরিচিত কিরাত এবং ইহার যেইটিই কারী পড়িবে বিশুদ্ধ পড়িবে বলিয়াই ধরিতে হইবে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, দুইটির কিরাতের অর্থে কোন বিরোধ নাই। কারণ সূর্যের অস্তকালে ঐ স্থানে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় সূর্যের কিরণ সরাসরি পানিকে স্পর্শ করিবার কারণে পানি গরম হইতে পারে এবং ঐ স্থানের মাটি কালো বর্ণের হইবার কারণে উহার পানিও ঐ একই বর্ণ ধারণ করিতে পারে। যেমন কা'ব আহবার ও অন্যান্য মনীষীগণ বলিয়াছেন। ইবনে জরীর (র) বলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসাল্লা (র) ইয়াযীদ ইবনে হারূন, আওয়াম....আবদুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার সূর্যাস্তের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, যদি আল্লার নির্দেশে উহার দাহন হ্রাস করা না হইত তবে উহা পৃথিবীর সব কিছুকে জ্বালাইয়া ভষ্ম করিয়া দিত। ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইবনে হারূন (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহার মারফূ' হওয়া সম্পর্কে দ্বিমত রহিয়াছে। সম্ভবত, ইহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র)-এর বক্তব্য। এবং ইহা তিনি সেই দুইটি থলে হইতে লইয়াছেন যাহা তিনি ইয়ারমূক যুদ্ধে পাইয়াছিলেন। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন হাজ্জাজ ইবন হামজা (র)....হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَامِئَةٍ পড়িলেন তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা)

বলিলেন, আমরা তো ইহাকে عَيْنٍ حَمِئَةٍ পড়ি। অতঃপর হযরত মু'আবীয়াহ (রা) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আয়াতটি কি রকম পড়েন? তিনি বলিলেন, যেমন আপনি পড়েন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কে বলিলাম, আমার ঘরেই তো কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন হযরত মু'আবীয়াহ (রা) কা'ব ইবনে আহবার-এর নিকট লোক প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য কোথায় অস্ত যায় তাওরাতে এই সম্পর্কে কি উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, কোন আরবকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। তাহারা এই বিষয়ে অধিক ভাল জানে। তবে সূর্য কোথায় অস্ত যায় এই সম্পর্কে আমি তাওরাতে যাহা পাইয়াছি তাহা হইল সূর্য পানি ও মাটি অর্থাৎ কাদার মধ্যে অস্ত যায়। এই কথা বলিয়া তিনি পশ্চিম দিকে ইংগিত করিলেন। ইবনে হাযের এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি আমি তখন উপস্থিত থাকিতাম তবে আপনার সমর্থনে 'তুব্বা'র এই কবিতা দুইটি পড়িয়া শুনাইতাম। যাহাতে তিনি যুলকারনাইন-এর আলোচনা করিয়াছেন।

بَلَغَ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ + اَسْبَابُ اَمْرٍ مِنْ حَكِيْمٍ مُرْشِدٍ
فَرَاَى مَغِيْبَ الشَّمْسِ عِنْدَ غُرُوْبِهَا + فِيْ عَيْنٍ ذِيْ خُلُبٍ وَثَاطٍ حَرْمَدٍ

অর্থাৎ যুলকারনাইন মাশরিক ও মাগরিব পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়াছিলেন কারণ মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাহাকে সর্বপ্রকার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের সময় উহাকে কাল মাটির ন্যায় কাদার মধ্যে অস্ত যাইতে দেখিলেন।

অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন কবিতার মধ্যে উল্লেখিত اَلْخَلْبُ- اَلثَّاطُ ও اَلْحَرْمَدُ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, اَلْخَلْبُ অর্থ মাটি اَلثَّاطُ অর্থ, কাদা ও اَلْحَرْمَدُ অর্থ কালো। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন এই লোকটি যাহা বলেন, তুমি উহা লিখিয়া রাখ।

সায়ীদ ইবনে জুবাইর বলেন, একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) সূরা কাহাফের এই আয়াত وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِيْ حَمِئَةٍ পাঠ করিলেন। তখন কা'ব উহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন সেই সত্তার কসম যাহার হাতে কা'বের প্রাণ তাওরাতে এই বিষয়টি যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অনুরূপ এই আয়াতকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ব্যতিত অন্য কাহাকেও পাঠ করিতে শুনি নাই। তাওরাতে আমি এই বিষয়টি এইরূপ পাইয়াছি, "সূর্য কালো কাদার মধ্যে অস্ত যায়"। আবূ ইয়ালা মুসেলী বলেন, ইসহাক ইবনে ইসরাঈল হিশাম ইবনে ইউসুফ-এর সূত্রে " তাফসীরে ইবনে জুরাইজ" এর মধ্যে وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যেই খানে সূর্য অস্ত যায় তাহার নিকটবর্তী একটি শহর ছিল যাহার বার হাজার দরজা ছিল যদি শহরবাসীর

শব্দ না হইত তবে সূর্যাস্তকালে তাহারা সূর্যাস্তের শব্দগুলিতে পাইত। وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا এবং উহার নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পাইলেন। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

قُلْنَا يَاذَالْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَن تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ مِنْهُمْ حُسْنًا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বন্দি করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি ইন্‌সাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাহাকে অতিশীঘ্র শাস্তি দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাস্তি দিব। সুদ্দী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম করিয়া তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহ্‌ব ইবন মুনাব্বাহ (র) বলেন, যালিমদিগকে তাহাদের উপর লেলিয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিত। قوله ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا অতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হইল।

قوله وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاۤءَ الْحُسْنٰى আর যেই ব্যক্তি ঈমান আনিয়াছে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আমাদের আহ্বানের অনুসরণ করিয়াছে তাহার জন্য পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا এবং আমিও তাহার সম্মান করিব এবং আমার কাজে তাহাকে সহজ নির্দেশ দান করিব।

(৮৯) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ○

(৯০) حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۙ○

(৯১) كَذٰلِكَ ؕ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ○

৮৯. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯০. চলিতে চলিতে যখন সে সূর্যোদয় হওয়ার স্থলে পৌছিল তখন সে দেখিল উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতেছে যাহাদিগের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই।

৯১. প্রকৃত ঘটনা ইহাই তাহার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যাস্তের স্থানে ভ্রমণ শেষে সূর্যোদয়ের স্থানের দিকে সফর শুরু করিলেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর দিয়া তিনি অতিক্রম করিতেন তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেন। তাহারা তাহার অনুসরণ করিলে তো ভাল, নচেৎ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতেন এবং তাহাদের মাল ধন-সম্পদ হালাল মনে করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এত সংখ্যক খাদেম সাথে'লইতেন যাহারা তাহার সেনাবাহিনীর সাহায্য করিতে যথেষ্ট হইত। বনী ইসরাঈল সংবাদে প্রকাশ, যুলকারনাইন এক হাজার ছয়শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রচারার্থে পৃথিবী ভ্রমণ করিতে থাকেন এমন কি তিনি সুর্যাস্তের স্থান ও সূর্যোদয়ের স্থলে পৌছাইয়া যান। যখন তিনি সূর্যোদয়ের স্থানে পৌছলেন যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرًا তখন তিনি সূর্যকে এমন একটি কওমের উপর উদয় হইতে দেখিতে পাইলেন যাহাদের জন্য সূর্যের কিরণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কোন আবরণ সৃষ্টি করি নাই। অর্থাৎ তাহাদের কোন ঘর ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত আর কোন গাছপালাও ছিল না যাহার ছায়ায় বসিয়া সূর্যের উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, তাহারা লাল বর্ণের ছিল। উচ্চতা ছিল কম। তাহাদের সাধারণ খাবার ছিল মাছ।

আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) বলেন, আবূস্ সাল্ত, হাসান বসরী (র) কে لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُوْنِهَا سِتْرًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, তাহাদের বসতি এমন ছিল যে সেখানে ঘর নির্মাণ করা সম্ভব ছিল না। সূর্যোদয় হইলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এর সূর্যাস্ত হইলে বাহির হইয়া পড়িত এবং জীব-জন্তু যেমন চরিয়া বেড়ায় তারাহা তদ্রূপ চলিয়া বেড়াইত। হাসান (র) বলেন, রেওয়ায়েতটি সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে ঐ সম্প্রদায় এমনই এক স্থানে বাস করিত যেই খানে কোন ফসল উৎপন্ন হইত না। সূর্যোদয় ঘটিলে তাহারা পানির মধ্যে চলিয়া যাইত এবং সূর্যাস্ত হইলে তাহারা বাহির হইয়া দূরে তাহাদের জমিতে চলিয়া যাইত। সালামাহ ইবনে কুহাইল (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, তাহারা এমন একটি জাতি যাহাদের কোন আশ্রয় স্থল ছিল না। তাহাদের ছিল দুইটি বড় বড় কান। একটি তাহারা বিছানা হিসাবে ব্যবহার করিত এবং অপরটি তাহারা পরিধান করিত।

আব্দুর রায্যাক (র) বলেন, মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যেই কওমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা জংলী ও বর্বর জাতি ছিল। ইবনে জরীর (র) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, তাহারা কখনও

কোন ঘর কিংবা প্রাচীর নির্মাণ করে নাই এবং অন্য কোন লোকও ঘর নির্মাণ করে নাই। যখন সূর্যোদয় ঘটিত তখন তাহারা পানির মধ্যে প্রবেশ করিত এবং যাবৎ না সুর্যাস্ত যাইত তাহারা সেইখানেই অবস্থান করিত। আর ইহার কারণ ছিল এই যে তথায় কোন পাহাড়ও ছিল না যেইখানে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। একবার তথায় একটি সেনাদলের আগমন ঘটিল তখন স্থানীয় লোকজন তাহাদিগকে বলিল সাবধান। এই স্থানে যেন তোমাদের উপর সূর্যোদয় না হয়। তাহারা বলিল আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই এখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু তোমরা বল দেখি, এই হাড়সমূহ কিসের? তাহারা বলিল, একবার একটি সেনাদল এখানে উপস্থিত হইলে তাহাদের উপর সূর্যোদয় ঘটিয়াছিল। ফলে তাহারা এইখানেই মৃত্যুবরণ করে। এই কথা শ্রবণ করিতেই তাহারা দ্রুত চলিয়া গেল।

كَذٰلِكَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا অর্থাৎ যুলকারনাইনের এবং তাহার সেনা বাহিনীর যাবতীয় সংবাদ সম্পর্কে আমি অবগত উহার কিছুই আমার জন্য গোপন নহে। যদিও তাহার লোকজন দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ছিল। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ যমীনে ও আসমানে অবস্থিত কোন বস্তু-ই তাঁহার নিকট গোপন নহে।

(٩٢) ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۝

(٩٣) حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝

(٩٤) قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

(٩٥) قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ۙ

(٩٦) اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ؕ

৯২. আবার সে এক পথ ধরিল,

৯৩.চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

৯৪. উাহারা বলিল হে যুলকারনাইন ! ইয়াজুজ-মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?

৯৫. সে বলিল, আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।

৯৬. তোমরা আমার নিকট লৌহ পিন্ডসমূহ আনয়ন কর অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল। তখন সে বলিল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন উহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই উহার উপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, যুলকারনাইন সূর্যোদয়ের স্থান ভ্রমণ শেষ করিয়া অন্য এক পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং অবশেষে প্রাচীরের ন্যায় দুইটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলেন। দুই পাহাড়ের মাঝে একটি গিরীপথ ছিল এই গিরীপথের মাধ্যমেই ইয়াজুজ মাজুজ তুরকিস্তানে প্রবেশ করিত। তাহারা সেখানে নানা প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করিত। ক্ষেত খামার জীবজন্তু ও ধ্বংস করিত এবং মানুষকে হত্যা করিত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত তাহারা মানুষেরই একটি বিশেষ গোষ্ঠী। ইরশাদ হইয়াছে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি হাযির। আমি উপস্থিত। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, দোযখের অংশ আপনি পৃথক করিয়া রাখুন। তিনি বলিবেন, দোযখের অংশ কি পরিমাণ? তিনি বলিলেন প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই তো দোযখে প্রবেশ করিবে এবং একজন বেহেশতে। এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত শিশু বৃদ্ধ হইবে এবং গর্ভবর্তী নারীর গর্ভপাত ঘটিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন তোমাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় আছে তাহারা যেই দিকে থাকিবে তাহাদের সংখ্যাই হইবে অধিক। অর্থাৎ ইয়াজুজ ও মাজুজ।

আল্লামা নব্বী (র) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আদম (আ) এ ধাতু হইতে দুই এক ফোটা ধাতু মাটিতে মিশ্রিত হইয়াছিল উহা দ্বারাই ইয়াজুজ মাজুজ সৃষ্টি হইয়াছে। এই বর্ণনানুসারে বুঝা যায় যে, ইয়াজুজ মাজুজ হযরত আদম (আ) এর ধাতু হইতে তো সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু হযরত হাওয়া (আ)-এর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই বর্ণনাটির পক্ষে আকলী কিংবা নকলী কোন যুক্তি প্রমাণ নাই। কোন কোন আহলে কিতাব এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু বর্ণনা করিয়া থাকে উহার উপর বিশ্বাস করা যায় না।

ইমাম আহমদ (রা) হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন হযরত নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ছিল। আরব জনক, দাম, সুদান জনক, হাম এবং তুর্কজনক ইয়াফিস। কোন কোন উলমায়ে কিরামের বক্তব্য হইল, ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল তুর্ক জনক ইয়াফিসের বংশধর। তুরকিস্তানের অধিবাসীদিগকে তুর্ক-বলিয়া এই কারণে নাম করণ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা প্রাচীরের ঐ পারের সম্প্রদায়কে বর্জন করিয়া এই পারে চলিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা ঐ ইয়াজুজ মাজুজের আত্মীয়স্বজন। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ গোষ্ঠী হইল দুষ্ট ও অশান্তি সৃষ্টিকারী এই ক্ষেত্রে ইবনে জরীর (র) ওহ্ব ইবনে মুনাব্বাহ (রা) হইতে একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। রেওয়ায়েতটির মধ্যে যুকারনাইনের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীর নির্মাণ ও তাঁহার পর্যটন কালের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ এই রেওয়ায়েতটি আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর বটে কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে। ইবনে আবূ হাতিম (র) তাহার পিতা হইতেও অনেক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু উহা সনদও সহীহ্ নহে।

قوله وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلاً এবং যুলকারনাইন প্রাচীর দুইটির নিকটবর্তী এলাকায় এমন একটি সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইলেন যাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইবে দূরে ছিল এবং তাহাদের ভাষা ছিল আজমী এই কারণে তাহারা যুলকারনাইনের ভাষা বুঝিতে সক্ষম হইতেছিল না। قَالُوْا يَاذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا তাহারা বলিল, হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ মাজুজ দেশে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে অতএব প্রাচীর নির্মাণের জন্য কি আপনার জন্য আমরা খাজনা ধার্য করিয়া দিব। ইবনে জুরাইজ (র) আতা (র) এর মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতে خَرْجًا অর্থ اَجْرًا عَظِيْمًا বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ যুলকারনাইন যদি একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেন তবে তাহারা তাঁহাকে অনেক বিনিময় দান করিবে। ইহার জবাবে যুলকারনাইন সরলতার সহিত তাহাদের হীতকাংখার উদ্দেশ্যে বলিলেন مَامَكَّنِّى فِيْهِ رَبِّى خَيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সাম্রাজ্য ও ধন-সম্পদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে উত্তম। যেমন হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়াছিলেন اَتُمِدُّوْنَنِىْ بِمَا اٰتَانِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ فَمَا اٰتَاكُمْ তোমারা কি আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাহিতেছে? অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমাদের মাল অপেক্ষা উত্তম। যুলকারনাইনও অনুরূপ কথাই বলিলেন, তোমরা যেই মাল আমার জন্য ব্যয় করিবে উহা অপেক্ষা আমার মাল উত্তম। তোমাদের মালের আমার প্রয়োজন নাই বরং তোমরা শ্রম ও প্রাচীর নির্মাণের সরঞ্জাম জোগাড় করিয়া দিয়া এই কাজে আমার সাযাহ্য কর। اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا اٰتُوْنِىْ

زُبَرَ الْحَدِيْدِ আমি তোমাদের ও তাহাদের মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দিব। তোমরা আমাকে লোহার পাত আনিয়া দাও। زُبَرَ শব্দটি زُبْرَةٌ এর বহুবচন অর্থ, লোহার পাত। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। লোহার এই টুকরা ইটের মত হয় এবং দামেস্কের এক কিনতার পরিমাণ কিংবা উহা অপেক্ষা কিছু বেশী।

حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ যুলকারনাইন লোহার ইটকে একের উপর এক রাখিয়া যখন দৈর্ঘ প্রস্থে দুই পাহাড়ের মাথা সমান করিলেন (দৈর্ঘ প্রস্থ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম একাধিক মত প্রকাশ করিয়াছেন) তখন তিনি বলিলেন اُنْفُخُوْا। তোমরা চতুর্দিক হইতে ফুঁকাইতে থাক এমন কি উহা যেন সম্পূর্ণ আগুনে পরিণত হয়। যখন লোহার প্রাচীর আগুনের অংগারে পরিণত হইল তখন তিনি বলিলেন اٰتُوْنِىْ। اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا তোমরা গলিত তামা লইয়া আস আমি চতুর্দিক হইতে উহার উপর ঢালিয়া দিব। ইবনে আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন قِطْرٌ অর্থ তামা। কেহ কেহ বলেন, গলিত তামা وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ আর "তাহার জন্য গলিত তামার ঝর্ণা প্রবাহিত করিলাম" আয়াতটি দ্বিতীয় মতের সমর্থন করে। গলিত তামা ঢালিয়া দেওয়ার পর যখন উহা ঠাণ্ডা হইয়া গেল তখন উহা সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিণত হইল এবং সজ্জিত চাদরের ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

ইবনে জরীর (র) বলেন, বিশ্‌র ইবনে ইয়াযীদ....কাতাদা হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, বলতো উহা কেমন? সে বলিল, নকশা করা চাদরের ন্যায়। উহাতে লাল কালো নকশা রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ঠিক দেখিয়াছ হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত।

একবার খলীফা ওয়াসিক তার রাজত্বকালে বহু সাজ-সরঞ্জাম দিয়া একটি সেনাবাহিনীসহ তাহার মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজনকে প্রাচীরের খবর লইতে প্রেরণ করিলেন যেন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার নিকট উহার সঠিক তত্ত্ব জানাইতে পারে। তাহারা রওয়ানা হইলেন এবং শহরের পর শহর দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া প্রাচীরের নিকট পৌছলেন। এবং লোহা তামা দ্বারা নির্মিত প্রাচীরটি দেখিতে পাইলেন। তাহারা বর্ণনা করিয়াছে যে তাহারা প্রাচীরের একটি মস্ত বড় দরজা এবং উহাতে বিরাট একটি তালা ঝুলিতে দেখিয়াছে। প্রাচীরে ব্যবহৃত ইটের অবশিষ্ট ইট একটি বুরুজের মধ্যে রহিয়াছে। তথায় পাহারার জন্য একটি চৌকিও আছে। প্রাচীরটি অতিশয় উঁচু। কোন উপায়েই উহার উপর আরোহণ করা সম্ভব নহে। আর সেই সকল পাহাড়ে আরোহণ করাও সম্ভব নহে যাহা প্রাচীরের উভয় পার্শ্বে দূর দূরান্ত পর্যন্ত অবস্থিত। ইহা ছাড়া তারা আরো বহু আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহারা দুই বৎসর পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

(٩٧) فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ○

(٩٨) قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ○

(٩٩) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ○

৯৭. ইহার পর তাহারা উহা অতিক্রম করিতে পারিল না বা ভেদ করিতেও পারিল না। উহাতে ছিদ্র করিতেও পারিল না।

৯৮. সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।

৯৯. সেই দিন আমি উহাদিগকে ছাড়িয়া দিব এই অবস্থায় যে একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হইবে এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। অতঃপর আমি উহাদিগের সকলকেই একত্র করিব।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহারা যুলকারনাইনের নির্মিত প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই এবং উহাকে ছিদ্র করিয়া উহা ভেদ করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইরশাদ হইয়াছে فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا তাহারা প্রাচীরের উপরে আরোহণ করিতেও সক্ষম হয় নাই আর উহাতে ছিদ্রও করিত পারে নাই।

আয়াতটি এই কথারই প্রমাণ যে ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরে একটুও ছিদ্র করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ্ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজ প্রত্যহ প্রাচীরটিকে ছিদ্র করিতে চেষ্টা করে এমন কি তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া সূর্যের কিরণ দেখিবার কাছাকাছি হয় তখন তাহাদের নেতা তাহাদিগকে বলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও, আগামীকল্য আমরা উহা ভেদ করিয়া যাইব। পুনঃরায় তাহারা উহা ছিদ্র করিতে আসিলে প্রাচীরটিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক মযবুত পায়। অবশেষে তাহাদের সময় যখন শেষ হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে বাহির করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন তাহারা একদিন ছিদ্র করিতে করিতে সূর্যের আলো দেখিবার উপক্রম হইবে তখন তাহাদের নেতা বলিবে তোমরা ফিরিয়া যাও, ইনশাআল্লাহ আগামী কল্য উহা ছিদ্র

করিয়া ফেলিব। পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিবে প্রাচীরটি তেমনি রহিয়াছে যেমন তারা রাখিয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। তাহারা সমস্ত নদ-নদীর পানি পান করিয়া শেষ করিবে এবং মানুষ তাহাদের ভয়ে কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তাহারা আসমানের দিকে তীর নিক্ষেপ করিবে এবং এমনি অবস্থায় উহা প্রত্যাবর্তন করিবে যেন উহা রক্ত মিশ্রিত রহিয়াছে। তখন তাহারা বলিবে আমরা পৃথিবীকে জয় করিয়া আসমানও বিজয় করিয়াছি। অতঃপর তাহাদের ঘাড়ে ফোঁড়া বাহির হইবে এবং সকলেই মৃত্যু বরণ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা) এর প্রাণ পৃথিবীর জীব-জন্তু উহা ভক্ষণ করিবে এবং খুব হৃষ্ট পুষ্ট হইবে এবং আল্লাহর খুব শোকর করিবে।

ইমাম আহমদ (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (র)....কাতাদাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)....কাতাদাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি গরীব। এইসূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে ইহা বর্ণিত নহে। হাদীসের সনদটি বিশুদ্ধ অবশ্য উহার মতন মুনকার। কারণ, আয়াত দ্বারা প্রকাশ, ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে এবং প্রাচীরটি অত্যধিক মযবুত দৃঢ় হইবার কারণে উহাতে ছিদ্র করিতেও সক্ষম হইবে না। কিন্তু কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত, ইয়াজুজ মাজুজ প্রাচীরের নিকট আসিয়া উহাতে ছিদ্র করিবার চেষ্টা করিত থাকে এমন কি উহাতে ছিদ্র হইতে অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাহারা বলেন চল ফিরিয়া যাই আগামী কল্য আসিয়া ভেদ করিয়া ফেলিব। কিন্তু দ্বিতীয় দিন আসিয়া তাহারা দেখে যে, উহা পূর্বের মত হইয়া আছে। অতঃপর তাহারা পুনরায় আবার ছিদ্র করিতে থাকে এবং অতি সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে তাহারা ঠিক সেই কথা বলে যাহা প্রথম দিন বলিয়াছিল। অতঃপর তাহারা পর দিন আসিয়াও দেখে যে উহা পূর্বের ন্যায় মযবুত হইয়া আছে। এইভাবে ছিদ্র করিতে করিতে শেষ দিন তাহারা বলিবে আগামী কাল ইনশাআল্লাহ উহা ছিদ্র করিয়া ফেলিব। পরদিন তাহারা আসিয়া দেখিবে প্রাচীরটি যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনি রহিয়াছে। অতএব সেইদিন তাহারা উহা ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া আসিবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সম্ভবত কা'ব আহবার হইতেই উদ্ধৃত রেওয়ায়েতটি শ্রবণ করিয়াছেন এবং পরে তিনি অন্যের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে কোন রাবী উহাকে মারফূ হাদীস ধারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন বলিয়াছেন উল্লেখ করিয়াছেন وَاللّٰهُ أَعْلَمُ প্রকাশ থাকে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (র) অনেক সময়, কা'ব আহবারের নিকট বসিতেন এবং তাহার নিকট হইতে অনেক কথা শ্রবণ করিতেন।

উপরে আমরা যেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছি সে ইয়াজুজ মাজুজ না তো প্রাচীরের উপর আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে আর না উহাতে ছিদ্র করিতে পারিয়াছে। এবং উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েতটির মারফূ হওয়ারও বিষয়টি সঠিক নহে। ইহার সমর্থনে ইমাম আহমদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র)....উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম (সা) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন, তখন তাহার মুখমন্ডল লাল ছিল এবং তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমাগত বিপদের জন্য সমস্ত আরববাসীদের জন্য অকল্যাণ আসন্ন। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এত খানী খুলিয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি একটি চক্র বানাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে ভাল ও সৎলোকের উপস্থিতিতেও কি আমরা ধ্বংস ইয়া যাইব। তিনি বলিলেন হাঁ, যখন অসৎ ও খবীস লোকের আধিক্য হইবে। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর সনদে হাবীবাহ এর উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমাম মুসলিম (রা) এর সনদে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীসটির সনদে আরো এমন কি বৈচিত্র রহিয়াছে যাহা সাধারণত সনদে খুব কম-ই থাকে যেমন, ইমাম যুহরী উরওয়াহ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ উভয়ই তাবেয়ী সনদের মধ্যে চার জন সাহাবী মহিলা রহিয়াছেন যাহারা পর্যায়ক্রমে একজন অপরজন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। চার জনের দুইজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালক কন্যা এবং অপর দুইজন তাঁহার বিবি।

হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতেও অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। বায্যার বলেন, মুহম্মদ্ ইবনে মারযূক (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা) বলেন, فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مِثْلُ هٰذَا আজ ইয়াজুজ মাজুজ এর প্রাচীরে এতটুক ছিদ্র হইয়াছে এই কথা বলিয়া তিনি আঙ্গুল দ্বারা একটি হলকা বানাইয়া দেখাইলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রা) ওহব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন قوله قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ যুলকারনাইন যখন প্রাচীর নির্মাণ করিয়া অবসর হইলেন তখন তিনি বলিলেন, ইহা প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মানুষের জন্য অনুগ্রহ। তিনি ইয়াজুজ মাজুজের গোলযোগ ও ফিতনা হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য এই প্রাচীর নির্মাণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন। فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ যখন আল্লাহর প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় সমাগত হইবে তখন ইহাকে বিলুপ্ত করিয়া যমীনের সহিত মিলাইয়া দিবেন। আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে نَاقَةٌ دَكَّاءُ এমন উষ্ট্র যাহার চুটি তাহার পিঠের সমন্বয় হইয়া গিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهُ جَعَلَهُ دَكًّا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ) এর সম্মুখে স্বীয় নূরের প্রকাশ ঘটাইলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া

মাটির সহিত মিশিয়া গেল। وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালিত হইবে। হযরত ইকরিমা (র) دَكَّاءَ এর অর্থ করিয়াছেন طَرِيْقًا অতএব আয়াতের অর্থ হইবে আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে, তখন তিনি ইয়াজুজ মাজুজের বাহির হইবার পথ করিয়া দিবেন। এবং তাঁহার ওয়াদা সত্য, উহা অব্যই পালিত হইবে।

قوله وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِىْ بَعْضٍ অর্থাৎ যেই দিন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হইবে এবং লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে সেই দিন তাহাদিগকে দলে দলে তরঙ্গের ন্যায় ছাড়িয়া দিব।

আল্লামা সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াজুজ মাজুজের আবির্ভাব হইবে দাজ্জালের পরে কিয়ামত সংঘটিত হইবার পূর্বে

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوْجُ وَمَاجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইবে। আলোচ্য আয়াতেও প্রথম বলা হইয়াছে যে, ইয়াজুজ মাজুজকে তরঙ্গ মালার ন্যায় দলে দলে ছাড়িয়া দিব ثُمَّ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ তাহার পর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম হইবে فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অতঃপর তাহাদিগকে আমি একত্রিত করিব। অন্যান্য তাফসীরকারগণ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِىْ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, কিয়ামত দিবসে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া যাইবে। ইবনে জরীর (র)....বনী ফাযারা গোত্রের জনৈক শায়খ হইতে وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِىْ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। তখন ইবলীস বলিবে আচ্ছা, আমি যাই, দেখি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তখন পূর্ব দিকে রওনা হইবে সেই দিকে গিয়া সে দেখিবে ফিরিশ্‌তারা পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে অতঃপর পশ্চিম দিকে রওনা হইবে সেই দিকেও দেখিবে ফিরিশ্‌তারা পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তখন ইবলীস বলিবে হায়। পলাইবার যে কোন পথই নাই। অতঃপর সে ডাইনে ও বামে যতদূর সম্ভব যাইবে সেই দিকেও সে দেখিবে, ফিরিশ্‌তারা যমীন ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। এমন সময় হঠাৎ সে অতিসরু একটা পথ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইবে এবং সে তাহার সকল অনুসারীদিগকে লইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। হঠাৎ তাহারা আগুন দেখিতে পাইব। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন দোযখের প্রহরীকে উপস্থিত করিবেন তিনি তাহাকে বলিবেন, হে ইবলীস। তোমার প্রতিপালকের নিকট কি তোমার এক বিশেষ মর্যাদা ছিল না? তুমি কি বেহেশতে ছিলে না? তখন সে বলিবে? এখন

ধমক দেওয়ার সময় নহে। এখন যদি আল্লাহর কোন ইবাদত করিবার সুযোগ থাকে তবে তাই বলুন, আমি এমনই ইবাদত করিব যে, তাহার মাখলূখের মধ্যে কেহ তদ্রূপ ইবাদত করে নাই। তখন তিনি বলিবেন, হাঁ আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি নির্দেশ হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিবে, কি নির্দেশ হইয়াছে? তিনি বলিবেন, তাহার নির্দেশ হইল, তুমি জাহান্নামে প্রবেশ কর। তখন সে হাঁ করিয়া থাকিবে। উক্ত ফিরিশ্‌তা তখন তাহার ডানার সাহায্যে ইবলীস ও তাহার অনুসারীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তখন জাহান্নাম এমন ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিবে যে সকল ফিরিশ্‌তা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর সম্মুখে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া বড়ই নম্রতা সহকারে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে। ইবনে আবূ হাতিম (র) ইয়াকূব কুম্মী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা ইবনে জরীর (র) ইয়াকূব, হারূন, আলতারা আনতারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হইতেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা তাব্‌রানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস ইস্পাহানী (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে নবী করী (সা) ইয়াজুজ ও মাজুজ আদম সন্তানের অন্তর্ভুক্ত যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে মানুষের উপর অশান্তি সৃষ্টি করিবে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার শিষ্য রাখিয়া যায়। বরং আরো অধিক ; এবং তাহাদের পর আরো তিনটি দল হইবে, তাবীল, তায়েস, ও মুনসাক হাদীসটি গরীব বরং মুনকার ও দুর্বল। ইমাম নাসায়ী (র) শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি, নুমান ইবনে সালেম (র)....আউস ইবনে আবূ আওস (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করেন, ইয়াজুজ মাজুজের স্ত্রী আছে তাহারা সহবাস করিয়া থাকে। তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিলে হাজার হাজার বরং ততধিক রাখিয়া যায়।

قوله وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে একটি শিঙ্গা হইবে যাহাতে হযরত ইসরাঈল (আ) ফুৎকার দিবেন। যেমন পূর্বে এই বিষয়ে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এবং এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও অনেক। আতীয়্যাহ (র) হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ সায়ীদ হইতে বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আমি কিভাবে আরাম ও শান্তি ভোগ করিতে পারি অথচ, শিঙ্গার অধিকারী ফিরিশ্‌তা শিঙ্গা মুখে করিয়া মাথা ঝুকাইয়া অধীর অপেক্ষায় আছেন, কখন তাহাকে শিঙ্গা ফুৎকার করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে। সাহাবায়ে কিরাম (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিস্থিতিতে আমরা কি বলিব? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আল্লাহ-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং উত্তম কার্য বিধায়ক। আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা রাখি। قوله فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا অর্থাৎ হিসাব নিকাশের জন্য আমি সকলকে একত্রিত করিব। ইরশাদ হইয়াছে। قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوْمٍ আপনি ঘোষণা করুন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একটি নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই

একত্রিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا এবং আমি তাহাদের সকলকে একত্রিত করিব কাহাকেও ছাড়িব না।

(١٠٠) وَّعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضًا ۙ

(١٠١) الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ۟

(١٠٢) اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْٓ اَوْلِيَآءَ ؕ اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا ۟

১০০. এবং সেইদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করিব কাফির-দিগের নিকট।

১০১. যাহাদিগের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।

১০২. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা কি মনে করে যে, তাহারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিবে? আমি কাফিরদিগের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জাহান্নাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন উপরোক্ত আয়াতে তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বেই তাহাদের সম্মুখে তিনি উহাকে উন্মুক্ত করিয়া পেশ করিবেন যেন তাহারা উহার মধ্যকার শাস্তির যাবতীয় ব্যবস্থা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বেই দেখিতে পারে এবং তাহাদের দুশ্চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পায়। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে জাহান্নামকে সত্তর হাজার রশি দ্বারা টানিয়া আনা হইবে এবং প্রত্যেক রশিতে সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের বলেন اَلَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ অর্থাৎ সেই সকল কাফিররা হেদায়েত গ্রহণ করিবার ও উহাকে অনুসরণ করিবার ব্যাপারে অন্ধ ও বধির হইয়াছিল। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ যেই ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহর স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া জীবন যাপন করে আমি একজন শয়তানকে তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়া দেই এবং তাহার সাথী হইয়া থাকে (যুখরুফ-৩৬)। وَكَانُوْا لَا

يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا আর তাহারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ ও তাহার বিধানসমূহ শ্রবণ করিতে ও বুঝিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে। اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ مِنْ دُوْنِىْ اَوْلِيَاءَ কাফিররা কি এই ধারণা করিয়া রাখিয়াছে আমাকে বাদ দিয়া আমার বান্দাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে এবং তাহারা তাহাদের উপকার করিবে? كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِم يكونون عليهم ضداً কখনও এইরূপ হইবে না। তাহারা তো তাহাদের ইবাদতকেই অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিয়াছেন যে ঐ সকল কাফিরদের জন্য তিনি জাহান্নামকে তাহাদের আবাসস্থল হিসাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(١٠٣) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًاؕ ٥

(١٠٤) اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ٥

(١٠٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ٥

(١٠٦) ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ٥

১০৩. বল, আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিব, কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থদিগের?

১০৪. উহারা পার্থিব জীবনে যাহাদিগের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্ম করিতেছে,

১০৫. উহারাই তাহারা যাহারা অস্বীকার করে উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাহার সহিত উহাদিগের সাক্ষাতের বিষয়, ফলে উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়, সুতরাং কিয়ামত্তের দিন উহাদিগের জন্য কোন গুরুত্ব রাখিব না।

১০৬. জাহান্নাম ইহাই উহাদিগের প্রতিফল যেহেতু ইহারা কুফরী করিয়াছে, এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করিয়াছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....শু'বা ও মুস'আব (র) হইতে বর্ণিত একবার আমি আমার পিতা সা'দ ইবন আবূ ওক্কাস (রা) কে قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আয়াতে কি খারেজীদের কথা বলা হইয়াছে? তিনি বলিলেন না, নাসারা ও ইয়াহূদীদের কথা বলা হইয়াছে। ইয়াহূদীরা তো হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুয়তকে অস্বীকার করিয়াছে এবং নাসারা বেহেশ্তকে অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে বেহেশতের মধ্যে পানাহারের কোন বস্তু নাই। আর খারেজীরা আল্লাহর সহিত শক্ত ওয়াদা করিবার পর উহা ভঙ্গ

করিয়াছে। এই কারণে হযরত সা'দ খারেজীদিগকে ফাসেক বলিতেন। হযরত আলী আবূ তালেব (র) যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতে খারেজীদের কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ আয়াতটি যেমন নাসারা ও ইয়াহূদীদিগকে শামিল করে অনুরূপভাবে খারেজীদিগকে শামিল করে। শুধু খারেজী কিংবা শুধু নাসারা ও ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে এই কথা বরং আয়াতটি ইয়াহূদী নাসারা ও খারেজীসহ অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে শামিল করে যাহারা ভ্রান্ত উপায়ে আল্লাহর ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহা সঠিক করিতেছে এবং আল্লাহর দরবারে তাহাদের আমল গৃহিত হইতেছে অথচ, বাস্তবে তাহাদের আমল প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةٌ যেই দিন অনেক মুখমন্ডল লাঞ্ছিত হইবে অথচ, পৃথিবীতে তাহারা বহু আমল করিয়াছে এবং আমল করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের আমল ও ইবাদত সত্ত্বেও তাহারা উত্তপ্ত আগুনে প্রবেশ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا অর্থাৎ তাহাদের যেই সকল কৃতকর্মের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিব অতঃপর উহাকে উড়ন্ত ধুলিকণার ন্যায় করিয়া দিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً حَتّٰى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফর করে তাহাদের আমলসমূহকেই মরিচিকার ন্যায় যাহাকে পিপাসিত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে উহার নিকট আগত হয় তখন সে কিছুই পায় না। অত্র আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا আপনি বলিয়া দিন, যাহারা আমলের দিক হইতে বড়ই ক্ষতিগ্রস্থ আমি কি তাহাদের সংবাদ তোমাদিগকে বলিয়া দিব? অতঃপর তিনি বলেন اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তাহার হইল সেই সকল লোক যাহাদের চেষ্টা সাধনা পৃথিবীতে ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছে তাহারা ভ্রান্ত পন্থায় আমল করিয়াছে যাহা আল্লাহর দরবারে গৃহিত নহে। وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا অথচ, তাহারা ধারণা করে যে তাহারা কোন ভাল কাজই করিতেছে তাহাদের আমল আল্লার দরবারে গৃহিত এবং তাহারাও আল্লার নিকট ভালবাসার পাত্র। اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিয়াছে যাহা দ্বারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলের রিসালতের সত্যতা প্রমাণিত করা যায় এবং পরকাল ও আল্লাহর সাক্ষাতকেও মিথ্যা বলিয়া অবহিত করিয়াছে। فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অতএব তাহাদের আমলনামা ওজন করা হইবে না। কারণ, উহাতে কোন নেকী ও কল্যাণকর আমল নাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন لَيَاْتِيْ الرَّجُلُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَايَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ কিয়ামত দিবসে মোটা তাজা ব্যক্তি আসিবে কিন্তু আল্লাহর নিকট একটি মাছির ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না। এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন তোমরা ইচ্ছা করিলে ইহা প্রমাণের জন্য فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا। পাঠ কর। ইয়াহ্ইয়া ইবনে বুকাইর (র).... (র) আবূয যিনাদ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সূত্রে ইয়াহ্ইয়া ইবন বুকাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হাতিম (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অধিক আহারকারী ও অধিক পানকারী এক ব্যক্তিকে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হাযির করা হইবে। কিন্তু দুইটি যব পরিমাণ ওজন দ্বারাও তাহাকে ওজন করা হইলে সে উহারও সমপরিমাণ হইবে না। অতঃপর তিনি فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا পাঠ করিলেন। ইবনে জরীর (র) ও আবূ কুরাইব (র)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আহমদ ইবনে আমর ইবনে আব্দুল খালেক বায্যার (র) বলেন, আব্বাস ইবনে মুহাম্মদ (র).আওন ইবনে উমারাহ.. বুরাইদাহ(রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম এমন সময় কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি তাহার এক জোড়া কাপড় পরিধান করিয়া ঝুলিয়া ঝুলিয়া তথায় আগমন করিল, যখন সে নবী করীম (সা) এর নিকট আসিয়া দন্ডায়মান হইল, তখন তিনি বলিলেন, হে বুরাইদাহ! এই ব্যক্তি হইল সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোন ওজন কায়েম করিবেন না। হাদীসটি কেবল ওয়াছিল এবং তিনি হইতে ইহা ছাড়া আওন ইবনে উমরাহ (র) ছাড়া কেহ বর্ণনা করেন নাই। এবং তিনি হাফিয নহেন, তাহার রেওয়ায়েতের কোন মুতাবের রেওয়ায়েত (সমর্থক রেওয়ায়েত) নাই।

ইবনে জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র)....কা'ব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক বিশাল দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে আনা হইবে কিন্তু, আল্লাহর দরবারে একটি মশার ডানার সমানও তাহার ওজন হইবে না। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা এই ক্ষেত্রে فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا পাঠ কর। ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ جَزَآءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا। তাহাদের কুফর করিবার কারণে ও আল্লাহর নিদর্শনসমূহ ও তাহার রাসূলগণকে বিদ্রূপ করিবার কারণে তাহাদের জন্য জাহান্নামের এই শাস্তি।

(١٠٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۙ○

(١٠٨) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ○

১০৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান।

১০৮. সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে উহা হইতে স্থানান্তর কামনা করিবে না।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহার নেক ও ভাগ্যবান বান্দাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, তাহাদের জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রহিয়াছে আর সেই ভাগ্যবান সৎবান্দারা হইল তাহারা যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই জীবন বিধান পেশ করিয়াছেন তাহারা উহাকে মানিয়া লইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, রূমী ভাষায় ফিরদাউস বলা হয় উদ্যানকে। কা'ব সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ফিরদাউস বেহেশতের মধ্যস্থলকে বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, ফিরদাউস হইল, বেহেশতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্থান। সায়ীদ ইবনে জুবাইর (র).... সামুরা (র) হইতে বর্ণনা করেন, اَلْفِرْدَوْس رَبْوَةُ الْجَنَّةِ وَاَوْسَطُهَا وَاَحْسَنُهَا ফিরদাউস হইল বেহেশতের সর্বোচ্চ সর্বোত্তম ও সব চাইতে সুন্দর স্থান। ইসমাঈল ইবনে মুসলিম (র)....সামুরা হইতে মরফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে কাতাদা ও আনাস ইবনে মালেক (র) হইতেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনে জরীর (র) সবকয়টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত "তোমরা যখন আল্লাহর নিকট বেহেশত প্রার্থনা করিবে, তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত প্রার্থনা করিবে। উহা হইল বেহেশতের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও মধ্যবর্তী স্থান। ঐ স্থান হইতেই নহর সমূহ প্রবাহিত হইয়াছে।" قوله نُزُلاً - "نُزُلاً" শব্দের অর্থ হইল, আতিথেয়তা خَالِدِيْنَ فِيْهَا তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। কোন দিন তাহারা সেই স্থান ত্যাগ করিবে না। لَايَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً তাহারা সেই স্থান ছাড়িয়া অন্যস্থান পছন্দ করিবে না। যেমন কবি বলেন,

فَحَلَّتْ سَوِيْدُ الْقَلْبِ لاَ اَنَا بَاغِيًا + سِوَاهَا وَلاَعَنْ حَبِّهَا اَتَحَوَّلِ

আমি তাহার অন্তরের অন্তস্থলে স্থান গ্রহণ করিয়াছি। তাহাকে ব্যতিত অন্য কাহাকেও আমি পছন্দ করি না এবং তাহার ভালভাসা ত্যাগ করিতেও আমি সম্মত নহি।

সাধারণত নির্দিষ্ট কোন স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে মানুষ বিরক্তি বোধ করে কিন্তু বেহেশবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে চিরকাল অবস্থান করা সত্ত্বেও তাহারা কখনও বিরক্ত হইবে না সেই স্থান ত্যাগ করিতেও চাহিবে না এবং উহার পরিবর্তে কোন নতুন স্থানে বসবাস করিবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহাদের অন্তরে জন্ম লইবে না। এবং সেই বেহেশতের মধ্যে থাকিতেই তাহারা ভালবাসিবে। এই বিষয়টিই لَايَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلاً এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানাইয়া দিয়াছেন।

(١٠٩) قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ۝

১০৯. বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে— সাহাযার্থে ইহার অনুরূপ আর সমুদ্র আনিলেও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! (সা) আপনি বলুন, যদি সমুদ্রের পানি সেই কলমের কালি হয় যাহার সাহায্যে আল্লাহর কলেমাসমূহও তাহার নিদর্শনসমূহকে লেখা যায় তবে সেই আয়াত ও বাণীসমূহ লেখা শেষ হইবার পূর্বে সমূদ্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে। وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا যদিও উহার সাহায্যের জন্য অনুরূপ আরো এক সমুদ্র এবং আরো অসংখ্য সমুদ্র আনা হউক না কেন তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হইবে না যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন,

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلاَمٌ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَانَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

যদি পৃথিবীর সকল গাছ দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় এবং সমুদ্রের পানি কালি হয় অতঃপর আরো সাত সমুদ্রের পানি দ্বারা কালি তৈয়ার করিয়া আল্লাহর কলেমাসমূহ লেখা হয় তবুও উহা নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ইজ্জত সম্মানের অধিকারী বড়ই কুশলী। রবী ইবনে আনাস (রা) বলেন, সকল মানুষের ইলম ও জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার ইলম ও জ্ঞানের তুলনায় সমস্ত সমুদ্রসমূহের এক ফোটা পানি সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়টি অবতীর্ণ করিয়াছেন قُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِدَادً لِكَلِمَاتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّىْ আপনি বলিয়া দিন যদি আমার প্রতিপালকের কলেমাসমূহ লিখিবার জন্য সমুদ্রের পানি কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের কলেমা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র শেষ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ সকল সমুদ্রসমূহের পানিকে যদি কালিতে রূপান্তরিত করা হয় এবং পৃথিবীর সকল গাছ পালা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয় তবে কলম ঘষিয়া লিখিতে লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়া যাইবে। এবং সমুদ্রের পানিও নিঃশেষ হইয়া যাইবে অথচ, আল্লাহর কালেমাসমূহ যেমন ছিল তেমনি থাকিবে উহা হইবে একটু কম হইবে না। কারণ এমন কে আছে যে আল্লাহ যথাযোগ্য মর্যাদা বুঝিতে পারে এবং এমন কে আছে যে তাহার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে পারে? অতএব আমাদের প্রতিপালক ঠিক তেমনই যেমন তিনি নিজেই নিজে সম্পর্কে বলেন। আমরা বলি তিনি উহার উর্ধ্বে। মনে রাখিবে, পৃথিবীর সকল নিয়ামতসমূহ আখিরাতের নিয়ামতের তুলনায় ঠিক তদ্রূপ যেমন সমগ্র পৃথিবীর তুলনায় একটি সরিষার বীজ।

(١١٠) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحَىٓ اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝

১১০. বল, আমি তো তোমাদিগের মত একজন মানুষই আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ সুতরাং যে তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে কাহাকেও শরীক না করে।

তাফসীর ঃ আল্লামা তবরানী (র) হিশাম ইবনে আম্মার (র)-এর সূত্রে.... হযরত মু'আবীয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন তিনি বলেন, ইহা হইল সর্বশেষ আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, قُلْ আপনি সেই সকল মুশরিকদিগকে বলুন, যাহারা আপনার রিসালাতকে অস্বীকার করে اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ। আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। অতএব যেই ব্যক্তি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে সে যেন আমার নিকট প্রেরিত এই মহাগ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থ্ পেশ করে। আমি তো গায়েবের সংবাদ জানি না। তোমরা আসহাবে কাহাফ ও যুলকারনাইন সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছ, যদি আল্লাহ তা'আলা অহী যোগে ঐ সকল বাস্তব ঘটনাসমূহ আমাকে না জানাইতেন তবে আমি উহা ঠিক ঠিকভাবে তোমাদিগকে কি করিয়া জানাইলাম। যিনি তোমাদিগকে এই সংবাদ দান করিয়াছেন اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ। তিনিই তোমাদের ইলাহ। তাঁহারই ইবাদতের প্রতি আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি اِلٰهٌ وَّاحِدٌ। তিনি একমাত্র ইলাহ তাহার কোন শরীক নাই। فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ অতএব যেই ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাতের ও তাঁহার পক্ষ হইতে সৎকর্মের বিনিময় লাভের আশা রাখে, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا সে যেন আল্লাহর প্রেরিত শরীয়ত-সম্মত সৎকর্ম করে। وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا আর সে যেন তাহার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। আল্লাহর নিকট ইবাদত ও সৎকর্ম গৃহিত হইবার জন্য এই দুইটি বিষয় হইল ইবাদতের অপরিহার্য অংশ। অর্থাৎ যে কোন সৎ কর্ম হউক না কেন উহা শরীয়ত মুতাবিক হইতে হইবে এবং কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হইতে হইবে।

ইবনে আবূ হাতিম (র)....তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল হে আল্লাহর 'রাসূল! (সা) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমি অনেক সৎকর্ম করিয়া থাকি কিন্তু অন্য লোকও আমার এই সৎকর্মসমূহ দেখুন ইহাও আমার ভাল লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহার হুকুম কি? তিনি তখন কোন উত্তর করিলেন না। অবশেষে অবতীর্ণ হইল, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا হাদীসটি মুরসাল। মুজাহিদ (র) এবং আরো কেহ কেহ হাদীসটি অনুরূপ মুরসাল বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাস (র) বলেন,....শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামিত (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি যেই প্রশ্ন আপনার নিকট করিতেছি আপনি উহার উত্তর দিন। আচ্ছা, বলুন তো, এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত, সাওম, সদকা, হজ্জ সম্পাদন করে এবং তাহার প্রশংসা করা হউক উহাও সে পছন্দ করে? হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বলেন, তাহার সকল আমল ব্যর্থ হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি শরীক হইতে মুক্ত যদি কেহ আমার অন্য কাহাকেও শরীক স্থির করে তবে তাহার সকল ইবাদত বন্দেগী যেন তাহারই জন্য করে। উহা তো আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর.... আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আমরা পর্যায়ক্রমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিতাম এবং তাঁহার কাছে রাত যাপন করিতাম। তাহার কোন প্রয়োজন হইলে তিনি সেই কাজে প্রেরণ করিতেন। এই ধরনের লোকের সংখ্যা অনেক হইত। একবার আমরা রাত্রে পরস্পর কথা বলিতেছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছ? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর নিকট তওবা করিয়াছি, আমরা দজ্জালের আলোচনা করিতেছিলাম। এবং উহার কারণে আমরা ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি বলিলেন উহা অপেক্ষা অধিক বিভীষিকাপূর্ণ বিষয়ের কথা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? আমরা বলিলাম জী হাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, উহা হইল শিরকে খফী (গোপন শিরক) অর্থাৎ অন্য লোককে দেখাইবার জন্য কাহারও সালাত পড়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নযর (র)....ইবনে গানাম হইতে বর্ণিত যে একবার আমিও আবূদ-দারদা ছাবিয়ার মসজিদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে হযরত উবাদহ্ ইবনে সামেতের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। তিনি তাহার বাম হাতে আমার ডান হাত এবং তাহার ডান হাতে আবূ দরদার বাম হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন এবং আমরা পরস্পর কথা বলিতে লাগিলাম। এমন সময় উবাইদাহ্ ইবনে সামেত (র) বলিলেন তোমাদের মধ্যের একজন কিংবা উভয়ই যদি দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তবে কুরআনের কারীদের মধ্য হইতে সম্ভবত এমন লোক দেখিতে পাইবে যে উহার হালালকে হালাল মনে করিয়াছে এবং হারামকে হারাম মনে করিয়াছে এবং যে উহার প্রত্যেকটি হুকুমকে সঠিক ও সংগত স্থানে রাখিয়াছে তোমাদের সমাজে তাহার মর্যাদা একটি মৃত গাধার মাথা অপেক্ষা অধিক হইবে না। ইবনে গানাম (র) বলেন, এই আলোচনা করিতেছিলাম এমন সময় সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) ও আওফ ইবনে মালেক (র) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আমাদের নিকট বসিলেন। সাদ্দাদ ইবনে আওস (র) বলিলেন, হে লোক সকল! যে বিষয়টি আমি তোমাদের পক্ষে সর্বপেক্ষা

ভয়াবহ মনে করিতাম যাহা আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন الشِّرْكِ الْخَفِيَّةِ الشَّهْوَةِ مِنَ অর্থাৎ “গোপন কু-কামনাও শিরক” তখন হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত ও আবূদদরদা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ ক্ষমা করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) কি আমাদিগকে ইহা বলিয়া যান নাই যে আরব দ্বীপমালায় শয়তান তাহার ইবাদত হইতে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে গোপন কু-কামনা তো হইল নারীর কামনা বাসনা। ইহা আমাদের জানা আছে। কিন্তু যেই শিরক হইতে তুমি আমাদিগকে ভীতি প্রদান করিতেছ, হে শাদ্দাদ উহা কি? তখন তিনি বলিলেন আচ্ছা যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্য সদকা খয়রাত করে তোমরা কি মনে কর যে সে শিরক করে? তখন তাহারা বলিলেন, হাঁ, যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং মানুষকে দেখাইবার জন্যই সদকা খয়রাত করে সে অবশ্যই শিরক করে। তখন সাদ্দাদ (র) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاىَ فَقَدْ اَشْرَكْ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সালাত পড়ে সে শিরক করে। যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য সাওম রাখে সে শিরক করে এবং যেই ব্যক্তি দেখাইবার জন্য দান খয়রাত করে সেও শিরক করে। আওফ ইবনে মালেক (র) বলিলেন, ইহা কি হইতে পারে না যে, যেই আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হইয়াছে উহা আল্লাহ কবূল করিবেন এবং যাহা দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করা হয় নাই বরং শিরক করা হইয়াছে উহা তিনি পরিত্যাগ করিয়া দিবেন। তখন শাদ্দাদ বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি

اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اَنَا خَيْرُ قَسِيْمٍ لِمَنْ اَشْرَكَ بِىْ مَنْ اَشْرَكَ بِىْ شَيْئًا فَاِنَّ عَمَلَهٗ قَلِيْلَهٗ وَكَثِيْرَهٗ الشَّرِيْكَةِ الَّذِىْ اَشْرَكَ بِهٖ وَاَنَا عَنْهُ غَنِىٌّ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি উত্তম অংশীদার। যেই ব্যক্তি আমার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করে। তাহার কম বেশি সকল আমলই তাহার শরীকের জন্য। এবং তাহার আমল হইত আমি সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। তাহার আমলের আমার কোনই প্রয়োজন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, যায়েদ ইবন হুবাব (র).... শাদ্দাদ ইবনে আওম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন ক্রন্দন করিতেছিলেন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কারণে আপনি ক্রন্দন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি কথা বলিতে শুনিয়াছি উহাই আমাকে কাঁদাইতেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِىْ الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ আমার উম্মতের উপর

শিরক ও গোপন কু-কামনার ভয় করি। আমি বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরক করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ শিরক করিবে, তবে তাহারা সূর্য চন্দ্র প্রস্তর ও মূর্তি পূজা করিবে না বরং তাহারা অন্য লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে আমল করিবে। আর গোপন কু-কামনা হইল যেমন, কেহ রোযা রাখিল কিন্তু হঠাৎ কোন কু-কামনা উত্তেজিত হইল অমনি সাওম ভাঙ্গিয়া দিল।" ইমাম ইবনে মাজাহ (র) হাসান ইবন যাওয়ান ও উবাদা ইবনে নুছাই হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উবাদাহ নামক রাবীব মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে এবং তিনি সাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হইতে শুনিয়াছেন কি-না সেই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রহিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, হাসান ইবনে আলী ইবন জা'ফর আল আহমর (র)....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন, আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক যেই ব্যক্তি আমার সহিত তাহাকেও শরীক করিবে, আমি আমার অংশও তাহাকেই দান করিব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর (রা)....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ فَمَنْ عَمِلَ اَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِىْ فَاَنَا بَرِىٌّ مِّنْهُ وَهُوَ لِلَّذِىْ اَشْرَكَ

আমি সকল শরীকদের মধ্যে হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম শরীক, যে কেহ তাহার আমলের মধ্যে আমার সহিত অন্যকে শরীক করে সেই আমল হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং উহার সম্পূর্ণটাই অপর শরীকের জন্য।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস (র)....মাহমুদ ইবন লবীদ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ। যে বিষয়টিকে আমি তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করি উহা হইল ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। ছোট শিরক কি? তিনি বলিলেন, اَلرِّيَاءُ। লোক দেখাইবার জন্য ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করিবেন তখন এই রিয়াকারীদিগকে বলিবেন, দুনিয়ায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য তোমরা আমল করিতে তাহাদের নিকট যাও, দেখ তাহাদের নিকট কোন বিনিময় পাও কিনা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে বুকাইর (র)....হযরত আবূ সায়ীদ ইবনে ফুযালা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি; আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে কিয়ামত দিবসে

একত্রিত করিবেন সেই দিনের আগমনে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে যেই ব্যক্তি আল্লার উদ্দেশ্যে কোন কৃত আমলে অন্যকে শরীক করিয়াছে সে যেন তাহার আমলের বিনিময় অন্যের নিকট প্রার্থনা করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা শিরক হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক বে-নিয়ায। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র) মুহাম্মদ বরসাখী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আহমদ ইবন আব্দুল মালেক (র)....হযরত আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللّٰهُ بِهٖ। যে ব্যক্তি অন্যকে শুনাইবার জন্য সৎকর্ম করে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তি দিবেন সকলকে শুনাইয়া। আর যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে শাস্তিও দিবেন সকলকে দেখাইয়া। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মু'আবীয়া (র).... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি মানুষকে শুনাইবার জন্য কোন সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলূককে শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন বেং তাহাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করিবেন।" তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা)-এর অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (রা) বলেন, আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের আমলসমূহ একটি সিল মহরকৃত কিতাবে আল্লাহর সম্মুখে পেশ করা হইবে। তখন আল্লাহ বলিবেন, এই আমল নিক্ষেপ কর এবং এই আমল কবূল কর। ফিরিশ্তাগণ বলিবেন হে আমাদের প্রতিপালক। ইহার মধ্যে ভাল আমল ছাড়া তো কোন খারাপ আমল দেখি না। তখন আল্লাহ বলিবেন তাহার এই আমল আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় নাই এবং আমি তো কেবল সেই আমল গ্রহণ করি যাহা দ্বারা কেবল আমার সন্তুষ্টি ইচ্ছা করা হয়। হারেস ইবনে গসসান বলেন, তাহার নিকট হইতে হাদীসটি একদল উলামা রেওয়াতে করিয়াছেন। হারেস ইবন গসসান (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী।

ওহ্ব (রা) বলেন, ইয়াযীদ ইবনে ইযায (র)....আব্দুল্লাহ ইবনে কয়েস খুযায়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি মানুষকে দেখাইবার জন্য দন্ডায়মান হয় সে আল্লাহর ক্রোধে লিপ্ত থাকে যাবৎ না সে বসিয়া না পড়ে।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (র)....হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের সম্মুখে তো উত্তমরূপে সালাত পড়ে কিন্তু নির্জনে অমনোযোগী হইয়া তাড়াতাড়ি পড়ে। তাহার এই আচরণ আল্লাহর সহিত লাঞ্ছনামূলক আচরণ।

ইবনে জরীর (র) বলেন, আবূ আমির ইসমাঈল ইবন সাকূনী (র)....ইবনে আমর ইবনে কয়েস কিন্দী, হইতে বর্ণিত তিনি হযরত মু'আবীয়াহ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে এই আয়াত فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ পাঠ করিবার পর বলিতে শুনিলেন, ইহা হইল কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। কিন্তু এই রেওয়ায়েত মনে করা বড় কঠিন। কারণ আয়াতটি সূরা কাহাফ এর শেষ আয়াত। অথচ, সূরা কাহাফ সম্পূর্ণটাই মক্কায় অবতীর্ণ। কিন্তু সম্ভবত হযরত মু'আবিয়া (রা) এমন বক্তব্য পেশ করিয়াছেন যাহার উদ্দেশ্য হইল যে, এই আয়াতটি এমন একটি আয়াত যাহা পরবর্তী অন্য কোন আয়াত দ্বারা মানসুখ হয় নাই। অতএব আয়াতটি মুহকাম। কিন্তু কোন রাবী তার বক্তব্যের ভুল অর্থ বুঝিয়া, যেমন বুঝিয়াছেন তেমন রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবন হাসান ইবনে শকীক (র).... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যেই ব্যক্তি রাত্রিকালে فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ পড়িবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এত বড় নূর দান করিবেন যাহা আদন হইতে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত করিতে পারে। হাদীসটি বড়ই গরীব।

ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)— ৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

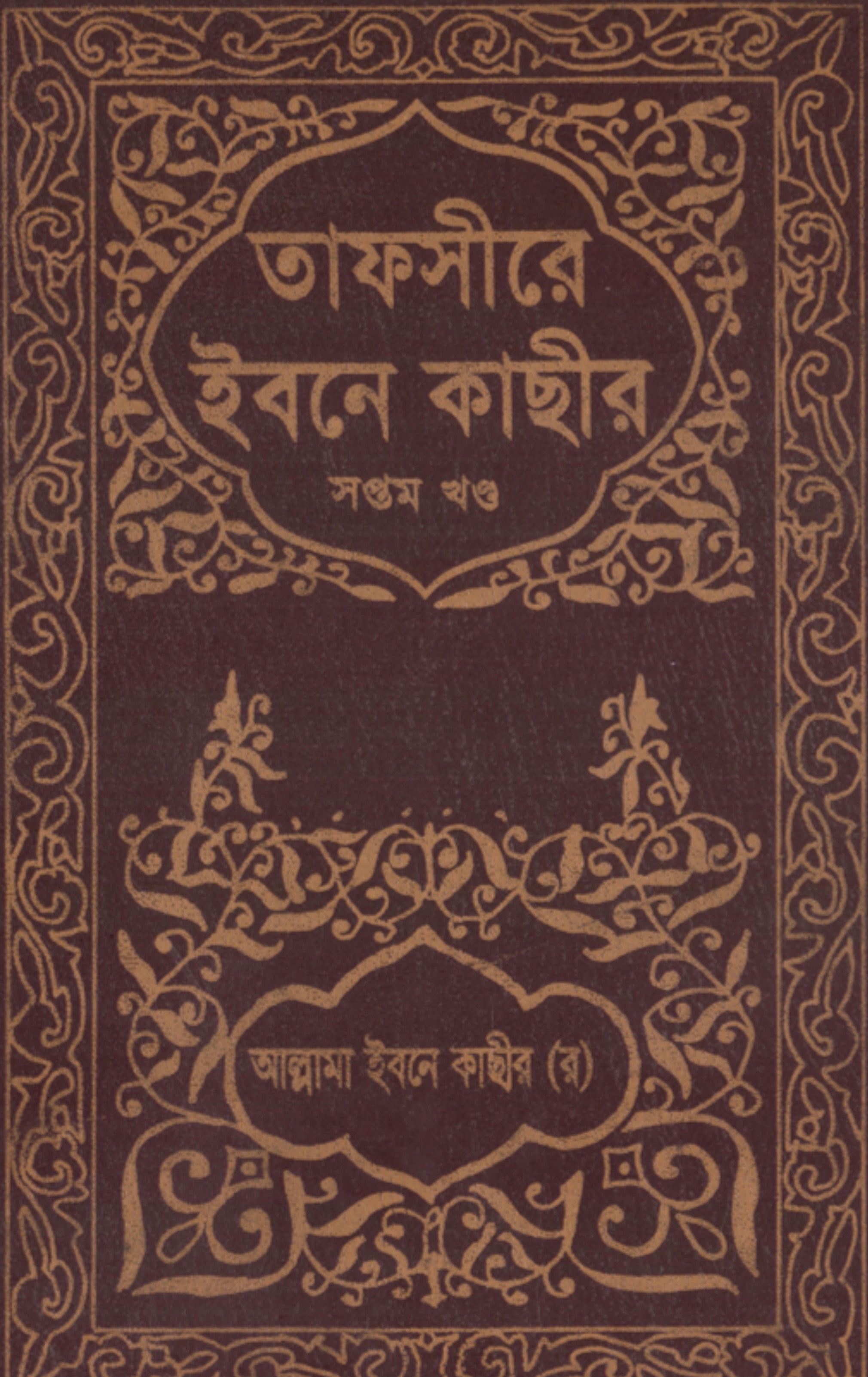

তাফসীরে ইবনে কাছীর

সপ্তম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

সপ্তম খণ্ড

(পারা ১৬ থেকে পারা ১৭ পর্যন্ত)
সূরা মারইয়াম থেকে সূরা মু'মিনূন পর্যন্ত

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (সপ্তম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক : অনূদিত

[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
ইফা প্রকাশনা : ১৯৯৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0573-9

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০১

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
মার্চ ২০১৪
চৈত্র ১৪২০
জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্পপরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৫০.০০ (চার শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (7th Volume) : Commentary on the Holy Quran Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic PublicationProject, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 March 2014

E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 450.00 ; US Dollar : 18.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে

তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্রন্থটির ৭ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে আমরা আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'' (তাফসীরুল কুরআনিল কারীম)-এর অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ্ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ক্রটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা মারইয়াম

(পারা-১৬)

সূরা নাযিলের সময় ২৫
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ২৬
বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ) কর্তৃক সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ২৬
আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ ২৮
সন্তানরূপে হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে প্রাপ্তির সুসংবাদ ৩০
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি আল্লাহর তা'আলার নির্দেশ ৩২
হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ)-এর গুণাবলী ৩৫
হযরত ইয়াহইয়া (আ)-কে মাতাপিতার অনুগত থাকার নির্দেশ ৩৮
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের শুভ সংবাদ ৪০
হযরত মারইয়াম কে ছিলেন? ৪১
বিবি মারইয়ামের সাথে হযরত জিবরীল (আ)-এর সাক্ষাৎ ৪৩
বিবি মারইয়াম মহান আল্লাহর ফয়সালা একান্তভাবে মানিয়া লইলেন ৪৭
মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত মারইয়ামকে সান্ত্বনা ও নিয়ামত প্রদান ৫১
হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদের প্রতিবাদ ও হযরত ঈসা (আ)-এর গুণাবলী ও মু'জিযাসমূহ ৫৫
মহান আল্লাহর সন্তান গ্রহণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট ৬৪
হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বাতিলপন্থি ইয়াহূদীদের মতবিরোধ ৬৫
পথভ্রষ্টদের করুন পরিণতি ৬৬
জান্নাতীগণ চিরকাল জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকিবে ৭০
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁর মূর্তিপূজক পিতার বিবরণ ৭৩
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কর্তৃক তাঁর পিতাকে ইসলামের দাওয়াত ৭৪
হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সাথে পিতার সম্পর্কোচ্ছেদ ৭৬
পিতার সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সদ্ব্যবহার ৭৭

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত ৭৯
হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বিবরণ ৮১
হযরত ইসমাঈল (আ)-এর গুণাবলী ৮৪
পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচানোর নির্দেশ ৮৭
হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর গুণাবলী ৮৮
বিভিন্ন নবীগণের প্রসঙ্গ ৯০
নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং নামায তরক করার ভয়াবহ পরিণতি ৯৩
চিরস্থায়ী শান্তি লাভের উপায় ৯৮
বেহেশতবাসীগণের প্রতি মহান আল্লাহর নিয়ামত ৯৯
হযরত জিব্‌রীল (আ) বিলম্বে নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ ১০২
মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রসঙ্গ ১০৫
কাফির ও মুশরিকদের ভয়াবহ পরিণতি ১০৭
পুলসিরাত পার হওয়া সম্পর্কে ১০৮
কবীরা গুণাহকারী মু'মিনদের জন্য শাফায়াত ১১৫
মু'মিনদের উপর কাফির ও মুশরিকদের মিথ্যা মর্যাদার দাবী ১১৬
কাফির ও মুশরিকদের অসার অহংকার ১১৮
মু'মিনদের প্রতি মহান আল্লাহর হিদায়েতের কথা ১২০
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ও 'সুবহানাল্লাহ'র ফযীলত ১২০
এক কাফিরের পুনর্জীবন সম্পর্কে উপহাস ও মিথ্যা দাবী ১২১
আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ইলাহ স্থির করার ভয়াবহ পরিণতি ১২৪
মুত্তাকীগণ আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত অতিথি ১২৭
মুত্তাকীগণের জন্য আল্লাহর তা'আলার মেহমানদারী ১২৮
মহান আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার মত জঘন্য মতবাদ ও আল্লাহর সহিত শিরক করার ভয়াবহতা ১৩৩
ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা, তাঁর ফিরিশতা ও সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা ১৩৬

সূরা তোহা

(পারা-১৬)

সূরা তোহার ফযীলত ১৪১
পবিত্র কুরআন নাযিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ সম্মান ১৪৩

পবিত্র কুরআন নাযিল মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ ১৪৪
আসমান, যমীন ও মাটির নিচে অবস্থিত বস্তু প্রসঙ্গে ১৪৫
হযরত মূসা (আ) প্রসঙ্গ ১৪৮
আল্লাহ তা'আলার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর কথোপকথন ১৫০
কিয়ামত সংঘটন গোপন রাখা হইয়াছে ১৫২
হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা ১৫৪
হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ ১৫৯
হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ ১৬১
হযরত মূসা (আ)-এর জিহ্বার জড়তা দূর হওয়া ১৬২
স্বীয় ভাইয়ের জন্য দুনিয়াতে সবচাইতে উপকারী ছিলেন হযরত মূসা (আ) ১৬৩
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ)-কে নবী বানানোর দু'আ কবুল হওয়া ১৬৩
হযরত মূসা (আ)-এর শিশুকাল ১৬৫
পরম শত্রুর গৃহে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আ) ১৬৬
ফির'আউন গৃহে পুত্ররূপে হযরত মূসা (আ) ১৬৭
হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা ১৬৮
হযরত মূসা (আ) মাদইয়ানে ১৭৫
আট বছর ছাগল চরানোর শর্তে হযরত মূসা (আ)-এর বিবাহ ১৭৬
মহান আল্লাহর নির্দেশে মিসর আগমন ১৭৭
মিসরে ফির'আউনের সাথে বিতর্ক ও মু'জিযা প্রদর্শন ১৭৮
বণী ইসরাঈলদের মিসর হইতে মহান আল্লাহর নির্দেশে বাহির হইয়া আসা ১৮০
ফির'আউন তাহার দলবলসহ নীলনদে ডুবিয়া মরা ১৮০
হযরত মূসা (আ)-এর কাওমের কিছু লোকের গো-বৎস পূজা ১৮১
গো-বৎস ও উহার পূজারীদের শাস্তি ১৮৪
বনী ইসরাঈলের সত্তর ব্যক্তিকে নিয়ে হযরত মূসা (আ)-এর তূর পর্বতে গমন ১৮৪
হযরত মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য ১৮৫
বনী ইসরাঈলের ৪০ বৎসর ময়দানে আবদ্ধ থাকা ১৮৬
রূহানী জগতে হযরত মূসা (আ) ও হযরত আদম (আ)-এর বিতর্ক ১৮৮
হযরত মূসা ও হারুন (আ)-কে ফির'আউনের নিকট তাওহীদের বাণী পৌঁছানোর নির্দেশ ১৮৮

ফির'আউনকে নম্রভাবে উপদেশ দেওয়ার নির্দেশ ১৮৯
হযরত মূসা (আ)-এর প্রার্থনা এবং ফির'আউনের বাড়াবাড়ির আশংকা ১৯২
হযরত মূসা ও হারুন (আ)-এর ফির'আউনের দরবারে গমনের বর্ণনা ১৯৩
ফির'আউন কর্তৃক আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার ১৯৬
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহর পরিচয় ফির'আউনের নিকট তুলিয়া ধরা ১৯৬
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক মানুষের প্রতি আল্লাহর ব্যাপক অনুগ্রহের কথা তুলিয়া ধরা ১৯৮
হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ফির'আউন কর্তৃক যাদুকর হওয়ার মিথ্যা অপবাদ ২০০
হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ফির'আউনের যাদুকরদের মুকাবিলার সময় নির্ধারণ ২০১
ফির'আউন কর্তৃক মিসরের নামকরা বিপুল যাদুকরদের সমাবেশ করন ২০২
হযরত মূসা (আ)-কে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যাদুকরদের সমাবেশ ও পরবর্তী ঘটনা ২০৫
যাদুকরদের ঈমান গ্রহণ ২০৭
ঈমান গ্রহণকারী যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের শত্রুতা ২০৯
ফির'আউন কর্তৃক ঈমানদারগণকে শহীদ করা ২১০
ঈমান গ্রহনকারী যাদুকরদের কর্তৃক ফির'আউনকে উপদেশ ২১২
গুনাহগার মু'মিনদের শাস্তির পর দোযখ থেকে মুক্তি ২১২
বেহেশতে জান্নাতীগণের মর্যাদার স্তর ২১৩
আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা ২১৫
আল্লাহ কর্তৃক নীলনদের মাঝে বনী ইসরাঈলের জন্য শুষ্ক পথ বানাইয়া দেওয়া ২১৬
আশুরার রোযা প্রসঙ্গে ২১৮
মহান আল্লাহর গযব ও শাস্তির কারণ ২১৮
বনী ইসরাঈল কর্তৃক মূর্তিপূজার অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং হযরত মূসা (আ)-এর তিরস্কার ২২১
হযরত মূসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে গমন ২২১
সামিরী কর্তৃক গো-বৎস তৈরী ২২২
হযরত হারুন (আ) কর্তৃক গো-বৎস পূজা করিতে নিষেধ করা ২২৬
হযরত মূসা (আ) কর্তৃক হযরত হারুন (আ) কে তিরস্কার করা এবং হযরত হারুন (আ)-এর বক্তব্য ২২৭

হযরত মূসা (আ) কর্তৃক সামিরীকে জিজ্ঞাসা ও জবাব ২২৮
গো-বৎসটির সর্বশেষ পরিণতি ২৩০
পবিত্র কুরআনকে না মানার পরিণতি ২৩২
হযরত ইস্‌রাফীল (আ) কর্তৃক শিঙ্গা ফুৎকার এবং কিয়ামতে অপরাধীদের অবস্থা ২৩৩
কিয়ামত দিবসে পাহাড় পর্বতের অবস্থা কি হইবে? ২৩৫
মহান আল্লাহর দরবারে কাহার সুপারিশ গৃহীত হইবে ২৩৭
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শাফায়াত ২৩৮
পবিত্র কুরআন সতর্কবাণী ও উপদেশ ২৪১
পবিত্র কুরআন নবীজী (সা)-কে মুখস্থ করানোর দায়িত্ব ছিল আল্লাহ তা'আলার ২৪১
ইল্‌ম-জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করা ২৪২
হযরত আদম (আ) প্রসঙ্গ ২৪৪
হযরত আদমের জান্নাতে অবস্থান এবং শয়তান কর্তৃক ধোঁকা দেওয়া ২৪৬
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে হযরত আদমের জান্নাতী পোশক অপসৃত হওয়া ২৪৬
রূহানী জগতে হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ)-এর বিতর্ক ২৪৭
আল্লাহর হুকুম অমান্য এবং রাসূলের আনীত আদর্শ অস্বীকার করার পরিণতি ২৪৯
মহান আল্লাহর বাণী ঃ مَعِيْشَةً ضَنْكًا 'কষ্টদায়ক সংকীর্ণ জীবন'-এর ব্যাখ্যা ২৫০
কিয়ামত দিবসে কাফিরদের অন্ধ হওয়া ২৫১
আল্লাহদ্রোহীদের শাস্তি ২৫৩
পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের আনীত হিদায়েতকে অমান্য করিয়া যাহারা ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা ২৫৪
ফজর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাযের নির্দেশ ২৫৫
জান্নাতবাসীগণ মহান আল্লাহকে সচক্ষে দেখিতে পাইবেন ২৫৬
ভোগবিলাসে নবী করীম (সা)-এর অনাসক্তি ২৫৮
পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম হইতে বাঁচানো এবং নামাযের আদেশ দেওয়া ২৫৮
পরিবারে অভাব অনটন কিংবা দুনিয়াবী পেরেশানী দেখা দিলে বেশীবেশী নামায পড়িতে হইবে ২৬০
পবিত্র কুরআনের মত অনন্য নিয়ামত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদান ২৬২
পবিত্র কুরআন নবী করীম (সা)-এর চিরস্থায়ী মু'জিযা ২৬৩
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে না মানার ভয়াবহ পরিণতি ২৬৪

সূরা আম্বিয়া

(পারা-১৭)

সূরা আম্বিয়া নাযিলের সময় ২৬৫
কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং মানুষের অবহেলা ও গাফেলতির মধ্যে লিপ্ত থাকা ২৬৬
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও নিরুৎসাহের জন্যই এই সূরার নাযিল ২৬৭
ইয়াহূদী ও নাসারাগণ তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে কিন্তু পবিত্র কুরআন অমিশ্রিত ও নির্ভেজাল ২৬৮
পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তথ্য বিদ্যমান ২৬৮
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে কাফিরও মুশরিকদের অশোভন মন্তব্য ২৬৮
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট কাফির ও মুশরিকদের অযৌক্তিক দাবী ২৬৯
আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই-এর কটুক্তি ২৭০
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ও তাঁর মর্যাদা ২৭০
কাফির ও মুশরিক কর্তৃক মানুষ নবী হওয়াকে অস্বীকার সম্পর্কে মহান আল্লাহর প্রতিবাদ ২৭১
পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও উহার গুরুত্ব অনুধাবনের প্রতি উৎসাহ প্রদান ২৭৪
কাওমে নূহ সহ বহু জাতিকে নিপাতের সংবাদ ২৭৪
মহান আল্লাহ কর্তৃক আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অনর্থক নয় ২৭৬
ইয়াহূদী ও নাসারা কর্তৃক মহান আল্লাহর পুত্র ও কন্যা থাকার নিরেট মিথ্যাচারের প্রতিবাদ ২৭৭
মহান আল্লাহর চির অনুগত ফিরিশতাগণের মর্যাদা ও কার্যাবলী ২৭৮
মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ইলাহ স্থির করার প্রতিবাদ ২৭৯
সকল নবী-রাসূলগণই ছিলেন তাওহীদের প্রচারক ২৮১
"ফিরিশতাগণ আল্লাহ কন্যা" মুশরিকদের এ জঘন্য উক্তির খণ্ডন ২৮৩
মহান আল্লাহর শক্তি, সাম্রাজ্য ও প্রতাপের বিবরণ ২৮৫
আসমান ও যমীনের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ২৮৬
প্রত্যেক বস্তুর মূলই হলো পানি ২৮৬

পাহাড় ও গিরিপথ সৃষ্টির রহস্য ২৮৭
সুবিশাল আসমানকে নক্ষত্রমণ্ডলী দ্বারা সুসজ্জিতকরণ, সুবিস্তৃত যমীনকে নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বত দ্বারা সাজানো এবং চন্দ্র-সূর্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতে হইবে ২৮৮
চন্দ্র ও সূর্যের আবর্তন ২৮৯
মানুষ মরণশীল, চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ নাই ২৯০
বিপদ-আপদ ও সুখ-দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা ২৯০
আবূ জেহেল ও অন্যান্য কাফির কর্তৃক নবী (সা)-এর সাথে বেয়াদবী ২৯১
মানুষের ব্যস্ত স্বভাব ২৯২
শুক্রবারের ফযীলত ২৯২
কাফিরদের জন্য আল্লাহর শাস্তি ২৯৩
কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয়ে নবী করীম (সা) কে সান্ত্বনা ২৯৫
মুশরিকদের গুমরাহ থাকিবার মূল কারণ ২৯৭
কঠিনতম হিসাবের প্রতিশ্রুতি ২৯৮
কলেমায়ে তাইয়্যেবার ফযীলত ও বরকত ২৯৯
গোলাম আযাদ করিবার ফযীলত ৩০১
'ফুরকান' অর্থ কি? ৩০২
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) শৈশব কালেই সত্যের সন্ধান লাভ করিলেন ৩০৩
মূর্তিপূজা সম্পর্কে পিতার সহিত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কথাবার্তা ৩০৪
হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর মূর্তি ভাঙ্গার শপথ ৩০৬
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গা এবং পরবর্তী ঘটনা ৩০৭
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কর্তৃক তিনটি অসত্য উক্তি ৩০৮
হযরত সারাহ (রা) ও যালিম বাদশাহ ৩০৮
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মূর্তি ভাঙ্গার বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইলেন ৩১০
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) ৩১১
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের সময় হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কি দু'আ পড়িয়াছেন ৩১২
মহান আল্লাহর নির্দেশে আগুন হযরত ইব্‌রাহীমের কোন ক্ষতি করিল না। ৩১৩
গিরগিট হত্যা সম্পর্কীয় হাদীস ৩১৪
অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তির পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ইরাক হইতে সিরিয়া হিজরত করিলেন ৩১৫

সিরিয়ার ফযীলত ৩১৬
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) পুত্র হিসাবে হযরত ইসহাককে এবং পৌত্র হিসাবে ইয়াকূবকে পাইলেন ৩১৬
হযরত লূত (আ) ৩১৭
হযরত নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় প্রসঙ্গে ৩১৮
হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ) ৩২০
হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিচার ফয়সালা সম্পর্কিত কাহিনী ৩২১
বিচারকদের প্রতি নির্দেশ ৩২৪
হযরত দাঊদ (আ)-এর তাসবীহ্, তাহ্‌লীল ও যাবূর পাঠ ৩২৫
হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত ৩২৫
হযরত দাঊদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও বর্ম তৈরী ৩২৬
আল্লাহর নবী বাদশাহ সুলায়মান (আ)-এর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ৩২৬
হযরত আইউব (আ)-এর কঠিনতর পরীক্ষা শুরু ৩২৮
হযরত আইউব (আ)-এর পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হইল ৩২৯
অবশেষে তিনি মুক্তি পাইলেন ৩৩৮
হযরত যুল-কিফ্‌ল (আ) প্রসঙ্গে ৩৩৫
হযরত ইউনুস (আ) প্রসঙ্গে ৩৪০
কঠিনতম বিপদকালীন দু'আ ৩৪২
যে দু'আটি আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন ৩৪৫
হযরত যাকারিয়া (আ)-এর দু'আ এবং হযরত ইয়াহ্ইয়াকে পুত্র হিসাবে লাভ ৩৪৬
আশায় ও ভয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করিতে হইবে ৩৪৮
বিবি মারইয়ামের পবিত্রতা প্রসঙ্গে ৩৪৮
হযরত ঈসা (আ) বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর সর্বশক্তিময়তার নিদর্শন ৩৪৯
নবীগণের দীন এক, শরীয়াত আলাদা ৩৪৯
মহান আল্লাহ কারো নেক-আমল নষ্ট করিবেন না ৩৫১
ইয়াজূজ ও মাজূজ প্রসঙ্গ ৩৫২
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত প্রথম হাদীস ৩৫৩
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত দ্বিতীয় হাদীস ৩৫৪
ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত তৃতীয় হাদীস ৩৫৬

ইয়াজূজ ও মাজূজ সম্পর্কিত চতুর্থ হাদীস ৩৫৬
হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হইতে যমীনে অবতরণ ৩৫৮
মক্কার মুশরিক ও তাহাদের প্রতীমা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে ৩৬০
সৎকর্মশীলদের সৌভাগ্য ৩৬১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى এর ব্যাখ্যা ৩৬২
কিয়ামত দিবসের ঘটনা ৩৬৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ الْكُتُبِ এর ব্যাখ্যা ৩৬৮
সৎবান্দাগণের পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্য ৩৭১
হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রসঙ্গে وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ এর ব্যাখ্যা ৩৭৩
মুশিরকদের প্রতি আল্লাহ তা'আলাকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে মানিয়া নেওয়ার আহবান ৩৭৭
হক ও বাতিলের মুকাবিলার সময় আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস্ সালাম-এর দু'আ ৩৭৮
যুদ্ধগমনকালে নবী করীম (সা)-এর দু'আ ৩৭৯

সূরা হজ্জ

(পারা-১৭)

কিয়ামত দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থার বর্ণনা ৩৮২
কিয়ামত পূর্ব শিঙ্গা ফুৎকার ৩৮২
সূরায় বর্ণিত ভূমিকম্প সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের অভিমত ৩৮২
প্রথম হাদীস ৩৮৬
উম্মতে মুহাম্মদীর কত অংশ জান্নাতী হইবে ৩৮৬
দ্বিতীয় হাদীস ৩৮৭
তৃতীয় হাদীস ৩৮৭
চতুর্থ হাদীস ৩৮৮
পঞ্চম হাদীস ৩৮৯
ষষ্ঠ হাদীস ৩৮৯
সপ্তম হাদীস ৩৮৯

কিয়ামত দিবসের কঠিনতম ৩৯০
মহান আল্লাহ সম্পর্কে জাহিল ও মুর্খদের অবস্থা ৩৯২
কিয়ামত ও পুনরুত্থানের দলীল-প্রমাণঅবস্থা ৩৯৩
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ ৩৯৩
মানুষের বয়সের ক্রমধারা শিশু থেকে বৃদ্ধাবস্থা ৩৯৬
পুনরুত্থানের দলীল প্রমাণ ৪০০
কাফিরদের নেতা ও সর্দারদের অবস্থা ৪০১
ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীদের পরিণতি ৪০৩
ইসলামের সত্যতার বিষয়ে সন্দিহান ব্যক্তিদের পরিণাম ৪০৫
মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদের সৌভাগ্য ৪০৭
"আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দিবেন না বলে" কাফির ও মুশরিকদের অমূলক ধারণার জবাব ৪০৭
বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মাবলম্বীদের বিষয়ে কিয়ামত দিবসে মীমাংসার প্রতিশ্রুতি ৪০৯
চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষ-লতা, জীবজন্তু সবই আল্লাহকে সিজ্‌দা করে ৪১০
মহান আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে সিজ্‌দা করা হারাম ৪১১
মহান আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাহার কোন সম্মান প্রদানকারী নাই ৪১২
সূরা হাজ্জকে দুইটি সিজদা দ্বারা মর্যাদাপূর্ণ করা হইয়াছে ৪১৩
সূরায় বর্ণিত 'هٰذَانِ خَصْمٰنِ' এর মর্ম ৪১৫
জাহান্নামীদের বিভিন্ন রকম শাস্তি ৪১৬
শাস্তি হইতে বাঁচার জন্য জাহান্নামীদের নিষ্ফল চেষ্টা ৪১৭
জান্নাতীগণের বিভিন্ন রকম নিয়ামত প্রাপ্তি ৪১৮
রেশমী পোশাক দুনিয়ার জন্য নহে তা হইবে বেহেশতী পোশাক ৪১৯
মহান আল্লাহর বাণী ঃ هُدُوْا اِلَى اللّٰهِ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ এবং وَهُدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ এর মর্মবাণী ৪২০
মসজিদুল হারামে প্রবেশ, হজ্জ ও উমরা পালনে বাধা প্রদান প্রসঙ্গে ৪২১
মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ও আগন্তুকদের প্রবেশাধিকার সমান ৪২২
পবিত্র মক্কায় বাড়ীঘর নির্মাণ ও ভাড়া দেওয়া ৪২৪
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ এর ব্যাখ্যা ৪২৪

হযরত ইব্‌রাহীম কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মাণ ও পরবর্তী কার্যক্রম ৪২৮
পবিত্র কা'বা যিয়ারতে পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত আছে ৪৩২
যিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত ৪৩২
আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত ৪৩৩
মহান আল্লাহর বাণী ঃ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ -এর ব্যাখ্যা... ৪৩৪
কুরবানীর গোশ্‌তের হুকুম ৪৩৪
কা'বা ঘর তাওয়াফ করা ৪৩৬
হাতীমে কা'বা তাওরাফের মধ্যে শামিল রাখা ও না রাখা ৪৩৭
বায়তুল্লাহকে 'আতীক' কেন বলা হয় ৪৩৭
কোন কোন পশু খাওয়া যাইবে ৪৩৯
মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ ৪৩৯
আল্লাহর সাথে শিরক করার ভয়াবহ পরিণত ৪৪১
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰه এর মর্ম ৪৪২
কেমন পশু কুরবানী করিবেন ৪৪৩
কুরবানীর পশু দ্বারা উপকৃত হওয়া ৪৪৫
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا এর মর্ম ৪৪৬
কুরবানী কি? ৪৪৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ فَالٰهُكُمْ اله وَاحد فَلَهُ اَسْلِمُوْا এর মর্ম ৪৪৭
বায়তুল্লায় আল্লাহর দরবারে কুরবানীর পশু ও হাদিয়া প্রেরণ ৪৪৯
কুরবানীর নিয়ম ও ফযীলত ৪৫০
কুরবানীর পশু যবেহ করিবার পর শান্ত হইলে চামড়া খুলিতে হইবে ৪৫৩
কুরবানীর গোশ্‌ত নিজে খাইবে এবং আত্মীয় ও ফকীরকে দিবে ৪৫৪
ঈদ ও কুরবানীর মাসয়ালা ৪৫৫
কুরবানীর মর্মবাণী ৪৫৮
কুরবানীর পশুর চামড়ার হুকুম ৪৫৯
কুরবানী বিষয়ক মাসয়ালা ৪৫৯
ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত মহান আল্লাহই মুকাবিলা করেন ৪৬১
জিহাদের সর্বপ্রথম নির্দেশ ৪৬৩
মহান আল্লাহ শত্রুর উপর মুসলমানকে সাহায্য করেন ৪৬৫
আল্লাহ এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতি প্রতিহত করেন ৪৬৭

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহার দীনের সাহায্য করে ৪৬৮
মুসলিম শাসক ও শাসিতের দায়িত্ব ও কর্তব্য ৪৬৯
নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন কিছু নহে ৪৭১
আল্লাহদ্রোহী ও নবীদ্রোহীদের ভয়াবহ পরিণতি ৪৭২
জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির উপদেশ ৪৭৩
আল্লাহদ্রোহিতা ছাড়িয়া ঈমান এবং নবীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার আহবান ৪৭৪
কাফিরদের কর্তৃক শাস্তি ত্বরান্বিত করার আহবান ৪৭৫
দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের পূর্বে বেহেশতে যাইবেন ৪৭৬
দুনিয়ার একদিন আখিরাতের একহাজার বৎসরের সমান ৪৭৭
নবীজী (সা) হইলেন ভীতি প্রদর্শনকারী আর শাস্তি আনয়নকারী হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা ৪৭৮
নবীজীর বিরোধীতাকারীদের শাস্তি দিগুণ হইবে ৪৭৯
'গারানীক' এর ঘটনা ৪৮০
প্রত্যেক নবী-রাসূলের সাথে শয়তানের শত্রুতা ছিল ৪৮১
নবীগণের কথার সাথে শয়তান বাতিল কথা ঢুকাইয়া দিত ৪৮২
আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত কথা দূরীভূত করিতেন ৪৮৪
পবিত্র কুরআন বাতিলের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত ৪৮৫
আকস্মিকভাবে শাস্তি না আসা পর্যন্ত কাফিররা সন্দেহ পোষণ করিতে থাকিবে ৪৮৬
মহান আল্লাহর জন্য হিজরত, জিহাদও শাহাদাতের ফযীলত ৪৮৮
রাত্র দিন ছোট-বড় হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন ৪৯২
মহান আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যের বে-নযীর ব্যবস্থাপনা ৪৯৪
আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়া ঠেকাইয়া রাখেন আল্লাহ্ তা'আলা ৪৯৬
মানুষের জীবন দান, মৃত্যু ঘটান ও পুনরুত্থান মহান আল্লাহর হাতে ৪৯৭
মহান আল্লাহ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়াছেন ৪৯৮
আসমান ও যমীনের সব কিছুর জ্ঞান আল্লাহর ৫০০
তাক্দীর লিখন ৫০০
মুশরিকদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা ৫০১

আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের সত্যতার কথা বলিলে কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায় ৫০২
মুশরিকদের বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ ৫০৩
নবী-রাসূল নির্বাচন আল্লাহর ইখ্‌তিয়ার ৫০৫
নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব ৫০৬
আল্লাহর পথে স্বীয় জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা ৫০৭
মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ এর মর্ম ৫০৮
মহান আল্লাহর বাণী ঃ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যা ৫০৯
উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-এর মর্যাদা ৫১০

সূরা মু'মিনূন

(পারা-১৭)

যে দশটি আয়াতের মর্মানুযায়ী আমল করিলে বেহেশ্‌ত লাভ করা যায় ৫১৪
'আদন' নামক বেহেশত সৃষ্টি ও قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ৫১৫
খুশু' (خشوع) -এর মর্ম কি? ৫১৭
মু'মিনের বৈশিষ্ট্য অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকা ৫১৮
লজ্জাস্থানের সঠিক হিফাযত করিবে ৫১৯
সমমৈথুন ও হস্তমৈথুন হারাম ৫২০
সময়মত সালাত আদায় করাও সালাতে যত্নবান হওয়ার মধ্যে শামিল ৫২১
জান্নাতুল ফেরদৌস সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত ৫২২
মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ ৫২৪
মানব শরীরের যে অংশ কখনো পঁচিবে না ৫২৬
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপ ৫২৬
মৃত্যুর পর পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ৫২৭
সাত আসমান সৃষ্টি প্রসঙ্গ ৫৩০
মহান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের মধ্যে "প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণও" ৫৩২
মহান আল্লাহ না চাহিলে কেহ বৃষ্টি বর্ষণ করিতে পারিত না ৫৩৩
বৃষ্টি বর্ষণের ফলাফল ৫৩৩
যায়তূন-এর উপকারিতা ৫৪৩

চতুষ্পদ জীবজন্তুর উপকারিতা ৫৩৫
হযরত নূহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় ৫৩৬
হযরত নূহ (আ)-এর দু'আ ৫৩৮
মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) নৌকা তৈরী করিলেন ৫৩৯
পূর্ববর্তী নবীগণের কাওমও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশ অস্বীকারের কারণে শাস্তি পাইয়াছিল ও ধ্বংস হইয়াছিল ৫৪২
এক সম্প্রদায় ধ্বংসের পর আল্লাহ্ তা'আলা আরেকটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন ৫৪৪
হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় ৫৪৬
হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মা মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহর কুদরতের একটি বিরাট নিদর্শন ৫৪৭
নবী-রাসূলগণের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার কয়েকটি নির্দেশ ৫৫০
নবী-রাসূলগণের প্রতি নির্দেশিত বিষয়াবলীও মু'মিনগণের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ৫৫১
পূর্ববর্তী উম্মাতগণ দীনকে পৃথক করিয়া নিজেরা বিভক্ত হইয়া গোমরাহ হইয়াছে ৫৫২
পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মর্যাদার চাবি-কাঠি নয় এবং আল্লাহর প্রিয় ভাজন হওয়ার দলীল নয় ৫৫৪
পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা মাত্র ৫৫৪
আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ৫৫৬
প্রতিটি মানুষের কর্মের রেকর্ড সঠিকভাবে রাখা হইতেছে সুতরাং তাহার প্রতি মহান আল্লাহ কোন যুলুম করিবেন না ৫৫৯
ভোগ-বিলাসী ও মিথ্যাবাদীদের পরিণতি ৫৬০
মহান আল্লাহর বাণী ঃ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِه سمرًا تَهْجُرُوْنَ এর ব্যাখ্যা। ৫৬১
পবিত্র কুরআন না বুঝা এবং উহা হইতে বিমুখ মুশরিকদিগকে আল্লাহ তা'আলার ধমক ৫৬৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্যবাদিতা ও আমানদারী কাফিররাও স্বীকার করিত ৫৬৩
প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী শরীয়াতের বিধান রচিত হয় নাই ৫৬৫
নবী-রাসূলগণ মানুষের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাহেন নাই ৫৬৬
হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে দুইজন ফিরশ্তার কথাবার্তা সম্পর্কীয় হাদীস ৫৬৭
কিয়ামত দিবসে খিয়ানতকারীর ভয়বহ পরিণতি ৫৬৮
পরকালে যাহার বিশ্বাস নাই সেই ব্যক্তি সরল পথ বিচ্যুত ৫৬৯

কাফিররা আল্লাহ্ শাস্তিতে পতিত হইয়াও বিনত হয় নাই ৫৭১
পুনরুত্থান বিষয়ের যুক্তি প্রমাণ ৫৭৩
মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ ৫৭৬
মহান আল্লাহর আরশকে কেন 'আরশ' বলা হয় ৫৭৭
মহান আল্লাহর পরিবর্তে কাফির ও মুশরিকরা যাহাদের ডাকে ঐ সবের অসারতা ৫৭৮
মহান আল্লাহ একজন হওয়ার প্রমাণ ৫৮০
আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে বিপদকালের দু'আ নির্দেশ দিলেন ৫৮২
দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে ভাল ব্যবহার করিতে হইবে ৫৮৩
বিতাড়িত শয়তান হইতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে ৫৮৪
মহান আল্লাহর নিকট কাফিরদের ফরীয়াদ ৫৮৫
কিন্তু কাফিরদের এই ফরিয়াদ কখনো কবুল করা হইবে না ৫৮৬
পরকালীন জীবনে কাফিরদের পরিণতি ও আর্তচিৎকার ৫৮৭
কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার চিত্র ৫৯০
কিয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব কাজে আসিবে কি? ৫৯১
নেকীর পাল্লা ভারী হইলেই মুক্তি ৫৯২
দোযখে কাফিরদের শোচনীয় অবস্থা ৫৯৩
কুফর ও নানাহ প্রকার গুনাহের কারণে দোযখবাসীদেরকে মহান আল্লাহর ধমক ৫৯৪
দোযখবাসীরা দোযখ হইতে বাহির হইবার জন্য আল্লাহর নিকট কাকুতী মিনতি করিবে ৫৯৫
দোযখবাসীদের কাকুতি মিনতি কবুল করা হইবে না ৫৯৬
দোযখবাসীদের এই শাস্তির কারণ মু'মিনদের প্রতি হাসি-তামাশা ৫৯৮
কাফিররা পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য করিলে সফলকাম হইত ৫৯৯
দুনিয়াতে মানুষের আবস্থান কত দিনের? ৫৯৯
হযরত উমর ইবন আবদুল আজিজ (র)-এর মর্মস্পর্শী একটি ভাযণ ৬০১
মহান আল্লাহ বাণী ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ এর ফযীলত ৬০২
আল্লাহর সহিত অন্য মাবূদকে উপাসনা করার পরিণতি ৬০৩
একটি অনন্য দু'আ ৬০৪

তাফসীরে ইব্ন কাছীর

সপ্তম খণ্ড

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীরে সূরা মারইয়াম

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হইতে এবং ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে রর্ণনা করেন যে, মক্কা হইতে হাব্সায় হিজরত করিবার পর হযরত জা‘ফর ইব্ন আবূ তালিব (রা) হাবসা সম্রাট নাজ্জাসীর সম্মুখে এই সূরা পাঠ করিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) كٓهٰيٰعٓصٓ ۚ

(٢) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۚ

(٣) اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

(٤) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ
اَكُنْۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا

(٥) وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَاۤءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

(٦) يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (১) কাফ-হা-য়া-আয়ন-ছোয়াদ; (২) ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। (৩) যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়াছিল নিভৃতে (৪) সে বলিয়াছিল, আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহবান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। (৫) আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দিগের সম্পর্কে; আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী (৬) যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরফসমূহ সম্পর্কে পূর্বেই সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا

ইহা হইল তোমার প্রতিপালকের যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহের আলোচনা। ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়ামুর (র) এই ক্ষেত্রে ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا পড়িয়াছেন। "زَكَرِيَّا" শব্দটিকে মদসহ ও মদ্ছাড়া উভয় প্রকার পড়া জায়িয আছে। হযরত যাকারিয়া (আ) বনী ইসরাঈলী নবীগণের মধ্য একজন প্রসিদ্ধ নবী ছিলেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত তিনি বাড়ই পেশা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইহার মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاۤءً خَفِيًّا যখন তিনি চুপেচুপে তাহার প্রতিপালককে ডাকিয়াছিলেন। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) সন্তানের জন্য চুপেচুপে এই কারণে দু'আ করিয়াছিলেন যেন, লোকে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার আকাঙ্খাকে

অবাঞ্ছিত মনে না করেন। কেহ কেহ বলেন, যেহেতু চুপেচুপে দু'আ করা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর পসন্দনীয় এই কারণে তিনি চুপেচুপে দু'আ করিয়াছিলেন।

কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পরহেযগার অন্তরকে জানেন এবং নীরব শব্দকে তিনি শ্রবণ করেন। পূর্ববর্তী কোন কোন আলিম বলেন, যখন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর সকল সাহাবা নিদ্রা যাইতেন, তখন তিনি জাগ্রত হইয়া চুপেচুপে আল্লাহ্কে ডাকিতেন ও তাঁহার দরবারে দু'আ করিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেন ঃ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত, আমি হাযির।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّىْ

তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার হাড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا। এবং বার্ধক্যের কারণে আমার কালো চুলে পাক ধরিয়াছে। اِشْتَعَلَ الرَّأْسُ। অর্থ কালো চুলে শুভ্ররেখা উজ্জ্বল হইয়াছে। ইব্ন দুরাইদ বলেন ঃ

واشتعل المبيض فى مسوده * مثل إشتعال النار فى جمبر الفضا

ঝাউকাঠে যেমন অগ্নিশিখা সমুজ্জ্বল হয় অনুরূপভাবে মাথার কালো চুলে শুভ্র রেখা উজ্জ্বল হইয়াছে।

হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, শরীরের বার্ধক্য ও দুর্বলতা বর্ণনা করা এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যে দুর্বলতা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে তাহা প্রকাশ করা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا আর আমি তো আপনার নিকট দু'আ করিয়া কখনও বঞ্চিত হই নাই। আর আপনার নিকট প্রার্থনা করিবার পর কখনও আমাকে শূণ্য হস্তে ফিরাইয়া দেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَائِىْ

আর আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজন হইতে আমি শংকাগ্রস্ত। অধিকাংশ ক্বারীগণ مَوَالِىَ শব্দটির কে মাফউল হিসাবে যবরসহ পড়িয়াছেন। কাসায়ী (র) বলেন, يا সাকিনসহ পড়িতে হইবে। বিভিন্ন কবিদের কবিতায় সাকিনসহ পড়া হইয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلْمَوَالِىَ দ্বারা বংশীয় স্বজনদিগকে বুঝান হইয়াছে। আবূ সালিহ (র) বলেন, 'কালালাহ' বুঝান হইয়াছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতে اِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ এ خفت এর فاء কে তাশদীদসহ পড়িতেন, অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়-স্বজন কম হইয়া যাইবে।

প্রথম কিরাআত অনুসারে অর্থ হইবে, যেহেতু আমার কোন সন্তান নাই অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, আমার আত্মীয়-স্বজন হয়ত দুরাচার হইয়া পড়িবে। এই কারণে হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এমন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন, যে তাঁহার নবুওয়াতের উত্তরাধিকারকে আঞ্জাম দিতে পারে। এই আশংকা তিনি কখনও করেন নাই যে, তাঁহার ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারী সন্তানের প্রয়োজন। দূর সম্পর্কীয় উত্তরাধিকারী আত্মীয়দের খপ্পর হইতে মাল সংরক্ষণের চিন্তায় সন্তানের প্রার্থনা করা, ইহা হইতে একজন নবীর মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয়ত, তিনি কোন বিশেষ সম্পদশালী ছিলেন না। তিনি তো একজন মামুলী বাড়ইয়ের কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন। বিশেষত আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম সম্পদ সঞ্চয় হইতে সবচাইতে বেশী দূর সরিয়া থাকিতেন। অতএব হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বেলায় এই চিন্তাও করা যায় না যে, তিনি ধন-সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ওয়ারিস সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিকসূত্রে বর্ণিত হাদীস রহিয়াছে ঃ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" আমরা কাহাকেও মালের ওয়ারিস করি না, যাহা কিছু ছাড়িয়া যাইব উহা সাদাকা হিসাবে বিবেচিত হইবে। তিরমিযী শরীফে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত, আমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম কাহাকেও কোন মালের ওয়ারিস করি না। উল্লিখিত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ইহা সাব্যস্ত হইল যে فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ এর মধ্যে যেই মিরাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা নবুওয়াতের মিরাস, কোন মালের মিরাস নহে। এই কারণেই হযরত যাকারিয়া (আ) আয়াতের পরবর্তী অংশে وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানদেরও ওয়ারিস হইবে বলিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ এই আয়াতে নবুওয়াতের মীরাসের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) হযরত দাঊদ (আ)-এর নবুওয়াতের ওয়ারিস হইয়াছেন। কারণ, 'ধন-সম্পদের ওয়ারিস হইয়াছেন'

যদি এই কথা বুঝান উদ্দেশ্য হইত, তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অন্যান্য ভাইদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহার কথাই উল্লেখ করা হইত না। এবং ইহাতে তেমন কোন ফায়দাও নাই। কারণ, সকল শরী'আতে ইহা স্বীকৃত যে, পুত্র পিতার মালের উত্তরাধিকারী হয়। অতএব এখানে যদি বিশেষ উত্তরাধিকার স্বত্ব বুঝান উদ্দেশ্য না হইত তবে পবিত্র কুরআনে এই খবর দেওয়া হইত না।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য আয়াতে যে উত্তরাধিকারের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা নবুওয়াতের উত্তরাধিকার বুঝান হইয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

نَحن معَاشر الأنبيَاء لاَ نُورِث مَا تركنَا فَهُو صَدَقة

আমরা আম্বিয়ায়ে কিরামের দল কাহাকেও উত্তরাধিকারী করি না; যাহা কিছু আমরা উহা সাদাকা হিসেবে বিবেচিত হয়। মুজাহিদ (র) يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ الِ يَعْقُوْبَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকার ছিল, তাঁহার ইল্‌ম এবং তিনি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর ছিলেন।

হুশায়ম (র) ... ... আবূ সালিহ্ (র) হইতে يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁহার পূর্ব পুরুষদের ন্যায় নবী ছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি يَرِثُنِىْ এর অর্থ করিয়াছেন যে আমার ইল্‌ম ও নবুওয়াতের ওয়ারিস হইবে। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যে আমার ও ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরের নবুওয়াতের ওয়ারিস হইবে। মালিক (র), যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছে। জাবির ইব্‌ন নূহ্ ও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র) উভয়ই ... ... আবূ সালিহ (র) হইতে يَرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছে, যেই সন্তান আমার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে এবং ইয়াকূব (আ)-এর বংশের উত্তরাধিকারী হইবে নবুওয়াতের। ইব্‌ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীরে এই তাফসীরকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, মালের উত্তরাধিকারী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার এত কি প্রয়োজন ছিল? মহান আল্লাহ্ হযরত লূত (আ)-এর প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন, তিনি কোন শক্তিশালী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার আকাঙক্ষা করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার ভাই যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যখন তিনি هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে এত চিন্তার কি প্রয়োজন ছিল?

উপরোক্ত রিওয়ায়েত কয়টি যাহা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে চিন্তিত হইয়া সন্তানের জন্য প্রার্থনা করা প্রকাশ করে ; উহার সব কয়টিই মুরসাল রিওয়ায়েত। বিশুদ্ধ রিওয়ায়েতের মুকাবিলায় উহা গ্রহণযোগ্য নহে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا হে আল্লাহ্! আপনি তাঁহাকে স্বীয় পসন্দমত বান্দা সৃষ্টি করুন এবং অন্যান্য মানুষের নিকটও যেন প্রিয় হয়। তাঁহার ধর্মপরায়ণতা, আচার ব্যবহার ও নৈতিক চরিত্র যেন সকলের জন্য মুগ্ধকর হয়।

(٧) يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِنِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا .

অনুবাদ ঃ (৭) তিনি বলিলেন, হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহ্‌ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।

তাফসীর ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্‌র নিকট যেই প্রার্থনা করিয়ছিলেন উহার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى

হে যাকারিয়া! তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিতেছি যাহার নাম ইয়াহ্‌ইয়া। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ . فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًاۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ .

সেখানে যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার নিকট হইতে একটি উত্তম সন্তান দান করুন। আপনি তো অবশ্যই দু'আ শ্রবণকারী। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ তাহাকে কামরায় সালাতরত অবস্থায় এই বলিয়া আহ্বান করিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহ্ইয়া-এর সুসংবাদ দান করিতেছেন। যিনি আল্লাহ্র বাণীকে সত্যায়িত করিবেন, যিনি সরদার, পূতপবিত্র নবী এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৮-৩৯)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

কাতাদাহ্, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পূর্বে এই নামে কাহাকেও নামকরণ করা হয় নাই। ইব্ন জরীর (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا

তাঁহার ইবাদত করুন এবং তাঁহার ইবাদতের জন্য ধৈর্যধারণ করুন, তাঁহার সাদৃশ্য ও সমতুল্য অন্য কাহাকেও জানেন কি? অত্র আয়াতের سميا শব্দের অর্থ شبها-সাদৃশ্য ও সমতুল্য। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কোন বন্ধ্যা নারী ইহার পূর্বে হযরত ইয়াহ্ইয়ার ন্যায় কোন সন্তান জন্ম দেন নাই। আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হযরত যাকারিয়া (আ) পূর্বে কোন সন্তান জন্ম দেন নাই এবং তাঁহার স্ত্রী প্রথম জীবন হইতে বন্ধ্যা ছিলেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম ও হযরত সারা (আ.)-এর ঘটনা ইহার বিপরীত ছিল, তাঁহারা কেহ বন্ধ্যা ছিলেন না। বরং তাঁহারা উভয়-ই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিলেন এবং অত্যধিক বার্ধক্যের কারণে তাঁহারা সন্তানের সুসংবাদ পাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ

তোমরা আমাকে আমার বার্ধক্য সত্ত্বেও সন্তান হইবার সুসংবাদ দান করিতেছ? তোমরা কি ভাবে আমাকে ইহার সুসংবাদ দিতেছ?" (সূরা হিজর ঃ ৫৪) অথচ, ইহার তের বৎসর পূর্বে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে জন্ম দান করেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন ঃ

يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হায়! আমি একজন বৃদ্ধা এবং এই যে আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এই অবস্থায়ও কি আমার সন্তান হইবে ? ইহা তো বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার! ফিরিশ্তারা বলিয়াছিলেন, হে ইব্রাহীম এর পরিবার! আপনি আল্লাহ্র কাজে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন? আপনাদের প্রতি তো আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও বরকত রহিয়াছে। তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও অতি মহান। (সূরা হূদ ঃ ৭২-৭৩)

(٨) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُـــوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْـرَاَتِىْ عَـاقِـرًا وَّقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

(٩) قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
تَكُ شَيْئًا ٠

অনুবাদ ঃ (৮) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। (৯) তিনি বলিলেন, এইরূপেই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।

তাফসীর ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রার্থনা কবূল করিলেন এবং তাঁহাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহার স্ত্রী একদিকে বন্ধ্যা কখনও তিনি সন্তান জন্ম দেন নাই, উপরন্ত এখন তিনি বৃদ্ধা, অপর দিকে খোদ তিনিও বার্ধক্যের চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার হাড়গুলি মগজশূন্য হইয়া পড়িয়াছে ও শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী মিলনের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার সন্তান হইবে কি উপায়ে ?

লাকড়ী যখন শুষ্ক হইয়া যায় তখন আরবরা বলিয়া থাকে عَتَا বাবে নাসারা (نَصَرَ) এর عِتِيًّا মাস্দার হইতে নির্গত। যেমন عَسَا يَعْسُوْ عَسِيًّا ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে عَتَا يَعْتُوْ عتيًّا ও একই ছন্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, عتيًّا অর্থ শুষ্ক হাড়। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মনিষীগণ বলেন عتيًّا অর্থ বার্ধক্য। কিন্তু ইহা যে সাধারণ বার্ধক্য হইতে কিছু বিশেষ বার্ধক্য ইহাই স্পষ্ট। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র)............. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)

হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল সুন্নাতকে জানি, কিন্তু এই বিষয়টি আমি জানি না যে, তিনি এই সূরা যুহর ও আসর সালাত পড়িতেন কিনা? এবং আমি ইহাও জানি না যে, তিনি وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا পড়িতেন না কি তিনি এর স্থলে عِسِيًّا পড়িতেন? ইমাম আহ্মাদ (র) শুরাইহ্ ইব্ন নু'মান (র) হইতে এবং ইমাম আবূ দাউদ (র) যিয়াদ ইব্ন আইয়ুব (র) হইতে বর্ণনা করেন, এবং তাঁহারা উভয়ই হুশাইম (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। قَالَ كَذٰلِكَ ফিরিশ্তা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার বিস্ময়ের প্রেক্ষিতে বলিলেন, এই ভাবেই সন্তান ভূমিষ্ট হইবে। قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ আপনার প্রতিপালক বলিয়াছেন, আপনার ও আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্ম দেওয়া আমার পক্ষে সহজ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আরো অধিক বিস্ময়কর বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا

তুমি যখন কিছুই ছিলেনা তখনও তো আমিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব তোমার সন্তানও সৃষ্টি করিতে পারি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا

মানুষের উপর এমন একটি সময় কি আসে নাই যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। (সূরা দাহর ঃ ১)

(١٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

(١١) فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

অনুবাদ ঃ (১০) যাকারিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সহিত তিনদিন বাক্যালাপ করিবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার অধিক মানসিক সান্ত্বনার জন্য এই প্রার্থনা করিলেন رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকট যেই ওয়াদা করিয়াছেন উহা যখন বাস্তবায়িত হইবেই উহার একটি আলামত আমাকে বলিয়া দিন, যেন উহা দেখিয়া আপনার ওয়াদার প্রতি আমার অন্তরের সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ .

হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি ভাবে মৃতকে জীবিত করেন অনুগ্রহপূর্বক আমাকে একটু দেখাইয়া দিন। আল্লাহ্ বলিলেন ঃ হে ইব্রাহীম! তুমি কি উহা বিশ্বাস কর না? তিনি বলিলেন ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু আমার অন্তরে সান্ত্বনা লাভের জন্যই আমার এই প্রার্থনা (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)। তিনি বলিলেন ঃ (হে যাকারিয়া!) তোমার আলামত হইল ঃ

اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

তুমি নিরোগ অবস্থায় মানুষের সহিত তিনরাত পর্যন্ত কথা বলিতে পারিবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, ওহ্ব, সুদ্দী, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, কোন রোগ-ব্যধি ছাড়াই তাঁহার জিহ্বা বদ্ধ হইবে এবং তিনি কথা বলিতে পারিবেন না। ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) পড়িতে ও তাসবীহ্ পাঠ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কাওমের সহিত কেবল ইশারা করিতে পারিতেন।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, একাধারে তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত দুনিয়ার কথা বলিতে পারিবে না। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন সূরা আলে-ইমরান এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ

হযরত যাকারিয়া (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারিত করিয়া দিন, আল্লাহ্ বলিলেন ঃ তোমার আলামত হইল, তুমি ইশারা

ব্যতিত কোন মানুষের সাথে বলিতে পরিবেনা এবং তোমার প্রতিপালককে অনেক বেশী স্মরণ করিবে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪১)

মালিক (র), যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি, ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ) বোবা ছিলেন না, অথচ তিনি তিনদিন যাবত পর্যন্ত ইশারা করা ব্যতিত কোন কথা বলিতে পারেন নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ

যেই কামরায় তাঁহাকে সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল, সেই কামরা হইতে বাহির হইয়া তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি সূক্ষ্মইংগিত করিলেন, اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا সকাল-সন্ধ্যায় তোমরা আল্লাহ্‌র প্রবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে নিয়ামত তাহাকে দান করিয়াছেন, উহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাঁহার অনুকরণ করিয়া এই তিনদিন তিনরাত্রে তোমরা অধিক পরিমাণ তাসবীহ্‌-পাঠ করিতে থাক।

মুজাহিদ (র) فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ -এর অর্থ করিয়াছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার প্রতি ইংগিত করিলেন। ওহব ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ (র)-এর অপর এক রিওয়ায়েতে ইহার তাফসীর এইরূপ করিয়াছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার কাওমের জন্য যমীনে লিখিয়া দিতেন। সুদ্দীও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

(١٢) يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا
(١٣) وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا
(١٤) وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا
(١٥) وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

অনুবাদ ঃ (১২) হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান। (১৩) এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের

কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত, অবাধ্য। (১৫) তাহার প্রতি শান্তি, যে দিন সে জন্মলাভ করে ও যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইবে।

তাফসীর ঃ এই ক্ষেত্রেও কিছু কথা উহ্য রহিয়াছে, অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আ)-কে যে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল সেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিল এবং তিনি হইলেন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাওরাত গ্রন্থ শিক্ষা দান করিলেন। এই তাওরাত গ্রন্থই সেই কালে শিক্ষা দেওয়া হইত এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম ও ইয়াহূদী আলিমগণ এই গ্রন্থের আহ্কাম সমূহের প্রতি আমল করিবার জন্য অন্যান্য লোকদিগকে নির্দেশ দিতেন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) তখন ছোট শিশু ছিলেন, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই অনন্য নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, একদিকে তিনি হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার বন্ধ্যা স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান দান করিলেন, অপর দিকে তাঁহার এই শিশু সন্তানকে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করিলেন এবং তাঁহাকে এই নির্দেশ দিলেন ঃ يَٰيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَٰبَ بِقُوَّةٍ হে ইয়াহ্ইয়া! মজবুত করিয়া কিতাবখানিকে ধর। অর্থাৎ অত্যন্ত চেষ্টা সাধনা করিয়া ও উৎসাহ সহকারে উহার শিক্ষা লাভ কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا আর আমি তাহাকে শৈশব কালেই জ্ঞান-বুদ্ধি এবং উত্তম ও শুভ কাজের প্রতি দৃঢ়তা এবং উহার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা দান করিয়াছিলাম।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন, মা'মার (র) বলিয়াছেন, একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে তাঁহার সমবয়স্ক বালকরা বলিল, চল আমরা খেলতে যাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ "খেলা করবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করা হয় নাই।" তাঁহার এই শুভবুদ্ধির কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحُكْمَ صَبِيًّا আমি তাহাকে শৈশবকালেই জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছে ঃ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে রহমত দান করিয়াছিলাম। ইকরিমা, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা এই কথাটিও যোগ করিয়াছেন لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا غَيْرُنَا অর্থাৎ এমন রহমত দান করিয়াছি যাহা অন্য কেহ করিতে পারে না। কাতাদাহ্ (র) ইহার সহিত আরো বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাঁহার এই বিশেষ রহমত দ্বারা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। ইকরিমাহ্ (র) বলেন,

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا এর অর্থ হইল, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ভালবাসা। ইব্ন যায়িদ (র) ও বলেন, الحنان। অর্থাৎ ভালবাসা। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ্ (র) বলেন, وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا অর্থ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর প্রতি সম্মান করা। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আমর ইব্ন দীনার (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম, حَنَانًا এর অর্থ যে, কি উহা আমার জানা নাই।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন হামীদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইরকে وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি ইহা সম্পর্কে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি ইহার কোন ব্যাখ্যা দিতে পারিলেন না। আয়াতের অগ্রপশ্চাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা স্পষ্ট হয় যে, وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا কে وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ এর উপর আত্ফ করা হইয়াছে। অতএব আয়াতের মর্ম হইবে, আমি তাহাকে জ্ঞানী, ভালবাসার অধিকারী ও পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। اَلحنان শব্দের অর্থ হইল, ভালবাসা, মমতা করা ও আন্তরিকভাবে ঝুঁকিয়া পড়া। বলা হইয়া থাকে, حنت الناقة على ولدها উষ্ট্রী তাহার বাচ্চার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে حنت المرأة على زوجها স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি আন্তরিকভাবে ঝুঁকিয়াছে। حنانا শব্দের এই অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া নারীকে'حنة'-'হিন্নাহ'বলা হয়। حن الرجل إلى وطنه লোকটি তাহার দেশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। التعطف। ও الرحمة। এই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কবি বলেন ঃ

تعطف على هداك المليك * فان لكل مقام مقالا

হে সম্রাট! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন ও আকৃষ্ট হউন। আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়েত দান করুন। প্রত্যেক স্থানের জন্য বিশেষ বক্তব্য রহিয়াছে। কবিতার প্রথম পংক্তিতে تعطف শব্দটি 'অনুগ্রহ করা' এর অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)-এর মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি দোযখের মধ্যে এক হাজার বৎসর কাল যাবৎ يا حنان –হে অনুগ্রহকারী, ইয়া মান্নান! বলিয়া ডাকিতে থাকিবে। حنَان শব্দটি কোন কোন সময় দ্বিবচনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ কবি তুরফা বলেন ঃ

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضما * حنانيك بعض الشراهون من بعض

উক্ত কবিতায় حنانيك শব্দটিকে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে زكوة শব্দটিকে حنانا এর উপর আত্ফ করা হইয়াছে। زكوة অর্থ সর্বপ্রকার গুনাহ্ ও ময়লা হইতে পবিত্রতা লাভ করা। কাতাদাহ্ (র) বলেন, زكوة অর্থ সৎকর্ম। যাহ্হাক ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, زكوة অর্থ العمل الصالح। الزكى। সৎ ও পবিত্র কাজ। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, زكوة অর্থ বরকত। وَكَانَ تَقِيًّا এবং তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র, কখনও কোন গুনাহ তিনি করেন নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

এবং তিনি তাহার আব্বা আম্মার প্রতি সদাচারণকারী ও অনুগত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নাফরমান ও হঠকারী ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের প্রতি অনুগত ছিলেন। তাঁহাকে তিনি অনুগ্রহের অধিকারী, পূত-পবিত্র ও পরহেযগার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার আব্বা আম্মার প্রতি অনুগত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের কোন আদেশ-নিষেধ তিনি অমান্য করিতেন না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا তিনি হঠকারী ও নাফরমান ছিলেন না।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর এই গুণাবলী বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময় হিসাবে ইরশাদ করেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

যেই দিন তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু দিবসে এবং যেইদিন তিনি পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবেন। এই তিন দিনেই তিনি নিরাপত্তা ও সালামতির অধিকারী।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) বলেন, মানুষের পক্ষে তিনটি অবস্থা সর্বাধিক বিপর্যয়পূর্ণ, জন্মের সময় যখন সে স্বীয় স্থান ত্যাগ করিয়া এক নতুন জগতে পদার্পন করিতে নিজেকে দেখে। মৃত্যুকাল, তখন সে এমন এক সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হয় যাহাদিগকে সে কোন দিন দেখে নাই এবং কিয়ামত দিবস যখন সে বিশাল মানব সমুদ্রে নিজেকে অসহায়বস্থায় দেখিবে। এই তিনটি বিপর্যয়পূর্ণ সময়েই হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি নিরাপত্তা ও শান্তি বর্ষণ করিয়া মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে সম্মানিত

করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَلْمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি তাঁহার জন্মকালে, তাঁহার মৃত্যুকালে ও তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উত্থিতকালে শান্তি ও নিরাপত্তা রহিল। ইব্‌ন জরীর (র), সাদাকা ইব্‌ন ফযল (র) হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... কাতাদাহ্ (র) হইতে جَبَّارًا عَصِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ يَلْقَى اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا ذَا ذَنْبٍ اِلَّا يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا

কিয়ামত দিবসে সকলেই পাপী হইয়া আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ) নিষ্পাপ অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবেন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) কখনও কোন নারীর সহিত কোন গুণাহ্‌র কাজ করেন নাই। রিওয়ায়েতটি মুরসাল।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে সকল আদম সন্তান গুনাহগার অবস্থায় আসিবে, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ) আসিবেন নিষ্পাপ অবস্থায়। হাদীসটির রাবী মুদাল্লিস। তিনি 'আন্‌আনাহ্' পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন ঃ সকল আদম সন্তান গুনাহ করে কিংবা গুনাহ করিবার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়া (আ) ইহা হইতে ব্যতিক্রম। আর কাহারও পক্ষে ইহা বলা সমীচীন নহে যে, "আমি (রাসূলুল্লাহ্) হযরত হউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ) অপেক্ষা উত্তম"। উদ্ধৃত হাদীসটিও যাঈফ-দুর্বল। কারণ আলী ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন জুদ'আন (র) অনেক মুন্‌কার হাদীস বর্ণনা করেন।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবাহ (র) ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটিলে হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কারণ আপনি আমার তুলনায় উত্তম। তখন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আপনি আমার তুলনায় উত্তম। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন ঃ আমি তো আমার নিজের উপর সালাম করিয়াছি

কিন্তু আপনার উপর সালাম করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ্ নিজেই। এই কথা দ্বারা উভয়ের ফযীলত জানা গেল।

(١٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

(١٧) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

(١٨) قَالَتْ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

(١٩) قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

(٢٠) قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

(٢١) قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۰

অনুবাদ ঃ (১৬) বর্ণনা কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল। (১৭) অতঃপর উহাদিগ হইতে নিজকে আড়াল করিবার জন্য সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহ্‌কে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল। (১৮) মারইয়াম বলিল, তুমি যদি আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তুমি মুত্তাকী হও, তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়ের আশ্রয় লইতেছি। (১৯) সে বলিল, আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য। (২০) মারইয়াম বলিল, কেমন করিয়া পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যাভিচারিণীও নই? (২১) সে বলিল, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব, যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত যাকারিয়া (আ)-এর বৃদ্ধাবস্থায় এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে একজন পূত-পবিত্র সন্তান দান করিয়াছেন। এই ঘটনার সহিত বিশেষ সম্পর্কের কারণে ইহার পর হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে পিতা ছাড়াই হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয় ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। অতএব উভয় ঘটনা মধ্যে আল্লাহ্র বিশেষ কুদ্রতের প্রকাশ ঘটিয়াছে এবং এই কারণেই এইখানে, সূরা আলে ইমরানে ও সূরা আম্বিয়ার মধ্যে দুই ঘটনাকেই পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেন আল্লাহ্র বান্দারা আল্লাহ্র কুদ্রত ও ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া এই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে যে, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে সক্ষম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ এই কিতাবের মধ্যে হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাও বর্ণনা করুন। হযরত মারইয়াম (আ) হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এবং তিনি বনী ইসরাঈলের একটি পূত-পবিত্র ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। সূরা আলে ইমরানে তাঁহার জন্মের ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরত মারইয়াম-এর আম্মা তাঁহার জন্মের পূর্বে পুত্র সন্তানের আশা পোষণ করিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের সেবক করিবেন বলিয়া মানত করিয়াছিলেন। সেই যুগের লোকেরা এইভাবে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই মানতকে উত্তমরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে বড়ই আদর যত্নে প্রতিপালন করিলেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)। বড় হইয়া হযরত মারইয়াম (আ) আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগীতে বড় চেষ্টা সাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইবাদত, তাক্ওয়া, পরহেযগারী ও সাধনার কথা বনী ইসরাঈলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার খালু হযরত যাকারিয়া (আ)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তখন তিনি বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। এবং বনী ইস্রাঈল ধর্মীয় বিষয়ে তাঁহার নিকটই জিজ্ঞাসাবাদ করিত। এই সময় হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারইয়ামের অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

হযরত যাকারিয়া (আ) যখনই মারইয়ামের কামরায় প্রবেশ করিতেন তাহার নিকট কোন না কোন রিযিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, হে মারইয়াম! তুমি তাহা কোথা হইতে পাইলে? তিনি উত্তরে বলিতেন, উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩৭)

সূরা আলে ইমরানে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে পাওয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ যখন মারইয়াম (আ)-এর মাধ্যমে তাঁহার একজন অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাসূল সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। যিনি হইবেন পাঁচজন উলূল-আযম রাসূলের একজন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

তখন হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার পরিবারের লোকজন হইতে পৃথক হইয়া বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ হইতে পূর্বদিকে একস্থানে আসিলেন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) ঋতুমতী হইয়াছিলেন, এই কারণে তিনি পৃথক স্থানে গিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ অন্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুদায়নাহ (র) বলেন, কাবূস ইব্‌ন আবূ জুব্‌ইয়ান (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আহ্‌লে কিতাবের উপর বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ ফিরাইয়া সালাত পড়া এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করা ফরয ছিল। কিন্তু যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান করিয়াছিলেন যেমন اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا দ্বারা প্রকাশ। অতএব তাঁহারা পূর্বদিক ফিরিয়া সালাত পড়িতে শুরু করিল। ইব্‌ন আবূ হাতীম ও ইব্‌ন জরীর (র) রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (র) ... ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি এই বিষয়টি সর্বাপেক্ষা বেশী জানি যে কি কারণে নাসারারা পূর্বদিক ফিরিয়া ইবাদত করিত। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানকে কিব্‌লা স্থির করিয়াছিল। হযরত মারইয়াম (আ) পূর্বদিকে অবস্থান করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, مَكَانًا شَرْقِيًّا দূরবর্তী স্থান। অর্থাৎ তিনি দূরবর্তী একটি স্থানে আসিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার একটি ক্ষেতে পানি সেচ করিবার জন্য আসিলেন। নাওফ আল-বিকালী (র) বলেন, তাঁহার ইবাদতের তিনি একটি ইবাদতগাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

হযরত মারইয়াম (আ) লোকজন হইতে পর্দার আড়ালে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট হযরত জিব্রীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا এবং তিনি এক পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিলেন। মুজাহিদ, যাহ্হাক কাতাদাহ, ইব্ন জুরাইজ, ওহব ইব্ন মুনাব্বাহ ও সুদ্দী (র) فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا (র)-এর তাফসীরে এ প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট হযরত জিব্রীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন উহাই জাহেরী কুরআন দ্বারা বুঝা যায়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

রূহুল আমীন হযরত জিব্রীল (আ) এই কুরআনকে আপনার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন যেন আপনি ভীত প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন (সূরা শু'আরা ঃ ১৯৩-৯৪)।

আবূ জা'ফর রাযী (র) ... ... কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ্ সেই সকল রূহ্সমূহের একটি, যাহাদের নিকট হইতে হযরত আদম (আ)-এর যুগে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লওয়া হইয়াছিল। এবং হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ্ই একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর সেই রূহ হযরত মারইয়াম (আ)-এর মধ্যে প্রবশ করিল এবং হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভবতী হইলেন। কিন্তু রিওয়ায়েতটি মুনকার ও গারীব এবং সম্ভবত ইহা একটি ইস্রাঈলী রিওয়ায়েত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

তখন হযরত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট তোমার হাত হইতে পানাহ্ চাহিতেছি, যদি তুমি পরহেযগার হও। হযরত মারইয়াম (আ)-এর নিকট যখন একজন পূর্ণ মানুষের রূপ ধারণ করিয়া ফিরিশ্তা আত্মপ্রকাশ করিলেন। অথচ, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন। এবং তাঁহার কাওমও তাঁহার মাঝে পর্দা বিদ্যমান। অতএব তিনি ভীত হইলেন এবং ধারণা করিলেন, হয়ত লোকটি তাঁহার সহিত অপকর্মের ইচ্ছা করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

তোমার অন্তরে যদি আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান থাকে তবে আমি তোমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র পানাহ্ প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্র ভয়ের কথা উল্লেখ করিয়া হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, আত্মরক্ষার জন্য এইভাবে সহজ হইতে সহজতর উপায় অবলম্বন করা শরীয়াতে জায়িয। অতএব হযরত মারইয়াম (আ) সর্বপ্রথম তাঁহাকে আল্লাহ্র ভয় দেখাইলেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ... ... আবূ ওয়াইল (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনাকালে বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) যখন قَالَتْ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا। বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, যাঁহার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় বিদ্যমান সে অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবে। তাঁহার এই কথার পরই আগন্তুক ফিরিশ্তা বলিলেন ঃ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ। আমি তো আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে দূত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হযরত মারইয়ামের অন্তরে তাঁহার পক্ষ হইতে অপকর্মের জন্য অক্রমণের যে ভয় জন্ম হইয়াছিল উহা দূর করিবার জন্য তিনি বলিলেন, আপনি আমার সম্পর্কে যেই ধারণা করিয়াছেন, উহা ঠিক নহে বরং আমি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। কথিত আছে যে, হযরত মারইয়াম (আ) যখন করুণাময় আল্লাহ্র নাম লইলেন, তখন হযরত জিব্রীল (আ) ভয়ে প্রকম্পিত হইলেন এবং তাঁহার আসলরূপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবং বলিয়া উঠিলেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا

আমি তো আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে প্রেরিত দূত আপনাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করিবার জন্যই আমাকে আপনার নিকট তিনি প্রেরণ করিয়াছেন। আবূ আম্র ইব্ন আলা (র) এইখানে ليهب পড়িয়াছেন। ইহা দুইটি প্রসিদ্ধ কিরা'আতের একটি। অন্যান্য ক্বারীগণ لاهب لك পড়িয়াছেন। উভয় কিরা'আতের অর্থই বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ হযরত মারইয়াম (আ) আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিলেন, আমার বর্তমান অবস্থায় পুত্র সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ আমার স্বামী নাই এবং আমার দ্বারা কোন অপকর্মেরও কল্পনা করা যায় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا

আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই আর আমি ব্যভিচারিনীও নহি। البغى। অর্থ

ব্যাভিচারিনী। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ انه نهى مهر البغى রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাভিচারিনীর উপার্জিত অর্থ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

ফিরিশ্‌তা বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, যদিও আপনার স্বামী নাই, যদিও আপনি কোন অপকর্মে লিপ্ত হন নাই, তবুও এই অবস্থায়ই আপনার সন্তান হইবে। আপনার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ কাজ, তিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর মানুষের জন্য তাঁহাকে সৃষ্টি রহস্যের একটি নিদর্শন করিতে চাই। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে নানাভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন, মানুষের সামনে উহারই একটি নিদর্শন পেশ করিতে চান। যেমন-তিনি হযরত আদম (আ)-কে পিতামাতা ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত হাওয়াকে তিনি মাতা ব্যতীত কেবল একজন পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত অন্য সকল আদম সন্তানকে পিতামাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং হযরত ঈসা (আ)-কে তিনি পিতা ব্যতীত কেবল একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবে তিনি চার প্রকার সৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্‌র অপরিসীম ক্ষমতা প্রমাণ করে। অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ ও পালনকর্তা নাই। وَرَحْمَةً مِّنَّا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রহমত ও অনুগ্রহ হিসাবে এই পুত্র সন্তানকে নবী করা হইবে, যিনি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাওহীদের প্রতি আহ্বান করিবেন। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

যখন ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, হে মারইয়াম আল্লাহ্ আপনাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কলেমার সুসংবাদ দান করিতেছেন; যাঁহার নাম মসীহ ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম। যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত হইবে এবং নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবং সে শৈশবে দোলনায় দোলা অবস্থায় কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৫-৪৬)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) বলেন, যখন আমি একাকী থাকি তখন ঈসা (আ) আমার গর্ভে থাকা অবস্থায়ই আমার সহিত কথা বলিত আর যখন আমি মানুষের মাঝে হইতাম তখন গর্ভে থাকিয়াই সে তাসবীহ্ পাঠ করিত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا এবং ইহা তো পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। কথাটি হযরত মারইয়াম (আ)-কে সম্বোধন করিয়া হযরত জিব্‌রীল (আ) বলিয়াছিলেন। সম্ভাবনা ইহারও আছে আর এই সম্ভাবনাও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে, মারইয়ামের গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের ব্যাপারটি পূর্ব নির্ধারিত ছিল যাহা টলিবার ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী দ্বারা এই কথার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে যে, হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে রূহ্ ফুঁকাইয়া দেওয়া হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

এবং ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তাহার লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত রাখিয়াছেন, অতঃপর আমি উহাতে রূহ্ ফুঁকাইয়া দিলাম (সূরা তাহরীম ঃ ১২)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا

আর সেই মহিলা যিনি তাঁহার লজ্জাস্থানের হিফাযত করিয়াছ, অতঃপর আমি উহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকাইয়া দিয়াছি (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯১)।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজ সম্পন্ন করিবার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করিয়াছেন। অতএব অবশ্যই ইহা সংঘটিত হইবে। ইব্‌ন জরীর (র)ও এই তাফসীর পসন্দ করিয়াছেন।

(২২) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا

(২৩) فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ
هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

অনুবাদ ঃ (২২) অতঃপর সে উহাকে গর্ভে ধারণ করিল, তারপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল। (২৩) প্রসব-বেদনা তাহাকে এক খর্জুর-বৃক্ষ তলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, হায়! ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, যখন জিব্রীল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র ফয়সালাকে মানিয়া লইলেন। পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মারইয়ামের নিকট সংবাদদাতা ফিরিশ্তা হযরত জিব্রীল (আ) তখন তাঁহার জামার ফাঁকে ফুঁক মারিলেন এবং উহা তাঁহার লজ্জার স্থানে প্রবেশ করিল এবং আল্লাহ্র হুকুমে তিনি গর্ভবতী হইলেন। যখন তিনি গর্ভবতী হইলেন, তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন যে, মানুষকে তিনি কি বলিবেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, তিনি মানুষকে যাহা বলিবেন তাহা তাহারা বিশ্বাস করিবে না। অবশ্য তিনি তাঁহার খালা হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রীর নিকট সকল গোপন কথা বলিয়া দিলেন। হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্র দরবারে সন্তানের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন এবং তাহা কবূলও হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী হইলে হযরত মারইয়াম (আ) তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তখন হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়া হযরত মারইয়ামকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, হে মারইয়াম! আমি গর্ভবতী হইয়াছি উহা কি তুমি জান? তখন মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমিও যে গর্ভবতী হইয়াছি তাহা কি আপনি জানেন? এবং তিনি তাঁহার বিস্তারিত অবস্থা জানাইলেন। তাঁহারা যেহেতু মু'মিন ছিলেন অতএব হযরত মারইয়াম (আ)-এর কথা বিশ্বাস করিলেন। ইহার পর হইতে হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী যখনই হযরত মারইয়াম (আ)-এর মুখোমুখী হইতেন তখন তিনি অনুভব করিতেন যে, তাহার গর্ভের সন্তান হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভের সন্তানকে সম্মানের সিজ্দা করিতেছে। তাঁহাদের শরীয়াতে সম্মানের সিজ্দা জায়িয ছিল। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর পিতামাতা ও তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে সিজ্দা করিয়াছিলেন। এবং যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে হযরত আদম (আ)-কে সিজ্দা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের শরীয়াতে সিজ্দা কেবল আল্লাহ্র জন্য খাস হইয়াছে। অতএব অন্য কাহাকে সিজ্দা করা সম্পূর্ণ হারাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এই কথা পৌছাইয়াছে যে, হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) পরস্পর

খালাত ভাই ছিলেন। এবং তাহারা উভয়ই একই সময় মাতৃগর্ভে আসিয়াছিলেন। একবার হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আম্মা হযরত মারইয়ামকে বললেন, তোমার গর্ভে যেই সন্তান রহিয়াছে, উহাকে আমার গর্ভের সন্তান সিজ্দা করিতে দেখিতেছি। মালিক (র) বলেন, আমার ধারণা উহা হযরত ঈসা মসীহ্ (আ)-এর অধিক মর্যাদার কারণে সংঘটিত হইত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে এই শক্তি দান করিয়াছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে মৃতকে জীবিত করিতেন এবং অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ্ করিয়া দিতেন।

উলামায়ে কিরামের মধ্যে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) কতকাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। এই সম্পর্কে অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, তিনি নয় মাস মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, আট মাস আর এই কারণে আট মাসের সন্তান অধিকাংশ জীবিত থাকে। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, মুগীরা ইব্ন উতবাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ সাকাফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, একবার তাঁহাকে হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করিবার সাথেসাথে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়েতটি গারীব। সম্ভবত তিনি فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا فَاَجَاهَا الْمُخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ এর প্রকাশ্য অর্থ হইতে এই মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন। فاء অব্যয়টি যদিও تعقيب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর تعقيب উহার আপন অবস্থা হিসাবে হইয়া থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا .

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মের বিভিন্ন স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আমি মানুষকে শুষ্ক মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর আমি উহাকে বীর্যের আকৃতিতে স্থাপন করি মাতৃগর্ভে, অতঃপর বীর্যকে আমি জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি, অতঃপর জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডকে গোশতে পরিণত করিয়াছি, অতঃপর সেই গোশতকে হাড়ে পরিণত করিয়াছি। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১২-১৩)

উদ্ধৃত আয়াতে فاء কয়টি تعقيب এর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকের অবস্থা হিসাবে এই تعقيب এর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের

রিওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ, সন্তান জন্মের যে কয়টি পর্যায় আছে, উহার প্রত্যেকটির মাঝে চল্লিশ দিনের ব্যবধান হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

আপনি কি দেখেন না আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়া অতঃপর যমীন সবুজ শ্যামলে সজ্জিত হয় (সূরা হজ্জ ঃ ৬৩)। এই আয়াতে فا অব্যয়টি تعقيب এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ বৃষ্টি বর্ষণের সাথে সাথেই কিন্তু যমীন সবুজ হইয়া উঠে না।

যেই কথাটি প্রসিদ্ধি ও যুক্তি গ্রাহ্য তাহা হইল, হযরত মারইয়াম (আ) অন্যান্য স্ত্রী লোকের মতই গর্ভের পূর্ণ সময়ই গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, এই কারণে যখন তাঁহার গর্ভের আলামাত সমূহ প্রকাশ পাইল, মসজিদের অপর একজন খাদিম উহা দেখিয়া মনেমনে সন্দেহ পোষণ করিল। তাহার নাম ছিল ইউসুফ। সে হযরত মারইয়ামের আত্মীয় ছিল এবং একজন বাড়ই পরহেযগার লোক ছিলেন। কিন্তু হযরত মারইয়ামের সতীত্ব, পবিত্রতা, দীনদারী ও পরহেযগারীর কারণে তাঁহার অন্তর হইতে এই ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। অবশেষে সে তাঁহাকে অত্যন্ত আদব সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, মারইয়াম! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু আমার প্রতি রাগ করিও না। মারইয়াম (আ) বলিলেন, বল দেখি কি? সে বলিল, আচ্ছা বলত, আটি ব্যতিত কি কোন গাছ হইয়া থাকে? আর বীজ ছাড়া কি কোন ফসল হয়? এবং পিতা ব্যতিত কি সন্তান হয়? মারইয়াম (আ) তাঁহার ইংগিত বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আটিও বীজ ছাড়াই গাছ ও ফসল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আটি ও বীজ ছাড়া গাছ ও ফসল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম মাতাপিতা ব্যতিতই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত খাদিম তাঁহার কথা স্বীকার করিল, এবং তাঁহাকে আপন অবস্থায় ছাড়িয়া দিল। অতঃপর হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাঁহার কাওমের অপবাদের সম্মুখীন হইলেন, তখন তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়ে দূরে একস্থানে চলিয়া গেলেন। যেন তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তিনিও তাহাদিগকে দেখিতে না পান।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যখন হযরত মারইয়াম (আ) গর্ভধারণ করিলেন, এবং গর্ভবতী স্ত্রী লোকের যে সকল আলামত প্রকাশ পাইয়া থাকে উহা প্রকাশ পাইল, এবং বনী ইসরাঈলের মধ্যে এই কথা ছড়াইয়া পড়িল, ইউসুফের সহিত সে এই অপকর্ম করিয়াছে। কারণ মসজিদে তাঁহার সহিত ইউসুফ ব্যতিত অন্য কেহ ছিল না। ইহা শ্রবণ

করিয়া হযরত মারইয়াম (আ) তাহাদের নিকট হইতে আড়ালে চলিয়া গেলেন যেন তাহারা তাঁহাকে দেখিতে না পায় এবং তিনিও যেন তাহাদিগকে দেখিতে না পান।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاَجَآءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ

অতঃপর প্রসব বেদনা তাঁহাকে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় লইয়া গেল। প্রসব কোন স্থানে লইয়া গিয়াছিল এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতপার্থক্য রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের যেই কামরায় তিনি সালাত পড়িতেন উহার পূর্ব দিকের একটি স্থানে। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, তিনি পলায়ন করিয়া যখন ও মিসরের মধ্যবর্তীস্থানে গেলেন, তখন তাঁহার প্রসব বেদনা শুরু হইল। ওহ্ব (র.) হইতে অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে আট মাইল দূরে 'বায়তুল্লাহম' নামক একটি স্থানে তিনি পৌঁছাইয়াছিলেন। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম নাসাঈর বর্ণিত এবং শাদ্দাদ ইব্ন আওস (র) হইতে ইমাম বায়হাকীর বর্ণিত মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীস সমূহে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানের নাম 'বায়তুল্লাহম'। লোকমুখে ইহাই প্রসিদ্ধ এবং খ্রিস্টানরা এই বিষয়ে কোন সন্দেহই করে না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا اَوْ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا

হযরত মারইয়াম বলিলেন, হায়! যদি ইহার পূর্বেই আমার মৃত্যু ঘটিত এবং মানুষের স্মৃতিপট হইতে আমি মুছিয়া যাইতাম। এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, ফিৎনার সময় মৃত্যু কামনা করা জায়িয আছে। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সন্তানের জন্য তিনি ফিৎনায় লিপ্ত হইবেন। মানুষ তাঁহার বিষয়টিকে সঠিকভাবে বিবেচনা করিবে না এবং তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিবেন তাহাও তাহারা বিশ্বাস করিবে না। আর যেই মারইয়াম তাহাদের নিকট আবিদাহ ও আল্লাহ্র অনুগত বান্দী বলিয়া সুপরিচিতা ছিলেন তিনি এখন তাহাদের ধারণায় অসতী ও ব্যাভিচারিনী বলিয়া বিবেচিত হইবেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا হায়! যদি এই অবস্থার পূর্বেই যদি আমার মৃত্যু ঘটিত আর وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا মানুষের স্মৃতিপট হইতে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইত।

হযরত ইব্ন অব্বাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যদি আমাকে সৃষ্টি করা না হইত আর কোন বস্তুই যদি না হইতাম। সুদ্দী (র) বলেন, সন্তান ধারণের কারণে হযরত

মারইয়াম (আ) লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হায় ! স্বামী ব্যতীত সন্তান প্রসব করিবার যেই অসহনীয় গ্লানি আমায় বহন করিতে হইবে, হায়! যদি তাহার পূর্বেই আমার মৃত্যু হইয়া যাইত। وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا আর মানুষ আমাকে একেবারেই ভুলিয়া যাইত এবং হায়িযের নেকড়ার ন্যায় আমাকে নিক্ষেপ করা হইত যাহা আর কখনও খুঁজিয়া লওয়া হয় না আর না উহার কথা কখনও স্মরণ করা হয়। যেই সকল বস্তুকে ভুলিয়া যাওয়া হয়, এবং বর্জন করা হয় উহাকে نَسْىٌ বলা হয়। কাতাদাহ (র) وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, হায়! যদি আমি এখন বস্তু হইতাম যাহা না কেহ চিনিত, না কেহ স্মরণ করিত আর আমি কে তাহাও কেহ না জানিত! ইব্ন যায়িদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, হায়! আমি যদি কোন বস্তুই না হইতাম।

আমরা পূর্বেই

تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

এর তাফসীর প্রসংগে অলোচনা করিয়াছি যে, ফিৎনার সময় ব্যতীত অন্য কখনও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ।

(٢٤) فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلاَّ تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

(٢٥) وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا

(٢٦) فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا

فَقُوْلِىْٓ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۰

অনুবাদ ঃ (২৪) ফিরিশ্তা তাহার নিম্নপার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। (২৫) আর তুমি খেজুর গাছটির কাণ্ড তোমার দিকে নাড়া দাও উহা হইতে তোমার উপর পাকা খেজুর ঝরিয়া পড়িবে। (২৬) অতঃপর তুমি খাও ও পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। অতঃপর যদি কোন মানুষ দেখিতে পাও, তখন বলিও আমি করুণাময় আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মৌণতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি। অতএব আজ আমি কাহারও সহিত কথা বলিব না।

তাফসীর ঃ প্রথম আয়াতে কেহ কেহ مِنْ تَحْتِهَا এর স্থলে مَنْ تَحْتَهَا

পড়িয়াছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মারইয়ামের নিচে ছিল সে ডাক দিয়া বলিল। অন্যান্য ক্বারীগণ مِنْ تَحْتِهَا পড়িয়াছেন। এই ক্ষেত্রে مِنْ অব্যয়টি হরফে জার হইবে। কে ডাক দিয়া বলিয়াছিল, এ বিষয়ে তাফসীরকারগণ মতবিরোধ করিয়াছেন। আওফ (র) ও অন্যান্য মণিষীগণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হযরত জিব্রীল (আ) এবং হযরত মারইয়াম (আ) যাবৎ না তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন, হযরত ঈসা (আ) কোন কথাই বলেন নাই। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, আমর ইব্ন মায়মূন, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপত্যকার নিচ হইতে হযরত জিব্রীল (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে ডাক দিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত ঈসা (আ) হযরত মারইয়াম (আ)-কে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত হাসান (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ)-এর পুত্র হযরত ঈসা (আ) তাঁহাকে ডাক দিয়াছিলেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্কে কি বলিতে শোন নাই فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ অতঃপর মারইয়াম (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর দিকে ইশারা করিলেন। ইব্ন যায়িদ ও ইব্ন জরীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

اَلَّا تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا

চিন্তা করিও না বলিয়া ডাক দিলেন তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়া দেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ও শুবা (র) ... ... হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন سريا অর্থ ঝর্ণা। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, سريا অর্থ নহর। আমর ইব্ন মায়মূনও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, সুরিয়ানী ভাষায় নহরকে صَرِىٌّ বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, হিজাযীদের ভাষায় سرى অর্থ ঝর্ণা। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, কিত্বী ভাষায় ছোট নহরকে سرى বলা হয়। যাহ্হাক (র) বলেন, সুরিয়ানী ভাষায়ও ছোট নহরকে سرى বলে। ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, পানির ঝর্ণাকে سرى বলে। সুদ্দী (র) বলেন, নহরকে سرى বলে। ইব্ন জরীর (র)ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত আছে। তাব্রানী (র) বলেন ঃ আবূ শুয়াইব হিররানী (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়ামকে যে কথা বলিয়াছেন উহা হইল তাঁহার পানি

পানের জন্য একটি প্রবাহিত নহর। তবে এই সূত্রে হাদীসটি গারীব। রাবী আবূ আইউব নাহীফ দ্বারা এখানে আবু আইউব নাহিফ হুবালীকে বুঝান হইয়াছে। আবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, তিনি যাঈফ-দুর্বল রাবী। আবূ যুর'আহ (র) বলেন, তিনি মুন্‌কার হাদীস বর্ণনা করেন। আবূল ফাত্‌হ (র) বলেন, তিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট বিবর্জিত। অনেকে উহাও বলেন, سرى দ্বারা এখানে হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। হাসান, রাবী' ইব্‌ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। এক বর্ণনানুসারে কাতাদাহ্-র মতও ইহাই। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর বক্তব্যও ইহাই। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক সঠিক বলিয়া প্রকাশ। এই কারণে পরে ইরশাদ হইয়াছে, وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ খেজুর গাছটি তোমার দিকে হেলাও। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতো খেজুর গাছটি শুষ্ক ছিল উহাতে কোন খেজুর ছিল না। আবার কেহ কেহ বলেন, গাছে খেজুর ছিল কিন্তু হযরত মারইয়ামের হেলাইবার পর উহা হইতে খেজুর ঝরিয়া পড়িয়াছে। আর এই কারণেই ইহাতে আল্লাহ্ তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবেই তিনি হযরত মারইয়মের পানাহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا তোমার উপর তাজা পাকা ফল ঝরিবে। فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا অতঃপর খাও, পান কর, চক্ষু শীতল কর এবং মানবিক প্রশান্তি লাভ কর। আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) বলেন, নিফাস ওয়ালী নারীর পক্ষে শুষ্ক ও তাজা খেজুর অপেক্ষা উত্তম কোন বস্তু নাই। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أكرموا عمتكم النخلة خلقت من الطين الذى خلق أدم عليه السلام وليس من الشجرة شيئ يلقح غيرها .

তোমরা তোমাদের ফুফু অর্থাৎ খেজুর গাছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। যেই মাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহা দ্বারাই খেজুর গাছ সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং এই গাছ ব্যতিত অন্য গাছে নর গাছের কলি নারী গাছের কলির মধ্যে দেওয়া হয় না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে সন্তান প্রসবান্তে তাজা পাকা খেজুর খাইতে দিবে। যে গাছের নিচে হযরত মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, উহা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত গাছ আর একটিও নাই। হাদীসটি

মুন্‌কার। আবূ ইয়ালা শায়বান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন ক্বারী تساقط এর সীনকে তাশদীদ সহকারে পড়িয়া থাকেন এবং অনেকে সীনকে তাশদীদ ছাড়াই পড়েন। আবূ নাহিফ تُسْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا পড়িয়াছেন। আবূ ইসহাক (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি يُسَاقِطْ পড়িতেন। কিন্তু সব কয়টি কিরা'আতের এক অর্থ।

মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا অর্থাৎ তুমি যখনই কোন মানুষ দেখিবে فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا তাহাকে এই কথা বলিবে যে, আমি আজ পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্য রোযা রাখিয়াছি। অতএব আজ কোন মানুষের সহিত কথা বলিব না। প্রকাশ থাকে যে, মারইয়ামের উপরোক্ত কথা ইশারার মাধ্যমে সংঘটিত হইবে, মুখে নহে। নচেৎ فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ الخ এর সহিত বিরোধ ঘটিবে। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا এর অর্থ করিয়াছেন, আমি কথা না বলার মানত করিয়াছি। অর্থাৎ এখানে কথা না বলাকেই সাওম বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস ও যাহ্‌হাকও অনুরূপ মতপোষণ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, আমি সাওম ও কথা না বলার মানত করিয়াছি। কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের শরীয়াতে সাওমের জন্য যেমন পানাহার হারাম ছিল অনুরূপভাবে কথা বলাও হারাম ছিল। সুদ্দী, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) হারিসা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় তাঁহার নিকট দুই ব্যক্তি আসিল। তাহাদের একজন তো সালাম করিল কিন্তু অপরজন সালাম করিল না। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? তাহার সঙ্গী বলিল, তাহার সাথী-সঙ্গীরা শপথ করিয়াছে যে, আজ কাহারও সহিত কথা বলিবে না। তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন ঃ তুমি মানুষের সহিত কথা বল ও তাদের প্রতি সালাম কর। হযরত মারইয়াম (আ) তো এই কারণে কথা না বলার মানত করিয়াছিলেন যে, তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু তিনি স্বামী ছাড়া গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। আর কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে এই ওযর পেশ করিতেন যেন তিনি তাহাদের সহিত কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত

জারীর (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, যখন হযরত ঈসা (আ) হযরত মারইয়ামকে لا تحزني চিন্তা করিও না বলিলেন। তখন হযরত মারইয়াম (আ) বলিলেন, আমি চিন্তা না করিয়া কি উপায়ে থাকিতে পারি, অথচ আমি কোন স্বামী ব্যতিত তোমাকে প্রসব করিয়াছি। আমি মানুষের কাছে কি জবাব দিব? হায়! যদি ইহার পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটিত। হায়! যদি আমি মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইতাম। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন, আপনার পক্ষ হইতে আমি কথা বলিব এবং আমিই যথেষ্ট হইব।

মহান আল্লাহ বাণী ঃ

فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمُ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا .

কোন মানুষকে দেখিলে বলিবে, আমি রাহমানের জন্য সাওম রাখিয়াছি অতএব কোন মানুষের সহিত আজ আমি কথা বলিব না। এইসব কথাই হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মাজানকে বলিয়াছিলেন। ওহব (র)ও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন।

(٢٧) فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ٠

(٢٨) يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا ٠

(٢٩) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ٠

(٣٠) قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ٠

(٣١) وَّجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٠

(٣٢) وَّبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ٠

(٣٣) وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ٠

না ব্যাভিচারিনী। (২৯) অতঃপর মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? (৩০) সে বলিল, আমি তো আল্লাহ্র বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, (৩১) যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমায় বরকতময় করিয়াছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে, (৩২) আর আমাকে মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য, (৩৩) আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি আর যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যেইদিন তাঁহাকে সাওম রাখিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং মানুষের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে, মানুষের সহিত তাঁহার নিজের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না। বরং তাঁহার পক্ষ হইতে অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। তখন তিনি আল্লাহ্র এই নির্দেশও যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল, তিনি উহা মানিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার পুত্রকে লইয়া তাঁহার কাওমের নিকট আসিলেন। যখন তাহারা সন্তান সহ তাঁহাকে দেখিল তখন তাহারা বড় গুরুতর কাজ বলিয়া মনে করিল এবং বলিয়া উঠিল يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমি তো বড়ই গুরুতর কাজ করিয়াছ।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এবং আরও অনেকে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ (র) .... ইব্ন নাওফ বিকালী (র) হইতে বর্ণিত যে, হযরত মারইয়াম (আ) ছিলেন নবী বংশের মহিলা। তাঁহার কাওমের লোকজন তাঁহাকে খুঁজিতেছিল, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। একজন গো-রাখালের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই এই ধরণের এক তরুণীকে দেখিয়াছ ? সে বলিল না, তবে রাত্রিকালে আমার গরুটিকে এক আশ্চার্যজনক কাজ করিতে দেখিয়াছি। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি করিতে দেখিয়াছ ? সে বলিল, উমুক উপত্যকার দিকে ফিরিয়া সিজ্দা করিতে দেখিয়াছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, আমি সাইয়ার (র) হইতে এই কথাও স্মরণ রাখিয়াছি যে, সেই রাখালটি এই কথাও বলিয়াছিল যে, উজ্জ্বল নূর দেখিয়াছি। অতঃপর

তাহারা সেই দিকে চলিল, এবং হযরত মারইয়ামের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাহাদিগকে দেখিলেন, তখন তিনি তাঁহার পুত্রকে কোলে করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْـًٔا فَرِيًّا হে মারইয়াম! তুমি তো বড়ই গুরুতর কাজ করিয়াছ। يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ হে হারূনের ভগ্নি! অর্থাৎ হারূনের ন্যায় ইবাদতকারিনী।

مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَسَوْءٍ وَّمَا كَانَ اُمُّكِ بَغِيًّا .

না তোমার আব্বা কোন খারাপ লোক ছিলেন এবং না তোমার আম্মা কোন অসতী নারী ছিলেন। অর্থাৎ তুমি এক পূত পবিত্র ও আবিদ জাহিদ বংশের নারী। তুমি এইরূপ জঘণ্য কাজ করিলে কিভাবে?

আলী ইব্‌ন তাল্‌হা ও সুদ্দী (রা) বলেন, যেহেতু হযরত মারইয়াম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন, এই কারণে তাঁহাকে হারূনের ভগ্নি বলা হইয়াছে। যেমন তামীম গোত্রীয় লোককে أخو تميم এবং মুযার বংশীয় লোককে أخو مضر বলা হয়। কেহ কেহ বলেন, হারূন নামক হযরত মারইয়াম (আ)-এর বংশের এক নেক ব্যক্তির প্রতি তাঁহাকে সম্বন্ধিত করিয়া তাঁহাকে أُخت هرون বলা হইয়াছে। হযরত মারইয়াম (রা) তাঁহার ন্যায় আবিদা ও জাহিদা ছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন, তাঁহারা তাহাদের স্ববংশীয় হারূন নামক এক জন অসাধু লোকের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাকে أُخت هرون বলিয়াছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন হিসিঞ্জানী (র) ... ... কুরযী (র) يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মারইয়াম (আ) হযরত হারূন (আ)-এর আপন ভগ্নি ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর নদীতে নিক্ষেপ করিবার পর তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। فَبَصُرَتْ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে এমন সতর্কতার সহিত দেখিলেন, যে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিলনা। কিন্তু এই রিওয়ায়েতটি মারাত্মক ভুল বলিয়া বিবেচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অন্যান্য সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের পর হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার পর হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতিত অন্য কোন নবী প্রেরিত হন নাই। অথচ উপরোল্লেখিত রিওয়ায়েত সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়াও হযরত ঈসা (আ)-এর পরে আরো অনেক নবী প্রেরিত হইয়াছেন।

যাহা আদৌ সত্য নহে।

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أنا أولى الناس بابن مريم الا انه ليس بينى وبينه نبى .

আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সব চাইতে বেশী নিকটবর্তী কারণ, তাঁহার ও আমার মাঝে কোন নবী প্রেরিত হন নাই। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) যাহা বলিয়াছেন বাস্তবে যদি তাহাই হইত তবে হযরত ঈসা (আ)-এর পরে কেবল হযরত মুহাম্মদ (সা) হইতেন না বরং তিনি হযরত দাঊদ ও সুলাইমান (আ)-এর পূর্বে তাঁহার নবুওয়তের যুগ মানিতে হইত। কারণ পবিত্র কুরআনে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত দাঊদ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

আপনি মূসা (আ)-এর পরবর্তীকালে বনী ইসরাঈলের সেই দলটিকে দেখিয়াছেন কি যাহারা তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, আপনি আমাদের জন্য একজন বাদশাহ প্রেরণ করুন যাহার আদেশে আমরা আল্লাহ্র-রাহে জিহাদ করিব। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৬)।

ইহার পর জালূত ও তালূতের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ হযরত দাঊদ (আ) জালুতকে হত্যা করিয়াছেন (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)। ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় হযরত দাঊদ (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) যেই মত পোষণ করিয়াছেন উহার জন্য যেই বস্তুটি তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা হইল, তাওরাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈল সহ নীল নদ পার হইয়া গেলেন এবং ফির'আউন তাহার সাথী সঙ্গী সহ ডুবিয়া মরিল। মারইয়াম বিনতে ইমরান যিনি হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর ভগ্নি ছিলেন তখন দফ বাজাইয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের শোকর আদায় করিতেছিলেন ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত বনী ইসরাঈলের অন্যান্য মহিলারাও শরীক ছিল। তাওরাতের এই তথ্যের ভিত্তিতে মুহাম্মদ ইব্ন কুরাযী (র) ধারণা করিয়াছেন, এই মহিলাই হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা অথচ ইহা বড়ই চরম ভুল ও বাজে কথা। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মা হযরত মারইয়ামের নাম এই নামে নামকরণ করা হইয়াছিল যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের নবী ও নেক লোকদের নামে নাম রাখিত। যেমন ইমাম আহমাদ (র)

বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইদ্রীস (র) ... ... হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নাজরানে প্রেরণ করিলেন। সেই স্থানের লোকেরা আমাকে বলিল, আচ্ছা, বলূন তো আপনারা يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ পড়িয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনাদের কিতাবে মারইয়ামকে হারূন (আ)-এর ভগ্নি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ, হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর এত এত বৎসর পূর্বে অতীত হইয়া গিয়াছেন। এই প্রশ্নের সঠিক কোন জবাব দান করিতে না পারিয়া যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম, তখন আমি তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি তাহাদিগকে এই কথাটি বলিতে পারিলে না যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তাহাদের আম্বিয়া ও নেক লোকদের নামে স্বীয় সন্তানের নাম রাখিত। অতএব এই হারূন সেই হারূন নহেন আর এই মারইয়ামও সেই মারইয়াম নহেন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ ও গারীব। তিনি বলেন, ইব্ন ইদরীস (র) ব্যতিত অন্য কোন রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণিত নহে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ... ... কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতে উল্লিখিত হারূন হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারূন নহেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আপনি ভুল বলিয়াছেন। তখন তিনি বললেন, হে উম্মুল মু'মিনীন! যদি নবী করীম (সা) এই সম্পর্কে কিছু বলিয়া থাকেন, তবে তিনি অধিক জানেন ও অধিক খবর রাখেন। অবশ্য আমি তো উভয়ের মাঝে ছয়শত বৎসরের পার্থক্য আছে বলিয়া জানি। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) নীরব হইলেন। তবে ইতিহাসের এই তথ্যটি বিবেচনা সাপেক্ষ।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, বিশ্র (র) কাতাদাহ (র) হইতে يٰاُخْتَ هٰرُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) এমন এক বংশের ছিলেন, যাঁহারা সৎ ও দীনদার বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। কিছু লোক এমন আছে যাঁহারা সৎ ও দীনদার বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে এবং সুসন্তান জন্ম দেয়। অপর পক্ষে কিছু লোক এমনও হইয়া থাকে যাহারা অসৎ বলিয়া পরিচিত এবং অসৎ সন্তান জন্ম দান করে। আয়াতে উল্লিখিত হারূন নামক এই ব্যক্তি একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার বংশে তিনি বড় সমাদৃত ও প্রিয়জন ছিলেন। তবে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর ভাই হযরত হারূন ছিলেন না। তিনি ছিলেন অন্য এক হারূন। কথিত আছে যে, যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন বনী ইসরাঈলের হারূন নামক চল্লিশ হাজার লোক তাঁহার জানাযায় শরীক ছিল।

সাধারণভাবে এই নামটি সকলের প্রিয় ছিল তাই এই একই নামের এত অধিক লোক এই নাম ধারণ করিয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا .

অতঃপর হযরত মারইয়াম তাঁহার সন্তানের প্রতি ইশারা করিলে, তাহারা বলিল, একজন কোলের শিশুর সহিত আমরা কিভাবে কথা বলিব? অর্থাৎ হযরত মারইয়ামের ব্যাপারে যখন তাঁহার গোত্রীয় লোকজন সন্দেহ পোষণ করিল এবং তঁআহার ব্যাপারটি বড় জঘন্য মনে করিয়া বসিল, তখন তাহারা তাঁহার প্রতি অপবাদ করিল। সেইদিন তিনি সাওম রাখিয়াছিলেন এবং নীরব থাকিবার জন্য আদিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের সহিত তাহাদিগকে কথা বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। ইহাতে তাহারা ধারণা করিয়া বসিল যে, মারইয়াম (আ) তাহাদের সহিত কৌতুক করিতেছে। অতএব তাহারা ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিল

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا

আরে আমরা কোলের শিশুর সহিত কি ভাবে কথা বলিব? তুমি আমাদিগকে পাগল মনে করিয়াছ? মায়মুন ইব্ন মিহরান (র) فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ -এর অর্থ করিয়াছেন, হযরত মারইয়াম (আ) তাহাদিগকে মুখে বলিয়া দিলেন, তোমরা ঐ শিশুর সহিত কথা বল। তখন তাহারা বলিল, মারইয়াম এই জঘন্য কাজ করিয়া আমাদিগকে এই কোলের শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য হুকুম করিতেছে; ইহা তোমার চরম ধৃষ্টতা। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মারইয়াম (আ) যখন তাহাদিগকে শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য ইংগিত করেন, তখন তাহারা বলিল, মারইয়াম আমাদের সহিত এতই বিদ্রুপ শুরু করিয়াছে যে, সে এই কোলের শিশুর সহিত কথা বলিবার জন্য আমাদিগকে নির্দেশ করিতেছে। ইহা তো তাঁহার ব্যাভিচার অপেক্ষা অধিক জঘন্য কাজ।

قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা একটি কোলের শিশুর সহিত কি ভাবে কথা বলিব? এবং সেই বা আমাদের সহিত কি কথা বলিবে? তখনই হযরত ঈসা (আ) বলিয়া উঠিলেন, اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। সর্বপ্রথম যেই কথা তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল, তাহা দ্বারা তিনি সন্তান স্থির করা হইতে স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা

ঘোষণা করিলেন। এবং তাঁহার দাসত্বেরও ঘোষণা করিলেন। اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী নিযুক্ত করিয়াছেন।" হযরত ঈসা (আ)-এর আম্মার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছিল, উক্ত বাণী দ্বারা তিনি তাঁহার আম্মাকে সেই অপবাদ হইতে মুক্তি করিয়াছেন। নাওফ বিকালী (র) বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি আম্মার স্তন্য হইতে দুধপান করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের কথা শুনিতেই দুধ ছাড়িয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া বলিয়া উঠিলেন,

اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا .... مَا دُمْتُ حَیًّا .

আমি আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দান করিয়াছেন এবং আমাকে নবী করিয়াছেন। ..... আমি যতদিন জীবিত থাকি।

ইকরিমাহ্ (র) বলেন, اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ এর অর্থ 'আল্লাহ্ আমাকে কিতাব দান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মার গর্ভে থাকাবস্থায়ই তাওরাত শিক্ষা করিয়াছেন। ইহাই اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِیَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-আত্তার হিম্‌সী (র) নামক রাবী পরিত্যক্ত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَمَا كُنْتُ আমি যেই স্থানেই থাকি না কেন আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। মুজাহিদ, আমর ইব্‌ন কায়েস ও সাওরী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাকে মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, আমাকে উপকার সাধনকারী করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সুলাইমান ইব্‌ন আবদুল জব্বার (র) ... ... ওহাব ইব্‌ন মাওরিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন আলিম অপর একজন বড় আলিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আচ্ছা বলুন, আমার কোন আমলকে ঘোষণা করিবার অনুমতি আছে কি? তিনি বলিলেন, সৎ কাজের নির্দেশ এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ- ইহাই আল্লাহ্‌র দীন। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীগণকে এই দীন সহ তাঁহার বান্দাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম وَجَعَلَنِیْ مُبٰرَكًا اَیْنَمَا كُنْتُ এই অর্থের উপর ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)

বরকতময়। তিনি সদাসর্বদা সর্বাস্থায় 'আমর-বিল-মারূফ ও নাহী-আনিল-মুনাকার' করিতেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

এবং যতদিন আমি জীবিত থাকিব তিনি আমাকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদ (সা)-কে হুকুম করিয়াছেন ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

আর আপনি আপনার প্রতিপালকের ইবাদত করিতে থাকুন যাবৎ না মৃত্যু আসে (সূরা হিজর ঃ ৯৯)। আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) মালিক ইব্ন আনাস (রা) হইতে وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু পর্যন্ত যে এই দুইটি কাজ তাঁহার করিয়া যাইতে হইবে আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা তাক্দীর প্রমাণিত হয় এবং যাহারা তাক্দীরকে অস্বীকার করে তাহাদের প্রতিবাদও হইয়া যায়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ আর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আমার আম্মার সহিত সদাচারণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আম্মার সহিত সদাচারণের নির্দেশ আল্লাহ্র প্রতি অনুগত্যের নির্দেশ দেওয়ার পর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অনেক স্থানে আল্লাহ্র আনুগত্য ও মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এক সাথেই দিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .

আপনার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহাকে ছাড়া তোমরা কাহারও ইবাদত করিবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ২৩)। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ

আমার শোকর করিবে এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, অবশেষে আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সুরা লুকমান ঃ ১৪)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًّا আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার আনুগত্য ও আমার আম্মার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যাপারে অহংকারী ও হঠকারী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। ফলে আমি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতও হই নাই। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, হঠকারী ও বদবখত হইল সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া হত্যা করে। কোন কোন সালফে সালেহীন বলেন, যাহাকেই তুমি পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্য পাইবে সে হঠকারী ও বদ্‌বখ্‌ত। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন,

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

তিনি আরো বলেন, যাহাকেই তুমি অসৎ চরিত্রের দেখিতে পাইবে, সে অবশ্য অহংকারী ও হঠকারী হইবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারী ও গর্বকারীকে পসন্দ করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে একবার একজন মহিলা হযরত ঈসা ইব্‌ন মারইয়াম (আ)-কে মৃতকে জীবিত করিতে এবং কুষ্ঠ রোগীকে ও অন্ধকে সুস্থ ও চক্ষুদান করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, সেই গর্ভ বড়ই বরকতময় যাহা আপনাকে ধারণ করিয়াছিল। সেই স্তন্য বড়ই বরকতময় যাহা হইতে আপনি দুধপান করিয়াছেন। তখন হযরত ঈসা (আ) বলিলেন সেই ব্যক্তি বড়ই ধন্য যে, আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া উহার বিধানের অনুসরণ করে এবং সে হঠকারী ও বদবখ্‌ত হয় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا

যেই দিন আমি ভুমিষ্ট হইয়াছি, আর যে দিন আমি মৃত্যুবরণ করিব এবং যেই দিন আমি পুনরায় জীবিত হইয়া উত্থিত হইব আমার প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহার মাখলূকের মধ্য হইতে এক মাখলূক। আল্লাহ্‌র অন্যান্য মাখলূকের ন্যায় তিনিও অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন এবং পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু এই তিনটি অবস্থা বড়ই কঠিন অবস্থা এবং এই অবস্থা সমূহে তিনি নিরাপদ ও শান্তি লাভ করিবেন।

(٣٤) ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ․

(٣٥) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۰

(٣٦) وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۰

(٣٧) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۰

অনুবাদ ঃ (৩৪) এই-ই ঈসা মারইয়াম তনয়। আমি বলিলাম, সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। (৩৫) সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। (৩৬) আল্লাহ্-ই আমার প্রতিপালক; তোমাদিগের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (৩৭) অতঃপর দলগুলি নিজদিগের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করিল, সুতরাং দুর্ভোগ কাফিরদিগের মহাদিবস আগমন কালে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর যেই ঘটনা আপনার নিকট আমি উল্লেখ করিয়াছি, উহা হইল সত্য কথা, যাহা সম্পর্কে মানুষ মতবিরোধ করিতেছে। অর্থাৎ যাহারা কাফির ও বাতিলপন্থি তাহারা মতবিরোধ করিতেছে এবং যাহারা মু'মিন ও হক পন্থি তাহারা ঐক্যমত পোষণ করিতেছে। অধিকাংশ ক্বারীগণ قَوْلُ الْحَقِّ-এর لام কে পেশ সহ পড়েন। আসিম ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) যবর সহ পড়েন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقُّ পড়িতেন। 'ই'রাব'-এর দিক হইতে পেশসহ পড়া অধিক যাহির। اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ কে এই কিরাতের পক্ষে দলীল হিসাবে পেশ করা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয় উল্লেখ করিবার পর হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র বান্দা ও নবী ছিলেন তাহা এবং স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছেন।

ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ

আল্লাহ্র জন্য ইহা সংগত নহে যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করিবেন। এই যালিম

লোকেরা যাহা কিছু বলিতেছে উহা হইতে তিনি, মহা পবিত্র।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذَا قَضَىٰ اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ

তিনি যখন কোন বিষয়ের ফায়সালা করেন, তখন তিনি বলেন, ‘হইয়া যাও’ অমনি উহা যেমন তিনি চাহেন তেমন হইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ .

আল্লাহ্র নিকট ঈসা (আ)-এর অবস্থা আদম (আ)-এর মত। তাহাকে তিনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, ‘হইয়া যা’ অমনি তিনি অস্তিত্ব লাভ করিলেন। ইহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বাস্তব সত্য। অতএব আপনি কখনও সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৯)

মহান আল্লাহ্ বণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

হযরত ঈসা (আ) কোলে থাকাবস্থায় তাঁহার কাওমকে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, উহার একটি কথা ইহাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ও আমার সকলের প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত কর, ইহাই সরল সঠিক পথ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যেই বিধান লইয়া আসিয়াছি, উহা হইল সরল সঠিক পথ। যেই ব্যক্তি উহার অনুসরণ করিবে, সে হিদায়েতপ্রাপ্ত হইবে। এবং যে উহার বিরোধিতা করিবে, সে গুমরাহ্ হইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ

হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়টি স্পষ্ট হইবার পর, যে তিনি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁহার রাসূল এবং তাহার কলেমা, তখন আহলে কিতাব বিভিন্ন দল বিভিন্ন মতপোষণ করিয়াছে। অধিকাংশ ইয়াহূদীদের মতে (আল-ইয়াযুবিল্লাহ্) তিনি ব্যাভিচারের ফসল ছিলেন। এবং তাঁহার কথা হল যাদু! তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হউক। একদলের মতে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, অপর এক দলের মতে তিনি আল্লাহ্র পুত্র। আবার এক দলের মতে, তিনি তিন খোদার একজন। অবশ্য অপর এক দলের মতে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর ইহাই হইল সত্য সঠিক কথা এবং আল্লাহ্ তা'আলাই এই মতের প্রতি মুসলমানদিগকে হিদায়েত দান

করিয়াছেন। আম্‌র ইব্‌ন মায়মূন, ইব্‌ন জুরাইজ, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেক সালফে সালেহীন হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার, কাতাদাহ্ (র) হইতে মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার বনী ইসরাঈলের লোকেরা একত্রিত হইল এবং তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে চারটি দল নির্ধারণ করিল। প্রত্যেক তাহাদের একজন আলিম পেশ করিল। তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে উত্থিত হইবার বিষয়। এই সকল লোক হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিল। কেহ বলিল, হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি যমীনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি জীবিত করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি মৃত্যু দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আসমানে আরোহণ করিয়াছেন। এই মত পোষণকারী দলটির নাম ছিল ইয়াকূবিয়াহ। অপর তিনজন প্রথম ব্যক্তির এই মতকে অস্বীকার করিয়া বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। অতঃপর তাহাদের দুইজন মিলিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিল, তুমি তোমার মত প্রকাশ কর। সে বলিল, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। এই মত পোষণকারী দলকে 'নাসতুরিয়াহ' বলা হয়। অবশিষ্ট দুইজন বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। অবশিষ্ট দুইজনের একজন অপরজনকে বলিল, আচ্ছা তুমি তোমার মত প্রকাশ কর। সে বলিল, হযরত ঈসা (আ) তিন খোদার একজন। আল্লাহ্ এক খোদা, হযরত ঈসা (আ) এক খোদা এবং তাঁহার মাতা এক খোদা। এই মত পোষণকারী দলকে 'ইস্‌রাঈলিয়াহ' বলা হয়। যাহারা নাসারাদের বাদশাহ্ ছিল। তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ অবতীর্ণ হউক। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, তুমি ভুল বলিয়াছ। এবং হযরত ঈসা (আ) ছিলেন, আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার রূহ্ ও তাঁহার কলেমা। এই মত পোষণকারী দলটি হইল মুসলমান। উল্লিখিত চার ব্যক্তির প্রত্যেকেরই অনুসারী ছিল। তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিল এবং মুসলমানদের উপর বিজয়ী হইল। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টিই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

আর মানুষের মধ্যে যাহারা ইনসাফের হুকুম দেয় তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, এই সকল লোক সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ

তাহারা প্রথমে মতবিরোধী করিয়াছে, অতঃপর তাহারা বিভিন্ন দলে পরিণত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তিনি ওরওয়া ইব্ন জুবাইর হইতে তিনি কোন এক আলিম হইতে অনুরূপ বর্ণনা কারিয়াছেন। বহু ঐতিহাসিক এই ব্যাপারে একমত পোষণ করিয়াছেন যে, সম্রাট কনস্টাটিনপল তিন তিনবার ঈসায়ীদের বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সর্বশেষ সমাবেশে দুই হাজার একশত সত্তরজন আলিম একত্রিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নানা প্রকার পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করিল। তাহাদের মধ্যে একশত জন ঐক্যমত প্রকাশ করিল। সত্তরজন অন্যমত প্রকাশ করিল। পঞ্চাশ জন মিলিয়া অপর একমত পেশ করিল। একশত যাটজন অপর এক মত পেশ করিল। মোটকথা কোন একমতের উপর তাহার ঐক্যমত পোষণ করিতে পারিল না। যেই মতের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক লোক একমত হইল, তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত আশি জন। বাদশাহ তাহাদের এই মতের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। বাদশাহ্ একজন দার্শনিক ছিলেন। রাজনৈতিক সাফল্যের চিন্তা করিয়া তিনি এই অধিক সংখ্যক দলটিকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তাহাদের সাহায্য করিলেন। আর অবশিষ্ট দলকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন। এই দলটি বাদশাহ্র জন্য 'আমানতে কোব্রা' এর প্রথা গড়িল। যা প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় খিয়ানত ছিল। তাহারা তাহার জন্য আইন গ্রন্থ রচনা করিল। অনেক বিষয় শরীয়াত সম্মত বলিয়া ঘোষণা করিল। ধর্মের মধ্যে অনেক নতুন নতুন বিষয় আবিস্কার করিল এবং ঈসায়ী ধর্মে অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিল। এই সম্রাট তাহাদের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন সিরিয়া, জাযীরা ও রূমে অনেক বড় বড় গীর্জা নির্মাণ করিলেন। তাহার আমলে এই ধরণের গীর্জা মোট সংখ্যা ছিল প্রায় বার হাজার। সম্রাটের মাতা হাইলানা সেই স্থানে একটি কুব্বাহও নির্মাণ করিলেন যেই স্থানে ইয়াহূদীদের ধারণা যে সম্রাট কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-কে তথায় শূলী দেওয়া হইয়াছে। অথচ এই ব্যাপারে তাহাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বস্তুত তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের জন্য কঠিন দিনের চরম শাস্তি রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এবং এই কথা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে। তাহাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা একটি কঠিন ধমক। আল্লাহ্ তা'আলা

ধৈর্যধারণ করিয়া তাহাদিগকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দান করিতে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন কিন্তু শাস্তি দান করিতে ব্যস্ত হন না। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত,

إن الله ليملى للظالم حتى اذا أخذه لم يفلته

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দিয়া রাখেন কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ .

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এমনই হইয়া থাকে, যখন তিনি কোন যালিম জনবসতীকে পাকড়াও করেন তাঁহার পাকড়াও বড়ই কঠিন (সূরা হূদ ঃ ১০২)।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আরো বর্ণিত ঃ আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল অন্য কেহ নাই। কাফিররা তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে অথচ, ইহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে রিযিক দেন একং সুস্থতা দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ .

অনেক যালিম জনবসতীকে আমি আবকাশ দান করিয়াছি, অতঃপর উহাকে আমি পাকড়াও করিয়াছি এবং আমার নিকটই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৮)

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ .

যালিমদের কর্মকাণ্ড হইতে আল্লাহ্কে বে-খবর ধারণা করিবেন না। তিনি তাহাদিগকে এমন একদিনের জন্য অবকাশ দান করেন যেই দিন চক্ষুসমূহ উপরের দিকে উত্থিত হইবে (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২)। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

কাফিরদের জন্য কিয়ামতের কঠিন দিনের চরম শাস্তি রহিয়াছে।

হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত। একটি বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত

ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল, তাঁহার কলেমা ও তাঁহার রূহ্। জান্নাত ও জাহান্নাম চরম সত্য, তাহার আমল যাহাই হউক না কেন আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন।

(٣٨) اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ·

(٣٩) وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ·

(٤٠) اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৩৮) উহারা যেদিন আমার নিকট আসিবে, সেইদিন উহারা কত স্পষ্ট শুনিবে ও দেখিবে, কিন্তু যালিমরা আজ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৩৯) উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবে। এখন উহারা গাফিল এবং উহারা বিশ্বাস করে না। (৪০) নিশ্চয় পৃথিবী ও উহার উপর যাহারা আছে, তাহাদিগের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রহিবে এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তাহারা এই জগতে যদিও চক্ষু বন্ধ রাখিয়া এবং কর্ণে তুলা দিয়া উহা বন্ধ করিয়াছে। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাদের চক্ষুসমূহ খুব উজ্জ্বল হইবে এবং তাহারা কান দ্বারা খুব শ্রবণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا .

হায়! যদি আপনি সেই দৃশ্য দেখিতে পাইতেন তখন কাফির অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট মাথা অবনত করিয়া থাকিবে এবং তাহারা এই আর্তনাদ করিবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুব দেখিয়াছি এবং খুব শুনিয়াছি। (সূরা সাজ্‌দা ঃ ১২) অর্থাৎ তাহাদের এই কথা এমন সময় বলিবে যখন তাহাদের পক্ষে ইহা কোনই কাজে আসিবে না। অবশ্য যদি তাহারা শাস্তি দেখিবার পূর্বে স্বীয় কর্ণ ও চক্ষু সমূহকে কাজে

লাগাইত তবে উহা উপকার হইত এবং শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

যেই দিন তাহারা আমার নিকট আসিবে তাহারা কতই না ভাল দেখিবে এবং কতই না চমৎকার শ্রবণ করিবে لَكِنِ الظَّالِمِيْنَ الْيَوْمَ কিন্তু যালিম গোষ্ঠি এই দুনিয়ায় فِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে। অর্থাৎ তাহারা না সত্য কথা শ্রবণ করিতেছে আর না সঠিক পথ দেখিতেছে আর না তাহারা সত্যকে বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। যেই স্থানে তাহাদের হিদায়াত গ্রহণ উপকারী সেই স্থানে তাহারা হিদায়াত শূন্য। কিন্তু যখন উহা কোন উপকারে আসিবে না, তখন তাহারা আল্লাহ্র খুব অনুগত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ بِالْحَسْرَةِ আর আপনি সমস্ত সৃষ্টিকূলকে অনুতাপের দিন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিন। إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ যখন দোযখবাসী ও বেহেশ্তবাসীদের সম্পর্কে ফয়সালা হইয়া যাইবে। এবং প্রত্যেকেই চিরকালের জন্য স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করিবে। وَهُمُ الْيَوْمَ অথচ, আজ তাহারা অনুতাপের দিন সম্পর্কে সতর্কবাণী হইতে গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত আর তাহারা উহার প্রতি বিশ্বাসও করে না।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) ... ... আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন বেহেশ্তবাসীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে, তখন মৃত্যুকে এক দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। উহাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে রাখা হইবে। তখন বেহেশ্তবাসীকে বলা হইবে, ওহে! তোমরা ইহাকে চিন কি? তাহারা ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিবে, হাঁ, ইহা তো মৃত্যু। অতঃপর দোযখবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, ওহে! তোমরা ইহাকে চিন কি? তাহারাও উহার দেখিয়া বলিবে হাঁ, ইহা তো মৃত্যু। রাবী বলেন, অতঃপর উহা যবাই করিবার জন্য হুকুম করা হইবে। এবং সাথে সাথেই যবাই করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর ডাকিয়া বলা হইবে, হে বেহেশ্তবাসীরা! এখন হইতে তোমাদের আর মৃত্যু নাই। তোমরা জীবিত থাকিবে। হে দোযখবাসীগণ! এখন হইতে তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তোমরাও চিরকাল জীবিত থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ .

তিনি হাত দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন : اَهْلِ الدَّنْيَا فِيْهِ غَفْلَةٍ الدُّنْيَا। দুনিয়াদার লোকেরা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। ইমাম আহ্মাদ (র) হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে আ'মাশ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ইমামদ্বয়ের ভাষা প্রায় কাছাকাছি। হাসান ইব্ন আরফা (র) বলেন, আসবাত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুনানে ইব্ন মাজাহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র) হইতে তিনি আবূ সালামা (র) হইতে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত ইব্ন উমর (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত তিনি উবাইদ ইব্ন উমাইরকে বলিতে শুনিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মৃত্যুকে একটি পশুর আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর সকল মানুষের সম্মুখে উহাকে যবাই করা হইবে এবং তাহারা উহা দেখিতে থাকিবে। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি তাহার এক ঘটনায় বর্ণনা করেন, কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তাহার বেহেশ্তের একটি ঘর এবং দোযখের একটি ঘরের দিকে দেখিবে। এই দিন হইবে অনুতাপের দিন। দোযখী ব্যক্তি তাহার বেহেশ্তের ঘরের দিকে যখন দেখিবে, তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তুমি ভাল আমল করিতে তবে এই ঘরে প্রবেশ করিতে। তখন সে অনুতাপ করিতে থাকিবে। বেহেশ্তবাসী যখন তাহার দোযখের ঘরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে তখন তাহাকে বলা হইবে, যদি তোমার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ না করিতেন তবে এই ঘরে তোমার প্রবেশ করিতে হইত।

সুদ্দী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْاَمْرُ। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যখন বেহেশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে তখন মৃত্যুকে একটি দুম্বার আকৃতিতে উপস্থিত করা হইবে। অতঃপর উহাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে রাখিয়া বলা হইবে, ওহে বেহেশ্তের অধিবাসীগণ! এই হইল মৃত্যু যাহা পৃথিবীতে মানুষকে মারিয়া ফেলিত, এই ঘোষণার সাথেসাথে বেহেশ্তের উপর ও নিম্নস্তরের সকল লোক ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, হে দোযখের অধিবাসীরা! এই হইল সেই মৃত্যু, যাহা দুনিয়ায় মানুষকে মারিয়া ফেলিত। তখন দোযখের হাল্কা শাস্তি ভোগকারী হইতে জাহান্নামের সর্বনিম্ন গহ্বরে নিমজ্জিত সকলেই উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। ইহার পর বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝে মৃত্যুকে

যবাই করা হইবে। অতঃপর ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে বেহেশ্‌তবাসীগণ! তোমরা চিরকাল এইখানে বসবাস করিবে। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। হে দোযখের অধিবাসীরা! তোমরা চিরকাল এইখানে অবস্থান করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া বেহেশ্‌তবাসীগণ এতই আনন্দ লাভ করিবে যে, যদি আনন্দে আত্মহারা হইয়া কেহ মৃত্যুবরণ করিতে পারিত, তবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইত। আর দোযখবাসীরা এমনই চিৎকার দিবে যে, যদি চিৎকার দ্বারা তখন মৃত্যু সম্ভব হইত, তবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ। এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। يَوْمَ الْحَسْرَةِ কিয়ামতের একটি নাম। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা হইতে মানুষকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, يَوْمَ الْحَسْرَةِ। হইল কিয়ামত দিবস। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ .

হায় আফসোস! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করিয়ছি অর্থাৎ আমি আল্লাহ্‌র দরবারে কতইনা অপরাধ করিয়াছি! (সূরা যুমার ঃ ৫৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ .

তিনি সৃষ্টিকর্তা সকল বস্তুর উপর কর্তৃত্ব কেবল তাঁহারই। তিনি ব্যতিত সকল সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকিবেন, কেহই কোন বস্তুর উপর অধিকারের দাবী করিতে পারিবে না। কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই সকল বস্তুর মালিক হইবেন। তিনিই হুকুমদাতা। কাহারও প্রতি একটুও যুলুম করা হইবে না। অণু পরিমাণও না। এক বিন্দুর পরিমাণও তিনি যুলুম তিনি করিবেন না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) কূফার শাসনকর্তা আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের নিকট একটি পত্র লিখিলেন, হামদ ও সালামের পর। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহার জন্য মৃত্যুও নির্ধারিত করিয়াছেন। সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তিনি তাঁহার প্রেরিত সত্য কিতাব যাহা তিনি নিজেই সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ফিরিশ্‌তাগণকেও উহার হিফাযতে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মহাগ্রন্থে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই যমীনের এবং এই যমীনের উপর অবস্থানকারী সকলের মালিক ও অধিকারী তিনিই। এবং সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

(٤١) وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا •

(٤٢) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا •

(٤٣) يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْۤ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا •

(٤٤) يٰۤاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا •

(٤٥) يٰۤاَبَتِ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا •

অনুবাদ ঃ (৪১) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইব্‌রাহীমের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। (৪২) যখন সে তাহার পিতাকে বলিলেন, হে আমার পিতা! তুমি তাহারাই ইবাদত কর কেন যে শুনে না দেখে না এবং তোমার কোনই কাজে আসে না। (৪৩) হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। (৪৪) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা! আমি আশংকা করি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে এবং তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, কিতাবের মধ্যে ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। এবং আপনার এই মূর্তি উপাসক কাওমের নিকট উহা পাঠ করুন এবং যাহারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধর ও তাঁহার অনুসারী হইবার দাবী করে, তাহাদের নিকট তাঁহার ও তাঁহার পিতার সহিত পারস্পরিক যেই ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা বর্ণনা করুন। এই সত্য নবী কি ভাবে তাঁহার পিতাকে মূর্তি পূজা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন উহা তাহাদিগকে জানাইয়া দিন। তিনি তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন ঃ

يٰأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا .

হে আমার পিতা! আপনি এমন বস্তুর উপাসনা কেন করেন যাহা না শুনিতে পার, না দেখিতে পারে আর না আপনার কোন উপকার সাধন করিতে পারে। আর না-ই কোন ক্ষতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে।

يٰأَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ

হে আমার পিতা ! আমার নিকট এমন এক জ্ঞান আসিয়াছে, যাহা আপনার নিকট আসে নাই। অর্থাৎ যদিও আমি আপনার ঔরশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনার সন্তান হিসাবে আমাকে আপনি ছোট মনে করেন তবুও আপনার জানা উচিত যে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এমন এক জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা আপনি জানেন না এবং উহা সম্পর্কে আপনি অবগত নহেন। فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখাইব যাহা আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। এবং ভয়ংকর শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে।

يٰأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ হে আমার পিতা! আপনি শয়তানের উপাসনা করিবেন না। অর্থাৎ এই সকল মূর্তি পূজার ব্যাপারে শয়তানের অনুসরণ করিবেন না। শয়তান তো এই মূর্তি পূজার প্রতিই আহ্বান করে এবং ইহাতেই সে সন্তুষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ .

হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের নিকট হইতে কি এই ওয়াদা লইয়াছিলাম না যে তোমরা শয়তানের উপাসনা করিবে না। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا .

তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া কেবল নারীদের উপাসনা করে আর তাহারা প্রকৃতপক্ষে কেবল ধৃষ্ট শয়তানেরই উপাসনা করে। (সূরা নিসা ঃ ১১৭)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا

শয়তান পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য। সে তাহার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে না। ফলে আল্লাহ্ তাহাকে বিতাড়িত করিয়াছেন। অতএব আপনি তাহার

অনুসরণ করিবেন না। তাহা হইলে আপনিও তাহার মত হইবেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰاَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ .

হে আমার আব্বা! আশংকা হইতেছে যে, যদি আপনি আমার কথা পালন না করেন এবং শির্‌ক পরিত্যাগ না করেন, তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপনার উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا তখন আপনি শয়তানের বন্ধু হইবেন। অর্থাৎ এক শয়তান ব্যতিত অন্য কেহ আপনার বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না। অথচ, শয়তান কিংবা অন্য কেহ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে না। অতএব তাহার অনুসরণ করিলে চতুর্দিক হইতে শাস্তি আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

আল্লাহ্‌র কসম! আপনার পূর্বে অনেক জাতির নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু শয়তান তাহার অপকর্ম সমূহকে তাহাদের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেখাইয়াছে। অতএব আজ শয়তানই তাহাদের বন্ধু কিন্তু শয়তান তাহাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না। এবং তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ৬৩)

(٤٦) قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ
لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا .
(٤٧) قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا .
(٤٨) وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰى
اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّىْ شَقِيًّا .

অনুবাদ ঃ (৪৬) পিতা বলিল, হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই;

তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। (৪৭) ইব্রাহীম বলিল, তোমার প্রতি সালাম, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। (৪৮) আমি তোমাদিগ হইতে ও তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদিগের ইবাদত কর, তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি; আমি প্রতিপালককে আহ্বান করি; আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া আমি ব্যার্থকাম হইব না।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বুঝাইবার পর তাঁহার পিতা তাঁহাকে যে জবাব দিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আব্বা বলিল, হে ইব্রাহীম! তুমি কি আমার উপাস্যসমূহের অবাধ্য? অর্থাৎ তুমি যদি তাহাদের উপাসনা নাও কর তবে অন্তত তাহাদিগকে গালি দিও না। তাহাদের দোষ বলিও না। যদি তুমি ইহা হইতে বিরত না হও তবে আমি উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। তোমাকেও গালি দিব, তোমার দোষ বলিব। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ, যাহ্হাক (র) ও আরো অনেকে لَاَرْجُمَنَّكَ এর এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا মুজাহিদ, ইকরিমাহ. সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) مَلِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন ঃ دهرًا এক যুগ তুমি আমার নিকট আসিও না। হাসান বাসরী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, زَمَانًا طَوِيْلًا অর্থাৎ দীর্ঘকাল তুমি আমার নিকট হাইতে দূরে সরিয়া থাক। সুদ্দী (র) বলেন, وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا অর্থ হইল তুমি চিরদিনের জন্য আমাকে ছাড়িয়া যাও। আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমার উপর কোন শাস্তি পতিত হইবার পূর্বেই তুমি নিরাপদে আমাকে ত্যাগ কর। যাহ্হাক, কাতাদাহ্, আতীয়্যাহ আল-জাদলী, মালিক (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থই বর্ণনা করিয় ইব্ন জারীর (র) এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিলেন سَلٰمٌ عَلَيْكَ আপনার প্রতি সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক, আমি আপনাকে কোন কষ্ট দিব না।

যেমন আল্লাহ্ মু'মিনদের গুণ বর্ণনায় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا যখন মুর্খ ও জাহিল লোকেরা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলে, তখন তাহারা তাহাদের সহিত অনর্থক বিতর্কে লিপ্ত না হইয়া সালাম বলিয়া বিদায় গ্রহণ করে (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ .

আর যখন তাহারা অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে এবং তাহারা এই কথা বলে, আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা জাহিল ও মুর্খদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হই না (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, سَلٰمٌ عَلَيْكَ ইহার অর্থ হইল, যেহেতু আপনি আমার পিতা অতএব আমার পক্ষ হইতে অবাঞ্ছিত কোন আচরণ হইবে না এবং আপনাকে কোন কষ্ট আমি দিব না। وَسَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ এবং আপনার জন্য আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি যেন আপনাকে হিদায়েত দান করেন। এবং আপনাকে ক্ষমা করিয়া দেন। اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান। অর্থাৎ তিনি আমাকে ঈমান ও ইসলামের তাওফীক দান করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ কাতাদাহ (র) ও অন্যনা্য তাফসীরকারগণ ইহার তাফসীর করেন, তিনি বারবার আমার দু'আ কবূল করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার আব্বার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন। শাম (সিরিয়া) দেশে হিজরত করিবার পর এবং মাসজিদুল হারাম নির্মাণ করিবার পরও তিনি তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) ভুমিষ্ট হইবার পরও তিনি দু'আ করিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ .

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ও সকল মু'মিন বান্দাকে কিয়ামত দিবসে ক্ষমা করিয়া দিবেন (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪১)। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর অনুকরণ করিয়া মুসলমানরাও ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাঁহাদের মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰۤؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ...... اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ .

তোমাদের জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। যখন তাহারা তাহাদের কাওমকে বলিয়াছিল, তোমরা যাহার উপাসনা করিতেছ আমরা উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। ... ... অবশ্য ইব্রাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব (সূরা মুমতাহীনা ঃ ৪)। ইহা তোমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য নহে। অতএব তোমরা এই বিষয়ে তাঁহার অনুসরণ করিও না। এবং মুশরিক আত্মীয়-স্বজনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও না। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) পরবর্তীতে তাঁহার এই আচরণ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ ...... وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ .

নবী ও মু'মিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত নহে... ... ... ইব্রাহীম (আ) যে তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, উহা কেবল তিনি তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন বলিয়াই করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, সে আল্লাহ্‌র দুশমন তখন তিনি তাহার নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেলেন। ইব্রাহীম তো বড়ই আল্লাহ্ প্রেমিক ও ধৈর্যশীল। (সূরা তাওবা ঃ ১১৩-১৪)

মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ

وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْ رَبِّىْ .

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া থাকিব এবং তোমাদের ও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যেই সকল বস্তুর তোমরা উপাসনা কর উহা হইতেও আমি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া থাকিব। আর আমি একমাত্র আমার পালনকর্তার ইবাদত করিতে থাকিব। عَسٰى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا নিশ্চয়ই আমি আমার পালনকর্তাকে ইবাদত করিয়া বঞ্চিত হইব না। 'عسى' শব্দটি এখানে নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে সকল

আম্বিয়ায়ে কিরামের সরদার-নেতা। অতএব তাঁহার দু'আ ও ইবাদত নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত ও মকবুল।

(٤٩) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۔

(٥٠) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৪৯) অতঃপর যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদিগের ইবাদত করিত, সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল। তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইস্হাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম। (৫০) এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহাদিগকে দিলাম সমুচ্ছ যশ-সুনাম ও সুখ্যাতি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাঁহার পিতা ও কাওমকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের পরিবর্তে উত্তম লোকজন দান করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার পুত্র হযরত ইস্হাক ও পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ)-কে দান করিলেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আর ইয়াকূব (আ)-কে অতিরিক্ত দান করিলেন।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ এই ইসহাকের পরে আমি ইয়াকূব (আ)-কে দান করিয়াছি। হযরত ইসহাক (আ)-যে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর পিতা ছিলেন এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই।

সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۔

অথবা তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকূব (আ) তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার সন্তানদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা কাহার ইবাদত করিবে? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা সেই আল্লাহ্র ইবাদত করিব যাঁহার ইবাদত

আপনি করিতেন এবং আপনার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাক যাঁহার ইবাদত করিতেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৩)

আলোচ্য আয়াতের মর্মও এটাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ), ইসহাক ও ইসমাইল (আ)-এর দ্বারা তাঁহার নতুন বংশের ভিত্তি রচনা করিলেন। এবং তাঁহাদের দ্বারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আর এ উদ্দেশ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا এবং তাঁহাদের সকলকেই আমি নবী করিলাম। হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায়ই নবী হইয়াছিলেন। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা শুধু হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নাম উল্লেখ করিতেন না। বরং হযরত ইউসুফ (আ)-এর নাম উল্লেখ করিতেন। তিনিও তো নবী ছিলেন। যেমন নবী করীম (সা)-কে একবার যখন সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ

يوسف نبى اللّٰهِ بن يعقوب نبى اللّٰه بن إسحاق نبى اللّٰه بن ابراهيم خليل اللّٰه

হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্-এর পুত্র আল্লাহ্‌র নবী ইসহাক (আ)-এর পুত্র আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইউসুফ (আ)। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ

ان الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم

সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র সম্মানিত ব্যক্তি ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا .

আর আমি তাহাদিগকে আমার বহু রহমত দান করিয়াছি এবং এই পৃথিবীতে তাহাদের উত্তম আলোচনাকে উচ্চমর্যাদা দান করিয়াছি। আলী ইব্‌ন তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে لِسَانَ صِدْقٍ এর অর্থ করিয়াছেন, উত্তম প্রশংসা। সুদ্দী ও মালিক ইব্‌ন আনাস (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সকল ধর্মের লোকেরাই হযরত ইব্‌রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর গুণগান বর্ণনা করে ও প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, তাঁহাদের উত্তম আলোচনাকে উচ্চ মর্যাদা দান করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলের প্রতি সালাত ও সালাম।

(৫১) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مُوْسٰۤى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۰

(৫২) وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا ۰

(৫৩) وَ وَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا ۰

অনুবাদ ঃ (৫১) এবং স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। (৫২) তাহাকে আমি আহ্বান করিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক হইতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাহাকে নিকটবর্তী করিয়াছিলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাহাকে দিলাম তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবীরূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্র আলোচনা শেষ করিয়া হযরত মূসা কালীমুল্লাহ্র আলোচনা শুরু করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسٰۤى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلِصًا

এই কিতাবে হযরত মূসা (আ)-এর আলোচনা করুন। তিনি আল্লাহ্র মনোনীত ছিলেন। কোন কোন ক্বারী مُخْلِصًا শব্দটি لام যের সহ পড়েন। اِخْلَاصٌ। মাসদার হইতে নির্গত। অর্থ ইখ্লাসের সহিত ইবাদতকারী। সাওরী (র) বলেন, আবদুল আযীয ইব্ন রাফ (র) হইতে তিনি আবূ লুবাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ঈসা (আ)-এর সহচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রূহুল্লাহ্! মুসলিম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমল করে এবং মানুষ তাহাকে প্রশংসা করুক সে তাহা পসন্দ করে না।

অপরপক্ষে অন্যান্য ক্বারীগণ مُخْلَصًا শব্দটি لام কে যবরসহ পড়েন, অর্থ মনোনীত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاس হে মূসা! আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের উপর মনোনীত করিয়াছি। وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا আর তিনি রাসূল ও নবী। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দুইটি বিশেষণ একত্রিত কয়িয়াছেন।

হযরত মূসা (আ) বড় বড় উলুল আযম (দৃঢ় প্রত্যয়গ্রহণকারী) পাঁচজন রাসূলের একজন। তাঁহারা হইলেন–হযরত নূহ্, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা)।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَادَيْنٰهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ

আর আমি মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে তাঁহার ডান দিক হইতে ডাকিয়াছিলাম যখন তিনি তথায় আগুনের খোঁজে গিয়াছিলেন। তিনি প্রজ্জলিত আগুন দেখিয়া উহা আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন এবং তূর পাহাড় তাঁহার ডান দিকের উপত্যকার এক কিনারায় উহা পাইয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাক দিলেন। তাঁহাকে অতি নিকটবর্তী করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন।

ইব্ন জারীর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে এতই নিকটবর্তী করিলেন যে, তিনি কলমের শব্দ শুনিতে পাইতেন। তখন তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিলেন। মুজাহিদ (র) আবুল আলীয়্যাহ্ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কলমের শব্দ দ্বারা তাওরাত লিখিবার শব্দ বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে আসমানে উঠাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুর রায্যাক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে কাতাদাহ্ (র) হইতে وَقَرَّبْنٰهُ نَجِيًّا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) যে সত্য নবী এই সম্পর্কে কথা বলিয়াছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আমর ইব্ন মাদী কারব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে তূর পাহাড়ে তাঁহার নিকটবর্তী করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে মূসা! যখন আমি তোমার জন্য এমন অন্তর সৃষ্টি করিয়াছি যাহা দ্বারা শোকর করিবে এবং জবান সৃষ্টি করিয়াছি যাহা দ্বারা যিকির করিবে এবং এমন সৎ স্ত্রী দান করিয়াছি, যে উত্তম ও সৎ কাজে তোমাকে উৎসাহিত করিবে তখন তুমি বুঝিবে, যে আমি কল্যাণই তোমাকে দান করিয়াছি। আর যাহাকে আমি এই সকল নিয়ামত হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি তাহার জন্য যেন কল্যাণের কোন দ্বারই আমি উন্মুক্ত করি নাই।

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আমি একটি অনুগ্রহ ইহাও করিয়াছি যে তিনি যে তাঁহার ভাই হযরত হারূনকে তাঁহার সাহার্যার্থে নবী করিবার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন, আমি

উহা কবুল করিলাম এবং তাহার ভাই হারূনকে নবী করিয়া তাহার সাহার্যার্থে দান করিয়ছিলাম।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ

আমার ভাই হারূন আমার তুলনায় অধিক সুন্দর বক্তব্য পেশ করিতে পারে। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাকে আমার সহিত নবী করিয়া প্রেরণ করুন সে আমার কথার সমর্থন করিবে। আমার তো আশংকা হইতেছে যে, তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (সূরা কাসাস ঃ ৩৪)

তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিলেন ঃ

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى হে মূসা! আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ .

আমার সহিত হারূনকে প্রেরণ করুন। আমি তো তাহাদের সহিত এক অপরাধ করিয়া বসিয়াছি। অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিবে। (সূরা শু'আরা ঃ ১৩ ও ১৪)

পূর্ববর্তী কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেন, হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার যে সুপরিশ করিয়াছিলেন দুনিয়ায় ইহা অপেক্ষা অধিক বড় সুপারিশ কেহ কাহারও জন্য করে নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

আর আমি আমার বিশেষ অনুগ্রহে তাহার ভাই হারূন (আ)-কে নবী করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলাম।

ইব্ন জারীর (র) ... ... ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هٰرُوْنَ نَبِيًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ) অপেক্ষা বড় ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ইহাই ছিল, যে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর দু'আয় হযরত হারূনকে নবুওয়াত দান করিবেন এবং তাঁহার দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে সাহায্য করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) হইতে মু'আল্লাকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٤) وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۔

(٥٥) وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৫৪) স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈলের কথা সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী (৫৫) সে তাহার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।

তাফসীর ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) যিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র এবং হিজাযের আদী পিতা ছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন যে, তিনি এক ওয়াদা পালনকারী সত্য বান্দা ছিলেন। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত ইসমাঈল (আ) যখনই তাঁহার পালনকর্তার সহিত কোন ওয়াদা করিয়াছেন তিনি তাহা পালন করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি যখন কোন ইবাদতের মানত করিয়াছেন উহা পালন করিয়াছেন ও মানত পূর্ণ করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) ... ... সাহল ইব্ন আকীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে একবার হযরত ইসমাঈল (আ) এক ব্যক্তির সহিত একটি বিশেষ স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার ওয়াদা অনুযায়ী সেই স্থানে হাযির হইলেন। কিন্তু সেই লোকটি তথায় উপস্থিত হইতে ভুলিয়া গেলেন। হযরত ইসমাঈল (আ) দিবারাত্র তথায় কাটাইয়া দিলেন এবং লোকটি পরদিন তথায় আসিয়া বলিল, কাল হইতে এই স্থান আপনি ত্যাগ করেন নাই? তিনি বলিলেন, না। আমি এখানেই আমার ওয়াদা অনুযায়ী তোমার অপেক্ষা করিতেছি। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর এইরূপ ওয়াদা পালনের জন্যই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার জানামতে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। ইব্‌ন শাওয়াব (র) বলেন, আমার জানামত তিনি সেই স্থানে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে এবং আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন জাফর (র) তাঁহার 'মাকারিমুল আখ্‌লাক' গ্রন্থে ইবরাহীম তাহ্‌মান (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল হামসা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে একবার আমি তাঁহার সহিত কিছু ক্রয় ও বিক্রয় করিয়াছিলাম এবং আমার নিকট তাঁহার কিছু পাওনা ছিল। অতএব একদিন ঐ স্থানে আসিয়া দেনা-পরিশোধ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উক্ত দিন এবং উহার পরদিন আসিতে ভুলিয়া গেলাম এবং তৃতীয় দিন আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য তখনও অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, হে যুবক! তুমি আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছ। এইখানে আমি তিন দিন যাবৎ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মান্দাহ (র) তাঁহার 'মা'রিফাতুস্ সাহাবা' নামক গ্রন্থে ইব্‌রাহীম তাহমান (র) ... ... আবদুল করিম হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে صَادِقَ الْوَعْدِ ওয়াদা পালনে সত্যাশ্রয়ী এই কারণে বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পিতা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দান করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

سَتَجِدُوْنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

ইনশাল্লাহ্ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাইবেন। (সূরা বাকারা ঃ ১০২) অতঃপর তিনি তাঁহার ওয়াদা পালনে সত্য প্রমাণিত হইয়াছেন। ওয়াদা পালন করা একটি প্রশংসিত গুণ যেমন উহা খেলাপ করা একটি জঘন্য দোষ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ .

হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যাহা তোমরা নিজেরা পালন কর না? যাহা তোমরা পালন করনা উহা বলা আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর ক্রোধের কারণ (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ২-৩)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি—যখন যে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে খেলাপ করে। এবং তাহার নিকট কোন আমানত রাখা

হইলে উহা খিয়ানত করে। উপরোক্ত চরিত্রগুলো যখন মুনাফিকের আলামত, সুতরাং উহার বিপরীত মু'মিনের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-কে তাঁহার ওয়াদা পালনের প্রশংসা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও ওয়াদা পালনকারী ছিলেন। তিনি যখনই কাহারো সহিত কোন ওয়াদা করিতেন, উহা পালন করিতেন। একবার তিনি স্বীয় কন্যা হযরত যায়নাব (রা)-এর স্বামীর ওয়াদা পালনের জন্য তাঁহার প্রশংসা করেন। তিনি তাঁহার সম্পর্কে বলেন,

حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفى لى

সে আমার সহিত যাহা বলিয়াছে সত্য বলিয়াছে। আমার সহিত ওয়াদা করিয়া উহা পালন করিয়াছে।

হযরত নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহারও সহিত কোন ওয়াদা করিয়া থাকেন, কিংবা তাঁহার উপর কাহারও কোন ঋণ থাকে তবে সে যেন আমার নিকট আসে, আমি উহা আদায় করিব। এই ঘোষণার পর হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) আসিয়া বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি বাহরাইন হইতে মাল আসে তবে আমি তোমাকে এত, এত, এত, দান করিব। অর্থাৎ তিন মুষ্টি মাল দান করিব। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে বাহরাইন হইতে মাল আসিল, তখন তিনি হযরত জাবির (রা)-কে তাঁহার মুষ্টি ভরিয়া মাল লইতে হুকুম করিলেন। এক মুষ্টিতে পাঁচ দিরহাম হইল। এইভাবে তিনি তিন মুষ্টি লইতে হুকুম করিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًّا আর ইসমাঈল (আ) রাসূল ও নবী ছিলেন। আয়াত দ্বারা প্রকাশ হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইসহাক (আ) অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল ছিলেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইসহাক (আ)-কে শুধু নবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-কে নবী ও রাসূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ)-কে মনোনীত করিয়াছেন। এই হাদীসও আমাদের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا .

আর তিনি তাঁহার পরিবারের লোকজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁহার পালনকর্তার দরবারে খুব প্রিয় ছিলেন। এই আয়াত দ্বারাও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে। একদিকে তিনি নিজেই ধৈর্যসহকারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিতেন, অপরদিকে তিনি তাঁহার পরিবারের লোকজনকেও আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিবার জন্য হুকুম করিতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনি আপনার পরিবারভুক্ত লোকজনকে সালাতের হুকুম করুন এবং নিজেও উহা ধৈর্যসহকারে পালন করিতে থাকুন। (সূরা তোহা ঃ ১৩২) অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ مَا اَمَرَهُمُ اللّٰهُ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٠

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজ সত্তা ও তোমাদের পরিবারভুক্ত লোকজনকে আগুন হইতে বাঁচাও। যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর। যেই শাস্তির জন্য কঠোর ও শক্তিশালী ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে না বরং তাহাদিগকে যাহা হুকুম করা হয় উহা তাহারা পালন করেন। (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৬)

আয়াতের মর্ম হইল, তোমরা তোমাদের পরিবারের লোকজনকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করিতে থাক। তোমরা তাহাদিগকে এগনিভাবে বেকার ছাড়িয়া রাখিও না। নচেৎ কিয়ামত দিবসে তাহারা আগুনের ইন্ধন হইবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির উপর রহমত করুন, যেই ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া সালাত পড়ে এবং তাঁহার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে। যদি সে জাগ্রত হইতে অস্বীকার করে তবে তাঁহার মুখে পানি ছিটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই নারীর উপর রহমত করুন। যে রাত্রে জাগ্রত হইয়া সালাত পড়ে এবং তাঁহার স্বামীকেও জাগ্রত করে। যদি তাঁহার স্বামী জাগ্রত হইয়া সালাত পড়িতে অস্বীকার করে তবে সে তাহার মুখে পানি ছিটাইয়া দেয়। হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর তাহারা দুই রাক'আত সালাত আদায় করে, আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে সেই সকল নরনারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাঁহারা অনেক যিকির করে। হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

(٥٦) وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ٠

(٥٧) وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৫৬) স্মরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইদ্রীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী; (৫৭) এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আ)-এর প্রশংসা করিয়া বলেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান নবী ছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁহাকে সুউচ্চ স্থানে উঠাইয়াছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মি'রাজের রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুর্থ আসমানে তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ইব্ন জরীর (র) একটি আশ্চর্যজনক রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... ... একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ যে হযরত ইদ্রীস (আ) সম্পর্কে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا বলিয়াছেন ইহার অর্থ কি? তখন হযরত কা'ব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন যে, প্রতিদিন সমগ্র আদম সন্তানের আমলের সমপরিমাণ আমল তোমার একার জন্যই আমার নিকট উঠাইয়া থাকি। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই কথা জানিয়া তাঁহার অন্তরে অধিক আমল করিবার প্রেরণা জন্ম হইল। অতঃপর একদিন তাঁহার নিকট তাঁহার এক বন্ধু ফিরিশ্তা আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট এইরূপ ওহী প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনি মালাকুল ফিরিশ্তাকে বলিয়া দিন, তিনি যেন আমার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেন যেন আমি অধিক আমল করিতে সুযোগ পাই। এই কথার পর উক্ত ফিরিশ্তা তাঁহাকে তাঁহার দুই ডানায় উঠাইয়া আসমানে আরোহণ করিলেন। যখন চতুর্থ আসমানে পৌছল তাখন মালাকুল মাওতের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। উক্ত ফিরিশ্তা মালাকুল মাওতের নিকট হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বক্তব্য পেশ করিল। তখন মালাকুল মাওত বলিল, ইদ্রীস কোথায়? ফিরিশ্তা বলিল, তিনি আমার পিঠের উপর। তখন মালাকুল মাওত বলিল, আশ্চার্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে আমি যেন চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর রূহ কবয করি। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তাঁহার রূহ্ চতুর্থ আসমানে কি ভাবে কবয্ করিব অথচ, ইদ্রীস (আ) তো পৃথিবীতে রহিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই স্থানেই তাঁহার রূহ্ কবয

করিলেন। وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এর অর্থ ইহাই। কিন্তু ইহাই হইল কা'ব আহবারের ইস্রাঈলী রিওয়ায়েত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন একবার তিনি কা'বকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্বে বর্ণিত রিওয়ায়েতের ন্যায় বর্ণনা করেন। তবে তাঁহার এই রিওয়ায়েত অনুসারে হযরত ইদ্রীস (আ) ফিরিশ্তাকে বলিলেন, আপনি মালাকুল মাওতকে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমার বয়স কত অবশিষ্ট আছে। যেন অধিক পরিমাণ আমল করিতে পারি? এই রিওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত যে, ফিরিশ্তা যখন মালাকুল মাওতকে হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মালাকুল মাওত বলিলেন, আমি না দেখিয়া বলিতে পারি না। অতঃপর দেখিবার পর তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে এমন এক ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাঁহার বয়স একটুও অবশিষ্ট নাই। অতঃপর ফিরিশ্তা তাঁহার ডানার নিচে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, হযরত ইদ্রিস মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত ইদ্রিস (আ) দর্জী ছিলেন। তিনি যখন সুঁচ দ্বারা ফোঁর দিতেন তখন সুবহানাল্লাহ্ বলিতেন। এইভাবে তিনি দিন শেষ করিতেন এবং সন্ধ্যা কালেও। তাঁহার চাইতে অধিক নেক আমলওয়ালা ব্যক্তি পৃথিবীতে আর কেহ হইত না। অত্র রিওয়ায়েতের অবশিষ্ট অংশ পূর্ববর্তী রিওয়ায়েতের মত।

ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর তফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে ও হযরত ঈসা (আ)-এর ন্যায় আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তিনিও তাঁহার ন্যায় মৃত্যুবরণ করেন নাই। সুফিয়ান (র) মানসূর (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)-কে চতুর্থ আসমানে উঠান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, ষষ্ঠ আসমানে উঠান হইয়াছে এবং সেইখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। হাসান বাস্রী (র) এবং আরো অনেকে مَكَانًا عَلِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন, বেহেশ্ত। অর্থাৎ হযরত ইদ্রীস (আ)-কে বেহেশ্তের সুউচ্চ স্থানে আসীন করা হইয়াছে।

(৫৮) أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآئِيْلَ وَمِمَّنْ

هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۝

অনুবাদ ঃ (৫৮) নবীদিগের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, ইহারাই তাহারা, আদমের ও যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম তাহাদিগের বংশোদ্ভূত। ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে আমি পথ নির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম, তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত; তাহাদিগের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজ্দায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এই আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম যাঁহাদের আলোচনা এই সূরা এবং অন্যান্য সূরায় করা হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ

হযরত আদম (আ)-এর বংশধরের সেই সকল নবী পয়গম্বর যাঁহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, اولئك দ্বারা অত্র সূরায় উল্লিখিত আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম উদ্দেশ্য নহেন, বরং সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরামকে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী ও ইব্ন জরীর (র) বলেন, مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ দ্বারা হযরত ইদ্রীস (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। مِنْ ذُرِّيَّةِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ দ্বারা হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। مِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ দ্বারা হযরত ইসহাক, ইয়াকূব ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। مِنْ ذُرِّيَّةِ اِسْرَآئِيْلَ দ্বারা হযরত মূসা ও হারূন, যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আর এই কারণেই তাঁহাদের পৃথক পৃথক বংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। যদিও হযরত আদম (আ)-এর সহিত সকলেরই বংশ মিলিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত নবীগণের কেহ এমনও ছিলেন যিনি হযরত নূহ্ (আ)-এর সহিত তাঁহার নৌকায় ছিলেন না। আর তিনি হইলেন, হযরত ইদ্রীস (আ)। হযরত ইদ্রীস (আ) ছিলেন, নূহ্ (আ)-এর দাদা। আমি বলি, হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ্ (আ)-এর বংশের মূল স্তম্ভ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত ইদ্রীস (আ) বনী ইসরাঈলের নবী ছিলেন। দলীল হিসাবে তাঁহারা মি'রাজের হাদীস পেশ করেন। মি'রাজের হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, যখন হযরত ইদ্রীস (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাত হইল, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্

(সা)-কে مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান ভাই বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম ও হযরত আদম (আ)-এর ন্যায় الولد الصالح। পূণ্যবান সন্তান বলিয়া সম্বোধন করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইদ্রীস (আ) হযরত নূহ্ (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন এই আকীদা ও বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। ইহার পর তাহাদের যাহা ইচ্ছা তাহারা যেন সেই আমল করে। কিন্তু তাহারা এতটুকুও করিতে অস্বীকার করিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

আলোচ্য আয়াতে কেবল উল্লিখিত নবীগণ উদ্দেশ্য নহেন বরং আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালাম উদ্দেশ্য। এই মতের সমর্থনে সূরা আনআ'ম-এর এই আয়াত পেশ করা হয় ঃ

تِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ اِنَّ رَبَّكَ
حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ
نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ
وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ وَمِنْ اٰبَآئِهِمْ
وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .... اُولٰٓئِكَ
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ .

ইহা হইল আমার দীলল যাহা আমি ইব্রাহীমকে তাঁহার কাওমের কাছে পেশ করিবার জন্য দান করিয়াছিলাম। যাহাকে ইচ্ছা আমি অনেক মর্যাদা দান করিয়া থাকি আপনার প্রতিপালক বড়ই কৌশলী, অত্যন্ত বিজ্ঞ। আর আমি তাহাকে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করিয়াছি। আর পূর্বে আমি নূহ্কেও হিদায়েত দান করিয়াছি। তাঁহার বংশধর হইতে হযরত দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও হেদায়েত দান করিয়াছি ও নবী করিয়াছি। সৎ ও পুণ্যবান লোকদিগকে আমি এইরূপ প্রতিদান দিয়া থাকি। যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও সকলেই নেক ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইসমাঈল ও ইয়াসা, ইউনুস ও লূত সকলকেই আমি বিশ্ববাসীর

উপর ফযীলত দান করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের পূর্ব পুরুষদের মধ্য হইতে, তাহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে ভাইদের মধ্য হইতেও তাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি এবং সরল পথের হিদায়েত দান করিয়াছি ... ... তাহারাই হইলেন সেই সকল লোক যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন, আপনিও তাহাদের হিদায়াত অনুসরণ করুন। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩-৯০)

অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ, যাহারা মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত ও হিদায়েত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা শুধু উপরে উল্লিখিত আয়াতের বিশিষ্ট কয়েকজন নহেন বরং বিশেষ নাম উল্লেখ করিয়া সমগ্র আম্বিয়ায়ে কিরামকেই বুঝান হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

আম্বিয়ায়ে কিরামদের মধ্যে হইতে কিছু আম্বিয়া কিরামের নাম তো উল্লেখ করা হইল এবং তাহাদের মধ্য হইতে অনেক রহিয়াছে যাহাদের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। (সূরা মু'মিন ঃ ৭৮)

সহীহ্ বুখারী শরীফে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা ছোয়াদ-এর মধ্যে কি সিজ্দার আয়াত আছে? তিনি বলিলেন হাঁ, অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ بِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের নবীও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে। এবং হযরত দাঊদ (আ) সেই সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের একজন যাঁহাদের অনুসরণ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন তাহাদের নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দলীল প্রমাণ সম্বলিত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন তাহারা আল্লাহ্র শোকর ও তাঁহার প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে বিনয়ের সহিত সিজ্দায় অবনত হয়।

بُكِيًّا শব্দটি بَاكٍ-এর বহুবচন। উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, এই আয়াত তিলাওয়াত করিলে কিংবা শ্রবণ করিলে আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণার্থে সিজ্দা দেওয়া ওয়াজিব। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবূ মা'মার হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) সূরা মারইয়াম পাঠ করিয়া সিজ্দা করিলেন। সিজ্দা শেষে তিনি বলিলেন, সিজ্দা তো করিলাম কিন্তু

আম্বিয়ায়ে কিরামের সেই ক্রন্দন কোথায় পাইব। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইব্ন জরীরের রিওয়ায়েতে আবূ মা'মার (র)-এর উল্লেখ নাই।

(٥٩) فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۔

(٦٠) اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۔

অনুবাদ ঃ (৫৯) উহাদিগের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তাহারা সালাত নষ্ট করিল ও লালসা-পরবশ হইল। সুতরাং উহারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। (৬০) কিন্তু তাহারা নহে যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে উহারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

তাফসীর ঃ চরম সৌভাগ্যের অধিকারী আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁহাদের অনুসারীগণ যাঁহারা আল্লাহ্র নির্দিষ্ট সীমায় অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার আদেশসমূহ পালন করিয়াছেন এবং নিষেধসমূহ বর্জন করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই সকল প্রিয় বান্দাগণের আলোচনার পর ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ সেই সকল প্রিয়জনের পর তাহাদের অযোগ্য বংশধর তাঁহাদের স্থানে আসিল, যাহারা اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ সালাত বিনষ্ট করিল। দীনের স্তম্ভ ও সবচেয়ে উত্তম আমল সালাত যাহারা বিনষ্ট করিল, তাহারা অন্যান্য আমলের যে কোন গুরুত্বই দিবে না এবং উহা আরো অধিক নষ্ট করিবে উহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া তাহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা ও আরাম আয়েশে নিমগ্ন থাকে ও উহার দ্বারাই শান্তি লাভ করিবার চেষ্টা করে। তাহারা অচিরেই কিয়ামত দিবসে মহাক্ষতি ও তাহাদের অপকর্মের অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হইবে।

উলামায়ে কিরাম সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ কি এই বিষয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, সম্পূর্ণরূপে সালাত পরিত্যাগ করা। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) কুরাযী, ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও সুদ্দী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই মত পসন্দ করিয়াছেন। এই কারণে পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী অনেক উলামা ও আইম্মায়ে কিরাম সালাত ত্যাগকারীকে কাফির বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মত এবং ইমাম শাফিঈ (র) হইতে বর্ণিত একটি মত ইহাই। দলীল হিসাবে তাঁহারা এই হাদীস ঃ

بين العبد وبين الشرك ترك الصلوة

বান্দা ও শিরকের মাঝে পার্থক্য হইল সালাত পরিত্যাগ। অপর হাদীস ঃ

العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر

আমাদের ও তাহাদের মাঝে যেই পার্থক্য রহিয়াছে উহা হইল সালাতের পার্থক্য। অতএব যেই ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করিল, সে কুফরী করিল। এই বিষয় সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিবার ইহা সঙ্গত স্থান নহে।

ইমাম আওযায়ী (র) ... ... কাসিম ইব্ন মুখায়মিরাহ্ (র) হইতে فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْف اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, সালাত নষ্ট করিবার অর্থ হইল, উহা সঠিক ওয়াক্তে আদায় না করা। সালাত পরিত্যাগ করা তো কুফ্র। ওয়াকী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সালাত-এর কথা বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। কোথাও তিনি اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ যাহারা সালাত হইতে অলসতা করে। কোথাও عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ যাহারা তাহাদের সালাতের উপর সদা অটল রহিয়াছে। আবার কোথাও عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ যাহারা সালাতের হিফাযত করে ইত্যাদি ইরশাদ করিয়াছেন। তখন হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, এই সকল স্থানে 'সালাত' দ্বারা সালাতের ওয়াক্ত বুঝান হইয়াছে। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমরা তো পূর্বে ইহা দ্বারা সালাত ত্যাগ করা বুঝিতাম। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, সালাত পরিত্যাগ করা তো কুফ্র। মাসরূক (র) বলেন, যেই ব্যক্তি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে তাঁকে গাফিল ও অলসদের তালিকাভুক্ত করা হয় না। সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ হইল, সালাতের ওয়াক্ত মত উহা আদায় না করা এবং সালাত নষ্ট করিয়া স্বীয় ধ্বংস ডাকিয়া আনা হয়। ইমাম আওযায়ী (র) ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهْوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

পাঠ করিয়া বলিলেন, সালাত বিনষ্ট করিবার অর্থ উহা বর্জন করা নহে বরং সময়মত উহা আদায় না করা।

ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) বলেন, মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হইবে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের সৎ ও ভাল লোক শেষ হইয়া যাইবে, তখন অবশিষ্ট লোক সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অলি-গলিতে পশুর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। ইব্ন জুরাইজ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির জু'ফী (র) মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, শেষ যুগে এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হারিস (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এই উম্মাতের লোক এমনও হইবে পশু ও গাধার ন্যায় পথেপথে লম্ফ মারিতে থাকিবে। না তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিবে আর না তাহারা পৃথিবীর মানুষ হইতে লজ্জাবোধ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ ষাট বৎসর পর এইরূপ অযোগ্য লোক আত্মপ্রকাশ করিবে যাহারা সালাত নষ্ট করিবে এবং প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভোগ বিলাস করিবে তাহারা অচিরেই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। তাহার পর আরো কিছু অযোগ্য লোক হইবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাইবে না। তিন শ্রেণীর লোক কুরআন পাঠ করিয়া থাকে। মু'মিন, মুনাফিক ও কাফির। হাদীসের রাবী বশীর (র) তাঁহার উস্তাদ অলীদের নিকট হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বললেন, মু'মিন তো কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। মুনাফিক উহাকে অস্বীকার করে এবং কাফির ও পাপী উহার সাহায্যে জীবিকা উপার্জন করে। ইমাম আহ্মাদ (র) আবদুর রহমান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সুফ্ফা বাসীদের জন্য কিছু সাদাকা প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিতেন, ইহা হইতে কোন অসৎ বর্বর নারী পুরুষকে দান করিবে না। আমি রাসূলুলল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, ইহারাই হইল সেই অযোগ্য লোক যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلٰوةَ

ইরশাদ করিয়াছেন। হাদীসটি গারীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই অযোগ্য লোক হইল পাশ্চাত্যের বাদশাহ্, যাহারা সর্বাধিক জঘন্য অধিপতি। কা'ব আহ্বার (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি পবিত্র কুরআনের উক্তি অনুসারে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য এই সকল লোকদের মধ্যে পাই যাহারা মদ্য পান করে, পাশা খেলে, ইশার সালাত না পড়িয়া নিদ্রা যায়, অত্যধিক পানাহার করে এবং জামা'আত পরিত্যাগ করে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অতঃপর তাহাদের পরে এমন অয়োগ্য বংশ আসিল যাহারা ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হইল, তাহারা অচিরেই ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। হাসান বাস্রী (র) বলেন, ঐ সকল লোক মসজিদ অনাবাদী রাখে এবং তাহারা বৈঠক ঘর সজ্জিত করিয়া রাখে। আবুল আশ্হাব আল-উতারেদী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন ঃ হে দাউদ! তুমি তোমার সহচরদিগকে সতর্ক কর, তাঁহারা যেন কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হইতে বিরত থাকে। যাহাদের অন্তর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতার চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, আমি তাহাদের জ্ঞানের উপর পর্দা লটকাইয়া দেই। কোন বান্দা যখন তাহার কুপ্রবৃত্তির জন্য কামনা-বাসনাকে প্রাধান্য দান করে তখন তাহাকে সেই নিম্নতম শাস্তি দান করি তাহা হইল, তাহাকে আমি আমার ইবাদত হইতে বঞ্চিত করি।

ইমাম আহমাদ (র) ... ... উক্বা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের উপর আমি দুইটি বস্তুর ভয় করি, কুরআন ও ইট। ইটের ভয় এই কারণে করি যে, ইহার কারণে লোক মিথ্যা ও বানাওটির পিছনে পড়িবে। অসৎ কামনা বাসনার অনুসরণ করিবে ও নামায ত্যাগ করিবে। আর কুরআনের ভয় এই কারণে যে, এই পবিত্র কুরআন মুনাফিকরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে এবং উহার সাহায্যে মু'মিনদের সহিত ঝগড়া করিবে।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... উকবা (রা) হইতেও হাদীসটি মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, তাহারা অচিরেই অত্যধিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা অকল্যাণের সম্মুখীন হইবে। সুফিয়ান

সাওরী, শু'বা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, غى হইল জাহান্নামের মধ্যে একটি সুগভীর উপত্যকা। যাহার মধ্যে যাবতীয় কুখাদ্যবস্তু রহিয়াছে। আমা'শ (র) ... ... আবূ ইয়ায (র) হইতে আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, غى হইল জাহান্নামের মধ্যে একটি পূঁজ ও রক্তের উপত্যকা।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) ... ... আ'মের খুযাঈ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আবূ উমামা সুদাই ইব্ন আজ্লান বাহিলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আপনি শ্রবণ করিয়াছেন, এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। অতঃপর তিনি খাবার আনাইলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যদি দশ উকিয়া ওযনের একটি পাথর জাহান্নামের পড় হইতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়, তবে পঞ্চাশ খরীফ পর্যন্ত চলিতে চলিতে 'গাইয়্য' ও 'আসাম' নামক স্থানে পৌঁছাইবে। এবং উহা হইল জাহান্নামের দুইটি কূপ। যেখানে জাহান্নামীদের পূঁজ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র কুরআনে উহার উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

হাদীসটি গারীব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর ফরমান বিষয়টিও মুন্কার।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

কিন্তু যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, অর্থাৎ সালাত বর্জন করা হইতে বিরত হইয়াছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করাও বর্জন করিয়াছে, আল্লাহ্ এমন সকল লোকের তাওবা কবুল করিবেন এবং তাহাদের পরিণাম শুভ করিবেন। এবং তাহাদিগকে বেহেশ্তের অধিবাসী করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاُولٰۤئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا

তাঁহারা বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের প্রতি একটুও যুলুম করা হইবে না। কারণ সঠিক তাওবার কারণে পূর্ববর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهٗ

গুনাহ হইতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির মত যাহারা কোন গুনাহ নাই। এই কারণে তাঁহারা পূর্বে যেই নেক আমল করিয়াছিল, উহার সাওয়াবও কম করা হইবে না। এবং তাওবার পরবর্তী কোন গুনাহর কারণে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে না। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তাহাদের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেওয়া হয়। সূরা ফুরকানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ بِالْحَقِّ ... وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আর যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহকে ডাকেন এবং যেই লোককে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করিয়াছেন, তাহাকে তাহারা হত্যাও করে না কিন্তু হকের সহিত ... ... আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও বড়ই মেহেরবান। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৮-৭০)

আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতের প্রথম দিকে পাপী ও গুনাহগারদের শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া পরে اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الخ। যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি হইতে পৃথক করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াতেও اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ الخ। দ্বারা সঠিক তাওবাকারী, ঈমান আনয়ণকারীও সঠিক আমলকারীকে শাস্তি হইতে বাদ দিয়াছেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা পরম মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। অতএব তিনি তাওবাকারীদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন।

٦١. جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهٗ مَاْتِيًّا ·

٦٢. لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا اِلاَّ سَلٰمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ·

٦٣. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ·

অনুবাদ ঃ (৬১) ইহা স্থায়ী জান্নাত, যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। (৬২) সেথায় তাহারা

শান্তি ব্যতিত কোন অসার বাক্য শুনিবে না এবং সেথায় সকাল-সন্ধ্যা তাহাদিগের জন্য জীবনপোকরণ। (৬৩) এই সেই জান্নাত যাহার অধিকারী করিব আমার বান্দাদিগের মধ্যে মুত্তাকীদিগকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই সকল লোক তাহাদের কুকর্ম হইতে তাওবা করিয়া ঈমান আনিবে ও সৎ আমল করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে চির অবস্থানের বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন। আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবীভাবেই এই বেহেশতেরই ওয়াদা করিয়াছেন। এবং তাহারা এই গায়েবী ও অদৃশ্য বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাসেরই প্রমাণ।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلاً অবশ্যই তাঁহার প্রতিশ্রুত ওয়াদা পালিত হইবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ওয়াদা খিলাফ করেন না। উহা পরিবর্তনও করেন না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُوْلاً তাঁহার ওয়াদা অবশ্যই কার্যে পরিণত করা হইবে। مَأْتِيًّا শব্দটির অর্থ হইল, আল্লাহ্র বান্দাগণ তাহার ওয়াদাকৃত বস্তুর নিকট পৌঁছবে। কেহ কেহ বলেন مَاتيا অর্থ اتيا অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা আসিবে ও সংঘটিত হইবে। যে কোন বস্তু তোমার নিকট আসে, তোমার ও তাহার কাছে আসা হইয়া থাকে। যেমন আরবের লোকেরা বলিয়া থাকে اُتت على خمسون سنة আমার নিকট পঞ্চাশ বৎসর আসিয়াছে واُتت على خمسين سنة আর আমি পঞ্চাশ বৎসরের উপর আসিয়াছি। উভয় বাক্যের মর্ম একই।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا সেই বেহেশতের মধ্যে তাহারা অনর্থক অযথা বেহুদা কথা শ্রবণ করিবে না। যেমন দুনিয়ায় এই ধরনের কথাবার্তা হইয়া থাকে। اِلاَّ سَلَمًا অবশ্য তাহারা কেবল সালাম শ্রবণ করিবে। এইখানে ইস্তিসনাটি মুন্কাতি' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلاَ تَأْثِيْمًا اِلاَّ قِيْلاً سَلٰمًا سَلٰمًا .

সেখানে তাহারা না তো কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিবে আর না কোন পাপের কথা শ্রবণ করিবে, কিন্তু কেবল সালাম আর সালাম শ্রবণ করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

আর তাহাদের জন্য তাহাদের খাদ্য-দ্রব্য মজুত থাকিবে সকাল-সন্ধ্যার সময়ের অনুরূপ সমপরিমাণ সমান। বস্তুত বেহেশ্তে দিবারাত্রের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। বরং আহার বেহেশতবাসীগণ নির্দিষ্ট নূর ও আলোর মাধ্যম ঐ সময় সমূহের গমণাগমণ বুঝিতে পারিবে। যেমন ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বপ্রথম সেই দলটি বেহেশতে প্রবেশ করিবে তাঁহাদের আকৃতি চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমা চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাঁহারা সেখানে না তো থু থু ফেলিবে, না নাকের ময়লা দেখিবে আর না তাঁহারা পেশাব পায়খানা করিবে। তাঁহাদের পাত্রসমূহ, তাঁহাদের চিরুনিও হইবে স্বর্ণ ও রূপার। তাঁহাদের ঘাম হইবে মিশ্ক সমতুল্য সুগন্ধযুক্ত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এমন দুইজন স্ত্রী হইবে যে, রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে মাংসের মধ্য হইতে পায়ের হাড়ের মগজ দেখা যাইবে। তাঁহাদের পারস্পরিক কোন বিরোধ হইবে না, কোন প্রকার শত্রুতাও হইবে না। তাঁহারা সকলেই সমমনা হইবে। সকালে-সন্ধ্যায় তাঁহারা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা'মার (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ শহীদগণ বেহেশ্তের নহরের এক পার্শ্বে একটি সবুজ কুব্বার মধ্যে অবস্থান করিবে এবং সকাল বিকালে তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের রিযিক আসিবে। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, দিন ও রাতের পরিমাণ সময়ে তাঁহারা রিযিক পায়।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, আলী ইব্ন সাহল ... ... অলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার আমি জুহায়ের ইব্ন মুহাম্মদকে

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন. বেহেশতে রাত হইবে না। তাহারা সর্বদা আলোকে থাকিবে। আর তাঁহাদের জন্য দিন ও রাতের পরিমাণ দুইটি সময় নির্ধারিত থাকিবে। পর্দা ফেলিয়া দেওয়া ও দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাঁহারা রাত্র চিনিতে পারিবে এবং দিন চিনিতে পারিবে পর্দা উঠাইয়া লওয়া ও দরজা খুলিয়া দেওয়ার মাধ্যমে। অত্র সূত্রে অলীদ (র) হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণিত দরজাগুলি এতই পরিষ্কার হইবে যে ভিতর হইতেই বাহিরের সকল বস্তু দেখা যাইবে। এবং

দরজাগুলি বেহেশতবাসীদের ইংগিতেই খুলিবে ও বন্ধ হইবে। দরজাগুলো বেহেশ্‌তবাসীদের কথা ও ইংগিত সবই বুঝিবে। কাতাদাহ (র) বলেন, বেহেশতের মধ্যে কোন দিনরাত বলিতে কিছুই নাই। সেখানে তো আলো আর আলো আছে। তবে بكرة ও عشيًا নামে দুইটি সময় আছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বেহেশ্‌তে কোন সকাল সন্ধ্যা নাই। কিন্তু যেহেতু মানুষের দুনিয়ায় সকাল সন্ধ্যায় আহারের অভ্যাস আছে অতএব তাহাদের সেই মনোপুত অভ্যাসানুসারে খাবার দেওয়া হইবে। হাসান, কাতাদাহ্‌ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আরবের লোকেরা সকালে ও সন্ধ্যায় আহার করা পসন্দ করিত। পবিত্র কুারআনে তাহাদের মনোপুত সময় অনুসারে বেহেশ্‌তের আহারের সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا

তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তে সকালে সন্ধ্যায় রিযিক মওযুত থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, বেহেশ্‌তের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যা বলিতে কিছুই নাই। সেখানে সকল সময় সকাল। সকল সময়েই তাঁহারা পানাহারের সুযোগ পাইবে। তবে তাঁহারা যেই সকল সুন্দরী রমণী লাভ করিবে। তাহার মধ্যে সাধারণ নিম্নমানের যে হইবে তাহাকে জাফরান দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, হাদীসটি গারীব ও মুনকার। মহান আল্লাহ্‌র তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِى نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

যেই বেহেশ্‌তের বিবরণ দেওয়া হইল, সেই সকল বান্দাদিগকে আমি মালিক বানাইব যাহারা সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং তাহাদের ক্রোধ হযম করিয়া মানুষকে ক্ষমা করিয়া দেয়। সূরা মু'মিনূন-এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خٰشِعُوْنَ .... اُوْلٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

অবশ্যই সেই সকল মু'মিন বান্দাগণ সফল হইয়াছে যাহারা নম্রতা ও বিনয়ের সহিত সালাত আদায় করে... ... ... তাহারা হইল ওয়ারিস, যাহারা ফিরদাওসের মালিক হইবে এবং চিরদিন সেখানে অবস্থান করিবে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১-১১)

٦٤. وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .

٦٥. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا ۝

অনুবাদ ঃ (৬৪) আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতিত অবতরণ করি না; যাহা আমাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে ও যাহা এই দুই-এর অন্তবর্তী তাহা তাঁহারই এবং আপনার প্রতিপালক ভুলিবার নহেন। (৬৫) তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাহাদিগের অন্তর্বর্তী যাহা কিছু তাহার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই ইবাদতের জন্য ধৈর্যশীল থাক, তুমি কি তাঁহার সমগুণ সম্পন্ন কাহাকেও জান?

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণন করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আরো অধিকবার সাক্ষাত করিতে আসেন না কেন? অতঃপর অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার প্রভূর হুকুম ব্যতিত আমরা অবতীর্ণ হইতে পারি না। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ নুয়াইম (র)......... উমর ইব্ন জর (র) এর সূত্রে হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) উমর ইব্ন যার (র)-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায় ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত বর্ণিত হইয়াছে "অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য এই জওয়াব অবতীর্ণ হইল।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত জিবরীল (আ) হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিলম্ব করিলেন। ফলে তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা) مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আমরা তো আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ ব্যতিত আসিতে পারি না।

মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত জিব্রীল (আ) বার রাত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিতে বিলম্ব করিলেন, অথচ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম আরো কম বলেন। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আসিলেন, তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ হে জিব্রীল! আপনি বড়ই বিলম্ব করিয়াছেন। এমন কি মুশ্রিকরা তো অন্য কিছু ধারণ করিয়াছে। অতঃপর অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ আয়াতটির বিষয়বস্তু সূরা দুহা-এর আয়াতের বিষয় বস্তুর অনুরূপ।

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এই কথা বলেন, আয়াতটি হযরত জিব্রীল (আ)-এর বিলম্বে আগমনের পর অবতীর্ণ হইয়াছিল। হাকাম ইব্ন আবান (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিব্রীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিতে চল্লিশ দিন বিলম্ব করিয়া আসিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন وما نزتف حتى أشقت إليك আপনি আসেন নাই ফলে আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন বরং আমি আপনার জন্য অধিক অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু যেহেতু আমি তো আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আদিষ্ট তাঁহার অদেশ ব্যতিত আসিতে পারি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিব্রীল (আ)-কে বলিলেন, তুমি বলিয়া দাও وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ আপনার পালন কর্তার আদেশ ব্যতিত আসিতে পারিনা। হাদীস ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ফিরিশ্তাগণ আসিতে দেরী করিলেন, পরে হযরত জিব্রীল (আ) আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার আসিতে দেরী হইল কেন? তখন তিনি বলিলেন, আমরা আপনাদের নিকট কি ভাবে আসিব, অথচ আপনারা নখ কর্তন করেন না। আঙ্গুলের গিরাসমূহ পরিষ্কার করেন না, গোঁফ কাটেন না এবং মিস্ওয়াক করেন না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ তাবারানী (র) বলেন, আবূ আমির নহভী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহার আসিতে বিলম্ব করিলে তিনি তাঁহার নিকট উহার আলোচনা করিলেন, তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলিলেন, আমি কি করিয়া আপনাদের নিকট আসি, অথচ, আপনারা মিস্ওয়াক করেন না নখ কর্তন করেন না, গোঁফ ছোট করেন না এবং আঙ্গুলের গীরা পরিষ্কার করেন না?

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) আরো বলেন, সাইয়ার (র) হযরত উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মজলিস ঠিকঠাক কর। আজ এখানে এমন একজন ফিরিশ্তার আগমন ঘটিতেছে যিনি ইতিপূর্বে কখনও যমীনে আগমন করেন নাই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا আমাদের অগ্র পশ্চাতের সকল বস্তুর মালিক তিনিই। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, দুনিয়ার ও আখিরাতের সকল বস্তুর

মালিক কেবল তিনিই। وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ এবং যাহা কিছু শিঙ্গার দুই ফুঁৎকারের মাঝে অবস্থিত উহার মালিকও তিনিই। আবূল আলীয়াহ্, ইক্‌রিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও কাতাদাহ (র) এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। সুদ্দীও রাবী ইব্‌ন আনাস (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, وَمَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا -এর অর্থ, আখিরাত বিষয়ক বস্তু। এবং وَمَا خَلْفَنَا অর্থ পার্থিব বস্তু। وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যস্থিত বস্তু। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, ইব্‌ন জুরাইজ ও সাওরী (র) হইতে অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জাবীর (র) ও এই তাফসীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) ইহার অর্থ বলেন, আপনার পালনকর্তা আপনাকে ভুলিয়া যান নাই। পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে অত্র আয়াতে ঃ

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

এর অনুরূপ। ইব্‌ন আবূ হাতিম ... ... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن نسى شيئا

আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু তাঁহার কিতাবে হালাল করিয়াছে উহা হালাল বস্তু, যাহা কিছু হারাম করিয়াছেন উহা হারাম এবং যাহা সম্পর্কে তিনি নীরব রহিয়াছেন উহা হইল নিরাপদ, তোমরা নিরাপদকে গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জিনিসকে ভুলিয়া যান না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا আপনার পালনকর্তা ভুলিয়া যান না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

তিনি আসমানও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, উহার পরিচালক ও হুকুমদাতা, তাঁহার হুকুমকে নড়াইতে পারে এমন কেহ নাই।

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا

অতএব তাঁহারই ইবাদত করুন এবং তাঁহার ইবাদতের জন্য ধৈর্যধারণ করুন, আপনি তাঁহার সমকক্ষ কাহাকেও জানেন কি? আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) ... ...

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا এর অর্থ বর্ণনা করেন, আপনি কি আপনার পালনকর্তার সমতুল্য ও সমকক্ষ জানেন কি? মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ, ইব্‌ন জুবাইর (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইকরিমাহ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহারও নাম 'রাহমান' রাখা হয় না।

٦٦. وَيَقُوْلُ الْاِنْسَانُ ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا

٦٧. اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

٦٨. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ
جَهَنَّمَ جِثِيًّا

٦٩. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا

٧٠. ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا ۰

অনুবাদ ঃ (৬৬) মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হইলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হইব? (৬৭) মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাহাকে পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি, যখন সে কিছু ছিল না। (৬৮) সুতরাং শপথ! তোমার প্রতিপালকের আমি তো উহাদিগকে ও শয়তানদিগকে সহ একত্রে সমবেত করিবই ও পরে আমি উহাদিগকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করিবই। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি র্বাধিক অবাধ্য আমি তাহাকে টানিয়া বাহির করিবই। (৭০) এবং আমি তো উহাদিগের মধ্যে যাহারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিকতর যোগ্য তাহাদিগের বিষয় ভাল জানি।

তাফসীর ঃ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভকে কাফিররা অসম্ভব ও বিস্ময়কর ধারণা করে। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সেই বিস্ময়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ .

আর যদি আপনি আশ্চার্যবোধ করেন তবে তাহাদের এই কথাও কি কম আশ্চার্যের? আমরা যখন মাটিতে পরিণত হইব তখন কি আমরা নতুনভাবে সৃষ্টি হইব? (সূরা রা'দ ঃ ৫)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ .

মানুষ কি ইহা প্রত্যক্ষ করে না যে আমি তাহাকে অতি নিকৃষ্ট বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর সে প্রকাশ্যে ঝগড়া করিতে লাগিল এবং সে আমার জন্য এক অভিনব উপামা বর্ণনা করিল অথচ সে নিজের সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল। সে বলে, এই হাঁড়গুলিকে কে জীবিত করিবে যখন উহা পরিচয়া যাইবে? আপনি বলিয়া দিন এই হাঁড়গুলিকে তিনিই পুনরায় জীবিত করিবেন, যিনি প্রথমবার উহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সর্ম্পকেই সর্বজ্ঞ। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭-৭৯)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

ءَاِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيًّا اَوَلاَ يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا .

মানুষ বলে, আমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় কি আমাদিগকে জীবিত বাহির করা হইবে। মানুষ কি সেই কথা মনে করো না যে আমি পূর্বে তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি অথচ সে কিছুই ছিল না। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬-৬৭) অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবারের সৃষ্টিকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টির জন্য দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানুষ যখন কিছুই ছিল না তখন আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিছু হওয়ার পর কি তাহাকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করিতে পরিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ .

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবেন আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো তাঁহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহার পক্ষে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উচিৎ নহে। সে আমাকে কষ্ট দেয় অথচ আমাকে কষ্ট দেওয়া তাহার উচিৎ নহে। আমাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, ইহার অর্থ হইল, সে বলে, আল্লাহ্ যখন আমাকে পুণর্জীবিত

করিতে পারিবে না, যেমন তিনি আমাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অথচ, প্রথমবার সৃষ্টি করা দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা সহজ। আর কষ্ট দেওয়ার অর্থ হইল, তাহারা এই কথা বলা যে, আমার সন্তান আছে, অথচ আমি এক অদ্বিতীয়, সাদৃশ্যহীন, যে না সন্তান দান করিয়াছে আর না অন্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيٰطِيْنَ আপনার পালনকর্তার কসম। আবশ্যই তাহাদিগকে এবং শয়তানকে আমি একত্রিত করিব। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিজ সত্তার কসম খাইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি অবশ্যই ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে এবং সেই সকল শয়তানদের যাহাদের তাহারা উপাসনা করিত তাহাদের সকলকে তিনি একত্রিত করিবেন।

ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে جِثِيًّا এর অর্থ করিয়াছেন قعودا অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে জাহান্নামের চতুর্পাশ্বে বসা অবস্থায় হাযির করিব। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً আর আপনি প্রত্যেক উম্মাতকে নতজানু হইয়া বসা দেখিবেন। সুদ্দী (র) বলেন جِثِيًّا অর্থ قِيَامًا দণ্ডায়মান। মুর্‌রাহ (র) হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ এই অতঃপর প্রত্যেক দল হইতে পৃথক করিব اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا সেই সকল লোককে যাহারা পরম করুণাময় আল্লাহ্র সমীপে অধিক বেশী অহংকারভরে চলিত। সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করা হইবে এবং তাহাদের সংখ্যা যখন পূর্ণ হইয়া যাইবে তখন পর্যায়ক্রমে বড় বড় অহংকারী ও হঠকারীদিগকে পৃথক করা হইবে।

মহান আল্লাহ্ বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا

দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেক ধর্মের ধর্মগুরু ও নেতাদিগকে পৃথক করা হইবে। ইব্ন জুরাইজ (র) এবং দল সালফে সালেহীনের অনেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اُخْرٰهُمْ لِاُوْلٰهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ..... بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ .

যখন তাহাদিগকে একত্রিত করা হইবে তখন পরবর্তী লোক পূববর্তীদের সম্পর্কে বলিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক। তাহারাই তো আমাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে, অতএব আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন।........... তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ। (সূরা আরাফ ঃ ৩৮-৩৯)

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

ثُمَّ لَنَحْنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمْ اَوْلٰى بِهَا صِلِيًّا

অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকেও ভালভাবে জানি, যাহারা জাহান্নামে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার এবং চিরকাল তথায় বসবাস করিবার জন্য অধিকযোগ্য। আর তাহাকেও জানি যে দ্বিগুণ শাস্তিরযোগ্য।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ্ বলিবেন প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রহিয়াছে কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৮)

(٧١) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۔

(٧٢) ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ۔

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। পরে আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব। (৭২) যালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... আবূ সুমাইয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আয়াতের মর্ম সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতবিরোধ হইল। কেহ বলিল, মু'মিন জাহান্নামে প্রবেশ করিবেন না। আবার কেহ কেহ বলিল, সকলেই প্রবেশ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্ভীরু বান্দাদিগকে মুক্তি দান করিলেন। অতঃপর আমি হযরত জাবির (রা)-এর সাহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের মধ্যে তো আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বিরোধ হইয়াছে। আপনি ইহার সঠিক মর্ম বুঝাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, সকল লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সুলায়মান ইব্ন মুররাহ (র) বলেন, সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, এই বলিয়া তিনি নিজের দুই আঙ্গুলী দুই কানের দিকে ঝুঁকাইয়া বলিলেন, আমার দুই কান যেন বধির হইয়া

যায়। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে না শুনিয়া থাকি। তিনি বলেন, সৎ অসৎ সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মু'মিনের জন্য উহা এমন শীতল ও শান্তিদায়ক হইবে যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর জন্য হইয়াছিল। এমন কি খোদ আগুন উহার ঠাণ্ডা হওয়া অভিযোগ করিবে। অতঃপর আলাহ্ তা'আলা আল্লাহ্ভীরু লোকদিগকে মুক্তি দান করিবেন এবং যালিমদিগকে নতজানু অবস্থায় ছাড়িয়া রাখিবেন। হাদীসটি গারীব।

হাসান ইব্ন আরাফাহ (র) ... ... খালিদ ইব্ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বেহেশবাসীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করিবার পর বলিবে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের দোযখে প্রবেশ করিবার কথা কি বলিয়াছিলেন না? জবাব হইবে, তোমরা উহার উপর দিয়াই অতিক্রম করিয়াছ কিন্তু তখন দোযখের আগুন ঠাণ্ডা ছিল। আবদুর রায্যাক (র) বলেন। ইব্ন উয়ায়না (র) ... ... কায়িস ইব্ন হাযিম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ রাওয়াহা (র) তাঁহার স্ত্রীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া কঁদিতেছিলেন, অতঃপর তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন, আবদুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আপনাকে কাঁদিতে দেখিয়া দেখিয়া। তখন তিনি বলিলেন, আমি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে চিন্তা করিয়া ভাবিতেছিলাম যে, আমি দোযখ হইতে মুক্তি পাইব কি না, তাই কাঁদিতেছিলাম। অপর এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, তখন তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন।

ইব্ন জরীর (র) ... ... আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, যখন আবূ মাইসারাহ্ (রা) তাঁহার বিছানায় যাইতেন তখন তিনি বলিতেন, হায়! আমার আম্মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন, এই কথা বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল হে আবূ মাইসারাহ্! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? তখন তিনি বলিতেন, আমাদিগকে ইহা তো বলা হইয়াছে যে, আমরা দোযখে প্রবেশ করিব কিন্তু আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না উহা আমাদিগকে বলা হয় নাই।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) হাসান বাস্রী (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তুমি ইহা কি জান যে, তুমি দোযখে প্রবেশ করিবে, তাহার ভাই বলিল, হাঁ, লোকটি বলিল, আচ্ছা ইহা কি জান যে, তুমি উহা হইতে বাহিরও হইতে পারিবে? সে বলিল না, লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তবে এত হাসিখুশি কিসের জন্য? অতঃপর তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত আর হাসিতে দেখা যায় নাই। আবদুর রায্যাক (র) জনৈক রাবী যিনি হযরত ইব্ন আব্বাস ও নাফি ইব্ন আযরাক (রা)-কে পরস্পর ঝগড়া করিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, 'الورود' অর্থ প্রবেশ করা। হযরত

নাফি (র) উহা অস্বীকার করিলেন। তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুকে তোমরা উপাসনা কর, উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে এবং তোমরা সকলেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৮) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, অত্র আয়াতে। ورود এর অর্থ প্রবেশ করা নয় কি? অতঃপর তিনি আরও একটি আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ

কিয়ামতের দিনে তাহার কাওমের অগ্রে চলিতে থাকিবে, অতঃপর সে উহাদিগকে দোযখে প্রবেশ করাইবে। (সূরা হূদ ঃ ৯৮) এই আয়াতে ও ورود অর্থ প্রবেশ করা নয় কি? অতঃপর তিনি বলিলেন, আমিও তুমি সকলেই আমরা দোযখে প্রবেশ করিব। অতঃপর দেখিবার বিষয় হইল যে, আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পরিব কি না? কিন্তু যেহেতু তুমি বিষয়টি অস্বীকার করিতেছ অতএব আমার মনে হয় না যে, আল্লাহ্ তোমাকে উহা হইতে বাহির করিবেন। তখন নাফি' (র) হাসিয়া পড়িলেন। ইব্‌ন জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাশিদ হারুনী (র) অর্থাৎ নাফি ইব্‌ন আযারক (র) তাঁহার মতের সমর্থনে لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا পড়িলে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তোর সর্বনাশ হউক। তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ সে কিয়ামত দিবসে তাহার কাওমের অগ্রে চলিতে থাকিবে অতঃপর তাহাদিগকে দোযখে প্রবেশ করাইবে। (সূরা হূদ ঃ ৯৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

আর অপরাধিদিগকে আমি জাহান্নামের প্রবেশ করাইবার জন্য জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইব। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮৬)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا তোমাদের সকলেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই সকল আয়াতের কি জবাব দিবে? আল্লাহ্‌র কসম। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

اَللّٰهم اخرجنى من النار سَالما وادخلنى فى الجنة غَانما

হে আল্লাহ্! আপনি দোযখ হইতে নিরাপদে বাহির করুন এবং আনন্দ উৎফুল্লের সহিত বেহেশতে দাখিল করুন। ইব্‌ন জরীর (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা

করেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁহার নিকট আবূ রাশিদ নাফি ইব্‌ন আযরাক (র) নামক এক ব্যক্তি আসিলেন। লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে ইব্‌ন আব্বাস!

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

এই সম্পর্কে আপনার অভিমত কি বলুন। তখন তিনি বলিলেন, হে আবূ রাশিদ! আমি ও তোমাদের সকলকে দোযখে প্রবেশ তো করিতে হইবে, তবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, আমরা উহা হইতে বাহির হইতে পারিব কি না?

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে জনৈক বর্ণনাকারী বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে وَاِنْ مِّنْهُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا পাঠ করিতে শুনিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, সকল কাফির লোকেরাই দোযখে প্রবেশ করিবে। আমর ইব্‌ন অলীদ বাসতী (র) ইকরিমাহকে উক্ত আয়াত পাঠ করিয়া বলিতে শুনিলেন, যালিম কাফিররাই দোযখে প্রবেশ করিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্‌ন জরীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সৎ অসৎ সকলেই দোযখে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের জন্য যেই কথা বলিয়াছেন, উহা তুমি কি শ্রবণ কর নাই?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارُ

অনুরূপভাবে وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

উভয় আয়াতে ورود শব্দটি دخول অর্থাৎ' প্রবেশ করা'এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا দ্বারা সকল মানুষেরই দোযখে প্রবেশ করিবার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইমাম আহ্‌মাদ (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, يَرِدُ النَّاسُ كُلُّهُم ثم يصدرون بأعمالهم সমস্ত লোকই দোযখে প্রবেশ করিবে, অতঃপর তাহারা নিজনিজ আমল অনুসারে দোযখ হইতে বাহির হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) ... ... সুদ্দী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শু'বা (র)-এর সূত্রেও তিনি সুদ্দী, মুররাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে মারফূ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আসবাত, সুদ্দী, মুররাহ ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, সমস্ত লোককে পুলসিরাতের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে এবং দোযখের পার্শ্বে তাহারা দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর তাহাদের আমল অনুযায়ী

তাহারা পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ তো বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত অতিক্রম করিবে, কেহ কেহ বায়ু বেগে অতিক্রম করিবে, কেহ কেহ অশ্বের গতিতে অতিক্রম করিবে, কেহ দ্রুত উটের গতিতে অতিক্রম করিবে। আবার কেহ কেহ দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবে, এমনকি সর্বশেষ যেই মুসলমান পুলসিরাত অতিক্রম করিবে সে হইবে এমন ব্যক্তি যাহার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে কিছু নূর থাকিবে। সে হোঁচট খাইয়া খাইয়া কোনরূপে রক্ষা পাইবে। পুলসিরাত হইবে পিচ্ছল, উহার উপর বাবলা কাঁটার ন্যায় লৌহ কন্টক হইবে। উহার উভয় পার্শ্বে ফিরিশ্‌তার জামা'আত থাকিবে। তাহাদের হাতে অগ্নি গদা থাকিবে। উহার সাহায্যে তাহারা ধরিয়া ধরিয়া মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, পুলসিরাত জাহান্নামের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহা হইবে তরবারীর ন্যায় ধারাল। উহার উপর দিয়া প্রথম দলটি বিদ্যুৎ বেগে অতিক্রম করিবে, দ্বিতীয় দলটি বায়ু বেগে, তৃতীয় দলীট দ্রুত অশ্বের ন্যায়, চতুর্থ দলটি দ্রুত পশুর ন্যায়। অতঃপর অন্যান্য লোক অতিক্রম করিবে এবং ফিরিশ্‌তারা তখন বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন। হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখুন। বুখারী ও মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি আরেক সমর্থক হাদীস হযরত আনাস, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা, জাবির এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) হইতে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... গুনাইব ইব্‌ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম (রা) দোযখে প্রবেশ করা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। তখন, হযরত কা'ব (রা) বলিলেন ঃ জাহান্নাম সমস্ত লোককে তাহার পীঠের উপর একত্রিত করিবে এবং সৎ অসৎ সমস্ত লোক উহার উপর দণ্ডায়মান হইবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করিবে, হে জাহান্নাম! তুমি তোমার লোকজন রাখিয়া দাও এবং আমার লোকজন ছাড়িয়া দাও। তখন জাহান্নাম সকল অসৎ লোকজনকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। কোন ব্যক্তি তাহার সন্তানকে যেমন জানে, জাহান্নাম অসৎ লোকজনকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল জানে। আর মু'মিন বান্দাগণ বাঁচিয়া যাইবে। কা'ব (রা) বলেন, দোযখের একজন প্রহরীর দুই কাঁধের মাঝে এক বৎসরের পথের দূরত্ব। তাহাদের প্রত্যেকের সহিত দুইশাখা বিশিষ্ট এক একটি লৌহ গদা আছে একটি দ্বারা আঘাত করিলে সাত লক্ষ লোক দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ... ... হাফ্‌সা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি আশা করি যাহারা বদর যুদ্ধে ও হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিল তাঁহারা দোযখে প্রবেশ করিবে না।

হযরত হাফসা (রা) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا হযরত হাফসা (রা) বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا বলিতে শুনিলাম। অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকে মুক্তি দান করিব। যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং যালিমদিগকে নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... উম্মে মুবাশ্শির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুলাহ্ (সা) হযরত হাফসা (রা)-এর ঘরে ছিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

لا يدخل النار احد شهد بدرا والحديبية

যেই ব্যক্তি বদর ও হুদায়বিয়ায় শরীক হইয়াছে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। তখন হযরত হাফসা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ কি وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا বলেন নাই. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ও বলিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার জন্য প্রবেশ করিবে।

আবদুর রায্যাক (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من مات له ثلاثة لم تمسه النار الا تحله القسم

যাহার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার জন্য প্রবেশ করিবে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করিবে, তাহাকে আগুন স্পর্শও করিবে না। কিন্তু কসম পূর্ণ করিবার জন্য দোযখে প্রবেশ করিবে। ইমাম যুহরী (র) বলেন, হাদীস দ্বারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতের মর্মকেই বুঝাইয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

ইব্ন জরীর (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন জ্বরাক্রান্ত সাহাবীকে দেখিতে গেলেন. তখন আমিও তাঁহার সাথে ছিলাম। তাঁহার নিকট গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

ان الله تعالى يقول هى نارى اسلطها على عبدى المؤمن لتكون خطه من النار فى الاخرة

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "ইহা হইল আমার আগুন, আমার মু'মিন বান্দাকে ইহাতে আমি আক্রান্ত করিয়া থাকি। যেন ইহা আখিরাতের জাহান্নামের আগুনের বদলা হইয়া যায়। হাদীসটি গারীব। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আবূ কুরাইব (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জ্বর হইল প্রত্যেক মু'মিনের জাহান্নামের অগুনের বদলা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন। وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যেই ব্যক্তি সূরা ইখ্লাস দশবার পড়িয়া শেষ করিবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশ্তের মধ্যে একটি প্রসাদ নির্মাণ করিবেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাহা হইলে তো আমরা বহুবার ইহা পাঠ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اَللّٰهُ اَكْثَرُ وَاَطْيَبُ আল্লাহ্ আরো অধিক দান করিবেন ও উত্তম দান করিবেন। আল্লাহ্র নিকট কোন কিছুরই অভাব নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে হাজার আয়াত পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কিয়ামত দিবসে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের সহিত তালিকাভুক্ত করিবেন। এবং বস্তুত তাঁহাদের সঙ্গ অতি উত্তম সঙ্গ। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে মুসলমানদের হিফাযত করে এবং কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না সে তাহার দুই চক্ষে দোযখের আগুন দেখিবে না। কিন্তু কেবল কসম পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا তোমাদের সকলেই দোযখে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্র রাহে তাঁহার যিকির করিলে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা অপেক্ষা সাতগুণ অধিক বেশী সাওয়াব পাওয়া যাইবে। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত সাতলক্ষ গুণ অধিক বেশী।

আবূ দাঊদ (র) ... ... সাহল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان الصلوٰة على والذكر يضَاعف على النفقة فى سبيل الله بسبع مائة ضعف

আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ও যিকির করিলে আল্লাহ্র রাহে ব্যয় করা অপেক্ষা সাত গুণ অধিক সাওয়াব পাওয়া যাইবে।

আবদুর রায্যাক (র) মা'মার (র) হইতে তিনি কাতাদাহ (র) হইতে وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, দোযখের উপর দিয়া মানুষ অতিক্রম করিয়া

যাইবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুসলমানের ورود হইবে পুলসিরাত অতিক্রম করা এবং মুশরিক কাফিরদের হইবে জাহান্নামে প্রবেশ করা।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

الزالون والزالات يومئذ كثير وقد احاط يومئذ بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلم

সেই দিন অনেক নারী পুরুষ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইবে। পুলসিরাতের উভয় পাড়ে ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং বলিতে থাকিবে, হে আল্লাহ্! রক্ষা করুন, বাঁচান।

সুদ্দী (র) হইতে তিনি হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার পালনকর্তার উপর ইহা অনিবার্য কসম যাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, حتما অর্থ قضاءٌ নির্ধারন করা। ইব্ন জুরাইজ (র) ও এই অর্থ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا যখন সমস্ত লোক দোযখের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে এবং যাহাদের ভাগ্যে উহার মধ্যে পড়িয়া যাওয়া অবধারিত হইয়া আছে, তাহারা পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ কাফির ও পাপী লোকেরা দোযখের মধ্যে পড়িয়া যাইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন আল্লাহ্ ভীরু লোকদিগকে তাহাদের আমল অনুসারে মুক্তিদান করিবেন। দুনিয়ায় তাহাদের আমল অনুরূপ পুলসিরাতের উপর দিয়া তাহাদের অতিক্রম ও দ্রুত গতি হইবে। অতঃপর কবীরাহ গোনাহকারী মু'মিনদের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে। ফিরিশ্তা, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও নেক্কার মু'মিনগণ সুপারিশ করিবেন এবং তাঁহাদের সুপারিশে অসংখ্য এমন লোক মুক্তি লাভ করিবে, যাহাদের মুখমণ্ডলী ব্যতিত সর্বাঙ্গ আগুন জ্বালাইয়া ফেলিয়াছে। এই মুখমণ্ডলী যেহেতু সিজ্দার অঙ্গ, এই কারণে ইহা অক্ষত থাকিবে। অন্তরে বিদ্যমান ঈমান অনুপাতে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। সর্বপ্রথম সেই সকল লোকদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে যাহাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকিবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহাদের ঈমান তাহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর সেই সকল লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহারা ইহাদের নিকটবর্তী হইবে। এমন কি দোযখ

হইতে এমন লোকদিগকে বাহির করা হইবে যাহার অনু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে দোযখ হইতে বাহির করিবেন যে কোনদিন একবার 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিয়াছে এবং জীবনে কখনও কোন নেক আমল করে নাই এবং দোযখে সেই ব্যক্তিরাই থাকিবে যাহাদের ভাগ্যে চির জাহান্নামী হওয়া অবধারিত। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই সম্পর্কে একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَوْ نَذَرَ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

অতঃপর আমি সেই সকল লোকদিগকে মুক্তিদান করিব, যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং যালিমদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নতজানু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিব।

(٧٣) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا ٠

(٧٤) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِءْيًا ٠

অনুবাদ ঃ (৭৩) উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট আয়াত আবৃত্ত হইলে কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোনটি উত্তম। (৭৪) উহাদিগের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি বিনাশ করিয়াছি, যাহারা উহাদিগের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠতর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, যখন তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যাহা আল্লাহ্র একত্ববাদ ও কুরআনের সত্যতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত তখন তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং গর্বভরে তাহাদের বাতিল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এই কথা বলে যে, আমাদের বাসস্থান ও বৈঠক ঘর অধিক উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত। ধন-সম্পদ ও জনসম্পদ আমাদেরই অধিক, আমরাই অধিক ইয্যত ও সম্মানের অধিকারী। অতএব আমরা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ সকল লোক যাহারা আরকাম ইব্ন আবুল আরকামের ঘরে আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহারা কি করিয়া হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? বস্তুত আমরাই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র, এই কারণেই তো তিনি আমাদিগকে ধনে-জনে সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَ اِلَيْهِ

কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, যদি ইসলাম ধর্ম উত্তম হইত তবে তাহারা আমাদের পূর্বে উহা গ্রহণ করিতে পারিত না। (সূরা আহ্‌কাফ ঃ ১১) হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমও বলিয়াছিল ঃ اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ তোমার অনুসারীরা তো সব দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি কি করিয়া? (সূরা শু'আরা ঃ ১১) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْۢ بَيْنِنَا
اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ .

আর এইভাবেই একদল দ্বারা অপর দলকে পরীক্ষায় ফেলিয়া রাখিয়াছি যেন তাহারা বলিতে পারে; ইহারাই কি সেই সকল আমাদের মধ্য হইতে যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়াছেন, আল্লাহ্ কৃতজ্ঞ বান্দাগণকে খুব জানেন, ইহা নয় কি? (সূরা আন'আম ঃ ৫৩) এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদের জবাবে বলেন, وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ আমি তাহাদের পূর্বে বহু কাফির সম্প্রদায়কে তাহাদের কুফরীর কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। هُمْ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَّرِئْيًا যাহারা অসবাব পত্র ও জাঁকজমকের দিক হত এই সকল কাফিরদের অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ইয্‌যত সম্ভ্রম ছিল অধিকতর। আ'মাশ (র) আবূ জুবইয়ান (র) হইতে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, مَقَام অর্থ বাসস্থান এবং نَدِيًا অর্থ মজলিস, اَثَاث অসবাব পত্র এবং رِئْيا অর্থ সৌন্দর্য। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়াতের অর্থ হইল, তাহাদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট ছিল এবং যেই মজলিস ও ধন সম্পদ ও জাঁকজমক শান শওকতের তাহারা অধিকারী ছিল তাহা ছিল অধিক উত্তম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ .

তাহারা কতই না বাগান, ঝর্ণাসমূহ ও ক্ষেত খামার এবং মনোরম বাসস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে। (সূরা দুখান ঃ ২৫-২৬) আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল বিষয় সম্পদের অধিকারী লোকদিগকে তাহাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিয়াছেল। অতএব المقام। বাসস্থান ও ধন-সম্পদ। الندى। অর্থ মজলিস, যেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠান করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর কাওম সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছে ঃ وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ তোমরা তোমাদের মজলিস সমূহের অশ্লীল কাজ করিয়া থাক। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৯) এখানে نادى অর্থ মজলিস। আরববাসীরা মজলিসকে نادى বলে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, কাফিররা যখন সাহাবায়ে কিরামের জীবন যাপন পদ্ধতি কঠিন দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিল ঃ

اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِيًّا

মুজাহিদ (র) যাহ্হাক (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন, الاثاث অর্থ, মাল, ধন-সম্পদ। কেহ বলেন, الاثاث অর্থ কাপড়। কেহ বলেন, আসবাবপত্র الرئى। অর্থ সৌন্দর্য। ইব্ন আব্বাস (র) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, الرئى। অর্থ আকৃতি। মালিক (র) বলেন, اَثَاثًا وَّرِئْيًا। অর্থ ধন-সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্যের দিক হইতে অধিক উৎকৃষ্ট। মূলত সকল অর্থ কাছাকাছি।

(٧٥) قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا ٠

অনুবাদ ঃ (৭৫) বল, যাহারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাহাদিগকে প্রচুর ঢিল দিবেন যতক্ষণ না, তাহারা যে বিষয়ে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিবে, উহা শাস্তি হউক অথবা কিয়ামতই হউক। অতঃপর তাহারা জানিতে পারিবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও এক দলবলে দুর্বল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ্ করেন ঃ হে মুহাম্মদ! قُلْ-আপনি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন, যাহারা হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করে

مَنْ كَانَ فِى الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا

আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যাহারা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবকাশ দান করিবেন, এমন কি তাহাদের নির্দিষ্ট সময় শেষ হইবে। অতঃপর তাহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি ভোগ করিবে কিংবা আকস্মিকভাবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضْعَفُ جُنْدًا

তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, তাহারা যেই উৎকৃষ্ট বাসস্থান ও বৈঠক ঘরের দ্বারা তাহাদের সত্য হওয়ার পক্ষে দলীল পেশ করিয়াছিল, উহার মুকাবিলায় প্রকৃতপক্ষে কাহার বাসস্থান নিকৃষ্ট এবং কে অধিক অসহায়।

মুজাহিদ (র) فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا অর্থ করেন, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার হঠকারিতা ও বিরোধিতায় অধিক অবকাশ দান করেন। আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) ও এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ঐ সকল মুশরিকদের জন্য ইহা একটি চ্যালেঞ্জ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

বলুন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! যদি তোমরা ধারণা করিয়া থাক যে, তোমরাই আল্লাহ্র বন্ধু, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি স্বীয় দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। (সূরা জুমু'আ ঃ ৬) অর্থাৎ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যাহারা বাতিলপন্থি তাহাদের জন্য মৃত্যু কামনা কর। যদি বাস্তবিক তোমরা সত্যের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া থাক তবে তো তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু তাহারা ইহা অস্বীকার করিয়াছিল। সূরা বাকারায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সূরা আলে-ইমরানেও নাসারাদের সহিত মুবাহালা ও চ্যালেঞ্জ আলোচনা হইয়াছে। নাসারারা কুফ্রের উপর কঠোর হইল এবং বিরোধিতার উপর অটল রহিল এবং হযরত ঈসা (আ)-কে 'আল্লাহ্র পুত্র' বলিয়া বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদিগের চ্যালেঞ্জ ও মুবাহালা করিতে নির্দেশ দিলেন। উভয় পক্ষকে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র লইয়া ময়দানের গিয়া মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ ও লা'নতের দু'আ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। হযরত ঈসা (আ) যে আল্লাহ্র বান্দা ছিলেন, এবং হযরত আদম (আ)-এর মত আল্লাহ্র মাখ্লূক ছিলেন উহার দলীল প্রমাণ মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوْا اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ .

আপনার উপর সত্যের জ্ঞান আসিবার পরে যেই ব্যক্তি আপনার সহিত ঝগড়া করিবে আপনি তাহাকে বলিয়া দিন, আস আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিকে আমাদের স্ত্রীগণ ও তোমাদের স্ত্রীগণকে আমাদের সত্তাসমূহ ও তোমাদরে সত্তাসমূহকে ময়দান ডাকি, অতঃপর মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হওয়ার দু'আ করি (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬১)। কিন্তু তাহারা এইরূপ করিতে অস্বীকার করিল।

(٧٦) وَيَزِيْدُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৭৬) এবং যাহারা সৎপথে চলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে অধিক হিদায়াত দান করেন, এবং স্থায়ী সৎকর্মে তোমার প্রতিপালকের পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তিদিগকে অবকাশ দান ও তাহাদের গোমরাহীর বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিবার পর মু'মিনদের হিদায়েত বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا .

যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ বলতে থাকে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে, যাহার ঈমান এই সূরা বৃদ্ধি করিয়াছে। (সূরা তাওবা ঃ ১২৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالْبٰقِيَاتُ الصّٰلِحٰتُ অত্র আয়াত সম্পর্কে সূরা কাহফ-এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহার তাফসীর প্রসংগে হাদীসসমূহও বর্ণিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ مَّرَدًّا

ثَوَاب অর্থ বিনিময়, مردا অর্থ পরিণাম।

আবদুর রায্যাক (র) ... ... আবূ সালমাহ ইব্ন আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া একটি শুষ্ক ডাল ধরিয়া নাড়া দিয়া উহার পাতা ঝরাইতে ঝরাইতে বলিলেন, লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার সুবাহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ্" এই কালামসমূহ গুনাহ সমূহকে ঠিক এইরূপ ঝরাইতে থাকে যেমন ঝড়ো হাওয়া এই গাছের পাতা ঝরাইয়া ফেলে। হে আবূ দারদা! সেই সময় সমাগত হইবার পূর্বেই তুমি এই কলেমা সমূহের অযীফা করিতে থাক। যখন তোমার ও এই কলেমাসমূহের মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইবে না। وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ। চিরন্তন নেক্কাজসমূহ হইল ইহা, এবং ইহাই বেহেশতের ভাণ্ডার সমূহের একটি ভাণ্ডার।

আবূ সালামাহ (র) বলেন, অতঃপর আবূ দারদা (রা) যখনই এই হাদীসের আলোচনা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, অবশ্যই আমি 'লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার সুবাহানাল্লাহ্ ওয়ালহামদুলিল্লাহ-এর অযীফা করতেই থাকত। এমনকি জাহিল লোক যেন আমাকে দেখিয়া পাগল মনে করে। হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবূ দারদা (রা)-এর মাধ্যমেও আবূ সালামাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ মু'আবীয়াহ (র) ... ... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে সুনানে ইব্‌ন মাজায় হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٧٧) اَفَرَءَيتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ٠

(٧٨) اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ٠

(٧٩) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ٠

(٨٠) وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا ٠

অনুবাদ ঃ (৭৭) তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ উহাকে যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দেওয়া হইবেই। (৭৮) সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছে। অথবা দয়াময়ের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়াছে। (৭৯) কখনই নহে, তাহারা যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি করিতে থাকিব। (৮০) সে যে বিষয়ের কথা বলে, তাহা থাকিবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসিবে একা।

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্‌মাদ (র)...... খাব্বাব ইব্‌ন আল্ আরাত্ত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইব্‌ন ওয়াইলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। একবার আমি তাঁহার নিকট আমার পাওনা চাইতে আসিলে সে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! যাবৎকাল তুমি মোহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিবে, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করিব না। আমি তখন বলিলাম, কখনও নহে। আল্লাহ্‌র কসম! যাবৎ না তুমি মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইবে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অস্বীকার করিব না। তখন সে বলিল, আমার মৃত্যু পর পুনরায় যখন আমাকে উত্থিত করা হইবে, তখন তুমি আমার নিকট আসিবে, সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হইবে অনেক, তখন আমি তোমাকে দিব। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا ... وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا .

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আ'মাশ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত যে, হযরত খব্বাব (রা) বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। একবার আমি আ'স ইব্‌ন ওয়াইলের জন্য একটি তরবারী তৈয়ার করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার নিকট উহার মূল্য চাইতে গেলে সে বলিল, ... অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, 'عهد' অর্থ মজবুত প্রতিশ্রুতি। আবদুর রায্‌যাক (র) বলেন, সাওরী (র) ... ... খাব্বাব ইব্‌ন আরত্ত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় একজন কর্মকার ছিলাম, একবার আস ইব্‌ন ওয়াইলের কিছু কাজ করিলে, তাহার নিকট আমার কিছু দিরহাম পাওনা হইল। একবার আমি উহা চাইতে আসিলে সে আমাকে বলিল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিবে, আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করিব না। আমি বললাম, যাবৎ না তুমি মৃত্যুবরণ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইবে, আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অমান্য করিব না। সে বলিল, আমাকে উত্থিত করা হইলে সেখানেও আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হইবে। হযরত খব্বাব (রা) বলেন, অতঃপর আমি তাহার এই কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলাম, তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا ......

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কয়েক জন সাহাবী আস ইব্‌ন ওয়াইলের নিকট তাহাদের পাওনা চাহিতে গেলে সে বলিল, তোমরা না বল বেহেশ্‌তের মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, রেশম এবং নানা প্রকার ফলমূল আছে? তাঁহারা বলিলেন, অবশ্যই। তখন সে বলিল, আচ্ছা তাহা হইলে পরকালেই তোমাদের পাওনা পরিশোধ করিবার ওয়াদা থাকিল। আল্লাহ্‌র কসম! সেখানে আমার বহু ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি হইবে। এবং তোমাদের কিতাবে যেই সকল বস্তুর উল্লেখ রহিয়াছে, আমাকে উহাও দান করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

اَفَرَاَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا .... وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا

মুজাহিদ (র) কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক তাফসীরকার এইরূপ বলিয়াছেন যে, আয়াতটি আ'স ইব্‌ন ওয়াইল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মহান আলাহ্‌র বাণী ঃ

لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا আয়াতের ولد শব্দের واو কেহ কেহ পেশ সহ পড়িয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ যবর সহও পড়েন। উভয় কিরাতের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কবি রূবা বলেন ঃ

الحمد لله العزيز فردًا * لم يتخذ من ولد شئ ولدً

সমস্ত প্রশংসা সেই মহাসম্মানিত এক আল্লাহ্র জন্য যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। অত্র কবিতায় ولد শব্দটি পেশ সহ ও যবর সহ উভয় প্রকার ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কবি হারেস ইব্ন হালযাহ বলেন ঃ

ولقد رأيت معاشرا * قد ثمروا مالا وولدًا

আমি অনেক লোকজন দেখিয়াছি যাহারা মাল ও সন্তান লাভ করিয়াছে। অত্র কবিতায় وَلد শব্দটি واو কে যবরসহ পড়া হয়। অন্য এক কবি বলেন ঃ

فليت فلانا كان فى بطن امه * وليت فلانًا كان ولد حمار

হায়! যদি অমুক মায়ের গর্ভেই থাকিত। হায় যদি অমুক গাধার বাচ্চা হইত। অত্র কবিতায় ولد শব্দটির واو কে পেশসহ পড়া হয়। অথচ অর্থ একই। কেহ কেহ বলেন, الولد এর واو কে পেশসহ পড় হইলে বহুবচন হইবে এবং যবরসহ পড়া হইলে একবচন হইবে। ইহা হইল কায়িস গোত্রের ভাষা।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَطَّلَعَ الْغَيْبَ সে কি গায়েব জানিয়াছে? যেই ব্যক্তি বলে لَأُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا অবশ্যই আমাকে মাল ও সন্তান দান করা হইবে, তাহার কথাকে অস্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, সে কি ইহা জানিতে পারিয়াছে যে কিয়ামত দিবসে তাহার ধন-সম্পদ হইবে যেই কারণে সে কসম করিয়া এই কথা বলিয়াছে? أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا নাকি সে রাহমানের আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছে যাহা তিনি অবশ্যই পালন করিবেন? পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ইমাম বুখারী (র) 'عهد'-এর অর্থ করিয়াছেন মযবুত প্রতিশ্রুতি। যাহহাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا-এর তাফসীর করেন, নাকি সে লা-ই-লা-হা ইল্লাল্লাহু বলিয়াছে যাহার বিনিময়ে সে আশা রাখে? মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন,

إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

কিন্তু যেই ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর সাক্ষ্য দান করিয়াছে। অর্থাৎ عهد দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ বুঝান হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ كلا এই অব্যয়টি পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতিবাদ ও পরবর্তী বিষয়ের তাকীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ সে যে কুফরী বিষয় কথা বলিতেছে, এবং নিজের জন্য ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির আশা প্রকাশ করিতেছে আমি উহা লিখিয়া রাখিতেছি। وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا তাহার ঐ কথা ও কুফরের কারণে

পরকালে তাহার শাস্তি বৃদ্ধি করিব। وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ সে যাহা বলিতেছে যে পরকালে সে আরো অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মালিক হইবে, ইহার বিরপরীত এবং দুনিয়ায় তাহার যাহা কিছু আছে উহা আমি কাড়িয়া লইব। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ত্যাগ করিয়া একাই আমার নিকট আসিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ এর অর্থ হইল আ'স ইব্ন ওয়াইল যেই মাল ও সন্তান-সন্ততির কথা বলিতেছে আমি উহার মালিক হইব।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর কিরাতে وَنَرِثُهُ مَا عِنْدَهُ বর্ণিত অর্থাৎ তাহার নিকট যাহা কিছু আছে তাহার মৃত্যুর পর আমিই উহার মালিক হইব। কাতাদাহ্ (র) وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا -এর অর্থ করেন, সে আমার নিকট মাল ও দৌলত ও সন্তান-সন্ততি ছাড়াই আসিবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) বলেন وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ দুনিয়ায় সে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে ও কাজ করিয়াছে আমি উহার মালিক হইব। وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا এবং সে সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থায়ই আমার নিকট আসিবে। কমবেশী কিছুই সে সাথে করিয়া আনিবে না।

(٨١) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ٠

(٨٢) كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ٠

(٨٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا ٠

(٨٤) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ٠

অনুবাদ ঃ (৮১) তাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করে এই জন্য যাহাতে উহারা তাহাদিগের সহায় হয়। (৮২) এখনই নহে উহারা তাহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। (৮৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদিগের জন্য শয়তানদিগকে ছাড়িয়া রাখিয়াছি, উহাদিগকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করিবার জন্য। (৮৪) সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে তাড়াতাড়ি করিও না। আমি তো গণনা করিতেছি উহাদিগের নির্ধারিত কাল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দান করিতেছেন, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত অন্যান্য ইলাহ্ স্থির করে যেন তাহাদের দ্বারা তাহারা ইজ্জত সম্মান লাভ করিতে পারে। অতঃপর তিনি বলেন, তাহারা যেই ধারণা করিয়াছে, বাস্তবে উহা সংঘটিত হইবে না।

ইরশাদ হইয়াছে যে,

كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ কখনও নহে, অচিরেই কিয়ামতে তাহাদের উপাস্যরা তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এবং তাহারা তাহাদের বিরোধী হইয়া পড়িবে। অথচ, তাহারা ধারণা করিয়াছিল অন্য কিছু।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ .

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে? যে আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন কিছুকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের জবাব দিবে না। বস্তুত তাহারা তাহাদের সম্পর্কে অবগতই নহে। আর যখন সমস্ত লোককে একত্রিত করা হইবে তখন উপাস্য সকল উপাসকের শত্রু হইয়া দাড়াইবে এবং তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৫-৬)

আবূ নুহাইক (র) এখানে كُلٌّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ সকল উপাসকরাই সেই দিন অন্যের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। সুদ্দী (র) كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ অর্থ করেন, তাহারা মুর্তিপূজাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا কাফিররা যেমন আশা করিয়াছিল উহার বিপরীত তাহাদের উপাস্যরা তাহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। মুজাহিদ (র) وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا এর অর্থ করিয়াছেন, উপাস্যরা উপাসকদের শত্রু হইবে, তাহাদের সহিত তাহারা ঝগড়া করিবে এবং তাহাদের উপাসনাকে অস্বীকার করিয়া বসিবে। সুদ্দী (র) বলেন, উপাস্যরা উপাসকদের চরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যাহ্‌হাক (র)ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, الضد। অর্থ البلاء। বিপদ। ইকরিমাহ (র) বলেন, الضد। অর্থ الحسرة।-অনুতাপ-অনুশোচনা।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا .

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) تَؤُزُّهُمْ اَزًّا এর অর্থ করিয়াছেন, تغويهم اغواء অর্থাৎ হে নবী! আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, শয়তানদিগকে কাফিরদের নিকট প্রেরণ করি যাহারা তাহাদিগকে চরমভাবে গুমরাহ করে। আওফী (র) ইহার অর্থ করেন,

যাহারা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, যাহারা চরমভাবে কামনা বাসনা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, যাহারা কাফিরদিগকে আল্লাহ্র বিরোধিতা ও অবাধ্যতার চরম পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দেয়। সুফিয়ান সাওরী (র) ইহার অর্থ করেন, যাহারা তাহাদিগকে উত্তেজিত করে ও অস্থির করিয়া তোলে। সুদ্দী (র) বলেন, অর্থ হইল, যাহারা তাহাদেরকে চরম হঠকারী বানাইবে।

আবদুর রহমান যায়িদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঠিক

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ .

এর মত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া জীবনযাপন করে আমি তাহার জন্য একজন শয়তান সঙ্গী নির্ধারিত করি। (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا

হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তাহাদের উপর শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমি তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিয়া রাখিয়াছি। অতএব অবশ্যই তাহারা শাস্তি ভোগ করিবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

আপনি যালিম লোকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আল্লাহ্কে অনবহিত মনে করিবেন না। (সূরা ইবরাহীম)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

অতএব আপনি কাফিরদিগকে অবকাশ দিন। মাত্র কিছুদিনের জন্য অবকাশ দিন (সূরা তারিক ঃ ১৭)।

اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا

আমি তাহাদিগকে এই জন্য ঢিল দেই যেন তাহারা অধিক পাপ করিতে পারে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ

আমি তাহাদিগকে অল্প সময়ের জন্য ভোগ করিতে দিতেছি অতঃপর তাহাদিগকে চরম কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব। (সূরা লুকমান ঃ ২৪)

قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ .

আপনি বলুন, তোমরা ভোগ করিতে থাক। অতঃপর দোযখই হইবে তোমাদের ঠিকানা। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৩০)

সুদ্দী (র) বলেন اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا। এর অর্থ হইল, আমি তাহাদের বৎসর, মাস, দিন ও ঘন্টাসমূহ গণনা করিয়া রাখিতেছি। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) اِنَّمَا। نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا-এর অর্থ করেন, আমি দুনিয়ায় তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাসকে গণনা করিয়া রাখিতেছি।

(٨٥) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا •

(٨٦) وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا •

(٨٧) لَا يَمْلِكُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا •

অনুবাদ ঃ (৮৫) যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদিগকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করিব, (৮৬) এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে খেদাইয়া লইয়া যাইব। (৮৭) যে দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে ব্যতিত অন্য কাহারও সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌র যেই সকল পরহেযগার বান্দাগণ যাহারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌কে ভয় করিত, তাঁহার রাসূলগণের অনুসরণ করিত, তাঁহাদের আনিত নির্দেশসমূহ মানিত। তাঁহারা যেই সকল বিষয়ের হুকুম করিতেন, তাঁহারা উহা পালন করিত। যেই সকল বিষয় হইতে নিষেধ করিতেন, তাহা হইতে বিরত থাকিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, তিনি তাঁহার এই সকল বান্দাগণকে স্বীয় মেহমান হিসাবে কিয়ামতে একত্রিত করিবেন। الوفد। বলা হয়, সেই সকল মেহমানকে যাহারা সাওয়ার হইয়া আগমন করে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র ঐ সকল মেহমানগণ নূরের সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া আল্লাহ্‌র মহাসম্মানিত শাহী অতিথি ভবনে আগমন করিবেন। অপর দিকে যাহারা অপরাধী, যাহারা রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছে, যাহারা তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহাদিগকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ধাক্কা মারিয়া মারিয়া জাহান্নামে হাঁকাইয়া দেওয়া হইবে। وِرْدًا। অর্থ পিপাসার্ত অবস্থায়। আতা, ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ,হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। জাহান্নামীদের যখন এই অবস্থা হইবে তখন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

اَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّخَيْرٌ نَدِيًّا

বল তো, এই দুই দলের মধ্যে কোন দলের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং কাহার মজলিস ও সাথী-সঙ্গী উত্তম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র)....... ইব্‌ন মারযূক হইতে

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

এর তাফসীর বলেন, মু'মিন যখন কবর হইতে বাহির হইবে তখন সে তাহার সম্মুখে একজন অতি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে। তাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? লোকটি বলিবে, তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না। মু'মিন বলিবে, না তুমি তো অত্যধিক সুন্দর ও সুগন্ধির অধিকারী। তখন সে বলিবে, আমি তো তোমার নেক আমল। দুনিয়ায় তুমি এইরূপ সুন্দর সুগন্ধিযুক্ত আমলের অধিকারী ছিলে। তোমার উপর আমি দুনিয়ায় আরোহণ করিয়া বেড়াইয়াছি। এস এখন আমি তোমাকে আমার উপর আরোহণ করাইব। অতঃপর মু'মিন তাহার উপর আরোহণ করিবে।

মহান আল্লাহ্

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

এর মধ্যে এই বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, যেইদিন আমি পরহেযগার বান্দাগণকে সাওয়ার করাইয়া পরম করুণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্‌ন জরীর (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন আমি উটের উপর আরোহণ করাইয়া পরহেযগার বান্দাগণকে পরম করুণাময়ের নিকট সমবেত করিব। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, ইহার অর্থ, উত্তম দ্রুত ঘোড়ার উপর আরোহণ করাইয়া সমবেত করা হইবে। সাওরী (র) বলেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করান হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, পরহেযগার বান্দাগণকে বেহেশ্‌তে সমবেত করা হইবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহ্‌মাদ (র) তাঁহার পিতার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, সুওয়াইদ ইব্‌ন সাঈদ (র) নু'মান ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আলী (রা)-এর নিকট বসাছিলাম। তখন তিনি

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

পাঠ করিয়া বলিলেন, সম্মানিত অতিথিগণের ইহা নিয়মই নহে যে, তাহারা পায়ে হাঁটিয়া আগমণ করিবেন রবং কিয়ামত দিবসে তাঁহারা এমন নূরের বাহনে আরোহণ করিবেন যে, উহা অপেক্ষা উত্তম বাহন কোন দিন কেহ দেখে নাই। উহার উপরে স্থাপিত হাওদা হইবে স্বর্ণের তৈয়ারী। উহার উপর আরোহণ করিয়া তাঁহারা বেহেশতের দ্বারে উপনীত হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইবন জরীর (র) হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের বর্ণনায় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সাওয়ারীর হাওদা হইবে স্বর্ণের এবং নকীল হইবে মণিমুক্তা পাথরের।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) এখানে একটি অতি আশ্চর্যজনক রিওয়ায়েতের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ... ... আবূ মু'আজ বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছিলেন, তখন তিনি

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا

পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মেহমান তো সাওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়াই আগমণ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, মু'মিনগণ যখন কবর হইতে বাহির হইবে, তখন তাহাদের জন্য সাদা উষ্ট্রী আনা হইবে যাহার ডানা থাকিবে, উহার উপরে স্বর্ণের হাওদা থাকিবে; পশুগুলি উজ্জ্বল হইবে। দৃষ্টির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উহার এক এক কদম গিয়া পড়িবে। এইভাবে দ্রুত চলিয়া বেহেশ্তের গাছের নিচে আসিবে, যাহার মূল হইতে দুইটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইবে। উহার একটি হইতে তাঁহারা পানি পান করিবে। ফলে তাঁহাদের পেট ও অন্তর হইতে সকল ময়লা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। অপরটিতে তাঁহারা গোসল করিবে, ফলে তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল হইবে, এবং আর কখনও তাঁহাদের শরীরে ও চুলে ময়লা জমিবে না। খুশীতে তাঁহাদের চেহারা উজ্জ্বল হইবে। অতঃপর তাঁহারা বেহেশতের দ্বারে আসিবে। সেখানে তাঁহারা স্বর্ণের তক্তার উপরে লাল ইয়াকূতের হাল্কা দেখিতে পাইবে। হাল্কার সাহায্যে তক্তার উপর আঘাত করিলে অন্তর কাগনে সুরে বাজিয়া উঠিবে। বেহেশ্তের সুন্দরী রমণী হূরদের কানে এই সুর পৌঁছিতেই তাহারা বুঝিবে যে, তাহাদের স্বামীগণ আগমন করিয়াছেন। তখন বেহেশ্তের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। বেহেশ্তের প্রহরী উজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া তাহাদের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িবে। সে বলিবে, আমি আপনার খাদেম, আপনার কাজের জন্যই আমি নির্ধারিত। তাঁহার সহিত চলিতে থাকিবে। বেহেশতের হূরগণ অস্থিরতার সহিত তাঁহার অপেক্ষায় থাকিবে। অতঃপর তাঁহারা মুক্তা ও ইয়াকূতের তাঁবু হইতে বাহির হইয়া তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। এবং বলিবে আমি আপনার পরম আপনজন।

আমি চিরজীবি, আমার কখনও মৃত্যু ঘটিবে না। আমি অসীম নিয়ামতের অধিকারিনী, কখনও আমার নিয়ামত শেষ হইবে না। আমি চির আনন্দিত কখনও আমি অসন্তুষ্ট হইব না। আমি চিরদিন আপনার নিকটই অবস্থান করিব, কখনও পৃথক হইব না। অতঃপর সে এমন একটি ঘরে প্রবেশ করিবে, তাহার ভিত্তি হইতে ছাদ পর্যন্ত এক হাজার হাত উঁচু লাল, হলুদ ও সবুজ বর্ণের মুক্তা দ্বারা ঘরগুলি নির্মিত। উহার কোন কোনটির সাদৃশ নহে। প্রত্যেক ঘরে সত্তরটি করিয়া পালংক রহিয়াছে। প্রত্যেক পালংকের উপর সত্তরটি তোষক এবং প্রত্যেক তোষকে সত্তরজন স্ত্রী, প্রত্যেক স্ত্রীর গায়ে সত্তর জোড়া কাপড়। কিন্তু তবুও সেই সকল কাপড়ের মধ্য দিয়া তাহাদের পায়ের গোছার মগজ দেখা যাইবে। তাহাদের সহিত মিলনের জন্য দুনিয়ার পূর্ণ এক রাত্রের সমান পরিমাণ সময় প্রয়োজন হইবে। তাহাদের তলদেশ দিয়া নানা প্রকার নহর প্রবাহিত হইবে, পরিষ্কার সাদা পানির নহর, দুধের নহর, যাহার স্বাদের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং না উহা কোন গাভীর স্তন্য হইতে নির্গত। সুস্বাদু পবিত্র শরাবের নহর, যাহা কোন মানুষ আঙ্গুরের রস নিংগড়াইয়া তৈয়ার করে নাই। পরিষ্কার মধুর নহর, যাহা মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই। ফলে পরিপূর্ণ গাছ তাহার নিকট দুলিতে থাকিবে ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইয়া, ইচ্ছা করিলে বসিয়া, ইচ্ছা করিলে শুইয়া শুইয়া উহা ভক্ষণ করিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

তাহাদের উপরে বেহেশ্তের গাছের ছায়াসমূহ ঝুঁকিয়া থাকিবে এবং উহার ফলপুঞ্জ তাহাদের আয়াত্ত্বাধীন থাকিবে (সূরা দাহর ঃ ১৪)।

অতঃপর তাঁহারা গোশ্‌ত খাইবার ইচ্ছা করিলে, আপনা আপনিতে সাদা সবুজ পাখি উড়িয়া আসিবে, ইহার ডানা পেশ করা হইবে যেইদিক হইতে ইচ্ছা খাইবে অতঃপর আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে পাখি জীবিত হইয়া উড়িয়া যাইবে। অতঃপর তাঁহার নিকট ফিরিশ্‌তা আগমন করিবে এবং সালাম করিবে। এবং এই সুসংবাদ দান করিবে ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মের দরুন্‌ এই বেহেশ্‌তের মালিক করা হইয়াছে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭২)

যদি বেহেশ্‌তের সুন্দরী রূপসী হূরদের একটি চুল ও দুনিয়ায় পড়িত সূর্যের আলোর মধ্যে কালো দাগ পড়িয়া যাইত। হাদীসটি মারফূ'রূপে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত আলী (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

আর অপরাধীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইব। لاَ يَمْلِكُوْنَ الشَّفَعَةَ অর্থাৎ মু'মিনগণ একে অপরের জন্য সুপারিশ করিবে। কিন্তু তাহাদের (কাফির ও মুশরিকদের) এমন কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ وَلاَ صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ

হায়! আমাদের জন্য না তো কোন সুপারিশকারী আছে আর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে (সূরা শু'আরা ঃ ১০০-১০১)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

اِلاَّ। শব্দটি এখানে ইস্তিসনা মুনকাতী হিসাবে لكن এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, কিন্তু যেই ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আল্লাহ্র নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র)... ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি অত্র আয়াত পাঠ করিয়া عهد এর এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তিনি বলেন, عهد এর অর্থ হইল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর-এর সাক্ষ্য প্রদান করা, অন্যের পূজা অর্চনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং আল্লাহ্র নিকট হইতেই যাবতীয় আশা আকাঙক্ষা পূর্ণ হইবার কামনা করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসমান ইব্ন খালিদ ওয়াসিতী (র) ... ... আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) اِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا। পাঠ করিলেন, অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ যেই ব্যক্তি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে, সে দণ্ডায়মান হউক। সমবেত লোকজন বলিল, হে আবূ আবদুর রহমান! আমাদিগকেও উহা শিক্ষা দান করুন। তিনি বলিলেন তোমরা বল,

اَللّٰهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة فانى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا إنك ان تكلنى إلى عملى يقربنى من الشر ويبا عدنى من الخير وإنى لا اثق الا برَحمتك فاجعل لِى عندك عهداً تُؤدّيه إلى يوم القيامة إنك لاَ تُخلف الميعاد .

হে আল্লাহ্! হে আসমান সমূহ যমীনের সৃষ্টিকর্তা। হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বস্তুর পরিজ্ঞাতা! আমি আপনার নিকট হইতে এই পার্থিব জীবনে প্রতিশ্রুতি লইতে চাই, যদি আপনি আমাকে আমার কাজের প্রতি অর্পণ করেন তবে উহা আমাকে অন্যায় কাজের নিকটবর্তী করিবে এবং ন্যায় কাজ হইতে দূরে ঠেলিবে। আমি তো কেবল আপনার রহমতের উপর ভরসা করি। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক প্রতশ্রুতি দান করুন। যাহা আপনি কিয়ামত দিবসে পালন করিবেন, আপনি তো আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। রাবী মাসঊদী (রা) বলেন, অতঃপর রাবী যাকারিয়া (রা) ... ... হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি উল্লিখিত দু'আর সহিত এই শব্দগুলিও সহযোগ করিয়াছেন।

خَائِفًا مُسْتَجِيْرًا مُسْتَغْفِرًا رَاهِبًا رَاغِبًا اِلَيْكَ

হে আল্লাহ্! আমি ভীত হইয়া আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, আপনার রহমতের প্রতি উৎসাহী হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অপর একটি সূত্রেও মাসঊদী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٨٨) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۰

(٨٩) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۰

(٩٠) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۰

(٩١) اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۰

٩٢) وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۰

(٩٣) اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۰

(٩٤) لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۰

(٩٥) وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۰

অনুবাদ ঃ (৮৮) যাহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। (৮৯) তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করিয়াছ। (৯০) ইহাতে যেন আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হইবে ও পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া আপতিত হইবে। (৯১) যেহেতু তাহারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। (৯২) অথচ, সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নহে। (৯৩) আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হইবে না বান্দারূপে। (৯৪) তিনি তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনি তাহাদিগকে বিশেষভাবে গণনা করিয়াছেন। (৯৫) এবং কিয়ামতের দিবস উহাদিগের সকলেই তাহার নিকট আসিবে একাকী অবস্থায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরায় হযরত ঈসা (আ)-এর বান্দা হওয়ার বিষয় ও হযরত মারইয়াম হইতে বিনা বাপে সৃষ্টি করিবার কথা উল্লেখ করিবার পর সেই সকল লোকদের ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন যাহারা তাঁহার সন্তান গ্রহণের কথা বলিয়া বেড়ায়। অথচ, মহান আল্লাহ্ উহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং তাঁহার মর্যাদা উহা হইতে বহু উর্ধে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا

তাহারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন, তোমরা তোমাদের এই কথায় বড়ই গুরুতর বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও মুজাহিদ ও মালিক (র) বলেন, اِدًّا অর্থ গুরুতর। اِدّ শব্দটির হামযাকে যের ও মদ সহ পড়া যায়। কিন্তু যের সহ পড়া অধিক প্রচলিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

আল্লাহ্র বড়ত্ব ও মাহাত্ম অনুধাবন করিয়া সম্ভবত আসমনসমূহ ফাটিয়া যাইবে, যমীন বিদীর্ণ হইবে এবং পর্বতমালা খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যাইবে। কারণ তাহারাও আল্লাহ্র মাখলূক এবং আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ না। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই; তাঁহার কোন সন্তান নাই; নাই কোন স্ত্রী। তিনি অদ্বিতীয় ও বে-নিয়ায। আসমান, যমীনও পর্বতমালার ও এই বিশ্বাস।

وَفِىْ كل شَىْءٍ لَه اٰيـة * تدل على اُنه وَاحد

প্রত্যেক বস্তুতেই তাঁহার নিদর্শন রহিয়াছে যাহা তাঁহার একত্ববাদেরই প্রমাণ।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আলী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আসমানসমূহ, যমীন, পর্বতমালা, মানুষ ও জিন্ ব্যতিত সকল মাখলূকই শিরকের কারণে শংকিত এবং আল্লাহ্‌র আযমত মহত্বের কারণে তাহারা সম্ভবত ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন শিরকসহ কোন মুশরিকের কোন নেক আমল উপকারী নহে, অনুরূপভাবে আমরা আশা করি তাওহীবাদীদের গুনাহ ও আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতপ্রায় লোকদিগকে কলেমায়ে শাহাদত শিক্ষাদান কর। যেই ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে এই কলেমা উচ্চারণ করিবে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব হইবে। তখন সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যেই ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় বলিবে? তিনি বলিলেন, তাহার জন্যও ওয়াজিব হইবে, তাহার জন্যও ওয়াজিব হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যদি সমস্ত আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ যাহা উহার মাঝে ও যাহা উহার নিচে সব কিছুই এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কলেমায়ে শাহাদত অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে শাহাদাতের পাল্লাই ভারী হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ الْاَرْضُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

এর অর্থ হইল আসমাসমূহ আল্লাহ্‌র আযমত ও মহত্বের ভয়ে ফাটিয়া যাইবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, تَنْشَقُّ الْاَرْضُ -এর অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র ক্রোধে যমীন বিদীর্ণ হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, هدا অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, هَدًّا অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়া। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক পাহাড় অপর পাহাড়কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে হে অমুক পাহাড়! আজ কি তোমার উপর আরোহণ করিয়াছে যে আল্লাহ্‌র যিকির করিয়াছে। সে আনন্দের সহিত হাঁ, বলিয়া জবাব দেয়। পাহাড় উত্তম কথাও শ্রবণ করে। শুধু কি মিথ্যা ও বাতিল কথা শ্রবণ করে আর অন্য কথা শ্রবণ করে না এমন নহে।

অতএব তিনি মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا

পাঠ করিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, মুনযির ইব্‌ন শাদান ... ... গালিব ইব্‌ন আজরাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক সিরিয়াবাসী

আমাকে মিনার মসজিদে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন যমীন সৃষ্টি করিলেন এবং উহাতে গাছ-পালা সৃষ্টি করিলেন, তখন সমস্ত গাছ-পালা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইত এবং যমীন ও গাছ-পালা দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিল যাবৎ না তাহাদের মুখ হইতে এই মিথ্যা কথা উচ্চারিত হইল যে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তাহাদের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল তখন যমীন প্রকম্পিত হইল এবং গাছের কাঁটা ধরিল। কা'ব ইব্‌ন আহবার ((র) বলেন, যখন মানুষ এই ভয়াণক কথা বলিল, ফিরিশ্‌তা ক্রোধান্বিত হইল এবং জাহান্নাম উত্তেজিত হইল।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবীয়া (র) ... ... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন কষ্টদায়ক উক্তি শ্রবণ করিয়া আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক ধৈর্যধারণ্‌কারী আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে আর তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে রাখেন ও তাহাদিগকে রিযিক দান করেন। এবং তাহদিগকে বিপদ হইতে দূরে রাখেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

اِنَّهُمْ يَجْعَلُوْنَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعْفِيْهِمْ

তাহারা তো আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্থ করে অথচ, তিনি তাহাদিগকে রিযিক দান করেন এবং নিরাপদে রাখেন।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا يَنْبَغِىْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

আল্লাহ্‌র মহত্ব ও প্রতাপের প্রেক্ষিতে তাঁহার জন্য কোন সন্তান গ্রহণ করা শোভনীয় নহে। কারণ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নাই। সমস্ত মাখলুক তাঁহার গোলাম ও সেবাদাস।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا .

আসমান ও যমীনের সকলেই পরম করুণাময়ের দরবারে গোলাম হইয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তাহাদিগকে রীতিমত গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ তাহার সৃষ্টির পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত নর-নারী, ছোট-বড় সকলেরই সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে তিনি অবগত। وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا তাহাদের সকলেই কিয়ামত দিবসে একাকী

আসিবে। আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার কোন সাহায্যকারী, কোন আশ্রয়দাতা নাই। তিনি এক অদ্বিতীয়। তিনি তাঁহার মাখলূক ও সৃষ্টি জীবের মধ্যে যাহা ইচ্ছা হুকুম করিবেন। তাতে তিনি ইনসাফ করিবেন কাহারও প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করিবেন না।

(٩٦) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

(٩٧) فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا

(٩٨) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ٠

অনুবাদ ঃ (৯৬) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় তাহাদিগের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা। (৯৭) আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি। যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডা-প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার। (৯৮) তাহাদিগের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠিকে বিনাস করিয়াছি। তুমি কি তাহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনিতে পাও?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার মু'মিন বান্দাগণের জন্য যাহারা সৎকর্ম করে। অর্থাৎ যেই আমলে মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন এবং যাহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়াত মুতাবিক সংগঠিত হয়। এই ধরণের আমলের অধিকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নেকবান্দার অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসা বদ্ধমূল করিয়া দেন। এই সম্পর্কে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আফফান (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালবাসি, অতএব তুমিও ভালবাস সুতরাং হযরত জিব্রীল (আ) তাঁহাকে ভালবাসিতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি আসমানের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করেন, মহান আল্লাহ্ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে ভালবাস। অতঃপর আসমানবাসীরা তাঁহাকে ভালবাসিতে থাকে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাঁহাকে সাদরে সকলে গ্রহণ করে।

আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখন তিনি জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, হে জিব্রীল! আমি অমুকের প্রতি অসন্তুষ্ট, অতএব তুমি তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি আসমানের সমস্ত ফিরিশ্তগণের মধ্যে ঘোষণা করেন আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের সহিত শত্রুতা পোষণ করেন, তোমরাও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর আসমানের সকল ফিরিশ্তা তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করে। ইহার পর পৃথিবীতেও তাহার প্রতি শত্রুতা অবতীর্ণ করা হয়। ইমাম মুসলিম (র) সুহাইল (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ ও বুখারী (র) ইব্ন জুরাইজ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাকির (র) ... ... হযরত সাওবান (রা) হইতে তিনি হযরত নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র কোন বান্দা যখন তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে এবং তাঁহার মনোনীত ও পসন্দনীয় কাজে লিপ্ত হয়। তখন তিনি বলেন, হে জিব্রীল! আমার অমুক বান্দা আমার সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণ করিতেছে। জানিয়া রাখ, আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সে আমার রহমতপ্রাপ্ত। তখন হযরত জিব্রীল (আ) বলেন, অমুকের প্রতি আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হইয়াছে। অতঃপর আরশ বহনকারী ফিরিশ্তাগণ ও এই একই কথা বলেন। এমনকি সাত আসমানের সকল ফিরিশ্তা এই কথা বলেন। অতঃপর পৃথিবীতে সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। হাদীসটি গারীব।

ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মহব্বত ও ভালবাস ও সুখ্যাতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আসমান হইতে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) ঘোষণা করেন, তোমাদের প্রতিপালক অমুককে ভালবাসেন, অতএব তোমরাও ভালবাস। আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) বলেন, আমার বিশ্বাস আমার উস্তাদ শরীক (র) বলিয়াছেন, অতঃপর মহব্বত-ভালবাসা যমীনে অবতীর্ণ হয়। আর আল্লাহ্ যখন কোন বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন তিনি জিব্রীল (আ)-কে বলেন, অমুকের প্রতি আমি শত্রুতা পোষণ করি, অতএব তুমিও শত্রুতা পোষণ কর। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) আসমানের ফিরিশতাগণকে বলেন, তোমাদের প্রতিপালক অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন, অতএব তোমরাও তাহার

প্রতি শত্রুতা পোষণ কর। আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) বলেন, আবার বিশ্বাস আমার উস্তাদ শরীক (র) বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার জন্য পৃথিবীতে অসন্তুষ্টি ছড়াইয়া পড়ে। হাদীসটি গারীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি হযরত জিব্রীল (আ)-কে ডাকিয়া বলেন, আমি অমুককে ভালবাসি, অতএব তুমিও তাঁহাকে ভালবাস। অতএব তাঁহার জন্য ভালবাসা অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবীরবাসীগণ তাঁহাকে ভালবাসিতে শুরু করে।

আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) উভয়ই দারওয়ারদী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, وُدًّا অর্থ ভালবাসা। মুজাহিদ (র) বলেন, অত্র আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মধ্যে তাঁহার ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও ভালবাসেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁহার মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। মুজাহিদ (র) যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, দুনিয়ায় মুসলমানদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেন, উত্তম রিযিক দান করেন-এবং তাঁহার সুখ্যাতি অবশিষ্ট থাকে। কাতাদাহ (র)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার লোকদের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। হারম ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, যেই বান্দা আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হয়, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের অন্তর সমূহ তাঁহার প্রতি ঝুঁকাইয়া দেন। ফলে তাহারা তাঁহাকে মহব্বত করে ও ভালবাসেন। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলিতেন, যে কোন বান্দা কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তাহার আমলের চাদর পরিধান করাইয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... হাসান বস্রী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি বলিল, আমি এমনভাবে আল্লাহ্র

ইবাদত করিব যে, আমার সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়, অতঃপর সালাতের প্রতি এমনভাবে নিবিষ্ট হইল যে সর্বদাই তাহাকে সালাতের জন্য দণ্ডায়মান পাওয়া যাইত। সর্বপ্রথম সে মসজিদে প্রবেশ করিত এবং সর্বশেষে বাহির হইত। অথচ, কেহই তাহাকে সম্মান করিত না। এইভাবে সে সাত মাস অতিবাহিত করিল। কিন্তু যখন মানুষের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত তখন বলিত, তোমরা একজন রিয়াকার দেখ। একদিন সে বলিল, প্রত্যেকেই তো আমার খারাপ সমালোচনা করে। এখন হইতে কেবল আমি আল্লাহ্র জন্যই ইবাদত করিব। সে কেবল তাহার নিয়াত পরিবর্তন করিল কিন্তু ইবাদত একটুও বৃদ্ধি করিল না। কিন্তু এখন মানুষের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে, তাহারা বলিত আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের প্রতি রহমত করিয়াছেন। অতঃপর হাসান (র) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا

ইব্ন জরীর (র) একটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর হিজরত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ অত্র সূরায় একটি আয়াতও হিজরতের পর অবতীর্ণ হয় নাই। পূর্ণ সূরাটিই হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সনদ দ্বারাও বর্ণিত নহে।

আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ ঃ

فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ

হে মুহাম্মদ (সা) আমি কুরআনকে আপনার ভাষার জন্য আরবী ভাষায় সহজ করিয়াছি। لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ যেন আপনি ইহার সাহায্যে মুত্তাকীগণকে অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করিতে পারেন وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا আর ঝগড়াটে কাওমকে যেন সতর্ক করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা সত্য হইতে সরিয়া গিয়া বাতিলের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বলে। لُدًّا হইল সেই সকল লোক যাহারা সরল সঠিক পথে চলে না। সাওরী (র) ... ... আবূ সালিহ্ (র) হইতে وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا অর্থ করিয়াছেন, যেন আপনি সত্য পথ হইতে সরিয়া বক্রপথে পরিচালিত লোকদিগকে সতর্ক করিতে পারেন। যাহ্হাক (র) বলেন, اَلْاَلَدُّ অর্থ ঝগড়াটে। কুরতুবী (র) বলেন, اَلْاَلَدُّ অর্থ মিথ্যাবাদী। হাসান বাস্রী (র) বলেন, قَوْمًا لُدًّا অর্থ সত্য হইতে বধির কাওম। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, قَوْمًا لُدًّا অর্থ সেই

সকল লোক যাহাদের অন্তর, কর্ণ বধির। কাতাদাহ (র) বলেন, قَوْمًا لُدًّا দ্বারা এইখানে কুরাইশদিগকে বুঝান হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, قَوْمًا لُدًّا অর্থ ফাসিক সম্প্রদায়। লাইস ইব্ন আবূ সালীম (র) মুজাহিদ (র) হইতে ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, اُلاَلَدًّا অর্থ চরম অত্যাচারী ব্যক্তি। এই অর্থ করিয়া তিনি ইহার সমর্থনে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ সে চরম ঝগড়াটে লোক।(সূরা বাকারা ঃ ২০৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ

তাহাদের পূর্বে আমি এমন বহু লোক ধ্বংস করিয়াছি যাহারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُ رِكْزًا

আপনি কি তাহাদের কাহাকেও দেখিতে পান। ইব্ন আব্বাস (রা) আবুল আলীয়াহ, ইকরিমাহ, হাসান বাসরী, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, رِكْزًا অর্থ আওয়াজ, শব্দ। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আপনি কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পান কিংবা কোন শব্দ শুনিতে পান? رِكْزًا শব্দের অর্থ হইল اَلصَّوْتُ الْخَفِىُّ অর্থাৎ মৃদু শব্দ। কবি বলেন ঃ

فتوجست ركز الانيس فراعها * عن ظهر غيب والانيس سقامها

অদৃশ্য হইতে বন্ধুর মৃদু শব্দে সে ঘাবড়াইয়া গেল আর বন্ধুটি হইল তাহার রোগ।

আলহামদু লিল্লাহ্ সূরা মারইয়াম-এর তাফসীর শেষ হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীরে সূরা তোহা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইমামুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ (র) ‘কিতাবুত্ তাওহীদ’ -এ যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন্ ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার এক হাজার বৎসর পূর্বে সূরা তোহা ও ইয়াসীন পাঠ করিয়াছেন। ফিরিশ্তাগণ যখন উহা শুনিতে পাইলেন তখন তাঁহারা বললেন, যেই উম্মাতের প্রতি উহা অবতীর্ণ হইবে তাহারা ধন্য হইবে ; যেই অন্তর ইহা বহন করিবে সেই অন্তরও ধন্য এবং যেই মুখে উহা উচ্চারিত হইতে সেই মুখও ধন্য। হাদীসটি গারীব এবং মুনকার। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাজির নামক রাবী এবং তাঁহার শাইখ উভয়ই সমালোচিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(١) طٰهٰ

(٢) مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى

(٣) اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى

(٤) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى

(٥) اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

(٦) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

(٧) وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

(٨) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ٠

অনুবাদ ঃ (১) তো হা (২) তোমাকে ক্লেশ দিবার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই, (৩) বরং যাহারা ভয় করে কেবল তাহাদিগের উপদেশার্থে, (৪) যিনি সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা তাঁহার নিকট হইতে অবতীর্ণ। (৫) দয়াময় আরশে সমাসীন (৬) যাহা আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে এবং এই দুইয়ের অন্তবর্তী স্থানে ও ভূগর্ভে তাহা তাঁহারাই। (৭) তুমি উচ্চকণ্ঠে যাহাই বল, তবে তিনি তো যাহা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁহারই।

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরূফ সম্পর্কে সূরা বাকারায় পূর্ণ আলোচনা হইয়াছে। অতএব পুনরায় উহার আলোচনা নিস্প্রয়োজন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন শায়বাহ ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, طه অর্থ, হে ব্যক্তি। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, আবু মালিক, আতীয়্যাহ, আওফী, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী ও ইব্ন আবযাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন যুবাইর ও সাওরী (র) হইতে বর্ণিত যে, ইহা একটি কিব্তী শব্দ, অর্থ يا رجل হে ব্যক্তি! আবূ সালিহ্ (র) বলেন, শব্দটিকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কাযী ইয়ায (র) তাঁহার 'আশ্ শিফা' নামক গ্রন্থে আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র)-এর সূত্রে রাবী ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) প্রথম দিকে সালাতের জন্য এক পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইতেন এবং অপর পাও উঁচু করিয়া রাখিতেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা طه নাযিল করিলেন। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি উভয় পা যমীনের উপর রাখিয়া সালাত পড়ুন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى

আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আপনার প্রতি আমি কুরআন অবতীর্ণ করি নাই। অত্র আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে উহা স্পষ্ট।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى

জুওয়াইর (র) যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিলেন, তখন কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরা বলিতে লাগিল, কুরআন অবতীর্ণ হওয়াতে মুহাম্মদ (সা) বেশ কষ্টেই পড়িয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিলেন ঃ

طٰهٰ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰٓى .

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, বাতিল পন্থীরা যাহা কিছু ধারণা করিয়াছে উহা বাস্তব বিরোধী। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাকে ওহীর জ্ঞান দান করিয়াছেন, বস্তুত তাঁহার প্রতি বহু কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহার কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে দীনের সুক্ষ্মজ্ঞান দান করেন। হাফিয আবুল কাসিম তাবরানী (র) এই বিষয়ে একটি অতি চমৎকার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আহ্মাদ ইব্ন যুহাইর (র) সা'লাবাহ ইব্ন হাকাম (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে স্বীয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিবেন, আমি তোমাদিগকে আমার ইল্ম ও হিক্মতের অধিকারী কেবল এই জন্যই করিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব এবং এ বিষয়ে আমি কাহারো পরোয়া করিব না। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। আবূ আম্র (র) তাঁহার 'ইস্তি'আব' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সা'লাবাহ ইব্ন হাকাম (র) নামক রাবী লাইস গোত্রীয়। প্রথম তিনি বাসরায় বসবাস করেন। অতঃপর কুফা নগরীতে স্থানান্তরিত হন। সিমাক ইব্ন হাব্র (র) তাঁহার নিকট হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম প্রথম দিকে তাঁহাদের বুকে রশী লটকাইয়া নামায পড়িতেন। তখন مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى অবতীর্ণ হয়। আয়াতটির মর্ম- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এর মর্মের অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে কুরআন অবতীর্ণ করেন নাই। বরং যেইরূপে সহজে নামায পড়া সম্ভব সেইরূপেই তোমরা নামায পড়। কাতাদাহ্ (র) مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে কষ্ট-ভোগের জন্য অবতীর্ণ করেন নাই বরং তিনি ইহাকে মানুষের জন্য রহমত, নূর ও বেহেশ্‌তে গমণের দলীল হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন; ইহা দ্বারা তাঁহার বান্দাদের প্রতি রহমত করিয়াছেন, যেন উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে এবং তাঁহার কিতাব দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা উহার মধ্যে হালাল হারাম অবতীর্ণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تَنْزِيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى .

হে মুহাম্মদ (সা)! এই কুরআন আপনার নিকট আগত হইয়াছে ইহা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি যাবতীয় বস্তুর পালনকর্তা ও সকল বস্তুর মালিক। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সক্ষম। তিনি যমীনকে নিচু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আসমান সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন বুলন্দ ও সমুচ্চ করিয়া। তিরমিযী শরীফে এক বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক আসমানের গভীরতা পাঁচশত বৎসরের এবং এক আসমান হইতে অপর আসমানের দূরত্বও পাঁচশত বৎসরের।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়েত এখানে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

পরম করুণাময় আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সূরা আ'রাফে অত্র আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কুরআন ও হাদীসে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই বিষয়ে উহার যাহেরী-প্রকাশ্য অর্থ মানিয়া লওয়াই নিরাপদ পথ। এবং ইহাই সাল্‌ফে সালেহীনের মত। উহা কেমন, কিসের মত, ও কিসের সাদৃশ্য তাহা অন্বেষণ করা উচিত নহে। ইহাই বিপদসংকুল পথ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

আসমানসমূহ ও যমীনের উপর অবস্থিত যাবতীয় বস্তু এবং যাহা কিছু উহার মাঝে ও মাটির নিচে অবস্থিত সব কিছুর মালিক তিনিই। যাবতীয় জিনিস তাঁহারই অধিকারে ও

তাঁহার ইচ্ছার অধিনস্ত, তিনি উহার সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই মালিক এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) مَا تَحْتَ الثَّرٰى এর অর্থ করেন, সপ্ত যমীন নিচের অবস্থিত বস্তু। ইমাম আওযাঈ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন, একবার কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই যমীনের নিচে কি আছে? তিনি বলিলেন, পানি। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন, মাটি। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল মাটির নিচে কি? তিনি বলিলেন মাটির নিচে পানি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন পাথর। তাহাকে আবারও জিজ্ঞাসা করা হইল, পাথরের নিচে কি? তিনি বলিলেন, ফিরিশ্তা। জিজ্ঞাসা করা হইল ফিরিশ্তার নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে একটি মাছ, যাহার দুইপ্রান্ত আরশের সহিত ঝুলন্ত। জিজ্ঞাসা করা হইল, মাছের নিচে কি? তিনি বলিলেন, উহার নিচে শূন্য ও অন্ধকার। উহার পরে কি তাহা আর জানা সম্ভব নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন ওহব এর ভ্রাতুস্পুত্র আবু উবায়দুল্লাহ্ (র)........ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক যমীনের মাঝে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব এবং সর্বনিম্ন যমীন মাছের উপর অবস্থিত। মাছের দুইপ্রান্ত আসমনে অবস্থিত। মাছটি একটি পাথরের উপর এবং পাথরটি একজন ফিরিশ্তার হাতে দ্বিতীয় যমীন বায়ু আবদ্ধ। তৃতীয় যমীনে জাহান্নামের পাথর, চতুর্থ যমীনে জাহান্নামের গন্ধক। পঞ্চম যমীনে জাহান্নামের সাপসমূহ, ষষ্ঠ যমীনে জাহান্নামের বিচ্ছু। সপ্ত যমীনে জাহান্নাম এবং সেইখানে ইব্লীস বন্দি অবস্থায় রহিয়াছে। তাহার এক হাত সামনে ও এক হাত পশ্চাতে বাধা। যখন আল্লাহ্র ইচ্ছা হয়, তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হাদীসটি নিশ্চিত গারীব। ইহার মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে বলেন, আবূ মূসা হারভী (র)....... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম (সা)-এর সহিত তাবূক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যাবর্তনকালে আমরা ভীষণ গরমের কারণে দুই একজন করিয়া ছোটছোট দলে চলিতেছিলাম। আমি প্রথম দলে ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিয়া সালাম করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) কে? আমার সাথী সঙ্গীরা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং আমি তাহার সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এবং হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেনাদলের মধ্যভাগে মাথা ঢাকিয়া একটি লাল উটের উপর আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। আমি তাহাকে

বলিলাম, এই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিয়াছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি? আমি বললাম, লাল উটের উপর আরোহণকারী। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটবর্তী হইল এবং রশি ধরিয়া উটটি থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি মুহাম্মদ? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ। তখন সে বলিল আমি আপনার নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যাহা সারা বিশ্বে দু'একজন কিংবা দুইজন ব্যতিত আর কেহ জানে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলুন, নবী কি নিদ্রা যান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ “তাঁহার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে”। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা কি কারণে সন্তান তাহার পিতা-মাতার সাদৃশ্য হয়? তিনি বলিলেন ঃ

مَاءَ الرَّجُلِ اَبْيَضُ غَلِيْظٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ اَصْفَرُ رَقِيْقٌ فَاَىُّ الْمَائَيْنِ غَلَبَ عَلَى الْاٰخِرِ نَزَعَ الْوَلَدُ

“পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য হলুদ ও পাতলা। উভয় বীর্যের মধ্যে যেইটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে সন্তান তাহারই সাদৃশ্যতা ধারণ করে।” লোকটি বলিল, সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করিল, পুরুষের বীর্য দ্বারা সন্তানের কোন অঙ্গ গঠিত হয় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য দ্বারা কোন অঙ্গ গঠিত হয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পুরুষের বীর্য দ্বারা হাড় ও রগ সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রীলোকের বীর্য দ্বারা রক্ত, মাংস ও চুল। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ (সা)! এই যমীনের নিচে কি আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সৃষ্টজীব আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নিচে? তিনি বলিলেন ঃ মাটি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নিচে? তিনি বলিলেন ঃ পানি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পানির নিচে কি? তিনি বলিলেন ঃ অন্ধকার। সে জিজ্ঞাসা করিল, অন্ধকারের নিচে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শূন্য। সে জিজ্ঞাসা করিল, শূন্যের নিচে কি? তিনি বলিলেন ঃ মাটি। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, মাটির নিচে কি? লোকটির এই প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চক্ষুদ্বয় ক্রন্দনে স্বজল হইয়া উঠিল। এবং বললেন ঃ প্রশ্নকারী অপেক্ষা প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এই প্রশ্নের অধিক কিছু জানে না। হে প্রশ্নকারী! মানুষের জ্ঞান এই পর্যন্ত শেষ। লোকটি বলিল, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমবেত লোকদিগকে বলিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা কি জান? এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-ই এ সম্পর্কে অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ প্রশ্নকারী ছিলেন, হযরত জিব্রীল (আ)।

হাদীসটি গারীব এবং বড়ই বিস্ময়কর। কেবল কাসিম ইব্ন আবদুর রহমানই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, লোকটি কোন বস্তুই নহে। আবূ হাতিম রাযী (র) তাঁহাকে দুর্বল বলিয়াছেন। ইব্ন হাদী (র) বলেন, লোকটি পরিচিত নহেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, আমি বলি, হাদীসটির মধ্যে একটি বিষয় অপরটির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এক হাদীসের অংশ অপর হাদীসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লোকটি কি ইচ্ছাকৃত এইরূপ করিয়াছেন কি অন্য কিছু আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বাণী ঃ

وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى

যদি আপনি উচ্চস্বরে কথা বলেন, তবে আল্লাহ্ তো গোপন ও গোপনতর কথাও জানেন। অর্থাৎ এই কুরআন সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি গোপন ও গোপনতর কথাও জানেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّه كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আপনি বলিয়া দিন এই কিতাবকে সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও বড়ই মেহেরবান। (সূরা ফুরকান ঃ ৬)

আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বলেন, اَلسر সেই বস্তু যাহা আদম সন্তান তাহার অন্তরে গোপন রাখে। আর اُخفى অর্থ হইল, আদম সন্তান দ্বারা সংঘটিতব্য তাহার অজ্ঞাত বিষয়বস্তু। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহার যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান তাঁহার জন্য সমান। যাবতীয় মাখলূক তাঁহার পক্ষে একটি জিনিস সমতুল্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

তোমাদের সৃষ্টি করা ও পুনরায় উত্থিত করা আল্লাহ্র পক্ষে একই ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা ও পুনরুত্থিত করিবার মত সহজ। (সূরা লুকমান ঃ ২৮)

যাহ্হাক (র) يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, اَلسر সেই অন্তর্নিহিত বিষয় যাহা তুমি মনে মনে বলিয়া থাক। এবং اُخفى হইল সেই গোপন কথা যাহা হৃদয়ে আছে ব্যক্ত করা হয় নাই। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, তুমি তো আজকের তোমার কল্পিত বিষয়ই জান। কিন্তু আগামী কল্য কি কল্পনা করিবে তাহা তুমি

জান না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আজকের ও আগামী কল্যের যাবতীয় কল্পিত গোপন কথাও জানেন। মুজাহিদ (র) বলেন, أَخْفٰى অর্থ ধারণা। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে ইহাও বর্ণিত যে, أَخْفٰى হইল সেই বিষয় যাহা তুমি করিবে কিন্তু এখনও তুমি উহার কল্পনাও কর নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى যেই মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই তিনি বহু সুন্দর সুন্দর নাম ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অধিকারী। সূরা আ'রাফের শেষ দিকে আল্লাহ্র উত্তম উত্তম নামসমূহ সম্পর্কে একাধিক হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

(٩) وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى

(١٠) اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى

অনুবাদ ঃ (৯) মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌছিয়াছে কি? (১০) সে যখন আগুন দেখিল তখন তাহার পরিবারবর্গকে বলিল, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখিয়াছি। সম্ভবত আমি তোমাদিগের জন্য কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনিতে পারিব অথবা আমি উহার নিকটে কোন পথপ্রদর্শক পাইব।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা শুরু করিয়াছেন। কিভাবে তাঁহার নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ওহীর আগমন শুরু হইল এবং কেমন করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলেন তাহা এইখানে বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তখন, যখন হযরত মূসা (আ) তাঁহার শ্বশুরের ছাগল ছরাইবার নির্দিষ্ট সময় শেষ করিয়া মিসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়াছিলেন। মিসর হইতে পলায়ন করিয়া তিনি দীর্ঘ দশ বৎসর বিদেশে অবস্থান করিবার পর তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলেন। শীতের রাত্র ছিল এবং দুই পাহাড়ের মাঝে তিনি একটি মনযিলে অবতরণ করিয়াছিলেন। একদিকে শীত অপর দিকে ঘনমেঘ, অন্ধকার ও কুয়াশা। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি আগুন জ্বালাইবার জন্য বারবার পাথর ঘষিয়াও ব্যর্থ হইলেন। তৎকালীন সময়ে পাথরে আঘাত করিয়া আগুন লাভ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু

তাঁহার আঘাতে কোন আগুন বাহির হইতেছিল না। এমনি সময় তিনি তূর পাহাড়ের এক প্রান্তে আগুন দেখিতে পাইলেন। ইহা ছিল তাঁহার ডানদিকে। তখন তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে সুসংবাদ দান করিয়া বলিলেন, اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّىْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ আমি আগুন দেখিতে পাইয়াছি সম্ভবত আমি উহা হইতে কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব। অপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ কিংবা আমি অঙ্গার আনিতে পারিব সম্ভবত উহা দ্বারা তোমরা উত্তপ্ত হইতে পারিবে"। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, তখন শীত ছিল। جذوة অর্থ ফুলকি বিশিষ্ট অঙ্গার। قَبَسَ এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, তখন অন্ধকার ছিল। اَوْاَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ঐখানে আমি এমন কাহাকে পাইব যে আমাকে পথের সন্ধান দান করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি পথও হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইমাম সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى এর তাফসীর করিয়াছেন, "কিংবা আমি এমন কোন লোক পাইব যে আমাকে পথের সন্ধান দান করিবে"। তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শীতেও আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন, পথের সন্ধানদানকারী কোন লোক না পাইলে কিছু অঙ্গার লইয়া আসিব, যাহা প্রজ্জ্বলিত করিয়া তোমরা শীত দূর করিতে পারিবে।

(١١) فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى

(١٢) اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

(١٣) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى

(١٤) اِنَّنِىْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

(١٥) اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى

(١٦) فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى •

অনুবাদ ঃ (১১) অতঃপর সে আগুনের নিকট আসিল তখন আহ্বান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! (১২) আমি-ই তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রহিয়াছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে

মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা ওহী প্রেরণ করা হইতেছে, তুমি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। (১৪) আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাই, যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হইলে তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَلَمَّآ اَتٰهَا যখন মূসা (আ) আগুনের নিকট আসিলেন এবং উহার নিকটবর্তী হইলেন نُوْدِىَ يٰمُوْسٰى তখন হে মূসা বলিয়া ডাকা হইল। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (সূরা কাসাস ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ। আমিই তোমার প্রতিপালক অর্থাৎ যিনি তোমার সহিত কথা বলিবেন এবং তোমাকে সম্বোধন করিবেন। فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ তুমি তোমার জুতা দুইটি খুলিয়া ফেল। আলী ইব্ন আবূ তালিব, আবূ যার, আবূ আইউব (রা) এবং আরো অনেকে বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর জুতা দুইটি গাধার অপবিত্র চামড়ার তৈয়ারী ছিল। এই কারণে উহা খুলিতে বলা হইয়াছিল। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, পবিত্র কা'বা গৃহে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খোলা হইয়া থাকে। অনুরূপ ঐ স্থানেরও পবিত্রতা রক্ষার্থে জুতা খুলিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পবিত্র ভূমির উপর নগ্ন পদে চলিবার জন্যই নির্দেশ হইয়াছিল। ইহা ব্যতিত আরো অনেক কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

طُوًى আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'তুওয়া' একটি উপত্যকার নাম। আরো অনেকে অনুরূপ বলিয়াছেন। এই মতানুসারে طُوًى আত্ফে বয়ান হইবে। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ)-কে উক্ত পুণ্যভূমিতে নগ্নপদচারণ করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, উক্ত ভূমি দুইবার করিয়া পবিত্র করা হইয়াছে এবং বরকতময় করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ نَادٰهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র তুওয়া নামক উপত্যকায় তাহাকে ডাকিলেন। (সূরা নাযি'আত ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَنَا اَخْتَرْتُكَ আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِىْ وَبِكَلاَمِىْ

আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত করিয়াছি। আল্লাহ্ সেই যুগের সকল মানুষের উপর মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, একবার আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মূসা (আ)! তুমি কি জান যে কালাম করিবার জন্য তোমাকেই কেন মনোনীত করিয়াছি? তিনি বলিলেন, না। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ যেহেতু আমার সম্মুখে তোমার ন্যায় কেহই নম্রতাবলম্বন করে নাই। فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى অতএব এখন তোমার নিকট ওহী যোগে যাহা কিছু আমি অবতীর্ণ করিব ও বলিব উহা খুব লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ কর। اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا। আমিই আল্লাহ্, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। পরিণত বয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের প্রতি ইহাই প্রথম ওয়াজিব যে, তাহারা এই বিশ্বাস স্থাপন করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন শরীক নাই। فَاعْبُدْنِىْ কেবলমাত্র আমারই ইবাদত কর। আমার ইবাদতে কাহাকেও শরীক করিও না। وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ আমার স্মরণার্থেই সালাত কায়িম কর। কেহ কেহ বলেন, যখন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে তখন সালাত পড়িবে। ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর বর্ণিত হাদীস এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করে তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, কিংবা সালাত ভুলিয়া যায় সে যেন স্মরণে আসিতেই সালাত পড়ে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার কথা মনে আসিতেই সালাত পড়িবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من نَام عن صلوة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذٰلك

যে ব্যক্তি সালাত না পড়িয়া নিদ্রা যায় কিংবা ভুলিয়া যায়, তাহার কাফ্‌ফারা হইল, যখনই উহা স্মরণ হইবে তখনই সালাত পড়িবে, ইহা ব্যতিত উহার অন্য কোন কাফ্‌ফারা নাই।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ কিয়ামত অবশ্যই কায়েম হইবে। اَكَادُ اُخْفِيْهَا যাহ্হাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি এইখানে এইরূপে পড়িতেন اَكَادُ اُخْفِيْهَا مِنْ نَفْسِىْ কিয়ামত এতই গোপন যে, সম্ভবত আমার সত্তা হইতেও উহা গোপন করিব। কিন্তু আল্লাহ্র সত্তা হইতে কখনও কিছু গোপন হয়না। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে من نفسه ও বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ, আবূ সালিহ্. ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন রাফি, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে اَكَادُ اُخْفِيْهَا-এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। কিয়ামত সম্পর্কে আমি কাহাকে অবগত করিব না। আমি ব্যতিত সকল হইতে উহা গোপন। সুদ্দী (র) বলেন, আসমান ও যমীনে এমন কেহ নাই, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ের জ্ঞান দান করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কিরাতে এই বর্ণিত হইয়াছে, اِنِّىْ اَكَادُ اُخْفِيْهَا مِنْ نَفْسِىْ সমস্ত সৃষ্টবস্তু হইতে আমি কিয়ামতকে গোপন করিয়া রাখিয়াছি, এমন কি যদি সম্ভব হইত তবে আমার নিজ সত্তা হইতেও উহা গোপন করিয়া রাখিতাম। কাতাদাহ (র) বলেন, اَكَادُ اُخْفِيْهَا এক কিরাতের এখানে اَكَادُ اُخْفِيْهَا مِنْ نَفْسِىْ পড়া হয়। আমার জীবনের শপথ। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতকে ফিরিশ্তা ও আম্বিয়ায়ে কিরাম হইতেও গোপন রাখিয়াছেন। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আমি বলি আলোচ্য আয়াতটি ঠিক এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ

(হে মুহাম্মদ) বলুন, আল্লাহ্ ব্যতিত আসমান ও যমীনের কেহই গায়েব জানে না। (সূরা নাম্ল ঃ ৬৫)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثَقُلَتْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً

উহা আসমান ও যমীনে একটি ভয়ংকর ঘটনা হইবে। উহা আকস্মিকভাবে উহা তোমাদের উপর সমাগত হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮৭)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... ওয়ারফা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) আমাকে اَكَادُ اُخْفِيْهَا হামযা অক্ষরটিকে

যবর দিয়া পড়াইয়াছেন। إظهارها এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আমি উহা প্রকাশ করিব। কবি কা'ব ইব্‌ন যুহাইর (র) বলেন,

داب شهرين ثم شهرا دميگا * باركبين يخفيان غميراً

অত্র কবিতায় 'يخفيان' শব্দটি 'يظهران'-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে যেন প্রত্যেককেই তাহার কর্মফল দেওয়া যাইতে পারে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَاهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালকাজ করিবে, সে উহা দেখিতে পারিবে এবং যেই ব্যক্তি বিন্দু পরিমান খারাপ কাজ করিবে সেও উহা দেখিতে পারিবে। (সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّمَا تُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

তোমাদের কর্মফলই তোমাদিগকে দান করা হইবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا

যাহারা কিয়ামতের প্রতি ঈমান আনে না, তাহারা যেন তোমাকে ইহা হইতে বিরত না রাখে।

আয়াত দ্বারা পরিণত বয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা সেই সকল লোকদের অনুসরণ করিও না যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, যাহারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণে নিমগ্ন, মহান প্রভুর অবাধ্য এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যেই ব্যক্তি সেই সকল অবিশ্বাসীদের অনুকরণ করিবে সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত। 'فتردى' অর্থাৎ যদি তুমি এমন কর তবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى

এবং যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার ধনমাল কোন উপকার করিতে পারিবে না। (সূরা লাইল ঃ ১১)

(١٧) وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

(١٨) قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى

(١٩) قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى

(٢٠) فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

(٢١) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى ۰

অনুবাদ ঃ (১৭) হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? (১৮) সে বলিল, আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দিই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। (১৯) আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! তুমি উহা নিক্ষেপ কর, (২০) সঙ্গে সঙ্গে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। (২১) তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর এক মস্তবড় মু'জিযার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্র কুদ্রত ব্যতিত উহা সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। এবং একমাত্র কোন নবীই এইরূপ মু'জিযা পেশ করিতে পারেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى

হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হাতে উহা কি? কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর ভয় দূর করিয়া তাঁহার সহিত সম্প্রীতি গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, হে মূসা? তোমার হাতে যে একটা লাঠি এ কথা তো ভালই জান। কিন্তু এই লাঠি দ্বারাই যে কি অলৌকিক বস্তু সংঘটিত হইবে উহা অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا

মূসা (আ) বলিলেন, আমি চলিবার সময় উহার উপর ভর দিয়া চলি, وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ উহার সাহায্যে আমি গাছের পাতা ঝরাইবার উদ্দেশ্যে গাছে নাড়া দেই যেন আমার ছাগল উহা খাইতে পারে। আবদুর রহমান ইব্ন কাসিম (র) ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, اَهُشُّ অর্থ গাছের ডালে লাঠি বাধিয়া এমনভাবে নাড়া দেওয়া, যেন পাতা ঝরিয়া পড়ে অথচ, ডাল না ভাঙ্গে। মায়মুন ইব্ন মিহরানও এই অর্থ করিয়াছেন।

وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى আর আমার জন্য ইহার দ্বারা আরো অনেক কাজও সম্পন্ন করিতে হয়। অন্যান্য কি কি প্রয়োজন পূর্ণ করা হইত এই সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, রাত্রিকালে ইহার সাহায্যে আলোর কাজ লওয়া হইত। ছাগল প্রহরা দিত এবং লাঠিটি মাটিতে গাড়িয়া দিলে গাছ হইয়া যাইত এবং দিনের বেলা উহা ছায়া দান করিত। এই রকম আরো অনেক অলৌকিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, পূর্বে এই ঘটনা ঘটে নাই, যদি পূর্বে এমনই ঘটিত তবে লাঠি অজগরে রূপান্তরিত হওয়ায় তিনি ভীত হইতেন না। এবং তিনি উহা দেখিয়া পলায়নও করিতেন না। বরং উল্লিখিত বর্ণনা ইস্রাঈলী বর্ণনা বই কিছু নহে। এই কথাও বলিয়াছেন যে, বস্তুত লাঠিটি হযরত আদম (আ)-এর ছিল। কেহ কেহ বলেন, এই লাঠিই কিয়ামতের পূর্বে যমীন হইতে নির্গত সেই বিস্ময়কর পশুর আকৃতি ধারণ করিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, উহার নাম ছিল মাশা (ماشا)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ اَلْقِهَا يٰمُوْسٰى হে মূসা! তোমার হাতে যেই লাঠি আছে, উহা নিক্ষেপ কর।

فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

মূসা (আ) নিক্ষেপ করলে উহা সাপ হইয়া দৌড়াইতে লাগিল। অর্থাৎ লাঠিটি সাপে পরিণত হইবার সাথেসাথেই বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিল। কিন্তু ছোট সাপের মত অতি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। সাপটি দেখিতে বিরাট অজগর হইলেও ছোট সাপের দ্রুত মত। تَسْعٰى অর্থাৎ হেলিয়া দুলিয়া দৌড়াইতেছে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ (র)........... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, এতবড় অজগর ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই। অজগরটি যে কোন গাছের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল উহা ভক্ষণ করিয়া

ফেলিল। যে কোন পাথরের নিকট দিয়া গেল উহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) অজগরটি পেটে পাথর পড়িবার শব্দ শুনিয়াই ভয়ে পালায়ণ করিলেন। তখন হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিয়া বলা হইল, অজগরটি ধর, কিন্তু তিনি ধরিলেন না। দ্বিতীয়বার আবার ডাকিয়া বলা হইল, অজগরটি ধর, এবং ভীত হইও না। এবং তৃতীয়বার বলা হইল, তোমার ভয় নাই তুমি নিরাপদ। তখন তিনি ধরিলেন।

ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মূসা (আ) লাঠিটি মাটিতে ফেলিয়া দেওয়ার পর তখন তিনি একটু এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করিলেন। হঠাৎ একটি ভয়ানক অজগরের রূপ ধারণ করিল। এবং এমন রূপধারণ করিয়া চলিতে লাগিল যেন উহা সে কিছু খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং উহা ধরিতে চাহিতেছে। গর্ভবতী উষ্ট্রির ন্যায় পাথরের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল এবং বিরাট পাথরকে মুখে গ্রাস করিতে লাগিল। বড় বড় গাছের মূলে তাহার দাঁত দ্বারা আঘাত করিয়া উহা গিলিয়া ফেলিতে লাগিল। উহার চক্ষুদ্বয় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উজ্জল। এবং উহার শরীরে তীরের মত কাঁটা। হযরত মূসা (আ) এই ভয়াণক দৃশ্য দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিলেন এবং পশ্চাত ফিরিয়াও দেখিলেন না। অতঃপর তিনি তাঁহার প্রতিপালকের কথা মনে করিয়া লজ্জায় থামিয়া গেলেন। তাঁহাকে ডাকা হইল, হে মূসা! যেই স্থান হইতে তুমি পলায়ন করিয়াছ, তথায় ফিরিয়া আস। তখন তিনি ভীতাবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ইরশাদ হইল ঃ

خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

তুমি হাতে উহাকে ধরিয়া ফেল, ভয় করিও না, আমি উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব। হযরত মূসা (আ) তখন একটি পশমের কম্বল গায়ে দিয়াছিলেন। তাঁহাকে যখন সাপটি ধরিতে বলা হইল, তখন তিনি কম্বলের একটি প্রান্ত হাতে লইয়া সাপ ধরিতে চাহিলেন, এমন সময় একজন ফিরিশ্তা আগমন করিয়া বলিলেন, আচ্ছা বলুন তো, যদি আল্লাহ্ অজগরটিকে দংশন করিতেই নির্দেশ দেন তবে কি আপনার কম্বল কোন উপকার করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন না, তবে যেহেতু আমি দুর্বল এবং আমাকে দুর্বলই সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি হাত হইতে কম্বল সরাইয়া অজগরের মুখে হাত রাখিলেন এবং এমন কি তিনি স্বীয় হাতে অজগরের দাঁত অনুভব করিলেন। অতঃপর তিনি উহার মুখ ধরিয়া বসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা পূর্বের ন্যায় লাঠির রূপ ধারণ করিল। এবং যেই স্থানে তিনি লাঠি ধরিতেন, তাঁহার হাত সেই স্থানেই দেখিতে পাইলেন। এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى অচিরেই আমি উহাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরাইয়া দিব।

(٢٢) وَاضْمُمْ يَدَ الٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى

(٢٣) لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى

(٢٤) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

(٢٥) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ

(٢٦) وَيَسِّرْلِيْٓ اَمْرِيْ

(٢٧) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ

(٢٨) يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

(٢٩) وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ

(٣٠) هٰرُوْنَ اَخِيْ

(٣١) اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ

(٣٢) وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ

(٣٣) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا

(٣٤) وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا

(٣٥) اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۰

অনুবাদ ঃ (২২) এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে নির্মল উজ্জ্বল হইয়া অপর এক নিদর্শন স্বরূপ, (২৩) ইহা এইজন্য যে আমি

তোমাকে দেখাইব আমার মহা নিদর্শনগুলির কিছু। (২৪) ফিরাআউনের নিকট যাও, সে সীমালঙ্ঘন করিয়াছে। (২৫) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দাও (২৬) এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও (২৭) আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দাও। (২৮) যাহাতে উহারা আমার কথা বুঝিতে পারে (১৯) আমার জন্য করিয়া দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য হইতে। (৩০) আমার ভ্রাতা হারূনকে; (৩১) তাহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর। (৩২) ও তাহাকে আমার কর্মের অংশীদার কর। (৩৩) যাহাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে পারি প্রচুর (৩৪) এবং তোমাকেও স্মরণ করিতে পারি অধিক। (৩৫) তুমি তো তাহাদিগের সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযার উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আল হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার বগলে হাত প্রবেশ করাইবার জন্য হুকুম করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ

তুমি তোমার হাত বগলে প্রবেশ করাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِّنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ .

তুমি ভয় দূরীকরণার্থে পুনরায় তোমার হাত বগলে ঢুকাও। ইহাতে তোমার হাত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ফির'আউন ও তাহার পরিষদের নিকট দুইটি দলীল। (সূরা কাসাস ঃ ৩২)

মুজাহিদ (র) বলেন, وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ

এর অর্থ হইল, তোমার হাতের তালু তোমার বগলের নিচে ঢুকাও। এই নির্দেশের পর হযরত মূসা (আ) তখন তাঁহার হাতের তালু ঢুকাইয়া বাহির করিতেন তখন চন্দ্রের টুকরায় মত উজ্জ্বল হইত।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ

হাতে কোন প্রকার দোষ ব্যতিতই হাত উজ্জ্বল হইত। কুষ্ঠরোগীর হাতের মত কোন কষ্টদায়ক অসুবিধাও হইত না আর অন্য কোন দোষেও সৃষ্টি হইত না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাত বাহির করিলেই মনে হইত যেন উহা একটি উজ্জ্বল প্রদীপ। তখন তিনি

জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى

যেন আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাইতে পারি। ওহব (র) বলেন, তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিকটবর্তী হও, তিনি নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, এমনকি উক্ত গাছের মূলের সহিত তাঁহার পিঠ লাগাইয়া দিলেন। তখন তাঁহার ভয়-ভীতি দূর হইয়া গেল এবং তিনি প্রশান্ত হইলেন। তিনি স্বীয় হাত দ্বারা ধরিলেন এবং অবনত মস্তক হইলেন। তাহাকে বলা হইল ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

যেই মিসর হইতে তুমি পলায়ন করিয়া আসিয়াছ, সেই মিসরেই ফির'আউনের নিকট গিয়া তাহাকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাকে এই নির্দেশ দাও সে যেন বনী ইস্রাঈলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, তাহাদিগের প্রতি যুলুম না করে। ফির'আউন বড়ই সীমালংঘন করিয়াছে আর তাঁহার প্রতিপালককে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওহব ইব্‌ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বলিলেন, তুমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ফির'আউনের নিকট যাও। তুমি আমার চক্ষু ও কর্ণের সম্মুখে. তোমাকে আমি দেখি ও তোমার কথা আমি শ্রবণ করি। আমার সাহায্য সহায়তা তোমার সাথেই রহিয়াছে। আমার পক্ষ হইতে তোমাকে দলীল প্রমাণ দান করিয়াছি। আমার নির্দেশ পালনে ইহা দ্বারা তুমি শক্তি লাভ করিবে। তুমি একাই পূর্ণ সেনাবাহিনী সমতুল্য। আমার এক দুর্বল মাখলূকের প্রতি তোমাকে প্রেরণ করিতেছি। যে আমার নিয়ামত ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমার পাকড়াও হইতে নির্বিঘ্ন হইয়াছে। পার্থিব আকর্ষণ তাহাকে ধোঁকা দিয়াছে। এমন কি সে আমার হক্ অস্বীকার করিয়ছে, আমার প্রতিপালনকে অস্বীকার করিয়াছে এবং সে আমাকে জানেই না। আমার ইয্‌যাতের কসম! আমার মাখলূকের কাছে মর্যাদার পার্থক্য যদি না হইত তবে এক মহা প্রতাপশালীর পাকড়াও তাহাকে এমনভাবে পাকড়াও করিত যে, তাহার ক্রোধের কারণে আসমান যমীন ও পাহাড় পর্বত ও তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত। যদি আমি আসমানকে নির্দেশ দান করি তবে আসমান তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে। যমীনকে হুকুম করিলে উহাকে গ্রাস করিবে এবং পাহাড় পর্বতকে হুকুম করিলে উহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবে আর সমুদ্রকে হুকুম করিলে উহাকে ডুবাইয়া দিবে। কিন্তু ইহা আমার তুলনায় অতি নিকৃষ্ট, আমার দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ, আমার ধৈর্য অতি প্রশস্ত, তাহার ইবাদত বন্দেগী

হইতে আমি বে-পরোয়া। অতএব আমি তাহাকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি। তুমি তাহার নিকট রিসালাতের পয়গাম পৌঁছাও এবং তাহাকে কেবলমাত্র আমার তাওহীদ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান কর। আমার নিয়ামতসমুহ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দাও, আমার শাস্তি দ্বারা তাহাকে ভীতি প্রদর্শন কর। এবং তাহার সহিত বড়ই মিষ্টভাষায় কথা বল, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিংবা ভয় করিবে। তাহাকে এই খবরও দান কর যে, আমার ক্রোধ ও শাস্তি অপেক্ষা ক্ষমা অধিক দ্রুত। তাহাকে যে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা দান করিয়াছি উহা যেন তাহাকে ভীতহীন না করে। সে আমার মুঠার মধ্যে, আমার নির্দেশ ব্যতিত সে না বলিতে সক্ষম, আর না দেখিতে সক্ষম না সে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ও ত্যাগ করিতে সক্ষম। তুমি তাহাকে বল, তুমি তোমার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তোমাকে তিনি চারশত বৎসর অবকাশ দিয়াছেন এবং চারশত বৎসরের প্রতি মুহূর্তে যে তুমি তোমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছ, তাঁহার সমকক্ষ হইবার দাবী করিয়াছ, তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার পথ হইতে বিরত রাখিয়াছ। অথচ, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই যমীন হইতে ফসল উৎপন্ন করেন। আর এই চারশত বৎসরে তুমি রোগাক্রান্তও হও নাই এবং বৃদ্ধও হও নাই। তুমি দরিদ্রও হও নাই পরাজিতও হও নাই। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তবে সত্ত্বর তোমার প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করিতে পারেন কিন্তু তিনি বড়ই ধৈর্যশীল।

হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই তাহার সহিত সংগ্রাম কর, তোমার সহিত সংগ্রাম ও জিহাদ করিলে তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করা হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে তো আমার বাহিনী দ্বারা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই দুর্বল লোকটি যে আত্মগর্বে নিমগ্ন এবং যাহাকে লোক লশ্‌কর অহংকারী করিয়া রাখিয়াছে সে যেন বুঝিতে পারে যে, ছোট দলও আমার নির্দেশে বড় সেনাদলকে পরাজিত করিতে পারে। তাহার সাজ-সজ্জাও প্রতিপত্তি যেন তোমাদিগকে ভীত না করে। উহার প্রতি তোমরা দৃষ্টি মেলিয়া দেখিবে না। উহা হইল পার্থিব সৌন্দর্য এবং পার্থিব ভোগ-বিলাসের সাজ-সজ্জা। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকেও পার্থিব সৌন্দর্য দান করিতে পারি। যাহার প্রতি দৃষ্টি মেলিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের ন্যায় প্রতাপ প্রতিপত্তি ও সাজসজ্জা লাভ করিতে সে অক্ষম। কিন্তু আমি তোমাদিগকে উহা হইতে সরাইয়া রাখি, আমার প্রিয় বান্দাদের সহিত আমি এইরূপ করিয়া থাকি। প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহাদের সহিত আমার এইরূপ আচরণ চলিয়া আসিতেছে। পার্থিব ধন-সম্পদ ও প্রতাপ প্রতিপত্তি হইতে তাহাদিগকে আমি ঠিক তদ্রুপ দূরে রাখি যেমন রাখাল তাহার উটকে ধোঁকার চারণ ভূমি হইতে দূরে রাখে। তাঁহাদের সহিত আমার এই আচরণ এই জন্য নহে যে, তাঁহারা আমার নিকট সম্মানিত নহে বরং এইজন্য যে, উভয় জগতের নিয়ামতসমূহ

পরিপূর্ণরূপে আমি পরকালে তাঁহাদিগকে দান করিব। মনে রাখিবে যুহদ্ অপেক্ষা অধিক বড় সৌন্দর্য দুনিয়ায় অপর কোন সৌন্দর্য নাই। ইহাই পরহেযগার লোকদের সৌন্দর্য। আমার এই সকল বিশিষ্ট বান্দাগণকে বিনয় ও নম্রতার বিশেষ পোশাক পরাইয়া দেই। সিজ্দার কারণে তাঁহাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল থাকে। অবশ্যই তাঁহারা আমার প্রিয় বান্দা। তাঁহাদের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ ঘটে তখন আদরের ডানা বিছাইয়া দিবে। তোমার অন্তর ও জিহ্বাকে তাহাদের অনুগত করিয়া দিবে। মনে রাখিবে আমার কোন অলীকে যে ব্যক্তি অপদস্ত করিবে কিংবা তাঁহাকে কেহ কোন প্রকার ভয় দেখাইবে সে যেন আমার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল এবং সে নিজেকে আমার সম্মুখে পেশ করিল এবং আমাকে উহার প্রতি আহ্বান করিল। কিন্তু আমি আমার প্রিয় বান্দাগণের সাহায্যে সর্বাধিক দ্রুত অগ্রসর হই। যেই ব্যক্তি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চায় সে কি ধারণা করে যে সে আমার সম্মুকে টিকিয়া থাকিতে পারিবে? কিংবা যেই ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতা করে সে আমাকে অক্ষম করিতে পারিবে? কিংবা যে আমার সহিত যুদ্ধ করে সে বিজয়ী হইতে পারিবে কিংবা আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে? আমি তো দুনিয়া ও আখিরাতে আমার প্রিয় বান্দাগণকে সম্মানিত করি এবং তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকি। তাঁহাদিগকে আমি অন্যের সাহায্যে উপর ন্যস্ত করি না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ .

মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দিন। এবং আমার কার্য সহজ করিয়া দিন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বিরাট দায়িত্ব অর্পন করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার অন্তর প্রশস্ত করিবার এবং তাঁহার কাজকে সহজ করিয়া দেওয়ার আবেদন জানাইলেন। হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সর্বাধিক প্রতাপশালী ও অহংকারী বাদশার নিকট ইসলাম ও তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য হুকুম করিয়াছিলেন। সে ছিল সর্বাধিক বড় কাফির। বিরাট সেনাবাহিনী ও বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী। সে নিজেই তাহার প্রজাদের উপাস্য বলিয়া দাবী করিত। আল্লাহ্কে উপাস্য বলিয়া সে বিশ্বাস করিত না। হযরত মূসা (আ) ফিরা'আউনের ঘরে এবং তাহারই বিছানায় লালিত-পালিত হইয়াছেন। এবং পরবর্তীকালে ফির'আউনের বংশেই এক ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। তাহাকে হত্যা করিতে পারে এই ভয়ে তিনি এতকাল পর্যন্ত দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বিদেশে অবস্থান করিয়াছেন। এবং আজ তাঁহাকে সেই ফির'আউন ও তাহার বংশধরদিগকে আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান করিবার উদ্দেশ্যে নবী করিয়া

প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিবেন। এই কারণে তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দরখাস্ত করিলেন ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ ۔

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার অন্তর প্রশস্ত করিয়া দিন এবং আমার কাজ সহজ করিয়া দিন। যদি আপনি আমাকে সাহায্য না করেন তবে এই বিরাট গুরু দায়িত্বের বোঝা বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ

আর আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দিন, যেন তাঁহারা আমার কথা বুঝিতে সক্ষম হয়। শৈশবকালে একদা তাঁহার সম্মুখে খেজুর ও আগুনের অঙ্গার রাখা হইয়াছিল। তখন তিনি খেজুরের পরিবর্তে আগুনের অঙ্গার মুখে দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার জিহ্বায় জড়তার সৃষ্টি হয়। হযরত মূসা (আ) তাঁহার অসুবিধা সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার দু'আ করে নাই বরং তিনি কেবল প্রয়োজন পূর্ণ হয় অর্থাৎ তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথারীতি সম্পন্ন করিতে পারেন এত পরিমাণ সুবিধার দু'আ করিয়াছিলেন। যদি তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অসুবিধা দূর করণের দু'আ করিতেন তবে উহাও পূর্ণ হইত। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামগণ কেবল প্রয়োজন পূর্ণ হইবার জন্যই দু'আ করিয়া থাকেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلاَ يَكَادُ يُبِيْنُ

এই তুচ্ছ ব্যক্তি যে সঠিকভাবে কথাও বলিতে পরে না তাহার চাইতে আমি কি উত্তম নই (সূরা যুখরুফ ঃ ৫২)।

হাসান বাসরী (র) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার জিহ্বার একটি জড়তা খুলিয়া দেওয়ার দরখাস্ত করিয়াছিলেন, যদি তিনি সব কয়টি জড়তা খুলিয়া দেওয়ার জন্য আবেদন জানাইতেন তবে সব কয়টিই খুলিয়া দেওয়া হইত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার কয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফির'আউন বংশের নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে তাঁহার ভয় ও জিহ্বার জড়তা, তাঁহার জিহ্বায় অনেক জড়তা ছিল, তাহার কারণে তিনি বেশী কথা বলিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার সাহায্যকারী নিযুক্ত করিতে দরখাস্ত করিলেন। হযরত হারূন (আ) ছিলেন বড় সুমধুর বক্তা, সুষ্ঠুভাবে তিনি তাঁহার দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করিতে পারিতেন, যাহা হযরত মূসা (আ)

দ্বারা সম্ভব হইত না। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহার জিহ্বার জড়তা খুলিয়া দিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম্র ইব্ন উসমান (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীর জনৈক শিষ্য বর্ণনা করেন একবার মুহাম্মদ ইব্ন কুরাযীর এক আত্মীয় তাঁহাকে বলিল, যদি আপনি আপনার কথায় ভুল বলিয়া যান ইহা ছাড়া আপনার অন্য কোন অসুবিধা নাই। তখন তিনি বলিলেন, ভাতিজা! আমি কি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিনা? সে বলিল, হাঁ তাহা তো পারেন। তখন তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার জিহ্বার জড়তা দূর করিয়া দেন, যেন বনী ইস্‌রাঈল তাঁহার কথা বুঝিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত তিনি প্রার্থনা করেন নাই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هٰرُوْنَ اَخِيْ

আর আমার পরিজনের মধ্য হইতে আমার ভাই হারূনকে আমার সাহায্যকারী বানাইয়া দিন। হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র দরবারে অপর একটি আবেদন যাহা তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে তাঁহার উযীর ও সাহায্যকারী নিয়োগ করিবার ব্যাপারে ছিল।

সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, যেই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-কে নবী করা হইয়াছিল, তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কেও সেই একই মূহূর্তে নবী করা হইয়াছে। ইবন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার তিনি উমরা করিবার জন্য যাইবার পথে এক বেদুঈনের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন, দুনিয়ায় কোন ভাই তাঁহার ভাইয়ের সর্বাপেক্ষা বেশী উপকার করিয়াছে? লোকেরা বলিল, আমরা জানি না। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি জানি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, লোকটি তাঁহার কসমের 'ইনশাল্লাহ্' বলে নাই। অতএব সে নিশ্চয়ই ইহা জানে দুনিয়ার কোন্ ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের জন্য সর্বাপেক্ষ বেশী উপকারী। লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত মূসা (আ)। যখন তিনি তাঁহার ভাইয়ের জন্য নবুওয়াত প্রার্থনা করিয়ছিলেন। তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ্‌র কসম সে সত্য বলিয়াছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসায় বলেন, وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট বড়ই সম্মানিত ছিলেন। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِىْ মুজাহিদ (র) বলেন ازرى অর্থ ظهرى অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাঁহার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করিয়া দিন। وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ আর তাঁহাকে আমার পরামর্শে শরীক করিয়া দিন।

كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا .

যেন আমরা উভয়ই অধিক পরিমাণ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতে পারি এবং অধিক পরিমাণ আপনাকে স্মরণ করিতে পারি।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যাকেরীনদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না যে পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসাবস্থায় ও শায়িতবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে।

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا হে আল্লাহ্! আমাদিগকে মনোনয়ন করিবার ব্যাপারে, নবুওয়াত দানের ব্যাপারে এবং আপনার পরম শত্রুর নিকট প্রেরণের ব্যাপারেও আপনি খুব ভালভাবেই দেখিতেছেন।

(٣٦) قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى

(٣٧) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰٓى

(٣٨) اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى

(٣٩) اَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ
وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ

(٤٠) اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ
فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا

فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ٠ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْٓ اَهْلِ
مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ٠

অনুবাদ ঃ (৩৬) তিনি বলিলেন, হে মূসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহা তোমাকে দেওয়া হইল। (৩৭) এবং আমি তা তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করিয়া-ছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছিলাম, যাহা ছিল নির্দেশ করিবার, (৩৯) এই মর্মে যে, তুমি তাহাকে সিন্ধুকের মধ্যে রাখ, অতঃপর উহা দরিয়ায় ভাসাইয়া দাও। যাহাতে দরিয়া উহাকে তীরে ঠেলিয়া দেয়, উহাকে আমার শত্রু ও তাহার শত্রু লইয়া যাইবে। আমি আমার নিকট হইতে তোমার উপর ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, যাহাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগ্নি আসিয়া বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলিয়া দিব, কে এই শিশুর ভার লইবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরাইয়া দিলাম যাহাতে তাঁহার চক্ষুদ্বয় জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হইতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ান-বাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! ইহার পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইলে।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ কবুল করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই অনুগ্রহ করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন শৈশবকালে তাঁহার আম্মা তাঁহাকে দুধ পান করাইতো এবং ফির'আউন ও ফির'আউনের লোকজনের ভয়ে প্রকম্পিত হইত যে, কখন তাহারা এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করিয়া দেয়। কারণ হযরত মূসা (আ) সেই বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেই বৎসর ফির'আউন বনী ইস্রাঈলের পুত্র সন্তান হত্যা করিত। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার জীবন রক্ষার্থে একটি সিন্ধুক তৈয়ার করিলেন। তিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া ঐ সিন্ধুকের মধ্যে রাখিয়া নীলনদে ভাসাইয়া দিতেন। একটি রশীর দ্বারা সিন্ধুকটি ঘরে বাঁধিরা রাখিতেন। কিন্তু একদিন তিনি সিন্ধুকটি বাঁধিতে গেলে হঠাৎ রশী ছিড়িয়া সিন্ধুকটি মাঝ নদীতে চলিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى
قَلْبِهَا

মূসা (আ)-এর মায়ের হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে আমি সুদৃঢ় না করিতাম তবে সে গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিত। (সূরা কাসাস ঃ ১০) অতঃপর নদীর তরঙ্গমালা তাহাকে ফির'আউনের রাজপ্রসাদের সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا

অতঃপর ফির'আউনের পরিজন তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল যেন সে শত্রুও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। (সূরা কাসাস ঃ ৮) ইহাই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত ছিল। ফির'আউন ও তাহার লোক লস্কর এই শত্রু হইতেই আত্মরক্ষার জন্য বনী ইস্রাঈলদের কচিশিশু সন্তান হত্যা করিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, ফিরআউন তাহার অসাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে না। বরং ফির'আউন ও তাহার স্ত্রীর পরম স্নেহ মমতায় তিনি লালিত-পালিত হইবেন। তাহার কক্ষেই শয়ন করিবেন এবং তাহার সাথেই তিনি পানাহার করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ

আমার ও তাহার পরম শত্রু তাহাকে উঠাইয়া লইবে। কিন্তু তোমার প্রতি আমার পক্ষ হইতে মহব্বত ও ভালবাসা ঢালিয়া দিয়াদিলাম এবং তোমার শত্রুও তোমাকে ভালবাসিবে।

সালামাহ ইব্ন কুহাইল (র) وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ এর অর্থ করেন, আমার বান্দাদের নিকট তোমাকে প্রিয় করিয়া দিব। وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ আবূ ইমরা জাওনী (র) বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে তুমি লালিত পালিত হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, আমার তত্ত্বাবধানে তোমাকে পানাহার করান হইবে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ এর তাফসীর করেন, আমি তাহাকে বাদশাহর গৃহে তুলিয়া দিব এবং সে শাহী খাদ্য আহার করিবে এবং তাহাকে শাহী ভোগ-বিলাসিতার মধ্যে তাহাকে লালন পালন করিব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذَا تَمْشِىْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا

যখন তোমার ভগ্নি চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলিয়া দিব না, যে উহার তত্ত্বাবধান করিবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আম্মার নিকটই ফিরাইয়া দিলাম, যেন তাহার চক্ষু শীতল হয়।

হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। তখন তাহাকে দুগ্ধপান করাইবার জন্য বহু স্ত্রীলোক উপস্থিত করা হইল, কিন্তু তিনি কাহারও দুধ গ্রহণ করিলেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ তাহার উপর আমি সকল স্ত্রীলোকের দুধ নিষিদ্ধ করিয়া দিলাম। (সূরা কাসাস ঃ ১২) ঠিক এই মুহূর্তে হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি ফির'আউনের গৃহে আসিল এবং তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিল ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ

আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি বাড়ির লোকের কথা বলিয়া দিব যাহারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাঁহার প্রতি হিতাকাঙ্খীও হইবে। স্নেহ মমতার সহিত তাহার লালন পালন করিবে? (সূরা কাসাস ঃ ১২)

এই প্রস্তাবে তাহারা রাযী হইল। অতঃপর হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাঁহাকে লইয়া চলিল এবং ফির'আউনের লোকজনও তাহার সহিত চলিতে লাগিল। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন তাহাকে কোলে তুলিয়া স্বীয় স্তন্য তাঁহার মুখে তুলিয়া দিলেন এমনি তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। ফিরআউন ও তাহার লোকজন বড়ই খুশী হইল এবং দুগ্ধপান করাইবার জন্য বিনিময় দান করিল। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে দুধপান করাইবার কারণে পার্থিব ও পারলৌকিক সুখ-শান্তি লাভ করিলেন ও মান সম্মান ও বহু পুরস্কারের অধিকারী হইলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مثل الصانع الذى يحتسب فى صنعته الخير كمثل اُم موسى ترضع ولدها وتأخذ اجرها

যেই ব্যক্তি নিজস্ব কাজ করে এবং উহার মধ্যে সাওয়াবের আশা পোষণ করে সে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার সমতুল্য। যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইয়া উহার বিনিময়ও গ্রহণ করিলেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন।

فَرَجَعْنٰكَ اِلٰى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

অতঃপর আমি তোমাকে তোমার আম্মার নকিট ফিরাইয়া দিলাম। যেন তাঁহার চক্ষু শীতল হয় এবং সে চিন্তিত না হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ

এবং তুমি একজন কিব্‌তী লোককে হত্যা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে চিন্তামুক্ত করিলাম।

হযরত মূসা (আ) কিব্‌তীকে হত্যা করিলে ফির'আউনের লোকজন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। এবং তিনি তাহাদের ভয়ে মাদইয়ান শহরে পলায়ন করিলেন। মাদইয়ান শহরের একজন নেক ও সৎব্যক্তি তাঁহার অবস্থা জানিবার পর বলিলেন ঃ

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

তুমি ভীত হইও না, যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ (সূরা কাসাস ঃ ২৫)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا আর আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি। ইমাম আবূ আবদুর রহমান আহমাদ ইব্‌ন শুআইব নাসায়ী (র) তাহার সুনান গ্রন্থে তাফসীর অধ্যায়ে وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)....... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ হে জুবাইর! তুমি প্রত্যূষে আমার নিকট আসিও, ইহার ঘটনা বড় দীর্ঘ। ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, ভোর হইলে আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এই আশায় উপস্থিত হইলাম, যেন তিনি আমার নিকট হযরত মূসা (আ)-এর পরীক্ষার ঘটনা বর্ণনা সম্পর্কে যে ওয়াদা করিয়াছিলেন, উহা আমি শুনিতে পারি। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ শুন একবার ফির'আউন ও তাহার দরবারী লোকেদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইল। উক্ত বৈঠকে তাহারা এই আলোচনা করিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে নবী ও বাদশাহ পয়দা করিবেন। এক ব্যক্তি বলিল, বনী ইস্‌রাঈল এখনও নিশ্চিতভাবে এই অপেক্ষা করিতেছে যে, তাহাদের বংশে নবী বাদশাহ্ জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাঁহারাই মিসরের অধিপতি হইবে। প্রথম তাহারা ধারণা করিত যে, হযরত ইউসুফ (আ) দ্বারা আল্লাহ্‌র সেই ওয়াদা পূর্ণ হইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহারা মনে করিল, আল্লাহ্‌র ওয়াদা এইরূপ ছিল না। বরং আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এমন একজন নবী প্রেরণ করিবেন যাঁহার দ্বারা তাহাদের পার্থিব, ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে। ফির'আউন তাহার দরবারীদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। এবং তাহারা পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, ফির'আউন সারা মিসরে কিছু গোয়েন্দা পুলিশ প্রেরণ করিবে, যাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনী ইস্‌রাঈলের যে কোন পুত্র

সন্তান দেখিবে তাহাকে হত্যা করিবে, তাহার নির্দেশ যথাযথ পালিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহারা যখন দেখিল যে, বয়ঃবৃদ্ধ লোকেরা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিতেছে এবং শিশু সন্তানদিগকে হত্যা করা হইতেছে; তখন তাহারা চিন্তা করিল যে, যদি এইভাবে বনী ইস্‌রাঈল ধ্বংস হইতে থাকে তবে তাহারা যেই সকল সেবামূলক কাজ আঞ্জাম দেয় সে সকল কাজ তাহাদের নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতে হইবে, যাহা তাহাদের পক্ষে দূরূহ কাজ হইবে। অতএব তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, যে এক বৎসর তাহাদের কন্যা সন্তানকে বাদ দিয়া কেবল পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা করিবে। এক বৎসর তাহারা কাহাকেও হত্যা করিবে না। এইভাবে যেই সকল বৃদ্ধ মৃত্যুবরণ করিবে, ছোটরা যৌবনে পৌঁছাইয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিবে। এই নিয়ম পালিত হইলে জীবিতদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে না। এবং তাহাদের সংখ্যা এত হ্রাসও পাইবেনা যে, তাহাদের কাজে অসুবিধা হয়। তাহাদের সিদ্ধান্তানুসারে যেই বৎসর হত্যা মুলতবী ছিল সেই বৎসর হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা হযরত হারূন (আ)-কে গর্ভেধারণ করিলেন। এবং প্রকাশ্যভাবেই তাঁহাকে প্রসব করিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর তিনি মূসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করিলে, বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এতটুকু বলিয়া হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, ইব্‌ন জুবাইর! হযরত মূসা (আ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার প্রতি ইহাও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা এই মূহূর্তে তাঁহার মাতার প্রতি ইল্‌হাম দ্বারা জানাইয়া দিলেন, আমি মূসা (আ)-কে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং তাঁহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই নির্দেশ দিলেন, যখন মূসা (আ)-কে প্রসব করিবে, তখন যেন তাঁহাকে একটি সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেয় এবং নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দেয়। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবেক নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। যখন হযরত মূসা (আ) তাঁহার দৃষ্টি হইতে দূরে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার নিকট শয়তান আসিল এবং তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! আমার পুত্রের সহিত আমি এ কি আচরণ করিলাম, ইহা অপেক্ষা ইহাই তো উত্তম ছিল যে, তাঁহাকে আমার সম্মুখেই যবাই করা হইত এবং আমি নিজ হাতে তাঁহাকে দাফন-কাফন করিতাম। আমি তো তাহাকে নিজ হাতে সামুদ্রিক পাখি ও মাছের কবলে দিয়াদিলাম। এদিকে নদীর তরঙ্গমালা তাঁহাকে ফির'আউনের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিল এবং ফির'আউনের স্ত্রী দরিয়া হইতে সিন্ধুকটিকে ধরিয়া উঠাইল। প্রথমে তাহারা সিন্ধুকটিকে খুলিতে চাহিল, কিন্তু তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল,ইহার মধ্যে কোন মূল্যবান মাল রহিয়াছে যদি আমরা ইহা খুলিয়া দেখি তবে, আমরা যে ইহার মধ্যে কি মাল পাইয়াছি সে বিষয়ে সম্রাজ্ঞী আমাদের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব সিন্ধুকটি যেমন ছিল তেমনই তাহারা

সম্রাজ্ঞীর নিকট পৌছাইয়া দিল। সম্রাজ্ঞী যখন সিন্ধুকটি খুলিলেন, তখন উহার মধ্যে অতি সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু দেখিতে পাইলেন। এবং তাঁহার প্রতি তাঁহার অস্বাভাবিক মমতা ও ভালবাসা উপচাইয়া পড়িল।

অপর দিকে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার অবস্থা করুণ হইয়া পড়িল। তাঁহার অন্তরে হযরত মূসা (আ)-এর চিন্তা ব্যতিত আর কোন চিন্তাই ছিলনা। সন্তান হত্যাকারীরা যখন হযরত মূসা (আ)-এর সংবাদ শুনিতে পাইল তাহারা তাহাদের ছুরি লইয়া তাঁহাকে যবাই করিতে আসিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এতদূর বলিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন, হে ইব্ন জুবাইর! হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ইহাও একটি পরীক্ষা। যবাইকারীরা যখন ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট আসিয়া হযরত মূসা (আ)-কে যবাই করিতে চাহিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমরা ইহাকে ছাড়িয়া দাও। এই একজন বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা এমন কি বৃদ্ধি করিবে। আমি নিজেই ফির'আউনের নিকট ইহার জীবন প্রার্থনা করিব। যদি তিনি ইহাকে আমাকে দান করিয়া দেন তবে তো উত্তম, নচেৎ আমি তোমাদিগকে বাধা দিব না। অতঃপর তিনি ফির'আউনের নিকট আসিয়া বলিলেন, শিশুটি তো আপনার ও আমার চক্ষু শীতল করিবে, তখন ফির'আউন বলিল, তোমার চক্ষুই শীতল হইবে আমার চক্ষু কেন শীতল হইবে? আমার তো কোন প্রয়োজনই নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই মূহূর্তে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম, যদি ফির'আউন এই কথা স্বীকার করিত যে হযরত মূসা (আ) তাহার চক্ষুকেও শীতল করিবে তবে তাঁহার ন্যায় সেও হেদায়াত পাইত। কিন্তু তাহাকে হিদায়েত হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। অতঃপর ফির'আউনের স্ত্রী দুগ্ধপান করায় এমন সকল স্ত্রীলোকদিগকে একত্রিত করিলেন যেন তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে তিনি মনোনীত করিতে পারেন। কিন্তু শিশু মূসা (আ) কোন স্ত্রীলোকের স্তন্যের দুধ গ্রহণ করিলেন না। সম্রাজ্ঞী আশঙ্কা করিলেন যে, দুধ গ্রহণ না করিয়া হয়ত শিশুটি মৃত্যুবরণ করিবে। তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর শিশুটিকে তিনি এই আশায় বাজারে এবং মানুষের সমাবেশে বাহির করতে ছিলেন যেন এমন কোন স্ত্রীলোক পাওয়া যায় যাহার দুধ সে পান করে। কিন্তু শিশুটি কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করিল না। অপরদিকে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা অস্থির হইয়া তাঁহার ভগ্নিকে বলিলেন, তুমি উহার সংবাদ সংগ্রহ কর। বাহিরে তাঁহার কোন আলোচনা হইতেছে কিনা উহা শ্রবণ কর। আমার কলিজার টুক্রা কি এখনও জীবিত না সে জলজন্তুর মুখের গ্রাস হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন তিনি উহা একদম ভুলিয়া গেলেন।

ইরশাদ হয়াইছে ঃ

فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অতঃপর তাঁহার ভগ্নি তাঁহাকে এক পার্শ্ব হইতে চক্ষু উঠাইয়া দেখিল অথচ, তাহারা বুঝিতেও পারিল না (সূরা কাসাস ঃ ১১) الْجُنُبُ। অর্থ নিকটবর্তী কোন বস্তুর প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করা যেন মনে হয় দূরবর্তী কোন বস্তুর প্রতি দেখিতেছে। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি যখন দেখিলেন যে, তাহার ভাই দুধদানকারী কোন স্ত্রীলোকের দুধ গ্রহণ করিল না সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰٓى اَهْلِ الْبَيْتِ يَكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ

আমি তোমাদিগকে এমন এক বাড়ীর লোকের কথা বলিয়া দিব যাহারা উহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাহারা উহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষীও হইবে। (সূরা কাসাস ঃ ১২) এই কথা শ্রবণ করিবার সাথে সাথেই উপস্থিত লোকজন তাহাকে ধরিয়া বসিল যে, সে কি উপায়ে ইহা জানিতে পরিল? যে উক্ত বাড়ীর লোকজন তাহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষী? তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই শিশুকে চিন? এইভাবে লোকজন তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া বসিল যে, নিশ্চয় এই মেয়েটি ইহাকে চিনে।

এতদূর বলিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হযরত ইব্ন জুবাইরকে বলিলেন, হে ইব্ন জুবাইর! ইহাও একটি পরীক্ষা। আল্লাহ্ তা'আলা মেয়েটির উপস্থিত জবাব দানের শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে তৎক্ষণাৎ বলিল, সম্রাজ্ঞীর এই সুদর্শনা পুত্রের প্রতি কাহার না মায়া মমতা জন্মে? উপরন্তু বাদশাহর পক্ষ হইতে প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্তির আশাও যে রহিয়াছে। অতএব তাহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা করিতে কার্পণ্য কেন করিবে? তাহার এই কথায় তাহারা আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। অতঃপর সে তাহার আম্মার নিকট আসিয়া উৎফুল্ল অবস্থায় সংবাদ পৌছাইল এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হযরত মূসা (আ)-এর লইয়া গেলেন। হযরত মূসা (আ)-কে কোলে লইতেই তিনি তাঁহার স্তন্য হইতে দুধ পান করিতে লাগিলেন। অতঃপর ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট এই সুসংবাদ পৌছাইল যে, আপনার পুত্রকে দুধ পান করাইবার একজন উপযুক্ত স্ত্রীলোক পাওয়া গিয়াছে। তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফির'আউন স্ত্রী তখন তাঁহার পুত্রকে যথারীতি দুধপান করিতে দেখিলেন তখন তিনি স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, আমার এই পুত্রের প্রতি যে, আমার এতই স্নেহ মমতা যাহা অন্য কাহারও প্রতি আমার ছিল না। অতএব আপনি এইখানেই অবস্থান করুন এবং ইহাকে দুধপান করাইতে থাকুন। তিনি বলিলেন, আমার সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ী রাখিয়া আমার পক্ষে এইখানে অবস্থান করা সম্ভব নহে। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তবে ইহাকে আমার নিকট প্রেরণ করুন, ইহাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাই। তবে আপনি

নিশ্চিত থাকুন, তাঁহার সেবা যত্নে আমি কোন প্রকার ত্রুটি করিব না। তবে আমি বাড়ি ও সন্তান সন্তুতি রাখিয়া এইখানে অবস্থান করিতে পারিব না। অবশ্য এই সময় হযরত মূসা (আ)-এর আম্মাও আল্লাহ্‌র সেই ওয়াদা স্মরণ করিলেন। এবং তিনি নিশ্চিত ধারণা করিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিবেন। ফির'আউনের স্ত্রীর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার ছিল, তবুও তিনি সম্মতি জানাইলেন এবং হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে লইয়া ঘরে ফিরিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর হিফাযত করিলেন ও তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা বসবাস করিতেন, উহার পার্শ্ববর্তী বনী ইস্‌রাঈলী লোকজনও কিছু শান্তিতে বসবাস করতে লাগিল। যখন অনেক দিন অতীত হইয়া গেল তখন একদিন ফির'আউনের স্ত্রী হযরত মূসা (আ)-এর আম্মাকে বলিলেন, আমার পুত্রকে একবার আমাকে দেখাইয়া লইয়া যান। আনুষ্ঠানিক পুত্র দর্শনের জন্য একটি দিন ধার্য হইল। ফির'আউনের স্ত্রী তাঁহার দরবারীদিগকে বলিলেন, আজ আমার পুত্রের আগমণ ঘটিবে। তোমরা সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবে। এবং তাঁহাকে নজরানা পেশ করিবে। আমি একজন লোক নিযুক্ত করিব যে তোমাদের কাজের তত্ত্বাবধান করিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার আম্মার ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন হইতে তাঁহার প্রতি শাহী নযরানা ও নানা প্রকার তোহ্‌ফা-উপঢৌকন পেশ করা হইতে লাগিল। এইভাবে তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবার পর ফিরাউনের স্ত্রীও তাঁহাকে বহু উপঢৌকন ও তুহ্‌ফা পেশ করিলেন। এবং তাঁহার আম্মাকেও তাঁহাকে উত্তম লালন পালনের জন্য পুরস্কৃত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি আমার পুত্রকে বাদশার দরবারে লইয়া যাইব। তিনি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন। যখন তিনি তাঁহাকে লইয়া বাদশার দরবারে গেলেন এবং ফিরআউন তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইল, তখন হযরত মূসা (আ) তাহার দাড়ি ধরিয়া নিচের মাটিতে টানিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া ফির'আউন দরবারীরা বলিয়া উঠিল, জাঁহাপনা! আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট বনী ইস্‌রাঈলের মধ্যে যাহাকে নবী ও বাদশাহ করিবার ওয়াদা করিয়াছেন, যিনি তাঁহাদের পার্থিব ধর্মীয় ও জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে, এবং আপনাকে নিচু করিয়া আপনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইবে। এই ছেলে সেই তো নহে? আমাদের তো বিশ্বাস ইহাই। ফির'আউন তাহাদের কথায় বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য জল্লাদ ডাকিয়া পাঠাইল। এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হে ইব্‌ন জুবাইর! ইহাও একটি পরীক্ষা। এই সংবাদ পাইয়া ফির'আউনের স্ত্রী বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার দরবারে আসিয়া বলিলেন, যেই শিশুকে আপনি আমাকে দান করিয়াছেন, তাঁহার সম্পর্কে আপনি

এই কি স্থির করিয়াছেন? তখন ফির'আউন বলিল, তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না, যে সে আমাকে ভূ-লুণ্ঠিত করিয়া আমার নিকট হইতে ক্ষমতা দখল করিয়া লইবে? অতএব এই শিশুকে আমি কি করিয়া জীবিত রাখিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, সে তো কচি শিশু এই বিষয়ে তাঁহার কি জ্ঞান আছে? আচ্ছা উহার জ্ঞান পরীক্ষার জন্য একটি বিষয় স্থির করিয়াছি। উহার মাধ্যমে সত্য যাচাই করা যাইবে। আপনি দুই খণ্ড আগুনের অঙ্গার আনুন এবং দুইটি মুক্তাও লইয়া আসুন। অতঃপর উহা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিন। যদি সে মুক্তা দুইটি ধরে এবং অঙ্গার দুইটি হইতে বিরত থাকে, তবে বুঝিব যে, সে জ্ঞানের অধিকারী। ভালমন্দ বিবেচনা করিতে পারে। আর যদি সে অঙ্গার দুইটি ধরিয়া লয় এবং মুক্তা স্পর্শ না করে তবে বুঝিব যে, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তা ছাড়িয়া অঙ্গার ধরে না। ফির'আউনও উহা মানিয়া লইল এবং দুইটি অঙ্গার ও দুইটি মুক্তা তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। কিন্তু তিনি অঙ্গার দুইটি ধরিলেন। ইহা দেখিতেই ফির'আউন তাঁহার হাত জ্বলিয়া যায় এই ভয়ে তাঁহার হাত হইতে অঙ্গার দুইটি ছাড়াইয়া লইল। তখন ফির'আউনের স্ত্রী বলিলেন, দেখিলেন তো? অতঃপর ফির'আউন তাঁহার সম্পর্কে যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তাহার সিদ্ধান্ত পাল্টাইয়া দিলেন। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁহার নিজস্ব সিদ্ধান্ত পূর্ণ করিয়াই ছাড়িবেন। ফির'আউনের রাজপ্রাসাদেই তিনি লালিত পালিত হইয়া যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি ফির'আউন ও তাহার লোকজনের যুলুম অত্যাচার হ্রাস পাইয়াছিল। তাহাদের প্রতি তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপও লোপ পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আ) একদিন শহরে একস্থান অতিক্রম করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি দুই ব্যক্তিকে পরস্পর লড়াই করিতে দেখিলেন। তাহাদের একজন ফির'আউনের বংশধর, অপরজন ইস্‌রাঈলী। হযরত মূসা (আ) ক্রোধান্বিত হইলেন। কারণ, ফির'আউনী ব্যক্তি ইস্‌রাঈলী ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়াছেন। সে জানিত যে, হযরত মূসা (আ) ইস্‌রাঈলীদের পক্ষপাতিত্ব করিবেন এবং তাহাদের হিফাযত করিবেন। কারণ, তাঁহার আম্মা ব্যতিত অন্যান্য লোক কেবল ইহাই জানিত যে, তিনি ইস্‌রাঈলীদের দুধপান করিয়াছেন। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কেও এই বিষয়ে অবহিত করিয়াছিলেন। হযরত মূসা (আ) ফির'আউন লোকটিকে এত জোরে ঘুষি মারিলেন যে, ইহাতেই সে মৃত্যুবরণ করিল। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ও উক্ত ইস্‌রাঈলী ব্যতিত এই ঘটনা কেহ দেখিতেও পাইল না আর জানিতেও পারিল না। কিন্তু হযরত মূসা (আ) এই দুর্ঘটনার কারণে অনুতপ্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, ইহা শয়তানের কারণেই সংঘটিত হইয়াছে এবং শয়তান পথভ্রষ্টকারী ও প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল পরম মেহেরবান। (সূরা কাসাস ঃ ১৬)

হযরত মূসা (আ) ভয়ে ভয়ে শহরে চলাফিরা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে এই খোঁজে রহিলেন যে, ব্যাপারটি অন্য কেহ জানিতে পারিয়াছে কি না? এইদিকে ফির'আউনের নিকট এই অভিযোগ আসিয়া পৌছিল যে, ফির'আউনের বংশের এক ব্যক্তিকে বনী ইস্রাঈল হত্যা করিয়াছে। অতএব জাঁহাপনা! আপনি বিচার করুন এবং তাহাদের প্রতি কোন প্রকার অনুকম্পা করিবেন না। তখন ফির'আউন বলিল, হত্যাকারী কে, এবং এই ঘটানার সাক্ষী কে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর। সাক্ষী ব্যতিত তো আর বিচার করা সম্ভব নহে। তোমরা সাক্ষী প্রমাণসহ হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেই আমি তাহাদের উপযুক্ত বিচার করিয়া তোমাদের দাবী পূরণ করিব। তাহারা হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে শহর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কিন্তু কাহাকেও খুঁজিয়া পাইল না। এমন সময় হঠাৎ হযরত মূসা (আ) পরবর্তী দিনে সেই ইস্রাঈলীকে অপর একজন ফির'আউনের লোকের সহিত লড়াই করিতে দেখিলেন। ইস্রাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে দেখিয়াই তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল যে, হযরত মূসা (আ) তাঁহার গতকল্যের আচরণে অনুতপ্ত হইয়াছেন। বস্তুত হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার বংশের লড়াই ঝগড়াকে অপসন্দ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি ফির'আউন লোকটির প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিলেন। ইস্রাঈলী ব্যক্তি তাঁহার এই প্রস্তুতি দেখিয়া মনে করিল, তিনি হয়ত তাহাকেই আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। কারণ তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। ইস্রাঈলী এই ভুল ধারণা করিয়া হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "হে মূসা! যেমন গতকল্য তুমি একজন লোক হত্যা করিয়াছ, আজও কি তেমনিভাবে আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছ? ইস্রাঈলী ব্যক্তির মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ফির'আউনী ব্যক্তি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। এবং ইস্রাঈলী ব্যক্তির মুখে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে যেই তথ্য জানিতে পারিল সে উহা সরকারী গোয়েন্দাকে পৌছাইয়া দিল। সংবাদ জানিতে পারিয়া ফির'আউন জল্লাদকে হুকুম দিল, তাহারা যেন হযরত মূসা (আ)-কে যবাই করিয়া দেয়। অতঃপর ফিরাউনে প্রেরিত লোকজন বড় বড় সড়কে হযরত মূসা (আ)-কে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা নিশ্চিত ধারণা করিয়ছিল যে হযরত মূসা (আ) কোনভাবেই পলায়ন করিয়া যাইতে পারিবে না। এমন সময় হযরত মূসা (আ)-এর বংশের এক ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত পথে ফির'আউনের প্রেরিত লোকের পূর্বেই হযরত মূসা (আ)-এর নিকট

পৌঁছাইয়া তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ হে ইব্‌ন জুবাইর! ইহাও হযরত মূসা (আ)-এর একটি পরীক্ষা।

এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎই হযরত মূসা (আ) মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি ইহার পূর্বে এতবড় বিপদের সম্মুখীন কখনও হন নাই। অথচ, যেই দিকে তিনি রওয়ানা হইলেন, উহার কোন পথঘাট তিনি জানেন না। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া তাঁহার উপর ভরসা করিয়াই তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ عَسٰى رَبِّىْ يَهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ সম্ভবত আমার পতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথ দেখাইবেন। (সূরা কাসাস ঃ২২)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ ۔

যখন তিনি মাদইয়ান শহরে পৌঁছলেন, সেখানে তিনি অনেক লোক দেখিলেন, যাহারা তাহাদের পশুকে পানি পান করাইতেছে। এবং তাহাদের একদিকে দুইটি মেয়েকেও তিনি দেখিতে পাইলেন। যাহারা তাহাদের ভেড়ার রশী ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। (সূরা কাসাস ঃ ২৩) হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তোমাদের ভেড়া ধরিয়া পৃথক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? ঐ সকল লোকদের সহিত পানি পান করাও না কেন? তাহারা বলিল, এ সকল লোকের ভীড়ের মধ্যে গিয়া পানি পান করাইবার মত শক্তি ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা পানি পান করাইবার পর অবশিষ্ট পানি হইতেই আমরা পান করাইব। তাহাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত মূসা (আ) তাহাদের ভেড়াগুলিকে পানি পান করাইয়া দিলেন। যেহেতু তিনি শক্তিশালী ছিলেন। কাজেই তিনি একাই ডোল ভরিয়া পানি উঠাইয়া সর্বপ্রথম তাহাদের পশুগুলিকে পান করাইয়া দিলেন। তাহারা তাহাদের পশুগুলিকে লইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরিয়া গেল। আর হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসিয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিলেন। এবং তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে এই প্রার্থনা করিলেন ঃ

رَبِّىْ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

হে আমার প্রভূ! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে, আমি তাহার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস ঃ ২৪) মেয়ে দুইটি তাহাদের পশুগুলিকে পানি পান করাইয়া তাহাদের আব্বার নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তো আজ বড়ই তাড়াতাড়ি ফিরিয়াছ! ভেড়াগুলিও বেশ তৃপ্তি সহকারে পেট ভরিয়া পানি পান করিয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) তাহাদের যেই সাহায্য করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত বিবরণ

দিল। অতঃপর তিনি একটি মেয়েকে হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। মেয়েটি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। হযরত মূসা (আ)-এর সহিত বিস্তারিত আলাপ হইবার পর তিনি বলিলেন ঃ

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

ভয় করিও না যালিম কাওম হইতে তুমি পরিত্রাণ পাইয়াছ। (সূরা কাসাস ঃ ২৫)

আমাদের উপর ফির'আউনের কোন কর্তৃত্ব নাই আর আমরা তাহার সম্রাজ্যের অধিবাসীও নহি। অতঃপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল ঃ

يٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ .

আব্বা! আপনি তাহাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাখিয়া দিন। যাহাকে উত্তম মজুর হিসাবে রাখিবেন সে বেশ শাক্তিশালী ও আমানতদার। (সূরা কাসাস ঃ ২৬) হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে মেয়ের এই মন্তব্যে তাঁহারও আত্মমর্যাদায় বাঁধিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাঁহার শক্তি ও আমানত বুঝিলে কি করিয়া? মেয়েটি বলিল, তাঁহার শক্তি পরীক্ষা তো পাইয়াছি এইভাবে যে, তিনি যখন ছাগলের জন্য ডোল ভরিয়া পানি তুলিতেছিলেন, তখন তিনি একাই বড় বড় ডোল ভরিয়া পানি তুলিতেছিলেন। আমি কখনও কাহাকে একাকী এইরূপ ডোল ভরিয়া পানি পান করাইতে দেখি নাই। আর তাঁহার আমানতের পরিচয় পাইয়াছি এইরূপে যে, আমি যখন তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম তখন প্রথম তো তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি একজন মেয়ে লোক, তখন নিচের দিকে তিনি দৃষ্টি অবনত করিলেন এবং আপনার পূর্ণ পয়গাম পৌছাইবার পূর্বে আর তিনি তাহার মাথা তুলিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার পশ্চাতে চল এবং পশ্চাতে থাকিয়াই আমাকে পথ বলিয়া দাও। মেয়েটির এই বক্তব্যের পর তাহার আব্বার অন্তর পরিষ্কার হইয়া গেল এবং তাহার কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন। হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে মেয়েটি যে মন্তব্য করিল, উহা সঠিক বলিয়া ধারণা করিলেন। অতঃপর তিনি হযরত মূসা (আ)-কে বলিলেন আচ্ছা, আমার এই দুই কন্যার মধ্য হইত একজনকে তুমি কি এই শর্তে বিবাহ করিতে আগ্রহী যে, আট বৎসর আমার এইখানে মজুরী করিবে। অবশ্য স্বেচ্ছায় যদি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা উত্তম। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইনশাল্লাহ্ তুমি আমাকে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত পাইবে। হযরত মূসা (আ) এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং বিবাহ সম্পন্ন হইল। হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আট বৎসর মজুরী করা তো ওয়াজিব হইল এবং অবশিষ্ট দুই বৎসর ঐচ্ছিক। কিন্তু তিনি দশ বৎসরই পূর্ণ করিলেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, একবার একজন খ্রিস্টান আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আচ্ছা আপনি জানেন কি, হযরত মূসা (আ) কত বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন, আট না দশ বৎসর? কিন্তু আমি তখন জানিতাম না। অতএব জবাব দিতে পারি নাই। অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সম্পর্কে আলোচনা করি, তিনি বলিলেন, তুমি কে উহা জাননা যে, হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি আট বৎসর পূর্ণ করা তো ছিল ওয়াজিব। তিনি উহা হইতে কম করেন নাই বরং তিনি দশ বৎসর মজুরী করিয়াছিলেন। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, অতঃপর আমি সেই খ্রিস্টানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উহা জানাইয়া দিলাম। তখন সে বলিল, আপনি যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি একজন বড় আলিম। আমি বলিলাম, অবশ্যই।

হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার নির্দিষ্ট মজুরীকাল পূর্ণ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া মিসরে পানে চলিলেন। পথে আগুন দেখার ঘটনা, আল্লাহ্র সহিত কথা বলা, লাঠির অজগর হওয়া ও তাঁহার হাত উজ্জ্বল হইবার ঘটনাসমূহ ঘটিল, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ওহী শোনে হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট দাওয়াত ও তাবলীগের নির্দেশ হইলে তিনি সেই ফির'আউনীকে হত্যার কারণে ভয়ের কথা উল্লেখ করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্বায় যে জড়তা রহিয়াছে উহারও অভিযোগ পেশ করিলেন। যাহার কারণে তিনি সঠিকভাবে অনেক কথাই বলিতে পারিতেন না। তিনি আল্লাহ্র নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে যেন তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে নবী করেন। তিনি বড় সুন্দরভাবে বক্তব্য পেশ করিতে সক্ষম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। এবং তাঁহার জিহ্বার জড়তাও দূর করিয়া দিলেন। ওহী যোগে হযরত হারূন (আ)-কে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিসহ রওয়ানা হইলেন এবং হযরত হারূন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর উভয়ই একত্রিত হইয়া ফির'আউনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিলেন। তাঁহারা ফির'আউনের দরজার নিকট অনুমতির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বহু সময় পর তাঁহারা সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করিলেন। তাঁহারা তাহাকে বলিলেন, আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর। ফির'আউন জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের প্রতিপালক কে? অতঃপর মূসা (আ) ও হারূন (আ) সেই জবাব দান করিলেন যাহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হইয়াছে। ফির'আউন জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের ইচ্ছা কি? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমরা চাহি যে, তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং বনী ইস্রাঈলকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর। ফির'আউন ইহা অস্বীকার করিল। এবং

বলিল, তোমরা যে আল্লাহ্র নবী ইহার কোন প্রমাণ পেশ কর; যদি সত্যবাদী হও। অতঃপর হযরত মূসা (আ) হাতের লাঠি নিক্ষেপ করিলেন এব তৎক্ষণাৎ উহা বিরাট অজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া দৌড়াইতে লাগিল এবং ফির'আউনের দিকে ধাবিত হইল। ফির'আউন যখন অজগরকে তাহার দিকে ধাবমান দেখিল, তখন সে ভয়ে সিংহাসন হইতে লাফ মারিল এবং হযরত মূসা (আ)-কে উহাকে বিরত রাখিবার জন্য অনুরোধ করিল। হযরত মূসা (আ) ইহাকে ধরিলে, অমনি উহা লাঠির রূপ ধারণ করিল। অতঃপর তিনি তাঁহার হাত বাহির করিলেন। উহা আলোক উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইল অথচ, কোন রোগ ছাড়াই এইরূপ উজ্জ্বল হইয়াছিল। অতঃপর তিনি হাতটিকে বগলে লইতেই পূর্বের আকৃতি ধারণ করিল।

ফির'আউন তাহার মন্ত্রী পরিষদ ও দরবারীদের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিল। তাহারা বলিল, এই দুইজন হইল যাদুকর। তাঁহারা তাঁহাদের যাদুর মাধ্যমে আপনাদিগকে এই দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চায়। এবং আপনারা যে সুখ শান্তির জীবন-যাপন করিতেছেন উহা তাঁহারা ছিনাইয়া লইতে চায়। তাহারা হযরত মূসা (আ)-এর কোন কথা না মানিতে পরামর্শ দিল এবং ইহাও বলিল যে, তাঁহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য দেশের সকল যাদুকর একত্রিত করুন এই দেশে যাদুকরের সংখ্যা অনেক। এই যাদুর মাধ্যমেই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিবেন।

অতঃপর ফির'আউন যাদুকরদিগকে একত্রিত করিবার জন্য সকল শহরে বন্দরে সংবাদ প্রেরণ করিল। সকল যাদুকর ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদুকর কিসের সাহায্যে যাদু করে? তখন তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কসম লাকড়ির সাহায্যে সারা পৃথিবীতে আমাদের তুলনায় অধিক ভাল যাদু আর কেহ করিতে পারেনা। অতঃপর তাহারা বলিল আচ্ছা, যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমাদের পুরস্কার কি হইবে? ফির'আউন বলিল, তোমরা আমার ঘনিষ্ঠজন ও বিশিষ্ট লোক হইবে। এবং তোমরা যাহা পসন্দ করিবে আমি তোমাদিগের জন্য তাহাই করিয়া দিব। অতঃপর তাহারা ঈদের দিন সময় নির্ধারিত করিল। যেন সেই দিন সকলেই নাস্তার বেলায় অমুক ময়দানে একত্রিত হয়। হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, يَوْمُ الزِّيْنَةِ দ্বারা আশুরার দিন উদ্দেশ্য। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন।

যাদুকররা যখন ময়দানে একত্রিত হইল তখন বিদ্রূপ করিয়া লোকেরা একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল চলনা আমরা মুকাবিলা দেখিয়া আসি।

ইরশাদ হইল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ

তাহারা যদি বিজয়ী হয় আমরা এই নতুন যাদুকরদের অনুসরণ করিব। (সূরা শু'আরা ঃ ৪০)

আরও ইরশাদ হইল ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قَالُوْا بَلْ اَلْقُوْا
فَالْقُوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ .

তাহারা বলিল, হে মূসা! তুমি অগ্রে নিক্ষেপ করিবে, না আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করিব? তিনি বলিলেন, তোমরাই অগ্রে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহারা তাহাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করিল। হযরত মূসা (আ) তাহাদের যাদু দেখিয়া মনে মনে ভীত হইলেন। কিন্তু আল্লাহ্ অহীযোগে বলিলেন, হে মূসা! তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি নিক্ষেপ করতেই ইহা একটি বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিল। যাদুকরদের লাঠি ও রশি একত্রে মিলিত হইয়া গেল এবং মূসা (আ)-এর অজগর সবগুলিকে একত্রে গ্রাস করিল। তাহাদের একটি লাঠি ও রশি অবশিষ্ট থাকিল না। যাদুকররা যখন এই দৃশ্য দেখিল, তখন তাহারা বলিল, যদি ইহা যাদু হইত তবে আমাদের যাদুর এই করুণ পরিণতি হইত না। বরং ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অলৌকিক ঘটনা। আমরা তো তাওবা করিয়া আল্লাহ্র প্রতি এবং হযরত মূসা ও হারূনের আনিত বস্তুর প্রতি ঈমান আনিলাম। ঐ ময়দানেই আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন ও তাহার লোকজনের মেরুদণ্ড ভাংগিয়া দিলেন। সত্য বিজয়ী হইল এবং তাহাদের সকল কর্মকাণ্ড বাতিল প্রমাণিত হইল। فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ

তাহারা পরাজিত হইলে এবং অপদস্ত ও লাঞ্ছিত হইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। অপরদিকে ফির'আউনের স্ত্রী যিনি হযরত মূসা (আ)- কে স্বীয় সন্তানের মত লালনপালন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত অস্থির হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর বিজয়ের জন্য দু'আ করিতেছিলেন। যেই সকল ফির'আউনী লোকজন তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইল, তাহারা ধারণা করিল যে, হয়ত ফির'আউনের প্রতি ভালবাসার কারণে তিনি এইরূপ অস্থির হইয়াছেন। অথচ তাঁহার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা কেবল মাত্র হযরত মূসা (আ)-এর জন্যই ছিল। এদিকে ফির'আউনের বারবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কারণে হযরত মূসা (আ) দীর্ঘকাল মিসরে অবস্থান করিলেন। যখনই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন শাস্তিমূলক অবতীর্ণ হয় তখনই সে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ওয়াদাকে যে সে বনী ইস্রাঈলকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিবে। কিন্তু শাস্তি দূরীভূত হইলেই সে তাহার ওয়াদা ভঙ্গ করে। এবং পুনরায় হযরত মূসা (আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা তোমার প্রতিপালক আর কোন নিদর্শন প্রেরণ করিতে পারেন কি? অতঃপর আল্লাহ্ পর্যায়ক্রমে

ফির'আউনের কাওমের প্রতি ঝড়, ঝঞ্ঝা, টিড্ডি, উকূন, ব্যাঙ, রক্ত এবং অন্যান্য নিদর্শন অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু ফিরাউন প্রত্যেকবারই হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আসিয়া ইহার অভিযোগ করেন এবং উহা দূরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করে এবং বনী ইস্রাঈলকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু যখনই শাস্তি দূরীভূত হইত পুনরায় সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভংগ করিত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে বনী ইস্রাঈলকে লইয়া রাত্রিকালে বাহির হইয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিলেন। সকাল বেলা যখন ফিরাউন দেখিতে পাইল যে, হযরত মূসা (আ) বনী ইস্রাঈলকে লইয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন সে সেনাবাহিনী একত্রিত করিল। এবং হযরত মূসা (আ)-এর পশ্চাতে ছুটিল। আল্লাহ্ তা'আলা নদীকে জানাইয়া দিলেন, যখন আমার বান্দা মূসা (আ) লাঠি দ্বারা তোমার উপর আঘাত করিবে তখন বারটি পথ তৈয়ার করিবে। যেন মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীরা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের অতিক্রান্ত হইবার পর যখন ফির'আউন ও তাহার অনুসারীরা প্রবেশ করিল তখন বারটি পথ যেন ভরিয়া যায় এবং তাহারা যেন নিমজ্জিত হইয়া যায়।

হযরত মূসা (আ) যখন নদীর তীরে পৌঁছাইলেন, তখন তিনি নদীতে ভীষণ তুফান দেখিতে পাইয়া ভীত হইলেন, লাঠি মারিবার কথা ভুলিয়া গেলেন। নদীর উপর হযরত মূসা (আ) লাঠির আঘাত মারিতেই বারটি পথ করিয়া দিতে হইবে, যদি ইহা হইতে অবচেতন থাকে তবে যে আল্লাহ্র নাফরমানী হইবে এই ভয়েই নদীতে তুফান হইতেছিল। যখন উভয় দল একে অপরকে দেখিল এবং তাহারা নিকটবর্তী হইল, তখন হযরত মূসা (আ)-এর সাথীরা বলিল, আমরা তো যেন ধরা পড়িয়াই যাইব। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনাকে যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আপনি উহা পালন করুন। আপনি মিথ্যা বলেন নাই আর আল্লাহ্ও মিথ্যা বলেন নাই। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার প্রতিপালক এই ওয়াদা করিয়াছে যে, নদীর তীরে পৌঁছিলে নদীর মধ্যে বারটি পথ হইয়া যাইবে এবং আমরা নদী পার হইয়া যাইব। ঠিক এই মূহূর্তে হযরত মূসা (আ)-এর নদীতে লাঠি মারিলেন। এবং নদীতে বারটি পথ হইয়া গেল। ফির'আউনের সেনাবাহিনীর অগ্র ভাগ হযরত মূসা (আ)-এর দলের পশ্চাৎভাগের নিকটবর্তী হইয়া পড়িল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লোকজন সহ যখন নদী পার হইয়া গেলেন। এবং ফির'আউন ও তাহার লোকজন নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল তখন আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক নদীর পথগুলি পানিতে মিলিত হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) যখন পার হইয়া গেলেন তখন তাঁহার সঙ্গীরা বলিল, আমাদের আশংকা হইতেছে ফির'আউন পানিতে নিমজ্জিত হয় নাই এবং সে ধ্বংস হইয়াছে

বলিয়াও আমাদের বিশ্বাস হইতেছে না। তখন হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন, এবং আল্লাহ্ তাহার লাশকে ভাসাইয়া দিলেন। তখন তাঁহারা ফিরাউনের মৃত্যুর ব্যাপারে আশ্বস্ত হইল।

অতঃপর তাহারা এক মূর্তিপূজক কাওমের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল,

قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ

তাহারা বলিল, হে মূসা! এই সকল লোকদের যেমন অনেক উপাস্য আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ উপাস্য ঠিক করিয়া দিন। قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ তিনি বলিলেন, তোমরা বড়ই মুর্খ কাওম। اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বড় বড় দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা দেখিলে, উপদেশমূলক কথা শ্রবণ করিলে তাহার পরও কি তোমাদের বোধোদয় হইল না?

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে লইয়া একটি স্থানে অবতরণ করিলেন এবং বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত কথা বলিতে যাইতেছি এবং ত্রিশ দিন আমি তথায় অবস্থান করিয়া প্রত্যাবর্তন করিব। এই সময়ে তোমরা হারূন (আ)-এর অনুসরণ করিয়া চলিবে। তাঁহাকেই আমি আমার প্রতিনিধি হিসাবে রাখিয়া যাইতেছি। যখন তিনি তাঁহার প্রতিপালকের সহিত কথা বলিবার জন্য আগমন করিলেন এবং দিবারাত্র রোযা রাখিলেন। অতএব তিনি যমীন হইতে কিছু পাতা লইয়া চাবাইলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রোযা ভাঙ্গিলে কেন? অথচ, ইহার কারণ তাঁহার অজানা ছিলনা। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার মুখ দুর্গন্ধময় হইয়াছিল। এই অবস্থায় আপনার সহিত কথা বলা আমার সহিত উচিত মনে করি নাই। সুতরাং পাতা চাবাইয়া আমার মুখকে সুগন্ধযুক্ত করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ হে মূসা! তুমি কি এই কথা জাননা যে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আমার নিকট মিসক অপেক্ষা উত্তম। যাও পুনরায় দশটি রোযা রাখিয়া আমার নিকট আস। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিলেন। এদিকে বনী ইস্‌রাঈল হযরত মূসা (আ)-কে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাবর্তন না করিতে দেখিয়া মনঃক্ষুণ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় হযরত হারূন (আ) বনী ইস্‌রাঈলকে সম্বোধন করিয়া একটি ভাষণ দান করিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমরা যখন মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ, তখন তোমাদের নিকট ফির'আউনের লোকজনের অনেক ঋণ ও আমানতের মাল ছিল। তাহাদের নিকটও তোমাদের অনুরূপ মাল ছিল। তবে তাহাদের নিকট যেই পরিমাণ মাল তোমাদের রহিয়াছে তোমরা উহা রাখিতে পার। তবে যেই মাল তোমাদের নিকট আমানত রহিয়াছে, উহা আমরা তাহাদের নিকট ফেরৎ তো দিব না তবে

আমরা উহা ব্যবহারও করিতে পারিব না। অতএব তিনি একটি গর্ত খনন করিয়া প্রত্যেককে এই নির্দেশ দিলেন, যাহার নিকট যেই মাল ও গহনা রহিয়াছে সে যেন উহা এই গর্তে নিক্ষেপ করে। অতঃপর হযরত হারূন (আ) উহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। এবং বলিলেন, ইহা না আমাদের না তাহাদের। এদিকে সামেরী নামক এক গরু উপাসক যে ফির'আউনের প্রতিবেশী ছিল, কিন্তু ফির'আউনের বংশধর ছিল না। সেও হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীদের সহিত চলিয়া আসিয়াছিল। সে একটি আলামত হইতে কিছু মাটি সাথে করিয়া আনিয়াছিল। হযরত হারূন (আ) তাহাকে বলিলেন, হে সামেরী! তুমি তোমার হাতের জিনিস নিক্ষেপ করিলে না? অথচ, তাহার হাতের বস্তু এমনভাবে রাখিয়াছিল উহা আর কেহ দেখিতেছিল না। সে বলিল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত যেই লোকটি আপনাদিগকে নদী পার করিয়াছেন, ইহা তাঁহার আলামতের এক মুষ্টি মাটি। আপনি যদি এই দু'আ করেন যে ইহা দ্বারা আমার কাঙক্ষিত বস্তু পয়দা হউক, তবেই আমি গর্তের মধ্যে ইহা নিক্ষেপ করিব। হযরত হারূন (আ) সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর সে উহা গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিল এবং হযরত হারূন (আ) তাহার জন্য দু'আ করিলেন, সে বলিল, আমার আকাঙক্ষা ইহা দ্বারা একটি বাছুর সৃষ্টি হউক। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় গর্তের মধ্যে যেই সকল গহনা, তামা, লোহা ইত্যাদি ছিল সব উহা মিলিত হইয়া প্রাণশূন্য বাছুর হইল। কিন্তু উহা হইতে শব্দ বাহির হইতে লাগিল।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! উহার নিজের কোন শব্দ ছিল না বরং বাছুরটির ভিতরে ফাঁকা ছিল এবং উহার পেছন দিয়া হাওয়া প্রবেশ করিয়া মুখ দিয়ে বাহির হইবার সময় শব্দ করিয়া বাহির হইত। ইহাকেই তাহারা বাছুরের শব্দ মনে করিত। এই ঘটনার পর বনী ইস্রাঈল কয়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞাসা করিল, হে সামেরী! ইহা কি? সে বলিল, এই তোমাদের প্রতিপালক। কিন্তু হযরত মূসা (আ) বিভ্রান্ত হইয়াছেন। একদল বলিল, হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমরা ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিব না। যদি ইহাই আমাদের পালনকর্তা হইয়া থাকে তবে আমরা ইহাকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হইব না। বরং আমরাই অক্ষম প্রমাণিত হইব। আর যদি ইহা আমাদের প্রতিপালক না হয় তবে আমরা হযরত মূসা (আ)-এরই অনুসরণ করিয়া চলিব। অপর একদল বলিল, ইহা শয়তানের কাজ। ইহা আমাদের রব হইতে পারে না, ইহার প্রতি আমরা ঈমান আনিব না, বিশ্বাসও করিব না। আর অপর একটি দলের অন্তরে সামেরীর কথাই গাঁথিয়া গিয়াছিল। এই মূহূর্তে হযরত হারূন (আ) বলিলেন ঃ

يٰا قَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ

হে আমার কাওম! তোমরা তো ইহার দ্বারা ফিত্নায় আক্রান্ত হইয়াছ, বস্তুত তোমাদের প্রতিপালক হইলেন, পরম করুণাময় আল্লাহ্। তোমরা আমার অনুরসণ কর, এবং আমার নির্দেশ মানিয়া চল। (সূরা তোহা ঃ ৯০)

তাহারা বলিল, "হযরত মূসা (আ) যে আমাদের নিকট ত্রিশ দিনের কথা বলিয়া গেলেন, অথচ, চল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, এখনও তিনি ফিরিলেন না ইহার কারণ কি? আহাম্মকরা ইহাও বলিল, হযরত মূসা (আ) তাঁহার প্রভূকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, এখন তিনি তাঁহাকেই খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। এদিকে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র সহিত কথাবার্তা বলিলেন, এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার কাওমের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সংবাদ দিলেন।

তখন তিনি তাঁহার কাওমের নিকট রাগান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا

অতঃপর মূসা (আ) ক্রোধান্বিত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবং পবিত্র কুরআনে তাঁহার যে বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা তোমরা শুনিয়াছ। তিনি তাঁহার ভাইয়ের মাথা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং রাগের কারণে তিনি তাওরাতের তক্তিগুলিও নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভাইয়ের ওযর গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর তিনি সামেরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে সামেরী! তোমার অপকর্মের প্রতি কোন্ জিনিস উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল? সে বলিল, আল্লাহ্ প্রেরিত ফিরিশ্তার পদধুলী হইতে আমি এক মুঠা মাটি লইয়াছিলাম। এই সকল লোক ইহা জানিতে পারে নাই। আমিই জানিতে পারিয়াছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ

অতঃপর আমি উহা এই অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার মতে ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হইয়াছিল। (সূরা তোহা ঃ ৯১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيَاةِ اَنْ تَقُوْلَ لَامِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا .

হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, যাও তুমি সারাজীবন এই কথাই বলিয়া বেড়াইবে, "আমাকে যেন কেহ স্পর্শ না করে এবং তোমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়

রহিয়াছে যাহার বিপরীত হওয়া সম্ভব নহে। আর তুমি তোমার মাবূদের পরিণতি কি উহার প্রতিও দৃষ্টিপাত কর, যাহার সান্নিধ্য লাভ তুমি করিতে। আমরা তোমার সম্মুখেই উহাকে জ্বালাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিব"।

যদি বাস্তবিক উহা রব হয়, তবে জ্বালাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। হযরত মূসা (আ) যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বনী ইস্‌রাঈল বিশ্বাস করিল, বাস্তবিক তাহারা ফিত্‌নায় আক্রান্ত হইয়াছিল। এবং যাঁহারা হযরত হারূন (আ)-এর কথা মানিয়াছিল তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা বলিল, হে মূসা (আ)! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাদের জন্য তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেন, যেন আমরা তাওবা করিয়া গুনাহ হইতে মুক্ত হইতে পারি। হযরত মূসা (আ) তাহাদের মধ্য হইতে বাছুর পূজা করেন নাই এমন সত্তর ব্যক্তিকে মনোনীত করিলেন এবং তাওবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া চলিলেন, কিন্তু পথেই যমীন ফাটিয়া তাহারা ভূগর্ভস্থ হইল। হযরত মূসা (আ) তখন বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এই দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করিলে তো আমাকেসহ তাহাদিগকে পূর্বেই ধ্বংস করিতে পারিতেন। আমাদের আহাম্মকদের কৃতকর্মের কারণেই কি আমাদিগকে আপনি ধ্বংস করিবেন? (সূরা 'আরাফ ঃ ১৫৫)

যেই সত্তর ব্যক্তিকে হযরত মূসা (আ) বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমনও ছিল যাহার অন্তর বাছুরের মহব্বত পড়িয়াছিল। এবং একারণেই বিকট শব্দে তাহাদিগকে ভূগর্ভস্থ করা হইয়াছিল। অতঃপর ইরশাদ হইল ঃ

وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنِ يَتَّقُوْنَ . وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ
يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ .

আমার রহমত তো সকলকেই শামিল করে, তবে আমি উহা সেই সকল লোকদের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব যাহারা মুত্তাকী, যাহারা যাকাত আদায় করে, যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে আর যাহারা উম্মী নবীর (মুহাম্মদ-এর অনুসরণ করে যাহার গুণাবলী তাহারা তাহাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৬-৫৭)

অতঃপর হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে আরয করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কাওমের জন্য তাওবার দরখাস্ত করিয়াছি, অথচ, আপনি ইরশাদ করিলেন ঃ অন্য কোন কাওমের জন্য আপনি রহমত লিখিয়া রাখিয়াছেন। সেই রহমতপ্রাপ্ত উম্মাতের জন্য আমাকে বিলম্ব করিয়া প্রেরণ করিলেন না কেন? তখন আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার কাওমের জন্য তাওবা হইল তাহাদের প্রত্যেকেই তাহার পিতা-পুত্রের যাহাকেই যে দেখিবে তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিবে। কে কাহাকে হত্যা করিল উহার পরোয়া করিবে না। যাহাদের গুনাহ্ সম্পর্কে হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) জানিতেন না তাহারাও তাওবা করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গুনাহ্ সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন তাহারা গুনাহ্ স্বীকার করিল এবং তাহাদিগকে যেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও তাহারা পালন করিল। আল্লাহ্ হত্যাকারী ও নিহত সকলকেই ক্ষমা করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া হযরত মূসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হইলে তিনি তাওরাতের পলকগুলিও উঠাইয়া লইলেন। তিনি বনী ইস্রাঈলকে তাওরাতের হুকুম পালন করিবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উহা তাহাদের পক্ষে তারাতের বিধানাবলী কঠিন মনে করিয়া তাহারা মানিতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মাথার উপরে একটি পাহাড় উঠাইয়া ধরিলেন এবং উহা তাহাদের এতই নিকটবর্তী হইল যে, যে কোন মুহূর্তে তাহাদের মাথায় পড়িবার আশংকা ছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ডান হাতে তাওরাত ধরিল বটে কিন্তু মাথানিচু করিয়া পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিতাব তাহাদের হাতে ছিল আর তাহারা ছিল পাহাড়ের নিচে যে কোন মুহূর্তে তাহাদের মাথায় পড়িতে পারে এই অবস্থায়ই তাহারা অবস্থান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা এক পুণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শহরের নিকটবর্তী হইয়া তাহারা জানিতে পারিল তথায় এক বড়ই শক্তিশালী কাওম বাস করে। তাহাদের আকৃতি বড়ই ভয়ংকর। তাহাদের বাগানের ফলসমূহও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। বনী ইস্রাঈল হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, হে মূসা (আ) এই শহরের অধিবাসী তো বড়ই শক্তিশালী তাহাদের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহারা শহর হইতে বাহির হইয়া না গেলে আমরা শহরে প্রবেশ করিতে পারিবনা। উক্ত শহরের অধিবাসীদের দুই ব্যক্তি যাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। বনী ইসরাঈলের নিকট বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, এই শহরের অধিবাসীরা প্রকাণ্ড শরীরের অধিকারী হইলেও বস্তুত তাহারা কাপুরুষ। যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অতএব যদি তোমরা সাহস করিয়া শহরে প্রবেশ কর তবে তোমরাই বিজয়ী হইবে। কতেক লোকের বক্তব্য হইল, এই দুই ব্যক্তি আসলে হযরত মূসা (আ)-এর কাওমের লোক ছিল। মূলত বনী

ইস্‌রাঈল বড়ই কাপুরুষ ছিল। অতএব তাহারা এই দুই ব্যক্তি উৎসাহ প্রদানের পরেও তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ .

হে মূসা (আ)! যাবৎ এই শহরের অধিবাসীরা এই শহরেই অবস্থান করিবে আমরা তো কখনও ইহাতে প্রবেশ করিব না। বরং তুমি ও তোমার প্রতিপালক তাহাদের সহিত মুকাবিলা কর আমরা তো এইখানেই বসিয়া থাকিব। (সূরা মায়িদা ঃ ২৪)

তাহাদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তাহাদের জন্য বদ্ দু'আ করিলেন ও ফাসিক বলিলেন। অথচ, ইতিপূর্বে তিনি তাহাদের গুনাহ্ ও দুর্ব্যবহারের কারণে কখনও বদ্ দু'আ করেন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জন্য বদ্ দু'আ কবূল করিলেন। এবং হযরত মূসা (আ)-এর ন্যায় তিনি তাহাদিগকে ফাসিক ও পাপিষ্ঠ বলিলেন। এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাহারা এই ময়দানেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। প্রতিদিন তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে থাকিত, কোথাও তাহারা স্থির হইয়া অবস্থান করিত না। আল্লাহ্ তা'আলা এই ময়দানেই তাহাদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করিলেন এবং 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করিলেন। তাহাদের জন্য এমন কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন যাহা না পুরাতন হইত, না ময়লা হইত। তাহাদের সম্মুখে চারিকোণ বিশিষ্ট পাথর রাখিলেন হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে প্রতি কোণে তিন তিনটি ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। এবং বনী ইস্‌রাঈল প্রত্যেক গোত্রকে তাহাদের ঝর্ণা সম্পর্কে অবহিত করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতে চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া কোন স্থানে অবস্থান করিত তখন সকালে জাগ্রত হইয়া দেখিত পাথরটি সেই স্থানেই রহিয়াছে যেখানে গতকল্য ছিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত মু'আবিয়া (রা) বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে শ্রুত হাদীসের এই অংশের উপর আপত্তি করিলেন যে, হযরত মূসা (আ) যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ একজন ফির'আউনী সরকারী লোককে পৌছাইয়া ছিল। হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, হযরত মূসা (আ) যখন কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলেন তখন এক ইস্‌রাঈলী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপস্থিত ছিলনা। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আপত্তির কারণে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাগান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার হাত ধরিয়া হযরত সা'দ ইব্‌ন মালিক যুহরী (র)-এর নিকট লইয়া গেলেন। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইসহাক! রাসূলুল্লাহ্

(সা) যেই দিন হযরত মূসা (আ) একজন ফির'আউনীকে হত্যার কথা বলিয়াছিলেন আপনার কি উহা স্মরণ আছে যে হত্যার এই গোপন তথ্যটি কি ইস্‌রাঈলী সরকারী লোককে জানাইয়াছিল না কোন ফির'আউনী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, জানাইয়াছিল একজন ফির'আউনী। তবে ঘটনাস্থলে যে ইস্‌রাঈলী উপস্থিত ছিল তাহার নিকট জানিয়াই সে সরকারী লোককে খবর দিয়াছিল।

ইমাম নাসায়ী (র) 'সুনানে কুব্‌রা' গ্রন্থে এবং আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর (র) ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহাদের তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকেই ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটির মধ্যে মারফূ অংশ অনেক কম, বেশীরভাগ ভাষাই হইল হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিজের কথা। সম্ভবত তিনি যেই সকল ইস্‌রাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণনা করা জায়িয মনে করিতেন, উহা কা'ব আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিংবা অন্য কাহার নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আমি আমার উস্তাদ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্‌যী (র) হইতে হাদীসটি শ্রবণ করিয়াছি।

(٤١) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ

(٤٢) اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ

(٤٣) اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

(٤٤) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ٠

অনুবাদ ঃ (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর, আমার স্মরণে শৈথিল্য করিও না। (৪৩) তোমরা দুইজন ফির'আউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে। (৪৪) তোমরা তাহার সহিত নম্রকথা বলিবে, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা ভয় করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তিনি ফির'আউন ও তাহার লোকজনের ভয়ে পলায়ন করিয়া মাদইয়ান শহরে দীর্ঘদিন বসবাস করিয়াছেন। তথায় তিনি তাঁহার শ্বশুড়ের ছাগল ছরাইতেন। ছাগল ছরাইবার নির্ধারিত সময় ছিল, উহা শেষ হইবার পর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ে পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কারণ আল্লাহ্-ই তাঁহার বান্দাদের জন্য যাবতীয় কাজকর্ম সমাধা

করিয়া থাকেন। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى হে মূসা! অতঃপর তুমি আল্লাহ্র নির্ধারিত সময়ে স্বদেশে আসিয়াছ। মুজাহিদ ' عَلٰى قَدَرٍ ' এর অর্থ করেন عَلٰى مَوْعِدٍ অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা মুতাবিক আসিয়াছ। কাতাদাহ (র) ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى এর অর্থ করেন, হে মূসা! তুমি রিসালাত ও নবুওয়াতের মর্যাদায় উপনীত হইয়াছ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ আর তোমাকে আমার নিজের জন্য রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আবুস্ সালত ইব্ন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, একবার হযরত আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল। তখন হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনিই তো মানুষকে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন। তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, তোমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রিসালাতের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং নিজের জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন এবং তাওরাত অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর হযরত আদম (আ) বলিলেন, তুমি কি তাওরাতে ইহা পাও নাই যে, আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার জন্য ইহা নির্ধারিত ছিল? তিনি বলিলেন, হাঁ। এইরূপে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিতর্কে বিজয়ী হইলেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِذْهَبْ اَنْتَ وَاَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ

আমার নিদর্শনমূহ ও দলীল প্রমাণসমূহসহ তুমি ও তোমার ভাই ফির'আউনের নিকট যাও। وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ এবং আমার স্মরণে কোন প্রকার শৈথিল্য করিও না।

আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, "আমার স্মরণে তোমরা কোন দুর্বলতা প্রকাশ করিও না"। অর্থাৎ তাঁহারা যেন ফির'আউনের নিকট গিয়া আল্লাহ্র স্মরণ করিতে কোন ত্রুটি না করে। কারণ আল্লাহ্র স্মরণ ফির'আউনের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সহায়ক হইবে, শক্তিবৃদ্ধি করিবে এবং তাহার প্রতাপ প্রতিপত্তি চুরমার করিতে সাহায্য করিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার পুণ্য বান্দা ও সত্যবান্দা হইল সেই ব্যক্তি যে তাঁহার সারা জীবন আমার স্মরণ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى

তোমরা উভয়ই ফিরাউনের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌছাইতে যাও, সে অবাধ্য হইয়াছে ও অহংকারী হইয়াছে।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى

অতঃপর তোমরা তাহাকে নম্রভাবে বল, সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা ভয় করিবে। অত্র আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ রহিয়াছে আর তাহা হইল, একদিকে ফির'আউন চরম অহংকারী ও দাম্ভিক ছিল। অপর দিকে হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র পরম প্রিয়জন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ফির'আউনের সহিত অতি নম্রভাবে কথা বলিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইয়াযীদ রাক্কাশী (র) فَقُوْلَا لَهٗ لَيِّنًا পাঠ করিয়া বলেন,

يَا من يتحبب إلى من يعاديه * فكيف بمن يتولاه ويناديه

হে সেই মহান আল্লাহ্! যিনি শত্রুকে মহব্বত করেন ও তাহার প্রতি নরম ব্যবহার করেন, অতএব যে তাঁহাকে ভালবাসে এবং তাঁহাকে ডাকে তাহার সহিত তোমার ব্যবহার কতই না মধুর হইবে।

ওহব ইব্ন মুনাব্বেহ্ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ফির'আউনকে বলিয়া দাও, আমি আমার ক্রোধ অপেক্ষা রহমত ও অনুগ্রহের প্রতি অধিক নিকটবর্তী। ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত 'নরম কথা' এর অর্থ হইল, ফির'আউনের নিকট 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা। অর্থাৎ তাহাকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ফির'আউনকে এই কথা বল, তোমার একজন পালনকর্তা আছে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বেহেশত ও দোযখ আছে।

বাকীয়্যাহ (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে فَقُوْلَا لَهٗ لَيِّنًا এর অর্থ করেন, ফির'আউনকে আমার দ্বারে দণ্ডায়মান কর। সুফিয়ান সাওরী (র)ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

সারকথা হইল, ফিরাউনের প্রতি হযরত হারূন ও মূসা (আ)-এর তাওহীদের দাওয়াত এমন নম্রভাষায় হইবে যাহা অন্তরে গাঁথিয়া যায় এবং উদ্দেশ্য লাভে সফল হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ .

আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে হিক্‌মত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন। এবং উত্তম পন্থায় তাহাদের সহিত বিতর্কে অবতীর্ণ হউন। (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى সম্ভবত সে উপদেশ গ্রহণ করিবে কিংবা ভয় করিবে। অর্থাৎ যে গুমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে সে নিমজ্জিত উহা হইতে ফিরিয়া আসিবে কিংবা তাঁহার প্রতিপালকের ভয়ে তাঁহার বাধ্যতা স্বীকার করিবে। যেমন আন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ يَخْشٰى

সেই ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিবে কিংবা ভয় করিবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬২) التذكر। অর্থ অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকা। এবং الخشية। অর্থ অনুরকণ করা ও ইবাদত করা। হাসান বাসরী (র) لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْيَخْشٰى এর এই তাফসীর করেন, হে মূসা! তুমি ও তোমার ভাই হারূন ফির'আউনের ওযর পূর্ণ হইবার পূর্বে তাহার ধ্বংসের দু'আ করিওনা। এখানে যায়িদ ইব্‌ন আমার ইব্‌ন নুফাইল কিংবা উমাইয়্যা ইব্‌ন আবুস্‌ সালতের কবিতা পেশ করিতেছি ঃ

أنت الذى من فضل من ورحمة * بعثت موسى رسولا مناديا

হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনুগ্রহ ও রহমতে হযরত মূসা (আ)-কে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন।

فقلت له فاذهب وهَارون فادعوا * إلى اللّه فرعون الذى كان بَاغيا

অতঃপর আপনি তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি ও হারূন বিদ্রোহী ফির'আউনকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান কর।

فقولا له هل أنت سويت هذه * بلا وتدحتى اسقلت كماهيا

অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি বিনাস্তম্ভে এই আসমান সৃষ্টি করিয়া এবং বুলন্দ করিয়াছ?

وقولا له أنت رفعت هذه * بلا عمد أرفق اذن بلا بانيا

এবং তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমিই কি আসমান খুঁটি ছাড়া সুউচ্চ করিয়াছ? তাহা না হইলে উহার সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে নম্র হও ও তাঁহার অনুগত হও।

وقولا له أنت سويت وسطها * منيراً اذا ماجنه اليل هاديا

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, তুমি উহার মাঝেও উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করিয়াছ যাহা অন্ধকারকে আলোকিত করে।

وقولا له من يخرج الشمس بكرة * فيصبح ما مست الأرض ضاحياً

তাহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যুষে কে সূর্যোদয় ঘটায়? অতঃপর পৃথিবীর যে কোন অংশকে স্পর্শ করে উহাকে আলোকিত করে।

وقولا له من ينبت الحت فى الثرى * فيصبح منه البقل يهتز رابيا

তাহাকে একথাও জিজ্ঞাসা কর মাটি হইতে কে চারা উৎপাদন করে অতঃপর উহা দুলিয়া দুলিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ويخرج منه حبه فى رؤوسه * ففى ذلك أيات لمن كان وعبا

এবং কেই বা গাছের মাথায় ফসল ফলায়? এই সকল বিষয়ে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের নিদর্শন রহিয়াছে।

(٤٥) قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَّطْغٰى

(٤٦) قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

(٤٧) فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَلَا
تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ
الْهُدٰى

(٤٨) اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَآ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ·

অনুবাদ ঃ (৪৫) তাহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদিগকে ত্বরায় শাস্তি দিতে উদ্যত হইবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করিবে। (৪৬) তিনি বলিলেন, তোমরা ভয় করিও না আমি তো তোমাদিগের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (৪৭) সুতরাং তোমরা তাহার নিকট যাও এবং বল আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং আমাদিগের সহিত বনী ইস্‌রাঈলকে যাইতে দাও। এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিও না। আমরা

তো তোমার নিকট আসিয়াছি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিদর্শন, এবং শান্তি তাহাদিগের প্রতি যাহারা অনুসরণ করে, সৎপথ। (৪৮) আমাদিগের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, শাস্তি তাহার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে যখন ফির'আউনের নিকট তাওহীদের বাণী পৌছাইবার উদ্দেশ্যে যাইবার নির্দেশ দেওয়া হইল যখন তাঁহারা আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তাহাদের দুর্বলতার অভিযোগ করিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى

আমরা ভয় পাইতেছি ফির'আউন হয়ত আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে। তাহার নিকট পৌছবার সাথেসাথেই সে শাস্তি দিবে কিংবা আমাদের সহিত অধিক বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিবে। অথচ, আমরা তাহার শাস্তি ও দৌরাত্বের যোগ্য নহি।

আবদুর রহমান ইব্ন আসলাম (র) বলেন, أَنْ يَفْرُطَ অর্থ দ্রুত শাস্তি দিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে أَنْ يَطْغَى এর অর্থ করেন, বাড়াবাড়ি করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى .

তোমরা ভীত হইও না আমি তোমাদের সাথেই আছি। তাহার ও তোমাদের উভয়ের কথাই আমি শুনিতেছি। তাহার স্থানও তোমাদের স্থান ও আমি দেখিতেছি। কোন বস্তুই আমার নিকট গোপন নহে। তোমরা জানিয়া রাখ, সে আমারই করতলে রহিয়াছে। আমার অনুমতি ব্যতিত না তো সে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে, না বাহির করিতে পারে। না সে কথা বলিতে সক্ষম, আর না সে কিছু ধরিবার ক্ষমতা রাখে। তোমাদের সংরক্ষণ, তোমাদের সাহায্য ও সহায়তা করা সবই আমার দায়িত্বে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের নিকট যাইবার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার রব! আমি তাহার নিকট যাইবার সময় কি দু'আ করিব? তখন আল্লাহ্ বলিলেন, قُلْ هَيَا شَرَاهِيَا আ'মাশ (র) তাহার অর্থ বলেন, সর্বাগ্রেও আমি জীবিত সর্বশেষেও আমি জীবিত। অর্থাৎ চিরজীবি একমাত্র আমিই। হাদীসটির সূত্র বিশুদ্ধ কিন্তু বিষয়টি আশ্চার্যজনক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلاَ اِنَّا رَسُوْلاَ رَبِّكَ

তোমরা উভয়ই ফির'আউনের নিকট যাও এবং তাহাকে বল, আমরা তোমার পতিপালকের প্রেরিত রাসূল। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) বহুক্ষণ পর্যন্ত ফির'আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। এবং বহু বিলম্বের পর তাহাদিগকে অনুমতি দান করা হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ) ও হযরত হারূন (আ) ফির'আউনের দরজার সম্মুখে অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। এবং তাঁহারা এই কথাই বলিতেছিলেন, আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূল। তাঁহারা সকালে বিকালে তাহার দরজায় আগমন করিয়া প্রহরীদিগকে এই কথাই বলিতে থাকেন। কিন্তু ফির'আউনের ভয়ে কেহই তাহাদের খবর তাহার নিকট পৌছায় নাই। একদিন ফির'আউনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, তাহার সহিত হাসিঠাট্টা করিত, তাহাকে বলিল, জাঁহাপনা! আপনার দরজার সম্মুখে এক ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় অপেক্ষা করিতেছে, সে এক আশ্চার্য কথা বলে। সে বলে, তাঁহার না কি আপনি ব্যতিত কোন উপাস্য আছে। এবং তিনিই না কি তাহাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ফির'আউন বলিল, আমার দরজার সম্মুখে? লোকটি বলিল, হাঁ। ফির'আউন বলিল, তাহাকে ভিতরে আসিতে দাও। অতঃপর হযরত মূসা ও হারূন (আ) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাতে তাঁহার লাঠিও ছিল। হযরত মূসা (আ) যখন ফির'আউনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আমি রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছি। এই সময় ফির'আউন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মিসরে আগমন করিলেন, তখন তিনি তাঁহার আম্মাও ভাইয়ের মেহমান হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। সেই রাত্রে তাঁহারা শালগম পাকাইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সালাম করিলেন। হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ফির'আউনের নিকট যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিবার হুকুম দিয়াছেন। এবং এই বিষয়ে আপনাকে আমার সাহায্য করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যেই নির্দেশ দিয়াছেন, উহা আমি পালন করিব। অতঃপর রাত্রিকালেই তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা ফির'আউনের দরজায় আঘাত করিলেন, আওয়াজ শুনিয়া ফির'আউন রাগান্বিত হইল। এবং বলিল, এতবড় ধৃষ্টতা কাহার যে, রাত্রিকালে আমার দরজায় আঘাত করে? প্রহরীরা বলিল, জাঁহাপনা। এইখানে দরজার নিকট একজন পাগল আসিয়াছে। সে বলে,

আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন ফির'আউন বলিল, তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আস। তখন তাঁহারা ফির'আউনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, তখন তাঁহারা যাহা বলিলেন, এবং ফির'আউন উহার যে জবাব দিল উহা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে।

قَدْ جِئْنَٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ

আমরা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে মু'জিযা ও নিদর্শন লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى যেই ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। অর্থাৎ হে ফির'আউন! যদি তুমি হিদায়েত অনুসরণ কর তবে তোমার প্রতি নিরাপত্তা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) রূম সম্রাট 'হিরাকল'-এর নিকট যেই পত্র লিখিয়াছিলেন উহার শুরুতে ছিল ঃ

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم ، من محمد رسول اللّٰه ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على مَن اتبع الهدى ، اَمّا بعد فانى أدعوك بدعاية الإسلام ، فاسلم تسلم يؤتك اللّٰه أُجرك مرتين .

পরম করুণাময় ও অতি দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি। ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ হইতে রূম সম্রাট 'হিরাকল'-এর নিকট প্রেরিত। যেই ব্যক্তি হিদায়াত গ্রহণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। আমি তোমাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছি। অতএব তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করিবে। এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করিবেন।

অনুরূপভাবে মুসায়লামা কায্যাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই পত্র লিখিয়াছিল ঃ

من مسليمة رسول اللّٰه إلى محمد رسول اللّٰه، سلام عليك اَمّا بعد فانى قد اشركتك فى الأمر فلك المدر ولى الوبر ولكن قريشا قوم يعتدون .

মুসায়লামা (ভণ্ড) রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে নবুওয়াতের ব্যাপারে শরীক করিয়াছি। অতএব আপনার জন্য শহরী এলাকা এবং আমার জন্য গ্রাম্য এলাকা। কিন্তু কুরাইশরা এমন একটি কাওম যাহারা বড়ই অবিচার করে।

মুসায়লামার পত্রের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লিখলেন ঃ

من محمد رسول اللّٰه إلى مسيلمة الكذاب ، سلام على من اتبع الهدى . اَمّا بعد فان الأرض لِلّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين .

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা) পক্ষ হইতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। হিদায়েত অনুসারীর প্রতি নিরাপত্তা। অতঃপর যমীনের মালিক আল্লাহ্। তাঁহার বান্দাদের মধ্য হইতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা কর্তৃত্ব দান করেন। শুভ পরিণতি মুত্তাকীগণের জন্য।

হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ) ও ফির'আউন অনুরূপ সম্বোধন করিলেন।

وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اِنَّا قَدْ اُوْحِىَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى .

যেই ব্যক্তি হিদায়েতের অনুসরণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। আমাদের নিকট এই অহী অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করিবে এবং তাঁহার ইবাদত হইতে ফিরিয়া থাকিবে তাহার জন্য শাস্তি অবধারিত।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى

যেই ব্যক্তি অবাধ্য হইয়াছে এবং প্রার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দান করিয়াছে, জাহান্নামই হইতে তাহার বাসস্থান। (সূরা নাযি'আত ঃ ৩৭-৩৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى .

আমি তোমাদিগকে উত্তেজিত আগুন হইতে সতর্ক করিয়াছি, উহাতে কেবল সেই হতভাগ্য প্রবেশ করিবে যে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য হইতে বিমুখ হইয়াছে। (সূরা লাইল ঃ ১৪-১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

সে না তো ঈমান আনিয়াছে, আর না সালাত পড়িয়াছে, বরং সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে এবং ইবাদত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (সূরা কিয়ামা ঃ ৩১-৩২)

(٤٩) قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى

(٥٠) قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

(٥١) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى

(৫২) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى

অনুবাদ ঃ (৪৯) ফিরউন বলিল, হে মূসা! কে তোমাদিগের প্রতিপালক? (৫০) মূসা বলিল, আমাদিগের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যোগ্য আকৃতি দান করিয়াছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করিয়াছেন। (৫১) ফির'আউন বলিল, তাহা হইলে অতীত যুগের লোকদিগের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলিল, ইহার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে, আমার পতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, সে আল্লাহ্র অস্তিত্বের অস্বীকার করিয়া হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, فَمَنْ رَّبُّكُمَا يٰمُوْسٰى আমি তো আমার সত্তা ব্যতিত অন্য কাহাকেও ইলাহ্ বলিয়া জানি না। আচ্ছা বল তো দেখি, ইলাহ্ ও রব কে যিনি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক সেই মহান সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়াছেন। অতঃপর হিদায়েত দান করিয়াছেন।

আলী ইবন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে জোড়াজোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে, গাধাকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে এবং ছাগলকে তাহার নির্দিষ্ট আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে উহার বিশেষ আকৃতি দান করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক বস্তুকে উহার উপযুক্ত আকৃতি দান করিয়াছেন। মানুষের ভিন্ন আকৃতি, চতুস্পদ জন্তুর ভিন্ন আকৃতি, কুকুরের ভিন্ন আকৃতি, ছাগলের ভিন্ন আকৃতি। ইহাদের কাহারও আকৃতি অন্যের আকৃতির সাদৃশ্য নহে। প্রত্যেককেই উহার উপযুক্ত আকৃতি জীবন-যাপন পদ্ধতি দান করিয়াছেন। কাহারও কাজকর্ম রিযিক অন্যের সাদৃশ্য নহে। মানুষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিবাহ-শাদীতে আবদ্ধ হয়, অন্যান্য জীবজন্তুর বেলায় ইহা প্রযোজ্য নহে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতটি মর্ম اَلَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى এর অনুরূপ। বস্তুর জন্য উহার কর্মকাণ্ড ও মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় ও রিযিক নির্ধারণ করিয়াছেন। অতঃপর সমস্ত বস্তুকে সেই নির্ধারিত বিষয়ের পথ দেখাইয়াছেন। সকলেই সেই মুতাবিক চলিতেছে। নির্ধারিত বিষয়বস্তুর ব্যতিক্রম করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। হযরত মূসা (আ) ও ফির'আউনকে এই জবাবই দান করিলেন, যে আমার প্রতিপালক সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের জন্য তাক্দীর নির্ধারণ করিয়াছেন। এবং যেমন ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জবাব শ্রবণ করিয়া ফির'আউন বলিল, فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ইহার সঠিক অর্থ হইল, পূর্বে যেই সকল লোক তোমার আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই বরং অন্য উপাস্যের উপাসনা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের অবস্থা কি? হযরত মূসা (আ) জবাবে বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে নাই তাহাদের আমলসমুহ আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহফূযে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আমল মুতাবিক তাহাদের বিনিময় দান করিবেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং ভুলিয়াও যান না। অর্থাৎ কোন বস্তু তাঁহার জ্ঞানের পরিধি হইতে বাহিরে নহে এবং ছোট বড় সকল বস্তুই তাঁহার জ্ঞানের আওতাভূক্ত। আর যে সকল বস্তুকে তিনি জানেন তাহা তিনি ভুলিয়াও জান না। ভুল ভ্রান্তি হইতে তিনি পবিত্র। অথচ, সৃষ্টবস্তু একদিকে সকল বস্তুকে জানে না; অপর দিকে যাহা কিছু জানে উহাও ভুলিয়া যায়।

(٥٣) اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى

(٥٤) كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى

(٥٥) مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

(٥٦) وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى

অনুবাদ ঃ (৫৩) যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বিছানা। এবং ইহাতে করিয়া দিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, তিনি আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করেন এবং আমি উহা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। (৫৪) তোমরা আহার কর ও তোমাদিগের গবাদিপশু চরাও; অবশ্য ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদিগের জন্য। (৫৫) মৃত্তিকা হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। উহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। এবং উহা হইতে পুর্নবার তোমাদিগকে বাহির করিব। (৫৬) আমি তাহাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করিয়াছে ও অমান্য করিয়াছে।

তাফসীর ঃ ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্র পরিচয় সম্পর্কে যেই প্রশ্ন করিয়াছিল। উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর জবাবের অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করিয়াছেন। জবাবের প্রথমে তিনি বলিয়াছেন ঃ الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى। আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তাহার যথাযথ আকৃতি দান করিয়া তাহাকে হিদায়েত দান করিয়াছেন। অতঃপর প্রাসঙ্গিক কথা বলিবার পর তিনি বলেন, اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা স্বরূপ করিয়াছেন। যেখানে তোমরা অবস্থান কর, দণ্ডায়মান হও এবং নিদ্রা যাও এবং তাঁহার সৃষ্ট ভূ-পৃষ্ঠে তোমরা নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া থাক। وَسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً এবং তিনি এই ভূপৃষ্ঠে তোমাদের জন্য নানা পথ করিয়া দিয়াছেন। যাহার উপর তোমরা চলাফিরা করিয়া থাক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

আর এই যমীনে যাতায়তেরও পথ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা সঠিক পথে চলিতে পারে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩১)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى.

আকাশ হইতে তিনি বারি বর্ষণ করেন এবং আমি উহার দ্বারা নানাপ্রকার ফসল উৎপন্ন করি। এবং মিষ্ট, টক নানা স্বাদে ও রঙের ফলফলাদি উৎপন্ন করিয়াছি।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ উহা হইতে তোমরা আহার কর এবং তোমাদের জীবজন্তুকেও আহার করাও। অর্থাৎ আমার উৎপাদিত দ্রব্যের কিছু তোমাদের নিজেদের

খাদ্যদ্রব্য এবং কিছু তোমাদের জীবজন্তুর আহার্য। নিখুঁত সবুজাবস্থায়ও উহাদের আহার্য এবং শুস্কাবস্থায়ও আহার্য।আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى النُّهٰى এই সকল বিষয়ে জ্ঞানীজনের জন্য বহু দলীল ও নিদর্শন রহিয়াছে। যাহার সাহায্যে ঐ সকল সঠিক জ্ঞানের অধিকারীগণ ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতিত অন্য প্রতিপালকও নাই।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى .

এই মাটি হইতে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে এই মাটির উপরিভাগের মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। এবং পুনরায় তোমাদের সকলকে এই যমীনের মধ্যেই ফিরাইয়া দিব। এবং পুনরায় তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসের এই যমীন হইতেই বাহির করিব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلاً .

যেইদিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন সেইদিন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে তোমরা অতি অল্পকালই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ .

এই যমীনেই তোমরা জীবনধারণ করিবে এই যমীনেই তোমরা মৃত্যুবরণ করিবে এবং এই যমীন হইতেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ২৫)

হাদীস শরীফে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জনাযায় শরীক হইলেন, তাহাকে দাফন করিবার সময় এক মুষ্টি মাটি লইয়া কবরে নিক্ষেপ করিলেন। এবং বলিলেন ঃ مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ অতঃপর অপর এক মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ আরো এক মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى

আমি ফির'আউনকে সমস্ত দলীল প্রমাণ দেখাইয়াছি কিন্তু শক্রতা ও দৌরাত্ম করিয়া সে উহাকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং অস্বীকার করিয়াছে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا

কিন্তু অবিচার ও শত্রুতা করিয়া তাহারা উহাকে অস্বীকার করিয়াছে। যদিও তাহাদের অন্তর এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। (সূরা নাম্ল ঃ ১৪)

(٥٧) قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى

(٥٨) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا تُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى

(٥٩) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

অনুবাদ ঃ (৫৭) সে বলিল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট আসিয়াছে তোমার যাদু দ্বারা আমাদিগকে আমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিবার জন্য? (৫৮) আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করিব ইহার অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদিগের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তীস্থান, যাহার ব্যতিক্রম আমরাও করিব না এবং তুমিও করিবেনা। (৫৯) মূসা বলিল, তোমাদিগের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যখন ফির'আউন বড় বড় মু'জিযা অর্থাৎ লাঠির বিরাট অজগরে পরিণত হওয়া এবং কোন রোগ ছাড়াই হাত উজ্জ্বল হওয়া দেখিতে পাইল, তখন সে হযরত মূসা (আ)-কে বলিল, ইহা তো যাদু। তুমি এই যাদুর সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত করিবে যেন তাহারা তোমার অনুসরণ করে। এইভাবে তুমি তাহাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে না। আমাদের নিকটও তোমার যাদুর মত যাদু আছে । অতএব তুমি তোমার যাদুর কারণে যেন আমাদিগকে ধোঁকা দিতে না পার।

فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا অতএব আমাদেরও তোমার মাঝে একটি সময়ের ওয়াদা কর যখন আমরা সকলে একত্রিত হইব এবং আমাদের যাদু দ্বারা তোমার যাদুর মুকাবিলা করিব। তখন মূসা (আ) বলিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ তোমাদের সহিত উৎসবের দিনের ওয়াদা থাকিল। এই দিন ছিল তাহাদের অবসর দিন, এই দিনেই

তাহারা চিত্তবিনোদন করিত। অতএব এই দিনেই তাহারা একত্রিত হইয়া আল্লাহ্‌র বিশেষ কুদ্‌রত ও মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিবে এবং যাদুর বাতুলতা ও প্রকাশ্যভাবে বুঝিতে পারিবে। অতএব হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى সমস্ত লোক সূর্যের দিবালোকে যেন একত্রিত হয়। যেন তাহারা সুষ্ঠুভাবে সবকিছু দেখিতে পারে।

আম্বিয়ায়ে কিরামের সকল কাজ এমনিভাবে স্পষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন বিষয় কোন অস্পষ্টতা থাকে না। কাহারও নিকট কিছু অস্পষ্টতা না থাকিয়া যায় এই কারণে হযরত মূসা (আ) রাত্রির কথা উল্লেখ করেন নাই। বরং দিবালোকে পূর্বাহ্নের সময় নির্ধারিত করিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহাদের উৎসবের দিন ছিল আশুরার দিন। সুদ্দী, কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, এই দিনটি ছিল তাহাদের আনন্দ উপভোগের দিন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, দিনটি ছিল তাহাদের বাজারের দিন। আর এই দিনেই ফির'আউন ধ্বংস হইয়াছিল। ওহব ইব্‌ন মুনাব্বেহ (র) বলেন, ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-এর নিকট মুকাবিলার জন্য কিছুদিনের সময় প্রার্থনা করিল, তখন তিনি বলিলেন, তোমাকে সময় দানের নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তোমার সহিত মুকাবিলার জন্যই আমি আদিষ্ট। যদি তুমি মুকাবিলার জন্য বাহির না হও তবে আমি তোমার নিকট প্রবেশ করিব। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন, হে মূসা (আ)! তুমি তাহাকে সময় দাও এবং তাহাকে বল, সেই যেন সময় নির্দিষ্ট করে। তখন ফির'আউন চল্লিশ দিনের সময় প্রার্থনা করিল। মুজাহিদ (র) বলেন, مَكَانًا سُوًى অর্থ পরিষ্কার স্থান। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ সমতল ভূমি। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, مَكَانًا سُوًى অর্থ এমন স্থান যেখানে সকলেই দেখিতে পারে এবং বক্তব্য শ্রবণ করিতে পারে।

(٦٠) فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى

(٦١) قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَّقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

(٦٢) فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى

(٦٣) قَالُوْٓا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى

(٦٤) فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا صَفًّا وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى

অনুবাদ ঃ (৬০) অতঃপর ফির‘আউন উঠিয়া গেল, এবং পরে তাহার কৌশলসমূহ একত্রিত করিল ও তৎপর আসিল। (৬১) মূসা উহাদিগকে বলিল, দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যাআরোপ করিও না; করিলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করিবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে সেই ব্যর্থ হইয়াছে। (৬২) ইহারা নিজদিগের মধ্যে নিজদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করিল এবং উহারা গোপনে পরামর্শ করিল। (৬৩) উহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর, তাহারা চাহে তাহাদিগের যাদুর দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে এবং তোমাদিগের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নাশ করিতে। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদিগের যাদু ক্রিয়া সংহত কর অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হইবে সেই সফল হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ ফির‘আউন ও হযরত মূসা (আ) যখন মুকাবিলার জন্য সময় ও দিন স্থির করিল। তখন ফির‘আউন দেশের বিভিন্ন শহর হইতে যাদুকরদিগকে একত্রিত করিতে শুরু করিল। সেই যুগে বড় বড় নামজাদা যাদুকর ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ لِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيْمٍ

ফির‘আউন তাহার কর্মচারীদিগকে বলিল, তোমরা দেশের সকল বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে আমার নিকট উপস্থিত কর। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৯) সকল যাদুকর একত্রিত হইলে তাহারা উৎসবের দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সকল মানুষও একত্রিত হইল। ফির‘আউন তাহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল এবং তাহার দরবারী ও মন্ত্রিপরিষদও সারিবদ্ধ হইয়া বসিল এবং প্রজারা তাহাদের ডানে বামে দণ্ডায়মান হইল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠিতে ভর দিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভাই হযরত হারূনও তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। যাদুকররা সারিবদ্ধ হইয়া ফির‘আউনের সম্মুখে দাঁড়াইল। এই সময় ফির‘আউন তাহাদিগকে উত্তমরূপে তাহাদের যাদু প্রদর্শনের বিনিময়ের লোভ দিতেছিল

এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। যাদুকররা আজ বড় পুরস্কারের আশা বুকে বাঁধিয়াছিল। তাহারা ফির'আউনকে বলিল ঃ

اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ

যদি আমরা বিজয়ী হই তবে তো নিশ্চয়ই আমরা পুরস্কৃত হইব? (সূরা শু'আরা ঃ ৪১)

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

ফির'আউন বলিল, অবশ্যই, তোমরা তো তাহা হইলে আমার আপনজন হইবে। (সূরা শু'আরা ঃ ৪২)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا .

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তোমরা বড়ই হতভাগ্য। তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের যাদুর মাধ্যমে অবাস্তব জিনিস সৃষ্টি করিবার ধারণা দিও না। সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা অথচ, মানুষের চোখে ধূলি দিয়া তাহাদিগকে যাহা দেখাইতেছ উহা আল্লাহ্র সৃষ্ট নহে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যাআরোপ করিতেছ। فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ যদি তোমরা ইহা হইতে বিরত না হও তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শাস্তি দ্বারা বিনাশ করিয়া দিবেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ .

আর যে মিথ্যা আরোপ করে সে সফলকাম হইতে পারে না। হযরত মূসা (আ)-এর এই বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বিরোধ করিতে লাগিল। কেহ বলিল, ইহা কোন যাদুকরের কথা নহে বরং তিনি একজন নবী এবং এই কথা একজন নবীর মুখেরই কথা। আবার কেহ বলিল, না সে একজন যাদুকর বটে। এবং আরো অন্যান্য মন্তব্য করিতে লাগিল। وَاَسَرُّوْا النَّجْوٰى আর তাহারা চুপেচুপে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিল। قَالُوْا اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ তাহারা বলিল, এই দুইজন অবশ্যই যাদুকর। هٰذٰنِ ইংগিতমূলক বিশেষ্যটি এইখানে الف ও نون সহ পড়া হয়। আরবের কোন কোন গোত্রের ভাষা এইরূপই। অবশ্যই অপর কিরাতে اِنَّ هٰذَيْنِ لَسَاحِرَانِ পড়া হয়। আরবী ভাষাবিদের মতে প্রথম কিরাআতেরও অবকাশ রহিয়াছে।

সারকথা হইল, যাদুকররা পরস্পর ইহাই বলিতে লাগিল যে, হযরত মূসা ও হারূন (আ) দুইজনই বড় বিজ্ঞ যাদুকর। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, আজ তোমাদিগকে পরাজিত

করিয়া এই দেশের কর্তৃত্ব লাভ করা। এই যাদুর জোরে তাহারা এই দেশের সাধারণ মানুষকে তাহাদের অনুগত করিবে এবং পরে তাহারা ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই দেশ হইতে তোমাদিগকে বিতাড়িত করিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

আর তোমাদের উত্তম ধর্ম মতকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া তাহাদের যাদুকে তাহারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। যাদুকররা যাদুর জোরে মানুষের নিকট সম্মানিত ছিল। এবং ইহার দ্বারা তাহারা ধন-সম্পদও উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল যে, এই দুইজন তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এবং এইদেশের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাহাদের হাতেই চলিয়া যাইবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক হাদীসে পূর্বেই وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ -এর তাফসীর উল্লেখ করা হইয়াছে, যেই দেশে তোমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে সেই সুখের দেশের কর্তৃত্ব তাহারাই লাভ করিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ নু'আইম (র) ... ... বলেন, হযরত আলী (রা) হইতে وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ এর তাফসীর করেন, তাহারা দুইজন মানুষের দৃষ্টি তাহাদের দিকে ফিরাইয়া লইবে। মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করেন, তাঁহারা দুইজন মান সম্ভ্রম ও সাম্রাজ্য কাড়িয়া লইয়া যাইবে। আবূ সালিহ্ (র) ইহার অর্থ করেন, তাঁহারা তোমাদের ধন-সম্পদ ও মান সম্ভ্রম সবকিছুই ছিনাইয়া লইয়া যাইবে এবং তোমরা পথের ভিখারী হইয়া পড়িবে।

কাতাদাহ (র) বলেন, বনী ইস্‌রাঈল তখন ফির'আউন ও তাহার লোকজনের দাসদাসী হইয়াছিল তাহাদের ধন-সম্পদও ছিল অধিক জনসংখ্যার দিক হইতেও তাহারা ছিল বেশী। এতদসত্ত্বেও তাহারা ফির'আউন গোষ্ঠির দাসদাসী হইয়াছিল। এখন তাহারা চিন্তা করিল, হযরত মূসা ও তাঁহার ভাই হযরত হারূন তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে এবং বনী ইস্‌রাঈল তাহাদের দাসদাসীতে পরিণত হইবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, তোমরা যেই ধর্মমতে বিশ্বাসী এই দুইজন উহা নস্যাৎ করিয়া ফেলিবে। তাহারা বলিল ঃ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا তোমরা সকলে একত্রিত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইবে এবং একই সময় সকলে তাহাদের হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিয়া যাদু প্রদর্শন করিবে যেন তোমরা সকলকে বিস্মিত করিতে পার এবং তাহাদের উপর বিজয়ী হইতে পার।

قَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى দেখ, আজ যে বিজয় লাভ করিবে সেই সফলকাম হইবে। যদি সে বিজয়ী হয় তবে সে তো এই দেশের ক্ষমতা লাভ করিবে। আর যদি আমরা বিজয়ী হইতে পারি তবে বাদশাহ তো পূর্বেই ওয়াদা করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে বড় ধরণের পুরস্কার দান করিয়া সম্মানিত করিবেন।

(٦٥) قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّآ اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۰

(٦٦) قَالَ بَلْ اَلْقُوْا فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ
سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى

(٦٧) فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

(٦٨) قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى

(٦٩) وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ
وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى

(٧٠) فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى

অনুবাদ ঃ (৬৫) উহারা বলিল হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বলিল, বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। উহাদিগের যাদু-প্রভাবে অকস্মাৎ মূসার মনে হইল উহাদিগের দড়ি ও লাঠিগুলি ছুটাছুটি করিতেছে। (৬৭) মূসা তাহার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করিল। (৬৮) আমি বলিলাম, ভয় করিও না, তুমিই প্রবল। (৬৯) তোমার দক্ষিণ হাতে যাহা আছে তাহা নিক্ষেপ কর, ইহা উহারা যাহা করিয়াছে তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে। উহারা যাহা করিয়াছে তাহা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক সফল হইবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হইল ও বলিল, আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যাদুকররা যখন মূসা (আ)-এর সহিত মুকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে সমবেত হইল, তখন তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে বলিল,

اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ হয় তুমি প্রথম নিক্ষেপ কর وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى নয় তো আমরাই প্রথম নিক্ষেপ করি। قَالَ بَلْ اَلْقُوْا মূসা (আ) বলিলেন, তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর। মানুষের সম্মুখে তোমাদের যাদুর কৃতিত্বের প্রকাশ ঘটুক ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى .

অকস্মাৎ তাহাদের রশিসমূহ ও লাঠিসমূহ দৌড়াইতেছে বলিয়া তাহার মনে হইল। অতঃপর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ

তাহারা বলিল, ফির'আউনের ইয্যতের কসম আমরাই বিজয়ী হইব। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ .

তাহারা মানুষের চক্ষুকে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত করিল এবং যবরদস্ত যাদুর প্রকাশ ঘটাইল। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, অকস্মাৎ উহাদের লাঠিসমূহও রশি গুলি এমনভাবে উপর-নিচু হইয়া নড়াচড়া করিতে লাগিল যে, দর্শকরা মনে করিতে লাগিল উহা স্বেচ্ছায়ই এমন করিতেছে, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল অগণিত। তাহাদের সকলেই লাঠি ও রশির উপর যাদু করিল, ফলে সারা ময়দান সাপে ও অজগরে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। একটি অপরটির উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল

فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى

ইহাতে হযরত মূসা (আ) ভীত হইলেন, তিনি আশংকা করিলেন জনগণ তাহাদের যাদুর দ্বারা প্রভাবিত হইয়া না পড়ে। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা ওহীযোগে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার হাতের লাঠি নিক্ষেপ কর। এই লাঠি অজগর হইয়া তাহাদের যাদুর সকল সাপ ও লাঠি গ্রাস করিয়া ফেলিবে। হইল তাহাই, পা, মাথা ও গলা বিশিষ্ট বিরাট অজগরে পরিণত হইয়া উহা যাদুকরদের সকল সাপ ও লাঠি গ্রাস করিয়া ফেলিল এবং যাদুকররা ও সমবেত অন্যান্য সকল লোকজন প্রকাশ্য দিবালোকেই এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। এইভাবে হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা সংঘটিত হইল। হক্ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং যাদুর পতন হইল।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى .

তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে, উহা যাদুকরের চক্রান্ত মাত্র এবং যাদুকর যেইখানেই যাক না কেন, তাহার চক্রান্ত সফল হইতে পারে না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন,

আমার পিতা ... ... মুহাম্মদ জুন্দব ইব্ন আবদুল্লাহ বাজিলী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِذا أُخذتم يعنى الساحر فاقتلوه

যখন তোমরা কোন যাদুকরকে ধরিবে তখন তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

যাদুকরের জন্য কোথায় কোন নিরাপত্তা নাই। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে মারফূ‘ ও মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

যাদুকররা যখন হযরত মূসা (আ)-এর মু‘জিযা প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিল যে, ইহা যাদু নহে। কারণ তাহারা যাদুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল। অথচ, হযরত মূসা (আ)-এর এই কথিত যাদুর তাহাদের এই যাদুর সহিত কিছুই মিল ছিল না। অতএব হযরত মূসা (আ)-এর এই প্রদর্শিত আলৌকিক বিষয়টি যে সত্য ছিল এবং উহা যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত, উহাতে তাহাদের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিল না। এই প্রদর্শন বস্তু কেবল সেই মহান সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত, যিনি কেবল এক নির্দেশেই সকল বস্তুকে অস্তিত্বশীল করেন। অতএব তাহারা আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দায় অবনত হইল। এবং বলিয়া উঠিল, আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, এই সকল লোক দিনের প্রথমভাগে তো ছিল যাদুকর, কিন্তু দিনের শেষভাগে তাহারা নেক্কার হিসাবে শহীদ হইয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল আশি হাজার। কাসিম ইব্ন আবূ বাররাহ (র) বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। সাওরী (র) ও আবূ তামাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যাদুকরদের সংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, পনের হাজার। কা'ব আহবার (রা) বলেন, বার হাজার।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (রা)............ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, যাদুকরের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। তাহারা সকালে ছিল যাদুকর, কিন্তু সন্ধ্যায় তাঁহারা শাহাদত বরণ করিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা........... ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আওযায়ী (র) বলেছেন, যখন যাদুকররা সিজ্দায় অবনত হইল তখন তাহাদের সম্মুখে

বেহেশ্‌ত পেশ করা হইল। এবং উহার প্রতি তাহারা দৃষ্টিপাত করিল। সাঈদ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ... সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا। -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, যাদুকররা যখন সিজ্‌দায় অবনত হইল তখন তাঁহারা বেহেশ্‌তের মধ্যে স্বীয় মনযিল দেখিতে পাইল। ইকরিমাহ ও কাসিম ইব্‌ন আবূ আবযাহ (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٧١) قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا
اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

(٧٢) قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

(٧٣) اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ
وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অনুবাদ ঃ (৭১) ফির‘আউন বলিল, কি আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে। দেখিতেছি সেতো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। সুতরাং আমি তো তোমাদিগের হস্তপদ বিপরীত দিক হইতে কর্তন করিবই এবং আমি তোমাদিগকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিব এবং তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে আমাদিগের মধ্যে কাহার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। (৭২) তাহারা বলিল, আমাদিগের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে তাহার পক্ষ হইতে যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দিব না, সুতরাং তুমি কর, যাহা তুমি করিতে চাহ। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করিতে পার। (৭৩) আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্ষমা করেন,

আমাদিগের অপরাধ এবং তুমি আমাদিগকে যে যাদু করিতে বাধ্য করিয়াছ তাহা। আর আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ফির'আউন যখন প্রকাশ্য মু'জিযা দেখিল এবং মূসা (আ)-এর মুকাবিলায় সে যাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারা সকল লোকের সম্মুখেই ঈমান আনিল এবং সে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল, তখন তাহার ধৃষ্টতা আরো বৃদ্ধি পাইল, তাহার শত্রুতা ও কুফরী আরা বৃদ্ধি পাইল। এবং তাহার ক্ষমতার ভয় দেখাইয়া যাদুকরদিগকে ধমক দিয়া বলিল ঃ

اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ

আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিলে, তাহার কথা মানিয়া লইলে? এবং এমন প্রকাশ্য মিথ্যা কথা বলিল, যাহা যাদুকররা এবং সে নিজেও তাহা বুঝিত যে ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সে বলিল ঃ

اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

সে তো তোমাদের বড় যাদুকর যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গুরুকে বিজয়ী করিবার উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ .

ইহা তোমাদের একটি চক্রান্ত যাহা তোমরা এই শহরের অধিবাসীকে বহিষ্কার করিবার মানসে চালাইয়াছ। অতএব অচিরেই তোমরা ইহার পরিণতি কি জানিতে পারিবে। (সূরা 'আরাফ ঃ ১২৩) অতঃপর বলিল ঃ

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ .

অবশ্যই আমি তোমাদের হাত ও বাম পা সমূহ কর্তন করিয়া দিব এবং খেজুর ডালে তোমাদিগকে শূলবিদ্ধ করিব।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ফির'আউন সর্বপ্রথম এই কাজটিই সম্পন্ন করিয়াছিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْقٰى

তোমরা অবশ্যই জানিতে পারিবে কাহার শাস্তি অধিক কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী। অর্থাৎ তোমরা তো বলিতেছ যে, আমি ও আমার কাওম ভ্রান্ত এবং তোমরা মূসা ও তাঁহার

কাওম হিদায়াতপ্রাপ্ত। কিন্তু তোমরা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে শাস্তি ভোগ করে ও তাহার শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী অর্থাৎ শাস্তি তোমরাই ভোগ করিবে এবং দীর্ঘকাল তোমরা সেই শাস্তিতে নিঃপতিত থাকিবে। ফির'আউন যখন তাহাদিগকে ধমক দিল এবং তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিল, তখন আল্লাহ্র জন্য তাঁহারা নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইল এবং তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا بِالْبَيِّنٰتِ

আমাদের নিকট যেই দলীল প্রমাণ ও হিদায়েত সমাগত হইয়াছে আমরা উহার মুকাবিলায় তোমাকে গ্রহণ করিব না। না তোমাকে প্রাধান্য দান করিব। وَالَّذِىْ فَطَرَنَا আর আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপরও তোমাকে গ্রহণ করিব না। যিনি আমাদিগকে অস্তিত্বহীন হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন এবং মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবলমাত্র তিনিই আমাদের ইবাদত ও দাসত্ব পাওয়ার যোগ্য, তুমি নহে।

فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা আমাদের ব্যাপারে ফয়সালা করিতে পার।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনে ফায়সালা করিবার অধিকার রাখ যাহা ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী জীবনের ফয়সালা করিবার অধিকার তোমার নাই। কিন্তু আমরা সেই চিরস্থায়ী জীবনের প্রতিই উৎসাহী। প্রকাশ থাকে যে وَالَّذِىْ فَطَرَنَا কসম এর জন্যও হইতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّا اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا

আমরা তো আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। বিশেষত আল্লাহ্র রাসূলের মু'জিযার মুকাবিলার উদ্দেশ্যে যে যাদুর জন্য তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ সেই গুনাহ যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা........ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ফির'আউন বনী ইস্রাঈলের চল্লিশজন গোলামকে যাদু শিক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়াছিল। অতপর যাদুকররা তাহাদিগকে এমন

দক্ষতার সহিত যাদু শিক্ষা দিল যে, দুনিয়ার অন্য কেহ তাহাদের সহিত মুকাবিলা করিতে সক্ষম ছিল না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই গোলামরা সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত যাহারা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তাহারা বলিয়া উঠিল ঃ

أٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ .

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আল্লাহ্ তা'আলা তোমরা তুলনায় অধিক উত্তম এবং তুমি আমাদিগকে যেই বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছ, উহা অপেক্ষা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত বিনিময় অধিক দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) ইহার ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ্র আনুগত্য করা হইলে তোমার তুলনায় তিনি আমাদের পক্ষে উত্তম এবং যদি তাঁহার আনুগত্য না করা হয় তবে তাঁহার শাস্তি দীর্ঘস্থায়ী। ইব্ন ইসহাক (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত আছে। বস্তুত ফির'আউন তাহাদের সম্পর্কে যেই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সে বাস্তবায়িত করিয়াছিল। এইজন্য হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যাদুকররা সকালে তো যাদুকর ছিল, কিন্তু বিকালে তাহারা ঈমান আনয়ন করিয়া শাহাদত বরণ করিল।

(٧٤) اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

(٧٥) وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى

(٧٦) جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى

অনুবাদ ঃ (৭৪) যে তাহার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হইয়া উপস্থিত হইবে তাহার জন্য তো আছে জাহান্নাম, যেথায় সে মরিবেও না বঁচিবেও না। (৭৫) এবং

যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করিয়া, উহাদিগের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা। (৭৬) স্থায়ী জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং এই পুরস্কার তাহাদিগেরই যাহারা পবিত্র।

তাফসীর ঃ বস্তুত যাদুকররা ফির'আউনকে সেই আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি হইতে আত্মরক্ষার জন্য যেই উপদেশ দিয়াছিল ইহা উহার শেষাংশ। যাদুকররা ফির'আউনকে বলিল, اِنَّهٗ مَنْ يَاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا কিয়ামত দিবসে যেই ব্যক্তি অপরাধী হইয়া সাক্ষাৎ করিবে فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى

তাহার জন্য রহিয়াছে চিরজাহান্নাম, যাহার মধ্যে না তো সে মৃত্যুবরণ করিবে, আর না সে জীবিত থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُوْرٍ .

তাহাদের শেষ ফয়সালাও করা হইবে না। যাহার ফলে তাহারা মৃত্যুবরণ করিতে পারে আর না তাহাদের শাস্তি হাল্কা করা হইবে। আমি সকল কাফিরকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (সূরা ফাতির ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَيُجَنَّبُهَا الاَشْقٰى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى .

আর উহা উপেক্ষা করিবে যে নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে না সেথায় মৃত্যুবরণ করিবে আর না জীবিতও থাকিবে। (সূরা আলা ঃ ১২) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَادَوْا يٰمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ .

আর তাহারা ডাকিয়া বলিবে হে মালিক! তোমার পালনকর্তা যেন আমাদের সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করিয়া দেন। তখন মালিক বলিবে, তোমরা চিরকাল এইখানেই অবস্থান করিবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৭৭)

ইমাম আহ্মাদ (র)................. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহারা প্রকৃত দোযখবাসী তাহারা না তো মৃত্যুবরণ করিবে, না তাহারা জীবিতও থাকিবে। কিন্তু লোক এমনও হইবে যাহারা মু'মিন কিন্তু গুনাহ্র কারণে তাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে তাহারা মৃত্যুবরণ করিবে। অবশেষে তাহারা যখন পুড়িয়া কয়লা হইয়া যাইবে এবং তাহাদের জন্য সুপারিশের

অনুমতি হইবে। তখন ইহাদিগকে দলেদলে আনা হইবে এবং বেহেশতের নহরসমূহে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বলা হইবে, হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা তাহাদের উপর পানি প্রবাহিত কর। অতঃপর তাহারা ঢলের মাধ্যমে আনিত আবর্জনার মধ্যে যেমন লতাপাতা গজাইয়া উঠে তাহারাও অনুরূপ গজাইয়া উঠিবে। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মনে হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন গ্রামে বাস করিতেন। ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে, শু'বা ও বিশ্‌র ইব্‌ন সুফিয়ান এর সূত্রে আবূ সালামাহ্ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হইতে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্‌বা দান কালে যখন

اِنَّهٗ مَنْ يَّاتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى .

পাঠ করিলেন ঃ তখন তিনি বলিলেন ঃ

إمّا أُهلها الذين هم اهلها فلا يموتون فيه ولا يحيون وأمّا الذين ليسوا من أُهلها فان النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهرًا يقال له الحيوة أو الحيوان فينبتون كما ينبت العشب فى حميل السيل .

যাহারা প্রকৃত জাহান্নামী তাহারা জাহান্নামের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিবে না এবং জীবিতও থাকিবে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত জাহান্নামী নহে তাহাদিগকে আগুন স্পর্শ করিবে অতঃপর সুপারিশকারীগণ তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবে এবং 'হায়াত' বা 'হায়ওয়ান' নামক একটি নহরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর ঢলে আনিত আবর্জনায় যেমন ঘাস গজাইয়া থাকে তাহারাও অনুরূপ গজাইবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّاتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি অন্তরে ঈমান পোষণ করিয়া সাক্ষাৎ করিবে এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাহার ঈমানের সত্যতা প্রমাণিত করিবে فَاُوْلٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى তাহাদের জন্য উচ্চতর মর্যাদা সম্পন্ন বেহেশ্‌ত রহিয়াছে। যেখানে অনেক শান্তিপূর্ণ ঘর এবং উত্তম বাসস্থান রহিয়াছে।

ইমাম আহ্‌মাদ (র).......... হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار الأربعة والعرش فوقها فاذا سألتهم الله فاسألوه الفردوس .

বেহেশ্‌তের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক দুইস্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব বিদ্যমান, উহার মধ্যে ফিরদাউস সর্বোত্তম। এই ফিরদাউস হইতে চারটি নহর নির্গত হইয়াছে। উহার উপরে আরশ্‌ অবস্থিত রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌ত প্রার্থনা করিবে, তখন ফিরদাউস নামক বেহেশতের প্রার্থনা করিবে। ইমাম তিরমিযীও ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের সূত্রে হাম্মাম (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুল মালিক (র) হইতে বর্ণিত যে, বেহেশতের মধ্যে একশত স্তর রহিয়াছে এবং প্রত্যেক স্তর একশত স্তরে বিভক্ত আর প্রত্যেক দুই স্তরের মাঝে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব বিদ্যমান। উহার মধ্যে ইয়াকূত পাথর ও নানা প্রকার গহনা রহিয়াছে। প্রত্যেক স্তরে একজন করিয়া আমীর রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, বেহেশতবাসীগণ তাহাদের উচ্চতর মর্যাদশীল লোকদিগকে ঠিক তেমনি দেখিতে পাইবেন যেমন তোমরা আসমানে নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখিতে পাও। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা তো আম্বিয়ায়ে কিরামের বাসস্থান হইবে। তিনি বলিলেন ঃ হাঁ, তবে সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে আমার জীবন যাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং রাসূলগণকে মান্য করিয়াছে তাঁহারাও তথায় বাস করিবে। সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক (রা) তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। جَنّٰتُ عَدْنٍ চিরকাল বসবাসের স্থান। اَلدَّرَجٰتُ الْعُلٰى। হইতে ইহা বদল সংঘটিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

উহার তলদেশ হইতে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে এবং উহার মধ্যে তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। وَذٰلِكَ جَـزٰٓؤُا مَنْ تَـزَكّٰى যেই ব্যক্তি স্বীয় সত্তাকে ময়লা ও শিরক হইতে পবিত্র রাখিয়াছে, কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করিয়াছে এবং রাসূলগণের আনিত জীবন বিধানের অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিয়াছে ইহা তাহাদেরই বিনিময়।

(٧٧) وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى

(٧٨) فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

(٧٩) وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى

অনুবাদ ঃ (৭৭) আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম এই মর্মে আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনীযোগে বর্হিগত হও এবং উহাদিগের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তোমাকে ধরিয়া ফেলা হইবে, এই আশংকা করিও না। (৭৮) অতঃপর ফির'আউন ও তাহার সৈন্যবাহিনী সহ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল। অতঃপর সমুদ্র উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করিল। (৭৯) এবং ফির'আউন তাহার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল এবং সৎপথ দেখায় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ফির'আউন যখন বনী ইস্রাঈলকে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত প্রেরণ করিতে অস্বীকার করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাত্রির অন্ধকারেই বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইবার হুকুম করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা অপর এক সূরায় ইহার বিস্তারিত বর্ণনাও করিয়াছেন। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইস্রাঈলকে সংগে করিয়া রাত্রিকালে রওয়ানা হইলেন, এবং সকাল বেলা মিসরে বনী ইস্রাঈলের একজন লোকও পাওয়া গেল না। তখন ফির'আউন অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইল। দেশের সকল শহরের সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ .

সে বলিল, বনী ইসরাঈল অতি ক্ষুদ্র দলটি আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিয়াছে। (সূরা শু'আরা ঃ ৫৪-৫৫) ফির'আউন তাহার সৈন্য-সামন্ত একত্রিত করিয়া সূর্যোদয় কালেই হযরত মূসা (আ) ও বনী ইস্রাঈলকে ধরিবার জন্য রওয়ানা হইল।

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعٰنِ যখন উভয় পক্ষ একে অপরকে দেখিল।

قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ قَالَ كَلَّآ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ .

হযরত মূসা (আ)-এর সংগীরা সন্ত্রস্থ হইয়া বলিয়া উঠিল, আমরা তো ধরা পড়িয়া গেলাম। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন, কখনও নহে, আমার সহিত আমার প্রতিপালক রহিয়াছেন। তিনি আমার সাহায্য করিবেন। তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন।

হযরত মূসা (আ) বনী ইস্‌রাঈলকে লইয়া নদীর তীরে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ফির'আউন তাঁহার পশ্চাতেই ছিল। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই মূহূর্তে ওহীযোগে নির্দেশ হইল ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبْسًا

হে মূসা! বনী ইসরাঈলদের জন্য নদীর মধ্যে শুষ্ক পথ বানাইয়া দাও। হযরত মূসা (আ) নদীতে তাহার লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশে তুমি সরিয়া পড়। সাথে সাথেই দুই দিকে পাথরের ন্যায় পানি জমাট বাঁধিয়া গেল এবং এদিকে ওদিকে নদীর পানি বড় বড় পাহাড়ের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুকে প্রেরণ করিলেন, উহা শুষ্ক মাটির পথের ন্যায় পাকা করিয়া দিল।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِىْ الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ تَخٰفُ دَرَكًا وَّلاَ تَخْشٰى .

হে মূসা! তাহাদের জন্য শুষ্কপথ করিয়া দাও। ফির'আউন তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে যে আশংকা করিও না এবং নদী তোমার কাওমকে নিমজ্জিত করিবে সে ভয়ও করিও না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

অতঃপর ফির'আউন তাহাদের পশ্চাতে চলিতে লাগিল, কিন্তু নদী তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে স্পষ্ট এই কথা বলেন নাই যে, নদীর পানিতে তাহারা নিমজ্জিত হইল। বরং ইহা বলিয়াছেন, সেই জিনিস তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিল, যাহা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিল। কারণ, কোন্ বস্তু যে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিল, উহা সকলেরই জানা ছিল। অতএব স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ছিল না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى আল্লাহ্ হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করিয়াছেন। অতঃপর তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইল যেই বস্তু যাহা তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইল। অর্থাৎ যেই শাস্তি লূত (আ)-এর কাওমকে গ্রাস করিয়াছিল উহা সকলেরই জানা ছিল। আরবী কবিতায় ও এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন ঃ

انا ابو النجم وشعرى شعرى

আমি আবূ নজম এবং আমার কবিতাই আমার কবিতা। অর্থাৎ আমার কবিতা যে কত উচ্চস্তরের তাহা সকলেরই জানা আছে।

ফির'আউন পৃথিবীতে যেমন তাহার কাওমের নেতৃত্ব দান করিয়া তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে এবং নদীর মধ্যে ডুবাইয়া মারিয়াছে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনেও তাহাদের নেতৃত্ব দান করিয়া জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করিবে। যাহা অত্যধিক জঘন্য স্থান।

(٨٠) يٰبَنِىٓ اِسْرَآئِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى

(٨١) كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى

(٨٢) وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى

অনুবাদ ঃ (৮০) হে বনী ইস্‌রাঈল! আমি তো তোমাদিগকে শত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদিগের নিকট মান্না ও সাল্‌ওয়া প্রেরণ করিয়াছিলাম। (৮১) তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম উহা হইতে ভালভাল বস্তু আহার কর। এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করিও না। করিলে তোমাদিগের উপর আমার গযব অবধারিত এবং যাহার উপর আমার গযব অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়। (৮২) এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল, তাহার প্রতি যে তাওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ বনী ইস্‌রাঈলের প্রতি যে বিরাট নিয়ামত দান করিয়ছিলেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন-তাহাদের শত্রু হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ফির'আউনকে তাহার দলবলসহ নদীতে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বনী ইস্‌রাঈল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষু শীতল করিতেছিল।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

আমি ফির‘আউন ও তাহার বংশকে ডুবাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিলে। (সূরা বাকারা ঃ ৫০)

ইমাম বুখারী (র)........ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন তিনি মদীনার ইয়াহূদীগণকে আশুরার রোযা রাখিতে দেখিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, এই দিনটি হইল সেই দিন যেই দিনে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে ফির‘আউনের উপর বিজয়ী করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ نحن اولى بموسى فصوموه আমরাই তো হযরত মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতএব হে আমার সাগাবীগণ! তোমরাও এই দিনে সাওম রাখ।

ইমাম মুসলিম (র) ও তাঁহার সুহীহ্ গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ফির‘আউনকে ধ্বংস করিবার পর মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর নিকট তূর পাহাড়ের ডান দিকের ওয়াদা করিলেন। এই স্থানটি হইল সেই স্থান যেখানে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন। এবং এই অবসরেই তাহারা বাছুর পূজা করিয়াছিল। অল্পপরেই আল্লাহ্ তা‘আলা ইহার আলোচনা করিবেন। মান্না ও সাল্‌ওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারায় সম্পন্ন হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত এই যে, মান্ন, হইল এক প্রকার মিষ্টান্ন যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হইত। এবং সাল্‌ওয়া, এক প্রকার পাখী যাহা তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িত এবং প্রয়োজন মুতাবিক ধরিয়া খাইত। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র ইহ্‌সান ও একান্ত অনুগ্রহ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ .

আমি যেই পবিত্র রিযিক তোমাদিগকে দান করিয়াছি উহা হইতে তোমরা আহার কর। কিন্তু তোমরা সীমাঅতিক্রম করিও না। অর্থাৎ তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মান্না ও সাল্‌ওয়া লইও না। নচেৎ তোমাদের উপর আমার গযব ও ক্রোধ অবতীর্ণ হইবে। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ অমান্য করিল।

وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى আর যাহার উপর আমার গযব অবতীর্ণ হইবে সে অবশ্যই ধ্বংস হইবে।

আলী ইব্‌ন তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে فَقَدْ هَوٰى এর অর্থ فَقَدْ شَقِىَ বর্ণনা করেন। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি বঞ্চিত হইবে ও হতভাগ্য হইবে। শফী ইব্‌ন

মানী‘ (র) বলেন, জাহান্নামের মধ্যে একটি উঁচুস্থান আছে। উহার উপর হইতে কাফির ব্যক্তিকে নিচে নিক্ষেপ করা হইবে। জাহান্নামের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিতে উহার চল্লিশ বৎসর প্রয়োজন হইবে।

وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوٰى

দ্বারা আল্লাহ্ তা‘আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছে। রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

যেই ব্যক্তি তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি তাহার প্রতি বড়ই ক্ষমাশীল। অর্থাৎ যেই ব্যক্তিই তাওবা করে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। এমন কি বনী ইস্‌রাঈলের যাহারা বাছুর পূজা করিয়াছিল তাহাদিগকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। تَابَ অর্থ শির্‌ক, কুফ্‌র, নিফাক ও গুনাহ হইতে ফিরিয়াছে। امن অর্থ অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করিয়াছে এবং عَمِلَ صَالِحًا অর্থ অঙ্গ প্রতঙ্গ দ্বারা সৎকাজ করিয়াছে। ثُمَّ اهْتَدٰى আলী ইব্ন তাল্‌হা (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত অতঃপর সে অন্তরে কোন সন্দেহ পোষণ করে নাই। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, সুন্নাত ও সাহাবায়ে কিরামের নীতির উপর আটল রহিয়াছে। মুজাহিদ, যাহ্‌হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) ثُمَّ اهْتَدٰى-এর অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের নীতির অনুসরণ করিয়াছে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, সেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে যে আল্লাহ্‌র নিকট ইহার বিনিময় ও সাওয়াব রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, শব্দটি খবরের উপর খবরের তারতীবের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

এর মধ্যে ثُمَّ অব্যয়টি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(٨٣) وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى

(٨٤) قَالَ هُمْ اُوْلَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى

(٨٥) قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْۢ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ

(٨٦) فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ
يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ
اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ
مَّوْعِدِىْ

(٨٧) قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ
زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ

(٨٨) فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ
مُوْسٰى فَنَسِىَ

(٨٩) اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا
وَّلَا نَفْعًا

অনুবাদ ঃ (৮৩) হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে ফেলিয়া তোমাকে ত্বরা করিতে বাধ্য করিল কিসে? (৮৪) সে বলিল, এই তো উহারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার নিকট আসিলাম, তুমি সন্তুষ্ট হইবে এই জন্য। (৮৫) তিনি বলিলেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলিয়াছি তোমার চলিয়া আসার পর এবং সামেরী উহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইয়া। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদিগের প্রতিপালক কি তোমাদিগকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেন নাই? তবে কি প্রতিশ্রুতি কাল তোমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছে, না তোমরা চাহিয়াছ তোমাদিগের প্রতি আপতিত হউক তোমাদিগের প্রতিপালকের গযব। যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে? (৮৭) উহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করি নাই; তবে আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা উহা অগ্নিকুণ্ডে

নিক্ষেপ করিলাম। সামেরীও নিক্ষেপ করে (৮৮) অতঃপর আকস্মাৎ সে উহাদিগের জন্য গড়িল এক গো-বৎস, এক অবয়ব যাহা হাম্বা রব করিত; উহারা বলিল, ইহা তোমাদিগের ইলাহ্ ও মূসার ইলাহ্, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে। (৮৯) তবে কি উহারা ভাবিয়া দেখে না যে, উহা তাহাদিগের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাহাদিগের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করিবার ক্ষমতাও রাখে না।

তাফসীর ঃ ফির'আউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইস্‌রাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكِفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ فَقَالُوْا يٰمُوْسٰى اجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

অতঃপর তাহারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করিল যাহারা মূর্তিসমূহের নিকট অবস্থান করিত এবং উহার পূজা করিত। বণি ইস্‌রাঈল তখন বলিল, হে মূসা (আ) আমাদের জন্য তদ্রুপ উপাস্য স্থির করিয়া দিন যেমন এইসকল লোকদের উপাস্য আছে। তিনি বলিলেন, তোমরা তো দেখিতেছি বড়ই মূর্খলোক। এই সকল লোক তো অবশ্যই ধ্বংস হইবে এবং তাহারা যাহা কিছু করিতেছে উহাও বাতিল। (সূরা 'আরাফ ঃ ১৩২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ত্রিশ রাত্রিদিনের ওয়াদা করিলেন। অতঃপর আরো দশদিন বৃদ্ধি করিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ চল্লিশ দিন রাত্রের সাওম রাখবার জন্য নির্দেশ করিলেন। এই সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) বিলম্ব না করিয়া তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। এবং হযরত হারূন (আ)-কে স্বীয় প্রতিনিধি করিয়া গেলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى قَالَ هُمْ اُوْلَاءِ عَلٰى اَثَرِىْ .

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মূসা! কোন বস্তু তোমাকে তোমার কাওম হইতে গাফিল করিয়া এখানে দ্রুত করিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহারা আমার পশ্চাতে তূর পাহাড়ের নিকটবর্তীই আছে। وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট আমি জলদী করিয়া এই জন্য আসিয়াছি যেন আপনার সন্তুষ্টি বেশী করিয়া অর্জন করিতে পারি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ .

আল্লাহ্ ইরশাদ করিলেন, আমি তোমার কাওমকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। হযরত মূসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে গমন করিবার পর বনী ইস্রাঈল যে বাছুর পূঁজা শুরু করিয়াছিল এবং সামেরী ইহার জন্য তাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতের মাধ্যমে সেই সংবাদ দান করিয়াছেন। ইসরাঈলী কিতাবসমূহে বর্ণিত সামেরীর নামও হারূন ছিল। আল্লাহ্ এই সময়ে হযরত মূসা (আ)-কে কতকগুলি ফলকে তাওরাত গ্রন্থ্ লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّامُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ .

আমি মূসা (আ)-এর জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ এবং প্রত্যেক বস্তুর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অতএব উহা তুমি মজবুত করিয়া ধারণ কর এবং তোমার কাওমকেও উহা উত্তমরূপে ধারণ করিবার নির্দেশ দান কর। আমি অচীরেই ফাসিক ও আমার নির্দেশ অমান্যকারীদের পরিণতি তোমাদিগকে দেখাইব। (সূরা আরাফ ঃ ১৪৫)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا

আল্লাহ্ এই সংবাদ প্রদানের পর মূসা (আ) অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইয়া অনুতাপ করিতে করিতে তাঁহার কাওমের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পবিত্র তাওরাত গ্রহণ করিবার জন্য তূর পাহাড়ের গমন করিয়াছিলেন। এই তাওরাতে তাহাদের শরীয়াতের হুকুম-আহ্‌কাম রহিয়াছে। উহা মুতাবিক আমল করাই তাহাদের মানসম্ভ্রম নিহিত। অথচ তাহারা শিরকের মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা বাতিল এবং ইহার মধ্যে লিপ্ত হওয়া তাহাদের বুদ্ধির স্বল্পতার পরিচয়ই বহন করে।

لاسف। শব্দের অর্থ অত্যধিক ক্রোধান্বিত হওয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ ঘাবড়াইয়া যাওয়া। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, চিন্তিত হওয়া। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) তাঁহার কাওমের কৃতকর্মের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا

মূসা বলিল, হে আমার কাওম! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত উত্তম ওয়াদা করেন নাই? অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্বপ্রকার কল্যাণের ও উত্তম পরিণতির ওয়াদা করেন নাই? তোমাদের শত্রুর উপর তিনি যে, তোমাদিগকে সাহায্য করিয়া তোমাদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন তাহা তো তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছ। এবং আরো অনেক নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন, উহার জন্য অপেক্ষকাল কি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে? যাহার কারণে তোমরা নিরাশ হইয়াছ এবং সেই সকল নিয়ামতের প্রাপ্তিকালও কি অনেক দীর্ঘ হইয়াছে যাহার কারণে তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ? বস্তুত ইহার কোনটার সময়ই দীর্ঘ হয় নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ

বরং আমার বিরোধিতা করিয়া তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি গযব ও ক্রোধ নিক্ষিপ্ত হউক ইহাই তোমাদের কাম্য। أَمْ শব্দটি এখানে بَلْ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হযরত মূসা (আ)-এর এই কথার জবাবে বনী ইস্রাঈল বলিল, مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا আমরা স্বেচ্ছায় আপনার প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই। অতঃপর তাহারা গ্রহণযোগ্যতা বিবর্জিত ওযর পেশ করিতে শুরু করিল। তাহারা বলিল, আমার যখন মিসর হইতে বাহির হইয়াছিলাম, তখন কিব্তীদের যেই সকল স্বর্ণালংকার আমাদের নিকট ছিল, উহা আমরা একটি গর্তে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এবং পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, যে হযরত হারূন (আ) নিজেই আগুনের একটি গর্তে উহা নিক্ষেপ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন।

সুদ্দী (র) আবূ মালিকের সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত হারূন (আ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, সকল অলংকার গর্তে একত্রিত করিয়া একটি পাথরে পরিণত করা। হযরত মূসা (আ) ফিরিয়া আসিবার পর যাহা সমীচীন মনে করিবেন, তিনি উহা করিবেন। কিন্তু সামেরী আসিয়া তাহার বস্তু উহা নিক্ষেপ করিল। সে উহা আল্লাহ্র প্রেরিত দূতের আলামত হইতে লইয়াছিল। হযরত হারূন (আ)-এর নিকট তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবার জন্য প্রার্থনা করিবার দরখাস্ত করিলে, তিনি দু'আ করিলেন। তাহার পর দু'আ কবুল হইল। অথচ, পূর্বে তিনি সামেরীর উদ্দেশ্য ও কাম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সামেরী একটি বাছুর হইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিল, বাছুর হইল। এবং উহার মুখ হইতে শব্দও বাহির হইতে লাগিল। এবং এইভাবে তাহারা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইল।

ইরশাদ হইল ঃ

فَكَذٰلِكَ اَلْقَى السَّامِرِىُّ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ .

সামিরী ও বনী ইস্রাঈলের ন্যায় তাহার হাতের বস্তু নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদের জন্য শরীর বিশিষ্ট বাছুর বাহির করিল। এবং উহা শব্দও করিতে লাগিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত হারূন (আ) সামিরীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তখন সে বাছুরটিকে ঠিক ঠাক করিতেছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিতেছ? সে বলিল, আমি কাজ করিতেছি যাহা অপকারী তো বটেই উপকারী নহে। তখন হযরত হারূন (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! সে তাহার যেই মন বাসনা পূর্ণ হইবার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছে, আপনি উহা তাহাকে দান করুন। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তখন সামিরী বলিল, হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, বাছুরটি হইতে যেন শব্দ বাহির হয়। অতঃপর উহা হইতে শব্দ বাহির হইতে লাগিল। যখনই বাছুর শব্দ করিত তাহারা উহার সম্মুখে সিজ্দায় অবনত হইত। আবার যখন শব্দ করিত সিজ্দা হইতে মাথা উঠাইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, সামিরী বলিল, আমি উপকারী কাজ করতেছি, ইহা অপকার করিবে না। সুদ্দী (র) বলেন, বাছুরটি শব্দ করিত এবং চলচল করিত। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা গুমরাহ হইল এবং বাছুরের উপাসনা করিতে লাগিল, তাহারা বলিল ঃ هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِىَ এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসা (আ)-এরও ইলাহ্। কিন্তু তিনি ভুলিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পূর্বে ফিত্নার হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ ও এইরূপ বলেন। সিমাক (র) ইকরিমাহ (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ সামিরী বলিল, হযরত মূসা এই কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, এই বাছুরই তোমাদের ইলাহ্।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা এই কথা বলিল, এই তো তোমাদের ইলাহ্ এবং মূসা (আ)-এরও ইলাহ্। অতঃপর তাহারা উহার নিকট অবস্থান করিল এবং উহাকে এতই ভালবাসিতে লাগিল যে, উহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কোনই বস্তু ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَنَسِىَ অর্থাৎ সামিরী ইসলামকে পরিত্যাগ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ও তাহাদের জ্ঞানহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَفَلاَ يَرَوْنَ اَلاَّ يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلاً وَّلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا .

তোমরা কি দেখিতেছ না যে, বাছুর তাহাদের কোন কথার জবাব দিতে পারে না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের তাহাদের কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখেনা এবং কোন উপকারও করিতে পারেনা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! বাছুরটির নিজস্ব কোন শব্দ ছিল না বরং উহার গুহ্যদ্বারে হাওয়া প্রবেশ করিয়া মুখ হইতে বাহির হইবার সময় শব্দ শুনা যাইত। হযরত হাসান বাসরী (র) হইতে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, বাছুরের নাম ছিল বাহমূত (بهموت)।

বনী ইস্‌রাঈলের মূর্খরা হযরত মূসা (আ)-এর নিকট যেই ওযর পেশ করিয়াছিল উহার সারসংক্ষেপ হইল এই যে, তাহারা কিব্‌তীদের অলংকার হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য উহা গর্তে নিক্ষেপ করিল বটে, কিন্তু উহার দ্বারা বাছুর প্রস্তুত করিয়া উহাকে পূঁজা করিয়া শির্‌ক করিতে শুরু করিল। ছোট গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিল বটে কিন্তু বড় গুনাহ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। এক বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একবার এক ইরাকী ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যদি মশার রক্ত কাপড়ে লাগে তবে উহাসহ নামায জায়িয আছে কি? তখন হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, "তোমরা এই ইরাকী ব্যক্তিকে দেখতো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা)-কে হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। কিন্তু মশার রক্তের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

(৯০) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ

(৯১) قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى

অনুবাদ ঃ (৯০) হারূন ইহাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! ইহা দ্বারা তো কেবল তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে। তোমাদিগের প্রতিপালক দয়াময়; সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মানিয়া চল। (৯১) উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের নিকট মূসা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আমরা উহার পূজা হইতে কিছুতেই বিরত হইব না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত হারূন (আ) বনী ইস্রাঈলকে বাছুর পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিলেন, ইহা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার বস্তু। তোমাদের প্রতিপালক বড়ই মেহেরবান, তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাকে পরিমিত করিয়াছেন। তিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা করিয়াই ফেলেন। فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْآ اَمْرِىْ অতএব আমি যাহা আদেশ করি উহা পালন কর এবং যাহা করিতে নিষেধ করি উহা হইতে বিরত থাক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى .

বনী ইস্রাঈলের বাছুর পূজারীরা বলিল, আমরা তো উহার নিকটই অবস্থান করিব যাবত না হযরত মূসা প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ আমরা বাছুর পূজা পরিত্যাগ করিব না। এই প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ)-এর মতামত শ্রবণ করিব। তাহারা হযরত হারূন (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাহার সহিত লড়াই করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার উপক্রম হইল।

(٩٢) قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْآ

(٩٣) اَلَّا تَتَّبِعَنِ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِىْ

(٩٤) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَأْسِىْ اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ

অনুবাদ ঃ (৯২) মূসা বলিল, হে হারূন! তুমি যখন দেখিলে উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে তখন কি সে তোমাকে নিবৃত্ত করিল- (৯৩) আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে? (৯৪) হারূন বলিল, হে আমার সহোদর! আমার শুশ্রূ ও কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না, আমি আশংকা করিয়াছিলাম যে তুমি বলিবে, তুমি বনী ইস্রাঈলদিগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হও নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন রাগে গোস্বায়

ফাটিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাতে তাওরাত গ্রন্থের যেই ফলকসমূহ ছিল উহাও ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার ভাইয়ের মাথা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। সূরা আ'রাফে পূর্বেই এই প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ সংবাদ মাধ্যমে শ্রবণ করা প্রত্যক্ষ করার সমতূল্য নহে। এই হাদীসটিও বর্ণনা করিয়াছি। হযরত মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ

যখন তুমি তাহাদিগকে গুমরাহ হইতে দেখিলে তখন কোন বস্তু তোমাকে আমার অনুসরণে বাধা দিয়াছিল? ঘটনা ঘটিবার সাথেসাথেই তো আমাকে সংবাদ প্রদান করা উচিৎ ছিল। أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي তুমি কি আমার নির্দেশ অমান্য করিয়াছ? তোমাকে তো পূর্বেই বলিয়াছি ঃ

اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ .

তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, তাহাদের সংশোধন করিবে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করিবে না। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪২)

قَالَ ابْنَ أُمَّ হযরত হারূন বলিলেন, হে আমার আম্মার পুত্র! হযরত হারূন (আ) অধিক অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় আম্মার পুত্র বলিয়া হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়াছিলেন। নচেৎ তাঁহারা পরস্পর আপন ভাইই ছিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي

হে আমার আম্মার পুত্র! তুমি আমার দাড়ি ও মাথা ধরিও না। হযরত হারূন (আ) যে হযরত মূসা (আ)-কে কোন ওযরে এই বিপদের সংবাদ দান করেন নাই উহা বর্ণনা করিয়া বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া তোমার নিকট ছুটিয়া যাইতাম তবে আমার আশংকা ছিল যে তুমি এই কথা বলিবে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া আসিলে কেন এবং তাহাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলাই বা সৃষ্টি করিলে কেন? এবং এই কথাও বলিতে, لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي তোমাকে আমি যেই প্রতিনিধিত্ব করিবার দায়িত্ব দান করিয়া আসিয়াছিলাম, তুমি উহা সঠিকভাবে পালন কর নাই। এবং আমার কথার গুরুত্ব দান করনাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত হারূন (আ) একদিকে যেমন হযরত মূসা (আ)-কে ভয় করিতেন, অপরদিকে তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণও করিতেন সমভাবে।

(৯৫) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ

(٩٦) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ

(٩٧) قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا

(٩٨) اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا

অনুবাদ ঃ (৯৫) মূসা বলিল, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলিল, আমি দেখিয়াছিলাম যাহা উহারা দেখে নাই। অতঃপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি লইয়াছিলাম এবং আমি উহা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করিয়াছিল এই রূপ করা। (৯৭) মূসা বলিল, দূর হও তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি বলিবে 'আমি অস্পৃশ্য' এবং তোমার জন্য রহিল এক নির্দিষ্টকাল। তোমার বেলায় যাহার ব্যতিক্রম হইবে না, এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা উহাকে জ্বালাইয়া দিবই, অতঃপর উহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করিবই। (৯৮) তোমাদিগের ইলাহ্ তো কেবল আল্লাহ্ই যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তাহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) সামিরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সামিরী তুমি যেই অপকর্ম করিয়াছ উহার মধ্যে তোমাকে কোন বস্তু উদ্বুদ্ধ করিয়াছে? মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হাকীম ইব্ন জুবাইর (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সামিরী বাজেরমা-এর অধিবাসী ছিল। তাহারা গাভী পূজা করিত। সামিরীর অন্তরে গাভী পূজার প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মূসা ইব্ন জাফর। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত, সামিরী কেরমানের অধিবাসী ছিল। কাতাদাহ (র) বলেন, 'সামিরা'-এর অধিবাসী ছিল।

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ সে বলিল, ফির'আউনকে ধ্বংস করিবার জন্য যখন হযরত জিব্রীল (আ) আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ অতঃপর আমি সেই প্রেরিত দূত জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে একমুষ্টি মাটি তুলিয়া লাইলাম। অধিকাংশ মুফাস্সির এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত জিব্রীল (আ) অবতীর্ণ হইয়া হযরত মূসা (আ)-কে লইয়া যখন আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন তখন সামিরী তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্ন দেখিতে পাইল, অন্য কেহ দেখিল না। হযরত জিব্রীল মূসা (আ)-কে লইয়া যখন আসামনের প্রান্তে পৌছালেন, আল্লাহ তা'আলা তখন ফলকসমুহে তাওরাত লিখিলেন। হযরত মূসা (আ)ও লিখিবার সেই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি যখন তাঁহার কাওমের পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি নিচে অবতরণ করিলেন এবং বাছুরটিকে ধরিয়া জ্বালাইয়া দিলেন। হাদীসটি গারীব।

মুজাহিদ (র) فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত জিব্রীল (আ) ঘোড়ার ক্ষুরের নিচ হইতে সামিরী এক মুষ্টি মাটি তুলিয়া লইয়াছিল। মুজাহিদ (র) আরো বলেন, সামিরী তাহার হাতের মাটি বনী ইস্রাঈলের একত্রিত গহনাসমূহের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে একটি সুন্দর বাছুরের রূপ ধারণ করিল। এবং যেহেতু উহার ভিতর শূণ্য ছিল। উহার মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে এবং উহা হইতে বাহির হইবার সময়ে শব্দ হইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ... ... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সামিরী যখন হযরত জিব্রীল (আ)-কে দেখিল, তখন মনে মনে ধারণা করিল, যদি তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে এক মুষ্টি মাটি তুলিয়া কোন বস্তুর মধ্যে নিক্ষেপ করে তবে উহা দ্বারা যাহা ইচ্ছা উহা প্রস্তুত করিতে পারিবে। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ)-এর ঘোড়ার পদচিহ্ন হইতে মাটি তুলিয়া লইল। কিন্তু সাথেসাথেই তাহার হাতের আঙ্গুলিসমূহ শুষ্ক হইয়া গেল। হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত স্থানে চলিয়া গেলেন। তখন বনী ইস্রাঈল ফির'আউনের কাওম হইতে যেই সকল অলংকার লইয়া আসিয়াছিল উহা দেখিয়া সামিরী বলিল, এই সকল গহনার কারণে তোমাদের উপর বিপদ আসিয়াছে। অতএব তোমরা উহা একত্রিত করিয়া আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া দাও। তাহারা সকল গহনা একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দিল। সকল গহনা গলিয়া গেল। সামিরী যখন উহা দেখিল তখন তাহার অন্তরে এই কথা আসিল যে, যদি আমি আমার হাতের মাটি এই গলিত ধাতুর মধ্যে নিক্ষেপ করি এবং আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু হইবার জন্য হুকুম করি, তবে উহা হইয়া যাইবে। অতঃপর উহাই করিল। ফলে একটি বাছুর হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى এই বাছুরই হইল

তোমাদের এবং মূসা (আ)-এর ইলাহ্। হযরত মূসা (আ)-এর জিজ্ঞাসার পর সামিরী বলিল, فَنَبَذْتُهَا আমিও গর্তের মধ্যে আমার হাতের বস্তু অনুরূপ নিক্ষেপ করিয়াছি, যেমন অন্যান্য লোকজন নিক্ষেপ করিয়াছিল। وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ আমার অন্তর এই ভাবেই আমার নিকট সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে। তখন হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন ঃ

فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِىْ الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لاَ مِسَاسَ .

যাও পর্থিব জীবনে তোমার শাস্তি ইহাই যে, তুমি বলিয়া বেড়াইবে আমাকে যেন কেহ স্পর্শ না করে। অর্থাৎ যেই বস্তু তোমার পক্ষে স্পর্শ করা ও তুলিয়া লওয়া উচিৎ ছিল না উহা স্পর্শ করা ও তুলিয়া লওয়ার কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে, তুমিও কোন লোককে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তোমাকেও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। وَاِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهٗ এবং তোমার জন্য কিয়ামত দিবসের একটি প্রতিশ্রুত দিন রহিয়াছে, যে দিনের শাস্তি হইতে মুক্তি পাওয়ার কোনই উপায় নাই। হাসান, কাতাদাহ্ ও আবূ নাহীক وَاِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّنْ تُخْلَفَهٗ এর তাফসীর করেন, তোমার জন্য একটি প্রতিশ্রুত দিনের শাস্তি রহিয়াছে যাহা হইতে তুমি পলায়ন করিতে পারিবেন না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَانْظُرْ اِلٰىٓ اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا .

তোমার সেই উপাস্যের প্রতি দৃষ্টিপাত কর যাহার তুমি পূজা করিতে।

لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِىْ الْيَمِّ نَسْفًا

আমরা অবশ্যই উহাকে জ্বালাইয়া দিব এবং টুক্রা টুক্রা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, স্বর্ণের বাছুর রক্ত মাংসের বাছুরে পরিবর্তিত হইয়াছিল। অতঃপর উহাকে আগুন দ্বারা জ্বালাইয়া উহার ছাই নদীতে নিক্ষেপ করা হইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মূসা (আ) ব্যস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিপালকের নিকট গমন করিলে, সামিরী বনী ইসরাঈলের গহনাসমূহ একত্রিত করিল। অতঃপর উহাকে বাছুরের রূপ দান করিল। অতঃপর মূসা (আ) উহা জ্বালাইয়া ভস্ম করিলেন এবং নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। সেই সময় যেই বাছুর উপাসকরা উহার পানি পান করিল, তাহাদের মুখমণ্ডল স্বর্ণের ন্যায় হলূদ বর্ণের হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, এই অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? তিনি বলিলেন, পরস্পর একজন একজনকে হত্যা করিবে। সুদ্দী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সূরা বাকারার

তাফসীর এই প্রসংগে এবং অত্র সূরার তাফসীরে পূর্বে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

মাহন আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَآ إِلٰهُكُمْ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا .

হযরত মূসা (আ) বলেন, এই বাছুর তোমাদের ইলাহ্ নহে তোমাদের ইলাহ্ হইলেন সেই মহান আল্লাহ্ যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। কেবল তিনি ইবাদত ও উপাসনারযোগ্য। সকল বস্তু তাঁহারই মুখাপেক্ষী, তাঁহারই বান্দা ও গোলাম। وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا তিনি সকল বস্তুকে জানেন। তাঁহার জ্ঞান সকল বস্তুকে বেষ্টন করিয়া আছে। সকল বস্তুকে তিনি গণনা করিয়া রাখিয়াছেন। এক বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাঁহার নিকট অদৃশ্য নহে। গাছ হইতে যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়ুক তিনি উহা জানেন। মাটির মধ্যে ঘোর অন্ধকারেও যেই বীজ রহিয়াছে তাহাও তিনি জানেন এবং সকল আর্দ্র-শুষ্ক বস্তু তাঁহার নিকট লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ .

যমীনে চলমান সকল প্রাণীর রিযিক আল্লাহ্র দায়ীত্বে রহিয়াছে। তিনিই সকলকে রিযিক প্রদান করেন। সকলের বাসস্থান ও কবরস্থান তিনি জানেন এবং সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে। (সূরা হূদ ঃ ৬) এই প্রসংগে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

(৯৯) كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اٰتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا

(১০০) مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا

(১০১) خٰلِدِيْنَ فِيْهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا

অনুবাদ ঃ (৯৯) পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট হইতে তোমাকে দান করিয়াছি উপদেশ। (১০০) ইহা এই যে, যে বিমুখ হইবে, সে কিয়ামতের দিনে মহাভার বহন করিবে।

(১০১) উহাতে উহারা স্থায়ী হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ইহাদিগের জন্য হইবে কত মন্দ!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! যেমন আমি মূসা (আ)-এর ঘটনা এবং ফির'আউনের সহিত তাঁহার সংঘটিত কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আরো অনেক ঘটনা আপনার নিকট যথাযথভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। আপনার নিকট আমি পবিত্র কুরআনও অবতীর্ণ করিয়াছি। অগ্র-পশ্চাৎ কোন দিক হইতে উহার নিকট বাতিল আসিতে পারে না। উহা মহাজ্ঞানী ও মহা প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রতি অনুরূপ গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয় নাই। কেবল এই মহাগ্রন্থই পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ ও ভবিষ্যতের সংঘটিতব্য বিষয় সমূহের সংবাদ দান করিয়াছেন। এবং মানুষের সমস্যাসমূহের সমাধান পেশ করিয়াছে।

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হইত মুখ ফিরাইয়া লয়, উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অন্য কোথাও হইতে জীবন চলার পথ খোঁজে আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করেন এবং দোযখের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وِزْرًا .

যে যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন হইত মুখ ফিরাইয়া লইবে সে কিয়ামত দিবসে গুনাহ্র ভারী বোঝা বহন করিবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ .

বিভিন্ন দল-গোত্রসমূহ হইতে যে কোন ব্যক্তি পবিত্র কুরআন অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হূদ ঃ ১৭) চাই আরবের অধিবাসী হউক কিংবা আজমের, আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কেহ। সকলের পক্ষে এই বিধান সমভাবে প্রযোজ্য।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যাহার নিকটই এই পবিত্র কুরআনের বাণী পৌছাইবে আমি তাহাকেই সতর্ক করিব। অতঃপর যে উহার অনুসরণ করিবে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইব এবং যে উহার বিরোধিতা করিবে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, সে দুনিয়ায় গুমরাহ হইবে ও হতভাগ্য হইবে এবং পরকালে দোযখই তাহার প্রতিশ্রুত স্থান।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا خٰلِدِيْنَ فِيْهِ

যেই উহা মুখ ফিরাইয়া লইবে কিয়ামত দিবসে গুনাহ্‌র বোঝা বহন করিবে এবং চিরদিন উহাতে অবস্থান করিবে। উহা হইতে মুক্তি লাভ করা কখনও সম্ভব হইবে না।

وَسَاۤءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلاً

এবং তাহাদের সে বোঝা-ই হইবে বড় জঘন্য বোঝা।

(١٠٢) يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

(١٠٣) يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا

(١٠٤) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا

অনুবাদ ঃ (১০২) যেই দিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আমি অপরাধীদিগকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করিব। (১০৩) উহারা নিজদিগের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করিবে। তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করিয়াছিলে। (১০৪) তাহারা কি বলিবে তাহা আমি ভাল জানি, ইহাদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল, সে বলিবে, তোমরা মাত্র এক দিন অবস্থান করিয়াছিলে।

তাফসীর ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুলাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল اَلصُّوْر। কি? তিনি জবাবে বলিলেন ঃ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ ইহা সিংগা, যাহাতে ফুৎকার দেওয়া হইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, সিংগার বৃত্ত আসমান ও যমীনের বৃত্তের সমতুল্য। হযরত ইস্‌রাফীল (আ) ইহাতে ফুৎকার দিবেন। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, আমি কি করিয়া শান্তি পাইতে পারি? অথচ, শিংগাওয়ালা ফিরিশ্‌তা শিংগা মুখে দিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় মাথা অবনত করিয়া রাখিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি পড়িব? তিনি বলিলেন, তোমরা পড় ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। আল্লাহ্‌র উপরই আমরা ভরসা করিয়াছি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا

আর অপরাধীদগকে আমি সেই দিন দৃষ্টিহীন করিয়া একত্রিত করিব। কঠিন ভয়-ভীতির কারণে তাহাদের চক্ষু নীলবর্ণের অর্থাৎ দৃষ্টিহীন হইয়া যাইবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ عَشْرًا

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার অর্থ করিয়াছেন, তাহারা পরস্পরে চুপিসারে কথা বলিবে। তাহারা একে অপরকে বলিবে, তোমরা দুনিয়ায় মাত্র দশদিন অবস্থান করিয়াছ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ তাহারা চুপিসারে যে কি বলে উহা আমি খুব ভালই জানি।

اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ يَوْمًا

তখন তাহাদের জ্ঞানী ব্যক্তি বলিবে, তোমরা তো মাত্র একদিন দুনিয়ায় অবস্থান করিয়াছ। দুনিয়ার অবস্থান কাল তাহাদের নিকট অত্যন্ত অল্প বলিয়া মনে হইবে, যদিও দুনিয়ায় দিবারাত্রের বারবার আগমন ঘটিয়াছে, তবুও উহা একদিনের মত মনে হইবে। কাফিররা কিয়ামত দিবসে পার্থিব জীবনকে অতি অল্প বলিয়া এই কথাই প্রমাণ করিতে চাহিবে যে, যেহেতু পার্থিব জীবন অল্প ছিল, কাজেই আমরা সঠিক পথ পাওয়ার আবকাশ পাই নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ..... وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

যেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে, অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে তারা এক ঘন্টার অতিরিক্ত দুনিয়ায় অবস্থান করে নাই। ... ... কিন্তু তোমরা জান না। (সূরা রূম ঃ ৫৫-৫৬)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ .

আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু জীবন দান করিয়াছিলাম না, যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারীর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী নবী ও রাসূল ও আগমণ করিয়াছিলেন। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْئَلِ الْعَادِيْنَ قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন তোমরা দুনিয়ায় কত বৎসর অবস্থান করিয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছি। যাহারা গণনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু ইহা যদি তোমরা বিশ্বাস করিতে যে, দুনিয়ার জীবন অতি সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী, তবে দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবনকে প্রাধ্যান্য দান করিতে। কিন্তু তোমরা কার্যত তাহা কর নাই। যাহা করিয়াছ উহা বড়ই জঘন্য কাজ করিয়াছ।

(١٠٥) وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا

(١٠٦) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

(١٠٧) لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا

(١٠٨) يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا

অনুবাদ ঃ (১০৫) তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? বল আমার প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন। (১০৬) অতঃপর তিনি উহাকে পরিণত করিবেন মসৃণ সমতল ময়দানে। (১০৭) যাহাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখিবে না। (১০৮) সেইদিন উহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতিত তুমি কিছুই শুনিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ কারেন ঃ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ মানুষ পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত দিবসে ইহা অবশিষ্ট থাকিবে, না ইহার বিলুপ্ত ঘটিবে? فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا (হে মুহাম্মদ) আপনি বলিয়া দিন, পাহাড় সমুহকে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের স্থান হইতে সরাইয়া দিবেন। এবং উহাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিবেন। فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا অতঃপর তিনি যমীনকে পরিষ্কার সমতল ভূমিতে পরিণত করিবেন। القاع। অর্থ সমতল ভূমি। اَلصَّفْصَفُ। এরও একই অর্থ। তাকীদ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, اَلصَّفْصَفُ। অর্থ এমন ভূমি যাহাতে কোন বৃক্ষলতা নাই। কিন্তু প্রথম অর্থ উত্তম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا আপনি সেই যমীনে কোন বক্রতা দেখিবেন না, আর উচুনীচুও দেখিবেন না। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সেই দিন কোন উপত্যকাও দেখিবেন না আর কোন উঁচুস্থানও দেখিতে পাইবেন না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, হাসান বাসরী, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىْ لَا عِوَجَ لَهٗ

যেই দিন তাহারা এই সকল অবস্থা ও ভয়ভীতি দেখিবে, সেইদিন তাহারা যে কোন নির্দেশের জন্য আহ্‌বানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিবে। অথচ, ইহা তাহাদের জন্য কোন উপকার করিবে না। কিন্তু তাহারা যদি দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র পক্ষের আহ্‌বানকারীর অনুসরণ করিয়া চলিত, তবে উহা তাহাদের পক্ষে উপকারী হইত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا

যেই দিন তাহারা আমার নিকট আসিবে সেই দিন তাহারা খুব শ্রবণ করিবে খুব দেখিবে। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অন্ধকারে একত্রিত করিবেন। আসমানকে পেচাইয়া ভাঁজ করিবেন, নক্ষত্রসমূহ বিক্ষিপ্ত হইবে, চন্দ্র ও সূর্য আলোকহীন হইয়া যাইবে। এবং একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে। সকল লোক তাহার শব্দের অনুসরণ করিবে وَيَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىْ لَا عِوَجَ لَهٗ-এর অর্থ ইহাই।

কাতাদাহ (র) বলেন, لَا عِوَجَ لَهٗ এর অর্থ হইল, কিয়ামতের ময়দানে সমবেত লোকজন ঘোষকের শব্দ হইত অন্য কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না। وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার অর্থ করিয়াছেন, পরম করুণাময়ের সম্মুখে সকলেই নীরব হইয়া যাইবে। সুদ্দী (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ইকরিমাহ ও যাহ্‌হাক (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আপনি ছোট্ট শব্দ ব্যতিত অন্য শব্দ শুনিতে পাইবেন না। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, গোপন শব্দ ও পদধ্বনি ব্যতিত অন্য কিছু শুনিতে পাইবে না। কিয়ামত দিবসে মানুষ যখন হাশরের ময়দানের দিকে চলিতে থাকিবে, তখন তাহাদের পদধ্বনি তো হইবে। ইহা ব্যতিত আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কখনও কখনও কেহ কোন কথাও বলিবে। কিন্তু ইহা হইবে বড়ই আদব সহকারে এবং নিচু শব্দে।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لاَ تُكَلَّمُ نَفْسٌ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ

যেইদিন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে সেইদিন আমার অনুমতি ব্যতিত কাহারও কথা বলিবার সাহস হইবে না। সেই দিন কেহ তো হতভাগ্য হইবে এবং কেহ হইব ভাগ্যবান। (সূরা হূদ ঃ ১০৫)

(١٠٩) يَوْمَئِذٍ لاَّتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلاً

(١١٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْماً

(١١١) وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً

(١١٢) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخٰفُ ظُلْماً وَّلاَهَضْماً

অনুবাদ ঃ (১০৯) দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন সে ব্যতিত কাহারও সুপারিশ সেইদিন কোন কাজে আসিবে না; (১১০) তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত, কিন্তু উহারা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারেনা। (১১১) চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ট-বিশ্ববিধাতার নিকট সকলেই হইবে অধোবদন এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে যুলুমের ভার বহন করিবে। (১১২) এবং যে সৎকর্ম করে, মু'মিন হইয়া তাহার আশংকা নাই, অবিচারের এবং ক্ষতিরও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ যেইদিন আল্লাহ্র দরবারে কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না।

اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلاً

কিন্তু পরম করুণাময় যাহাকে অনুমতি দান করিবেন এবং যাহার কথা তিনি পসন্দ করিবেন কেবল তাহার সুপারিশ কাজে আসিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিত কেহই তাহার নিকট সুপারিশ করিবার হিম্মত করিবে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ مِّنْ مَلَكٍ فِيْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لاَ تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى .

আসমান ও যমীনের অসংখ্য ফিরিশ্‌তা তাহাদের সুপারিশও কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য যাহার জন্য তিনি ইচ্ছা করিবেন, ও পসন্দ করিবেন ও তাহাকে তিনি অনুমতি দান করিবেন। (সূরা নাজম ঃ ২৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ .

আর আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ কেবল তাহার জন্য সুপারিশ করিবেন, যাহাকে তিনি পসন্দ করিবেন এবং ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকিবে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةَ عِنْدَهٗ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ .

আর আল্লাহ্‌র নিকট কাহাও কোন সুপারিশ কাজে আসিবে না কিন্তু যাহাকে তিনি অনুমতি দিবেন কেবল তিনিই সুপারিশ করিতে পারিবেন এবং তাহার সুপারিশ কাজে আসিবে। (সূরা সাবা ঃ ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا .

যেইদিন রূহ্ এবং সকল ফিরিশ্‌তা সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন তখন কেহই কথা বলিবার সাহস করিবে না। কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাহ্ যাহাকে অনুমতি দান করিবেন, কেবল তিনিই কথা বলিতে পারিবেন এবং তিনি যথার্থ বলিবেন। (সূরা নাবা ঃ ৩৮)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আমি আরশের নিচে আগমন করিব এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজ্‌দায় অবনত হইব। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাঁহার প্রশংসাসমূহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত আমি তাঁহার সম্মুখে সিজ্‌দায় পড়িয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকিব। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার মাথা উত্তোলন কর। তুমি কথা বল

শ্রবণ করা হইবে। সুপারিশ কর, উহা গ্রহণ করা হইবে। ... ... রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারিত করা হইবে। আমি সুপারিশ করিয়া সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক জাহান্নাম হইতে বেহেশতে দাখিল করিব। অতঃপর পুনরায় আল্লাহ্র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিব এবং সিজ্দায় অবনত হইব এবং আমার জন্য পুনঃ নির্দিষ্ট করা হইবে নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক আমি জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া বেহেশতে দাখিল করিব। এইরূপ চারবার হইবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, 'যাহার অন্তরে একটি দানা পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান তাহাকে দোযখ হইতে বাহির কর। অতঃপর বহু মানুষ দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় বলিবেন, যাহার অন্তরে এক দানার অর্ধেক পরিমাণ ঈমান বিদ্যমান তাহাকেও বাহির কর যাহার অন্তরে অনু পরিমাণ ঈমান আছে তাহাকেও বাহির কর। যাহার অন্তরে অনু হইতেও কম ঈমান বিদ্যমান তাহাকেও বাহির কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তিনি তাহাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সকল বস্তুকেই জানেন অর্থাৎ তিনি সমস্ত মাখলূক সম্পর্কে অবহিত। وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِهٖ عِلْمًا কিন্তু তাহারা জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্কে আয়ত্ব করিতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ .

তাহারা কেবল ততটুকু জ্ঞানের অধিকারী তিনি জানাইতে ইচ্ছুক।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَىِّ الْقَيُّوْمِ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং আরো অনেকে ইহার অর্থ করিয়াছেন, সমস্ত মাখলূক সেই মহান সত্তার সম্মুখে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইবে, যিনি চিরজীবী যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করিবেন না। যিনি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক। তাঁহার ক্ষমতা ও ব্যবস্থাপনায় সকল বস্তু প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا যেই ব্যক্তি যুলুমের বোঝা বহন করিয়াছে, সে অবশ্যই কিয়ামত দিবসে বঞ্চিত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে প্রত্যেককেই তাহার হক আদায় করিয়া দিবেন। এমন কি শিং বিশিষ্ট ছাগল যেই শিংবিহীন ছাগলের প্রতি অবিচার করিয়াছিল উহারও প্রতিশোধ লইয়া দিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

يقول اللّٰه عز وجل وعزتِى وجلالى لا يجاوزنى اليوم ظلم ظالم

আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম! কোন যালিম তাহার নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিত আমার নিকট দিয়া যাইতে পারিবে না। অপর হাদীসে বর্ণিত ঃ

إياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة والخيبة كل الخيبة من لقى اللّٰه وهو مشرك فان اللّٰه يقول اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

সাবধান তোমরা যুলুম হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কিয়ামত দিবসে যুলুম নানা প্রকার অন্ধকারে পরিণত হইবে। সেই ব্যক্তি পূর্ণ বঞ্চিত যে শিরক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ অবশ্যই শিরক হইল মহা যুলুম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

যেই ব্যক্তি সৎকর্ম করিবে এবং সে ঈমানদারও বটে, সে না যুলুমের আশংকা করিবে আর না কোন ক্ষতির ভয় করিবে।

আল্লাহ্ যালিম ও তাহাদের শাস্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আর তাহা হইল তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না, অর্থাৎ তাহাদের গুনাহ ও পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সৎকর্মও কম করিয়া দেওয়া হইবে না এবং তাহাদের সৎকর্ম কম করিয়া দেখান হইবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ্ (র) আরো অনেকে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١٣) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

(١١٤) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অনুবাদ ঃ (১১৩) এরূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় এবং উহাতে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি সতর্কবাণী যাহাতে উহারা ভয় করে অথবা ইহা হয় উহাদিগের জন্য উপদেশ; (১১৪) আল্লাহ্ অতি মহান, প্রকৃত অধিপতি।

তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা করিও না এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং ভালমন্দের বিনিময় অবশ্যই দান করা হইবে। এই কারণে আমি পবিত্র কুরআনকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি। উহা একদিকে মানুষকে অসৎকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ভীতি প্রদর্শন করে। অপর দিকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করিবার জন্য সুসংবাদ দান করে।

ইরশাদ হইল ঃ

وَصَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ .

আর এই পবিত্র কুরআনে নানা প্রকার শাস্তির কথা বর্ণনা করিয়াছি, যেন তাহারা পাপকার্য, হারাম ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا কিংবা তাহাদের অন্তরে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁহার নৈকট্য লাভের চিন্তা জাগ্রত হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ আল্লাহ্ মহান, তিনি প্রকৃত বাদশাহ তাঁহার ওয়াদা সত্য, শাস্তি সত্য, তাঁহার রাসূল সত্য, বেহেশ্‌ত সত্য, দোযখ সত্য, তাঁহার সকল ফরমান সত্য। নবী প্রেরণ ও ভীতি প্রদর্শনের পূর্বে কাহাকেও শাস্তি প্রদান না করাই তাঁহার ইনসাফ। নবী প্রেরণ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াই তিনি শাস্তি প্রদান করেন যেন কেহই ইহা না বলিতে পারে যে, আমার নিকট তো ভীতি প্রদর্শনকারী আসে নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

আর আপনি এই কুরআন পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না। যাবৎ না আপনার প্রতি পূর্ণভাবে উহা নাযিল হয়। কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকালে উহা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, অতঃপর উহা পাঠ করিবার জন্য মনোযোগী হউন। যেমন সূরা কিয়ামাহ্‌র মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

পবিত্র কুরআন ব্যস্ত হইয়া পড়িবার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে উহা স্থায়ী করিয়া দেওয়া এবং আপনার যবান দ্বারা পাঠ করাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তো আমার উপরই ন্যস্ত।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ فَاِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ

অতঃপর যখন আমি উহা পড়িব তখন আপনি উহা অনুসরণ করুন। অতঃপর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করাও আমার দায়িত্ব। (সূরা কিয়ামা ঃ ১৮-১৯)

সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, প্রথম দিকে হযরত জিব্রীল (আ) ওহী সহ আগমণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সহিত পড়িতে ব্যস্ত হইতেন। হযরত জিব্রীল (আ) যখনই কোন আয়াত পাঠ করিতেন, তখন তিনিও উহা পাঠ করিতে ব্যস্ত হইতেন। অথচ, উহাতে তাঁহার অত্যধিক কষ্ট হইত। কুরআন মুখস্থ করিবার প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত ঝোঁকই ইহার কারণ ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সহজ পদ্ধতি বলিয়া দিলেন। যেন তাঁহার কষ্ট না হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ

ব্যস্ত হইয়া কুরআন মুখস্থ করিবার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করিবেন না। আপনার অন্তরে স্থায়ী করিয়া দেওয়া ও উহা পড়াইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তো আমারই। অর্থাৎ আমিই আপনার অন্তরে কুরআনকে এমনভাবে স্থায়ী করিয়া দিব যে, আপনি উহা কখনও ভুলিবেন না এবং দ্বিধাহীন চিত্তে মানুষের নিকট উহা পড়িয়া শুনাইতে পারিবেন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ

আপনার নিকট যখন ওহীযোগে কুরআন অবতীর্ণ হয়, তখন আপনি নীরব থাকুন। পুরাপুরি অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আপনি উহা পড়িবার চেষ্টা করিবেন না। অবশ্য যখন হযরত জিবরীল পড়া শেষ করেন তখন আপনি উহা পড়ুন।

وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا আর আপনি আপনার প্রভুর নিকট এই দু'আ করুন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার ইল্ম বৃদ্ধি করিয়া দিন।

ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দু'আ কবুল করিলেন। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত বরাবর তাঁহার ইল্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ان الله تابع الوحى على رسوله حتى كان الوحى اكثر ما كان يوم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم

আল্লাহ্ তা'আলা বরাবর তাঁহার রাসূলের প্রতি ওহী যোগে ইল্ম বৃদ্ধি করিতে থাকেন, এমন কি যেই দিন তাঁহার ইন্তিকাল হইল সেই দিনও বহু ওহী অবতীর্ণ হয়।

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللّٰهم انفعنى بما علمتنى وعلمنى ما ينفعنى وزدنى علما والحمد لله على كل حال

হে আল্লাহ্! আপনি যে জ্ঞান দান করিয়াছেন, উহা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন এবং উপকারী জ্ঞান আমাকে শিক্ষা দান করুন ও জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্য প্রশংসা।

ইমাম তিরমিযী ... ... আবু কুরাইব ও আবদুল্লাহ্ ইবন নুমাইর (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি এই সূত্রে গারীব। বায্‌যার (র) ... ... মূসা ইব্‌ন উবায়দাহ্ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের শেষে তিনি উহা অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

দোযখবাসীদের অবস্থা হইতে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

(١١٥) وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا

(١١٦) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى

(١١٧) فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى

(١١٨) اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى

(١١٩) وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى

(١٢٠) فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى

(١٢١) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى

(١٢٢) ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى

অনুবাদ ঃ (১১৫) আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই। (১১৬) স্মরণ করুন, যখন ফিরিশ্‌তাগণকে বলিলাম, আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর, তখন ইব্‌লীস ব্যতিত সকলেই সিজ্‌দা করিল; সে অমান্য করিল। (১১৭) অতএব আমি বলিলাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়; দিলে তোমরা দুঃখ পাইবে। (১১৮) তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হইবে না এবং নগ্নও হইবে না। (১১৯) এবং সেথায় পিপাসার্তও হইবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে (ইবলীস) বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব, অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (১২১) অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল; তখন তাহাদিগের লজ্জার স্থান তাহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজদিগকে আবৃত করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল। (১২২) ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ণ হইলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মানুষকে انْسَان। 'ইনসান' এই কারণে বলা হয় যে, সে আল্লাহ্‌র সহিত ওয়াদাবদ্ধ হইয়া ভুলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ انْسَان। শব্দটি نِسْيَان (ভূলিয়া যাওয়া) হইতে নির্গত হইয়াছে। আলী ইব্‌ন তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেন, نسى অর্থ ترك অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۗئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ

যখন আমি ফিরিশ্‌তাগণকে বলিলাম, তোমরা আদমকে সিজ্‌দা কর। আল্লাহ্‌ তা'আলা অত্র আয়াতের মাধ্যমে হযরত আদম (আ)-কে সম্মানিত করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসংগে সূরা বাকারা, আ'রাফ, হিজ্‌র ও কাহ্‌ফ-এর মধ্যে বিস্তারিত

আলোচনা হইয়াছে। এবং সূরা ছোয়াদ-এর মধ্যেও এই প্রসংগে আলোচনা হইবে। এই সকল সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিশ্তাগণকে সিজ্দা করিবার নির্দেশ এবং মানব জাতির সহিত ইব্লীস শয়াতনের পুরাতন শত্রুতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ

সকল ফিরিশ্তাই আদম (আ)-কে সিজ্দা করিল কিন্তু ইব্লীস করিল না। সে সিজ্দা করিতে অস্বীকার করিল এবং অহংকার করিল।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّلَّكَ لِزَوْجِكَ

আমি তখন বলিলাম, হে আদম! এই হইল তোমার শত্রু এবং তোমার স্ত্রী (হাওয়া) এর শত্রু।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى

সে যেন তোমাদিগকে বেহেশ্ত হইতে বাহির করিয়া না দেয়। তা হইলে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে। অর্থাৎ বেহেশ্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া রিযিক লাভের প্রচেষ্টায় তোমার কষ্টভোগ করিতে হইবে। অথচ, বেহেশ্তের মধ্যে তোমরা মহাসুখে জীবন-যাপন করিতেছ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ لَكَ اَنْ لَا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى

তুমি তো বেহেশ্তের মধ্যে ক্ষুধার্তও হইবে না আর বস্ত্রহীনও হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা 'ক্ষুধা ও বস্ত্রহীন' না হওয়ার কথা একসাথে উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ দুইটি বিষয়ই লাঞ্ছণাজনক। ক্ষুধা হইল ভিতরের লাঞ্ছণা এবং বস্ত্রহীন হওয়া হইল বাহিরের লাঞ্ছণা।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى

তুমি এই বেহেশতে পিপাসার্তও হইবে না আর রৌদ্রেও পুড়িবে না। পিপাসা হইল পেটের গরম এবং রৌদ্র হইল বাহিরের গরম।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى .

অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে চিরঞ্জীব গাছ এবং এমন সম্রাজ্যের কথা বলিব না যাহা কখনও ক্ষয় হইবে না?

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ

এবং সে (শয়তান) তাহাদিগকে কসম খাইয়া বলিল, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী।

পূর্বেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকীদ করিয়া তাহাদিগকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বেহেশ্তের সকল গাছে ফল খাইতে পারিবে কিন্তু এই একটি গাছের ফল যেন তাহারা না খায়। তাঁহারা যেন ইহার কাছেও না আসে। কিন্তু ইহার পর হইতে ইব্লীস তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। এবং তাহারা গাছের ফল খাইল। শয়তান তাহাদিগকে এই কথা বুঝাইল যে, এই গাছ হইতে যে খাইবে সে চিরদিন এই মহাশান্তি নিকেতন বেহেশতে মধ্যে অবস্থান করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বেহেশ্তের মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যাহার ছায়াতলে একশত বৎসর সাওয়ার হইয়াও কোন সাওয়ারী উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর সেই গাছটি হইল شَجَرَةِ الْخُلْدِ। (চিরঞ্জীব বৃক্ষ) হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (র)ও বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ ঃ

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا

অতঃপর তাহারা উহা হইতে খাইল ফলে তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... উবাই ইবন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে অনেক চুল বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেখিতে যেন তিনি খেজুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা। তিনি যখন নির্দিষ্ট গাছ হইতে আহার করিলেন, তখনই তাঁহার শরীর হইতে পোশাক উড়িয়া গেল এবং সর্বপ্রথম তাঁহার লজ্জাস্থান খুলিয়া গেল। তিনি স্বীয় লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই দৌড়াইতে শুরু করিলেন এবং একটি গাছে তাঁহার চুল আটকাইয়া গেল। তিনি তাঁহার চুল ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন এমন সময় 'পরম করুণাময় আল্লাহ্

তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, 'হে আদম! তুমি আমার নিকট হইতে কি পালাইয়া যাইতেছ? তিনি তখন আল্লাহ্র কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি পালাইয়া যাইতেছি না বরং লজ্জায় ছুটাছুটি করিতেছি। আচ্ছা আমি যদি তাওবা করি তবে কি আপনি আমাকে পুনরায় বেহেশ্তে স্থান দান করিবেন? আল্লাহ্ বলিলেন, হাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কালাম।

فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

এর মধ্যে এই বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কয়েকটি বাণী শিক্ষা লাভ করিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন। হাদীসটি মুনকাতী' এবং ইহা মারফূ' হওয়াও বিবেচনা সাপেক্ষ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ই বেহেশ্তের পাতা লইয়া একটির সহিত অপরটি জোড়া দিয়া লজ্জাস্থানকে কাপড় দ্বারা ঢাকিবার মত ঢাকিতে লাগিলেন। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, হযরত আদম ও হাওয়া (আ) আঞ্জীর গাছের পাতা দ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিতেছিলেন।

মহান আল্লার বাণী ঃ

وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى

আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালকের হুকুম পালনে ত্রুটি করিল এবং বিভ্রান্ত হইল অতঃপর তাঁহার প্রভু তাঁহাকে মনোনীত করিলেন, তাঁহার তাওবা কবুল করিলেন এবং পথপ্রদর্শন করিলেন।

ইমাম বুখারী (র)............ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত মূসা ও আদম (আ)-এর পারস্পরিক বিতর্ক ঘটিল। হযরত মূসা আদম (আ)-কে বলিলেন, আপনিই তো মানব জাতিকে স্বীয় ত্রুটির কারণে বেহেশত হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। হযরত আদম (আ) বলিলেন, হে মূসা! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রিসালাত ও কালাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তুমি আমাকে এমন অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতেছ যাহা সংঘটিত হইবে বলিয়া আমার সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর

বিজয়ী হইলেন। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে এবং অন্যান্য মুসনাদ গ্রন্থে ও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত আদম (আ) ও হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে বিতর্ক করিলেন। কিন্তু আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হযরত মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বীয় কুদ্রতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার রূহ্ আপনার মধ্যে ফুঁকাইয়াছেন এবং ফিরিশতাদের দ্বারা আপনাকে সম্মানের সিজ্দা করাইয়াছেন এবং বেহেশতের মধ্যে আপনার বাসস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন, অথচ, আপনিই অপরাধ করিয়া মানুষকে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন? তখন হযরত আদম (আ) বললেন ঃ তুমি তো সেই মূসা যাহাকে আল্লাহ্ স্বীয় রিসালাত ও কালাম দ্বারা মনোনীত করিয়াছেন, তোমাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছেন, যাহার মধ্যে সর্ববিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। এবং কথা বলিবার জন্য তোমাকে নিকটে ডাকিয়াছেন। আচ্ছা বল তো দেখি, আমার সৃষ্টির কতকাল পূর্বে আল্লাহ্ তাওরাত লিখিয়াছেন? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, চল্লিশ বৎসর পূর্বে। হযরত আদম (আ) বলিলেন, আচ্ছা উহার মধ্যে ইহা কি দেখিতে পাইয়াছ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى আদম (আ) তাহার প্রতিপালকের নাফরমানী করিয়াছে এবং বিভ্রান্ত হইয়াছে? হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আদম (আ) বলিলেন, তবে কি তুমি আমাকে এমন এক অপরাধের জন্য তিরস্কার করিতেছ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে সৃষ্টি করিবার চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার দ্বারা সংঘটিত হইবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ এই বিতর্কে হযরত আদম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর উপর বিজয়ী হইলেন। হারিস (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুজ (র) হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٢٣) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى

(١٢٤) وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

(١٢٥) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

(١٢٦) قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

অনুবাদ ঃ (১২৩) তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়েই একই সঙ্গে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদিগের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে, যে আমার অনুসরণ করিবে, সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ কষ্ট পাইবে না। (১২৪) যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহার জীবন-যাপন হইবে সংকুচিত এবং তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন আমি উত্থিত করিব অন্ধ অবস্থায়। (১২৫) সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করিলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। (১২৬) তিনি বলিলেন, এইরূপই হইবে, এমনই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছিলে এবং সেইভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হইলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদমও হাওয়া (আ) এবং ইব্লীসকে বলিলেন তোমরা সকলেই বেহেশত হইতে নামিয়া যাও। এই প্রসংগে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে। بَعْضُكُمْ عَدُوٌّ لِبَعْضٍ তোমরা পরস্পর এক অপরের শত্রু অর্থাৎ আদম সন্তান ও শয়তান তাহার বংশীয় একে অন্যের শত্রু হইবে। فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى যদি তোমাদের নিকট আমার হেদায়েত সমাগত হয় অর্থাৎ আমার রাসূলগণ ও আমার কিতাব তোমাদের নিকট পৌছে তবে فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى

যেই ব্যক্তি আমার হিদায়েতের অনুসরণ করিবে সে গুমরাহ হইবে না এবং কষ্টও ভোগ করিবে না। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, দুনিয়ায় গুমরাহ হইবে না এবং আখিরাতে কষ্ট ভোগ করিবে না।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ আর যেই ব্যক্তি আমার স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে অর্থাৎ আমার হুকুম অমান্য করিবে, আমার রাসূলের উপর প্রেরিত বিষয়সমূহকে অস্বীকার করিবে ও অন্যের নিকট হইতে জীবন বিধান গ্রহণ করিবে فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا তাহার জন্য রহিয়াছে কষ্টদায়ক সংকীর্ণ জীবন। দুনিয়ায় সে কখনও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতে পারিবে না। গুমরাহীর কারণে তাহার অন্তর থাকিবে সদা

দুশ্চিন্তাময় ও সংকীর্ণ। যদিও তাহার বাহ্যিক জাঁকজমক থাককু না কেন, যদিও তাহার পোশাক পরিচ্ছদ খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থান উত্তম ও মনোরম হউক না কেন? কিন্তু যাবৎ না সে হেদায়েত গ্রহণ করিবে সে পেরেশান ও অস্থির থাকিবে। তাহার অন্তরে থাকিবে সন্দেহ ও সংশয়। কখনও তাহাকে শান্ত দেখা যাইবে না।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, তাহার জন্য রহিয়াছে এমন জীবন যেই জীবনে সে আল্লাহ্র রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অত্র আয়াতের অপর এক ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত দান করেন, অথচ সে উহাতে আল্লাহ্কে ভয় করে না, তবে উহাতে কোন কল্যাণ হয় না। ইহাই হইল সংকীর্ণ জীবন। তিনি আরো বলেন, যেই সকল গুমরাহ লোক অহংকার করিয়া সত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, অথচ অর্থনৈতিক দিক হইতে তাহারা স্বচ্ছল, তবুও তাহাদের জীবন হয় সংকীর্ণ। যেহেতু আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের ধারণা শুভ নহে, আল্লাহ্র ওয়াদাকে তাহারা বিশ্বাস করে না। অতএব তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জীবনের মোড় পাল্টাইতে পারে না। আর কোন বান্দা যখন আল্লাহ্র প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করে না এবং তাঁহার ওয়াদার প্রতি আস্থাও রাখে না তখন তাহার জীবন কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাকেই ضَنْكًا সংকীর্ণ বলা হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, ضَنْكًا অসৎকর্ম ও হারাম রিযিক। ইকরিমাহ্ (র) মালিক ইব্ন দীনার (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র)........ আবূ সাঈদ (রা) হইতে مَعِيْشَةً ضَنْكًا -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কবর সংকীর্ণ করা হইবে এবং তাহার হাড্ডিগুলি উলট পালট হইয়া যাইবে। আবূ হাতিম রাযী (র) বলেন, আবূ সালামাহ্ হইল নূ'মান ইব্ন আবূ আইয়্যাশ (র)-এর কুনিয়াত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র).......... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا-এর অর্থ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করিয়া চলিবে তাহাকে তাহার কবর সজোরে চাপিয়া ধরিবে"। অবশ্য মাওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি তাহার কবরে এক সবুজ বাগানে অবস্থান করিবে। তাহার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করা হইবে এবং পূর্ণিমার রাত্রির মত তাঁহার কবর আলোকিত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমরা জান কি

فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা হইল কবরে কাফিরের শাস্তি। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন! কাফিরের শাস্তির জন্য নিরানব্বইটি অজগর নির্ধারিত করা হইবে। তোমরা জান কি এই অজগর কি ধরণের হইবে? প্রত্যেকটি অজগরের সাতটি করিয়া মাথা হইবে। এই অজগরগুলি কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে দংশন করিতে ও যখম করিতে থাকিবে। তবে মারফূ'রূপে হাদীসটি মুন্‌কার।

বায্‌যার (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا এর এই তাফসীর করিয়াছেন ঃ

المعيشة الضنك الذى قال الله انه يسلط عليه تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة

অর্থাৎ المعيشة الضنك। সংকীর্ণ জীবন সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তির উপর নিরানব্বইটি সাপ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামত পর্যন্ত এইগুলি তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে ও তাহার গোশ্‌ত কাটিতে থাকিবে।

বায্‌যার (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ্ (র).......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا দ্বারা কবরের শাস্তি বুঝান হইয়াছে। সূত্রটি বিশুদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى

আর আমি তাহাকে কিয়ামত দিবসে অন্ধ করিয়া উঠাইব। মুজাহিদ, আবূ সালিহ্ ও সুদ্দী (র) বলেন, আলাহ্‌র হুকুম অমান্যকারীর জন্য কিয়ামতে কোন দলীল-প্রমাণ থাকিবে না। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে সে জাহান্নাম ব্যতিত অন্য কিছুই দেখিতে পাইবে না। তবে আয়াতের এই অর্থও হইতে পারে যে, তাহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও জ্ঞানশূন্য করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ

আর তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে আমি অন্ধ, বধীর ও বোবা করিয়া উঠাইব এবং তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৭) সে বলিবে

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا

হে প্রভু! আপনি আমাকে অন্ধ করিয়া উঠাইলেন কেন? আমি পূর্বে সব কিছুই দেখিতে পাইতাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى .

আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু তুমি উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে, যেন তুমি উহা জানিতে না। তুমি উহার প্রতি অবহেলা করিয়াছিলে এবং উহা ভুলিয়া যাওয়ার ভান করিয়াছিলে। অনুরূপভাবে তোমার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا .

আজ আমি তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইব যেমন তাহারা আজকের দিন ভুলিয়া গিয়াছিল। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫১) যেমন কর্ম, ফল ঠিক তদ্রূপই হইয়া থাকে।

যদি কেহ পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়া উহার শব্দ ভুলিয়া যায় কিন্তু উহার অর্থ মনে রাখিয়া উহার প্রতি আমল করে তবে অবশ্য তাহার এই বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। যদিও হাদীস শরীফে এইরূপ ব্যক্তি সম্পর্কেও ভীষণ ধমক দেওয়া হইয়াছে। এবং ইহাকেও জঘন্য অপরাধ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহ্মাদ (র)......... হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যেই ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করিয়া উহা ভুলিয়া যায়, কিয়ামত দিবসে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাত করিবে। ইমাম আহ্মদ (র)......... উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) সূত্রেও নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٢٧) وَكَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى

অনুবাদ ঃ (১২৭) এবং এইভাবেই আমি প্রতিফল দিই তাহাকে যে বাড়াবাড়ি করে ও তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যাহারা সীমাঅতিক্রম করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে আমি তাহাদিগকে ইহকাল এবং পরকালে এইরূপ শাস্তি দান করিয়া থাকি।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ

পার্থিব জীবনে তাহাদের জন্য শাস্তি রহিয়াছে এবং পরকালের শাস্তি অধিক কঠিন ও স্থায়ী। এবং আল্লাহ্র এই শাস্তি হইতে বাঁচাইতে পারে এমন কেহ থাকিবে না। (সূরা রা'দ ঃ ৩৪) এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى পরকালের শাস্তি অধিক কঠিন ও স্থায়ী। অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা পরকালের শাস্তি একদিকে যেমন অধিক যন্ত্রণাদায়ক অপরদিকে উহা অধিক স্থায়ীও বটে। তাহারা চিরদিন শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) লি'আনকারীকে বলিয়াছিলেন ঃ

إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة

পার্থিব শাস্তি পারলৌকিক শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ।

(١٢٨) اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى

(١٢٩) وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّى

(١٣٠) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى

অনুবাদ ঃ (১২৮) ইহাও কি তাহাদিগকে সৎপথ দেখাইল না যে, আমি তাহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কতক মানবগোষ্ঠি যাহাদিগের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? অবশ্যই ইহাতে বিবেক সম্পন্নদিগের জন্য আছে নিদর্শন। (১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত ও এক কাল নির্ধারিত না থাকিলে

অবশ্যম্ভাবী হইত আশুশাস্তি। (১৩০) সুতরাং উহারা যাহা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাত্রিকালে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমূহেরও যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আপনার কথা যাহারা অমান্য করে। যাহারা আপনার আনিত হিদায়েতকে অস্বীকার করে তাহাদের পূর্বে যে আমি কত মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও নবী রাসূলগণকে অমান্যকারী জাতিকে নির্মূল করিয়াছি ইহা কি তাহাদিগকে সঠিক পথপ্রদর্শনে সাহার্য করে না? আজ তাহাদের তো একটি প্রাণীও অবশিষ্ট নাই আর না আছে তাহাদের কোন আলোচনা অথচ এই সকলকে তাহাদেরই সেই সকল বাসস্থান ও আবাসভূমির উপর দিয়া চলাচল করে। اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّاُوْلِی النُّهٰی অবশ্যই ইহার মধ্যে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী লোকজনদের নিদর্শন রহিয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ یَّعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ یَسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا لَا تَعْمَی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ .

তাহারা কি যমীনে ভ্রমণ করিয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রতি প্রত্যক্ষ করিয়া চিন্তা-ভাবনা করে না? কিংবা পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে না? বস্তুত তাহাদের চক্ষু অন্ধ নহে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা হইল অন্তরের অন্ধ ও জ্ঞানের অন্ধ। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৬)

সূরা আলিফ লাম সিজ্দা-এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُوْنِ یَمْشُوْنَ فِیْ مَسٰكِنِهِمْ

তাহাদিগকে এই কথাও কি সঠিক পথের দিশাদান করে না যে তাহাদের পূর্বে আমি বহু জনবসতী নির্মূল করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের আবাসভূমিতেই এই সকল লোকজন চলাচল করে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاَجَلٌ مُّسَمًّی

যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এইকথা পূর্ব সিদ্ধান্ত না হইত যে, তাহাদের নিকট দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার এবং শাস্তি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন শাস্তি

দেওয়া হইবে না তবে আকস্মিকভাবে অবশ্যই এক সময় তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন ঃ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُوْنَ এই সকল অমান্যকারীরা আপনার সম্পর্কে যে মিথ্যা উক্তি করে উহার উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ

এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে আপনি ফজরের নামায পড়ুন وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায পড়ুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে জরীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ বাজিলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম, তখন তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ

أنكم ستـرون ربكم كمـا ترون هذا القـمـر لا تضـامـون فى رؤية فـان استطعـتـم ان لا تغلبـوا على صلوة قـبل طلوع الشـمـس وقـبل غـروبهـا فـافـعلوا

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ঠিক তদ্রূপ দেখিতে পাইবে, যেমন তোমরা এই পূর্ণিমার এই চাঁদ দেখিতে পাইতেছ। ইহা দেখিতে যেমন কোন কষ্ট পাইতে হয় না আল্লাহ্‌কে দেখিতেও তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। তোমাদের দ্বারা সম্ভব হইলে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামাযের পূর্ণ হিফাযত করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন

ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইবন উয়ায়নাহ (র) .... আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর ও উমারাহ ইব্‌ন রুওয়াবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لن يلج النـار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

সেই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়িবে। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুল মালিক ইব্‌ন উওয়ামির (রা) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

ان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر فى ملكه مسيرة الفى سنة ينظر الى اقصاه كما ينظر الى ادناه وان اعلاهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى فى اليوم مرتين .

সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বেহেশ্‌তবাসী হইবে সেই ব্যক্তি যে তাহার সাম্রাজ্য দুই হাজার বৎসর দূরত্ব পর্যন্ত দেখিতে পাইবে যেমন নিকটবর্তী স্থান দেখিবে। আর যেই ব্যক্তি উচ্চস্তরের অধিকারী হইবে সে প্রত্যেহ দুইবার আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পারিবে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ রাত্রের কিছু অংশে আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা মাগরিব ও এশার নামায উদ্দেশ্য। وَاَطْرَافَ النَّهَارِ আয়াতাংশকে اٰنَاۤءِ الَّيْلِ এর মুকাবিলায় আনা হইয়াছে। لَعَلَّكَ تَرْضٰى সম্ভবত আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে,

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই আপনাকে আপনার প্রতিপালক এমন কিছু দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা ঃ ৫)

বুখারী শরীফে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তবাসীগণকে ডাকিলে তাঁহারা বলিবে, আমরা উপস্থিত! হে আমাদের পালনকর্তা! তিনি বলিবেন ঃ তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা সন্তুষ্ট হইব না কেন? আপনি তো আমাদিগকে এত নিয়ামত দান করিয়াছিন যে আপনার কোন মাখলূককে আর কখনও এত কিছু দান করেন নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি ইহা অপেক্ষাও উত্তমবস্তু তোমাদিগকে দান করিব। তাঁহারা বলিবে, ইহা অপেক্ষা উত্তমবস্তু আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ আমি চিরকাল তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিব। কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ হে বেহেশ্‌তবাসীগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ একটি প্রতিশ্রুত বস্তু রহিয়াছে। তিনি উহা পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন। তখন তাঁহারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সব কিছুই দান করিয়াছেন, আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়াছেন। আমাদের নেকীর পাল্লা ভারী করিয়াছেন, দোযখ হইত বাঁচাইয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে দাখিল করিয়াছেন। ইহার পর আর কি অবশিষ্ট রহিয়াছে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পর্দা সরাইয়া দিবেন এবং তাঁহারা পলকহীন নেত্রে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে থাকিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌র দর্শন অপেক্ষা অধিক উত্তম অন্য কোন বস্তু হইবে না। পবিত্র কুরআনে ইহাকেই زِيَادَة 'অতিরিক্ত নিয়ামত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١٣١) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

(١٣٢) وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى

অনুবাদ ঃ (১৩১) তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করিও না উহার প্রতি, যাহা আমি তাহাদিগের বিভিন্ন শ্রেণীতে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়াছি, তাহাদ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য, তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত জীবনপোকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও উহাতে অবিচলিত থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনপোকরণ চাহি না; আমি-ই তোমাকে দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলেন, হে নবী! আপনি নানা প্রকার ভোগ-বিলাসে মত্ত এই সকল লোকজনের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবেন না, ইহা ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য। আমি তাহাদের পরীক্ষার জন্যই ইহা তাহাদিগকে দান করিয়াছি। তাহারা শোকর করে না, না শোকরী করে ইহাই দেখিবার বিষয়। বস্তুত শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

মুজাহিদ বলেন, 'اَزْوَاجًا' অর্থ ধনী সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই সকল ধনী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন উহা অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ

আপনাকে আমি এমন সাতটি আয়াত দান করিয়াছি, যাহা বারবার পাঠ করা হয় এবং মহান কুরআনও আপনাকে দান করিয়াছি। (সূরা হিজর ঃ ৪) অতএব আপনি ঐ সকল বিলাসী লোকদের বস্তুসমূহের প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখিবেন না। ইহা ব্যতিত আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য পরকালে যে অসীম নিয়ামত ভাণ্ডার জমা করিয়া রাখিয়াছেন উহা বর্ণনাতীত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এত নিয়ামত দান করিবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন। (সূরা দুহা ঃ ৫)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিযিক অধিক উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট যাইবেন না বলিয়া কসম খাইয়া একটি পৃথক ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত উমর ফারূক (রা) সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে একটি চাটাইয়ের উপর শায়িত দেখিলেন এবং ঘরে কিছু পাতা ও কয়েকটি মশক ঝুলন্ত দেখিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত উমর (রা)-এর চক্ষু অশ্রু স্বজল হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ফারূক (রা)-এর এই অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! পারস্য সম্রাট, কিস্‌রা ও রূম সম্রাট কায়সার তো কত ভোগ-বিলাসের জীবন-যাপন করিতেছেন অথচ, আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় রাসূল (সা) হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই করুণ অবস্থা। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার কি এখনও সন্দেহ রহিয়াছে ? তাহাদের সুখ-শান্তি এই পৃথিবীর জন্য দান করা হইয়াছে। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পৃথিবীর সুখ-শান্তি লাভে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি উহা ত্যাগ করিয়াছেন। যখনই তাঁহার নিকট কোন মাল আসিত, তিনি উহা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। আগামী দিনের জন্য তিনি কিছুই জমা করিয়া রাখিতেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস......... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন,

ان اخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا قال زهرة الدنيا يا رسول الله قال بركات الارض .

আমি তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা যেই বস্তুকে বেশী ভয় করি উহা হইল পার্থিব সৌন্দর্য। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্থিব সৌন্দর্য কি? তিনি বলিলেন, যমীন হইতে উৎপাদিত মাল। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, যেন ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে পারি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনার পরিবারভুক্ত লোকজনকে নামাযের জন্য আদেশ করুন এবং ইহার মাধ্যমে তাহাদিগকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। আপনি নিজেও নিয়মিতভাবে নামায পড়িতে

থাকুন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْآ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা স্বীয় সত্তা ও পরিজনকে আগুন হইতে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম ঃ ৬) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্মাদ ইবন সালিহ্ (র) .... যায়িদ ইব্ন আসলাম ও যায়িদের পিতা আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন হযরত উমর (রা)-এর নিকট আমিও ইয়াফরা রাত যাপন করিতাম। রাত্রের একাংশে জাগ্রত হইয়া তিনি তাহাজ্জুদ পড়িতেন। কখনও তিনি পড়িতেন ও না। কিন্তু যখন তিনি জাগ্রত হইতেন, তখন তাঁহার পরিজনকেও উঠাইতেন এবং আয়াত পাঠ করাইতেন ঃ

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

আপনি আপনার পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করুন এবং নিজেও নিয়মিতভাবে নামায পড়িতে থাকুন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ

আমি তো আপনার নিকট রিযিক প্রার্থনা করি না বরং আমি আপনাকে রিযিক দান করি। নামায কায়েম করিলে, এমন উপায়ে রিযিক আসিবে যে, আপনি চিন্তাও করিতে পারিবেন.না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ

আল্লাহ্কে যেই ব্যক্তি ভয় করে তাহার জন্য আল্লাহ্ উপায় বাহির করিয়া দেন এবং এমনভাবে তাহাকে রিযিক দান করে যে সে চিন্তাও করিতে পারেনা। (সূরা তালাক ঃ ৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ ... اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ .

আমি মানব জাতিও জিন জাতিকে কেবল আমার ইবাদত করিবে বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছি........... নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিকদাতা মহাশক্তির অধিকারী। (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৮) এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ আপনার নিকট রিযিক চাহি না বরং আপনাকে আমিই রিযিক দান করিব। সাওরী (র) বলেন, لاَ نَسْئَلُكَ رِزْقًا অর্থ আপনি আপনাকে রিযিক উপার্জনের জন্য কষ্ট দিবেন না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) .... হিশাম ও হিশামের

আব্বা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হিশামের আব্বা যখন কোন আমীর উমারার বাড়ী গমন করিয়া তাহাদের জাঁকজমক দেখিতেন তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন ঃ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ .... نَحْنُ نَرْزُقُكَ অতঃপর তিনি পরিজনকে বলিতেন, তোমরা নামাযের হিফাযত কর, নামাযের হিফাযত কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার আব্বা .... জা'ফর ও সাবিত (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) যখন খাদ্য-দ্রব্যের অনটনের সম্মুখীন হইতেন, তখন পরিজনকে বলিতেন, তোমরা নামায পড়। তোমরা নামায পড়। সাবিত (র) আরো বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হইতেন, তখনই তাহারা নামায পড়িতেন। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتى املاء صدرك غنى واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك .

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য অবসর হও তোমার অন্তরকে অমি প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিব এবং তোমার দারিদ্র দূর করিয়া দিব। নচেৎ তোমার অন্তরকে নানা ব্যবস্ততায় পরিপূর্ণ করিয়া দিব এবং তোমার দারিদ্রতাও দূর করিব না।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)........... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি তাহার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা কেবল পরকালের জন্যই সীমাবদ্ধ করে। আল্লাহ্ তাহার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান আর যেই ব্যক্তির যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা দুনিয়া লাভের জন্য ছড়াইয়া পড়ে সে চিন্তার যে গহ্বরে ধ্বংস হউক না কেন আল্লাহ্ তাহার কোন পরোয়া করেন না। (ইমাম) ইব্ন মাজাহ্ (র)............ যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع له امره وجعل غناه فى قلبه واتته الدنيا وهى راغمة

দুনিয়াটাই যাহার মূল উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কাজ ছড়াইয়া দেন এবং দারিদ্রতাকেই তাহার চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। কিন্তু দুনিয়ায় কেবল ততটুকুই সে লাভ করে যতটুকু তাহার জন্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। আর আখিরাতই যাহার মূল উদ্দেশ্য থাক আল্লাহ্ তাহার সকল কাজ সুশৃঙখল করিয়া দেন এবং তাহার অন্তরে মুখাপেক্ষীহীনতা সৃষ্টি করিয়া দেন এবং দুনিয়া তাহার পদাবনত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى যেই ব্যক্তি তাক্ওয়া ও পরযেহগারী অবলম্বন করিবে তাহার জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখি উকবাহ ইব্ন রাফি'-এর বাড়ীতে সমবেত হইয়াছি, এমন সময় আমাদের নিকট 'ইব্ন তাব' নামক তাজা খেজুর পেশ করা হইল। আমি ইহার তা'বীর করিয়াছি দুনিয়ায় উচ্চ মর্যাদাও শুভ পরিণতি আমাদের জন্যই এবং আমাদের দীনই উত্তম।

(١٣٣) وَقَالُوْا لَوْلاَ يَأْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

(١٣٤) وَلَوْ اَنَّا اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى

(١٣٥) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِىِّ وَمَنِ اهْتَدٰى ۰

অনুবাদ ঃ (১৩৪) তাহারা বলে সে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাহাদিগের নিকট কি আসে নাই সুস্পষ্ট প্রমাণ? (১৩৪) যদি আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিতাম তবে উহারা বলিত, হে আমাদিগের পালনকর্তা! তুমি আমাদিগের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? করিলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবার পূর্বে তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিতেছি, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা

কর, অতঃপর তোমরা জানিতে পারিবে কাহারা রহিয়াছে সরলপথে এবং কাহারা সৎপথ অবলম্বন করিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলে ঃ لَوْلَا يَاْتِيْنَا بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য কোন স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করে না কেন? আল্লাহ্ তাহাদের জবাবে বলেন ঃ

اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى

তাহাদের নিকট পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের স্পষ্ট দলীল আসে নাই? অর্থাৎ তাহাদের নিকট কি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয় নাই? এই কুরআনকেই তো আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ, তিনি একজন উম্মী, লেখাপড়া শিক্ষা করে নাই, অথচ এই মহান গ্রন্থে পূর্ববর্তীদের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের উল্লেখিত ঘটনাসমূহের অনুরূপ। পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত ঘঠনা সমূহের সংরক্ষণকারী। পরবর্তীকালে উহা পরিবর্তিত হইয়া যেই সকল মিথ্যা কল্পিত তথ্য সংযোজিত হইয়াছে কুরআন সেই মিথ্যাকেও প্রকাশ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

তাহারা বলে মুহাম্মদ (সা)-এর উপর তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ হয় না কেন? আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রকার মু'জিযা ও নিদর্শন পেশ করিতে সক্ষম। তাঁহার নিকট সর্বপ্রকার নিদর্শন রহিয়াছে আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। তাহাদের জন্য মুহাম্মদ (সা)-এর উপর মহান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদের সম্মুখে পাঠ করিয়া শুনান হয়। অবশ্যই উহার মধ্যে প্রত্যেক বিশ্বাস স্থাপনকারী কাওমের জন্য রহমত ও নসীহত রহিয়াছে। (সূরা আনকাবূত ঃ ৫০-৫১)

বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

ما من بنى الا قد اوتى من الايات ما امن على مثله البشر وانما كان الذى اوتيته وحيا اوحاه اللّٰه اِلىَّ فارجوا ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامة

প্রত্যেক নবীকেই এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে যে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। আমাকে যেই মু'জিযা দান করা হইয়াছে তাহা হইল ওহী অর্থাৎ পবিত্র কুরআন, যাহা চিরস্থায়ী; অন্যান্য নবীর মু'জিযার ন্যায় অস্থায়ী নয়; তবে আমি আশা করি কিয়ামত দিবসে আমার অনুসারীর সংখ্যাই হইবে সর্বাপেক্ষা বেশী।

উল্লেখ্য যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআন ব্যতিত অন্যান্য আরো অসংখ্য মু'জিযা দান করা হইয়াছিল। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসে কেবল কুরআনের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَوْ اَنَّآ اَهْلَكْنٰهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهٖ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا

যদি আমি তাহাদিগকে পূর্বেই ধ্বংস করিয়া দিতাম তবে তাহারা অবশ্যই বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? অর্থাৎ এই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকারকারী এই সকল কাফিরদিগকে যদি তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিবার পূর্বেই ধংস করিয়া দিতাম, তবে তাহারাই আবার এই কথা বলিত رَبَّنَا لَوْلَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পূর্বে আমাদিগের নিকট রাসূল প্রেরণ করিলেন না কেন? তাহা হইলে আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া মুক্তি পাইতে পরিতাম। فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّذِلَّ وَنَخْزٰى আমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবার পূর্বে আপনার আয়াতসমূহের অনুসরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি দেখিবে তাহাদের নিকট সকল নিদর্শন আসিলেও তাহারা শত্রুতামূলকভাবে ঈমান আনিবে না। কিন্তু শাস্তি দেখিবার পর ঈমান আনিলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না। অবশ্য তাহারা যেন কোন ওযর পেশ করিতে না পারে এই কারণে আমি রাসূল ও কিতাব প্রেরণ করিয়াছি।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

এই কিতাব আমি অবতীর্ণ করিয়াছি, মুবারক গ্রন্থ। তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর। সম্ভবত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হইবে (সূরা আন'আম ঃ ১৫৫)।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاۤءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ .

তাহারা দৃঢ় কসম খাইয়া বলে যদি তোহাদের নিকট কোন সতর্ককারী রাসূল আগমণ করেন, তবে অবশ্যই তাহারা যে কোন উম্মাত অপেক্ষা অধিক হিদায়েত গ্রহণ করিবে। (সূরা ফাতির ঃ ৪২)

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاۤءَهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا .

তাহারা দৃঢ় শপথ করিয়া বলে, যদি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে তবে অবশ্যই তাহারা ঈমান আনিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১০৯) কিন্তু বাস্তবে তাহারা ঈমান আনিবে না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْا আপনি কাফিরদিগকে বলিয়া দিন আমাদের ও তোমাদের প্রত্যেকেই অপেক্ষায় থাকি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ اَصْحٰبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدٰى

অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে সঠিক পথের পথিক আর কে হিদায়েত প্রাপ্ত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً

তাহারা যখন শাস্তি দেখিবে তখন জানিতে পারিবে কে গুমরাহ ছিল। (সূরা ফুরকান ঃ ৪২)

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ

আগামী কল্য তাহারা জানিতে পরিবে কে চরম মিথ্যাবাদী ও দুষ্ট ছিল। (সূরা কামার ঃ ২৬)

আল-হামদুলিল্লাহ্! সূরা তোহা-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা আম্বিয়া

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).......... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, তোহা ও সূরা আম্বিয়া সর্বপ্রথম অবতারিত সূরাসমূহ এবং ইহা আমার মূল্যবান সম্পদ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(١) اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

(٢) مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ

(٣) لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

(٤) قٰلَ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(٥) بَلْ قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍۭ بَلِ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَاْتِنَا بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

(٦) مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ

অনুবাদ ঃ (১) মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীন হইয়া মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। (২) যখনই উহাদিগের নিকট তাহাদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ আসে উহারা উহা শ্রবণ করে কৌতুকচ্ছলে। (৩) উহাদিগের অন্তর থাকে অমনোযোগী। সীমালংঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে? (৪) সে বলিল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৫) উহারা ইহাও বলে, এই সমস্ত কল্পনা, হয় সে উদ্ভাবন করিয়াছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আনয়ন করুক আমাদিগের নিকট এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শন সহ প্রেরিত হইয়াছিল পূর্ববর্তীগণ। (৬) ইহাদিগের পূর্বে যে সব জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি, উহার অধিবাসীরা ঈমান আনে নাই; তবে কি উহারা ঈমান আনিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করিয়া বলেন, কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে অথচ তাহারা অবহেলা ও গাফলতির মধ্যে লিপ্ত। তাহারা উহার জন্য কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে না। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন নস্র (র)........... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) হইতে فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রহিয়াছে এবং আখিরাত হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ আল্লাহ্র হুকুম সমাগত হইয়াছে অতএব তোমরা আর জলদি করিও না। (সূরা নাহল ঃ ১)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا .

কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, চাঁদ ফাটিয়াছে, যদি তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তবে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা কামার ঃ ১-২) হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) হাসান ইব্‌ন হানীফ আবূ নাওয়াস কবি-এর আলোচনা প্রসংগে আবূল আতাহীয়ার একটি কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ألناس فى تحفلاتهم * ورحا المنية تطحن

মানুষ অবহেলা ও গাফলতির মধ্যে নিমগ্ন। অথচ মৃত্যুর চাকা দ্রুত ঘুরিতেছে। কবিকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বিষয়টি কিসের থেকে উদ্ধার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন,

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ হইতে।

মূসা ইব্‌ন উবাইদ আমিদী (র)........... আমির ইব্‌ন রাবীয়া (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি তাঁহার বাড়ীতে অতিথি হইল। তিনি তাহাকে যথাযথ যত্ন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর নিকট তাহার বিষয়ে সুপারিশ করিলেন। অতঃপর পুনরায় একদিন লোকটি আমিরের নিকট আসিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অমুক অমুক উপত্যকা দান করিয়াছেন। আপনাকে ইহার একাংশ দিব ইহাই আমার ইচ্ছা। যেন ইহা দ্বারা আপনি ও পরবর্তীতে আপনার উত্তরাধিকারীগণ উপকৃত হইতে পারে। আমির বলিলেন, আপনার যমীনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আজ তো এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমাকে দুনিয়া হইতে সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ করিয়া দিয়াছে। আর উহা হইল ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এবং অন্যান্য কাফিরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, এই সকল লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতারিত ওহীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এখানে কুরাইশ ও তাহাদের মতাদর্শী অন্যান্য কাফিরদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلاَّ اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ .

তাহাদের নিকট যে কোন নতুন উপদেশাবলী সমাগত হউক না কেন উহার প্রতি তাহারা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণই করে না, তাহারা কৌতুকের মধ্য দিয়া অমনোযোগী হইয়া কেবল শুনিয়া থাকে।

বুখারী শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের

হইল কি? যে তোমরা ইয়াহূদী, নাসারাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর অথচ, তাহারা তো তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। বৃদ্ধি করিয়াছে ও হ্রাস করিয়াছে। অথচ, তোমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তো অল্প পূর্বেই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, উহাতে কোন অন্য কিছুরই মিশ্রণ ঘটে নাই, সম্পূর্ণ নির্ভেজাল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

আর যালিমরা পরস্পরে চুপিসারে বলে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা না হইয়া সে নবী হয় কি করিয়া?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَفَتَأْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ

তোমরা তাহার অনুসরণ করিবে? তবে তো তোমরা সেই লোকের মতই বোকা যে যাদু দেখিয়া ও শুনিয়াও উহার অনুসরণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

আমার প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের সকল কথাই জানেন। তাঁহার নিকট কোন কথাই গোপন নহে। তিনিই এই মহান কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল তথ্য বিদ্যমান। যিনি প্রকাশ্য গোপন সকল বিষয় জানেন। তিনি ব্যতিত এইরূপ গ্রন্থ অন্য কেহ পেশ করিতে সক্ষম নহে। অতএব ইহা তাঁহারই অবতারিত গ্রন্থ কোন মানুষের রচিত নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি তোমাদের সকল কথা শ্রবণ করেন এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মাধ্যমে কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন।

بَلْ قَالُوْا اَضْغَاثُ اَحْلٰمٍ بَلِ افْتَرٰهُ বরং তাহারা বলে, ইহা অলীক স্বপ্ন, বরং মুহাম্মদ (সা) ইহা নিজেই মনগড়া রচনা করিয়াছেন। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের হঠকারীতা ও নির্বুদ্ধিতার উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাহারা নানা প্রকার মন্তব্য করিয়াছে এবং কেমন সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করিতে তাহারা পেরেশান হইয়াছে। কখনও তাহারা ইহাকে যাদু বলিয়াছে, কখনও কবিতা, কখনও অলীক স্বপ্ন আবার কখনও স্বরচিত গ্রন্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছে। ইরশাদ

হইয়াছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالُ فَضَلُّوْا فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً

দেখুন, তাহারা আপনার জন্য কত রকম উদাহরণ পেশ করিতেছে, ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে এবং কোন সঠিক পথে চলিতে তাহারা সক্ষম নহে। (সূরা ফুরকান ঃ ৯)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلْيَاْتِيْنَ بِاٰيَةٍ كَمَآ اُرْسِلَ الْاَوَّلُوْنَ

মুহাম্মদ (সা) যদি বাস্তবিক নবী হইয়া থাকে, তবে সে পূর্ববর্তী নবীদের মত কোন নিদর্শন পেশ করে না কেন? যেমন-হযরত সালিহ্ (আ) উট পেশ করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ) ও ঈসা (আ) নানা প্রকার মু'জিযা পেশ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ (সা) ও যেন তাঁহাদের মত মু'জিযা পেশ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জবাবে বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

তাহাদের কাম্য মু'জিযাসমূহ পেশ করিতে ইহা ব্যতিত অন্য কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী লোকেরাও ইহা অস্বীকার করিয়াছে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯) ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কাফিরাও যদি মু'জিযা অবতীর্ণ হইবার পর ঈমান না আনে, তবে তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَآ اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُوْنَ

যেই সকল জনবসতীকে আমি নিপাত করিয়াছি মু'জিযা আসিবার পর তাহার ঈমান আনে নাই বরং তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, ফলে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল লোক যাহারা মু'জিযা তলব করিতেছে তাহারাও কি ঈমান আনিবে? কখনও নহে। বরং

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

যাহাদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের বাণী স্থির হইয়াছে তাহারা সকল মু'জিযা আসিলেও যাবৎ না শাস্তি দেখিবে ঈমান আনিবে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

কিন্তু তখন ঈমান আনিলে কোন ফায়দা হইবে না। বস্তুত এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহু মু'জিযা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এমন মু'জিযাও তাহারা দেখিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা অপেক্ষা অধিক

স্পষ্ট। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা ঈমান আনে নাই। অতএব পুনরায় মু'জিযা দেখিতে চাওয়া তাহাদের হঠকারিতা ব্যতিত কিছুই নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... আলী ইব্ন বারাহ লাখ্মী (র) জনৈক রাবী হইতে যিনি হযরত উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা)-কে বর্ণনা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে ছিলাম। আমাদের সহিত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন। তিনি কুরআন পড়িতেছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল আসিল। সে গদী বিছাইয়া তাকিয়া লাগাইয়া বসিয়া পড়িল। বস্তুত সে সুন্দর চেহারার লোক ছিল এবং বাকপটুও ছিল। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, হে আবূ বকর! মুহাম্মদ (সা)-কে গিয়া বল, তিনি যেন পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের মত কোন মু'জিযা পেশ করেন। হযরত মূসা (আ) তাওরাত পেশ করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) যাবূর আনিয়াছিলেন, হযরত সালিহ্ (আ) উট পেশ করিয়াছিলেন। এবং হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল ও আসমানী মায়িদা-দস্তরখানা পেশ করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়ে দাঁড়াও এবং তাঁহার নিকট এই মুনাফিক হইতে মুক্তি লাভের জন্য দরখাস্ত কর। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ أنه لاَ يقَام لى وإنما يقام لِلّٰهِ আমার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডায়মান কেবল আল্লাহ্র জন্য হইতে হয়। তখন আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এখনই এই মুনাফিকদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এখনই হযরত জিব্রীল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আপনি বাহির হউন এবং ঐ সকল নিয়ামতসমূহের সংবাদ দান করুন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন। আর যেই মর্যাদা আপনাকে দান করা হইয়াছে উহাও জানাইয়া দিন। তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছিলেন যে, আমাকে লাল কালো সকল বর্ণের লোকের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এক মহা গ্রন্থ দান করিয়াছেন, অথচ, আমি লেখাপড়া জানি না। আমার পূর্ব ও পরবর্তী সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হইয়াছে। আযানে আমার নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। ফিরিশ্তা দ্বারা আমার সাহায্য করা হইয়াছে। আমার সম্মুখে আমার প্রভাব বিস্তার করা হইয়াছে। আমাকে কাউসার নামক হাউয দান করা হইয়াছে। এবং কিয়ামত দিবসে আমার হাউযই সর্বাপেক্ষা বড় হাউয হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে 'মাকামে মাহমূদ' নামক সর্বোচ্চ স্থান দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। অথচ, সকল মানুষ তখন অস্থির হইয়া মাথা নত করিয়া থাকিবে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা সেই দলভুক্ত করিবেন যাঁহারা সর্বপ্রথম কবর হইতে উত্থিত হইবেন। আমার সুপারিশে আমার উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা

হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রাষ্ট্র ও সম্রাজ্য দান করিয়াছেন। এবং বেহেশ্তের মধ্যে সর্বোচ্চ বালাখানা আমাকে দান করিবেন। আরশ্বাহক ফিরিশ্তাগণ ব্যতিত আর কেহ আমার ঊর্ধ্বে থাকিবে না। আমার উম্মাতের জন্য গণীমাতের মাল হালাল করা হইয়াছে। অথচ, পূর্বে কাহারও জন্য ইহা হালাল ছিল না। হাদীসটি অবশ্য গারীব।

(৭) وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

(৮) وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ

(৯) ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَآءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭) তোমার পূর্বে ওহী সহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর। (৮) এবং আমি তাহাদিগকে এমন দেহ বিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না; তাহারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতঃপর আমি তাহাদিগের প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিলাম–যথা, আমি উহাদিগকে ও যাহাদিগকে ইচ্ছা রক্ষা করিয়াছিলাম এবং যালিমদিগকে করিয়াছিলাম ধ্বংস।

তাফসীর ঃ যাহারা কোন মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ

পূর্ববর্তী সকল রাসূলগণকে আমি মানুষের মধ্যে পুরুষকেই নির্বাচিত করিয়াছি। তাহাদের কেহই ফিরিশ্তা ছিলেন না। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

হে নবী! আপনার পূর্বে জনপদের পুরুষদিগকেই কেবল আমি নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছি। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

আপনি মানুষের মধ্যে কোন নতুন রাসূল নহেন।

প্রাচীনকালে যেই সকল লোক মানুষের রাসূল হওয়াকে অস্বীকার করিত তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ أَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا তাহারা বলে মানুষই কি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিবে? (সূরা তাগাবুন ঃ ৬)

আল্লাহ্ তা'আলা এই কারণেই বলেন ঃ

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

যদি তোমরা এই বাস্তব সম্পর্কে অবগত না হইয়া থাক তবে ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্য হইতে এবং অন্যান্য যাহারা এই বিষয়ে অবগত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, পূর্বে যেই রাসূল আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ ছিলেন, না ফিরিশ্তা। তাহারা এই কথাই বলিবে যে, তাহারা মানুষ-ই ছিলেন। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত যে, তাহাদের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন যেন তাহারা তাহাদের ন্যায় মানুষ রাসূল হইতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

মহান আল্লাহর ইরশাদ ঃ

وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ

তাহাদিগের এমন শরীর আমি দান করি নাই যে, তাহারা আহারই করিত না বরং তাহাদিগকে রক্ত মাংস বিশিষ্ট শরীর দান করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা পানাহার করিতেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلآَّ اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ .

পূর্বে আমি যত রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই অন্যান্য লোকের ন্যায় পানাহার করিতেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাজারে চলাফিরা করিতেন। (সূরা ফুরকান ঃ ২০) ইহা তাহাদের পক্ষে ক্ষতিরও ছিল না এবং অপমানজনকও ছিল না। যদিও মুশরিকদের এই ধারণা ছিল। যেমন তাহারা বলে ঃ

مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلآَ اُنْزِلَ مَعَهُ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا اَوْ يُلْقٰٓى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّأْكُلُ مِنْهَا .

এই লোকটি কেমন রাসূল যে, সে যে পানাহারও করে আবার বাজারেও যাতায়াত করে। তাঁহার সহিত ফিরিশ্‌তা কেন আসে না, যিনি তাহার সহিত দাওয়াতের কাজ করিবেন, মানুষকে সতর্ক করিবেন। কিংবা তাঁহাকে ধনভাণ্ডারের মালিক করিয়া দেওয়া হইল না কেন? অথবা তাঁহাকে কোন বাগানেরই মালিক করিয়া দেওয়া হইত, যাহা হইতে সে সচ্ছন্দে ফল-ফলাদী আহার করিত। (সূরা ফুরকান ঃ ৭)

وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ আর পূর্ববর্তী রাসূলগণ চিরজীবীও ছিলেন না। বরং তাঁহার একটি নির্দিষ্ট কাল জীবন-ধারণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আপনার পূর্বে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব দান করি নাই। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪) অবশ্য তাঁহাদের নিকট অহী প্রেরণ করা হইত। ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁহাদের নিকট আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ লইয়া অবতীর্ণ হইতেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ অতঃপর রাসূলগণের সহিত যালিম কাফিরদিগকে নিপাত করিবার যে ওয়াদা করিয়াছি উহা আমি সত্য প্রমাণিত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে নিপাত করিয়াছি। فَاَنْجَيْنٰهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ এবং আম্বিয়া কিরাম ও তাঁহার অনুসরারীগণকে আমি শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছি। وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ আর যাহারা সীমা-অতিক্রমকারী ও রাসূলগণের আনীত ওহীকে অস্বীকারকারী তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

(١٠) لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(١١) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝

(١٢) فَلَمَّآ اَحَسُّوْا بَاْسَنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ

(١٣) لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْٓا اِلٰى مَآ اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ

(١٤) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ٠

(١٥) فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ

অনুবাদ ঃ (১০) আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ তবুও কি তোমরা বুঝিবে না? (১১) আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ, যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাহাদিগের পরে সৃষ্টি করিয়াছি অপর জাতি। (১২) অতঃপর যখন উহারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখনই উহারা জনপদ হইতে পালায়ন করিতে লাগিল, (১৩) উহাদিগকে বলা হইয়াছিল পলায়ন করিও না এবং ফিরিয়া আইস তোমাদিগের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদিগের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। (১৪) উহারা বলিল, হায় দুর্ভোগ আমাদিগের! আমরা তো ছিলাম যালিম! (১৫) উহাদিগের এই আর্তনাদ চলিতে থাকে যতক্ষণ না আমি উহাদিগকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ না করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মর্যাদা ও উহার গুরুত্ব অনুধাবনের প্রতি উৎসাহিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ كِتٰبًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ

অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য নসীহত রহিয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমাদের মর্যাদা নিহিত রহিয়াছে। হাসান (র) মুজাহিদ (র) বলেন, যাহাতে তোমাদের আলোচনা রহিয়াছে, যাহাতে তোমাদের দীন রহিয়াছে। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি এই নিয়ামতকে বুঝিবে না এবং ইহা গ্রহণ করিবে না? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ

এবং এই কুরআন আপনার জন্য ও আপনার কাওমের জন্য নসীহতবাণী এবং অচিরেই তোমাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً

আর আমি কত জনপদ ধ্বংস করিয়াছি, যাহার অধিবাসীরা ছিল সীমালংঘনকারী। আয়াতের মধ্যে كَمْ শব্দটি আধিক্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমনঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ

হযরত নূহ (আ)-এর পর বহু জাতিকে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৭)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا .

আর কতই না জনবসতীকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। কারণ তাহারা যালিম ছিল এবং এখন ধ্বংসস্তুপ হইয়া পড়িয়া আছে (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৫)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ এবং আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার পর অন্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَاْسَنَا অতঃপর সেই অমান্যকারী কাফিররা যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিল যে, আঘাত অবশ্যই অসিতেছে اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُوْنَ তখন তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন ঃ

لَا تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ

তোমরা পলায়ণ করিও না বরং তোমরা যেই সকল বাসস্থানে আনন্দ উল্লাস করিতে সেইখানেই ফিরিয়া যাও। لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ যেন তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা যাইতে পারে যে, তোমাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহের তোমরা শোক্র করিয়াছ কি না?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ তাহারা তাহাদের গুনাহ স্বীকার করিয়া বলিল, হায়! আমাদের দুর্ভোগ আমরাই যালিম ও অত্যাচারী। কিন্তু ইহা তাহাদের পক্ষে কোন উপকার করিবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَمَا زَالَتْ تِّلْكَ دَعْوٰهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰمِدِيْنَ .

তাহাদের এই ফরিয়াদ তাহাদের অপরাধের স্বীকারোক্তি চলিতেই থাকিবে এমনকি আমি তাহাদিগকে নির্মূল ও নিপাত করিয়া ফেলিব। তাহারা চিরতরে নীরব ও নিশ্চল হইয়া যাইবে।

(١٦) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

(١٧) لَوْ اَرَدْنَآ اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّآ اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ .

(١٨) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ

(١٩) وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ

(٢٠) يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (১৬) আকাশ ও পৃথিবী এবং যাহা উহাদিগের অন্তবর্তী তাহা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। (১৭) আমি যদি ক্রীড়া উপকরণ চাহিতাম উহা করিতাম; আমি তাহা করি নাই। (১৮) কিন্তু আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয়। এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। দুর্ভোগ তোমাদিগের! তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার জন্য (১৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা তাঁহারই, তাঁহার সান্নিধ্যে যাহারা আছে তাহারা অহঙ্কারবশে তাঁহার ইবাদত করা হইতে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। (২০) তাহারা দিবারাত্র তাঁহার পবিত্রতা ও মহিলা ঘোষণা করে, তাহারা শৈথিল্য করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সত্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তিনি অসৎ লোকদিগকে তাহাদের শাস্তি এবং সৎ ও নেক্‌কার লোকদিগকে তাহাদের বিনিময় ও পুরস্কার দান করিতে পারেন। তিনি আসমান যমীন অনর্থক ও খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ

আসমান যমীন ও উহাদের মাঝে অবস্থিত বস্তু আমি বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। ইহা তো কেবল কাফিরদের ধারণা। এই সকল কাফিরদের জন্য বড়ই অকল্যাণ ও দোযখের আগুন রহিয়াছে। (সূরা সাদ ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ .

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যদি খেলাধুলা করাই আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার নিকট হইতেই উহা বানাইয়া লইতাম। বেহেশ্‌ত, দোযখ, মৃত্যু, হাশ্‌র ও হিসাব-নিকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইয়ামানী ভাষায় 'لهو' অর্থ স্ত্রী। ইব্‌রাহীম নাখ্‌য়ী (র) বলেন, যদি স্ত্রী বানাইবার উদ্দেশ্যই হইত তবে আমার নিকট যে সকল সুন্দরী হূর রহিয়াছে উহাদিগকে স্ত্রী বানাইতাম। ইক্‌রিমাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, 'لهو' অর্থ সন্তান। এই অর্থ এবং পূর্বের অর্থ একই মর্মের।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

যদি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিতেন, তবে তাহার মাখলূক হইতে তাহার ইচ্ছামত যাহাকে ইচ্ছা সন্তান বানাইতেন। কিন্তু আল্লাহ্ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি মহা প্রতাপের অধিকারী। (সূরা যুমার ঃ ৪)

তিনি স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। বিশেষত এই সকল ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা যেই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। যেমন–তাহারা হযরত ঈসা (আ) ও উযাইর (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলিয়াছে এবং ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়াছে।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا .

তাহাদের এই সকল অপবাদ হইতে বহু উর্ধ্বে (সূরা বনী ইস্‌রাঈল ঃ ৪৩)

اِنْ كُنَّا فٰعِلِيْنَ। কাতাদাহ, সুদ্দী ইবরাহীম নাখ্‌য়ী ও মুগীরাহ ইব্‌ন মিকসাম (র) বলেন, اَنْ অব্যয়টি مَا অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ مَا كُنَّا فٰعِلِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, কুরআনের সর্বত্র ان – ما নাফিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ আমি সত্যকে এমনভাবে প্রকাশ করি যে, বাতিল সরিয়া পড়ে। فَيَدْمَغُهٗ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ হক্ বাতিলকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেয় এবং উহা নির্মূল হইয়া যায়। وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ হে লোক সকল! যাহারা আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান স্থির করিয়াছে তোমাদের এই অপবাদ তোমাদের অকল্যাণের কারণ হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ সকল ফিরিশ্‌তাই আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। তাঁহারা দিবারাত্র তাঁহারই পবিত্রতা ঘোষণা করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ

যেই সকল ফিরিশ্‌তা আসমান ও যমীনে রহিয়াছে لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ তাঁহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও দাসত্ব স্বীকার করিতে অহংকার করে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَنْ يَسْتَكِفَ الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا اللّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ
الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا

মাসীহ ইব্‌ন মারইয়াম ও আল্লাহ্‌র বান্দা হইতে কোন লজ্জাবোধ করে না আর আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত ফিরিশ্‌তাগণও কোন লজ্জাবোধ করে না। আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দাসত্ব স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করে আল্লাহ্ তাহাদের সকলকেই কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন। এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৭২)

لَا يَسْتَحْشِرُوْنَ আর তাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে ক্লান্তিও বোধ করে না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُوْنَ তাঁহারা দিবারাত্র আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করিতে থাকে কোন প্রকার অলসতা করে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অনুগত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ .

তাহারা (ফিরিশতাগণ) আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ অমান্য করে না। যেই হুকুম তাহাদিগকে করা হউক না কেন তাহারা উহা পালন করিয়া থাকে। (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৬)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামগণের সহিত বসিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ هَلْ لَا تَسْمَعُوْنَ مَا اَسْمَعُ আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি উহা শুনিতে পাইতেছ না? তাহারা বলিলেন, আমরা তো কিছুই শুনিতেছি না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি আসমানের কটমট শব্দ শুনিতে পাইতেছি। এবং আসমান হইতে তো এই শব্দ হওয়াই উচিত। কারণ আসমানে এক বিঘত স্থানও এইরূপ নাই যেইখানে কোন কোন ফিরিশ্‌তা সিজ্‌দায় কিংবা দণ্ডায়মান নাই। হাদীসটি গারীব। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতেও বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)........ আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, বাল্যকালে আমি কা'ব আহবারের নিকট বসিয়াছিলাম। আমি তাহাকে يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُوْنَ এর প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের পারস্পরিক কথা বলা, আল্লাহ্র পয়গাম পৌছান ও আমল করাও কি ফিরিশ্তাগণকে তাসবীহ্ হইতে বিরত রাখে না? তিনি আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালকটি কে? লোকেরা বলিল, আবদুল মুত্তালিবের বংশীয় ছেলে। তখন তিনি আমার মাথায় চুমু খাইলেন এবং বলিলেন, বৎস! তাঁহার তাসবীহ্ ঠিক তদ্রুপ যেমন তোমাদের জন্য শ্বাস প্রশ্বাস। তুমি কি কথাবার্তা বলিতে ও চলাচল করিবার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কর না?

(۲۱) اَمِ اتَّخَذُوْآ اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۰

(۲۲) لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(۲۳) لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (২১) উহারা মৃত্তিকা হইতে তৈরী যে সব দেবতা গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি কি মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম? (২২) যদি আল্লাহ্ ব্যতিত বহু ইলাহ্ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত। অতএব উহারা যাহা বলে তাহা হইতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্ পবিত্র, মহান। (২৩) তিনি যাহা করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইবে না; বরং উহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য ইলাহ্ স্থির করিয়াছে আল্লাহ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

اَمِ اتَّخَذُوْآ اٰلِهَةً مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ۰

আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যান্য যেই সকল ইলাহ্ তাহারা স্থির করিয়াছে, সেই সকল ইলাহ্ বা কি যমীন হইতে মৃতদিগকে জীবিত করিয়া উঠাইতে সক্ষম; নিশ্চয় নহে। অতএব এমন অক্ষম বস্তুকে তাহারা কি করিয়া আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে এবং উহার ইবাদত করে? অতঃপর মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

আসমান-যমীনে আল্লাহ্ ব্যতিত যদি অন্য ইলাহ্ থাকিত তবে দুইটাই ধ্বংস হইয়া যাইত।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, আর না তাঁহার শরীক অন্য কোন ইলাহ্ আছে। যদি এমন হইত তবে প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং প্রত্যেকেই অপরের উপর বিজয়ী হইবার চেষ্টা করিত। (সূরা মু'মিনুন ঃ ৯১)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

আরশের প্রভূ মহান আল্লাহ্ তাহাদের উদ্ভট উক্তি হইতে পবিত্র। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান ও শরীক স্থির করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে পবিত্র ও তাহাদের এই অপবাদের বহু উর্ধে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

মহা সম্রাট তাঁহার মহত্ব, তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার সর্বব্যপিজ্ঞান, তাঁহার ইনসাফ ও অনুগ্রহের কারণে কেহই তাঁহাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে সক্ষম নহে। وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ অথচ, তাহাদের সকলকেই তাহাদের আমল ও কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

আপনার প্রতিপালকের কসম আমি তাহাদের সকলকেই তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিব।

(٢٤) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِيْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ .

(٢٥) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ
اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অনুবাদ ঃ (২৪) উহারা কি তাঁহাকে ব্যতিত বহু ইলাহ্ গ্রহন করিয়াছে? বলুন, তোমরা তোমাদিগের দলীল প্রমাণ উপস্থিত কর। ইহাই আমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগের জন্য উপদেশ এবং ইহাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীগণের জন্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (২৫) আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ

তাহারা কি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অন্যান্য ইলাহ্ স্থির করিয়াছেন। قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের দলীল পেশ কর। هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِىَ আমার সাথে যাহারা রহিয়াছে এই কুরআন তাহাদের দলীল وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِىْ আমার পূর্ববর্তী যাহারা ছিলেন, তাহাদের কিতাবও বিদ্যমান। এবং তাহাদের কিতাবসমূহ তাহাদের বক্তব্যবিরোধী। পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যেই সকল কিতাব অবতারিত হইয়াছে উহার প্রত্যেক কিতাবেই এই সত্য বিদ্যমান যে, আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই। কিন্তু হে মুশরিকদল, তোমরা এই সত্যকে বিশ্বাস করো না। ফলে তোমরা উহা হইতে বিমুখ হইয়া থাক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا
فَاعْبُدُوْنِ

হে মুহাম্মদ! আপনার পূর্বে যে কোন রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহার নিকট এই ওহী অবতীর্ণ করিয়াছি যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً
يُّعْبَدُوْنَ .

হে নবী! আপনার পূর্বে যেই নবী আমি প্রেরণ করিয়াছি আপনি জিজ্ঞাসা করুন, পরম করুণাময় আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য আমি নির্ধারণ করিয়াছি কি যাহাদের ইবাদত করা হইত? (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ .

আমি প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে এই নির্দেশ দিয়া একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে তোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে গ্রহণ থেকে বিরত থাক। (সূরা নাহল ঃ ৩৬) প্রত্যেক নবী কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। কিন্তু মুশরিকদের কাছে একাধিক ইলাহ স্থির করিবার বিষয়ে কোন দলীল-প্রমাণ নাই। তাহাদের দলীল সবই বাতিল-অকেজো। তাহাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হইবে এবং তাহাদের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

(٢٦) وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ

(٢٧) لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

(٢٨) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ
ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

(٢٩) وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ
كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (২৬) উহারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তাহারা তো তাঁহার সম্মানিত বান্দা। (২৭) তাহারা আগে বাড়িয়া কথা বলে না; তাহারা তো তাঁহার আদেশ অনুসারেই কাজ করিয়া থাকে। (২৮) তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। তাহারা সুপারিশ করে শুধু উহাদিগের জন্য যাহাদিগের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাঁহার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। (২৯) তাহাদিগের মধ্যে যে বলিবে, আমি-ই ইলাহ্ তিনি ব্যতিত, তাহাকে আমি প্রতিফল দিব জাহান্নাম, এইভাবে আমি. যালিমদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ যেই ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র সন্তান-যেমন আরবের মুশরিকরা বলিত যে, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র। বরং ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা। আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহারা বড়ই মর্যাদাশালী। তাহারা কাজেকর্মে আল্লাহ্‌র খুবই অনুগত।

لَا يَسْبِقُوْنَهٗ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ

তাঁহারা আগে বাড়িয়া কোন কথা বলে না এবং আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের বিরোধিতা করে না বরং তাহাদের প্রতি যে কোন নির্দেশ হয় স্বতস্ফূর্তভাবে পালন করে। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, আল্লাহ্ সব কিছুই জানেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى ফিরিশ্‌তাগণ কেবল সেই ব্যক্তির জন্যই সুপারিশ করিবে যাহার জন্য আল্লাহ্‌র মর্জি হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ কে সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৫) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ

তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কোন সুপারিশই কাজে আসিবে না। (সূরা সাবা ঃ ২৩) এই প্রকার আরো অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ আর আল্লাহ্‌র এই সম্মানিত ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ ইহা বলিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতিত আমিও একজন ইলাহ্ তাহা হইলে-

فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ .

তাহার এই কথার বিনিময়ে আমি তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি দিব। আর যালিমদিগকে আমি এমনি করিয়াই শাস্তি দিয়া থাকি।

ইহা একটি শর্ত এবং শর্তের জন্য সংঘটিত হওয়া জরুরী নহে। অর্থাৎ ইহা জরুরী নহে যে, আলাহ্‌র প্রতি সম্মানিত বান্দাগণের মধ্য হইতে কেহ এমন কথা বলিবে এবং সে এই শাস্তি ভোগ করিবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ .

আপনি বলুন, যদি আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকে তবে আমি সেই আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম বান্দা। (সূরা যুখরুফ ঃ ৮১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই আপনার আমল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। (সূরা যুমার ঃ ১৫) আয়াতদ্বয়ের মধ্যে শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথচ না আল্লাহ্‌র কোন সন্তান হইয়াছে আর না নবী করীম (সা) কোন শির্ক করিয়াছেন।

(٣٠) اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

(٣١) وَجَعَلْنَا فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ

(٣٢) وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ

(٣٣) وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৩০) যাহারা কুফরী করে, তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে। তবুও কি তাহারা বিশ্বাস করবেনা? (৩১) এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত যাহাতে পৃথিবী উহাদিগকে লইয়া এদিক ওদিক ঢলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে। (৩২) এবং আমি আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ ; কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী

হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৩৩) আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার শক্তি, সাম্রাজ্য ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا সেই সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র দাসত্বকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত অন্যকেও ইলাহ্ মনে করে তাহারা কি জানেনা যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। অতএব তাঁহার সহিত এমন বস্তুকে যে কিছুই সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে কি করিয়া শরীক করে। তাহারা কি ইহা জানে না যে, আসমান ও যমীন প্রথম একে অপরের সহিত মিলিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছেন। সাতটি আসমান ও সাতটি যমীন করিয়াছেন এবং শূণ্যের মাধ্যমে সকলকে পৃথক করিয়াছেন। আর আসমান হইতে যমীনে বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া যমীন হইতে তিনিই ফসল উৎপাদন করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ

প্রত্যেক প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুকে আমি পানি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার পরও কি তাহারা ঈমান আনিবে না। অর্থাৎ তাহারা প্রত্যক্ষভাবে এসব সৃষ্টিকে অবলোকন করিতেছে যে, ঐসব ধীরেধীরে বড় হইতেছে। এই সব কিছুই প্রমাণ করে যে, একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্ব শক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা সৃষ্টি করতে সক্ষম। কোন সাধক কবি বলিতেছেন ঃ

فَفِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ * تَدُلُّ عَلٰى اَنَّهُ وَاحِدٌ

প্রত্যেক বস্তুতেই নিদর্শন রহিয়াছে যাহা ইহাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়।

সুফিয়ান সাওরী (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাত পূর্বে না দিন? তখন তিনি বলিলেন, আসমান ও যমীন যখন মিলিত ছিল উহার মধ্যে কোন ফাঁকা স্থান ছিল না, তখন অন্ধকার ব্যতিত আর কি ছিল? ইহা দ্বারা এই তথ্যই জানা যায় যে রাত দিনের পূর্বে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا-এর ব্যাখ্যা কি? তখন তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, এই শায়খের নিকট ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা কর এবং তিনি যেই ব্যাখ্যা করেন উহা আমাকেও জানাইবে। অতঃপর লোকটি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গমন করিল এবং আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল। হযরত ইব্ন

আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন ঃ আসমান ও যমীন উভয় মিলিত ছিল। আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইত না এবং যমীন হইতেও ফসল উৎপন্ন হইত না। কিন্তু আল্লাহ্ যখন যমীনের বাসিন্দা সৃষ্টি করিলেন, তখন আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইতে শুরু হইল, যমীন হইতে ফসল উৎপন্ন হইতে লাগিল। অতঃপর লোকটি হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেল এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা শুনাইলেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, এখন বুঝিতে পারিয়াছ তো যে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে কুরআনের বিশেষ জ্ঞান দান করা হইয়াছে।

ইসমাইল ইব্ন আবূ খালিদ (র) বলেন, একবার আমি আবূ সালিহ্ হানাফীকে أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا। এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, প্রথমে আসমান মাত্র একটি ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে সাতটি আসামনে পরিণত করেন এবং যমীনও মাত্র একটি ছিল অতঃপর সাতটি যমীনে পরিণত করেন। মুজাহিদ (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য তিনি এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন প্রথমে আসমান ও যমীন একত্রিত ছিল না। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আসমান ও যমীন প্রথমে মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমানকে উপরে উঠাইলেন এবং যমীনকে উহা হইতে পৃথক করিলেন তখন একটি অপরটি হইতে ফাঁকা হইয়া গেল। যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, আসমান যমীন উভয়ই প্রথমে একত্রিত ছিল, কিন্তু পরে উভয়ের মাঝে শূণ্যতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ প্রত্যেক বস্তুর মূল জিনিস হইল পানি।

ইব্ন হাতিম (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, একদা তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আপনাকে দেখি তখন আমার চক্ষু শীতল হইয়া যায় এবং অন্তর আনন্দে ভরিয়া যায়। আপনি আমাদিগকে জানাইয়া দিন, প্রত্যেক বস্তুর মূল কি? তিনি বলিলেন ঃ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ مَآءٍ প্রত্যেক বস্তুকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আহ্মাদ (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয় এবং চক্ষু শীতল হয়। প্রত্যেক বস্তুর মূল কি আপনি অনুগ্রহপূর্বক বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ পানি দ্বারাই প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করা হইয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন আমল শিক্ষা দান করুন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারি, তিনি বলিলেন ঃ

اَفْشِ السَّلاَمَ وَاَطْعِمِ الطَّعَامَ وَصَلِّ الاَرْحَامَ وَقُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ثُمَّ اُدْخِلِ الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ .

সালামের বিস্তার কর, আহার দান কর, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ এবং রাত্রিবেলায় সালাত পড় যখন অন্য লোক ঘুমন্ত থাকে। অতঃপর নিরাপদে বেহেশ্তে প্রবেশ কর। ইমাম আহ্মাদ (র) হাদীসটিকে আবদুস্ সামাদ, আফ্ফান, বাহয (র) হইতে তাঁহারা হাম্মাম (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্রে কেবল তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন। আবশ্য এই সনদটি ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মতানুযায়ী শুধু আবু মায়মূন সুনান গ্রন্থের রাবী। ইমাম তিরমিযী (র) সূত্রটি বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ যমীনে আমি পাহাড়সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যাহা যমীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, যেন যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে। এমন হইলে মানুষ স্থির হইয়া বসবাস করিতে সক্ষম হইবে না। যমীনের এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট তিন ভাগই পানির মধ্যে নিমজ্জিত। এই এক-চতুর্থাংশ পানির বাইরে থাকার কারণে যমীনের অধিবাসী সূর্যের কিরণে আসমান এবং অন্যান্য নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়। যমীনের পাহাড় স্থাপন করার কারণ হিসাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ اَنْ تَمِيْدَبِهِمْ যেন মানুষ লইয়া হেলিয়া না পড়ে ঃ

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ আর যমীনের আমি পথসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যেন তাহারা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে পৌঁছাইতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিবার জন্য পাহাড় পর্বত প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে এই সকল পাহাড় পর্বত সমূহের মাঝে গিরিপথ সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন মানুষের চলাচল করিতে অসুবিধা না হয়।

এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তাহারা তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاۤءَ سَقْفًا مَحْفُوْظًا আর আসমানকে আমি সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। উহা কুব্বা-গম্বুজ-এর মত স্থাপিত।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالسَّمَاۤءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ

এবং আসমানকে আমি আমার ক্ষমতাবলে নির্মাণ করিয়াছি এবং তাহাকে আমিই প্রশস্ত করিয়াছি। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪৭) আরো বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا শপথ আসামনের আর যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাহার (সূরা আস-শামস ঃ ৫)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

তাহাদের উপর অবস্থিত আসমানকে কি তাহারা দেখে না, আমি কিরূপে তাহা নির্মাণ করিয়াছি এবং সুশোভিত করিয়াছি আর উহাতে কোন ফাটল নাই। (সূরা ক্বাফ ঃ ৬) আরবী ভাষায় 'বিনা' অর্থ তাবু স্থাপন করা। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

بنى الإسلام على خمس اى خمسة دعائم

ইসলামকে পাঁচটি খুঁটির উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। আর খুঁটি আরবাসীদের প্রথানুযায়ী কেবলমাত্র তাবুতেই হইয়া থাকে। مَحْفُوْظًا অর্থাৎ সুউচ্চ এবং সংরক্ষিত। মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানকে আমি সুউচ্চ ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছি। ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আসমান কি? তিনি বলিলেন ঃ موج مكفوف عنكم সংরক্ষিত তরঙ্গমালা। তবে সূত্রটি গারীব।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ আর তাহারা অর্থাৎ কাফিররা উহার নিদর্শনসমূহ হইতে বিমুখ হইয়া আছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَاَيِّنْ مِنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

আর আসমানসমূহ ও যমীনে কতই না নিদর্শন রহিয়াছে যাহার উপর দিয়া তাহারা অতিক্রম করে সেই সকল নিদর্শন তাহাদের সম্মুখেই বিদ্যমান অথচ, তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছে। (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে এই সুবিশাল আসমান ও সুবিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আসমানকে চলমান ও স্থির নক্ষত্রসমূহ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন। সূর্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা একদিন ও একরাত্রে উহার পূর্ণকক্ষ ভ্রমণ করিয়া আসে। উহার গতি কি উহা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কেহ জানিতে পারে না। এই সকল বিষয়ে কাফির ও মুশরিক কোন চিন্তা ভাবনা করে না।

ইব্ন আবদ্ দুন্য়া তাঁহার 'আত্তাফাক্কুর ওয়াল ই'তিবার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, জনৈক ইসরাঈলী আবিদ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আল্লাহ্র ইবাদত করিতেছিলেন

আর সে যুগে কেহ ত্রিশ বৎসর কাল ইবাদত করিলে মেঘমালা তাঁহাকে ছায়া দান করিত। কিন্তু এই ব্যক্তি ত্রিশ বৎসর ইবাদত করিয়াও যখন মেঘের ছায়া লাভ করিতে ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহার মায়ের নিকট ইহার অভিযোগ করিল। তাঁহার মা তাঁহাকে বলিল, সম্ভবত তোমার ইবাদতকালে কোন পাপ কাজ করিয়াছ। সে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! কোন পাপকাজ করিয়াছি বলিয়া আমি তো জানি না। তাঁহার মা বলিলেন, তাহা হইলে সম্ভবত কোন পাপের ইচ্ছা করিয়াছ। সে বলিল, আমি কোন পাপের ইচ্ছাও করি নাই। তাঁহার মা বলিলেন, সম্ভবত তুমি আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছ এবং কোন চিন্তা করা ব্যতিতই দৃষ্টি অবনত করিয়াছ। তখন সে বলিল, হাঁ, এমন অনেকবারই হইয়াছে। তখন মা বলিলেন, তবে ইহাই কারণ।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ সে আল্লাহ্‌ই তো দিবারাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ রাত্র অন্ধকারময় ও আরামদায়ক এবং দিন আলোকিত। রাত্র কখনও দীর্ঘ হয় আবার কখনও ছোট হয়। অপরপক্ষে দিনও কখনও দীর্ঘ হয় আবার কখনও ছোট হয় সবই আল্লাহ্‌র নিদর্শন।

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর চন্দ্রসূর্যও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সূর্য তাহার বিশেষ আলোকে বিশেষ কক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ গতিতে চলিতে থাকে। এবং চন্দ্র তাহার বিশেষ আলোকে বিশেষ কক্ষে বিশেষ গতিতে চলে।

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটিতেছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, চন্দ্রসূর্য ঠিক তেমনি ঘুরিতেছে, যেমন চরখা ঘুরিয়া থাকে। মুজাহিদ (র) বলেন, যেমন চরখা খাট ছাড়া ঘুরে না এবং খাট চরখা ছাড়া ঘুরে না, তেমনি চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ কক্ষপথ ছাড়া ঘুরেনা আর কক্ষপথ ও উহা ছাড়া ঘুরে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

আল্লাহ্‌ই প্রভাতকে আলোকিত করিয়াছেন, রাতকে করিয়াছেন আরামদায়ক। সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে হিসাব নিয়ন্ত্রক বানাইয়াছেন। ইহা সেই সত্তার নির্ধারিত বিষয় যিনি ক্ষমতাবান, মহাজ্ঞানী। (সূরা আন'আম ঃ ৯৬)

(٣٤) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

(٣٥) كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

অনুবাদ ঃ (৩৪) আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নাই। সুতরাং তোমার মৃত্যু হইলে উহারা কি চিরজীবি হইয়া থাকিবে? (৩৫) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। আমি তোমাদিগকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া থাকি। এবং আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ। আপনার পূর্বে কোন মানুষের জন্যই দুনিয়ায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবার অবকাশ দেই নাই। আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوْ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ .

পৃথিবীর বুকে যত কিছু বিদ্যমান সবই বিলুপ্ত হইবে, কেবল মহা প্রতাপের অধিকারী মহানুভব আল্লাহ্র সত্তাই অবশিষ্ট থাকিবে। (সূরা রাহমান ঃ ২৭) যাহারা এই মত পোষণ করে যে, হযরত খিযির (আ) মৃতুবরণ করিয়াছেন, তিনি এখন জীবিত নহেন তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। তিনিই একজন মানুষই ছিলেন, চাই তিনি নবী হউন, রাসূল হউন কিংবা অলী হউন। অতএব তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কারণ, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَفَائِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ হে মুহাম্মদ! যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন তবে তাহারা কি চিরকাল এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিবে? এমন কখনও হইবে না, তাহারাও একদিন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ। প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। ইহা হইতে কেহ বঞ্চিত হইবে না। ইমাম শাফিয়ী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

تَمَنّٰى رِجَالٌ اَنْ اَمُوْتَ وَاِنْ امِتَّ * فَتِلْكَ سَبِيْلٌ لَسْتُ فِيْهَا بِاَوْحَدِ

মানুষেরা আমার মৃত্যু কামনা করে, কিন্তু যদি আমার মৃত্যু ঘটে তবে ইহা তো এমন পথ নহে, যেই পথের পথিক আমি একাই।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে কখনও বিপদের মাধ্যমে আবার কখনও সুখের মাধ্যমে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি। যেন কে

শোকরগুযার এবং কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল এবং কে নিরাশ উহা আমি জানিতে পারি। আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আমি তোমাদিগকে ভালমন্দ অর্থাৎ কঠিন বিপদ ও শান্তিময় জীবন, সুস্থতা ও রোগ, ধন ও দরিদ্রতা, হালাল ও হারাম, আনুগত্য ও অনানুগত এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর মাধ্যমে পরীক্ষা করিব। وَاِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ এবং আমার নিকট তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে। তখন আমি তোমাদিগকে তোমাদের কর্মফল দান করিব।

(٣٦) وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا ۭ اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ اٰلِهَتَكُمْ ۚ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

(٣٧) خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۭ سَاُورِيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ

অনুবাদ ঃ (৩৬) কাফিররা যখন তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করেন। উহারা বলে, এই কি সেই, যে তোমাদিগের দেবদেবীগুলির সমালোচনা করে? অথচ উহারাই তো রাহমান-এর উল্লেখের বিরোধিতা করে। (৩৭) মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরাপ্রবণ, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ اِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কুরাইশ কাফিররা যেমন আবূ জাহিল ও অন্যান্য কাফির যখনই আপনাকে দেখিতে পায় اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا তখনই তাহারা আপনাকে বিদ্রূপের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। আর তাহারা এই কথা বলে اَهٰذَا الَّذِيْ يَذْكُرُ بِاٰلِهَتِكُمْ এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমদিগের দেবতাদের সমালোচনা করে? তোমাদের জ্ঞানীজনদিগকে নির্বোধ বলে। وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هُمْ كٰفِرُوْنَ অথচ, তাহারা নিজেরাই আল্লাহকে অস্বীকার করে। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাট্টাবিদ্রূপ করে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا .

যখন তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় তখন তাহারা আপনাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে। এবং বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন? যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসের প্রতি অটল না থাকিতাম তবে সে প্রায় আমাদের দেবতাগণ হইতে আমাদিগকে গুমরাহ করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ বলেন, অচিরেই তাহারা জানিতে পারিবে, যখন তাহারা আযাব দেখিবে যে, কে সর্বাধিক গুমরাহ্ ও পথভ্রষ্ট। (সূরা ফুরকান ঃ ৪১)

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَخَلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ আর মানুষকে ব্যস্ত স্বভাব দিয়াই সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً মানুষ স্বভাবগতভাবে বড়ই ব্যস্ত। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১) মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করিবার পর দিনের শেষভাগে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে রূহ দান করিবার পর যখন উহা তাঁহার চক্ষু মাথা ও জিহ্বায় ছড়াইয়া পড়িল তখনই তিনি বলিয়া উঠিলেন, হে আমার প্রতিপালক! সূর্যাস্তের পূর্বেই আমার সৃষ্টিকে আপনি শীঘ্র সম্পন্ন করুন। অথচ তাঁহার নিম্নভাগে তখনও রূহ্ পৌঁছিতে পারে নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হইল জুমু'আর দিন। এই দিনেই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করান হইয়াছে, এই দিনেই তাঁহাকে বেহেশ্ত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর এই দিনে কিয়ামত কায়িম হইবে। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যখন কোন মুসলিম যদি সালাত পড়ে, এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সময়টির স্বল্পতা বুঝাইবার জন্য স্বীয় অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। এবং বলিলেন এই সময়ে আল্লাহ্র নিকট যে কোন প্রার্থনা করা হইলে আল্লাহ্ উহা কবুল করিয়া থাকেন। আবূ সালামাহ্ (র) বলেন, অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) বলিলেন, আমি সেই সময়টি জানি, সেই সময়টি হইল জুমু'আর দিনের শেষ ভাগ। এই সময়েই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَاُوْرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْنَ

মানুষকে ব্যস্তস্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। অচিরেই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অতএব তোমরা উহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইও না।

মানুষের স্বভাবে ব্যস্ততা রহিয়াছে এই বিষয়টি এইখানে উল্লেখ করিবার রহস্য হইল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কাফিরদের ঠাট্টাবিদ্রূপের

কথা উল্লেখ করিলেন, তখন মু'মিনদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার অনুভূতি সতেজ হইয়া উঠিল এবং তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

মানুষকে ব্যস্ত স্বভাব দিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে ঢিল দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাহাকে পাকড়াও করেন তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেন না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَاُوْرِيْكُمْ اٰيٰتِىْ

অচিরেই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইব। অর্থাৎ যাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়া চলিয়াছে তাহাদের প্রতিশোধ যে আমি কি ভাবে লইব উহা তোমরা দেখিতে পাইবে তবে তোমরা ব্যস্ত হইওনা।

(৩৮) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(৩৯) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ

(৪০) بَلْ تَاْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৩৮) এবং উহারা বলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে? (৩৯) হায়! যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানিত যখন উহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে অগ্নি প্রতিরোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্য করাও হইবে না। (৪০) বস্তুত উহা উহাদিগের উপর আসিবে অতর্কিতভাবে এবং উহাদিগকে হতভম্ব করিয়া দিবে। ফলে উহারা উহা রোধ করিতে পারিবে না এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকরা যেহেতু শাস্তির কথা অস্বীকার করিত। উহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিত। এই কারণে বিদ্রূপ মূলকভাবে শাস্তির জন্য ত্বরা করিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

তাহারা বলে, যদি তোমরা তোমাদের ওয়াদায় সত্যবাদী হইয়া থাক তবে বল দেখি তোমাদের শাস্তির সেই সময়টি?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَوْيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ .

যদি তাহারা বাস্তবিকই ভয়াভয় শাস্তির কথা বিশ্বাস করিত, যাহা তাহারা ঠেকাইতে পারিবে না তবে তাহারা উহার জন্য ব্যস্ত হইত না। তখন উপর হইতে নিচ হইতে এবং পায়ের তলদেশ হইতে তাহাদিগকে আযাব বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَتَحْتِهِمْ ظُلَلٌ .

তাহাদের উপরেও আগুনের আচ্ছাদন হইবে এবং নীচেও আগুন আচ্ছাদন হইবে। (সূরা যুমার ঃ ১৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ .

জাহান্নামে তাহাদের জন্য আগুনের বিছানা হইবে এবং তাহাদের উপরেও বেষ্টনকারী আগুন হইবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৪১) চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে আগুন ঘিরিয়া ফেলিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ এই অবস্থায় তাহাদের কোন সাহায্য করা হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا لَهُمْ مِنْ وَّاقٍ তাহাদের জন্য রক্ষাকারী হইবে না। (সূরা রাদ ঃ ৩৪)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

بَلْ تَأْتِيْهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ কিয়ামত সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িবে। তখন তাহারা অস্থির হইয়া পড়িবে। কি যে তখন করিবে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিবেনা। فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ رَدَّهَا তখন তাহারা উহা ঠেকাইতে সক্ষম হইবে না। وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর তাহাদিগকে একটি অবকাশও দেওয়া হইবে না।

(٤١) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

(٤٢) قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّنْ دُوْنِنَا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ
اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৪১) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হইয়াছিল, পরিণামে তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিত তাহা বিদ্রূপকারীদিগকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। (৪২) বলুন, রাহ্মান হইতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে রাত্রিতে ও দিবসে? তবুও উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের স্মরণ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতিত উহাদিগের এমন দেবদেবীও আছে যাহারা উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে? ইহারা তো নিজদিগকেই সাহায্য করিতে পারেনা এবং আমার বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্যকারীও থাকিবে না।

তাফসীর ঃ কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ঠাট্টবিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে যেই কষ্ট দিত উহা হালকা করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ

وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ .

হে নবী! আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিতও ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হইয়াছিল। তাহাদের প্রতিও শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِئ الْمُرْسَلِيْنَ .

আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে, তাহাদের কথা অমান্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই আচরণের উপর ধৈর্যধারণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আরো নানা প্রকার কষ্ট দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে আমার সাহায্য আসিয়াছে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। আর আপনার নিকট তো রাসূলগণের সংবাদ পৌছিয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৩৪)

অতঃপর আল্লাহ্ই তাঁহার বান্দাদের প্রতি যেই নিয়ামত অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ مَنْ يَّكْلَؤُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ

আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন আল্লাহ্ ব্যতিত আর কে আছে যে তোমাদিগকে দিবারাত্র হিফাযত ও সংরক্ষণ করেন। অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদিগকে সর্বক্ষণ হিফাযত করিয়া থাকেন। প্রকাশ থাকে যে, এখানে مِنَ الرَّحْمٰنِ এর 'مِنْ' অব্যয়টি বদল-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন কবির কবিতায় ও এই ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

جارية لم تلبس المرققا * ولم تذق من البقول الفستقا

সে এমন বাদী যে কখনও পাতলা কাপড় পরিধান করেন নাই এবং সব্জির বদলে কখনও পেছ্তার স্বাদ গ্রহণ করে নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ

এই কাফিররা তো সকল নিয়ামতকেই অস্বীকার করে বরং তাহারা আল্লাহ্র সকল নিদর্শন হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَمْ لَهُمْ اٰلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا তাহাদের কি অন্যান্য ইলাহ্ আছে যাহারা তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারে? বস্তুত এমন কেহই নাই। لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ। বরং যাহাদিগকে তাহারা ইলাহ্ মনে করে তাহারা নিজেদেরই সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। وَلَاهُمْ مِّنَّا يُصْحَبُوْنَ আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, وَلَا هُمْ مِّنَّا يُجَارُوْنَ আমার শাস্তি হইতে তাহাদিগকে অন্য কাহারও পক্ষ হইতে আশ্রয় দেওয়া হইবে না। কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ لَا يُصْحَبُوْنَ مِنَّا بِخَيْرٍ আমার পক্ষ হইতে তাহাদের সহিত কোন কল্যাণ করা হইবে না। অন্য তাফসীরকার বলেন, তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না।

(٤٤) بَلْ مَتَّعْنَا هٰؤُلَاۤءِ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ

(٤٥) قُلْ اِنَّمَاۤ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاۤءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

(٤٦) وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

(٤٧) وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৪৪) বস্তুত আমি উহাদিগকে এবং উহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ সম্ভার দিয়াছিলাম। অধিকন্তু উহাদিগের আয়ুষ্কালও হইয়াছিল দীর্ঘ। উহারা কি দেখিতেছে না যে, আমি উহাদিগের দেশকে চতুর্দিক হইতে সংকুচিত করিয়া আনিতেছি। তবুও কি উহারা বিজয়ী হইবে? (৪৫) বলুন, আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদিগকে সতর্ক করি। কিন্তু যাহারা বধির তাহাদিগকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তাহারা সতর্কবাণী শুনে না। (৪৬) তোমার প্রতিপালকের শাস্তির কিছুমাত্রও উহাদিগকে স্পর্শ করিলে উহারা নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিবে, হায়, দুর্ভোগ আমাদিগের, আমরা তো ছিলাম যালিম। (৪৭) এবং কিয়ামত দিবসে আমি স্থাপন করিব ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। সুতরাং কাহারো প্রতি কোন অবিচার করা হইবে না। এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণও হয় তবুও উহা আমি উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমি-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ মুশরিকদিগকে গুমরাহির মধ্যে নিমগ্ন থাকিবার ব্যাপারে যেই বস্তু উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছে উহা হইল তাহাদের পার্থিব ভোগ সামগ্রী ও লোভ লালসা। দীর্ঘকাল যাবৎ তাহারা ইহা ভোগ করিতে করিতে ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে তাহারা যেই মতবাদের বিশ্বাসী এবং যেই কার্যকলাপ করে ইহাই আল্লাহ্র পসন্দনীয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اَفَلَا يَرَوْنَا اَنَّا نَأتِىْ الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا

তাহারা কি দেখিতেছে না যে আমি কাফিরদের জনবসতীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করিতেছি। আয়াতটির একাধিক ব্যাখ্যা পেশ করা হইয়াছে। সূরা রা'দ-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সর্বোত্তম তাফসীর এই আয়াত দ্বারা করা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

আমি এই কাফিরদের চতুপার্শ্বে জনবসতীগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং নানাহভাবে আমি তাহাদের নিকট আমার নিদর্শন পেশ করিয়াছি। যেন তাহারা সঠিক পথে ফিরিয়া আসে। (সূরা আহ্কাফ ঃ ২৭)

হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, কুফরের উপর ইসলামের বিজয়। অর্থাৎ এই সকল কাফিররা কি ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় বান্দাগণকে তাঁহার শত্রুদের উপর সাহায্য করিতেছেন। অমান্যকারী জাতিকে ধ্বংস করিতেছেন। এবং মু'মিনগণকে বিপদ ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন। اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ইহার পরও তাহারাই বিজয়ী হইবে? নিশ্চয় নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْىِ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইত যেই আযাব ও শাস্তির কথা বলিয়া তোমাদিগকে সতর্ক করি উহা তো আল্লাহ্র প্রেরিত ওহী। কিন্তু আল্লাহ্ যাহার অন্তর দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছেন, এবং যাহার কর্ণ ও অন্তরে মহর মারিয়া দিয়াছেন, তাহারা আল্লাহ্র বাণী দ্বারা উপকৃত হইবে না।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآءَ اِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

যাহারা বধির তাহার সত্যের ডাককে শ্রবণ করে না, যখন তাহাদিগকে সতর্কবাণী শ্রবণ করানো হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَئِنْ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যদি অতি সামান্য আযাবও ঐ সকল কাফিরদিগকে স্পর্শ করে তবে তাহারা বিলাপ করিয়া বলিতে থাকে, হায়! দুর্ভাগ্য আমরাই তো দুনিয়ায় অপরাধী ছিলাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

আর কিয়ামত দিবসে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি মীযান কায়িম করিব। ফলে কাহারও প্রতি কোন প্রকার যুলুম করা হইবে না। اَلْمَوَازِيْنَ শব্দটি যদিও এখানে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে মীযান একটিই হইবে। কিন্তু যেহেতু অনেক অনেক আমল মাপা হইবে এই হিসাবে উহাকে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

কিয়ামত দিবসে কাহাকেও একটুও যুলুম করা হইবে না। যদি একটি সরিযা পরিমাণ আমলও যাহার থাকে তবে উহাও হাযির করা হইবে। এবং হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

আপনার প্রতিপালক কাহার প্রতি যুলুম করিবেন না। (সূরা কাহাফ ঃ ৪৯)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا .

আল্লাহ্ তা'আলা এক বিন্দু পরিমাণ যুলুমও কাহারও প্রতি করিবেন না। যদি নেকী হয় তবে উহা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং নিজের নিকট হইতে অনেক মহা বিনিময় দান করিবেন। (সূরা নিসা ঃ ৪০)

হযরত লুকমান (র) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

يٰبُنَىَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِىْ السَّمٰوٰتِ اَوْ فِىْ الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

হে বৎস! সরিষার দানা পরিমাণও যদি কোন আমল হয় এবং উহা কোন পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিংবা আসমান ও পৃথিবীর কোন স্থানে নিহিত থাকে তবে আল্লাহ্ তা'আলা উহাও উপস্থিত করিবেন। তিনি বড় সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ। (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كلمتَان خفيفتَان على اللسَان ثقيلتَان فى الميزَان حبيبتَان إلٰى الرحمن سبحَان الله وبحَمده سبحَان الله العظِيم .

দুইটি কলেমা মুখে উচ্চারণ বড়ই সহজ, মীযানে ওযনে বড় ভারী এবং পরম করুণাময়ের নিকট বড়ই প্রিয়, তাহা হইল সুবহানাল্লাহ্ ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

ইমাম আহ্মাদ (র)......... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আ'স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাত হইতে বিশেষ এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট করিয়া তাহার সম্মুখে নিরানব্বইখানা আমলনামা ছড়াইয়া দিবেন। প্রত্যেকটি আমলনামা দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তুমি কি উহার কিছুই অস্বীকার কর? আমার লেখক বা কেহ কি তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে? সে বলিবে, না, হে আমার প্রতিপালক! তখন পুনরায় আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমার কি কোন ওযর কিংবা ভাল কাজ আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তখন সেই ব্যক্তি হতঃভম্ব হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, জী না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, হাঁ তোমার একটি ভাল কাজ আছে, তোমার প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের ছোট একটি টুক্রা বাহির করা হইবে যাহাতে "আশ্হাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" লেখা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাগণকে উহা পেশ করিতে বলিবেন। লোকটি উহা দেখিয়া বলিবে, হে আমার রব! এই ছোট টুক্রাটি এই বিরাট আমলনামার মুকাবিলায় কোন কাজে আসিবে? তখন মহান আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তোমার প্রতি যুলুম করা হইবে না। তখন তাহার আমলনামার বিশাল দফতর মীযানের এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আর এই ছোট কাগজটি এক পাল্লায় রাখা হইবে। কিন্তু এই ছোট কাগজের ওযন অপর পাল্লার মুকাবিলায় ভারী হইয়া যাইবে। আল্লাহ্র নামের তুলনায় কোন বস্তুর ওযন ভারী হইবে না। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) লাইস ইব্ন সা'দ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

ইমাম আহ্মাদ (র).......... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কিয়ামত দিবসে যখন মীযান রাখা হইবে তখন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এক পাল্লায় রাখা হইবে এবং আমলসমূহও রাখা হইবে এবং পাল্লা ঝুলিয়া পড়িবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। তাহার রওয়ানা হইতেই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিবে, তোমরা উহাকে লইয়া যাইও না, তাহার আরও একটি বস্তু অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর তাহার একটি ছোট্ট কাগজ আনা হইবে, যাহাতে লেখা রহিয়াছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"। উহা তাহার একটি পাল্লায় রাখা হইলে পাল্লাটি ঝুলিয়া পড়িবে।

ইমাম আহ্মাদ (র)......... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা রাসূলূল্লাহ্ (সা)-এর একজন সাহাবী তাঁহার সম্মুখে বসিল, অতঃপর সে

জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কিছু গোলাম আছে। তাহারা আমার সহিত মিথ্যা কথা বলে। আমার সহিত খিয়ানত এবং আমার কথা অমান্য করে। আমি তাহাদিগকে আঘাত করি ও গালি দেই। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাদের সহিত আমার এই ব্যবহার কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার সহিত তাহারা যেহেতু খিয়ানত করে, তোমার যেই আদেশ অমান্য করে ও যেই মিথ্যা কথা বলে উহা এবং তোমার শাস্তির তুলনা করা হইবে, যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধের বেশী না হয় তবে না শাস্তি হইবে, না সওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা কম হয় তবে তুমি সাওয়াব পাইবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাহাদের অপরাধ অপেক্ষা বেশী হয় তবে তোমার অতিরিক্ত শাস্তির প্রতিশোধ লওয়া হইবে। তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সে কি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত পাঠ করে নাই?

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ .

ইহা শ্রবণ করিয়া লোকটি বলিল, আমার মতে এই গোলামগুলি আযাদ করিয়া দেওয়া অপেক্ষা উত্তম কোন কাজ নাই। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তাহারা সকলেই মুক্ত।

(٤٨) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ

(٤٩) الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ

(٥٠) وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৪৮) আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়াছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য। (৪৯) যাহারা না দেখিয়াও তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত সন্ত্রস্ত। (৫০) ইহা কল্যাণময় উপদেশ! আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি। তবুও কি তোমরা ইহাকে অস্বীকার কর?

তাফসীর ঃ পূর্বেই এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা) ও হযরত মূসা এবং তাঁহাদের প্রতি অবতারিত গ্রন্থদ্বয়কেও একত্রিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এখানেও এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ

আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে 'ফুরকান' অর্থ কিতাব। আবূ সালিহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ তাওরাত। কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাওরাত গ্রন্থে উল্লেখিত হালাল, হারামই ইহার উদ্দেশ্য, যাহা হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়। ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, সকল আসমানী গ্রন্থসমূহ হক্ ও বাতিল হিদায়াত ও গুমরাহী, বক্রতা ও সঠিকতা এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয় এবং এমন বিষয়বস্তুকে শামিল করে যাহা মানুষের অন্তরে নূর, হিদায়েত, আল্লাহ্র ভয় ও তাঁহার প্রতি নিবিষ্টতা সৃষ্টি করে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَّذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ

আল্লাহ্কে যাহারা ভয় করে তাহাদের জন্য এই কিতাব উপদেশবাণী ও নূর। যাহা হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অতঃপর এই সকল লোকদের গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ তাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়াই ভয় করে।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ

যেই ব্যক্তি পরম করুণাময় আল্লাহ্কে না দেখিয়াই ভয় করে এবং নিবিষ্ট অন্তরে আগমন করিবে। (সূরা কাফ ঃ ৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ

যাহারা আল্লাহ্কে না দেখিয়া ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও বড় বিনিময়। (সূরা মুলক ঃ ১২)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ আর তাহারা কিয়ামত দিবস হইতে ভীত সন্ত্রস্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبٰرَكٌ اَنْزَلْنٰهُ পবিত্র কুরআন এক বরকতময় উপদেশ বাণী যাহা আমি নাযিল করিয়াছি, উহার অগ্র পশ্চাতের কোন দিক হইতেই ইহার কাছে বাতিল আসিতে পারে না। মহাজ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ এত সত্য ও উজ্জ্বল গ্রন্থকে ও কি তোমরা অস্বীকার কর?

(٥١) وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ

(٥٢) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

(٥٣) قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

(٥٤) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

(٥٥) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

(٥٦) قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৫১) আমি তো ইহার পূর্বে ইব্রাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাঁহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। (৫২) যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই মুর্তিগুলি কি, যাহাদিগের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ! (৫৩) উহারা বলিল, আমরা আমাদিগের পূর্ব পুরুষদিগকে ইহাদিগের পূজা করিতে দেখিয়াছি। (৫৪) সে বলিল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। (৫৫) উহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছ, না তুমি কৌতুক করিতেছ? (৫৬) সে বলিল, না তোমাদিগের প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে বাল্যকালে ইলহামের মাধ্যমে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হিদায়েত দান করিয়াছিলেন এবং সেই সত্য ও হিদায়েতের অকাট্য দলীল ও তিনি তাঁহার কাওমের নিকট পেশ করিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

এইগুলি হইল আমার অকাট্য প্রমাণসমূহ যাহা আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে দান করিয়াছিলাম যেন তিনি স্বীয় কাওমের নিকট পেশ করিতে পারেন। (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে পিতা কর্তৃক শৈশবকালে পাহাড়ের প্রহার রাখিয়া আসা এবং দীর্ঘকাল পর গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে যত রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে সবই ইস্‌রাঈলী রেওয়ায়েত। অতএব আমাদের নিকট কুরআন ও সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে যে সঠিক তথ্য রহিয়াছে সকল রিওয়ায়েত সমূহ হইতে যাহা ইহার মুতাবিক হইবে উহা তো আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর যাহা এই সঠিক তথ্যের বিরোধী হইবে আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিব। আর যাহা এই সঠিক তথ্যের বিরোধীও নহে আর ইহার মুতাবিকও নহে উহাকে আমরা সত্য বলিব না আর মিথ্যাও বলিব না। বরং এই বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করিব। এই শ্রেণীর রিওয়ায়েত সমূহকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম রেওয়ায়েত করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। আবার অনেকের মত হইল, ইহাতে দীনের কোন ফায়দা নাই। যদি উহাতে আমাদের কোন দীনি ফায়দা নিহিত থাকিত তবে আমাদের শরী'আত অবশ্যই উহা বর্ণিত হইত। আমরা এই তাফসীর গ্রন্থে ইস্‌রাঈলী রিওয়ায়েতসমূহ হইতে এড়াইয়া চলিব। কারণ ইহাতে কেবল সময় নষ্ট করা ব্যতিত অন্য ফায়দা নাই। বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। কারণ, তাহাদের রিওয়ায়েতে সত্যমিথ্যা মিশ্রিত। তাহাদের মধ্যে সত্যমিথ্যা পার্থক্য করিবার কোন যোগ্যতাই ছিল না। আমাদের স্বনামধন্য আইম্মায়ে কিরাম তাহাদের রিওয়ায়েত সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম ইহাই যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা বাল্যকালেই হিদায়েত দান করিয়াছিলেন। সেই সময়েই তিনি গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতকে অপসন্দ করিতেন। وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ এবং আমি ইহা ভালরূপেই জানিতাম যে, তাহার মধ্যে এই যোগ্যতা রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

যখন ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতা ও তাঁহার কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মূর্তিগুলি কি, যাহাদের প্রতি তোমরা অনুরক্ত হইয়া আছ? বাল্যকালেই মূর্তিপূজা করা ও উহার প্রতি অনুরক্ত হওয়াকে অস্বীকার করা এবং ও তাঁহার পিতা ও কাওমের কার্যকলাপের প্রতি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা, ইহাই হইল তাহার সেই হিদায়েত ও সুবুদ্ধি যাহা তাঁহাকে বাল্যকালেই দান করা হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আসবাগ ইব্ন নাবাতাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) এমন কিছু লোকের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন, যাহারা শতরঞ্জ-পাশা খেলিতেছিল। যখন তিনি বলিলেন ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ

এই মুর্তিগুলি কি? যাহাদের তোমরা অনুরক্ত হইয়াছ? ইহা স্পর্শ করা অপেক্ষা আগুনের অঙ্গার ধরিয়া রাখা তোমাদের পক্ষে উত্তম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এ উত্তরে তাহার এই কথা বলা ব্যতিত অন্য কোন দলীল খুঁজিয়া পাইল না। তাহারা বলিল, পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের উপাসনা করিতে পাইয়াছি। হযরত ইব্রাহীম (আ) বলিলেন ঃ

لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

অবশ্যই তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমার যেই অভিযোগ সেই একই অভিযোগ তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিও। তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষ সকলেই পথ-ভ্রষ্ট। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম যখন দেখিল যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) তাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেছেন এবং তাহাদের পূর্ব পুরষদিগকেও পথভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, এখন তাহারা বলিল, اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ইব্রাহীম তুমি কি সত্য ইহা বলিতেছ না-কি আমাদের সহিত তামাশা করিতেছ? আমরা পূর্বে তো কখনো এমন কথা বলিতে তোমাকে শুনি নাই?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ

তিনি বলিলেন, এই মূর্তি তোমাদের ইলাহ্ নহে, পালনকর্তাও নহে বরং তোমাদের পালনকর্তা ও ইলাহ্ হইল সেই মহান সত্তা যিনি আসমান যমীনের পালনকর্তা, যিনি উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সমুদয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।

وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ আর আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিত কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত কোন পালনকর্তাও নাই।

(٥٧) وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

(٥٨) فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ

(٥٩) قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(٦٠) قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ

(٦١) قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ

(٦٢) قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ

(٦٣) قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৫৭) শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদিগের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। (৫৮) অতঃপর সে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে। উহাদিগের প্রধান তিনটি ব্যতিত; যাহাতে উহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। (৫৯) উহারা বলিল, আমাদিগের উপাস্যদিগের প্রতি এরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। (৬০) কেহ কেহ বলিল, এক যুবককে উহাদিগের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি। তাহাকে বলা হয় ইব্‌রাহীম। (৬১) উহারা বলিল, তাহাকে উপস্থিত কর, লোক সম্মুখে উপস্থিত কর, যাহাতে উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে। (৬২) তাহারা বলিল, হে ইব্‌রাহীম! তুমি কি আমাদিগের ইলাহ্‌গুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ? (৬৩) সে বলিল, সেই তো ইহা করিয়াছে, এই তো ইহাদিগের প্রধান। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি ইহারা কথা বলিতে পারে।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) শপথ করিয়া বলিলেন ঃ এই মূর্তি উপাসকরা যখন তাহাদের মেলার মাঠে চলিয়া যাইবে; তখন অবশ্যই আমি তাহাদিগের মূর্তিগুলোর দুর্গতি ঘটাইব। ঐ সময় তাহাদের মেলানুষ্ঠান ছিল। সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদের মেলার অনুষ্ঠানের সময়টি যখন সমাগত হইল, তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর আব্বা তাঁহাকে বলিল, ইব্‌রাহীম! তুমি যদি আমাদের মেলায় যোগদান কর তবে আমাদের ধর্ম তোমার খুব মনোপূত হইবে। এই কথার পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার সহিত বাহির হইলেন। কিন্তু কিছুপথ চলিবার পর তিনি মাটিতে গড়াইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন, আমি অসুস্থ। মানুষ তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করা কালে তাহাকে মেলায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি এই কথাই বলিলেন, 'আমি অসুস্থ'। অধিকাংশ লোক যখন মেলায় চলিয়া গেল। অবশিষ্ট যাহারা থাকিল তাহারা ছিল দুর্বল। তখন তিনি বলিলেন ঃ تَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাদের মূর্তিগুলির দুর্গতি

ঘটাইব। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই কথা তাহাদের শুনিতে বাকি রহিল না। ইব্‌ন ইসহাক (র) আবুল আহ্‌ওয়াস (র)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওম যখন তাঁহার নিকট দিয়া মেলায় যাইতেছিল, তখন তাহারা বলিল, ইব্‌রাহীম! তুমি কি মেলায় যাইবে না? তিনি বলিলেন, আমি অসুস্থ। এবং সত্য সত্যই তিনি কিছু অসুস্থ ছিলেন।

তিনি তখন আরো বলিলেন ঃ

لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ

তোমরা যখন মেলায় চলিয়া যাইবে তখন আমি তোমাদের দেবতাদের অবশ্যই দুর্গতি ঘটাইব। এই সময়ে কিছু লোক হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই কথা শুনিতে পাইল। فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ঐ সকল মূর্তিসমূহের মধ্য হইতে বড়টি বাদ দিয়া সবগুলোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিলেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ অতঃপর তিনি উহাদিগের উপর সবলে আঘাত হানিলেন। (সূরা সাফফাত ঃ ৯৩)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মূর্তিগুলিকে ভাংগিয়া বড়টির ঘাড়ে কুঠার রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই ধারণা করিয়াছিলেন, যে বড়টির কাঁধে কুঠার দেখিয়া তাহারা মনে করিবে যে, ছোট মূর্তিগুলিকে এই বড় মূর্তিটিই রাগ করিয়া ভাংগিয়া ফেলিয়াছে। কারণ, তাহার বিদ্যমান থাকাকালে ছোটগুলি উপাসনার উপযুক্ত নহে। অতএব কেন এই সকল লোক তাহাদের উপাসনা করিতেছে? তাই সে রাগ করিয়া সেইগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ

তাহারা বলিল, আমাদের দেবতাদের সহিত এই কাজ কে করিয়াছে? অবশ্যই সে বড়ই যালিম। সে আমাদের দেবতাদের সহিত লাঞ্ছনামূলক আচরণ করিয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ

তাহারা বলিল, ইব্‌রাহীম নামক এক যুবককে আমরা দেবতাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ما بعث اللّٰهُ نبيا الا شابا ولا اوتى العلم عالم الا وهو شاب

আল্লাহ্ যাহাকে নবুওয়াত দান করিয়াছেন, যৌবনকালেই দান করিয়াছেন। যাহাকে ইল্‌ম দান করিয়াছেন, যৌবনকালেই দান করিয়াছেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قَالُوا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওমের লোকেরা বলিল, ইব্‌রাহীম (আ)-কে তোমরা সকল লোকের সম্মুখে উপস্থিত কর। বস্তুত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্যও ছিল ইহাই যে তাহাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা যেন সমস্ত লোকের উপস্থিতিতেই প্রকাশ পায়। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, যেই বস্তু কোন প্রকার উপকার কিংবা অপকার করিতে সক্ষম নহে। উহার উপাসনা করা, উহার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা কি আহম্মকী ও নির্বুদ্ধিতা নহে?

মহান আল্লাহ্‌র ইরশাদ ঃ

قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرٰهِيْمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا .

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইব্‌রাহীম! আমাদের দেবতাদের সহিত তুমিই কি এইরূপ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্যে এই প্রধান দেবতাই এই কাজ করিয়াছে। فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ যদি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা রাখে তবে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর না! হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু দেবতাগুলি অচেতন পদার্থ তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করা সম্ভব নহে, অতএব তাহারা নিজেই স্বীকার করিবে যে, আমাদের দেবতাগুলি তো কথা বলিতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইব্‌ন হাস্‌সান (র)...... আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তিনবার অসত্য কথা বলিয়াছেন, দুইবার তিনি আল্লাহ্‌র রাহে বলিয়াছেন, যখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا তিনি দেবতাদের এই বড় দেবতাই অন্যান্য ছোট দেবতাগুলিতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে। এবং দ্বিতীয়বার যখন "اِنِّىْ سَقِيْمٌ। আমি অসুস্থ বলিয়াছিলেন। আর তৃতীয় কথাটি বলিয়াছিলেন, যখন হযরত 'সারাহ্'-কে লইয়া এক যালিম বাদশাহর রাজ্যে গিয়া একস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। বাদশাহকে কেহ এই সংবাদ দিল যে, আপনার রাজ্যে

একজন লোক আসিয়াছে। তাঁহার সহিত রহিয়াছে পরমা সুন্দরী রমণী। বাদশাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে তাহার দরবারে ডাকাইয়া পাঠাইল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) উপস্থিত হইলে বাদশাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, এই স্ত্রীলোকটি তোমার কে? তিনি বলিলেন, সে আমার ভগ্নি। বাদশাহ্ ইব্‌রাহীম (আ)-কে বলিল, যাও উহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) 'সারাহ্'-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, এই যালিম বাদশাহ আমাকে তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি জানিতে চাহিলে, আমি বলিয়াছি, সে আমার ভগ্নি। তোমার নিকট জানিতে চাহিলে তুমি আমার কথা মিথ্যা বলিওনা। বস্তুত তুমি আমার দীনি ভগ্নিও বটে। এই সারা পৃথিবীতে তুমি ও আমি ব্যতিত অন্য কোন মুসলমান নাই। অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহাকে লইয়া বাদশাহ্‌র দরবারে গমন করিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) সারাহকে বাদশাহর নিকট পাঠাইয়া সালাতে নিবিষ্ট হইলেন। বাদশাহ হযরত সারাহর রূপ লাবণ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঝুঁকিতেই আল্লাহ্‌র শাস্তি তাহাকে পাকড়াও করিল। তাহার হাত পা অবশ হইয়া পড়িল। এই অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ হযরত সারাহকে বলিল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করিব না, তুমি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এই শাস্তি উঠাইবার জন্য দু'আ কর। তিনি দু'আ করিতেই বাদশাহ সুস্থ হইয়া গেল। কিন্তু ঠিক হইয়া পুনরায় সে হযরত সারাহ্‌কে ধরিবার চেষ্টা করিল। অমনি পূর্বের ন্যায় তাঁহার অবস্থা হইয়া গেল। বাদশাহ এবারও হযরত সারাহকে দু'আ করিতে অনুরোধ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর তাহাকে স্পর্শ করিবে না। হযরত সারাহ এবারও তাহার জন্য দু'আ করিলেন এবং সে ঠিক হইয়া গেল। তিনি তৃতীয়বার ও সেই পূর্বের ন্যায় আচরণ করিলে এইবারও তাহার পূর্বের ন্যায় হইল। এবারও সে হযরত সারাহকে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিতে অনুরোধ করিল এবং পুনরায় এইরূপ আচরণ না করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল। হযরত সারাহ তাহার জন্য দু'আ করিলে সে সুস্থ হইল। তখন বাদশাহ তাহার একজন প্রহরীকে ডাকিয়া বলিল, তুমি আমার নিকট কোন মানুষ তো আন নাই। আনিয়াছ একজন শয়তান মহিলা। তুমি তাহাকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দাও এবং হাযেরাকেও তাহার সহগামিনী করিয়া দাও। হযরত সারাহ্‌কে বাহির করিয়া দেওয়া হইল এবং হযরত হাযেরাকে তাঁহার সহিত পাঠান হইল। হযরত সারাহ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। এদিকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত সারাহ ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি সালাত সম্পন্ন করিয়া অবসর হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সহিত কি আচরণ করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরের চক্রান্তকে নস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। এবং সে হাযেরাকে আমার সেবিকা হিসাবে দান করিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন

সীরীন (র) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যখনই এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন তিনি বলিতেন ঃ تلك امكم يا بنى ماء السماء হে আকাশের পানির সন্তানগণ! ইনিই হইলেন তোমাদের আম্মা।

(٦٤) فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(٦٥) ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ

(٦٦) قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

(٦٧) اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৬৪) তখন ইহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী। (৬৫) অতঃপর ইহাদিগের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, তুমি তো জানই যে ইহারা কথা বলে না। (৬৬) ইব্রাহীম বলিল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহারা তোমাদিগের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না। (৬৭) ধিক তোমাদিগকে এবং আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবে কি তোমরা বুঝিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন তাঁহার কাওমের লোকের সহিত আলোচনা শেষ করিলেন ঃ فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ তখন তাহারা নিজদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল, কেন তাহারা তাহাদের উপাস্যদের হিফাযতের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়া যায় নাই? তাহারা বলিল ঃ اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ তোমরাইতো সীমালংঘনকারী। ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ অতঃপর তাহারা মাথা অবনত করিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিল ঃ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ তুমি তো এই কথা জানই যে, আমাদের এই সকল দেবতা কথা বলিতে পারে না। ইহার পরে কি তাহাদের নিকট তুমি জিজ্ঞাসা করিতে আমাদিগকে বল যে, তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছে কে? কাতাদাহ্ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কাওম চরম অস্থিরতা ও পেরেশানীর মধ্যে লিপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে তাহারা বলিয়া ফেলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ তুমি তো জান যে, তাহারা কথা বলিতে পারে না। অতএব তুমি আমাদিগকে তাহাদের নিকট প্রশ্ন করিতে বল কি করিয়া? হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সুযোগ বুঝিয়া তখনই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ

তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া এমন বস্তুর ইবাদত করিবে, যাহা না তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম? তোমরা কি কারণে তাহাদের ইবাদত কর?

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

ধিক! তোমাদের প্রতি এবং তাহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাহাদের তোমরা ইবাদত কর। তোমরা যেই গুমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত উহা কি তোমরা বুঝ না? যে ব্যক্তি মুর্খ ও যালিম সে ব্যতিত এইরূপ অনর্থক কাজ তো অন্য কেহ করিতে পারে না। এই বলিয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তাঁহার যুক্তিসংগত দলীল প্রমাণ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ الاية

এবং ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইব্‌রাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় ... ... (সূরা আন'আম ঃ ৮৩)

(٦٨) قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ

(٦٩) قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

(٧٠) وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৬৮) তাঁহারা বলিল তাঁহাকে পোড়াইয়া দাও, সাহায্য কর তোমাদিগের দেবতাগুলিকে। তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ। (৬৯) আমি বলিলাম, হে অগ্নি! তুমি ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও। (৭০) উহারা তাহার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওমের যুক্তি প্রমাণ যখন অসার প্রমাণিত হইল, তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ পাইল ও সত্য প্রকাশিত হইল। তখন তাহারা তাহাদের

সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইল। তাহারা বলিল, ইব্‌রাহীম (আ)-কে জ্বালাই দাও এবং তোমাদের দেবতাদের সাহায্য কর। অতএব তাহারা বহু লাকড়ী একত্রিত করিল। সুদ্দী (র) বলেন, তাহারা এই কাজকে এতই গুরুত্ব ও পুণ্যের কাজ মনে করিল যে, যদি কোন স্ত্রী লোক রোগাক্রান্ত হইত তবে সে মানত করিয়া বসিত যে, সে যদি সুস্থ হই তবে ইব্‌রাহীম (আ)-কে জ্বালাইবার জন্য লাকড়ী জোগাড় করিয়া দিবে। লাকড়ী একত্রিত করিয়া তাহারা উহাকে একটি প্রকাণ্ড গর্তে জমা করিল। উহা হইতে আকাশ ছোঁয়া ভয়ানক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। আগুন এতই ভয়ানক ছিল যে, উহার মধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে নিক্ষেপ করা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অতঃপর পারস্যের এক কুর্দী ব্যক্তির পরামর্শে চরকা তৈয়ার করা হইল এবং উহার সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনের সেই ভয়ানক গর্তে নিক্ষেপ করা হইল।

শুয়াইব জুব্বায়ী (র) বলেন, সেই কুর্দী লোকটির নাম ছিল, 'হীযন'। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই অপকর্মের দরুন তখনই তাহাকে যমীনে প্রোথিত করিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের অতল গহ্বরে প্রোথিত হইতে থাকিবে। কাফিরেরা যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনের গর্তে নিক্ষেপ করিল, তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন, حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম কর্মনির্বাহী।

ইমাম বুখারী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন যে, কাফিররা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী একত্রিত করিয়াছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম ও বলিয়াছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

হাফিয আবূ ইয়ালা (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ

اللّٰهم إنك فى السماء واحد وانا فى الارض واحد اعبدك

হে আল্লাহ্! আপনি আসমানে একাই মা'বুদ এবং আমি পৃথিবীতে একাই আপনার ইবাদত করি। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করিবার জন্য কাফিররা বাঁধিতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন ঃ

لا اله الاّ انت سبحنك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك

হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, সাম্রাজ্য কেবল আপনারই। আপনার কোন শরীক নাই।

শুয়াইব জুব্বায়ী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বয়স ছিল তখন ষোল বৎসর। বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হ্ইল তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) শূণ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি প্রয়োজন আছে? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই। তবে আল্লাহ্‌র নিকট আমি অবশ্যই মুখাপেক্ষী।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, যখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হইল, তখন বৃষ্টির জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্‌তা বলিতে লাগিল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হুকুম করিলেই আমি বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া আগুন নিভাইয়া দিব। কিন্তু তাহাতে আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা আগুনকে ঠাণ্ডা হইবার জন্য হুকুম দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

হে আগুন! তুমি ইব্‌রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পর পৃথিবীর সমস্ত আগুন শীতল হইয়া গিয়াছিল। কা'ব আহবার (রা) বলেন, সেই দিন আগুন দ্বারা কেহই উপকৃত হইতে পারে নাই এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যেই রশি দ্বারা বাঁধা হইয়াছিল কেবল উহাই জ্বলিয়াছিল। সাওরী (র) হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, হে আগুন! ইব্‌রাহীমের কোন ক্ষতি করিও না। ইব্‌ন আব্বাস ও আবুল আলিয়াহ (র) বলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা سَلٰمًا না বলিতেন, তবে আগুন এতই শীতল হইত যে তিনি উহা দ্বারা কষ্ট পাইতেন। জুওয়াবির, যাহ্‌হাক (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কাফিররা মস্ত বড় এক গর্ত করিল, এবং চতুর্দিক হইতে উহাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত হইল। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু আগুন তাহাকে স্পর্শও করিল না। এমনকি আল্লাহ্ উহাকে সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিলেন। বর্ণিত আছে, ঐ সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ঘাম মুছিয়া দিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আগুনের উত্তাপে কেবল ঘর্মাক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতিত তাঁহার অন্য কোন কষ্ট হয় নাই। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত ছায়াদানকারী ফিরিশ্‌তাও বিদ্যমান ছিলেন।

আলী ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........... মিনহাল ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আগুনের নিক্ষেপ করিবার পর তিনি উহাতে পঞ্চাশ কিংবা চল্লিশ দিন কাটাইয়াছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, আগুনের

মধ্যে যেই সময় আমি কাটাইয়াছিলাম, উহা ছিল আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক সময়। হায়! যদি আমার সারা জীবন তদ্রূপ আরামদায়ক হইত।

আবূ যুর‘আহ ইবন আম্‌র ইব্‌ন জরীর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পিতা সর্বাপেক্ষা যেই উত্তম যেই কথাটি বলিয়াছিল তাহা হইল, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন নিরাপদে আগুনের গর্ত হইতে বাহির হইলেন, তখন তিনি স্বীয় ললাট হইতে ঘাম মুছিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা বলিয়া উঠিল, نعم الرب ربك يا ابراهيم হে ইব্‌রাহীম! তোমার প্রতিপালক কতই উত্তম ও মহান! কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ দিন গিরগিটি ব্যতিত সকল প্রাণীই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবী করীম (সা) গিরগিট হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছেন। তিনি উহাকে ছোট ফাসিক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... ফাকিহ্ ইব্‌ন মুগীরা মাখুযমীর আযাদকৃত দাসী হইতে বর্ণিত, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তাঁহার ঘরে একটা বর্শা রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এই বর্ষা দ্বারা আপনি কি করেন? তিনি বলিলেন, ইহা দ্বারা গিরগিট হত্যা করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তখন সকল প্রাণী উহা নিভাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কেবল এই গিরগিট তাহার আগুন ফুঁকাইয়াছিল। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাওমের লোকজন তাহার সহিত চক্রান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের চক্রান্ত বিফল করিয়াছিলেন। এবং আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহাকে আগুন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আতীয়াহ আওফী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তখন বাদশাহ তামাশা দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আগুনের একটি ফুল্‌কী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলীতে পড়িলে উহা তুলার মত পুড়িয়া গেল।

(٧١) وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

(٧٢) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَّكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ

(٧٣) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

(٧٤) وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ

(٧٥) وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য। (৭২) এবং আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। (৭৩) এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা, তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত। তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম, সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে। এবং যাকাত প্রদান করিতে, তাহারা আমারই ইবাদত করিত। (৭৪) এবং লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে, উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়, সত্যত্যাগী। (৭৫) এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম, সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে আগুন হইতে মুক্তি দান করিয়া তাঁহাকে পবিত্র বরকতময় ভূখণ্ড সিরিয়ায় লইয়া যান। রাবী ইবন আনাস আবূ আলিয়াহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রস্তরের নিচ হইতে মিঠাপানি প্রবাহিত হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) পূর্বে ইরাকে বাস করিতেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যালিমের অত্যাচার হইতে মুক্তিদান করিয়া সিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া ছিল নবীগণের হিজরত স্থল। অন্যান্য ভূখণ্ডে যাহা কম হয় সিরিয়ায় উহা অধিক হয়, সিরিয়ায় যাহা কম হয় ফিলিস্তিনে উহা বেশী হয়। এই সিরিয়া দেশই হাশরের ময়দানে পরিণত হইবে এবং এইখানেই দাজ্জালকে হত্যা করা হইবে। এবং হযরত ঈসা (আ) ও এখানেই অবতরণ করিবেন।

কা'ব আহ্‌বার (রা) বলেন اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ এর মধ্যে যেই ভূখণ্ডের প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে তাহা হইল হারান। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত লূত (আ) শ্যাম (সিরিয়া) দেশের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথে তাঁহাদের সহিত হারান-এর রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি স্বীয় ধর্ম অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহাকে এই শর্তে বিবাহ করিলেন যে, তিনিও তাঁহার সহিত হিজরত করিয়া যাইবেন। হারান-এর এই রাজকুমারীই হইলেন হযরত সারাহ্ (র)। ইব্‌ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা গারীব। যেই রিওয়ায়েতটি মাশহুর তাহা হইল হযরত সারাহ্ (র) ছিলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর চাচাত বোন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত তিনিও হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হিজরত করিয়া পবিত্র মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। যেমন এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا .

মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্মাণ করা হয় উহা পবিত্র মক্কায় অবস্থিত। উহা বরকতময় এবং সারা বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াতদানকারী। উহার মধ্যে বহু নিদর্শন রহিয়াছে। বিশেষত মাকামে ইব্‌রাহীমও রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। (সূরা আলে ইম্‌রান ঃ ৯৬-৯৭)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আমি ইব্‌রাহীম (আ)-কে পুত্র হিসাবে ইসহাককে দান করিয়াছি এবং পৌত্র হিসাবে ইয়াকূবকে দান করিয়াছি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ ও হাকাম ইব্‌ন উরায়নাহ (র) বলেন, نَافِلَةً অর্থ পৌত্র। অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ

আমি সারাহ (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দান করিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকূব (আ)-এর সুসংবাদ দান করিলাম। (সূরা হূদ ঃ ৭১)

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ বলিয়া এক সন্তানের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পুত্র হযরত ইসহাকের সহিত পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সুসংসবাদও দান করিলেন। وَكُلًّا جَعَلْنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ আল্লাহ্ বলেন, আমি

ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উভয়কেই সৎ ও নেক্‌কার করিয়াছিলাম। وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا এবং আমি তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়াছিলাম। তাঁহারা অন্য লোকের নেতৃত্ব দান করিতেন এবং আমার নির্দেশ অনুসারে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিতেন।

وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ

আর তাহাদের নিকট আমি সৎকর্ম করিবার, সালাত কায়েম করিবারও যাকাত আদায় করিবার জন্য ওহীযোগে নির্দেশ দান করিয়াছিলাম। আয়াতে 'খাস' এর আত্‌ফ হইয়াছে 'আম'-এর উপর। وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدُوْنَ আর তাহারা আমার ইবাদতকারী ও হুকুম পালনকারী বান্দা ছিলেন। এবং এই ইবাদতের জন্য অন্য মানুষকে তাঁহারা হুকুম করিতেন। وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا আর লূত (আ)-কে আমি হিক্‌মত ও ইল্‌ম দান করিয়াছিলাম। লূত ইব্‌ন হারুন ইব্‌ন আযার হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত তিনি হিজরতও করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهٰجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ

হযরত লূত (আ) ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে হিজরত করিব। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৬)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ইল্‌ম ও হিক্‌মত দান করিলেন। এবং তাঁহাকেও নবী করিলেন এবং সাদ্দূম ও উহার পর্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের জনবসতীতে তাঁহাকে নবী নিযুক্তি করিয়া প্রেরণ করিলেন। তাহারা হযরত লূত (আ)-এর বিরোধিতা করিল, তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। তাহাদের ধ্বংসের কাহিনী পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ وَاَدْخَلْنٰهُ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

আর লূত (আ)-কে আমি সেই জনপদ হইতে উদ্ধার করিলাম যাহারা অশ্লীল কর্ম করিত, বস্তুত তাহারা ছিল বড়ই খারাপ ও পাপী সম্প্রদায়। এবং তাহাকে আমি আমার রহমতে দাখিল করিলাম, তিনি ছিলেন সৎলোকের অন্তর্ভুক্ত।

(٧٦) وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

(٧٧) وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭৬) স্মরণ কর নূহকে, পূর্বে সে যখন আহবান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহবানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিজনবর্গকে মহা-কষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়ছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল। উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এই জন্য উহাদিগের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত নূহ্ (আ)-কে যখন তাহার কাওমের লোকজন মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করলেন তখন আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবুল করলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

হযরত নূহ্ (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, প্রভু! আমি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি, আপনি আমায় সাহায্য করুন। (সূরা কামার ঃ ১০)

আর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .

হে প্রভু! আপনি এই পৃথিবীতে একজন কাফিরকেও অবশিষ্ট রাখিবেন না। যদি আপনি তাহাদিগকে অবশিষ্ট রাখেন তবে আপনার বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহারা কেবল কাফির ও নাফরমান সন্তানই জন্ম দিবে। (সূরা নূহ্ ঃ ২৬) হযরত নূহ্ (আ) এই দু'আ করিলে আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবূল করিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ

হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পূর্বে হযরত নূহ (আ) যখন দু'আ করিলেন তখন আমি উহা কবূল করিলাম। এবং তাঁহাকে ও তাঁহার প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমি মুক্তি দান করিলাম।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ .

যাহার সম্বন্ধে পূর্বেই শাস্তি প্রদান করা স্থির হইয়াছে তাহাকে ব্যতিত আপনার পরিবারবর্গকে নৌকায় উঠান এবং অন্যান্য মু'মিনগণকেও এবং তাঁহার প্রতি অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। (সূরা মু'মিনুন ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَلْكَرْبِ الْعَظِيْمِ - مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ অর্থ-মহাসংকট। হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসরকাল তাঁহার কাওমকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা অল্প কিছু লোকই তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়াছিল। অবশিষ্ট লোক যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, তাঁহাকে নানা প্রকার কষ্ট দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই কষ্ট ও পেরেশানীর কথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ

আর আমি নূহ্‌কে সেই সকল লোক হইতে মুক্তি দান করিয়াছি এবং তাহাদের হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি যাহারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত এবং বস্তুত তাহারা ছিল বড় খারাপ লোক। সুতরাং তাহাদের সকলকেই নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিলাম। এবং নূহ্ (আ)-এর দু'আ অনুযায়ী তাহাদের একজন লোকও দুনিয়ায় অবশিষ্ট রাখা হইল না।

(٧٨) وَدَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ

(٧٩) فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ

(٨٠) وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ

(٨١) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖۤ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ
بٰرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ
(٨٢) وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ
وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৭৮) এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার করিয়াছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে। উহাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিচার। (৭৯) এবং তখন সুলায়মানকে এ বিষয়ে মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে আমি দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলের জন্য নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যেন উহারা দাঊদের সংগে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা। (৮০) আমি তাহাকে তোমাদিগের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদিগের যুদ্ধে তোমাদিগকে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না? (৮১) আর সুলায়মানের জন্য বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। (৮২) এবং শয়তানদিগের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতিত অন্য কাজও করিত, আমি উহাদিগের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতাম।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন ইসহাক (র) মুররাহ (র) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কৃষি ক্ষেতটি ছিল আঙ্গুরের ক্ষেত। আঙ্গুরের লতায় তখন আঙ্গুর ধরিয়াছিল। শুরাইহ্ (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَنْفَشَ অর্থ চরানো। কাতাদাহ (র) বলেন, রাত্রিকালে চরানোকে نَفَش বলা হয়। শুরাইহ্, যুহ্‌রী কাতাদাহ (র) বলেন, দিনের বেলা চরানোকে বলা হয় اَلْهَمَلُ ।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও হারূন ইব্‌ন ইদ্রীস (র)........ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষেতের আঙ্গুরের ছড়াগুলিকে ছাগল নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। হযরত দাঊদ (আ) ইহার মীমাংসা যাহা করিলেন, তাহা হইল আঙ্গুর ক্ষেতের মালিককে

এই ক্ষতির বিনিময়ে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! এই মীমাংসা ব্যতিত ইহার অপর কোন মীমাংসা হইতে পারে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য আর কি মীমাংসা হইতে পারে? হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন আঙ্গুর ক্ষেত ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া হইবে এবং সে উহাতে আঙ্গুর লতা লাগাইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে যাবৎ না পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে এবং ছাগলগুলি ক্ষেতের মালিককে দেওয়া হইবে, সে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে থাকিবে যাবৎ না ক্ষেত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ক্ষেত যখন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তখন ক্ষেতের মালিক ছাগলের মালিককে ছাগল ফিরাইয়া দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ এর মাধ্যমে হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই মীমাংসার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ্ (র)......... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত দাঊদ (আ) ক্ষেতের মালিককে ছাগলগুলি দিয়া দেওয়ার ফায়সালা করিলেন। অতঃপর ছাগলের মালিক শুধু তাহাদের কুকুরগুলি সংগে লইয়া ফিরিল। পথে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কি মীমাংসা করা হইয়াছে? তাহারা কৃত মীমাংসার কথা উল্লেখ করিল। তখন তিনি বলিলেন, যদি আমি তোমাদের মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করিতাম তবে ভিন্ন ফয়সালা করিতাম। হযরত দাঊদ (আ)-কে এই বিষয়ে অবগত করান হইলে, তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি এই সমস্যার কি বিচার করিতে? তিনি বলিলেন, আমার মীমাংসা হইল মালিককে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে এবং সে উহার বাচ্চাও দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইবে এবং ক্ষেত ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া, সে উহাতে ছারা লাগাইয়া উহার তত্ত্বাবধান করিতে থাকিবে। যখন ক্ষেত পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন ক্ষেতের মালিক তাহার ক্ষেত ফিরাইয়া লইবে এবং ছাগলগুলিও তাহার মালিককে ফিরাইয়া দিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, যেই ক্ষেতে রাত্রিকালে ছাগল ঢুকিয়াছিল উহা ছিল আঙ্গুর ক্ষেত। ছাগলগুলি ক্ষেতটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়াছিল। আঙ্গুর গাছে লতা-পাতা ও আঙ্গুর ছড়া সব কিছুই খাইয়া শেষ করিয়াছিল। অতঃপর ক্ষেতের মালিকরা হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হইলে তিনি ছাগলগুলি তাহাদিগকে দিয়া দিলেন। এই বিচার শ্রবণ করিয়া হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, বিচারটি এইরূপ হইবে। ক্ষেতের মালিককে ছাগলগুলি দেওয়া হইবে, তাহারা উপর দুধ পান করিবে এবং অন্যান্য উপায়ে উহা দ্বারা উপকৃত

হইবে। এবং আঙ্গুর ক্ষেতটি ছাগলের মালিকের দায়িত্বে দেওয়া হইবে সে উহার তত্ত্বাবধান করিয়া পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিবে। অতঃপর ক্ষেতের মালিক ছাগলের মালিককে ছাগল ফিরাইয়া দিবে এবং ছাগলের মালিক ক্ষেতটি তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। শুরাইহ, মুররাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন আবূ যিয়াদ (র)........ আমের (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কাযী শুরাইহ (র)-এর নিকট আসিল। তাহাদের একজন অপরজনের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিল, এই লোকটির ছাগলগুলি আমার কাপড় বুনার সূতা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। শুরাইহ (র) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রিকালে না দিনের বেলা? যদি দিনের বেলায় ছিড়িয়া থাকে তবে ইহার কোন ক্ষতিপূরণ তাহার দিতে হইবে না। আর যদি রাত্রিকালে ছিড়িয়া থাকে তবে ইহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ পাঠ করিলেন।

কাযী শুরাইহ (র) যেই ফায়সালা করিলেন, ইহা ইমাম আহ্মাদ, আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তাহারা........ লাইস ইব্ন সা'দ, হারাম ইব্ন মুহায়াসাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত রাবা ইব্ন অযিব (রা)-এর উষ্ট্রি একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগানের গাছ নষ্ট করিয়া দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই ফয়সালা করিলেন, উহা হইল, দিনের বেলা বাগানের মালিকের দায়িত্ব হইবে বাগানের হিফাযত ও সংরক্ষণ করা। এবং রাত্রিকালে গৃহপালিত পশু যেই ক্ষতি করিবে পশুর মালিক সেই ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে। হাদীসটিকে মু'আল্লাল বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। 'কিতাবুল আহকাম' নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا

আমি ঐ মীমাংসার জ্ঞান দাউদ ও সুলায়মানকে দান করিয়াছিলাম। উভয়কেই আমি হিক্‌ম ও ইল্‌ম দান করিয়াছিলাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র)... ... ... হুমাইদা (র) হইতে বর্ণিত যে, ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়াহ (র) তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাসান বাসরী (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ সাঈদ! আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, বিচারক যদি ইজতিহাদ করিয়া ভুল করে তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, যদি সে প্রবৃত্তির দ্বারা প্রতারিত হয় তবে সেও জাহান্নামী। অবশ্য যেই বিচারক ইজতিহাদ করিয়া

সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিবে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। তখন হাসান বাসরী (র) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ), সুলায়মান (আ) ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন উহা এই বর্ণনার বিপরিত।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِ شُهِدِيْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর বিচারের তো প্রশংসা করিয়াছেন কিন্তু হযরত দাউদ (আ)-এর বিচার ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে তিরষ্কার করেন নাই। অতঃপর হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকগণকে তিনটি নির্দেশ দান করিয়াছেন, ১. একটি হইল তাহারা যেন শরীয়াতের কোন হুকুমকে পার্থিব স্বার্থে পরিবর্তন না করেন। ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ না করেন। ৩. আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য কাহাকেও যেন ভয় না করেন।

অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

يَا دَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ .

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি করিয়াছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে হক্ ও সঠিক ফয়সালা করিবে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবেনা। তাহা হইলে উহা তোমাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে গুমরাহ করিয়া দিবে (সূরা সোয়াদ ঃ ২৬)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِىْ

মানুষকে তোমরা ভয় করিও না। কেবল আমাকেই তোমরা ভয় করিবে (সূরা মায়িদাহ ঃ ৪৪)।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً তোমরা দুনিয়ার হীন স্বার্থে আমার আয়াত ও নির্দেশসমূহ পরিবর্তন করিও না। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৪৪)

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ইহা সর্বসম্মত যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) নিষ্পাপ এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহারা সাহায্যপ্রাপ্ত। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিস সালাম ব্যতিত অন্যান্য লোক সম্পর্কে বুখারী শরীফে হযরত আমর ইব্‌ন আ'স (রা) হইত বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر

বিচারক ও হাকিম ইজতিহাদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিলে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াব পাইবেন এবং ভুল করিলে এক গুণ সাওয়াব লাভ করিবেন। উদ্ধৃত হাদীস দ্বারা ইয়াস ইব্ন মু'আবিয়াহ (র)-এর ধারণা যে, বিচারক ইজতিহাদ করিতে ভুল করিলে সে জাহান্নামে যাইবে ইহা ভুল প্রমাণিত হইল।

সুনান গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত, বিচারক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. এক শ্রেণীর বিচারক বেহেশতবাসী এবং দুই শ্রেণীর বিচারক দোযখী। প্রথম শ্রেণীর বিচারক হইল তারা, যারা সত্য জানিয়া তদানুযায়ী বিচার করে। এই শ্রেণীর বিচারক বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিচারক হইল, তারা যারা সত্যকে না জানিয়া না বুঝিয়া বিচার করে। সে দোযখে প্রবেশ করে। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর বিচারক যারা সত্যকে জানিয়া উহার বিপরীত বিচার করে। তারাও দোযখে প্রবেশ করিবে।

পবিত্র কুরআনে যেই ঘটনাটি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, মুসনাদে ইমাম আহ্মাদ অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আলী ইব্ন হাফস (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একদা দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের দুইটি শিশুও ছিল। এমন সময় একটি বাঘ আসিয়া তাহাদের একটি শিশুকে লইয়া গেল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিল, তোমার বাচ্চা বাঘে লইয়া গিয়াছে। মীমাংসার জন্য উভয়ই হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট গেল। হযরত দাঊদ (আ) তাহাদের মধ্যে যে বড় তাহাকে অবশিষ্ট শিশুটি দিয়া দিলেন। ফয়সালা শুনিয়া হযরত সুলায়মান (আ) তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, একটি ছুরি আন, শিশুটিকে দুই খণ্ড করিয়া তোমাদের মধ্যে আমি ভাগ করিয়া দেই। ইহা শুনিয়া ছোট স্ত্রী লোকটি বলিল, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিবেন না। শিশুটি তাহাকে দিয়াদিন, হযরত সুলায়মান (আ) বুঝিলেন। শিশুটি প্রকৃতপক্ষে এই স্ত্রী লোকটিরই। অতএব তিনি তাহাকেই দিয়া দিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে এই ঘটনার উপর এইরূপ শিরোনাম ধার্য করিয়াছেন, باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق "সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিচারক স্বীয় ফয়সালার বিপরীত কথা বলিতে পারে।"

হাফিয আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির (র) হযরত সুলায়মান (আ) সম্পর্কে অনুরূপ অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাসান ইব্ন সুফিয়ান (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উহার সার সংক্ষিপ্ত হইল, বনী ইস্রাঈলের একজন পরমা সুন্দরী মহিলার

প্রতি চারজন বিত্তবান লোক আসক্ত হইয়া পড়িল। তাহারা তাহার সহিত অপকর্ম করিবার প্রত্যাশায় সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াও ব্যর্থ হইল। মহিলা কোনক্রমেই তাহাদের আশা পূর্ণ করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, এই মহিলাটি তাহার কুকুরের সহিত ব্যাভিচার করে, সে তাহার কুকুরকে এই অপকর্মের অভ্যস্ত করাইয়াছে। ঘটনাটি শ্রবণ করিয়া হযরত দাঊদ (আ) তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। ঐদিন বিকালেই হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার সমবয়স্ক যুবক ছেলেদের সহিত বসিয়া বিচারকের আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চারজন যুবক উল্লেখিত ঘটনার অনুরূপ একটি মুকদ্দমা তাঁহার নিকট পেশ করিল। হযরত সুলায়মান (আ) প্রত্যেককে পৃথক করিয়া দিলেন এবং একজনকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুকুরটির কি রং ছিল? সে বলিল, কালো। হযরত সুলায়মান (আ) তাহাকে পৃথক করিয়া দিলেন। অতঃপর অপর একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুকুরটি রং কি ছিল? সে বলিল, লাল। তৃতীয়জনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, বাদামী, এবং চতুর্থজন বলিল, কুকুরটি সাদা ছিল। হযরত সুলায়মান (আ) সকলকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত দাঊদ (আ) যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই বিচার সম্পর্কে অবগত হইলেন তৎক্ষণাৎই তিনি এই চার ব্যক্তিকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, যাহারা মহিলাটির প্রতি এই অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। তাহারা উপস্থিত হইলে তিনি পৃথক করিয়া প্রত্যেকের নিকট কুকুরের রং কি ছিল জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রং বলিল। তখন হযরত দাঊদ (আ) তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ

আর পর্বত সমূহকে দাঊদ (আ)-এর অনুসারী করিয়া দিয়াছিলাম। উহারা তাহার সহিত আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিত এবং পক্ষীসমূহও। হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত সুমধুর। তিনি যখন যাবূর গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন আকাশের উড়ন্ত পাখিসমূহও থামিয়া যাইত এবং আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিত। অনুরূপভাবে পর্বতসমূহ হযরত দাঊদের সুমধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত তাসবীহ্ পাঠ করিতে লাগিত।

একদা হযরত নবী করীম (সা) রাত্রিকালে হযরত আবূ মুসা আশ'আরী (রা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুনিলেন। তিনি তাঁহার তিলাওয়াত শ্রবণের জন্য থামিয়া গেলেন। এবং বলিলেন ঃ

لقد اوتى هذا مزمار من مزامير ال داؤد

এই ব্যক্তিকে হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ দান করা হইয়াছে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) যখন জানিতে পরিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার তিলাওয়াত শুনিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! যদি আমি জানিতে পরিতাম যে, আপনি আমার তিলাওয়াত শুনিতেছেন তবে আমি আরো সুন্দর করিয়া পাঠ করিতাম। আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কোন উত্তম হইতে উত্তমতর বাদ্যেও হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিক মধুর শব্দ শুনি নাই। ইহা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার কণ্ঠস্বরকে হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের একাংশ বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা হযরত দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর যে কত মধুর ছিল উহার কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ

আমি দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ারীর কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম যেন উহা তোমাদিগকে যুদ্ধের ক্ষতি হইতে সংরক্ষণ করিতে পারে। হযরত দাঊদ (আ)-এর পূর্বেও অবশ্য বর্ম তৈয়ার করা হইত। কিন্তু উহা গোলাকার হইত না তক্তার মত হইত কিন্তু কড়া দিয়া বর্ম হযরত দাঊদ (আ)-এর যুগেই প্রথম তৈয়ার করা হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَلَنَّالَهُ الْحَدِيدَ اَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ

আর আমি দাঊদ (আ)-এর জন্য লোহা নরম করিয়া দিয়াছি এবং এই নির্দেশ দিয়াছি যে, তুমি পরিমাণমত কড়া দিয়া বর্ম তৈয়ার করিবে। যেন গাঢ় রং বড় না হয় (সূরা সাবা ঃ ১০)। لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ বর্ম তৈয়ার করিবার শিক্ষা এই জন্য দিয়াছি যেন উহা তোমাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংরক্ষণ করিতে পারে। فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ তোমাদের সংরক্ষণের জন্য দাঊদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া তোমাদের প্রতি যেই অনুগ্রহ করা হইল উহার তোমরা শোকর করিবে কি?

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً

আর সুলায়মান (আ)-এর জন্য ঝঞ্ঝা বায়ু অধিনস্থ করিয়া দিয়াছিলাম।

تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِى بٰرَكْنَا فِيْهَا

যাহা তাহার নির্দেশে বরকতময় ভূখণ্ড (শাম-সিরিয়া) দেশে প্রবাহিত হইত।

وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ আর অমি তো প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। হযরত সুলায়মান (আ) একটি কাঠের খাটিয়ায় স্বীয় প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু যেমন

ঘোড়া, উট, তাবু ও সেনাবাহিনী লইয়া বসিয়া যাইতেন, এবং তিনি বায়ুকে বহন করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হুকুম দিতেন। পাখীর ঝাক তাঁহার মাথার উপর আসিয়া ছায়া দিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ

আমি সুলায়মান (আ)-এর জন্য বায়ুকে অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। উহা তাহার নির্দেশে অতি আরামেই তাহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিত (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩৬)।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

غُدُوُّهَا شَهْرٌ رَوَاحُهَا شَهْرًا সকালে বিকালে এক এক মাসের পথ অতিক্রম করিত (সূরা সারা ঃ ১৬)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত সুলায়মান (আ)-এর খাটে ছয় লক্ষ চেয়ার রাখা হইত। তাঁহার নিকটবর্তী সারিতে মু'মিন মানুষ বসিত, উহার পর মু'মিন জিন্ বসিত। অতঃপর তিনি পাখীসমূহকে ছায়া ছায়াদানের জন্য হুকুম দিতেন এবং তিনি বায়ুকে খাট বহন করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। বায়ু তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বায়ুকে হুকুম করিলে উহা মস্তবড় ঢেড় হইয়া যাইতে যেন উহা একটি বিরাট পাহাড়। অতঃপর তিনি সর্বোচ্চ স্থানে বিছানা বিছাইবার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া হাযির করা হইত। তিনি উহাতে আরোহণ করিয়া সেই উচ্চ স্থানে অবতরণ করিতেন। ইহার পর তিনি বায়ুকে বহন করিবার নির্দেশ দিতেন। বায়ু তাঁহাকে বহন করিয়া আসমানের নীচে সকল উচ্চস্থানে লইয়া যাইত। এই সময় তিনি আল্লাহ্র প্রতি সম্মানার্থে মাথা নীচু করিয়া রাখিতেন। এবং ডান-বাম কোনদিকেই দৃষ্টিপাত করিতেন না। অবশেযে বায়ু তাঁহাকে তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ আর জিন্দের মধ্য হইতেও অনেক জিন্কে তাঁহার অধিনস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। যাহারা তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে ডুব দিত এবং উহা হইতে মুক্তা আহরণ করিত। وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ এবং ইহা ব্যতিত অরো অনেক কাজ করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ الشَّيَاطِيْنِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ

জিনদের মধ্য হইত কিছু এমন জিনকে আমি সুলায়মান (আ)-এর বাধ্য করিয়া দিয়াছিলাম যাহারা রাজমিস্ত্রী ও ডুবুরী ছিল এবং আরো কিছু জিন্ও ছিল যাহারা জিঞ্জিরে

আবদ্ধ ছিল (সূরা সাদ ঃ ৩৮)। وكنا له حافظين এবং সুলায়মান (আ)-কে জিন্‌দের দুষ্টামী হইতে হিফাযত করিতাম। উহাদের কেহই তাঁহার নিকটে যাইবার দুঃসাহস করিত না। সুলায়মান (আ) যেমন ইচ্ছা তেমনিভাবে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব চালাইতেন। ইচ্ছা হইলেই আটকাইয়া রাখিতেন আর ইচ্ছা হইলে ছাড়িয়া দিতেন।

(٨٣) وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

(٨٤) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৩) এবং স্মরণ কর আইউবের কথা যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, আমি দুঃখকষ্টে পড়িয়াছি, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৪) তখন আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম। তাঁহার দুঃখকষ্ট দূরীভূত করিয়া দিলাম। তাঁহাকে তাহার পরিবার পরিজন ফিরাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদিগের সঙ্গে তাহাদিগের মত আরো দিয়াছিলাম, আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

তাফসীর ঃ হযরত আইউব (আ)-এর জীবন ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততির উপর যেই বিপদের সয়লাব নামিয়া আসিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আইউব (আ) অসংখ্য গবাদিপশু বহু ক্ষেত খামার ধন-সম্পদ ও সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ীর মালিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই সব কিছুর উপর বিপদের কালো মেঘ নামিয়া আসিল এবং কিছুই অবশিষ্ট থাকিলনা। অতঃপর তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। কেবল তাঁহার কালব ও জিহ্বা রোগ মুক্ত থাকিল। এবং ইহার সাহায্যে তিনি আল্লাহ্‌র যিকির করিতে পারিতেন। এমন কি পার্শ্ববর্তী লোকজন তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। এবং শহরের এক কোণে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিয়রে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী ব্যতিত আর কেহই থাকিল না। তিনি তাঁহার সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে এতই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন যে, অবশেষে জীবন ধারনের জন্য তিনি অন্যের কাজ করিতে বাধ্য হইলেন।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل

সর্বাপেক্ষা কঠিন বিপদে আম্বিয়ায়ে কিরামই পতিত হন, অতঃপর আল্লাহ্র অন্যান্য নেক্কার বান্দাগণ এবং ইহার পর যাঁহারা তাঁহাদের সামঞ্জস্য, অতঃপর যাহারা সামঞ্জস্য হয় তাহারাও বিপদগ্রস্ত হন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

يبتلى الرجل على قدر دينه فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه

প্রত্যেক ব্যক্তির দীনদারী অনুসারে তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদি তাহার দীন মযবুত হয়, তবে তাঁহার পরীক্ষাও অধিক হয়। হযরত আইউব (আ) অতিশয় ধৈর্যশীল ছিলেন। ধৈর্যের এই ব্যাপারে তাঁহাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

ইয়াযীদ ইব্ন মাইসারাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-কে যখন তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি ধ্বংস করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তখন তিনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যিকিরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি আল্লাহ্র দরবারে বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন এবং সন্তান সন্ততিও দান করিয়াছিলেন, তখন আমার অন্তর ঐ সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। এখন আপনি আমার সকল বস্তু ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন, অতএব আমার অন্তর সকল বস্তুর আকর্ষণ হইতে শূণ্য। আপনার ও আমার মাঝে এখন আর কোন বস্তুর প্রতিবন্ধকতা নাই। আমার সহিত আপনি যেই ব্যবহার করিয়াছেন যদি আমার শত্রু ইব্লীস উহা জানিতে পারে তবে সে আমার প্রতি হিংসা করিবে। পরিশেষে তাঁহার এই কথায়ও এই প্রশংসায় ইবলীস জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিল। হযরত আইউব (আ) আরো বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি ইহা ভালই জানেন যে, তখন আমার কোন যুলুমের কারণে কেহ আমার দ্বারে কোন অভিযোগ লইয়া আসে নাই। রাত্রিকালে আমার জন্য নরম বিছানা বিছানো হইলে আমার নাফ্সকে লক্ষ্য করিয়া বলিতাম, তোমাকে তো এই নরম বিছানায় আরাম করিবার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। আপনি জানেন যে, ইহা শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই করিয়াছিলাম। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বেহ (র) হইতে এই বিষয়ে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীর (র) ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রিওয়ায়েতটি বড়ই গারীব। দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি উহা ত্যাগ করিয়াছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আইউব (আ) দীর্ঘকাল যাবদ বিপদগ্রস্ত ছিলেন। হাসান ও কাতাদাহ্ (র) বলেন, সাত বৎসর এক মাস তিনি এই বিপদে আক্রান্ত ছিলেন। বনী ইস্রাঈলের একটি এমন স্থানে তিনি পড়িয়া ছিলেন, যেখানে তাহারা ময়লা নিক্ষেপ করিত। তাঁহার শরীরে পোকা পড়িয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বিপদ মুক্ত করিলেন। তাঁহাকে উত্তম বিনিময় দান করিলেন। এবং তাঁহার ধৈর্যের কারণে

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিলেন। ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বেহ্ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ) পূর্ণ তিন বৎসর যাবত বিপদগ্রস্থ ছিলেন, কমও নহে বেশীও নহে।

সুদ্দী (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর শরীর হইতে গোশ্ত ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শরীরে রগ ও হাড্ডি ব্যতিত আর কিছুই ছিলনা। হযরত আইউব (আ) ছাইয়ের মধ্যে পড়িয়া থাকিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সেবাযত্ন করিতেন। একদা তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! যদি আপনি আপনার প্রতিপালকের দরবারে এই বিপদ দূরীভূত হইবার জন্য দু'আ করিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি সত্তর বৎসর পর্যন্ত সুস্থ জীবন যাপন করিয়াছি। যদি আমি বিপদগ্রস্থ হইয়া সত্তর বৎসর কালও ধৈর্যধারণ করি তবে উহা কম হইবে। হযরত আইউব (আ)-এর এই কথা শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন, এবং জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি মানুষের কাজ করিয়া কিছু খাদ্য সামগ্রী জোগাড় করিয়া হযরত আইউব (আ)-কে আহার করাইতেন। একবার ইব্লীস হযরত আইউব (আ)-এর দুইজন ফিলিস্তিনী বন্ধুর নিকট গিয়া বলিল, তোমাদের ভাই আইউব (আ) বড়ই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর এবং তোমরা কিছু মদও সংগে লইয়া যাও। যদি তিনি উহা হইতে কিছু পান করেন তবে সুস্থ হইয়া যাইবেন। ইব্লীসের এই কথামত তাহারা কিছু মদ সংগে লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল। হযরত আইউব (আ) তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা নিজেদের পরিচয় দান করিলে, তিনি তাহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, আমার এই বিপদকালের বন্ধুদের আমি স্বাগত জানাইতেছি। অতঃপর তাহারা বলিল, হে আইউব! সম্ভবত আপনি যাহা গোপন করিতেন প্রকাশ্যে ইহার বিপরীত করিতেন। এই কারণেই আল্লাহ্ আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন। তখন তিনি আসমানের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ ভালই জানেন যে, আমি প্রকাশ্যে যাহা করিয়াছি, গোপনে উহার বিপরীত করি নাই। কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে এই কারণেই বিপদগ্রস্ত করিয়াছে, যে এই বিপদে আমি ধৈর্যধারণ করিব না অধৈর্য হইয়া পড়ি উহা তিনি দেখিতে চাহেন। তখন তাহারা বলিল, আইউব! আপনি আমাদের এই মদ থেকে কিছু পান করুন। যদি ইহা হইতে কিছু পান করেন তবে আপনি সুস্থ হইয়া যাইবেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বড়ই রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তোমাদের নিকট ইব্লীস খবীস্ আসিয়াছিল এবং সে-ই তোমাদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছে। তোমাদের সহিত কথা বলা এবং তোমদের খাদ্যও পানীয় পানাহার করা আমার পক্ষে হারাম। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল। এবার হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী মানুষের কাজ করিবার জন্য বাহিরে গেলেন এবং এক বাড়িতে গিয়া তাহাদের জন্য রুটি

বানাইলেন। গৃহকর্তার একটি ছোট ছেলে ছিল। শিশুটি ঘুমন্ত ছিল, তাহারা শিশুটির অংশের রুটি বিনিময় হিসেবে হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রীকে দান করিল। তিনি রুটি লইয়া ফিরিলেন এবং হযরত আইউব (আ)-কে খাওয়ার জন্য দিলেন। তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহা কোথা হইতে আনিয়াছ? উত্তরে তিনি পূর্ণ ঘটনা বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, সম্ভবত শিশুটি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়াছে এবং রুটির জন্য চিৎকার করিতেছে। অতএব তুমি উহা লইয়া ফিরিয়া যাও। হযরত আইউব (আ)-এর রুটিটি লইয়া তাহাদের ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইলে একটি ছাগল তাহাকে শিং দ্বারা আঘাত করিল, অমনি তাহার মুখ হইতে বাহির হইল মন্দ হউক হযরত আইউব (আ)-এর, কেমন ভুল কথা বলিলেন। কিন্তু যখন তিনি উপরে উঠিলেন, তখন তিনি বাস্তবিকই দেখিতে পাইলেন যে, শিশুটি জাগ্রত হইয়া রুটির জন্য চিৎকার করিতেছে। সে অন্য কিছুই লইতে রাযী নহে। তখন তিনি বলিলেন, হযরত আইউব (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। এই বলিয়া রুটিটি তাহাকে দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর ইবলীস পথে তাহার সহিত এক ডাক্তারের আকৃতিতে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আপনার স্বামী দীর্ঘকাল পর্যন্ত রোগাক্রান্ত। তিনি যদি রোগমুক্ত হইতে চান তাকে যেন তিনি অমুক গোত্রের মূর্তির নামে একটি মাছি হত্যা করেন। এইরূপ করিলেই তিনি রোগমুক্ত হইয়া যাইবেন। এবং পথে আপনি তাওবা করিয়া লইবেন। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া এই কথা তাহার নিকট বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তোমার নিকট অবশ্যই ইব্লীস শয়তান আসিয়াছিল। আল্লাহ্র কসম! যদি আমি সুস্থ হই তবে তোমাকে একশত বেত লাগাইব। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী তাঁহার অভ্যাসানুযায়ী কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, কিন্তু রিযিকের সকল দ্বারই রুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যে কোন বাড়ীতে কাজের জন্য গেলেন, তাহারা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। তিনি যখন নিরুপায় হইলেন, এবং হযরত আইউব (আ)-এর ক্ষুধার্ত হইবার আশংকা করিলেন, তখন তিনি উত্তম কিছু খাদ্যের বিনিময় তাহার এক গোছা চুল এক আমীর কন্যার নিকট বিক্রয় করিলেন। অতঃপর তিনি ঐসব খাদ্য লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ফিরিলেন। হযরত আইউব (আ) উহা দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহা কোথা হইতে আনিয়াছি? জবাবে তিনি বলিলেন, আমি মানুষের কাজ করিয়াছি এবং উহার বিনিময় তাহারা দিয়াছে। ইহার পর তিনি আহার করিলেন। পরের দিন তাঁহার স্ত্রী কাজ করার তালাশে বাহির হইলেন, কিন্তু কোন কাজ পাইলেন না। তাই পূর্বের দিনের মত আরেক আরেক গোছা মাথার চুল ঐ মেয়েটির নিকট বিক্রয় করিলেন। তাহার বিনিময় খাদ্য কিনলেন। এবং এইসব খাদ্য লইয়া হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন,

আল্লাহ্র শপথ আমি যাবত নিশ্চিত না হইব তুমি কোথায় হইতে কিরূপে আনিয়াছ তাবৎ খাদ্য খাইব না। অতঃপর তাঁহার স্ত্রী মাথার ওড়না সরাইলেন। যখন তিনি স্ত্রীর মুণ্ডানো মাথা দর্শন করিলেন। তখন তিনি অত্যন্ত পেরেশান হইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

হে আমার প্রতিপালক! আমি রোগাক্রান্ত হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো সর্বাপেক্ষা বড় অনুগ্রহকারী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... নাওফ আল-বাক্কালী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই শয়তান হযরত আইউব (আ)-কে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল 'মাবসূত'। তিনি আরো বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী তাঁহাকে সদা আল্লাহ্র নিকট রোগমুক্তির দু'আ করিবার জন্য পিড়াপিড়ি করিতেন। কিন্তু তিনি দু'আ করিতেন না। অবশেষে একদিন বনী ইস্রাঈলের কিছু লোক তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছিল, তাহারা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিল, কোন গুনাহ্র কারণেই তিনি এইরূপ বিপদে নিঃপতিত হইয়াছেন। এইরূপ মন্তব্য শ্রবণ করিতেই হযরত আইউব (আ) আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন ঃ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

ইব্ন আবু হাতিম (র)............... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর দুই ভাই ছিল। একদিন তাহারা তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিল। কিন্তু দুর্গন্ধে তাহারা তাঁহার নিকট যাইতে পারিল না। দূরে দাঁড়াইয়া তাহারা একজন অপরজনকে বলিল, হযরত আইউব (আ) যদি কোন ভাল কাজ করিত তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে এইরূপ বিপদে ফেলিতেন না। ইহা শ্রবণ করিতেই হযরত আইউব (আ) এতই প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন, যে তিনি কখনও এইরূপ প্রকম্পিত হন নাই। তখনই তিনি আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন "হে আল্লাহ্! যদি আপনি ইহা জানেন যে, কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত আছে, ইহা জানিয়া আমি কখনও তৃপ্তিসহকারে আহার করি নাই তবে আপনি আমার সত্যতা প্রমাণ করুন। তখনই আসমান হইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহারা উভয়ই ইহা শ্রবণ করিল। হযরত আইউব (আ) আবার দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! যদি আপনি জানেন যে কোন ব্যক্তি উলঙ্গ আছে ইহা জানিয়া আমি কখনও একাধিক কাপড় ব্যবহার করি নাই, তবে আপনি আমার সত্যতা ঘোষণা করুন। অতঃপর আসমান হইতে তাহার সত্যতা ঘোষণা করা হইল। এই ঘোষণা তাহার দুই ভাইও শুনিতে পাইল। অতঃপর হযরত আইউব (আ) বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কসম বলিয়া তিনি সিজ্দায় অবনত হইলেন। সিজ্দায় পড়িয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার

ইয্যতের কসম! যাবত না আপনি আমার রোগমুক্ত করিবেন সিজ্দা হইতে আমার মাথা উত্তোলন করিব না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) অপর এক সূত্রে মারফূ পদ্ধদিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ... ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত আইউব (আ) আঠার বৎসর পর্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া থাকেন। সমাজের আপন ও পর সকল লোকই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুই ভাই ছিল যাহারা সকালে বিকালে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। একদিন তাহাদের একজন আরেকজনকে বলিল, তুমি জান কি আসলে হযরত আইউব (আ) এমন কোন গুণাহ করিয়াছেন, যাহা দুনিয়ায় অন্য কোন ব্যক্তি করে নাই। তখন তাহার সংগী জিজ্ঞাসা করিল, সেই গুণাহ কি? লোকটি বলিল, আঠার বৎসর পর্যন্ত তিনি এই রোগাক্রান্ত, আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি কোন অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না। নিশ্চয় কোন বড় ধরণের গুণাহ হইবে। বিকালে যখন দুইজন হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইল তখন লোকটি আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিল না এবং হযরত আইউব (আ)-এর নিকট উহা উল্লেখ করিল। তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিতেছ উহা আমি জানি না, তবে আল্লাহ্ জানেন যে, আমি কোন গুণাহ করি নাই। বরং পথে কোন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিয়া যদি আল্লাহ্র নামে কসম খাইত তবে আমি ঘরে ফিরিয়া তাহাদের পক্ষ হইতে কাফ্ফারা আদায় করিতাম যেন এমন না হয় যে, অন্যায়ভাবে আল্লাহ্র নাম লওয়া হইয়াছে। হযরত আইউব (আ) মলত্যাগ করিবার পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া আসিতেন। কিন্তু একবার তাঁহার স্ত্রী তাহার নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল। তখন আসমান হইতে ঘোষণা করা হইল, হে আইউব! তুমি তোমার পাও দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। পানি বাহির হইয়া আসিবে। উহা দ্বারা তুমি গোসল করিতে পারিবে এবং উহা পান করিতেও পারিবে। তবে হাদীসটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি বড়ই গারীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-কে বেহেশতের পোশাক পরিধান করাইলেন, এবং তিনি এক কোণে গিয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! এই রোগী লোকটি কোথায় গিয়াছে? সম্ভবত কোন কুকুর কিংবা হিংস্র জন্তু তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ এইভাবে তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ এক সময় হযরত আইউব (আ) তাঁহাকে বলিলেন, আমিই তো আইউব। হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহ্র বান্দা, আপনি কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন?

তিনি বলিলেন আপনিও কি আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি ঠাট্টা করি নাই আমিই আইউব। আল্লাহ্ তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন। অত্র সূত্রেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আইউব (আ)-এর নিকট ওহী যোগে বলিলেন, আমি তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিরাইয়া দিলাম বরং উহার দ্বিগুণ তোমাকে দান করিলাম। তুমি এই পানি দ্বারা গোসল কর, ইহা দ্বারাই তুমি রোগ মুক্ত হইবে। আর তোমার সাথী-সংগীদের পক্ষ হইতে কুরবাণী কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ তাহারা আমার নাফরমানী করিয়াছে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ (র)... ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন,

لما عافى الله أيوب امطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله فى ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما تشبع؟ قال يارب ومن يشبع من رحمتك

আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আইউব (আ)-কে রোগমুক্ত করিলেন, তখন তিনি তাহার নিকট স্বর্ণের পঙ্গপাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হযরত আইউব (আ) উহা ধরিয়া ধরিয়া কাপড়ে রাখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ধন-সম্পদে কি তোমার তৃপ্তি হয় না? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার রহমত হইতে কাহার তৃপ্তি হয়? ইহার মুল হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ আর তাহাকে আমি তাহার পরিজন ও উহাদের সহিত আরো অনুরূপ দান করিয়াছি। পূর্বেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আইউব (আ)-এর বিলুপ্ত সকল পরিজনই তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতেও অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত আইউব (আ)-এর স্ত্রীর নাম ছিল রহমত। অবশ্য আয়াত দ্বারা উহা বোঝা বড় কঠিন। তবে যদি কোন আহলে কিতাব হইতে লইয়া থাকেন তবে উহা বিশুদ্ধভাবে গৃহীত হইলেও আমরা উহাকে সত্য কিংবা মিথ্যা কিছুই বলিতে পারি না। ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে তাঁহার নাম 'রাহমাতুল্লাহ্' উল্লেখ করিয়াছেন। আবার তাঁহার নাম লীয়্যা বিনতে মিনাশা ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীমও

কথিত আছে। লীয়্যা বিনতে ইয়াকূব (আ) বলিয়াও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হযরত আইয়ূব (আ)-এর সহিত আলবা সানীয়্যাহ নামক ভূ-খণ্ডে অবস্থান করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত আইউব (আ)-কে বলা হইল, আপনার পরিবার পরিজন সকলেই আপনার সহিত বেহেশ্‌তবাসী। যদি আপনি বলেন, তবে তাহাদের সকলকেই আপনার নিকট আনিয়া দিব। আর যদি আপনি উহা পসন্দ করেন যে, তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে রাখিয়া তাহাদের পরিবর্তে দুনিয়ায় অন্য সন্তান-সন্ততি দান করি তবে তাহাই করিব। অতঃপর তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে রাখা হইল এবং তাঁহাদের অনুরূপ সন্তান দুনিয়ায় দান করা হইল। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (র) আবূ ইমরান জাওনী (র)-এর সূত্রে নাওফ আল বাক্কালী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আইউব (আ)-কে পরকালেও বিনিময় দান করা হইয়াছে এবং দুনিয়ায়ও বিনিময় দান করা হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) ও পূর্ববর্তী আরো অনেক উলামায়ে কিরাম হইত অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا আইউব (আ)-এর সহিত আমি যেই আচরণ করিয়াছি উহা আমার পক্ষ হইতে রহমত হিসাবে করিয়াছি। وَذِكْرَى لِلْعَبِدِيْنَ এবং ইবাদতকারীদের জন্য উহা উপদেশ গ্রহণের বস্তু বানাইয়াছি। যেন কেহ ইহা ধারণা না করে যে, আইউব (আ)-কে যেই বিপদে নিক্ষেপ করিয়াছি উহা তাহাকে অপদস্ত করিবার জন্য করিয়াছি। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নির্ধারিত বিপদসমূহে যেন তাহারা হযরত আইউব (আ)-এর মত ধৈর্যধারণ করে এবং ইহাও যেন অনুধাবণ করে যে, এই ধরণের বিপদে নিক্ষেপ করা আল্লাহ্‌র বড় হিক্‌মত ও রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

(٨٥) وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ

(٨٦) وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৫) এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুল্‌কিফ্‌ল-এর কথা, তাহাদিগের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। (৮৬) এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহ ভাজন করিয়াছিলাম, তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

তাফসীর ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর পুত্র ছিলেন। সূরা 'মারইয়াম'-এর মধ্যে উহার বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। ইদ্‌রীস (আ)-এর আলোচনাও হইয়াছে। তাঁহারা উভয় নবী ছিলেন, ইহা তো উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তবে 'যুলকিফ্‌ল' নবী ছিলেন কি না সে বিষয়ে আয়াতের অগ্র-পশ্চাৎ দ্বারা ইহাই প্রকাশ যে তিনি নবী ছিলেন। নবীদের সহিতই তাঁহাকে উল্লেখ করা

হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি সৎব্যক্তি ছিলেন। ন্যায়নিষ্ঠা শাসক ছিলেন। অবশ্য ইব্ন জরীর (র) এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেন নাই। ইব্ন জুরাইজ, মুজাহিদ (র) হইতে 'যুলকিফ্‌ল' সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি একজন সৎব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গোত্রের যাবতীয় বিষয়ে সঠিক সমাধানের এবং তাহাদের মধ্যে ইনসাফ কায়িম করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'যুলকিফ্‌ল' বলা হয়। ইব্ন নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্নাহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত ইয়াস'আ (আ) যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাঁহার একজন খলীফা ও প্রতিনিধি করিবার ইচ্ছাপোষণ করিলেন যাঁহাকে তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন যে, তিনি কেমন কাজ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লোক একত্রিত করিলেন অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে তাহাকে আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করিব। ১. দিনে রাযা রাখিবে ২. রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া সালাত পড়িবে ২. এবং ক্রোধ করিবে না। হযরত ইয়াসা'আ (আ)-এর এই কথায় কেহ দাঁড়াইল না। দাঁড়াইল এমন এক ব্যক্তি যাহাকে মানুষ নিচু মনে করে। সে দাঁড়াইয়া বলিল, আমিই এই সকল কাজ পালন করিব। হযরত ইয়াসা'আ (আ) বলিলেন, তুমি কি এই সকল কাজ পালন করিবে? সে বলিল, জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা আগামীকল্য বিবেচনা করা হইবে। দ্বিতীয় দিনও তিনি সকলকে একত্রিত করিয়া পূর্বের ন্যায় তিনটি কাজের দায়িত্ব পালনকারীকে খলীফা নিযুক্ত করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। দাঁড়াইল কেবল সেই লোকটি যে প্রথম দিন দাঁড়াইয়াছিল। হযরত ইয়াসা'আ (আ) তাঁহাকে খলীফা নিযুক্ত করিলেন। লোকটি খলীফা নিযুক্ত হইবার পর ইব্‌লীস শয়তান তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য সকল ছোট ছোট শয়তানকে নিযুক্ত করিল। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারিল না। তখন ইব্‌লীস নিজেই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিল। সে একজন বৃদ্ধ লোকের আকৃতি ধারণ করিল। এবং দ্বিপ্রহরের আরাম করিবার সময় আসিয়া খলীফার দ্বারে আঘাত করিল। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি? সে বলিল, আমি একজন বৃদ্ধ মাযলূম-অত্যাচারিত। তিনি উঠিয়া দরজা খুলিলেন, সে তাহার যুলুমের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, আমার ও আমার কাওমের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে, এ বলিয়া তাহার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিল। এমন কি খলীফার আরামের সময়টুকু শেষ হইয়া গেল, অথচ তিনি কেবল রাত্র দিনে এই সময়টুকতেই আরাম করিতেন। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তুমি সন্ধ্যায় আসিবে, তোমার সহিত ইনসাফ করা হইবে। অতঃপর সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যায় তিনি যখন

দরবারে বিচারে আসন গ্রহণ করিলেন, এবং উক্ত মযলূম বৃদ্ধকে খুঁজিতে লাগিলেন, তখন তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু তিনি যখন ঠিক দ্বিপ্রহরে আরাম করিবার জন্য বিছানায় আসিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সে আসিয়া দরজায় আঘাত করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? সে বলিল, আমি বৃদ্ধ মাযলূম। তিনি বলিলেন, আমি যখন বিচারের আসন গ্রহণ করি তখন কি তোমাকে আসিতে বলি নাই? সে বলিল, আমার কাওম বড়ই খবীস লোক, তাহারা যখন দেখিল যে, আপনি তাহাদের বিচার করিবেন, তখন তাহারা বলিল, তোমার হক্ পরিশোধ করিব। কিন্তু বিচারের আসন ত্যাগ করিতেই তাহারা পুনরায় অস্বীকার করিয়া বসিল। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা এখন যাও বিকালে যখন আবার বিচারে বসিবে তখন তুমিও আসিবে। আজও তাহার সহিত কথোপকথনে তাঁহার আরামের সময়টি শেষ হইয়া গেল। বিকালে যখন দরবার অনুষ্ঠিত হইল তখন তিনি ঐ লোকটির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু সে আর আসিল না। তৃতীয় দিন তিনি ক্লান্ত হইয়া নিদ্রায় কাতর হইয়া যখন আরাম করিতে যাইবেন, তখন তিনি প্রহরীকে বলিলেন, দেখ কেহ যেন আজ দরজার কাছেও না আসে। আমি আজ ঘুমে বড়ই কাতর। কিন্তু তাঁহার সেই আরামের মুহূর্তেই লোকটি আসিল। প্রহরী তাহাকে বাধা দিলে সে বলিল, আমি গতকল্য খলীফার নিকট আসিয়াছিলাম এবং আমার সকল অবস্থা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তখন প্রহরী তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে কিছুতেই তাঁহার নিকট যাইতে দিব না। তিনি আমাকে এই নির্দেশই দিয়াছেন যে, কাহাকেও যেন তাঁহার নিকট যাইতে না দেই। কিন্তু লোকটি ঘরের একটি ছিদ্র পথ দিয়া ভিতের প্রবেশ করিল। এবং ভিতর হইতে খলীফার দরজায় আঘাত করিল। তিনি জাগ্রত হইয়া যখন লোকটিতে দেখিতে পাইলেন, তখন প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কি দরজা খুলিতে নিষেধ করি নাই? প্রহরী বলিল, আমার দিক হইতে তো কেহই ঘরে প্রবেশ করে নাই এবং কাহাকেও আপনার নিকট যাইতে দেই নাই। খলীফা দরজার নিকট যাইয়া দেখিল, সত্য সত্যই দরজা বন্ধ রহিয়াছে। অথচ, বৃদ্ধ মাযলুম লোকটি ঘরের মধ্যে তাঁহার সাথে রহিয়াছে। তখন তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন এ কোন মানুষ নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আল্লাহ্র শত্রু ইব্লীস? সে বলিল, হাঁ আপনি আমাকে সর্ব দিক হইতেই অক্ষম করিয়াছেন ফলে আপনাকে রাগান্বিত করিবার জন্যই আমি এই আচরণ করিয়াছি। তখন হইতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে 'যুলকিফ্ল' নামকরণ করেন। কারণ তিনি তাঁহার কাওমের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ মুসলিম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন কাযী তাঁহার মৃত্যুকালে

বলিল, কখনও রাগান্বিত হইবে না। এই শর্তে আমার প্রতিনিধি হইতে কে ইচ্ছুক? তখন এক ব্যক্তি বলিল, আমি। তখন তাঁহাকে 'যুলকিফ্ল' নামকরণ করা হইল। লোকটি সারারাত্র সালাত পড়িত এবং দিনে রোযা রাখিত এবং মানুষের বিচার করিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ লোকটি আরামের জন্য একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সময় ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে একদিন সে নিদ্রা যাইতেছিল এমন সময় তাঁহার নিকট শয়তান আসিল। তাঁহার সাথী-সংগীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার প্রয়োজন কি? লোকটি বলিল, আমি একজন মিস্‌কীন, অন্য এক ব্যক্তির উপর আমার হক্ রহিয়াছে, সে আমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। আমি উহার বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বলিল, তুমি অপেক্ষা কর। তিনি জাগ্রত হইয়া তোমার বিচার করিবেন। এদিকে কাযী গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। অতএব লোকটি তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বকই চিৎকার করিতে লাগিল। কাযীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রয়োজন কি? সে বলিল, আমি একজন মিস্‌কীন। অমুকের উপর আমার হক্ রহিয়াছে। আপনি উহার ন্যায্য বিচার করুন। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, তাহাকে গিয়া বল, সে তোমার হক্ দিয়া দিবে। সে বলিল, সে আমার হক্ দিতে অস্বীকার করিয়াছে। কাযী বলিলেন, তুমি পুনরায় তাহার নিকট যাও। সে চলিয়া গেল। কিন্তু পুনরায় আসিয়া বলিল, আমি তাহার নিকট আপনার নির্দেশ পৌঁছাইয়া আমার হক্ চাহিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করে নাই। আজও তিনি বলিলেন, যাও, তাহার নিকট গিয়া তোমার হক্ প্রার্থনা কর, সে তোমাকে দিয়া দিবে। আজও সে চলিয়া গেল, তৃতীয় দিন আবার সে কাযীর আরামের সময়ই আসিল। তখন কাযীর দরবারীগণ তাহাকে বলিল, যাও, তুমি দৈনিক কাযীর ঘুমের সময় আসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত কর। তাঁহাকে ঘুমাইতেও দাও না। তখন সে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, যেহেতু আমি একজন মিস্‌কীন, এ কারণেই তোমরা আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ, আমি ধনী হইলে আর এইরূপ করিতে না। ইহা শ্রবণ করিয়া কাযী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে বলিল, আপনার নির্দেশ মত আমি তাহার নিকট আমার হক্ প্রার্থনা করিলে সে আমাকে মারিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, চল আমি তোমার সাথে গিয়াই তোমার হক্ আদায় করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া কাযী তাহার হাত ধরিয়া চলিলেন। কিন্তু সে যখন দেখিল, সত্য সত্যই কাযী তাহার সহিত যাইতেছে তখন সে তাহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস, মুহাম্মদ ইব্ন কয়েস, আবূ হুরায়রা আল আকবার (র) এবং আরো অনেক সালফ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... কিনানাহ ইব্ন আখ্নাস (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আশ'আরীকে বলিতে শুনিয়াছি, 'যুলকিফ্ল' নবী ছিলেন না। বরং বনী

ইস্‌রাঈলের মধ্যে একজন বুযর্গ ছিলেন, যিনি দৈনিক একশত রাক'আত নামায পড়ার পড়িতেন। এই বুযর্গের মৃত্যুর পর এই যুলকিফ্‌লই তাঁহার স্থানে একশত রাক'আত নামায দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পরই তাহাকে 'যুলকিফ্‌ল' নামকরণ করা হয়।

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি মুনকাতীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র) একটি গরীব রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একাট হাদীস সাতবারের ও অধিকবার ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, 'যুলকিফ্‌ল' একজন বনী ইস্‌রাঈলী লোক ছিলেন। এমন কোন গুণাহ নাই যাহা সে করে নাই। একবার তাহার নিকট একটি স্ত্রী লোক আসিল, সে তাহাকে ষাট দীনার দান করিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারে করিতে উদ্যত হইল। সে যখন তাহার সহিত ব্যভিচারের জন্য আসন গ্রহণ করিল তখনই স্ত্রী লোকটি প্রকম্পিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখন সে বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমি কি তোমাকে জোর করিয়াছি? সে বলিল না, তবে আমি এই কাজ ইতিপূর্বে কখনও করি নাই। কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই ইহা করিতে বাধ্য হইয়াছি। তখন সে বলিল,. যেই কাজ পূর্বে কখনও কর নাই কেবল প্রয়োজনের তাগিদেই উহা করিবে! এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল এবং তাহাকে বলিল, তুমি দীনারগুলি লইয়া চলিয়া যাও। ইহা তোমারই। আল্লাহ্‌র কসম। 'কিফ্‌ল' আর কখনও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিবে না। সেই রাত্রেই তাঁহার ইন্তিকাল হইল। সকালে তাঁহার দরজায় দেখা গেল 'আল্লাহ্ তা'আলা কিফ্‌ল'কে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন' লেখা রহিয়াছে। এই রিওয়ায়েতে শুধু 'কিফ্‌ল' বর্ণিত হইয়াছে। তবে সিহাহ্ সিত্তাহ গ্রন্থ সমূহে রিওয়ায়েতটি বর্ণিত হয় নাই। সম্ভবত উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত 'কিফ্‌ল' লোকটি 'যুলকিফ্‌ল' ছাড়া অন্য কেহ হইবে।

(٨٧) وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(٨٨) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৭) এবং স্মরণ কর যুননূন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়াছিল এবং মনে করিয়াছিল আমি তাহার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করিব না।

অতঃপর সে অন্ধকার হইতে আহ্বান করিয়াছিল। তুমি ব্যতিত কোন ইলাহ্ নাই তুমি পবিত্র আমি তো সীমালংঘণকারী। (৮৮) তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম দুশ্চিন্তা হইতে এবং এইভাবেই আমি মু'মিনদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ হযরত ইউনুস (আ)-এর ঘটনাটি সূরা সাফ্ফাত সূরা নূন ও এই সূরায় ও উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত ইউনুস (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা মুসেল-এর ভূখণ্ডে 'নিন্ওয়া' নামক জনবসতীতে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নিনওয়ার বাসিন্দাকে আল্লাহ্র প্রতি আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানকে অস্বীকার করিল। হযরত ইউনুস (আ) তাহাদের উপর রাগান্বিত হইয়া তিনদিন পর তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ ধমক দিয়া ঐ জনবসতী ত্যাগ করিলেন। তাহাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যখন তাহারা নিশ্চিত হইল এবং নিশ্চিত জানিল যে, নবী তাহাদের সহিত মিথ্যা বলেন নাই, তখন তাহারা তাহাদের শিশু সন্তান ও জীব-জন্তু লইয়া ময়দানে বাহির হইল। সন্তানদিগকে তাহাদের মায়েদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া দিল। এবং অত্যন্ত কাকুতি-মিনতী করিয়া আল্লাহ্র দরবারে অশ্রু ঝরাইতে লাগিল। অপর দিকে জীব-জন্তুর ভয়ানক চিৎকার ও আর্তনাদ আল্লাহ্র রহমতের দ্বারে আঘাত হানিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সরাইয়া দিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا
فَكَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ .

কোন জনবসতীর উপর শাস্তি নির্ধারিত হইবার পর ঈমান আনিলে, কেহ শাস্তি হইতে মুক্তি পায় নাই। কেবল ইউনুস-এর কাওম ঈমান আনিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাদের উপর হইতে শাস্তি সরাইয়া লইয়াছেন এবং পার্থিব লাঞ্ছণা হইতে তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদিগকে অবকাশ দান করিয়াছেন। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৮)

হযরত ইউনুস (আ) উক্ত জনবসতী হইতে চলিয়া গিয়া কিছু লোকের সহিত নৌকায় আরোহন করিলেন। তুফানের চিহ্ন প্রকাশ পাইল এবং নৌকা ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। অতঃপর তাহারা নৌকা হাল্কা করিবার জন্য লটারীর মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হযরত ইউনুস (আ)-এর নামে লটারী বাহির হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে কেহই তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা পসন্দ করিল না। দ্বিতীয়বার তাহারা লটারী নিক্ষেপ করিল কিন্তু এবারও তাঁহার নামেই লটারী

বাহির হইল। কিন্তু এবারও তাহারা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিল। তৃতীয়বারের লটারীতেও তাঁহার নাম বাহির হইল,

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسَاهَمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ

হযরত ইউনুস (আ)-এর নামেই লটারী বাহির হইল (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৪১)। তখন তিনি স্বীয় কাপড় খুলিয়া নিজেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি মাছ প্রেরণ করিলেন এবং নৌকা হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাথে সাথেই মাছটি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা মাছটিকে জানাইয়া দিলেন, সে যেন ইউনুস (আ)-কে আহার না করে। আর তাঁহার হাড্ডি ও যেন না ভাংগে। ইউনুস (আ) তাহার রিযিক নহে বরং তোমার পেট তাহার জন্য কারাগার স্বরূপ।

وَذَا النُّوْنِ ঃ النون। অর্থ মাছ! যেহেতু মাছটি পেটে হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য কারাগার ছিল এই কারণেই তাহাকে মাছের প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে।

اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا। যাহ্হাক (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) তাঁহার কাওমের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ হযরত ইউনুস (আ) ধারনা করিলেন, মাছের পেট তাহার জন্য আমি সংকীর্ণ করিবনা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্হাক ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতে 'نَّقْدِرَ' এর এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জরীরও এই অর্থ পসন্দ করিয়াছেন। প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা এই আয়াতকে পেশ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتَاهُ اللّٰهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَآ اٰتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا .

যাহার উপর রিযিক সংকীর্ণ করা হয় সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন, উহা হইতে দান করে, কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা দান করিয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত কষ্টদান করেন না। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্রতার পর স্বচ্ছলতা দান করিবেন। (সূরা তালাক ঃ ৭)

আতীয়্যাহ আল-আওফী (র) বলেন, اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ এর অর্থ হইল أَنْ نقضى عليه হযরত ইউনূস (আ) ধারণা করিলেন, আমি তাহার উপর নির্ধারণ করিব না। আরবী ভাষায় قَدَرَ ও قَدَّرَ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কবি বলেন ঃ

فلا عائد ذلك الزمان الذى مضى * تبارکت ما تقدر یکن ذلك الامر

অতিত যুগ পুনরায় ফিরিয়া আসে না। আপনি বড়ই বরকতময়। আপনি যাহাই নির্ধারণ করেন, উহাই সংঘটিত হয়। এখানে نقدر শব্দটি قدر হইতে নির্গত হইয়াছে। অথচ, تقدر এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ এই আয়াতেও قُدِّرَ শব্দটি قَدِرَ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

হযরত ইউনুস (আ)-এর অন্ধকার সমূহের নিমজ্জিত হইয়া আল্লাহ্কে ডাকিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, মাছের পেটের অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে হযরত ইউনূস (আ) নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) আমর ইব্ন মায়মূন, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সালিম ইব্ন আবুজ জা'দ (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে যে অন্ধকার সমূহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল, হযরত ইউনূস (আ) যেই মাছের পেটে আবদ্ধ ছিলেন, উহা ছিল অপর একটি মাছের পেটে। এই দুইটি মাছের পেটের অন্ধকার ও সমুদ্রের অন্ধকার। হযরত ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, মাছটি হযরত ইউনূস (আ)-কে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে চলিয়া গেল। সেখানে তিনি কংকরসমূহকে তাস্বীহ্ পড়িতে শুনিলেন। অমনি তখনই তিনি ঃ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ পড়িয়া আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিলেন।

আওফ আ'রাবী (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ) যখন মাছের পেটে অবস্থান করিলেন, তখন তিনি ধারণা করিলেন, যেন তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বীয় পদযুগল নাড়া দিয়া দেখিলেন যে, উহা হেলিতেছে। তখনই তিনি সিজ্দায় মাথা অবনত করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক স্থানে সিজ্দা করিয়াছি যেখানে কোন মানুষ পৌছিতে সক্ষম হয় নাই। সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (র) বলেন, হযরত ইউনুস (আ)-মাছের পেটে চল্লিশ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। দুইটি রিওয়ায়েতই ইব্ন জরীর (র) কর্তৃক বর্ণিত।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের পেটে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন আল্লাহ্

তা'আলা মাছটিকে হুকুম করিলেন, তুমি তাঁহাকে ধারণ কর, কিন্তু যখম করিবে না এবং তাঁহার হাড্ডিও ভাঙ্গিবে না। মাছটি তখন তাঁহাকে লইয়া সমুদ্রের তলদেশে পৌছিল তখন তিনি অতি ক্ষীণ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, এই শব্দটি কিসের? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী যোগে তাঁহাকে বলিলেন, ইহা সামুদ্রিক প্রাণীর তাস্বীহ্। তখনই হযরত ইউনূস (আ) তাস্বীহ্ পাঠ শুরু করিলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁহার তাস্বীহ্ শুনিয়া বলিল, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা এইস্থানে একটি দুর্বল শব্দ শুনিতে পাইতেছি! আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা হইল আমার বান্দা ইউনুস-এর তাস্বীহ্। তিনি আমার নাফরমানী করিয়াছেন ফলে আমি সমুদ্রের মধ্যে তাঁহাকে মাছে পেটে আবদ্ধ করিয়াছি। তখন তাহারা বলিল, তিনি তো একজন নেক বান্দা, প্রতি দিবানিশি তাঁহার নেক আমল আপনার দরবারে আরোহন করিত। আল্লাহ্ বলিলেন ঃ হাঁ, অতঃপর তাঁহারা আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার জন্য সুপারিশ করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মাছটিকে হুকুম করিলেন এবং মাছটি তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল। হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। বায্যার (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ইউনূস (আ) মাছে পেটে অবস্থান করিয়া اَللّٰهُمَّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

এই দু'আ করিলেন তখন ইহার শব্দ আরশে নিচে শ্রুত হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ফিরিশ্তাগণ বলিল, হে আমাদের রব! এই দুর্বল পরিচিত শব্দ দূর দেশ হইতে শ্রুত হইতেছে। তখন আল্লাহ্ বলিলেন ঃ ইহা যে কাহার শব্দ তাহা কি তোমরা জাননা? তাহারা বলিল, জী না। সে ব্যক্তি কে? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ আমার বান্দা ইউনুস! দিবারাত্রে যাঁহার মকবুল আমল ও মকবুল দু'আ আপনার নিকট আরোহন করিত? তখন তাঁহারা বলিল, হে আমাদের রব! আপনি তাঁহার আমলের কারণে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন না? তিনি বলিলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি মাছটিকে হুকুম করিলেন, সে তাঁহাকে তীরে নিক্ষেপ করিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ

আমি ইউনুস (আ)-এর দু'আ কবুল করিলাম ও মাছের পেট ও অন্ধকার সমূহ হইতে তাহাকে বাহির করিলাম। وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আর অনুরূপভাবে আমি

মু'মিনগণকে বিপদ হইতে মুক্তিদান করিয়া থাকি। অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন বিপদে পতিত হইয়া আমার প্রতি নিবিষ্ট হইয়া দু'আ করে বিশেষত এই দু'আ করে, তখন আমি তাহাদের দু'আ কবূল করি এবং তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম তিনি আমাকে দেখিলেন, কিন্তু আমার সালামের উত্তর করিলেন না। অতঃপর আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, মুসলমানদের উপর কি কোন বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, না তো। তুমি ইহা কেন বলিতেছ? তিনি বলিলেন, বিশেষ কোন কারণে নহে, তবে আমি এখন হযরত উসমান (রা)-এর নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম অথচ, তিনি আমাকে দেখিয়াও উহার জবাব দিলেন না। তখন হযরত উমর (রা) হযরত উসমানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কারণে তোমার ভাই সা'দ-এর সালামের জবাব দিলে না? তিনি বলিলেন, না তো সা'দ আমার নিকট আসিয়াছে আর না এমন হইয়াছে যে, আমি তাঁহার সালামের জবাব দিতে বিরত রহিয়াছি? হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, অবশ্যই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তখন তিনি কসম খাইলেন এবং আমিও কসম! খাইয়া তাঁহার কথা অস্বীকার করিলাম। অতঃপর হযরত উসমান (রা) ঘটনাটি স্মরণ করিলেন এবং বলিলেন, হাঁ এইরূপ ঘটিয়াছে এবং আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও তাওবা করিতেছি। তুমি অবশ্যই আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিয়াছ। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে চিন্তা করিতেছিলাম। আল্লাহ্র কসম, যখন আমি উহা স্মরণ করি তখন কেবল আমার চক্ষুর উপরই আবরণ পড়ে না বরং অন্তরের উপরও আবরণ পড়ে। সা'দ (রা) বলেন, আমিই আপনাকে এই বিষয়ে একটি হাদীস শুনাইতেছি। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম একটি দু'আর কথা উল্লেখ করিলেন, এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে কথায় লিপ্ত করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই স্থান হইতে উঠিলে, আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। আমার আশংকা হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করিবেন। আমি সজোরে মাটিতে আঘাত করিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি আবূ ইসহাক? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! তিনি বলিলেন ঃ কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আপনি কিছু পূর্বে সর্বপ্রথম একটি দু'আর উল্লেখ করিয়াছেন। তখন ঐ গ্রাম্য লোকটি আসিল এবং

আপনাকে কথায় লিপ্ত করিল। কিন্তু দু'আটি যে কি উহা জানিতে পারিলাম না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, হাঁ, সেই দু'আটি হইল হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ যাহা তিনি মাছের পেটে অবস্থানরত অবস্থায় করিয়াছিলেন। তাহা হইল ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

যে কোন মুসলমান যে কোন সমস্যা সমাধানের স্বীয় প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করিবে আল্লাহ্ উহা অবশ্যই কবূল করিবেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ 'আল-ইয়াওম ওয়াল লাইল' গ্রন্থে হাদীসটি ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) তিনি তাঁহার পিতা সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ من دعا بدعاء يونس استجيب له যেই ব্যক্তি হযরত ইউনুস (আ)-এর দু'আ দ্বারা আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিবে উহা কবূল করা হইবে। আবূ সাঈদ (র) ইহার দ্বারা كَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির কথা বুঝাইয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইমরান ইব্ন বাক্কার (র).......... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

إسم الله الذى إذا دُعى به أُجاب وإذا سئل به أُعطى دعوة يونس بن متى

আল্লাহ্র যেই নামের সাহায্যে দু'আ করিলে তিনি কবুল করেন, এবং প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন, তাহা হইল ইউনুস (আ)-এর দু'আ। হযরত সা'দ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি হযরত ইউনুস (আ)-এর জন্য নির্দিষ্ট না অন্যান্য মুসলমানও এ দু'আ করিলে উহা কবূল হয়? তিনি বলিলেন ঃ ইহা তো ইউনুস (আ)-এর জন্য বিশেষভাবে আছেই। অন্যান্য মুসলমানও এই দু'আ করিলে ইহাও কবূল হয়। তুমি কি আল্লাহ্র এই কথা শ্রবণ কর নাই?

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ .

হযরত ইউনুস (আ) অন্ধকার সমূহে নিমজ্জিত তিনি আল্লাহ্কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি ব্যতিত অন্য কোন মা'বূদ নাই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। অবশ্যই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমি তাহার দু'আ কবূল

করিলাম এবং বিপদ হইতে মুক্তিদান করিলাম এবং এইভাবে মু'মিনগণকেও আমি মুক্তিদান করিব। ঈমানসহকারে যখনই কেহ আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিবে আল্লাহ্ উহা কবুল করবেন ইহাই হইল শর্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... ইব্ন মা'বাদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ সাঈদ! আল্লাহ্র 'ইসমে আযম' যাহার সাহায্যে দু'আ করিলে তিনি কবূল করেন এবং উহার সাহায্যে প্রার্থনা করিলে দান করা হয় উহা কি? তিনি বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! তুমি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র এই বাণী পাঠ কর নাই?

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ... وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ

ভাতীজা! ইহাই হইল আল্লাহ্র সেই 'ইসমে আযম'। যাহার সাহায্যে মহান আল্লাহ্কে ডাকা হইলে তিনি কবুল করেন এবং প্রার্থনা করা হইলে তিনি দান করেন।

(٨٩) وَزَكَرِيَّآ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ
(٩٠) فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ اِنَّهُمْ
كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا
لَنَا خٰشِعِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৮৯) এবং স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (৯০) অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম, ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তাঁহার বান্দা হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার দরবারে দু'আ করিলেন, তিনি যেন তাঁহাকে একটি এমন সন্তান দান করেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পরে নবী হইবে। সূরা মারইয়াম ও আল-ইমরানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে পুনরায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ হযরত যাকারিয়া (আ) যখন গোপনে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিলেন, رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সন্তানহীন করিবেন না। এমন যেন না হয় যে, আমার মৃত্যুর পর দায়িত্ব পালনে কোন ওয়ারিস থাকিবে না। وَاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ আর সকল ওয়ারিসের চেয়ে উত্তম তো আপনি। দু'আ কবূলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা সমীচীন, সুতরাং হযরত যাকারিয়া (আ) আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন।

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ

অতঃপর আমি তাহার দু'আ কবূল করিলাম এবং তাঁহাকে ইয়াহ্ইয়া দান করিলাম এবং তাঁহার স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযুক্ত করিয়া দিলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। তাঁহার কোন সন্তান-সন্ততি হইত না। কিন্তু এই দু'আর পর তিনি সন্তান প্রসব করেন।

আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র)........ আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত যাকারিয়া (আ)-এর স্ত্রী বেশী বাড়াবাড়ি কথা বলিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সংশোধন করিয়া দিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও সুদ্দী (র) অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু আয়াতের বাচনভংগী হইতে প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক প্রকাশিত।

اِنَّهُمْ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ঐ সকল মহাপুরুষগণ ব্যস্ত হইয়া ও ত্বরা করিয়াই নেক কাজ করিতেন ও আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করিতেন وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا সাওরী (র) বলেন, আর আমার নিয়ামতের আশায় ও শাস্তির ভয়ে তাঁহারা আমার নিকট দু'আ করিতেন। وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ আর তাঁহারা আমার সম্মুখে বিনয়ী ছিলেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, مُصَدِّقِيْنَ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ আল্লাহ্‌র অবতারিত বিষয়-বস্তুর প্রতি তাহারা বিশ্বাস করিতেন এবং উহা মান্য করিতেন। মুজাহিদ (র) বলেন, مُؤْمِنِيْنَ حَقًّا সঠিকভাবে তাহারা ঈমান আনিতেন। আবূল আলিয়াহ্ (র) বলেন, خَائِفِيْنَ তাঁহারা আমাকে ভয় করিতেন। আবূ সিনাম (র) বলেন, خُشُوْعٌ 'খুশু' বলা হয় সেই খাওফকে যাহা অন্তরের সহিত অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কোনক্রমেই অন্তর হইতে বিদূরিত হয় না। মুজাহিদ (র) হইতে আরো বর্ণিত, خَاشِعِيْنَ অর্থ مُتَوَاضِعِيْنَ

তাঁহারা আমার সম্মুখে বিনয়ী ছিলেন। হাসান, যাহ্হাক ও কাতাদাহ্ (র) বলেন, خَاشِعِيْنَ অর্থ مُتَذَلِّلِيْنَ لِلّٰهِ অত্যন্ত বিনম্র আচরণকারী। উল্লেখিত সব কয়টি ব্যাখ্যাই একটি অপরটির কাছাকাছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাকীম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন একবার হযরত আবূ বকর (রা) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দান কালে বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্কে ভয় করিবে, তাঁহার যথাযথ প্রশংসা করিবে, আশায় ও ভয়ে তাঁহার নিকট দু'আ করিতে এবং বিনয়ী ও কাকুতী মিনতী করিয়া দু'আ করিতে আমি তোমাদিগকে অসিয়্যত করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আরা হযরত যাকারিয়া (আ) ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

اِنَّهُمْ يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوا لَنَا خٰشِعِيْنَ

(٩١) وَالَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৯১) এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বর্ণনা রীতি অনুযায়ী হযরত যাকারিয়া ও তাঁহার পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনার সাথে সাথে হযরত মারইয়াম (আ) ও তাঁহার পুত্র হযরত ঈসা (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে হযরত যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর আলোচনা করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাদের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। উভয় ঘটনাদ্বয়ের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ)-কে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় এমন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দান করিলেন, যিনি যৌবনকালেও সন্তান প্রসবে ব্যর্থ ছিলেন। ইহা যেমন একটি অলৌকিক ব্যাপার ছিল। অনুরূপভাবে কোন পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতিত হযরত মারইয়াম (আ)-এর গর্ভে হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করা আরো একটি অতিশয় বিস্ময়কর ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনাদ্বয়কে আল্লাহ্ একত্রিত করিয়া পবিত্র কুরআনে একাধিক সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন। অত্র সূরায় প্রথম হযরত যাকারিয়া (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর وَالَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا এর মধ্যে হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন সূরা তাহ্রীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا

আর ইমরানের কন্যা মারইয়াম যে তাহার সতীত্বকে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম। (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ১২)

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَجَعَلْنَا وَابْنَهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

এবং আমি তাহাকে ও তাহার পুত্রকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন করিয়াছিলাম। আয়াত ইহাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান তিনি যাহা ইচ্ছা উহা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি 'হইয়া যাও' বলিয়া নির্দেশ করিলেই উহা হইয়া যায়। যেমন অন্যত্র বলেন ঃ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আর যেন তাহাকে আমি মানুষের জন্য নিদর্শন করিতে পারি"। উহাও আলোচ্য আয়াতেরই অনুরূপ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, اَلْعٰلَمِيْنَ দ্বারা মানব ও জিন্ সকল জাতিই বুঝান হইয়াছে।

(٩٢) اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ

(٩٣) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ

(٩٤) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৯২) এই যে তোমাদিগকে জাতি, ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর। (৯৩) কিন্তু মানুষ নিজদিগের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যাবর্তিত হইবে আমার নিকট। (৯৪) সুতরাং যদি কেহ মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহার কর্ম প্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হইবে না এবং আমি তো উহা লিখিয়া রাখি।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন আসলাম (র) اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন "ইহা হইল তোমাদের দীন (ইসলাম) একই দীন।" হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি اِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, سُنَّتُكُمْ سُنَّةٌ وَّاحِدَةٌ তোমাদের সকলের পন্থা একই পন্থা। هٰذِهٖ শব্দটি اِنَّ এর ইস্‌ম আর اُمَّتُكُمْ উহার খবর। অর্থাৎ তোমাদের শরীয়াত যাহা তোমাদেরকে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা ও বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছি। اُمَّةً وَّاحِدَةً হাল হওয়ার কারণে নছর দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা সকলেই এই পন্থাবম্বলে একই। এই জন্য বলেন, وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ আর আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক, অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ... وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ

হে রাসূলগণ! আপনারা উত্তম হালাল খাদ্র-দ্রব্য আহার করুন এবং ভাল কাজ করুন ... ... আমিই আপনাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকেই ভয় করুন (সূরা মু'মিনূন ঃ ৫১-৫২)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد

আমরা নবীদের দল সকলেই পরস্পর পিতার সন্তান এবং আমাদের দীনও এক অভিন্ন। অর্থাৎ সকলেই কেবলমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করি। যদিও শরীয়াতের হুকুম ভিন্নভিন্ন হউক না কেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

তোমাদের সকলের জন্য পৃথকপৃথক শরীয়াতে ও জীবন চলার পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ মানুষ তাহাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়াছে। কেহকেহ তো তাহাদের নবীকে স্বীকার করিয়াছে, আর কেহকেহ অস্বীকার করিয়াছে। كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ কিয়ামত দিবসে আমার নিকট সকলেই প্রত্যাবর্তন করিবে তখন প্রত্যেকেই তাহার মন্দ ও ভাল আমল অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার দান করা হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

যেই ব্যক্তি ভাল কাজ করিবে অথচ, সে ঈমানদারও বটে অর্থাৎ তাহারা অন্তর দিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে মানিয়া লইয়াছে فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

যেই ব্যক্তি উত্তম আমল করিবে তাহার বিনিময় আমি নষ্ট করিব না। (সূরা কাহফ ঃ ৩০) বরং তাহার যত্ন করা হইবে। সুতরাং বিন্দু পরিমাণও তাহার প্রতি যুলুম করা হইবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ

অবশ্যই তাহার সমস্ত আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছে কাজেই উহার কিছুই নষ্ট হইবে না।

(৯৫) وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

(৯৬) حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

(৯৭) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

অনুবাদ ঃ (৯৫) যে জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি তাহার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে যে তাহার অধিবাসীবৃন্দ ফিরিয়া আসিবে না। (৯৬) এমন কি যখন ইয়াজূজ মাজূজকে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং উহারা প্রতি উচ্চভূমি হইতে ছুটিয়া আসিবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত কাল আসন্ন হইলে আকস্মাৎ কাফিরদিগের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে, উহারা বলিবে হায় দুর্ভোগ; আমাদিগের! আমরা ছিলাম এ বিষয়ে উদাসীন না, বরং আমরা সীমালংঘন কারীই ছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَآ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, حَرَامٌ অর্থ وَجَبَ যেই সকল জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের জন্য ইহা নির্ধারিত করা হইয়াছে যে, তাহারা কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আর ফিরিয়া আসিবে না। ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ জা'ফর, কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকেই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক রেওয়ায়েতে আয়াতের এই ব্যাখ্যা বর্ণিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ আর তাওবা করিবে না। কিন্তু প্রথম আয়াতটি অধিক স্পষ্ট।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে ইয়াজূজ ও মাজূজ আদম (আ)-এর বংশধরও বটে। তুর্কীদের পূর্ব পুরুষ হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্র ইয়াফিস-এর সন্তান-সন্ততি। তুর্কীরা তাহাদের একাংশ। 'যুলকারনাইন'এর প্রাচীরে আবদ্ধ লোক হইতে যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহারা তুর্কী এবং আবদ্ধ লোকজন হইল ইয়াজূজ ও মাজূজ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ ·

ইহা হইল আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে রহমত। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত সময় সমাগত হইবে তখন ইহা চূর্ণবিচূর্ণ হইবে। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা মহাসত্য। (সূরা কাহ্ফ ঃ ৯৮-৯৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

এমন কি যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকে উচ্চস্থান হইতে দৌড়াইয়া আসিবে এবং ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিবে। اَلْحَدَبُ বলা হয় উচ্চস্থানকে। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমাহ, আবূ সালিহ্ (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজ যখন বাহির হইবে তখন এইভাবে বাহির হইবে। বর্ণনাভঙ্গী এমন যেন শ্রোতা স্বচক্ষে উহা দেখিতেছে। ولا ينبئك مثل خبير সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ যেমন অবহিত তেমন তো আর কেহ নহে এবং বাস্তব ঘটনার সঠিক সংবাদ অন্য কেহ দিতেও পারেনা। আল্লাহ্ তা'আলাই আসমন-যমীনের যাবতীয় অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। যাহা সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ঘটিবে সব কিছুর জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)....... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযিদ (র) হইত বর্ণনা করিয়াছেন, একবার হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কিছু বালককে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা একজন অপরজনের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, ইয়াজূজ ও মাজূজ ঠিক এমনিভাবে বাহির হইবে। একাধিক হাদীসে ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাবের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহ্‌মাদ (র)........ হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

تفتح يَأْجُوج ومَأجُوج فيخرجون غَلى النَّاس الخ

ইয়াজূজ ও মাজূজকে মুক্ত করা হইবে। অতঃপর তাহারা মানুষের কাছে বাহির হইয়া আসিবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ অতঃপর তাহারা মানুষকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিবে এবং মুসলমানরা তাহাদের শহর ও কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের জীবজন্তুও সাথে লইয়া যাইবে। ইয়াজূজ ও মাজূজ যমীনের পানি পান করিতে থাকিবে এমনকি তাহারা যে কোন নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে। তাহারা উহার পানি পান করিয়া উহা শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। এমন কি পরে যাহারা এই নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহারা উহা দেখিয়া বলিবে, এখানে কোন দিন হয়ত পানি ছিল। অবশেষে শহর কিংবা কিল্লা ব্যতিত অন্যত্র কোন মানুষ থাকিবে না। সকলকে তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। তখন তাহারা বলিবে, যমীনের সকল বাসিন্দা তো আমরা ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি, অবশিষ্ট আছে কেবল আসমানের অধিবাসী। এই বলিয়া তাহাদের একজন একটি বর্শা নাড়িয়া উহা আসমানের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর উহার মাথা রক্ত মিশ্রিত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উহা একটি পরীক্ষা হইবে। হঠাৎ তাহাদের কাঁধে ফোঁড়া বাহির হইয়া আসিবে এবং উহাতে সকলেই একই সাথে মৃত্যুবরণ করিবে। তাহাদের আর কোন সাড়া শব্দ থাকিবে না। এমন সময় মুসলমানরা বলিবে, এমন কি কোন বীর পুরুষ আছে যে, আমাদের সাথে তাহার জীবনকে হাতে রাখিয়া শহরের বাহিরে এই শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিবে? তখন এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে নিজেকে মৃত মনে করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে এবং বাহিরে গিয়া দেখিবে তাহারা সকলেই মৃত। অতঃপর সে ঘোষণা করিবে, মুসলমান ভাইসব! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই শহর ও কিল্লা ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসিবে। তাহাদের জীব-জন্তু বাহিরে আসিয়া

চরিতে থাকিবে। কিন্তু ইয়াজূজ ও মাজূজের মাংস ব্যতিত অন্য কোন খাবার থাকিবে না। জীব-জন্তু তাহাদের মাংস আহার করিয়া খুব হৃষ্টপুষ্ট হইবে। এবং ঘাস ও লতা-পাতার তুলনায় ইয়াজূজ ও মাজূজ গোষ্ঠীর মাংসের অধিকতর কৃজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন ইসহাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় হাদীস

ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম আবুল আব্বাস দামেস্কী (র) ... ... নাওয়াস ইব্ন সাম'আন কিলাবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুলাহ্ (সা) সকাল বেলা দাজ্জালের আলোচনা এমনভাবে করিলেন, যাহাতে আমরা ভাবিলাম যেন দাজ্জাল কোন এক গাছে আড়ালেই রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি দাজ্জাল অপেক্ষা অন্য একটি জিনিসকে অধিক ভয় করি। যদি সে আমার জীবদ্দশায় বাহির হইয়া আসে তবে আমি নিজেকে তাহার মুকাবিলা করিব। আর যদি আমার ইন্তিকালের পর তাহার আবির্ভাব ঘটে তবে তোমাদের প্রত্যেকেই তাহার সহিত মুকাবিলা করিবে। আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় দান করিতেছি। দাজ্জাল যুবক হইবে, তাহার চুল কোকড়া এবং তাহার চক্ষুদ্বয় উত্থিত হইবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্য হইতে বাহির হইবে এবং তাহার ডানে-বামে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা তখন দৃঢ় থাকিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! পৃথিবীতে সে কতদিন অবস্থান করিবে? তিনি বলিলেন, চল্লিশ দিন। কিন্তু একদিন এক বৎসরের মত, আরেক দিন এক মাসের মত এবং আরেক দিন এক সপ্তাহের মত হইবে। অতঃপর অন্যান্য দিনগুলি হইবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনের মতই। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যেই দিনটি এক বৎসরের সমতুল্য হইবে, সেই দিনে কি এক দিন রাতের সালাত যথেষ্ট হইবে? তিনি বলিলেন, না, বরং তোমরা সালাতের জন্য সময় অনুমান করিয়া লইবে। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাজ্জাল কত দ্রুত চলিতে থাকিবে? তিনি বলিলেন, ঐ মেঘমালার ন্যায় যাহা কোন ঝঞ্ঝা বায়ু উড়াইয়া লইয়া যায়। দাজ্জাল একটি গোত্রের নিকট গিয়া তাহাদিগকে নিজের দিকে আহ্বান করিবে তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিবে অতঃপর সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের জন্য হুকুম করিবে আসমান বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। যমীন কৃষি দ্রব্য উৎপন্ন করিবে। তাহাদের জীব-জন্তু পূর্বাপেক্ষা অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়া ও পেট পুরিয়া ফিরিয়া আসিবে। আবার দাজ্জাল এমন এক গোত্রের নিকট দিয়াও অতিক্রম করিবে যাহারা তাহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে। কিন্তু দাজ্জালের চলার সাথে সাথে তাহাদের মান দৌলত সবই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিতে থাকিবে এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধন-সম্পদ শূণ্য হইয়া পড়িবে। দাজ্জাল এক অনাবাদী জায়গা দিয়া অতিক্রম

করিবে সে গিয়া সেই যমীনকে বলিবে, হে যমীন! তুমি তোমার মধ্যে গচ্ছিত ধন ভাণ্ডার বাহির কর। এই নির্দেশের সাথে সাথেই যমীন হইতে ধনরাশি বাহির হইবে এবং উহা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে এমনভাবে ছুটিবে যেমন মৌমাছি তাহার সর্দারের পশ্চাতে ছুটিয়া থাকে। দাজ্জাল চলিতে চলিতে এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তিকে তরবারী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিবে এবং দুইটি খণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিবে। পুনরায় সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে সাথে সাথেই জীবিত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইবে। দাজ্জালের এইরূপ তৎপরতা চলিতে থাকিবে। হঠাৎ এক সময় হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি দামেস্কের পূর্বপ্রান্তে সাদা মিনারার নিকট দুইজন ফিরিশ্‌তার ডানায় ভর দিয়া অবতীর্ণ হইবেন। তিনি দাজ্জালকে ধাওয়া করিবেন এবং পূর্ব দ্বার 'লদ' এর নিকট তাহাকে হত্যা করিবেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে ওহী যোগে জানাইয়া দিবেন আমি আমার এমন বান্দা বাহির করিব যাহাদের মুকাবিলা করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব আপনি তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া তূর পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াজূজ ও মাজূজকে প্রেরণ করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ হযরত ও তাঁহার সাথী সংগীরা আল্লাহ্‌র প্রতি অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে দু'আ করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ঘাড়ে এক প্রকার ফোঁড়া বাহির করিবেন, ফলে তাহারা সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে। হযরত ঈসা (আ) সকল মু'মিনদের সহিত নিচে অবতীর্ণ হইয়া দেখিবেন, ঘর-বাড়ি পথ-ঘাট সকল স্থানে তাহাদের লাশে ভরিয়া আছে এবং চতুর্দিক দুর্গন্ধ ছড়াইয়া আছে। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার সাথীগণ অতি কাকুতি মিনতি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিলে, আল্লাহ্ তা'আলা বুখ্‌তী ঘোড়ার ন্যায় এক প্রকার পক্ষী প্রেরণ করিবেন। উহারা সকল লাশ উঠাইয়া যেখানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রেরণ করিবে।

রাবী ইব্‌ন জাবির (র) বলেন, আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ-সাক্কাফী (র) কা'ব (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'মাহীল' নামক স্থানে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। ইব্‌ন জাবির (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ ইয়াযীদ! 'মাহীল' কোন স্থান? তিনি বলিলেন, সুর্যোদয়ের স্থান। অতঃপর আল্লাহ্ বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন এবং ধারাবাহিকভাবে চল্লিশ দিন বৃষ্টি বর্ষিত হইতে থাকিবে শহর ও গ্রাম হাতের তালুর ন্যায় পরিস্কার হইয়া যাইবে। যমীনকে গাছ-পালা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিতে হুকুম দেওয়া হইবে। ফল এত বড় হইবে যে, একদল লোক একটি আনার আহার করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইবে। এবং উহার খোসা দ্বারা ছায়া লাভ করিবে। দুধে ও এত বরকত হইবে যে, একটি উষ্ট্রীর দুধ পুরা একটি গোত্রের জন্য যথেষ্ট হইবে। একটি গরুর দুধ একটি বংশের জন্য যথেষ্ট হইবে। আর একটি বক্‌রীর দুধ একটি বাড়ির লোকের জন্য যথেষ্ট

হইবে। এই পরিস্থিতিতেই আল্লাহ্ তা'আলা একটি বায়ু প্রেরণ করিবেন এবং উহা প্রত্যেক মু'মিনের বগলের নিচে প্রবাহিত হইবে এবং সকল মু'মিন মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর পৃথিবীতে কেবল দুষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং গাধার ন্যায় লাফাইয়া বেড়াইতে থাকিবে। এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত কায়িম হইবে। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী নহে। সুনান গ্রন্থকারগণ আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন জাবির (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বিশ্র (র)....... ইব্ন হারমালার খালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিচ্ছুর দংশনে একটি আঙ্গুলে পট্টি বাঁধিয়া খুৎবা দান করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা বল যে, এখন তোমাদের কোন শত্রু নাই কিন্তু তোমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিবে এমন কি ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব ঘটিবে। তাহাদের মুখমণ্ডল চওড়া হইবে, চক্ষু হইবে ক্ষুদ্র এবং মুখমণ্ডল ঢালের ন্যায় চ্যাপটা হইবে এবং প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া বাহির হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারমালাহ মুদলাজীর খালা হইতে অনুরূপ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

চতুর্থ হাদীস

পূর্বে সূরা আ'রাফের তাফসীরের শেষাংশে বলা হইয়াছে, ইমাম আহ্মাদ (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজ রাত্রে হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। এবং কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে সেই বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেন, আমিও কিছু জানি না। অবশেষে হযরত ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনিও বলিলেন, আল্লাহ্ ব্যতিত ইহার সঠিক সময় কেহই জানে না, তবে আমার রব আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে তখন আমার নিকট দুইটি খেজুরের ডাল থাকিবে এবং সে আমাকে দেখিবার সাথে সাথেই শিশিরের ন্যায় গলিয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস করিবেন এমন কি গাছ ও পাথর ডাকিয়া বলিবে, হে মুসলিম! আমার নিচে কাফির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তুমি আসিয়া উহাকে হত্যা কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ধ্বংস

করিয়া দিবেন এবং লোকজন তাহাদের ঘরে ফিরিয়া যাইবে। হযরত ঈসা (আ) বলেন, অতঃপর ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবে। তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে নামিয়া আসিবে এবং শহর ও গ্রাম পদদলিত করিয়া চলিবে এবং যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখস্থ হইবে সব কিছুই ধ্বংস করিয়া চলিবে। তাহাদের সম্মুখের নদী, নালার সকল পানি পান করিয়া উহা শুষ্ক করিয়া ফেলিবে। সকল মানুষ তাহাদের ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। তখন আমি আল্লাহ্র দরবারে কাকুতী মিনতী করিয়া দু'আ করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। সারা জনবসতী দুর্গন্ধে বিষাক্ত হইয়া উঠিবে। তখন বৃষ্টি বর্ষিত হইবে এবং পচাগলা লাশসমূহকে নদীতে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। হযরত ঈসা (আ) বলেন, আমার রব আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, যখন এই সকল ঘটনা ঘটিবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়া এমনই নিশ্চিত যেমন গর্ভবতী স্ত্রীলোকের সময় সম্পন্ন হইবার পর সন্তান প্রসব করা নিশ্চিত। দিবানিশি যে কোন সময়ে সে সন্তান প্রসব করিতে পারে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আওয়াম ইব্ন হাওশাব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসের সমর্থনে ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ

এই আয়াতকেও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইবন জরীর (র) জাবালাহ (র) হইতে এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব সম্পর্কে বহু হাদীস ও সালফের বক্তব্য বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীর ও ইব্ন হাতিম (র) ... ... আবূ সাইফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কা'ব (রা) বলিয়াছেন, যখন ইয়াজূজ ও মাজূজের বাহির হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে তখন তাহারা প্রাচীর খুঁড়িতে থাকিবে এবং পার্শ্বরর্তী লোকেরা উহাদের কুঠারাঘাতে শব্দও শুনিতে পাইবে। রাত্র হইবার পর তাহাদের একজন বলিবে, আগামী কল্য আসিয়া প্রাচীর ছিদ্র করিয়া ফেলিব। কিন্তু পরদিন আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইবে, প্রাচীর সম্পূর্ণ অক্ষত হইয়া গিয়াছে। তাহারা পুনরায় উহা খুঁড়িতে শুরু করিবে এবং পার্শ্ববর্তী লোকেরা তাহাদের কুঠারাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইবে। কিন্তু রাত্র হইলে তাহারা চলিয়া যাইবে। আর একজন একথাই বলিবে আমরা আগামী কল্য আসিব এবং প্রাচীর খুঁড়িয়া 'ইনশাল্লাহ্' বাহির হইয়া যাইব। পরদিন আসিয়া বাস্তবিক প্রাচীরটিকে অপরবর্তীতাবস্থায় দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাহারা উহা খুঁড়িয়া বাহির হইয়া যাইবে। তাহাদের প্রথম দলটি বাহির হইয়া একটি নদীর নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে এবং উহার সম্পূর্ণ পানি পান করিয়া ফেলিবে। অতঃপর অপর একটি দল অতিক্রম করিতে সময় উহার কাদাও চাটিয়া খাইবে। তৃতীয় দলটি অতিক্রম কালে বলিবে কোন সময় হয়ত এখানে পানি ছিল। মানুষ তাহাদিগকে দেখিয়া পালাইতে আরম্ভ করিবে। তাহারা কোন

মানুষ না দেখিয়া আসমানের দিকে বর্ষা নিক্ষেপ করিবে এবং বর্ষাটি রক্তাক্ত হইয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহারা বলিতে থাকিবে আমরা আসমান ও যমীনের সকলের উপর বিজয়ী হইয়াছি। এমন সময় হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে এই দু'আ করিবেন, " হে আল্লাহ্! তাহাদের মুকাবিলা করিবার আমাদের কোন শক্তি সামর্থ নাই। আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের সহিত মুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কাঁধে ফোঁড়া বাহির করিবেন। এবং উহাতেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর একপ্রকার পক্ষী প্রেরণ করিবেন। তাহারা তাহাদিগকে লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সঞ্জীবনী নহর প্রবাহিত করিবেন। উহা যমীনকে পবিত্র করিয়া উহা হইতে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবেন। এবং উহাতে এতই বরকত হইবে যে, একটি আনার একটি বাড়ির লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। এই পরিস্থিতিতেই হঠাৎ এক সময় এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিবে যে, 'যুস্ সুওয়াইকাইন' (ذُو السُّوَيْقَيْنِ) হযরত ঈসা (আ)-এর মুকাবিলা করিবার জন্য আসিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথেই হযরত ঈসা (আ) সাতশত কিংবা সাত-আট শতের মাঝামাঝি একটি অগ্রগামী সেনাবাহিনী তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন। পথে হঠাৎ এক সময় ইয়ামান হইতে একটি মনোমুগ্ধকর বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং প্রত্যেক মু'মিনের মৃত্যু ঘটিবে। ইহার পর পৃথিবীতে কেবল নিকৃষ্ট লোক অবশিষ্ট থাকিবে এবং তাহারা পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করিবে। তখন কিয়ামত এতই নিকটবর্তী হইবে যেমন গর্ভবর্তী ঘোড়ী তাহার প্রসবকাল অত্যাসন্ন যাহার মালিক এই অপেক্ষায় তাহার পাশে ঘুরিতে থাকে যে কখন সে প্রসব করে। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমার এই বক্তব্য ও ইল্‌মের পর যে কেহ অন্য কথা বলিবে সে বানোয়াটকারী। কা'ব (রা)-এর বর্ণিত এই ঘটনা তাঁহার বর্ণিত ঘটনাসমূহের মধ্যে উত্তম ঘটনা। কারণ ইহার সমর্থনে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হযরত ঈসা (আ) বাইতুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ করিবেন।

ইমাম আহ্‌মাদ (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত ঈসা (আ) হজ্জ করিবেন এবং ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহির হইবার পর তিনি উমরাহ পালন করিবেন। হাদীসটিকে কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ যথাযথ প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে। অর্থাৎ যখন এই সকল বিপদ আপদ ও কঠিন সময় সমাগত হইবে তখন কিয়ামত ও একেবারেই নিকটবর্তী হইবে। এবং কিয়ামত সংঘটিত হইলে,

কাফিররা বলিবে, هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ইহা তো বড়ই কঠিন দিন। এই কারণে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَاِذَا هِىَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যখন এই কঠিন মুহূর্ত সমাগত হইবে এবং মানুষ ভয়ানক বিপদে আবদ্ধ হইবে তখন কাফিরদের চক্ষুসমূহ ভয়ে আতংকে উপরে উত্থিত হইবে। يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا তাহারা বলিবে হায় আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তো গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ বরং আমরা তো বাস্তবিকই অপরাধী ছিলাম।

(٩٨) اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ

(٩٩) لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

(١٠٠) لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

(١٠١) اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

(١٠٢) لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ

(١٠٣) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরা সকলে উহাতে প্রবেশ করিবে। (৯৯) যদি উহারা ইলাহ্ হইতে তবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিত না। উহাদিগের সকলেই উহাতে স্থায়ী হইবে। (১০০) সেথায় থাকিবে উহাদের আর্তনাদ এবং সেথায় উহারা কিছুই শুনিতে পাইবে না। (১০১) যাহাদিগের জন্য আমার নিকট পূর্ব হইতে কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে। (১০২) তাহারা উহার ক্ষীণতম শব্দও শুনিবে না এবং সেথায় তাহারা তাহাদিগের মন

যাহা চাহে চিরকাল তাহা ভোগ করিবে। (১০৩) মহা ভীতি তাহাদিগকে বিষাদ ক্লিষ্ট করিবে না, এবং ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে এই বলিয়া এই তোমাদিগের সেই দিন যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কুরাইশ মুশরিক এবং পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ জাহান্নামের ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর (সূরা বাকারা ঃ ২৪)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "حَصَبُ" অর্থ গাছ বর্ণিত হইয়াছে। অন্য এক রিওয়ায়েতে "حَصَبُ" অর্থ হাবশী ভাষায় ইন্ধন বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) حَطبها ইন্ধন বলিয়াছেন হযরত আলী ও আয়েশা (রা)-এর এক কিরাত حَصب جهنم এর স্থলে حَطب جهنم বর্ণিত হইয়াছে। এবং যাহ্হাক (র) حَصب جهنم এর অর্থ বলিয়াছেন, যাহা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। অনুরূপ অন্যান্যরাও বলিয়াছেন, বস্তুত উভয়ের অর্থ কাছাকাছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

তোমরা সকলেই জাহান্নামের প্রবেশ করিবে।

لَوْ كَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا যদি ঐ সকল বস্তু যাহাকে তোমরা উপাস্য স্থির করিয়াছ সত্যি মাবূদ হইত তবে কখনও দোযখে প্রবেশ করিত না। كُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ অর্থাৎ উপাসক ও উপাস্য সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে।

"لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ" তাহারা উহার মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ "زَفِيْرٌ" বলা হয় শ্বাস বাহির হইবার শব্দকে এবং "شَهِيْقٌ" বলা হয় শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করিবার শব্দকে وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ তাহারা কোন কিছু শুনিতে পাইবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বলেন যে, যখন দোযখের মধ্যে কেবল সেই সকল লোক অবশিষ্ট থাকিবে যাহারা চির জাহান্নামী হইবে। তখন তাহাদিগকে সিন্দুকে আবদ্ধ করা হইবে। যাহার মধ্যে আগুনের

তৈরী পেরাগ হইবে তখন তাহাদের প্রত্যেকেই ধারণা করিবে যে দোযখে কেবল তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। অন্য কাহাকেও নহে। অতঃপর হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (র) পাঠ করিলেন ঃ

لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّهُمْ فِيْهَا لاَ يَسْمَعُوْنَ

ইব্‌ন জরীর (র) হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى

ইকরিমাহ (র) বলেন, حُسْنٰى অর্থ রহমত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, সৌভাগ্য। অর্থাৎ যেই সকল লোকের জন্য আমার পক্ষ হইতে পূর্বে সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে।

اُوْلٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ তাহারা দোযখ হইতে দূরে থাকিবে। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করিবার পর সেই সকল সৌভাগ্যশিল লোকদের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্যই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহারা ঈমান আনিবার সাথে সাথেই দুনিয়ায় সৎ ও নেক্‌কাজ করিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُ الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ যাহারা সৎকাজ করিয়াছে তাহাদের জন্য সৌভাগ্য কল্যাণ ও অতিরিক্ত পুরস্কার রহিয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ২৬) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ নেকী ও সৎকাজের বিনিময় উত্তম পুরস্কার ছাড়া কিছু নয়। (সূরা রাহমান ঃ ৬০)

নেক ও সৎ লোকেরা যেমন দুনিয়ায় নেক ও সৎকাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসেও উত্তম বাসস্থান ও উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। এবং শাস্তি হইতে মুক্তি দান করিবেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُوْلٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا

তাহারা দোযখ হইতে দূরে থাকিবে, এমন কি তাহার উহার ক্ষীণ শব্দও শুনিতে পাইবে না। তাহারা জাহান্নামীদের জ্বলিবার শব্দ ও শুনিতে পাইবে না।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ... ... আবূ উসমান (র) হইতে لاَ يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, পুলসিরাতের উপর বিষাক্ত সাপ হইবে যাহা জাহান্নামীদেরকে

দংশন করিবে এবং সেগুলি ফুস ফুস করিবে। জান্নাতীগণ সেই শব্দও শুনিতে পাইবে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ

আর তাহারা তাহাদের কাঙক্ষিত বস্তুর মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিবে। সর্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে নিরাপদে থাকিবে এবং সর্বপ্রকার আরাম ও শান্তি লাভ করিবে।

ইব্ন হাতিম (র) ... ... হযরত নুমান ইব্ন বাশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একদা এক রাত্রে হযরত আলী (রা)-এর সহিত আলোচনাকালে আলী (রা)

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُوْلٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ আমি উমর, উসমান, জুবাইর, তালহা, আবদুর রহমান কিংবা সা'দ (রা) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এমন সময় সালাতের তাকবীর বলা হইল এবং তিনি কাপড় টানিতে টানিতে উঠিয়া পড়িলেন এবং لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا পাঠ করিতে লাগিলেন।

শু'বা (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى। হযরত উসমান ও তাঁহার সাথীদেরকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র)......... হযরত আলী (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলেন, উসমান (রা) তাঁহাদের অন্তর্ভূক্ত। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আয়াতে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা হইলেন, আল্লাহ্র ওলী ও তাঁহার প্রিয় বান্দাগণ। তাঁহারা বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত গতিতে পূলসিরাত অতিক্রম করিবেন। আর যাহারা কাফির তাহারা উপুড় হইয়া দোযখে পড়িয়া যাইবে। অন্যান্যরা বলেন, আয়াতটি বাতিল উপাস্য হইতে পৃথক করিবার জন্য অবতীর্ণ হয়, যাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। যেমন হযরত উযাইর ও হযরত ঈসা (আ) এ সম্পর্কে। হাজ্জাজ ইব্ন মুহম্মদ আ'ওয়ার (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ

এই আয়াতের মধ্যে সকল উপাস্য শামিল। অর্থাৎ সকল উপাস্যই দোযখে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়। কিন্তু পরে اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى। দ্বারা ফিরিশ্তা,

হযরত ঈসা (আ) এবং অন্যান্য নবী ও ওলীগণকে পৃথক করা হইয়াছে। যদিও তাঁহাদের পূজা করা হইয়াছে। ইকরিমাহ, হাসান ও ইব্ন জুবাইর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতটি হযরত ঈসা (আ) ও হযরত উযাইর (আ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল বস্তুর উপাসনা করা হইত উহারা সকলকেই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, হযরত ঈসা (আ) ও হযরত উজাইর (আ) ইহা হইতে পৃথক। অবশ্য সূত্রটি দুর্বল।

ইব্ন আবু নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে اُولٰۤئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, এই আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা (আ), উযাইর (আ) ফিরিশ্তাগণকে বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ঈসা, মারইয়াম, ফিরিশ্তাগণ, সূর্য ও চন্দ্রকে বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ সালিহ (র) এবং আরো অনেক হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই বিষয়ে নিশ্চিত একটি গারীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ফযল ইব্ন ইয়াকূব মারজানী (র)......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰۤئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

এই আয়াতের যাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাই হইলেন, হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশ্তাগণ। কেহ কেহ এই ক্ষেত্রে ইব্ন যাব'আরী ও মুশরিকদের বিতর্কের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন মারদুওয়াইহ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তো বলেন ঃ

اِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ

তোমরা ও তোমাদের সকল উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন হইবে এবং তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। ইব্ন যাব'আরী বলিল, আমি তো চন্দ্র, সূর্য ও ফিরিশ্তা, উযাইর ও হযরত ঈসা (আ) সকলেরই উপাসান করিয়াছি। আপনার কথা অনুসারে তো তাহারা সকলেই আমাদের মূর্তিসমূহের সহিত দোযখে প্রবেশ করিবে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ وَقَالُوْۤا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ
اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ .

যখন মারইয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয় এবং বলে আমাদিগের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা? ইহারা কেবল বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৭-৫৮)

অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার 'আল্-আহাদিসুল মুখ্তারাহ্' নামক গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে যখন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ

অবতীর্ণ হইল তখন মুশরিকরা বলিল, তবে ফিরিশ্তাগণ, উযাইর ও ঈসা (আ) ও জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কারণ, তাহাদেরও উপাসনা করা হইত। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ لَوْكَانَ هٰٓؤُلَآءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا যদি বাস্তবিকই তাহারা উপাস্য হইত তবে তাহারা দোযখে প্রবেশ করিত না। وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ কিন্তু তাহারা তো আর উপাস্য নহে অতএব তাহারা সকলেই চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। আবূ কুদাইনা (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন, তখন এই আয়াত ও অবতীর্ণ হইল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ .

যাহাদের জন্য পূর্বেই সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহারা উহা হইতে দূরে থাকিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) তাঁহার 'সীরাত' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সহিত মসজিদে বসিয়াছিলেন, এমন সময় নযর ইব্ন হারিস তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িল। মসজিদে তখন কুরাইশ বংশীয় আরো লোকজন ছিল। নযর ইব্ন হারিসের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতে বলিতে এক সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে চুপ করাইয়া দিলেন, আর

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وٰرِدُوْنَ.... هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ .

পর্যন্ত পাঠ করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিস হইতে উঠিয়া গেলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যাব'আরী আসিয়া কুরাইশদের সহিত বসিল। ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা

তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আজ তো নযর ইব্‌ন হারিস, আবদুল মুত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট অপদস্ত হইয়াছে। মুহাম্মদ (সা) বলিয়াছেন, আমরা এবং যে সকল বস্তুর আমরা উপাসনা করি সবই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরী বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিলে তাঁহাকে আমি বিতর্কে হারাইয়া দিতাম। তোমরা মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ্ ব্যতিত আমাদের সকল উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন হয়, তবে আমরা তো ফিরিশ্‌তাগণেরও উপাসনা করি, ইয়াহূদীরা উযাইরকে উপাসনা করে এবং খ্রিস্টনেরা হযরত ঈসা (আ)-এর পূজা করে, তাহারা কি জাহান্নামের ইন্ধন হইবে? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যাব'আরীর এই কথাকে ওয়ালীদ এবং মজলিসের সকলেই পসন্দ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন আলোচনা করা হইল তখন তিনি বলিলেন ঃ তাহাদের উপাস্যদের মধ্য হইতে যে কেহ তাহার উপাসনা করাকে পসন্দ করিত সে উপাসকদের সহিতই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। বস্তুত মুশরিক তো শয়তানের এবং সেই সকল বস্তুর উপাসনা করে যাহাদের উপাসনা করিতে শয়তান তাহাদিগকে নির্দেশ দেয়। রাসূলুলাহ্ (সা)-এর এই জওয়াব দানের পর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لاَ يَسْمَعُوْنَ
فِيْهَا حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ .

যাহাদের জন্য আমার পক্ষ হইতে পূর্বেই কল্যাণ ও সৌভাগ্য নির্ধারিত হইয়া আছে তাহারা তো জাহান্নাম হইতে দূরে থাকিবে। তাহারা উহার ক্ষীণ শব্দও শুনিতে পাইবে না। তাহারা তাহাদের কাঙক্ষিত বস্তু সমুহের মধ্যেই চিরকাল অবস্থান করিবে। অর্থাৎ হযরত ঈসা, উযাইর এবং ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের পণ্ডিতগণ ও আল্লাহ্‌র যেই সকল পিয়ারাবান্দাগণের উপাসনা করা হইত, গুমরাহ লোকজন কর্তৃক তাহারা পূঁজিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই সকল আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ মুশরিকদের অন্যান্য উপাসক হইতে পৃথক। ফিরিশ্‌তগণকে মুশরিকরা আল্লাহ্‌র কন্যা বলিয়া তাহারা তাহাদের উপাসনা করিত।

আল্লাহ্ এই বিযয়ে ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالُوْا اتَّخَذُوْا الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ .... وَمَنْ
يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْٓ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ .

মুশরিকরা বলে আল্লাহ্ সন্তান স্থির করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইহা হইতে পবিত্র, তাহারা তো বরং আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা। ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র কন্যা নহে ... ... মুশরিকদের উপাস্যদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি এই কথা বলে, আমিও একজন উপাস্য,

তাহাকে আমি জাহান্নামেই নিক্ষেপ করিব। আর যালিমদিগকে এইভাবেই আমি শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ২১-২৯)

হযরত ঈসা (আ)-কে উপাসনা করিবার কথা এবং ওয়ালীদ তাহার মসলিসের লোকদের ইহা পসন্দ করা ও বিতর্কের কথা আলোচনা করা হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّوْنَ وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ . اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ . وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلٰئِكَةً فِىْ الْاَرْضِ يَخْلُفُوْ وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا .

যখন মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ) সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করা হইল, তখন আপনার কাওম তাহা লইয়া আনন্দে হৈ হুল্লা শুরু করিল। তাহারা বলিল, আমাদের উপাস্য উত্তম না ঈসা? তাহারা কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যেই তাহার উপমা বর্ণনা করিয়াছে। বরং তাহারা তো ঝগড়াটে লোকই। তিনি তো এমন বান্দা যাহার উপর আমি নিয়ামত বর্ষণ করিয়াছি এবং বনী ইস্রাঈলের জন্য আদর্শ করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্তাগণকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতাম। তিনি কিয়ামতের আলামতও বটে। অর্থাৎ তাহাদের মাধ্যমে যেই সকল মুজিযা সংঘটিত হইয়াছে। যেমন, মৃতকে জীবন দান ও রোগমুক্তি, কিয়ামতের নিশ্চিত আলামত হিসাবে উহা যথেষ্ট। অতএব আপনি উহাতে সন্দেহ করিবেন না। (সূরা যুখরুফ ঃ ৫৭-৬১) وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ আর আপনি আমারই অনুসরণ করুন। ইহাই সঠিক পথ। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬১)

ইব্ন যাব'আরী যে মত পেশ করিয়াছে উহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার পৌত্তলিকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে মুর্ত্তিপূজা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা জ্ঞান বুদ্ধি এমন কি চেতনা শক্তি হইতেও শূন্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ وَمِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা ও তোমাদের এই সকল উপাস্য সমূহ সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এই আয়াত হযরত ঈসা ও উযাইর এবং অন্যান্য পবিত্রাত্মা বান্দাগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। যাহারা ইহা কখনও পসন্দ করিতেন না যে, তাহাদের ইবাদত করা হউক। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আরবী ভাষায় 'مَا' শব্দ প্রাণহীন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। আবদুল্লাহ্

ইব্‌ন জাব'আরী পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিদের একজন ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের নিন্দাজ্ঞাপক কবিতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুতাপ করিয়া বলেন ঃ

يا رسول المليك ان لسانى * راتق ما فتقت إذا أنا بور
اذاجارى الشيطان فى سنن الغى * ومن مال ميله مثبور

হে মহান আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মুখ আমি বন্ধ করিলাম। ভ্রান্তপথে শয়তানের সংসর্গে আসিয়া ধ্বংস হইয়াছি। আর যে ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিবে, সে হইবে ধীকৃত ও লাঞ্ছিত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ তাহাদিগকে কোন বড় ভয় সন্ত্রস্থ করিবে না। কেহ কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা মৃত্যু উদ্দেশ্য। আবদুর রাজ্জাক (র) ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাবী'আহ (র) সূত্রে আতা (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, বড় ভয় দ্বারা শিংগার ফুৎকার উদ্দেশ্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) ও সাঈদ ইব্‌ন সিনান শায়বানী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্‌ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীরে এই মত পসন্দ করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, দোযখ প্রবেশের সময়কালকে বুঝান হইয়াছে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, জাহান্নামীদের উপর যখন জাহান্নামকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে সেই সময়কে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যখন বেহেশ্‌ত ও দোযখের মাঝে মৃত্যুকে যবাই করা হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিমের বর্ণনা অনুসারে আবূ বকর হাযলী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ

বেহেশতে প্রবেশকারীরা যখন কবর হইতে বাহির হইবে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সুসংবাদ দান করিবে, ইহাই হইল তোমাদের প্রতিশ্রুত দিবস। অতএব তোমরা তোমাদের আনন্দদায়ক বস্তুসমূহের অপেক্ষা করিতে থাক।

(١٠٤) يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَاْنَآ اَوَّلَ
خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

অনুবাদ ঃ (১০৪) সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটান হয় লিখিত দপ্তর; যে ভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম। সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা কিয়ামত দিবসে সংঘটিত হইবে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاۤءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ যেইদিন আমি আসমানকে লিখিত কাগজের ন্যায় গুটাইয়া লইব।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

আর আল্লাহ্‌র যতটুকু মর্যাদা দেওয়ার কর্তব্য ছিল তাহারা উহার কিছুই মর্যাদা দেয় নাই। আর কিয়ামত দিবসে যমীন তাঁহার মুঠোর মধ্যে থাকিবে। তিনি বড়ই পবিত্র এবং তাহা বা যাহা শরীক করিতেছে তাহা হইতে উর্ধ্বে। (সূরা যুমার ঃ ৬৭)

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুকাদ্দাস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَقْبِضُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الْاَرَضِيْنَ وَتَكُوْنَ وَالسَّمٰوٰتِ بِيَمِيْنِهٖ .

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যমীন সমূহকে স্বীয় মুষ্টির মধ্যে লইবেন এবং আসমান সমূহও তাঁহার ডান হাতে ধারণ করিবেন। অত্র সূত্রে হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

يطوى اللّٰه السموات السبع بما فيها من الخليقة والارضين السبع بما فيها من الخليقة يطوى ذلك كله بيمينه يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة

আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীন এবং উহাদের মধ্যের যাবতীয় সৃষ্টি সমূহকে গুটাইয়া লইবেন এবং উহার সব কিছুই তাঁহার ডান হাতে হইবে যেন একটি সরিষার দানা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ কোন কোন তাফসীরকার বলেন, سجل অর্থ কিতাব। কেহ কেহ বলেন, سجل একজন ফিরিশ্‌তার নাম। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاۤءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ এর তাফসীর প্রসংগ বলেন, সিজিল্ল একজন ফিরিশ্‌তা। যখন কাহারও ইস্তিগফার আসমানে আরোহন করে তখন ঐ ফিরিশ্‌তা বলে, ইহাকে 'নূর' লিখ।

ইব্ন জরীর (র) ... ... ইব্ন ইয়ামান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত, سجل একজন ফিরিশ্তার নাম। সুদ্দী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আমলনামার দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশ্তার নাম 'সিজিল্ল'। যখন কোন লোকের ইন্তিকাল হইয়া যায়, তখন তাহার আমলনামা সিজিল্ল ফিরিশ্তার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ঐ ফিরিশ্তা উহা অন্যান্য আমলনামার সহিত একত্রিত করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, সিজিল্ল একজন ওহী লেখক সাহাবীর নাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সিজিল্ল একজন লোকের নাম। নূহ ইব্ন কায়িস (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সিজিল্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র)......... কুতায়বাহ ইব্ন সাঈদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সিজিল্ল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। ইব্ন জরীর (র) এই হাদীসটি নসর ইব্ন আলী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আদী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক ছিলেন। তাঁহার নাম সিজিল্ল। সিজিল্ল এর এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ অর্থ হইবে যেমন সিজিল্ল ওহী লেখক তাঁহার লিখিত কার্গজগুলি গুটাইয়া রাখে কিয়ামত দিবসে আমি আসমান সমূহও অনুরূপভাবে গুটাইয়া রাখিব। অতঃপর ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাদীসটি মাহফূয সংরক্ষিত নহে।

খতীব বাগদাদী (র) তাঁহার 'তারিখ' গ্রন্থে বলেন, আবূ বকর বরকানী (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, সিজিল্ল হইল রাসুলূল্লাহ্ (সা)-এর একজন ওহী লেখক। কিন্তু রিওয়ায়েতটি অত্যধিক মুনকার। নাফি (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে ইহা বিশুদ্ধ নহে। অনুরূপভাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবূ দাউদ-এর রিওয়ায়েতটিও বিশুদ্ধ নহে। একদল হাফেযে হাদীসের মতে উহা একটি মাওযূ-ভিত্তিহীন রিওয়ায়েত যদিও উহা সুনানে আবূ দাউদের মধ্যে স্থান পাইয়া থাকুক না কেন। আমার শায়েখ হাফিয আবুল হাজ্জাজ মিয্যী ও তাঁহাদেরই একজন। ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটির কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সিজিল্ল নামক কোন সাহাবী ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই এবং রাসুলূল্লাহ্ (সা)-এর ওহী লেখক সাহাবী কে কে ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। তাঁহাদের

মধ্যে 'সিজিল্ল' নামক কেহই ছিলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌ন জরীর (র) এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যেই মন্তব্য করিয়াছেন, উহা সঠিক ও নির্ভুল। তাঁহার এই বক্তব্য হাদীসটি মুন্‌কার হইবার জন্য একটি শক্তিশালী দলীল। যাহারা সিজিল্লকে সাহাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহারা এই হাদীসের উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহাকে সাহাবী বলিয়াছেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে যাহা বর্ণিত তাহা হইল, সিজিল্ল অর্থ সহীফা ও লিখিত লিপি। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকেই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। অভিধানিক অর্থ ও ইহাই। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে "যেই দিন আমি আসমানকে ঠিক তদ্রুপ গুটাইয়া লইব যেমন লিখিত লিপি গুটাইয়া লওয়া হয়"। প্রকাশ থাকে যে, لِلْكُتُبِ এর মধ্যে عَلَى الْكُتُبِ। অর্থ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ । এর মধ্যে لِلْجَبِيْنِ অর্থ على الجبين । অভিধানে ইহার আরো অনেক উদাহরণ বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

যেমন আমি প্রথম তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম পুনরায় দ্বিতীয়বারও তাহাকে তেমনি সৃষ্টি করিব। আমার এই ওয়াদা আমি অবশ্যই পালন করিব। তিনি দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান, তিনি তাহার কৃতওয়াদা খিলাপ করেন না। ওয়াদা পালন করিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

ইমাম আহ্‌মাদ (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে নসীহত করিবার সময় বলেন ঃ

إنكم محشرون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ

তোমাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট নগ্নপদ, উলঙ্গ অবস্থায় ও খতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট একত্রিত করা হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বার ও তিনি সৃষ্টি করিবেন। তিনি অবশ্যই তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে শু'বা (র) কর্তৃক হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস ইব্‌ন আবূ সুলাইম (র)......... হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন

আব্বাস (রা) হইতে كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهٗ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, সকল বস্তু ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর পুনরায় সকল বস্তু সৃষ্টি করা হইবে।

(١٠٥) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

(١٠٦) اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ

(١٠٧) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অনুবাদ ঃ (১০৫) আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার যোগ্যতা সম্পন্ন বান্দাগণ পৃথিবীর অধিকারী হইবে। (১০৬) ইহাতে রহিয়াছে বাণী সেই সম্প্রদায়ের জন্য যাহারা ইবাদত করে। (১০৭) আমি তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৎবান্দাগণের জন্য যেই পার্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদিগকে যে ওয়ারিস করিয়াছেন, উপরোক্ত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা যমীনের ওয়ারিস করেন এবং শুভ পরিণাম তো পরহেযগারগণের জন্যই নির্ধারিত (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৮)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও মু'মিনগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিব এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে। (সূরা মু'মিন ঃ ৫১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও সৎ লোকদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে পৃথিবীতে বিজয়ী করিবেন। যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে করিয়াছিলেন। আর তাহাদের জন্য মনোনীত দীনকে শক্তিশালী করিবেন (সূরা নূর ৫৫)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, এই বিষয়টি আমি আসমানী গ্রন্থসমূহ ও লাওহে মাহফূযেও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। অতএব ইহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

আ'মাশ (র) বলেন, আমি আবূ সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এর নিকট وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এর তাফসীর জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'যাবূর, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন'। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যাবূর' অর্থ কিতাব। মুজাহিদ, শাবী, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, 'যাবূর' ঐ গ্রন্থ যাহা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। এবং 'اَلذِّكر' অর্থ তাওরাত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত 'اَلذِّكر' অর্থ, কুরআন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, 'اَلذكر' অর্থ, লাওহে মাহফূয। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যাবূর' অর্থ আসমানী গ্রন্থ সমূহ এবং 'اَلذكر' অর্থ লাওহে মাহফূয। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, 'اَلذكر' হইল সর্বপ্রথম কিতাব। সাওরী (র) বলেন, 'اَلذكر' হইল লাওহে মাহফূয। আবূ আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, যাবুর হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর আবতারিত কিতাব। আর 'যিক্র' হইল উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফূয যাহাতে যাবতীয় বস্তু পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাবূর ও তাওরাতের মাধ্যমে সংবাদ দান করিয়াছেন এবং আসমান যমীন সৃষ্টি করিবার পূর্বেই তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে উম্মাতে মুহাম্মদীকে তিনি যমীনের সাম্রাজ্য দান করিবেন এবং বেহেশতে দাখিল করিবেন যদি তাহারা সৎ ও নেক্কার হয়।

মুজাহিদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ اِنَّ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ এই প্রসংগে বলেন যে, যমীন দ্বারা জান্নাতের যমীন বুঝান হইয়াছে। অনুরূপ বলিয়াছেন, আবুল আলীয়াহ্, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, কাতাদাহ, সুদ্দী, আবূ সালিহ্, রাবী ইব্ন আনাস ও সাওরী (র)। এবং আবু দারদা (রা) বলেন, আমরা যাহারা সৎকর্মশীল তাহারাই হইব উহার ওয়ারিস। আর সুদ্দী (র) বলেন, সৎকর্মশীল অর্থাৎ যাহারা মু'মিন তাহারাই সৎকর্মশীল।

মহান আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ

اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ এই পবিত্র কুরআনে যাহা আমার প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে, সেই সকল ইবাতদকারী

বান্দাগণের জন্য যথেষ্ট বিষয়বস্তু রহিয়াছে। যাহারা শরীয়াতের রীতিনীতি অনুসারে আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহাকে ভালবাসে এবং শয়তান ও প্রবৃত্তির আনুগত্য ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সারা বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত হিসাবেই প্রেরণ করিয়াছি। অতএব, যেই ব্যক্তি এই রহমতকে গ্রহণ করিবে, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সে ইহকাল ও পরকালে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে। আর যেই ব্যক্তি ইহাকে উপেক্ষা করিবে ও অস্বীকার করিবে সে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ .

আপনি কি সেই সকল লোকদিগকে দেখেন নাই, যাহারা আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্বংসের গৃহে অর্থাৎ জাহান্নামে দাখিল করিয়াছে। যাহারা ইহাতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের বাসস্থান বড়ই জঘন্য (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৮)। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই প্রসংগে বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ .

আপনি বলিয়া দিন, এই কুরআন মু'মিনদের জন্য তো শিফা ও অধ্যাত্মিক চিকিৎসার বস্তু আর যাহারা ঈমান আনে না, তাহারা বধির ও অন্ধ। তাহাদিগকে দূর হইতেই ডাকা হয়।(সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ঃ ৪৪)

ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র).......... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মুশরিকদের উপর বদ্দু'আ করুন। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنِّىْ لَمْ اُبْعَثْ لَعَّانًا وَاِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً আমি অভিশাপকারী হিসাবে প্রেরিত হই নাই। আমি তো রহমত হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ اِنَّمَا اَنَا رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ আমি তো কেবল রহমত, যাহা হাদিয়া হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওয়ানাহ (র) ও অন্যানরা ওয়াকী (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্রাহীম

হারবী (র) বলেন, অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও ওয়াকী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। এবং তাঁহার নিকট হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, হাদীসটি হাফস ইব্ন গিয়াস (র)-এর নিকট মুরসালরূপে বর্ণিত আছে। হাফিয ইব্ন আসাকির (র) বলেন, মালিক ইব্ন সাঈদ ইব্ন খুমস (র)........ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি মারফূ' পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আবূ বকর ইব্ন মুকরী ও আবু আহ্মাদ আল-হাকিম (র)-এর সূত্রে....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إنما أنا رحمة مهداة অতঃপর সাল্ত ইব্ন মাসঊদ (র) ... ... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إن الله بعثنى رحمة مهداة بعثت برفع قوم وخفض أخرين

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রহমত হিসাবে হাদিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আমার দ্বারা একটি জাতি (মুসলিম) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিবেন এবং অপর জাতিকে করিবেন হীন।

আবূ কাসিম তাবারানী (র)....... জুবাইর ইব্ন মুতইম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আবূ জাহল মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, হে কুরাইশগণ! শুন, মুহাম্মদ মদীনায় অবস্থান করিয়াছে এবং সে তাঁহার গোয়েন্দা বাহিনী তোমাদের খোঁজে চতুর্দিকে প্রেরণ করিয়াছে। তোমাদিগকে কোন বিপদে নিক্ষেপ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব সাবধান, তোমরা তাঁহার নিকটবর্তী হইবে না এবং তাঁহার যাতায়াত পথেও তোমারা যাতায়াত করিবে না। সে ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় তোমাদের তাকে রহিয়াছে। তোমাদের কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই। কারণ তোমরা তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, আল্লাহ্র কসম! তাঁহার নিকট এক প্রকার যাদু রহিয়াছে, আমি যখনই তাঁহাকে অথবা তাঁহার কোন সাথীকে দেখিয়াছি তাঁহার সহিত শয়তান ও দেখিতে পাইয়াছি। তোমরা এই কথা ভালই জান যে, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় আমাদের শত্রু এবং তাহারাই আমাদের এই শত্রুকে আশ্রয় দান করিয়াছে। তখন মুত'ঈম ইব্ন আদী বলিল, হে আবুল হাকাম! আল্লাহ্র কসম! তোমরা তোমাদের যেই ভাইকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছ, তাঁহার চাইতে অধিক সত্যবাদী ও অধিক প্রতিশ্রুতি পালনকারী অন্য কাহাকেও আমি দেখি নাই। অথচ, তোমরা তাঁহার সহিত যেই আচরণ করিয়াছ উহা তোমাদের অজানা নহে। অতএব এই ব্যাপারে আমার পরামর্শ হইল, এখন তোমরা তাঁহার সহিত অধিক কোন দূরাচরণ করিতে বিরত থাক। এমন সময় আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস বলিয়া উঠিল, আমার মতে এখন তাঁহার সহিত

অরো অধিক কঠোর আচরণ করা উচিত। কারণ, আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হইতে পারে তবে তাহারা তোমাদের কোন আত্মীয়তা কিংবা অন্য কোন সম্পর্কের প্রতি কোন লক্ষ্যই করিবে না। তোমাদিগকে নির্মূল না করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবে না। অতএব আমার পরামর্শ হইল, তোমরা হয় মুহাম্মদ (সা)-কে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য মদীনার আওস ও খাযরাজকে বাধ্য কর যেন সে নিঃসঙ্গ হইয়া পড়ে না হয় তাহাদিগকে তোমরা ধ্বংস করিয়া দাও। যদি তোমরা ইহার জন্য প্রস্তুত হও তবে আমি মদীনার কোণে কোণে সৈন্য মোতায়েন করিয়া দিব। এবং সে বলিল,

سامنع جانبا منى غليظا * على ما كان من قرب وبعد
رجال الخزرجية اهل ذل * اذا ما كان هزل بعد جد

শত্রু নিকটবর্তী হউক কিংবা দূরবর্তী, আমি কঠোরভাবে তাহাদের প্রতিরোধ করিব। খাযরাজী লোকেরা রণক্ষেত্রে এবং উপহাসস্থলে সর্বস্থানেই তাহারা আপদস্ত ও লাঞ্ছিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিল তখন তিনি বলিলেন,

والذى نفسى بيده لاقتلنهم ولاصلبنهم ولاهدبنهم وهم كارهون إنى رحمة بعثنى اللّٰه ولا يتوفانى حتى يظهر اللّٰه دينه لى خمسة أسمَاء أنا محمد واحمد وأنَا الماحى الذى يمحو اللّٰه بى الكفر وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى وأنَا العاقب .

সেই মহান সত্তার কসম, যাহার মুঠোয় আমার জীবন, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে হত্যা করিব,অবশ্যই তাহাদিগকে শূলিতে চড়াইব এবং তাহাদের অপসন্দ হওয়া সত্ত্বেও আমি তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখাইয়া যাইব। আমি রহমত। আল্লাহ্ আমাকে রহমত হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যাবৎ না আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করিবেন, তিনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না। আমার পাঁচটি নাম রহিয়াছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহ্মাদ, আমি মাহী, আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে মিটাইয়া দিবেন। আমি 'হাশির' আমার পদতলে সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করা হইবে। আমি 'আকিব'। আহমাদ ইব্ন সালিহ্ (র) বলেন, আমি আশা করি হাদীসটি বিশুদ্ধ।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, মু'আবিয়া ইব্ন আমর ... ... আমর ইব্ন আবু কুররাহ্ কিন্দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত হুযায়ফা (রা) মাদাইনে ছিলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসের আলোচনা করেন। একবার তিনি হযরত সালমান ফারেসী (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে বলিলেন, হে

হুযায়ফা! একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা দানকালে বলিলেন, আমি ক্রোধান্বিত হইয়া যে কোন লোককে গালি দিয়াছি কিংবা অভিশাপ করিয়াছি, আমি তো একজন মানুষই, যেমন তোমরা ক্রোধান্বিত হইয়া থাক, আমিও ক্রোধান্বিত হই, কিন্তু আল্লাহ্ সারা বিশ্ববাসীর জন্য আমাকে রহমত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব হে আল্লাহ্! আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার সেই গালি ও অভিশাপকে কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য রহমত করিয়া দিন। ইমাম আবূ দাউদ (র), আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) সূত্রে যায়িদা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাফিরদের জন্য রহমত হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্নের জবাব প্রসংগে আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) ইসহাক ইব্ন শাহিন (র)........ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ এর তাফসীর করিতে গিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে প্রতি ঈমান আনিবে তাহার জন্য ইহকাল ও পরকালে রহমত লেখা হইবে আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ঈমান আনিবে না, সেও প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া ও যমীনে প্রোথিত হওয়া হইতে নিরাপদে থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূল কাসিম তাবারানী (র)......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রহমত হইবেন আর যেই ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিবে না অন্যান্য উম্মতরা যেই সকল বিপদে আক্রান্ত হইয়াছিল যেমন, বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া, আকৃতির পরিবর্তন ও প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হওয়া এই সকল বিপদ হইতে সেও নিরাপদে থাকিবে।

(١٠٨) قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

(١٠٩) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَآءٍ وَاِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ

(١١٠) اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ

(١١١) وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

(١١٢) قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (১০৮) বল, আমার প্রতি ওহী হয় যে তোমাদিগের ইলাহ্ একই ইলাহ্, সুতরাং তোমরা হইয়া যাও আত্মসমর্পনকারী। (১০৯) তবে উহারা মুখ ফিরাইয়া লইলে তুমি বলিও, আমি তোমাদিগকে যথাযথভাবে জানাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদিগকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, আমি জানি না উহা আসন্ন না দূরস্থিত। (১১০) তিনি জানেন যাহা কথায় ব্যক্ত এবং যাহা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না হয়ত ইহা তোমাদিগের জন্য এক পরীক্ষা এবং জবীনোপভোগ কিছু কালের জন্য। (১১২) রাসূল, বলিয়া দিন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ন্যায়ের সহিত ফায়সালা করিয়া দিও। আমাদিগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্থল তিনিই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন, আপনি মুশরিকদিগের বলিয়া দিন ঃ اِنَّمَا يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

আমার নিকট ওহীর মাধ্যমে যাহা কিছু অবতরণ করা হইয়াছে, উহার সার সংক্ষেপ হইল, তোমাদের উপাস্য কেবল একজন। অতএব তোমরা কি তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবে? তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিবে? فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, যেমন তোমারা আমার বিরোধী আমিও তোমাদের বিরোধী। যেমন তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِىْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ .

আর যদি তাহারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন, আমি আমার কাজ করি আর তোমাদের কাজ তোমরা কর। আমার কাজের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই আর তোমাদের কাজের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। (সূরা ইউনুস ঃ ৪১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ

যদি কোন কাওমের পক্ষ হইতে চুক্তি ভংগ করিয়া খিয়ানত করিবার আপনার আশংকা হয় তবে অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে পরিস্কারভাবে চুক্তি ভংগের কথা জানাইয়া দিন। (সূরা আনফাল ঃ ৫৮) অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই চুক্তি ভংগের কথা পরিস্কারভাবে জানা উচিত। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اٰذَنْتُكُمْ عَلٰى سَوَاءٍ

যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তো তোমাদিগকে পরিস্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছি যে, তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমার সহিতও তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ اَمْ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ

তোমাদের সহিত যে শাস্তির ওয়াদা করা হইয়াছে, উহা কি নিকটবর্তী না দূরবর্তী উহা আমার জানা নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল কথাই অবশ্যই জানেন। বান্দা যাহা কিছু প্রকাশ্যভাবে করে উহাও তিনি জানেন আর যাহা কিছু গোপনে করেন তাহাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার অন্তরের অন্তস্থলে নিহিত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। এবং তদানুযায়ী তিনি শাস্তি দান করিবেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

আর আমি ইহাও জানি না যে, সম্ভবত উহা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্ভোগের সুযোগ। ইব্ন জরীর (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, সম্ভবত শাস্তি বিলম্ব করা তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের ভোগ বিলাসের সুযোগ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওন (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

قٰلَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ রাসূল করীম (সা) বলিলেন, হে আমার প্রভু! আপনি আমাদের ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কাওমের মাঝে সঠিক মীমাংসা করিয়া দিন। কাতাদাহ (র) বলেন, আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এইরূপ দু'আ করিতেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ .

হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের ও আমাদের কাওমের মাঝে সঠিক ফয়সালা করুন। আপনিই সঠিক ফায়সালাকারী। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮১) অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্ এইরূপ দু'আ করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন যুদ্ধে গমন করিতেন, তখন এই দু'আ করিতেন।

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ .

হে আমার প্রতিপালক, আপনি ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিয়া দিন, আমাদগের প্রতিপালক তো দয়াময়, তোমরা যাহা বলিতেছ সে বিষয়ে একমাত্র সহায় স্থল তিনিই।

আলহামদু লিল্লাহ সূরা আম্বিয়ার তাফসীর সমাপ্ত হইল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা হজ্জ

[পবিত্র মদীনায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ
(٢) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ
عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ ۰

অনুবাদ ঃ (১) হে মানুষ ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সে দিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। মানুষকে দেখিবে মাতাল সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাক্ওয়া লাভের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। এবং কিয়ামতের দিবসে যেই সকল বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থাব তাহারা সম্মুখীন হইবে তাহার সংবাদও দান করিয়াছেন। কিয়ামতের ভূমিকম্প সম্পর্কে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অর্থাৎ এই ভূমিকম্পন কি কবর হইতে উত্থিত হইবার পর যখন সকল মানুষ কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে তখন সংঘটিত হইবে, না কবর হইতে উত্থিত হইবার পূর্বে?

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে এবং যমীন উহার বোঝা বাহির করিয়া ফেলিবে (সূরা যিলযাল ঃ ১-২)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

যমীন পাহাড় পর্বতকে উঠাইয়া চূর্ণবিচূর্ণ করা হইবে। এবং সেইদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে (সূরা হাক্কাহ ঃ ১৪)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

যেইদিন ভূমি প্রকম্পিত হইবে এবং পাহাড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৪)

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এই ভূমিকম্প হইবে পৃথিবীর সর্বশেষ এবং কিয়ামত শুরু হইবার প্রথম পর্যায়ে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, বাশ্শার (র) ... ... আলকামাহ (র) হইতে "إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ"-এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, আয়াতের বর্ণিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাওরী (র)-এর সূত্রে ... ... আলকামাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শা'বী, ইবরাহীম, উবাদা ইব্ন উমাইর (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ কুদায়নাহ (র) আতা (র)-এর সূত্রে আমির শা'বী (র) হইতে 'يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ'-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে সংঘটিত হইবে। যাঁহারা উপরোক্ত মত পোষণ করিয়াছেন তাঁহাদের দলীল হিসাবে ইমাম আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) মদীনার কাযী ইসমাঈল ইব্ন রাফি (র)-এর সিংগা সম্পর্কিত রিওয়ায়েতটি পেশ করিয়াছেন। তিনি ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়া অবসর হইলেন, তখন তিনি সিংগা সৃষ্টি করিয়া হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে দান করিলেন। অতঃপর তিনি উহা মুখে ধারণ করিয়া আরশের প্রতি তাকাইয়া এই অপেক্ষায় রহিয়াছেন, কখন তাঁহাকে ফুৎকার দেওয়ার জন্য হুকুম করা হইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! الصور কি? তিনি বলিলেন ঃ সিংগা। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কেমন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা একটি বিরাট সিংগা যাহাতে তিনবার ফুৎকার দেওয়া হইবে।

প্রথম ফুৎকার হইবে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার জন্য। দ্বিতীয় ফুৎকার হইবে অজ্ঞান ও বেহুশ করিবার জন্য। এবং তৃতীয় ফুৎকার হইবে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দণ্ডায়মান হইবার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে প্রথম ফুৎকারের জন্য নির্দেশ দিবেন; অতঃপর আসমান যমীনের অবস্থানকারী সকলেই ঘাবড়াইয়া যাইবে। শুধু সেই ব্যক্তি ঘাবড়াইবে না, যাহাকে আল্লাহ্ চাহিবেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে ফুৎকার দিতে হুকম করিবেন। অতএব তিনি ফুৎকার দিতে থাকিবেন, ক্লান্ত হইবেন না। এই ফুৎকারের কথাই আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقٍ

তাহারা তো কোন একটি বিকট শব্দের অপেক্ষা করিতেছে যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না (সূরা ছোয়াদ ঃ ১৫)" অতঃপর পাহাড়-পর্বত মাটিতে পরিণত হইবে এবং যমীন প্রকাশিত হইবে।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ الخ

সেইদিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করিবে, উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি, কত হৃদয় সেই দিন সন্ত্রস্ত হইবে, (সূরা নাযি'আত ঃ ৬-৮) যমীনের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ হইবে যেমন সমুদ্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ যাহাকে সমুদ্রের তরঙ্গমালা জাহাজের আরোহীদগিকে লইয়া ভাসাইতেছে আবার ডুবাইতেছে। অথবা সেই প্রদীপের মত যাহা ঝুলন্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু উহাকে হেলাইতেছে ও দোলাইতেছে। এই সময়ই সকল গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ঘটিবে। এবং স্তন্যদানকারিনী মহিলাগণ তাহাদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে ভুলিয়া যাইবে। বালক বৃদ্ধ হইবে এবং সকল শয়তান পালাইবার চেষ্টা করিবে, এমনকি যখন তাহারা এক প্রান্তে যাইবে ফিরিশ্তাগণ তাহাদের চেহারায় আঘাত করিবেন, ফলে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে। আর মানুষও একে

অপরকে ডাকিতে ডাকিতে পালায়ন করিতে থাকিবে। আল্লাহ্ এই আয়াতে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ .

পারস্পরিক আহ্বানের দিন, যেই দিন তোমরা পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিবে। সেইদিন আল্লাহ্র পাকড়াও হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না। আর আল্লাহ্ যাহাকে গুমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দান করিতে পারে না। (সূরা মুমিন ঃ ৩৩)

সকল মানুষ এই অবস্থায় থাকিবে। হঠাৎ যমীন বিদীর্ণ হইবে। এবং তাহারা এক ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে। তাহারা এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবে যে, যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইবে যে, উহা বিগলিত তামার রূপ ধারণ করিয়াছে। অতঃপর চন্দ্র, সূর্য আলোকহীন হইয়া পড়িবে। এবং নক্ষত্রসমুহ খসিয়া পড়িবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ মৃত লোক ইহার কিছুই জানিতে পারিবে না। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন,

فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত হইবে না বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন শহীদগণ। যাহারা জীবিত তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। কিন্তু শহীদগণ জীবিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা ভীত হইবে না। তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হইবেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঐদিনের সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কেবল অসৎ লোকদের উপর এই শাস্তি প্রেরণ করিবেন। আর এই শাস্তির কথা তিনি এই আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ .

হাদীসটি তাবরানী, ইব্ন জরীর, ইব্ন আবূ হাতিম (র) এবং আরো অনেকে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প কিয়ামতের পূর্বে ঘটিবে। কিন্তু কিয়ামতের প্রতি ইহা এই কারণে সম্বন্ধিত করা হইয়াছে যে, ইহা কিয়ামতের নিকটবর্তীকালে ঘটিবে। যেমন কিয়ামতের আলামত বলা হইয়া থাকে, অথচ উহা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাইবে।

অপর পক্ষে কোন কোন মুফাস্‌সির-এর মতে আয়াতে উল্লিখিত ভূমিকম্প তখন সংঘটিত হইবে যখন সকল লোক তাহাদের কবরসমূহ হইতে উত্থিত হইয়া কিয়ামতের ময়দানে একত্রিত হইবে এবং বহু হাদীস দ্বারা তিনি স্বীয় মতের দলীল পেশ করিয়ছেন।

প্রথম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার কোন এক সফরে এই আয়াত উচ্চস্বরে পাঠ করিলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ .

সাহাবায়ে কিরাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উচ্চস্বরে পাঠ করিতে শুনিলেন, তখন তাঁহারা দ্রুতবেগে তাঁহাদের সওয়ারী হাঁকাইলেন এবং তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবশ্যই এখন কিছু বলিবেন। তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্পাশ্বে একত্রিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমরা ইহা জান কি উহা কবে সংঘটিত হইবে? উহা সেইদিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন হযরত আদম (আ) তাঁহার প্রতিপালককে ডাকিবেন। অতঃপর তাঁহার প্রতিপালকও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিবেন ঃ হে আদম! যাহারা জাহান্নামী তাহাদিগকে তুমি জাহান্নামে প্রেরণ কর। তিনি বলিবেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! জাহান্নামে কি পরিমাণ লোক প্রেরিত হইবে? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী হইবে এবং একজন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। সাহাবায়ে কিরাম ইহা শ্রবণ করিতেই আতংকিত হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাদের অবস্থা অনুধাবণ করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। চিন্তিত হইও না এবং আমল করিতে থাক। সেই সত্তার কসম যাঁহ্যার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন, তোমাদের সহিত আরো দুইটি সৃষ্টজীব থাকিবে। তাহারা যে কোন সম্প্রদায়ের সহিত থাকে না কেন, সর্বদা তাহাদের সংখ্যাই ভারী হইবে। আর সেই সম্প্রদায় হইল ইয়াজূজ ও মাজূজ গোষ্ঠী। আর আদম সন্তানদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহারাও এবং যাহারা ইব্‌লীসের বংশধর তাহারাও। রাবী বলেন, এই কথা শ্রবণ করিবার পর সাহাবায়ে কিরাম চিন্তামুক্ত হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اعجلوا وابشروا فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس الا كالشامة فى جنب البعير أو الرقمة فى ذراع الدابة.

তোমরা আমল করিতে থাক, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, অন্যান্য লোকের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ ঠিক উটের তিলক কিংবা সওয়ারীর হাতের সাদা চিহ্ন সমতুল্য।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাফসীর অধ্যায়ে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাদীসের দ্বিতীয় সূত্র। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইব্ন আবূ উমর (র) ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ... ... وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

অবতীর্ণ হইল, তখন নবী করীম (সা) সফরে ছিলেন, তখন তিনি বলিলেন তোমরা জান কি কোন দিনে উহা সংঘটিত হইবে? তাঁহারা বলিলেন, والله ورسوله أعلم আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) অধিক ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইল সেই দিন যেই দিনে আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-কে বলিবেন, দোযখের অংশ বাহির কর। তখন তিনি বলিবেন, হে আল্লাহ্! দোযখের অংশ কি? তিনি বলিলেন ঃ নয়শত নিরানব্বইজন হইবে দোযখী এবং একজন হইল বেহেশ্তবাসী। ইহা শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وقَاربوا وسددوا فانها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جَاهلية الخ

তোমরা আল্লাহ্র হুকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও এবং সঠিকভাবে চলাচল কর। প্রত্যেক নবুওয়াতে পূর্বে জাহেলিয়্যাতের যুগ ছিল এবং জাহিল যুগের লোকেরাই এই সংখ্যা পূর্ণ করিবে। এইভাবে পূর্ণ হইলে তো ভাল, নচেৎ মুনাফিক দ্বারা এই সংখ্যা পূর্ণ করা হইবে। তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের উদাহরণ হইল, ঠিক তদ্রূপ যেমন হাতের সাদা চিহ্ন কিংবা শরীরের তীলকের তুলনা শরীরের অন্য অংশের সহিত।

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি আশা রাখি তোমরা বেহেশ্তের এক চতুর্থাংশ হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সাহাবায়ে কিরাম 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আশা করি তোমরা জান্নাতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। তখন ও তাঁহারা তাক্বীর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশ্তবাসীগণের অর্ধেক হইবে। তখনও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাকবীর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। রাবী বলেন, আমার হইয়া জানা নাই যে, রাসূলূল্লাহ্ (সা) দুই তৃতীয়াংশের কথাও বলিয়াছেন কিনা?

ইমাম আহমাদ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীস সম্পর্কে বলেন, হাদীসটি সহীহ্ ও বিশুদ্ধ। হাদীসটি পর্যায়ক্রমে, উরওয়াহ হইতে (র) হাসান (র) সূত্রে ইমরান (র) কর্তৃক বর্ণিত আছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ্ (র) সূত্রে ... ... ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইব্ন জরীর (র) ... ... হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, হাসান (র) বলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর, যখন তিনি মদীনা তায়্যিবা দেখিতে পাইলেন, তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ

এই সময় সাহাবায়ে কিরামও তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ যখন অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি তাহার রিওয়ায়েত এই কথাটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন ومن هلك من كثرة الجن والإنس হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিলেন। অবশ্য তিনি ইহাও বলিলেন ঃ إنى لأرجوا ان تكونوا ثالث أهل الجنة আমি আশা করি বেহেশতবাসীগণের মধ্যে তোমরা এক চতুর্থাংশ। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ إنى أرجوا ان تكونوا ثالث أهل الجنة আমি আশা করি বেহেশ্তবাসীগণের মধ্যে তোমরা এক তৃতীয়াংশ হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ إنى أرجوا أن تكونوا شطر أهل الجنة আমি আশা করি তোমরা বেহেশ্তবাসীগণের মধ্যে অর্ধেক হইবে। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলিলেন ঃ وإنما أنتم جزء من الف جزءٍ তোমরা হাজার অংশের একাংশ।

চতুর্থ হাদীস

ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, উমর ইব্ন হাফস (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ হে আদম! তিনি বলিবেন, لبيك ربنا وسعديك হে আমাদের প্রতিপালক! আমি উপস্থিত, আমি হাযির। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চস্বরে আহ্বান করিয়া বলিবেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সন্তান হইতে দোযখের অংশ বাহির করিতে এবং দোযখে নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ করিতেছেন। হযরত আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, হে আমার প্রতিপালক! দোযখের অংশের পরিমাণ কি, বলিয়া দিন। তিনি বলিবেন ঃ প্রত্যেক হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই মুহূর্তেই গর্ভবতীর গর্ভপাত ঘটিবে এবং বাচ্চা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।

وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ

আর তুমি সেইদিন মানুষকে মাতাল দেখিবে অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহারা মাতাল হইবে না বরং আল্লাহ্র শাস্তি সেই দিন হইবে বড়ই কঠিন। সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ইহা বড় কঠিন মনে হইল, এমন কি তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলীন হইয়া গেল। তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

من يأجوج ومأجوج تسعمأة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور السوداء إنى لأرجوا أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبّرنا الخ

ইয়াজূজ ও মাজূজের বংশধর হইতে এই সংখ্যা হইবে নয়শত নিরানব্বই জন এবং তোমাদের মধ্য হইতে হইবে একজন। তোমরা অন্যান্য সকল মানুষের তুলনায় সাদা গরুর শরীরে কিছু কালো পশমের ন্যায় কিংবা কালো গরুর শরীরে কিছু সাদা পশমের মত। আমি তো আশা করি তোমরা বেহেশতবাসীগণের এক চতুর্থাংশ হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক তৃতীয়াংশ বেহেশতবাসীগণের উল্লেখ করিলেন। তখন আমরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। অতঃপর তিনি বেহেশ্তের অর্ধেক অধিবাসীর কথা উল্লেখ করিলে আমরা তখনও উচ্চস্বরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করিয়া উঠিলাম।

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি অন্যত্রও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আ'মাশ-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

পঞ্চম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উমারাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন উখতে সুফিয়ান সাওরী ও আবীদাহ (র) ... ... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে একজন আহবায়ককে হযরত আদম (আ)-এর নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিবেন, হে আদম! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, আপনার সন্তান-সন্ততি হইতে দোযখের অংশ বাহির করিয়া দিন। তখন হযরত আদম (আ) বলিবেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাহারা কাহারা বলিয়া দিন। উত্তরে বলা হইবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। তখন এক ব্যক্তি জিজাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা এই সত্যটি জান কি যে, অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা ঠিক উজ্জ্বল শুভ্রতার ন্যায় যাহা কোন উটের বুকে বিদ্যমান থাকে। অত্রসূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন্ ঃ اِنَّكُمْ تُحْشَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকে শূন্যপদ, বিবস্ত্র ও খাত্‌নাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হইবে। তখন হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন কি স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোক একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে? রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আয়েশা! একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ কোথায় হইবে? অবস্থা ইহার চাইতেও আরো ভয়ানক হইবে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তম হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে এক বন্ধু কি আরেক বন্ধুর কথা স্মরণ করিবে? জবাবে রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তিনটি স্থানে কেহ কাহারো সহিত কথা বলিবে না। মীযানের নিকট যাবৎ না তাহার আমল ভারী না হাল্‌কা তাহা জানিতে পারিবে কোন কথা বলিবে না। দ্বিতীয়, যখন প্রত্যেক আমলনামা উড়াইয়া দেওয়া হইবে, যাবৎ না উহার ডাইন কিংবা বাম হস্তে আসিয়া পড়িবে। কোন কথা বলিবে না। তৃতীয়, যখন দোযখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইবে অতঃপর উহা সকলকে অবরোধ করিবে এবং ভীষণ ক্রোধান্বিত হইবে। গর্দানটি

বলিতে থাকিবে, আমাকে তিন প্রকার লোকের সহিত নিয়োজিত করা হইয়াছে, আমাকে তিনপ্রকার লোকের ব্যাপারে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ১. যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করে। আমাকে তাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ২. আমাকে এমন প্রত্যেকের ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে, যে কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ৩. আমাকে এমন সকল লোকের ব্যাপারে নিয়োজিত করা হইয়াছে যে অবাধ্য ও অহংকারী। রাবী বলেন, অতঃপর উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে, এবং তাহাদিগকে জাহান্নামের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করিবে। জাহান্নামের উপর একটি পুল আছে, যাহা চুল অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, তরবারী অপেক্ষা ধারাল। উহার উপর এক প্রকার কাটা আছে উহা যাহাকে ইচ্ছা পাকড়াও করিবে। এবং উহার উপর দিয়া লোক বিদ্যুতের ন্যায়, পলকের ন্যায় , বায়ুর ন্যায় এবং দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় ও দ্রুত উটের ন্যায় অতিক্রম করিবে। ফিরিশ্‌তাগণ বলিতে থাকিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন। অতঃপর কিছু সংখ্যক সম্পূর্ণ অক্ষতরূপে নিরাপদে অতিক্রম করিবে এবং মুক্তিলাভ করিবে। এবং কিছু সংখ্যক যখম হইয়াও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে। আর কিছু সংখ্যক লোক উপুড়াবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। কিয়ামতের ভয়ভীতি ও উহার বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে, যাহা বর্ণনা করিবার সঠিক স্থান ইহা নহে। একারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ কিয়ামত দিবসের ভূমিকম্প বড়ই ভয়াবহ, বড়ই কঠিন, বড়ই বিধ্বংসী ও বিভীষিকাপূর্ণ ঘটনা এবং আশ্চার্যজনক অবস্থা। ভয়ভীতি ও ঘাবড়িয়ে যাবার কালে মানুষর অন্তরে যে আতংকের সৃষ্টি হয় উহাকে 'زلزال' বলা হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا .

তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়া ছিল। এবং তাহাদিগকে বড়ই কঠিনভাবে আতংকিত করা হইয়াছে। (সূরা আযাব ঃ ১১)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ .

অত্র আয়াতে ترونها এর যমীরটি যমীরুশ্ শান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কারণে تَذْهَلُ দ্বারা উহার ব্যাখ্যা লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এতই কঠিনও বিভীষিকাপূর্ণ হইবে যে সেই দিন দুধদানকারী মাও তাহার দুগ্ধপোষ্য সন্তান হইতে গাফিল হইয়া পড়িবে। অথচ এই সন্তানই মায়ের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়বস্তু এবং এই দুগ্ধপোষ্য সন্তানের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতার অধিকারীনী, অথচ

ভয়ভীতির কঠোরতার কারণে এইরূপ দুগ্ধপোষ্য সন্তানকেও দুধপান করাইতে ভুলিয়া যাইবে। وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলা আতংকগ্রস্থ হইয়া সঠিক সময়ের পূর্বে সন্তান প্রসব করিবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ২) وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى ভয়ভীতি ও আতংকের দরুন আপনি মানুষকে মাতালাবস্থায় দেখিতে পাইবেন। যে কেহ তাহাদিগকে দেখিয়া ধারণা করিবে যে তাহারা মাতাল। অথচ, وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ তাহারা প্রকৃতপক্ষে মাতাল নহে, বরং আল্লাহ্‌র শাস্তির বড়ই কঠিন এবং শাস্তির ভয়াবহতার কারণেই তাহারা মাতাল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ

(٤) كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ
السَّعِيْرِ ۰

অনুবাদ ঃ (৩) মানুষের মধ্যে কতক অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রাহী শয়তানের। (৪) তাহার সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে কেহ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে সে তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং তাহাকে পরিচালিত করিবে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক মৃতকে জীবিত করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা, আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি অবতারিত ওহী হইতে বিমুখ হয় এবং তাহাদের এই আচরণে মানুষ ও জিনের মধ্য হইতে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে তাহাদের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ কিছু লোক এমনও আছে যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়াই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হয় وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ এবং তাহারা এমন সকল অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে যাহারা বিদ্'আত ও গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে, كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ তাহার ভাগ্যলিপিতে ইহা নির্ধারণ করা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ সে তাহাকে গুমরাহ করিবে এবং وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ দোযখের শাস্তির প্রতি

পথ দেখাইবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাহাকে পথভ্রষ্ট করিবে এবং আখিরাতে তাহাকে দোযখের জ্বলন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি টানিয়া লইয়া যাইবে।

সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন, অত্র আয়াত 'নযর ইব্ন হারিস' সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইব্ন জুবাইর (র)ও অনুরূপ মত উলেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্ন মুসলিম বাসরী (র) ... ... আবূ কা'ব আল-মক্কী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা কুরাইশ বংশের এক খবীস জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বলতো দেখি, তোমাদের প্রতিপালক স্বর্ণের তৈয়ারী না তামার তৈয়ারী! তখন আসমান প্রকম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহার মুণ্ডু উড়িয়া গেল। اَلْقَعْقَعَةُ। অর্থ প্রকম্পিত হওয়া।

লাইস ইব্ন আবূ সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আপনি বলুন, আপনার প্রতিপালক কিসের তৈয়ারী? মুক্তার তৈয়ারী না ইয়াকূতের তৈয়ারী? তখন হঠাৎ একটি বজ্রপাত ঘটিল এবং সে নিপাত হইল।

(٥) يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ
مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰى
اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا
يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى وَاَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ

(٧) وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ

অনুবাদ ঃ (৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্ধিগ্ধ হও তবে অবধান কর আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তাহার পর আলাক হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশ্‌ত পিণ্ড হইতে, তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা ও এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থির রাখি, তাহার পর আমি তোমাদিগকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও মৃত্যু ঘটান হয় এবং তোমাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক. অতঃপর উহাতে আমি বারিবর্ষণ করিলে উহা শস্যশ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; (৬) ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান; (৭) এবং কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং কবরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুনরুত্থিত করিবেন।

তাফসীর ঃ কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে যাহারা অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আলোচনা করিবার পর পুনরুত্থান ও কিয়ামতের উপর দলীল বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ

হে মানুষ সকল! যদি তোমার পুনরুত্থান সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহে লিপ্ত হইয়া থাক; তবে জানিয়া রাখ, فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ আমি তোমাদিগকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টির মূল উপাদান তো মাটিই এবং তোমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হইয়াছিল। البعث। শব্দের অর্থ পুনরুত্থান। শরীর ও আত্মার সহ অবস্থান ও কিয়ামত।

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর অত্যন্ত নিকৃষ্ট পানি দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مُضْغَةٍ অতঃপর জমাট রক্ত দ্বারা অতঃপর মাংশপিণ্ড দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। বীর্য মাতৃগর্ভে স্থির হইবার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তথায় একই অবস্থায় অবস্থান করেন। অতঃপর আলাহ্‌র হুকুমে রক্তে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ও উহা চল্লিশ

দিন পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর উহা মাংশপিণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু উহার কোন আকৃতি হয় না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে আকৃতি দান করেন, উহার মাথা, হাত, পেট , উরু, পা এবং অন্যান্য সকল অংগ প্রত্যংগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে যে পূর্ণ আকৃতি সংঘটিত হইবার পূর্বেই গর্ভপাত হইয়া যায়। আবার অনেক সময় পূর্ণ আকৃতি লাভের পরেই গর্ভপাত হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ যেমন তোমরা দেখিয়া থাক যে কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করিয়া সন্তান প্রসব হয় আবার কখনও পূর্ণ আকৃতি ব্যতিতই প্রসব হইয়া থাকে।

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ যেন আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দেই এবং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যাহাকে ইচ্ছা মাতৃগর্ভ সমূহে স্থির রাখিয়া দেই। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্ত্রীলোক গর্ভধারণ করে। গর্ভপাত করে না। মুজাহিদ (র) مُخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মাতৃগর্ভ হইতে যেই সন্তান প্রসব হয় উহা কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করে আবার কখনও পূর্ণ আকৃতি ধারণ করিবার পূর্বেই প্রসব হইয়া যায়।

মাতৃগর্ভে যখন মাংশপিণ্ডাবস্থায় চল্লিশ দিন অতীত হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, উক্ত ফিরিশ্‌তা তাহার মধ্যে রূহ্ ফুৎকার করিয়া দেন এবং আল্লাহ্‌র মর্জি মুতাবিক উহাতে সুন্দর ও অসুন্দর আকৃতি দান করে। উহাকে পুরুষ ও স্ত্রী করেন, উহার রিযিক, মৃত্যুকাল, সে কি সৌভাগ্যবান, না দুর্ভাগ্যবান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আ'মাশের (র)-এর সূত্রে ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'প্রতেকের সৃষ্টির মূল উপাদান অর্থাৎ বীর্য তাহার মাতৃগর্ভের চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর ইহা আলাক-এ পরিণত হয়, অতঃপর এই আলাকও চল্লিশ রাত পরে মাংশপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, এবং তাহাকে চারটি জিনিসের নির্দেশ দান করা হয়, তাহার রিযিক, তাহার আমল, তাহার মৃত্যুকাল এবং সে কি সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান ইহা লিপিবদ্ধ হইবার পর উহার মধ্যে রূহ্ নিক্ষেপ করা হয়।

ইব্‌ন হাতিম ও ইব্‌ন জরীর (র) দাউদ ইব্‌ন আবূ হিন্দ (র)-এর সূত্রে ... ... আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, বীর্য যখন মাতৃগর্ভের স্থির হয়, তখন উহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা আসে এবং আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহ্! ইহাকে কি সৃষ্টি করা হইবে না সৃষ্টি করা হইবেনা। যদি বলা হয় সৃষ্টি করা হইবে না, তবে

মাতৃগর্ভে উহা জমাট বাঁধেনা বরং রক্তের আকৃতিতে উহা গর্ভ হইতে বাহির হইয়া যায়। যদি বলা হয় যে উহাকে সৃষ্টি করা হইবে, তখন প্রশ্ন হয় উহা কি পুরুষ হইবে না নারী? সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, না দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইবে? উহার মৃত্যুর কাল কি হইবে, কোন ভুখণ্ডে উহার মৃত্যু ঘটিবে?

রাবী বলেন, অতঃপর বীর্যকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, আল্লাহ্। জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার রিযিকদাতা কে? বলে আল্লাহ্। অতঃপর ফিরিশ্তাকে বলা হয়, তুমি মূল কিতাবের কাছে যাও, ওখানে তুমি উহার বিস্তারিত বিবরণ পাবে। রাবী বলেন, অতঃপর উহাকে সৃষ্টি করা হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত জীবন ধারণ করে, নির্দিষ্ট রিযিক আহার করে তাহার নির্দিষ্ট নামসমূহ চলাচল করে অবশেষে তাহার মৃত্যুকাল সমাগত হইলে সে মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার নির্দিষ্ট স্থানে তাহাকে দাফন করা হয়। অতঃপর আমির শা'বী (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

যখন আলাকায় পরিণত হয় তখন উহাকে মাংশপিণ্ডে পরিণত হইবার পর সৃষ্টির চতুর্থ স্তর আরম্ভ হয়। এবং এই সময়ই উহা রূপবিশিষ্ট হয়। যদি উহা সৃষ্ট না হইবার হয় তবে উহা রক্তে পরিণত হইয়া গর্ভ হইতে বাহির হইয়া যায়। আর সৃষ্ট হইলে উহার সহিত রূহ্ মিলিত হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মুক্রী (র) ... ... হযরত হুয়ায়ফা ইব্ন উসাইদ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ মাতৃগর্ভে চল্লিশ কিংবা পাঁচচল্লিশ দিন পর্যন্ত স্থির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা আগমন করে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে পরওয়ারদিগার! এই ব্যক্তি কি ভাগ্যবান না দুর্ভাগ্য? তাহাকে যেই জবাব দান করা হয় উহা লিপিবদ্ধ করা হয়। ফিরিশ্তা তাহার মৃত্যুকাল, তাহার আমল, ও তাহার রিযিক ও লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর সকল সহীফা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার মধ্যস্ত কোনবস্তু কম করা হয় না এবং উহার সহিত কিছু বৃদ্ধি ও করা হয় না।

ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটি সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র)-এর সূত্রে এবং আবূ তুফাইল (র) হইতে অপর এক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا অতঃপর আমি তোমাদিগকে শিশুর আকৃতিতে বাহির করি অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমরা ভুমিষ্ট হও যখন তোমাদের শরীর থাকে অত্যাধিক দুর্বল এবং

তোমাকে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি থাকে ক্ষীণ। তোমাদের অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি থাকে নেহায়েত দুর্বল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পর্যায়ক্রমে ধীরেধীরে তোমাদিগকে এই সকল বিষয়ে সবল করেন, তিনি তোমাদের প্রতি সদাসর্বদা তোমাদের পিতামাতাকে অনুগ্রহশীল করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ

অতঃপর যেন তোমরা পরিপূর্ণ যৌবনে পদার্পণ কর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ধীরেধীরে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতে থাকেন। অবশেষে এক সময়ে তোমরা ভরা যৌবনে পদার্পণ কর এবং তোমরা সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী ও সুদর্শন হও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ তো যৌবনকালেই মৃত্যুবরণ করে যখন সে পূর্ণ শক্তিরও অধিকারী থাকে।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ এমনও আছে যাহাকে চরম বার্ধক্যে প্রত্যাবর্তন করান হয় যখন তাহার সকল শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। জ্ঞান, বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে, চিন্তা শক্তিও লোপ পায়।

لِكَىْ لَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ফলে কোন কিছুর জ্ঞান লাভের পরে তা ভুলিয়া যায়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ .

আল্লাহ্ই তোমাদিগকে দুর্বলাবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দুর্বলতার পরে সবল করিয়াছেন, পুনরায় তিনি সবলতার পরে দুর্বল করেন এবং বৃদ্ধ করিয়া দেন। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তিনি বড়ই জ্ঞানের অধিকারী ও শক্তির মালিক। (সূরা রূম ঃ ৫৪) হাফিয আবুল ইয়া'লা আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুসান্না আল-মুসিলী (র) তাঁহার 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة كتبت لوالده لوالديه فاذا بلغ الحنث اجرى اللّه عليه القلم أمر الملاكان اللذان كان معه أو يحفظا أو يشددا الخ

কোন বাচ্চা বালিগ হওয়া পর্যন্ত যত ভাল কাজ সম্পন্ন করে উহার সাওয়াব তাহার পিতামাতার জন্য কিংবা পিতামাতা উভয়ের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু সে যে সকল খারাপ কাজ করে উহা তাহার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় আর না তাহার পিতামাতার জন্য। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পণ করিতেই তাহার জন্য কলম চালু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার আমল লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তাহার সহিত অবস্থানকারী দুইজন ফিরিশ্‌তাকে তাহার আমলের হিফাযত ও সংরক্ষণের হুকুম দেওয়া হয়। তখন ইসলামের উপর অবিচল থাকিয়া তাহার বয়স চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তিনটি বিপদ হইতে নিরাপদে রাখেন। পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম হইতে। যখন তাহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যখন তাহার বয়স ষাট উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্টি হইবার তাওফীক দান করা হয়। যখন তাহার বয়স সত্তর পার হইয়া যায়, আসমানে ফিরিশ্‌তাগণ তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করে। যখন তাহার বয়স আশি অতিক্রম করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় ছোট গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং যাবতীয় কাজ লিপিবদ্ধ করেন। যখন তাহার বয়স নব্বইতে পদার্পন করেন তখন আল্লাহ্ তাহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহার পরিবারের লোকজনের পক্ষে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করেন। এবং তাহাকে 'আমীনুল্লাহ্' নামকরণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয়। দুনিয়ায় সে 'আসীরুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র বন্দী) হইয়াছিল। যখন সে তাহার জীবনের এক অকর্মণ্য স্তরে পৌছিয়া যায়, তখন কোন বিষয়ের তাহার জ্ঞান লাভ করিবার পর ভুলিয়া যায় তখন তাহার সুস্থাবস্থায় যে সকল আমল করিত সেই সকল আমলের সাওয়াব তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর হইবে। কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করিলে, উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। হাদীসটি অত্যন্ত গারীব ইহাতে অত্যধিক 'নাকারত' রহিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (র) মাওকূফ ও মারফূ' উভয়রূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মুসলমান চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে তিনটি বিপদ হইতে নিরাপদ করেন। পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম। অতঃপর যখন সে পঞ্চাশে পদার্পণ করে আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। যখন তাহার বয়স ষাটে উপনীত হয় তাহাকে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্টাবস্থার তাওফীক দান করেন। তাহার বয়স যখন সত্তরে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ এবং আসমানের ফিরিশ্‌তা তাহাকে ভালবাসেন। আর যখন তাহার বয়স আশিতে পৌছে যখন আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় ভাল কাজ কবূল করেন এবং মন্দ কাজ মিটাইয়া দেন।

যখন তাহার বয়স নব্বইতে পৌছে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহাকে 'যমীনের কয়েদী' নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে তাহার সুপারিশ কবুল করা হয়।

অতঃপর ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হিশাম (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়ছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আনাস ইব্ন ইয়ায (র) ... ... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি চল্লিশ বৎসরকাল ইসলামের উপর অটল থাকিয়া জীবন যাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর হইতে তিন প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ ও জুযাম। অতঃপর হাদীসটি পূর্বের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) ... ... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামের উপর তাঁর জীবনের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর হইতে কয়েক প্রকার বিপদ সরাইয়া দেন। পাগলামী, জুযাম ও কুষ্ঠরোগ। যখন তাহার বয়স পঞ্চাশে উপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহার হিসাব সহজ করিয়া দেন। তাহার বয়স যখন ষাটে পৌছে, তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে 'ইনাবাত ইলাল্লাহ্'-এর তাওফীক দান করেন। তাহার বয়স সত্তর বৎসর হইলে আল্লাহ্ তাহার পূর্ব ও পরবর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। পৃথিবীতে 'আল্লাহ্র কয়েদী' তাহার নামকরণ করা হয়। এবং আসমানের অধিবাসীরা তাহাকে ভালবাসেন। যখন তাহার বয়স আশিতে উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় ভাল কাজ গ্রহণ করেন এবং সকল অন্যায় কাজ ক্ষমা করিয়া দেন। তাহার বয়স যখন নব্বই বৎসর হয় তখন তাহার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। এবং 'আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র কয়েদী' নামকরণ করা হয় ও তাহার পরিবার পরিজন সম্পর্কে তাহার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً

হে শ্রোতা! তুমি যমীনকে শুষ্ক দেখিতেছ। আল্লাহ্ যে মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম অত্র আয়াত একটি পৃথক দলীল। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেমন শুষ্ক যমীনকে সরস ও সজীব করিয়া উহা হইতে নানা প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন অনুরূপভাবে তিনি মৃতকে ও সজীব করিতে সক্ষম।

'الهامدة' এমন যমীনকে বলা হয় যাহাতে কিছুই উৎপন্ন হয় না। সুদ্দী (র) বলেন, 'الهامدة' অর্থ মৃত ও নির্জীব।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ

অতঃপর আমি যখন উহাতে বৃষ্টি বর্ষন করি তখন উহা সজীব হয় ও আন্দোলিত হইয়া উঠে এবং মাটি হইতে ছারা গজাইয়া উপরে উঠিতে থাকে। অতঃপর উহা বৃদ্ধি পাইতে এবং এক সময়ে উহা নানান প্রকার ফলমূলে সুশোভিত হয়, নানা রংগের বিভিন্ন স্বাদের ও নানা গন্ধের ও বহু রকমের উপকারের ফলফূল উহাতে ধারণ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ

সুদৃশ্য ও সুস্বাদু ফলমূল উৎপন্ন করে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ

ইহা কেবল এইজন্য যে আল্লাহ্ তা'আলা-এর অস্তিত্ব মহাসত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা ও ব্যবস্থাপক এবং যাহা ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে সক্ষম। وَاَنَّهٗ يُحْيِ الْمَوْتٰى এবং যেমন তিনি মৃত যমীনকে সজীব করিয়া উহাকে নানান প্রকার ফলেফুলে সজ্জিত করেন, অনুরূপভাবে তিনি মৃত লোকজনও জীবিত করিবেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِىْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অবশ্যই যেই সত্তা এই মৃত যমীনকে সজীব করেন তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৩৯)

আর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

তিনি অর্থাৎ মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহা হইয়া যাও, বলিয়া নির্দেশ করেন অমনি উহা হইয়া যায়। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيْهِ

আর কিয়ামত অবশ্যই সমাগত হইবে উহার আগমনে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ

তিনি অবশ্যই কবরের অধিবাসীদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন। অর্থাৎ তাহারা কবরে পঁচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার পরও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদগিকে অস্তিত্বে আনয়ন করবেন।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ . قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٍ اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ، الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُوْنَ .

সে আমার জন্য এক অভিনব অবস্থা বর্ণনা করিল এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলিয়া গেল, সে বলিল, কে এই পঁচা হাড়গুলি জীবিত করিবে? আপনি বলিয়া দিন, যেই মহান সত্তা উহাকে জীবিত করিবেন যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে আগুন উৎপাদন করিয়া থাকে, অতঃপর তোমরা উহা হইতে আগুন প্রজ্জ্বলিত কর। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৯) এই সম্পর্কে আরো বহু আয়াত বিদ্যমান।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বাহজ (র) ... ... আবূ রাযীন ইকায়লী লাকীত ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রত্যেকেই কি কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্কে দেখিব? এবং মাখলূকের মধ্যে কি উহার দর্শনের কোন উদাহরণ আছে। তখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সকলেই কি সমভাবে চন্দ্র দেখিতে পাও না? আমরা বলিলাম, হাঁ, তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তো সর্বাপেক্ষা অধিক আযমত ও মর্যাদার অধিকারী। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলালাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবিত করিবেন, কি উপায়ে এবং মাখলূকের মধ্যে ইহার কোন উদাহরণও কি আছে? তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কখনও অনাবাদী জঙ্গল দিয়া অতিক্রম কর নাই, সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ অতঃপর তুমি কি পুনরায় সে জঙ্গল এমন অবস্থায় ও কি অতিক্রম কর নাই? যখন উহা সবুজ শ্যামল গাছ-পালায় পরিপূর্ণ হয়? বলিল, জী হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন এবং আল্লাহ্র মাখলূকের মধ্যে ইহাই উহার উদাহরণ।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) এই সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা

করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন ইসহাক (র) ... ... আবূ রাযীন উকায়লী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে মৃতকে জীবিত করিবেন? তিনি বলিলেন ঃ আচ্ছা তুমি কি কখনও শুষ্ক যমীন অতিক্রম করিয়া পুনরায় উহার সবুজ শ্যামলাবস্থায় উহা অতিক্রম করিয়াছ? বলিল, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পুনর্জীবনও তদ্রূপে সংঘটিত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ইহার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করিবে, ১. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার অস্তিত্ব মহা সত্য। ২. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ৩. এবং আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কবরবাসীদিগকে পুনরুত্থিত করিবেন। সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।

(٨) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ

(٩) ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ

(١٠) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ •

অনুবাদ ঃ (৮) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাহাদিগের না আছে জ্ঞান, না আছে পথ নির্দেশক, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। (৯) সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাঁকাইয়া লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য। তাহার জন্য লাঞ্ছনা আছে ইহলোকে এবং কিয়ামতের দিবসে আমি তাহাকে আস্বাদন করাইব দহন যন্ত্রণা। (১০) সে দিন তাহাকে বলা হইবে, ইহা তোমার কৃতকর্মেরই ফল। কারণ আল্লাহ্ বান্দাদিগের প্রতি যুলুম করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহার পূর্বে এই সূরায়

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ .

এর মাধ্যমে জাহিল ও মুর্খ অনুসারীদের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে কাফিরদের নেতা ও সর্দারের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِيْ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ .

মানুষের মধ্যে কোন কোন এমন মানুষ আছে যে, কেবল নিজের প্রবৃত্তিও বক্রমতানুসারে আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। বস্তুত সে কোন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী নহে, তাহার নিকট হিদায়াত পূর্ণ কোন সঠিক ধর্মীয় গ্রন্থও নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثَانِىَ عِطْفِهٖ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অহংকারী। অর্থাৎ হকের প্রতি আহ্বান করার পর যে অহংকার ভরে ইহা গ্রহণ করেনা। মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও মালিক ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যে ব্যক্তি তাহার ঘাড় ফিরাইয়া লয়। অর্থাৎ হককে গ্রহণ না করিয়া অন্য দিকে যে ব্যক্তি তাহার ঘাড় ফিরাইয়া লয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَفِيْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ .

মূসা (আ)-এর ঘটনায়ও উপদেশ রহিয়াছে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণ সহ ফির‘আউনের নিকট প্রেরণ করিলাম, তখন ফির‘আউন তাহার আহ্বান গ্রহণ না করিয়া অহংকার ভরে স্বীয় ঘাড় অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল। (সূরা যারিয়াত ঃ ৩৮-৩৯)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ
يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا

যখন তাহাদিগকে অর্থাৎ কাফিরদিগকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাব ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আস। তখন হে নবী! আপনি দেখিতে পাইবেন মুনাফিকরা আপনার নিকট হইতে অন্যান্য লোককে বাধা প্রদান করিতেছে। (সূরা নিসা ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ
يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ .

যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা আস, রাসূলুল্লাহ্ তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা স্বীয় মাথা অন্য দিকে ফিরাইয়া লয় এবং আপনি ইহা দেখিতে পাইবেন যে, তাহারা অহংকার করিয়া আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে ফিরাইতেছে। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৫)

একদা হযরত লুকমান (র) স্বীয় পুত্রকে বলিলেন ঃ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ তুমি অহংকার করিয়া তোমার মুখমণ্ডলকে লোক সমাজ হইতে ফিরাইয়া লইওনা।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا .

যখন তাহার নিকট আমার আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে অহংকার করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। (সূরা লুকমান ঃ ৭)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

কেহ কেহ বলেন, ليضل এর لام টি عاقبة পরিণতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, تعليل কারণ দর্শানোর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত লোক দ্বারা সেই সকল লোক উদ্দেশ্য হইতে পারে, যাহারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। অথবা ইহার উদ্দেশ্য ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ এই প্রকৃতির লোককে এইরূপ নিকৃষ্ট স্বভাবে এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে যেন তাহারা অন্যকেও সঠিক পথ হইতে গুমরাহ করিতে পারে। এবং গুমরাহ করিবার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ

তাহার জন্য পৃথিবীতেই লাঞ্ছনা রহিয়াছে। এই ব্যক্তি অহংকার করিয়া আল্লাহ্র আয়াতসমূহ হইতে যখন মুখ ফিরাইয়া লয় তখন আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেই তাহাকে লাঞ্ছনা দান করলেন। ইহা দুনিয়াতে তাহার অহংকারেরই প্রতিদান। দুনিয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানেও সে বিফল হইল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ

আর কিয়ামত দিবসে আমি তাহাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির আস্বাদন করাইব। তাহাকে বলা হইবে, ইহা তাহার কৃতকর্মের প্রতিদান।

মহান আল্লাহ্র বাণীঃ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

আর আল্লাহ্ তো তাহার বান্দাগণের প্রতি মোটেই যুলুমকারী নহেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ . اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ .

ফিরিশ্‌তাগণকে বলা হইবে, তোমরা তাহাকে পাকড়াও কর এবং টানিয়া হেছড়াইয়া উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাহার মাথার উপর গরম ফুটন্ত পানির ধারা প্রবাহিত কর। বলা হইবে আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত ইহা সেই বস্তু যাহা সম্পর্কে সারা জীবন সন্দেহ পোষণ করিতে। (সূরা দুখান ঃ ৩৭-৫০)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হাসান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীস পৌছাইয়াছে যে, ঐ সকল অহংকারী কাফিরকে প্রত্যেহ সত্তর হাজার বার অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

(١١) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

(١٢) يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهٗ وَمَا لَا يَنْفَعُهٗ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ

(١٣) يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ .

অনুবাদ ঃ- (১১) মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে দ্বিধার সহিত তাহার মঙ্গল হইলে তাহাতে তাহার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটিলে সে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে; ইহাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা উহার কোন অপকার করিতে পারেনা; উপকারও করিতে পারে না; ইহাই চরম বিভ্রান্তি। (১৩) সে ডাকে এমন কিছুকে যাহার ক্ষতিই উহার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এই অভিভাবক ও কত নিকৃষ্ট এই সহচর।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য মুফাস্‌সিরগণ বলেন, عَلٰى حَرْفٍ অর্থ عَلٰى شَكٍّ সন্দিহান। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, على حرف অর্থ على طرف বলা হইয়া থাকে على طرف الجبل অর্থাৎ على حرف الجبل পাহাড়ের কিনারায়।

مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ যে ব্যক্তি দীনের এক কিনারায় প্রবেশ করিয়াছে। অতঃপর যদি সে তাহার স্বার্থ লাভ করিতে সক্ষম হয় তবে তো স্থির হইয়া দাড়ায় নচেৎ ভাগিয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারিস (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ... ... হইতে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণিত, যে কোন ব্যক্তি মদীনায় আগমন করিবার পর যদি তাহার পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিত এবং তাহার ঘোড়ী বাচ্চা প্রসব করিত তবে সে বলিত ইসলাম ধর্ম একটি ভাল ধর্ম। আর যদি তাহার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব না করিত এবং ঘোড়ীও বাচ্চা প্রসব না করিত তাতে সে বলিত ইহা একটি খারাপ ধর্ম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু কিছু গ্রাম্য লোক নবী করীম (র)-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিত। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া যদি সুখ-স্বাচ্ছন্দ দেখিতে পাইত, বৃষ্টি বর্ষিত হইত, তাহাদের পশু পক্ষীরা সবুজ শ্যামল ঘাস ও খাবার পাইত তবে তো বলিত, আমাদের এই ধর্ম বড়ই উত্তম ধর্ম। পক্ষান্তরে যদি দেশে ফিরিয়া অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখিতে পাইত তবে বলিত, এই ধর্মে আমাদের কোন কল্যাণ নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهٖ

মানুষের মধ্য হইতে কোন কোন লোক এমনও আছে যে, এক কিনারায় দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যদি সে তাহার কল্যাণ লাভে সমর্থ হয় তবে সে আশ্বস্ত হয়।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, কেহ কেহ মদীনায় আগমন করিয়া যদি সুস্থ থাকিত, তাহার ঘোড়ী যদি বাচ্চা প্রসব করিত, তাহার স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দিত, তবে সে সন্তুষ্ট হইত ও আশ্বস্ত হইত। এবং একথাও বলিত যে, এই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এখনও অকল্যাণে পতিত হই নাই। পক্ষান্তরে যদি তাহার উপর কোন বিপদ আসিত, অর্থাৎ মদীনায় কোন অসুখে আক্রান্ত হইত, তাহার স্ত্রী কন্যা সন্তান জন্ম দিত, সাদাকার মাল পাইতে বিলম্ব হইত, তখন তাহার নিকট শয়তান আসিয়া বলিত, তুমি এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া কখনও কোন কল্যাণ লাভ করিতে পার নাই।

ইহা একটি ফিৎনা। কাতাদাহ্, যাহ্হাক, ইব্ন জুবাইর (র) এবং সালাফের আরো অনেক উলামায়ে কিরাম অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, এই ব্যক্তি হইল মুনাফিক, যদি তাহার পার্থিব স্বার্থ ঠিক থাকে তবে সে ইবাদত করিতে থাকে, কিন্তু যদি তাহার পার্থিব স্বার্থ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে আর সে ইবাদত করিতে রাযী নহে। যদি কোন বিপদ, পরীক্ষা, কিংবা দুঃখ-কষ্টে ফাঁসিয়া পড়ে, তবে তখন সে ধর্মই ত্যাগ করে বসে এবং কুফর গ্রহণ করেন। মুজাহিদ (র) إنقلب على وجهه এর অর্থ করেন إرتد كافرا। সে ধর্মত্যাগ করিয়া কাফির হইয়া যায়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ সে এই পৃথিবীতেও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে কোন পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার করিতে সক্ষম হয নাই এবং যেহেতু আল্লাহ্কে অমান্য করিয়াছে, কুফর করিয়াছে এই কারণে পরকালে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিবে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ইহাই চরম ও সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া সে এমন বস্তুর উপাসনা করে, এমন সকল মূর্তীর ও নিকট পানি প্রার্থনা করে সাহার্য ও রিযিক প্রার্থনা করে যে তাহার না কোন উপকার করিতে পারে আর না কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম। ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيْدُ ইহাই হইল চরম গুমরাহী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَدْعُوْا لَمَنْ ضَرُّهٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِهٖ

সে এমন বস্তু উপাসনা করে যাহার উপাসনার ক্ষতি এই পৃথিবীতেই উহার উপকার অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী। কিন্তু পরকালে উহার উপাসনার ক্ষতি নিশ্চিত ও অবধারিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَبِئْسَ الْمَوْلٰى وَلَبِئْسَ الْعَشِيْرُ

মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যেই মূর্তির পূঁজা ও উপাসনা করা হইতেছে কার্য নির্বাহী হিসাবে উহা বড়ই মন্দ। এবং সহচর হিসাবেও মন্দ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের 'المولٰى।' অর্থ চাচত ভাই এবং 'الْعَشِير।' অর্থ সহচর। কিন্তু মুজাহিদ (র) যেই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন অর্থাৎ 'মূর্তি' ইহাই অধিক উত্তম।

(١٤) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ٠

অনুবাদ ঃ (১৪) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; আল্লাহ্ যাহা তাহাই ইচ্ছা করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুমরাহ্ ও হতভাগ্য লোকদের উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে নেক ও সৎলোকদের সৌভাগ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং আমলের মাধ্যমে তাহাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশিত করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা একদিকে সর্বপ্রকার সৎকর্ম সম্পন্ন করিয়াছে অপর দিকে সর্বপ্রকার অসৎ কাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, ফলে তাহারা বেহেশতের মনোরম বাগান সমূহে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। যেহেতু গুমরাহ করিবার ও হিদায়াত দান করিবার উভয় প্রকার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র। সুতরাং ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ অবশ্যই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন উহা সম্পন্ন করেন।

(١٥) مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَّنْ يَّنْصُرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ
فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ
كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ

(١٦) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ ٠

অনুবাদ ঃ (১৫) যে কেহ মনে করে, আল্লাহ্ তাহাকে কখনই দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করিবেন না সে আকাশের দিকে একটি রজ্জু বিলম্বিত করুক, পরে উহা বিচ্ছিন্ন করুক, অতঃপর দেখুক তাহার প্রচেষ্টা তাহার আক্রোশের হেতু দূর করে কি না! (১৬) এইভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে উহা অবতীর্ণ করিয়াছি; আর আল্লাহ্র যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে ইহকালে ও পরকালে কোন সাহায্য করিবেন না। তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাঁহাকে সাহায্য

করিবেন, এই কারণে সে রাগে আত্মহত্যা করিলেও। তাহার উচিত একটি রশি লইয়া তাহার ঘরের খুটিতে লটকাইয়া আত্মহত্যা করে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, আবুল জাওয়া, কাতাদাহ্ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই তাফসীর করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ইহার অর্থ করেন, "সে যেন একটি রশি লইয়া আসমানের চলিয়া যায়। কারণ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আসমান হইতে সাহায্য আসে। অতঃপর তাহার ক্ষমতা থাকিলে ঐ রশির সাহায্যে আসমানে চড়িয়া সেই সাহায্য যেন রোধ করিয়া দেয়। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার সহচরবৃন্দের বক্তব্য অর্থের দিক হইতে অধিক স্পষ্ট এবং তাহাদের প্রতি বিদ্রূপ ভঙ্গিটি হয় এইভাবে সুতীক্ষ্ণ।

এ ব্যাখ্যানুসারে আয়াতের অর্থ হইবে, যেই ব্যক্তি ধারণা করে যে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাব ও তাহাদের দীনের সাহায্য করিবে না। তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ্ অবশ্যই সাহায্য করিবেন। ইহা যদি তাহাদের ক্রোধের কারণ হয়, তবে যেন সে আত্মহত্যা করিয়া স্বীয় জীবন নাশ করিয়া দেয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ لَنَصرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَدُ

আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামত দিবসেও সাহায্য করিব। (সূরা মু'মিন ঃ ৫১)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهٗ مَا يَغِيْظُ

সে যেন চিন্তা করে যে, তাহার চক্রান্ত তাহার অপসন্দনীয় বস্তুকে রোধ করিতে পারে কি না? সুদ্দী (র) বলেন, তাহার এই প্রচেষ্টা মুহাম্মদ (সা)-এর শান ও মর্যাদাকে যাহা তাহার অন্তর পীড়ার কারণ, ক্ষুন্ন করে কিনা, সে যেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখে।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, তাহার অন্তরে যে ক্রোধ ও গোস্সা রহিয়াছে তাহার এই প্রচেষ্টা তাহাকে উহা হইতে সুস্থ্ করে কি না, সে যেন তাহা চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ اٰيٰتٍ بَيِّنٰت আর আমি এই কুরআনকে এইভাবে সম্পষ্ট নিদর্শনাবলী হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছি উহার শব্দও স্পষ্ট, অর্থও স্পষ্ট এবং উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের উপর দলীল ও প্রমাণ। وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يُّرِيْدُ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ

তিনি যাহা কিছু করেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিতে পারে না বরং তাহাদিগকেই প্রশ্ন করা হইবে (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩)। তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী; তাঁহার রহমত, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার আদল ও ইনসাফ অতুলনীয়। তাঁহার সকল কার্যাবলী হিকমত, ইনসাফ, জ্ঞান ও রহমতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন করিতে পারে না। অথচ, সকলকেই তাহাদের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

(١٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِئِيْنَ وَالنَّصٰرٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْآ اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ٠

অনুবাদ ঃ (১৭) যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা ইয়াহূদী হইয়াছে, যাহারা সাবিয়ী, খিস্টান ও অগ্নিপুজক এবং যাহারা মুশরিক হইয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর সম্যক প্রত্যক্ষকারী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আলাহ্ তা'আলা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মু'মিন, সাবিয়ী, ইয়াহূদী, অগ্নিপুজক ও মুশরিকদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'সাবিয়ী' কাহারা, উলামায়ে কিরামের তাহাদের সম্পর্কে কি কি মত রহিয়াছে এই বিষয়ে সূরা বাকারায় আমরা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। যে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, তাহাকে বেহেশ্তে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি কুফর করিবে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলের কার্যকলাপ দেখিতেছেন। তাহাদের কথাবার্তা সংরক্ষণ করিতেছেন এবং তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল রহিয়াছেন।

(١٨) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۰

অনুবাদ ঃ (১৮) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজ্দা করে যাহা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজ্দা করে মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হইয়াছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাহাকে হেয় করেন, তাহার সম্মানদাতা কেহই নাই; আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কেবলমাত্র তিনিই যাবতীয় ইবাদতের উপযোগী অন্য কেহ নহে। তাঁহারই আযমত ও বড়ত্বের কারণে সকল বস্তু তাঁহার সম্মুখে সিজ্দাবনত। তবে সকলের সিজ্দার ধরণ এক নহে। প্রত্যেক বস্তুর সিজ্দা তাহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ

তাহারা কি আল্লাহ্র সেই সৃষ্টি বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যাহার ছায়া ডাইনে বামে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত হয়। (সূরা নাহল ঃ ৪৮)

এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ

আসমানের ফিরিশ্তাগণ, যমীনের জীবজন্তু, মানব, দানব সকলেই ইচ্ছা অনিচ্ছায় আল্লাহ্র সম্মুখে সিজ্দাবনত তাহা কি তুমি জান না? وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বিশেষ কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ উল্লিখিত জিনিসগুলোর কেবল ইবাদত করা হইত। এইগুলির সিজ্দার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইহা বুঝাইয়াছেন যে, যেই চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির তোমরা উপাসান কর, প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং তাঁহার হুকুম পালন করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ

তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সিজ্‌দা করিও না বরং সেই সত্তা যিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে সিজ্‌দা কর। (সূরা হা-মীম আস্‌-সাজ্‌দা ঃ ৩৭) বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যার! জান কি এই সূর্য কোথায় যায়? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ

فانها تذهب فيسجد تحت العرش ثم تستأمر فيوشك ان يقال لها ارجعى من حيث جئت

সূর্য চলিতে চলিতে অবশেষে আরশের নিচে যায় এবং তথায় সিজ্‌দা করে। অতঃপর পুনরায় উদয়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, সম্ভবত এক সময় উহাকে বলা হইবে যে স্থান হইতে আসিয়াছ সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন কর।

মুসনাদ, সুনানে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ গ্রন্থ সমুহে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত ঃ

انّ الشمس القمر خلقَان من خلق اللّٰه وإنهما لا ينكسفان لموت اُحد و لا لحياته ولكن اللّٰه إذا تجلى لشئٍ من خلقه خشع له

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সমুহের মধ্য হইতে দুইটি সুষ্টবস্তু, কাহারও জন্ম কিংবা মৃত্যুর কারণে উহাদের গ্রহণ হয়না। বরং যখন আল্লাহ্ কোন বস্তুর সম্মুখে সমুজ্জ্বলিত হন তখন সেই বস্তু তাঁহার সম্মুখে অবনত হইয়া যায়।

আবুল আলীয়াহ্ (র) বলেন, আসমানে অবস্থানকারী নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র সূর্য যখনই অস্তমিত হয়, তখন উহা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা করে। অতঃপর যাবৎ না উহাকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি দান না করা হয় প্রত্যাবর্তন করেনা। প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পাইলে, উহা ডাইন দিক হইতে স্বীয় উদয়স্থলে প্রত্যাবর্তন করে। পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজীর সিজ্‌দা করিবার অর্থ হইল, ডাইন ও বাম দিক হইতে উহাদের ছায়া ঝুঁকিয়া যাওয়া।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়াছি, যেন আমি একটি গাছের পশ্চাতে সালাত পড়িতেছি। আমি সিজ্‌দা করিলাম, গাছটিও সিজ্‌দা করিল, এবং সিজ্‌দার মধ্যে বলিয়া উঠিল,

اللّٰهم اكتب لى بها عندك اجرا وضع عنى بها وزرا واجلعها لى عندك
ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داؤد

হে আল্লাহ্! এই সিজ্‌দার বিনিময়ে আমার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করুন। এবং ইহার অসীলায় আমার গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আপনার নিকট ইহাকে আমার জন্য জমা করুন এবং আপনার বান্দা হযরত দাউদ (আ)-এর পক্ষ হইতে যেরূপ কবূল করিয়াছেন তদ্রূপ আমার পক্ষ হইতে তাহা হইতে তাহা কবূল করুন।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াত পড়িয়া সিজ্‌দা করিলে এবং সিজ্‌দার মধ্যে ঠিক ঐ দু'আ পড়িলেন, যাহা ঐ আগন্তুক লোকটি সিজ্‌দাবনত গাছ হইতে বর্ণনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনাইয়াছিল। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন হিব্বান (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالدَّوَابُّ ইহার অর্থ সর্বপ্রকার প্রাণী। হাদীস গ্রন্থে ইমাম আহমাদ (র) হইতে বর্ণিত,

نهى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم عن اتخاذ ظهور الدواب منابر
فرب مركوبة خير أو أكثر ذكر اللّٰه من راكبها

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠকে মিম্বর করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অনেক সোয়ারী তাহার আরোহী অপেক্ষা উত্তম কিংবা অধিক আল্লাহ্‌র যিকিরকারী।

كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ মানুষের মধ্য হইতে অনেক ইচ্ছাপূর্বকই আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজ্‌দাবনত হয়। وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ আর অনেক এমন লোকও আছে যাহাদের উপর শাস্তি অবধারিত। তাহারাও আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজ্‌দাবনত হয়। তাহারা হইল সেই সকল লোক যাহারা অহংকার করে এবং সেচ্ছায় সানন্দে সিজ্‌দা করিতে চায় না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

আল্লাহ্ যাহাকে লাঞ্ছিত করেন। তাহার কোন সম্মান প্রদানকারী নাই। অবশ্যই আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন শায়বান রামলী (র) ... :.. ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত আলী (রা)-কে বলা হইল, এখানে একজন লোক আছে, যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে অস্বীকার করে। হযরত আলী (রা) তাহাকে বলিলেন,

হে আল্লাহ্র বান্দা! আচ্ছা বলতো দেখি, তোমার সৃষ্টি কি তোমার ইচ্ছানুরূপ হইয়া থাকে না আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী? সে বলিল, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী। হযরত আলী (রা) তাহাকে পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বলতো দেখি, আল্লাহ্ তোমাকে কি তখন রোগাক্রান্ত করেন যখন তুমি উহা চাও, না তিনি যখন ইচ্ছা করেন? সে বলিল, আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা পরে তোমার ইচ্ছামত তিনি তোমাকে সুস্থ করেন, না তিনি যখন ইচ্ছা তখন সুস্থ হও ?

লোকটি বলিল, আমার ইচ্ছানুসারে নহে বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা মতই আমার রোগমুক্তি ঘটে। তখন হযরত আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি তুমি ইহার বিপরীত কিছু বলিতে তবে তোমার শিরোচ্ছেদ করিয়া দিতাম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন আদম সন্তান সিজ্দা করে তখন শয়তান সরিয়া গিয়া কাঁদিতে থাকে। সে বলে হায় ! আদম সন্তানকে সিজ্দা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে তো সিজ্দা করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু আমাকে সিজ্দা করিবার হুকুম করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা অস্বীকার করিয়া দোযখের অধিবাসী হইয়াছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বনূ হাশেমের আযাদ করা গোলাম আবূ সাঈদ ও আবদুর রহমান আল-মুকরী (র) ... ... উকবাহ ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূরা হজ্জকে কি কুরআনের অন্যান্য সূরা সমূহের উপর দুইটি সিজ্দা দ্বারা ফযীলত দান করা হইয়াছে ? তিনি বলিবেন, হাঁ। যে সিজ্দা করিবে না সে যেন উহা না পড়ে।

ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) ইব্ন লাহীআহ (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি শক্তিশালী নহে। তবে ইমাম তিরমিযীর এই মন্তব্যটি নির্ভুল নহে। কেননা ইব্ন লাহীআহ (র) স্বীয় সনদে হাদীসটি তাঁহার শায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণের তাঁহার উপর যেই অভিযোগ তাহা হইল 'তাদলীস' এর অভিযোগ। আর এ অভিযোগ তখন খণ্ডন হইয়া যায়।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার 'মারাসীল' এ বর্ণনা করিয়াছেন, আহমাদ ইব্ন আমর ইব্ন সারহ (র) ... ... খালিদ ইব্ন মা'দান, (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فضلت سورة الحج على سائر القران بسجدتين সূরা হজ্জকে কুরআনের অন্যান্য সকল সূরা সমূহের উপর দুইটি সিজ্দা

দ্বারা ফযীলত দান করা হইয়াছে। অতঃপর ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, এই সূত্র ব্যতিত অন্য সূত্রের মাধ্যমেও হাদীসটি বর্ণিত আছে, কিন্তু উহা বিশুদ্ধ নহে।

হাফিয আবূ বকর ইসমাঈলী (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ দাউদ (র) ... ... আবুল জাহম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) সূরা হজ্জ-এ জাবীয়াহ নামক স্থানে দুইটি সিজ্‌দা করিয়াছেন। এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন, দুই সিজ্‌দা দ্বারা সূরাটিকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, হারিস ইব্‌ন সাঈদ দিমাশ্‌কী (র) ... ... আমর ইবনুল আ'স (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে পবিত্র কুরআনে পনরোটি সিজ্‌দা শিক্ষা দিয়াছেন। উহাদের মধ্যে তিনটি মুফাসসাল সূরা সমূহের মধ্যে বিদ্যমান এবং সূরা হজ্জ-এ দুইটি। এই বিষয়ে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসের এক অপর দুইটি শক্তিশালী করে।

(١٩) هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ
لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ
(٢٠) يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ
(٢١) وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ
(٢٢) كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا
وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۰

অনুবাদ ঃ (১৯) ইহারা দুইটি বিবাদমান পক্ষ, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে, যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে আগুনের পোশাক, তাহাদিগের মাথার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি (২০) যাহা দ্বারা উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা এবং উহাদিগের চর্ম বিগলিত করা হইবে। (২১) এবং তাহাদিগের জন্য থাকিবে লৌহ মুদগর। (২২) যখন উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখনই তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, উহাদিগকে বলা হইবে আস্বাদ কর দহন-যন্ত্রণা।

তাফসীর ঃ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ মিজলাজ (র) ... ... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি এই বিষয়ে কসম খাইয়া বলিতেন, هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ। আয়াতটি হযরত হামযা (রা) ও তাঁহার দুই সাথী বদর যুদ্ধে দিন তাঁহাদের সহিত মুকাবিলার জন্য আসিয়াছিল উতবাহ ও তাহার দুই সাথী; এই দুই দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র) ... ... আলী ইব্ন তালিব, (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে প্রথম আমিই আল্লাহ্র দরবারে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িব এবং আমার পক্ষের দলীল প্রমাণ পেশ করিব।

কায়েস (র) বলেন, তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে যাহারা সামনাসামনি মুকাবিলা করিয়াছেন তাহারা হইলেন, একপক্ষে হযরত আলী, হযরত হামযা ও উবাদাহ (রা) অপরপক্ষে শাইবাহ ইব্ন রাবী'আহ, উতবাহ ইব্ন রাবী'আহ ও অলীদ ইব্ন উতবাহ। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, একবার মুসলমানগণ ও আহলে কিতাবগণ পরস্পরে ঝগড়া করিল, আহলে কিতাবগণ বলিল, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে আগমন করিয়াছেন। আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অধিক প্রিয়। তখন মুসলমানগণ বলিল, আমাদের কিতাব সকল কিতাবের উপর ফয়সালা দান করে; আমাদের নবী সর্বশেষ নবী। অতএব আমরা তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্র অধিক প্রিয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে বিজয়ী করিলেন এবং এই আয়াতের অবতীর্ণ হইল ঃ

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। শু'বা (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'দুইদল' দ্বারা 'সত্য বিশ্বাসকারী দল' ও 'সত্যকে অস্বীকারকী দল'কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াতের 'মু'মিন' ও 'কাফির' এর উদাহরণ বর্ণনা করা হইয়াছে। যাহারা কিয়ামত সম্পর্কে ঝগড়া করে। অন্য এক রিওয়ায়েতে হযরত মুজাহিদ ও আতা (র) হইতে বর্ণিত, ঝগড়াকারী লোক হইল মু'মিনগণ ও কাফির সম্প্রদায়। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, ঝগড়াকারী দুইদল দ্বারা বেহেশত ও দোযখ বুঝান হইয়াছে। দোযখ বলিল, আল্লাহ্ আমাকে শাস্তির জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। বেহেশত বলিল, আমাকে রহমত-অনুগ্রহের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত

আতা ও মুজাহিদ (র)-এর বক্তব্য যে আলোচ্য আয়াতে দুই দল দ্বারা মু'মিনগণ ও কাফিরদিগকে বুঝান হইয়াছে, যাহা উল্লিখিত অন্যান্য সকল বক্তব্য শামিল করে এবং বদর ও অন্যান্য ঘটনা শামিল করে। কারণ মু'মিনগণ আল্লাহ্র দীনের সাহায্য করিতে চায়। অপরপক্ষে কাফিররা আল্লাহ্র দীনের আলো নির্বাপিত হউক এবং হক নির্মূল যাউক ও বাতিলের প্রকাশ ঘটুক ও বিজয় হউক ইহাই তাহাদের কাম্য। আল্লামা ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। এবং ইহাই উত্তম তাফসীর। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ যাহারা কাফির তাহাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈয়ারী করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আগুনের পোশাক তামার আকৃতিতে হইবে যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তপ্ত হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

তাহাদের মাথার উপরে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে, ইহা দ্বারা তাহাদের উদরস্থ যাবতীয় বস্তু ও চামড়া সমূহ বিগলিত হইবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, তরল উত্তপ্ত তামা যখন মাথার উপরে ঢালিয়া দেওয়া হইবে তখন উহা তাহাদের পেটের চর্বী, নাড়ীভুড়ী গলাইয়া বাহির করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, নাড়ীভুড়ীর ন্যায় তাহাদের চামড়া সমূহও বিগলিত হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, বিগলিত হইয়া ঝরিয়া পড়িবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইবুন মুসান্না (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে কাফিরদের মাথার উপর উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দেওয়া হইবে। উহা মাথার খুলি ভেদ করিয়া পেটে পৌছিবে। অতঃপর উহা উদরস্থ্ সকল বস্তুকে গলাই ফেলিবে, এমন কি উহা পায়ের নিচ দিয়া বাহির হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় করা হইবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) ইবনুল মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন ইহা সহীহ্ হাসান।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার পিতা ইবনুল মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন সবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফিরের নিকট গরম পানির পাত্র আনা হইবে। যখন উহা তাহার মুখের নিকট আনা হইবে, সে উহা অপসন্দ করিবে। তখন ফিরিশতা মুগুর লইয়া তাহার মাথায় মারিবে। তাঁহার মাথা ফাঁটিয়া

যাইবে। তখন ফিরিশতা ফাঁকা স্থানে গরম পানি ঢালিয়া দিবে। যাহা সোজা তাহার উদরে পৌছিবে। মহান আল্লাহ্ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِى بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ দ্বারা ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيْدٍ ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লোহার ঐ মুগুর যদি পৃথিবীতে রাখিয়া দেওয়া হইত তবে সকল মানব দানব একত্রিত হইয়া ও উহা উঠাইতে সক্ষম হইত না।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মূসা ইব্ন দাউদ (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لو ضرب الجبل بمقمع حديد لتفتت ثم عادكما كان ولو ان دلواً من عساق يهراق فى الدنيا لانتن أهل الدنيا .

যদি লোহার ঐ মুগুর দ্বারা পাহাড়ে আঘাত হানা হয় তবে উহ চূর্নবিচূর্ণ হইবে। যদি এক ঢোল গাস্সাক-রক্ত পুঁজ দুনিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয়, তবে সারা দুনিয়াবাসী দুর্গন্ধে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) لَهُمْ مَقَامِعُ مِّنْ حَدِيْدٍ ব্যাখ্য প্রসংগে বলেন, জাহান্নামীদিগকে মুগর দ্বারা আঘাত দেওয়া হইলে প্রত্যেকের মাংস খসিয়া পড়িবে। তখন তাহারা হায় হায় করিয়া আর্তনাদ করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

যখনই তাহারা উহা হইতে বাহির হইবার ইচ্ছা করিবে, তাহাদিগকে পুনরায় উহার মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে। আমাশ (র) আবূ জুবইয়ান (র) সূত্রে সালমান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, দোযখের আগুন অত্যধিক কালো হইবে, উহার ফুলকী ও অঙ্গারে কোন আলো হইবে না।

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا

যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, জাহান্নামীরা উহাতে শ্বাসও গ্রহন করিতে পারিবে না। ফুযাইল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাহারা তো জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার যখনই ইচ্ছা করিবে; তখনই তাহারা

তাহাদের হাত পা বাধা পাইবে। অবশ্য দোযখের ফুলকী তাহাদিগকে উপরে উত্তোলন করিবে। কিন্তু মুগুর পুনরায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া ভিতরে ঢুকাইবে।

ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ তোমরা বিদগ্ধ হইবার শাস্তি ভোগ কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ

তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ গ্রহন কর যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

(٢٣) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

(٢٤) وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْٓا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ ٠

অনুবাদ ঃ (২৩) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহাদিগকে অলংকৃত করা হইবে স্বর্ণ-কঙ্কন এবং মুক্তা দ্বারা ও সেথায় তোহাদিগের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের। (২৪) তাহাদিগকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হইয়াছিল এবং তাহারা পরিচালিত হইয়াছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহ্র পথে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ দোযখবাসীদের অবস্থা অর্থাৎ দোযখে তাহাদের নানা প্রকার শাস্তি, যথা-বিদগ্ধ হওয়া, বেড়ীতে আবদ্ধ হওয়া ও আগুনের পোশাক পরিধান করা ইত্যাদি বর্ণনা করিবার পর বেহেশবাসীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট তাঁহার অনুগ্রহ ও রহমত প্রার্থনা করি। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন সৎকর্মশীলগণকে এমন বেহেশতের মধ্যে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে। অর্থাৎ বেহেশতের চুতর্দিকে পানি প্রবাহিত হইবে। উহার বৃক্ষ রাজীর মধ্যে উহার অট্টালিকা ও প্রাসাদ সমূহের মাঝে এই প্রবাহ যেই দিকে ইচ্ছা সেই দিকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا

আর তাহাদিগকে নানা প্রকার অলংকারে সজ্জিত করা হইবে। স্বর্ণের বালা ও মুক্তালংকার পরিধান করান হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء বেহেশতে মু'মিনকে সেই সকল স্থানে অলংকার সজ্জিত হইবে সেই সকল স্থানে অযূর মধ্যে ধৌত করা হয়। কা'ব আহবার (রা) বলেন, বেহেশতে এমন একজন ফিরিশতা আছেন, যাঁহার নাম আমি ইচ্ছা করিলে উল্লেখ করিতে পারি, সেই ফিরিশ্‌তা তাঁহার জন্ম লগ্ন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত অলংকার তৈয়ার করিতেছেন। তাঁহার প্রস্তুত করা একটি চুড়ি যদি দুনিয়ায় প্রকাশ পাইত তবে যেমন সূর্যের আলোর কারণে চন্দ্রের আলো অদৃশ্য হইয়া যায়, অনুরূপভাবে ঐ চুড়ীর কারণে সূর্যের আলোও অদৃশ্য হইয়া যাইত।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

বেহেশতবাসীদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র। দোযখবাসীদের পোশাক হইবে আগুনের বস্ত্র। উহার মুকাবিলায় বেহেশবাসীদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র। ইস্তাবরাক ও সুন্দসের তৈরী পোষাক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ وَّحُلُّوْآ اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا. اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا .

বেহেশবাসীদের পোষাক হইবে মিহীন সবুজ রেশমের এবং মোটা রেশমের। তাহাদিগকে রুপার কঙ্কন সমূহ পরিধান করান হইবে। আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়। অবশ্য ইহাই তোমাদের পুরষ্কার এবং তোমাদের প্রচেষ্টা গৃহিত ও মকবুল। (সূরা দাহর ঃ ২১-২২)

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لاَ تَلْبِسُوْا الْحَرِيْرَ وَلاَ الدِيْبَاجَ فِىْ الدُّنْيَا فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِىْ الاٰخِرَةِ .

তোমরা দুনিয়ায় কোন প্রকার রেশমীর পোশাক পরিধান করিও না। কারণ যে ব্যক্তি উহা পরিধান করে পরকালে উহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

مَنْ لَمْ يَلْبِسْ الْحُرَيْرَ فِى الْاٰخِرَةِ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ .

যেই ব্যক্তি পরকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবেনা, বস্তুত সে বেহেশতেই প্রবেশ করিবে না। কারণ জান্নাতে প্রবেশ করিতে তাহার পোশাক রেশমী বস্ত্র হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

যে বেহেশতের তাহাদের পোশাক হইবে রেশমী বস্ত্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُدُوْٓا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ আর তাহাদিগকে কালিমায়ে তায়্যিবার প্রতি হিদায়েত দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তুটি এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

وَاُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ .

আর মু'মিন ও সৎআমল সম্পন্নকারীগণকে বেহেশতের বাগান সমূহে দাখিল করা হইবে যেখানে নহরসমূহ প্রবাহিত তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর তাহাদের অভ্যর্থনা বাক্য হবে 'সালাম'। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

আর ফিরিশতা তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে, তাহারা বলিবে, তোমাদের ধৈর্যের কারণে তোমাদের প্রতি সালাম শান্তি বর্ষিত হউক । শেষ পরিণতি বড়ই উত্তম। (সূরা রা'দ ঃ ২৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا .

তাহারা তথায় কোন অনর্থক ও গুনাহর কথা শুনিবে না। তাহারা কেবল, সালাম আর সালাম শ্রবণ করিবে। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ২৬) এই সকল আয়াতের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, বেহেশতের অধিবাসীগণকে এমন স্থানের প্রতি পথপ্রদর্শন করা হইয়াছে যেখানে তাহারা উত্তম কালাম ও সুন্দর কথা শ্রবণ করিবে।

يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا বেহেশবাসীগণ বেহেশতের মধ্যে উত্তম কথা ও সালামের সহিত একে অন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৫) অপমান ও

ধমক মূলক কথা দ্বারা যেমন দোযখবাসীদিগকে লাঞ্ছিত করা হইবে, বেহেশবাসীগণের সহিত তদ্রুপ ব্যবহার করা হইবে না। যেমন দোযখবাসীদিগকে বলা হইবে ঃ

ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ তোমরা বিদগ্ধ হওয়ার স্বাদ গ্রহণ কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ আর তাহাদিগকে মহা প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে হিদায়েত দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন স্থানে পৌছান হইয়াছে সেখানে তাহারা উত্তমরূপে প্রশংসা করিতে সক্ষম হইবে। সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

إنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس

বেহেশবাসীগণ যেমন স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকিবে তদ্রুপভাবে অনিচ্ছায় তাহাদের মুখ হইতে তাসবীহ্ ও তাহ্মীদ উচ্চারিত হইতে থাকিবে।

কোন কোন তাফসীরকার وَهُدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ এর অর্থ করিয়াছেন আর তাহাদিগকে কলেমায়ে তায়্যিবাহ অর্থাৎ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু অন্যান্য যিকির এর প্রতি হিদায়েত দান করা হইয়াছে। وَهُدُوْا اِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ আর তাহাদিগকে পৃথিবীতে সরল সঠিক পথে পরিচালিত হইবার তাওফীক দান করা হইয়াছে। উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মধ্যে পরস্পরে কোন বিরোধ নাই।

(٢٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَنِ الْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ
وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۠

অনুবাদ ঃ (২৫) যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহ্র পথ হইতে এবং মসজিদুল হারাম হইতে, যাহা আমি করিয়াছি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান, আর যে ইচ্ছা করে সীমালংঘন করিয়া উহাতে পাপ কার্যের, তাহাকে আমি আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির।

তাফসীর ঃ কাফিররা মু'মিনগণকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে, হজ্জ ও উমরাহ পালন করিতে বাধা প্রদান করিত, এতদসত্ত্বেও তাহারা মসজিদুল হারামে তত্ত্বাবধায়ক বলিয়া যে দাবী করে আল্লাহ্ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهٗ اِنْ اَوْلِيَاۤءُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ .

এই সকল কাফিররা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নহে। প্রকৃতপক্ষে উহার তত্ত্বাবধায়ক হইল মুত্তাকী–আল্লাহ্ভীরু লোকজন। (সূরা আনফাল ঃ ৩৪)

আয়াতের বিয়ষবস্তু ইহাই প্রমাণ করে যে আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন সূরা বাকারার এই আয়াতটিও মাদানী।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ .

তাহারা হারাম মাসে যুদ্ধ করা যায় কিনা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন হারাম মাসে যুদ্ধ করা বড়ই অন্যায় কাজ। কিন্তু আল্লাহ্র রাহে বাধা প্রদান করা, আল্লাহ্র সহিত কুফর করা, মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করা, যাহারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদুল হারামের যোগ্য লোক তাহাদিগকে উহা হইতে বহিষ্কার করা আল্লাহ্র নিকট অধিকতর জঘন্য ও মহা অন্যায় কাজ। (সূরা বাকারা ঃ ২১৭) আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

যাহারা কুফরী করিয়াছে এবং আল্লাহ্র রাহ হইতে ও মসজিদুল হারাম হইতে ঐ সকল লোককে বাধা প্রদান করিয়াছে যাহারা প্রকৃতপক্ষে মসজিদে হারামের যোগ্য অধিকারী। অত্র আয়াতের বিষয়বস্তুর বিন্যাস ঠিক তদ্রুপ-যেমন এই আয়াতের বিষয়বস্তুর মধ্যে বিন্যাস দেওয়া হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

যাহার ঈমান আনিয়াছে আর তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ্র যিকিরের মাধ্যমে তাহাদের অন্তর সমুহ সান্ত্বনা লাভ করে। মনে রাখিবে, আল্লাহ্র যিকির দ্বারা মনের সান্ত্বনা ও শান্তি আসিতে পারে। (সূরা রা'দ ঃ ২৮)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَلَّذِىْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاۤءَ الْعَاكِفِ فِيْهِ وَالْبَادِ .

কাফিররা মু'মিনগণকে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করে অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং আগন্তুক-এর মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। তিনি মসজিদুল হারামে সকলেই সমান প্রবেশাধিকার দান করিয়াছেন। পবিত্র মক্কায় সকল মানুষই ঘরবাড়ী নির্মাণ করা ও বসবাস করিবার ব্যাপারে সমান অধিকার রাখে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আলী ইব্ন আবূ তালহা (র)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কায় বসবাসকারী ও বাহির হইতে আগন্তুক সকলেই মসজিদুল হারামে অবতরণ করিবার অধিকার রাখে। মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, মক্কার অধিবাসী বাহিরের সকলেই মক্কার মনজিল ও ঘরবাড়ীতে সমান অধিকার রাখে। আবূ সালিহ্, আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত ও আবদুর রহমান যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কার অধিবাসী আগন্তুক সকলেই মক্কায় সমান অধিকার রাখে।

একবার মসজিদুল খায়েফে বসিয়া ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর উপস্থিতিতে ইমাম শাফিয়ী ও ইসহাক ইব্ন রাহওয়ায়ে (র) এই মাসয়ালা লইয়া মত বিরোধ করেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, মক্কায় ঘর বাড়ীতে মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে উত্তরাধিকারও চলিবে ও উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে। তিনি ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম যুহরী (র) উসামাহ ইব্ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আগামী কাল আপনার মক্কার বাড়ীতে অবতরণ করিবেন?

তিনি বলিলেন ঃ هل ترك لنا عقيل من زياع আকীল কি আমাদের জন্য কোন বাড়ী ছাড়িয়াছে? অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لاَيرث الكافر المسلم ولاَ المسلم الكافر কোন কাফির মুসলমানের উত্তরাধিকারী হয় না এবং কোন মুসলমান ও কোন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।

রিওয়ায়েত দ্বারা ইহা ও প্রমাণিত যে একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াহ হইতে চার হাজার দিরহামের বিনিময়ে মক্কার একটি বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। এবং উহাকে তিনি কয়েদখানা বানাইয়াছিলেন। তাউস, আমর ইব্ন দীনার (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

অপরদিকে ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (র) বলেন, মক্কার ঘর বাড়ী উত্তরাধিকার চলিবে না। আর উহা ভাড়া দেওয়া চলিবে না। পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের একটি দল এই মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ ও আতা (র)-এর মত ও অনুরূপ। ইসহাক ইব্ন রাওয়াইহ (র) ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত। এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) ... ... আলকামাহ ইব্ন ফযলাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা), হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকাল করেন। তখনও মক্কার বাড়ী ঘরগুলো কোন মালিকানা ছাড়াই পড়িয়া থাকিত। প্রয়োজন হইলে কেহ উহাতে বসবাস করিত নচেৎ অন্যকে বসবাস করিবার সুযোগ দেওয়া হইত।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, لايحل بيع دور مكة ولا كرائها মক্কার বাড়ী ঘর বিক্রয় করা ও ভাড়া দেওয়া জায়িয নহে। তিনি ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আতা (র) হারাম শরীফের ঘরবাড়ী ভাড়া দিতে নিষেধ করিতেন। কারণ হাজীগণ বাড়ীর আংগিনায় অবতীর্ণ হইতেন। সর্বপ্রথম সুহাইল ইব্ন আমর (রা) বাড়ীর দরজা লাগাইয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকে ক্ষমা করুন। আমি একজন ব্যবসায়ী মানুষ। আমি এই কাজ এই কারণে করিয়াছি, যেন আমার পশুগুলি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা তবে তোমার জন্য অনুমতি রহিয়াছে।

আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ

يا أهل مكة لا تتخذوا الدوركم ابوابا لينزل البادى حيث يشاء

হে মক্কার অধিবাসীগণ! তোমরা ঘরের দরজা লাগাইবেনা। যেন বাহির হইতে আগুন্তুক তাহাদের ইচ্ছামত স্থানে অবতরণ করিতে পারে। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, আতা হইতে শ্রবণকারী জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি سواء العاكف فيه والباد তাফসীর প্রসংগে বলেন, বাহির হইতে আগন্তুক মক্কা শরীফে যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবতরণ করিত। দারে কুত্নী (র) ইব্ন মাজাহ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا যেই ব্যক্তি মক্কা শরীফের বাড়ী ঘরের ভাড়া ভক্ষণ করে সে যেন আগুন উদরস্থ করে।

ইমাম আহমাদ (র) একটি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তিনি বলেন মক্কা ঘরবাড়ীতে উত্তারাধিকার চলিবে এবং মালিকানা স্বত্বও প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ভাড়া দেওয়া চলিবে না। ইমাম আহমাদ (র) এই ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হাদীসে সমূহের মীমাংসার জন্য এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

আর যে ব্যক্তি, তথায় যুলুমের সহিত ধর্মবিরোধী কাজ করিবে আমি তাহাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহন করাইব। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে با টি অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন تنبت بالدهن এর মধ্যে با টি অতিরিক্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ আসলে ইবারত এইরূপ من برد إلحادا প্রসিদ্ধ কবি আশী বলেন ঃ

ضمنت برزق عيالنا ارحامنا * بين الراجل والصريح الاجرد

আমাদের বর্শাসমূহ আমাদের সন্তানের রিযিকের দায়িত্ব গ্রহন করিয়াছে। যেই বর্শাসমূহ, পদাতিক ও অশ্বারোহীদের মাঝে নিক্ষিপ্ত হয়।

অত্র কবিতায়, برزق عيالنا এর মধ্যে با টি অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে। অপর এক কবি বলেন,

بواد يمان ينبت العشب صدره * واسفله بالمرخ والشهات

অত্র পংক্তি بالمرخ এর با টি যায়িদ ও অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইয়ামান উপত্যকায় সবুজ ঘাস উৎপাদিত হইয়াছে আর তাহার নিচে ছোট ছোট ঘাস ও শক্ত মাটি রহিয়াছে। কিন্তু এখানে با যায়িদ না বলিয়া ইহাই বলা উত্তম ছিল যে, با পূর্বে অন্য একটি فعل অন্তর্নির্হিত রহিয়াছে। আর তাহা হইল يهمُّ এবং با দ্বারা উহাকে متعدى করা হইয়াছে। الْحَاد। জঘন্য কবীরাহ গুনাহকে বলা হয়।

بِظُلْمٍ এখানে ظلم ইচ্ছাপূর্বক পাপ কর্ম করা বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কোন তাবীল করিয়া নহে। বরং বুঝিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে যুলুম করিতেছে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'যুলুম' দ্বারা এখানে শিরক বুঝানো হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন 'গায়রুল্লাহ'-এর ইবাদত করাকে যুলুম বলা হইয়াছে। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'যুলুম'-এর অর্থ হইল তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র যাহা হারাম করিয়াছেন, উহাকে হালাল মনে করা। যেমন দুর্ব্যবহার করা, হত্যা করা ইত্যাদি। অতঃপর যে তোমার প্রতি যুলুম করে না তাহার প্রতি তোমার যুলুম করা। যে তোমাকে হত্যা করে না তাহাকে তোমার হত্যা কর। কেহ যদি এমন করে তবে তাহার জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, হারাম শরীফে যে কোন খারাপ কাজ করা যুলুম। ইহা হারাম শরীফের বৈশিষ্ট্য যে, যদি কোন আগন্তুক তথায় কোন খারাপ কাজ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করে তাহার জন্য কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি অবধারিত। যদিও সে গুনাহয় লিপ্ত না হয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার তাফসীরে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনাম ... ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যদি কোন ব্যক্তি আদন নামক স্থানে বসিয়া ও হারাম শরীফে কোন অন্যায় কাজ করিবার সংকল্প গ্রহন করে তবে আল্লাহ্ তাহাকেও কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহন করাইবে। শু'বা (র) বলেন, তিনি তো হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি উহাকে মারফূরূপে বর্ণনা করিতেছিনা। ইয়াযীদ (র) বলেন, তিনি কখনও মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বিশুদ্ধ কিন্তু মাওকূফ সূত্রটি অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। এবং এই কারণেই শু'বা মাওকূফ রিওয়াতে-এর উপর লিখিত ধারনা পোষণ করিয়াছেন। আসবাত ও

সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সাওরী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ما من رجل يهم بسيئة فيكتب عليه وان رجلا بعدن ابين همّ ان يقتل رجلا بهذ البيت لاذاقه اللّه من العذاب الاليم .

যে কোন ব্যক্তি কেবল কোন ইচ্ছা পোষণ করিলেই ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় না। কিন্তু আদনে অবস্থান রত হইয়া যদি কেহ হারাম শরীফে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার চিন্তা করে তবে মহান আল্লাহ্ তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করাইবেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) মানসূর (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হারাম শরীফে কাহাকেও হত্যা করিবার কসম খাওয়া ও الحاد-এর অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, খাদেমকে গাল দেওয়াও যুলুম। সুফিয়ান সাওরী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে "وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ" এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন কোন আমীর ব্যক্তির হারাম শরীফে ব্যবসা বাণিজ্য করাও ইলহাদে। মক্কায় খাবার বিক্রয় করাও ইলহাদ। আবীর ইব্ন আবু সাবিত (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, মক্কা শরীফে মুজতদারী করা ইলহাদ। ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা ... ... ইয়ালা ইব্ন উমায়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ احتكار الطعام بمكة الحاد মক্কা নগরীতে মজুতদারী ইলহাদ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আয়াতটি আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রা)-এর শানে অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দুই ব্যক্তির সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের একজন ছিলেন মুহাজির এবং অপর জন ছিলেন আনসারী। পথে তাহারা বংশ গৌরব প্রকাশ করা শুরু করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন উনাইস রাগান্বিত হইলেন। এবং আনসারীকে হত্যা করিয়া ইসলাম ত্যাগ করিল। এবং মক্কা শরীফে আসিয়া আশ্রয় গহণ করিল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ যেই ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করিয়া হারাম শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সকল রিওয়ায়েত দ্বারা যদিও ইহা প্রমাণিত হয় উল্লেখিত কার্যাবলী 'ইলহাদ', এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আরো ব্যাপকার্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে বরং ইহা দ্বারা আরো অধিকতর কঠোর বিষয় উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। হাতীর মালিক আবরাহা যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফকে ধ্বংস করিবার সংকল্প গ্রহন করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ছোট পাথর কণা বহনকারী পাখীর ঝাঁক প্রেরণ করিলেন। এবং সেই নগন্য প্রাণীই হাতির মালিক ও তাহার সকল সেনাদলকে ধ্বংস করিয়া দিল। যাহা সারা বিশ্ববাসীর জন্য দৃষ্টান্তমূলক বর্ণনা হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। যে কেহ বায়তুল্লাহর প্রতি অশুভ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিবে তাহার পরিণতি ইহার অনুরূপ হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يغروابهذا البيت جيش حتى اذا كانوا بالبيداء من الأرض خسف باوّلهم واخرهم

একটি সেনাদল বায়তুল্লাহ শরীফে লড়াই করিবার জন্য আসিবে কিন্তু তাহারা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাহাদের সকলকে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কিলাদাহ (র) ... ... ইসহাক ইব্ন সাঈদের পিতা হইতে বর্ণিত যে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর হারাম শরীফে ইলহাদ করা হইতে তোমার বিরত থাকা উচিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

إنه سيحد فيه رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت

হারাম শরীফে একজন কুরাইশী 'ইলহাদ' করিবে তাহার গুনাহকে যদি মানব-দানব সকলের গুনাহর সহিত ওযন দেঁওয়া হয় তবে তাহার গুনাহ্ ভারী হইবে। অতএব হে ইব্ন জুবাইর (রা) তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সেই ব্যক্তি তুমি যেন না হও। ইমাম আহমাদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর বর্ণিত মুসনাদ হাদীসে বলেন, হাশেম (র) ... ... সাঈদ সাঈদ ইব্ন আমর (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর নিকট আসিলেন, তখন তিনি একটি পাথরের উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তিনি ইব্ন যুবাইরকে বললেন, হে ইব্ন যুবাইর! হারাম শরীফে ইলহাদ ও ধর্মবিরোধী কাজ হইতে তোমার বিরত থাকা উচিৎ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها

একজন কুরাইশী হারাম শরীফে ইলহাদ করাকে হালাল মনে করিবে। তাহার গুনাহ যদি সকল মানব-দানবের সহিত ওযন করা হয় তবে তাহার গুনাহ ভারী হইবে । তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সেই ব্যক্তি তুমি তো নও। অবশ্য হাদীসটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ সমূহের কোন একটিতে অত্র সনদে বর্ণিত হয় নাই।

(٢٦) وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْـًٔا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

(٢٧) وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ٠

অনুবাদ ঃ (২৬) এবং স্মরণ কর যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন শরীক স্থির করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদিগের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং যাহারা দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজ্‌দা করে। (২৭) এবং মানুষের নিকট এর ঘোষণা করিয়া দাও। তাহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণ উষ্ট্র পিঠে, ইহারা আসিবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। কারণ তাহারা এমন এক শহরের অধিবাসী যাহাকে প্রথম দিনেই তাওহীদ-এর উপর ভিত্তি করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহা জানাইয়া দিলেন, যে কোথায় উহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে হইবে। অত্র আয়াতে দ্বারা বহু উলমায়ে কিরাম ইহা প্রমাণ করেন যে, বাইতুল্লাহ্ শরীফের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হইলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেন নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ে হযরত আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন ঃ মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস। আমি জিজ্ঞাসা

করিলাম, উভয়ের মাঝে কতদিনের প্রার্থক্য ? তিনি বলিলেন ঃ চল্লিশ বৎসরের। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا .

মানুষের উপকারার্থে যেই ঘর সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে তাহা হইল সেই ঘর যাহা মক্কা শরীফে নির্মাণ করা হইয়াছ। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَ بَيْتِىَ لِلطّٰٓئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ .

ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আমি নির্দেশ দিলাম, তোমরা আমার ঘর তাওয়াফকারী এবং রুকূ সিজদাকারীগণের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিও (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)।

আমরা পূর্বেই বাইতুল্লাহ শরীফের নির্মাণ সম্পর্কে বিশুদ্ধ হাদীস ভিত্তিক তথ্য উল্লেখ করিয়াছি যাহা পুনরায় উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا আমার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করি ও না। অর্থাৎ কেবল আমার নামেই এই পবিত্র ঘরের বুনিয়াদ স্থাপন কর। وَطَهِّرْ بَيْتِىْ মুজাহিদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, "আমার ঘরটি শিরক হইতে পবিত্র রাখিও"। لِلطّٰٓئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ তাওয়াফকারীদের জন্য, দণ্ডায়মানলোকদের জন্য এবং রুকু ও সিজ্দাকারীদের জন্য। অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাহারা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করে তাহাদের জন্য আমার ঘরটিকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিও। তাওয়াফ একটি সুপরিচিত ইবাদত, যাহা কেবল বাইতুল্লাহর কাছে সম্পন্ন হইতে পারে, পৃথিবীর অন্য কোথাও ইহা সম্পাদন করা সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যান্য ইবাদত এইরূপ নহে। 'الْقَآئِمِيْنَ' দ্বারা সালাতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিবর্গ বুঝান হইয়াছে। এই কারণে ইহার পরে 'الركع' রুকূ'কারীগণ وَالسُّجُوْدِ ও 'সিজদাকারীগণ' এর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাওয়াফকে সালাতের সহিত মিলিত করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, তাওয়াফ বাইতুল্লাহ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। অনুরূপভাবে সালাত সম্পন্ন হওয়ার জন্যও বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করা জরুরী। অবশ্য দুই একটি অবস্থায় ইহা জরুরী নহে। যখন কিবলা সন্দেহ দূর করিবার কোন উপায় না থাকে, যুদ্ধ চলাকালেও সফরকালে নফল নামাযের জন্য।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ

হে ইব্রাহীম ! যেই ঘর নির্মাণ করিবার জন্য আমি তোমাকে আদেশ করিয়াছি যেই ঘরের যিয়ারত করিবার জন্য তুমি সকল মানুষকে আহব্বান কর। হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নিকট আরয করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি উপায়ে সকল মানুষকে হজ্জের জন্য আহ্বান করিব? অথচ, আমার শব্দ তো সকল মানুষের নিকট পৌঁছিবে না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, তুমি আহ্বান কর সকল মানুষকে পৌঁছাইবার দায়িত্ব আমার। অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ) 'মাকমে ইবরাহীম'-এ দণ্ডায়মান হইলেন। কেহ কেহ বলেন, হাজরে আসওয়াদের উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং কাহার মতে সাফা পাহাড়ের উপর এবং কেহ কেহ বলেন, আবূ কুবাইস নামক পাহাড়ের উপরে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল ! তোমাদের প্রতিপালক, একটি ঘর বানাইয়াছেন, তোমরা উহার হজ্জ পালন কর। বর্ণিত আছে, হযরত ইব্রাহীম (আ) যখন সকল মানুষকে হজ্জের আহ্বান করিলেন, তখন সকল পাহাড়, পর্বত নিচু হইয়া গেল এবং তাঁহার শব্দ পৃথিবীর সর্বপ্রান্তে সমানভাবে পৌঁছিয়া গেল। যাহারা মাতৃগর্ভে ছিল, যাহারা পিতৃপৃষ্ঠে ছিল সকলেই এবং পাথর মাটি ও বৃক্ষরাজী তাঁহার শব্দ শুনিতেই পাইল এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক হজ্জ করিবে সকলেই তাঁহার আহ্বানের জওয়াবে বলিয়া উঠিল, 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে যেই সকল রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ইহা সেই সকল রিওয়ায়েতের সার সংক্ষেপ। ইব্ন জরীরও ইব্ন আবূ হাতিম (র) দীর্ঘ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ তাহারা তোমার নিকট হজ্জের উদ্দেশ্য প্রদব্রজে ও দুর্বল উট সমূহের উপর আরোহণ করিয়া আসিবে।

যেই সকল উলামায়ে কিরাম 'পদব্রজে সক্ষম' ব্যক্তিদের জন্য পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ করাকে উত্তম মনে করেন তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কারণ 'পদব্রজে আগমন' এর কথা 'উটে আরোহণ করিয়া আগমন' এর পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় যে, পদব্রজে হজ্জ গমন করিবার গুরুত্ব বেশী। উপরন্ত পায়ে হাটিয়া হজ্জ গমনকারীর দৃঢ় মনোবলেরও পরিচায়ক বটে। হযরত ওয়াকী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আমার ইহাই একটি আকাঙক্ষা রহিয়াছে, হায় যদি আমি পদব্রজে হজ্জ পালন করিতে পারিতাম! কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يَأْتُوْكَ رِجَالاً তোমার নিকট তাহারা পদব্রজে আসিবে।

কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাওয়ার হইয়া হজ্জ গমন করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওয়ার হইয়া হজ্জ গমন করিয়াছিলেন। অথচ, পদব্রজে গমন করিবার শক্তি তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

সেই সকল সাওয়ারীগুলি সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট পৌছিবে। فَجٌّ অর্থ পথ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلاً আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত পথ সৃষ্টি করিয়াছি। عَمِيْقٌ অর্থ দূর। মুজাহিদ, আতা, সুদ্দী, কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সাওরী (র) এবং আরো অনেকে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)ও আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্! আপনি সমস্ত লোকের অন্তর এই দিকে ঝুঁকাইয়া দিন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দিকে দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়াছিল। অতএব আজ পৃথিবীতে এমন কোন মুসলমান নাই যে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে আকাঙক্ষা অন্তরে পোষণ করে না।

(٢٨) لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

(٢٩) ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ۰

অনুবাদ ঃ (২৮) যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিযক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (২৯) অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন গৃহের।

তাফসীর ঃ لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, তাহারা যেন স্বীয় পার্থিব ও পারলৌকিক উপকারার্থে উপস্থিত হয়। পারলৌকিক উপকার হইল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী। আর পার্থিব উপকার হইল, যেই সকল চতুষ্পদ জন্তু তাহারা যবাই করে উহার গোশ্ত ও ব্যবসা বাণিজ্যে। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর করিয়াছেন। হজ্জে গমন করিয়া পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় প্রকার উপকার লাভ করা যায়, যেমন এই আয়াতও ইহার প্রমাণ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

আল্লাহ্র ফযল ও অনুগ্রহ লাভ করায় তোমাদের ক্ষতির কিছুই নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيَذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ فِىْ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

আর তাহারা যেন কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলিতে নির্দিষ্ট দিনসমূহে সেই সকল চতুষ্পদ জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে, যাহা তিনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন।

শু'বা হুশাইম (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নির্দিষ্ট দিনগুলি হইল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) কাতাদাহ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী ও ইব্রাহীম, নাখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমাদ (র) এর প্রসিদ্ধ মতও অনুরূপ। ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আর'আরা (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই দশ দিনে আমল করা অপেক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক ফযীলতের কাজ। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, জিহাদও কি নহে? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র রাহে জিহাদও ইহা সমান নহে। তাঁহার মর্যাদা অধিক। ইমাম আহমাদ (র) আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান,গরীব ও সহীহ।

এই প্রসংগে হযরত ইব্ন উমর (রা) আবূ হুরায়রা (রা) ইব্ন উমর ও জাবির (রা) হইতে ও হাদীস বর্ণিত। হইয়াছে। আমি হাদীসটিকে উহার সকল সূত্রসহ একখানি পৃথক কিতাবে একত্রিত করিয়াছি। ইহার একটি হইল, ইমাম আহমাদ (র) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান (রা) ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا التهليل والتكبير التحميد

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিশ দিনে আমল করা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদার কাজ। অতএব তোমরা ঐ দশদিনে অধিক পরিমাণ তাহ্‌লীল, তাকবীর ও তাহ্‌মীদ পড়িবে। অপর সূত্রে মুজাহিদ (র) এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন উমর ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যিলহজ্জ মাসের দশ দিন বাজারে গেলেও তাকবীর পড়িতেন এবং বাজারের অন্যান্য লোকজনও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া তাকবীর পড়িতেন।

ইমাম আহমাদ (র) হযরত জাবির (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, হে আল্লাহ্ তা'আলা وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ (সূরা ফাজর ঃ ২) এর মধ্যে ও এই দশ দিনের শপথ করিয়াছেন। وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ (সূরা আরাফ ঃ ১৪২) দ্বারা ও এই দশ দিনই উদ্দেশ্য। সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দশ দিনে রোযা রাখিতেন। এই দশ দিন আরাফার দিনে শামিল করে। মুসলিম শরীফে হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি বলিলেন ঃ

احتسب على الله ان يكفر السنة الماضية والاتية

ইহা দ্বারা আমি এক বৎসর পূর্বের ও এক বৎসর পরের গুনাহ ক্ষমা হইবে বলিয়া আশা রাখি।

যিলহজ্জ মাসের প্রথশ দশদিন কুরবানীর দিনকে শামীল করে। আর কুরবানীর দিনকে বড় হজ্জের দিনও বলা হয়। এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ এই দিনটিই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন। সারসংক্ষেপ হইল, এই দশদিন বৎসরে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন রামাযানের শেষ দিন অপেক্ষাও এই দশ দিনের ফযীলত অত্যধিক। কারণ, শেষ দিনে যেই সকল আমল করা যায়। যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনে সেই সকল আমল করা সম্ভব। কিন্তু যিলহজ্জের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যাহা রামযানের মধ্যে অনুপস্থিত। আর তাহা হইল, হজ্জ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, রামাযানের শেষ দশ দিনের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, এই দশ দিনেই 'লাইলাতুল কাদ্‌র' সমাগত হয়, যাহা হাজার রাতের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মর্যাদা বেশী এবং রমযান মাসের শেষ দল রাত্রের মর্যাদা বেশী। এই মত মানিয়া লইলে বিভিন্ন দলীল সমূহের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়।

اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ। নির্দিষ্ট দিনসমূহ সম্পর্কে দ্বিতীয় মত হাকাম (র) মিকসাম (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট দিন সমূহ হইল যিলহজ্জ মাসের দশ দিন ও উহা সংলগ্ন তিন দিন। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ইবরাহীম নাখয়ী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) হইতেও অনুরূপ এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।

তৃতীয় মত, ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত দিনসমূহ মোট চারদিন, ১. যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখ (কুরবানীর দিন) এবং কুরবানীর দিনের পরের তিনদিন, সনদটি বিশুদ্ধ। সুদ্দী (র) বলেন, ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর মাযহাব ইহাই। এইমত ও ইহার পূর্ববর্তী মতের পক্ষে এই আয়াতটি عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ সমর্থন করে।

চতুর্থ মত, নির্দিষ্ট দিন দ্বারা আরাফার দিন, কুররবানীর দিন ও উহার পরবর্তী দিনটি উদ্দেশ্য। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব ইহাই । ইব্‌ন ওহব (র) বলেন, ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, জ্ঞাত দিন সমূহ আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিনসমুহ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

আয়াতের মধ্যে 'الانعام' দ্বারা উট, গরু, ছাগল ,ভেড়া, ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। যেমন সূরা বাকারায় আয়াতের ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ এর মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ

যাহারা কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত খাওয়াকে ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করা মুস্তাহাব। যেমন বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার কুরবানীর পশু যবেহ্ করিলেন, তখন প্রত্যেক পশু হইতে এক এক টুক্‌রা গোশ্‌ত লওয়ার হুকুম করিলেন। রান্না করা হইলে উহা হইতে তিনি আহার করিলেন এবং ইহার ঝোল পান করিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওহব (র) বলেন, আমাকে ইমাম মালিক (র) বলিলেন, কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করা আমার নিকট পসন্দনীয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা فَكُلُوْا مِنْهَا বলিয়া কুরবানীর গোশ্‌ত আহার করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। ইব্‌ন ওহব (র) বলেন, ইমাম লাইস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অনুরূপ বলিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী, মানসূর-এর মাধ্যমে ইব্‌রাহীম হইতে فَكُلُوْا مِنْهَا

তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা তাহাদের যবেহ্কৃত পশু হইতে আহার করিত না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে উহা আহার করিবার অনুমতি দান করিয়াছেন। যাহার ইচ্ছা আহার করিবে যাহার ইচ্ছা আহার করিবে না। মুজাহিদ ও আতা (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। হুশাইম (র) হুসাইন সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে فَكُلُوْا مِنْهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অত্র আয়াত فَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হইবে তখন শিকার করিতে পার (সূরা মায়িদা ঃ ২) এর অনুরূপ কারণ। ইহা দ্বারা শিকার করিবার অনুমতি আছে কেবল ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য। স্বীকার করিতেই হইবে ইহা উদ্দেশ্য নহে। অনুরূপভাবে فكلوا দ্বারা ও কুরবানীর গোশ্ত খাইবার অনুমতি বুঝান উদ্দেশ্য। এবং فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ যখন সালাত সম্পন্ন হইয়া যায় তখন তোমরা যমীনে ছড়াইয়া পড় (সূরা জুম'আ ঃ ১০)। ইহা দ্বারা কেবল জীবিকা উপার্জনের জন্য যমীনে ছাড়াইয়া অনুমতি করার উদ্দেশ্য। আল্লামা ইব্ন জরীরের মনোপূত তাফসীর ইহাই। যাহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এই কুরবানীর গোশতের অর্ধেক সাদাকা করিতে হইবে তাঁহার নিম্নোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسِ الْفَقِيْرَ

অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং অসহায় দরিদ্র লোককেও আহার করাও। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুরবানীর গোশ্ত দুই ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ কুরবানীরদাতা নিজে আহার করিবার জন্য বলিয়াছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক অসহায় গরীব লোক দিগকে খাওয়াইবার জন্য হুকুম করিয়াছেন।

তৃতীয় মত হইল, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগে বিভক্ত হইবে। এক তৃতীয়াংশ কুরবানীরদাতা নিজে খাইবে। একাংশ হাদীয়া হিসাবে ভাগ করিবে এবং একাংশ সাদাকা করিবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

কুরবানীর গোশ্ত হইতে তোমরা নিজেরা আহার কর এবং যাহারা সাওয়াল করিতে বিরত থাকে এবং যাহারা সাওয়াল করে তাহাদিগকেও আহার করাও (সূরা হজ্জ ঃ ৩৬)। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।

اَلْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ইকরিমাহ (র) বলেন, 'البائس' অর্থ, অসহায় ব্যক্তি যে, মানুষের নিকট ভিক্ষা করিতে বিরত থাকে। কাতাদাহ (র) বলেন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি। মুকাতিল (র) বলেন, 'البائس' হইল অন্ধ ব্যক্তি।

ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ আলী ইব্ন তালাহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইবে ইহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ অতঃপর তাহারা যেন মাথার চুল পৃথক করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া এবং হাতের নখ কর্তন করিয়া ইহ্রাম ভঙ্গ করে। আতা এবং মুজাহিদ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাযী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমাহ (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, التفث। অর্থ হজ্জের আহ্কাম, অর্থাৎ অতঃপর তাহারা যেন হজ্জের আহকাম পূর্ণ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ আর তাহারা যেন তাহার ওয়াজিব কাজগুলি সম্পন্ন করে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন কুরবানীর পশু যবেহ করিবার যেই মানত করিয়াছিল উহা পূর্ণ করে।' ইব্ন আবূ নজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা যেন হজ্জ, কুরবানী, কিংবা আরো যাহা কিছু মানত করে উহা পূর্ণ করে। লাইস ইব্ন আবূ হুসাইন (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'তাহারা যেন সকল নির্দিষ্ট মানত পূর্ণ করে'। ইকরিমাহ (র) বলেন, 'তাহারা যেন তাহাদের হজ্জ পূর্ণ করে'। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ হাতিম (র) সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতে 'نذر' দ্বারা হজ্জের ওয়াজিবসমূহ বুঝান উদ্দেশ্য। যেই ব্যক্তি হজ্জ করিবে তাহার উপর কয়েকটি কাজ জরুরী হয়। যেমন, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা, আরফায় ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, নির্দিষ্ট হুকুম মুতাবেক কংকর নিক্ষেপ করা ইত্যাদি। ইমাম মালিক (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ আর তাহারা যেন নিরাপদ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে। মুজাহিদ (র) বলেন, কুরবানীর দিনে যেন তাহারা ওয়াজিব তাওয়াফ সম্পন্ন করে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ হামযা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে একবার হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সূরা হজ্জ-এর এই আয়াত وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ পাঠ করিয়া থাক ? হজ্জের সর্বশেষ হুকুম হইল বাইতুল্লাহ তাওয়াফ। যাহা এই আয়াতে দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও এই রূপ করিয়াছেন। তিনি কুরবানীর দিনে যখন মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সর্বপ্রথম তিনি সাত কংকর নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর তিনি কুরবানীর পশু যবেহ্ করিলেন, এবং স্বীয় মাথা মুণ্ডাইলেন এবং সর্বশেষ তিনি তাওয়াফ করিলেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أُمِرَ النَّاسُ اَنْ يَكُوْنَ اٰخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافِ اِلاَّ اَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ .

মানুষকে এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের সর্বশেষ আমল যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হয়। অবশ্য ঋতুমতি মহিলার ব্যাপারে সহজ ব্যবস্থা গ্রহন হইয়াছে তাহাদের জন্য তাওয়াফ করিতে হইবে না'। ইহা বিদায়ী তাওয়াফও বটে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

যাহারা এইমত পোষণ করেন যে 'হাতীমে কা'বা-এর বাহিরে তাওয়াফ করিতে হইবে' অর্থাৎ হাতীমে কা'বাকেও তাওয়াফের মধ্যে শামিল করিতে হইবে। কারণ যেই স্থানটি হাতীম নামে অবহিত উহাও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তি অংশ বিশেষ যাহার উপর বাইতুল্লাহ নির্মাণ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ব্যয়বহনে অক্ষম হইবার কারণে কুরাইশগণ ঐ স্থানটুকু বাইতুল্লাহর বাহিরে রাখিয়াছিল। আর এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ কালে ঐ স্থানকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শামী দুই কোণে হাত লাগাইতেন, চুম্বন খাইতেন না। কারণ উহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই পুরাতন ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন, وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতীমকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতেন। কাতাদাহ (র) হযরত হাসান বাসরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাইতুল্লাহকে 'পুরাতন ঘর' বলা হইয়াছে। কারণ এই ঘরই সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। হযরত ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাইতুল্লাহ কে 'আতীক' এই কারণে বলা হয় যে, হযরত নূহ্ (আ)-এর তূফানে যখন সারা বিশ্ব ডুবিয়াছিল তখন এই ঘরটি নিরাপদ ছিল। খুসাইফ (র) বলেন, বাইতুল্লাহকে এই কারণে 'عَتِيْق' বলা হয় যে কোন যালিম এ ঘরকে বিজয় করিতে পারে নাই। অর্থাৎ যালিমের যুলুম হইতে এই ঘর সর্বদা নিরাপদে রহিয়াছে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) ..... হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সকল যালিম হইতে এই ঘরকে রক্ষা করিয়াছেন এই জন্য যে ইহাকে 'আতীক' বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল এবং আরো অনেক ... ...

আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

"إِنَّمَا سُمِّيَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ لِاَنَّهُ لَمْ يَظْهُرُ عَلَيْهِ جَبَّارٌ"

এই ঘরকে আতীক (নিরাপদ) এই কারণে নামকরণ করা হইয়াছে যে কোন যালিম ইহাকে দখল করিতে পারে নাই।

ইব্ন জরীর (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব, । তবে তিনি ইমাম যুহরী (র) হইতে অপর এক সূত্রে মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٠) ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهٖ وَاُحِلَّتْ لَكُمُ الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

(٣١) حُنَفَاۤءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ٠

অনুবাদ ঃ (৩০) ইহাই বিধান এবং কেহ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠানগুলির সম্মান করিলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার জন্য ইহাই উত্তম। তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, চতুষ্পদ জন্তু এই গুলি ব্যতিত যাহা তোমাদিগকে শোনানা হইয়াছে। সুতরাং তোমার বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন হইতে। (৩১) আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া এবং তাঁহার কোন শরীক না করিয়া এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে যেন সে আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁয়া মারিয়া লইয়া গেল। কিংবা বায়ূ তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গেল এবং দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, উপরে তো হজ্জের আহ্কাম পাঠানোর নির্দেশ ও উহার সাওয়াবের উল্লেখ ছিল।

এখানে মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتَ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তু ও তাহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাকিবে উহা তাহার প্রতিপালকের দরবারে বড় উত্তম কাজ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করিলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, অনুরূপভাবে তাহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকলেও সাওয়াব লাভ করা যায়।

ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, মুজাহিদ (র) বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتُ اللّٰهِ এর حُرُمٰتُ اللّٰهِ দ্বারা মক্কা, হজ্জ, উমরা ও আল্লাহ্‌র যাবতীয় নিষিদ্ধ সমূহকে বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন যায়িদ ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ اِلاَّ مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ

তোমাদের জন্য সকল পশু হালাল করা হইয়াছে, কিন্তু যেই সকল বস্তু তোমাদের পক্ষে হারাম তোমাদের কাছে তাহা পাঠ করিয়া শোনান হইয়াছে। যেমন-মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরমাংস এবং যেই সকল পশুকে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের নামে যবেহ করা হয়। আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু........... (সূরা মায়িদা ঃ ৩)। ইব্‌ন জরীর (র) এই তাফসীর করিয়াছেন এবং কাতাদাহ (র) হইতে নকল করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ .

তোমরা অপবিত্রতা অর্থাৎ মূর্তিসমূহ বর্জন কর এবং মিথ্যাকথা হইতেও। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে শিরক-এর সহিত মিথ্যাকথাকে যুক্ত করিয়াছেন। কারণ মিথ্যাকথাও শিরকের ন্যায় জঘন্য অপরাধ।

যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল কাজকে হারাম করিয়াছেন, আরো হারাম করিয়াছেন গুনাহ্, অবাধ্যতা ও শিরককে যাহার কোন দলীল আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন নাই এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যাহা তোমরা জাননা (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৩)। মিথ্যাসাক্ষীও ইহার অন্তর্ভুক্ত। বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে

বর্ণিত হযরত আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الخ

আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কি তাহা বলিয়া দিব না, আমরা বলিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন ঃ الا وقول الزور الا وشهادة الزور সাবধান, মিথ্যাকথা, মিথ্যাস্বাক্ষী। এই কথা তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলিতে লাগিলাম হায়! যদি তিনি নীরব হইতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়াহ ফাজারী (র) ... ... আয়মান ইব্‌ন খুবাইস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুত্‌বা দিতে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি বলিলেন ঃ

يايها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله

হে লোক সকল! মিথ্যা সাক্ষীকে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক সমতুল্য করা হইয়াছে। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি আহমাদ ইব্‌ন মানী (র)........... মারওয়ান ইব্‌ন মু'আবিয়া (রা) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব। সুফিয়ান ইব্‌ন যিয়াদ (র) ব্যতিত অন্য কোন রাবী হইতে আমরা জানি না। অতএব তাহার পক্ষ হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে কিনা এই বিষয়ে মতবিরোধ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আয়মান ইব্‌ন খুরাইস (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীসটি শুনিয়াছেন কিনা তাহাও আমরা নিশ্চিত জানি না। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উবাইদ (র) ... ... খরীম ইব্‌ন ফাতিক আসাদী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সালাত পড়িলেন, এবং সালাত হইতে অবসর হওয়ার পর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন ঃ

عدلت شهادة الزور الإشراك بالله

মিথ্যা সাক্ষীকে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করার পর্যায়ের করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলওয়াত করিলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

সুফিয়ান সাওরী (র) আসিম ইব্‌ন আবু নুজুদ (র) ... ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

عدلت شهادة الزورِ الإشراك بالله

অতঃপর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حُنَفَاءَ لِلّٰهِ - حنفاء অর্থ সেই সকল লোক যাহারা বাতিল হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবলমাত্র সত্যের প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে। غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন প্রকার শিরকে জড়িত হয় না। যাহারা শিরক করে , আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ كَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করে সে যেন আসমান হইতে অধঃপতিত হইয়াছে। فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ অতঃপর শূন্যেই পক্ষী তাহাকে ছোঁ মারিয়া ফাঁড়িয়া ফেলে اَوْتَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ অথবা ঝঞ্ঝাবায়ু তাহাকে দূরে কোথাও নিক্ষেপ করিয়া ফেলে। হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসে রহিয়াছে ঃ ফিরিশতাগণ যখন কাফিরদের মৃত্যু ঘটায় এবং তাহার রুহ্ লইয়া আসমানে আরোহণ করে, তাহার জন্য আসমান-এর দ্বার খোলা হয় না। বরং সেখান হইতে তাহার রুহ্‌কে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, হাদীসটি সূরা ইব্‌রাহীম-এ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আন'আমে মুশরিকদের জন্য আরো একটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল ঃ

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰۤى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْهَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِىْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهٗۤ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗۤ اِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى .

আপনি বলুন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কি এমন বস্তুকে আমরা পূজা করিব যাহা না আমাদের কোন উপকার করিতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করিবার সামর্থ রাখে ? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে হিদায়েত দান করিয়াছেন, ইহার পরও কি সেই ব্যক্তির মত আমরা উল্টা প্রত্যাবর্তন করিব। যাহাকে শয়তানের দল পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যাহার ফলে সে অস্থির ও দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিতেছে। তাহার কিছু সাথীও আছে যাহারা তাহাকে আহ্বান করিতেছে, যেন তুমি আমাদের কাছে আস। আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্‌র হিদায়েতই প্রকৃত হিদায়েত (সূরা আন'আম ঃ ৭১)। অত্র আয়াতে

মুশরিকদেরক আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন যাহাকে শয়তান ও জিন পাগল করিয়া ফেলিয়াছে।

(٣٢) ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(٣٣) لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ٠

অনুবাদ ঃ (৩২) ইহাই আল্লাহ্র বিধান এবং কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে সম্মান করিলে ইহাতে তাহার হৃদয়ের তাক্ওয়া সঞ্জাত। (৩৩) এই সমস্ত আন'আমে তোমাদিগের জন্য নানাবিধ উপকার রহিয়াছে এক নির্দিষ্টকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগের কুরবানীর স্থান প্রাচীন গৃহের নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশ সমূহের মর্যাদা রক্ষা করে অর্থাৎ উহা পালন করিয়া চলে। فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ এই নির্দেশ পালন ও উহার মর্যাদা রক্ষা করা অন্তরে আল্লাহকে ভয় করিবার দরুনই হইয়া থাকে। কুরবানীর পশুর মর্যাদা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। হাকাম (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর পশু মর্যাদা রক্ষা করিবার অর্থ হইল, উহাকে মোটাতাজা করা।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আবূ সাঈদ আল আশাজ্জ ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ -এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, কুরবানীর পশুকে লালন পালন করিয়া উহাকে মোটা ও সুন্দর করাই হল কুরবানীর পশুর মর্যাদা রক্ষা করা।

আবূ উমামাহ (র) ... ... সাহ্ল (রা) হইতে বর্ণিত। আমরা মদীনায় কুরবানীর পশুকে লালন পালন করিয়া মোটা ও সুন্দর করিতাম। এবং মুসলমানগণের ইহাই সাধারণ নিয়ম ছিল। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছিলেন ইমাম বুখারী (র)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ دم عفراء أحب إلى الله من دم سودين একটি সাদা বর্ণের পশুর রক্ত দুইটি কালো বর্ণের পশুর রক্তের তুলনায় উত্তম। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। সাদা বর্ণের পশু কুরবানী করা অধিক উত্তম কিন্ত। অন্যান্য বর্ণের পশুকে কুরবানী করা জায়িয আছে।

বুখারী শরীফে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم ضحى بكبشين امحلين اقرنين

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট দুইটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করিলেন। হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم ضحى بكبش اقرن كحيل ياكل
فى سواد وينظر فى سواد وعشى فى سواد

রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিং বিশিষ্ট একটি সাদা কালো বর্ণের ভেড়া কুরবানী করিলেন, যাহার মুখ, চক্ষু ও পা কালো ছিল। হাদীসটি সুনান গ্রন্থে সমূহে বর্ণিত। এবং তিরমিযী (র) বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুনানে ইব্‌ন মাজাহ শরীফে হযরত আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত মোটা চিতা ও শিং বিশিষ্ট দুইটি খাসী যবেহ্ করিলেন। ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুইটি মোটা তাজা চিতা শিং বিশিষ্ট খাসি যবেহ্ করিলেন। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে খাসী ক্রয়কালে উহার চক্ষু, কান ভালভাবে দেখিয়া লইতে হুকুম করিয়াছেন। আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি যাহার কানের অগ্রভাগ কিংবা পশ্চাৎভাগ কাটা, লম্বাভাবে যাহার কান চিড়া কিংবা যাহার কানে ছিদ্র আছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হযরত আলী (রা) হইতে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কান কাটা পশুকে কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, অর্ধেক বেশী কানকাটা কিংবা শিং ভাঙ্গা হইলে উহা দ্বারা কুরাবানী কর যাইবে না। কোন কোন ভাষাবিদ বলেন, যদি উপরের শিং ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহাকে আরবী ভাষায় قصماء বলা হয়। যদি নিচের অংশ ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহাকে আরবীতে العضب। বলা হয় এবং হাদীসের শব্দ হইল العضب। - الاذن। عضب এর অর্থ হইল, কানের কিছু অংশ কাটা। ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে এইরূপ পশুকে কুরবানী করা জায়িয আছে অবশ্য মাকরূহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ভাঙ্গা শিংগ ও কান কাটা পশুর দ্বারা কুরবানী করা জায়িয নহে। দলীল হিসাবে এই হাদীসকেই তিনি পেশ করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, যদি শিং দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তো উহা দ্বারা কুরবানী জায়িয নহে। যদি রক্ত প্রবাহিত না হয় তবে সে ক্ষেত্রে উহা যথেষ্ট হইবে।

হাদীসে বর্ণিত, المقابلة। শব্দের অর্থ হইল, ঐ সকল পশু যাহার কানের সম্মুখ ভাগ কাটা المدابرة। অর্থ যাহার পশ্চাৎভাগে কাটা। الشرقاء। অর্থ যেই পশুর কান লম্বাভাবে কাটা। ইমাম শাফিয়ী ও আসমায়ী (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। الخرقاء। অর্থ ঐ সব পশুর কান গোলাকার করিয়া ছিদ্র করা হইয়াছে। হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর পশুর মধ্যে চারটি দোষের মধ্য থেকে কোন একটি থাকিলে উহা দ্বারা কুরবানী বৈধ নহে। ১. টেড়া হওয়া, যাহার টেড়া হওয়া স্পষ্ট ২. রোগাক্রান্ত হওয়া, যাহার রোগও স্পষ্ট ৩. বিকলাঙ্গ হওয়া-যাহার বিকলাঙ্গ হওয়া স্পষ্ট ৪. অত্যধিক দুর্বল হওয়ার কারণে হাড্ডিতে মগজ না থাকে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) ও সুনানগ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই সকল দোষে দুর্বলতার কারণে মাংসের পরিমাণ কম হইয়া থাকে। এই কারণে উহা দ্বারা ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে কুরবানী জায়িয নহে। হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণ।

সাধারণ রোগে আক্রান্ত হইলে ঐ পশুকে কুরবানী করা যাইবে কিনা এ সম্পর্কে ইমাম শাফিয়ী (র) হইতে দুই মত বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) উতবাহ ইব্ন আবদুল সুলাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত দুর্বল, মূল হইতে কান কাটা, শিং ভাঙ্গা ও অন্ধ পশুকে কুরবানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি এই প্রকার দোষমুক্ত পশু যবেহ্ করা হয় তবে উহা যথেষ্ট হইবে না। অবশ্য কোন পশুর কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যাইবার পর যদি উল্লেখিত কোন দোষে দোষী হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ী (র)-এর মতে কুরবানী করা জায়িয হইবে। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তখনও জায়িয হইবে না।

ইমাম আহমাদ (র) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার আমি কুরবানী করিবার জন্য একটি দুম্বা ক্রয় করিলাম। কিন্তু একটি চিতাবাঘ আসিয়া উহার একটি উরু লইয়া গেল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ তুমি ইহাকেই যবেহ্ কর। ক্রয় করিবার সময়ই কুরবানীর পশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে যে উহার চক্ষু, কর্ণ দোষমুক্ত কিনা। তখন যদি কোন পশু সুন্দর ও মোটাতাজা হয় তবে পরবর্তীকালে কোন দোষযুক্ত হইলে কুরবানীতে কোন অসুবিধা হইবে না। যেমন ইমাম আহমাদ (র) ও আবূ দাউদ (র) আবদুল্লাহ্ উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (র) কুরবানীর জন্য একটি উত্তম পশু নির্দিষ্ট করিলেন, যাহার মূল্য তিন হাজার দীনার। অতঃপর হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো তিন হাজার দীনার মূল্যের একটি উট কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমি কি উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য দ্বারা আরো অনেক পশু ক্রয় করিয়া আল্লাহ্র রাহে কুরবানী করিতে পারি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না। তুমি উহাই কুরবানী করিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কুরবানীর উটসমূহ আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, أعظم الشعائر بيت الله। সর্বাপেক্ষা বড় শি'আর ও নিদর্শন হইল বাইতুল্লাহ। মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মূসা (র) বলেন, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, জামরা সমুহ, কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডান ও কুরবানীর উট সমূহ আল্লাহ্র নিদর্শন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ"

কুরবানীর উট সমূহে তোমাদের জন্য অনেক উপকার রহিয়াছে। যেমন, উহার দুধ পান করা, উহার পশম ও উল ব্যবহার কর। নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উহার উপর আরোহণ করিয়া সফর করা।

মিকসাম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। যাবৎ কোন উটকে কুরবানীর পশু হিসাবে নির্দিষ্ট না করিবে উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, আরোহণ করা, দুধ পান করা ইত্যাদি ততক্ষণ পর্যন্ত জায়িয যাবৎ না উহাকে কুরবানীর জন্য নামকরণ করিবে। কিন্তু নামকরণ করিবার পর আর উহা দ্বারা এ সকল উপকার গ্রহন করা যাইবে না। আতা, যাহ্হাক, আতা আল-খুরাসানী এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, যদি প্রয়োজন হয় তবে কুরবানী জন্য নামকরণ করিবার পরও উহার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাহার কুরবানীর উট হাঁকাইয়া লইয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাকে দেখিয়া বলিলেন ঃ 'اركب।' উহাতে তুমি আরোহন কর। লোকটি বলিল, ইহা কুরবানীর উট। তখন ও তিনি বলিলেন ঃ اركبها ويحك। আরে তুমি উহাতে সওয়ার হও না কেন ? তোমার বিনাশ হউক। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ اركبها بالمعروف اذا الجئت। তুমি যখন তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হও, তখন উহাতে উত্তমরূপে সাওয়ার হইতে পার। শু'বা (র) হইতে বর্ণিত যে, একবার তিনি এক ব্যক্তিকে একটি কুরবানীর উষ্ট্রী টানিয়া লইতে যাইতে দেখিলেন, উষ্ট্রীর সহিত ইহার বাচ্চাও আছে। তখন তিনি বলিলেন, বাচ্ছার দুধ পান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা তুমি পান করিতে পারিবে। যখন কুরবানীর দিন সমাগত হয় তখন উষ্ট্রী এবং উহার বাচ্ছা উভয়কে যবেহ করিবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অতঃপর ঐ সকল কুরবানীর পশুর হালাল হইবার স্থান হইল নিরাপদ কা'বা গৃহের নিকটস্থ স্থান।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ (সূরা মায়িদা ঃ ৯৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ والهدى معكوفا ان يبلغ محله (সূরা ফাত্‌হ ঃ ২৫) উভয় আয়াত দ্বারা ইহা স্পষ্ট যে কুরবানীর পশু যবেহ্‌ করিতে হইলে বাইতুল্লাহর নিকটস্থ স্থানেই করিতে হইবে। اَلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ এর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। জুরাইজ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন, كل من طاف بالبيت فقد حل যে কোন ব্যক্তি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করিল সে হালাল হইল। ثُمَّ مَحِلُّهَآ اِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ কে উহার দলীল হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(٣٤) وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗۤ اَسْلِمُوْا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

(٣٥) الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ عَلٰى مَاۤ اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৪) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি যাহাতে আমি তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়াছি সে গুলির উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে। তোমাদিগের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পন কর এবং সুসংবাদ বিনীতগণকে। (৩৫) যাহাদিগের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হলে, যাহারা তাহাদিগের বিপদ আপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ কুরবানীর পশু যবেহ্‌ করা এবং রক্ত প্রবাহিত করা প্রত্যেক ধর্মেই একটি বিশেষ বিধান ছিল। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র)

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَنْسَكًا অর্থ ঈদ অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি একটি ঈদের দিন নির্ধারণ করিয়াছি। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, مَنْسَكًا অর্থ যবেহ্ করা। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, مَنْسَكًا অর্থ কুরবানীর স্থান অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য একটি কুরবানীর স্থান নির্ধারণ করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لِيَذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

যেন তাহারা সেই সকল নির্দিষ্ট পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যাহা তিনি তাহাদিগকে রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুইটি শিং বিশিষ্ট চিতা ভেড়া আনা হইল। অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করিলেন, 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন এবং উহার গর্দনের উপর পা রাখিয়া যবেহ্ করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন ... ... যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই কুরবানী কি ? তিনি বলিলেন ঃ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ইহা তোমাদের পিতৃপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে আমাদের কি সাওয়াব হইবে? তিনি বলিলেন ঃ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে একটি নেকী হইবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, পশমের বিনিময়েও কি সাওয়াব হইবে ? তিনি বলিলেন, প্রত্যেক পশমের বিনিময়েও সাওয়াব হইবে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযিদ ইব্‌ন মাজাহ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا

তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র একজনই। অতএব তোমরা কেবল তাঁহারই অনুগত হইয়া থাক। যদিও আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীয়াত পৃথক পৃথক এবং কোন কোন শরীয়াত কোন শরীয়াতকে মানসূখ ও রহিত করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকেই একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার জন্য আহব্বান করিতেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ .

আপনার পূর্বে যেই সকল নবীকেই আমি প্রেরণ করিয়াছি, তাহার নিকট আমি এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আমি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ-মা'বূদ নাই। অতএব তোমরা কেবল আমারই উপাসনা কর (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৫)। যেহেতু মাবূদ-ইলাহ কেবল আল্লাহই।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا অতএব কেবল তাঁহারই অনুগত হইয়া যাও, কেবল তাঁহারই ইবাদত কর। وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ মুজাহিদ (র) বলেন, مُخْبِتِيْنَ অর্থ, مُطْمَئِنِّيْنَ শান্ত লোক। যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ مُوَاضِعِيْنَ বিনয়ী ও নম্র লোক। আমর ইব্ন আওস (র) বলেন, الْمُخْبِتِيْنِ অর্থ, যাহারা যুলুম করে না আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইলে প্রতিশোধ গ্রহন করে না। সাওরী (র) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ এর অর্থ করিয়াছেন যেই সকল লোক আল্লাহ্র ফয়সালা ও তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট। তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করুন। কিন্তু اَلْمُخْبِتِيْنَ এর যেই তাফসীর ইহার পর দেওয়া হইয়াছে উহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ اِذَا وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ যেই সকল লোক যাহাদের অন্তর ভীত সন্ত্রস্থ হয়। وَالصّٰبِرِيْنَ اِذَا مَا اَصَابَهُمْ এবং বিপদে ধৈর্যধারন করে। হযরত হাসান বাসরী (র) বলিলেন, وَاللّٰهِ لَنَصْبِرَنَّ اَوْ لَنَهْلِكُنَّ আল্লাহ্র কসম, আমরা অবশ্যই ধৈর্যধারন করিব অথবা ধ্বংস হইয়া যাইব।

وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةَ আর যাহারা সালাত কায়েম করে। অধিকাংশ কারীগণ অর্থাৎ সাতকারী ও দশকারী সকলেই ইযাফাত এর সহিত অর্থাৎ الصلٰوة-কে যের পড়িয়া থাকেন। ইব্ন সুমাইফি, والمقيمين الصلٰوة এর মধ্যে الصلٰوة কে পড়েন। হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি والمقيمى الصلٰوة পড়িতেন। তবে তাঁহার মতে المقيمى এর শেষের নূনকে তাখফীফ ও সহজ করিয়া পড়িবার জন্য ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইযাফাতের কারণে নহে। ইযাফতের কারণে ফেলিয়া দেওয়া হইলে الصلٰوة এর শেষে যের দিয়া পড়া ওয়াজিব হইত। কিন্তু উহাকে যবর সহ পড়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের উপর আল্লাহ্ যেই সকল ফরয পালন করিবার দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন তাহারা উহা যথাযথভাবে পালন করে। وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর আমি তাহাদিগকে যেই হালাল রিযিক দান করিয়াছি তাহারা উহা স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীগণের জন্য ব্যয় করে। এবং আল্লাহ্র হুকুম ও সীমারেখা লংঘন না করিয়া তাহারা মাখলূকের প্রতি সদ্বব্যবহার করে। কিন্তু মুনাফিকদের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

(٣٦) وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا
وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৬) এবং উষ্ট্রকে করিয়াছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম, তোমাদিগের জন্য উহাতে মঙ্গল রহিয়াছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদিগের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম লও। যখন উহারা কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে, যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকে, এইভাবে আমি উহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই সকল ও অনুগ্রহ করিয়াছেন উহা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি তোমাদিগের জন্য কুরবানীর পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল পশুকে তাহার নিদর্শনও করিয়াছেন আর উহাকে বাইতুল্লায় আল্লাহ্‌র দরবারে কুরবানীর পশু ও হাদীয়া হিসাবে প্রেরণ করিবার জন্য ইহাই সর্বোত্তম হাদীয়া হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَآ اٰمِّيْنَ
الْبَيْتَ الْحَرَامَ ٠

তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অসম্মান করিও না এবং কুরবানী করিবার জন্য প্রেরিত পশু এবং ঐ সকল পশু যাহাদের গলায় রশি পরিধান করান হইয়াছে। আর ঐ সকল লোক যাহারা পবিত্র বাইতুল্লাহ উদ্দেশ্যে গমন করিতেছে। এই সকলের অসম্মান করিও না। (সূরা মায়িদা ঃ ২)

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে البدن। অর্থ কি এই সম্পর্কে আতা (র) বলেন, البدن। অর্থ, উট ও গরু। ইব্‌ন উমর (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও হাসান বাসরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, البدن। অর্থ উট। আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি, البدنة। অর্থ, উট। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে গরুর উপর উহাকে প্রয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রহিয়াছে। তবে সঠিক মত হইল,

গরুর উপরও উহার শরয়ী প্রয়োগ বিশুদ্ধ। যেমন হাদীস শরীফে অনুরূপ প্রয়োগ বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে সাত পক্ষ হইতে একটি উট কুরবানী দেওয়া জায়িয। অনুরূপভাবে একটি গরু ও সাত জনের পক্ষ হইতে কুরবানী দেওয়া জায়িয আছে। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

أَمرنا رسول اللّٰه صلى اللّٰهُ عليه وسلم ان نشترك فى الأُضاحِى البدنة عن سعة والبقرة عن سبعة .

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে একটি কুরবানীর উটে সাত জনকে শরীক হইবার অনুমতি দান করিয়াছেন। অনুরূপভাবে একটি কুরবানীর গরুতেও সাত জনকে শরীক হইবারও অনুমতি দান করিয়াছেন।

ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াহ (র) বলেন, গরু ও উট্ দশ জন লোকের পক্ষ হইতে কুরবানী করা জায়িয আছে। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও সুনানে নাসায়ী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিষয়টি বর্ণিত আছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ

তোমাদের জন্য ঐ সকল পশুর মধ্যে কল্যাণ অর্থাৎ পরকালে উত্তম বিনিময় রহিয়াছে। সুলায়মান ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত ঃ

ما عمل ابن اٰدم يوم النحر عملا أُحبّ الى اللّٰه من اهراق دم وانّها لتاتى يوما القيامة بقرونها واظلافها واشعارها وان الدم ليقع من اللّٰه بمكان قبل ان يقع من الارض فطيبوبها نفسا .

কুরবানীর দিনে মানুষ যত আমল করে, কুরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা অপেক্ষা আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় আমল আর একটিও নাই। কিয়ামত দিবসে ঐ সকল পশু তাহাদের শিং, ক্ষুর ও পশম সহ হাযির হইবে। কুরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে গড়াইবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইয়া যায়। অতএব আল্লাহ্র এই অনুগ্রহে আনন্দিত হইয়া যাও। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আবূ হাযিম (র) ঋণ গ্রহন করিয়া বাইতুল্লাহ শরীফে কুরবানীর পশু প্রেরণ করিতেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি ঋণ গ্রহন করিয়া কুরবানীর পশু প্রেরণ করেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَكُمْ فِيْهَا

"خَيْرٌ" 'তোমাদের জন্য ইহাতে কল্যাণ রহিয়াছে'। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما انفقت الورق فى شى افضل من نحيرة فى يوم عيد

কুরবানীর ঈদে কুরবানী করায় যেই রৌপ্যমুদ্রা তুমি খরচ করিয়াছ উহা অপেক্ষা উত্তম কোন কাজে উহা তুমি খরচ কর নাই। ইমাম দারে কুত্‌নী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে 'خير' অর্থ, বিনিময় ও উপকার সমূহ। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, প্রয়োজন হইলে কুরবানীর পশুর উপর আরোহন করা যাইতে পারে এবং উহার দুধ দোহন করা যাইতে পারে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ صَوَافَّ

তোমরা ঐ সকল পশু সমূহের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর।

মুত্তালিব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাতে সালাত পড়িলাম। তিনি সালাত হইতে অবসর হইলে একটি ভেড়া আনা হইল। এবং তিনি উহা যবেহ্ করিলেন। যবেহ্ করিতে সময় তিনি বলিলেন ঃ

بسم اللّٰه واللّٰه أكبر اللّٰهم هذا عنى وعمن لم يضح من أُمّتى

আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, হে আল্লাহ্! এই কুরবানী আমার পক্ষ হইতে এবং আমার উম্মাতের যাহারা কুরবানী করে নাই তাহাদের পক্ষ হইতে।

হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, হযরত যাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে দুইটি দুম্বা যবেহ্ করিলেন। তিনি উহা যবেহ্ করিবার জন্য কিব্‌লামুখী করিলেন তখন, বলিলেন ঃ

وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاُمَّتِهِ .

যেই মহান সত্তা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছে আমি কেবল তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছি, আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। আমার সালাত, আমার কুরবানী আমার জীবন

ও মৃত্যু সব কিছুই রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁহার কোন শরীক নাই, আমাকে ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে। আর আমি প্রথম মুসলমান। হে আল্লাহ্ ! তোমার পক্ষ হইতে তোমার জন্য মুহাম্মদ ও তাঁহার উম্মাতের পক্ষ হইতে এই কুরবানী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করিলেন, আল্লাহ্ আকবার বলিলেন ও যবেহ করিলেন।

আলী ইব্ন হুসাইন (র) আবূ রাফি, (রা) হইতে বর্ণনা তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরবানী করিতেন, তিনি হৃষ্টপুষ্ট, শিং বিশিষ্ট দুইটি ভেড়া ক্রয় করিতেন এবং সালাত ও খুত্বা হইতে অবসর হইলে, উহার একটি ঈদগায় আনা হইত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বহস্তে যবেহ্ করিতেন। এবং এই দোয়া পড়িতেন ঃ

اَللّٰهم هذا عن امتى جميعها من شهدلك بالتوحيد وشهدلى بالبلاغ .

হে আল্লাহ্ ! এই কুরবানী আমার সকল উম্মাতের পক্ষ হইতে, যে আপনার তাওহীদের ও আমার রিসালতের সাক্ষ্য প্রদান করে। অতঃপর অপর ভেড়া ও আনা হইল এবং উহাকে তিনি স্বহস্তে যবেহ্ করিতেন। তখন তিনি বলিতেন ঃ هذا عن محمد وال محمد ইহা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার পরিবারর্গের পক্ষ হইতে। অতঃপর দরিদ্র মিস্কীন লোকদিগকে উভয় প্রকার গোশ্ত হইতে আহার করাইতেন। এবং নিজে ও তাহার পরিবারের লোক উভয় প্রকার গোশ্ত হইতে খাইতেন। ইব্ন মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আ'মাশ (রা) আবূ জুবইয়ান (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ এর অর্থ হইল, কুরবানীর পশুকে উহার সামনের এক পা বাঁধিয়া তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান করিয়া উহার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর। অর্থাৎ এই দু'আ পড়িবে ঃ

بِسم الله والله أكبر لا اله إلا الله اللّٰهم منك ولك

মুজাহিদ, আওফী ও আলী ইব্ন আবূ তাল্হা, (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন তুমি উহার পা বাঁধিয়া ফেলিবে তখন উহা তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবে। ইব্ন নজীহ (র) ও অনুরূপ ও বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, এক পা বাঁধিয়া ফেলিলে তিন পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একবার এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, যে তাহার কুরবানীর উটকে শায়িত করিয়া যবেহ্ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, উহাকে খাড়া করিয়া এক পা বাঁধিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত মুতাবিক যবেহ্ কর।

হযরত যাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ উটের পা বাঁধিয়া অবশিষ্ট তিন পায়ের উপর খাড়া করিয়া নহর করিতেন। হাদীসটি আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন লাহীআহ (রা) বলেন, আতা ইব্‌ন দীনার (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিককে বলিলেন, নিজে ডান দিকে দণ্ডায়মান হউন এবং বাম দিকে নহর করুন।

মুসলিম শরীফে বিদায় হজ্জের আলোচনায় হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হজ্জে স্বহস্তে তেষট্টিটি উট কুরবানী করিয়াছেন। হাতের একটি ছুরী দ্বারা যখম করিয়া দিতেন। আবদুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট صوافن রহিয়াছে অর্থাৎ খাড়া করিয়া পা বাঁধিয়া এবং মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। صواف এর অর্থ হইল 'সারিবদ্ধ হওয়া'। তাউস, হাসান এবং আরো অনেকে فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰه عَلَيْهَا صَوَافَّ এর অর্থ করেন খালিস, অর্থাৎ পূর্ণ ইখ্‌লাস সহকারে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা। মালিক যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মালিক যুহরী (র) হইতে এই অর্থ বলিয়াছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) صَوَافَّ এর অর্থ বলেন, পূর্ণ ইখ্‌লাস সহকারে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিবে। জাহেলী যুগের ন্যায় উহাতে যেন কোন প্রকার শিরক মিশ্রিত না থাকে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন কুরবানী পশু যমীনের পড়িয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রা) হইতে এক বর্ণনায় ইহা বর্ণিত আছে এবং মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, কুরবানীর পশুগুলিকে নহর করা হইবে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, নহর ও যবেহ্ করিবার পর যখন প্রাণ বাহির হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) কথার উদ্দেশ্য ইহাই। কারণ নহর ও যবেহ্ করিবার পর যাবৎ না প্রাণ বাহির হইবে উহা হইতে আহার করা জায়িয নহে।

একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত لَا تعجلوا النفوس ان تزهق পশুর প্রাণ বাহির করিতে অস্থির হইও না। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন উহার প্রাণ বাহির হয় এবং উহার পরই উহা হইতে খাইবে। ইমাম সাওরী (র) তাঁহার 'জামি' গ্রন্থে আইউব (র) ... ... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত। শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (র)-এর রিওয়ায়েত ইহার সমর্থন করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ .

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। অতএব তোমরা যখন শত্রুকেও হত্যা কর তবে তখনও উত্তমরূপেই হত্যা কর এবং যখন কোন প্রাণীই যবেহ্ কর তখন উহাকে উত্তমরূপে যবেহ কর। আর তোমাদের মধ্যে হইতে যে যবেহ্ করিবে সে ছুরি ধারালো রাখে এবং যবেহকৃত প্রাণীকে আরাম দেয়।

আবূ ওয়াকিদ লাইসী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ما قطع من بهيمة وهى حية فهو ميتة

জীবিত প্রাণীই হইতে যাহা কিছু লওয়া হয় উহা মৃত। আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

কোন কোন সাল্‌ফ বলেন, كلوا منها এই নির্দেশ হইল অনুমতি ও মুবাহ্‌মূলক। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইহা মুস্তাহাবমূলক। কেহ কেহ বলেন, নির্দেশটি ওয়াজিব মূলক। القَانع ও المعتر। এর অর্থ কি সে সম্পর্কে কিছু মতবিরোধ আছে। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে 'القَانع।'-এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন "যেই ব্যক্তি তোমার দেওয়া বস্তুর উপর সন্তুষ্ট থাকে, সে ভিক্ষার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে না।" আর المعتر। অর্থ যেই ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজনের তাগীদে ঘর হইতে বাহির তো হয় কিন্তু কাহার নিকট তাহার প্রয়োজন পেশ করে না। মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (রা)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। 'القَانع।' হইল, ঐ ব্যক্তি যে কাহারও নিকট স্বীয় প্রয়োজন পেশ করে না এবং 'المعتر।' হই, সেই ব্যক্তি যে তাহার প্রয়োজন মানুষের নিকট পেশ করে। কাতাদাহ, ইব্‌রাহীম নাখয়ী (র) এবং এক বর্ণনা অনুসারে মুজাহিদ (র) মতও ইহাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ,যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ,কালবী, হাসান বাসরী , মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান ও মালিক ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন, 'القَانع।' অর্থ যেই ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট তবে, তোমার নিকট প্রার্থনা করে। আর المعتر। বলা হয় ঐ ব্যক্তি যে তোমার নিকট কাকুতী মিনতী তো করে কিন্তু তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে না।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, القانع অর্থ, সাওয়ালকারী। কবি শাম্মাম বলেন,

لـال المرأ يصلحه فيعنى * مقاقره اعف من القنوع

অত্র কবিতায় 'القنوع' শব্দের অর্থ 'সাওয়ালকারী'। ইব্ন যায়িদ (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, القانع ঐ মিস্কীনকে বলা হয় যে তাহার প্রয়োজনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। আর 'معتر' বলা হয়, দুর্বল বন্ধু যে সাক্ষাৎ করিতে আসে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ (র) হইতেও ইহা বর্ণিত আছে। মুজাহিদ (র) বলেন, 'القانع' বলা হয় 'তোমার ঐ প্রতিবেশীকে যে তোমার ঘরের প্রবেশ করে যাবতীয় বস্তু দেখিতে পায়'। আর 'المعتر' বলা হয় যে মানুষ হইতে পৃথক থাকে। মুজাহিদ (র) হইতে আরোও বর্ণিত 'القانع' বলা হয় লোভী ব্যক্তিকে এবং 'المعتر' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে কুরবানীর উটের সম্মুখে আসে, চাই সে ধনী হউক কিংবা দরিদ্র। ইকরিমাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইকরিমাহ (র) হইতে ইহার বর্ণিত যে, 'القانع' অর্থ মক্কার অধিবাসী। ইমাম ইব্ন জরীর (র)-এর মত পোষণ করিয়াছেন যে, 'القانع' অর্থ সাওয়ালকারী এবং 'المعتر' শব্দটি الاعتراء হইতে নির্গত, المعتر বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কিছু অংশ লাভের জন্য মানুষের কাছে উপস্থিত হয়।

যাহারা এইমত পোষণ করেন যে, কুরবানীর গোশ্ত তিন ভাগে ভাগ করিতে হইবে, এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আত্নীয় স্বজনের জন্য এবং এক ভাগ দরিদ্র লোকদের জন্য। তাহারা দলীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করেন ঃ

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

সহীহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগকে তিন দিনের অতিরিক্ত গোশ্ত জমা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন যত ইচ্ছা খাও ও জমা কর। অন্য এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, "তোমরা খাও জমা কর ও সাদাকা কর"। অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত 'তোমরা খাও অন্যকে খাওয়া ও সাদাকা কর'। দ্বিতীয় মত হইল, কুরবানীর দাতা গোশ্তের অর্ধেক নিজে খাইবে এবং অর্ধেক সাদাকা করিয়া দিবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكُلُوْامِنْهَا وَاَطْعِمُوْا الْبَائِسَ الْفَقِيْرِ

তোমরা নিজেরা খাও ও অসহায় দরিদ্রকে খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ ঃ ২৮)

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ فكلوا وادخروا وتصدقوا খাও, জমা কর ও সাদাকা কর।

যদি কেহ তাহার কুরবানী সম্পূর্ণ গোশ্‌ত নিজে আহার করে তবে কোন ফকীহের মতে কোন অসুবিধা নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরো একটি কুরবানী দিতে হইবে। কিংবা কুরবানীর মূল্য সাদাকা দিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, অর্ধেক মূল্য দান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, এক তৃতীয়াংশ মূল্য দান করিবে। কেহ বলেন, সর্বনিম্ন অংশের মূল্য দান করিবে। ইহাই ইমাম শাফিয়ী (র)-এর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ মত।

কুরবানীর পশুর চামড়া সম্পর্কে কাতাদাহ ইব্‌ন নু'মান (র) হইতে মুসনদ আহমাদ-এ বর্ণিত,

فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها

তোমরা কুরবানীর গোশ্‌ত নিজেরা খাও, দান কর ও উহার চামড়া দ্বারা উপকৃত হও কিন্তু ইহা বিক্রয় করিও না।

উলামায়ে কিরামের কেহ কেহ বলেন, চামড়া বিক্রয় করা জায়িয আছে। কেহ কেহ বলেন, দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে।

মাসআলা

হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কুরবানীর দিনে সর্বপ্রথম কাজ হইল সালাত পড়া, অতঃপর আমরা ঘরে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুরবানী করিব। যেই ব্যক্তি এই রূপ করিল সেই তো আমার নিয়ম পালন করিল। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করিল তাহার কুরবানী হইল না। সে কেবল তাহার পরিবারবর্গের জন্য গোশ্‌তের ব্যবস্থা করিল, কুরবানীর সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) এবং উলামায়ে কিরামের একটি জামায়াত বলেন, ঈদুল আযহার দিনে সূর্যোদয়ের পরে ঈদের সালাত ও দুইটি খুত্‌বা সম্পন্ন করিবার পরই কুরবানীর সময় হয়। ইমাম আহমাদ (র) আরো কিছুই অতিরিক্ত করিয়া বলেন, সালাত ও খুত্‌বা শেষে ইমাম কুরবানী করিলেই অন্যান্য লোক কুরবানী করিবে। কারণ, মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ وان لا تذبحوا حتى يذبح الإمام আর তোমরা ইমাম যবেহ্ করিবার পূর্বেই যবেহ্ করিবে না। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, গ্রামের লোকদের জন্য ফজরের পরেই কুরবানী করা জায়িয আছে। কারণ, তাহাদের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব নহে। অবশ্য শহরবাসীদের জন্য সালাতের পূর্বে কুরবানী করা জায়িয নহে।

এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে যে, কুরবানী কি একদিনেই করিতে পারিবে না অন্য কোন দিনেও। এই বিষয়ে কোন কোন উলামায়ে কিরামের মত, শহরের লোকেরা কেবল দশ তারিখেই কুরবানী করিতে পারিবে। কারণ, তাহারা সহজেই কুরবানী পশু লাভ করিতে পারে। আর গ্রামের লোকেরা দশ তারিখ

ছাড়া আইয়্যামে তাশরীকে কুরবানী করিতে পারিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এইমত পোষণ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, দশম তারিখে এবং উহার পরবর্তী একদিনেই সকলে কুরবানী করিতে পারিবে। কেহ কেহ বলেন, দশম তারিখের পরে দুই দিন কুরবানী করিতে পারিবে। ইমাম আহমাদ (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। কেহ বলেন, দশম তারিখ ও আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিনও কুরবানী করিতে পারিবে। ইমাম শাফিয়ী (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈম (র) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ايام التشريق كلها ذبح আইয়্যামে তাশরীকের প্রত্যেক দিনই যবেহ্ করা যায়। ইমাম আহমাদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, যিলহজ্জ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা যায়। ইবরাহীম নাখয়ী ও আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মতটি অত্যন্ত দুর্বল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَكَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আর এমনি করেই আমি ঐ সকল পশু গুলিকে তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ইচ্ছা হইলে তোমরা উহাতে আরোহণ করিবে, ইচ্ছা হইলে উহার দুধ দোহন করিবে, প্রয়োজন হইলে তোমরা যবেহ করিয়া উহার গোশ্ত খাইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ . وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ . وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ .

তাহারা কি ইহাই লক্ষ্য করে নাই যে, আমি তাহাদের জন্য আমার হাতে সৃষ্টবস্তু সমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারা সেই সকল জন্তুর মালিক হইয়াছে। আর সেই চতুষ্পদ প্রাণীগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি। অনন্তর উহাদের কিছু তো তাহাদের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং তাহারা কিছু আহার করে। উহাদের মধ্যে তাহাদের জন্য আরো অনেক উপকার রহিয়াছে এবং পানীয় বস্তু সমূহ ও তবু তাহারা শোকর করিবেনা। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭১)

এই আয়াতে অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অনুরূপভাবে আমি সেই সকল পশুসমূহকে তোমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছি সম্ভবত তোমরা শোক্র করিবে।

(৩৭) لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৭) আল্লাহ্‌র নিকট পৌছায় না উহাদিগের গোশ্‌ত এবং রক্ত, বরং পৌছায় তোমাদিগের তাক্‌ওয়া, এই ভাবে তিনি ইহাদিগকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎকর্ম-পরায়ণ-দিগকে।

তাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য এই সকল কুরবানীর যবেহ্ করিবার নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হইল, তোমরা উহা যবেহ্ করিবার সময় তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে। গোশ্‌ত আহার করিবার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি তো সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা। তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত কিংবা রক্ত কিছুই তাঁহার নিকট পৌছায় না এবং ঐ সকল বস্তুর তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি এই সকল বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বে-নিয়ায। জাহেলী যুগের নিয়ম ছিল, যখন তাহারা কুরবানী করিত তখন তাহারা কুরবানীর গোশ্‌ত তাহাদের মূর্তির সম্মুখে রাখিয়া দিত এবং মূর্তির উপর রক্ত ছিটাইয়া দিত। অতএব আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا। কখনো আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত পৌছায় না আর না উহার রক্তও।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ... ... ইব্‌ন জুরাইজ হইতে বর্ণিত।, তিনি বলেন জাহেলী যুগে কাফিররা মূতিকে উটের রক্ত মাখাইয়া দিত। এবং সম্মুখে গোশ্‌ত রাখিয়া দিত। সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিলেন, বাইতুল্লাহকে আমরাও রক্ত মাখাইয়া দেওয়ার অধিকার রাখি। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ٠

কেবল তোমাদের তাক্‌ওয়াকেই কবুল করেন এবং উহার সাওয়াব দান করিয়া থাকেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ .

আল্লাহ্ তা'আলা না তোমাদের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আর না তোমাদের মালের প্রতি তাকান এবং তোমাদের অন্তর আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَقَعُ اِلٰى يَدِ الرَّحْمٰنِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَ فِى السَّائِلِ الخ

সাদাকার মাল ভিক্ষুকের হাতে পৌছবার পূর্বেই আল্লাহ্র হাতে পৌছায় ... ...। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুর রক্ত যমীনের পড়িবার পূর্বেই উহা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়া যায়। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ ইমাম তিরমিযী (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়াছেন। হাদীসের মর্ম হইল, যেই ব্যক্তি ইখলাসের সহিত আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আমলকে কবূল করেন।

ইমাম ওকী (র)........... যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি আমির শা'বী (রা) কে কুরবানী চামড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا আল্লাহ্র কাছে তো উহার গোশ্ত পৌছে না উহার রক্ত। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে উহা তুমি বিক্রয় কর আর ইচ্ছা হইলে রাখিয়া দাও। আর ইচ্ছা হইলে সাদাকা করিয়া দাও। كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ এই কারণেই তিনি তোমাদের জন্য কুরবানী পশু সমূহকে বশীভূত করিয়াছেন لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ তিনি যে তোমাদিগকে তাহার দীনের প্রতি, তাঁহার শরীয়াতের প্রতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্যাবলীর প্রতি হিদায়েত দান করিয়াছেন এবং তাঁহার অপসন্দীয় ও ঘৃণিত বস্তু হইতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমরা যেন উহার শোকর কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

হে মুহাম্মদ ! আপনি সেই সকল লোকজনকে সুসংবাদ দান করুন। যাহারা তাহাদের আমল সুন্দর করে শরীয়াতের সীমারেখার মধ্যে তাহারা কায়েম থাকে। এবং উহার রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পয়গামকে মনে-প্রাণে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে।

মাসআলা

ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও সাত্তরী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। অবশ্য ইমাম আযম আবূ

হানীফা (র) এই শর্তও আরোপ করিয়াছেন। ইহার জন্য মুকীম ও স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে। তাঁহারা দলীল হিসাবে ইমাম আহমাদ ও ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, মারফূ হাদীসকে পেশ করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ من وجد سعة لم يضح فلا يقربن مصلانا যেই ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করেনা সে যেন আমাদের ঈদগাহ উপস্থিত না হয়। হাদীসটির মধ্যে গরীবাত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইমাম আহমাদ (র) ইহাকে মুনকার মনে করিয়াছেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বৎসরকাল কুরবানী করিয়াছেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন, কুরবানী করা ওয়াজিব নহে বরং মুস্তাহাব। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ ليس فى المال حق سوى الزكوة মালের মধ্যে যাকাত ব্যতিত অন্য কোন হক নাই। পূর্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার উম্মাতের পক্ষ হইতে কুরবানী করিয়াছেন। অতএব উম্মাতের উপর হইতে কুরবানী ওজূব শেষ হইয়া গিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা)বলেন, আমি হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর প্রতিবেশী ছিলাম। কিন্তু তাঁহারা এই ভয়ে কুরবানী করিত না যে, অন্য লোক ও তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। কেহ কেহ বলেন, কুরবানী করা সুন্নাতে-কিফায়াহ। বাড়ীর কিংবা মহল্লার একজন করিলে সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কারণ কুরবানী দ্বারা ইসলামের শি'আর নিদর্শন প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। মহল্লার একজন করিলে উহার প্রকাশ ঘটে। ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ মিনহাদ ইব্ন সুলাইম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। মিনহাদ ইব্ন সুলাইম (র) আরাফাতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

على كل أهل بيت فى كل عام اضحاة وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هى اللتى ندعونها الرجبتيه .

প্রত্যেক বৎসর প্রতি বাড়ীর লোকের উপর একটি কুরবানী ও আতীরাহ ওয়াজিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি জান, 'আতীরাহ' কাহাকে বলে? আতীরাহ উহাকে বলা হয় যাহাকে তোমরা 'রবীয়াহ' বলিয়া থাক। অবশ্য হাদীসের সনদ সম্পর্কে সমালোচনা করা হইয়াছে। আবূ আইয়ুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে সকলের পক্ষ হইতে একটি ছাগল কুরবানী দেওয়া হইত। অতঃপর সকলেই উহা খাইত এবং অন্যকে উহা খাওয়াইত। পরবর্তীকালে লোক গর্ব করিতে শুরু করিয়াছে এবং সকল দৃশ্য সকল তোমাদের সম্মুখে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (র) বলেন, বাড়ীর সকলের পক্ষ হইতে একটি ছাগল কুরবানী করিতেন। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কুরবানীর পশুর বয়স কি হইতে হইবে, এই সম্পর্কে হযরত জাবির (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

তোমরা এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে এমন ভেড়া ব্যতিত যবেহ্ করিওনা। অবশ্য তোমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে তবে সেই ক্ষেত্রে ছয় মাসের ভেড়াও যবেহ্ করিতে পার। এই হাদীস দ্বারা ইমাম যুহরী (র) প্রমাণ করেন যে, ছয় মাসের ভেড়া কুরবানীর জন্য যথেষ্ট নহে। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, প্রত্যেক জাতির ছয় মাসের পশু কুরবানীর জন্য যথেষ্ট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, উট, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রত্যেকের 'সানী' দ্বারা কুরবানী করা জায়িয আছে। উট 'সানী' হয় যখন পাঁচ বৎসর শেষ করিয়া ছয় বৎসরে পর্দাপণ করে। গরু 'সানী' হয় যখন দুই বৎসর শেষ হইয়া তৃতীয় বৎসরে পর্দাপণ করে। কেহ কেহ বলেন, যেই গরু তিন বৎসর সম্পন্ন হইয়া চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ছাগলের 'সানী' হয় দুই বৎসর শেষ হইবার পর তিনি বৎসরে পদার্পণ করিলে। ভেড়ার جذع বলা হয় যাহার এক বৎসরে পূর্ণ হইয়াছে। কেহ বলেন, যাহার দশ মাস পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যাহার ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই সর্ব নিম্নরূপ। ইহা হইতে কম বয়স হইলে উহাকে বলা হয় হামল। হামল ও জাযা এর মধ্যে প্রার্থক্য হইল হামল অবস্থায় পশমগুলি খাড়া থাকে। এবং 'জাযা' অবস্থায় উহার পশম শরীরের সহিত সমান হইয়া বসিয়া যায়।

(٣٨) اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৮) আল্লাহ্ রক্ষা করেন মু'মিনদিগকে, তিনি কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ ইরশাদ হইয়াছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই সকল বান্দাগণ হইতে যাহারা তাঁহার প্রতি ভরসা করে শত্রুর সকল চক্রান্ত প্রতিহত করেন তাহাদের সংরক্ষণ করেন এবং তাহাদের সাহায্য করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

আল্লাহ্ কি তাহাদের বান্দাগণের জন্য যথেষ্ট নহেন। (সূরা যুমার ঃ ৩৬)

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ
شَىْءٍ قَدْرًا .

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ্ তাহার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কাজ পূর্ণ করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

যেই লোক খিয়ানত ও নাশোকরী দোষে দোষী হয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না।

(٣٩) اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ
لَقَدِيْرُ ۙ

(٤٠) الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا
اللّٰهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

অনুবাদ ঃ (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদিগকে যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, কারণ তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সম্যক সক্ষম। (৪০) তাহাদিগকে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে শুধু এই কারণে তাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ। আল্লাহ্ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান গীর্জা, ইয়াহূদীগের উপসনার স্থান এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহর। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাহাকে সাহায্য করেন যে, তাহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আওফী (র)হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সঙ্গীগণকে যখন মক্কা হইতে বহিষ্কার করা হয় আলোচ্য আয়াত কয়টি তখন অবতীর্ণ হয়। মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং সাল্ফ হইতে আরো অনেকেই ইব্ন আব্বাস, উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর, যায়িদ ইব্ন আসলাম, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এবং অন্যান্য মণিষীগণ বলেন, জিহাদ, সম্পর্কে সর্বপ্রথম এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা অনেকেই ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন দাউদ ওয়াসিতী (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) কে যখন মক্কা হইতে বহিষ্কার করা হয়, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, তাহারা তাহাদের নবীকে বাহির করিয়াছে। ইন্না লিল্লাহি-তাহারা অব্যশই ধ্বংস হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, অবশ্যই যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। ইমাম আহমাদ (র) ইসহাক ইব্ন ইউসুফ আল-আযরাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইসহাক ইব্ন ইউসুফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইসহাক ও ওয়াকী উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) 'হাসান' বলিয়া অভিমত পেশ করিয়াছেন। অবশ্যই হাদীসটি আরো অনেকেই সাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ঐ সকল সনদে উল্লেখ করা হয় নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে যুদ্ধ ছাড়াই সাহায্য করিতে সক্ষম। তবুও তিনি ইহাই পসন্দ করেন, তাহারা যেন আল্লাহ্র হুকুম পালনে সংগ্রাম করে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ . سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ . وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَالَهُمْ .

যখন কাফিরদের সহিত তোমাদের মোকাবিলা হয় তখন তাহাদের গর্দানে আঘাত করিতে থাক। এমন কি যখন তাহাদের রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবে তখন তাহাদিগকে মযবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। অতঃপর হয় কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, অথবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দাও, যাবৎ না যুদ্ধ বন্ধ হয়। এই হুকুম পালনীয়। যদি আল্লাহ্ চাহিতেন তবে তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহন করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা এই জন্য করেন না, যেন তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করিতে পারেন। আর যাহাদিগকে আল্লাহ্র রাহে হত্যা করা হইয়াছে, আল্লাহ্ কখনও তাহাদের আমল সমূহ বাতিল করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল করিবেন। তিনি তাহাদিগকে উহার পরিচয় করাইয়া দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪-৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِيْهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

আর তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, আল্লাহ্ তোমাদের হাতে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। আর তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, তাহাদের উপর তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং মু'মিনগণের অন্তর শীতল করিবেন। তাহাদের অন্তরের ক্রোধ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার তাওবা কবূল করিবেন। আল্লাহই বড়ই জ্ঞানী বড়ই হিক্মতওয়ালা (সূরা তাওবা ঃ ১৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ .

তোমরা কি ধারনা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে অথচ, আল্লাহ্ প্রকাশ্যত এখন জানিতে পারেন নাই যে তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল এবং মু'মিনগণ ব্যতিত কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহন করেন নাই। মনে রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ .

তোমরা কি ধারনা রাখিয়াছ যে তোমরা বেহেশতে প্রবেশ করিবে অথচ, তোমাদের মধ্যে যাহারা জিহাদ করিয়াছে এবং কাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আল্লাহ্ এখনও তাহা প্রকাশ্যত জানিতে পারেন নাই? (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪২)।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ .

আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, এমন কি তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যধারণকারী যে, প্রকাশ্যভাবে জানিতে পারি। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১) এবং এই বিষয়ে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে। যেহেতু মুসলমানগণের পরীক্ষা করা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য এই কারণে তাহাদের সংগ্রাম ছাড়া তিনি কাফিরগণকে পরাজিত করেন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ শত্রুর উপর মুসলমানকে সাহায্য করিবার উপর ক্ষমতাবান। এবং বহু ক্ষেত্রে তিনি সাহায্য করিবেনও।

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একটি উপযুক্ত সময়েই মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয করিয়াছেন। মুসলমানগণ যখন মক্কা শরীফে অতি অল্প সংখ্যক ছিলেন তখন যদি তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইত তবে অসাধারণ কষ্ট ভোগ করিতে হইত।

লাইলাতুল আকাবায় যখন মদীনা হইতে আগত নও মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল আশির উর্ধ্বে। তখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই মিনাবাসীদের উপর আমরা আক্রমণ করিয়া এই রাত্রেই তাহাদিগকে ধরাশয়ী করিয়া দিব? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমাকে এখনও ইহার হুকুম দেওয়া হয় নাই।

মুশরিকরা যখন অত্যধিক অত্যাচার শুরু করিল এবং নবী করীম (সা)-কে দেশ হইতে বিতাড়িত করিল, তাঁহার প্রাণ নাশের চেষ্টা করিল এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের উপর নানা যুলুম উৎপীড়ন করিয়া দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তখন তাঁহাদের একদল আবেসিনিয়া গমন করিলেন। এবং অপরদল মদীনায় গমন করিলেন। অবশেষে যখন তাঁহারা মদীনায় স্থির হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনায় শুভাগমন হইল তখন

তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নেতৃত্বে একত্রিত হইলেন। সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহায্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। মদীনায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দান করিলেন। আর প্রথম জিহাদের নির্দেশ লইয়া এই আয়াত অবতীর্ণ হইল :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ . الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ .

যেই সকল মুসলমাগণের সহিত কাফিররা যুদ্ধ করিতেছে যেহেতু তাহারা মায্লুম তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। এই সকল মসুলমানগণ তাহারাই যাহাদিগকে অকারণে তাহাদের ঘর বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে মক্কা হইতে মদীনায় বিতাড়িত করা হইয়াছে। إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ, তাঁহাদের অপরাধ ইহাই ছিল যে, তাঁহারা আল্লাহ্র তাওহীদে বিশ্বাস ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতেন।

إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُوْا। প্রকৃতপক্ষে 'ইস্তিসনা মুনকাতী'। কিন্তু মুশরিকদের মত, ইহা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া সর্বাপেক্ষা বড় পাপ। সেই হিসাবে ইহা 'ইস্তিসনা মুত্তাসিল'।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে :

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ .

তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তোমাদিগকে এই অপরাধে বহিষ্কার করে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। 'আসহাবুল উখদূদ'এর ঘটনায় আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন :

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ .

'আসহাবুল উখদুদ'-এর প্রতি তাহারা কেবল এই অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিয়ছিল যে, তাহারা পরম পরক্রমশালী পরম প্রশংসিত আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ছিল। (সূরা বুরূজ : ৮)

মুসলমানগণ খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় যখন পরিখা খনন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা তন্ময় হইয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন :

لاهم لولا انت ما اهتدينا * ولا تصدقنا ولا صلينا

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لاقينا
ان الاولى قد بغوا علينا * اذا ارادوا فتنة ابينا

হে আল্লাহ্ ! যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ না হইত তবে হিদায়েত পাইতাম না। আর না সাদাকা দিতে পারিতাম, না সালাত পড়িতে পারিতাম না। অতএব হে আল্লাহ্! এই মুহূর্তে আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন। আর শত্রু সহিত মুকাবিলা হইলে আমাদিগকে সুদৃঢ় রাখুন। এই শত্রু দলই প্রথম আমাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়াছে। তাহারা যখনই আমাদের প্রতি কোন ফিত্না ও বিপদ অবতীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিবে আমরা উহা অস্বীকার করিব।

এই কবিতা আবৃত্তিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইলেন। তাঁহারা فتنة ابينا বলিতেন তিনি ও ابينا কে উচ্চস্বরে লম্বা করিয়া বলিতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

যদি আল্লাহ্ তা'আলা এক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে অন্য সম্প্রদায়ের দুষ্টামী ও দৃষ্কৃতি প্রতিহত না করিতেন তবে দুনিয়ায় ফিত্না ফাসাদ সৃষ্টি হইত এবং সবল দুর্বলকে ধ্বংস করিয়া দিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ

صوامع বলা হয়, ইয়াহূদী আলিমদের ছোট ছোট উপাসনালয়কে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) আবুল আলীআহ, ইকরিমাহ, যাহ্হাক (র) আরো অনেকে এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন 'সাবী' সম্প্রদায়ের উপাসলায়কে 'صُوَامِع' বলা হয়। কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। যে, 'সাবী' সম্প্রদায়ের অগ্নিউপাসকদের বলা হয়। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, পথে নির্মিত ছোট ছোট ঘরকে 'صوامع' বলা হয়। صَوَامِع - وبيع অপেক্ষা বড় উপাসনালয়কে بيع বলা হয়। এখানে উপাসকের সংখ্যাও বেশী হয়। ইহাও খ্রিস্টানদের উপসনালয়। আবুল আলীয়া, কাতাদাহ, যাহ্হাক, ইব্ন মুকাতিল, ইব্ন হাইয়্যান, খুসাইফ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র), মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা ইয়াহূদীদের উপাসনালয়। সুদ্দী ও জনৈক রাবীর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, بيع উপাসনালয়কে বলা হয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وصلوت আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, الصلوت। গির্জাকে বলা হয়। ইকরিমাহ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ইয়াহূদীদের উপাসনালয়কে صلوت বলা হয়। সুদ্দী (র) জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন, صلوت খিস্টানদের গীর্জাকে বলা হয়। আবূল আলীয়াহ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন 'সাবী' সম্প্রদায়ের উপসনালয়কে صلوت বলা হয়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বলেন, আহলি কিতাব ও মুসলমানদের জন্য পথে নির্মিত ইবাদতগৃহকে صلوت বলা হয়। তবে مساجد কেবল মুসলমানদের ইবাদতের স্থানকেই বলা হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

يَذْكُرُ فِيْهَا اسْمَ اللّٰهِ كَثِيْرًا

فِيْهَا -এর মধ্যে বিদ্যমান সর্বনামটি المساجد। এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কারণ অধিক নিকটবর্তী শব্দ ইহাই। যাহ্হাক (র) বলেন, শুধু মসজিদসমুহে অধিক পরিমাণ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না বরং মসজিদ, গির্জা, ইয়াহূদীদের উপসনালয় সর্বস্থানে অধিক পরিমাণ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, সঠিক মত হইল, الصوامع। হইল রাহিবগণের উপসনালয়। بيع হইল, নাসারা খ্রিস্টানদের ইবাদতের স্থান। صلوت হইল, সাধারণ ইয়াহূদীদের উপসনাকেন্দ্র এবং مساجد মুসলমানদের ইবাদতের স্থান, যেখানে অনেক বেশী পরিমাণ আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয়। আরবী ভাষায় এই অর্থ অধিক প্রচলিত।কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিচু হইতে উপরের দিকে তারতীব হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা অধিক আবাদ, সর্বাপেক্ষা অধিক বড় ইবাদাত গৃহ এবং বিশুদ্ধ নিয়্যতে যেই ইবাদতখানায় মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক গমন করে তাহা হইল মসজিদ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ

আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন যে, তাঁহার দীনের সাহায্য করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوْا اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ .

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র দীনের সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদের সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের সুদৃঢ় করিয়া দিবেন। আর যাহারা কাফির তাহাদের

প্রতি আফ্সোস ও অনুতাপ আল্লাহ্ তাহাদের আমল বাতিল করিয়া দিয়াছেন। اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী, মহাপরক্রমশালী। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে শক্তিশালী ও পরাক্রশালী দুইটি গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় শক্তি দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং দ্বিতীয় গুণের কারণে তিনি সকল পরাক্রমশালীর উপর বিজয়ী থাকেন। কেহ তাঁহাকে নত করিতে পারে না। সকলে তাঁহার সম্মুখে মস্তকাবণত, সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী। যিনি যাহাকে সাহায্য করেন সে বিজয়ী এবং তাঁহার সাহায্য হইতে যে বঞ্চিত সে পরাজিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ .

আমার প্রেরিত নবীগণের জন্য তো পূর্বে হতে আমার এই প্রতিশ্রুত রহিয়াছে যে তাহারই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে আর আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী। (সূরা সাফফাত ঃ ১৭১) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ .

আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নির্ধারন করিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণ বিজয়ী হইব, নিশ্চয় আল্লাহই বড়ই শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালা ঃ ২১)

(٤١) اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ .

অনুবাদ ঃ (৪১) আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে ইহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, এবং সৎকার্যের নিদের্শ দিবে ও অসৎকার্যে নিষেধ করিবে , সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্র ইখ্তিয়ার।

তাফসীর ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) আমার পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত। , তিনি বলেন, হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন, আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

অতঃপর তিনি বলেন, আমাদিগকেই অকারণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে রাজত্ব দান করিয়াছেন, আমরা সালাত

কায়িম করিয়াছি, যাকাত প্রদান করিয়াছি, আমরা সৎকজের আদেশ করিয়াছি। যাবতীয় কাজের পরিণতি আল্লাহ্র ক্ষমতাধীন। অতএব এই আয়াত আমার ও আমার সাথী সঙ্গীদের জন্য প্রযোজ্য।

আবুল আলীয়াহ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তাঁহার সাহাবীগণ উদ্দেশ্য। সব্বাহ ইব্ন সাওয়াদাহ আলকিন্দী (র) বলেন, একবার আমি উমর ইব্ন আবদুল আযীয (রা) খুত্বা দান কালে এই আয়াত পাঠ করিতে শুনিলাম ঃ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ অতঃপর তিনি বলিলেন, আয়াতে শুধু শাসকের কথা উল্লেখ করা হয় নাই বরং শাসক ও শাসিত উভয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। আমি কি তোমাদিগকে ইহা বলিব না যে, শাসকের উপর তোমাদের কি হক রহিয়াছে ? এবং তোমাদের উপর শাসকের কি হক রহিয়াছে। শাসকের উপর তোমাদের অধিকার হইল, তিনি আল্লাহ্র হক সমূহে কোন ত্রুটি হইতে দেখিলে তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন, তোমাদের একজনের হক অপরজন হতে আদায় করিয়া দিবেন। এবং যথাসম্ভব তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন।

আর তোমাদের উপর শাসকের যেই হক রহিয়াছে তাহা হইল, প্রকাশ্যে ও গোপনে আনন্দ ও উৎফুল্লের সহিত তাঁহার নিদের্শ পালন করা।

আতীয়াহ ও আওফী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ.

আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকের সহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক ও সৎকাজ করিয়াছে এবং পৃথিবীতে তাহাদিগকে অবশ্যই খলীফা-প্রতিনিধি করিবেন (সূরা নূর ঃ ৫৫)। وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ আয়াতটির মর্ম وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

(٤٢) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ

(٤٣) وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ

(٤٤) وَّاَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ

(٤٥) فَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنٰهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ

(٤٦) أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ
أَوْ أٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ ۝

অনুবাদ ঃ (৪২) এবং লোকে যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে উহাদিগের পূর্বে তো নূহ্, আদ, সামূদের সম্প্রদায়, (৪৩) ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় (৪৪) এবং মাদইয়ান বাসীরা তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং অস্বীকার করা হইয়াছিল মূসাকে ও। আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম ও পরে তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। অতঃপর কেমন ছিল আমার শাস্তি। (৪৫) আমি ধ্বংস করিয়াছি কত জনপদ যেই গুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাহাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হইয়াছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (৪৬) তাহারা কি দেশ ভ্রমন করে নাই ? তাহা হইলে তাহারা জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশ্রুতি সম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হইতে পারিত। বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয় বরং অন্ধ হইতেছে বক্ষস্থিত হৃদয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শান্ত্বনা দান করিয়া বলেন ঃ শক্রদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে আপনি দুঃখ করিবে না।

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ . وَقَوْمُ إِبْرٰهِيْمَ
وَقَوْمُ لُوْطٍ . وَأَصْحٰبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوْسٰى .

যদি এই কাফিরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে উহা নতুন কিছুই নহে বরং আপনার পূর্বেই যত আম্বিয়ায়ে কিরাম আগমণ করিয়াছেন সকলকেই তাহাদের উম্মাতরা তাঁহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। হযরত নূহ্ (আ)-কে তাঁহার কাওম মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। ঐতিহাসিক আদ ও সামূদ সম্প্রদায় স্বয়ং নবীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। এবং বনী ইসাঈলের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশীল নবী হযরত মূসা (আ)-কেও মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে। অথচ, তিনি বড় বড় মু'জিযা ও নিদর্শনের অধিকারী ছিলেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ

অতঃপর আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দান করিয়াছি। ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অতঃপর আমি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছি। অতএব আমার পাকড়াও কেমন হইয়াছিল? কোন কোন সালফে সালেহীন উল্লেখ করিয়াছেন, ফিরআউনের বক্তব্য اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমি তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিপালক' ইহার চল্লিশ বৎসর পরে তাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছিল। বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত।, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

إن الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته

আল্লাহ্ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দান করেন, এমন কি পরে তাহাকে যখন পাকড়াও করেন, তখন তাহাকে আর ছাড়িয়া দেন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এইরূপ হইয়া থাকে, যখন তিনি যালিম জনপদসমূহকে পাকড়াও করেন। তাঁহার পাকড়াও ও শাস্তি বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, বড়ই কঠিন। (সূরা হূদ ঃ ১০২)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। وَهِيَ ظَالِمَةٌ এবং সেই জনপদের অধিবাসীরা ছিল যালিম। তাহারা রাসূলগণকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করিত।

فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا যাহ্‌হাক বলেন, আয়াতের উল্লেখিত 'عروش' অর্থ ছাদ। অর্থাৎ যেই জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, উহার ঘর-বাড়ী ধ্বংস হইয়া ছাদের উপর উপুড় হইয়া রহিয়াছে। وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ এবং জনপদের কূপসমূহও পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, উহা হইতে পানি বাহির করা হয় না। অথচ পূর্বে সেই সকল কূপে পানি বাহির করিবার জন্য ভীড় জমিয়া থাকিত।

وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ "আর মযবুত প্রাসাদ ও ধ্বংস হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ছাদ চুনাপাথর দ্বারা নির্মিত অট্টালিকাকে قَصْرٍ مَّشِيْدٍ বলা হয়। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবূল মলীহ ও যাহ্‌হাক (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, قَصْرٍ مَّشِيْدٍ অর্থ সুউচ্চ ইমারত। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ মজবুত দূর্গ। উল্লেখিত অর্থ সমূহে কোন বিরোধ নাই। উদ্দেশ্য হইল

এই রূপ সুউচ্চ, মনোরম ও সুদৃঢ় প্রাসাদ ও অট্টালিকা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ

তোমরা যেইখানেই অবস্থান কর না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইয়া বসিবে, যদি তোমরা মযবুত সৃদৃঢ় দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর না কেন?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ

তাহারা কি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে না ? অর্থাৎ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া চিন্তা ভাবনা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করে না। উপদেশ গ্রহণের জন্য দেশ বিদেশের ভ্রমণ একান্ত প্রয়োজন। ইব্ন আবুদ্দুনিয়া (র) তাঁহার "আত্তাফা ককুর ওয়াল ই'তিবার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। হারূন ইব্ন আবদুল্লাহ (র) মালিক ইব্ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, হে মূসা! দুইখানা লোহার জুতা ও এবং একখানা লোহার ছড়ি বানাও। অতঃপর পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হও। অতঃপর উপদেশ গ্রহণ করিতে শুরু কর। কিন্তু তোমার জুতা ফাটিয়া যাইবে, ছড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে, তবুও উপদেশ শেষ হইবে না। ইব্ন আবূদ্দুনিয়া (র) বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ

احى قلبك بالمواعظ ونوره بالتفكر وقوّته بالزهد وقوة باليقين ...

তুমি তোমার অন্তরকে উপদেশ দ্বারা সজীব রাখ, চিন্তা ভাবনা দ্বারা উজ্জ্বল রাখ এবং যুহদ দ্বারা উহা নির্জীব কর। ইয়াকীন দ্বারা ইহাকে শক্তিশালী কর। মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া উহাকে অবনত কর। ধ্বংসের কথা বিশ্বাস করাইয়া উহাকে ধৈর্যধারণে শিক্ষা দান কর। দুনিয়ার বিপদ উহার সম্মুখে রাখিয়া উহার চক্ষু উম্মুক্ত কর। যামানার বিভিন্ন বিপদ-আপদের কথা উল্লেখ করিয়া উহাকে ভীত সন্ত্রস্ত কর। যুগের আবর্তন-বিবর্তন দ্বারা উহাকে সতর্ক কর। বিগত যুগের ঘটনাবলী তাহার সম্মুখে পেশ কর। পূর্ববর্তীদের উপর যেই সকল বিপদ অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা স্মরণ করাই দাও। তাহাদের শহরে ও তাহাদের জীবন সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতে উহাকে অভ্যস্ত বানাও। যেন এই চিন্তা ভাবনা কর যে, ঐ সকল অপরাধী সম্প্রদায় কিভাবে বিলুপ্ত ও ধ্বংস হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اٰذَانٌ يَسْمَعُوْنَ بِهَا .

অতঃপর তাহাদের অন্তর এমন হইত উহা দ্বারা বুঝিত এবং কান এমন হইত যে উহা দ্বারা তাহারা শ্রবণ করিত এবং উপদেশ গ্রহণ করিত।

فَاِنَّهَا لاَ تَعْمَى الاَبْصَارَ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبَ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ ٠

চর্ম চক্ষু অন্ধ নহে প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি অন্ধ যাহার অন্তর দৃষ্টি অন্ধ। যদিও তাহার প্রকাশ্য দৃষ্টিশক্তি থাকুক না কেন। কারণ উহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা যায় না এবং ভাল মন্দের পার্থক্য করা সম্ভব হয় না। এই বিষয়ে আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন হাইয়ান আল-আন্দুলুসী (র) কত চমৎকার কথা বলিয়াছেন। (তাঁহার মৃত্যুসন-৫১৭ হিজরী)

يا من يصيخ إلى داعى الشقاء وقد * نَادى به الناعيان الشيب والكبر

হে সেই ব্যক্তি! যে দুর্ভাগের আহবায়ক পাপাচারে প্রতি আকৃষ্ট হয় অথচ তাহাকে মৃত্যুর বার্তাবাহক যৌবনে ও বার্ধক্যে আহবান করিতেছে।

إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى * فى رأسك الواعيان السمع والبصر

যদি অন্যের উপদেশ শ্রবণ করিতে সক্ষম না হও তবে তোমাদের যেই দু'টি বস্তু চক্ষু ও কর্ণ রহিয়াছে উহা দ্বারা কি উপদেশ গ্রহণ করিতে পার না?

ليس الاصم ولا الأعمى سوى رجل * لم يهده الهاديان العين والاثر

প্রকৃত বধির ও অন্ধ সেই ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ নহে, যাহাকে তাহার চক্ষু ও ঘটনাবলী সঠিক পথ প্রদর্শনে সাহায্য করে নাই।

لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك * الا على ولا النيران الشمس والقمر

মনে রাখিবে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে, আসমান ও সূর্য অবশিষ্ট থাকিবে না।

ليرحلن عن الدنيا وان كرها * فراقها الثاويان البدو الحضر

পসন্দ না হইলে ও একদিন দুনিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। চাই সে শহরের অধিবাসী হউক কিংবা গ্রামের।

(٤٧) وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

(٤٨) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ ٠

অনুবাদ ঃ (৪৭) তাহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, অথচ আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি কখনও ভঙ্গ করেন না,তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদিগের গণণার সহস্র বৎসরের সমান, (৪৮) এবং অবকাশ দিয়াছি কত জনপদকে যখন উহারা ছিল যালিম, অতঃপর উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা) কে বলেন, হে নবী! এই সকল কাফির যাহারা আল্লাহ্, রাসূল ও কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে, তাহারা আপনার নিকট তাড়াতাড়ি শাস্তি তলব করিতেছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .

যখন তাহার বলিল, হে আল্লাহ্! যদি এই কিতাব আপনার পক্ষ সত্য হয় তবে উহা অস্বীকার কারণে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল ঃ ৩২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

তাহারা বলিল, হে আমাদের রব! বিচার দিবসের পূর্বেই আপনি আমাদের শাস্তির অংশ দান করুন এবং আমাদের ব্যাপারটি শেষ করিয়া ফেলুন। (সূরা সাদ ঃ ১৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত কায়েম করা এবং শত্রু হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের, তাঁহার নেক বান্দাগণকে পুরস্কৃত করিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তিনি ভঙ্গ করিবে না।

আসমায়ী (র) বলেন, একবার আমি আবূ আমর ইব্ন আ'লা (র)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম তখন তাঁহার নিকট আমর ইব্ন উবাইদ (র) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে আবূ আমর! আল্লাহ্ কি তাঁহার ওয়াদা খিলাফ করেন। তিনি বলিলেন, না। তখন তিনি একটি শাস্তির আয়াত তিলওয়াত করিলেন। তখন আবূ ইব্ন আমর ইব্ন আলা (র) বলিলেন ঃ ওহে তুমি কি আজমী! শুন, আরব দেশে কোন ভাল কাজের ওয়াদা ভঙ্গ করাতে খারাপ বলে মনে করা হয়, কিন্তু শাস্তির হুকুম পরিবর্তন করাকে কোন দোষণীয় মনে করা হয় না। তুমি কবির এই কবিতা শ্রবণ করে নাই ?

ليرهب ابن العم والجار سطوتى * ولا انثنى عن سطوة المتهدد

চাচার পুত্র প্রতিবেশী যেন আমার আক্রমণের ভয় করে, কিন্তু আমি কোন ধমক প্রদানকারীর আক্রমণের ভয়ে ফিরিয়া যাই না।

فانى وان اوعدته او وعدته * لمخلف ايعاد ومنجز موعدى

আমি তো এমন লোক যে কাহাকে যদি শাস্তি দেওয়ার কথা বলি কিংবা কোন দান দাক্ষিণ্যের প্রতিশ্রুতি দেই, তবে শাস্তি দেওয়ার কথার বিপরীত করিলে তো করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতিশ্রুতি আমি অবশ্যই পালন করি।

সারকথা হইল, শাস্তির দেওয়ার ধমক দিয়া উহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা যেমন প্রশংসনীয় কাজ, অনুরূপভাবে শাস্তি মুলতবী করাও একটি উত্তম কাজ।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ

আর আপনার প্রতিপালকের দরবারে একদিন অর্থাৎ কিয়ামতের একদিন তোমাদের হিসাবের এক হাজার বৎসরের সমতুল্য। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন কাজে মানুষের মত ব্যস্ত হন না। তাঁহার মাখলূকের হিসাবে যাহা হাজার বৎসর, উহা হুকুমের বেলায় আল্লাহর কাছে একদিন সমতুল্য। তিনি জানেন যে, তিনি শাস্তি দিতে চাহিলে কেহ তাঁহার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে না, যদিও তাহাদিগকে অফুরন্ত কাল অবকাশ দেওয়া হউক না কেন। অতএব ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণে পরেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ اَخَذْتُهَا وَاِلَيَّ الْمَصِيْرُ .

কত যালিম জনপদকে আমি অবকাশ দিয়াছি, অতঃপর আমি তাহাকে পাকড়াও করিয়াছি। আর আমার কাছেই তো সকলের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইবন আরাফাহ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يدخل فقراء المسلمين قبل الاغنياء بنصف يوم خمسمائة عام

দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের হইতে অর্ধদিবস অর্থাৎ পাঁচশত বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) সাওরী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মুহাম্মদ ইবন আমর (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসকে 'সহীহ হাসান' বলিয়া মন্তব্য করেন।

ইব্ন জরীর (র) হাদীসটিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াকূব (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দরিদ্র মুসলমানগণ ধনীদের হইতে অর্ধেক দিবস পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অর্ধদিবস' এর পরিমাণ কি। তিনি বলিলেন, তুমি কুরআন পাঠ কর না ? আমি বলিলাম, জী হাঁ, তিনি বলিলেন ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর, আল্লাহ্র নিকট উহা এক দিনের সমতুল্য। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের 'কিতাবুল মালাহিম' এ উমর ইব্ন উসমান (র) ... ... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إنى لأرجوان لا تعجز امتى عند ربها ان يؤخرهم نصف يوم

আমি আশা রাখি যে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতকে অর্ধদিবসের অবশ্যই অবকাশ দিবেন। হযরত সা'দ (রা) কে জিজ্ঞাস করা হইল, 'অর্ধদিবস' এর পরিমাণ কি? তিনি বলিলেন, পাঁচশত বৎসর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইহা ঐ সকল দিন সমূহের একটি যেই সকল দিনে আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) ইব্ন ইয়াসার (র) সূত্রে ইব্ন মাহদী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও ইকরিমাহ (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও 'কিতাবুররদ্দ আলাল জাহমীয়াহ' নামক গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঃ

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ .

এর অনুরূপ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... জনৈক নও মুসলিম আহ্লে কিতাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ

এবং তোমাদের হিসাবে যাহা এক হাজার বৎসর, উহা তোমার প্রতিপালকের দরবারে একদিন সমতুল্য। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার বয়স করিয়াছেন ছয়দিন এবং সপ্তম দিনে কিয়ামত সংঘটিত করিবেন। ছয় দিন তো শেষ হইয়াছে এবং তোমরা সপ্তম দিনে প্রবেশ করিয়াছ। উহার উদাহরণ গর্ভবতী নারীর মত যে, তাহার গর্ভের শেষ মাসে প্রবেশ করিয়াছে। সে যেমন যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করিতে পারে, সকল মুহূর্তেই সন্তান সম্ভাবনা রহিয়াছে, তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। যে কোন সময় কিয়ামত সংঘটিত হইতে পারে।

(٤٩) قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(٥٠) فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

(٥١) وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ

অনুবাদ ঃ (৪৯) বল, হে মানুষ, আমি তো তোমাদিগের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী, (৫০) সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। (৫১) এবং যাহারা আমাকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারই জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর ঃ কাফিররা যখন শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বারবার তাগাদা করিতেছিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী (সা)কে বলিলেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَآ اَنَا لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

হে নবী ! আপনি বলিয়া দিন , হে লোক সকল ! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তো কেবল তোমাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমাদের কোন হিসাব নিকাশের জন্য আমাকে প্রেরণ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে বিলম্ব করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তাওবাকারীর তাওবা কবূল করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে গুমরাহও করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

তাঁহার হুকুমের সামনে কাহারও কোন আপত্তি অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নাই। তিনি দ্রুত হিসাব নিকাশ গ্রহণকারী (সূরা রা'দ ঃ ৪১)।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

আর তো আমি তো তোমাদিগকে সর্তক করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। শাস্তি যখন অবতীর্ণ হইবে, এ বিষয়ে আমার কোন সঠিক কোন সময় জানা নাই।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তবে যাহারা অন্তর দিয়া ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের আমল দ্বারা ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

তাহাদের পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের নেক কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার ও রিযিক দান করা হইবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ

মুজাহিদ (র)বলেন, আয়াতের মর্ম হইল, যেই সকল লোক অন্যান্য লোককে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুকরণ করিতে বাধা প্রদান করে তাহারা দোযখের অধিবাসী। আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (র) বলেন, مُعَجِزِيْنَ অর্থাৎ مثبطين বাধা প্রদানকারী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার مراغمين অর্থাৎ শত্রুতা পোষণকারী। اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ। তাহারা হইল বিদগ্ধকারী ও যন্ত্রণাদায়ক আগুনের বসবাসকারী। আল্লাহ্ আমাদিগকে ক্ষমা করুন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ .

যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে অন্য মানুষকে বিরত রাখিয়াছে এমন কাফিরদিগকে তাহাদের ফাসাদের কারণে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। (সূরা নাহল ঃ ৮৮)

(٥٢) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ

يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

(٥٣) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ

(٥٤) وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ

فَتُخْبِتَ لَهٗ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِلٰى صِرَاطٍ

مُّسْتَقِيْمٍ ۰

অনুবাদ ঃ (৫২) আমি তোমার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙক্ষা করিয়াছে, তখন শয়তান তাহাদের আকাঙক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে, কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) ইহা এই জন্য যে, শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি উহাকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন, তাহাদিগের জন্য যাহাদিগের অন্তরে ব্যধি রহিয়াছে, যাহারা পাষাণ হৃদয়। যালিমরা দুস্তর মতভেদ রহিয়াছে। (৫৪) এবং এই জন্য যে, যাহাদিগের জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা যেন জানিতে পারে যে, ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য, অতঃপর যেন উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাহাদিগের অন্তর যেন উহার প্রতি অনুগত হয়। যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন।

তাফসীর ঃ অনেক তাফসীরকারগণ এখানে 'গারানীক'-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা ও বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'হাবশায়' হিজরতকারী অনেক মুসলমান এই ধারণায় মক্কা প্রত্যাবর্তন করেন যে, মক্কার মুশরিকরা মুসলমান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেই সকল সনদে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে উহার কোনটাই সহীহ্ নহে। সব কয়টি 'মুরসাল'।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব (র) ... ... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা নগরীতে অবস্থান কালে একবার সূরা নাজ্ম পাঠ করিলেন, তিনি যখন (সূরা নাজ্ম ঃ ১৯-২০)

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى

পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন শয়তান তাহার মুখ দ্বারা ইহা উচ্চারিত করাইল ঃ

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْاُوْلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجٰى

মুশরিকরা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে আমাদের উপাস্য কোন প্রশংসা করেন নাই, কিন্তু আজ তিনি আমাদের প্রশংসা করিয়াছেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সিজ্‌দা করিলেন তাহারা সেই সাথে সিজ্‌দা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّآ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

ইব্‌ন জরীর (র) ... ... শু'বা (র) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহা 'মুরসাল'। বায্‌যার (র) তাঁহার 'মুসনাদ গ্রন্থে' ইউসুফ ইব্‌ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) মক্কায় একবার সূরা 'নাজম' পাঠ করিলেন এবং اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى الخ পর্যন্ত পৌছলেন। অবশিষ্ট রেওয়ায়েতে পূর্ববর্তী হাদীসের বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বায্‌যার (র) বলেন, এই সনদ ব্যতিত অন্য কোন সনদে ইহা মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। শুধু উমাইয়া ইব্‌ন খালিদ (র) ইহাকে মুত্তাসিলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি একজন প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য রাবী। তিনি কালবী (র)-এর সূত্রে আবূ সালিহ্ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে আবূল আলীয়াহ ও সুদ্দী (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ইব্‌ন জরীর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়িস (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, নবী করীম (সা) মাকামে ইব্‌রাহীমের নিকট সালাত পড়িতেছিলেন, সালাতে তিনি তন্দ্রাগ্রস্থ হইলেন এবং এই সময় শয়তান তাঁহার মুখ দ্বারা وان شفاعتهن لترجى উচ্চারিত করাইল। মুশরিকরা উহা শ্রবণ করিল এবং মুখস্থ করিল। এবং ইহা প্রচার করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে ইহা উচ্চারিত হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ الخ এবং শয়তান লাঞ্ছিত হইল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন আবূ মূসা কূফী (র) ... ... ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা 'নাজম' যখন অবতীর্ণ হইল, তখন মুশরিকরা বলিতে লাগিল যদি এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা)) আমাদের উপাস্যদের আলোচনা একটু

ভালভাবে করিত, তবে আমরা তাঁহাকে ও তাঁহার সাথী সঙ্গীকে গ্রহন করিয়া লইতাম। কিন্তু ইয়াহূদী ও নাসারা এবং যাহারা তাহার ধর্মের বিরোধিতা করে তাহাদের সকলের তুলনায় সে আমাদের উপাস্যদের বেশী গালমন্দ বলে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের প্রতি মুশরিকরা চরম অত্যাচার অবিচার চালাইতেছিল। এবং তাহাদের কুফর ও শিরকের কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে ব্যথিত হইতে ছিলেন। এবং তাহারা হিদায়েত লাভ করুক তিনি এই কামনা করিতেছিলেন। অতঃপর 'সূরা নাজ্‌ম' অবতীর্ণ হইল এবং তিনি

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى

পাঠ করিলেন, তখন মুশরিকদের দেব দেবতাদের উল্লেখকালে শয়তান কয়টি কথা ঢুকাইয়া দিল। এবং উচ্চারিত হইল,

وَاَنَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجٰى

ইহা ছিল শয়তানের মুখের ছন্দবদ্ধ কালাম। কিন্ত মক্কার প্রত্যেক মুশরিকদের অন্তরে বদ্ধমূল হইল এবং প্রত্যেকে ইহা মুখস্ত করিয়া ফেলিল। তাহারা বলিতে লাগিল মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সাবেক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা 'নাজম'-এর শেষে সিজ্‌দা করিলেন, তখন তাহার নিকট উপস্থিত মুসলমাগণ ও মুশরিক সকলেই সিজ্‌দা অবনত হইল। কিন্তু অলীদ ইব্‌ন মুগীরা যেহেতু অত্যধিক বৃদ্ধ ছিল, এ কারণে সে সিজ্‌দা করিতে পারিল না। বরং এক মুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহা স্বীয় মাথায় লাগাইল। মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মুশরিকদের সিজ্‌দায় অবনত হইবার কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। মুশরিকরা যেহেতু ইসলাম গ্রহন করেন নাই, অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত সিজ্‌দা করিবার কারণে মুসলমানদের আর বিস্ময়ের শেষ ছিল না। শয়তান মুশরিকদের কানে যে কথাটি ভরিয়া দিয়াছিল। বস্তুত মু'মিনগণ একবার শুনিতে পারেন নাই। কিন্তু মুশরিকরা উহা শুনিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছিল, শয়তান তাহাদিগকে ইহাও বলিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কালামে সূরার সহিত পাঠ করিয়াছেন, অতএব তাহারা সকলেই তাহাদের দেবতার সন্মানার্থে সিজ্‌দায় অবনত হইল। এই কথা অন্যান্য লোকের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল, এমন কি সুদূর হাবশায় পৌছিয়া গেল এবং তথায় অবস্থিত মুসলমানগণও জানিতে পারিলেন। উসমান ইব্‌ন মাজউন (রা) ও তাঁহার সাথী সঙ্গীগণ যখন এই সংবাদ জানিতে পারিলেন যে, মক্কার মুশরিকরা ইসলান গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা সকলেই রাসুলুল্লাহ (সা) এর সহিত সালাত পড়িয়াছে। অলীদ ইব্‌ন মুগীরা হাতে মাটি উঠাইয়া মাথায় লাগাইয়াছে। তাঁহারা এই কথা জানিতে পারিল যে, মক্কার মুসলমানগণ এখন নিরাপদে! তাঁহারা বড়ই আনন্দের উৎফুল্লের সাথে মক্কা প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্ত তখন পর্যন্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন

ঘটিয়াছিল। শয়তান হকের সহিত যাহা কিছু বাতিল মিশ্রিত করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা দূরীভূত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় আয়াতকে অধিকতর মযবুত করিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইল ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِيٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْٓ اُمْنِيَّتِهٖ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ .

উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর যখন ইহা স্পষ্ট হইয়া গেল যেই ছন্দযুক্ত কালাম আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কালাম নহে বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠের মাঝে শয়তান উহা ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তখন মুশরিকরা আরো অধিক শক্তি লইয়া মুসলমানদের বিরোধিতা করিতে লাগিল। তাহারা মুসলমানদের সহিত আরো কঠোর আচরণ করিতে লাগিল। এই রিওয়ায়েতটি মুরসাল। ইব্ন জরীর যুহরী (র) আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান হারিস ইব্ন হিশাম (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) 'দালাইলুন নবুওয়াত' গ্রন্থে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনাটি আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত। আমি (ইব্ন কাসীর) বলি মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও অনুরূপ রিওয়ায়েত তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সকল রিওয়ায়েতে মুরসাল ও মুনকাতী', আল্লামা বাগাভী (র) তাঁহার তাফসীরে সব কয়টি রিওয়ায়েতকেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীর কালাম হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লামা বাগাভী (র) নিজেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ নিজেই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুহাফিয ও সংরক্ষণকারী সে ক্ষেত্রে এই রূপ ঘটনা ঘটিল কিভাবে ? অতঃপর তিনি একাধিক উত্তর উদ্ধৃত্ত করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম উত্তর হইল, প্রকৃতপক্ষে تِلْكَ الْغَرَانِيْقَ الْعُلٰى الخ এই কথা শয়তান উচ্চারণ করিয়া মুশরিকদের কর্ণকুহরে ঢুকাইয়া ছিল। ফলে তাহারা ধারণা করিয়াছিল যে, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে উচ্চারিত হইয়াছে। অথচ ইহা বাস্তবের বিপরীত ছিল। বস্তুত শয়তানের পক্ষ হইতে ছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে নহে।

ঘটনাটিকে সত্য মানিয়া মুতাকাল্লীমীনগণ উল্লেখিত প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়াছেন। কাযী আয়ায (র) তাঁহার 'শিফা' নামক গন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ অত্র আয়াতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। আপনার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছে যখনই কোন নবী আশা আকাঙক্ষা করিয়াছেন এবং কোন কথা বলিয়াছেন, শয়তান উহার সহিত কিছু মিশ্রিত করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ শয়তানের নিক্ষিপ্ত ও মিশ্রিত বিষয়কে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অতএব হে নবী ! আপনি অস্থির হইবেন না, বিচলিত হইবেন না। ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ এর অর্থ করিয়াছেন, যখনই কোন নবীর কথা বলিতেন শয়তান তাহার মধ্যে কোন বাতিল কথা ঢুকাইয়া দিত। কিন্ত আল্লাহ্ তাহার সেই বাতিলকে দূরীভূত করিয়া দিতেন। ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আয়াত সমূহকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া দিতেন। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِىْ اُمْنِيَّتِهٖ এর অর্থ করেন, যখন কোন নবী কথা বলিতেন, শয়তান তাহার কথায় কোন বাতিল ঢুকাইয়া দিত। মুজাহিদ (র) বলেন, تمنى এর قال অর্থ امنيته অর্থ قراته ও বলা হয়। আল্লামা বাগাভী (র) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরগণ, আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন। "যখন কোন নবী-রাসূল কিতাবুল্লাহ্ পাঠ করিয়াছেন শয়তান তাঁহার পাঠের মধ্যে অন্য কিছু মিলাইয়া দিয়াছে।"

হযরত উসমান (রা) কে হত্যা করা হইলে কবি তাঁহার প্রশংসায় বলেন ঃ

تمنى كتاب الله اول ليلة * واخرها لاقى حمام المقادر

তিনি প্রথম রাত্রে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিলেন, কিন্তু শেষ রাত্রে তিনি নির্ধারিত মৃত্যুর সন্মুখীন হইলেন। অত্র কবিতায় ও تمنى এর অর্থ قرأ লওয়া হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, اذا تمنى এর অর্থ হইল, اذا تلا ইব্ন জরীর (র) বলেন, কালামের ব্যাখ্যার জন্য تمنى এই অর্থ গ্রহণ করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বিষয়কে দূরীভূত করে। النسخ এর অর্থ হইল, দূরীভূত করা, রহিত করা। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে বাতিল করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জিব্রীল (আ) আল্লাহ্র নির্দেশে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে রহিত করিয়া দিলেন এবং আল্লাহ্র আয়াতকে মযবুত করেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আল্লাহ্ তা'আলা সংঘটিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত; কোনই বস্তুই তাঁহার নিকট অজ্ঞাত নহে। এবং প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল এবং কোন বস্তুর সৃষ্টির রহস্যই তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ .

যাহাদের অন্তরে রোগ ব্যধি আছে, সন্দেহ আছে কুফর ও শিরক আছে ও নিফাক আছে শয়তানের মিশ্রিত বস্তুকে যেন তাহাদের পরীক্ষার বস্তু বানাইতে পারেন। মুশরিকরা প্রথম যখন تِلْكَ الْغَرَانِيْق বাক্যটি শ্রবণ করিয়াছিল তখন তাহারা অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিল এবং ইহা ধারণা করিয়া বসিয়াছিল যে বাক্যটি সত্য, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত অথচ, উহা ছিল শয়তানের পক্ষ হইতে মিশ্রিত।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ। দ্বারা মুনাফিক বুঝান হইয়াছে। এবং وَالْقَاسِيَةُ قُلُوْبُهُمْ দ্বারা মুশরিক বুঝান হইয়াছে। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, ইয়াহূদী বুঝান হইয়াছে। وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ যাহারা যালিম তাহারা.হক ও সত্য হইতে বহু দূরে গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ

আর যাহাদিগের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, তাহারা যেই কথা বিশ্বাস করে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পবিত্র বস্তু মহাসত্য, অতঃপর তাহারা যেন উহার প্রতি বিশ্বাস করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ الخ

উহার সম্মুখ দিয়া ও পশ্চাত দিয়া উহার নিকট বাতিল আসিতে পারে না। মহা হিক্মতওয়ালা ও প্রশংসিত সত্তার নিকট হইতে অবতারিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَيُؤْمِنُوْا بِهٖ

এর অর্থ তাহারা অধিক বিশ্বাস করিবে। فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ অতঃপর তাহাদের অন্তর উহাদের প্রতি অধিক ঝুঁকিয়া পড়িবে।

আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

আর অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনদিগকে দুনিয়া আখিরাতে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। দুনিয়ায় তাহাদিগকে সত্যপথ দেখাইবেন ও অনুসরণ করিবার এবং বাতিলের বিরোধিতা করিবার তাওফীক দিবেন। আর পরকালে বেহেশতের বিভিন্ন স্তরে পৌছাইবেন এবং জাহান্নামের আযাব হইতে দূরে রাখিবেন।

(٥٥) وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

(٥٦) اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

(٥٧) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۠

অনুবাদ ঃ (৫৫) যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা উহাতে সন্দেহ পোষণ হইতে বিরত হইবে না, যতক্ষণ না উহাদিগের নিকট কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, আসিয়া পড়িবে এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি। (৫৬) সেই দিনই আল্লাহ্র আধিপত্য, তিনিই তাহদিগের বিচার করিবেন। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা অবস্থান করিবে সুখদ কাননে। (৫৭) আর যাহারা কুফরী করে আর আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাহাদিগেরই জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা সাদাসর্বদা এই কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। ইব্ন জুরাইজ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহন করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, منه এর অর্থ হইল مِمَّا اُلْقِيَ الشَّيْطٰنُ কাফিরদের অন্তরে শয়তান যে বিষয়টি উদ্ভব করিয়াছে সে বিষয়ে সদা সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকে। حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً। যাবৎ না হঠাৎ তাহাদের নিকট কিয়ামত আগত হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন 'بَغْتَةً' অর্থ হঠাৎ। কাতাদাহ (র) বলেন, بَغْتَةً শব্দটি بَغَتَ الْقَوْمُ اَمْرَ اللّٰه আল্লাহ্র নিদের্শে হক অমান্য করিয়াছে হইতে গৃহিত। আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়কে কেবলই তখন পাকড়াও করিয়াছেন যখন তাহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনের বেলায় বে-পরোয়া হইয়াছে। তাহারা পার্থিক ভোগ-লিপ্সায় ধোঁকায় নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে বে-পরোয়া হইও না, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে কেবল সেই সকল বে-পরোয়া হয় যাহারা ফাসিক ও আল্লাহ্র অবাধ্য।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

মুজাহিদ ও উবাই ইব্ন কা'ব (র) বলেন, يَوْمٍ عَقِيْمٍ অশুভ দিন দ্বারা বদর যুদ্ধে বুঝান হইয়াছে। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। এক রিওয়ায়েত অনুসারে ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন يَوْمٍ عَقِيْمٍ দ্বারা কিয়ামত দিবস বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক ও হাসান বাসরী (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এই ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা যদিও বদর দিবস ও কাফিরদের একটি শাস্তি দিবস তবুও এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহন করা হইয়াছে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمٍ عَقِيْمٍ সেই দিন রাজত্ব কেবল আল্লাহ্র জন্য হইবে এবং তিনি তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিবেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ তিনি বিচার দিবসের মালিক। مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ। সেই সত্য দিনের রাজত্ব কেবল পরম করুণাময় আল্লাহ্র জন্য এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

সেই সত্য দিনের রাজত্ব কেবল পরমকরুনাময় আল্লাহ্র এবং সেই দিনটি কাফিরদের জন্য হইবে অতি কঠিন। (সূরা ফুরকান ঃ ২৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

যাহারা অন্তরে ঈমান স্থাপন করিয়াছে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে মান্য করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস সমূহকে আমল করিয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাস, কথা ও কার্যাবলীর মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি করা হয় নাই তাহারা فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ শান্তির উদ্যান সমূহে অবস্থান করিবে। তাঁহারা চিরদিন তথায় অবস্থান করিবে কখনও সেই মহা শান্তি নিকেতন ত্যাগ করিবে না।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا আর যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আমার আয়াত সমূহকে অবিশ্বাস করিয়াছে রাসূলের বিরোধিতা করিয়াছে, অহংকার করিয়া তাঁহার অনুসরণ করে নাই فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ তাহাদের অস্বীকৃতি ও অহংকারের কারণে তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি রহিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ .

যেই সকল লোক অহংকার ভরে আমার ইবাদত করিতে অস্বীকার করে তাহারা অচিরেই লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (সূরা মু'মিন ঃ ৬০)

(٥٨) وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْآ اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(٥٩) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

(٦٠) ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ٠

অনুবাদ ঃ (৫৮) এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে আল্লাহ্র পথে এবং পরে নিহিত হইয়াছে অথবা মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করিবেন।এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। (৫৯) তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন স্থানে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবে এবং আল্লাহ্ তো সম্যক প্রজ্ঞাময়, পরম সহনশীল। (৬০) ইহাই হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি নিঃপীড়িত হইয়া তূল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে ও পুনরায় অত্যাচারিত হইলে আল্লাহ্ অবশ্যই তাহাকে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই পাপমোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহ্র পথে হিজরত করে স্বদেশ ত্যাগ করে, আল্লাহ্র দীনের সাহায্যার্থেও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যাহারা বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া যায়, তাহারা চাই যুদ্ধের ময়দানে নিহত ইউক কিংবা বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করুক, সর্বাবস্থায় তাহারা পুরস্কৃত হইবে এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁহারা মর্যাদার ও প্রশংসার অধিকারী হইবে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ .

যেই ব্যক্তি স্বীয় ঘর ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিকট গমন করে অতঃপর মৃত্যু তাহাকে পাইয়া বসে আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার পুরস্কার নিশ্চিত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَيَرْزُقَنَّهُمْ رِزْقًا حَسَنًا

বেহেশতে তাহাদের জন্য এমন রিযিক দান করিতে থাকিবেন যাহা দ্বারা তাহাদের চক্ষু শীতল হইবে। وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম রিযিকদাতা। যিনি তাহাদিগকে তাহাদের মনঃপুত বেহেশতে দাখিল করিবেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا اِنْ كَانَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ যদি সে নৈকট্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহার জন্য রহিয়াছে শান্তি ও রিযিক এবং মহা শান্তি নিকেতন বেহেশত। (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৮৮-৮৯) এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَيَرْزُقَنَّهُمْ رِزْقًا حَسَنًا আল্লাহ্ তাহাদিগকে অবশ্যই উত্তম রিযিক দান করিবেন।

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

তিনি তাহাদিগকে অবশ্যই এমন বেহেশতে দাখিল করিবেন যাহা তাহারা পসন্দ করিবেন অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আল্লাহ্র পথে হিজরতকারী, তাঁহার পথে জিহাদকারী ও উত্তম বিনিময়ের অধিকারী কে, তাহা তিনি খুব জানেন। তিনি খুব ধৈর্যশীল, অতএব তিনি তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়াছেন। তাহাদের হিজরত ও তাওয়াক্কুলের কারণে গুনাহ মার্জনা করিয়া দেন। আল্লাহ্র পথে যাঁহারা নিহত হয় চাই তাহারা হিজরত করুক কিংবা না করুক তাঁহারা আল্লাহ্র নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

যাহারা জীবন দিয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না বরং তাহারা জীবিত তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগকে রিযিক দান করা হয়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আর যাঁহারা আল্লাহ্র রাহে মৃত্যুবরণ করে চাই তাঁহারা হিজরত করুক কিংবা না করুক সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সেই বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। উহা সম্পর্কে আয়াত হাদীস দ্বারা জানা যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... শুরাহবীল ইব্ন সিমত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রূমদেশে দীর্ঘকাল যাবৎ একটি কিল্লা অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। একমাত্র সালমান ফারেসী (রা) আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে পাহারাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সাওয়াব নিয়মিত

জারী করেন। তাঁহাকে নিয়মিতভাবে রিযিক দান করিতে থাকেন এবং যাহারা তাঁহাকে বিপদগ্রস্থ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের বিপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদে রাখেন। ইচ্ছা হইলে আয়াত পাঠ করিতে পার ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَّرْضَوْنَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... আবূ কুরাইব (র) ও রাবী'আহ ইব্ন সাইফ আল মা'আফেরী (র) উভয় হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, একবার আমরা রোদাস নামক স্থানে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবী ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (রা) আমাদের আমীর ছিলেন। তখন দুইটি জানাযা তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। একটি ছিল নিহত, অপরটি হইল স্বাভাবিক মৃত্যু। মানুষ নিহিত লাশের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তখন ফুযালাহ (রা) বলিলেন, মানুষের হইল কি তাহার ঐ লাশের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এই লাশ ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলিল, যেহেতু এই ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে নিহত হইয়াছে ও শহীদ হইয়াছে এই কারণে স্বাভাবিকভাবে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার জন্য উভয় গর্ত সমান, চাই আমি উহার গর্ত হইতে উত্থিত হই কিংবা ইহার গর্ত হইতে উত্থিত হই। তোমরা শুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত কিতাবে কি বলিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا .....

আর যাহারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করিয়াছে, অতঃপর তাহারা শাহাদাত বরণ করিয়াছে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুর রহমান ইব্ন জাহদাম খাওলানী (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ফুযালাহ ইব্ন উবাইদ (র)-এর সহিত দুইটি জানাযায় শরীক হইলাম, একজনকে বল্লম দ্বারা শহীদ করা হইয়াছে, অপরজন স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। অতঃপর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারীর নিকট গিয়া বসিলেন, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি শহীদের ছাড়িয়া যে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর কবরের কাছে বসিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি যে কোন কবরের কাছে বসিতে পারি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْمَاتُوْا لَنَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا

যাহারা আল্লাহ্র রাহে হিজরত করিয়াছে, অতঃপর তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে কিংবা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম রিযিক দান করিবেন। হে আব্দ! যখন তোমাকে মনঃপূত বেহেশতে দাখিল করা হইবে এবং উত্তম রিযিক দান করা হইবে উহার পর আর কি তুমি আকঙক্ষা কর? দুই গর্তের যে কোন গর্ত হইতে আমাকে উত্থান করা হউক না কেন, আমার উহাতে কোন পরোয়া নাই। ইব্ন জরীর (র) ... ... ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) সালমান ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফুযালা (র) রূদানা নামক স্থানে আমাদের আমীর ছিলেন। একবার তিনি দুইটি লাশের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। একটি শহীদের লাশ এবং অপরটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণকারীর লাশ। অতঃপর পরের রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও ইব্ন জরীর (র) বলেন, আয়াতটি সাহাবায়ে কিরামের একটি দল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহাতে একটি মুশরিক দলের সহিত মুহাররাম মাসে সংঘর্ষ হইয়াছিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে কসম খাইয়া বলিল, তাহারা যেন এই মুহাররাম মাসে যুদ্ধ না করে। কিন্তু মুশরিকরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতিত অন্য কিছুতেই রাযী হইল না। তাহারা মুসলমানদের উপর অবিচার করিল। অতঃপর মুসলমানগণ তাহাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে আল্লাহ্ পক্ষ হইতে সাহায্য আসিল।

(٦١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

(٦٢) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (৬১) ইহাই এই জন্য যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে প্রবিষ্ট করান দিবসের মধ্যে এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রির মধ্যে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

(৬২) এই জন্য যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে উহা তো অসত্য এবং আল্লাহ্ তিনিই তো সমুচ্চ মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার সকল মাখলূকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তেমন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ . تُوْلِجُ الَّيْلَ فِىْ النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! আপনি গোটা সম্রাজ্যের অধিপতি, আপনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে রাজত্ব দান করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা হয় ছিনাইয়া লইয়া থাকেন। যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। আপনার হাতে সকল কল্যাণ। আপনি সকল বস্তুর উপর শক্তিশালী। আপনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান আর দিনকে রাতে প্রবেশ করান, মৃত হইতে আপনি জীবিতকে বাহির করেন এবং জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন। আর যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬-২৭)

"রাতকে দিনের মধ্যে দাখিল করা এবং দিনকে রাতের মধ্যে দাখিল করা" এর অর্থ হইল রাতের কিছু অংশকে দিনের অংশে এবং দিনের কিছু অংশকে রাতের অংশে পরিণত করা। অতএব কখনও রাত বড় হয় এবং দিন ছোট হয়। শীতকালে এইরূপ হইয়া থাকে আবার কখনও দিন বড় হয় এবং রাত ছোট হয়, যেমন গ্রীষ্মকালে এইরূপ হইয়া থাকে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শনকারী। তাঁহার বান্দাদের সকল কথাবার্তা তিনি শ্রবণ করেন, তাহাদের সকল অবস্থাকে তিনি দর্শন করেন। তাহাদের যে কোন অবস্থা নড়াচড়া হউক কিংবা স্থির থাকাও কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। যখন ইহা স্পষ্ট হইল যে, আল্লাহ্-ই প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বে পরিবর্তন করেন এবং তিনি এমন বিচারক ও হাকিম যে তাঁহার কোন ফয়সালা সম্পর্কে কেহ কোন প্রশ্ন তুলিতে পারেন না। তখন তিনি বলিলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ আল্লাহ্-ই মহাসত্য মা'বূদ। যাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও ইবাদত করা উচিৎ নহে। কারণ তিনি মহাসাম্রাজ্যের অধিপতি। তিনি যাহা চাহেন তাহা সংঘটিত হয়। যাহা তিনি চাহেন না উহা সংঘটিত হয় না। সকল বস্তু তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ আর তাঁহাকে ছাড়িয়া কাফিররা যাহার উপাসনা করিতেছে উহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল মিথ্যা। কারণ তাহাদের উপাস্য মূর্তি সমূহ না কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতা রাখে আর না কোন উপকার করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ

আর আল্লাহ্ তা'আলা অতি মহান অতি বড়।

যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالُ

সকল বস্তুই সেই মহান সত্তার অধিনস্ত, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি সকলের প্রতিপালক। তাহা হইতে বড়, তাহা হইতে মহান আর কেহ নাই। তাঁহার সম্পর্কে যালিমরা যাহা কিছু মন্তব্য করে তাহা হইতে তিনি পবিত্র।

(٦٣) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

(٦٤) لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

(٦٥) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(٦٦) وَهُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ ۰

অনুবাদ ঃ (৬৩) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে ধরিত্রী ? আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৪) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই এবং আল্লাহ্ তিনিই অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ। (৬৫) তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযান সমূহকে, এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাহার অনুমতি ব্যতিত? আল্লাহ্ নিশ্চিয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র পরম দয়ালু। (৬৬) এবং তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তিনি তো তোমাদিগের মৃত্যু ঘটাইবেন, পুনরায় তোমাদিগকে জীবন দান করিবেন। মানুষ তো অতি মাত্রায় অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াত সমূহের স্বীয় শক্তি বিশাল সাম্রাজের দলীল প্রমাণ সমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বায়ূ প্রবাহিত করেন এবং মেঘমালা ছড়াইয়াছেন এবং অনুর্বর ও উদ্ভীদহীন যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। فَاذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ। যখন উহাকে আমি বর্ষণ করি উহা সজীব হইয়া উঠে ও বৃদ্ধি পায়। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتُصْبِحُ الاَرْضُ مُخْضَرَّةً

অত্র আয়াতে فاء টি تعقيب এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে تعقيب উহার অবস্থানুসারে হইয়া থাকে।

যেমন-অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

অতঃপর আমি বীর্যকে আলাকারূপে, তৎপর জমাট বাধা রক্তকে মাংস পিণ্ডে রূপান্তরিত করি। (সূরা মু'মিনূন ঃ ১৪) অথচ বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়ের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, উল্লেখিত প্রতি দুইটি অবস্থার মধ্যে চল্লিশ দিনের প্রার্থক্য রহিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও আয়াতের মধ্যে فاء تعقيب ব্যবহার করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে فاء تعقيب এর ব্যবহার ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে। فَتُصْبِحُ الاَرْضُ مُخْضَرَّةً অর্থাৎ যমীন শুষ্ক হইবার পরে উহা সবুজ ইহয়া যায়। হিজাযের অধিবাসী কোন কোন তাফসীর মতে, আয়াতের অর্থ হইল, শুষ্ক যমীনে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তাহার পর উহা সবুজ রূপ ধারন করে।

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহশীল ও এবং যমীনের সকল প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু সম্পর্কে অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। যমীনের কোথাও ক্ষুদ্র বীজ থাকিলে তিনি উহার জন্য পরিমাণ মত পানি পৌছাইয়া দেন।এবং উহা হইতে চারা উৎপন্ন করেন। হযরত লুকমান বলেন ঃ

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ
اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ .

হে বৎস! যদি সরিষার বীজ পরিমাণ কোন বস্তু পাথরের নিচে কিংবা আসমান সমূহে অথবা যমীনে অবস্থান করে তবে আল্লাহ্ উহা ও হাযির করিবেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই মেহেরবান এবং সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত। (সূরা লুকমান ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْن يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

তাহারা সেই মহান আল্লাহ্রও কি সিজ্দা করিবে না যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের গোপন বস্তুকে বাহির করিবেন। (সূরা নাম্ল ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ
يَابِسٍ اِلاَّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

গাছ হইতে যেই সকল পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন এবং যমীনের গভীর অন্ধকার গহবরে যেই বীজ রহিয়াছে এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত এবং এই সকল বস্তু স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاۤءِ وَلاَ
اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ .

আসমান যমীনে অবস্থিত কোন বিন্দু পরিমাণ বস্তু ও আপনার প্রতিপালকের নিকট অদৃশ্য নহে। এবং উহা অপেক্ষা ছোট ও উহা অপেক্ষা বড় সব কিছুই কিতাবুম মুবীন-এ স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

আর এই কারণে উমাইয়াহ ইব্ন আবুস সালত কিংবা যায়িদ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (র) বলেন ঃ

وقولا له من ينبت الحب فى الثرى * فيصبح البقل يهتز رابيا

ويخرج منه حبه فى رؤسه * ففى ذاك ايات لمن كان واعيا

তোমরা তাহাকে বল, মাটির মধ্যে অবস্থিত বীজ হইতে কে গাছ গজাইয়া দেয়? অতঃপর উহা বড় হইয়া নাচিতে শুরু করে। আর ঐ গাছের মাথায় কে-ই বা শীষ বাহির করে। ইহাতে অবশ্যই জ্ঞানীজনদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আসমান যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুরই মালিক তিনি। কোন বস্তুর তিনিই মুখাপেক্ষী নহেন সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِىْ الْاَرْضِ

তোমরা ইহা জান না যে, যমীনের সকল প্রাণী ও জড় পদার্থের ফসল ও ফুল সমূহকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِىْ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِنْهُ

আসমান সমূহে যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুকে তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। এই সব কিছুই তাঁহার অনুগ্রহ ও ইহসান।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالْفُلْكَ تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ

তাঁহারই নির্দেশে তাঁহারই পক্ষ হইতে সুযোগ, সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সমুদ্রের তরঙ্গ মালার মধ্যে চলমান জাহাজ সমূহকে কি তাহারা দেখে না কিভাবে মানুষ ও বাণিজ্যিক দ্রব্য লইয়া দেশ দেশান্তরে ধাবিত হইয়াছে। অনুকুল হাওয়ার মধ্যে এক শহর হইতে অন্য শহরে, এক প্রান্তে হইতে অন্য প্রান্তে তাহাদের উপকারী প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া যাইতেছে এবং সেই সকল শহর বন্দর হইতে উপকারী বস্তু লইয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

আর সেই মহান সত্তা আসমানকে যমীনে পড়িয়া যাওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিতেছে কিন্তু তিনি যদি চাহেন তবে আসমানকে যমীনের উপর পড়িয়া যাওয়ার নির্দেশ দিলে উহা যমীনে পড়িয়া যাইবে এবং যমীনে অবস্থিত সকল প্রাণীই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই মহান আল্লাহ্র স্বীয় অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে আসমানকে যমীনে পড়িয়া যাওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিতেছেন।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَّحِيْمٌ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও মেহেরবান। অথচ তাহারা বড়ই অত্যাচার অবিচার করিতেছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের যুলুম সত্ত্বেও তাহাদের জন্য ক্ষমাশীল এবং নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক বড় কঠিন শাস্তি দানকারী। (সূরা রা'দ ঃ ৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

তিনি সেই মহান আল্লাহ্ যিনি তোমাদিগকে জীবিত রাখেন, অতঃপর পুনরায় তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন আবার পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। কিন্ত মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অত্র আয়াতের বিষয়বস্তু ঠিক এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ .

তোমরা আল্লাহ্র সহিত কিভাবে কুফর কর ? তোমরা নির্জীব ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, আবার তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন অতঃপর তাহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (সূরা বাকারা ঃ ২৮)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ

আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্-ই তোমাদিগকে জীবন দান করেন, তিনিই তোমাদিগকে মৃত্যু দান করেন। অতঃপর পুনরায় তিনি কিয়ামত দিবসে তোমাদিগকেএকত্রিত করিবেন, যেই দিনের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (সূরা জাসিয়া ঃ ২৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রভূ! আপনি আমাদিগকে দুইবার জীবন দান করিয়াছেন এবং দুইবার মৃত্যু দান করিয়াছেন। (সূরা মু'মিন ঃ ১১)

আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, তোমরা সেই আল্লাহ্র সহিত অন্য বস্তুকে কি করিয়া শরীক কর এবং অন্য বস্তুর উপাসনাই বা কি করিয়া কর? অথচ, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা

কেবল তিনিই অন্য কেহ নহে। وَهُوَ الَّذِىْٓ اَحْيَاكُمْ সেই আল্লাহ্-ই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ তোমরা উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলে না। ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে জীবিত করিবেন। اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ। নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(٦٧) لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

(٦٨) وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(٦٩) اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৬৭) আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছি ইবাদত-পদ্ধতি, যাহা উহারা অনুসরণ করে। সুতরাং উহারা যেন তোমার সহিত বির্তক না করে, এই ব্যাপারে তুমি উহাদিগকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। (৬৮) উহারা কি তোমার সাথে বিতণ্ডা করে, তবে বলিও, তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য পৃথক পৃথক ইবাদত নির্ধারণ করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, "প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্য আমি ইবাদতের পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।" আরবী ভাষায় مَنْسَكٌ বলা হয়, ঐ স্থানকে যেখানে বারংবার যাতায়াত করা হয়। চাই ভাল কাজের জন্য ইউক কিংবা মন্দে কাজের জন্য। مَنَاسِكُ الْحَجِّ এই কারণে বলা হয়, হজ্জের মওসূমে ঐ সকল স্থান সমূহে হাজীগণ বারংবার আসা-যাওয়া করে এবং অবস্থানও করে। ইব্ন জবীর (র)-এর বক্তব্যনুসারে যদি আয়াতের অর্থ "প্রত্যেক নবীর উম্মাতের জন্য ইবাদতের পৃথক প্রদ্ধতি অর্থাৎ পৃথক শরীয়াত নির্ধারণ করা" হয় তবে সে ক্ষেত্রে فَلَا يُنَازِعُنَّكَ দ্বারা মুশরিকদের বলা হয় যে, তাহারা যেন বিবাদ না করে। আপনার সহিত ঝগড়া না করে। আর যদি আয়াতের অর্থ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য উহার শক্তি অনুসারে উহার কর্ম

নির্ধারণ করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে فَلَا يُنَازِعُنَّكَ এর মধ্যে ضمير দ্বারা ঐ সকল লোক বুঝান হইয়াছে, যাহাদের ঐ সকল مَنَاسِكَ নির্ধারণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ লোক যাহা কিছু করিতেছে উহা আল্লাহ্র নির্ধারিত ফয়সালা ও তাঁহার ইচ্ছায়ই করিতেছে। অতএব তাহাদের ঝগড়ার কারণে আপনি মনোক্ষুন্ন হইবেন না। বরং আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করতে থাকুন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি আহবান করতে থাকুন নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ جٰدَلُوْكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

এই আয়াতের মর্ম এবং

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِى عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا
بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ

এর মর্মে কোন প্রার্থক্য নাই। اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কার্যসমূহ সম্পর্কে অবগত আছেন। আয়াতটি ধমক মূলক।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ

তোমরা যেই সকল কাজ করিতেছ, আল্লাহ্ উহা খুবই ভাল জানেন, আমার ও তোমাদের মাঝে তিনিই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। (সূরা আহকাফ ঃ ৮)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মাঝে বিবাদমান বিরোধ মীমাংসা করিবেন। ইহা অপর এক আয়াতের অনুরূপ ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُمْ بِمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ كِتَابِ

আপনি ইহারই দাওয়াত দিতে থাকুন, এবং সেইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করুন যেইরূপ আপনাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আর তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিবে না। আর

আপনি বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার প্রতি ঈমান আনিলাম। (সূরা শুরা ঃ ১৫)

(٧٠) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۔

অনুবাদ ঃ (৭০) তুমি কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু রহিয়াছে, আল্লাহ্ তাহা অবগত আছেন? এই সকলই লিপিবদ্ধ আছে এক কিতাবে, ইহা আল্লাহ্ নিকট সহজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি আসমান ও যমীনের অবস্থিত সব কিছু সম্পর্কে অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। আসমান ও যমীনে বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাঁহার জ্ঞান-এর বাহিরে নহে। সকল সৃষ্ট বস্তুকে উহার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই জানেন। এবং উহা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সকল মাখলূকের পরিমাণ আসমান যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বেই নির্ধারন করিয়াছেন। আর তখন আল্লাহ্র আরশ ছিল পানির উপর। সুনান গ্রন্থ সমূহে একদল সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহাকে তিনি বলিলেন, 'লিখ' কলম বলিল, কি লিখিব ? তিনি বলিলেন, সকল বস্তুকে লিখ। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত যত বস্তুকে সৃষ্টি করা হইবে কলম উহার সব কিছু লিখিয়া ফেলিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ... ... সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহফূযকে একশত বৎসর দূরত্ব পরিমাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মাখলূক সৃষ্টি করিবার পূর্বে আরশের অবস্থান করা অবস্থায় কলমকে বলিলেন, লিখ, কলম বলিল, কি লিখিব, তিনি বলিলেন ঃ আমার ইলম অনুসারে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি করা হইবে উহার সব কিছু লিখ। অতঃপর কলম সব কিছুই লিখিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা) কে সম্বোধন করিয়া উহার কথাই বলিয়াছেন ঃ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানের পূর্ণতাই ইহা যে, তিনি সকল বস্তুকে উহার অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন। বান্দা যাহা কিছু করিবে আল্লাহ্ উহাও সম্পূর্ণ

অপরিবর্তিত অবস্থায় জানেন। তিনি ইহাও জানেন যে, তাঁহার অমুক বান্দা স্বেচ্ছায় আল্লাহ্ হুকুম পালন করিবে এবং অমুক বান্দা স্বেচ্ছায় তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করিবে। আর এই সকল কাজই আল্লাহ্র নিকট সহজ।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ ذٰلِكَ فِىْ كِتٰبٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অবশ্যই ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ। নিঃসন্দেহে উহা আল্লাহ্র জন্য বড়ই সহজ।

(٧١) وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ
لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ
(٧٢) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِنَا قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۔

অনুবাদ ঃ (৭১) এবং উহারা ইবাদত করে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর যাহার সম্পর্কে তিনি কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। এবং যাহার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। বস্তুত যালিমদিগের কোন সাহায্যকারী নাই (৭২) এবং উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হইলে তুমি কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিবে, যাহারা উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাহাদিগকে উহার আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বল, তবে কি আমি তোমাদিগকে ইহা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিব ? ইহা আগুন, এই বিষয়ে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কাফিরদিগকে এবং ইহা কত নিকৃষ্ট পরিবর্তন স্থান।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। মুশরিকরা আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া এমন বস্তুর পূজা করে যাহার সত্য সঠিক হইবার কোন প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ .

যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র সহিত অন্য ইলাহকে পূজা করে যাহা সত্য সঠিক হইবার কোন দলীল নাই। আল্লাহ্র নিকট উহার হিসাব-নিকাশ অবশ্যই দিতে হইবে। নিঃসন্দেহে কাফিররা সফল হইবে না। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১১৭)

এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهٖ عِلْمٌ.

মুশরিকরা যাহা কিছু গড়িয়া লইয়াছে উহা কেবল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, উহার জন্য তাহাদের কোন দলীল প্রমাণ নাই। বস্তুত শয়তানই তাহাদিগকেই ইহার জন্য ফুঁসলাইয়াছে। এবং এই বাতিল বিষয়কে তাহাদের দৃষ্টিতে সজ্জিত করিয়াছে। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা আল্লাহ্র শাস্তি হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ

যখন মুশরিকদের নিকট কুরআনের আয়াত সমূহ তিলওয়াত করা হয় এবং তাওহীদের উপর স্পষ্ট দলীল প্রমাণ সমূহ পেশ করা হয় এবং ইহারও দলীল পেশ করা হয় যে, আল্লাহ্র রাসূলগণ সত্য তখন তাহারা يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا যাহারা তাহাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন তাহাদের প্রতি তাহারা হাত ও মুখ দ্বারা সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম হয়।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ اَلنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণকে যেই সকল ভয়ভীতি দেখাইয়া থাক, আমি কি উহা অপেক্ষা অধিক কঠিন কি বড় শাস্তির কথা কি তোমাদিকে বলিয়া দিব না। উহা হইল আগুন, যাহা কাফিরদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করিয়াছেন। যদি তোমরা কোন পার্থিব শাস্তি দিতে সফলও হও তবে পরকালে তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি আরো অধিক কঠিন অধিক লাঞ্ছনাজনক। وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আর সেই আগুন বসবাসের জন্য বড়ই নিকৃষ্ট।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

উহা বসবাসের অবস্থান দিক হইতে বড় ভয়াবহ ও বড়ই জঘণ্য স্থান।

(٧٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ
(٧٤) مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ

অনুবাদ ঃ (৭৩) হে মানুষ ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলেই একত্রে হইলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়া লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট হইতে, ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল। (৭৪) উহারা আল্লাহ্র যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতি তুচ্ছতা ও তাহাদের বোকামীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ হে লোক সকল! যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জাহিল এবং তাহার সহিত অন্যকে শরীক করে তাহাদের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা হইয়াছে। فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ তোমরা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ কর এবং বুঝিবার চেষ্টা কর।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ

আল্লাহ্কে বাদ দিয়া তোমরা যেই সকল বস্তুকে উপাসনা কর তাহারা একটি মাছি সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে, যেই সকল বস্তুকে তোমরা উপাসনা কর উহারা সকলে একত্রিত হইয়াও একটি মাছি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে তবুও তাহাদের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "সেই লোক অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যে আল্লাহ্র ন্যায় সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করে। যদি

কাহারও এইরূপ শক্তি থাকে তবে সে যেন আমার ন্যায় একটি বিন্দু, একটি মাছি কিংবা একটি বীজ সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম উমারাহ (র) ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে, যে আমার মত সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে তাহার শক্তি থাকিলে একটি যব যেন পরিমাণ সৃষ্টি করে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ

আর যদি সেই সকল উপাস্য হইতে কোন একটি মাছিও কিছু কাড়িয়া লইয়া যায় তবে তাহাদের শক্তির বহর হইল যে তাহারা সেই মাছি হইতে উহা ছিনিয়া লইতেও সক্ষম নহে। অথচ মাছি বড়ই দুর্বল সৃষ্টি। তাহাদের উপাস্য বা উহা হইতে ও কিছু কাড়িয়া লইতে সক্ষম নহে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ অন্বেষক অর্থাৎ উপাসক ও অন্বেষিত বস্তু অর্থাৎ উপাস্য সকলেই দূর্বল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِه ঐ সকল কাফির মুশরিকরা আল্লাহ্র সঠিক মর্যাদা বুঝিতে পারিল না। আর এই কারণে তাহারা আল্লাহ্ সহিত এমন বস্তুকে শরীক করে যাহার মধ্যে মাছি হইতে কাড়িয়া লইবার শক্তি নাই। اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ। নিঃসন্দেহে আল্লাহই বড়ই শক্তিশালী ও অতিশয় পরাক্রমশালী। তাঁহার শক্তি বলেই তিনি সকল বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

সেই মহান সত্তাই সর্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুনরায় দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং ইহা তাহার পক্ষে অধিক সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِأُ وَيُعِيْدُ

অবশ্যই আপনার প্রতিপালকে পাকড়াও বড়ই কঠিন তিনিই প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা বুরূজ ঃ ১২)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ রিযিকদাতা, মহাক্ষমতাবান। (সূরা যারি'আত ঃ ৫৮)

اَلْعَزِيْزُ মহাপরক্রমশালী, যাহাকে কেহ নত করিতে সক্ষম নহে। যাঁহার ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করিতে পারে না। যাঁহার মহত্ব ও বড়ত্ব কেহ চ্যালেঞ্জ করিতে সক্ষম নহে।

(٧٥) اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

(٧٦) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

অনুবাদ ঃ (৭৫) আল্লাহ্ ফিরিশ্‌তাদিগের মধ্যে হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্যে হইতে আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা (৭৬) তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তিনি তাহা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নির্ধারিত বিষয়সমূহ স্থায়ী করিবার জন্য এবং নির্দিষ্ট শরীয়াতকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পর্যন্ত পৌছাইবার জন্য ফিরিশ্‌তাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং সকল অবস্থা দর্শন করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسٰلَتَهُ

রিসালতের যৌগ্য ব্যক্তি কে তাহাও তিনি খুব ভালভাবেই জানেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলণের অগ্র পশ্চাতের খবর সম্পর্কে অবগত। রাসূলগণের নিকট তিনি কোন বস্তু অর্পণ করিলেন এবং তাহারা কোন বস্তু পৌছাইলেন কিনা উহা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট সব কিছু জানেন। তাহাদের কোন কাজ আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নহে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُمْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا .

তিনি গায়িব জানেন, গায়িব কাহার উপর প্রকাশ করেন না। অবশ্য যেই পয়গাম্বরকে তিনি নির্বাচন করেন তাহার অগ্র পশ্চাতের প্রহরী নিযুক্ত করেন যেন তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি তাহার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌছাইতে পারিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে সকল বস্তুকে জানেন এবং প্রত্যেক বস্তুর সঠিক সংখ্যা ও তাঁহার নিকট রহিয়াছে। (সূরা জিন্ন ঃ ২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণের সংরক্ষণকারী। তাহাদিগকে যাহা কিছু বলা হয় তিনি নিজেই উহার সাক্ষী, তিনিই নিজেই তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সাহায্যকারী।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .

হে রাসূল! আপনার নিকট যাহা কিছু অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা আপনি পৌছাইয়া দিন, যদি আপনি এই নির্দেশ পালন না করেন তবে রিসালতের দায়িত্ব পালিত হইবে না এবং মানুষ হইতে আপনাকে আল্লাহই হিফাযত করিবেন। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

(٧٧) يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

(٧٨) وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيْمُوا

الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ۔

অনুবাদ ঃ (৭৭) হে মু'মিনগণ ! তোমরা রুকু' কর এবং সিজ্‌দা কর আর তোমাদিগের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাহাতে সফলকাম হইতে পার। (৭৮) এবং জিহাদ কর আল্লাহ্‌র পথে যে ভাবে জিহাদ করা উচিৎ। তিনি তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন, তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদিগের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নাই। ইহা তোমাদিগের পিতা হযরত ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদিগের নামকরণ করিয়াছেন মুসলিম এবং এই কিতাবেও যাহাতে রাসূল তোমাদিগের সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর, তিনিই তোমাদিগের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক, কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি।

তাফসীর ঃ আইম্মায়ে কিরামের 'সূরা হজ্জ' এর দ্বিতীয় সিজ্‌দাটির বিষয়ে মত বিরোধ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে সিজ্‌দা করিতে হইবে কি হইবে না। এই ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে।

আমরা প্রথম সিজ্‌দা আলোচনাকালে উকবাহ ইব্‌ন আমির (রা) কর্তৃক বর্ণিত। হাদীসে উল্লেখ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فضلت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما

দুইটি সিজ্‌দার আয়াত দ্বারা সূরা হজ্জকে মর্যাদা দান করা হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি উহা পাঠ করিয়া সিজ্‌দা করিবার ইচ্ছা রাখে না সে যেন উহা পাঠ না করে।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় মাল, জীবন ও মুখের দ্বারা জিহাদ কর। আল্লাহ্‌র দীনকে বুলন্দ করিবার জন্য চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রাম কর। এবং জিহাদ করিবার হক আদায় কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন তাহাকে ভয় করা দরকার।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

هُوَ اَجْتَبَاكُمْ হে উম্মতে মোহাম্মদী! আল্লাহ্ তোমাদিগকে অন্যান্য সকল উম্মাতের মধ্যে হইতে নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এবং তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত রাসূল এবং সর্বাপেক্ষা দীন দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন।

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

আর তোমাদের উপর তোমাদের শক্তির বাহিরে কোন নির্দেশ চাপাইয়া দেন নাই এবং এমন কোন হুকুম আরোপ করেন নাই, যাহাতে তোমাদের অত্যধিক কষ্ট হয় বরং যখনই কোন হুকুম তোমাদের জন্য কষ্টকর হয় তখনই উহাতে তোমাদের সহজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, তাওহীদ ও রিসালতের শাহাদাতের পর সর্বাপেক্ষা রুকন ও দীনের স্তম্ভ সালাত, স্থায়ী বাসিন্দার প্রতি চার রাক'আত ফরয করা হইয়াছে। কিন্তু মুসাফিরের প্রতি ইহা দুই রাক'আত করা হইয়াছে। এবং ভয় ভীতির অবস্থায় কোন কোন ইমামের মতে মাত্র এক রাক'আত ফরয। যেমন কোন কোন রিওয়ায়েতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আর এই সালাতে প্রয়োজন হইলে পায়ে চলিয়া ও শোয়ারীতে আরোহন করিয়া কিব্লার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিংবা প্রয়োজনে অন্য দিকে মুখ না ফিরাইয়া পড়া যাইতে পারে। অনুরূপভাবে সফরের অবস্থায় নফল সালাতও কিব্লামুখী হইয়া কিংবা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়া পড়া যায়। যদি রোগাক্রান্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রে না দাঁড়াইয়া বরং বসিয়া সালাত পড়া যায়। বসিতে না পারিলে কাঁত হইয়া ইহা ছাড়া আরো সহজ পদ্ধতি রহিয়াছে। এবং কষ্ট হইলে শরীয়াত সম্মত সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করিবার অনুমতি সকল ফরয ও ওয়াজিব সালাত সমূহের মধ্যে সমভাবে প্রযোজ্য। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ بِالْحَنْفِيَّةِ السَّمْحَةِ আমাকে সহজ সরল দীন প্রেরণ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মু'আয ও হযরত আবূ মূসা (রা)-কে যখন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া যখন ইয়ামানে প্রেরণ করা হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে বলিলেন। بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا তোমরা সুসংবাদ দান করিবে, মানুষের মাঝে বিতৃঞ্চা সৃষ্টি করিও না। তাহাদের প্রতি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে, কঠোরতা অবলম্বন করিবে না।এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দীনকে সংকীর্ণ করেন নাই বরং উহাকে প্রশস্ত করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, مِلَّةَ জবরদানকারী হরফকে ফেলিয়া দিয়া নসব দেওয়া হইয়াছে। আসলে ছিল كَمِلَّةِ اَبِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দীনকে সংকীর্ণ করেন নাই বরং হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দীনের মত প্রশস্ত সহজ করিয়াছেন। তবে একটি উহ্য الزموا এর 'মাফউল' হিসাবে 'মানসুব' হইতে পারে।

আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। এবং ইহার তারকীব ও এই আয়াতের তারকীরেব আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا .

আপনি বলিয়া দিন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথের হিদায়াত করেছেন। যাহা ইব্‌রাহীম (আ) এর দীনের সরল ও সঠিক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

তিনি তোমাদের মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ই তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন।

মুজাহিদ, আতা, যাহ্হাক (র) সুদ্দী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান কাতাদাহ (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন হযরত ইবরাহীম (আ)। দলীল হিসাবে তিনি এই আয়াত পেশ করেন ঃ

رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে মুসলিম ও আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের মধ্যে হইতে একটি উম্মত সৃষ্টি করুন যাহারা আপনার অনুগত হইবে।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইহা সঠিক দলীল নহে। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ) এই উম্মাতকে পবিত্র কুরআনে মুসলমান হিসাবে ঘোষণা করেন নাই। অথচ, আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِىْ هٰذَا

তিনি পূর্বেও তোমাদিগকে মুসলমান নাম রাখিয়াছেন এবং এই পবিত্র কুরআনেও। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের নাম মুসলমান রাখিয়াছেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থ কুরআনেও। অন্যান্য অনেক তাফসীরকার ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি, মুজাহিদ (র)-এর অভিমতই সঠিক ও বিশুদ্ধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ

তিনিই তোমাদিগকে নির্বাচন করিয়াছেন এবং কোন প্রকার সংকীর্ণতা সৃষ্টি করেন নাই। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনীত মিল্লাতকে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। কারণ এই মিল্লাত হইল ইবরাহীম (সা)-এর মিল্লাত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাতের উপর কি কি অনুগ্রহ করিয়াছেন, উহাও উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি প্রেরিত কিতাব সমূহে এই উম্মাতের প্রশংসা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা যুগযুগ ধরিয়া ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ পাঠ করিয়া আসিয়াছে।

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ

তিনি তোমাদিগকে মুসলমান নামকরণ করিয়াছেন। কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে ও এবং পবিত্র কুরআনেও।

ইমাম নাসায়ী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ধারাবাহিকভাবে হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... ... হারিস আশ'আরী (র) হইতে বর্ণিত।, রাসূলুল্লাহ (সা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ من دعا بدعوى الجاهلية فانه جثى جهنم যেই ব্যক্তি এখনও যাহেলী যুগের দাবী করে সে জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, وان صام وصلى যদি সে সালাত পড়ুক এবং সাওম পালন করুক না কেন ? অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের যে নাম রাখিয়াছেন তোমরা সেই নামে ডাকিবে। মুসলমান, মু'মিন আল্লাহ্র বান্দা।

আমরা পূর্বেই

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

এর তাফসীর প্রসংগে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছি। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ "তোমাদিগকে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম উম্মাত এই জন্য করিয়াছি যেন তোমরা কিয়ামত দিবসে অন্য উম্মাতের উপর সাক্ষী দিতে পার।" সেই দিন অন্যান্য সকল উম্মাতের এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে। পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম যে তাঁহাদের রিসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছেন এবং সেই উম্মাত সেই কথারই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর নবী করীম (সা) বলিবেন ঃ এই উম্মাতে এই বিষয় সম্পর্কে আমি অবগত করিয়াছি।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আমরা এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। তথায় আমরা হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার উম্মাতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছি। অতএব পুনরায় উহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

তোমরা সালাত কায়েম রাখ এবং যাকাত আদায় করিতে থাক এবং এইভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তোমরা আল্লাহ্র এই বিরাট নিয়ামত শোকর করিয়া থাক। আল্লাহ্র হুকুম সমুহের মধ্যে হইতে সালাত হইল সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উহার পরই যাকাতের স্থান। যাকাত হইল আল্লাহ্র দরিদ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার ধনী বান্দাদের পক্ষে হইতে একটি ইহ্সান ও অনুগ্রহ। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক ধনী লোকের উপর ফরয করিয়াছেন। সূরা তাওবায় যাকাত-এর আয়াতে তাফসীর প্রসংগে ইহার বিস্তারিত আলোচনা সম্পন্ন হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ

তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর তাঁহার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর। هُوَ مَوْلٰكُمْ তিনিই তোমাদের কার্যনির্বাহী, তোমাদের হিফাযতকারী, তোমাদের সাহায্যকারী এবং শত্রুদলের বিরুদ্ধে সাফল্যদানকারী।

فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ তিনিই বড়ই উত্তম কার্যনির্বাহী ও উত্তম সাহায্যকারী।

উহাইব ইব্ন ওরদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "হে আদম সন্তান! তোমরা আমাকে ক্রোধের সময় স্মরণ কর, আমিও তোমাকে ক্রোধের সময় স্মরণ করিব। এবং তোমাকে অন্যান্যদের সহিত ধ্বংস করিব না। আর যখন তোমার প্রতি অবিচার করা হয়, তখন তুমি ধৈর্যধারণ করিবে এবং আমার সাহায্যে তুমি খুশী হইয়া যাও। তোমার প্রতি আমার সাহায্য তোমার নিজের প্রতি নিজের সাহায্য অপেক্ষা উত্তম।

আলহামদু লিল্লাহ তাফসীরে সূরা হজ্জ এখানে শেষ হলো

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাফসীর ঃ সূরা মূ'মিনূন

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

[দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু)]

(١) قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ

(٢) الَّذِيْنَ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

(٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ

(٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ

(٥) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ

(٦) اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

(٧) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ

(٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

(٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

(١٠) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ

(١١) اَلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অনুবাদ ঃ (১) অবশ্যই সফলকাম হইয়াছে মু'মিনগণ, (২) যাহারা বিনয়-নম্র নিজদিগের সালাতে। (৩) যাহারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হইতে বিরত থাকে। (৪) যাহারা যাকাত দানে সক্রিয়। (৫) যাহারা নিজদিগের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। (৬) নিজদিগের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতিত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না। (৭) এবং কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালংঘনকারী। (৮) এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৯) এবং যাহারা নিজদিগের সালাতে যত্নবান থাকে (১০) তাহারাই হইবে অধিকারী, (১১) অধিকারী হইবে ফিরদাউসের, যাহাতে উহারা স্থায়ী হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল ক্বারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ হইত তখন তাঁহার চেহারার কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের ন্যায় গুঞ্জন শোনা যাইত। একবার আমরা কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি কিব্লামুখী হইয়া হাত উত্তোলন করিয়া এই দু'আ করিতেছেন,

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِ عَنَّا وَاَرْضِنَا .

হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে অধিক দান করুন, আমাদের প্রতিদান হ্রাস করিবেন না। আপনি আমাদিগকে সম্মানিত করুন, লাঞ্ছিত করিবেন না। আপনি আমাদিগকে প্রাধান্য দান করুন। অপরকে প্রাধান্য করিবেন না। আমাদের প্রতি আপনি সন্তুষ্ট হউন এবং আমাদিগকে সন্তুষ্ট রাখুন।

এই দু'আ শেষ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এখনই আমার প্রতি দশটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি তদানুযায়ী আমল করিবে সে বেহেশতে প্রবেশ

করিবে। অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ হইতে দশ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করিলেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) স্বীয় সুনানের তাফসীর এবং ইমাম নাসায়ী (র) স্বীয় সুনানের সালাত অধ্যায়ে আবদুর রাজ্জাক (র)-এর সূত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, সূত্রটি মুনকার। উহার রাবীদের মধ্যে ইউনুস ইব্‌ন সুলাইমান ব্যতিত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না এবং ইউনুস (র)-কেও আমরা চিনি না।

ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার তাফসীরে বলেন, কুতাইবাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ... ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবনুস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলিলেন ঃ كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القران রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কুরআনে বর্ণিত গুণাবলী মুতাবিক ছিল। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ..... وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .

অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্রে অত্র আয়াতে বর্ণিত গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল। কা'ব আল-আহবার (রা) মুজাহিদ, আবুল আলীয়াহ (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত, তাঁহারা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, এবং তথায় নিজ হাতে বৃক্ষরোপন করিলেন তখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'তুমি কথা বল।' তখন সে বলিয়া উঠিল قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ কা'ব আহবার (রা) তাঁহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বেহেশতে সম্মানজনক সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া উহাকে বলিলেন, 'তুমি কথা বল'। আবুল আলীয়াহ্ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পবিত্র কিতাবে এই আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতেও হাদীসটি মারফু'রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আবূ বকর বায্‌যার (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ একটি স্বর্ণের ইট এবং একটি রূপার ইট দ্বারা বেহেশত নির্মাণ করিয়া উহাতে বৃক্ষরোপন করিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'তুমি বথা বল'। তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ অতঃপর উহার মধ্যে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করিয়া বলিল, তুমি ধন্য, তুমি বাদশাহগণের বাসস্থান। ইমাম বায্‌ঘার (র) আরো বলেন, বিশ্‌র ইব্‌ন আদম (র) ... ... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন,

خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك .

আল্লাহ্ তা'আলা এক একটি স্বর্ণের ইট ও একটি রূপার ইট দ্বারা বেহেশত নির্মাণ করিয়াছেন এবং উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক। বায্যার (র) বলেন, এই হাদীসের অপর একস্থানে আমি দেখিতে পাইয়াছি বেহেশ্তের প্রাচীরের এক ইট স্বর্ণের এবং এক ইট রূপার এবং উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক। বেহেশ্ত সৃষ্টি করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে বলিলেন, তুমি কথা বল, তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ইহার পর ফিরিশ্তাগণ বলিল, طوبى لك منزل الملوك তুমি ধন্য তুমি বাদশাহগণের বাসস্থান।

বায্যার (র) বলেন, আদী ইব্ন ফযল (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি মারূফরূপে বর্ণনা করেন নাই। এবং তিনি হাদীসে দুর্বল ছিলেন না। তিনি উস্তাদের পূর্বে ওফাত পাইয়াছিলেন।

হাফিয আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন আলী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদ্ন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, তখন উহাতে এমনসব বস্তু সৃষ্টি করিলেন, যাহা কোন চক্ষু দর্শন করেন নাই, যাহা কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। এবং কোন অন্তর কখনও কল্পনাও করে নাই। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে বলিলেন, তুমি কথা বল, অতঃপর সে সে বলিয়া উঠিল, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। অবশ্য বাকিয়্যাহ (র) নামক রাবী হিজাযের অধিবাসীগণ হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন, যাহা দুর্বল ও যাঈফ।

তারবানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যে আল্লাহ্ তা'আলা যখন 'আদ্ন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিলেন, উহাতে ফলমূল উৎপাদন করিলেন, নহরসমূহ সৃষ্টি করিলেন, অতঃপর উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। তিনি আরো বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের শপথ, তোমার মধ্যে কখনও বখীল-কৃপণ ব্যক্তি প্রবেশ করিবে না।

আবূ বকর ইব্ন আবদ্দুনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র)......... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক একটি বড় সাদা মুক্তা, এক একটি লাল ইয়াকূত ও এক একটি সবুজ যাবারজাদের ইট দ্বারা 'আদন' নামক বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার গাঁথুনী হইল মিশ্ক, উহার কংকরগুলি হইল মুক্তা এবং উহার ঘাস হইল জাফরান। বেহেশত সৃষ্টির পর তিনি উহাকে বলিলেন ঃ তুমি কথা বল! তখন সে বলিয়া উঠিল, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, তোমার মধ্যে কোন কৃপণ স্থান পাইবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

স্বীয় প্রবৃত্তির কৃপণতা হইতে যাহাদিগকে রক্ষা করা হইয়াছে তাহারাই সফল হইবে।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ যেই সকল মু'মিন এই সকল গুণাবলী অর্জন করিয়াছে তাহারা অবশ্যই সফল হইয়াছে ও সৌভাগ্যঅর্জন করিয়াছে।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, "যাহারা স্বীয় অন্তরে আল্লাহ্র ভয় পোষণ করিয়া ধীরস্থির ও একাগ্রতা সহকারে সালাত আদায় করে।"

মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও যুহরী (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, الخشوع। অর্থ অন্তরের একাগ্রতা। ইব্রাহীম নাখয়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, মু'মিনগণের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে, যাহার কারণে তাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখেন এবং বাহু অবনত করিয়া রাখেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম পূর্বে সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন অতঃপর যখন এই আয়াত

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ اَلَّذِيْنَ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ .

অবতীর্ণ হইল, তখন হইতে তাঁহারা সিজ্দা স্থানের প্রতি চক্ষু অবনত রাখিতেন। মুহম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম বলিতেন, সালাতের সময় কাহারও দৃষ্টি যেন সালাতের স্থান অতিক্রম না করে। যদি কাহারও অন্য দিকে তাকাইবার অভ্যাস হইয়া থাকে তবে সে যেন চক্ষু বন্ধ করিয়া লয়। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতেও মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বে এইরূপ করিতেন। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল।

সালাতের মধ্যে নিবিষ্টতা কেবল তখনই লাভ হইতে পারে যখন, সালাত ব্যক্তির অন্তর অন্যান্য সকল বিষয় হইতে অবসর হইয়া কেবল উহার জন্যই নিয়োজিত হয়। এবং সালাতকে সকল বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়, তখনই ঐ নামায তাহাকে শান্তি দান করিবে এবং উহা তাহার চক্ষু শীতল করিবে। যেমন ইমাম আহ্মাদ ও নাসায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

حبب الى الطيب والنساء وجعلت قرة عينى الصلواة .

সুগন্ধী ও স্ত্রী আমার নিকট প্রিয় এবং সালাতের মধ্যে আমার চক্ষুর স্নিগ্ধতা রাখা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ... ... আসলাম গৌত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বিলাল! اَرِحْنَا

بالصلوة সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দান কর। ইমাম আহ্মাদ (র) আরো বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... ... মুহাম্মদ ইব্ন হনাফিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার সহিত আমাদের এক আনসারী আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। অতঃপর সালাতের সময় হইলে. তিনি বলিলেন, হে খুকী! ওযূর পানি আন, আমি সালাত আদায় করিয়া শান্তি লাভ করিব। তাঁহার এই কথায় আমাদের কিছু আপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ قم يا بلال فارحنا بالصلوة হে বিলাল! উঠ এবং সালাতের দ্বারা আমাদিগকে শান্তি দাও।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ .

যাহারা অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বিরত থাকে। অর্থাৎ যাবতীয় বাতিল যাহা শিরককে শামিল করে বর্জন করিয়া চলে। কেহ কেহ বলেন. যাবতীয় গুনাহ ও পাপাচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। কাহারও মতে যাবতীয় অনর্থক কথাবার্তা ও কাজকর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا .

আর তাহারা এমন লোক যে যখন তাহারা কোন অনর্থক কাজ কর্মের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তাহারা ভদ্রভাবে উহা এড়াইয়া যায়। (সূরা ফুরকান ঃ ৭২) কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র যেই নির্দেশ উহার কারণেই তাহারা ঐ সকল অনর্থক কাজকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ .

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে আয়াতে উল্লেখিত যাকাত দ্বারা মালের যাকাত বুঝান হইয়াছে। আর আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাকাতের নির্দেশ হইয়াছে দ্বিতীয় হিজরীতে মদীনায়। কিন্তু যেই বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তাহা হইল মূলত যাকাত মক্কায়-ই ফরয হইয়াছে। অবশ্য মদীনায় উহার নিসাব ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হইয়াছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আন'আম-এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهٖ ফসল কাটিবার দিনের উহার হক্ যাকাত দান কর।

অবশ্য ইহারাও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, الزكوة। এর অর্থ শিরক ও গোপনীয় ময়লা হইতে আত্মার পবিত্রতা।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا .

যেই ব্যক্তি আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে অবশ্যই সফল হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি উহাকে কলুষিত করিয়াছে সে ধ্বংস হইয়াছে। (সূরা শামস ঃ ৯-১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

আর সেই মুশরিকদের জন্য চরম অকল্যাণ যাহার শিরক হইতে আত্মাকে পবিত্র করেনা। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৭)

আয়াতের দুই তাফসীরের ইহা একটি।'অবশ্য আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার যাকাত উদ্দেশ্য হইতে পারে অর্থাৎ আত্মার পবিত্রতা ও মালের যাকাত। মালের যাকাতের মাধ্যমেও মু'মিনের এক প্রকার আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। কামিল মু'মিন আত্মশুদ্ধিও করে এবং মালের যাকাতও আদায় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে হারাম কাজ হইতে হিফাযত করে, কোন প্রকার ব্যভিচার ও সমমৈথুন-এ লিপ্ত হয়না। যাহারা তাহাদের স্ত্রী ও শরীয়াত সম্মত দাসী যাহা আল্লাহ্ হালাল করিয়া দিয়াছেন তাহা ব্যতিত অন্য কোন উপায়ে যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন করেনা। বস্তুত যাহারা হালালরূপে যৌনক্রিয়া করে তাহারা নিন্দিত নহে এবং তাহাদের প্রতি কোন দোষারোপও করা হইবেনা।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ

নিশ্চয়ই তাহারা নিন্দিত নহে فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ অতঃপর তাহারা স্ত্রীগণ ও শরীয়াত সম্মত দাসীসমুহ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ। তাহারা সীমা অতিক্রমকারী।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... ... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, একটি স্ত্রীলোক একজন গোলামকে তাহার যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য স্থির করিল এবং اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ। দ্বারা ইহা জায়িয বলিয়া মনে করিল। অতঃপর তাহাকে হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত করা হইল। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম হযরত উমর (রা) কে বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আল্লাহ্‌র কিতাবের অপব্যাখ্যা করিয়াছে। রাবী বলেন, হযরত উমর (র) ঐ গোলামকে প্রহার করিলেন এবং

তাহারা মাথা মুড়াইয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, ইহার পর তুমি সকল মুসলমানের উপর হারাম। রিওয়ায়েতটি গরীব ও মুনকাতী। ইব্ন জরীর (র) রিওয়ায়েতটিকে সূরা মায়িদা-এর শুরুতে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার উপযুক্ত স্থান ইহাই। হযরত উমর (রা) ঐ স্ত্রীলোকটির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকল পুরুষের উপর তাহাকে হারাম করিলেন।

ইমাম শাফিয়ী (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা হস্তমৈথুনকে হারাম করিয়াছেন। তিনি বলেন, হস্তমৈথুন

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ .

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ .

স্বীয় স্ত্রী ও দাসী ব্যতিত যাহারা অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহারা সীমাঅতিক্রমকারী। অতএব হস্তমৈথুনকারী ও সীমা অতিক্রমকারী। অতঃপর তাহারা নিম্নের হাদীস দ্বারা ও দলীল পেশ করেন।

ইমাম হাসান ইব্ন আরাফাহ (র) তাঁহার প্রসিদ্ধ 'জুয' গ্রন্থে বলেন, আলী ইব্ন সাবিত জাযরী (র) ... ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ সাত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে দৃষ্টিপাত করিবেন না। তাহাদিগকে পাক পবিত্রও করিবেন না জগৎবাসীর সহিত তাহাদেরকে একত্রিত করিবেন না। আর প্রথমবারই যাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে তাহাদের সহিত তাহাদিগকে দোযখে দাখিল করিবেন। অবশ্য যাহারা তাওবা করিবে তাহারা ভিন্ন এবং তাওবা তিনি কবুল করিবেন। ১. যেই ব্যক্তি হস্তমৈথুন করে। ২. যেই ব্যক্তি পুংমৈথুন করে। ৩. যাহার সহিত পুংমৈথুন করা হয়। ৪. মদ্যপানকারী। ৫. পিতামাতাকে প্রহারকারী এমন কি তাহারা ফরিয়াদ করে। ৬. প্রতিবেশীকে কষ্টদানকারী, এমন কি তাহারা তাহার প্রতি অভিশাপ দেয়। ৭. যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করে। এই হাদীসটি গারীব, ইহার সনদে মাজহুল ও অপরিচিত রাবী রহিয়াছে।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ

আর যাহারা তাহাদের আমানতসমুহ ও অঙ্গীকার সমূহের হিফাযত করে। অর্থাৎ যখন তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয় তাহারা খিয়ানত করেনা বরং গচ্ছিত কারীর নিকট উহা ফিরাইয়া দেয়। অনুরূপভাবে যখন তাহারা অঙ্গীকার করে কিংবা চুক্তিবদ্ধ

হয়, তাহারা উহা পূর্ণ করে। তাহারা ঐ সকল মুনাফিকদের মত আচারণ করে না যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ایة المنافق ثلاثة اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اوتمن خان

মুনাফিকের তিনটি আলামত, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে আর তাহার নিকট আমানত রাখা হইলে সে উহার খিয়ানত করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

যাহারা নিয়মিতভাবে সময়মত সালাত আদায় করে। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছে। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন আমল আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন ঃ الصلواة على وقتها সময়মত সালাত আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ بر الوالدين মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ والجهاد فى سبيل الله আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করা। হাদীসটি বুখরী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। মুস্তাদরাকে হাদীস গ্রন্থে الصلٰوة فى اُول وقتها সালাতের প্রথম ওয়াক্তে সালাত পড়া এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلٰوتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ এর তাফসীর করিয়াছেন, "যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমুহের পাবন্দী করে"। আবূ যুহা, আলকামাহ ইব্ন কায়িস, সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও ইকরিমাহ (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন , যাহারা সালাতের ওয়াক্ত সমূহের পাবন্দী করে এবং উহার রুকু' ও সিজদাহ সঠিকভাবে আদায় করে।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত উত্তম গুণাবলীকে সালাত দ্বারা শুরু করিয়াছেন এবং সালাত দ্বারা উহার আলোচনা শেষ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা সালতে যে সর্বোত্তম কাজ প্রমাণিত হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة ولا يحفظ على الوضوء الا مؤمن

তোমরা সরল সঠিক পথ ধরিয়া চল, কিন্তু তোমরা সম্পর্ণরূপে পূঙ্খানুপূঙ্খভাবে সরল পথে চলিতে পারিবেনা জানিয়া রাখ, তোমাদের সর্বোত্তম আমল হইল সালাত। আর কেবল ঈমানদার ব্যক্তিই ওযূ অবস্থায় সর্বদা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত গুণাবলী উল্লেখ করিবার পরে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .

ঐসকল লোকই উত্তরধিকারী, যাহারা ফিরদাউস নামক বেহেশতের অধিকারী হইবে এবং তথায় তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلى الجنة واُوسط الجنة ومنه تفجر انهار الجنة وفوقه عرش الرحمن .

তোমরা যখন আল্লাহ্র বেহেশত চাহিবে তখন ফিরদাউস নামক বেহেশত চাহিবে। ঐ বেহেশতই সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ বেহেশত। ঐ বেহেশত হইতেই বেহেশতে প্রবাহমান নহরসমূহ প্রবাহিত হইয়াছে। এবং উহার উপরেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আরশ অবস্থিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) ... ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেরই দুইটি বাসস্থান আছে, একটি বেহেশতে অপরটি দোযখে। তাহার মৃত্যুর পরে যদি সে দোযখে প্রবেশ করে তবে কোন বেহেশতবাসী উহার বাসস্থানের অধিকারী হইবে। এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ দ্বারা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ, (র) লাইস (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে اُولٰئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ। এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, প্রত্যেক বান্দার জন্য দুইটি বাসস্থান রহিয়াছে, একটি বেহেশতে, অপরটি দোযখে, মু'মিন ব্যক্তি যে বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো তাহার বেহেশতের বাসস্থানে অবস্থান করিবে এবং দোযখের বাসস্থানটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলা হইবে। আর কাফির ব্যক্তি যখন দোযখে প্রবেশ করিবে তাহার বেহেশতের বাসস্থানটি বিলুপ্ত করা হইবে এবং দোযখের বাসস্থানে সে অবস্থান করিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। মু'মিনগণ কাফিরদের বেহেশতের বাসস্থান সমূহের মালিক হইবে। কারণ, তাহাদিগকে শুধু আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা যখন তাহাদের প্রতি ওয়াজিব ইবাদত সমূহই পালন করিয়াছে এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পালন করিয়াছে আর ঐ সকল কাফিররা সেই সকল হুকুম সমূহ বর্জন করিয়াছে যাহার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অতএব তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিলে যেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইত। ফলে, মু'মিনগণ সেই সকল নিয়ামতের অধিকারী হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হযরত আবূ মূসা (আ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত ঃ

يجئ ناس يوم القيامة بذنوب امثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى

কিয়ামত দিবসে এমন কিছু লোক আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে যাহারা পর্বত সমতুল্য গুনাহ বহন করিয়া আসিবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাহাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর ঐ সকল গুনাহর বোঝা রাখিয়া দিবেন।

অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا او نصرنيا فيقال هذا فكاكك من النار

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমনের নিকট এক একজন ইয়াহূদী অথবা নাসারা প্রেরণ করিবেন। অতঃপর বলা হইবে, ইহার বদলেই দোযখ হইতে তোমার মুক্তি হইবে। এই কথা শ্রবণ করিবার পর হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয হযরত আবূ বুরদাহ (রা) হইতে এই মর্মে তিনবার শপথ চাহিলেন যে, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আর কোন উপাস্য নাই, অবশ্যই তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবূ বুরদাহ (রা) তাঁহার জন্য শপথ করিলেন।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, নিম্নের আয়াতগুলি ও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ।

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ يُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا

আমার ঐ সকল বান্দাকেই আমি ঐ বেহেশতের উত্তরাধিকারী করিব যে পরহেযগার ও আল্লাহ্ ভীরু হইবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৩) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ .

ইহা হইল সেই বেহেশত, যাহা তোমাদের আমলের বিনিময়ে তোমাদিগকে উহার উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। (সূরা যুখ্রুফ ঃ ৭২)

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, রুমী ভাষায় 'ফিরদাউস' বাগানকে বলা হয়। পূর্ববতী কোন কোন মনীষী বলেন, যখন কোন বাগানে আঙ্গুর থাকে কেবল উহাকেই 'ফিরদাউস' বলা হয়।

(١٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ٠

(١٣) ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ

(١٤) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

(١٥) ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

(١٦) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (১২) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে (১৩) অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (১৪) পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে'। অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে, অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে ঢাকিয়া দেই গোশ্ত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বত্তোম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান। (১৫) ইহার পর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে (১৬) অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ)-কে সর্বপ্রথম পঁচা কাদা হইতে তৈয়ারী ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

হযরত আমাস (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ এর অর্থ হইল, খালিস পানি। মুজাহিদ (র) বলেন, سلالة আদমের বীর্য। ইব্ন জরীর (র) বলেন, 'মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে' এই কারণে উহাকে طين দ্বারা নামকরণ করা হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা তাৎপর্যের দিক দিয়ে প্রকাশ এবং আয়াতের বাচনভঙ্গির দিক হইতে নিকটবর্তী। কেননা আদম (আ) কে আঠালো মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা পঁচাকাদা ঠনঠনে মাটি। আর ইহা ছিল সাধারণ মাটি হইতে সৃষ্ট।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۰

আর তাঁহার নিদর্শন সমুহ হইতে ইহাও একটি যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তোমরা পূর্ণ মানবাকৃতিতে ছড়াইয়া আছ। (সূরা রূম ঃ ২০)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ... ... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সারা পৃথিবী হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মাটির রং ভিন্নভিন্ন এই কারণে তাহারা বিভিন্ন রং ও বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ লাল বর্ণের, কেহ সাদা বর্ণের, কেহ কাল বর্ণের, আবার কেহ একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হইয়াছে। আবার স্বভাবের বেলায়ও পার্থক্য হইয়াছে। কেহ উত্তম স্বভাবের, আবার কেহ নিকৃষ্ট স্বভাবের হইয়াছে এবং কেহ মাঝামাঝি স্বভাবের হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী (র) আওফ আল-আরাবী (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ فِىْ نُطْفَةً قَرَارٍ مَّكِيْنٍ অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। আয়াতে ه সর্বনামটি ইনসান অর্থাৎ মনুষ্যজাতির প্রতি ফিরিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ

মাটির দ্বারাই মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন, অতঃপর উহার বংশধরকে মাটির সার হইতে অর্থাৎ নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاۤءٍ مَّهِيْنٍ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔

আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই অতঃপর উহাকে আমি একটি সংরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। (সূরা মুরসালাত ঃ ২০) অর্থাৎ মাতৃগর্ভে রাখিয়াছি। যাহা ইহার যোগ্যতা ও শক্তি রাখে। একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমি উহাকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াছি।

اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ

আমি নির্ধারন করিয়াছি এবং আমি বড়ই উত্তম নির্ধারনকারী। এই ভাবে উহার সৃষ্টিকে মযবুত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছি এবং উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত করিয়াছি এবং উহার গুণের ও পরিবর্তন ঘটাইয়াছি।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও স্ত্রীর বক্ষস্থলের হাড় হইতে নির্গত বীর্যকে আমি জমাট বাধা রক্তে পরিণত করিয়াছি। فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً অতঃপর ঐ জমাট বাধা রক্তকে আমি মাংশপিণ্ডে পরিণত করিয়াছি। অবশ্য এই সময় ইহাতে কোন মানবকৃতি থাকে না।

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا অতঃপর মাংশপিণ্ডকে আমি হাড্ডিতে রূপান্তরিত করিয়াছি। অর্থাৎ উহাকে আকৃতি দান করিয়াছি। মাথা, হাত, পা হাড্ডি ও শিরা উপশিরা সৃষ্টি করিয়াছি। কোন কোন ক্বারী এখানে فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَظْمًا ও পড়িয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত হাড্ডি দ্বারা মেরুদণ্ড বুঝান হইয়াছে। সহীহ বুখারী শরীফে আবয যিনাদ (র)-এর হাদীস আরজ (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُّ جَسَدِ بَنِىْ اٰدَمَ يَبْلِىْ اِلاَّ عَجْبُ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ .

মৃত্যুর পরে মানুষের শরীরের সকল অংশই পঁচিয়া যাইবে কিন্তু তাহার মেরুদণ্ড পঁচিবেনা। সর্বপ্রথম উহাই সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পুনরায় উহার সহিতই তাহার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ সংযোগ করা হইবে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا অতঃপর ঐ সকল হাড্ডি সমুহের সহিত আমি গোশ্‌ত জড়াইয়া দেই যেন উহা দ্বারা ঢাকা থাকে এবং উহা অধিক শক্তিশালী হয়। ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ অর্থাৎ ইহার পর আমি উহাতে রূহ্ দান করিয়াছি। ফলে উহা নড়িতে শুরু করিয়াছে এবং শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও জ্ঞান বিবেক ও চেতনার শক্তি সম্পন্ন একটি পৃথক সৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

সুতরাং সেই আল্লাহ্ কত মহামহিমান্বিত যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ... ... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মাতৃগর্ভে বীর্য চার মাস অবস্থান করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহার নিকট একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তিনটি অন্ধকারে উহাতে রূহ্ ফুঁকিয়া দেন। ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ দ্বারা ইহাই বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ অতঃপর আমি উহাতে রূহ্ ফুকিয়া দেই। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতেও আয়াতের এই অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ এর অর্থ হইল ثُمَّ نَفَخْنَا فِيْهِ الرُّوْحَ আমি উহাতে রূহ্ দান করিয়াছি। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, শা'বী হাসান, আবুল আলীয়াহ, যাহ্‌হাক, রাবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী

ও ইব্ন্ যায়িদ (র) হইতে ও এই তাফসীর বর্ণিত। ইব্ন জরীর (র) ও এই তাফসীরকে গ্রহণ করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ثُمَّ اِنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرْ-এর এই তাফসীর করিয়াছেন। অতঃপর আমি উহাকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করিয়াছি। এমন কি অবশেষে উহাকে এক শিশুর রূপ দান করিয়া ভুমিষ্ট করিয়াছি। অতঃপর তাহাকে কিশোর করিয়াছি। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পন করিয়াছে। অতঃপর সে পূর্ণ যুবক হইয়াছে। অতঃপর পৌঢ়, তৎপর বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পন করে এবং সর্বশেষে অতি বৃদ্ধ হইয়া তাহার জীবনের শেষ স্তরের সমাপ্তি ঘটায়। হযরত কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) হইতেও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত। অবশ্য এই সকল তাফসীর সমূহের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নাই। কারণ রূহ্ ফুৎকারের পর হইতে একজন একজন মানুষকে এই সকল অবস্থাও স্তরসমূহ অতিক্রম করিতে হয়।

ইমাম আহমাদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, আবূ মু'আবীয়া (র) ... ... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে এইভাবে হইয়া থাকে, প্রথম চল্লিশ দিন পর্যন্ত উহার বীর্য মাতৃগর্ভে জমা থাকে, অতঃপর উহা 'আলাক' রূপে পরিণত হইয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত ঐ অবস্থায় থাকে। অতঃপর উহা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া ঐ অবস্থায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। অতঃপর উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয়। ঐ ফিরিশ্তা উহার মধ্যে রূহ্ ফুঁকিয়া দেন। অতঃপর তাহাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তাহার মৃত্যু, তাহার আমল এবং সে কি সৎ হইবে, না অসৎ হইবে। সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তোমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বেহেশতবাসীর আমলের মত আমল করে, এমন কি তাহার ও বেহেশতের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় ভাগ্যলিপি অগ্রসর এবং সে দোযখবাসীর আমলের মত আমল করে এবং দোযখে প্রবেশ করে। এবং তোমাদের কেহ দোযখবাসীর আমল করে তাহার ও দোযখের মাঝে এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি অগ্রসর হয় আর সে বেহেশতবাসীদের ন্যায় আমল কবে অতঃপর সে বেহেশতে প্রবেশ করে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি সুলায়মান ইব্ন মিহরান আল আমাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন সিনান (র) আবূ খায়সামাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ বীর্য যখন মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে তখন উহা সকল পশম ও নখের মধ্যে অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক স্থানে ত্বরিৎ ঢুকিয়া পড়ে। অতঃপর উহা পুনরায় মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া আলাকে পরিণত

হয়। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন হাসান (র) হযরত আবদুল্লাহ (রা) তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামের সহিত কথা বলিতে ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহূদী তাঁহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। তখন কুরাইশরা তাহাকে ডাকিয়া বলিল ঃ হে ইয়াহূদী! এই ব্যক্তি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করে। তখন সে বলিল, আমি তাহাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব, যাহার উত্তর কেবল কোন নবীই দিতে পারেন। রাবী বলেন, অতঃপর উক্ত ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকট আসিয়া বসিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! মানুষকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হে ইয়াহূদী! সকল মানুষকে-ই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। পুরুষের বীর্য গাঢ় উহার সাহায্যে হাড় ও রগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর স্ত্রীর বীর্য পাতলা। উহার সাহায্যে রক্ত ও মাংশ সৃষ্টি করা হয়। তখন ইয়াহূদী বলিল, আপনার পূর্ববতী নবী ও অনুরূপ বলিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান ইব্ন আমর (র) ... ... হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, বীর্য মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন স্থির থাকিবার পর উহার নিকট একজন ফিরিশ্তা আসে এবং আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসা করে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহার সম্পর্কে কি লিখিব? সৎ না অসৎ? পূরুষ না স্ত্রী? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উত্তরে বলেন এবং উভয় প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ হয়। তাহার আমল, তাহার বিপদ-আপদ ও তাহার রিযিকও লিপিবদ্ধ হয়। ইহার পর তাহার আমলনামা বন্ধ করা হয়। এবং উহাতে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হয় উহা হইতে আর হ্রাস করা কিংবা উহাতে বৃদ্ধি করা হয় না।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) সূত্রে আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অপর এক সূত্রে আবু তুফাইল আমর ইব্ন ওয়াসিলাহ (র) আবূ সারীহা গিফারী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, হযরত আহমাদ ইব্ন আবদাহ (র) ... ... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্য একজন ফিরিশ্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত ফিরিশ্তা আল্লাহ্র দরবারে আরয করেন, হে আল্লাহ্! এখন তো বীর্য, হে আল্লাহ্! এখন তো আলাকা, হে আল্লাহ্! এখন মাংশপিণ্ড। অতঃপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করেন তখন ফিরিশ্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহ্! স্ত্রী লিপিবদ্ধ করা হইবে না পুরুষ? উহাকে সৎ লেখা হইবে না অসৎ? ইহার রিযিক কি হইবে? কতকাল জীবিত থাকিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই সব কিছু-ই মাতৃগর্ভে লিপিবদ্ধ করা হয়। হাম্মাদ ইব্ন যায়িদের সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণন করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

যেই মহান সৃষ্টিকর্তা নিজ ক্ষমতা ও অনুগ্রহে মানুষকে মাতৃগর্ভে পতিত অতি নিকৃষ্ট বীর্য, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় নানা প্রকার পরিবর্তন ঘটাইয়া এই পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দান করিয়াছেন। সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বড়ই উত্তম স্রষ্টা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন হাবীব (র) ... ... হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, চারটি বিষয়ে আমি আমার প্রতিপালকের কথার অনুরূপ বলিয়াছি। তিনিও সেইরূপ আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ অবতীর্ণ হইল, তখন আমি বলিলাম ঃ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ অতঃপর আল্লাহ্ ও অবতীর্ণ করিলেন فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ... ... যায়িদ ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই আয়াত শিখাইয়া দিলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ .... خَلْقًا اٰخَرَ

তখন হযরত মু'আয (রা) فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ বলিয়া উঠিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিলেন। হযরত মু'আয (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন ঃ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ দ্বারা তো আয়াতের সমাপ্তি হইয়াছে।

হাদীসের সনদে জাবির জু'ফী নামক রাবী নিশ্চিত দুর্বল রাবী। তাহার এই রিওয়ায়েতে মুনকার রহিয়াছে। কারণ অত্র সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। অথচ, যায়িদ ইব্ন সাবিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অবতারিত ওহী মদীনায় লিপিবদ্ধ করিতেন। অনুরূপভাবে হযরত মু'আয ও মদীনায়ই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ

তোমাদের এই প্রথম জন্মের পর পুনরায় তোমাদের মৃত্যু ঘটিবে।

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ

অতঃপর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। (সূরা আনকাবূত ঃ ২০) তখন সমস্ত রূহ্ তাহাদের শরীরে মিলিত হইবে এবং সকল মাখলূকের হিসাব-নিকাশ হইবে। আর সকল আমলকারীর আমলের পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে। যদি আমল ভাল হয়, তবে উত্তম বিনিময় দান করা হইবে, মন্দ হইলে মন্দ বিনিময় দেওয়া হইবে।

(١٧) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (১৭) আমি তো তোমাদিগের ঊর্ধ্বে সৃষ্টি করিয়াছি সপ্তস্তর এবং আমি অসতর্ক নহি।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমুহে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আর অত্র আয়াতে আসমান সমূহের সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণত আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির আলোচনার সাথেই আসমান ও যমীন সৃষ্টির ও আলোচনা করিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজ। (সূরা মু'মিন ঃ ৫৭) আলিফ-লাম আস-সিজদাহ-সূরা যাহা রাসূলুল্লাহ (সা) জুমুআ'র দিনে ফজরের প্রথম রাকা'আতে পাঠ করিতেন, উহার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আসমান যমীনের সৃষ্টির উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিবার উল্লেখ করিয়াছে এবং পরে কিয়ামত দিবসের পুরস্কার ও শাস্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

سَبْعَ طَرَائِقَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা সাত আসমান বুঝান হইয়াছে। আয়াতটি এই সকলের আয়াতের অনুরূপ।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

সাত আসমান ও উহার মধ্যস্ত সকল বস্তু আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا

তোমরা কি দেখনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমান কিভাবে উপরে নীচে সাজাইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? (সূরা নূহ্ ঃ ১৫)

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا .

আল্লাহ্ তো সেই মহান সত্তা, যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যমীন ও অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার অভ্যন্তরে নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এবং আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুকে জ্ঞানের বেষ্টনী দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা তালাক ঃ ১২)

অন্য আয়াতেও অনরূপ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ

আমি তোমাদের উপরে সপ্ত স্তর সৃষ্টি করিয়াছি আর আমি সৃষ্টির বিষয়ে অনবগত নহি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু আসমানে প্রবেশ করে আর যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয়, যাহা কিছু আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহা কিছু আসমান আরোহণ করে তিনি সেই সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত। আর তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন তিনি তোমাদের সাথেই থাকেন। তিনি তোমাদের সকল কর্মকাণ্ডকে প্রত্যক্ষও করেন। সুউচ্চ আসমানে অবস্থিত বস্তু যমীনের অভ্যন্তরের গোপন বস্তু আর যাহা কিছু পর্বত শিখরে রহিয়াছে আর যাহা কিছু গভীর সমুদ্রের তলদেশে রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বস্তু সম্পর্কে অবগত। পাহাড় পর্বতে অবস্থিত সকল বস্তুর সংখ্যা, মরুভূমির সকল বালুকণার সংখ্যা আর সমুদ্রে ও ময়দানের সকল বস্তুর সংখ্যা এবং বন জংগলে বিদ্যমান সকল গাছপালার সংখ্যা তাঁর অজ্ঞাত নহে।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ .

যে কোন পাতা ঝরিয়া পড়ে আল্লাহ্ উহা জানেন আর যমীনের গভীর অন্ধকারে যে বীজ রহিয়াছে এবং সকল আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। (সূলা আন'আম ঃ ৫৯)

(١٨) وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ

(١٩) فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

(٢٠) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ

(٢١) وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

(٢٢) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১৮) এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি। আমি উহা অপসারিত করিতেও সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদিগের জন্য খর্জুর ও আংগুরের বাগান সৃষ্টি করি। ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল, আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক। (২০) এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় ভোজনকারীদের জন্য তৈল ও ব্যঞ্জন। (২১) এবং তোমাদিগের জন্য অবশ্যই শিক্ষনীয় বিষয় আছে আন'আমে তোমাদিগকে আমি পান করাই উহাদিগের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা তোমরা উহা হইতে ভক্ষণ কর। (২২) এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণ ও করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত সমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে যেই অপরিসীম নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার কয়েকটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আসমান হইতে প্রয়োজন মুতাবিক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এত বেশী পরিমাণ বর্ষণ করেন না যাহার কারণে যমীন ও বসতী নষ্ট হইয়া যায়। আবার এত কমও বর্ষণ করেন না যাহা ফসল উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট না হয়। বরং সেচকার্য সম্পন্ন করা পান করা মানুষ ও জীবজন্তুর অন্যান্য উপকারের জন্য প্রয়োজনীয় পানি তিনি আসমান হইতে বর্ষণ করেন। এমনকি যেই সকল জমীতে ফসল উৎপন্ন করিবার জন্য পানির প্রয়োজন অথচ, তথায় বৃষ্টি হয় না আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য এলাকা হইতে নদী নালার মাধ্যমে তথায় পানি প্রবাহিত করেন। যেমন মিসরের যমীনে বর্ষকালে নীল নদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আবিসিনিয়া হইতে লালমাটিসহ তথায় পানি প্রবাহিত করেন। অতঃপর ঐ পানির সাহায্যে মিসরের যমীনের সেচকার্য সম্পন্ন হয় এবং উহার সহিত যেই লাল

মাটি ভাসিয়া আসে উহা দ্বারা মিসরের অনুর্বর যমীন ফসল উৎপন্নের উপযোগী হয়। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই দয়াবানও বড়ই মেহেরবান।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ

অতঃপর আমি পানিকে যমীনের দীর্ঘকাল স্থির রাখি। যমীন ঐ পানি গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যেই বীজ বপন করা হয়, উহা ঐ পানির সাহায্যে খাদ্য আহরণ করে।

اِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ। আমি যদি বৃষ্টি বর্ষণের ইচ্ছা না করি বরং অনাবৃষ্টির ইচ্ছা করি তবে সম্পূর্ণরূপে বর্ষণ বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি তোমাদের কষ্ট দানের ইচ্ছা হয় এবং বর্ষণের পরে ঐ পানি জংগল ও অনুর্বর এলাকায় প্রবাহিত করিবার ইচ্ছা করি তবে এমনও করিতে পারি। যদি আমি ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া পানের ও ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতাম তবে তাহাও করিতে পারিতাম। আমি ইচ্ছা করিলে বৃষ্টির পানি যমীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করাইয়া কেবল উহার উপরিভাগেই রাখিয়া দিতে পারিতাম। আবার ইচ্ছা করিলে উহাকে আমি তোমাদের নাগালের বাহিরেও বর্ষণ করিতে পারিতাম। তখন তোমরা উহা দ্বারা আর উপকৃত হইতে পারিতে না। কিন্তু আলাহ তা'আলা বড়ই করুণাময় বড়ই মেহেরবান। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের প্রতি সুমিষ্ট পানি বর্ষণ করেন। যমীনের অভ্যন্তরে স্থির রাখেন। বিভিন্ন ঝর্ণার মাধ্যমে চতুর্দিকে প্রবাহিত করেন। উহার সাহায্যে ফসল ও ফলমূল উৎপন্ন করেন। তোমরা নিজেরা পান কর এবং তোমাদের জীবজন্তুও উহা পান করে। গোসল কর ও পবিত্রতা লাভ করিয়া থাক।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ

সেই বর্ষিত পানি দ্বারা আমি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করিয়াছি : সৃষ্টি করিয়াছি নানা প্রকার মনোরম ফুলের উদ্যান।

যেহেতু হিজাযের লোকেরা খেজুর ও আঙ্গুর অধিক ভালবাসে এই কারণে আলোচ্য আয়াতে বিশেষ করিয়া খেজুর ও আঙ্গুরের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক দেশেই বিশেষ বিশেষ ফল দান করিয়াছেন। যাহার শোকর আদায় করিতে তাহারা অক্ষম।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সর্বপ্রকার ফল দান করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য পানির সাহায্যে ফসল, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করেন।

وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ উদ্ধৃত আয়াতাংশ একটি উহ্য বাক্যের উপর আত্ফ হইয়াছে, আর উহা হইল تَنْظُرُوْنَ اِلٰى حُسْنِهٖ وَمِنْهُ تَأْكُلُوْنَ তোমরা উহার সৌন্দর্য ও পরিপক্ক অবলোকন কর এবং উহা হইতে আহার করিয়া থাক।

شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ অত্র আয়াতে যেই গাছের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা হইল যায়তূন বৃক্ষ।

'طور' অর্থ পাহাড়। কোন তাফসীরকার বলেন, যদি পাহাড়ে গাছপালা থাকে তবেই উহাকে 'طور' বলা হয়। আর গাছপালা না থাকিলে উহাকে 'جبل' বলা হয়। তখন উহাকে 'طور' বলা যায় না।

'طورسينا' দ্বারা 'সীনাই' পাহাড় বুঝান হইয়াছে। এই পাহাড়ে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন। উহার পার্শ্ববর্তী সকল পাহাড়সমূহে যায়তূন গাছ বিদ্যমান ছিল।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ অত্র আয়াতে الباء। অতিরিক্ত আনা হইয়াছে। যেমন আরবগণ বলিয়া থাকে, القى فلان بيده। ইহা القى। এর অর্থে ব্যবহৃত। অবশ্য কেহ কেহ এখানে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য মানেন। অর্থাৎ تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ অথবা تاتى بالدهن অর্থাৎ তৈল নির্গত করে وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ কাতাদাহ (র) বলেন, 'صبغ' অর্থ তরকারী। অর্থাৎ সীনই পাহাড়ে উৎপাদিত যায়তূন গাছের ফল দ্বারা এক দিকে তৈলের কাজ চলে অপর দিকে উহা একটি উত্তম তরকারীও বটে, যাহা আহারকারীগণ তরকারী হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) ... ... মালিক ইব্ন রারী'আহ সাঈদী আল-আনসারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

তোমরা যায়তুন খাও ও উহার তৈল ব্যবহার কর। কারণ, উহা একটি বরকতময় গাছ হইতে উৎপাদিত। আবদ্ ইব্ন হুমাইদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে ও তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... হযরত উমর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِئْتَدِمُوْا بِالزَّيْتَ وَدَّهِنُوْا بِهٖ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ

তোমরা যায়তূনকে তরকারী হিসাবে ব্যবহার কর এবং উহার তৈলও ব্যবহার কর। কারণ উহা একটি বরকতময় গাছ হইতে উৎপাদিত। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) হাদীসটি আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ব্যতিত অন্য কেহ হইতে হাদীসটি বর্ণিত বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার বর্ণনায় কখনও হযরত উমর (রা)-কে উল্লেখ করিয়াছেন আবার কখনও তাঁহাকে উল্লেখ করেন নাই।

আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ... শরীফ ইব্ন নুমাইলা (র) হইতে বর্ণিত যে, একদা আশুরার রাত্রে আমি হযরত উমর (রা)-এর অতিথেয়তা গ্রহণ করিলাম, তিনি আমাকে উটের মাথার মগজ খাওয়াইলেন এবং যায়তূনও খাওয়াইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ

هذا الزيت المبارك الذى قال اللّٰهُ لنبيه

ইহা হইল সেই বরকতময় যায়তূন যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-এর নিকট বরকতময় বলিয়া-ই উল্লেখ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّ لَكُمْ فِىْ الاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ .

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চতুষ্পদ জীবজন্তুর দ্বারা মানুষের যেই সকল উপকার সাধিত করেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইল, তাহারা ঐ সকল জীব জন্তুর রক্ত ও পেটের মধ্য হইতে নির্গত পাক-পবিত্র দুধ পান করে। উহাদের গোশ্ত আহার করে; উহার পশম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া পরিধান করে; উহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করে এবং দূর দূরান্তে উহাদের উপর বোঝ বহন করে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

আর ঐ সকল জীবজন্তু তোমাদের বোঝাসমূহ দুরদূরান্ত শহরে বহণ করিয়া লইয়া যায় যাহা বহণ তোমাদের পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল, বড়ই মেহেরবান। (সূরা নাহল ঃ ৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ
وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا
يَشْكُرُوْنَ .

তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাদের জন্য আমার নিজ হাতে প্রস্তুত বস্তুসমূহের মধ্য হইতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তাহারাই উহার মালিক হইতেছে। আর আমি সেইগুলিকে তাহাদের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর উহাদের কিছু সংখ্যক তো তাহাদের যানবাহন, আর কিছু সংখ্যককে তাহারা আহার করে। আর তাহাদের জন্য উহাদের মধ্যে আরো অনেক উপকার নিহিত রহিয়াছে এবং পানীয় বস্তুসমূহও তবুও তাহারা শোকর করিবে না? (সূরা ইয়াসীন ঃ৭১-৭৩)

(٢٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ
مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(٢٤) فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً مَّا
سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ

(٢٥) اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ .

অনুবাদ ঃ (২৩) আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট, সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? (২৪) তাহার সম্প্রদায়ের প্রধান যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিল, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তোমাদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ফিরিশ্‌তা পাঠাইতেন, আমরা তো আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে একথা শুনি নাই। (২৫) এ তো এমন লোক যাহাকে উম্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে, সুতরাং ইহার সম্পর্কে কিছু কাল অপেক্ষা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত নূহ্ (আ)-কে যখন তিনি মুশরিক ও আল্লাহ্‌দ্রোহী কাফিরদিগকে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করন ও রাসূলগণকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করিবার কারণে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি ও আযাবের ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতিত আর কোন মাবূদ নাই, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করিয়া তাঁহার সহিত শিরক করা পরিত্যাগ করিবেনা?

فَقَالَ الْمَلَؤُا مِنْ قَوْمِهٖ তখন তাহার কাওমের সর্দার ও প্রধান ব্যক্তিবর্গ বলিল,

مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

এই লোকটি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, নবুওয়াতের দাবী করিয়া সে তোমাদের উপর প্রধান্য বিস্তার করিতে চায়। অথচ, সে যখন তোমাদের মতই একজন মানুষ অতএব তোমাদের নিকট ওহী না আসিয়া তাহার নিকট কি-করিয়া আসে?

وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰۤئِكَةً

যদি সত্যই আল্লাহ্ কোন নবী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে কোন একজন ফিরিশ্‌তাকে নবী করিয়া প্রেরণ করিতেন।

مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ

আমরা তো এমন কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও শুনি নাই।

اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌۢ بِهٖ جِنَّةٌ

সে এই কথা বলে যে, তাহার নিকটই আল্লাহ্ অহী অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে আমরা তাহাকে পাগল ও মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারি না। (নাউযুবিল্লাহ্)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ

অতএব তোমরা কিছু দিন অপেক্ষা করিতে থাক এবং ধৈর্যধারণ কর। সে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা তাঁহার এই সকল পাগলামী হইতে মুক্তি পাইবে।

(٢٦) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

(٢٧) فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ

(٢٨) فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(٢٩) وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلاً مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(٣٠) اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (২৬) নূহ্ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। (২৭) অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী করিলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী আনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবেও উনন উথলিয়া উঠিবে, তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার পরিজনকে, তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না, তাহারা তো নিমিজ্জিত হইবে। (২৮) অতঃপর যখন তুমিও তোমার সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করিবে তখন বলিও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন যালিম সম্প্রদায় হইতে। (২৯) আরও বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (৩০) ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। আর আমি তো উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি তাহারা কাওমের যুলুম অত্যাচারে অসহ্য হইয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন,

رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنَ

হে আল্লাহ্! তাহারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে অতএব আপনি আমার সাহায্য করুন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

অতঃপর তিনি তাহার প্রতি পালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যে, আমি পরাজিত ও ও অক্ষম। অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন। (সূরা কামার ঃ ১০) হযরত নূহ্ (আ) আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিবার পরই আল্লাহ্ তাঁহাকে একটি মযবুত নৌকা তৈয়ার করিতে হুকুম করিলেন এবং উহাতে তিনি যেন প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ হইতে এক এক জোড়া উঠাইয়া লন এবং তাহার পরিবর্গকেও যেন উহাতে উঠাইয়া লন।

اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

অবশ্য যেই সকল লোককে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহাদিগকে যেন নৌকায় না উঠান হয়। আর সেই সকল লোক হইল যাহারা হযরত নূহ্ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনে নাই। যেমন তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلاَ تَخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اَنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ .

আর যখন প্রবল বর্ষণের ফলে তোমার কাওম ডুবিয়া মরিতে থাকিবে তখন যেন তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদেন জন্য তোমার অন্তর গলিয়া না যায় এবং তখন যেন তাহাদের ঈমানের আশায় তাহাদের প্রতি শাস্তি বিলম্বিত করিতে তুমি অনুরোধ না কর। কারণ, আমি তাহাদের কুফর ও অবাধ্যতার কারণে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি যে তাহারা ডুবিয়া মরিবে। সূরা হূদ-এর মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব এখানে আর উহার পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

যখন তুমি ও তোমার সাথীসঙ্গীগণ নিশ্চিন্ত হইয়া নৌকায় বসিবে তখন বলিবে সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র জন্য যিনি যালিম কাওম হইতে আমাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ لِتَسْتَوا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আরোহণের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা স্থিরভাবে উহার পৃষ্ঠে বসিতে পার। অতঃপর যখন তোমরা

উহার উপর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিবে, তখন তোমাদের প্রতিপালকের নিয়ামত সমূহকে স্মরণ কর এবং বল, সেই সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি ইহাকে আমাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন অথচ, আমরা ইহাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইতাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রব্যাবর্তন করিব। (সূরা যুখরুফ ঃ ১২-১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে যেই নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি উহা সঠিকভাবে পালন করিয়াছিলেন। তিনি নৌকা তৈয়ার করিলেন এবং আল্লাহ্র হুকুম মুতাবেক্ বিশিষ্ট লোকজন আরোহণ করাইলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا .

নূহ্ বলিলেন, তোমরা উহাতে আরোহণ কর, আল্লাহ্র নামেই উহা চলিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নামেই উহা থামিবে। (সূরা হূদ ঃ ৪)

হযরত নূহ্ (আ) নৌকা চলিবার শুরুতেও আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিয়াছেন এবং শেষেও স্মরণ করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزِلاً مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ .

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-কে বলিলেন, তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে বরকতময়, স্থানে অবতীর্ণ করুন এবং আপনিই উত্তম অবতরণকারী।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

অবশ্যই এই কাজের মধ্যে অর্থাৎ মু'মিনগণকে মুক্তিদানও কাফিরদিগকে ধ্বংস করায় আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যবাদী হওয়ার জন্য বহু নিদর্শনও দলীল রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আল্লাহ্ যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বজ্ঞ এই ঘটনা তাহাও প্রমাণ করে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ আর অবশ্যই আমি আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়া আমার বান্দাগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকি।

(٣١) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ

(٣٢) فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ
اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(٣٣) وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاۤءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ

(٣٤) وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ

(٣٥) اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ

(٣٦) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ

(٣٧) اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ

(٣٨) اِنْ هُوَ اِلاَّ رَجُلُ نِافْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ

(٣٩) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

(٤٠) قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ

(٤١) فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاۤءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩১) অতঃপর তাহাদিগের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম। (৩২) এবং উহাদিগেরই একজনকে উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? (৩৩)

তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, এতো তোমাদিগের মত একজন মানুষই, তোমরা যাহা আহার কর সে তো তাহাই আহার করে। এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে; (৩৪) যদি তোমরা তোমাদিগেরই মত একজন মানুষেরই আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (৩৫) সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে? (৩৬) অসম্ভব, তোমাদিগকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব। (৩৭) একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরিবাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না। (৩৮) সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি। (৩৯) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক। আমাকে সাহায্য কর; কারণ, উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। (৪০) আল্লাহ্ বলিলেন, অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই। (৪১) অতঃপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল যালিম সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর পরবর্তী যুগে তিনি অপর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারের মতে তাহারা হইল আদ সম্প্রদায়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ্ (আ)-এর পরে তাহাদিগকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, আয়াতে যেই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইল, সামূদ সম্প্রদায়। কারণ, তাহাদের প্রতি বিকট ধ্বনির মাধ্যমে শাস্তি আসিয়াছিল।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিবার দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, তাঁহার বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির কারণ কেবল ইহাই ছিল যে, তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল একজন মানুষ ছিলেন এবং তাহারা তাহাদের মতই একজন মানুষ রাসূল হিসাবে মানিয়া লইতে রাযী নহে। ইহা ব্যতিত তাহারা কিয়ামত ও পরকালের প্রতিও বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিল ঃ

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُوْنَ هَيْهَاتَ
هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ .

সে কি তোমাদের নিকট এই কথা বলিতেছে যে, তোমরা যখন মৃত্যুবরণ করিবে আর মাটিতে ও হাড় পরিণত হইবে তখন তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। তোমাদের নিকট এই যে কথা বলা হইতেছে উহা বড়ই দূরের বস্তু।

إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া, ভীতি প্রদর্শনকারীও কিয়ামতের সংবাদদাতা হিসাবে দাবী করিয়া ঐ লোকটি আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যই আরোপ করিয়াছে।

وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ .

আমরা তো ঐ লোকটির ঐ সকল কথার প্রতি একটুও বিশ্বাস করি না।

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

হযরত নূহ্ (আ) আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হইবার জন্য দু'আ করিলেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে সাহায্য করুন। কারণ তাহারা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবুল করিয়া বলেন ঃ

قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ

অচিরেই ঐ সকল কাফিররা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইবে। তখন আর তাহাদের আপনার বিরোধিতা করিবার সুযোগ থাকিবে না।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ

অতঃপর এক বিকট ধ্বনি তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। উহা যে শুধু একটি বিকট ধ্বনি ছিল তাহাই নহে বরং উহার সহিত অতিশয় ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝা বায়ুও বিদ্যমান ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لاَيُرٰى اِلاَّ مَسٰكِنُهُمْ .

যে বিকট ধ্বনিও ঝঞ্ঝা বায়ূ আল্লাহ্‌র নির্দেশে সকল বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিল। অতঃপর তাহাদের ঘরবাড়ী ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَجَعَلْنَا هُمْ غُثَاءً

অতঃপর আমি তাহাদিগকে ঢলের সহিত ভাসমান আবর্জনার ন্যায় দলিত করিয়া দিলাম।

'غُثَاء' বলা হয়, ঢলের সহিত ভাসমান আবর্জনাকে, যাহা অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং উহা কোন কাজেই আসেনা।

فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ যালিম ও কাফির কাওম আল্লাহ্‌র রহমত হইতে দুর হউক।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ .

আমি তাহাদের প্রতি যুলুম করি নাই বরং তাহারাই প্রকৃত যালিম। অর্থাৎ তাহাদের কুফর ও আল্লাহ্‌র রাসূলের সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজের উপর যুলুম করিয়াছে। অতএব হে শ্রোতাগণ! তোমরা যেন আল্লাহ্‌র রাসূলের বিরোধিতা হইতে বিরত থাক।

(٤٢) ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ

(٤٣) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ

(٤٤) ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৪২) অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহুজাতি সৃষ্টি করিয়াছি। (৪৩) কোন জাতিই, তাহার নির্ধারিত কালকে ত্বারান্বিত করিতে পারে না, বিলম্বিতও করিতে পারে না। (৪৪) অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাহার রাসূল আসিয়াছে। তখনই উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে।। অতএব আমি উহাদিগের একের পর এককে ধ্বংস করিলাম। আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় করিয়াছি। সুতরাং ধ্বংস হউক অবিশ্বাসীরা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ .

হযরত নূহ্ (আ)-এর পর আদ কাওমকে ধ্বংস করিয়া আমি আরো অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছি বহু মাখলূক পয়দা করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُوْنَ .

কোন সম্প্রাদয়ই উহার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও আসিতে পারেনা আরো পরেও যাইতে পারেনা। বরং লাওহে মাহ্ফূযে তাহাদের সৃষ্টি ও সম্প্রদায়ে সম্প্রাদায়ে, গোত্রে গোত্রে বিভক্ত হইবার পূর্বেই যেই সময় নির্দিষ্ট রহিয়াছে সে সময় অনুসারেই তাহাদিগকে পাকড়াও করা হয়।

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرٰى

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন 'تَتْرٰى' অর্থ একের পর এক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল সম্প্রদায়ের নিকট একের পর এক রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ .

অবশ্যই প্রত্যেক উম্মাত ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এই নির্দেশসহ রাসূল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগূতের উপাসনা হইতে বিরত থাক। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কতককে তো আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়াত দান করিয়াছেন আর কতকের উপর গুমরাহী নিশ্চিত হইয়াছে। (সূরা নাহল ঃ ৩৬)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

جَاءَ اُمَّةً رَسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ

যখনই কোন উম্মাতের নিকট তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াছেন তখন তাহাদের অধিকাংশ তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُنَ

বান্দাদের প্রতি আফসোস তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আগমন করে তাহারা তাহার সহিত বিদ্রূপ করে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا

আমি তাহাদিগকে একের পর একেকে ধ্বংস করিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ

নূহ্-এর পরে আমি কত সম্প্রদায়কেই না ধ্বংস করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ

আর তাহাদিগকে আমি মানুষের জন্য কাহিনীতে প্ররিণত করিয়া দিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ

আমি তাহাদিগকে কাহিনীতে পরিণত করিয়াছি এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা সাবা ঃ ১৯)

(٤٥) ثُمَّ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى وَاَخَاهُ هٰرُوْنَ بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

(٤٦) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ

(٤٧) فَقَالُوْا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا عٰبِدُوْنَ

(٤٨) فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ

(٤٩) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৪৫) অতঃপর আমি আমার নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা ও তাঁহার ভাই হারুনকে পাঠাইলাম। (৪৬) ফির'আউন ও তাহার পারিষদবর্গের নিকট, কিন্তু উহারা অহঙ্কার করিল উহারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (৪৭) উহারা বলিল, আমরা কি এমন দুই ব্যক্তিকে বিশ্বাস স্থাপন করিব যাহারা আমাদিগেরই মত এবং যাহাদিগের সম্প্রদায় আমাদিগের দাসত্ব করে। (৪৮) অতঃপর উহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, ফলে উহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (৪৯) আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যাহাতে উহারা সৎপথ পায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে ফির'আউন ও তাহার প্রধান নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের নবুওয়াত প্রমাণ হিসাবে স্পষ্ট ও মযবূত দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ ও তাহাদিগকে দান

করিয়াছিলাম। কিন্তু যেহেতু তাঁহারা ছিলেন তাহাদের মতই মানুষ, এই কারণে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মত তাহারাও তাহাদিগকে নবী হিসাবে মান্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গের মন মস্তিষ্ক ও তাহাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায় সমূহের মন মস্তিষ্ক ও ধ্যান ধারণার কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গেকে একই দিনে পানিতে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিলেন। ফির'আউন ও কিব্তী বংশধরকে ধ্বংস করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিলেন। উহাতে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ ছিল। তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে কোন উম্মাতকে ধ্বংস করেন নাই বরং তিনি মু'মিনগণকে কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ .

পূববর্তী সম্প্রদায়সমূহ ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছি। যাহা মানুষের জন্য ছিল জ্ঞানের ভাণ্ডার হেদায়াত ও রহমত প্রাপ্তির উপায়। (সূরা কাসাস ঃ ৪৩)

(৫০) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗۤ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَاۤ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ .

অনুবাদ ঃ (৫০) এবং আমি মারইয়ামের তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন এবং তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও পস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মা মারইয়াম (আ)-কে মানব জাতির জন্য মহান কুদ্রতের একটি বিরাট নিদর্শন হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে পিতা-মাতা ব্যতিত স্বীয় কুদ্রতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত হাওয়া (আ)-কে কোন স্ত্রী ব্যতিত কেবল একজন পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন আর হযরত ঈসা (আ)কে কোন পুরুষ ব্যতিত কেবল একজন স্ত্রী লোকের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সমস্ত মানুষকে নরনারী উভয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

যাহ্‌হাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَلرَّبْوَةُ অর্থ এমন উচ্চভূমি, যেখানে গাছপালা, তৃণলতা উৎপন্ন হইতে পারে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং কাতাদাহ (র) ও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, ذَاتِ قَرَارٍ ইহার অর্থ 'ذَاتِ خِصْبٍ' অর্থাৎ গাছপালা বিশিষ্ট স্থান। مَعِيْنٍ অর্থ প্রবাহিত পানি। অনুরূপ অর্থ মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, رَبْوَةٍ অর্থ, সমতল ভূমি। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِيْنٍ অর্থ যেখানে পানি স্থির থাকে। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র) বলেন مَعِيْنٍ প্রবাহিত পানি।

তাফসীরকারগণ এই স্থানটি সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন যে, ঐ স্থানটি কোন স্থান? আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ঐ স্থানটি মিসরে অবস্থিত। যখন চতুর্দিকে পানি প্রবাহিত হয় তখন গ্রামের লোকেরা উঁচু স্থানে বসতি স্থাপন করে। যদি এই ধরনের উচ্চস্থান না থাকিত তবে প্রবাহিত পানির স্রোতে গ্রাম ভাসিয়া যাইত। ওহব ইব্‌ন মুনাব্বেহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধতা হইতে বহু দূরে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে

وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ

এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ স্থানটি দামেস্কে অবস্থিত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, হাসান, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ও খালদ ইব্‌ন মা'দান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল দামেস্কের নহরসমূহ। লাইস ইব্‌ন সুলাইম (র) মুজাহিদ (র) হইতে وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার আম্মাকে দামেশ্‌কের গুতা নামক স্থানে (বা) উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে আশ্রয় দিয়াছিলেন। আবদুর রাজ্জাক (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা)-এর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে হযরত আবু হুরায়রা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, الرَّبْوَةُ হইল ফিলিস্তীনের রামাল্লা নামক স্থান। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... মুররাহ আল-বাহযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে

বলিতে শুনিয়াছি اِنَّكَ تَمُوْتُ بِالرَّبْوَةِ। তুমি রবওয়াতে মৃত্যুবরণ করিবে। অতঃপর সে ব্যক্তি রমলা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করিল। এই হাদীসটিও অত্যন্ত গারীব। অবশ্য আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ এর যেই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছে উহা অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, المعين। প্রবাহিত পানি অর্থাৎ সেই নহর যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইর্শাদ করিয়াছেন قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে নহর প্রবাহিত করিয়াছেন। যাহ্হাক এবং কাতাদাহ (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। আর ঐ স্থানটি হইল বায়তুল মুকাদ্দাস এই ব্যাখ্যাই অধিক জাহির। কারণ, অন্য আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের ব্যাখ্যা দান করে। অতএব এই রূপ ব্যাখ্যাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। অতঃপর বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা যাহা প্রমাণিত অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য মনিষীগণের বক্তব্য দ্বারা কুরআনের যে ব্যাখ্যা করা হয়।

(٥١) يٰاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ
(٥٢) وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ
(٥٣) فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُوْنَ
(٥٤) فَذَرْهُمْ فِىْ غَمْرَتِهِمْ حَتّٰى حِيْنٍ
(٥٥) اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ
(٥٦) نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

অনুবাদ ঃ (৫১) হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হইতে আহার কর ও সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত (৫২) এবং তোমাদিগের এই জাতি ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক; অতএব আমাকে ভয় কর। (৫৩) কিন্তু তাহারা নিজদিগের মধ্যে তাহাদের দীনকে বহুধা

বিভক্ত করিয়াছে। প্রত্যেক দলই তাহাদের নিকট যাহা আছে তাহা লইয়া আনন্দিত। (৫৪) সুতরাং কিছু কালের জন্য উহাদিগকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকিতে দাও। (৫৫) উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্দ্বারা। (৫৬) উহাদিগের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করিতেছি? না উহারা বুঝে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলগণকে হালাল আহার্য আহার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন এবং সেই সাথে নেক আমল ও সৎকাজ করিবারও নির্দেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় হালাল বস্তু বাস্তবে সৎকাজ সম্পন্ন করিবার জন্য সাহায্যকারী। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম আল্লাহ্ তাআ'লার এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন এবং তাঁহারা সর্বপ্রকার সৎকাজ করিয়াছেন, উত্তম কথা বলিয়াছেন এবং উম্মাতকে সঠিক পথের দীক্ষা দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন। হযরত হাসান বাসরী (র)

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ - এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে কোন প্রকার লাল কিংবা হলুদ বর্ণ গ্রহণ করিত কিংবা মিষ্টি কিংবা তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করিতে হুকুম করেন নাই বরং তিনি কেবল হালাল বস্তু গ্রহণ করিতে হুকুম দিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও যাহ্হাক (র) كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ অর্থ করিয়াছেন, তোমরা হালাল বস্তু আহার কর।

আবূ ইসহাক সুবাইয়ী (র) আবূ মায়সারাহ্ আমর ইব্ন শুরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার আম্মার সূতা কাটার বিনিময়ে উপর্জিত অর্থে জীবন ধারণ করিতেন। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত ঃ مَا مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ সকল নবী-ই ছাগল চরাইয়া জীবন যাপন করিতেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেনর ঃ وَاَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আপনিও কি ছাগল চরাইয়াছেন? তিনি বলেলেন ঃ نَعَمْ وَاَنَا كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلٰى قَرَارِيطٍ لِاَهْلِ مَكَّةَ হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাত এর বিনিময়ে মক্কাবাসীগণের ছাগল চরাইয়াছি। সহীহ্ হাদীসে আরো বর্ণিত ঃ اِنَّ دَاوُدَ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ

হযরত দাঊদ (আ) তাঁহার হাতের উপার্জিত বস্তু খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اَحَبُّ الصِّيَامُ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الْقِيَامُ دَاوُدُ كَانَ يَنَامُ نِصْفُ الَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمً وَيَفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَضِرُّ اِذَا لاَقِيَ .

আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম সাওম হইল, দাউদ (আ)-এর সাওম এবং উত্তম রাতের সালাত হইল হযরত দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধেক রাত্র নিদ্রা যাইতেন এবং এক তৃতীয়াংশের সালাত পড়িতেন। আবার এক ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যাইতেন। তিনি এক দিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন সাওম ছাড়িতেন এবং জিহাদের ময়দান হইতে কখনও পলায়ন করিতেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা)-এর আম্মা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওম রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহার ইফ্‌তারের জন্য এক পেয়ালা দুধ পাঠাইয়া দিলাম। এই সময়টি ছিল দিনের প্রথমাংশের প্রখর গরমের সময়। তখন বাহককে ফেরত পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই দুধ কোথায় পাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি ইহা ক্রয় করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উহা পান করিলেন। পরের দিনে আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদের আম্মা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে নিজে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গতকাল যে প্রখর রোদ্রের মধ্যে আপনার নিকট দুধ পাঠাইয়া ছিলাম, আপনি উহা ফেরৎ দিয়াছিলেন কেন? তখন তিনি বলিলেন, আমাকে এই নির্দেশই করা হইয়াছে, রাসূলগণ হালাল দ্রব্য ছাড়া আহার করেন না এবং নেক আমল ব্যতিত কোন আমল করেন না। অতএব দুধ যে হালাল ছিল এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবার পরই উহা পান করিয়াছি। সহীহ্ মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে ইমা আহমাদ গ্রন্থসমূহে ফুযাইল ইব্‌ন মারযূক ... ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ اِلاَّ طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ .

হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র এবং তিনি পাক ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করে না, তিনি রাসূলগণকে যেই নির্দেশ দিয়াছেন, মু'মিনগণকেও সেই একই নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُوْلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ .

হে রাসূলগণ! তোমরা হালাল বস্তু আহার কর এবং সৎকাজ কর। আমি তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। এবং মু'মিনগণকে নির্দেশ দিয়াছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া হালাল রিযিক আহার কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন এক ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, যে দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট ও মলিন বস্ত্র পরিহিত। অথচ, তাহার আহার্য হারাম, তাহার পাণীয় বস্তু হারাম, তাহার পোশাক, পরিচ্ছেদ হারাম এবং হারাম বস্তুই তাহার আহার্য। এই অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত উত্তোলণ করিয়া হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! বলিয়া আর্তনাদ করিয়া প্রার্থনা করিলেও কি তাহার প্রার্থনা কবূল করা হইবে? নিশ্চয় নহে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। শুধু ফুযাইল ইব্ন মারযূক (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

إِنَّ هٰذِهٖ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً

হে রাসূলগণ! তোমাদের সকলের দীন একই দীন ও একই মিল্লাত। আর তাহা হইল কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দান করা।

وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ আর আমি তোমাদের প্রভূ। অতএব আমাকেই তোমরা ভয় কর।

ইহা 'হাল' أُمَّةً وَّاحِدَةً হিসাবে مَنْصُوْب হইয়াছে।

এই আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা সূরা আম্বিয়ায় করা হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتَقَطَّعُوْٓا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

পূর্ববর্তী উম্মাতগণ যাহাদের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহারা পরস্পরে আল্লাহ্র দীনকে পৃথকপৃথক করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ

তাহাদের প্রত্যেক দল স্বীয় গুমরাহীকে হিদায়াত ধারণা করিয়া গর্বিত। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়ছেন ঃ

فَذَرْهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ হে নবী! আপনি তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রষ্টতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে দিন।

حَتّٰى حِيْنٍ তাহাদের ধ্বংসের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا .

আপনি কাফিরদিগকে কিছু দিন অবকাশ দান করুন। (সূরা তারিক ঃ ১৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ .

তাহাদিগকে খাইতে ও আয়েশ করিতে দিন, তাহাদের আশা-আকাঙ্খা তাহাদিগকে গাফিল করিয়া রাখিতেছে, অচিরেই তাহারা ইহার পরিণতি কি তাহা জানিতে পারিবে। (সূরা হিজর ঃ ৩)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ .

ঐ সকল অহংকারী লোকেরা কি এই ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার নিকট বড়ই সম্ভ্রান্ত এই কারণেই তাহাদিগকে ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া রাখি। কখনও এমন নহে, যাহা তাহারা ধারণা করে। তাহারা বলে ঃ

نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ

আমরা অধিক মালের অধিকারী। আর আমরাই অধিক সন্তান-সন্ততির মালিক এবং আমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না। বস্তুত তাহারা স্বীয় ধারণায় ভুল করিয়াছে। তাহাদের আশা কখনও পূর্ণ হইবার নহে। আমি তাহাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ঢিল দিয়া রাখিয়াছি।

এই কারণে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَلْ لاَ يَشْعُرُوْنَ

তাহারা আল্লাহ্র এই ঢিল দেওয়াকে বুঝিতে পারেনা।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا .

তাহাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ইহা দ্বারা এই পার্থিক জগতেই শাস্তি দানের ইচ্ছা করেন। (সূরা তাওবা ঃ ৫৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا

আমি তাহাদিগকে এই কারণে অবকাশ দান করি যেন তাহাদের পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُوْنَ وَاُمْلِىْ لَهُمْ .

যাহারা এই মহাগ্রন্থকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাকেও আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি তাহাদিগকে ধীরেধীরে এমনভাবে পাকড়াও করিব যে তাহারা বুঝিতেই পারিবেনা এবং আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতে থাকিব। (সূরা কালাম ঃ ৪৪)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا

আপনি আমার হাতে তাহাকে ছাড়িয়া দিন যাহাকে আমি একা সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা মুদ্দাস্‌সির ঃ ১১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلاَّ مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নিকট কোন নৈকট্য লাভে সাহায্য করিবে না। অবশ্য যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে ও নেক আমল করিবে কেবল সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে। (সূরা সাবা ঃ ৩৭) ইহা ব্যতিত আরো বহু আয়াত এই বিষয়ে বিদ্যমান। কাতাদাহ (র)

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا يُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَالٍ وَبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُوْنَ .

এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ মানুষকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দান করিয়াছেন উহা তাহাদের জন্য একটি ধোঁকা বই কিছুই নহে। অতএব হে মানব জাতি! তোমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মানুষকে পরখ করিওনা বরং ঈমান ও নেক আমল দ্বারাই তাহাদিগকে পরখ কর।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন উবাইদ (র) ... ... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إن الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطى الدّنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الذين إلا لمن أحب فمن أعطاه

الله الدين فقد أحبه والذى نفس محمد بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يامن جاره بوائفة الخ

আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে যেমন রিযিক বিতরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আখ্লাক ও বিতরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই পার্থিব ধন-সম্পদ দান করেন। যাহাকে তিনি ভালবাসেন তাহাকেও আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকেও। কিন্তু দীন কেবল তাহাকেই দান করেন, যাহাকে তিনি ভালবাসেন। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন, তোমাদের কেহই মুসলমান হইতে পারিবেনা, যতক্ষণ না তাহার অন্তর ও জিহ্বা আনুগত্য স্বীকার না করিবে। আর কেহই মু'মিন হইতে পারিবে না যতক্ষণ না তাহার প্রতিবেশী তাহার অত্যাচার অবিচার হইতে নিরাপদ না হইবে। ... ... সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন بوائق কি? তিনি বলিলেন, যুলুম অত্যাচার। আর কোন বান্দা হারাম মাল উপার্জন করিয়া উহা ব্যয় করিলে উহাতে কোন বরকত হয়না, সাদাকা করিলে কবূল করা হয় না। উহা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উহা তাহার জাহান্নামের আসবাব হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা কখনও অন্যায় কাজের অন্যায় মিটাইয়া দেননা। বরং ভালকাজের দ্বারাই অন্যায় কাজ মিটাইয়া দেন। অশ্লীল কাজ অশ্লীল কাজকে মিটাইতে পারে না।

(٥٧) اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

(٥٨) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ

(٥٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ

(٦٠) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

(٦١) اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৫৭) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্থ। (৫৮) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে। (৫৯) যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক করেনা (৬০) এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের

নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এই বিশ্বাসে তাহাদিগের যাহা দান করিবার তাহা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে, (৬১) তাহারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তাহারা উহাতে অগ্রগামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ

যাহারা ইহসান, ঈমান ও সৎকাজ করিবার সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁহার শাস্তি হইতে সন্ত্রস্ত থাকে। যেমন হাসান বাস বাসরী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি মু'মিন তাহার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় ও ইহ্সান উভয়ই একত্রিত হয়। আর যেই ব্যক্তি মুনাফিক সে একদিকে অন্যায় ও খারাপ করে এবং আল্লাহ্ শাস্তিকে ভয় করে না।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ

আর যাহারা আল্লাহ্র যাবতীয় নিদর্শন সমুহের প্রতি বিশ্বাস করে। প্রকৃতিক নিদর্শন সমূহের প্রতিও এবং শরয়ী নিদর্শন সমূহের প্রতিও। যেমন আল্লাহ্ হযরত মারইয়াম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ

আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পূর্ব নির্ধারিত তাক্দীর ও ফায়সালা অনুযায়ী যাহা হইয়াছে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাহা কিছু শরীয়াত সম্মত করিয়াছেন উহার প্রতিও বিশ্বাস করেন। শরীয়াতের কোন নির্দেশ হইলে উহা হইবে পসন্দনীয় কাঙ্খিত এবং নিষেধ হইবে মহাসত্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ আর যাহারা তাহাদের প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক করেনা। তাহারা ইহাই বিশ্বাস করে আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার কোন সমতুল্য ও সমকক্ষ নাই।

ইরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ

তাহারা যখন কোন দান করে তখন তাহারা এই ভয়ে ভীত থাকে যে তাহাদের এই দান আল্লাহ্ কবূল করেন কি না? কারণ, তাহাদের অন্তরে ভয় থাকে যে দান করিবার জন্য যেই সকল শর্ত রহিয়াছে, উহা তাহারা পূর্ণ করিতে পারিয়াছে কি না। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আদম (র) ... ... হযরত আয়েশা (রা) হইতে

বর্ণিত যে, একবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যাহারা দান করে অথচ, তাহারা অন্তরে ভয় পোষণ করেনা, তাহারা কি সেই সকল, যাহারা চুরি করে, ব্যভিচার করে ও মদ পান করে? আর আল্লাহকে ভয় করে। তিনি বলিলেন, হে আবু বকরের কন্যা! তাহারা নহে। বরং ঐ সকল লোক হইল যাহারা সালাত পড়ে, সাওম রাখে এবং সাদাকা করে আর আল্লাহকে ভয়ও করে। ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মালিক ইব্‌ন মিঘওয়ালের সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্রে হাদীসটি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, হে সিদ্দীকের কন্যা! ঐ সকল লোক হইল তাহারা, যাহারা সালাত পড়ে সাওম রাখে ও সাদাকা করে এবং এই ভয় করে যে, তাহাদের সাদাকা কবূল হইল কি না। أُولٰئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ তাহারা হইল সেই সকল লোক, যাহারা কল্যাণের প্রতি দ্রুত ছুটিয়া চলে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্‌ন সাঈদ (র) আবু হাযিম (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী ও হাসান বাসরী (র) আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। আর অন্যান্য কারীগণ আলোচ্য আয়াতটি এইরূপ পড়িয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ مَا اَتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

আর যাহারা যেই কাজ করে উহা তাহারা আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে পোষণ করিয়াই করে। রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে মারফূরূপে ইহা বর্ণিত যে, তিনি আয়াতটি এই রকম পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) ... ... আবূ খাল্‌ফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি আবূ আসেম উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র)-এর সহিত হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন হযরত হযরত আয়েশা (রা) তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাদের নিকট আস না কেন? তিনি বলিলেন, আপনি বিরক্ত হইয়া যান কিনা এই আশংকায়। অতঃপর হযরত আয়শা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন; কি উদ্দেশ্যে এখন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহা কিরূপে পড়িতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন আয়াত সম্পর্কে। আবূ আসিম (র) বলিলেন, আচ্ছা اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اَتَوْا পড়িতে হইবে না? اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اَتَوْا পড়িতে হইবে। তিনি বলিলেন, তোমার কোনটি পসন্দ হয়। আবূ আসিম (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, ইহার একটি আমার নিকট দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনটি? আবূ আসিম (র) বলিলেন, اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اَتَوْا তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য

দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ পড়িতেন এবং এইরূপই অবতীর্ণ হইয়াছে। রেওয়ায়েতটির সনদে ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম নামক রাবী দুর্বল। ইহা ছাড়া প্রথম কিরাত অধিকাংশ কারীগণের কিরাত এবং উহার অর্থও অধিক স্পষ্ট। কেননা আয়াতের শেষে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ .

এখানে যাহাদিগকে اَلَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَـآ اٰتَوْا দ্বারা বুঝান হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারাই কল্যাণের প্রতি দ্রুত চলে এবং উহার প্রতি তাঁহারা অগ্রে ছুটিয়া চলে। যদি এখানে পরবর্তী কিরাত উদ্দেশ্য হয় তবে তাহারা অগ্রগামী হইতে পারেনা এবং তাহারা মধ্যম কিংবা উহা অপেক্ষা নিম্নের হইবে।

(٦٢) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

(٦٣) بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ

(٦٤) حَتّٰٓى اِذَآ اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ

(٦٥) لَا تَجْئَرُوا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُوْنَ

(٦٦) قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ

(٦٧) مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৬২) আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। এবং আমার নিকট আছে এক কিতাব যাহা সত্য ব্যক্ত করে এবং উহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না। (৬৩) এবং এই বিষয়ে উহাদিগের অন্তর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন,

এতদ্ব্যতিত আরও কাজ আছে যাহা উহারা করিয়া থাকে। (৬৪) আর আমি যখন উহাদিগের ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করি তখনই উহারা আর্তনাদ করিয়া উঠে। (৬৫) তাহাদিগকে বলা হইবে, আজ আর্তনাদ করিও না, তোমরা আমার সাহায্য পাইবে না। (৬৬) আমার আয়াত তো তোমাদিগের নিকট আবৃত করা হইত কিন্তু তোমরা পিছন ফিরিয়া সরিয়া পড়িতে। (৬৭) দম্ভভরে, এই বিষয়ে অর্থহীন গল্পগুজব করিতে করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ তিনি জাগতিক জীবনে মানুষের প্রতি যেই সকল আদেশ-নিষেধ করিয়াছেন উহাতে একটুও অবিচার করেন নাই। বরং তিনি কেবল তাহাদের সামর্থ মুতাবিক হুকুম করিয়া থাকেন। কিয়ামত দিবসে তিনি কেবল তাহাদের আমলনামায় লিখিত আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ লইবেন। উহার একটিও তিনি নষ্ট করিবেন না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَدَيْنَا كِتٰبٌ يَّنْطِقُ بِالْحَقِّ

আমার নিকট আমলনামা রহিয়াছে যাহা সত্য সব কিছু বলিয়া দিবে। وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ তাহাদের প্রতি মোটেও যুলুম করা হইবে না অর্থাৎ তাহাদের ভাল কাজ একটুও কম করা হইবে না, উহার পূর্ণ বিনিময় দান করা হইবে। আর মু'মিন বান্দাগণের অনেক গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরও মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন ঃ بَلْ قُلُوْبُهُمْ فِىْ غَمْرَةٍ আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহাতে বিন্দু পরিমাণ কোন অসত্য নাই, সম্পূর্ণ সত্য। এতদসত্ত্বেও কাফির ও মুশরিকদের অন্তরসমূহ, অবহেলা ও গাফলতীর মধ্যে নিমজ্জিত।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عٰمِلُوْنَ .

হাকাম ইব্ন আব্বাস (র) ইকরিমাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ মুশরিকদের শিরক ছাড়াও আরো অনেক গুনাহ ও পাপ রহিয়াছে যাহা তাহারা অনিবার্যভাবে করিয়া থাকে। মুজাহিদ, হাসান (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত। অন্যান্য তাফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর করিয়াছেন, ঐ সকল কাফির মুশরিকদের আরো অনেক আমল এমন রহিয়াছে যাহা তাহারা তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে করিবে বলিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের সম্পর্কে শাস্তির বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান, সুদ্দী, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতেও অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। আয়াতের এই

অর্থ স্পষ্ট ও মযবুত এবং উত্তম। পূর্বেই আমরা আরও আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন মাবূদ নাই। কোন ব্যক্তি এমনও আছে যে, সে বেহেশ্তবাসীর আমলের মত আমল করিতে থাকেবে। এমনকি বেহেশতের এক নিকটবর্তী হইবে যে তাহার ও বেহেশতের মাঝে এক হাতের দূরত্ব রহিয়াছে। এমন সময় তাহার ভাগ্যলিপি অগ্রসর হইবে। অবশেষে সে জাহান্নামীর যেই কাজ সেই কাজ করিবে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

حَتّٰى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْئَرُوْنَ

যাহারা দুনিয়ায় সচ্ছলতা ও ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করিত, তাহাদের প্রতি যখনই আল্লাহ্র আযাব ও শাস্তি আসত তৎক্ষণাৎ তাহারা চিৎকার করিতে শুরু করে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَجَحِيْمًا

হে রাসূল! আপনি আমাকে ও পার্থিব ধনসম্পদের অধিকারী মিথ্যাবাদীদিগকে ছাড়িয়া দিন। আমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট। আর আপনি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দিন। আমার নিকট বড় বড় শাস্তিও জাহান্নাম রহিয়াছে। (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১১) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْ وَلاَتَ وَحِيْنَ مَنَاصٍ .

আর আমি তাহাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, তখন তাহারা আর্তনাদ করিয়াছিল কিন্তু সেই সময় আর মুক্তির কোন পথ ছিলনা। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৩)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ تَجْئَرُوْا الْيَوْمَ اِنَّكُمْ مِّنَّا لاَ تُنْصَرُوْنَ .

আজ তোমাদের প্রতি যেই শাস্তি আসিয়াছে, উহার কারণে তোমরা চিৎকার ও আর্তনাদ করিওনা। চিৎকার করা ও না করা উভয় আজ সমান। তোমাদের মুক্তি ও রক্ষা কোন উপায় নাই। আর আজ তোমাদের শাস্তি হইবেই। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের বড় গুনাহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُوْنَ .

তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনান হইত, কিন্তু তোমরা উহা শ্রবণ করিতে না বরং উহার পশ্চাতে ভাগিয়া যাইতে। আয়াত শুনিবার জন্য তোমাদিগকে আহবান করা হইলে তোমরা উহা শুনিতে অস্বীকার করিতে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ .

উহার কারণ এই যে, যখন কেবল এক আল্লাহ্র নাম লওয়া হইত তখন তোমরা অস্বীকার করিতে। আর যদি তাহারা সহিত শরীক করা হইত, তবে উহা তোমরা বিশ্বাস করিতে। অতএব প্রকৃত ফায়সালা আল্লাহ্র যিনি মহান ও মহামান্বিত। (সূরা মু'মিন ঃ ১২)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ

এই আয়াতের দুইটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। একটি হইল কাফির ও মুশরিকরা যখন সত্যকে অস্বীকার করিত তখন যে তাহারা অহংকার করিত এবং সত্যের বাহককে তুচ্ছ জ্ঞান করিত مُسْتَكْبِرِيْنَ দ্বারা সেই অবস্থাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে بِهٖ এর সর্বনামটি সম্পর্কে তিনটি মত রহিয়াছে। (১) সর্বনামটি দ্বারা 'হারাম শরীফ'কে বুঝান হইয়াছে তাহারা এই স্থানে বসিয়াই খোশগল্প ও অলীক কাহিনী বলাবলি করিত (২) সর্বনামটি দ্বারা আল-কুরআনকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, এই কুরআন সম্পর্কে নানা প্রকার মনগড়া কথা বলিত। কখনও বলিত, ইহা যাদু, কখনও বলিত ইহা কবিতা আবার কখনও বলিত ইহা জ্যোতিষীর কথা। (৩) সর্বনামটি দ্বারা মুহাম্মাদ (সা)কে বুঝান হইয়াছে। কাফির ও মুশরিকরা মুহাম্মদ (সা)কে কেন্দ্র করিয়া নানা প্রকার অশালীন কথাবার্তা বলিত। কখনও তাহাকে কবি, কখন যাদুকর, আবার কখনও মিথ্যাবাদী ও পাগল বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহাদের সকল উক্তিই ছিল অশালীন ও অবাস্তব। বস্তুত তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাহাদের উপর বিজয়ী করিয়াছেন এবং হারাম শরীফ হইতে তাহাদিগকে অপদস্ত করিয়া বাহির করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, بِهٖ দ্বারা বায়তুল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। মুশরিকরা ইহা দ্বারা গর্ববোধ করিত। এবং নিজদিগকে বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক মনে করিত। অথচ ইহা ছিল তাহাদের কল্পনাভিত্তিক কথা। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের তাফসীর অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন, আহমদ ইব্ন সুলায়মান (র), ... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।

তিনি বলেন ঃ

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهٖ سٰمِرًا تَهْجُرُوْنَ

অবতীর্ণ হইলে খোশগল্প করা নিষিদ্ধ হইল। তখন কাফিররা বাইতুল্লাহ দ্বারা গর্ব করিয়া বলিল, আমরাই ইহার তত্ত্বাবধায়ক অথচ তাহাদের এই কথা ছিল অহংকার ভিত্তিক ও অমূলক তাহারা যেখানে বসিয়া কেবল খোশগল্প করিত, বাইতুল্লাহর আবাদ করিত না। উহার আদবও রক্ষা করিত না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এখানে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। যাহার সারাংশ ইহাই।

(٦٨) اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوْا الْقَوْلَ اَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَآءَهُمُ الْاَوَّلِيْنَ

(٦٩) اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

(٧٠) اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ

(٧١) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ

(٧٢) اَمْ تَسْئَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(٧٣) وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(٧٤) وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ

(٧٥) وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৬৮) তবে কি উহারা এই বাণী অনুধাবন করে না? অথবা উহাদিগের নিকট কি এমন কিছু আসিয়াছে যাহা উহাদিগের পূর্ব পুরুষদিগের নিকট আসে নাই? (৬৯) অথবা উহারা কি উহাদিগের রাসূলকে চিনে না বলিয়া তাহাকে অস্বীকার

করে? (৭০) অথবা উহারা কি বলে যে সে উন্মাদ? বস্তুত সে উহাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছে এবং উহাদিগের অধিকাংশ সত্যকে অপসন্দ করে। (৭১) সত্য যদি উহাদিগের কামনা বাসনার অনুগামী হইত তবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই। পক্ষান্তরে আমি উহাদিগকে দিয়াছি উপদেশ কিন্তু উহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরিয়া লয়। (৭২) অথবা তুমি কি উহাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহ। তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ট রিযিকদাতা। (৭৩) তুমি তো উহাদিগকে সরল পথে আহবান করিতেছ। (৭৪) যাহারা আখিরাতের বিশ্বাস করে না তাহারা তো সরল পথ হইতে বিচ্যুত, (৭৫) আমি উহাদিগকে দয়া করিলেও এবং উহাদিগের দুঃখদৈন্য দূর করিলেও উহারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিতে থাকিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কুরআন না বুঝা ও উহার মধ্যে চিন্তা ভাবনা না করার এবং উহা হইতে বিমুখ হওয়ার অভিযোগ করিয়া তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে পূর্ববর্তী কোন রাসূলের প্রতি ঐরূপ কিতাব অবতীর্ণ করা হয় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষগণের যাহারা জাহেলী যুগেই মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহাদের নিকট কোন কিতাব পৌছায় নাই আর কোন পয়গাম্বরও আসেন নাই। এই পরিস্থিতিতে তাহাদের পক্ষে ইহা অত্যধিক জরুরী ছিল যে, আল্লাহ্ যখন এই অভাবনীয় নিয়মিত দান করিয়াছেন তখন কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই উহা গ্রহণ করিয়া লইত। উহা বুঝিবারও দিবারাত্র উহা মুতাবিক আমল করিতে সচেষ্ট হইত। যেমন তাহাদের মধ্যে যাহার শরীফ ও ভদ্র তাঁহারা ইহা করিয়াছে। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কাতাদাহ (র) اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, যদি কাফির মুশরিকরা কুরআনে চিন্তা ভাবনা করিত। এবং বুঝিত তবে আল্লাহ্র কসম, তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্র অবাধ্যতা হইতে ফিরিয়া থাকিত, কিন্তু তাহারা কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের পিছনে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ কুরাইশ কাফিরদিগকে ধমক দিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ

তাহারা কি মুহাম্মদ (সা) কে চিনে না। তাঁহার সত্যবাদীতা, তাঁহার আমানতদারীকে কি তাহারা জানে না। তাহারা কি তাঁহার এই সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করিতে পারে?

আবসিনিয়া অধিপতি নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হইয়া হযরত জা'ফর (রা) বলিয়াছিলেন, হে সম্রাট! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন যাঁহার বংশ, যাঁহার সত্যবাদীতা ও আমানতদারীকে আমরা জানি। হযরত মুগীয়াহ ইব্ন শু'বা (রা) ও কিস্রার প্রতিনিধির দরবারে গিয়াও অনুরূপ বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ও রূম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হইয়াও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। যখন রূম সম্রাট রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের সম্পর্কে তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অথচ, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার এই সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কথাকে নকল করিয়াছেন যে, এই সকল মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করে যে, তিনি কুরআনকে নিজের পক্ষ হইতে রচনা করিয়া আল্লাহ্র প্রতি সম্বন্ধিত করিয়াছেন। অথবা তিনি উন্মাদ হইয়াছেন এবং তাঁহার মুখ হইতে যে কি বাহির হইতেছে তাহা তিনি নিজেও বুঝে না। আল্লাহ্ ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে বলেন, তাহারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মুখে যাহা বলিতেছে তাহাদের অন্তর উহা বিশ্বাস করে না। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তাহাদের বক্তব্য যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহারা ভাল করিয়াই জানে। কারণ, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র এমন বাণী আসিয়াছে যাহা কোন মানুষই পেশ করিতে সক্ষম নহে। উহার মুকাবিলা করাও সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের মানুষকে অনুরূপ কুরআন পেশ করিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পক্ষে কখনও এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করা সম্ভব নহে। এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ .

বরং তিনি মহাসত্য লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এই মহা সত্যকে পসন্দ করে না।

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি মুসলমান হইয়া যাও; লোকটি বলিল, যদি আমি ওটা অপসন্দ করি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যদিও তুমি উহা অপসন্দ কর না কেন। কাতাদাহ (র) আরো বলিলেন, বর্ণিত আছে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত অপর এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকেও বলিলেন ঃ 'তুমি ইসলাম গ্রহণ কর' এই কথায় সে অত্যধিক বিরক্ত হইল এবং তাহার চেহারা মলীন হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ আচ্ছা, বলত দেখি, যদি তুমি কোন ভুল ও ভয়াবহ পথে চল এবং তোমার

এমন কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত ঘটে যাহাকে তুমি চিন, তোমাকে কোন সহজ নিরাপদ পথে চলিতে আহবান করে, তবে তুমি কি তাহার অনুসরণ করিবে না? লোকটি বলিল, জী হ্যাঁ, অবশ্যই তাহার অনুসরণ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন, তুমি ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক ভয়াবহ পথ চলিতেছ এবং আমি তোমাকে অধিক সহজ সরল পথের দিকে আহবান করিতেছি। কাতাদাহ (র) বলেন, আরো বর্ণিত আছে একদা এক ব্যক্তির সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ ঘটিল তিনি তাহাকেও ইসলাম গ্রহন করিতে বলিলেন। ইহা তাহারও অপসন্দ হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ আচ্ছা বলতো দেখি, যদি তোমার দুইজন এমন সাথী থাকে যাহাদের একজন তোমার সহিত কথা বলিলে সত্য বলে, তাহার নিকট কোন আমানত রাখিলে উহা আদায় করে; সেই ব্যক্তি তোমার নিকট পসন্দনীয় না ঐ লোকটি যে যখনই তোমার সহিত কথা বলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখিলে খিয়ানত করে ? লোকটি বলিল, সেই ব্যক্তি আমার পসন্দনীয় যে আমার সহিত সত্য কথা বলে, তাহার নিকট আমানত রাখিলে সে খিয়ানত করে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তদ্রুপ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَوِاتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ

সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতে الحق দ্বারা আল্লাহকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেন এবং সেই অনুসারেই শরীয়াতের বিধান প্রস্তুত করিতেন তবে যেহেতু তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদা সঠিক নহে এবং তাহাদের মতও ভিন্ন ভিন্ন এই কারণে আসমান ও যমীন এবং মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তুই বিনষ্ট হইয়া যাইত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْلَانُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ .

এই কুরআনকে দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ করা হইল না? (সূরা যুখরুফ ঃ ৩১)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .

তাহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমত বিতরণ করিতেছে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لَّا يُؤْتُوْنَ النَّاسَ اِلَّا نَقِيْرًا .

অথবা তাহাদের জন্য কি রাজ্যের কোন অংশ আছে তখন তো তাহারা মানুষকে কোন তুচ্ছ বস্তুও দিত না (সূরা নিসা ঃ ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ يَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ

আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমত ভাণ্ডারের মালিক হইতে তবে তোমরা দারিদ্রের ভয়ে ব্যয় করাই বন্ধ করিয়া দিতে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০০) এই সকল আয়াত দ্বারা প্রকাশ মানুষের মত ভিন্ন ভিন্ন, তাহাদের প্রবৃত্তির চাহিদাও পৃথক পৃথক, অতএব তাহারা অক্ষম। অপর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় গুণাবলী কথা ও কাজে শরীয়াত নির্ধারনে ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُوْنَ .

আমি তাহাদিগকে কুরআন দান করিয়াছি কিন্তু তাহারা কুরআন হইতে বিমুখ হইতেছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

اَمْ تَسْاَلُهُمْ خَرَجًا হাসান (র) বলেন, خراج অর্থ পারিশ্রমিক। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ, ভাতা। "فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ" হে রাসূল! আপনি আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত ও তাবলীগের যে কাজ করিতেছেন উহার জন্য তো ঐ সকল লোকের নিকট কোন বিনিময় কিংবা ভাতা চান না বরং আল্লাহ্র নিকট উহার সাওয়াবের আশা করেন আর আপনার প্রতিপালকের দেওয়া বিনিময়ই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَلَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ .

আপনি বলুন, এই দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহিয়া থাকিলে তাহা তোমাদের। আমার বিনিময় কেবল আল্লাহ্র নিকট প্রাপ্য। (সূরা সাবা ঃ ৪৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ .

আপনি বলুন, আমি তো ইহার জন্য কোন বিনিময় চাই না আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৮২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

আপনি বলুন, ইহার জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না, চাই শুধু আত্মীয়তার খাতিরে ভালবাসা। (সূরা শুরা ঃ ২৩)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ
اتَّبِعُوْا مَنْ لاَ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا .

শহরের শেষ প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, হে আমার কাওম! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। এমন লোকের অনুসরণ কর যে তোমাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করে না। (সূরা ইয়াসীন ঃ ২০)

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ .

আপনি তো তাহাদিগকে সঠিক পথের দিকে আহবান করিতেছেন। আর যাহারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাহারা সঠিক পথ হইতে সরিয়া চলিতেছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ... ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসিল। এবং তাঁহাদের একজন তাঁহার পায়ের কাছে এবং অপর জন্য তাঁহার মাথার কাছে বসিল। যেই ফিরিশ্তা তাঁহার পায়ের কাছে বসা ছিল সে মাথার কাছে উপবিষ্ট ফিরিশ্তাকে বলিল, এই লোকটি কিংবা এই লোকটির উম্মাতের জন্য একটি উপমা পেশ কর। তখন উক্ত ফিরিশ্তা বলিল, এই লোকের কিংবা এই লোকের উম্মাতের উপমা হইল, সেই সকল সফরকারী লোকদের মত যাহারা সফর করিতে করিতে একটি ভয়াবহ ময়দানের অগ্রভাবে পৌছিয়াছে, কিন্তু এমন সময় তাহাদের সফরের সকল উপায় উপকরণ শেষ হইয়াছে, তাহাদের নিকট এমন কোন সম্বল নাই, যাহা দ্বারা তাহারা ময়দান পাড়ী দিয়া গন্তব্য স্থলে পৌছিতে পারে। আর এমন সম্বলও নাই যে তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে। এমন সময় তাহাদের নিকট সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি যদি তোমাদিগকে সুজলা সুফলা বাগানে লইয়া যাই তবে কি তোমরা আমার সহিত চলিবে। তাহারা বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর তাহারা ঐ লোকটির সহিত চলিতে লাগিল এবং একটি মনোরম বাগানে প্রবেশ করিল। তাহারা তথায়

পানাহার করিল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইল। অতঃপর লোকটি তাহাদিগকে বলিল, তোমরা অত্যধিক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলে। আমি কি তোমাদিগকে এই সুজলা সুফলা বাগানে লইয়া আসি নাই। তাহারা বলিল, হ্যাঁ। তখন লোকটি বলিল, তোমাদের সম্মুখে ইহা অপেক্ষা অধিক মনোরম বাগান আছে। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর। তখন তাহাদের একটি দল বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! লোকটি সত্য বলিয়াছে, আমরা অবশ্যই তাঁহার অনুসরণ করিব। অপর একটি দল বলিল, আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমরা তো এখানেই অবস্থান করিব।

হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) বলেন, যুহাইর (র) ... ... হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি তোমাদের কোমর ধরিয়া তোমাদিগকে অগ্নি হইতে সরাইয়া রাখিতেছি। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাজিত করিয়া পতঙ্গ ও ফড়িংয়ের ন্যায় উহাতে প্রবেশ করিতে চাহিতেছ। আমি তোমাদের কোমর ছাড়িয়া দিবার উপক্রম হইয়াছি। জানিয়া রাখ, আমি হাউযে কাউসার-এর নিকট তোমাদিগকে পানি পান করাইবার জন্য অগ্রে উপস্থিত থাকিব এবং তোমরা পানি পানের জন্য একত্রিত হইয়া ও পৃথক পৃথকভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি তোমাদিগকে আলামত ও নামসহ তদ্রুপ চিনিতে পারিব যেমন কোন ব্যক্তি এক নব আগন্তুক উটকে তাহার নিজের উটের পালের মধ্যে চিনিতে পারে। অতঃপর বাম দিকের আযাবের ফিরিশ্‌তা তোমাদের কিছু লোককে লইয়া যাইতে চাহিবে। তখন আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন করিব, হে আমার প্রতিপালক! এই সকল লোক তো আমার উম্মাত। তখন তিনি বলিবেন, হে মুহাম্মদ (সা) আপনি ইহা জানেন না যে, তাহারা আপনার ইন্তিকালের পরে কি সব অপকর্ম করিয়াছে। এই সকল লোক আপনার পরে উল্টা দিকে ধাবিত হইয়াছে। আমি তোমাদের মধ্য হইতে সেই লোককেও চিনিতে পারিব যে, তাহার গর্দানের উপর ছাগল বহন করিয়া আসিবে। ছাগল চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলিয়া দিব যে, আমি তোমাদের কোন সাহায্য করিতে পারিব না। আমি তো তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। অনুরূপভাবে তোমাদের মধ্য হইতে কেহ উট বহন করিয়া আসিবে। উট চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আমার নাম উচ্চারণ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকিবে। তাহাদিগকেও আমি বলিয়া দিব, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের জন্যও আমার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। আমি সেই সকল লোকও চিনিব যাহার স্বীয় গর্দানে ঘোড়া বহন করিয়া আসিবে। ঘোড়ার চিৎকার করিতে থাকিবে। আর ঐ সকল লোক আর্তনাদ করিয়া আমাকে ডাকিবে। আমি তাহাদিগকেও অনুরূপ উত্তর

দিব। তোমাদের কিছু লোক তাহার কাঁধে চামড়ার মশক বহন করিয়া আসিবে। তাহারা আমার নাম উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে থাকিবে। আমি তাহাদিগকেও এই একই উত্তর দিব। আলী ইব্ন মাদীনী (র) বলেন, হাদীসটির সূত্র হাসান তবে হাফসা ইব্ন হুসাইদ নামক রাবী অপরিচিত। ইয়াকুব ইব্ন আবদুল্লাহ আশ'আরী (র) ব্যতিত আর কেহ তাহার নিকট হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, হ্যাঁ, হাফসা ইব্ন হুসাইদ (র) হইতে আশ'আস ইব্ন ইসহাক (র) ও রিওয়ায়েত করিয়াছেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) তাহাকে 'সালিহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। নাসায়ী ও ইব্ন হাব্বান (র) তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُوْنَ .

যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাহারা সঠিক পথ হইতে সরিয়া যাইতেছে। نَاكِبُوْنَ অর্থ যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাহারা সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হয়। যেই ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া অপথ গ্রহণ করে, আরবগণ তাহার সম্পর্কে نكب فلان عن الطريق অমুক ব্যক্তি পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদের কুফরীর কঠোরতার উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কুফরের মধ্যে এতই কঠোর যে, যদি আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহাদিরকে বিপ দূর করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে কুরআন বুঝাইয়া দেন তবুও তাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবে না। বরং তাহারা কুফরকে গ্রহণ করিয়াই থাকিবে। তাহাদের হঠকারিতা ও বিরোধিতা একটু ও হ্রাস পাইবে না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ

আর যদি আল্লাহ্ তাহাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলিয়া জানিতে পারিতেন তবে তাহাদিগকে কুরআন শুনাইই ছাড়িতেন। আর তাহাদিগকে যদি কুরআন শুনাইতেন তবে তাহারা উল্টা দিকেই মুখ ফিরাইয়া লইত। (সূরা আনফাল ঃ ২৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ لَانُكَذِّبُ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

যখন তাহাদিগকে দোযখের মধ্যে উপস্থিত করা হইবে তখন তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভাগ্য যদি আমাদিগকে আবার প্রত্যাবর্তন ঘটিত যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতাম না। আর বিশ্বাসীদের অর্ন্তভুক্ত হইতাম। (সূরা আন'আম ঃ ২৭)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَمَا نُهُوْا عَنْهُ

বরং পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত উহা এখন প্রকাশ পাইবে, বস্তুত তাহাদিগকে যদি প্রত্যাবর্তনও করা হয় তবুও তাহারা নিষিদ্ধ কাজ হইতে ফিরিবে না। (সূরা আন'আম ঃ ২৮) ইহা একটি এমন বিষয় যাহা সংঘটিত হইবে না। যদি সংঘটিত হয় তবে যে কি হইবে উহা আল্লাহ্-ই জানেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত পবিত্র কুরআনে 'لو' এর সাহায্যে যেই সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে উহা কখনও সংঘটিত হইবেনা।

(٧٦) وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ

(٧٧) حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

(٧٨) وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

(٨٩) وَهُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

(٨٠) وَهُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

(٨١) بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ

(٨٢) قَالُوْآ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ

(٨٣) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৭৬) আমি উহাদিগকে শাস্তি দ্বারা ধৃত করিলাম কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের প্রতি বিনত হইল না। এবং কাতর প্রার্থনাও করে না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলিয়া দেই তখনই উহারা ইহাতে হতাশ হইয়া পড়ে। (৭৮) তিনিই তোমাদিগের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে তাঁহারই নিকট একত্র করা হইবে। (৮০) তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাহারই অধিকারে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন। (৮১) এতদ্‌সত্ত্বেও উহারা বলে, যেমন বলিয়াছিল পূর্ববর্তীগণ। (৮২) উহারা বলে আমাদিগের মৃত্যু ঘটিলেও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হইব? (৮৩) আমাদিগকে তো এই বিষয়েই প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইয়াছে এবং অতীতে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণকেও ইহা তো সে কালের উপকথা ব্যতিত আর কিছুই নহে।

তাফসীর ঃ- আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ অবশ্যই আমি কাফিরদিগকে বিপদ ও শাস্তিতে লিপ্ত করিয়াছি।

فَمَا اسْكَانُوْا لِرَبِّهِمْ مَّا يَتَضَرَّعُوْنَ

কিন্তু তাহারা উহার কারণে বিনত হয় নাই আর মিনতিও করে নাই অর্থাৎ তাহারা ঐ শাস্তির কারণে তাহাদের কুফর হইতে ফিরিয়া ঈমান আনয়ন করে নাই বরং তাহাদের গুমরাহী ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন রহিয়াছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ

তাহাদের নিকট যখন আমার শাস্তি আসিল তখন তাহারা কোন মিনতী করিল না। বরং তাহাদের অন্তর কঠোর হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৪৩)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ! আত্মীয়তাও আল্লাহ্‌র কসম দিয়া তোমাকে বলিতেছি তুমি আমাদের জন্য তোমার আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর। কারণ আমরা দূর্ভিক্ষের কারণে চরম কষ্ট ভোগ করিতেছি, এমনকি এখন গোবর ও রক্ত খাইতে বাধ্য হইয়াছি। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا

ইমাম নাসাঈ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন আকীল (র) হুসাইন হইতে অত্রসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কুরাইশরা যখন চরম অবাধ্যতা প্রকাশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদের জন্য বদ্ দু'আ করিলেন, তিনি বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ

হে আল্লাহ্! আপনি তাহাদের উপর হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাত বৎসরের দূর্ভিক্ষের ন্যায় সাত বৎসরের দূর্ভিক্ষ দ্বারা কাফিরদের উপর আমাকে সাহায্য করুন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র)... ওহব ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কায়সান (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার ওহব ইব্‌ন মুনাব্বেহকে বন্দি করা হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, তোমাকে কি একটি কবিতাংশও শুনাইব না, তখন ওহব তাহাকে বলিলেন, আমরা তো আল্লাহ্‌র পক্ষের শাস্তিতে লিপ্ত। আর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُوْنَ .

আমি তাহাদিগকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি। কিন্তু তাহারা বিনীতও হয় নাই আর মিনতীও করে নাই। অতএব এখন কবিতা শুনিবার সময় নহে। রাবী বলেন, অতঃপর ওহ্‌ব একাধারে তিন দিন সাওম রাখিলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইফ্‌তার ছাড়াই আপনি এমন সাওম রাখিতেছেন? তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এক নতুন বিপদ আসিয়াছে। অতএব আমিও অধিক ইবাদত শুরু করিয়াছি।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

حَتّٰى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيْدٍ اِذَا هُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র হুকুম অর্থাৎ কিয়ামত সমাগত হইবে এবং ধারণাতীত শাস্তিতে লিপ্ত হইবে, তখন তাহারা সর্বপ্রকার নৈরাশ্যের শিকার হইবে। সর্বপ্রকার কল্যাণ ও আরাম আয়েশ হইতে বঞ্চিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণকে যেই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে চক্ষু, কর্ণ ও জ্ঞান বিবেক দান করিয়াছেন যাহার সাহায্যে তাহারা ঐ সকল নিদর্শনাবলীকে বুঝিতে পারে যাহা আল্লাহ্র একত্ববাদকে প্রমাণ করে। এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, তিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে সক্ষম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ

তোমরা আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহের প্রতি কতই না অকৃতজ্ঞতা কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ دَمْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ

যদিও আপনি মানুষের ঈমান আনিবার জন্য লোভ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনিবার নহে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মহাশক্তি ও বিশাল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনিই সকল মাখলূক সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশাল পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিয়াছেন। অবশেষে কিয়ামত দিবসে সকল মাখলূককে স্বীয় দরবারে একত্রিত করিবেন। ছোট-বড়, নর-নারী, প্রকাণ্ড ও তুচ্ছ কোন একটিও বাদ পড়িবে না। সকলই তিনি পুনরায় জীবিত করিবেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ

তিনিই জীবন দান করেন। অর্থাৎ যিনি এই পৃথিবীতে জীবন দান করিয়াছেন তিনিই পুনরায়ও জীবন দান করিবেন। পঁচা গলা হাড্ডিগুলিকে তিনি সজীব করিয়া স্বীয় দরবারে উপস্থিত করিবেন। মৃত্যুও তিনিই ঘটান।

وَلَهُ اخْتِلاَفُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

রাত্র ও দিবসের পরিবর্তন তাঁহারই ক্ষমতাধীন। উভয়ই একটি অপরটির পরে আগত হয়। তাহার নির্দেশ ব্যতিত একটির মধ্যেও কম ও বৃদ্ধি হয় না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ .

না তো সূর্যের পক্ষে চন্দ্রকে পাওয়া সম্ভব আর না রাত্র দিনের পূর্বে আসিতে পারে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৪০)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

তোমাদের এতটুকু জ্ঞান কি নাই যাহার সাহায্যে তোমরা সেই মহান শক্তিমানকে জানিতে ও বুঝিতে পার? যিনি সকল বস্তুর উপর বিজয়ী সকল বস্তু যাহার সমীপে বিনম্র ও বিনত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। তাহাদের আর তাহাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের মধ্যে সাদৃশ্যতা ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ قَالُوْا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُوْنَ .

তাহারাও তাহাদের পূর্ববর্তীদের মত কথাবার্তা বলে। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৮১)

قَالُوْا اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اَاِنَّا لَمَبْعَثُوْنَ .

তাহারা বলে, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করিব এবং মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হইব সেই অবস্থায়ও কি আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে! (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪৮) অর্থাৎ মানুষের পচিয়া গলিয়া যাইবার পর পুনরায় তাহাদের জীবিত হওয়া অসম্ভব।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَاٰبَاءُنَا هٰذَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ .

আমাদের সহিত এই যে ওয়াদা করা হইয়াছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সহিতও এই একই ওয়াদা করা হইয়াছিল। ইহা তো কেবল পূর্ববর্তীদের খোশগল্প মাত্র। অর্থাৎ পুনরায় জীবিত হওয়াটা অসম্ভব। পূর্ববর্তী উম্মাতদের গ্রন্থ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াই ইহার সংবাদ দান করা হইতেছে। কাফিরদের অনুরূপ মন্তব্য অন্যত্র অন্য আয়াতেও উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ .

আমরা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড্ডি হইয়া যাইব তখনও কি আমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে? তাহারা বলিতে লাগিল এই অবস্থায় এই প্রত্যাবর্তন বড়ই ক্ষতিকর হইবে। উহা মাত্র একটি বিকট ধ্বনি হইবে। ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ ময়দানে উপস্থিত হইবে। (সূরা নাযি'আত ঃ ১১-১৪) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظٰمَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ .

মানুষ কি ইহা লক্ষ্য করে না যে, আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি অতঃপর সে প্রকাশ্য বিতর্ককারী হইল। আর আমার সম্পর্কে এক উপমা পেশ করিল, এবং সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া গেল। সে বলে এই পচা গলা হাড়গুলিকে কে জীবিত করিবে? আপনি বলুন, ঐ সকল হাড্ডিগুলিকে সেই মহান সত্তা পুনরায় জীবিত করিবেন যিনি উহাতে প্রথমবার জীবন দান করিয়াছেন এবং তিনিই সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৭-৭৯)

(٨٤) قُلْ لِّمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(٨٥) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ

(٨٦) قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(٨٧) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

(٨٨) قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(٨٩) سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ

(٩٠) بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৮৪) জিজ্ঞাসা কর, এই পৃথিবী এবং ইহাতে যাহারা আছে তাহারা কাহার, যদি তোমরা জান? (৮৫) উহারা বলিবে আল্লাহ্র। বল তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না? (৮৬) জিজ্ঞাসা কর, কে সপ্তাকাশ এবং মহা আরশের অধিপতি? (৮৭) উহারা বলিবে, আল্লাহ্। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না। (৮৮) জিজ্ঞাসা কর সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন, এবং যাহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? (৮৯) উহারা বলিবে, আল্লাহর। বল, তবুও তোমরা কেমন করিয়া বিভ্রান্ত হইতেছে? (৯০) বরং আমি তো উহাদিগের নিকট সত্য পৌঁছাইয়াছি, কিন্তু উহারা তো মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধমে আল্লাহ্ তাঁহার একত্ববাদকে প্রমাণ করেন এবং ইহাও প্রমাণ করেন যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই এবং যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারীও কেবল তিনিই যেন মানব গোষ্ঠি ইহা বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্-ই একমাত্র ইলাহ্ কেবল তিনিই ইবাদাতের যোগ্য, তাঁহার কোন শরীক নাই। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) কে ঐ সকল মুশরিকদিগকে আয়াতসমূহে উল্লেখিত প্রশ্ন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্র সহিত অন্যকে ইবাদতে শরীক করে, অথচ, তাহারা রব ও প্রতিপালক হিসাবে কেবল আল্লাহকে স্বীকার করে। রবূবিয়াতে তাহারা অন্য কাহাকেও আল্লাহ্র সহিত শরীক করেনা। তাহারা ইহাও স্বীকার করে যে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত ইবাদতে শরীক করে তাহারা সৃষ্টিতে শরীক নহে তাহারা কোন বস্তুর মালিকও নহে। বস্তুত তাহারা ঐ সকল মাবূদকে কেবল আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلاَّ لِقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

আমরা তাহাদিগকে কেবল এই জন্যই উপাসনা করি যেন তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে আমাদের সহায়ক হয়। (সূরা যুমার ঃ ৩) এই সকল মুশরিকদিগকেই প্রশ্ন করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)কে বলেন,

قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا

আপনি তাহাদিগকে বলুন, যমীন ও যমীনে অবস্থিত জীবজন্তু, ফলফুল ইত্যাদি বস্তুসমূহের মালিক কে? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ। যদি তোমরা উহার উত্তর জান তবে বল سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ তাহারা অবশ্যই আপনার কাছে ইহা স্বীকার করিবে যে, ঐ সব কিছুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। উহাতে আর কেহ তাঁহার শরীক নাই। যখন ইহাই সত্য তখন قُلْ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তোমরা কি ইহা ভাবিয়া দেখ না যে কেবল যিনি সৃষ্টিকর্তা ও যিনি রিযকদাতা ইবাদত কেবল তাঁহারই করিতে হয়, অন্যের নহে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ .

হে নবী! আপনি, মুশরিকদের নিকট এই প্রশ্নও করুন যে, সাতটি আসমানের উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জের ও আসমানের দিগন্তসমূহে অবস্থানরত ফিরিশ্তাগণের সৃষ্টিকর্তা কে? আর মহান আরশের অধিপতিই বা কে? যেই আরশ সকল মাখলূকের জন্য ছাদ স্বরূপ। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

شَانُ اللّٰهُ اَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ اَنَّ عَرْشَهُ عَلٰى سَمٰوٰتِهٖ هٰكَذَا .

আল্লাহ্‌র শান অনেক বড়। তাঁহার আরশ আসমানসমূহের উপর এমনিভাবে বিরাজমান। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন স্বীয় হাত গম্বুজের ন্যায় করিয়া বলিলেন, এইরূপ। অপর এক হাদীসে বর্ণিত, সকল আসমানসমূহ ও যমীনসমূহ এবং যাহা কিছু উহার মধ্যে অবস্থিত উহা আল্লাহ্‌র কুরসীর তুলনায় এক বিশাল ময়দানে পড়া একটি বৃত্তাকার ছোট বস্তুর মত। এবং কুরসী ও উহাতে অবস্থিত বস্তুসমূহ আরশের তুলনায়ও অনুরূপ বৃত্তাকার বস্তুর মত। এই কারণেই কোন কোন পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরাম বলিয়াছেন, নগন্য আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দুরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দুরত্ব। আর সপ্তম যমীন হইতে উহার উচ্চতাও পঞ্চাশ হাজার বৎসরের দুরত্ব। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইবে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আরশ'কে উহার উচ্চতার কারণেই 'আরশ' দ্বারা নামকরণ করা হইয়াছে। আমাশ (র) কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আসমানসমূহ 'আরশ'-এর তুলনায় আসমান ও যমীনের মাঝে একটি ঝুলন্ত প্রদীপ সমতুল্য। মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানসমূহ ও যমীন আরশের তুলনায় একটি বিশাল ময়দানে একটি পড়া ছোট বৃত্তাকার ছোট বস্তুর মত। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন সালিম (র)... ... ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাহারও পক্ষে আরশ-এর পরিমাপ করা সম্ভব নহে। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, কেবল আল্লাহ্-ই উহার পরিমাপ জানেন। কোন কোন সালফ বলেন, আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা প্রস্তুত। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ মর্যাদাশীল আরশের অধিপতি। সূরার শেষে রহিয়াছে ঃ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ মনোরম ও সৌন্দর্যময় আরশের অধিপতি। আল্লাহ্ তা'আলা আরশকে উহার উচ্চতা ও সৌন্দর্যের কারণে 'عَظِيْم' অর্থাৎ বড়ই মর্যাদাশীল বলিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কোন রাত্র দিন নাই। তাঁহার সত্তার নূরেই আরশ উজ্জ্বল ঃ

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ ۚ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ

তাহারা অবশ্যই বলিবে, এই সকল মহান বস্তুর মালিক ও অধিপতি কেবল, আল্লাহ্। অতএব তোমরা যখন ইহা স্বীকার কর যে, আল্লাহ্-ই আসমান ও যমীনে সমূহের মালিক এবং মহান আরশের অধিপতি তবে কেন তোমরা তাঁহাকে ভয় কর না এবং কেনই বা তোমরা ইবাদত ও উপাসনায় অন্যকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক কর।

আবূ বকর আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূদ দুনিয়া কুরাশী (র) "আত্‌তাফাক্‌কুর ওয়াল-ইতিবার" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... ... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় জাহেলী যুগের একজন মহিলার ঘটনা বলিতেন, মহিলাটি একটি পাহাড়ের শিখরে তাহার একটি পুত্র সন্তানের সহিত বাস করিত। তাহার পুত্র তথায় ছাগল চরাইত। একরাত সে তাহার আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ। জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ। তাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, আসমানসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, পাহাড়সমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। সে জিজ্ঞাসা করিল, এই ছাগলসমূহকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহার আম্মা বলিল,আল্লাহ্। অতঃপর তাহার পুত্র বলিল, আল্লাহ্ এতই মর্যাদার অধিকারী? তাঁহার অন্তরে আল্লাহ্‌র বড়ত্ব ও মহত্বের এতই প্রভাব পড়িল যে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে পাহাড়ের শিখর হইতে নিচে পড়িয়া গেল এবং এইভাবে তাহার মৃত্যু ঘটিল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) ও অনেক সময় এই হাদীসটি শুনাইতেন। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, হাদীসের সনদের রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাফর মাদীনা (র) সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি আলী ইব্‌ন মাদীনীর পিতা।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ

আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সকল সম্রাজ্যের মালিক কে ? আর কাহার হাতেই বা উহার কর্তৃত্ব ? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا .

যত চলমান প্রাণী আছে সবই আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) অনেক সময় বলিতেন ঃ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন। তিনি যখন কঠিন শপথ করিতেন, তখন বলিতেন ঃ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ। সেই সত্তার কসম, যিনি অন্তর সমূহকে পরিবর্তন করেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাই সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই মালিক ও সর্বপ্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনকারী।

وَهُوَ يُجْبِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

আর তিনিই আশ্রয়দান করেন, তাহার উপর অন্য কেহই আশ্রয় দিতে পারেন না। আরবে সাধারণভাবে এই নিয়ম ছিল, তাহাদের গোত্রীয় সর্দার যদি কাহাকে আশ্রয় দান

করিত তবে সকলেরই তাহার আশ্রয়দানকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সর্দার ব্যতিত অন্য কেহ আশ্রয় দিলে সর্দারের পক্ষে উহা গ্রহণ করা জরুরী হইত না। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, সকলের উপর কেবল তাঁহারই কর্তৃত্ব চলিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদও করিতে পারে না। অবশ্য তিনিই সকলের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই ঘটে আর যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা ঘটিতে পারেনা।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ .

তাঁহার বড়ত্ব মহত্ত্বের কারণে তাঁহাকে কেহ কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারে না। কিন্তু সকল মানুষকে তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَرَبِّكَ تَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি সকলকেই তাহাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ

তাহারা বলিবে, মহান সম্রাজ্যের অধিকারী, যিনি সকলকে আশ্রয় দিতে পারেন। কাহাকে অন্য কেহ আশ্রয় দিতে পারে না, তিনি কেবল সেই মহান আল্লাহ্ যাঁহার কোন শরীক নাই।

قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ আপনি বলুন, তবে তোমাদের কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে তোমরা কি যাদুগ্রস্ত হইয়াছি! তোমরা ইহার পরও কিভাবে আল্লাহ্র সহিত অন্যকে ইবাদত ও উপাসনায় শরীক করিতে পার। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ

বরং তাহাদের নিকট আমি তাওহীদের সত্য পেশ করিয়াছি। এবং উহার জন্য অকাট্য দলীল পেশ করিয়াছি।

وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র ইবাদতে অন্যকে শরীক করিয়া এই মহা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ, উহার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উহার কোনই দলীল ও যুক্তি তাহারা পেশ করিতে সক্ষম নহে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ .

যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে শরীক করে তাহার নিকট উহার কোনই প্রমাণ নাই। তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার হিসাব নিকাশ হইবে। কাফিররা কখনও সফল হইতে পারিবে না। (সূরা মু'মিনুন ঃ ১১৭) অতএব মুশরিকরা যাহা কিছু করিতেছে তাহার নিকট কোনই দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ .

মুশরিকরা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে এই ধর্মের উপর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদেরই পদানুসরণ করিয়া চলিব। (সূরা যুখরুফ ঃ ২৩)

(٩١) مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

(٩٢) عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৯১) আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার সহিত অপর কোন ইলাহ নাই; যদি থাকিত হবে প্রত্যেক ইলাহ্ স্বীয় সৃষ্টি লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিত। উহারা যাহা বলে তাহা হইতে তো আল্লাহ্ কত পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, উহারা কাহাকে শরীক করে, তিনি তাহার উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা হইতে পবিত্র ঘোষণা করিয়াছেন এবং ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহার কোন শরীকও নাই। যদি আল্লাহ্‌র কোন শরীক থাকিত তবে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাবূদই তাহার সৃষ্টবস্তু লইয়া পৃথক হইয়া যাইত এবং তখন জগতে শৃঙ্খলা বজায় থাকিত না। অথচ, উর্ধ্ব ও অধঃজগতের পূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا تَرٰى فِى خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ .

পরম করুণাময় আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাইবে না। (সূরা মুল্‌ক ঃ ৩) যদি সৃষ্টিকর্তা একাধিক হইত তবে প্রত্যেকেই অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিত। একজন অন্য জনকে পরাজিত করিতে চাহিত। মুতাকাল্লিমগণ দলীলের এই পদ্ধতিকে 'تمانع' নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাঁহারা এই দলীলের এইরূপ ব্যাখ্যা দান করেন, যদি দুই কিংবা দুইয়ের অধিক সৃষ্টিকর্তা মানিয়া লওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে যদি একজন কোন বস্তুকে হেলাইতে চায় এবং অপর জন উহাকে স্থির রাখিতে চায়, তবে যদি কেহ স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলে সফল না হয় তবে বলিতে হইবে উভয়-ই অক্ষম। অথচ, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও মা'বূদ হইবেন, তিনি অক্ষম হইতে পারেন না। কিন্তু উভয় উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। অতএব উভয় উদ্দেশ্য সফল হওয়াও সম্ভব নহে। আর একাধিক মা'বূদ মানিবার কারণেই এই অসম্ভব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সুতরাং একাধিক মা'বূদ হওয়াও অসম্ভব। অপর দিকে যদি একজনের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং অন্যের উদ্দেশ্য বিফল হয়, তবে যিনি উদ্দেশ্যে সফল হইবে তাহাকেই মাবূদ বলিতে হইবে এবং তিনিই আল্লাহ্। আর পরাজিত ও উদ্দেশ্যে বিফল ব্যক্তিকে মা'বূদ ও আল্লাহ্ বলা যাইবে না। যিনি আল্লাহ্ তিনি বিফলতার কলংক হইতে পবিত্র।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

এই যালিম মুশরিকরা আল্লাহ্র সন্তান আছে ও শরীক আছে বলিয়া যাহা কিছু দাবী করিতেছে তিনি উহা হইতে পবিত্র।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

তিনি মাখলূক হইতে যাহা কিছু গাইব এবং যাহা কিছু তাহারা দেখিতেছে তিনি উহার সব কিছু সম্বন্ধে জ্ঞাত। فَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অতএব আল্লাহ্ তা'আলা যালিম মুশরিকদের সাব্যস্ত করা শিরক হইতে উর্ধ্বে।

(٩٣) قُلْ رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّىْ مَا يُوْعَدُوْنَ

(٩٤) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِىْ فِى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(٩٥) وَاِنَّا عَلٰٓى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

(٩٦) اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ

(৯৭) وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

(৯৮) وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৯৩) বল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হইতেছে, তুমি যদি তাহা আমাকে দেখাইতে চাও। (৯৪) তবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিও না। (৯৫) আমি তাহাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি আমি তাহা তোমাকে দেখাইতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের মুকাবিলা কর যাহা উত্তম তাহা দ্বারা; উহারা যাহা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (৯৭) বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা হইতে। (৯৮) হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাহাদিগের উপস্থিতি হইতে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বিপদকালে এই দু'আ করিবার জন্য নির্দেশ দিতেছেন,

رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوْعَدُوْنَ

হে আমার প্রতিপালক! যদি আপনি ঐ সকল যালিম মুশরিকদিগকে শাস্তি দান করেন এবং আমি তখন উপস্থিত থাকি তবে আমাকে সেই শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করিবেন না। যেমন ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রহিয়াছে এবং ইমাম তিরমিযী (র) উহা বিশুদ্ধ বলিয়া প্রকশ করিয়াছেন,

وَاِذَا اَرَدْتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ ۔

হে আমার আল্লাহ্ ? আপনি যখন. কোন কাওমের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন তখন আমাকে শাস্তি মুক্তাবস্থায়ই মৃত্যুদান করুন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّا عَلٰى اَنْ نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقٰدِرُوْنَ

ঐসকল কাফির মুশরিদের প্রতি যেই সকল বিপদ ও শাস্তি অবতীর্ণ করিব আমি ইচ্ছা করিলে উহা আপনাকে দেখাইতে পারি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় করিবার সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন, আর তাহা হইলে মানুষের দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার অসদাচারণের পরিবর্তে সদাচারণ। এই পদ্ধতিতেই তাহাদের শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

ইরশাদ হইতেছে ঃ

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ .

মন্দ ও অসদ্ব্যবহারকে আপনি উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ করুন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ
وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا .

হে রাসূল! আপনি উত্তম পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করুন, তখন আপনি দেখিতে পাইবেন, যে আপনারও যাহার মাঝে শত্রুতা বিদ্যমান সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর যাহারা মানুষের কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে কেবল তাহারাই এই মর্যাদা লাভ করে। (সূরা হা-মীম-আস-সাজ্দা ঃ ৩৪-৩৫)

وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ .

আর ইহা কেবল তাহারই ভাগ্যে ঘটে যে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী।

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمْزٰةِ الشَّيْطٰنِ .

আর হে রাসূল! আপনি বলুন। আমি শয়তানদিগের প্ররোচনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্ররোচনা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হুকুম করিয়াছেন। কারণ, শয়তান এতই ধূর্ত যে, তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার তদ্বীরও কৌশল কার্যকরী হয় না। আর ভাল কাজের জন্য অনুগতও হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শয়তান হইতে আশ্রয়ের জন্য এই দু'আ করিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

আমি বিতাড়িত শয়তান হইতে, উহার প্ররোচনা হইতে উহার ফুৎকার হইতে এবং উহার যাদু হইতে যিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন সেই আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

আর শয়তান আমার কোন কাজে উপস্থিত থাকুক, ইহা হইতেও হে আল্লাহ্! আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

যেহেতু শয়তান মানুষের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সকল কাজে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিবার জন্য এবং পানাহার, স্ত্রী মিলন ও অন্যান্য কাজেও শয়তানকে বিতাড়িত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আও করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَمِنَ الْغَرْقِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِى الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ .

হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট অতি বার্ধক্য হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং বিধ্বস্ত হইয়া ও ডুবিয়া মরণ হইতে এবং মৃত্যুকালে শয়তানের প্ররোচনা হইতেও আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)....... আমর ইব্ন শু'আইব (র) তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে কায়েকটি কলেমা শিক্ষা দিয়াছেন যাহা ভয়ভীতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিদ্রাকালে বলিতেন ঃ

بِاسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ .

আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁহার ক্রোধ ও তাঁহার শাস্তি হইতে তাঁহার বান্দাদের অকল্যাণ হইতে শয়তানদের প্ররোচনাসমূহ এবং আমার নিকট উহাদের উপস্থিতি হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) স্বীয় বালিগ সন্তানদিগকে এই দু'আ নিদ্রাকালে পাঠ করিবার জন্য এই দু'আ শিক্ষা দিতেন। আর যে ছোট সন্তান যাহারা দু'আ শিক্ষা করিতে সক্ষম নহে তাহাদের জন্য উহা লিখিয়া গলায় লটকাইয়া দিতেন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব।

(৯৯) حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ

(১০০) لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৯৯) যখন উহাদিগের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ কর, (১০০) যাহাতে আমি সৎকর্ম করিতে পারি যাহা পূর্বে করি নাই না ইহা হইবার নয়। ইহা তো উহার একটি উক্তি মাত্র। উহাদিগের সম্মুখে বারযাখ থাকিতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ- মৃত্যুকালে কাফিরদের এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বেলায় সীমালংঘন কারীদের যেই দুরাবস্থা হইবে এবং তখন তাহারা আল্লাহ্‌র দরবারে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করিবার জন্য যেই দরখাস্ত করিবে যেন তাহারা তাহাদের ভুলত্রুটি সংশোধন করিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে উহার যেই জওয়াব দান করা হইবে উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ

হে আল্লাহ্! আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরাইয়া দিন। আল্লাহ্ বলেন, কখনও এইরূপ হইবে না।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَاتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ
اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ
نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

আর আমি তোমাদিগকে যেই রিযিক দান করিয়াছি উহা হইতে তোমাদের মৃত্যুর আসিবার পূর্বেই ব্যয় কর- আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ১০-১১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ
اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ
مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۔

আর মানুষকে সেই দিনের ভীতি প্রদর্শন করুন যেই দিন তাহাদের নিকট শাস্তি আসিবে। তখন সীমা লংঘনকারীরা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকের কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করিব। তোমরা কি পূর্বে শপথ করিয়া বলিতে না যে, তোমাদিগের পতন নাই? (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَاْتِىْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاۤءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ۔

যেই দিন শাস্তি সমাগত হইবে সেই দিন পূর্বে যাহারা তাহাকে ভুলিয়া ছিল, তাহারা বলিবে আমাদের নিকট সত্যসহ আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আসিয়াছিলেন, আজ কি আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী আছে, যাহারা আমাদের জন্য আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করিতে পারে কিংবা পুনরায় আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন আমরা পূর্বের মন্দ কাজ ত্যাগ করিয়া ভাল কাজ করিতাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ۔

আর হে রাসূল! যদি আপনি ঐ অবস্থা দেখিতেন যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতি পালকের সমীপে মাথা অবনত হইয়া থাকিবে আর বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের তো এখন চক্ষু কর্ণ খুলিয়াছে। অতএব আপনি আমাদিগকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করুন। আমরা ভাল কাজ করিব। আমরা এখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি। (সূরা সাজদা ঃ ১২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۔

হে রাসূল! যদি আপনি সেই অবস্থা দেখিতেন, যখন তাহাদিগকে (কাফিরদিগকে) দোযখের মধ্যে উপস্থিত করা হইবে। এবং তাহারা আফসোস করিয়া বলিবে, হায় যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হইত। হায়! যদি আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করিতাম। আর তাহারা অবশ্যই মিথ্যা আরোপকারী। (সূরা আন'আম ঃ ২৭-২৮)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَى اِذَا الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ

আর হে রাসূল! যদি আপনি সেই অবস্থা দেখিতেন, যখন যালিমরা আযাব দেখিয়া বলিবে, পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের কি কোন উপায় আছে? (সূরা শুরা ঃ ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَجَعَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِنْ سَبِيْلٍ .

তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি দুইবার করিয়া আমাদিগকে মৃত্যু দিয়াছেন এবং দুইবার আমাদিগকে জীবিত করিয়াছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিয়া লইয়াছি। অতএব পৃথিবীতে পুনরায় যাইবার কি কোন উপায় আছে? (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ .

আর সেই সকল কাফিররা দোযখের মধ্যে চিৎকার করিতে থাকিবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করুন, আমরা যেই সকল সকল খারাপ করিয়া উত্তম কাজ করিব। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু বয়স দান করিয়া ছিলাম না, যাহাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত। আর তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূল আসিয়াছিলেন। অতএব তোমরা শাস্তি ভোগ করিতে থাক। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে ইহার উল্লেখ হইয়াছে যে, কাফিররা তাহাদের মৃত্যুকালে পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে চাইবে। অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পর সৎকাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আল্লাহ্ নিকট পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কিন্তু তাহাদের ঐসকল দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। ইরাশাদ হইয়াছে ঃ

كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا .

তাহাদের ঐসকল দরখাস্ত কখনও গ্রহণ করা হইবে না। ইহা তো একটি বাজে কথা যাহা তাহারা বলিতে থাকিবে।

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, "ইহা এমনি একটি কথা যাহা বাধ্য হইয়াই তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইবে।" অবশ্য

ইহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, তাহাদের ঐ দরখাস্ত এই জন্য গ্রহণ করা হইবে না, যেহেতু উহা গ্রহণ করা হইলেও উহার প্রতি আমল হইবে না। তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা হইলেও তাহারা সৎকাজ করিবে না এবং তাহাদের এই ওয়াদাও মিথ্যা প্রমাণিত হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ رُدُّوْ لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۔

যদি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করাও হয় তবুও তাহারা পুনরায় নিষিদ্ধ কাজ করিবে এবং তাহারা তাহাদের কথায় মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইবে। (সূরা আন'আম ঃ ২৮)

কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহর কসম, কোন কাফির তাহার পরিবার পরিজন ও গোত্রীয় লোকদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার আকাঙক্ষা করিবে না, ধন, সম্পদ সঞ্চয় করিবার এবং কাম চরিতার্থ করিবার আকাঙক্ষাও করিবে না বরং তাহারা আল্লাহর অনুগত্য প্রকাশেরই আকাঙক্ষা করিবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন, কাফিররা যখন তাহাদের মৃত্যুকালে

رَبِّ ارْجِعُوْنَ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صٰلِحًا فِيْمَا تَرَكْتَ

বলিবে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ كَلاَّ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا গাফারাহ-এর আযাদকৃত গোলাম উমর ইব্ন আবদুল্লাহ (র) বলেন, কাফির যখন তাহার মৃত্যুকালে ভাল কাজ করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবার দরখাস্ত করিবে তখন আল্লাহ্ বলিবেন, كَلاَّ كَذَبْتَ কখনও এমন হইবে না, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আলা ইব্ন যিয়াদ (র) বলেন, তুমি মনে কর, আমার মৃত্যু আসিয়াছে এবং আমি আল্লাহর দরবারে কিছু ভাল কাজ করিবার জন্য আবেদন করিলাম যে, আমাকে কিছু দিনের অবকাশ দান করা হউক, অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে কিছু দিনের অবকাশ দান করিয়াছেন। অতএব পূর্ণ সচেতন হইয়া ভাল কাজ করা উচিৎ। কাতাদাহ (র) বলেন, মৃত্যুকালে কাফির যেই আকাঙক্ষা করিবে, তোমরা উহাকে স্মরণ রাখ এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ কর। আর আল্লাহর তাওফীক ব্যতিত আর কোন শক্তি নাই, যাহার মাধ্যমে কেহ ভাল কাজ করিতে সক্ষম হয়।

মুহাম্মদ ইবন কা'ব কুরাযী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, কাফিরকে যখন তাহার কবরে রাখা হইবে এবং সে তাহার দোযখের বাসস্থান দেখিতে পাইবে, তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি

তাওবা করিতেছি আমাকে আপনি পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন, আমি সৎকাজ করিব। তখন তাহাকে বলা হইবে তোমাকে যেই বয়স দেওয়া হইয়াছিল উহা শেষ হইয়াছে। অতঃপর তাহার কবর তাহার প্রতি সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। এবং সাপ, বিচ্ছু এবং অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে। ইবন আবূ হাতিম (র) আলো বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, গুনাহগার কবর বাসীদের প্রতি বড়ই অকল্যাণ, কবরে তাহাদের নিকট বড়বড় কালো সাপ প্রবেশ করিবে। একটি তাহার মাথার কাছে একটি তাহার পায়ের নিকট হইবে এবং তাহাকে দংশন করিতে থাকিবে ইহাই তাহার বরযাখী শাস্তি। যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ এর মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ সালিহ্ (র) বলেন, وَرَائِهِمْ এর অর্থ, তাহাদের সম্মুখে। মুজাহিদ বলেন, اَلْبَرْزَخُ অর্থ, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে অবস্থিত এক অন্তরাল। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন 'বারযাখ' হইল, দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে এমন একটি অন্তরাল যেখানে মানুষ দুনিয়াবাসীদের সহিত থাকিয়া পানাহারও করিবে না আর আখিরাতের অধিবাসীও হইবে না। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের আমলের বিনিময়ও দান করা হইবে না। আবূ সাখর (র) বলেন, বারযাখ হইল, কবরসমূহ। তাহারা দুনিয়ায় ও অবস্থান করিবে না আর আখিরাতেও না। কিয়ামত পর্যন্ত এমনি একটি অবস্থায় তাহারা অবস্থান করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ দ্বারা আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন কাফিরদিগকে ধমক দিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা وَمِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ তাঁহাদের সম্মুখে জাহান্নাম রহিয়াছে। وَمِنْ وَّرَائِهِمْ عَذَابٌ غَلِيْظٌ তাহাদের সম্মুখে কঠিন শাস্তি রহিয়াছে দ্বারা ধমক দিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ। কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদিগকে তাহাদের কবরেই শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ فَلَا يَزَالُ مُعَذَّبًا فِيْهَا কাফিরকে তথায় সর্বদা শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

(١٠١) فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَآءَلُوْنَ

(١٠٢) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

(١٠٣) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ

(١٠٤) تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (১০১) এবং যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেই দিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না, (১০২) এবং যাহাদিগের পাল্লা ভারী হইবে তাহরাই হইবে সফলকাম। (১০৩) এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে তাহারাই নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, উহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে। (১০৪) অগ্নি উহাদিগের মুখমণ্ডল দগ্ধ করিবে এবং উহারা তথায় থাকিবে বীভৎস চেহারায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ যখন কিয়ামতের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং সমস্ত লোক কবর হইতে উঠিবে فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ সেই দিন আত্মীয়তার সম্পর্ক কোনই উপকার করিবে না। কোন সন্তানের জনক তাহার সন্তানের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিবে না, আর তাহার প্রতি ঝুঁকিবেও না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় অন্য কোন আত্মীয়কে জিজ্ঞাসাও করিবে না। অথচ, একে অন্যকে দেখিবে। (সূরা মা'আরিজ ঃ ১০-১১) যদি তাহার কাঁধে গোনাহের বোঝা থাকে এবং সে যদি পৃথিবীর একজন মহা সম্মানিত ব্যক্তিও হয় তবুও তাহার কাঁধের বিন্দু পরিমাণ বোঝা হালকা করিতে চেষ্টা করিবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ

যেই দিন মানুষ তাহার ভাই, তাহার আম্মা, তাহার আব্বা ও স্ত্রী এবং পুত্র হইতেও পলায়ন করিবে। (সূরা আবাসা ঃ ২৪-২৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোক একত্রিত করিবেন। অতঃপর একজন ঘোষণা করিবে, যাহার প্রতি কোন যুলুম করা হইয়াছে সে যেন উপস্থিত হয় এবং তাহার হক গ্রহণ করে। তখন এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক মানুষই সন্তুষ্ট হইবে, যদিও তাহার কোন হক তাহার আব্বা কিংবা সন্তান কিংবা স্ত্রীর উপর প্রাপ্য হউক না কেন।

পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَسْأَلُوْنَ

এর মধ্যে আল্লাহ্ এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, বনী হাশেমের আযাদকৃত গোলাম আবূ সাঈদ (র) মিসওয়ার ইবন মাখরামাহ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّى يَغْظِنِىْ مَا يَغِيْظُهَا وَيُنْشِطِنِىْ مَا يُبْشِطُهَا وَاِنَّ الاِنْسَابَ تَنْقَطَعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلاَّ نَسَبِىْ وَسَبَبِى وَصِهْرِىْ .

ফাতিমা আমার একটি অংশ, যেই বিষয়ে তাঁহার কষ্ট হয় আমারও উহাতে কষ্ট হয় এবং যেই বিষয়ে তাঁহার আনন্দ হয় আমারও উহাতে আনন্দ হয়। কিয়ামত দিবসে আত্মীয়তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার বংশীয় সম্পর্ক আমার আত্মীয়তার সম্পর্কও আমার সহিত আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (র) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أن فاطمة بضعة منى يربنى ما يربها ويؤذينى ما أذاها

ফাতিমা (র) আমার শরীরেরই একটি অংশ যাহাতে সে অসন্তুষ্ট হয় এবং যাহাতে তাহার কষ্ট হয় উহাতে আমার কষ্ট হয় এবং উহাতে আমিও অসন্তুষ্ট হই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমির (র) ... ... আবূ সাঈদ খুদ্রী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, ঐ সকল লোকের হইল কি যাহারা এই কথা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়তা তাঁহার কাওমকে কোন উপকার করিবে না। অবশ্যই উপকার করিবে। আল্লাহর কসম! আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ইহকালে ও পরকালে মিলিত হইয়া আছে। হে লোকসকল! তোমরা যখন কিয়ামতে উপস্থিত হইবে, তখন আমি তোমাদের জন্য সম্বল হইব। তখন এক ব্যক্তি বলিবে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি অমুকের পুত্র অমুক। তখন আমি বলিব, হাঁ তোমার বংশ তো আমি চিনিতে পারিয়াছি। তবে তোমরা আমার পরে বিদ'আত সৃষ্টি করিয়াছ এবং ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়াছ।

মুসনাদে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত। হযরত উমর (রা) যখন হযরত উম্মে কুলসূম বিনতে আলীকে বিবাহ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! এই বিবাহের দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আত্মীয়তার

সম্পর্ক স্থাপন করা ব্যতিত আর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি। কিয়ামত দিবসে আত্মীয়তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হইবে না। তাবরানী, বায্যার, হায়সাম ইব্ন কুলাইব বায়হাকী ও হাফিয জিয়া (র) তাঁহার 'মুখতারা' নামক কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে ইহাও বর্ণিত হযরত উমর (রা) হযরত উম্মে কুলসূমের সম্মানে তাঁহাকে চল্লিশ হাজার মহর প্রদান করিয়াছেন। হযরত যয়নাব বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্বামী আবুল আস ইব্ন রাবীর জীবনী আলোচনায় হাফিয ইবন আসাকির (র) আবুল কাসিম বাগাভী (র)-এর সূত্রে আলী ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبى وصهرى

কিয়ামত দিবসে সকল বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার বংশীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্ক হইতে কেহ বিচ্ছিন্ন হইবে না এবং আম্মার ইব্ন সাইফ (র)-এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আমার উম্মাতের যাহার সহিত আমার বৈবাহিক সম্পর্ক হইবে অনুরূপভাবে আমার সহিত আমার উম্মাতের যাহার বৈবাহিক সম্পর্ক হইবে সে যে আমার সহিত বেহেশতে অবস্থান করে। আমার প্রতিপালকের সহিত এই দরখাস্ত করিলে তিনি আমার দারখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

যাহার ভাল কাজ তাহার মন্দ কাজ অপেক্ষা অধিক হইবে যদিও এই আধিক্য তাহার একটি ভাল কাজের মাধ্যমেই হউক না কেন فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ তাহারাই সফলকাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অর্থাৎ তাহারাই দোযখ হইতে রক্ষা পাইবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন তাহারাই তাহাদের উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ করিবে এবং যাহা হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ আর যাহার মন্দকাজ তাহার ভালকাজ অপেক্ষা অধিক হইবে। فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ তাহারা বঞ্চিত হইবে, ধ্বংস হইবে ও ক্ষতিগ্রস্থ্ হইবে।

হাফিয আবু বকর বাযযার (র) বলেন ইসমাইল ইব্ন আবুল হারিস (র) হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আমলের দঁড়িপাল্লার জন্য একজন ফিরিশ্তা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে একএকজন মানুষ আনিয়া উহার দুই পাল্লার মাঝে

দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হইবে। অতঃপর যদি তাহার নেকীর ওযন ভারী হয় তবে উক্ত ফিরিশ্‌তা সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বিলবে যে সকল মানুষ উহা শুনিতে পারিবে। ফিরিশ্‌তা ইহাও বলিবে যে সে আর কখনও হতভাগ্য হইবে না। আর যদি তাহার নেকীর আমল হাল্‌কা হয় তবে অমুক হতভাগ্য হইয়াছে সে আর কখনও সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে না। বলিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিবে যাহা সকল মাখলূক শুনিতে পাইবে। তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল। কেননা দাঊদ মুহাববর নামক রাবী ও তাহার বর্ণিত হাদীস পরিত্যাজ্য।

فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ তাহারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করিবে। কোনদিন তাহারা জাহান্নাম ত্যাগ করিতে পারিবে না। تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলসমূহকে ঝলসাইয়া দিবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ

আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে বেষ্টন করিবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لاَ يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارُ وَلاَ عَنْ ظُهُوْرِهِمْ :

যদি কাফিররা সেই সময়ের অবস্থা জানিত, যখন তাহারা তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে ও পৃষ্ঠদেশ হইতে আগুন ঠেকাইতে সক্ষম হইবে না। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৯)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ যখন জাহান্নামে উহার অধিবাসীদিগকে দাখিল করা হইবে, তখন উহার অগ্নিশিখাসমূহ তাহাদিগকে পাকড়াও করিবে এবং তাহাদিগকে ঝলসাই দিবে ফলে তাহাদের শরীরের গোশ্‌ত তাহাদের পায়ের গোড়ালীর উপর ঝরিয়া পড়িবে।

ইব্‌ন মারদূওয়াহ (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... ... হযরত আবুদ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ-এর তাফসীর প্রসংগে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আগুন তাহাদের মুখমণ্ডলকে এমনিভাবে ঝলসাইয়া দিবে যে, তাহাদের শরীরের গোশ্‌ত তাহাদের পায়ের গোড়ালীতে ঝড়িয়া পড়িবে।

وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'তাহাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হইবে'।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন ইসহাক (র) ... ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ এর অর্থ করিয়াছেন, আগুন তাহাকে জ্বালাইয়া দিবে। অতঃপর তাহার উপরের ঠোঁম তাহার মাথার মধ্যভাগ পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। আর তাহার নিচের ঠোঁটটি ঢিলা হইয়া তাহার নাভী পর্যন্ত গিয়া ঠেকিবে। ইমাম তিরমিযী (র) ... ... আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে 'হাসান গারীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(١٠٥) اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

(١٠٦) قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ

(١٠٧) رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১০৫) তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ কি আবৃত্তি করা হইত না? অথচ তোমরা সেই সকল অস্বীকার করিতে (১০৬) উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক। দুর্ভাগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায় (১০৭) হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অতঃপর আমি যদি পুনরায় কুফরী করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘন কারী হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদিগকে ধমক দিয়াছেন। যেহেতু তাহারা কুফর ও নানা প্রকার গুনাহ এবং হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছিল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

আমার আয়াতসমূহকে তোমাদের নিকট পাঠ করা হইত না, অতঃপর তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের যাবতীয় সন্দেহ দূরীভূত করিয়াছি। অতএব তোমাদের কোন প্রকার উযর আপত্তি অবশিষ্ট ছিল না।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى اللّٰهِ بَعْدَ الرُّسُلِ

যেন রাসূলগণকে প্রেরণ করিবার পর আল্লাহর উপর মানুষের কোন ওযর আপত্তি না থাকে। (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

আমি কাহাকে শাস্তি প্রদান করি না যাবৎ না তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করি। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ جَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرًا ... فَسُحْقًا لِاَصْحٰبَ السَّعِيْرِ .

যখনই দোযখে কাফিরদের নিক্ষেপ করা হইবে তাহাদিগকে উহার প্রহরী জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কোন রাসূল আগমণ করেন নাই? ... ... দোযখবাসীদের জন্য বড়ই অভিশাপ তখন কাফিররা বলিবে।

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ .

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে এবং আমরা গুমরাহ্ কাওম ছিলাম। অর্থাৎ আমাদের নিকট নবী-রাসূল আগমণ করিয়াছিলেন এবং সত্যের দলীল প্রমাণ কায়েম হইয়াছিল। কিন্তু আমরা উহা অনুসরণ বঞ্চিত হইয়াছি। অতঃপর আমরা গুমরাহ হইয়াছি।

অতঃপর তাহারা আরো বলিবে ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে এই দোযখ হইতে বাহির করুন এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করুন, ইহার পর যদি আমরা পুনরায় অসৎ কাজ করি তবে আমরা বাস্তবিক যালিম প্রমাণিত হইব এবং মাথা পাতিয়া শাস্তি গ্রহণ করিব।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرُ .

আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। অতএব পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়া যাইবার কি কোন উপায় আছে? হুকুম তো সেই মহান আল্লাহর যিনি মহান ও বড়। অর্থাৎ দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আর কোন উপায় নাই। তোমারা তো তথায় আল্লাহর সহিত শরীক করিয়াছ অথচ, মু'মিনগণ কেবল এক আল্লাহরই ইবাদত করিত।

(١٠٨) قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ

(١٠٩) اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(١١٠) فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ

(١١١) اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا اَنَّهُمْ الْفَآئِزُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১০৮) আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা হীন অবস্থায় এইখানেই থাক এবং আমার সহিত কোন কথা বলিও না। (১০৯) আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল ছিল যাহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (১১০) কিন্তু তাহাদিগকে লইয়া তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে যে, উহারা তোমাদিগকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছিল। তোমরা তো তাহাদিগকে লইয়া হাঁসি ঠাট্টাই করিতে। (১১১) আজ আমি তাহাদিগকে তাহাদিগের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করিলাম যে, তাহারাই হইল সফলকাম।

তাফসীর ঃ কাফিররা যখন দোযখ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবীতে আসিবার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিবে তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে যেই জওয়াব দিবেন উল্লেখিত আয়াতসমূহে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলিবেন اَخْسَئُوْا فِيْهَا তোমরা লাঞ্ছিত অবস্থায় এই দোযখে অবস্থান কর وَلَا تُكَلِّمُوْنَ আর আমার সহিত কথা বলিও না। তোমরা পুনরায় আর এই দরখাস্ত পেশ করিবে না। তোমাদের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ-এর তাফসীর বর্ণনা করিয়ছেন তিনি বলেন, আল্লাহর সহিত কাফিরদের কথাপোকথন যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন তিনি এই কথা বলিয়াই শেষ করিবেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহান্নামীরা উহার প্রহরীকে ডাকিতে থাকিবে, কিন্তু সে চল্লিশ বৎকাল পর্যন্ত উহার কোন উত্তর দিবে না। অবশেষে সে বলিবে, তোমরা চিরকাল

ইহার মধ্যে অবস্থান করিবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) বলেন, দোযখের প্রহরী ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের এই আবেদন-নিবেদন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। অতঃপর তাহারা সরাসরি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করিবে।

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ .

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপর বিজয়ী হইয়াছে আমরা তো দুনিয়ায় ছিলামই গুমরাহ। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করুন। যদি আমরা পুনরায় অন্যায় কাজ করি তবে অবশ্য আমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব। তাহাদের এই ফরিয়াদের উত্তর ও পার্থিব জীবনের দ্বিগুণ সময় কাল পর্যন্ত দেওয়া হইবে না। অবশেষে বলা হইবে ঃ اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ইহার পর তাহারা সম্পূর্ণ নিরাস হইয়া যাইবে এবং একটি কথাও উচ্চারণ করিবে না। অতঃপর জাহান্নামের মধ্যে তাহাদের কেবল গাধার ন্যায় চিৎকার ও শোরগোল করিতে থাকিবে। তাহাদের চিৎকারকে গাধার চিৎকারের সহিত উপামিত করা হইয়াছে। গাধার প্রথম চিৎকারকে "زَفِيْرٌ" বলা হয় এবং শেষ চিৎকারকে বলায় 'شَهِيْقٌ'

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন সিনান (র) ... ... আবু যা'রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যখন এই ইচ্ছা করিলেন যে, তিনি আর কোন জাহান্নামীকে জাহান্নাম হইতে বাহির করিবেন না, তখন তাহাদের মুখমণ্ডল ও রঙ বিকৃত করিয়া দিবেন। তখন কোন মু'মিন সাপারিশ করিতে আসিলে আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি যাহাকে চিনিতে পার তাহাকে জাহান্নাম হইতে বাহির কর। অতঃপর সে আসিয়া কাহাকেও চিনিতে পারিবে না। কিন্তু এক ব্যক্তি বলিবে, আমি তো অমুকের পুত্র অমুক। তখন তাহাকে বলিবে, আমি তোমাকে চিনি না। এই পরিস্থিতিতে কাফিররা বলিবে ঃ

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ .

তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা যখন এই কথা বলিবেন, তখন তাহাদের উপর দোযখ বন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের কেহই আর বাহির হইতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণের সহিত তাহারা যেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত উহা স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَاَنْتَ اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ فَاتَّخَذْتُمُوْهُ سِخْرِيًّا .

আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একটি দল ছিল যাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলে। حَتّٰى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ এমনকি তাহাদের প্রতি শত্রুতাও ঠাট্টা-বিদ্রূপ আমার স্মরণকে ভুলাইয়া দিয়াছিল। وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ আর তোমরা তাহাদের ইবাদত ও কার্যকলাপে হাসি তামাসা করিতে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَمَزُوْنَ .

যাহারা আপরাধি তাহারা মু'মিনদের প্রতি হাসি তামাসা করিত আর তাহারা তাহাদের প্রতি টিপ্পনি কাটিত। (সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ ২৯-৩০) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মু'মিন বান্দাগণকে যেই পুরষ্কার দিবেন উহার উল্লেখ করিয়ছেন ঃ

اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا وَاَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُوْنَ .

তাহাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের উপর মু'মিনগণ যেই ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমি তাহাদিগকে উহার পুরষ্কার দান করিব এবং তাহারাই সফলকাম হইবে অর্থাৎ তাহারাই বেহেশতের অধিকারী হইবে এবং দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া অধিক শান্তি লাভ করিবে।

(١١٢) قُلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ

(١١٣) قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ

(١١٤) قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(١١٥) اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

(١١٦) فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۰

অনুবাদ ঃ (১১২) আল্লাহ্ই বলিবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে? (১১৩) উহারা বলিবে, আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। (১১৪) তিনি বলিবেন, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে, যদি তোমরা জানিতে (১১৫) তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়া এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না? (১১৬) মহিমান্বিত আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই; সমুন্নত আরশের তিনি অধিকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে কাফিরদিগকে সতর্ক করিয়া বলেন, তাহারা যদি তাহাদের পার্থিব জীবনে সঠিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিত এবং ধৈর্য-ধারণ করিত, তবে তাহারাও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দাগণের মত পরকালের অনন্ত জীবনে সফলকাম হইত। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ তোমরা বছরের গণনা হিসাবে দুনিয়ায় কতকাল অবস্থান করিয়াছিলে? قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময় পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলাম فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ অতএব আপনি গণনাকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। قَالَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তোমরা অতি অল্পকালই অবস্থান করিয়াছিলে। كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা এই বাস্তব সত্য বুঝিতে তবে অস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দান করিতে না আর স্বীয় জীবনের উপর এইরূপ অসাদাচরণ করিয়া আল্লাহর ক্রোধানলে পতিত হইতে না। যদি তোমরা আল্লাহর ইবাদতের উপর ধৈর্যধারণ করিতে তবে তোমরাও মু'মিনদের মত সফলকাম হইতে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... ... আউফ ইব্ন আবদুল কালয়ী (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি খুত্বা দান কালে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন বেহেশতবাসীগণকে বেহেশতে দাখিল করিবেন এবং দোযখবাসীদিগকে দোযখে, তখন তিনি বেহেশতবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কত কাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে। তাহারা বলিবে; এক দিন কিংবা একদিনের চাইতেও কম। তখন আল্লাহ্ বলিবেন ঃ একদিন কিংবা একদিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যে তোমাদের ব্যবসা কতই না উত্তম হইয়াছে! এত অল্প সময়ের ব্যবসায় আমার

রহমত চির শান্তি নিকেতন বেহেশত লাভ করিয়াছে। তোমরা ইহার মধ্যে চিরকাল অবস্থান করিতে থাক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দোযখবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কতকাল পৃথিবীতে অবস্থান করিয়ছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমাদের ব্যবসা বড়ই খারাপ ব্যবসা হইয়াছে, যাহা এত অল্পসময়ে করিয়াছ। তোমাদের ব্যবসা আমার দোযখ ও আমার অসন্তুষ্টি লাভ করিয়াছ। তোমরাও চিরকাল ইহার মধ্যে অবস্থান কর।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا

তবে কি তোমরা ধারণা করিয়াছ যে আমি তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাদের সৃষ্টি করায় কোনই উদ্দেশ্য নিহিত নাই? কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন, তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তোমরা তেমনি খেলিবে, কুদিবে যেমন, অন্যান্য জীবজন্তু খেলিয়া কুদিয়া থাকে। আর তোমাদের কর্মকাণ্ডের কোন পুরস্কার কিংবা শাস্তি হইবে না। বস্তুত তোমাদিগকে তো আমি ইবাদত ও আল্লাহর নির্দেশাবলী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

আর তোমরা কি ইহাও ধারণা করিয়াছ যে, পরকালে তোমাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত করা ইহবে না? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى

মানুষ কি এই ধারণা করে যে তাহাকে কোন হিসাব ব্যতিত ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

কোন বস্তুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র। ইহা হইতে আল্লাহ্ বহু উর্ধে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনিই মহান আরশের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে 'আরশ'-এর উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ 'আরশ' হইল সারা মাখলূকাতের জন্য ছাদসরূপ। এবং 'كَرِيْم' দ্বারা উহাকে গুণান্বিত করিয়াছেন। 'كَرِيْم' অর্থ, সৌন্দর্যময়।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْشَاْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ٠

আর আমি উহার মধ্যে সর্বপ্রকার সৌন্দর্যময় জোড়াজোড়া সৃষ্টি করিয়াছি। (সূরা শু'আরা ঃ ৭)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র)........... সাঈদ ইব্‌ন আস (র)-এর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আজীজ (র) সর্বশেষ খুত্‌বা এই ছিল, আল্লাহর প্রশংসা কারিবার পর তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! তোমাদিগকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নাই। এবং তোমাদিগকে বে-হিসাবও ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। তোমাদের আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে। সেই দিনে তিনি তোমাদের বিচারের ও হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তখন সেই ব্যক্তি বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইবে যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন এবং তাঁহার বেহেশতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তোমরা কি ইহা জান না যে, কাল কিয়ামতের দিবসে কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহর শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে যে সেই দিনকে ভয় করে এবং এই অস্থায়ী জীবনকে স্থায়ী জীবনের জন্য বিসর্জন দেয় এবং এখানের সামান্য বস্তু সেই দিনের অনন্ত নিয়ামত লাভের আশায় ব্যয় করে এবং সেই দিনের নিরাপত্তা লাভের আশায় এখানে ভীত সন্ত্রস্থ থাকে। তোমরা ইহা কি দেখিতেছ না যে, তোমরা তো সেই সকল লোকদের সন্তান যাহারা শেষ হইয়া গিয়াছে। এমনভাবে তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমাদের পরে অন্য লোক তোমাদের স্থান অধিকার করিবে, এমন কি এক সময় তোমরা সকলেই আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে। হে লোকসকল! তোমাদের ধারণা থাকা উচিত যে, তোমরা দিবা-রাত্রে স্বীয় মৃত্যুর নিকটবর্তী হইতেছ এবং স্বীয় কবরের দিকে অগ্রসর হইতেছ। তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হইতেছে, তোমাদের কর্মফল তোমাদের সম্মুখীন হইতেছে। তোমাদের জীবন শেষ হইতেছে, তোমাদের মৃত্যু নিকটবর্তী হইতেছে এবং একসময় যমীনের গর্তে তোমাদিগকে দাফন করা হইবে, যেখানে না কোন বিছানাপত্র থাকিবে আর কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। তোমাদের হিসাব-নিকাশ শুরু হইবে, তোমাদের কর্মফল তোমাদের সামনে উপস্থিত হইবে, আর যাহা কিছু দুনিয়ায় ছাড়িয়া যাইবে অন্যলোক উহার মালিক হইবে। যেই লোক ভাল কাজ করিবে উহারাই ফল ভোগ করিবে। আর যেই লোক মন্দকাজ করিবে উহারও ফল ভোগ করিবে। আর যেই লোক মন্দকাজ করিবে উহারও শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যু ঘনাইবার পূর্বেই তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এই কথা বলিয়া উমর ইব্‌ন আবদুল আজিজ (র) নিজের আঁচল দ্বারা চেহারা মুছিলেন। তিনি নিজে কাঁদিলেন এবং সম্মুখস্ত অন্যকেও কাঁদাইলেন।"

ইব্‌ন আবু হাতিম বলেন (র) ... ... ইয়াহইয়া ইব্‌ন নাসীর খাওলানী (র) বর্ণিত যে একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট দিয়া জিনে আক্রান্ত এক ব্যক্তির অতিক্রম হইল। তিনি তাহার কানে

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ .

শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন, ফলে সে সুস্থ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই খবর দিলেন, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহার কানে কি পড়িয়াছিলে? তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন তাহা বলিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْاَنَّ رَجُلاً مُوْقِنًا قَرَاهَا عَلٰى جَبَلٍ لَزَالَ .

সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার জীবন, যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া কোন পাহাড়ের উপর ইহা পড়ে তবে পাহাড়ও উহার স্থান হইতে সরিয়া যাইবে। আবূ নু'আইম (র) খালিদ ইব্‌ন মিযার (র) ... ... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হারিস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে একটি অভিযানে সেনাদলের সহিত প্রেরণ করিলেন এবং সকাল সন্ধ্যায় এই আয়াত পাঠ করিতে নির্দেশ দিলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُوْنَ .

রাবী বলেন, আমরা এই আয়াত পাঠ করতে থাকিলাম, ফলে গণীমতের মাল লাভ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ওহাব আল-আল্লাফ ওয়াসিতী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাত যদি নিম্নের এই দু'আ পাঠ করে তবে নৌকা ডুবি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهُ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ بِاسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ .

(١١٧) وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰـهًا اٰخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الْكٰفِرِيْنَ

(١١٨) وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১১৭) যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত ডাকে অন্য ইলাহকে এ বিষয়ে তাহার নিকট কোন সনদ নাই। তাহার হিসাব তাহার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফিরগণ সফলকাম হইবে না। (১১৮) বল, হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, দয়ালুদিগের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে সেই সকল লোককে ধমক দিয়াছেন যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য মা'বূদকে উপাসনা করে। অথচ, ইহার জন্য তাহার নিকট এমন দলীল প্রমাণ নাই।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهٗ .

যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্য মা'বূদকে উপাসনা করে অথচ তাহার নিকট ইহার জন্য কোন দলীল প্রমাণ নাই। فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ অতএব অবশ্যই তাহার হিসাব নিকাশ হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহার হিসাব লইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّهٗ لاَيُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ। কিয়ামত দিবসে ঐ সকল কাফিররা সফল হইবে না। তাহারা শাস্তি হইতে কখনো মুক্তি পাইবে না।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, مَا تَعْبُدُ তুমি কাহার ইবাদত কর? সে বলিল, আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং অমুকের ও অমুকের উপাসনা করি। এইভাবে কয়েকটি প্রতিমার নাম উল্লেখ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তুমি যখন বিপদগ্রস্থ হও তখন কাহাকে ডাকিলে বিপদ মুক্ত হও? সে বলিল, আল্লাহ্-ই বিপদ হইতে মুক্তি দান করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার যখন কোন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তখন কাহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাকে তা দান করে। সে বলিল, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি আমাকে দান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবে কেন তুমি তাঁহার সহিত অন্যকে উপাসনা কর? তুমি কি ধারণা কর যে, তিনি একা তোমার জন্য যথেষ্ট নহেন? সে বলিল, ঐ সকল প্রতিমার উপাসনা করিয়া আমি আল্লাহর শুকর করিতেই ইচ্ছা করি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এক দিকে অনেক কিছুই জান, আবার দেখি কিছুই জান না। অতঃপর সে নীরব হইয়া গেল। লোকটি যখন ইসলাম গ্রহণ করিল, তখন সে বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নীরব করিয়া দিয়াছিলেন। হাদীসটি এই সূত্রে মুরসাল। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁহার জামে গ্রন্থে ইমরান ইব্ন হুসাইন (র) ও তিনি তাঁহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে এই দু'আ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। الغفر শব্দের অর্থ গুনাহ মোচন করা এবং মানর চক্ষু হইতে ঢাকিয়া রাখা। আর الرَّحْمٰن অর্থ সঠিক পথে পরিচালিত করা, কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে নেক আমল করার তাওফীক দান করা।

আলহামদু লিল্লাহ সূরা মু'মিনূন-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল।

সপ্তম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ) ৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

অষ্টম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

অষ্টম খণ্ড

(পারা ১৮ থেকে পারা ২১ পর্যন্ত)
(সূরা আন নূর থেকে সূরা আস্ সাজ্দা পর্যন্ত)

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অনুবাদ : অধ্যাপক আখতার ফারূক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইব্ন কাছীর (অষ্টম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামি প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৪৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0660-3

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০২

তৃতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
জমাদিউস সানি ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৫৪০.০০ (পাঁচ শত চল্লিশ) টাকা মাত্র

TAFSIRE IBNE KASIR (8th Volime) (Commentary on the Holy Quran) : Written by Imam Abul Fida Ismil Ibne Kasir (Rh) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation. Agarg
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181535 April : 2014
Website : www islamicfoundation.org.bd
E-mail : islamicfoundationbd @yahoo.Com

Price: Tk. 540.00; US Dollar : 22.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের উহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনোও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্যসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনের বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াস এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে

আর কোন গ্রন্থেই তাফসীর ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, ‘এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।’ আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে ‘সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খন্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে সচেষ্ট আছি। পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির ৮ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এজন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশণার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসরি গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফক দিন। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়, এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

আমরা এই বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর-এর সবক'টি খণ্ডের অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে গভীর আনন্দ অনুভব করছি! ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার অষ্টম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, পূর্বের মতোই এবারও তা পাঠক মহলে সমাদৃত হবে।

আমরা এই গ্রন্থটি অনুবাদ নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন !

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা আন-নূর ২৫-১৭৬

শরীয়াতের বিধান নির্ধারণের ক্ষমতা মহান আল্লাহ্‌র ২৬

ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর দণ্ডবিধান ২৬

যিনার শাস্তিবিধানে দয়া করা যাইবে না ৩০

যিনার শাস্তি প্রকাশ্যে দৃষ্টান্তমূলক হইতে হইবে ৩১

ব্যভিচারীও ব্যভিচারিনী একে অপরের উদ্দেশ্য পূরণ করিতে পারে ৩২

ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করা ও সতী মহিলাকে ব্যভিচারী পুরুষের কাছে বিবাহ দেওয়া ৩২

সতী নর- নারীর প্রতি যিনার অভিযোগের বিধান ৩৭

ব্যভিচারের তোহমতের (লি'আন) বিধান ৩৯

মা আয়েশা (রা)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা ও বিধান ৪৯

ধনী ব্যক্তির জন্য কাহাকেও শরয়ী কারণ ব্যতিত দান না করিবার শপথ জায়িয নহে ৫৫

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ব্যাপারে যাহারা মিথ্যা অভিযোগে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি সতর্কতা ৬৫

হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যাহারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল তাহাদের বিষয় সম্পর্কে ৬৭

ভাল ও সৎলোকদের সম্পর্কে অসাধু মন্তব্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে ৬৯

মু'মিন সম্পর্কে কোন খারাপ কথা শুনিবার পর তাহা প্রচার করা যাইবে না ৭০

শাস্তি হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় আল্লাহর রহমত ও দয়া ৭১

শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করা যাইবে না ৭১

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না হইলে কেহই কুফর ও শিরক হইতে পবিত্র হইতে পারিত না ৭২

"দান সাদাকাহ করিব না, আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং সম্প্রীতি বজায় রখিবে না" এমন শপথ করা উচিত নহে ৭৩

ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ দেওয়া গুরুতর অন্যায় এবং এইজন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা ৭৫

মন্দ ও অশ্লীল কথা কেবল মন্দও অশ্লীল লোকের মুখ হইতেই উচ্চারিত হয় পক্ষান্তরে ভালো ও উত্তম কথা উত্তম ও পাক -পবিত্র লোকদের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় ৭৯

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিষ্টাচার ৮১

হারামবস্তু হইতে দৃষ্টি অবনত রাখা ৯০
মু'মিন নারীগণ তাহাদের দৃষ্টিকে হারাম হইতে অবনত রাখিবে এবং পর পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দিবে না ৯৪
নারীগণকে তাহাদের লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা হইতে সংরক্ষণ করিতে হইবে ৯৫
নারীগণের রূপসজ্জা প্রদর্শন করা হারাম ৯৫
নারীদের গ্রীবা ও বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখা ফরয ৯৬
নারীদের জন্য যাহাদের সাথে দেখা দেওয়া বৈধ ৯৮
মু'মিন নারীগণের চলাফেরার শিষ্টাচার ১০২
মু'মিনগণের সফলতার চাবিকাঠি ১০৩
অবিবাহিত নর-নারীদেরকে বিবাহ দেওয়ার বির্দেশ ১০৫
যাহাদের বিবাহের সামর্থ নাই, তাহারা চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করিলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধনী করিবেন ১০৭
দাস-দাসী অর্থের বিনিময়ে আযাদ হইতে চাহিলে তাহাদের সাথে চুক্তিপত্র করা যাইতে পারে ১০৭
দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা নিষিদ্ধ ১১১
জোরজবরদস্তিমূলক সংঘটিত অপরাধ ক্ষমা করা হইবে ১১৪
পবিত্র কুরআনে পূববর্তী উম্মাতের ঘটনাবলী বর্ণনার রহস্য ১১৪
اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ “আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও পৃথিবীর নূর” এর ব্যাখ্যা ১১৫
شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ এর ব্যাখ্যা ১১৮
“يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ”-এর মমার্থ ১২০
মসজিদ নির্মাণ করা, উহাকে পবিত্র রাখা, আবাদ করা ও সন্মান করা ইত্যাদি ১২২
মসজিদ সুসজ্জিত করা ও না করা প্রসঙ্গে ১২৩
মসজিদ নির্মাণ নিয়ে গর্ব না করা ১২৩
মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজা ,ক্রয়-বিক্রয় ও কবিতা আবৃত্তি নিষেধ ১২৪
মসজিদে গমনের ফযীলত ১২৬
স্ত্রীলোকদের তাহাদের ঘরেই নামায পড়া উত্তম ১২৯
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান -সন্ততি হইতে সাবধান থাকিতে হইবে ১৩০
দান সাদাকা করার ফযীলত ১৩২
কাফিরদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ ১৩৪
কাফিরদের অনুসরণকারীদের একটি উপমা ১৩৬
হিদায়েতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা ১৩৭
আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র তাসবীহ্ করে ১৩৭
ইবাদত ও বন্দেগীর একমাত্র মালিক আল্লাহ্ ১৩৮

আল্লাহ্‌র নিকটেই সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে ১৩৮
আকাশে মেঘমালার পরিচালনা, বারিধারা বর্ষণ, শিলা নিক্ষেপ ও বিদ্যুৎ ঝলক ইত্যাদি মহান আল্লাহ্‌রকুদ্‌রতের বহিঃপ্রকাশ ১৩৯
মহান আল্লাহ্ "পানি হইতে সমস্ত জীব তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন" ১৪০
মুনাফিকদের মুখোস উন্মোচন ১৪২
আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালা না মানা গুরুতর অপরাধ ১৪৪
আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই মীমাংসাকারী হিসাবে মানার মাঝেই রহিয়াছে সফলতা ১৪৪
মিথ্যা শপথ করা এবং মিথ্যা বলাই মুনাফিকদের মজ্জাগত স্বভাব ১৪৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অকুণ্ঠ আনুগত্য করা ফরয ১৪৮
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুপম গুণাবলী সম্পর্কে একটি বর্ণনা ১৪৮
মু'মিনদের পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান এবং বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য গঠন ১৫০
মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য হইবে মহান আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ১৫৫
ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অপরাপর উদ্দেশ্য ১৫৭
আত্মীয়-স্বজনের জন্য যে সময়গুলিতে কক্ষে প্রবেশে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় ১৫৯
বৃদ্ধা নারীদের পর্দার হুকুম ১৬২
অন্ধ ও খঞ্জ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধান ১৬৪
পানাহারের শিষ্টাচার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ১৬৫
ঘরে প্রবেশের সময় সালাম করা ১৬৭
কোন সমষ্টিগত পরামর্শের জন্য একত্রিত হইলে বিশেষ প্রয়োজনে যাইতে হইলে অনুমতি নিতে হইবে ১৬৯
কোন মজলিসে আসিলে সালাম করিতে হয় এবং যাইবার কালেও সালাম করিতে হয় ১৭০
হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে 'ইয়া নবীয়াল্লাহ্' 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলিয়া ডাকিতে হইবে এবং তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হইবে ১৭১
নবী করীম (সা)-এর শানে বেয়াদবী করিলে ঈমান ও আমল বরবাদ হইয়া যাইবে ১৭১
কোন বিষয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতার অবকাশ নাই ১৭২
কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিরোধিতা দণ্ডনীয় অপরাধ ১৭৩
আসমান ও যমীনের সার্বভৌম মালিক আল্লাহ্, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল কিছুই জানেন ১৭৩
নবী করীম (সা)-এর শানে কে কি করিতেছে, মহান আল্লাহ্ তাহা ভাল করিয়া জানেন ১৭৪
সকলকেই সবশেষে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হইতে হইবে, সেইদিন সকল কর্মের রেকর্ড সে হাতে পাইবে ১৭৫

সূরা আল-ফুরকান ১৭৭-২৫৫

আল-ফুরকান (কুরআন) মহান আল্লাহ্‌ই নাযিল করিয়াছেন ১৭৮
আল-ফুরকান বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ ১৭৯
মহান আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যের পূজার অসারতা ১৮০
পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের মুর্খতাপূর্ণ ভিত্তিহীন উক্তিসমূহ ১৮২
হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের অশোভন উক্তি ১৮৩
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সম্পর্কে কাফিরদের অশোভন ও অযৌক্তিক কথাবার্তা এবং শত্রুতা ১৮৫
জাহান্নামের বিকট চিৎকার ১৮৭
কাফিররা জাহান্নামে তাহাদের মৃত্যু কামনা করিবে ১৮৯
ইব্‌লীস ও তাহার অনুসারী এবং বাহিনীরাও জাহান্নামে মৃত্যুর কামনা করিবে ১৮৯
কাফিরদের প্রতি ঈমান আনার ও চিরশান্তিময় জান্নাত লাভের জন্য উৎসাহ প্রদান ১৯০
জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ ১৯০
মুশরিকরা যাহাদের ইবাদত করিত তাহাদিগকে কিয়ামতের দিন ডাকা হইবে ১৯২
মুশরিকরা যাহাদের উপাসনা করিত উহারা তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে ১৯৪
পানাহার করা,হাটে বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য করা নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী নহে ১৯৫
নবী করীম (সা)-কে বিশাল ধন-সম্পদ না দেওয়ার সূক্ষ্ম রহস্য ১৯৬
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের চরম শত্রুতা ও বিদ্বেষ ১৯৭
কাফিরদের মৃত্যু যন্ত্রণা ১৯৭
মু'মিনদের সুখময় মৃত্যু ১৯৮
মানুষের ভাল-মন্দ সকল কর্মের হিসাব হইবে, কাফিরদের সকল কর্ম নিষ্ফল হইবে ২০০
কাফির ও মুশরিকদের পরকালীন শাস্তি ২০১
মু'মিনদের পরকালীন সুখময় জীবন ২০১
কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাসমূহ ২০৪
কাফির-যালিমরা কিয়ামতের দিন তাহাদের আফসোসও অনুতাপের কারণে দাঁত দ্বারা নিজেদের হাতে কাটিতে থাকিবে ২০৭
পবিত্র কুরআনের সাথে কাফিরদের চরম ধৃষ্টতা ২০৮
কুরআন সম্পর্কে কাফিরদের অবাঞ্ছিত প্রশ্নের জবাব ২১০
জাহান্নামে কিভাবে কাফিরদের ফেলা হইবে ২১২
হযরত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর রিসালাতকে অস্বীকারকারী মুশরিকদের প্রতি কঠিন শাস্তির ঘোষণা, যেমন পূর্ববর্তীদের উপরও ইহয়াছিল ২১৩
قَرْنٌ ও قُرُوْنٌ এর মর্ম ২১৬

মুশরিকদের নিন্দনীয় স্বভাব তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোষচর্চা করে ২১৮
কাফিররা চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ২১৯
মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও পূর্ণ কুদ্রতের প্রমাণ ২২০
রাত ও দিনের সৃষ্টি আল্লাহ্র মহান কুদ্রত এবং মানুষের জন্য মহা উপকারী ২২০
মহান আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতার নিদর্শন ২২১
মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের মাঝেও মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান ২২৩
হযরত মুহাম্মদ (সা) সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ২২৫
নদী-নালা, সাগর ও মহাসাগর এবং উহাদের সুমিষ্ট ও লবণাক্ত পানিও মাঝেও মহান আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমান বিদ্যমান ২২৬
লোনা ও মিষ্টি দুই দরিয়ার মাঝে যে অদৃশ্য অন্তরায়, তাও আল্লাহ্র অস্তিত্বের ও কুদ্রতের নিদর্শন ২২৭
মুশরিক ও কাফিরদের মূর্খতার উল্লেখ ২২৮
হযরত মুহাম্মদ (সা) "বাশীর ও নাযীর" হিসাবে প্রেরিত হইয়াছেন ২২৯
মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত করিতে হইবে এবং তাঁহার উপরই পূর্ণ ভরসা করিতে হইবে ২৩০
হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই আল্লাহ্র সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, সুতরাং তাঁহার থেকেই সব কিছুকে জানিয়া নিতে হইবে ২৩১
মহান আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকে সিজ্দা করার তীব্র প্রতিবাদ ২৩২
আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি সৃষ্টি এবং দিবা ও রাত্রি সৃষ্টিতে মহান আল্লাহ্র বিরাট নিদর্শন রহিয়াছে ২৩৩
আল্লাহ্ তা'আলার খাস বান্দাগণের কতিপয় বিশেষ গুণাবলী ৩৩৬
দোযখের শাস্তির ভয়াবহতা ২৩৯
অপব্যয় ও অপচয় না করা এবং কৃপণতা পরিহার করা মু'মিন বান্দার গুণ ২৪০
মহান আল্লাহ্র সাথে শরীক করাসহ কতিপয় বড়বড় গুনাহ ২৪১
গুনাহ হইতে অবশ্যই তাওবা করিতে হইবে ২৪৪
يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ -এর ব্যাখ্যা ২৪৪
তাওবার ফযীলত ২৪৮
আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাগণের কতিপয় গুণাবলী ২৪৯
সুসন্তানের জন্য দু'আ করা ২৫২
আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণের বিনিময় এবং অবাধ্যদের শাস্তি ২৫৪

সূরা আশ্-শু'আরা ২৫৭-৩৫০

কাফিরদের ঈমান না আনিবার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে মনোঃকষ্ট পাইতেছেন তাহার লাঘব ২৫৮
কাহারো ঈমান আনয়ন অথবা না আনয়ন সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ্র ইখ্তিয়ারে ২৫৯

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকারের পরিণতি ভয়াবহ হইবে ২৬০
হযরত মূসা (আ) ও স্বৈরাচারী ফির'আউনের কাহিনী ২৬২
আল্লাহ্দ্রোহী ফির'আউনের কুফ্রী, অহংকার ও অবাধ্যতার সংবাদ ২৬৬
ফির'আউনের অবাধ্যতা ও বাড়াবাড়ির কাহিনী ১৬৮
কুফরের উপর ঈমানের জয় ২৭১
কুফরের পরাজয় এবং যাদুকরদের ঈমান গ্রহণ ও শাহাদাত বরণ ২৭৪
আল্লাহ্দ্রোহী ফির'আউনের পরাজয় এবং পরবর্তী ঘটনা ২৭৫
ফির'আউন ও তাহার বাহিনী পানিতে নিমজ্জিত হইল ২৭৯
হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁহার জাতির মূর্তি পূজার ঘটনা ২৮৩
মহান আল্লাহ্র কতিপয় গুণাবলী ২৮৫
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দু'আসমূহ ২৮৭
আখিরাতে ঈমান ভিন্ন কোন কিছুই কাজে আসিবে না ২৯০
'কাল্ব সালীম'-এর মর্ম ২৯০
জান্নাতীগণকে সসম্মানের জান্নাতে প্রেরণ এবং জাহান্নামীদের উপুড় করিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়ার বিষয় ২৯২
কাফিরদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না ২৯৩
পৃথিবীতে মূর্তিপূজা ও শির্ক আরম্ভ হইবার পর প্রথম রাসূল হইলেন নূহ্ (আ) ২৯৪
মু'মিনগণ সম্পর্কে কাফিরদের গুরুতর ও অশ্লীল উক্তি ২৯৫
মু'মিনগণকে তাড়াইয়া দেওয়া কোন নবীর কাজ নহে ২৯৬
দুর্ভাগা কাওমে নূহ্-এর অবাধ্যতা ও করুণ পরিণতি ২৯৭
দুরাচারী কাওমে হূদ-এর ঘটনা ২৯৯
স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নহে ৩০০
মহান আল্লাহ্ আ'দ জাতিকে তাহাদের প্রতি তাহার প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার দীনের প্রতি আহ্বান করিয়াছেন ৩০১
আল্লাহ্র আহ্বানের জবাবে হূদ জাতি যাহা বলিয়াছিল ৩০২
শক্তিশালী আ'দ জাতির বিনাশ ৩০৩
সামুদ জাতির কাহিনী ৩০৬
সামূদ জাতিকে দেওয়া আল্লাহর নিয়ামতের বর্ণনা ৩০৭
হযরত সালিহ্ (আ)-কে সামূদ জাতি যেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলিয়াছিল উহার বিবরণ ৩০৯
সামূদ জাতি সমূলে ধ্বংস হইল ৩১০
কাওমে লূতের বিবরণ ৩১১
হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমকে অশ্লীল কাজে বাধা দিলে তাহারা যাহা বলিয়া ছিল তাহার বর্ণনা ও তাহাদের ভয়াবহ পরিণতি ৩১৩

আয়কা বা মাদইয়ান বাসীদের কাহিনী ও হযরত শু'আইব (আ)-কে না মানিবার কারণে তাহাদের ধ্বংস হওয়া ৩১৪
পরিমাপে কম-বেশী না করা এবং পৃথিবীতে ফিত্‌না ফাসাদ না করা আর ছিনতাইর মত অপরাধমূলক কাজ না করা ৩১৬
আয়কাবাসীরা হযরত শু'আইব (আ)-কে নবী মানিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহার সম্পর্কে গুরুত্ব মন্তব্য করিল ৩১৭
কাওমে শু'আইবের পরিণতি ৩১৮
আল-কুরআন অবতরণ সম্পর্কে ৩২১
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন সম্পর্কিত সুসংবাদ ছিল ৩২৩
কুরাইশ কাফিরদের পবিত্র কুরআনের প্রতি বিদ্বেষ ৩২৪
সত্যের প্রতি অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষের ভয়াবহ পরিণতি ৩২৬
কাফিরদের ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের বস্তু তাহাদের কোন কাজে আসিবে না ৩২৭
পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণিকতা ও সংরক্ষণের অপূর্ব ব্যবস্থাপনা ৩২৯
মহান আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে তাঁহার নিকটআত্মীয়দিগকে ঈমানের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিলেন এবং তাহাদের প্রতি সদয় হইবার কথা বলিলেন ৩৩১
রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতি মহান আল্লাহ্র নেক নযর ৩৩৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে ও পশ্চাতে সমভাবে দেখা ৩৪০
পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রিসালাত সম্পর্কে মুশরিক ও কাফিরদের মিথ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ ৩৪১
মুশরিক, কাফির, অশ্লীল বা ভ্রান্ত করি এবং তাহাদের অনুসরণকারীরাও উদ্‌ভ্রান্ত ৩৪৩
সাধারণ কবিদের স্বভাব ৩৪৩
ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ কবি প্রসঙ্গে ৩৪৬
কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করা, আল্লাহ্ ও তাঁহার বিরোধী শক্তির মুণ্ডপাত করা, ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা পুণ্যের কাজ ৩৪৮

সূরা আন-নাম্‌ল ৩৫১-৪৩২

আল-কুরআন যাহাদের জন্য হেদায়াত ও সুসংবাদবহনকারী ৩৫২
পরকালে বিশ্বাস না থাকিলে জীবন হয় অশান্তিময় ৩৫২
হযরত মূসা (আ.)-এর নবুওয়াত ও ফির'আউনের ঘটনা ৩৫৪
খারাপ কাজ করিয়া তাওবার পর ভাল কাজ করিলে মহান আল্লাহ্ গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন ৩৫৬
মহান আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-কে মু'জিযা প্রদান করিলেন ৩৫৭
ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা সত্য জানিয়াও অহংকার বশত অস্বীকার করিল ৩৫৮

মক্কার কাফির ও মুশরিকদিগকে মহান আল্লাহ্ ফির'আউন ও তাহার বাহিনীর ভয়াবহ পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান ৩৫৮

হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান (আ) প্রতি মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত তাঁহাদেরকে নবুওয়াত, সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করিয়াছেন ৩৫৯

হযরত সুলায়মান (আ) সকল প্রাণী ও পাখির ভাষা জানিতেন ৩৬০

হযরত সুলায়মান (আ) ও হুদহুদ পাখির ঘটনা ৩৬৪

হুদহুদ পাখি কর্তৃক হযরত সুলায়মান (আ)-কে সাবা রাণী বিল্কীস-এর সংবাদ প্রদান ৩৬৮

সাবা জাতি সম্পর্কে হুদহুদ -এর সংবাদের প্রেক্ষিত হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি প্রেরণ ও তাহার প্রতিক্রিয়া ২৭১

বিল্কীস হযরত সুলায়মান (আ) চিঠি পাইয়া যেই ব্যবস্থা নিয়াছিলেন তাহা সম্পর্কে বিবরণ ৩৭৪

বিল্কীসের দূতগণের আগমন ৩৭৬

বিল্কীসের ইসলাম গ্রহণ ও পরবর্তী ঘটনা ৩৭৮

বিল্কীসের অপূর্ব সিংহাসন অলৌকিকভাবে ইয়ামান হইতে জেরুজালেম আনয়ন করা হইল ৩৮০

বিরাট দান পাইলে আল্লাহ্র শুকরিয়া ও বেশী বেশী জ্ঞাপন করিতে হয় ৩৮২

বিল্কীসকে পরীক্ষার জন্য তাঁহার সিংহাসনটি পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইল ৩৮৩

বিল্কীস অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন ৩৮৩

হযরত সুলায়মান (আ) বিল্কীসের জন্য স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ তৈয়ারী করিয়া ছিলেন ৩৮৪

বিল্কীসের ইসলাম গ্রহণ ৩৮৫

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন ও অলৌকিক ভ্রমণ ৩৮৫

সামূদ জাতি তাহাদের নবীর প্রতি যেই আচরণ করিয়াছিল উহার বিবরণ ৩৮৯

সামূদ জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্র এবং মহান আল্লাহ্র কৌশল ৩৯২

হযরত সালিহ্ (আ)-কে হত্যার পরিকল্পনা বিফল হইল, ফলে ষড়যন্ত্রকারীরাই ধ্বংস হইল ৩৯৪

কাওমে লূতের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কর্মকাণ্ড এবং এ বিষয়ে সতর্কতা আর অবশেষে ধ্বংস ৩৯৫

মহান আল্লাহ্র দানের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করা কর্তব্য, তাঁহার মনোনীত বান্দাগণ এই কাজ করিয়া থাকেন ৩৯৭

শিরকের অসারতা ৩৯৮

মহান আল্লাহ্ তাঁহার মহাশক্তি ও একত্ববাদের প্রমাণ দিচ্ছেন ৪০০

বিপদে আপদে মহান আল্লাহ্র নিকটই ফরিয়াদ করিতে হইবে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হইবে ৪০২

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি, তিনি সকল মানুষকে একসাথে পৃথিবীতে পাঠাননি, এক সাথে পাঠাইলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হইত ৪০৫
মহান আল্লাহই সর্বাবস্থায় মানুষের সহায় ও প্রদর্শক, সুতরাং তাঁহার কোন শরীক থাকিতে পারে না ৪০৭
মানুষের আদি সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরাবৃত্তি আল্লাহ্ই করিবেন, জীবনোপকরণ তিনিই দেন, সুতরাং তাঁহার কোন শরীক নেই ৪০৭
আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার এবং কিয়ামত ও পুনরুত্থানের জ্ঞানও একমাত্র তাঁহারই ৪০৯
কাফিরদের কিয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারের জবাব ৪১১
কিয়ামত সম্পর্কে কাফিরদের বিদ্রুপাত্মক উক্তির প্রতিবাদ ৪১৩
বনী ইসরাঈলের মধ্যেকার বিরোধ ও বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে কুরআন সত্য ফয়সালা প্রদান করিয়াছে ৪১৫
শেষ যামানায় মক্কা হইতে একটি প্রাণী বাহির হইবে, উহা মানুষের সাথে কথা বলিবে ৪১৭
কিয়ামত দিবস মহান আল্লাহ্ তাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত করিবেন ৪২৩
আম্বিয়ায়ে কেরামের আনীত বাণীকে বিশ্বাস করিবার জন্য তাগিদ ৪২৪
কিয়ামতের ভয়াবহ্ অবস্থার বিবরণ ৪২৫
কিয়ামতে সৎ ও অসৎ লোকদের অবস্থা ৪২৭
একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার জন্য নবী (সা)-কে আল্লাহর হুকুম ৪২৯
পবিত্র মক্কা নগরীর মর্যাদা ৪৩০
মহান আল্লাহ্ মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ৪৩১

সূরা আল-কাসাস ৪৩৩-৫২২

মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সা)-কে মূসা ও ফির'আউনের সংবাদ দিতেছেন ৪৩৪
দুর্বল ও নির্যাতিতের সহায় একমাত্র আল্লাহ্ ৪৩৫
হযরত মূসা (আ)-এর জন্ম, তখনকার পরিস্থিতি ও তাঁহার প্রতিপালন ৪৩৭
শিশু মূসাকে নদীতে নিক্ষেপ, তাঁহাকে ফির'আউন ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা, নিজ জননী কর্তৃক দুধপান ইত্যাদি বিষয় ৪৪০
হযরত মূসা (আ)-এর শৈশবের বর্ণনার পর তাঁহার যৌবনের ঘটনা ৪৪৪
কিব্তীকে হত্যার পর হযরত মূসা (আ) মাদ্ইয়ানে চলিয়া গেলেন ৪৪৪
মাদ্ইয়ানে হযরত শু'আইব (আ)-এর সহিত হযরত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎ এবং সেইখানে অবস্থান ৪৪৫
হযরত শু'আইব (আ) ছাগল চরানোর শর্তে তাঁহার এক কন্যাকে হযরত মূসা (আ) এর সহিত বিবাহ দেয়ার চুক্তি করিলেন ৪৪৫

হযরত মূসা (আ) আট বছর অথবা দশ বছর মজদূরী করিলেন ৪৫৬

মাদ্ইয়ান থেকে হযরত মূসা (আ)-এর প্রস্থানের প্রস্তুতি ৪৫৮

হযরত মূসা (আ)-এর মিসর যাত্রা এবং নবুওয়াত লাভ ৪৬১

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক হযরত মূসা (আ)-কে মু'জিযা প্রদান ৪৬২

হযরত মূসা (আ)-কে মহান আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ফির'আউনের নিকট তাঁহার বাণী নিয়ে যাইতে আদেশ দিলেন ৪৬৪

মহান আল্লাহ্র দরবারে হযরত মূসা (আ)-এর দু'আ ৪৬৫

হযরত মূসা ও হারূন এবং তাঁহাদের অনুসারীগণকে দুই জাহানের কল্যাণ দান ৪৬৬

হযরত মূসা ও হারূন (আ) ফির'আউনের নিকট তাওহীদ ও আল্লাহর আনুগত্যের পয়গাম পৌঁছাইলেন ৪৬৭

ফির'আউন তাওহীদের দাওয়াত পাইয়া যাহা বলিয়াছিল ৪৬৮

ফির'আউনের কুফরী, অহংকার ও উপাস্য হইবার মিথ্যা দাবী প্রসঙ্গে ৪৬৯

ফির'আউনের কুফরী ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি ৪৭১

হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান ৪৭২

তাওরাত নাযিলের পর মহান আল্লাহ্ কোন জাতিকে আসমানী ও যমীনী শাস্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেন নাই ৪৭৩

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের দলীল ৪৭৪

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁহার আনুগত্যের যৌক্তিকতা এবং কাফির ও মুশরিকদের অমূলক প্রশ্ন ৪৭৯

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতারিত আল-কুরআনের মর্যাদা ও পূর্ণাঙ্গতা ৪৮১

আহলে কিতাবের সত্যিকার আলেমগণ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করেন ৪৮৪

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের প্রতি যথাযথ ঈমান আনার পর কুরআনের উপরও ঈমান আনিলে দ্বিগুণ সাওয়াব ৪৮৫

মূর্খ ও আহম্মক লোকদের সাথে তর্কে জড়াইতে নাই ৪৮৬

হিদায়েতের একমাত্র মালিক আল্লাহ্, মক্কাবাসীদের প্রতি মহান আল্লাহ্র হুশিয়ারী ৪৯২

মহান আল্লাহ্ পরম ন্যায়পরায়ণ ৪৯২

আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের জন্য প্রস্তুত পরকালের স্থায়ী নিয়ামত এবং দুনিয়ার সামগ্রীর মধ্যে তুলনা ৪৯৪

কিয়ামত দিবসে কাফির ও মুশরিক এবং দেবতা ও উপাস্যদের করুণ অবস্থা ৪৯৬

আল্লাহ্ তা'আলা কবরে এবং কিয়ামত দিবসে বান্দাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন ৪৯৯

সৃষ্টি করিবার, না করিবার ক্ষমতা এবং কল্যাণ ও অকল্যাণ মনোনীত করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র, এইসব বিষয়ে কাহারো কোন হাত নেই ৫০০

রাত-দিনের সৃষ্টি ও একের পর অপরের আগমন মহান আল্লাহ্র সর্বাভৌম ক্ষমতা ও একত্বাবাদের বিরাট নির্দশন ৫০২

আল্লাহ্ তা'আলার শরীক স্থির করার বা তূলনা করা ও চরম বোকামী ৫০৪
কারূন -এর গর্ব ও অহংকার ৫০৫
দুনিয়ার অংশ ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়, সাথে সবাইর হক ও অধিকার অবশ্যই আদায় করিতে হইবে ৫০৬
কারূনকে সদুপদেশ দেওয়ার প্রেক্ষিতে কারূন যাহা বলিয়াছিল, তাহার উত্তর ৫০৬
আল্লাহ্দ্রোহী ও ইসলাম বিরোধীদের পার্থিব ধন-সম্পদ দেখে উহার আকাঙক্ষা করা উচিত নহে ৫০৯
কারূন তাহার দলবল সহায় সম্পদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত হইল ৫১১
সম্পদের প্রাচুর্যতা কস্মিনকালেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়ভাজন হওয়ার দলীল নহে ৫১৪
যাহারা দুনিয়ায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে না ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে না, আখিরাতে তাহাদের শুভ পরিণতি, পক্ষান্তরে যাহারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য, বিদ্রোহ ও ফাসাদ সৃষ্টি করে তাহাদের অশুভ পরিণতি ৫১৬

সূরা আল-আনকাবূত ৫২৩-৫৯০

মু'মিন বান্দাগণকে মহান আল্লাহ্ অবশ্যই পরীক্ষা করিবেন ৫২৪
যাহারা অপকর্ম করে তাহারা যেন মনে না করে যে তাহারা আল্লাহ্র আওতার বাইরে চলিয়া গিয়াছে ৫২৫
সৎকর্মশীলদের আমলের পূর্ণ ও উত্তম বিনিময় দেওয়া হইবে ৫২৬
বান্দার সৎকাজ তাহার নিজের স্বার্থেই করিতে হইবে ৫২৬
ঈমানদার ও নেক আমলকারীর অপরাধ আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন ৫২৬
তাওহীদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করিতে হইতে ৫২৭
মুখেমুখে ঈমানের দাবীদার মুনাফিকদের অবস্থা ৫২৯
কুরাইশ কাফিরদের অযৌক্তিক ও মিথ্যাকথা সম্পর্কে ৫৩২
কুফর ও গুমরাহীর প্রতি আহ্বানকারী কাফির নেতাদের শাস্তি ৫৩৩
অন্যের উপর যুলুম, অন্যের মালামাল লুটপাট, অপমান, ইজ্জত হরণ ইত্যাদির অবশ্যই বিচার হইবে ৫৩৪
হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমের বিবরণ ৫৩৫
কাওমে নূহের বিবরণ দ্বারা মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়াছেন ৫৩৬
হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর তাঁহার কাওমে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিতে এবং তাঁহার নিকট রিযিক চাইতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে আহ্বান জানান ৫৩৯
হযরত ইব্রাহীম (আ) কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কাওমকে যাহা বলিয়াছিলেন ৫৪১

হযরত ইব্‌রাহীমের প্রতি তাঁহার কাওমের নিষ্ঠুর ও অমানবিক সিদ্ধান্ত এবং তাঁহাকে আগুনে নিক্ষেপ ৫৪৪
হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে যাহা বলিয়াছিলেন তাঁহার বর্ণনা ৫৪৫
কিয়ামতে কাফির ও মুশরিকদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা হইবে ভিন্নতর ৫৪৬
হযরত ইব্‌রাহীমের দাওয়াতের ফল ৫৪৭
হযরত ইব্‌রাহীমের পুত্র সন্তান লাভ ৫৫০
সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) হযরত ইব্‌রাহীমের বংশধর ৫৫১
হযরত লূত (আ)-এর কাওমের অপকর্ম, অশ্লীলতা, কুফরী, দস্যুবৃত্তি, হত্যা ও লুণ্ঠন ইত্যাদির বর্ণনা ৫৫৩
হযরত লূত (আ)-এর কাওমের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ ৫৫৫
হযরত শু'আইব (আ) মাদ্‌ইয়ানবাসীদেরকে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করিবার এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি না করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন ৫৫৭
অতীতকালে যেই সকল সম্প্রদায় নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত তাহাদের ধ্বংসের বিবরণ ৫৫৮
মুশরিকদের উপাস্যের বাতুলতার উদাহরণ ৫৬১
আসমান, যমীন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৫৬২
নামাযের বাস্তব ফলাফল ৫৬৩
সালাতের মধ্যে যেসব গুণ থাকা অতীব জরুরী ৫৬৫
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ -এর ব্যাখ্যা ও মর্ম ৫৬৬
আহলে কিতাবের মধ্যে যাহারা ইসলাম সম্পর্কে জানিতে চায় তাহাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক করিবে এবং বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে ৫৬৬
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে যাহারা সত্যিকারভাবে বিশ্বাসী তাহারা পবিত্র কুরআনের প্রতিও ঈমান আনে ৫৭০
পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গুণাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে এবং তিনি 'উম্মী নবী' ছিলেন ৫৭১
পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী নহে, মহান সত্তা আল্লাহ্ তাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন ৫৭৩
পবিত্র কুরআন শব্দগত ও অর্থগত দিক হইতে এক জীবন্ত মু'জিযা ৬৭৩
মুশরিকদের হঠকারিতা ৫৭৫
পবিত্র কুরআন মু'মিনগণের জন্য রহমত ও উপদেশ ৫৭৭
মুশরিকদের মূর্খতা– আল্লাহ্‌র শাস্তি ত্বরান্বিত করিবার ব্যস্ততা প্রকাশ ৫৭৯
মু'মিনদিগকে হিজরতের নির্দেশ ৫৮১
যেখানে থাকুক না কেন প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে ৫৮২

ঈমানদার ও নেক আমলকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান ৫৮২
প্রতিটি জীবের রিযিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ্র ৫৮৩
মহান আল্লাহ্ই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য এবং উহার কারণ ৫৮৬
দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অতিতুচ্ছ পক্ষান্তরে, পরকালের জীবনই সত্যিকার জীবন ও চিরস্থায়ী ৫৮৭
পবিত্র মক্কা নিরাপদ শহর ৫৮৯
মুশরিকরা পবিত্র মক্কার পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পবিত্র মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল ৫৮৯
আল্লাহ্র রাহে জিহাদ করার শুভ পরিণাম ৫৯০

সূরা রূম ৫৯১-৬৫৬

রূম ও পারস্য সম্রাটদের জয় ও পরাজয় প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ ৫৯২
ইয়াহূদী ও মুশরিকরাই মুসলমানদের চরম শত্রু ৬০৫
উর্ধলোকও অধঃলোকের যাবতীয় বস্তুই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয় ৬০৭
আম্বিয়ায়ে কিরামের আনীত জীবন বিধান অনুসরণ না করিলে বিপর্যয় অনিবার্য ৬০৭
মহান আল্লাহ্ই আদি সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া মুশরিকদের দেবদেবী ও উপাস্য সবই মিথ্যা ও অসার ৬১০
কোন কোন সময় বিশেষভাবে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিতে হইবে ৬১১
আল্লাহ্ তা'আলা মহাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী যে, তিনি পরস্পর বিরোধী ও শক্তির অধিকারী হইতে দুইটি বস্তু সৃষ্টি করেন ৬১২
মৃতকে পুনর্জীবিত করার প্রমাণ ৬১৩
মহান আল্লাহ্র অপূর্ব নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম হইতে তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন ৬১৪
মানুষের মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন মহান আল্লাহ্ ৬১৫
মানুষের বিচিত্র বর্ণ ও ভাষার মাঝেও মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ বিদ্যমান ৬১৬
দিবাভাগে কর্মব্যস্ততা ও রজনীতে বিশ্রাম, ইহাতে ও আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণ রহিয়াছে ৬১৬
আকাশে বিদ্যুতের চমক, আকাশ হইতে বারিবর্ষণ, পৃথিবী ও আকাশকে স্থিতি অবস্থায়া রাখা এই সবেই মহান আল্লাহ্র বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ৬১৮
আসমান ও যমীনের সব কিছুই আল্লাহ্র মালিকানার অধীন, তিনিই প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন, দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন ৬১৯
আসমান ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা মহান আল্লাহ্র ৬২০

একটি বিস্ময়কর উপমার সাহায্যে মহান আল্লাহ্ তাঁহার শরীক স্থির করার অসারতা বর্ণনা করিয়াছেন ৬২২
মিল্লাতে ইব্‌রাহীম-এর অনুসরণের নির্দেশ ৬২৪
কাফির ও মুশরিকদের কঁচিকাঁচা সন্তানদিগের বিষয় ৬২৬
আহলে সুন্নাত আল-জাম'আত-ই সঠিক সত্য দল ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল ৬২৯
শিরক হলো মূলত মহা যুল্‌ম ও মহান আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ৬৩১
মু'মিনকে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও ভরসা রাখিতে হইবে ৬৩২
আত্মীয়-স্বজন, মিস্‌কীন ও মুসাফিরের হক দেওয়ার জন্য নির্দেশ ৬৩৩
অধিক লাভের আশায় দান করা যাইবে না ৬৩৩
আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন রিযিকের ব্যবস্থাপনাও তিনি করিয়াছেন ৬৩৪
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - এরমর্ম ৬৩৬
কাফির ও মুশরিকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মহান আল্লাহ্ ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ৬৩৭
আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার আনুগত্যে অটল থাকিবার জন্য ও সৎকাজে প্রতিযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন ৬৩৮
মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ - 'বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী বায়ু প্রেরণ' ৬৩৯
মু'মিনদের সাহায্য করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব ৬৪০
মেঘমালা হইতে মহান আল্লাহ্ কি উপায়ে বৃষ্টিবর্ষণ করেন ৬৪১
বিভিন্ন প্রকার বায়ু ৬৪৩
হিদায়েতের পূর্ণাঙ্গ শক্তি ও ক্ষমতা মহান আল্লাহ্‌র ৬৪৫
মৃত ব্যক্তি কি জীবিতের সালাম ও কথা শুনিতে পায় ? ৬৪৫
মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর ও পরবর্তী কাল ৬৫১
কাফিরদের মুর্খতা ও বোকামী ৬৫৩
সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরার জন্য মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে সর্বপ্রকার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন ৬৫৪
সূরা রূমের ফযীলত ৬৫৬

সূরা লুক্‌মান ৬৫৭-৭০৬

যাহাদের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত হেদায়েত ও রহমত ৬৫৮
অসৎ লোকদের কার্যকলাপ গানবাদ্য, তবলা-বেহালা দ্বারা আনন্দ স্ফূর্তি করা ৬৫৯
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ-এর ব্যাখ্যা ও মর্ম ৬৫৯
গানবাদ্যে যাহারা মত্ত থাকে তাহাদের অবস্থা ও পরিণতি ৬৬০
যাহারা পরম সৌভাগ্যবান ও তাহাদের প্রাপ্তি ৬৬১
মহান আল্লাহ্‌র অসীম কুদ্‌রতও ক্ষমতা ৬৬২

হযরত লুক্‌মান (রা)-কে ছিলেন ? ৬৬৩
হযরত লুক্‌মান (রা)-এর উপদেশ তাঁহার পুত্রকে ৬৬৮
মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে হইবে ৬৬৯
সন্তানকে পূর্ণ দুইবছর দুধ পান করাইতে হইবে ৬৬৯
গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়ে হযরত লুক্‌মান (রা) তাঁহার পুত্রকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সকল মুসলমানকে তাহা মান্য করা অতীব জরুরী ৬৭২
অপ্রসিদ্ধি ও নম্রতা সম্পর্কে উপদেশমালা ৬৭৭
খ্যাতি সম্পর্কে বর্ণিত হাসীদসমূহ ৬৭৯
সৎচরিত্র সম্পর্কে হাদীস সমূহ ৬৮১
গর্ব সম্পর্কে হাদীস সমূহ ৬৮৫
বান্দাদিগের প্রতি মহান আল্লাহ্‌র প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ৬৮৬
মুশরিকরাও জানে যে, 'আল্লাহ্‌ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা' ৬৮৮
আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী, মহত্ত্ব ও কলেমাসমূহ গণনা করা ও উহার স্বরূপ অনুধাবন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে ৬৮৯
মহান আল্লাহ্ তাঁহার অসীম কুদ্‌রতের কথা বলিয়া তাঁহার একত্বের প্রমাণ পেশ করিতেছেন ৬৯২
বিশাল সমুদ্রে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশেই নৌযানসমূহ চলাচল করে, ইহাও তাঁহার একত্বের প্রমাণ ৬৯৪
মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করিতেছেন ৬৯৬
গাইব-অদৃশ্য সম্পর্কে একমাত্র জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার ৬৯৮
হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ৬৯৯
হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ৭০০
হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস ৭০১
বনূ আমির গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বর্ণিত হাদীস ৭০২
কোথায় কাহার মৃত্যু ও কখন মৃত্যু হইবে মহান আল্লাহ্ ভিন্ন তাহা কেউ জানে না ৭০৪

সূরা আস্-সাজ্দা ৭০৭-৭৩৬

পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ৭০৮
আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই ৭০৯
কোন দিবসে কি জিনিষ মহান আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন ? ৭০৯
মহান আল্লাহ্‌ই সকল কিছু পরিচালনা করেন ৭১০
মানব সৃষ্টির উপাদান ও নির্যাস ৭১১
পুনরুত্থানকে মুশরিকদের অমূলক ও অবাস্তব ধারণা করার অসারতা ৭১২

প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছে ৭১৩
কিয়ামতে মুশরিকদের অবস্থার বর্ণনা ৭১৫
একান্ত অনুগতী মু'মিনদের কতিপয় গুণাবলী ও তাঁহাদের পুরস্কার ৭১৭
সৎলোক ও পাপচারীরা কিয়ামতে কখনো সমান হইবে না ৭২৬
জাহান্নামীরা জাহান্নাম হইতে বাহির হইলে চাহিলে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে ৭২৭
কিয়ামতে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতে কোন সন্দেহ নাই ৭২৯
আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অবাধ্যতার কারণে যেই জনপদগুলি ধ্বংস হইয়াছিল উহার উদাহরণ ৭৩২
আল্লাহ্‌র আযাব ও গযব অবতীর্ণের জন্য কাফিরদের ব্যস্ততা ৭৩৫

তাফসীরে ইবনে কাছীর

অষ্টম খণ্ড

তাফসীর ঃ সূরা আন-নূর

[মদীনায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ .

٢. اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১) ইহা একটি সূরা, ইহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ইহার বিধানকে অবশ্য পালনীয় করিয়াছি, ইহাতে আমি অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২) ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ইহাদিগের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করিবে। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে উহাদিগের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌তে ও পরকালে বিশ্বাসী হও, মু'মিনদিগের একটি দল যেন উহাদিগের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

তাফসীর ঃ "ইহা একটি সূরা যাহা আমি অবতীর্ণ করিয়াছি" ইহা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা সূরাটির মর্যাদা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য সূরা মর্যাদাসম্পন্ন নহে। وَفَرَضْنٰهَا মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, এই সূরার মধ্যে আমি (আল্লাহ্) হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ও শরীয়াতের দণ্ড বিধান বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম বুখারী (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, শরীয়াতের নির্দেশ তোমাদের প্রতি ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি আমি নির্ধারণ করিয়াছি।

وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ -

আর আমি এই সূরায় সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

"ব্যভিচারিনী ও ব্যভিচারী উভয়কে একশত কষাঘাত কর"। অত্র আয়াতে ব্যভিচারের দণ্ডবিধান বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। এবং বিষয়টি অনেকটা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কারণ যেই ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে হয় আদৌ বিবাহ করে নাই। অথবা শরীয়াত সম্মত বিবাহ করিয়া তাহার স্ত্রী মিলনও ঘটিয়াছে। এবং সে বালিগ এবং আযাদও বটে। যদি সে আদৌ বিবাহ না করিয়া থাকে তবে, সে ক্ষেত্রে তাহার দণ্ড হইল একশত কষাঘাত। যেমন আয়াতে ইহা স্পষ্ট। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তাহাকে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিতও করিতে হইবে। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, দেশান্তরিত করিবার বিষয়টি ইমাম ও শাসকের বিবেচনাধীন থাকিবে। তাহারা তাহাকে দেশান্তরিত করা সমীচীন মনে করিলে করা হইবে নচেৎ নহে।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁহাদের মতের সমর্থনে যেই দলিল পেশ করেন, তাহা হইল, বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম যুহরী (র) কর্তৃক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও যায়িদ ইব্ন খালিদ জুনাহী (রা) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্যলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিল, অতঃপর তাহাদের একজন বলিল, আমার এই ছেলেটি এই ব্যক্তির বাড়িতে মজদুরী করিত। সে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, অতঃপর আমি তাহাকে একশত বক্রী ও একটি বাঁদী ফিদিয়া হিসাবে দিয়াছি। কিন্তু পরে আলিমগণের নিকট ফাত্ওয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিলেন, আমার ছেলেকে একশত কষাঘাত করিতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করতে হইবে। আর এই লোকটির স্ত্রীকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশ করিতে হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, আমি

তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা ফায়সালা করিব। তুমি যেই বক্‌রী ও বাঁদী দিয়াছ, উহা তোমাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমার ছেলেকে একশত কষাঘাত করা হইবে ও এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করা হইবে। আর হে উনাইস! তুমি ঐ লোকটির স্ত্রীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর, যদি সে ব্যভিচার স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ কর। অতঃপর উনাইস (রা) তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বীকার করিল এবং উনাইস (রা) পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করিল। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবিবাহিত পুরুষকে এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করিতে হইবে এবং একশত কোড়া লাগাইতে হইবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় এবং বালিগ ও আযাদ হয়, হীতাহিত জ্ঞানের অধিকারী হয়, পাগল না হয় সে ক্ষেত্রে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ নাশ করিতে হইবে। যেমন ইমাম মালিক (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, একবার হযরত উমর (রা) খুৎবা দানকালে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি প্রেরিত কিতাবের মধ্যে 'পাথর নিক্ষেপ করা' সম্পর্কিত আয়াতও ছিল। আমরা উহা পাঠ করিয়াছি এবং উহা সংরক্ষণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করিয়াছেন এবং আমরাও উহা করিয়াছি। কিন্তু এখন ভয় হইতেছে যে, কালক্ষেপণের সাথেসাথে মানুষ বলিয়া বসে, "আমরা তো আল্লাহ্‌র কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশের কোন আয়াত পাই না।" তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত একটি ফরয ত্যাগ করিয়া গুমরাহ্ হইয়া যাইবে। বিবাহিত বালিগ, আযাদ ও জ্ঞান সম্পণ্ন কোন ব্যক্তি পুরুষ হউক কিংবা স্ত্রী ব্যভিচার করিলে তাহাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করিতে হইবে। ইহা আল্লাহ্‌র কিতাবেরই একটি নির্দেশ। তবে শর্ত হইল ইহার দলিল-প্রমাণ, কিংবা গর্ভধারণ অথবা স্বীকারোক্তি থাকিতে হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, মালিক (র) হইতে বহু দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে কেবল প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করিয়াছি।

ইমাম আহমাদ (র), হুসাইম (র), ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর (রা) ভাষণ দানকালে বলিলেন, তোমরা মনে রাখিও, কিছু লোক এমনও আছে, যাহারা এই কথা বলে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে পাথর নিক্ষেপ করিয়া জীবননাশের কোন নির্দেশ নাই। আছে শুধু কোড়া মারিবার নির্দেশ। অথচ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাথর মারিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার পরে পাথর মারিয়া ব্যভিচারীর প্রাণনাশ করিয়াছি। যদি কোন কথকের এই কথা বলিবার আশংকা না থাকিত যে, উমর (রা) আল্লাহ্‌র কিতাবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, "তবে আমি পাথর নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করা

সম্পর্কিত আয়াতকে কিতাবে ঠিক তদ্রূপ লিখিয়া দিতাম যেমন তাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল"। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ফারূক (রা) ভাষণ দানকালে 'রজম' (পাথর নিক্ষেপ করা) সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা অবশ্যই রজম করিব। কারণ ইহাও আল্লাহ্র একটি দণ্ড বিধান। মনে রাখিবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'রজম' করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পরে আমরা 'রজম' করিয়াছি। যদি কিছু লোকের এই কথা বলিবার ভয় না হইত যে, উমর (রা) আল্লাহ্র কিতাবের বৃদ্ধি করিয়াছেন, তবে কুরআনের এক কোণে ইহা লিখিয়া দিতাম। উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) এবং অমুক অমুক ইহার সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'রজম' করিয়াছেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পরে আমরাও 'রজম' করিয়াছি। মনে রাখিবে অচিরেই এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করিবে যাহারা 'রজম', শাফা'আত ও কবর আযাবকে অস্বীকার করিবে এবং দোযখে বিদগ্ধ হইবার পর কিছু লোককে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে ইহাও অস্বীকার করিবে।

ইমাম আহ্মাদ (র) ইয়াহইয়া আল-কাত্তান (র) ..... হযরত উমর ফারূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "সাধারণত 'রজম' সম্পর্কিত আয়াতকে অস্বীকার করিয়া তোমরা ধ্বংস হইও না"। ইমাম তিরমিযী (র) সাঈদের মাধ্যমে হযরত উমর ফারূক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর আল-কাওয়ারিরী (র) ..... কাসীর ইব্ন সাল্ত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা মারওয়ানের নিকট ছিলাম, তথায় যায়িদ (রা) ও ছিলেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলিলেন, আমরা পড়িতাম ঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُهُمَا اَلْبَتَّةَ

"বিবাহিত পুরুষ ও বিবাহিত নারী ব্যভিচার করিলে তোমরা তাহাদিগকে অবশ্যই 'রজম' করিবে।" তখন মারওয়ান বলিলেন, তবে আমি উহা কুরআনে লিপিবদ্ধ করিব? তিনি বলিলেন, হযরত উমর (রা)-এর জীবদ্দশায় একবার আমরা এই আলোচনা করিয়াছিলাম, তখন হযরত উমর ফারূক (রা) বলিলেন, আমি তোমাদের এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেছি। আমরা বলিলাম, "কিভাবে সমাধান করিবেন?" তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। তখন অন্যান্য আলোচনার সহিত রজমের আলোচনাও হইল। লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে রজমের আয়াতটি লিখিয়া দিন। তিনি বলিলেন, এখন আর আমি উহা লিখিয়া দিতে পারি না। অথবা অনুরূপ অন্য কিছু বলিলেন।

ইমাম নাসাঈ (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখিতসূত্র সমূহে বর্ণিত হাদীস একটি অপরটির সমর্থক এবং প্রত্যেকটি হাদীসই ইহা প্রমাণ করে যে, রজমের আয়াত পূর্বে কুরআনে লিখিত ছিল, কিন্তু পরে উহার তিলাওয়াত মানসূখ হইয়াছে। কিন্তু উহার হুকুম বহাল রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাড়ীর চাকরের সহিত যেই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করিয়াছিল তাহাকে 'রজম' করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং মায়েয (রা)ও গামেদিয়াকে (মহিলা) রজম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনাসমূহের কোন একটিতেও ইহার উল্লেখ নাই যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রজমের পূর্বে কাহাকেও কোড়া লাগাইয়াছেন। বরং বিভিন্ন সূত্রে যাহা বর্ণিত উহা দ্বারা ইহাই জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু রজম করিয়াছেন। কোন ঘটনাতেই কোড়া লাগাইবার উল্লেখ নাই।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম-এর মাযহাব ইহাই এবং ইমাম আযম আবূ হানীফা, মালিক ও শাফিঈ (র) এই মতই পোষণ করেন। অবশ্য ইমাম আহমাদ (র) বলেন, বিবাহিত আযাদ ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যভিচারী ব্যক্তিকে কুরআনে নির্দেশ অনুসারে কোড়া লাগাইতে হইবে এবং হাদীসের নির্দেশ অনুসারে তাহাকে রজমও করিতে হইবে। অর্থাৎ উভয় শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। প্রমাণ হিসাবে তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তাঁহার নিকট 'সাররাহা' নাম্নী একজন বিবাহিতা মহিলাকে ব্যভিচারের দায়ে উপস্থিত করা হইল। বৃহস্পতিবার তাহাকে কোড়া মারা হইল এবং শুক্রবারে তাহাকে রজম করা হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ অনুসারে তো তাহাকে কোড়া মারা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত অনুসারে তাহাকে রজম করা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্ ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন। কাতাদাহ্ (র) ..... উবাদাহ্ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

خُذُوْا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ -

"তোমরা আমার নিকট শরীয়াতের হুকুম শিক্ষা গ্রহণ কর, আমার নিকট হইতে শরীয়াতের হুকুম শিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তাহাদের জন্য হুকুম নাযিল করিয়াছেন, অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তরিত করিতে হইবে। আর বিবাহিত পুরুষ বিবাহিতা স্ত্রী লোকের সহিত ব্যভিচার করিলে, তাহাদিগকে একশত কোড়া লাগাইতে হইবে এবং রজমও করিতে হইবে"।

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ ـ

“আল্লাহ্‌র হুকুম কায়েম করিবার বেলায় যেন বিন্দু পরিমাণ দয়াও তোমাদেরকে মধ্যে পাইয়া না বসে”। এখানে সেই দয়া যাহা কোন হাকিম ও শাসককে দণ্ডবিধান কায়েম করিতে বাধা প্রদান করে, উহাই নিষধ করা হইয়াছে। স্বাভাবিক দয়া নিষিদ্ধ নহে। মুজাহিদ (র) বলেন, فِىْ دِيْنِ اللّٰه এর অর্থ فِىْ اِقَامَةِ الْحُدُوْدِ অর্থাৎ দণ্ডবিধান কায়েম করিতে শাসকগণের অন্তরে যেন দয়া না আসে আর বিধান যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়ে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। হাদিসে বর্ণিত “তোমরা একে অপরের হদ (দণ্ড ও শাস্তি) ক্ষমা করিয়া দাও। অবশ্য আমার নিকট দণ্ড উপযোগী ঘটনা আসিলে অনিবার্যভাবে উহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে”।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ঃ لَحَدٌّ يُقَامُ فِى الْاَرْضِ خَيْرٌ لِاَهْلِهَا مِنْ اَنْ يُمْطَرُوْا اَرْبَعِيْنَ صَبَحًا “দণ্ডবিধান কায়েম করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষণ অপেক্ষা উত্তম।”

কেহ্ কেহ্ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন, “দয়া করিয়া শাস্তি হাল্‌কা করিও না এবং কঠিন প্রহারও করিও না যে, হাড্ডি ভাংগিয়া যায় বরং মধ্যম ধরনের শাস্তি দিবে। আমির শা'বী এবং আতাও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

সাইদ ইব্‌ন আবূ আরুবাহ ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তুহ্‌মত প্রদানকারীকে উহার কাপড় না খুলিয়া কোড়া লাগাইতে হইবে। আর ব্যভিচারীকে কোড়া লাগাইতে হইবে কাপড় খুলিয়া। অতঃপর তিনি وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ পাঠ করিলেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্‌ন ওবায়দুল্লাহ্ আওফী (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে এবং আবূ মুলায়কাহ্ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর একটি বাঁদী ব্যভিচার করিলে তিনি তাহার দুই পায়ে কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমার ধারণা তাহার পীঠেও কোড়া লাগাইলেন। নাফি (র) বলেন, আমি তখন এই আয়াত পাঠ করিলাম ঃ

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ ـ

তখন ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, বৎস! তুমি কি মনে কর, কোড়া লাগাইতে আমি কোন প্রকার দয়া দেখাইয়াছি? আল্লাহ্ তা'আলা তো আমাকে তাহাকে হত্যা করিতে নির্দেশ দেন নাই। আর তাহার শরীরের চামড়া মাথায় তুলিতেও হুকুম করেন নাই। অবশ্য আমি তাহাকে বেদনাদায়ক কোড়াই মারিয়াছি।

اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ

যদি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তোমাদের ঈমান থাকে তবে ব্যভিচারীর প্রতি দণ্ড বিধান কায়েম কর এবং তাহাকে কঠিন শাস্তি দাও। কিন্তু কঠিনও যেন এমন না হয় যে,

তাহার হাড্ডি ভাংগিয়া যায়। মুসনাদ গ্রন্থে জনৈক সাহাবী (রা) হইত বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছাগল যবেহ্ করিতে আমার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "وَلَكَ فِىْ ذٰلِكَ اَجْرٌ" ইহাতে তোমার সাওয়াব হইবে।

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আর তাহাদের শাস্তিকালে যেন মু'মিনদের একটি দল উপস্থিত থাকে।" মানুষের সম্মুখে ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে শাস্তি দিলে ইহা একপ্রকার অশ্লীল কাজ হইতে বিরত রাখার পক্ষে কার্যকরী হয়। হাসান (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তাহাদের শাস্তি যেন প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয়।" আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, "طَائِفَةٌ" দ্বারা একজন ও একাধিক লোক বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, এক হইতে এক হাজার পর্যন্ত "طَائِفَةٌ" শব্দের প্রয়োগ হয়। ইকরিমাহ্ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। আহমাদ (র) বলেন, একজনের উপর "طَائِفَةٌ" শব্দ বলা যায়।

আতা (র) বলেন, "طَائِفَةٌ" বলিতে কমপক্ষে দুইজন বুঝায়। ইস্হাক ইব্ন রাহওয়ায়ে ও সাইদ ইব্ন জুবাইরও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যুহরী (র) বলেন, "طَائِفَةٌ" বলিতে তিনজন কিংবা তিনের অধিক বুঝায়। ইব্ন ওহব (র) বলেন, ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের "طَائِفَةٌ" দ্বারা চার ব্যক্তি কিংবা চারের অধিক বুঝান হইয়াছে। কারণ ব্যভিচারের জন্য কমপক্ষে চারজন স্বাক্ষী জরুরী। ইমাম শাফিঈ ও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। রাবীআহ্ (র) বলেন, পাঁচজন। হাসান বাসরী (র) বলেন, দশজন। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ ব্যভিচারীদের শাস্তির সময় মু'মিনদের একটি দলকে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন যেন, তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... আলকামা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ যে মু'মিনদের একটি দলকে ব্যাভিচারীর শাস্তিকালে উপস্থিত থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন ইহা এইজন্য নহে যে, তাহারা অধিক লাঞ্ছিত হউক বরং এই কারণে যে মু'মিনগণ তাহাদের তাওবা ও রহমতের জন্য দু'আ করেন।

٣. اَلزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (৩) ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকে ব্যতিত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিনী তাহাকে ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ব্যতীত কেহ বিবাহ করে না, মু'মিনদিগের জন্য ইহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ব্যভিচারী পুরুষ কেবল এই প্রকার নারী দ্বারা তাহার ব্যভিচারের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে যে চরিত্রহীনা ও ব্যভিচারিনী কিংবা মুশরিক যে ব্যভিচারকে কোন পাপ ও অপরাধ বলে মনে করে না।

وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ۔

"অনুরূপভাবে কোন ব্যভিচারিণী নারীও তাহার ব্যভিচারের উদ্দেশ্য কেবল ব্যভিচার পুরুষ দ্বারা লাভ করিতে পারে"। اومشرك অথবা কোন মুশরিক দ্বারা যে উহা অপরাধ বলিয়া মনে করে না।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, এখানে النكاح দ্বারা ব্যভিচার বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কোন ব্যভিচারিণী মহিলার সহিত কোন ব্যভিচারী পুরুষ কিংবা মুশরিকই ব্যভিচার করিতে পারে। রিওয়ায়েতের সূত্র বিশুদ্ধ। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অরো একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, উরওয়াহ্ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, মাকহুল, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "ব্যভিচারী মহিলাকে বিবাহ করা ও সতী রমনীকে ব্যভিচারী পুরুষের সহিত বিবাহ দেওয়া মু'মিনদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে"। আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। কাতাদাহ্ ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের উপর ব্যভিচারিনী মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করিয়াছেন"।

حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত অংশের অর্থ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافَحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ এর অনুরূপ।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম আহমাদ (র) প্রমাণ করেন, কোন পাক-পবিত্র পুরুষের পক্ষে কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা যায়িয নাই। যাবৎ না সে তাওবা করে। অবশ্য তাওবা করিলে বিবাহ বিশুদ্ধ হইবে। অনুরূপভাবে কোন সতী স্ত্রী লোকের পক্ষে কোন ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা যায়িয নহে, যাবৎ না সে তাওবা করে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ "ইহা মু'মিনদের উপর হারাম করা হইয়াছে"।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আরিস (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মু'মিন ব্যক্তি উম্মে মাহযুল নামক একজন ব্যভিচারিণী স্ত্রী লোককে বিবাহ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমিত প্রার্থনা করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে এই আয়াত পাঠ করিয়া শোনাইলেন ঃ

الزَّانِىْ لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ -

"ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক স্ত্রী লোককে বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণী ও মুশরিক স্ত্রী লোক কেবল ব্যভিচারী কিংবা মুশরিক পুরুষকে বিবাহ করে এবং মু'মিনদের উপর ইহা হারাম করা হইয়াছে"।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আমর ইব্‌ন আদী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে মাহযূল নাম একজন স্ত্রী লোককে একজন সাহাবী বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে,এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... আম্‌র ইব্‌ন শু'আইব, তাঁহার আব্বা হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মারসাদ ইব্‌ন আবূ মারসাদ নামক এক ব্যক্তি মক্কায় বাস করিত। সে মক্কা হইতে মুসলমান কয়েদীদিগকে মদীনায় নিয়া আসিত। মক্কায় এক ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক ছিল। যাহার নাম ছিল 'আনাক'। মারসাদ -এর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। একবার মারসাদ একজন কয়েদীকে মক্কা হইতে মদীনায় নিয়া আসিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল। মারসাদ বলেন, অতএব আমি তাহাকে আনিবার জন্য মক্কার একটি কারাগারের প্রাচীরের নিচে পৌঁছিলাম। জ্যোৎসা রাত ছিল। এমন সময় আনাক আসিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। সে আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মারসাদ! আমি বলিলাম, হাঁ, মারসাদ। সে আমাকে স্বাগত জানাইয়া বলিল, আস রাত্রে আমার কাছেই অবস্থান করিবে। আমি বলিলাম, আনাক! আল্লাহ ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন। তখন সে আমার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চিৎকার করিয়া মক্কাবাসীগণকে আমার আগমন বার্তা পৌঁছাইয়া দিল। সে বলিল, হে মক্কার লোকেরা! এই মারসাদ তোমাদের কয়েদীদিগকে গোপনে লইয়া যায়। তাহার চিৎকার শুনিয়া আট ব্যক্তি আমার পশ্চাতে ছুটিল। আমি নিরুপায় হইয়া একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তাহারাও ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং আমার মাথা বরাবর উপরে দাঁড়াইয়া পেশাব করিয়া দিল। তাহাদের পেশাব আমার মাথার উপরেই পড়িল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত আমাকে তাহারা দেখিতে পাইল না। মারসাদ বলেন, অতঃপর তাহারা নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল এবং আমি

আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ঐ কয়েদীকে উঠাইয়া লইলাম। লোকটি ছিল অত্যধিক ভারী! তাহাকে উঠাইয়া লওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন। অতএব আমি কোন রকম তাহাকে লইয়া একটি ইযখির বনে প্রবেশ করিলাম এবং তাহার সকল বাঁধন খুলিয়া ফেলিলাম। এই ব্যাপারে সেও আমাকে সাহায্য করিল। অতঃপর তাহাকে লইয়া আমি মদীনায় পৌছালাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আনাককে বিবাহ করিব? এইরূপ আমি দুইবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রশ্নের কোন জওয়াব দিলেন না। এমন কি এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اَلزَّانِى لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আমরা এই হাদীসটি জানি না। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে নিকাহ্ অধ্যায়ে উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আখ্নাস (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ يَنْكِحُ الزَّانِىْ الْمَجْلُوْدُ اِلاَّ مِثْلُهُ ـ

"কোড়াঘাত প্রাপ্ত ব্যভিচারী কেবল তাহার মত স্ত্রী লোককে বিবাহ করে'। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে মুসাদ্দাদ ও আবূ মা'মার (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (র) হইতে এবং তাঁহারা আবদুল ওয়ারিস (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে বেহেশতে প্রবেশ করিবে না, আর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেন না। যেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগত নহে, যেই স্ত্রীলোক পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্ব করে এবং দাইউস। আরো তিন ব্যক্তি এমন যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা দৃষ্টিপাত করিবেন না। যেই ব্যক্তি পিতামাতার অনুগত নহে। যেই ব্যক্তি মদ্য পানে অভ্যস্ত। আর যেই ব্যক্তি দান করিয়া খোটা দেয়। ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তিন

ব্যক্তির উপর বেহেশত হারাম করিয়াছেন– যেই ব্যক্তি মদ্য পানে অভ্যস্থ, যেই ব্যক্তি তাহার পিতামাতার অনুগত নহে, আর যেই ব্যক্তি তাহার পরিবারে অশ্লীলতা প্রতিষ্ঠা করে।

আবূ দাউদ তয়ালিসী (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন, শু'বা (র) ..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُوْثٌ দাইউস কখনও বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না। অত্র হাদীস পূর্ববর্তী সকল হাদীস সমূহের সমর্থন করে।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ

مَنْ اَرَدَ اَنْ يَّلْقَى اللّٰهَ وَهُوَ طَاهِرٌ مُتَطَهِّرٌ فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ ۔

"যেই পাক পবিত্র হইয়া আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন আযাদ মহিলা বিবাহ করে"। হাদীসটির সনদে কিছু দুর্বলতা রহিয়াছে।

ইমাম আবূ নসর ইসমাঈল ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জাওহারী (র) তাঁহার কিতাব "আল সিহাহ্ ফিল-লুগাত" এ উল্লেখ করিয়াছেন, 'দাউস' বলা হয় বে-গায়রাত ও মানসম্ভ্রম বোধশূণ্য ব্যক্তিকে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল ইব্‌ন উলাইয়াহ্ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার স্ত্রী আমার অতি প্রিয়, কিন্তু সে সকলের সহিত কাম চরিতার্থ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তাহাকে তালাক দাও। সে বলিল, তাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ধৈর্যধারণ করিতে পারিব না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তবে তুমি উহাকে উপভোগ কর। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নহে। আবদুল কারীম নামক রাবী হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নহে। হারূন তাহা অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তাহার বর্ণিত হাদীস মুরসাল। তবুও তাহার বর্ণিত হাদীস আবদুল কারীমের বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আবদুল কারীমই ইব্‌ন আবুল মুখারিক নামে পরিচিত। তিনি বাসরার অধিবাসী ও তাবিঈ। কিন্তু তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল। হারূন ইব্‌ন রাইহান যিনি একজন তাবিঈও নির্ভযোগ্য রাবী, তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছেন। হারূন ইব্‌ন রাইয়ানের বর্ণিত মুরসাল হাদীসই অধিক গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম নাসাঈ (র) তালাক অধ্যায়ে ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায় (র) .....

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি মুসনাদ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার রাবীগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম (র) আরোপিত সকল শর্তসমূহ পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও ইমাম নাসাঈ (র) উহার মারফূ হওয়া ভুল বলিয়াছেন এবং মুরসালরূপে বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধ বলিয়া বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সূত্র ভাল। ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাদ্দিসগণ এই হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য করিয়াছেন। যেমন ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসকে যাঈফ বলিয়াছেন এবং ইমাম আহমাদ (র) মুনকার বলিয়াছেন।

ইব্‌ন কুতায়বা (র) বলেন, হাদীসে বিদ্যমান لَاتمنع يد لامس এর অর্থ হইল, স্ত্রী লোকটি সকলকেই দান করিত। বস্তুত সে বহু দানশীলা স্ত্রী লোক ছিল। এবং ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে কাহারো এই মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, যদি হাদীসাংশের অর্থ ইহাই হইত, তবে لَا تمنع يد ملتمس বলা হইত। কেহ কেহ হাদীসের অর্থ ইহাও করিয়াছেন যে, সেই স্ত্রীলোকটি চরিত্র এইরূপ মনে হইত যে, সে যেই কোন লোকের সহিত অপকর্ম করিতে প্রস্তুত। অর্থ ইহা নহে যে, সে এইরূপ করিত। কারণ স্ত্রী লোকটি যদি সত্যিসত্যি ব্যভিচারিণী হইত, তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে উপভোগ করিতে অনুমতি দিতেন না। কিন্তু তাহার চরিত্র যখন ব্যভিচারের প্রতি ঝোঁকা ছিল এই কারণে প্রথম তো তিনি তাহাকে ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, যে লোকটি তাহাকে ত্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে পারিবে না, কারণ সে তাহাকে অত্যধিক ভালবাসে। অতএব তিনি তাহাকে ভোগ করিতে অনুমতি দিলেন। যেহেতু স্ত্রী লোকটির সহিত তাহার ভালবাসা মিশ্রিত এবং স্ত্রী লোকটির ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়াটা অনিশ্চিত। অতএব কেবল সন্দেহের কারণে তাহাকে ত্যাগ করিয়া একটি নিশ্চিত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া সংগত নহে।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যখন কোন ব্যভিচারিণী তাওবা করে তখন তাহাকে বিবাহ করা জায়িয। যেমন ইমাম আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাহার নিকট গিয়া বলিল, আমি একজন স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করিতাম,অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে তাওবা করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন, এখন আমি তাহাকে বিবাহ করিতে চাই। আমার এই ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কিছু লোক আমাকে বলিল, “ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবল ব্যভিচারিণী কিংবা মুশরিক স্ত্রী লোককে বিবাহ করে”। তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, “আয়াতের অর্থ উহা নহে, যাহা তাহারা বলিয়াছে। এখন তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। ইহাতে যদি কোন গুনাহ হয় তবে উহা আমারই হইবে”।

উলামায়ে কিরামের আর একটি দল দাবী করিয়াছেন যে, আয়াত মানসূখ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) .... সাইয়েদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাহার নিকট اَلزَّانِىْ لاَيَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, وَاَنْكِحُوْا الاَيَامٰى مِنْكُمْ দ্বারা ইহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম শাফিঈ (র)ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ উবাইদ কাসিম ইব্‌ন ফাল্লাস (র) ' النَاسِخ والمنسُوخ ' কিতাবে সাঈদ ইব্‌ন মাসাইয়্যেব (র) হইতে উহা মানসূখ হওয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

٤. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

٥. اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৪) যাহারা সাধ্বী রমনীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাহাদিগের আশিটি কষাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। ইহারাই তো সত্যত্যাগী। (৫) তবে যদি ইহার উহারা তাওবা করে ও নিজদিগকে সংশোধন করে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সতী রমনীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ আরোপকারীর শাস্তির হুকুম উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কেহ কোন পাক পবিত্র পুরুষের প্রতিও অনুরূপ অভিযোগ আরোপ করে এবং উহার জন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে সক্ষম না হয়, তবে তাহার জন্যও একটি শাস্তির বিধান রহিয়াছে। এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

অবশ্য অভিযোগকারী যদি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে না। দণ্ডনীয় হইবে কেবল তখন যখন যে সাক্ষী পেশ করিতে না পারে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ۔

"সতী রমণী কিংবা পাক-পবিত্র পুরুষের প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ করিয়া যাহারা চারজন উপযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাহাদিগকে আশিটি করিয়া বেত্রাঘাত লাগাও আর কখনও তাহাদের সাক্ষী গ্রহণ করিও না। আর তাহারা হইল ফাসিক।"

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যভিচারের অভিযোগকারী ব্যক্তি যে সাক্ষী পেশ করিতে ব্যর্থ, তাহার জন্য তিনটি বিধান ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন। (১) তাহাকে আশিটি কোড়া মারিতে হইবে। (২) কখনও তাহার সাক্ষী গ্রহণ করা হইবে না। (৩) সে আল্লাহ্ ও মানুষের নিকট ফাসিক।

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَاَصْلَحُوْا

"কিন্তু যাহারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে"।

উলামায়ে কিরাম এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় মতবিরোধ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিবে এবং নিজেদের সংশোধন করিবে, ইহাতে কি তাহারা সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া তাহারা সাক্ষ্যদানেরও উপযুক্ত হইবে? না তাহারা কেবল ফাসিক উপাধি হইতে মুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা হইবে না। অবশ্য ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই যে, অভিযোগকারীকে সর্বাবস্থায় কোড়া মারিতে হইবে। চাই সে তাওবা করুক কিংবা না করুক।

ইমাম মালিক, আহ্মাদ ও শাফিঈ (র) বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করিলে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে এবং সে ফিস্ক হইতেও মুক্ত হইবে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব এবং সালফের একটি দলও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) বলেন, অভিযোগকারী তাওবা করিলে কেবল সে ফিস্ক হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু ইহার পরও কখনও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। কাযী ইব্রাহীম নাখ্ঈ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মাকহুল, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন জাবির (র) ও এই অভিমত পোষণ করেন। শা'বী ও যাহ্হাক (র) বলেন, ব্যভিচারের অভিযোগকারী তাওবা করিলেও তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য সে যদি ইহা স্বীকার করে যে সে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল এবং পরে তাওবাও করে, তবে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে।

٦. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ
اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ
لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

٧. وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

٨. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ
لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

٩. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

١٠. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ .

অনুবাদ ঃ (৬) এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। (৭) এবং পঞ্চমবারে বলিবে, সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র লা'নত। (৮) তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে, যদি সে চারিবার আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী, (৯) এবং পঞ্চমবারে বলে, তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে, তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র গযব। (১০) তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগেরকেই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ্ তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে ব্যর্থ অক্ষম হইলে লি'আন-এর বিধান বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চারবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে তাহার স্ত্রী সম্পর্কে যে অপবাদ আরোপ করিয়াছে, উহাতে নিশ্চয় সে সত্যবাদী।

وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

"আর পঞ্চমবারে সে বলিবে, যদি সে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া থাকে, তবে তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত ও অভিশাপ যেন অবতীর্ণ হয়।" এইরূপ শপথ করিয়া

বলিবার সাথে সাথেই ইমাম শাফিঈ (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতে তাহাদের মধ্যে বিবহা বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে। এবং সর্বকালের জন্য ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার উপর হারাম হইয়া যাইবে। পুরুষ লোকটি তাহার মোহর দিয়া দিবে এবং স্ত্রী লোকটিকে ব্যভিচারের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অবশ্য যদি স্ত্রী লোকটিও পুরুষ লোকটির মত চারবার আল্লাহ্র কসম খাইয়া বলে যে,ব্যভিচারের অপবাদে পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলিবে, اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ "যদি ঐ পুরুষ লোকটি সত্যবাদী হয়, তবে তাহার উপর যেন আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়"। কেবল এইভাবে তাহার শাস্তি রহিত হইতে পারে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ
وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

"আর ঐ স্ত্রী লোকটি হইতে কেবল ইহাই ব্যভিচারের শাস্তি রহিত করিতে পারে যে, সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া চারবার বলিবে নিশ্চয় ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে যে, যদি সে সত্যবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর (স্ত্রী লোকটির উপর) আল্লাহ্র গযব নামিয়া আসে"।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্ত্রী লোকটির উপর গযব অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য হইল, সাধারণত কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করিতে চায় না এবং ব্যভিচারের অপবাদে তাহাকে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয় না। সাধারণত স্বামী তাহার অভিযোগে সত্যবাদী হইয়া থাকে। এই কারণে তাহাকে মা'যূর মনে করা হয়। এই কারণে স্ত্রী লোকটির দ্বারা পঞ্চমবার এই শপথ করান হইয়াছে যে, যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার প্রতি আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শরীয়াতের বিধান অবতীর্ণ করিবার মাধ্যমে মানুষকে অসুবিধা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। উহার উল্লেখ করিয়া বলেন, وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتُهٗ আর তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত না থাকিত, তবে তোমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে এবং অসুবিধার সম্মুখীন হইতে। وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই তাওবা কবূলকারী ও প্রজ্ঞাময়"। তিনি শপথ করিবার পরও যদি কেউ তাওবা করে তবুও তিনি উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর তিনি বান্দাদের প্রতি শরীয়াতের সেই বিধান অবতীর্ণ করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি বড়ই হিক্মতওয়ালা।

আলোচ্য আয়াতটি কোন সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে সে বিষয়ে ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ
ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ

যখন অবতীর্ণ হইল তখন আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আয়াতটি কি এইরূপই অবতীর্ণ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি শুনিতেছ না যে, তোমাদের সরদার কি বলিতেছেন? আনসারগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তাহাকে ভর্ৎসণা করিবেন না। তিনি বড়ই গয়রতওয়ালা লোক। আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত বিবাহ করেন নাই। আর যেই স্ত্রী লোককে তিনি তালাক দিয়াছেন, তাহাকে অন্য কেহ বিবাহ্ করিবার মত দুঃসাহসও করিতে পারে না। ইহাই হইল তাহার মর্যাদার অবস্থা। তখন হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বিশ্বাস যে, ইহা সত্য এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিস্ময় হইতেছে যে, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে কোন স্ত্রী লোকের সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখি, তবে কি আমি তাহাকে কিছুই করিতে পরিব না? যাবৎ না আমি চারজন সাক্ষী উপস্থিত করি। এই অবস্থায় আমার চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে তো সে তাহার কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই কথার অল্প কিছুক্ষণ পরই হযরত হিলাল ইব্‌ন উমাইয়াহ্ (রা) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন, সেই তিনজনের একজন যাহাদের তাওবা কবূল হইয়াছিল। একদিন তিনি এশার সালাতের সময় স্বীয় যমীন হইতে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে ফিরিয়া তিনি দেখিলেন যে, একজন ভিন্ন পুরুষ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত। তিনি স্বচক্ষে তাহাকে এই অবস্থায় দেখিলেন এবং তাহাদের কথাবার্তা শুনিলেন। তখন তিনি আর কিছুই করিলেন না। কিন্তু ভোর হইতেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া সবিস্তারে ঘটনা শুনাইলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুব ব্যথিত হইলেন এবং তাহার নিকট আনসারগণ জমা হইয়া বলিলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) যাহা কিছু বলিয়াছেন, উহার বিপদ আমরা এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। এখন তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিলালকে কোড়া মারিবেন। চিরতরে তাহার সাক্ষ্য বাতিল ঘোষণা করিবেন। তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আশা করি আল্লাহ্ আমার জন্য কোন উপায় করিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার ঘটনায় আপনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, উহাতে আমি সত্যবাদী। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কোড়া মারিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যখন অহী অবতীর্ণ হইত, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁহার চেহারা দেখিয়া বুঝিয়া ফেলিতেন। অতএব তাঁহারা নীরব রহিলেন। এমন কি তাঁহার অহী সম্পন্ন হইল। এবং

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ
ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ـ

অবতীর্ণ হইল। অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হিলাল (রা)-কে বলিলেন ঃ

اَبْشِرْ يَاهِلَالُ فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكَ فَرَجًا وَّمَخْرَجًا ـ

"হে হিলাল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।" তখন হিলাল (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আমি এইরূপ আশাই করিতেছিলাম।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হিলালের স্ত্রীকে ডাকিয়া আন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের উভয়কে নসীহত করিলেন এবং তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। হিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাহার প্রতি যে অভিযোগ আরোপ করিয়াছি, উহা সত্যই। কিন্তু স্ত্রী লোকটি বলিল, সে মিথ্যা বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لَاعِنُوْا بَيْنَهُمَا "তাহাদের উভয়ের মাঝে লি'আন অনুষ্ঠিত কর"। হিলালকে বলা হইল, তুমি আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ কর যে, তাহার প্রতি যেই অপবাদ তুমি আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার শপথ করিলেন। পঞ্চমবারের পূর্বে তাহাকে বলা হইল, "হে হিলাল! তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর। দুনিয়ার শাস্তি পরকালে শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। তুমি মিথ্যাবাদী হইলে, এইবার কিন্তু অবশ্যই তুমি শাস্তিরযোগ্য হইবে। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আমাকে অন্য শাস্তি হইতেও রক্ষা করিবেন, যেমন তিনি আমাকে কোড়ার শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অতএব তিনি পঞ্চমবারে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিলেন, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহর লা'নত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর স্ত্রীলোকটিকেও বলা হইল সে যেন আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলে, তাহার স্বামী মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সে অনুরূপ শপথ করিলে, পঞ্চমবারে তাহাকেও বলা হইল, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, কারণ দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। আর এইবারই তোমার জন্য শাস্তি অবধারিত হইবে। সে তখন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবং অপরাধ স্বীকার করিবে বলিয়া মনে হইল। তখন সে বলিল, আল্লাহ্র কসম আমি কাওমকে লাঞ্ছিত করিব না।

অতএব সে পঞ্চমবারে আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল, "যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্

(সা) উভয়ের মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন এবং এই নির্দেশও দান করিলেন ছেলেটিকে তাহার পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা হইবে না। আর তাহাকে হারামজাদাও বলা যাইবে না। যে কেহ ঐ স্ত্রী লোকটিকে ব্যভিচারিনী বলিবে কিংবা তাহার সন্তানকে হারামজাদা বলিবে, তাহাকে কোড়া মারা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ স্ত্রী লোকটি সম্পর্কে ঐ হুকুম শুনাইয়া দিলেন যে, তাহার জন্য বাসস্থান ও আহারের কোন ব্যবস্থা করা হইবে না। কারণ তাহাদের মাঝে তালাক কিংবা স্বামীর মৃত্যু ছাড়াই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি স্ত্রী লোকটি একটি সুন্দর ও মোটাগোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে সে হিলালের সন্তান হইবে। আর যদি কাল কুৎসিত ও পাত্লা গোছা হয় তবে সে অভিযুক্ত ব্যক্তির সন্তান হইবে। সন্তান প্রসবের্ পর দেখা গেল, সে কাল কুৎসিত ও পাত্লা গোছা বিশিষ্ট ভূমিষ্ট হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি শপথের এই পদ্ধতির উপর হুকুম নির্ভরশীল না হইত, তবে অনিবার্যভাবে ঐ স্ত্রী লোকটিকে দণ্ডিত করিতাম।

ইকরিমাহ্ (র) বলেন, পরবর্তীকালে ঐ সন্তানটি বড় হইয়া মিসরের শাসক হইয়াছিলেন। এবং তাহাকে তাহার মায়ের সন্তান বলিয়াই ডাকা হইত। পিতার দিকে সম্বন্ধিত করা হইত না। ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন হারূন (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ সমূহে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া শরীক ইব্ন সাহাম নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে তাহার স্ত্রীকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ اَلْبَيِّنَةُ اَوْ حَدٌّ فِى ظَهْرِكَ "হয় তুমি ইহার প্রমাণ পেশ করিবে, না হয় তোমার পীঠে বেত্রাঘাত পড়িবে"। হিলাল (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকে ব্যভিচারে দেখিয়াও কি সে সাক্ষী খুঁজিতে যাইবে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথাই বলিতে লাগিলেন, হয় তুমি প্রমাণ পেশ কর, না হয় তুমি বেত্রাঘাতের জন্য প্রস্তুত হও। তখন হিলাল (রা) বলিলেন, যে সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই এমন কিছু অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পীঠকে বেত্রাঘাত হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর হযরত জীব্রাঈল (আ) এই আয়াত সহ অবতীর্ণ হইলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ ....اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

অহীর অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন। যখন হিলাল আসিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ اَنَّ اَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ “আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই ইহা জানেন যে, তোমাদের মধ্য হইতে একজন মিথ্যাবাদী। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাওবা করিবে”। স্ত্রী লোকটিও আসিল এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করিল। পঞ্চমবারের সময় উপস্থিত সকলে তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, এইবারের শপথে কিন্তু তোমার একটি ফায়সালা নির্ধারিত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন স্ত্রী লোকটি থামিয়া গেল এবং আমরা ধারণা করিলাম, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবে। কিন্তু সে বলিল, আল্লাহ্র কসম আমি আমার কাওমকে অপদস্ত করিব না। আর পঞ্চম শপথ করিয়া নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা দেখিবে সে যদি সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট ভরা উরু বিশিষ্ট এবং পাতলা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সন্তানটি শরীক ইব্ন সাহ্ম-এর হইবে। পরে দেখা গেল সন্তানটি অনুরূপ হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শপথের এই পদ্ধতি যদি হুকুম নির্ভরশীল না হইত তবে অবশ্যই এই স্ত্রী লোকটিকে আমি কোড়া মারিতাম। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মানসূর (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহাতে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু সে বারবার তার অভিযোগ পেশ করিতে লাগিল। অবশেষে অবতীর্ণ হইল ঃ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ .... الخ আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন, এবং বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। প্রথম পুরুষটিকে ডাকিয়া তাহাকে আল্লাহ্র নামে শপথ করিতে বলিলেন, সে বারবার আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, সে তাহার অপবাদে সত্যবাদী। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে থামাইয়া নসীহত করিলেন যে, আল্লাহ্র লা'নত অপেক্ষা সকল শাস্তিই সহজ। অতএব যাহা বলিবে ভাবনা চিন্তা করিয়াই বলিবে। কিন্তু লোকটি এইবার শপথ করিয়া বলিল যে, সে যদি মিথ্যা অপবাদ করিয়া থাকে তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র লা'নত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী লোকটিকে ডাকিয়া তাহার সম্মুখে আয়াত পাঠ করিলেন। সেও আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বলিল যে, পুরুষটি তাহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, “দেখ আল্লাহ্র গযব অপেক্ষা সকল শাস্তিই তোমার জন্য গ্রহণ করা সহজ।” কিন্তু সে ইহার পরও পঞ্চমবার বলিল, “যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয় তাহলে, যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়।” তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি তাহাদের উভয়ের মাঝে একটি চূড়ান্ত ফায়সালা করিব।" তিনি আরো বলিলেন, যদি স্ত্রী লোকটি এইরূপ এইরূপ গুণ-বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে তাহার হুকুম এইরূপ হইবে। অতঃপর দেখা গেল যে, স্ত্রী লোকটির ব্যভিচারে অভিযুক্ত পুরুষটির সাদৃশ্য সন্তান ভূমিষ্ট হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমাকে লি'আনকারী পুরুষ-স্ত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, তাহাদের মাঝে কি বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হইবে? এই প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর-এর শাসনামলে। আমি কিন্তু প্রশ্নটির কোন জওয়াবই দিতে পারিলাম না। অতএব আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, লি'আনকারী স্ত্রী-পুরুষের মাঝে কি বিচ্ছেদ করিয়া দিতে হইবে? তিনি বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্! সর্বপ্রথম ইহা সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আচ্ছা যদি কোন লোক তাহার স্ত্রীকে অশ্লীল কাজে লিপ্ত দেখে তবে সে উহা মুখে উচ্চারণ করিলেও মারাত্মক কথা উচ্চারণ করিবে এবং নীরব থাকিলেও একটি মারাত্মক বিষয় সম্পর্কে নীরব থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার এই কথা শুনিয়া কোন উত্তর করিলেন না। লোকটি পুনরায় একবার আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যেই বিষয়টি সম্পর্কে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ঘটনাটি আমারই ঘটিয়াছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ .... اِنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۔

আয়াতটি অবতীর্ণ হইলে সর্বপ্রথম পুরুষকে নসীহত করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি মিথ্যাবাদী নই। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী লোকটিকেও নসীহত করিলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তি অপেক্ষা অধিক সহজ। কিন্তু স্ত্রী লোকটি বলিল, সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ঐ পুরুষ লোকটি মিথ্যাবাদী। ইহার পর তিনি পুরুষটিকে শপথ করিতে বলিলেন। সে আল্লাহ্‌র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, সে সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্ লা'নত অবতীর্ণ হইবে। ইহার পর স্ত্রী লোকটি

হইতেও শপথ গ্রহণ করা হইল। সেও আল্লাহ্র নামে চারবার শপথ করিয়া বলিল, পুরুষটি মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি সত্যবাদী হয়, তবে যেন তাহার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ইমাম নাসাঈ (র) আবদুল মালিকের সূত্রে তাফসীর অধ্যায়ে এবং বুখারী ও মুসলিম (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন হাম্মাদ (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমরা শুক্রবার বিকালে মসজিদে বসিয়াছিলাম, এমন সময় একজন আনসারী সাহাবী বলিলেন, যদি আমাদের কেহ্ তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে, আর যদি মুখে প্রকাশ করে তবে তাহাকে কোড়া মারিবে আর যদি সব কিছু সহ্য করিয়া নীরব থাকে তবে মারাত্মক বিষয়ের উপর ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। আল্লাহ্র কসম যদি ভোর পর্যন্ত নিরাপদে থাকি তবে অবশ্যই এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর ভোরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করে তবে তো আপনারা তাহাকে হত্যা করবেন। আর যদি তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তবে তাহাকে কোড়া মারিবেন। আর যদি নীরব থাকে তবে ক্রোধ চাপিয়া নীরব থাকিবে। সে তখন দু'আ করিল, "হে আল্লাহ্! আপনি ইহার ফায়সালা অবতীর্ণ করুন।" রাবী বলেন, অতঃপর লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ হইল। ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম ঐ বিপদে পতিত হইয়াছিল।

ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবূ কামিল (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার উয়াইমির (রা) আসিম ইব্ন আদী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর। আচ্ছা বলুন তো দেখি, যদি কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত অপকর্মে লিপ্ত দেখে তবে কি সে তাহাকে হত্যা করিলে তাহাকেও হত্যা করা হইবে না, সে আর কি করিবে! আসিম (রা) রাসূলূল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর উআইমির (রা) আসিম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি কিছুই করিতে পারি নাই। তুমি কখনও আমার জন্য কল্যাণ বহণ করিয়া আন না। আমি রাসূলূল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহা অপসন্দ করেন। তখন উআইমির (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখিলেন, এই বিষয় সম্পর্কে আয়াত

অবতীর্ণ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়কে ডাকিলেন এবং উভয়ের মাঝে লি'আন সংঘটিত করিলেন। উ'আইমির (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আমি ঐ স্ত্রী লোকটিকে সংগে লইয়া যাই তবে তাহার প্রতি আমার মিথ্যা আরোপ করাই প্রমাণিত হইবে।

রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে হুকুম করিলেন, পূর্বেই তাহাকে বিচ্ছেদ করিয়া দিল। তখন হইতে উহা দুই লি'আনকারীর নিয়ম হিসাবে প্রচলিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন, ঐ স্ত্রী লোকটির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে, যদি সে ভারী উরু বিশিষ্ট বড়বড় চক্ষু বিশিষ্ট এবং অতিশয় কাল কুৎসিত সন্তান প্রসব করে তবে সে তো ঐ লোকটি সত্য বলিয়াছে। আর যদি লাল বর্ণের অতিশয় ক্ষুদ্রাকার সন্তান প্রসব করে, তবে লোকটি মিথ্যাবাদী। অতঃপর স্ত্রী লোকটি প্রথম গুণ বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিল। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) ব্যতীত সিহাহ্ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থসমূহেও ইহা বর্ণিত।

ইমাম বুখারী (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত কাহাকেও অপকর্মে লিপ্ত দেখিয়া তাহাক হত্যা করে তবে কি আপনারা তাহাকে হত্যা করিবেন না, সে কি করিবে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে লি'আনের আয়াত অবতীর্ণ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ قَدْ قَضَى فِيْكَ وَفِىْ امْرَأَتِكَ "তোমার ও তোমার স্ত্রী সম্পর্কে ফায়সালা অবতীর্ণ হইয়াছে"। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা উভয়ে লি'আন করিল এবং আমি তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। আর লি'আন সংঘটিত হইবার পরে তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিলেন এবং তখন হইতে ইহা লি'আনের পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত হইল। স্ত্রী লোকটি গর্ভবতী ছিল। পুরুষ লোকটি তাহার গর্ভের সন্তানকে অস্বীকার করিল। অতএব সন্তান প্রসবের পর প্রসবিত সন্তানকে স্ত্রী লোকটির প্রতি সম্বন্ধিত করা হইল। সন্তান উহার ওয়ারিস হইবে তাহার জননীও তাহার ওয়ারিস হইবে বলিয়া বিধান করা হইল।

হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, ইস্হাক ইব্ন যায়িফ (র) ..... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন, যদি তুমি উম্মে রূমানের সহিত কোন লোককে দেখ তবে তুমি তাহার সহিত কেমন ব্যবহার করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন ব্যবহার

করিবে? তিনি বলিলেন, আমিও তাহার সহিত বড়ই খারাপ ব্যবহার করিব। এমন পরিস্থিতিতে যে নীরব থাকে সে একজন ইতর ও অসভ্য লোক। তাহার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত। রাবী বলেন, তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ -

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আবূ ইস্হাক (র) নযর ইব্ন শুমাইল ব্যতীত আর কেহ মুরসালরূপে হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।" অতঃপর আবূ বকর বায্যার (র) সাওরী (র) হইতে আবূ ইস্হাকের মাধ্যমে যায়িদ ইব্ন বাত্তী (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেয আবূ ইয়ালা (র) বলেন, মুসলিম ইব্ন আবূ মুসলিম জরমী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। ইসলামে সর্বপ্রথম লি'আন সংঘটিত হইয়াছে তখন, যখন হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা) তাঁহার স্ত্রীর সহিত শরীক ইব্ন সাহ্মাকে ব্যভিচারের অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যখন ইহার অভিযোগ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, চারজন সাক্ষী উপস্থিত কর, নচেৎ তোমার পীঠে বেত্রাঘাত পড়িবে। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আমি সত্যবাদী এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা এমন অহী আপনার প্রতি অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পীঠকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ الاٰيَةَ -

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহ্র নামে শপথ কর যে, তুমি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, উহাতে তুমি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি চারবার আল্লাহ্র নামে অনুরূপ শপথ করিলেন। পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি স্ত্রী লোকটির প্রতি ব্যভিচারের যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ, যদি তুমি উহাতে মিথ্যাবাদী হও তবে যেন তোমার উপর আল্লাহ্র লা'নত অবতীর্ণ হয়। তিনি এবারও অনুরূপ বলিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোকটিকে ডাকিলেন এবং তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি দাড়াইয়া যাও এবং আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া বল, তোমার উপর ব্যভিচারের যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছে, উহাতে সে মিথ্যাবাদী। স্ত্রীলোকটি চারবার এরূপ বলিল। অতঃপর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ তোমার প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে সে যদি সত্যবাদী হয় তবে যেন তোমার উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, চতুর্থ কিংবা পঞ্চমবারে স্ত্রীলোকটি নীরব হইয়া গেল এবং উপস্থিত সকলেই ভাবিল, হয়ত সে তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে বলিয়া উঠিল, আমি আমার কাওমকে কখনও অপদস্ত করিব না।

অতএব সে তাহার কথার উপর অটল রহিল। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মাঝে বিচ্ছেদ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা দেখিবে, যদি স্ত্রী লোকটি বক্রচুল এবং পাতলা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে সে শরীক ইব্ন সাহমা-এর সন্তান হইবে। আর যদি সাদা হয় সোজা চুল ও ছোট চক্ষু বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রা)-এর সন্তান হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল বক্রচুল ও পাত্‌লা গোছা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে তাঁহার কিতাবে যেই হুকুম দিয়াছেন, উহা না হইলে আমি স্ত্রী লোকটিকে অবশ্যই বেত্রাঘাত করিতাম।

١١. اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا
لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ
الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۰

অনুবাদ ঃ (১১) যাহারা এই অপবাদ রটনা করিয়াছে তাহারা তো তোমাদিগেরই একটি দল; ইহাকে তোমরা তোমাদিগের জন্য অনিষ্টকর মনে করিও না; বরং ইহা তো তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর; উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য আছে উহাদিগের কৃত পাপকর্মের ফল এবং উহাদিগের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

তাফসীর ঃ এই আয়াত হইতে দশটি আয়াত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আয়াত কয়টি অবতীর্ণ হইয়াছিল তখন, যখন মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। মহান আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের ইয্‌যতের হিফাযতের নিমিত্ত এই সকল আয়াত অবতীর্ণ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ -

"যাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে, তাহাদের মধ্যকার একটি দল"। আর তাহাদের গুরু ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তি ছিল মুনাফিকদের সরদার। সেই সর্বপ্রথম এই অপবাদ রটনা করিয়া অন্যান্যকে প্ররোচনা করিয়াছে। এমন কিছু সাদাসিদা মুসলমানের অন্তরে ইহা ঢুকাইয়াছে, ফলে তাহাদের মুখ দিয়াও এই অপবাদ উচ্চারিত হইয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) প্রায় একমাস যাবৎ ঐ সকল লোকের অপবাদের দুর্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হাদীস শরীফে ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর, আলকামাহ্ ইব্‌ন ওয়াক্কাস ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উৎবাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সফরে যাইবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তাঁহার কোন স্ত্রীকে সংগে লইয়া যাইতেন। উহা নির্ধারণ করিবার জন্য লটারী করিতেন, লটারীতে যাঁহার নাম আসিত, তাঁহাকেই তিনি সফর সংগিনী করিতেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার এক যুদ্ধে যাত্রার পূর্বে তিনি আমাদের মধ্যে লটারী করিলেন। উহাতে আমার নাম আসিল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফর সংগিনী হইলাম। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হইবার পরে। আমি আমার হওদার মধ্যে বসিয়া থাকিতাম এবং কাফিলা কোন মনযিলে অবতরণ করিলে আমার হাওদাকেও তথায় নামাইয়া লওয়া হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন যুদ্ধ হইতে অবসর হইলেন এবং প্রত্যাবর্তনের পথে মদীনার প্রায় নিকটবর্তী এক মনযিলে অবতরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ মনযিল হইতে রাত্র বেলায়ই রওয়ানা হইবার নির্দেশ দিলেন। আমি তখন শৌচকার্যের জন্য জিহাদী কাফিলার অবস্থানস্থল হইতে দূরে গিয়াছিলাম। শৌচকার্য শেষ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার বুকে হাত দিয়া দেখি আমার হারটি নাই। আমি খুঁজতে বাহির হইলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইল। এদিকে যাহারা আমার হাওদা বহন করিয়া উটের পিঠে উঠাইত, তাঁহারা আসিয়া হাওদাটি আমার উটের উপর উঠাইয়া দিল। তাঁহারা ধারণা করিয়াছিল আমি উহার মধ্যেই অবস্থান করিয়া আছি। যেহেতু ঐ সময় মহিলারা অত্যধিক সাধারণ খাবার খাইয়া জীবন ধারণ করিত এবং এই কারণেই তাঁহারা অত্যধিক হাল্‌কা পাত্‌লা ছিল। আমিও তখন অল্প বয়স্কা এবং হাল্‌কা পাত্‌লা ছিলাম। অতএব আমি যে হাওদার মধ্যে ছিলাম না ইহা তাঁহারা বুঝিতেই পারে নাই। অতঃপর তাঁহারা আমার উট লইয়া রওয়ানা হইয়া গেল। এইদিকে হারটি খুঁজিয়া পাইতে আমার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। হারটি পাওয়ার পরে আমার হাওদা বহনকারীদের স্থানে আসিয়া দেখি সেখানে কেহ নাই। অতএব যেই স্থানের পূর্বে আমি ছিলাম সেইখানে অপেক্ষায় রহিলাম। আমার ধারণা ছিল পরবর্তীতে তাঁহারা যখন আমাকে হাওদায় দেখিতে পাইবে না, তখন তাঁহারা আমাকে খুঁজিতে এইখানেই আসিবে।

আমি আমার মনযিলে বসিয়া ছিলাম, হঠাৎ আমি নিদ্রায় আক্রান্ত হইলাম এবং তথায় নিদ্রিতাবস্থায় রহিলাম। অকস্মাৎ সাফওয়ান ইব্‌ন মু'আত্তাল সুলামী (রা) যিনি সেনাবাহিনীর পিছনে ছিলেন এবং শেষ রাত্রে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তিনি আমার

অবস্থানস্থলে আসিয়া একটি মানবদেহ দেখিতে পাইলেন। যেহেতু তিনি আমাকে পর্দার হুকুমের পূর্বে দেখিয়াছেন, অতএব নিদ্রিত মানবদেহটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন। আমাকে তিনি চিনিতে পারিয়াই 'ইন্না-লিল্লাহ্' পড়িলেন। তাঁহার এই শব্দে আমি জাগ্রত হইলাম এবং চাদর দ্বারা আমার চেহারা ঢাকিলাম। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমার সহিত একটি কথাও বলেন নাই। তিনি তখনই তাঁহার উটটি বসাইয়া দিলেন এবং আমি উটের উপর উঠিয়া বসিলাম। তিনি উটের নেকাব ধরিয়া দ্রূত অগ্রসর হইলেন। এমন কি আমরা দ্বি-প্রহরে ইসলামী লশ্করের সহিত আসিয়া মিলিত হইলাম। কেবল এই ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া যাহার ধ্বংস হইবার ছিল তাহারা ধ্বংস হইল। এবং এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় অংশ যাহার ছিল সে হইল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। অতঃপর আমরা মদীনায় আগমন করিলাম এবং একমাস যাবৎ আমি রোগাক্রান্ত রহিলাম। এইদিকে অন্যান্য লোক অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে নানা কথায় লিপ্ত রহিল। অথচ আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলাম। কিন্তু পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-যেই স্নেহ মমতা ও প্রীতি দ্বারা প্রীত হইতাম, এইবার উহাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়ায়, আমাকে পীড়া দিতে লাগিল। কিন্তু ইহার কারণ যে কি ছিল, উহা আমি জানিতাম না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট প্রবেশ করিয়া আমার অবস্থা সম্পর্কে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন বটে, কিন্তু উহাতে ভালবাসার সেই আমেজ অনুপস্থিত ছিল। অত্যধিক দুর্বল হইবার পর একবার আমি রাত্রকালে মিস্তাহ-এর আম্মার সহিত শৌচকাজে বাহির হইলাম। তখন পর্যন্ত ঘরে কোন শৌচাগার ছিল না। স্ত্রীলোকের কেবল রাত্রিবেলার প্রয়োজনে বাহির হইত। ঘরের নিকট শৌচাগার নির্মাণকে তখন পর্যন্ত অপসন্দনীয় মনে করা হইত। ঘর হইতে দূরে গিয়া প্রয়োজন পূর্ণ করাই আরবের পূর্বেকার নিয়ম ছিল। আমিও মিস্তাহ-এর আম্মা চলিতে লাগিলাম। তিনি আবূ রুহ্ম ইব্ন মুত্তালিব ইব্ন আব্দে মুত্তালিব ইব্ন আব্দ মানাফের কন্যা ছিলেন এবং তাহার আম্মা সখ্র ইব্ন আমির-এর কন্যা হযরত আবূ বকরের খালা ছিলেন। আমি যখন আমার প্রয়োজন সারিয়া ঘরে ফিরিতেছিলাম। তখন মিস্তাহ্-এর আম্মার পা'ও তাহার চাদরে জড়াইয়া গেল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন। ইহাতে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মিস্তাহ্ ধ্বংস হউক। আমি বলিলাম আপনি এমন লোককে গালি দিলেন, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আরে তুমি কি জান যে, সে কিরূপ ভয়ানক কথা বলিয়াছে?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি অপবাদকারীদের পূর্ণ ঘটনা আমাকে জানাইয়া দিলেন। ইহাতে আমার রোগ আরো বৃদ্ধি পাইল। আমি যখন ঘরে ফিরিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ঘরে প্রবেশ করিয়া সালাম করিলেন এবং আমার অবস্থা কি

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমার আব্বা-আম্মার নিকট যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের নিকট হইতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার আব্বা-আম্মার ঘরে ফিরিয়া আম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। আম্মা, লোকে এইসব কি বলিতেছে এবং কেনই বা বলিতেছে? তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, মা, তুমি ধৈর্যধারণ কর। যদি স্ত্রীলোক সুন্দরী হয় এবং স্বামী তাঁহাকে অধিক ভালবাসেন এবং তাহার আরো সতীনও থাকে তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্পর্কে এই ধরনের অপবাদ ছড়াইয়া পড়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, সুবহানাল্লাহ্! মানুষ এমন অপবাদও করিতেছে! সেইদিন সারারাত্র আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু প্রবাহিত করিয়া কাটাইয়া দিলাম। আমার অশ্রুধারা আর বন্ধ হইল না। আর মুহূর্তক্ষণের জন্যও আমার ঘুম আসিল না। এইভাবে রাত্র শেষ হইল এবং সকাল বেলাও আমি কাঁদিতে লাগিলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা) ও উমাইয়া ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে ডাকিয়া আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে ত্যাগ করা সম্পর্কে পরামর্শ করিলেন। উসামাহ (রা)-তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে যাহা জানিত স্পষ্টই বলিয়া দিল। সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার স্ত্রীর পবিত্রতা ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না। হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! স্ত্রীলোকের কি কোন অভাব আছে? তিনি ছাড়া আরো তো বহু স্ত্রীলোক রহিয়াছে। আপনি তাঁহার বাঁদীর নিকট জিজ্ঞাসা করুন। সে সত্য কথা বলিবে।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারীরাহ্ (রা) ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বারীরাহ্! তুমি কি আয়েশ (রা)-এর চালচলনকে সন্দেহজনক কিছু দেখিতে পাইয়াছ? বারিরাহ্ বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে পারি এমন কিছুই কখনও দেখি নাই, শুধু এতটুকু যে, তিনি তিনি অল্পবয়স্ক মেয়ে, অনেক সময় আটা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন এবং ছাগল আসিয়া উহা খাইয়া ফেলে। ঘটনার সত্যতার যখন কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সমাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে যে, আমাকে এই ব্যক্তির কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে? যে সারা জীবন আমাকে কষ্ট দিয়াছে এবং অবশেষে আমার স্ত্রীর ব্যাপারেও কষ্ট দিতে ছাড়ে নাই। আল্লাহ্‌র কসম আমার স্ত্রীর পবিত্রতা ও সতীত্বের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহাকে পবিত্র ও সৎমতি বলিয়াই আমি জানি। যেই ব্যক্তির সহিত তাহারা অপবাদে জড়িত করিয়াছে তাহাকেও আমি একজন সৎলোক মনে করি। আমার

সঙ্গ ব্যতীত সে কখনও আমার ঘরে প্রবেশ করে নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত। যেই ব্যক্তি আপনাকে কষ্ট দিয়াছে, যদি সে 'আওস' বংশীয়ও হয় তবে আমরা তাহাকে হত্যা করিব। আর যদি 'খাযরাজ' বংশীয় হয় তবে তাহার ব্যাপারে আপনার যে কোন আদেশ পালন করিব।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এমন সময় খাযরাজ বংশীয় সরদার হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাহাকে হত্যা করিতে পরিবে না আর তাহাকে হত্যা করিবার শক্তিও তোমার নাই। সে যদি তোমার বংশের হইত, তবে তাহাকে হত্যা করিবার কথা তুমি বলিতে পরিতে না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ্ (রা) একজন নেক্‌কার লোক ছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে বংশীয় মর্যাদাবোধ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

অতঃপর হযরত উসাইদ ইব্‌ন হুযাইর (রা) যিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদাহ (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ভুল করিয়াছ, আল্লাহ্‌র কসম আমরা অবশ্যই তাহাকে হত্যা করিব। তুমি একজন মুনাফিক এবং মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ব করিতেছ। তখন আউস ও খাযরাজ দুই গোত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি হইল এবং তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার উপক্রম হইল। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনি বারবার তাহাদিগকে নীরব করিতে চেষ্টা করিলেন, অবশেষে তাহারা থামিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব হইলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সেইদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদিতে রহিলাম। মুহূর্তকালের জন্যও আমার অশ্রুধারা বন্ধ হইল না। আর পলকের জন্য আমার ঘুমও আসিল না। আমার আব্বা ও অন্যান্যরা ধারণা করিলেন যে, আমার বিরামহীন ক্রন্দন আমার জীবন বিনাশ করিয়া দিবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা আমার আব্বা-আম্মা আমার নিকট বসিয়া ছিলেন, আর আমি তখন ক্রন্দন করিতেছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। অনুমতি পাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেও আমার সহিত ক্রন্দনে শরীক হইল। আমরা সকলেই এই এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই অপবাদের ঝড়-তুফানের পরে ইহার পূর্বে আর কখনও আমার নিকট আর বসেন নাই। এবং এক মাস যাবৎ আমার সম্পর্কে কোন আয়াতও অবতীর্ণ হয় নাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

হাম্‌দ ও সানা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার নিকট এইরূপ এইরূপ কথা পৌছিয়াছে, যদি তুমি এই অপবাদ হইতে মুক্ত হও, তবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্ত্বরই তোমাকে উহা হইতে মুক্ত করিবেন। আর যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধ করিয়া থাক, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাওবা কর। কারণ বান্দা যখন অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহ্ তাহার তাওবা কবূল করেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখন আমার চক্ষু হইতে অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল এবং এক ফোটা আছে বলিয়াও অনুভব করিতে পরিলাম না। আমি আমার আব্বাকে বলিলাম, আমার পক্ষ হইতে আপনি ইহার জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি কি জওয়াব দিব আমি জানি না। তখন আমার আম্মাকে বলিলাম, আপনি ইহার উত্তর দিন। তিনিও বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহার কি উত্তর দিব, উহা আমি জানি না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি অতি অল্প বয়স্কা মেয়ে, বেশী কুরআনও পড়ি নাই, তবুও আমি বলিলাম আল্লাহ্‌র কসম, অপবাদের ঘটনা শুনিয়া উহা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছে। এবং উহা আপনারা বিশ্বাসও করিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে যদি আমি বলি যে, আমি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং আল্লাহ্ জানেন সত্যই আমি উহা হইতে মুক্ত কিন্তু আপনারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি বলি, আমি এই অপরাধে জড়িত অথচ, আল্লাহ্ জানেন আমি উহা হইতে মুক্ত, কিন্তু তবুও আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি আপনাদের ও আমার জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর এই বক্তব্য ব্যতীত আর কোন উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَاتَصِفُوْنَ -

"উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় এবং তোমরা যাহা কিছু বলিতেছ উহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই কথা বলিয়া আমি স্থান ত্যাগ করিলাম এবং আমার বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমার বিশ্বাস ছিল যে, কথিত অপবাদ হইতে আমি মুক্ত এবং অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই অপবাদ হইত মুক্ত করিবেন। কিন্তু আমার ইহা ধারণাও ছিল না যে, আমার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কোন আয়াত অবতীর্ণ করিবেন। আমি তো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি, আমার শানে এমন কোন আয়াত কি অবতীর্ণ হইতে পারে যাহা নিয়মিতভাবে তিলাওয়াত করা হইবে। আমার আশা ছিল, হয়ত বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সম্পর্কে স্বপ্ন দেখান হইবে এবং স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অপবাদ মুক্ত করিবেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কমম রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন পর্যন্ত সেই স্থান ত্যাগ করেন নাই এবং ঘরের অন্য কোন লোকও বাহির হয় নাই, এমন সময় আল্লাহ্

তাঁহার নবী (সা)-এর উপর অহী অবতীর্ণ করিলেন। তিনি ঘামাইয়া গেলেন। এইরূপ সময় তাঁহার এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে এবং কঠিন শীতের সময়ও অহীর কঠিন চাপে ঘাম মুক্তার মত হইয়া ঝরিতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অহী শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিতে লাগিলেন এবং সর্বপ্রথম যেই কথা তিনি আমাকে বলিলেন, উহা হইল ঃ

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ اَمَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَاَكِ اللّٰهُ ـ

"হে আয়েশা (রা)! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অপবাদ মুক্ত করিয়াছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমার আম্মা আমাকে বলিলেন, "হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব না, তাঁহার প্রতি কোন কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিব না। আমি তো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব, তিনি আমাকে অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। উহা হইল ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ـ হইতে দশ আয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) মিসতাহ্ ইব্ন আসদাহ্কে আর কখনও দান না করার জন্য কসম খাইলেন। তিনি তাঁহাকে পূর্বে আত্মীয়তা ও তাঁহার দরিদ্রের কারণে দান করিতেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তাঁহার কসম খাইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا يَاْتَلِ اُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّوْتُوْا اُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের যাহারা মর্যাদার ও স্বচ্ছলতার অধিকারী তাহারা যেন তাহাদের আত্মীয় স্বজনদিগকে দান না করিবার শপথ না করে, তোমরা কি ইহা পসন্দ কর না যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। অবশ্যই আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও অতীব দয়ালু।" (সূরা নূর ঃ ২২) আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন, ইহা অবশ্যই আমি পসন্দ করি। অতঃপর তিনি পুনরায় দান করিতে শুরু করিলেন। এবং তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম কখনও আমি উহাকে দান করা বন্ধ করিব না।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার স্ত্রীর হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা)-কেও আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে

যয়নব! তুমি আয়েশার চরিত্র সম্বন্ধে কি জান? তিনি বলিলেন, আমার কর্ণ ও চক্ষুকে আমি হিফাযত করিতে চাই। আল্লাহ্‌র কসম! তাঁহার সম্বন্ধে ভাল ব্যতীত খারাপ কিছুই আমি জানি না। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে যয়নাব (রা)-ই রূপেও সৌন্দর্যে আমার সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পরহেযগারীর কারণে হিফাযত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নি হাসানা বিনতে জাহশ অপবাদকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, উল্লেখিত রাবীগণ হইতে ইহাই আমাদের নিকট বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে ইমাম যুহরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ইস্‌হাকও যুহরী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবাইর (র) তাঁহার আব্বার মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা) হইতে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হাযিম আনসারী আম্‌রা (র) হইতে তিনি আয়েশা (রা) হইতে পূর্ব বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবু উসামাহ্ (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে অপবাদের তুফান উঠিলে একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) খুৎবা দানের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হইলেন এবং শাহাদাত পাঠ করিয়া আল্লাহ্‌র যথোপযুক্ত হাম্‌দ ও প্রশংসা করিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ হে মুসলিমগণ! তোমরা আমাকে এই সকল লোক সম্পর্কে পরামর্শ দাও যাহারা আমার স্ত্রী সম্পর্কে অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম আমার স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া কিছুই জানি না। আমার স্ত্রীর চরিত্রের কোন পংকিলতা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আর যাঁহার সহিত এই অপবাদে তাহারা অভিযুক্ত করিয়াছে, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁহার চরিত্রে আমি কখনও কোন পংকিলতা দেখি নাই। সে কখনও আমার অনুপস্থিতিতে আমর ঘরে প্রবেশ করে নাই। আমার সংগেই সে সফরেও রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথার পর হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমদিগকে আপনি অনুমতি দান করুন, আমরা তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দেই। ইহা শুনিয়া খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া হযরত মু'আযকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, আল্লাহ্‌র কসম যদি তাহারা আওস বংশীয় হইত তবে এমন কথা তুমি কখনও বলিতে না।

এইরূপ বাদ প্রতিবাদে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হইল। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলা আমি বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে গেলাম আমার সাথে ছিলেন মিস্‌তাহ্-এর আম্মা। হঠাৎ তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল, মিস্‌তাহ্ -এর নাশ হউক। তখন আমি বলিলাম, হে মিস্‌তাহ্ -এর আম্মা! মিস্‌তাহ্ তো আপনার পুত্র। অতঃপর তিনি নীরব রহিলেন। তিনি পুনরায় হোচট খাইলেন। তখন

তিনি পূর্বের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিলেন। আমি তখনও বলিলাম, আপনি নিজ পুত্রকে গালি দিতেছেন। অতঃপর তৃতীয়বারও তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এবারও তিনি পূর্বের ন্যায় বলিলেন, মিস্‌তাহ্ -এর নাশ হউক। এবারও আমি তাহাকে ধমক দিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাকে কেবল তোমার ব্যাপারে গালি দিতেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কোন ব্যাপারে আপনি তাহাকে গালি দিতেছেন? তখন তিনি আমাকে অপবাদের কথা বিস্তারিত খুলিয়া বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সত্যই কি সে এইরূপ অপবাদ আরোপ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ ইহা শ্রবণ করিয়া আমি ঘরে ফিরিতেই জ্বরে আক্রান্ত হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম আমাকে আমার পিতার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিন। তিনি আমার সহিত একটি গোলাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি আমার আব্বার বাড়িতে পৌছিয়া দেখিলাম, আমার আম্মা উম্মে রূমান ঘরের নিচ তলায় এবং আমার আব্বা হযরত আবু বকর (রা) ঘরের উপর তলায় কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন।

আমাকে দেখিয়া আমার আম্মা উম্মে রূমান জিজ্ঞাসা করিলেন, বেটি তুমি এখন কি কারণে আসিয়াছ? আমি তাহাকে বিস্তারিত সংবাদ জানাইলাম। আমি দেখিলাম এই সংবাদে আমার যতটুকু কষ্ট হইয়াছে, তাহাদের তদ্রূপ কষ্ট হয় নাই। আমাকে তিনি বলিলেন, মা তুমি মনে কষ্ট নিও না, কোন পুরুষের কোন সুন্দরী স্ত্রী থাকিলে তাহার যদি আরো একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে সে তাহাদের হিংসার পাত্রী হইয়া পড়ে এবং তাঁহার সম্পর্কে নানা প্রকার কথা উঠে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিষয় সম্পর্কে আব্বাও কি অবগত হইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তখন আর আমি আমার অশ্রু সামলাইতে পারিলাম না। বারীধারার ন্যায় আমার অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আমার আব্বা কুরআন পাঠ করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় উপর হইতেই আমার শব্দ শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি উপর হইতে নামিলেন। আম্মার নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কারণ উল্লেখ করিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ও স্বজল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আমাকে কসম খাইয়া বলিলেন, মা তুমি তোমার ঘরে ফিরিয়া যাও। অতএব আমি ঘরে ফিরিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে আসিয়া আমার সেবিকার নিকট আমার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁহার কোন দোষ জানি না। অবশ্য তিনি নিদ্রা কাতর মহিলা, অনেক সময় তিনি খমীর রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেন এবং ছাগল আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত। তাহার এই উত্তর শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট স্পষ্টভাবে সত্য সত্য বল। তখন সে বলিল, সুবাহানাল্লাহ্!

আমি তাঁহার সম্পর্কে কোন দোষ জানি না। একজন স্বর্ণকার যেমন খালেস ও নির্ভেজাল সম্পর্কে জানেন, আমিও তাঁহার সম্পর্কে তেমনই জানি। এই অপবাদে যেই লোকটিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন সে বলিল সুবাহানাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম আমি কখনও কোন মহিলার কাপড় খুলি নাই।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে এই লোকটি এক জিহাদে শহীদ হইয়া যান। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার আমার আব্বাআম্মা আমার নিকট আসিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আসরের সালাত পড়িয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমার আব্বাআম্মা আমার ডাইনে ও বামে বসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাম্‌দ ও প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! যদি তুমি কোন প্রকার অপরাধে জড়িত হইয়া থাক, তবে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাওবা কর। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের তাওবা কবূল করিয়া থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন একজন আনসারী মহিলা আসিয়া দরজার নিকট বসিয়াছিল, আমি বলিলাম, এই মহিলার সম্মুখে এইরূপ বথা বলিতে কি আপনার লজ্জা হয় না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নসীহত করিলেন, আমি তখন আমার আব্বার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনি বলিলেন, আমি কি বলিব? আমার আম্মার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জওয়াব দিন। তিনিও বলিলেন, আমি কি বলিব? আমি যখন দেখিলাম তাহারা কোনই জওয়াব দিলেন না, তখন আমি আল্লাহ্র হাম্‌দ ও প্রশংসা করিলাম, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি বলি যে, আমি কোনই অপরাধ করি নাই এবং আল্লাহ্ জানেন যে, আমি যাহা বলিয়াছি উহাতে আমি সত্যবাদী, তবে উহা আমার পক্ষে উপকারী হইবে না। কারণ কথিত অপরাধটি আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হই। আর যদি আমি বলি, আমি অপরাধে জড়িত, অথচ, আল্লাহ্ জানেন আমি সম্পূর্ণরূপে অপরাধ মুক্ত, তখন আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না।

আল্লাহ্র কসম আমার ও আপনাদের জন্য হযরত ইউসুফ (আ)-এর আব্বার উদাহরণ ব্যতীত আর কোন উদাহরণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই মুহূর্তে আমি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর শান উল্লেখ করিতে চাহিলাম, কিন্তু উহা আমার স্মরণে আসিল না। মহা চিন্তিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ -

তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূলের উপর অহী নাযিল করিলেন, আমরা সকলেই নীরব হইয়া গেলাম। অহী শেষে তিনি মাথা উঠাইলে আমি তাঁহার মুখমণ্ডলে খুশির চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। তিনি তাঁহার ললাট মুছিতে মুছিতে বলিলেন ঃ

اَبْشِرِىْ يَا عَائِشَةُ فَقَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَرَائَتَكِ -

“হে আয়েশা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহ্ তা’আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নাযিল করিয়াছেন।” হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তখন অত্যধিক রাগান্বিত হইয়াছিলাম। আমার আব্বাও আমাকে বলিলেন, আয়েশা! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হও। আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব না। আমি তাঁহার কৃতার্থও হইব না। এবং আপনাদেরও কৃতার্থ হইব না। আমি তো কেবল সেই মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ হইব এবং তাঁহারই প্রশংসা করিব, যিনি আমার অপবাদ মুক্তির সনদ নাযিল করিয়াছেন। তিনি আমাকে যেই কথা বলিয়াছেন, আপনারা উহা অস্বীকার করেন নাই। আর উহার প্রতিবাদও করেন নাই।

রাবী বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা’আলা হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শ (রা)-কে তাঁহার দ্বিনের অসিলায় হিফাযত করিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে তিনি কোন দোষারোপ করেন নাই বরং ভাল মন্তব্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভগ্নি আমার দোষটা করিয়া ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। আরো যাহারা দোষচর্চা করিয়াছিল, তাহারা হইল– মিসতাহ্, হাস্সান ইব্ন সাবিত এবং মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। এই ব্যক্তিই লোক একত্রিত করিয়া দোষচর্চা করিত এবং সেই ব্যক্তি এবং হাস্নাহ্ এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশী অংশগ্রহণ করিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনার পরে হয়রত আবূ বকর (রা) আল্লাহ্র নামে শপথ করিলেন, তিনি আর কখনও মিস্তাহকে দান করিবেন না। অতএব এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَا يَاْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ... الخ ـ

আবূ বকর (রা) যিনি বড়ই মর্যাদার অধিকারী তিনি যেন তাহার আত্মীয় মিস্হাতকে দান করিবার শপথ না করেন।

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

“তোমরা ইহা ভালবাস না যে আল্লাহ্ তা’আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান”।

তখন হযরত আবু বকর (রা) বলিলেন ঃ

بَلٰى وَاللّٰهِ يَا رَبَّنَا اَنَا نُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا ـ

“আল্লাহ্র কসম হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে ভালবাসি।” ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) মিস্তাহকে পূর্বের ন্যায় দান করতে আরম্ভ করিলেন। ইমাম বুখারী (র) ও এই সূত্রে আবূ উসামা মুহাম্মদ ইব্ন উসামাহ (র) তাঁহার তাফসীরে সুফিয়ান ইব্ন অয়াকী (র)-এর সূত্রে আবু উসামা (র) হইতে অনুরূপ আরো দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আল-আসাজ্জ এর সূত্রে আবু উসামাহ (রা) হইতে ইহার আংশিক বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইম (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান হইতে যখন আমার অপবাদ মুক্তির সনদ হিসাবে অহী নাযিল হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আসিয়া উহার সুসংবাদ দান করিলেন। আমি তখন বলিলাম, আমি ইহার জন্য মহান আল্লাহ্র প্রতি কৃতার্থ আপনার প্রতি নহি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইব্ন আবূ আদী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসমান হইতে যখন আমার প্রতি অপবাদের মুক্তির ফরমান নাযিল হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া উহা উল্লেখ করিলেন এবং আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। এবং দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোককে কোড়া মারিবার জন্য হুকুম করিলেন। অতএব তাহাদিগকে কোড়া মারা হইল। সুনান গ্রন্থের ইমামগণও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। ইমাম আবূ দাঊদ (র) দোষ চর্চাকারীদের নাম হাস্সান ইবন সাবিত, মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহ ও হাস্নাহ বিনতে জাহশ উল্লেখ করিয়াছেন। সিহাহ, সুনান এবং মুসনাদ গ্রন্থ সমূহের উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর আম্মা হযরত উম্মে রূমান (রা) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসীম (র) ..... উম্মে রূমান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশার (রা) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন আনসারী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ্ তাঁহার পুত্রকে যেন ধ্বংস করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন এমন বদ্দু'আ করিতেছেন? সে বলিল, সে দোষ চর্চাকারীদের একজন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন। কোন দোষ? মহিলাটি বলিল, তোমার সম্পর্কে এইরূপ দোষ।

আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কর্ণগোচর হইয়াছে? সে বলিল, হ্যাঁ। আয়েশা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আব্বা হযরত আবূ বকর (রা)-ও কি ইহা শুনিয়াছেন? সে বলিল, হ্যাঁ। ইহা শুনিয়া হযরত আয়েশা (রা) বেহুশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরিল, তখন ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। হযরত উম্মে রুমান (রা) বলেন, আমি উঠিয়া তাঁহাকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সম্ভবত অপবাদের চাপ সামলাইতে না পারিয়া এইরূপ হইয়াছে।

অতঃপর আয়েশা (রা) সোজা হইয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, আমি যদি আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া অপবাদ অস্বীকার করি, তবে আপনারা উহা বিশ্বাস করিবেন না। অতএব আমার ও আপনাদের উদাহরণ হইল হযরত ইয়াকূব (আ) ও

তাঁহার পুত্রগণের ন্যায়। যখন তিনি فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ বলিয়াছিলেন। উম্মে রূমান (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন এবং তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আবূ বকরও তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অপবাদ মুক্তির জন্য আয়াত নাযিল করিয়াছেন। তখন আয়েশা বললেন, ইহাতে আমি আল্লাহ্র সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আপনার প্রতি নহে।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আয়েশা (রা)! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ বলিতেছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁহাকেই বলিতেছি। যাহারা আয়েশা (রা)-এর এই দোষচর্চায় শরীক ছিল, তাহাদের মধ্য এমন এক ব্যক্তিও ছিল, যাহার ভরণ পোষণের দায়িত্ব হযরত আবূ বকর (রা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটার পর তিনি শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি আর তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَا يَاْتَلِ اُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ الاية ـ

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আবশ্যই আমরা আপনার ক্ষমাদানকে পসন্দ করি, হে আমাদের প্রতিপালক! অতঃপর তিনি পুনরায় মিস্তাহকে সাহায্য দান করিতে শুরু করিলেন।

হুসাইনের সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) ..... হুসাইন হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু আওয়ানা -এর রিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, মাসরূক নিজেরই উম্মে রূমান (রা) হইতে শুনিয়া হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উলামায়ে কিরামের একটি দল, বিশেষত খতীব বাগদাদী উহা অস্বীকার করিয়াছেন। কারণ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত উম্মে রূমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করিয়াছেন। খতীব বাগদাদী বলেন, মাসরূক (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করিতেন।

তিনি বলিতেন سُئِلَتْ اُمُّ رُمَّانْ কিন্তু ভুলবশত কেহ কেহ উহাকে سَئَلْتُ মনে করিয়া রিওয়ায়েতটি মুত্তাসিল ধারণা করিয়াছেন। অথচ, উহা হইল মুরসাল। ইমাম বুখারী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নিকট সূত্রের দোষ ধরা পড়েনি। কেহ কেহ বলেন, মাসরুক (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে তিনিও উম্মে রূমান (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْقِ ـ

"যাহারা মিথ্যা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে"। 'اِفْقٌ' অর্থ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ। عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ "তোমাদের মধ্য হইতে একটি দল"।

وَلَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ হে আবু বকরের পরিবার পরিজন! তোমরা উহাকে নিজেদের জন্য মঙ্গলকর মনে করিও না। بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ বরং উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য মঙ্গলকর। অর্থাৎ পৃথিবীতে তোমাদের সত্যতা প্রমাণিত হইবে এবং পরকালে তোমাদের মর্যাদা বুলন্দ হইবে। পবিত্র কুরআনেই হযরত আয়েশা (রা)-এর দোষমুক্তির সনদ অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ـ

“পবিত্র কুরআনে যেই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অগ্র-পশ্চাতে কোন বাতিল আসিতে পারে না। উহাকে কোনভাবেই বাতিল স্পর্শ করিতে পারে না”।

হযরত আয়েশা (রা) যখন মৃত্যুর মুখোমুখী হন, তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ “হে আয়েশা (রা)! আপনি আনন্দিত হউন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবি, তিনি আপনাকে এমনি ভালবাসিতেন যে আপনার পরে তিনি অন্য কোন কুমারী স্ত্রী বিবাহ করেন নাই। এবং আসমান হইতে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার অপবাদ মুক্তির সনদ অবতীর্ণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) তাঁহার তাফসীরে উসমান ওয়াসিতী (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়েশা (রা) ও হযরত যয়নব (রা) পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিলেন। হযরত যয়নাব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আমাকে বিবাহ দিয়াছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন, সাফওয়ান ইব্‌ন মুয়াত্তাল আমাকে তাঁহার সাওয়ারীর উপর বহন করিয়া আনিলেন, কিছু লোক যখন আমাকে মিথ্যা অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে অহী অবতীর্ণ করিয়া আমাকে অপবাদ মুক্ত করিয়াছিলেন। তখন হররত যয়নাব (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা! যখন ঐ উটের উপর তুমি আরোহণ করিয়াছিলে, তখন কি বলিয়াছিলে? তিনি বলিলেন ঃ

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ “আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কার্যনির্বাহী।” তখন তিনি বলিলেন, তুমি মু'মিনদের কলেমাই উচ্চারণ করিয়াছিলে।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ এই বিষয়ে যাহারা মুখ খুলিয়াছে এবং হযরত আয়েশাকে অপবাদে অভিযুক্ত করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য তাহাদের অর্জিত গুনাহ অনুপাতে শাস্তি হইবে।

وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ “আর যেই ব্যক্তি সর্বপ্রথম অপবাদ আরোপ করিয়াছে” কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, যেই ব্যক্তি মানুষ একত্রিত করিয়া তাহাদের মধ্যে এই অপবাদ ছড়াইত ও প্রচার করিত। لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ “তাহার জন্য রহিয়াছে, কঠিন শাস্তি”।

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে ঐ ব্যক্তি হইল আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল। মুজাহিদ এবং আরো অনেকে এই মন্তব্য করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি হইল, হাস্সান ইব্ন সাবিত (রা) এই মতটি অতিশয় দুর্বল মত। যেহেতু বুখারী শরীফে এই ধরনের একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। একই কারণে আমরা মতটি এখানে উল্লেখ করিয়াছি। নচেৎ সাহাবায়ে কিরামের যেই মর্যাদা ও ফযীলত রহিয়াছে, উহার প্রেক্ষিতে এই মতটি কোন গুরুত্ব রাখে না। বিশেষত হযরত হাসসান (রা) তাঁহার কবিতার মাধ্যমে কাফির ও মুশরিকদের আরোপিত অপবাদ ও গালমন্দের প্রতিবাদ করিতেন। তাঁহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ

هَاجِهِمْ وَ جِبْرِيْلُ مَعَكَ "হে হাস্সান! তুমি তাহাদের গালির প্রতিবাদে গালি দিও হযরত জিব্রাঈল (আ) তোমার সাহায্যকারী"।

আ'মাশ (র) বলেন, আবু য্যুহা (র)-এর সূত্রে মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত হাস্সান (রা) আগমন করিলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) আমাকে তাঁহার জন্য তাকিয়া ঠিক করিয়া দিতে হুকুম করিলেন। তিনি বাহির হইয়া গেলে আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বললাম, হাস্সান আপনার নিকটও আসেন এবং আপনি তাঁহার প্রতি সম্মান দেখান? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۔

তখন তিনি বলিলেন, অন্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বড় শাস্তি তাহার আর কি হইবে? তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই তাহার জন্য বড় শাস্তি নির্ধারিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, কাফিরদের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দেওয়া হইত। হাস্সান (রা) উহার জওয়াব দানের জন্য নিযুক্ত ছিলেন।

অতঃপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত হাস্সান (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রশংসামূলক একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرلىّ من لحوم الغوافل

"তিনি (আয়েশা) পূত পবিত্র সর্বপ্রকার দোষ হইতে মুক্ত। তাঁহাকে কোন প্রকার অপবাদে অভিযুক্ত করা যায় না। এবং তিনি নিজেও কাহারও প্রতি অপবাদ আরোপ করেন না"।

আয়েশা (রা) ইহা শুনিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনি তো এমন নহেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হাসান ইব্ন কুর'আহ (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাস্সান (রা)-এর কবিতা অপেক্ষা অধিক উত্তম কবিতা আর কাহারও শুনি নাই। আমি আশা করি তিনি বেহেশ্তবাসী হইবে।

তিনি আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের গালির প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন ঃ

هجوت محمدا فاجبت عنه * وعند الله فى ذالك الجزاء

"হে আবূ সুফিয়ান! তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে গালি দিয়াছ এবং আমি উহার জওয়াব দিয়াছি এবং আল্লাহ্র নিকট ইহার পুরস্কারের আমি আশা রাখি"।

فان أبى ووالده وعرضى * لعرض محمد منكم وقاء

"কারণ আমার আব্বা ও দাদা আমার ইজ্জত মুহাম্মদ (সা)-এর ইজ্জত সম্মানের প্রতিরক্ষার বস্তু"।

واتشتمه وكسيت له يكفء * فيشر كما لخير كما الفداء

"আরে তোমার মত লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গালি দেয় অথচ তুমি কোন প্রকারেই তাঁহার সমকক্ষ নহে। তোমার ন্যায় সকল দুষ্টলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় সৎলোকের উপর বিসর্জীত"।

لسانى صارم لا عيب فيه * وبحرى لا تكدره الدلاء

"আমার জিহ্বা নির্দোষ তেজ-তরবারী সমতুল্য। আর এবং আমার সমুদ্র এত গভীর ও প্রশস্ত যে, ডোলের পানি উত্তোলন তাহার পানিকে ময়লাযুক্ত করিতে পারে না"। অর্থাৎ আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে যতই গালমন্দ বলুক না, কেন তাঁহার চরিত্র সদা নিষ্কলঙ্ক থাকিবে।

হযরত আয়েশা (রা)-কে কেহ্ জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি অনর্থক কথা নহে? তিনি বলিলেন, না। অনর্থক হইল উহা যাহা মহিলাদের নিকট বলা হয়। বলা হইল আল্লাহ্র কথা বলেন নাই?

وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ "তাহাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি অপবাদ প্রচারের প্রধান অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে"। তিনি বলিলেন, তাহার দৃষ্টিশক্তি কি লোপ পায় নাই? তাহার উপর কি তরবারী উত্থিত হয় নাই? অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল সুলামী (রা) যখন জানিতে পারিলেন, হাস্সান তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছে, তখন তিনি তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

١٢. لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ.

١٣. لَوْلَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ
فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (১২) এই কথা শুনিবার পর মু'মিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজদিগের বিষয়ে সৎধারণা করে নাই, ইহা তো সুস্পষ্ট অপবাদ। (১৩) তাহারা কেন এই ব্যাপারে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই? যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই, সে কারণে তাহারা আল্লাহ্‌র বিধানে মিথ্যাবাদী।

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা)-এর কল্পিত ঘটনায় কিছু সংখ্যক মুসলমান ও জড়িত হইয়া অপবাদ প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সতর্ক করণ ও আদব শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন ঃ

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ .....الخ -

হে মু'মিনগণ! উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) সম্পর্কে যখন তোমরা মিথ্যা অপবাদ শুনিয়াছ, তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণ উহা নিজেদের উপর ধারণা করিল না কেন। অর্থাৎ এইরূপ অপকর্ম যেমন তাহাদের দ্বারা সম্ভব নহে, অনুরূপভাবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) দ্বারা মোটেই সম্ভব নহে। কেহ কেহ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা) ও তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রা) ..... বনী নাজ্জার গোত্রীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণিত। একবার আবূ আইউবকে তাঁহার স্ত্রী বলিল, হে আবূ আইউব! হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে মানুষ কি বলিতেছে? তাহা কি আপনি শুনিতেছেন না? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তবে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আচ্ছা তুমি কি এইরূপ কাজে লিপ্ত হইতে পার? উম্মে আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম কখনও না? তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) তো তোমা অপেক্ষা অনেক উত্তম। তাঁহার দ্বারা ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? রাবী বলেন, অপবাদকারীদের অপবাদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত হইল তখন সর্ব প্রথম যাহারা অপবাদ প্রচার করিয়াছিল তাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ -

"তোমাদের মধ্যে যাহারা অপবাদের তুফান উঠাইয়াছে তাহারা তোমাদের মধ্যে একটি দল"। আর তাহারা হইল হাস্‌সান ও তাঁহার সাথী সংগী। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ..... الخ -

তোমরা যখন অপবাদ শুনিয়াছিলে, তখন আবূ আইউব ও তাঁহার স্ত্রীর মত অন্যান্য সকল মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণ ধারণা করিল না কেন?

মুহাম্মদ ইব্ন উমর ওয়াকিদী (র) বলেন, ইব্ন আবূ হাবীব (র) ..... আবূ আইউবের আযাদকৃত গোলাম আফলাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মে আইউব (রা) বলিলেন, আয়েশা (রা) সম্পর্কে মানুষ যে অপবাদ প্রচার করিতেছে উহা কি আপনিও শুনেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ শুনি, তবে উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হে উম্মে আইউব! তুমি কি এই গুরুতর কাজ করিতে পার? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, না। তখন আবু আইউব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আয়েশা তোমা অপেক্ষা উত্তম। তাঁহার দ্বারা ইহা মোটেই সম্ভব নহে। পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা অপবাদকারীদের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়া পরে বলেন ঃ

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ -

যেমন আবু আইউব ও তাঁহার স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অপবাদ শুনিয়া উহা মিথ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল, অন্যান্য মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীগণও কেন অনুরূপ মন্তব্য করে নাই? আর তাঁহারা কেহই ইহা বলে নাই যে, ইহা সম্পর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কেহ কেহ বলেন, ঐ ব্যক্তি হযরত আবূ আইয়ুব (রা) ছিল না বরং হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ছিলেন।

وَقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ তাহারা কেন ইহা বলিল না, যে ইহা স্পষ্ট মিথ্যা ও বানাওয়াট। কারণ, হযরত আয়েশা (রা) সাফওয়ান ইব্ন মু'আত্তাল (রা)-এর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিয়া দ্বিপ্রহরেই সকলের সম্মুখে আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ না করুন যদি তাহাদের অন্তরে কোন প্রকার দুর্বলতা থাকিত, তবে তাহারা প্রকাশ্যভাবে দিবালোকে সকলের সম্মুখে এইভাবে উপস্থিত হইতেন না। অতএব ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ স্পষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ لَا جَآءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ তাহারা যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছে উহার জন্য তাহারা চারজন সাক্ষী কেন উপস্থিত করিল না? যাহারা তাহাদের অপবাদের সত্যতা প্রমাণ করিত।

فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ -

"যেহেতু তাহারা সাক্ষী উপস্থিত করে নাই অতএব আল্লাহ্র দরবারে মিথ্যাবাদী ও অপরাধী"।

١٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

١٥. اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (১৪) দুনিয়া ও আখিরাতের তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে, তোমরা যাহাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করিত। (১৫) যখন তোমরা মুখেমুখে ইহা ছড়াইতেছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করিতেছিলে যাহার কোন জ্ঞান তোমাদিগের ছিল না এবং তোমরা ইহাকে তুচ্ছ গণ্য করিয়াছিলে, যদিও আল্লাহ্‌র নিকট ইহা ছিল গুরুতর বিষয়।

তাফসীর ঃ হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে যাহারা অপবাদ প্রচারে জড়িত ছিল তাহাদিগকে সম্বন্ধ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ -

“আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত না হইত অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের কারণে তোমাদের তাওবা কবূল না করিতেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা না করিতেন ঃ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ অবশ্যই যেই অপরপাধে তোমরা লিপ্ত হইয়াছিলে উহার কারণে তোমাদের কঠিন শাস্তি হইত”।

আলোচ্য আয়াত ঐ সকল অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহারা মু'মিন ছিল। যেমন, মিসতাহ, হাস্‌সান, হাসনা বিনতে জাহ্‌শ ও অন্যান্যরা। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল এবং তাহার মত আরো যেই সকল মুনাফিক এই ঘটনায় জড়িত ছিল আলোচ্য আয়াত তাহাদের সম্পর্কে নহে। কারণ তাহারা মু'মিন ছিল না এবং এমন ভাল কাজও করে নাই যাহার কারণে তাহারা কঠিন শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, যেই কোন গুনাহ্‌র উপর কোন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ শাস্তি কেবল তখনই দেওয়া হইবে, যখন ঐ গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা না করিবে। কিংবা ঐ গুনাহ্‌র পরিরর্তে সমপর্যায়ের কিংবা আরো অধিক বেশী মর্যাদার কোন নেক কাজ না করিবে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ। মুজাহিদ ও সাঈদ ইবন জুবাইর (র) ইহার অর্থ করেন, “যখন তোমরা এই অপবাদমূলক কথা একজন হইতে অপরজন শুনিয়া অন্যের নিকট

বর্ণনা করিতেছিলে, সে অর্থাৎ সে অমুক হইতে শুনিয়াছে এবং অমুক অমুক হইতে শুনিয়াছে এইভাবে উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে"। কেহ কেহ এখানে আয়াতটি এইরূপ পড়িয়াছেন ঃ اِذْ تَلْقُوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ। বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা) ও অনুরূপ পাঠ করিতেন। ইহা وَلَقَ اللِّسَانُ আরবের এই ব্যবহার হইতে লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ সে বরাবর তাহার মিথ্যার উপর চলিয়াছে। আরবগণ ইহাও বলিয়া থাকেন, وَلَقْ فُلَانُ فِى السَّيْرِ অমুক বরাবর ভ্রমণ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রথম কির'আত অধিক প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত ইহাই। কিন্তু দ্বিতীয় কিরাআতটি হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ ..... হরযত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি اذ تلقونه পড়িতেন-ইব্ন আবূ মুলায়কা (র.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) ইহা সম্পর্কে অন্য লোক অপেক্ষা বেশী জানেন।

وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ -

তোমরা এমন বিষয় সম্পর্কে কথা বল, যাহা তোমরা জান না। وَتَحْسَبُوْنَهَا هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ যেই গুরুতর অপবাদ তোমরা হাল্কা ও সহজ মনে কর। অথচ, আয়েশা (রা) যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী নাও হইতেন তবুও তো ইহা এইরূপ অপবাদ সহজ ছিল না। অতএব সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ও খাতিমুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে ইহা কিরূপে হাল্কা ও সহজ হইতে পারে? উহা সহজ মোটেই নহে বরং 'আল্লাহ্র নিকট ইহা গুরুতর। সাইয়্যিদুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রীর প্রতি এইরূপ গুরুতর অপবাদ আল্লাহ্র জন্য অসহনীয় হইয়াছে। তিনি তো কোন নবীর স্ত্রী সম্পর্কে এইরূপ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট অপবাদ বরদাশ্ত করেন না। সুতরাং সাইয়্যিদুল আম্বিয়া (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে এই অপবাদ কিভাবে বরদাশ্ত করিতে পারেন? কাজেই তিনি অহীর মাধ্যমে উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহারা বিষয়টি সহজ ও হাল্কা মনে করিলেও আল্লাহ্র নিকট উহা বড়ই কঠিন ও গুরুতর। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, কেহ কেহ কখনও এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিয়া বসে যাহাতে আল্লাহ্ অত্যধিক অসুন্তষ্ট হন এবং উহার কারণে জাহান্নামের মধ্যে আসমান ও যমীনের মাঝের দূরত্ব পরিমাণ গভীরে নিক্ষিপ্ত হয়। অথচ সে তাহার উচ্চারিত কথার এই মারাত্মক দিকটি সম্পর্কে চিন্তাও করে না।

١٦. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا
سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ٠

١٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٠

١٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٠

অনুবাদ ঃ (১৬) এবং তোমরা যখন উহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না, 'এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদিগের উচিত নহে', আল্লাহ্ পবিত্র, মহান! ইহা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশও দিতেছেন, যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে কখনও অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করিও না। (১৮) আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সৎলোকদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে তিনি দ্বিতীয় হুকুম দিয়াছেন যে, ভাল ও সৎ লোকদের সম্পর্কে যেন তাহারা কোন অসাধু মন্তব্য না করে। যদি তাহাদের অন্তরে এইরূপ ধারণা জন্মে তবে উহা যেন মুখে উচ্চারণ না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ لِاُمَّتِىْ عَمَّا حَدَّثَتْ بِهٖ اَنْفُسُهَا مَالَمْ تَقُلْ اَوْتَعْمَلْ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের অন্তরে সৃষ্ট কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। যাবৎ না সে উহা মুখে উচ্চারণ না করে কিংবা উহা মুতাবিক আমল না করে"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ـ

"তোমরা যখন আয়েশা সম্পর্কে অপবাদ শুনিয়াছিলে তখন তোমরা এইরূপ কেন বলিলে না যে, এইরূপ গুরুতর কথা আমাদের মুখে উচ্চারণ করা উচিৎ নহে"। سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ "সুবহানাল্লাহ্! ইহা তো বড়ই গুরুতর অপবাদ"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপবাদ আর কি হইতে পারে? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পুনরায় আর কখনও ইহার অনুরূপ আর কোন অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করিতেছেন"। اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমরা আল্লাহ্র ও তাঁহার শরীয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি যদি তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে, তবে যেন পুনরায় তোমাদের পক্ষ হইতে এইরূপ অপবাদ আরোপের ঘটনা না ঘটে।

অবশ্য যাহারা কাফির তাহাদের জন্য শরীয়াতের ভিন্ন নির্দেশ রহিয়াছে। وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে শরীয়াতের হুকুম সমূহ বর্ণনা করিতেছেন। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ মানুষের জন্য যাহা শোভনীয় ও যাহা উপকারী আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং শরীয়াতের নির্দেশ নির্ধারণের বেলায়ও তিনি বড়ই হিক্‌মতওয়ালা।

১৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৯) যাহারা মু'মিনদিগের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাহাদিগের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের আলাহ্ তা'আলা তৃতীয় সতর্ক করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন মু'মিন সম্পর্কে কোন খারাপ কথা শুনিবার পর যদি উহা কাহার অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং মুখে উহা উচ্চারণও করিয়া ফেলে, কিন্তু উহার যেন অধিক প্রচার না হয় সেইদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

"যাহারা ইহা চায় যে, মু'মিনদের অশ্লীলতার প্রচার ঘটুক তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে। ইহকালে তাহাদিগকে কোড়া মারা হইবে এবং পরকালে শাস্তি অধিক যন্ত্রণাদায়ক"।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না। অতএব সকল বিষয় সম্পর্কে তাঁহার নিকট হইতে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা উচিৎ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ..... সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে কষ্ট দিও না, তাহাদিগকে লজ্জা দিও না আর তাহাদের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিও না। কারণ, যেই ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের গোপন বিষয়ের সন্ধান করিবে, আল্লাহ্ ও তাহার গোপন বিষয় খুঁজিয়া তাহাকে তাহার ঘরেই লাঞ্ছিত করিবেন।

٢٠. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

٢١. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ وَمَنْ يَّتَّبِعْ
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا وَّلٰكِنَّ
اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

অনুবাদ ঃ (২০) তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিলে তোমাদিগের কেহই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (২১) হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। কেহ্ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে, শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকিলে তোমাদিগের কেহই কখনও পবিত্র হইতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পবিত্র করিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত না হইত এবং তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় এবং স্নেহেরবান না হইতেন তবে তোমরা মারাত্মক শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে না। বরং যেহেতু তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু অতএব তাঁহার দান ও করুণা দিয়া তাওবাকারীর তাওবা কবূল করেন। এবং শরীয়াতের দণ্ডবিধানের মাধ্যমে তোমাদিগকে পবিত্র করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ـ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করিও না"।

وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

"আর যেই ব্যক্তি শয়তানের নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে সে সঠিক পথে চলিতে ব্যর্থ হয়, কারণ শয়তান তো সদাসর্বদা অশ্লীল ও মন্দ কাজের জন্য হুকুম করে"।

আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা অত্যন্ত উত্তম পন্থায় মু'মিনদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন ঃ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ অর্থ, "শয়তানের কর্মকাণ্ড"। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ শয়তানের কুমন্ত্রণা। কাতাদাহ্ (র) বলেন, ইহার অর্থ সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ। আবূ মিজ্লায (রা) বলেন, গুনাহ্র মানত করা শয়তানের অনুসরণ করার মধ্যে শামিল। মাসরূক (র) বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলিল, আমি 'আহার করা' হারাম করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন ঃ هٰذَا مِنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ "ইহা শয়তনের কুমন্ত্রগা"। তুমি তোমার শপথের কাফ্ফারা দান কর। এবং আহার কর। এক ব্যক্তি তাহার সন্তানকে যবাই করিবে বলিয়া মানত করিলে ইমাম শা'বী (র) তাহাকে বলিলেন, ইহা শয়তানের কুমন্ত্রণা। এবং তিনি তাহাকে উহার পরিবর্তে একটি ভেড়া যবাই করিতে বলিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .....আবূ রা'ফি (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হইলে, সে বলিল, একদিন সে ইয়াহূদী, একদিন সে খ্রিস্টান এবং আমি যদি তাহাকে তালাক না দেই, তবে তাহার সকল গোলাম আযাদ হইবে। আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনার বিবরণ জানাইলে, তিনি বলিলেন ঃ هٰذَا مِنْ نَزَعَاتَ الشَّيْطَانَ "ইহা শয়তানের কু-মন্ত্রণা"। যায়নাব বিনতে উম্মে সালামাহও একদিন অনুরূপ বাক্যালাপ করিলে, আমি আসিম ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া জানাইলে তিনিও অনুরূপ মন্তব্য করিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا -

"আল্লাহ্ যদি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে তাওবা করিবার তাওফীক দান না করিতেন এবং শিরক এবং চরিত্রের অন্যান্য কলুষতা হইতে পবিত্র না করিতেন তবে কেহই নিষ্কলুষ হইতে পারিত না"।

وَلٰكِنَّ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ কিন্তু আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পবিত্র করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে গুমরাহ্ করেন এবং গুমরাহীর ভয়াবহ ময়দানে ধ্বংস করিয়া দেন। وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের আলাপ আলোচনা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কে হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য এবং কে গুমরাহ হইবে উহাও তিনি জানেন।

٢٢. وَلَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى
وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا
وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

অনুবাদ ঃ (২২) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তাহারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তাহারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহাদিগকে কিছুই দিবে না, তাহারা যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করে এবং উহাদিগের দোষ-ক্রটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে لَا يَـأْتَـل ক্রিয়াটি الالية ধাতু হইতে নির্গত হইয়াছে। অর্থ হইল শপথ করা। الفضل অর্থ, সামর্থ, সাদাকা ও ইহসান। السعة অর্থ, ধন ও সচ্ছলতা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا يَـأْتَلِ أُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ -

যাহারা সামর্থবান, সদকাদানকারী ও ইহসানকারী তাহারা যেন এই শপথ না করে যে, أَنْ يُؤْتُوْا أُوْلِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْمُهٰجِرِيْنَ

তাহারা আত্মীয়-স্বজন, দরিদ্রলোক এবং আল্লাহ্র রাহে হিজরাতকারীদেরকে দান করিবে না। এবং তাহাদের সহিত সম্প্রীতি বজায় রাখিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা দ্বারা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য চরম তাগিদ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত নরম ও সদ্ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং তাহাদের পক্ষ হইতে কোন ভুল-ক্রটি হইলে উহা ক্ষমা ও মার্জনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا "তাহারা যেন আত্মীয়তার পক্ষ হইতে সংঘটিত ভুল-ক্রটি ক্ষমা করিয়া দেয় এবং মার্জনা করে"। তাহাদের পক্ষ হইতে অবিচার হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা বড়ই অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী।

আলোচ্য আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সম্পর্কে তখন অবতীর্ণ হইয়াছে, যখন তিনি মিস্তাহ ইব্ন উসাদাহ্কে কোন প্রকার দান ও উপকার করিবেন না বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন। কারণ সেও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি দোষারোপকারীদের একজন ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) যখন অহীর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত প্রমাণিত হইলে অপবাদকারীদিগকে কোড়া মারা হইল এবং তাহাদের তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে তাঁহার আত্মীয় হযরত মিস্তাহ (রা)-এর প্রতি সদয় হইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। মিস্তাহ্ (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর খালা-এর পুত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র মুহাজির। তিনি একেবারেই নিঃস্ব ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনিও হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের সহিত শামিল হইয়াছিলেন। তাঁহাকে কোড়া মারা হইয়াছিল এবং তাওবা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা

তাঁহার তাওবা কবূল করিয়াছিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য দরিদ্রলোকদিগকে দান করিবার জন্য হযরত আবূ বকর (রা)-এর বিশেষ খ্যাতি ছিল। যখন আলোচ্য আয়াত اَلاَ تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ "তোমরা কি ইহা চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন", অবতীর্ণ হইল। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! অবশ্যই আমরা ইহা চাই। যেই ব্যক্তি যেমন আমল করিবে সে তদ্রুপ বিনিময় লাভ করিবে। এই বিধান মতে যেই ব্যক্তি অন্যকে ক্ষমা করিবে এবং মার্জনা করিবে আল্লাহ্ও তাহাকে ক্ষমা ও মার্জনা করিবেন।

অতএব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মিস্তাহকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং পুনরায় পূর্বের ন্যায় তাঁহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। এবং পূর্বে যেমন তিনি বলিয়াছেন আল্লাহ্র কসম আমি আর কখনও তাহাকে দান করিব না। এইবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি আর কখনও তাহার প্রতি দান করা বন্ধ করিব না। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে এই কারণেই 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

٢٣. اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

٢٤. يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۙ

٢٥. يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۙ

অনুবাদ ঃ (২৩) যাহারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তাহারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাহাদিগের জন্য আছে মহাশাস্তি (২৪) যেইদিন তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তাহাদিগের রসনা, তাহাদিগের হস্ত ও তাহাদিগের চরণ তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে (২৫) সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের প্রাপ্য প্রতিফল পুরাপুরি দিবেন এবং তাহারা জানিবে, আল্লাহ্ই সত্য স্পষ্ট প্রকাশক।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের আল্লাহ্ তা'আলা সেই লোকদিগকে শাস্তির ধমক দিয়াছেন, যাহারা তাহাদের ব্যভিচারের অপবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে সাধারণ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণ যাঁহারা মু'মিনদের আম্মা তাঁহাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করিলে যে কঠিন শাস্তি হইবেই তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে একমত পোষণ করেন, যে হযরত আয়েশা (রা) যাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিবার কারণে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে ইহার পরে যেই ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় অপবাদ দিবে সে কাফির। আর অবশিষ্ট উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের ব্যাপারে দুইটি মত রহিয়াছে। অর্থাৎ সঠিক মত হইল ইহাই যে, তাহাদিগকে যেই ব্যক্তি অপবাদে অভিযুক্ত করিবে সে মু'মিন নহে।

لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ "সতী ঈমানদার নারীদিগকে যাহারা অপবাদ দেয় তাহাদিগকে ইহকাল ও পরকালে লা'নত করা হইতেছে"। কেহ কেহ বলেন, আয়াতটি কেবল হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত খাস। ইব্ন আবূ হাতিম, (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ। কেবল হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহমাদ ইব্ন আব্দাহ্ যাববী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রতি যে অপবাদ আরোপ করা হইয়াছিল। উহা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিলাম। আমি পরে উহা জানিতে পারিয়াছি। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট বসাছিলেন। এমন সময় তাহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল। তাঁহার উপর যখন অহী অবতীর্ণ হইত, তখন তাঁহাকে তন্দ্রাগ্রস্তের মত মনে হইত। অহী সম্পন্ন হইবার পর স্বীয় মুখমণ্ডল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, হে আয়েশা! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আল্লাহ্র প্রশংসা করিব এবং তাঁহার কৃতার্থ হইব আপনার নহে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ...... لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ-

অত্র আয়াতে ইহার উল্লেখ নাই যে, হুকুমটি কেবল হযরত আয়েশা (রা)-এর সহিত খাস। অবশ্য আয়াতটি তাঁহারই শানে অবতীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে উল্লেখিত হুকুম তাঁহার সহিত খাস নহে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই।

যাহ্হাক, আবূল জাওয়া ও সালামা ইব্ন নাকীত (র) বলেন, উল্লেখিত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণকে বুঝান হইয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোক ইহার অন্তর্ভূক্ত নহে। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلاَتِ الخ ۔

দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণকে বুঝান হইয়াছে। মুনাফিকরা তাঁহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর অভিশাপ নাযিল করিয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার ক্রোধানলে পতিত হইয়াছে। উপরোল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...... فَاِنَّ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা অপবাদ আরোপকারীদের জন্য কোড়া মারিবার হুকুম নাযিল এবং তাহারা তওবা করিলে যে তিনি উহা কবূল করিবেন সেই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ সকল অপবাদকারীদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করা যাইবে না। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একবার তিনি সূরা নূরের তাফসীর বর্ণনা করিতে করিতে যখন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلاَتِ الْمُؤْمِنٰتِ ۔

পর্যন্ত পৌছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এই আয়াত হযরত আয়েশা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য বিবিগণের শানে নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটির হুকুম অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অবশ্য ইহাতে অপবাদকারীদের জন্য তাওবার উল্লেখ নাই। অতঃপর তিনিঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...... اِلاَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوا .... الخ ۔

পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, যাহারা তাওবা করিয়াছে এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন করিয়া লইয়াছে, তাহাদের তাওবা গ্রহণ করা হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য অপবাদকারীদের জন্য কোন তাওবা নাই। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া এক ব্যক্তি তাহার মাথায় চুমু খাইবার জন্য দণ্ডায়মান হইল। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা) এবং এই যুগে ও যেই সকল স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরূপ অপবাদ আরোপ করা হইবে সকলের জন্য প্রযোজ্য। ইব্‌ন জরীরও আয়াতটির হুকুম ব্যাপক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই মতের সমর্থনকারী আরো রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ "তোমরা সাতটি

ধ্বংসকারী বিষয় হইতে বিরত থাক। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সাতটি বিষয় কি কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত শিকুর করা, যাদু, হারামকৃত হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধ হইতে পলায়ন করা এবং সৎ সতী অনবহিত মু'মিন স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করা"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম, সুলায়মান ইব্ন বিলাল (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন উমর, আবূ খালিদ তায়ী (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ يَهْدِمُ عَمَلَ مِائَةِ سَنَةٍ ـ

"সতী স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ করিলে একশত বৎসরের নেক আমল নষ্ট হইয়া যায়"।

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে যখন মুশরিকরা ইহা দেখিতে পাইবে যে, কেবল যাহারা সালাত কায়েম করিয়াছিল, তাহারাই বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে, তখন তারা বলিবে, আমরা যে দুনিয়ায় শিরক করিতাম, উহা অস্বীকার করি। অতঃপর তাহারা অস্বীকার করিবে। তখন তাহাদের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহাদের হাত ও পা সাক্ষী দিবে এবং তখন তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের কিছুই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "কিয়ামত দিবসে কাফির তাহার আমল দ্বারাই পরিচিত হইবে। কিন্তু সে তাহার কুফরকে অস্বীকার করিবে এবং বিতর্কে অবতীর্ণ হইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রতিবেশীরাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। তখন তাহারা বলিবে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহাকে বলা হইবে তোমার পরিবার-পরিজনই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। তখনও সে বলিবে, তাহারাও মিথ্যাবাদী। তখন তাহাকে শপথ করিতে বলা হইবে। তখন সে শপথ করিবে, এই ঘটার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বোবা বানাইয়া দিবেন এবং তাহার হাত, জিহ্বা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ সকলকে দোযখে নিক্ষেপ করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আবূ শায়বা ইব্রাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ শায়বা কূফী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনি এমনভাবে

হাসিলের যে, তাঁহার দাঁত মুবারক দেখা গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ اَتَدْرُوْنَ مِمَّ اَضْحَكُ তোমরা কি জানবে যে, আমি কেন হাসিতেছি? আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দা যে তাহার প্রতিপালকের সহিত ঝগড়া করিবে, এই কারণে হাসিতেছি। কিয়ামত দিবসে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম হইতে বিরত রাখেন নাই? তিনি বলিবেন, হাঁ, তখন সে বলিবে, আজ আমার ব্যাপারে কেবল এমন সাক্ষীর কথা গ্রহণ করা হউক, যাহাকে আমি সত্য মনে করি। আর সে সাক্ষী কেবল আমি নিজেই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নিজেই আজ তোমার জন্য সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। অতঃপর তাহার মুখের উপর মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে। এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাহার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলিতে হুকুম দেওয়া হইবে। ইহার পর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার সকল কার্যকলাপ বিস্তারিতভাবে বলিয়া দিবে। তখন সে বলিবে, ধ্বংস হইয়া যা, দূর হইয়া যা তোদের জন্যই তো আমি এই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হইয়াছি। হাদীসটি ইমাম মুসলিম, নাসাঈ উভয়ই সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর নাসাঈ (র) বলেন, আশজাঈ ব্যতিত আর কেহ সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন নাই। হাদীসটি গরীব।

কাতাদাহ (র) বলেন, তোমার শরীরের অঙ্গগুলোই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতএব তুমি উহাদের প্রতি দৃষ্টি দিবে। আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে ও গোপনে ভয় কর। কারণ, কোন গুপ্ত বস্তুই আলাহ্র নিকট গোপন নহে। সকল অন্ধকার তাঁহার নিকট আলোকিত এবং সকল গোপন তাঁহার নিকট প্রকাশ্য। অতএব যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে সক্ষম হইবে সে যেন তাহাই করে। আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ ব্যতিত কোন শক্তি ও সামর্থ নাই।

يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ -

"যেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে. অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদের সঠিক বিনিময় দান করিবেন"। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, دِيْنُ অর্থ হিসাব-নিকাশ। আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে এখানে الحق কে دين এর সিফাত হিসাবে নসব পড়া হয়। কিন্তু মুজাহিদ اللّٰه শব্দের সিফাত হিসাবে 'রফা' সহ পড়েন।

وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ. আর তাহারা জানিতে পারিবে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য এবং হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি সত্য এবং ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত।

٢٦. اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ
لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۠

অনুবাদ ঃ (২৬) দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য, সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য, লোকে যাহা বলে, ইহারা তাহা হইতে পবিত্র। ইহাদিগের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, খারাপ ও অশ্লীল কথা খারাপ ও অশ্লীল লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং মন্দ ও অশ্লীল লোকেরা কেবল মন্দ ও অশ্লীল বলিয়া থাকে। অপর পক্ষে ভাল ও উত্তম কথা কেবল ভাল ও উত্তম লোকদের মুখ হইতেই বাহির হয় এবং উত্তম ও ভাল লোকগণ কেবল ভাল্ ও উত্তম কথাই বলিয়া থাকেন। মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, হাসান বাসরী, হাবীব ইব্ন আবু সাবিত (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন, যেই কথা মন্দ ও অশ্লীল উহা কেবল মন্দ ও অশ্লীল লোকের মুখ হইতেই বাহির হইবার উপযুক্ত। অপর পক্ষে ভাল কথা কেবল ভাল ও পাক-পবিত্র লোকগণের মুখ হইতে বাহির হইবার যোগ্য। অতএব মুনাফিকরা হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছিল উহা কেবল তাহাদের পক্ষেই সাজে। হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এইরূপ গুরুতর অপবাদ কোন ভাল ও পবিত্র লোকের মুখ হইতে কখনো উচ্চারিত হইতে পারে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, অপবিত্র ও অশ্লীল স্ত্রীরা কেবল অপবিত্র পুরুষের জন্য উপযোগী। এবং অপবিত্র ও অশ্লীল পুরুষরা অনুরূপ অপবিত্র ও অশ্লীল মহিলাদের জন্য উপযোগী। অপরপক্ষে পবিত্র নারীগণ কেবল পবিত্র পুরুষগণের জন্য উপযোগী এবং পবিত্র পুরুষগণ ও অনুরূপ পবিত্র নারীগণের জন্য উপযোগী। অতএব যদি হযরত আয়েশা (রা) পাক পবিত্র নারী না হইতেন তবে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও পাক-পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য তাঁহাকে স্ত্রীরূপে নির্ধারণ করিতেন না। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ঐ সকল মুনাফিক দল তাহাদের প্রতি যেই অপবাদ রটাইয়া বেড়াইতেছে তাহারা উহা হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র। لَهُمْ مَغْفِرَةٌ তাহাদের প্রতি এই মিথ্যা অপবাদের কারণে তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা وَرِزْقٌ كَرِيمٌ এবং আল্লাহ্‌র নিকট বেহেশ্‌তে রহিয়াছে তাহাদের জন্য সম্মানিত রিযিক।

যেহেতু হযরত আয়েশা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী, অতএব তিনি বেহেশ্‌তেও তাঁহার স্ত্রী থাকিবেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) ..... আছির ইব্‌ন জাবির (র) হইতে বর্ণিত, তিনি আবদুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আজ আমি অলীদ ইব্‌ন উকবাহ্‌কে এমন একটি কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। তখন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, যদি মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে কোন উত্তম কথা নিহিত থাকে তবে উহা তাহাকে অস্থির করিয়া তোলে যাবৎ না, সে উহা অন্যকে শুনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। কোন ভাল লোক তাহার নিকট হইতে উহা শুনিয়া তাহার অন্তরে গাঁথিয়া লয়। অনুরূপভাবে কোন অসৎ ব্যক্তির অন্তরে অশ্লীল ও খারাপ কথাও আসিলে সেও উহা বলিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে। যাবৎ না সে উহা অন্যকে শুনাইতে পারে সে শান্ত হয় না। অতঃপর তাহার নিকটবর্তী কোন লোক উহা শুনিয়া তাহার অন্তরে গাঁথিয়া লয়। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

الْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ... الخ -

ইমাম আহমাদ (র) ও তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ لاَ يُحَدِّثُ اِلاَّ بَشَرٍّ مَا يَسْمَعُ كَمِثْلِ رَجُلٍ جَاءَ اِلٰى صَاحِبُ غَنَمَ فَقَالَ اَجْزِرْلِيْ شَاةً فَقَالَ اِذْهَبْ فَخُذْ بِاُذْنِ اَيِّهَا شِئْتَ فَذَهَبَ فَاَخَذَ بِاُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ -

"যেই ব্যক্তি জ্ঞান ও হিক্‌মতের কথা শুনিবার পর কেবল মন্দকথা বলিয়া বেড়ায় তাহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির মত যে কোন ছাগলের মালিকের নিকট আসিয়া একটি ছাগল প্রার্থনা করিল, অতঃপর সে তাহাকে বলিল, যাও এবং তোমার পছন্দমত যে কোন একটি লইয়া যাও। ইহার পর সে কোন ছাগল না লইয়া ছাগলের পাহারারত কুকুরের কান ধরিয়া লইয়া গেল"।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত ঃ اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا أَخَذَهَا "জ্ঞান ও হিক্‌মতের কথা হইল মু'মিনের হারান বস্তু। সে উহা যেখানেই পায় গ্রহণ করে"।

٢٧. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى
تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ ٠

٢٨. فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ
وَاِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ٠

٢٩. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا
مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (২৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজদিগের গৃহ ব্যতিত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদিগের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাহাকেও না পাও তাহা হইলে উহাতে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি তোমাদিগকে বলা হয়, ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া যাইবে, ইহাই তোমাদিগের জন্য উত্তম এবং তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৯) যে গৃহে কেহ বাস করে না তাহাতে তোমাদিগের জন্য দ্রব্য সামগ্রী থাকিলে সেখানে তোমাদিগের প্রবেশে কোন পাপ নাই এবং আল্লাহ্ জানেন, যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে কতগুলো শরীয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দান বরিয়াছেন। আর তাহা হইল কাহারও ঘরে প্রবেশের পূর্বে প্রথম অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং পরে সালাম দিবে। তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা সমীচীন। যদি ইহাতে অনুমতি পাওয়া যায় তবে তো সালাম করিয়া প্রবেশ করিবে। নচেৎ ফিরিয়া আসিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, একবার হযরত আবূ মূসা (রা) হযরত উমার

(রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি অনুমতি না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি তো আবূ মূসাকে অনুমতি প্রার্থনা করিতে শুনিলাম? তাঁহাকে আসিতে বল। লোকজন তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া দেখিল, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর যখন তিনি পুনরায় আসিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সেইদিন ফিরিয়া গিয়াছিলে কেন? তিনি বলিলেন, আমি তিনবার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলে ফিরিয়া গিয়াছি। এবং নবী করীম (সা)-কে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি ঃ

اِذَا اسْتَاذَنَ اَحَدُكُمْ فَلَمْ يُوْذَنْ لَهُ فَلْيَنْصَرِفُ "যখন তোমাদের কেহ অনুমতি প্রার্থনা করিয়া অনুমতি পাইতে ব্যর্থ হয়, তখন সে যেন ফিরিয়া যায়"। ইহা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইহার পক্ষে তুমি দলীল পেশ কর, নচেৎ তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব। হযরত উমর (রা)-এর সতর্কবাণী শুনিয়া তিনি আনসার সাহাবাগণের একটি দলের নিকট ইহার আলোচনা করিলেন, তাঁহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে যে বয়সে ছোট সেই তোমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে। অতঃপর আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) উঠিয়া গিয়া হাদীস শুনাইলেন। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকার কারণেই আমি এই হাদীস শুনিতে ব্যর্থ হইয়াছি।

ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আনাস (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণিত। একবার নবী করীম (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর ঘরে অনুমতি চাহিয়া সালাম করিলেন, তিনিও সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) উহা শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি পরপর আরও দুইবার সালাম করিয়া মোট তিনবার সালাম করিলেন, হযরত সা'দ ও প্রত্যেকবারই সালামের জবাব দিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যেই কয়বার সালাম করিয়াছেন, প্রত্যেকবারই আমি উহা শুনিয়াছি এবং প্রত্যেক সালামের আমি জবাবও দিয়াছি। কিন্তু আমি উচ্চস্বরে জওয়াব দিয়া আপনার কর্ণগোচর করি নাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এইভাবে আমি আপনার সালাম ও বরকত অধিক পরিমাণ লাভ করিব।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘরে নিলেন এবং তাঁহার সম্মুখে কিস্‌মিস পেশ করিলেন। উহা আহার করিয়া অবসর হইলে রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, সৎ লোকেরা তোমার সাহায্যে আহার করিয়াছেন, ফিরিশ্‌তাগণ দু'আ করিয়াছেন এবং সাওম পালনকারী তোমার এখানে ইফ্‌তার করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) আওযাঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি কায়েস ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)

হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের বাড়িতে আসিয়া 'আস্সামু আলাইকুম-ওয়া-রাহ্মাতুল্লাহ্' বলিলেন, আমার পিতা সা'দ (রা) নিম্নস্বরে উহার জবাব দিলেন। কায়েস (র) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিবেন না? তিনি বলিলেন, আরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমাদের প্রতি বেশী পরিমাণ সালাম করিতে দাও।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় পূর্বের ন্যায় সালাম করিলেন। হযরত সা'দ (রা) ও পূর্বের ন্যায় জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও পূর্বের ন্যায় সালাম করিলেন। কিন্তু তিনি এবারও জবাব শুনিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। এবার সা'দ (রা) তাঁহার পিছনে ছুটিলেন। এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেকবারই আমি আপনার সালামের আওয়াজ শুনিয়াছি এবং উহার জবাবও দিয়াছি। কিন্তু আপনার সালাম অধিক পরিমাণে লাভের আশায় নিম্নস্বরে উহার জবাব দিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুলাহ্ (সা) তাঁহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। হযরত সা'দ (রা) তাঁহাকে গোলস করিতে বলিলে, তিনি গোসল করিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি জা'ফরানী রংগের চাদর পরিধান করিতে দিলে তিনি উহা পরিধান করিলেন।। অতঃপর তিনি হাত উঠাইয়া এই দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلٰى اٰلِ سَعْدٍ -

"হে আল্লাহ্! সা'দ এর পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি আপনার অনুগ্রহ বর্ষণ করুন"। কায়েস (র) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু খাবার খাইলেন। তিনি যখন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করিলেন, তখন হযরত সা'দ (রা) একটি গাধার উপর নরম গদি বিছাইয়া তাঁহার প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করিলেন। সা'দ (রা) আমাকে বলিলেন, কায়েস! তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে যাও। কায়েস (রা) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমিও আরোহন কর, কিন্তু আমি আরোহন করিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, হয় আরোহন কর নয় ফিরিয়া যাও। তখন আমি ফিরিয়া গেলাম। হাদীসটি আরো অধিক সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বিশুদ্ধ।

এখানে ইহা জানিয়া রাখা উচিৎ যে, যেই ব্যক্তি কাহার বাড়ী প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে তাহার উচিৎ সে যেন বাড়ীর দরজার সম্মুখীন হইয়া না দাঁড়ায়। হয় দরজার ডান দিকে নয় দরজার বাম দিকে দাঁড়াইবে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন কাওমের দরজায় আসিতেন, তখন তিনি দরজায় মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতেন না। হয় তিনি উহার ডান দিকে দাঁড়াইতেন, নয় বাম দিকে দাঁড়াইতেন এবং 'আস্সালামু আলাইকুম, আস্সালামু আলাইকুম' দুইবার বলিতেন। কারণ সে যুগে পর্দা লটকানো থাকিত না। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আরো বলেন, উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... হুযাইল (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরজার সম্মুখে আসিল, দরজায় মুখোমুখী হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিল। তখন নবী করীম (সা) তাহাকে বলিলেন, দরজার মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইও না। অনুমতি প্রার্থনা তো কেবল এই কারণে করিতে হয় যেন দৃষ্টি না পড়ে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... সা'দ (রা) সূত্রে তিনি নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি অনুমতি ছাড়া ঘরের দিকে উঁকি মারে এবং তুমি তাহার চোখে পাথর কণা ছুড়িয়া মার এবং তাহার চক্ষু ফুড়িয়া দাও তবে ইহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই।

মুহাদ্দিসগণের একটি জামা'আত শু'বা (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার যেই ঋণ ছিল উহা পরিশোধ করিবার জন্য সহায়তার ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। দরজার নিকট উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি। তিনি বলিলেন, আমি। ইহা বলিয়া তিনি যেন আমার জবাবকে অপছন্দ করিলেন। কারণ এইরূপ শব্দ দ্বারা অনুমতি প্রার্থনাকারী কে জানা যায় না, অর্থাৎ সে তাহার নাম কিংবা উপনাম না বলে। "আমি" প্রত্যেকেই বলিতে পারে। উহা দ্বারা অনুমতি লাভ করা সম্ভব নহে। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, لاستناس। অর্থ অনুমতি প্রার্থনা করা। আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইবন বাশশার (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, حَتّٰى تَسِتَاْذِنُوْا وَتُسَلِّمُوْا এর حَتّٰى تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا হওয়া উচিৎ। ইহা ভুলে লিখিত হইয়াছে। হুসাইম (র) জা'ফর ইব্‌ন আয়াস, সাঈদ ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এখানে حَتّٰى تَسْتَاْذِنُوْا وَتَسْلِّمُوْا পাঠ করিতেন। তিনি হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-এর কিরা'আতের অনুসরণ করিতেন। কিন্তু হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা গরীব রিওয়ায়েত।

হুসাইম (র) ..... ইব্‌রাহীম হইতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর 'মুসহাফ'এ حَتّٰى تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا وَتَسْتَاْذِنُوْا রহিয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে এবং ইব্‌ন জরীর (র) ও ইহা পছন্দ করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মদ (র) বলেন, রাওহ্ (র) ..... কালদাহ ইব্‌ন হাম্বল (রা) হইতে বর্ণিত,

তিনি বলেন, সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর একবার তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপত্যকার উচ্চভূমিতের অবস্থান করিতেছিলেন। কালদাহ (র) বলেন, আমি সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম। সালামও করিলাম না আর অনুমতিও লইলাম না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও এবং বল 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইমাম নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান ও গরীব হাদীস। কেবল ইব্‌ন জুরাইজ (র) হইতেই বর্ণিত আছে বলিয়া আমরা জানি। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আবূ বাকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বনূ আমির গোত্রীয় একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল, সে বলিল, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন নবী করীম (সা) তাঁহার খাদেমকে বলিলেন, এই লোকটির কাছে যাও এবং তাহাকে অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম শিখাইয়া দাও। তাহাকে বল, প্রথম তুমি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বল, অতঃপর বল, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ইহা শুনিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিলেন।

হুসাইম (র) বলেন, মানসূর (র) ..... আমর ইব্‌ন সাঈদ সাকাফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রবেশ করিবার জন্য বলিল, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন রাসুলূল্লাহ্ (সা) 'রাওয়া' নামক তাঁহার একটি বাঁদীকে বলিলেন, তাহার নিকট গিয়া প্রথম তাহাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিক্ষা দাও। সে অনুমতি গ্রহণের সঠিক নিয়ম জানে না। তাহাকে বল, সে যেন এইরূপ বলে, আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? লোকটি ইহা শুনিয়া বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রবেশ কর। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ফযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "কথা বলিবার পূর্বেই সালাম করিতে হইবে"।

অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আম্বাসা (র) একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন যাযান এর সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে। হুসাইম (র) মুঘীরাহ্ (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্‌ন উমর (রা) একটি প্রয়োজনে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের তাপে অসহ্য হইয়া একজন কোরাইশী স্ত্রীলোকের তাঁবুর কাছে আসিয়া

বলিল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? স্ত্রীলোকটি বলিল, তুমি নিরাপদে প্রবেশ কর। তিনি পুনরায় সালাম করিয়া পূর্বের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্ত্রীলোকটি পূর্বের ন্যায় উত্তর করিল। অথচ তিনি গরমে অসহ্য হইয়া পা পাল্টাইয়া পাল্টাইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি সোজাভাবে বল, প্রবেশ কর। অতঃপর স্ত্রীলোকটি বলিল, প্রবেশ কর।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আসাজ্জ (র) ..... উম্মে ইয়াস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার চারজন সঙ্গিনীসহ হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। আমরা বলিলাম, আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তিনি বলিলেন, না, তোমাদের মধ্যে যে অনুমতি প্রার্থনার নিয়ম জানে, তাহাকে অনুমতি লইতে বল। অতঃপর একজন স্ত্রীলোক বলিল,'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমরা কি প্রবেশ করিতে পারি? তখন তিনি বলিলেন, হাঁ, প্রবেশ কর। ইহার পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ـ

হুসাইম (র) বলেন, আশ'আস ইব্‌ন সাওয়াব (র) ..... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

عَلَيْكُمْ اَنْ تَسْتَاذِنُوْا عَلٰى اُمَّهَاتِكُمْ وَاَخَوَاتِكُمْ ـ

"তোমার আম্মা ও ভগ্নিদের নিকট প্রবেশ করিতেও তোমরা অনুমতি প্রার্থনা কর"।

আশ'আস (র) আদী ইব্‌ন সাবিত (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন আনসারী স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার ঘরে কখনও এমন অবস্থায় থাকিব, আমার আম্মা কিংবা সন্তান ইহা দেখুক তাহা আমি পছন্দ করি না, অথচ আমার পরিবার ভুক্ত একব্যক্তি সদা-সর্বদা আমার এই অবস্থায়ই আমার নিকট প্রবেশ করে। রাবী বলেন, তখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا ۔ الاية অবতীর্ণ হইল।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, আমি আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, তিনটি আয়াত মানুষ অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "যেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার সেই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত"। অথচ মানুষ মনে করে যাহার ঘর বড় সেই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।

তিনি বললেন, শিষ্টাচার তো একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার এমন ইয়াতীম ভগ্নিদের নিকট আসিতেও কি অনুমতি লইব, যাহারা আমার একই ঘরে বাস করে। তিনি বলিলেন, হাঁ। আবার প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তিনি তখনও অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কি তাহাকে উলংগ দেখিতে চাও? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি অনুমতি লইয়া প্রবেশ কর। আমি আবারও তাহাকে প্রশ্ন করিলে এইবার তিনি আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌র আদেশের অনুকরণ করিতে চাও না? আমি বলিলাম, জী হাঁ। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি অনুমতি গ্রহণ কর। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, ইব্‌ন তাউস (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যেই সমস্ত স্ত্রীলোক আমার জন্য হারাম তাহাদের গোপনস্থান দেখা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত বস্তু আমার অন্য আর কিছুই নহে। এবং এই বিষয়ে তিনি অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করিতেন। ইব্‌ন জুয়াইজ (র) বলেন, যুহরী (র) ..... হযরত ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তোমাদের আম্মাগণের নিকট প্রবেশ করিতেও তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী। ইব্‌ন জুয়াইজ (র) বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করিতেও কি অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, না। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, স্ত্রীর কাছে প্রবেশ করিতে অনুমতি লইতে হইবে না এর অর্থ হইল, ইহা ওয়াজিব নহে। অবশ্য আকস্মিকভাবে স্ত্রীর কাছে যাওয়া সমীচীন নহে। তাহার নিকট প্রবেশ করিবার পূর্বে তাহাকে অবগত করা উত্তম। কারণ তাহাকে অবগত না করিয়া প্রবেশ করিলে অবাঞ্ছিত অবস্থায়ও তাহাকে দেখা যাইতে পারে।

আবূ জা'ফর ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়নাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) তাঁহার প্রয়োজন সারিয়া দরজার কাছে আসিতে তিনি গলা পরিস্কার শব্দ করিয়া থুথু ফেলিতেন। যেন তিনি আমাদের কাহাকেও তাঁহার অপছন্দীয় কাজে লিপ্ত না দেখিতে পান। রিওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সিনান ওয়াসিতী (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যখন ঘরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি অনুমতি চাহিতেন, কথা বলিতেন ও উচ্চস্বরে আলাপ করিতেন। মুজাহিদ (র) تَسْتَانِسُوْا। এর অর্থ করেন, تتنحنحوا। অর্থাৎ গলা পরিস্কার করিবার শব্দ করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যখন কেহ নিজ ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, তখন তাহার পক্ষে গলা পরিস্কার করিবার শব্দ করিয়া কিংবা জুতার শব্দ করা উত্তম। এই কারণেই বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "কোন ব্যক্তি যেন ভ্রমণ

থেকে রাত্রিকালে তাহার স্ত্রীর নিকট গমন না করে।" অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) দিবাকালে মদীনায় আগমন করিলেন এবং উহার পার্শ্বে এক বস্তিতে অবতরণ করিলেন। তিনি তাঁহার সাথীগণকে বলিলেন, বিকাল পর্যন্ত তোমরা সকলেই এইখানে অবস্থান কর যেন তোমাদের স্ত্রীগণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া সাজসজ্জা গ্রহণ করিতে পারে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... হযরত আবূ আইউব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সালাম কি উহা তো বুঝিলাম, কিন্তু কুরআনে উল্লেখিত لاستياس। অর্থ কি? তিনি বলিলেন, ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্বে তাস্বীহ্ পড়া কিংবা তাক্বীর বলা বা তাহ্মীদ বলা এবং গলায় শব্দ করা। অতঃপর ঘরের লোকের অনুমতি চাওয়া হাদীসটি গারীব।

হযরত কাতাদাহ্ (র) حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا এর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করা। ইহার পর যদি কেহ অনুমতি প্রাপ্ত না হয় তবে সে যেন ফিরিয়া যায়। আর এই তিনবার অনুমতি প্রার্থনার কারণ হইলে, প্রথমবার ঘরের বাসিন্দা যেন বুঝিতে পারে কে অনুমতি চাহিতেছে। দ্বিতীয়বার যেন তাহারা সতর্ক হইতে পারে এবং তৃতীয়বার ইচ্ছা করিলে অনুমতি দিতে পারে, না হয় ফিরাইয়া দিবে। আর যাহারা তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল না, তাহার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইবে না। কারণ অনেক সময় মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন ও কর্মব্যস্ততা থাকে যার কারণে তাহারা অনুমতি দিতে পারে না।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) يَٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, জাহেলী যুগে মানুষের পারস্পরিক সাক্ষাৎকালে সালাম দেওয়ার নিয়ম ছিল না। বরং তাহারা সাক্ষাৎকালে বলিত, 'তোমার প্রাত শুভ হউক বা শুভ প্রভাত, তোমার সন্ধ্যা শুভ হউক'। তাহাদের কেহ তাহার কোন সংগীর সহিত সাক্ষাত করিবার সময় কোন অনুমতি গ্রহণ করিত না, আকস্মিকভাবে প্রবেশ করিয়া বলিত আমি আসিয়াছি। সম্ভবত এইরূপ প্রবেশ করায় তাহার সংগীর কষ্টও হইত। কখনও এমনও হইত যে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত মিলনে রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এসকল অভদ্র ও অশালীন নিয়ম পরিবর্তন করিয়া শালীনতা ও ভদ্রতা শিক্ষা দিলেন। এবং এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেনঃ

يَٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা অপরের ঘরে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি গ্রহণ কর এবং উহার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না কর"। মুকাতিল (র) এই যে ব্যাখ্যা

দান করিয়াছেন, উহা উত্তম ব্যাখ্যা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهِ اَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوْا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ

“যদি তোমরা ঘরে কাহাকেও না পাও তবে তোমরা উহাতে প্রবেশ করিও না যাবৎ না তোমরা অনুমতি প্রাপ্ত হও।” কারণ ইহাতে অন্যের মালিকানাধীন বস্তুকে অনুমিত ছাড়া ব্যবহার করা হয়।

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ

“আর যদি তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলা হয় তবে তোমরা ফিরিয়া যাও। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমাদের অন্তরের অধিক পবিত্রতা বাহক”।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ “আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞাত”।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, জনৈক মুহাজির (রা) বলেন, আমার সারা জীবন আমি এই আয়াতের উপর আমল করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আজও আমার সে সুযোগ হয় নাই। এমন ঘটনা কখনও ঘটে নাই যে, আমি অনুমতি চাহিয়াছি এবং উহার পর আমাকে বলা হইয়াছে যে, “তুমি ফিরিয়া যাও” আর আমি আয়াতের নির্দেশ মুতাবিক ফিরিয়া আসিব। অথচ এই হুকুম মুতাবিক আমল করিতে আমি আকাংক্ষী।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ

“যেই ঘর বসবাসের নহে এমন ঘরে প্রবেশ করিতে তোমাদের উপর কোন দোষ নাই”। অত্র আয়াত ইহার পরবর্তী আয়াত অপেক্ষা খাস। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যেই ঘরে কেহ বসবাস করে না উহাতে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। যেমন মেহমানখানা। এখানে প্রথমবার অনুমতি লইয়া প্রবেশ করাই যথেষ্ট।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ দ্বারা যদিও অনুমতি ছাড়া সব প্রকার ঘরেই প্রবেশ করা নিষিদ্ধ বুঝা যায়, কিন্তু لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ الاية দ্বারা ইহার কিছু অংশ মানসূখ হইয়াছে। অর্থাৎ তাফসীরকারগণ বলেন, যেই সকল ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যায়িয আছে, উহা হইল দোকানঘর, গুদাম, মুসাফিরখানা এবং মক্কার ঘরসমূহ ইত্যাদি। ইব্ন জরীর (র) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি আরো অন্যান্য মুফাসসির হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য।

٣٠. قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৩০) মু'মিনদিগকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, ইহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ সে বিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে তাহাদের প্রতি হারাম বস্তু হইতে দৃষ্টি অবনত করিতে হুকুম করিয়াছেন। অতএব সেই সকল বস্তুর প্রতি তাহাদের জন্য দৃষ্টিপাত করা যায়িয উহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি যেন তাহারা দৃষ্টিপাত না করে। বরং উহা হইতে যেন তাহারা দৃষ্টিপাত না করিয়া চলে। যেইসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত দেওয়া যায় না যদি উহার কোন একটির প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়িয় যায় তবে যেন তৎক্ষণাত উহা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লয়।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) ..... জরীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আকস্মিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাকে সাথে সাথেই দৃষ্টি সরাইয়া লইবার হুকুম করিলেন।

ইমাম আহমাদ (র)ও হুশাইম (র) সূত্রে ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও তিরমিযী (র)ও অত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি সম্পর্কে হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে, "তোমার দৃষ্টি নিচের দিকে রাখ"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মূসা ফা'যারী (র)..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ

يَا عَلِيُّ لاَ تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظرة فَاِنَّ لَكَ الْاُوْلٰى وَلَيْسَ لَكَ الْاٰخِرَةُ -

"হে আলী! তুমি এক দৃষ্টির পর আর এক দৃষ্টি করিও না। কারণ প্রথম দৃষ্টি তোমার পক্ষে যায়িয ছিল পরবর্তী দৃষ্টি নহে"।

ইমাম তিরমিযী (র) শরীক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলেন, ইহা গারীব। শরীক (র) ব্যতিত অন্য সেই বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। সহীহ্ বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسِ عَلَى الطُّرُقَاتِ "রাস্তাসমূহের উপর বসা হইতে তোমরা বিরত থাক"। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নাই। আমরা রাস্তায় বসিয়াই কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنْ اَبَيْتُمْ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ "রাস্তায় না বসিয়া যদি তোমাদের উপায় না থাকে তবে তোমরা রাস্তার হক্ আদায় কর"। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তার হক্ কি? তিনি বলিলেন ঃ

غَضَ الْبَصَرِ وكف الاذى ورَد السَّلَامَ وَالامْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمنكَرِ ـ

"দৃষ্টি নিচু রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু হটাইয়া দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখা"।

আবুল কাসিম বাগাভী (র) বলেন, তালূত ইব্‌ন আব্বাদ (র) .... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা ছয়টি বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ কর। আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। "কথা বলিলে মিথ্য বলিবে না, আমানত রাখা হইলে খিয়ানত করিবে না, ওয়াদা করিলে ভংগ করিবে না, তোমাদের চক্ষু নিচু রাখিবে, অন্যায় হইতে হাত বিরত রাখিবে ও লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করিবে"। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ يَكْفَلُ مَا بَيْنَ لِحُيَتِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَكْفُلُ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

"যেই ব্যক্তি তাহার লজ্জাস্থান ও জিহ্বা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে আমি তাহার পক্ষে বেহেশতে প্রবেশ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিব।" আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)...... আবদাহ্ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাহা দ্বারা নাফরমানী হয়, উহা কবীরা গুনাহ। অতঃপর তিনি চক্ষুদ্বয়কে উল্লেখ করেন। এবং তিনি قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ পাঠ করিলেন। যেহেতু অবৈধ দৃষ্টি অন্তরকে খারাপ করিয়া দেয়। যেমন জনৈক সালফ বলেন ঃ اَلنَّظْرُ سَهْمٌ سَمٌّ اِلَى الْقَلْبِ "অবৈধ দৃষ্টি একটি বিষাক্ত তীর যাহা অন্তর পর্যন্ত পৌছিয়া যায়"। আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা যেমন লজ্জাস্থানের সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ দিয়াছেন, অনুরূপভাবে চক্ষুর হিফাযতের জন্যও নির্দেশ দিয়াছেন।

আর লজ্জাস্থানের হিফাযত কখনও ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিয়া হয়। যেমন وَالَّذِيْنَ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ "যাহারা তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহের সংরক্ষণ করে"। এর মাধ্যমে হুকুম হইয়াছে, আবার কখনও অবৈধ দৃষ্টি হইতে কখন উহার প্রতি দৃষ্টিপাত

করা হইতে বাঁচিয়া থাকার মাধ্যমে। হাদীস শরীফে বর্ণিত احْفَظْ عَوْرَتَكَ اِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ اَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ "তুমি তোমার গুপ্তস্থানের হিফাযত কর। অবশ্য তোমার স্ত্রী ও বাঁদী হইতে হিফাযত করিবার প্রয়োজন নাই"। ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ " ইহা তাহাদের অন্তরে পবিত্রতা রক্ষার্থে অধিক কার্যকর। যেমন বলা হইয়া থাকে ঃ

من حفظ بصره اورثه اللّٰه نورا فى بصائرته ويروى فى قلبه -

"যেই তাহার চক্ষু সংরক্ষণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অন্তর দৃষ্টিতে নূর সৃষ্টি করিয়া দেন।" ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আত্তাব (র) ..... আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ اِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ اِلاَّ اَخْلَفَ اللّٰهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا -

"যেই ব্যক্তি কোন স্ত্রী লোকের রূপ সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িবার পর চক্ষু নিচু করিয়া লইল, আল্লাহ্ তাহার পরিবর্তে তাহাকে ইবাদতের মধ্যে স্বাদ দান করেন।" হাদীসটি হযরত ইব্ন উমর (রা), হুযায়ফা ও হযরত আয়েশা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু উহার সনদের দুর্বলতা রহিয়াছে। কিন্তু এই ধরনের রিওয়ায়েত উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাবারানী গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াযীদ (র)-এর সূত্রে আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণিত ঃ

لتغضمن اُبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم اولتكن وجوهكم -

"তোমরা স্বীয় দৃষ্টি নিচু রাখিবে, তোমাদের লজ্জাস্থানে হিফাযত করিবে এবং চেহারা সোজা রাখিবে, নচেৎ আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা কালো করিয়া দিবেন"।

ইমাম তাবারানী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন যুহাইর তাজতুরী (র)....... হযরত আবদুল্লাহ্ রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان النظر سهم من سهام اجلس مسموم من تركه مخافتى ابدلتك ايمانا يجد حلاوتها فى قلبه -

"অবৈধ দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীর, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে উহা ত্যাগ করিবে, আল্লাহ্ উহাকে ঈমান দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন এবং তাহার অন্তরে উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে"।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ "অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত আছেন"।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرِ -

“আলাহ্ তা'আলা খেয়ানতকারী চক্ষুকেও জানে এবং অন্তরে যাহা গুপ্ত রহিয়াছে উহাও তিনি জানেন”।

বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ লিখিত হইয়াছে, যাহা অবশ্যই ঘটিবে। উভয় চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হইল অবৈধ দৃষ্টি, জিহ্বার ব্যভিচার হইল ইহার আলোচনা, কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার হইল উহা শ্রবণ করা; দুই হাতের ব্যভিচার হইল অবৈধ ধরা, দুই পদের ব্যভিচার হইল হাঁটিয়া যাওয়া। প্রবৃত্তি উহার আকাংক্ষা করিয়া থাকে এবং লজ্জাস্থান উহাকে সত্য প্রমাণিত করে। হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) তা'লীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে সালফের অনেকেই দাঁড়ীহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিদানকেও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আইম্মায়ে সুফিয়াগণের অনেকেই এ বিষয়ে বহু কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ সাঈদ মাদানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

" كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلاَّ عَيْنًا غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمُ اللّٰهِ وَعَيْنًا مَهَرَّتْ فِىْ سَبِيْلَ اللّٰهِ وَعَيْنًا يَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ" ـ

“কিয়ামত দিবসে সকল চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইবে কিন্তু যে চক্ষু আল্লাহ্র হারামকৃত বস্তু হইতে অবনত থাকে আর যে চক্ষু আল্লাহ্র রাহে জাগ্রত থাকে আর আল্লাহ্র ভয়ে যে চক্ষু অশ্রুসজল হয় যদিও সেই অশ্রুর পরিমাণ মাছির মাথার সমানই হউক না কেন এই সকল চক্ষু অশ্রু সজল হইবে না”।

٣١. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ
نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ
مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا
اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৩১) মু'মিন নারীদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাহাদিগের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে, তাহারা যেন যাহা সাধারণত প্রকাশ থাকে তাহা ব্যতিত তাহাদিগের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাহাদিগের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে, তাহারা যেন তাহাদিগের স্বামী, পিতা, শ্বশূর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ তাহাদিগের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদিগের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদিগের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতিত কাহারও নিকট তাহাদিগের আভরণ প্রকাশ না করে, তাহারা যেন তাহাদিগের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতসমূহে মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন স্বামীগণকে মানসিক প্রশান্তি দানের জন্য এবং জাহেলী যুগের কুপ্রথা হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিবার লক্ষ্যে অবৈধ ও হারাম দৃষ্টি হইতে চক্ষু অবনত করিবার হুকুম দিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ানের বর্ণনানুসারে আয়াতের শানে-নুযূল হইল, তিনি বলেন, যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আসমা বিন্ত মারসাদ নামক একজন মহিলা বানু হারিসা গোত্রের এক বাড়ীতে বাস করিতেন। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের প্রথানুসারে পায়ের গহণা, বক্ষ ও চুল খুলিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইত। একদিন তিনি বলিলেন, ইহা কি বদাভ্যাস? অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ـ

"মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া দিন, যেন অপর পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বিরত থাকে"। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, স্ত্রীলোকের পক্ষেও অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়িয নহে, চাই কাম উত্তেজনা হউক কিংবা না হউক। তাঁহারা

অনেকেই এই হাদীস দ্বারাও তাহাদের মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন, যাহা ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যুহরী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমিও মায়মুনা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘটনাটি ঘটিয়াছে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হইবার পরে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা পর্দা কর। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! এই লোকটি তো দৃষ্টিহীন! তিনি আমাদিগকে দেখিতে পান না আর চিনিতেও পারেন না। তিনি বলিলেনঃ أعميانان أنتما الستما تبصرانه "তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাহাকে দেখ না"? হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা হাসান সহীহ্।

উলামায়ে কিরামের একটি দল বলেন, কাম উত্তেজনা না থাকিলে অপর পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়েয আছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিনে মসজিদের সম্মুখে হাবশীদের তীর পরিচালনা দেখিতেছিলেন এবং হযরত আয়েশা (রা) ও তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া উহার দৃশ্য দেখিতেছিল। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন, সুতরাং তাহারা হযরত আয়েশা (রা)-কে দেখিতে পায় নাই। হযরত আয়েশা (রা) দেখিয়া যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন ফিরিয়া গেলেন।

وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ -

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, "ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের লজ্জাস্থান সমূহকে অশ্লীলতা হইতে সংরক্ষণ করে"। সুফিয়ান (র) বলেন, যাহা তাহাদের পক্ষে হালাল নহে, উহা হইতে যেন লজ্জাস্থান সমূহকে সংরক্ষণ করে। মুকাতিল (র) বলেন, ব্যভিচার হইতে। আবূল আলীয়া (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের যেখানেই লজ্জাস্থান হিফাযতের কথা বলা হইয়াছে উহার অর্থ হইল ব্যভিচার হিফাযত করা। কিন্তু এর বেলায় এই অর্থ উদ্দেশ্য নহে। ইহার অর্থ হইল স্ত্রীলোকদের শরীরের কোন স্থানই অন্য পুরুষকে না দেখান।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের কোন রূপ সজ্জা পুরুষের সম্মুখে খুলিয়া না রাখে। অবশ্য যাহা ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নহে উহা প্রকাশ করিতে পারে"। হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, যাহা প্রকাশ না করিয়া উপায় নাই, উহা হইল যেমন যেই চাদর দ্বারা আরবের স্ত্রীগণ শরীরকে আবৃত করে এবং পরিহিত কাপড়ের নিম্নের অংশ। হাসান, ইব্ন সীরীন, আবূল যাওযা, ইব্রাহীম নাখঈ (র) এবং আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। আ'মাশ (র). সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাহা প্রকাশ করা জায়েয আছে উহা

হইল, মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের কব্জি। ইব্‌ন উমর (রা) আতা, ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবুস্ সা'ছা, ইব্‌রাহীম (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এবং ইহা নিষিদ্ধ যীনাত এর তাফসীরও হইতে পারে। যেমন আবূ ইস্‌হাক সুবায়ী (র) আবুল আহওয়াস (রা)-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আয়াতে উল্লেখিত 'যীনাত' অর্থ কানের বালা, হাড় পায়ের গহণা। এই সূত্রেই অপর এক বর্ণনায় আবদূল্লাহ্ (রা) বলেন, যীনাত ও সৌন্দর্য দুই প্রকার। এক প্রকার যীনাত কেবল স্বামী দেখিতে পারে। তাহা হইল স্ত্রীলোকের কাপড়ের উপরাংশ। ইমাম যুহরী (র) বলেন, যেই সকল লোকের কথা আয়াতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে কেবল চুড়ি, উড়না, কানের বালা দেখান জায়েয আছে। কিন্তু অন্য লোককে কেবল হাতের আংটি দেখাইতে পারে। মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল, আংটি ও পায়ের গহনা। তবে এই সম্ভাবনাও আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও তাঁহার অনুসারীগণ مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর তাফসীর চেহারা ও হাতের অগ্রভাগের কব্জি পর্যন্ত দ্বারা করিয়াছেন। দলীল হিসাবে এই রিওয়ায়েতকে পেশ করা যাইতে পারে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইয়াকুব ইব্‌ন কা'ব আন্তাকী ও মু'আল্লিম ইব্‌ন ফয্‌ল হাররানী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আসমা বিন্‌তে আবূ বকর (রা) নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিলেন। তিনি পাত্‌লা কাপড় পরিহিতা ছিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এবং তিনি বলিলেন ঃ

يَا أُسمَاء ان المرأة إذا بَلَغت المحيض لم يصلح مِنها إلَّاهٰذا -

"হে আসমা! মেয়েরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহার এই অংগ ব্যতিত অন্য কোন অংগ দেখা জায়েয নহে।" এই বলিয়া তিনি তাহার চেহারা ও দুই হাতের কব্জির প্রতি ইশারা করিলেন। তবে ইমাম আবূ দাঊদ ও আবূ হাতিম (র) হাদীসটিকে মুরসাল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ খালিদ ইব্‌ন দুরাইক (র) হযরত আয়েশা (রা) হইতে শুনেন নাই।

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"আর ঐ সকল স্ত্রীলোক যেন তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থলকে তাহাদের উড়না দ্বারা আবৃত করে"। এইভাবে জাহেলী যুগে প্রচলিত স্ত্রীলোকদের প্রথার বিরোধিতা হয়। তাহারা তাহাদের বক্ষ আবৃত করিত না। এবং পুরুষের সম্মুখে তাহারা খুলিয়া রাখিত। অনেক সময় তাহারা স্বীয় গর্দান ও চুল ও খুলিয়া রাখিত এবং কানের লতি সমূহও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন স্ত্রীলোকগণকে তাহাদের রূপ সৌন্দর্য ঢাকিয়া রাখিবার হুকুম করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنَ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَالِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ -

"হে নবী! আপনি আপনার বিবিগণকে, আপনার কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীলোকগণকে বলিয়া দিন তাহারা যেন চাদর দ্বারা তাহাদের শরীর আবৃত করে যেন তাহাদিগকে সহজে চিনিতে পারা যায়। এবং যেন তাহাদের কষ্ট দেওয়া না হয়"। (সূরা আহযাব ঃ ৫৯) আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ -

"তাহারা যেন তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের গ্রীবা ও বক্ষস্থল আবৃত করে।"

خِمَارُ অর্থ, উড়না, সাধারণত উহা দ্বারা মাথা ঢাকা হয়। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) অত্র আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাহাদের উড়না দ্বারা তাহাদের বক্ষ বাঁধিয়া লওয়া উচিত, যেন বক্ষের কোন স্থান দেখা না যায়। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন শাবীর ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

يَرْحَمُ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ لَمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ " وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ ... الخ شَقَقْنَ مَرُوْطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا -

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম হিজরতকারী স্ত্রীলোকগণের প্রতি রহমত করুন, যখনই এই আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন তাহারা স্বীয় চাদর ফাড়িয়া উড়না করিয়া লইল। তিনি আরো বলেন, আবূ নু'আইম (র)..... সুফিয়া বিন্ত শায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) বলিতেন, যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন মহিলাগণ তাহাদের চাদরের এক পার্শ্ব ফাড়িয়া লইল এবং উহাকে উড়না বানাইয়া লইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা..... সুফীয়াহ বিনতে সায়বা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি কুরাইশ মহিলাদের আলোচনা করিলেন, এবং তাহাদের প্রশংসা করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই কুরাইশী মহিলাদের বড় মর্যাদা রহিয়াছে এবং আল্লাহ্র কসম আনসারী মহিলাদের তুলনায় আল্লাহ্র কিতাবে অধিক বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং অহীর প্রতি অধিক ঈমান আনয়নকারী অন্য কোন মহিলা দেখি নাই। যখন সূরা নূর -এর আয়াত وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ অবতীর্ণ হইল, তখন তাহাদের স্বামীগণ তাহাদের নিকট আসিয়া উহা পাঠ করিলেন। স্ত্রী ও কন্যা এবং ভগ্নির নিকট উহা পাঠ করিতেন, ইহা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকটও পাঠ করিতেন। অতঃপর এই আয়াত শ্রবণ করিবার পর তাঁহাদের

প্রত্যেকেই তাঁহাদের চাদর ফাড়িয়া উড়না প্রস্তুত করিল। এইভাবে তাহার আল্লাহ্‌র প্রেরিত হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিল। অতঃপর তাহারা প্রত্যেকেই উড়না মাথায় দিয়া ফজরের সালাতে সারিবদ্ধ হইয়া গেল, যেন প্রত্যেকের মাথায় এক একটি ডোল রাখিয়াছে। ইমাম আবূ দাঊদ (র) একাধিক সূত্রে হাদীসটি সুফিয়াহ বিন্‌তে শায়বা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম হিজরতকারী সাহাবায়ে কিরামের স্ত্রীগণের প্রতি রহমত করুন। যখন وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ ... الخ অবতীর্ণ হইল তাঁহারা তাঁহাদের চাদর সমূহ ফাড়িয়া উড়না প্রস্তুত করিলেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) ইব্‌ন ওহবের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ -

"আর তাহারা যেন তাহাদের রূপ সৌন্দর্য তাহাদের স্বামী ব্যতিত অন্য কাহারও সামনে প্রকাশ না করে"।

اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ -

অত্র আয়াতের যেই সকল লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই স্ত্রীলোকের জন্য হারাম। অর্থাৎ স্বীয় পিতা, পিতামহ, স্বামীর পিতা ও স্বামীর পিতামহ, স্বীয় পুত্র সন্তান, স্বামীর পুত্র, আপন ভাইগণ, আপন ভাইয়ের পুত্র ও ভাগ্নেগণ স্ত্রীর জন্য হারাম। এই সকল লোক তাহাকে দেখিতে পারে। তবে স্ত্রীলোক ইহাদের সম্মুখে সতর্কতা সহকারে আসিবে বেশী সজ্জিত হইয়া নহে। ইব্‌ন মুনযির (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন হারূন (র) ..... ইকরিমাহ্ (র) হইতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে চাচা ও মামাকে উল্লেখ করেন নাই। কারণ তাহারা তাহাকে দেখিয়া তাহাদের পুত্রদের নিকট তাহার বড়দের কথা বর্ণনা করিতে পারে। এই কারণে তাহাদের সম্মুখে উড়না না জড়াইয়া আসা উচিত নহে।

اَوْ نِسَائِهِنَّ মু'মিন স্ত্রীলোকগণ মু'মিন স্ত্রীলোকের সম্মুখে উড়না ছাড়া আসিতে পারে, কিন্তু অমুসলিমদের সম্মুখে নহে। কারণ সে ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের স্বামীদের নিকট উহার রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে পারে। কিন্তু মুসলমান মহিলাগণ যেহেতু ইহা হারাম বলিয়া জানে অতএব তাহারা এইরূপ করিবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتّٰى تَنْعَتْهَا لِزَوْجِهَا كَاَنَّهُ يَنْظُرُ اِلَيْهَا -

“কোন স্ত্রীলোক যেন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়া তাহার স্বামীর নিকট এমনিভাবে তাহার বর্ণনা না দেয়, যেন সে তাহাকে দেখিতেছে”। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস‘ঊদ (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন মনসূর (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে বলেন, ইসমাঈল ইব্ন আইয়াশ (র) ..... হারিস ইব্ন কায়িস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর নিকট পত্রে লিখিলেন, আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি যে, মুসলমান মহিলাগণ যখন গোসলখানায় গোসল করে, তখন তাহাদের সহিত মুশরিক মহিলারাও গোসল করে। মনে রাখিও কোন মুসলমান মহিলা যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার পক্ষে কোন অমুসলিম মহিলাকে স্বীয় শরীরের অংশ দেখান জায়েয নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اَوْ نِسَائِهِنَّ এর অর্থ “মুসলমান মহিলা”। মুশরিক ও অমুসলিম মহিলারা মুসলমান মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর কোন মুসলমান মহিলার জন্য কোন অমুসলিম মুশরিক মহিলার সম্মুখে স্বীয় শরীর খোলা জায়েয নহে।

আবদুল্লাহ্ (র) তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, কালবী (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, اَوْ نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলমান স্ত্রীলোক বুঝান হইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য স্বীয় গলা ও কানের গহনা দেখান জায়িয। কিন্তু কোন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকের সম্মুখে খোলা জায়েয নহে। সাঈদ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন মুশরিক স্ত্রীলোকের সম্মুখে তাহার মাথার উড়না খোলা জায়িয নহে। কারণ আল্লাহ্ তা‘আলা اَوْ نِسَائِهِنَّ দ্বারা কেবল মুসলমান স্ত্রীলোকের সম্মুখে মাথার উড়না খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। মাকহুল ও উবাদাহ ইব্ন নুসাই (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা কোন নাসারা কিংবা ইয়াহূদী অথবা অগ্নি উপাসক মহিলাকে চুম্বন করা ও মুসলমান স্ত্রীলোকের জন্য অপসন্দ মনে করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আলী ইব্ন হুসাইন (র) আতা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বাইতুল মুকাদ্দাস অধিকার করিলেন, তখন ইয়াহূদী ও নাসারা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্ত্রীলোকগণের ধাত্রী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। যদি রিওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ হয় তবে এইরূপ কোন প্রয়োজনের তাগিদেই হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই কাজে নিস্প্রয়োজনীয়ভাবে কাপড় খোলাও হয় না।

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -

অথবা মুসলমান স্ত্রীলোকগণ যেই সকল মুশরিক বাঁদীর মালিক হইয়াছে তাহাদের সম্মুখেও তাহারা স্বীয় রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। কারণ সে তো তাহার

নিজেরই বাঁদী। ইব্ন জরীর ও সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, বাঁদী ও গোলাম উভয়ের সম্মুখে সে তাহার যীনাত ও সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারিবে। তাহারা স্বীয় মতের পক্ষে এই হাদীস দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। একবার নবী করীম (সা) একজন গোলামকে সংগে করিয়া হযরত ফাতিমা (রা)-এর কাছে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোলামটি হযরত ফাতিমাকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত ফাতিমা (রা) এমন একটি কাপড় পরিধান করিয়াছিলেন, যে উহা মাথায় টানিয়া দিলে পাও ঢাকে না এবং পাও ঢাকিলে মাথা ঢাকে না। নবী করীম (সা) তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, ফাতিমা তোমার আব্বা ও তোমার গোলাম ছাড়া আর তো কেহ এখানে নাই। পাও কিংবা মাথা খোলা থাকা দোষের কিছু নাই। হাফিয ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার 'তারীখ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা (রা)-এর এই গোলামের নাম ছিল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'আদাহ্ ফাযারী, গোলামটি ছিল অতিশয় কাল কুৎসিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে গোলামটি দান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে লালন-পালন করিয়া আযাদ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে সে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর দলভুক্ত হইয়াছিলেন এবং হযরত আলী (রা)-এর কঠোর বিরোধী হইয়াছিলেন।

ইমাম আহমাদ (র) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) ..... হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُنَّ مُكَاتَبٌ وَكَانَ لَهُ مَا يُوَدِّىْ فَلْتَحْتَجِبْ ـ

"যদি তোমাদের কাহার ও মুকাতাব (বিনিময়ে দানের শর্তে যেই গোলামকে আযাদ করা হইয়াছে) থাকে এবং বিনিময় দানের পরিমাণ তাহার মালও আছে, তবে সে ক্ষেত্রে তাহার সম্মুখে সে যেন পর্দা করে"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) মুসাদ্দাদ সূত্রে সুফিয়ান (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اَوِالتَّابِعِيْنَ غَيْرَ اُوْلِى اِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ـ

"ঐ সকল চাকর পুরুষদের সম্মুখেও মুসলমান স্ত্রীগণ সৌন্দর্য প্রকাশ করিতে পারে, যাহারা পৌরুষহীন এবং স্ত্রীলোকের প্রতি তাহাদের কোনই আকর্ষণ নাই"। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই সকল পুরুষ হইল এমন সকল বে-খরব লোক যাহারা স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন কাজেরই নহে। যাহাদের মধ্যে যৌনক্ষুধা বলিতে কিছুই নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহারা হইল আহম্মক ও নির্বোধ লোক। ইকরিমাহ্ (র) বলেন, তাহারা হইল মুখান্নাস অর্থাৎ যাহার উভয় লিঙ্গের লক্ষণ আছে, যাহাদের পুরুষাঙ্গ উত্থিত হয় না। উলামায়ে সালফের আরো অনেকেই এই তাফসীর করিয়াছেন।

কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, ইমাম যুহরী (র) উরওয়াহ্ (র)-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করিত। ঘরের লোকজন তাহাকে মনে করিতেন যে, তাহার বুঝি স্ত্রীলোকের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে একজন স্ত্রীলোকের গুণাগুণ করিতে শুনিতে পাইলেন। সে বলিতেছিল, ঐ স্ত্রীলোকটি যখন আগমণ করে তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই লোকটি এত কিছু বুঝে! খবরদার আর কখনও যেন সে তোমাদের কাছে প্রবেশ না করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং বায়দা নামক স্থানে সে বসবাস করিতে লাগিল। এবং প্রত্যেক জুমু'আর দিনে মদীনায় আসিত এবং কিছু খাবার ভিক্ষা করিয়া চলিয়া যাইত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবীয়াহ্ (র) ..... হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল। তখন তাঁহার নিকট একজন মুখান্নাস ও তাঁহার ভাই আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ উমাইয়াহ্ ছিলেন। তখন মুখান্নাস লোকটি আবদুল্লাহ্কে বলিল, হে আবদুল্লাহ্। যদি আগামীকল্য তায়িফ বিজয় হয়, তবে তুমি অবশ্যই গয়লানের কন্যাকে লইবে। সে যখন সম্মুখের দিকে থাকে তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ পড়ে আর যখন পিছনের দিকে যায় তখন আটটি ভাঁজ দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কথা শুনিতে পাইলেন, এবং উম্মে সালামাহ্ (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি যেন আর কখনও তোমার নিকট না আসে"। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মুখান্নাস নবী করীম (সা)-এর বিবিগণের কাছে যাতায়াত করিত। তাঁহারা তাহাকে মনে করিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার কোন আকর্ষণই নাই। কিন্তু একদিন সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন এক বিবির নিকট একজন স্ত্রীলোকের প্রসংগে বলিতেছিল যে, সে যখন সম্মুখে অগ্রসর হয়, তখন তাহার পেটে চারটি ভাঁজ দেখা যায়, আর যখন পিছনের দিকে যায়, তখন তাহার পেটে আটটি ভাঁজ দেখা যায়। এমন সময় নবী করীম (সা) তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "খবরদার এই লোক যেন আর কখনও তোমার নিকট প্রবেশ না করে"। অতঃপর ঐ লোকটি হইতে পর্দা করিলেন। আবূ দাঊদ, মুসলিম ও নাসাঈ (র) আবদুর রাজ্জাক -এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ -

"অথবা যেই সকল বালক স্ত্রীলোকদের আকর্ষণীয় বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বুঝিতে সক্ষম নহে"। তাহাদের আকর্ষণীয় কথাবার্তা, আকর্ষণীয় চালচলন ও তাহাদের

গোপন স্থানসমূহের প্রতি তাহাদের কোন আকর্ষণ নাই, এমন বালকদের সম্মুখে স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা যায়। কিন্তু যদি কোন বালক যৌবনে পদার্পণ না করিয়াও স্ত্রীলোকদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে কিংবা সুন্দরী অসুন্দরী পার্থক্য করিতে পারে। তবে তাহাদিগকেও ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া যাইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ "স্ত্রীলোকগণের নিকট প্রবেশ করা হইতে তোমরা বিরত থাক"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, দেবর কি প্রবেশ করিতে পারিবে? তিনি বলিলেন ঃ الحمو الموت "দেবর মৃত্যুসমতুল্য"।

وَلاَ يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ ـ

"তাহার মু'মিন স্ত্রীলোকগণ যেন তাহাদের পাও দ্বারা সজোরে আঘাত না করে"।

জাহেলী যুগের স্ত্রীলোকেরা যখন পথ চলিত তখন তাহাদের পায়ের নুপুর বাজিয়া না উঠিলে তাহারা সজোরে পাও দ্বারা আঘাত করিত। লোকেরা উহার শব্দ শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। অনুরূপ স্ত্রীলোকের অন্য কোন গোপন গহনালংকার বাজাইয়াও উহা প্রকাশ করা যাইবে না। ইহা ছাড়া ঘর হইতে বাহির হইবার সময় কোন সুগন্ধী ব্যবহার করা যাইবে না। কারণ ইহাতে পুরুষ লোক তাহার সুগন্ধি শুনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كل عين زَانية إذا استعطرت فمرت بِا لمجلس فهئ كذا وكذا "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী আর কোন স্ত্রীলোক যখন আতর মাখিয়া কোন মজলিস অতিক্রম করে সে এমন এমন। অর্থাৎ সেও ব্যভিচারিনী"। এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এবং উল্লেখিত হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) সাবিত ইব্ন উমারাহ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার তাঁহার সহিত একজন স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মসজিদ হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সুগন্ধী ব্যবহার করিয়াছ? সে বলিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আমি আমার পরম প্রিয় বন্ধু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لاَ يقبل اللّٰهُ صلٰوة امرآة طيبت لهذ المسجد حتى ترجِع فتغسل غسلها من الجَنابة ـ

"যেই স্ত্রীলোক মসজিদে আসিবার জন্য সুগন্ধী ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তাহার সালাত কবুল করেন না যাবৎ না সে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে"। ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ..... আবূ বাকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)-এর সূত্রে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) মূসা ইব্ন উবায়দাহ্ (র) ..... মায়মূনা বিনতে সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

الرافلة فى الزينة فى غير اهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لانور لها۔

"যেই স্ত্রীলোক এমন সকল লোকদের সম্মুখে তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ করে, যাহাদের সম্মুখে ইহা উচিত নহে, সে কিয়ামত দিবসের অন্ধকার সমতুল্য, যাহার মধ্যে কোন আলো নাই"। এই জন্যই তাহাদেরকে রাস্তার মধ্যখান দিয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেননা ইহাতে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, কা'নাবী (র) ..... আবূ উসাইদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রী পুরুষ উভয়কে একত্রিত হইয়া পথ চলিতে দেখিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা সরিয়া যাও। মধ্য পথ দিয়া তোমাদের চলা উচিত নহে।" ইহার পর হইতে স্ত্রীলোকগণ এমনভাবে প্রাচীর ঘেষিয়া চলিতে লাগিলেন যে, অনেক সময় উহাতে তাহাদের কাপড় আটকাইয়া যাইত।

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সমীপে তাওবা কর। সম্ভবত তোমরা সফল হইবে।" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশিত গুণাবলী অর্জন কর এবং উত্তম চরিত্রে অধিকারী হও এবং জাহেলী যুগের যাবতীয় ঘৃণিত অভ্যাস ও নিন্দিত চরিত্র ত্যাগ কর। কেবল আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনের মধ্যেই তোমাদের সফলতা নিহিত রহিয়াছে।

٣٢. وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

٣٣. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ
الَّذِىْٓ اٰتٰكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ
مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۰

٣٤. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكُمْ اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَّمَثَلًا مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৩২) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আইয়িম, তাহাদিগের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদিগের দাস ও দাসীদিগের মধ্যে যাহারা সৎ তাহাদিগেরও। তাহারা অভাবগ্রস্ত হইলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবমুক্ত করিবেন। আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (৩৩) আর যাহাদিগের বিবাহের সামর্থ নাই, আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তাহারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেহ তাহার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করিতে চাহিলে, তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও। যদি তোমরা উহাদিগের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন, তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে। তোমাদিগের দাসীগণ সততা রক্ষা করিতে চাহিলে পার্থিব জীবনের ধন লালসায় তাহাদিগকে ব্যভিচারিনী হইতে বাধ্য করিও না, আর যে তাহাদিগকে বাধ্য করে, তবে তাহাদিগের উপর জবরদস্তির পরে আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াত, তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদিগের জন্য উপদেশ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত সমূহে কয়েকটি সুস্পষ্ট হুকুমের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ -

"তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা অবিবাহিত নর-নারীদিগকে বিবাহ দাও"। কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরাম অত্র আয়াত দ্বারা প্রামাণ করিয়াছেন যে, সামর্থবানদের পক্ষে এইরূপ নরনারীদিগকে বিবাহ দেওয়া ওয়াজিব। তাঁহারা এই হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرَ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ -

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হইতে যে বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ ইহা চক্ষু আনত রাখিবার এবং লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করিবার জন্য অধিক কার্যকর। আর যেই ব্যক্তি সক্ষম নহে সে যেন রোযা রাখে। কারণ ইহা তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَزَوَّجُوْا الْوَلُوْدَ تَتَاسَلُوْا فَاِنِّىْ مُبَاهٍ بِكُمْ الْاُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"তোমরা অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলা বিবাহ কর, যেন বংশ বৃদ্ধি হয়। কারণ আমি কিয়ামত দিবসে তোমাদের দ্বারা অধিক উম্মাতের গর্ব করিব"। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, "এমন কি অপূর্ণ সন্তান দ্বারাও"।

الاَيَامى। শব্দটি الأيم এর বহুবচন অর্থ الأيَام যেই স্ত্রীলোকের স্বামী নাই এবং যেই পুরুষের স্ত্রী নাই। চাই তাহাদের কেহ বিবাহ-ই করে নাই, কিংবা বিবাহের পর তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়াছে। অতএব رَجل الأيم "স্ত্রীহীন পুরুষ" ও إمراة ايم "স্বামীহীনা মহিলা" বলা হইয়া থাকে।

اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াত দ্বারা আযাদ ও গোলাম সকলকেই বিবাহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং তাহারা দরিদ্র হইলে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেওয়ার ও প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "যদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন"।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাইদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন ঃ

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ فِيْمَا اَمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يَنْجِزْكُمْ مَا وَعَدَكُمْ مِنَ الْغِنٰى

"তোমরা বিবাহ করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন কর। তিনি ধনী করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন"। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, বিবাহ করিয়া তোমরা ধন অন্বেষণ কর, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ -

"যদি তাহারা দরিদ্র হয় তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ধনী করিয়া দিবেন। রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বাগাভী (র) হযরত উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। লাইস (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ عَوْنَهُمْ اَلنَّاكِحُ يُرِيْدُ الْعَفَافَ - الْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ وَالْغَازِىُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তিন ব্যক্তির সাহায্য করিয়া থাকেন, যেই ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, যেই মুকাতাব তাহার শর্তের অর্থ আদায় করিবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে"।

ইমাম আহমাদ (র) তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তিকেও বিবাহ দিয়াছেন, যাহার নিকট একটি চাদর ও লোহার আংটি ব্যতিত কিছুই ছিল না। এবং যেহেতু সে তাহার স্ত্রীর মোহর আদায় করিবার জন্য কোন মালের মালিক ছিল না। অতএব তাহার স্ত্রীকে সে কুরআন শিক্ষা দিবে ইহাকেই তিনি মোহর হিসাবে নির্ধারিত করিয়া দিলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যেই ধন ও রিযিক দানের ওয়াদা করা হইয়াছে, উহার পরিমাণ হইল, স্বামী-স্ত্রীর জন্য যাহা যথেষ্ট। অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়া থাকে ঃ تزوجوا فقراء يغنكم الله "তোমরা দরিদ্রদিগকে বিবাহ করাইয়া দাও, আল্লাহ তোমাদিগকে ধনী করিয়া দিবেন।" ইহা একটি ভিত্তিহীন রিওয়ায়েত। কোন মজবুত কিংবা দুর্বল সূত্রে এখনও কোথাও এই রিওয়ায়েতটি পরিলক্ষিত হয় নাই। কুরআনের আয়াত এবং যে রিওয়ায়েত কয়টি আমরা উল্লেখ করিয়াছি উপস্থিত ঐ ধরনের কথিত বর্ণনার কোন প্রয়োজন নাই।

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ نِكَاحًا ... الخ -

"আর যাহারা বিবাহের সামর্থ না রাখে, তাহারা যেন চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করে। যাবৎ না আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিয়া দেন"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রসংগে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاَةَ فَالْيَتَزَوَّجَ فَانَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانَّهُ وِجَاءٌ۔

"হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে, কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক অবনত রাখে এবং অপকর্ম হইতে লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যেই ব্যক্তি সামর্থ না রাখে, সে যেন সাওম পালন করে। কারণ ইহাই তাহার পক্ষে খাসী হওয়া সমতুল্য।" আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই যে, কোন প্রকার স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থ না থাকিলে সামর্থবান হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিয়া থাকা উচিত। কিন্তু সূরা নিসা এর আয়াতটি ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আর তাহা হইল ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنٰتِ ...... وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ۔

"যেই ব্যক্তি আযাদ স্ত্রীলোক বিবাহ করিতে সামর্থবান না হইবে আর বাঁদী বিবাহ না করিয়া ধৈর্যধারণ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম।" (নিসা ঃ ২৫) কারণ বাঁদীর গর্ভে যেই সন্তান ভুমিষ্ট হইবে, সে গোলাম কিংবা বাঁদীই হইবে। وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান"।

ইকরিমাহ্ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার যদি স্ত্রী থাকে তবে সে যেন তাহার দ্বারাই নিজস্ব প্রয়োজন পূর্ণ করে। আর যদি তাহার স্ত্রী না থাকে তবে সে যেন আল্লাহ্র বিশাল সম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ধৈর্যধারণ করিতে থাকে, যাবৎ না আল্লাহ্ তাহাকে ধনী করিয়া দেন।

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۔

"আর তোমাদের গোলাম বাঁদীদের মধ্য হইতে যাহারা অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চায়, তবে তোমরা তাহাদিগকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিয়া দাও যদি তোমরা তাহাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলিয়া মনে কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে গোলাম বাঁদীর মালিককে হুকুম করিতেছেন যে, যদি তাহাদের মধ্য হইতে কেহ অর্থের বিনিময়ে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিপত্র লিখিতে চায়, তবে যদি তোমরা চুক্তিপত্রের শর্ত মুতাবিক অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে ধারণা কর, তবে তাহাদিগকে চুক্তি মুতাবিক আযাদ করিয়া দাও। অনেক উলামায়ে কিরামের মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, কাহারও গোলাম-বাঁদী অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইতে চাহিলে তাহাদিগকে আযাদ করিতেই হইবে। বরং গোলাম-বাঁদী হইতে কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মালিক ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে চুক্তি করিয়া আযাদ করতে পারে। ইমাম সাওরী (র) জাবির (র) ও শাবী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতাব হইবার ইচ্ছুক গোলম-বাঁদীকে মালিক ইচ্ছা করিলে মুকতাব করিতে পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে। ইব্ন ওহব (র) ..... আতা ইব্ন আবূ বারাহ (র) হইত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও হাসান বাসরী (র) ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উলামায়ে কিরামের আর একটি জামায়াত বলেন, গোলাম-বাঁদীদের কেহ তাহার মালিকের নিকট মুকাতাব (অর্থের বিনিময়ের শর্তে আযাদ হইবার জন্য চুক্তিবদ্ধ) হইবার জন্য অনুরোধ করিলে মালিকের পক্ষে তাহাকে মুক্ত করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইহা প্রমাণিত হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, রাওহ (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে, এমতাবস্থায় সে যদি মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানায় তবে কি তাহাকে মুকাতাব করা আমার পক্ষে ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, হাঁ ওয়াজিব বলিয়াই আমি মনে করি। আম্র ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই মত কি পূর্ববর্তী কোন অলিম হইতেও বর্ণিত আছে? তিনি বলিলেন, না। ইহার কিছুকাল পর তিনি বলিলেন, মূসা ইব্ন আনাস (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। একবার ইব্ন সীরীন (র) হযরত আনাস (র)-এর নিকট মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন জানাইলে তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি হযরত উমর (রা)-এর নিকট ইহার অভিযোগ করিলে হযরত উমর (রা) আনাস (রা)-কে বলিলেন, তুমি উহাকে মুকাতাব করিয়া দাও। কিন্তু ইহার পরও অস্বীকার করিলে, তিনি তাহাকে বেত্রাঘাত করিলেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করিয়া তাহাকে শুনাইলেন।

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ـ

"তাহাদের নিকট মাল আছে বলিয়া তোমাদের জানা থাকিলে, তাহাদিগকে তোমরা মুকাতিব করিয়া দাও।"

অতঃপর হযরত আনাস (রা) তাঁহাকে মুকাতাব করিয়া দিলেন। ইমাম বুখারী (র) রিওয়ায়েতটি তা'লীকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রাজ্জাক (র) ইব্ন জুরাইজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন,আমি আ'তা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার গোলামের মাল আছে বলিয়া আমার জানা থাকিলে তাহাকে মুকাতাব করা কি আমার উপর ওয়াজিব? তিনি বলিলেন, আমি ওয়াজিব বলিয়াই মনে করি।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্ন সীরীন (র) তাঁহার নিকট মুকাতাব হইবার দরখাস্ত করিলে তিনি অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে মুকাতাব করিবার নির্দেশ দিলেন। রিওয়াতের সনদ বিশুদ্ধ। সাঈদ ইব্ন মানসুর (র) হুশাইম ইব্ন জুওয়াযির এর সূত্রে যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ ক্ষেত্রে মুকাতাব করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিঈ (র)-এর ইহাই প্রমাণ মত। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী মত হইল, তাহাদের মুকাতিব করা ওয়াজিব নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَايحل مَال امرأ إلاَّ بِطِيْب نَفسه -

“কোন মানুষের মাল তাহার সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা জায়িয নহে।” ইব্ন ওহব (র) বলেন, এই ব্যাপারে ইমাম মালিক (র)-এর মত হইল, কোন গোলাম মুকাতাব হইবার জন্য আবেদন করিলে মালিকের উপর উহা মঞ্জুর করা ওয়াজিব নহে। কোন ইমাম কোন গোলামের মালিককে মুকাতিব করিবার জন্য বাধ্য করিয়াছেন বলিয়াও আমার জানা নাই। ইমাম মালিক (র) বলেন, “ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কেবল একটি অনুমতি মাত্র, বাধ্যতামূলক নহে।” ইমাম সাওরী (র) ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামের মতও ইহাই। কিন্তু ইব্ন জরীর (র) ইহা ওয়াজিব বলিয়াই মনে করেন।

اِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ خَيْرًا -

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, خير অর্থ আমানত। কেহ বলেন, ইহার অর্থ সত্যতা। কেহ কেহ বলেন; ইহার অর্থ মাল। আবার কেহ বলেন, ইহার অর্থ উপার্জনের যোগ্যতা। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাহার ‘মারাসীন’ -এর মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ কাসির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, إِن عَلِمتُم فِيهِمْ حَرفَةً وَلا تَرسِلُوهُم كَلاًّ على الناس। “যদি তাহাদের মধ্যে কোন পেশাগত কোন যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে তবে তাহাদিগকে মুকাতাব কর। মানুষের উপর বোঝা হিসাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিও না”।

وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ সম্মানিত তাফসীরকারগণ অত্র আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন। কেহ বলেন, তোমরা মুকাতাবদের উপর নির্ধারিত মালের কিছু অংশ ছাড়িয়া দাও। এই তাফসীর অনুসারে কেহ বলেন, ইহার পরিমাণ হইল এক চতুর্থাংশ। কেহ বলেন, এক তৃতীয়াংশ। কেহ বলেন, অর্ধেক। আবার কেহ বলেন, অনির্দিষ্টভাবে কিছু অংশ। তাফসীরকারগণের অন্য একটি দল বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের যাকাত হইতে একটি অংশ দান কর। হাসান, আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম, তাঁহার আব্বা আসলাম ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) এই মত পোষণ করেন। ইব্ন জরীর (র) ও এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। ইব্রাহীম নাখঈ (র) বলেন, وَاٰتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মুকাতাবের মালিক ও অন্যান্য মুসলমানগণকে তাহাকে আর্থিক সাহার্য দান করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন। যেন সে তাহার চুক্তির অর্থ আদায় করিয়া আযাদ হইতে পারে। পূর্বেই ইহা বর্ণিত হইয়াছে রাসূলুলাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ثلاثة حق على الله عونهم "আল্লাহ্ অবশ্যই তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। তাহাদের মধ্য এক ব্যক্তি হইল, সেই মুকাতাব, যে তাহার চুক্তির মাল আদায় করিবার সদিচ্ছা রাখে"। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর (রা) আবূ উমাইয়া নামক তাহার একজন গোলামকে অর্থ বিনিময়ের শর্তে আযাদ করিবার চুক্তি করিলেন। অতঃপর সে তাহার এক কিস্তির অর্থ লইয়া তাহার নিকট আসিলে, তিনি বলিলেন, যাও অন্য লোক হইতে তুমি তোমার চুক্তির মাল আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা কর। তখন সে বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাকেই পরিশ্রম করিয়া শেষ কিস্তি পর্যন্ত আদায় করিতে দিন। তিনি বলিলেন, না, ইহা হইলে আমার আশংকা হয় যে, আল্লাহ্র এই নির্দেশ আমরা পালন করিতে ব্যর্থ হইব। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন,

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ -

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন হুমাইদ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন উমর (রা) যখন কোন গোলামকে মুকাতাব করিতেন, তখন তাহার প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়িয়া দিতেন না। কারণ, তিনি এই আশংকা করিতেন যে, সে যদি তাহার চুক্তির অর্থ আদায় করিতে সক্ষম হয়, তবে উহার এই দাস পুনরায় তাহার নিকট ফেরৎ আসিবে। কিন্তু তাহার শেষ কিস্তি হইতে যেই পরিমাণ ইচ্ছা ছাড়িয়া দিতেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتٰكُمْ। এর তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, তোমরা মুকাতাদের মুক্তির অর্থ হইতে যথা সম্ভব ছাড়িয়া দাও। মুজাহিদ, আতা, কাসিম ইব্‌ন আবূ মুররাহ্‌, আবদুল করিম ইব্‌ন মালিক জাবরী ও সুদ্দী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুকাতাবদের চুক্তির কিছু অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া পসন্দ করিতেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ফযল ইব্‌ন শাখান মুকরী (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ চুক্তির এক চতর্থাংশ অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়া বিষয়টিও মুনকার। রিওয়ায়েতটি মাওকূফ হওয়াই অধিক সঠিক। আবূ আবদুর রহমান সুলামী (র) হযরত আলী (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ -

"আর তোমরা তোমাদের বাঁদীদেরকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিও না।" জাহেলী যুগের লোকেরা তাহাদের বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের উপার্জিত অর্থের একটি নির্ধারিত অংশগ্রহণ করিত। ইসলামের আভির্ভাবের পর আল্লাহ্‌ তা'আলা মু'মিনগণকে উহা হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বহু মুফাস্‌সিরগণের মতে আলোচ্য শানে নুযূল হইল আবদুলাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল -এর অনেক বাঁদী ছিল। সে তাহাদিগকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত এবং তাহাদের উপার্জিত অর্থগ্রহণ করিত। এবং তাহাদের গর্ভ হইতে ভুমিষ্ট সন্তানদের দ্বারা নের্তৃত্বও লাভ করিত।

হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন আবদুর খালিক বায্‌যার (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, আহমাদ ইব্‌ন দাউদ ওয়াসিতী (র) ..... যুহরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইবন সালূল -এর মু'আযাহ নামক একটি বাঁদী ছিল। সে তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত। যখন ইসলামের আবির্ভাব হইল তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ ....وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ইমাম নাসাঈ (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,। হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, আম্‌র ইব্‌ন আলী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল -এর মুসাইকা নামক একটি বাঁদী ছিল। সে তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত, তখন আল্লাহ্‌ এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ الاية -

আবূ দাঊদ তিয়ালিসী (র) সুলায়মান ইব্‌ন মু'আয (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,আবদূল্লাহ্ এর একটি বাঁদী ছিল। জাহেলী যুগে সে ব্যভিচার করিত এবং এইভাবে অনেক সন্তান জন্ম দিয়াছিল। একদিন তাহার মালিক তাহাকে ব্যভিচারের জন্য বলিলে, সে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি ব্যভিচার আর করিব না। সুতরাং সে তাহাকে প্রহার করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ -

বায্‌যার (র) আরো বলেন, আহমাদ ইব্‌ন দাঊদ ওয়াসিতী (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই -এর একটি বাঁদী ছিল। তাহার নাম ছিল মু'আযাহ্। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই তাহাকে ব্যভিচার করিবার জন্য বাধ্য করিত ইসলামের আভির্ভাব হইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا -

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র)-এর সূত্রে যুহরী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বদর যুদ্ধে একজন কুরাইশলী বন্দি হইয়াছিল এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এর নিকট সে বন্দি ছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এর একটি বাঁদী ছিল। তাহার নাম ছির মু'আযাহ্। বন্দি কুরাইশী ঐ বাঁদীর সহিত তাহার কাম চরিতার্থ করিবার বাসনা করিয়াছিল। বাঁদীটি ছিল মুসলমান। এই কারণে সে উহা হইতে তাহাকে বাধা দিত। কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই তাহাকে এর জন্য বাধ্য করিত এবং এর জন্য তাহাকে প্রহারও করিত। তাহার আশা ছিল তাহার বাঁদীটি উক্ত কুরাইশ দ্বারা গর্ভবতী হউক। এবং সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার থেকে তাহার সন্তানের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا -

সুদ্দী (র)বলেন, আলোচ্য আয়াতটি মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। মু'আযাহ্ নামক তাহার একটি বাঁদী ছিল। তাহার বাড়ীতে যখনই কোন মেহমান আগমন করিত, সে তাহাকে মেহমানের নিকট প্রেরণ করিত যেন সে তাহার সহিত কাম চরিতার্থ করিতে পারে। এইভাবে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। একদিন উক্ত বাঁদী হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া ইহার অভিযোগ করিল, অতঃপর তিনি হযরত নবী করীম (সা)-এর নিকট অভিযোগটি পেশ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে হুকুম দিলেন।

তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই চিৎকার করিয়া বলিল, কে আছ, আমার সাহায্য করিবে, মুহাম্মদ আমার বাঁদীকে জোরপূর্বক লইয়া যাইতেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, আমার নিকট এই তথ্য পেছাইয়াছে যে, আলোচ্য আয়াতটি এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা তাহাদের বাঁদীদিগকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করিত। একজনের নাম ছিল মুসায়কাহ্ তার মাতা উমায়মাহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই -এর বাঁদী ছিল। অপর বাঁদীর নাম মু'আযাহ্। একবার মুসায়কাহ ও তাহার মাতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাদের উপর কৃত যুলুমের অভিযোগ করিল। তখন অবতীর্ণ হ্ইল وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ "তোমরা তোমাদের বাঁদীদিগকে ব্যভিচারের উপর বাধ্য করিও না"।

اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا ـ

"যদি তাহারা অর্থাৎ বাঁদীগণ সতীত্ব রক্ষা করতে চায়"। যেহেতু সাধারণ বাঁদীগণ তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিতেই চায়, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এই শর্তটি উল্লেখ করিয়াছেন। নচেৎ কোন অবস্থাতেই ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করা যাইবে না।

لِتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ

"তোমরা বাঁদীগণকে পার্থিব ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করিও না"। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজ্জাম, ব্যভিচারিনী ও গণকের অর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় বলিয়াছেন ঃ

مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيْثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ ـ

"ব্যভিচারের অর্থ হারাম ও হাজ্জামের উপার্জিত অর্থ হারাম ও কুকুরের বিনিময় ও হারাম"।

وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

"আর যেই ব্যক্তি ঐ সকল বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল বাঁদীগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাকারী ও বড়ই মেহেরবান"।

ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যদি তোমরা বাঁদীগণকে ব্যভিচারের জন্য বাধ্য কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কিন্তু যাহারা বাধ্য করে তাহারা পাপিষ্ঠ হইবে। মুজাহিদ, আতা, আ'মাশ ও কাতাদাহ্ (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতে তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্র কসম! যেই সকল বাঁদীকে

ব্যভিচারের জন্য বাধ্য করা হয়, কেবল তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্র কসম! কেবল তাহাদিগকেই আল্লাহ্ ক্ষমা করিবেন। যুহরী ও যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) ও অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) এর কিরা'আতে فَانَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এর পরে لَهُنَّ وَاِثْمُهُنَّ عَلٰى مَنْ اَكْرَاهَهُنَّ রহিয়াছে অর্থাৎ "বাঁদীগণকে জোরপূর্বক ব্যভিচার বাধ্য করিবার পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। কারণ, তিনি বড় ক্ষমাকারীও মেহেরবান। আর যেই ব্যক্তি তাহাদিগকে ব্যভিচার করিতে বাধ্য করে সকল গুনাহর ভাগী সেই ব্যক্তি হইবে"। মারফূ হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِى الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ ـ

"আমার উম্মাত হইতে অসতর্কতা জনিত অপরাধ ও ভুল ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে আর যেই অপরাধ জোরপূর্বক তাহার দ্বারা সংঘটিত হয় উহাও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে"।

উপরোল্লিখিত হুকুম সমূহ বিস্তরিতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ "আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট হুকুমসমূহ অবতীর্ণ করিয়াছি অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহার মধ্যে সুস্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে"।

وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ আর পূর্ববর্তী উম্মাতে ঘটনাবলী ও বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র হুকুমসমূহ বিরোধিতা করিবার কারণে তাহাদের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে উহার ও বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلاً لِّلْاٰخِرِيْنَ অতঃপর তাহাদিগকে কাহিনীতে পরিণত করিয়াছি এবং পরবর্তী লোকদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক ঘটনায় পরিণত করিয়াছি। যেন তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী ও পাপ কার্য হইতে বিরত থাকে।

وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ আর মুত্তাকী ও পরহেযগারদের জন্য উপদেশ গ্রহণের বস্তুতে পরিণত করিয়াছি। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ

فِيْهِ حُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَخَبْرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهِزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللّٰهُ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدٰى مِنْ غَيْرِهِ اَضَلَّهُ اللّٰهُ ـ

"পবিত্র কুরআনে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সমাধান রহিয়াছে, তোমাদের পূর্বের সংবাদ রহিয়াছে এবং পরবর্তীকালে সংঘটিত ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে উহা একটি চূড়ান্ত বিধান, কোন উপহাস নহে যে কোন প্রতাপশালী অবহেলা করিয়া উহা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। আর যেই ব্যক্তি অন্য কোথায়ও হিদায়াত অন্বেষণ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করিয়া দিবেন।

٣٥. اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ
اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ
زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى
اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۔

অনুবাদ ঃ (৩৫) আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য; ইহা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যায়তুন বৃক্ষের তৈল দ্বারা, যাহা প্রাচ্যের নয় প্রাতীচ্যের নয়, অগ্নি উহাতে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি; আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তাহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবু তাল্হা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদিগকে হেদায়েত দান করেন। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, মুজাহিদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন। আল্লাহ্ আসমান ও যমীনের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি

করিয়া উহাকে আলোকিত করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন উমর খালিদ রাককী (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আমার নূর হইল আমার হিদায়াত। ইব্‌ন জবীর (র) এই তাফসীরই পসন্দ করিয়াছেন। আবূ জা'ফর রাযী (র) রাবী ইব্‌ন আনাস (র) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰت وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, "যেই মু'মিনের অন্তরে ঈমান ও কুরআনের নূর রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে তাহার উদাহরণ পেশ করিয়াছেন"। সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নূরের উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর مَثَلَ نُوْرِهٖ দ্বারা মু'মিনের নূরের উপমা পেশ করিয়াছেন। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) আয়াতটি এইরূপ পড়িতেন ঃ مَثَلَ نُوْرِهٖ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও কায়িস ইব্‌ন সা'দ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি ও আয়াতকে অনুরূপ পড়িতেন। কেহ কেহ এই রূপ পড়েন ঃ

اَللّٰهُ مُنَوِّرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ۔

" আল্লাহ্ আসমান সমূহ যমীনকে উজ্জ্বল করেন"। যাহ্হাক (র) পড়েন ঃ اَللّٰهُ نَوَّرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সমূহ যমীনকে উজ্জ্বল করিয়াছেন"।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ "আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের নূর"। অর্থাৎ তাঁহার নূরের দ্বারাই আসমান সমূহ ও যমীন উজ্জ্বল। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি যে নির্যাতন করিয়াছিল, সেই দিন তিনি এই দু'আ করিয়াছেন ঃ

اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرَ الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةَ اَنْ يَّحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَنْزِلَ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُقْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

"হে আল্লাহ্! আমি আপনার সেই নূরের উসিলায় আমার প্রতি আপনার গযব ও ক্রোধের অবতরণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি,.যেই নূরের দ্বারা সকল অন্ধকার দূরীভূত হইয়া তদস্থলে আলো ছড়াইয়া পড়ে, পরকালের শুভ পরিণতি আপনার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতিত অন্যায় হইতে রক্ষা পাওয়া ও ন্যায়ের শক্তি সঞ্চয় করা সম্ভব নহে"।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রাত্রিকালে জাগ্রত হইতেন তখন তিনি এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِمْ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيُّوْمُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ -

"হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি আসমান ও যমীন এবং উহাতে অবস্থানরত সকলেরই ব্যবস্থাপক"। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দিবারাত্র বলিতে কিছু নাই। আরশের নূর তাঁহার সত্তার নূর হইতে প্রতিফলিত।

مَثَلُ نُوْرِه -এর সর্বনামটি কিসের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়াছে সেই বিষয়ে দুইটি মত রহিয়াছে। একটি হইল, 'আল্লাহ্' শব্দের প্রতি। আর দ্বিতীয় মতটি হইল, 'মু'মিন শব্দের প্রতি। 'মু'মিন' শব্দের যদিও এখানে উল্লেখ নাই, কিন্তু কালেমার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারা ইহা বুঝা যায়। কালামটি আসলে এই রূপ ছিল ঃ

مَثَلُ نُوْرُ الْمُؤْمِنِ كَمِشْكٰوةٍ অর্থাৎ "মু'মিনের অন্তরের নূরের উপমা হইল একটি এমন তাকের মত"। যেই মু'মিনের অন্তরে হিদায়েত ও কুরআনের আলো রহিয়াছে উহাকে এইরূপ তাকের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ... الخ -

"যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে দলীল প্রাপ্ত এবং উপরন্ত তাহার সাক্ষী ও আছে ......"। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরকে উহার স্বচ্ছতার কারণে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য বিদ্যমান প্রদীপের সহিত উপমিত করিয়াছেন এবং হিদায়াত ও কুরআনের যেই নূর তাঁহার রহিয়াছে উহাকে নির্মল তৈলের সহিত উপমিত করিয়াছেন।

كَمِشْكَاةٍ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) এবং আরো অনেকে বলেন, 'মিশকাত' অর্থ প্রদীপের যেই স্থানে সতীলা থাকে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِه كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইয়াহূদীরা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল, "আল্লাহ্র নূর আসমান ভেদ করিয়া কিভাবে আসিতে পারে? তখন আল্লাহ্ উহার জবাব পেশ করিয়া বলেন, তাঁহার নূর হইল, একটি কাঁচের প্রদীপ সমতুল্য যাহা হইতে উহার মধ্যের আলোর রশ্মি বাইরে ছড়াইয়া পড়ে"। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আনুগত্যকে নূর বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আনুগত্যকে নূর ব্যতিত আরো অনেক নামে নামকরণ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ নাজীহ (র), মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হাবশী ভাষায় 'মিশ্কাত' শব্দের অর্থ 'তাক'। কেহ কেহ বলেন, 'মিশকাত' এমন তাককে বলা হয়, যাহাতে কোন ছিদ্র নাই। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, 'মিশকাত' ঐ লোহাকে বলা হয়, যাহার সহিত প্রদীপ ঝুলন্ত থাকে। কিন্তু প্রথম

শব্দটি উত্তম। উবাই ইব্ন কা'ব (র) বলেন, 'মিস্বাহ্' অর্থ, নূর ও আলো। এখানে কুরআন ও মু'মিনের অন্তরের ঈমানকে বুঝান হইয়াছে।

اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ। "নূর ও আলো একটি স্বচ্ছ কাঁচের মধ্যে প্রজ্বলিত"। উবাই ইব্ন কা'ব এবং আরো অনেকে বলেন, মু'মিনের অন্তরকে স্বচ্ছ কাঁচের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ "কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র"। কোন কোন ক্বারী درى এর 'দাল' কে পেশ সহ পড়িয়াছেন। কিন্তু হামযা সহ পড়েন নাই। আবার কেহ কেহ হামযা সহ দালকে পেশ কিংবা যের দিয়া পড়িয়াছেন। তখন الدر। হইতে নির্গত হইবে। অর্থ প্রতিরোধ করা। শয়তানকে আঘাত হানিবার জন্য যেই নক্ষত্র ছুটিয়া পড়ে উহাও অতিশয় উজ্জ্বল। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, এর অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাতাদাহ (র) বলেন, "كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ" স্পষ্ট ও বিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বলা হয়।

يُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ -

"বরকতময় যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা উহা প্রজ্বলিত। যেই বৃক্ষ হইতে তৈল উৎপাদিত উহা পূর্বপ্রান্তে ও অবস্থিত নহে যেই স্থানের দিনের প্রথম ভাগের সূর্যকিরণ পড়ে না আর পশ্চিম প্রান্তেও অবস্থিত নহে যেই স্থানে দিনের শেষ ভাগের সূর্যকিরণ স্পর্শ করে না"। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেই স্থানের দিনের প্রথমভাগে ও সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয় এবং শেষ ভাগে সূর্যকিরণ স্পর্শ করে। যেই বৃক্ষ এমন স্থানের অবস্থিত উহা হইতে উৎপাদিত তৈল অতি নির্মল ও পরিস্কার হয়। এবং উহার আলো হয় অতি উজ্জ্বল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, আলোচ্য আয়াত যেই বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মরুভূমিতে অবস্থিত, যেই স্থানে সূর্যের পূর্ণ কিরণ পতিত হয়। অন্য কোন গাছের ছায়া কিংবা পাহাড় ও উহার কিংবা অন্য কিছুর ছায়া উহার উপর পড়ে না। এই ধরনের গাছ হইতে উত্তম তৈল উৎপন্ন হয়। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র) ইকরিমাহ্ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইকরিমাহ (র) হইতে زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ غَرْبِيَّةٍ এই তাফসীর করিয়াছেন যে, অত্র আয়াতের উন্মুক্ত ময়দানের এমন একটি যায়তুন গাছের কথা বলা হইয়াছে যে, সূর্য যখন উদয় হয় তখন উহার উপরে উদয় হয় এবং যখন অস্ত যায় যায় তখন উহার উপরে অস্ত যায়। এই ধরনের গাছের ফল হইতে পরিস্কার নির্মল তৈল উৎপন্ন হয়। মুজাহিদ (র) لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّ لاَ

غَرْبِيَّةٍ এর অর্থ করেন, বৃক্ষটি এত পূর্বেও নহে যে, সূর্য উদয় কালে সূর্যের আলো ইহাতে স্পর্শ করে না। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যে, উদয় ও অস্ত উভয় অবস্থাতেই উহাতে সূর্যের কিরণ পতিত হয়।

আবূ জা'ফর রাযী (র) বলেন, রাবী ইব্ন আনাস (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহা একটি সবুজ সজিব গাছ যাহাকে কোন অবস্থাতেই সূর্যেরকিরণ স্পর্শ করে না। এই গাছটি যেমন সর্বপ্রকার বিপদ হইতে নিরাপদ। যদি কখন ও বিপদগ্রস্থ হয়ও তবে আল্লাহ্ তাহাকে মযবূত ও দৃঢ় রাখেন। আল্লাহ্ তাহাকে চারটি গুণে গুণান্বিত করেন। কথা বলিলে সত্য বলে, বিচার করিলে ন্যায়বিচার করে, বিপদগ্রস্ত হইলে ধৈর্য্যধারণ করে; দান প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সকল মানুষের মধ্যে তাহার তূলনা এমন যে, সে যেন মৃতদের মধ্যে একজন জীবিত মানুষ বিচরণ করিতেছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে لَا شَرْقِيَّةٌ وَّلَا غَرْبِيَّةٌ এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা গাছপালার মাঝে এমন একটি গাছ যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম কোন দিকের আলো পড়ে না। আতীয়্যা আওফী ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّ لَا غَرْبِيَّةٍ এর অর্থ হইল গাছটি এমন পূর্বে ও নহে যে, তথায় সূর্য অস্তকালে সূর্যের কিরণ পড়ে না আর এত পশ্চিমে নয় যে সূর্য উদয়কালে উহাতে সূর্যের আলো পতিত হয় না। বরং উহা এমন একটি স্থানে অবস্থিত যেই স্থানে পূর্ব ও পশ্চিমের সূর্য কিরণ পতিত হয়। কিন্তু উহা তো কেবল আল্লাহ্র নূরের একটি উপমা মাত্র। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অত্র আয়াতে شَجَرَةٌ مُّبَارَكَةٌ 'বরকতময় বৃক্ষ' এর সহিত একজন সৎব্যক্তির উপমা দেওয়া হইয়াছে যে, ইয়াহূদীও নহে আবার নাসারাও নহে। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উপরে যেই সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে উহার মধ্যে প্রথম মতটি উত্তম। অর্থাৎ "এমন একটি স্থানে বৃক্ষটি অবস্থিত যাহা একটি মধ্যবর্তী ও উন্মুক্ত স্থানে সদা বায়ু প্রবাহিত হয় এবং কোন বাধা বিঘ্ন ছাড়াই উহাতে সূর্যের কিরণ পতিত হয়"। এমন বৃক্ষের ফল হইতে নির্গত তৈল অবশ্যই পরিস্কার ও নির্মল হয়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۔

"আগুন স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে"। তৈলের নির্মলতার কারণে এইরূপ মনে হয়। نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ "নূরের উপর নূর"।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একটি নূর হইল ঈমানের নূর, অন্যটি হইল আমলের নূর। মুজাহিদ (র) ও সুদ্দী (র) বলেন, একটি নূর অর্থাৎ আলো হইল আগুনের আলো এবং অন্যটি তৈলের উজ্জ্বলতা। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (র) نُوْرٌ” عَلٰى نُوْرٍ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ঈমানদার ব্যক্তি পাঁচটি নূরের অধিকারী। উহা কথার নূর, আমলের নূর, আগমণের নূর, গমণের নূর এবং তাহার শেষ আশ্রয়স্থল অর্থাৎ বেহেশ্‌তের নূর।

শিমর ইব্‌ন আতিয়াহ (র) বলেন, একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব আহাবার (রা) এর নিকট আসিয়া يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ” এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, ইহা নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াতের একটি দৃষ্টান্ত। তাঁহার নবুওয়াত এতই প্রকাশ্য ও স্পষ্ট যে, নবী (সা) যদি মুখে ইহা নাও বলেন যে, তিনি একজন নবী, তবু ও তাঁহার নবুওয়াত মানুষের কাছে উহা ঢাকা থাকে না, যেন তিনি মুখে উহা প্রকাশই করেন। যেমন এই তৈল আগুনের স্পর্শ ছাড়াই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সুদ্দী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেমন তৈলের নূরের সহিত আগুনের নূর একত্রিত হইলে উহা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং উহা দ্বারা আলো লাভ করা যায়, অনুরূপভাবে ঈমানের নূরের সহিত কুরআনের নূর একত্রিত হইলে মু'মিনের অন্তর আলোকিত হয়।

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ “আল্লাহ্ যাহাতে পসন্দ করেন তাহাকে হেদায়েতের নূরের প্রতি পথপ্রদর্শন করেন”। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত, ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اِنْ اللّٰهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِىْ ظُلْمَةٍ ثُمَّ اَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهٖ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ اَصَابَ مِنْ نُوْرِهٖ يَوْمَئِذٍ اِهْتَدَى وَمَنْ اَخْطَاءَ ضَلَّ فَلِذَالِكَ اَقُوْلُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلٰى عِلْمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

“আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সকল সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাদের প্রতি নূর-আলো ছড়াইয়া দিলেন। সেই ক্ষণে যেই ব্যক্তি তাঁহার নূর লাভ করিয়াছে, সে তো হেদায়েত লাভ করিয়াছে আর যেই ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সে গুমরাহ হইয়াছে। এ কারণেই আমি বলব, মহান মহামহিম আল্লাহ্ জ্ঞাতেই কলম লেখা শেষ করেছে”। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বায্‌যাব (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে অপর একটি সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلَيْمٌ” ـ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করিতেছেন আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত"। মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান হেদায়েতের নূর এর সহিত উপমিত করিয়া আয়াতকে এইভাবে শেষ করিয়াছেন, আল্লাহ্ এই সকল দৃষ্টান্তসমূহ মানুষকে বুঝাইবার জন্য পেশ করেন। কাহার অন্তরে হেদায়েত রহিয়াছে এবং কাহার অন্তরে গুমরাহী তিনি উহা ভালভাবেই জানেন। এবং কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং উপযুক্ত নহে উহাও জানেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নযর (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْقُلُوْبُ اَرْبَعَةٌ. قَلْبٌ اَجْرَدُ فِيْهِ مِثْلُ السِّرَاجِ يَزْهَرُ وَقَلْبٌ اَغْلَفُ
مَرْبُوْطٌ عَلٰى غِلَافِهٖ وَقَلْبٌ مَنْكُوْسٌ وَقَلْبٌ مُصَفَّحٌ ... الخ -

অন্তর চার প্রকার। এক প্রকার পরিস্কার ও উজ্জ্বল, দ্বিতীয় প্রকার পর্দায় আবৃত। তৃতীয় প্রকার উল্টা ও চতুর্থ প্রকার উল্টা সোজা। প্রথম প্রকার অন্তর হইল মু'মিনের অন্তর যাহা নূরানী ও উজ্জ্বল হয়। দ্বিতীয় প্রকার অন্তর কাফিরের, তৃতীয় প্রকার মুনাফিকের এবং চতুর্থ প্রকার হইল যাহাতে ঈমানও আছে এবং নিফাকও আছে। যেই অন্তরে ঈমান আছে উহা তরকারী সমতুল্য। ভাল পানি উহাকে বৃদ্ধি করে এবং যেই অন্তরে নিফাক রহিয়াছে উহা হইল ফোড়ার মত যাহার পূঁজ ও পচা রক্ত উহাকে আরো বিনষ্ট করে।

٣٦. فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ
فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ .

٣٧. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ
الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۗءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ
وَالْاَبْصَارُ .

٣٨. لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ
وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۗءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অনুবাদ ঃ (৩৬) সেই সকল গ্রহে যাহাকে সমুন্নত করিতে এবং যাহাতে তাহার নাম স্মরণ করিতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়াছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। (৩৭) সেই সব লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে এবং সালাত কায়েম এবং যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না, তাহারা ভয় করে সেই দিনকে যেই দিন তাহাদিগের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবে। (৩৮) যাহাতে তাহারা যে কর্ম করে তজ্জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগের প্রাপ্যের অধিক দেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন।

তাফসীর ঃ পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের হেদায়েত ও ঈমান পরিপূর্ণ অন্তরকে কাঁচের রক্ষিত যায়তূনের নির্মল তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের তূলনা করিয়াছেন। অত্র আয়াতে উহার স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। আর উহা হইল পবিত্র মসজিদ সমূহ। মসজিদ হইল আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান। এই মসজিদে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হয় এবং কেবল তাঁহারই একত্ববাদের ঘোষণা করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঘরকে সর্বপ্রকার অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যকলাপ হইতে পবিত্র রাখিতে উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হুকুম করিয়াছেন, কারণ উহা হইল হেদায়াতের স্থান। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যকলাপ হইতে নিষেধ করিয়াছেন। ইকরিমাহ, আবূ সালিহ্, যাহ্হাক, নাফি ইব্ন জুবাইর, আবূ বকর ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আবূ খায়সামাহ, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন (র) এবং আরো অনেকে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল মসজিদ নির্মাণ করিবার, আবাদ করিবার, উহাকে পবিত্র রাখিবার ও উহার সম্মান করিবার হুকুম করিয়াছেন। কা'ব (রা) বলিতেন, তাওরাত শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ بُيُوْتِىْ فِىْ الْاَرْضِ الْمَسَاجِدُ وَاِنَّهٗ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهٗ ثُمَّ
زَادَنِىْ اَكْرَمْتُهٗ وَحَقٌّ عَلَى الْمُزَوَّرِ كَرَامَةُ الزَّائِرِ ۔

“যমীনে আমার ঘর হইল মসজিদসমূহ। যেই ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করিয়া আমার ঘরে আমার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আসে আমি তাহাকে সম্মান করি। সাক্ষাৎ লাভকারীর সম্মান করা অবশ্য কর্তব্য”। আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মসজিদ নির্মাণ, উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, উহাকে পবিত্র রাখা, উহাকে সুগন্ধযুক্ত করা সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে (আমি ইব্‌ন কাসীর) একখানি পৃথক পুস্তক সংকলন করিয়াছি। আমরা এখানে উহার কিছু অংশ উল্লেখ করিব।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِداً يَبْتَغِىْ بِهٖ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِى الْجَنَّةِ -

“যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতের মধ্যে তাহার জন্য অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিবেন”। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রা) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ “যেই ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয়, আল্লাহ্ তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করিবেন”।

ইমাম নাসাঈ (র) হযরত আমর ইব্‌ন আনবাসাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে ঘরে সালাতের স্থান বানাইতে এবং পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময় রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমাদ এবং নাসাঈ (র) ব্যতিত অন্যান্য সুনানগ্রন্থকারগণ উক্ত রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরাহ্ ইব্‌ন জুন্দব (রা) হইতেও ইমাম আহমাদ ও আবূ দাঊদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, তোমরা যেইখানে স্থান পাওয়া যায় মসজিদ নির্মাণ কর। তবে লাল ও হলুদ রং হইতে বিরত থাক। যেন মানুষ ফিত্‌নায় পতিত না হয়। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاسَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اِلاَّ زَخْرَفُوْا مَسَاجِدَهُمْ -

“যাবৎ কোন কাওম তাহাদের সমজিদ সমূহকে সুসজ্জিত না করিয়াছে, তাহাদের আমল খারাফ হয় নাই”। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مَا اُمِرْتُ بِتَشْدِيْدُ الْمَسَاجِدِ “আমাদের মযবুত করিয়া মসজিদ নির্মাণ করিতে হুকুম দেওয়া হয় নাই”। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারারা যেমন তাহাদের গীর্জা ও উপাসনায় সুসজ্জিত করে তোমরা ও অনুরূপ করিবে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِىْ الْمَسَاجِدِ -

“যাবৎ না মানুষ মসজিদ লইয়া গর্ব না করিবে কিয়ামত কায়েম হইবে না”। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী (র) ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ

বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত বুরায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত, একবার এক ব্যক্তি মসজিদে তাহার হারান উট খুঁজিতে আসিল, সে বলিল, আমার লাল উটের খোঁজ কি কেহ দিতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি যেন তোমার উটের খোঁজ না পাও। মসজিদ তো কেবল সেই কাজের জন্য ব্যবহার্য্য, যাহার জন্য উহা নির্মাণ করা হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত। আমর ইব্ন শু'আইব (র) যথাক্রমে তাঁহার পিতা দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদ ক্রয়-বিক্রয় ও কবিতা আবৃত্তি হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি ইমাম আহমাদ ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা যখন কাহাকে ও মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখ, তখন বলিবে আল্লাহ্ যেন তোমাদের ব্যবসায় লাভবান না করেন"। আর কাহাকেও হারান বস্তু খুঁজিতে দেখিলে বলিবে, "আল্লাহ্ যেন তোমার নিকট উহা ফিরাইয়া না দেন"। ইমাম তিরমিযী (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা হাসান গরীব।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন উমর (রা) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "কয়েকটি কাজ মসজিদে উচিত নহে। মসজিদে পথ বানাইবে না, অস্ত্র ধারণ করিবে না, ধনুকের সহিত তীর লাগাইবে না। কাঁচা গোস্ত রাখিবে না, হদ্দ ও কিসাস লাগাইবে না ও ইহাকে বাজারে পরিণত করিবে না"। ওয়াইল ইব্ন আস্ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের কচি শিশুদিগকে ও পাগলদিগকে মসজিদে আনিবে না। ক্রয়-বিক্রয় করিবে না, ঝগড়া ফাসাদ হইতে বিরত থাকিবে। উচ্চস্বরে কথা বলিবে না। হদ্দ কায়েম করিবে না। তরবারী খুলিবে না। উহার দরজার সম্মুখে অযূর স্থান বানাও ও জুমু'আর দিনে উহাকে সুগন্ধিযুক্ত কর। রিওয়ায়েতটি ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সনদ দুর্বল। কোন কোন ওলামায়ে কিরাম অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চলাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। বর্ণিত আছে, সালাত পড়িবার উদ্দেশ্য ব্যতিত কেহ মসজিদে চলিলে, ফিরিশ্তাগণ তাহার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

যেহেতু মসজিদে মুসল্লীগণের ভীড় হইয়া থাকে তাহাদের শরীরে আঘাত লাগিতে পারে এই কারণে মসজিদে অস্ত্র লইয়া চলিতে, ধনুকে তীর লাগাইয়া চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণেই বর্ষা হাতে লইয়া চলিলে উহার মাথা হাতের মুর্ধনীর মধ্যে লইয়া চলিতে রাসূলুল্লাহ (সা) হুকুম করিয়াছেন (বুখারী)। কাঁচা গোশ্ত লইয়া মসজিদে চলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। এই কারণে উহা হইতে মসজিদে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে পারে। এই কারণে ঋতুমতী স্ত্রীলোককে ও মসজিদে চলিতে নিষেধ করা

হইয়াছে। মসজিদে হদ্দ ও কিসাস এই কারণে অনুষ্ঠিত করা যাইবে না যে, ইহাতে মসজিদ অপবিত্র হইবার আশংকা থাকে। আর মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় ও নিষিদ্ধ হইবার কারণ হইল, মসজিদ কেবল আল্লাহ্র যিকিরের উদ্দেশ্য নির্মিত। একদা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تَبْنَ لِهٰذَا اِنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ فِيْهَا ـ

“মসজিদ এই জন্যই নির্মাণ করা হয় নাই বরং উহাতে কেবল আল্লাহ্র যিকির ও সালাত পড়িবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে”। ইহার পর উহার উপরে এক ঢোল পানি ঢালিয়া দেওয়ার জন্য তিনি হুকুম করিলেন। দ্বিতীয় হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাচ্চাদিগকে মসজিদে আনিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা মসজিদে আসিয়া তাহাদের স্বভাবগত কারণে খেলাধুলা শুরু করে। যাহা মসজিদে শোভনীয় নহে। হযরত উমর (রা) মসজিদে কোন বাচ্চাকে খেলিতে দেখিলে উহাকে হাল্কা লাঠি দিয়া প্রহার করিতেন এবং উহার পরে কাহাকে মসজিদে দেখিলে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। পাগলকেও মসজিদে আনিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ সে জ্ঞান শূন্য। অতএব সে মসজিদে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটাইত পারে। যেহেতু মানুষ তাহাদের সহিত উপহাস করে উহাতে মসজিদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। মসজিদে বিচারকার্য পরিচালনা করাও উচিৎ নহে। এই কারণে বহু উলামায়ে কিরাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাকিম ও বিচারক মসজিদে বিচারানুষ্ঠান করিবে না। বিচারের জন্য ভিন্ন কোন স্থান নির্ধারিণ করিবে। কারণ বিচার কার্যের সময় একদিকে যেমন ঝগড়া হইয়া থাকে অপরদিকে এমন কথাবার্তা ও হইয়া থাকে যাহা মসজিদে শোভনীয় নহে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ কিন্দী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার আমি মসজিদে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন এক ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপ করিল। তাকাইয়া দেখি তিনি হযরত উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। তখন তিনি আমাকে বলিলেন যাও, ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট ধরিয়া আন। আমি তাহাদিগকে ধরিয়া আনিলাম। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের পরিচয় কি? কিংবা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় হইতে আসিয়াছ? তাহারা বলিল, তায়িফ হইতে। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হইতে কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলিতেছ? ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, সুওয়াইদ ইব্ন নাসর (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) মসজিদে এক ব্যক্তির উচ্চস্বর শুনিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কি কোথায় অবস্থান করিয়াছ? এই রিওয়ায়েতটিও বিশুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মসজিদের সন্নিকটে ও

তাহারাতখানা নির্মাণ করিবার ও নির্দেশ দিয়াছেন। মসজিদের নববীর সন্নিকটে কয়েকটি কূপ ছিল। এই কূপ হইতে সকলে পানি পান করিত। তাহারাত লাভ করিত এবং অযূ করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমু'আর দিনে মসজিদকে সুগন্ধযুক্ত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ, ঐ দিনে মসজিদে মুসল্লীদের অত্যধিক সমাগম হয়। হাফিয আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, উবাদুল্লাহ্ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাফি ও ইব্ন উমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) প্রতি জুমু'আর দিনে মসজিদে নববীকে সুগন্ধিযুক্ত করিতেন। রিওয়ায়েতটির সনদ হাসান।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মসজিদে সালাত পড়া ও ঘরে ও বাজারে সালাত পড়া অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। ইহার কারণ হইল যখন কেহ উত্তমরূপে অযূ করিয়া কেবল সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে, তাহার প্রতি পদচারণায় একটি সাওয়াব হয় এবং একটি গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়। যখন সে সালাত পড়িতে শুরু করে, ফিরিশ্তাগণ তাহার জন্য এই দু'আ করিতে থাকে যাবৎ সে তাহার সালাতের স্থানে অবস্থান করে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ "হে আল্লাহ্! আপনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আপনি তাহার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন"। যাবৎ সে সালাতের স্থানে থাকে। তাহাকে মুসল্লী বলিয়া গণ্য করা হয়।

দারে কুত্নী গ্রন্থে মারফূরূপে বর্ণিত لاَ صَلٰوات لِجَارِ الْمَسْجِدِ الاَّ فِى الْمَسْجِدِ "মসজিদের প্রতিবেশীর পক্ষে মসজিদে ছাড়া সালাত পূর্ণ হয় না"। সুনান গ্রন্থে বর্ণিত ঃ

لَبَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ اِلَى الْمَسَاجِدِ فِىْ الظُّلَمِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

"যাহারা অন্ধকারে মসজিদে পায়ে চলিয়া মসজিদে যায় তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসে পূর্ণ নূর লাভের সুসংবাদ দান কর"।

যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে তাহার জন্য প্রথম ডাইন পা প্রবেশ করা মুস্তাহাব। আবূ দাঊদ শরীফে (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তখন তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ

"আমি ধিকৃত শয়তান হইতে মহান আল্লাহ্র, তাঁহার সম্মানিত সত্তার ও তাঁহার প্রাচীন সম্রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি"। যখন কেহ এই দু'আ পাঠ করে সারাদিনের জন্য শয়তান হইতে সংরক্ষিত থাকে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সনদে আবূ হুমাইদ ও আবূ উসাইদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কেহ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়ে। “হে আল্লাহ! আপনার রহমতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করুন”। আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হয় তখন বলিবে ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ “হে আল্লাহ্! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি”। ইমাম নাসাঈ ও আবূ হুমাইদ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করে এবং اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ পড়ে। আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হয় তখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি সালাম করিবে এবং পরে পড়িবে ঃ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ “হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে মরদূদ শয়তান হইতে রক্ষা করুন”। হাদীসটি ইব্ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান (র) তাঁহাদের সহীহ্ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন, তিনি সালাম করিয়া ও দরুদ পাঠ করিয়া এই দু'আ পাঠ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

আর যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন, তখনও সালাম করিয়া এই দু'আ পড়িতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ -

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান। কিন্তু ইহার সনদ মুত্তাসিল নহে। কারণ হুসাইন কন্যা ফাতিমা (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। সার কথা হইল, আমরা উপরে এই সকল হাদীস উল্লেখ এবং আলোচনা দীর্ঘ হইবার ভয়ে যেই সকল হাদীস ত্যাগ করিয়াছি সবগুলিই فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ এর অন্তর্ভূক্ত।

وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ “আর ঘরে আল্লাহ্র নামের যিকির করা হয়। অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ -

"আর প্রতি সালাতে তোমরা তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে এবং তাঁহারই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে ডাকিবে"। (সূরা আরাফ ঃ ২৯) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর তাফসীর করিয়াছেন এবং যেই ঘরে আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করা হয়।

يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ "সকালে ও বিকালে উহাতে আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়"। الاصال। শব্দটি الاصيل। বহুবচন, অর্থ দিনের শেষভাগ। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় তাসবীহ্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহার অর্থ সালাত। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে ফজর ও আসরের সালাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম এই দুই ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। অতএব আল্লাহ্ এই দুই ওয়াক্ত সালাতের কথা উল্লেখ করিয়া এবং স্বীয় বান্দাগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া পসন্দ করিয়াছেন। ক্বারীগণের মধ্য হইতে যাঁহারা يُسَبِّحُ এর ياء কে যবর পড়েন তাঁহারা অনিবার্যভাবে الاٰصَال। এর উপর ওয়াকফ করেন। এবং رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ .. الخ হইতে নতুন আয়াত শুরু হয়। এবং সেক্ষেত্রে ইহা একটি উহ্য فاعل কর্তা। এর ব্যাখ্যা হইবে যেন يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا এর পরে এই প্রশ্ন হয় উহাতে (মসজিদে) কে তাসবীহ্ পাঠ করে? উহার উত্তরে বলা হইয়াছে رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ .. الخ উহাতে এমন সকল লোক তাসবীহ্ ও আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল করে না। যেমন কবি বলেন ঃ

ليبك يزيد ضارع لخصومه ومختبط مما تصليح الطوائح -

এখানে ليبك তাহার উপর ক্রন্দন করা উচিৎ। প্রশ্ন করা হইয়াছিল কে ক্রন্দন করিবে, অতঃপর বলা হইল ضارع لخصومة অনুরূপ উক্ত আয়াত ব্যাখ্যা করা হইবে। অপর পক্ষে যাহারা يُسَبِّحُ এর ياء কে যের সহ পড়েন, তাহাদের মতে رجال الخ। শব্দটি يسبح ক্রিয়ার কর্তা সংঘটিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে الاصال। এর উপর ওয়াক্ফ হইবে না। ওয়াক্ফ হইবে কর্তা -এর উপর। কারণ فاعل কর্তা ব্যতিত বাক্য পূর্ণ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ দ্বারা ঐ সকল লোক যাহারা আল্লাহ্র মসজিদে আবাদ করে, তাহাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা দ্বারা তাহারা "মসজিদ আবাদকারী" উপাধি লাভ করিয়াছে। এই মসজিদই হইল যমীনের উপর আল্লাহ্র ঘর এবং তাঁহার ইবাদত ও তাঁহার কৃতজ্ঞতার স্থান। তাঁহার একত্ববাদ ও পবিত্রতা ঘোষণার স্থান।

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوْ اللّٰهَ عَلَيْهِ ـ

"মু'মিনগণের মধ্য হইতে এমন কিছু লোকও আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত যেই বিষয়ের উপর ওয়াদাবদ্ধ হইয়াছে উহা সত্য করিয়া প্রমাণিত করিয়াছে"। (সূরা আহযাবঃ ২৩)

স্ত্রীলোকদের জন্য তাহার ঘরে সালাত পড়াই উত্তম। ইমাম আবূ দাউদ (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

.صلواة المراة فى بيتها أفضل من صلواتها فى حجرتها وصلواتها فى مخدعها افضل من صلواتها فى بيتها ـ

"স্ত্রীলোকের জন্য তাহার হুজরায় সালাত পড়া অপেক্ষা তাহার ভিতর কামরায় সালাত পড়া উত্তম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্‌হয়া ইব্‌ন গায়লান (র) ..... হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ ـ

"স্ত্রীলোকদের জন্য সালাতের উত্তম স্থান হইল তাহাদের ঘরের ভিতর কামরা"। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, হারূন (র) ..... উম্মে হুমাইদ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সহিত সালাত পড়িতে পসন্দ করি। তখন তিনি বলিলেন, আমি জানি যে তুমি আমার সহিত সালাত পড়িতে ভালবাস। কিন্তু তোমার বাড়িতে সালাত পড়া অপেক্ষা তোমার হুজরায় সালাত পড়া তোমার জন্য উত্তম। আর তোমার মহল্লার সালাত পড়া আমার মসজিদে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। রাবী বলেন, ইহার পর উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরের শেষ প্রান্তে একটি সালাতের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইল এবং তাহার শেষ জীবন পর্যন্ত তথায় সালাত পড়িতে থাকিল।

অবশ্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুরুষের জামায়াতে শরীক হওয়াও জায়েয আছে। তবে উহার জন্য শর্ত হইল, সে যেন তাহার সৌন্দর্য প্রকাশ কিংবা সুগন্ধি ব্যবহার না করে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَاتَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰه "তোমরা আল্লাহর বাঁদীগণকে আল্লাহর মসজিদে যাইতে নিষেধ করিও না"।

ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ (র) এর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ "আর তাহাদের ঘর তাহাদের জন্য উত্তম"। তবে তাহারা মসজিদে যাইতে ইচ্ছুক হইলে তাহারা যেন সুগন্ধি মুক্ত হইয়া যায়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) হইতে মুসলিম শরীফে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যখন মসজিদে উপস্থিত হইবে তখন তোমাদের কেহ যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে"। বুখারী ও মুমলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كَانَ نِسَآءُ الْمُؤْمِنِيْنَ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعْنَ مَلْتَفِعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرِفْنَ مِنْ الْغَلَسِ۔

"মু'মিন মুসলমান স্ত্রীলোকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত ফজরের জামায়াতে হাজির হইত, অতঃপর চাদরে আবৃত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিত এবং অন্ধকারের কারণে তাহাদিগকে চিনা যাইত না"। হযরত আয়েশা (রা) হইতে আরো বর্ণিত ঃ

لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَآءُ لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ كَمَا مُنْعَتْ لِنِسَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ۔

"যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীলোকদের সৃষ্ট অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে অবশ্যই তিনি মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন। যেমন নবী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল"।

وَرِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

আর তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে গাফিল করে না"। আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু এই আয়াতের অনুরূপ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিকির হইতে বিরত না রাখে"। (সূরা মুনাফিকূন ঃ ৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔

"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে সালাতের আযান হইবার পরক্ষণেই তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর"। (সূরা জুমু'আ ঃ ৯) অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত দুনিয়ার মোহ উহার সৌন্দর্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না। তাহারা এই কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্র নিকট যাহা মওজুদ রহিয়াছে উহাই উত্তম ও স্থায়ী আর যাহা এই পৃথিবীতে তাহাদের নিকট মওজুদ আছে ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল।

আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ -

"তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির হইতে এবং নামায কায়েম হইতে ও যাকাত দান করা হইতে বিরত রাখে না"।

হায়সাম (র) শায়বান-এর মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি দেখিলেন যে, সালাতের জন্য আযান হইবার সাথে সাথেই বাজারের লোকেরা তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় ছাড়িয়া সালাতের জন্য প্রস্তুত হইল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, ঐ সকল লোক সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর ইব্ন দীনার কাহ্রুমানী (র) সালিম (র)-এ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ দার্দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ব্যবসা করি এবং প্রতিদিন আমার তিনশত দীনার লাভ হইলেও সালাতের সময় উহা ছাড়িয়া চলিয়া যাই। ব্যবসা করা ও ব্যবসা লাভবান হওয়া হালাল নহে এই কথা আমি বলি না, তবে আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছেন رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ তাহাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে আমি ভালবাসি।

আমার ইব্ন দীনার আ'ওয়ার (র) বলেন, একবার আমি সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এর সহিত ছিলাম। আমরা মসজিদে যাওয়ার পথে বাজার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম বাজারের লোকেরা সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে এবং জিনিসপত্র ঢাকিয়া রাখিয়াছে অথচ উহা পাহারা দেওয়ার জন্যও কোন লোক তথায় মওজুদ নাই। তখন সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) এই আয়াত তিলাওয়াত্ব করিলেন ঃ

رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ অতঃপর তিনি বলিলেন, যাহারা তাহাদের মালামাল এইভাবে ফেলিয়া সালাতের জন্য চলিয়া গিয়াছে তাহাদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ হাসান ও যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে সময় মত সালাত পড়িতে গাফিল করিয়া দেয় না। মাত্র আল-ওর্রাক (র) বলেন, তাহারা ক্রয়-বিক্রয় করিত, কিন্তু যখনই সালাতের আযান শুনিতে পাইত তখনই, তাহারা তাহাদের হাতের দাড়িপাল্লা রাখিয়া সালাতের জন্য যাইত। আলী ইব্ন আবূ তাল্হা (র) বলেন, لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ। এর অর্থ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয়, তাহাদিগকে ফরয সালাত হইতে গাফিল করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ও অনুরূপ মত

প্রকাশ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন, জামা'আতের সহিত সালাত পড়িতে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদিগকে গাফিল করিয়া রাখিত না। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, সালাতে হাযির হইতে এবং যথারীতি সালাত আদায় করিতে তাহাদিগকে তাহাদের কাজ কর্ম গাফিল করিয়া রাখে না।

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ـ

তাহারা কিয়ামত দিবসকে ভয় করে যেই দিনে উহার ভয়াবহতার কারণে তাহাদের অন্তর সন্ত্রস্থ হইবে এবং চক্ষু সমূহ উল্টিয়া যাইবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ـ

"তাহাদিগকে সেই দিনের অবকাশ দিতেছেন যেইদিন তাহাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৪২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ـ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاۤءً وَّلَاشُكُوْرًا ـ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ـ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ـ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ـ

"আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ আল্লাহ্র মহব্বতে মিস্কীন, ইয়াতীম ও বন্দিকে খাবার দান করিতেছি। তোমাদের নিকট হইতে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার আশায় নহে। আমরা আমাদের প্রতিপালক হইতে এমন একদিনের ভয় করি, যেই দিন হইবে অত্যধিক কঠিন ও তিক্ততর। অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঐ দিনের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদে রাখিলেন। এবং তাহাদিগকে আনন্দ ও স্ফূর্তি দান করিবেন। এবং তাহাদের ধৈর্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে বেহেশত ও রেশমী পরিধেয় দান করিবেন। (সূরা দাহর ঃ ৮-১২)

لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَاعَمِلُوْا ـ

"যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করতে পারেন"। অর্থাৎ তাহার এমন লোক যাহাদের নেক আমল আল্লাহ্ কবূল করিয়াছেন এবং তাহাদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।

وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ

"তাহাদের তিনি আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন"। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۔

"আল্লাহ্ কাহাকেও একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করেন না"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا "যেই ব্যক্তি নেক আমল করিবে সে উহার দশগুণ সাওয়াব লাভ করিবে"। (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَّاللّٰهُ يُضَاعِفُهَا لِمَنْ يَّشَاءُ "কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ কে উত্তম দান করিবে। আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাতে অধিক বৃদ্ধি করিয়া দেন"। (সূরা বাকারা ঃ ২৪৫)

এইখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন"।

হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত একবার তাঁহার নিকট দুধ আনা হইলে তিনি তাহার খিদমতে উপস্থিত এক এক করিয়া সকলকে পান করিতে দিলেন। কিন্তু যেহেতু তাহারা সকলেই রোযা রাখিয়াছিলেন, এই কারণে কেহই উহা পান করিলেন না। অবশেষে তাঁহার নিকট দুধ ফেরৎ আসিল এবং যেহেতু তিনি রোযাদার ছিলেন না। অতএত তিনি উহা পান করিলেন। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۔

"তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেই দিন সকল অন্তর সমূহ ভীত সন্ত্রস্ত হইবে এবং চক্ষুসমূহ ভয়ে উল্টিয়া যাইবে"। ইমাম নাসাঈ ও ইব্ন হাতিম (র) আমাশ (র) আলকামাহ্ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করিবেন। তখন একজন উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবেন এবং তাহার ঘোষণা সকলেই শুনিতে পাইবে। তিনি এই ঘোষণা করিবেন, আজ সকলেই জানিতে পারিবে, কে আল্লাহ্র নিকট সর্বপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান। অতঃপর তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফিল করিয়া রাখিত না, তাহারা যেন দণ্ডায়মান হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা দণ্ডায়মান হইবে কিন্তু তাহাদের সংখ্যা হইবে অতি অল্প। সর্বাগ্রে তাহাদের হিসাব-নিকাশ হইবে। ইমাম তাবারানী (র) বাকিয়াহ (র) ..... হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এই সকল লোকের বিনিময় হইল বেহেশত এবং উহা ছাড়া তাহাদের এই অতিরিক্ত মর্যাদা হইবে যে, যাহারা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহার সুপারিশ পাওয়ার যোগ্যও বটে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল লোককে তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার মর্যদা দান করিবেন।

٣٩. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰـهُ
حِسَابَهٗ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٠

٤٠. اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ
يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ٠

অনুবাদ ঃ (৩৯) যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ পিপাসার্ত যাহাকে পানি মনে করিয়া থাকে, কিন্তু সে উহার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিবে উহা কিছু নহে এবং সে পাইবে সেথায় আল্লাহ্কে, অতঃপর তিনি তাহাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণ তৎপর। (৪০) অথবা গভীর সমুদ্র তলের অন্ধকার সদৃশ যাহাকে আচ্ছন্ন করে তরঙ্গের উপর তরল, যাহার উর্ধে মেঘপুঞ্জ, অন্ধকারপুঞ্জ স্তরের উপর স্তর, এমন কি সে হাত বাহির করিলে তাহা আদৌ দেখিতে পাইবে না। আল্লাহ্ যাহাকে জ্যোতি দান করেন না, তাহার জন্য কোন জ্যোতিই নাই।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা দুই প্রকার কাফিরের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। যেমন পূর্বে সূরা বাকারায় মুনাফিকদের জন্য ও দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন। একটি পেশ করিয়াছেন আগুনের আর একটি পানির অনুরূপভাবে সূরা রাদ-এ ইল্ম ও হেদায়েতের জন্য দুইটি উপমা পেশ করিয়াছেন ঃ একটি আগুনের একটি পানির। উহার পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা আপন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

এখানে দুইটি উপমার একটি হইল ঐ সকল কাফিরদের জন্য যাহারা স্বীয় কুফরের প্রতি অন্যকেও আহবান করে এবং তাহারা ধারণা করে যে, তাহারা যেই আকীদা ও বিশ্বাস পোষণ করে এবং যেই সকল কর্মকাণ্ড করিয়া থাকে উহাও বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। অতএব এইদিকে হইতে তাহাদের

আকীদা ও কর্মকাণ্ড মরুভূমির মরীচিকার মত। দূর হইতে মনে হয় যেন উহা প্রবাহিত পানি, কিন্তু বাস্তবে উহা উত্তপ্ত বালু ছাড়া কিছুই নহে।

القيعة। এর বহুবচন যেমন فقاع এর বহুবচন। যেমন جيرة এর جار এর বহুবচন। অবশ্য قاع শব্দটি قيعان একবচন হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। القيعة। প্রশস্ত সমতল ভূমি। এই সমতল ভূমিতেই মরীচিকা দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিপ্রহরের এমন স্থানে মনে হয় যেন পানির বিশাল সমুদ্রে ঢেউ খেলিতেছে। পিপাসার্ত ব্যক্তি পিপাসায় ছটপট করিয়া যখন উহাকে পানি মনে করে উহার নিকটবর্তী হয়, তখন নিরাশ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে কাফির ও তাহার আমলকে কার্যকরী মনে করিতে থাকে। সে ধারণা করে যে, তাহার কৃতকর্ম তাহার পক্ষে উপকারী হইবে, কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হিসাব-নিকাশ লইবেন এবং তাঁহার কৃতকর্মের প্রতি অভিযোগ উত্থাপন করা হইবে, তখন আর উহার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। হয়ঃ ইখ্লাস ছিল না সেই কারণে কিংবা শরীয়াত সম্মত ছিল না সেই কারণে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ـ

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব অতঃপর আমি উহাকে ধূলিকণায় পরিণত করিয়া দিব"। (সূরা ফুরকান ঃ ২৩)

বুখারী ও মুসলিম শরীফ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তোমরা কাহার উপাসানা করিতে? তাহারা বলিবে, আমার আল্লাহ্র পুত্র উযাইর -এর উপাসান করিতাম। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে তোমরা মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ্ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। আচ্ছা এখন তোমরা কি চাও? তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বড়ই পিপাসার্ত, আপনি আমাদিগকে পানি পান করতে দিন। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা কি উহা দেখিতছ না ? ঐখানে তোমার পানির জন্য কেন যাইতেছ না? তখন জাহান্নামকে তাহাদিগকে তাহাদের সম্মুখে মরীচিকার ন্যায় পেশ করা হইবে। তাহারা উহাকে পানি ধারণা করিয়া উহার নিকট যাইবে এবং উহাতে পতিত হইবে। উল্লেখিত উপমাটি হইল, ঐ সকল কাফিরদের জন্য যাহারা জাহিল মুরাক্কাব-চরম মূর্খ আর যাহারা মূর্খতার বশীভূত অর্থাৎ যাহারা বড় বড় সরদার কাফিরদের অনুসরণকারী। আলাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য এই উপমা পেশ করিয়াছেন।

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ـ

"এই সকল অনুসরণকারী কাফিরদের উপমা হইল, ঐ অন্ধকারপুঞ্জের ন্যায়, যাহা গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান। উহাকে উহার উপর হইতে তরঙ্গমালা ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং উহার উপরে মেঘমালার অন্ধকার দ্বারা উহা আচ্ছাদিত। মোটকথা ভাঁজে ভাঁজে নানা প্রকার অন্ধকার দ্বারা উহা এমনভাবে আচ্ছাদিত যে, ঐ অন্ধকারে তাহার হাত বাহির করিলে, উহা তাহার অতি নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত সে উহা দেখিতে সক্ষম নহে"।

অনুরূপভাবে এই সকল কাফিরদের অবস্থা। তাহারা সেই সকল কাফিরদের অনুসরণ করিয়া চলে এই সকল লোক তাহাদিগকে ও সঠিকভাবে জানে না। তাহারা কি সঠিক পথে পরিচালিত না বিপথগামী এই জ্ঞানটুকুও তাহাদের নাই। বহু, তাহারা শুধু এই কথাই বুঝে, যে তাহারা কাহার ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে, সে তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? যেমন কেহ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, ঐ সকল লোকদের সহিত যাইতেছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এ সকল লোক কোথায় যাইতেছে? সে বলিল, আমি তাহা তো জানি না।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে يَغْشٰهُ مَوْجٌ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এখানে مَوْجٌ দ্বারা কাফিরদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর বিদ্যমান পর্দাকে বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরে মহর মারিয়াছেন এবং তাহাদের কর্ণ ও চক্ষু সমূহের উপর পর্দা রহিয়াছে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ـ

"আপনি কি তাহাকে দেখিতেছেন যেই ব্যক্তি তাহার প্রবৃত্তিকে স্বীয় মা'বূদ বানাইয়াছে আর আল্লাহ্ তাহাকে গুমরাহ করিয়াছেন এবং তাহার কর্ণে ও অন্তরে মোহর মারিয়াছেন এবং তাহার চক্ষুর উপর পর্দা রহিয়াছে। (সূরা জাসিয়া ঃ ২৩) উবাই ইব্‌ন কা'ব, ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, এ ব্যক্তি পাঁচ প্রকার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাহার কথা, তাহারা আমল.তাহারা আগমণ, বর্হিগমন ও কিয়ামত দিবসে তাহার পরিণতি সবই অন্ধকার। সুদ্দী ও রাবী ইব্‌ন আনাস (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ

"আর আল্লাহ্ যাহাকে নূর দান করেন নাই তাহার জন্য কোন নূর নাই"। অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়েতের নূর দান করেন নাই সে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهٗ مِنْ هَادٍ

আর আল্লাহ্ যাহাকে গুমরাহ করেন, তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই। (সূরা মু'মিন ঃ ৩৩) কেহ হেদায়েত করিতে পারে না। সে থাকে পথভ্রষ্ট"। আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে এই বলিয়াছেন। অপরপক্ষে মু'মিনদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের অন্তরে নূর দ্বারা পূর্ণ করেন এবং আমাদের ডানে বামে নূর দান করেন আর আমাদিগকে যেন অনেক বেশী নূর দান করেন।

٤١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

٤٢. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

অনুবাদ ঃ (৪১) তুমি কি দেখ না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকূল আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৪২) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টজীব, ফিরিশতা, মানুষ, জীন এবং অন্যান্য সকল প্রাণী ও জড় পদার্থ সব কিছুই আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ -

"সপ্ত আসমান, যমীন ও উহাদের মধ্যবর্তী স্থানে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪)

وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ ـ

আর পাখী ও তাহাদের ডানা মেলিয়া উড়ন্তাবস্থায় তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাঁহার ইবাদত করে। তবে আল্লাহ্ যেই তাহাদিগকে হিদায়াত করেন তাহাদের তাসবীহ্ ও ইবাদত তেমনি হয়।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰوتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ "প্রত্যেকেই তাঁহার সালাত ও তাসবীহ্ সম্পর্কে জ্ঞাত"। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রত্যেকেই সালাত ও তাসবীহের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ আর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ কোন কিছুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। প্রকাশ্য ও গোপন সব কিছু তিনি খবর রাখেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, আসমান ও যমীনের সম্রাজ্যের অধিকারী তিনিই। তিনি তাঁহার সম্রাজ্যের সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী। অতএব ইবাদত ও আনুগত্য কেবল তাহারই প্রাপ্য।

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ـ

"এবং কিয়ামত দিবসে সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে"। তখন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন হুকুম করিবেন। لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا "যেন যাহারা স্বীয় কর্মকান্ডে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারেন"। তিনিই সৃষ্টিকর্তা তিনিই মালিক দুনিয়া আখিরাতে কেবল তাঁহারই সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সত্তাই সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য।

٤٣. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ
رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ
جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ
يَّشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ،

٤٤. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে তৎপর তাহাদিগকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও উহার মধ্যে নির্গত হওয়া বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তুপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়। (৪৪) আল্লাহ্ দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, ইহাতে শিক্ষা রহিয়াছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই মেঘমালাকে স্বীয় কুদ্রতে পরিচালনা করেন। শুরুতে ধূয়ার ন্যায় যে হাল্কা মেঘের সৃষ্টি হয়। আরাবীতে উহাকে الارجاء। বলা হয় ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে সংযুক্ত করেন ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا, ইহার পর তিনি উহাকে স্তরস্তরে পরিণত করেন।فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ অতঃপর উহার মধ্য হইতে আপনি বৃষ্টি নির্গত হইতে দেখিতে পান।

উবাইদ ইব্ন উমাইর লাইসী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম উৎপাদনের উপযুক্ত করেন, অতঃপর মেঘমালা সৃষ্টি করেন, ইহার পর বায়ূ প্রবাহিত করেন, উহা পৃথক পৃথক মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন। অতঃপর মেঘমালাকে সংযুক্ত করেন, স্তরে স্তরে সাজাইয়া দেন, অবশেষে বর্ষণ করেন। রিওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ "আর আল্লাহ্ তা'আলা বৃহৎ বৃহৎ স্তুপ হইতে শিলাবর্ষণ করেন"। কোন কোন নাহু শাস্ত্রবিদের মতে প্রথম مِنْ শব্দটি ابتداء غائية (প্রান্তের শুরু) বুঝাইবার জন্য। দ্বিতীয় من تبعيض (অংশ বিশেষ) বুঝাইবার জন্য এবং তৃতীয় من - جنس 'জাতি' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ঐ সকল তাফসীরকারের মতে প্রকাশ্য যাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে, আসমানে শীলা পাহাড় আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল পাহাড় হইতে শিলা বর্ষণ করেন। কিন্তু যাহারা الجبال। দ্বারা "মেঘমালা" এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে মনে করেন, তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় من ও ابتداء غائية। এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে উহা প্রথম من হইতে 'বদল' সংঘটিত হইয়াছে।

فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ -

"অতঃপর আল্লাহ্ যাহার উপর ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এবং যাহা হতে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া দেন"। এখানে এক সম্ভাবনা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে ইচ্ছা তাঁহার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং যেখানে ইচ্ছা বর্ষণ করেন না। আর এক অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, আল্লাহঁ তা'আলা শীলাবৃষ্টি দ্বারা যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান, নষ্ট করিয়া দেন আর যাহার ক্ষেত ও বাগান নষ্ট করিতে চান না, তথায় উহা বর্ষণও করেন না, এইভাবে তাহার প্রতি রহমত করেন।

يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ ـ

মেঘমালার বিদ্যুতের প্রখর আলোর কারণে মনে হয় যেন উহা মানুষের দৃষ্টি শক্তি শেষ করিয়া ফেলিবে।

يُقَلِّبُ اللّٰهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ আল্লাহ্ তা'আলা দিবারাত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকেন। তিনি কখনও দিনকে ছোট ও রাতকে বড় করিয়া দেন, আবার কখন ও রাতকে ছোট এবং দিনকে বড় করিয়া দেন। তিনি স্বীয় শক্তিবলে যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ইহাতে জ্ঞানীজনদের জন্য আল্লাহ্র মহত্ব প্রমাণের জন্য বড় নির্দশন রহিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّلاُولِى الْاَلْبَابِ ـ

"আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং দিবারাত্রের পরিবর্তনে জ্ঞানীজনদের জন্য অনেক নির্দশন রহিয়াছে। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০)

٤٥. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى بَطْنِهٖ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰى
اَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۰

অনুবাদ ঃ (৪৫) আল্লাহ্ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদিগের কতক পেটে ভর দিয়া চলে; কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্‌রত ও শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই এতই মহা শক্তির অধিকারী যে, এক পানি হইতেই নানা প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। অথচ আকৃতি এবং প্রকৃতি এবং চালচলন পৃথক পৃথক فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ উহাদের মধ্য হইতে কিছু পেটের উপর ভর দিয়া চলে। যেমন সাপ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রাণী। وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىُ عَلٰى رِجْلَيْنِ আর উহাদের মধ্যে হইতেই কিছূ দৃই পায়ের উপর দিয়া ভর দিয়া চলে। যেমন মানুষ ও পাখী। وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ আর উহাদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যাহারা

চার পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। যেমন চতুষ্পদ জন্তু। يَخْلُقُ اللّٰهُ مَايَشَاءُ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্‌রতে যাহা ইচ্ছা উহা সৃষ্টি করেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করেন না। اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ। নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

٤٦. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيٰتٍ مُّبَيِّنٰتٍ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

অনুবাদ ঃ (৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কুরআনের মধ্যে অনেক হিক্‌মত পূর্ণ আহ্‌কাম, স্পষ্ট উদাহরণ সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। উহা বুঝিবার ও অনুধাবন করিবার জন্য কেবল জ্ঞানীজনদিগকে তাওফীক দান করেন। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ আল্লাহ্ তা'আলা সরল সঠিক পথের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন।

٤٧. وَيَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَاَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○

٤٨. وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

٤٩. وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ○

٥٠. اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَمِ ارْتَابُوْا اَمْ يَخَافُوْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُوْلُهٗ بَلْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

٥١. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

٥٢. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

অনুবাদ ঃ (৪৭) উহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করিলাম, কিন্তু ইহার পর উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়, বস্তুত উহারা মু'মিন নহে। (৪৮) এবং যখন উহাদিগকে আহবান করা হয় আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য তখন উহাদিগের একদল মুখ ফিরাইয়া লয়। (৪৯) আর যদি উহাদিগের প্রাপ্য থাকে তাহা হইলে উহারা বিনীতভাবে রাসূলের নিকট ছুটিয়া আসে। (৫০) উহাদিগের অন্তর কি ব্যাধি আছে, না উহারা সংশয় পোষণ করে? না উহারা ভয় করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাদিগের প্রতি যুলম করিবেন? বরং উহারাই তো যালিম। (৫১) মু'মিনদিগের উক্তি তো এই-যখন তাহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তাহারা বলে, 'আমরা শ্রবণ করিলাম ও মান্য করিলাম। আর উহারাই তো সফলকাম'। (৫২) যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁহার অবাধ্যতা হইতে সাবধান থাকে তাহারাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ যাহারা মুনাফিক এবং যাহারা তাহাদের অন্তরে কুফর পোষণ করে মুখের দ্বারা উহার বিপরীত কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তাহারা বলে ঃ

آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ -

আমরা অবশ্যই তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার অনুগত হইয়াছি অথচ ইহার পরে তাহাদের একদল তাহাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাহাদের এই স্বীকারোক্তির বিরোধিতা করেন। ইহার মূল কারণ হইল, তাহাদের অন্তরে নিহিত কুফ্র-এর খেলাফ, তাহার ঈমান ও আনুগত্যের স্বীকারোক্তি করিয়াছিল। অতএব

তাহাদের কর্মকাণ্ড তাহাদের স্বীকারোক্তির বিপরীত হইয়াছে। আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا اُولٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ আর প্রকৃতপক্ষে তাহারা মু'মিনই নহে।

وَاِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ـ

আর যখন ঐ সকল মুনাফিকদিগকে রাসূলের প্রতি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হেদায়েত অনুসরণ করিবার জন্য আহবান করা হয়, তখন তাহারা অহংকার করিয়া উহার অনুসরণ করিতে অস্বীকার করে এবং উহা হইতে বিমুখ হইয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ .... رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ـ

"আপনি কি ঐ সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, যাহারা মুখে বলে অবশ্যই তাহারা আপনার প্রতি প্রেরিত বিষয়ের প্রতি এবং যাহা পূর্বে প্রেরিত হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে .... আপনি মুনাফিকদিগকে দেখিবেন, তাহারা আপনার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে"। (সূরা নিসা ঃ ৬০-৬১)

তাবারানী শরীফে বর্ণিত। রাওহ ইব্‌ন আতা (র) ..... সামূরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ دُعِىَ اِلَى سُلْطَانٍ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ ـ

"কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর প্রতি ডাকাইলে যদি সে তাহার ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে যালিম, তাহার কোন অধিকার নাই"।

وَاِنْ يَكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ـ

"আর যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে তাহাদের পক্ষে ফয়সালা হয় এবং তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহারা একান্ত অনুগত হইয়া তাহার দরবারে চলিয়া আসে"। আর যদি ফয়সালা তাহাদের বিরুদ্ধে হয় তবে তখন তাহারা বিমুখ হয় এবং যাহা অসত্য উহার প্রতি তাহারা আহবান করে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাওয়া পসন্দ করে। ফয়সালা তাহাদের পক্ষে হইলে যে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগত হইয়া তাঁহার দরবারে আসে উহা এই কারণে নহে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ফয়সালাকে সত্য মনে করে এবং যেহেতু উহা তাহাদের মনমত হইয়াছিল। অতএব তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মনের বিরুদ্ধে ফয়সালা হইলেই তাহারা অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাইতে উদ্যত হয়। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ـ

তাহাদের অন্তরে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুম অমান্য করিবার ব্যাধি রহিয়াছে? যাহা সদা তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, না কি দীন ও রাসূলুল্লাহ্‌র নবুওয়াত সম্পর্কে তাহাদের অন্তরে হঠাৎ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। অথবা তাহারা আশংকা করে যে, আল্লাহ্ ও তাঁহারা রাসূল ফয়সালা করিয়া তাহাদের প্রতি যুলুম করিবেন। এই তিন অবস্থার যেইটা তাহারা পোষণ করুন না কেন, উহা কুফর এবং আল্লাহ্ তা'আলা ভাল করিয়া উহা জানেন।

بَلْ اُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ফয়সালা করিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যালিম নহেন বরং যালিম তাহারাই যাহারা হুকুম অমান্যকারী। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সম্পর্কে তাহারা যেই ধারণা করে উহা হইতে তাঁহারা মুক্ত। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাসান (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন বিবাদ সংঘটিত হয় তখনই যেই ব্যক্তি সত্যের উপর আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিলে সে মনে করিত তিনি সঠিক ফয়সালা করিবেন, কিন্তু যেই ব্যক্তি প্রকৃত যালিম সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডাকে সাড়া দিত না বরং সে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বাদ দিয়া অন্যের নিকট ফয়সালার জন্য যাইতে বলিত। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَدُعِىَ اِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاَبَى اَنْ يُجِيْبَ فَهُوَ ظَالِمٌ لاَ حَقَّ لَهُ ـ

কোন বিষয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার পর কোন মুসলমান হাকিমের নিকট ফয়সালা জন্য ডাকা হইলে, তাহাদের যদি কেহ অস্বীকার করে তবে সে যালিম তাহার পাপ্য ও অধিকার নাই। হাদীসটি গারীব ও মুরসাল।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের আলোচনার পর ঐ সকল মু'মিন মুসলমানদের আলোচনা করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের যে কোন আহবানে সাড়া দেয় এবং তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাত ব্যতিত অন্য কোথায় হেদায়েত অন্বেষণ করে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

মু'মিন মুসলমানদের কথা হইল, যে যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ফয়সালা করিবার উদ্দেশ্যে আহবান করা হয় তখন তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহাব রাসূলের নির্দেশ শ্রবণ করিয়াছি এবং উহা মান্য করিয়াছি। আর তাহাদের এই

গুণের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সফলকাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ "তাহারাই হইল সফলকাম"।

কাতাদাহ (র) اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, হযরত উবাইদা ইব্‌ন সামিত (রা) যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং লাইলাতুল আকাবাহ্‌ও শরীক ছিলেন, তিনি মৃত্যু শয্যায় উপনিত হইলেন, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জুনাইদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে তোমার উপকারী ও অপকারী বিষয় বলিয়া দিব না? তিনি বলিলেন, জী হাঁ, বলিয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

فَاِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةُ فِىْ عُسْرِكَ وَيَسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرِهَكَ وَاَثْرَةَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ اَنْ يُقِيْمَ لِسَانِكَ بِالْعَدْلِ ـ وَاَنْ لاَ تَنَازَعَ الْاَمْرَ لِاَهْلِهِ اِلاَّ اَنْ يَأْمُرُوْكَ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ بَوَاحًا وَلاَ خَيْرَ اِلاَّ فِىْ جَمَاعَةٍ فَمَا اُمِرْتَ بِهِ مِنْ شَىْءٍ يَخَالِفُ كَتَابَ اللّٰهِ فَاتَّبِعْ كِتَابِ اللّٰهِ ـ

"তোমার দুঃসময়ে ও সুসময়ে, তোমার আনন্দের সময়ে ও তোমার বিপদের সময়ে, তোমার উপর অন্যকে প্রাধ্যন্য দেওয়ার সময় আনুগত্য ও মান্যতা জরুরী এবং সর্বাবস্থায় সঠিক ও ইনসাফের সহিত কথা বলিবে, তুমি আমীরের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হইবে না। অবশ্য যদি তাহারা প্রকাশ্য আল্লাহ্‌র নাফরমানীর নির্দেশ দেয়, তবে সেক্ষেত্রে তাহার অনুকরণ করা যাইবে না। ঐক্যবদ্ধ জামায়াত ব্যতিত কোন কল্যাণ নাই"।

কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ দার্‌দা (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ব্যতিত কোন আনুগত্য নাই এবং কল্যাণ কেবল ঐক্যবদ্ধ জামায়াত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের হীতাকাঙক্ষা এবং খলীফা ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হীতাকাঙক্ষার মধ্যে নিহিত।

কাতাদাহ (র) আরো বলেন, বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) বলিতেন, ইসলামের মজবুত রশী হইল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, মুসলমান যাহাকে প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে তাহার আনুগত্য করা"। রিওয়ায়েতটি ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিতাব, সুন্নাত, খুলাফায়ে রাশেদীন ও মুসলিম শাসকগণের আনুগত্য যে ওয়াজিব এই সম্পর্কে আরো বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যাহা এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ -

কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, "যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করে তাহাদের নিষেধ পরিত্যাগ করে, বিগতকৃত গুনাহ হইতে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং ভবিষ্যতে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকে"।

فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ -

সেই লোক যাহারা কল্যাণ লাভে সফল হইয়াছে। সর্বপ্রকার অকল্যাণ হইতে নিরাপদ রহিয়াছে।

٥٣. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَّا
تُقْسِمُوْا طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ·

٥٤. قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى
الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ·

অনুবাদ ঃ (৫৩) উহারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলে যে, তুমি উহাদিগকে আদেশ করিলে উহারা বাহির হইবেই, তুমি বল, শপথ করিও না, যথার্থ আনুগত্যই কাম্য। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (৫৪) বল, আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তবে তাহার উপর দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদিগের অর্জিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী এবং তোমরা তাঁহার আনুগত্য করিলে সৎপথ পাইবে, রাসূলের কাজ তো স্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়াই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া শপথ করিয়া বলে, যদি আপনি আমাদিগকে যুদ্ধে যাইবার জন্য হুকুম করেন তবে অবশ্যই তাহারা যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ বলেন, لَا تُقْسِمُوْا তোমরা কসম খাইও না। "طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ" কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন, "طَعَتُكُمْ مَعْرُوْفَةٌ" অর্থাৎ তোমরা যে রাসূলের কেমন অনুগত, উহা জানা আছে। তোমরা কেবল মুখে মুখেই

আনুগত্যের কথা প্রকাশ কর। বস্তুত মোটেই আনুগত্য কর না। বরং তোমরা যখন কসম খাও, মিথ্যা কসম খাইয়া থাক। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ তোমরা তাহাদের প্রতি খুশী হইবে, কেবল এই জন্যই তাহারা কসম খাইয়া থাকে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً তাহারা স্বীয় কসমকে ঢাল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত তাহাদের মধ্যে স্বভাবের মধ্যেই মিথ্যা রহিয়াছে। এমন কি তাহাদের নিজস্ব লোকদের সহিতও মিথ্যা কথা বলে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ - لَئِنْ اُخْرِجُوْا لاَ يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لاَ يَنْصُرُوْنَهُمْ وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لاَ يُنْصَرُوْنَ -

“আপনি ঐ সকল মুনাফিকদেরকে জানেন না, যাহারা তাহাদের আহলে কিতাবের কাফির ভাইদিগকে বলে, যদি তোমরা যুদ্ধের জন্য বাহির হও, তবে আমরাও নিশ্চয় তোমাদের সহিত বাহির হইব। আর আমরা অন্যকে কাহাকে অনুকরণ করিব না। আর যদি তোমাদের সহিত কেউ লড়াই করে, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করিব। কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন, তাহারা নিশ্চিতভাবে মিথ্যাবাদী। যদি তাহাদের স্বজাতি ভাইরা যুদ্ধের জন্য বাহির হয়, তবে তাহাদের সহিত বাহির হইবে না। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইলে, এই সকল লোক তাহাদের সাহায্যও করিবে না। (সূরা হাশ্‌র ঃ ১১,১২,১৩)

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, طَاعَةٌ مَّعْرُوْفَةٌ এর অর্থ হইল, তোমাদের তো উত্তম আনুগত্য গ্রহণ করা উচিৎ। শুধু মুখেমুখে কসম খাওয়ার অভ্যাস করা উচিৎ নহে। যেমন মু'মিন মুসলমানগণ কোন কসম না খাইয়া আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। তোমরা ও তাহাদের অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ কর।

اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ -

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত। প্রকৃতপক্ষে কে আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁহার রাসূলের অনুগত, আর কে অবাধ্য উহা তিনি জানেন। প্রকাশ্যভাবে আনুগত্যের কসম খাইয়া মানুষকে আনুগত্যের বিশ্বাস করান সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ তো সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ে সম্পর্কে অবগত। অতএব তাহাদের দরবারে এই সব জালিয়াতী অচল। তিনি সকলের অন্তর্নিহিত বিষয়াদী জানেন। যদি ও তাহারা উহার বিপরীত প্রকাশ করুক না কেন।

قُلْ اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ ۔

“আপনি বলিয়া দিন, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য গ্রহণ কর”। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করিয়া চল।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ ۔

আর যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লও এবং তাঁহার আনীত বিধানকে বর্জন কর, তবে ইহাতে তাহার কি ক্ষতি? তাঁহার দায়িত্ব কেবল রিসালত ও আল্লাহ্র আমানতকে পৌছাইয়া দেওয়া। উহা তিনি সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন।

وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ আর তোমাদের কর্তব্য হইল, উহা গ্রহণ করা এবং তাঁহার আনিত বিধান মুতাবিক আমল করা।

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا আর যদি তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, তবে সঠিক পথপ্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহা সঠিক পথের প্রতি আহবান করে। صِرَاطَ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ “সেই মহান আল্লাহ্র পথ, যিনি আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর অধিকারী ও মালিক”। (সূরা শূরা ঃ ৫৩)

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ ۔

আর রাসূলের কর্তব্য তো স্পষ্টভাবে রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দেওয়া। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ আপনার দায়িত্ব কেবল পৌছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব-নিকাশ লওয়ার দায়িত্ব আমারই। (সূরা রা'দ ঃ ৪০)

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ আপনি নসীহত করতে থাকুন, আপনার কাজ তো কেবল নসীহত করা। আপনি তাহাদের উপর দারোগা ও কার্যনির্বাহী নহেন। (সূরা গাশিয়া ঃ ২১)

ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা শাইয়া নামক বনী ইসরাঈলের একজন নবীর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিলেন, তুমি বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে দণ্ডায়মান হও, আমি তোমার মুখ দ্বারা যাহা ইচ্ছা বাহির করিব। অতঃপর তিনি বনী ইসরাঈলের সমাবেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমেই যেই ভাষণ নির্গত হইল, তাহা হইল এই, “হে আসমান! তুমি শ্রবণ কর, হে যমীন! তুমি নীরব হইয়া যাও, আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাজ পূর্ণ করিতে চান এবং তিনি উহা পূর্ণ করিয়াই ছাড়িবেন। তিনি জংগল ও অনাবাদে আবাদ করিতে চান। মরুভূমিকে সবুজ করিতে চান, দরীদ্রকে ধনী করিতে ও রাখালকে সম্রাট করিতে চান, অশিক্ষিত লোকদের

মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে নবী বানাইতে চান। যিনি না কর্কশ হইবেন আর না অসৎ চরিত্রের হইবেন এবং বাজারে গিয়া চেঁচামেচিও করিবেন না। তিনি এতই নম্র হইবেন যে, যেই বাতির নিকট দিয়া তিনি অতিক্রম করিবেন উহা আঁচলের বাতাসে উহা নিভিবে না। যদি তিনি শুষ্ক বাঁশের উপর দিয়া চলেন, তবে উহার শব্দও কাহারও কানে পৌঁছবে না। আমি তাঁহাকে সুসংবাদদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিব। তাঁহার যবান পবিত্র হইবে। অন্ধ চক্ষু তাঁহার দ্বারা আলো লাভ করিবে। বধীর তাঁহার দ্বারা শ্রবণ শক্তি পাইবে। সর্বপ্রকার কাজকর্ম দ্বারা আমি তাঁহাকে সজ্জিত করিব। আমি তাঁহাকে সর্বপ্রকার উত্তম চরিত্রের অধিকারী করিব। গাম্ভির্যতা তাঁহার পোশাক হইবে, নেকী তাঁহারা শি'আর ও বিশেষ চিহ্ন হইবে। তাঁহার অন্তর হইবে তাক্‌ওয়ায় পরিপূর্ণ। তাঁহার কথা হিক্‌মতে পরিপূর্ণ হইবে। সত্যতা ও ওফাদারী তাঁহার চরিত্র হইবে। হক্‌ তাঁহার শরীয়াত হইবে, আদল ও ইনসাফ তাঁহারা সীরাত হইবে। হেদায়েত তাঁহার ইমাম হইবে। ইসলাম তাঁহার মিল্লাত হইবে। আহমাদ তাঁহার নাম হইবে। গুমরাহী বিরাজ করিবার পর আমি তাঁহার দ্বারা হিদায়াত দান করিব। জাহেলিয়াত ও মুর্খতার পর তাঁহার দ্বারা জ্ঞান ও ইল্‌মের প্রসার ঘটিবে। অধঃপতনের পর আমি তাঁহার দ্বারা অগ্রগতি ও উন্নতি দান করিব। অপরিচিত হইবার পর আমি তাঁহার দ্বারা পরিচিত হইব। দরিদ্রতাকে আমি তাঁহার দ্বারা ঐশ্বর্যে পরিণত করিব। বিচ্ছিন্ন লোকদিগকে আমি তাঁহার দ্বারা মিলাইয়া দিব। বিচ্ছেদের পর তাঁহার দ্বারা ভালবাসার সৃষ্টি হইবে। বিরোধের পর তাঁহার মাধ্যমে ঐক্যের সৃষ্টি হইবে। বিভিন্ন মত ও পথের সম্মিলন ঘটিবে। আল্লাহ্‌র অসংখ্য বান্দা তাহার ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া যাইবে। তাঁহার উম্মাতকে আমি সর্বোত্তম করিব। যাঁহারা মানুষের উপকারের জন্য নিয়োজিত হইবে, ভাল কাজের হুকুম করিবে এবং মন্দকাজ হইতে বিরত রাখিবে। তাদ্বারা তাওহীদ পন্থী মুসলিস মু'মিন হইবে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যাহা কিছু আনিয়াছেন তাঁহারা উহা মানিবে, কিছুই অস্বীকার করিবে না"। রিওয়ায়েতটি আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

٥٥. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ

وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ
بِىْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥

অনুবাদ ঃ (৫৫) তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন, যে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পূর্ববর্তীদিগকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদিগের জন্য সুদৃঢ় করিবেন তাহাদিগের দীনকে,যাহা তিনি তাহাদিগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না, অতঃপর যাহারা অকৃতজ্ঞ হইবে তাহারা তো সত্যত্যাগী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি তাহার উম্মাতকে পৃথিবীর সাম্রাজ্য দান করিবেন, নেতৃত্ব দান করিবেন এবং তাহাদের দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৃথিবীর সংস্কার করিবেন। পৃথিবীর অন্যান্য সকল লোক তাহাদের অনুগত হইয়া যাইবে। পূর্বে যেই সকল ভয়ভীতি ছিল উহাকে তিনি নিরাপত্তায় পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই ওয়াদা পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। নবী করীম (সা) ইন্তিকালের পূর্বে মক্কা বিজয় হয় এবং খাইবার বাহরাইন আরব উপদ্বীপ এবং সমগ্র ইয়ামানও মুসলমানদের করতলে আসে। হিজরের অগ্নি উপাসক সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকার জনগণ মুসলমানদের অনুগত হইয়া জিযিয়া প্রদান করে। রূম সম্রাট হিরাকল, মিসরের শাসক ও ইস্কিন্দারিয়ার অধিপতি মুকাওকাসও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাদিয়া প্রেরণ করেন। ইহা ছাড়া উম্মানের সম্রাটগণ, হাবশার অধিপতি আসহামাহও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রর্দশন করেন। অবশেষে হাবশা অধিপতি আসহামাহ তো মুসলমানই হইয়া যান।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন, তখন তিনি ইসলামী সম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিলেন এবং হযরত খালীদ ইব্ন অলীদের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী পারস্যে প্রেরণ করিলেন। তিনি পারস্যের একাংশ জয় করিলেন এবং কুফরের বিষবৃক্ষ কাটিয়া পরিস্কার করিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হযরত আবূ উবায়াদাহ (রা)-এর নেতৃত্বে আরো একটি সেনাবাহিনী সিরিয়া প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-এর নেতৃত্বে

একটি সেনাদল মিসর প্রেরণ করিলেন। সিরিয়া প্রেরিত সেনাদল বস্‌রা, দামেশ্‌ক, হারান ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ দখল করিলেন। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকাল করিলেন। তাঁহার ইন্তিকালের পূর্বেই তিনি খলীফা হিসাবে হযরত উমর (রা)-কে মনোনীত করেন। এবং তিনি পূর্ণশক্তি লইয়া ইসলামী খিলাফাত পরিচালনা করেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের পর তাঁহার ন্যায় উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ইনসাফের প্রতীক আর কখনো দেখে নাই। তাঁহারই আমলে সমগ্র সিরিয়া, সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ এলাকা বিজয় হয়। পারস্য সাম্রাজ্য তছনছ হইয়া পড়ে এবং পারস্য সম্রাট চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। রূম সম্রাট কয়সারকেও সিরিয়া দেশ হইতে চিরতরে বিদায় করিলেন এবং অবশেষে তিনি কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হযরত উমর (রা) উভয় দেশের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করিলেন। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন। যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে এই উম্মাতের সহিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর হযরত উসমান (রা)-এর আমল শুরু হইল এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শেষ পর্যন্ত ইসলামী সম্রাজ্য বিস্তৃত হইল। পশ্চিমে স্পেন ও কবরস পর্যন্ত বিজিত হইল এবং আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন দেশসমূহ কিরওয়ান ও সারতাহ মুসলমানদের দখলে আসিল। ইহা ছাড়া প্রাচ্যে চীন পর্যন্ত মুসলিম সেনাবাহিনী পদার্পন ঘটিল। কিস্‌রা নিহত হইল এবং তাহার সম্রাজ্যের পতন ঘটিল। অপরদিকে মাদায়েন, খুরাসান ও আহ্‌ওয়ায ও মুসলিম সেনাবাহিনীর অধিকারে আসিল। তাহাদের বাদশাহ খাকানে আ'যমকে চরমভাবে লাঞ্ছিত করা হইল। মাশরিক ও মাগরিব হইতে হযরত উসমান (রা)-এর দরবারে কর আনা হইতে লাগিল। হযরত উসমান (রা)-এর তিলাওয়াত কুরআন, উহার দরস, উহার একত্রিকরণ এবং উহার হিফাযতের জন্য যে অসাধারণ প্রচেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন উহার বরকতেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছিল। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ ذَوَى لِىَ الْاَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ اُمَّتِىْ مَا زَوَى لِىْ مِنْهَا ۔

"আল্লাহ্ তা'আলা যমীন সংকুচিত করিয়াছেন এবং মাশরিক ও মাগরিবের শেষ পর্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। এবং আমার উম্মাতের সম্রাজ্যও অচিরেই ঐ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। যতদূর আমাকে দেখান হইয়াছে"।

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) যেই সকল আবাসভূমির ওয়াদা করিয়াছিলেন মুসলমান মুজাহিদগণ সেই সকল এলাকা বিজয় করিয়াছিলেন। আর আমরা সেই সকল এলাকাই বসবাস করিতেছি। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) সত্য ওয়াদা করিয়াছেন

মহান আল্লাহ্র দরবারে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন এই মহান নিয়ামতের এমনভাবে শুকুর করিবার তৌফিক দান করেন যাহাতে তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্ন আবূ উমর ..... জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لاَ يَزَالَ اَمْرُ النَّاسِ مَا ضِيًا مَا وَلِيُّهُمْ اِثْنَا عَشَرَ رَجُلاً ـ

"রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সার্বিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকিবে যাবৎ বারজন শাসক তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন"। অতঃপর তিনি আরো একটি কথা বলিবেন, যাহা আমি শুনিতে না পাইয়া আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কথা বলিলেন? তিনি বলিলেন ঃ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ অর্থাৎ ঐ বারজন সকলেই কুরাইশ বংশীয় হইবেন। ইমাম বুখারী (র) শু'বা (র)-এর সূত্রে আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে হযরত মায়িয (রা)-কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইয়াছিল। উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, বারজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের আগমন অবশ্যই ঘটিবে। তবে এই বারজন খলীফা তাঁহারা নহেন; যাহাদিগকে শিয়ারা ইমাম বলিয়া মনে করে। কারণ শিয়াগণ যাহাদিগকে ইমাম মনে করে তাহাদের অনেকেই এমন, যাহারা কখনও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেন নাই। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই খলীফা হইবেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিবেন। সকলেই কুরাইশ হইবেন এবং আদল ও ইনসাফ কায়েম করিবেন। পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের তাহাদের সম্পর্কে সুসংবাদও রহিয়াছে। তবে এইক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল খলীফাগণ পর্যায়ক্রমে একজনের পর আর একজন আসিবেন এমন নহে। বরং এমনও হইতে পারে যে, কিছু সংখ্যক তো পর্যায়ক্রমে একের পর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁহারা হইলেন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা) আর কিছু এমন হইতে পারে যে, বিভিন্ন যুগে তাহাদের আগমন ঘটিবে, উহা আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত মাহ্দী ও তাহাদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁহার নাম ও উপমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম ও উপনামের অনুরূপ হইবে। সারা পৃথিবীতে তিনি যুলম অত্যাচারের স্থলে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্টা করিবেন।

ইমাম আহমাদ ,আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন জুসহানের সূত্রে সাফীনাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْخِلَافَةُ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَضُوْمًا ـ

"আমার ইন্তিকালের পর ত্রিশ বৎসর যাবৎ খিলাফত প্রতিষ্ঠা থাকিবে, উহার পর অত্যাচারী বাদশাহ হইবে"।

রাবী' ইব্ন আনাস (র) আবুল আলীয়াহ্ (র) হইতে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِىْ الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خُوْفِهِمْ اَمْنًا ـ

এর তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবাগণ দশ বৎসর যাবৎ মক্কা অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা গোপনে তাওহীদের প্রতি ও কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহবান করিতেন। কাফিরদের অত্যাচারের ভয়ে তাঁহারা ভীত ছিলেন। কিন্তু তখনও তাহাদিগকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। পরবর্তীকালে তাহাদিগকে হিজরত করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল। তাঁহারা হিজরত করিবার পর যুদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। চতুর্দিক হইতে তাঁহারা শত্রু বেষ্টিত ছিলেন। অতএব তখনও তাঁহারা ভীত ছিলেন। সর্বদা শত্রুদের আক্রমনের আশংকা ছিল। অতএব তাঁহারা সকালে-বিকাল সশস্ত্র হইয়া থাকিতেন। কিন্তু কখনও ধৈর্যচ্যুত হইতেন না। একদা এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিব? কখনও কি এমন একদিন আসিবে না, যখন আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিব? অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে হইবে না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لَنْ تَصْبُرُوْا اِلاَّ يَسِيْرًا حَتّٰى يَجْلَسِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فِىْ الْمَلَاءِ الْعَظِيْمِ مُحْتَسِبًا لَيْسَتْ فِيْهِ حَدِيْدَةَ ـ

"অল্পদিনই তোমাদের ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। বিশাল সমাবেশেও তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিবে; কাহারও অস্ত্রধারণ করিতে হইবে না"। আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে আরব উপদ্বীপে পূর্ণ বিজয়ী করিবেন। তখন তাহারা নিরাপদ হইলেন এবং অস্ত্রধারণ করিয়া চলিবার আর প্রয়োজন রহিল না।

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা) ও উসমান (রা)-এর খিলাফতকালেও ঐ নিরাপত্তা বজায় রাখেন। কিন্ত ইহার পর মুসলমানদের মধ্যে দাংগা ফাসাদ শুরু হইলে ঐ নিরাপত্তা আর অবশিষ্ট

থাকিল না। তাহাদের মধ্যে পুনরায় ভয়ভীতি বিরাজ করিল। অতএব প্রহরী, চৌকিদার, দারোগা ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিল। মুসলমানগণ তাহাদের পূর্বের অবস্থার পরিবর্তন করিল, অতএব তাহাদের নিরাপত্তায়ও বিঘ্ন ঘটিল। কোন কোন সালাফ হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সত্যতা প্রমাণ করিতে এই আয়াত পেশ করিয়াছেন।

হযরত বারা ইব্ন আযি৷ (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন আমরা ভয়ই ভীতি দ্বারা আক্রান্ত ছিলাম।

আলোচ্য আয়াতটির বিষয়বস্তু এই আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِىْ الاَرْضِ ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর, যখন সংখ্যা অল্প ছিল এবং পৃথিবীতে তোমরা দুর্বল ছিলে, তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করিয়া তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভয় ভীতির পরিবর্তে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। এই সব করিয়াছেন এই জন্য যে, তোমরা যেন তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরা আনফাল ঃ ২৬)

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতকে এই যমীনের রাজত্ব দান করিয়াছিলেন, অনুরূপ তোমাদিগকেও রাজত্ব দান করিবেন। যেমন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে, তিনি তাঁহার কাওমকে বলিলেন ঃ

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِىْ الْاَرْضِ -

"সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করিবেন এবং যমীনের রাজত্ব তোমাদিগকে দান করিবেন"। (সূরা আরাফ ঃ ১২৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِىْ الْاَرْضِ -

"আমি সেই সকল লোকদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিয়াছি যাহারা পৃথিবীতে বড়ই দুর্বল"। (সূরা কাসাস ঃ ৫)

وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ -

"আর আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনকে তোমাদের জন্য পসন্দ করিয়াছেন, উহাকে তিনি শক্তিশালী ও মযবুত করিয়া দিবেন"। আদি ইব্ন হাতিম (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ اَتَعْرِفُ الْحِيْرَةَ। তুমি কি হিবরাহ কোথায় জান? তিনি বলিলেন, জী না, তবে ইহার নাম

শুনিয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁহার হাতে আমার জীবন, আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনকে পূর্ণ করিবেন এমন কি হিবরাহ নামক স্থান হইতে কোন স্ত্রীলোক একাকীই সফর করিয়া বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবে। এবং পারস্য সম্রাট কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে। আমি আশ্চার্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ-এর ধন ভান্ডার দখল করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমজ -এর ধন ভান্ডার দখল করিবে আর সেই ধন এমনভাবে ব্যয় করা হইবে যে, উহা গ্রহণ করিবার লোক পাওয়া যাইবে না। হযরত আদী ইব্‌ন হাতীম (রা) বলেন, এখন তোমরা ইহা দেখিতে পাইতেছ যে, হিবরাহ হইতে একাকী একজন স্ত্রীলোক বাইতুল্লাহ্ তাওয়াফ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে। কিস্‌রা ইব্‌ন হুরমুজ-এর ধন ভান্ডার দখলকারীদের মধ্যে আমি নিজেই শামিল ছিলাম এবং তাহার তৃতীয় বাণীও বাস্তবে পরিণত হইবে। কারণ উহা তাঁহার সত্য বাণী।

ইমাম আহমাদ (রা) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَا وَالرِّفْعَةِ وَالدِّيْنِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْأَرْضِ -

পৃথিবীতে এই উম্মাতের মর্যাদা বৃদ্ধি হইবে ও উন্নতি হইবে এই সুসংবাদ দান কর। আর আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তাহাদের দীনকে মযবুত করিবেন ইহার সুসংবাও দান কর। অতঃপর যেই ব্যক্তি পার্থিব ঐশ্বর্য লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাতের আমল ধরিবে, পরকালে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا -

পৃথিবীতে মুসলমানদের সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য শর্ত হইল, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে, আমার সহিত কাহাকেই শরীক করিবে না।

হযরত আহমাদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) ..... হযরত আনাস ও হযরত মুয়ায (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি গাধার উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পশ্চাতে বসিয়াছিলাম এবং আমার ও তাঁহার মাঝে কেবল হাওদার কাঠ বিদ্যমান ছিল। এমন অবস্থায় তিনি আমাকে বলিলেন, হে মুয়ায! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা বলিয়া আরো কিছুক্ষণ সফর জারি রাখিলেন। এবং আমার এক সময় বলিলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা বলিয়া তিনি আরো কিছুক্ষণ চলিতে থাকিলেন এবং আবারও এক সময় বলিলেন, হে মু'আয ইব্‌ন জাবাল! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত। তখন তিনি বলিলেন ঃ

هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ তুমি জান কি বান্দার প্রতি আল্লাহ্র কি হক্ আছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا বান্দার প্রতি আল্লাহ্র হক্ হইল, তাহারা তাঁহার ইবাদত করিবে এবং কাহাকেও তাঁহার শরীক করিবে না। হযরত আবূ মু'আয (রা) বলেন, এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার কিছুক্ষণ চলিতে লাগিলেন, অতঃপর এক সময় তিনি আমাকে আবার ডাকিলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার খিদমতে উপস্থিত, তিনি বলিলেন ঃ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ। "বান্দা যখন এই কাজ করিবে তখন আল্লাহ্র উপর কি হক্ প্রতিষ্ঠিত উহা তুমি জান কি? আমি বলিলাম, "আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল-ই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র উপর বান্দার হক্ হইল, তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটিকে হযরত কাতাদা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ـ

আর যাহারা ইহার পর ও নাশুক্রী করে তাহারা হইল আল্লাহ্র অবাধ্য।

ইহা বাস্তব সত্য যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র বিধান ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁহাদিগকে অনুরূপ সাহায্যও করিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্র কালিমাকে মাশরিক ও মাগরিবের প্রতি প্রান্তে বুলন্দ করিয়াছেন। অতএব আল্লাহ্র সাহায্য পাপ্ত হইয়া তাঁহারা সর্বত্র হুকুমত করিয়াছেন এবং তাহারা শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পরে ধীরেধীরে মুসলমানগণ আল্লাহ্র বিধান পালনে অবহেলা শুরু করিল। অতএব তাহাদের প্রভাব ক্ষুন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"আমার উম্মাতের মধ্য হইতে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল সদা সত্যের উপর বিজয়ী ও প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে। তাহাদের বিরোধীরা তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না"। এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, "এমন কি আল্লাহ্র ওয়াদা আগত হইবে। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এমন কি তাহারা দাজ্জালের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। অপর

এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এমন কি হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) অবতীর্ণ হইবেন। আর তাঁহারা হকের উপর বিজয়ী থাকিবে। এই রিওয়ায়েত বিশুদ্ধ। পরস্পরিক কোন দ্বন্দ্ব নাই।

٥٦. وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ .

٥٧. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ .

অনুবাদ ঃ (৫৬) সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (৫৭) তুমি কাফিরদিগকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করিও না। উহাদিগের আশ্রয়স্থল অগ্নি; কত নিকৃষ্ট এর পরিণাম।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য, সালাত কায়েম করিবার হুকুম দিয়াছেন। আর দুর্বল ও দরিদ্রের সহিত সদ্ব্যাবহার ও অনুগ্রহ করিবার উপায় হিসাবে যাকাত দানের আদেশ করিয়াছেন। এবং সঠিকভাবে এই হুকুম পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিবার জন্য এবং তাঁহার নিষেধ পরিত্যাগ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। তাহা হইলেই সম্ভবত আল্লাহ্ তাহাদের অনুগ্রহ করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ "তাহারাই হইল সেই লোক যাহাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করবেন"।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ـ

হে মুহাম্মদ! যাহারা আপনার বিরোধিতা করে ও আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহাদের সম্পর্কে আপনি এই ধারণা করিবে না যে তাহারা আল্লাহ্র উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন ক্ষমতা চলিবে না। বরং আল্লাহ্ তাহাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং অচিরেই তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবেন।

وَمَاْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ـ

আর পরকালে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম আর কাফিরদের জন্যই এই বাসস্থান হইবে চরম মন্দ।

٥٨. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ
الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

٥٩. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
حَكِيْمٌ ۝

٦٠. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ
جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنَةٍ وَاَنْ
يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৫৮) হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলিয়া রাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এই তিন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিত প্রবেশ করিলে তোমাদিগের কোন দোষ নাই। তোমাদিগের একে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) এবং

তোমাদিগের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে তাহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠগণ; এইভাবে আল্লাহ্‌র তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধানারী যাহারা বিবাহের আশা রাখে না, তাহাদিগের জন্য অপরাধ নাই যদি তাহারা তাহাদিগের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগের বর্হিবাস খুলিয়া রাখে; তবে ইহা হইতে তাহাদিগের বিরত থাকাই তাহাদিগের জন্য উত্তম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ সূরার শুরুতে এমন সকল লোকদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহারা অনাত্মীয় ও অপরিচিত। আর উল্লিখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের কক্ষে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া প্রবেশ করা যে জরুরী এই বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা গোলাম যেই সকল বালক যৌবনের পদার্পন করে নাই তাহাদের পক্ষে তিনটি বিশেষ অবস্থার অনুমতি গ্রহণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিবার হুকুম দিয়াছেন। প্রথমটি হইল ফজরের পূর্বের সময়, কারণ এই সময়ে মানুষ ঘুমন্ত থাকে এবং এই অবস্থায় তাহারা অনেক সময় বেপর্দাও হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় সময় হইল দ্বিপ্রহরের সময় যখন পানাহার করিয়া আরাম করিতে থাকে। যেহেতু এই সময়েও অনেকে তাহাদের স্ত্রীর সহিত শায়িত থাকে। অতএব অনুমতি ব্যতিত এই সময় ঘরে প্রবেশ করা উচিত নহে। আর তৃতীয় সময় হইল ইশার পরের সময়। কারণ এই সময়টি নিদ্রার ও আরামের সময়। অতএব গোলাম খাদেম ও নাবালিগ ছেলেদিগকে এই সময় অনুমতি গ্রহণ ছাড়া যেন প্রবেশ না করে এই বিষয় পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিবে। কারণ যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রী সহিত যৌন মিলনে লিপ্ত কিংবা অনুরূপ অন্য কোন আচরণে মগ্ন এবং এই অবস্থায়-ই সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে'। অবশ্য এই তিনটি সময় ব্যতিত অন্যান্য সময়ে ইহাদের জন্য অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করায় কোন দোষ নাই। আর অনুমতি ছাড়া তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া তোমাদেরও গুনাহ নাই। কারণ, গোলাম ও খাদেম ও নাবালিগ ছেলেমেয়েদের বারবার ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ঘটে। অতএব তাহাদের জন্য কিছু বিশেষ অবকাশ রহিয়াছে যাহা অন্যদের জন্য নাই। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ও সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিড়াল সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّفَاتِ ـ

"বিড়াল উচ্ছিষ্ট নাপাক নহে, কারণ, বিড়াল বারবার ঘরে আসা যাওয়া করে"।

আলোচ্য আয়াত মানসূখ হয় হয় নাই। অথচ আয়াতের হুকুম মুতাবিক খুব কম লোকই আমল করে। এই কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমল

ত্যাগকারীদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন তিনটি আয়াতের হুকুম মুতাবিক মানুষ আমল ত্যাগ করিয়াছে, একটি হইলঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الاية ـ

দ্বিতীয়টি হইল সূরা নিসা -এর আয়াত اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُوْلُوْا الْقُرْبٰى الاية

আর তৃতীয় আয়াত হইল সূরা হুজরাত-এর আয়াত اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ইব্ন আবূ হাতিম (র)-এর আর একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে বর্ণিত। যাহা ইসমাঈল ইব্ন মুসলিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শয়তান মানুষের উপর তিনটি আয়াতের হুকুম মুতাবিক আমল বর্জন করাইত বিজয়ী হইয়াছে। অতএব তাহারা উহার উপর আমল করা ছাড়িয়া দিয়াছে। অতঃপর তিনি উল্লিখিত তিনটি আয়াত উল্লেখ করেন।

হযরত ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন সব্বাহ, ইব্ন আব্দাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। অধিকাংশ লোক অনুমতি প্রার্থনা সম্পর্কিত আয়াতে প্রতি যে ঈমানই রাখে না। অথচ, আমি আমার ছোট মেয়েটিকেও আমার নিকট আসিতে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য হুকুম করিয়া থাকি। সাওরী মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইমাম শা'বী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ কি মানসূখ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, মানসূখ হয় নাই। আমি বলিলাম, মানুষ ইহার উপর আমল ছাড়িয়া দিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, اَللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী, তাঁহার কাছে তাওফীক চাওয়া উচিৎ। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, রাবী ইব্ন সুলায়মান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি কুরআনে উল্লিখিত তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ سَتِيْرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ "আল্লাহ্ তা'আলা পর্দারক্ষাকারী এবং পর্দাকে তিনি পসন্দ করেন"। তিনি বলেন, প্রাথমিক যুগে মানুষের ঘরের দরজায় কোন পর্দা থাকিত না। অনেক সময় এমন হইত গৃহকর্তার কোন খাদেম কিংবা ছেলেমেয়ে অথবা তাহার তত্ত্বাবধানে পালিত ইয়াতীম এমন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করিত যে তাহার স্ত্রীর সহিত যৌন মিলনে মগ্ন। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা এই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। পরবর্তীকালে যখন মানুষের স্বচ্ছলতা হইল তখন তাহারা দ্বার পর্দা তৈয়ার করিল। পৃথক কামরা নির্মাণের পর আর অনুমতি লওয়ার কোন

প্রয়োজন নাই। ইহাতে আল্লাহ্র হুকুমের উদ্দেশ্যে হাসিল হইয়াছে। অতএব তাহাদের মধ্যে এই আয়াতের হুকুম পালন করিতে অলসতা পরিলক্ষিত হইল। রিওয়ায়েতের সূত্রটি বিশুদ্ধ। সুদ্দী (র) বলেন, কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম (রা) এই সকল সময়ে স্ত্রী সহবাস করা পসন্দ করিত, যেন তাহারা গোসল করিয়া সালাতে শরীক হইতে পারে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুম করিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের গোলাম বাঁদীদিগকে এই সময়ে ঘরে প্রবেশ না করিতে হুকুম করে।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, বর্ণিত আছে, একজন আনসারী পুরুষ ও তাহার স্ত্রী আসমা বিন্তে মারসাদ (রা) একদা নবী করীম (সা)-এর জন্য কিছু খাবার তৈয়ার করিল। কিন্তু অন্যান্য লোকজন অনুমতি ছাড়াই তাহাদের ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আসমা বিন্তে মারসাদ (র) জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহা তো বড়ই গুরুতর ব্যাপার যে, গোলাম কোন অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ করে অথচ স্বামী-স্ত্রী তখন একই কাপড়ে শায়িত থাকে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ -

আলোচ্য আয়াতটি মানসুখ হয় নাই, এই কথা আয়াতের শেষাংশ দ্বারাও বুঝা যায়। অর্থাৎ "كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ" حَكِيْمٌ এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হুকুম সমূহকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা মহাজ্ঞানী ও বড়ই হিক্মতওয়ালা।

অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَاْذِنُوْا كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

"যেই সকল ছোট ছেলেরা পূর্বে কেবল তিনটি বিশেষ সময়ে অনুমতি প্রার্থনা করিত তাহারা যখন যৌবনে পদার্পন করিবে তখন সর্বাবস্থায়ই যেন তাহারা অনুমতি লইয়াই ঘরে প্রবেশ করে"।

ইমাম আওযায়ী (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ছেলেকে চার বৎসর হইলেই উল্লিখিত তিনটি সময়ে আব্বা-আম্মার নিকট যাইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। আর যৌবনে পর্দাপন করিলে সর্বক্ষণই অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

كَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ "নিজের ও আত্মীয় স্বজনের বড় সন্তান যেমন ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি গ্রহণ করিবে, অনুরূপভাবে ছোট বাচ্চা যৌবনে পদার্পন করিলেও তাহার অনুমটি গ্রহণ করিতে হইবে"।

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ -

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, মুকাতিল হাইয়ান, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, যেই স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্তান লাভের আশা হইতে নিরাশ হইয়া لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا যাহারা স্বামীর যৌন মিলনের প্রতি উৎসাহবোধ করে না فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ তবে অন্যান্য স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন কড়া পর্দা করা জরুরী তাহাদের পক্ষে তেমন কড়া পর্দা না করা দোষ নাই। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ মারওয়াযী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ "আর আপনি মু'মিন স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন চক্ষু অবনত করিয়া চলে"। আল্লাহ্র এই নির্দেশ হইতে ঐ সকল বৃদ্ধা মহিলা যাহাদের যৌন মিললে কোন উৎসাহ নাই তাহারা বাদ।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ দ্বারা যেই কাপড় খোলায় কোন দোষ নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, উহা হইল চাদর। হযরত ইব্ন আব্বাস, হযরত ইব্ন উমর (র) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইব্ন শা'সা, ইব্রাহীম নাখঈ, হাসান, কাতাদাহ, যুহরী, আওযাঈ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামও একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আবূ সালিহ (র) বলেন, বৃদ্ধা মহিলা তার চাদর খুলিয়া তাহার উড়না ও কামীয পরিয়া একজন পুরুষের সামনে দাঁড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন জুবাইরও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাত اَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, উড়নার উপর যেই চাদর পরিধান করা হইয়া থাকে উহা খুলিয়া থাকা কোন দোষ নাই। অতএব বৃদ্ধা মহিলা শুধু মোটা ওড়না পরিধান করিয়া অপরিচিত সকলের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) غَيْرُ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِيْنَةٍ এর অর্থ করিয়াছেন বৃদ্ধা মহীলারা তাহাদের যীনাত ও সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাহাদের পরিহিত চাদর খুলিতে পারিবে না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... যিয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আয়েশা (রা) এর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খিযাব, কানের গহনা, পায়ের গহনা, স্বর্ণের আংটি ও পাতলা কাপড় পরিধান কি দোষ আছে? তিনি বলিলেন, তোমাদের পক্ষে সাজসজ্জা করা হালাল ও জায়িয, কিন্তু উহা এমন কোন পুরুষের সম্মুখে প্রকাশ করা যাইবে না যাহাদের সম্মুখে পর্দা করা জরুরী।

সুদ্দী (র) বলেন, মুসলিম নামক আমার একজন শরীক ছিল। যে হযরত হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামানের স্ত্রীর আযাদ করা গোলাম ছিল। একবার বাজারে আসিলে দেখা গেল তাহার হাতে মেহেদী রহিয়াছে। আমি হাতের মেহেদী কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, আমি হুযায়ফার স্ত্রীকে মেহদী লাগাইয়াছি। আমি তাহার কথা অস্বীকার করিলে সে বলিল,

আপনি ইচ্ছা করিলে, তাহার নিকট আপনাকে লইয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম আচ্ছা চল। আমি তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, মুসলিম তোমার মাথায় মেহেদী লাগাইয়াছে ইহা কি সত্য? সে বলিল, তবে আমি ঐ সকল স্ত্রীলোকের অন্তর্ভূক্ত যাহারা স্বামীর প্রতি যৌন মিলনে উৎসাহ বোধ করে না। তবে যদি ও বৃদ্ধার জন্য চাদর খোলা জায়েয আছে, কিন্তু না খোলাই উত্তম।

٦١. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى
الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ
اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ
بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ
اَوْ صَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ
اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৬১) অন্ধের জন্য দোষ নাই, খঞ্জের জন্য দোষ নাই, রুগ্নের জন্য দোষ নাই এবং তোমাদিগের নিজেদিগের জন্য দোষ নাই আহার করা তোমাদিগের গৃহে অথবা তোমাদিগের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগ্নিগণের গৃহে, পিতৃব্যদিগের গৃহে, ফুফুদিগের গৃহে, মাতুলদিগের গৃহে, খালাদিগের গৃহে, অথবা যেই সব গৃহে যাহার চাবির মালিক তোমরা অথবা তোমাদিগের বন্ধুদিগের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর, তাহাতে তোমাদিগের জন্য কোন অপরাধ নাই; যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করিবে তখন তোমরা তোমাদিগের স্বজনদিগের প্রতি সালাম করিবে অভিবাদন স্বরূপ,যাহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণময় পবিত্র। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য তাঁহার নির্দেশ বিশদভাবে বিবৃত করেন যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর ঃ তাফসীরকারগণ এই ব্যাপারে মতপার্থক্য করিয়াছেন, অন্ধ ও খঞ্জের জন্য কোন দোষ নাই এই কথা কি কারণে বলা হইয়াছে। খুরাসানী ও আবদুর রহমান যায়িদ (র) বলেন, আয়াতটি জিহাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু অন্ধ ও খঞ্জ জিহাদ করিতে অক্ষম, অতএব তাহাদের প্রতি জিহাদ অংশগ্রহণ না করায় কোন দোষ নাই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'বারাআতে' ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا انْصَحُوْا لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ . وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَّلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ اَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلاَّ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ -

"দুর্বলদের জন্য না রুগ্নদের জন্য আর না সেই লোকদের প্রতি যাহারা সম্বলহারা তাহাদের জন্য কোন গুনাহ আছে যখন তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি হীতাকাঙক্ষা প্রকাশ করিবে। ইহসানকারীদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন পাকড়াও হইবে না। আল্লাহ্ তো বড়ই ক্ষমাকারী ও মেহেরবান। আর ঐ সকল লোকদের জন্যও দোষ নাই যাহারা আপনার নিকট আসিয়া সাওয়ারী প্রার্থনা করে অথচ আপনি তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদায় করেন যে, আমার নিকট সাওয়ারী নাই তাহারা অর্থ ব্যয়ে আসামর্থ্য জনিত দুঃখে অশ্রুবিগলিত নেত্রে ফিরিয়া গেল। (সূরা তাওবা ঃ ৯১-৯২)

কেহ কেহ বলেন, কিছুলোক অন্ধ ও খঞ্জ ও রুগীদের সহিত আহার করা অপসন্দ করিত। কারণ তাহারা মনে করিত এমন না হয় যে, আহার করিতে সময় আমরা বেশী উত্তমবস্তু খাইয়া ফেলি আর অন্ধ ব্যক্তি অভূক্ত কিংবা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়। আর খঞ্জের সহিত খাওয়া অপসন্দ করিত এই কারণে যে, খঞ্জও বসিতে সক্ষম নহে আর যে ব্যক্তি বসিতে সক্ষম সে হয়ত বেশী খাইবে। অনুরূপভাবে রুগী সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় বেশী খাইতে সক্ষম নহে এই কারণে তাহারা ঐ সকল লোকদের সহিত খাওয়া পসন্দ করিত না। অতএব আল্লাহ্র আয়াত দ্বারা ঐ সকল লোকদের সহিত আহার করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও মিস্‌কাম (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহ্হাক (র) বলেন, জাহেলী যুগে কিছূ লোক ঘৃণা করিয়া উল্লিখিত লোকদের সহিত পানাহার করিত না। ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'আলা এই অশোভনীয় আচরণের মূলোৎপাটন করেন। আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার ইব্‌ন আবূ নাজীত ও মুজাহিদ (র) হইতে "لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ"এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও নিকট অন্ধ,খঞ্জ কিংবা রুগী মেহমান হইলে সে তাহাকে তাহার পিতা ভাই ভগ্নি ফুফ্ কিংবা তাহার খালার ঘরে তাহাদের আহারের জন্য পৌঁছাইয়া

আসিত। কিন্তু ঐ সকল লোক এইরূপ আচরণ পসন্দ ও অপমানকার মনে করিত। তাহারা বলিত, আমাদিগকে ইহাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে লইয়া যায়? অতঃপর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুদ্দী (র) বলেন, কোন ব্যক্তি তাহার পিতা, ভাই, কিংবা পুত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, যদি কোন স্ত্রীলোক খাবার দিয়া আপ্যায়ন করিত তবে গৃতকর্তা উপস্থিত না থাকার কারণে সে উহা গ্রহণ করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلَا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا ..... الخ -

"আর তোমাদের নিজেদের পক্ষে তোমাদের বাড়ী হইতে আহার করায় কোন দোষ নাই"। নিজ বাড়ী হইতে আহার করায় যে কোন দোষ নাই এই কথা তো স্পষ্ট তবুও এখানে উহার উল্লেখ করিবার কারণ হইল, পরবর্তী বিষয়গুলিতে উহার উপর আত্ফ করিয়া সব কয়টির হুকুম যে একই পর্যায়ে উহা বুঝান উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াতে যদিও পুত্রের বাড়ীতে আহার করিবার কথা উল্লেখ, কিন্তু উহাও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। পুত্রের মাল আপন মালের মতই ব্যবহার্য। যাহারা এই মতপোষণ করেন তাহারা আয়াত দ্বারা উহা প্রমাণিত করেন। মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহে একাধিক সূত্রে বর্ণিত, اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ "তুমি ও তোমার মাল তোমার পিতার অধিকারভূক্ত"।

اَوْبُيُوْتِ اٰبَاءِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ ... الخ -

পিতা-মাতার ঘরে পানাহার করায় ও কোন দোষ নাই। যদি ও ইহা স্পষ্ট। যেই সকল উলামায়ে কিরাম এই মন্তব্য করেন যে, আত্মীয়-স্বজনদের পারস্পরিক ভরণ পোষণের দায়িত্ব একে অন্যের উপর অর্পিত। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ মত ইহাই।

اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗ -

অথবা যাহাদের চাবি তোমাদের হাতে, ইহা দ্বারা গোলাম ও খাদেমকে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাম কিংবা খাদেমের নিকট মাওলার কোন মাল থাকিলে বিধান মুতাবিক উহা হইতে খাওয়ায় কোন দোষ নাই। যুহরী (র) উরওয়াহ-এর সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুসলমানগণ রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ গমনকালে তাহাদের ঘরের চাবি তাহাদের বন্ধুদের নিকট রাখিয়া যাইত। তাহারা তাহাদিগকে ইহা বলিয়া যাইত, যেই জিনিসের তোমাদের প্রয়োজনে আমার পক্ষ হইতে উহা ব্যবহার করিবার অনুমতি রইল। কিন্তু তাহার নিজদিগকে আমীন ও সংরক্ষক মনে করিয়া উহা হইতেই কিছুই ব্যবহার করিত না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَوْ صَدِيْقِكُمْ "তোমাদের বন্ধুর ঘর হইতে আহার করায়ও কোন দোষ নাই"। বন্ধুর ঘরে পানাহার করায় যদি তাহার কষ্ট না হয় এই হুকুম কেবল তখনই প্রযোজ্য। কাতাদাহ (র) বলেন, তুমি তোমার বন্ধুর ঘর হইতে তাহার অনুমতি ছাড়াই পানাহার করিতে পার।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا ـ

আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের মালকে পরস্পর বাতিল পদ্ধতিতে খাইও না"। অবতীর্ণ হইল তখন, মুসলমানগণ বলিল, আল্লাহ্ আমাদিগকে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য তো উত্তম মাল। অতএব অন্যের কাছে গিয়া খাদ্যদব্য আহার করাও জায়িয নহে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ .... اَوْ صَدِيْقِكُمْ ـ

ইহা ছাড়া অনেকে একাকী আহার করাও অপসন্দ করিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সহিত অন্য লোক আহারে শরীক না হইত আহার করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا অবতীর্ণ করিয়া একত্রিত হইয়া ও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করিলেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, বনূ কিনাহ গোষ্ঠির লোকেরা বিশেষভাবে এই রোগে আক্রান্ত ছিল যে, তাহারা ক্ষুধার্ত থাকিত, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আহারে শরীক না হইত তাহারা আহার করিত না। এমন কি আহারের শরীক লোক না পাইলে, সাওয়ারীতে চড়িয়া লোকের খোঁজে বাহির হইতে এবং আহারে শরীক লোক খুঁজিয়াই আহার করিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাযিল করিলেন। আয়াত দ্বারা একাধিক লোক একত্রিত হইয়াও একাকী আহার করিবার অনুমতি দান করা হইয়াছে। অবশ্য একাকী আহার করা জায়িয হইলেও কয়েকজন একত্রিত হইয়া আহার করা অধিক বরকতপূর্ণ। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবাদে রাবিবহী (র) ..... ওয়াহশীর দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আহার তো করি কিন্তু তৃপ্ত হই না। তখন তিনি বলিলেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَأْكُلُوْنَ مُتَفَرِّقِيْنِ اِجْمَعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللّٰهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ ـ

"সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে আহার করিয়া থাক। তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর এবং বিসমিল্লাহ্ পড়। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ইহাতে বরকত দান করিবেন"।

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইব্ন মাজাহ (র) ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আম্‌র ইব্ন দীনার কহরমানী (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ كُلُوْا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا فَاِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ

"তোমরা একত্রিত হইয়া আহার কর, পৃথক পৃথক হইয়া নহে। কারণ একত্রিত হইয়া আহার করায়-ই বরকত নিহিত"।

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ -

"তোমরা যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন নিজস্ব লোকের প্রতি সালাম করিবে"।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান বাসরী ও যুহরী (র) বলেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া একে অন্যের প্রতি সালাম করিবে। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আবূ জুবাইর (র) বলেন, আমি জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যখন তুমি ঘরে প্রবেশ করিবে তখন তাহাদের প্রতি সালাম করিবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি বরকতময় দু'আ। আবূ যুবাইর (র) বলেন, আমি মনে করি, এইরূপ সালাম করাকে তিনি ওয়াজিব মনে করিতেন। ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যিয়াদ ইব্ন তাউস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ ঘরে প্রবেশ করিবে সে যেন সালাম করে। ইব্ন যুবাইর (র) বলেন, একবার আমি আ'তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিলেও সালাম করিতে হইবে। তিনি বলিলেন, এমতাবস্থায় সালাম করা ওয়াজিব বলিয়া কোন রিওয়ায়েতে আছে বলিয়া আমার জানা নাই। তবে আমি ভুলিয়া না গেলে কখনও সালাম করা ত্যাগ করিব না।

মুজাহিদ (র) বলেন, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাম করিবে। আর ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে বিদ্যমান লোকদের প্রতি সালাম করিবে। আর যদি ঘরে কেহ না থাকে তবে বলিবে ঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -

"আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক"। সাওরী (র) আবদুল করীম জাযরী ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ঘরে কোন লোক নাই এমন ঘরে প্রবেশ করিলে বলিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔

“আল্লাহ্র নামে শরু করিতেছি। সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্র জন্য। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের প্রতি আর আল্লাহ্র নেক বান্দাগণের প্রতি”। কাতাদাহ (র) বলেন, যখন তুমি তোমার নিজস্ব ঘরে প্রবেশ করিবে তখন ঘরে অবস্থানকারীদের প্রতি সালাম কর। আর যদি এমন ঘরে প্রবেশ কর যেখানে কেহ অবস্থান করে না তখন বলিবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ বর্ণিত আছে, কেহ এইভাবে সালাম করিলে ফিরিশ্তাগণ উহার উত্তর দান করেন। হাফিয আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাকে পাঁচটি হুকুম করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, হে আনাস!

اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ يَزِدْ فِىْ عُمْرِكَ وَسَلَامَ عَلَى مَنْ لَقِيْكَ مِنْ اُمَّتِىْ تَكْثُرْ حَسَنَاتُكَ وَاِذَا دَخَلْتَ يَعْنِى بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَى اَهْلِكَ لِكَثِيْرِ خَيْرٌ بَيْتِكَ وَصَلِّ صَلٰوَاةَ الضُّحٰى فَاِنَّهَا صَلٰوَاةُ الْاَوَّابِيْنَ قَبْلَكَ الخ ۔

“তুমি পূর্ণভাবে অযূ কর ইহাতে তোমার আয়ু বৃদ্ধি পাইবে। আমার উম্মাতের যে কেহ তোমার সহিত সাক্ষাৎ করে তাহাকে সালাম কর তোমার নেকী বৃদ্ধি পাইবে। আর চাশতের সালাত আদায় করিবে, ইহা তোমার পূর্ববর্তী আল্লাহ্র বান্দাগণের সালাত। হে আনাস! তুমি ছোটকে স্নেহ কর এবং বড়কে সালাম কর, কিয়ামত দিবসে আমার বন্ধুগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে”।

تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهَ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۔

মুহাম্মদ ইসহাক (র) বলেন, দাঊদ ইব্ন হুসাইন (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আল্লাহ্র কিতাব হইতে তাশাহ্হুদ শিক্ষা করিয়াছি। পবিত্র কিতাবে আল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۔

আর সালাতের তাশাহহুদ হইল ঃ

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلٰوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ۔

ও সালাতের দু'আ পাঠ করিয়া নিজের জন্য দু'আ করিবে ও সালাম করিবে"। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আর আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবেই তোমার জন্য হুকুম সমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা উহা বুঝিতে পার"। আল্লাহ্ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সূরা এর মধ্যে অনেক অপরিবর্তিত আহ্‌কাম বর্ণনা করিয়া পরিশেষে তাহার বান্দাগণকে সতর্ক করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের জীবন পরিচালনার জন্য স্পষ্টভাবে তাহাদের জীবন বিধান বর্ণনা করেন যেন, তাহারা উহাতে চিন্তাভাবনা করে এবং জ্ঞান লাভ করে।

٦٢. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ
عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَسْتَاْذِنُوْنَكَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِذَا
اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬২) মু'মিন তাহারাই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সংগে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্রিত হইলে রাসূলের অনুমতি ব্যতীত সরিয়া পড়ে না, যাহারা তোমরা অনুমতি প্রার্থনা করে তাহারাই আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী। অতএব তাহারা তাহাদিগের কোন কাজে বাহিরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিও এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে আরো একটি বিশেষ শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছেন। ঘরে প্রবেশের সময় যেমন অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন অনুরূপভাবে প্রত্যাবর্তন কালেও অনুমতি প্রার্থনা করিবার জন্য

বিশেষতঃ যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বিশেষ কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রিত করেন যেমন জুমু'আর সালাত, ঈদের সালাত অথবা পরামর্শের জন্য কোন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি গ্রহণ ছাড়া সমাবেশ হইতে পৃথক হইতে নিষেধ করিয়াছেন। যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই পূর্ণ মু'মিন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, যদি কেহ তাহার বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে তবে যাহাকে ইচ্ছা আপনি অনুমতি দান করুন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهَ ـ

"অনুমতি প্রার্থনা করিবার পর তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অনুমতি দান করুন। আর তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। ইমাম আবূ দাঊদ (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও মুসাদ্দাদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যখন কেহ মজলিসে আগমন করে তখন সে যেন সালাম করে আর প্রর্ত্যাবর্তন কালেও যেন সালাম করে। প্রথমবারের সালাম শেষবারের সালাম অপেক্ষা অধিক গুরুত্বের অধিকারী নহে। মুহাম্মদ ইব্ন আযলাম (র) হইতে তিরমিযী এবং নাসাঈও অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান।

٦٣. لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا/ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬৩) রাসূলের আহবানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহবানের মত গণ্য করিও না, তোমাদিগের মধ্যে যাহারা চুপিচুপি সড়িয়া পড়ে আল্লাহ্ তাহাদিগকে জানেন। সুতরাং যাহারা তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে অথবা আপতিত হইতে তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি।

তাফসীর ঃ যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার নাম লইয়া অথবা উপনাম লইয়া অর্থাৎ হে মুহাম্মদ কিংবা আবুল কাসিম বলিয়া ডাকিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান করিবার জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ দেন এবং বলেন তোমরা নাম কিংবা উপনাম বাদ দিয়া ইয়া নবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিয়া ডাক। মুজাহিদ (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ জানিতে ও তাঁহাকে ভয় করিতে হুকুম করিয়াছেন। মুকাতিল (র) বলেন لاَ تَجْعَلُوْا دُعَاۤءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاۤءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا এর অর্থ হইল, "তোমরা তাহাকে মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিও না কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলিয়া ডাকিও না। বরং তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদার্শন করিও এবং ইয়া নবী, ইয়া নবীয়াল্লাহ্, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ বলিয়া ডাকিও"। মালিক (র) যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতেও আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقُوْلُوْا رَاعِنَا ـ

"ওহে মু'মিনগণ তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর শানে راعنا বলিও না"। (সূরা বাকারা ঃ ১০৪)

অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَن تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ ـ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ
لِلتَّقْوٰى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرَاتِ
اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ ـ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবী করীম (সা)-এর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ বুলন্দ করিও না। আর তাঁহার সহিত এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না যেমন তোমরা পরস্পরে একে অপরের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাক। নচেৎ তোমাদের আমল বিনষ্ট হইয়া যাইবে অথচ তোমরা টেরও পাইবে না। যাহারা হুজ্রা সমূহের বাহির হইতে আপনাকে ডাকে তাহাদের অধিকাংশই লোক কিছুই বুঝে না। আর যদি তাহারা আপনার বাহির হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত তবে তাহাদের পক্ষে উহা উত্তম হইত"। (সূরা হুজুরাত ঃ ২-৫)

আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর সহিত এবং তাঁহার মজলিসে কথা বলিবার জন্য এই সকল আদব শিক্ষা দিয়াছেন। পূর্বে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার পূর্বে সাদাকা দেওয়ার হুকুম ছিল।

আলোচ্য আয়াতের আরো একটি হইা হইতে পারে যে, আর উহা হইল তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ অন্যান্য লোকদের দু'আর মত সাধারণ দু'আ মনে করিও না। কারণ তাহার দু'আ আল্লাহ্র দরবারে নিশ্চিতভাবে মকবুল। অতএব তোমরা তাঁহার দু'আ হইতে সতর্ক থাকিবে। তিনি যদি তোমাদের জন্য বদ্দু'আ করেন, তবে তোমরা ধ্বংস হইয় যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন আব্বাস, হাসান ও আতীয়্যাহ আওফী (র) হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল লোকদিগকে জানেন যাহারা দৃষ্টি এড়াইয়া অতি সংগোপনে বাহির হইয়া যায়"। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, জুমু'আর দিনে মুনাফিকদের পক্ষে খুৎবা শ্রবণ করা বড়ই কষ্ট হইত, অতএব তাহারা কোন সাহাবীর আড়ালের সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি এড়াইয়া সংগোপনে বাহির হইয়া যাইত। অথচ জুমু'আর দিনে খুৎবা দানকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি গ্রহণ ছাড়া কাহারও পক্ষে মসজিদ ত্যাগ করা যাইত না। যদি কাহারও বিশেষ প্রয়োজন হইত তবে ইশারা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রার্থনা করিত। অতঃপর তিনি মুখে কোন কথা না বলিয়া ইশারার মাধ্যমে অনুমতি প্রার্থনা করিতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খুৎবা দানকালে কেহ কথা বলিলে, তাহার জুমু'আ বাতিল হইয়া যাইত। সুদ্দী (র) বলেন, মুনাফিকরা যখন জামাতে শরীক হইত তখন তাহারা একে অন্যের আড়ালে জামায়াত ত্যাগ করিত। কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, "তাহারা আল্লাহ্র নবী ও তাঁহার কিতাব হইতে হটিয়া যাইত"। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইত। সুফিয়ান (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মুনাফিকরা সালাতের সারি হইতে বাহির হইয়া যাইত।

فَيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ ـ

"যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুকুম অর্থাৎ তাহার প্রদর্শিত পথ, মত ও শরীয়াতের বিরোধিতা করে তাহারা শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। মানুষের উচিৎ তাহার কথাবার্তা ও তাহার কর্মকাণ্ডকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাবার্তা ও তাঁহার কর্মকাণ্ডের সহিত মিলাইয়া দেখা, যেই সকল কথাবার্তা ও কাজকর্ম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুরূপ হইবে উহাতো কবূল করা হইবে আর যাহা উহার বিরোধী হইবে উহা গৃহিত হইবে না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

عَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُوْدٌ" ـ

"যেই ব্যক্তি এমন আমল করিবে যাহা আমার হুকুম বিরোধী উহা ধিকৃত"। অর্থাৎ যেই ব্যক্তি প্রকাশ্য ও গোপনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীয়াতের বিরোধিতা করে সে যেন

'কুফর' নিফাক কিংবা বিদ্'আত তাহার অন্তরে প্রবেশ করিবে। ইহা হইতে ভয় করে اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অথবা পৃথিবীতে হত্যা, হদ্দ (দন্ড বিশেষ) অথবা গ্রেফতার হওয়া কঠিন শাস্তি ভোগ করিবার ভয়ে ভীত হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَاحَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابِ اللاَتِى يَقِعن فِيْهَا وَجَعَلَ حجزهن ويغلبنه فيقحمن فيها ۔ قال فذلك مَثلى ومَثلكم انا اٰخِذ بحجزكم عن النار هَلُمَّ عَن النار فغلبونى وتقحمون فيها ۔

"আমার ও তোমাদের উপমা হইল সেই ব্যক্তির মত যে আগুন জ্বালাইল। অতঃপর যখন উহার পার্শ্ববর্তী স্থান আলোকিত হইল তখন পতংগ এবং যেই সকল প্রাণী উহাতে পতিত হইতে লাগিল, আর লোকটি উহাদিগের আগুনে পতিত হইতে বাধা দিতে থাকিলেও উহারা তাহাকে অক্ষম করিয়া উহাতে পড়িতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহা হইল আমার ও তোমাদের উপমা। আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া তোমাদিগকে আগুন হইতে বাধা দিতেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করিয়া উহাতে প্রবেশ করিতেছ"। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আবদুর রাজ্জক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

٦٤. اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) জানিয়া রাখ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্রই, তোমরা যাহাতে ব্যাপৃত তিনি তাহা জানেন। সেদিন তাহারা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে সেদিন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিবেন তাহারা যাহা করিত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক, দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বস্তুকে তিনি জানেন। তাঁহার বান্দার প্রকাশ্যে ও গোপনে যাহা কিছু করে তিনি উহার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ "তিনি অবশ্যই তোমাদের যাবতীয় কিছু জানেন"। قَدْ শব্দটি এখানে 'নিশ্চয়তা' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন قَدْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَذًا এর মধ্যে قَدْ শব্দটি নিশ্চয়তা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্যে হইতে ঐ সকল লোকাদিগকে জানেন যাহারা অন্য লোককে যুদ্ধে যোগদান হইতে বাধা প্রদান করে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ لَلَّتِىْ تَجَادِلُكَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মহিলার কথা শুনিয়াছেন যে, আপনার সহিত ঝড়গা করিতেছিল"। (সূরা মুজাদালা ঃ ১)

قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমি উহা জানি যে, তাহাদের উক্তিসমূহ আপনাকে ব্যথিত করে, বস্তুত তাহারা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে না বরং তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিতেছে। (সূরা আন'আম ঃ ৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ আমি নিশ্চয়ই আসমানের দিকে আপনার মুখমণ্ডল উত্তোলন দেখিতেছি"। (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪) উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে قَد শব্দটি "নিশ্চয়তা" বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মু'আয্যিন বলে قد قامت الصلواة – قد قامت الصلواة "অবশ্যই সালাত কায়েম হইয়াছে। অতএব قَدْ يَعْلَمُ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাদের সকল অবস্থা জানেন"। বিন্দু পরিমাণ বস্তুও তাহার অদৃশ্য নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوْ مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَلاَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ وَلاَ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْبَرَ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ـ

"হে নবী! আপনি যেই অবস্থা থাকুন আর কুরআনের যাহা তিলওয়াত করুন আর তোমরা যেই আমলই করুন কেন, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি, যখন তোমরা একাজে লিপ্ত থাক। আর প্রতিপালক হইতে আসমান ও যমীনে অবস্থিত একবিন্দু পরিমাণ বস্তু ও অদৃশ্য থাকে না। আর উহা হইতে ছোট আর না উহা হইতে বড়। সব কিছুই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে"। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۔

"আল্লাহ্‌র বান্দারা যে কোন ভাল কিংবা মন্দকাজ করে আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাহাদের কাছে উপস্থিত থাকেন এবং তাহাদের কৃতকাজ জানেন। (সূরা রা'দ ঃ ৩৩)

اَلاَحِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۔

"মনে রাখিও তাহারা যখন কাপড় আবৃত হইয়া থাকে, তিনি তো তখনও সব কিছু জানেন। যাহা তাহারা চুপিচুপি আলাপ করে"। (সূরা হূদ ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ ۔

"তোমাদের মধ্য হইতে চুপেচুপে কথা বলে আর যে উচ্চস্বরে কথা উভয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۔

"যমীনে যত চলমান প্রাণী আছে সকলের রিযিকের দায়িত্ব আলাহ্‌র উপর, তিনি দীর্ঘ অবস্থানের স্থানকেও জানেন আর অল্প অবস্থানকেও জানেন। আর সব কিছূ কিতাবে মুবীনের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা হূদ ঃ ৬)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ
يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۔

"আর তাঁহার নিকট রহিয়াছে গায়েবের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতিত আর কেহ উহা জানে না। আর যাহা কিছু স্থলে ও সমুদ্রে আছে উহা তিনি জানেন। আর যেই পাতা ঝরিয়া পড়ে উহাও তিনি জানেন। আর যমীনের গভীর অন্ধকারে যত বীজ আছে যত আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু আছে সবই কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। (সূরা আন'আম ঃ ৫৯) আরো অনেক আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে এই সম্পর্কে।

وَيَوْمَ يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ ۔

"আর যেই সকল মাখলুক আল্লাহ্‌র দরবারে অর্থাৎ কিয়ামত দিবস প্রত্যানীত হইবে فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا সেই দিবসে তিনি পৃথিবীতে- তাহার কৃত সকল ছোট বড় আমল

সম্পর্কে খবর দিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُنَبَّأُ الاِنْسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ মানুষকে জানাইয়া দেওয়া হইবে, যাহা সে পূর্বে করিয়াছে এবং পরে করিয়াছে"।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

"আর সেই দিন আমলনামা রাখা হইবে অতঃপর মধ্যস্থ অপরাধের কারণে আপনি অপরাধীদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবেন। তাহারা বলিতে থাকিবে, এই কিতাবের হইল কি! উহাতো ছোট বড় কোন আমলই ছাড়ে নাই। সমস্ত আমলকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহাদের সমস্ত আমলই তথায় তাহারা উপস্থিত পাইবে। আর আপনার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অবিচার করিবেন না। (সূরা কাহফ ঃ ৪৯)

অত্র সূরা-এর শেষেও আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি কিয়ামত দিবসে সকলের কৃত আমল সম্পর্কে খবর দিবেন।যেই দিন সকল মাখলূককে তাঁহার নিকট হাযির করা হইবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

(আল-হামদু লিল্লাহ্! সূরা আন-নূর -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

সূরা আল-ফুরকান

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۔

٢. الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ
لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا ۔

অনুবাদ ঃ (১) কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারেন। (২) যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই; সার্বভৌমত্বে তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন ইহার উপর স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا فِيْهِ لِيُنْذِرَ
بَأْسًا شَدِيْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ ۔

“সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং উহাতে একটুও বক্রতা রাখেন নাই বরং সম্পূর্ণ সরল সহজ করিয়াছেন যেন উহা এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন এবং যেই সকল মু’মিনগণ নেক আমল করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দান করে”। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১ – ২)

এখানে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ـ

ইহাতে تبارك ক্রিয়াটি البركت। ধাতু হইতে تفاعل ছন্দে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবং نزل ক্রিয়াটি التنزيل। মাস্দার হইতে নির্গত। ইহার অর্থ “বারবার অবতীর্ণ করা”। অতএব الذى نزل الفرقان। -এর অর্থ হইল “যিনি বারবার পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরা অবতীর্ণ করিয়াছেন”। আর انزل শব্দের অর্থ ‘একবারই অবতীর্ণ করা’। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ـ

“আর যেই কিতাব বারবার তাঁহার রাসূলের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে আর যেই কিতাব পূর্বে একবারই নাযিল করা হইয়াছে”। (সূরা নিসাঃ ১৩৬)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে যেই সকল কিতাব নাযিল হইয়াছিল উহার সম্পূর্ণটাই একবারই সংশ্লিষ্ট রাসূলের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পবিত্র কুরআন মজীদকে (সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ) অল্পঅল্প করিয়া নাযিল করা হইয়াছে। দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু আয়াত; কিছু আহকাম ও কিছু সূরা অবতীর্ণ হইতে থাকে। (এবং তেইশ বৎসরে পূর্ণাঙ্গ কিতাবের রূপ ধারণ করে) এইভাবে যেই রাসূলের প্রতি পবিত্র গ্রন্থখানি নাযিল হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে অত্যধিক। যেমন অত্র সূরায়-ই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِيُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَدَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً وَلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمِثْلِ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ـ

“আর কাফিররা বলিল, তাহার উপর একবারই যেন কুরআন অবতীর্ণ করা হইল না? বস্তুত এইভাবে অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার অন্তরকে শক্তিশালী রাখি। আর আমি ক্রমেক্রমে নাযিল করিয়াছি। আর তাহারা যেই আশ্চার্যজনক প্রশ্নই আপনার নিকট উত্থাপন করুক না, কেন আমি উহার সঠিক এবং সুবোধ্য বর্ণনা ভংগিতে উত্তম জবাব বলিয়া দেই”। (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

আর এই কারণেই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনকে ফুরকান বলিয়াছেন, কারণ, উহা হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহীর, হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেয়।

عَلٰى عَبْدِهٖ আব্দ عبد অর্থ বান্দা, গোলাম। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে স্বীয় বান্দাও বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। আল্লাহর বান্দা হওয়া তাঁহার একটি বিশেষ মর্যাদা। আর এই কারণেই আল্লাহ সর্বাপেক্ষা উত্তম সময়গুলিতে তাঁহাকে স্বীয় বান্দা বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন। মি'রাজ-এ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً "সেই সত্তা বড়ই পবিত্র যিনি তাঁহার বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন"। (সূরা ইস্রা ঃ ১)

ইবাদত কালের অবস্থার জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا.. "আর যখন তাহার বান্দা (মুহাম্মদ) তাঁহার ইবাদত করিতে দণ্ডায়মান হয় তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় করিতে উদ্যত হয়" (সূরা জিন্ ঃ ১৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিতে গিয়া ইরশাদ করেনঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا.

"সেই সত্তা বড়ই বরকাতময় যিনি স্বীয় বান্দার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শন করিতে পারেন"।

আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি এমন এক মহানগ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা সুস্পষ্ট لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ "যাহার নিকট বাতিল অগ্রপশ্চাত কোনদিক হইতেই আসিতে পারে না এবং মহা প্রশংসিত ও হিক্মতওয়ালা আল্লাহর নিকট হইতে নাযিলকৃত"। আল্লাহ এমন মহা গ্রন্থের বাণী আকাশের নিচে ও যমীনের উপরে সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্বাচন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ "আমি লাল-কালো নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।"

তিনি আরো বলেন ঃ

اِنِّىْ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ -

"আমাকে পাঁচটি বিশেষ বস্তু দান করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই"। অতঃপর তিনি উহার উল্লেখ করিয়া বলেন, আমার পূর্বে কেবল নিজস্ব কাওমের প্রতিই কোন নবীকে প্রেরণ করা হইত, কিন্তু আমাকে সমগ্রও মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -

"আপনি বলিয়া দিন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৪) আমাকে তোমাদের নিকট সেই মহান

সত্তা প্রেরণ করিয়াছেন যিনি আসমান ও যমীন সমূহের অধিপতি। যাঁহার كُنْ - হও শব্দ দ্বারা সকল বস্তুর অস্তিত্ব লাভ করে, তিনিই জীবন দান করেন তিনিই জীবনের অবসান ঘটান। এখানেও ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَلَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ ـ

"যিনি আসমান ও যমীনের মালিক, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, আর যাঁহার রাজত্বে কেহ শরীক নাই সেই মহান সত্তা তাঁহার বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। অতঃপর ইরশাদ করেন ঃ خَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সত্তা ব্যতিত সকল বস্তুই তাঁহারই সৃষ্ট, তিনিই সকলের পালনকর্তা, সকলের মালিক ও সকলের মাবূদ ও উপাস্য এবং সকল বস্তুই তাঁহারই অধিনস্থ।

٣. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا٠

অনুবাদ ঃ (৩) আর তাহারা তাঁহার পরিবর্তে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছে অপরকে যাহারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং উহারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং উহারা নিজদিগের অপকার অথবা উপকার করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ এই সকল মুশরিকরা এতই মূর্খ যে, তাহারা এমন সকল প্রতীমার উপাসনা করে যাহারা কোন ক্ষমতার অধিকারী নহে। তাহারা একটি মাছির ডানা সৃষ্টি করিতেও সক্ষম নহে। বরং উহাদিগকেই তৈয়ার করা হইয়াছে। তাহারা নিজেদেরও কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করিতে সক্ষম নহে। অথচ যেই মহান সত্তা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা যিনি সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী তাহারা সেই মহান সত্তার উপাসনা করে না।

وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا ـ

"আর তাহাদের সেই সকল উপাস্য কাহাকেও মৃত্যু দানের ক্ষমতা রাখে না অনুরূপ কাহাকেও প্রথমবার জীবন দিতে পারে না আর পুনর্জীবন দানেও সক্ষম নয়। বরং তাহারা সকলেই সেই মাহন সত্তার নিকট প্রত্যাবর্তীত হইবে। সেই মহান আল্লাহ্ই

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট একত্রিত করিবেন। ইরশাদ হইয়েছে ঃ وَمَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

তোমাদের সকলেরই সৃষ্টি এবং সকলেরই পুনর্জীবন দান আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কষ্টকর নহে। এবং ইহা এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করাও এক ব্যক্তিকে পুনরায় জীবিত করিবার মতই সহজ। (সূরা লুকমান ঃ ২৮) যেমন ইরশাদ হইয়েছে ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدًا كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "এক নিমিষেই আমার সকল হুকুম পালিত হইয়া যায়"। (সূরা কামার ঃ ২৮)

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ـ

মাত্র একটি বিকট শব্দই হইবে, ফলে সকল মৃত জীবিত হইয়া এক ময়দানে একত্রিত হইয়া যাইবে। (সূরা নাযিয়াত ঃ ১৩ – ১৪)

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَاهُمْ يَنْظُرُوْنَ ـ

একটি বিকট শব্দই হইবে। হঠাৎ তাহারা সকলেই জীবিত হইয়া তাকাইতে থাকিবে। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৯)

اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ـ

একটি বিকট শব্দ হইবে আকস্মিক, তাহারা সকলেই আমার নিকট একত্রিত হইবে (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩)।

আল্লাহ্‌ই মহাশক্তির অধিকারী। অতএব তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আর কোন প্রতিপালকও নাই। অন্য কাহারও উপাসনা করা সমীচীনও নহে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহাই সংঘটিত হয়, যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হইতে পারে না। তাঁহার না আছে কোন সন্তান, আর না আছে কোন জনক। তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই আর না আছে কোন সাহায্যকারী। বরং তিনি অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কোন সন্তান জন্ম দেন না। তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। আর তাঁহার কোন সমকক্ষও নাই।

٤. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَاۤ اِلاَّۤ اِفْكُ نِ افْتَرٰهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا ٠

٥. وَقَالُوْاۤ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ٠

٦. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অনুবাদ ঃ (৪) কাফিরা বলে, ইহা মিথ্যা ব্যতিত কিছুই নহে, সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। এইরূপে উহারা অবশ্যই যুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হইয়াছে। (৫) উহারা বলে এগুলিতো সে কালের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে, এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়। (৬) বল, ইহা তিনিই অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমূদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে কাফিরাই মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলে। اِنْ هٰذَا اِلَّآ اِفْكٌ। "ইহা তো একটি মিথ্য রচনা"। যাহা এই ব্যক্তি অর্থাৎ নবী করীম (সা) রচনা করিয়াছেন। وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ এবং ইহা রচনা করিবার ব্যাপারে অন্যান্য কাওম হইতে তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا। "এই বিষয়ে তাহারা একটি অন্যায় অপবাদ দিয়াছে"। তাহারা ইহা ভালভাবেই জানে যে, তাহাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল। এবং তাহারাই যে এই বিষয়ে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে উহাও তাহারা জানে।

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا ـ

আর তাহারা ইহাও বলে যে এই কুরআন তো পূর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী, তাহা এই ব্যক্তি লিখিয়া লইয়াছে। فَهِىَ تُتْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلاً "উহাই সকালে-সন্ধ্যা তাঁহারা নিকট পাঠ করা হয়"। তাহাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ইহা তাহাদের মূর্খতার স্পষ্ট প্রমাণ।

কারণ এই বাস্তবতা সম্পর্কে সকলেই তখন জ্ঞাত ছিল যে, হযরত মুহম্মদ (সা) তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত কখনও লিখিতে জানিতেন না। তাঁহার জন্ম হইতে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত চল্লিশ বছর এবং তাঁহার শৈশব, কৈশর ও যৌবন সবই এই সকল কাফিরদের সম্মুখেই কাটিয়াছে। তাঁহার গমনাগমন, তাঁহারা চালচলন, তাঁহার সত্যতা, পবিত্রতা, আমানতদারী এবং তিনি যে সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও অসচ্চরিত্রতা হইতে দূরে ছিলেন। এই সব কিছুই তাহাদের জ্ঞাত। এমনকি তাহারাই নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহাকে 'আল-আমীন-বিশ্বাসী' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিল। তাহারা তাঁহার

সত্যতা ও সদাচার সম্পর্কে ভালভাবে জানিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যখন রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া সম্মানিত করিলেন তখন তাহারা তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার অশোভন বাক্যালাপ করিতে শুরু করিল। তাঁহারা কখনও তাঁহাকে যাদুকর, কখনও পাগল, কখনও কবি এবং কখনও তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিত। অথচ প্রত্যেক জ্ঞানীলোক ইহা জানিত যে, তিনি এই সকল অমূলক অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلاً -

"আপনি দেখুন তো, তাহারা আপনার জন্য কিরূপ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে তাহারা সক্ষম হইতেছে না"। (সূরা ইসরা ঃ ৪৮) কাফিররা যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে উহার জবাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

"হে নবী! আপনি ঐ সকল কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, এই কুরআনকে তো সেই মহান আল্লাহ-ই নাযিল করিয়াছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্যবস্তু ও গোপন রহস্য সমূহকেও ঠিক তদ্রূপ জানেন, যেমন জানেন সম্মুখ দৃশ্য ও প্রকাশ্য বস্তুসমূহকে"। তাই এই কুরআন মানুষের রচিত হইতে পারে না।

اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

তিনি অবশ্যই বড় ক্ষমাকারী ও দয়াবান। তাঁহার রহমত ও দয়া অত্যন্ত প্রশস্ত। তিনি পরম ধৈর্যশীল। যেই ব্যক্তি মহা অপরাধ করিয়া তাওবা করে তিনি তাহার তাওবা কবূল করেন। অতএব ঐ সকল কাফির যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে; তাঁহাকে অমূলক অপবাদে অভিযুক্ত করে, তাহারা যদি তাহাদের অপরাধ হইতে তাওবা করে এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তবে অবশ্যই মহান আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

"যেই সকল লোক এই কথা বলে যে, আল্লাহ্ তিন জনের তৃতীয় তাহারা অবশ্যই কাফির। মাবূদ ও উপাস্য তো কেবল একমাত্র আল্লাহ। যদি তাহারা তাহাদের বক্তব্য হইতে বিরত না হয় তবে ঐ কাফিরদিগকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার

পরও কি তাহারা আল্লাহ্র প্রতি নিবিষ্ট হইবে না। আর আল্লাহ তো বড়ই ক্ষমাশীল বড়ই মেহেরবান"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقُ -

"যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণকে দিয়াছে, অতঃপর তাহারা তাওবা করে নাই তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি এবং দহনকারী আযাব অর্থাৎ এত বড় অপরাধ করিবার পরও যদি তাহারা অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। হযরত হাসান বাস্রী (র) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তাঁহার মহানুভবতার প্রতি লক্ষ্য কর যে, যেই সকল লোক তাঁহার অলী ও প্রিয় বান্দাগণকে হত্যা করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকেই তাওবা করিতে আহবান করিয়াছেন।

٧. وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا ·

٨. اَوْ يُلْقٰۤى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ·

٩. اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ·

١٠. تَبٰرَكَ الَّذِىْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَيَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ·

١١. بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ·

١٢. اِذَا رَاَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا ·

١٣. وَاِذَاۤ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ·

١٤. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا۰

অনুবাদ ঃ (৭) উহারা বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে, এবং হাটেবাজারে চলাফিরা করে; তাহার নিকট কোন ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সংগে থাকিত সতর্ককারীরূপে? (৮) তাহাকে ধনভাণ্ডার দেওয়া হয় না কেন অথবা তাহার একটি বাগান নাই কেন, যাহা হইতে সে আহার সংগ্রহ করিতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, তোম'রা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ। (৯) দেখ, উহারা তোমার কী উপমা দেয়, উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং উহারা পথ পাইবে না। (১০) কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে দিতে পারেন ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু উদ্যানসমূহ যাহার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। (১১) কিন্তু উহারা কিয়ামতকেই অস্বীকার করিয়াছে এবং যাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নি। (১২) দূর হইতে অগ্নি যখন উহাদিগকে দেখিবে তখন উহারা শুনিতে পাইবে ইহার ক্রুদ্ধ গর্জন ও চিৎকার; (১৩) এবং যখন উহাদিগকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় উহার কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে তখন উহারা তথায় ধ্বংস কামনা করিবে। (১৪) উহাদিগকে বলা হইবে, আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করিও না, বহুবার ধ্বংস হইবার কামনা করিতে থাক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, সঠিক কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই সত্যকে অস্বীকার করে। এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যে অন্যান্য মানুষের মত পানাহার করে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য বাজারে গমনাগমণ করেন; ব্যবসা-বাণিজ্য করে কেবল ইহাকে কারণ দর্শাইয়া তাঁহারা রিসালাতকে অমান্য করে।

তাহারা বলে, مَا لِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ এই ব্যক্তি কেমন রাসূল যে, আমারা যেমন পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সেও তেমান উহার প্রতি মুখাপেক্ষী وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ আর আমাদের মতই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য হাটে বাজারে চলাচল করে। لَوْلَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا তাঁহার রিসালাতের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কোন ফিরিশ্তা কেন আসে না। আর কেনই বা কোন ফিরিশ্তা আগমন করিয়া তাঁহার সহিত ভীতি প্রদর্শন করে না। ফির'আউন হযরত মূসা (আ) সম্বন্ধে বলিয়াছিল ঃ

فَلَوْلَا اُلْقِىَ اِلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلَآئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ـ

মুসা (আ)-এর প্রতি স্বর্ণের চুড়ি কেন নিক্ষেপ করা হয় না, আর কেইই বা তাঁহার সহিত ফিরিশ্‌তাগণের আগমন ঘটে না (সূরা যুখরুক ঃ ৫৩)। এই সকল কাফিরদের বক্তব্যও ফির'আউনের বক্তব্যের অনুরূপ। বস্তুত তাহাদের সকলের চিন্তাধারা একই রকম। এই জন্য এই সকল কাফিররাও রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলে" اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ অথবা তাহার নিকট ধন ভাণ্ডার আসিয়া পড়িত اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا অথবা তাহার বাগান থাকিত যাহা হইতে সে খাইত। বস্তুত আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা মোটেই কঠিন নহে, কিন্তু তিনি বিশেষ হিক্‌মতের কারণে এমন করেন না।

وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا ـ

আর যালিমরা বলে যে, তোমরা তো কেবল একজন যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করিয়া চলিতেছ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا হে রাসূল। আপনি লক্ষ্য করুন যে, তাহারা আপনার সম্বন্ধে কি সকল অপবাদমূলক কথা বলিয়া থাকে। ফলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে। তাহারা আপনাকে, যাদুকর, যাদুগ্রস্থ, পাগল, কবি ও মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করে। যেই ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান আছে সেও ইহা অস্বীকার করিবে এবং ঐ সকল কাফিরদের মিথ্যা অপবাদকে মিথ্যা বলিয়াই মানিতে বাধ্য হইবে। এইভাবে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং সঠিক পথ চলিতে অক্ষম হইয়াছে। বস্তুত হক্ হইতে যেই ব্যক্তি বিচ্যুত হইয়াছে সে যাহাই ধারণা করুক না কেন, সে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট। কারণ হক্ একটি, একাধিক নহে এবং উহার পথও একটি। এই আলোচনার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই সকল কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য তাঁহার যেই সকল জিনিস হওয়াকে জরুরী মনে করিতেছে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহা অপেক্ষা অধিক উত্তম বস্তু ও তাঁহাকে দুনিয়াতেও দিতে পারেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ ـ

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময় যিনি ইচ্ছা করিলে উহা হইতেও অধিক উত্তম বস্তু আপনাকে দান করিতে পারেন"।

মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা পাথরে নির্মিত প্রত্যেক ঘরকে " قصر " 'প্রাসাদ' বলে। চাই উহা ছোট হউক কিংবা বড় হউক। সুফিয়ান সাওরী (র) ... খায়সামা (রা হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হইল, যদি আপনি চান তাহা হইলে যমীনের সমস্ত ধনভাণ্ডার ও তাহার চাবি আপনাকে দিয়া দেই যাহা আপনার পূর্বে কাহাকেও দেই নাই। আর আপনার পরেও কাহাকে দিব না। ইহাতে আপনার আল্লাহ্‌র নিকট যে মর্যাদা রহিয়াছে হ্রাস করা হইবে না। নবী (সা) বলিলেন, ঐ সব আখিরাতে আমার জন্য জমা রাখিয়া দেন। তখন মহান আল্লাহ এই আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْٓ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ। অবতীর্ণ করেন।

بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ - অর্থাৎ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা) সম্বন্ধে যেই মন্তব্য করে উহা কেবল তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিবার কারণে করে। বস্তুত হেদায়াত লাভ করা তাহাদের কোন উদ্দেশ্য নাই। বরং কিয়ামাতের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়াই তাহারা এই শত্রুতা পোষণ করিয়া এইরূপ মন্তব্য করে। وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا আরা যেই ব্যক্তি কিয়ামতকে অমান্য করিবে তাহার জন্য প্রজ্বলিত আগুন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

সাওরী (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। জাহান্নামের মধ্যে পূজের একটা ওয়াদী ও উপাত্যকার নাম 'সাঈর'।

وَاِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا

আর জাহান্নাম তাহাদিগকে যখন দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার ক্রোধস্বর ও চিৎকার শুনিতে পাইবে। সুদ্দী (র) বলেন, একশত বৎসরের দূরুত্ব হইতে জাহান্নাম তাহাদিগকে দেখিয়া চিৎকার করিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ .

"যখন কাফিরদিগেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার চিৎকার শুনিতে পাইবে এবং উহা এমনভাবে ছুটিতে থাকিবে যেন, কাফিরদের প্রতি ক্রোধে ফাঁটিয়া যাইবে"। (সূরা মুল্ক ঃ ৭ – ৮)

ইবনে আবু হাতিম (র) বলেন, ইদ্রীস ইব্ন হাতিম (র) ..... খালিদ ইব্ন দুরাইক (র) জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই কথা আমি বলি নাই যেই ব্যক্তি উহা আমার প্রতি সম্বন্ধিত করিয়া বলিবে বা তাহার আব্বাআম্মা ব্যতিত অন্যের প্রতি নিজেকে সম্বন্ধিত করিবে কিংবা তাহার নিজস্ব মাওলা ও মুনীবকে বাদ দিয়া অন্যকে মুনীব বলিবে, সে যেন দোযখে তাহার বাসস্থান বানাইয়া লয়। অন্য এক রিওয়ায়েতে রহিয়াছে, সে যেন জাহান্নামের দুই চক্ষুর মধ্যভাগে তাহার বাসস্থান করিয়া লয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামের কি চক্ষু আছে? তিনি বলিলেন, তুমি কি আল্লাহ্কে ইহা বলিতে শুন নাই।

اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -

যখন জাহান্নাম তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে। বুঝা গেল জাহান্নামেরও চক্ষু আছে। ইব্ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্ন খিদাশ (র) হইতে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ওয়াসিতী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, আমার পিতা আবূ ওয়ায়িল (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মসউদ (রা)-এর সহিত বাহির হইলাম, আমাদের সহিত রাবী ইব্ন খায়সামও ছিলেন। তাহারা সকলে একজন কর্মকারের নিকট দিয়া অতিক্রম

করিলেন। হ্যরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আগুনের মধ্য একটি জ্বলন্ত লোহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রাবী ইব্ন খায়সামও উহা দেখিলেন। কিন্তু উহা দেখিয়া দোযখের শাস্তির চিত্র তাহার মানস্ফটে চিত্রিত হইল এবং স্বাভাবিকতা হারাইয়া তিনি উহাতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইলেন।

অতঃপর হ্যরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) ফুরাতের তীরে একটি জ্বলন্ত চুলার নিকট দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি উহার জ্বলন্ত আগুন দেখিয়াই এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا এবং হ্যরত রাবী (র) তখন সজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। লোকজন তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) দ্বিপ্রহার পর্যন্ত তাঁহার নিকট অবস্থান করিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আমার পিতা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন বান্দাকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া হইবে, তখন জাহান্নাম খচ্চরের ন্যায় চিৎকার দিবে। অতঃপর জাহান্নাম পুনরায় আর একটি চিৎকার দিলে সকলেই ভীত সন্ত্রস্থ হইবে। ইব্ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওরাকী (র) ..... হ্যরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে টানিয়া লওয়া হইলে জাহান্নাম সংকুচিত হইবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা হইল কি! জাহান্নাম বলিবে, হে আল্লাহ্। এই ব্যক্তি তো আপনার নিকট জাহান্নাম হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিত। এবং এখনও সে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে। তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হুকুম করিবেন। অনুরূপভাবে আরো এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য টানিয়া লওয়া হইলে, সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার প্রতি তো আমার এইরূপ ধারণা ছিল না। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার ধারণা কি ছিল। সে বলিবে, আপনার রহমত আমার প্রতি বর্ষিত হইবে, ইহাই আমার ধারণা ছিল। তখন আল্লাহ বলিবেন, উহাকে ছাড়িয়া দাও। আর এক ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামের দিকে টানিয়ো লওয়া হইবে। তখন জাহান্নাম উহাকে দেখিয়া খচ্চর যেমন খাদ্যের জন্য চিৎকার করে, তেমনি ভয়ানক চিৎকার দিবে এবং এমন বিকট শব্দ করিবে যে, সকলেই আতংকগ্রস্থ হইবে। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন,মা'মার উবাইদ .... ইবন উমাইর হইতে سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا زَفِيرًا এর এই তাফসীরে বর্ণনা করেন। জাহান্নাম এমনই বিকট শব্দে চিৎকার করিবে যে, সকল ফিরিশ্তা ও সকল নবী ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া সিজ্দায় অবনত হইবেন। এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আ) ও স্বীয় হাঁটুর উপর অবনত হইয়া পড়িবেন এবং

বলিবেন, হে আল্লাহ্! আজ তো কেবল আপনার নিকটই আমার জীবন রক্ষার জন্যই প্রার্থনা করিব।

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ ـ

"আর যখন তাহাদিগকে হাত পাও বাঁধিয়া একটি সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে"। কাতাদাহ (র) হযরত আবূ আইউবের সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যেমন বর্শার মাথায় লোহা গাড়িয়া দেওয়া হয়, অনুরূপভাবে ঐ সকল কাফির মুশরিকদিগকে ও জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে গাড়িয়া দেওয়া হইবে। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহব (র) বলেন, নাফি ইব্ন ইয়াযীদ (র) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ উসাইদ (র) হইতে মারফূ'রূপে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ তাফসীরে প্রসংগে বলেন, সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, ঐ সকল লোক জাহান্নামের এমন সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করিবে। যেমন পেরেগ প্রাচীরের সংকীর্ণ স্থানে অবস্থান করে।

دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ـ

তাহারা দোযখের মধ্যে মুত্যুকে ও ধ্বংসকে ডাকিতে থাকিবে। তাহাদিগকে বলা হইবে لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا তোমরা এক মৃত্যুকে ডাকিওনা وَادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا তোমরা বহু মৃত্যুকে ডাক।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (রা) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ জাহান্নামের মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্লীসকে আগুনের পোশাক পরিধান করান হইবে। সে উহা নিজের ভ্রুর উপর রাখিয়া পিছন হইতে টানিয়া টানিয়া চলিবে এবং তাহার সন্তানও অনুসারীরা তাহার পিছনে পিছনে চালিতে থাকিবে। তখন ইব্লীস ও তাহার সন্তানরা মৃত্যুকে কামনা করিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে আজ তোমরা এক মৃত্যুকে ডাকিও না বরং অনেক মৃত্যুকে ডাক। হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থকার বর্ণনা করেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আহমাদ ইব্ন সিনান সহ আফ্ফান (র) হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামা-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا তাফসীর করিয়াছেন "আজ তোমরা একটি ধ্বংসকে ডাকিও না, বরং তোমরা অনেক ধ্বংসকে ডাক"।

যাহ্হাক (র) বলেন, ثُبُوْرًا অর্থ হালাক হওয়া ধ্বংস হওয়া। কিন্তু আসলে ইহা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা দুর্ভাগ্য, ক্ষতি ও ধ্বংস। যেমন মূসা (আ) ফির'আউনকে বলিয়াছিলেন وَاِنِّىْ لاَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا "হে ফির'আউন

আমার ধারণা মতে তুমি ধ্বংস হইবে"। এবং এই অর্থে উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যাব'আরী নিম্নের কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

إذا جَارى الشيطان فى سنن الغى ... ومن مَال ميله مَثبور -

١٥. قُلْ اَذٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاۤءً وَّمَصِيْرًا .

١٦. لَهُمْ فِيْهَا مَايَشَاۤءُوْنَ خٰلِدِيْنَ كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً .

অনুবাদ ঃ (১৫) উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ইহাই শ্রেয় না স্থায়ী জান্নাত, যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে মুত্তাকীদিগকে? ইহাই তো তাহাদিগের পুরষ্কার ও প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) সেথায় তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং তাহারা স্থায়ী হইবে; এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) কাফিরদের যেই অবস্থাসমূহ আমি উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে উপুড় করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহারা দোযখের ক্রোধ ও বিকট চিৎকারের সম্মুখীন হইবে এবং তাহাদের হাত পা বাঁধিয়া দোযখের অতি সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করা হইবে, যেখানে তাহারা কোন প্রকার নড়াচড়া করিতে সক্ষম হইবে না। ছুটিতেও পারিবে না আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে না। কাফিরদের এই সকল অবস্থা উত্তম না কি মুত্তাকীগণের জন্য প্রস্তুত চিরশান্তি নিকেতন জান্নাত উত্তম। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের অনুগত্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে দান করিবেন।

لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَاۤءُوْنَ তাহারা যাহা চাইবে অর্থাৎ উহার মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের জন্য নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য, পানীয় বস্তু ও পোশাক পরিচ্ছদ, তাহাদের জন্য মনোরম বাসস্থান মনোহরী দৃশ্যসমূহ ও আরোহনের জন্য নানা প্রকার সাওয়ারী। যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কাহারও পক্ষে উহার কল্পনা করাও সম্ভব নহে। আর ঐ শান্তি নিকেতন বেহেশতে তাহারা চিরকালিই অবস্থান করিবে। কখন ও তাহারা উহা হইতে পৃথক হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহপূর্বক তাহার ঐ সকল বান্দাগণের জন্য ঐ চিরশান্তির ওয়াদা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً "আপনার প্রতিপালকের যিম্মায় ইহা একটি ওয়াদা যাহা প্রার্থনাযোগ্য অর্থাৎ এই ওয়াদা অবশ্যই পালিত হইবে"। আবূ জাফর ইব্‌ন জরীর (র) কোন কোন আরব উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَعْدًا مَّسْئُوْلاً এর অর্থ وَعْدًا وَّاجِبًا অর্থাৎ যেই ওয়াদা অবশ্যই পালিত হইবে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) হযরত আতা (র) এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে كَانَ عَلٰى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُوْلاً অর্থ করিয়াছেন, ইহা আল্লাহর উপর এমন একটি ওয়াদা যাহার জন্য তাহার নেক বান্দাগণ প্রার্থনা করিবেন এবং আল্লাহ উহা পূর্ণ করিবেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, ফিরিশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহগণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট তাহার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাঁহারা বলিবে ঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আর আপনি সেই সকল বেহেশতসমূহে তাহাদিগকে দাখিল করুন। তাহাদের সহিত আপনি যাহার ওয়াদা করিয়াছেন"।

আবূ হাযিম (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে মু'মিনগণ বলিবেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নির্দেশ পালন করিয়াছি, অতএব আপনি আপনার ওয়াদা পালন করুন"। আলোচ্য আয়াতে এই বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরায় প্রথম জাহান্নামীদের উল্লেখ করিয়া পরে জান্নাতীগণের অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। আর সূরা সাফফাত-এ প্রথম জান্নাতীগণের অবস্থার উল্লেখ করিয়া পরে জাহান্নামীদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ . طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ . ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ اِلَى الْجَحِيْمِ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاۤءَهُمْ ضَاۤلِّيْنَ . فَهُمْ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ـ

"বেহেশতের এই মেহমানী কি উত্তম, না দোযখের যাক্কুম গাছ, আমি তো উহাকে যালিমদের জন্য শাস্তির বস্তু করিয়াছি। উহা দোযখের মূল হইতে উৎপন্ন হয়। উহার ফল এতই বিশ্রী যেন উহা সর্পের ফণা। অতঃপর দোযখীরা উহা ভক্ষণ করিবে এবং উহ দ্বারা তাহারা পেট ভর্তি করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে পূজের সহিত ফুটন্ত পানি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে দোযখই তাহাদের বাসস্থান হইবে। তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদিগকে গুমরাহ পাইয়াছিল। ফলে তাহারা তাহাদের অনুকরণ করিয়া দ্রুত চলিতেছিল"। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৬২ - ৭০)

١٧. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ
اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ .

١٨. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَاۤ اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ
اَوْلِيَاۤءَ وَلٰكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاۤءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا
قَوْمًا بُوْرًا .

١٩. فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا نَصْرًا
وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا .

অনুবাদ ঃ (১৭) এবং যে দিন তিনি একত্র করিবেন উহাদিগকে এবং উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহাদিগকে, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরাই কি আমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলে না উহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছিল? (১৮) উহারা বলিবে, পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতে পারি না; তুমিই তো ইহাদিগকে এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে ভোগ সম্ভার দিয়াছিলে; পরিণামে উহারা উপদেশ বিস্মৃতি হইয়াছিল এবং পরিণত হইয়াছিল এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে। (১৯) আল্লাহ্ মুশ্‌রিকদিগকে বলিবেন, তোমরা যাহা বলিতে উহারা তাহা মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। সুতরাং প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, সাহায্যও পাইবে না। তোমাদিগের মধ্যে যে সীমালংঘন করিবে আমি তাহাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাইব।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে ফিরিশতা এবং তাহাদের অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা করিবার কারণে ধমক দিবেন ও তিরস্কার করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর যেই দিনে আল্লাহ্ মুশরিকদিগকে এবং তাহাদের উপাস্যদিগকে একত্রিত করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ উপাস্য হইলেন হযরত ঈসা, উযাইর ও ফিরিশতাগণ।

فَيَقُوْلُ ءَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰؤُلَاۤءِ

তখন তিনি বলিবেন, তোমরাই কি আমার এই সকল বান্দাদিগকে গুমহার করিয়াছিলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐসকল উপাস্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, তোমরাই তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছিলে, না কি তোমাদের দাওয়াত ছাড়াই তাহারা নিজেরাই তোমাদের উপাসনা করিত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়ছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ ـ

"আর যখন আল্লাহ বলিবেন হে ঈসা! তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে যে, তোমরা আমাকে ও আমার আল্লাহকে উপাস্য মানিয়া লও। তিনি বলিবেন, সুবহানাল্লাহ! যেই বিষয়ের আমার কোন হক্ নাই, উহা আমি বলিতে পারি না। যদি আমি বলিয়াই থাকি তবে উহা তো আপনি অবশ্যই জানিতে পারিয়াছেন। আপনি তো আমার অন্তরের কথা ভালই জানেন। কিন্তু আমি আপনার গোপন কথা জানি না। অবশ্যই আপনি সকল গায়েবের খবর জানেন। আমি তো তাহাদিগকে কেবল উহাই বলিয়াছি, যাহার আপনি আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন। (সূরা মায়িদা ঃ ১১৬ – ১১৭)

আর অন্যান্য উপাস্যগণ কিয়ামত দিবসে যেই জবাব দিবে আল্লাহ্ উহার উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِىْ لَنَا لَكَ لَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ـ

তাহারা বলিবে, সুবাহানাল্লাহ্! আপনাকে বাদ দিয়া অন্য কাহাকে কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সমচীন নহে। অর্থাৎ ইহা যেমন আমাদের পক্ষে উচিৎ নহে অনুরূপভাবে অন্যান্য সকল মাখলূকের পক্ষেও উচিৎ নহে। ঐ সকল কাফিররা আমাদের নির্দেশ ও সম্মতি ছাড়াই আমাদের উপাসনা করিয়াছে। বস্তুত আমরা তাহাদের ও তাহাদের উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهٰؤُلَاۤءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْ يَعْبُدُوْنَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ـ

"আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনি ফিরিশতাগণকে বলিবেন তাহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত। তাহারা বলিবে সুবহানাল্লাহ! (সূরা সাবা ঃ ৪০) কোন কোন কারীগণ আলোচ্য আয়াতে ان نتخذ। নূনকে পেশ সহ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ আমাদিগকে উপাস্য মান্য করা কাহারও পক্ষে উচিৎ নহে। কারণ, আমরা তো আপনারই গোলাম এবং আপনারই মুখাপেক্ষী। وَلٰكِنْ

مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ "কিন্তু আপনি তাহাদিগকেও তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে দুনিয়ার ভোগ বিলাসের বস্তু দান করিয়াছেন; তাহারা দীর্ঘায়ূ লাভ করিয়াছে, ফলে আপনার পয়গম্বারগণের মাধ্যমে যেই নসীহতও উপদেশ অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে"। وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا আর বস্তুত তাহারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, بور অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। হাসান বাস্‌রী ও মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, بور অর্থ যাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। ইব্‌ন যাব'আরী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কবিতা বলেন যেখানে بور এর অর্থ ধ্বংস নেওয়া হইয়াছে ঃ

يا رسول الملك ان لسانى * راتق ما فتقت اذ انا بور

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ -

তোমরা যেই সকল উপাস্যদের উপাসনা করিতে তাহাদের সম্বন্ধে যেই সকল কথা বলিতে যে, তাহারা তোমাদের জন্য কার্যানির্বাহী এবং তাহারাই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে তোমাদের সহায়তা করিবে। আজ তাহারা তোমাদের কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَاءِهِمْ غٰفِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ .

"আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক গুমরাহ আর কে, যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া ঐ বস্তুর উপাসনা করে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে না। আর বস্তুত তাহারা তো তাহাদের উপাসনা সম্পর্কে গাফিল। আর যখন সকল মানুষ একত্রিত করা হইবে, তখন ঐ সকল উপাস্য তাহাদের উপাসকদের বিরোধী হইয়া যাইবে এবং তাহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিয়া বসিবে। (সূরা আহকাফ ঃ ৫ – ৬)

فَمَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلاَ نَصْرًا "আর তাহারা তখন তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট আযাবকে হটাইতে সক্ষম হইবে না আর কাহারও সাহায্যও পাইবে না"।

وَمَنْ يَّظْلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيْرًا "আর তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ আল্লাহর সহিত শিরক করিবে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব"।

٢٠. وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلاَّ اِنَّهُمْ لَيَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِى الْاَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۔

অনুবাদ ঃ (২০) তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহার করিত ও হাটেবাজারে চলাফিরা করিত। হে মানুষ! আমি তোমাদিগের মধ্যে এক-কে অপরের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি। তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিবে কি? তোমার প্রতিপালক তো সমস্ত কিছু দেখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে তে আম্বিয়ায়ে কিরামের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই পানাহার করিতেন, এবং হাটে বাজারেও চলাচল করিতেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। অথচ ইহা তাঁহাদের নবুওয়াতের মর্যাদা বিরোধী ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে এমন উত্তম গুণাবলীর অধিকারী করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এমন প্রশংসিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন এবং এমন স্পষ্ট নির্দশনাবলী ও আলৌকিক ঘটনাবলী পেশ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিতে সক্ষম হইত যে, তাঁহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা পেশ করিয়াছেন উহা সত্য। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلاَّ رِجَالاً نُّوْحِىْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۔

"আর আপনার পূর্বে তে রাসূল আমি প্রেরণ করিয়াছি তাঁহারা জনপদবাসী পুরুষ লোক-ই ছিলেন"। (সূরা ইউসূফ ঃ ১০৯)

وَمَا جَعَلْنَا جَسَدًا لاَّ يَاْكُلُوْنَ الطَّعَامَ "আমি তাহাদের এমন শরীর সৃষ্টি করি নাই যে, তাহাদের পানাহারের প্রয়োজনই হয় না"।

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُوْنَ ۔

আর আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষার বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা অপর কিছু সংখ্যক লোককে পরীক্ষা করিয়া থাকি। এইভাবে কে আল্লাহর অনুগত আর কে আল্লাহর অনুগত নহে প্রকাশ্যভাবে উহা আমি জানিতে পারি। ইহার পর কি তোমরা ধৈর্য্যধারণ করিবে? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا আর আপনার প্রতিপালক ইহা খুব প্রত্যক্ষ করেন যে, কে নবুওয়াতের উপযুক্ত আর কে নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভাল জানেন যে, নবুওয়াতের মহান দায়িত্বের যোগ্য ব্যক্তি কে, আর কে নহে"। (সূরা আন'আম ঃ ১২৪)

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমি ইচ্ছা করিলে সকল নবীকে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়া দিতাম, তখন এই ধন-সম্পদের লোভে কেহই তাঁহার বিরোধিতা করিত না। কিন্তু যেহেতু প্রকৃতপক্ষে অনুগত কে ও অবাধ্য কে ইহা পরীক্ষা করাই আমার ইচ্ছা, সুতরাং এমন করা হয় নাই। মুসলিম শরীফে ইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنِّىْ مُبْتَلِيْكَ وَمُبْتَلٍى بِكَ হে রাসূল! আমি আপনাকে ও আপনার দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিব"। মুসনাদে ইমাম আহমাদে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَوْ شِئْتُ لَاَجْرَى اللّٰهُ مَعِىَ جِبَالَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ـ

"যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত স্বর্ণ ও রূপার পাহাড় প্রবাহিত করিয়া দিতেন"। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "তাঁহাকে নবীও বাদশাহ্ হওয়া এবং রাসূল ও বান্দা হওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তিনি রাসূল ও বান্দা হওয়াকে গ্রহণ করিয়াছেন"।

٢١. وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا .

٢٢. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا .

٢٣. وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا .

٢٤. اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا .

অনুবাদ ঃ (২১) যাহারা আমার সাক্ষাতের কামনা করে না তাহারা বলে আমাদিগের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? আমরা আমাদিগের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন? উহারা উহাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং উহার সীমালংঘন করিয়াছে। (২২) যে দিন উহারা ফিরিশ্তাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সে দিন অপরাধীদিগের জন্য সুসংবাদ থাকিবে না এবং উহারা বলিবে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। (২৩) আমি উহাদিগের কৃতকর্মগুলি বিবেচনা করিব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব। (২৪) সেই দিন হইবে জান্নাত-বাসীদিগের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল মনোরম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত শত্রুতামূলকভাবে এই কথা বলে, لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلآئِكَةُ অর্থাৎ যেমন রাসূলের নিকট রিসালতসহ ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, আমাদের নিকট তাহাদিগকে প্রেরণ করা হয় না কেন? অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ۔

"তাহারা বলে, যাবৎ আমাদিগকে সেই বস্তু দান করা হইবে যাহা রাসূলগণকে দান করা হইয়া থাকে আমরা কখনও ঈমান আনিব না। (সূরা আন'আম ঃ ১২৪) অবশ্য আলোচ্য আয়াতের এক অর্থ ইহাও হইতে পারে, আমাদের নিকট খোলাখুলিভাবে ফিরিশ্তা প্রেরণ করা হয় না কেন, যাহার আমাদিগকে এই সংবাদ পৌছাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَوْ تَاْتِىَ بِاللّٰهِ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيْلاً অর্থাৎ তুমি আল্লাহকে লইয়া আসিবে কিংবা ফিরিশ্তাগণকে লইয়া আসিবে যাহা দিগকে আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পারে এবং তাহারও আমাদিগকে তোমার রিসালাতের সংবাদ পৌছাইয়া দিবে। এইভাবে তাহারা অহংকার প্রকাশ করিয়াছে।

আল্লাহর তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا তাহারা নিজদিগকে বহু বড় বলিয়া ধারণা করে এবং অনেক বেশী সীমাঅতিক্রম করিয়া বসিয়াছে। وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى الخ "আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণকেও প্রেরণ করি আর মৃতলোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথাও বলে, তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সূরা আন'আম ঃ ১১১)

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لاَ بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا۔

"যেই দিন তাহারা ফিরিশ্তাগণকে দেখিবে সেই দিন অপরাধীদের জন্য কোন আনন্দ বহন করিয়া আনিবে না, আর তাহারা বলিবে, রক্ষা কর রক্ষা কর। অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ দর্শন তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে বরং সেই দিন তাহাদিগকে দেখিবে সেই দিন হইবে তাহাদের পক্ষে চরম পরিতাপের দিন। আর সেই দিনটি তাহাদের মৃত্যুদিবস, যখন ফিরিশ্তাগণ জাহান্নাম এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ দিবে। কাফিরের রূহ্ বাহির হইবার সময় ফিরিশতাগণ বলিবে, হে খবীশ আত্মা! খবীশ দেহই হইতে বাহির হও। তুমি উত্তপ্ত হাওয়া, ফুটন্ত পানি ও গরম ছায়ার দিকে বাহির হও। কিন্তু তাহারা আত্মা বাহির চাহিবে না। এবং সারা দেহে ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। তখন ফিরিশ্তাগণ তাহাকে প্রহার করিতে থাকিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۔

"যেই সময় ফিরিশাগণ কাফিরদের আত্ম বাহির করিবে এবং তাহাদের মুখমন্ডলেও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করিবে সে অবস্থা যদি তুমি দেখিতে"। (সূরা আনফাল ঃ ৫০)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ -

"হায়! যদি তুমি ঐ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে যখন যালিমরা মুত্যুযন্ত্রণায় লিপ্ত হইবে এবং ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে প্রহার করিবার জন্য হাত প্রসারিত করিবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯২)

اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ يَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ -

"ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা তোমাদের আত্মা বাহির কর। আল্লাহর উপর তোমরা যে অসত্য কথা বলিতে এবং তাহারা আয়াতসমূহ হইতে যে, অহংকার করিতে উহার কারণে তোমাদিগকে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি দেওয়া হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯৩) এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন, যেই দিন কাফিররা ফিরিশতাগণকে দেখিবে সেই দিন তাহাদের জন্য আনন্দ বহন করিয়া আনিবে না। অপরপক্ষে যখন কোন মু'মিনের মৃত্যুঘটে তখন তাহাকে কল্যাণ ও সুখ শান্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوْا تَتَنَزَّلُوْا عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَآؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ -

"যাহারা এই কথা বলে, আল্লাহ-ই আমাদের প্রতিপালক, অতঃপর তাহারা ইহার উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাহার কাছে ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হয় এবং তাহাদিগকে বলে, তোমরা ভয় করিও না আর চিন্তাও করিবে না এবং তোমরা প্রতিশ্রুত বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমরাই পৃথিবীতে ও পরকালে তোমাদের কার্যনির্বাহী। উহার মধ্যে তোমাদের সকল কাম্যবস্তু মওজুদ থাকিবে। এবং যাহা চাহিবে পাইবে। উহা পরম মেহেরবানও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ হইতে অতিথেয়তা। (সূরা হা-মীম আস সাজ্দা ঃ ৩০ – ৩২)

বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত বারা ইব্ন (রা) হইতে বর্ণিত, "ফিরিশতাগণ মু'মিনের আত্মাকে বলিবে, পবিত্র দেহে অবস্থিত হে পবিত্র আত্মা! তুমি বাহির হও; আল্লাহর রহমতের প্রতি চল। তোমার প্রতিপালকের প্রতি চল যিনি ক্রোধান্বিত নহেন"।

সূরা ইব্‌রাহীম-এর আয়াত ঃ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ -এর আলোচনায় হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ الخ। দ্বারা কিয়ামত দিবস উদ্দেশ্য। মুজাহিদও যাহ্‌হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে উল্লেখিত দুই ব্যাখ্যায় কোন বিরোধ নাই। কারণ, যেমন মৃত্যুকালে ফিরিশ্‌তাগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে। অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসেও সাক্ষাৎ ঘটিবে এবং একটি দিনও কাফিরদের জন্য আনন্দদায়ক হইবে না। উভয় দিনেই কাফিররা জানিতে পারিবে যে তাহাদের জীবন ব্যর্থ। তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। অপরপক্ষে মু'মিনগণকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির সুসংবাদ দেওয়া হইবে।

وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا "আর ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে বলেবে, আজ তোমরা সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত"।

الحجر। - শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া, বিরত রাখা। বলা হইয়া থাকে حجر القاضى على فلان। বিচারক অমুককে তাহারা দারিদ্রের কারণে কিংবা বোকামীর কারণে খরচ করিতে কিংবা শিশু হওয়ার কারণে বিরত রাখিয়াছেন। বাইতুল্লাহর খাতীমকেও الحجر। এই কারণে বলা হয় যে, উহাকে বাহিরে রাখিয়া তাওয়াফকারীদের জন্য বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করা নিষিদ্ধ। তাওয়াফ করিতে হইলে তাহাদিগকে ভিতরে রাখিয়া তাওয়াফ করিতে হইবে। عقل কে আরবীতে الحجر। বলা হয়; কারণ বুদ্ধি মানুষকে যাবতীয় অশোভন কাজ হইতে বিরত রাখে। ويقولون এর যমীর-সর্বনামটি 'ফিরিশতাগণ' বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান, যাহ্‌হাক; কাতাদাহ; আতিয়্যাহ, আওফী ও আতা খুরসানী, খাসীফ (র) এবং আরো অনেকেই এই মত পোষণ করিয়াছেন। এবং ইব্‌ন জরীর (র) এই মত পসন্দ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবু ..... সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুত্তাকী ও ম'মিনদের জন্য যেই সুসংবাদ দান করা হইবে কাফিররা উহা হইতে বঞ্চিত হউক। ইব্‌ন জরীর (র) ইবন জুরাইজ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা মুশরিকদের বক্তব্য হইবে। অর্থাৎ যেই দিন তাহারা ফিরিশতাগণকে দেখিবে সেই দিন তাহারা তাহাদের দর্শণ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে এবং রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিবে।

আরবের লোকেরা সাধারণতঃ যখন কোন বিপদে অবতীর্ণ হয় তখন এই রূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু আয়াতের অগ্র পশ্চতে লক্ষ্য করিলে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। বিশেষতঃ এই কারণে যে, অধিকাংশ তাফসীর কারক এইমত গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য ইব্‌ন নাজীহ (র), মুজাহিদ (র) হইতে حِجْرًا مَّحْجُوْرًا। এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, "কাফিররা ফিরিশ্‌তা হইতে রক্ষা কর, রক্ষা কর বলিবে। কিন্তু ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ও

ইবন আবু নাজীহ (র)-এর মাধ্যমে মুজাহিদ (র) হইতে ইহার বিপরিত অর্থও বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ফিরিশ্তাগণ কাফির দিগকে বলিবে, তাহারা বঞ্চিত হউক।

وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ ۔

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব"। অর্থাৎ মানুষ ভালমন্দ যেকোন কাজ করুক না কেন,আল্লাহ তা'আলা উহার হিসাব লইবেন। তখন ঐ সকল মুশরিকদের কর্মকান্ড নিষ্ফল প্রশমিত হইবে। অথচ, তাহারা ধারণা করিত যে তাহারা বড় ভাল কাজই করিতেছ। আর তাহাদের ভাল কাজ ও নিষ্ফল প্রমাণিত হইবার কারণ হইল, উহা শরীয়াত মুতাবিক ছিল না। আর কোন কাজ তাই গুরুত্বপূর্ণই হউক না কেন শরীয়াত সম্মত না হইলে উহা বাতিল ও অসার হইবে।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلَى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا ۔

"আর আমি তাহাদের কৃতকর্মের হিসাব লইব। অতঃপর আমি উহাকে উৎক্ষিপ্ত ধুলারাশির মত করিয়া দিব"। মুজাহিদ (র) বলেন, قدمنا এর অর্থ "আমি তাহাদের আমলের প্রতি ইচ্ছা করিয়াছি"। অনুরূপ সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, আর কেহ কেহ বলেন, قدمنا এর অর্থ "আমি অস্বীকার করিয়াছি"। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আলী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاءً مَّنْثُوْرًا এর অর্থ হইল, "ঘরের ছিদ্র পথে প্রবেশকারী সূর্য রশ্মির মধ্যে দৃশ্য কণাসমূহ"। হযরত আলী (র) হইতে আরো একাধিক সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইবন আব্বাস (র) হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, সাঈদ ইবন জুবাইর, সুদ্দী, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেক হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, তোমাদের ঘরের ছিদ্রপথে প্রবেশকারী সূর্যরশ্মীকে هَبَاءً বলা হয়। উহা ধরিতে গেলে ধরা সম্ভব হয় না। আলী ইব্‌ন তালহা (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاءً مَّنْثُوْرًا এর অর্থ হইল, ঐ পানি যাহা ঢালিয়া ফেলা হইয়াছে। আবুল আহওয়াস ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا-এর অর্থ হইল ধূলিকণা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাহহাক (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) ইহাই বলিয়াছেন। কাতাদাহ বলেন, ইহার অর্থ হইল, বাতাসের সহিত বিক্ষিপ্ত চূর্ণ শুষ্কপাতা। আব্দুল্লাহ্ ইবন ওহব (র) উসইদ ইবন ইয়া'যা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, هَبَاءً অর্থ বিক্ষিপ্ত ছাই। উল্লেখিত সকল কথার সার হইল কাফিররা ধারনা করে যে, তাহাদের কৃতকর্ম তাহাদের জন্য উপকারী হইবে। কিন্তু পরকালে যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হইবে। তখন, উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রমাণিত হইবে। অতএব, তাহাদের সেই সকল কৃতকর্মকে অতিশয় তুচ্ছ বস্তুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। যাহা দ্বারা কোনই উপকার হয় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِيْحُ ـ

“যেই সকল লোক তাহাদের প্রতিপালকের সহিত কুফরী করিয়াছ, তাহাদের আমলসমূহ ঐ ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে ঝঞ্ঝাবায়ূ উড়াইয়া লইয়াছে”। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ১৮) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ...... لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوْا ـ

“হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের আমলসমূহকে খোটাদিয়া ও কষ্ট দিয়া নষ্ট করিও না ..... তাহারা আজ তাহাদের কোন কৃতকর্মের কোন সুফল লাভের ক্ষমতা রাখে না”। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً اِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ـ

“যাহারা কাফির তাহাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত। যাহাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি বলিয়া ধারণা করে। অবশেষে যখন উহার কাছে আসে তখন সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া যায়। কিছুই পায় না”। (সূরা নূর ঃ ৩৯) অত্র আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً “আর বেহেশত্বাসীগণের বাসস্থান সেই দিন উত্তম হইবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগার ও সুন্দর হইবে”। যেমন এরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَيَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ـ

“দোযখবাসীরাও বেহশতবাসীগণ সমপর্যায়ের হইবে না। বেহেশতবাসীগণই হইবে সফলকাম”। (সূরা হাশ্র ঃ ২০) বেহেশতের অধিকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ উচ্চস্তর ও বুলন্দ মনোরম প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অত্যন্ত আরাম ভোগ করিবে।

خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَحَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ـ

“তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে এবং তাহাদের বিশ্রামাগারও আবাসস্থল হইবে বড়ই সুন্দর·ও মনোরম”। (সূরা ফুরকান ঃ ৭৬) অপরপক্ষে দোযখের অধিবাসীরা দোযখের নিম্নস্তর সমূহে অবস্থান করিবে, অনুতাপও অনুশোচনা করিবে ও বিভিন্ন রকম শাস্তির সম্মুখীন হইবে। اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا উহা বিশ্রামাগার ও আরামস্থল হিসাবে বড়ই খারাপ। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلاً

"কিয়ামত দিবসে বেহেশ্তবাসীগণের বাসস্থানও বিশ্রামাগার হইবে সুন্দর ও উত্তম"। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের আমলের বিনিময়ে উত্তম পুরষ্কার লাভ করিবে। অপরপক্ষে দোযখবাসীদের এমন একটি আমলও নাই যাহার দ্বারা তাহারা মুক্তি লাভ করিতে এবং বেহেশতে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবে। যাহ্হাক (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশতবাসীগণের জন্য এমনও একটি সময় হইবে যখন তাহারা বেহেশতের হুর ও পরমাসুন্দরী রমনীদের সহিত জড়িত হইয়া শয়ন করিবে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হিসাব-নিকাশ হইতে দ্বিপ্রহরে অবসর গ্রহণ করিবেন। এবং বেহেশতবাসীরা যখন আরাম করিবে এবং দোযখবাসীরাও তখন দোযখে শায়িত হইবে।

ইকরিমাহ (রা) বলেন, আমি ঐ সময়টি জানি যেখন বেহেশতবাসীগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং দোযখবাসীরা দোযখে প্রবেশ করিবে আর সেই সময়টি দ্বিপ্রহরের সময়। এই সময়েই মানুষ বিশ্রাম করিবার জন্য ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। বেহেশতবাসীগণ এই সময় মাছের কলিজা উদর পুরিয়া খাইবে এবং বেহেশতে আরাম করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাহাদের অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) ...... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, দ্বিপ্রহর হইবা মাত্র বেহেশতবাসীগণ আরামের জন্য শায়িত হইবে এবং দোযখবাসীরাও শয়ন করিবে। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً বেহেশতবাসীগণ সেই দিন উত্তম বাসস্থান ও সুন্দর বিশ্রামাগারে অবস্থান করিবে। আরো পাঠ করিলেন ঃ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ اِلَى الْجَحِيْمِ অতঃপর তাহাদের অর্থাৎ কাফিরদের আবাসস্থল হইবে দোযখ। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে বলেন; বেহেশতবাসীগণ বেহেশতের প্রাসাদসমূহে আরাম করিবেন এবং তাহাদের অতি সহজ হিসাব হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَّيَنْقَلِبُ
اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا ـ

"যাহাকে তাহার দক্ষিণ হস্তে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহার অতি সহজ হিসাব লওয়া হইবে এবং সে আনন্দ উৎফুল্লা চিত্তে তাহার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে"। (সূরা ইন্শিকাক ঃ ৭ – ৯)

কাতাদাহ (র) বলেন সাফয়ান ইব্ন মুহরিজ (র) বলেন, কিয়ামত দিবসে দুই ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, তাহাদের এক ব্যক্তি তো সারা বিশ্বের বাদশাহ ছিল,

তাহার হিসাব লওয়া হইলে দেখা যাইবে সে কোনই ভাল কাজ করে নাই অতএব তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করিবার হুকুম দেওয়া হইবে। আর অপর ব্যক্তি মাত্র একখানি কাপড়েই জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহার হিসাব লওয়া হইলে সে বলিবে, হে পরওয়ারদিগার। আপনি আমাকে কিইবা দিয়াছিলেন যাহার হিসাব লইবেন। তখন আল্লাহ বলিবেন, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে, তাহাকে বেহেশতে দাখিল কর। অতএব তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। তাহাদের উভয়কে কিছুকাল যাবৎ স্বস্ব অবস্থায় দাড়িয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর দোযখীকে ডাকা হইবে তখন সে জ্বলিয়া পুড়িয়া কয়লায় পরিণত হইবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, দোযখকে তুমি কেমন পাইলে। সে বলিবে অত্যন্ত খারাপ স্থান অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি পুনরায় উহাতে প্রবেশ কর। ইহার পর বেহেশতবাসীকে ডাকা হইবে এবং তাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি বেহেশতকে কেমন পাইলে? সে বলিতে, অত্যন্ত উত্তম বিশ্রামাগার। অতঃপর তাহাকে পুনরায় বেহেশতে প্রবেশ করিবার জন্য বলা হইবে। রিওয়ায়েতকয়টি ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) বলেন, ইউনুস (র) ..... সাঈদ আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মু'মিনের জন্য কিয়ামত দিবসকে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের মত সংকুচিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা এই সময়ে বেহেশতের উদ্যানসমূহে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। এমনকি হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা اَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلًا - এর মধ্যে মু'মিনের এই অবস্থার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

٢٥. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا.

٢٦. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا.

٢٧. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا.

٢٨. يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا.

٢٩. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاۤءَنِىْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا .

অনুবাদ ঃ (২৫) সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে। (২৬) সেই দিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হইবে দয়াময়ের এবং কাফিরদিগের জন্য সেই দিন হইবে কঠিন। (২৭) যালিম ব্যক্তি সেই দিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়! আমি যদিন রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম। (২৮) হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম (২৯) আমাকে তো সে বিভ্রান্ত কিরয়াছিল, আমার নিকট উপদেশ পৌছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ভয়ানক অবস্থাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান বিদির্ণ হইবে এবং মেঘমালার আকৃতিতে প্রকান্ড নূরের প্রকাশ ঘটিবে যাহার প্রখরতার কারণে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। আসমান হইতে ফিরিশ্তাগণ অবতীর্ণ হইবেন। এবং হাশরের মাঠে অবস্থিত সকল মাখলূককে তাহারা বেষ্টন করিয়া থাকিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিচারের জন্য আগমন করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার وَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ মধ্যেও এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আম্মার ইব্ন হারিস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কিয়ামত দিবসে সমস্ত মানব দানব, পশুপক্ষী, হিংস্র জীবজন্তু ও সমস্ত মাখলূককে একটি সমতল ভূমিতে একত্রিত করিবেন। অতঃপর প্রথম আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং এত অধিক ফিরিশ্তা অবর্তীণ হইবে যে, যাহাদের সংখ্যা মানব, দানব ও সমস্ত মাখলূক অপেক্ষা অধিক হইবে। তাঁহারা সমস্ত মানব দানবকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা হইতে এত অধিক ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হইবে যে, তাঁহারা প্রথম আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশতা এবং মানব-দানব ও সকল ফিরিশতাগণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অতঃপর তৃতীয় আসমান ফাটিবে এবং উহা হইতে যেই ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে, উহাদের সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশতা ও অন্যান্য সমস্তা মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইবে। তাঁহারা ঐ সকল ফিরিশতা ও সকল মাখ্লূককে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে।

অতঃপর পরবর্তী প্রত্যেক আসমান হইতে অনুরূপ বর্ধিত হারে ফিরিশ্তাগণের অবতরণ ঘটিবে এমনকি সপ্তম আসমান ফাটিবে এবং উহা হইতে এত ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে পূর্ববর্তী আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশ্তাও অন্যান্য সকল মাখলূককে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালার ছায়ায় আগমন করিবে। তাহার চতর্দিকে আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ফিরিশ্তাগণের সমাবেশ ঘটিবে, তাহাদের সংখ্যা সাত আসমান হইতে অবতারিত সকল ফিরিশ্তা এবং সবল মানব-দানব ও সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। তাহাদের সিংহ বর্শার মাথার মত পুরু থাকিবে। তাহারা আরশের নিচে আল্লাহর তাসবীহ্ তাহলীল ও তাঁহার তাক্দীর-পবিত্রতা বর্ণনা করা করিতে থাকিবে। তাঁহাদের পাথের তালু ও পায়ের গিরা পাঁচশ বৎসরের দূরত্ব। হাঁটু হইতে নাভী পর্যন্ত ও অনুরূপ দূরত্ব। নাভী হইতে গলা পর্যন্ত ও অনুরূপ দূরত্ব। গলা হইতে কান পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব এবং উহার উপর হইতে মাথা পর্যন্তও অনুরূপ দূরত্ব হইবে। ইব্ন আবু হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ...... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই আসমান যেখন বিদীর্ণ হইবে তখন এতই ফিরিশতা অবতীর্ণ হইবে, যাঁহার সংখ্যা সমস্ত মানব দানবের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। আর সেই দিনটি হইবে কিয়ামতের দিন, যেখন আসমানের অধিবাসী যমীনের অধিবাসীগণ একত্রিত হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হইবে। এবং এইভাবে তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং প্রত্যেক পরবর্তী আসমানের অধিবাসী অর্থাৎ ফিরিশ্তার সংখ্যা এত বেশী হইবে যে, পূর্ববর্তী আসমানের ফিরিশতা এবং অন্যান্য সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সকল আসমানের ফিরিশতার সংখ্যা এবং অন্যান্য সকল মানব-দানব ও সকল মাখলূকের সংখ্যা অপেক্ষা উহাদের সংখ্যা বেশী হইবে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পর আল্লাহর অতিশয় প্রিয় ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ ঘটিবে। আরশ বহনকারী আটজন ফিরিশ্তাও উপস্থিত হইবেন। প্রত্যেক ফিরিশ্তার পায়ের গীরা ও হাঁটুর মাঝে সত্তর বৎসরের দূরত্ব হইবে। আর হাঁটু ও কাঁধের মাঝের দূরত্বও হইবে সত্তর বৎসরের। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন ফিরিশ্তাই তাঁহার সাথীর মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। প্রত্যেকেই তাঁহার বুকের উপর মাথাবনত করিয়া থাকিবে। এবং "সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস" বলিতে থাকিবে। তাঁহাদের প্রত্যেকের মাথার উপরে এক সম্প্রসারিত বস্তু থাকিবে। দেখিতে মনে হইবে যেন উহা বর্শা। এবং উহার উপরে আরশ

হইবে। ইহা মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং হাদীসটি যায়ির ইবন জাদ'আন একজন দুর্বল রাবী। ইহার বর্ণনায় দুর্বলতা রহিয়াছে এবং ইহা একটি মুনকার রিওয়ায়েত। সিংগা সম্পর্কেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ـ
وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ـ

"সেই দিন এক ঘটনা ঘটিবে। আসমান বিদীর্ণ হইবে এবং উহা সেই দিন বড়ই দুর্বল হইবে। ফিরিশ্‌তা উহার চর্তুপ্রান্তে থাকিবে এবং তাহাদের উপর সেই দিন আটজন ফিরিশ্‌তা আপনার প্রতিপালকের আরশ বহন করিবে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১৫-১৭) শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফিরিশ্‌তা মোট আটজন। তাঁহাদের চারজন এই দু'আ পড়িতে থাকিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ ـ

"হে আল্লাহ আপনার প্রসংসার সহিত আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। সকলের অপরাধ জানা সত্ত্বেও আপনি ধৈর্যধারণ করেন, এইজন্য সকল প্রশংসা কেবল আপনারই প্রাপ্য"। আর অন্য চারজন এই দু'আ পড়িতে থাকিবে ঃ

سَبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعَدَ قُدْرَتِكَ

"হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সহিত আমরা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আপনার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যে আপনি ক্ষমা করিয়াছেন। এই জন্য প্রসংশা কেবল আপনার জন্যই"। ইব্‌ন জাবীর (রা) উক্ত রাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবু বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, যেখন যমীনের অধিবাসীরা আরশকে নিচে অবতীর্ণ হইতে দেখিবে তখন তাহাদের চক্ষুসমূহ ঝলসাইয় যাইবে। তাহাদের কথা বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অন্তর প্রকম্পিত হইবে। ইব্‌ন জবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেখন আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশ ঘটিবে তখন তাঁহারও সকল মাখলূকের মাঝে সত্তর হাজার পর্দা থাকিবে। কিছু পর্দা নূরের এবং কিছু পর্দা থাকিবে অন্ধকারের। তখন অন্ধকার হইতে এমন একটি বিকট শব্দ বাহির যে, উহার কারণে সকলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র)-এর উপর মাওকূফ। সম্ভবতঃ তিনি ইহা তাওরাত ও ইঞ্জিল হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ। সেই দিন যথার্থ বাদশাহী কেবল পরম করুণাময় আল্লাহর জন্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ। আজ বাদশাহী কাহার? কেবলমাত্র পরম প্রতাপশালী এক আল্লাহর। (সূরা

মু'মিন ঃ ১৫) বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা সকল আসমান সমূহকে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে লেপটাইয়া ধরিবেন। অতঃপর তিনি বলিবেন ঃ

اَنَا الْمَلِكَ الدَّيَّانِ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ -

"আমি বিনিময়দানকারী বাদশাহ। যমীনের বাদশাগণ কোথায়? আর প্রতাপশালী অহংকারীরাই বা কোথায়" ?

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا আর কাফিরদের উপর উহা একটি মহা কঠিন দিন হইবে। কারণ সেই দিনে বিচারও ইনসাফ কায়েমের দিন হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ "কাফিরদের উপর দিন বড়ই কঠিন হইবে। মোটেই সহজ হইবে না। অপর পক্ষ্যে মু'মিনদের জন্য দিনটি হইবে সহজ"। (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৯-১০) যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ لَايَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ কিয়ামতের মহা আতংকে মু'মিনগণ আতংকিত হইবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন মূসা (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, কিয়ামত দিবস পঞ্চাশ হাজার বৎসর দীর্ঘ হইবে, ইহা তো অতি বড় দিন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَخَفُّ عَلَيْهِ مِنْ صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ -

"সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, ঐ দিনটি মু'মিনদের প্রতি বড়ই সংক্ষিপ্ত হইবে, এমনকি এক ওয়াক্ত সালাত আদায় করা পরিমাণ সংক্ষিপ্ত হইবে"।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ আর যেই দিন যালিম আফসোস ও অনুতাপের কারণে দাঁত দ্বারা তাহার হাত কাটিবে। যেই সকল যালিমরা রাসূলের পক্ষ পরিহার করিয়া গুমরাহীর পথ ধরিয়া চলিয়াছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অনুতপ্ত হওয়ার সংবাদ দান করিয়াছেন। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তাহাদের সেই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না। আয়াতটি সকল কাফির যালিমের জন্য প্রযোজ্য, চাই ইহা উকবাহ ইব্ন আবু মু'আইত এর সম্পর্কে নাযিল হউক কিংবা অন্য কাহারও সম্পর্কে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ অর্থাৎ সেই দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের মধ্যে উল্টামূখ করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে। দুই আয়াত পর্যন্ত ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা সকল কাফিরদের জাহান্নাম শাস্তি ভোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ, কিয়ামত দিবসে সকল কাফিররাই অনুতপ্ত হইবে এবং এই কথা বলিয়া তাহাদের হাত কামড়াইতে থাকিবে।

يٰلَيْتَنِىْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلُ سَبِيْلاً - يٰوَيْلَتِى لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً -

“হায় দুর্ভাগা যদি আমি রাসূলের পথ ধারণ করিতাম। হায় আফসোস! যদি আমি অমুককে বন্ধু না বানাইতাম”। অর্থাৎ এমন লোককে বন্ধু না বানাইতাম যে আমাকে সরল সঠিক পথ হইতে গুমরাহ করিয়াছে? এই কথা বলিয়া সকল কাফিরই অনুতাপ প্রকাশ করিবে। শুধু উমাইয়া ইব্‌ন খলফ কিংবা তাহার ভ্রাতা উবাই ইব্‌ন খালফ ইহা বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিবে; এমন নহে বরং সকলেই অনুতাপ করিবে।

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِىْ অবশ্যই সেই বন্ধুটিই আমাকে যিকির অর্থাৎ কুরআন হইতে বিপথগামী করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلاِنْسَانِ خَذُوْلاً মূলতঃ শয়তানই মানুষের জন্য লাঞ্ছনাকারী এবং সেই তাহাকে অন্যায়ের প্রতি আহবান করে এবং সত্য হইতে ফিরাইয়া রাখে।

٣٠. وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا .

٣١. وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا .

অনুবাদ ঃ (৩০) রাসূল বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যজ্য মনে করে। (৩১) আল্লাহ্ বলেন, এইভাবেই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছিলাম আমি অপরাধীদিগকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শন ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেহেতু মুশরিকরা কুরআনে প্রতি আকৃষ্ট হয় না; উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করি করিত না এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) কিয়ামত দিবসে বলিবেন ঃ

يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا -

হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মাত কুরআনকে পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَ الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ “কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না বরং তোমরা উহার তিলাওয়াত কালে হট্টগোল করিবে”। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্‌দা ঃ ২৬)

অতএব যখনই তাহাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা হইত, তখন তাহারা এইরূপ হট্টগোল ও চিৎকার করিত যে, তাহারা উহার কিছুই শুনিতে পাইত না। এইভাবে তাহারা কুরআনকে বর্জন করিয়াছে। উহার প্রতি ঈমানও আনো নাই, উহার বিষয়বস্তুসমূহের চিন্তা ভাবনাও করে নাই। আর উহার আদেশ নিষেধ ও পালন করে নাই। বরং তাহারা উহা হইতে বিমুখ হইয়া কবিতা আবৃতি, গানবাদ্য এবং অন্যান্য অনর্থক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছে। এবং কুরআনের জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনায় তিনি যেন আমাদিগকে তাহার অসন্তুষ্টির পথ পরিহার করিতে এবং তাহার মনোনীত পথ চলিতে তাওফীক দান করেন। তাহার কিতাব বুঝিতে এবং সদাসর্বদা ঐ কিতাবের নির্দেশিত কাজ এমনভাবে করিতে তাওফীক দান করেন যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যান। তিনি বড়ই মেহেরবান বড়ই দানশীল।

كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ -

আর এমনিভাবেই প্রত্যেক নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য হইতে শত্রু বানাইয়াছি। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যেমন আপনার কাওমের মধ্যে কিছু লোক সৃষ্টি করিয়াছি যাহারা পবিত্র কুরআনকে বর্জন করিয়াছে ,অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যেও আল্লাহর কিতাবকে বর্জনকারী লোক ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর জন্যই কিছু এমন শত্রু সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা কুফরও গুমরাহীর প্রতি মানুষকে আহবান করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ -

আর এইরূপভাবে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি মানব শয়তান ও জীন শয়তানকে শত্রু বানাইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا অর্থাৎ সেই ব্যক্তি রাসূলের অনুসরণ করিয়াছে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছে উহার হুকুম পালন করিয়া চলিয়াছে, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে দুনিয়ার সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন এবং পরকালে তাহার সাহায্য করিবেন। যেহেতু মুশরিকরা সাধারণ মানুষকে কুরআনের অনুসরণ করিতে বিরত রাখিত যেন তাহারা হেদায়াত গ্রহণ করিতে না পারে এবং যেন তাহাদের প্রচলিত প্রথাই কুরআনী বিধানের উপর প্রাধান্য পায়। এই কারণে আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ, তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করিতে চাহিবেন, কেহই তাহাকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিতে পারিবে না। আর আল্লাহর ঐ সকল নেক বান্দাগণকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।

٣٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً
كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً .
٣٣. وَلاَ يَاْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا .
٣٤. اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰئِكَ شَرٌّ
مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلاً .

অনুবাদ ঃ (৩২) কাফিরগণ বলে, সমগ্র কুরআন তাহার নিকট সম্পূর্ণ একেবারে অবতীর্ণ হইল না কেন? এইভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি তোমার হৃদয়কে উহা দ্বারা মজবুত করিবার জন্য এবং ক্রমেক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি। (৩৩) তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে নাই যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি নাই। (৩৪) যাহাদিগকে মুখে ভর দিয়া এমন অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হইবে উহাদিগেরই স্থান হইবে অতি নিকৃষ্ট এবং উহারাই পথভ্রষ্ট।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের এক অনর্থক প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া উহার উত্তর দিয়াছেন। তাহারা বলে, لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মাতগণের প্রতি তাহাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন- তাওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরকে একবারেই সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, কুরআনকে অনুরূপ অবতীর্ণ করা হইল না কেন ? ইহার উত্তরে আল্লাহ বলেন, এই কুরআনকে দীর্ঘ তেইশ বৎসর যাবৎ পর্যন্ত কিস্তিতে কিস্তিতে অবতীর্ণ করা হইয়াছে যখন যেই হুকুমের প্রয়োজন হইয়াছে এবং যেন যেই ঘটনা ঘটিয়াছে তখন সেই হুকুম নাযিল করা হইয়াছে এবং ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল করা হইয়াছে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ "আর কুরআনকে আমি পৃথক পৃথক করিয়া নাযিল করিয়াছি"। আর পৃথক পৃথক করিয়া অবতীর্ণ করিবার কারণ, উহা এই আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেন لِتُثَبِّتَ بِهٖ فُوَادَكَ যেন এইভাবে আপনার অন্তরকে শক্তিশালী করিয়া দিতে পারি। وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল وَبَيَّنَاهُ تَبَيُّنًا অর্থাৎ আর আমি উহাকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ইবন যায়িদ (র) বলেন, ইহার অর্থ وفسراه تفسيرًا অর্থাৎ আর আমি উহার বিশদ ব্যাখ্যা দান করিয়াছি।

وَلَا يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ـ

আর তাহারা সত্যের সহিত দন্দ্ব সৃষ্টির জন্য যে কোন দলীল অথবা সন্দেহ পেশ করে নাই, কিন্তু আমি সঠিক বাস্তব এবং স্পষ্টভাবে উহার উত্তর দান করিয়া দিয়াছি। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَا يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ এর অর্থ হইল, ঐ সকল কাফিররা কুরআন ও রাসূলের প্রতি দোষারোপের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিবে, জিব্রীল (আ) আল্লাহর পক্ষ হইতে উহার সঠিক উত্তর লইয়া অবতীর্ণ হইবেন। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপেরই প্রমাণ। হযরত জিব্রীল (আ) সকালে, সন্ধ্যায়, দিনে, রাতে, দেশে, বিদেশে, সর্বাস্থায় আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী লইয়া অবতীর্ণ হইতেন এবং প্রতি বারই পবিত্র কুরআনের কোন না অংশ লইয়া আসিতেন। পূর্ববর্তী কিতাবসমুহের ন্যায় পবিত্র কুরআনকে একবারই সম্পূর্ণটা অবতীর্ণ করা হয় নাই। রাসূলূল্লাহ (সা)-এর এই মর্যাদা পূর্ববতী আম্বিয়ায়ে কিরামের মর্যাদা অপেক্ষা বেশী। পবিত্র কুরআন আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশালী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর সর্বাপেক্ষা বড় ও সর্বাপেক্ষা সম্মানিত নবী। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে দুইটি গুণেই গুণান্বিত করিয়াছেন। সর্বপ্রথম লাওহে মাহফূয হইতে প্রথম আকাশে 'বায়তুল ইজ্জত' স্থানে বা এক সাথেই সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে অল্প করিয়া উহা নাযিল করা হইয়াছে। ইমাম নাসাঈ (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনকে শবে কাদ্রে একবারই প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করা হইয়াছে। অতঃপর বিশ বৎসরে উহা ক্রমান্বয়ে নাযিল করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَا يَاْتُوْنَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا তাহারা কুরআন ও রাসূলের বিরুদ্ধে কোন বিস্ময়কর প্রশ্নই উত্থাপন করে নাই, যাহা আমি অহীর মাধ্যমে সঠিক ও সুবোধ্য পন্থায় উহার উত্তর বলিয়া দেই নাই। وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا আর কুরআনকে পৃথকপৃথকভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি যেন আপনি উহা মানুষের কাছে ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে পারেন এবং আমি উহা নাযিলও করিয়াছি ক্রমে ক্রমে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬)

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অশুভ পরিণতি সর্ম্পকে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ـ

যাহাদিগকে মুখমন্ডলের উপর উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে তাহাদের বাসস্থান হইবে অতি নিকৃষ্টরতর এবং মতাদর্শের দিক হইতেও তাহারা অতি গুমরাহ। বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফিরকে তাহার মুখের উপর ভর করিয়া কি ভাবে জাহান্নামে লইয়া হইবে? তিনি বলিলেন, اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يُّمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “যেই মহান শক্তিমান তাহাকে তাহার দুইপায়ে চলাইতে শক্তি রাখেন, তিনি তাহাকে কিয়ামত দিবসে তাহার মুখের উপরও চালাইতে পারিবেন”। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্য পেশ করিয়াছেন।

٣٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ
هٰرُوْنَ وَزِيْرًا .

٣٦. فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا
فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا .

٣٧. وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ
لِلنَّاسِ اٰيَةً وَّاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا .

٣٨. وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۟ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا .

٣٩. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا .

٤٠. وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْۤ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ
يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا .

অনুবাদ ঃ (৩৫) আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে তাহার সাহায্যকারী করিয়াছিলাম, (৩৬) এবং বলিয়াছিলাম, “তোমরা

সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর আমি উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম। (৩৭) এবং নূহের সম্প্রদায় যখন রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নির্দশনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। যালিমদিগের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম আদ, সামূদ ও রাস্‌স বাসী এবং উহাদিগের অর্ন্তবতীকালের বহু সম্প্রদায়েকেও। (৩৯) আমি উহাদিগের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়াছিলাম আর উহাদিগের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম (৪০) উহারা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত উহারা পুনরুত্থানের আশংকা করে না।

তাফসীর ঃ যেই সকল মুশরিক রাসূলুল্লাহ (সা) রিসালাতকে অস্বীকার করিত ও তাঁহার বিরোধিতা করিত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির ধমক দিয়াছেন। অনুরূপ পূরবর্তী জাতির মধ্য হইতে যাহারা তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপরও কঠিন শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আ.)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ.)-কে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফির'আউন তাহাদের উভয়ের নবুওয়াত রিসালতকে অস্বীকার করিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে বিধস্ত করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَدَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا "অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য কাফিরদের জন্য ও অনুরূপ শাস্তি হইবে"। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১০) হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধীদিগকে যেমন ধ্বংস করা হইয়াছিল, হযরত নূহ (আ)-এর কাওমকে ও অনুরূপ অপরাধের কারণে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। যে ব্যক্তি কোন একজন রাসূলকে অস্বীকার করিবে সে যেন সকল রাসূলকে অস্বীকার করিল। কারণ, আল্লাহর রাসূল হিসাবে কাহারও মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। আল্লাহ যদি এই প্রকার লোকের নিকট একই সময় সকল রাসূলকে প্রেরণ করিতেন তবে তাহারা সকলকেই অস্বীকার করিত। আর এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেনঃ وَقَوْمَ نُوْحٍ كَمَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ "হযরত নূহ্ (আ.)-এর কওম যখন সকল রাসূলকে অস্বীকার করিল" অথচ, হযরত নূহ (আ.)-এর কাওমের নিকট কেবল হযরত নূহ (আ)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ আল্লাহর পথের প্রতি আহবান করিয়াছেন। তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, فَمَا آمَنَ

مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلاً কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোক তাঁহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল। আর এই কারণেই তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল। আদম সন্তানের মধ্য হইতে যাহারা হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। وَجَعَلْنَا هُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً "আর তাহাদিগকে আমি নিদর্শন ও উপদেশ গ্রহণের বস্তু বানাইয়া রাখিয়াছি"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ۔

"যখন পানি স্ফীত হইল তখন তোমাদিগকে অর্থাৎ তোমাদের পূর্বপুরুষগণকে নৌকায় আরোহন করাইলাম, যেন আমি উহাকে একটি স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত করিতে পারি এবং সংরক্ষণকারী কান যেন উহাকে সংরক্ষন করিয়া রাখে"। (সূরা হাক্কা ঃ ১১-১২) অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) নৌকাকে আমি ঐ মহাপ্লাবন হইতে রক্ষা পাইবার এবং উহার সাহায্যে দীর্ঘ সফর করিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলাম, যেন তোমরা শলীল সমাধি হইতে আত্মরক্ষার এবং মু'মিনদের সন্তান হইবার সৌভাগ্য লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَعَادًا وَثَمُوْدَاْ وَاَصْحَابَ الرَّسِّ সূরা আ'রাফ ও অন্যান্য আরো কয়েকটি সূরার মধ্যে আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরালোচনার প্রয়োজন নাই। তবে 'আসহাবুর রাস্‌স' সম্পর্কে ইবন জুরাইজ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে তাহারা হইল 'সামূদ' জাতির আবাস ভুমিতে বসবাসকারী একটি গোত্র। ইব্‌ন জুরাইজ (র) আরো বলেন, ইকরিমাহ বলেন-'আসহাবে রাস্‌স' হইল 'ফলজ' বাসী এবং তাহারাই "আসহাবে ইয়াসীন"। কাতাদাহ (র) বলেন, ফলজ হইল ইয়ামামাহ এর এক জনপদের নাম। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাস্‌স হইল, "আজারবায়জান" এর একটি কুপের নাম। অতএব আসহাবে রাস্‌স হইল ঐকূপের পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী অধিবাসী। সাওরী (র) আবু বাকর (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসস্‌ কুপ উহার পার্শ্বে বসবাসকারী লোকদিগকে আসহাবে রাস্‌স এই কারণে বলা হইত, যে তাহারা ঐ কূপে তাহাদের নবীকে দাফন করিয়াছিল।

ইব্‌ন ইসহাক (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম একজন কালো গোলামকে বেহেশতে দাখেল করিবেন। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এক জনপদে একজন নবী প্রেরণ করিলে, তাহাদের কেহই সেই নবীর প্রতি ঈমান আনে নাই। ঈমান

আনিয়াছিল কেবল সেই কালো গোলামটি। ঐ জনপদের লোকজন একটি কূপ খনন করিয়া তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবীকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দিল এবং উহার উপর একটি প্রকান্ড পাথর চাপিয়া রাখিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ঐ কালো গোলমটি জংগল হইতে লাকড়ী কাটিয়া পিঠের উপর বহন করিয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিত এবং এইভাবে উপার্জিত অর্থ দ্বারা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিত। অতঃপর সে ঐ খাদদ্রব্য লইয়া ঐ কুপের নিকট আসিয়া কুপের উপরের পাথরটি সরাইত। পাথরটি সরাইবার ব্যাপারে আল্লাহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। কারণ কোন এক ব্যক্তির পক্ষে উহার সরানো সম্ভব ছিল না। অতঃপর লোকটি একটি রশির সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ঐ নবীর নিকট পৌছাইয়া দিত এবং তিনি উহা আহার করিতেন। এইভাবে দীর্ঘকাল অতীত হইল। একবার অভ্যাসমত লোকটি লাকড়ী কাটিল এবং উহা বাঁধিল। কিন্তু লোকটি যখন লাকড়ীর বোঝা লইয়া উঠিতে ইচ্ছা করিল তখন হঠাৎ সে নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িল এবং শুইয়া পড়িল। আল্লাহ তাঁহাকে সাত বৎসর পর্যন্ত নিদ্রিত রাখিলেন।

সাত বৎসর পর একবার লোকটি নড়াচড়া দিয়া উঠিল এবং পার্শ্ব ফিরিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরো সাত বৎসর পর্যন্ত ঘুমন্ত রাখিলেন। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া সে তাহার লাকড়ীর বোঝা উঠাইয়া বাজারে চলিল। সে ধারণা করিয়াছিল যে, সে তো অল্পক্ষণই ঘুমাইয়াছে। কিন্তু বাজারে গিয়া লাকড়ী বিক্রয় করিবার পর খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া যখন ঐ কুপের নিকট আসিল, তখন আর সে কুপটি খুঁজিয়া পাইল না। এদিকে ঐ জনবসতীর অধিবাসীদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে কুপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া তাঁহার অনুগত হইয়াছিল। উক্ত নবী সেই কালো গোলামটি সম্পর্কে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না। ইহার পর ঐ নবীর ইন্তিকাল হইল। এবং ইহার পর ঐ লোকটি তাঁহার দীর্ঘ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা)) বলেন, ঐ কালো গোলামই কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। ইব্ন জবীর (র) ইব্ন হুমাইদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রিওয়াতেটি গরীব ও মুনকার এবং মুদরাজ হইবার সম্ভবনা আছে।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, ঘটনায় সেই সকল লোকের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা কুরআনে বর্ণিত, "আসহাবে রসস্" হইতে পারে না। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ, ঘটনায় বর্ণিত লোকজন তো তাহাদের নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তবে এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না যে তাহাদের বৃদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার পর তাহাদের তরুণরা ঈমান আনিয়াছিল।

ইব্‌ন জরীর (র) বলে আসহাবে রাসস্‌ দ্বারা ঐ আসহাবে উখদুদই উদ্দেশ্য যাহাদের উল্লেখ করা হইল, উহাদের মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে।

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا “সেই সকলে জাতির উল্লেখ করা হইল উহাদের মধ্যবর্তী আরো অনেক সম্প্রদায় ও জাতি আছে যাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে”।

وَكَلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ـ

আর আমি তাহাদের সকলের জন্য প্রমাণও স্পষ্ট দলীল বর্ণনা করিয়াছি এবং সকলকে ওজর আপত্তি দূরীভূত করিয়াছি। وَكَلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا আর সকলকে আমি ধ্বংস করিয়াছি। যেমন – অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ আর নূহ (আ.)-এর পরে আমি যে কত জাতি ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছি। (সূরা ইস্‌রা ঃ ১৭)

القرن। অর্থ মানুষের দল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ “অতঃপর আমি তাহাদের পরে আরো অনেক উম্মাতকে সৃষ্টি করিয়াছি”। (সূরা মু'মিনুন ঃ ৪২) এক “কারণ” এর সময়কাল কি, এই সম্বন্ধে কেহ বলেন, একশত বিশ বৎসর। কেহ বলেন, একশত বৎসর। কেহ বলেন আশি বৎসর, আবার কেহ বলেন, চল্লিশ বৎসর। ইহা ব্যতিত আরোও মত রহিয়াছে। কিন্তু অধিক নির্ভরযোগ্য মত হইল, এক ‘কারণ’-এর অর্থ হইল, একই যুগে বসবাসকারী লোকজন। এক যুগে বসবাসকারী লোকজন যখন সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে তখন দ্বিতীয় “কারণ” আরম্ভ হইবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ـ

“সর্বাপেক্ষা উত্তম কারণ ও লোকজন হইল আমার সময়ে বসাবাসকারী লোকজন অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন, অতঃপর উহার পরবর্তী যুগে বসবাসকারী লোকজন”।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِىْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ـ

“আর তাহারা সেই জনপদের উপর দিয়া অতিক্রম করিয়াছে যাহাদের উপর শোচনীয়ভাবে পাথর বর্ষণ করা হইয়াছে”। অর্থাৎ লূত (আ)-এর কাওমের আবাসভূমি সাদূমের উপর দিয়া তাহারা চলাচল করিয়াছে, যাহাদিগকে পাথর বর্ষণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ আর আমি তাহাদের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি বর্ষিত বৃষ্টি ছিল বড়ই খারাপ। (সূরা শু'আরা ঃ ১৭৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ

“আর তোমরা তাহাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতীর উপর দিয়া কিংবা রাত্রে অতিক্রম করিয়া থাক। তবে কি তোমরা বুঝিবে না”? (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১৩৭) “وَاِنَّهَا لَسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ” ঐ সকল বসতী তো তোমাদের যাতায়াত পথেই অবস্থিত। اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا তাহারা সেই সকল বসতীর ধ্বংসলীলা অবলোকন করে না? যদি তাহারা যথাযথভাবে ঐ সকল বিধ্বস্ত আবাসভূমির প্রতি লক্ষ্য করিত, যাহার অধিবাসীদিগকে রাসূলের বিরোধিতার কারণে ধ্বংস করা হইয়াছে তবে তাহারাও উপদেশ গ্রহণ করিত। بَلْ كَانُوْا لاَ يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا এবং তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। কারণ, তাহারা কিয়ামতকে সম্ভব বলিয়াই মনে করে না।

٤١. وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً ـ

٤٢. اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلاَ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ـ

٤٣. اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً ـ

٤٤. اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ـ

অনুবাদ ঃ (৪১) উহারা যখনই তোমাকে দেখে তখন উহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে এই কি সে, যাহাকে আল্লাহ্ রসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন। (৪২) সে তো আমাদিগকে আমাদিগের দেবতাগণ হইতে দূরে সরাইয়া দিত যদি না আমরা তাহাদিগের অনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিতাম। যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা জানিবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। (৪৩) আপনি কি দেখেনা তাহাকে যে তাহার কামনা বাসনাকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করে?

তবুও কি আপনি তাহার কর্মবিধায়ক হইবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করবেন যে, উহাদিগের অধিকাংশ শুনে ও বুঝে ? উহারা তো পশুরই মতো বরং উহারা আরও অধম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা যখনই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখিতে পায় তখনই তাহারা দোষচর্চা করিয়া বিদ্রূপ করিতে শুরু করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاٰكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا "কাফিররা যখনই আপনাকে দেখিতে পায় তখনই তাহারা আপনাকে লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে"।

আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِىْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً -

আর যখনই তাহারা আপনাকে দেখিতে পায় তখনই তাহারা আপনাকে তুচ্ছ মনে করিয়া বিদ্রূপ করিতে শুরু করে। তাহারা বলে, এই লোকটিকেই কি আল্লাহ রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? পূর্ববর্তী রাসূলগণের সহিত সেই যুগের কাফিররাও অনুরূপ ব্যবহার করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَقَدِ اسْتُهْزِءَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ হে নবী! আপনার পূর্বে রাসূলগণের সহিতও বিদ্রূপ করা হইয়াছিল। (সূরা রাদ ঃ ৩২)

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا -

কাফিররা বলে, যদি আমরা আমাদের উপাস্যদের উপাসনার উপর মযবুত ও প্রতিষ্ঠিত না থাকিতাম তবে এই লোকটি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) তো আমাদিগকে আমাদের উপাস্যও দেবতাদের উপাস্য হইতে প্রায় বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলেন ঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً -

"আর তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে বিভ্রান্ত ছিল! যখন তাহারা তাহাদের প্রতি শাস্তি অবতীর্ণ হইতে দেখিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সতর্ক করিয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহার ভাগ্যে গুমরাহী নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাকে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেহই হেদায়াত দান করিতে পারে না"।

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ -

আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে তাহার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানাইয়াছে। অর্থাৎ তাহার প্রবৃত্তি যাহাকে ভাল ও সুন্দর মনে করে উহাকে সে ধারণ করে এবং উহাকে স্বীয় ধর্ম বানাইয়া লয়। যেমন অন্যত্র ইরশদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ الخ -

"তবে কি এইরূপ ব্যক্তি যাহারা মন্দ কাজকে তাহার জন্য সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে? অতঃপর সে উহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিতেছে। আর সেই ব্যক্তি যে মন্দ

কাজকে মন্দই মনে করিতেছে কখনও কি সমান হইতে পারে? বস্তুতঃ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। ইহা অন্য কাহার ক্ষমতাধীন নহে"। (সূরা ফাতির ঃ ৮)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا আপনি কি এই ধরনের লোকের উপর কার্যনির্বাহী হইতে পারেন? অর্থাৎ ইহা আপনার পক্ষে সম্ভব নহে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেলী যুগে এমনও হইত যে, এক ব্যক্তি প্রথম সাদা পাথর পূজা করিত। কিছু দিন পর অন্য এক পাথর আরো উত্তম দেখিতে পাইয়া প্রথম পাথর ত্যাগ করিত এবং দ্বিতীয়টিকে পুজা করিত।

اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ ـ

অথবা আপনি কি ধারণা করেন যে তাহাদের অধিকাংশ শ্রবণ করে কিংবা বুঝিতে পারে অর্থাৎ ঐ সকল কাফির চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট। কারণ, চতুষ্পদ জন্তুকে যেই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহারা উহা পালন করে। কিন্তু ঐ সকল কাফিররা হইল মানুষ, আর মানুষকে কেবল আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে। দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করা হইয়াছে। ইতা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য দেবদেবীর উপাসনা করে। এই কারনেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا কাফিররা ও পশুরই মত, বরং তাহারা আরও অধম।

٤٥. اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا .

٤٦. ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا .

٤٧. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا .

অনুবাদ ঃ (৪৫) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না ? কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন। অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি ইহাকে আমার দিকে ধীরেধীরে গুটাইয়া আনি। (৪৭) এবং তিনিই তোমাদিগের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণ স্বরূপ, বিশ্রামের জন্য তোমাদিগের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁহার অস্তিত্ব ও পূর্ণ কুদ্‌রতের উপর প্রমাণ উল্লেখ করিতেছেন। তিনি পরস্পর বিরোধী ও বিভিন্ন গুণাগুণ বিশিষ্ট বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ক্ষমতার দলীল পেশ করিতেছেন, করিবার ক্ষমতা রাখেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ হে নবী! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের ঐ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই যে তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্তৃত করিয়াছেন? হযরত ইব্‌ন আব্বাস, (রা) ইব্‌ন উমর (রা) আবুল আলিয়াহ্, আবু মালিক, মাসরূক, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, নাখঈ, যাহ্হাক, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, সেই সময়ে আল্লাহ ছায়াকে বিস্তৃত করেন উহা হইল, ফজর উদয় হওয়ার পর হইতে সূর্যোদয় হওয়ার মধ্যবর্তী সময়।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে তিনি উহাকে স্থির করিয়া দিতেন। কোন পরিবর্তন করিতেন না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا -

"হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, আচ্ছা বল তো দেখি, যদি আল্লাহ্ তা'আলা রাতকে চিরকালের জন্য রাখিয়া দিতেন তবে কি কেহ দিন আনিতে সক্ষম হইত। কিংবা যদি তিনি চিরকালের জন্য দিন অবশিষ্ট রাখিতেন তবে কে রাত আনিতে পারিত"। (সূরা কাসাস ঃ ৭১)

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً -

অতঃপর আমি সূর্যকে উহার উপর নিদর্শন করিয়াছি। অর্থাৎ যদি সূর্য উদয় না হইত, তবে দিন যে কি, উহা জানাই যাইত না। কারণ, কোন বিপরীত বস্তুকে উহার বিপরীত বস্তু দ্বারাই জানা সম্ভব। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, আমি সূর্যকে ছায়ার জন্য দলীল বানাইয়াছি যে ছায়া তাহার অনুসরণ করে থাকে। সূর্য থাকিলে ছায়া হইবে। সূর্য ডুবিয়া গেলে ছায়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا -

অতঃপর ঐ ছায়াকে আমি ধীরেধীরে সংকুচিত করি। কেহ কেহ বলেন, সূর্যকে ধীরেধীরে আমি সংকুচিত করি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, يَسِيْرًا অর্থ سَرِيْعًا অর্থাৎ দ্রুত। মুজাহিদ (র) বলেন يَسِيْرٌ অর্থাৎ নিঃশব্দে। সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, অতঃপর ঐ ছায়াকে আমি নীরবে নিঃশব্দে এত সংকুচিত করি যে, ছাদের কিংবা গাছের নিচে ব্যতিত যমীনের অন্য কোথায়ও ঐ ছায়া অবশিষ্ট থাকে না। অথচ ছাদ ও গাছের উপর সূর্যের কিরণ বিদ্যমান থাকে। আইয়ুব ইব্‌ন মূসা (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেন, আমি অল্পঅল্প করিয়া ছায়াকে সংকুচিত করি।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا -

তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাত্রকে আবরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ রাত্রের মাধ্যমে তিনি যাবতীয় বস্তুকে আবৃত করিয়া রাখেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ

হইয়াছে ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى রাত্রে শপথ, যখন তিনি উহাকে আবৃত করে। وَالنَّوْمُ سُبَاتًا আর যিনি নিদ্রাকে তোমাদের জন্য আরামদায়ক করিয়াছেন। দিনের চলাচলের দরুন মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু রাত্রের আগমনের পর যখন চলাচল বন্ধ হইয়া যায় এবং নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে, তখন শরীর ও আত্মা উভয়ই প্রশান্তি লাভ করে।

وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا ۔

আর সেই মহান সত্তা দিনকে সজীবতা দানকারী বানাইয়াছেন। অর্থাৎ দিনের বেলা মানুষ তাহাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য সচল হয়, যেন দিনের কারণে তাহাদের প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ رَحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ۔

আর আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের জন্য দিবা রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা রাত্রে প্রশান্তি লাভ করিতে পার এবং দিনে তাহার অনুগ্রহ– রিযিক অন্বেষণ করিতে পার। (সূরা কাসাস ঃ ৭৩)

٤٨. وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا ۔

٤٩. لِّنُحْىِۦَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا ۔

٥٠. وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ۔

অনুবাদ ঃ (৪৮) তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদ বাণীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ণণ করি। (৪৯) যদ্দারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তুও মানুষকে উহা পান করাই। (৫০) এবং আমি ইহা উহাদিগের মধ্যে বিতরণ করি যাহাতে উহারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহা ক্ষমতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পূর্বে বৃষ্টির সুসংবাদ বহনকারী বায়ূমন্ডল

প্রবাহিত করেন। বায়ূ কয়েক প্রকারে বিভক্ত। এ প্রকার বায়ূ মেঘমালাকে বিস্তৃত করে। এক প্রকার বায়ূ মেঘমালাকে বহন করে। আর এক প্রকার বায়ূ এমনও আছে যাহা মেঘমালাকে হাঁকাইয়া লইয়া যায়। ইহা ছাড়া এক প্রকার এমনও আছে যাহা বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে উহার সুসংবাদ বহন করে। এক প্রকার এমনও আছে পূর্বেই যমীনকে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করে। আর এক প্রকার হইল যাহা মেঘমালাকে পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا

আর আকাশ হইতে আমি বিশুদ্ধ পানি অবতীর্ণ করি। طهور শব্দের অর্থ, যাহা দ্বারা তাহারতও পবিত্রতা লাভ করা যায়। যেমন ঃ سُحُوْرٌ অর্থ যাহা দ্বারা সেহরী করা যায়। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, طَهُوْرٌ শ্বদটি فَعُوْلٌ ছন্দে মুবালাগার জন্য অথবা فاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার উপর কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত যাহার আলোচনা এখানে সংগত নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা.) বলেন, আমার পিতা ..... সাবিত বুনানী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বৃষ্টির দিনে আবুল আলীয়া (র)-এর সহিত বাহির হইলাম। 'বাস্‌রা' এর পথ তখন বৃষ্টির কারণে কদমাক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঐ পথেই সালাত আদায় করিলেন। আমি তাহাকে এই দিকে লক্ষ্য করিতে বলিলে, তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً طَهُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে পবিত্র পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা পথকেও পবিত্র করিয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করিয়াছেন উহাকে অন্য কিছুই অপবিত্র করিতে পারে না। হযরত সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি বুয'আহ নাম পুকুর হইতে অযূ করিতে পারি। অথচ উহা এমন একটি কূপ যাহাতে জাহেলী যুগে মলমূত্র ও কুকুরের মাংস নিক্ষেপ করা হইত? তখন তিনি বলিলেন ঃ ان الماء طهور لاَ ينجسه شئ "পানি পাক পবিত্র কোন বস্তু উহাকে অপবিত্র করে না"। হাদীসটি ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) উহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ইমাম আবু দাউদ এবং তিরমিযী (র) ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী 'হাসান' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং নাসাঈও বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবুল আশ'আম খালিদ ইবন ইযায়ীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আব্দুল মালিক ইব্ন মারওয়ান-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। ঐ মজলিসে তখন পানির আলোচনা উঠিল।

খালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলিলেন; কোন কোন পানি তো আসমান হইতে বর্ষিত হয়। আবার কোন কোন পানি সমুদ্রের পানি হইতে মেঘমালার আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর ঐ মেঘমালা বিদ্যুৎ চমকাইয়া ও গর্জন করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে। সমুদ্র হইতে মেঘমালার রূপ ধারণ করিয়া যেই বৃষ্টি বর্ণিত হয় উহার দ্বারা কোন ফসল ও গাছপালা উৎপন্ন হয় না। আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারাই গাছপালা উৎপন্ন হয়। ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত, আসমান হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা যমীনে গাছপালা উৎপন্ন হয় এবং সমুদ্রে বর্ষিত হইয়া উহা মুক্তায় পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, আসমানের যেই পানি স্থলে বর্ষিত হয় উহা গম উৎপন্ন করে এবং যাহা সমুদ্রে বর্ষিত হয় উহা মুক্ত উৎপন্ন করে।

لِنُحْىِ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا অর্থাৎ আসমান হইতে এই জন্য বৃষ্টি বর্ষন করা হয় যে মৃত শহর অর্থাৎ যেই শহরে দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টির কারণে গাছপালা তরুলতা শূন্য হইয়াছে, সম্পূর্ণরূপে উহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে, বৃষ্টি বর্ষন করিয়া আমি উহাকে সজীব করিয়া তুলি। অর্থাৎ সৌন্দর্য ও শ্রীহীন শহরে পুনরায় গাছপালা ও নানা প্রকারও নানা রং এর ফলফুল উৎপন্ন হইয়া সৌন্দর্যময় হইয়া পুনরায় সজীব হইয়া উঠে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ "যখন মৃত শহরে বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন উহা সজীবএবং উহাতে গাছপালা উৎপন্ন হয়"। (সূরা হা-মীম আস্-সাজ্‌দা ঃ ৩৯)

وَنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا আর আমি উহা দ্বারা আমার সৃষ্টির মধ্যে চতুষ্পদ জন্তুকে এবং মানুষকে পান করাই।

কেননা তাহাদের পিপাসার জন্য ও কৃষি কাজের জন্য অত্যত্য প্রয়োজনীয়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا "তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি মানুষের নৈরাশ্যের পরে বৃষ্টি বর্ষন করেন"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ـ

"হে নবী! আপনি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টির প্রতিক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, কিভাবে উহা মৃত যমীনকে জীবিত করে"। (সূরা রূম ঃ ৫০)

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا ـ

আর আমি বৃষ্টির সেই পানি তাহাদের মধ্যে বিতরণ করি অর্থাৎ দেশের কোন এলাকার বর্ষন করি আর কোন স্থানে বর্ষন করি না। মেঘমালা কোন এলাকায় বর্ষন না করিয়াই উহা অতিক্রম করিয়া অন্য স্থানে বর্ষন করে। অথচ, উহার অপর প্রান্তে এক ফোটা পানিও বর্ষন করে না। এই ভাবে বৃষ্টি বর্ষন করায় আল্লাহর বিরাট রহস্য রহিয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাসও (রা) বলেন, এমন হয় না যে, এক বৎসর অধিক বৃষ্টি হয় এবং অন্য বৎসর কম বৃষ্টি হয়। প্রত্যেক বৎসরই সমান বৃষ্টিপাত ঘটে। বস্তুত যাহা

সংঘটিত হয় উহা হইল আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর কোন অঞ্চলে অধিক বর্ষন করেন আবার কোন অঞ্চলে বৃষ্টি শূন্য রাখিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوْا فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ـ

আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির পানিকে বিতরণ করেন এই কারণে মানুষ যেন ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে যে, যেই মহা শক্তিমান পানি দ্বারা মৃত জনপদকে সজীব করিতে পারেন, তিনি মৃত মানুষও তাহাদের পঁচা হাড়গুলো জীবিত করিতে সক্ষম। আর এই উপদেশ যেন গ্রহণ করে যেসব যেই অঞ্চলে আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষন করেন নাই উহা কেবল তাহাদের গুনাহের পরিণতি। অতএব ঐ অঞ্চলের জনগণ যেন গুনাহ হইতে তাওবা করে। একবার উকবাহর আযাদকৃত গোলাম উমর (র) বলেন, একবার নবী করীম (সা) হযরত জিব্রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মেঘমালার বিষয়টি আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। উহা যে কোথাও বর্ষন করে আবার কোথাও বর্ষন করে না, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! যে মেঘমালার কাজে নিয়োজিত ফিরিশতা রহিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন। রাসূলুলল্লাহ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, আমার নিকট সিলকৃত নির্দেশ আদেশ অমুক অমুক স্থানে বর্ষন কর। আমরা কেবল সেই হুকুমই পালন করিয়া থাকি। রিওয়াতেটি ইব্ন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মুরসাল।

ইকরিমাহ (র) বলেন ঃ فَاَبٰى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلاَّ كُفُوْرًا ঐ সকল লোক সম্পর্কে বলা হইয়াছে যাহারা বলে অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একবার বৃষ্টির পরে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার সাহাবা কিরামকে বলিলেন, তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ বলিয়াছেন, আমার বান্দা হইতে কিছু লোক মু'মিন অবস্থায় ভোর করিয়াছে আর কিছু লোক কাফির অবস্থায়। যাহার বলে আল্লাহর অনুগ্রহে বৃষ্টি হইয়াছে তাঁহারা মু'মিন এবং নক্ষত্রের ক্ষমতাকে অস্বীকারকারী। আর অপর পক্ষে যাহার বলেন; অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে তাহারা নক্ষত্রের ক্ষমতার প্রতি তো বিশ্বাস রাখে এবং আমার ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

٥١. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا .

٥٢. فَلاَ تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا .

٥٣. وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا .

٥٤. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا .

অনুবাদ ঃ (৫১) আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম। (৫২) সুতরাং তুমি কাফিরদিগের অনুগত্য করিও না। এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে উহাদিগের সহিত প্রবল সংগ্রাম চালাইয়া দাও। (৫৩) তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন। একটি মিষ্টি, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (৫৪) এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا আমি ইচ্ছা করিলে প্রতি জনপদে এক একজন নবী প্রেরণ করিতাম। কিন্তু হে মুহাম্মদ! কেবল আপনাকেই সারা বিশ্ববাসীর জন্য নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি এবং এই কুরআন প্রচারের কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই পবিত্র কুরআন দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট কুরআনের বাণী পৌঁছায় তাহাদের সকলকেই সতর্ক করিতে পারি।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ـ

"আর বিভিন্ন গোত্রসমূহ হইতে যেই ব্যক্তিই ইহার সহিত কুফর করিবে সে হইবে দোযখবাসী"। (সূরা হূদ ঃ ১৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا

"যেন মক্কাবাসী ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের জনপদকে আপনি সতর্ক করিতে পারেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ـ

"হে নবী! আপনি বলুন, হে লোক সকল। আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি"। (সূরা আরাফ ঃ ১৫৮)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدَ আমি, লাল কালো নির্বিশেষে সকলের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত, كان النبى يبعث إلى قَومه خاصة ولعبثت إلَى النَّاس عامة পূর্বে কোন নবী বিশেষ এক কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু আমি সকল কাওমের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ হে নবী! আপনি কাফিরদের অনুসরণ করিবেন না এবং তাহাদের সহিত কুরআন দ্বারা জিহাদ করুন।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ -

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে মিলাইয়া দিয়াছেন, একটি পানি সুমিষ্ট এবং অপরটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত। অর্থাৎ তিনি দুই প্রকার পানি সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্দিকে নদী-নালা ও পুকুর পানিকে তিনি সুমিষ্ট করিয়াছেন। ইহাকে আয়াতে মিষ্ট পানির সমুদ্র বলা হইয়াছে। ইবন জরীর ও ইব্ন জুরাইজ (র) এই তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই তাফসীরে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বস্তুতঃ মিষ্ট পানির অন্য কোন সমুদ্র নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা তো বাস্তব ঘটনারই সংবাদ দান করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার দানকৃত নিয়ামত সমূহের শোকর করিবার জন্য সতর্ক করিয়াছেন। অতএব মিষ্ট পানির সমুদ্র দ্বারা ঐ সকল নদী নালার প্রবাহিত পানি বুঝান হইয়াছে। যাহা পৃথিবীর প্রত্যেক এলাকায় মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন।

هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ অর্থাৎ একটির পানি এমন লবণাক্ত ও তিক্ত যে উহা কোন অবস্থায় পান করা সম্ভব নহে। যেমন প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের প্রসিদ্ধ মহাসাগরগুলো এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও উহাদের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য সাগর। যেমন- লোহিত সাগর, ইয়ামান সাগর, বাস্‌রা সাগর, পারস্য সাগর, চীন সাগর, ভারত মহাসাগর। এই প্রকার আরো বহু সাগর আছে যাহাদের পানি থাকে স্থির। কিন্ত শীতকালে ও তীব্র ঝড়ের সময়ে ইহাদের মধ্যে মারাত্মক ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। কোন কোন সাগরে জোয়ার ভাটা শুরু হয়। প্রতি চন্দ্র মাসের শুরুতে জোয়ার হয়, চন্দ্র যখন ছোট হইতে শুরু করে তখন হইতে ভাটা শুরু হয়। নতুন চাঁদ উদয় হইবার সাথে সাথেই পুনরায় জোয়ার হয় এবং পানি বৃদ্ধি পায় এই ভাবে চাঁদের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু যেই সকল সমুদ্র স্থির থাকে উহাদের পানি লবণাক্ত ও তিক্ত। ফলে বায়ূ দুষিত হয় না এবং ঐ সকল সমুদ্রে যেই অসংখ্য জীবজন্তু মৃত্যুবরণ করে। উহার কারণে ও পৃথিবীতে দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে না। আর সমুদ্রে পানি লবণাক্ত হইবার কারণেই হাওয়াও বিশুদ্ধ থাকে। একদা রাসূলূল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা অযূ করিতে পারি? তিনি বলিলেন ঃ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءَهُ الحلُّ مَيْتَتُهُ উহার পানি পাক ও বিশুদ্ধকারী এবং উহার মৃত জীব ও হালাল। হাদীসটি মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও সুনান গ্রন্থ সমূহের গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا আর তিনি উহাদের মাঝে অর্থাৎ লবণাক্ত ও সুমিষ্ট সাগর ও নদী যাত্রার মাঝে আবরন ও মযবুত অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন একটির পানি অপরটির সহিত মিশ্রিত না হইতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

"আল্লাহ তা'আলা দুইটি সম্মিলিত সাগরকে প্রবাহিত করিয়াছেন উহাদের মাঝে রহিয়াছে একটি প্রতিবন্ধক, যেন উহারা পরস্পরে তাহাদের স্বীয় সীমা অতিক্রম না করে। অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে"? (সূরা রাহমান ঃ ১৯-২০)।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ

"না কি, সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে আবাসস্থল করিয়াছেন এবং উহার মাঝে নদী নালা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার উপর পাহাড় ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আর দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছেন। বলতো দেখি আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? বরং তাহাদের অধিকাংশই হইল মূর্খ"। (সূরা নামল ঃ ৬১)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا ـ

তিনি সেই মহান সত্তা যিনি পানি অর্থাৎ দুর্বল ও নিকৃষ্ট বীর্য দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহাকে ইচ্ছা পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাকে ইচ্ছা নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا অতঃপর তাহাকে প্রথমতঃ বংশগতভাবে সম্বন্ধিত করিয়াছেন। কিছু কাল পরে যখন সে বিবাহ করে তখন বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা আত্মীয়-স্বজন করিয়া দেন। যেমন- শ্বশুর-শাশূড়ী ইত্যাদি।

٥٥. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ،
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا .

٥٦. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا .

٥٧. قُلْ مَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اَنْ يَّتَّخِذَ
اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۔

٥٨. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَكَفٰى
بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا ۚ ۔

٥٩. الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۔

٦٠. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ
اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ۔

অনুবাদ ঃ (৫৫) উহারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করে যাহা উহাদিগকে উপকার করিতে পারে না, অপকারও করিতে পারে না। কাফির তো স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী। (৫৬) আমি তো আপনাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করিয়াছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, তবে যে ইচ্ছা করে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক। (৫৮) তুমি নির্ভর কর তাঁহার উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁহার মৃত্যু নাই এবং তাঁহার প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁহার বান্দাদিগের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত (৫৯) তিনি আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিবসে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই রাহমান, তাঁহার সম্পর্কে যে অবগত আছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। (৬০) যখন উহাদিগকে বলা হয়, সিজ্‌দাবনত হও রাহ্‌মান -এর প্রতি, তখন উহারা বলে, 'রাহ্‌মান' আবার কে? তুমি কাহাকেও সিজ্‌দা করিতে বলিলেই কি আমরা তাহাকে সিজ্‌দা করিব? ইহাতে উহাদিগের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

তাফসীর ঃ উপরোল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, তাহারা কেবল তাহাদের মতানুসারে এমন সকল প্রতিমা পূজা করে যাহারা তাহাদের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে আর না তাহাদের কোন ক্ষতি

করিতে পারে। আর ঐ সকল প্রতীমার জন্যই আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুসলমানদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে। আর তাহাদের প্রতিমার জন্যই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়। وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيْرًا আর কাফির তো আল্লাহর বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহর রাহে জিহাদকারী সৈনিকগণই বিজয়ী হয়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يَنْصُرُوْنَ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ -

"আর তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া অন্যকে উপাস্য গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আশা যে, তাহারা সাহায্য পাইবে। অথচ, ঐ সকল উপাস্য তাহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৪) অথচ অনর্থক ঐ সকল মুর্খরা তাহাদের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। পার্থিব ও পারলৌকিক শুভ পরিণতি ও সাহায্য কেবল আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্য।

মুজাহিদ (র) আলোচ্য আয়াতে অর্থ করিয়াছেন, "কাফির আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে শয়তানের সাহায্যকারী। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন, কাফির, শিরক ও আল্লাহ দ্রোহীতার কারণে শয়তানের সাহায্যকারী। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, কাফির শয়তানের বন্ধু।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি আপনাকে কেবল মু'মিনদের জন্য সুসংবাদ দানকারী ও কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করিবে তাহার জন্য বেহেশতের সুসংবাদদাতা। আর আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন আমি তো এই কাজের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান প্রার্থনা করিতেছি না। আমি তো কেবল আলাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতেছি। অতএব তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যাহার ইচ্ছা সে যেন সরল পথে পরিচালিত হয়।

إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلًا। অর্থাৎ তোমাদের নিকট হইতে আমার যাহা কিছু চাওয়া-পাওয়া উহা হইল, যেই ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে চায় সে যেন অবলম্বন করে। ইহাই তোমাদের নিকট হইতে আমার চাওয়া ও প্রার্থনা। এবং আল্লাহর পথ অবলম্বন করিতে হইলে অবশ্যই আমার অনুসরণ করিতে হইবে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَيَمُوْتُ আপনি আপনার সকল কার্যে সেই চিরঞ্জীব মহান আল্লাহর উপর ভরসা করুন যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করিবেন না।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনিই যাহির আর তিনিই বাতিন। আর তিনিই সকল বস্তু সম্পর্কে পরিচিত (সূরা হাদীদ ঃ ৩)। তিনিই সকলের প্রতিপালক ও মালিক। অতএব হে নবী, তিনিই আপনার আশ্রয়স্থল। তাঁহার প্রতিই ভরসা করা যায়। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আপনার সাহায্যকারী ও সাফল্যদানকারী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَٰاَيُّهَاالرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَلَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاس ـ

“হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি উহা না করেন তবে দায়িত্ব পালিত হইবে না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ হইতে হিফাযত করিবেন”। (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবু যুর‘আহ (র) ..... শাহর ইবন হাওশাব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত সালমান (রা) মদীনার এক গলিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সিজ্‌দা করিলেন. তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেনঃ

لاَ تَسْجُدُنِىْ يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِحَيٍّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ ـ

“হে সালমান! তুমি আমাকে সিজ্‌দা করিও না। তুমি সেই মহান আল্লাহকে সিজ্‌দা করিবে যিনি চিরঞ্জীবি, কখনও যাহার মৃত্যু ঘটিবে না। রিওয়ায়েতটি মুরসাল-হাসান।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ হে আল্লাহ। হে আমাদের প্রতিপালক। আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আয়াতের মর্ম হইল, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এই কারণে রাসুলুল্লাহ (স) বলিতেন ঃ سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ অর্থাৎ হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সহিত আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি। আয়াতের মর্ম হইল কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً ـ

“তিনি মাশরিক ও মাগরিবের প্রভূ। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব তাঁহাকে তুমি কার্যনির্বাহী হিসাবে গ্রহণ কর”। (সূরা মুয্যাম্মিল্ ঃ ৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ “অতএব তাঁহার ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা কর”।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

“আপনি বলুন, তিনি বড়ই মেহেরবান, আমরা তো তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়াছি”। (সূরা মুল্‌ক ঃ ২৯)

وَكَفٰى بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا আল্লাহ তাঁহার বান্দাদের গুনাহসমূহ সম্পূর্ণ অবগত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুও তাঁহার অজ্ঞাত নহে।

الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ـ

“আল্লাহ্ যিনি চিরজীবি তিনি তাঁহার মহান কুদ্‌রতে সু-উচ্চ সাতটি আসমান এবং সাতটি যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে আসীন হইয়াছেন। অর্থাৎ তিনি সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করেন। সঠিক ফায়সালা করেন”।

اَلرَّحْمٰنُ فَاسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا “অতএব সেই মহান আল্লাহ সম্পর্কে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাঁহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর”। আর ইহা জানা কথা যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) যিনি আল্লাহর খাস বান্দা ও তাঁহার রাসূল তিনিই মহান আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখেন। কারণ তিনি মানবজাতির সরদার, তিনি যাহা কিছু বলেন, আল্লার পক্ষ হইতে অহী প্রাপ্ত হইয়া বলেন। অতএব তিনি যাহা কিছু বলিবেন উহাই সত্য। মানুষের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহার সঠিক ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই বিষয় তাঁহার মত ও ফয়সালা কেবল তিনিই দিতে সক্ষম। সেই সকল বিষয় তাঁহার মত ও ফয়সালা বিরোধী হইবে উহা অসত্য।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ ...الخ “যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ সংঘটিত হয় তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে উহার মীমাংসা কর”। (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ “যেই বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করিবে উহার ফয়সালা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে”। (সূরা শূরা ঃ ১০)

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً সত্যতা ও ইনসাফের দিক হইতে তোমার প্রতিপালক সংবাদ দিয়াছেন উহা চরম সত্য এবং সেই সকল আদেশ নিষেধ করিয়াছেন উহা ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব উহারই অনুসরণ করিতে হইবে।

শিমর ইব্ন আতীয়্যাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহকে সঠিকভাবে জানিতে হইলে এই কুরআন হইতে জান। কারণ ইহাতেই আল্লাহর সঠিক জ্ঞান বিদ্যমান।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্যদের সম্মুখে সিজ্দা করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ـ

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয় তোমরা রাহমানের সমীপে সিজ্দা কর তখন তাহারা বলে, রাহ্মান কে? আমরা তাহাকে চিনি না। মুশরিকরা আল্লাহর জন্য ‘রাহমান’ নামকে অস্বীকার করিত। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনেও তাহারা এই নামকে অস্বীকার করিয়াছিল। সন্ধিকালে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) লেখককে ‘বিস্মিল্লাহির রহমানির রহীম’ লিখিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা বলিয়াছিল, আমরা রাহমান রাহীম কে, উহা জানি না। বরং আমরা যেমন লিখি, তোমরাও তদ্রূপ লিখ। অর্থাৎ বি-ইস্মিকা আল্লাহুম্মা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلِ ادْعُوْا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوْا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ـ

“আপনি বলুন, তোমরা আল্লাহ বলিয়া ডাক, কিংবা রাহমান বলিয়া ডাক যাহা বলিয়াই ডাক সবই ঠিক। কারণ, আল্লাহর জন্য অনেকগুলো উত্তম নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ, এবং তিনি রাহমানও”। (সূরা ইস্রা ঃ ১১০)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ـ

“যখন তাহাদিগকে রাহমানকে সিজ্দা করিতে বলা হয় তখন তাহারা বলে, রাহমান কে? আমরা রাহ্মানকে চিনি না। اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا আমরা কি কেবল তোমার নির্দেশেই সিজ্দা করিব? আর তাহাদের ঘৃণা বৃদ্ধি হইয়া-ই চলিতেছে। অবশ্য মু'মিনগণ পরম করুণাময় রাহমান-রাহীমের সমীপে সিজ্দা করে আর কেবল তাঁহাকেই মাবূদ

বলিয়া মান্য করে। সমস্ত উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, সূরা ফুরকান এর এই আয়াত যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ করিবে সকলের উপরই সিজ্‌দা করা ওয়াজিব।

٦١. تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا
سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا.

٦٢. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ
اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا.

অনুবাদ ঃ (৬১) কত মহান তিনি যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করিয়াছেন রাশিচক্র এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোর্তিময় চন্দ্র। (৬২) এবং যাহারা উপদেশ গ্রহণ করিতে ও কৃতজ্ঞ হইতে চাহে তাহাদিগের জন্য তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে পরস্পরের অনুগামীরূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহত্বও বড়ত্ব প্রকাশার্থে ইরশাদ করেন ঃ তিনিই আসমানে বুরুজ সৃষ্টি করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র), আবু সালিহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, 'বুরুজ' দ্বারা এখানে নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, 'বুরুজ' দ্বারা পাহারার জন্য আসমানে বিদ্যমান প্রাসাদ বুঝান হইয়াছে। হযরত আলী, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইবন কা'ব, ইব্রাহীম নাখ্‌ঈ ও সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্‌রান ও আমাশ (র) হইতে ইহা বর্ণিত। আবু সালিহ (র) হইতেও ইহা বর্ণিত। অবশ্য বিশাল নক্ষত্রসমূহ পাহারার জন্য নির্দিষ্ট বালাখানা হিসাবেও বিবেচিত হইতে পারে। তখন অবশ্য কোন বিরোধ থাকিবে না। কিন্তু প্রথম মতটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ "আমি প্রথম আসমানকে উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি"। (সূরা মুল্‌ক ঃ ৫)

আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا -

"সেই সত্তা বড়ই বরকতময়, যিনি আসমানে বরুজ অর্থাৎ নক্ষত্র পুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপতুল্য সূর্য ও উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا "আর আমি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করিয়াছি"।

وَقَمَرًا مُّنِيْرًا -এর অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্রকে সূর্যের আলো ছাড়াই ভিন্ন আলোকে উজ্জ্বল করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا ـ

"আর তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে আলোকময় করিয়াছেন এবং চন্দ্রকে করিয়াছেন নূর"। (সূরা ইউনুস ঃ ৫)

হযরত নূহ (আ) যে তাঁহার কাওমকে হিদায়াত বাণী শুনাইয়াছিলেন, উহার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا
وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ـ

"তোমরা কি ইহা প্রত্যক্ষ কর না যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপে সাতটি আসমানকে উপর নিচু করিয়া সাজাইয়াছেন আর উহাদের মধ্যে চন্দ্রকে নূর করিয়াছেন এবং সূর্যকে করিয়াছেন প্রদীপ"। (নূহ- ১৫ - ১৬)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَهُوَا الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً "আর সেই মহান আল্লাহ-ই রাত্র দিবসকে একে অপরের পরে সৃষ্টি করিয়াছেন"। অর্থাৎ দুইটি সময় একত্রিত হয় না। রাত্র শেষ হইবার পরে দিনের আগমন ঘটে। আর দিন শেষ হইবার পর রাত্রের আগমন ঘটে। (সূরা ফুরকান ঃ ৪৮)

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَسَخَّرَلَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ "সেই মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্যকে যথাক্রমে একেরপর এককে অধিনস্ত করিয়া দিয়াছেন ও তোমাদের কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন"। (সূরা ইব্রাহীম ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا "রাত্র দিবসকে আচ্ছাদিত করি এবং দ্রুত উহাকে অনুসরণ করে"।

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের জন্য ইহা সংগত নহে যে সে চন্দ্রকে পাইতে পারে। (ইয়াসীন ঃ ৪০)

لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا আল্লাহ্ তা'আলা রাত্র ও দিসবকে একের পর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের ইবাদতের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দিবাকালে কোন আমল ছুটিয়া গেলে রাত্রিকালে উহা পালন করিতে পারে। অনুরূপভাবে যাহার রাত্রিকালের আমল ছুটিয়া যায়। সে উহা দিবাকালে পুনরায় করিতে সুযোগ পায়।

বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত ঃ

اِنْ اللّٰهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارُ
لِيَتُوبُ مُسِئُ اللَّيْلِ ۔

“আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রিকালে দিনের অপরাধীকে তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সম্প্রসারিত করেন এবং দিবাকালে রাত্রিকালের অপরাধীর তাওবা কবূল করিবার জন্য হাত সম্প্রসারিত করেন”। আবু দাউদ তায়ালিসী (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত। একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) চাশতের সালাত দীর্ঘ করিলেন। তখন তাঁহাকে বলা হইল, আপনি আজ এমন এক কাজ করিয়াছেন, যাহা পূর্বে কখনও করেন নাই। তিনি বলিলেন, আমার রাত্রের কিছু আমল অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল, এখন আমি উহা পূর্ণ করিলাম। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْراً ۔

আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, যেই ব্যক্তির রাত্রিকালের কোন আমল ছুটিয়াছে দিবাকালে সে উহার করিতে পারে। আর যাহার দিবা কালের আমল ছুটিয়া যায় রাত্রিকালে সে উহা করিতে পারে। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং হাসান (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করিয়াছেন, আল্লাহ রাত্র ও দিবসকে পরস্পরে একে অপরের বিপরীত করিয়াছেন। একটি অন্ধকার, অপরটি আলোকিত।

٦٣. وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا .

٦٤. وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا .

٦٥. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا .

٦٦. اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا .

٦٧. وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا .

অনুবাদ ঃ (৬৩) 'রাহ্‌মান' -এর বান্দা তাহারাই যাহারা নম্রভাবে চলাফিরা করে পৃথিবীতে এবং তাহাদিগকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তাহারা বলে 'সালাম' (৬৪) এবং রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদিগের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্‌দাবনত হইয়া ও দন্ডায়মান থাকিয়া। (৬৫) এবং আর তাহারা বলে 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগ হইতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর; উহার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) আশ্রয়স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত নিকৃষ্ট। (৬৭) এবং যখন তাহারা ব্যয় করে, তখন তাহারা অপব্যয় করে না; কার্পণ্যও করে না। বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যম পন্থায়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খাস বান্দাগণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا "যাহারা যমীনের উপর চলাচলে বিনীত হইয়া চলে, তাহাদের গাম্ভির্য বজায় রাখিয়া অথচ, কোন প্রকার অহংকার না করিয়া চলে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَا تَمْشِىْ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا। "তুমি যমীনে অহংকার ভরে চলিওনা"। মু'মিনগণ অহংকার না করিয়া কাহাকে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া বিনীত ও বিনম্র হইয়া চলাচল করে। তবে ইহার অর্থ ইহাও নহে যে তাহারা বানোয়াট ও লৌকিকতা করিয়া রোগীদের মত চলাচল করে। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন চলিতেন তখন মনে হইত যেন তিনি কোন উচুস্থান নিচে অবতীর্ণ হইতেছেন এবং যেন তাঁহার জন্য যমীনকে সংকুচিত করা হইতেছে। সালফে সালেহীন লৌকিকতা করিয়া দুর্বলদের ন্যায় চলা অপসন্দ করিতেন। হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একবার তিনি একজন যুবককে বড় ধীরেধীরে চলিতে দেখিলেন; তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি রোগী! সে বলিল, জী না, তখন তিনি তাহার প্রতি লাঠি উচুঁ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন এবং তাহাকে শক্তির সহিত চলিতে আদেশ করিলেন। আলোচ্য আয়াতে هَوْنًا অর্থ ভাব গাম্ভীর্য। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا اَتَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَلَا تَأْتُوْهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ وَالْوَقَارَ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا ـ

তোমরা যেন সালাতের জন্য আগমন কর তখন তোমরা দৌড়াইয়া আসিও না বরং তোমরা নিজেদের ভাবগম্ভিরতা বজায় রাখিয়া সালাত পড়িতে আসে, অতঃপর জামাতের সাথে সেই সালাত পাইবে উহা আদায় করিবে। এবং যাহা ছুটিয়া যাইবে উহা পূর্ণ করিবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক, মা'মুর উমর ইব্‌ন মুখ্‌তার ও হাসান বাসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ ... الخ -এর তাফসীরে প্রসংগে বলেন, মু'মিনগণের চক্ষু কর্ণও অন্যান্য অংগ প্রতংগসমূহ অবনত থাকে। এমন কি মূর্খ লোকেরা তাহাদিগকে রোগী বলিয়া ধারণা করে। বস্তুত তাঁহারা রোগাক্রান্ত নহে। আল্লাহর কসম, তাঁহারা সুস্থ, কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এত প্রবল ভয় প্রবেশ করিয়া থাকে, যাহা অন্য লোকের অন্তরে প্রবেশ করে না। এবং পরকাল সম্পর্কে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাসই তাহাদিগকে পার্থিক মোহ হইতে বিরত রাখে। কিয়ামত দিবসে তাঁহারা বলিবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের যাবতীয় চিন্তা দূর করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহর কসম! অন্যান্য লোকের মত তাঁহাদের পার্থিক কোন চিন্তা ছিল না। আর বেহেশতের পরিবর্তে আর কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তাঁহারা দোযখের শাস্তির ভয়েই রোদন করিত। যেই ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিবার পরও অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষণ করিত না তাহারা অনুতাপের কোন শেষ নাই। যেই ব্যক্তি কেবল পানাহারকেই আল্লাহর নিয়ামত বলিয়া বিবেচনা করে, সে মূর্খ এবং তাহার শাস্তিও নিকটবর্তী।

وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَمًا ۔

আর মুর্খ লোকেরা যখন আল্লাহর বান্দাগণের সহিত কোনরূপ অশালীন কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা জবাবে মূর্খদের সহিত অনুরূপ অশালীন কথাবার্তা বলে না এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং ভদ্রতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত কেহ যদি যতই কঠিন মুর্খতার পরিচয় দিত, তিনি (সা) তাহার সহিত ততই ধৈর্যধারণ করিতেন। যেমন- ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا سَمِعُوْا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ "আর তাহারা অর্থাৎ মু'মিনগণ যখন কোন অনর্থক কথাবার্তা শ্রবণ করে উহার প্রতি তাহারা ভ্রুক্ষেপ করে না"। (সূরা কাসাস ঃ ৫৫)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্‌ন আমির (র) ..... নূ'মান ইব্‌ন মুকরিন মুযানী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালি দিতে ছিল, কিন্তু যাহাকে গালি দিতেছিল, সে উহার জবাবে বলিতেছিল, তোমার উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হউক। ইহা শুনিয় রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তোমাদের মাঝে একজন ফিরিশ্‌তা ছিল। ঐ ফিরিশ্‌তা গালিদাতার গালির জবাবে বলিতেছিল, গালি যোগ্য এই ব্যক্তি নহে বরং তুমি। আর যেই ব্যক্তি গালির

জবাবে সালাম করিতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল সালামের যোগ্য ঐ গালিদাতা নহে বরং তুমি। হাদীসটির সনদ হাসান। মুজাহিদ (র) قَالُوْا سَلَامًا অর্থ করেন তাহারা সঠিক ও সমুচিৎ কথা বলে। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, তাহারা উত্তম কথার মাধ্যমে মূর্খদের কথা জবাব দান করে। হাসান বাসরী (র) বলেন, মূর্খরা যদি মু'মিনদের উপর অবিচার করে তবে তাহারা ধৈর্য্যধারণ করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দিবাকালে তো নানা প্রকার অসহনীয় কথাবার্তা শ্রবণ করে, কিন্তু রাত্রিকাল তাহাদের জন্য হয় অতি উত্তম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا "আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সমীপে সিজ্‌দা করিয়া এবং দন্ডায়মান হইয়া রাত্র অতিক্রম করে"।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

"তাহারা অতি অল্প সময় শয্যাগ্রহণ করে এবং শেষ রাত্রে তাহারা আল্লাহর দরবারে মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে"। (সূরা যারিয়াত ঃ ১৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ "তাহারা স্বীয় পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে পৃথক রাখে"। (সূরা সিজ্‌দা ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ -

"না কি সেই ব্যক্তি উত্তম যে রাত্রির প্রহরসমূহে পরকালের ভয়ে এবং তাহার প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্লাহর সমীপে সিজ্‌দা করিয়া ও দন্ডায়মান হইয়া কাটাইয়া দেয়।" (সূরা যুমার ঃ ৯)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানেও তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের ঐ গুণের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا -

"আর যাহারা আল্লাহর দরবারে এই দো'আ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের নিকট হইতে জাহান্নামের আযাবকে দূরে রাখুন। নিঃসন্দেহে উহার আযাব বড়ই সর্বনাশা, যাহা চিরকাল শাস্তি দিতে থাকিবে। কখনও শেষ হইবে না"। কবি বলেন ঃ

اِنْ يُعَذِّبْ يَكُنْ غَرَامًا وَاِنْ يُّعْطِ جَزِيْلاً فَاِنَّهُ لاَ يُبَالِىْ -

"যদি তিনি শাস্তি দেন তবে উহা হইতে চিরস্থায়ী। আর যদি তিনি বড় দান করেন তবে উহাও করিতে পারেন। কারণ তিনি কাহারও পরোয়া করেন না"।

হাসান (র) إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, অস্থায়ীভাবে মানুষ যেই বিপদের সম্মুখীন হয় উহাকে غرام বলা হয় না। غرام বলা হয় ,ঐ বিপদকে যাহা চিরকাল শাস্তি দিতে থাকে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে কাফিরদিগকে তাঁহার নিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তাহারা উহার কোন উত্তর দিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে চিরস্থায়ী শাস্তির জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا। নিঃসন্দেহে ঐ দোযখের দৃশ্য বড়াই কুৎসিত এবং উহার বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান। ইবন আবু হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতে তাফসীরে প্রসংগে বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইবন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন সে উহার অতি গভীরে পৌছিবে, অতঃপর উহার একটি দরজায় পৌছলে তাহাকে বাধা দিয়া বলা হইবে, তুমি তো বড়ই পিপাসিত। লও এক পেয়ালা পানীয় পান কর। অতঃপর তাহাকে সাপ ও বিচ্ছুর বিষ পান করান হইবে। ফলে তাহার চামড়া পৃথক হইয়া পড়িবে, চুল পৃথক হইয়া যাইবে। আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... উবাইদ ইব্ন উমাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, জাহান্নামের মধ্যে কিছু গর্ত আছে উহার মধ্যে বিরাটাকয় বুখ্তী উটের মত সর্প আছে এবং কালো খচ্চরের মত বিচ্ছু আছে। দোযখীকে যখন উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা স্বীয় গর্তসমুহ হইতে বাহির হইবে এবং তাহদের ঠোঁট, চুল এবং শরীরে অন্যান্য অংগ জড়াইয়া ধরিবে এবং দংশন করিতে থাকিবে। উহাদের বিষে তাহাদের মাথার ও অন্যান্য অংশের চামড়া ঝরিয়া পায়ের উপর পড়িবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্ন মূসা (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এক বান্দা হে হান্নান! হে মান্নান! বলিয়া হাজার বৎসর পর্যন্ত চিৎকার করিতে থাকিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রীল (আ)-কে বলিবেন, অমুক বান্দাকে লইয়া আস। অতঃপর হযরত জিব্রীল (আ) দোযখের কাছে গিয়া দেখিবেন সকল দোযখবাসি উপুড় হইয়া কাঁদিতেছে। তিনি উহাদের মধ্যে ঐ লোকটিকে খুঁজিয়া না পাইয়া আল্লাহর নিকট ফিরিয়া আসিবেন। আল্লাহ তাঁহাকে আবার বলিবেন, যাও, ঐ লোকটিকে আমার কাছে লইয়া আস, সে অমুক স্থানে আছে। এইবার তিনি তাহাকে লইয়া আসিবেন এবং আল্লাহর সমীপে তাহাকে দন্ডায়মান করিবেন। তখন আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, তুমি তোমার বাসস্থান ও বিশ্রামস্থল কেমন পাইয়াছ? সে বলিবে বড় নিকৃষ্ট বাসস্থান ও নিকৃষ্ট বিশ্রমাস্থাল। আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা ইহাকে আপন স্থানে

লইয়া যাও। তখন সে বলিবে, হে আল্লাহ! একবার যখন আপনি আমাকে উহা হইতে বাহির করিয়াছেন, আমি আশা করি পুনরায় আমাকে উহার মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন না। আল্লাহ বলিবেন, আচ্ছা আমার বান্দাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও।

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا ... الخ "আর যাহারা এমন যে যখন তাহারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না আর তাহারা কৃপণতাও করে না। অর্থাৎ তাহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও ব্যয় করে না আর তাহাদের পরিবার পরিজনের জন্য যাহা প্রয়োজন উহা হইতে কমও ব্যয় করে না বরং তাহারা উভয় প্রকার ব্যয়ের মাঝামাঝি ব্যয় করে। আর সকল বিষয়ে মধ্যবর্তী পথই উত্তম। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ۔

"আর না তো তোমার হাতকে তোমার গর্দানের সহিত বাঁধিয়া রাখিও আর না সম্পূর্ণ সম্প্রসারিত করিও না। অর্থাৎ কৃপণতা ও করিও না আর অপব্যয় ও করিও না"। (সূরা ইস্‌রা ঃ ২৯)

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসাম ইব্‌ন খালিদ (র) ..... আবু দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ قَصْدُهُ فِىْ مَعِيْشَتِهٖ "জীবন যাত্রায় মধ্যপথ অবলম্বন করাই মানুষের বুদ্ধিমাত্তার পরিচয়"। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আবু উবায়দাহ হাদ্দাদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ যেই ব্যক্তি তাহার ব্যয়ে মধ্য পথ অবলম্বন করে সে দরিদ্র হয় না।

হাফিয আবু বকর বাযযার (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْغِنٰى وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْفَقْرِ وَمَا اَحْسَنَ الْقَصْدَ فِىْ الْعِبَادَةِ ۔

"স্বচ্ছলতায় মধ্যবর্তী ব্যয় বড়ই উত্তম, দারিদ্রেও মধ্যমপন্থা বড়ই উত্তম এবং ইবাদাতে মধ্যম পথ অবলম্বন করা বড়ই উত্তম"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়া আমরা জানি।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ لَيْسَ فِىْ النَّفَقَةِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ سَرَفٌ "আল্লাহর রাহে অতিরিক্ত ব্যয় করা অপব্যয় নহে"। ইয়াস ইবন মুআবীয়াহ (র) বলেন, যেই ব্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহর হুকুমকে লংঘন করা হয় উহা অপব্যয়। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহর নাফরমানীতে ব্যয় করাই হইল অপব্যয়।

٦٨. وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا .

٦٩. يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا .

٧٠. اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

٧١. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا .

অনুবাদ ঃ (৬৮) এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এইগুলি করে সে শাস্তিভোগ করিবে। (৬৯) কিয়ামতের দিন উহার শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হইবে হীন অবস্থায়ই। (৭০) তাহারা নহে, যাহারা তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৭১) যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অভিমুখী হয়।

তাফসীর ঃ ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আবু মু'আবীয়াহ (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্র সাথে শরীক করা অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার সন্তান হত্যা করা। তিনি আবার জিজ্ঞসা করিলেন, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীর সমর্থনে এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

ইমাম নাসাঈ (র) হান্নাদ ইব্ন সারী (র)-এর সূত্রে আবু মু'আবীয়া (র) হইতে অত্র সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহাদের রিওয়ায়েতে أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ -এর স্থলে أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ রহিয়াছে।

ইমাম জরীর (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ইসহাক আহওয়াযী (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) বাহির হইলেন, আমি ও তাঁহার পশ্চাতে চলিলাম, চলিতে চলিতে তিনি একটি উচ্চস্থানে বসিয়া পড়িলেন। আমি ও তাঁহার নিচে বসিলাম। আমার চেহারা তাঁহার দুই হাঁটুর বরাবর ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত এই নির্জনতাকে বড়ই সুযোগ মনে করিলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বপেক্ষা বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বলিলেন, আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা। অথচ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার সহিত আহার করিবে ইহা অপসন্দ করিয়া তোমার সন্তানকে হত্যা করা। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার পর কোনটি? তিনি বলিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهُ اِلٰهًا اٰخَرَ ـ

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, কুতায়বা (র) ..... সালামাহ ইব্ন-কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ (সা) বিদায় হজ্জে ইরশাদ করিয়াছেন, মনে রাখিবে! চারটি গুনাহ সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ। সালামাহ ইব্ন কায়েস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে শুনিবার পর হইতে উহা বর্ণনা করিতে কখনও আমি কৃপণতা করি নাই। আর উহা হইল, আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ নির্দেশ আছে ইহা ছাড়া কাহাকেও হত্যা করিবে না। ব্যভিচার করিবে না এবং চুরি করিবে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আল-মদীনী (র) ..... হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি মত পোষণ কর? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল উহাকে হারাম করিয়াছেন। অতএব উহা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। তখন সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, দশজন অন্য স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচার করা একজন প্রতিবেশী স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করা অপেক্ষা অধিক কম অপরাধ।

অতঃপর রাসূলূল্লাহ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা চুরি সম্বন্ধে কি বল? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহও তাঁহার রাসূল উহা হারাম করিয়াছেন। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত উহা হারাম। তখন তিনি বলিলেন, অন্যান্য দশ ঘরে চুরি করা একজন প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করা অপেক্ষা কম অপরাধ। আবু বকর ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... হায়সাম

ইব্ন মালিক তায়ী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর নিকট শিরকের পরে ব্যভিচার অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ্ আর একটিও নাই। ইবন জুরাইজ (র) ..... ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কিছু সংখ্যক মুশরিক এমন ছিল যাহারা অনেক হত্যা করিয়াছিল, বহুবার ব্যভিচার করিয়াছিল তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি যাহা কিছু বলেন, উহাতো ভালই বলেন, কিন্তু যদি আপনি আমাদের পূর্ববর্তী অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে এমন কিছু বলিতেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰه اِلٰهًا اٰخَرَ এবং এই আয়াতও অবতীর্ণ হইল ঃ

قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰه ـ

"হে রাসূল আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যাহারা স্বীয় সত্তার উপর অবিচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সূরা যুমার ঃ ৫২)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবু ফাখ্তা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكَ اَنْ تَعْبُدَ الْمَخْلُوْقَ وَتَدَّعُ الْخَالِقُ وَيَنْهَاكَ اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ وَتَغْذُوٌ كَلْبَكَ وَيَنْهَاكَ اَنْ تَزْنِى بِحَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ

"আল্লাহ তোমাকে খালিকের ইবাদত ছাড়িয়া মাখ্লূকের ইবাদত করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সন্তানকে হত্যা করিয়া কুকুরকে আহার দিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ব্যভিচার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন"। সুফিয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰه اِلٰهًا اٰخَرَ الخ আয়াতে এই সকল বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا আর যেই ব্যক্তি উহা করিবে, তাহার কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اَثَام জাহান্নামের একটি উপত্যকা। ইকরিমাহ (র) বলেন, 'আসাম' জাহান্নামের কয়েকটি উপত্যকা যাহার মধ্যে ব্যভিচারীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, 'আসম' অর্থ কঠিন শাস্তি।

বর্ণিত আছে, হযরত লুক্মান (আ) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন, হে বৎস! তুমি ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিবে। ইহার প্রথমে ভয় ভীতি এবং ইহার পরিণতি অনুতাপ ও অনুশোচনা। ইবন জরীর (র)ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আবু উমামাহ বাহিলী (রা) হইতে মারফূ ও মাওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। 'গাইও আসাম' জাহান্নামের দুইটি গভীর কূপ। আল্লাহ আমাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করুন। সুদ্দী (র) বলেন, اَثَامًا অর্থ শাস্তি। এবং

পরবর্তী আয়াতে উহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। কিয়ামত দিবসে তাহার জন্য শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হইবে এবং কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا এবং জাহান্নামের মধ্যে সে চিরকাল লাঞ্ছিত হইয়া থাকিবে।

إِلاَّ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا ـ

উপরেল্লিখিত শাস্তি হইতে কেবল সেই ব্যক্তি রক্ষা পাইবে যে উল্লেখিত গুনাহসমূহ হইতে তাওবা করিবে। তাওবা করিবার পর আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিবেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, হত্যাকারীও যদি তাওবা করে তবে তাহার তাওবাও কবূল করা হইবে। কিন্তু সূরা নিসা এ বিদ্যমান আয়াত ঃ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا। এর সহিত ইহার কোন বিরোধ নাই। অত্র আয়াত দ্বারা বাহ্যতঃ যদিও ইহা বুঝা যায় যে, কোন মু'মিনকে হত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে। কিন্তু এই শাস্তি কেবল সেই হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য যে, তাওবা না করিয়াই মৃত্যুবরণ করে।

পক্ষান্তরে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হত্যাকারী তাওবা করিলে উহার তাওবা কবুল করা হইবে। সারকথা হইল, আলোচ্য আয়াত তাওবাকারী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য সূরা নিসা -এর আয়াত তাওবাকারী সেই হত্যাকারীর জন্য প্রযোজ্য যে তাওবা না করিয়াই মৃত্যুবরন করে। অতএব উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে, এক ব্যক্তি একজন মানুষ হত্যা করিয়াছিল, অতঃপর সে তাওবা করিলে আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করিয়াছিলেন।

فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

"যাহারা তাওবা করে এবং সৎকাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তাহাদের অসৎকর্মকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান"।

يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ -এর দুই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। একটি হইল, যেই সকল লোক তাওবা করিবার পূর্বে খারাপ আমল করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাওবা করিবার পর নেক আমল করিবার তাওফীক দান করেন। আলী ইব্ন তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, তাহা হইল ঐ সকল মু'মিন যাহারা ঈমান আনিবার পূর্বে খারাপ কাজ করিত। কিন্তু ঈমান আনিবার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে অন্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া নেক কাজের প্রতি আগ্রহী করিয়াছেন, এবং তাহারা অন্যায় কাজের পরিবর্তে ভাল কাজ করিয়াছে।

আতা ইব্ন আবু রাবহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল লোক যাহারা তাওবা করে তাহাদের দোষগুলিকে পরিবর্তন

করিয়া কল্যাণকর গুণাবলীর অধিকারী করেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে প্রতিমা পূঁজার পরিবর্তে পরম করুণাময় আল্লাহর ইবাদত করিবার তাওফীক দান করেন। মুসলমানগণকে হত্যা করিবার পরিবর্তে মুশরিক হত্যার তাওফীক দান করেন। শিরক -এর পরিবর্তে ইখ্লাসের ও কুফর -এর পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণ করিবার এবং পাপ পংকিলতার পরিবর্তে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের তাওফীক দান করেন। আবুল আলীয়াহ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেক এই তাফসীর করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইল, শুধুমাত্র তাওবার কারণেই তাওবাকারীর বিগত সকল গুনাহ নেকীর দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। আর ইহার কারণ হইল, তাওবাকারী যখনই তাহার বিগত গুনাহসমূহ স্মরণ করিবে তখনই সে অনুতপ্ত হইবে, ইস্তিগফার করিবে ফলে তাহার গুনাহ নেকীতে পরিবর্তিত হইবে। যদিও তাহার কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, কিয়ামত দিবসে তাহার আমলনামায় গুনাহর পরিবর্তে নেকী লেখা থাকিবে। বিশুদ্ধ হাদীস ও আসার দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু মু'আবীয়াহ (র) ..... হযরত আবু যার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি দোযখ হইতে সর্বশেষে বাহির হইবে এবং সর্বশেষে বেহেশতে প্রবেশ করিবে উহা আমি জানি না। এক ব্যক্তিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিয়া আল্লাহ ফিরিশতাগণকে বলিবেন, তোমরা উহার বড় বড় গুনাহসমূহ মিটাইয়া দাও এবং ছোটছোট গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তুমি অমুক, অমুক ও অমুক দিনে অমুক অমুক ও অমুক গুনাহ করিয়াছ। সে উহা স্বীকার করিবে। অস্বীকার করিতে সক্ষম হইবে না। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, তোমার প্রত্যেক গুনাহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করা হইল। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আরো অনেক গুনাহ করিয়াছ যাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না? রাবী বলেন, ইহা বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাঁহার মুবারক দাতগুলি দেখা গেল।

হাফিয আবুল কাসিম তিব্রানী (র) বলেন, হাশেম ইব্ন ইয়াযীদ (র) ..... আবু মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اِذَ نَامَ اِبْنُ اٰدَمَ قَالَ الْمَلَكُ لِلشَّيْطَان اَعْطِنِي صَحِيْفَتَكَ فَيُعْطِيْهِ اَيَّاهَا فَمَا وَجَدَ فِيْ صَحِيْفَتِهِ مِنْ حَسَنَةٍ مَحَا بِهَا عَشَرَ سَيِّاٰتٍ مِنْ صَحِيْفَةِ الشَيْطَانُ الخ ـ

"যখন মানুষ নিদ্রা যায় তখন ফিরিশতা শয়তানকে বলে, আমাকে এই ব্যক্তির আমলনামা দাও। অতঃপর শয়তান তাহার আমলনামা ফিরিশতাকে দান করিবে,

ফিরিশতা তাহার আমলনামা হইতে ঐ ব্যক্তির এক এক নেকীর পরিবর্তে দশ দশটি গুনাহ্ বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং উহার স্থানে দশটি নেকী লিখিয়া দেন। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি নিদ্রা যাইতে ইচ্ছা করে সে যেন তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার। চৌত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করিয়া নিদ্রা যায়।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সালমান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে তাহার আমলনামা দেওয়া হইবে, সে উহার উপরিভাগ পাঠ করিয়া দেখিবে উহাতে তাহার গুনাহসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে নিরাশ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে আমলনামার নিম্নভাগ পাঠ করিবে। উহাতে সে তাহার নেক আমল দেখিতে পাইবে। তখন সে কিছু আশাও পোষণ করিবে। দ্বিতীয়বার যখন সে উহার উপরি ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার গুনাহসমূহের স্থানে নেকী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে এমন কিছু লোক উপস্থিত করিবেন যাহারা মনে করিবে যে, তাহারা অনেক গুনাহ করিয়াছে। হযরত আবু হুরায়রা (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ সকল লোক কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহাদের গুনাহ সমূহকে আল্লাহ নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন।

ইবন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... আবু সাইফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তিনি বলেন, চার প্রকার লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (১) মুত্তাকী ও পরহেযগারগণ (২) শাকির কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীগণ (৩) অন্তরে আল্লাহর ভয় পোষনকারীগণ। (৪) ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। জিজ্ঞাসা করা হইল এই সকল লোকদিগকে "আসহাবুল ইয়ামীন ডান হস্তে আমলনামাপ্রাপ্ত বলা হইবে কেন? তিনি বলিলেন, যেহেতু তাহারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার আমল করিয়াছে এবং তাহদিগকে ডান হস্তে আমলনামা দেওয়া হইবে।

অতঃপর তাহারা এক এক অক্ষর করিয়া তাহাদের আমলনামা পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহাতে তো সবই আমাদের গুনাহ লিপিবদ্ধ, আমাদের নেক আমল কোথায়? তখন আল্লাহ তাহাদের গুনাহসমূহ বিলুপ্ত করিয়া দিবেন এবং উহার পরিবর্তে উহাতে নেকী লিপিবদ্ধ হইবে এবং এই মুহূর্তে তাহারা আনন্দে বলিয়া উঠিবে هَـؤُمُ اقْرَأُوْ كِتَابِيَهْ অর্থাৎ তোমরা আস এবং আমার আমলনামা দেখ। (হাক্কা ঃ ১৯) আর এই প্রকার লোকই বেহেশতে অধিক প্রবেশ করিবে। আলী ইবন জয়নুল আবিদীন (র) ইব্ন হুসাইন (রা) বলেন, গুনাহ সমূহকে নেকী দ্বারা আখিরাতে পরিবর্তন করা হইবে। মাকহুল (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের গুনাহসমুহ ক্ষমা

করিয়া এবং নেকীতে পরিণত করিবেন। ইবন আবু হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মাকহুল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন অতিশয় বৃদ্ধলোক রাসূলূল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একব্যক্তি এত বড়ই গুনাহগার যে সে কোন প্রকার গুনাহ কোন প্রকার অশ্লীল কাজ বন্ধ করিতে ছাড়ে নাই। যদি তাহার গুনাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে বিতরণ করা হয় তবে সকলেই আল্লাহর গযবে ধ্বংস হইয়া যায়, এমন মহাপাপীর জন্যও কি তাওবা আছে? লোকটি বলিল, আমি, সাক্ষ্য দিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি তো গুনাহ করিয়াছ; আল্লাহ উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমর গুনাহ সমুহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার ছোট-বড় সকল গুনাই কি ক্ষমা করা হইবে? তিনি বলিলেন, তোমার ঠোট বড় সকল প্রকার গুনাহই ক্ষমা করা হইবে। তখন লোকটি আনন্দ উৎফুল্লে তাক্‌বীর ও তাহলীল করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ইমাম তিবরানী (র) ..... হযরত আবু ফারওয়াহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তিনি রাসূলূল্লাহ (সা) এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা, যদি কোন ব্যক্তি এমন হয় যে, কোন গুনাহ করিতেই ছাড়ে নাই, তাহার জন্য কি তাওবা আছে? তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন জী হাঁ। তখন রাসূলূল্লাহ (সা) বলিলেন, ভাল কাজ করিতে থাক এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করিতে থাক। তাহা আল্লাহ্ তা'আলা সকল মন্দ কাজকে ভাল কাজে পরিণত করিয়া দিবেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার ছোট-বড় সকল গুনাহই কি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, অতঃপর প্রশ্নকারী সাহাবী তাক্‌বীর ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইমাম তিবরানী ..... আবু ফারওয়া বায়হাকী (র) সূত্রে সালামাহ ইব্‌ন নুফাইল (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিবরানী (র) আরো বলেন, আবু যুর'আহ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার নিকট একজন স্ত্রীলোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমার জন্য কি তাওবা আছে? অথচ, ব্যাভিচার করিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছি, উহাকে হত্যা করিয়াছি। আমি বলিলাম না, তোমার তাওবা কবুল হইবে না কখনও তোমার চক্ষু শীতল হইবে। আর না কখনও তুমি কোন মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে। তখন স্ত্রীলোকটি অনুতাপ অনুশোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহিত ফজরের সালাত পড়িলাম, এবং

তাহার খিদমতে স্ত্রীলোকটির ঘটনা বর্ণনা করিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি বড়ই খারাপ করিয়াছ। তুমি কি এই আয়াত পাঠ কর না ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ...... اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا الخ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, ইহার পর আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইলাম। সে খুশীতে সিজ্দায় পড়িয়া গেল। বলিল, সেই মহান সত্তার জন্য সকল প্রসংসা যিনি আমার মুক্তির পথ করিয়া দিয়াছেন। অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। এবং সুত্রটির মধ্যে অপরিচিত রাবীও আছে। অবশ্য হাদিসটি ইব্ন জরীর (র) ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির হিযামী (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার বর্ণনায় যেই পার্থক্য রহিয়াছে উহা হইল, স্ত্রীলোকটি অনুতাপ করিতে করিতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট হইতে চলিয়া গেল এবং সে ইহাও বলিল, হায়! এই সুন্দর চেহারা কি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল? ইব্ন জরীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে, হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমত হইতে বাহির হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটি খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু মদীনার সকল গলি খুঁজিয়াও তাহাকে পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ রাত্রিকালে ঐ স্ত্রীলোকটি পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস শুনাইলে সে সিজ্দায় পড়িয়া গেল এবং বলিল সেই মহান সত্তার জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আমার জন্য তাওবার ব্যবস্থা করিয়াছিেন এবং আমার মুক্তির পথ করিয়াছেন। ইহার পর সে তাহার একটি বাদী ও তাহার কন্যাকে আযাদ করিয়া দিল। এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا আর যেই ব্যক্তি তাওবা করিবে এবং সৎকাজ করিবে, বস্তুত সে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তাহার তাওবা কবুল করেন। অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাঁহার ব্যাপক অনুগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে নিষ্ঠার সহিত তাওবা করে তিনি তাহার ছোট-বড় সর্বপ্রকার তাওবা কবুল করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اَللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ الْتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ـ

"তাহারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাহার বান্দাগণ হইতে তাওবা কবুল করেন"? (সূরা তাওবা ঃ ১০৪)।

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ـ

"আপনি বলুন, হে আমার বান্দাগণ। তোমরা যাহারা নিজ সত্তার উপর অবিচার করিয়াছ, আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না"। (সূরা যুমার ঃ ৫০)

٧٢. وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا .

٧٣. وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا .

٧٤. وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

অনুবাদ ঃ (৭২) এবং যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হইলে স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে। (৭৩) এবং যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করাইয়া দিলে উহার প্রতি অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যাহারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদিগের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাহারা আমাদিগের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদিগকে মুত্তাকীদিগের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহেও আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কাজ ও কথাবার্তায় যোগ দেয় না। কেহ কেহ বলেন; اَلزُّوْرُ দ্বারা এখানে শিরক, প্রতিমাপূজা বুঝানো হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মিথ্যা, ফিস্‌ক, কুফর, অনর্থক কার্যকলাপ ও বাতিল বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন হানাফিয়্যাহ (র) বলেন ' اَلزُّوْرُ ' দ্বারা অনর্থক কার্যকলাপ ও গান বুঝান হইয়াছে। আবুল আলীয়াহ, তাঊস, ইব্‌ন সীরীন, যাহ্‌হাক, রাবী ইব্‌ন আনাস (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা মুশরিকদের মেলা বুঝানো হইয়াছে। আম্‌র ইব্‌ন কায়িস (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মন্দ ও অশ্লীলমূলক মজলিস। মালিক (র) যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ এর অর্থ হইল, তাহারা মদ্যপানে যোগ দেয় না এবং উহার প্রতি তাহাদের কোন আগ্রহও নাই। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلٰى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন এমন অনুষ্ঠানে যোগ না দেয় যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। কেহ কেহ বলেন, لَايَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

-এর অর্থ হইল, যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হযরত আবু বাকরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ কি উহা বলিয়া দিব না? তিনি ইহা তিনবার বলিলেন, আমরা বলিলাম, জী হ্যাঁ বলুন, তিনি বলিলেন, اَلشِّرْكُ بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ। আল্লাহর সহিত শরীক করা এবং পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করা।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হেলান দিয়া ছিলেন, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেনঃ اَلاَقَوْلُ الزُّوْرِ اَلاَ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ। সাবধান, মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। তিনি ইহা বারবার বলিতে থাকিলেন, এমন কি আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! তিনি যদি নীরব হইতেন। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, তবে পরবর্তী কালাম দ্বারা ইহাই স্পষ্ট যে, ইহার অর্থ তাহারা মিথ্যা ও অনর্থক কার্যকলাপের মজলিসে যোগ দেয় না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا তাহারা যখন অনর্থক কার্যকলাপের মজলিস দিয়া অতিক্রম করে তখন ভদ্রভাবে অতিক্রম করে। অর্থাৎ তাহারা এই ধরনের মজলিসকে তো উদ্দেশ্য করিয়া যোগ দেয়-ইনা উপরন্তু যদি আকস্মিকভাবে এমন মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হয় তখনও তাহারা উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ইব্রাহীম ইব্‌ন মায়সার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আয়ত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (র) একটি খেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি উহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া সোজা চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা জানিতে পাড়িয়া বলিলেন ঃ لَقَدْ اَصْبَحَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَاَمْسٰى كَرِيْمًا ইব্‌ন মাসউদ আজ বড়ই ভদ্র প্রমাণিত হইয়াছে।

হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ নাহভী (র) ..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মায়সারাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) একটি খেলার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি থামিলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ আজ বড়ই ভদ্র প্রমাণিত হইয়াছে। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়া ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মায়সারাহ (রা) এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا ... الخ ইহা আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের গুণ যে তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয় তাহারা উহার উপর বধির ও অন্ধভাবে এড়াইয়া যায় না অর্থাৎ তাহারা উহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না। বরং কুরআনের আয়াত শ্রবণ করিতে উহা দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি করিতে যত্নবান

হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ بِاٰيَاتِهٖ زَادَتْهُمْ
اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

"যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর নাম লওয়া হয় তাহাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়। আর যখন তাহার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা করে"। (সূরা আনফাল ঃ ২)

কিন্তু অপরপক্ষে কাফিররা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করিলে উহা তাহাদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। বরং তাহারা তাহাদের কুফ্র, অবাধ্যতা, মুর্খতা ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ لَيَسْتَبْشِرُوْنَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ قُلُوْبِهِمْ
مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ -

"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাহাদের মধ্য হইতে কতক বলে, তোমাদের মধ্য হইতে কাহার ঈমান বৃদ্ধি করিয়াছে। বস্তুতঃ যাহারা মু'মিন কোন সূরা অবতীর্ণ হইলে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাহারা আনন্দিত হয়। আর যাহাদের অন্তরে কুফ্র -এর রোগ রহিয়াছে কোন সূরা অবতীর্ণ হইলে তাহাদের পংকিল অন্তরে আরো পংকিলতার বৃদ্ধি হয়" (সূরা তাওবা ঃ ১২৪)।

অপরপক্ষে কাফিররা যখন কোন আয়াত শ্রবণ করে তাহারা পুর্বাবস্থায় অবিচল থাকে তাহাদের অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। যেমন তাহারা বধির ও অন্ধ হওয়ার কারণে কোন কিছু শ্রবণ করে নাই। মুজাহিদ (র) ইহার তাফসীরে জানান যে মুসলিমগণ আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করিয়া বধির ও অন্ধ হন না। যেভাবে তাহারা কোন কিছু শ্রবণ করিতে পারে না, দেখিতে পারে না এবং বুঝিতে পারে না মু'মিনগণ এইরূপ হন না। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَ ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا এর অর্থ হইল, আল্লাহ ঐ সকল প্রিয় বান্দাগণ, হক শ্রবণ করা হইতে বধির হয় না এবং তাহারা উহা হইতে অন্ধও থাকে নাই। এবং তাহারা হক ও সত্যকে বুঝিয়াছে এবং আল্লাহর কিতাব হইতে যাহা কিছু শ্রবণ করিয়াছে উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইব্ন আসিম (র) ..... ইবন আওন (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি শা'ফী (র) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, এক ব্যক্তি

যিনি কিছু লোককে সিজ্‌দায় পায় তবে সেও কি সিজ্‌দায় যাইবে? অথচ যে আয়াত পাঠ করিয়া তাহারা সিজ্‌দায় গিয়াছে সে উহা শ্রবণ করেন নাই। তখন তিনি এই তিলাওয়াত করিয়া ইহা বুঝাইলেন যে, তাহার পক্ষে সিজ্‌দা করিতে হইবে না। কারণ সে শ্রবণ ও করে নাই আর উহা সম্পর্কে চিন্তাও করে নাই। আর কোন মু'মিনের পক্ষে চিন্তা করা ছাড়াই কোন কাজ করা উচিৎ নহে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া যে কোন কাজের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا الخ -

আর আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দাগণ এই দোয়া করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে এমন সুসন্তান দান করুন, যাহারা কেবল আপনার আনুগত্য স্বীকার করে, কেবল আপনারই দাসত্ব গ্রহণ করে, আপনার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করে। ফলে তাহাদের দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের চক্ষু শীতল হয়। ইকরিমাহ (র) বলেন, আল্লাহর এই প্রিয়জনগণ সুন্দর ও রূপবান সন্তানের জন্য দোয়া করে নাই। বরং কেবল এমন সন্তানের দোয়া করিয়াছে যাহারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত হইবে। হাসান বাসরী (র)-এর নিকট আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, স্ত্রী ও সন্তানদের পক্ষ হইতে আল্লাহর আনুগত্য প্রত্যক্ষ করাই একজন মু'মিন বান্দার কাম্য। পুত্রকন্যা ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের পক্ষ হইতে আল্লাহর আনুগত্য দেখিলেই একজন মু'মিনের চক্ষু শীতল হয়। মুজাহিদ (র) বলেন এমন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি দান করুন যাহারা আপনার উত্তম ইবাদত করে এবং কোন প্রকার পাপ করে না।

আবদুর রহমান ইবন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) আলোচ্য আয়াতের অর্থ করেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি আমাদিগকে এমন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা দান করুন, যাহা দিগকে আপনি ইসলামের পথে পরিচালিত করিবেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মা'মার ইব্‌ন রশীদ (র) তিনি বলেন, একদিন আমরা মিকদাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় তাঁহার নিকট এক ব্যক্তি অতিক্রম করিল। সে বলিল, সেই দুই চক্ষু বড়ই মুবারাক যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দর্শন করিয়াছে। হায় আমরাও যদি তাঁহাকে দেখিতে পারিতাম হায়। আমরাও যদি রাসূলুল্লাহ (সা) সাহচর্য লাভ করিতে পারিতাম। ইহা শুনিয়া হযরত মিকদাদ (রা) ক্রোধান্বিত হইলেন। কিন্তু আমি তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইলাম। কারণ, লোকটি তো খারাপ কিছুই বলেন নাই। হযরত মিকদাদ (রা) বলিলেন, মানুষের হইল কি যে, আল্লাহ তাহাকে যাহা দান করেন নাই, উহার জন্য সে আকাঙ্ক্ষা করে। ঐ যুগে থাকিলে যে তাহার কি অবস্থা হইত উহা কি তাঁহার জানা আছে? আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে এমন লোকও ছিল যাহাদিগকে তাহার দাওয়াত গ্রহণ না করিবার কারণে এবং অমান্য করিবার কারণে

লাঞ্ছিত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। তোমরা ইহার জন্য আল্লাহর কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না যে, তোমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভুমিষ্ট হইবার সাথেই তোমাদের প্রতিপালককে জানিতে পারিয়াছ। তোমাদের নবীর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে তোমরা বিশ্বাস করিয়াছ। অথচ ইহার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি বিপদের যেই সয়লাব অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা তোমাদিগকে স্পর্শও করে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই যুগে প্রেরিত হইয়াছিলেন, উহা ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং বর্বর ও মূখতার যুগ। প্রতিমা পূজা ব্যতিত উত্তম ধন আর কিছু থাকিতে পারে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না। এমনি এক মূহুর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী এক দীন সহ আগমন কারিয়াছিলেন, যাহার মাধ্যমে তিনি সত্যকে পৃথক ও মিথ্যাকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন, ইহার ফলে পিতা-পুত্র হইতে পৃথক হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি তাহার পিতা কিংবা পুত্র অথবা ভাইকে কাফির দেখিত, তবে তাহার অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকিবার কারণে সে তাহার সেই পিতা-পুত্র কিংবা ভাইকে ধ্বংসপ্রাপ্ত বলিয়া ধারণা করিত। ফলে এই ধরনের সন্তান ও আপনজন দেখিয়া তাহার চক্ষু শীতল হইবার কথা নহে। কারণ যে জানিত যে, তাহার আত্মীয় ও তাহার বন্ধু একজন দোযখী। আর এই কারণেই তাহারা আল্লাহ্ দরবারে দো'আ করিত, হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ হইতে আমাদিগকে চক্ষুর শীতলতা দান করুন। রিয়ায়েতের সনদ বিশুদ্ধ।

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ـ

আর হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন। ইব্ন আব্বাস (র), হাসান, সুদ্দী, কাতাদাহ ও রাবী ইব্ন আনাস (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, আমাদিগকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম বানাইয়া দিন যে, সৎকাজে তাহারা আমাদের অনুসরণ করে। অন্যান্য তাফসীর কারগণ বলেন, "আমাদিগকে পথপ্রদর্শনকারী ও কল্যাণের প্রতি আহবানকারী বানাইয়া দিন"। আল্লাহর এই সকল বান্দাগণের কাম্য ইহাই যে, তাহাদের সন্তানগণ ও যেন তাহাদের ইবাদতে অনুসরণ করে এবং তাহাদের হিদায়াত দ্বারা যেন অন্য লোক উপকৃত হয়। ইহা দ্বারা সাওয়াব ও অধিক লাভ হয় এবং ইহার পরিণতি ও অধিক কল্যাণকর। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন কোন মানুষের ইন্তিকাল হইয়া যায় তখন তাহার সকল আমল বন্দ হইয়া যায়। কিন্তু তিনটি আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পর লাভ করিতে থাকে। সৎসন্তান, উপকারী ইল্ম ও সাদাকায়ে জারিয়াহ।

٧٥. أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا.

٧٦. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

٧٧. قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا.

অনুবাদ ঃ (৭৫) তাহাদিগকে প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে জান্নাত, যেহেতু তাহারা ছিল ধৈর্যশীল, তাহাদিগকে সেথায় অভ্যর্থনা করা হইবে অভিনন্দনওসালাম সহকারে। (৭৬) সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে। আশ্রয় স্থল ও বসতি হিসাবে উহা কত উৎকৃষ্ট। (৭৭) বল, আমার প্রতিপালককে না ডাকিলে তাঁহার কিছু আসে যায় না। তোমরা অস্বীকার করিয়াছ, ফলে অচিরে নামিয়া আসিবে অপরিহার্য শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে তাঁহার প্রিয় বান্দাগণের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দান করিয়া তাহাদের বিনিময় ঘোষণা করিয়া বলেন ঃ أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ সকল লোকদিগকেই তাহাদের বিশেষ গুণাবলীর উপর ধৈর্যধারণের বিনিময়ে বেহেশত দান করা হইবে। وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلَامًا এবং ঐ বেহেশতের মধ্যে তাহাদিগের সম্মান প্রদর্শনার্থে দু'আ ও সালাম করা হইবে। ফিরিশতাগণ প্রতি দরজা দিয়া তাহাদের নিকট সালাম করিতে করিতে প্রবেশ করিবে। خَالِدِيْنَ فِيْهَا তাহারা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। কখনও তাহার ঐ স্থান ত্যাগ করিবে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ যাহারা ভাগ্যবান তাহারা চিরকাল বেহেশতে অবস্থান করিবে। (সূরা হূদ ঃ ১০৮)

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ঐ স্থান দেখিতেও চমৎকার এবং আরামের জন্যও উত্তম। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّىْ হে নবী! আপনি ঐ সকল কাফিরদিগকে বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আন তবে আমার প্রতিপালক তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। তোমাদের দ্বারা

আল্লাহর প্রয়োজনটা কি? বস্তুতঃ ইবাদত করিবার প্রয়োজন তোমাদেরই, কারণ আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার ইবাদত করিবার জন্য; তাঁহার একত্ববাদ মানিবার জন্য ও সর্বদা তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا হে কাফিররা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ অমান্য করিয়াছ। অতএব তোমাদের এই অমান্যতার কারণেই অবশ্যই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা), উবাই ইব্ন কা'ব (রা), মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) এই আয়াত দ্বারা বদরের যুদ্ধের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের শাস্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা ফুরকান -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)।

তাফসীর ঃ আশ-শু‘আরা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

ইহাকে সূরা জামেআহ ও বলা হয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. طٰسٓمٓ.

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ.

٣. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

٤. اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ.

٥. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ.

٦. فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

৭. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ .

৮. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

৯. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১) তা-সীন-মীম। (২) এই গুলি সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত (৩) উহারা মু'মিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়তো মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে। (৪) আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদিগের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদিগের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি। (৫) যখনই উহাদিগের কাছে দয়াময়ের এর নিকট হইতে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই উহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। (৬) উহার তো অস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত, তাহার প্রকৃত বার্তা তাহাদের নিকট শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে। (৭) উহারা কি পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি উহাতে প্রত্যেক প্রকারের কত উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদ্গত করিয়াছি। (৮) নিশ্চয় উহাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (৯) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ 'মুকাত্তাআত' হরফ সম্বন্ধে "সূরা বাকারায়" আমরা পূর্বেই স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। অতএব এখন উহার প্রয়োজন নাই। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ ইহা সু-স্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ, যাহা হক ও বাতিলকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইয়া দেয় এবং হেদায়েত কি,গুমরাহী কি, উহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দেয়। لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ সম্ভবতঃ আপনি তাহাদের ঈমান না আনিবার কারণে দুশ্চিন্তা করিয়া নিজের জীবন শেষ করিয়া ফেলিবেন।

কাফিরদের ঈমান না আনিবার কারণে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই কারণে অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ

"আপনি ঐ সকল কাফিরদের প্রতি অনুতাপ করিয়া স্বীয় প্রাণনাশ করিবেন না"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ "তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ্ হইয়া আপনি নিজের প্রাণকে নাশ করিয়া দিবেন"?

মুজাহিদ, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, আতীয়্যাহ, যাহ্হাক, হাস্সান (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ এর অর্থ হইল, জীবন হত্যাকারী ।যেমন কবির ভাষায় এই অর্থ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে ঃ .

الا ايهدا الباخع الحزن نفسه * لشئ تحته عن يديه المقاء ۔

এই অর্থ উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنْ نَشَاَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۔

যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তাহাদের প্রতি আসমান হইতে এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করিতে পারি, যাহার সম্মুখে তাহাদের গর্দান অবনত হইবে এবং ঈমান আনিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু যেহেতু আমি কেবল ঐচ্ছিক ঈমানেরই প্রত্যাশা করি। অতএব এইরূপ নিদর্শন অবতীর্ণ করি না, যাহার ফলে তাহারা বাধ্য হইয়া ঈমান আনে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۔ اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۔

"আপনার প্রতিপালক ,ইচ্ছা করিলে বিশ্বের সকল লোক ঈমান আনিত। তবে কি আপনি ঈমান আনিতে বাধ্য করিবেন"? (সূরা ইউনুস ঃ ৯৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۔

"যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করিতেন, তবে সকল মানুষকে একই দল ভুক্ত করিয়া দিতেন" । (সূরা হূদ ঃ ১১৮) কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাহা করেন নাই। বরং পৃথক পৃথক ধর্মের ব্যাপারে তাহার নির্ধারিত বিষয়টিই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া ও ধর্ম গ্রন্থাদি নাযিল করিয়া তিনি দলীল প্রমাণ কায়েম করিয়াছেন।

وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلاَّ كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۔

"আর তাহাদের নিকট পরম করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যখনই নতুন কোন উপদেশ বাণী আসে তাহাদের অধিকাংশই উহার হইতে বিমুখ হইয়া পড়ে" । যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ "আর আপনি যদি তাহাদের ঈমান জন্য লোভও করেন তবুও তাহাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনিবে না" ।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ -

“বান্দাগণের প্রতি বড়ই অনুতাপ! তাহাদের নিকট যখনই কোন রাসূলের আগমন ঘটে তাহারা তাহার সহিত বিদ্রুপ করিতে থাকে”। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ -

“অতঃপর আমি পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করিয়াছি কিন্তু সেই উম্মাতের নিকট যখনই তাহাদের রাসূল আগমন করিয়াছেন তাহরা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে”। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৪৫)

এখানে ও আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْبَؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِؤُنَ -

‘যেই সকল লোকের প্রতি শেষ নবীকে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহারা তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অতএব তাহাদের নিকট অচিরেই তাহাদের বিদ্রুপের পরিণতি সমাগত হইবে। তাহারা জানিতে পারিবে যে, এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার অশুভ পরিণতি কি !

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلِبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ -

“অচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে যে, তাহারা কোন পথে পরিচালিত হইতেছে”।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহাশক্তি ও প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়া ঐ সকল লোককে সতর্ক করিয়াছেন যাহারা তাঁহার রাসূলের বিরোধিতা করিবার ও তাঁহার প্রতি অবতারিত কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছে। যিনি রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন ও তাঁহার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তিনি এমন মহাশক্তির অধিকারী যিনি যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে নানা প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করিয়াছেন, নানা প্রকার জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, জনৈক রাবীর মাধ্যমে শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মানুষ যমীনেরই উৎপাদিত বস্তু। তাহাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে সম্মানিত। আর যে দোযখে প্রবেশ করিবে সে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً অবশ্যই ইহাতে সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতার প্রমাণ রহিয়াছে, যিনি যমীনকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এবং আসমানকে সুউচ্চ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তাহার প্রতি ঈমান আনে নাই। বরং তাঁহার প্রেরিত রাসূল ও অবতারিত কিতাব সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাঁহার আদেশ নিষেধ অমান্য করিয়াছে।

اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ অবশ্যই আপনার প্রতিপালক বড়ই শক্তিধর, যিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই মেহেরবান। অতএব তাঁহার শক্তি সত্ত্বেও কাহাকেও তাঁহার বিরোধিতার কারণে শাস্তি দিতে ব্যস্ত হন না। বরং তাহাকে অবকাশ দান করেন অতঃপর তাহাকে অতিশয় কঠিন হস্তে পাকড়াও করেন। আবুল আলীয়াহ, রাবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিরোধিতাকারী ও যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে তাহাদিগকে হইতে কঠিন হস্তে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তাহার প্রতি বড়ই মেহেরবান।

١٠. وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ .

١١. قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلَا يَتَّقُوْنَ .

١٢. قَالَ رَبِّ اِنِّىٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ .

١٣. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ .

١٤. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ .

١٥. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ .

١٦. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

١٧. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ اِسْرَآئِلَ .

١٨. قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْهَا وَلِيْدًا وَّلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ .

١٩. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ .

٢٠. قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّ اَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ۔

٢١. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِىْ رَبِّىْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۔

٢٢. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۔

অনুবাদ ঃ (১০) স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও, (১১) ফিরা'আউন সম্প্রদায়ের নিকট, উহারা কি ভয় করে না ? (১২) তখন সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, উহারা আমাকে অস্বীকার করিবে (১৩) এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। আর আমার জিহ্বা তো সাবলীল নাই। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠাও (১৪) আমার বিরুদ্ধে তো উহাদিগের এক অভিযোগ আছে, আমি আশংকা করি উহারা আমাকে হত্যা করিবে (১৫) আল্লাহ্ বলিলেন, না, কখনও নহে। অতএব তোমরা উভয়েই আমার নিদর্শন সহ যাও। আমি তোমাদিগের সংগে আছি, শ্রবণকারী (১৬) অতএব তোমরা ফিরা'আউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল (১৭) আর আমাদিগের সহিত যাইতে দাও বনী ইসরাঈলকে (১৮) ফির'আউন বলিল, আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদিগের মধ্যে লালন-পালন করি নাই এবং তুমি তো তোমার জীবনের বহু বৎসর আমাদিগের মধ্যে কাটাইয়াছ (১৯) তুমি তো তোমার কর্ম যাহা করিবার তাহা করিয়াছ, তুমি অকৃতজ্ঞ। (২০) মূসা বলিল, আমি তো ইহা করিয়াছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ। (২১) অতঃপর আমি তোমাদিগের ভয়ে ভীত হইলাম, তখন আমি তোমাদিগের নিকট হইতে পালাইয়া গিয়াছিলাম। তৎপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞান দান করিয়াছেন এবং রাসূল করিয়াছেন (২২) আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিতেছ তাহা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করিয়াছ।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল ও কালীম হযরত মূসা (আ)-কে যেই নির্দেশ দিয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তূর পাহাড়ের ডাইন দিক হইতে তাঁহাকে আহবান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে

রাসূল হিসাবে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং ফির'আউনকে দাওয়াত পৌছাইবার জন্য তাহার নিকট গমন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ اَلاَ يَتَّقُوْنَ قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ - وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ -

হে মূসা! তুমি ফির'আউনের কাওমের নিকট গমন কর। তাহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কর। তাহারা কি আল্লাহকে ভয় করিবে না। পরহেযগারী অবলম্বন করিবে না। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমার ভয় হইতেছে যে, আমি তাহাদের নিকট গমন করিয়া রাসূল হইবার দাবী করিয়া আপনার দাওয়াত পৌছাইলে তাহারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে। আমার অন্তর সংকুচিত হইয়া যাইবে। আমি সুন্দরভাবে কথা বলিতে অক্ষম। অতএব আপনি হারূনকে রাসূল করিয়া তাহাদের নিকট প্রেরণ করুন। ইহা ছাড়া তাহারা আমার উপর একটি অপরাধের দাবীও করে। অতএব আমার ভয় হইতেছে যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। হযরত মূসা (আ) এইভাবে আল্লাহর দরবারে স্বীয় ওজর পেশ করিলেন। এবং উহা দূর করিবার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করিলেন। সূরা 'তো-হা' -এর মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ ....قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى -

"মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সীনা খুলিয়া দিন এবং আমার কাজকে সহজ করিয়া দিন ..... অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, হে মূসা! তোমার সকল প্রার্থনা মঞ্জুর হইল"।

وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ আর তাহারা আমার উপর একটি অপরাধের দাবী করে। অতএব ভয় হইতেছে যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিবে। হযরত মূসা (আ) একজন কিব্তীকে হত্যা করিয়াছিলেন। আর এই কারণে তিনি মিসর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। قَالَ كَلاَّ ইহার জবাবে আল্লাহ বলিলেন, তুমি ইহার জন্য একটু ভয় করিও না। ইহার জন্য আমি যাবতীয় ব্যবস্থা করিব। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيَاتِنَا.

"অচিরেই তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহুকে মযবুত করিয়া দিব এবং তোমাদের জন্য দলীল প্রমাণ নির্ধারণ করিয়া দিব। অতএব তাহারা তোমাদের নিকট পৌছিতেই সক্ষম হইবে না বরং তোমরাও তোমাদের অনুসারীগণই বিজয়ী হইবে"।

فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ তোমরা আমার নির্দশন ও মু'জিযা লইয়া তাহাদের নিকট গমন কর। আমি তোমাদের কথা শ্রবণ করিব এবং তোমাদের জন্য আমার সাহায্য থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى অর্থাৎ আমি নিশ্চয় তোমাদের সাথে আছি। তোমাদের সংরক্ষণ করিব, তোমাদের কথা শ্রবণ করিব, তোমাদের দেখিব ও তোমাদের সাহায্য করিব। فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ তোমরা উভয়ই ফির'আউনের নিকট গমন করিয়া বল, আমরা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে প্রেরিত। اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার নিকট আমাদিগকে এই জন্য প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে তোমার গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া আমাদের সহিত প্রেরণ করিবে। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্র মু'মিন বান্দা অথচ, তুমি তাহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছ। ফির'আউন যখন হযরত মূসা (আ)-এর এই দুঃসাহসিকতা পূর্ণ কথা শুনিল, তখন সে অতি তাচ্ছিল্য ভরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল ঃ اَلَمْ نُرَبِّكَ وَلِيْدًا আমি কি তোমাকে শৈশবকালে প্রতিপালন করি নাই ? অর্থাৎ তুমি কি সেই ব্যক্তি নহে, যাহাকে আমার ঘরে প্রতিপালন করিয়াছি ? আমার সর্বপ্রকার সেবাযত্ন গ্রহণ করিয়াই তুমি বড় হইয়াছ এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার দেওয়া সর্বপ্রকার নিয়ামত ভোগ করিয়াছ ? এবং উহার প্রতিদানে তুমি আমার গোষ্ঠীরই একজন লোককে হত্যা করিয়া নিমকহারামী করিয়াছ? وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ বস্তুতঃ তুমি অকৃতজ্ঞদেরই দলভুক্ত। ইব্ন আব্বাস (রা) আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইব্ন জরীর (র)-এর মনোপুত তাফসীরও ইহাই।

قَالَ فَعَلْتُهَآ اِذًا وَّاَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ মূসা বলিল, আমি তখন ঐ কাজ এমন অবস্থায় করিয়াছিলাম যে, তখন আমি সঠিক পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। আমার নিকট তখনও আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী আসে নাই এবং নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্ত হই নাই। ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ ضَآلِّيْنَ অর্থ جَاهِلِيْنَ অর্থাৎ আমি তখন অজ্ঞ ছিলাম। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (র)-এর কিরাতে وَاَنَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ বর্ণিত আছে।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ অতঃপর আমি তোমাদের ভয়ে পলায়ন করিয়াছি। অর্থাৎ যখন আমি কিবতীকে হত্যা করিয়াছিলাম এবং তোমাদের অত্যাচারের ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলাম। তখনকার অবস্থা হইতে আমার বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন আমি ওহী ও রিসালত প্রাপ্ত ছিলাম না, বর্তমান আমি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত। অতএব এখন যদি তুমি আমার অনুসরণ কর তবে তো নিরাপদ থাকিবে নচেৎ ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) ফিরা'আউনকে বলিলেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

আমার প্রতি তোমার যেই অনুগ্রহের তুমি খোটা দিতেছ, উহা এই তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া রাখিয়াছ। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানাইয়া তাহাদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিতেছ, যেই অমানবিক কষ্ট ও যাতনা দিতেছ উহার তুলনায় এক ব্যক্তির প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও বদান্যতা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু নহে।

٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ .

٢٤. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ .

٢٥. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ .

٢٦. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ .

٢٧. قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ .

٢٨. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (২৩) ফির'আউন বলিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের আবার কে (৩৪) মূসা বলিল, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (২৫) ফির'আউন তাহার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমরা শুনিতেছ তো (২৬) মূসা বলিল. তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের প্রতিপালক (২৭) ফির'আউন বলিল, তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত তোমাদিগের রাসূল তো নিশ্চয়ই পাগল (২৮) মূসা বলিলেন, তিনি পূর্ব পশ্চিমের এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝিতে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের কুফরি, অহংকার ও অবাধ্যতার সংবাদ দিয়াছেন। যেহেতু ফির'আউন তাহার প্রজাদিগকে এই কথা বিশ্বাস করাইতেছিল যে, مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ সে ছাড়া আর কোন রব ও প্রতিপালক নাই এবং তাহারা তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল। তাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করিত এবং বিশ্বাস করিত যে ফির'আউন ছাড়া আর কোন রব নাই। হযরত মূসা (আ) যখন তাহার নিকট গিয়া বলিল, রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে তোমার নিকট তাঁহার হুকুম পৌছাইবার নিমিত্তে আসিয়াছি, তখন সে তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ। আমি ছাড়া আর রব কে আছে? পূর্ববর্তী পরবর্তী উলামায়ে কিরামগণ এই রূপ তাফসীর করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ-এর মর্ম قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوْسٰى قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى আয়াতের অনুরূপ। অর্থাৎ ফির'আউন বলিল, হে মূসা ! তোমাদের রব আবার কে? মূসা বলিল, আমাদের রব সেই মহান সত্তা যিনি সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সকলকে সঠিক পথ দেখাইয়াছেন। তর্ক শাস্ত্রবিদগণের মধ্য হইতে যাহারা এই কথা বলেন যে, ফির'আউন আল্লাহর হাকীকত ও তাঁর মূল পরিচিত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহারা ভুল করিয়াছে। কারণ ফির'আউন আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করিত না। অতএব আল্লাহর হাকীকত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার প্রশ্নই উঠে না। অথচ রাব্বুল আলামীনের অস্তিত্বের উপর দলীল প্রমাণ সবই তাহার নিকট উপস্থিত ছিল। ফির'আউন যখন হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করিল, আমি ছাড়া আবার রাব্বুল আলামীন কে আছেন ? তখন তিনি বলিলেনঃ

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ـ

আসমানসমূহ ও যমীন এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা তিনিই রাব্বুল আলামীন। তিনিই সকল বস্তুর মালিক তিনিই অদ্বিতীয় উপাস্য। উর্ধ্বজগত এবং উহাতে অবস্থিত স্থির-অস্থির নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। যমীন এবং উহাতে বিদ্যমান সকল পাহাড়-পর্বত নদী-নালা, গাছ-পালা, জীব-জন্তু এবং উভয় জগতের মাঝে শূন্যেই উড়ন্ত সকল পাখি-পক্ষী তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল বস্তু তাঁহার দাস এবং তাঁহার সম্মুখে অবনত।

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ। এই মহান সত্তাকে কেবল তখনই রাব্বুল আলামীন বলিয়া মানিবে যদি তোমার বিশ্বাস স্থাপনকারী অন্তর থাকে এবং দর্শনকারী চক্ষু থাকে। হযরত মূসা (আ)-এর মুখে এই কথা শুনিবার পর ফির'আউন তাহার মন্ত্রী বর্গের প্রতি তাকাইয়া বিদ্রুপ করিয়া এবং মূসা (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিল ঃ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ। আরে তোমার কি ইহার বক্তব্যকে শ্রবণ করিতেছ না ? সে যে বলিতেছে যে, আমি ছাড়া আরো

নাকি কোন উপাস্য আছে। তাহার কথা শ্রবণ করিয়া মূসা (আ) বলিলেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاۤءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিপালক তিনিই।. ফির'আউন তাহার কাওমকে বলিল ঃ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ তোমাদের যেই রাসূলকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, নিঃসন্দেহে সে একজন পাগল। তাহা না হইলে আমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও সে উপাস্য বলিয়া মানিত না।

তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

"আমি যাহাকে রব বলিয়া বিশ্বাস করি কেবল তিনিই মাশরিক, মাগরিব এবং উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তুর রব। যদি তোমরা বুঝিতে সক্ষম হও"। কেবল তিনিই পূর্বদিকে সূর্যকে উদিত করেন এবং পশ্চিম দিকে অস্তমিত করেন। যদি ফির'আউন রব উপাস্য হওয়ার দাবীতে সত্য হয় তবে আল্লাহ্ ব্যবস্থাপনার বিপরীত করিয়া দেখাক অর্থাৎ সে যেন সূর্যকে পশ্চিম দিক হইতে উদিত করিয়া পূর্ব দিকে অস্তমিত করুক। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সহিত বিতর্কে অবতরণকারী সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ ـ

"ইব্রাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব দিক হইতে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক হইতে উদিত কর"। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

হযরত মূসা (আ)-এর দলীল প্রমাণ পেশ করিবার পর ফির'আউনের পক্ষ আর যখন উত্তর করা সম্ভব হইল না, তখন সে এই ভাবিয়া তাহার শক্তি ব্যবহার করিবার ধমক দিল যে হয়ত ইহা দ্বারা হযরত মূসা (আ) প্রভাবিত হইবেন।

٢٩. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

٣٠. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ ـ

٣١. قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

٣٢. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ـ

٣٣. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ.

٣٤. قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهُ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ.

٣٥. يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ.

٣٦. قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ.

٣٧. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (২৯) ফির'আউন বলিল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহ্ রূপে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করিব। (৩০) মূসা বলিল, আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করিলেও (৩১) ফির'আউন বলিল, তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে উহা উপস্থিত কর (৩২) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল, তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল (৩৩) আর মূসা হাত বাহির করিল আর তৎক্ষণাৎ উহা দর্শনকারীদিগের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হইল (৩৪) ফির'আউন তাহার পারিষদবর্গকে বলিল, এ তো এক সুদক্ষ যাদুকর (৩৫) এ তোমাদিগকে তোমাদিগের দেশ হইতে তাহার যাদুর বলে বহিষ্কার করিতে চাহে ? (৩৭) তাহারা বলিল, তাহাকে ও তাহার ভ্রাতাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদিগকে পাঠাও (৩৭) যেন তাহারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ যাদুকর উপস্থিত করে।

তাফসীর ঃ ফির'আউন যখন যুক্তি তর্কের দ্বারা হযরত মূসা (আ) কে পরাজিত করিতে ও প্রভাবিত করিতে ব্যর্থ হইল তখন সে তাহাকে তাহার ক্ষমতার ভয় দেখাইয়া প্রভাবিত করিতে উদ্যত হইল। সে তাহাকে বলিল ঃ

لَئِنْ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। ইহা শুনিয়া হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, اَوَ

لَوْ جِئْتُكَ لِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ আমি যদি তোমার নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করি তবুও কি তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করিবে?

قَالَ فَأْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ফির'আউন বলিল, যদি তুমি তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও তবে উহা পেশ কর। فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ তখন মূসা (আ) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলে উহা এক সুস্পষ্ট ভয়ানক বিকট আকৃতির অজগরে পরিণত হইল। وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ এবং তাহার জেব হইতে হাত বাহির করিলে আকস্মিক দর্শকদের জন্য উহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইল। ইহা দেখিয়া ফির'আউন তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইল এবং দরবারী সর্দারগণকে বলিল, اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি বড় বিজ্ঞ যাদুকর। এই কথা বলিয়া ফির'আউন তাহার দরবারীদিগকে ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষে হইতে এই আলৌকিক ঘটনা কেবল তাঁহার বিজ্ঞ যাদুকরী ছাড়া কিছু নহে। ইহা তাহার নবুওয়াতের দলীল নহে। অতঃপর সে তাহার দরবারীদিগকে তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য উত্তেজিত করিল। সে বলিল ঃ

يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَأْمُرُوْنَ ـ

তাহার ইচ্ছা সে তাহার যাদুশক্তি দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাস ভূমি হইতে বিতাড়িত করিবে। এখন তাহার ব্যাপারে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও। অর্থাৎ মূসা তাঁহার যাদুমন্ত্রের দ্বারা মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে। তাহারা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং তাহার অনুসরণ করিবে। ফলে তাহাদের সাহায্যে সে তোমাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইবে। এই পরিস্থিতিতে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ـ

তাহারা বলিল, আপনি মূসা ও তাহার ভাইকে অবকাশ দিন এবং বিভিন্ন শহরে ঘোষক প্রেরণ করুন, তাহারা বিজ্ঞ যাদুকরদিগকে একত্রিত করিবে এবং যাদুকররা মূসা (আ) কে মুকাবিলা করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবে। ফলে আপনি বিজয়ী হইবেন। তাহাদের প্রস্তাবে ফির'আউন ঐক্যমত পোষণ করিল এবং যাদুকরদিগকে একত্রিত করিয়া বিশাল ময়দানে ব্যবস্থা করিল। বস্তুত ইহা ছিল আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রকাশ্যভাবে সকলের সম্মুখে তাঁহার নির্দশন ও দলীল প্রকাশের এক সুব্যবস্থা।

٣٨. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ـ

٣٩. وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ـ

٤٠. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ .

٤١. فَلَمَّا جَاۤءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ .

٤٢. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ .

٤٣. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ .

٤٤. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ .

٤٥. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ .

٤٦. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ .

٤٧. قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

٤٨. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (৩৮) অতঃপর এক নির্বাচিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদিগকে একত্র করা হইল (৩৯) এবং লোকদিগকে বলা হইল, তোমরা সমবেত হইতেছ কি? (৪০) অতঃপর যাদুরকরা আসিয়া ফির'আউনকে বলিল, আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদিগের জন্য পুরস্কার থাকিবে তো? (৪২) ফির'আউন বলিল হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্টদের শামিল হইবে। (৪৩) মূসা তাহাদিগকে বলিল, তোমাদিগের যাহা নিক্ষেপ করার তাহা নিক্ষেপ কর (৪৪) অতঃপর তাহারা উহাদিগের রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং বলিল ফির'আউনের ইজ্জতের শপথ আমরাই বিজয়ী হইব। (৪৫) অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল সহসা উহা

উহাদিগের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল। (৪৬) তখন যাদুকরেরা সিজ্দায় নত হইয়া পড়িল (৪৭) এবং বলিল, আমরা ঈমান আনয়ন করিলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি (৪৮) যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও কিব্তী সম্প্রদায়ের মাঝে যেই বিতর্ক ও মুকাবিলা হইয়াছিল উহা তিনি সূরা আ'রাফ, সূরা তোহা এবং অত্র সূরা শু'আরা এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কিব্তী সম্প্রদায় ভাবিয়া ছিল যে, তাহারা আল্লাহর নূরকে মুখের ফুৎকারে নির্বাসিত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ সম্ভব ছিল না। ঈমান ও কুফর এর যখনই মুকাবিলা হয় তখন কুফরের উপর ঈমানের বিজয়ী ঘটে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ -

"বরং হকের দ্বারা বাতিলের উপর আঘাত হানি। অতঃপর হক বাতিলকে চুরমার করিয়া দেয় এবং উহা বিলুপ্ত হইয়া যায়"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ আপনি বলুন, হক সমাগত হইয়াছে বাতিল বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কারণেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন শহর হইতে আগত খ্যাতনামা সুপ্রসিদ্ধ যাদুকরগণ একত্রিত হইয়া হযরত মূসা (আ)-এর মুকাবিলা পরাস্ত হইল এবং হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিল। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার। কাহারও মতে সতের হাজার। কেহ বলেন, উনিশ হাজার। ইহা ছাড়া ত্রিশ হাজারের উর্ধে এবং আশি হাজার বলিয়া কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যাদুকরদের চারজন সর্দার ছিল। তাহাদের নাম হইল, সাঁবূর, আয়ূর, হাত্হাত্ ও মুসাফ্ফা। চারজন ছিল তাহাদের কার্যনির্বাহী। ঐ দিন বিপুল জন সমাবেশ ঘটিয়াছিল। ঐ জন সমাবেশ হইতে একজন বলিল ঃ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ -

যদি যাদুকররা বিজয়ী হয় সম্ভবত আমরা তাহাদের অনুসরণ করিব। তাহাদের কাহার ও মুখ হইতে ইহা বাহির হইল না যে, আমরা হকের অনুসরণ করিব। কারণ, তাহারা ফির'উনের প্রজা ছিল এবং প্রজারা সাধারণতঃ বাদশাহর ধর্মের অনুসারী হইয়া থাকে।

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا...الخ -

যখন যাদুকরেরা ফির'আউনের দরবারে উপস্থিত হইল। ফির'আউন তাহাদের সম্মানের জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা যদি বিজয়ী হই,

তবে কি আমাদের জন্য কোন বিশেষ বিনিময় থাকিবে। قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ। সে বলিল হ্যাঁ, তোমরা তখন অবশ্যই আমার বিশেষ ঘনিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অতঃপর তাহারা মুকাবিলার জন্য নিদিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিল।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ۔

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল হে মূসা! তুমি কি পূর্বে নিক্ষেপ করিবে, না কি আমরা অগ্রে নিক্ষেপ করিব। قَالَ بَلْ اَلْقُوْا মূসা (আ) বলিল, আমি নহে বরং তোমরা অগ্রে নিক্ষেপ কর।

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَالَ لَهُمْ مُوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُلْقُوْنَ তোমাদের যাহা নিক্ষেপ করিবার আছে উহা তোমরা নিক্ষেপ কর। فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ অতঃপর তাহারা তাহাদের রাশি ও লাঠি গুলো নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, ফির'আউনের ইজ্জতের কসম, আমরা বিজয়ী হইব।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ۔

তাহারা মানুষের চক্ষুতে যাদু করিল এবং তাহাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিল এবং বড় ধরনের যাদু পেশ করিল। সূরা তো-হার মধ্যে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ۔

"আকস্মিক তাহাদের রশিও লাঠিগুলো তাহার কাছে তাহাদের যাদুর কারণে দৌড়াইতেছে বলিয়া মনে হইল"। আর এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۔

"অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলেন, আকস্মিকভাবে উহা ঐ সবই গিলিতে লাগিল যাহা তাহা গড়িয়াছিল এবং কিছুই অবশিষ্ট রহিল না"। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .... رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۔

অতঃপর হক সাব্যস্ত হইল এবং তাহাদের কৃত বস্তু বাতিল প্রমাণিত হইল। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সকলেই অবনত হইয়া সিজ্দা করিল। তাহারা ঘোষণা করিল, আমরা সারা জাহানের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।

ফির'আউনের সম্মুখে সত্যের এই সুস্পষ্ট দলীল উপস্থিত হইল এবং তাহার আর কোন ওজর অবশিষ্ট থাকিল না। যাহাদের সাহায্য সে বিজয়ী হইবার জন্য সাহায্য

প্রার্থনা করিয়াছিল তাহারা পরাজয় বরণ করিয়া তখনই হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিল এবং রাব্বুল আলামীনের প্রতি মাথা অবনত করিয়া সিজ্দা করিল। যিনি সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ হযরত মূসা ও হারূনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফির'আউন পরাজিত হইল, লাঞ্ছিত হইল, আল্লাহর প্রেরিত মু'জিযা স্বচক্ষে দেখিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য যে, ঈমান আনিতে ব্যর্থ হইল। শুধু ইহা নহে সে অহংকার ভরে যাদুকরদিগের অধিক শত্রুতা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। সে যাদুকরদিগকে শক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত করিবার ধমক দিয়া বলিল ঃ

اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ -

মূসা তোমাদের গুরু যে তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে।

اِنَّ هٰذَا لَمَكَرٌ مَكَرْ تُمُوْهُ فِىْ الْمَدِيْنَةِ -

"নিশ্চয়ই ইহা একটি ষড়যন্ত্র যাহা তোমরা পূর্বে আঁটিয়াছিলে"।

٤٩. قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

٥٠. قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ.

٥١. اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৯) ফির'আউন বলিল, আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা উহাতে বিশ্বাস করিলে? এই তো তোমাদিগের প্রধান যে তোমাদিগকেই যাদু শিক্ষা দিয়াছে। শ্রীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম জানিবে। আমি অবশ্যই তোমাদিগের হাত এবং তোমাদিগের পা বিপরীত হইতে কর্তন করিবই। (৫০) তাহারা বলিল, কোন ক্ষতি নাই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। (৫১) আমরা আশা করি যে, আমাদিগের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করিবেন। কারণ আমরা মু'মিনদিগের অগ্রণী।

তাফসীর ঃ যাদুকরদের ঈমান আনিবার পর ফির'আউন তাহাদিগকে শাস্তির ধমক দিল। অথচ, উহাতে তাহাদের ঈমান বৃদ্ধি পাইল। বস্তুতঃ ইহার কারণ ছিল, তাহাদের অন্তর হইতে কুফ্‌র -এর পর্দা সরিয়া গিয়া সত্য এমনভাবে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে, শাস্তির ধমক দিয়া ঐ বিশ্বাস হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তাঁহারা হযরত মূসা (আ) এর মু'জিযা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত না হইলে কোন মানুষের পক্ষে এই আলৌকিক ঘটনা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। এবং হযরত মূসা (আ) একজন সত্য নবী, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার সাহায্যেই তাহাদের সম্মুখেই উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন।

ফির'আউন নও মুসলিম যাদুকরদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল, اٰمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؟ আমার অনুমতির পূর্বেই তোমরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিলে। তোমাদের এত বড় ধৃষ্টতা, অথচ আমি তোমাদের শাসক আমার অনুমতি প্রার্থনা করা তোমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, আমার অনুমতি পাইলে তোমরা ঈমান আনিতে নচেৎ বিরত থাকিতে।

اِنَّهُ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ তাহা হইলে বুঝা গেল ঐ মূসা (আ) তোমাদের বড় গুরু যে, তোমাদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু ফির'আউনের এই কথা যে, একবারেই ভিত্তিহীন তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর সহিত ঐ সকল যাদুকরদের আর কখনও সাক্ষাৎ ঘটে নাই। অতএব যাদুকরদের উস্তাদ ও গুরু হইবার প্রশ্নই অবান্তর। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই রূপ কথা বলিতে পারে না। যাদুকরগণ ঈমান আনিবার ঘোষণা করিল, তখন ফির'আউন তাঁহাদের হাত পাও কর্তন করিবার ও শূলেতে চড়াইবার ধমক দিলে তাহারা বলিয়া উঠিল, لَاضَيْرَ কোন ক্ষতি নাই, আমাদের কোন পরোয়া নাই। اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। এবং তিনি আমাদিগকে আমাদের কর্মের উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

তাহারা আরো বলিল, اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَارَبُّنَا خَطٰيٰنَا আমাদের বাসনা, তিনি যেন আমাদের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন এবং ঐ যাদুর পাপ ও মোচন করিয়া দেন যাহার জন্য তুমি আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছ। اِنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ কারণ আমরা সর্বপ্রথম ঈমান আনিয়াছি। আমাদের কিব্‌তী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এখন ও আর কেহ ঈমান আনে নাই। ইহার পর ফির'আউন তাহাদের সকলকে হত্যা করিয়া দিল।

٥٢. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۰

٥٣. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۰

٥٤. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ ۰

٥٥. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۰

٥٦. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۰

٥٧. فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۰

٥٨. وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۰

٥٩. كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۰

অনুবাদ ঃ (৫২) আমি মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম। এই মর্মে আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বহির্গত হও, তোমাদিগের পশ্চাদ্ধাবণ করা হইবে। (৫৩) অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাইল। (৫৪) এই বলিয়া ইহার তো একটি ক্ষুদ্র দল। (৫৫) উহারা তো আমাদিগের ক্রোধ উদ্রেক করিয়াছে। (৫৬) এবং আমরা তো একদল সদাসতর্ক (৫৭) পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিষ্কৃত করিলাম উহাদিগের উদ্যানরাজী ও প্রস্রবণ হইতে। (৫৮) এক ধনভাণ্ডারের ও সুরম্য সৌধমালা হইতে (৫৯) এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করিয়াছিলাম এই সমুদয়ের অধিকারী।

তাফসীর ঃ মিসরে হযরত মূসা (আ)-এর অবস্থান যখন দীর্ঘ হইল এবং ফির'আউনের কাছে তিনি আল্লাহ্‌র দলীল প্রমাণাদি পেশ করিলেন। অথচ, দিন দিন ফির'আউনের দৌরাত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, তখন তাহার ভাগ্যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে রাত্রি কালেই বনী

ইস্রাঈলকে মিসর ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত স্থানে গমন করিতে হুকুম দিলেন। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র হুকুম পালন করিলেন। বনী ইসরাঈল ফির'আউনের কাওমের বহু গহনা ধার লইয়াছিল। তাহারা ঐ সকল গহনা লইয়াই হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রওয়ানা হইল। একাধিক তাফসিরকারের মতে ফজর হইবার সাথেই হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে লইয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন, ঐ রাত্রে চন্দ্রগহণ হইয়াছিল।

হযরত মূসা (আ) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবর কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, বনী ইসরাঈলের একজন স্ত্রী লোক কবরটি সন্ধান দিল। হযরত মূসা (আ) তাঁহার সিন্ধুক সাথে লইয়া গেলেন। হযরত ইউসূফ (আ) বনী ইসরাঈলকে অসীয়্যত করিয়াছিলেন, তাহারা যখন মিসর ত্যাগ করিবে তখন তাঁহার লাশের সিন্ধুকটি সংগে লইয়া যায়।

এই সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আরব বেদুঈনের বাড়ী অবতরণ করিলেন। সে তাঁহাকে সম্মান করিল। তাঁহার বাড়ী হইতে বিদায় কালে তাঁহাকে বলিলেন, তুমি মদীনায় আমার সাক্ষাৎ করিবে। কিছুকাল পরে ঐ লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদ্মতে উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে? সে বলিল, আমাকে হাওদাসহ একটি উষ্ট্রী দান করুন এবং একটি দুধের বক্রীও দিন। রাসূলুল্লাহ বলিলেন ঃ আফসোস, তুমি বনী ইসরাঈলের সেই বৃদ্ধার মত কিছু প্রার্থনা কর নাই। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ বৃদ্ধার ঘটনা কি জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া রওয়ানা হইলেন, তিনি পথ ভুলিয়া গেলেন। হাজার চেষ্টা করিয়াও তিনি পথের সন্ধান পাইলেন না। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের একত্রে করিয়া বলিলেন, এমন অন্ধকার কেন? আর কেনই পথের সন্ধান পাইতেছি না। তবে বনী ইসরাঈলের উলামাগণ বলিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) আমাদের নিকট শেষ অসিয়্যত করিয়াছিলেন, যখন আমরা মিসর হইতে চলিয়া যাইব তখন যেন, আমরা তাঁহার লাশের সিন্ধুকটি সাথে লইয়া যাই। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ইউসুফ (আ) এর কবরটির সন্ধান তোমাদের মধ্যে হইতে কে দিতে পারে? কিন্তু কেহই উহার সন্ধান দিতে পারিল না। তাহারা শধু এইটুকু বলিল, একজন বৃদ্ধা হযরত ইউসুফ (আ) এর কবরের সন্ধান দিতে পারে। হযরত মূসা (আ) উক্ত বৃদ্ধার নিকট পাঠাইয়া হযরত ইউসুফ (আ)-এর কবরের খোঁজ জানিতে চাহিলে বৃদ্ধা বলিল, বিনিময় দান করিলে আমি কবরের সন্ধান

দিতে পারিব। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, তুমি কি বিনিময় চাও? বৃদ্ধা বলিল, আপনার সহিত আমি বেহেশ্তে অবস্থান করিতে চাই। হযরত মূসা (আ)-কে তাহার এই শর্ত ভাবাইয়া তুলিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ হইতে অহী আসিল, তাহার শর্ত মানিয়া লও। অতএব হযরত মূসা (আ) তাহার শর্ত মানিয়া লইলেন। এবং বৃদ্ধা তাহাকে এক ঝিলের নিকট লইয়া গেল। ঝিলের পানি নষ্ট হইয়াছিল। সে পানি নিষ্কাশনের জন্য বলিল, অতঃপর পানি নিষ্কাশন করা হইল এবং মাটি দেখা দিল। অতঃপর সেখানে খনন করা হইলে হযরত ইউসুফ (আ) এর কবর বাহির হইল। অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর লাশের সিন্ধুকটি যখন সাথে লইয়া চলা শুরু হইল তখনও পথ স্পষ্ট দেখা গেল। হাদীসটি বড় গরীব। বরং মাওকূফ রিওয়ায়েতে বলিয়াই ধারণা।

হযরত ইউসুফ (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া গেলে প্রত্যুষে ফির'আউন কোন প্রহরী ও গোলাম না দেখিয়া অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়িল। বনী ইসরাঈলের প্রতি অত্যধিক ক্রোধান্বিত হইল এবং আল্লাহ্‌র গযবে নিপতিত হইল। তাহাদের মধ্যে সে ঘোষণা করিল اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ। তাহাদের সংখ্যা অতি নগন্য। وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُوْنَ আর তাহারা সর্বদাই তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে আমাদিগকে ক্রোধান্বিত করিতেছে। وَاِنَّا لِجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ আর আমরা সদা তাহাদের আকস্মিক আক্রমণে ভীত। কোন কোন ক্বারী এখানে وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حَذِرُوْنَ পড়েন। অর্থাৎ আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে সসস্ত্রবাহিনী। আমি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতার স্বাদ বুঝাইয়া দিব এবং তাহাদিগকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়া স্বীয় ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَكُنُوْزٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ অতঃপর আমি তাহাদিগকে বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ ও উত্তম বাসস্থান হইতে বহিষ্কার করিলাম। তাহারা তাহাদের ঘর-বাড়ী বাগ-বাগিচা ও ধন-ভান্ডার সব কিছু ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং নদীতে ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।

كَذٰلِكَ اَوْرَثْنٰهَا بَنِيْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ আর এমনিভাবেই বনী ইসরাঈলকে তাহাদের ঐ সকল ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করিয়াছি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا۔

আর সেই কাওমকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বরকত ভূখন্ডের মাশরিক ও মাগরিব অর্থাৎ সবটুকুরই উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِىْ الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اُئِمَّةً وَّ
نَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِيْنَ ـ

"যেই জাতিকে মিসর ভূখণ্ডে দুর্বল মনে করা হইত তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিবার এবং তাহাদিগকে ঈমান ও অত্র ভূখন্ডের উত্তরাধিকারী বানাইবার আমার ইচ্ছা"।

٦٠. فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ .

٦١. فَلَمَّا تَرَاۤءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰٓى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ .

٦٢. قَالَ كَلَّاۤ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ .

٦٣. فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ .

٦٤. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ .

٦٥. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ .

٦٦. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ .

٦٧. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

٦٨. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (৬০) উহারা সূর্যোদয়কালে তাহাদিগের পশ্চাতে আসিয়া পড়িল। (৬১) অতঃপর যখন দুই দল পরস্পরকে দেখিল, তখন মূসার সংগীরা বলিল, আমরা ধরা পড়িয়া গেলাম। (৬২) মূসা বলিল, কিছুতেই নয়, আমার সংগেই আছেন আমার প্রতিপালক, তিনি আমাকে পথনির্দেশ করিবেন। (৬৩) অতঃপর মূসার প্রতি ওহী

করিলাম, তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। বিভক্ত হইয়া দু'ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হইয়া গেল। (৬৪) আমি সেথায় উপনীত করিলাম অপর দলটিকে (৬৫) এবং আমি উদ্ধার করিলাম মূসা ও তাহার সংগী সকলকে (৬৬) তৎপর নিমজ্জিত করিলাম অপর দলটিকে (৬৭) ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে (৬৮) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ একাধিক তাফসীরকার বর্ণনা করিয়াছেন, যে ফির'আউন তাহার সম্রাজ্যের সকল কর্মকর্তা ও আমীর উমারা ও সেনা বাহিনীসহ হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার সাথীদের পশ্চাতে ধাওয়া করিয়াছিল। কোন কোন ইস্রাঈলী বর্ণনা রহিয়াছে ফির'আউনের সৈন্য সংখ্যা ষোল লক্ষ ছিল। উহাদের মধ্যে দুই লক্ষ ছিল অশ্বারোহী আবার ইহারা ছিল কালো অশ্বারোহী। তবে এই বর্ণনা চিন্তা ও বিবেচনা সাপেক্ষ। হযরত কা'ব আহরাহ (র) হইতে বর্ণিত, আট লক্ষ সৈন্যই ছিল কালো অশ্বারোহী এই বর্ণনা বিবেচনাযোগ্য। বস্তুত এই ধরনের রিওয়ায়েতে বনী ইসরাঈলের অতিশয়োক্তি। যাহা সঠিক ও সত্য উহা হইলে পবিত্র কুরআনের উক্তি। কুরআন তাহাদের কোন সংখ্যা নির্ণয় করে নাই। উহাতে কোন ফায়দাও নাই। পবিত্র কুরআনে তো উল্লেখ করিয়াছে যে, ফির'আউন তাহার সকল লোকজনসহ ধাওয়া করিয়াছিল।

فَاتَّبَعُوْهُمْ مُشْرِقِيْنَ ফির'আউন তাহার সেনাদলসহ হযরত মূসা (আ) ও তাহাদের সাথীদের নিকট সূর্যোদয় কালে পৌছিয়া গেল। فَلَمَّا تَرَاءُ الْجَمْعَانِ অতঃপর যখন উভয় দল একে অপরকে দেখিল, قَالَ اَصْحَابُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ হযরত মূসা (আ) তাহার সংগীগণকে বলিলেন, আমরা ধৃত হইয়াছি। কারণ তাহাদের সম্মুখে ছিল নীল নদ। তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইবার আর কোন উপায় ছিল না। অর্থাৎ পশ্চাত দিক ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছে। হযরত মূসা (আ) বলিলেন, كَلاَّ اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ তোমরা যাহার আশংকা করিতেছ, উহা কখনও সংঘটিত হইবে না। কারণ, আমার প্রতিপালক আমার সাথেই আছেন। তিনি শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পথ দেখাইলেন। তিনিই আমাকে তোমাদিগকে এখানে আসিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি ওয়াদা ভংগ করেন না।

হযরত হারূন (আ) হযরত ইউশা এবং ফির'আউন বংশের বহু মু'মিন লোক সহ অগ্রভাগে ছিলেন এবং হযরত মূসা (আ) ছিলেন শেষ ভাগে। অনেক তাফসীরকারে বর্ণনানুসারে এই মূহূর্তে বনী ইসরাঈল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল। হযরত ইউশা কিংবা

ফির'আউনী বংশের মু'মিনগণ হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতিপালক কি এই পথে আসিতে নির্দেশ দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনী তাহাদের নিকটে আসিয়া পৌছিল এবং উভয়দলের মাঝে অতি অল্প পার্থক্য থাকিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে হুকুম করিলেন, তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। তিনি আঘাত করিলেন আল্লাহ্র হুকুমে নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত মূসা (আ) যখন নদীর তীরে পৌছলেন, তখন তিনি আল্লাহ্র নিকট সবিনয়ে দু'আ করিলেন, মহান সত্তা যিনি সকল বস্তুর পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, সকল বস্তুকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল বস্তুর পরেও থাকিবেন। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জন্য মুক্তির পথ করিয়া দিন। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ। তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। অতঃপর হযরত মূসা (আ) লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত করিলে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইল।

আল্লাহ রাত্রিকালেই নদীকে জানাইয়াছিলেন, মূসা (আ) যখন তোমার উপর লাঠি মারিবে, তখন তুমি তাঁহার অনুকরণ করিবে। নদী সেই রাত্রেই অধিক বিচলিত থাকিল। উহার জানা ছিল না যে, হযরত মূসা (আ) কোন দিক দিয়া তাঁহার বুকে আঘাত করিবেন। অতঃপর হযরত মূসা (আ) যখন নদীর নিকট পৌছিলেন, তখন হযরত ইউশা তাঁহাকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী ! আপনার প্রতিপালক আপনাকে কোথায় যাইতে হুকুম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে নদীর নিকট গিয়া উহার বুকে লাঠি মারিতে হুকুম করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তবে মারুন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমার নিকট যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নদীকে জানাইয়া দিলেন, যখন মূসা (আ) তোমাকে লাঠি মারিবেন, তখন তুমি দ্বিখন্ডিত হইবে। ইহা শুনিয়া নদী অত্যধিক অস্থির হইল এবং আল্লাহ্র ভয়ে উহা প্রকম্পিত হইল। এবং আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে হুকুম করিলেন, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর। অতঃপর তিনি আঘাত করিলেন এবং নদী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ অতঃপর নদী দুইভাগে বিভক্ত এবং বিরাট পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। ইব্ন মাসঊদ (র) ইব্ন আব্বাস (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যাহ্হাক, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীর-কারগণ اَلطَّوْدُ-এর অর্থ করিয়াছেন পাহাড়। আতা খুরাসানী (র) বলেন, اَلطَّوْدُ। অর্থ দুই পাহাড়ের মাঝের প্রশস্থ স্থান। ইব্ন আব্বাস (রা) নদীর মাঝে বারোটি গোত্রের জন্য বারোটি পথ হইয়াছিল। সুদ্দী (র) বলেন, নদীর বারোটি পথে মাঝে মাঝে ছিদ্রপথ ও

ছিল যাহার মধ্যে বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র একে অপরকে নিরাপদে অতিক্রম করিতে দেখিতে পাইল। রাস্তার দুইদিকে দেওয়ালের ন্যায় পানি দন্ডায়মান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বায়ূ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, ফলে পানি শুষ্ক হইয়া নদীর মধ্যে পরিষ্কার পথ হইয়া গেল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِىْ الْبَحْرِ يَبِسًا لاَ تَخَفُ دَرَكًا وَّلاَ تَخْشٰى -

তুমি নদীর উপর লাঠি মার উহাতে পথ হইয়া যাইবে ফির'আউনের দ্বারা ধৃত হইবার আশংকা থাকিবে না। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَزْلَفَنَا الْاُخَرِيْنَ আর আমি অন্য লোকদিগকে অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীকে তাহাদের নিকটস্থ করিয়া দিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) আতা খুরাসানী, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই তাফসীর করিয়াছে।

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَعَهٗ اَجْمَعِيْنَ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ -

আর আমি মূসা ও তাহার সাথীগণকে মুক্তি দিলাম। অতঃপর অন্যান্য লোকদিগকে আমি ডুবাইয়া দিলাম। অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার সেনাবাহিনীর সকলকে পানিতে ডুবাইয়া ধ্বংস করিলাম। তাহাদের একজন ও ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল না। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে সংগে লইয়া যখন রাত্রিকালে বাহির হইয়া পড়িলেন, ফির'আউন তখন একটি বকরী যবাই করিল এবং বলিল, এই বক্রীর চামড়া পৃথক হইতে না হইতেই ছয় লক্ষ কিব্তী এখানে একত্রিত হইয়া যাইবে। এ দিকে হযরত মূসা (আ) চলিতে চলিতে নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এবং নদীকে বলিলেন, তুমি পৃথক হইয়া যাও এবং পার করিয়া দাও। নদী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মূসা ! আপনি বড়ই অহংকার প্রকাশ করিতেছেন। আমি কোন মানুষের জন্য কি পূর্বে কখনও আপন স্থান হইতে সরিয়াছি। কাহারও জন্য কি পথ করিয়াছি? যে আপনার জন্য আজ সরিয়া দাঁড়াইব ও বিভক্ত হইব। রাবী বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সহিত একজন অশ্বারোহী ছিল, সে বলিল হে আল্লাহ্র নবী! আপনাকে কোথায় যাইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে! তিনি বলিলেন, আমাকে এই পথেই আসিতে হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্র কসম, না আল্লাহ্ মিথ্যা বলিয়াছেন আর না, আমি মিথ্যা বলিয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম দিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার লাঠি দ্বারা নদীর বুকে আঘাত কর।

হযরত মূসা আঘাত করিলেন, নদী বিভক্ত হইল এবং উহার মধ্যে দিয়া বারোটি গোত্র অতিক্রম করিল এবং অতিক্রমকালে একে অপরকে দেখিতে পাইল। হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং ফির'আউনের সেনাবাহিনী তাহাদের অনুসরণ করিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। নদীর পানি তাহাদের উপর উপচাইয়া পড়িয়া

তাহাদিগকে ডুবাইয়া মারিল। ইসরাঈল (র) ..... আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে হযরত মূসা (আ) এর সাথীগণ নদী সকলেই পার হইয়া গেলে, ফির'আউন সাথীরা সকলেই নদীর মধ্যে প্রবেশ করিলে এবং নদীর পানি তাহাদিগকে ডুবাইয়া দিল। ফির'আউন তখন ডুবিয়া প্রাণ হারাইল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করে ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً। অবশ্যই ইহাতে বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) ও ফির'আউনের ঘটনা এবং উহার মধ্যে যেই সকল বিস্ময়কর বিষয় ও মু'মিন বান্দাগণের জন্য আল্লাহ্ সাহায্য সমর্থনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে।

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"আর তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী ছিল না এবং আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরম দয়ালু"।

٦٩. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرٰهِيْمَ .

٧٠. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ .

٧١. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ .

٧٢. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ .

٧٣. اَوْيَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْيَضُرُّوْنَ .

٧٤. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاۤءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ .

٧٥. قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ .

٧٦. اَنْتُمْ وَاٰبَاۤؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ .

٧٧. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْۤ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (৭৯) উহাদিগের নিকট ইব্‌রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর (৭০) সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা কিসের ইবাদত কর (৭১) উহারা বলিল, আমরা প্রতীমার পূজা করি এবং নিষ্ঠার সহিত উহাদিগের পূজায় নিবৃত্ত থাকিব। (৭২) সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শুনে (৭৩) অথবা তাহারা কি তোমাদিগের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে ? (৭৪) উহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে, এইরূপ করিতে দেখিয়াছি (৭৫) সে বলিল, তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিয়াছ, যাহার পূজা করিতেছ? (৭৬) তোমরা এবং তোমাদিগের অতীত পিতৃপুরুষেরা (৭৭) উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর আলোচনা করিয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তিনি তাহার উম্মাতের কাছে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ঘটনা শুনাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেন তাহারা ইখ্‌লাস, তাওয়াক্কুল ও তাওহীদের বিষয়ে তাহার অনুসরণ ও অনুকরণ করে এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। শিরক ও মুশরিকদের বর্জন করে। আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীমকে শৈশব কালেই রুশদ হিদায়েত দান করিয়াছিলেন। তিনি শুরু থেকে প্রতীমা ও মূর্তি পূজাকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার পিতা ও কাওমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যেই সকল প্রতীমা ও মূর্তির পূজা করিয়া আসিতেছ উহা কি?

قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيْنَ ۔

"তাহারা বলিল, আমরা প্রাচীন যুগ হইতে এই সকল প্রতীমার পূজা করিয়া আসিতেছি এবং বারবার উহার পাশে বসিয়া ধ্যান করিয়া আসিতেছি"।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ وَيَضُرُّوْنَ قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ۔

ইব্‌রাহীম (আ) বলিলেন ঃ যখন উহাদিগকে ডাক, তখন তাহারা তোমাদের ডাক শ্রবণ করে? কিংবা উহারা তোমাদের কোন ফায়দা কিংবা ক্ষতি সাধন করিতেও ক্ষমতা রাখে? তাহারা বলিল, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণেই উহাদের পূজা পাঠ করিয়া থাকি। উহাদের ফায়দা ক্ষতি সম্পর্কে আমরা অবগত নহি। মূর্তি উপাসকরা ইহা দ্বারা এই কথা স্বীকার করিয়া লইল যে, তাহাদের মূর্তি সকল উপকার ও অপকার কিছুই করিতে সক্ষম নহে। তাহারা যে ঐ সকল মূর্তির উপাসনা করে উহা কেবল তাহাদের পূর্ব পুরুষদের অনুকরণ করিয়া করে।

অতএব হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তখন বলিলেন ঃ

اَفَرَأَيْتُمْ مَّاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ أَنْتُمْ وَاٰبَاۤءُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

তোমরা জান কি তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরা কোন জিনিসের পূজা কর? কেবল মহান রাব্বুল আলামীন ছাড়া আর সকলেই আমার শত্রু। অর্থাৎ তোমাদের প্রতীমা ও মূর্তির ক্ষতিসাধন করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে পরিষ্কার জানাইয়া দিতেছি যে, আমি উহাদের বিরোধী উহাদের শত্রু। ক্ষমতা থাকিলে আমার ক্ষতি করুক। হযরত নূহ (আ) ও তাহার উম্মাতদিগকে এই রূপ কথাই বলিয়াছিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاجْمَعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاۤءُ لَهٗ তোমরা তোমাদের উপাস্য সকলে একত্রিত হইয়া আমার ক্ষতি সাধন করিবার সিদ্বান্ত গ্রহণ কর। দেখা যাক, আমার কোন ক্ষতি করিতে পার কিনা।

হযরত হূদ (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

اِنِّيْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ وَمِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنَ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَاۤبَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মানিতেছি এবং তোমরা সাক্ষী থাক যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত তাহার সহিত আর যাহা কিছু শরীক করিতেছ, আমি সেই সব কিছু হইতে সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। অতএব তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। আমি তো কেবল আমার ও তোমাদের যিনি প্রতিপালক তাঁহারই উপর ভরসা করিয়াছি। সকলেই তাঁহারই নিয়ন্ত্রনাধীণ। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপাালক সঠিক পথের অধিকারী। (সূরা হূদ ঃ ৫৪-৫৫)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ঐ সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের মত মুশরিকদের প্রতীমা ও উপাস্যসমূহ হইতে বেজার হইবার ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ

وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلاَتَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ ـ

তোমরা যাহাকে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক কর আমি উহাকে কিভাবে ভয় করিতে পারি? অথচ, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করাকে ভয় কর না। (সূরা আন'আম ঃ ৮১)

আল্লাহ্ তা"আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ ... حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ ـ

"তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীমের জীবনীতে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে ..... এমনকি তোমরা কেবল একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবে"। (সূরা মুমতাহানা ঃ ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاۤءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ـ

"আর যখন ইব্‌রাহীম তাহার আব্বাকে বলিল ও তাহার কাওমকে বলিল, আমি তোমাদের উপাস্য হইতে বেজার। কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবেন। এবং 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'কে তিনি কালেমা বানাইয়াছেন"। (সূরা যুখরুফ ঃ২৬-২৮)

٧٨. الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنَ .

٧٩. وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنَ .

٨٠. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ .

٨١. وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ .

٨٢. وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ .

অনুবাদ ঃ (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন (৭৯) তিনি আমাকে দান করেন আহার ও আহার্য পানীয়। (৮০) এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করেন। (৮১) এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পূনর্জীবিত করিবেন। (৮২) এবং আশা করি তিনিই কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করিবেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলেন, আমি তো কেবল সেই মহান সত্তার ইবাদত করি যাঁহার মধ্যে এই গুণাবলী রহিয়াছে ঃ اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ যিনি সৃষ্টিকর্তা, আমাকেও তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল বস্তুকে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنَ এবং যিনি আমার উপাস্য তিনিই আমার রিযিকদাতা, আহারদাতা তিনি নভমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলের উপাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ

করেন। উহার সাহায্যে যমীনকে সজীব করেন এবং বান্দার রিযিকের জন্য নানা প্রকার ফল ফলাদিও ফসল উৎপন্ন করেন। এবং আসমান হইতে বর্ষিত সুমিষ্ট পানি মানুষ ও জীব-জন্তু পানি পান করিয়া থাকে।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ আর মা'বূদ সেই মহান সত্তা যিনি আমাকে অসুস্থ হইলে রোগমুক্ত করেন। যদিও রোগ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তবুও আদব রক্ষার্থে হযরত ইব্রাহীম রোগের সম্বন্ধ আল্লাহ্র প্রতি না করিয়া নিজের প্রতি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মুসল্লীকে এই দু'আ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন ঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ لآيَة। অত্র আয়াতে হেদায়েত ও ইন'আমকে তো আল্লাহ্র প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। (ফাতিহা ঃ ৫) কিন্তু 'গযব', এর সম্বন্ধ আল্লাহ্র প্রতি করা হয় নাই। অনুরূপভাবে গুমরাহীর সম্বন্ধও আল্লাহ্র প্রতি না করিয়া বান্দার প্রতি করা হইয়াছে। যেমন জিনরা বলিয়াছিল ঃ

اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ـ

জগতবাসীর জন্য কি কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করা হইয়াছে? নাকি তাহাদের প্রতিপালক তাহাদের হেদায়েতের ইচ্ছা করিয়াছেন। (সূরা জিন ঃ ১০) অত্র আয়াতে ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই شر ও অকল্যাণের সম্বন্ধ আল্লাহ্র প্রতি করা হয় নাই। হযরত ইব্রাহীম (আ) অনুরূপভাবে আদবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই রোগের সম্বন্ধ আল্লাহ্র প্রতি করেন নাই। বরং তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি রুগ্ন হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি ছাড়া আমাকে আর কেহ রোগমুক্ত করিতে পারেন না। وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ আমার মা'বুদ সেই মহান সত্তা যিনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন এবং পুনরায় তিনি আমাকে জীবিত করিবেন। এই গুণ অন্য কাহারো মধ্যে নাই। وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ আর সেই সত্তা আমার মা'বূদ ও উপাস্য যাহার সমীপে কিয়ামত দিবসে আমি পাপ মোচনের জন্য আশা করিতে পারিব। দুনিয়া ও আখিরাতে পাপ মোচন করিতে আর কেহ সক্ষম নহে। কেবল মহান আল্লাহ্-ই গুনাহ ক্ষমা করিতে সক্ষম। তিনি যাহা ইচ্ছা উহাই করিতে পারেন।

٨٣. رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ .

٨٤. وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ .

٨٥. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ .

٨٦. وَاغْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ .

٨٧. وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ .

٨٨. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ .

٨٩. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ .

অনুবাদ ঃ (৮৩) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে জ্ঞান দান করুন এবং সৎকর্ম পরায়ণদিগের শামিল করুন(৮৪) এবং আমাকে পরবর্তীদিগের মধ্যে যশস্বী কর। (৮৫) এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিবাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত কর। (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর। তিনি তো পথভ্রষ্টদিগের শামিল ছিলেন (৮৭) এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে (৮৮)যেই দিন ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসিবে না। (৮৯) সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে যে আল্লাহ্‌র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি যেন তাঁহাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, حُكْمًا -অর্থ ইল্‌ম। ইকরিমাহ (র) বলেন, حُكْمًا অর্থ বুদ্ধি। মুজাহিদ (র) বলেন ইহার অর্থ কুরআন। সুদ্দী (র) বলেন, অর্থ নবুওয়াত। وَاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ দুনিয়া ও আখিরাতে নেক্‌কারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর মৃত্যুকালে আল্লাহ্‌র দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেনঃ اَللّٰهُمَّ فِيْ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى হে আল্লাহ্‌ ! আপনি আমাকে উত্তম বন্ধুর সহিত মিলাইয়া দিন। এই দু'আ তিনি তিনবার করিয়াছিলেন। অপর এক হাদীস বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এই দু'আ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَحْيَنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مُبْدَلِيْنَ ۔

“হে আল্লাহ্‌! আপনি আমাদিগকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং মুসলমানীর উপর রাখিয়াই মৃত্যু দান করুন। এবং সালিহ্‌ ও নেক্‌কার লোকদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমরা যেন লাঞ্ছিত না হই আর আমাদের পরিবর্তন না ঘটে”।

وَاجْعَلْ لِىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ ـ

আর হে আল্লাহ্! আপনি পরবর্তী লোকদের মধ্যে আমার সুনাম অবশিষ্ট রাখুন যেন, তাহারা কল্যাণকর কাজে আমার অনুসরণ করিতে পারে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ـ

“আর আমি তাহার সুনাম পরবর্তী লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ইব্‌রাহীমের উপর সকলের পক্ষ হইতে সালাম। এমনিভাবেই আমি উত্তম লোকদিগকে বিনিময় দান করিয়া থাকি”। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, لِسَانَ صِدْقٍ অর্থ প্রশংসা ও সুনাম। লাইস ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, প্রত্যেক ধর্মের লোকেরাই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে ভালবাসিত। ইকারিমাহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ হে আল্লাহ্! দুনিয়ায় আপনি আমার সুনাম অবশিষ্ট রাখুন এবং আখিরাতে আমাকে নিয়ামত পরিপূর্ণ বেহেশতের উত্তরাধিকারী করুন। وَاغْفِرْ لِاَبِىْ আর আমার পিতাকে ক্ষমা করিয়া দিন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এইরূপ অন্যত্র ও বর্ণিত আছে। যেমন, رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার পিতাকেও (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪১)। পরবর্তীকালে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এই ধরনের দু‘আ করা হইতে বিরত থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ـ

“ইব্‌রাহীম যে তাহার পিতার জন্য দু‘আ করিতেন উহা কেবল তাহার পিতার সহিত ওয়াদা বদ্ধ হইবার কারণে। (সূরা তাওবা ঃ ১১৪) পরবর্তীকালে তিনি যখন স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তাহার জন্য দু‘আ করা হইতে বিরত থাকেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর অনুকরণ করিবার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে তাহার কাফির পিতার জন্য দু‘আ করিয়াছিলেন এই বিষয়ে তাহার অনুকরণ করিতে নিষেধ ও করিয়াছেন।

وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ـ

“আর হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যেই দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হইবে সেই দিন লাঞ্ছিত করিবেন না”। ইমাম বুখারী (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যাকালে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তাহ্‌মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কিয়ামত দিবসে তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তখন তাঁহার পিতার মুখ-মন্ডলী লাঞ্ছনায় বিবর্ণ হইয়া থাকিবে।

অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে ইস্‌মাঈল (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, কিয়ামাত দিবসে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছনা করিবেন না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের জন্য বেহেশত হারাম করিয়াছি। অত্র সনদে বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতা 'আযর'-এর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহার মুখমন্ডল বিবর্ণ হইবে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাহাকে বলিবেন, আমি বলিয়াছিলাম না যে, আমার কথা অমান্য করিবেন না? তাহার পিতা তখন বলিবেন, আজ তোমার কোন কথা অমান্য করিব না। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন, আমাকে আপনি লাঞ্ছিত করিবেন না। আমার পিতা আমার নিকট হইতে দূরে, জাহান্নামের গহবরে থাকিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা আর কি হইতে পারে? তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। ইহা বলিয়া আল্লাহ হযরত ইব্‌রাহীমকে বলিবেন, তুমি পায়ের নিচে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন, তাহার পিতাকে একটি জন্তু রক্তাক্তাবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ -

আহমাদ ইব্‌ন হাফস্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ...... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) কিয়ামত দিবসে, তাঁহার পিতাকে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া বলিবেন, আমি না আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কথা অমান্য করিবেন না। কিন্তু আপনি আমার কথা মান্য করেন নাই। তখন তাঁহার পিতা বলিবেন, আজ তোমার কোন একটি কথা ও অমান্য করিব না। ইহার পর তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে বলিবেন, হে আমার পরওয়াদিগার! আপনি আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে আপনি আমাকে অপমান করিবেন না। আমার পিতাকে যদি অপমান করেন, তবে ইহা অপেক্ষা আমার বড় অপমান আর কি হইতে পারে। আল্লাহ্ বলিবেন, হে ইব্‌রাহীম! আমি কাফিরদের উপর বেহেশত হারাম করিয়াছি। এই কথা বলিয়া তাঁহার পিতাকে তাঁহার নিকট হইতে ধরিয়া লইবেন এবং তাহাকে যবাই করিয়া বলিবেন, হে ইব্‌রাহীম। তুমি তোমার নিচের দিকে তাকাও। তিনি তাকাইয়া দেখিবেন তাহার পিতা একটি জন্তু রূপে রক্তাক্তাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহার পর তাহার হাত পাও ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। হাদীসের সনদ মুনকার ও গরীব। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, زيخ এক প্রকার জন্তু। আল্লাহ্ 'আযর' কে একটি জন্তু

রূপে পরিবর্তিত করেন। অতঃপর মলমূত্রে গড়াগড়ি করিতে থাকবে ইহার পাও ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। বায্যাব ও স্বীয় সনদে হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এই সনদটি ও গরীব। কাতাদাহ (র) ..... আবু সাঈদ (রা) হইতে তিনি নবী করীম (সা) হইতে রিওয়ায়েতটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ -

যেই দিন আল্লাহ্ আযাব হইতে কোন ব্যক্তিকে তাহার ধন-সম্পদ রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সে মুক্তিপণ হিসাবে পেশ করুক না কেন। অনুরূপভাবে তাহার সন্তান-সন্তটি ও আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই দিন কেবল মানুষের ঈমানই তাহাকে রক্ষা করিতে ও ফায়দা দিতে পারিবে। এই জন্য ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ। কিন্তু যেই ব্যক্তি সুস্থ অন্তর লইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, শিরক হইতে তাহার অন্তর পাক থাকিবে সে-ই উপকৃত হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, 'কালব সালীম' এর অর্থ হইল, আল্লাহ্কে হক বলিয়া বিশ্বাস করা, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে এবং সকল মৃত পুনজীবিত করা হইবে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এর অর্থ হইল, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নাই বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া। মুজাহিদ, হাসান (র) ও অন্যান্যরা বলেন, শিরক হইতে মুক্ত অন্তরই হইল 'কালব সালীম'। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন, মু'মিনদের অন্তর হইল কালব সালীম ও সুস্থ অন্তর এবং কাফির ও মুনাফিকের অন্তর রুগ্ন ও অসুস্থ অন্তর। ইরশাদ হইয়াছে, ঃ وَفِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ আর তাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে। আবূ উসমান নিশাপুরী (র) বলেন, বিদ্'আত হইতে মুক্ত এবং সুন্নাতের দ্বারা ইতমিনান ও প্রশান্তি লাভকারী অন্তর হইল কালব সালীম ও সুস্থ অন্তর।

٩٠. وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

٩١. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ

٩٢. وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ٠

٩٣. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ٠

٩٤. فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ ۔

٩٥. وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ ۔

٩٦. قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۔

٩٧. تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔

٩٨. اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

٩٩. وَمَآ اَضَلَّنَآ اِلَّا الْمُجْرِمُوْنَ ۔

١٠٠. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۔

١٠١. وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ ۔

١٠٢. فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

١٠٣. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

١٠٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔

অনুবাদ ঃ (৯০) আর মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে জান্নাত; (৯১) এবং পথভ্রষ্টদিগের জন্য উম্মোচন করা হইবে জাহান্নাম; (৯২) উহাদিগকে বলা হইবে তাহারা কোথায় তোমরা যাহাদিগের ইবাদত করিতে (৯৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে; উহারা কি তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে, অথবা উহারা কি আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম? (৯৪) অতঃপর তাহাদিগকে এবং পথভ্রষ্টদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা

হইবে অধোমুখী করিয়া। (৯৫) এবং ইব্লীসের বাহিনীর সকলকেও (৯৬) উহারা সেথায় বিতর্কে লিপ্ত হইয়া বলিবে- (৯৭) আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম। (৯৮) যখন আমরা তোমাদিগকে জগতসমূহের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করিতাম (৯৯) আমাদিগকে দুষ্কৃতিকারীরাই বিভ্রান্ত করিয়াছিল। (১০০) পরিণামে, আমাদিগের কোন সুপারিশকারী নাই। (১০১)এবং কোন সুহৃদয় বন্ধুও নাই। (১০২) হায়! যদি আমাদিগের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে আমরা মু'মিনদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম। (১০৩) ইহাতে অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১০৪) তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ আর বেহেশতের অধিবাসীদের জন্য উহাকে নিকটবর্তী করা হইবে। আর যাহারা মুত্তাকী তাহারা পৃথিবীতে উহার জন্য কামনা-বাসনা করিত এবং উহার উপযুক্ত আমলও করিত।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ আর পথভ্রষ্টদের সম্মুখে জাহান্নামে তুলিয়া ধরা হইবে। তখন উহা হইতে একটি গর্দান বাহির হইবে এবং গুনাহগারের অতিশয় ক্রোধান্বিতাবস্থয় দৃষ্টিপাত করিবে এবং এমন বিকট শব্দ করিবে যে ভয়ে তাহারা প্রকম্পিত হইবে এবং তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠিবে। তখন তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলা হইবে।

اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهَ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ

তোমরা যাহাদের পূজা করিতে এখন তাহার কোথায়? তাহারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করিতেছে। অর্থাৎ আজ তাহারা তোমাদের কোনই উপকারে আসিতেছে না। আজ তাহারা ও তোমরা সকলেই জাহান্নামের ইন্ধন।

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ তাহাদিগকেও সকল গুমরাহদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

وَجُنُوْدُ اِبْلِيْسَ اَجْمَعُوْنَ এবং ইবলীসের সকল সেনাদলকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

قَالُوْا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

যাহারা গুমরাহদিগের নেতা ছিল, পথভ্রষ্ট করিবার ব্যাপারে যাহারা নেতৃত্ব দান করিয়াছিল, তাহাদের সহিত তাহাদের অনুসারীরা ঝগড়া করিবে। তাহারা বলিবে আমরা তো তোমাদের অনুসরণ করিয়াছিলাম, আজ তোমরাই আমাদিগকে বিপদ মুক্ত কর না?

তাহারা নিজেদের কর্মকাণ্ডের জন্য নিজদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিবে। تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ আল্লাহ্‌র কসম! আমরা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত ছিলাম। اِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যখন আমরা তোমাদিগকে রাব্বুল আলামীনের হুকুমের সমকক্ষ মনে করিতাম।

وَمَآ اَضَلَّنَا اِلاَّ الْمُجْرِمُوْنَ আর আমাদিগকে এই গুমরাহীর প্রতি অপরাধীরাই আহবান করিয়া গুমরাহ্ করিয়াছিল। فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ আজ আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী নাই। কেহ কেহ বলেন, এখানে সুপারিশকারী দ্বারা কোন ফিরিশতা সুপারিশকারী বুঝান হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَآءَ يَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ـ

"কাফির ও মুশরিকরা কিয়ামত দিবসে বলিবে, আমাদের জন্য কি কোন সুপারিশকারী আছে? কিংবা আমাদিগকে দুনিয়ায় যাহা করিতাম তাহার বিপরীত কার্য করিতে দেওয়া হইবে"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৫৩) তাহারা আরো বলিবে ঃ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ وَلَاصَدِيْقٍ حَمِيْمٍ আমাদের না আছে কোন সুপারিশকারী না আছে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা জানিত বন্ধু যদি নেক্‌কার হয় তবে সে উপকার করে। আর অন্তরঙ্গ বন্ধু নেক্‌কার হইলে সুপারিশ করিয়া থাকে।

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ তাহারা আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হইত, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনিতাম। কাফির মুশরিকরা দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিবার আকাংক্ষা করিবে, কিন্ত আল্লাহ্ জানেন, তাহাদের আবারও দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয় তবে তখনও তাহারা অবাধ্য হইবে। বস্তুতঃ তাহারা মিথ্যাবাদী।

দোযখবাসীরা পরস্পরে ঝগড়া করিবে উহার উল্লেখ সূরা 'সোয়াদ'-এর মধ্যে এইভাবে হইয়াছে ঃ اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ। জাহান্নামীদের পারস্পরিক ঝগড়া নিশ্চিতভাবে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অবশ্যই ইহাতে বড় নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যে তাঁহার কাওমের সহিত তাওহীদের দলীল প্রমাণসহ বিতর্ক করিয়াছেন, উহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ বা উপাস্য নাই। وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

١٠٥. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِالْمُرْسَلِيْنَ .

١٠٦. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ .

١٠٧. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

١٠٨. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٠٩. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

١١٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

অনুবাদ ঃ (১০৫) নূহ্ -এর সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। (১০৬) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১০৭) আমি তো তোমাদিগের বিশ্বস্ত রাসূল। (১০৮) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটে আছে (১১০) সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর এবং এবং আমার আনুগত্য কর।

তাফসীর ঃ পৃথিবীতে মূর্তি পূজা ও শিরক শুরু হইবার পর সর্বপ্রথম রাসূল হইলেন হযরত নূহ (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা মূর্তি পূজা হইতে বিরত রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মুশরিক উম্মাতকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া মূর্তি পূজায় অটল রহিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِالْمُرْسَلِيْنَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ۔

নূহ (আ)-এর কাওম সমস্ত রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। যখন তাহাদের ভাই নূহ (আ) তাহাদিগকে বলিয়ছিল, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া মূর্তি পূজা ত্যাগ করিবে না?

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত এবং তিনি যেই সকল বিষয়সহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার ব্যাপারে আমানতদার। আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল বস্তু তোমাদের নিকট পৌছাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন আমি উহা যথাযথভাবে পৌছাইব। কমও করিব না ও উহাতে বৃদ্ধি করিব না।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার কোন বিনিময় প্রার্থনা করি না বরং ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আমার সত্যতা আমার হীতাকাঙক্ষী ও আমার আমানতদারী সুস্পষ্ট হইয়াছে।

١١١. قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ·

١١٢. قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ·

١١٣. اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ·

١١٤. وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ·

١١٥. اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

অনুবাদ ঃ (১১১) উহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব। অথচ, ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে (১১২) নূহ্ বলিল, উহারা কি করিত উহা আমার জানা নাই। (১১৩) উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ। যদি তোমরা বুঝিতে! (১১৪) মু'মিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে। (১১৫) আমি তো কেবল স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ)-এর কাওমকে যখন হযরত নূহ (আ) তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তখন তাহারা বলিল, তোমার দাওয়াতে কেবল আমাদের সমাজের নিকৃষ্ট

ও ছোট লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। অতএব আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনিব না আর তোমাদের অনুসরণ করিয়া ঐ সকল ছোট লোকদের সাথীও হইব না।

قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

"তাহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি? অথচ, কেবল নিকৃষ্ট লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত নূহ (আ) ইহার জবাবে বলিলেন, যাহারা আমার অনুসরণ করিয়াছে, তাহারা যে কি কাজ করে, কে কোন পেশা অবলম্বন করিয়াছে উহার খোঁজ রাখা আমার দায়িত্ব নহে। যাহারা আমাকে মান্য করে ও আমার প্রতি ঈমান আনে উহা গ্রহণ করাই আমার কর্তব্য। আর তাহাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত করাই আমার শ্রেয়। وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আমি তো মু'মিনগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। হযরত নূহ (আ)-এর কাওম তাঁহার নিকট ঐ সকল মু'মিনগণকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার জন্যই তাহাকে বলিয়াছিল। কিন্তু তিনি উহা অস্বীকার করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ اَنَآ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ" আমি মু'মিনগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। আমার দায়িত্ব কেবল প্রকাশ্যভাবে ভীতি প্রদর্শন করা। যেই ব্যক্তি আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে সে আমারই লোক এবং আমি তাহার চাই তোমাদের সমাজে সে নিকৃষ্ট লোক হউক কিংবা ভদ্র লোক। তুচ্ছ হউক কিংবা অভিজাত।

١١٦. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ .

١١٧. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ .

١١٨. فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

١١٩. فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ .

١٢٠. ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ .

١٢١. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ.

١٢٢. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

অনুবাদ ঃ (১১৬) তাহারা বলিল, হে নূহ্! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদিগের শামিল হইবে। (১১৭) নূহ্ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করিয়াছে। (১১৮) সুতরাং আমার ও তাহাদিগের মাঝে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে সব মু'মিন আছে তাহাদিগকে রক্ষা কর। (১১৯) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সংগে যাহারা ছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে। (১২০) অতঃপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম। (১২১) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই বিশ্বাসী নহে। (১২২) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল যাবত তাঁহার কাওমকে হেদায়েত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং দিবারাত্রি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের প্রতি গোপন ও প্রকাশ্যে আহবান করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাদিগকে যতই দাওয়াত দেওয়া হইতে লাগিল তাহারা স্বীয় কুফরের উপর ততই কঠোর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্পষ্ট ভাষায় হযরত নূহ (আ) কে জানাইয়া দিল ঃ

لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ -

হে নূহ্! তুমি যদি এই দাওয়াত হইতে বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর মারিয়া শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত নূহ (আ) তখন আল্লাহ্র নিকট তাহাদের ধ্বংসের জন্য দু'আ করিলেন, যাহা তিনিই কবূল করিলেন।

رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا -

হে আমার প্রভূ! আমার কাওম আমাকে অমান্য করিয়াছে। অতএব আমার ও তাহাদের মাঝে আপনি ফয়সালা করিয়া দিন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ অতঃপর নূহ (আ) তাঁহার প্রভূর নিকট দু'আ করিলেন, আমি অক্ষম হইয়াছি, পরাস্ত হইয়াছি অতএব আমাকে সাহায্য করুন। প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (সূরা ক্বামার ঃ ১০)

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِىْ الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অতঃপর আমি নূহ ও তাঁহার সাথীগণকে বোঝাই নৌকায় করিয়া মুক্তি দিলাম এবং অবশিষ্ট যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহার নির্দেশের অমান্য করিয়াছে সকলকে ডুবাইয়া মারিলাম। اَلْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থ, মাল, আসবাব ও অন্যান্য জোড়া জোড়া জীবজন্তু দ্বারা বোঝাই নৌকা।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ۔

নূহ ও তাহার কাওমের এই ঘটনায় বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। আর আপনার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

١٢٣. كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ.

١٢٤. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.

١٢٥. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ.

١٢٦. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٢٧. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

١٢٨. اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ.

١٢٩. وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ.

١٣٠. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ.

١٣١. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

١٣٢. وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۔

١٣٣. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ۔

١٣٤. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۔

١٣٥. اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۔

অনুবাদ ঃ (১২৩) আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। (১২৪) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১২৫) আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল (১২৬) অতএব আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ নিরর্থক? (১২৯) আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে। (১৩০) এবং তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। (১৩১) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছিলেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদিগকে দিয়াছেন আন'আম ও সন্তান-সন্ততি, (১৩৪) উদ্যান ও প্রশ্রবণ (১৩৫) আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত হূদ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা হইয়াছে। হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করিয়াছিলেন। আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করিত। ইয়ামান এর হায্‌রামাওত এলাকার বালুর পাহাড়সমূহ আহকাফ বলা হয়। তাহারা ছিল হযরত নূহ (আ)-এর যমানায় পরবর্তী যুগের লোক। 'সূরা আ'রাফে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً ۔

"তোমরা ঐ সময়কে স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে নূহ-এর কাওমের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে দীর্ঘকায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৯) আল্লাহ্ তা'আলা আদ জাতিকে এক দিকে দীর্ঘকায় করিয়াছিলেন, তাহাদের অংগ প্রত্যঙ্গ মযবুত ও সুঠাম করিয়াছিলেন এবং বাহুতে দিয়াছিলেন বিপুল শক্তি। অপরদিকে ধন-সম্পদ, বাগ-বাগিচা, ঝর্ণার পানি ফল

ফলাদি দ্বারা ও খাদ্য-শষ্য দ্বারা করিয়াছিলেন সমৃদ্ধশালী। এতদসত্ত্বেও তাহারা গায়রুল্লাহ্‌কে পূজা করিত। আল্লাহ্ তা'আলা তখন ইহাদের কাছে হযরত হূদ (আ) কে বংশীর নাযীর প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি আহবান করিলেন। এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ শাস্তির ভয় দেখাইলেন। এবং হযরত নূহ (আ)-এর ন্যায় তাহাদিগকে নানাভাবে বুঝাইলেন। এক পর্যায়ে তিনি বলিলেন ঃ اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? তাহারা সাধারণ চলাচলে পথে প্রসিদ্ধ টিলার উপর উঁচু উঁচু মযবুত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিত। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবল আমোদ, স্ফূর্তি ও শক্তি প্রদর্শন। বাস্তব জীবনে উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে হযরত হূদ (আ) তাহাদের এই কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিলেন। কারণ, ইহাকে শুধু সময় ও অর্থের অপচয় এবং অনর্থক পরিশ্রম। ইহাতে না দুনিয়ার কোন ফায়দা আছে, না আখিরাতের। وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ আর তোমরা নানা প্রকার মযবুত প্রাসাদ ও মহল নির্মাণ কর, সম্ভবত তোমরা চিরকাল বসবাস করিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, مَصَانِعَ অর্থ মযবুত প্রাসাদ। কাতাদাহ (র) বলেন,পানির টাংকি। কূফার অধিবাসী কোন কোন কারী এখানে এই রূপ পড়িয়াছেন وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ كَاَنَّكُمْ خَالِدُوْنَ আর তোমরা মযবুত প্রাসাদ বানাইয়া থাক যেন তোমরা চিরকাল আবাস করিবে। কিন্তু প্রসিদ্ধ কিরাত হইল لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ সারকথা হইল, তোমাদের কার্যকলাপ দ্বারা মনে হয় যেন তোমরা চিরকাল এখানে বসবাস করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত তোমরাও এই সবকিছু ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি যখন দেখিলেন, মুসলমানগণ যখন বড় বড় অট্রালিকা নির্মাণ ও বাগ-বাগিচা করিবার কাজে লিপ্ত হইয়াছে। তখন মসজিদে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে দামেশ্‌কবাসীদের ডাকিলেন, তাহারা তাঁহার নিকট একত্রিত হইল। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি শরম হয় না? তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমরা এমন সব বস্তু সঞ্চয় করিবার কাজে ব্যস্ত যাহা তোমরা আহার করিতে পার না। আর এমন সকল অট্রালিকা নির্মাণে ব্যস্ত যাহাতে তোমরা বসবাস করিতে পারিবে না।এবং এমন সব আশা পোষণ করিয়া আছ যাহা পূর্ণ হইবার নহে। তোমাদের পূর্বেও বহু কাওম অতীত হইয়াছে যাহারা ধন-সম্পদ একত্রিত করিয়াছিল, দীর্ঘ আশা পোষণ করিয়াছিল। কিন্ত তাহাদের সকল আশায় ধোঁকায় পরিণত হইয়াছে। সকল সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের অট্রালিকা কবরে পরিণত হইয়াছে। আদ্‌ন হইতে উম্মান পর্যন্ত

আদ জাতির ঘোড়া ও উটে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আজ তাহারা কোথায় ? এমন কেহ কি আছে যে তাহাদের ত্যাজ্য বস্তু দুই দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিবে।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ আর তোমরা যখন কাহার ও প্রতি হাত উত্তোলন কর তখন তোমরা যুলুমের হাত উত্তোলন করিয়া থাক। আল্লাহ্ এই আয়াত দ্বারা আদ জাতির ক্ষমতা ও শক্তির কথা ও যুলুম অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহারা বড়ই দাম্ভিক ও অহংকারী ছিল।

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কেবল তাহারই ইবাদত কর এবং তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে দেওয়া নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ اَمَدَّ كَمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۔

"তোমরা সেই মহান আল্লাহ্‌কে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ঐ সকল নিয়ামত দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। যাহা সম্পর্কে তোমরা জান। তোমাদিগকে চতুষ্পদ জন্তুও সন্তান সন্ততি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। এবং বাগ-বাগিচা দ্বারা ও ঝর্ণা দিয়া ও সাহায্য করিয়াছেন। যদি তোমরা অবাধ্য হও তবে আমি তোমাদের উপর এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি"। এইভাবে হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া ও সুসংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ্‌র দীনের প্রতি আহবান করিয়াছেন।

١٣٦. قَالُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ.

١٣٧. اِنْ هٰذَآ اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ.

١٣٨. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

١٣٩. فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

١٤٠. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (১৩৬) উহারা বলিল, তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও উভয়ই আমাদিগের জন্যই সমান। (১৩৭) ইহা তো পূর্ববর্তীদিগেরই স্বভাব। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদিগের শামিল নহি। (১৩৯) আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৪০) এবং তোমার প্রতিপালক পরক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত হূদ (আ) আদ জাতিকে তাহাদের অবাধ্যতার কারণে শাস্তির ভয় দেখাইলেন, পরকালের প্রতি উৎসাহিত প্রদান করিলেন এবং সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু ইহার পর তাহারা হযরত হূদ (আ) কে জবাব দিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَ عَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ -

তাহারা বলিল, তুমি আমাদিগকে নসীহত কর কিংবা নসীহত না কর আমরা কোন অবস্থায়-ই আমাদের মত ও পথ ত্যাগ করিব না। তোমার নসীহত করা ও না করা আমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ -

"আমরা তো আমাদের উপাস্য সমূহকে তোমার কথায় ত্যাগ করিব না। আর তোমার প্রতি ঈমান ও আনিব না"। (সূরা হূদ ঃ ৫৩) বস্তুতঃ সব যুগের কাফিরদের এই একই অবস্থা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ -

"যাহারা কাফির তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর কিংবা নাই কর তাহাদের পক্ষে উভয়ই সমান। তাহার ঈমান আনিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ لاَ يُؤْمِنُوْنَ "যাহাদের উপর আযাবের কালিমা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবে না"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬)

অনুরূপভাবে হূদ (আ)-এর কাওমের মধ্যে হইতে যাহাদের ভাগ্যে ঈমান গ্রহণ ছিল না তাহারা স্পষ্টই বলিয়া দিল যে, কোন অবস্থাই ঈমান আনিব না।

اِنْ هٰذَا اِلاَّ خُلُقُ الاَوَّلِيْنَ এখানে কোন কোন ক্বারী خَلْقُ الاَقْلِيْنَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ خَاء কে যবর لْ কে সাকীস সহ পড়িয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (র)। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, আলকামাহ, ও মুজাহিদ (র) বলেন,

আয়াতের অর্থ হইল, তুমি (হূদ) যাহা কিছু আমাদের নিকট পেশ করিয়াছ উহা তো পূর্ববর্তীদেরই চরিত্র ও স্বভাব। কুরাইশ মুশরিকরাও অনুরূপ বলিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَقَالُوْا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ۔

"আর তাহারা বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদের মনগড়া কাহিনী যাহা মুহাম্মদ (সা) লিখিয়া রাখিয়াছে এবং উহা তাহার সম্মুখে সকাল সন্ধ্যা পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ اِفْكُ ِافْتَرَاهُ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۔

"কাফিররা বলিল, ইহা (কুরআন) তো মনগড়া কাহিনী যাহা সে নিজেই রচনা করিয়াছে এবং অন্যান্য সম্পদায় সাহায্য করিয়াছে"। (সূরা ফুরকান ঃ ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْا اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ ۔

"কাফিরদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিয়াছেন? তাহার বলিল, ইহা তো পূর্ববর্তীদের কল্পিত কাহিনী"। (সূরা নাহল ঃ ২৪) আল্লাহ্র অবতারিত নহে। অন্যান্য ক্বারীগণ এখানে خُلُقُ الاَوَّلِيْنَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ خاء ও ل কে পেশ সহ পড়িয়াছেন। আয়াতের অর্থ হইল, আমরা যেই ধর্ম পালন করিয়া থাকি উহা আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম। তাহার যেই ধর্ম পালন করিয়াছেন, আমরা সেই ধর্মই পালন করিব। তাহাদের মতে জীবন যাপন করিব আর তাহাদের মতেই মৃত্যুবরণ করিব। পরকাল বলিতে আমরা কিছুই জানি না। আর এই কারণে তাহারা বলে ঃ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ যেহেতু পরকাল বলিতে তাহারা কিছুই বিশ্বাস করে না, অতএব আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, خُلُقُ الاَوَّلِيْنَ এর অর্থ, পূর্ববর্তীদের ধর্ম। ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জরীর (র) ও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ আদ জাতি হযরত হূদ (আ) অমান্য করা, তাহার বিরোধিতা করা ও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করা অব্যাহত রাখিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ করা

হইয়াছে, আদ জাতি প্রবল ঘুর্ণি ঝড় ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। যেহেতু তাহারা চরম অহংকারী ছিল, অতএব প্রবল ঘুর্ণি বায়ূ ও তীব্র শীত দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছিল। এই শাস্তি ছিল তাহাদের অপরাধের সহিত সংগতিপূর্ণ। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اللَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِىْ الْبِلَادِ ۔

“তুমি লক্ষ্য কর নাই যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির প্রতি কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহারা ইরাম নামে পরিচিত এবং উচ্চ গড়নের। কোন দেশে তাহাদের মত মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই”। ইহারাই প্রথম আদ জাতি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى আর সেই পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। ইহারা ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)-এর বংশধর। কেহ কেহ বলেন ইরাম একটি শহর। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। ইহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে হইতে গৃহীত। ইহার মূল ও বাস্তবতা নাই। যদি ইহা কোন শহরের নাম হইত তবে আয়াতে لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا এর স্থলে لَمْ يُبْنَ مِثْلُهَا (যেই শহরের মত শহর অন্য কোথাও নির্মাণ করা হয় নাই) বলা হইত। বস্তুতঃ ইরাম এক ব্যক্তির নাম এবং প্রথম আদ তাহারাই বংশধর। তাহারা অত্যধিক বলিষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রতাপ প্রতিপত্তির অধিকারী ও অহংকারী ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِىْ الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۔

“আদ জাতি পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকারে মাতিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাহাদের যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। বস্তুতঃ তাহারা আমার নির্দশন সমূহকে অমান্য করিয়া চলিত”। (সূরা ফুস্সিলাত ঃ ১৫)

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আদ জাতির উপর একটি বলদ গরুর নাক পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত হইয়াছিল। যাহা তাহাদের ঘর বাড়ী নিশ্চিহ্ন করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا ঐ ঝঞ্চা বায়ূ তাহার প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করিয়াছিল। (সূরা আহকাফ ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ .... فَتَرَى الْقَوْمَ صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ـ

তাহাদের উপর সাত রাত ও আট দিন ধরিয়া তীব্র ঝড়ো হাওয়া চালু রাখিলেন এবং ঐ কাওম এমনভাবে ধ্বংস হইল যে তুমি শুক্না মরা শুইয়া পড়া খেজুর গাছের মত তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৬)

অর্থাৎ বায়ূ তাহাদের উপরে উঠাইয়া নিক্ষিপ্ত করিত ফলে মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইত, মগজ বাহিয়া যাইত এবং মস্তক শরীর হইতে বিছিন্ন হইয়া যাইত। যেমন খেজুর গাছ উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের মাথা উড়িয়া গেল, রহিয়া গেল কেবল তাহাদের বিরাট দেহ। তাহারা আল্লাহ্র শাস্তি আসিতে দেখিয়া মযবুত কিল্লায় সংরক্ষিত ঘরে আশ্রয় নিল, মাটিতে গর্ত করিয়া উহার মধ্যে শরীরের অর্ধেকাংশ ঢুকাইয়া রাখিল। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পরিল না।

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ। "আল্লাহ্র নির্ধারিত মৃত্যুর সময় যখন আসিয়াই যায় তখন আর কোন অবকাশ থাকে না"। (সূরা নূহ ঃ ৪)

١٤١. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ .

١٤٢. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ .

١٤٣. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

١٤٤. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٤٥. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৪১) সামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল। (১৪২) যখন উহাদিগের ভ্রাতা সালিহ্ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? (১৪৩) আমি তো তোমাদিগের এক বিশ্বস্ত রাসূল। (১৪৪) অতএব আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর: (১৪৫) আমি তোমাদিগের নিকট ইহার কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার বান্দা হযরত সালিহ (আ) কে সামূদ জাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওয়াদিল কুরা ও শাম-এর মাঝে এই জনপদটি অবস্থিত। সামূদ জাতির আবাস ভূমিটি বড়ই সুপরিচিত। সূরা আরাফ-এর তাফসীরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় ঐ এলাকা অতিক্রম করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে এবং আদ জাতির পরে সামূদ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল হযরত সালিহ্ (আ)-কে তাহাদিগকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য আহবান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল ও তাঁহার সহিত শক্রুতা পোষণ করিয়াছিল। হযরত সালিহ্ (আ) তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদের নিকট কোন বিনিময় প্রার্থনা করেন না। তাওহীদের দাওয়াত পেশ করিতেছেন। তিনি তাহাদের এই দাওয়াতের বিনিময়ে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে বিনিময় গ্রহণ করিবেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে.সেই নিয়ামত দান করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া তাহার বাধ্যতা স্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

١٤٦. اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَا هٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ .

١٤٧. فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ .

١٤٨. وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ .

١٤٩. وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ .

١٥٠. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٥١. وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ .

١٥٢. الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৪৬) তোমাদিগকে কি নিরাপদ ছাড়িয়া রাখা হইবে, যাহা এইখানে আছে- (১৪৭) উদ্যানে, প্রস্রবণে (১৪৮) ও শস্য ক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছ বিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? (১৪৯) তোমরা তো নৈপূণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ কর। (১৫০) তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, (১৫১) এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করিও না, (১৫২) যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে একদিকে তাহার শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন অপর দিকে তাহার নেয়ামতসমূহের উল্লেখ করিয়া তাহার আনুগত্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভয় ভীতি হইতে নিরাপদে রাখিয়াছেন। তাহাদিগের বাগ-বাগিচা দান করিয়াছেন এবং নানা প্রকার ফসল উৎপাদন করিয়াছেন।

"وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ" আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন, এমন খেজুর গাছ যাহার ছড়া পোক্তা খেজুরের বোঝাই। ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ (র) আমর ইব্‌ন আবূ আমর (র) সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, এমন খেজুর গাছ যাহার খেজুর পোক্তা হইয়া ঝুলিয়া থাকে। ইকরিমাহ ও কাতাদাহ (র) বলেন, الهضيم। অর্থ المرطب اللين। মুলায়েম তাজা খেজুর। যাহ্‌হাক (র) বলেন, খেজুরের ছড়ায় যখন অত্যধিক বেশী ধরে এবং একটার সহিত একটি মিলিত হইয়া থাকে তখন উহাকে هضيم বলা হয়। মুররা বলেন, যখন ছড়া পৃথক পৃথক হইয়া যায় এবং খেজুর সবুজ হয়। হাসান বাসরী (র) বলেন, যেই খেজুরের কোন আটি নাই 'হাযীম' বলা হয়। আবূ সাখর (র) বলেন যে খেজুরের কোন আটি থাকে না আর এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত হইয়া যায় তাহাকে হাযীম বলে।

تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ আর তোমরা পাহাড় কাটিয়া সুসজ্জিত করিয়া বাড়ী ঘর নির্মাণ করিয়া থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো অনেকে বলেন, فَارِهِيْنَ অর্থ তোমরা পূর্ণ নৈপূণ্যতার সহিত ঘর প্রস্তুত করিয়া থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রা)

হইতে অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে فارهين অর্থ شرهين অর্থাৎ তোমরা অহংকার ভরে পাহাড় ঘর নির্মাণ কর। মুজাহিদ (র)ও এই অর্থ করিয়াছেন। দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ তাহারা পাহাড় কাটিয়া নৈপুণ্যতার সহিত সুসজ্জিত ঘর নির্মাণ করিত, আবার ঐ সকল ঘর তাহারা কোন প্রয়োজন ছাড়াই কেবল অহংকার প্রকাশার্থে তৈয়ার করিত।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর অর্থাৎ তোমরা কেবল এমন কাজ কর যাহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী হয় আর তাহা হইল, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার ইবাদত। তোমরা তাঁহারই ইবাদত কর, তাঁহার একত্ববাদকে স্বীকার কর এবং সকালে ও সাঁঝে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ আর সীমা অতিক্রমকারীদের কাজের অনুসরণ করিও না, যাহারা কেবল পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে সংশোধন করে না মোটেই। অর্থাৎ সেই সকল লোক শিরক ও কুফর এর প্রতি আহবান করে এবং হকের বিরোধিতা করে, এমন সব গুমরাহ নেতৃবর্গের অনুকরণ করা হইতে বিরত থাক।

١٥٣. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

١٥٤. مَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

١٥٥. قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ .

١٥٦. وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

١٥٧. فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ .

١٥٨. فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٥٩. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১৫৩) উহারা বলিল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদিগের অন্যতম (১৫৪) তুমি তো আমাদিগের মত একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও একটি নির্দশন

উপস্থিত কর। (১৫৫) সালিহ্ বলিল এই যে, উষ্ট্রী, ইহার জন্য আছে পানি পানের পালা, এবং তোমাদিগের জন্য আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে; (১৫৬) এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না, করিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইবে। (১৫৭) কিন্তু উহার উহাকে বধ করিল, পরিণামে তাহারা অনুতপ্ত হইল (১৫৮) অতঃপর শাস্তি তাহাদিগকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নির্দশন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৫৯) তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ হযরত সালিহ্ (আ) যখন সামূদ কাওমকে তাহাদের পালনকর্তার ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাহাদের জবাবে যেই ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা বলিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উহার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহারা বলিয়াছিল, اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ। তুমি তো এমন যাদুগ্রস্ত লোক। যাদুর কারণে এইরূপ বিকৃত কথা বলিতেছ। মুজাহিদ (র) ও কাতাদাহ (র) এই অর্থ করিয়াছেন। আবূ সালিহ্ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ اَنْتَ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ। অর্থাৎ তুমি তো একজন মাখলূকই বটে। কিন্তু প্রথম অর্থই অধিক স্পষ্ট।

তাহারা আরো বলিল ঃ مَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমি আমাদের মতই একজন মানুষ। অথচ আমাদের নিকট আল্লাহ্র ওহী আসিল না, তোমার কাছে আসিল কি করিয়া? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ءَاُلْقِىَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ۔

"আমাদিগকে ছাড়িয়া তাহার উপর কি কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে? বরং সে মিথ্যাবাদী ও বানোয়াটকারী। আল্লাহ্ বলেন, তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী কে বানোয়াটকারী"। (সূরা ক্বামার ঃ ২৫-২৬)

অতঃপর সামূদ কাওম হযরত সালিহ (আ)-এর কাছে তাঁহার নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য দলীল দাবী করিল। তাহাদের নেতৃবর্গ একত্রিত হইল এবং একটি পাথরের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিল, এখনই এই পাথর হইতে একটি দশ মাসের গার্ভবতী উষ্ট্রী বাহির করিলে তাহারা তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিবে। হযরত সালিহ্ (আ) তাহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লইলেন যে, যদি তিনি বাস্তবিক তাহাদের কাংখিত উষ্ট্রী পাথর হইতে বাহির করিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিবে। অতঃপর হযরত সালিহ্ (আ) দণ্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিলেন, আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি মিনতি করিয়া দু'আ করিলেন, যেন তিনি

তাহাদের কাংক্ষিত একটি উষ্ট্রী পাথর হইতে বাহির করিয়া দেন। অতঃপর তখন পাথর ফাঁটিয়া গেল এবং উহা হইতে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তখনও তাহাদের কেহ কেহ ঈমান আনিল এবং অনেকে ঈমান আনিল না।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ -

পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির হইবার পর হযরত সালিহ্ (আ) বলিলেন, তোমরা উষ্ট্রীর প্রার্থনা করিয়াছিলে, উহা তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কিন্তু ইহার ব্যাপারে একটি বিধি পালন করিয়া চলিতে হইবে। উহা হইল, এই উষ্ট্রীর জন্য পানি পান করিবার একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিবে এবং তোমাদের পানি পানের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন থাকিবে। একের নির্দিষ্ট দিনে অন্য কেউ পানি পান করিতে পারিবে না।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ -

কিন্তু সাবধান এই উষ্ট্রীকে যেন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ কষ্ট না দেয়। তাহা হইলে গুরুতর দিনের শাস্তি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবে। হযরত সালিহ (আ) তাহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলেন, যেন তাহারা উষ্ট্রীকে কষ্ট না দেয়। কিছুকাল যাবৎ তাহারা তাহাদের জন্য নির্ধারিত বিধি পালন করিল। উষ্ট্রী নিয়মিতভাবে পানি পান করিত। গাছের পাতা ও ঘাস খাইত এবং সামূদ কাওম পরিতৃপ্ত হইয়া উষ্ট্রীর দুধ পান করিত। কিন্তু এক সময় তাহাদের দূর্ভাগ্য আসিয়া পড়িল। এবং তাহাদের মধ্য হইতে এক চরম হতভাগ্য উষ্ট্রী কে হত্যা করিতে উদ্যত হইল এবং তাহারা সকলেই উহাতে ঐকমত্য পোষণ করিল। এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ -

তাহারা উষ্ট্রীকে বধ করিয়া ফেলিল। অতঃপর তাহারা অনুতপ্ত হইল এবং তাহাদিগকে আযাব পাকড়াও করিল। যমীন তীব্র প্রকম্পিত হইল এবং বিকট শব্দ হইল, তাহাদের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল এবং তাহার সকলেই ধ্বংস হইল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ নিঃসন্দেহে ইহাতে বড় নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেই ঈমান আনিল না।

فَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمِ আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পরম দয়ালু।

١٦٠. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ.

١٦١. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.

١٦٢. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۔

١٦٣. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۔

١٦٤. وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১৬০) কাওমে লূত রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৬১) যখন তাহাদিগের ভ্রাতা উহাদিগের বলিল, তোমরা সাবধান হইবে না? (১৬২) আমি তো তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৬৩) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ 'হারান ইব্‌ন আযর'-এর পুত্র। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহাকে এক বিরাট সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায় সাদূম নামক স্থানে বাস করিত। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের জঘন্য অশ্লীল কাজের কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জনপদকে দুর্গন্ধ সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা বাইতুল মুক্বাদ্দাস 'কর্ক ও শুবাক' এর মাঝে এখন ও বিদ্যমান। হযরত লূত (আ)-তাঁর কাওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন, তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলের অনুসরণ করিবার জন্য আহবান করিলেন। আল্লাহ্র নাফরমানী হইতে এবং তাহারা যেই রূপ গুরুতর অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল অর্থাৎ স্ত্রী লোক ছাড়িয়া সমকামী হওয়া অপরাধ হইতে বাধা দিলেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহর ও তাঁহার রাসূলের হুকুম অমান্য করিল এবং আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দিতে লাগিল।

١٦٥. اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ۔

١٦٦. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۔

١٦٧. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ۔

١٦٨. قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ .

١٦٩. رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ .

١٧٠. فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اَجْمَعِيْنَ .

١٧١. اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ .

١٧٢. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ .

١٧٣. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ .

١٧٤. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَـةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٧٥. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১৬৫) সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সহিত উপগত হও। (১৬৬) এবং তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের জন্য যেই স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা সীমালংঘনকারীদের সম্প্রদায় (১৬৭) উহার বলিল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে। (১৬৮) লূত বলিল, আমি তোমাদিগের এই কর্মকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে উহারা যাহা করে উহা হইতে রক্ষা কর। (১৭০) অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার পরিজন সকলকেই রক্ষা করিলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতিত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত। (১৭২) অতঃপর অপর সকলকে ধ্বংস করিলাম। (১৭৩) আমি তাহাদিগের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে ভীতি প্রর্দশন করা হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট। (১৭৪) ইহাতেই অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে (১৭৫) আর তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র নবী হযরত লূত (আ) তাহার কাওমে অশ্লীলতা ও স্ত্রী লোক ছাড়িয়া সমকামী হইতে বাধা দিলে, তাহারা উহা হইতে বিরত থাকিবার পরিবর্তে যেই জবাব দিয়াছিল তাহা ছিল, لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ হে লূত! যদি তুমি তোমার উপদেশ হইতে বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি বহিষ্কৃত হইবে। তোমাকে আমরা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিব।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ.

লূত (আ) এর উপদেশ এর পর তাহদের যেই জবাব ছিল, তাহা হইল, তোমরা লূতের পরিবার-পরিজনকে তোমাদের জনপদ হইতে বাহির করিয়া দাও। বিদ্রুপ করিয়া বলিল, তাহারা বড় পূত পবিত্র লোক (সূরা নাম্ল ঃ ৫৬)।

হযরত লূত (আ) যখন দেখিলেন যে, তাহারা কোনক্রমেই স্বীয় অশ্লীলতা ও শিরক কুফর হইতে বিরত হইল না বরং তাহার উহার উপর অটল রহিল, তখন তিনি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন ঃ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ। অবশ্যই আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডের জন্য অসন্তুষ্ট। কোন প্রকারেই আমি উহা পসন্দ করিতে পারি না। তোমাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতএব তিনি দু'আ করিলেন ঃ رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে তাহাদের কর্মকাণ্ডের অশুভ পরিণতি হইতে মুক্তি দিন। আল্লাহ্ তাঁহার দু'আ কবূল করিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাঁহার সকল পরিবার-পরিজনকে মুক্তি দিলাম। اِلاَّ عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ। কিন্তু একজন বৃদ্ধা, ঐ সকল লোকদের শামিল হইল না সে পিছনে রহিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ সেও অন্যান্যদের সহিত ধ্বংস হইয়া গেল। এই বৃদ্ধা ছিল হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী। সে ছিল একজন অসতী। সেও অন্যান্য কাফিরদের সহিত থাকিয়া গেল। সূরা আ'রাফ, হূদ, ও হাজ্র এর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লূত (আ)-কে হুকুম করিয়াছিলেন যে, তাহার কাওমের উপর শাস্তির আসিবার পূর্বে রাত্রি কালেই তাহার পরিবার-পরিজন লইয়া জনপদ ছাড়িয়া যায়। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যেন তাহাদের সাথে না যায়। যখন তাহারা বিকট শব্দ শুনিবে উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কাওমের উপর আযাব অবতীর্ণ করিলেন, তাহাদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন এবং ধ্বংস করিয়া দিলেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ الخ

অতঃপর আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বর্ষণ করিলাম এবং ভীতি প্রদর্শিতদের প্রতি বর্ষণ ছিল বড়ই শোচণীয়। অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিশ্বাসী নহে। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরম দয়ালু।

١٧٦. كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْئَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ .

١٧٧. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ .

١٧٨. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ .

١٧٩. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

١٨٠. وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৭৬) আয়কাহবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল (১৭৭) যখন তাহাদিগকে শু'আইব বলিয়াছিল, তোমরা সাবধান হইবে না? (১৭৮) আমি তো তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। (১৭৯) সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৮০) আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে।

তাফসীর ঃ বিশুদ্ধ মতে আয়কাবাসীরা হইল 'মাদইয়ান'-এর অধিবাসী। হযরত শু'আইব (আ) তাহাদের নিজস্ব লোক ছিলেন। এখানে হযরত শু'আইব (আ)-কে তাহাদের ভাই বলা হয় নাই। কারণ, তাহাদিগকে 'আয়কা, (ঘনবণ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করা হইয়াছে। তাহারা ঐ গাছের পূঁজা করিত। বস্তুতঃ হযরত শু'আইব (আ) যদিও তাহাদের ভাই ছিলেন, তবুও এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের কারণে তাঁহাকে তাহাদের প্রতি সম্বন্ধিত করা হয় নাই। কিন্ত যাহারা এই তত্ত্ব বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহারা বলেন আয়কাবাসী ও মাদইয়ানবাসী দুই পৃথক পৃথক সম্প্রদায় ছিল। এবং হযরত শু'আইব (আ)-কে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হযরত শু'আইব (আ)-কে তিন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ইসহাক ইব্‌ন বিশ্‌র কাহিলী (র) নামক একজন দুর্বল রাবী বলেন, ইব্‌ন সুদ্দী (র) তাঁহার পিতা ও যাকারিয়া ইব্‌ন আম্‌র হইতে তাঁহারা খুসাইফ (র) হইতে তিনি ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন নবীকে দুইবার প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু হযরত শু'আইব (আ)-কে একবার মাদইয়ান বাসীদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা তাহাকে অমান্য করিলে বিকট শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। আর একবার আয়কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তাহারাও অমান্য করিল এবং তাহাদিগকে ছায়াওয়ালা দিনের আযাব পাকড়াও করিল।

আবূল কাশিম বাগাভী (র) ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত শু'আইব (আ)-কে আসহাবে রাস্‌স ও আসহাবে আয়কা এই দুই সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইসহাক ইব্‌ন বিশ্‌র (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে আসহাবে আয়কা ও মাদইয়ানবাসী একই সম্প্রদায়।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির ..... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ

قَوْمُ مَدْيَنَ وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ اُمَّتَانِ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمَا شُعَيْبًا النَّبِىَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

মাদইয়ান সম্প্রদায় ও আয়কাবাসী পৃথক দুই উম্মাত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উভয়ের প্রতি হযরত শু'আইব (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাদীসটি গরীব। ইহার মারফূ হওয়াও নিশ্চিত নহে। মাওকূফ বলিয়া অধিক বিশুদ্ধ। কিন্তু এই বিষয়ে বিশুদ্ধ মত হইল, মাদইয়ানবাসী ও আয়কাবাসী একই উম্মাত। পবিত্র কুরআনের সবখানেই তাহাদিগকে বিষয়ের জন্য উপদেশ ও নসীহত করা হইয়াছে। উভয়কে সঠিক মাপ ও ওজন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা একই উম্মাত ছিল।

١٨١. اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ .

١٨٢. وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ .

١٨٣. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ .

١٨٤. وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (১৮১) মাপে পূর্ণমাত্রা দিবে যাহারা মাপে ঘাটতি করে তাহাদিগের অন্তর্ভূক্ত হইও না। (১৮২) এবং ওজন করিবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায় (১৮৩) লোকদিগকে তাহাদিগের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইবে না (১৮৪) এবং ভয় কর তাহাকে যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পূর্বে যাহারা গত হইয়াছে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাফসীর ঃ হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার উম্মাতকে পূরাপুরিভাবে মাপ ও ওজন দিতে হুকুম করিয়াছেন এবং উহাকে ঘাটতি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ اَوْفُوْا الْكَيْلَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ তোমরা পুরা মাপে মাল দাও, মাপে কম করিও না। এইভাবে তাহাদিগকে মাল কম দিও না। অথচ, তোমরা যখন ক্রয় কর তখন পূর্ণ মাপে মাল লইয়া থাক। অতএব তোমরা যখন অন্যের নিকট হইতে পূর্ণ মাপে লইয়া থাক অন্যকে পূর্ণ মাপে দিবে। আর লোককে যেমন দাও তোমরাও অনুরূপ লইবে।

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ আর তোমরা সঠিক দাড়িপাল্লায় ওজন করিবে। اَلْقِسْطَاس অর্থ দাড়িপাল্লা। কেহ কেহ বলেন, اَلْقِسْطَاس শব্দটি রূমী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় গৃহিত হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْقِسْطَاس الْمُسْتَقِيْمُ রূমী ভাষায় আদল ও ইনসাফকে বলা হয়। কাতাদাহ (র) বলেন, اَلْقِسْطَاس অর্থ ইনসাফ।

وَلاَ تَبْخَسُوْا النَاسَ اَشْيَاَءَهُمْ তোমরা মানুষকে মালে ঘাটতি করিও না। وَلاَ تَعْثَوْا فِى الْاَرْض مُفْسِدِيْنَ আর তোমরা যমীনে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। অর্থাৎ তোমরা লুটপাট ডাকাতি ও রাহজানি করিও না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلاَتَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعَدُوْنَ আর তোমরা ধমকাইয়া মানুষের নিকট হইতে তাহাদের মালামাল ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রতি রাস্তায় রাস্তায় যেও না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৮৬)

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ তোমরা সেই মহান সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তী লোকজন কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হযরত মূসা (আ) তাঁহার উম্মাতকে বলিয়াছেন ঃ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَاءِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। ইব্ন আব্বাস, সুদ্দী, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ ও আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, اَلْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ এর অর্থ পূর্ববর্তী মাখ্লূক।

١٨٥. قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

١٨٦. وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ .

١٨٧. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

١٨٨. قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ .

١٨٩. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ .

١٩٠. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

١٩١. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (১৮৫) উহারা বলিল, তুমি যাদুগ্রস্থদিগের অন্তর্ভুক্ত (১৮৬) তুমি আমাদিগের মত একজন মানুষ, আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। (১৮৭) তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের একখণ্ড আমাদিগের উপর ফেলিয়া দাও । (১৮৮) সে বলিল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন, তোমরা যাহা কর (১৮৯) অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, পরে তাহাদিগকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করিল। (১৯০) ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই মু'মিন নহে। (১৯১) এবং তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আয়কাবাসীরাও হযরত শু'আইব (আ) কে তদ্রুপ জবাব দিয়াছিল, যেমন সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ)-কে জবাব দিয়ছিল। উভয় কাওমের মন মানসিকতা ছিল একই রকম। তাহারা হযরত শু'আইব (আ)-কে বলিল, اِنَّمَا اَنْتَ الْمُسَحَّرِيْنَ তুমি তো একজন যাদুগ্রস্তলোক। وَمَآ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ আর তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদি মনে করি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট তোমাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করেন নাই।

فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ তুমি উদ্দেশ্যমূলক আমাদের নিকট মিথ্যা দাবী লইয়া আসিয়াছ। যদি তুমি সত্যি সত্যি রাসূল হইয়া থাক তবে আসমানের এক টুকরা আমাদের উপর ছুড়িয়া মার।

সুদ্দী (র) বলেন, كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ-এর অর্থ আসমানের শাস্তি। কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুরূপ দাবী করিয়াছেন। وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا তাহারা বলিল, আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনিব না যাবৎ না তুমি আমাদের জন্য যমীন হইতে নহর প্রবাহিত করিবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৯০)

اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا۔

কিংবা আমাদের উপর আসমান হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিবে, যেমন তুমি দাবী করিয়াছ অথবা আল্লাহ্‌কে উপস্থিত করিবে অথবা ফিরিশতাগণকে দলেদলে হাজির করিবে। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৯২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ۔

আর যখন তাহারা (কুরাইশরা) বলিল, হে আল্লাহ ! যদি ইহা আপনার পক্ষ হইতে সত্য হয়, তবে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন। (সূরা আনফাল ঃ ৩২)।

হযরত শু'আইব (আ) এর কাওম ও তাহাকে অনুরূপ বলিয়াছিল, অর্থাৎ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ তুমি যদি সত্যি হও তবে আসমানের শাস্তি ও আযাব আমাদের উপর অবতীর্ণ কর। قَالَ رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ শু'আইব (আ) বলিলেন, আমার প্রতিপালক তোমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খুব ভাল জানেন। অর্থাৎ তোমরা যদি শাস্তির যোগ্য হও তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা ঐ শাস্তি দিবেন। কিন্তু ঐ শাস্তি দানে তিনি তোমাদের প্রতি মোটেই যুলুম করিবেন না। এবং পরবর্তী কালে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর ঠিক ঐ রূপ শাস্তি দিয়াছিলেন। যাহা তাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۔

অতঃপর তাহারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল, ফলে শামিয়ানার দিনে শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিল। অবশ্যই ইহা গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল। বস্তত তাহাদের উপর যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা তাহাদের প্রার্থিত শাস্তি ছিল। তাহারা আসমান

হইতে শাস্তি অবতীর্ণ করিবার জন্য বলিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম সাতদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর ভীষণ গরম অবতীর্ণ করিলেন। উহা হইতে বঁচিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর তাহাদের মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন হইল। ইহা দেখিয়া তাহারা সকলেই ছায়ার নিচে সমবেত হইল। যখন তাহারা সকলে একত্রিত হইল তখন মেঘ হইতে আগুনের ফুলকী মারিত লাগিল, ফলে যমীন প্রকম্পিত হইল এবং এমন কি বিকট শব্দ হইল যাহার ফলে তাহাদের সকলের প্রাণ পাখী উড়িয়া গেল।

عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আয়কাবাসীদের শাস্তির কথা তিনটি স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থানে তাহাদের অবস্থার পেক্ষিতে যেই ধরনের শাস্তি সংগতি পূর্ণ উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা আ'রাফে বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে একটি বিকট শব্দ দ্বারা পাকড়াও করিয়াছিল ফলে তাহারা তাহাদের ঘরেই মৃতাবস্থায় উপুড় হইয়া রহিল। কারণ তাহারা হযরত শু'আইব (আ) ও তাঁহার সাথীগণকে বলিয়াছিল ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَمَنْ مَّعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْلَتَعَوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ۔

হে শু'আইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে আমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিব। অথবা তোমরা আমাদের ধর্মেই প্রত্যাবর্তন করিবে। এই বলিয়া তাহারা আল্লাহর নবী ও তাঁহার সাথীগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক ভয়নাক ভূ-কম্পনের মাধ্যমে তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইল। এবং সূরা 'হূদ' -এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাহারা হযরত হূদ (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَايَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۔

তোমার সালাত আমাদিগকে নির্দেশ দিতেছে যে, আমরা আমাদের আমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপাস্যগণকে বর্জন করিব কিংবা একই হুকুম করিতেছ যে, আমরা আমাদের মালের ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত তাসাররুফ করা ছাড়িয়া দিব? তুমি তো দেখি ধৈর্য্যশীল জ্ঞানী। (সূরা হূদ ঃ ৮৭) তাহারা এই কথা বলিয়া হযরত শু'আইব (আ)-এর সহিত ঠাট্রা-বিদ্রুপ করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ শাস্তি অর্থাৎ বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা চিরতরে তাহাদিগকে এইরূপ ঠাট্রা-বিদ্রুপ করা হইতে নীরব করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ ফলে তাহাদিগকে বিকট শব্দ পাকড়াও করিয়াছিল। আর এই সূরা অর্থাৎ 'শু'আরা' যেহেতু এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ আমাদের উপর আসমানের আযাব অবতীর্ণ কর। এবং ইহা তাহারা বলিয়াছিল শত্রুতা ও অহংকার করিয়া। অতএব তাহাদের অপারাধের সহিত সংগতি পূর্ণ শাস্তির কথা এখানে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

ছায়াওয়ালা দিনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। অবশ্যই গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল।

কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আয়কাবাসীদের উপর অতিশয় প্রখর রৌদ্র চাপাইয়া দিয়াছেন, ছায়া লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর এক খন্ড মেঘের ছায়া করিয়া দিলেন। তাহাদের মধ্যে হইতে এক ব্যক্তি ঐ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং খুব আরাম অনুভব করিল। অতঃপর সকলকে ঐ ছায়ায় আশ্রয় লইতে বলিলে, সকলেই ঐ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবং তাহাদের উপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ছায়া প্রেরণ করিলেন। যখন তাহারা সকলেই উহার নিচে একত্রিত হইল, তখন তিনি ছায়া সরাইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর সূর্যকে অতিশয় প্রখর করিয়া দিলেন, ফলে কড়াইয়ে যেমন টিড্ডি ভূনা হইয়া যায় তাহারাও প্রখর রৌদ্রে অনুরূপ ভূনা হইয়া গেল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) বলেন, মাদইয়ানবাসীদিগকে তিন প্রকার শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের বসতীকে ভূ-কম্পন হইয়াছিল ফলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভূ-কম্পনের ফলে তাহারা যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এতই ভীত হইল যে, যদি তাহারা পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে, তবে তাহাদের উপর ঘরের ছাঁদ ভাংগিয়া পড়িবার আশংকা করিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর ছায়া প্রেরণ করিলেন, তখন তাহাদের একজন উহার নিচে আশ্রয় নিল। সে বলিল এত আরামদায়ক ছায়া ইহার পূর্বে কখনও দেখি নাই। হে লোক সকল! তোমরা এই দিকে আসিয়া পড়। তাহারা সকলেই তথায় সমবেত হইল এবং তখনই একটি বিকট শব্দ হইল এবং সকলেই প্রাণ হারাইল। অতঃপর মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ-

মুহাম্মদ ইব্ন জরীর (র) বলিলেন, হারিস (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন একবার আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ। আয়াতের ব্যাখ্যা কি? তিনি বলিলেন আল্লাহ্ তা'আলা মাদইয়ানবাসীদের

বসতীকে প্রকম্পিত করিলেন এবং তাহাদের উপর অত্যধিক কঠিন গরম প্রেরণ করিলেন। তাহারা অতিষ্ট হইয়া ঘর হইতে জংগলে বাহির হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর এক খণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহারা খুব শীতল ও আরামদায়ক অনুভব করিল এবং সূর্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইল। তখন ও যাহারা ঐ ছায়ার নিচে আসিয়া পৌঁছায় নাই তাহাদিগকে তথায় ডাকিয়া একত্রিত করা হইল। তাহারা সকলেই তথায় সমবেত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর অগ্নি প্রেরণ করিলেন। উহাতে তাহারা পুড়িয়া প্রাণ হারাইল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, 'ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ইহাই বোঝান হইয়াছে। অবশ্যই ইহা একটি গুরুতর দিনের শাস্তি ছিল।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

অবশ্যই ইহাতে বড়ই নির্দশন রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকের বিশ্বাসী হইল না। আর তোমার প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, পরম দয়ালু।

١٩٢. وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

١٩٣. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ۔

١٩٤. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۔

١٩٥. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ ۔

অনুবাদ ঃ (১৯২) আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ (১৯৩) জিব্রাঈল ইহা লইয়া অবতরণ করিয়াছেন (১৯৪) তোমার হৃদয়ে যাহাতে, তুমি সতর্ককারী হইতে পার- (১৯৫) অবতীর্ণ করা হইয়াছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

وَ اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অবশ্যই ইহা অর্থাৎ পূর্ববর্তী সূরার সেই আয়াত وَمَا تَأْتِيْهِمْ عَنْ ذِكْرٍ مِّنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ এর মধ্যে যেই যিকির ও কিতাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত।

نَزَّلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ একজন বিশ্বস্ত ফিরিশ্তা জিব্রাঈল (আ) উহা লইয়া আসিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, কাতাদাহ, আতীয়্যাহ আওফী, সুদ্দী, যাহ্হাক, যুহরী ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, رُوْحُ الْاَمِيْنُ দ্বারা

হযরত জিবরাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। যুহরী (র) বলেন, এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ -

তুমি বল, যেই ব্যক্তি জিব্‌রাঈলের শত্রু সে আল্লাহ্‌র শত্রু। সে তো আল্লাহ্‌র হুকুমেই তোমার অন্তরে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে। যাহা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করে। (সূরা বাকারা ঃ ৯৭)

মুজাহিদ (র) বলেন, যাহার সহিত হযরত জিব্‌রাঈল (আ) একবার কথা বলিয়াছেন, যমীন কখনোও তাহাকে আহার করিবে না।

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার অন্তরে এমন একজন ফিরিশতা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছে যে, আল্লাহর দরবারে অতি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত এবং ঊর্ধ গগনে মহামান্য। এই কুরআনকে ফিরিশতা সুরক্ষিতাবস্থায় তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেন তুমি আল্লাহ্‌র হুকুমে বিরোধিতাকারী ও তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিতে পার।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ যেই কুরআনকে আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, উহা স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা লালিত্য ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এবং উহা যে মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হইতে অবতারিত। উহার ভাষা তাহাই প্রমাণ করে। অতএব ঐ সকল বিপথগামী লোকদের উহা মানিবার জন্য কোন ওজরই অবশিষ্ট থাকে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন তায়সীব হইতে (র) বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যধিক সুন্দর ভাষায় মেঘমালার বর্ণনা দিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার চাইতে অধিক উত্তম ভাষী আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। তখন তিনি বলিলেন ঃ حق لى إنما أنزل القران بلسانى। আমার ভাষা অবশ্যই এইরূপ হইবে, আমার ভাষা তো কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ

لَمْ يَنْزِلِ الْوَحْىُ اِلاَّ بِالْعَرَبِيَّةِ ثُمَّ تَرْجَمَ كُلُّ نَبِىٍّ لِقَوْمِهِ وَاللِّسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِا لسُّرْيَانِيَّةِ فَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ تُكَلِّمَ بِالْعَرَابِيَّةِ (رواه أبى حاتم) -

"প্রত্যেক নবীর নিকট আরবী ভাষায় ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে। অতঃপর প্রত্যেক নবী তাঁহার উম্মাতের নিকট উহার অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছেন। কিয়ামত দিবসে সকলের ভাষা হইবে সুরিয়ানী ভাষা। অতঃপর যেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে আরবী ভাষায় কথা বলিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

١٩٦. وَاِنَّهٗ لَفِىْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ.

١٩٧. اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ.

١٩٨. وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ.

١٩٩. فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৯৬) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই ইহার উল্লেখ আছে। (১৯৭) বনী ইসরাঈলের পন্ডিতগণ ইহা অবগত আছে, ইহা কি উহাদিগের জন্য নিদর্শন নহে? (১৯৮) আমি যদি ইহা কোন আজমীর নিকট অবতীর্ণ করিতাম (১৯৯) এবং উহারা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত, তবে উহার ঈমান আনিত না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি অবতারিত কিতাবের মধ্যেও উহার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহারা এই কিতাবের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আর আল্লাহ্ তাহাদের নিকট হইতে এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের নিকট রাসূলুল্লাহের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

"যখন ঈসা (আ) বলিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পূর্বে অবতারিত তাওরাতকে সত্যায়ন করি এবং আমার পরে আগমনকারী এক রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করি যাহার নাম হইবে 'আহ্‌মাদ'। (সূরা সাফফ্ ঃ ৬)

'যাবুর' অর্থ কিতাব ও পুস্তক। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি প্রেরিত কিতাবকে যাবুর বলা হয়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكُلُّ شَىْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ তাহাদের কৃত সকল কাজই ফিরিশতাগণের কিতাবে লিখিত রহিয়াছে।

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمٰٓؤُا بَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ বনী ইসরাঈলের আলিম ও পন্ডিতগণ এই কুরআনের উল্লেখ তাহাদের কিতাবসমূহে পাঠ করিয়া থাকে, ইহা কি এই কুরআনের জন্য সত্য প্রমাণিত হইবার জন্য নির্দশন নহে?

প্রকাশ থাকে যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণের দ্বারা তাহাদের ন্যায় নিষ্ঠাবান আলেমগণকেই বুঝান হইয়াছে। যাহারা এই স্বীকার করেন যে, তাহাদের কিতাব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত ও উম্মাতের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম, হযরত সালমান ফারেসী (রা) ও অন্যান্য হক পন্থি আলেমগণ।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ যাহারা নিরক্ষর নবী রাসূলের অনুসরণ করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশ কাফিররা যে কুরআনের বিদ্বেষ করিত উহার উল্লেখ করিয়াছেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ আর এই কুরআনকে কোন অনারবের উপর নাযিল করিতাম এবং সে উহাদের নিকট তাহাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইত ও তাহারা বিদ্বেষের বশিভূত হইয়া উহার প্রতি ঈমান আনিত না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا -

"যদি আমি তাহাদের জন্য আসমানের দ্বার উম্মুক্ত করিয়া দিতাম এবং তাহারা উহাতে আরোহণও করিত তবুও তাহারা বলিত, আমাদের চক্ষু সমূহকে নিশাযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি উহা ভুল পাইতেছি"। (সূরা হিজ্‌র ঃ ১৪ - ১৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى الاية -

"আর যদি আমি তাহাদের নিকট ফিরিশতাগণকে অবতীর্ণ করিতাম এবং মৃতলোক জীবিত হইয়া তাহাদের সহিত কথা বলিত তবুও তাহারা ঈমান আনিত না"। (সূরা আন'আম ঃ ১১১)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ
"যাহাদের জন্য আযাবের কালেমা অবধারিত তাহারা কখনও ঈমান আনিবে না"। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬)

٢٠٠. كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ .

٢٠١. لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

٢٠٢. فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ .

٢٠٣. فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ .

٢٠٤. اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ .

٢٠٥. اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ .

٢٠٦. ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ .

٢٠٧. مَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ .

٢٠٨. وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

٢٠٩. ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ .

অনুবাদ ঃ (২০০) এইভাবে আমি অপরাধীদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করিয়াছি। (২০১) উহারা ঈমান আনিবে না, যতক্ষণ না উহারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (২০২) ফলে ইহা উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়িবে আকস্মিকভাবে, উহারা কিছুই বুঝিতে পারিবে না (২০৩) তখন উহারা বলিবে, আমাদিগকে কি অবকাশ দেওয়া হইবে? (২০৪) উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে? (২০৫)

তুমি বল , যদি আমি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ভোগ বিলাস করিতে দেই, (২০৬) এবং পরে উহাদিগের উপর যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহা উহাদিগের আসিয়া পড়ে (২০৭) তখন উহাদিগের ভোগ-বিলাসের উপকরণ কোন কাজে আসিবে কি? (২০৮) আমি এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যাহার জন্য সতর্ককারী ছিল না। (২০৯) ইহা উপদেশস্বরূপ আর আমি অন্যায়কারী নই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি কুফর, সত্যের অস্বীকৃতি ও বিদ্বেষ অপরাধীদের অন্তরে ঢুকাইয়া দিয়াছি।

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

তাহার সত্যের প্রতি ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। কিন্তু তখন যালিমদের কোন ওজর তাহাদের পক্ষে উপকারী হইবে না। তাহাদের জন্য রহিয়াছে লা'নাত ও অশুভ পরিণতি।

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অতঃপর আকস্মিকভাবে তাহাদের উপর শাস্তি আসিয়া পড়িবে তাহারা উহা টেরই পাইবে না। فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ অতঃপর তাহারা বলিবে, আমাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হইবে কি ? অর্থাৎ তাহাদের উপর যখন আযাব আসিয়া পড়িবে, তখন তাহারা অবকাশ লাভের জন্য আল্লাহ্র দরবারে আকঙক্ষা করিবে। যদি তাহাদিগকে কিছু অবকাশ দেওয়া হয় তবে তাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করিবে। শুধু যে কেবল কুরাইশ কাফিররা এই রূপ আকাঙক্ষা করিবে তাহাই নহে বরং সকল কাফির, ফাজির ও যালিম লোকেরা আল্লাহ্র আযাব দেখিতেই এইরূপ আকাঙক্ষা করিবে। কিন্তু তাহাদের আকাঙক্ষা বিফল হইবে। তাহারা তখন সকলেই অনুতপ্ত হইবে। ফির'আউনের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন সে যখন ঈমান আনিল না। হযরত মূসা (আ) তাহার জন্য বদ দু'আ করিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَئَهُ زِيْنَةً وَّ اَمْوَالاً فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ... قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا ـ

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি ফির'আউন ও তাহারা সর্দারদিগকে পার্থিব জীবনে ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন .... তোমাদের দু'আ কবুল করা হইয়াছে। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৮-৮৯)

ফির'আউন আর ঈমান আনিল না এবং শাস্তিতে গ্রেফতার হইল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓااسِرَائِيْلَ الخ ـ

"যখন ফির'আউন পানিতে ডুবিয়া মরিতে লাগিল তখন সে বলিয়া উঠিল, সেই মহান সত্তা ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই, যাহার উপর বনী ইসরাঈল ঈমান আনিয়াছে ...."। (সূরা ইউনুস ঃ ৯০)

কিন্তু তাহার ঐ সময়ের ঈমান কোন কাজই আসিল না। পবিত্র কুরআনের অন্যন্য আয়াতেও ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শাস্তি আসিবার পর কাহারও ঈমান গ্রহণযোগ্য হইবে না।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ তাহারা কি আমার আযাবের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে? আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ইহা দ্বারা ধমক দিয়াছেন, কারণ তাহারা উপহাস করিয়া রাসূলগণকে বলিত, اَئْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ তুমি যদি সত্যি সত্যিই শাস্তি অবতীর্ণ করিতে পার তবে করিয়া দেও না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَاَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ ۔

"আমি যুগ যুগ ধরিয়া ঐ সকল কাফিরদিগকে ভোগ বিলাসের মত্ত রাখি, অবশেষে তাহাদের উপর প্রতিশ্রুত শাস্তি আসিয়া পড়ে, তবে তাহাদের ভোগ-বিলাসের বস্তু তাহাদের কি উপকার করিতে পারিবে"?

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ۔

"তখন তো তাহাদের মনে হইবে, যেন তাহারা পৃথিবীতে এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা অবস্থান করিয়াছে"। (সূরা আন্ নাযি'আত ঃ ৪৬)

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَّمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ۔

"তাহাদের একজন ইহাই আকাঙক্ষা করে যে, হাজার বৎসর জীবিত থাকুক। কিন্তু এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও উহা আল্লাহ্র শাস্তিকে হটাইতে সক্ষম হইবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৯৬)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى

"যখন সে ধ্বংস হইবে তখন তাহার মাল তাহার কোনই উপকার করিতে পারিবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ৯৬)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْ يُمَتَّعُوْنَ "তাহাদের ভোগ বিলাসের বস্তু তাহাদের কোনই কাজেই আসিবে না"।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ বর্ণিত, কিয়ামত দিবসে কাফিরকে জাহান্নামের গহবরে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাস করা হইবে, তুমি কি কোন আরাম ও প্রশান্তি লাভ করিয়াছ? সে বলিবে, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও কোন আরাম ও শান্তি পাই নাই। অতঃপর অন্য ব্যক্তিকে আনা হইবে, যে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক কঠিন জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি কখনও কষ্ট ভোগ করিয়াছ ? সে বলিবে, আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও কোন কষ্ট ভোগ করি নাই। আর এই কারণে হযরত উমর (রা) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

كَاَنَّنَ لَمْ تُؤْثِرْ مِنَ الدَّهْرِ لَيْلَةً * اِذَا اَنْتَ اَدْرَكْتَ الَّذِى اَنْتَ تَطْلَبُ -

"তুমি যখন তোমার কাম্য উদ্দেশ্য লাভ করিবে, তখন মনে হইবে যেন জীবনে কখনও কষ্ট স্পর্শই করে নাই"।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেই সকল কাওম ও জাতিকে তিনি ধ্বংস করিয়াছেন তাহাদিগকে কেবল তখনই ধ্বংস করিয়াছেন, যখন তাহাদিগের নিকট নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন অথচ, তাহার সব কিছুই উপেক্ষা ও অমান্য করিয়াছে। ফলে উহার অশুভ পরিণতি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ ذِكْرٰى وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ -

"আমি যে কোন জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি, উহার জন্য সতর্ককারী নবী ছিল। তাঁহারা তাহাদিগকে উপদেশ ও নসীহত করিয়াছে। বস্তুতঃ আমি যালিম নহি"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً

"আমি রাসূল প্রেরণ না করিয়া কোন কাওমে শাস্তি দেই নাই"। (সূরা ইস্রা ঃ ১৫)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَتْلُوْ اعَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا......الخ -

"তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না, যাবৎ উহার কেন্দ্রস্থলে এমন কোন রাসূল প্রেরণ না করেন, যে তাহাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করিয়া শুনায়"। (সূরা কাসাস ঃ ৫৯)

২১০. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ .

২১১. وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ .

২১২. اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ .

অনুবাদ ঃ (২১০) আর শয়তানরা উহা সহ অবতীর্ণ হয় নাই। (২১১) উহারা এই কাজের যোগ্য নহে এবং উহারা ইহার সামর্থও রাখে না। (২১২) উহাদিগের তো শ্রবণের সুযোগ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার পবিত্র গ্রন্থে আল-কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করেন, উহার কাছে কোনভাবেই উহার অগ্রপশ্চাৎ হইতে বাতিল আসিতে পারে না। উহা তো পরম জ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত। হযরত জীব্‌রাঈল আমীন (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উহা লইয়া আসিয়াছেন ঃ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ উহা তাঁহার নিকট শয়তানরা লইয়া আসেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তানরা উহা কি কারণে লইয়া আসিতে পারে না। (১) যেহেতু শয়তানের কাজ হইল ফাসাদ সৃষ্টি করা ও আল্লাহ্র বান্দাগণকে গুমরাহ করা। অথচ, পবিত্র কুরআন হইল, সৎকাজে নির্দেশ, অসৎকাজ হইতে নিষেধ সম্বলিত গ্রন্থ। ইহা আলো ও হিদায়েতপূর্ণ। শয়তান ও এই মহা গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট ব্যবধান। অতএব ইহা শয়তানের কাম্য হইতে পারে না (২) দ্বিতীয় কারণ হইল, শয়তান এই মহান গ্রন্থ বহন করিতে আনিতেও সক্ষম নহে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا ـ

“যদি আমি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করিতাম তবে তুমি উহাকে ভয়ে ফাঁটিয়া যাইতে দেখিতে”। (সূরা হাশ্‌র ঃ ২১) অতএব শয়তানের পক্ষেও ইহা বহন করা সম্ভব নহে। (৩) তৃতীয়তঃ শয়তানে পক্ষ ইহা লইয়া আসা সংগত ও সম্ভব হইত তবুও তাহাদের পক্ষে কুরআনের কাছে পৌঁছা সম্ভব ছিল না। কারণ তাহারা কুরআন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কুরআন অবতরণ কালে আসমানে ফিরিশতাগণের বড়ই কঠোর প্রহরা ছিল। অতএব কোন শয়তানের একটি শব্দ ও শ্রবণ করা সম্ভব ছিল না এবং উহার সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত করিয়া দেওয়ার সম্ভব হয় নাই। ইহা আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি তাঁহার বড়ই অনুগ্রহ। এবং এইভাবে তাঁহার কিতাবকে শরী‘আতের সংরক্ষণ ও তাঁহার রাসূলদের সাহায্য করিয়াছেন।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَّ اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاۤءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا وَّاَنَّا كُنَّا
نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْلَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ـ

“আমরা আসমানকে তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়াছি, অতঃপর আমরা উহাকে কঠোর প্রহরা ও অগ্নিশিখায় পূর্ণ পাইয়াছি। আমরা পূর্বে উহার বিভিন্ন স্থানে খবর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতাম, কিন্তু এখন শুনিবার জন্য কান লাগাইলে তবে সে অগ্নিশিখা প্রস্তুত পাইবে”। (সূরা জিন ঃ ৮ - ৯)

٢١٣. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ .

٢١٤. وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ .

٢١٥. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

٢١٦. فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ .

٢١٧. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ .

٢١٨. الَّذِىْ يَرٰكَ حِيْنَ تَقُوْمُ .

٢١٩. وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ .

٢٢٠. اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

অনুবাদ ঃ (২১৩) অতএব তুমি অন্য কোন ইলাহ্‌কে আমার সহিত ডাকি ও না, ডাকিলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভূক্ত হইবে। (২১৪) তোমার নিকট আত্মীয় বর্গকে সতর্ক করিয়া দাও, (২১৫) এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে সেই সকল মু'মিনদিগের প্রতি বিনয়ী হও। (২১৬) উহারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে, তুমি

বলিও, তোমরা যাহা কর তাহার জন্য আমি দায়ী নহি। (২১৭) তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র উপর, (২১৮) যিনি তোমাকে দেখেন, যখন তুমি দণ্ডায়মান হও সালাতের জন্য, (২১৯) এবং দেখেন সিজ্‌দাকারীদিগের সহিত তোমার উঠাবসা (২২০) তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কেবল মাত্রই তাঁহারই ইবাদত করিতে হইবে। তাঁহার সহিত অন্য কাহাকে ও শরীক করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। এবং তাঁহাকে হইা জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান ছাড়া তাহাদের মুক্তির কোন উপায় নাই। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই নির্দেশ ও দিয়াছেন যে, তিনি যেন তাহার অনুসারী মু'মিনদের জন্য সহায় হন। তাহাদের সামনে স্বীয় বাহুকে ঝুঁকাইয়া দেন। আর যে তাঁহাকে অমান্য করে সে যেই হউক না কেন, তাহার সকল কর্মকাণ্ড হইতে যেন সম্পর্ক মুক্ত হইয়া যায়।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ -

"যদি তাহারা আপনার নাফরমানী করে অবাধ্য হয় তবে আপনি বলিয়া দিন, আমি তোমাদের কৃত কর্ম হইতে মুক্ত"।

প্রকাশ থাকে যে, বিশিষ্ট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দানের অর্থ ইহা নহে, যে জনসাধরণকে সতর্ক করিতে হইবে না। বরং জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য সাধারণ নির্দেশ দেওয়া রহিয়াছে, ইহা উহারই অংশ বিশেষ। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَآءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ -

"যেন তুমি এমন কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহার পূর্বপুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, ফলে তাহারা গাফিল"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا "যেন তুমি 'উম্মুল কুরা' সকল জনপদের কেন্দ্র পবিত্র মক্কা ও উহার পাশ্ববর্তী এলাকায় বসবাস জন সাধারণকে সতর্ক করিতে পার"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ -

"তুমি যেই সকল লোকদিগকে সতর্ক কর, যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হইবার ভয় করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرْ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا ۔

“যেন তুমি মু'মিনগণকে সুসংবাদ দান করিতে পার এবং ঝগড়াটে কাওমকে সতর্ক করিতে পার”।(সূরা মারইয়াম : ৯৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ “এই কুরআন দ্বারা যেন আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পারে”।

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۔

“বিভিন্ন গোত্রসমূহ যাহারাই ইহার অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান”।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَلَا نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِىْ اِلَّا دَخَلَ النَّارَ ۔

“এই উম্মাত হইতে ইয়াহুদী হউক কিংবা নাসারা যেই আমার নবুওয়াত সম্পর্কে শুনিতে পাইয়া আমার প্রতি ঈমান না আনিবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে”। উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সম্প্রদায় ও সকল জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরিত।

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। (১) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইল তখন নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া يَا صَبَاحَاه বলিয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ করিলেন। ইহা শুনিয়া লোক একত্রিত হইল। যে আসিতে পারিল না সে প্রতিনিধি পাঠাইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তলিব! হে বনূ ফহ্র, হে বনূ লুওয়াই! আচ্ছা বল দেখি যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পাদদেশে এই একটি অশ্বারোহী শত্রুদল তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, তবে তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে না। তাহারা বলিল হাঁ, করিব। তখন তিনি বলিলেনঃ

فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۔

“আমি তোমাদিগের আগত কঠিন শাস্তির জন্য সতর্ক করিতেছি”। আবূ লাহ্ব বলিলঃ

تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَمَا دَعَوْتَنَا اِلَّا لِهٰذَا ۔

"সারা দিনই তোমার বিনাশ হউক। তুমি কি কেবল ইহার জন্যই ডাকিয়াছ"? এবং তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَّتَبَّ

ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) আ'মাশ (র) হইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল; তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ! হে সাফীয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালেব, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ। আল্লাহ্ দরবারে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিলম না। অবশ্য আমার মাল হইতে যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা করিতে পার। হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবীয়াহ ইব্‌ন আম্‌র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশিষ্ট সাধারণ সকল কুরাইশকে ডাকিলেন, তিনি বলিলেন, হে কুরাইশগণ! তোমরা নিজের সত্তাকে আগুন হইতে রক্ষা কর। হে বনূ কা'ব, তোমরা স্বীয় সত্তাকে আগুন হইতে বাঁচাও। হে বনূ হাশিম! তোমরা নিক সত্তাকে আগুন হইতে মুক্ত কর। হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজ সত্তাকে আগুন হইতে রক্ষা কর। হে ফাতেম বিনতে মুহাম্মদ (সা) তুমি নিজেকে আগুন হইতে রক্ষা কর। আমি আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের জন্যই কিছুই করতে পারিব না। অবশ্য তোমাদের সহিত যে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রহিয়াছে উহার জন্য তোমাদের পার্থিব হক আমি পূর্ণ করিব। ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (র) আবদুল মালিক ইব্‌ন উমাইর (র) হইতে অত্র সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, অত্র সূত্রে হাদীসটি গরীব। ইমাম নাসাঈ (র) মূসা ইব্‌ন তাল্‌হা (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সনদে তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। তবে মুত্তালিলরূপে বর্ণিত হওয়াই বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র) হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে বনূ আবদুল মুত্তালিব। তোমরা আল্লাহ্র আযাব হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখ। হে সাফীয়্যাহ! হে ফাতেমা তোমরা নিজেকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আল্লাহ্র দরবারে আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিব না। আমার মাল হইতে তোমরা যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম আহমাদ-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি মু'আবিয়াহ (র)

..... আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে মারফূরূপে তিনি একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আরো তিনি হাসান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে মারফূরূপে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, সুওয়াইদ ইব্ন সাঈদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলিলেন, হে বনূ কুসাই! হে বনূ হাশিম! হে বনূ আব্দে মুনাফ! আমি তোমদিগের জন্য সতর্ককারী! মৃত্যু লোকদের উপর আচমকা আক্রমণকারী! এবং কিয়ামতের ময়দানে তেমাদের প্রতিশ্রুতি স্থান।

(৪) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) কাবীসা ইবন মুখারিফ ও যুহাইর ইব্ন আমর (র) হইতে বর্ণিত। তাহার বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ। অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাহাড়ের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া একটি বড় পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হইলেন এবং উচ্চস্বরে ডাকিলেন। হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী! আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, সেই ব্যক্তির মত যে শত্রু দেখিয়া নিজের পরিবার-পরিজনকে সতর্ক করিবার জন্য দৌড়াইল যেন তাহারা আত্মরক্ষা ব্যবস্থা করিতে পারে। আর এই জন্য সে চিৎকার শুরু করিল। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) সুলায়মান ইব্ন্ তরখান তায়মী (র) কাবীসা ইব্ন আমর হিলালী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ যখন অবর্তীণ হইল তখন নবী করীম তাঁহার পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করিলেন, তাহারা মোট ত্রিশ জন ছিলেন। তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া পানাহার করিল। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কে আছে যে ব্যক্তি আমার ঋণ ও ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করিতে পারিবে এবং সে বেহেশতে আমার সহিত থাকিবে এবং আমার পরিবার পরিজনদের আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে। তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি তো সমুদ্রকে আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই রূপ বলিলেন, কিন্তু কেহ উহার জন্য প্রস্তুত হইল না। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইহার জন্য প্রস্তুত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্ফান (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ্ (সা) বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে একত্রিত করিলেন তাহারা বড় একটি দল ছিল এবং ছিল বড় পেটুক। এক একজন একটা বক্রীর বাচ্চা অনায়াসে খাইয়া ফেলিত। উহার সাথে বড় একটা দুধের পাত্র দুধও পান করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের জন্য এক মুদ্দ খাবার প্রস্তুত করিলেন। কিন্ত তাহারা তৃপ্ত হইয়া আহার করিল

এবং আহারের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা দেখিয়া মনে হইল যেন খাবারে তাহারা স্পর্শই করে নাই। অতঃপর এক পেয়ালা দুধ উপস্থিত করা হইল, উহা হইতে তাহারা ও পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিল উহা মন হইল যেন তাহারা উহাতে স্পর্শ করে নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে বনূ আবদুল মুত্তালিব! আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি এবং সাধারণভাবে সকল মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। এখন যে আলৌকিক ঘটনা ঘটিল উহা তোমরা দেখিতে পাইলে। তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে, যে আমার হাতে বায়'আত করিবে এই শর্তে যে, সে আমার ভাই ও সাথী হইবে। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, ইহার উত্তরে কেহই কিছুই বলিল না। অতঃপর আমি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার নিকট পৌছলাম অথচ, আমি ছিলাম উহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি বসিয়া পড়, হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই রূপ বলিলেন এবং প্রতিবারই আমি তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে বসিতে বলিতেন, কিন্তু তৃতীয়বার তিনি আমার হাতের উপর হাত রাখিয়া বায়'আত গ্রহণ করিলেন।

ইহা হইতে দীর্ঘ অপর একটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। যেমন হাফিয আবূ বাকর বায়হাকী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ। অবতীর্ণ হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি জানি, যদি এখন আমার কাওমের নিকট এই পয়গাম লইয়া যাই তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে। অতএব আমি কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণই পরই জিবরাঈল (আ) আমার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যদি আপনি আদেশ পালন না করেন, তবে আপনাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, হে আলী! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আত্মীয়-স্বজনকে সতর্ক করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এই জানিয়া যে, যদি এই মূহুর্তেই আমি তাহাদিগকে সতর্ক করিতে যাই, তবে তাহারা আমার সহিত অবাঞ্ছিত ব্যবহার করিবে, আমি নীরব রহিয়াছি কিন্তু জীব্‌রাঈল (আ) আসিয়া আমাকে সতর্ক করিয়াছেন যে, যদি আমি আল্লাহ্‌র হুকুম পালন না করি তবে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

অতএব হে আলী! তুমি একটি বক্‌রীর গোস্ত পাকাইয়া প্রস্তুত কর। এক এক দুধ ও প্রস্তুত রাখ। অতঃপর বনূ আব্দুল মুত্তালিবকে ডাকিয়া একত্রিত কর। আমি তাঁহার নির্দেশ পালন করিলাম। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একত্রিত হইল। তাহাদের মোট সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন কিংবা একজন কমবেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে তাঁহার চাচা আবূ তালিব, আবূ লাহাব, হামযা, এবং আব্বাসও ছিলেন। আমি তাহাদের সম্মুখে

খাবারের বড় পাত্র পেশ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা হইতে এক টুক্রা লইয়া উহা দাঁত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুনরায় খাবারের পাত্রের এক পাশে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি সকলকে উহা হইতে আহার করাইলেন। সকলে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। অথচ খাবারের পাত্রে তাঁহার আঙ্গুলী সমূহের চিহ্ন দেখা যায়। উহা হইতে একটু কমিল না। অথচ তাহাদের একজনই পূরা খাবার খাইয়া থাকে। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুধ পান করাইতে বলিলেন। তাহারা দুধের পাত্র হইতে পান করিয়া সকলেই তৃপ্ত হইল। অথচ পাত্রের যেই দুধ ছিল উহা তাহাদের একজনই পান করিয়া শেষ করিতে পারে। খাবার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাদের সহিত কথা বলিতে চাহিলেন, তখন আবূ লাহবই অগ্রে এই বলিয়া উঠিল, মুহাম্মদ তো তোমাদিগের উপর বেশ যাদু চালাইয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলেই উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কোনই কথাই বলিতে পারিলেন না।

অতএব দ্বিতীয় দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হযরত আলী (রা)-কে প্রথম দিনের মত বক্রীর গোশত ও দুধের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে দাওয়াত করিতে বলিলেন। হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। খাবার ও দুধের ব্যবস্থা করিলাম। তাহারা সকলে একত্রিত হইল। এবং প্রথম দিনের মতই পানাহার করিল। অর্থাৎ ঐ অল্প খাবার ও দুধ সকলেই তৃপ্ত হইয়া পানাহার করিল অথচ, উহা তাহাদের একজনই খাইতে পারে। আজও যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন আবূ লাবাবই প্রথম বলিয়া উঠিল। মুহাম্মদ তো খুব যাদু করিয়াছে। ইহার পর তাহারা সকলে উঠিয়া চলিয়া গেল। কিন্ত রাসুলুল্লাহ্ (সা) আজও তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারিলেন না। পরবর্তীকালে তিনি হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, হে আলী! আজ তুমি আবারও আমাদের জন্য গতকালের মত পানাহারের ব্যবস্থা কর। এই ব্যক্তি (আবূ লাহব) তো সব কিছু উলট পালট করিয়া দিল। লোকজনের সহিত সে আমাকে কথা বলিতে দিল না।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি পূর্বের মত পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া ঐ লোকজনকে একত্রিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহাদিগকে পূর্বের ন্যায় আপ্যায়ন করিলেন। তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া পানাহার করিল। আল্লাহ্র কসম! তাহাদের সকলের জন্য যেই পরিমাণ খাবার ও দুধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল উহা তাহাদের একজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন, হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব। আমি গোটা আরবে এমন একজন যুবককেও জানি না আমার চাইতে উত্তমবস্তু তোমাদের জন্য পেশ করিয়াছে। আমি তোমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লইয়া আসিয়াছি।

আহমদ ইব্ন আবদুল জব্বার (র) বলেন, ইব্ন ইসহাক (র) রিওয়ায়েতটি ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর ইব্ন জরীর (র) ইব্ন হুমাইদ (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্যই শেষে অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহা হইল, 'আর আমার প্রতিপালক আমাকে তাহার প্রতি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতে হুকুম করিয়াছেন, অতএব তোমাদের এমন কে আছে, যে আমার ভাই হইয়া আমার সাথী হইবে এবং এই বিষয়ে আমার সহায়তা করিবে'। হযরত আলী (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া সকলেই নীরব রহিল। কিন্তু আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাহায্যকারী হইব। অথচ আমি তাহাদের মধ্যে হইতে সকলের ছোট ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাঁধ ধরিয়া বলিলেন, এই আমার ভাই ও সাথী। অতএব তোমরা তাহার কথা শুন ও অনুকরণ কর। ইহা শুনিয়া তাহারা সকলেই হাসিয়া উঠিল এবং আবূ তালেবকে বলিল, তোমাকে তো মুহাম্মদ তোমার পুত্রের কথা শুনিতে ও তাহার অনুকরণ করিতে আদেশ দিয়াছে। রিওয়ায়েতটি কেবল আবদুল গফ্ফার ইব্ন কাসিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সে পরিত্যয্য, মিথ্যুক ও শীয়া। আলী ইব্ন মদীনী (র) তাহাকে মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বলিয়া অভিযুক্ত করিয়াছেন। সকল ইমাম তাহাকে দুর্বল বলিয়াছেন।

(অপর সূত্র) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ অবতীর্ণ হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে আলী একটি বক্রী পাও ও এক ছা' খাদ্য ও এক পাত্র দুধের ব্যবস্থা কর। আমি নির্দেশ পালন করিলাম অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, বনূ হাশেমকে ডাকিয়া আন। তাহাদের সংখ্যা তখন ছিল চল্লিশ কিংবা একজন কম বেশী হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে দশ জন এমনও ছিল যাহাদের প্রত্যেকেই পুরা বক্রী ঝোলসহ খাইয়া ফেলিতে পারে। তাহাদের কাছে যখন গোশ্তের পাত্র আনা হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার উপরের একটি টুক্রা লইয়া বলিলেন, তোমরা খাইতে শুরু কর। তাহারা আহার শুরু করিল এবং পরিতৃপ্ত হইয়া আহার শেষ করিল। কিন্তু পাত্রের গোশ্ত হইতে একটুও কমিল না। অতঃপর আমি তাহাদের সম্মুখে দুধের পাত্র হাযির করিলাম এবং তাহারা উহা হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল।

হযরত আলী (রা) বলেন, উহা হইতেও অবশিষ্ট থাকিল। তাহারা যখন পানাহার হইতে অবসর হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কথা বলিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাহার কথা বলিবার পূর্বে তাহারা বলিয়া উঠিল, আজকের মত যাদু আর কখনও দেখি নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব হইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় বলিলেন,

বক্রীর একটা পাও পাকাড়াও। আমি আদেশ পালন করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে পুনরায় দাওয়াত করিয়া আনিলেন। তাহারা পানাহার করিয়া অবসর হইল এবং প্রথম দিনের মতই বাক্যলাপ করিয়া চলিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) নীরব রহিলেন। ইহার তিনি আবারও আমাকে বক্রীর পাও পাকাইতে হুকুম করিলেন। আমি হুকুম পালন করিলাম এবং তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহরা পানাহার করিয়া অবসর হইলে আজ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে প্রথম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে এবং আমার পরে আমার পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। হযরত আলী (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া সকলে নীরব রহিল এমন কি আব্বাসও নীরব রহিলেন। কারণ তাহার ধারণা ছিল তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে তাহার সমস্ত মালই শেষ হইয়া যাইবে। হযরত আলী (রা) বলেন, যেহেতু আমি ছোট এবং আব্বাস ছিলেন বয়োবৃদ্ধ লোক এই কারণে আমি কিছুই বলিলাম না, নীরব রহিলাম। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন, কিন্তু আব্বাস তখনও চুপ রহিলেন। এইবার আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। অথচ আমার অবস্থা ছিল তখন বড়ই করুন। আমার চক্ষুদ্বয় ছিল তখন গভীরে। পেট ছিল বড় এবং পায়ের গোছা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। হযরত আলী (রা) হইতে একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাঁহার চাচা ও বংশীয় অন্যান্য লোকদের নিকট তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবার ও তাঁহার পরিবারের দায়িত্ব বহন করিবার আবেদন রাখিয়াছিলেন, উহার কারণ হইল যে, তিনি আল্লাহ্র দীন প্রচারের কারণে যে কোন মূহুর্তে আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করিবার আশংকা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, তখন তিনি নিরাপদ হইলেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ -

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রভূর পক্ষ হইতে প্রেরিত পয়গাম পৌছাইয়া দাও। নচেৎ তাঁহার রিসালতের দায়িত্ব পালন করা হইবে না। আর আল্লাহ্-ই তোমাকে মানুষের হাত হইতে রক্ষা করিবেন"। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রহরার ব্যবস্থা ছিল।

যেহেতু তখন পর্যন্ত বনূ হাশেমের মধ্যে হযরত আলী (রা) অপেক্ষা মযবূত ঈমানের অধিক আর কেহ ছিল না। এই কারণে তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা) পক্ষ হইতে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হযরত নবী করীম (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহন করিয়া অন্যান্য গোত্র সমূহকে বিশেষ ও সাধারণভাবে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

এমন কি তাঁহার চাচা, তাঁহার ফুফু, কন্যার নাম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য সতর্ককারী। বস্তুত হিদায়েতে দানের কর্তৃক কেবলমাত্র মহান আল্লাহ্র। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথের দিশা দান করেন।

হাফিয ইব্ন আসাফির (র) বলেন, আমর ইব্ন সামূরাহ (র) ..... আবদুল ওয়াহিদ দামেশ্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ দারদা (র)-কে জনগণের সম্মুখে হাদীসের দরস দিতে ও ফাত্ওয়া দান করিতে দেখিয়াছি। তখন তাঁহার পুত্র তাঁহার পার্শে বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সকল লোক অতি আগ্রহের সহিত আপনার নিকট হইতে ইল্ম ও জ্ঞান অর্জন করে অথচ, আপনার পরিবার-পরিজন উহা হইতে বেপরোয়া হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ কি ? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اَزْهَدُ النَّاسِ فِىْ الدُّنْيَا الْاَنْبِيَاءُ وَاَشَدُّهُمْ عَلَيْهِمُ الْاَقْرَبُوْنَ -

"সর্বাপেক্ষা অধিক দুনিয়া ত্যাগী হইলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম, তাঁহাদের উপর কঠিন হইল তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন"।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ আর হে নবী! তুমি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীনের উপর ভরসা কর যিনি পরম দয়ালু। যিনি সর্ববিষয়ে তোমার সাহায্যকারী, তোমার সংরক্ষণকারী এবং যিনি তোমার কালেমাকে বুলন্দকারী। الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ তুমি যখন সালাতে দণ্ডায়মান হও তখন তিনি তোমাকে দেখেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا -

"অতএব তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। কারণ, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার সংরক্ষণে আছ"।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, الَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এর অর্থ হইল, তুমি যখন সালাতে দণ্ডায়মান হও তখন তিনি তোমাকে দেখেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রুকু সিজ্দা ও সালাতের জন্য তাঁহার দণ্ডায়মানকে দেখেন। যাহ্হাক (র) বলেন, বিছানা ও মজলিস হইতে যখন তিনি দণ্ডায়মান হন তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে দেখেন।

وَتَقَلُّبَكَ فِىْ السَّاجِدِيْنَ কাতাদাহ (র) বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতের অংশ জুড়িয়া ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর একাকী সালাতের দণ্ডায়মান অবস্থাও দেখেন, আর যখন সালাত পড়েন উহাও দেখেন। ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী ও হাসান বাসরী (রা) ও এই অর্থ করিয়াছেন। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

যেমন সম্মুখে দেখেন, পশ্চাতে তেমনি দেখিতেন। দলীল হিসাবে তিনি এই রিওয়ায়েত পেশ করেন ঃ

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنِّى اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِىْ -

“তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আমি তোমাদিগকে তোমাদের পশ্চাত দিক হইতে দেখিতে পাই”। বায্যাব ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) দুই সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে وَتَقَلُّبَكَ فِىْ السَّاجِدِيْنَ-এর অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক নবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে অন্য নবীর পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে তাঁহার নবী হইয়া আত্ম প্রকাশকে আল্লাহ্ জানেন।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের কথাবার্তা ও শুনেন এবং তাহাদের চলাচল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا شَهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ -

“হে নবী! যেই অবস্থাতে থাকেন না কেন এবং কুরআনের যাহা কিছু পাঠ করুন না কেন আর যে কোন কর্মকাণ্ড করুন না কেন, আমি তোমাদের উহাতে লিপ্ত থাকাকালে আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত থাকি”। (সূরা ইউনুস ঃ ৬১)

٢٢١. هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ.

٢٢٢. تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ.

٢٢٣. يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ.

٢٢٤. وَالشُّعَرَاۤءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ.

٢٢٥. اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ.

٢٢٦. وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ.

٢٢٧. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (২২১) তোমাদিগকে কি আমি জানাইব, কাহার নিকট শয়তানরা উপস্থিত হয়। (২২২) উহারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর নিকট। (২২৩) উহারা কান পাতিয়া থাকে এবং উহাদিগের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী (২২৪) এবং কবিদিগকে অনুসরণ করে তাহারা যাহারা বিভ্রান্ত। (২২৫) তুমি দেখ না উহারা উদভ্রান্ত হইয়া প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়ায়। (২২৬) এবং যাহা করে না তাহা বলে। (২২৭) কিন্তু উহারা ব্যতিত যাহার ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং আল্লাহ্কে বারবার স্মরণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানিবে উহাদিগের গন্তব্যস্থল কোথায় ?

তাফসীর ঃ যেই সকল মুশরিকরা ধারণা করে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালত সত্য নহে এবং নিজের পক্ষ হইতে কুরআন রচনা করিয়া কিংবা জিন সরদারের শিক্ষায় কুরআন সংকলন করিয়া মানুষের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, পবিত্র কুরআন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। একজ. বিশ্বস্ত ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বহন করিয়া আনিয়াছে। ইহা শয়তানের পক্ষ হইতে নহে। কুরআনের পবিত্র পূত পবিত্র গ্রন্থের প্রতি শয়তানের কোন প্রকার আগ্রহ থাকিতে পারে না। শয়তান তো কেবল সেই সকল লোকের কাছে আসিতেই আনন্দ বোধ করে যাহারা তাহার মত মিথ্যা ও অন্যায় কাজকে পসন্দ করে। যেমন মিথ্যাবাদী কাহিন-জ্যোতিষী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ـ

শয়তান দল যে কাহার উপর শোয়ার হয় উহা কি তোমাদিগকে আমি বলিব ? সে তো প্রত্যেক মিথ্যবাদী ও অপরাধীর উপরে সোয়ার হয়। যেহেতু শয়তান মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকে যাবতীয় অন্যায় অপরাধে সে আত্মতৃপ্তিবোধ করে, অতএব এমন কুরুচি সম্পন্ন অন্যান্য লোক যেমন কাহিন ও জ্যোতিষী ইত্যাদির নিকটই সে অবতরণ করিয়া থাকে।

يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ـ

তাহার আসমান হইতে চুরি করিয়া কথা শুনিবার চেষ্টা করে হয়ত বা গায়েবের এক আধটি কথা শুনিয়া লয় এবং উহার সহিত এক শতটি মিথ্যা কথা মিশাইয়া মানুষের

নিকট পেশ করে। যেহেতু চুরি করিয়া শ্রুত কথাটি সত্য প্রমাণিত হয়। এবং পরবর্তীকালে মিলিত সকল কথাই তাহারা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। যেমন ইমাম বুখারী (র) ..... উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একবার লোকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কাহিনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ انهم ليسوا بشئى তাহারা কোন বস্তু নহে অর্থাৎ তাহারা বিভ্রান্ত। তাহারা বলিল, ঐ সকল লোক এমন কিছূ কথা ও বলে যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। তখন তিনি বলিলেন ঃ

تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطِفُهَا الْجِنِّيُّ فَيُقَرْقِرُهَا فِى اُذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقَرَةِ الدُّجَاجِ فَيُخْلِطُوْنَ مَعَهَا اَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذِبَةٍ ـ

“ঐ সত্য কথাটি হইল কোন জীনের কুড়াইয়া আনা কথা। অতঃপর সে মুরগীর মত করকরাইয়া তাহার কোন বন্ধুকে শুনাইয়া দেয় এবং ঐ বন্ধুটি উহার সহিত আরো একশতটি মিথ্যা মিলাইয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করে”। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, হুমায়দী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ আসমানে যখন কোন কথা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফিরিশতাগণ আদব সহকারে তাঁহাদের বাহু অবনত করে। তখন তাঁহারা এমন শব্দ শুনিতে পায় যেমন কোন পাথরের উপর জিঞ্জিরের শব্দ শ্রুত হয়। যখন তাহারা নিবিঘ্ন হয় তাঁহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন, তাঁহারা বলে সত্য বলিয়াছেন। তিনিই বড়ই মহান। তাঁহাদের আলাচনা কান চুরি করিয়া ও শুনিবার জন্য জিনদের একটি দল একের উপর এক দল আসমান পর্যন্ত পৌছিয়া যায় এবং ফিরিশতাগণের আলোচনা হইতে একটি আধটি কথা শুনিয়া একের পর একজন জিনকে শুনাইয়া দেয়। এমন কি তাহারা ঐ কথাটি কোন যাদুকর কিংবা কাহিনের নিকট বলিয়া দেয়। তখন এমন হয় যে নিচের জীনকে শুনাইবার পূর্বেই নিক্ষিপ্ত আগুনের পিণ্ড তাহাকে আঘাত হানে। আবার কখনও আঘাতের পূর্বেই পৌছাইয়া দেয়। কিন্তু উহার সহিত আরো এক শতটি মিথ্যা মিলিত হইয়া মানুষের কাছে পৌছাইয়া যায়। যেহেতু আসমান হইতে চুরি করা কথাটি সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং মানুষ অন্যান্য কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারীই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) যুহরী (র) হইতে এবং তিনি কিছু সংখ্যক আনসার হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, লাইস (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ফিরিশতাগণ মেঘমালার মধ্যে দুনিয়ার

বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। শয়তান ও জীনরা ঐ আলোচনা হইতে দুই একটি আলোচনা শুনিয়া থাকে। ইহার পর তাহারা কাহিনদের নিকট পৌছিয়া দেয়। অতঃপর ঐ একটি সত্যের সহিত শতটি মিথ্যা মিলাইয়া তাহারা মানুষের কাছে পৌছায়। ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ -

আর কবি দল তাহাদের অনুসরণ করে ঐ সকল লোক যাহারা পথভ্রষ্ট। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কাফির কবিদের অনুসরণ করে। মানব দানব হইতে ঐ সকল লোক যাহারা পথভ্রষ্ট। মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেণ। ইকরিমাহ (র) বলেন, আরব কবিদের নিয়ম ছিল, তাহাদের দুই জন যদি একজন অন্য জনকে গালি দিত, তবে সাধারণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুইজনে সমর্থনে জড়িত হইয়া পড়িত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেনঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ -

ইমাম আহমদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)এর সহিত 'আরজ' নামক স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময় এক কবি কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে আসিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, শয়তানকে ধর! কবিতার দ্বারা তাহার উদার পূর্ণ করা অপেক্ষা পূঁজ দ্বারা উদার পূর্ণ করা অধিক উত্তম।

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ তুমি কি দেখিতে পাও না যে, তাহার প্রতিটি মাঠে ময়দানে অস্থির পেরেশান হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

আলী ইব্‌ন তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, তুমি কি দেখ না যে, তাহারা প্রতি অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকে। যাহ্‌হাক (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হইার অর্থ করিয়াছেন। তাহারা প্রত্যেক কথা শিল্পে নিমগ্ন থাকে। হাসান বাসরী (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাহাদের সকল মাঠ ঘাট গুলি দেখিয়াছি, যেখানে তাহারা নিমগ্ন থাকে। তাহারা কখন ও কাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া তাহাকে আকাশে উত্তোলন করে, আবার কখনও কাহারও নিন্দা করিয়া তাহাকে ধরশায়ী করিয়া দেয়। কাতাদাহ (র) বলেন, কবিদের চরিত্র হইল, তাহারা কাহারো প্রশংসায় করিলেও অন্যায়ভাবে প্রশংসা করে আবার নিন্দা করিলেও অন্যায়ভাবে নিন্দা করে।

وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ আর তাহারা বলে উহাই, যাহা তাহা করে না। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে একজন আনসারী ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক পরস্পর কবিতার মাধ্যমে একে অন্যকে নিন্দা করিতে লাগিল এবং তাহাদের প্রত্যেকের সহিত নিজ নিজ কাওমের কিছু আহম্মক ধরনের লোক সমর্থন যোগাইতে লাগিল। এমন সময় অবতীর্ণ হইল ঃ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوُنَ الخ

আলী ইব্‌ন তাল্‌হা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এর বক্তব্যটি বাস্তব ভিত্তিক। কারণ, কবিরা এমন এমন কথা বলিয়া ও গর্ব প্রকাশ করে, যাহা সংঘটিত হয় নাই এবং সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে। আর এই কারণে উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যদি কোন কবি তাহার কবিতার মাধ্যমে এমন কথা স্বীকার করে যাহার কারণে তাহার উপর শরয়ী হদ্দ ও দণ্ডবিধান প্রয়োগ যাইতে পারে। তবে তাহার ঐ স্বীকারোক্তির কারণে হদ্দ কায়েম করা যাইবে কি যাইবে না? কারণ তাহারা এমন কথা বলে যাহা তাহা করে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও মুহাম্মদ ইবন সা'দ (র) 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থে এবং যুবাইর ইব্‌ন বাক্কার 'আল-ফুকাহা' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, একবার হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) নুমান ইব্‌ন আদীকে 'বাসরা'-এর গর্ভণর নিয়োগ করিলেন। নু'মান একজন কবি ছিলেন, একবার তিনি তাহার কবিতা আবৃত্তি করিলেন ঃ

اَلاَ هَلْ اتَى الحَسَنَاء اَن خَلِيْلَهَا * بِمَيسَانَ يَسْقِى فِى زَجَاح حَتَمٌ
اِذَا سُئِت غَنَّتْمِى دَهَاقِيْقُ قَرْيَةِ * وَرَقَاصَة تَحْنُو عَلَى كل مَسْبم
فان كنت ندمانى فُبا لآكبر اسقنى * ولا تستنى بالاصغر المتشلم
لَعَلَّ اَمِيْرًا الْمُؤْمِنِيْنَ يَسُؤْه * تنادمنا بالخوسق المتهدم

অর্থাৎ রূপসী সুন্দরী ইহা জানে যে, তাহাদের বন্ধু 'মীসানে' অবস্থান করিতেছেন। যেখানে সদাসর্বদা কাঁচের গ্লাসে মদ্যপানের আসর অনুষ্ঠিত হয়। এবং যেখানে গ্রামের সহজ সরল মেয়েরা নাচে গানে মন মুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখে। হাঁ, আমার কোন বন্ধুর পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে সে যেন উহা অপেক্ষা অধিক বড় এবং পরিপূর্ণ মদপাত্রে আমাকে পান করায়, কিন্তু উহা অপেক্ষা ছোটপাত্র আমি অপসন্দ করি। আল্লাহ্ করুন, আমীরুল মু'মিনীন যেন ইহা সম্পর্কে অবগত না হইতে পারেন। নচেৎ তাহার পক্ষে ইহা অত্যধিক কষ্টদায়ক হইবে এবং তিনি আমাকে শাস্তি দিবেন"।

ঘটনাক্রমে আমীরুল মু'মিনীন তাঁহার এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তাঁহার এই আচরণে আমি ব্যথিত। তাঁহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাহাকে খবর দেয় যে, আমি তাহাকে অপসারণ করিয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহার নিকট এই পত্র লিখলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

তোমার আচরণের কারণে আমার শাস্তির যেই আশংকা তুমি উল্লেখ করিয়াছ, আমি উহা সম্পর্কে অবগত হইয়াছি। আল্লাহ্র কসম, উহাতে আমি অতিশয় ব্যথিত হইয়াছি এবং আমি তোমাকে তোমার দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিলাম। ইহার পর নু'মান ইব্ন আদী (রা) যখন তাহার নিকট প্রেরিত পত্রসহ হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি কখনও মদপান করি নাই। আর না কখনও নৃত্য ও গান বাজনা উপভোগ করিয়াছি। ইহা তো কেবল আমাদের মৌখিক কাব্য ছিল। হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমার ধারণাও ইহাই। তবে তোমাকে আর কখনও কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত করিব না। ইহাই আমার অটল সিদ্ধান্ত। নু'মান ইব্ন আদী এর স্বীয় কবিতার মাধ্যমে অপরাধের স্বীকারোক্তির পর তাহাকে হদ্দ লাগান হইয়াছে বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যাই না। কারণ কবির এমন কথা, যাহা তাহা করে না। অবশ্য হযরত উমর (রা) তাহার অশ্লীলতা প্রকাশের জন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং তাহাকে দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিয়াছেন। হাদীস শরীফ বর্ণিত ঃ

لان يمتلا جوف اُحدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلا شعرا ـ

তোমাদের কাহার ও উদর পূঁজে পূর্ণ হওয়া অশ্লীল কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উত্তম। অতএব আল্লাহ্র রাসূল, যাহার উপর কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি না কোন জ্যোতিষী হইতে পারেন আর না তিনি কবি হইতে পারেন। কবি ও জ্যোতিষীদের অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অবস্থার মধ্যে অনেক রকম প্রার্থক্য রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّ قُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ـ

"আমি তাহাকে (রাসূলুল্লাহ্ কে) কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং উহা তাহার পক্ষে সমীচিন নহে, ইহা তো কেবল নসীহত ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৯)

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوْ بِقُوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

অবশ্যই ইহা সম্মানিত রাসূলের কথা। কোন কবির কথা নহে। তোমরা কমই বিশ্বাস করিয়া থাক। আর কোন জ্যোতিষীর কথাও নহে, তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক। ইহা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত গ্রন্থ। (সূরা হাক্কা ঃ ৪০-৪৩) এই সূরায়ও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِيْنٍ ... الخ -

“ইহা মহান রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত। জীবরাঈল আলামীন ইহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভূক্ত হইতে পার। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে। শয়তান ইহা বহন করিয়া আনে নাই। তাহাদের পক্ষে ইহা বহন করিয়া আনা সমীচীন নহে। তাহাদিগকে ইহার হইতে পৃথক রাখা হইয়াছে”। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ - تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ -

“শয়তান কাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব? তাহারা কিছু শ্রুত কথা মানুষের কানে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই হইল ঘোরতর মিথ্যাবাদী। তুমি দেখ না যে, তাহারা প্রত্যেক মাঠে ময়দানে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে আর তাহারা বলে উহাই যাহা তাহারা করে না। অবশ্যই যেই সকল কবি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করে তাহারা ঐ অশ্লীল কবিদের অন্তর্ভূক্ত নহে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, তামীমদারীর আযাদকৃত গোলাম আবূল হাসান সালিম আল বারবাদ ইবন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। যখন وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُوْنَ الْغَاوٗنَ। অবতীর্ণ হইল তখন হাস্সান ইব্ন সাবিত, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রওয়াহাহ ও কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাহারা বলিলেন, এই আয়াত যখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন, তখন তিনি জানেন যে, আমরা কবি। আর ইহাতেই আমাদের নিন্দা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ দ্বারা তোমাদিগকে ঐ সকল অশ্লীল ও নিন্দিত কবিদের মধ্য হইতে পৃথক করিয়াছেন। অর্থাৎ যাহার ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করে। যাহারা কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্র যিকির করে ও কাফিরদের গালির প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহারা নিন্দিত নহে। তোমরা এই

প্রকার কবিদের অন্তর্ভূক্ত। ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জরির (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... ও বনূ নওফিলের আযাদ করা গোলাম আবূল হাসান হইতে বর্ণিত। যখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হইল, তখন হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে কাঁদিতে কঁদিতে উপস্থিত হইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া যখন اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتْ পর্যন্ত পৌছলেন তখন তিনি বলিলেন, তোমরা হইলে এই দলর্ভূক্ত কবি, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) ইকরিমাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন যে, اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ দ্বারা মু'মিন নেক কাজ সম্পন্নকারী কবিদিগকে ঐ সকল কবিদের দল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে যাহাদের কথা ইহার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয় যে, সূরা শু'আরা মক্কায় অবতীর্ণ, অতএব মদীনায় আনসার কবিগণ সম্পর্কে এই সূরার আয়াত অবতীর্ণ হইতে পারে কি করিয়া? ইহার উত্তর এই যে, যেহেতু উপরোল্লিখিত হাদীসগুলে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, অতএব উহার প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় না।

তবে উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে আনসার কবিগণের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ না হইলেও কিন্তু তাহারা আয়াতের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি ঐ সকল জাহিলী কবিগণ ও আয়াতের অন্তর্ভূক্ত, যাহারা এক কালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দামূলক কবিতা রচনা করিত ও আবৃত্তি করিত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাহারা তাওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের জীবনের মোড় ঘুরাইয়াছে এবং তাহাদের যেই কবিতা এক সময় ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দায় ভরপুর ছিল, পরবর্তীকালে সেই কবিতা দ্বারা ইসলামের ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশংসা করিয়া পূর্বের ক্ষতিপূরণ করিয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যাব্'আরী ইসলাম গ্রহণ করিয়া পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিন্দা করিতেন কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন।

অনুরূপভাবে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরম শত্রু ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচাত ভাই হওয়া সত্ত্বেও কবিতার মাধ্যমে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। কিন্ত ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাঁহাকে তিনি প্রাণ প্রিয় বানাইলেন। এবং তাঁহার প্রশংসামূলক কবিতা রচনা ও আবৃত্তি

করিতেন। মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তিনটি আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি মু'আবিয়াকে কিতাবে ওহী (ওহী লেখক) নিযুক্ত করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই অনুরোধ মঞ্জুর করিলেন। তিনি আরো বলিলেন, আপনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করিবেন, যেন আমি পূর্বে কাফিরদের নেতৃত্ব দান করিয়া মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতাম, অনুরূপভাবে এখানে যেন কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করিতে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। ইহা ছাড়া আরো একটি অনুরোধ তিনি করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে যাহেলী যুগের কবিরাও তাহাদের মোড় পরিবর্তন করিয়াছিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔

যাহার ঈমান আনিয়াছে ও নেককাজ করে এবং কবিতা ও সাধারণ কথার মাধ্যমে তাহারা আল্লাহর যিকির করে তাহারা নিন্দিত নহে। ইহার দ্বারা পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হইবে।

وَّ انْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আর ঐ সকল কবিগণ তাহাদের কবিতার মাধ্যমে কাফিরদের নিন্দার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাস্সান (রা)-কে বলিলেন ঃ

اُهْجُهُمْ اَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيْلُ مَعَكَ ۔

"তুমি কাফিরদের গালির প্রতিবাদে নিন্দা কর। জীব্রাঈল তোমার সাহায্য করিবেন"। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) ..... কা'ব ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি নবী করীম (সা) কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কবিদের নিন্দামূলক আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন। অথচ অনেক মু'মিন তো কবি রচনা আবৃত্তি করিয়া থাকে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَكَاَنَّ مَا تَرْمُوْنَهُمْ بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ ۔

"মু'মিন তাহার তরবারী ও মুখ দ্বারা জিহাদ করিয়া থাকে। সেই সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কবিতা তো মুজাহিদগণের তীরের মত কাফিরদিগকে আঘাত হানে"।

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ আর অচিরেই যলিমরা জানিতে পরিবে যে, কোন দিকে তাহাদের মোড় ঘুরিতেছে। অর্থাৎ ঐ সকল অশ্লীল কবি ও অন্যান্য অচিরেই তাহাদের পরিণতি জানিতে পারিবে। ইহা আল্লাহ্র সেই বাণীর মত يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظَّالِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ স্মরণ ঐ দিনকে যেই দিন যালিমদের তাহাদের কোন ওজর আপত্তির উপকার আসিবে না। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা যুলম হইতে বাঁচিয়া থাক। যুলম কিয়ামত দিবসে অনেক অন্ধকারে পরিণত হইবে। কাতাদাহ ইব্ন দি'আমাহ (র) سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ এর তাফসীরে যালিমদের অর্থ কবিগণ ও অন্যান্য লোক যাহারা কুরআন ও নবী (সা) এর নিন্দা করিত তাহাদের বুঝাইয়াছেন। ইয়াস ইব্ন আবূ তাসীমাহ বর্ণনা করেন, একবার আমি হাসান বাসরীর দরবারে উপস্থিত হইলাম, তখন তাঁহার নিকট একজন খ্রিস্টানের লাশ লইয়া যাওয়া হইতেছিল। তিনি বলিলেন ঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ -

"অচিরেই যালিমরা জানিতে পারিবে তাহাদের পরিণতি কি হইবে"। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, সাফওয়ান ইব্ন মুহাইরীয (র) যখনই এই আয়াত পাঠ করিতেন তখন তিনি এত পরিমাণ কাঁদিতেন যে, তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত।

ইব্ন ওহ্ব (র) বলেন, শুরাইহ ইস্কান্দরানী (র) তাঁহার জনৈক শায়েখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার তাঁহারা যখন রূমে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি এক রাত্রেই তিনি আগুন পোহাইতে ছিলেন, এমন সময় একটি কাফিলা তাঁহাদের নিকট আসিয়া থামিল। ফাযালাহ ইব্ন উবাদাহ ও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত বসিলেন। রাবী বলেন, তখন আমাদের সাথী সালাত পড়িতেছিল যখন সে سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا পাঠ করিল। ফাযালা ইব্ন উবাইদ (র) উহা শুনিয়া বলিলেন আয়াতে সেই যালিমদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা বাইতুল্লাহকে বিধস্ত করিবে। কেহ কেহ বলেন, যালিমদের দ্বারা মক্কা বাসীদিগকে বুঝান হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মুশরিকদিগকে বুঝান হইয়াছে। এই ব্যাপারে সঠিক মত হইল, আয়াতের সকল যালিমকেই বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন ইয়াহইয়া ইব্ন যাকারিয়া (র) ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা তাঁহার অসিয়্যতে দুইটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম,

ইহা আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফা (রা)-এর দুনিয়া হইতে বিদায়কালের অসিয়্যত। যখন কাফির ঈমান আনে, ফাজিরও তাহার অন্যায় হইতে বিরত হয় এবং মিথ্যুকও সত্য কথা বলে।

আমি উমার ইব্‌ন খাত্তা (রা)-কে খলীফা হিসাবে নিযুক্ত করিলাম। যদি তিনি ইনসাফ করেন তবে তাঁহার সম্পর্কে প্রগাঢ় ধারণা ও প্রত্যাশা। আর যদি তিনি যুলম ও অবিচার করেন তবে আমি তো আর গায়েব জানি না। وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ "আর অচিরেই যালিমরা তাহাদের পরিণতি কি উহা জানিতে পারিবে"।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা শু'আরা -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা আন-নাম্ল

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝

٢. هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

٣. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝

٤. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

٥. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝

٦. وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ۝

অনুবাদ ঃ (১) তোয়া-সীন; এইগুলি আয়াত আল-কুরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের (২) পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদিগের জন্য; (৩) যাহারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৪) যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না, তাহাদিগের দৃষ্টিতে তাহাদিগের কর্মকে আমি শোভন করিয়াছি, ফলে উহারা বিভ্রান্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায়; (৫) ইহাদিগেরই জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং ইহারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ। (৬) নিশ্চয় আপনাকে আল-কুরআন দেওয়া হইতেছে প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞের নিকট হইতে।

তাফসীর ঃ সূরা সমূহের শুরুতে বিদ্যমান 'মুকাত্তাআত হরফ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা বাকারা শুরুতেই সম্পন্ন হইয়াছে।

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ ইহা আল-কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত সমূহ।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ইহা মু'মিনদিগের জন্য পথ প্রদর্শনকারী ও সু-সংবাদ বহনকারী। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের দ্বারা হেদায়াত ও সু-সংবাদ কেবল সেই লাভ করিতে পারে যেই উহার প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে উহার অনুসরণ করিয়াছে এবং উহার মধ্যে বিদ্যমান হুকুম মুতাবিক আমল করিয়াছে। সালাত কায়েম করিয়াছে, যাকাত আদায় করিয়াছে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, মুত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রতি বিশ্বাস করিয়াছে, ভাল মন্দ আমলের বিনিময়ের প্রতি এবং বেহেশত দোযখের প্রতি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ -

"হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, এই কুরআন মু'মিনদিগের জন্য পথপ্রদর্শনকারী এবং শিফা। আর যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের কর্ণকুহরে রহিয়াছে পর্দা"। (সূরা হা-মীম সিজ্দা ঃ ৪৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لُّدًّا -

"আপনাকে প্রেরণ করা হইয়াছে যেন মুত্তাকিগণকে সু-সংবাদ প্রদান করিতে পারেন এবং ঝগড়াটে লোকাদিগকে ভীতি প্রদান করিতে পারেন"। (সূরা মরিয়াম ঃ ৯৭)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِا لْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ -

যাহারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে যাহারা অসম্ভব মনে করে। তাহাদের কর্মকাণ্ডকে তাহাদের জন্য আমি সু-সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে।

ফলে তাহারা অস্থির হইয়া ঘুরিতেছে। পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ইহা তাহাদের পার্থিব শাস্তি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ ـ اُوْلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ـ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ـ

আর আমি তাহাদের অন্তরসমূহ ও চক্ষু সমূহকে উল্টাইয়া দিব ..... তাহাদের জন্য দুনিয়া আখিরাতে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। আর পরকালে তাহারাই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। পরকালে ঐ লোক ব্যতিত অন্য কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না।

وَ اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ ـ

হে মুহাম্মদ! আপনি তো পরম কুশলী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে এই পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই তাঁহার যাবতীয় আদেশ-নিষেধে বড়ই হিক্‌মতওয়ালা এবং তিনি ছোট বড় সকল বস্তুকেই জানেন। তাঁহার দেওয়া যাবতীয় খবর সত্য এবং তাঁহার সকল হুকুমই ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর আপনার প্রতিপালক সত্য ও ইনসাফ কালেমা পূর্ণ হইয়াছে।

৭. اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖۤ اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ۰

৮. فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۰

৯. يٰمُوْسٰى اِنَّهٗۤ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۰

১০. وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى لَاتَخَفْ اِنِّىْ لَايَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ۰

১১. اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰

١٢. وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ فِىْ
تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ۔

١٣. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۔

١٤. وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৭) স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন মূসা তাঁহার পরিবারবর্গকে বলিয়াছিল, আমি আগুন দেখিয়াছি সত্বর আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য কোন খবর আনিব অথবা তোমাদিগের জন্য আনিব জ্বলন্ত অংগার, যাহাতে আগুন পোহাইতে পার। (৮) অতঃপর সে যখন উহার নিকট আসিল, তখন ঘোষিত হইল ধন্য সেই ব্যক্তি যে আছে এই অগ্নির মধ্যে এবং যাহারা আছে উহার চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ পবিত্র ও মহিমান্বিত (৯) হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্ পরক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল, তখন সে পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়াও তাকাইল না। বলা হইল হে মূসা, ভীত হইও না, নিশ্চয়ই আমি এবং আমার সান্নিধ্যে রাসূলগণ ভয় করে না। (১১) তবে যাহারা যুলুম করিবার পর মন্দকর্মের পরিবর্তে সৎকর্ম করে তাহাদিগের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) এবং তোমার হাত তোমার বক্ষ পার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্র নির্দোষ হইয়া। ইহা ফির'আউন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট আনিত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত; উহারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন উহাদিগের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসিল। উহারা বলিল 'ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু' (১৪) উহারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নির্দশন সমূহ প্রত্যাখ্যান করিল, যদিও উহাদিগের অন্তর এইগুলিকে সত্য গ্রহণ করিয়াছিল। দেখ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা স্মরণ করাইয়া বলেন যে, দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে কিভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছেন, তাঁহাকে বড় বড় নির্দশন দান করিয়া ফির'আউন ও তাহার নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহারা সকল

নির্দশন অস্বীকার করিল, অহংকার করিল এবং হযরত মূসা (আ)- এর অনুকরণ করিতে অস্বীকার করিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْقَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِه যখন মূসা তাহার পরিবারের লোকজন লইয়া রওনা হইলেন এবং চলিতে চলিতে রাত্রিকালে পথ হারাইয়া ফেলিলেন। অকস্মাৎ তিনি তূর পাহাড়ের আগুন দেখিতে পাইয়া তাহার স্ত্রী-পরিবার কে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ আমি আগুন দেখিয়াছি শিগ্‌গিরই আমি সঠিক পথের খবর লইয়া আসিব اَوْ اٰتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ অথবা জ্বলন্ত অংগার লইয়া আসিব যেন তোমরা উহা দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ করিতে পার। ঘটনাটি ঠিক তেমনি ঘটিয়াছিল যেমন তিনি বলিয়াছিলেন। তিনি এক মস্ত বড় সংবাদ লইয়া আসেন এবং মস্ত বড় নূর লইয়া প্রত্যবর্তন করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِىْ النَّار وَمَنْ حَوْلَهَا ـ

অতঃপর মূসা ঐ আগুনের নিকট আগমন করিলে তাহাকে আওয়াজ করিয়া বলা হইল, যাহা আগুনের মধ্যে এবং যাহা উহার পার্শ্বে রহিয়াছে সকলই বরকতময়। হযরত মূসা (আ) ঐ অগ্নির কাছে আসিয়া ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন। একটি সবুজ শ্যামল গাছে আগুন ধরিয়াছে। আগুন যতই উত্তেজিত হইতেছিল, গাছ ততই সবুজ ও উজ্জল হইতেছিল। হযরত মূসা (আ) মাথা তুলিয়া দেখিলেন আগুন আসমান স্পর্শ করিয়াছে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, ইহা ছিল রাব্বুল আলামীনের নূর। হযরত মূসা (আ) দৃশ্য দেখিয়া থামিয়া গেলেন।

نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِىْ النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ـ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ بورك অর্থ- نَقُوْس অর্থাৎ আগুন ও নূরের মধ্যে যাহা আছে উহা মুবারক ও পবিত্র আর উহার পার্শ্বে যেই ফিরিশতাগণ আছেন তাঁহারও পবিত্র। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ্, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান, ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনূস ইবন হাবীব (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَنَامُ وَ لاَيَنْبَغِىْ لَهُ اَنْ يَّنَامَ ....الخ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না। আর তাঁহার পক্ষে নিদ্রা সংগতও নহে। তিনিই রিযিকের পাল্লা নিচু করেন এবং উঁচুও তিনিই করেন। রাত্রির আমল দিবা আগমনের পূর্বেই পৌঁছিয়া যায়। আর দিনের আমল দিবা আগমনের পূর্বেই পৌছিয়া যায়। রাবী মাসউদী (র) অতিরিক্ত বলেন, আর তাঁহার পর্দা হইল নূর, যদি তিনি উহা উম্মুক্ত করিতেন তবে তাঁহার তাজাল্লী ঐ সকল বস্তুকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিত, যাহার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িত। অতঃপর আবূ উবাইদাহ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا এই হাদীস মুসলিম শরীফে আমর ইব্ন মুররাহ (র) হইতে বর্ণিত।

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর রাব্বুল আলামীন মহান বড় পবিত্র। তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। কেহ তাঁহার সমতুল্য নাই। কোনই বস্তু তাঁহার সকল সৃষ্টি বস্তুকে বেষ্টন করিতে সক্ষম নহে। তিনি বড়, তিনি মহান তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি বে-নিয়ায, তিনি সকল বস্তুর সাদৃশ্যতা হইতে মুক্ত।

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

হে মূসা! আমি সার্বভৌমত্বেরে ক্ষমতার অধিকারী, মহা কুশলী আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) কে প্রথম জানাইয়া দিলেন যে, যাহার সহিত তিনি কথা বলিতেছে, তিনি তাঁহার প্রতিপালক, সার্বভৌমত্বের অধিকারী আল্লাহ্, যিনি তাঁহার সকল কার্যকলাপ ও কর্মকাণ্ডে মহাকুশলী। প্রাথমিক বাক্যলাপের পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) তাঁহার হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দিতে বলিলেন, যেন তাঁহার মহান কুদ্‌রতের নির্দশনের প্রকাশ ঘটে। হযরত মূসা (আ) যখন তাঁহার হাত হইতে লাঠি ফেলিয়া দিলেন সাথেসাথেই উহা একটি ভয়নক অজগরে পরিণত হইল। অথচ, দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ সে যখন উহাকে নড়িতে দেখিল, যেন উহা একটি দ্রুতগামী সাপ। হযরত মূসা (আ) যখন ঐ বিরাট সাপটি দ্রুত চলিতে দেখিলেন, وَلّٰى مُدْبِرًا তিনি ভয়ে পিছনে হটিলেন। وَلَمْ يُعَقِّبْ আর তিনি ফিরাইয়া তাকাইলেন না।

يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

হে মূসা! তুমি ভয় করিও না। আমার নিকট রাসূলগণ ভয় করে না। অর্থাৎ হে মূসা এই ভয়নক সাপকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না। কারণ, আমি তোমাকে রাসূল মনোনীত করিতে চাই এবং সম্মানিত নবী। আর রাসূলগণ আমার কাছে ভীত হয় না।

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

কিন্তু যেই অবিচার করিয়াছে, অতঃপর অন্যায় করিবার পর নেকী করিয়াছে, আমি এইরূপ লোকদের জন্য ক্ষমাকারী ও মেহেরবান।

اِلَّا مَنْ। এখানে 'ইস্তিসনা মুনকা'তী' সংঘটিত হইয়াছে। আয়াতটিতে মানুষের জন্য এক বিরাট সু-সংবাদ। আর তাহা হইল যেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করিয়া বসিল এবং পরে উহা পরিত্যাগ করিল ও তাওবা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা এই রূপ মানুষের তাওবা কবুল করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ـ

যেই ব্যক্তি তাওবা করিয়াছে ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে এবং হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে, এই রূপ ব্যক্তির পক্ষে আমি অব্যশই বড় ক্ষমাকারী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ...الخ ـ

"আর যেই ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করে কিংবা স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করে"। এই প্রকার আয়াত আরো অনেক রহিয়াছে যাহা দ্বারা গুনাহ্‌গার তাওবা করিলে ক্ষমা করা হইবে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ ـ

আর তুমি তোমার হাত তোমার জামার বক্ষস্থলের মধ্যে দাখিল কর, উহা উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। অত্র আয়াত দ্বারা ও আল্লাহ্‌র মহা কুদরতে প্রমাণ পাওয়া যায় এবং হযরত মূসা (আ)-এর নবুওতের এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁহার বক্ষস্থলে হাত ঢুকাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। তিনি হাত ঢুকাইয়া যখন বাহির করিলেন তখন দেখা গেল যেন উহা নির্মল চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল।

فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ এই দুইটি মু'জিযা হযরত মূসা (আ)-কে দেওয়া নয়টির মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। আমি (আল্লাহ্) ফির'আউনের নিকট এই মু'জিযা ও নির্দশন দ্বারা তোমার (মূসা) শক্তি যোগাইব ও তোমার সত্যতার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করিব।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ বস্তুতঃ তাহারা নাফরমানী জাতি। যেই নয়টি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ এর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। এবং উহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً ـ

অতঃপর যখন তাহাদের নিকট অর্থাৎ ফির'আউন ও তাহার কাওমের নিকট আমাদের স্পষ্ট নির্দশনসমূহ সমাগত হইল قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ তাহারা বলিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু। অতঃপর তাহারা ঐ মু'জিযার মুকাবিলা করিবার জন্য উদ্যত হইল। কিন্তু তাহারা মুকবিলায় পরাজিত হইল এবং লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া গেল।

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ ـ

আর দৃশ্যত তাহারা ঐ সকল মু'জিযা অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহারা মনে মনে বিশ্বাস করিল যে উহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরিত এবং উহা সত্য। কিন্ত তাহারা অহংকার করিয়া উহাকে অস্বীকার করিল।

ظُلْمًا وَّعُلُوًّا অর্থাৎ তাহারা ঐ সত্যকে তাহারা নিজের পক্ষ হইতে অবিচার করিয়া এবং অহংকারভরে উহা অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ـ

হে মুহাম্মদ, ঐ সকল লোক যাহারা অহংকার করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং অনুসরণ হইতে বিরত রহিয়াছে তাহাদের পরিণতি লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং সকলেকে তাহাদের পানিতে ডুবাইয়া বিলুপ্ত করিয়াছেন।

অতএব হে লোক সকল, তোমরা যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ এবং তাঁহার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত সত্যকে অস্বীকার করিতেছ, তোমরা ইহা হইতে নিশ্চিত হইও না যে, তোমাদের এই কর্মকান্ডের ফলে পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় তোমাদের শাস্তি আসিবে না। বরং তাহাদের প্রতি শাস্তি আসিয়া থাকিলে তোমরা আরো অধিক শাস্তিরযোগ্য। কারণ মুহাম্মদ (সা) মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ নবী এবং তাঁহার দলীল মু'জিযা হযরত মূসা (আ) অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। খোদ মুহাম্মদ (সা) এর সত্তা, তাঁর চরিত্র এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার সম্পর্কে সু-সংবাদ দান এবং তাঁহার আনুগত্যের জন্য প্রতিজ্ঞা ও শপথ গ্রহণ, এই সবকিছুই তাঁহার শেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তাঁহার আনুগত্যের দাবীদার। অতএব তাঁহার বিরোধিতা করিলে পূর্ববর্তী উম্মাত অপেক্ষা অধিক শাস্তিরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

١٥. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

١٦. وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ۔

١٧. وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ۔

১৮. حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ۔

১৯. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ۔

অনুবাদ ঃ (১৫) আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান করিয়াছিলাম। এবং তাঁহারা বলিয়াছিল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদিগকে তাহার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। (১৬) সুলায়মান ছিল দাঊদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ, আমাকে বিহংগ কুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং সকল কিছু হইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। (১৭) সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাঁহার বাহিনীকে– জীন্‌, মানুষ ও বিহংগকুলকে এবং উহাদিগের বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। (১৮) যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল, তখন এক পিপিলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদিগের গৃহে প্রবেশ কর যেন সুলায়মান এবং তাহার বাহিনী তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। (১৯) সুলায়মান তাহার উক্তিতে মৃদু হাস্য করিল এবং বলিল হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদিগের শ্রেণীভূক্ত কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার প্রিয় দুই বান্দা হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর প্রতি যেই বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে যেই বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন, ইহালৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন, একদিকে তাহাদিগকে সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করিয়াছিলেন অপরদিকে নবুওয়াতও রিসালাতের মহতি মর্যাদায়ও তাহাদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ ইহাই আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا ..الخ -

আর আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছিলাম। আর তাহারা বলিল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাদিগকে বহু মু'মিন বান্দাগণের মধ্যে মর্যাদা দান করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিশাম (র) ..... হিশাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) লিখিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে নিয়ামত দান করিলে সে যেন আল্লাহ্র হামদ ও প্রশংসা করে। উহা আল্লাহ্র নিয়ামত অপেক্ষা উত্তম। যদি তুমি এই বিষয়ে অজ্ঞ হও তবে পবিত্র কুরআন পাঠ করিতে উহাতেই ইহা বিদ্যমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَّقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ -

হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে যে নিয়ামত দান করা হইয়াছিল উহা অপেক্ষা আর কি উত্তম নিয়ামত হইতে পারে?

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ - আর সুলায়মান (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন সম্রাজ্য ও নবুওয়াতে। এখানে মালের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য নহে। যদি মালের উত্তরাধিকারী উদ্দেশ্য হইত, তবে এই উত্তরাধিকারী কেবল হযরত সুলায়মান (আ) পাপ্য ছিল না। বরং হযরত দাউদ (আ) এর অনেক সন্তান ছিল, তাহারা উহার অধিকারী হইতেন। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন একশত। অতএব এখানে সাম্রাজ্য ও নবুওয়াতের উত্তরাধিকার উদ্দেশ্য। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরাম কাহাকেও মালের উত্তরাধিকারী করেন না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

نَحْنُ مَعَاشِرَ الْاَنْبِيَاءِ لَانُوْرِثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ -

"আমরা নবীদের জামায়াত কাহাকেও ওয়ারিস করি না। আমাদের পরিত্যজ্য সম্পদ সাদাকার মালে পরিণতি হয়"।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ -

সুলায়মান (আ) বলিলেন ঃ হে লোক সকল! আমাদিগকে পাখীর ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল বস্তু হইতে দান করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র দেওয়া সকল নিয়ামাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন পার্থিব সম্রাজ্য মানব-দানব ও সকল প্রাণীর উপর কর্তৃক সকল পাখী ও জীবযন্তুর ভাষাও তিনি জানিতেন। ইহা এমনকি আল্লাহর বিশেষ দান যাহা অন্য কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। কোন কোন

লোকের এই উক্তি যে, হযরত সুলায়মান এর পূর্বে জীবযন্তু ও মানুষের মতই কথা বলিত। তাহাদের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ মূর্খতার উপর নির্ভরশীল। যদি বাস্তবিক বিষয়টি এমন হইত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর আর কি বৈশিষ্ট ছিল। কারণ তিনি ছাড়াই অন্যান্য সকলে তো পাখী ও জীবজন্তুর কথাবার্তা শুনিত এবং তাহাদের কথাবার্তা বুঝিত। বস্তুত তাহাদের এই মন্তব্য ঠিক নহে। প্রাণীকূলের সৃষ্টি আদী হইতে এই পর্যন্ত একই নিয়মে ও একই পদ্ধতিতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ হযরত সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ্ পাখী-পক্ষী ও মাঠে ময়দানে জীবজন্তুর কথা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ اُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ -

পাখীর ভাষা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই দান করা হইয়াছে ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ অবশ্যই আমাদের উপর ইহা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, কুতায়রা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত দাঊদ (আ) ছিলেন অত্যধিক মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হইত। অতএব কেহই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিত সক্ষম হইত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একবার হযরত দাঊদ (আ) ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং সমস্ত দ্বার বন্ধ করা হইল। অতঃপর তাঁহার একজন স্ত্রী হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন যে মধ্যে ভাগে এমন একজন পুরুষ দন্ডায়মান। হযরত দাঊদ (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, এই লোকটি কিভাবে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অথচ, সকল দরজা রুদ্ধ। আল্লাহ্র কসম, হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট তো আমরা বড়ই লাঞ্ছিত হইব। কিছুক্ষণ পর হযরত দাঊদ (আ) যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন ও ঐ পুরুষ লোকটি বাড়ীর দণ্ডায়মান। হযরত দাঊদ (আ) তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, তুমি কে? লোকটি বলিল, আমি সেই ব্যক্তি যে কোন বাদশাহকে ভয় করে না এবং কোন প্রতিবন্ধক তাহাকে বাধা প্রদান করিতে পারে না। তখন হযরত দাঊদ (আ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয় আপনি 'মালাকুল মাওত' আল্লাহর নির্দেশকে আমি স্বাগত জানাই। অতঃপর হযরত দাঊদ (আ) কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। এবং তাঁহার রূহ্ কবয করা হইল এবং তখন সূর্য উদয় হইল। হযরত সুলায়মান (আ) পাখীকে বলিলেন, তোমরা হযরত দাঊদ (আ) এর উপর ছায়া করিয়া রাখ। পাখী দল তাঁহার উপর এমনি ছায়া করিয়া রাখিল যে সারা যমীন অন্ধকারচ্ছন্ন হইল। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) পাখী দলকে বলিলেন, তোমরা এক এক করিয়া তোমাদের ডানা গুটাইয়া লও। হযরত আবূ হুরায়রা (র) বলেন, পাখী দল

কিভাবে ডানা গুটাইয়া লইল? ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার হাত গুটাইয়া দেখাইলেন। সে দিন শকুন অধিক ছায়া দান করিয়াছিল।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ -

আর সুলায়মান -এর সম্মুখে তাহার সকল সেনাদল মানব দানব ও পাখী দল একত্রিত করা হইল এবং সকল শ্রেণীকে পৃথকপৃথক করা হইল। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) সবচাইতে নিকটবর্তী ছিল মানুষ, তাহার পর জীন জাতি আর পাখী দল তাঁহার মাথার উপরে গরম ও প্রখর রৌদ্র হইলে তাহারা ডানা দিয়া ছায়া দান করিত।

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ তাহাদের সকলকে পৃথকপৃথক শ্রেণীবদ্ধ করা হইল। কেহ কেহ কাহারও স্থানে অতিক্রম করিতে না পারে। যেমন আজকাল সম্রাটরা সেনাদলকে শ্রেণী বিন্যাসে সুশৃংখল করিয়া থাকে। .

حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِالنَّمْلِ হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্বীয় সেনাদল সহ চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে যখন পিপীলিকার ময়দানে আগমন করিলেন ঃ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاَيُّهَا النَّمْلُ একটি পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকার দল ঃ

اُدْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

তোমরা তোমাদের বাসস্থান প্রবেশ কর সুলায়মান ও তাঁহার সেনাবাহিনী যেন তোমাদিগকে তাহাদের অজান্তে পিষিয়া না মারে।

ইব্ন আসাকির (র) ইসহাক ইব্ন বিশ্র (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণিত যে, এই পিপীলিকাটির নাম 'হারস' এবং 'বনূ শীসান' নামক গোত্রের সহিত ইহা সম্পর্ক ছিল। পিপীলিকাটি লেংড়া ছিল এবং উহা চিতা বাঘের ন্যায় লম্বা ছিল। পিপীলিকাটি অন্যান্য পিপীলিকার দলের পিষিয়া যাইবার আশংকা করিতেছিল। অতএব সে সকলকে নিজ নিজ বাসস্থানে প্রবেশ করিতে হুকুম করিল। হযরত সুলায়মান (আ) ইহা বুঝিতে পারিলেন।

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ
اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ -

অতঃপর তিনি তাহার কথায় মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আমার প্রতি দেওয়া নিয়ামতের শুকুর করিবার তাওফীক দান করুন। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! পাখী ও জীবজন্তুর ভাষা শিক্ষা দিয়া এবং আমার আব্বা এবং আম্মাকে আপনার অনুগত বানাইয়া যেই অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি এবং আমাকে উহার শুকুর আদায় করিবার তাওফীক দান করুন।

وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا আর আমাকে আপনার পসন্দনীয় আমল করিবার তাওফীক দান করুন।

وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ -

আর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন তখন আমাকে আপনার নেক বান্দাগণের অন্তর্ভূক্ত করুন।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে পিপীলিকার ঐ ময়দানটি সিরিয়াতে অবস্থিত। পিপীলিকাটির মাছির ন্যায় দুইটি ডানাও ছিল। এই সকল কথার তেমন কোন গুরুত্ব নাই। নাওফ বাকালী (র) হইতে বর্ণিত ঃ قَالَ كَانَ نَمْلُ سُلَيْمَانَ اَمْثَالُ الذُّبَابِ অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ)-এর এই পিপীলিকাটি চিতাবাঘের মত ছিল। রিওয়ায়েতের মধ্যে اَلْذُّبَابِ এর স্থানে الذباب। রহিয়াছে। কিন্তু আসলে الذباب। হইবে। অর্থাৎ সুলায়মান (আ) এর পিপীলিকা মাছির মত ছিল। ذباب শব্দটি ভুল লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মোটকথা হযরত সুলায়মান (আ) পিপীলিকার কথা বুঝিয়াছিলেন এবং উহার মন্তব্য শুনিয়া হাঁসিয়া ছিলেন। ইহা অতি বড় গুরুত্বের দাবী রাখে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ নাজীহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) পানির জন্য দু'আ করিবার জন্য মাঠে বাহির হইলেন, পথে তিনি দেখিলেন, একটি পিপীলিকা চিৎ হইয়া আসমানের দিকে পা দিয়া পানির জন্য দু'আ করিতেছে। সে বলিতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَلاَ غَنِىٌّ بِنَا عَنْ يُسْقِيَاكَ وَاِلاَّ تُسْقِنَا تُهْلِكُنَا -

"হে আল্লাহ্! আমরা তোমার সৃষ্ট জীবের একটি তোমার পানি পান হইতে আমরা বে-নিয়ায নহি। যদি তুমি পানি দান না কর তবে আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব। ইহা শুনিয়া হযরত সুলায়মান (আ) সাথীগণকে বলিলেন, তোমরা ফিরিয়া যাও। অন্যের দু'আর কারণে তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করা হইবে।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বর্ণনা করেন, একবার একটি পিপীলিকা একজন নবীকে দংশন করিল, ফলে তিনি পিপীলিকার পূর্ণ এলাকা জ্বালাইয়া দেওয়া হুকুম দিলেন এবং তাঁহার হুকুমে সকলকে জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর নবীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন, 'একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে বলিয়া তুমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণাকারী পূর্ণ একটি প্রাণী জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিলে। ঐ একটি পিপীলিকা মারিলেন না কেন যে তোমাকে দংশন করিয়াছিল?

٢٠. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ.

٢١. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْلَأَذْبَحَنَّهُ أَوْلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ.

অনুবাদ ঃ (২০) সুলায়মান বিহংগ দলের সন্ধান লইল এবং বলিল ব্যাপার কি? হুদহুদকে দেখিতেছি না যে, সে অনুপস্থিত কি? (২১) সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাই করিব।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্‌ন জুবাইর (র) এবং অন্যান্য হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুদহুদটি ভূতাত্ত্বিক ছিল। হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির সন্ধান দিত। তিনি যখন কোন জংগল কোন ময়দান অতিক্রম করিতেন, তখন পানির প্রয়োজন হইলে তিনি হুদহুদকে ডাকিতেন। সে ভূমি জংগল হইতে ঠিক তেমনিভাবে পানি দেখিতে পায়। হুদহুদ যখন হযরত সুলায়মান (আ)-কে পানির-সন্ধান দিত, তখন তিনি কোন জীনকে ভূমি খনন করিয়া পানি বাহির করিতে নির্দেশ দিতেন এবং সে ভূমির গহবর হইতে পানি বাহির করিয়া আনিত। একবার হযরত সুলামান (আ) এক ময়দানে অবতরণ করিলেন, তিনি হুদহুদ পাখীকে খুঁজিলেন কিন্তু উহাকে না পাইয়া বলিলেন ঃ

مَالِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ আমার হইল কি? আমি হুদহুদ পাখীকে দেখিতেছি না? না কি সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) অনুরূপ এক হাদীস বর্ণনা করিলেন, তখন উপস্থিত লোকজননের মধ্যে নাফি ইব্‌ন আযরাক নামক একজন খারেজী ছিল এবং হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর প্রতি বহু আপত্তি উত্থাপন করিতেন। সে বলিল, হে ইব্‌ন আব্বাস! থাম, আজ তো তোমার পরাজয় বরণ করিতে হইবে। হযরত বলিলেন ঃ কারণ। সে বলিল, তুমি হুদহুদ সম্পর্কে বলিতেছ যে, উহা ভূমির গহবরে পানি দেখিতে পায়। এই কথা সত্য হইতে পারে কি ভাবে? অথচ, একটি বালক উহাকে শিকার করিবার জন্য জাল বিছাইয়া উহার উপর মাছি ছড়াইয়া দেয়। হুদহুদ আহারের সন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলে বালক ঐ জালের সাহায্যে হুদহুদকে শিকার করিয়া বসে। অথচ, তুমি না বলিতেছ, ভূমির গহবরে হুদহুদ পানি দেখিতে পায়। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা)

বলিলেন, যদি তুমি ইহা না ভাবিতে যে ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নহে তবে আমি তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, দেখ যখন কাহার ভাগ্যলিপি সমাগত হয়, তখন তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং বিবেক বুদ্ধি অচল হইয়া পড়ে। তখন নাফি বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমি আর কখনও তোমার সহিত কুরআন সম্পর্কে ঝগড়া করিব না।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) আবদুল্লাহ্ বারযীর এর জীবনী আলোচনা লিখিয়াছেন, তিনি একজন নেক ও সৎব্যক্তি ছিলেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার তিনি নিয়মিত সাওম রাখিতেন। তাহার চক্ষু টেরা ছিল, তাহার বয়স ৮০ তে পৌছিয়াছিল। ইব্‌ন আসাকির স্বীয় সনদে আবূ সুলায়মান ইব্‌ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি একবার আবূ আবদুল্লাহ্ বারাযীর নিকট তাহার টেরা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উহার উত্তর করিলেন না। আবূ সুলায়মান তাঁহার নিকট কয়েক মাস যাবৎ একই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ফলে একদিন তিনি বলিলেন, একবার খুরাসানে দুই ব্যক্তি তাহার নিকট বারযা নামক গ্রামে অবতরণ করিল। এবং উভয়ই তাহার নিকট তাহাদের উপত্যকায় লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। আমি তাহাদিগকে তথায় লইয়া গেলাম। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া চুলা বাহির করিল এবং বুখুর নামক অনেক সুগন্ধি জ্বালাইতে শুরু করিল। এমনকি গোটা উপত্যকায় সুগন্ধি হইয়া উঠিল। এবং চর্তুদিক হইতে সাপ একত্রিত হইতে লাগিল অথচ, তাহারা নিশ্চিত বসিয়া রহিল। কোন একটি সাপের প্রতি তাহারা ভ্রুক্ষেপ করিল না। অবশেষে একটি সাপ আসিল উহা স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। সাপটি দেখিয়া তাহারা দারুন প্রশান্তি লাভ করিল। তাহারা বলিল, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার জন্য যিনি আমাদের সফরকে ব্যর্থতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাহারা সাপটি ধরিয়া উহার চক্ষুতে সলাই ঢুকাইয়া নিজেদের চক্ষুর মধ্যে লাগাইল। তাহাদের নিকট আমার চক্ষুতেও একটি সলা লাগাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তারা অস্বীকার করিল। তবুও বারবার তাহাদের নিকট আমি অনুরোধ করিতে থাকিলাম এবং তাহাদিগকে ধন-সম্পদের লোভ দিলে, তাহারা আমার চক্ষুতে সলা লাগাইল। তখন যমীন আমার কাছে আয়নার মত মনে হইতে লাগিল, উপরের জিনিস যেমন আমি দেখিতে পাইলাম যমীনের নীচের জিনিসও আমি তেমনি দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি কিছু দূর আমাদের সংগে চল। আমি তাহাদের সংগে চলিতে লাগিলাম। অবশেষে যখন তাহারা গ্রাম অতিক্রম করিল। তখন উভয়ই আমাকে উভয় দিক হইতে চাপিয়া ধরিল এবং আমাকে বাধিয়া একজন তাহার হাত আমার চক্ষুর মধ্যে

ঢুকাইয়া দিল এবং আমার চক্ষু উপড়াইয়া উহা নিক্ষেপ করিল। এবং আমাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া তাহারা উধাও হইল। আমি ঐ অবস্থায় সেখানে পড়িয়া রহিলাম। ঘটনাচক্রে একটি কাফিলা ঐ স্থান দিয়া অতিক্রম করিল। আমার প্রতি তাহারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল, ইহাই হইল আমার চক্ষু অন্ধ হইবার কারণ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... হাসান হইতে (র) বর্ণিত যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর হুদহুদ এর নাম ছিল 'আম্বর'। মুহাম্মদ ইসহাক (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) যখন প্রাতঃকালীন দরবারে 'হুদহুদ'কে অনুপস্থিত পাইলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

مَالِیَ لَآ اَرَی الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِیْنَ -

হুদহুদকে আমার চক্ষু দেখিতে ভূল করিতেছে? না কি বাস্তবিক অনুপস্থিত রহিয়াছে। বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রকার পাখীর ঝাঁক প্রত্যহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইত।

لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِیْدًا আমি অবশ্যই তাহাকে কঠিন শাস্তি দিব। আ'মাশ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি এই আয়াতে অর্থ করেন, আমি অবশ্যই উহার পালক তুলিয়া ফেলিব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল 'পালক তুলিয়া রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা"। উলামায়ে সালাফের অনেকেই এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। اَوْ لَاَذْبَحَنَّهٗ কিংবা আমি উহাকে যবাই করিব। অর্থাৎ হত্যা করিব। اَوْلَیَاتِیَنِّیْ بِسُلْطَانٍ مُّبِیْنٍ অথবা আমার নিকট কোন যুক্তিসংগত ওজর পেশ করিবে। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ (র) বলেন, হুদহুদ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন অন্যান্য পাখী তাহাকে বলিল, হযরত সুলায়মান (আ) তোমাকে হত্যা করিবার জন্য শপথ করিয়াছেন। হুদহুদ বলিল, তিনি কি ইস্তিস্না করিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ, তিনি ইস্তিসনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি বলিয়াছেন, যদি যুক্তি সংগত কারণ পেশ করিতে পার, তবে অবস্থার অবশ্য মুক্তি পাইতে পার। হুদহুদ বলিল, তাহা হইলে আমি মুক্তি পাইব। মুজাহিদ (র) বলেন, 'যেহেতু সে তাঁহার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহার করিত এই কারণে সে মুক্তি পাইয়া গেল'।

٢٢. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۢ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ٠

٢٣. اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا
عَرْشٌ عَظِيْمٌ۔

٢٤. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ
لَا يَهْتَدُوْنَ۔

٢٥. اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ۔

٢٦. اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔

অনুবাদ ঃ (২২) অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। (২৩) আমি একজন নারীকে দেখিয়াছিলাম, উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। (২৪) আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্‌দা করিতেছে। শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগের সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে ফলে উহারা সৎপথ পায় না। (২৫) নিবৃত্ত করিয়াছে এই জন্য যে, উহারা যেন সিজ্‌দা না করে আল্লাহ্‌কে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন। তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর। (২৬) আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ অর্থাৎ হুদহুদটি অল্প সময় অনুপস্থিত থাকিয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিল ঃ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ আমি এমন বিষয় সম্পর্কে অবগত হইয়াছি যাহা সম্পর্কে না আপনি অবগত হইতে পারিয়াছেন আর না আপনা লঙ্কর ও সেনাবাহিনী। وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ আর সাবা জাতির এক নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। 'সাবা' হিময়ারা কাওমকে বলা হয়। তাহারা তখন ইয়ামানের শাসক গোষ্ঠী ছিল। অতএব হুদহুদ বলিলঃ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ আমি তাহাদের উপর একজন মহিলাকে শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পাইয়াছি। হাসান (র) বলেন, ঐ মহিলার নাম 'বিলকীস ইবন শুরাহবীল'।

কাতাদাহ (র) বলেন, বিলকীসের আম্মা ছিল এক মহিলা জিন। তাহার পায়ের শেষাংশ পশুর পায়ের মত ছিল। যুহাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন, সাবারাণীর নাম ছিল বিলকীস ইবন শুরাহবীল। ইব্‌ন মালিক ইবন্ রাইয়ান (র) বলেন, তাহার আম্মার নাম ছিল 'ফারিগা' তিনি মহিলা জিন ছিলেন।

ইবন জুরাইজ (র) বলেন, তাঁহার নাম ছিল বিলকীস বিনত যিসরাখ আর তাঁহার মাতার নাম ছিল বালতাআহ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হাসান (র) ..... আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলকীসের সহিত এক লক্ষ সৈন্য দল ছিল। এবং প্রত্যেক দলে এক লক্ষ সৈন্য ছিল। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন 'সাবা রাণীর' অধিনে বার হাজার সৈন্য ছিল এবং বারো হাজার প্রত্যেক দলের অধীনে এক লক্ষ যোদ্ধা ছিল।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বিলকীসের সংসদ সভার সদস্য ছিল তিনশত বার জন। তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে দশ হাজার লোক ছিল। 'সান্‌আ' হইতে তিন মাইল দূরে 'মা'আরিব' নামক দেশে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মতটি অধিক বিশুদ্ধ বলিয়া তাফসীরকারদের মত।

وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ অর্থাৎ রাষ্ট্র সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যেই সকল বস্তুর প্রয়োজন বিলকীসের উহা সব কিছুই দান করা হইয়াছে। وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ আর তাহার এক বিরাট সিংহাসন ছিল, স্বর্ণ ও নানা প্রকার মূল্যবান পাথর দ্বারা সজ্জিত ছিল। যুবাইর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন, বিলকীসের সিংহাসনটি ছিল স্বর্ণ, ইয়াকূত, যবরজদ ও মুক্তার তৈরী। উহার দৈর্ঘ্য ছিল আশি হাত ও প্রস্থ ছিল আশি হাত। মহিলাগণ তাঁহার সেবিকা ছিল এবং ইহার জন্য ছয়শত মহিলা নিয়েজিত ছিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, সিংহাসনটি একটি অতি মযবূত ও উঁচূ প্রাসাদে ছিল। উহার পূর্ব দিকে তিনশত জানালা ছিল এবং উহার পশ্চিম দিকে ছিল তিনশত ষাটটি। প্রাসাদটি এমন পদ্ধতিতে নির্মিত ছিল যে, প্রতি দিন উহার একটি দিয়া সূর্যের কিরণ প্রাসাদে প্রবেশ করিত এবং উহার সম্মুখস্ত আর একটি জানালা দিয়া অস্ত যাইত এবং তাহারা সকালে বিকালে ঐ সূর্যের সিজ্‌দা করিত। এই কারণে হুদহুদ হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়া ছিলেন ঃ

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ -

আর আমি উহাকে ও উহার কাওমকে সূর্যের সিজ্‌দা করিতে দেখিয়াছি। আর শয়তান তাহাদের আমলসমূহকে সজ্জিত করিয়া দেখায়। এবং সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত রাখে। আর সঠিক পথ মহান আল্লাহ্‌র সিজ্‌দা করা অন্য কাহাকেও শরীক না করা। অন্য কোন নক্ষত্রকে সিজ্‌দা করা যাইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ الْقَمَرُ لاَ تَسْجِدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -

দিবারাত্র সূর্যচন্দ্র ও তাহার নির্দশন সমূহের অন্তর্ভূক্ত। তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না আর চন্দ্রের সিজ্‌দা করিও না। বরং সেই মহা সত্তাকে সিজ্‌দা কর যিনি ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বাস্তবিক তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক। কেহ কেহ এখানে পড়িয়া থাকেন। اَلاَ يَا اسجدوا এখানে اَلاَ শব্দটি استفهاميه হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। يا টি নিদা এর জন্য ব্যবহৃত। কিন্তু উহার মুনাদা এখানে উহ্য রহিয়াছে। আসলে ছিল اَلاَ يَا قَوْمِ اسْجُدُوْا لِلّٰهِ হে কাওম! তোমরা আল্লাহ্‌কে সিজ্‌দা কর।

اَلَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ -

যিনি আসমান যমীনে নিহিত বস্তুকে বাহির করেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, الخبء অর্থ নিহিত বস্তু। ইকরিমাহ, মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (র) বলেন, الخبء অর্থ পানি। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ

خَبْءَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا جَعَلَ مِنْهُمَا مِّنْ الْاَرْزَاقِ الْمَطَرِ مِنْ السَّمَاءِ وَنَبَاتٍ مِنَ الْاَرْضِ -

আসমান ও যমীনে নিহিত বস্তু হইল উভয়ের মধ্যে যেই রিযিক রহিয়াছে। অর্থাৎ আসমানের পানি এবং যমীনের বৃক্ষলতা। خَبْئٌ এই অর্থ এখানে হুদহুদ -এর বক্তব্যের সাথে অধিক সামঞ্জশীল। কারণ হুদহুদ -এর মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা এই বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন যে, যমীনের তলদেশে পানি প্রবাহিত হইতে দেখিতে পায়।

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۔

"তোমরা আল্লাহ্ হতে যাহা কিছু গোপন কর, তিনি উহা ও জানেন। আর যেই সকল কাজ কর্ম ও কথাবার্তা প্রকাশ কর উহাও জানেন। আয়াতটির বিষয়বস্তু এই আয়াতের অনুরূপ ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۔

"তোমাদের যেই ব্যক্তি নীরবে কথা আর যে ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলে, যেই ব্যক্তি রাত্রের অন্ধকারে গোপন থাকে আর দিনের আলোর মধ্যে চলাচল করে সকলেই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔

"আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই, তিনি মহা আরশের অধিপতি"। আল্লাহ সমস্ত মাখ্লূকের মধ্যে আরশ অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই।

যেহেতু হুদহুদ পাখী কল্যাণের প্রতি, আল্লাহ ইবাদতের প্রতি আহবানকারী এবং যে তাঁহারই সিজ্দা করিবার জন্য দাওয়াত দেয়। এই কারণে উহাকে হত্যা করিবার জন্য নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমাদ ইব্ন মাজাহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) চার প্রকার জীব হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন (১) পিপীলিকা (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ (৪) ও ঘুঘু পাখীর ন্যায় মাথা মোটা সাদা পেট ও সবুজ পিঠ বিশিষ্ট পাখি। হাদীসটি সনদ বিশুদ্ধ।

٢٧. قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

٢٨. اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ۝

٢٩. قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ۝

٣٠. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

٣١. اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (২৭) সুলায়মান বলিল, আমি দেখিব তুমি সত্য বলিয়াছ না তুমি মিথ্যাবাদী? (২৮) যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর। অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া কি? (২৯) নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে (৩০) ইহা সুলায়মানের পক্ষ হইতে এবং ইহা পরম দয়ালু অতি দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে (৩১) অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

তাফসীর ঃ হুদহুদ আসিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-কে 'সাবা' জাতির রাজত্ব সম্পর্কে খবর দিয়াছিলেন। তখন হযরত সুলায়মান (আ) তাহাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ـ

"হে হুদহুদ! তুমি সত্য বলিয়াছ না কি মিথ্যা বলিয়াছ, উহা সত্বর আমি দেখিয়া লইব।

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ـ

তুমি আমার এই চিঠি লইয়া যাও এবং তাহাদের নিকট ইহা রাখিয়া তুমি দূরে সরিয়া থাক। অতঃপর তাহারা ইহার কি জবাব দেয় উহার অপেক্ষা কর। হযরত সুলায়মান (আ) বিল্‌কীস ও তাঁহার কাওমের নিকট একটি পত্র লিখিয়া হুদহুদ এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং হুদহুদ উহা বহন করিয়া লইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, পাখীর অভ্যাসনুসারে হুদহুদ স্বীয় ডানায় বহন করিয়াছিলেন, আর কেহ কেহ বলেন, হুদহুদ তাহার ঠোঁটে করিয়া লইয়াছিল। এবং বিলকীসের দেশে বহন করিয়া তাঁহার প্রাসাদের তাহার একান্ত নির্জন কুটিতে জানালার ফাঁক দিয়া তাহার কাছে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এবং আদব পালনার্থে হুদহুদ একপাশে সরিয়া থাকে। বিলকীস উহা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়ে এবং চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে শুরু করে। চিঠির মধ্যে যাহা ছিল তাহা এই ঃ

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

এই চিঠি সুলায়মানের পক্ষ হইতে প্রেরিত। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস পত্রখানা পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী পারিষদবর্গের সদস্যগণকে একত্রিত করিল এবং বলিল ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْٓ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ـ

হে আমার মন্ত্রী পারিষদের সদদ্যবৃন্দ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত চিঠি প্রেরণ করা হইয়াছে।

وَاِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ـ

আর চিঠিখানি সুলায়মানের পক্ষ হইতে প্রেরিত যাহার বিষয়বস্তু করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি, যিনি বড়ই মেহেরবান। তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার কাছে মুসলমান হইয়া উপস্থিত হও। বিলকীস চিঠিখানা সম্মানিত এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, উহা একটি পাখী বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং পাখীটি চিঠিখানা পৌছাইয়া তাঁহার সম্মানার্থে একটু সরিয়া দাড়াইলেন। এইরূপ প্রশিক্ষণ মহা সম্রাট ছাড়া আর কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে।

মন্ত্রী পরিষদের সকলেই ইহা বুঝিতে পারিল যে, চিঠিখানা আল্লাহ্‌র নবী হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত। চিঠিখান ছিল অত্যন্ত লালিত্য ও মাধুর্যপূর্ণ। অতি সংক্ষিপ্তভাবে পরিপূর্ণভাবে মনের ভাষা প্রকাশ করা হইয়াছে।

উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে কেহ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখে নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই মর্মে একটি হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন আমার পিতা ..... ইব্‌ন বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنِّىْ اَعْلَمُ اٰيَةً لَمْ تُنْزَلْ عَلٰى نَبِىٍّ قَبْلِىْ بَعْدَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ـ

আমি এমন একটি আয়াত জানি যাহা হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ)-এর পরে আমার পূর্বে কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই আয়াতটি কি? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, মসজিদ হইতে আমি বাহির হইবার পূর্বে

আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া গেলেন এবং তাঁহার এক পা দরজা হইতে বাহির করিলেন, তখন আমি মনে মনে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আয়াতটি হইল ঃ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

হাদীসটি গরীব, উহার সনদ যঈফ। মায়মূন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পূর্বে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখিতেন। এই আয়াত নাযিল হইবার পর হইতে তিনি ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখিতে আরম্ভ করেন।

কাতাদাহ (র) বলেন, لَا تَعْلُوْا عَلَىَّ এর অর্থ لَا تَحْبِرُوْا عَلَىَّ “তোমরা আমার উপর বাড়াবাড়ী করিও না”।

وَأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহার অর্থ, তোমরা অহংকার করিও না, সত্য গ্রহণ করিতে বিরত থাকিও না বরং তোমরা মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) বলেন, তোমরা অনুগত হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

٣٢. قَالَتْ يَـٰٓأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُونِ۔

٣٣. قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَّأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَّالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ۔

٣٤. قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُونَ۔

٣٥. وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔

অনুবাদ ঃ (৩২) সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই

করি। (৩৩) তাহারা বলিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। (৩৪) সে বলিল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে, ইহারাও এইরূপ করিবে (৩৫) আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি দূতেরা কি লইয়া ফিরিয়া আসে।

তাফসীর ঃ বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠি পাঠ করিয়া তাহার মন্ত্রী সভার সদস্যবৃন্দের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِىْ فِىْٓ اَمْرِىْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ـ

হে পারিষদবর্গ! আমার এই বিষয়ে তোমরা কি পরামর্শ দাও, আমি তো তোমাদের মত ছাড়া কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।

قَالُوْا نَحْنُ اُوْلُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ـ

তাহারা বলিল, আমরা শক্তিশালী ও কঠিন যোদ্ধা। বিল্‌কীসের মন্ত্রী পরিষদ প্রথম তাহাদের সংখ্যা ও শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া এবং পরে তাহার উপরই সকল কর্তৃক ন্যস্ত করিল। তাহারা বলিল ঃ

وَالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِىْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ـ

আমরা আপনার যে কোন নির্দেশ পালন করিতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করিতে চাহিলে আমরা উহার পূর্ণ শক্তির অধিকারী। তবে আপনি আমাদিগকে কি নির্দেশ দিবেন সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখুন। বিলকীসের পরমর্শদাতাগণ যখন তাহাদের বক্তব্য পেশ করিল, তখন তিনি যেহেতু তাহাদের তুলনায় অধিক জ্ঞানী এবং সুলায়মান সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি জানিতেন যে সুলায়মান (আ)-এর সহিত মুকাবিলা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। মানব দানব ও পশু পক্ষী ও তাঁহার নির্দেশের দাস এবং সকলেই তাঁহার সেনাবাহিনীর সদস্য। 'হুদহুদ'এর পত্র বহনের ঘটনা দ্বারা তিনি এই বিষয়ে আরো অধিক নিশ্চিত হইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে রীতিমত ভীত। যুদ্ধ করিলে তিনি কাওমের আমীর ও সর্দারগণকে ধ্বংস করিবেন। এই কারণে তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً ـ

রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদে জোরপূর্বক প্রবেশ করেন, তখন তাহারা উহার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। অর্থাৎ জনপদের শাসক মণ্ডলী ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে লাঞ্ছিত করেন। হয় তাহাদিগকে হত্যা করা হয়, না হয় গ্রেপ্তার করা হয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'বিল্‌কীস' যেই ব্যক্তব্য পেশ করিয়াছেন যে, রাজা বাদশাহ্‌গণ জনপদে জোরপূর্বক প্রবেশ করিলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্ত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এই কথার সমর্থনে বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ রাজা বাদশাগণ এই রূপ করিয়া থাকে। বিল্‌কীস তাহার এই বক্তব্য ও মন্তব্যের পর হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত সন্ধির মনোভাব পোষণ করিয়া বলিলেন ঃ

وَاِنِّىْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ -

হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট তাঁহার উপযুক্ত উপঢৌকন পাঠাইব এবং তাঁহার নিকট প্রেরিত দূতগণ যেই জবাব লইয়া আসিবে উহার অপেক্ষা করিব। সম্ভবত তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন এবং যুদ্ধ করিতে বিরত থাকিবেন। অথবা আমাদের উপর কর ধার্য করিবেন। কর রাজ্য হিসাবে আমরা নিয়মিতভাবে কর পরিশোধ করিতে থাকিব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বিল্‌কীস তাহার কাওমকে বলিল, সুলায়মান (আ) যদি উপঢৌকন গ্রহণ করেন, তবে তো বুঝিব যে, তিনি রাজা বাদশাগণের মত একজন বাদশাহ। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব। আর উপঢৌকন গ্রহণ না করিলে বুঝিব, তিনি একজন নবী। অতএব তাঁহার মুকাবিলা করিয়া লাভ নাই তাঁহার অনুসরণ করিব।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَآ اٰتٰنِۦَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّآ اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ.

٣٧. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৬) দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, তোমরা আমাকে সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ্ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অথচ, তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্লবোধ করিতেছ। (৩৭) উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও। আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগের তথা হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত।

তাফসীর ঃ উলামায়ে সনদের অনেকেই বলেন, বিল্‌কীস বহু মূল্যবান উপঢৌকন হযরত সুলায়মান (আ)-এর খিদমতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণ, জওহর ও মুক্তা এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান বস্তু তাঁহার দরবারে পেশ করেন। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, বিল্‌কীস বালিকাদিগকে বালকের পোষাকে এবং বালকদিগকে বালিকাদের পোষাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সুলায়মান যদি বালক-বালিকাদের মধ্যে প্রার্থক্য করিতে সক্ষম হন তবে তিনি নবী। তাফসীরকারগণ বলেন, ঐ সকল বালক-বালিকাগণকে হযরত সুলায়মান (আ) অযূ করিবার নির্দেশ দিলেন, তাহারা ওযূ করিতে শুরু করিল। কিন্তু বালিকা পানির পাত্র হইতে তাহার হাতে ঢালিয়া অযূ করিতে লাগিল। কিঁন্ত বালক পানি পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া হাত ধুইতে লাগিল। এইভাবে কে বালক কে বালিকা তাহা হযরত সুলায়মান (আ) বুঝিতে পারিলেন। কেহ কেহ বলেন, বালিকা তাহার হাতের বাতেনী অংশ জাহেরী অংশের পূর্বে ধুইতে লাগিল এবং বালক উহার বিপরীত করিতে শুরু করিল। কেহ কেহ বলেন, বালিকা হাতের কজ্বী হইতে কনুই পর্যন্ত ধুইতে লাগিল এবং বালকগণ কনুই হইতে কজ্বী পর্যন্ত ধুইল। তবে এই সকল তাফসীর পারস্পরিক কোন বিরোধ নাই। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, বিল্‌কীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর খিদমতে একটি পেয়ালা পাঠাইয়া ছিলেন, যেন তিনি উহাকে পানি দ্বার পরিপূর্ণ করিয়া দেন, তবে ঐ পানি আসমানের ও হইতে পারিবে না আর যমীনের ও না। হযরত সুলায়মান (আ) ঘোড়া দৌড়াইলেন। দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঘোড়াটি যখন ঘামিয়া গেল তখন ঘাম দ্বারা বিলকিসের পেয়ালা ভরিয়া দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ ভাল জানেন যে এই সকল রিওয়ায়েতে কোন বাস্তবতা আছে? না কি ইহা সত্য যে এই ধরনের রিওয়ায়েত অধিকাংশই ইসরাঈলী রিওয়ায়েতে হইতে গৃহীত। বাস্তবতা এই যে, বিলকীস যাহা কিছু পাঠাইছিলেন হযরত সুলায়মান (আ) আদৌ উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। এবং উহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি বলিলেনঃ

اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ তোমরা কি মাল দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে চাও فَمَا اٰتَانِىَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتَاكُمْ। আল্লাহ্ যাহা কিছু তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু আমাকে দিয়াছেন। بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ বরং তোমরা উপঢৌকন দ্বারা আনন্দিত ও তুষ্ট হও। কিন্তু আমি ইসলাম অথবা তরবারী ছাড়া অন্য কিছুতেই রাজী নহি।

আ'মাশ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত সুলায়মান (আ) জিনদিগকে ঘর সাজাইবার জন্য হুকুম করিলেন। তাহারা একহাজার প্রাসাদ স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা সজ্জিত করিল। বিল্‌কীসের দূতগণ যখন ইহা দেখিল, তখন

তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল যাহার ধন ঐশ্বর্যের এই অবস্থা, তিনি আমাদের এই উপঢৌকন দ্বারা কি করিবেন। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ) এই ব্যবহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দূত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে রাজা বাদশাদের পক্ষে সজ্জিত হওয়া বৈধ। اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ। তুমি উপঢৌকন লইয়া ফিরিয়া যাও।

فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لاَ قِبَلَ لَهُمْ -

আমি অবশ্যই সেনাদল লইয়া আসিব যাহাদের সহিত মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই।

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً -

আর অবশ্যই আমি তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিয়া বাহির করিব। বিলকীসের দূত যখন তাহার প্রেরিত উপঢৌকন সহ ফিরিয়া আসিল এবং সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য তাহাকে শুনাইয়া দিল। তখন বিল্‌কীস ও তাহার কাওম হযরত সুলায়মান (আ)-এর অনুগত হইয়া গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার মানসে তাহার সেনাবাহিনী সহ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য রওয়ানা হইয়া গেলেন। হযরত সুলায়মান (আ) নিশ্চিতভাবে তাহার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইলেন।

٣٨. قَالَ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ
مُسْلِمِيْنَ ۝

٣٩. قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ
وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ۝

٤٠. قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ
اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ
لِيَبْلُوَنِيْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ
وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৩৮) সুলায়মান আরো বলিল, হে আমার পারিষদবর্গ, তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে? (৩৯) এক শক্তিশালী জিন্ বলিল, আপনি স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। (৪০) কিতাবে জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, আপনি চক্ষু ফলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব। সুলায়মান যখন উহা সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিল, তখন সে বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন। আমি কতৃজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক তো অভাবমুক্ত, মহানুভব।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিলকীসের দূত যখন হযরত সুলায়মান (আ)-এর বার্তা বহণ করিয়া বিল্কীস এর নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি বাদশাহ নহেন, তাঁহার মুকাবিলা করিবার শক্তি আমাদের নাই। আর তাঁহার মুকাবিলা করিয়া আমরা কিছুই লাভ করিতে পারিব না। ইহা তিনি পুনরায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন যে, আমি আমার কাওমের সর্দারগণকে লইয়া আপনার দরবারে উপস্থিত হইতেছি। আমি নিজেই আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়া ধর্মীয় ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করিব। অতঃপর তাঁহার স্বর্ণ, রূপা, ইয়কূত ও মুক্তা ও যবরজাদ দ্বারা তৈরী সিংহাসনের একটি অতি সংরক্ষিত কুঠিরে রাখিয়া তালাবদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার নায়েবকে বলিলেন, আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তুমি ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। যেহ কেহ ইহার কাছে পৌছিতে সক্ষম না হয়। অতঃপর তিনি বার হাজার সর্দার সহ যাহাদের প্রত্যেকের অধিনে হাজার হাজার অনুগত ছিল, তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবারে প্রতি রওয়ানা হইলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাহাদের সংবাদ সংগ্রহের জন্য জিন প্রেরণ করিতেন এবং তাহারা দিবারাত্রে তাহাদের সংবাদ পৌছাইয়া দিতেন। যখন হযরত সুলায়মান (আ) জানিতে পারিলেন যে, তাহারা নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ -

হে আমার পারিষদবর্গ! তোমাদের এমন কে আছে যে তাহারা আমার নিকট অনুগত হইয়া আসিবার পূর্বে তাঁহার সিংহাসন আমার দরবারে উপস্থিত করিতে পার? কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) যখন জানিতে পারিলেন যে, বিল্কীস নিজেই তাঁহার দরবারে আসিতেছেন। আর তিনি ইহাও জানিতে পারিলেন যে, তাহার সিংহাসন অতি

মূল্যবান স্বর্ণ, মুক্তা ও অন্যান্য মহামূল্যবান প্রস্তর খণ্ড দ্বার তৈরী, অতএব উহা হস্তগত করিতে হইলে বিল্কীসের মুসলমান হওয়া তাঁহার দরবারে পৌছিবার পূর্বেই আনিতে হইবে। মুসলমান হইবার পর উহা হস্তগত করাকে তিনি অপসন্দ করিয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদের মাল যে তাহার পক্ষে হারাম। ইহা আল্লাহ্র নবী জানিতেন। অতএব তিনি বলিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِىْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ -

আতা, খুরাসানী, সুদ্দী, ও যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ এক দৈত্য জিন্ বলিল قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা হইতে আপনার খিদমতে উপস্থিত করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, عِفْرِيْتٌ অর্থ দৈত্য। শু'আইব জুবায়ী (র) বলেন, ঐ দৈত্য জিন টির নাম ছিল, 'কোযান'। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন, আয়াতের মধ্যে مَقَام এর অর্থ মজলিস। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ আসন। সুদ্দী (র) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) বিচারকার্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার জন্য তিনি দিনের শুরু হইতে সূর্য হেলান পর্যন্ত দরবার ও মজলিস অনুষ্ঠিত করিতেন।

وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْنٌ -

আর আমি উহা উপর বড় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ইহার এই তাফসীর করিয়াছেন। আমি উহা অর্থাৎ সিংহাসন বহন করিয়া আনিতে সক্ষম এবং উহার সহিত জড়িত হীরা জাওহর সংরক্ষণে আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য। তখন হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত ব্যক্তিকে আমি চাই। বস্তুতঃ হযরত সুলায়মান (আ) বিলকীসের সিংহাসন উপস্থিত করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিতে চান যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এমন সম্রাজ্যের অধিকারী করিয়াছেন এবং এমন শক্তিধর লশ্কের অধিকারী করিয়াছেন, যাহার অধিকারী না কেহ পূর্বে হইয়াছিল আর না ভবিষ্যতে কেহ হইতে পারিবে। এবং বিলকীসের ও তাঁহার কাওমের নিকট তাঁহার নবুওয়তের একটি জ্বলন্ত প্রমাণও হইবে। কারণ বিলকীস ও তাঁহার কাওমের হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত ইহবার পূর্বেই তাঁহার নিকট সিংহাসন পৌছিয়া যাওয়া, একটি বিরাট অলৌকিক ঘটনা। হযরত সুলায়মান (আ) যখন বলিলেন, ইহা অপেক্ষা দ্রুত লোকের আমার প্রয়োজন।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ ۔

তখন কিতাবের একজন বিজ্ঞ আলেম বলিলেন, 'আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই আমি উহা আপনার নিকট উপস্থিত করিব'। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল 'আসিফ'। তিনি ছিলেন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাতিব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ..... ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আসিফ আল্লাহ্র একজন বিশিষ্ট ওলী ছিলেন। তিনি 'ইস্মে আ'যম' জানিতেন। কাতাদাহ (র) বলেন, এই ব্যক্তি একজন ঈমানদার মানুষ ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল আসিফ। আবূ সালিহ, যাহ্হাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ লোকটি একজন মানুষ ছিলেন, জিন নহে। কাতাদাহ (র) বলেন, একজন বনী ইসরাঈলী মানুষ ছিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঐ লোকটির নাম ছিল 'উস্তম'। মুজাহিদ (র) হইতে কাতাদাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নাম 'বালীখা'। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন, তাঁহার নাম ছিল 'যুন্নর' এবং তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তবে আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীআহ (র) বলেন, আসলে ঐ লোকটি ছিলেন, হযরত 'খাযির'। তবে রিওয়ায়েতটি অত্যধিক গরীব।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ ۔

লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আপনার চক্ষু উত্তোলন করুন এবং যতদূর সম্ভব দেখুন। আপনি চক্ষু ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই ঐ সিংহাসটি আপনার খিদমতে আমি উপস্থিত করিব। উলামায়ে কিরাম বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) 'ইয়ামান' এর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এই দিকে লোকটি দাঁড়াইয়া ওযূ করিল এবং আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, يـاذا لجـلال والاكـرام লোকটি এই দু'আ পড়িলেন। যুহরী (র) বলেন ঃ

يَا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَىْءٍ اِلٰهًا وَاحِدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ائْتِنِىْ بِعَرْشِهَا ۔

এই দু'আ পড়িলেন। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক, যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আল্লাহর নিকট যখন দু'আ করিলেন যে, তিনি যেন ইয়ামান হইতে বিলকীসের সিংহাসনটি বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌছাইয়া দেন। তখন সিংহাসটি অদৃশ্য হইল এবং যমীনে ডুব দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই হযরত সুলায়মান (আ) সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বিল্কীসের সিংহাসটি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট যে আনা হইয়াছিল উহা তিনি টেরও পাননি। তিনি আরো বলেন, সমুদ্রের জন্য নিযুক্ত আল্লাহ্র কোন বান্দা ঐ সিংহাসটি আনিয়াছিল। যাহা হউক, হযরত সুলায়মান ও তাঁহার সর্দারগণ যখন সিংহাসনটি দেখিলেন, قَالَ هٰذَا مِنْ

فَضْلِ رَبِّىْ হযরত সুলায়মান (আ) বলিয়া উঠিলেন, ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বড় অনুগ্রহ।

لِيَبْلُوَنِىْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ ۔

যেন তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন যে, আমি কি তাঁর শুকুর করি না কি না-শুকুরী করি ?

وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ আর যেই ব্যক্তি শুকুর করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই শুকুর করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۔

"যে ব্যক্তি নেক আমল করে সে তাহার নিজের উপকারার্থে করে আর যেই ব্যক্তি খারাপ কাজ করে উহা তাঁহার জন্য ক্ষতিসাধন করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ যাহারা নেক আমল করে তাহারা তাহাদের নিজেদের জন্য পথ গুছাইয়া লইতেছে।

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ۔

আর যে ব্যক্তি না শুকুরী করে তবে জানিয়া রাখ, আমার প্রতিপালক বড় বে-নিয়ায। তিনি তো কাহার মুখাপেক্ষী নহেন এবং বড় মহামহিম। কেহ তাঁহার ইবাদত না করিলে তাঁহার মহিমার কোন ফাঁটল ধরে না। যেমন হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ۔

আর যদি তোমরা এবং সারা পৃথিবীর লোক সকলেই তাঁহার না-শুকুরী কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ বড় বে-নিয়ায প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহেন। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী হইতে অন্ত পর্যন্ত মানব সকলেই অতি বড় পরহেযগার ও আল্লাহ ভীরু হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজের একটু বৃদ্ধি পাইবে না। হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আদী অন্ত মানব দানব সকলেই অতি বড় নাফরমান হইয়া যাও, তবে উহা আমার সম্রাজ্য হইতে একটু কম করিবে না। হে আমার বান্দাগণ! আমি তোমাদের আমল ও কর্মকাণ্ড শুনিয়া ও সংরক্ষিত করিয়া রাখি, অতঃপর আমি উহা বিনিময় দান করিব। যে ব্যক্তি উত্তম বিনিময় পাইবে, সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আর যে ব্যক্তি তাহার আমলের উত্তম বিনিময় না পাইবে সে যেন কেবল তাহার নিজেকেই তিরষ্কার করে।

٤١. قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ
لَايَهْتَدُوْنَ۝

٤٢. فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ وَاُوْتِيْنَا
الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ۝.

٤٣. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ
قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ۝

٤٤. قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ
سَاقَيْهَا قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ
نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝

অনুবাদ ঃ (৪১) সুলায়মান বলিল, তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও। দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে না, সে বিভ্রান্তিদিগের শামিল হয় (৪২) সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসনটি কি এই রূপই? সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই। আমাদিগকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি (৪৩) আল্লাহ্‌র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। (৪৪) তাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর, যখন সে উহা দেখিল, তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার উভয় সাক-পায়ের গিরার উপরের দিক অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি। আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালকের এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি।

তাফসীর ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট বিল্‌কীসের সিংহাসন তাহার আগমনের পূর্বে লইয়া আসা হইলে, তিনি উহাকে পরিবর্তন করিয়া নির্দেশ দিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বিলকীস তাহার সিংহাসনটি. এই পরিবর্তন করা সত্ত্বেও চিনিতে পারেন কি না? অতএব তিনি বলিলেন ঃ

نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ -

ওহে লোক সকল! তোমরা বিলকীসের সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন সাধন কর। দেখি সে কি সঠিকভাবে উহাকে চিনিতে পারে। নাকি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয় যাহারা তাহাদের নিজের বস্তু পরিবর্তন করিবার পর চিনিতে সক্ষম হয় না।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সিংহাসনের হীরা, জাওহার উঠাইয়া ফেলা হইল। মুজাহিদ (র) বলেন, সিংহাসনের যেই অংশ লাল ছিল উহা হলুদ বর্ণের করা হইল। এবং যাহা সবুজ ছিল উহাকে লাল বর্ণের করা হইল। ইকরিমাহ (র) বলেন, উহাতে কিছু বৃদ্ধি করা হইল এবং কিছু হ্রাস করা হইল।

فَلَمَّا جَاۤءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ -

যখন বিল্‌কীস হযরত সুলায়মান (আ) এর দরবারে আগমন করিলেন, তাহাকে বলা হইল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপ ? অথচ, উহার মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছিল। যেহেতু বিলকীস অতি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, অতএব তিনি ইহাও বলিলেন না যে, হাঁ ইহা আমারই সিংহাসন। আর যেহেতু উহাতে তাহারই সিংহাসের চিহ্ন ছিল এই কারণে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকারও করিলেন না। তিনি বলেন ঃ كَاَنَّهُ هُوَ ইহা তো তাহার সিংহাসন এর মত মনে হইতেছে। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় ঘটিল।

وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ -

হযরত মুজাহিদ (র) বলিলেন, ইহা হযরত সুলায়মান (আ)-এর বক্তব্য। অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ) বলেন, 'আমাদিগকে উহার পূর্বেই ইল্‌ম দান করা হইয়াছে এবং আমরা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলাম'।

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ -

আর আল্লাহ্ ছাড়া যেই সকল বস্তুকে বিলকীস পূজা করিত উহা তাহাকে সত্য গ্রহণ করিতে বিরত রাখিয়াছে। বস্তুতঃ সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, ইহাও হযরত সুলায়মান (আ)-এর কথা। ইব্‌ন জরীর (র) আয়াতের এক তাফসীর ইহাই করিয়াছেন। তিনি বলেন, অবশ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিল্‌কীসকে গাইরুল্লাহ ইবাদত হইতে বিরত

রাখিয়াছেন। আর এর অর্থ ইহাও হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে (বিলকীসকে) গাইরুল্লাহ্র ইবাদত হইতে বিরত রাখিয়াছেন। اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ। বস্তুতঃ সে তো কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উল্লিখিত ব্যাখ্যা সমূহের মধ্যে মুজাহিদের ব্যাখ্যা যে সত্য ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্মিত মহলে প্রবেশ করিবার পরে তাহারা ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ـ

বিলকীসকে বলা হইল, তুমি মহলে প্রবেশ কর। সে উহা দেখিয়া মনে করিল ইহা যেন একটি পানির হাউয। অতএব পানি হইতে কাপড় রক্ষার্থে পায়ের গোছা খুলিয়া ফেলিল। হযরত সুলায়মান (আ) কিছু জিন্কে একটি বিশাল মহল নির্মাণ করিতে হুকুম করিলেন। তাহারা কাঁচের একটি মহল নির্মাণ করিল এবং উহার নীচে পানি প্রবাহিত করিয়া দিল। যে ব্যক্তি ইহা জানিত না, সে মনে করিত ইহা তো পানি। কিন্তু কাঁচের প্রতিবন্ধকতার কারণে উহার উপর দিয়ে চলিতে অসুবিধা হইত না।

হযরত সুলায়মান (আ) কি কারণে কাঁচের মহল নির্মাণ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে উলামায়ে'কিরাম মত প্রার্থক্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার কারণ এই ছিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) বিল্কীসকে তাঁহার রূপ সৌন্দর্যের কারণে বিবাহ করিবার জন্য মনস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এই কথা বলা হইয়াছিল যে, তাহার পায়ের গোছায় অনেক বেশী পশম এবং পায়ের শেষাংশ পশুর পায়ের মত। ইহাই হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষে বড়ই অপছন্দনীয় ছিল। অতএব তিনি সঠিকভাবে জানিবার জন্য এই-রূপপ্রাসাদ নির্মাণ করিলেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বিলকীস যখন উক্ত মহলে প্রবেশ করিলেন এবং তাহার পায়ের গোছা খুলিলেন, তখন দেখা গেল তাহার পা ও পায়ের গোছা অতি চমৎকার। অবশ্য তাহার পায়ে কিছু পশম ছিল। হযরত সুলায়মান (আ) এ ইচ্ছা যে, ঐ পশমগুলি বিলুপ্ত হউক। উস্তরা -এর সাহায্যে উহা বিলুপ্ত করিবার কথা বলা হইলে, হযরত সুলায়মান (আ) উহা অপসন্দ করিলেন। জিন্দিগকে তিনি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবনের কথা বলিলেন, অতঃপর তাহারা 'নওরা' (লোমনাশক পাউডার) তৈয়ার করিল। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, 'নওরা' প্রথম হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলে তৈয়ার করা হয়। বিলকীস উক্ত মহলে প্রবেশ করিয়া হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি দাওয়াত দিলেন। এবং আল্লাহ্কে ছাড়িয়া সূর্যের পূজা

করিবার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, বিলকীস যখন কাঁচের মহলকে পানি হাউয মনে করিত তাহার সম্মুখে বাস্তবতা উত্থাপিত হইল, তখন তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সাম্রাজ্যকে অনেক বড় সাম্রাজ্য মনে করিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ (র)-এর মাধ্যমে বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) কাঁচের মহল নির্মাণ করিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর উহার নিচে পানি ছাড়িয়া দিলেন। এবং উহার উপর তাহার সিংহাসন বসাইতে নির্দেশ দিলেন। তিনি উহার উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং সকল মানব দানব ও পশু পক্ষী তাঁহার সম্মুখে একত্রিত হইল। এমন অবস্থায় তিনি বিল্‌কীসকে বলিলেন, তুমি কাঁচের মহলে প্রবেশ কর। এইভাবে তিনি যেন বুঝিতে পারেন যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর সম্রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্য অপেক্ষা অনেক বড়। বিল্‌কীস যখন তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কে ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু বিল্‌কীস তাহার প্রতি উত্তরে কাফির যিন্দীকের কথা বলিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) উহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সিজ্‌দায় পড়িয়া গেলেন। উপস্থিত অন্যান্য সকলে ও তাঁহার সহিত সিজ্‌দায় পড়িল। হযরত সুলায়মান (আ) সিজ্‌দা হইতে মাথা উঠাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিলেন। তুমি কি বলিলে ? বিল্‌কীস বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি উহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সত্তার উপর যুলুম করিয়াছি, এবং আমি সুলায়মানের সহিত মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হইয়াছি"। ইহা বলিয়া বিলকীস ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এবং এই সম্পর্কে ইমাম আবূ বক্‌র ইব্‌ন শায়বা (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে একটি গরীব রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন হযরত হুসাইন ইব্‌ন আলী (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'নাজদে' ছিলাম, তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন। উহার চর্তুদিকে চেয়ার রাখা হইত উহাতে প্রথম মানুষ তারপরে জীন এবং তারপরে দানব উপবিষ্ট হইত। অতঃপর বায়ু আসিয়া তাহাকে উঠাইয়া লইত এবং উহার পর পক্ষী আসিয়া ছায়া দান করিত। ইহার পর সকল বেলার ভ্রমণ এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া দিত এবং বৈকাল ভ্রমণও এক মাসের অতিক্রম করিয়া দিত। রাবী বলেন, হযরত সুলায়মান (আ) এর ভ্রমণকালে তিনি হুদহুদ পাখীকে অনুপস্থিত পাইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

مَالِىَ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ لَاُعَذِّبًا شَدِيْدًا اَوْ لاَ اَذْبَحَنَّهُ اَوْلَيَاْتِيَنِّىْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ ۔

যে রাবী বলেন, হযরত সুলায়মান হুদহুদকে যে আযাব দেওয়ার কথা বলিয়াছেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য উহার পালক উঠাইয়া ভূমিতে ছাড়িয়া রাখা। ফলে সে না তো পিপীলিকার দংশন হইতে নিরাপদ হইতে পারিবে আর না অন্যান্য দংশনকারী কীট পতংগের দংশন হইতে রক্ষা পাইবে। আতা(র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদের রিওয়ায়েতের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ .... سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ -

আয়াতটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তিলওয়াত করিলেন। হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার চিঠিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখাবার পরে লিখিয়াছেন, اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ। তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না এবং আমার নিকট তোমরা অনুগত হইয়া আগমন কর। হুদহুদ হযরত সুলায়মান (আ)-এর চিঠিখানা বিল্‌কীসের সম্মুখে রাখিয়া দিল বিল্‌কীসের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইলে যে হযরত সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে এই চিঠি প্রাপ্ত যাহার বিষয়বস্তু হইল যে, তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না আর আমার নিকট তোমরা অনুগত হইয়া আস। বিলকীসের দরবারীগণ বলিল, আমরা শক্তিশালী লোক আমরা কি যুদ্ধ করিতে ভীত। বিলকীস বলিলেন, রাজা বাদশাগণ যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা তথায় ফাসাদ করে আর আমি তাহাদের নিকট কিছু হাদীয়া ও উপঢৌকন পাঠাতে চাই, দেখি দূতগণ উহার কি উত্তর লইয়া প্রত্যাবর্তন করে। বিলকীসের পক্ষ হইতে যখন হাদীয়া পেশ করা হইল, তিনি বলিলেন তোমরা আমাকে মাল দ্বারা সাহায্য করিতে চাইতেছ। তোমরা ইহা লইয়া প্রত্যাবর্তন কর। ইহার পর বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট রওয়ানা হইলেন, হযরত সুলায়মান (আ) তাহার আগমনের ধুলি দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি বলিলেন, বিলকীসের সিংহাসন তাঁহার এখানে উপস্থিত হইবার পূর্বেই কে আনিতে পারিবে ? রাবী বলেন, যখন হযরত সুলায়মান (আ) ধূলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন তখন হইতে হযরত সুলায়মান (আ) ও বিলকীসের সিংহাসন মাঝের দূরত্ব ছিল দুই মাসের পথ।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ একজন দৈত্য জিন বলিল, আমি আপনার মজলিস ত্যাগ করিবার পূর্বেই সিংহাসনটি আপনার খিদমতে আনিয়া উপস্থিত করিব। রাবী বলিলেন, হযরত সুলায়মান (আ) সাধারণ লোকের জন্যও মজলিস অনুষ্ঠিত করিতেন। যেমন তিনি আমীরদের জন্য করিতেন। সুলায়মান (আ) বলিলেন, আরো অধিক দ্রুত লোকের প্রয়োজন। অতঃপর এমন ব্যক্তি যে জ্ঞানী কিতাবে ইল্‌মের অধিকারী ছিল বলিল আমি আমার প্রতিপালকের কিতাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, অতঃপর আপনার দৃষ্টি ফিরাইবার পূর্বেই আমি উহা আপনার দরবারে উপস্থিত করিব।

হযরত সুলায়মান (আ) তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। লোকটি যখন তাহার কথা শেষ করিল, হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্বীয় দৃষ্টি ফিরাইতেই সিংহাসনটি তাহার ঐ চেয়ারের নিচ হইতে ভাসিয়া উঠিল। যাহার উপর পা রাখিয়া তিনি সিংহাসনের আরোহন করিতেন। হযরত সুলায়মান (আ) যখন বিলকীসের সিংহাসন দেখিতে পাইলেন তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ।

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا -

হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, তোমরা তাহার সিংহাসনটি কিছু পরিবর্তন কর। অতঃপর যখন বিলকীস আসিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সিংহাসন কি এই রূপ? তিনি বলিলেন ইহা তো সেই রকমই মনে হইতেছে। বিলকীস হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট আসিয়া দুই প্রশ্ন করিলেন, আমি এমন পানি চাই যাহা না আসমানের হইবেন আর না যমীনের হইবে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর অভ্যাস ছিল তাহার নিকট কিছূ প্রার্থনা করা হইলে, প্রথম তিনি তাহার নিকট বিদ্যমান মানুষের নিকট অতঃপর জিনের নিকট উহা পূর্ণ করিতে বলিতেন এবং সর্বশেষে শয়তানকে বলিতেন। এই ক্ষেত্রে শয়তান হযরত সুলায়মানকে বলিল বিল্‌কীসের প্রার্থনা পূর্ণ করা কঠিন নহে। ঘোড়া দৌড়াইবার সময় উহার গায়ের ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিন। রাবী বলিলেন , হযরত সুলায়মান (আ) এই পরামর্শনুসারে ঘোড়া দৌড়াইয়া উহার ঘাম ধরিয়া পাত্রে রাখিয়া দিলেন। বস্তুতঃ হইা আসমান হইতেও অবতীর্ণ হয় নাই এবং যমীন হইতে উত্তোলন করা হয় নাই।

বিলকীস দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল, 'আল্লাহ্‌র রং ও বর্ণ কি' ? এই প্রশ্ন করিলে হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে সিজ্‌দা পড়িয়া গেলেন এবং স্বকাতরে আল্লাহ্‌র সমীপে বলিলেন, হে আল্লাহ্! বিলকীস তো বড় কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে। উহার উত্তর দান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি ফিরিয়া যাও তাহার পশ্নের জন্য আমি যথেষ্ট। হযরত সুলায়মান (আ) চলিয়া গেলেন, বিলকীসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রশ্ন করিয়াছ। তিনি বলিলেন, আমি কেবল পানি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছি। তিনি তাহার সেনবাহিনীর নিকটও প্রশ্ন করিলেন, বিলকীস কি প্রশ্ন করিয়াছে? তাহারা ঐ একই উত্তর করিলেন। অর্থাৎ সকলেই ঐ দ্বিতীয় প্রশ্নটির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ঐ এইভাবে ঐ জটিল প্রশ্নের উত্তর দান হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল।

রাবী বলেন, শয়তানরা পরস্পর প্রশ্ন বলিল, সুলয়ায়মান বিলকীসকে নিজের জন্যই পছন্দ করিয়াছেন। যদি তাহাদের মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে চিরকালই আমাদের তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করিতে থাকিতে হইবে। রাবী বলিলেন, অতঃপর তাহারা

একটি কাঁচের প্রাসাদ নির্মাণ করিল। অতঃপর বিলকীসকে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলা হইল। বিলকীস কাঁচের প্রাসাদ দেখিয়া উহাকে পানির একটি হাউয দেখিয়া মনে করিয়া বসিলেন এবং পায়ের গোছা উম্মুক্ত করিলেন। এমন সময় উহাকে পশম যুক্ত দেখা গেল। সুলায়মান (আ) উহা দেখিয়া বলিলেন, ইহা তো কুৎসিত। ইহা দূর করিবার উপায় কি? তাহারা বলিল, উস্তরা দ্বারা দূর করা যাইবে। তিনি বলিলেন, উস্তরার চিহ্ন ও কুৎসিত। ইহার পর তাহারা নওরা প্রস্তুত করিল। নওরা সর্বপ্রথম তখনই প্রস্তুত করা হয়। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি মুনকার এবং বড়ই গরীব। সম্ভবত আতা ইবন সায়িব (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নামে ভুল রিওয়ায়েত করিয়াছেন। খুব সম্ভব ইহা আহলে কিতাবের দফতর হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং কা'ব এবং ওহ্‌ব মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এই ধরনের ঘটনা কোন রকমই নির্ভরযোগ্য নহে। বনী ইসরাঈল নিত্য নতুন তাহাদের ধর্মে নিত্য নতুন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিত। আল্লাহ্ তাহাদের ঐ সকল বর্ণিত বিষয়ে প্রতি আমাদিগকে মুখাপেক্ষী করেন নাই তিনি তো আমাদিগকে বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট কিতাব দান করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল ইসরাঈলী রিওয়ায়েতের কোন প্রয়োজন নাই।

প্রকাশ থাকে صرح শব্দের অর্থ মহল, এবং সুউচ্চ প্রাসাদ। যেমন ফির'আউন তাহার উযীর হামানকে বলিয়াছিল ঃ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الاَسْبَابَ আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। এখানে আয়াতে উল্লিখিত صرح দ্বারা 'ইয়ামান' এর সুউচ্চ মহল। الممرّد অর্থ মযবুত. قَوَارِيْرَ অর্থ কাঁচ। আয়াতের মর্ম হইল, হযরত সুলায়মান (আ) রাণী বিল্‌কীসের সম্মুখে তাঁহার শান শওকত ও প্রতাপ প্রকাশের জন্য একটি বিরাট কাঁচের হাউয নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিলকীস যখন তাঁহার শান শওকত ও প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিলেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুগত হইলেন এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে নবী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করিয়াছি। আমি কুফর করিয়াছি, আমি শিরক করিয়াছি এবং আমি আমার কাওম সকলেই সূর্যের পূজা করিয়া বড়ই অবিচার করিয়াছি।

وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আর সুলায়মান(আ)-এর সহিত মহান রাব্বুল আলামীনের অনুগত হইয়াছি। অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে একমাত্র ইলাহ মানিলাম, যিনি সৃষ্টিকর্তা।

٤٥. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا
هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ٭

٤٦. قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا
تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٭

٤٧. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طٰئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ
قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ٭

অনুবাদ ঃ (৪৫) আমি অবশ্যই সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদিগের ভ্রাতা সালেহ্‌কে পাঠাইয়াছিলাম, এই আদেশসহ তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কিন্তু উহারা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিতর্কে লিপ্ত হইল। (৪৬) সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা কোন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ কেন? তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার। (৪৭) উহারা বলিল, তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমাদিগের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইতেছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতি এবং তাহাদের নবীর সহিত তাহারা যেই আচরণ করিয়াছিল, উল্লেখিত আয়াতে উহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। হযরত সালিহ্ (আ) তাঁহার কাওমকে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আহবান করিয়াছলেন। فَاِذَا هُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ কিন্তু তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুই দল দ্বারা মু'মিন ও কাফির বুঝান হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ
مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ـ

"তাঁহার কাওমের অহংকারী সর্দারগণ মু'মিনদিগকে যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত বলিল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালিহ তাঁহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত। তাহারা বলিল, আমরা তো তাঁহার নিকট প্রেরিত বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী। অহংকারী কাফিররা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ আমরা তো উহাকে অস্বীকার করি"। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৫-৭৬)

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۔

সালিহ (আ) বলিলেন, হে আমার কাওম! তোমার নেকীর পূর্বে বির্পয়ের জন্য ব্যস্ত হইতেছ না কেন? অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র রহমত না চাহিয়া তাহার শাস্তি কামনা করিতেছ কেন?

لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ قَالُوْا اطَّيَّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۔

"তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে অশুভ ও কুলক্ষণে মনে করি"। অর্থাৎ তোমার ও তোমার সাথীদের মুখমণ্ডলে কোন কল্যাণ প্রত্যক্ষ করি না। বস্তুতঃ সামূদ জাতির যে কোন ব্যক্তি কোন বিপদে ও বিপর্যয়ের পতিত হইলে তাহারা এই কথা বলিত, এই বিপর্যয় সালিহ্ ও তাঁহার অনুসারী পক্ষ হইতে আসিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, সামূদ কাওম হযরত সালিহ্ ও তাঁহার অনুসারীগণকে অশুভ মনে করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۔

"যখন তাহাদের নিকট উত্তম বস্তুর আগমন ঘটে, তখন তাহারা বলে ইহা তো আমাদের জন্য ঘটিয়াছে আর যদি কোন বিপর্যয়ে পতিত হয় তবে তাহারা বলে, ইহা তোমার পক্ষ হইতে আসিয়াছে। তুমি বলিয়া দাও, সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে। তিনি সব কিছুই নির্ধারন করিয়াছেন"।

এক জনপদে আল্লাহ্র রাসূলের আগমন ঘটিবার পর তাহারা রাসূলগণের সহিত যেই বাক্যলাপ করিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সংবাদ করিয়া বলেন ঃ

قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ ۔

"তাহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে কুলক্ষণে মনে করিতেছি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্য আমরা তোমাদিগকে পাথর মারিয়া হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ

হইতে তোমাদের বড় কঠিন শাস্তি হইবে। তাহারা বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় তোমাদের সাথে জড়িত"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১৮-১৯) অর্থাৎ তোমাদের অপকর্মের দরুন আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন। হযরত সালিহ্ (আ) এর কাওম তাহাকে বলেন ঃ

اَطَّيَّرْنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

"আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীগণকে অশুভ লক্ষুণে মনে করিতেছি। হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমাদের বিপর্যয় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবধারিত"।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ বরং তোমরা এমন এক কাওম যাহাদিগকে আনুগত্য ও অবাধ্যতা দ্বারা পরীক্ষা করা হইবে। এই ব্যাখ্যা কাতাদাহ (র) পেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হইল, তোমাদিগকে তোমাদের গুমরাহী সত্ত্বেও ঢিল দেওয়া হইতেছে।

٤٨. وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ۝

٤٩. قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۝

٥٠. وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۝

٥١. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

٥٢. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۝

٥٣. وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ۝

অনুবাদ ঃ (৪৮) সেই দেশে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না। (৪৯) উহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্র নামে শপথ কর, আমরা রাত্রিকালেই তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব। অতঃপর তাঁহার অভিভাককে বলিব, নিশ্চয় তাঁহার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী (৫০) উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমি এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই। (৫১) অতএব দেখ উহাদিগের চক্রান্তের পরিণাম কি হইয়াছে? আমি অবশ্যই উহাদিগের ও উহাদিগের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি। (৫২) এই তো উহাদিগের ঘরবাড়ী সীমালংঘন হেতু, যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। (৫৩) এবং যাহারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল, তাহাদিগের আমি উদ্ধার করিয়াছি।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ সামূদ জাতির বিশিষ্ট নেতৃবর্গের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ লোকজনকে কুফর ও গুমরাহীর পথে আহবান করিত। এবং তাহাদের প্রতি প্রেরিত নবী হযরত সালিহ (আ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিত। এমন কি হযরত সালিহ (আ)-এর উষ্ট্রীকে হত্যা করিল এবং হযরত সালিহ (আ) ও তাঁহার পরিবার পরিজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে মাতিল। তাহারা তাঁহাকে আকস্মিক হত্যা করিয়া তাঁহার ওয়ারিসগণের নিকট সাফাই গাহিবে। বলিবে, তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ আর সামূদ জাতির শহরে নয় লোক ছিল يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ তাহারা যমীনে গোলযোগ সৃষ্টি করিত, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই নয়জন লোকই তাহারা ছিল যাহারা উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের মতে ও পরামর্শে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ নাযিল হউক। সুদ্দী (র) আবূ মালিকের মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন উষ্ট্রী হত্যাকারী ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ঐ নয় ব্যক্তির নাম (১) রা'মী (২)বু'আইস (৩) হারিম (৪) হুরাইস (৫) দাব (৬) সাওয়াব (৭) রায়াব (৮) মিস্তা (৯) কুদার ইব্ন সালিফ এই ব্যক্তি নিজ হাতে উষ্ট্রী হত্যাকারী। فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ اِذَا نْبَعَثَ اَشْقَاهَا এর মধ্যে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবদুর রহমান (র) ইয়াহইয়া ইব্ন রাবী'আ সানআনী (র) সূত্রে আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মদীনায় নয় জন ব্যক্তি ছিল যাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিত না। তাহারা প্রচলিত দিরহাম কাটিয়া লইত এবং

পরে উহা দ্বারা লেন দেন করিত। ইহাও এক প্রকার ফাসাদ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, কর্তন করাও যমীনে ফাসাদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ দাউদ ও অন্যান্য কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রা হইতে কর্তন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য বিশেষ কোন অসুবিধা দূর করিবার জন্য পাবে। মোটকথা ঐ সকল কাফিরদের মধ্যে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিবার দোষ বিদ্যমান। যেইভাবে হোক তাহারা ফাসাদ সৃষ্টি করিতে দ্বিধাবোধ করিত না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ ـ

তাহারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া বলিত, আমরা অবশ্যই রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, কিন্তু সামূদ জাতি হযরত সালিহ্ (আ) হত্যা করিবার জন্য শপথ করিলেও তাহারা উহাতে সফল হইতে পারে নাই বরং তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, একদা তাহারা হযরত সালিহ্ (আ) কে আকস্মিক হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। হঠাৎ তাহাদের উপর এক মস্ত বড় পাথর পড়িল এবং তাহাদের মাথা চুর্ণ বিচুর্ণ হইল।

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই সকল লোক উষ্ট্রী হত্যা করিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃসাহসিকতার সহিত বলিল, আমরা হঠাৎ সালিহ ও তাঁহার পরিবারের লোকজনকে রাত্রিকালে হত্যা করিব। অতঃপর তাঁহার ওয়ারিসদিগকে বলিব, আমরা তাঁহার হত্যাকালে উপস্থিত ছিলাম না। আর এই সম্পর্কে কিছুই জানি না। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ঐ নয় ব্যক্তি উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পর বলিল, চল আমরা সালিহ্‌কে হত্যা করিয়া আসি। যদি সে সত্যি নবী হইয়া থাকে তবে তো আমরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিব না। আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাঁহার উষ্ট্রীর সহিত তাহাকেও শেষ করিয়া দিব। অতঃপর তাহাকে হত্যা করিবার জন্য তাহারা রাত্রিকালে আসিল, কিন্তু ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে পাথর মারিয়া তাহাদের মাথা চুর্ণ বিচূর্ণ করিলেন।

তাহাদের কাওমের লোক যখন তাহাদের প্রর্তাবর্তনে বিলম্ব দেখিল তখন তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-এর ঘরে আসিল। এবং দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সকলেই মাথা চুর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে। তাহার হযরত সালিহ্ (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ? অতএব তাহারাও হযরত সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু হযরত সালিহ (আ)-এর বংশের লোকেরা অস্ত্র সজ্জিত

হইয়া উহার মুকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা ঐ সকল লোক জনকে বলিত, তোমরা উহাকে কখনও হত্যা করিতে পারিবে না। সালিহ্ (আ) তোমাদের নিকট তিন দিনের মধ্যে আযাব আসিবার ওয়াদা করিয়াছেন। যদি তিনি সত্য হন তবে তো তাহাকে হত্যা করিতে গিয়ে তোমরা আল্লাহ্র আরো অধিক ক্রোধানলে পড়িবে। আর যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে এই তিন দিন পরে তোমরা তাঁহার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার সহিত তোমরা যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে। সেই রাত্রেই তাঁহারা চলিয়া গেল।

আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ঐ সকল লোকজন যখন উষ্ট্রীকে হত্যা করিল, তখন হযরত সালিহ্ (আ) তাহাকে বলিলেন ঃ

اَيَّامٍ

تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ -

"তোমরা তোমাদের ঘরে তিন দিন পর্যন্ত ভোগ করিতে থাক। ইহা একটি সত্য ওয়াদা। যাহা বাস্তবায়িত হইবে"। তাহারা বলিল, সালিহ্ (আ)-এর ওয়াদা তো তিন দিন পরে বাস্তবায়িত হইবে। আস আমরা উহার পূর্বেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলি। পাহাড়ে হযরত সালিহ্ (আ)-এর একটি মসজিদ ছিল। ঐ সকল লোকজন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য রাত্রিকালে পাহাড়ের ঐ গুহায় পৌছিল। তাহারা বলিল, সালিহ্ (আ) যখন সালাতের জন্য মসজিদে রওনা হইবেন, তখন পথেই আমরা তাঁহাকে হত্যা করিব। তাহারা যখন পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে লাগিল, তখন উপর হইতে একটি পাথর গড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর পড়িবার উপক্রম হইল। তখন তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। পাথর গড়াইয়া গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল এবং তাহারা গুহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহার কাওমের লোকজন আর জানিতে পারিল না, তাহারা কোথায় আছে আর তাহার পক্ষেও জানা সম্ভব হইল না যে তাহাদের কাওমের সহিত কি আচরণ করা হইল? আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে গুহার মধ্যে ও বাহিরে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিলেন এবং হযরত সালিহ্ (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ সম্পূর্ণ নিরাপদ রহিলেন।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّ مَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ - فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ -

"তাহারা ধোঁকাবাজীর কাজ করিল আর আমি ও উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিলাম। অথচ, ইহার পূর্বে কিছুই টের পাইল না। তাহাদের ধোঁকার পরিণতি যে কি তাহা তুমি দেখ। আমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের কাওমের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি। এই তাহাদের ঘর বাড়ী বিরান পড়িয়া আছে"।

بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

তাহাদের যুলুম এর কারণে তাহাদের অশুভ পরিণতি। জ্ঞানীজনদের নিকট অবশ্যই ইহাতে নির্দশন রহিয়াছে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল পরহেযগারী করিয়াছিল আমি তাহাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিয়াছি।

٥٤. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝

٥٥. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ۝

٥٦. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝

٥٧. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

٥٨. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৫৪) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা জানিয়া শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ ? (৫৫) তোমরা কামতৃপ্তির জন্য নারীকে ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে ? তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায় (৫৬) উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, লূত পরিবারকে তোমাদিগের জনপদ হইতে বহিষ্কার কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে। (৫৭) অতঃপর তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করিলাম। তাঁহার স্ত্রী ব্যতিত, তাহাকে করিয়াছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভূক্ত। (৫৮) উহাদিগের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করিলাম। যাহাদিগকে ভীতিপ্রদর্শন করা হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা হযরত লূত (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, হযরত তাঁহার কাওমকে এক অতি নির্লজ্জ কর্মকান্ডের শাস্তি হইতে সতর্ক করিয়াছিলেন। তাহারা এমনই অশ্লীল কাজ করিত যাহা পূর্বে কোন মানুষ করিয়াছে বলিয়া জানা নাই। আর তাহা হইল, পুরুষে-পুরুষে, স্ত্রীতে-স্ত্রীতে কাম চরিতার্থ করা। হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমকে বলিলেন ঃ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ তোমরা কি সকলের

সম্মুখে অশ্লীল কাজ করিবে? أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ তোমরা কি কামাতুর হইয়া স্ত্রীলোক বাদ দিয়া পুরুষের কাছে আসিবে। بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ বরং তোমরা তো বড়ই মূর্খগোষ্ঠি। কোনটি স্বভাবসম্মত আর কোনটি শরীয়াতসম্মত কিছুই বুঝ না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۔

"তোমরা কি পুরুষের কাছে আস? আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যেই স্ত্রীলোক সৃষ্টি করিয়াছেন উহা ছড়িয়া দাও? বস্তুতঃ তোমরা সীমাঅতিক্রমকারী কাওম"।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۔

হযরত লূত (আ)-এর কাওমের জবাব ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, লূতকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দাও। তাহারা তো বড়ই পাক পবিত্র লোক। তাহারা তোমাদের মত এই কাজ করিতে চাহে না। তোমাদের সহিত তোমাদের সম্পর্ক নাই। অতএব তোমাদের এই বসতি হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া দাও। তাহারা এই রূপ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু উহার পূর্বেই আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلاَّ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۔

অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করিলাম। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্যে থাকিয়া যাওয়ার স্থির সিদ্বান্ত করিলাম। অর্থাৎ তাঁহার কাওমের অন্যান্য লোকদের সহিত তাহাকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। সেও তাহাদের ধর্মের অনুসারী ছিল। তাহারা যেই অশ্লীল কাজ করিত। সেও উহা পসন্দ করিত ও উহার সমর্থন করিত। হযরত লূত (আ)-এর বাড়ীতে যেই সকল মেহমানের আগমন ঘটিত তাহাদের সংবাদ তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিত। তবে সে নিজেই অশ্লীলতা অংশগ্রহণ করিত না।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا আর আমি তাহাদের উপর ঐ অপরাধে কঠিন বৃষ্টিবর্ষণ করিয়াছি। অর্থাৎ পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। যাহা আল্লাহ্র নিকট চিহ্নিত ছিল।

فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল যাহাদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা রাসূলের বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাহাদিগকে দেশান্তরিত করিবার সিদ্বান্ত গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের উপর বর্ষণ বড়ই নিকৃষ্ট ও মারাত্মক।

৫৯. قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٠

৬০. اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৫৯) বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ্,-না উহারা যাহাদিগকে শরীক করে (৬০) বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হইতে তোমাদিগের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি উহা দ্বারা উদ্যান সৃষ্টি করি। উহার বৃক্ষাদি উদ্‌গত করিবার ক্ষমতা তোমদিগের নাই। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবু উহার এমন এক সম্প্রদায় যাহারা সত্য বিচ্যুত হয়।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে যেই অনন্ত অসীম দান করিয়াছেন এবং তিনি যে মহান গুণাবলীর অধিকারী এই কারণে তাঁহার রাসূলকে প্রশংসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। এবং তাঁহার প্রিয় মনোনীত বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি সালাম করিতে ও নির্দেশ দিয়াছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণ দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের উদ্দেশ্য। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"তোমার মহামান্য প্রতিপালক তাহাদের অপবাদ হইতে পবিত্র। আর আম্বিয়ায়ে কিরামগণের প্রতি সালাম এবং মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য সমস্ত প্রশংসা"। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৮১-৮২)

ইমাম সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিবর্গ হইলেন, হযরত মুহাম্মদ (আ) এর সাহাবায়ে কিরাম। হযরত আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। তবে পূর্ব বর্ণিত ব্যাখ্যা এবং এই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ সাহাবায়ে কিরাম যখন আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা তখন আম্বিয়ায়ে কিরামগণ ও আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দা সেই কোন প্রশ্ন উঠে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত বান্দাগণের আযাব ও শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে সাহায্য সহায়তা করিয়াছেন, অপরপক্ষে তাঁহার শত্রুদিগকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াছেন। অতএব তিনি তাঁহার রাসূল ও তাঁহার অনুসারীগণকে আল্লাহ্র প্রশংসা করিতে, তাঁহার মনোনীত বান্দাগণকে সালাম করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবূ বকর ইব্ন বায্যার (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উমারাহ (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র মনোনীত বান্দাগণ' হইলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবায়ে কিরাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছেন।

اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ। আচ্ছা বলতো দেখি, আল্লাহ্ উত্তম, না কি ঐ বস্তু যাহাকে তাহারা শরীক করিতেছে ? অর্থাৎ মুশরিকদের শিরক করা আদৌ উচিৎ নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, এবং যাবতীয় বস্তুর ব্যবস্থাকারী কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْض আচ্ছা বলতো দেখি, এই সুউচ্চ আসমান এবং উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ ও গ্রহসমূহ এবং যমীন ও উহার মধ্যে অবস্থিত পাহাড় পর্বত, নদীনালা, সাগর, মহাসাগর ও বন জংগল, বৃক্ষরাজী ও উহাতে সৃষ্ট নানা বর্ণের নানা সাদের ফল ফলাদি ও নানা প্রকার জীবজন্তু ইত্যাদি কে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۔

আর কেই বা তোমাদের জন্য আকাশ হইতে পানিবর্ষণ করিয়া আল্লাহ্র বান্দাগণের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন।

فَاَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۔

অতঃপর আমি (আল্লাহ) উহা দ্বারা সৌন্দর্যময় বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করিয়াছি। مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا অথচ, উহার একটি গাছও তোমাদের পক্ষে উৎপাদন করা সম্ভব নহে। কেবল যিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, তাহার পক্ষেই সম্ভব, কোন প্রতীমা কিংবা অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। মুশরিক ও পৌত্তলিকরা ও এই বাস্তবকে স্বীকার করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهَ ۔

"যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে, তবে অবশ্যই তাহারা বলিবে 'আল্লাহ্'।"

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَحْيَابِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهَ ۔

যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আকাশ হইতে কে পানি বর্ষণ করিয়াছেন? অতঃপর উহা দ্বারা যমীনকে সজিব করিয়াছেন, তাহারা বলিবে, 'আল্লাহ'। অর্থাৎ তাহারা এই বিষয়ে কোন মতপ্রার্থক্য করে না যে, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কেবল 'আল্লাহ্'। অথচ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতার সহিত ঐ সকল বস্তুকে শরীক করে যাহারা না কিছু সৃষ্টি করিতে পারে আর রিযিক দিতে সক্ষম। অতএব কেবল সেই মহান সত্তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ইবাদতের যোগ্য কেবল তিনিই আর কেহ নহে।

আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهُ বল তো দেখি, আল্লাহ্‌র সহিত কি কোন উপাস্য আছে, যাহার ইবাদত করা যাইতে পারে ? অথচ, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কেবল আল্লাহ্ই। অতএব অন্য কাহার ও ইবাদত হইতে পারে না।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ "যেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাকে কি ঐ বস্তুর সমতুল্য করা যাইতে পারে। যাহা সৃষ্টি করিতে পারে না"।

اَمَّنْ خَلَقَ اَلسَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ এখানে اَمَّنْ আসলে ছিল اَمَنْ يَفْعَلُ هٰذَهِ اَلْاَشْيَاءَ كَمَنْ لَايَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ مِّنْهَا অর্থাৎ যেই সত্তা এই সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি সেই বস্তুর মতই হইতে পারে না যাহা ঐ সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। এখানে বাক্যের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ لَمَنْ الخ যদিও উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু আলোচনার ভঙ্গিতে ইহা সহজে বুঝা যায়। اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ্ কি উত্তম? না কি যেই বস্তু তাহারা শরীক করিতেছে উহা? অনুরূপ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ বরং তাহারা এমন কাওম যাহারা অন্য বস্তুকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করে। এই সকল আয়াত দ্বারা উপরের অর্থটি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهِ

বলতে দেখি যেই ব্যক্তি রাত্রির প্রহর সমূহকে সিজ্‌দায় রতাবস্থায় ও দণ্ডায়মান হইয়া আখিরাতে আল্লাহ্‌র ভয়ে ও তাঁহার রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে সে কি ঐ লোকের মত হইতে পারে যাহার মধ্যে এই গুণাবলী নাই? (সূরা যুমার ঃ ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوْا اُولُوا الْاَلْبَابِ -

"তুমি বল, যেই ব্যক্তি জানে আর যাহারা জানে না, তাহারা সমান হইতে পারে ? উপদেশ কেবল জ্ঞান লোক জনই গ্রহণ করে"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আল্লাহ্ যাহার অন্তরকে ইস্‌লামের জন্য খুলিয়া দিয়াছেন সে তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে নূর প্রাপ্ত হইয়াছে, যে ঐ নূর হইতে বঞ্চিত ব্যক্তির সমান নহে। অতএব আল্লাহ্‌র যিকির হইতে যাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইয়া আছে, তাহার জন্য ধিক্কার। তাহারা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। অনুরূপ আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ـ

যেই মহান সত্তা সকলের কর্মকাণ্ড উঠাবসা চলাচল সম্পর্কে অবহিত, তিনি ঐ বস্তুর সমান হইতে পারেন, যাহা ঐ সকল গুণাবলীর শূন্য। তাহাদের উপাস্য প্রতীমা সমূহের মধ্যে না দেখিবার ক্ষমতা আছে আর না শ্রবণ ক্ষমতা আছে। আর না 'ইল্‌ম' এর অধিকারী। এখানে আলোচ্য আয়াতসমূহে ও ইহাই উল্লেখ করা হইয়াছে। উপাস্য ও মা'বূদ হইবার জন্য যেই সকল গুণাবলী প্রয়োজন উহা কেবল আল্লাহ্‌র মধ্যে রহিয়াছে আর যেহেতু মুশরিকদের অন্যান্য উপাস্য ও প্রতীমাসমূহে ঐ সকল গুণাবলী নাই। অতএব তাহারা মা'বূদ ও উপাস্য হইতে পারে না।

٦١. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ أَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ বরং তিনি যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসপোযোগী এবং উহার মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদীনালা এবং স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়, আল্লাহ্‌র সহিত অন্য ইলাহ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই জানে না।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا আচ্ছা, যেই মহান সত্তা যমীনকে স্থীর করিয়াছেন, উহা না নড়াচড়া করে না উহা প্রকম্পিত হইতে থাকে। এইরূপ হইলে তো উহাতে শান্তির সহিত বসবাস করা সম্ভব হইতে না। বরং আল্লাহ্‌র স্বীয় অনুগ্রহে যমীনকে বিছানা সমতুল্য করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً .

“আল্লাহ্ তা‘আলা সেই মহান সত্তা যিনি যমীনকে স্থীর করিয়াছেন এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন”। (সূরা মু’মিন ঃ ৬৪)

وَجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا আর উহার মধ্যে মিষ্টি পানির নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনটি বড় আর কোনটি ছোট, কোনটি পূর্ব পশ্চিমে এবং কোনটি উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ যেই দেশে যেই অঞ্চলে যেই রূপ প্রয়োজন ও সেই দেশে সেই অঞ্চলে সেইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়াছেন।

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ আর যমীনের জন্য অর্থাৎ যমীনকে স্থির রাখিবার জন্য সুউচ্চ পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا আর দুই সমুদ্রের মাঝে অর্থাৎ মিষ্ট ও লবণাক্ত পানির দুইটি মিলিত সমুদ্রের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা মিষ্ট ও তিক্ত পানি একটি অন্যটির সহিত মিশ্রিত হইতে না পারে। আল্লাহ্ তিক্ত পানি ও মিষ্টি পানি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এক প্রকার পানি অন্য প্রকার পানির সহিত মিশ্রিত হইলে, সেই উদ্দেশ্য সফল হয় না। জনবসতীর মধ্যে প্রবাহিত নদীনালা ও নহর সমূহের পানি মিষ্টি উহার উদ্দেশ্য হইল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী উহা হইতে পান করিবে এবং বাগান, গাছপালা ও ক্ষেত খামারের সেচকার্যের সমাধা করা হইবে। অপরপক্ষে লবণাক্ত পানির সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া। উহার পানি লবণাক্ত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য হইল, যেন ঐ সকল সমুদ্র হইতে বায়ু পৃথিবী অন্যান্য সকল এলাকার বায়ুকে নষ্ট হইতে রক্ষা করিতে পারে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ـ

“সেই মহান দুইটি সমুদ্রকে একত্রিত করিয়াছে একটি সুমিষ্ট অন্যটির পানি লবণাক্ত কিন্তু উভয়ের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন”। (সূরা আল-ফুরকান ঃ ৫৩) এই পানির নহর ও সমুদ্র করা ও দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত পানির সমুদ্রকে একত্রিত করি ও উহার মাঝে সুক্ষ্ম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো আছে? অতএব আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ। আল্লাহ্‌র সহিত এমন কোন উপাস্য আছে কি যে এই রূপ মহা ক্ষমতার অধিকারী।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাহাদের অধিকাংশই জানে না।

٦٢. اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَآءَ الْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৬২) বরং তিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাহাকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্য গ্রহণ করিয়া থাক।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষের উপর যখন বিপদ অবতীর্ণ হয়, বিপদগ্রস্ত তখন ডাকা হয় বিপদ মুক্তির জন্য তখন তাঁহার নিকট ফরিয়াদ করা হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّآ اِيَّاهُ ۔

"আর সমুদ্রে যখন তোমরা বিপদগ্রস্ত হও, যখন আল্লাহ্ ব্যতিত তোমরা সকল উপাস্যকে ভুলিয়া যাও"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْاَرُوْنَ "অতঃপর যখন তোমরা বিপদগ্রস্থ হও তো তাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ অর্থাৎ অসহায়কে আশ্রয়দাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী সেই আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) আবূ তামীমা আল-জায়মী, বাল্ হাজীম গোত্রীয় রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম اِلاَمَ تَدْعُوْا কাহার নিকট ফরিয়াদ ও দু'আ করিব? তিনি বলেন, কেবল সেই মহান আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিবে, যিনি তিনি বিপদগ্রস্ত হইবার পর তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি বিপদমুক্ত করেন। জনমানবহীন কোন বিশাল জংগলে কিছু হারাইয়া দু'আ করিলে, তিনি উহা ফিরাইয়া দেন। দুর্ভিক্ষের দু'আ করিলে যিনি উৎপাদন করিয়া দুর্ভিক্ষ দূর করিয়া দেন। রাবী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিলাম, اَوْصِى আমাকে কিছু অসিয়্যত করুন। তিনি বলিলেন ঃ কাহাকে গালি দিও না, কোন ভাল কাজকে হাল্‌কা মনে করিও না, যদি কোন মুসলমান ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাই হউক না কেন, কোন পিপাসিত ব্যক্তিকে তোমার পাত্র হইতে পানি পান করান ইউক না কেন? আর পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত তুমি লুংগি পরিধান করিবে নচেৎ পায়ের গিরা পর্যন্ত। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কারণ পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা অহংকারের আলামত। আর আল্লাহ্ তা'আলা অহংকারকে পসন্দ করেন না।

হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) অন্য এক সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে ঐ সাহাবীর নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আফ্‌ফান (র) ..... জাবির ইব্‌ন সুলায়মান হুজাইমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলাম, তখন তিনি চাদর জড়াইয়া ছিলেন, উহার একটি আঁচল তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ কে? তিনি নিজের প্রতি ইংগিত করিলেন, আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জংগলে বসবাসকারী লোক, স্বভাবে কিছু কঠোরতা আছে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, কোন ভাল কাজকে ক্ষুদ্র ধারণা করিবে না, যদি ও উহা তোমার ভাইয়ের সহিত হাসিমুখে সাক্ষাৎ হউক না কেন ? যদিও উহা তোমার পাত্র হইতে কোন পিপাসিত ব্যক্তি পানি পান করান হউক না কেন। যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয়, তবে তুমি উহাকে গালি দিও না। কারণ, ইহাতে তাহার গুনাহ হইবে, কিন্তু তোমার সাওয়াব হইবে। পায়ের গীরার নিচে লুংগি পরিধান করা হইতে বিরত থাকিবে। কারণ, ইহা অহংকার আর অহংকারকে আল্লাহ পসন্দ করেন না। রাবী বলেন, ইহার পর হইতে আর কখনও কাহাকেও আমি গালি দেই নাই। এমন কি ছাগল কিংবা কোন উটকেও গালি দেই নাই। ইমাম আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ সালিহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রোগাক্রান্ত হইলে তাঊস (র) আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান। আপনি আমার জন্য দু'আ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি নিজেই তোমার জন্য দু'আ কর, কারণ আল্লাহ্ রোগাক্রান্ত অসহায় ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন। ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আমি পূর্ববতী আসমানী কিতাবে ইহা পাঠ করিয়াছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমার ইজ্জতের কসম, যেই ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, আমি তাহার জন্যই অবশ্যই বাঁচিবার পথ বাহির করিয়া দিব। যদিও আসমান ও যমীনের সারা মাখলূক তাহার বিরোধী হউক না কেন। আর যেই ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে না আমি তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিব এবং শূন্যে তুলিয়া তাহার নিজের প্রতিই তাহাকে সমর্পণ করিব"।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) তাঁহার গ্রন্থে এক ব্যক্তির একটি আশ্চার্যজনক ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন, আবু বকর ইব্‌ন দাঊদ দীনূবী (র)। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তি আমার নিকট তাহার ঘটনা এই রূপ বর্ণনা করিয়াছে, আমি আমার খচ্চরে আরোহন করিয়া দামেস্ক হইতে যায়দানী পর্যন্ত মানুষ পৌছাইয়া দিতাম। একবার এক ব্যক্তি আমার খচ্চরের উপর আরোহণ করিল, আমি একটি পথ ধরিয়া তাহাকে লইতে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু লোকটি আমাকে অন্য পথে চলিতে বলিল, সেই এই পথ

সহজতর নিকটবর্তী। কিন্তু আমি অস্বীকার করিলে সে ঐ পথ নিকটবর্তী ও সহজ বলিয়া পুনরায় ঐ পথ ধরিয়া চলিতে বলিল। অতএব আমি তাহার দেখান পথে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু চলিতে চলিতে একটি গভীর বনে পৌছাইয়া গেলাম। সেখান এক ভয়ানক দৃশ্য আমার নজরে পড়িল। বহু মৃতের লাশ সেখানে পড়িয়া আছে। লোকটি আমাকে খচ্চর থামাইতে বলিল। আমি খচ্চর থামাইলে সে নামিয়া পড়িল। অতঃপর সে তাহার কাপড় চোপড় আটিয়া পরিধান করিল এবং একটি ছুরি বাহির করিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আমি ছুটিয়া পালাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। আমি আল্লাহ্র কসম দিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাইলাম, তাহাকে বলিলাম, তুমি আমার খচ্চর ও মাল লইয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, মাল তো আমারই তবে তোমাকে হত্যা করিব। আমি তাহাকে আল্লাহ্র শাস্তির ভয় দেখাইলাম। আমি তাহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলাম, তুমি আমাকে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করিবার অনুমতি দাও। সে বলিল, জল্দি কর। আমি সালাত পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম কিন্তু আমার মুখে কুরআনের একটি হরফও উচ্চারিত হইল না। আমি হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, হঠাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহে আমার মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হইল।

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ এমন সময় একজন অশ্বারোহী ঐ জংগল হইতে দ্রুত আসিল। তাহার হাতে একটি বর্শা ছিল সে উহা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। বর্শাটি নির্ভূলভাবে তাহার বক্ষস্থলে গিয়া লাগিল এবং সেই মুহূর্তেই পড়িয়া গেল। আমি অশ্বারোহীকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি সেই মহান সত্তার প্রেরিত দূত। যিনি কোন অসহায় ব্যক্তি তাহার নিকট দু'আ করিলে তিনি উহা কবুল করেন। এবং বিপদ হইতে রক্ষা করেন। লোকটি বলিল, আমি তখন আমার খচ্চরও বোঝা লইয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম।

ফাতিমা বিনতে হাসান উম্মে আহমাদ আজীলীয়াহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক যুদ্ধে মুসলমানগণ কাফিরদের হাতে পরাজিত হইল। অতঃপর একটি উত্তম ঘোড়া তাহার মুনিবকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঘোড়ার একজন ধনী বুযুর্গ ছিলেন, তিনি ঘোড়াটিকে বলিলেন, তোমার কি হইল কি ? এই রূপ পরিস্থিতির জন্য তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। তখন ঘোড়াটি বলিল, আমি এইরূপ কেন করিব না? আপনি আমার খাইবার যেই ঘাস দিতেন উহা হইতে আমাকে খুবই কম খাইতে দিত। তখন ঐ বুর্যর্গ বলিলেন, আল্লাহ্র শ্পথ! করিয়া বলিতেছি, আজ হইতে আমি আমার তত্ত্বাবধানের রাখিয়া তোমাকে ঘাস খাইবার ব্যবস্থা করিব। ইহা শুনিয়া ঘোড়াটি দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল। ইহার পর হইতে ঘোড়ার মালিক ঘোড়াইটিকে নিয়মিত ঘাস খাওয়াইত। কিন্তু এই ঘটনাটি চতুর্দিকে অধিক প্রসিদ্ধ লাভ করিল। এবং লোকজন তাহার নিকট ঘটনাটি

যাচাইয়ের জন্য আগমন করিত। ধীরেধীরে ঘটনাটি রূম সম্রাটের নিকট পৌঁছিয়া গেল, তিনি ঐ বুযুর্গকে নিজের শহরে উপস্থিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। একবার এক ধর্মত্যাগী মুরতাদ ব্যক্তি এই কাজের জন্য নিয়োজিত করিলেন। সে যখন ঐ বুযুর্গের নিকট পৌঁছল। তখন সে নিজেকে একজন মুসলিম হিসাবে প্রকাশ করিল। বুযুর্গ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিলেন, একবার দুইজনে নদীর তীরে ভ্রমণে বাহির হইল। এই দিনে ঐ মুরতাদ ব্যক্তি ঐ বুযুর্গকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য রূম সম্রাটের সহিত যোগাযোগের রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। রূম সম্রাটের পক্ষ হইতে একজন একজন শক্তিশালী লোককে নদীর তীর হইতে ঐ বুর্গকে গ্রেফতার করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ঐ প্রেরিত ব্যক্তি যখন একত্রিত হইয়া তাহাকে গ্রেফতার করিতে উদ্যত হইল, তখন উক্ত বুযুর্গ আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করিয়া ফরিয়াদ করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমার সহিত ধোঁকাবাজী করিয়াছে। অতএব হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে উহাদিগের নিঃপিড়ন হইতে আপনার খাস আশ্রয় দান করুন। রাবী বলেন, অতঃপর বন হইতে দুইটি বাঘ বাহির হইল উভয়কে পাকড়াও করিল এবং লোকটি নিরাপদে চলিয়া গেল।

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ -

"আর তিনি তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিবেন"। এক জামাতের পর এক জামায়াতকে এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّايَشَاءُ كَمَاۤ اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ -

তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং তোমাদের স্থানে অন্য যাহাকে সৃষ্টি করিবেন। যেমন তোমাদিগকে অন্য কাওমের আওলাদ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৩৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الْاَرْضِ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ -

তিনিই তোমাদিগকে যমীনের প্রতিনিধি করিয়াছেন এবং কতক লোককে কতক লোকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। (সূরা আন'আম ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً -

আর তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাগণকে বলিলেন, আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিব। (সূরা বাকারা ঃ ৩০)

এমন লোক সৃষ্টি করিব যাহারা একের পর এক এই পৃথিবী আবাদ হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে একই সময়ে সৃষ্টি করিবেন না বরং এক জামাতের পর আর এক জামাতের সৃষ্টি করিবেন।

وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ও অনুরূপ মর্ম বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এক কাওমের পর অন্য কাওমকে, এক গোত্রের পর অন্য গোত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে একই সময় সৃষ্টি করিতে পারিতেন আর ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে একই সময়ে মৃত্যুদান করিতে পারিতেন। আর যদি এই রূপই ঘটিত তবে এই পৃথিবীতে মানুষের সংকুলান হইত না, তাহাদের রিযিকও সংকীর্ণ হইত। এবং পরস্পর একে অন্যের ক্ষতিগ্রস্ত হইত। আল্লাহ্ মহা জ্ঞানের অধিকারী তিনি সকল মানুষকে একত্রিত করিয়া সৃষ্টি করেন নাই বরং সর্বপ্রথম তিনি হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক ব্যক্তি হইতেই তিনি পরস্পর একের পর এক জামাত, গোত্র ও জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবেই এক সময় সকলেরই মৃত্যু হইবে এবং এক সময় কিয়ামত সংঘটিত হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে।

اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ـ

যেই সত্তা অসহায়ের দু'আ কবুল করেন, তাহাকে বিপদ ও বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন এবং তোমাকে সকলকে যমীনে একের পর এক সৃষ্টি করিবেন, আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কে আছে। তিনি ছাড়া আর কেহ এই রূপ গুণের অধিকারী নাই। অতএব আর কেহ ইবাদতেও আল্লাহ্র শরীক হইতে পারে না। قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ সরল সঠিক পথের প্রতি আল্লাহ্ উপদেশ গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম।

٦٣. اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ٠

অনুবাদ ঃ (৬৩) এবং তিনি যিনি তোমাদিগের স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহ আছে কি? উহারা যাহাকে শরীক করে আল্লাহ্ তাহা হইতে বহু ঊর্ধ্বে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَمَّنْ يَّهْدِيْكُمْ فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۔

বল তো জলে স্থলে ঘোর অন্ধকারে তোমাদিগকে পথ দেখান কে? অর্থাৎ সঠিক পথ পাওয়ার জন্য আকশে যমীনে কিছু এমন নির্দশন রাখিয়াছেন যাহার মাধ্যমে পথহারা লোক পথ পাইয়া বসে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ "আরো অনেক নির্দশন। যেমন নক্ষত্র দ্বারা তাহারা পথপ্রাপ্ত হয়"। (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۔

"আর তিনি মহান সত্তা যিনি নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন যেন ঘোর অন্ধকারে জল স্থলে তোমরা পথ পাইতে পার"। (সূরা আন'আম ঃ ৯৭)

وَمَنْ يُّرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ۔

আর কেই বা রহমত অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পূর্বে সুসংবাদ বহনকারী হাওয়া প্রেরণ করেন।

ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ تَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ বলতো দেখি আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক আছে কি? তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত যাহা কিছু শরীক করে তিনি উহা হইতে অনেক উর্ধে।

٦٤. اَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৬৪) বরং তিনি যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, যিনি তোমাদিগকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্ আছে কি? বল, যদি তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদিগের প্রমাণ পেশ কর।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই স্বীয় কুদরতে ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন এবং তিনি পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। এবং অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۔

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও বড়ই কঠিন। তিনি সূচনা করেন এবং পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন। (সূরা বুরূজ ঃ ১২-১৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ -

“তিনি সৃষ্টি সূচনা করেন ইহার পর পুনরায় ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে অধিক সহজ”। (সূরা রূম ঃ ২৭)

وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

আর কে-ইবা তোমাদিগকে আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়া আর যমীন হইতে উৎপাদন করিয়া তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

“ঐ আকাশের কসম যাহা বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং ঐ যমীনের কসম যাহা ফাটিয়া যায়”। (সূরা তারিক ঃ ১২-১৩)

অন্য আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِىْ الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا -

মহান আল্লাহ্ বৃষ্টির যেই পানি যমীনে প্রবেশ করে উহাও জানেন এবং যেই সকল ফসল যমীন হইতে উৎপন্ন হয় উহা তিনি জানেন। আর যাহা আসমান হইতে অবতীর্ণ হয় ও আসমান আরোহণ করে।(সূরা সাবা ঃ ২) বরকতময় পানি তিনি অবতীর্ণ করেন অতঃপর উহা একাধিক ঝর্ণায় যমীন প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে নানা প্রকার ফলমূল ও খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى النُّهٰى -

“তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের জীবজন্তুও চরাও অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য”। (সূরা তোহা ঃ ৫৪)

আর যেহেতু আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ এই সকল গুণাবলীর অধিকারী নহে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ যদি আল্লাহ্র সহিত তাঁহার ইবাদতে শরীক থাকে তবে উহার দলীল পেশ কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাক। এবং ইহা বাস্তব সত্য যে, তাহাদের দাবীর উপর কোন দলীল নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ -

আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে ডাকে তাহার নিকট ইহার কোন দলীল নাই। তাহার হিসাব-নিকাশ তাহার প্রতিপালকের কাছেই হইবে। বস্তুতঃ কাফিররা সফল হইবে না। (সূরা মু’মিনূন ঃ ১১৭)

٦٥. قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

٦٦. بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৫) বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং উহারা জানে না উহারা কখন পুনরুত্থিত হইবে। (৬৬) আখিরাত সম্পর্কে উহাদিগের জ্ঞান তো নিঃশেষ হইয়াছে, উহারা তো এ বিষয়ে সন্ধিগ্ধ, বরং এ বিষয়ে অন্ধ।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাঁহার নবী (সা) কে হুকুম করেন যে, তিনি সারা বিশ্বের মানুষকে এই শিক্ষা দান করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর কেহ-ই গায়েব জানে না। প্রকাশ থাকে যে, اِلاَّ اللّٰهُ। এর মধ্যে ইহা 'ইস্তিসনা মুনকাতী'। যেমন ঃ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ এর মধ্যে اِلاَّ هُوَ। 'ইস্তিসনা মুনকাতী' وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে অবস্থানকারীরা ইহা বুঝিতেও পারিবে না যে, কখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে এবং কখন তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثَقُلَتْ فِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ لاَ تَاْتِيْكُمْ اِلاَّ بَغْتَةً ـ

"কিয়মাত কবে সংঘটিত হইবে উহা আসমান যমীন ও উহার অধিবাসীদের জন্য অবহিত হওয়া বড় কঠিন। উহা তো আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইবে"। (সূরা আরাফঃ১৮৭)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

مَنْ زَعَمَ اَنَّهُ بِعِلْمٍ يَعْنِى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَايَكُوْنَ فِىْ الْغَدِ فَقَدْ اَعْظَمَ عَلَى اللّٰهَ لِاَنَّ اللّٰهِ تَعَالٰى يَقُوْلُ قُلْ لاَ يَعْلُمُ مَنْ فِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ

"যে ব্যক্তি এই কথা বলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকাল সংঘটিত বিষয়ে জানেন সে আল্লাহ্র উপর মস্তবড় মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহই গায়েব জানে না"।

কাতাদাহ (র) বলেন, মহান আল্লাহ্ এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জকে তিনটি বিষয়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আসমানের সৌন্দর্যের জন্য, উহা দ্বারা পথ পাইবার জন্য ও শয়তানকে আঘাত করিবার জন্য। যেই ব্যক্তি ইহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যোগ করিবে সে নিজের মত প্রকাশ করিল ভুল করিল। তাহার অংশ নষ্ট করিল ও যেই বিষয়ের তাহার জ্ঞান নাই অযথা উহার সম্পর্কে কষ্ট করিল। অনেক মূর্খ লোক এই সকল নক্ষত্র হইতে জ্যোতিষ বিদ্যা আবিষ্কার করিয়াছে। যেমন যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় বিবাহ করিবে, তবে এইরূপ এইরূপ হইবে। যেই ব্যক্তি অমুক নক্ষত্রের সময় সফর করিবে তাহার সফর এইরূপ হইবে। যে অমুক নক্ষত্রে সময় জন্মগ্রহণ করিবে, সে এইরূপ হইবে। আমার জীবনের শপথ! যে কোন নক্ষত্রের সময় কেহ কালো, কেহ সুন্দর, কেহ লম্বা ও কেহ খাট হইয়া থাকে। কোন নক্ষত্র, কোন পশুপাখী গায়েব জানে না। আল্লাহ্ তা'আলা এই ফয়সালা দিয়াছেন, আল্লাহ্ ছাড়া আসমান যমীনের কেহ গায়েব জানে না। তাহার ইহাও জানে না যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে। হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত।

بَلْ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا -

আখিরাত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান পরিশ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছে বরং তাহারা তো উহা সম্পর্কে অন্ধ কাহার ও সঠিক কোন জ্ঞান নাই। কেহ কেহ এখানে بَلْ اَدْرَكَ পড়িয়া থাকে। অথ تساوى علمهم আখিরাত সম্পর্কে সকলের জ্ঞান সমান। জিজ্ঞাসাকারী ও জিজ্ঞাসীত সকলেই আখিরাতের সঠিক জ্ঞান না থাকার বিষয়ে সমান। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জীবরাঈল (আ) কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, مَا الْمَسْؤُلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা এই বিষয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী নহেন।

আলী ইব্ন তাল্হা (র) হযরত আব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ادرك علمهم এর অর্থ غاب علمهم আখিরাত সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞান গায়েব হইয়াছে।

আতা খুরাসানী ও সুদ্দী (র) বলেন, আখিরাত তাহাদের জ্ঞান আখিরাতেই পরিপক্ক হইবে। কিন্তু তখন তাহাদের জ্ঞানের পরিপক্কতা কোন উপকারে আসিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا لٰكِنَ الظّٰلِمُوْنَ الْيَوْمَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ -

"ঐ সকল কাফির দল যখন আমার নিকট আসিবে তাহারা বড়ই শ্রবণকারী ও দর্শণকারী হইবে। কিন্ত ঐ যালিম আজও স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৮)

بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْهَا বরং তাহারা অর্থাৎ কাফিররা সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَرَضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَنْ لَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۔

আর তাহাকে তোমার পরওয়ারদিগারের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হইবে। তখন তিনি বলিবেন, যেমন প্রথমবার আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম ঠিক তেমনিভাবেই আমার কুদ্‌রতেই আমার নিকট তোমরা উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু তোমরা না বলিতে কিয়ামত কোন বস্তুই নহে? তোমাদের জন্যই কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। আলোচ্য আয়াতে ও আল্লাহ্ ইহাই বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ বরং তাহারা কিয়ামত সম্পর্কে অন্ধত্বের মধ্যে নিমজ্জিত তাহারা উহা সম্পর্কে মূর্খ ও অজ্ঞ।

٦٧. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ۰

٦٨. لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ۰

٦٩. قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ۰

٧٠. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৬৭) কাফিরা বলে, আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষের মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইয়া গেলেও কি আমাদিগকে কি পুনরুত্থিত করা হইবে? (৬৮) এই বিষয়ে আমাদিগের পূর্বপুরুষদেরকেও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। (৬৯) বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিণাম কি রূপ হইয়াছে (৭০) আর উহাদিগের সম্পর্কে তুমি দুঃখ করিও না এবং উহাদিগের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হইও না।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামত অস্বীকারকারী কাফির ও মুশরিকরা মৃত্যুর পরে শরীরের হাড্ডি ও মাটিতে পরিণত হইবার পর পুনর্জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে। অতএব কিয়ামত বলিতে কিছুর অস্তিত্বকেই তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে ঃ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَاءُنَا

مِنْ قَبْلُ ইহার ওয়াদা যেমন আমাদের নিকট করা হইতেছে, অনুরূপ ওয়াদা আমাদের পূর্বপুরুষগণের নিকটও করা ইয়াছিল। অথচ, আজ পর্যন্ত উহা সংঘটিত হয় নাই। اِنْ هٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ইহার কোন বাস্তবতা নাই, ইহা কেবল পূর্ববর্তীদের অলীক কাহিনী। যাহা অলীক কাহিনীতে পূর্ণ পুস্তক হইতে একে অন্যের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই জবাবে বলেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِىْ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি ঐ সকল কাফিরদের বলিয়া দাও, তোমরা কিয়ামতকে অস্বীকার করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছ। তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের ন্যায় অপরাধীদের পরিণতি প্রত্যক্ষ কর। তাহাদের প্রতি কত ভয়ানক শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা রাসূলগণকে মান্য করিয়াছে, তাঁহাদের অনুকরণ করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, নবীগণ সত্যবাদী এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছেন উহা সত্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্তনা দিয়া বলেন ঃ

وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُنْ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ

হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার আনীত বাণীকে যাহারা অস্বীকার করে তাহাদের প্রতি অনুতাপ করিও না, তাহাদের উপর চিন্তিত হইও না। আর তোমার সহিত যেই সকল ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত উহার কারণে মনঃক্ষুন্ন হইও না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সাহায্য করিবেন, তোমার দীনকে তোমার উপর বিজয়ী করিবেন।

٧١. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

٧٢. قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

٧٣. وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝

٧٤. وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

٧٥. وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

অনুবাদ ঃ (৭২) উহারা বলে, তবে বল কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে। (৭৩) বল, তোমরা যেই বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ, সম্ভবতঃ তাহার কিছু তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছে (৭৩) নিশ্চয়ই তোমাদিগের প্রতিপালক মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৭৪) উহাদিগের অন্তর যাহা কিছু গোপন করে এবং উহারা যাহা কিছু প্রকাশ করে, তাহা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। (৭৫) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে কিয়ামত অস্বীকার করে এবং বিদ্রুপ করিয়া উহা সম্পর্কে প্রশ্ন করে উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উহার আলোচনা করিয়াছেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

তাহারা বলে, কিয়ামতের এই ওয়াদা কবে সংঘটিত হইবে ? তোমরা ঠিক মত বল যদি সত্যবাদী হও। আল্লাহ্ তা'আলা উহার জবাবে বলেন ঃ

قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ تَسْتَعْجِلُوْنَ -

হে মুহাম্মদ! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যেই বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইতেছে, সম্ভবত উহার কিছু তোমাদের নিকটবর্তী। মুজাহিদ, যাহ্হাক, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا -

"তাহারা বলে, ঐ কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে ? তুমি বলিয়া দাও, সম্ভবত উহা তোমাদের নিকটবর্তী"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫১)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ -

"কাফিররা শাস্তির জন্য জলদি করিতেছে, অথচ, জাহান্নাম কাফিরদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে"। প্রকাশ থাকে যে, ردف ক্রিয়া এর صله لام ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু যেহেতু ردف ক্রিয়াটি عمل এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব উহার صله হিসাবে لام করা শুদ্ধ হইয়াছে। মুজাহিদ (র) হইতে এক রিওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْفَضْلٍ عَلَى النَّاسِ তোমরা প্রতিপালক মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল। তাহাদের অন্যায় অপরাধ করে সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে অসংখ্যা নিয়ামত দান করেন অথচ, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তাহা উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ -

তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ঐ সকল বস্তু জানেন, যাহা তাহাদের অন্তর গোপন করিয়া রাখে, আর উহা জানেন যাহা তাহারা প্রকাশ করে। অর্থাৎ গোপনীয় ও প্রকাশ্য তাহার নিকট উভয়ই সমান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ مِنَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ -

"তোমাদের মধ্যে হইতে যে গোপনে কথা বলে আর যে প্রকাশ্যভাবে কথা উভয়ই আল্লাহ্র নিকট সমান"। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفٰى আল্লাহ্ গোপনীয় বস্তু এবং অধিকতর গোপনকেও জানেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ সকল গোপন ও প্রকাশ্য বস্তুকেই সমানভাবে জানেন।

اَلاَحِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ -

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবকে তিনি জানেন। মানুষের কাছে যাহা গায়েব ও যাহা উপস্থিত সব কিছু সম্পর্কে তিনি অবহিত"। (সূরা হূদ ঃ ৫)

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِىْ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

আসমান যমীনের সকল গায়েব ও অদৃশ্য বস্তু সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِىْ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ اِنَّ ذَالِكَ فِىْ كِتٰبٍ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

"হে নবী! তোমার কি ইহা জানা নাই যে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তুকে জানেন। উহার সবকিছু কিতাবে বিদ্যমান। উহা আল্লাহ্র পক্ষে বড়ই সহজ"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭০)

٧٦. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

٧٧. وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

٧٨. اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ.

٧٩. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ.

٨٠. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ.

٨١. وَمَآ أَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৬) বনী ইসরাঈল, যেই সব বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদিগের নিকট বিবৃত করে। (৭৭) এবং নিশ্চয়ই ইহা মু'মিনদিগের জন্য হিদায়াত ও রহ্‌মত। (৭৮) তোমার প্রতিপালক নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহাদিগের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (৭৯) অতএব আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর। তুমি তো স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। (৮০) মৃতকে তুমি কথা শুনাইতে পারিবে না, বধীরকে পারিবে না আহবান শুনাইতে, যখন উহারা পিঠ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। (৮১) তুমি অন্ধদিগকে তাহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে পথে আনিতে পারিবে না। তুমি শুনাইতে পারিবে তাহাদিগকে যাহারা আমার নির্দশনাবলী বিশ্বাস করে। আর তাহারই আত্মসমর্পণকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈল যাহারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বাহক ও ধারক, তাহারা পরস্পর যেই সকল বিষয়ে বিরোধ করে পবিত্র কুরআন তাহার কাছে ঐ সকল বিষয় ফয়সালা করে। যেমন হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইয়াহূদীরা তাঁহাকে খাট করিবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। পবিত্র কুরআন সত্য ও ইনসাফ ভিত্তি বক্তব্য পেশ করিয়াছে। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ছিলেন, আল্লাহ্‌র পুত্র নহেন এবং তিনি একজন অতি মর্যদাশীল নবী ও রাসূল ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ـ

“মরিয়ামের পুত্র ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল, আল্লাহ্‌র হুকুমেই তিনি ফয়দা হইয়াছেন। ইহা হইল সত্য কথা. যাহা সম্পর্কে তাহার সন্দেহ পোষণ করিতেছে”। (সূরা মারইয়াম ঃ ৩৪)

اِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

ইহা হইল মু'মিনদের অন্তরের হেদায়েত এবং আমলী জীবনে তাহাদের জন্য হেদায়েত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ـ

আর তোমার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে স্বীয় হুকুমে ফয়সালা করিবেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণে বড়ই ক্ষমতার অধিকারী এবং বান্দার সকল কথাবার্তা ও কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত।

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ

অতএব হে নবী! তুমি তোমরা যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তাঁহার উপর ভরসা কর এবং তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অর্পিত রিসালতের দায়িত্ব পালন কর।

اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ـ

আর তুমি স্পষ্ট সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। যদিও যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্থির সিদ্ধান্ত যে, তাহারা সর্বপ্রকার নির্দশন আসিবার পরও ঈমান আনিবে না। তাহারা তোমার বিরোধিতা করুক না কেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى ـ

তুমি যেমন মৃতদিগকে তাহাদের উপকারী কথা শুনাইতে পার না, অনুরূপ ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরে কুফ্রের পর্দা পড়িয়াছে, যাহাদের কর্ণকুহরে কুফরের বোঝা চাপিয়াছে, তাহাদিগকে সত্যের বাণী শুনাইতে ও বুঝাইতে পারিবে না।

وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ

আর বধিরদিগকেও তুমি সত্যের আহবান শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা মুখ ফিরাইয়া উল্টা দিকে চলিবে।

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِى الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ـ

আর অন্ধদিগকে তাহাদের গুমরাহী ও বিপথগমন হইতে সুপথগামী করিতে পারিবে না।

اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ـ

"তুমি কেবল সে লোকদিগকে সত্যের বাণী শুনাইতে পারিবে অর্থাৎ কেবল তাহারাই আহবান গ্রহণ করিবে যাহারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে এবং অন্তর দ্বারা গ্রহণ করিয়া আমার অনুগত হয়"।

٨٢. وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ
تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৮২) যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদিগের নিকট আসিবে, তখন আমি মৃত্তিকাগর্ভ হইতে বাহির করিব এক জীব, যাহা উহাদিগের সহিত কথা বলিবে, এই জন্যে যে মানুষ আমার নির্দশনে অবিশ্বাসী।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে যেই জন্তুর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা শেষ যুগে যখন অধিক ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং মানুষ যখন আল্লাহ্‌র হুকুম পরিত্যাগ করিবে এবং সত্য দীনের পরিবর্তন ঘটাইবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে যমীন হইতে বাহির করিবেন। কেহ বলেন, উহা পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইবে। কেহ অন্য স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে। এই জন্তুটি মানুষের সহিত কথা বলিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদাহ (র) ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। ঐ জন্তুটি মানুষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিবে। 'আতা খুরাসানী' (র) বলেন, জন্তুটি মানুষকে বলিবে ঃ اِنَّ النَّاسَ بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ। 'মানুষ আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে না'। ইব্‌ন জবীর (র) এই ব্যাখ্যা পসন্দ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আপত্তিমুক্ত নহে। এক রিওয়ায়েতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ জন্তুটি মানুষকে যখম করিবে। তাঁহার আর এক অন্য রিওয়ায়েত মুতাবিক কথা বলিবে ও যখম করিবে। তবে উভয়ই তাফসীরে কোন বিরোধ নাই।

উল্লিখিত জন্তু সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। এখানে আমরা উহার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি। আল্লাহ-ই সাহায্যকারী।

১. ইমাম আহমাদ (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ..... হুয়ায়ফা ইব্‌ন উসাইদ গিফারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) জানালা দিয়ে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দশটি নির্দশন না দেখিবে কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। (১) পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় (২) ধূয়া (৩) বিশেষ জন্তুর আবির্ভাব (৪) ইয়াজূজ ও মাজূজের আবির্ভাব (৫) হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন (৬) ধসিয়া যাওয়া ঃ পাশ্চাত্যে একটি এবং আরেকটি আরব উপদ্বীপে (৭) আদ্‌ন হইতে অগ্নির নির্গমন, যাহা মানুষকে ধাওয়া করিবে কিংবা মানুষকে গ্রেফতার করিবে। কিংবা মানুষকে একত্রিত করিবে। আর যেখানে তাহার দিন কাটাইবে ঐ আগুনও সেখানে দিন

কাটাইবে। ইমাম মুসলিম ও সুনান গ্রন্থকারগণ কুররাত কায্যায় (র) আবূ তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলা এর সূত্রে হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল আযীয ইব্ন রাফী (র) হইতে মাওকূফরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) তালহা ইবন আমর ও জাবীর ইব্ন হাযিম (র) দুইজন শায়েখ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তালহা ইবন আমর (র) ..... হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তাহার এক অন্য শায়েখ অর্থাৎ যবীর ইব্ন হাযিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর বংশীয় জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ জন্তুটির কথা উল্লেখ করিলেন, তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ যমীন হইতে নির্গত জন্তুটি তিনবার বাহির হইবে। একবার দূরবর্তী এক জংগল হইতে বাহির হইবে উহার আলোচনা পবিত্র মক্কা পৌঁছবে না। অতঃপর একটি দীর্ঘকাল উহার কোন আলোচনাই হইবে না। অতঃপর যখন দ্বিতীয়বার উহা বাহির হইবে, তখন সর্বত্র উহার আলোচনা হইতে থাকিবে, এমন কি মক্কায়ও উহার আলোচনা হইবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ ইহার একদিন মানুষ মসজিদে হারামে থাকিবে, এমন সময় জন্তুটি হঠাৎ রুকন ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে মাটি খুঁড়িতে থাকিবে। ইহা দেখিয়া মানুষ ভীত হইয়া ও উহার নিকট হইতে বিভিন্ন স্থানে সরিয়া যাইবে। কেবল মু'মিনদের একটি দল তথায় থাকিয়া যাইবে। তাহারা বুঝিবে, এই জন্তু হইতে পলাইয়া কোথাও আশ্রয় লইবার উপায় নাই। অতঃপর জন্তুটি সর্বপ্রথম তাহাদের মুখমন্ডল এমনই উজ্জ্বল করিয়া দিবে যেন উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র। কোন মানুষ উহা হইতে কোন প্রকারেই পলাইতে সক্ষম হইবে না, এমন কি এক ব্যক্তি ভীত হইয়া সালাতে দন্ডায়মান হইবে এবং উহা হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। জন্তুটি তাহার পশ্চাতে আসিয়া বলিয়া ওহে এখন তুমি সালাত পড়িতেছ ? এই বলিয়া সে তাহার মুখে চিহ্ন আঁকিয়া দিবে। তখন মু'মিন ও কাফির সকলেই চিহ্নিত হইয়া যাইবে। এবং মু'মিন কাফিরকে দেখিয়া বলিবে , হে কাফির! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। এবং কাফির ও মু'মিনের চিহ্ন দেখিয়া বলিবে, হে মু'মিন! তুমি আমার হক পরিশোধ কর। হাদীসটি ইব্ন জরীর (র) উভয় সূত্রে হুযায়ফা ইব্ন উসাইদ (র) হইতে মাওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) হুযায়ফা ইয়ামান হইতে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উহার সনদটি সহীহ নহে।

৩. ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে একটি হাদীস সংরক্ষণ করিয়াছিলাম যাহা এখন আমি ভুলি নাই। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ اٰيَةٍ خُرُوْجًا طَلُوْعُ الشَّمْسِ مِنَ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحْىٰ وَاَيْتُهَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَاُخْرٰى عَلٰى اَثْرِهَا قَرِيْبًا ـ

সর্বপ্রথম যেই নির্দশন আত্মপ্রকাশ করিবে উহা হইল পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয় এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বে যমীন হইতে জন্তুর নির্গত হওয়া। দুইটির নির্দশন যেইটির প্রথম আত্মপ্রকাশ করিবে উহার পরপরই অপরটির আত্মপ্রকাশ ঘটিবে।

৪. ইমাম মুসালিম তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে আলা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بَادِروا بِالأعمَال سِتًّا طُلُوع الشَّمس مِن مَغرِبها وَالدُّخَان وَالدَّجال وَالدَّابة وخاصة أُحدكم وأمر العَامة ـ

ছয়টি নির্দশনের আত্নপ্রকাশ ঘটিবার পূর্বে তোমরা আমাল কর– পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধুয়া, দাজ্জালের বর্হির প্রকাশ, বিশেষ জন্তুর আত্মপ্রকাশ এবং তোমাদের প্রত্যেকের বিশেষ ব্যাপার ও প্রত্যেকের সাধারণ ব্যাপার। ইহা কেবল মুসলিমই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) কাতাদাহ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন হইতে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫. ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বলেন, হারমালা ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। অনুরূপ হাদীস বর্ণনা। করিয়াছেন। তবে خَاصة اُحدكم এর স্থানে خُوَيْصَةَ اَحَدَكُمْ উল্লেখ করিয়াছেন। অত্র সূত্রে কেবল ইমাম ইব্‌ন মাজাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৬. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন সালামাহ (র) ..... হযরত আবূ হুয়ারায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

تخرج دابة الأرض ومعهَا عصا موسٰى وخَاتم سليمان عليهما السلام فتخطم أُنف الكَافر وتجلى وَجه المؤمن بِالخَاتم حَتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن مِن الكَافر ـ

যমীন হইতে বিশেষ জন্তু বাহির হইবে এবং তাহার নিকট হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি থাকিবে এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটিও থাকিবে। জন্তুটি কাফিরের নাকে মুহর লাগাইয়া দিবে এবং আংটি দ্বারা মুসলমানদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করিয়া দিবে।

অবশেষে মু'মিন কাফির সকলেই চিহ্নিত হইবে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ (র) বাইয, আফ্ফান ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে তাঁহার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ভাষাগতভাবে উহাতে কিছু পার্থক্য আছে এবং উহা এইরূপ ঃ

فتخطم أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى ان أهل الخوان الواحد ليجمعون فيقول هذا يامؤمن يقول هذا يا كافر ۔

জন্তুটি কাফিরের নাকে আংটি দ্বারা মুহর লাগাইয়া দিবে এবং লাঠি দ্বারা মু'মিনের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করিবে এবং সকলেই একই দস্তরখানে একত্রিত হইবে, কাফির মু'মিনকে বলিবে, হে মু'মিন! এবং মু'মিন কাফির কে বলিবে হে কাফির!

৭. ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন আম্র (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে মক্কার নিকটবর্তী একটি জংগলে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি শুষ্কস্থান যাহার চারিদিকে ছিল বালু। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ تخرج الدابة من هٰذا الموضع। ঐ বিশেষ জন্তুটি এই স্থান হইতে বাহির হইবে। ইব্ন বুরায়দা (র) বলেন, ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি যখন হজ্জে গমন করিলাম, তখন তাহার লাঠি দেখিতে পাইলাম যাহা আমার এই লাঠির সমান ছিল।

আবদুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি চতুষ্পদ বিশিষ্ট হইবে। 'তিহামা'এর কোন জংগল হইতে বাহির হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আতিয়্যাহ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ জন্তুটি 'সাফা' এর কোন গুহা হইতে তিন দিনে বাহির হইবে। যাহা ঘোড়ার ন্যায় দ্রুত হইবে, কিন্তু তবুও তিন দিনে উহার এক তৃতীয়াংশ ও বাহির হইবে না।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আবান ইব্ন সালিহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন একবার আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট ঐ জন্তুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, ঐ জন্তুটি 'জিয়াদ'এর বড় পাথর এর নিকট হইতে বাহির হইবে। আমি সেখানে থাকিলে তোমাদিগকে ঐ পাথরটি দেখাইয়া দিতাম। ঐ জন্তুটি বাহির হইবার পর কি করিবে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, উহা বাহির হইয়া পূর্বদিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যেন সকলেই উহা শুনিতে পারিবে। অতঃপর উহা সিরিয়ার দিকে ধাবিত হইবে এবং অতি উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যে,

তাহার চিৎকার সকলেই শুনিতে পাইবে। ইহার পর পশ্চিম দিকে ছুটিবে এবং অনুরূপ উচ্চস্বরে চিৎকার করিবে যে, সকলেই উহা শুনিবে। ইহার পর জন্তুটি ইয়ামনের দিকে ধাবিত হইবে এবং অনুরূপ চিৎকার করিবে এবং সকলেই উহার চিৎকার শুনিবে। অতঃপর উহা মক্কা হইতে 'উস্‌ফান' চলিয়া যাইবে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, উহার পর কি হইবে? হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, উহার পর কি হইবে আমি জানি না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, জন্তুটি শুক্রবার রাতে বাহির হইবে। রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সনদে 'ইব্‌ন রায়মালামান' নামক রাবী আছেন।

ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হযরত উযাইর (আ)-এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, জন্তুটি 'সাদ্দূম' নামক স্থান হইতে বাহির হইবে এবং মানুষের সহিত কথা বলিবে যাহা তাহারা শ্রবণ করিবে। এবং কথা শুনিয়া গর্ভবতী রমণী গর্ভপূর্ণ হইবার পূর্বেই গর্ভপাত করিবে। মিষ্টি পানি তিক্ত হইবে। হিক্‌মতের পুস্তক জ্বলিয়া যাইবে। ইল্‌ম উঠিয়া যাইবে। এবং যমীন কথা বলিবে। আর ঐ যুগে মানুষ এমন আশা করিবে যাহা পূর্ণ হইবে না। আর এমন বিষয়ের প্রচেষ্টা করিবে যাহা পূর্ণ হইবে না। আর এমন বিষয়ের জন্য কাজ করিবে যাহা তাহাদের কাজে আসিবে না। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঐ আশ্চর্য জন্তুটির মধে সর্বপ্রকার রং বিদ্যমান, উহার দুই শিং এর মাঝে এক ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব। ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, উহা এমন একটি জন্তু যে উহার পশম হইবে, ক্ষুর হইবে এবং দাড়ীও হইবে, উহার লেজ হইবে না এবং তিন দিনের এক তৃতীয়াংশ বাহির হইতে পারিবে না। অথচ, দ্রুত ঘোড়ার ন্যায় গতিতে বাহির হইতে থাকিবে। হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) জন্তুটির বর্ণনা এইরূপ দিয়াছেন, উহার মাথা ষাঁড়ের মাথার মত উহার চক্ষু শূকরের চক্ষুর মত এবং উহার কান হাতীর কানের মত। উহার শিং উটের শিং এর স্থানের মত। উহার ঘাড় উট পাখীর ঘাড়ের মত। উহার বুক সিংহের বুকের মত। আর উহার রং বাঘের রং এর মত। উহার কোমর বিড়ালের কোমরের মত। উহার লেজ ভেড়ার লেজের মত আর উহার পাও উটের পায়ের মত। প্রতি দুই জোড়ার মাঝে বারো হাত দূরত্ব। উহা যখন বাহির হইবে তখন উহার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর আংটি থাকিবে। প্রত্যেক মু'মিনের মুখমণ্ডলে লাঠির সাহায্যে একটি উজ্জ্বল চিহ্ন আঁকিয়া দিবে এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। আর

প্রত্যেক কাফির এর চেহারা আংটি দ্বারা একটি কালো চিহ্ন আঁকিয়া দিবে এবং তাহার চেহারা কালো হইয়া যাইবে। এই ভাবে সকল মু'মিন ও কাফির চিহ্নিত হইয়া যাইবে। এমন যখন তাহারা বাজারে গমন করিবে তখন কাফির বলিবে হে মু'মিন! তোমার মালের দাম কত ? আর মু'মিন বলিবে, হে কাফির, মালের দাম কত? এবং একই ঘরের লোকজন যখন এক দস্তরখানে বসিবে, তখন তাহারা কে মু'মিন আর কে কাফির উহা জানিতে পারিবে। ইহার পর ঐ জন্তুটি বলিবে। হে অমুক! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তুমি বেহেশ্‌তবাসী। আর হে অমুক। তুমি দোযখবাসী!

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ -

এই আয়াতের মর্ম ইহাই যাহা বর্ণিত হইল।

٨٣. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ۰

٨٤. حَتّٰى اِذَا جَآءُوْ قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِيْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا اَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۰

٨٥. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ۰

٨٦. اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৮৩) স্মরণ কর সেই দিনের কথা, যেই দিন আমি সমবেত করিব প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে এক একটি দলকে, যাহারা আমার নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহাদিগকে সারিবদ্ধ করা হইবে (৮৪) যখন উহারা সমবেত হইবে তখন আল্লাহ্ উহাদিগকে বলিবেন, তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে? অথচ, উহা তোমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পার নাই? তোমরা কি অন্য কিছু করিতেছিল? (৮৫) সীমালংঘন হেতু উহাদিগের উপর ঘোষিত শাস্তি আসিয়া পড়িবে, ফলে উহারা

কিছুই করিতে পারিবে না। (৮৬) উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আমি রাত সৃষ্টি করিয়াছি উহাদিগের বিশ্রামের জন্য এবং দিবাকে করিয়াছি আলোকপ্রদ। ইহাতে মু'মিন সম্প্রদায়ের অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে তিনি তাঁহার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত করিবেন এবং তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহাদের কর্মকান্ডে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُّكَذِّبُ بِاٰيٰتِنَا ۔

যেই দিন আমি প্রত্যেক উম্মাত হইতে যাহারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত, তাহদিগের এক এক দলকে আমি একত্রিক করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ যাহারা যুলুম করিয়াছে তাহাদিগকে এবং তাহাদের জোড়া সমূহকে একত্রিত কর। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ আর যখন সকলকে মানুষকে জোড়া জোড়া করা হইবে।

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ, অতঃপর তাহাদিগকে ধাক্কা মারা হইবে। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহার অর্থ, তাহাদিগকে পশুর ন্যায় টানিয়া লওয়া হইবে। حَتّٰى اِذَا جَاءُوْا অবশেষে যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত করা হইবে।

قَالَ اَكَذَّبْتُمْ بِاٰيٰتِىْ وَلَمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا الخ ۔

তাহাদিগকে তাহাদের আকীদা ও আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। জিজ্ঞাসীত হইবার পর তাহারা যে ভাল লোক ছিল না, উহা প্রমাণিত হইবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى সে বিশ্বাস করে নাই, সালাত পড়ে নাই বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে ও বিমুখ হইয়াছে। তাহাদের নিকট যখন প্রশ্নের কোন জবাব থাকিবে না তাহারা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ۔

ইহা সেই দিনে তাহারা কোন কথা বলিতে পারিবে না আর তাহারা যুক্তিসংগত কোন ওজর পেশ করিতে পারিবে না আর যুক্তিহীন কোন ওজর করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না। (সূরা মুরসালাত ঃ ৩৫-৩৬)

আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لَا يَنْطِقُوْنَ ইহার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেহেতু ঐ সকল কাফিররা দুনিয়ায় তাহাদের নিজেদের উপর অবিচার করিয়াছিল, অতএব তাহারা আল্লাহ্র প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহাশক্তি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য সুমহান মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার হুকুম পালন ও তাঁহার আম্বিয়ায়ে কিরামের আনিত বাণীকে বিশ্বাস করিবার জন্য তাগিদ করিয়াছেন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۔

"তাহারা কি এই মহা কুদ্রতকে দেখে না যে, আমি রাত্রকে তাহাদের আরামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ রাত্রের অন্ধকারে তাহারা চলাচল ও কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিনের কষ্ট ক্লেশ দুরীভূত করিবার জন্য আরাম করিবে। আর দিনকে উজ্জ্বল ও আলোকময় করিয়াছেন, দিনের আলোকে তাহারা উপার্জনের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধা করিতে পারে। অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাসীগণের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে।

٨٧. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى
الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ۔

٨٨. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ
اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۔

٨٩. مَنْ جَاۤءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ
اٰمِنُوْنَ ۔

٩٠. وَمَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ هَلْ
تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৮৭) এবং যেই দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন আল্লাহ্ যাহাদিগকে চাহিবেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত বিহবল হইয়া পড়িবে এবং সকলেই তাঁহার নিকট আসিবে বিনীত অবস্থায় (৮৮) তুমি পর্বতমালা দেখিয়া অচল মনে করিতেছ। কিন্তু সেই দিন উহারা হইবে মেঘ

পুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমান। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নৈপূণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করিয়াছেন সুষম। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তিনি অবগত (৮৯) যে কেহ্ সৎকর্ম লইয়া আসিবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিফল পাইবে এবং সেইদিন উহারা শঙ্কা হইতে নিরাপদ থাকিবে (৯০) যে কেহ্ অসৎ কর্ম লইয়া আসিবে, তাহাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে অগ্নিতে, এবং উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ কিয়ামতের ভয়ার্ত অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে পৃথিবী ধ্বংস হইবার পূর্বক্ষণে আল্লাহ্‌র হুকুমে হযরত ইস্‌রাফীল (আ) দীর্ঘকাল যাবৎ শিংগায় ফুৎকার দিতে থাকিবে। তখন কেবল বদ্‌কার অসৎ লোকই জীবিত থাকিবে এবং তাহাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। ইসরাফীলের ঐ ফুৎকার আসমান যমীনের সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। إِلاَّ مَنْ شَـآءَ اللّٰهُ। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ভয় ভীতি হইতে রক্ষা পাইবে। আর ভাগ্যবান লোকেরা হইলেন শহীদগণ। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট জীবিত ও রিযিকপ্রাপ্ত।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মু'আয আম্বরী (র) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (র) হইতে বর্ণিত। একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ইহা কি বলেন যে, এই এই সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে? তখন তিনি সুবহান্নাল্লাহ অথবা লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু অথবা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়া আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া বলিবেন, আমি সংকল্প করিয়াছিলাম যে, কাহাকেও আর কখনও কোন হাদীস শুনাইব না। আমি তো বলিয়াছি, অচিরেই তোমরা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংঘটিত হইতে দেখিবে। বাইতুল্লাহ্ ধ্বংস করা হইবে, ইহা হইবে আর উহা হইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে। তবে আমি জানি না যে সে চল্লিশ দিন অবস্থান করিবে অথবা চল্লিশ মাস নাকি চল্লিশ বৎসর ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করিবেন, তিনি দেখিতে উরওয়াহ ইব্‌ন মাসঊদের মত। তিনি দাজ্জালকে খুঁজিয়া ধ্বংস করিবেন। অতঃপর মানুষ সাত বৎসর পর্যন্ত এত সুখ শান্তিতে বসবাস করিবেন যে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার শত্রুতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়া হইতে একটি ঠান্ডা বায়ূ প্রবাহিত করিবেন ঐ বায়ুর পরশ পাইয়া এক ব্যক্তিও অবশিষ্ট থাকিবে না। যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। আল্লাহ সকলেই মৃত্যু দান করিবেন। এমন কি কেহ যদি পাহাড়ে কোন গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে ঐ বায়ূ তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছাইয়া দিবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন,

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, ইহার পর শুধু অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, যাহারা পাখীর মত হাল্কা এবং হিংস্র পশুর ন্যায় নির্বোধ হইবে। তাহারা ভালমন্দের কোন পার্থক্য করিতে পারিবে না। তাহাদের নিকট শয়তান আসিয়া বলিবে, তোমরা আমার হুকুম পালন করিবে না ? তাহারা বলিবে আমাদের প্রতি তোমার কি নির্দশন? সে প্রতিমার পূজা করিল, তাহারা প্রতিমা পূজা করিতে আরম্ভ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে রিযিক দান করিবেন। তাহা মহা সুখে শান্তিতে বসবাস করিবে। অতঃপর যখন সিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে তখন যাহার কানেই উহার শব্দ পৌছিবে গর্দান ঝুঁকাইয়া ও গর্দান উঠাইয়া আসমানের কিছু শুনিতে চাহিবে। সর্বপ্রথম উহার শব্দ ঐ ব্যক্তি শুনিবে যে তাহার উটের জন্য হাউয ঠিক করিতে থাকিবে। সে ফুঁৎকারের শব্দ শুনিতেই বেহুশ হইয়া পড়িবে। আর অন্যান্য সকল লোক ও বেহুশ হইয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, ফলে মানুষের শরীর সজীব হইয়া উঠিবে এবং দ্বিতীয়বার শিংগা ফুঁকিলে তাহারা দন্ডায়মান হইয়া দেখিতে থাকিবে, তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভূর দরবারে উপস্থিত হও। তোমাদিগের প্রশ্ন করা হইবে, দোযখের অংশ বাহির কর। জিজ্ঞাসা করা হইবে, দোযখের অংশ কত? বলা হইবে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই হইল সেই দিন, যেই দিন শিশুকে বৃদ্ধ করিয়া দিবে। সর্বমোট তিনবার শিংগায় ফুঁৎকার হইবে। প্রথম ফুঁৎকারে সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। দ্বিতীয়বার ফুঁৎকারে সকলেরই মৃত্যু ঘটিবে এবং তৃতীয় ফুঁৎকারে পুনরায় সকলেই জীবিত হইবে। কবর হইতে উঠিয়া সকলেই রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ আর তাহারা সকলেই অবনত হইয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে। কেহই তখন হুকুম অমান্য করিতে সক্ষম হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ -

যেই দিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে আহবান করিবেন তোমরা তাহার হামদ করিতে করিতে আহবান সাড়া দিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ -

"অতঃপর যখন আল্লাহ্ তোমাদিগকে যমীন হইতে আহবান করিবেন, তখন তোমরা বাহির হইবে"। হাদীস শরীফে বর্ণিত, তৃতীয় শিংগা ফুঁৎকারে দেওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশতাগণকে হযরত ইস্রাফীলের শিংগায় ছিদ্রে সকল রূহ রাখিয়া দেওয়ার হুকুম করিবেন। ফিরিশতাগণ হুকুম পালন করিবেন। কবরের ও অন্যান্য স্থানের মানুষের

শরীর গঠিত হইবে, শিংগায় ফুঁৎকারে উহার মধ্যে তাহাদের রূহ্ উঠিয়া যাইবে। মু'মিনের রূহ নূর ও আলোকময় হইবে এবং কাফিররে রূহ্ অন্ধকারচ্ছন্ন হইবে। আল্লাহ বলিবেন, আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, প্রত্যেক রূহ্ তাহার নিজ নিজ শরীরে প্রর্তাবর্তন করিবে। রূহ্ তাহার শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের মধ্যে ঠিক তদ্রুপ ছড়াইয়া পড়িবে, যেমন সর্প দংশিত ব্যক্তির মধ্যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে। অতঃপর সকল মানুষ কবর হইতে উঠিবে এবং শরীর হইতে মাটি ঝাড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلَى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ـ

যেইদিন তাহারা কবরসমূহে হইতে দ্রুত বাহির হইবে যেন তাহারা প্রতিমা পূজার জন্য দ্রুত দৌড়াইয়া যায়। (সূরা মা'আরিজ ঃ ৪৩)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِىَ تَمُرُّ ... الخ ـ

আর তুমি পর্বতমালাকে স্থীর ধারণা করবে অথচ, উহা মেঘমালার ন্যায় উড়িতে থাকিবে এবং স্বীয় স্থান ত্যাগ করিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا وَتَسِيْرًا الْجِبَالُ سَيْرًا ـ

যেই দিন আসমান আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে এবং পর্বতমালা স্থান ত্যাগ করিয়া উড়িতে থাকিবে। অবশেষে টুক্‌রা টুক্‌রা করা হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। (সূরা তূর ঃ ৯-১০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لاَ تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلآَ اَمْتًا ـ

তাহারা পাহাড় পর্বত সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে তুমি বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালকে উহাকে বিলীন করিয়া দিবেন। অতঃপর উহাকে তিনি সমতল ময়দানে পরিণত করিবেন উহাতে কোন উচুঁ নীচু দেখিবে না। (সূরা তোহা ঃ ১০৫-৭)

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ইহা সেই মহা শক্তিমান আল্লাহ্‌র কারিগরী যিনি সকল বস্তুকে মযবুত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ। অবশ্যই তিনি ঐ সকল বিষয়ে অবহিত যাহা তাহারা করিতেছে। এবং তিনি উহার পূর্ণ বিনিময় দান করিবেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সৎ অসৎ লোকদের যে অবস্থা হইবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا যেই ব্যক্তি উত্তম কাজ সহ উপস্থিত হইবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, الحسنة। দ্বারা 'ইখ্‌লাস' উদ্দেশ্য। যয়নুল

আবিদীন (র) বলেন, الحسنة। দ্বারা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু' উদ্দেশ্য। অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا অর্থাৎ যেই ব্যক্তি উত্তম আমলসহ উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য দশগুণ বিনিময় হইবে।

وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ـ

তাহার ঐ দিনের ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছেঃ لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ "তাহাদিগকে কিয়ামত দিবসের মহা ভয় ভীতি চিন্তিত করিবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৩)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ يُلْقَى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

বল তো দেখি, যাহাকে কিয়ামত দিবসে আগুনে নিক্ষেপ করা সেই উত্তম? নাকি যে নিরাপদে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে। (সূরা হা-মীম আস-সাজ্দা ঃ ৪০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ আর তাহারা প্রাসাদ সমূহে নিশ্চিত শান্তির জীবন যাপন করিবে।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ আর যেই ব্যক্তি অন্যায় ও অসৎকাজ করিয়া আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে, যাহার কোনই ভাল আমল নাই কিংবা তাহার বদআমল ও পাপ পুণ্যের তুলনায় অধিক, তাহাকে উপুড় করিয়া আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস ইব্ন মালিক (রা), আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমাহ, মুজাহিদ, ইব্রাহীম নাখঈ, আবূ ওয়ায়িল, আবূ সালিহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, যায়িদ ইব্ন আসলাম, যুহরী, সুদ্দী, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদাহ ও ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য।

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে আমল করিতেছ কেবল উহারই বিনিময় দেওয়া হইবে।

٩١. اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ
شَىْءٍ وَّاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ

٩٢. وَاَنْ اَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ
فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ۝

٩٣. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৯১) আমি তো আদিষ্ট হইয়াছি এই নগরীর প্রভূর ইবাদত করিতে, যিনি ইহাকে করিয়াছেন সম্মানিত। সমস্ত কিছু তাঁহারই। আমি আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন, আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভূক্ত হই (৯২) এবং আরও আদিষ্ট হইয়াছি কুরআন আবৃত্তি করিতে। অতএব যেই ব্যক্তি সৎপথ অনুসরণ করে নিজের কল্যাণের জন্যই এবং কেহ ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিলে, তুমি বলিও, আমি সতর্ককারীদিগের মধ্যে একজন। (৯৩) আর বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনি তোমাদিগের সত্বর দেখাইবেন তাঁহার নির্দশন এবং তখন তোমরা উহা বুঝিতে পারিবে। তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক গাফেল নহেন।

তাফসীর ঃ উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তাঁহার হাবীব (সা)-কে হুকুম করেন, তিনি যেন বলেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهٗ كُلُّ شَىْءٍ ـ

আমাকে সেই মহান প্রভূর ইবাদত করিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে যিনি এই নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন আর সকল বস্তু তাহারই জন্যে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسَ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِنْ دِيْنِىْ فَلاَ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰكُمْ ـ

“হে নবী! তুমি বল, হে লোক সকল, আমার দীন সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তবে আমি তো ঐ সকল বস্তুর পূজা করি না আল্লাহর ছাড়া যাহার তোমরা পূজা কর। কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার ইবাদত করি, যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। আলোচ্য আয়াতে ‘নগরীর’ প্রতিপালনের সম্বন্ধ উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনমূলক হইয়াছে। যেমন –

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ـ

"তাহারা যেন এই গৃহের প্রতিপালকের ইবাদত করে, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধা নিবারনের জন্য অন্ন যোগাইয়াছেন এবং ভয় ভীতি হইতে নিরাপদ করিয়াছেন"। (সূরা কুরাইশ)

اَلَّذِىْ حَرَّمَهَا। অর্থাৎ পবিত্র মক্কা শরীয়াতের দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ-ই ইহাতে সম্মানিত করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই নগরীকে সেই দিন হইতেই আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছেন, যেই তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহা সম্মানিত থাকিবে। উহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না। কোন শিকার কে ধাওয়া করা যাইবে না। কোন পতিত বস্তুকে তোলা যাইবে না। অবশ্য মালিককে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে তোলা যাইবে। আর উহার ঘাসও কাটা যাইবে না। সহীহ্, হাসান, মুসনদ, হাদীস গ্রন্থসমূহে বহু সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত, যাহার নিশ্চয়তার ফায়দা দান করে।

وَلَهُ كُلُّ شَىْءٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই নগরীর পালনকর্তা আর তিনি অন্য সকল বস্তুরও পালনকর্তা ও মালিক। অতএব তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আর আমাকে নিষ্ঠাবান, অনুগত একত্ববাদীদের অন্তর্ভূক্ত হইবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

وَاَنْ اَتْلُوْا الْقُرْاٰنَ আর আমাকে কুরআন পাঠ করিবার ও মানুষের নিকট উহা পৌঁছাইবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَالِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ـ

"হে নবী! আমি তোমার কাছে এই সকল আয়াত ও হিক্‌মতে পরিপূর্ণ যিকির পাঠ করিতেছি"। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبَاءِ مُوْسٰى وَفِرْعُوْنَ بِالْحِقِّ لِقَوْمٍ يُّوْمِنُوْنَ ـ

হে নবী! মূসা (আ) ও ফির'আউনের সত্য ঘটনা তোমার আমি পাঠ করিতেছি। যেন তুমি উহা মু'মিনদের কাছে পৌছাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিতে পার। (সূরা কাসাস ঃ ৩)

فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ اِنَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ـ

সতর্ক করিবার পর যে হেদায়েত গহণ করিবে সে তাহার নিজের স্বার্থে হেদায়েত গ্রহণ করিবে আর যে গুমরাহ ও পথ ভ্রষ্ট হইবে, তুমি তাহাকে বলিয়া দাও আমি সতর্ককারীদের একজন।

যে সকল রসূলগণ তাঁহাদের উম্মাত ও কাওমকে সতর্ক করিয়াছেন তাঁহারা তাহাদের অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া দায়িত্ব মুক্ত হইয়াছেন। তাহাদের সতর্ক করিবার পর যাহারা সতর্ক হয় নাই, তাহাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্‌র উপর। যেমন ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَانَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ হে নবী! তোমার দায়িত্ব কেবল আমার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া আর হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব কেবল আমারই। (সূরা রা'দ ঃ ৪০)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ وَّاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ "হে নবী! তুমি তো কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী ও সতর্ককারী আর আল্লাহ্ সকল বস্তুর কার্যনির্বাহী"।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيَتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ـ

তুমি বল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি সতর্ক করিবার দলীল প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কাহাকেও শাস্তি দেন না। অতএব তিনি অচিরেই তোমাদিগকে তাঁহার এমন নির্দশন সমূহ দেখাইবেন, যাহাতে তোমরা উহা জানিতে বুঝিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

"অচিরেই আমি তাহার চর্তুদিকে তাহাদিগকে আমার নির্দশন দেখাইব এবং তাহাদের নিজেদের মধ্যেও যাহাতে সত্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে"। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৫৩)

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

"আর তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, তোমার প্রতিপালক উহা সম্পর্কে অনাবহিত নহেন। বরং তিনি সবকিছুই দেখিতে পাইতেছেন"।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ উমর হাওযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ উমাইয়া ইব্‌ন ইয়ালা সাকাফী ..... হযরত আবু হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কেহ যেন আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ধোঁকায় না থাকে যে, তিনি তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নহেন। তিনি এক একটি মশা এক একটি সরিষা ও বিন্দু সম্পর্কেও অবহিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,মহান আল্লাহ্ যদি অনবহিত হইতেন, তবে মানুষের পদ চিহ্ন যাহা বাতাস বিলুপ্ত করিয়া দেয়, উহা হইতে অনবহিত

হইতেন, অথচ, তিনি উহা সম্পর্কে অবহিত। হযরত ইমাম আহমাদ (র) এই দুইটি কবিতা আবৃত্তি করিতেন ঃ

إذا ما خلوت الدهرِ يوما فلا نقل * خلوت ولٰكن قل على رَقيب -

“যদি তুমি কোন দিন কখনও নির্জনে হও, তবে তুমি ইহা বলিও না যে, আমি নির্জনে আছি। বরং তুমি বল আমার উপর আল্লাহ্ নিগাহবান, তিনি তোমার নিকট উপস্থিত”।

ولا تحسب اللّٰه يغفل ساعة * ولا ان ما يخفى عليه يغيب

“আল্লাহ্কে তুমি মুহূর্তের জন্য বে-খবর ধারণা করিও না। আর কোন গোপন বস্তু তাঁহার নিকট গায়েব ও অদৃশ্য নহে”।

(আল-হামদু লিল্লাহ্ সূরা নাম্‌ল -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা আল-কাসাস

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদম (র) ..... মাদীকারিব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া সূরা তোয়া-সীন-মীম পড়িবার দরখাস্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, উহা আমার জানা নাই, তবে তোমরা খাব্বাব ইব্‌ন আরাত্ত (রা) নিকট যাও, তিনি উহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে মুখস্থ করিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। এবং তিনি সূরা আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

١. طٰسٓمٓ ۝

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝

٣. نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

٤. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

٥. وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ·

٦. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (১) তোয়া-সীন-মীম (২) এই আয়াতগুলি সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করিতেছি মু'মিন সম্প্রদায়ে'র উদ্দেশ্য (৪) ফির'আউন দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদিগের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করিয়াছিল। উহাদিগের পুত্রগণকে সে হত্যা করিত এবং নারীগণকে সে জীবিত রাখিত, সে তো ছিল বিপর্যয়কারী (৫) আমি ইচ্ছা করিলাম, সে দেশে যাহাদিগকে হীনবল করা হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিতে, তাহাদিগকে নেতৃত্ব দান করিতে ও দেশের অধিকারী করিতে। (৬) এবং তাহাদিগকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আর ফিরাউন, হামান ও তাহাদিগের বাহিনীকে দেখাইয়া দিতে যাহা উহাদিগের নিকট তাহারা আশংকা করিত।

তাফসীর ঃ মুকাত্তাআত হরূফ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنَ স্পষ্ট কিতাবের আয়াতসমূহ। এই কিতাব সকল বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল বিষয়ের সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান দান করে।

نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ ۔

মূসা ও ফির'উনের ঘটনা যথাযথভাবে তোমার নিকট পাঠ করিব। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করিব। (সূরা ইউসুফ ঃ ৩) অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ঘটনা এমনভাবে বলিব যেন, তুমি ঘটনা স্থলে নিজেই উপস্থিত। অতএব ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا ۔

ফির'আউন যমীনে মাথা উঁচু করিয়া ও অহংকার করিয়া চলিত। আর উহার অধিবাসীদিগকে নানা দলে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এবং প্রত্যেক দলকে তাহার সম্রাজ্যের যে কাজ ইচ্ছা করাইত।

يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ -

তাহাদের এক দলকে সে দুর্বল মনে করিত। আর সে দলটি হইল, বনী ইসরাঈল অথচ সেই যুগে তাহারই উত্তম জাতি ছিল। ফির'আউন তাহাদিগকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজে নিয়োজিত করাইত। এতদসত্ত্বেও সে তাহাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করিত এবং কন্যাকে জীবিত রাখিত। ইহা ছিল তাহাদের প্রতি লাঞ্ছনা ও চরম অপমানজনক ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা ফির'আউন এই জন্য করিয়াছিল যে, তাহার ভয় ছিল যে, বনী ইসরাঈল হইতে এমন কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে যে, তাহার সম্রাজ্যের পতন ঘটাইবে এবং তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। ফির'আউনের ধ্বংশীয় বনী ইসরাঈল হইতে ইহা জানিতে পারিয়াছিল। যে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হযরত 'সারা' কে লইয়া মিসর গমন করিয়াছিলেন এবং মিসরের যালিম বাদশাহ হযরত 'সারা' কে বাদী বানাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যাহাতে সে ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কে যালিমের যুলুম হইতে রক্ষা করেন। তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ঐ যালিমের বাদশাহর পুত্রকে এই সংবাদ শুনাইয়াছিলেন যে, তাহার ঔরস হইতে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, যাহার হাতে মিসরের বাদশাহর পতন ঘটিবে। বনী ইসরাঈলরা হযরত ইব্‌রাহীম (আ) এর বাণী একে অপরকে শুনাইতও শিক্ষা দিত। ফির'আউনের বংশীয় লোকেরা তাহাদের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই বিষয়ে অবগত হইয়া বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানকে হত্যা কবিবার হুকুম দিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাহার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে উহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোন তদবীরই কার্যকর হয় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا ..... يَحْذَرُوْنَ -

আর দুর্বল জাতির প্রতি আমি অনুগ্রহ করিতে চাই। তাহাদিগের নেতৃত্ব দান করিতে চাই এবং যমীনের ওয়ারিস ও উত্তরাধিকারী বানাইতে চাই। আর আল্লাহ তা'আলা তাহার এই ওয়াদা যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعِفُوْنَ -

"আর আমি যেই জাতিকে যমীনের উত্তরাধিকারী করিয়াছি, যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিয়া উৎপীড়ন করা হইত"। (সূরা আরাফ ঃ ১৩৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَذَالِكَ اَوْرَثْنَاهَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ "আর এমনিভাবে আমি বনী ইসরাঈলকে যমীনের উত্তারাধিকারী করিয়াছি"। ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-এর ধ্বংস হইতে বাঁচিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মহা শক্তিমান আল্লাহ তা'আলা যাহা নির্ধারন করিয়াছেন উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন চেষ্টাই কার্যকর

হইবার নহে। যেই মূসা (আ) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফির'আউন বনী ইসরাঈলের হাজার হাজার পুত্র সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, আল্লাহর কুদরতে তিনি ঐ ফির'আউনের রাজ প্রাসাদে তাঁহার বিছানায় লালিত পালিত হইয়াছেন। অবশেষে সে এবং তাহার সকল সৈন্য সামান্ত তাহার হাতেই ধ্বংস ও বিলুপ্ত। মহাশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার কুদ্‌রতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা দ্বারা তিনি ইহা প্রমাণিত করিতে চান যে, একমাত্র তিনিই আসমান সমূহের প্রতিপালক তিনি মহা শক্তিধর এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা না করেন হয় না।

৭. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ
فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ
مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۰

৮. فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا اِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِئِيْنَ۰

৯. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ
يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৭) মূসা জননীর অন্তরে আমি ইঙ্গিতে নির্দেশ করিলাম শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে থাক। যখন তুমি তাহার সম্পর্কে কোন আশংকা করিবে, তখন ইহাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করিও এবং ভয় করিও না, দুঃখ করিও না। আমি ইহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব এবং ইহাকে রাসূলদিগের একজন করিব। (৮) অতঃপর ফির'আউনের লোকজন তাহাকে উঠাইয়া লইব। ইহার পরিণাম তো এই ছিল যে সে উহাদিগের শত্রু ও দুঃখের কারণ হইবে। ফির'আউন, হামান ও উহাদিগের বাহিনী ছিল অপরাধী (৯) ফির'আউনের স্ত্রী বলিল, এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে, অথবা

আমরা তাহাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে উহারা ইহার পরিণাম বুঝিতে পারে নাই।

তাফসীর ঃ বর্ণিত আছে, ফির'আউন যখন বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানকে অধিক হারে হত্যা করিতে লাগিল, তখন কিবতী বংশীয় লোকের আশংকা করিল যে বনী ইসরাঈলী এইভাবে নির্মূল হইলে তাহারা যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরবর্তী উহা আমাদেরই করিতে হইবে। এতএব তাহারা ফির'আউনকে বলিল, বনী ইসরাঈলী পুত্র সন্তান হত্যা করিবার এই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে তবে তাহাদের বৃদ্ধ লোক মৃত্যুবরণ করিবার পর শুধু কেবল তাহাদের স্ত্রী লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। অথচ, নারীদের দ্বারা তো আর পুরুষের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে না। ফলে ঐ সকল কঠিন পরিশ্রমের কাজ করিবার দায়িত্ব আমাদের উপরই অর্পিত হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া ফির'আউন বনী ইসরাঈলী পুত্র সন্তান এক বৎসর হত্যা করিতে এবং এক বৎসর হত্যা বন্ধ রাখিতে হুকুম দিল। হযরত হারূন (আ) জন্মগ্রহণ করিলেন ঐ বৎসর যেই বৎসর হত্যা বন্দ ছিল। এবং হযরত মূসা (আ) ভূমিষ্ট হইলেন যেই বৎসর নির্বিবাদে হত্যা চলিতেছিল। ফির'আউননের কিছু লোক এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যাহারা বনী ইসরাঈলী কোন মহিলা গর্ভধারণা করিলে তাহার নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করিত এবং সন্তান প্রসবের সময় সমাগত হইলে কেবল কোন কিব্‌তী মহিলাই উহার ধাত্রী নিযুক্ত হইত। যদি ঐ মহিলা কন্যা সন্তান প্রসব করিত তবে তো উহাকে জীবিত রাখিত আর কোন পুত্র সন্তান প্রসব করিলে তাহাকে হত্যা করা হইত। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন গর্ভবতী হইলেন, তখন গর্ভের কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না আর ধাত্রীরাও কিছু বুঝিতে পারিল না। কিন্তু তিনি যখন পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, তখন তিনি অতিশয় ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পড়িলেন। অপরদিকে তাঁহার অন্তরে সদ্য প্রসূত সন্তানের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইল। হযরত মূসা (আ) ছিলেনই এমন যে, যে কেহ তাহাকে একবার দেখিত তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ আর আমার পক্ষ হইতে তোমার প্রতি মানুষের অন্তরে মহব্বত ও ভালবাসা ঢালিয়াছি। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা যখন অতিশয় অস্থির ও চিন্তিত হইলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অন্তরে এই বাণী নিক্ষেপ করিলেন তিনি যেন তাহাকে দুধপান করাইতে থাকেন, আর যখন তাহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় হয়, তখন যেন তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ
وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ إِنَّا رَادُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۔

আমি মূসা (আ)-এর আম্মাকে হুকুম করিলাম, তুমি তাহাকে দুধপান করাইতে থাক যখন তাহার জীবন নাশ সম্পর্কে ভীত হইবে তাহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিবে, তুমি ভয় করিবে না, চিন্তাও করিবে না। আমি অবশ্যই তাহাকে তোমার নিকট ফিরাইয়া দিব। শুধু হইই নহে বরং তাহাকে রাসূল হিসাবে মনোনীত করিব।

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা নীলনদের তীরে বাস করিতেন। তিনি একটি সিন্দুক তৈয়ার করিলেন এবং উহার মধ্যেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহাকে দুধ পান করাইয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দিতেন। কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে সিন্দুকটি নদীতে ভাসাইয়া দিতেন এবং একটি রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতেন। একদিন তাঁহার ঘরে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তিনি ভীত হইলেন, এতএব হযরত মূসা (আ) সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন, কিন্তু রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়া গেলেন। নদীর পানি তাঁহাকে ভাসাইয়া ফির'আউনের ঘরের সম্মুখে লইয়া গেল। ফির'আউনে দাসীরা উহা উঠাইয়া লইল। তাহারা সিন্দুকটি লইয়া ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট গেল। তাহারা জানিত না যে, উহার মধ্যে কি আছে? এতএব তাহার অনুমতি ব্যতিত উহা খোলা নিরাপদ মনে করিল না। অতঃপর খুলিলে দেখা গেল, উহার মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুশ্রী একটি শিশু বিদ্যমান। উহাকে দেখিতেই ফির'আউনের স্ত্রীর অন্তরে অস্বাভাবিক ভালবাসার সৃষ্টি হইল। ইহা ছিল তাঁহার সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সন্মানিত করিবার ও তাঁহার স্বামী ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করিবারই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْتَقَطَهُ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ফির'আউনের লোকেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া গেল, সে পরিণামে তাহাদের জন্য শত্রু ও চিন্তার কারণ হয়।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ও অন্য মনীষীগণ বলেন, لِيَكُوْنَ এর لَام টি এখানে عَاقِبَة এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, تعليل এর জন্য নহে। কারণ ফির'আউনের লোকেরা হযরত মূসা (আ) কে এই জন্য উঠাইয়াছিল না দৃশ্যত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও তাঁহার অনুসারীদের কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আয়াতের পূর্ব ও পরের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে এখানে تعليل এর অর্থও হইতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের লোকদিগকে হযরত মূসা (আ)-কে উঠাইবার জন্য এই জন্য লাগাইয়া দিয়াছিলেন যে, সে তাহাদের জন্য শত্রু ও চিন্তার কারণ হইবে। যেহেতু তাহারা ছিল অপরাধী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَاطِئِيْنَ ـ

বস্তুত ফির'আউন ও হামান এবং তাহাদের সেনাদল ছিল অপরাধীর দল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীয (র) একবার কাদ্‌রিয়া দলের নিকট তাহারা "আল্লাহ যে তাঁহার নিজ পূর্ব ইল্‌ম অনুযায়ী তাক্‌দীর নির্ধারিত করেন এবং সব কিছু পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এই সবকে অস্বীকার করে", তাহাদের প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিলেন। পত্রে বলেন, হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহর পূর্ব ইল্‌ম ছিল যে, তিনি ফির'আউনের শত্রু ও চিন্তার কারণ হইবেন। যেমন অত্র আয়াত বলা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় তাক্‌দীর পূর্বে নির্ধারিত।

وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوْهُ ـ

ফির'উনের স্ত্রী যখন তাহাকে (হযরত মূসা (আ)) হত্যা করিবে বলিবে ধারণা করিলেন, তিনি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ফির'আউনের সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, এই শিশু তো আমারও তোমার চক্ষু জুড়াইবে। ফির'আউন উহা শুনিয়া বলিল, আমার চক্ষু জুড়াইবে না, জুড়াইলে তোমার চক্ষু জুড়াইবে। বাস্তবে ঘটিলও তেমনি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া বিনতে মুযাহিমকে হেদায়েত দান করিলেন। কিন্তু ফির'আউনকে তাঁহার হাতে ধ্বংস করিলেন। সূরা তো-হা এর মধ্যে এই বিষয়ে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে।

عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا সম্ভবত সে আমাদের উপকার করিবে। হযরত আছিয়া (আ)-এর এই কথা সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ মূসা (আ)-এর হাতে তাহাকে হেদায়েত দান করিয়াছেন এবং তাহাকে বেহেশতবাসী করিয়াছেন।

اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا কিংবা তাহাকে আমরা পুত্র বানাইয়া লইব। হযরত আছিয়া (আ) এই আশা এই কারণে পোষণ করিয়া ছিলেন যে, ফির'আউনের পক্ষ হইতে তাঁহার কোন সন্তান ছিল না।

وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ হযরত মূসা (আ)-কে নদী হইতে তুলিয়া লইবার মধ্যে যে হিক্‌মত ও নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে উহা তাহারা জানিত না।

١٠. وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ لَوْلَاۤ اَنْ
رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

١١. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ·

١٢. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ
بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ·

١٣. فَرَدَدْنٰهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ
اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (১০) মূসা জননীর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাতে সে আস্থাশীল হয়, তজ্জন্য আমি তাহার হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া না দিলে সে তাহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিত। (১১) সে মূসার ভগ্নিকে বলিল, ইহার পিছনে পিছনে যাও, যে উহাদিগের অজ্ঞাতসারে দূর হইতে তাহাকে দেখিতেছিল। (১২) পূর্বে হইতে আমি ধাত্রীস্তন্য পানে তাহাকে বিরত রাখিয়াছিলাম। মূসার ভগ্নি বলিল, তোমাদিগকে আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দিব যাহারা তোমাদিগের হইয়া ইহাকে লালন-পালন করিবে, ইহার মংগলকামী হইবে। (১৩) অতঃপর আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম তাহার জননীর নিকট যাহাতে তাহার চক্ষু জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝিতে পারে যে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ)-কে যখন নদীতে নিক্ষেপ করা হইল, তখন তাহার আম্মার অন্তর পৃথিবীর সকল বস্তু হইতে শূন্য হইয়া কেবল তাহার শিশু সন্তানের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ উবাইদাহ্, যাহ্হাক, হাসান বাসরী ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন।

اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيْ بِهٖ وَلَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا ـ

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার শিশু সন্তানের চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় বিষয়টি প্রকাশ করিবার উপক্রম হইয়াছিলেন। অর্থাৎ মানুষকে এই কথা বলিয়া দেওয়ার উপক্রম

হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার সন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সিন্দুক বাঁধিয়া রাখিতে ভুলিয়াছেন, কেহ কি তাহার ঐ সিন্দুকটি উদ্ধার করিতে পারিবে কি? কিন্তু তিনি এমন করেন নাই। কারণ আল্লাহ তাঁহারই অন্তরকে শান্ত্বনা দিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্লাহ তাহার অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে তাহার সন্তানকে আল্লাহ্ অবশ্যই সংরক্ষিত করিবেন।

وَقَالَتْ لِأُخْتِهٖ قُصِّيْهِ হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহার ভগ্নিকে বলিলেন, তুমি মূসা (আ)-এর পিছনে পিছনে যাও এবং তাঁহার অবস্থা কি জান। সে এতটুকু বড় ছিল যে, মানুষের কথা বুঝিতেও সংরক্ষিত করিতে পারিত।

فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ অতঃপর সে কিছু দুর হইতে মূসা (আ) অবস্থা দেখিল। মুজাহিদ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাসা (রা) বলেন "সে এক পাশ হইতে তাঁহার অবস্থা দেখিল"। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাঁহাকে এমনভাবে দেখিল যেন, সে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া দেখিতেছে না। যেন সে তাঁহাকে চিনেই না। ইহা ছিল তখনকার অবস্থা। যখন হযরত মূসা (আ)-কে ফির'আউনের রাজ প্রাসাদে যত্ন সহকারে রাখা হইয়াছে। ফির'আউনের স্ত্রীর অন্তরে তাহার অসাধারণ ভালবাসা জন্ম লইয়াছে, কিন্ত শিশু মূসা কাহারও দুধ গ্রহণ করিতেছে না। অতঃপর ফির'আউনের লোকেরা তাহাকে লইয়া এই উদ্দেশ্যে বাজারে বাহির হইল যে, হয়ত তাহার কোন ধাত্রী এমন পাইবে যাহার দুগ্ধ শিশু মূসা গ্রহণ করিবে। হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। কিন্তু সে কাহার নিকট প্রকাশ করিল না আর তাহার কিছু বুঝিতেও পারিল না। আলাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ আর আমি মূসা (আ)-এর উপর পূর্বেই সকল ধাত্রীর দুগ্ধ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। ইহা ছিল তাঁহার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে বড় সম্মান যে, তিনি তাঁহার আম্মার দুগ্ধ ব্যাতিত অন্য কাহার ও দুগ্ধ পান করিবে না। আর এইভাবেই তিনি তাঁহার আম্মার নিকট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন। আর তাঁহার আম্মা ও যালিমদের হাত হইতে নিরাপদে তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইতে সক্ষম হইবেন।

قَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ -

হযরত মূসা (আ) ভগ্নি ঐ সকল লোকদিগকে বলিল, আমি কি এমন এক পরিবারের কথা তোমাদিগকে বলিব যে, এই শিশুর লালন পালন করিবে এবং তাহারা ইহার প্রতি হীতাকাংক্ষাও করিবে ? হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর ভগ্নি যখন তাহাদিগকে এই কথা বলিল, তখন তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি ইহা কি ভাবে জানিতে পারিলে যে, তাহারা এই শিশুর প্রতি হীতাকাংক্ষা করিবে। তাঁহার প্রতি

স্নেহশীল হইবে ? তখন সে জবাবে বলিল, যেহেতু তাহারা বাদশার সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী এবং তিনি তাহাদের উপকার করিবেন ও পুরস্কৃত করিবেন। এই কারণেই আমি বুঝিতে পারি যে, এই শিশুর প্রতি তাহারা পূর্ণ যত্নবান হইবে, তাঁহাকে স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া লালন পালন করিবে। অতঃপর ঐ সকল লোক শিশু মূসাকে লইয়া গেল।

হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা তাঁহাকে স্বীয় স্তন্য দিতেই তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। উহা দেখিয়া তাহারা বড়ই আনন্দিত হইল এবং এই সংবাদ তাহারা ফির'আউনের স্ত্রীর নিকট দিল। তিনি হযরত মূসা (আ) আম্মাকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং অনেক বড় পুরস্কার দিলেন। তিনি ইহা জানিতেন না যে, এই মহিলাই হযরত মূসা (আ)-এর আপন আম্মা। হযরত আছিয়া (আ) তাঁহাকে দুধ পান করাইবার জন্য তাঁহার নিকটই অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি এই বলিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন, যে তাহার স্বামী ও সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদের সেবা যত্ন তাহারই করিতে হয়। এতএব তাহার পক্ষে রাজ প্রাসাদে অবস্থান করা সম্ভব নহে। তবে তিনি বলিলেন, অনুমতি হইলে, তিনি শিশুকে সযত্নেই তাঁহার বাড়ীতে লালন পালন করিবেন। ফির'আউনের স্ত্রী তাহাকে অনুমতি দিলেন। এবং তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। উপরন্ত তাহাকে পুরস্কারও দিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মা স্বীয় সন্তানকে লইয়া আনন্দ উৎফুল্লের সহিত ঘরে ফিরিলেন এবং আল্লাহ তাঁহার ভয়কে নিরাপত্তার দ্বারা পরিবর্তন করিলেন এবং সন্মান ও রিযিক দান করিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَثل الذى يَعمل ويَحسب فِى صنعته الخَير كَمَثل اُمّ مُوسٰى تَرضع وَلدَها وتَأخذ اُجرها ـ

যেই ব্যক্তি তাহার নেক আমল করে ও সৎকাজে সাওয়াব আশা পোষণ করে তাহার দৃষ্টান্ত হইল হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার মত, যিনি স্বীয় সন্তানকে দুধপান করাইতেন এবং উহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। হযরত মূসা (আ)-এর আম্মার অস্থিরতা একদিন ও এক রাত্রের অধিক ছিল না। যেই সত্তার হাতে সর্বময় ক্ষমতা তিনি বড়ই পবিত্র তিনি ইচ্ছা করেন উহা সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হয় না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে তাঁহার নির্দেশ পালন করিয়া চলে আল্লাহ তাহাকে বিপদের মুহূর্তে নিরাপত্তা দান করেন, অশান্তির পরে শান্তি দান করেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لاَ تَحْزَنَ ـ

মূসাকে আমি তাহার আম্মার নিকট ফিরাইয়া দিলাম যেন তাহার দ্বারা তাহার আম্মার চক্ষু শীতল হয়। আর চিন্তিত না হয়।

وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۔

আর সে যেন জানিতে না পারে যে, মূসাকে যালিমের হাত হইতে ফিরাইয়া দেওয়ার ও তাঁহাকে রসূল করিবার যেই ওয়াদা আল্লাহ করিয়াছেন উহা সত্য। হযরত মূসা (আ) এর আম্মা এখন পূর্ণ যত্ন সহকারে তাঁহার লালন পালন শুরু করিলেন। এবং যিনি আল্লাহর রাসূল হইবেন তাঁহার শিশুকাল তাঁহার যেই রূপ লালন পালন হওয়া মায়ের স্বভাবগত ও শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ হইতে বাঞ্ছনীয় তিনি তদ্রূপ লালন পালন করিলেন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

কিন্তু অধিকাংশ লোকই আল্লাহর কাজের নিগূঢ় রহস্য ও উহার শুভ পরিণাম জানে না। এতএব অনেক সময় এমন হয় যে কোন কাজ পরিণামের দিক হইতে উত্তম। কিন্তু অনেকের কাছে উহা স্বভাব বিরোধী হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۔

সম্ভবতঃ তোমরা কোন কাজ স্বভাবগত অপসন্দ রুর, যাহা বাস্তবে ও পরিণামের দিক হইতে তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর সম্ভবত তোমরা স্বভাবগতভাবে যা পসন্দ কর অথচ পরিণামের দিক হইতে উহা তোমাদের জন্য অকল্যাণকার। (সূরা বাকারা ঃ ১৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۔

সম্ভবত তোমরা কোন কাজ স্বভাবগতভাবে অপসন্দ কর অথচ, আল্লাহ উহার মধ্যে অনেক কল্যাণ সাধন করিবেন। (সূরা নিসা ঃ ১৯)

١٤. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔

١٥. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِىْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ

مُوسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ.

١٦. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

١٧. قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৪) যখন মূসা পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হইল, তখন আমি তাহাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করিলাম। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণ দিগকে পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। (১৫) আর সে নগরীতে প্রবেশ করিল, যখন ইহার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেথায় সে দুইটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখিল। একজন তাহার নিজ দলের এবং অপরজন তাহার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি উহার শত্রুর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল, তখন মূসা তাহাকে ঘুষি মারিল এই ভাবে সে তাহাকে হত্যা করিয়া বসিল। মূসা বলিল, ইহা শয়তানের কাজ, সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। (১৬) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি যুলুম করিয়াছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তিনি তো পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল (১৭) সে আরো বলিল, আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি যেই অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি কখনও অপরাধীদিগের সাহায্যকারী হইব না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর শৈশবের অবস্থা বর্ণনা করিবার পর তাঁহার যৌবনের ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যখন যৌবনে উপনীত হইলেন, শক্তিশালী হইলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিক্‌মত ও জ্ঞান দান করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে নবুয়ত দান করিলেন।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা নেক ও সৎলোকজনকে এই ভাবেই উত্তম বিনিময় দান করেন।

অতঃপর হযরত মূসা (আ) কিভাবে একজন কিব্‌তীকে হত্যা করিয়া মিসর ত্যাগ করিয়া মাদ্‌ইয়ানে গমন এবং পরবর্তীকালে নবুওয়াত লাভ করিলেন ও আল্লাহ্‌র সহিত কথা বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সেই ঘটনা ও বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ শহরবাসীরা যখন বে-খবর ছিল, এমন সময় মূসা (আ) শহরে প্রবেশ করিলেন। ইব্‌ন জুবাইর (র) আতা খুরাসানী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত মূসা (আ) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইবনুল মুনকাদির (র) আতা ইবন ইয়াসার (র) সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সময়টি ছিল দ্বিপ্রহর কাল। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমাহ, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) ও এই মত পোষণ করিয়াছেন। فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ তখন হযরত ঐ শহরে দুই ব্যক্তিকে মারামারি ও লড়াই করিতে দেখিলেন।

هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ তাহাদের একজন ছিল ইসরাঈলী ও তাঁহার স্বজাতি ও অপরজন ছিল কিব্‌তী ও তাহার শত্রু দলভুক্ত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ, সুদ্দী, ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইসরাঈলী ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল, তিনি সুযোগ বুঝিয়া কিব্‌তীকে ঘুষী মারিলেন, এবং তাহার মৃত্যু ঘটিল। কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) তাহাকে লঠি দ্বারা আঘাত করিলেন, ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিল।

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ـ

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, ইহা তো শয়তানের কাজ। সে তো আমার শত্রু এবং প্রকাশ্য গুমরাহকারী।

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করিয়াছি। এতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন, কারণ তিনি অতিশয় ক্ষমাকারী, বড়ই মেহেরবান।

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ـ

হযরত মূসা (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমার যেই বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এতএব আমি আর কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হইব না। যাহারা কাফির আপনার হুকুমের বিরোধী তাহাদের আর কখনও সাহায্য করিব না।

١٨. فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهٗ
بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ قَالَ لَهٗ مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ ۝

١٩. فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ.

অনুবাদঃ (১৮) এতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীর তাহার প্রভাত হইল। হঠাৎ সে. শুনিতে পাইল পূর্বদিন যে ব্যক্তি তাহার সাহায্য প্রার্থণা করিয়াছিল সে তাহার সাহায্যের জন্য চিৎকার করিতেছে। মূসা তাহাকে বলিল, তুমি তো স্পষ্ট একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি (১৯) এতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরিতে উদ্যত হইল তখন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিল হে মূসা, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে সে ভাবে আমাকেও কি হত্যা করিতে চাহিতেছ? তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হইতে চাহিতেছ, শান্তি স্থাপনকারী হইতে চাহ না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত মূসা (আ) যখন কিব্তীকে হত্যা করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য পরবর্তী দিন প্রতুষ্যে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতেছিলন যে, ইহার পরিণাম কি হয়। এমন সময় পূর্বদিনের ইসরাঈলী ব্যক্তিকে তিনি অন্য এক কিব্তীর সহিত লড়াই করিতে দেখিলেন। সে ব্যক্তি হযরত মূসার (আ) দেখিতেই তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ফরিয়াদ করিল। তখন হযরত মূসা (আ) বলিলেন ঃ اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ। নিঃসন্দেহে হে তুমি একজন প্রকাশ্য গুমরাহ ব্যক্তি। ইহা বলিয়া, যখন মূসা ঐ কিব্তীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে এই ভাবিল যে মূসা (আ) তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন, হয়ত তিনি তাহার উপরই চড়াও হইবেন, সে বলিয়া উঠিল ঃ

يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ-

হে মূসা, তুমি কি আমাকেও তদ্রূপ হত্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, যেমন একজন কিব্তীকে গতকাল তুমি হত্যা করিয়াছিলে? যেহেতু পূর্বদিনের ঘটনাকালে হযরত মূসা (আ) আর ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি ছাড়া আর কেহ উপস্থিহ ছিল না। আজ এই কিব্তী যখন ইসরাঈলী ব্যক্তির মুখে জানিতে পারিল যে, আসল হত্যাকারী হযরত মূসা। সে তৎক্ষণাৎ ফির'আউনের নিকট ঘটনাটি জানাইয়া দিল। ফির'আউন ইহা জানিতে পারিয়া হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি দারুন ক্রোধান্বিত হইল, তাহাকে হত্যা করিবে বলিয়া মন স্থির করিল। এতএব তাহাকে খুঁজিয়া তাহার দরবারে উপস্থিত করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিল।

٢٠. وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰٓى اِنَّ الْمَلَاَ
يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (২০) নগরীর দূরপ্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল ও বলিল হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, সুতরাং তুমি বাহিরে চলিয়া যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَجَاءَ رَجُلٌ আর এক ব্যক্তি আসিল। আল্লাহ তা'আলা এখানে رَجُلٌ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ পুরুষ ব্যক্তি যেহেতু ঐ লোকটি হযরত মূসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদ নিকটতম ও পথ অতিক্রম করিয়া তাহাকে দান করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পায়। হযরত মূসা (আ)-কে ঐ লোকটি বলিল ঃ

اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ ফির'আউনের মন্ত্রীবর্গ তোমার সম্পর্কে হত্যা করিবার পরামর্শ করিতেছে, এতএব তুমি শহর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়।

اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ নিঃসন্দেহে আমি তোমার হীতাকাংক্ষীদের একজন।

٢١. فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِيْنَ ۝

٢٢. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ
السَّبِيْلِ ۝

٢٣. وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ وَوَجَدَ
مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِىْ
حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ ۝

٢٤. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰىٓ اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ
مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

অনুবাদ ঃ (২১) ভীত সর্তক অবস্থায় সে তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে যালিম সম্প্রদায় হইতে রক্ষা কর (২২) যখন মূসা মাদ্ইয়ান অভিমুখে যাত্রা করিল, তখন বলিল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করিবেন (২৩) যখন সে মাদ্ইয়ানের কূপের নিকট পৌছিল, দেখিল একদল লোক সেখানে তাহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতেছে এবং উহাদিগের পশ্চাতে দুইজন নারী তাহাদিগের পশুগুলিকে আগলাইতেছে। মূসা বলিল, তোমাদের কি ব্যাপার, তাহারা বলিল, আমরা আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইতে পারি না, যতক্ষণ রাখালেরা উহাদিগের জানোয়ারগুলিকে লইয়া সরিয়া না যায়। আমাদিগের পিতা অতি বৃদ্ধ (২৪) মূসা তাহাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান করাইলেন। তৎপর সে ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করিবে, আমি তাহার কাংগাল।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করিবার সংবাদবহনকারী যখন তাহাকে সংবাদ পৌছাইয়া দিল। তখন তিনি একাকীই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন অথচ, তিনি পূর্বে কখনও শহর ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই। এতএব পথ ঘাটও চিনিতেন না। তিনি তো রাজ প্রাসাদের পরম বিলাসিতা ও শান্তির সহিত জীবন যাপন করিতেছিলেন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۔

অতএব তিনি ভয় ভীত হইয়া শহর ত্যাগ করিলেন এবং তিনি হত্যা করিয়াছিলেন উহার সম্পর্কে কি আলোচিত হইতেছে, উহাও তিনি সংগ্রহ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে যালিম কাওমের হাত হইতে রক্ষা করুন। অর্থাৎ ফির'আউন ও তাঁহার স্বজাতিদের অকল্যাণ হইতে আমাকে মুক্তি দান করুন। বর্ণিত আছে যে, এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্তাকে একটি ঘোড়ায় আরোহিত করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং ঐ ফিরিশ্তাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া মাদ্ইয়ান পৌছাইয়া দিল।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ আর হযরত মূসা (আ) যখন মাদইয়ানের পথে রওনা হইলেন, এবং তাঁহার মনে আনন্দ আসিল।

قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ـ

তিনি বলিলেন, সম্ভবত আমার পালনকর্তা আমাকে সঠিক পথ দেখাইলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাই করিলেন তাঁহাকে ইহকাল ও পরকালের সঠিক পথপ্রদর্শন করিলেন। আল্লাহ তাঁহাকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও পথপদর্শক করিলেন।

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ আর হযরত মূসা (আ) যখন পথ চলিতে চলিতে মাদইয়ানের একটি কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। যেই কূপ হইতে রাখাল দল তাহাদের পশুকে পানি পান করাইত।

وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ তথায় তিনি একদল মানুষকে তাহাদের পশুকে পনি পান করাইতে দেখিতে পাইলেন।

وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ আর তাহাদের পশ্চাতে দুইজন মহিলাকে তাহাদের ছাগল ঠেকাইয়া রাখিয়া অবস্থান করিতে দেখিলেন। মহিলাদ্বয় তাহাদের ছাগল গুলিকে অন্যান্য রাখালদের ছাগল হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। যেন তাহাদের কোন কষ্ট না হয়। হযরত মূসা (আ) তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় দন্ডায়মান দেখিতে পাইয়া তাহাদের প্রতি সুহৃদয় হইলেন। এবং বলিলেন ঃ مَا خَطْبُكُمَا তোমাদের অবস্থা কি ? তোমরা যে ঐ সকল লোকদের সহিত পানি পানি পান করাইতেছ না ?

قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ তাহারা বলিল, যতক্ষণ ঐ সকল রাখাল দল তাহাদের পশুকে পানি পান করাইয়া অবসর না হয়, আমরা পানি পান করাইব না।

وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ আর আমরা যে ছাগলকে পানি পান করাইতে আসিয়াছি ইহার কারণ হইল আমাদের আব্বা এখানে আসিতে অক্ষম। কারণ তিনি অতিশয় বৃদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন ঃ فَسَقٰى لَهُمَا হযরত মূসা (আ) পানি উঠাইয়া তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া দিলেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ (র) ..... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন মাদইয়ানের পানির নিকট পৌছিলেন, তখন তিনি একদল মানুষকে তাহাদের পশুকে পানি পান করাইতে দেখিলেন, তাহারা পানি পান করাইয়া কূপের উপর একটি মস্তবড় পাথর রাখিয়া দিল। পাথরটি সরাইতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের প্রয়োজন হয়। হযরত মূসা (আ) দেখিলেন দুইজন মহিলা তাহাদের ছাগল পানি পান করান হইতে বিরত। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদের কি অবস্থা ? তোমরা কেন পানি পান করাইতেছ না ?

তাহারা বলিল, আমরা তো ঐ সকল রাখালদের শেষে পানি পান করাই। কিন্তু তাহারা তো উহার উপর মস্ত বড় পাথর রাখিয়াছে। আমাদের পক্ষে কি আর উহা সরাইয়া দেওয়া সম্ভব। ইহা শুনিয়া হযরত মূসা (আ) একাকীই পাথরটি সরাইয়া দিলেন এবং মস্ত বড় এক ঢোল ভরিয়া তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ -

ইহার পর হযরত মূসা (আ) একটি ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আপনার দেওয়া কল্যাণের মুখাপেক্ষী। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন,হযরত মূসা (আ) মিস্‌র হইতে মাদইয়ান পর্যন্ত সারা পথে সব্‌জী ও গাছের পাতা আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিয়াছেন। মাদইয়ান পর্যন্ত তিনি পদব্রজেই সফর করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার জুতা ফাটিয়া খসিয়া পড়িয়া গেল। এতএব তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার পেট পিঠের সহিত লাগিয়াছিল। তাঁহার পেটের তরকারীর সজীবতা বাহির হইতেই দেখা যাইতেছিল। তখন তিনি একটা করে খেজুরের প্রতি অত্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিলেন অথচ, তিনি ছিলেন সেই যুগে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় বান্দা।

اِلَى الظِّلِّ। হযরত ইবন্ আব্বাস (রা) ইব্ন মসঊদ (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, এখানে ছায়া দ্বারা গাছের ছায়া বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন আমর আনকাযী (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উটের উপর আরোহণ করিয়া পরস্পর দুইরাত্রে সফর করিয়াছি এবং দুই রাত্রের প্রতূষ্যে মাদইয়ান উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর যেই গাছের ছায়ায় হযরত মূসা (আ) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গাছ সম্পর্কে আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একটি গাছের প্রতি ইশারা করিল। উহা একটি সবুজ গাছ ছিল। আমার উটটি ছিল অতিশয় ক্ষুধার্থ, উহা হইতে পাতা মুখে লইয়া চাবাইতে শুরু করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চাবাইয়া নিক্ষেপ করিয়া দিল। তখন আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসা (আ)-এর জন্য দু'আ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত যেই গাছ হইতে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছিলেন তিনি সেই গাছের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সুদ্দী (রা) বলেন, গাছটি বাবালা গাছ ছিল। আতা ইব্ন সায়িব (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ বলিয়াছিলেন, তখন ঐ মহিলা উহা শুনিতে পাইয়াছিল।

٢٥. فَجَآءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ
لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهٗ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ
قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۰

٢٦. قَالَتْ اِحْدٰهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ
الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ۰

٢٧. قَالَ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ
تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَآ
اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ۰

٢٨. قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ
وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ۰

অনুবাদঃ (২৫) তখন নারীদিগের একজন শরমজনিত চরণে তাহার নিকট আসিল এবং বলিল, আমার পিতা তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছেন, আমাদিগের জানোয়ারগুলিকে পানি পান কারাইবার পারিশ্রমিক তোমাকে দেওয়ার জন্য। অতঃপর মূসা তাহার নিকট আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে সে বলিল, ভয় করিও না, তুমি যালিম সম্প্রদায়ের কবল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। (২৬) উহাদিগের একজন বলিল, হে পিতা! তুমি তাহাকে মজুর নিযুক্ত কর। কারণ তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত। (২৭) সে মূসাকে বলিল আমি আমার কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সহিত বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর আমার কাজ করিবে, যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর সে তোমার ইচ্ছা।

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিল তুমি আমাকে সদাচারী পাইবে। (২৮) মূসা বলিল, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তি রহিল। এই দুইটি মিয়াদের কোন একটি পূর্ণ করিলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিবে না। আমরা যে বিষয়ের কথা বলিতেছি আল্লাহ্ তাহার সাক্ষী।

তাফসীরঃ মহিলা দুইজন তাহাদের ছাগলকে পানি পান করাইয়া দ্রুত তাহাদের আব্বার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কিছু বিস্মিত হইয়া দ্রুত ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হযরত মূসা (আ) তাহাদের সহিত যেই ব্যবহার করিয়াছেন উহার বিস্তারিত বিবরণ শুনাইয়া দিল।

فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۔

তাহাদের আব্বা ঘটনা শুনিয়া তাহাকে ডাকিবার জন্য তাহাদের একজনকে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর প্রেরিতা লজ্জাবতী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, সে তাঁহার চাদর দ্বারা আবৃত হইয়া হযরত মূসা (আ) নিকট উপস্থিত হইল। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ নু'আইম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই মেয়েটি লজ্জার সহিত হযরত মূসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে। সে নির্লজ্জা ছিল না যে, নির্দিধায় কূপ হইতে পানি বাহির করিয়া থাকে বরং কাপড় দ্বারা তাহার মুখমন্ডল আবৃত করিয়া রাখিল এবং বলিলেন ঃ

اِنَّ اَبِىْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۔

আমার আব্বা আপনাকে আপনার পানি পান করাইবার পারিশ্রমিক দেওয়া জন্য ডাকিতেছেন। তাহার বক্তব্যে বড় আদর পরিলক্ষিত হয়। সে শুধু আমার আব্বা আপনাকে ডাকিতেছেন বলিলেন না। কারণ শুধু এই কথায় ধারণার অবকাশ থাকিয়া যায়। বরং সে ইহাও বলিলেন যে, আপনাকে আপনার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য ডাকিতেছেন। অতএব ইহা মধ্যে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিল না।

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ যখন তিনি তাহার আব্বার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন এবং মিসর হইতে কি কারণে মাদইয়ান আসিলেন উহাও বলিলেন ঃ

قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

তিনি বলিলেন, তুমি ভয় করিও না, তুমি ফির'আউনের রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছ। আমাদের শহরে তাহার কোন হুকুম চলে না, এতএব যালিম কাওম হইতে তুমি মুক্তি পাইয়াছ।

ঐ ব্যক্তি যে কে, এই সম্পর্কে তাফসীরকারগণের মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি হইলেন, হযরত শু'আইব (আ)। মাদইয়ান বাসীদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। অধিকাংশ আলেমগণের মতে ইহাই প্রসিদ্ধ। হাসান বাসরী (র) এবং আরো অনেকের এইমত পোষণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইবন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাহার নিকট হযরত মূসা (আ) তাহার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন হযরত শু'আইব (আ)। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

ইমাম তাবরানী (র) সালামাহ ইব্‌ন সা'দ আনসী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে তাঁহার কাওমের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করিয়াছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, হযরত শু'আইব (আ)-এর কাওমের লোক এবং হযরত মূসা (আ)-এর শ্বশুরালয়ের লোক খোশ আমদেদ, তুমি হেদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছ।

অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিলেন হযরত শু'আইব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত শু'আইব (আ)-এর গোত্রীয় একজন লোক ছিলেন। এক দল মুফাস্‌সির বলেন, হযরত শু'আইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর বহু পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কাওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ লূত (আ)-এর কাওমের যামানা তো আর তোমাদের যুগ হইতে দূরে নহে। (সূরা হূদ ঃ ৮৯)

আর হযরত লূত (আ)-এর কাওম হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর যামানায়ই ধ্বংস হইয়াছিল। পবিত্র কুরআন দ্বারাই ইহা প্রমাণিত। আর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) হযরত মূসা (আ)-এর বহু পূর্বে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ চারশত বৎসরের অধিক পূর্বে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন। এতএব বুঝা গেল হযরত শু'আইব (আ) হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে যেহেতু হযরত শু'আইব (আ) দীর্ঘ জীবন পাইয়াছিলেন কাজেই হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে প্রেরিত হইবার কারণে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না।

তবে যাঁহারা এই মত প্রকাশ করেন যে, ঐ ব্যক্তি হযরত শু'আইব (আ) ছিলেন না, তাহাদের সর্বাপেক্ষা মযবূত দলীল হইল, যদি তিনি হযরত শু'আইব (আ) হইতেন, তবে পবিত্র কুরআনে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইত। আর হাদীস শরীফে হযরত মূসা (আ) এর ঘটনার সহিত তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে উহার সনদ বিশুদ্ধ নহে। বনী ইসরাঈলের গ্রন্থ সমুহে ঐ ব্যক্তির নাম 'সাইরূন' উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবূ উবাইদাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, সাইরূন হইল, হযরত শু'আইব (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আবু হামযা (র) বর্ণনা করেন, যেই ব্যক্তি হযরত মূসা (আ)-কে পারিশ্রমিক দান করিয়াছিলেন, তিনি মাদইয়ান এর শাসক ছিলেন। রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন জরীর বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই বিষয়টি প্রমাণ্য হাদীস ছাড়া জানিবার উপায় নাই। অথচ, এই সম্পর্কে কোন প্রমাণ্য হাদীস নাই।

قَالَتْ اِحْدَاهُمَا يَٰاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ -

ঐ ব্যক্তির দুই কন্যার এজন বলিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। আর উত্তম সেই যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হইবে। কেহ কেহ বলেন, এই প্রস্তাব পেশকারী মেয়েটি হইল যে হযরত মূসা (আ)-কে ডাকিবার জন্য গিয়াছিল। হযরত উমর (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) শুরাইহ, আবূ মালিক, কাতাদাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) এবং আরো অনেকে বলেন, যখন ঐ মেয়েটি اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ বলিয়াছিল, তখন তাহার আব্বা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহা কি ভাবে জানিলে যে, সে একজন শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ? তখন সে বলিল, এই ব্যক্তি যে শক্তিশালী তাহা প্রমাণিত হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যেই বিরাট পাথর উঠাইতে কমপক্ষে দশজন পুরুষের প্রয়োজন উহা সে কূপের উপর হইতে একাই উত্তোলন করিয়াছে। আর বিশ্বস্ত হইবার প্রমাণ হইল, যখন আমি তাহার সহিত আসিলাম তখন সে আমাকে তাহার পশ্চাতে চলিবার জন্য বলিল এবং সে ইহাও আমাকে বলিল যে, যখন পথ পরিবর্তন হইবে তখন তুমি পশ্চাত হইতে আমার সন্মুখে একটি ছোট পাথর এমনভাবে নিক্ষেপ করিবে যে উহা দ্বারাই আমি বুঝিতে পারিব যে, আমার ঐ পথ ধরিতে হইবে।

সূফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি তিনি ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনে করি হযরত আবূ বকর (রা)-কে যখন তিনি হযরত উমর (রা) খলীফা হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ)-এর খরীদকারী যিনি তাহাকে দেখিয়াই তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, তুমি যথাযথ যোগ্য মর্যাদার সহিত তাহার থাকিবার ব্যবস্থা কর। আর যেই মেয়েটি তাহার আব্বাকে বলিয়াছিল, আব্বা! আপনি তাহাকে মজদূর হিসাবে নিয়োগ করুন। কারণ উত্তম মজদুর শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হয়।

قَالَ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنَ -

তিনি বলিলেন, মূসা আমি তোমার সহিত আমার এই দুই কন্যার একজনকে বিবাহ দিতে চাই, তবে এই শর্তে যে, তুমি আট বৎসর পর্যন্ত আমার ছাগল চরাইবার মজদুরী

করিবে। শু'আইব জুনাবায়ী (র) বলেন, তাঁহার দুই কন্যার নাম ছিল, সাফূ ও শারফা তাহাকে 'লাইয়া' বলা হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়াছেন, যে যদি কেহ বলে, এই দুইটি গোলামের একটিকে তোমার নিকট এক শর্তের বিনিময়ে বিক্রয় করিলাম। এবং অপরজন বলিল, আমি ক্রয় করিলাম তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবে।

عَلَى اَنْ تَاْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ـ

আমি তোমার সহিত আমার একটি কন্যাকে এই শর্তে বিবাহ দিব যে, তুমি আট বৎসর আমার মজদূরী করিবে। অবশ্য যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তবে উহা হইবে তোমার পক্ষ হইতে অতিরিক্ত। যদি তুমি অতিরিক্ত দুই বৎসর মজদূরী না কর তাহা হইলেও চলিবে।

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ

আমি তোমাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিতে চাই না। ফুকাহায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা ইমাম আওযায়ী (র)-এর মত প্রমাণিত করেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, যদি কেহ বলে, আমি এই বস্তুটি নগদ দশ টাকায় কিংবা বাকীতে বিশ টাকায় তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, তবে এই ক্রয়-বিক্রয় জায়িয হইবে এবং ক্রেতার পক্ষে যে কোন মূল্যে উহা ক্রয় করা বৈধ। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত ঃ

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنَ فِى بَيْعَةٍ فَلَه اَوْكَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا ـ

"যেই ব্যক্তি একইবার বিক্রয়ের মধ্যে দুই প্রকার বিক্রয় করে, তাহার জন্য যে কোন বিক্রয় জায়েয, কম লাভজনক বিক্রয় কিংবা অধিক লাভজনক বিক্রয়"। কিন্তু ইমাম আওযায়ী (র) এর পক্ষে অত্র হাদীস ও আয়াত দ্বারা স্বীয় মত প্রমাণিত করা বিবেচনাধীন। এখানে এই বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে।

ইমাম আহমাদ ও তাঁহার অনুসারীগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা খাদ্য ও পোষাকের বিনিময়ে মজদূর নিয়োগ করা জায়িয প্রমাণিত করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে তাঁহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। ইবন মাজাহ (র) তাহার সুনান গন্থে এই বিষয়টি প্রমাণিত করিবার জন্য বলেন, মুহাম্মদ (র) ..... উৎবাহ ইব্ন মুনযির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ مُوْسٰى اَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِىَّ سِنِيْنَ اَوْ عَشَرَةَ سِنِيْنَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ـ

"হযরত মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও আহারের বিনিময়ে মজদূর খাটিয়াছেন"। তবে এই হাদীসের সুত্রে মাসলামাহ ইব্‌ন আলী নামক রাবী দুর্বল। এতএব হাদীসটিও দুর্বল। অবশ্য অন্যান্য সূত্রেও ইহা বর্ণিত আছে ..... কিন্তু উহার বিশুদ্ধতা বিতকির্ত।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... উতবা ইব্‌ন মুনযির সুলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّ مُوْسٰى اَجَرَ نَفْسَهُ بِعِفَّةِ فَرَجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ ـ

মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন। হযরত মূসা (আ) যে ঐ বুযুর্গের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন আল্লাহ তা'আলা উহারই সংবাদ প্রদান করেন ঃ

قَالَ ذَالِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَىَّ ـ

আল্লাহর রাসূল হযরত মূসা (আ) বলিলেন, আমার ও আপনার মাঝে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, আট বংসর ও দশ বৎসরের যে কোন একটি সময় আমি পূরণ করিবে ইহা আমার ইচ্ছাধীন। আট বৎসর পূরণ করিবার পর আমার উপর আপনি অতিরিক্ত পরিশ্রম চাপাইয়া দিতে পারিবে না। আর আমাদের এ পারস্পরিক আলোচনায় আল্লাহকে আমরা সাক্ষী মানিতেছি। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহী। আমার পক্ষে আট বৎসরের স্থানে দশ বৎসর মজদূরী করা যদি ও মুবাহ্, উহা পূর্ণ করা জরুরী নহে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ ـ

"যেই ব্যক্তি দুই দিনেই মিনায় কংকার নিক্ষেপ করিয়া শেষ করিবে তাহার পক্ষে কোন গুনাই হইবে না। আর যেই ব্যক্তি বিলম্ব করিবে তাহার পক্ষেও কোন গুনাহ হইবে না"। (সূরা বাকারা ঃ ২০৩) অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হামযা ইব্‌ন আমর আসলামী (রা) যিনি অধিক রোযা রাখিতেন, একবার তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, সফরকালে সাওম রাখা সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান কি ? তিনি বলিলেন ঃ اِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَاِنْ شِئْتَ فَافْطِرْ ইচ্ছা করিলে তুমি সফরে সাওম রাখিতে পার আর ইচ্ছা করিলে ছাড়তেও পার। অবশ্য অন্য দলীলের ভিত্তিতে সফরকালে সাওম রাখা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত। হযরত মূসা (আ) যদিও বলিয়াছিলেন যে আট বৎসর ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে যে, কোন সমটিতে মজদূরী করা আমার ইচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি দশ বৎসর মজদূরী পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহীম (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'হিয়ারাহ' এর অধিবাসী এক ইয়াহূদী আমাকে

জিজ্ঞাসা করিল, হযরত মূসা (আ) দশ বৎসর মজদূরী করিয়াছিলেন, না আট বৎসর ? আমি বলিলাম, জানি না। অতঃপর আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহার কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম । তিনি বলিলেন, দুইটি সনদের মধ্যে অধিক সময় দুইটিতে তিনি মজদূরী খাটিয়াছেন। অর্থাৎ দশ বৎসর। হাকীম ইব্‌ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য উলমায়ে কিরাম হযরত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কাসিম ইব্‌ন আইউব (র) সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছিল সে একজন খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু প্রথম বর্ণনাটি অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আহমাদ ইবন মুহাম্মদ তূসী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَأَلْتُ جِبْرِيْلَ اَىُّ الْاَجَلَيْنِ قَضٰى مُوْسٰى قَالَ اَتَمَّهَا وَاَكْمَلَهَا ـ

"আমি হযরত জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্য হইতে কোনটিকে তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইটির মধ্য হইতে যে টি অধিক বেশী সেইটিকে তিনি মজদূরী খাটিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন"।

ইবন আবূ হাতিম তাঁহার পিতা ..... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইয়াহাইয়া ইব্‌ন ইয়াকূব (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটির সনদে কিছু উলট পালট আছে এবং ইব্‌রাহীম নামক উক্ত রাবী অপরিচিত। বায্‌যার (র) আহমাদ ইব্‌ন আব্বাস কুরাশী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীস মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। বায্‌যার (র) বলেন, এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নেই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা ..... ইউসূফ ইব্‌ন তীরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে কোন সময়টিতে মজদূরী করিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্‌রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর হযরত জিব্‌রীল (আ) তাঁহার উপরস্থ ফিরিশতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও বলিলেন, আমার জানা নাই। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ বলিলেন, উভয় সময়ের মধ্য হইতে পবিত্র ও অধিক সময়তে তিনি মজদূরী খাটিয়াছিলেন। হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। অন্য আর এক মুরসাল সূত্রে ও ইহা বর্ণিত।

সুনাইদ (র) ..... হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিব্‌রীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত মূসা (আ)

কোন সময়টি মজদূরী খাটিয়া পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিব, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, মূসা (আ) দুইটি সময়ের মধ্য হইতে অধিক পবিত্র ও পূর্ণ সময়ে মজদূরী খাটিয়াছিলেন।

অপর একটি সূত্র ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন ওয়াকী (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা আট ও দশ বৎসরের মধ্য হইতে কোন সময়টি মজদূরী খাটিয়াছেন ? তিনি বলিলেন ঃ اَوْفَاهُمَا وَاَتَمُّهُمَا অর্থাৎ দুইটি সময়ের মধ্য হইতে অধিক বেশী সময়টিতে তিনি মজদূরী খাটিয়াছিলেন। হযরত আবূ যার (রা) ও হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিয আবূ বকর বায্যাব (র) আবু উবায়দুল্লাহ ইয়াহইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাকান (র) ..... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) কোন সময়টিতে মজদূরী করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় হযরত মূসা (আ) দুইটি মেয়ের কোনটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন ? তবে বলিবে, ছোট মেয়েটিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

বাযযার (র) বলেন, হযরত আবূ যার (রা) হইতে এই সূত্র ব্যতিত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অবশ্য ইব্ন আবূ হাতিম (র) উত্তায়য়িয ইব্ন আবূ ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তবে হাদীসটি তিনি একজন দুর্বল রাবী। অতঃপর তিনি উৎবাহ ইব্ন মুনযির (র) হইতেও কিছু অতিরিক্ত আযব কথা সহ হাদীসটি বর্ণিত। আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব সিজিস্তানী (র) উৎবাহ ইব্ন মুনযির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, হযরত মূসা (আ) কোন সময়টিতে মজদূরী খাটিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি সময়ের মধ্যে হইতে অধিক পবিত্র ও অধিক বেশী সময়ে তিনি মজদূরী খাটিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ) যখন হযরত শু'আইব (আ)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন মনস্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আব্বার নিকট কিছু বক্‌রী প্রার্থনা কর, যাহার সাহায্যে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারিব। তিনি উহা প্রার্থনা করিলে হযরত শু'আইব (আ) ঐ বৎসর যত চিতা বক্‌রী ভূমিষ্ট হইবে উহা তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন। ইহা শুনিবার পর হযরত মূসা (আ)-এর নিকট তিনি যেই বকরীটি অতিক্রম করিত তাহার লাঠি দ্বারা উহার এক পার্শ্বে প্রহার করিতেন, ফলে দেখা গেল বকরীগুলির প্রত্যেকটিই দুই তিনটি বক্‌রী প্রসব করিল এবং সব কয়টি চিতা বর্ণের হইল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমরা যখন সিরিয়া বিজয় করিবে তখন তথায় উহার অবশিষ্টাংশ দেখিতে পাইবে। ইমাম বায্যাব (র) এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন

আবূ হাতিম (র) ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার পবিত্রতা রক্ষা ও পানাহারের বিনিময়ে মজদূরী খাটিয়াছেন, যখন তিনি তাহার নির্দিষ্ট সময় শেষ করিলেন, এই কথা বলিতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, নির্দিষ্ট কোন সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন ? তিনি বলিলেন, দুইটি সময়ের অধিক বেশী সময়টি তিনি পূর্ণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি হযরত শু'আইব (আ)-এর বাড়ী ত্যাগ করিবার জন্য মনস্থির করিলেন, তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি তোমার আব্বার নিকট কিছু ছাগল চাও, যাহা দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি। তাহার স্ত্রী স্বীয় আব্বার নিকট উহা চাহিলে, তিনি ঐ বৎসর তাঁহার বকরী যত চিতা বকরী প্রসব করিবে সবই তাহাকে দান করিবার ওয়াদা করিলেন।

হযরত শু'আইব (আ)-এর সকল বক্‌রী ছিল কালে বর্ণের। হযরত মূসা (আ) তাঁহার লাঠি দ্বারা হাঁকাইয়া বকরীগুলিকে নিকট একটি কূপের নিকট লইয়া গেলেন এবং পানি পান করাইয়া কুপের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বক্‌রীগুলি কূপ হইতে পানি পান করিয়া যেইটি তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিল, তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা উহার এক পার্শে প্রহার করিলেন। ফলে দেখা গেল উহাদের দুই একটি বক্‌রী ছাড়া প্রত্যেকটি বকরী বড় বড় দীর্ঘ স্তন্য বিশিষ্ট অধিক দুধ দানকারী চিতা বর্ণের বকরী প্রসব করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যদি তোমরা সিরিয়া বিজয় কর তবে তথায় উহার অবশিষ্টাংশ তোমরা দেখিতে পাইবে।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, উল্লেখিত হাদীস সমূহ ইবনে লাহীআহার উপর নির্ভরশীল তাঁহার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। এবং 'হাদীস মারফূ' ইহা ও নিশ্চিতভাবে নির্ভুল নহে। তবে ইবন জরীর মাওকূফরূপে নির্ভুল সূত্রে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে ইহার কাছাকাছি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মূসা (আ)-কে মাদইয়ানের ঐ বুযুর্গ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে স্থির সময়ে মজদুরী করিবার জন্য আহবান করিলে তিনি উহা পূর্ণ করেন, আমার এই সকল বকরী যেই বাচ্চা প্রসব করিবে উহার মধ্য হইতে যেই সকল বাচ্চার রং পৃথক উহার সবটাই তোমার। অবশেষে দেখা গেল প্রসবিত বাচ্চা একটি ছাড়া সবকয়টির রংই জননীর রং হইতে পৃথক হইয়াছে। অতএব হযরত মূসা (আ) সে বৎসরের সবগুলিই লইয়া চলিয়া গেলেন।

٢٩. فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّيْ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ۔

٣٠. فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ
الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ۔

٣١. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ
يُعَقِّبْ يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ۔

٣٢. اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّاضْمُمْ
اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰلِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ
وَمَلَا۟ئِهٖ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ۔

অনুবাদ ঃ (২৯) যখন মূসা তাহার মেয়াদ পূর্ণ করিবার পর সপরিবারে যাত্রা করিল, যখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইল। সে তাহার পরিজন বর্গকে বলিল, তোমরা অপেক্ষা কর আমি আগুন দেখিয়াছি সম্ভবত আমি সেথা হইতে তোমাদিগের জন্য খবর আনিতে পারি অথবা এক খন্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ আনিতে পারি, যাহাতে তোমরা আগুন হইতে পোহাইতে পার (৩০) যখন মূসা আগুনের নিকট পৌছিল তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভুমিস্থিত এক বৃক্ষ হইতে তাহাকে আহবান করিয়া বলা হইল হে মূসা! আমিই আল্লাহ্ জগতসমূহের প্রতিপালক। (৩১) আরও বলা হইল 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর' অতঃপর যখন সে উহাকে একটি সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল, তখন পিছনের দিকে ছুটিতে লাগিল এবং ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে বলা হইল হে মূসা! সন্মুখে আইস ভয় করিও না। তুমি তো নিরাপদ (৩২) তোমার হাত তোমার বগলে রাখ ইহা বাহির হইয়া আসিবে শুভ্রসমুজ্জ্বল নির্দোষ হইয়া । ভয় দূর করিবার জন্য তোমার হস্তদ্বয় নিজের দিকে চাপিয়া ধর।

তাফসীর ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, হযরত মূসা (আ)-এর সমীপে মজদূরীর জন্য যে দুইটি সময়ের প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছিল উহার মধ্য হইতে অধিক বেশী অধিক বেশী অধিক পবিত্র সময়টিতি তিনি মজদূরী করিয়াছিলেন।

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ এর মধ্যে ও আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিষয়টিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবু নাজীহ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ) এই দশ বৎসর পূর্ণ করিবার জন্য আরো দশ বৎসর মজদূরী খাটিয়াছেন। এই বক্তব্য অন্য কেহ বর্ণনা করেন নাই। তবে ইব্‌ন আবু হাতিম ও ইব্‌ন জরীর (র) মুজাহিদ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَسَارَ بِاَهْلِهٖ আর হযরত মূসা (আ) স্বীয় পরিবর্গ সহ মিসরের দিকে যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল জন্ম ভূমি ছড়িয়া মাদাইয়ান অবস্থান করিবার পর তাঁহার অন্তর জন্মভূমি মিসরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ হইল। তিনি তাহার গোত্রীয় লোকজন ও আত্মীয় স্বজনের সাক্ষাতের জন্য স্বীয় পরিবারবর্গ ও বকরী লইয়া এমনভাবে যাত্রা করিলেন, যেন ফির'আউন ও তাহার লোকজন জানিতে না পারে। কিন্তু রাত্রে তিনি রওয়ানা হইলেন, সেই ভীষণ অন্ধকার ও প্রবল বর্ষণ ও শীত। তিনি একটি মনযিলে অবতরণ করিলেন এবং আগুন জালাইবার জন্য পাথর ঘষিলেন। কিন্তু পাথরে আগুন নির্গত হইতে না দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। এমনি একটি বিপদ সংকুল অবস্থায় তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখিতে পাইলেন। পবিত্র কুরআনে উহার উল্লেখ হইয়াছে ঃ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا। তূর পর্বতের দিকে তিনি দূর হইতে আগুন দেখিতে পাইলেন।

فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْا اِنِّىْ اٰنَسْتُ نَارًا অতঃপর তিনি স্বীয় পরিবর্গকে বলিলেন তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখিতে পাইয়াছি।

لَعَلِّىْ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ যেন আমি উহা হইতে তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনিতে পারি। প্রকাশ থাকে হযরত মূসা (আ) পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন।

اَوْجَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ অথবা তোমাদের জন্য আগুনের অংগার লইয়া আসিব যেন তোমরা শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আগুন পোহাইতে পার।

فَلَمَّاۤ اَتٰهَا نُوْدِىَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ -

হযরত মূসা (আ) যখন ঐ আগুনের নিকটবর্তী হইলেন, তখন পশ্চিম দিকে উপত্যকার সহিত পর্বতের সংযুক্ত অংশের তাঁহার ডান দিক হইতে শব্দ আসিল হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এক গায়েবী ধ্বনি আসিল। যেমন অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ -

"হে মুহাম্মদ ! তুমি তো তূর পর্বতের পশ্চিম দিকে ছিলে না যখন আমি মূসা (আ)-কে আদেশ অর্থাৎ তাওরাত গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম"। (সূরা কাসাস ঃ ৪৪)

এই আয়াত দ্বারা ও বুঝা যায় যে হযরত মূসা (আ) আগুনের জন্য পশ্চিম দিকে ছুটিয়াছিলেন এবং পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডান দিকে ছুটিয়াছিলেন এবং

পশ্চিম দিকে অবস্থিত পর্বতটি তাহার ডাইন দিকে ছিল। আর এক সবুজ বৃক্ষে আগুন প্রজ্জ্বলিত ছিল। বৃক্ষটি পাহাড়ের পাদ দেশের ময়দানের সহিত সংযুক্ত একটি স্থানে ছিল। হযরত মূসা (আ) এই দৃশ্য দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলেন তখনই ধ্বনি আসিল ঃ

مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ـ

ইবন জরীর (র) এত্র আয়াতে তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন ওয়াকী (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যেই বৃক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ)-কে আওয়াজ করা হইয়াছিল, সেই বৃক্ষটি আমি দেখিয়াছি, উহা একটি সবুজ বাবলা বৃক্ষ। রিওয়ায়েতটির সূত্র শুদ্ধ হওয়ার মত। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) জনৈক নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বৃক্ষটি "আলীক" নামক একটি বৃক্ষ। কোন কোন আহলে কিতাব বলেন, ইহা হইল "আওসাজ" নামক বৃক্ষ। হযরত মূসা (আ)-এর লাঠি এই বৃক্ষে তৈরী ছিল।

اَنْ يّٰمُوْسٰى اِنِّىْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ ঐ সবুজ উজ্জ্বল বৃক্ষ হইতে এই আওয়াজ আসিল, হে মূসা (আ) আমিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তোমার সহিত মহান রাব্বুল আলামীন কথা বলিতেছেন যিনি যাহা ইচ্ছা উহা করিতে সক্ষম। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ ও প্রতিপালক নাই। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে সকল সৃষ্ট বস্তু হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তাঁহার কর্মকান্ড ও কথাবার্তা ও সম্পূর্ণ পৃথক। কোন মাখলূকের তাহার সাদৃশ্যতা নাই।

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ আর তোমার হাতে যেই লাঠি আছে উহা নিক্ষেপ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ـ قَالَ هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا
عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ـ

হে মূসা ! তোমার হাতে কি ? তিনি বলিলেন হইা আমার লাঠি । আমি ইহার উপর প্রয়োজনে ভর দেই। ইহা দ্বারা পাতা ঝরাইয়া আমার ছাগলকে খাইতে দেই। এবং ইহাতে আমার আরো অনেক প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে। (সূরা তো-হা ঃ ১৭-১৮)

فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى আল্লাহর নিদের্শের পর হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিলেন। আকস্মিক উহা একটি সাপ হইয়া দৌড়াইতে শুরু করিল। ফলে হযরত মূসা (আ) বুঝিতে পারিলেন এবং তাহার নিকট প্রমাণিত হইল যে যেই মহান সত্তা তাহার সহিত কথা বলিতেছেন তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। 'হইয়া যা' বলিলেই উহা হইয়া যায়। 'সূরা তো-হা' এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا

হযরত মূসা (আ) যখন একটি দ্রুতগামী সাপের ন্যায় নড়িতে দেখিলেন তিনি ভয়ে পশ্চাতের পলায়ন করিলেন। অর্থাৎ সাপটি প্রকান্ড ও বিরাট দেহের অধিকারী ছিল এবং উহার মুখ ও দাঁত ছিল প্রকান্ড। বিরাট বিরাট পাথরও সহজে গিলিয়া ফেলিত। এই ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া তিনি ভীত সন্ত্রস্থ হইয়া পশ্চাতে পলায়ন করিলেন।

وَلَمْ يُعَقِّبْ আর পশ্চাতের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া ভীত হওয়া এই রূপ মানুষের স্বভাব। কিন্ত আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ

يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ -

হে মূসা ! তুমি সন্মুখে অগ্রসর হও ভয় করি ও না। নিঃসন্দেহে তুমি নিরাপদ। তখন তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া সাবেক স্থানে অবস্থান করিলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন ঃ

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ -

"তুমি তোমার স্বীয় জামার বক্ষস্থলে ঢুকাইয়া দাও, কোন রোগ ব্যাধি ছাড়াই উহা উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। অর্থাৎ জামার বক্ষস্থলে তোমার হাত ঢুকাইয়া উহা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া বাহির হইবে। এই উজ্জ্বলতা কোন রোগ ব্যাধির কারণ নহে বরং ইহা হইবে মু'জিযা সরূপ।

وَاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ আর হে মূসা ! তুমি ভয় হইতে বাঁচিবার জন্য স্বীয় শরীরের সহিত হাত মিলাইয়া লও। মুজাহিদ (র) বলেন, اَلرَّهْبُ অর্থ 'ঘাবড়াইয়া যাওয়া'। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ, ভীত হওয়া। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম ও ইবন জরীর (র) বলেন, সাপ দেখিয়া হযরত মূসা (আ)-এর অন্তরে যেই ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল আয়াতে اَلرَّهْبُ দ্বারা উহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই এখানে কোন বিশেষ ভয় উদ্দেশ্য নহে বরং ইহাই বুঝান উদ্দেশ্য যে, যখনই কোন ভয়ের কারণ ঘটিত তখনই যেন হযরত মূসা (আ) স্বীয় হাত শরীরের সহিত জড়াই রাখে। এই রূপ করিলে ভয় দুরভীত হইবে। পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ অনুসারে যদি কেহ ভয় ভীতির সময় স্বীয় বুকের উপর হাত রাখিয়া দেয় তবে ইনশাআল্লাহ তাহার ভয় দুরীভূত হইবে কিংবা হ্রাস পাইবে। ইব্‌ন হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম প্রথম ফির'আউনকে দেখিয়া হযরত মূসা (আ) অতিশয় ভীত হইতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাহাকে দেখিয়া যখন হইতে এই দোয়া পাঠ করিতে শুরু করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَدْرَأُبِكَ فِىْ نَحْرِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ তাহার অন্তর হইতে ভয় ভীতি শেষ হইল এবং ফির'আউনের অন্তরে এতই আতংকের সৃষ্টি হইল যে, তাঁহাকে দেখিয়া গাধার মত পেশাব করিয়া দিত।

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ লাঠি নিক্ষেপ করিবার পর উহার প্রকান্ড অজগরে পরিণত হওয়া এবং জামার বক্ষস্থলে হাত ঢুকাইবার পর উহার উজ্জ্বল দীপ্তমান হওয়া আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার মহা শক্তিমান হইবার জন্য এবং যাহার হাতে আলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাঁহার নবুওতের জন্য দুইটি স্পষ্ট দলীল। এই কারণে আল্লাহ এই দুইটি দলীল সহ ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী সভার নিকট গমন করিবার জন্য হযরত মূসা (আ)-কে নির্দেশ করিয়াছিলেন।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ নিঃসন্দেহে তাহারা আল্লাহর বিধান বর্হিভূত ও তাঁহার নির্দেশ লংঘনকারী লোক।

٣٣. قَالَ رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ.

٣٤. وَاَخِيْ هٰرُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْاً يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.

٣٥. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাহাদিগের একজনকে হত্যা করিয়াছি, ফলে আশংকা করিতেছি উহারা আমাকে হত্যা করিবে। (৩৪) আমার ভ্রাতা হারূন আমা অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাহাকে আমার সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করিবে। আমি আশংকা করি উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে। (৩৫) আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করিয়া দিব এবং তোমাদিগের উভয়কে প্রাধান্য দান করিব। উহারা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না। তোমরা ও তোমাদিগের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে উহাদিগের উপর প্রবল হইবে।

তাফসীর ঃ হযরত মূসা (আ) মিসর হইতে ফির'আউনের ভয়ে ভীত হইয়া স্বদেশ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ফির'আউনের কাছেই গমন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا হে আমার প্রভু! আমি তাহাদের এজন কিব্‌তী লোককে হত্যা করিয়ছিলাম।

فَاَخَفُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ অতএব তাহারা আমাকে দেখিলে তাহারা হত্যা করিবে বলিয়া ভয় হইতেছে।

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا "আমার ভাই হারূন আমা অপেক্ষা অধিক বাকপটু"। হযরত মূসা (আ) এই কথা এই কারণে বলিয়াছিলেন যে, শৈশবকালে তাহাকে তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থে আগুন ও খেজুর গ্রহণ করিবার ইখ্তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি আগুনের অংগার মুখে দিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার জিহ্বা অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তাঁহার কথা বলায় ত্রুটি দেখা দেয়। আর এই কারণে হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ
هَارُوْنَ اَخِىْ اشْدُدْ بِهٖ اَزْرِىْ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ۔

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জিহ্বা হইতে জড়তা খুলিয়া দেন যেন তাহারা আমার কথা বুঝিতে পারে। আর আমার পরিবার হইতে আমার ভাই হারূনকে আমার সাহায্যকারী নিযুক্ত করুন। তাঁহার দ্বারা আমার বাহু শক্তিশালী করুন এবং নবুওয়াতের এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে তাঁহাকে আমার শরীক করুন। যেন প্রতাপশালী অহংকারী বাদশাহর সম্মুখে সঠিকভাবে রিসালতের দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হইতে পারি"। (সূরা তো-হা ঃ ২৭ - ৩২)

এখানেও হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দববারে অনুরূপ দু'আ করিয়াছেন ঃ

وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْاً۔

আমার ভাই হারূন আমার অপেক্ষা অধিক বাকপূর্ণ। অতএব তাঁহাকে আমার সহিত সাহায্যকারী হিসাবে প্রেরণ করুন, যেন ফির'আউনের নিকট পয়গাম পৌছাইবার সময় তিনি সহায়তা করিতে পারেন। কারণ একজনের কথা অপেক্ষা দুইজনের কথা অধিক মযবুত শক্তিশালী ও কার্যকর হইয়া থাকে। আমি একা হইলে সম্ভবত তাহারা আমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, يُّصَدِّقُنِىْ এর অর্থ হইল, ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী সভার লোকজনকে আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিব উহা তিনি অর্থাৎ হারূন স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন। কারণ আমার কথা তিনি যেমন বুঝিতে পারিবেন, তাহারা অনুরূপ বুঝিতে পারিবে না। হযরত মূসা (আ) যখন এই রূপ দু'আ করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উহার জবাবে বলিলেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ অচিরেই তোমার ভাইয়ের দ্বারা আমি তোমার বাহু মযবুত করিয়া দিব। অর্থাৎ তাহাকে নবী করিয়া রিসালতের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তোমাকে শক্তিশালী করিয়া দিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى হে মূসা ! তোমার প্রার্থিত বস্তু তোমাকে দান করা হইল। (সূরা তো-হা ঃ ৩৬)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তাহার ভাই হারূনকে নবী করিয়াছি। (সূরা মারইয়াম ঃ ৫৩)

এই কারণে পূর্ববর্তী জনৈক বুযুর্গ বলেন, হযরত মূসা (আ) তাঁহার ভাই হারূনের প্রতি যেই ইহসান ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, কোন ভাই তাঁহার ভাইয়ের প্রতি তদ্রুপ ইহসান করে নাই। তিনি আল্লাহ্র দবরারে দু'আ করিয়া তাঁহার ভাইকে নবী করিয়াছেন। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا আর মূসা আল্লাহ্র নিকট বড়ই মর্যাদাশীল ছিলেন। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيَاتِنَا ـ

- আর আমি তোমাদের দুইজনের জন্য এমন দলীল দান করিব উহার ফলে আমার আয়াত ও হুকুম আহ্কাম পৌছাইবার কারণে তাহারা তোমাদিগকে কষ্ট দিতে সক্ষম হইবে না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ .. وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

"হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত বস্তু পৌছিয়া দাও ..... আর মানুষের কষ্ট ও ক্ষতি হইতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করিবেন বাণী"। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৬৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسَالاَتِ اللّٰهِ .... وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ـ

"যাহারা আল্লাহর রিসালতের দায়িত্ব পালন করে এবং মানুষের কাছে উহা পৌছাইয়া দেয় আর আল্লাহ-ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাহাদের সাহায্য করিবেন ও তিনিই তাহাদের সংরক্ষণ করিবেন"। (সূরা আহযাব ঃ ৩৯)

আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে এই সংবাদ দান করিয়াছেন যে দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণতি তাঁহাদের জন্যই নির্ধারিত আর যাহারা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাঁহারা ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ

সাধন করিবে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ তোমরা দুইজন ও তোমাদের অনুসারীগণই বিজয়ী হইবে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ -

আল্লাহ তা'আলা ইহা নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি ও আমার রাসূলগণই বিজয়ী হইব। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিশালী ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী।

(সূরা মুজাদালাহ ঃ ২১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا -

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, "আমি তোমাদিগকে বিজয়ী করিব, অতএব ফির'আউন ও তাহার দলবল তোমাদের নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে না"। অতঃপর بِاٰيٰتِنَا اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ হইতে পৃথক বাক্য শুরু হইয়াছে। অর্থ হইল, তোমরা ও তোমাদের অনুসারীগণ আমার নিদর্শনসমূহ দ্বারা বিজয়ী হইবে। ইবন জরীর (র)-এর ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে বিশুদ্ধ। কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা দ্বারাও ইহা বুঝা যায়। অতএব ইহাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা নাই।

٣٦. فَلَمَّا جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۰

٣٧. وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৩৬) মূসা যখন উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিল তাহারা বলিল, ইহা তো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণের কালে কখনও এইরূপ কথা শুনি নাই (৩৭) মূসা বলিল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত কে তাঁহার নিকট হইতে পথনির্দেশ আনিয়াছে এবং আখিরাতে কাহার পরিণাম শুভ হইবে। যালিমরা সফলকাম হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ হযরত মূসা ও তাঁহার ভাই হারুন ফির'আউন ও তাহার মন্ত্রী ও সরদারের নিকট আগমন করিলেন এবং তাওহীদ ও

আল্লাহ্র আনুগত্য সম্পর্কে তাহারা যেই পয়গাম পৌছাইয়াছেন। উহার সত্যতা প্রমাণিত হইবার জন্য মু'জিযা ও নিদর্শন তাঁহারা পেশ করিলেন। কিন্তু ফির'আউন ও তাহার দলবল যখন ঐ সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারিল যে, সত্য সত্যই হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নবী ও রাসূল। তখন তাহারা কুফ্র ও অবাধ্যতার কারণে তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিল এবং সত্যের অনুসরণ করা হইতে বিরত রহিল। তাহাদের কুফরের প্রকাশ ঘটাইয়া তাহারা বলিল ঃ

مَا هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى ইহা মিথ্যা মনগড়া যাদু ছাড়া কিছুই নহে। ইহা বলিয়া তাহারা অপকৌশল করিয়া আল্লাহ্র নবীর মুকাবিলা করিবার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۔

হযরত মূসা (আ) কেবলমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য যেই আহবান করিতেছে, উহা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগে কখনও শুনি নাই। আমরা তো সর্বদা আল্লাহর সহিত অন্যান্য উপাস্যকে পূজা করিতে দেখিয়াছি। হযরত মূসা (আ) তাহাদের এই বক্তবের এই জবাবে বলিলেন ঃ

رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاۤءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ ۔

আমার ও তোমাদের মধ্য হইতে কে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যকেও হেদায়েতের বাণী পৌছায়, আমার প্রতিপালক উহা খুব ভাল জানেন। এবং অচিরেই তিনি আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ আর কাহার জন্য শুভ পরিণতি অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্য ও সফলতা রহিয়াছে উহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে।

اِنَّهٗ لاَ يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ নিঃসন্দেহে যালিম মুশরিকরা কখনও সফলকাম হইবে না।

٣٨. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۔

٣٩. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ۔

٤٠. فَأَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۰

٤١. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ۰

٤٢. وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (৩৮) ফির'আউন বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলিয়া আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈয়ার কর, হয়ত আমি ইহাতে উঠিয়া মূসার ইলাহ্কে দেখিতে পারি। তবে আমি অবশ্য মনে সে মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফির'আউন ও তাহার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করিয়াছিল এবং উহারা মনে করিয়াছিল যে উহারা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে না। (৪০) অতএব আমি তাহাকেও তাহার বাহিনীকে ধরিলাম এবং তাহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম। দেখ যালিমদের পরিণতি কি হইয়া থাকে। (৪১) উহাদিগকে আমি নেতা করিয়াছিলাম, উহারা লোকদিগকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করিত। কিয়ামতের দিবসে উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। (৪২) এই পৃথিবীতে আমি উহাদিগের পশ্চাতে লাগাইয়া দিয়াছি অভিশম্পাত এবং কিয়ামতে উহারা হইবে ঘৃণিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফির'আউনের কুফর, অহংকার ও উপাস্য হইবার মিথ্য দাবীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ وَاَطَاعُوْهُ "ফির'আউন তাহার কাওমকে প্রভাবিত করিল, তাহারা তাহার আনুগত্য মান্য কবিবার জন্য আহবান করিল, তাহারা উহা স্বীকার করিয়া লইল"। (সূরা যুখ্রুফ ঃ ৫৪)

কারণ ফিরাউন যে তাহাদের মা'বূদ ও উপাস্য হইতে পারে না এই বোধই তাহাদের ছিল না। তাহারা ছিল আহম্মক ও মূর্খ। ফির'আউন তাহাদিগকে বলিল ঃ

يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ -

"হে সভাসদবৃন্দ! আমি ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি তোমাদের ইলাহ আছে বলিয়া জানি না ও মানি না। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الاَعْلٰى فَاَخَذَهُ اللّٰه نَكَالَ الاٰخِرَةَ وَالاُوْلٰى
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۔

"ফির'আউন তাহার লোকজনকে একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিল, আমিই তোমাদের সব চাইতে বড় প্রতিপালক। ফলে আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিলেন। অবশ্যই ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা ভয় করে"। (সূরা নাযিয়াত ঃ ২৩ - ২৫)

ফির'আউন তাহার লোকজন হইতে আনুগত্যের স্বীকৃতি গ্রহণ করিয়া হযরত মূসা (আ) কে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ۔

"যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়া অন্যকে মা'বূদ ও উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব"। (সূরা শু'আরা ঃ ২৯)

فَاَوْقِدْلِىْ يٰهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاَجْعَلْ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اِلٰى اَطَّلَعُ اِلٰهِ
مُوْسٰى ۔

"ফিরাউন তাহার প্রধান মন্ত্রী হামানকে নির্দেশ করিল যে, তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য মাটি পোড়াইয়া ইট তৈয়ার কর, যেন আমি মূসা এর উপাস্যের খোঁজ লাগাইতে পারি। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامَانُ ابْنُ لِىْ صَرْحًا لَّعَلِّىٓ اَبْلُغُ الاَسْبَابَ اَسْبَابَ
السَّمٰوَاتِ فَاَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لاَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ
سُوْٓءَ عَمَلِهٖ وَصَدَّعَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلاَّ فِىْ تَبَابٍ ۔

"আর ফির'আউন তাহার প্রধান মন্ত্রীকে বলিল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, সম্ভবত আমি উহাতে আরোহণ করিয়া আসমানের পথে পৌঁছাইতে পারিব এবং মূসার মা'বূদে সন্ধান লাভ করিব। আর আমি তো তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। আর এই রূপেই ফির'আউনের জন্য তাহারা অপকর্মকে সজ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে আর সঠিক পথ হইতে বিরত রহিয়াছে। আর ফির'আউনের সকল ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইয়াছে"। (সূরা মু'মিন ঃ ৩৬-৩৭)

ফির'আউনের নির্মিত এই অট্টালিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ অট্টালিকা ছিল। ফির'আউন ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে এই ব্যাপারে তাহাদের প্রজাদের কাছে হযরত মূসা (আ)-এর দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই ছিল তাহার মূখ্য উদ্দেশ্য। এই কারণেই সে

বলিয়াছিল ঃ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ বস্তুত আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। ফির'আউন হযরত মূসা (আ)-কে এই ব্যাপারে মিথ্যাবাদী মনে করিত যে, সে ছাড়া আরো মা'বূদ ও উপাস্য আছে। হযরত মূসা (আ)-এর রিসালতের ব্যাপারে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। কারণ সে সৃষ্টিকর্তাকেই স্বীকার করিত না, এই কারণেই সে বলিয়াছিল ঃ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আমি ছাড়া আর কে? সে আরো বলিয়াছিল ঃ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ عَنِ الْمَسْجُوْنِيْنَ ـ

"হে মূসা ! যদি তুমি আমাকে ব্যতিত অন্য কাহাকে উপাস্য বলিয়া গ্রহণ কর তবে অবশ্যই আমি তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিব"। (সূরা শু'আরা ঃ ২৯)

সে আরো বলিয়াছিল ঃ يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ হে সভাসদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে বলিয়া আমি জানি না।

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ ـ

"ফির'আউন অহংকার ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছিল এবং দেশে বহু ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল কিয়ামত বলিতে কিছু নাই আর আল্লাহর দরবারে তাহাদের উপস্থিতও হইতে হইবে না"।

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ـ

"অতঃপর তোমার প্রতিপালক তাহাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করিলেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক জ্ঞাত রহিয়াছেন"। (সূরা ফাজ্‌র ঃ ১৩)

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার লোক লশ্‌করকে পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে নদীতে নিক্ষেপ করিলাম। একই সকালে তাহাদের সকলকে পানির মধ্যে ডুবাইয়া মারিলাম।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ অতএব যালিম মুশরিকদের পরিণতি যে কি ? উহা লক্ষ্য কর। আমি তাহাদিগকে এমন নেতা করিয়াছি যে, যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার ও সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করিবার বেলায়, তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলে তাহাদিগকে দোযখের দিকে তাহারা আহবান করে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে তাহাদের কোন প্রকার সাহায্য করা হইবে না। অতএব তাহারা পৃথিবীতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল এবং পরকালেও লাঞ্ছিত

হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না। (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৩)

وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ -

আর এই পৃথিবীতে আমি ফির'আউন ও তাহার অনুসারীদের পশ্চাতে লা'নত লাগাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ মু'মিনদের মুখেও তাহারা অভিশপ্ত। যেমন তাহাদের পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের মুখে তাহারা অভিশপ্ত ছিল। আর কিয়ামতে দিবসেও তাহারা অসহায় ও দুর্দশগ্রস্থ হইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম وَاتَّبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ এর মর্মের অনুরূপ। (হূদ)

٤٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) আমি পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করিবার পর মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ-নির্দেশ ও দয়াস্বরূপ। যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যে তিনি ফির'আউন ও তাহার দলবলকে ধ্বংস করিবার পর তাহার খাস বান্দা ও রসূল হযরত মূসা (আ)-কে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন।

مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপকভাবে কোন উম্মাতকে ধ্বংস করেন নাই বরং আল্লাহর নেক বান্দাগণকে তাঁহার শত্রু ও মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً -

"আর ফির'আউন, তাহার পূর্ববর্তী লোক এবং উল্টাইয়া দেওয়া বসতীর অধিবাসীরা অপরাধ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত নবীর অবাধ্য হইয়াছিল। অতএব তিনি তাহাদিগকে কঠিন হাতে পাকড়াও করিয়াছিলেন"। (সূরা হাক্কাহ ঃ ৯-১০)

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইবন বাশ্‌শার (র) ..... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ তা'আলা তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জাতিকে না আসমানী শাস্তি দ্বারা ব্যাপকভাবে ধ্বংস করিয়াছেন আর না যমীনের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন। অবশ্য হযরত মূসা (আ)-এর পরে কেবলমাত্র একটি বস্তির লোকদিগকে বানরে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى -

"আমি পূর্ববর্তী উম্মাতগণকে ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ) তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলাম"। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও আওফ ইব্‌ন আবূ হাবীবাহ্ (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বকর বায্‌যার (র) তাঁহার "মুসনাদ" গ্রন্থে আম্‌র ইব্‌ন আলী আল-ফাল্লাস (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে মাওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিনি নাসর ইব্‌ন আলী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

مَا اَهْلَكَ اللّٰهُ قَوْمًا بِعَذَابٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَلَا مِنَ الْاَرْضِ اِلاَّ قَبْلَ مُوْسٰى -

"আল্লাহ তা'আলা আসমানী ও যমীনী শাস্তি দ্বারা কেবল হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বে কোন জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَآ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى

بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল কৃত তাওরাত শরীফ পথ ভ্রষ্টতা ও অন্ধত্ব হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জ্ঞান লাভের উপায়, হকের উপর পরিচালিত হইবার জন্য হেদায়েত এবং আমলে সালিহ্ ও সৎকাজ করিয়া রহমত হাসিল করিবার উপকরণ।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ এই ব্যবস্থা এই জন্য করা হইয়াছে যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

٤٤. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ۔

٤٥. وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ۔

٤٦. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ
قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

٤٧. وَلَوْلَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا
لَوْلَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَنَكُوْنَ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৪) মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (৪৫) বস্তুত অনেক মানব গোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটাইয়াছিলাম, অতঃপর উহাদিগের বহু যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না, উহাদিগের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) মূসাকে যখন আমি আহবান করিয়াছিলাম, তখন তুমি তূর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না, বস্তুত ইহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে দয়াস্বরূপ, যাহাতে তুমি এমন সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নাই, যেন উহারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য তাহাদিগের কোন বিপদ হইলে উহারা বলিত, হে আমাদিগের প্রতিপালক ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করিলে না কেন ? করিলে আমরা তোমার নিদর্শন মানিয়া চলিতাম এবং আমরা হইতাম মু'মিন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের দলীল পেশ করিয়াছেন। যেহেতু তিনি এক অশিক্ষিত গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিজেও লেখা পড়া জানিতেন না অথচ, তিনি পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর সংবাদ নির্ভুলভাবে দিয়াছেন, যেন তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অতএব বুঝিতে হইবে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অহীর মাধ্যমেই তাঁহাকে অবগত করা হইয়াছে। যেমন তিনি হযরত মারইয়াম (আ)-এর ঘটনাবলী সম্পর্কে খবর দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا لَدَيْهِمْ اِذْ
يَخْتَصِمُوْنَ -

"হে মুহাম্মদ ! মারইয়ামের তত্ত্বাবধান করিবার ব্যাপারে যখন তাঁহার আত্মীয়-স্বজন পরস্পর বিরোধ করিয়া উহার ফয়সালা করিবার জন্য পানিতে কলম নিক্ষেপ করিতেছিল তখন ও তো তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে না। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৯) অথচ ঘটনাটি নির্ভুলভাবে তুমি মানুষকে জানাইয়াছ"। অতএব ইহা স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমেই তোমাকে অবগত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ)-কে প্লাবন হইতে মুক্তি দান ও তাঁহার কাওমকে নিমজ্জিত করিবার সময়ও হযরত মুহাম্মদ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে সকল ঘটনা সবিস্তারে জানাইয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاۤءَ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلُ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মাধ্যমে তোমাকে দান করিয়াছি, ইহার পূর্বে না তুমি ঐ সকল সংবাদ জানিতে না তোমার কাওম জানিত। অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই নির্দিষ্ট"। (সূরা হূদ ঃ ৪৯)

অন্য সূরায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَالِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ "ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা আমি তোমার নিকট বলিতেছি"। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৪৪) হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় উল্লেখ ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ -

"ইহা গায়েবের সংবাদ যাহা অহীর মাধ্যমে আমি তোমাকে জানাইতেছি অথচ, ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিবার সময় তাহার ভ্রাতাগণ যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না"। সূরা তো-হা এর মধ্যে উল্লেখ, وَكَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ مَا قَدْ سَبَقَ "আর অনুরূপভাবে আমি পূর্ববর্তীদের ঘটনাবলী তোমার নিকট বর্ণনা করিয়া থাকি"। এখানেও আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কিভাবে তাঁহার উপর অহী অবতীর্ণ হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সহিত কিভাবে কখন কথা বলিলেন। ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوْسَى الْاَمْرَ -

"হে মুহাম্মদ! যখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত একটি সবুজ বৃক্ষ হইতে কথা বলিয়াছিলেন, সে গাছটি ছিল পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে। একটি ময়দানের পার্শ্বে তথায় তো তুমি অবস্থান করিতেছিলে না"।

وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ আর তুমি তো উপস্থিত লোকদের মধ্যেও ছিলে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তোমাকে সবিস্তারে সে সকল ঘটনাবলী জানাইয়াছেন। যেন উহা তোমার নবুওয়াতের জন্য ঐ সকল লোকদের নিকট দলীল হইতে পারে, যাহারা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের অহীকেও তাঁহাদের উপর নাযিলকৃত আল্লাহর দলীল প্রমাণ সমূহকে ভুলিয়া বসিয়াছে।

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِىْ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِنَا ـ

আর হে মুহাম্মদ ! তুমি তো মাদইয়ান বাসীদের মধ্যেও অবস্থান কর নাই। বরং আমি শু'আইব (আ) সম্পর্কেও তাঁহার কাওমের সহিত সে যে কথাবার্তা বলিয়াছিল এবং তাহারা যেই জাবাব দিয়াছিল, অহীর মাধ্যমে তোমাকে জানাইয়াছি এবং তুমি উহা এই সকল কাফির মুশরিকদের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতেছ।

وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ তুমি তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলে না, কিন্তু আমি সকল ঘটনাবলী অহীর মাধ্যামে জানাইয়াছি এবং মানব জাতির নিকট তোমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি।

ইমাম নাসাঈ (র) আলী ইব্ন হুজ্র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا এর তাফসীর প্রসংগে তিনি বলেন, উম্মাতে মুহাম্মদীকে জ্ঞাত করা হইল, হে উম্মাতে মুহাম্মদী ! তোমাদের প্রার্থনার পূর্বেই তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছি এবং তোমাদের দু'আ করিবার পূর্বেই আমি জবাব দিয়াছি। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... একদল রাবীর সূত্রে আমাশ (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ..... আবূ যুর'আহ (র) হইতে ইহাকে আবু যুর'আহর কালাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়্যান (র) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইহার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ ! তুমি তূর পর্বতের পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না যখন আমি তোমার উম্মাতকে ডাকিয়া তোমার প্রতি ঈমান আনিবার জন্য হুকুম করিয়াছিলাম, যখন তোমাকে প্রেরণ করা হইবে অথচ, তখন তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতেছিল। কাতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! তুমি তো তখন তূর পর্বতের পার্শ্বে ছিলে না, যখন আমি মূসা (আ)-কে আহবান করিয়াছিলাম। এই ব্যাখ্যাটি وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ اِذْ قَضَيْنَآ اِلٰى مُوْسَى الْاَمْرَ এর সহিত অধিক সামঞ্জস্য রাখে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য আয়াতে আরো অধিক স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তূর পর্বতের নিকট তিনি হযরত মূসা (আ)-কেই আহবান করিয়াছিলেন। যেমন وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى আর যখন তোমার প্রতিপালক মূসা (আ)-কে আহবান করিয়াছিলেন। (সূরা শু'আরা ঃ ১০)

وَاِذْ نَادَاهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِى الْمُقَدَّسِ طُوًى “আর যখন তাহার প্রতিপালক 'তুয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় তাহাকে আহবান করিয়াছিলেন”। (সূরা নাযি'আত ঃ ১৬)

وَاِذْ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ـ

“আর যখন আমি তাহাকে মূসা (আ) তূর পর্বতের ডাইন দিক হইতে আহবান করিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত কথা বলিয়া তাহাকে আমার নৈকট্য দান করিয়াছিলাম”। (সূরা মারইয়াম ঃ ৫২)

وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ ! তুমি তো তূর পর্বতের পাশে বিদ্যমান ছিলে না, কিন্তু তোমার প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহে তোমার নিকট অহী নাযিল করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন এবং আর তোমাকে তাঁহার বান্দাগণের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়া তিনি তাহাদের উপরও অনুগ্রহ করিয়াছেন।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

“যেন তুমি ঐ কাওমকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন নবীর আগমন ঘটে নাই। সম্ভবত তোমার প্রতি প্রেরিত বাণীর মাধ্যমে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে”।

وَلَوْ لَآ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَآ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلاً ـ

“হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের প্রতি রাসূল করিয়া এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যেন তাহাদের উপর দলীল কায়েম হয় এবং তাহাদের সকল ওযর শেষ হইয়া যায়। তাহাদের অপকর্মের ফল হিসাবে যখন তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, তখন যেন তাহারা বলিতে না পারে যে আমাদের নিকট তো কোন রাসূলের আগমণ ঘটে নাই। আর কেহ আমাদিগকে সর্তকও করে নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিবার পর।

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ـ

“তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুইটি সম্প্রদায়ের উপর নাযিল করা হইয়াছিল আর আমরা উহার শিক্ষা হইতে বে-খবর ছিলাম। অথবা তোমরা হয়ত বলিতে পার, যদি আমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হইত, তবে

অবশ্যই আমরা তাহাদের অপেক্ষা অধিক সুপথগামী হইতাম। অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক পক্ষ হইতে দলীল সমাগত হইয়াছে আর সমাগত হইয়াছে হিদায়াত ও রহমত। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৬ - ১৫৭)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رُسُلاً مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ـ

"আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন রাসূলগণের আগমনের পর আল্লাহর উপর কাহারও কোন ওজর বাকী না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ ـ

হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণের বিরতির পর আমার রাসূলের আগমন ঘটিয়াছে। যিনি তোমদিগকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর হুকুম বর্ণনা করিবেন। যেন তোমাদের পক্ষে কিয়ামত দিবসে ইহা বলা অসম্ভব না হয় যে আমাদের নিকট তো কোন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর আগমন ঘটে নাই। এখন তো তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর আগমন ঘটিয়াছে। (সূরা মায়িদাহঃ ১৯) এই বিষয়ে আরো বহু আয়াতে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

٤٨. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ اُوْتِيَ مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا وَقَالُوْٓا اِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ٠

٤٩. قُلْ فَاْتُوْا بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ٠

৫০. فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

৫১. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৪৮) অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে উহাদিগের নিকট সত্য আসিল, উহারা বলিতে লাগিল মূসাকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছিল তাহাকে সেইরূপ দেওয়া হইল না কেন ? কিন্তু মূসাকে যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাকে উহারা অস্বীকার করে নাই ? উহারা বলিয়াছিল, উভয়ই যাদু একে অপরকে সমর্থন করে এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি (৪৯) বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এক কিতাব আনয়ন কর যাহা পথনির্দেশ এতদুভয় হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। আমি সে কিতাবের অনুসরণ করিব। (৫০) অতঃপর উহারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহা হইলে জানিবে উহারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহ্র পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তাহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ? আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে পথ নির্দেশ করে না। (৫১) আমি তো তাহাদিগের পরপর বাণী পৌছাইয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি কাফির ও মুশরিকদের নিকট নবী রাসূল প্রেরণ না করিয়াই তাহাদিগকে তাহাদের অপকর্মের দরুন শাস্তি দেওয়া হইতে তবে তাহারা অবশ্যই ওজর পেশ করিত যে, আমাদের নিকট তো সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কোন নবী রাসূল আগমন করেন নাই। কিন্ত যখন তাহাদের নিকট মুহাম্মদ (সা) সত্য লইয়া আগমন করিলে তখন তাহারা মূর্খতা, শক্রুতা ও অহংকার ভরে বলিল, لَوْلَآ اُوْتِىَ مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى মূসা (আ) যেই রূপ নিদর্শন দান করা হইয়াছিল মুহাম্মদ (সা) কে তদ্রুপ নিদর্শন কেন দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে লাঠির মু'জিযা, হাত উজ্জ্বল হইবার মু'জিযা, তূফান, টিড্ডি, উকুন, রক্ত, ফসলহ্রাস, নদীর মধ্যে পথ হইয়া যাওয়া, মেঘমালার দ্বারা ছায়াদান, মান্না ও সালওয়ার অবতরণ ও অন্যান্য যেই সকল মু'জিযা দেওয়া হইয়াছিল, মুহাম্মদকে তদ্রুপ মু'জিযা দেওয়া হইল না কেন? যাহা তিনি ফির'আউন ও তাহার দলীয় লোকদের নিকট দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন।

তদ্রুপ মু'জিযা মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইলা না কেন ?অথচ, হযরত মূসা (আ) ঐ সকল স্পষ্ট দলীল পেশ করা সত্ত্বেও ফির'আউন ও তাহার দলীয় লোকজনকে হেদায়েত করিতে সফল হন নাই। বরং তাহারা মূসা ও তাঁহার ভাই হারূনকে নবী মান্য করিতে অস্বীকার করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِىْ الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ -

"ফির'আউন ও তাহার সাথীসংগীরা হযরত মূসা (আ) কে বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যে, তুমি আমাদিগকে আমাদের পূর্ব পুরুষদের ধর্ম হইতে ফিরাইবে? আর দেশে তোমাদের দুইজনের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নহি"। (সূরা ইউনুস ঃ ৭৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ "অতঃপর তাহারা মূসা ও হারূনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল এবং ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল"। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ -

মূসা (আ) এর প্রতি যেই সকল মু'জিযা অবতীর্ণ হইয়াছিল উহা কি তাহারা অস্বীকার করে নাই ? قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا তাহারা বলিল, উভয়ই যাদুকর, উহাদের একে অন্যের সাহায্য করে।

وَقَالُوْا اِنَّ بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ আর তাহারা ইহা বলিল, আমরা তো সকলেই অমান্য করি। যেহেতু হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক এই কারণে আয়াতে কেবল হযরত মূসা (আ)-এর উল্লেখ করা হইল। উদ্দেশ্য হযরত মূসা ও হযরত হারূন উভয়ই। যেমন কবি বলেন ঃ

فَمَا اَدْرِىْ اِذَا يَمَمْتُ اَرْضًا * اُرِيْدُ الْخَيْرَ اَيُّهُمَا يَلِيْنِىْ

"যখন আমি কোন দেশের উদ্দেশ্য বাহির হই, তখন আমি ইহা জানি না যে কল্যাণ আমি লাভ করিব না অকল্যাণ আমাদের স্পর্শ করিব"। এখানে কবি তাহার কবিতায় যদিও শুধু কল্যাণ এর উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু যেহেতু কল্যাণ ও অকল্যাণ একটি অপরটির সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে, অতএব কবি শুধু একটির উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, ইয়াহূদীরা কুরাইশদিগকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্ন করিতে শিখাইয়া ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে নাযিল করেন ঃ

اَوْ لَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِىَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ـ

তাহারা কি মূসা (আ) এর প্রতি প্রেরিত মু'জিযা সমূহকে অমান্য করে নাই? তাহারা বলিয়াছিল মূসা ও হারূন উভয়ই যাদুকর, তাঁহারা একে অন্যের সাহায্য করিয়া থাকে। এবং একে অন্যকে সমর্থন করে। سَاحِرَانِ দ্বারা মূসা ও হারূন উদ্দেশ্য। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন এবং ইহা অধিক নির্ভরশীল ব্যাখ্যা।

মুসলিম ইব্ন বাশ্শার ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ سَاحِرَانِ হযরত মুহাম্মদ ও হযরত মূসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। হাসান বাসরী (র) ও এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, سَاحِرَانِ হযরত মুহাম্মদ ও হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ঠিক নহে। এখানে তো হযরত ঈসা (আ)-এর কোন আলোচনাই হয় নাই।

এক কিরাত অনুসারে এখানে سِحْرَانِ تَظَاهَرَا পড়া হইয়া থাকে। এই কিরাত অনুসারে আলী ইব্ন আবূ তালহা ও আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ سَحْرَانِ কুরআন ও তাওরাত দুইটি যাদু। আসিম জুনদী, সুদ্দী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুরূপ মন্তব্য পেশ করিয়াছেন। ইকরিমাহ (র) বলেন, তাওরাত ও ইঞ্জীল বুঝান হইয়াছে। আবূ যুর'আহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। ইব্ন জরীর (র) এই পোষণ করেন। যাহহাক (র) বলেন, ইঞ্জীল ও কুরআন উদ্দেশ্য। কিন্তু سِحْرَانِ দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কুরআন ও তাওরাত বুঝাই সহজ। কারণ ইহার পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ ـ

"হে মুহাম্মদ ! তুমি বলিয়া দাও তোমরা আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন এক কিতাব পেশ কর, যাহা এই দু'টি কিতাব অপেক্ষা অধিক বেশী সুপথ প্রদর্শনকারী। আমি উহার অনুসরণ করিব"।

পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে কুরআন ও তাওরাতের উল্লেখ একই সাথে করা হইয়াছে। যেমন –

قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِىْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ وَهٰذَا الْكِتٰبُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ـ

"তুমি বল, যেই কিতাব, নূর ও মানব জাতির হেদায়েতের উপায় হিসাবে মূসা পেশ করিয়াছিল উহা কে নাযিল করিয়াছিল ? এবং ইহা (কুরআন) এক মহান মুবারক গ্রন্থ যাহা আমি নাযিল করিয়াছি"। (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

সূরা আন'আমের শেষে উল্লেখ, ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ ... الخ "অতঃপর আমি মূসাকে কিতাব দান করিয়াছিলাম যাহাতে উত্তমরূপে আমার নিয়ামত পূর্ণ হয়"। ইহার পর পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ـ

"আর ইহা (কুরআন) একটি কল্যাণময় কিতাব যাহা আমি নাযিল করিয়াছি। অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর। সম্ভবত ঃ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৯২)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিয়া জিন্‌রা বলিয়াছিল ঃ

اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ

"আমরা হযরত মূসা (আ)-এর পরে অবতারিত এক কিতাব পাঠ করিতে শুনিয়াছি যাহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থন করে"। (সূরা আহকাফ ঃ ৩০)

রাসূলুল্লাহ (সা)এর নিকট ফিরিশ্‌তার আগমনে ঘটনা শুনিয়া ওরাকাহ ইবন নাওফিল বলিয়াছিলেন, ইনি তো সেই গোপন তথ্যবিদ যাঁহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ) এর নিকট প্রেরণ করা হইত। সকল জ্ঞানবান ব্যক্তি এই মত পোষণ করিতে বাধ্য যে, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি যত কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার তুলনায় পবিত্র কুরআন সর্বাপেক্ষ। পূর্ণাঙ্গ মহান মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। যাহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি নাযিল করা হইয়াছে এবং মর্যাদার দিক হইতে ইহার পরবর্তী স্থান হইল তাওরাত শরীফের, যাহা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল। এই তাওরাত সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰاةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ـ

"আমি তাওরাত নাযিল করিয়াছিলাম উহাতে হেদায়েত, নূর, উহার সাহায্যে আল্লাহর অনুগত আম্বিয়া কিরাম, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ও ইয়াহূদী আলেমগণ ইয়াহূদীগণকে হুকুম করিতেন। কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের হিফাযতের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহারা ইহার স্বীকৃতও দিয়াছিল"। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪)

ইঞ্জীল গ্রন্থ কেবল তাওরাতের পরিপূরক হিসাবে নাযিল করা হইয়াছিল। আর বনী ইসরাঈলের জন্য যাহা হারাম করা হইয়াছিল, ইঞ্জিল দ্বারা উহার কিছু হালাল করা হইয়াছিল। মর্যাদারএই পার্থক্যের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ فَأْتُوْا بِكِتٰبٍ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

হে মুহাম্মদ! তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহর পক্ষ হইতে এই দুইটি কিতাব অপেক্ষা অধিক বেশী সুপথ প্রদর্শনকারী কিতাব পেশ কর। আমি উহার অনুসরণ করিব"। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ـ

অতঃপর যদি তাহারা তোমার কথার জবাব দিতে ব্যর্থ হয় এবং সত্যের অনুসরণ না করে তবে জানিয়া রাখ তাহারা কেবল তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া হেদায়েত ত্যাগ করিয়া আল্লাহর কিতাব হইতে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয় চলে, তাহার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে ? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা যালিম কাওমকে হেদায়েত দান করেন না।

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য এই কালামকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি। সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ , আমি তাহাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছি। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছেন এবং পরবর্তীদের সহিত কেমন ব্যবহার করিবেন উহা তাহাদিগকে জানাইয়াছেন।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ সম্ভবতঃ তাহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে। মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, وَصَّلْنَا لَهُمْ এর সর্বনাম দ্বারা কুরাইশকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ্ (র) ..... রিফা'আহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ দশজন সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাদের একজন আমি। ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

৫২. اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

৫৩. وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۝

٥٤. أُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۝

٥٥. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجٰهِلِيْنَ۝

অনুবাদ ঃ (৫২) ইহার পূর্বে আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন উহাদিগের নিকট ইহা আবৃত্তি করা হয়, তখন উহারা বলে, আমরা ইহাতে ঈমান আনি ইহা আমাদের প্রতিপালক হইতে আগত সত্য, আমরা তো পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম (৫৪) উহাদিগকে দুইবার পারিশ্রমিক দান করা হইবে, কারণ তাহার ধৈর্য্যশীল এবং উহারা ভালোর দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করিত ও আমি উহাদিগকে যে রিযিক দিয়াছি তাহা হইতে উহারা ব্যয় করে। (৫৫) উহারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে, তখন উহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে। এবং বলে আমাদিগের কাজের ফল আমাদিগের জন্য এবং তোমাদিগের কাজের ফল তোমাদিগের জন্য, তোমাদিগের প্রতি সালাম আমরা অজ্ঞদিগের সঙ্গ চাহি না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আহলে কিতাবদের মধ্যে হইতে যাহারা যেই সকল উলামা আল্লাহ্র কিতাবের অনুসরণ করিয়া তাহার নৈকট্য লাভ করিয়াছে, তাঁহারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করেও বিশ্বাস করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ -

"যাহাদিগকে আমি কিতাব দান করিয়াছি আর তাহারা উহাকে সঠিকভাবে বুঝিয়া তিলাওয়াত করে, এমন সকল লোক পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস করে।" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ -

"কিছু সংখ্যক আহলে কিতাব এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে এবং যাহা তোমাদের প্রতি ও যাহা তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে উহার প্রতিও ঈমান রাখে। এবং তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে"।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً ۔

"যাহাদিগকে ইহার পূর্বে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আসমানী কিতাবের জ্ঞান দান করা হইয়াছে, যখন তাহাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা সিজ্‌দায় অবনত হইয়া বলে, আমাদের প্রতিপালক বড়ই পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকরী হইবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৭-৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصَارٰى ..... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۔

"হে নবী, যাহারা নিজদিগকে নাসারা বলে, তাহাদিগকে তুমি মু'মিনদিগকে বেশী ভালবাসিতে দেখিতে পাইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞান-পিপাসু আলেম আছে এবং অনেক সংসার ত্যাগী লোকও রহিয়াছে ঃ তাহারা বলে হে আমার প্রতিপালক! আমরা ঈমান আনিলাম, আপনি আমাদিগকে ঐ সকল লোকদের সহিত লিপিবদ্ধ করুন যাহারা শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) ও পবিত্র কুরআনের সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দান করে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮২-৮৩)

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, আয়াতটি সত্তর জন ঈসায়ী আলেম সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিল। যাহাদিগকে নাজ্জাশী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সূরা ইয়াসীন পাঠ করিয়া শুনাইলেন। ঐ সকল ঈসায়ী উলামা উহা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ۔

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اُوْلٰئِكَ يُؤْتُوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا যাহা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের প্রতি যথাযথ ঈমান আনিয়াছিল, অতঃপর পবিত্র কুরআনের প্রতি আনিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের দৃঢ়তার দরুন দ্বিগুণ সওয়াব দান করা হইবে। কারণ পূর্বে কোন কিতাবের প্রতি ঈমান আনিবার পর পুনরায় অন্য কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা অতিশয় কঠিন কাজ। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, আমির শা'বী (র) আবূ বুরদা (রা)-এর সূত্রে হযরত

আবূ মূসা আশয়ারী (রা) হইতে বর্ননা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "তিন প্রকার লোককে দ্বিগুণ সাওয়াব দান করা হইবে। এক প্রকার লোক যাহারা আহ্‌লে কিতাব তাঁহারা স্বীয় নবীর প্রতি ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর আমি নবীরূপে প্রেরিত হইবার পর আমার প্রতি ও তাহারা ঈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার যেই গোলাম আল্লাহর হক আদায় করিবার সাথে সাথে তাহার মুনীবের হকও যথাযথভাবে আদায় করে। আর যেই ব্যক্তি একটি বাঁদি আছে যাহাকে আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়াছে, অতঃপর তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছে। এই তিন প্রকার লোক দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিবে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... কাসিম ইব্‌ন আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সোয়ারীর একেবারেই নিকটবর্তী ছিলাম, তখন তিনি কিছু অতি উত্তম কথা বলিয়াছিলেন উহার একটি কথা হইল, ইয়াহূদী ও নাসারা দুই আহলে কিতাব হইতে যেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করিবে এবং আমাদের জন্য যেই অধিকার আছে সে ও উহার অধিকারী হইবে এবং যাহা আমাদের পক্ষে ক্ষতিসাধন তাহার পক্ষে ও ক্ষতিজনক হইবে।

وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ । السَّيِّئَةَ আর ঐ সকল আহলে কিতাব যাহারা পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনিয়াছিল এবং পরবর্তী কিতাব অর্থাৎ কুরআনের প্রতিও ঈমান আনিয়াছে, তাহারা ন্যায়, সৎকাজের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করে অর্থাৎ অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়।

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর যেই হালাল রিযিক আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি, উহা হইতে আল্লাহর মাখলূকের জন্য ব্যয় করে। তাহাদের পরিবার বর্গের জন্য যেই ব্যয় করা তাহাদের প্রতি ওয়াজিব সে ব্যয় করে যাকাত আদায় করে। এবং ছাড়া নফল মুস্তাহাবরূপেও ব্যয় করিয়া থাকে।

وَاِذَا سَمِعُوْا । اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ আর যখন তাহারা কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করে তখন তাহারা উহাতে যোগ দান করে না বরং তাহারা উহা হইতে বিরত থাকে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا আর যাহারা অনর্থক বস্তুর নিকট দিয়া অতিক্রম করে তাহার ভদ্রভাবে এড়াইয়া অতিক্রম করে।

وَقَالُوْا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

আর ঐ সকল নির্বোধ লোকদিগকে বলে, আমাদের কৃতকর্ম আমাদের সন্মুখে উপস্থিত হইবে। তোমাদের প্রতি সালাম রহিল। আমরা তো নির্বোধ লোকদের সহিত অনর্থক বিতর্কে জড়িত হইতে ইচ্ছা করি না। অর্থাৎ জাহিল নির্বোধ লোকেরা যখন ঐ

সকল আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের সহিত অনর্থক অশালীন বাক্যালাপে জড়িত হইতে চাহে তখন তাহারা তাহাদের সহিত প্রতিবাদে লিপ্ত হইতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। বরং তাঁহার কেবল শালীন ও ভদ্র কথা বলিয়াই বিদায় গ্রহণ করে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় অবস্থানে করিতেছিলেন, তখন পুনরায় বিশজন কিংবা উহার কাছাকাছি সংখ্যক নাসারা হাবশা হইতে আগমন করিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মসজিদে পাইল এবং তাঁহার খিদমতে বসিয়া পড়িল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহিত কথা বলিল এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করিল। কুরাইশদের কিছু লোক তখন কা'বা শরীফের পার্শে তাহাদের মজলিসে অবস্থান করতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শেষে হইবার পর রাসুলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিলেন, এবং কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ শ্রবণ করিতেই তাহাদের অশ্রুসজল হইল। এবং আল্লাহ্র রাসূলের দাওয়াতে সাড়া দিল। তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, যেই নবীর আলোচনা তাহাদের কিতাবে বিদ্যমান সেই মহান নবী ইনিই।

অতঃপর তাঁহারা যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে হইতেই উঠিল, তখন কুরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক সহ আবূ জাহল তাহাদের সন্মুখীন হইল। তাহারা তাহাদিগকে বলিল, আল্লাহ তোমাদিগকে বঞ্চিত করুন। তোমাদের সগোত্রীয় লোকজন তোমাদিগকে এই লোকটি মুহাম্মদ (সা)-এর সংবাদ লইতে পাঠাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সহিত তোমাদের কোন শান্তিমুলক বৈঠকও হইল না অথচ, তোমরা স্বীয় ধর্মই ত্যাগ করিয়া এবং ঐ লোকটির প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে। তোমাদের চাইতে বড় আহম্মক ও নির্বোধ তো আমরা কখনও দেখি নাই। ইহার উত্তরে তাহারা বলিল, তোমাদের সহিত আমরা তোমাদের ভাষায় কথা বলিতে চাই না বছ, তোমরা স্বীয় ধর্মগ্রহণ করিয়া থাক আর আমরা আমাদের পসন্দনীয় ধর্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। আমরা আমাদের জন্য যাহা কল্যাণকর মনে করিয়াছি উহাই গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা ও বর্ণিত আছে যে ঐ সকল নাসারাগণ নাজরান নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। বর্ণিত আছে যে,ঐ সকল নাসারাদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছিল ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ هُمْ بِهٖ يُؤْمِنُوْنَ .... لاَ نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ -

ইমাম যুহ্রী (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, এই আয়াত কাহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, আমি আমাদের উলামায়ে কিরামের নিকট হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, আয়াতটি নাজ্জাশী ও তাঁহাদের সহচরবৃন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূরা মায়িদাহ এর আয়াত ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا ...... فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ -

নাজ্জাশী ও তাঁহার সহচরবৃন্দ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

٥٦. اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ
اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ·

٥٧. وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ
لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৫৬) তুমি যাহাকে ভালবাস ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না, বরং আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদিগকে। (৫৭) উহারা বলে, আমরা যদি তোমার সহিত সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদিগকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে। আমি কি তাহাদিগকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নাই ? যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয়, আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ। কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই ইহাই জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার রাসূল (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ তুমি যাহাকে ইচ্ছা করিবে তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। ইহা কেবল আল্লাহ্র কাজ যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব কেবল তাঁহার জানা। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ـ

"তাহাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব তোমার নহে বরং আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন"।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ـ

"তুমি চাহিলেও অধিকাংশ লোক ঈমান গ্রহণ করে না"। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা ইহা জানে যে, কোন ব্যক্তি হেদায়েতপ্রাপ্ত ইহবার যোগ্য আর কে যোগ্য নহে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ الخ। আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ

তালিব এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই আবূ তালিবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হইবার কারণে অসাধারণভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার সর্বপ্রকার সাহায্য সহায়তা করিতেন। এবং তাঁহার সংরক্ষণ ও হিফাযাতের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। যখনই তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ঈমানের দাওয়াত পেশ করিলেন। কিন্তু তাহার ভাগ্যলিপি তাহার অনুকূলে ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দাওয়াত গ্রহণ করিলেন না এবং কুফ্‌র -এর উপর মৃত্যু হইল। ইহাতে যে নিগুঢ় রহস্য উহা আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যের তাঁহার পিতা মুসাইয়্যেব ইব্‌ন হাযান মাখযূমী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব যখন মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় আবূ জাহ্‌ল, আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ ইব্‌ন মুগীরাহকে দেখিতে পাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহার চাচা আবূ জাহল আব্দুল্লাহ্ ইবন আবূ উমাইয়াহ বলিল, তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করিবে ? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বারবার আবূ তালিবকে দাওয়াত দিতে রহিলেন আর তাহারা বারবার তাহাদের বক্তব্য পেশ করিতে থাকিল। এমন কি বলিলেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকেই শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে অস্বীকার করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

وَاللّٰهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ اَنْهَ عَنْهُ ـ

"আল্লাহ্‌র কসম! আমি অবশ্যই আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিব যাবৎ না আমাকে নিষেধ করা হইবে"। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল ঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ـ

"নবীও মু'মিনদের জন্য ইহা সমীচীন নহে যে তাহারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, যদি ও সে আপনজন হউক না কেন"। এবং আবূ তালিব সম্পর্কে নাযিল হইল ঃ

اِنَّكَ لَا يَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ـ

"হে নবী! তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সক্ষম হইবে না বরং আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন"।

ইমাম বূখারী ও মুসলিম (র) ইমাম যুহরী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন কায়সান (র) হইতে তিনি আবু হাযিম (র)-এর সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যখন আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট আসিলেন। তিনি আবূ তালিবকে

বলিলেন “হে আমার চাচা” আপনি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলুন, আমি কিয়ামত দিবসে আপনার জন্য সাক্ষ্য দিব। তখন তিনি বলিলেন, যদি কুরাইশরা এই বলিয়া লজ্জা দেওয়ার আমার আশংকা না হইতে যে, মৃত্যুর ভয়েই আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তবে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ কালেমা পাঠ করিয়া ঈমান প্রকাশ করিয়া তোমার চক্ষু শীতল করিয়া দিতাম।

অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। শুধু ইয়াযীদ ইব্ন কায়সান (র)-এর সুত্রে আমার হাদীসটি জানি।

ইমাম আহমদ (রা) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ, কাত্তান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে হাদীসটি অনরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস ও ইব্ন ওমর (রা) এবং মুজাহিদ, শা'বী ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে, আয়াতটি আবূ তালিব সম্পর্কে তখন নাযিল হইয়াছে। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বলিতে বলিলে তিনি উহা অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইহ ও বলিলেন হে ভাতীজা ! আমরা পূর্ব পুরুষদের ধর্মেই আমি থাকিতে চাই। এবং তিনি সর্বশেষ কথা ইহাই বলিলেন, তিনি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মেই থাকিয়াই তিনি মৃত্যুবরণ করিরেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... সাঈদ ইব্ন আবূ রাশিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রূম সম্রাট কায়সার এর দূত আমার নিকট আসিয়া বলিল, রূম সম্রাট আমার কাছে রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পত্রখানা দিলাম। তিনি উহা স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন গোত্রের লোক। আমি বলিলাম, ‘তানূখ’ গোত্রের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্ম কি তুমি গ্রহণ করিতে চাও? আমি বলিলাম, আমি এক কাওমের দূত। আমি তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যাবৎ না আমি তাহদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া আমি অন্য ধর্ম গ্রহণ করিব না। তখন সাহাবায়ে কিরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া দিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا কোন কাফির ঈমান আনয়ন না করিবার কারণ হিসাবে বলিয়া থাকে যে, যদি আমরা ঈমান আনিয়া আনুগত্য স্বীকার করি, মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমাদের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকল আরব গোত্রসমূহ আমাদের বিরোধী হইয়া যাইবে এবং আমাদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া আমাদের আবাস ভূমি হইতে আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই কথার জবাবে বলেন ঃ

اَوَ لَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا হেদায়েত অনুসরণ না করিবার জন্য তাহাদের এই ওজর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নিরাপদ হারাম শরীফ স্থান দিয়াছেন। এবং কুফর ও শিরক করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়াছেন, যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং সত্যের অনুসরণ করে তবে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইতে পারে যে তাহাদের নিরাপদ বিঘ্নিত হইবে।

يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا এই নিরাপদ পুণ্যময় ভূমিতে তায়েফ ও অন্যান্য স্থান হইতে নানা প্রকার ফল ফলাদী আল্লাহর পক্ষ হইতে রিযিক হিসাবে আমদানী করা হয়।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশই লোক ইহা বুঝে না। আর এই কারণেই তাহারা অবাঞ্ছিত কথা বলে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا এই কথাটি হারিস ইব্‌ন আমির ইব্‌ন নাওফিল বলিয়াছিল।

٥٨. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ.

٥٩. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرٰى اِلاَّ وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৮) আমি কত জনপদকে ধ্বংস করিয়াছি যাহার বাসিন্দারা নিজেদিগের ভোগ সম্পদের দম্ভ করিত। এইগুলি তো উহাদিগের ঘরবাড়ি, উহাদিগের পর এই গুলিতে লোক জন সামান্য বসবাস করিয়াছে। আর আমি চূড়ান্ত

মালিকানার অধিকারী। (৫৯) তোমার প্রতিপালক জনপদ সমূহকে ধ্বংস করেন না উহার কেন্দ্রে তাঁহার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য রাসূল প্রেরণ না করিয়া এবং আমি জনপদ সমূহকে তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা সীমালংঘণ করে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীদিগকে ইংগিত করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا হে মক্কাবাসীগণ। তোমরা যে ভোগ বিলাসে লিপ্ত হইয়া অবাধ্য হইয়াছ এবং তাঁহার সহিত বিরোধ ঘটাইতেছ, তোমাদের ন্যায় বহু জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা স্বীয় ভোগ বিলাসের বস্তুতে গর্বিত ছিল এবং তাহাদিগকে আল্লাহই যেই নিয়ামত দান করিয়াছিলেন উহার প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرَيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ... فَاَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ -

আল্লাহ্ তা'আলা এমন জনপদের ঘটনা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন যাহার অধিবাসী নিরাপদ ও শস্তিতে বসাবাস করিত, যাহাদের সর্বস্থান হইতে প্রচুর রিযিক আমদানী হইত। অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি পাকড়াও করিল যেহেতু তাহারা ছিল যালিম ও অবিচারী।

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ اِلاَّ قَلِيْلاً এই তাহাদের বীরান বস্তী তাহাদের ধ্বংসের পর অতি সামান্য কিছু লোক ছাড়া কোন জাকজমক পূর্ণ বাড়ী সেখানে আবাদ হয় নাই।

وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ আর আমি সেই সকল স্থানের মালিক রহিয়াছি। ইবন আবূ হাতিম (র) হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একবার হযরত উমর (রা)-এর নিকট কা'বকে বলিতে শুনিয়াছেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) বুতুম পেঁচাকে বলিলেন,কি ব্যাপার যে তুমি গম খাও না ? সে বলিল, ইহার কারণে হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে হইতে বাহির করা হইয়াছে। হযরত সুলায়মান বলিলেন, তুমি পানি পান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু এই পানি দ্বারাই হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমকে ডুবাইয়া মারা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, বীরান স্থানে তুমি অবস্থান কর না কেন? সে বলিল, যেহেতু উহার মালিক আল্লাহ্। অতঃপর وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِيْنَ পাঠ করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণ হওয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও যুলুম করিয়া ধ্বংস করিবেন না। বরং দলীল প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে না। বরং পার্থিব ভোগ বিলাসের বস্তুতে লিপ্ত থাকিবে ধ্বংস করিলে কেবল তাহাকে করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ اُمِّهَا رَسُوْلاً ... الخ -

তোমার প্রতিপালক কোন জনবসতীকে ধ্বংস করেন না যাবত না উহার প্রাণ কেন্দ্রে কোন নবী প্রেরণ করেন। যিনি তাহাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আয়াত দ্বারা প্রকাশ, হযরত মুহাম্মদ (সা) জনবসতীর প্রাণ কেন্দ্রে পবিত্র মক্কা হইতে সকল মানব জাতির প্রতি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কেই প্রেরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا তুমি সকল জনবসতীর প্রাণকেন্দ্রে ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনমানবকে সতর্ক করিতে পার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا তুমি বল হে লোক সকল ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِاُنْذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ যেন এই কুরআনের মাধ্যমে আমি তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট এই কুরআনের বাণী পৌছাইয়া যায় তাহাদের সকলকে সতর্ক করিতে পারি।

وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ "আর পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র হইতে এই কুরআনকে অস্বীকার করিবে জাহান্নামে তাহার প্রতিশ্রুত স্থান"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا -

"আর কিয়ামতের পূর্বে আমি সকল জনবসতীকে ধ্বংস করিয়া দিব। কিংবা উহার অধিবাসীদিগকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব"। ইহা দ্বারা প্রকাশ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে সকল জনবসতী ধ্বংস করিয়া দিবেন। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً যাবৎ না আমি রাসূল প্রেরণ করি কোন জাতি ও জনবসতিকে ধ্বংস করি না। অতএব বুঝা গেল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমগ্র বিশ্বের প্রাণ কেন্দ্র পবিত্র মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ আমি লাল, কালো নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দ্বারা রিসালত ও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতএব তাঁহার পরে না কোন নবীর আগমন ঘটিবে আর না কোন রাসূলের। বরং কিয়ামত পর্যন্ত দিবা-রাত্রির অস্তিত্ব

বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁহার শরীয়াত অবশিষ্ট থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ঃ ام القرى দ্বারা বড় শহর বড় মহাদেশ বুঝান হইয়াছে। আল্লামা যামাখশরী, ইবনুল জাওযী ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা অসম্ভব নহে।

٦٠. وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَ
اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

٦١. اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬০) তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও শোভা এবং যাহা আল্লাহ্র নিকট আছে তাহা উত্তম এবং স্থায়ী, তোমরা কি অনুধাবন করিবে না। (৬১) যাহাকে আমি উত্তম পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যাহা সে পাইবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাহাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার দিয়েছি, যাহাকে পরে কিয়ামতের দিনি হাযির করা হইবে ?

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তাঁহার নেক বান্দাগণের জন্য প্রস্তুত অসামান্য ও স্থায়ী নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়া উহার সামগ্রী ও উহার ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যের তুচ্ছতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ তোমাদের কাছে যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইবে, কিন্তু যাহা আল্লাহ্র নিকট রাহিয়াছে উহা অবশিষ্ট থাকিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ "যাহা কিছু আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে উহা নেক বান্দাগণের জন্য বহুগুণে উত্তম"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ مَتَاعٌ" আর পার্থিব জীবনে পরলৌকিক জীবনের তুলনায় তুচ্ছ ভোগ্য বস্তু বই কিছু নহে। আরও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى বরং তোমরা তো পার্থিব জীবনকে প্রাধ্যন্য দান কর অথচ পরকালে অধিক উত্তম ও অধিক স্থায়ী। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاللّٰه مالحياة الدنيا فى الاٰخرة اِلاَّ كَمَا يَغمس اُحدكم اصبعه فِى اليَمِّ
فلينظر مَاذا يَرجِع إليه ـ

আল্লাহর কসম, পারলৌকিক জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন ঠিক তদ্রুপ যেমন তোমাদের মধ্যে হইতে কেহ সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গুলী ঢুকাইয়া দেওয়ার পর পুনরায় উঠাইলে দেখিতে কতটুকু পানি উহাতে লাগিয়া থাকে। সমুদ্রের পানির তুলনায় উহা যেমন নগন্য, পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবনে যাবতীয় ভোগ বিলাসের বস্তুও তদ্রুপ নগন্য। اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতের এই পার্থক্য বুঝ না।

اَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ -

"তোমরা বলত দেখি যেই ব্যক্তি সৎকর্মের উপর আল্লাহর ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস করে ও উহা মানিয়া লয়, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে ও নেক কাজের উপর আল্লাহর প্রতিশ্রুত এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগে লিপ্ত হইয়া থাকে।

ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তাহারা আল্লাহ্‌র দরবারে বন্দি অবস্থায় উপস্থিত কৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, المحضرين। অর্থ المعذبين। অর্থাৎ শাস্তিপাপ্ত লোক। কোন তাফসীরকারগণ বলেন, আয়াতটি রসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, হযরত হামযা, আলী (রা) ও আবু জাহ্ল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আয়াতটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ -

"যদি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না হইত, তবে আমি দোযখে কয়েদীরূপ উপস্থিতকৃত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম"। ইহা ঐ মু'মিনের বক্তব্য হইবে যে বেহেশতের উচ্চস্থানে আরোহন করিয়া তাহারই কাফির সাথীদিগকে দোযখের গহবরে আটকাবস্থায় দেখিতে পাইবে।

٦٢. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ۰

٦٣. قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّاْنَآ اِلَيْكَ مَا كَانُوْٓا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ۰

٦٤. وَقِيْلَ ادْعُوْا اشُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ.

٦٥. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ.

٦٦. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ.

٦٧. فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬২) এবং সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক বলিয়া গণ্য করিতে তাহারা কোথায় ? (৬৩) যাহাদিগের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছে তাহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহাদিগকে আমরা বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, যেমন আমরা বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আপনার সমীপে আমরা দায়িত্ব অব্যাহতি চাহিতেছি। উহারা আমাদিগের ইবাদত করিতই না। (৬৪) উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন ইহারা উহাদিগকে ডাকিবে,কিন্তু উহারা ইহাদিগের ডাকে সাড়া দিবে না। ইহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে। হায় ! তাহারা যদি সৎপথ অনুসরণ করিত ! (৬৫) এবং সেই দিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা রাসূলগণকে কি জবাব দিয়াছিলে ? (৬৬) সেই দিন সকল তথ্য তাহাদিগের নিকট হইতে বিলুপ্ত হইবে এবং ইহারা একে অপরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ও করিতে পারিবে না। (৬৭) তবে যে ব্যক্তি তাওবা করিয়াছিল এবং ঈমান আনিয়াছিল ও সংকর্ম করিয়াছিল, সে তো সাফল্য অর্জনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ কাফির ও মুশরিকদিগকে যে ধমক প্রদান করিবেন উল্লেখিত আয়াতে তিনি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিয়ামত দিবসে তিনি উচ্চস্বরে ডাকিয়া বলিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ অর্থাৎ হে মুশরিকদল! দুনিয়ায় তোমরা যেই সকল প্রতিমা ও অন্যান্য বস্তুর উপসনা করিতে আজ তাহারা কেথায় ? তাহারা আজ তোমাদের কোন সাহায্য করিতে সক্ষম ? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ
ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰؤُا لَقَدْ
تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ -

"আমি প্রথমবার যেই অবস্থায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম সেই অবস্থায় আজ তোমরা আমার নিকট একাই উপস্থিত হইয়াছে। আর যাহা কিছু আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম উহা তোমরা তোমাদের পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছ। আজ আমি তোমাদের সহিত সেই সকল সুপারিশকারীও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাদিগকে তোমরা তোমাদের কাজকর্মে আমার শরীক বলিয়া ধারণা করিতে। বস্তুতঃ তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে এবং তোমরা যেই ধারণা করিতে উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। (সূরা আন'আম ঃ ৯৪)

قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ -

আর যেই সকল শয়তান হঠকারী এবং 'কুফ্‌র' এর প্রতি আহবায়কদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিবে ঃ

رَبَّنَا هٰؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا اِلَيْكَ مَا كَانُوْا
اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ -

"হে আমাদের প্রভূ! ইহারা সেই সকল লোক যাহাদিগকে আমরা প্ররোচিত করিয়াছিলাম এবং আমরা তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, যেমন আমরাও বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আমরা আপনার নিকট তাহাদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্কমুক্ত হইলাম। তাহারা আমাদের পূজা করিত না। শয়তানও কুফর এর প্রতি আহবানকারীরা ইহার সাক্ষ্য তো দিবে যে তাহারা অন্যান্য পথভ্রষ্ট লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পরই তাহারা ঐ সকল লোকদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্ক মুক্ত হইবার ঘোষণা করিবে। তাহারা বলিবে, তাহারা আমাদের পূজা করিত না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ
وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا -

আর তাহারা আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করিয়াছিল যেন তাহাদের পূজা পাঠ দ্বারা তাহারা সন্মানিত হইতে পারে। কখনও এই রূপ হইবে না। অচিরেই তাহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদের শত্রু হইয়া পড়িবে। (সূরা মারইয়াম ঃ ৮১-৮২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا
لِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ ۔

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় গুমরাহ আর কেহ যে আল্লাহ্ ব্যতিত এমন ব্যক্তিকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার ডাকের সাড়া দিবে না। বস্তুত তাহারা তো তাহাদের ডাক, সম্পর্কে বে-খবর। আর কিয়ামত দিবসে যখন সকল লোক একত্রিত করা হইবে, ঐ সকল উপাস্য উপাসকদের শত্রু হইবে এবং তাহাদের উপাসনাকেই অস্বীকার করিবে। (সূরা আহ্কাফ ঃ ৫-৬)

হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۔

“তোমরা পার্থিব জীবনে আল্লাহ্কে ছাড়িয়া প্রতিমা সমূহকে উপাস্য বানাইয়াছ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমাদের কতেক কতেককে অস্বীকার করিবে এবং কতেক কতেককে অভিশাপ করিবে”। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْاَسْبَابِ .... وَمَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ۔

“আর যখন ঐ সকল লোক যাহাদের অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহাদের অনুসারীদের সম্পর্ক হইতে সম্পর্ক ছিন্নতার ঘোষণা করিবে আর শাস্তি দেখিতে পাইবে এবং তাহাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইবে। আর তাহারা আগুন হইতে বাহির হইতে পারিবে না”। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৬-৬৭)

আর যেহেতু যাহাদিগকে আল্লাহর সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল তাহারা কোনই সাহায্য করিতে পারিবে না। এই কারণে কিয়ামত দিবসে ধমক দিয়া বলা হইবে, اُدْعُوْا شُرَكَاۤءَكُمْ তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমরা স্বীয় শরীকদিগকে ডাকিয়া আন। তোমরা দুনিয়ার তাহাদিগকে ত্রাণকর্তা বলিয়া ধারণা করিতে।

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ মুশরিকরা তাহাদিগকে ডাকিতে কিন্তু তাহারা ডাকে সাড়া দিবে না আর শাস্তি দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ তাহারা ইহা নিশ্চিত বিশ্বাস করিবে যে তাহারা অবশ্যই দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।

لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা যখন দোযখের শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে, তখন অনুতাপ করিয়া বলিবে, হায় ! তাহারা যদি দুনিয়ার হেদায়াত গ্রহণ করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ تَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا۔

আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলিবেন, তোমরা সেই সকল লোকদিগকে ডাক যাহাদিগকে তোমরা আমার শরীক বরিয়া ধারণা করিতে। অতঃপর তাহারা ডাকিবে কিন্তু তাহারা তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। আর আমি তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়া দিব। আর অপরাধীরা দোযখ দেখিয়া ধারণা করিবে যে তাহারা উহাতে পতিত হইবে। এবং উহা হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইবে না। (সূরা কাহফ ঃ ৫২-৫৩)

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ আর যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মুশরিকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রাসূলগণের আহবানের জবাবে কি বলিয়াছিলে "?

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমবার তাহাদিগকে ডাকিয়া তাওহীদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং দ্বিতীয়বার ডাকিয়া রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তাহারা রাসূলের রিসালতকে মান্য করিয়াছিল কিনা ? আর তাঁহাদের সহয়তা করিয়াছিল কিনা ? যেমন জবাবের মধ্যে ও প্রথম তাওহীদ সম্পর্কে ও পরে রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। মৃতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তোমার রব কে ? তোমার নবী কে ? ও তোমার ধর্ম কি ছিল ? মু'মিন তো প্রশ্নের উত্তরে বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মা'বূদ নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আর কাফির বলিবে, হায় হায় ?! আমি তো জানি না। আর এই কারণেই কিয়ামত দিবসে ও যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তখন সে নির্বাক হইয়া থাকিবে। বস্তুতঃ যেই ব্যক্তি প্রথিবীতে অন্ধ ছিল, ঈমানের আলো গ্রহণ করে নাই। সে কিয়ামতেও অন্ধ হইবে এবং পথভ্রষ্ট হইয় দিশাহারা হইয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ۔

সকল দলীল প্রমাণ তাহাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়িবে, এমন কি তাহারা পরস্পর আত্মীয়-স্বজনের খবর জিজ্ঞাসা করিতেও লইতে ভুলিয়া যাইবে। মুজাহিদ (র) আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى أَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ـ

অবশ্য যেই যেই দুনিয়ায় তাওবা করিয়াছে নিশ্চিতভাবে সে কিয়ামত দিবসে সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, عسى শব্দটি এখানে নিশ্চয়তার অর্থ দান করিয়াছে। মু'মিন সৎব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহে অবশ্যই সফল হইবে।

٦٨. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

٦٩. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ.

٧٠. وَهُوَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৮) তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহা ইচ্ছা মনোনীত করেন। ইহাতে তাহাদিগের কোন হাত নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান এবং উহারা যাহাকে শরীক করে তাহা তিনি উর্দ্ধে। (৬৯) তোমার প্রতিপালক জানেন ইহাদিগের যাহা গোপন করে এবং ইহারা যাহা ব্যক্ত করে। (৭০) তিনি আল্লাহ্,তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসা তাঁহারই, বিধান তাঁহারই। তোমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ও সকল অধিকার কেবল তাঁহারই, এই বিষয়ে কেহ তাঁহার মুকাবিলা করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহা সৃষ্টি করেন না অস্তিত্ব লাভ করে না। ভালমন্দে সকল বিষয়ের অধিকার কেবল তাঁহারই।

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ তাহাদের কোন ইখ্তিয়ার ও অধিকার নাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ـ

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যখন কোন ফয়সালা করেন তখন তাহাদের কোন বিষয়ে কোন মু'মিন নর নারীর কোন ইখ্তিয়ার থাকে না। (সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬)

উভয় আয়াতে " مـا " শব্দটি نفى এর জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইবন জরীর বলেন, " مـا " শব্দটি الذى। এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আসলে ইবাদত এইরূপ ويختار الذى فيه الخير لهم অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বস্তু নির্বাচন করেন যাহাতে তাহাদের সকল কল্যাণ রহিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল, مَا শব্দটি نافيه (নাবাচক) ইব্ন আবূ হাতিম (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ হইতে এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, সৃষ্টি করিবার নির্বাচন করিবার ও একচ্ছত্র অধিকার কেবল আল্লাহর ইহা বর্ণনা করা। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছেঃ

سُبْحٰنَ اللّٰه وَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرَكُوْنَ মুশরিকদের শিরক হইতে আল্লাহ্ পবিত্র তাহাদের ঐ সকল শরীক কিছু সৃষ্টি করিতেও সক্ষম নহে আর কিছু নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা ও রাখে না। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ আর হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তাহাদের অন্তরের গোপন বিষয় ও যাহা তাহারা প্রকাশ করে সকলই জানেন। অথচ, অন্যান্য মাখলূক এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَبِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে চাই কেহ গোপনে কথা বলুক, চাই উচ্চস্বরে কথা বলুক আর চাই কেহ রাত্রিকালে আত্মগোপন করুক কিংবা দিবা কালে চলাচল করুক আল্লাহর পক্ষে সবই সমান। (সূরা রা'দ ঃ ১০)

وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ আর তিনিই মহান আল্লাহ আর কেবল তিনিই ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। যেমন তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহা ইচ্ছা নির্বাচন করেন।

لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখিরাতে তাহার জন্য সকল প্রশংসা। তাঁহার সকল কর্মকান্ড ইনসাফ ও হিকমতের কারণে তাঁহার সকল কার্যাবলী প্রশংসার অধিকারী।

وَلَهُ الْحُكْمُ আর আদেশের অধিকার ও ক্ষমতা কেবল তাঁহারই। কারণ তিনিই মহাপ্রতাপশালী ও সার্বভৌম ক্ষতমার অধিকারী।

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকলেরই তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন সকলেই স্বীয় ভালমন্দ কৃতকর্মের বিনিময় লাভ করিবে। আল্লাহর নিকট তাহাদের কোন আমলই গোপন থাকিবে না।

٧١. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ۔

٧٢. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا
تُبْصِرُوْنَ۔

٧٣. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৭১) বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি আল্লাহ্ রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদিগকে আলো আনিয়া দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না (৭২) বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে যে তোমাদিগের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে, যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার ? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না (৭৩) তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার। এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি দিবা-রাত্র সৃষ্টি করেন যাহা ছাড়া তাহাদের উপায় নাই এবং দিবা-রাত্রিকে নাতিদীর্ঘ করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী না করিয়া যেই অনুগ্রহ করিয়াছেন। উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি দিবা কিংবা রাত্রকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিতেন তবে ইহাতে তাহাদের বড় ক্ষতি হইত এবং অতিশয় বিরক্তিবোধ করিত। পরস্পর নাতিদীর্ঘ দিবা ও রাত্র তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ আল্লাহ্ ছাড়া এমন আর কোন ইলাহ আছে যে, তোমাদিগকে আলো দান করিতে পারে ?যাহার সাহায্যে তোমরা একে অন্যকে দেখিতে পার ও কাজ কর্ম করিতে পার ?

اَفَلاَ تَسْمَعُوْنَ তবু কি তোমরা শুনিবে না ? ইহার পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, যে যদি তিনি দিন সৃষ্টি করিবার পর উহাকে কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘ করিয়া দিতেন, তবে তোমাদের জীবন তিক্ত হইয়া যাইত। দিনে আলোতে দীর্ঘকাল যাবৎ কর্মতৎপর থাকিবার কারণে তোমরা অতিশয় ক্লান্তি ও দুর্বল হইয়া পড়িতে। অতএব তিনিই তোমাদের আরামের জন্য রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য কাহারো ও এই ক্ষমতা নাই।

مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে যে তোমাদের নিকট রাত্র উপস্থিত করিতে পারে, যখন তোমরা আরাম করিতে পার। দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রের নিদ্রার মাধ্যামে ক্লান্তির অবসান ঘটাইতে পার।

اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ আল্লাহ্র এতসব নিদর্শন দেখিয়াও তোমরা দেখ না ?

وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ আর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহে দিবা-রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন তোমরা রাত্রে আরাম করিতে পার এবং দিনে চলাচল করিয়া দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহার দেওয়া রিযিক অন্বেষণ করিতে পার।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর তোমার যেন দিবা–রাত্রে নানা প্রকার ইবাদত ও আল্লাহ্র দাসীত্ব প্রকাশের মাধ্যমে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। রাত্রে যদি কোন ইবাদত ছুটিয়া যায়, উহা দিবাকালে এবং দিবাকালে কোন ইবাদত ছুটিয়া গেলে রাত্রিকালে উহা পালন করিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ وَاَرَادَ شُكُوْرًا ـ

আর সেই আল্লাহ্-ই একের পর এক দিবা-রাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চায় কিংবা কৃতার্থ হইতে চায়। এই সম্পর্কে আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

٧٤. وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَاۤءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ.

٧٥. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৪) সেই দিন তিনি উহাদিগকে আহবান করিয়া বলিবেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার শরীক গণ্য করিতে তাহারা কোথায় ? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে আমি একটি সাক্ষী বাহির করিয়া আনিব ও বলিব 'তোমাদিগের প্রমাণ উপস্থিত কর ? তখন উহারা জানিতে পারিবে, ইলাহ হইবার অধিকার আল্লাহরই এবং উহারা যাহা উদ্ভাবন করিত তাহা উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবে।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহর সহিত অন্যকে ইলাহ মনে করিয়া উহার পূজা করিত কিয়ামতে দিবসে আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে সকলের সন্মুখে ঐ সকল পূজারীদিগকে দ্বিতীয়বার ধমক প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ দুনিয়ায় তোমরা যাহাদিগকে আমার সহিত শরীক করিয়া পূজা করিতে তাহারা কোথায় ?

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا আর সকল উম্মাত হইতে আমি সেই দিন এক একজন সাক্ষী বাহির করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ঐ সাক্ষী হইলেন, প্রত্যেক উম্মাতের প্রতি প্রেরিত রাসূল।

فَقُلْنَا هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ অতঃপর আমি ঐ সকল পূজারীদিগকে বলিব, আল্লাহর সহিত যে শরীক তোমরা করিতে উহা দলীল পেশ কর।

فَعَلِمُوْا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ তখন তাহারা জানিতে পারিবে আল্লাহর কথাই সত্য। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। অতএব তাহারা কোন কথা বলিবে না আর কোন জবাব ও দিবে না।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ তাহারা মনগড়া যেই সকল শরীক সাব্যস্ত করিয়াছিল, উহার সব কিছুই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। তাহাদের কোন উপকার আসিবে না।

٧٦. اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ
الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓاُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهٗ
قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ۰

٧٧. وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى
الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৭৬) আর কারূন ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদিগের প্রতি ঔদ্ধত প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম, উহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করি ও না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পসন্দ করেন না (৭৭) আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হইতে তোমার অংশ ভুলিও না। পরোপকার কর, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। এবং প্রথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।

তাফসীর ঃ আমাশ (র) ..... ইবন আববাস (রা) হইতে اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ ... الـخ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচত ভাই ছিল। ইব্রাহীম নাখঈ, আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিস ইব্ন নাওফিল, সিমাক ইব্ন হারব, কাতাদাহ, মালিক ইব্ন দীনার, ইবন জুরাইজ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জুবাইজ (র) উহার বংশ পরিচয় এই রূপ দিয়াছেন, কারূন ইব্ন ইয়া'মর ইব্ন কাহিদ এবং মূসা (আ) ছিলেন ইমরান ইব্ন কাহিদ -এর পুত্র। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কারূন ছিল হযরত মূসা (আ) ইব্ন ইমরানের চাচা। ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হইল, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। কাতাদাহ ইব্ন দি'আমাহ (র) বলেন, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর চাচাত ভাই ছিল। এবং মধুর কণ্ঠে তাওরাত পাঠ করিত বলিয়া তাহাকে আল-মুনাওওয়ার বলা হইত। বস্তুতঃ সে 'সামিরীর' মত একজন মুনাফিক ছিল। অধিক ধন-সম্পদের কারণে গর্বিত হইয়া সে ধ্বংস হইয়াছে। শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, কারূন গর্ব করিয়া তাহার কাওম অপেক্ষা এক বিঘত লম্বা পোষাক পরিধান করিত।

وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْاُ بِالْعُصْبَةِ আর আমি তাহাকে এত অধিক ধন ভাণ্ডার দান করিয়াছিলাম যে শক্তিশালী একদল লোকের পক্ষেও উহার চাবি বহন কর গুরুভার হইত। আ'মাশ (র) খায়মাসা (র) হইতে বলেন, কারূনের অনেক ধন ভাণ্ডার ছিল। প্রত্যেক ভাণ্ডারের জন্য পৃথক পৃথক চামড়ার চাবি ছিল এবং প্রত্যেকটি এক আঙ্গুলি পরিমাণ ছিল। সকল চাবী একত্রিত করিয়া বহন করিতে হইলে ষাটটি খচ্চরের বোঝা হইত।

اِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ -

যখন কারূনের কাওমের নেক ও সৎ লোকগণ তাহাকে উপদেশমূলক বলিল ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যে ধন ভাণ্ডার দান করিয়াছেন উহাতে তুমি গর্বিত হইও না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল লোকদিগকে যাহারা আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ না হইয়া গর্ব করে, তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন না।

وَابْتَغِ فِيْهَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধন ভান্ডার দান করিয়াছেন উহা তুমি আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করিয়া এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় অবলম্বন করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতে উহার পুরস্কার লাভ কর। এবং ঐ সকল ধন ভান্ডার হইতে পানাহার করিয়া উহা ব্যয় করিয়া পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা কর, বিবাহ্ শাদী করা ও ঘর বাড়ীর নির্মাণ করা তোমার পক্ষে অবৈধ নহে। অতএব এই অংশ তুমি ভুলিও না। কারণ তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের যেমন হক রহিয়াছে, অনুরূপভাবে তোমার নিজ সত্তার ও হক আছে। তোমার পরিবার পরিজনেরও অধিকার আছে এবং তোমার অতিথি ও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের অধিকার আছে। অতএব প্রত্যেক হক্দার ও অধিকারীকে তাহার হক ও অধিকার দান কর।

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ তোমার প্রতি যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইহসান ও অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমি তাহার মাখলূকের প্রতি ইহ্সান ও অনুগ্রহ কর।

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ আর দেশে ফিৎনা ফাসাদ কামনা করিও না।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ। কারণ, আল্লাহ্ ফাসাদকারীদিগকে ভালবাসেন না।

٧٨. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْـَٔلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৭৮) সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞান বলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানব গোষ্ঠিকে যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পর্দে ছিল প্রাচুর্যশালী ? অপরাধিদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না।

তাফসীর ঃ কারূনকে তাহার কাওমের লোকেরা যখন উপদেশ দান করিয়াছিল তখন সে তাহাদের উপদেশের জবাবে যাহা বলিয়াছিল আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ কারূন বলিল, এই যে ধন সম্পদ তোমরা দেখিতেছ ইহা তো আল্লাহ্ আমাকে আমার জ্ঞান বদৌলতে দান করিয়াছেন। আমি ইহার যোগ্য

বলিয়াই ইহা পাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তিনি আমাকে ভালবাসেন। অতএব তোমাদের এই উপদেশ গ্রহণ করিবার আমার কোনই প্রয়োজন নাই। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ও অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ۔

‘মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন সে আমাকে অসহায় হইয়া ডাকে। কিন্তু আমি যখন তাহাকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে, আল্লাহ জানিয়া শুনিয়া আমাকে ইহা দান করিয়াছেন। আমি যথার্থই ইহার যোগ্য”। (সূরা যুমার ঃ ৪৯)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِيْ۔

“আর কষ্ট ও বিপদের পর যদি আমি মানুষকে অনুগৃহীত করি তবে সে বলে, আমি তো যথার্থই ইহার যোগ্য”। (সূরা হামীম আস্-সাজ্‌দা ঃ ৫০)

কেহ কেহ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কারূন রসায়ন শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিল। এবং উহার বদৌলতে ধন ভান্ডারের মালিক হইয়া ছিল বলিয়া তাহার দাবী ও অহংকার ছিল। আয়াত দ্বারা ইহা বুঝান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা একটি দুর্বল ব্যাখ্যা। কারণ ‘রসায়ন শাস্ত্রে’ এমন জ্ঞান নহে, যাহা দ্বারা কোন বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করা যায়। স্বরূপ পরিবর্তনকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ۔

“হে মানব জাতি ! একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইতেছে তোমরা উহার প্রতি কর্ণপাত কর। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাহাদিগকে ডাকিতেছ তাহারা যদি সকলেও একত্রিত হয় তবে একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে না”। (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৩)

বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَظْلَمُ فَمَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِىْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً۔

মহান আল্লাহ্ বলেন, সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে ? যে আমার মত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে যায়। তাহারা যেন একটি ছোট পিপীলিকা সৃষ্টি করে কিংবা তাহারা

যেন একটি গম সৃষ্টি করে। এই হাদীসে ঐ সকল লোকদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, যাহারা কেবল দৃশ্যত ছবি অংকন করিয়া আল্লাহর সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্যতা করে। অতএব যাহারা কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তন করিবার দাবী করে তাহাদের সম্পর্কে কি ধারণা করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ ইহা নিরেট মিথ্যা, মূর্খতা ও গুমরাহী ছাড়া কিছুই নহে। অবশ্য কোন বস্তুর রং ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া প্রতারণা করা পৃথক কথা। কিন্তু হাকীকত পরিবর্তন করা কোন মাখলূকের পক্ষে সম্ভব নহে। রসায়ন বিদের এর কোন বস্তুর হাকীকত পরিবর্তনের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ধোঁকা ছাড়া কিছুই নহে। ঐ সকল মূর্খ ও ফাসিকরা যাহা দাবী করে কোন শরয়ী প্রমাণ দ্বারা কোন মানুষ হইতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা আলৌকিকভাবে কখনও কখনও আওলিয়া কিরামের হাতে যে কোন বস্তুকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য পরিণত করেন আমরা উহা অস্বীকার করি না। কোন মু'মিন মুসলমান উহা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে উহা কোন কারিগরীর মাধ্যমে সংঘটিত হয় না। উহা কেবল মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায়-ই সংঘটিত হয়। বর্ণিত আছে একবার হযরত হায়ত্তয়াহ ইব্ন শুরাইহ মিস্‌রী (র) হইতে যে, তাঁহার নিকট একজন ভিক্ষুক আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু তাহাকে দেওয়ার মত কিছুই তাহার নিকট ছিল না। অথচ, সে যে অতিশয় দরিদ্র উহা তিনি তীক্ষ্নভাবে অনুভব করিলেন। অতএব যমীন হইতে একটি কংকর উঠাইলেন এবং কিছুক্ষণ উহা হাতের মধ্যে ঘুরাইয়া ভিক্ষকের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন দেখা গেল উহা একটি স্বর্ণ। এই সম্পর্কে অনেক ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। কেহ কেহ বলেন, কারূন্ ইস্‌মে আযম জানিত উহার বদৌলতে সে সম্পদশালী হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ। কারূনের জবাবেই উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا ـ

"সে কি ইহা জানে না যে তাহার পূর্বে আমি এমন বহু সম্প্রদায় ধ্বংস করিয়াছি যাহারা কারূন অপেক্ষা ধনবল ও জনবলের অধিকারী ছিল। অতএব তাহারা এই ধারণা করে যে, সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন। সুতরাং তিনি তাহাকে ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়াছেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। নচেৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার তুলনায় অধিক ধনবল ও জনবল সম্পন্ন লোকদিগকে ধ্বংস করিতেন না। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কেবল তাহাদের কুফর ও অকৃতজ্ঞতার কারণে ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

আর তাহাদের অপরাধী ও পাপের আধিক্যের কারণে তাহাদের অপরাধী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাও করা হইবে না। কাতাদাহ (র) على علم عندى এর অর্থ করিয়াছেন عَلَى خَيـر عندى অর্থাৎ আমি কল্যাণময়, আমার নিকট কল্যাণ আছে, আল্লাহ ইহা জানিয়াই আমাকে ধন সম্পদ দান করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ

عَلَى عِلْمٍ اَنِّى اَهْلُ لِذَلِكَ অর্থাৎ আমি যে বিশাল ধন ভান্ডারের যোগ্য আল্লাহ্ ইহা জানিয়াই আমাকে ইহা দান করিয়াছেন। আব্দুর রহামান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আল্লাহ যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না থাকিতেন এবং আমাকে মর্যদাসম্পন্ন না জানিতেন, তবে আমাকে তিনি ইহা দান করিতেন না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞানের অধিকারী সে যখন ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে তখন সে ধারণা করে সত্য সত্যই সে যদি ইহার যোগ্য তাহা না হইত তবে আল্লাহ তাহাকে এই প্রাচুর্য দান করিতেন না।

٧٩. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ قَارُونُ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ.

٨٠. وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُونَ.

অনুবাদ ঃ (৭৯) কারূন তাহার সম্প্রদায়ের সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল জাঁকজমক সহকারে। যাহারা পার্থিব জীবনে কামনা করিত তাহারা বলিল, আহা কারূনকে যে রূপ দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকে যদি তাহা দেওয়া হইত, প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান (৮০) এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা বলিল, ধিক তোমাদিগকে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত ইহা কেহ পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কারূন একদিন জাঁকজমকের সহিত মহা সাজসজ্জা ও মহাপ্রতাপের সহিত তাহার কাওমের নিকট বাহির হইল। যাহারা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস কামনা করে এবং উহার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহারা যখন তাহাকে এই অবস্থায় দেখিল, তখন আকাঙ্ক্ষা করিয়া বলিল ঃ

يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ-

“হায় ! আমরাও যদি কারূনের মত ধনঐশ্বর্যের অধিকারী হইতাম। বস্তুতঃ সে তো বড় ভাগ্যের অধিকারী। তাহাদের এই বক্তব্য যখন সুষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ শুনিতে পাইল, তাহারা বলিল ঃ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا হায় সর্বনাশ ! যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া সাওয়াব ও পুরস্কার অধিক উত্তম। তোমরা কারূনের যেই ঐশ্বর্য দেখিতেছ পরকালে মু'মিন ও সৎ লোকগণ যেই পুরস্কার লাভ করিবে উহা হইতে বহু গুণে উত্তম। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ... الخ -

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি আমার নেক বান্দগণের জন্য এমন সকল মহামূল্যবান পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা চক্ষু দর্শন করে নাই আর কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ কল্পনাও করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দলীল হিসাবে এই আয়াতটি পাঠ করিবার জন্য বলিবেন ঃ

فَلاَ تَعْلَمَ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

কোন মানুষ ইহা জানে না যে, তাহাদের জন্য তাহাদের আমালের বিনিময়ে চক্ষু শীতলকারী যে সকল বস্তু গুপ্ত রাখা হইয়াছে। (সূরা সাজ্‌দা ঃ ১৭)

وَلاَ يُلَقّٰهَا اِلاَّ الصّٰبِرُوْنَ সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল ধৈর্যশীল ব্যক্তিবর্গ ব্যতিত কেহই বেহেশ্‌তে লাভ করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এ বক্তবটি ও কারূনের কাওমের ঐ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বক্তব্যের অংশ। ইবন জরীর (র) বলেন, এই কলমে অর্থাৎ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ ... الخ কেবল সেই সকল লোকের মুখেই উচ্চারিত হয় যাহারা পার্থিব আকর্ষণ হইতে বিমুখ হইয়া পরকালের প্রতি অনুরাগী হয়। বস্ততঃ وَلاَ يُلَقّٰهَا ... الخ ইহা ঐ সকল লোকদের বক্তব্য নহে। ইবন জরীরের ব্যাখ্যা অনুসারে ইহা আল্লাহর কথা।

٨١. فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ۝

৮২. وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (৮১) অতঃপর আমি কারূনকে ও তাহার প্রাসাদকেও ভূগর্ভে প্রোথিত করিলাম। তাহার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে সাহায্য করিতে পারিত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না। (৮২) পূর্ব দিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল দেখিলে তো আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি সদয় না হইতেন তবে আমাদিগকে তিনি ভুগর্ভে প্রোথিত করিতেন। দেখিলে তো কাফিররা সফলকাম হয় না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কারূনের অহংকার গর্ব ও তাহার কাওমের শান শওকতের কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন, তাহার এই অহংকারের দরূন তাহাকে তাহার অট্টালিকা ও প্রাসাদসহ আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। বুখারী শরীফে বর্ণিত যুহরী (র) সালিম (রা)-এর সূত্রে তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার লুঙ্গি ঝুলাইয়া চলিতেছিল, হঠাৎ তাহাকে যমীনে ধসিয়া দেওয়া হইল, কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনের নিচে ধসিতে থাকিবে। হাদীসটি জরীর ইব্ন যায়িদ হইতে সালিম (র)-এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, নযর ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি দুইটি সবুজ চাদর পরিধান করিয়া অহংকার গর্ব ভরে বাহির হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকে আদেশ করিলেন ভূমি তাহাকে পাকড়াও কর। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত সে যমীনে ধসিয়া যাইতে থাকিবে। হাদীসটি কেবল ইমাম আহ্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান।

হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) বলেন, আবূ খায়সামা (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তোমাদের পূববর্তী এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার ভরে বাহির হইল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা

ভূমীকে হুকুম করিলেন সে যেন উহাকে পাকড়াও করে। অতঃপর ভূমি তাহাকে পাকড়াও করিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিয়া যাইতে থাকিবে। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুনযির (র) তাঁহার "আল আজাইবুল গারীবাহ" নামক গ্রন্থে স্বীয় সূত্রে নাওফিল ইব্ন মাহিক (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নাজরানের মসজিদে আমি একজন যুবককে দেখিয়া তাহার প্রতি দেখিতে লাগিলাম, তাহার দৈর্ঘ তাহার পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য আমার দৃষ্টিতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সে আমাকে বলিল, তুমি আমার প্রতি এমনভাবে দেখিতেছ কি ? আমি বলিলাম, তোমার সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্যে আমাকে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা শুনিয়া সে বলিল, খোদ আল্লাহই আমার সৌন্দর্যে বিস্মীত হন। তাহার এই বক্তব্যের পরই সে খাট হইতে আরম্ভ করিল এমনকি খাট হইতে ক্রমান্বয়ে এক বিঘত পরিমাণ হইল এবং এক আত্মীয় আসিয়া তাহাকে আস্তীনের মধ্যে ভরিয়া চলিয়া গেল। বর্ণিত আছে যে, কারূন হযরত মূসা (আ)-এর দু'আয় ধ্বংস হইয়াছিল। অবশ্যই তাহাকে ধ্বংসের কারণ যে কি ছিল উহাতে মত প্রার্থক্য রহিয়াছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত। একবার কারূন একজন অসতী স্ত্রী লোককে এই শর্তে মাল দান করিল যে, হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলের সমাবেশে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করিয়া শুনাইবেন, তখন তুমি ভরা মজলিসে তাহার প্রতি অপবাদ আরোপ করিবে যে তিনি তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। অসতী স্ত্রী লোকটি যখন মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করিল, তখন তিনি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং দুই রাক'আত সালাত শেষে স্ত্রী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি তোমাকে সেই মহান শক্তিমানের শপথ দিতেছি যিনি সমুদ্র চিরিয়া পথ করিয়াছিলেন এবং ফির'আউনের উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং তোমাদের প্রতি আরো বহু প্রকার অনুগ্রহ করিয়াছেন। তুমি কি কারণে আমার প্রতি অপবাদ আরোপ করিয়াছ ? তখন স্ত্রী লোকটি বলিল, আপনি যখন আল্লাহর শপথ দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই সত্য কথা বলিব। কারূন আমাকে এই অপবাদ আরোপ করিবার জন্য এত মাল দান করিয়াছে। তবে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং তাঁহার মহান দরবারে তাওবা করিতেছি। ইহা শ্রবণ করিতেই হযরত মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে সিজ্দায় অবনত হইলেন। এবং কারূনকে তাহার অপকর্মের জন্য শাস্তি দেওয়ার প্রার্থনা করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট অহীর মাধ্যমে জানাইয়া দিলেন, আমি ভূমিকে নির্দেশ দিয়াছি, তুমি কারূনকে যেই শাস্তি দিতে আদেশ করিবে সে উহা পালন করিবে। অতঃপর হযরত মূসা (আ) আদেশ করিলেন, সে যেন কারূন ও তাহার প্রাসাদকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দাও। নির্দেশের সাথে সাথেই উহা পালিত হইল।

কেহ কেহ বলেন, একদা কারূন জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত খচ্চরের উপর আরোহন করিয়া তাহার কাওমের উদ্দেশ্য বাহির হইল। সেও তাহার সেবক দল মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত ছিল। পথে হযরত মূসা (আ)-এর মাহফিলের এর নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিল। হযরত মূসা (আ) তখন বনী ইসরাঈলকে অতীত ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সমবেত লোকজন কারূনকে আসতে দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিল। তাহারা বিস্ময়ের সহিত তাহার জাঁকজমক দেখিতে লাগিল। তখন হযরত মূসা (আ) কারূনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এইরূপ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ কেন ? তখন সে বলিল, হে মূসা ! তুমি যদি নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়া মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাক, তবে আমি পার্থিব ধন সম্পদ দ্বারা তোমার উপর মর্যদার অধিকারী হইয়াছি। যদি তুমি রাজি হও তবে আমরা বাহির হইয়া আল্লাহর দরবারে দু'আ করিব এবং তুমি আমার জন্য বদ্ দু'আ করিবে এবং আমি তোমার জন্য বদ্ দু'আ করিব। দেখা যাক কাহার দু'আ কবুল হয়।

মূসা (আ) তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন এবং কারূনও বাহির হইল। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি প্রথম দু'আ করিবে ? না আমি করিব ? সে বলিল, আমিই প্রথম দু'আ করিব। কারূন দু'আ করিল। কিন্তু তাহার দু'আ কবূল হইল না। হযরত মূসা (আ) তাহাকে বলিলেন, এখন আমি কি দু'আ করিব ?সে সম্মতি জানাইল। হযরত মূসা (আ) স্ববিনয়ে বলিলেন, হে আল্লাহ্ ! আজ ভূমিকে হুকুম করুন, সে আজ আমার আদেশ পালন করে। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন, আমি ভূমিকে হুকুম করিয়াছি। তখন হযরত মূসা (আ) ভূমিকে বলিলেন, হে ভূমি! তুমি কারূন ও তাহার দলবলকে পাকড়াও কর। আদেশ পাইয়া ভূমি তাহাদের পাও পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিতে হুকুম করিলেন, ভূমি পুনরায় তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। হযরত মূসা (আ) পুনরায় পাকড়াও করিতে নির্দেশ দিলে তাহাদের কাঁধ পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল।

অতঃপর মূসা (আ) তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিতে হুকুম করিলেন ভূমি তাহাদের ধন-ভান্ডার উপস্থিত করিল এবং সকলেই উহা দেখিল। অতঃপর তিনি উহা ভূগস্থ করিতে বলিলেন। ভূমি ও উহাও পালন করিল। এবং তাহাদের সহ বনূ লওয়া স্থানে বিধস্থ করিয়া সমতল করিয়া ফেলিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, কারূন ও তাহার দলবলকে ধসিয়া সপ্ত যমীন পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহাদিগকে প্রত্যহ তাদের দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ ভূমির নিচে ধসিয়া দেওয়া হয় এবং কিয়মাত পর্যন্ত তাহারা ধসিতে থাকিবে। এই প্রসংগে বহু ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আমরা উহা ত্যাগ করিলাম।

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ -

অবশেষে তাহার অর্থাৎ কারূনের এমন কোন সংঘবদ্ধ দল রহিল না যে যাহারা তাহার সাহায্য করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না। অর্থাৎ তাহার সম্পদ ও লোক লস্কর কেহই আল্লাহর শাস্তি হইতে রেহাই দিতে পারিল না। এবং তাহার কোন উপকারে আসিল না।

وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ -

গতকল্য কারূনকে সাজসজ্জায় দেখিয়া তাহার মত মর্যাদা লাভের জন্য যাহারা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল ঃ

قَالُوْا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُوْنُ اِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ -

তাহার বলিয়াছিল, হায় ! আমরা ও যদি ঐ রূপ ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইতাম যেমন কারূন ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুত সে বড় ভাগ্যবান। কিন্তু তাহাকে যখন ধসিয়া দেওয়া হইল তখন তাহারা বলিতে লাগিল যে,

وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ -

আল্লাহ্ তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন আর যাহাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ রিযিকের প্রাচুর্য কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়জন হইবার দলীল নহে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার রিযিক সংকীর্ণ করেন। ইহার গূঢ় রহস্য ও হিকমত কি, উহা আল্লাহ-ই জানে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে একটি মারফূ হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ لَمَّا قَسَّمَ اَرْزَاقَكُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ يُعْطِي الْمَالَ لِمَنْ يُّحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِي الْاِيْمَانَ اِلَّا مَنْ يُّحِبُّ -

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের রিযিকের ন্যায় তোমাদের মধ্যে আখ্‌লাকও বিতরণ করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও মাল দান করেন আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকে দান করেন। কিন্তু ঈমান কেবল তাহাকেই দান করেন যাহাকে তিনি ভালবাসেন"।

لَوْلَا اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ যদি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী না থাকিত তবে আমরা ও কারূনের ন্যায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। কারণ আমরা তাহার মত হইতে চাহিয়াছিলাম।

وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ তোমরা কি দেখ না যে কাফিরা সফলতা লাভ করিতে পারে না, পৃথিবীতেও নহে আর পরকালেও নহে। নাহু শাস্ত্রবিদগণ وَيْكَاَنَّهُ এর অর্থ কি

এই বিষয় মতপার্থক্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ وَيْلَكَ اعْلَمْ اَنَّ অতঃপর ইহাকে সহজ করিয়া وَيْكَ اَنَّ বলা হয় এবং এখানে اعلم। শব্দটি উহ্য আছে উহার প্রমাণ হইল ان। -কে যবর দিয়া পড়া হয়। কিন্তু ইব্‌ন জরীর (র) ইহাকে দুর্বল মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা দুর্বল বলা যায় না। ইহা শক্তিশালী মত তবে এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হয় যে, পবিত্র মুসাহাফে ইহাকে وَيْكَاَنَّ একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এবং ইহা শ্রুত হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, বাক্যের গঠন প্রণালীর ব্যাপারে আরবী শব্দের আরবী ভাষারীতিই গ্রহণযোগ্য। এই হিসাবে উক্ত মত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল اَلَمْ تَرَاَنَّ। তুমি কি দেখ না ?কেহ কেহ বলেন, ইহা আসলে ছিল وَىْ كَاَنَّ অর্থাৎ পৃথক পৃথক দুইটি শব্দ وى শব্দটি বিস্ময় প্রকাশের জন্য কিংবা সতর্কতা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং كَاَنَّ শব্দটি اَظُنُّ। এর অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ইবন জরীর (র) বলেন, উল্লেখিত অর্থ কয়টির মধ্যে কাতাদাহ (র) যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন উহাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তিনি নিম্নের কবিতা এই মতের দলীল হিসাবে পেশ করিয়াছেন।

سَاَلَتَانِىْ اَلطَّلَاقَ اِذْ رَأَتَانِىْ * قَلَّ مَالِىْ وَقَدْ جِئْتُمَا نِىْ بِنُكَرٍ
وَيْكَاَنَّ مَنْ يَّكُنْ لَّهُ نَشَبُ * وَمَنْ يَّفْتَقِرُ يَعِشْ عَيْشَ خَيْرٍ

তাহারা দুইজন (কবির দুই স্ত্রী) আমার নিকট তালাক প্রার্থনা করিল, যখন আমার মাল কমিয়া গিয়াছে। আমি তখন তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা আমার নিকট একটি অবাঞ্ছিত কথা পেশ করিয়াছ। তোমরা কি দেখ না যাহার ধন-সম্পদ থাকে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য থাকে সে সকলের প্রিয়জন হয়, কিন্তু যেই ব্যক্তি দারিদ্রের শিকার হয় সে বড় কষ্টের জীবন যাপন করে। অর্থ কবিতায় وَيْكَاَنَّ শব্দটি الم تران এর অর্থে ব্যবহৃত।

٨٣. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى
الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ۰

٨٤. مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৮৩) ইহা আখিরাতের সেই আবাস, যাহা আমি নির্ধারিত করি তাহাদিগের জন্য যাহারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হইতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চাহে না, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (৮৪) যে কেহ সৎকর্ম করে সে তাহার কর্ম অপেক্ষা উত্তম ফল পাইবে। আর যে মন্দ কাজ করে সে তো শাস্তি পাইবে কেবল তাহার কর্মের অনুপাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, পরকালের আনন্দ অসীম নিয়ামত কেবল তাঁহার নম্র ও বিনয়ী বান্দাগণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা দুনিয়ায় স্বীয় অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় না এবং ফিৎনা ফাসাদের কামনা ও করে না। ইকরিমাহ (র) বলেন, عُلُوًّا -এর অর্থ বড়ত্ব প্রকাশ করা। সাঈদ ইবন জুবাইর (র) বলেন اَلْعُلُوًّا। এর অর্থ বিদ্রোহ করা। সুফিয়ান ইব্‌ন সাঈদ সাওরী (র) মানসূরের সূত্রে মুসলিবতীন (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ عُلُوًّا فِىْ الْاَرْضِ অর্থ যমীনে অন্যায়ভাবে অহংকার করা। আর ফাসাদ হইল অন্যায়ভাবে অপরের মাল ছিনিয়ে নেওয়া। ইব্‌ন জুরাইজ (র) لاَيُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا এর অর্থ করেন, তাহারা পৃথিবীতে বড়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে ও যুলুম করিতে চায় না। এবং فَسَادًا অর্থ পাপাচার করা। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ওয়াকী (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْجِبُهُ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ اَنْ يَّكُوْنَ اَجْوَدَ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِ صَاحِبِهِ ... الخ ۔

কোন ব্যক্তি যদি ইহা পসন্দ করে যে তাহার সংগীর জুতার ফিতা অপেক্ষা তাহার ফিতা সুন্দর হউক, উত্তম হউক তবে সেই এই ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَ فَسَادًا ۔

আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ও অহংকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। হযরত আলী (রা)-এর এই মত কেবল সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তাহার দ্বারা গর্ব ও অহংকার প্রকাশ উদ্দেশ্য থাকে। নিসন্দেহে ইহা নিন্দিত। যেমন নবী করীম (সা) হইতে বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّهُ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لاَ يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ وَلاَ يَبْغَى اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ ۔

"আমার নিকট অহীর মাধ্যমে হুকুম করা হইয়াছে যে, তোমরা বিনয় অবলম্বন করিবে অতএব কেহ যেন কাহারও উপর গর্ব না করে আর না যেন কেহ যুলুম করে"।

অবশ্য যদি কেহ সৌন্দর্য লাভের জন্য উত্তম পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধান করে তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। বর্ণিত আছে যে, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার চাদরটি সুন্দর হউক, আমার জুতা জোড়া, সুন্দর হউক, আমি তো ইহা পসন্দ করি। তবে কি ইহা ও অহংকার হইবে ?রাসূলুল্লাহ (সা) না, ইহা অহংকার নহে। اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ। আল্লাহ তা'আলা স্বেয়ং সৌন্দর্যময়, তিনি সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا যেই ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে নেক কাজসহ উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য তাহার নেক আমল অপেক্ষা উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র বিনিময় বান্দার নেকআমল অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ তো বহুগুণ বেশী বিনিময় দান করিবেন। ইহা আল্লাহর অনুগ্রহের স্থান। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِيْنَ عَمِلُوْا السَّيِّاٰتِ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

যাহারা অসৎ কাজ লইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে তাহাদিগকে কেবল তাহাদের আমলের বিনিময় ও শাস্তি দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে না। কারণ আল্লাহ কাহার ও প্রতি যুলুম করেন না। ইহা হইল ইনসাফের স্থান।

٨٥. اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

٨٦. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝

٨٧. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

٨٨. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮৫) যিনি তোমার জন্য কুরআনকে বিধান করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়া আনিবেন। বল, আমার প্রতিপালক ভাল জানেন কে সৎপথের নির্দেশ আনিয়াছে এবং কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে? (৮৬) তুমি আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হইবে। ইহা তো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনও কাফিরদিগের সহায় হইও না। (৮৭) তোমার প্রতি আল্লাহ্‌র আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর উহারা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হইতে বিমুখ না করে, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না। (৮৮) তুমি আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ্‌কে ডাকিও না, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতিত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় রাসূল (সা)-কে মানুষের নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ করিবার জন্য, রিসালাতের দায়িত্ব পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদও দান করিয়াছেন যে, অচিরেই কিয়ামত দিবসে তাঁহাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া রিসালতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন কিনা উহা জিজ্ঞাসা করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি মানুষের কুরআনের বাণী পৌঁছাইয়া গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন ঃ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ তিনি অবশ্যই কিয়ামত দিবসে তোমাকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিবেন এবং তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ যাহাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসা করিব। আর রাসূলগণকে জিজ্ঞাসা করিব। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা সকল রাসূলগণকে একত্রিত করিবেন, তখন তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমাদের উম্মাতের পক্ষ হইতে কি জবাব দেওয়া হইয়াছিল ? আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ আর কিয়ামত দিবসে নবীগণকে ও শহীদগণকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হইবে।

সুদ্দী (র) আবূ সালিহ্ (র)-এর সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এখানে مَعَادٍ অর্থ বেহেশ্ত। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ, (সা) আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দিবেন এবং কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন। হাকাম ইব্ন আবান (র), ইকরিমাহ্ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَعَادٍ অর্থ, কিয়ামত দিবস। মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে ও অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইবন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, مَعَادٍ অর্থ, মৃত্যু। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি কুরআনের বাণী পৌছান ফরয করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে মৃত্যু পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবেন। ইবন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

মুজাহিদ (র) لَرَادُّكَ অর্থ করেন, يُحْيِيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ তোমাকে কিয়ামত দিবসে জীবিত করিবেন। ইকরিমাহ, আতা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবূ কুয'আহ, আবূ মালিক, আবূ সালিহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণিত। হাসান (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহাকে জীবিত করিবেন এবং বেহেশতে দাখিল করিবেন। হযরত আব্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত তাফসীর ছাড়া অন্য তাফসীরও বর্ণিত আছে। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ অর্থ আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার জন্মভূমি মক্কায় পৌছাইয়া দিব, যেখান হইতে তাহারা তোমাকে বাহির করিয়াছে। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে, ইবন জরীর (র) ইয়ালা ইব্ন উবাইদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। لَرَادُّكَ مَعَادَ এর অর্থ لَرَادُّكَ مَكَّةَ অবশ্যই তোমাকে মক্কায় পৌছাইয়া দিব। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) মুজাহিদ (র) হইতে ইহার অর্থ করিয়াছেন ঃ لَرَادُّكَ اِلَى مَوْلِدِكَ مَكَّةَ আমি অবশ্যই তোমার জন্মভূমি মক্কায় পৌঁছাইয়া দিব।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খিরায, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতিয়্যাহ ও যাহ্হাক (র) হইতে ও অনুরূপ তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা হইতে বাহির হইয়া জুহফা নামক স্থানে পৌঁছিলেন, মক্কার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّ الَّذِىْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ـ

যেই মহান সত্তা তোমার প্রতি পবিত্র কুরআনকে ফরয করিয়াছেন তিনিই পুনরায় তোমাকে মক্কায় পৌছিাইয়া দিবেন। যাহ্হাক (র)-এর মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে আয়াতটি মাদানী, যদিও সামগ্রিকভাবে সূরাটি মাক্কী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) স্বীয় সূত্রে নু'আইম আযকারী (র) হইতে বর্ণনা করেন, لَرَادُّكَ اِلٰى مَعَادٍ এর অর্থ হইল, مَعَادٍ আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই "বাইতুল মুকাদ্দাস" পৌছাইয়া দিবেন। যাহারা مَعَادٍ এর অর্থ 'কিয়ামত' উল্লেখ করিয়াছেন অত্র তাফসীরটি তাহাদের এই তাফসীরের অনুরূপ। কারণ বাইতুল মুক্কাদাসের ভূমিতেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

অবশ্য مَعَادٍ শব্দের উল্লেখিত একাধিক বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি মীমাংসা ও হইতে পারে। অর্থাৎ মূল অর্থ 'কিয়ামত' সাব্যস্ত করিয়া অন্যান্য ব্যাখ্যা সমূহকে ইহার অনুরূপ করা সম্ভব। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) مَعَادٍ এর অর্থ কখনও 'মক্কা' দ্বারা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তথায় পৌঁছাইয়া দিবেন। আর ইবন আব্বাস (রা) এর মতে ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকাল নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। যেমন اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (সূরা নাসর ঃ ১) অবতীর্ণ হইবার পর এই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। হযরত ইব্ন আববাস (রা) হযরত উমর (রা)-এর উপস্থিতিতেই উল্লেখিত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং হযরত উমর (রা) কোন দ্বিমত পোষণ করেন নাই। বরং তিনি বলিলেন, তুম যাহা জান আমি আমি হইতে পৃথক কিছু জানি না। আর এই কারণেই হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) কখনও مَعَادٍ অর্থ, মৃত্যু উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কখন ও ইহার অর্থ করিয়াছেন, কিয়ামত। যেহেতু কিয়ামত মৃত্যুর পরে সংঘটিত হইবে। আবার কখনও مَعَادٍ এর অর্থ করিয়াছেন, বেহেশত। কারণ, রিসালতের দায়িত্ব পালন করিলে, মৃত্যু ও কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর উহার পুরষ্কার হিসাবে বেহেশত লাভ করিবেন।

رَبِّىْ اَعْلَمُ مَنْ جَاۤءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ হে মুহাম্মদ ! যেই লোক তোমার বিরোধিতা করে এবং কাওমের যাহারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও যাহারা তাহাদের অনুসরণ করে তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও, তোমাদের ও আমার মধ্যে কে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী আমার প্রতিপালক উহা ভাল জানেন, আর অচিরেই তোমরা ইহা জানিতে পারিবে যে, কে শুভ পরিণামের অধিকারী হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে কে সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয়

রাসূল (সা) ও তাঁহার বান্দাগণের প্রতি যেই অসাধারণ নিয়ামত দান করিয়াছেন তাঁহার রাসূল (সা)-কে উহা স্মরণ করাইয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُّلْقٰى اِلَيْكَ الْكِتَابُ তুমি তো ইহা কখনও আশা কর নাই যে, তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করা হইবে, তুমি অহী প্রাপ্ত হইবে।

اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ। কিন্তু কেবল তোমার প্রতি এবং তোমার মাধ্যমে অন্যান্য বান্দাগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়া তোমার উপর অহী নাযিল করিয়াছেন। আর যেহেতু তুমি আল্লাহর অসাধারণ নিয়ামতপ্রাপ্ত, অতএব فَلاَ تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكَافِرِيْنَ তুমি কাফিরদের সমর্থনকারী হইবে না। বরং তাহাদের সাহায্য সমর্থন হইতে পৃথক থাকিবে, তাহাদের বিরোধিতা করিবে।

وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ আর যখন তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে তখন এমন যেন না হয় যে তাহারা তোমার আদেশ সমূহ পালন করা হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ তাহাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হইয়া তুমি যেন আল্লাহর বাণী সমূহের প্রচার হইতে বিরত না থাক। বরং তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবে। তাহাদের বিরোধিতা কোন পরোয়া করিবে না। আল্লাহ তোমার সাহায্য করিবেন এবং অন্যান্য সকল দীনের উপর তোমার দীনকে বিজয়ী করিবেন।

وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "আর তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদতের প্রতি আহবান করিতে থাক। আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না"।

وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ আর তুমি আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ইবাদত করিও না, তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ব্যতিত আর কেহ ইবাদতের যোগ্যই নহে।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ একমাত্র সেই মহান আল্লাহর সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই ধ্বংস হইবে। চিরজীবি, চিরস্থায়ী সত্তা কেবল তাঁহার সত্তা। অন্যান্য সকল মাখলূক মৃত্যু বরণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ -

পৃথিবীর সকল প্রাণীই ধ্বংস হইবে, অবশিষ্ট থাকিবে কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহা প্রতাপ ও সন্মানের অধিকারী। (সূরা রাহমান ঃ ২৬ - ২৭) আয়াতে وَجْهُ শব্দের অর্থ মুখমন্ডল নহে। বরং এখানে পূর্ণসত্তা বুঝান হইয়াছে। كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ এর মধ্যে 'وَجْهُ' দ্বারা আল্লাহ্র সত্তা বুঝান হইয়াছে। বিশুদ্ধ হাদীসে আবূ সালামা এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কবি লবীদ সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য কথা বলিয়াছে ঃ

“اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلٌ” মনে রাখিও আল্লাহ্ ব্যতিত সকল বস্তু বাতিল। মুজাহিদ ও সাওরী (র) كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ এর অর্থ করিয়াছে।

اِلاَّ مَا اُرِيْدُ بِهِ وَجْهَهُ সকল আমল বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু যেই আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় উহার সাওয়াব অবশিষ্ট থাকিবে। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন জরীর (র) বলেন, যাহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা কবির এই কবিতা দলীল হিসাবে পেশ করেন।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَنْبًا وَلَسْتُ مُحْصِيَهْ * رَبُّ الْعِبَادِ اِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلُ۔

“আমি আমার অগণিত পাপের জন্য বান্দার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি যাঁহার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য করা হয় এবং এই উদ্দেশ্য কৃত আমলের বিনিময় ও তাঁহার নিকট প্রাপ্য”। তবে এই মতের পূর্ববর্তী মতের সহিত কোন বিরোধ নাই। কারণ পরবর্তী মতানুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল আমলই বাতিল কিন্তু যেই সকল নেক আমল দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর কাছে উহার বিনিময় অবশিষ্ট থাকে। আর পূর্ববর্তী মতানুসারে আয়াতের অর্থ হইল, সকল বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে অবশিষ্ট থাকিবে কেবলমাত্র আল্লাহর সত্তা। তিনিই আউয়ালও আখির অর্থাৎ সবকিছুর আগেও তিনিই এবং সবকিছুর পরেও তিনিই। আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া তাঁহার “আত্তাফাক্কুর ওয়াল ইতবার” নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন, আহমাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) ..... আবূল ওয়ালীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন তাহার অন্তরকে নতুনভাবে ওয়াদাবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি বীরান স্থানে গমন করিতেন এবং দ্বারে দন্ডায়মান হইতে অতি চিন্তাযুক্ত স্বরে বলিতেন, কোথায় তোমার বাসিন্দারা। অতঃপর নিজেকে সম্বোধন করিয়া তিনি এই আয়াত পাঠ করিতেন ঃ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ” اِلاَّ وَجْهَهُ। আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া সকল বস্তুই তো ধ্বংস হইবে।

لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ সার্বভৌমত্ব তো তাঁহারই, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তো তিনিই আর কিয়ামত দিবসে তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এবং তিনি তোমাদের সকলের ভালমন্দের বিনিময় দান করিবেন।

(আল-হামদু লিল্লাহ্ সূরা কাসাস -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা আল-আনকাবূত

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمّٓ ۰

٢. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ ۰

٣. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۰

٤. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَآءَ
مَا يَحْكُمُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম; (২) মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান আনিয়াছি, এই কথা বলিলেই উহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া অব্যাহতি দেওয়া হইবে। (৩) আমি তো ইহাদিগের পূববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করিয়াছিলাম, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন, কাহারা সত্যবাদী ও কাহারা মিথ্যাবাদী। (৪) যাহারা মন্দকর্ম করে তাহারা কি মনে করে যে তাহারা আমার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে? তাহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

তাফসীর ঃ মুকাত্তা'আত হরূফ সম্পর্কে সূরা বাকারায় বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে ঃ

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ ۔

ঐ সকল মু'মিনগণ কি এই ধারণা করিয়া বসিয়াছে যে, "আমরা ঈমান আনিয়াছি" এই কথা বলিলেই তাহারা মুক্তি লাভ করিবে? আর তাহাদের পরীক্ষা করা হইবে না?" প্রশ্নটি নেতিবাচক। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে তাহাদের ঈমানের পরিমাপে অবশ্যই পরীক্ষা করিবেন। যেমন বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত ঃ

اَشَدُّ النَّاسِ بَلاَءً اَلاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُوْنَ ثُمْ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يَبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسْبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ فِى دِيْنِهِ صَلاَبَةَ زِيْدَ لَهُ فِى الْبَلاَءِ ۔

"সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন আম্বিয়ায়ে কিরাম। অতঃপর যাহারা সৎলোক অতঃপর পর্যায়ক্রমে যাহারা নিম্নশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ। দীন পালনের মানদণ্ডের ভিত্তিতেই পরীক্ষা সহজ কিংবা কঠিন হয়। যদি কাহারও দীনদারী মযবূত হয় তবে তাহারা পরীক্ষাও অধিক হয়।"

উল্লেখিত আয়াতে বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

তোমরা কি ধারণা করিয়াছ যে, তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, অথচ, আল্লাহ্ এখনও প্রকাশ্যভাবে ইহা জানিতে পারেন নাই যে, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছে আর কাহারা ধৈর্যধারণকারী? সূরা বারা'আতেও অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা বাকারায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلاَ اَنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ۔

"তোমরা কি সহজেই বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছ? অথচ, এখনও তোমাদের পূর্ববর্তীগণ যেইরূপ কঠিন অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিল উহার সম্মুখীন তোমাদের হইতে হয় নাই। তাহাদেরকে ক্ষুধা ও শারিরীক দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল আর এমনভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল যে তাহাদের রাসূল এবং ঐ সকল লোক যাহারা তাহারা সহিত ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসিবে? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী"। (সূরা বাকারা ঃ ২১৪)

এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ -

তাহাদের পূর্ববর্তী মু'মিনদিগকে আমি পরীক্ষা করিয়াছি। অতএব এখনও তিনি ঐ সমস্ত লোকদিগকে যাহারা স্বীয় ঈমানে সত্য, তাহাদিগকে অবশ্যই প্রকাশ্যভাবে জানিয়া লইবেন আর যাহারা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও জানিবেন।

আহলে সুন্নাত আল-জামায়াত এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বে যাহা সংঘটিত হইয়াছে এবং যাহা ভবিষ্যতে সংঘটিত হইবে এবং যাহা হয় নাই, হইলে কেমন হইত উহার সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। এই কারণে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারীগণ لاَّ لِنَعْلَمَ। এর অর্থ করেন لا لِنَرى। "যেন আমি দেখিতে পারি"। কারণ " رُوية " 'দেখা' ইহার সম্পর্ক হয়। বিদ্যমান বস্তুর সহিত। আর ' علم ' ইহার সম্পর্ক বিদ্যমান ও অবিদ্যমান সকল বস্তুর সহিত।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

না কি যাহারা অপকর্ম করিতেছে তাহারা এই ধারণা করিয়াছে যে, তাহারা আমার আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনয়ন করে নাই তাহারা যেন এই ধারণা পোষণ না করে যে, তাহারা পরীক্ষা ও বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। কারণ ইহার পর আরো অধিক কঠিন পরীক্ষা ও বিপদ আসন্ন। বস্তুত তাহারা যাহা ধারণা করিতেছে তাহা অতিশয় জঘন্য।

٥. مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۰

٦. وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ۰

٧. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৫) যে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতকার কামনা করে, সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্‌র নির্ধারিত কাল আসিবেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬) যে কেহ সাধনা

করে সে তো নিজের জন্যই সাধনা করে, আল্লাহ্ তো বিশ্বজগতে হইতে অনপেক্ষ। (৭) আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের মন্দকর্মগুলি মিটাইয়া দিব এবং তাহাদিগের কর্মের উত্তম ফল দান করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰه যেই ব্যক্তি পরকালে আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের আশা পোষণ করে, সৎকর্ম করে এবং আল্লাহর নিকট বিপুল বিনিময়ের আশা পোষণ করে, আল্লাহ্ তাহার আশাকে অবশ্যই পূর্ণ করিবেন এবং তাহার আমলের পূর্ণ বিনিময় দান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দু'আ ও প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং বিশ্বের সব কিছুই দেখেন। অতএব তাহাদের কোন প্রার্থনা বৃথা যাইবে না, কোন আমল বিফল হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانَّ اَجَلَ اللّٰه لَاٰتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় অবশ্যই আসিবে, তখন তিনি তাহাদের কর্ম বিনিময় দান করিবেন, তিনি বড়ই শ্রবণকারী ও মহা জ্ঞানী। তাহাদের সকল দু'আ তিনি শুনেন ও সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি উহার বিনিময় দান করিবেন।

وَمَنْ جَاهَدَ فَانَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِه আর যেই ব্যক্তি সৎকাজে প্রচেষ্টা করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই প্রচেষ্টা করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه আর যেই ব্যক্তি সৎকাজ করে সে তাহার নিজের উপকারার্থেই করে। উহার উপকার সেই ভোগ করিবে। উহাতে আল্লাহ্র কোনই লাভ নেই। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের কোন্ কাজেরই মুখাপেক্ষী নহেন। যদি বিশ্বের সকল মানুষ মুত্তাকী পরহিযগার হইয়া যায়, তবে ইহা আল্লাহ্র সাম্রাজ্যের একটু বৃদ্ধি করিবে না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব হইতে বে-নিয়ায, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, "তরবারী চালনার নামই জিহাদ নহে বরং যেই ব্যক্তি জীবনে কোন দিন তরবারী চালনা করে না সেও জিহাদে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।"

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের সমস্ত আমল হইতে বেনিয়াজ, তাহা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় বান্দাগণকে তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দান করিবেন এবং তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তাহাদের অতি ক্ষুদ্র আমলও তিনি গ্রহণ করেন এবং দশ হইতে সাতাশগুণ সাওয়াব দান করেন। অথচ, কোন গুনাহ্ করিলে কেবল একটি গুনাহরই শাস্তি দিবেন কিংবা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَتُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

“আল্লাহ্ এক বিন্দু পরিমাণ অবিচারও করিবেন না। তিনি নেকীকে বৃদ্ধি করেন এবং নিজের পক্ষ হইতে বিরাট বিনিময় দান করিবেন”। এখানেও অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর নেক আমল করে, আমি অবশ্যই তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিব আর তাহাদের আমলের উত্তম বিনিময় দনি করিব।

৮. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

৯. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْ الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮) আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে উহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে, যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি তাহাদিগকে মানিও না। আমারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিব তোমরা কি করিতেছিলে। (৯) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভূক্ত করিব।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহারা বান্দাদিগকে তাওহীদের আদর্শকে মযবূত করিয়া ধারণ পূর্বক তাহাদের পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ মানুষের অস্তিত্ব লাভের জন্য পিতামাতা প্রধান উপায় এবং সন্তানের প্রতি তাহাদের বহু ইহ্সান ও অনুগ্রহ। পিতা তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং মাতা তাহাদিগকে স্নেহ মমতা দ্বারা লালন-পালন করিয়া থাকেন। তাহাদের এই অনুগ্রহের কারণে তাহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান ও তাঁহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدِيْنَ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

"আর তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন যে তাঁহাকে ব্যতিত আর কাহারও ইবাদত করিবে না। আর পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। যদি তাহাদের একজন কিংবা তাহারা উভয়ই তোমার কাছে বৃদ্ধাবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে তাহাদিগকে 'উফ্' ও বলিবে না আর ধমকও দিবে না আর তাহাদের সমীপে সম্মান ও আদবের সহিত কথা বলিবে আর তাহাদের জন্য অনুগ্রহের সহিত বিনয়ের বাহু অবনত করিবে এবং এই দু'আ করিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তেমনি অনুগ্রহ করুন যেমন অনুগ্রহ করিয়া তাহারা শৈশবকালে আমাকে লালন-পালন করিয়াছিল"। সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪) পিতামাতার ইহসান ও অনুগ্রহের বিনিময় হিসাবে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহ করিবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানকে এই হুকুম দিয়াছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا -

আর যদি তাহারা (পিতামাতা) এই চেষ্টা করে যে, তুমি যেন আমার সহিত শরীক কর, যাহার কোন জ্ঞান তোমার নাই। তবে তুমি তাহাদের অনুকরণ অর্থাৎ তোমার পিতামাতা যদি মুশরিক হয় এবং শিরক করিবার জন্য তাহাদের অনুকরণ করিবার তোমার প্রতি বল প্রয়োগ করে তবে এই বিষয়ে কোন প্রকার অনুকরণ করা যাইবে না। এই বিষয়ে তাহাদের নির্দেশ হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিয়ামত দিবসে তোমরা সকলেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে, তখন আমি তোমাদিগকে স্বীয় দীনের উপর ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিবার জন্য তোমাদের পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করিব এবং সৎলোকদের দলের সহিত তোমাকে একত্রিত করিব। তোমার মুশরিক পিতামাতার সহিত নহে। যদিও পিতামাতাই পৃথিবীতে তোমার সর্বাপেক্ষা আপন জন ছিল। কিন্তু কিয়ামত দিবসে সেই সকল লোকদের সহিত হাশ্‌র হইবে যাহাদের সহিত পৃথিবীতে ধর্মীয় সম্পর্ক সম্প্রতি ছিল। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصّٰلِحِيْنَ -

যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে নেক ও সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত করিব। ইমাম তিরমিযী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ..... সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্বীয় ঘটনা বর্ণনা করিলেন, তিনি বলেন, তাহার আম্মা তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্ কি তোমাদের স্বীয় আম্মার সহিত

সদ্ব্যবহার করিতে হুকুম করেন নাই? আল্লাহর কসম, আমি খাবারও খাইব না, তুমি ঈমান ত্যাগ করিয়া আমার ধর্মাবলম্বন করিবে। রাবী বলেন, অতঃপর পরিবারের লোকজন তাহাকে জোরপূর্বক খাবার খাওয়াইত। তখন অবতীর্ণ হইল ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَنًا وَّاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ـ

“আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছি যদি তাহারা তোমাকে আমার সহিত শিরক করাইবার জন্য চেষ্টা করে, তবে তখন তাহাদের অনুকরণ করিবে না”। ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইহা একটি হাসান সহীহ হাদীস।

١٠. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَاۤ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ٠

١١. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ٠

অনুবাদ ঃ (১০) মানুষের মধ্যে কতক বলে, আমরা আল্লাহে বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে যখন উহারা নিগৃহীত হয়, তখন উহারা মানুষের পীড়নকে আল্লাহ্‌র-শাস্তির মত গণ্য করে এবং তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোন সাহায্য আসিলে উহারা বলিতে থাকে, আমরা তো তোমাদিগের সংগেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তঃকরণে যাহা আছে, আল্লাহ্ কি তাহা সম্যক অবগত নহেন। (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং অবশ্যই প্রকাশ করিয়া দিবেন কাহারা মুনাফিক।

তাফসীর ঃ যেই সকল লোকর অন্তরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় নাই অথচ, তাহারা মুখে ঈমানের দাবী করে ঐ সকল মিথ্যাবাদী লোকদের কিছু অবস্থার কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে আলোচনা করিয়াছেন। আল্লাহর রাহে দুনিয়ায় যখনই তাহারা কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন তাহারা উহাকে শাস্তি মনে করিয়া ইসলাম হইতে বিমুখ হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَا اُوْذِىَ فِى اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ
كَعَذَابِ اللّٰهِ ـ

কিছু লোক এমনও আছে যাহারা মুখে তো এই কথা বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি কিন্তু যখন আল্লাহর পথে কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা মানুষের দেওয়া কষ্টকে আল্লাহর শাস্তির সমতুল্য মনে করে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যখন ঐ সকল লোক কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন তাহারা ইসলাম হইতে বিমুখ হয়। উলামায়ে কেরাম হইতে আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আয়াতে বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَاِنْ
اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ .... ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ـ

কিছু লোক এমনও আছে যাহারা এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, যদি পার্থিব কোন লাভ হয় আয়েশ আরাম ভোগ করিতে পারে তবে তো শান্ত ও আশ্বস্ত হইয়া যায় আর যদি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তবে বিমুখ হইয়া পড়ে। .... ইহা হইল চরম পথভ্রষ্টতা। (সূরা হাজ্জ ঃ ১১-১২)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সাহায্য আগত হয় তবে তাহারা বলে, আমরা তোমাদের অর্থাৎ মুসলমাগণের সাথেই আছি। অর্থাৎ যদি তাহারা মুসলমাদের বিজয় দেখে এবং গনীমতের মাল লাভ করিতে দেখে তবে তাহারা বলে, সত্যসত্যই তাহারা মুসলমান এবং তাহাদের দীনী ভাই। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْا اَلَمْ نَكُنْ
مَّعَكُمْ وَاِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ قَالُوْا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

যাহারা তোমাদের প্রতীক্ষায় থাকে, অতঃপর তোমাদের বিজয় হয় তবে তাহারা বলে আমরা কি তোমাদের সহিত ছিলাম না? আমরা অবশ্যই ছিলাম অতএব আমরা গনীমতের মালের অংশ লাভ করিব। আর যদি কখনও কাফিররা বিজয়ের অংশ লাভ করে, তবে তাহারা তাহাদের নিকট গিয়া বলে, আমরা কি তোমাদের উপর বিজয় হইতেছিলাম না? আমরা কি সুযোগ দিয়া তোমাদিগকে মুসলমানদের হাত হইতে রক্ষা করি নাই? (সূরা নিসা ঃ ১৪১)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَا اَسَرُّوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۔

“সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয়ী করিবেন কিংবা তাহার পক্ষ হইতে মুনাফিকদের প্রতি কোন শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন। তখন তাহারা মনে যাহা কিছু গোপন করিয়াছিল উহার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইবে”। (সূরা মায়িদা ঃ ৫২) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সাহায্য আসিয়া পড়ে তবে অবশ্যই বলে আমরা তোমাদের সাথেই আছি।

اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِىْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ যদিও ঐ সকল মুনাফিকরা মুসলমানদের সংগে থাকিবার ও তাহাদের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিবার কথা বলে কিন্তু আল্লাহ্ তো সমগ্র বিশ্বের অন্তর্যামী। তিনি প্রকাশ্য গোপন সব কিছুই জানেন।

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۔

আর আল্লাহ্ ঐ সকল লোকদিগকেও জানেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে আর যাহারা মুনাফিক তাহাদিগকেও তিনি জানেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ দুঃখকষ্ট, সুখ শান্তি দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন। এইভাবে দুঃখ কষ্ট ও সুখ শান্তি উভয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করে আর যাহারা কেবল সুখ লাভ করিবার মানসেই তাহার বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। যেনম অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۔

“আর আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যেন তোমাদের মধ্যে যাহারা মুজাহিদ আর যাহারা ধৈর্য-ধারণকারী তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি। (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণের বড়ই পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۔

আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিগণকে ঐ অবস্থার উপর ছাড়িয়া রাখিবেন না যেই অবস্থার উপর তোমরা এখন আছ যাবৎ না অপবিত্রকে পবিত্র হইতে পৃথক করিবেন। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৭৯)

١٢. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ.

١٣. وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১২) কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে আমাদিগের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদিগের পাপ ভার বহন করিব। কিন্তু উহারা তো তাহাদিগের পাপভারের কিছুই বহন করিবে না, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) উহারা নিজেদিগের ভার বহন করিবে এবং নিজদিগের বোঝার সহিত আরো কিছু বোঝা। তাহারা যেই মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে ইরশাদ করিয়াছেন, কুরাইশদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদিগকে কুরাইশ কাফিররা বলিল, তোমরা তোমাদের নতুন ধর্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদের ধর্মাবলম্বন কর এবং আমাদের পথ ধর।

وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ আমরা তোমাদিগকে ধর্মত্যাগ করিয়া আমাদের পথ অনুসরণ করিবার যেই পরামর্শ দিতেছি এই পরামর্শ গ্রহণ করায় যদি গুনাহ হয়, তবে উহা আমরাই বহন করিব। যেমন কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে اِفْعَلْ هٰذَا وَخَطِيْئَتُكَ عَلٰى رَقَبَتِىْ "তুমি এই কাজটি কর, তোমার কোন পাপ হইলে উহা আমার কাঁধে চাপিবে"। আল্লাহ্ তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَىْءٍ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ـ

ঐ সকল কাফিররা গুনাহর বোঝা বহন করিবার যেই প্রতিশ্রুতি দিতেছে, বস্তুত তাহারা উহার কিছুই বহন করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা মিথ্যাবাদী। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى -

যদি কোন ভরাক্রান্ত ব্যক্তি কোন পাপের বোঝা বহন করিতে কাহাকেও ডাকে তবে উহার কিছুই বহন করিবে না, সে তোমার অতিঘনিষ্ট আত্মীয় হইলেও না। (সূরা ফাতির:১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ يُسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُّبَصَّرُوْنَهُمْ "কোন বন্ধু তাহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিবে না যদিও তাহাদের পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে"। (সূরা মা'আরিজঃ ১০-১১)

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ আর তাহারা অবশ্যই তাহাদের গুনাহর বোঝা বহন করিবে আর তাদের বোঝার সহিত আরো অনেক বোঝাও বহন করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফির সর্দারদের সম্পর্কে সংবাদ জানাইয়াছেন, যাহারা কুফর ও গুমরাহীর প্রতি আহবান করিত। কিয়ামত দিবসে তাহারা নিজেদের কৃতপাপ সমূহের বোঝাও বহন করিবে এবং অন্যান্য মানুষকে যে গুমরাহ করিয়া পাপ করিয়াছে সে বোঝাও বহন করিবে। কিন্তু গুমরাহ লোকদের পাপ একটুও কম করা হইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَحْمِلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارَ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ -

ঐ সকল কাফির সর্দাররা তাহাদের নিজেদের কৃতগুনাহ পরিপূর্ণভাবে বহন করিবে আর যাহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছে তাহাদিগকে গুমরাহ করিবার গুনাহও তাহারা বহন করিবে। (সূরা নাহল ঃ ২৫) বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

مَن دَعَا إلى هدى كَان له من الأجرِ مثل أُجور من اتبعه إلى يَوم القيَامَة من غير ان ينفق من أُجورهم شَيئًا ومن دَعَا إلى ضَلالة كَان عَليه من الإثم مثل اٰثام من اتبعه إلى يَوم القيَامة من غير ان ينقص من اُثامهم شَيئا -

"যেই ব্যক্তি হিদায়াতের প্রতি আহবান করে সে কিয়ামত পর্যন্ত উহার অনুসরণ কারীর ন্যায় সাওয়াব প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। অথচ তাহাদের সাওয়াব হইতে একটি ও হ্রাস করা হইবে না। আর যেই ব্যক্তি গুমরাহীর প্রতি আহ্বান করে সে ও কিয়ামত পর্যন্ত তাহার অনুসরণকারীর ন্যায় গুনাহগার হইত থাকিবে। অথচ, ঐ সকল লোকদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না"।

বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত, যেই কোন ব্যক্তিকে যুলুম করিয়া হত্যা করা হয় এই হত্যার গুনাহর একাংশ সর্বপ্রথম হত্যাকারী আদম (আ)-এর এক সন্তান অর্থাৎ কাবিল বহন করিবে। কারণ, সেই সর্বপ্রথম হত্যার নিয়ম চালু করিয়াছে।

وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আর তাহারা যে মিথ্যা অপবাদ করিতেছে কিয়ামত দিবসে অবশ্যই উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ..... আবূ উমামাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি উহা পৌছাইয়াছেন। তিনি ইহাও ইরশাদ করিয়াছেন, 'যুলুম হইতে তোমাদের দূরে থাক, কারণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ বলিবেন, আমার ইজ্জত ও আমার প্রতাপের কসম, আজ আমি একটি যুলুমও ছাড়িয়া দিব না। অতঃপর তিনি একজন ঘোষক ডাকিবেন, অতঃপর তিনি বলিবেন, অমুকের পুত্র অমুক কোথায়? অতঃপর সে আসিবে এবং তাহার নেকীসমূহ ও তাহার সাথেসাথে বিষয়টি পাহাড়ের ন্যায় তাহার সাথে আসিবে। সকল মানুষ উহার প্রতি নযর উত্তোলন করিয়া দেখিবে। সে পরম করুণাময় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হইবে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষককে হুকুম করিবেন। ঘোষক, এই ঘোষণা করিবে, অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি যাহার কোন অভিযোগ আছে কিংবা সে যদি কাহারও প্রতি যুলুম করিয়া থাকে তাহারা উপস্থিত হউক।

অতঃপর অভিযোগকারীও মযলুম লোকেরা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইব। আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা তোমাদের হক উসূল করিয়া লও। তাহারা বলিবে আমরা কি উপায়ে তাহার নিকট হইতে হক আদায় করিব? তিনি বলিবেন, তোমরা তাহার নেকী হইতে কিছু নেকী লও। তাহারা তাহার নেকী লইবে এবং অবশেষে তাহার একটি নেকীও আর অবশিষ্ট থাকিবে না। অথচ, তখন অনেক মাযলূম অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকেও তাহাদের হক লইতে বলিবেন। তাহারা বলিবে, তাহার তাহার আর কোন নেকী অবশিষ্ট নাই, আমরা কিভাবে হক উসূল করিব? তিনি বলিবেন, তোমাদের গুনাহর বোঝা তাহার উপর চাপাইয়া দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই হাদীস ইরশাদ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ আরো একটি হাদীস ভিন্ন সুত্রে সহীহ গ্রন্থে বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তাহার পাহাড় সম নেকী সহ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সে কাহারও প্রতি যুলুম করিয়াছিল আবার কাহারও মাল জোরপূর্বক ছিনাইয়াছিল। কাহাকেও অপমানিত করিয়াছিল। অতএব মাযলুম তাহার নেকী লইবে, যাহার মাল ছিনাইয়াছিল সেও তাহার নেকী লইবে

এই ভাবে তাহার নেকী শেষ হইয়া যাইবে, তখন অন্যান্যরা তাহাদের গুনাহসমূহ উঠাইয়া তাহার কাঁধে চাপাইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন আবুল হাওয়ারী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ

يَا معاذ ان المؤمنين يسئل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتاة .... بما اتاك الله منك -

হে মু'আয! কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে তাহার যাবতীয় কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এমনকি তাহার চক্ষুর সুরমা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হইবে। আর মাটির বিচূর্ণ কণা সম্পর্কেও। অতএব হে মু'আয! এমনটি যেন কিয়ামতের দিবসে না হয় যে অন্য কেহ তোমার নেকী সমূহ লইয়া তোমাকে নিরুপায় করিয়া ফেলে।

١٤. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ٠

١٥. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَآ اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ٠

অনুবাদ ঃ (১৪) আমি তো নূহ্‌কে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম সে তাহাদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে, কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী। (১৫) অতঃপর আমি তাহাকে ও যাহারা তরণীতে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে হযরত নূহ্ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ তাঁহার কাওমকে দিবারাত্র প্রকাশ্যে গোপনে আল্লাহর প্রতি আহবান করিয়াছেন। অথচ, তাহারা তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় নাই বরং সত্য হইতে তাহারা পলায়ন করিয়াছে এবং হযরত নূহ্ (আ) ও তাঁহার মুসলমান সাথীগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। মাত্র অল্প সংখ্যক কিছু লোকই ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ -

হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার কাওমের মধ্যে সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর যাবৎ অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহবান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আহবান ও সর্তক করণ, তাহাদের মত পরিবর্তনে কোন ভূমিকা রাখিতে পারে নাই। অতএব হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার কাওমের ধর্মীয় মতবাদ পরিবর্তন করিতে ব্যর্থ হইয়া অনুতপ্ত হইও না। তাহাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে তোমার কোন ক্ষমতা নাই। আল্লাহ্-ই যাহাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করে আর যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার সমীপেই প্রত্যাবর্তন করিবে সকলেই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ -

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী সব্যস্থ হইয়া আছে, তাহারা ঈমান আনিবে না, যদিও তাহাদের কাছে সর্বপ্রকার নিদর্শন আগত হউক না কেন? অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে অচিরেই বিজয়ী করিবেন, তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন আর তোমার শত্রুকে লাঞ্ছিত করিবেন এবং দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছাইবেন।

হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ (র) বলেন, ইউসূফ ইব্ন মাহিক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত নূহ্ (আ) চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সাড়ে নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন এবং মহা প্লাবনের পরে ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন। এবং এ সময়েই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর মোট বয়স সাড়ে নয়শত বৎসর। দাওয়াত ও তাবলীগের পূর্বে তিনি তাহাদের মধ্যে তিনশত বৎসর অবস্থান করিয়াছেন। তিনশত বৎসর কাল দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্লাবনের পরে সাড়ে তিনশত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই রিওয়ায়েতটি অতি দুর্বল। প্রকাশ্যভাবে আয়াত দ্বারা ইহাই বুঝান যায় যেই হযরত নূহ্ (আ) সাড়ে নয়শত বৎসরই তাঁহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। আওন ইব্ন আবূ শাদ্দাদ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার কাওমের প্রতি তিনশত পঞ্চাশ বৎসর বয়সে প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি সাড়ে নয়শত বৎসর পর্যন্ত তাহার কাওমকে দাওয়াত দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরো সাড়ে তিনশত বৎসর জীবিত রহিয়াছেন। এই রিওয়ায়েতটিও দুর্বল। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জরীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। বিভিন্ন রিওয়ায়েত পর্যালোচনা করিবার পর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এর বক্তব্যটি অধিক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়।

ইমাম সাওরী (র) সালমাহ্ ইব্ন কুহাইল (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন উমর (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

বলতো দেখি হযরত নূহ্ (আ) কত কাল তাঁহার কাওমের মধ্যে অবস্থান করিয়াছেন? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, সাড়ে নয়শত বৎসর। তখন হযরত ইব্‌ন উমর (র) বলিলেন, তখন হইতে এই পর্যন্ত মানুষের বয়স হ্রাস পাইতেছে এবং তাহাদের চরিত্রেও ত্রুটি হইতেছে।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ নূহ্ (আ)-এর কাওমকে প্লাবিত করিয়া নূহ্ ও নৌকায় আরোহণ কারীগণকে আমি রক্ষা করিলাম। সূরা 'হূদ'-এ এই বিষয়ে সবিস্তরে আলোচনা হইয়াছে। উহার পুনরাবৃত্তির আর প্রয়োজন নাই।

وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ আর আমি ঐ নৌকাকে নিদর্শন বানাইয়াছি সারা বিশ্বের জন্য। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত নূহ্ (আ)-এর সেই নৌকাখানিই ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত জুদী পাহাড়ে অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ্ নূহ্ (আ)-এর সেই নৌকাকেই নিদর্শন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতে অর্থ হইল, ঐ নৌকার অনুরূপ নৌকাকে আল্লাহ্ নিদর্শন করিয়াছেন। উহার অনুরূপ নৌকা দেখিয়া মহাপ্লাবন আল্লাহর মুক্তি দানের সেই ঘটনা স্মরণে আসে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ ـ

আর ইহাও তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তাহাদের সন্তানগণকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিইয়াছি আর তাহাদের জন্য উহার অনুরূপ আরো বাহন সৃষ্টি করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ـ

"যখন প্লবান আসিল তখন আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইলাম যেন, ইহা তোমাদের জন্য স্মৃতি ও উপদেশমূলক হয় এবং স্মরণ রাখিবার জন্য আল্লাহ্ যেই কানকে শক্তি দান করিয়াছেন, সে কান উহাকে স্মরণ রাখে"। এখানে ইরশাদ হইয়াছেঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

'আমি আমার প্রীয় নবী নূহকে ও নৌকায় আরোহনকারী মু'মিনগণকে মুক্তি দান করিয়াছিলাম ও উহাকে সরা বিশ্বের জন্য নিদর্শন করিলাম"। বিশেষ নৌকার উল্লেখ করিয়া আলোচ্য আয়াতে ঐ জাতীয় নৌকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাকে নিদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। আরবী পরিভাষায় ইহাকে " التدريج من الشخص الى الجنس বলা হয়। নিম্নের আয়াতেও এই নীতির প্রয়োগ ঘটিয়াছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيٰطِيْنَ ۔

“আর আমি প্রথম আসমানকে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছি। আর উহা দ্বারাই শয়তানকে আমি প্রস্তরঘাত করিয়া থাকি”। (সূরা মুলক ঃ ৫) প্রকাশ থাকে যে, যেই নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয় উহা দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হয় না। অতএব আয়াতের অর্থ হইবে নক্ষত্র দ্বারা প্রথম আসমানকে সজ্জিত করা হইয়াছে, উহার অনুরূপ নক্ষত্র দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔

“আর মানুষকে মাটির সারাংশ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাকে বীর্যের অস্থিতে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখিয়াছি। এখানে جَعَلْنَاهُ এর ‘সর্বনাম দ্বারা ঠিক পূর্ণাংগ মানুষকে বুঝান হয় নাই। বরং মানুষের একটি পর্যায়কে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন জরীর (র) বলেন, جَعَلْنَاهُ এর সর্বনাম দ্বারা হযরত নূহ্ (আ)-এর মহা প্লাবন ও উদ্দেশ্য হইতে পারে।

١٦. وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۰

١٧. اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۰

١٨. وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۰

অনুবাদ ঃ (১৬) স্মরণ কর, ইব্রাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহাকে ভয় কর। তোমাদিগের জন্য ইহাই

শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্ ব্যতিত কেবল মূর্তি পূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্ ব্যতিত যাহাদের পূজা কর তাহারা তোমাদিগের জীবনোপকরণের মালিক নহে। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্‌র নিকট এবং তাঁহার ইবাদত কর ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১৮) তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল, তবে জানিয়া রাখ তোমাদিগের পূর্ববর্তীরা নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করিয়া দেওয়া ব্যতিত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার বান্দা, রাসূল ও তাঁহার খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে, ইব্‌রাহীম তাঁহার কাওমকে কেবল মাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবার জন্য আহবান করিয়াছিলেন, তাঁহারই নিকট রিযিক অন্বেষণ করিতে ও তাঁহাকেই ভয় করিতে তিনি তাকীদ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ اُعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ। তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁহাকেই ভয় কর।

ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা জ্ঞানী হও তবে ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অর্থাৎ যদি তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁহাকেই ভয় কর তবেই ইহ্‌কাল ও পরকালে তোমাদের মঙ্গল হইবে এবং ইহ্‌কাল ও পরকালের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, যেই সকল প্রতীমা সমূহকে তোমরা পূজা করিতেছ ইহাদের না-ক্ষতি করিবার ক্ষমতা আছে আর না কাহারও কোন উপকার করিবার সাধ্য আছে। তোমরা নিজেরাই ঐ সকল প্রতীমা সমূহের জন্য কিছু নাম নির্বাচন করিয়াছ এবং উহাদিগকে মাবূদ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছ। বস্তুত উহারাও মাখলূক- সৃষ্টি। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) ও অনুরূপ তাফসীর পেশ করিয়াছেন। ওয়ালেবী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে تَخْلُقُوْنَ اِفْكًا এর এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। "আর তোমরা নিজ হাতে কিছু প্রতীমা বানাইয়া এবং উহাদের তোমরা ইবাদত করিয়া থাক"। মুজাহিদ (র) এক বর্ণনানুসারে এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা, হাসান কাতাদাহ ও অন্যান্য তাফসীরগণ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীরের মনোঃপূত তাফসীর ইহাই। বস্তুত এই সকল প্রতীমা রিযিক প্রদানের ক্ষমতা রাখে না।

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ رِزْقًا অতএব কেবল আল্লাহর নিকটই তোমরা রিযিক অন্বেষণ কর।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ। আমরা কেবলমাত্র আপনারই ইবাদত করি ও আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

رَبِّ هَبْ لِى عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ হে প্রভূ! কেবলমাত্র আপনার নিকটই বেহেশতে আমার জন্য ঘর দান করুন। উক্ত আয়াতদ্বয়ে যেমন প্রর্থনা কেবল আল্লাহর নিকটই সীমিত বুঝায়। অনুরূপভাবে আলোচ্য আয়াত অর্থাৎ فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ رِزْقًا এর মধ্যে রিযিক অন্বেষণ কেবল আল্লাহর নিকটই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্র নিকট অন্বেষণ কর অন্য কাহারও নিকট নহে।

وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ আর তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার শুকুর কর। অর্থাৎ তাঁহার রিযিক আহার করিয়া তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই কৃতজ্ঞ হও।

اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ। কিয়ামত দিবসে তাঁহার নিকটেই তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তোমাদের প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্মের বিনিময় দান করা হইবে।

وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ আর যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যাবাদী মনে কর তবে ইহাতে তাঁহার কোনই ক্ষতি নাই, তোমাদের পূর্বেও বহু সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে, ফলে যেই শাস্তি ও বিপদের সম্মুখীন তাহাদের হইয়াছে উহাও তোমাদের অজানা নহে।

وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنَ আর রাসূলের উপর অপির্ত দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া। রিসলাতের যেই দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ তাঁহাকে হুকুম করিয়াছেন সেই দায়িত্ব পালনই তাঁহার আসল কাজ। আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন আর যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। অতএব হেদায়েত গ্রহণ করিয়া তোমরা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাও। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَاِنْ تُكَذِّبُوْا فَقَدْ كُذِّبَ .. الخ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (রা)-এর ব্যাখ্যানুসারে প্রথম আলোচনায় তো সমাপ্তি ঘটিয়াছে এবং এখন হইতে فَمَا جَوَابُ قَوْمِهٖ পর্যন্ত সকল আলোচনা মধ্যবর্তী আলোচনা। ইব্ন জরীর (র) স্পষ্টভাবে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে আয়াত দ্বারা বুঝায় যায় যে, এই সকল কাথাই হযরত ইব্রাহীম (আ) এই সকল আলোচনার মাধ্যমে তিনি কিয়ামত কায়েম হইবার দলীল পেশা করিয়াছেন। কারণ এই সকল আলোচনার পর তিনি স্বীয় কাওমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

١٩. اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

٢٠. قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ
يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۚ

٢١. يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ ۚ

٢٢. وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۤءِ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

٢٣. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَاۤئِهٖۤ اُولٰۤئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ
وَاُولٰۤئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۚ

অনুবাদ ঃ (১৯) উহারা কি লক্ষ্য করে না, কি ভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর উহা পুনরায় সৃষ্টি করেন। ইহা তো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্ সৃষ্টি করিবেন পরবর্তী সৃষ্টি, আল্লাহ্ তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২১) তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাহার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (২২) তোমরা আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ্ ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই। (২৩) যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশন ও তাঁহার সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তাহারাই আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয়। তাহাদিগের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খলীল হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন, তিনি কিয়ামত প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার কাওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহারা কি ইহা জানে না যে তাহাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না, অতঃপর তাঁহারা শ্রবণকারী, দর্শনকারী পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যেই মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে প্রথমবার এইরূপ পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের ধ্বংসের পরও পুনরায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সহজ। অতঃপর হযরত

ইব্‌রাহীম (আ) তাহাদিগকে আসমান যমীনে আল্লাহ্‌র যেই সকল মহা সৃষ্টবস্তু রহিয়াছে, যেমন– আলোকময় স্থির ও চলমান নক্ষত্রপুঞ্জ, পাহাড় পর্বত, বন জংগল, গাছপালা, ফলফুল, মরুভূমি, নদ-নদী, সাগর মহাসাগর এই সকলের প্রতি চিন্তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। গভীরভাবে চিন্তা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল সৃষ্ট বস্তুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যাহার অস্তিত্ব চাহিবেন 'কুন' (হও) বলিলে উহা অস্তিত্ববান হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

“اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ” ـ

তাহারা কি ইহা জানে না যে আল্লাহ্ তা'আলা কি ভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনিই পুনরায় উহা সৃষ্টি করিবেন। নিঃসন্দেহে ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُبْدِءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ـ

আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছে পুনরায়ও তিনিই সৃষ্টি করিবেন আর ইহা তাহার পক্ষে অধিকতর সহজ। (সূরা রূম ঃ ২৭)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَءَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ـ

তুমি বলিয়া দাও, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিয়ামত দিবসে দ্বিতীয়বারও তিনিই সৃষ্টি করিবেন।

“اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ” নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অন্যত্র অনুরূপ ইরশাদ হইয়াছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ـ

অচিরেই চর্তুদিকে আমি তাহাদিগকে আমার নির্দশন দেখাইব আর তাহাদের নিজ সত্তার মধ্যেও এমনকি তাহাদের জন্য স্পষ্ট হইবে যে, ইহাই সত্য। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ৫৩) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ اَمْ هُمَ الْخٰلِقُوْنَ اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَا يُوْقِنُوْنَ ـ

তাহারা কি কোন বস্তু ছাড়াই সৃষ্ট হইয়াছে না কি তাহারাই সৃষ্টিকর্তা? না কি আসমান যমীন তাহারাই সৃষ্টি করিয়াছে? বরং তাহারা বিশ্বাসই করে না? (সূরা তূর ঃ ৩৫)

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন আর যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করিবেন। অর্থাৎ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যেমন ইচ্ছা তিনি হুকুম করেন। কেহ তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করিতে সক্ষম নহে। তাঁহার কর্ম সম্পর্কে অভিযোগ করিবার, প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। বরং তিনিই সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সৃষ্টি করিবার ও হুকুম করিবার ক্ষমতাও অধিকার কেবল তাঁহারই। তিনি যখনই যাহা কিছু করেন ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক করেন। কাহারও প্রতি তিনি যুলুম করেন না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ان اللّٰه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم -

আল্লাহ্ তা'আলা যদি গোটা আসমানের অধিবাসীদিগকে ও পৃথিবীতে বসবাসকারীদিগকে শাস্তি দান করেন, তবে তিনি অবিচার করিবেন না। রিওয়ায়েতটি সুনান গ্রন্থকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَّشَآءُ وَاِلَيْهِ تُقْلَبُوْنَ -

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করিবেন আর যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করিবেন আর তাঁহার নিকটই তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে"।

وَمَآ اَنْتُم بِمُعْجِزِيْنَ فِىْ الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ السَّمَآءِ -

আর তোমরা আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌কে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। অর্থাৎ আসমানেও কেহ আল্লাহর মুকাবিলা করিয়া বিজয়ী হইতে পারে না আর যমীনেও কেহ তাঁহার মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা রাখে না। বরং আল্লাহ্ তা'আলা সকল বান্দার উপর বিজয়ী ও ক্ষমতার অধিকারী। সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী ও ভীত। তিনি সকল হইতে বে-নিয়ায।

وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِن وَّلِّىٍ وَّلاَ نَصِيْرٍ -

"আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই তোমাদের কার্যনির্বাহী নাই আর না আছে কোন সাহায্যকারী"।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَآئِهٖ -

আর যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমুহকে অস্বীকার করে এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকে অর্থাৎ কিয়ামতকেও অস্বীকার করে اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِىْ তাহারা আমার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইবে রহমতের কোন অংশই তাহারা লাভ করিবে না। وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ আর তাহাদের জন্য পরকালে রহিয়াছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٢٤. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۰

٢٥. وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَّمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (২৪) উত্তরে ইব্‌রাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, ইহাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, কিন্তু আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (২৫) ইব্‌রাহীম বলিল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহয্যকারী থাকিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হেদায়েত পূর্ণ বক্তব্যের পরে গুমরাহ্, কুফর ও বিদ্বেষ পূর্ণ তাঁহার কাওমের ইহা ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না, তোমরা তাহাকে হত্যা কর কিংবা জ্বালাইয়া দাও। কারণ, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট অকাট্য দলীল প্রমাণ পেশ করা হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে উহার যুক্তি সংগত কোন জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না। ফলে তাহারা তাহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল।

فَقَالُوْا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِي الْجَحِيْمِ فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ۔

"তাহারা বলিল, তোমরা ইব্‌রাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং সেই জ্বলন্ত আগুনে তাহাকে নিক্ষেপ কর। তাহারা ইব্‌রাহীমের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার প্রয়াস চালাইয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদিগকেই অধঃপতদিগের অর্ন্তভূক্ত করিলাম"। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৯৭-৯৮)

বস্তুত তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ লাকড়ী একত্রিত করিয়া এক বিরাট স্তুপ করিয়াছিল। উহার চর্তুদিকে দেওয়াল নির্মাণ করিয়া আগুন প্রজ্জ্বলিত করিল। উহার অগ্নিশিখা উর্ধগগন স্পর্শ করিতে চাহিল। ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে বড় তেজস্বি অগ্নিশিখা আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর তাহারা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে হাতে পায়ে বাঁধিয়া মিনজনীকের (চরকার) সাহায্যে ঐ ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমায় উহা হযরত ইব্‌রাহীমের জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক হইল। তিনি কিছু দিন উহার মধ্যেই অবস্থান করিয়া বাহির আসিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা এই অগ্নি পরীক্ষা এবং আরো কতিপয় কঠিন পরীক্ষা করিয়া জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাঁহার অন্তরকে আল্লাহর ধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়ই তিনি হাঁসিমুখে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশ পালনার্থে স্বীয় পুত্র সন্তানকে কুরবানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন আর স্বীয় মালকে তাঁহারই সন্তুষ্ট লাভের প্রেরণায় অতিথিদের জন্য উৎসর্গ করিয়ছিলেন। আর এই কারণেই সকল জাতি ধর্মের লোকেরা তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

فَاَنْجٰهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিলেন। অর্থাৎ তাহাদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে শীতল করিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য শান্তিদায়ক করিলেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنَكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অবশ্যই ঐ সকল লোকের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে যাহারা বিশ্বাস করে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমকে ধমক প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা সকলে যে এই সকল প্রতীমা সমূহকে মা'বুদ বানাইয়াছ, ইহা তো কেবল এই কারণে যে, পৃথিবীতে তোমাদের পারস্পরিক আন্তরিক ভালবাসা রহিয়াছে। আর পারস্পারিক সেই ভালবাসার কারণেই তোমরা প্রতীমা পূজায় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছ। مَوَدَّةَ -কে যবর দিলে এই অর্থ হইবে, আর যদি مُوَدَّةُ -কে পেশ দেওয়া হয় তবে অর্থ হইবে, তোমরা প্রতীমা পূজা করিতেছ এই কারণে যে, তোমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ অতঃপর কিয়ামত দিবসে তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে তাহাদের পারস্পরিক ভালবাসাও সম্প্রীতি শত্রুতায় পরিণত হইবে এবং একে অপরে পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্কের অস্বীকার করিবে।

وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আর একে অপরকে অভিশাপ দিবে অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা অধিনস্থ তাহারা নেতাগণকে অভিশাপ দিবে আর নেতাগণও অধিনস্থদিগকে অভিশাপ দিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعَنَتْ اُخْتَهَا একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে তখনই তাহাদের অনুরূপ অন্যদলকে তাহারা অভিশাপ করিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ ـ

সকল বন্ধুরাই সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একে অন্যের শত্রু হইবে। কিন্তু যাহারা মুত্তাকী ও পরহেযগার তাহারা সেই দিনেও পারস্পারিক বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে। (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৭)

অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَاْوٰكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّصِرِيْنَ তোমাদের আশ্রয়স্থল হইবে দোযখ আর তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকিবে না। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তোমাদের বিচার হইবার পর সোজা তোমাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহই তোমাদের সাহায্যের জন্য আসিবে না। ইহা তো হইবে কাফিরদের অবস্থা। কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা হইবে ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকেই একই ময়দানে একত্রিত করিবেন। ঐ ময়দানের দুই প্রান্ত যে কতদূরে অবস্থিত তাহা কি কেহ জানে? হযরত উম্মে হানী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ ইহার পর একজন ঘোষক আরশের নিচ হইতে হে তাওহীদ পন্থিগণ বলিয়া আহ্বান করিবে। তখন তাহারা মাথা উঁচু করিবে। ইহার পর পুনরায় আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! এইভাবে তৃতীয়বারও আহবান করিবে, হে তাওহীদ পন্থিগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহারা দণ্ডায়মান হইবে এবং পৃথিবীর পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে দাবী তুলিবে। অর্থাৎ মাযলুম যালিম হইতে তাহার হক লইতে চাহিবে, তখন ঘোষণা করা হইবে হে তাওহীদ পন্থিগণ! তোমরা একে অন্যকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ইহার বিনিময় দান করিবেন।

٢٦. فَاٰمَنَ لَهُ لُوْطٌ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

٢٧. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ
وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ۝

অনুবাদ ঃ (২৬) লূত তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইব্‌রাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্য দেশ ত্যাগ করিতেছি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি ইব্‌রাহীমকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তাহার বংশধরদিগের জন্য স্থির করিলাম নবুওয়াত ও কিতাব এবং তাহাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করিয়াছিলাম, আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর দাওয়াতের ফলে হযরত লূত (আ) তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন। কেহ কেহ বলেন, হযরত লূত (আ) ছিলেন ইব্‌রাহীম (আ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ তিনি ছিলেন হারান ইব্‌ন আযরের পুত্র। তাঁহার কাওম হইতে তিনি কেবলমাত্র হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান আনেন। আর ঈমান আনিয়াছিলেন হযরত সারাহ– যিনি হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর স্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন হয়, বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন যালিম বাদশাহর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন হযরত 'সারাহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'সারাহ' আমার ভগ্নি। হযরত ইব্‌রাহীম 'সারাহ'-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, যালিম বাদশাহ তোমার সহিত আমার সম্পর্ক কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমাকে আমার ভগ্নি পরিচয় দিয়াছি। অতএব তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিওনা। কারণ তুমি তো আমার 'দীনী বোন'। তুমি ও আমি ব্যতিত আর কেহ মু'মিন নাই। অথচ, উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায়, হযরত 'সারাহ' তাঁহার স্ত্রী ছাড়াও লূত মু'মিন ছিলেন। এই বিরোধের উত্তর হইল, সম্ভবত হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই কথার উদ্দেশ্য হইল, সারা পৃথিবীতে আমি ও তুমি ছাড়া কোন মুসলমান স্বামী-স্ত্রী নাই। হযরত লূত (আ) হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান তো আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সিরিয়া হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সাদূম বাসীদের প্রতি নবী হিসাবে প্ররিত হইয়াছিলেন। যেমন পূর্বে ইহার আলোচনা হইয়াছে এবং পরে আরো হইবে।

وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ আর তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করিব। قَالَ ক্রিয়াপদের সর্বনামটি 'লূত' শব্দের প্রতিও প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। কারণ ইহাই নিকটতম শব্দ। অর্থাৎ হযারত লূত (আ) বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে হিজরত করিব। আর ইহারও সম্ভাবনা এই যে সর্বনামটি ইব্‌রাহীম (আ)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। তখন অর্থ হইবে ইব্‌রাহীম (আ)

বলিলেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের প্রতি হিজরত করিব। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও যাহ্‌হাক (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত লূত (আ)-এর ঈমান আনিবার পর হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার কাওমের ঈমান আনা সম্পর্কে নিরাশ হইয়াই এই কথা বলিয়ছিলেন, যে দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশিত স্থানে গমন করিবেন। তিনি তাহাদের মাঝে আর অনর্থক সময় কাটাইবেন না।

اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত মহাকুশলী। ইযযত সম্মান কেবল তাঁহার, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনগণের। তিনি তাঁহার যাবতীয় কর্মকাণ্ডে ও হুকুম আহকামে মহাকুশলী। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম ও লূত (আ) উভয়ই কূফা অঞ্চলের 'কূসী' হইতে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করিলেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই এক হিজরতের পরে আর এক হিজরত হইবে। সারা পৃথিবীর লোক হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের দেশে হিজরত করিবে। তখন পৃথিবীতে কেবল অসৎ লোক অবশিষ্ট থাকিবে, এমনকি তাহাদের যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবে। একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে, দিবারাত্র উহাদের সহিতই তাহারা বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্তু (মলমূত্র) আহার করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আ'স (রা) হইতে আরো দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুর রাজ্জাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়াহ (র)-এর বায়'আত গ্রহণকালে আমি শাম (সিরিয়া) উপস্থিত হইলাম। তথায় পৌছাইয়া নাওফ বাক্কালীর অবস্থান সম্পর্কে জানিতে পারিয়া আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। এমন সময় তথায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, জানা গেল তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আ'স (রা)। নাওফ তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইয়া গেলেন। তখন হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি অচিরেই এক হিজরতের পরে আর এক হিজরত সংঘটিত হইবে। সারা পৃথিবীতে তখন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে, তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিতই অবস্থান করিবে। এবং ঐ সকল শূকর ও বানর হইতে নির্গত বস্তু তাহারা আহার করিবে।

হযরত আম্‌র ইব্‌ন আ'স (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, পূর্বাঞ্চল হইতে কিছু এমন লোকও বাহির হইবে যাহারা কুরআন পাঠ করিবে অথচ, কুরআন তাহাদের হলকূম (কণ্ঠনালী) অতিক্রম করিবে না। তাহাদের একটি দলের

পর আর একটি দলের আবির্ভাব ঘটিবে। আবার তাহাদের বিলুপ্তির পরে অনুরূপ আর একটি দলের আর্বিভাব ঘটিবে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই উক্তটি বিশ বারেরও বেশী বলিলেন, এমন কি তাহাদের সর্বশেষ দল হইতে দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটিবে। ইমাম আহমাদ (র) আবূ দাউদ ও আব্দুস্ সামাদ (র) হইতে তাঁহারা হিশাম দস্তুয়ায়ী (র) হইতে তিনি কাতাদাহ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে জিহাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছেন উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, এক হিজরতের পর পুনরায় অপর হিজরত সংঘটিত হইতে এবং পৃথিবীর লোক হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে গমন করিবে। ইহার পর পৃথিবীতে কেবল অসৎলোক অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন, একটি আবর্তন তাহাদিগকে শূকর ও বানরের সহিত একত্রিত করিবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি সময় এমন ছিল যখন দিনার দিরহামের মালিক ব্যক্তি তাহার দীনার ও দিরহামের ব্যাপারে অন্য একজন মুসলমান ভাই অপেক্ষায় অধিক যোগ্য মনে করা হইত না। ইহার পর আরো একটি সময় এমন আসিয়াছে যখন একজন মুসলমান ভাই অপেক্ষা আমাদের নিকট দিরহাম ও দীনার অধিক প্রিয় বলিয়া মনে হইত আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি, যদি তোমরা শূকরের লেজের পিছনে পড়িয়া থাক এবং ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হও আর আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করা ছাড়িয়া দাও তবে লাঞ্ছনার রশি তোমাদের গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং যাবৎ না তোমরা তাওবা করিয়া তোমাদের সাবেক স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবে, উহা হইতে তোমরা মুক্ত হইবে না।

আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি, এক হিজরতের পর পুনরায় হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিজরত সংঘটিত হইব। তাহাদের যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন এবং একটি আগুন তাহাদিগকে শূকর ও বানারের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা উহাদের সহিতই বসবাস করিবে। তাহারা উহাই আহার করিবে যাহা উহাদের শরীর হইতে নির্গত হইবে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি আমার উম্মাত হইতে একদল লোকের আর্বিভাব হইবে, যাহারা অসৎ কাজ করিবে অথচ কুরআন পাঠ করিবে। কিন্তু উহা তাহাদের হলকের (কণ্ঠনালী) নিচে যাইবে না। তাহাদের জ্ঞান দেখিয়া স্বীয় জ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিবে। ঐসকল লোক যখন আত্মপ্রকাশ করিবে তখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিবে এবং তাহারাই ধন্য তাহাদিগকে তাহারা হত্যা করিয়া শহীদ করিবে। আল্লাহ্ তখনই তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিবেন।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই উক্তিটি বিশবার কিংবা ততোধিক বার উল্লেখ করিলেন আর আমি উহা শুনিতে থাকিলাম। হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (র) বলেন, আবুল হাসান ইব্ন ফয্ল (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, অচিরেই পৃথিবীর লোক একবার হিজরত করিবার পর পুনরায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হিজরতের স্থানে হিযরত করিবে। যখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে কেবল অসৎ লোকই অবশিষ্ট থাকিবে। যমীন তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ঘৃণা করিবেন। একটি আগুন তাহাদিগকে বানর ও শূকরের সহিত একত্রিত করিবে। তাহারা দিবারাত্র উহাদের সহিত বসবাস করিবে। আর তাহাদের শরীর হইতে নির্গত বস্তুই তাহারা আহার করিবে। হাদীসটি গরীব। বাহ্যত রাবী ইমাম আওযাঈ (র) হাদীসটি তাঁহার কোন দুর্বল শায়খ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র ইব্ন আ'স (রা) হইতে তাঁহার রিওয়ায়েত অধিক সংরক্ষিত।

وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ আর আমি তাহাকে পর্যায়ক্রমে পুত্র ইসহাক ও পৌত্র ইয়াকূব দান করিয়াছি"। আয়াতটি فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰه وَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا نَبِيًّا এর অনুরূপ। আয়াতের অর্থ হইল ইব্রাহীম যখন তাহার কাওম হইতে পৃথক হইয়া গেলেন, তখন তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে ইসহাক ও ইয়াকূব দান করিয়া চক্ষু শীতল করিলাম। তাঁহাদের প্রত্যেককে আমি নবী করিলাম। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) দান করিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই হযরত ইসহাককে সুসন্তান দান করিলেন। এবং উভয়কে নবী করিয়া হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর চক্ষু শীতল করিলেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً আর আমি ইব্রাহীম (আ)-কে পুত্র হিসাবে ইসহাককে দান করিয়াছি এবং পৌত্র হিসাবে অতিরিক্ত ইয়াকূবকেও দান করিয়াছি। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشَّرْنَا بِاسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَآءِ اسْحٰقَ يَعْقُوْبَ আর আমি তাহাকে ইসহাক ভূমিষ্ঠ হইবার সুসংবাদ দান করিলাম। অর্থাৎ ইব্রাহীম ও সারার এর জীবনেই ইসহাকের ঔরশে ইয়াকূব জন্মগ্রহণ করিবে এই সংবাদও জানাইলাম। যাহা দ্বারা তাহাদের চক্ষু শীতল হইবে। হযরত ইয়াকূব (আ) যে হযরত ইসহাকের সন্তান ইহা পবিত্র কুরআনে আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত এবং হাদীসে নব্বীতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছেঃ

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاءِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ـ

"হযরত ইয়াকূব (আ) যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি স্বীয় সন্তানগণকে, জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মৃত্যুর পরে তোমরা কাহার ইবাদত করিবে? তাহারা বলিল, আমরা আপনার মা'বূদ এবং আপনার পূর্ব পুরুষগণের মা'বূদ অর্থাৎ ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের মা'বূদ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিব"। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

ان الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم -

" সম্মানিত পুরুষ তাঁহার পিতা সাম্মানিত তাঁহার পিতা সম্মানিত তাঁহার পিতা তাঁহারা হইলেন ইউসুফ, তাঁহার পিতা ইয়াকুব, তাঁহার পিতা ইসহাক, তাঁহার পিতা ইব্‌রাহীম। তবে আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব (আ) উভয়ই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র। ইহার অর্থ হইল সন্তানের সন্তান ও সন্তানতূল্য। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছেও এই অর্থটি অবোধগম্য নহে।

وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ আর আমি তাহার (ইব্‌রাহীমের) বংশে নবুওয়াত এবং কিতাব দান করিয়াছি'। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে আল্লাহ্ তাঁহার খলীল মনোনীত করিয়া ও তাঁহাকে জাতির ইমাম বানাইয়া তাঁহার প্রতি ইহা আরো একটি বিরাট নিয়ামত যে, তাঁহারই বংশে নবুওয়াত ও কিতাব দান করিয়াছেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরে যত নবীর আর্বিভাব ঘটিয়াছে তাঁহারা সকলেই ছিলেন তাঁহারই বংশের। বনী ইসরাঈলের সকল নবী এই রূপ ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বংশধর এবং তিনি ছিলেন ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র। অতএব সকল ইসরাঈলী নবী ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সন্তান। এমন কি তাঁহাদের সর্বশেষ নবী। হযরত ঈসা (আ) ও বনী ইসরাঈলী ছিলেন, তাঁহার আর্বিভাব হইলে তিনি তাঁহার কাওমের এক সমাবেশে মানবকুলের সরদার সর্বশেষ নবী রাসূলে আরবী কুরাশী হাশেমীর শুভ সংবাদ দান করিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের বংশ হইতে রাসূল হিসাবে একমাত্র তাঁহাকেই নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি ব্যতিত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশ হইতে অন্য কোন নবী-রাসূল আর্বিভূত হন নাই।

وَاٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ আর পৃথিবীতে আমি তাহাকে তাহার বিনিময় দান করিয়াছি এবং পরকালেও সে সালিহগণের অর্ন্তভূক্ত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইব্‌রাহীম (আ)-কে পরীক্ষা করিবার পর তাঁহার জন্য পর্থিব ও পারলৌকিক সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে তিনি রিযিকের প্রাচুর্য, বসবাসের জন্য প্রশস্ত আবাস এবং সুমিষ্ট পানি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া

নেক, সৎ সতী স্ত্রী ও উত্তম প্রশংসাও লাভ করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ধন্য হইতে চাহিত। তবে তিনি এই মর্যাদা আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى আর ইব্‌রাহীম যে, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র যাবতীয় হুকুম পালন করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ -

আর ইব্‌রাহীম ছিলেন ইমাম, আল্লাহর নিষ্ঠাবান, ইবাদতকারী, তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। আর পরকালে তিনি হইবেন নেক ও সালিহ্ ব্যক্তিবর্গের অর্ন্তভূক্ত।

٢٨. وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ٠

٢٩. اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ٠

٣٠. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ٠

অনুবাদ ঃ (২৮) স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদিগের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। (২৯) তোমরাই পুরুষে উপগত হইতেছ। তোমরাই তো নিজদিগের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক, উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, আমাদিগের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আনয়ন কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হযরত লূত (আ)-এর কাওম যেই অপকর্ম করিত, বিশেষত তাহারা যেই অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল, যাহা ইতিপূর্বে সারা বিশ্বময় ইতিহাসে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহ ছাড়া তাহারা কুফরী করিত। তাহারা রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিত, উপরন্ত তাহারা দুস্য বৃত্তিতেও লিপ্ত ছিল। তাহারা পথেপথে পথিকের অপেক্ষায় থাকিত এবং সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল লুণ্ঠন করিত। তাহাদের এই সকল অপকর্মের প্রতিবাদ করিলে তাহারা তাঁহাকে লইয়া উপহাস করিত। আল্লাহ্ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতে ইহারই বর্ণনা দিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرِ আর তোমরা তোমাদের ভরা মজলিসে অশ্লীল কাজ কর। অর্থাৎ হযরত লূত (আ) এর কাওম ভরা মজলিসে অপকর্ম ও অকথ্য বাক্যালাপ করিত অথচ, কেহই উহার প্রতিবাদ করিত না। হযরত মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) ও কাসিম (র) বলেন, তাহারা ভরা মজলিসে বায়ু ছাড়িত এবং অট্টহাসি করিত। কেহ বলেন, তাহারা ভেড়া লড়াই ও মোরগ লড়াই সংঘটিত করিত। ইহা ছাড়া তাহারা অন্যান্য অপকর্ম করিত।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্‌ন উসামাহ (র) ..... উম্মে হানী (রা) বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম وَتَأْتُوْنَ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرِ। এ অর্থ কি? তিনি বলিলেন, তাহারা পথিকদিগকে কংকর মারিত এবং ঠাট্টা বিদ্রুপ করিত। ইহাই হইল ঐ অপকর্ম যাহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে المنكر। দ্বারা করা ইহয়াছে। ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জরীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, রিওয়ায়েতটি হাসান। সিমাক (র) হইতে কেবল হাতিম ইব্‌ন আবূ সগীরাহ (র) রিওয়ায়েত করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন আরাফাহ (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, المنكر। দ্বারা সিটি বাজান, কবুতর বাজী, গুলাইল খেলা, ভিক্ষাবৃত্তি করা ও মজলিসে উলংগ হওয়া ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

হযরত লূত (আ)-এর প্রতিবাদের পরে তাহার কাওমের ইহা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিল না যে, তাহারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ মূলকভাবে তাঁহাকে বলিত, আচ্ছা তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে তুমি আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তি অবতীর্ণ কর। যেহেতু তাহার বিদ্রুপ করিয়া এইরূপ বলিত, এই কারণে হযরত লূত (আ) আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ হে আমার প্রতিপালক! আপনি এই সকল ফাসাদ সৃষ্টিকারী লোকদের উপর আমাকে সাহায্য করুন।

٣١. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ.

٣٢. قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

٣٣. وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

٣٤. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

٣٥. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ সুসংবাদ সহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এই জনপদ বাসীদিগকে ধ্বংস করিব। ইহার অধিবাসিরা তো যালিম। (৩২) ইব্রাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। উহারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাঁহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই। তাঁহার স্ত্রীকে ব্যতিত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অর্ন্তভূক্ত। (৩৩) এবং যখন আমার প্রেরিত ফিরিশ্তাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদিগের জন্য সে বিষন্ন হইয়া পড়িল এবং নিজকে তাহাদিগের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। উহারা বলিল, ভয় করিও না, দুঃখও করিও না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিব। তোমার স্ত্রী ব্যতিত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের অর্ন্তভূক্ত। (৩৪) এই জনপদ বাসীদিগের উপর

আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব। কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল। (৩৫) আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নির্দশন রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত লূত (আ) তাঁহার কাওমের চরম অবাধ্যতার পরে তিনি যখন আল্লাহর দরবারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহার সাহায্যার্থে ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রথম হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট অতিথির বেশে উপস্থিত হইলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাহাদিগকে অতিথি মনে করিয়া আপ্যায়ন করিতে চাইলেন। কিন্তু খাবারের প্রতি তাহাদের কোন আগ্রহ না বুঝিয়া তাহাদিগকে শত্রু মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন। ফিরিশ্‌তাগণ ইহা বুঝিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী হযরত 'সারাহ' এর গর্ভে এক সুসন্তান ভুমিষ্ঠ হইবার সুবংবাদ দান করিলেন। হযরত 'সারাহ' নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ শুনিয়া তিনি বিস্মীত হইলেন। সূরা হূদ, সূরা হিজ্‌র-এ এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হইয়াছে। ফিরিশ্‌তাগণ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে সুসন্তানের সংবাদ দান করিবার পর তাঁহাকে ইহাও জানাইলেন যে, তাঁহারা হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে আরো কিছু অবকাশ দান করিবার জন্য বলিলেন, তথায় তো লূত (আ) রহিয়াছে। অবকাশ দানের যেই ধারণা তাহার অন্তরে সৃষ্টি হইয়াছি উহার মূলে এই প্রেরণাই বিদ্যমান ছিল, সম্ভবত অবকাশ পাইয়া তাহারা ঈমান আনিবে। কিন্তু হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলি ঃ

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ তথায় কাহারা রহিয়াছে তাহা আমরা খুব ভাল করিয়া জানি, আমরা তাঁহাকে ও তাহার বিশেষ বিশেষ লোকজনকে বাঁচাইয়া লইব।

اِلاَّ امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে আমরা বাঁচাইব না সে ধবংসপ্রাপ্ত লোকদেরই অর্ন্তভূক্ত হইবে। কারণ, সে তাহাদের 'কুফর' এর উপর অধিক উৎসাহিত করিত, তাহাদিগকে অশ্লীল কাজের জন্য উৎসাহ যোগাইত। হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর সহিত বৈঠক শেষ হইবার পর ফিরিশ্‌তাগণ সুদর্শনা যুবকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি যখন তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا তিনি চিন্তিত হইলেন এবং অন্তর সংকুচিত হইল। তিনি ভাবিলেন, যদি তিনি তাহাদিগকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেন, তবে তাহার কাওম তাহাদের উপর চড়াও হইবে। আর যদি অতিথি হিসাবে গ্রহণ না করেন। তবে তাহারা নিজেরাই ঐ সকল দুষ্ট লোকদের হস্তগত হইবে, তাৎক্ষণিকভাবে তাঁহাদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না। ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ

لَا تَخَفْ وَلَاتَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ
اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

"ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, আমরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফিরিশ্‌তা, আপনার কাওম আমাদের উপর কোন অসাদাচার করিতে সক্ষম হইব না। অতএব আপনি ভীত হইবেন না চিন্তিত হইবেন না, আমরা বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছি। অবশ্য আপনাকে ও আপনার বিশিষ্ট লোকজনকে আমরা শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। তবে আপনার স্ত্রী বাঁচাইতে পারিব না, সেও ধ্বংস হইবে। আমরা এই জনপদ অধিবাসীদের আযাব নাযিল করিব। কারণ, তাহারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে"।

হযরত জিব্‌রীল (আ) তাহাদের বসতীকে মূল হইতে উৎপাদন করিয়া আসমান পর্যন্ত উথিত করিলেন এবং উহাকে উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ছাড়া তাহাদের ঐ বসতীকে একটি চিহ্নিত পাথরও ছুড়িলেন। আর তাহাদের ঐ বসতীকে একটি দুর্গন্ধময় তিক্ত পানির সাগরে পরিণত করিয়া দিলেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত উহাকে একটি উপদেশমূলক স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রখিয়া দিলেন। আর কিয়ামত দিবসেও তাহারা কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। আর এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ আর আমি উহা হইতে জ্ঞানীজনদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়া দিয়াছি। যেন তাহারা উহা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ بِالَّيْلِ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ আর তোমরা ঐ সকল ধ্বংশপ্রাপ্ত লোকদের বসতীর উপর দিয়া তো দিবারাত্র অতিক্রম কর। তবে তোমরা কি বুঝ না? (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৩৭)

٣٦. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

٣٧. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৬) আর মাদ্‌ইয়ান বাসীদিগের প্রতি তাহাদিগের ভ্রাতা শু'আইবকে পাঠাইছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর,

শেষ দিবসকে ভয় কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। (৩৭) কিন্তু তাহারা তাহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল, অতঃপর উহারা ভুমিকম্পন দ্বারা আক্রান্ত হইল, ফলে উহারা নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল হযরত শু'আইব (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহার কাওম মাদইয়ানের অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতে হুকুম করিলেন এবং কিয়ামত দিবসে তাঁহার শাস্তিকে ভয় করিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ يٰقَوْمِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَارْجُوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ। হে আমার কাওম! তোমরা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং পরকালের শাস্তির ভয় কর। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, وَارْجُوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ এর অর্থ وَاخْشَوْا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ। "তোমরা পর কালের শাস্তির ভয় কর"। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ এখানেও يَرْجُوْا ক্রিয়াটি يَخْشٰى এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ফাসাদ সৃষ্টি করিও না। হযরত শু'আইব (আ) তাঁহার কাওমকে ফাসাদ সৃষ্টি করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুত তাহারা মাপে কম করিত এবং পথে ঘাটে ডাকাতি করিয়া মানুষের মাল লুণ্ঠন করিত। ফলে আল্লাহ্ দাহাদিগকে এক ভূ-কম্পনের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়া দিলেন। এক বিরাট শব্দে তাহাদের অন্তর বাহির হইয়া আসিল ও প্রাণপাখী উড়িয়া গেল। সূরা- আ'রাফ, হূদ ও শু'আরা'এর মধ্যে তাহার ঘটনা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ جٰثِمِيْنَ শব্দটি مَيِّتِيْن অর্থে-ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের ঘরে মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইহার অর্থ হইল, একজনের উপর আর একজন উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

٣٨. وَعَادًا وَّثَمُوْدَاْ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ۔

৩৯. وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ ۔

৪০. فَكُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْۢبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (৩৮) এবং আমি আদও সামূদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, উহাদের বাড়ী ঘর তোমাদিগের জন্য ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান উহাদিগের কাজকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়াছিল। এবং তাহাদিগকে সৎপথ অবলম্বনে বাঁধা দিয়াছিল। যদিও উহারা ছিল বিচক্ষণ। (৩৯) এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে; মূসা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত, কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। (৪০) তাহাদিগের প্রত্যেককে তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম; উহাদিগের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তর সহ প্রচন্ড ঝটিকা। উহাদিগের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই। তাহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছে।

তাফসীর ঃ যেই সকল সম্প্রদায় তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন যে, কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর কি ধরনের শাস্তি তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়াছিল। আর কত নির্মমভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হইয়াছিল। আদ জাতি ছিল হযরত হূদ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা ইয়ামানের হদরামাওত নামক শহরের নিকটবর্তী আহকাফ নামক স্থানে বাস করিত। আর সামুদ জাতি ছিল, হযরত সালিহ্ (আ)-এর উম্মাত। তাহারা ‘ওয়াদিল কুরা’ এর নিকটবর্তী হিজ্‌র নামক স্থানে বাস করিত। এই দুইটি জাতির আবাসস্থল আরবদের নিকট সুপরিচিত ছিল। তাহারা অধিকাংশ সময়ে

তাহাদের জনপদ হইয়া অতিক্রম করিত। কারূন ছিল বিশাল ধনরাশির অধিকারী এবং তাহার ছিল একরাশ চাবী। ফিরাউন ছিল হযরত মূসা (আ)-এর যুগে মিসরের সম্রাট এবং হামান ছিল তাহার প্রধান মন্ত্রী। উভয়ে ছিল কিব্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের মহাশত্রু।

أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ উল্লিখিত আল্লাহ্‌র রাসূল বিরোধী সকলকেই আমি (আল্লাহ্) তাহাদের পাপের কারণে যথাযোগ্য শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করিয়াছি।

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ঐ সকল অপরাধী হইতে কতক তো এমন ছিল। যাহার উপর আমি (আল্লাহ্) প্রচন্ড বায়ু প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছি। আর তাহারা হইল, আদ জাতি। তাহারা বলিত, আমরা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এমন আর কে আছে যে, যাহারা আমাদের শক্তি অপেক্ষা ও অধিক শাক্তির অধিকারী? তাহাদের প্রতি অতি তীব্র শীতল বায়ু অতি ঝঞ্ঝা বেগে প্রবাহিত হইল, ভূ-পৃষ্ঠের পাথর উত্তোলন করিয়া মাথা নিচু করিয়া ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করা হইল। ফলে তাহাদের শরীর হইতে মাথা পৃথক হইয়া এমনভাবে পড়িয়া রহিল যেন শাখাবিহীন খেজুর গাছের কাণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ আর তাহাদের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল, যাহাকে বিকট ধ্বনি পাকড়াও করিয়াছিল। আর এই সম্প্রদায় ছিল সামূদ সম্প্রদায়। তাহাদের সম্মুখে সকল দলীল প্রমাণ পেশ করা হইয়াছিল। এমন কি তাহারা পাহার ফাটিয়া যেই উষ্ট্রী বাহির করিবার দাবী করিয়াছিল, উহা তাহাদের সম্মুখে হুবহু তাহাদের দাবী পূরণ করা হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও তাহারা তাহাদের এ কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল রহিল এবং আল্লাহ্‌র নবী হযরত সালিহ্ (আ) ও মু'মিনগণকে ধমক দিতে শুরু করিল। তাহারা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিবার হুমকিও দিল এবং প্রস্তরাঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ নাশের ও ধমক দিল। ফলে তাহাদের উপর এমন এক বিকট ধ্বনি আসিল যাহার দরুণ তাহারা চিরতরে নীরব হইয়া গেল।

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ আর তাহাদের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল যাহাকে ভূ-গর্ভে ধসাইয়া দিয়াছি। আর ঐ ব্যক্তি হইল কারূন, যে তাহার প্রতিপালকের অবাধ্য হইয়াছিল, তাহার নাফরমানী করিয়াছিল এবং ভূ-পৃষ্ঠে অতিশয় গর্বভরে ও অহংকারের সহিত চলাচল করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার ঘর-বাড়ীসহ তাহাকে ভূগর্ভে ধসাইয়া দিয়াছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে ধসিতে থাকিবে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا আর অপরাধিদিগের মধ্য হইতে কতক এমনও ছিল যাহাকে আল্লাহ্ নদীতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। আর তাহারা হইল ফির'আউন তাহার প্রধানমন্ত্রী ও সমস্ত সেনাদল। একই সকালে তাহাদের সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা সলিল সমাধি করিয়াছেন। তাহাদের সংবাদবাহক হিসাবেও একজন রক্ষা পায় নাই।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল অপরাধিদের সহিত যেই আচরণ করিয়াছেন উহাতে তিনি অবিচার করেন নাই একটুও।

وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করিত। আল্লাহ্ তাহাদের কৃত কর্মেরই বিনিময় ও শাস্তি দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে অপরাধি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর যথাক্রমে তাহাদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ আদ জাতির শাস্তি ছিল, প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু, সামূদ জাতির শাস্তি ছিল বিকট ধ্বনি, কারূনের শাস্তি ছিল ভূগর্ভে ধসাইয়া ধ্বংস করা। এবং ফির'আউনের শাস্তি ছিল নদীতে নিমজ্জিত হওয়া। কিন্তু হযরত ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে কিছু ব্যতিক্রম বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا দ্বারা হযরত লূত (আ)-এর কাওমের শাস্তি বুঝান হইয়াছে এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا দ্বারা হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমের শাস্তি বুঝান হইয়াছে। কিন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে রিওয়ায়েতটি 'মুনকাতী'। ইব্ন জুবাইর (র) হযরত ইব্ন আব্বস (রা)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বস্তুত হযরত নূহ্ (আ)-এর কাওমের ধ্বংসের কথা এই সূরার মধ্যেই তুফান ও প্লাবনের মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর লূত (আ)-এর ধ্বংসের কথা আসমানী শাস্তির মাধ্যমে হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا হযরত লূত (আ)-এর কাওমকে বুঝান হইয়াছে। وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ। দ্বারা হযরত শু'আইব (আ)-এর কাওমকে বুঝান হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অতি দূরের ব্যাখ্যা।

٤١. مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ
اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ
لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

٤٢. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

٤٣. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪১) যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত। (৪২) উহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহা কিছুকে আহবান করে আল্লাহ্ তাহা জানেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৪৩) মানুষের জন্য আমি ঐ সকল দৃষ্টান্ত দিই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকট রিযিক ও সাহায্য প্রার্থনা করে, বিপদে উহার প্রতি ভরসা করে উহার একটি উদাহরণ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে পেশ করিয়াছেন। যেই সকল বস্তুকে তাহারা উপাস্য গ্রহণ করিয়া সাহায্য সহায়তা প্রার্থনা করে উহা মাকড়সার জালের মত দুর্বল। যেমন কেহ্ বিপদগ্রস্ত হইয়া মাকড়সার জালের আশ্রয় গ্রহণ করিলে উহা ধরিয়া বাঁচিতে চাহিলে, উহা কোনই উপকার করিতে পারে না। অনুরূপভাবে তাহাদের ঐ সকল উপাস্য ও কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে। বস্তুত ঐ সকল মুশরিকরা যদি এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করিত তবে তাহারা ঐ সকল দুর্বল উপাস্য গ্রহণ করিত না। তাহাদিগকে কার্যনির্বাহী মনে করিয়া উহাদের উপাসনা করিত না। অপরপক্ষে যেই সকল লোক আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করে, তাঁহাকেই একমাত্র মাবূদ মনে করিয়া শরীয়াতের বিধান মুতাবিক আমল করে, সে যেন অতি দৃঢ় মজবূত রশি ধারণ করিয়াছে, যাহা কখনও ছিড়িবার নহে। অতঃপর আল্লাহ্ ঐ সকল মুশরিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলেন, তাহারা যেই শিরক করিতেছে, আল্লাহ্ উহা খুব ভাল জানেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে তাহাদের শিরকের শাস্তি দিবেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ। আর এই সকল উদাহরণসমূহ আমি বর্ণনা করিয়া থাকি আর উহা কেবল জ্ঞানর্বান ব্যক্তিবর্গই বুঝিতে সক্ষম। অর্থাৎ যাহারা তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী ও চিন্তাশীল কেবল তাঁহারাই ঐ সকল উদাহরণ বুঝিয়া ইহা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ঈসা (র.) ও হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) হইতে এক হাজার উদাহরণ বুঝিয়াছি। ইহা হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)-এর এক বিরাট মর্যাদা কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, কেবল আমি ও তীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারীগণই উদাহরণসমূহ বুঝিতে সক্ষম।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র.) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র.) ..... হযরত আম্‌র ইবনু মুররাহ (রা.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত পাঠ করিয়া উহা বুঝিতে না পারিলে চিন্তিত হইয়া পড়ি। কারণ আল্লাহ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ۔

٤٤. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

٤٥. اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪৪) আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য। (৪৫) তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি কর এবং সালাত কায়েম কর। সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কার্য হইতে। আল্লাহ্র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা জানেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মহান শক্তির কথা উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন, তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, তবে তিনি উহা অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। বরং এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন যে যমীনে মানুষের আবাদ করিলে তাহারা আল্লাহ বিধান মুতাবেক কাজ করিবে এবং আল্লাহ তাহাদিগকে উহার বিনিময় দান করিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ مَاتَسْعٰى যেন প্রত্যেক মানুষকে তাহার কর্মফল দান করা যায়। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى -

যেন আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল লোককে যাহারা অসৎকাজ করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাদের অসৎ কর্মের শাস্তি দিতে পারেন, আর যাহারা সৎকাজ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাহাদের সৎকর্মের বিনিময় দান করিতে পারেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ অবশ্যই ইহাতে মু'মিনদের জন্য স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই একমাত্র ইলাহ ও মা'বুদ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে ও মু'মিনগণকে কুরআন পাঠ করিতে ও মানুষের কাছে উহা পৌঁছাইতে হুকুম করিয়াছেন।

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۔

আর হে মুহাম্মদ! তুমি সালাত কায়েম কর। নিঃসন্দেহে সালাত অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখে। অর্থাৎ সালাত দুইটি বিষয়কে শামিল করে অশ্লীলতা বর্জন ও অশোভনীয় কাজ বর্জন। অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সালাত পড়িতে থাকিলে এই দুইটি বস্তু মুসল্লী হইতে দূরীভূত হয়।

হযরত ইমরান ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত ঃ

مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلٰوَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ تَزِدْهُ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدًا ۔

যাহার সালাত অশ্লীলতা ও অশোভনীয় কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখিল না, সে আল্লাহ হইতে ক্রমশঃ দূরেই সরিয়া থাকে। এই সম্পর্কে আরো হাদীসে বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হারূন মাখযূমী আল্‌ ফাল্লাস (র) ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-কে اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বললেন ঃ

مَنْ لَمْ تَنْتَهِهُ صَلٰوةٌ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ যাহার সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না তাহার সালাত হয় নাই। ইবন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যাহার সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিল না সে ক্রমশঃ আল্লাহ হইতে দূরে সরিতে থাকে। তাবরানী ও মু'আবীয়াহ (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, কাসিম (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতে ব্যাখ্যা প্রমাণে বলেন, যাহার সালাত তাহাকে সৎকাজের আদেশ করে না আর অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে না, সে ক্রমশঃ আল্লাহ হইতে দূরে সরিতে থাকে। হাদীসটি মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত। ইব্‌ন জাবীর (র) বলেন, কাসিম (র) ..... ইবন মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ যেই ব্যক্তি সালাতের আনুগত্য স্বীকার করে না, তাহার সালাত হয় নাই। আর সালাতের আনুগত্য স্বীকার করিবার অর্থ হইল, অশ্লীল ও অসৎকাজ বর্জন করা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবু সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلٰوةَ وَطَاعَةُ الصَّلٰوةِ تَنْهَاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۔

যেই ব্যক্তি সালাতের অনুকরণ করে না তাহার সালাত হয় নাই। আর সালাতের অনুকরণ হইলে সালাত তাহাকে অশ্লীল অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে। কিন্তু মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি অধিক বিশুদ্ধ।

হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হইল, অমুক ব্যক্তি বড় দীর্ঘ সালাত পড়ে। তখন তিনি বলিলেন, সালাত যত দীর্ঘই হউক না কেন, যেই ব্যক্তি সালাতের অনুকরণ না করিবে, ঐ সালাত তাহার পক্ষে উপকারী হইবে না।

ইব্‌ন জরীর (র.) বলেন আলী (রা.) ..... হাসান (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَمْ تَنْهَهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بِهَا مِنَ اللّٰهِ الاَّ بُعْدًا.

"যেই ব্যক্তি সালাত পড়িল অথচ, সালাত তাহাকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখিল না, উহা দ্বারা কেবল আল্লাহ হইতে অধিক দূরে সরিয়া যাইবে"। এই বিষয়ে যেই সকল মাওকূফ রিওয়ায়েত, হযরত ইবন মাসউদ (রা.) ইব্‌ন আব্বাস (র) হাসান, কাতাদাহ, আ'মাশ ও অন্যান্য রাবীগণ হইতে বর্ণিত উহাই অধিক বিশুদ্ধ।

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (রা.) বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (রা.) ..... জাবির (রা.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহু! অমুক ব্যক্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে, কিন্তু প্রত্যুষে সে চুরি করে। তখন তিনি বললেন, سَيَنْهَاهُ مَا تَقُوْلُ তাহার সালাত অচিরেই ঐ কাজ হইতে তাহাকে বিরত রাখিবে, যাহা তুমি বলিতেছ। আবূ বকর বায্‌যার (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মূসা জরশী (র) ..... জাবির (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির সূত্রে কিন্তু আ'মাশের শিষ্যগণ কিছু বিরোধ করিয়াছেন। আ'মাশের একাধিক শিষ্য ..... আবূ হুরায়রা (রা.) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য কায়িস, জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, যিয়াদ, ... জাবির (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া বলল, অমুক ব্যক্তি রাত্রিকালে সালাত পড়ে এবং প্রত্যুষে চুরি করে, তখন তিনি বললেন, তুমি তাহার যেই চারিত্রিক দোষ বলিতেছ, অচিরেই তাহার সালাত উহার বিলুপ্ত ঘটাইবে।

প্রকাশ থাকে যে, সালাত আল্লাহর যিকিরকেও শামিল করে এবং ইহা সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ। অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ আর তোমরা যেই সকল কাজকর্ম কর এবং যেই কথা বার্তা বল, আল্লাহ উহার সব কিছুই জানেন। আবুল আলীয়াহ (রা) اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সালাতের তিনটি গুণ আছে। যেই সালাতের মধ্যে উহার একটিও না থাকে উহা প্রকৃতপক্ষে সালাত নহে। আর ঐ তিনটি গুণ হইল– ইখ্‌লাস, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহর যিকির। ইখ্‌লাস, আল্লাহকে কাজের আদেশ দান করে। আল্লাহর ভয় তাহাকে অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহর যিকির তাহাকে আদেশও করে এবং নিষেধও করে। ইবন আওন (র) বলেন, যখন তুমি সালাতে লিপ্ত, তখন সৎকাজেই থাক। আর তখন সালাত তোমাকে অশ্লীলও অসৎ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। আর সালাতের অবস্থায় যেই যিকিরে তুমি মশগুল থাক উহাই সর্বোত্তম। হাম্মাদ ইবন সুলায়মান (র) বলেন, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ। "সালাত অশ্লীল ও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে।" ইহা কেবল সালাতের সময়ের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যতক্ষণ সালাতে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ উহা তাহাকে অশ্লীলও অসৎ কাজ হইতে বিরত রাখে। আলী ইব্‌ন তালহা (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এর এই অর্থ বর্ণিত, আল্লাহর বান্দাগণ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ ও তাহাদিগকে স্মরণ করেন। আল্লাহর এই স্মরণ হইল সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরো অনেকেই এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ ও এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বণিত। وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ এর অর্থ হইল, তোমার আহারকালে, তোমার শয়নকালে আল্লাহর রিযিক সর্বপ্রধান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর আমি তাহাকে বলিলাম, আমার একজন সঙ্গী তো আপনি যেই ব্যাখ্যা দিয়াছেন উহা এই যে পৃথক ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি বলিলেন, তিনি কি ব্যাখ্যা দিয়াছেন? আমি বলিলাম, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব।" অতএব আমাদের স্মরণ করিবার পর আল্লাহ আমাদিগকে স্মরণ করেন, ইহাই সর্বপ্রধান এবং وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ। দ্বারা ইহাই উদ্দেশ্য। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলিলেন, তিনি সত্য বলিয়াছেন। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বললেন, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ। এর দুই অর্থ হইতে পারে। আল্লাহর স্মরণ করা অর্থ যখন নিয়মিত কুরআন পাঠ করে। আর একটি অর্থ হইল, আল্লাহ যখন তোমাদের স্মরণ করেন। কিন্তু তোমাদের স্মরণ করা অপেক্ষা তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ করা অধিক শ্রেয়।

ইব্‌ন জরীর (রা) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাবী'আহ (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ অর্থ কি তুমি জান কি? আমি বলিল হা, হাঁ, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? আমি বলিলাম, সালাতের মধ্যে তাসবীহ্, তাহমীদ, তাক্‌বীর ও কির'আত পাঠ করা ইত্যাদি। তখন ইহাই হইল সর্বশ্রেয়, তিনি বলিলেন, তুমি একটি আশ্চার্যজনক কথা বলিয়াছ। বস্তুতঃ ইহা সঠিক অর্থ নহে। বরং ইহার অর্থ হইল, আদেশ ও নিষেধকালে তোমরা যখন আল্লাহকে স্মরণ কর, তখন আল্লাহ তোমাদিগকে স্মরণ করেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের স্মরণ অপেক্ষা অধিক শ্রেয় এবং وَلَذِكْرُ اللّٰهِ দ্বারা এটাই বুঝান হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ একাধিক সূত্রে বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন মাসউদ, আবুদ্ দারদা, সালমান ফারেসী (রা) আরো অনেক হইতে ইহা বর্ণিত এবং ইব্‌ন জরীর (র) ও ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

٤٦. وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৪৬) উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সহিত বিতর্ক করিবে না, তবে তাহাদিগের সহিত করিতে পার যাহারা উহাদিগের মধ্যে সীমালংঘনকারী এবং বল আমাদিগের প্রতি ও তোমাদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদিগের ইলাহ্ ও তোমাদিগের ইলাহ্ তো একই এবং আমরা তাঁহারই প্রতি আত্মসর্মপণকারী।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ (র) ও আরো অনেকে বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াত জিহাদের আয়াত দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কাফির চাই আহলে কিতাব হউক কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায় হয়, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে। না হয়, ইসলাম হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া কর দিবে, না হয় তাহাদের সহিত তরবারী দ্বারা মীমাংসা হইবে। অন্যান্য তাফসীরগণ বলেন, আয়াতটি মানসূখ নহে বরং এখনও ইহার হুকুম অবশিষ্ট। তবে ইহার হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য অবশিষ্ট যে ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক। অতএব তাহার সহিত উত্তম পদ্ধতিতে তর্ক করিবে যেন, সে জ্ঞান ও লাভে সফল হইতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ -

“তোমার প্রতিপালকের রাহের প্রতি হিক্‌মত বুদ্ধিমত্তা ও সুকৌশলে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আহবান কর”। হযরত মূসা ও হারূন (আ)-কে যখন আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের প্রতি প্রেরণ করিলেন তখন হুকুম হইল ঃ فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى তোমরা ফির'আউনের নিকট গমন করিয়া তাহার সহিত কোমল কথা বলিবে, সম্ভবতঃ সে নসহীত গ্রহণ করিবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করিবে। এই মতই ইব্‌ন জরীর (রা) গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি ইহা ইবন যায়িদ (রা) হইতে নকল করিয়াছেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ অর্থাৎ যেই সকল লোক সত্যপথ হইতে সরিয়া গিয়াছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি হইতে যাহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, শত্রুতা পোষণ করিয়া সত্যকে অস্বীকার করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের সহিত বির্তক নহে বরং তরবারী দ্বারা তাহাদের ফয়সালা করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ ..... اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ -

আমার রাসূলগণকে আমি দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছি এবং তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব ও ইনসাফ ও ন্যায়ের মানদন্ড, যেন মানুষ ইনসাফকে প্রতিষ্ঠা করে, আর আমি লৌহও অবর্তীণ করিয়াছি উহার মাধ্যে প্রচন্ড শক্তি বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। (সূরা হাদীদ ঃ ২৫)

জাবির (রা) বলেন, যেই ব্যক্তি কিতাবুল্লাহ্‌র বিরোধিতা করে তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ দ্বারা আহলে হার্‌ব (যাহাদের সহিত শরীয়াতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিবার বিধান রহিয়াছে) আর যেই সকল লোক জিযিয়া কর আদায় করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে।

وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ আর হে উম্মতে মুহাম্মদী! যখন ঐ সকল আহলে কিতাব এমন কোন সংবাদ দান করে, যাহার সত্য অসত্য সম্পর্কে তোমরা সঠিক জ্ঞান রাখ না, তখন তোমরা বল, আমরা তো আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যাহা কিছু অবর্তীণ করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের কিতাবের যেই বিষয়টি সংবাদ আমাদিগকে প্রদান করিতেছ, আমরা উহা অস্বীকার করি না। কারণ হইতে পারে উহা সত্য। আর স্বীকারও করি না কারণ, সম্ভবতঃ উহা অসত্য।

অতএব আমরা সামগ্রিকভাবে এই ঈমান পোষণ করি যে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা পরিবর্তীত না হইলে আমরা উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত বলিয়া বিশ্বাস করি।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র) ..... হযরত আবু হুরায়ারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ ইবরানী ভাষায় তাওরাত পাঠ করিত এবং মুসলমানদের আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করিত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابَ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ـ

“তোমরা আহলে কিতাবগণের কথা বিশ্বাসও করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তাহাদের কথা শুনিয়া বলিবে, আমরা তো আমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে উহা বিশ্বাস করি আর যাহা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে উহাও বিশ্বাস করি। আর আমাদের তাহারই সমীপে আত্মসমার্পণ করি”। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, উসমান ইব্ন আম্র (র) ..... আবু নামলা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত যে, একবার আবূ নামলা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁহার নিকট একজন ইয়াহূদী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মুহাম্মদ! এই লাশটি কি কথা বলে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ভাল জানেন। তখন ইয়াহূদী বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, এই লাশ কথা বলে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, যখন কোন আহলে কিতাব তোমাদিগকে কোন কথা বলে, তোমরা উহা বিশ্বাস করিও না আর অবিশ্বাসও করিও না। বরং তোমরা তখন ইহা বলিবে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি, তাঁহার কিতাবের প্রতি ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব যদি উহা ঐ আহলে কিতাবের কথা সত্য হয় তবে এই জবাব দিলে উহাকে মিথ্যাও বলা হইল না আর অসত্য হইলে উহাকে সত্যও বলা হইল না।

ইমাম ইব্ন কাসীর (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসের রাবীর নাম আবূ নামালার সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কেহ বলেন, তাঁহার নাম হইল উমারাহ, কেহ বলেন, আম্মার, আর কেহ বলেন, আম্র ইব্ন মু'আয ইব্ন যুরারাহ আনসারী (র)। প্রকাশ থাকে যে, ইয়াহূদীরা যেই সকল ধর্মীয় কথাবার্তা বলিত, উহার অধিকাংশ হইত মিথ্যা। সত্যের অংশ হইত অনেক কম। কারণ, তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সংঘটিত হইয়াছিল। আর যদি উহা সত্যও হয় তবে মুসলমানদের জন্য উহাতে উপকারই কি হইত? ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইব্ন বাশ্শার (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ

(রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ তাহারা নিজেরা প্রথভ্রষ্ট, তাহারা তোমাদিগকে কখনও সঠিক পথের দীশা দিতে সক্ষম হইবে না। ইহাতে হয় তোমরা কোন সত্য কথাকে অস্বীকার করিয়া বাসিবে, না হয় একটি অসত্যকে স্বীকার করিয়া বসিবে। মনে রাখিবে প্রত্যেক আহলে কিতাবের অন্তরে তাহার ধর্মের প্রতি কিছু বিশেষ সুসম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন মনের প্রতি সম্পর্ক আছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আহলে কিতাবগণের নিকট কি করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পার? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদের যেই কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা নতুন ও নির্ভেজাল। পক্ষান্তরে আহলে কিতাবের প্রতি যেই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে উহার মধ্যে তাহারা নানা প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছে। তাহারা নিজেরা আল্লাহ্‌র কিতাব রচনা করিয়াছে অথচ, অর্থসঞ্চয়ের জন্য ইহা বলিয়া থাকে যে, ইহা তো আল্লাহ্‌র কিতাব। তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যেই সত্য জ্ঞান আগত হইয়াছে, উহা কি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বিরত রাখিবে না। আল্লাহ্‌র কসম! তাহাদের কাহাকেও তো কখনও তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিষয়বস্তু জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামন (র) ..... হুমাইদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি একবার হযরত মু'আবিয়া (রা)-কে মদীনায় কুরাইশদের এক দল লোকের সহিত কথা প্রসংগে বলিলেন, দেখ যাহারা আহলে কিতাবগণের ধর্মীয় বিষয় বর্ণনা করে তাহাদের মধ্যে কা'ব আহবার (রা) সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী। ইহা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে অনেক মিথ্যার বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছি।

ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলিতেন বরং ইহার অর্থ হইল, তিনি তো আহলে কিতাবগণের কিতাব হইতে যাহা বর্ণনা করিতেন, উহা সত্য ধারণা করিয়াই বর্ণনা করিতেন। কিন্তু উহাতে যে তাহাদের বহু স্বরচিত মিথ্যা কথা রহিয়াছে। কারণ, তাহাদের ধর্মে উম্মতে মুহাম্মদীর ন্যায়-দক্ষ হাফিয ছিল না। ধর্মীয় গ্রন্থের আদ্যপান্থ হিফয ও মুখস্থ করিবার এই সৌভাগ্য কেবল এই উম্মাতের বৈশিষ্ট্য। ইহা সত্ত্বেও অনেক মিথ্যা হাদীস রচনা করিয়া এই উম্মাতের অনেক ধোঁকাবাজ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম সেই সকল মিথ্যার জাল ছিন্ন করিয়া সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়াছেন।

٤٧. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمِنْ هٰٓؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ۔

٤٨. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ۔

٤٩. بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৪৭) এইভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। এবং যাহাদিগকে আমি কিতাব দিয়াছিলাম, তাহারা ইহাতে বিশ্বাস করে এবং ইহাদিগেরও কেহ কেহ ইহাতে বিশ্বাস করে। কেবল কাফিররাই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৪৮) তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ কর নাই এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লিখ নাই যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করিবে। (৪৯) বস্তুত যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তরে ইহা স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল যালিমরাই আমার নির্দশন অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ ইব্ন জরীর (র.) وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ এইরূপ তাফসীর করেন, "হে মুহাম্মাদ ! যেমন তোমার পূর্বে রাসূলগণের প্রতি আমি কিতাব - আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি, অনুরূপ তোমার প্রতিও আসমানী গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি।

فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمْ وَالْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ সুতরাং আমি যাহাদিগকে পূর্বে কিতাব দান করিয়াছি এবং তাহাদের যেই সকল উলামা উহা যথাযথভাবে পাঠ করিয়াছে এবং উহাকে গ্রহণ করিয়াছে তাহারা তো এই পবিত্র কুরআনের প্রতিও ঈমান আনে ও বিশ্বাস করে। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম ও সালমান ফারেসী (রা.) এবং তাঁহাদের ন্যায় অন্যান্য ইয়াহূদীও ঈসায়ী উলামা।

وَمِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهٖ আর আরবের কুরাইশ গোত্রীয় ও অন্যান্য গোত্রের কতক এমন লোক আছে যাহারা এই গন্থের প্রতি ঈমান রাখে।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ الْكٰفِرُوْنَ "আর আমার আয়াতসমূহকে কেবল কাফিররাই অস্বীকার করে"। অর্থাৎ যাহারা বাতিল দ্বারা হক ও সত্যকে ঢাকিতে চায় এবং সূর্যের আলো হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখে, কেবল এই ধরনের লোকেরাই কুরআনের ন্যায় সমুজ্জ্বল গ্রন্থকে অস্বীকার করিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْ امِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلاَ تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ আর তুমি তো ইহার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করিতে না আর সহস্তে লিখিতেও জানিতে না। অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে তুমি তোমার কাওমের মাঝেই দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছ। তাহারা এই সত্য সম্পর্কে ভাল ভাবেই জানে যে, তুমি উম্মী, তুমি পড়িতেও জান না আর লিখিতেও পার না। অথচ, তুমি আজ এক অনন্য গ্রন্থ জনসম্মুখে পেশ করিতেছ। ইহা দ্বারা এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই গ্রন্থ তোমার রচিত নহে। বরং ইহা সয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পক্ষ হইতেই অবতারিত। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

"যাহারা ঐ রাসূলে উম্মীর অনুসরণ করিয়া চলে যাহার গুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জীল গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে তাহারা নিজেদের কাছেই লিখিত পায়, যিনি সৎকাজের আদেশ করেন আর অসৎকাজ হইতে নিষেধ করেন"। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭) বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজীবন উম্মী ছিলেন। তিনি কোন কালে পড়িতেও জানিতেন না আর লিখিতেও জানিতেন না। তিনি কিছু লেখক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যাঁহারা তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার প্রতি অবতারিত অহী লিপিবদ্ধ করিতেন এবং বিভিন্ন দেশে চিঠি-পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিতেন। কাযী আবুল ওয়ালীদ রাজী- এর ন্যায় পরবর্তীকালের যেই সকল উলামাগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বীয়ার সন্ধিকালে স্বহস্তে সন্ধিপত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ

هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰه "ইহা হইল ঐ সকল শর্ত যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (সা) ফয়সালা করিয়াছেন"। কিন্তু 'আবুল ওয়ালীদ কাযী" এর মত নির্ভুল নহে। বস্তুতঃ তিনি বুখারী শরীফে এই রিওয়ায়েত দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন।

ثُمَّ اَخَذَ فَكَتَبَ অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ্ সন্ধিপত্র হাতে নিলেন, অতঃপর লিখিলেন" আসলে বাক্যটির অর্থ উহা নহে, যাহা তিনি বুঝিয়াছেন। বাক্যটির অর্থ হইবে,

“রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধিপত্র হাতে নিলেন অতঃপর ثُمَ اَمَرَ فَكُتِبَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুকুম দিলেন, অতঃপর লিখা হইল”। যাহারা “আবুল ওয়ালীদ কাযী” এর মত গ্রহণ করিয়াছেন মাশরিক ও মাগরিবের সমস্ত উলামায়ে কিরাম তাহাদের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই মতকে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন। বক্তৃতা ও কবিতার মাধ্যমে তাঁহারা ইহা প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কিন্তু আসলে আবুল ওয়লীদ কাযী-এর উদ্দেশ্য হইল ঐ মূহূর্তে সন্ধিপত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিতে পারা ছিল তাহার একটি মু'জিযা। তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সত্যসত্যই তিনি লিখিতে জানিতেন। যেমন দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, “তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে كافر লিখা থাকিবে”। অন্যএক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে ك ف ر লিখা থাকিবে, যাহা সকল মু'মিন পাঠ করিতে পারিবে। চাই সে শিক্ষিত হউক কিংবা অশিক্ষিত। তখন যেমন অশিক্ষিত মু'মিনের জন্য ইহা একটি কেরামতি হইতে। অনুরূপভাবে হুদায়বীয়ার সন্ধিকালেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর লিখিতে পারা তাঁহার একটি মু'জিযা ছিল”।

অন্যএক রিওয়ায়েতে বর্ণিত ঃ لَمْ يَمُتْ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتّٰى تَعَلَّمَ الْكِتَابَةَ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি লিখা শিখিয়াছিলেন। এই রিওয়ায়েত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِه مِنْ كِتَٰبٍ আর তুমি এই কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে কোন কিতাবই পাঠ করিতে পারিতে না।

وَلاَ تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ আর স্বহস্তে লিখিতেও জানিতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা অতিশয় তাকীদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিতে ও লিখিতে না পারিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। بِيَمِيْنِكَ (দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে) এর কথা এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে, সাধারণত দক্ষিণ হস্ত দ্বারাই লেখা হইয়া থাকে। যেমন وَلاَ طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ আর না কোন পাখী যাহা তাহার দুই বাহুর সাহায্যে উড়িয়া থাকে। এখানেও দুই বাহুর কথা এই কারণে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পাখী সাধারণত দুই বাহুর সাহায্যেই উড়িয়া থাকে।

اِذًا لاَّرْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ হে মুহাম্মদ (সা)! যদি সত্যসত্যই তুমি লিখিতে জানিতে তবে কিছু মূর্খ লোক অবশ্যই সন্দেহ করিয়া বসিত। এবং তাহারা বলিতে পারিত যে, তুমি এই গ্রন্থ পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের গ্রন্থসমূহ হইতে নকল করিয়াছ। অথবা তাহারা ইহা ভাল করিয়াই জানে যে, তুমি লিখিতে জান না এতদসত্ত্বেও তাহারা এই অবাস্তব কথা বলিতে বলিতেছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا তাহারা বলে, এই কুরআন তো পূর্ববর্তীগণের কল্পিত কাহিনী। যাহা মুহাম্মদ লিখিয়া লইয়াছে। সকাল-সন্ধ্যে উহা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট পাঠ করা হয়। আল্লাহ্ তাহাদের এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল লোকদিগকে বলিয়া দাও, এই কিতাব তো সেই মহান সত্তা অবতীর্ণ করিয়াছেন, যিনি আসমান ও যমীনের সকল গোপন বিষয় জানেন। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ইহা পূর্ববর্তীগণের কল্পিত কাহিনী নহে বরং ইহা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহা সেই সকল লোকের অন্তরে সুরক্ষিত যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ সত্যের সুস্টষ্ট নিদর্শন। ইহার আদেশ নিষেধ এবং খবর ও সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা উলামায়ে কিরামের পক্ষে এই গ্রন্থকে মুখস্থ্ করা, পাঠ ও ইহার ব্যাখ্যা করাকে সহজ করিয়া দিয়াছেন। যেমন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ আমি কুরআন উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব আছে কি কেহ উপদেশ গ্রহণকারী? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

مَا مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا وَقَدْ اُعْطِىَ مَا اٰمَنَ عَلٰى مِثْلِهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُهُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَىَّ فَارْجُوْا اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا ـ

প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছে, যাহার দরুন মানুষ তাহাদের উপর ঈমান আনিয়াছে আর আমাকে যাহা দান করা হইয়াছে, উহা হইল অহী। যাহা আল্লাহ আমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি আশা করি পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ারে কিরামের অনুসারী অপেক্ষা আমার আনুসারীর সংখ্যা বেশী হইবে। মুসলিম শরীফে ইয়ায ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ ! আমি তোমাকে পরীক্ষা করিব আর তোমার দ্বারা অন্য মানুষকেও পরীক্ষা করিব আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ্ অবতীর্ণ করিব যাহা পানি দ্বারা ধৌত করা যাইবে না। আর তুমি উহা নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থায় পাঠ করিবে। অর্থাৎ লিখিত কুরআনকে পানি দ্বারা ধৌত করা হইলেও কুরআন বিনষ্ট করা যাইবে না। উহা সুরক্ষিতই থাকিবে। যেমন অন্যত্র বর্ণিত, لوكان القراٰن فى اهاب ما احرقته النار যদি কুরআন চামড়ার মধ্যে রক্ষিত থাকে তবে আগুনে উহা জ্বালাইয়া নষ্ট করিতে পারিবে না। কারণ, কুরআন মানুষের বুকে রক্ষিত, মানুষের মুখের উচ্চারণ করা সহজ অন্তরে সংরক্ষিত এবং শব্দগত

ও অর্থগতভাবে উহা একটি জীবন্ত মু'জিযা। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে এই উম্মাতের বর্ণনা উল্লেখ, انا جيلهم فى صدروهم। তাহাদের কিতাবও আসমানী গ্রন্থ তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকিবে।

بَلْ هُوَ اٰيَاتٌ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ ইব্ন জরীর (র) এই আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, হে মুহাম্মদ ! তুমি যে পড়িতে জানিতে না আর স্বহস্তে লিখিতেও পারিতে না, এই বিষয়টির জ্ঞান পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের আলিমগণের অন্তরে নিদর্শন হিসাবে রক্ষিত রহিয়াছে।

কাতাদাহ ও ইব্ন জুরাইজ (র) হইতেও এই ব্যাখ্যা বর্ণিত। প্রথম অর্থ বর্ণিত কেবল হাসান বাসরী (র) হইতে। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, এই অর্থই আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাকও এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই অর্থই অধিক যাহির।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ الظّٰلِمُوْنَ আর আমার নিদর্শনসমূহকে কেবল যালেমরাই অস্বীকার করে। যাহারা হঠকারী তাহারাই কেবল উহা অগ্রাহ্য করে এবং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاۤءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

যেই সকল লোকের উপর তোমার প্রতিপালকের কালেমা সাব্যস্ত হইয়াছে যদিও সকল দলীল প্রমাণ তাহাদের নিকট সমুপস্থিত হউক না কেন তাহারা ঈমান আনিবে না যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

٥٠. وَقَالُوْا لَوْلاَۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْدٌ مُّبِيْنٌ۔

٥١. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۔

৫২. قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫০) উহারা বলে, তাহার (মুহাম্মদ) প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার নিকট নিদর্শন প্রেরিত হয় না কেন ? বল, নিদর্শন আল্লাহ্ ইখ্‌তিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র। (৫১) ইহা কি উহাদিগের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়। ইহাতে অবশ্যই মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য অনুগ্রহ ও উপদেশ রহিয়াছে। (৫২) বল, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা তিনি অবগত এবং যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে ও আল্লাহ্কে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের হঠকারিতারও উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট এমন মু'জিযা দেখাইবার দাবী করিয়া বসিয়াছে, যেমন হযরত সালিহ (আ)-এর নিকট তাঁহার কওম উষ্ট্রীর মু'জিযা দেখাইবার দাবী তুলিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে হুকুম করিলেনঃ

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল মুশরিকদিগকে বলিয়া দাও, মু'জিযা দেখাইবার ইখ্‌তিয়ার তো আল্লাহর হাতে আমার হাতে নহে। তিনি যদি ইহা জানিতে পারেন মু'জিযা দেখাইলে তোমরা হেদায়েত গ্রহণ করিবে, তবে তিনি অবশ্যই তোমাদের চাহিদানুরূপ মু'জিযা দেখাইবেন। তাঁহার পক্ষে মু'জিযা প্রদর্শন করা কঠিন ব্যাপার নহে। কিন্তু তিনি ইহা জানেন, মু'জিযা দেখিয়া হেদায়েত গ্রহণ করা তোমাদের উদ্দেশ্য নহে বরং তোমাদের উদ্দেশ্য হইল হঠকারিতা প্রকাশ করা ও আমাকে পরীক্ষা করা। অতএব তিনি তোমাদের চাহিদানুরূপ মু'জিযা দেখাইবেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا۔

"আর মু'জিযা ও নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিতে ইহা ব্যতিত আর কোন বাধা নাই যে পূর্ববর্তী উম্মতগণও মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। সামূদ জাতিকে আমি মু'জিযা হিসাবে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯)

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আর আমি (হযরত মুহাম্মদ) তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী হিসাবে প্রেরিত। আমার কর্তব্য হইল রিসালাতের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হইতে যেই দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে উহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া।

مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا আল্লাহ তা'আলা যাহাকে হেদায়েত দান করেন সেই হিদায়েত প্রাপ্ত আর তিনি যাহাকে গুমরাহ করেন তাহার জন্য তুমি কখনও কোন কার্যনির্বাহীও পথপ্রদর্শক পাইবে না। (সূরা কাহ্ফ ঃ ১৭) আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءَ হে মুহাম্মদ ! তোমার উপর তো তাহাদের হেদায়েত করিবার দায়িত্ব নহে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (সূরা বাকারা ঃ ২৭২)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফির মুশরিকদের মুর্খতা ও অজ্ঞাতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদের নিকট আল-কুরআনের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ এবং সর্বাপেক্ষা বড় মু'জিযা সমাগত হইবার পরও তাহারা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সত্যনবী প্রমাণ করিবার জন্য অন্য মু'জিযা ও নিদর্শনের দাবী জানাইতেছে। আল-কুরআন তো এমন এক গ্রন্থ যাহার দশটি সূরার সমতুল্য বরং উহার একটি সূরার সমতুল্য সূরা পেশ করিতেও আরবের সকল নামী-দামী কবি ও সাহিত্যিকগণ অক্ষম হইয়াছে। ইহার পরও কি তাহাদের এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে যে, ইহা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত নহে? ইহার পরও কি যাঁহার প্রতি এই মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাঁহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য অন্য কোন মু'জিযা পেশ করিবার দাবী উঠিতে পারে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۔

তাহাদের জন্য ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, আমি তোমার প্রতি এক মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকা হয়। যেই গ্রন্থের মধ্যে পূর্ববর্তীদের খবরও রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীরও খবর রহিয়াছে। আর তাহাদের পারস্পারিক সমস্যাবালীর সমাধানও রহিয়াছে। অথবা, মুহাম্মদ (সা.) একজন উম্মী, লেখা লিখিতেও জানেন না, পড়িতেও পারেন না। আর কোন আহলে কিতাবের সম্মুখে গিয়া কখনও কাহার সংগও লাভ করেন নাই, এমন এক ব্যক্তি যখন পূর্ববর্তীগ্রন্থ সমূহের তথ্যাদী সঠিকভাবে পেশ করিতেছেন, যাহা দ্বারা তাহাদের পারস্পারিক বিবাদের নিস্পত্তি হইয়া যায়। ইহা ছাড়া বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই গ্রন্থের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ اٰيَةً اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ۔

ঐ সকল কাফিরদের জন্য ইহা কি একটি নিদর্শন নহে যে বনী ইসরাঈল আলিমগণও এই কিতাব সম্পর্কে অবগত। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ اَوَلَمْ تَاْتِهِمْ اٰيَةٌ مَافِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۔

আর তাহারা বলে, মুহাম্মদের উপর কেন কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয় নাই? আল্লাহ্ বলেন, তাহাদের নিকট কি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের নিদর্শন আসিয়া পৌছায় নাই? যেই গ্রন্থখানি আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতারীত হইবার এতগুলি প্রমাণ রহিয়াছে ইহার পরও যেই নবীর প্রতি ইহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য আরো মু'জিযার দাবী করা হঠকারিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে ?

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ প্রত্যেক নবীকে এমন কিছু মু'জিযা দান করা হইয়াছিল, যাহার কারণে মানুষ তাহাদের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। আর এই লক্ষ্যে আমাকে যাহা দান করা হইয়াছে, উহা হইল অহী, যাহা আল্লাহ্ আমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন। আমি এই আশা করি কিয়ামত দিবসে পূর্ববতী সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসারী অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশী হইবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি লাইস-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۔

অবশ্যই এই কুরআনে মু'মিনগণের জন্য রহমত ও নসীহাতের বিষয় রহিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআন সত্যকে প্রকাশ করে এবং বাতিল ও অসত্যকে মিটাইয়া দেয়। অতএব ইহা মু'মিনগণের জন্য রহমত অপর পক্ষে ইহার মধ্যে আল্লার বাণী ও আল্লাহর নবীকে অস্বীকারীদের ও নাফরমানদের উপর যেই সকল দ্রষ্টান্তমূলক শাস্তি নিপতিত হইয়াছিল উহারও উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা দ্বারা মু'মিনগণ নসীহত হাসিল করিতেও সক্ষম।

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۔

হে মুহাম্মদ ! তুমি ঐ সকল হঠকারীদিগকে বলিয়া দাও, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ সাক্ষী। তাঁহার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তোমরা যেই মিথ্যায় জড়াইয়া পড়িয়াছ এবং বিভ্রান্ত হইয়াছ উহা তিনি জানেন আর আমি যে তোমাদিগকে কি বলিতেছি উহাও তিনি জানেন। আমি ইহাই বলিতেছি যে, আল্লাহ আমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। যদি আমার কথা অসত্য হয় তবে তিনি অবশ্যই ইহার শাস্তি আমাকে দিবেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ۔

"আর যদি এই রাসূল কুরআনের একটি কথাও রচনা করিয়া বলিত তবে আমি তাহার দক্ষিণ হস্ত পাকড়াও করিতাম, অতঃপর তাহার প্রাণশিরা কর্তন করিতাম। আর তোমাদের মধ্য হইতে কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে সক্ষম হইত না। (সূরা হাক্কা ঃ ৪৪-৪৭) অতএব আল্লাহর রাসূল হিসাবে আমি যাহা কিছু তোমাদের নিকট পেশ করিতেছি উহাতে আমি সম্পূর্ণ সত্য আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার স্পষ্ট মু'জিযা দিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন।

يَعْلَمُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি সকল গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। যাহা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে আছে তিনি উহার সবকিছুই জানেন। কিছুই তাঁহার নিকট গোপনে নহে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

আর যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারাই কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কৃতকর্মের ফল দিবেন। সত্যকে অস্বীকার ও বাতিলের অনুসরণের শাস্তি তাহারা অবশ্যই ভোগ করিবে। সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদী তাহাদের সম্মুখে পেশ করা সত্ত্বেও যে তাহারা তাঁহার রাসূলগণকে অস্বীকার ও অমান্য করিয়া চলিয়াছে এবং কোন দলীল ছাড়ই তাগূত ও প্রতীমাসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাদের পূজাপাঠ করিয়া যাইতেছে ইহার মজা তাহাদের অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

٥٣. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

٥٤. يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ.

٥٥. وَيَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৫৩) উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদি নির্ধারিত কাল না থাকিত তবে শাস্তি তাহাদিগের উপর আসিত। নিশ্চয়ই উহাদিগের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে। (৫৪) উহারা তোমাকে

শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, জাহান্নাম তো কাফিরদিগকে পরিবেষ্টন্ করিবেই। (৫৫) শাস্তি উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে ঊর্ধ ও অধঃ দেশ হইতে এবং তিনি বলিবেন, তোমরা যাহা করিতে তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা, মুশরিকদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা কুফর ও শিরকের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া অতিশয় ধৃষ্টতার সহিত আল্লাহর শাস্তি নাযিল করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

কাফির ও মুশরিকরা বিদ্রূপ করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করে, "হে আল্লাহ যদি ইহা (কুরআন) তোমার পক্ষ হইতে সত্য হয় তবে উহা অস্বীকার করিবার দায়ে আসমান হইতে আমাদের উপর পাথর নিক্ষেপ কর, কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা আন্‌ফাল ঃ ৩২) এখানে আল্লাহ্ উহাদের জবাবে বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَاۤ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاۤءَهُمُ الْعَذَابُ -

তাহারা যে শাস্তির জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, যদি শাস্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না হইত, তবে অবশ্যই তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হইত। অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত আযাব বিলম্বিত করিবার ফয়সালা যদি না হইত তবে অবশ্যই তাহাদের উপর সত্বরই আযাব অবতীর্ণ হইত। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

তবে তাহাদের উপর আকস্মিকভাবে তাহাদের অবচেতনাবস্থায় শাস্তি আসিয়া পড়িবে।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ -

আর তাহারা আযাবের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে আর জাহান্নাম তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিতেছে। অর্থাৎ তাহাদের উপর অবশ্যই শাস্তি অবতীর্ণ হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বরেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ..... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, جهنم هو هذا البحر الاخضر الخ এই সবুজ সমুদ্রই হইল জাহান্নাম। এই সমুদ্রের মধ্যে নক্ষত্রমালা ছুটিয়া পড়িবে, চন্দ্র-সূর্য আলোকহীন হইয়া ইহার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতঃপর সমুদ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে এবং ইহা জাহান্নামে পরিণত হইবে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবু আসিম (র) ..... ইয়ালা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ البحر هو جهنم। সমুদ্রই হইল জাহান্নাম।

লোকেরা ইয়ালাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আল্লাহ ইরশাদ করিতেছেন ঃ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا অর্থাৎ আমি যালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহার আবরণী তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, সেই সত্তার কসম! যাঁহার হাতে ইয়ালার জীবন, আমি ঐ জাহান্নামে প্রবেশ করিব না যাবৎ না আল্লাহ্র দরবারে আমাকে উপস্থিত করা হইবে। আর উহার এক কাত্রাও আমাকে স্পর্শ করিবে না যাবৎ না আমাকে আল্লাহ্র সম্মুখে পেশ করা হইবে। হাদীসটি গরীব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ـ

"যেই দিন তাহাদের উপর হইতে এবং তাহাদের নিচ হইতে আযাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া লইবে"। যেমন অন্যত্র ইরশদ হইয়াছে ঃ

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ "তাহাদের উপরে ও নিচে তাহাদের জন্য অগ্নির বিছানা ও সামিয়ানা হইবে"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُوْرِهِمْ ـ

"হায়! যদি কাফিররা সেই সময়টিকে জানিত যখন তাহারা তাহাদের অগ্রভাগ হইতেও আগুন ঠেকাইতে পারিবে না আর তাহাদের পশ্চাৎভাগ হইতেও আগুন ঠেকাইতে পারিবে না"। অর্থাৎ চুতুর্দিক হইতেই আগুন তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে।

وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ "আমি তখন বলিব, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর"। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা ধমক হিসাবে বলা হইবে। অগ্নিদহনের কষ্ট অপেক্ষা এই মানুসিক কষ্ট আরো অধিক হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ـ

যেই দিনে তাহাদিগকে উপুড় করিয়া আগুনের মধ্যে টানিয়া লওয়া হইবে। আর বলা হইবে, তোমরা অগ্নিদহনের স্বাদ গ্রহণ কর। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا وَهٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ـ

যেই দিন ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদিগকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা দিয়া নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে এই হইল সেই আগুন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। (সূরা তূর ঃ ১৩-১৪)

اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَآءٌ
عَلَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

আচ্ছা বলতো দেখি, ইহা কি যাদু ? না কি তোমরা দেখিতেই পাও না ? তোমরা উহাতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা চাই ধৈর্যধারণ কর কিংব ধৈর্যধারণ না করিয়া বিচলিত হও সবই তোমাদের জন্য সমান। তোমাদিগকে তোমাদের কৃতকর্মেরই শাস্তি দেওয়া হইবে। (সূরা তূর ঃ ১৫-১৬)

٥٦. يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ،

٥٧. كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ،

٥٨. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ .

٥٩. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

٦٠. وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

অনুবাদ ঃ হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (৫৭) জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী; অতঃপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (৫৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাহাদিগের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে, কত উত্তম প্রতিদান সৎকর্মশীলদিগের। (৫৯) যাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। (৬০) এমন কত জীবজন্তু আছে যাহারা নিজদিগের খাদ্য মওজুদ রাখে না; আল্লাহ্‌ই রিয্‌ক দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারগণকে হিজরত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেই স্থানে তাঁহারা দীন কায়েম করিতে অক্ষম উহা ত্যাগ করিয়া

তাহারা যেন এমন স্থলে গমন করে যেখানে তাঁহারা আল্লাহ্‌র দীন কায়েম করিতে সক্ষম, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তাঁহার যথাযথ ইবাদত করিতে বিঘ্ন না ঘটে। আল্লাহ্‌র যমীন বড় প্রশস্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنَ ۔

হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ ! আমার যমীন বড় প্রশস্ত, অতএব যদি কোন স্থানে দীন কায়েম করিতে জটিলতার সৃষ্টি হয় তোমরা উহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন কর এবং সেখানে কেবল আমরই ইবাদত কর। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দে রাব্বিহী (র) ..... যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবু ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ فَحَيْثُ مَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ সকল শহর ও দেশ আল্লাহ্‌রই আর বান্দাও আল্লাহ্‌রই। অতএব যেখানেই কল্যাণ পাইবে সেখানে অবস্থান কর। এই কারণে যখন পবিত্র মক্কার দুর্বল মুসলমানগণের তথায় অবস্থান করা সম্ভব হইল না, তখন তাঁহারা স্বীয় দীনের খাতিরে হিজরত করিয়া হাব্‌শায় গমন করিলেন। হাবশা সম্রাট আসহামাহ নাজ্জাশী তাহাদিগকে সযত্নে বরণ করিলেন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং অবশিষ্ট সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশে পবিত্র মক্কা ত্যাগ করিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিলেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ۔

তোমাদের প্রত্যেক মত্যুবরণ করিতে হইবে সে যেখানেই অবস্থান করুক না। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার ইবাদত করিতে থাক এবং তিনি তোমাদিগকে যেখানে গমন করিবার নির্দেশ দেন, উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। মৃত্যু তোমাদের জন্য অনিবার্য, উহার পাঞ্জা হইতে রেহাই পাইবার কোন উপায় নাই, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র দরবারে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ অনুগত বলিয়া প্রমাণিত হইবে আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করিবেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۔

আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে বেহেশ্‌তের মধ্যে সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করিব, যাহার তলদেশে নানা প্রকার

নহর প্রবাহিত হইবে। পানির নহর, নির্মল শরাবের নহর, মধুর নহর ও দুধের নহর। তাঁহারা তাহাদের ইচ্ছানুসারে সেই দিকে ইচ্ছা ঐসকল নহরসমূহের প্রবাহ পরিবর্তন করিতে পারিবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا আর তাহারা তথায় চিরকাল অবস্থান করিবে। অন্যত্র স্থানান্তিরিত হইবে না।

نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ মু'মিনগণের আমালের বিনিময় হিসাবে এই সকল প্রাসাদসমূহ কতই উত্তম।

اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا। যাহারা পৃথিবীতে ধৈর্যধারণ করিয়াছে। তাহাদের দীনের উপর অবিচল রহিয়াছে। এবং দীনের খাতিরেই আল্লাহর নির্দেশে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের আশায় হিজরত করিয়াছে, শত্রুর মুকাবিলা করিয়াছে এবং আত্মীয় স্বজন ও পরিবার পরিজন ত্যাগ করিয়াছে। ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... মালিক ইব্‌ন আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন প্রাসাদসমূহ রহিয়াছে যাহার অভ্যন্তরীন ভাগ বার্হিভাগ হইতে দেখা যায় এবং বর্হিভাগ উহার অভ্যন্তর হইতে দেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল প্রসাদসমূহকে ঐ সকল লোকদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহারা অন্ন দান করে এবং মধুরালাপ করেন নিয়মিত সালাত পড়ে, সাওম পালন করে এবং রাত্রিকালে এমন সময় সালাত আদায় করে যখন অন্যান্য লোক থাকে নিদ্রিত।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ আর তাহার দীন ও দুনিয়ার সকল অবস্থায় তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, রিযিক কোন বিশেষ স্থানের সহিত নির্দিষ্ট নহে বরং আল্লাহ পাক তাঁহার গোটা সৃষ্টিকূলকে রিযিক দান করেন, তাহারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। মুহাজিরগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া যেখানে গমন করিয়াছিলেন, সেখানে বরং তাহাদের রিযিকের পরিমাণ অধিক ছিল ও উত্তম ছিল। হিজরত করিবার অল্পকাল পরেই তাঁহারা বিরাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। আর এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّاتَحْمِلُ رِزْقَهَا বহু প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা না তাহাদের রিযিক উপার্জন করিতে সক্ষম আর না তাহারা পরবর্তী দিনের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে।

اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ। আল্লাহ তাহাদিগকে রিযিক দান করেন আর তোমাদিগকেও অর্থাৎ ঐ সকল প্রাণীর দুর্বলতা সত্ত্বেও তাহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাদের জন্য উহা সহজ করিয়া দেন। অতএব প্রত্যেক প্রাণীর জন্য উপযুক্ত রিযিক তাহার নিকট পৌঁছাইয়া দেন। এমন কি গর্ভের পিপীলিকা, শূণ্যের পাখি এবং পানির মধ্যে বসবাসকারী মাছের জন্যও তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ـ

“ভূ-পৃষ্ঠে চলমান সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ্র। আর তিনি উহাদের দীর্ঘাবস্থানের স্থান ও অল্প অবস্থানের স্থান জানেন। কিতাবে মুবীনের মধ্যে সবকিছুর উল্লেখ রহিয়াছে। (সূরা হূদ ঃ ৬)

ইব্ন আবু হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান হিরাভী ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাহির হইলাম। তিনি চলিতে চলিতে মদীনার এক বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাগানের খেজুর টোকাইয়া খাইতে শুরু করিলেন এবং আমাকে বলিলেনঃ “ يا ابن عمر مالك لا تأكل ইবন উমর ! তোমার কি হইল, খাও না কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আজ চতুর্থ দিন ইহার মধ্যে আমি খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি নাই। অতএব আমার তো খাইবার আছে। অথচ আমি ইচ্ছা করিয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেই তিনি আমাকে কায়সার ও কিস্রা এর ন্যায় ধনভান্ডার দান করেন। হে ইবন উমর! তখন তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে যখন এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করিবে যখন তাহারা বৎসরের আহার্য্য জমা করিয়া রাখিবে অথচ, আল্লাহর রোয কিয়ামতের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস হইবে দুর্বল। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমার ঐ স্থানে থাকাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمَ ـ

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ধনভান্ডার জমা করিবার হুকুম দেন নাই আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতেও বলেন নাই। অতএব যেই ব্যক্তি চিরকাল পার্থিব জীবন ধারণ করিবার আশায় ধনভান্ডার একত্রিত করে, তাহার জানিয়া রাখা উচিৎ যে, জীবন আল্লাহ্র হাতে তিনি যখন ইচ্ছা উহার অবসান ঘটাইতে পারেন। মনে রাখিও, আমি একটি দীনার কিংবা দিরহামও জমা করি না, আর আগামীকল্যের জন্যও কিছু রাখিয়া দেই না। হাদীসটি গরীব। হাদীসের রাবী জাররাহ ইব্ন মিনহাল একজন দুর্বল রাবী।

লোক মুখে কথাটি প্রসিদ্ধ যে, যখন কাকের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির হয়, তখন উহার পরও পশম সাদা হয় কাক ইহা দেখিয়া ঘৃণা করিয়া বাচ্চা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। যখন উহার পালক ও পশম কালো হয় তখন পুনরায় মা-বাবা উহার কাছে আসে এবং উহার মুখে খাবার দান করে। কিন্তু প্রাথমিক দিন গুলোতে যখন উহার মা-বাবা

ঘৃণা করিয়া উহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা ছোট ছোট মশা উহার পার্শ্বে একত্রিত করিয়া দেন। এবং উহা আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। কবি বলেন ঃ

يا رازق النعاب فى عشيه * وجابر العظم الكسير المحصص-

হে কাকের বাসায় কাক ছানার রিযিকদাতা! হে ভাংগা চূর্ণবিচূর্ণ হাড্ডি জোড়নেওয়ালা।

উদ্ধৃত কবিতায় আরব কবিও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে আল্লাহ তা'আলা কাকের বাচ্চাকেও উহার বাসায় রিযিক দান করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, নবী (সা.) বলেন ঃ سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا তোমরা ভ্রমণ কর, ইহাতে তোমরা সুস্থ্ থাকিবে এবং রিযিক দান করা হইবে। ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, আবু হাসান আলী ইবন আব্দান ..... হযরত ইবন উমর (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا তোমরা সফর কর ইহাতে তোমরা সুস্থ্ থাকিবে ও গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ (র.) বলেন, কাবীসা (র.) ..... আবু হুরায়রা (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَافِرُوْا تَرْبَحُوْا وَصُوْمُوْا تَصِحُّوْا وَاغْزُوْا تَغْنَمُوْا তোমরা সফর কর লাভবান হইবে, সাওম পালন কর সুস্থ্ থাকিবে এবং জিহাদ কর গণীমাতের মাল লাভ করিবে। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মারফুরূপে এবং হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে।

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের কথাবার্তা শ্রবণ করেন এবং তাহাদের যাবতীয় চালচলন ও অবস্থানকে দর্শন করেন।

٦١. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ۝

٦٢. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۝

٦٣. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ.

অনুবাদ ঃ (৬১) যদি তুমি উহদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন ? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। তাহা হইলে, উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ! (৬২) আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা উহা সীমিত করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৬৩) যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ভূমি মৃত হইবার পর, আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া কে উহাকে সঞ্জীবিত করেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা অনুধাবন করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ প্রকৃত উপাস্য কেবল আল্লাহ্-ই। মুশরিক-পৈত্তলিকরাও ইহা স্বীকার করে যে আসমান যমীন চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ এবং দিবা-রাত্র একের পর তিনিই মানুষের জন্য কার্যরত করিয়াছেন। রিযিকদাতা ও সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই। তাঁহার বান্দাদের জন্য মৃত্যুর নির্দিষ্টকাল তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন তিনিই কাহাকেও ধন দিয়াছেন কাহাকেও দারিদ্রের শিকার করিয়াছেন। ধন ও দারিদ্রের যোগ্য যে কে তাহা তিনি ভাল জানেন। এই সকল ক্ষমতার অধিকারী যখন একমাত্র তিনিই অন্য কেহ নহে। অতএব ইবাদত ও উপাসনার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। কি কারণে অন্যের ইবাদত করা হইবে ? আর কি কারণেই বা অন্যের উপর ভরসা করা হইবে? সম্রাজ্যের অধিকারী যখন তিনি একাই ইবাদতের যোগ্যও তিনি একাই। রবূবিয়াত ও প্রতিপালনের যখন তাঁহার কোন শরীক নাই উলূহিয়্যাত ও উপাসনায় তাঁহার শরীক কেন থাকিবে ? আল্লাহ্ বহু স্থানে রবূবিয়াতে তাঁহার একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মধ্যে উলূহিয়াতের একত্ববাদকে প্রমাণিত করিয়াছেন। হজ্জ পালনকালে মুশরিকরাও এই সত্যকে স্বীকার করিয়া থাকে। হজ্জ পালনকালে তাহারা বলে ঃ

لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ۔

"হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার কোন শরীক নাই। আছে কেবল এমনজন শরীক যাঁহার সত্তার ও তাহার যাবতীয় বস্তুর প্রকৃত মালিক আপনিই"।

٦٤. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَـا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

٦٥. فَـاِذَا رَكِبُـوْا فِى الْفُلْكِ دَعَـوُا اللّٰهَ مُـخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّـا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ.

٦٦. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৪) এই পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতীত কিছুই নহে। পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন, যদি উহারা জানিত! (৬৫) উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্‌কে লিপ্ত হয়। (৬৬) ফলে, উহাদিগের প্রতি আমার দান উহারা অস্বীকার করে এবং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে, অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন দুনিয়া অতি তুচ্ছ, ইহা ক্ষণস্থায়ী চিরস্থায়ী নহে। ইহার জীবন খেলাধূলা বৈ কিছু নহে।

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِـرَةَ لَهِىَ الْحَـيْـوَانُ অবশ্য পরকালের জীবনই সত্যিকারের জীবন। উহা চিরস্থায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।

لَوْكَانُـوْا يَـعْلَمُـوْنَ যদি তাহারা এই সত্যকে বুঝিত, তবে চিরস্থায়ী বস্তুকে ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উপর প্রাধান্য দান করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন মুশরিকরা যখন নৌকায় আরোহন করিয়া নিরুপায় হয় বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পায়, তখন তাহারা সকল উপাস্য ছাড়িয়া একমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকিতে থাকে। বিপদের সময় যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ ছাড়া তাহাদের ডাকের সাড়া আর কেহ দিতে সক্ষম নহে। তবে অন্য সকল সময় তাহাদের এই জ্ঞানটুকু স্থায়ী থাকে না কেন? আর কেনই বা তাহারা শিরক বর্জন করে না ? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَـاِذَا رَكِبُـوْا فِىْ الْفُلْكِ دَعَـوُا اللّٰهَ مُـخْلِصِيْـنَ لَـهُ الدِّيْـنَ ঐ সকল মুশরিকরা যখন নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠ হইয়া কেবল আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ـ

আর যখন তোমরা সমুদ্রে বিপদগ্রস্থ হও তখন আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল উপাস্য উধাও হইয়া যায়, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে বিপদমুক্ত করিয়া স্থলভাগে পৌছাইয়া দেন, তখন আবার তোমরা বিমুখ হইয়া পড়। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৬৭) এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ আর তিনি যখন বিপদ মুক্ত করিয়া স্থলে পৌছাইয়া দেন তখনই তোমরা শির্ক করিতে শুরু কর। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইকরিমাহ্ ইব্ন আবূ জাহ্ল (র) হইতে বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয় হইবার পর তিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন যখন তিনি হাব্শার উদ্দেশ্যে নৌকাযোগে সমুদ্রারোহন করিলেন তখন নৌকা তাহাদিগকে লইয়া দুলিতে শুরু করিল। নৌকার আরোহীরা বলিল, ভাইসব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছেই প্রার্থণা কর, তিনি ব্যতিত আর কেহ রক্ষা করিতে পারে না। তখন ইকরিমাহ (রা) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি সমুদ্রের এই বিপদ হইতে তিনি ব্যতিত আর কেহ রক্ষা করিতে না পারে তবে স্থলেও তিনি ছাড়া আর কেহ রক্ষা করিতে পরে না। হে আল্লাহ্ ! আপনার সহিত আমি এই ওয়াদা করিতেছি যে, যদি আমি এই বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অবশ্যই আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট গমন করিব এবং তাঁহার হস্তে ইসলাম গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাঁহাকে বড় অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান পাইব। অতঃপর বিপদ মুক্ত হইয়া তিনি তাঁহার ওয়াদা পালন করিলেন।

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوْا

ঐ মুশরিকরা সমুদ্রের বিপদ মুক্ত হইবার পর অবশেষে তাহারা আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতসমূহের অবমাননা করে এবং উহা উপভোগ করে। আরবী ভাষাবিদগণ ও তাফসীরকারগণের মতে لِيَكْفُرُوْا .. وَلِيَتَمَتَّعُوْا এর لام টি عاقبة এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুশরিকরা যখন বিপদগ্রস্থ হইয়া বিপদমুক্তির জন্য একনিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্র নিয়ামতের নাশুকুরী করা ও উহার অবমাননা তাহাদের উদ্দেশ্য হয় না, কিন্তু অবশেষ তাহারা উহাই করে। ইব্ন কাসীর (র.) বলেন, ইহা মানুষের দিকে লক্ষ্য করিলে لام عاقبة গ্রহণযোগ্য। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাহাদের জন্য যাহা নির্দ্ধারিত আছে সেই দিকে লক্ষ্য করিলে لام تعليل হইতে পারে। পূর্বে ইহার সবিস্তার আলোচনা হইয়াছে।

٦٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ـ

٦٨. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ.

٦٩. وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৬৭) উহারা কি দেখে না আমি হারম্‌কে নিরাপদ স্থান করিয়াছি অথচ ইহার চতুষ্পার্শ্বে যেসব মানুষ আছে, তাহাদিগের উপর হামলা করা হয়, তবে কি উহারা অসত্যেই বিশ্বাস করিবে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ? (৬৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁহার নিকট হইতে আগত সত্যকে অস্বীকার করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? জাহান্নামই কি কাফিরদিগের আবাস নহে? (৬৯) যাহারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাহাদিগকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করিব। আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদিগের সঙ্গে থাকেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তিনি কুরাইশদিগকে পবিত্র মক্কা শরীফে স্থান দিয়াছেন, যাহাকে তিনি নিরাপদ করিয়াছেন। যে কেহ তথায় প্রবেশ করে সে হয় সম্পূর্ণ নিরাপদ। অথচ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের বসবাসকারী লোকজনের মধ্যে কোন নিরাপত্তা নাই। তাহারা পারস্পারিক দাংগা হাংগামা ও হত্যাকান্ডে লিপ্ত। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র এই অসাধারণ নিয়ামতের জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহারা উহা না করিয়া প্রতীমা পূজা করিতেছে।

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ তাহাদের প্রতি এই অসাধারণ নিয়ামতের পরও কি তাহারা মিথ্যা উপাস্যের প্রতি এই বিশ্বাস করিবে ? আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর ও কৃতজ্ঞতা কি ইহাই যে, তাঁহার সহিত অন্যকে শরীক করিবে এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিবার পরিবর্তে কুফর করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ আল্লাহ্‌র নিয়ামত কুফরের কারণে পরিবর্তন করিয়াছে এবং তাহাদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে নিক্ষেপ করিয়াছে"। (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ২৮) তাহাদের জন্য তো উচিৎ ছিল, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহ্‌র সহিত যেন অন্য কাহাকে শরীক না করো এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করো। কিন্তু ইহা তো করিলই না বরং তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়াছে তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়াছে। এবং বিদেশেও তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিয়ামত কাড়িয়া লইলেন। বদরযুদ্ধে তাহাদের বড় বড় নেতা নিহত হইল। এবং সাম্রাজ্য ও সালতানাতের কেবল আল্লাহও তাঁহার রাসূলই অধিকারী হইলেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয় হইল এবং মক্কার কাফির ও মুশরিকরা লাঞ্ছিত হইল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔

আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অনাচারী আর কে হইবে যে, আল্লাহ্র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা সত্য সমাগত হইবার পর সে উহাকে অস্বীকার করে ? অতএব তাহার শাস্তিও হইবে সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ। কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নহে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا আর যাহারা আমার রাহে কষ্ট স্বীকার করিয়াছে। আর তাহারা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমি অবশ্যই তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে আমার পথ দেখাইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবু আহমাদ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন, সেই সকল তাঁহাদের ইল্ম অনুসারে আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অধিক জ্ঞান দান করেন। আহমাদ ইব্ন আবুল হাওয়াবী (র) বলেন, আমি এই অর্থটি আবু সুলায়মান দারমীকে শুনাইলে, তিনি ইহা বড় পসন্দ করিলেন। অবশ্য তিনি বলিলেন, যদি কোন ভাল বিষয় কাহারও অন্তরে ইলহাম হয় তবে যাবৎ না উহা কুরআন কিংবা হাদীসে না পাওয়া যায় উহার প্রতি আমল করা উচিৎ নহে। অবশ্য কুরআন কিংবা হাদীসে উহার উল্লেখ থাকিলে আমল করিবে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে। কারণ তিনি তোমার অন্তরে এমন বিষয়ের ইলহাম করিয়াছেন যাহা কুরআন কিংবা হাদীসে বিদ্যমান রহিয়াছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা সৎ ও খাঁটি লোকদের সাথে আছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... শা'বী (র) হইতে বর্ণিত। ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) বলেন ঃ

إنما الاحسَان تحسن إلى مَن أُساء إليك لَيس الإحسَان ان تحسن إلى مَن أُحسَن إلَيكَ۔

"ইহা ইহসান ও সদ্ব্যবহার নহে যে, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিল, তুমিও তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলে বরং ইহসান হইল, যেই ব্যক্তি তোমার সহিত দুর্ব্যবহার করিল, তুমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিলে"।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা আল-আনকাবূত-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা রূম

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمّٓ ۰

٢. غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۰

٣. فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۰

٤. فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ
يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۰

٥. بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۰

٦. وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۰

٧. يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ
هُمْ غٰفِلُوْنَ ۰

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম (২) রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, (৩) নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদিগের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে, (৪) কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বে ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে, (৫) আল্লাহ্‌র সাহায্যে, যিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৬) ইহা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি, আল্লাহ্ তাঁহার প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। (৭) উহারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত আর আখিরাত সম্বন্ধে উহারা গাফিল।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহ তখন নাযিল হইয়াছিল যখন পারস্য সম্রাট সিরিয়া ও উহার নিকটবর্তী ঝীরার এলাকা এবং দূরবর্তী এলাকাসমূহ জয় করিল এবং রূম সম্রাট হিরাকলিয়াস কুসতুনতুনীয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি দীর্ঘকাল তথায় অবরুদ্ধ থাকিলেন। অতঃপর পুনরায় পারস্য শক্তিকে পরাজিত করিয়া সম্রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মু'আবিয়াহ ইব্‌ন আম্‌র (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الاَرْضِ তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুশরিকরা কামনা করিত পারস্য রূমের উপর বিজয়ী হউক। কারণ তাহারা ছিল প্রতীমা উপাসক আর পারস্য আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অগ্নিপূজা করিত। মুসলমানগণ কামনা করিত রূম যেন পারস্যের উপর জয়লাভ করে। কারণ তাহার সকলেই ছিল আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। হযরত আবূ বকর (রা) ইহা রাসূসুলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ

اَمَا اَنَّهُمْ سَيَغْلِبُوْنَ সত্বরই রূমীরা জয়লাভ করিবে। হযরত আবূ বকর (রা) ইহা মুশরিকদের নিকট বলিলে তাহারা বলিল, তুমি রূমীদের জয়লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ধার্য কর। যদি আমরা বিজয়ী হই অর্থাৎ পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করে তবে তো আমরা তোমাদের নিকট হইতে এই এই বস্তু লাভ করিব। আর যদি তোমরা জয় লাভ কর অর্থাৎ রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে তোমরা এই এই বস্তু লাভ করিবে। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) পাঁচ বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে পারস্যের উপর জয় লাভে সক্ষম হইল না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ইহা আলোচনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তুমি দশ বৎসরের কথা বলিলে না কেন ? সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর বলেন, البضع। শব্দটি দশ সংখ্যার নিম্ন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার পর রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ...... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ পর্যন্ত নাযিল করেন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) উভয়ই হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস (র) ..... সুফিয়ান সাওরী (র) সূত্রে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। কেবল সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে এর সূত্রে হাবীব (র) হইতে আমরা হাদীসটি জানি। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক সান'আনী (র) ..... মু'আবিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....সাঈদ সা'লাবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি আবূ ইসহাক ফাযারী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান (র) বলেন, পারস্য রূমের নিকট বদর যুদ্ধের দিনে পরাজিত হয়।

দ্বিতীয় হাদীস

সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্‌রান আ'মাশ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পাঁচটি বিষয় অতীত হইয়াছে। ধূয়া, মহাবিপদ, আল্লাহ্‌র পাকড়াও (اَلْبَطْشَةُ) চন্দ্রের দ্বিখন্ডন ও রূম বিজয়। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইব্‌ন ওয়াকী (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। মুশরিকরা রূমের উপর পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অপর দিকে মুসলমানগণ রূম যাহাতে পারস্যের উপর জয় লাভ করে ইহাই চাহিত। কারণ উভয়ই আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। আর রূমীরা ধ্যান ধারণায় মুসলমানদের অধিক নিকতবর্তী। অতঃপর যখন الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ ..... وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ। অবতীর্ণ হইল। ইহার পর মুশরিকরা বলিল, হে আবু বাকর! তোমার সংগী (রাসূলুল্লাহ) তো বলেন, রূমীরা পারস্যের উপর তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে জয় লাভ করিবে ? তিনি বলিলেন, ইহাতে আবার সন্দেহ কিসের ? তিনি সত্য বলিয়াছেন। তখন তাহারা বলিল, তবে কি তুমি আমাদের সহিত চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় আসিবে। তিনি ইহাতে সম্মতি জানাইলে, তাহারা সাত বৎসরের মধ্যে রুম বিজয়ী হইলে হযরত আবূ বকর (রা) চারটি উট দিবে বলিয়া শর্ত করিল। কিন্তু সাতটি বৎসর অতিক্রম হইবার পরও যখন রূম বিজয়ী হইল না, তখন মুশরিকররা আনন্দে আত্মহারা হইল। ইহা ছিল মুমলমানদের বড়ই দুঃসহনীয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (সা) খিদমতে ইহার আলোচনা করিলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা بِضْعِ سِنِيْنَ দ্বারা তোমরা কি বুঝ ? তাঁহারা বলিল, আমরা তিন হইতে দশ বৎসর কম বুঝি ? তখন তিনি বলিলেন ? তোমরা যাও এবং ঐ সকল মুশরিকদের নিকট আরো দুই বৎসর অর্থাৎ নয় বৎসরের মধ্যে রূম বিজয়ী হইবে বলিয়া জানাইয়া দাও। রাবী বলেন, ইহার পর দুই বৎসর শেষ

হইতেই না হইতেই রূমের বিজয়ী হইবার সংবাদ আসিল। মুসলমান ইহা শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

آلٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ .... وَعْدَ اللّٰهِ لاَ يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ ـ

তৃতীয় হাদীস

ইব্‌ন আবু হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন ইসাইন (র) ..... বারা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন, آلٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ নাযিল হইল, তখন মুশরিকরা হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, আরে তোমার সংগী (রাসূলুল্লাহ) না বলিতেছেন যে রূম না কি পারস্যের উপর বিজয়ী হইবে ? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আচ্ছা তবে কি তুমি আমাদের নিকট ইহার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করিবে ? অতঃপর তিনি সময় নির্ধারণ করিলেন, কিন্তু ঐ সময়টি শেষ হইবার পরও রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না।

রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের সহিত হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই আলোচনার কথা জানিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত করিলেন, হে আবূ বকর! তুমি মুশরিকদের সহিত এই সাত বৎসরের সময় নির্ধারণ করিলে কেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যে সত্য উহার উপর ভরসা করিয়া। তিনি বলিলেন, পুনরায় তাহাদের নিকট গমন কর এবং দশ বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ কর, এই সময়ের মধ্যে জয়লাভ না করিলে আরো অধিক বস্তু দানের কথা বলিয়া আস। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট গমন করিলেন, তাহাদের সহিত পুনরায় নির্ধারণ করিয়া শর্ত করিলেন। অতঃপর ঐ নির্ধারিত সময় শেষ না হইতে রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। রূমী সৈন্য মাদইয়ান পর্যন্ত তাহাদের অধিকার বিস্তার করিল। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) মুশরিকদের নিকট হইতে শর্তের মাল উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, ইহা তুমি সাদাকা করিয়া দাও।

চতুর্থ হাদীস

আবূ ঈসা তরিমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... নিয়ার ইব্‌ন মুকরিম আসলামী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন آلٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ অবতীর্ণ হইল। তখন পারস্য রূমের উপর বিজয়ী হইয়াছিল। আর মুসলমান পারস্যের উপর রূম বিজয় কামনা

করিত। কারণ তাহারা উভয়ই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত আর এই প্রসংগেই অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"সেই দিন মুসলমানরা আল্লাহ্র সাহায্যে উৎফুল্ল হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও পরম দয়ালু"। আর যেহেতু কুরাইশ ও পারস্যবাসী কেহই আসমানী কিতাব প্রাপ্ত ছিলো না। এই হিসাবে উভয়ের মধ্যে ছিল একটু বিশেষ সম্পর্ক। অতএব কুরাইশ পারস্যের বিজয় কামনা করিত। অতএব উল্লেখিত আয়াত যখন নাযিল হইল। ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) একদিন মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গমন করিলে, কিছু কুরাইশ তাঁহাকে বলিল, তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ) তো বলিয়াছিলেন যে, রূম পারস্যে উপর বিজয়ী হইবে। আসনা, আমরা ইহার উপর পরস্পর শর্ত করি। হযরত আবূ বকর (রা) ইহার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তবে তখনও পারস্পরিক শর্ত করা হারাম হইয়া ছিল না।

মুশরিকরা বলিল, আমরা بِضْع দ্বারা তো তিন হইতে নয় সংখ্যা পর্যন্ত বুঝি, তুমি মধ্যবর্তী একটি সংখ্যা নির্ণয় কর। অতঃপর ছয় বৎসরের উপর শর্ত করা হইল। এবং হযরত আবূ বকর ও মুশরিকরা দুই পক্ষই কিছু জিনিস তৃতীয় স্থানে রাখিয়া পরে যেই জিতিবে সেই উহা লইতে পারে। কিন্তু ছয় বৎসর শেষ হইবার পর ও যখন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিতে পারিল না, তখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর রাখা বস্তু লইয়া গেল। কিন্তু সপ্তম বৎসর রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। বলিল ইহার কারণে মুসলমানগণ হযরত আবূ বকর (রা)-কে অভিযুক্ত করিলেন যে, কেন তিনি ঐ তারিখ নির্ধারণ করিলেন?

আল্লাহ্ بِضْعِ سِنِيْنَ বলিয়াছেন এবং ইহার প্রয়োগ তো তিন হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত হয়। পবিত্র কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হইল, তখন অনেক লোক ঈমান আনিল। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইহা হাসান সহীহ। হাদীসের রাবী আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ যিনাদ (র) ব্যতিত আর কেহ ইহাই বর্ণনা করেন নাই। তবে তাবিঈগণের একটি দলও হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমাহ, শা'বী, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, যুহরী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ তাঁহাদের অন্তর্ভূক্ত। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণিত আছে।

ইমাম যুনাইদ ইব্ন দাউদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ..... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত যে, পারস্যের একজন স্ত্রী লোক এমন ছিল, যাহার সন্তানগণ অধিকাংশই মহা

বীরত্বের অধিকারী ছিল। একবার পারস্য সম্রাট ‘কিস্‌রা’ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমি রূমের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এবং তোমার কোন সন্তানকে ইহার সেনানায়ক নিয়োগ করিতে চাই। তুমি বল, কাহাকে সেনানায়ক নিয়োগ শুভ হইবে। সেই মহিলা বলিল, আমার এক সন্তান শৃগাল অপেক্ষা অধিক ধূর্ত এবং চিল অপেক্ষা অধিক হুশিয়ার। দ্বিতীয় সন্তান ‘ফারখান’ সে শত্রুর বুক চিরিতে বর্শা অপেক্ষা অধিক কার্যকর। এর তৃতীয় ‘শাহরে রাজ’ সে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। অতএব আপনি যাহাকে ইচ্ছা সেনানায়ক করিতে পারেন। সম্রাট বলিল, জ্ঞানী সন্তানকে আমি সেনানায়ক নিয়োগ করিলাম। শাহরে রাজ সেনানায়ক নিযুক্ত হইবার পর, রূম অভিযানে রওয়ানা হইল এবং পারস্য সৈন্য পরিচালনা করিয়া রূমের উপর জয়লাভ করিল। রূমদিগকে হত্যা করিল এবং তাহাদের বসতী এবং বাগানসমূহ বীরান করিয়া ফেলিল।

আবূ বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, এই হাদীসটি আমি আতা খুরাসানী (র)-এর নিকট বর্ণনা করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, তুকি কি শাম (সিরিয়া) দেশের শহরগুলি দেখিয়াছ। আমি বলিলাম জী না ? তিনি বলিলেন, যদি তুমি ঐ শহরগুলি দেখিতে যাহা বীরান হইয়াছে এবং কর্তিত যাইতুন বৃক্ষও দেখিতে পাইতে। রাবী বলেন, ইহার পর শাম দেশে গমন করিয়া উহার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। আতা খুরাসানী (র) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়ামুর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, রূম সম্রাট একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং পারস্য সম্রাট কিসরা শাহ্‌রে রাজ নামক জেনারেলের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। বুস্‌রা ও আযরূয়াত নামক স্থানের মাঝে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হইল এবং পারস্য বাহিনী রূম বাহিনীকে পরাস্ত করিল। ইহাতে মুশরিকরা তো আনন্দিত হইল, কিন্তু মুসলমানগণ দুঃখিত হইল।

ইকরিমাহ (র) বলেন, একবার এক দল মুশরিক কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের সহিত কথা প্রসংগে বলিল, তোমরা আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত আর ইসরাঈলীরাও কিতাবপ্রাপ্ত। অপরপক্ষে আমরাও কিতাবপ্রাপ্ত নহি আর আমাদের ভাই পারস্যবাসীরা তোমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে, যদি তোমাদের সহিত আমাদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে আমরাও তোমাদের উপর জয়ী হইব। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল ঃ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ .....
يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ـ

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রা) কাফিরদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের ভাই আমাদের ভাইয়ের উপর জয় লাভ করিয়াছে বলিয়া তোমরা কি আনন্দে আত্মহারা হইয়াছ ? অত বেশী উৎফুল্ল হইও

না ? আল্লাহ্ তোমাদের চক্ষু শীতল করিবেন না। আল্লাহ্র কসম, রূম পুনরায় পারস্যের উপর জয় লাভ করিবে। আমাদের নবী (সা)-ই আমাদিগকে এই খবর দান করিয়াছেন। উবাই ইব্ন খলফ ইহা শুনিয়া বলিল, হে আবূ ফুযাইল। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তখন হযরত আবূ বকর (রা) চুপ রহিলেন না। তিনিও বলিলেন, হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর উবাই বলিল, আচ্ছা আমরা দশটি উটের উপর শর্ত করিব। যদি তিন বৎসরের মধ্যে রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করে তবে আমি তোমাকে দশটি উষ্ট্রী দিব।

হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার শর্ত আমি গ্রহণ করিলাম। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ঘটনার উল্লেখ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, আমি তো তোমাদের তিন বৎসরের কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি এবং উহা তিন হইতে নয় বৎসর পর্যন্ত প্রয়োগ করা হয়। তুমি যাও এবং অধিক উষ্ট্রী দানের কথা শর্ত করিয়া সময়ের মধ্যে পরিবর্ধন কর। হযরত আবূ বকর (রা) উবাই ইব্ন খলফ-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সে হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিল, সম্ভবত তুমি শর্ত করিয়া লজ্জিত হইয়াছ ? তিনি বলিলেন, আরে না, আমি আরো অধিক উষ্ট্রী লইয়া সময় পরিবর্ধন করিতে চাই। নয় বৎসরের মধ্যে রূম যদি পারস্যের উপর জয় লাভ না করে, তবে আমি তোমাকে একশতটি উষ্ট্রী দান করিব। উবাই বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমিও ইহাতে রাজী। অতঃপর রূম পারস্যের জয়লাভ করিল এবং মুসলমানগণ পারস্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিল।

ইকরিমাহ (র) বলেন, পারস্য রূমের উপর জয়লাভ করিবার পর, একদিন পারস্য সেনাপতি 'শাহ্রে রাজ' এর ভাই ফারখান মদপানে লিপ্ত হইল। তখন সে তাহার সাথীদিগকে বলিল, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি পারস্যের সিংহাসন আরোহন করিয়াছি। পারস্য সম্রাট 'কিস্রা' এর নিকট সংবাদটি পৌছাইতে আর বিলম্ব হইল না। তিনি 'শাহ্রে রাজ' এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, আমার এই পত্র পৌঁছাইতেই তুমি 'ফারখান' এর শিরোচ্ছেদ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর। পত্র প্রাপ্ত হইয়া 'শাহ্রে রাজ' সম্রাটের নিকট লিখিল। সম্রাট! আপনি ফারখানের ন্যায় বীরসেনা দ্বিতীয় আর এক জনকেও পাইবেন না। অতএব এই বিষয়ে আপনার ফয়সালা প্রত্যাহার করুন। পত্র পাপ্তির পর পারস্য সম্রাট তাহার নিকট পুনরায় এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, পারস্যে ফারখান এর বিকল্প বহু বীর বিদ্যমান। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি তাহার শিরোচ্ছেদ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর। 'শাহরে রাজ' এইবারও তাহার ভ্রাতা শিরোচ্ছেদ না করিয়া সম্রাটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিল। কিন্তু সম্রাট তাহার প্রত্রের আর কোন উত্তর দান না করিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া ঘোষণা

করিলেন, আমি 'শাহের রাজ'-কে পদচ্যুত করিলাম এবং তাহার ভ্রাতা ফারখান কে তাহার স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করিলাম। এবং এই মর্মে তিনি একখানা পত্র লিখিয়া বিশেষ দূতের মাধ্যমে উহা শাহ্‌রে রাজের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার সাথে সাথে একটি ছোট কাগজে ফারখানের নিকট ইহাও লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই শাহ্‌রে রাজকে হত্যা করিবে। শাহ্‌রে রাজ সম্রাটের অনুগত ছিল।

সম্রাটের পত্র পাঠ করিয়া ক্ষমতা তাহার ভ্রাতার নিকট হস্তান্তর করিল। তাহার ভ্রাতা ক্ষমতা গ্রহণ করিবার পর সম্রাটের দূত ঐ পত্রখানা তাহার হাতে অর্পণ করিল। ফরখান উহা পাঠ করিয়া তাহার ভ্রাতা শাহ্‌রে রাজকে হত্যার নির্দেশ দিল। তখন শাহ্‌রে রাজ তাহাকে বলিল, তুমি স্বীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ব্যস্ত হইও না। আমাকে একটু অসিয়্যত করিতে অবকাশ দাও। ফারখান ইহাতে সম্মত হইল। শাহ্‌রে রাজ তাহার সমস্ত দস্তাবীজ উপস্থিত করিল এবং উহা ফারখানের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, দেখ, তোমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার নিকট সম্রাটের এত নির্দেশ ছিল, কিন্তু আমি তাহার নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া তাহার নিকট পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু আজ না তুমি সম্রাটের মাত্র একটি পত্র পাইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ। শাহ্‌রে রাজের নামের সম্রাটের চিঠি পত্র পাঠ করিয়া ফারখানের চক্ষু খুলিয়া গেল। সে তাহার ভ্রাতা শাহরে রাজের নিকট পুনরায় ক্ষমতা ফিরাইয়া দিল।

অতঃপর শাহ্‌রে রাজ রূম সম্রাটের এই মর্মে পত্র লিখিল যে, আপনার সহিত আমার বিশেষ প্রয়োজন। যাহা না তো আমি দূতের মাধ্যমে আপনার নিকট পেশ করিতে পারি আর না পত্র লিখিয়া আপনাকে জানাইতে পারি। সুতরাং আপনি আমাকে আপনার সাক্ষাৎ দান করুন। তবে আপনি আপনার সহিত পঞ্চাশ জন রূমী সেনা রাখিবেন, আমিও আমার সহিত পঞ্চাশ জনের অতিরিক্ত পারস্য সেনা রাখিব না। কাহার নিকট একটি ছুরি ব্যতিত অন্য কোন অস্ত্র থাকিবে না। রূম সম্রাট সাক্ষাতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সতর্কতা মূলকভাবে শাহ্‌রে রাজের অবস্থা জানিবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের লোক প্রেরণ করিলেন। তাহারা পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাটের নিকট আসিয়া বলিল, শাহ্‌রে রাজের নিকট মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্যই আছে।

অতঃপর উভয়েই একটি রেশমের তৈরী তাবুর মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইলেন। উভয়ই একজন দোভাষীর ব্যবস্থা করিলেন। শাহ্‌রে রাজ দোভাষীর মাধ্যমে রূম সম্রাটকে বলিলেন, যাহারা আপনার নগরী সমূহকে তাহাদের কৌশল ও বীরত্বের দ্বারা বীরান ও উজাড় করিয়াছে তাহারা আমার দুই সহোদর ভাই। কিন্তু পারস্য সম্রাট 'কিস্‌রা' এখন আমাদের প্রতি হিংসায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আমাকে প্রথম আমার ভ্রাতাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেন, আমি উহা অমান্য করিলে পরে তিনি আবার

সু-কৌশলে আমার ভাইকে আমাকে হত্যা করিবার হুকুম জারী করেন। আমরা উভয়ই তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়াছি। এখন আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, অথবা আপনার অনুগত সেনা হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। রূম সম্রাট ইহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর একে অন্যের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, গোপন তথ্য দুইজনের মধ্যে সীমিত থাকা উচিৎ। তৃতীয় জনের মধ্যে উহা ছড়াইয়া পড়ে তখন আর উহা গোপন থাকে না। অতঃপর উভয়ই তাহাদের দোভাষীকে হত্যা করিয়া দিলেন। রাবী বলিলেন, এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা 'কিস্‌রার' পতন ঘটাইলেন এবং তাহাকে ধ্বংস করেন। পারস্য বিজয়ের সংবাদ হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া পৌছিল। মুসলমানগণ ইহা শ্রবণ করিয়া বড়ই খুশী হইলেন। এই হাদীসের বর্ণনা গারীব।

আমরা এখন আলোচ্য সূরার কয়েকটি শব্দসমূহকে আলোচনা করিব। الٓمّٓ। ইহা মুকাত্তাআত হরূফ। সূরা 'বারাকার শুরুতে সবিস্তারে ইহার আলোচনা হইয়াছে। الرُّوْمُ। রূমের অধিবাসীরা ঈসা ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এর বংশধর এবং বনী ইসরাঈলের চাচাত ভাই। ইহাদিগকে 'বানুল আসফার'ও বলা হয়। ইহারা ইউনানীদের ধর্মের অনুসারী ছিল এবং ইউনানীরা ছিল ইয়াফিস ইব্‌ন নূহ-এর বংশধর এবং তুর্কিদের চাচাত ভাই। ইহারা সাতটি চলমান ও অস্থির নক্ষত্রের পূঁজা করিত। এবং উত্তর মেরুকে কিবলা মনে করিয়া ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া ইবাদত করিত। ইহারা দামিশক্ শহরেও ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। সেখানেই ইবাদতগাহ্ নির্মাণ করিয়াছিল, যাহার মিহ্‌রাব ছিল উত্তর মেরুর দিকে।

হযরত ঈসা (আ)-এর নবূওয়তের তিনশত বৎসর পর্যন্তও রূমের অধিবাসীরা তাহাদের পুরাতন ধ্যান-ধারণা আঁকড়াইয়া ছিল। রূমের সর্বপ্রথম বাদশাহ যিনি ঈসায়ীধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হইলেন, 'কুসতুনতীন ইবন কসতুনতীন'। তাহার মাতার নাম ছিল মারইয়াম। আল-হীলানায়াহ হিরান শহরের অধিবাসী ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহারই প্রচেষ্টাই তাহার পুত্র ঐ ধর্মগ্রহণ করে। তাহার পুত্র ছিলেন বড়ই জ্ঞানী ও দার্শনিক। তবে ইহাও অনেকেই জানিত যে, তিনি অন্তর দিয়া ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না। তাহার সময় বহু খ্রিস্টান একত্রিত হইয়া এবং তাহারা পরস্পর ধর্মে বিতর্কে জড়াইয়া পড়িল। খ্যাতিমান ঈসায়ী আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আর ইউস' এর সহিত তাহাদের মুনাযারা হইল এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি হইল যে, তা লিপিবদ্ধ করাও কঠিন। তিনশত আঠার জন পাদ্রী একত্রিত হইয়া তাহারা একখানা ধর্মগ্রন্থ সংকলন করিল এবং উহা তাহারা বাদশাহর নিকট পেশ করিল।

উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত আকীদা ও বিশ্বাসই শাহী আকীদা ও বিশ্বাস হিসাবে বিবেচিত হইল। ইহাকেই 'আমানাতে কুরবা' বলা হয়। বস্তুতঃ যাহার ছিল 'খিয়ানাতে হাকীবাহ'–

ঘৃণ্য খিয়ানত। ঐ সকল পাদ্রী বাদশার জন্য আইনগন্থ রচনা করিল। তাহারা ঐ গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিল এবং তাহাদের ইচ্ছা মাফিক ধর্মীয় বিধান তৈয়ার করিল। এই সময় তাহারা পূর্বদিকে ফিরিয়া সালাত পড়িতে শুরু করিল। শনিবার পরিবর্তে রবিবারকে ইবাদতের দিন ধার্য করিল। ক্রুসের পূজা করিতে লাগিল এবং শূকর কে হালাল মনে করিল। ইহা ছাড়া তাহারা বহু ঈদপর্ব নির্ধারণ করিল। যেমন ক্রুসের ঈদ পর্ব কদরাম, গিতাস এর ঈদ পর্ব ইত্যাদি। ঐ সকল পাদ্রীগণকে কয়েক স্তরে ভাগ করিল এবং রূহবানিয়াত ও সংসারত্যাগী হওয়ার জন্য গুরুতর বিদ্'আতও আবিষ্কার করিল।

বাদশাহ তাহাদের জন্য বহু গীর্জা নির্মাণ করিল এবং তাহারা নিজের নামানুসারে কুসতুনতুনীয়াহ নগরীর ভিত্তি রচনা করিল। বর্ণিত আছে, তাহারই আমলে বার হাজার গির্জা নির্মাণ করা হয় এবং তিনটি মিহরাব বিশিষ্ট বাইতে লাহ্মও নির্মাণ করা হয়। আর তাহার মাতাও প্রসিদ্ধ কুমামাহ গির্জা নির্মাণ করেন এবং বাদশার ধর্মের অনুসারী ছিল বলিয়া ঐ সকল পাদ্রীগণকে 'মালিকিয়াহ' বলা হইত। ইহার পর ইয়াকুবীয়াহ নাসতূরীয়াহ নামে নানা ফিরকাহ ও সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ انَّهُمْ افْتَرَقُوْا عَلَى اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً। তাহারা বাহাত্তার সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়াছিল। মোটকথা তাহারা ঈসায়ী ধর্মাবলম্বন করিয়া রহিল। এবং তাহাদের সাম্রাজ্য টিকিয়া রহিল। কায়্সার উপাধি ধারণ করিয়া একের পর এক সম্রাট সাম্রাজ্য পরিচালনা করিলেন এবং তাহাদের সর্বশেষ সম্রাট হইলেন হিরাকল। তিনি ছিলেন, জ্ঞান-বুদ্ধি ও দুরদর্শিতায় রূম সম্রাটের মধ্যে অনন্য। তিনি রূম সম্রাটকে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিলেন।

অপরপক্ষে পারস্য সম্রাট কিস্রা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। বহু ছোট ছোট রাষ্ট্র যথা ইরাক ও খুরাসান ইত্যাদি তাহার সমর্থক ছিল। তাহার সম্রাজ্য ফয়সালের সাম্রাজ্য আয়াতনে বড় ছিল। পারস্য বাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক। তাহারা অগ্নি পূজা করিত। ইকরিমাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত উপরোল্লিখিত রিওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, 'কায়সার' এর বিরুদ্ধে স্বয়ং কিস্রা যুদ্ধ করেন নাই বরং তিনি অন্য সেনানায়কের মাধ্যমে 'কায়সার' কে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা অধিক প্রসিদ্ধ উহা হইল স্বয়ং কিস্রাই কায়সার-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাহার বিশাল সম্রাজ্য জয় করিয়া তাহাকে 'কুসতুনতুনীয়ায়' অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কায়সারে রূম হিরাকল দীর্ঘকাল উক্ত শহরে অবরুদ্ধ রহিলেন। রূমবাসীরা তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত। অতএব 'কিস্রার' এর পক্ষে কুসতুনতুনীয়া জয় করা সম্ভব হইল না।

ইহার একটি কারণ ইহাও ছিল যে, কুসতুনতুনীয়া শহরে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতি মযবুত। উহার একটি স্থলভাগ থাকিলে ও অপরদিকে ছিল সমুদ্র! অতএব উহার মধ্যে

অবরুদ্ধ নাগরিক ও সৈন্যদের জন্য সমুদ্র পথে রসদ পৌঁছান সহজ ছিল। অবরোধ দীর্ঘ হইলে, রূম সম্রাট একটি কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি কিস্‌রার নিকট এই প্রস্তাব দিলেন। আপনি যেই মাল ইচ্ছা করেন আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এবং যেই শর্ত ইচ্ছা আমার প্রতি আরোপ করিয়া আমার সহিত সন্ধি করুন। কিস্‌রা 'কায়সার' এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার নিকট হইতে এত মাল তলব করিলেন যে, দুনিয়ার বাদশাহর পক্ষেই উহা দেওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'কায়সার' তাহার সমস্ত দাবী মানিয়া লইলেন এবং তাহাকে এই ধারণা দিলেন যে, তাহার নিকট তাহার দাবী পূর্ণ করিবার সমস্ত ধন-সম্পদ মওজুদ আছে। তিনি যে অসম্ভব দাবি করিয়াছেন, ইহা কায়সারে রূম হিরাকল তাহার সল্প বুদ্ধিতার পরিমাপ করিয়া লইলেন। তিনি যে, এত বিশাল ধন সম্পদের দাবী করিয়াছেন সারা বিশ্বের সকল বাদশাহ একত্রিত হইয়া উহার এক দশমাংশ দিতে অক্ষম।

সম্রাট হিরাকল 'কিস্‌রার' নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট এই অনুরোধ জানাইলেন যে, তিনি যেন তাহার চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে শাম (সিরিয়া) দেশে গমন করার অনুমতি দান করেন। তথায় গমন করিয়া তিনি তাহার ধন-ভান্ডার সমূহ হইতে ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া তাহার এই দাবী পূর্ণ করিবেন। পারস্য সম্রাট তাহাকে কুসতনতুনীয়া ত্যাগ করিয়া তাহাকে শাম দেশে গমন করিবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর কুসতুনতুনীয়া নগরী ত্যাগ করিবার জন্য যখন হিরাকল মন স্থির করিলেন, তখন তিনি তাহার স্বজাতি লোকদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলেন, আমি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উদ্দেশ্য আমার কিছু সৈন্য সহ এই নগরী ত্যাগ করিতেছি। যদি আমি এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারি, তবে তো আমি তোমাদের সম্রাট থাকিব। নচেৎ তোমরা তোমাদের বাদশাহ মনোনয়নে পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা করিলে তোমরা আমাকে বাদশাহ মান্য করিয়া থাকিতে পার আর তোমরা ইচ্ছা করিলে আমি ছাড়া অন্য কাহাকে তোমাদের জন্য বাদশাহ নিযুক্ত করিতে পারিবে। বাদশাহর এই বক্তব্য শেষ করিতেই তাহারা বলিল, আপনি আমরণ আমাদের বাদশাহ। আপনি দশ বৎসরও যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন, তবু আপনারই হুকুম পালন করিয়া আমরা চলিব।

সম্রাট হিরাকল যখন কুস্তুনতুনীয়া ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী লইয়া নীরবে বাহির হইয়া গেলেন। পারস্য সম্রাট হিরাকলের বিশাল ধন রাশি পাইবার আশায় কুসতুনতুনীয়াই রহিয়া গেলেন। কিন্তু হিরাকল তাহার সেনাবাহিনী লইয়া অতিদ্রুত পারস্য সিমান্তে উপনীত হইলেন। তিনি আকস্মিকভাবে তথায় গণহত্যা শুরু করিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার মুকাবিলা করা সম্ভব হইল না। অল্প সংখ্যক যেই সৈন্য তথায় অবশিষ্ট ছিল তিনি তাহাদিগকে এবং যুদ্ধের সকল উপযুক্ত সকল পুরুষকে তিনি হত্যা করিতে করিতে 'কিসারার' রাজধানী মাদায়েন পৌঁছিয়া

গেলেন। তথায় অবস্থানকারী সেনাদলকে তিনি হত্যা করিয়া সকল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেন সকল মহিলাকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং 'কিসরার' রাজকুমারকে কয়েদে ভরিয়া তাহার মাথা মুড়িয়া দিলেন। রাজপ্রাসাদের মহিলাগণকে গ্রেপ্তার করিলেন।

রাজকুমারের মাথা মুড়িবার পর তাহাকে গাধার উপর আরোহন করাইয়া রাজ প্রাসাদের মহিলাগণ সহ অপমান করাবস্থায় কিস্‌রার নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং তিনি তাহাকে লিখিয়া জানাইলেন, এই হইল আপনার সেই পার্থিব বস্তু, যাহার দাবী আপনি আমার নিকট করিয়াছিলেন। আপনি ইহা গ্রহণ করুন। পারস্য সম্রাট কিস্‌রার পক্ষে এই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ও অসহনীয়। তিনি ব্যাথাতুর হইয়া পড়িলেন যাহা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারো পক্ষে অনুভব করিবার উপায় নাই। কিস্‌রা অতিশয় ক্ষুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুসতুনতুনীয়া শহরের উপর ভীষণ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারিলেন না।

অতঃপর তিনি রূম সম্রাট হিরাকলের পথরুদ্ধ করিবার মানসে জাইহুন নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কারণ কুসতুনতুনীয়া পৌঁছাইবার জন্য হিরাকলের এই পথ আক্রমণ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি যখন কিস্‌রার অগ্রসর হইবার কথা জানিতে পারিলেন, তখন এক নতুন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি জাইহুন নদীর মুখে তাহার সৈন্য সামন্ত রাখিয়া একটি ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনী লইয়া নদীর তীর ঘেসিয়া নদীর উজানে একদিন ও রাত্রের দূরত্বে চলিলেন। এবং ঘাস, উট, ঘোড়ার গোবর সাথে লইয়া গেলেন। একদিন এক রাত্রের গন্তব্যস্থলে পৌছিয়া ঐ সকল ঘাস ও গোবর নদীতে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিলেন, পানির প্রবাহে যখন ঐ সকল ঘাস ও গোবর কিস্‌রার সৈন্যের নিকট পৌছাইল তখন তাহারা মনে করিল হিরাকলর সেনাবাহিনী এই স্থান হইয়া নদী অতিক্রম করিয়াছে। অতঃপর কিস্‌রা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া হিরাকলের সেনাবাহিনীর সন্ধানে অগ্রসর হইলেন।

জাইহুন নদীর মুখ কিস্‌রার সৈন্যের জন্য মুক্ত হইল। এই অবকাশে হিরাকল তাহার সেনাবাহিনীর সহিত মিলিত হইয়া নদী পার হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি ভিন্ন পথ ধরিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিলেন। কিস্‌রা ও তাহার সেনাবাহিনীকে এড়াইয়া তিনি কুসতুনতুনীয়া শহরে প্রবেশ করিলেন। ঐ দিন ছিল নাসারাদের জন্য একটি বড় খুশী ও উৎসরেব দিন। কিস্‌রা ও তাহার সেনাবাহিনী অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন তাহারা যে কি করিবে উহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। রূম হইতে তাহারা বঞ্চিত আর অন্য দিকে তাহাদের নিজেদের দেশ ও শহরসমূহ রূমীদের হাতে বিধ্বস্ত হইল। তাহারা তাহাদের সকল ধনভান্ডার লুণ্ঠন করিয়াছে ও তাহাদের সন্তান সন্ততি ও মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাই হইল পারস্যের উপর রূমের বিজয়। এই বিজয় সংঘটিত হইল রূম বিজয়ের নয় বৎসর পরে।

আযরুআত ও বুস্রা এর যুদ্ধে পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করিয়াছিল। এই দুইটি স্থান সিরিয়ার ঐ অংশে যাহা হিজাযের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাম হইতে বর্ণিত। মুজাহিদ (র) বলেন, ঐ ঘটনাটি ঘটিয়াছিল জাঝিরা নামক স্থানে। আর রূমের ঐ স্থানটি ছিল পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী।

অতঃপর নয় বৎসর পরে পারস্য রূমের উপর জয় লাভ করে। আরবী ভাষায় بِضْعِ শব্দটি তিন হইতে নয় পর্যন্ত সংখ্যা পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জরীর আয়াতের بِضْع শব্দের অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন জবীর (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান জুমাহী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আবূ বকর! তুমি মুশরিকদের সহিত শর্ত করিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করিলে না কেন ? بِضْعِ শব্দের ব্যবহার তো তিন থেকে দশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা অত্র সূত্রে হাসান ও গারীব।

لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ইহার পূর্বে ও পরে যাবতীয় ক্ষমতা কেবল আল্লাহ্র-ই। قَبْلُ ও بَعْدُ শব্দদ্বয়কে ইযাফ শূন্য করিয়া পেশ দেওয়া হইয়াছে।

يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ আর সেই দিন পারস্যের উপর রূমকে আল্লাহ্ সাহায্যের কারণে মু'মিনগণ উৎফুল্ল হইবে। কারণ পারস্যবাসীরা ছিল অগ্নিউপাসক। বহু উলামায়ে কিরামের মত পারস্য বিজয়ের ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের দিনে। ইব্ন আব্বাস (রা) সাওরী ও সুদ্দী (র) এইমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম, হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'যেই দিন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইল সেই দিনই রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিল। ইহাতে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۔

"সেই দিন মু'মিনগণ ও আল্লাহ্র সাহায্যে বড়ই আনন্দিত হইবে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন, তিনি প্রবল প্ররাক্রান্ত ও পরম দয়ালু"। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, পারস্যের উপর রূমের বিজয় ঘটনা ঘটিয়াছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে। হযরত ইকরিমাম, যুহরী, কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই মতের পক্ষে এই যুক্তি পেশ করিয়াছেন যে, হিরাকল মানত করিয়াছিলেন যে, যদি রূম পারস্যের উপর জয় লাভ করিতে পারেন তবে তিনি পদব্রজে 'বাইতুল মুকাদ্দাস' গমন করিবেন। জয়লাভ করিবার পর তিনি তাঁহার মানত পূরণ

করিয়াছিলেন। এবং তথায় অবস্থানরত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিঠি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত দাহিয়াহ কালবী (রা)-এর মাধ্যমে 'বুস্‌রা' এর শাসনকর্তার নিকট পৌছাইয়া ছিলেন এবং তিনি হিরাকলের নিকট উহা হস্তান্তর করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিঠি তাহার হস্তগত হইলে সিরিয়া অবস্থানরত হিজাযী বাসিন্দাগণকে তাহার দরবারে উপস্থিত করিলেন। তাহাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং আরো কিছু সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ছিল। হিরাকল তাহাদের সকলকে তাহার সম্মুখে বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের এই ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করিতেছে তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী আত্মীয় কে ? তখন আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি। হিরাকল তাহার সাথীগণকে তাহার পশ্চাতে বসাইয়া বলিলেন, আমি এই ব্যক্তির নিকট কিছু প্রশ্ন করিব। যদি সে উহার জবাবে মিথ্যা কথা বলে, তবে তোমরা তাহার কথা অস্বীকার করিবে। আবূ সুফিয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি আমার আশংকা না হইত যে আমি মিথ্যা বলিলে ঐ সকল লোক আমার মিথ্যা বলিয়া দিবে, তবে অর্বশ্যই আমি মিথ্যা বলিতাম।

অতঃপর হিরাকল তাঁহার (রাসূলুল্লাহ) বংশ ও তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সেই সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহার একটি তিনি (রাসূলুল্লাহ) কি কোন চুক্তি ভংগ করেন ? আবূ সুফিয়ান বলিলেন, আমি বলিলাম, জী না। তবে তাহার ও আমাদের মধ্যে বর্তমান যুদ্ধ না করিবার দশ বৎসরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। জানি না তিনি এই চুক্তি রক্ষা করিবেন কিনা ? রাবী বলেন, হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদের মধ্যে দশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধ না করিবার যে সন্ধি হইয়াছিল, আবূ সুফিয়ান উহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। যাহারা হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে পারস্য বিজয় সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা এই ঘটনাকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। কারণ কায়সারে রূম হিরাকল হুদাইবিয়ার সন্ধির পরেই তাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহারা প্রথম মতের সমর্থক তাহারা এই দলীলের জবাবে বলেন, রূম বিধস্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব পারস্যের উপর রূমের জয়লাভ করিবার পরও সম্রাট হিরাকলের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে তাহার মানত পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। বরং তিনি পারস্যের উপর জয়লাভ করিবার পর চার পর্যন্ত দেশের বিধস্ত শহরগুলি পূর্ণ নির্মাণ করিয়া ও দেশে শান্তি শৃংখলা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার পরই তাহার মানত পূর্ণ করিয়াছিলেন। পারস্যের উপর রূম যখন জয়লাভ করিয়াছিল ? উলামায়ে কিরামের কাছে ইহা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে, তবে ইহা সত্য যে পারস্য যখন রূমের উপর

জয়লাভ করিয়াছিল, তখন মুসলমানগণ ব্যথিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিয়াছিল তখন মুসলমানগণ অতি উৎফুল্ল হইয়াছিল। কারণ, তাহারা আর যাহাই হউক না কেন, মুসলমানদের সহিত তাহাদের অন্তত এতটুকু সম্পর্ক ছিল যে, তাহারা মুসলমানগণের মত আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত। অতএব অগ্নি উপাসকদের তুলনায় মুসলমানদের অধিক নিকটবর্তী। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى .... الخ ۔

"হে মুহাম্মদ! মু'মিনদের সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী শত্রুতা পোষণকারী তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকদিকেই পাইবে আর যাহারা বলে, আমরা নাসারা তাহাদিগকে ভালবাসার দিক হইতে মু'মিনদের অধিক নিকটবর্তী পাইবে"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮১)

আর আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে, যেই দিন রূম পারস্যের উপর জয়লাভ করিবে সেই দিন মুসলমানগণ ঈসায়ীদের উপর আল্লাহ্র সাহায্যের কারণে আনন্দিত হইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... যুবাইর কিলাবী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রূমের উপর পারস্যের অতঃপর পারস্যের উপর রূমের বিজয় আমি দেখিয়াছি, আবার রূম ও পারস্য উপর মুসলমানদের বিজয় আমি দেখিয়াছি। এবং এই সকল ঘটনা চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবল পরাক্রান্ত এবং তাহার মুমিন বান্দাগণের প্রতি পরম দয়ালু।

وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ হে মুহাম্মদ! এই যে সংবাদ আমি তোমাকে দিয়াছি যে, পারস্যের উপর রূম জয়লাভ করিবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি সত্য ওয়াদা যাহা যথাযথভাবে পালিত হইবে। রূম পারস্যের উপর অবশ্যই জয়ী হইবে। কারণ আল্লাহ্র ইহাই চিরচারিত বিধান যে, দুইটি বিবাধমান দলের যেই দল সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তিনি তাহাদের সাহায্য করেন। এবং পরিণাম তাহার শুভ হয়।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা বুঝে না। ইনসাফের ভিত্তিতে আল্লাহ্র যাবতীয় কর্মকান্ডে কি হিক্মত ও নিগূঢ় রহিয়াছে।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ غٰفِلُوْنَ পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য টুকুতে তাহারা খুব বুঝে কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তাহারা গাফিল। অর্থাৎ তাহারা ঐ সকল কাফির ও মুশরিক ইহাই তো খুব ভাল বুঝে যে, পার্থিব ধন সম্পদ কি উপায়ে উপার্জন করিতে হইবে, কিসে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইবে, কিসের সাহায্যই বা তাহারা লাভবান হইবে ইহা সম্পর্কে তাহারা সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী কিন্তু তাহারা দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে এবং পরকালে যাহা তাহাদের জন্য উপকারী হইবে

সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ গাফেল ও উদাসীন। সেই বিষয়ে তাহাদের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এতই বিজ্ঞ যে নখের উপর দিরহাম উলট-পালট করিয়াই ইহা বলিতে পারে যে, ইহার ওজন কি হইবে। কিন্তু সে সঠিকভাবে সালাত পড়িতে সক্ষম নহে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ... الخ এর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কাফিররা দুনিয়ায় আবাদ করিতে ও পার্থিব উন্নতি সাধান করা তো খুবই বুঝে, কিন্তু দীন সম্পর্কে তাহারা মূর্খ।

৮. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
بِلِقَاۤئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ.

৯. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا
اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاۤءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

১০. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُ وَالسُّوْۤاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ
وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৮) উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না আল্লাহ আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবেই আর এক নির্দিষ্ট কালের জন্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন না, তাহা হইলে দেখিত

যে তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছে। শক্তিতে তাহারা ছিল উহাদিগের অপেক্ষা প্রবল, তাহারা জমি চাষ করিত, তাহারা উহা আবাদ করিত উহাদিগের অপেক্ষা অধিক। তাহাদিগের নিকট আসিয়াছিল তাহাদিগের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দশন সহ, বস্তুত উহাদিগের প্রতি যুলুম করা আল্লাহ্র কাজ ছিল না। উহারা নিজেরাই নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। (১০) অতঃপর যাহারা মন্দকর্ম করিয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম হইয়াছে মন্দ। কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াত প্রত্যাখ্যান করিত এবং উহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা সদা বিদ্যমান, কেবল তিনিই সকল মাখলূকের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি ছাড়া আর কোন প্রতিপালকও নাই। এই সকল বিষয় প্রমাণ করে এমন কোন মাখলূকাত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিবার জন্য আল্লাহ্ সতর্ক করিয়া বলেন।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ তাহারা কি মনে মনে চিন্তা করে না যে, উর্ধলোক ও অধঃলোকের যাবতীয় বস্তু এবং উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত আল্লাহ্র নানা প্রকার মাখলূকাত আল্লাহ্র কুদ্রত ও অসীম ক্ষমতার নির্দশন। তিনি ঐ সকল মাখলূকাত অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই বরং এক বিশেষ রহস্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ -

কিন্তু অধিকাংশই লোকই আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতের অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার পক্ষ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরাম সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ যেই জীবন বিধান তাহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, উহার সত্যতার ঘোষণা করিয়াছেন। আম্বিয়ায়ে কিরামের আনীত জীবন বিধান সত্য বলিয়াই পূর্বকালে যেই সকল লোক উহাকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ছিলেন। অপরপক্ষে যাঁহারা উহার সত্য বলিয়া মানিয়াছিল তাঁহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

তাহারা কি তাহাদের জ্ঞান জাগ্রত করিয়া ভূপৃষ্টে ভ্রমণ করিয়া দেখে না যে, আম্বিয়া কিরামের কথা অমান্য করিয়া তাহারা কি অশুভ পরিণামের শিকার হইয়াছিল।

كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً অথচ, পূর্ববর্তী সেই সকল উম্মাত কুরাইশ কাফিরদের তুলনায় অধিক শক্তির অধিকারী ছিল, তাহাদের ধন সম্পদ সন্তান সন্ততিও ছিল বেশী।

পৃথিবীতে তাহাদের যেই শক্তি ছিল যেই ধন সম্পদের অধিকারী ছিল উহার এক দশমাংশের অধিকারীও তোমরা নও। তাহারা তোমাদের তুলনায় অধিক বয়সপ্রাপ্ত ছিল। তোমাদের তুলনায় অধিক ক্ষেত ক্ষামার করিত। ধন-সম্পদের অধিকারী ও তাহারা তোমাদের তুলনায় বেশী ছিল। এতদ্বসত্ত্বেও তাহাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরামের আগমন যখন ঘটিল তখন তাহারা পার্থিব জনবল ও ধনবলের অহংকারে আত্মবিস্মৃত হইয়া উহা অস্বীকার করিয়া ছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন কঠোরভাবে পাকড়াও করিলেন যে, কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল না। তাহাদিগের ধন-সম্পদ ও জনশক্তি কিছুই আল্লাহ্র শাস্তিকে ঠেকাইতে পারিল না। বিন্দু পরিমাণ শাস্তি প্রতিরোধ করিতেও উহা কোন কাজেই আসিল না। কিন্তু আল্লাহ্ যেই শাস্তির মধ্যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি সামান্য এতটুকুও অবিচার করেন নাই।

وَلٰكِنَّ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ বরং তাহারা আল্লাহ্র নির্দশনসমূহ অস্বীকার করিয়া উহার প্রতি বিদ্রুপ করিয়া স্বীয় সত্তার উপর যুলুম ও অবিচার করিয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا السُّوْآٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ -

যাহারা অসৎ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম হইয়াছিল অশুভ ও মন্দ। কারণ তাহারা আমার নির্দশন ও দলীল প্রমাণ সমূহকে অস্বীকার করিত এবং উহার প্রতি বিদ্রুপ ও ঠাট্রা করিত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْـئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيٰنِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

“আমি ঐ সকল মুশরিকদের বেঈমানীর কারণে তাহাদের অন্তর সমূহকে ও দৃষ্টি সমূহকে উল্টাইয়া দেই আর তাহাদের অবাধ্যতার মধ্যেই তাহাদিগকে অস্থির ছাড়িয়া দিয়া থাকি। (সূরা আন‘আম ঃ ১১০)

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ আর তাহারা নিজেরাই বক্রতা অবলম্বন করিয়াছে আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাদের অন্তরসমূহকে বক্র করিয়া দিয়াছেন। (সূরা সাফ্ফ ঃ ৫)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ -

"যদি তাহারা বিমুখ হইয়া যায় তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ তাহাদের কতেক পাপের কারনে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন"। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৯)

প্রকাশ থাকে السوٓ। শব্দটি একমতানুসারে ।اَسَاءُوْا ক্রিয়াপদের কর্ম সংঘটিত হইয়াছে। আর এক মতে উহা كان এর খবর সংঘটিত হইয়াছে। ইহাই ইব্‌ন জরীর (র) এর মত। এবং তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই যাহির।

١١. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۰

١٢. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ۰

١٣. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰؤُا وَكَانُوْا
بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ۰

١٤. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ۰

١٥. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ
رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ۰

١٦. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِي
الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (১১) আল্লাহ্ আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করিবেন, তখন তোমরা তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। (১২) যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন অপরাধী হতাশ হইয়া পড়িবে। (১৩) উহাদিগের দেবদেবীগুলি উহাদিগের

সুপারিশ করিবে না এবং উহারাই উহাদিগের দেবদেবীগুলিকে অস্বীকার করিবে। (১৪) যেই দিন কিয়ামত হইবে সেই দিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে (১৫) অতএব যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করিয়াছে তাহারা জান্নাতে আনন্দে থাকিবে। (১৬) এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে, আমার নির্দশনাবলী ও পরলোকের সাক্ষাৎ অস্বীকার করিয়াছে, তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَللّٰهُ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আল্লাহ্ যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর কিয়ামাত দিবসে তাহার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন প্রত্যেকে তাহার আমল অনুসারে বিনিময় দান করিবেন। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ আর যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ এর অর্থ يَيْأَسُ الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অপরাধীরা নিরাশ হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ يَفْتَضِحُ الْمُجْرِمُوْنَ অপরাধীরা লাঞ্ছিত হইবে। অন্য বর্ণনায় ইহার অর্থ يَسْكُتُ الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অপরাধীরা চুপ হইয়া যাইবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ আর আল্লাহ্ ব্যতিত যেই সকল ইলাহের ইবাদত করিত তাহারা তাহাদের কোন সুপারিশ করিতে পারিবে না। যেই মুহূর্তেই তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক মুখাপেক্ষী তখনই তাহারা সুস্পষ্টভাবে তাহাদের উপসনার অস্বীকার করিয়া বসিবে এবং তাহাদের দিক হইতে বিমুখ হইয়া যাইবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ আর যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেই দিন সকলে বিভক্ত যাইবে। কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বিভক্ত হইবার পর তাহারা আর কখনো একত্রিত হইবে না। মু'মিনগণকে বেহেশতে উচ্চস্থানে স্থান দেওয়া হইবে এবং কাফিরদিগকে দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ -

"যাহারা ঈমান আনিয়া সৎকাজ করিয়া তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দ উৎফুল্লে নিমগ্ন থাকিবে। ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাসীর (র) বলেন, তাঁহারা বেহেশতে সুমুধর গান শ্রবণ করিবে। আজ্জাজ (র) বলেন, বস্তুতঃ আনন্দ উল্লাস গান হইতে ব্যাপক অর্থ বহন করে।

١٧. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۰

١٨. وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ۰

١٩. يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (১৭) সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে (১৮) এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়ে আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই। (১৯) তিনিই জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর উহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই তোমরা উত্থিত হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের তাঁহার পবিত্র সত্তার পবিত্রতার ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহার বান্দাদিগকেও কয়েকটি বিশেষ সময়ে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। আর সেই সময় কয়টি হইল সন্ধ্যাবেলা যখন দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রের অন্ধকার হয়। আর প্রতুষ্যে যখন রাত্রের অন্ধকার বিদায় গ্রহণ করে এবং দিনের আলো প্রত্যাবর্তন করে। ইহা ব্যতিত গভীর রাত্রে যখন অন্ধকার ঘনীভূত হয় যখন দ্বিপ্রহরে যখন দিনের পূর্ণ আলো পৃথিবীকে আলোকিত করে। যেহেতু উল্লেখিত সময়গুলি আল্লাহ্‌র মহান নির্দশন বহন করে। অতএব বিশেষভাবে এই সময়ে তিনি তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশ দিয়াছেন। সকালে সন্ধ্যা এবং দ্বিপ্রহরে ও গভীর রাত্রে পবিত্রতা ঘোষণা নির্দেশের ফাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীনে কেবল তাঁহারই প্রশংসাযোগ্য হওয়ার ঘোষণা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আসমান ও যমীনে কেবল তিনিই প্রশংসিত। বস্তুতঃ তিনি ব্যতিত আর কেহই প্রশংসারযোগ্য নহে। ইহার পরই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ আর তোমরা রাত্রের গভীর অন্ধকারে ও দ্বিপ্রহরে ও আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর। اَلْعِشَاءُ অর্থ, গভীর অন্ধকার এবং اِظْهَار অর্থ প্রখর আলো। যেই মহা সত্তা গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করেন আবার যিনি অন্ধকার হটাইয়া সারা বিশ্বকে আলোকিত করেন। আর রাত্রকে করেন শান্তিময়, তিনি মহাপবিত্র। অন্যত্র

ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلاَّهَا وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا আর দিনের শপথ, যখন আল্লাহ্ উহাকে যখন আলোকিত করেন আর রাত্রের শপথ, যখন তিনি উহাকে অন্ধকারচ্ছন্ন করেন। (সূরা শামস্ ঃ ৩ - ৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى আর শপথ, যখন উহা অন্ধকারচ্ছন্ন হয় আরো দিনের শপথ যখন উহা উজ্জ্বল হয়। (সূরা লাইল ঃ ১-২)

এই বিষয় আরো বহুআয়াত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। যাহা দ্বারা আল্লাহ্র মহাশক্তির পরিচয় ঘটে। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান (র) ..... মু'আয ইব্ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কি তোমাদিগকে বলিব না যে, আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে কি কারণে খলীলুল্লাহ্ উপাধী দান করিয়াছিলেন ? তিনি সকাল-সন্ধ্যায় এই বলিয়া আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করিতেন ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

তরবানী (র) বলেন, মুত্তালিব ইব্ন শু'আইব (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ যেই ব্যক্তি সকাল বেলা,

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوَاتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

পূর্ণ আয়াত পাঠ করিবে, দিবাকালে যেই ইবাদত তাহার ছুটিয়া গিয়াছে ইহা দ্বারা সে উহার ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে এই আয়াত পাঠ করিবে রাত্রিকালে যাহা তাহার ছুটিয়া গিয়াছে সে উহার ক্ষতিপূরণ লাভ করিবে। হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

يَخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি এতই শক্তির অধিকারী যে, তিনি পরস্পর বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করেন এবং পরস্পর বিরোধী বস্তু সৃষ্টি করা ইহা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার নির্দশন। তিনি বীজ হইতে উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং উদ্ভিদ হইতে বীজ সৃষ্টি করেন। ডিম হইতে মুরগী সৃষ্টি করেন এবং আর মুরগী হইতে ডিম সৃষ্টি করেন। মানব বীর্য হইতে মানুষকে সৃষ্টি করেন আর মানুষ হইতে বীর্য সৃষ্টি করেন, কাফির হইতে মু'মিন সৃষ্টি করেন এবং কাফির হইতে মু'মিন সৃষ্টি করেন।

وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا আর তিনি মৃত যমীনকে সজীব করেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ..... وَفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنَ ـ

“আর তাহাদের জন্য একটি নির্দশন ইহাও যে আমি মৃত যমীনকে সজীব করি এবং উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করি এবং উহা তাহার আহার করে এবং উহার মধ্যে আমি প্রশ্রবণ প্রবাহিত করি”। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩-৩৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ .... الخ ـ

“আর যমীনকে তুমি অনুর্বর দেখিবে, কিন্তু যখন আমি উহাতে পানি বর্ষণ করি ফলে উহা উর্বর ও সজীব হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার ফসল ও ফল ফলাদি উৎপন্ন করে”। (সূরা হাজ্জ ঃ ৫)

وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মৃত হইতে জীবতকে সৃষ্টি করেন, মৃত ও অনুর্বর যমীনকে সজীব ও উর্বর করিয়া উহা হইতে ফসল উৎপন্ন করেন অনুরূপভাবে তোমাদিগকেও তাহার মহা শক্তিবলে মৃত্যুর পরে জীবিত করিয়া কবর হইতে বাহির করিবেন।

٢٠. وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ۝

٢١. وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (২০) তাঁহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন তোমরা মানুষ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ।

(২১) এবং তাঁহার নির্দশনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগের সংগিনীদিগকে। যাহাতে তোমরা উহাদিগের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদিগের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে অবশ্যই বহু নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার নির্দশনসমূহ হইতে একটি নির্দশন এই যে, তিনি তোমাদিগের আদী পিতা আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ঃ

ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ অতঃপর কিছুকাল পরেই তোমরা পূর্ণ মানবকৃতি ধারণ করিয়া ভূপৃষ্টে বিচরণ করিতে লাগিলে। বস্তুত তোমাদের আসল হইল মাটি এবং অতঃপর নিকৃষ্ট পানি অর্থাৎ বীর্য হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তোমাদিগকে উত্তম আকৃতি দান করা হইয়াছে। বীর্যকে জমাট রক্তে পরিণত করা হইয়াছে, জমাট রক্তকে মাংশের টুকরা পরিণত হইয়াছে। হাড় তৈয়ার করা হইয়াছে অতঃপর হাড়ের সহিত মাংস যুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর রূহ্-প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াছে। এবং ইহার পর পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে নড়াচড়া অসহায় অতি দুর্বলবস্থায় তোমরা প্রসবিত হও। তাহার বয়স বৃদ্ধির সাথে শক্তি ও বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরবর্তীতে সে অসহায় দুর্বল মানুষটি এতই ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকে যে, শহর নগরী নির্মাণ করিতে পারে, শিল্প ও দূর্গ নির্মাণে সক্ষম হয়। দেশ বিদেশে ভ্রমন করিতে পারে, জলপথে ও স্থলপথে উভয়ই পথে সমভাবে অতিক্রম করে। ধন সম্পদ উপার্জনের নানা কলা কৌশল অবলম্বন করিয়া সে জীবন ধারণে নানা পথ অবলম্বন করে। তাহাকে জ্ঞান ও বিবেচনা শক্তি দান করা হয়, পার্থিব বিষয়সমূহ ও পারলৌকিক বিষয়ের নানাবিধ জ্ঞানেও তাহাকে সমৃদ্ধ করা হয়।

অতএব সেই মহান সত্তা যিনি মানুষকে এত শক্তি দান করিয়াছেন তাহাকে ভ্রমণের শক্তি দিয়াছেন, যাবতীয় বস্তু তাহার সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাহাকে জীবিকা উপার্জনের নানা কৌশল শিক্ষা দিয়াছেন এবং তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধনে-দারিদ্রে, ভাল-মন্দে, সৌভাগ্যে ও দুর্ভাগ্যেও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অতি পবিত্র। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও গুন্দার (র) ..... হযরত আবূ মূসা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা গোটা ভূখন্ড হইতে এক মুষ্টি মাটি লইয়া আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব ভূপৃষ্টের নানা বর্ণের পার্থক্যে মানুষের বর্ণেও পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ সাদা,কেহ লাল, কেহ কালো এবং কেহ মিশ্রিত বর্ণের। কেহ পবিত্র, কেহ খবীস কেহ কোমল স্বভাবের কেহ কঠোর স্বভাবের। আবার কেহ

মিশ্রিত স্বভাবের। আওফা (র) আ'রাবী (র)-এর সূত্রে ইমাম দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا আর আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি নিদর্শণ যে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন। لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا যেন তোমরা তাহার সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করিতে পার। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا ـ

আর আল্লাহ্-ই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে একজন মানুষ আদম (আ) হইতে সৃষ্টি করিয়া এবং তাহা হইতেই তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তাহার সান্নিধ্যে প্রশান্তি লাভ করিতে পারে। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৮)

আর তাহার স্ত্রী হইল 'হাওয়া' আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আদম (আ)-এর বাম পাজড়ের হাঁড় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

আল্লাহ্ যদি সমস্ত আদম সন্তানকে পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিতেন এবং অন্য জাতির প্রাণীদের তাহাদের স্ত্রী করিতেন, তবে তাহার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হইত না বরং ভালবাসার পরিবর্তে তাহাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হইত। আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে একই জাতি হইতে স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই ভালবাসার কারণে স্বামী তাহার স্ত্রী দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে। অথবা স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। ইহার কারণে স্বামী তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তাহারা যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। اِنَّ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অবশ্যই ইহাতে ঐ লোকের জন্য নির্দশন রহিয়াছে যাহারা চিন্তা করে।

۲۲. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ۝

۲۳. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ۝

অনুবাদ ঃ (২২) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। ইহাতে জ্ঞানীদিগের জন্য অবশ্যই নির্দশন রহিয়াছে। (২৩) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিতে ও দিবা ভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ অন্বেষণ। ইহাতেই অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে শ্রবণকারী সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহার মহাশক্তি প্রমাণকারী নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি সুউচ্চ ও সু-প্রশস্থ স্বচ্ছ আসমান সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে উজ্জ্বল নক্ষত্র সমূহও সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মহান ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাইলেন। পৃথিবীকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন নিচু করিয়া এবং পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর ও মাঠ ময়দানা সৃষ্টি করিয়াছে এবং নানা প্রকার প্রাণী ও সৃষ্টি করিয়াছে, বৃক্ষলতা উৎপাদন করিয়াছেন। এই সব কিছু আল্লাহ্ মহাশক্তির নিদর্শন।

وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ـ

তোমাদের পৃথক পৃথক ভাষা ও বর্ণ তাঁহার মহত্বের নিদর্শন। আরবদের ভাষা আরবী, রূমী ভাষা পৃথক, তাতারীদের ভাষা ভিন্ন, কুফীদের ভাষা অন্য ফিরিঙ্গীদের ভাষা পৃথক। আরমানীয়দের ভাষা পৃথক।

মোটকথা পৃথিবীতে বহু জাতি রহিয়াছে যাহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাষা রহিয়াছে। যাহার সঠিক হিসাব আল্লাহ্ জানেন। ইহা ছাড়া তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণও পৃথক পৃথক কাহারও বর্ণের সহিত কাহাও মিল নাই। আদম সৃষ্টির পর হইতে কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষের সকলেরই দুইটি চক্ষু, দুইটি ভ্রু, দুইটি কান, একটি ললাট ও একটি মুখ আছে। অথচ, কাহারও আকৃতি অন্যের বর্ণ ও আকৃতির সাদৃশ্য নহে বরং কোন কোন দিক হইতে অবশ্যই পার্থক্য আছে। আকৃতি প্রকৃতি অভ্যাস ও বাক্যালাপের ভংগিতে হইতে কিছু না কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্য কোন একটি দল পরস্পরের একে অন্যের সহিত মিল থাকিলে ও চিন্তা করিলে ও এমন কিছু পার্থক্য অবশ্যই পাওয়া যায় যাহা দ্বারা একে অন্য হইতে পৃথক হয়।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ـ

আর আল্লাহ্ নিদর্শন সমূহ হইতে ইহাও একটি নিদর্শন যে, দিবা রাত্রে তোমরা নিদ্রাগমন কর যাহার সাহায্যে তোমাদের সকল ক্লান্তি শ্রান্তি দূরিভূত হইয়া যায়। আর দিনের বেলা জীবিকা উপার্জনে ও জীবন ধারণে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাক।

নিদ্রার সাহায্যে যাবতীয় ক্লান্তি দূর করিয়া নয়া উদ্যানে দিনের আলোকে পূর্ণ কর্মতৎপর হইতে সক্ষম হও।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ -

অবশ্যই ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যাহারা সঠিকভাবে শ্রবণ করিয়া ইহা অন্তর দিয়া শ্রবণ করে। তারবানী (র) ..... সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমার অবস্থা এই রূপ হইল যে, রাত্রে আমার নিদ্রাবস্থায় কাটিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ইহা আমি অভিযোগ করিলে, তিনি আমাকে এই দু'আ পাঠ করিয়া নিদ্রা গমন করিতে বলিলেন।

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَىٌّ قَيُّوْمٌ يَا حَىُّ وَيَا قَيُّوْمُ اَنِمْ عَيْنِىْ وَأَهْدِئْ لَيْلِىْ -

হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলেন, অতঃপর আমি এই দু'আ পাঠ করিলে আমার অনিদ্রারোগ দূরীভূত হইল এবং সুস্থ হইয়া সুনিদ্রা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

٢٤. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۔

٢٥. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (২৪) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে এবং তিনি আকাশ হইতে বারী বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুর্জীবিত করেন, ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য (২৫) এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তাঁহারই আদেশে আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি, অতঃপর যখন তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহবান করিবেন, তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাঁহার মহত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্য হইতে একটি ইহাও তিনি তোমাদিগকে বিদ্যুৎ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে তোমরা কখনও আতংকিত হও। কারণ আশংকা থাকে যে, হয়তঃ বজ্রপাত ঘটিয়া তোমরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আবার কখনও এই আশায় তোমাদের বুক ভরিয়া উঠে যে, ইহার পর আসমান হইতে তোমাদের প্রয়োজনীয় পানি বর্ষণ করা হইবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ـ

আর তিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর উহার সাহায্যে মৃত যমীনকে অর্থাৎ অনুর্বর যমীনকে যাহাতে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না, এমন যমীনকে সজীব ও উর্বর করিয়া তোলেন। বৃষ্টি বর্ষণ হইবার পর উহাতে উর্বর শক্তি সৃষ্টি হয়, উহা শস্য সুজলা সুফলা হইয়া উঠে এবং নানা প্রকার নতুন নতুন ফসল্ ও ফলমূলে উহা সৌন্দর্যময় হইয়া উঠে। পরকাল ও কিয়ামতের জন্য ইহা একটি সুনিদর্শন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ অবশ্যই ইহাতে জ্ঞানীজনদের বড়ই নিদর্শন রহিয়াছে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ আর আল্লাহ্র নির্দশন সমূহ হইতে ইহাও একটি যে তাঁহারই নির্দেশে আসমান যমীনে কায়েম থাকে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ আর আল্লাহ্-ই তো যমীনের উপর আসমানকে পড়িতে দেন না। তিনি উহাকে ঠেকাইয়া রাখেন। তাঁহার নির্দেশ হইলে কেহ বাধা দিতেও সক্ষম হইবে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا আল্লাহ্-ই আসমানসমূহ ও যমীনকে পড়িয়া যাইতে দেন না। (সূরা ফাতির ঃ ৪১)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র) যখন কঠিন শপথ করিতেন তখন বলিতেন ঃ وَالَّذِىْ تَقُوْمُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ সেই সত্তা শপথ, যাঁহার নির্দেশে আসমান যমীন কায়েম থাকে। বস্তুত আল্লাহ্র নির্দেশেই আসমান ও যমীন স্থিত। কিন্তু কিয়ামত দিবসে তিনি আসমান যমীনকে পাল্টাইয়া দিবেন। কবর ও ভূগর্ভ হইতে তাহারই ডাক ও নির্দেশে সকল মৃত সজীব হইয়া বাহির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ـ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ভূগর্ভ হইতে বাহির হইবার জন্য ডাক দিবেন, তখন তোমরা বাহির হইয়া পড়িবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَ تَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِسْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً۔

"যেই দিন আল্লাহ্ তোমাদিগকে ডাকিবেন, তখন তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহার ডাকের জবাব দিবে আর তোমরা ধারণা করিবে যে তোমরা তো অল্প দিনেই পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছিলে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫২)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۔

"মাত্র একটি বিকট শব্দে সকল মানুষ কিয়ামত দিবসে হাশ্‌র ময়দানে একত্রিত হইবে"। (সূরা নাযিয়াত ঃ ১৩ - ১৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ۔

"একটি বিকট শব্দ হইবে ফলে তাহারা সকলে আমার নিকট একত্রিত হইবে"। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩)

٢٦. وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝

٢٧. وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অনুবাদ ঃ (২৬) আকাশমন্ডলী পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই আজ্ঞাবহ (২৭) তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টি করিবেন পুনরায়। ইহা তাঁহার জন্য অতি সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ মর্যাদা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَهُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ আসমান যমীনে যাহা কিছু আছে সবকিছু তাঁহারই মালিকানা সত্তার অন্তর্ভুক্ত। وَكُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ আর সকল বস্তু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাঁহারই অনুগত। দারবাজ (র)-এর হাদীস। আবুল হাইসাম (র) সূত্রে আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُّ حَرْف فِىْ الْقُراٰنِ يُذْكَرُ فِيْهِ الْقُنُوْتُ فَهُوَ الطَّاعَةُ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যেখানেই قنوت শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে উহার অর্থ আনুগত্য।

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَ نُ عَلَيْهِ ـ

আর তিনিই সেই সকল মহান সত্তা যিনি প্রথমবার মাখলখক সৃষ্টি করেন দ্বিতীয়বারও তিনি সৃষ্টি করিবেন। এবং ইহা তাঁহার পক্ষে অধিকতর সহজ। ইব্ন আবূ.তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, أهون عليه অর্থ, أيسر عليه অর্থাৎ অধিকতর সহজ। কিন্তু প্রথমবার সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। ইকরিমাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণও এই অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। অথচ তাঁহার পক্ষে সমীচীন নহে। সে আমাকে গালি দিয়াছে। ইহাও তাহার উচিৎ নহে। সে আমাকে এই কথা বলিয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে, আল্লাহ্ প্রথমবার যেমন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় আর কখনও আমাকে তিনি সৃষ্টি করিবেন না। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অপেক্ষা প্রথমবার সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। আর আদম আমাকে এই বলিয়া গালি দেয়, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ, আমি এক অদ্বিতীয় আমি কাহারও মুখাপেক্ষী নহি। আমি এমনি এক সত্তা যিনি না কাহাকে জন্ম দিয়াছেন আর কেহ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন আর তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই। হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) একাই হাসান ইবন মূসা (র) ..... আবূ হুরায়রা (র)-এর সূত্রে ও নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল, প্রথমবার সৃষ্টি করা ও দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা উহাই আল্লাহ্র পক্ষে সমান সহজ। রাবী ইব্ন খায়সাম (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে বহু দলীল পেশ করিয়াছেন। অবশ্য وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ যমীরটি الخلق এর প্রতি ফিরিতে পারে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার কোন বস্তু প্রস্তুত মানুষের পক্ষেও অধিক সহজতর।

وَلَهُ مَثَلُ الْاَعْلٰى فِىْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আসমান যমীনে তাহারই জন্য সর্ব্বোচ মর্যাদা।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ আল্লাহ্র সমতুল্য ও তাঁহার সমকক্ষ অন্য কোন বস্তু নাই। কাতাদাহ (র) বলেন, তাঁহার সর্ব্বোচ মর্যাদা হইল, তিনি ব্যতিত

আর কোন মা'বূদ নাই আর তিনি ব্যতিত আর কোন প্রতিপালকও নাই। ইব্ন জরীর (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন তাফসীরকার আলোচ্য আয়াতের তাফসীরকালে এক বুযর্গের এই কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

اذا سكن الغير على صفاء * وحنب ان يحركه النسيم
يرى فيه السماء بلا امتراء * كذلك الشمس تبدو والنجوم
كذلك قلوب ارباب التجلى * يرى فى صفوها اللّٰه العظيم

"কোন কূপের পানি যখন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ থাকে এবং সকাল বেলার হাওয়া উহার পানিকে দোলা না দেয় তবে এই অবস্থায় ঐ পানির মধ্যে নিঃসন্দেহে আসমান দৃষ্টিগোচর হয় চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জও উহার মধ্যে দেখা যায়। অনুরূপভাবে যাহাদের অন্তর নির্মল থাকে যাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র নূরের তাজাল্লী হয়। মহান আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরে দৃষ্টিগোচর হয়। নির্মল অন্তর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সদা আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন থাকে তাহার বীরত্ব ও মহত্ব তাহাদের অন্তরে সমজ্জ্বল থাকে"।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. আর আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রান্ত। তাহার উপর কেহই বিজয়ী হইতে পারে না। তিনি তাঁহার সকল কর্মকান্ডে বড়ই হিক্‌মতওয়ালা!

٢٨. ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

٢٩. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (২৮) আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে হইতেই তোমাদিগের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন। তোমাদিগকে আমি যে রিযিক দিয়াছি তোমাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের কেহ কি তাহাতে অংশীদার? ফলে তোমরা

এই ব্যাপারে সমান ? তোমরা কি উহাদিগের সেইরূপ ভয় কর যেই তোমরা পরস্পরকে ভয় কর ? এই ভাবেই আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের নিকট নিদর্শনাবলী বিবৃত করি। (২৯) বস্তুতঃ সীমালংঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশত তাহাদিগের খেয়াল খুশির অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, কে তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিবে ? তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে মুশরিকদের জন্য একটি উপমা বর্ণনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র সহিত উপসনায় অন্যকে শরীক করে। অথচ, তাহারা ইহা স্বীকার করে যে, যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক করে তাহারাও আল্লাহ্র গোলাম এবং আল্লাহ্ তাহাদের মুনীব ও মালিক। যেমন হজ্জের সময় বলিয়া থাকে ঃ

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ وَمَا مَلَكَ ـ

হে পরওয়ারদিগার! আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই। কিন্তু কেবল এমনি শরীক আছে যাহার প্রকৃত মালিক আপনিই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ اَنْفُسِكُمْ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে হইতে তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর উপমা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা তোমরা সদা তোমাদের মধ্যেই দেখিতে পাও।

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِىْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কেহ কি আছে যে, তাহার দাস ও গোলামকে তাহার মালের মধ্যে শরীক করিয়া তাহারই সমান অধিকারী করিবে।

تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ এবং তোমরা ঐ মালের মধ্যে কোন প্রকার তাসারূপ করিবার সময় তাহাদিগকে ভয় কর, যেমন তোমরা তোমাদের শরীক লোকদিগকে ভয় কর ? ইহা সত্য যে, তোমরা তোমাদের কোন গোলামকে স্বীয় মালের জন্য না শরীক করিয়া থাক আর না তাহার পক্ষ হইতে কোন আশংকা তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও ইহা পছন্দ করেন না যে, তাঁহার বান্দা ও গোলামের মধ্যে হইতে কেহ তাঁহার শরীক হউক। অতএব কি করিয়া তাঁহার শরীক কর? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ আর তাহারা আল্লাহ্র জন্য এমন বস্তু সাব্যস্ত কর যাহা তাহারা নিজেরা পছন্দ করে না"। (সূরা নাহ্ল ঃ ৬২)

অর্থাৎ ফিরিশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলিয়া সাব্যস্ত করে অথচ, তাহারা আল্লাহ্র বান্দা। অপরদিকে তাহারা নিজেরা কন্যা পছন্দ করেন না। যদি কখনও তাহাদের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহারা লজ্জায়

মাথা গুঁজিবার স্থান খুঁজিতে থাকে। কিংবা গোপনে গোপনেই তাহাকে ভূগর্ভস্থ করিয়া দেয়। তাহারা নিজেরাই যাহা নিজেদের জন্য আছন্দ করে ও ঘৃণা করে, এমন বস্তুকে আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধিত করা অতিশয় ঘৃণ্য কুফর। আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। মুশরিকরা আল্লাহ্র সহিত তাঁহার বান্দা ও গোলামকে উপাসনায় শরীক করে অথচ, তাহারা নিজেরা ইহা পছন্দ করে না, তাহাদের গোলাম তাহাদের মালে সমভাবে শরীক হউক আর ইহাও পছন্দ করে না যে ঐ মাল তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হউক।

তারবানী (র) বলেন, মাহমূদ ইব্ন ফারজ ইস্পাহানী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুশরিকরা হজ্জ পালন কালে বলিত ঃ

اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ يَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ـ

"হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। আপনার কোন শরীক নাই, কিন্তু এমন একজন শরীক আছে যাহার মালিক আপনি এবং তাহার সকল বস্তুর মালিকও আপনি"। তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْمَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ـ

"আমি সেই রিযিক ও ধন-সম্পদ তোমাদিগকে দান করিয়াছি, উহাতে কি তোমাদের গোলামদের কেহ্ শরীক আছে ? যাহার মধ্যে তোমরা ও তাহারা সমান অধিকার রাখ। এবং তাহাদিগের প্রতি তোমরা আশংকা পোষণ কর, যেমন তোমাদের নিজস্ব অংশীদারগণকে আশংকা কর ? বস্তুত এমন নহে ? উল্লেখিত উপমা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্র কোন শরীক নাই বলিয়া প্রমাণিত হইল। অতএব ইহার পর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ আর এইরূপেই আমি জ্ঞানীজনদের মধ্যে বিশদভাবে নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহকে বর্ণনা করিয়া থাকি। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, বস্তুত যাহারা আল্লাহ্ সহিত অন্যকে শরীক করে তাহারা নির্বোধ এবং তাহাদের নির্বুদ্ধিতার ও মূর্খতার কারণেই এই রূপ অযৌক্তিক ও অনর্থক কাজ করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْوَاءَهُمْ বরং যাহারা যালিম তাহারা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যকে পূজা করিয়া থাকে।

فَمَنْ يَّهْدِىْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ যাহাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে আর কে সঠিক পথে আনিতে পারে ?

وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাহার কোন সাহায্যকারীও নাই যে তাহাকে মুক্তি দিতে পারে ও তাহাকে আশ্রয় দিতে পারে।

٣٠. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

٣١. مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ.

٣٢. مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩০) তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই হইল সরল দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (৩১) বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাঁহাকে ভয় কর। সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (৩২) যাহারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ লইয়া উৎফুল্ল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে নবী! তুমি তোমার উম্মাতগণ একনিষ্ঠ হইয়া ইব্‌রাহীম (আ)-এর মিল্লাতের অনুসরণ কর, উহার উপর অটল অবিচল থাক। সেই দীনকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং ইহার সাথে সাথে সেই দিন ফিত্‌রাত ও যোগ্যতাকেও অপরিবর্তিত রাখ, যাহা আল্লাহ্ জন্মগতভাবেই সকল মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌কে জানা যায় এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করা যায় যে তিনি ব্যতিত আর কোন মা'বূদ ও ইলাহ নাই। পূর্বেই আমরা وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - قَالُوْا بَلٰى (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭২) -এর তাফসীর প্রসংগে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ إِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ عَنْ دِيْنِهِمْ "আমি আমার বান্দাগণকে সত্য দীনের উপর সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শয়তান তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে"। পরে আমরা একাধিক হাদীসের মধ্যে ইহা আলোচনা করিব যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে ইসলাম ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। পরবর্তীতে তাহাদের মধ্যে হইতে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ধর্ম ঈসায়ী ধর্ম ও মজূসী ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেন ঃ لاَ تَبْدِلُوْا خَلْقَ اللّٰهِ "তোমরা আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন প্রকার পরিবর্তন করিও না যে, তোমরা মানুষকে তাহাদের ঐ ফিত্‌রাত ও সঠিক ধর্ম হইতে হঠাইয়া দাও, যাহার উপর তিনি সমস্ত লোককে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই অর্থে খবরমূলক বাক্যটি আজ্ঞাসূচক বাক্যের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি 'খবর মূলক' বাক্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে জন্মগতভাবে ফিতরাত ও সঠিক ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন প্রার্থক্য করেন নাই এবং নীতির তিনি কোন পরিবর্তন ঘটান নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, ইকরিমাহ, কাতাদাহ, যাহ্হাক, ও ইব্ন যায়িদ (র) এই মতের সমর্থন করিয়া لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এর অর্থ করেন, لاَ تَبْدِيْلَ لِدِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহ্র দীনের পরিবর্তন ঘটে না। "خَلْقُ الْاَوَّلِيْنَ" এর অর্থ دِيْنُ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তী লোকদের ধর্ম। ইমাম বুখারী (র) خَلق এর অর্থ 'দীন' করিয়াছেন। তিনি বলেন, দীন ও ফিতরাত হলো ইসলাম। তিনি বলেন, আব্দান (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সকল বাচ্চাই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে ইয়াহূদী, ঈসায়ী ও অগ্নিপোসক করিয়া দেয়। যেমন কোন পশুপাখী বাচ্চা প্রসব করে তখন উহা পূর্ণাঙ্গই প্রসবিত হয়, তোমরা উহার একটিকেও জন্মগতভাবে নাক কান কর্তিত পাওনা"। ইহার পর তিনি আয়াত পাঠ করিলেন।

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

"তোমরা আল্লাহ্র সঠিক ধর্মের অনুসরণ করিয়া চল যাহার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ জন্মগতভাবে ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না। ইহাই হইল সঠিক ধর্ম"। ইমাম মুসলিম (র) হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইব্ন ওহ্ব ..... ইমাম যুহরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাজ্জাক

(র)-এর সূত্রে ..... আবূ হুরায়রা (র) হইতে হাদীসটি এই একই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস সাহাবায়ে কিরামের একটি জামাত হইতে বর্ণিত। তাঁহাদের মধ্যে আসওয়াদ ইব্‌ন সারী' তামীমী (রা)ও রহিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসরাঈল (র) ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আসিলাম এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলাম। আমরা শত্রুর উপর বিজয়ী হইলাম। মুজাহিদগণ সেই দিন শত্রুদিগগের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে করিতে অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগকেও হত্যা করিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন ঃ

مَا بَال اُقوم جَاوَزَهم القتل اليوم حتى قَتَلوا الذرية -

"মানুষের হইল কি ?যে আজ তাহারা হত্যার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, এমন কি তাহারা ছোট বাচ্চাদিগকেও হত্যা করিয়াছে"। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তো মুশরিকদের সন্তান। তখন তিনি বলিলেন, মুশরিকদের কচি সন্তানরা তোমাদের মধ্যে হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমরা কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান হত্যা করিও না। তিনি আরো বলিলেন, সকল বাচ্চাই ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এমন কি সে উহা মুখে উচ্চারণ করে। কিন্তু তাহার মাতাপিতা তাহাকে ইয়াহূদী পরিণত করে কিংবা নাসারা পরিণত করে। ইমাম নাসাঈ (র) ও হাদীসটি যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ূব (র) হইতে ..... হাসান বাসরী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। যেই সকল সাহাবায়ে কিরাম হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণিত। তাঁহাদের একজন হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা)।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাশিম (র) ..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كلُّ مَولود يُولَد على الفِطرَة حتى يعرب عنه لسانه فاذا عبر عن لسانه اما شاكرا واما كفورا -

"সকল ভূমিষ্ট সন্তান ফিতরাত ও ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, এমন কি সে মুখে বলিতে অক্ষম হয়। অতঃপর যখন মুখে বলিতে পারে তখন হয় সে কৃতজ্ঞ অথবা সে অকৃতজ্ঞ হয়"। উল্লেখিত হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস হাশেমী ও। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আফ্‌ফান (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের নাবালিগ সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি বেহেশতে গমন করিবে, না দোযখে ? তখন তিনি বলিলেন ঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ اِذَ خَلَقَهُمْ -

আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তিনি খুব ভাল জানেন যে তাহারা কি আমল করিবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবু বিশর ইব্ন ইয়াস (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে উল্লেখিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমাদ (র) আরো বলেন, আফ্ফান (র) ..... ইব্ন আব্বাস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় ছিল যখন আমি এই মত পোষণ করিতাম, মুসলমানদের সন্তান মুসলমানদের সহিত অবস্থান করিবে আর মুশরিকদের সন্তান মুশরিকদের সহিত অবস্থান করিবে। অবশেষে অমুক আমাকে অমুক হইতে বর্ণনা করিল যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট মুশরিকদের সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন ঃ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ তাহারা যে কি আমল করিত উহা আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার পরে আমি পূর্ববর্তী মত হইতে বিরত থাকি। বর্ণনাকারী সাহাবায়ে কিরাম হইতে একজন হযরত ইয়ায ইব্ন হিমার মুজাশিয়ী (র)। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) ..... ইয়ায ইব্ন হিমার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এক ভাষণে বলিলেন, আমার প্রতিপালক যেই বিষয়ে তোমরা জাননা তোমাদিগকে উহা শিক্ষা দানের জন্য আমাকে হুকুম করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দাদিগকে সত্য ধর্মের উপর সৃষ্টি করিয়াছি। শয়তান তাহাদিগকে তাহাদের দীন হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য যাহা আমি হালাল করিয়াছি উহা শয়তান তাহাদের উপর হারাম করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিবার হুকুম করিয়াছে। অথচ, ইহার স্বপক্ষে কোন দলীল নাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত দান করিলেন এবং আরব আজম সকলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। অসন্তুষ্ট হইলেন না কিছু সংখ্যক কিতাবপ্রাপ্ত সত্য ধর্ম নবীদের প্রতি। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাকে পরীক্ষার করিবার জন্য এবং তোমার দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিবার জন্য তোমাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। আর তোমার প্রতি এমন এক গ্রন্থ নাযিল করিয়াছি, যাহা পানি দ্বারা মুছিয়া ফেলা যায় না এবং জাগ্রতবস্থায় এবং নিদ্রাবস্থায় পাঠ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের সতর্ক করিবার আদেশ করিলেন, তখন আমি বলিলাম. আমার আশংকা তাহারা আমার মাথা পিসিয়া রুটির ন্যায় করিয়া দিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, তাহারা তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিলে আমিও তাহাদিগকে বাহির করিব। তুমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ শুরু কর, আমি সাহায্য প্রেরণ করিব। তুমি আল্লাহ্র রাহে খরচ কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করিব। তুমি সৈন্য প্রেরণ কর আমি উহার

পাঁচগুণ প্রেরণ করিব। তুমি তোমার অনুগতগণকে লইয়া তোমার অবাধ্যদের সহিত যুদ্ধ কর। তিনি বলিলেন, বেহেশতের অধিবাসীরা তিন শ্রেণীতে ভূক্ত। (১) ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী বাদশাহ যাহাকে সৎকাজের তাওফিক দান করা হইয়াছে (২) আরেক ব্যক্তি যে প্রত্যেক মুসলমান ও আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহশীল ও কোমল হৃদয়। (৩) আরেক ব্যক্তি যে পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এবং যে হারাম ভিক্ষা হইতে বাঁচিয়া থাকে। অথচ, সে বহু সন্তানের জিম্মাদার।

আর দোযখের অধিবাসী পাঁচ শ্রেণী লোক (১) ঐ নিঃসম্বল দুর্বল ব্যক্তি যে তোমাদের অধিন্যস্ত হইয়া থাকে, সে না তো ঘর সংসার করিতে ইচ্ছুক আর না অর্থ উপার্জনে করিতে ইচ্ছুক। (২) খিয়ানতকারী ব্যক্তি যে অতি তুচ্ছ বস্তুর মধ্যে খিয়ানত করিতে ছাড়ে না। (৩) যে ব্যক্তি ধনেজনে তোমাকে ধোঁকা ও প্রতারণা দেয় (৪) অতঃপর তিনি কৃপণ, মিথ্যাবাদীর উল্লেখ করিলেন। (৫) আর অশ্লীল বাক্যলাপকারী।

ইমাম মুসলিমই কেবল হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক সূত্রে কাতাদাহ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ذَالِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ শরীয়াত ও ফিতরতে সালীমকে আঁকড়াইয়া ধরাই হইল সরল সঠিক দীন।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশই লোকই ইহা জানে না। আর এই কারণে আল্লাহ্‌র এই পবিত্র দীন হইতে দূরে অবস্থিত ও বঞ্চিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَآ اَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ হে নবী! তুমি যদি ও তাহাদের ঈমান ও হেদায়েতের জন্য আকাংক্ষা কর কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ঈমান আনিবে না। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

হে নবী! যদি তুমি পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুকরণ কর, তবে তাহারা তোমাকে পথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবে। (সূরা আন'আম ঃ ১১৬)

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ ইব্‌ন যায়িদ ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, ইহা অর্থ رَاجِعِيْنَ اِلَيْهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহাকে ভয় কর।

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ এবং আল্লাহর মহান ইবাদত সালাত কায়েম কর।

وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না। বরং তাওহীদ পন্থী হইয়া যাও এবং তাহারই উদ্দেশ্য ইবাদত কর। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন ওয়াযিহ (র) ..... ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (র) হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (র)-এর নিকট দিয়া

অতিক্রম করিলেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! এই উম্মাতের অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল? তিনি বলিলেন, তিন বস্তুর উপর এই উম্মাতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। (১) ইখ্লাস আর ইহাই হইল "আল্লাহ্র ফিত্রাত" যাহার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। (২) সালাত যাহা মূরত দীন (৩) আনুগত্য- যাহা মুক্তির উপায়। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, তুমি সত্য বলিযাছ। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ..... কিলবাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত মু'আয (র)-এর নিকট দিয়া অতিক্রম কালে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দীনের অস্তিত্ব কিসের উপর নির্ভরশীল তখন তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ... الخ "তোমরা ঐ সকল মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না যাহারা দীনকে খন্ড বিখন্ড করিয়াছে এবং তাহারা নিজেরা নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক দলই এই মতাদর্শ লইয়া গর্বিত, যাহা তাহাদের নিকট রহিয়াছে। এবং অংশের প্রতি ঈমান আনিয়াছে কিছু অংশের প্রতি কুফর করিয়াছে। মুলতঃ এইভাবে তাহারা দীনকে ত্যাগ করিয়াছে। আর ইহারাই ইয়াহূদী, ঈসায়ী, অগ্নি উপাসক, প্রতীমা পূজারী বলিয়া বিভিন্ন দলে পরিচিত। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ইহাদের দলের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ـ

"যেই লোক তাহাদের ধর্ম খন্ড-বিখন্ড করিয়াছে এবং খোদ তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত"। (সূরা আন'আম ঃ ১৬০)

বস্তুত আমাদের পূববর্তী উম্মাতগণ পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা প্রত্যেকে মনে করিত যে, তাহারাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত উম্মতে মুহাম্মাদী নানা দলে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্ত একটি দল ব্যতিত সকল গুমরাহ। আর সঠিক দল হইল আহ্লে সুন্নাত আল-জাম'আত। যাহারা আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে মযবুত করিয় ধারণ করিয়াছে এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীন ও আম্বিয়ায়ে কিরাম যেই মত পথ ধারণ করিয়াছিলেন। মুস্তাদরাকে হাকেম গ্রন্থে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল 'মুক্তিপাপ্ত দল' কোনটি ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, مَنْ كَانَ عَلٰى مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ যেই দল আমার ও আমার সাহাবীগণের মত ও পথ অনুসরণ করিয়া চলে, তাহারা হইল মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

٣٣. وَاِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَآ
اَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ.

٣٤. لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ فَتَمَتَّعُوْا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

٣٥. اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا
بِهٖ يُشْرِكُوْنَ.

٣٦. وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ.

٣٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্তে উহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন উহাদিগককে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান, তখন উহাদিগের একদল উহাদিগের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে। (৩৪) উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা অস্বীকার করিবার জন্য। সুতরাং ভোগ করিয়া যাও, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে। (৩৫) আমি কি উহাদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার শরীক করিতে বলে (৩৬) আমি যখন মানুষকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই উহারা তাহাতে উৎফুল্ল হয় এবং উহাদিগের কৃতকর্মের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হইলে উহারা হতাশ হইয়া পড়ে। (৩৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন ? অথবা উহা সীমিত করেন ? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মানুষ যখন নিতান্ত অসহায় ও নিরূপায় হইয়া পড়ে তাহারা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কে ডাকে। আর যখন তাহাদিগকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করা হয় তখন তাহাদের মধ্যে একটি দল আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা শুরু করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে পূজা করে।

لِيَكْفُرُوْا بِمَا اٰتَيْنٰهُمْ আয়াতের মধ্যে। لِيَكْفُرُوْا এর لام টিকে সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন, ইহা عَاقِبَة (পরিণতি) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন ইহা تعليل (কারণ) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য পাইয়া মানুষ তাঁহার নিয়ামতের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে। অতএব আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অচিরেই তোমরা তোমাদের অকৃজ্ঞতার পরিণতি জানিতে পারিবে। জনৈক বুযর্গ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! কোন দারোগা যদি আমাকে ধমক দেয়, তবে তো আমি উহার কারণে কম্পিত হই। অথচ সেই মহান সত্তার ধমকে আমরা কিভাবে প্রকম্পিত না হইয়া পারি, যাঁহার এক আদেশে সকল বস্তুর অস্তিত্ব সংঘটিত হয়। তিনি কোন বস্তুকে হইয়া যাও বলিলেই উহা হইয়া যায়। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক যে কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই তাঁহার সহিত অন্য বস্তুকে শরীক করে ইহার প্রতিবাদ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا আমি কি তাহাদের নিকট এমন কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করিয়াছি। فَهُوْ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ এবং উহা কি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করিতে বলিতেছে ? বস্তুত এমন নহে। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَاِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْابِهَا وَاِنْ تُصِبْهُمْ -

আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহের স্বাদ উপভোগ করাই তখন উহাতে তাহারা আনন্দ উৎফুল্ল হয় আর তাহাদেরই কৃতকর্মের কারণে তাহারা বিপদগ্রস্থ হয় তবে তখন নিরাশ হইয়া পড়ে। মানুষ হিসাবে তাহাদের স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে হিফাযত করেন এবং তাওফীক দান করেন তাহার অবস্থা ইহা হইতে ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ মানুষ প্রাচুর্যের অধিকারী হইলেই সে গর্বিত হয়। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّىْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ প্রাচুর্যের অধিকারী মানুষ বলে, সকল বিপদ আপদের অবসান ঘটিয়াছে। তখন সে বড়ই উৎফুল্ল ও গর্বিত হয়। (সূরা হূদ ঃ ১০) অর্থাৎ মনে মনে আনন্দ উপভোগ করে এবং অন্যের উপর গর্ব করে। কিন্তু বিপদগ্রস্থ হইলে আবার ঐ লোকটি সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের শিকার হয় এবং মনে করে আর সে কখন ও সুখ শান্তির মুখ দেখিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصّٰلِحَاتِ। কিন্তু যেই সকল বিপদে ধৈর্যধারণ করে এবং সুখ শান্তি প্রাচুর্যের সময় সৎকর্ম করে। বস্তুত মু'মিন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আস্থাশীল হও ভরসা করিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত, মু'মিনদের উপর বড়ই আশ্চার্য যে, আল্লাহ্ তাহার জন্য যে কোন ফয়সালা করেন না কেন, উহা তাহার জন্য কল্যাণকর হয়। যদি সে প্রাচুর্য ও সুখ শান্তি লাভ করে তবে সে উহার শুকুর করে ইহা ও তাহার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি সে বিপদগ্রস্থ্ হয় তবে ধৈর্যধারণ করে ইহাও তাহার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ আর ঐ সকল লোকেরা কি ইহা জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা উহা সংকীর্ণ করেন। অর্থাৎ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্বীয় হিক্মত ও ইনসাফের ভিত্তিতে যাহাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাহাকে ইচ্ছা স্বল্প রিযিক দান করেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ। নিঃসন্দেহে ইহাতে ঐ সকল লোকদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে যাহারা বিশ্বাস করে।

٣٨. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

٣٩. وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

٤٠. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَىْءٍ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (৩৮) অতএব আত্মীয়কে দিও তাহার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে তাহাদিগের জন্য ইহা শ্রেয় এবং তাহারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তোমরা সুদে যাহা দিয়া থাক, আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাহা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত দিয়া থাকে তাহাই বৃদ্ধি পায়, উহারাই সমৃদ্ধিশালী। (৪০) আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদিগকে রিযিক দিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদিগের দেব-দেবীর এমন কেহ আছে কি যে এই সমস্তের কোন একটিও করিতে পারে ? উহারা যাহাদিগকে শরীক করে, আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র ও মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের হক দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও সংযোগ রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। আর মিস্‌কীন ও মুসাফিরের পাপ্য হক্ দেওয়ার জন্য ও দির্দেশ দিয়াছেন। মিস্‌কীন বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাহার কিছু নাই কিংবা এতটুকু আছে যাহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আর মুসাফির দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝান হইয়াছে যাহার নিকট তাহার সফরের প্রয়োজনীয় সম্বল নাই।

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ইহা সেই সকল লোকদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের কামনা করে। বস্তুত মানুষের ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর দুনিয়া আখিরাতে তাহারই সফল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ ... الخ -

তোমরা অধিক মাল লাভের উদ্দেশ্য যেই দান-দাক্ষিণ্য করিয়া থাক, উহা যদি কেবল এই উদ্দেশ্য যে যাহাকে দান করা হইয়াছে সে দাতাকে আরো অধিক দান করিবে তবে আল্লাহ্‌র নিকট ইহার কোন সাওয়াব ও লাভ হইবে না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও শা'বী (র) এই আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন। অবশ্য যদিও এই রূপ দান করিলে কোন সাওয়াব লাভ হয় না। কিন্ত তবু ও এই রূপ দান করাও মুবাহ। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "আর অধিক লাভের আশায় তুমি তাহাকেও দান করি ও না"। (সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৬)

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সুদ দুই প্রকার এক প্রকার সুদ না-জায়িয আর উহা হইল ক্রয় বিক্রয়ের সুদ। আর দ্বিতীয় প্রকার সুদ জায়িয। উহা হইল কাহাকেও দান করিয়া দানের অতিরিক্ত কামনা করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইহা বলিবার পর এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوْا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا .. الخ ۔

অবশ্য আল্লাহ্র দরবারে যাকাতের সাওয়াব লাভ করা যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۔

"আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যেই যাকাত দান করিয়া থাক উহাই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য। আর ঐ সকল লোকেরা বহু গুণের অধিকারী"। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ومَا تَصدق أحد بعد لتمرة عن كسب طَيب إلا أخذها الرحمن يمينه فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوة أو فصيله حتى تصيرا التمرة أعظم من أحدٍ ۔

"তোমরা হালাল উপার্জন হইতে একটি খেজুর পরিমাণ যেই সাদাকা কর, আল্লাহ্ উহা স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। উহা সযত্নে বৃদ্ধি করিতে থাকেন যেমন তোমাদের কেহ তাহার গরু অথবা উটের বাচ্চা স্বযত্নে উহা লালন পালন করিয়া উহাকে বড় করিয়া থাকে। এমন কি সাদাকার একটি খেজুর উহা পাহাড় অপেক্ষা বড় হইয়া যায়"।

اَلَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে রিযিক দান করিয়াছেন। তিনি মাতৃগর্ভ হইতে উলাংগাবস্থায় বাহির করিয়াছেন। তাহার না ছিল জ্ঞান না ছিল শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি ও দৈহিক শক্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সকল শক্তি দান করেন, তাহাকে অন্য বস্ত্র ধন সম্পদের অধিকারী করেন ও সর্বপ্রকার উপার্জনের ক্ষমতা দান করেন। যেমন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়াহ (র) ..... হাব্বাহ ইব্ন খালিদ ও সাওয়া ইব্ন খালিদ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আমরা ও তাঁহার কাজে সাহায্য করিলাম। তিনি তখন বলিলেন ঃ

لا تيئسا من الرزق ما تهزهزت رُءوسكما فان الإنسان تلده أُحمر ليس عليه قثرة ثم يرزقه اللّٰه عز وجل ۔

"তোমরা রিযিক হইতে নিরাশ হইও না। তোমাদের মাথা নাড়িতে থাকে অর্থাৎ যাবৎ তোমরা জীবিত থাকিবে। কারণ তোমাদের জননী তোমাদিগকে সম্পূর্ণ বস্ত্রহীনাবস্থায় প্রসব করেন অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে অন্ন বস্ত্র সব কিছু দান করেন"।

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে পার্থিব জীবনের পরে মৃত্যু দান করিবেন। ইহার পর কিয়ামত দিবসে পুনরায় তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন।

هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذَالِكُمْ شَيْءٍ আল্লাহ্ ব্যতিত অন্য যার যেই সকল ইলাহের তোমরা পূজা কর তাহাদের মধ্যে হইতে কি এমন কেহ আছে যে, এই সকল কাজ করিতে সক্ষম। বস্তুত এমন কেহ নাই যে ইহা করিতে পারে। বরং কেবল মহান আল্লাহ্ই আছে যিনি সৃষ্টি করিতে, রিযিক দান করিতে, জীবন দিতে ও জীবন হরণ করিতে সক্ষম। অতঃপর তিনি কিয়ামত দিবসে পুনরায় সকলকে জীবিত করিবেন।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ আল্লাহ্ তাহাদের শিরক হইতে পবিত্র। না তাঁহার কোন শরীক আছে না তাঁহার কোন সমকক্ষ। তাঁহার কোন সন্তানও নাই আর তিনি কাহার জনকও নহেন। তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

٤١. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

٤٢. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ.

অনুবাদ ঃ (৪১) মানুষের কৃতকর্মের দরুন সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে যাহার ফলে উহাদিগকে উহাদিগের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে। (৪২) বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে? উহাদিগের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।

তাফসীর ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্হাক, সুদ্দী (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন ঃ اَلْبَرِّ। দ্বারা 'ময়দান' বুঝান হইয়াছে। এবং اَلْبَحْرِ। দ্বার বুঝান

হইয়াছে শহর ও নগর। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমাহ (র) হইতে আরো বর্ণিত, الْبَحْرِ। নদীর তীরে অবস্থিত শহর। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, الْبَرِّ।দ্বারা স্থল ও الْبَحْرِ। দ্বারা সমুদ্র বুঝান হইয়াছে। ইয়াযীদ ইব্‌ন রুকাই (র) বলেন ঃ ظَهَرَ الْفَسَادُ। এর অর্থ হইল, অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া ও পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর নিঃশেষ হইয়া যাওয়া। রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন হাতিম (র)। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মুকরী (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِىْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর অর্থ হইল, স্থলে মানব হত্যা ও পানিতে নৌকা ও জাহাজ ছিনতাই করা। আতা খুরসানী (র) বলেন الْبَرُّ। দ্বারা ঐ স্থল ভাগকে বুঝান হইয়াছে যেখান শহর ও নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং الْبَحْرِ। দ্বার বুঝান হইয়াছে দ্বীপমালা। উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে প্রথম ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য। অধিকাংশই তাফসীরকারগণের মতই ইহাই। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

أَن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم صَالح ملك ايلة وكتب إليه ببحره معنى ببلده -

"রাসূলুল্লাহ (সা) 'আয়লা' বাদশাহ সহিত সন্ধি করিলেন এবং তাহার নামে তাহার শহর লিখিয়া দিলেন"। এখানে بحر দ্বারা শহর বুঝান হইয়াছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের পাপ ও গুনাহের কারণে যমীনের ফসল নষ্ট হয় এবং বাগানের ফল ফলাদি ও ধ্বংস হইয়া যায়। আবূল আলীয়াহ (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যমীনে নাফরমানী করেন সে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করিল। কারণ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে কল্যাণ সাধিত হয়। আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত।

لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من ان يمطروا أربعين صباحا -

"পাপীদিগকে ধমন করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী দন্ড বিধান কায়েম করা একাধারে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হওয়া অপেক্ষা অধিক উত্তম"। কারণ 'হদ্দ' ইসলামী দন্ড বিধান কায়েম করিলে সকল মানুষ কিংবা অধিকাংশ লোক অথবা অনেক লোকই পাপাচার হইতে বিরত থাকে আর পাপাচার ত্যাগ করা হইলে আসমান যমীনের বরকত সমূহ নাযিল হয়। আর এই কারণে শেষ যুগে যখন হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে আগমন করিয়া আমাদের শরীয়াত মুতাবিক ফয়সালা করিবেন। শূকর হত্যা করিবেন, ক্রস ভাঙ্গিবেন, জিযিয়া কর রহিত করিবেন এবং ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন ধর্ম তিনি মানিয়া লইবেন না, ইসলাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে তিনি হত্যা করিবেন।

অবশেষে তাঁহার সময়ে যখন আল্লাহ্ তা'আলা দাজ্জাল ও তাহার অনুসারীদিগকে এবং ইয়াজূজ ও মাজূজকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে

বলিবেন হে যমীন! তুমি তোমার বরকত বাহির কর। যমীন হইতে বরকত বাহির হইবে ফলে মাত্র একটি 'আনার' একটি দল লোক আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। উহা এতই প্রকান্ড হইবে যে, উহার খোসা দ্বারা এক দল লোক রৌদ্র হইতে ছায়া লাভ করিবে। অনুরূপভাবে একটি উষ্ট্রীর দুধ এক দল লোকের জন্য যথেষ্ট হইবে। বরকতের এই রূপ প্রকাশ ঘটিবে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করিবার কারণে।

অতএব পৃথিবীতে যখন আদল ও ইনসাফ কায়েম করা হইবে, বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। আর এই হাদীস শরীফে বর্ণিত, ফাজের ও পাপী যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার আচরণের কুফল হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, শহর নগরের গাছ পালা ও প্রাণীকুল পরিত্রাণ পায়।

ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, মুহাম্মদ ও হুসাইন (র) ..... আবূ মিখযাম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যিয়াদ কিংবা ইব্‌ন যিয়াদের যুগে এক ব্যক্তি একটি গমের বস্তা পাইল। গম ছিল খেজুরের আটির ন্যায় বড় বড়। বস্তার উপর লিখা ছিল, এই গম সেই যুগের যেই যুগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। মালিক (র) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ اَلْفَسَادُ। দ্বারা এখানে শিরক বুঝান হইয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি বিবেচনা সাপেক্ষ।

لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের পরীক্ষা করিবার জন্যও তাহাদের অপকর্মের শাস্তি স্বাদ আস্বাদন করাইবার জন্য তাহাদের মাল ও জীবনে ক্ষতি সাধন করিবেন। এবং তাহাদের বাগানের ফল ফলাদি ও নষ্ট করিবেন।

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ সম্ববত তাহারা গুনাহ হইতে বিরত হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ـ

"আর আমি তাহাদিগকে ভালমন্দ দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি যেন তাহারা পাপাচারে হইতে বিরত হয়"। (সূরা আরাফ ঃ ১৬৮)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ سِيْرُوْا فِىْ الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ـ

হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা ভূপৃষ্টে ভ্রমণ কর, অতঃপর তোমাদিগের পূর্ববর্তীদের কি হইয়াছিল উহা প্রত্যক্ষ কর।

كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ তাহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার কারণে ও আল্লাহ্‌র নিয়ামত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবার কারণে তাহাদের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল তোমরা উহা প্রত্যক্ষ কর।

٤٣. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ.

٤٤. مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ.

٤٥. لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (৪৩) তুমি সরল দীনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, আল্লাহ্‌র নির্দেশে অনিবার্য যে দিবস তাহা উপস্থিত হইবার পূর্বে, সেইদিন মানুষ বিভক্ত হইয়া পড়িবে। (৪৪) যে কুফরী করে কুফরীর শাস্তি তাহারই প্রাপ্য। যাহারা সৎকর্ম করে নিজেদিগেরই জন্য রচনা করে সুখশয্যা। (৪৫) কারণ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে নিজ অনুগ্রহে পুরস্কৃত করেন। তিনি কাফিরদিগকে পসন্দ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার আনুগত্যে অটল থাকিবার জন্য ও সৎকাজ প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ ... الخ -

"তুমি তোমার সম্পূর্ণ মনোনিবেশ সঠিক দীনের প্রতি কায়েম কর, কিয়ামতের দিন সমাগত হইবার পূর্বে, আল্লাহ্ উহা সংঘটিত করিতে চাহিলে কেহ উহা ফিরাইতে পারিবেন না।

يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ যেই দিন লোক পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে। এক দল প্রবেশ করিবে বেহেশতে আর এক দর প্রবেশ করিবে দোযখে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحَاتِ ... الخ -

যেই ব্যক্তি কুফর করিবে উহা তাহার জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হইবে। আর যাহারা সৎকাজ করে তাহারা নিজেদের জন্য আরামের স্থান সজ্জিত করিতেছে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও সৎকাজ সম্পন্নকারীদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে বিনিময় দান করিতে পারেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই সকল লোককে তাহাদের আমলের বিনিময় দশ হইতে সাত গুণ অধিক দান করিবেন। বরং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি আরো অধিক দান করিবেন।

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ। অবশ্যই তিনি কাফিরদিগকে ভালবাসেন না। এতদ্সত্ত্বে ও তিনি তাহাদের ব্যাপারে আদিল-ন্যায়পরায়ণ। তিনি তাহাদের প্রতি যুলুম করেন না।

٤٦. وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ
وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ۝

٤٧. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ
فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

অনুবাদ ঃ (৪৬) তাহার নির্দশনাবলীর একটি যে, তিনি বায়ূ প্রেরণ করেন সুসংবাদ দিবার জন্য ও তোমাদিগকে তাঁহার অনুগ্রহ আস্বাদন করাইবার জন্য এবং যাহাতে তাঁহার বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আমি তো তোমার পূর্বে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট। তাহারা উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল। অতঃপর আমি অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। মু'মিনদিগকে সাহায্য করাই আমার দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি স্বীয় বান্দাগণের প্রতি বহু অনুগ্রহ করেন। বৃষ্টির পূর্বেই বৃষ্টি বর্ষণের সুসংবাদ দানকারী হাওয়া প্রেরণ করেন এবং উহার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

لِيُذِيْقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهٖ আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উহার সাহায্যে নির্জীব যমীন ও প্রাণীকে সজীব করিয়া তাহার বান্দাগণকে স্বীয় অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করান।

وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ আর সমুদ্রে যেন তাঁহারই হুকুমে পরিচালিত বায়ুর সাহায্যে জাহাজ চলিতে পারে।

وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ আর দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া যেন তোমরা তাঁহার রিযিক অন্বেষণ করিতে পার।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেই অসংখ্যা অগণিত যাহেরী ও বাতেনী নিয়ামতসমূহ দান করিয়াছেন। তোমরা যেন উহার শুকুর কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ـ

আর আমি তোমার পূর্বে বহু রাসূল তাহাদের কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা দলীল প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়া অপরাধ করিয়াছে। অবশেষে তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁহার প্রিয় বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছেন যে, কেবল তাঁহাকে যেই তাঁহার কাওম মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহাই নহে, পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও রাসূলগণকে তাঁহার কাওম ও জাতি দলীল প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঐ অপরাধীদিগকে যথাযথ শাস্তিও দিয়াছেন যাহারা তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছে। আর যাহারা ঐ সকল রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি মুক্তি দান করিয়াছিলেন।

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মু'মিনদের সাহায্য করা তো আল্লাহ্র জন্য কর্তব্য। যাহা তিনি নিজেই তাহার বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহশীল হইয়া নিজের উপর জরুরী করিয়া লইয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبُّكُمْ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদের প্রতিপালাক স্বীয় সত্তার উপর অনুগ্রহ করা ফরয করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... আবূ দারদা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতে শুনিয়াছি "যেই মুসলমান তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করিবে কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট হইতে দোযখের আগুন দুরিভূত করা আল্লাহ্র উপর জরুরী হইবে"।

অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

٤٨. اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاۤءِ
كَيْفَ يَشَاۤءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ
فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ۰

٤٩. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ۰

٥٠. فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثْرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ
ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۰

٥١. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৪৮) আল্লাহ্ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন, পরে ইহাকে খন্ডবিখন্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে, উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা, অতঃপর তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাদিগের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল। (৪৯) যদিও উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে নিরাশ ছিল। (৫০) আল্লাহ্র অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ইহাকে পুনর্জীবিত করেন। এই ভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান্। (৫১) এবং আমি এমন বায়ু প্রেরণ করি যাহার ফলে উহারা দেখে শস্য পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তখন তো উহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়ে।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ মেঘমালা হইতে কি আশ্চর্য উপায়ে বৃষ্টি বর্ষণ করেন উল্লেখিত আয়াতে তিনি উহাই বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন অতঃপর উহা মেঘমালা উত্তোলন করে। মেঘমালাকে বায়ু সমুদ্র হইতে উত্তোলন করে; যেমন অনেকেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। অথবা আল্লাহ্র ইচ্ছায় অন্য কোন স্থান হইতে উত্তোলন করে।

فَيَبْسُطُهُ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মেঘমালাকে আকাশে ছড়াইয়া দেন, উহাকে বৃদ্ধি করেন। অল্প হইতে অধিক করেন। প্রথমত উহা একটি ঢালের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আবার কখন এমন হয় যে সমুদ্র হইতে পানিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় মেঘমালা আকাশে ছড়াইয়া পড়ে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ ...... كَذَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ـ

“আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি বায়ুকে সুসংবাদবাহী হিসাবে প্রবাহিত করেন, এমন কি যখন উহা ভারী মেঘমালা উত্তোলন করে আমি উহা নির্জীব অনুর্বর শহরে হাঁকাইয়া বর্ষণ করি। এমননিভাবে আমি মৃতকে বাহির করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর”। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلَهٗ كِسَفًا ـ

“আল্লাহ্ সেই মহান সত্তা যিনি বায়ু প্রবাহিত করেন। অতঃপর উহা মেঘমালা উত্তোলন করে তৎপর তিনি আকশে যেমন ইচ্ছা ছড়াইয়া দেন এবং উহা টুকরা টুকরা করিয়া দেন”। মুজাহিদ, আবূ আম্র, ইব্ন আ'লা, মাতর আল-ওররাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, كِسَفًا অর্থ قِطَعٌ অর্থাৎ টুকরাসমূহ। যাহ্হাক (র) বলেন, كِسَفًا অর্থ مُتَرَاكِمًا অর্থাৎ ভাঝেভাঝে। কেহ কেহ বলেন ,ইহার অর্থ অধিক পানিতে পরিপূর্ণ কালো মেঘমালা যাহা ভূমির নিকটবর্তী দেখা যায়।

فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ অতঃপর তুমি ঐ মেঘমালার মধ্য হইতে বৃষ্টির ফোঁটা বাহির হইতে দেখিতে পাও।

فَاِذَا اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ـ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণ হইতে যাহাদের উপর ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তখন তাহারা এই বর্ষণের ফলে আনন্দিত হয়।

وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ যেই সকল লোকদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে তাহারা ইহার পূর্বে বর্ষণ হইতে নিরাশ ছিল। এবং পূর্ণ নৈরাশ্যে সময় তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রবীদগণ مِنْ قَبْلَ اَنْ يُّنَزِّلِ عَلَيْهِمَ مِنْ قَبْلِهِ الخ এর সম্পর্কে মত পার্থক্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, مِنْ قَبْلِهٖ ইহা مِنْ قَبْلُ اَنْ يُّنَزَّلَ এর তাকীদ সংঘটিত হইয়াছে। অন্যান্যরা বলেন, مِنْ قَبْلِهٖ তাকীদ নহে বরং ইহাতে নতুনত্ব রহিয়াছে। আয়াতের অর্থ হইল, ঐ সকল লোক বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে উহার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল। এবং এই বর্ষণের পূর্বে বিভিন্ন সময় বৃষ্টি বন্ধ থাকিত, তাহারা একটি সময় পর্যন্ত বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিত, কিন্তু বৃষ্টি হইত না, তাহারা আবারও একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকিত, কিন্তু বৃষ্টি হইত না। অবশেষে তাহাদের পূর্ণ নৈরাশ্যের পর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইত এবং মৃত অনুর্বর ভূমীতে নতুন জীবন সঞ্চারিত হইয়া উহাকে নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন হইত। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ আল্লাহ্‌র রহমতে নির্দশন অর্থাৎ বৃষ্টির প্রতি তোমরা দৃষ্টিপাত কর।

كَيْفَ يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا কি রূপে তিনি ঐ বৃষ্টির সাহায্য মৃত ও অনুর্বর ভূমিকে সজীব করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, অনুর্বর ও মৃত ভূমিকে সজীব করিয়া যেই মহান সৃষ্টিকর্তা উহাতে ফসল উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتٰى সেই মহান সৃষ্টিকর্তাই সমস্ত মৃতকে জীবিত করিবেন। وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ -

"আমি যদি তাহাদের ক্ষেতের উপর শুষ্ক বায়ু প্রবাহিত করি, অতঃপর ইহার কারণে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হলুদ ও বিবর্ণ দেখিতে পায়, তখন তাহারা এই অবস্থা দেখিয়া আল্লাহ্‌র পদত্ত পূর্বের সকল নিয়ামতের নাশুকরী করিতে শুরু করে।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ .... بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ -

"আচ্ছা বল তো দেখি, তোমাদের ক্ষেত খামার চাষাবাদ কর তাহার ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর ? না কি আমি উৎপন্ন করি? ..... বরং আমরা বঞ্চিত হইলাম।" (সূরা ওয়াকিয়াহ ঃ ৬৩)

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বায়ু আট প্রকার, উহার মধ্যে চার প্রকার বায়ূ রহমত বহন করে, আর চার প্রকার বায়ু আযাব বহন করে। রহমতের বায়ু হইল, নাশিরাত, মুবাশ্‌শিরাত, মুরসালাত ও যারিয়াত। আর আযাবে বায়ূ হইল, আকীম, সরসদ, আসিফ ও ক্বাসিফ।

প্রথম দুই প্রকার বায়ূ স্থলে প্রবাহিত হয় এবং পরবর্তী দুই প্রকার বায়ূ প্রবাহিত হয় সমুদ্রে। আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের বায়ূ প্রবাহিত ইচ্ছা করিলে তিনি উহাকে দোলা দেন, উহাকে নরম ও কোমল করেন, পানি দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। আর যদি আযাবের বায়ু প্রবাহিত করিবার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি উহাকে দোলা দেন এবং আযাব দ্বারা পরিপূর্ণ করেন। এবং যে কোন সম্প্রদায়ের উপর প্রবাহিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দান করেন যেই সকল এলাকার উপর দিয়া উহা প্রবাহিত হয় উহাকে ধ্বংস করিয়া দেয়। বায়ূ চার প্রকার পূরবী, পশ্চিমা, উত্তরা ও দক্ষিণা। এসব বায়ূ প্রবাহিত হইলে বিভিন্ন ফলাফল প্রকাশ পায়। এক প্রকার বায়ূ গাছ বৃক্ষকে কোমল করে, খাদ্য উৎপাদন করে, প্রাণীদের শরীর শক্ত মোটাতাজা করে। আর এক প্রকার বায়ু ইহার বিপরীত শুষ্ক করিয়া দেয়। আর এক প্রকার বায়ূ ফল ফলাদি ও গাছ বৃক্ষ ধ্বংস করিয়া দেয়। আর এক প্রকার বায়ূ সবকিছু দুর্বল করিয়া দেয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইব্ন ওহ্ব -এর ভ্রাতুষ্পুত্র ইব্ন উবাইদুল্লাহ (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ বায়ূ যমীনের দ্বিতীয় স্তরে আবদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিলেন, তখন বায়ূর তত্ত্বাবধায়ক ফিরিশতাকে বায়ূ প্রবাহিত করিবার হুকুম করিলেন। তখন ঐ ফিরিশতা বলিল, হে আমার প্রভূ! আমি কি আদ জাতির উপর গরুর নাকের ছিদ্র পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত করিব। আল্লাহ্ বলিলেন, এত পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত করিলে পৃথিবী ও উহার উপর বসবাসকারী সহ উল্টাইয়া যাইবে। বরং একটি আংটি পরিমাণ বায়ূ প্রবাহিত কর। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইহার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ -

ঐ বায়ু যেই বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইল উহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ছাড়িল। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪২)

হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণিত হওয়ায় বিষয়টি মুনকার। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে মাওকুফরূপে বর্ণিত হওয়াই অধিক যাহির।

٥٢. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ۔

٥٣. وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْىِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (৫২) তুমি তো মৃতকে শুনাইতে পারিবে না, বধিরকেও পারিবে না শুনাইতে, যখন উহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। (৫৩) এবং কেউ পথে আনিতে পারিবে না উহাদিগের পথভ্রষ্টতা হইতে। যাহারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে শুধু তাহাদিগকেই তুমি শুনাইতে পারিবে। কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

তাফসীরে ঃ আল্লাহু তা'আলা হযরত নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করেন, মৃতকে যেমন তোমার পক্ষে কথা শ্রবণ করান সম্ভব নহে আর না কোন বধিরকে কোন কথা শ্রবণ করান সম্ভব, বিশেষত যখন তাহারা পিঠ ফিরাইয়া উল্টা দিকে ফিরিয়া যায়। অনুরূপভাবে যাহারা সত্য হইতে অন্ধ তাহাদিগকে ও তুমি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে অক্ষম নও। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুর উপর সমান শাক্তিমান, তিনি যখন উচ্ছা মৃতকে জীবিতের ডাক শুনাইতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারেন। এই ক্ষমতা কেবল তাঁহারই আছে অন্য কাহারও নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَنْ تُسْمِعُ اِلاَّمَنْ يُّوْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ ۔

তুমি কেবল সেই সকল লোককেই শ্রবণ করাইতে পার যাহারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি আস্থাবান এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত। এই সকল লোকই সত্যকে শ্রবণ করে এবং উহার অনুসরণ করে। ইহা হইবে মু'মিনদের অবস্থা এবং পূর্বে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمْ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ -

"হে নবী, তোমার ডাকে তো কেবল তাহারাই সাড়া দিবে যাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে আর মৃতদিগকে আল্লাহ তা'আলা পুনর্জীবিত করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে তাহার নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে"। (সূরা আন'আম ঃ ৩৬)

হযরত আয়েশা (রা.) অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেন যে মৃত ব্যক্তি জীবিতের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। এবং এই আয়াত দ্বারাই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতকে ভুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর

(রা.) বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) বদরকূপে নিক্ষিপ্ত বদরযুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশকে তাহাদের মৃত্যুর তিন দিন পরে সম্বোধন করিয়া খুব ধমক দিলেন, তখন হযরত উমর (রা.) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত লাশকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বলিলেন ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَآ اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَآ اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لاَ يُجِيْبُوْنَ -

“সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তাহাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা ইহার তুলনায় উহা অধিক শ্রবণকারী নও, কিন্তু তাহারা ইহার কোন জবাব দিতে সক্ষম নহে”। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের লাশকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন উহা হইল ঃ انهم الان لِيَعلمون ان ما كنت اُقول لهم حق “এই সকল মুশরিকরা এখন খুব ভালই জানিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে যাহা বলিতাম উহা সত্য”। কিন্তু হযরত ইব্ন উমর (রা) শ্রবণে ও রিওয়ায়াতে ভুল করিয়াছেন। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল মুশরিকদের লাশকে জীবিত করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে ধমক দিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটিই উলামায়ে কিরামের নিকট বিশুদ্ধ। ইহার সমর্থনে আরো বহু সূত্রে অনেক রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত হইল ইবন আব্দুল বারর (র) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) হইতে মারূফরূপে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত রিওয়ায়েত। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে কোন ব্যক্তি তাহার কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম কালে তাহাকে সালাম করে যাহার সহিত তাহার পৃথিবীতে পরিচয় ছিল, আল্লাহ তাহার রূহ্কে তাহার শরীরে ফিরাইয়া দেন এবং সে তাহার সালামে উওর করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে ইহাও বর্ণিত, যখন তাহার উম্মাত হইতে কেহ কবরবাসীকে সালাম করিতে ইচ্ছা করিবে সে তখন তাহাকে সম্বোধন করিয়াই সালাম করিবে এবং এই রূপ বলিবে ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ -এইরূপ সম্বোধন কেবল ঐ ব্যক্তিকে করা যাইতে পারে যে শ্রবণ করেও বুঝে। বস্তুত যদি তাহারা শ্রবণ না করে ও না বুঝে তবে তো ইহা অস্তিত্বহীনও অচেতন পদার্থকে সম্বোধন করিবার শামিল হয়। মুতাওয়াতির রূপে ইহা বর্ণিত যে মৃত ব্যক্তিকে যখন কোন জীবিত যিয়ারত করিতে আসে তখন তাহাকে চিনিতে পারে এবং সন্তুষ্ট হয়। ইবন আবুদ দুনিয়া 'কিতাবুল কুবূর' গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লহু (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهٗ اِلاَّ اسْتَانَسَ بِهٖ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمَ -

"যে কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তাহার নিকট কিছুক্ষণ বসে তাহার সহিত তাহার ভালবাসার সৃষ্টি হয় এবং তাহার সালমের উত্তর করে যাবৎ না সে উঠিয়া যায়"। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি কোন এমন ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করে যাহাকে সে জানে তাহাকে সে সালাম করিলে সে তাহার উত্তর করে।

ইব্ন আবুদ্ দুনিয়া স্বীয় সূত্রে আলে অসিম-এর জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি আসিম জাহদারীর মৃত্যুর পর তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম, আপনার কি মৃত্যু হয় নাই। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি বলিলাম, এখন আপনি কোথায়? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি এখন বেহেশতের উদ্যান সমূহের একটি উদ্যানে। আমি এবং আমার সাথীগণ প্রতি শুক্রবার রাত্রে ও প্রতুষ্যে বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ সুবানীর নিকট উপস্থিত হই এবং তোমাদের সংবাদ সংগ্রহ করি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের শরীর উপস্থিত হয় ? না তোমাদের রূহ্ ? তিনি বলিলেন, আমাদের শরীর তো পছিয়া গলিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমাদের রূহ্ উপস্থিত হয়।

রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমরা যে তোমাদের যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হই তাহা কি আপনারা জানিতে পারেন ? তিনি বলেন, শক্রবারে রাত্রে, সারা শুক্রবারে এবং শনিবার দিনে সূর্যোদয় হওয়ার পযর্ন্ত আমরা তোমাদের যিয়ারত জানিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অন্যান্য দিনে যিয়ারত করিলে জানিতে পারেন না, কেবল শুক্রবারেই পারেন, ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, ইহা কেবল শুক্রবারের বিশেষ মর্যাদার কারণে।

ইবন আবুদ্ দুন্য়া আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন, বাকর ইব্ন মুহাম্মদ (র) সূত্রে হাসান কস্সাব (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মুহামদ ইব্ন ওয়াসি (র)-এর সহিত প্রতি শনিবার ভোরে ভ্রমণ করিতাম এবং ভ্রমণ করিতে করিতে কবরস্থানে আসিতাম এবং কবরের নিকট দন্ডায়মান হইয়া সালাম করিতাম এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, শনিবার সকালের পরিবর্তে যদি আপনি সোমবার সকালে ভ্রমণের নিয়ম করিতেন তবে ভাল হইত। তখন তিনি বলিলেন, এই মৃতব্যক্তিগণ শুক্রবার ও ইহার পূরবর্তী ও পরবর্তী দিনে যাহারা তাহাদের যিয়ারত করিতে আসে তাহাদিগকে জানিতে পারে।

ইবন আবুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ (র) যাহহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তি উহাকে চিনিতে পারে। জিজ্ঞাসা করা হইল, শনিবারের এই মর্যাদা কিসের জন্য? তিনি বলিলেন শুক্রবারের সহিত মিলিত হইবার কারণে। ইবন আবুদ্ দুন্য়া আরো বলেন, খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... আবুত্তাইয়াহ (র) হইতে তিনি বলেন,

মুতাররিফ (র) প্রতুষ্যে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু শক্রবারে অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেন। জ'ফার ইব্ন সুলায়মান (রা) বলেন, আমি আবু তাইয়াহকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, মুতাররিফ (রা) গুতাহ্ নামস্থানে অবতরণ করিতেন। একদিন রাত্রে তিনি কবরস্থানে তাঁহার ঘোড়ার উপর দন্ডায়মান হইয়া সালাত পড়িলেন। কবরবাসীগণ প্রত্যেকেই অন্য কবরবাসীকে তাঁহার কবরের উপর বসা দেখিতে পাইল। তাঁহারা বলিল, এই মুতাররিফ কি প্রতি শুক্রবার তোমাদের নিকট আসিয়া সালাত পড়ে? তাহারা বলিল, হাঁ এবং আমরা ইহাও জানি যে, পাখিসকল তাহাকে সম্বোধন করিয়া কি বলে? রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কি বলে?তিনি বলিলেন, তাহারা سَلَامٌ عَلَيْكُمْ বলে।

ইবন আব্দুদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হাসান ..... সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না'র মামাত ভাই ফযল ইব্ন মুওয়াফ্ফাক (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি অতিশয় বিচলিত হইলাম, অতএব আমি কিছুকাল প্রতিদিন তাহার কবর যিয়ারত করিতে আসিতাম। অতঃপর কিছু দিন যিয়ারত হইতে বিরত থাকিতাম। ইহার পর পুনরায় একদিন আসিলাম। এক সময় তাহার কবরের নিকট বসা ছিলাম হঠাৎ আমার ঘুম আসিল। নিদ্রাবস্থায় আমি দেখিতে পাইলাম, আব্বার কবরটি উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তিনি কাফন জড়াইয়া বসিয়া আছেন।

রাবী বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার নিকট আসিতে বিলম্ব করিয়াছ কেন? আমি বলিলাম, আপনি কি আমার উপস্থিতি জানিতে পারেন? তিনি বলিলেন, যখনই তুমি আমার নিকট আগমন কর, আমি উহা জানিতে পারি এবং আমি আনন্দিত হই, আর আমার পার্শ্ববর্তী লোকেরাও তোমার দু'আয় সন্তুষ্ট হয়। ইহার পর হইতে আমি বহুবার তাহারা যিয়ারত করিয়াছি। ইবন আবদু দুনিয়া আরো বলেন মুহাম্মদ (র) ..... উসমান ইব্ন সুওয়াইদ তুফাভী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার আম্মা একজন আবিদাহ ছিলেন, তাহার নাম ছিল রাহিবাহ। যখন তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইল, তিনি আকোশের দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, হে আমার সঞ্চিত ধন, হে আমার পূজি! যাহার উপর ইহকালে ও পরকালে আমি আস্থা পোষণ করি মৃত্যুকালে তুমি আমাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িওনা উসমান ইব্ন সুওয়াইদ বলেন, আমার আম্মার মৃত্যুর পরে আমি নিয়মিতভাবে প্রতি শুক্রবার তাহার যিয়ারত করিতে থাকি এবং তাহার জন্য দু'আ করি ও ইস্তিগফার করি তাহার সহিত পার্শ্ববর্তী অন্যান্য কবরবাসীর জন্যও দু'আ করি। একবার আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মা! আপনার অবস্থা এখন কেমন! তিনি বলিলেন বেটা মৃত্যুযন্ত্রণা তো বড়ই কঠিন, তবে আল-হামদুল্লিাহ্ এখন আমি বড় আরামে আছি। "সুন্দুস ও ইস্তাবরাক' -এর গদিযুক্ত ফুল শর্যায় শায়িত থাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত এইরূপ

শান্তিতে জীবন যাপন করিব। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করিলাম, কি? তিনি বলিলেন, তুমি সর্বদা আমাদের যিয়ারত করিবে এবং আমাদের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে।

শুক্রবারে তোমার আগমনে আমি বড়ই আনন্দিত হই। যখনই তুমি আমার নাম লইয়া বলা হয়, রাহেবা; তোমার পুত্র তোমার যিয়ারতে আসিয়াছে। তখন আমি বড়ই আনন্দিত হই এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সকল কবরবাসীও সন্তুষ্ট হয়। ইব্ন আবূদ্ দুনিয়া আরো বলেন, মুহাম্মদ (র) বিশ্র ইবন মানসূর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাউন রোগ যখন দেশে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক ব্যক্তি বারবার কবরস্থান যাইত এবং জানাযার সালাত পড়িত সন্ধ্যাকালে সে কবরস্তান গমন করিয়া এই দু'আ করিত।

اَنَسَ اللّٰهُ وَحْشَكُمْ وَرَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ مَسِيَّكُمْ وَقَبِلَ حَسَنَاتِكُمْ -

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভীতি দূর করিয়া দিন এবং তোমাদের একাকীত্বের উপর অনুগ্রহ করুন, তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং তোমাদের সৎকাজ গ্রহণ করুন"। লোকটি ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতেন না। ঐ ব্যক্তি বলেন, একবার আমার কবরস্থান যাওয়া হইল না। আর পূর্বের ন্যায় দু'আ করাও হইল না। আমি নিগ্রাগমন করিলাম। নিদ্রায় আমি দেখিলাম বহু লোক আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা? এবং কি প্রয়োজনে এখনে উপস্থিত হইয়াছে? তাহারা বলিল, আমারা কবরবাসী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের প্রয়োজন কি? তাহারা বলিল, আপনি যে আমাদের যিয়ারতে গমন করিয়া দু'আ করেন, উহা আমাদের জন্য হাদীয় স্বরূপ। তখন আমি বলিলাম আমি পুনরায় তোমাদের যিয়ারতে কবরস্থান গমন করিব এবং কবরবাসীদের দু'আ করিব। বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তাহাদের জন্য যে আমল করে সে উহা জানিতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) বলেন, ... আইয়ূব (রা.) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জীবিত ব্যক্তিদের আমলসমূহ মৃতদের নিকট পেশ করা হয়। আমল ভাল হইলে তাহারা সন্তুষ্ট হয় আর মন্দ হইলে তাহারা এই দু'আ করে, হে আল্লাহ! আপনি তাহাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখেন।

ইবন আবুদ্ দুনিয়া বলেন, আহমাদ ইবন আবুল হাওয়ারী (র) বলেন, আমার ভাই মুহাম্মদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আব্বাস ইব্ন আব্বাদ (র) ইব্রাহীম ইব্ন সালিহ (র) এর নিকট গমন করিলেন, তখন তিনি ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি আব্বাদ (র)-কে বলিলেন, আমাকে কিছু নসীহাত করুন। আব্বাদ (র) বলিলেন, আমি আপনাকে কি নসীহাত করিব? বর্ণিত আছে, জীবিত লোকদের আমলসমূহ তাহাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছান হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আপনার কেমন আমল পৌঁছান হইবে, সেই বিষয়ে আপনি চিন্তা করিয়া আমল করিবেন। ইহা

শ্রবণ করিয়া ইব্রাহীম (র) কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমনকি তাহার দাঁড়ি ভিজিয়া গেল। ইবন আবদ্ দুনিয়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন (র) সাদাকা ইব্ন সুলায়মান জাফরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার একটি বড় খারাপ অভ্যাস ছিল। আমার পিতার ইন্তেকালের পর আমি উহা হইতে তাওবা করিলাম এবং পূর্বের অপরাধের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হইলাম। ইহার পর একবার আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, বৎস! নেক লোকদের সাদৃশ্য তোমাদের যেই সকল আমল আমাদের নিকট পেশ করা হয়, উহা দ্বারা আমরা এতই আনন্দিত হই যে, অন্য আর কিছুতেই আমাদের এত আনন্দ হয় না। অতএব একবার যখন তুমি অনুতপ্ত হইয়া তোমার খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করিয়াছ, পুনরায় উহাতে লিপ্ত হইয়া যেন আমাকে আমার পার্শ্ববর্তী কবরবাসীদের মধ্যে লজ্জা না দাও। খালিদ ইব্ন আমর (র) বলেন, সাদাকাহ ইব্ন সুলায়মান (র) কূফায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন, শেষরাত্রে তাহাকে আমি এই দু'আ করিতে শুনিতাম।

اَسْأَلُكَ اَيَابَةً لاَ رَجْعَةَ فِيْهَا ولاَ حُوْرَ يَا مُصْلِحَ الصَّالِحِيْنَ وَيَا هَادِىْ
الْمُضِلِّيْنَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

"আমি গুনাহ হইতে আপনার নিকট এমন তাওবা প্রার্থনা করি, যেন পুনরায় উহাতে লিপ্ত না হই আর যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হই। হে সৎ লোকদের সংশোধনকারী! হে পথ হারাদের পথ প্রদর্শনকারী! হে পরম দয়াময়"। এই বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম হইতে আরো বহু রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ (র)-এর জনৈক আত্মীয় বলিতেন, হে আল্লাহ! আমি এমন কাজ হইতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি যাহা আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার নিকট লজ্জার কারণ হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার শাহাদাত বরণের পর তিনি এই দু'আ করিতেন। মৃতদের প্রতি সালাম করা শরীয়াতের বিধান রহিয়াছে। অতএব এমন ব্যক্তিকে সালাম করা যে, সালাম টেরই পাইল না আর না সালাম দাতাকে জানিতে পারিল, ইহা শরীয়াতের একটি অসম্ভব ও অযৌক্তিক হুকুম হইবে। সুতরাং মৃতব্যক্তি যে শ্রবণ করে ইহাই সত্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার উম্মাতকে এই শিক্ষাও দান করিয়াছেন যে, যখন তাহারা কোন কবর দেখিবে তখন যেন তাহারা এই বলে ঃ

سَلاَمُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاَءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ
يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأخِرِيْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا
وَلَكُمُ اَلْعَافِيَةَ ـ

হে মু'মিনদের আবাসবাসীগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। আমাদের তোমাদের মধ্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করুন। আমাদেরও তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমরা শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।" বস্তুত এইরূপ সালাম, সম্বোধন ও আহবান কেবল এমন ব্যক্তিকে হইতে পারে যে শ্রবণ করে বুঝে ও জবাব দিতে পারে, যদিও সালামদাতা উহা শ্রবণ করিতে সক্ষম নহে।

٥٤. اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (৫৪) আল্লাহ্ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেন দুর্বলরূপে, দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করে এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আদম সন্তানকে সৃষ্টি করিয়াছেন বীর্য হইতে। আর বীর্য বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রম করিয়া একজন পুনঃ মানবাকৃতি ধারণ করে। বীর্য জমাট রক্তে পরিণত হয় কিছুকাল পর ইহা মাংশপিণ্ডে পরিণত হয় ও কিছুকাল পর এই মাংশপিণ্ডই হাড়ে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে এই ভাবেই আল্লাহ তা'আলা মাংস সৃষ্টি করিয়া মানবাকৃতি করেন এবং উহার মধ্যে রূহ প্রেরণ করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভ হইতে অতি দুর্বলাবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়। ইহার পর ধীরেধীরে হৃষ্টপুষ্ট হইতে থাকে এবং শৈশব, বাল্য ও কৈশরের কয়েকটি স্তর পার হইয়া যৌবনের শক্তিশালী স্তরে পদার্পন করে। যৌবনের এই শক্তিশালী স্তর শেষ হইবার পর পুনরায় তাহার শক্তি হ্রাস পাইতে থাকেভ। অতঃপর সে পৌঢ় ও বার্ধক্যের স্তর অতিক্রম করিয়া দুর্বলতার চরম স্তরে পৌছিয়া যায়। শক্তির পর ইহাই হইল চরম দুর্বলতার স্তর। এই স্তরের পৌছিবার পর তাহার উদ্যম উদ্দীপনা, ধরা ছোয়া সব কিছুতেই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাহার বাহ্যিক রূপ লাবণ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ ـ

অতঃপর তিনি শক্তির পর দুর্বলতাও বার্ধক্য সৃষ্টি করেন তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যেমন তাসাররফ করেন ও পরিবর্তন ঘটান। وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ। তিনি মহাজ্ঞানী, বড়ই শক্তিশালী। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী

(র) আতীয়্যা আওফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্ন ওমর (রা) এর নিকট اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا পাঠ করিলাম, তখন তিনিও আয়াতটি এই পর্যন্ত পাঠ করিলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا ـ

অতঃপর তিনি বলিলেন, আমিও তোমার ন্যায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এতটুকু পাঠ করিয়াছিলাম। অতঃপর যেমন তোমার এই পর্যন্ত পাঠ করিবার পর আমি পাঠ করা আরম্ভ করিয়াছি, তিনিও আমার একতটুকু পাঠ করিবার পর পাঠ করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। হাদীসটি আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ফুযাইল (র) সূত্রের হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, উহা হাসান এবং ইমাম আবূ দাউদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন জাবির (র) হাদীসটি আতিয়্যাহ (র)-এর সূত্রে আবু সাঈদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٥٥. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ۰

٥٦. وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۰

٥٧. فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৫৫) যে দিন কিয়ামত হইবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করিয়া বলিবে যে,তাহারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করে নাই। এভাবেই তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইবে। (৫৬) কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহারা বলিবে, তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানিতে না। (৫৭) সেই দিন সীমালংঘনকারীদিগের ওযর আপত্তি উহাদিগের কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগও দেওয়া হইবে না।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের মূর্খতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথিবীতেও মূর্খতার পরিচয় দিয়াছে এবং কিয়ামত দিবসেও তাহারা মূর্খতার প্রকাশ ঘটাবে। পৃথিবীতে তাহারা আল্লাহকে বাদ দিয়া প্রতীমা পূজা করিয়াছে আর কিয়ামত দিবসে তাহারা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা পৃথিবীতে মাত্র একটি মুহূর্ত অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল যে, তাহাদের নিকট কোন দলীল প্রমাণ আসে নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ঈমান আনিত। তাহারা অতি সামান্যকাল অবস্থান করিয়াছিল বলিয়া দলীল প্রমাণ প্রাপ্ত হইবার অবকাশই আসে নাই। অতএব তাহাদিগকে এই বিষয়ে মা'যূর রাখা হউক। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كَذَالِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ এই সকল লোক যেমন এখানে উল্টা কথা বলিতেছে অনুরূপভাবে তাহারা পৃথিবীতেও উল্টা চলিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ـ

"যাহারা ইল্‌ম ও ঈমান প্রাপ্ত ছিল তাহারা ঐ সকল কাফির ও মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিবে, তোমরা আল্লাহর লিপি অনুসারে তোমাদের সৃষ্টির শুরু হইতে কিয়ামত পর্যন্তই অবস্থান করিয়াছ"। মুসলিমগণ যেমন পৃথিবীতে তাহাদের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া দলীল প্রমাণ কায়েম করিত, অনুরূপভাবে কিয়ামত দিবসেও তাহাদের কসমের প্রতিবাদ করিবে।

وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এই কিয়ামত দিবসের কথাই তোমাদিগকে বারবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ, ইহার তোমরা প্রতি বিশ্বাস করিতেন। আল্লাহ বলেন ঃ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ কিয়ামত দিবসে অনাচারীরা পৃথিবীতে যেই সকল অনাচার ও পাপাচার করিয়াছে উহার কোন ওযরই চলিবে না, তাহাদের জন্য ইহা কোনই কাজে আসিবে না।

وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ আর না তাহারা পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ يَسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ যদি তাহারা পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে প্রার্থনা করে তবে তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে না।

٥٨. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُوْنَ.

٥٩. كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ۰

٦٠. فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَايُوْقِنُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (৫৮) আর আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তুমি যদি উহাদিগের নিকট কোন নির্দশন উপস্থিত কর, কাফিররা অবশ্যই বলিবে, তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী। (৫৯) যাহাদিগের জ্ঞান নাই, আল্লাহ্ এইভাবে তাহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দেন। (৬০) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর,নিশ্চয়ই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। যাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী নহে, তাহারা যেন তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ـ

আমি মানুষের জন্য সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। এবং কুরআনের মধ্যে সর্বপ্রকার উদাহরণ পেশ করিয়াছি, যেন তাহারা উদাহরণের সাহায্যে সত্যকে সঠিকভাবে বুঝিয়া উহার অনুসরণ করে।

وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِاٰيَةٍ لَّيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ مُبْطِلُوْنَ ـ

হে নবী যদি তুমি তাহাদের নিকট অন্য যে কোন নিদর্শন ও মু'জিযা পেশ করুন তাহারা তাৎক্ষণিকভাবে বলিয়া ফেলিবে তোমরা তো বাতিল পন্থি ছাড়া কিছু নও। তাহারা ঈমান আনিবে না তাহারা মু'জিযাকে যাদু বলিয়াই ধারণা করিবে। যেমন ঃ চাঁদ দিখন্ডিত করা হইলে তাহারা এই মন্তব্যই করিয়াছিল। ইহা ছাড়া অন্যান্য মু'জিযার বেলায়ও তাহারা একই ধরনের মন্তব্য করিয়াছিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ وَ لَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের শাস্তির বাণী সাবাস্ত হইয়াছে তাহাদের নিকট সর্বপ্রকার নিদের্শ পেশ করা হইলেও তাহার ঈমান আনিবে না। বিশ্বাস করিবে না যাবৎনা তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭) আর একই কারণেই এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ـ

যাহারা আস্থা রাখে না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবেই মোহর মারিয়া দেন। অতএব হে মুহাম্মদ। তুমি তাহাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার উপর ধৈর্যধারণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার সহিত যেই ওয়াদা করিয়াছেন, তিনি উহা অবশ্যই পালন করিবেন। তিনি তোমাকে তাহাদের মুকাবিলায় অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং শুভ পরিণতি তোমার জন্য এবং তোমার অনুসারীদের জন্য রহিয়াছে।

وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ আর যাহারা বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে না পারে। বরং তুমি আলাহ প্রেরিত বিধানের উপর অবিচল থাকে। কারণ ইহাই সত্য, ইহাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ইহা ব্যতিত অনুসরণযোগ্য কোন বিধানই নাই। সত্য ইহার মধ্যেই নীহিত। সাঈদ (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, খারেজী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি একদা হযরত আলী (র)-কে ফজরের সালাতের রত অবস্থায় উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

হযরত আলী (র) আয়াতটি নীরবে শ্রবণ করিলেন। এবং যাহা সে বলিল, উহা বুঝিয়া তিনি সালাতের মধ্যে এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۔

হযরত ইব্ন জরীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) অন্য আরো এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়াকী (র) ..... আলী (রা)-কে উচ্চস্বরে ডাকিয়া এই আয়াত পাঠ করিল, হযরত আলী (রা) তখন ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন আয়াতটি হইল ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

হে নবী! তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট অহীর মাধ্যমে ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল বিনষ্ট হইবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। (সূরা যুমার ঃ ৬৫) ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আলী (রা) সালাতের মধ্যেই বলিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ۔

অপর সূত্রের বর্ণিত, ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আলী (রা) ফজরের সালাত পড়িতেছিলেন, এমন সময় এক খারেজী তাহাকে উচ্চস্বরে আওয়াজ করিয়া বলিল ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

তখন হযরত আলী (রা) সালাতের মধ্যেই তাহার জবাবে বলিলেন ঃ

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ -

আলোচ্য সূরার ফযীলত ও ফজরের সালাত ইহার তিলাওয়াত মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়েত

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জাফর (র) ..... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের সালাতের ইমামত করিলেন এবং উহাতে সূরা রূম পাঠ করিলেন। কিন্তু কিরা'আতে তাঁহার কিছু ভুল হইয়া গেল। সালাত হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বলিলেন ঃ

انه يلس علينا القرآن فان اُقوما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فمن شهد منكم الصلٰوة معنا فليحسن الوضوء -

সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠে আমার কিছু ভুল হইয়াছে। কারণ তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক এমন আছে যাহারা আমাদের সহিত সালাত আদায় করে অথচ, তাহারা সঠিকভাবে অযূ করে না। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা আমাদের সহিত সালাতে শরীক হইবে তাহারা যেন সঠিকভাবে সুন্দর করিয়া অযূ করে। হাদীসের সূত্রটি বিশুদ্ধ। ইহার মতনও চমৎকার, হাদীসের মধ্যে এক সুক্ষ্ম রহস্য রহিয়াছে আর উহা হইল মুক্তাদীর অযূর ত্রুটির কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) সালাতও প্রভাবিত হইত। ইহা দ্বারা আরো বুঝা গেল যে ইমামের সালাতের সহিত মুক্তাদীর সালাতের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা রূম -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ঃ সূরা লুক্‌মান

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

١. الٓمٓ ۚ

٢. تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ

٣. هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ

٤. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ

٥. اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۙ

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এইগুলি জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। (৩) পথনির্দেশ ও দয়াস্বরূপ সৎকর্ম পরায়ণদিগের জন্য; (৪) যাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আর তাহারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। (৫) তাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তাহারা সফলকাম।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার শুরুতে মুকাত্তা'আত হরফ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহা হিক্মত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ ঃ

هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ যাহা ঐ সকল সৎলোকদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ যাঁহারা সালাতের আরকান ও সময়ের পূর্ণ পাবন্দী করিয়া সালাত আদায় করে নফল ও সুন্নাতসমূহও তাহারা ত্যাগ করে না। আর তাহাদের উপর ফরযকৃত যাকাত আদায় করে। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং পরকালের পুরষ্কারের প্রতিও বিশ্বাস রাখে। অতএব সেই পুরস্কার ও বিনিময়ের প্রতি তাহারা আগ্রহী হইয়াই এই সকল সৎকাজ করে। লৌকিকতার উদ্দেশ্যে কিংবা মানুষের নিকট হইতে কোন বিনিময় লাভের উদ্দেশ্যে তাহারা এই সকল সৎকাজ করে না। একান্ত নিষ্ঠার সহিত যাহারা উল্লেখিত নেক আমল করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কেই ঘোষণা করেছেন ঃ

أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ এই সকল, লোকই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদের আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তি সুস্পষ্ট দলীল উপর প্রতিষ্ঠিত।

وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর এই সকল লোকই সফলতা লাভ করিবে।

٦. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

٧. وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىْ أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ.

অনুবাদ ঃ (৬) মানুষের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করিয়া লয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে,উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অবমাননাকর শাস্তি। (৭) যখন উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরাইয়া লয়, যেন সে ইহা শুনিতে পায় নাই, যেন উহার কর্ণ দুইটি বধির। অতএব উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সু সংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালী সৎ[illegible]ক যাহারা আল্লাহ্র পক্ষ ইহাতে প্রেরিত হিদায়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার প্রেরিত কিতাব শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ
الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করিয়াছেন অর্থাৎ এমন গ্রন্থ নাযিল করিয়াছেন যাহার আয়াতসমুহ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বারবার উল্লেখিত। যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদের দেহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়, অতঃপর তাহাদের চামড়াও নরম হইয়া যায় এবং আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি তাহারা মনোনিবেশ করে। সূরা যুমার ঃ ২৩) পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তাহার এই সকল সৎবান্দাগণের আলোচনা করিয়া পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই সকল হতভাগ্য লোকদের আলোচনা করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হইতে অনীহা প্রকাশ করিয়াছে এবং গানবাদ্য ও তবলা-বেহালা দ্বারা আনন্দ স্ফুর্তি করিতে মত্ত হইয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ-গান। একথা তিনি শপথ করিয়া বলেন। ইব্ন জরীর (র) বলেন, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র) আবুস সাহাবা বিকরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ... الخ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই, আয়াতে উল্লেখিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ হইল, গান। একথা তিনি তিন বার অনুরূপ কসম খাইয়া বলিলেন।

আমর ইব্ন আলী (র) ..... আবুস্ সাহাবা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন ঃ لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ গান। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) জাবির (র), ইকরিমাহ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ, মাক্হূল, আম্র ইব্ন শু'আইব ও আলী ইব্ন খুযাইমাহ (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াত গানবাদ্য সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ـ

গানবাদ্যের জন্য মাল খরচকারীই শুধু এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নহে বরং যেই ব্যক্তি গানবাদ্যকে ভালবাসে ইহার জন্য মাল খরচ না করিলেও সে এই আয়াতের অন্তর্ভূক্ত।

কেহ কেহ বলেন ঃ يَشْتَرِىْ لَهْ[illegible]الْحَدِيْثُ এর অর্থ গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আহমাসী (র) ..... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَ يحل بيع المغنيات ولا شراءهن واكل اثمانهن حرام -

গায়িকা বাঁদীদিগকে ক্রয়-বিক্রয় করা হালাল নহে এবং উহাদের বিক্রয়মূল্য ভোগ করা হারাম। আর এই সকল বাঁদীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ ... الخ -

ইব্‌ন জরীর এবং তিরমিযী (র) ইব্‌ন যাহ্‌র-এর সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। আলী ইব্‌ন ইয়াযীদ একজন দুর্বল রাবী। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, শুধু আলী ইব্‌ন ইয়াযীদেই নহে বরং তাঁহার শায়েখও তাহার শিষ্য সকলই দুর্বল রাবী।

যাহ্‌হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ এর অর্থ শিরক, আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আস্‌লাম (র)ও এমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, যেই সকল কথা আল্লাহ্‌র আয়াত হইতে বিরত রাখে এবং উহার অনুসরণের জন্য প্রতিবন্ধক হয়, সবই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ অর্থাৎ গানবাদ্য ও আল্লাহ্‌র আয়াতের অনুসরণ করিতে বাধা দানকারী বিষয়কে গ্রহণ করে ইসলাম ও মুসলমাদের সহিত বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এক কিরাতে لِيَضِلَّ পড়া হয়। وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ্‌র সত্য পথকে তাহারা বিদ্রূপের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে তাহারা বিদ্রূপের বস্তু বানায়। তবে এই দুই ব্যাখ্যার তুলনায় মুজাহিদ (র)-এর ব্যাখ্যা উত্তম।

"أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ" আর এই সকল লোকদের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। আল্লাহ্‌র আয়াত ও তাঁহার সত্য পথকে যেমন তাঁহারা লাঞ্ছিত করিবার অপপ্রয়াস চালাইয়াছে, কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে চিরশাস্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া অনুরূপ লাঞ্ছিত করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ... الخ -

আর খেলাধুলা ও গান বাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট এই ব্যক্তির সম্মুখে যখন পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে উহা শ্রবণ হইতে বিরত থাকে, উহার প্রতি তাচ্ছিল্যতা প্রকাশ করে এবং বানোয়াটভাবে বধির হইয়া যায় যেন সে কিছু

শুনিতেই পারে নাই। যেন তাহার উভয় কর্ণ কুহরে বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে। সে কুরআনের আয়াত দ্বারা মোটেই উপকৃত হয় না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ হে নবী! তুমি তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু সংবাদ দান কর। পবিত্র কুরআনের আয়াত শ্রবণে যেমন তাহার কষ্ট হইত কিয়ামত দিবসে আযাবের কষ্টও সহিতে হইবে।

٨. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۙ

٩. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ

অনুবাদ ঃ (৮) যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে সুখদ কানন। (৯) সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ যাহারা পরম সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্‌র প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে যাহারা রাসূল হিসাবে মানিয়াছে এবং শরীয়াতের নির্দেশ মুতাবিক নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে সেই সকল ভাগ্যবানদের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন ঃ

لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিয়ামতে পরিপূর্ণ উদ্যানসমূহ। অর্থাৎ বেহেশতের সেই সকল উদ্যানসমূহে তাহারা নানা প্রকার সুস্বাদু আহার্য্য আহার করিবে ও পানীয় পান করিবে, উত্তম বাসভবনে বাস করিবে ও উৎকৃষ্ট বাহনে আরোহন করিবে। আর তাহাদের ভোগ বিলাসের জন্য থাকিবে সুন্দরী, মনোহরী, পবিত্র রমনীগণ। চক্ষু পিপাসা মিটাইবার জন্য থাকিবে নানা প্রকার চক্ষু জুড়ানো মন মাতানো দৃশ্য। আর এই সকল নিয়ামত সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ভোগের জন্য নহে বরং তাঁহার চিরকাল উহা ভোগ করিতে থাকিবে আর ঐ সকল নিয়ামতসমূহ ভোগ করিতে তাহাদের কখনও অনিহাও হইবে না। অতএব তাহাদের অন্তরে কখনও স্থানান্তরিত হইবার কামনা হইবে না।

وَعْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ওয়াদা পরম সত্য। তিনি স্বীয় ওয়াদা খেলাপ করেন না। তিনি পরম শক্তিশালী। তাহার ওয়াদা পালনে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরম পরাক্রমশীল তিনি মহাজ্ঞানের অধিকারী সেই মহা জ্ঞানীই মু'মিনদের জন্য পবিত্র কুরআনকে হিদায়েতের উপায় হিসাবে অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى -

হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, এই পবিত্র কুরআন মু'মিনদের জন্য হিদায়েত ও রোগ নিবারণের উপায়। আর যাহারা ঈমান আনে না তাহাদের কর্ণে বধিরতা রহিয়াছে। আর কুরআন তাহাদের জন্য অন্ধতার কারণ। (সূরা হা-মীম আস সাজ্‌দা ঃ ৪৪)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۤءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ

আর এমন কুরআন আমি নাযিল করিতেছি, যাহা মু'মিনদের জন্য রোগ নিরাময় ও রহমত আর যালিমদের জন্য কেবল অনিষ্টতা বৃদ্ধি করে। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

١٠. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاۤبَّةٍ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ.

١١. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

অনুবাদ ঃ (১০) তিনি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতিত, তোমরা ইহা দেখিতেছ। তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করিয়াছেন পর্বতমালা যাহাতে উহা তোমাদিগকে লইয়া ঢলিয়া না পড়ে এবং উহাতে ছড়াইয়া দিয়াছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু এবং আমিই আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া উদ্‌গত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ। (১১) ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি, তিনি ব্যতীত অন্যেরা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও। সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদ্‌রত ও মহান ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আসমান যমীন এবং উহাদের মধ্যস্থ সকল বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আসমান সমূহকে স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, আসমানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য কোন প্রকার স্তম্ভ

নাই। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ ও মুজাহিদ (র) বলেন, আসমানের দৃশ্যমান স্তম্ভ তো নাই, কিন্তু অদৃশ্য স্তম্ভ আছে। এই বিষয়ে সূরা রা'দ-এর শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

وَاَلْقٰى فِىْ الْاَرْضِ رَوَاسِىَ আর ভূ-পৃষ্ঠে তিনি (আল্লাহ্) পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন। যেন উহার ভারে পানির মধ্যে পৃথিবী হেলিতে না পারে।

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ আর পৃথিবীতে তিনি নানা জাতীয় প্রাণী ছড়াইয়া দিয়াছেন, সৃষ্টিকর্তা ব্যতিত উহাদের সংখ্যা ও আকৃতি ও বর্ণ আর কেহ জানে না। আল্লাহ্ তা'আলাই যে সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ইহা প্রমাণ করিবার পর তিনি মানবজাতিকে ইহা জানাইতেছেন যে, সকল প্রাণীর রিযিকদাতাও একমাত্র তিনিই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ-

আর আমি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছি অতঃপর উহা দ্বারা সর্বপ্রকার উত্তম উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহা দেখিতেও মনোরম। ইমাম শা'বী (র) বলেন, মানুষও পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তু। অতএব যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে সে তো উত্তম আর যে ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে সে নিকৃষ্ট।

وَهٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ আসমানসমূহ, পৃথিবী ও উহাদের মাঝে অবস্থিত সকল বস্তু তো কেবল আল্লাহ্র সৃষ্ট। এই সকল বস্তু সৃষ্টি করিতে কেহ তাঁহার শরীক নাই।

فَاَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে, উহা আমাকে দেখাও।

بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এই সকল মুশরিক তাহাদের উপাস্যের সৃষ্ট একটি বস্তুও দেখাইতে সক্ষম নহে বরং অনাচারী এই সকল মুশরিকরা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

١٢. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ.

অনুবাদ ঃ (১২) আমি লুক্মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে, আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, সে তাহা করে নিজের জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে, আল্লাহ্ তো অভাব মুক্ত প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ উলামায়ে সালাফ এই বিষয়ে মতপার্থক্য করিয়াছেন যে, হযরত লুক্মান কি একজন নবী ছিলেন, না কি তিনি একজন সৎ ও নেক্কার ব্যক্তি ছিলেন? অধিকাংশ

উলামায়ে কিরামের মতে, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত লুক্‌মান (রা) একজন হাব্‌শী গোলাম বাড়ই নুবার বাসিন্দা ছিলেন। কাতাদাহ (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত লুক্‌মান হাকীম সম্পর্কে আপনি কি জানেন, তিনি বলিলেন, হযরত লুক্‌মান (রা) ছিলেন খাট ও চেপটা নাক বিশিষ্ট।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আনসারী (র) হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যেব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত লুক্‌মান (রা) সুদানের অধিবাসী ছিলেন এবং একজন বাড়ই ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে হিক্‌মত দান করিয়াছেন। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, একবার মুসাইয়্যেবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি একজন কালো লোক এই কারণে তুমি দুঃখিত হইও না। কারণ, সুদানের তিনজন সেরা লোক কালো ছিলেন, হযরত বিলাল (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর গোলাম মহিজ এবং লুক্‌মান হাকীম। হযরত লুকমান হাকীম, বাড়ই ও নূবার বাসিন্দা ছিলেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইব্‌ন ওয়াকী (র)...খালিদ রিবয়ী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুকমান একজন হাবশী গোলাম ও বাড়ই ছিলেন। তাঁহার মনীব একবার তাঁহাকে বলিল, আমাদের জন্য ছাগলটি যবেহ কর। তিনি তাহার হুকুম পালন করিলেন, অতঃপর মনীব তাহাকে বলিল, ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম দুইটি মাংসের টুকরা বাহির কর। তিনি উহার জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিলেন। অতঃপর তাঁহার মনীব আর একটি ছাগল যবেহ করিতে বলিলেন। সেইটা তিনি যবেহ্ করিলে, মনীব তাহাকে বলিল, আচ্ছা ইহা হইতে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটি মাংসের টুকরা বাহির কর। এই বারও তিনি জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিলেন। তাঁহার মনীব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি প্রথমবার দুইটি উত্তম টুকরা বাহির করিতে বলিলে, তুমি জিহ্বা ও কলিজা বাহির করিয়াছ এবং পরে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দুইটি টুকরা বাহির করিতে বলিলেও তুমি সেই দুইটিই বাহির করিলে ইহার কারণ কি? তখন হযরত লুকমান তাঁহাকে বলিলেন, ভাল হইলে এই দুইটি বস্তু অপেক্ষা উত্তম আর একটি বস্তুও নাই। আর নষ্ট হইলে এই দুইটি অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট বস্তুও আর একটি নাই।

শু'বা (র) হাকাম সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত লুক্‌মান (রা) একজন কালো গোলাম ছিলেন। তাঁহার ঠোট দুইটি ছিল বিরাট এবং পদদ্বয় ছিল খাটা। হাকীম ইব্‌ন সলিম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি বলেন, হযরত লুক্‌মান (রা) হাকীম ছিলেন। একজন কালো হাবশী গোলাম তাঁহার ঠোঁট দুইটি ছিল পুরু এবং পদদ্বয় চওড়া। এবং তিনি বনী ইসরাঈলের বিচারক ছিলেন। আর কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত দাঊদ (আ)-এর যমানায় নবী ইসলাঈলের বিচারক ছিলেন। ইব্‌ন

জরীর (র) আমর ইব্‌ন কায়েস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মজলিসে একব্যক্তি উপস্থিত হইল, তখন তিনি উপস্থিত লোকদের কথা বলিতে ছিলেন, আগত লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি আমার সহিত অমুক অমুক স্থানে ছাগল চরাইতেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ, লোকটি বলিল, তবে আপনি এই মর্যাদা লাভ করিলেন কি ভাবে? তিনি বলিলেন, সত্যকথা বলা ও অনর্থক কাজ ও কথা হইতে বিরত থাকিবার কারণে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা লুকমান হাকীমকে তাঁহার হিক্‌মত ও জ্ঞানের কারণে মর্যাদাশীল করিয়াছিলেন। একদা এক ব্যক্তি যে এই মর্যাদা লাভের পূর্বে তাঁহাকে চিনিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি পূর্বে ছাগল চরাইতেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এই মর্যাদা লাভ করিলেন কিভাবে? তিনি বলিলেন, আমানতের দায়িত্ব পালন করিয়া উহা হক্‌দারকে হক আদায় করিয়া। আল্লাহ্ নির্ধারিত তাক্‌দীর, সত্য কথা বলা এবং অনর্থক কার্যকলাপ পরিহার করিবার কারণে। যে মর্যাদা তুমি দেখিতে পাইতেছ ইহা ঐ সকল কাজেরই সুফল। উল্লেখিত রিওয়ায়েত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, হযরত লুকমান হাকীম (রা) নবী ছিলেন না। তিনি একজন বড় জ্ঞানী ও সৎলোক ছিলেন। কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামকে সর্বদা উচ্চবংশে প্রেরণ করা হইয়াছে। আর এই কারণেই অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম তাঁহার নবী হওয়াকে অস্বীকার করেন। একমাত্র ইকরিমাহ (র) হইতে একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত যাহা হযরত লুকমান হাকীমের নবী হওয়ার কথা প্রকাশ করে।

ইব্‌ন জরীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ওয়াকী (র) ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। হযরত লুক্‌মান নবী ছিলেন। কিন্তু সনদে উল্লেখিত জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ জু'ফী একজন দুর্বল রাবী। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওহ্‌ব (র) হইতে বর্ণনা করেন, একদা হযরত লুক্‌মান হাকীমের নিকট এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না, বনু হাসহাস গোত্রের গোলাম ছিলেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনি না ছাগল চরাইতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি বলিল আপনি না কালো? হযরত লুক্‌মান বলিলেন ঃ আমি যে কালো, ইহা স্পষ্ট। তবে আমার কোন বিষয় তোমার নিকট আশ্চর্যান্বিত মনে হইতেছে? লোকটি বলিল, আমার পক্ষে যাহা অত্যাশ্চার্যের মনে হইতেছে তাহা হইল আপনার ন্যায় কালো গোলামের কাছে মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় এবং আপনার কথা শ্রবণের জন্য তাহাদের আগ্রহ ও উৎসাহ। তখন হযরত লুকমান হাকীম (রা) তাহাকে বলিলেন, ভাতিজা! যদি তুমিও মনোযোগী হইয়া আমার কথামত কাজ কর, তবে তুমি অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হইবে। আর ঐ অমূল্য কাজগুলি হইল, নিষিদ্ধ বস্তু হইতে চক্ষু বন্ধ রাখা, অন্যায় কথা হইতে জিহ্বা নিয়ন্ত্রিত রাখা, হালাল খাদ্য আহার করা, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সদাসত্য কথা বলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা,

অতিথির সম্মান করা, প্রতিবেশীর হক সংরক্ষণ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজই আমাকে এই মর্যাদায় আরোহীত করিয়াছে যাহা তুমি দেখিতেছ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিন (আবু দারদা) আলোচনা প্রসংগে হযরত লুকমান হাকীম (রা) সম্পর্কে বলিলেন, তিনি যেই মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, উহা তিনি স্বীয় পারিবারীক ও বংশগত সূত্রে লাভ করেন নাই আর না তিনি দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করিতেন। দীর্ঘকাল চিন্তার সাগরে নিমজ্জিত থাকিতেন এবং গভীর চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও দিনে নিদ্রা যান নাই। কেহ তাহাকে কখনও থুথু ফেলিতে দেখে নাই, তিনি কখনও শব্দ করিয়া গলা পরিষ্কার করিতেন না। তিনি পেশাব করিতেন আর না পায়খানা করিতেন। তিনি গোসল করিতেন না, অনর্থক কোন কাজ করিতেন না এবং কখনও হাসিতেনও না। তিনি কোন কথা বারবার বলিতেন না, অবশ্য উহা জ্ঞান ও হিক্‌মতের কথা হইলে কাহারও অনুরোধে পুনরায় বলিতেন। তিনি বিবাহ করিয়া ছিলেন এবং তাঁহার একাধিক সন্তানও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু সকলেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিল অথচ, কাহারও জন্য তিনি কাঁদেন নাই। চিন্তার পরিধি বৃদ্ধির জন্য তিনি বাদশাহ ও শাসকগণের দরবারেও গমন করিতেন ও নসীহত গ্রহণ করিতেন। এই সকল বিশেষ গুণাবলীর কারণেই তাঁহাকে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, তাহার পিতা ..... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুকমানকে নবুওয়াত ও হিক্‌মত গ্রহণে ইখ্‌তিয়ার ও স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় নবুওয়াত গ্রহণ না করিয়া হিক্‌মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর একবার তাঁহার নিদ্রাবস্থায় হযরত জিব্‌রীল (আ) তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে হিক্‌মত ছড়াইয়া দিলেন। রাবী বলেন, ইহার পর প্রত্যূষ্যে তিনি হিক্‌মতের বাণী বলিতে শুরু করিলেন।

সাঈদ (র) বলেন, কাতাদাহ (র) হইতে আমি ইহাও শুনিয়াছি, তিনি বলেন, হযরত লুকমানকে প্রশ্ন করা হইল, নবুওয়াতের উপর আপনি হিক্‌মতকে কিভাবে পছন্দ করিলেন? অথচ, আপনার প্রতিপালক এই বিষয়ে আপনাকে ইখ্‌তিয়ার দান করিয়াছিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি নবুওয়াতের দায়িত্ব বাধ্যগত অর্পণ করিতেন, তবে আশা করি আমি উহাতে সফল হইতাম এবং সফলতার সহিত আমি উহার দায়িত্ব পালন করিতে পারিতাম। তিনি আমাকে ইখ্‌তিয়ার দান করিয়াছেন অতএব আমার এই আশংকাও হয় যে নবুওয়াতের দায়িত্ব আমি পালন করিতে পারিব কি, না? অতএব আমি হিক্‌মতকেই পছন্দ করিয়াছি। ইহা সাঈদ ইব্‌ন বশীর এই রিওয়ায়েত আর এ কারণেই দুর্বল। কারণ তিনি একজন দুর্বল রাবী এবং মুহাদ্দিসগণ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবা (র) কাতাদাহ (র) হইতে বলেন, وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ। এর অর্থ হইল, "আমি লুকমানকে ইসলামের গভীর জ্ঞান দান করিয়াছি।" তিনি নবী ছিলেন না এবং তাঁহার প্রতি অহীও নাযিল করা হয় নাই।

اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ অর্থাৎ আমি লুক্‌মানকে নির্দেশ দিয়াছি যে, তুমি আমার শুকুর কর। সেই যুগের সকল মানুষের উপর আল্লাহ্ তাঁহাকে যেই বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ "আর যেই ব্যক্তি শুকুর করে সে তাহার নিজের স্বার্থেই শুকুর করে।" অর্থাৎ তাহার শুকুর করিবার ফায়দা সে নিজেই ভোগ করিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ مَنْ عَمَلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ "যাহারা নেক আমল করে সে তাহার নিজের জন্যই প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। (সূরা রূম ঃ ৪৪)

وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ আর যেই ব্যক্তি কুফর করে, তবে ইহাতে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি নাই। কারণ আল্লাহ্ বে-নিয়ায ও প্রশংসিত। তিনি কাহারও ইবাদত ও নেক আমলের মুখাপেক্ষী নহেন আর কাহারও কুফর এর কারণে তাঁহার কোন ক্ষতিও সাধিত হয় না। অতএব সেই মহান আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন মা'বূদও ইলাহ নাই। আমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করি।

١٣. وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ
الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

١٤. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ
فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ.

١٥. وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا
تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ
اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৩) স্মরণ কর যখন লুক্মান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শির্‌ক চরম যুলুম। (১৪) আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করিয়া গর্ভেধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকট। (১৫) তোমার পিতামাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই। তুমি তাহাদিগের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদিগের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে, তাঁহার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন আমার নিকট এবং তোমারা যাহা করিতে সে বিষয়ে তোমাদিগকে অবহিত করিব।

তাফসীর ঃ হযরত লুক্মান (র) তাঁহার সন্তানকে যেই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। হযরত লুকমানের পিতার নাম ছিল, আন্‌কা ইব্‌ন সুদ্দুন। আর তাহার পুত্রের নাম ছিল সারান। সুহাইলী (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুকমানের ঘটনাটি এখানে উত্তমরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মহান আল্লাহ্ তাঁহাকে হিক্‌মত দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সন্তানের প্রতি ছিলেন অতি স্নেহশীল। পুত্র তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। এবং প্রিয় সন্তানই সর্বাপেক্ষা উত্তম বস্তুর হক্‌দার। অতএব সর্বপ্রথম তিনি তাহাকে এই উপদেশ দান করিয়াছেন, সে যেন কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তাঁহার সহিত যেন অন্য কাহাকেও শরীক না করে। অতঃপর তাঁহাকে সর্তক করিয়া বলিলেন ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ নিঃসন্দেহে শিরক অতি বড় অবিচার। সর্বাপেক্ষা যুলুম ইহাই।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, কুতাইবা (র) ..... আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে যুলুমের সহিত মিশ্রিত করে নাই", অবতীর্ণ হইল তখন সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ইহা অতি ভারী মনে হইল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুলুম করে নাই? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'যুলুম' এর যেই অর্থ তোমরা বুঝিয়াছ, আয়াতে উহা উদ্দেশ্য নহে। তোমরা এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য কর নাই।

হযরত লুক্মান (র) তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন ঃ

لَا يُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ "হে বৎস! আল্লাহ্‌র সহিত শরিক করিও না, নিঃসন্দেহে শিরক অতি বড় যুলুম"। বস্তুত 'শিরক'কে যুলুম বলা হইয়াছে।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও আ'মাশ (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতার প্রতি সদ্বব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْآ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔

"তোমার প্রতিপালক এই নির্দেশ দিয়াছেন, কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং পিতামাতার প্রতি সদ্বব্যবহার করা"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩) আল্লাহ্র ইবাদতের নির্দেশের সহিত কুরআনের বহুস্থানে পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ ۔

"আর আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছি। তাহার মাতা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে গর্ভেবহন করিয়াছেন"। কাতাদাহ (র) বলেন, وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ এর অর্থ হইল কষ্টের উপর কষ্ট। আতা খুরসানী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল "দুর্বলতার উপর দুর্বলতা"।

وَفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ আর তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার পর দুগ্ধপানের ও লালন-পালনের সময় হইল দুই বৎসর। দুই বৎসর দুগ্ধ পান করা হইলেই, তাহার দুগ্ধ ছাড়াইয়া দিতে হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۔

"আর জননীগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসর দুগ্ধপান করাইতে পারিবে। এই বিধান হইল তাহার জন্য যে দুগ্ধ পান করাইবার সময়টি পূর্ণ করিতে চায়"। (সূরা বাকারা ঃ ২৩৩) নচেৎ ইহার পূর্বেও দুগ্ধ ছাড়ান যায়। হযরত ইব্ন আব্বাস ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরাম বলেন, গর্ভধারণের ন্যূনতম মেয়াদ ছয় মাস। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحَمْلُهٗ وَفِصَالُهٗ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا গর্ভধারণ ও দুগ্ধ ছাড়ানোর সময় হইল ত্রিশমাস, ত্রিশ মাস হইতে দুগ্ধ পানের দুই বৎসর বাদ দিলে গর্ভধারণ ছয় মাস বাকী থাকে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জননীর নানা প্রকার কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তানকে গর্ভেধারণ, তাহাকে দুগ্ধ দান ও তাহার লালন-পালন এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাত্র জাগরণ ও দিবাকালে বিভিন্ন কষ্ট সহ্য করা ইত্যাদি। সন্তান যেন তাহার জননীর এই সকল ইহসান ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখে এবং সেও তাহার জননীকে প্রতি দানের জন্য প্রস্তুত থাকে। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সন্তানের জননীর এই সকল কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে সন্তানকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ বলেন, তুমি তোমার পিতামাতার জন্য এই প্রার্থনা কর, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا "হে আমার

প্রতিপালক! আপনি তাহাদের প্রতি তদ্রূপ অনুগ্রহ করুন যেমন তাহারা আমার শৈশব কালে স্নেহ মমতা দ্বারা আমার লালন পালন করিয়াছে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৪)

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ أَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرَ "তুমি আমার শুকুর কর এবং তোমার পিতা- মাতারও শুকুর কর। অবশেষে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে"। তখন আমি তোমাদিগকে ইহার বিরাট বিনিময় দান করিব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আহ (র) ..... সাঈদ ইব্ন ওহব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) আমাদের কাছে আসিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই তাঁহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। একদিন তিনি ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, আমি এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। তিনি আমাকে এই নির্দেশ সহ প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত অন্য কোন বস্তুকে শরীক করিবে না। আর আমার হুকুমের আনুগত্য করিবে। আমি তোমাদের সকালের আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। হয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে, না হয় দোযখে।

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۔

"যদি তোমার পিতামাতা তোমাকে আমার সহিত শিরক করিবার জন্য চেষ্টা করে যেই বিষয়ের তোমার নিকট দলীল প্রমাণ নাই, তবে তুমি তাহাদের অনুসরণ করিও না"। আর তাহাদের ধর্মালম্বনও করিও না। তবে তুমি পার্থিব জীবনে তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ "আর যাহারা আমার প্রতি নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাদের পথ অনুসরণ করিবে"। অর্থাৎ মু'মিনদের পথ ধারণ করিবে।

ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অতঃপর আমার নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে তখন আমি তোমাদিগকে তেমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাইয়া দিব। তাব্রানী (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ..... সা'দ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۔

আয়াতটি আমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার আম্মার সৎছেলে বিবেচিত হইতাম। তাহার সহিত আমি সদ্ব্যব্যবহার করিতাম। কিন্তু যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম তখন তিনি আমাকে বলিলেন, সা'দ। আমি তোমার এই কি দেখিতেছি? হয়, তুমি তোমার এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিবে, না হয় আমি আমরণ অনশণ করিব, পানাহার করিব না এবং এই ভাবেই মৃত্যুবরণ করিব। ইহাতে লোকেরা

তোমাকেই লজ্জা দিবে। তাহারা তোমাকে তোমার মাতার হত্যাকারী হিসাবে বিবেচনা করিবে। আমি আমার আম্মাকে বুঝাইয়া বলিলাম, আপনি এই নতুন ধর্ম ত্যাগ করিব না। আমার আম্মা বুঝিলেন না। তিনি একদিন ও এক রাত্র অনাহারে কাটাইয়া দিলেন। ইহার পর আরো দুইদিন অনাহারে কাটাইলেন। এইভাবে তাহার অতিশয় কষ্ট হইল। আমি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অধিক কঠোর হইয়া বলিলাম, আম্মা! আপনার জানা উচিৎ যদি একশতটি প্রাণ এবং এক এক করিয়া আপনার একশতটি জীবনই যদি দেহ ত্যাগ করিয়া তবু ও আমি কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করিব না। অতঃপর যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আহার করুন, ইচ্ছা না হইলে আহার না করুন। আমার এই কঠোর বাণী শুনিবার পর তিনি আহার করিলেন।

١٦. يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ
صَخْرَةٍ اَوْفِي السَّمٰوٰتِ اَوْفِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ
لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۰

١٧. يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ
عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۰

١٨. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۰

١٩. وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ۰

অনুবাদ ঃ (১৬) হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষাদানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শীলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নিচে। আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত

করিবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী ও খবর রাখেন সকল বিষয়ের (১৭) হে বৎস! সালাত কায়েম করিও এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিও। আর অসৎকর্মে নিষেধ করিও এবং-আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করিও। ইহাই তো দৃঢ়সংকল্পের কাজ (১৮) আহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিবরণ করিও না, কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না। (১৯) তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করিও, স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

তাফসীর ঃ উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত লুক্মান (র)-এর কিছু মূল্যবান উপদেশের উল্লেখ করিয়াছে যাহা তিনি স্বীয় সন্তানকে দান করিয়াছিলেন। যেন মানুষ উহা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ـ

হে বৎস! পাপও অন্যায় যদি একটি শরিষা পরিমাণও হয় এবং উহা কোন পাথরের অভ্যন্তরে কিংবা আসমানসমূহে কিংবা ভূগর্ভে নিহিত থাকে আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিলে। এবং উহা ওযন করিয়া উহার বিনিময় দান করিবেন। যদি আমল ভাল হয় উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন আর মন্দ হইলে তাহার ভাগ্যে মন্দ বিনিময় জুটিবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ـ

"আর আমি কিয়ামত দিবসে সমস্ত আমলসমূহ ওযন করিব, তখন কাহাকেও একটুও যুলুম করা হইবে না"। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৭) আরো ইরশাদ করা হইয়াছে ঃ

مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

"যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণও কোন ভাল কাজ করিবে সে কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময় দেখিতে পাইবে আর যেই ব্যক্তি একবিন্দু সম মন্দকাজ করিবে সেও কিয়ামত দিবসে উহার বিনিময়ে দেখিতে পাইবে"। (সূরা যিলযালা ঃ ৭-৮) যদি ঐ বিন্দুসম ভাল কিংবা মন্দকাজ কোন কঠিন পাথরের অভ্যন্তরে থাকে কিংবা বিশাল আসমানসমূহে কিংবা ভূগর্ভে নিহিত থাকে তবু আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে উহা উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্র নিকট তো কোন বস্তু গোপন থাকে না। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ "اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ"। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। কোন বস্তু যতই সূক্ষাতিসূক্ষ্ম হউক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই জানেন। গভীর অন্ধকারে পিপীলিকার পদধ্বনি তিনি শুনিতে পারেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, ঐ কঠিন শীলাটি সপ্ত যমীনের নিচে অবস্থিত। সুদ্দী (র) স্বীয় সূত্রে হযরত ইব্ন মাসঊদ, ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যন্য সাহাবায়ে কিরাম হইতে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। আতীয়াহ আওফী (র) আবূ মালিক, সাওরী, মিনহাস ইব্ন আম্র ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতেও ইহা বর্ণিত।

কিন্তু সম্ভবত ইহা ইসরাঈলী রিওয়ায়েত। অতএব ইহা মানাও যাইবে না এবং অমান্যও করা যাইবে না। নীরব থাকিতে হইবে। বাহ্যত আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, একটি সরিয়া পরিমাণ একটি অতিতুচ্ছ বস্তুও যদি একটি পাথরের মধ্যে নিহিত থাকে আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন মূসা ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِىْ صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ بَابٌ وَلَا كَوَّةٌ لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ ـ

যদি কোন ব্যক্তি এমন একটি কঠিন শীলার মধ্যে অবস্থান করিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে না জানালা তবু তাহার আমল হুবহু তেমনি বহির হইয়া আসিবে যেমন উহার মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছিল। হযরত লুক্‌মান (রা) তাঁহার প্রিয়পুত্রকে দ্বিতীয় এই উপদেশ কাল করিলেন ঃ يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ হে বৎস! তুমি ফরয ও অন্যন্য পালনীয় বিষয় সহ সঠিক সময়ে আদায় করিবে।

وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ আর সৎকাজের তোমার সামর্থ অনুসারে আদেশ দান কর এবং অসৎ কাজ হইতে নিষেধ কর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ "আর তোমার উপর যেই বিপদ পতিত হয় তুমি উহার উপর ধৈর্যধারণ কর"। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, যে কেহ সৎকাজে আদেশ করিবে এবং অসৎকাজ হইতে নিষেধ করিবে আনিবার্যভাবে সে মানুষের পক্ষ হইতে বিপদে পতিত হইবে। অতএব তাহাকে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে ঃ

اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ। মানুষের পক্ষ হইতে দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা নিঃসন্দেহে সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্ভূক্ত।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ আর তুমি যখন মানুষের সহিত কথা বল তখন অহংকার করিয়া তাহাদের দিক হইতে স্বীয় মুখ ফিরাইয়া কথা বলিত না। অনুরূপ তাহারাও যখন তোমাদের সহিত কথা বলে তখনও তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না। বরং তাহাদের দিকে মুখ করিয়া বিনম্র হইয়া হাস্যোজ্জ্বল হইয়া কথা বলি ও তাহাদের কথা শ্রবণ করিও। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

ولَو أن تلقى اُخاك ووَجهك إليه منبسط وإيَّاك وأُسبال الإزَار فَإنها من المخيلة لايحبهَا اللّٰه ـ

তুমি যখন তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন যেন তোমার চেহারা হাসোজ্জ্বল থাকো এবং খবরদার চাদর ও লুংঙ্গি লটকাইয়া চলিওনা। কারণ ইহা অহংকারের আলামত এবং আল্লাহ্ অহংকার পসন্দ করেন না।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি এর وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ অর্থ হইল "তুমি অহংকার করিয়া আল্লাহ্র বান্দাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহাদের কথা বলিবার সময় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইও না"। আওফী ও ইকরিমাহ (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জরীর (র) বলেন, تُصَعِّرْ ক্রিয়াপদটি صعر হইতে নির্গত। আরবী ভাষায় صَعْرَ এক প্রকার রোগকে বলা হয়, যাহা উটের গর্দান ও মাথায় হইয়া থাকে। যাহার ফলে উহার ঘাড় বাকা হইয়া যায়। ঘাড় বাঁকা অহংকারী ব্যক্তিকে এ ঐ রোগ বিশিষ্ট ঘাড় বাকা উটের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আরব কবিগণও صعر শব্দটিকে তাহাদের কবিতায় অহংকারের অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কবি আম্‌র ইব্ন হুয়াই তাগলিবী বলেন ঃ

وَكُنَّا اِذَا لِجَبَّارُ صَعُرَ خَدَّهُ * اَقَمْنَا لَهُ مِنْ مَيلِه فَتَقَوَّمَا

যখন প্রতাপের অধিকারী অহংকারী তাহার গাল বাকা করিয়াছে. আমরা তখন তাহার বাকা গালকে সোজা করিয়া দিয়াছি।

لاَ تَمْشِ فِىْ الْاَرْضِ مَرَحًا আর ভূঃপৃষ্ঠে তুমি দর্পের সহিত বিচরণ করিও না। اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ। আল্লাহ্ কোন দর্পিত অহংকারী ব্যক্তিকেই পসন্দ করেন না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تَمْشِ فِىْ الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاَ ـ

"আর অহংকার ভরে তুমি ভূ-পৃষ্ঠে চলিও না। তুমি ভূমিকে ফাড়িয়া ফেলিতে পারিবে আর না পাহাড় সম দীর্ঘ হইতে পারিবে"। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭) এই আয়াতের যথাযথ ব্যাখ্যা পূর্বেই উহার যথাস্থানে করা হইয়াছে। হাফিয আবূল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ হাযরামী (র), ... সাবিত ইব্ন কয়েস ইব্ন শাম্মাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অহংকার সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি উহা সম্পর্কে ও কঠোর বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ। আল্লাহ্ তা'আলা কোন অহংকারী গর্বিত ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না। তখন এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাপড় ধৌত করিবার পর উহার উজ্জ্বলতা আমাকে মুগ্ধ করে, আমার জুতার চমৎকার ফিতা দেখিয়া ও আমি মুগ্ধ হই, আমার লাঠির সুন্দর খাপ দেখিয়াও আমি উৎফুল্ল হই। ইহাও কি

অহংকার? ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা অহংকার নহে। অহংকার হইল সত্যকে অস্বীকার করা ও মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। ইমাম তাবরানী (র) অন্য সূত্রে ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এবং দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত সাবিত (রা)-এর হত্যার ঘটনা এবং তাঁহার অসিয়্যতের কথা ও উহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ আর তোমার চালচলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। অধিক ধীরে ও চলিও না অধিক দ্রুত ও চলিও না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন কর।

وَاغْضُضْ فِىْ صَوْتِكَ তোমার স্বরকে নিচু কর এমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না যাহাতে কোন ফায়দা নাই।

اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত স্বর হইল গাধার স্বর। অতএব যেই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বলিবে তাহার স্বর গাধার সমতুল্য হইবে। কারণ গাধার স্বরও উচ্চস্বর। অথচ, আল্লাহ্‌র কাছে উহা ঘৃণিত। গাধার স্বরের সহিত তুলনা করা দ্বারা বুঝা যায় অকারণে অধিক উচ্চস্বরে কথা বলা, হারাম ও অতিশয় ঘৃণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, মন্দ দৃষ্টান্তের যোগ্য আমরা নই। দান করা বস্তু যেই ব্যক্তি ফিরাইয়া লয়, সে ঐ কুকুরের মত যেমন করিয়া পুনরায় উহা গলাদঃকরণ করে।

ইমাম নাসাঈ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِيْكَةِ فَاسْأَلُوْا اللّٰهِ مِنْ فَضْلِهِ وَاِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا ۔

তোমরা যখন মোরগের শব্দ শুনিতে পাও যখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ প্রার্থনা কর আর যখন গাধার ডাক শুনিতে পাও তখন শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে শয়তান দেখিতে পাইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতিত অন্যান্য ইমামগণ জা'ফর ইব্‌ন রাবী'আহ (র) হইতে একধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন রিওয়ায়েত 'রাত্রিকালে' এর উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত লুক্‌মান হাকীমের উপদেশগুলি বড়ই উপকারী আর এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত উপদেশ সমূহ ছাড়া তাঁহার আরো অনেক উপদেশ বর্ণিত আছে। আমরা নমূনা হিসাবে উহার কয়েকটি উপদেশ নিম্নে পেশ করিতেছি। ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আলী ইব্‌ন

ইসহাক (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهٗ -

হযরত লুক্মান হাকীম (র) বলিতেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তুর সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি উহা সংরক্ষণ করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন. আবূ সাঈদ আশাজ্জ (র) ..... কাসিম ইব্ন মুখায়মিরাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লুক্মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দান কালে বলিলেন, বৎস! তুমি কাপড় মুড়ি দিয়া চলিওনা। কারণ রাত্রিকালে ইহা ভীতির কারণ এবং দিবাকালে ইহা নিন্দনীয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুকমান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! হিক্‌মত এমন বস্তু যাহা মিস্‌কীনকে বাদশাহর সিংহাসনে উপবিষ্ট করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার ..... পিতা আওন ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত লুক্মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হও তখন তুমি তাহাদিগকে সালাম করিয়া মজলিসের এক পাশে বসিয়া পড়। অতঃপর তাহারা যতক্ষণ কথা না বলে তুমিও কোন কথা বলিও না। অতঃপর যাদ তাহারা আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল হয় তবে তুমি তাহাদের সহিত আরো যিকির করিতে থাক। আর যদি তাহারা গল্প করিতে শুরু করে, তবে তুমি তাহাদের মজলিস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... হাফ্‌স ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার লুক্মান হাকীম (রা) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দান করিতে শুরু করিলেন, তখন তিনি পাশে একটি সরিষার থলে রাখিয়াছিলেন, তিনি পুত্রকে এক একটি উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং থলে হইতে এক একটি সরিষা বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন এমনিভাবে একসময় তাহার থলে শূন্য হইয়া গেল, তখন তিনি স্বীয় পুত্রকে বলিলেন, বৎস! যদি আমি এত উপদেশ কোন পাহাড়কে করিতাম তবে উহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। রাবী বলেন, তখন পুত্রও বেহুশ হইয়া পড়িল। আবুল কাসিম তাব্‌রানী (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আবদুল বাকী মিস্‌সীসা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাবশীদের সহিত বন্ধুত্ব রাখ। তাহাদের মধ্য হইতে তিন ব্যক্তি বেহেশত বাসীদের সর্দার হইবেন। লুকমান হাকীম, নাজ্জাশী ও হযরত বিলাল (রা)।

অপ্রসিদ্ধি ও নম্রতা সম্পর্কে উপদেশমালা

হাফিয আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবুদ্ দুনি্য়া (র) এই বিষয়ে একখানা কিতাব লিখিয়াছেন আমরা উহা হইতে নিম্নে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উল্লেখ করিতেছি।

তিনি বলেন, ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র) ..... হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি, "বহু এলমেলো কেশ বিশিষ্ট ময়লা চাদর পরিহিত এমন লোক আছে যাহাদিগকে মানুষের দরজা হইতে বিতাড়িত করা হয় অথচ, আল্লাহ্‌র দরবারে তাহার এত মর্যাদা যে, সে যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম করিয়া কোন কথা বলিয়া বসে তবে অবশ্যই তিনি উহা পূর্ণ করেন।

হাফিয আবূ বক্‌র ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... জা'ফর ইব্‌ন সুলায়মন (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য এই সূত্রে তিনি ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন, ঐরূপ লোকদের মধ্যে বারা ইব্‌ন আযিব (র)ও একজন। হযরত আনাস (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ সেই সকল লোক বড়ই মুবারক যাহারা তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী, তাহারা যখন কোন মজলিসে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে চিনা যায় না আর অনুপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগের খোঁজ লওয়া হয় না তাহারা প্রদীপ তূল্য এবং সকল প্রকার ফিৎনা মুক্ত।

আবূ বকর ইব্‌ন সাহল, তামীমী (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ মারইয়াম (র) ..... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, একদা তিনি (উমর) মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হযরত নবী করীম (সা)-এর রাওযা মুবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন, হযরত উমর (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মু'আয! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীসের কারণে কাঁদিতেছি। আমি তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, অতি সামান্য রিয়া ও শিরক -এর অর্ন্তভূক্ত। আল্লাহ্ তাঁহার ঐ সকল পরহেযগার বান্দাগণকে ভালবাসেন, মানুষের মধ্যে যাহাদের পরিচিতি নাই। তাহারা কেন মজলিসে অনুপস্থিত থাকিলে কেহ তাহাদের খোঁজ করে না আর উপস্থিত হইলে কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। তাহাদের অন্তরসমূহ হেদায়েতের প্রদীপ, তাহারা সর্বপ্রকার ফিত্‌না-ফাসাদ হইতে মুক্ত।

আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ দুনি্য়া (র) বলেন, ওয়ালীদ ইব্‌ন শুজা (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُبَّ ذى طمرين لا يؤيه له يواقسم على اللّٰه لا بره لو قال اللّٰهم إنى
أسألك الجنة لأعطاه اللّٰه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئا -

অনেক ছিন্ন পোশাক বিশিষ্ট অসহায় ব্যক্তি এমন আছে যে, সে যদি আল্লাহ্‌র নামে কসম খাইয়া কিছু বলে তবে আল্লাহ্ অবশ্যই উহ পূর্ণ করেন। যদি সে বলে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে বেহেশত দান করুন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। কিন্তু তাহাকে পার্থিব সম্পদ হইতে কিছুই দান করেন না। তিনি আরো বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে তোমাদের কাহারও দ্বারে আসিয়া একটি দীনার কিংবা দিরহাম অথবা একটি পয়সা প্রার্থনা করিলেও কেহ তাহাকে উহা দান করিবে না. কিন্তু সে যদি আল্লাহ্‌র কাছে বেহেশত প্রার্থনা করে তবে তিনি উহাও তাহাকে দান করিবেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে দুনিয়া দান করেন না। আর বাধাও দেন না। কারণ দুনিয়া এমন কোন মর্যাদার বস্তু নহে। এই ধরনের লোক ময়লা দুইটি চাদর পরিহিতাবস্থায় থাকে তাহার কোন বিশেষ আশ্রয়স্থল থাকে না, কিন্তু সে যদি কসম করিয়া আল্লাহ্‌র নিকট কোন আবেদন করে তবে তিনি অবশ্যই উহা পূর্ণ করেন। এই সূত্রে হাদীসটি মুরসাল। ইব্‌ন আবুদ দুনিয়া (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذوطمرين لا يوبه الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوَائج أحدهم تجلجل فى صدره لو قسم نوره يوم القيَامة لوسعهم -

"বেহেশতের সম্রাটগণের মধ্য হইতে কিছু লোক এমনও আছে যাঁহারা এলোমেলো কেশ বিশিষ্ট দুইটি ময়লা যুক্ত চাদর পরিহিত, যাঁহারা নির্দিষ্ট আশ্রয়স্থল হইতে বঞ্চিত। তাঁহারা আমীরগণের দরবাবে উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাঁহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয় না, বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠাইলে তাঁহারা বিবাহ হইতে হয় বঞ্চিত। কোন আবেদন নিবেদন করিলে উহা শ্রুত হয় না। তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অন্তরেই থাকিয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা এত নূরের অধিকারী যে কিয়ামত দিবসে যদি তাঁহাদের নূর মানুষের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের সকলের জন্য উহা যথেষ্ট হইবে"।

উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন যাহ্‌র (র) ..... আবূ উসামাহ (র) হইতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, "আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় অলী হইল সেই ব্যক্তি কমধন সম্পদের অধিকারী,

সালাত আদায়কারী যে উত্তমরূপে তাঁহার প্রতি পালকের ইবাদত করে এবং গোপনে দান করে। মানুষের নিকট পরিচিত নহে আর তাহাকে অঙ্গুলী দ্বারা দেখানও হয় না এবং সে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত নাড়িয়া বলিলেন, আর ঐ ব্যক্তিকে মৃত্যু তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করে তাঁহার মীরাস অতি কম এবং তাঁহার মৃত্যুতে ক্রন্দন করে এমন লোকের সংখ্যাও অতি কম। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ব্যক্তি হইল গরীবরা। জিজ্ঞাসা করা হইল, গরীব কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা দীনের হিফাযতের জন্য দেশ হইতে পলায়ন করে। কিয়ামত দিবসে তাঁহারা হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট একত্রিত হইবে। হযরত ফুযাইল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন, আমার নিকট ইহা পৌঁছিয়াছে, যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁহার এক বান্দাকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে নিয়ামত দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমাকে দান করিয়াছিলাম না? আমি কি তোমার অপরাধ গোপন করিয়াছিলাম না? এই ধরনের আরো বহু প্রশ্ন করিবেন, অতঃপর হযরত ফুযাইল (র) বলেন, তোমার পক্ষে যদি আত্মগোপন করিয়া থাকা সম্ভব তবে তাই কর। মানুষ যদি প্রশংসা না করে তবে ইহাতে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না, অনুরূপভাবে তুমি যদি আল্লাহ্র নিকট প্রশংসিত হও তবে মানুষের নিকট নিন্দিত হইলেও তোমার কোন ক্ষতি নাই। ইব্ন মুহাইয়ীয, তাঁহার নাম বৃদ্ধি না হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিতেন। খলীল ইব্ন আহমাদ বলিতেন ঃ

اللّٰهم اجعلنى عندك من ارفع خلقك واجعلنى فى نفسى من اوضع
خلقك وعند الناس من اوسط خلقك ۔

"হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে আপনার দরবারে উচ্চমর্যাদা দান করুন, আর আমার নিজের কাছে আমাকে তুচ্ছ করুন এবং মানুষের কাছে আমাকে মধ্যম শ্রেণী ভুক্ত করুন"।

খ্যাতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইব্ন আবুদ দুনিয়া (র) বলেন, আহমাদ ইব্ন ঈসা মিস্রী (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে মানুষ তাহার প্রতি তাহার দীন ও দুনিয়ার কারণে অঙ্গুলী প্রদর্শন করে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে সংরক্ষণ করে সে বাঁচিয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সূরত ও আকৃতির প্রতি দৃষ্টি করেন না, দৃষ্টি দান করেন তাহার অন্তরও আমল সমূহের প্রতি"। ইসহাক ইব্ন বাহলূল (র) ..... হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ

(রা) ..... হইতে মারফূরূপে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত। হযরত হাসান (র) হইতে মুরসালরূপেও অনুরূপ বর্ণিত।

হযরত হাসান বাসরী (র)-কে বলা হইল, আপনার প্রতিও যে অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা হয়? তিনি বলিলেন, হাদীসের দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে, দীনের ব্যাপারে বিদ্‌'আত অবলম্বন করিবার কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয় এবং দুনিয়ার ব্যাপারে পাপাচারের কারণে যাহার প্রতি ইশারা করা হয়। হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খ্যাতি অর্জন করিতে চাহিবে না। আর প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে নিজকে উঁচু করিও না, ইল্‌ম হাসিল কর এবং আত্মগোপন কর। আর নীরব থাক নিরাপদ থাকিবে। নেক ও সৎলোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবে এবং অসৎ লোকদিগকে ঘৃণা করিবে। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদহাম (র) বলেন, প্রসিদ্ধি অন্বেষণকারী আল্লাহ্‌র অলী হইতে পারে না। আইউব (র) বলেন, আল্লাহ্ যাহাকে বন্ধু রাখেন, সে এতই আত্মগোপন করিয়া থাকে যে মানুষকে তাহার ঘর চিনাইতেও পসন্দ করে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহরকে ভালবাসে তাহাকে মানুষ চিনিতে পারুক সে তাহা পসন্দ করে না। সিমাক ইব্‌ন সালামাহ (র) বলেন, তোমার দীন নিরাপদ থাকুক, যদি তুমি ইহা পসন্দ কর তবে মানুষের সহিত পরিচিতি কম ঘটাও। আবুল আলীয়া (র)-এর অভ্যাস ছিল, যখন তাঁহার নিকট তিন হইতে অধিক লোকের সমাবেশ ঘটিত, তখন তিনি মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন। আলী ইব্‌ন জা'দ (র) আবূ রিযা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত তালহা (র) তাঁহার সহিত লোকের ভিড় দেখিয়া বলিলেন : ذباب طمع وفراش النار লোভী মাছিও আগুনের পতঙ্গ।

ইব্‌ন ইদ্রীস (র) ..... সালীম ইব্‌ন হানযালা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা কিছু লোক আমার পিতার পার্শ্বে বসিয়াছিলাম, এমন সময় হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কোড়া হাতে করিয়া তাঁহার উপর চড়াও হইলেন। এবং তিনি বললেন, ইহা ত অনুসারীর জন্য লাঞ্ছনার কারণ এবং যাহার অনুসরণ করা হয় তাহার জন্য ফিৎনা। ইব্‌ন আওন (র) ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার কিছু লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর সহিত চলিতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ কসম যদি তোমরা আমার গোপন বিষয় জানিতে, তবে তোমাদের মধ্য হইতে দুইজনও আমার অনুসরণ করিতে না। হাম্মাদ ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, আমরা আইউব (র)-এর সহিত মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে যদি তিনি সালাম করিতেন তবে মজসিলের লোকেরা কঠোরভাবে উহার উত্তর দিত। ইহা একটি নিয়মিত হইত। আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন আইউব (র) লম্বা জামা

পরিধান করিতেন, এই বিষয়ে লোকজন তাহার সমালোচনা করিলে তিনি বলিলেন, পূর্বকালে লম্বা জামা পরিধান করিলে উহা নামের কারণ ছিল, কিন্তু আজকাল তো ছোট জামা পরিধান করিলেই নাম হয়। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুতার নমুনায় একজোড়া জুতা তৈয়ার করিলেন এবং কিছু দিন উহা ব্যবহার করিয়া রাখিয়া দিলেন এবং তিনি বলিলেন, আজকাল এই ধরনের জুতা লোকেরা পরিধান করে না। ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র) বলেন, না তো অতি উচ্চমানের পোশাক পরিধান কর আর না এত নিম্নমানের পরিধান কর যাহা দেখিয়া আহম্মক লোকেরা ঘৃণা করিতে শুরু করে। সাওরী (র) বলেন, আমাদের সালাফগণ এমন মূল্যবান পোশাক পরিধান করা অপসন্দ করিতেন, যাহার প্রতি মানুষ দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে থাকে। আর অতি নিকৃষ্ট পোশাক পরিধান করাও পসন্দ করিতেন না, যাহার প্রতি মানুষ তাচ্ছিলের দৃষ্টিতে তাকায়। খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... হাম্মাদ সূত্রে আবূ হাসানাহ (রা) হইতে বর্ণির্ত। তিনি বলেন, একবার আমরা আবূ কিলাবার নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট অনেকগুলি কাপড় পরিধান করিয়া এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল, ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, এইরূপ আহম্মক হইতে তোমরা দূরে থাকিবে। হাসান (র) বলেন, কিছু লোক এমনও আছে যাহাদের অন্তরে অহংকার পরিপূর্ণ, কিন্তু তাহারা পোশকের দ্বারা নম্রতা প্রকাশ করে। একবার হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে বলিলেন, তোমাদের হইল কি? তোমরা পোশাক তো পরিধান করিয়াছ, রাহিব ও আল্লাহ্ ওয়ালাদের, কিন্তু তোমাদের অন্তরে হিংসা বাঘের মত। পোশাক চাই তোমরা শাহী পোশাকই পরিধান কর, কিন্তু তোমাদের অন্তরকে আল্লাহ্র ভয়ে কোমল কর।

সৎ চরিত্র

আবূ তাইয়াহ (র) ..... হযরত আমাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আতা (র) ..... হযরত ইব্ন ওমর (র) হইতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাস করা হইল, أى المؤمنين أفضل সর্বাপেক্ষা উত্তম মু'মিন কে? তিনি বলিলেন ঃ أحسنهم خُلُقا "যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম"। নূহ্ ইব্ন আব্বাস (র) ..... সাবিত (রা) সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ বান্দা তাহার উত্তম চরিত্রের বদৌলতে আখিরাতের বহু মর্যাদা ও সম্মান লাভ করিবে অথচ সে ইবাদতের দিক হইতে দুর্বল। আর একজন আবিদ ব্যক্তি তাহার অসৎ চরিত্রের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সায়্যার ইব্ন হারূন (র) ..... হুমাইদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "সৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ করিয়াছে"। হযরত (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ان العبد ليبلغ بحسن خلق درجة قائم اليل والنهار -

"বান্দা তাহার সৎ চরিত্রের বদৌলতে রাত্রের নামাযী ও দিনের রোযাদারের মর্যাদা লাভ করে"। ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, আবূ মুসলিম আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইউনুস (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, "অধিক কোন বস্তু মানুষকে বেহেশতে দাখিল করিবে"? তিনি বলিলেন, "তাক্‌ওয়া ও সৎচরিত্র"। তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাস করা হইল, অধিক কোন বস্তু মানুষকে দোযখে নিক্ষেপ করিবে? তিনি বলিলেন, "মুখ ও লজ্জাস্থান"। উসামাহ ইব্‌ন শরীফ (র) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় চতুর্দিক হইতে বেদুঈন লোকেরা তাহার খিদমতে উপস্থিত হইল, তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম কোন বস্তু দান করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, উত্তম চরিত্র।

ইয়ালা ইব্‌ন সিমাম (র) ..... উম্মে দারদা (র) আবূ দারদা (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْ شَئٍ أُثقل فى الميزان مِن خُلق حَسن -

"কিয়ামত দিবসে মীযানে উত্তম চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী অন্য কোন আমল হইবে না"। হযরত আতা (র) ..... উম্মে দারদা (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মাসরূক (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আম্‌র (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন ঃ

إن مِن خِيَارِكُم أُحسَنكُم أُخلاَقا -

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা উত্তম"। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া (র) ..... ও হাসান ইব্‌ন আলী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা উত্তম চরিত্রের বদৌলতে বান্দাকে ঠিক তদ্রূপ সাওয়াব দান করেন, যেমন আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী ব্যক্তি সাওয়াব দান করেন"। মাকহুল (র) আবূ সা'লাবা (র) হইতে মারফূরূপ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আমার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও নৈকট্য লাভকারী ব্যক্তি হইল সে, যাহার চরিত্র সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি এবং বেহেশতে আমার নিকট হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্তী হইল যে, যাহার চরিত্র খারাপ। কর্কশ ও বদ যবান"। আবূ উওয়াইস (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আমি কি তোমাদিগকে ইহা বলিয়া দিব না যে, কামিলও পরিপূর্ণ মু'মিন কে? কামিল মু'মিন হইল সেই ব্যক্তি যাহার চরিত্র উত্তম, যে সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া বসবাস করে। লাইস (র) বকর ইব্ন আবূল ফুরাত (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সৃষ্টি ও চরিত্র উত্তম করিয়াছেন আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। আব্দুল্লাহ ইব্ন গালিব হাদ্দানী (র) ..... আবূ সাঈদ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

خَصلتَان لا يجتمعَان فى مؤمن البُخل وسوء الخُلق ـ

"দুইটি স্বভাব মু'মিনের মধ্যে একত্রিত হইতে পারেন, কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র"। মাইমুন ইব্ন মিহ্রান (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ "খারাপ চরিত্র অপেক্ষা অধিক বড় গুনাহ আল্লাহ্র কাছে আর একটিও নাই, সৎচরিত্র গুনাহকে বিগলিত করিয়া দেয়। যেমনি সূর্য শক্তও কঠিনকে বিগলিত করিয়া দেয়। খারাপ চরিত্র নেকআমল সমূহকে ঠিক তেমনভাবে নষ্ট করিয়া দেয় যেমন ছিরকা মধুকে করিয়া দেয়"। আব্দুল্লাহ ইব্ন ইদ্রীস (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ তোমরা মানুষকে এত মাল দিতে সক্ষম নও যে তাহারা উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু হাস্যোজ্জ্বল মুখে বাক্যালাপ ও উত্তম চরিত্র তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দিতে পারে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, উত্তম চরিত্র দীনের সাহায্যকারী।

অহংকারের নিন্দা

আলকামাহ (র) হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ
مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ ايْمَانٍ ـ

সেই ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে আর সেই ব্যক্তি দোযখে প্রবেশ করিবে না যাহার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকিবে। ইব্রাহীম ইব্ন আবূ আবালাহ ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আম্র (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের মধ্যে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিবেন"। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত সালামা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কোন মানুষ অহংকার করিতে করিতে এত চরমে পৌছিয়া যায় যে আল্লাহ্ তাহাকে অবাধ্য অহংকারীদের দলভূক্ত করিয়া দেন। অতঃপর অবাদ্যদের উপযোগী শাস্তি তাহাকে দান করেন।

মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) স্বীয় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহার দরবারে দুই লক্ষ মানুষ ও দুই লক্ষ জিন্ ছিল। তাহাদের সকলকে সহ সুলায়মান (আ)-এর তখ্ত ঊর্ধগগনে ছুটিয়া চলিল এবং এত ঊর্ধে পৌছিয়া গেল। সেখান হইতে আসমানের ফিরিশতাদের তাস্বীহ্ শুনা গেল। অতঃপর তাহার তখ্ত পুনরায় নিচে প্রত্যাবর্তন করিল এবং এত নিচে আসিয়া পৌছিল যে সমুদ্রের পানির সহিত তাহার পাও ঠেকিল। এমন সময় হযরত সুলায়মান (আ) একটি গায়েবী শব্দ শুনিতে পাইলেন, "যদি তোমার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার বিদ্যমান থাকিত তবে যত ঊর্ধে তুমি পৌছিয়া ছিলে উহার চাইতেও অধিক নিম্নে তোমাকে ধসিয়া দেওয়া হইত। আবূ খায়সামা (র) ..... আনাস (র) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, একবার হযরত আবূ বকর (রা) মানব সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন ঃ মানুষ তো এত তুচ্ছ বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা পেশাবের স্থান দিয়া নিগৃত হয়। কথাটি তিনি এমন ভংগিতে বলিলেন যে, উহা শ্রবণ করিয়া সমবেত লোকজনের ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল। হযরত শা'বী (র) বলেন, যেই ব্যক্তি দুইজন মানুষকে হত্যা করে সে যালিম অবাধ্য। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেনঃ

اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِىْ الْاَرْضِ -

"হে মূসা! তুমি আমাকে তদ্রুপ হত্যা করিতে চাহিতেছ। যেমন তুমি গতকল্য এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে তুমি তো যেন পৃথিবীতে যালিম ও অবাধ্য হইতে চাহিতেছ"। (সূরা কাসাস ঃ ১৯)

হাসান (র) বলেন, আশ্চর্য যে মানুষ দৈনিক দুইবার করিয়া নিজ হস্তে তাহার পায়খানা পরিষ্কার করে, ইহা সত্ত্বে সে অহংকার করে এবং মহা প্রতাপের অধিকারী মহান আল্লাহ্র মুকাবিলা করিতে প্রস্তুত হয়। খালিদ ইব্ন খিদাশ (র) ..... সুফিয়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি পৃথিবীকে মানুষের মলদ্বার হইতে নির্গত বস্তুর সহিত তূল্যতা করিতেন। মুহাম্মদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন আলী (র) বলেন, "যাহার অন্তরে যেই পরিমাণ অহংকার প্রবেশ করিবে সে সেই পরিমাণ স্বল্প বুদ্ধির অধকারী হইবে"। ইউনুস ইব্ন উবাইদ (র) বলেন, "সিজ্দার সহিত অহংকার এবং তাওহীদের সহিত নিফাক একত্রিত হইতে পারে না"। একবার হযরত তাঊস (র) ..... হযরত উমর ইব্ন আবদুল আজীজ (র)-কে তাঁহার খিলাফতের পূর্বে দর্পের সহিত তাহাকে বলিতে দেখিয়া তাঁহার এক

পার্শ্বে অঙ্গুলী দ্বারা খোঁচা দিয়া বলিলেন, যাহার পেট ভরা মলমূত্র, তাহার এমন ভংগিতে চলা উচিৎ নহে। ইহাতে হযরত উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র্) লজ্জিত হইয়া বলিলেন, চাচা! আমার প্রতি অংগে-প্রতংগে আঘাত করিয়া করিয়া আমাকে এই ভংগিতে বলিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অবশেষে আমি এই ভংগিমায় চলিতে শিখিয়াছি। আবূ বকর ইব্ন আবদ্ দুনিয়া (র) বলেন, বনূ উমাইয়া তাহাদের সন্তানদিগকে মারিয়া মারিয়া দর্পের সহিত চলিবার বিশেষ ভংগিতে চলিতে শিক্ষা দিত।

গর্ব

ইব্ন আবূ লায়লা (র) ..... আবূ বুরায়দা (র)-এর সূত্রে বুরায়দা (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "যেই ব্যক্তি গর্বভরে তাহার কাপড় টানিয়া টানিয়া চলে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি অনুগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিবেন না"। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন উমর (র) হইতে মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন বাক্কার (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না যে তাহার চাদর টানিয়া চলে। একদা এক ব্যক্তি তাহার দুইটি চাদর পরিধান করিয়া আত্মহারা হইয়া বড়ই দর্পের সহিত চলিতে ছিল, এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যমীনে ধসিয়া দিলেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে ভূগর্ভে ধসিতেই থাকিবে"।

٢٠. اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ
وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ
فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ .

٢١. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ .

অনুবাদ ঃ (২০) তোমরা কি দেখ না যে আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন এবং তোমদিগের প্রতি তাহার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিয়াছেন? মানুষের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাহাদিগের না আছে পথনির্দেশ আর না আছে কোন দিপ্তিমান কিতাব। (২১) উহাদিগকে যখন বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর। উহারা বলে, আমরা আমাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি, তাহারই অনুসরণ করিব। যদি উহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে যেই সকল নিয়ামত দান করিয়াছেন, উল্লেখিত আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন। আসমানের নক্ষত্রপুঞ্জ তাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন, দিবা নিশেতে তাহারা উহা হইতে আলো লাভ করে। ইহা ছাড়া মেঘমালা হইতে বৃষ্টির পানি পায়, বরফ এবং শীলা ও আকাশ হইতে তাহারা লাভ করে। এবং আসমানকে তাহাদের জন্য একটি সংরক্ষিত ছাদ হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। যমীনকেও আল্লাহ্ তাহাদের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। যমীনে তাহারা বসবাস করে। যমীনে সৃষ্ট নদ-নদী ও খাল বিল তাহাদেরই কল্যাণে। গাছপালা,ফল-মূল ও নানাবিদ ফসলাদি তাহাদের সেবা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার নিয়ামত দান করিয়াছেন। রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাহাদের অন্তরে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীভূত করিয়া ঈমানের দৌলত দান করিয়াছেন। কিন্তু তবুও কিছু লোক তাওহীদ রিসালাত সম্পর্কে অনর্থক কলহে লিপ্ত। কোন দলীল প্রমাণ ছাড়ই তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিয়া যাইতেছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ -

আর মানুষের মধ্যে হইতে কিছু লোক এমনও আছে যাহারা জ্ঞান বুদ্ধি সঠিক হিদায়েত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ছাড়া কলহে লিপ্ত।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ আর তাহাদিগকে অর্থাৎ ঐ সকল কলহে লিপ্ত ব্যক্তিদিগকে যখন বলা হয় اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ। আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি যেই পবিত্র শরীয়াত অবতীর্ণ করা হইয়াছে ইহার অনুসরণ কর قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا তাহারা বলে, আমরা তো বরং ঐ বস্তুর অনুসরণ করিবে যাহার উপর আমাদের বাপদাদাকে পাইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের পিতৃপুরুষের অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু তাহাদের জন্য দলীল যোগ্য নহে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يَهْتَدُوْنَ -

তাহাদের পিতৃপুরুষ যদিও কিছুই না বুঝে আর তাহারা যদিও হেদায়েত প্রাপ্ত না হয় তবুও তাহাদেরই তাহারা অনুসরণ করিবে? এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ـ

যদিও শয়তান তাহাদের বাপদাদাকে দোযখের শাস্তির প্রতি আহবান করে, তবুও কি তাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে?

٢٢. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ٠

٢٣. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ٠

٢٤. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ٠

অনুবাদ ঃ (২২) যদি কেহ সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসর্মপণ করে সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মযবূত হাতল, যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখ্‌তিয়ারে। (২৩) কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে আমারই নিকট উহাদিগের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাহাদিগকে অবহিত করিব যাহা করিত। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (২৪) আমি উহাদিগকে জীবনোপকরণ ভোগ করিতে দিব স্বল্পকালের জন্য, অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেও শরীয়াতের অনুসরণ এবং নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করে।

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى নিঃসন্দেহে সে সুদৃঢ় রশি ধারণ করিয়াছে। আল্লাহ্ তাহকে শাস্তি দিবেন না।

وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ আর আল্লাহ্‌র হাতেই সকল বস্তুর পরিণাম।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ আর যেই ব্যক্তি কাফির হইয়াছে তাহার কুফর যেন হে মুহাম্মদ! তোমাকে দুঃখ না দেয়। আল্লাহ্‌র নির্ধারণ তাহাদের মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

وَاِلَى اللّٰه مَرْجِعُهُمْ আর আল্লাহ্‌র প্রতি তাহাদের সকলেরই প্রত্যাবর্তন ঘটিবে তখন তিনি তাহাদিগকে উহার শাস্তি দিবেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْر নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরের কথা জানেন। অতএব তাহার নিকট কোন কিছুই গোপন থাকে না।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظ অল্পকিছু দিন আমি তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিব, অতঃপর আমি তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ مَتَاعٌ فِىْ الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ـ

যাহারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে তাহারা সফল হইবে না। পৃথিবীতে ইহা অল্পদিনের ভোগ বিলাসের বস্তু। অতঃপর আমার কাছেই তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে অনন্তর আমি তাহাদের কুফরের কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। (সূরা ইউনুস ঃ ৬৯-৭০)

٢٥. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

٢٦. لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ.

অনুবাদ ঃ (২৫) তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমন্ডলী পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা নিশ্চয়ই বলিবে, আল্লাহ্। বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই জানে না। (২৬) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহরই। আল্লাহ্ তিনি অভাবমুক্ত,প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা ইহা জানে যে আল্লাহ্-ই আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা, ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। ইহা সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অন্যকে ইবাদতে শরীক করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ لِيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ

যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর আসমানসমুহ ও যমীনকে সৃষ্টি করিয়াছে কে? তবে তাহারা অবশ্যই বলিবে আল্লাহ্। তুমি বল, সমস্ত প্রশংসার একমাত্র অধিকারী

আল্লাহ। কারণ তোমাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে আল্লাহ্-ই সকলের সৃষ্টিকর্তা।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাহাদের অধিকাংশই বুদ্ধি জ্ঞান রাখে না। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও যমীনে অবস্থিত সকল বস্তুর মালিকই একমাত্র আল্লাহ।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সকল বস্তু হইতে বে-নিয়ম বরং সকল বস্তুই তাহার মুখাপেক্ষী। সকল বস্তু সৃষ্টি করায় তিনি প্রশংসিত। বস্তুত তিনি সকল ক্ষেত্রেই প্রশংসিত।

٢٧. وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ
مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

٢٨. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

অনুবাদ ঃ (২৭) পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এই যে সমুদ্র ইহার সহিত যদি আরোও সাত সমুদ্র যুক্ত হইয়া কালি হয়, তবুও আল্লাহ্র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৮) তোমাদিগের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেই অনুরূপ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব, তাঁহার সুমহান গুণাবলী এবং তাঁহার ঐ সকল কলেমা সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা গণনা করা, উহার হাকীকত সম্পর্কে অবগতি লাভ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ ۔

"হে আল্লাহ্! আপনি যেমন স্বীয় সত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, আমার পক্ষে ঐ ভাবে আপনার প্রশংসা করা সম্ভব নহে"।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ـ

“সারা পৃথিবীর বৃক্ষ দ্বারা যদি কলম তৈয়ার করা হয় এবং সকল সমুদ্রের পানি যদি কালি হইয়া যায় এবং আরো সাতটি সমুদ্র উহার সহিত মিলিত হইয়া উহার পানি ও কালি হয় এবং ঐ কালি দ্বারা আল্লাহ্‌র ঐ সকল কালিমা লিপিবদ্ধ করা হয়, যাহা আল্লাহ্‌র মহত্ব ও গুণাবলী প্রকাশ করে, তবে উহা লিখিতে লিখিতে সকল কলম ভাংগিয়া যাইবে এবং সমুদ্রের সকল কালি শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র গুণাবলী শেষ হইবে না এবং গুণাবলী প্রকাশকারী কলেমাসমূহও শেষ হইবে না”। প্রকাশ থাকে যে, ‘সাত’ সংখ্যাটি আধিক্য বুঝাইবার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে। সাত সংখ্যায় সমুদ্রকে সীমিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা উল্লেখ করা হয় নাই। এমন সাতটি সমুদ্রেরও অস্তিত্ব নাই যাহা সারা বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই সম্পর্কে যেই ইসমাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, উহা আমরা নিশ্চিতভাবে মানি না আর উহা অমান্যও করি না। বরং নীরবতা অবলম্বন করি। আল্লাহ্ অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا ـ

“হে নবী! তুমি ঘোষণা কর, আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিখিবার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের গুণাবলী লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বেই সমুদ্রের কালি শেষ হইয়া যাইবে, যদিও উহার সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র আমি উপস্থিত করি না কেন”? (সূরা কাহফ ঃ ১০৯) এখানেও بِمِثْلِهٖ দ্বারা অনুরূপ আর একটি সমুদ্র বুঝান উদ্দেশ্য নহে। বরং অনুরূপ আরো যতো পানি কালি হউক থাকে। আল্লাহ্‌র কালেমাও গুণাবলী লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে।

হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ যদি ধারাবাহিকভাবে লিখাইতে শুরু করেন যে, আমার এই নির্দেশ, আমার এই নির্দেশ। তবে উহা লিখিতে লিখিতে সমস্ত কলম ভাংগিয়া যাইবে, সমস্ত সমুদ্রের পানি শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশ শেষ হইবে না। কাতাদাহ (র) বলেন, একবার মুশরিকরা বলিল, আল্লাহ্‌র এই কালাম তো এক সময় শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহাদের এই কথার প্রতিবাদে অবতীর্ণ হইল ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলমে পরিণত হয় এবং পৃথিবীর সমুদ্রের সহিত আরো অনেক সমুদ্র যোগ করিয়া যদি উহার

পানি কালিতে পরিণত হয় তবুও আল্লাহ্ বিস্ময়কর বস্তু, তাঁহার গুণাবলীও জ্ঞান লিখিয়া শেষ করা সম্ভব নহে। হযরত রাবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, সমস্ত মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের তুলনায় সমুদ্রের এক বিন্দু পানি সমতুল্য। সমুদ্রের পানি কালি হইলে পৃথিবীর গাছপালা কলম হইলে আল্লাহ্‌র কালেমাসমুহ ও তাঁহার গুণাবলী লিখিতে লিখিতে এক সময় উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র কালেমা সমূহ অসীম উহা কখনও শেষ হইবে না। আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করিত কেহ্ সক্ষম নহে এই কারণে তিনি নিজেই নিজের প্রশংসা করেন। আল্লাহ্‌র মর্যাদা ঠিক তদ্রূপ যেমন তিনি নিজেই বলেন, আর আমরা যেমন তাহার প্রশংসা করি তিনি উহার ঊর্ধে। বর্ণিত আছে, আলোচ্য আয়াতটি ইয়াহূদীদের এক প্রশ্নের জবাবে নাযিল হইয়াছিল। একবার মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিয়াছির, আল্লাহ্ তা'আলা যে আপনার প্রতি এই যে আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন ঃ

“وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً তোমাদিগকে অতি সামান্য জ্ঞান দান করা হইয়াছে”। এই আয়াত দ্বারা আপনার কাওমকে সম্বোধন করা হইয়াছে না কি আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ كلا كما অর্থাৎ তোমাদের উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। তখন তাহারা বলিল, আপনার প্রতি যেই কিতাব অবতরণ করা হইয়াছে, উহাতে আপনি কি ইহা পাঠ করেন না যে, আমাদের প্রতি তাওরাত নাযিল করা হইয়াছে এবং তাওরাত গ্রন্থে সকল বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের মুকাবিলায় উহা অতি সামান্য, তবে তোমাদের জন্য যতটুকু যথেষ্ট উহাই তিনি নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিল হইল ঃ

وَلَوْ اَنَّ مَافِىْ الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ... الخ ইকরিমাহ ও আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে ও অনুরূপ বর্ণিত। ইহা দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ মক্কায় নহে। অথচ, ইহা মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ। আল্লাহ্ পরম পরাক্রমশীল তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা বাধা দিতে পারে এমন কেহ নাই। তাহার ইচ্ছার বিপরীত করিতে কেহ সক্ষম নহে। তাঁহার সৃষ্টি নির্দেশ ও যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি মহা প্রজ্ঞাবান। তাঁহার সব কিছুতেই তাঁহার মহা জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে।

وَمَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনি এতই শক্তির অধিকারী যে তোমাদের পক্ষে এতই সহজ যেমন এক ব্যক্তি পুনর্জীবিত করা তাহার পক্ষে এতই সহজ, যেমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করা ও জীবিত করা সহজ। তাহার পক্ষে কঠিন বলিতে কিছু নাই।

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنَ তিনি যখন কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের ইচ্ছা করেন তখন তাহার এই নির্দেশই যথেষ্ট, 'হইয়া যা' অমনি উহা হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর অস্তিতের জন্য কেবল একবারই নির্দেশ দান করেন আর তৎক্ষণাৎ তা অস্তিত্ব লাভ করে। দ্বিতীয়বার নির্দেশের অপেক্ষা করে না।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ "আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলের বক্তব্য ও কথাবার্তা শ্রবণ করেন ও তাহাদের সকলের কাণ্ড দর্শন করেন"। অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিকুলের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড সহজেই শ্রবণ করেন ও প্রত্যক্ষ করেন। তাহার পক্ষে ইহা একই ব্যক্তির কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড শ্রবণ করা ও প্রত্যক্ষ করার ন্যায় সহজ। অনুরূপভাবে গোটা সৃষ্টিকুলের উপর তাহার পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে। এক ব্যক্তির উপর যেমন তার পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ, গোটা সৃষ্টিকূলের উপরও তার পক্ষে তদ্রুপ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ।

۲۹. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ
اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۝

۳۰. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ۝

অনুবাদ ঃ (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত, তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত। (৩০) এই গুলি প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং উহারা তাঁহার পরিবর্তে যাহাকে ডাকে তাহা মিথ্যা। আল্লাহ্ তিনি তো সমুচ্চ, মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি রাত্রিকে দিবায় প্রবিষ্ট করেন। অর্থাৎ তিনি রাত্রের কিছু অংশ দিনের মধ্যে দাখিল করেন। ফলে দিন দীর্ঘ হয় ও রাত্র ছোট হয়। এবং ইহা হইয়া থাকে গ্রীষ্মকালে এই সময় দিন অতিবড় হয়। অতঃপর দিন

ছোট হইতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে রাত্র দীর্ঘ হইতে থাকে এবং ইহা হইয়া থাকে শীত কালে।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى -

আর তিনি সূর্যও চন্দ্রকে কর্মরত করিয়াছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ বলেন, একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। কেউ কেউ বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রবাহমান থাকিবে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ। প্রথম মতের প্রমাণ হিসেবে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস পেশ করা হয়। হযরত আবূ যার (রা)-কে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

يَا اَبَا ذَر اُتدرى اُين تذهب هذا الشمس ؟ قلت اللّٰه ورسوله اُعلم الخ .... -

হে আবূ যার! তুমি জান কি? সূর্য কোথায় গমন করে? আমি বলিলাম আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিলেন ঃ উহ্ গমন করিতে থাকে এবং চলিতে চলিতে আরশের নিচে গমন করিয়া সিজ্‌দা করেঁ, অতঃপর তাহার প্রতিপালকের কাছে পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, অতঃপর তাকে বলা হয় যেখান হইতে তুমি আগমন করিয়াছ তথায় প্রত্যাগমন কর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য দিবাকালে আসমানে তাহার গতিপথে প্রদক্ষিণ করে, যখন উহা অস্ত যায় তখন যমীনের নিচে ঘুরিতে থাকে এবং পূর্ব দিক হইতে উদয় হয়। তিনি বলেন, চন্দ্র ও অনুরূপ প্রদক্ষিণ করে। সনদ বিশুদ্ধ।

“وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ” আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত। আলোচ্য আয়াতের মর্ম اَلَمْ تَعْلَمُ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِىْ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ “তুমি কি জান না যে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তুকে জানেন”। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি সকল বস্তুকেই জানেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ -

মহান আল্লাহ্ই সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনুরূপ যমীনকে ও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ -

“আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিয়ামতসমূহ এই কারণে প্রকাশ করেন যে, ইহার মাধ্যমে যেন তাহারা এই বাস্তবকে প্রমাণ করতে পারে যে, তিনিই মহা সত্য আর তিনি ব্যতীত

যাবতীয় সব উপাস্য বাতিল", সব কিছু থেকে তিনি বে-নিয়ায। আর সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। কারণ আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকল বস্তু তাঁহারই সৃষ্টি ও তাঁহার গোলাম। তাঁহার অনুমতি ছাড়া তাহারা একটি বিন্দুও নাড়িতে সক্ষম নহে। যদি সারা বিশ্বের সকলেই একত্রিত হইয়া একটি মাছি সৃষ্টি করিতেও চেষ্টা করে তবুও তাহারা তাহাতে সক্ষম হইবে না। এই কারণেই আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ـ

ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ মহা সত্য আর আল্লাহ্ ব্যতিত যাহা কিছু আছে সবই বাতিল। আল্লাহ্-ই মহামাহিম। তাঁহার থেকে বড় আর কেহ নাই। অবশিষ্ট সব কিছু তাঁহারা সম্মুখে তুচ্ছ।

٣١. اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

٣٢. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ.

অনুবাদ ঃ (৩১) তুমি কি দেখ না যে, সমুদ্রে আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাদ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নির্দেশনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন। ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ব্যক্তির জন্য (৩২) যখন তরঙ্গ উহাদিগকে আচ্ছন্ন করে মেঘাচ্ছায়ার মত, তখন উহারা আল্লাহ্কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি উহাদিগকে উদ্ধার করিয়া পৌঁছান তখন,উহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে। কেবল বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁহার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি সমুদ্রকে কার্যরত করিয়াছেন যেন উহাতে আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহারই অনুগ্রহে জাহাজ চলাচল করিতে পারে। সমুদ্রে আল্লাহ্ তা'আলা যেন চালন শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, যদি ঐ শক্তি তিনি উহাতে সৃষ্টি না

করিতেন তবে কখনও উহাতে জাহাজ চলাচল করিতে পারিত না। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيَاتِهٖ যেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ দেখাইতে পারেন।

اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۔

"অবশ্যই ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য রহিয়াছে বহু নির্দশন"। অর্থাৎ যাহারা দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করে ও আরাম আয়েশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাদের জন্য বহু নির্দশন রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ ۔

"আর যখন তোমরা সমুদ্রের মধ্যে বিপদের সম্মুখীন হও, কোন সংকট স্পর্শ করে তখন আল্লাহ্ ব্যতিত সকল ইলাহ্ হারাইয়া যায়। একমাত্র তাঁহাকেই বিপদ হইতে ত্রাণকর্তা হিসাবেক মানিয়া লওয়া হয়"। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ ... الخ ۔

"আর যখন তাহারা জাহাজে আরোহণ করে, তখন তাহারা একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকেই ডাকিতে শুরু করে"।

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۔

"অতঃপর আল্লাহ্ যখন তাহাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া মুক্তি দান করেন, তখন তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক তো মধ্যপথ অবলম্বন করে"। মুজাহিদ (র) বলেন, مُقْتَصِدٌ অর্থ কাফির। অর্থাৎ স্থলে পৌছাইয়া মুক্তি দানের পরে তাহাদের মধ্য হইতে পুনরায় কুফর করা আরম্ভ করে। যেমন অনত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ۔

"যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে স্থলে পৌছাইয়া রক্ষা করেন তখন তাহারা শিরক করিতে শুরু করে"।

ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন مُقْتَصِدٌ অর্থ আসলে মধ্যপথ অবলম্বনকারী। ইব্‌ন যায়িদ (র) যে অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই উদ্দেশ্য যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۔

"তাহাদের মধ্য হইতে কতক তো স্বীয় সত্তার প্রতি অবিচারী আর কিছু সংখ্যক মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী"। অত্র আয়াতে مُقْتَصِدٌ শব্দের অর্থ, "আসলে মধ্যপথ অবলম্বনকারী"। আলোচ্য আয়াতেও একই অর্থ হইতে পারে। যাহারা সমুদ্রের ভয়ার্ত অবস্থা ও অন্যান্য বিস্ময়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা

তাহাদিগকে স্বীয় অনুগ্রহে ভয়ার্ত পরিস্থিতি হইতে মুক্তিদান করেন, তখন তো তাহাদের পক্ষে আল্লাহ্র পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া ও পূর্ণ একনিষ্ঠ হইয়া তাহার ইবাদত করা কর্তব্য ছিল অথচ কিছু সংখ্যক লোক মধ্যপথ অবলম্বন করে, অবশিষ্ট লোক তাহার নাফরমানীতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। অতএব আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন।

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ আর আমার নিদর্শনসমূহ কেবল প্রত্যেক চুক্তি ভংগকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই অস্বীকার করে। " اَلْخَتَّارُ " অর্থ গাদ্দার। আর গাদ্দার অর্থ, যে ব্যক্তি যখনই চুক্তি করে ভংগ করে। সর্বাপেক্ষা বড় গাদ্দারী করাকে الختر। বলা হয়। এই অর্থ মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ ও মালিক (র) যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত আছে। আমর ইব্ন মা'দী কারব (র) বলেন ঃ

إنك لو رأيت أبا عمرواً ملأت يدك من غدر وختر۔

আলোচ্য কবিতায় কবি غدر ও ختر এর মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন। অর্থাৎ غدر হইতে ختر অধিক মারাত্মক।

" كفور " অর্থ, অকৃতজ্ঞ। যে ব্যক্তি নিয়ামতকে অস্বীকার করে বরং উহার কথাই ভুলিয়া যায়।

٣٣. يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ
وَّلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

অনুবাদ ঃ (৩৩) হে মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের যখন পিতা সন্তানের উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদিগকে কিছুতেই আমার সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং আল্লাহ্র জন্য তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে ও কিয়ামত দিবসের বিপদকে ভয় করিতে

নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস এমন এক মহা সংকটময় দিবস যেই দিবসে কোন পিতা তাহার সন্তানের কোন কাজে আসিবে না।

لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ -

কোন পিতা যদি তাহার জীবনের বিনিময়েও তাহার সন্তানকে রক্ষা করিতে চায় তবুও তাহাতে সে ব্যর্থ হইবে। অনুরূপভাবে যদি কোন সন্তান তাহার পিতাকে স্বীয় জীবনের বিনিময়েও রক্ষা করিতে চায় তবেও তাহাতে সে ব্যর্থ হইবে। উহা গ্রহণ করা হইবে না।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا -

অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে পারলৌকিক জীবন হইতে নির্লিপ্ত করিতে না পারে। আর না যেন ধোঁকাবাজ শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সহিত ধোঁকা দিতে পারে। শয়তান আদম সন্তানকে প্রতিশ্রুতি দান করে তাহাকে দীর্ঘ আশায় লিপ্ত করিয়া রাখে। ইহা ব্যতিত সে আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا -

"শয়তান তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করে এবং দীর্ঘ আশায় আশান্বিত করে। কিন্তু শয়তান শুধু ধোঁকা ও প্রতারণার ওয়াদাই করিয়া থাকে"। (সূরা নিসা ঃ ১২০)

ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, হযরত উযাইর (আ) বলেন, যখন আমি আমার জাতির বিপদ দেখিতে পাইলাম, তখন আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম, আমার চক্ষু নিদ্রা উড়িয়া গেল, আমার প্রতিপালকের কাছে আমি অতিশয় কাকুতি মিনতি করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, সালাত পড়িলাম ও সাওম পালন করিলাম। একবার আমি কাকুতি মিনতির সহিত কাঁদিতে ছিলাম, এমন সময় একজন ফিরিশ্‌তা আমার নিকট আগমন করিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা বলুন তো, নেকবান্দগণ কি অসৎ লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করিবেন? জাবাবে ফিরিশ্‌তা বলিলেন, কিয়ামত দিবস হইল সঠিক বিচার দিবস, পরম মেহেরবান আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিত সে দিনে কাহারও পক্ষে কোন কথা বলিবার অনুমতি থাকিবে না। তবে পিতার অপরাধে পুত্রকে, পুত্রের অপরাধে পিতাকে, এক ভাইয়ের অপরাধে অন্য ভাইকে এবং মনীবের অপরাধে গোলামকে পাকড়াও করা হইবে না, কেহই কাহারও চিন্তা ভাবনা করিবে না। কেহ কাহারও প্রতি অনুগ্রহও করিবে না। প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্থ হইবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় কাঁদিতে থাকিবে। এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বোঝা বহন করিবে, অন্যের পাপের বোঝা বহন করিবে না। রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

٣٤. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى
الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ
بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

অনুবাদ ঃ (৩৪) কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ,সর্ববিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গায়েবের চাবী সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা তিনি ব্যতিত আর কেহ জানে না। তিনি কাহাকেও অবহিত করিলেই কেহ জানিতে পারে। কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক সময় সম্পর্কে কোন রাসূল অবহিত নহেন আর কোন আল্লাহ্র অতি নৈকট্যলাভকারী ফিরিশ্তাও অবহিত নহেন। لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ উহার সঠিক সময় কেবল আল্লাহই জানেন। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বর্ষণের সঠিক সময় আল্লাহ্ ব্যতিত কেহ অবগত নহে। অবশ্য বৃষ্টি বর্ষণের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ যখন ইহার জন্য হুকুম করা হয় তখন তাহারা জানিতে পারেন এবং তাঁহার মাখলূকের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা অবহিত করেন। অনুরূপ মায়ের গর্ভে পুত্র সন্তান সৃষ্টি করিবেন না কন্যা সন্তান তাহাও তিনি ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যখন নর কিংবা নারী সৎ কিংবা অসৎ হইবার হুকুম করেন তখন এই কাজের জন্য নিয়োজিত ফিরিশ্তাগণ জানিতে পারেন। আর তাহারা ও জানিতে পারেন যাহাদিগকে আল্লাহ্ জানাইবার ইচ্ছা করেন। অনুরূপ আগামিকল্য দুনিয়া কিংবা আখিরাত বিষয়ক কে কি উপার্জন করিবে তাহাও কেহ জানিতে পারে না।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ـ

আর কে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিবে উহা ও কেহ জানে না। কেহ ইহা জানে না যে সে তাহার নিজস্ব শহরে মৃত্যুবরণ করিবে না কি অন্য শহকে মৃত্যুবরণ করিবে। আলোচ্য আয়াতের মর্ম وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ... الخ এর অনুরূপ। পবিত্র হাদীস শরীফে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়কে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ গায়েবের চাবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, যায়িদ ইব্ন হুবাব (র) ..... বুরায়দা (র) হইতে বর্ণিত বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ। পাঁচটি বিষয় এমন যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"আল্লাহ্‌র কাছেই রহিয়াছে কিয়ামত দিবসের সঠিক ইল্‌ম। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহাও তিনিই জানেন। কেই ইহা জানে না যে সে আগামিকল্য কি উপার্জন করিবে। আর কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিবে সে তাহাও জানে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহা জ্ঞানী ও সবিশেষ অবহিত"। হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) ..... হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إِلَّا الله গায়েবের চাবী পাঁচটি যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে ইস্তিস্কা অধ্যায়ে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ ফিরয়াবী (র) ..... সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং এই সূত্রে তিনি একাই বর্ণনা করিয়াছেন।

তাফসীর অধ্যায়ে তিনি বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللّٰهَ অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

ইমাম আহমাদ (র) গুন্দার (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলিয়াছেনঃ আমাকে সব কিছুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাঁচটি জিনিষের চাবি নহে তাহা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে, তাহার সঠিক জ্ঞান আল্লাই জানেন, বৃষ্টি বর্ষণ করেন, মাতৃগর্ভে কি আছে তাহা তিনি জানেন, আগামীকালকে কি উপার্জন করিবে তাহা তিনি জানেন এবং কোথায় কোন স্থানে কে মারা যাইবে তাহা আল্লাহ্ জানেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন ও খবর রাখেন।

হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ أُوتِى نَبِيكم مفَاتِح كل شئ غير خمس তোমাদের নবী (সা)-কে প্রত্যেক বস্তুর চাবি দেওয়া হইয়াছে। দেওয়া হয় নাই কেবল পাঁচটি বিষয়ের চাবি। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ -

ইমাম আহমাদ (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) ..... আমর ইব্‌ন মুররাহ (র) হইতেও অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই সূত্রে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা কয়িাছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামাহ (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, পঞ্চাশেরও অধিক বার ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। ইমাম আহমাদ (র) হাদীসটি আমর ইব্‌ন মুররাহ (র) হইতে ও অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। রিওয়ায়েতটির সনদ হাসান এবং ইহা আসহাবে সুনান এর শর্ত মুতাবিক। তবে তাঁহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইসহাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষের মধ্যে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট পায়ে হাঁটিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর লোকটি রাসূলাল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইহা রাসূলাল্লাহ্! ঈমান কি? তিনি বলিলেনঃ

اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلِقَائِهٖ وَتُؤْمِنْ بِالْبَعْثِ -

তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবে, তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি, তাঁহার প্রেরিত কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁহার রাসূলগণের প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রতি ঈমান আনিবে আর ঈমান আনিবে পুনরুত্থানের প্রতি। ইহার পর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কাহাকে বলে? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ -

তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিবে না, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে ও মাহে রমাযানের সাওম রাখিবে। ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ইহ্‌সান কাহাকে বলে? তখন তিনি বলিলেন ঃ

اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ -

"ইহসান হইল, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত এমনভাবে করিব যেন, তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তাঁহাকে তুমি নাও দেখ তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন। অতঃপর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে? তিনি বলিলেনঃ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ প্রশ্নকৃত ব্যক্তি প্রশ্নকারী অপেক্ষা

অধিক জানে না। তবে আমি তোমাকে উহার আলামত বলিয়া দিতেছি। যখন বাঁদী তাহার মনীব প্রসব করিবে, ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। (অর্থাৎ মায়ের সহিত যখন তাহার সন্তান বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, তখন বুঝিতে হইবে কিয়ামত আসন্ন।) আর যখন ঐসকল লোকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহারা এক সময় পরিধানের জন্য কাপড়ও জুতা হইতেও বঞ্চিত ছিল। ইহা কিয়ামতের একটি আলামত। যে কয়টি বিষয় আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানেনা কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক সময়ও তাহার অন্তর্ভূক্ত। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية ـ

ইহা শ্রবণ করিয়া লোকটি চলিয়া গেলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন, লোকটিকে ফিরাইয়া আন। তাঁহারা তাঁহাকে ফিরাইয় আনিতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহারা বাহিরে গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তিনি হযরত জিব্রীল (আ) ছিলেন। তিনি মানুষকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি ঈমান অধ্যায়ও বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম মুসলিম (র) একাধিক সূত্রে আবূ হাইয়ান (র) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে বুখারী শরীফের 'শরাহ্' গ্রন্থে স্ববিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। তথায় আমরা হযরত উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস ও বর্ণনা করিয়াছি।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবূ নসর (র) ..... হযরত অবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক মজলিসে বসিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রীল (আ) তথায় আগমন করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাঁহার উভয় হাত তাঁহার উরুদ্বয়ের উপর রাখিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

الإسلاَم أَن تسلَم وَجهك للّٰه عز وجل وَشهد أن لاَ إله إلا اللّٰه وَحده لاَشريك لهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُه وَرسُولُه ـ

ইসলাম হইল, তুমি তোমার সত্তাকে আল্লাহ্‌র অনুগত করিয়া দিবে আর সাক্ষ্য দিবে একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই আর মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর ঐ লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ। ঈমান কি উহা ও বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ

الإيمان أن تؤمن بِاللّٰه وَاليَوم الاٰخِر وَالملاَئكة وَ الكِتَاب وَالنَّبيين وتُؤمن بِالموت وَبالحيَاة بعدَ الموتِ وتؤمن بِالجنَّة وَالنار وَالحِسَاب وَالميِزَان وتؤمِنُ بِالقَدر كله خيرِه شرِه ـ

ঈমান হইল, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে, পরকালের প্রতি, ফিরিশ্‌তাগণের প্রতি ও নবীগণের প্রতি, আর বিশ্বাস স্থাপন করিবে মৃত্যুর পরে নতুন জীবনের প্রতি, বেহেশত ও দোযখের প্রতি, হিসাব নিকাশের ও মীযানের প্রতি এবং তাক্‌দীর এর কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ব্যক্তি বলিল, এই রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলে কি আমি মু'মিন হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, এই রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই তুমি মু'মিন হইবে। তখন হযরত জিব্‌রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহসান কি বলিয়া দিন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ

الاحِسَان اَن تعملَ لِلّٰه كَانكَ تَراه فان كنتَ لاَ تَراه فَانه يرَاكَ ـ

ইহসান হইল, তুমি আল্লাহ্‌র জন্য এমনভাবে আমল করিবে যে, যেন তুমি তাঁহাকে দেখিতেছ, যদি তুমি নাও দেখ তবে তিনি তো তোমাকে দেখিতেছেন মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া আমল করিরে।

অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে বলিয়া দিন, তিনি বলিলেন, "সুবহানাল্লাহু কিয়ামত ইহা তো ঐ সকল বিষয়ের অর্ন্তভূক্ত যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না"। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية ـ

অবশ্য ইচ্ছা করিলে আমি কিয়ামতে আলামত কি উহা বলিতে পারি। হযরত জিব্‌রীল (আ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের আলামত কি উহাই বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যখন তুমি দেখিবে বাঁদী তাহার মুনীবকে প্রসব করিয়াছে (অর্থাৎ সন্তানকে তার মায়ের সহিত বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিবে) আর যখন দালান কোঠার অধিকারিদিগকে উহা লইয়া গর্ব করিতে দেখিবে, আর নগ্ন মাথা ও ক্ষুধাতুর দরিদ্র লোগদিগকে সমাজের নেতৃত্বের অধিকারী দেখিবে, উহাই কিয়ামতের আলামত। হযরত জিব্‌রীল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দালান কোঠার অধিকারী নগ্নমাথা ক্ষুধাতুর দরিদ্র বলিতে আপনি কাহাদিগকে বুঝাইতেছেন? তিনি বলিলেন,তাহারা হইল আরবের অধিবাসী। হাদীসটি গরীব।

বনূ আমির গোত্রীয় জনৈক সাহাবী বর্ণিত হাদীস

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) ..... বনূ আমের গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়ে এই বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, "আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি স্বীয় খাদেমকে বলিলেন, তাহার কাছে যাও, সে অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি

জানে না, তাহাকে বল, সে যেন, “আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি প্রবেশ করিতে পারি?” বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করে। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়া বলিলাম, “আস্‌সালামু আলাইকুম” আমি কি প্রবেশ করিতে পারি? বলিয়া অনুমতি চাহিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে অনুমতি দান করিলেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কি লইয়া প্রেরিত ইহয়াছেন? তিনি বলিলেন, কল্যাণকর বস্তু লইয়াই আমি আগমন করিয়াছি। তোমরা কেবলমাত্র ঐ আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই। লাত ও উয্‌যা-এর উপাসনা ত্যাগ করিবে। রাত্র দিনে পাঁচবার সালাত পড়িবে। বৎসরে একমাস সাওম রাখিবে। বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ করিবে। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ধনী তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে এবং দরিদ্রের মধ্যে উহা বিতরণ করিবে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, এমন কোন ইল্‌ম আছে কি যাহা আপনি জানেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কল্যাণকর বিষয়ের ইল্‌ম দান করিয়াছেন। কিছু বিষয়ের ইল্‌ম এমন আছে যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানে না। আর এমন বিষয় পাঁচটি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ الاية -

হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার একজন গ্রাম্য লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, সে কি প্রসব করিবে (পুত্র না কন্যা?) আমাদের শহরসমূহ শুষ্ক সেখানে কবে বৃষ্টিপাত ঘটিবে? আমি কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ইহা তো আপনি জানে, তবে বলুন তো দেখি আমার মৃত্যু কবে হইবে? অতঃপর নাযিল হইল ঃ “إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ”

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত বিষয়গুলি গায়েবের চাবি। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন জরীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম শা'বী (র), মাসরূক (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ مَن حدثك انه يَعلم مَافِى غد فقد كذب “যেই ব্যক্তি তোমাকে এই কথা বলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগামীকল্যের সংঘটিত বিষয় জানেন সে অবশ্যই মিথ্যা বলে”। অতঃপর হযরত আয়েশা (র) পাঠ করিলেন ঃ

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا “কেহ এই কথা জানে না যে সে আগামীকল্য কি উপার্জন করিবে”।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ تَمُوْتُ এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু বিষয় খাস করিয়া রাখিয়াছেন যেই বিষয় সম্পর্কে তিনি অতি ঘনিষ্ট ফিরিশ্তাকেও অবিহিত করেন নাই। আর কোন নবীকেও অবগত কনে নাই। اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ "কিয়ামত সংঘটিত হইবার সঠিক ইল্ম কেবল আল্লাহ্র কাছেই রহিয়াছে"। অতএব কেহই ইহা জানে না যে, কিয়ামত কবে কোন বৎসরে ও কোন মাসে রাত্রে কিংবা দিনে সংঘটিত হইবে।

وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ আর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতএব কবে ও কখন তিনি বৃষ্ট বর্ষণ করিবে উহা সঠিকভাবে কেহ্ জানে না।

وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ মাতৃগর্ভে পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান আছে উহা কেবল তিনিই জানেন। অতএব অন্য কাহার ও পক্ষে মাতৃগর্ভস্থ পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তান লাল কিংবা কালো ইহা জানিবার উপায় নাই।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا "আর আগামীকল্য কি উপার্জন করিবে ভাল উপার্জন করিবে কি মন্দ উপার্জন করিবে ইহাও কেহ জানে না"। হে আদম সন্তান! তুমি ইহা জান না যে তুমি আগামীকল্য মৃত্যবরণ করিবে কি না? তুমি মৃত্যুবরণ করিতেও পার আর কোন বিপদে বিপদগ্রস্তও হইতে পার।

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ "আর কোন স্থানে যে মৃত্যুবরণ তাহাও কেহ জানে না"। ইহা জানে না যে পৃথিবীর কোন স্থানে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হইবে, সমুদ্রে হইবে না স্থালে হইবে পাহাড়ে হইবে, কি সমতল ভূমিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ جَعَلَ لَهٗ اِلَيْهَا حَاجَةً ـ

"আল্লাহ্ যখন কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দাকে মৃত্যু দিতে ইচ্ছা করেন, তখন ঐ স্থানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"।

হাফিয আবুল কাসিম তাবারানী (র) তাঁহার 'মু'জামুল কাবীর' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... উসামাহ ইব্ন যায়িদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مَيِّتَةَ عَبْدٍ بِاَرْضٍ اِلَّا جَعَلَ لَهٗ فِيْهَا حَاجَةً ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা যখনই কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ফয়সালা করেন তখন সেখানে তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন"। ইমাম তিরমিযী (র) ও হাদীস "কাদ্র' পর্বে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁহার 'মুরসাল' হাদীস সমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, ইসমাঈল (র) ..... আবূ ইজ্জাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

إذا أراد اللّٰه قبض روح عبد بِارض جعل له فيها أو قال بِهَا حَاجة ۔

“যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তিনি তাহার কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন”। আবূ ইজ্জাহ (র) কুনিয়াত বিশিষ্ট রাবীর নাম হইল বাশ্‌শার ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ এবং তাঁহাকে ইব্‌ন আবদুল হুযালীও বলা হয়। ইমাম তিরমিযী (র) ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন উলাইয়্যাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন ইসাম ইস্পাহানী (র) ..... আবূ ইজ্জাহ হুযালী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا أراد اللّٰه قبض عبد بأرض جعل له إلَيها حَاجة فلم ينته حتى يقدمها ۔

“আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিশেষ যমীনে কোন বান্দার মৃত্যুর ইচ্ছা করেন, তখন সেখানে তাহার জন্য কোন প্রয়োজন সৃষ্টি করিয়া দেন। সে ঐ স্থানে না পৌছিয়া ক্ষান্ত হয় না”। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِ .... عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۔

হাফিয আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন, আহমাদ ইব্‌ন সাবিত জাহদারী (র) ..... আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا أراد اللّٰه قبض عبد بارض جعل له إلَيها حَاجة ۔

অতঃপর বায্‌যার (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আলী (র) ব্যতিত অন্য কেহ হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

ইব্‌ন আবুদ্ দুনিয়া (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন আবূ মাসীহ্ (র) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন হাকাম (র) আ'শা হামাদান এর এই কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন, ইহাতে তিনি মানুষের মৃত্যুর বিষয়টি বড় চমৎকার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।

فما تزود مما كان يجمعه * سوى حنوط غداة البين مع خرق
وغير نفخه اعواد تشب له * وقل ذلك من زادٍ لمنطلق
لا تأسين على شئٍ فكل فتى * إلى منيته سيار فى عنق

وكل من ظن ان الموت يخطئه * معلل بأعلالٍ من الحمق
بايما بلْدةٍ نقدد منيته * الا يسر إليها طَائعا يبق -

“কোন মানুষ সারা জীবন ধনসম্পদ সংগ্রহ করিয়া যখন মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত হয় এবং পর্থিব ধন-সম্পদে ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ সফরের জন্য বিদায়ের মুহূর্ত আসন্ন হয় তখন সে কিছু সুগন্ধি ও এক টুক্রা কাপড় এবং সুগন্ধিযুক্ত কাঠের খুশবু গ্রহণ করা ব্যতিত আর কি পাথেয় সংগে লইতে পারেন। ইহা যে অতি তুচ্ছ পাথেয় তাহা বালাই বাহুল্য, তবে পার্থিব কোন বস্তুর জন্য চিন্তা করা উচিৎ নহে। কারণ প্রত্যেকেই ধীর গতিতে তার মৃত্যুর দিকে ধাবমান আর যাহারই এই ধারণা পোষণ করে যে, মৃত্যু হইতে এড়াইয়া থাকিতে পারিবে, সে বোকামীর রোগে আক্রান্ত। যেই শহরেই যাহার মৃত্যু অবধারিত উহার দিকে সে সানন্দে অগ্রসর হইতেছে“।

হাফিয ইব্‌ন আসাকির (র) কবিতাটি আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিস (র) এর জীবনী প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেন। এই আব্দুর রহমান ইব্‌ন হারিসই আ'শ হামদানী। ইমাম শা'বীর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনি প্রথমত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) আহমাদ ইব্‌ন সাবিত ও উমর ইব্‌ন শিরাহ (র) ইকরিমাহ (র) হইতে মারফূরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

إذا كان أجل أحدكم بارض اتت له إليها حاجه فاذا بلغ أقصى أمره قبضه الله عز وجل فتقول الأرض يوم القيامة يارب هٰذا ما أودعتنى -

“যখন বিশেষ কোন স্থানে তোমাদের কাহারও মৃত্যুর ফায়সালা হয় তখন সেখানে তাহার প্রয়োজন দেখা দেয়। যখন সে তাহার শেষ প্রান্তে উপনীত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু দান করেন। কিয়ামত দিবসে ঐ স্থানটি তাহাকে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! ইহা সেই বস্তু যাহা আপনি আমার মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন”। ইমাম তাবারানী (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত উসামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَعل الله ميتة عبد بأرض إلاّ جعل لَه فِيهَا حَاجَة -

“আল্লাহ্ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে কোন বান্দার মৃত্যু নির্ধারণ করিলে তথায় তাহার প্রয়োজনও সৃষ্টি করিয়া দেন”।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা লুক্‌মান-এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

তাফসীর ; সূরা আস্ সাজ্দা

[পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম বুখারী (র) (র) 'জুমু'আহ' অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ নু'আইম ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ فَجْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الۤمۤ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَهَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ -

"নবী (সা) জুমু'আর দিনে ফজরের সালাতে 'আলিফ-লাম-সাজ্দা ও হাল আতা আলাল ইন্সান' সূরা পাঠ করিতেন। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) ও সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মাদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইব্ন আমির (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'আলিফ-লাম-মীম তানযীলুস্ সাজ্দা ও সূরা তাবারাকাল্লাযী' পাঠ না করিয়া নিদ্রা যাইতেন না। কেবল আহ্মদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

١. الۤمۤ ۝

٢. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

٣. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এই কিতাব জগৎসমুহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (৩) তবে কি উহারা বলে, ইহা তো সে নিজে রচনা করিয়াছে? না,ইহা তোমার প্রতিপালকের হইতে.আগত সত্য। যাহাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার, যাহাদিগের নিকট তোমার পূর্বে কোন সর্তককারী আসে নাই। হয়তো উহারা সৎপথে চলিবে।

তাফসীর ঃ সূরা বাকারার শুরুতেই মুকাত্তা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। অতএব উহার পুরনায় আলোচনার প্রয়োজন নাই।

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ পবিত্র কুরআন যে, মহান রাব্বুল রাববুল আলামীন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর তাহা যে, রাব্বুল আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ঐ সকল মুশরিকরা এই কথা বলে যে, মুহাম্মদ এই কিতাব নিজেই রচনা করিয়াছে। তাহাদের এই কথা ঠিক নহে।

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ -

বরং ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ মহা সত্য। এই সত্য কিতাব এই জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে যেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করিতে পার যাহাদের কাছে পূর্বে কোন নবী-রাসূল আগমণ করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করেন নাই। যেন তাহারা সত্যের অনুসরণ করিয়া সঠিক পথে চলিতে পারে।

٤. اَللّٰهُ الَّذِيْنَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ۔

٥. يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۤءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

٦. ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অনুবাদ ঃ (৪) আল্লাহ্ তিনি আকাশমন্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতিত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই। এবং সাহায্যকারীও নাই। তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না। (৫) তিনি আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা করেন। অতঃপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁহার সমীপে সমুত্থিত হইবে, যে দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাবে সহস্র বৎসরের সমান। (৬) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমানসমূহও যমীন এবং উভয়ের মাঝে অবস্থিত বস্তু তিনি ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

مَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ -

"তিনি ব্যতিত তোমাদের কোন অভিভাবক নাই আর কোন সুপারিশকারী ও নাই"। তিনি যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা করেন, সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। সকল বস্তুর উপর তিনিই ক্ষমতাবান। তিনি ব্যতিত না তো কোন অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক আছে আর না তাঁহার সমীপে তাঁহার অনুমতি ব্যতিত কেহ সুপারিশ করিতে সক্ষম।

اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যকে উপাসনা কর এবং যাহারা আল্লাহ্ ব্যতিত অন্যের উপর ভরসা কর, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না? তিনি তো শরীক, সাহায্যকারী ও সমকক্ষ হইতে পবিত্র। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই আর না আছে কোন প্রতিপালক।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, ইব্রাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনি সপ্তম দিনে আরশে সমাসীন হইয়াছেন। শনিবারে তিনি মাটি সৃষ্টি করিয়াছেন, রবিবারে পাহাড়

সৃষ্টি করিয়াছেন, সোমবারে গাছ সৃষ্টি করিয়াছে, মঙ্গলবারে অপসন্দনীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। বুধবারে সৃষ্টি করিয়াছেন নূর। বৃহস্পতিবারে সৃষ্টি করিয়াছেন চুতুস্পদ প্রাণী। হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন, শুক্রবারে বাদ আসর দিনের শেষ ঘন্টায়। আর তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বোপরিঅংশ দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে লাল কালো, ভাল মন্দ সর্ব প্রকারের মিশ্রণ ছিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানের মধ্যে ভাল-মন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাজ্জাজ ইব্ন মুহাম্মদ আওয়ার (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) (র) ইহাকে 'আত্তারীখুল কাবীর' গ্রন্থে রিওয়াতটিকে (দোষমুক্ত) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে কা'ব আল-আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অধিক বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী (র) ব্যতিত আরো কেহও ইহাকে معلل বলিয়াছেন।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ আল্লাহ্ তা'আলা আসমানের সর্বোচ্চস্তর হইতে যমীনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزِّلُ الْاَمْرَ بَيْنَهُنَّ -

"আল্লাহ্-ই সেই মহান সত্তা যিনি সাত আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, যমীন ও অনুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকলের মাঝে হুকুম অবতীর্ণ হয়"। এবং আমলনামাসমূহ প্রথম আসমানে উত্থিত হয়। প্রথম আসমান ও পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ। এক আসমান হইতে অপর আসমানের মাঝেও পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও যাহ্হাক (র) বলেন, যদিও আসমান হইতে যমীন পর্যন্ত পাঁচশত বৎসরের পথ অবতরণ করিতে এবং পাঁচশত বৎসরের পথ উর্দ্ধারোহণ করিতে কিন্তু ফিরিশ্তাগণ মহূর্তের মধ্যে উহা অতিক্রম করিতে পারেন। সে কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ ذٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - ،

"সব কিছু তাঁহার সমীপে এমন একদিনে উপস্থিত হইবে, যেই দিনের পরিমাণ হইবে তোমাদের হিসাব অনুসারে হাজার বৎসরের সমান"। এবং তিনি স্বীয় বান্দাগণের আমলসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং বড় ছোট গুরুত্বপূর্ণ ও তুচ্ছ সর্বপ্রকার আমল তাঁহার নিকট উত্থিত করা হয়। তিনি পরম পরাক্রমশীল সকল সৃষ্টবস্তুর তাঁহার অনুগত। তাঁহার বান্দাগণের প্রতি তিনি বড়ই অনুগ্রশীল ও দয়ালু।

٧. الَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ·

٨. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ·

٩. ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ·

অনুবাদ ঃ (৭) যিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কদর্ম হইতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। (৮) অতঃপর তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। (৯) পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে রূহ্ ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে এবং তোমাদিগের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনিই প্রত্যেক বস্তুকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, উহাকে মযবুত ও সুঠাম করিয়াছেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র)-এর الَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ .. الخ। তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে মানব সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ের কথা প্রথম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিবার পর তিনি মানব জাতির সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنَ ـ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অর্থাৎ মানবজাতিকে আদী পিতা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ـ

অতঃপর তাঁহার বংশধরকে তুচ্ছ পানির নির্যাস হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন। আর উহা পুরুষের পিঠ এবং মহিলার বুক হইতে বাহির হয় ثُمَّ سَوّٰهُ অর্থাৎ হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পর তাহাকে মযবুত ও সুঠাম করিলেন।

وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ـ

আর তিনি উহার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে রূহ্ ফুঁকিয়াছেন আর তোমাদের দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষুও অন্তঃকরণ।

قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ـ

“তোমরা বহু কম তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাক”। অর্থাৎ আল্লাহর দেওয়া এই সকল নিয়ামতের তোমরা বহু কম শুকুর করিয়া থাক। ভাগ্যবান ব্যক্তি হইল সে যে ঐ সকল নিয়মাত তাঁহার আনুগত্য ও ফরমারবদারীতে ব্যয় করিয়া থাকে।

١٠. وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ۔

١١. قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۔

অনুবাদ ঃ (১০) উহারা বলে, আমরা মৃত্তিকায় পর্যবসিত হইলেও কি আমাদিগকে আবার নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? বস্তুত উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতকার অস্বীকার করে। (১১) বল, তোমরাদিগের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে, অবশেষে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, মুশরিকরা পরকালকে অস্বীকার করিয়া বলে ঃ ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ আমাদের শরীর ও অংগ প্রতংগ যখন মাটির সহিত মিশিয়া যাইবে এবং উহা মাটির মধ্যে হারাইয়া যাইবে।

ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ইহার পরও কি আমাদিগকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে? মৃত্যুর পরে নতুন করিয়া সৃষ্ট হওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করে।ঐ ইহা তাহাদের কাছে অসম্ভব হইলেও আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রেক্ষিতে ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। তিনিই প্রথমবার তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এমন অবস্থায় তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন যখন তাহাদের কোন অস্বিত্বই ছিল না। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী যখনই তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্বের ইচ্ছা করেন তখন ‘কুন’ বলিতেই উহা অস্তিত্ব লাভ করে।

بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ বস্তুত তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ـ

তুমি বল, যেই মৃত্যুর ফিরিশ্তা তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই তোমাদের প্রাণ হরণ করিবে।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রকাশ মৃত্যুর জন্য একজন নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা রহিয়াছেন। সূরা ইব্রাহীমে হযরত বারা ইব্ন আযিব (র) হইতে বর্ণিত হাদীস দ্বারাও ইহা প্রকাশ। কোন কোন রিওয়ায়েত দ্বারা প্রকাশ, তাঁহার নাম আযরাঈল এবং ইহাই প্রসিদ্ধ। হযরত কাতাদাহ (র) কর্তৃক ইহা বর্ণিত, তাঁহার বহু সাহায্যকারী আছে। কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত তাঁহার সাহায্যকারী ফিরিশ্তাগণই মানুষের শরীর হইতে রূহ্ কব্জ করিয়া থাকেন। এমন কি যখন রূহ্ শরীর হইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌছিয়া যায়, তখন আযরাঈল উহা গ্রহণ করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, মালাকুল মাউতের জন্য পৃথিবীকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় ফলে উহা তাহার জন্য একটি তশ্তরীর ন্যায় হইয় যায় এবং অতি সহজেই যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রাণ কবয করিতে সক্ষম হয়। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হযরত নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ হাদীস মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) ও রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার পিতা ..... জাফরের পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর মাথার কাছে মালাকুল মাউতকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ

"يَا مَلَكُ الْمَوْتِ ارْفِقْ بِصَاحِبِىَ فَانَّهُ مُؤْمِنٌ" হে মালাকুল মাউত! আমার সাহাবীর প্রতি কোমল আচরণ করিবে। সে একজন মু'মিন। তখন মালাকুল মাউত বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। আপনি সন্তুষ্ট হউন এবং চক্ষু শীতল করুন। আমি প্রত্যেক মু'মিনের সহিত কোমল ব্যবহার করিয়া থাকি। আপনি জানিয়া রাখুন, পৃথিবীর জলে স্থলে প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে আমি প্রত্যহ পাঁচবার করিয়া নিরীখ করিয়া দেখিয়া থাকি, এমন কি তাহাদের ছোট বড় সকলকে আমি তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিক ভাল জানি। আল্লাহ্র কসম। হে মুহাম্মদ! যাবৎ না আল্লাহ্ আমাকে হুকুম করেন আমি একটি মশার প্রাণও কবয করিতে সফল হইতে পারি না। জা'ফর (র) বলেন, হযরত আজরাঈল (আ) সালাতের সময় মানুষকে খুব নিরীখ করিয়া দেখেন। যখন তিনি তাহাদের নিকট মৃত্যুকালে উপস্থিত হন, তখন যদি লোকটি নিয়মিত সালাত পড়িয়া থাকে তবে ফিরিশ্তা তাহার নিকটবর্তী হন এবং শয়তানকে বিতাড়িত করেন এবং ঐ অবস্থায় তাহাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তালকীন করেন।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর প্রত্যেক কাঁচা পাকা ঘরে এবং গ্রাম ও শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে 'মালাকুল মাউত' প্রতি দিন দুইবার করিয়া দৃষ্টিপাত করেন। কা'ব আহবার (র) বলেন, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর যে কোন বাড়ীতে মানুষ বসবাস করে 'মালাকুল মাউত' উহার প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারে সাতবার দণ্ডায়মান হন, তিনি দেখিতে থাকেন যে ঐ ঘরে এমন কেহ কি আছে যাহার রূহ্ কবয করিবার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছেন। রিওয়ায়েতটি ইব্‌ন হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তোমাদের কবর হইতে উঠিবার দিনে তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময় দানের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে।

١٢. وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ.
١٣. وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ
لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.
١٤. فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا
عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১২) এবং হায়! তুমি যদি দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম ও শ্রবণ করিলাম, এখন তুমি আমাদিগকে পুনরায় প্রেরণ কর, আমরা সৎকর্ম করিব। আমরা তো দৃঢ়বিশ্বাসী। (১৩) আমি ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করিতাম। কিন্তু আমার এই কথা সত্য। আমি নিশ্চয়ই জিন্ ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিব। (১৪) তবে তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর কারণ, আজিকার এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হইয়াছিলে। আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইয়াছি। তোমরা যাহা করিতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করিতে থাক।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে মুশরিকদের যে অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হইবে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা যখন কিয়ামত দিবসের ভয়ার্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবে এবং আল্লাহর সম্মুখে লাঞ্ছিতাবস্থায় মাথনত করিয়া দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহারা বলিবে ঃ

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ আমরা এখন আপনার কথা শ্রবণ করিলাম এবং আপনার এ আদেশ পালন করিব। যেন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوْنَنَا "যেই দিন তাহারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে তখন তাহারা খুব শ্রবণ করিবে, খুব প্রত্যক্ষ করিবে"। যখন তাহারা দোযখে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা নিজেরাও নিজেদের ভর্ৎসনা করিবে। তাহারা বলিবে ঃ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ

"যদি আমরা শ্রবণ করিতাম কিংবা বুঝিতাম তবে আমরা দোযখবাসীদের অর্ন্তভূক্ত হইতাম না'। এখানে ও তাহাদের অনুরূপ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি অতএব আপনি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন। نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ আমরা পৃথিবীতে গমন করিয়া সৎকর্ম করিব। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করিলাম যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য ও আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, যদি তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেন, তবে তাহাদের আমলের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না, তাহারা পুনরায় পূর্বের ন্যায় অসৎকর্ম করিবে। আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিবে ও তাঁহার প্রেরিত রাসূলগণের বিরোধিতা করিবে ও তাহাদিগকে অমান্য করিয়া চলিবে। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبُ بِاٰيَاتِنَا ـ

হায়! যদি তুমি ঐ সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে যখন তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে তাহারা তখন বলিবে, হায়! যদি আমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরাইয়া দেওয়া হয় তবে আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অস্বীকার করিব না।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ আর আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই আমি প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করিতাম। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِىْ الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনিত"।

وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

কিন্তু আমার এই কথা নির্ধারিত যে, আমি অবশ্যই জিন্ ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পরিপূর্ণ করিব। তাহাদের আবাস হইতে জাহান্নাম, উহা হইতে কোনক্রমেই তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তাহাদের আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। আল্লাহ্ তা'আলার মহান দরবারে আমরা ইহা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ঐ সকল অপরাধীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলা হইবে, তোমরা এই শাস্তি ভোগ কর। কারণ তোমরা ইহা অস্বীকার করিয়াছিলে ও কিয়ামত দিবসকে অসম্ভব মনে করিয়াছিলে এবং এই দিনের সাক্ষাৎকার বিস্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ যাহারা বিস্মৃত হইয়া যায়, তোমাদের আচরণ ছিল তাদের আচারণতুল্য।

اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ। অতএব তোমাদের সহিত আম্র আচরণও বিস্মৃত ব্যক্তির আচরণের অনুরূপ হইবে। বস্তুত আল্লাহ্ তো কিছুই ভুলিয়া যান না আর কোন বস্তু তাঁহার নিকট হইতে হারাইয়াও যায় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমরা যেমন বিস্মৃত হইয়াছিলে আজ আমিও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব।

وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আর তোমরা স্বীয় কুফর ও অবাধ্যতার কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلاَ شَرَابًا اِلاَّ حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا .... فَلَنْ نَزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا ـ

"তাহারা উহার মধ্যে (দোযখের মধ্যে) ফুটন্ত পানিও পূঁজ ব্যতিত কোন ঠাণ্ডা ও পানীয় বস্তুর আস্বাদন গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমি তাহাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করিব"।

١٥. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ ·

١٦. تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ·

١٧. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (১৫) কেবল তাহারাই আমার নির্দশনাবলী বিশ্বাস করে যাহারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হইলে সিজ্‌দায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রসংশায় পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। (১৬) তাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাহাদিগকে যে রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। (১৭) কেহই জানে না তাহাদিগের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে তাহাদিগের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيَاتِنَا। আমার আয়াত সমূহের প্রতি কেবল তাহারাই বিশ্বাস করে اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا। যাহাদিগকে উহা দ্বারা উপদেশ করা হইলে তাহারা সিজ্‌দায় অবনত হয়। অর্থাৎ তাহারা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করে এবং কথায় ও কর্মে উহার অনুসরণ করিয়া চলে।

وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْআর তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের অনুসরণ করিতে তাহারা অহংকার করে না। যেমন মূর্খ পাপাচারী কাফিররা অহংকার করিয়া থাকে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ -

"যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিরত থাকে, অচিরেই তাহারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে"। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -

যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি ঈমান আনিয়াছে তাহারা শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রতিপালককে ডাকে। অর্থাৎ তাহারা নিদ্রা বর্জন করিয়া, নরম বিছানা ত্যাগ করিয়া তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে।

হযরত মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ এর উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের সালাতের উদ্দেশ্যে শয্যা ত্যাগ করা। হযরত আনাস (রা) ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির, আবূ হাযিম ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা

বলেন, আলোচ্য আয়াতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের সালাত বুঝান হইয়াছে। হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত, এশার সালাতের জন্য প্রতিক্ষায় থাকা। ইহাই আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য। ইব্ন জরীর (র) বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহ্হাক (র) বলেন, ফজর ও এশার সালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা আয়াত দ্বারা এই বিষয়ই বুঝান হইয়াছে।

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا তাঁহারা স্বীয় প্রতিপালককে শাস্তির আশংকায় এবং সাওয়াব ও বিনিময়ের আশায় ডাকে وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর তাহাদিগকে আমি যেই রিযক দান করিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে। তাহারা এমন সকল নেক্কাজও করে যাহার সম্পর্ক কেবল তাহাদের নিজ সত্তার সহিত জড়িত আর এমন নেক্কাজও করে যাহার সম্পর্ক অন্যের সহিত রহিয়াছে। এই সকল আল্লাহর পেয়ারা বান্দগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও উত্তম হইলেন মানবকূল শ্রেষ্ঠ ইহ-পরকালের গৌরব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার স্বরচিত কবিতায় এই বাস্তবকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

وفِينَا رسُولَ اللّٰه يتلو كتابه * اذا انشق معروف من الصبح ساطع
اُرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا * به موقنات ان ما قَال وَاقع
يبيت يجَافى جنبه عن فرَاشه * إذا استقلت بالمُشركين المَضَاجع

"আমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল বিদ্যমান, যিনি অতি প্রতুষ্যেই তাঁহার পবিত্র কিতাব পাঠ করেন। গুমরাহীর চরম অন্ধকারের পরে তিনি আমাদিগকে হেদায়েতের আলো দেখাইয়াছেন। এখন আমাদের অন্তঃকরণ এই বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন উহা ঘটিবেই। রাত্রিকালে যখন মুশরিকরা গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র দরবারে সিজ্দায় লুটাইয়া থাকেন।"

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, রাওহ ও আফ্ফান (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তির প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট। এক ব্যক্তি হইল সে যে রাত্রিকালে মধুর নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আশায় ও আশংকায় সালাতে দণ্ডায়মান হয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হইল সে যেই ব্যক্তি আল্লাহর রাহে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করিতে করিতে শুত্রু দ্বারা পরাজিত হলো। কিন্ত পরাজয়ের পর পলায়নের কারণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হইবেন ভাবিয়া আশা বুকে বাঁধিয়াও শংকিত হইয়া সে পুনরায় শত্রুর মুখামুখী হইল। এবং রক্তপাত ঘটাইয়া শাহাদাত বরণ করিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ফিরিশ্তাগণকে বলেন, ফিরিশ্তাগণ! তোমরা আমার এই বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, কেবল আশা ও

আশংকা করিয়া শাহাদাত বরণ করিল। ইমাম আবূ দাঊদ (র) 'জিহাদ' অধ্যায়ে মূসা ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা), হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক দিন প্রত্যুষেই আমি তাঁহার নিকট দিয়াই চলিতেছিলাম, এমন সময় তাঁহাকে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি, আমাকে এমন শিক্ষা দিন, যাহা দ্বারা আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হই এবং দোযখ হইতে দূরে থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, অতি বড় কাজ সম্পর্কে তুমি আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তবে আল্লাহ্ যাহার জন্য সহজ করিয়া দেন তাহার জন্য জন্য সহজ। আর সে কাজ হইল, আল্লাহর ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত শরীক করিবে না। সালাত কায়েম করিবে। যাকাত আদায় করিবে। মাহে রামযানের সাওম পালন করিবে ও হজ্জ করিবে। অতঃপর তিনি বলিলেন, কল্যাণের দ্বার সমূহের কথা কি তোমাকে বলিয়া দিব না? আর তাহা হইল, (১) সাওম ঢাল সরূপ, (২) সাদাকা গুনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। (৩) মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ..... جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কি তোমাকে দীনের চূড়া ইহার স্তম্ভ ও ইহার শিখর কি উহা বলিয়া দিব? আমি বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, দীনের চূড়া হইল ইসলাম, ইহার স্তম্ভ হইল সালাত ও ইহার শিখর হইল আল্লাহর রাহে জিহাদ করা। জিহাদের মাধ্যমেই দীন সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কি আমি তোমাকে বলিয়া দিব না যাহা দ্বারা এই সকল বিষয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়। আমি বলিলাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন, كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا তুমি এই ছোট্ট অংগটিকে নিয়ন্ত্রণ কর। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কথার কারণেও কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? তিনি বলিলেন ঃ

ثكلتك أمك يامعاذ وهل يكب الناس فى النارِ على وجُوههم إلا حصائد ألسنتهم -

"তোমার মাতা পুত্রের শোকে শোকাতুর হউক! মানুষকে কেবল তাহাদের মুখের কথাই তো দোযখে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে। ইমাম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ (র) মা'মার (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন

জরীর (র) ও শু'বা (র)-এর সূত্রে হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (র) ..... হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ

أُلا أُدلك على أُبواب الخير الجنة والصدقة ...... الخ -

হে মু'আয! আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বার সমূহের কথা বলিয়া দিব না? সাওম ঢাল সরূপ, সাদাকা পাপের কাফ্ফারা হইয়া যায়। আর তৃতীয় বস্তু হইল মধ্য রাত্রে সালাতের জন্য আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

تَتَجَا فٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

ইব্ন জরীর (র) সাওরী (র) হযরত মু'আয (র) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) আমাশ (র) হইতে মারফূরূপে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন জরীর (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলেন এই আয়াতে রাত্রিকালে বান্দার সালাত পড়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, আহমাদ ইব্ন সিনান ওয়াসিতী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাবূকএ শরীক ছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে, আমি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করিব, আর উহা হইল, সাওম ঢাল স্বরূপ, সাদাকা, ইহা গুনাহর অগ্নি নির্বাপিত করে। আর মধ্যরাত্রে সালাত আদায় করা। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ অতঃপর ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আস্মা বিনতে ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

إذا جمع اللّٰه الأولين والاٰخرين يوم القِيَامة جَاء مناد ينا دى بصوت ..... الخ -

আল্লাহ্ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মাখলূক যখন কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন কিয়ামত দিবসে একত্রিত করিবেন তখন একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা দিবেন যাহা সমস্ত সৃষ্টি জীব শ্রবণ করিবে। ঘোষক বলিবে, এই ময়দানের সকলেই আজ ইহা জানিতে পারিবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি কে? অতঃপর ঘোষক পুনরায় ঘোষণা করিবে, যাহারা তাহাজ্জুদগুযার ছিল যাহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইত, তাঁহারা যেন এখন উঠিয়া দাড়ায়। এই ঘোষণার পর তাঁহারা দণ্ডায়মান হইবে। কিন্তু

তাহাদের সংখ্যা হইবে নগন্য। বায্যার (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন শাবীব (র) ..... হযরত বিলাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ الخ। ..... যখন অবতীর্ণ হইল তখন আমরা মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতাম আর কিছু সাহাবায়ে কিরাম ঐ সময় সালাত ও আদায় করিতেন।

فَلَاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ কেহ ইহা জানে না যে তাহার জন্য চক্ষু শীতলকারী কি বস্তু লুক্কায়িত রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে স্থায়ী নিয়ামত সমূহের এবং ঐ আস্বাদনের মর্যাদা কেহ জানে না তাহারা যেমন গোপনে গোপনে আল্লাহর ইবাদত করিয়াছিল। অনুরূপভাবে পূর্ণ বিনিময় দানের জন্য আল্লাহ্ তাদের জন্য উহার বিনিময় লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। "যেমন আমল তেমন বিনিময়" নীতি অনুসারে এইরূপ বিনিময় হওয়াই বাঞ্ছিত। হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন, কিছু লোক তাহাদের আমল গোপন রাখিয়াছিল। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা ও তাহাদের আমলের বিনিময় গোপন রাখিয়াছেন, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, আর কোন অন্তরে উহার কল্পনাও আসে নাই। এই বাণীকে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

أُعددت لعبَادى الصَّالِحين مَالاَ عين رَأت ولاَ أُذن سَمعَت ولاَ خطر على قَلب بَشر -

"আমার বান্দাগণের জন্য আমি এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং মানুষের অন্তরে উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই"। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহার সমর্থনে ইচ্ছা হইলে এই আয়াত পাঠ কর ঃ

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ... الخ -

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, সুফিয়ান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান (র) হইতে উক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, ইসহাক ইব্ন নস্‌র (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "আমি আমার বান্দাগণের জন্য এমন বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কাহার কল্পণায়ও আসে নাই ইহা আল্লাহ্‌র এক বিশেষ ভাণ্ডার যাহা সম্পর্কে কেহ অবগতি লাভ করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

আবু মু'আবিআহ (র) বলেন, আ'মাশ (র) সূত্রে আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এখানে قُرَّاتُ أَعْيُن পাঠ করিতেন। এই সূত্রে কেবল ইমাম বুখারী (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

إن الله قال أُعددت لِعبَادى الصَّالحين ما لَاعين رَأت ولَا أُذن سَمِعَت ولَا خطر عَلى قَلب بَشر ۔

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম আব্দুর রাজ্জাক (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী এবং ইব্ন জরীর (র) ইহা আব্দুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি সম্পর্কে 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

হাম্মাদ ইব্ন সালমাহ (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হাম্মাদ (র) বলেন, আমার ধারণা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلٰى ثِيَابُهُ وَلاَ يَفْنِيَ شَبَابُهُ فِيْ الْجَنَّةِ مَا لاَ عَيْنَ رَأَتْ وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ۔

"যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে সে সুখী হইবে, তাহার কোন দুঃখ হইবে না, তাহার পরিধেয় বস্ত্র পুরাতন হইবে না, তাহার যৌবন শেষ হইবে না। বেহেশ্‌তে তাহার জন্য এমন সকল নিয়ামত হইবে যাহার কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই, আর কোন মানুষ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। হাসীসটি ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হারূন (র) ..... সাহ্‌ল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম তিনি তখন বেহেশতের বর্ণনা দিতেছিলেন, অবশেষে তিনি বলিলেন ঃ

فِيْهَا مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ۔

"বেহেশতের মধ্যে এমন নিয়ামত রহিয়াছে যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। আর কোন মানুষ উহার কল্পনাও করিতে পারে নাই"। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে হারূন ইব্ন মারূফ ও হারূন ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং উভয়ই শায়খ ইব্ন ওহব (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, আব্বাস ইব্‌ন আবূ তালিব (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত হইতে ইরশাদ করিয়াছেন, তিনি বলেন, "আমি আমার নেক বান্দাগণের জন্য এমন সকল নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু প্রত্যক্ষ করে নাই, কোন কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর মানুষ উহা কল্পণাও করে নাই"। হাদীসটি আসহাবে সুনান বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, ইব্‌ন আবূ উমর (র) ..... মুঘীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ একবার হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহেশতে ন্যূনতম মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ্ বলিলেন, সকল বেহেশতবাসীগণের বেহেশতে স্থান গ্রহণ করিবার পর যেই ব্যক্তিকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে সেই হইবে ন্যূনতম মর্যাদার অধিকারী। তাহাকে বলা হইবে, তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! সকল লোক তো তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারা তাহাদের অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এখন আমি কি উপায়ে বেহেশতে প্রবেশ করিব? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন,তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে পৃথিবীর এক রাজার সম্রাজ্য পরিমাণ সাম্রাজ্যের তুমি অধিকারী হইবে? তখন সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার জন্য আরো ইহার অনুরূপ, আরো ইহার অনুরূপ সাম্রাজ্য রহিয়াছে। পঞ্চমবারে সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমার আর প্রয়োজন নাই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, ইহার দশগুণ তোমার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। সে বলিবে, আমার প্রতিপালক! আপনার দানে আমি সন্তুষ্ট। হযরত মূসা (আ) তখন আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিলেন, বেহেশতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে কে? আল্লাহ বলিলেন, তাঁহারা হইল সেই সকল ভাগ্যবান লোক যাঁহাদের উচ্চমর্যাদা দানের আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। সে মর্যাদা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই ,কোন কর্ণ উহার কথা শ্রবণ করে নাই। কেহ উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَلَاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاَ اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ـ

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কেহ কেহ শা'বীর মাধ্যমে হযরত মুঘীরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু মারফূরূপে রিওয়ায়েত করেন নাই। অথচ, মারফূ হওয়াই অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, জা'ফর ইব্‌ন মাদাইনী (র) ..... মুহাম্মদ আমির ইব্‌ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট এই হাদীসটি পৌছিয়াছে যে, একজন বেহেশবাসী তাহার স্থানে সত্তর বৎসর অবস্থান করিবার পর একবার

তাকাইয়া এক অতি সুন্দরী রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, তোমার একটুখানি সংগ লাভ করা আমার ভাগ্যে হইবে কি? তখন লোকটি বলিবে, তুমি কে? রমনী বলিবে, আমি 'মাযীদ' এর অংশ। অতঃপর লোকিট ঐ রমনীর সহিত সত্তর বৎসর কাল সহঅবস্থান করিবে। ইহার পর ঐ লোকটি পুনরায় আর একবার তাকাইয়া আরো অধিক সুন্দরী এক রমনী দেখিতে পাইবে। রমনী তাহাকে বলিবে, তোমার একটু সংগ লাভ করা আমার ভাগ্যে জুটিবে কি? সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কে? রমনী জবাব দিবে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যে চক্ষু শীতলকারী লুক্কায়ীত বস্তুর কথা উল্লেখ করিয়াছেন আমি তাহারই অংশ বিশেষ। ইরশাদ হইয়াছ ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -

ইব্‌ন লাহী'আহ (র) বলেন, আতা ইব্‌ন দীনার সূত্রে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পৃথিবীর এক দিনের পরিমাণ সময়ে ফিরিশ্‌তাগণ বেহেশবাসীগণের নিকট তিনবার প্রবেশ করেন, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহারা ঐ সকল বস্তু তুহফা হিসাবে লইয়া যান যাহা তাহাদের বেহেশতে নাই। এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে এই সংবাদও প্রদান করিবেন। যে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট।

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, সাহ্‌ল ইব্‌ন মূসা রাযী (র) ..... আবুল ইয়ামান ফাযারী (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

اَلْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ اَوَّلُهَا دَرَجَةُ فِضَّةٍ وَاَرْضُهَا فِضَّةٌ وَسَاكِنُهَا فِضَّةٌ... الخ -

বেহেশতে একশত স্তর আছে। প্রথম স্তর হইল রৌপের স্তর উহার ভূমি রৌপ্যের উহার ঘরবাড়ীও রৌপ্যের, উহার পাত্রও রৌপ্যের এবং উহার মাটি হইল মিশ্‌ক এর। দ্বিতীয় স্তর হইল স্বর্ণের। উহার ভূমি মুক্তার, ঘরবাড়ী মুক্তার, উহার পাত্র ও মুক্তার তৈয়ারী এবং উহার মাটি মিশ্‌কের। অবশিষ্ট সাতানব্বইটি এমন যে উহা কোন চক্ষু কখনও প্রতক্ষ্য করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই আর কোন মানুষ কখনও উহার কল্পণাও করিতে পারে নাই। অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ -

ইব্‌ন জরীর (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি রুহুল আমীন হযরত জিব্‌রীল (আ) হইতে বর্ণনা করেন, বান্দার গুনাহ ও নেকী উপস্থিত করা হইবে এবং এক অন্য হইতে কম হইবে। যদি একটি নেকীও অবশিষ্ট থাকে, তবে আল্লাহ্ বেহেশতে উহাকে প্রকাণ্ড করিবেন। রাবী বলেন, ইয়াযদাহ -এর নিকট উপস্থিত হইলে

তিনিও অনুরূপ রিওয়ায়েত করিলেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম নেকী কোথায় গেল? তখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ... الخ -

"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এর মর্ম জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, বান্দা গোপনে কোন নেকআমল করিয়া থাকে যাহা আল্লাহ্ ব্যতিত আর কেহ জানিতে পারে না। এমন বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে গোপনে উহার এমন বিনিময় দান করিবেন যাহা তাহার চক্ষু শীতল করিয়া দিবে।"

١٨. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَايَسْتَوٗنَ۰

١٩. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا
بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰

٢٠. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ۰

٢١. وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۰

٢٢. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ
الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (১৮) তবে কি যে ব্যক্তি মু'মিন হইয়াছে সে পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে। (১৯) যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগের কৃতকর্মের

ফলস্বরূপ তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য জান্নাতে হইবে তাহাদের বাসস্থান। (২০) এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে, তাহাদিগের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম। যখনই উহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে উহাতে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, যে অগ্নি শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলিতে তোমরা উহা আস্বাদন কর। (২১) গুরুশাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে। (২২) যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া তাহা হইতে মুখ ফিরায় তাহার অপেক্ষা অধিক যলিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদিগকে শাস্তি দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও মহানুভবতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি কিয়ামত দিবসে পূর্ণ ইনসাফ কায়েম করিবেন। সৎলোক ও পাপাচারী দিগকে সমান করিবেন না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলগণের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাঁহারা ঐ সকল লোকের সমান হইতে পারে না যাহারা স্বীকার করে নাই এবং রাসূলগণকে অস্বীকার করে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاٰتِ اَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا
الصّٰلِحَاتِ سَوَاۤءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

যাহারা পাপাচারে লিপ্ত রহিয়াছে তাহারা কি এই ধারণা পোষণ করিয়াছে যে, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল লোকের সমান করিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে? তাহাদের জীবন ও মৃত্যু সমান। তাহারা যে ফয়সালা করিতেছে তাহা মন্দ, ভাল নহে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِىْ الْاَرْضِ اَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ـ

ঐসকল লোক যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের মত করিব কি? না কি মুত্তাকীগণকে পাপাচারীদের মত করিব? আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَا يَسْتَوِىْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ـ

"দোযখীরা ও বেহেশতবাসীগণ সমান হইতে পারে না"। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, মু'মিনও ফাসিক সমান হইতে পারে না। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের আমল অনুসারে শাস্তি ও পুরষ্কার দান করিবেন।

আতা ইব্‌ন ইয়াসার ও সুদ্দী (র) বলেন, আয়তটি হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও উকবাহ ইব্‌ন আবূ মু'আইত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই কারণে তাহাদের হুকুমও পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ যাহারা আমার নির্দশনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং ইহার চাহিদা মুতাবিক আমল করিয়াছে فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى তাহাদের জন্য রহিয়াছে উদ্যানসমূহ বাসস্থান হিসাবে। যেখানে বহু ঘরবাড়ী ও দালান কোঠা ও সুউচ্চ প্রাসাদ বিদ্যমান। نُزُلاً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাহাদের কৃত কর্মের বিনিময়ে আপ্যায়নের জন্যই এই সুব্যবস্থা হইবে।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ আর যাহারা পাপাচার করিয়াছে আল্লাহ্‌ও রাসূলের আনুগত্য ত্যাগ করিয়াছে فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ তাহাদের বাসস্থান হইবে দোযখ। যখনই তাহারা ঐ স্থান ত্যাগ করিতে চাহিবে তাহাদিগকে পুনরায় উহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ـ

যখনই তাহারা উহার (দোযখের) দুঃখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে তাহাদিগকে পুনরায় উহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত ফুজাইল ইব্‌ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহর কসম! দোযখ বাসীদের হাত বাধা থাকিবে, পাও বেড়িতে আবদ্ধ থাকেব। এবং অগ্নিশিখা তাহাদের উপর বুলন্দ হইবে। ফিরিশ্‌তাগণ তাহাদিগকে শাস্তি দিতে থাকিবে।

وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ـ

আর তাহাদিগকে বলা হইবে, যে দোযখকে তোমরা অস্বীকার করিতে উহার শাস্তি ভোগ কর। তাহাদিগকে ইহা বিদ্রুপ করিয়া বলা হইবে।

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ ـ

আর গুরুতর শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাহাদিগকে লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদসমূহ, রোগ শোক ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে। গুনাহ হইতে তাওবার করিবার জন্য পৃথিবীতে এই সকল বিপদে আবদ্ধ করা হয়। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবূল আলিয়াহ, হাসান, ইব্‌রাহীম নাখঈ, যাহ্‌হাক, আলকামাহ, আতীয়্যাহ, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবদুল করীম জাযরী ও খুয়াইফ (র) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, লঘু শাস্তি দ্বারা 'হুদূদ কায়েম করা' বুঝান হইয়াছে। বারা ইব্‌ন আযিব, মুজাহিদ ও আবূ উবাইদাহ (র) বলেন, ইহা দ্বারা 'কবর আযাব' বুঝান হইয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) বলেন, আমর ইব্‌ন আলী (র) ..... আব্দুল্লাহ (র) হইতে وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى ... الخ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা

করিয়াছেন, الْعَذَابِ الْاَدْنٰى দ্বারা নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের দুর্ভিক্ষ বুঝান হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছিল। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর কাওয়ারিরী (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) আলোচ্য আয়াতে বিদ্যমান الْعَذَابِ الْاَدْنٰى দ্বারা ধ্বংস, ধুয়া ইত্যাদি বুঝান হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত الْعَذَابِ الْاَدْنٰى ও লঘু শাস্তি দ্বারা বদর যুদ্ধে হত্যা ও গ্রেফতারী বুঝান হইয়াছে। যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী (র) ও অন্যান্য কতক উলামায়ে কিরাম বলেন, মক্কায় এমন কোন ঘর ছিল না যে ঘরে হত্যা কিংবা গ্রেফতারীর দুশ্চিন্তা প্রবেশ করে নাই। কোন কোন বাড়ীতে উভয় প্রকার দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিয়াছিল। অর্থাৎ হত্যা ও গ্রেফতারী উভয়টি সংঘটিত হইয়াছিল।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ .. الخ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে যাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে? অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিপালকের নির্দশনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ইহার সঠিক জ্ঞান দানের চেষ্টা করা হইয়াছে। অতঃপর সে উহা ত্যাগ করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে সে যেন উহা এমনি ভুলিয়াই গিয়াছে যে, সে উহা চিনিতেই পারে না। এমন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে হইতে পারে? কাতাদাহ (র) বলেন ঃ اِيَّاكُمْ وَالْاِعْرَاضَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ .. الخ আল্লাহর যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়া হইতে তোমাদের বাঁচিয়া থাকা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আলাহ্‌র যিকির হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। সে, প্রতারিত ও গুনাহগার ও লাঞ্ছিত হয়। যে ব্যক্তি এই-রূপ করে আল্লাহ্ তাহার সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আমি এমন অপরাধীদের থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব ও শাস্তি দিব।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইমরান ইব্‌ন বাক্কার কিলায়ী (র) ..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিয়াছে সে অপরাধী হইয়াছে, যে ব্যক্তি অনধিকার ও অন্যায়ভাবে ঝান্ডা গাড়িয়া দেয়, যে মাতাপিতার অবাধ্য এবং যালিমের সাহায্য করিতে চেষ্টা করে সে অপরাধী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আমি অবশ্যই অপরাধীদের দিগকে শাস্তি দিব। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অতিশয় গরীব হাদীস।

٢٣. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ
وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ۰

٢٤. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا
بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ۰

٢٥. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا
فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۰

অনুবাদ ঃ (২৩) আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতএব তুমি তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করিও না। আমি ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। (২৪) এবং আমি উহাদিগের মধ্য হইতে নেতা মানোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথপ্রদর্শন করিত। যখন উহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল, তখন উহারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। (২৫) উহারা নিজদিগের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করিতেছে, তোমার প্রতিপালকই তো কিয়ামতের দিন উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দা ও রাসূল হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন, তিনি তাঁহাকে তাওরাত গ্রন্থ দান করিয়াছিলেন।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ অতএব তাহার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না। কাতাদাহ্ (র) বলেন, 'লাইলাতুন ইস্রায়' যে হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) এ সাক্ষাৎ ঘটিয়া ছিল। আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আবুল আলিয়াহ রিবাহী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ লাইলাতুল ইস্রায় আমার হযরত মূসা (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তিনি যেন শানূআহ গোত্রের একজন পুরুষ। হযরত ঈসা (আ)-কেও আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তিনি একজন মধ্যম আকৃতির লাল ও শুভ্রতা মিশ্রিত বর্ণের। মাথার চুলগুলো বক্র নয় সোজা। সে রাত্রে আমি জাহান্নামের প্রহরী ও দজ্জালকেও দেখিতে পাইয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাত্রে সকল নির্দশনাবলী রাসূলুল্লাহ (সা) দেখাইয়া ছিলেন এই গুলিও উহার অর্ন্তভুক্ত।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ ইহার সার হইল, লাইলাতুল ইস্‌রায় হযরত মূসা (আ)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিশ্চত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এবং তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন।

তাবারানী (র) বলেন, মুহাম্মদ উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ এর অর্থ করিয়াছেন আমি মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছি? এবং فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ এর অর্থ হইল আল্লাহর সহিত মূসা (আ)-এর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না। এবং وَجَعَلْنٰهُ هُدًى এর অর্থ হলো, আর আল্লাহ্ তা'আলা যে কিতাব মূসা (আ)-কে দান করিয়াছিলেন, উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করিয়াছেন। যেমন, সূরা ইস্‌রায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ ـ

আর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছিলাম এবং উহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক করিয়াছিলাম। (সূরা আলে ইমরান ঃ ২)

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ـ

বনী ইসরাঈল যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পালন করিয়া ও নিষেধসমূহ বর্জন করিয়া আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ ও মান্য করিয়া ধৈর্যের পরিচয় দান করিয়াছিল তখন তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে আমি নেতা মনোনীত করিয়াছিলাম, যাহারা আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক সত্যের প্রতি দিক নির্দেশ করিত, কল্যাণের প্রতি আহ্বান করিত, ভাল কাজের হুকুম করিত ও মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিত। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার প্রয়াস পাইল, তখন তাহারা এই মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইল এবং তাহাদের অন্তরসমূহ কঠিন হইল আল্লাহর কালিমা ইহার সঠিক স্থান হইতে পরিবর্তন করিল। অতএব তাহারা নেক ও সৎকাজ এবং সঠিক আকীদা হইতে সরিয়া গেল।

এই জন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ কাতাদাহ ও সুফিয়ান (র) ইহার অর্থ বলেন, যখন বনী ইস্‌রাঈলরা দুনিয়ার লোভ হইতে ধৈর্যধারণ করিল তখন তাহাদেরকে কিতাব (তাওরাত) দান করিলাম। অনুরূপ হাসান ইব্‌ন সালিহ্ (র) ব্যাখ্যা করেন।

সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা মূলত এইরূপই ছিল। সুতরাং وَلَايَنْبَغِىْ لِلرَّجُلِ اَنْ يَكُوْنَ اِمَامًا يُقْتَدٰى بِهٖ حَتّٰى يَتَجَافٰى عَنِ الدُّنْيَا যাবৎ না কেহ পার্থিব মোহ ত্যাগ না করে উহা হইতে সংরক্ষিত না হয়, কাহারও পক্ষে এমন নেতা হওয়া শোভা

পায় না তাহার অনুসরণ করা যাইতে পারে। ইমাম ওয়াকী (র) বলেন, ইমাম সুফিয়ান (র) বলিয়াছেন 'দীন' এর জন্য ইল্মের প্রয়োজন, ঠিক তদ্রুপ যেমন শরীরের জন্য রুটির প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর নাতী বলেন, একবার আমার আব্বা আমার চাচাকে কিংবা আমার চাচা আমার আব্বাকে এই বিষয়টি পড়িয়া শুনাইলেন, একরার হযরত সুফিয়ান (র)-কে হযরত আলী (রা)-এর এই বক্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ

اَلصَّبْرُ مِنَ الْاِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ـ

ঈমানের জন্য ধৈর্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজন ঠিক তদ্রুপ যেমন শরীরের জন্য মাথার গুরুত্ব ও প্রয়োজন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً لَّمَّا صَبَرُوْا আমি তাহাদিগকে কেবল তখনই নেতা মনোনীত করিয়ছিলাম, যখন তাহার ধৈর্যধারণ করিয়াছিল। হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র এই বাণী কি তুমি শ্রবণ কর নাই? ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত সুফিয়ান (র) বললেন, যখন তাহারা 'দীনের মাথা' অর্থাৎ ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তখনই তাহারা ইমাম ও নেতা হইতে পারিয়াছিলেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, 'ধৈর্য ও ইয়াকীন'-এর মাধ্যমেই দীনের নেতৃত্ব লাভ করা যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِنَ
الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِنَ الْاَمْرِ ـ

"আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব দান করিয়াছিলাম হুকুমত ও নবুওয়াত ও দিয়াছিলাম, উত্তম রিযিক ও দান করিয়াছিলাম এবং সারা বিশ্বের উপর তাহাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম"। (সূরা জাসিয়া ঃ ১৬)

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের ধৈর্যের ফল হিসাবে তাহাদিগকে উল্লেখিত মর্যাদার অধিকারী করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে যখন তাহারা ধৈর্যচ্যুত হইল তখনই তাহারা এই মর্যাদা ও হারাইয়া বসিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ـ

তাহারা যে পরস্পর মতবিরোধ করিতেছে এবং সত্যকে বিতর্কিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে উহার ফয়সালা করিবেন।

٢٦. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ
فِىْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ۰

٢٧. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (২৬) ইহাও কি তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করিল না যে, আমি তো উহাদিগের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানব গোষ্ঠি, যাহাদিগের বাসভূমিতে উহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। তবুও কি ইহারা শুনিবে না? (২৭) উহারা কি লক্ষ্য করে না যে , আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করিয়া উহার সাহায্যে উদ্‌গত করি শস্য, যাহা হইতে আহার্য গ্রহণ করে উহাদিগের আন'আম এবং উহারা কি তবুও লক্ষ্য করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল জনগোষ্ঠিকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অস্বীকার করে, তাহাদের জন্য ইহা পথনির্দেশনা করে না যে তাহাদের পূর্বে যেই সকল জনগোষ্ঠি তাহাদের রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য যে জীবন বিধান পেশ করিয়াছিলেন উহার বিরোধিতা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অপরাধের কারণে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এখন তাহাদের কোন চিহ্ন ও অবশিষ্ট নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

তাহাদের মধ্য হইতে কোন একজনের ও কি কিছু অনুভব কর কিংবা তাহাদের কাহারও কি কোন অস্পষ্ট শব্দ শুনিতে পাও। (সূরা মারইয়াম ঃ ৯৮)

ইহা স্পষ্ট যে তাহাদের কোন চিহ্নও এখন অবশিষ্ট নাই। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسَاكِنِهِمْ রাসূলুল্লাহর বিরোধিতাকারী এই সকল অবিশ্বাসীরা তাহাদের আবাস ভূমিতে বিচরণ করিতেছে অথচ তাহাদের কাহাকেও আজ তথায় দেখিতে পায় না যাহারা ঐ আবাস ভূমি আবাদ করিয়াছিল। كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন তাহারা কোন কালে সেখানে বাসই করে নাই। فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا এই তো তাহাদের বাড়ীঘর যাহা তাহাদের যুলুমের কারণেই সম্পূর্ণ বিধস্ত হইয়া আছে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيْدٍ ـ اَوَ لَمْ يَسِيْرُوْا فِىْ الاَرْضِ .... وَلٰكِنَّ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِىْ الصُّدُوْرِ ـ

"কত জনপদ আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহার অধিবাসীরা ছিল যালিম, ফলে উহা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া আছে, এই সকল অবিশ্বসীরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? বস্তুত তাহাদের চোক্ষ যে অন্তর রহিয়াছে উহা দৃষ্টি শক্তিহীন হইয়াছে"। (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৫-৪৬)

এই কারণেই এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ الْاٰيَاتِ। অবশ্যই রাসূলগণকে অবিশ্বাসকারীদিগের ধ্বংস ও বিশ্বাসীদের রক্ষায় বহু নির্দশন উপদেশ ও প্রমাণাদি রহিয়াছে اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ। তাহারা কি তাহাদের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী শ্রবণ করে না?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ -

তাহারা কি ইহা লক্ষ্য করে না যে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন। পাহাড় পর্বত হইতে ও উচ্চস্থান হইতে পানি একত্রিত হইয়া নদী-নালার সাহায্যে বিভিন্ন সময়ে এদকি ওদিকে প্রবাহিত হয় এবং উহার সাহায্যে অনুর্বর ভূমিতে নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়।

اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ। অর্থ, অনুর্বর ভূমি যাহাতে কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّا لَجَاعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا "পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি উহা উদ্ভিদ শূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করিব"। (সূরা কাহফ্ ঃ ৮)

আয়াতে উল্লেখিত اَلْاَرْضِ الْجُرُزُ। দ্বারা শুধু মিসরের বিশেষ ভূমি বুঝান হয় নাই। বরং اَلْاَرْضِ الْجُرُزُ। দ্বারা ঐ সকল ভূমি উদ্দেশ্য, যাহা শুষ্ক এবং পানির মুখাপেক্ষী। পানির অভাবে উহা ফাটিয়া চৌচির হইয়া থাকে। মিসরের ভূমির অবস্থাও এই রূপ। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে নীলনদ দ্বারা উহাকে সেচ করেন। হাবশা হইতে আগত বৃষ্টির পানি লাল মাটি বহন করিয়া নীলনদে প্রবাহিত হয় এবং মিসরের ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে। মিসরের বালুকাময় ও লবণাক্ত ভূমি নীল নদের পানির সহিত আগত এই লাল মাটি দ্বারা উৎপাদনের শক্তি সঞ্চয় করে। প্রতি বৎসরই অন্য দেশ হইতে আগত পান ও মাটি দ্বারা মিসরের অধিবাসীরা প্রচুর খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিতে সক্ষম হয়। ইহা মহান অধিকারী পরম করুণাময় রাব্বুল আলামীনের এক বিরাট অনুগ্রহ।

ইব্ন লাহীআহ (র) বলেন, কায়েস ইব্ন হাজ্জাজ জনৈক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসর বিজয় হইল পর মিসরের অধিবাসীরা মিসর বিজয়ী হযরত আম্র ইব্ন আ'স (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীর! আমাদের প্রবাহিত এই নীল নদীটির ব্যাপারে আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ প্রথা প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। যাবৎ না উহা আমরা পালন না করি নদী প্রবাহিত হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রথাটি কি? তাহারা বলিল, "প্রতি বৎসর এই মাসের বার দিন অতীত হইবার পর আমরা পিতামাতার এক রূপসী সুন্দরীকে নির্বাচন করি এবং তাহার

পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার পর তাহাকে উত্তম পরিধেয় ও গহনা দ্বারা সজ্জিত করি এবং নীল নদে তাহাকে নিক্ষেপ করি। ইহার পরই নদী প্রবাহিত হয়।

ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) বলিলেন, ইসলামে ইহা অসম্ভব। এই ধরনের কুপ্রথাকে ইসলাম বিলুপ্ত করে। তাহারা ফিরিয়া গেল, কিন্তু নদী আর প্রবাহিত হইল না। ফলে তাহাদের দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর কোন উপায় রহিল না।

হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করিয়া হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (র)-এর নিকট পত্র লিখিয়া অবহিত করিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে লিখিয়া জানাইলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ। আমার এই পত্রে মধ্যে নীল নদের নামে আর একখানা পত্র আছে, তুমি উহা নীল নদে নিক্ষেপ করিয়া দিবে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এর নিকট হযরত উমর (রা)-এর পত্র পৌছিবার পর, তিনি উহা খুলিলেন এবং নীল নদের নামের পত্রখানাও খুলিয়া পাঠ করিলেন। উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছিল উহা এই, "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা)-এর পক্ষ হইতে নীল নদ' এর প্রতি। হে নীল নদ! তুমি স্বেচ্ছায় যদি প্রবাহিত হইয়া থাক তবে তোমার ইচ্ছা না হইলে প্রবাহিত হইও না আর যদি পরম প্রতাপের অধিকারী এক আল্লাহর নির্দেশে তুমি প্রবাহিত হইয়া থাক, তবে আমরা তাঁহার দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করিয়া দেন"। হযরত আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) নীল নদে পত্রখানা নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর শনিবার সকালে দেখা গেল একই রাত্রে নীল নদ ষোল হাত গভীরতায় প্রবাহিত হইতেছে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা মিসরবাসীদের সেই পূর্ব প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেন। হাফিয আবুল কাসিম আল-লাল্‌কায়ী (র) তাঁহার 'কিতাবুস সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কারণেই মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ
مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ -

"তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি অনুর্বর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি, অতঃপর উহা দ্বারা শস্য উৎপন্ন করি, যাহা তাহাদের পশু আহার করে এবং তাহারা নিজেরাও। তুবও কি তাহারা লক্ষ্য করিবে না"? যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاۤءَ صَبًّا -

মানুষ যেন তাহার আহার্যের প্রতি লক্ষ্য করে, আমি উহা উৎপন্ন করিবার জন্য প্রচুর পানি বর্ষণ করি। (সূরা আবাসা ঃ ২৪-২৫)

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) জনৈক রাবীর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَلْاَرْضِ الْجُرُزِ হইল, এমন এক ভুমি যাহাতে অতি সামান্য বৃষ্টি বর্ষিত

হয় যাহা উহার জন্য যথেষ্ট নহে। কেবল ঢলের মাধ্যমে যে পানি তথায় পৌছে উহা দ্বারাই শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও মুজাহিদ (র) হইতে ইহা বর্ণিত, ইহা ইয়ামান এর একটি ভূমি।

ইকরিমাহ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ও ইব্‌ন যায়িদ (র) বলেন, اَلْاَرْضُ الْجُرُزُ ঐ সকল ভূমিকে বলা হয়, যেখানে শস্য উৎপন্ন হয় না, যাহা ধুলা বালুতে ঢাকা থাকে। আয়াতটির মর্ম ঠিক এই আয়াতের মর্মের অনুরূপ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا। মৃত নির্জীব ভূমি ও তাহাদের জন্য একটি নির্দর্শন যাহা আমি সজীব ও উর্বর করি। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩)

٢٨. وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۔

٢٩. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ۔

٣٠. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ۔

অনুবাদ ঃ (২৮) উহারা জিজ্ঞাসা করে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে বল কখন হইবে এই ফায়সালা? (২৯) বল, ফয়সালার দিনে কাফিরদিগের ঈমান আনয়ন উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। এবং উহাদিগকে অবকাশ ও দেওয়া হইবে না। (৩০) অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, উহারাও অপেক্ষা করিতেছে।

তাফসীর ঃ যেহেতু কাফিররা কিয়ামত ও উহার শাস্তি অস্বীকার করিত ও অসম্ভব মনে করিত এই কারণে তাহাদের উপরে আল্লাহর গযব ও তাহার শাস্তি অবতীর্ণ হউক ইহার জন্য তাহারা ব্যস্ততা দেখাইত। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তির জন্য তাহাদের সেই ব্যস্ততার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔

তাহারা (কাফিররা) হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বলে, হে মুহাম্মদ! তুমি না বল, আমাদের উপর তোমাকে সাহায্য করা হইবে, আর আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে আর আমাদের মাঝে ফয়সালা হইয়া যাইবে, সেই নির্দিষ্ট সময়টি কবে হইবে? আমরা তোমাকে ও তোমার সাথী সংগীদিগকে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত দেখিতে পাই।

আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ। তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যেই দিন ফয়সালা হইবে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর ক্রোধানল বর্ষিত হইবে।

لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ "কাফিরদের ঈমান তাহাদের কোন কাজে আসিবে না আর তাহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হইবে না।" অত্র আয়াতে উল্লেখিত اَلْفَتْحِ শব্দের অর্থ "বিচার ও ফয়সালা।" যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَافْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا "আমার ও তাহাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিন।" (সূরা শু'আরা ঃ ১১৮)

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদিগকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই আমাদের মাঝে সঠিক ফয়সালা করিয়া দিবেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ আর তাহারা ফয়সালা কামনা করিয়াছে আর প্রত্যেক অহংকারী শত্রুতা পোষণকারী ধ্বংস হইয়াছে।" আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ "তাহারা যদি ফয়সালা কামনা করিয়া থাকে, তবে ফয়সালার সময় সমাগত হইয়াছে"।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমম্বাধন করিয়া বলেন ঃ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ তুমি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর অর্থাৎ ঐ সকল মুশরিকদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিও না। তুমি তোমার প্রতিপালকের বাণী পৌছাইয়া দাও। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِتَّبِعْ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অহীর মাধ্যমে যাহা অবতীর্ণ তুমি উহার অনুসরণ কর। তিনি ব্যতিত আর কোন ইলাহ নাই।" (সূরা আন্'আম ঃ ১০৬)

তুমি অপেক্ষা করিতে থাক। তোমার প্রতিপালক তোমাকে যে বিনিময় দানের প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন, তিনি উহা তোমাকে দান করিবেন। আর তোমার বিরোধীর উপর তোমাকে তিনি সাহায্য করিবেন। তিনি তো তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।

وَاِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ আর ঐ সকল কাফির ও মুশরিকরাও তোমার এবং তোমার সাথী সংগীদের প্রতি বিপদ অবতীর্ণ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের অপেক্ষায় নিরাশ হইবে। তুমি তোমার ধৈর্যের সুফল অবশ্যই দেখিতে পাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করিবেন।

(আল-হামদু লিল্লাহ সূরা সাজ্‌দা -এর তাফসীর সমাপ্ত হইল)

অষ্টম খণ্ড এখানেই সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

নবম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

নবম খণ্ড

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (নবম খণ্ড)
ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত
ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত
ইফা প্রকাশনা : ২০৭২/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0691-3

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০২

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
জুন ২০১৪
আষাঢ় ১৪২১
শাবান ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ৫৪০.০০ (পাঁচ শত চল্লিশ) টাকা

TAFSIRE IBNE KASIR (Commentary on the Holy Quran) (9th Volume): Written by Imam Abul Fidaa Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project. Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Phone : 8181535 March 2014

E-mail : info @ islamicfoundation-bd.org
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 540.00 ; US Dollar : 24.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতীত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাসসির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশ প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন উমর ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর

গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন, ‘এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।’ আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে ‘সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম’ বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদের বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। গ্রন্থটির সপ্তম খণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইব্ন কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইব্ন কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির নবমখণ্ডের দ্বিতীয় মুদ্রণ ইতোমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থের নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা আহ্যাব

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০
৪-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১
৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
৯-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭
১১-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭
১৪-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০
১৮-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৩
২১-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৪
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২
৩০-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৮
৩২-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮০
৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩
৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৫
৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০৯

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৯-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১০
৪১-৪৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১১৮
৪৫-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৩
৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১২৭
৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩০
৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৬
৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৩৯
৫৩-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৪৪
৫৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫২
৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৫৩
৫৭-৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮২
৫৯-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৫
৬৩-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৮৮
৬৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯১
৭০-৭১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৫
৭২-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১৯৬

সূরা সাবা

১-২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৫
৩-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০৭
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১০
১০-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৩
১২-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২১৬
১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২০

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১৫-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২২৪
১৮-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩২
২০-২১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৩৮
২২-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪০
২৪-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৫
২৮-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪৮
৩১-৩৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫১
৩৪-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৫৪
৪০-৪২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬১
৪৩-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৩
৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৫
৪৭-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৭
৫১-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭০

সূরা ফাতির

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৬
২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৭
৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৯
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮০
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮২
৯-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৪
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯০
১৩-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯১
১৫-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
১৯-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৬
২৭-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৯
২৯-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০২
৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৩
৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৩
৩৩-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৯
৩৬-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১২
৩৮-৩৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১৮
৪০-৪১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২০
৪২-৪৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৩
৪৪-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৫

সূরা ইয়াসীন

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৯
৮-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩১
১৩-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪০
১৮-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৩
২০-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৫
২৬-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৭
৩০-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫২
৩৩-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫৪
৩৭-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫৬
৪১-৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬২
৪৫-৪৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৪

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪৮-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৫
৫১-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৬
৫৫-৫৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৯
৫৯-৬২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭২
৬৩-৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৪
৬৮-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৭৮
৭১-৭৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৫
৭৪-৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৬
৭৭-৮০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮৭
৮১-৮৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯১

সূরা সাফ্ফাত

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৫
৬-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৯৭
১১-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০১
২০-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৩
২৭-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০৬
৩৮-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১১
৫০-৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪১৬
৬২-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৪
৭১-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২৯
৭৫-৮২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩০

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

৮৩-৮৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৩
৮৮-৯৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৪
৯৯-১১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৯
১১৪-১২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৪
১২৩-১৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৫
১৩৩-১৩৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৮
১৩৯-১৪৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৯
১৪৯-১৬০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬৫
১৬১-১৭০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬৯
১৭১-১৭৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৪
১৮০-১৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৬

সূরা সাদ

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৮
৪-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮২
১২-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৯
১৮-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯১
২১-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯৪
২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯৮
২৭-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০০
৩০-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০১
৩৪-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৫

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
৪১-৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫১৯
৪৫-৪৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২৩
৪৯-৫৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২৫
৫৫-৬৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২৭
৬৫-৭০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩০
৭১-৮৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩৩
৮৬-৮৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩৫

সূরা যুমার

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩৮
৫-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪১
৭-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৪
৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৬
১০-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৮
১৩-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৯
১৭-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৫১
১৯-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৫১
২১-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৫৪
২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৫৬
২৪-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৫৯
২৭-৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬১
৩২-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬৫
৩৬-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬৮
৪১-৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৭১
৪৩-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৭৪

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪৬-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৭৬
৪৯-৫২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮০
৫৩-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৮৩
৬০-৬১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৯৩
৬২-৬৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৯৫
৬৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৯৭
৬৮-৭০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০২
৭১-৭২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০৭
৭৩-৭৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১০
৭৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৯

সূরা মু'মিন

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৩
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৭
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৯
১০-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৪
১৫-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪০
১৮-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৪
২১-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৭
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৮
২৫-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪৯
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৫২
৩০-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৫৮
৩৬-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬২

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৩৮-৪০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬৪
৪১-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬৬
৪৭-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭৪
৫১-৫৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৭৬
৫৭-৫৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮১
৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮২
৬১-৬৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮৬
৬৬-৬৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৮৯
৬৯-৭৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯২
৭৭-৭৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯৫
৭৯-৮১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯৬
৮২-৮৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯৮

সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭০১
৬-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭০৮
৯-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১১
১৩-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১৯
১৯-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৪
২৫-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩১
৩০-৩২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩৪
৩৩-৩৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪০
৩৭-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৫

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৪০-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৭
৪৪-৪৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫০
৪৬-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৩
৪৯-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৬
৫২-৫৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫৮

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

নবম খণ্ড

সূরা আহ্যাব

৭৩ আয়াত, ৯ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র) বলেন, খালফ্ ইব্ন হিশাম (র).... যির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উবায় ইব্ন কা'ব (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সূরা 'আহ্যাব'-এর আয়াত কতটি ? আমি বলিলাম, তেহাত্তরটি। তিনি বলিলেন, চুপ কর। ইহা তো সূরা বাকারার সমকক্ষ এবং আমরা ইহার মধ্যে পাঠ করিতাম ঃ

اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ اِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوْهُمَا اَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

—বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন ব্যভিচার করে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাত করিয়া হত্যা কর। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ইহা শাস্তি। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

ইমাম নাসায়ী 'আসিম ইব্ন আবুন নজূদ হইতে ভিন্ন এক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সূত্রটি 'হাসান'। ইহা দ্বারা বুঝা যায় সূরাটিতে কুরআনের আরো অংশ ছিল। পরে উহা রহিত হইয়াছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

(٢) وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا ۙ

(٣) وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

১. হে নবী! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং কাফিরদিগের ও মুনাফিকদিগের আনুগত্য করিও না। আল্লাহ্ তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

২. তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা ওহী হয়, তাহার অনুসরণ কর; তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

৩. আর তুমি নির্ভর কর আল্লাহ্‌র উপর এবং কর্ম বিধানে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন দ্বারা অধঃস্তনকে সতর্ক করা হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র ভয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে এই নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা যে পালন করা অপরিহার্য তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

তল্‌ক ইব্‌ন হাবীব (র) বলেন, "তাকওয়া হইল, আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া সওয়াবের আশায় তাঁহার আনুগত্য করা এবং আল্লাহ্‌র নূর লাভ করিয়া শাস্তির ভয়ে তাঁহার নাফরমানী ত্যাগ করা।"

قوله وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করিও না—অর্থাৎ তাহাদের কোন কথা শ্রবণ করিবে না এবং তাহাদের নিকট হইতে কোন পরামর্শও গ্রহণ করিবে না।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ ও পরম প্রজ্ঞাময়—সর্ব বিষয়ের পরিণতি সম্পর্কে তিনি অবহিত এবং তাঁহার সকল কাজে ও কথায় তিনি যে প্রজ্ঞার অধিকারী ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اِتَّبِعْ مَا اُوْحِىَ

اَلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যেই ওহী আসিয়াছে তুমি উহার অনুসরণ কর। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা কর। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত। তাঁহার কাছে কোন গোপন বিষয়ই গোপন থাকে না।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর তুমি সর্ব বিষয়ে ও সর্বাবস্থায় তাঁহার উপর ভরসা কর।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا আর যে ব্যক্তি তাঁহার উপর ভরসা করে ও তাঁহার প্রতি নিবিষ্ট হয় আল্লাহ্ কর্ম-বিধায়ক হিসাবে তাহার জন্য যথেষ্ট হন।

(٤) مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ
اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ
اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي
السَّبِيْلَ ○

(٥) اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ
تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই; তোমাদিগের স্ত্রীগণ, যাহাদিগের সহিত তোমরা যিহার করিয়া থাক, তাহাদিগকে তোমাদিগের জননী করেন নাই এবং তোমাদিগের পোষ্য পুত্র, যাহাদিগকে তোমরা পুত্র বল, তাহাদিগকে তোমাদিগের পুত্র করেন নাই; এইগুলি তোমাদিগের মুখের কথা। আল্লাহ্ সত্য কথাই বলেন এবং তিনিই সরল পথ নির্দেশ করেন।

৫. তোমরা উহাদিগকে ডাক উহাদিগের পিতৃ-পরিচয়ে; আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ইহা অধিক ন্যায়সংগত, যদি তোমরা উহাদিগের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে উহারা

তোমাদিগের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু; এই ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদিগের অন্তরে সংকল্প থাকিলে অপরাধ হইবে, আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি অপ্রকাশ্য বিষয় বুঝাইবার জন্য ভূমিকা হিসাবে একটি প্রকাশ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আর তাহা হইল যেমন ইহা একটি প্রকাশ্য বিষয় যে, কোন মানুষের অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় নাই আর কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এই কথা বলিল যে, "তুমি আমার জন্য আমার জননীর পিঠের মত" সে তাহার জননী হইয়া যায় না। অনুরূপভাবে কাহারো পোষ্যপুত্র তাহার আসল পুত্র হইয়া যায় না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِىْ تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ -

আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও জন্য তাহার অভ্যন্তরে দুইট হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই আর তোমাদের যেই স্ত্রীগণের সহিত তোমরা যিহার কর তাহাদিগকে তিনি তোমাদের জননী করেন নাই।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلاَّ اللاَّئِىْ وَلَدْنَهُمْ

ঐ সকল স্ত্রীলোক যাহাদের সহিত যিহার করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের জননী নহে। তাহাদের জননী কেবল সেই সকল মহিলা, যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দিয়াছে।

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পোষ্যপুত্রদিগকে তোমাদের পুত্র করিয়া দেন নাই—ইহাই আসল উদ্দেশ্য।

হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা) নবী করীম (সা)-এর একজন আযাদ করা গোলাম ছিলেন। আয়াতটি তাহার সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। তাহাকে যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্বন্ধ বর্জন করিবার ইচ্ছা করিলেন আর নাযিল করিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَ كُمْ اَبْنَاءَ كُمْ আর তিনি তোমাদের পোষ্যপুত্রকে তোমাদের পুত্র করেন নাই। যেমন এই সূরায়ই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْىٍٔ عَلِيْمًا -

মুহাম্মদ তোমাদের কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের জনক নহেন; কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী। আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয় সম্পর্কে অবহিত। এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ইহা তো কেবল তোমাদের মুখের কথা অর্থাৎ মুখে অন্যের পুত্রকে পুত্র বলিলেই সে আসল পুত্র হয় না। কারণ, সে অন্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব তাহার দুইজন জনক হওয়া অসম্ভব, যেমন একই ব্যক্তির অভ্যন্তরে দুইটি হৃদয় হওয়া অসম্ভব।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ আর আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সঠিক পথের দিক নির্দেশনা করেন। সায়ীদ ইব্ন যুবাইর বলেন, يَقُوْلُ الْحَقَّ আল্লাহ্ ইনসাফের কথা বলেন। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ يَهْدِى السَّبِيْلَ তিনি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। এবং একাধিক রাবী হইতে ইহা বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতটি একজন কুরাইশ বংশীয় লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে 'যুলকলবাইন' (দুই অন্তর বিশিষ্ট) বলা হইত। তাহার দাবী ছিল যে, তাহার দুইটি অন্তর আছে এবং প্রত্যেকটি দ্বারা সে পরিপূর্ণভাবে বুঝিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিবাদে আয়াতটি নাযিল করেন। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) .... আবূ যাব্য়ান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আয়াতের উদ্দেশ্য কি ? তিনি বলিলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলে তাহার অন্তরে কিছু ধারণার সৃষ্টি হইল, তখন তাহার সহিত যে সকল মুনাফিক সালাতে শরীক ছিল তাহারা বলিল, দেখ, মুহাম্মদ (সা)-এর দুইটি অন্তর আছে। একটি তোমাদের সহিত আর অপরটি তাহাদের (সাহাবায়ে কিরামের) সহিত নিবদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ

ইমাম তিরমিযী .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্দুর রহমান দারেমী (র) ও যুবাইর ইব্ন মুআবিয়াহ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি 'হাসান'। যুবাইর-এর সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার সূত্রে ইমাম যুহরী (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বলেন, আয়াতটি হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা তাহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন

কোন ব্যক্তির অভ্যন্তরে দুইটি অন্তর থাকে না, অনুরূপ কাহারও দুইজন জনক থাকে না। অনুরূপ মুজাহিদ, কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, আয়াতটি হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইহা আমাদের পূর্ববর্তী ব্যাখ্যার মুতাবিক রেওয়ায়েত। والله سبحانه وتعالى اعلم

قوله اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰه তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। ইসলামের শুরুতে অন্যের সন্তানকেও লালন-পালন করিয়া নিজের দিকে সম্বন্ধিত করা জায়েয ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহাকে রহিত করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহার সন্তান তাহার প্রতি সম্বন্ধিত করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাই আল্লাহ্‌র কাছে ইনসাফ ও ন্যায়সংগত।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইয়া'আলা ইব্‌ন আসাদ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা শুরুতে যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-কে যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকিতাম। اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰه নাযিল হইলে এইরূপ ডাকা বন্ধ হইল। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) একাধিক সূত্রে হাদীসটি মূসা ইব্‌ন উকবাহ (র) হইতে তাহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আলোচ্য আয়াত নাযিল হইবার পূর্বে পোষ্যপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। ঔরসজাত পুত্রগণ যেমন নির্জনে 'মাহ্‌রাম' মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত, পোষ্যপুত্রগণও তাহাদের সহিত নির্জনে গমনাগমন করিত ও অন্যান্য আচরণ করিত। আবূ হুযায়ফা (র)-এর স্ত্রী হযরত সাহ্‌লাহ বিন্‌তে সুহাইল (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালিমকে পোষ্যপুত্র বানাইয়াছিলাম; অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে হুকুম নাযিল করিয়াছেন তাহা আপনি জানেন। সে এখনও আমার নিকট আসা যাওয়া করে, অথচ আমার স্বামী আবূ হুযায়ফা ইহা পসন্দ করেন না। এমতাবস্থায় আমি কি করিতে পারি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ارضعيه تحرمى عليه তাহাকে তুমি তোমার বুকের দুধ পান করাইয়া দাও, তুমি তাহার জন্য মুহাররামাহ হইয়া যাইবে। (প্রকাশ থাকে যে, এই বয়সে দুধ পান করাইবার এই নির্দেশটি কেবল 'সাহলাহ' এর জন্য খাস ছিল। —অনুবাদক)। যেহেতু পোষ্যপুত্র ঔরসজাত পুত্র নহে, এই কারণে তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েয করা হইয়াছে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ'র তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যায়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لِكَىْ لاَ يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاءِ هِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

অর্থাৎ এই নির্দেশ এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যেন মু'মিনদের জন্য তাহাদের পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করায় কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয় যখন

তাহারা তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া লয়। অপর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَحَلَائِلُ اَبْنَاءِكُمْ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ঔরসজাত সন্তানগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হারাম। ইহা দ্বারা পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে বিবাহ করা যে জায়েয, ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে। কারণ পোষ্যপুত্র ঔরসজাত সন্তান নহে। অবশ্য দুগ্ধপুত্রগণ ও শরীয়ত মতে ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন্ ঃ

يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب অর্থাৎ বংশীয় সম্পর্কের যাহাদের বিবাহ করা হারাম, ঐ একই পর্যায়ের রিযাঈ সন্তানকে বিবাহ করাও হারাম। অবশ্য অন্যের সন্তানকে ভালবাসার সূত্রে কিংবা সম্মান জ্ঞাপনার্থে পুত্র বলা শরীয়তে নিষিদ্ধ নহে। ইহার প্রমাণে ইমাম আহমদ (র) সহ তিরমিযী ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থকারগণ সুফিয়ান সাওরী (র) ... . হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার মুযদালিফাহ হইতে বনূ আব্দুল মুত্তালিবের কিছু তরুণদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কংকর নিক্ষেপ করিবার জন্য বিদায় করিলেন এবং তিনি আমাদের উরু চাপড়াইয়া বলিলেন, اَبُنَىَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس আমার পুত্রসকল! তোমরা সূর্য-উদয় হইবার পূর্বে কংকর নিক্ষেপ করিবে না। আবূ উবাইদাহ বলেন اَبنى শব্দটি بنى শব্দের 'তাছগীর'। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অন্যের পুত্রকেও আন্তরিকতা প্রকাশের জন্য নিজ পুত্র বলিয়া প্রকাশ করা যায়। দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ বলিয়াছিলেন।

قوله اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ তাহাদিগকে অর্থাৎ পোষ্যপুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। আয়াতাংশ হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। অষ্টম হিজরী সনে তিনি মূতা'র যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। মুসলিম শরীফে আবূ আওয়ানাহ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, يَا بُنَىَّ আমার পুত্র! আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র)ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পোষ্য পুত্রগণকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়েই ডাকিতে বলা হইয়াছে।

قوله فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَائَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ যদি তোমরা তাহাদের পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অবগত না হও তবে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও তোমাদের বন্ধু। অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় জানা থাকিলে তো তাহাদিগকে সেই পরিচয়েই ডাকিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পবিত্র মক্কা হইতে যেদিন উমরাহ করিবার উদ্দেশ্যে

বাহির হইলেন সেদিন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যাও তাহার পশ্চাতে চাচা! চাচা! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। হযরত আলী (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, তোমার চাচাত বোন, তুমি ইহার তত্ত্বাবধান করিবে। হযরত ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন; কিন্তু হযরত আলী যায়েদ ও জা'ফর (রা) তিনজনে এই বিতর্কে জড়াইয়া পড়িলেন যে, ইহার লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করিবে কে ? অতঃপর প্রত্যেকেই স্বপক্ষের দলীল পেশ করিলেন। হযরত আলী বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার। কারণ, মেয়েটি আমার চাচার কন্যা। হযরত যায়েদ বলিলেন, আমি ইহার অধিক হকদার; কারণ, সে আমার ভাইয়ের কন্যা। হযরত জা'ফর বলিলেন, আমিই ইহার অধিক হকদার। কারণ, একদিকে সে আমার চাচাত বোন, অপরদিকে তাহার খালা বিন্‌তে উমাইস আমার স্ত্রী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার খালার পক্ষেই ফয়সালা দিলেন। তিনিই তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করিবেন। তিনি আরো বলিলেন, اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ খালা তো মায়ের মতই। হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন, اَنْتَ مِنِّىْ وَاَنَا مِنْكَ তুমি আমার ও আমি তোমার। হযরত জা'ফর (রা)-কে বলিলেন اَشْبَهْتَ خَلْقِىْ وَخُلُقِىْ তোমার আকৃতি ও চরিত্র আমার আকৃতি ও চরিত্রের সদৃশ এবং হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-কে বলিলেন, اَنْتَ اَخُوْنَا و مَوْلاَنَا "তুমি তো আমাদের ভাই ও বন্ধু।" এর দ্বারা শরীয়তের বহু আহকাম উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা উত্তম বিষয় যাহা জানা গেল তাহা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সত্য বিষয়টি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন; অথচ কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিলেন না। হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন اَنْتَ اَخُوْنَا وَ مَوْلاَنَا তুমি আমাদের ভাই ও বন্ধু। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ পিতৃ পরিচয় পাওয়া না গেলে তাহারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও তোমাদের বন্ধু। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়া'কূব ইব্‌ন ইব্রাহীম .... আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ এই আয়াত অনুসারে আমি তোমাদের ভাই। আব্দুর রহমান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম; যদি তিনি ইহাও জানিতে পারিতেন যে, তাহার আব্বা কোন অতি তুচ্ছ ব্যক্তি, তবুও তিনি তাহার প্রতি সম্বন্ধিত হইতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اِدَّعٰى اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ اِلاَّ كَفَرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে বাদ দিয়া অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত হইবে, অথচ সে ইহা নিশ্চিত জানে যে, সে তাহার পিতা নহে, তবে সে কুফর করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)

ধমকমূলক এইরূপ ইরশাদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্বীয় বংশ ত্যাগ করিয়া অন্য বংশের প্রতি সম্বন্ধিত হওয়া যে কবিরাহ গুনাহ তাহাও জানা গেল।

এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاۤءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاۤءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ-

তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাকিবে, আল্লাহ্র কাছে ইহাই ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য তাহাদের পিতৃ পরিচয় জানা না থাকিলে তাহারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও তোমাদের অখণ্ড বন্ধু। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করিবার পর ভুলক্রমে যদি কাহাকেও তাহার পিতা ব্যতীত অন্যের প্রতি সম্বন্ধ করিয়া থাক তবে ইহাতে কোন দোষ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাগণকে এইরূপ দু'আ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিংবা অপরাধ করি তবে আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না।

মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, এই দু'আ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ قَدْ فَعَلْتُ হাঁ, আমি দু'আ কবূল করিলাম। বুখারী শরীফে হযরত আমর ইবনুল আস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد فاخطاء فله اجر

যখন হাকেম ও শাসক ইজতিহাদ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে সক্ষম হয় তখন তাহার জন্য দুইটি সওয়াব, আর ভুল করিয়া থাকিলে সওয়াব [illegible]ব একটি। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

ان اللّٰه تعالى رفع عن امتى الخطأ والنسيان والامر الذى يكرهون عليه

আল্লাহ্ আ'আলা আমার উম্মত হইতে ভুল ও বিস্মৃতি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদের অপসন্দনীয় যাহা করিবার জন্য জোর প্রয়োগ করা হয় উহা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

তোমরা ভুলবশত: যে অপরাধ করিয়াছ উহাতে কোন গুনাহ নাই। অবশ্য যেই গুনাহের কাজ করিতে তোমাদের অন্তর ইচ্ছা পোষণ করিয়াছে তাহা গুনাহ হইবে। আর গুনাহ্ কেবল তখনই হইবে যখন অন্যায়ের ইচ্ছা করা হইবে।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ اَيْمَانِكُمْ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অনর্থক কসমে পাকড়াও করিবেন না।

উপরে উল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া স্বীয় পিতার প্রতি সম্বন্ধিত না হইয়া অন্যের প্রতি সম্বন্ধিত হয় সে কুফর করিল। 'জানিয়া বুঝিয়া' এইরূপ করিবার কথা যেমন এই হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে; অনুরূপ কুরআনের ঐ আয়াতেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার তিলাওয়াত মান্‌সূখ হইয়াছে। আর তাহা হইল ঃ

فَاِنَّهٗ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِ كُمْ তোমাদের পিতৃপুরুষ হইতে তোমাদের উপেক্ষা করা ইহা তোমাদের কুফর।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে সত্য দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং একখানি গ্রন্থও নাযিল করিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি 'রজ্‌ম' এর আয়াতও নাযিল করিয়াছিলেন এবং সেই আয়াত মুতাবিক তিনি প্রস্তরাঘাত করিয়া শাস্তিদান করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ইন্তিকালের পরে প্রস্তরাঘাত করিয়াছি। আমরা পূর্বে এইরূপ একটি আয়াত পাঠ করিতাম ঃ

لَا تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِ كُمْ فَاِنَّهٗ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوْا عَنْ اٰبَاءِكُمْ

তোমরা স্বীয় পিতৃ পরিচয় উপেক্ষা করিও না, স্বীয় পিতৃ পরিচয়কে উপেক্ষা করা কুফর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لا تطرونى كما أُطرى عِيْسى بن مريم عليه السلام فانما انا عبد الله فقولوا عبده و رسوله۔

তোমরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসায় যেমন অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়াছিলে, আমার প্রশংসায় তেমন বাড়াবাড়ি করিও না। আমি আল্লাহ্‌র বান্দা। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল বলিবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

ثلاث فى الناس كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم۔

মানুষের মধ্যে তিনটি অভ্যাস (কুফর এর অভ্যাস) ঃ বংশের অপবাদ দেওয়া, মৃত ব্যক্তির উপর চিৎকার করিয়া রোদন করা ও নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করা।

(٦) اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ۭ
وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ
فِى الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ۝

৬. নবী মু'মিনদিগের নিকট তাহাদিগের নিজদিগের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাহার পত্নিগণ তাহাদিগের মাতা। আল্লাহ্র বিধান অনুসারে মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা যাহারা আত্মীয় তাহারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদিগের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতে চাও তাহা করিতে পার। ইহা কিতাবে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে তাঁহার উম্মতের প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ও তাহাদের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী, আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে অবহিত। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের নিজেদের উপরও অধিক ক্ষমতা দান করিয়াছেন। তাহাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেই হুকুম দিবেন উহা তাহারা দ্বিধাহীন চিত্তে শিরোধার্য করিবে। সেক্ষেত্রে তাহাদের নিজস্ব কোন ইখতিয়ার থাকিবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ
اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

তোমার প্রতিপালকের কসম, যাবৎ তাহারা তাহাদের পারস্পরিক বিরোধে তোমাকে ফয়সালা হিসাবে গ্রহণ না করিবে অতঃপর তোমার ফয়সালায় তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিবে ও আত্মসমর্পণ না করিবে তাহারা মু'মিন হইতে পারিবে না।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهٖ وَمَالِهٖ
وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেহ-ই মু'মিন হইতে পারিবে না যাবৎ আমি তাহার নিজ সত্তা, তাহার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ হইতে অধিকতর প্রিয় না হইব।

সহীহ্ গ্রন্থে আরো বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিজ সত্তা ব্যতীত আমার নিকট অধিক প্রিয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর (রা)! তুমি যে পর্যন্ত আমাকে তোমার নিজ সত্তা অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবে না, মু'মিন হইতে পারিবে না। তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, অবশ্যই আপনি সকল বস্তু অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয়, এমন কি আমার নিজ সত্তা অপেক্ষাও। তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, الاٰنَ يَاعُمَرُ। হাঁ, এখন তুমি পূর্ণ মু'মিন, হে উমর!

এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

ইমাম বুখারী এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইব্রাহীম ইব্নু মুন্যির (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلاَّ وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فِى اَلدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ الخ অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মু'মিনের জন্য আমিই দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ। ইচ্ছা হইলে তোমরা এই আয়াত পাঠ কর اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ। আর যে মু'মিন ব্যক্তি মাল ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ করে উহার মালিক তাহার ওয়ারিশগণ হইবে। আর যদি সে ঋণ বিংবা এতীম সন্তান রাখিয়া মৃত্যু বরণ করে তবে সে যেন আমার নিকট আসে; আমিই তাহার অধিক নিকটবর্তী। রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ঋণ গ্রহণ অধ্যায়েও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) একাধিক সূত্রে ফুযাইহ (র) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপভাবে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রাজ্জাক (র) ....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ فَاَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْنًا فَالَىَّ وَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهٖ۔

আমি প্রত্যেক মু'মিনের নিজের চাইতেও তাহার অধিক ঘনিষ্ঠ। অতএব যে কোন মু'মিন ঋণ রাখিয়া মৃত্যু বরণ করিবে উহা আমার দায়িত্বে থাকিবে; আর যে ব্যক্তি মাল রাখিয়া যাইবে উহা তাহার ওয়ারিশগণের জন্য। ইমাম আবূ দাউদ (র)ও হাদীসটি ইমাম আহমদ (র) হইতে একই সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ আর নবী করীম (সা)-এর পত্নিগণ মু'মিনদের আম্মা অর্থাৎ নিজ জননীকে বিবাহ করা যেমন হারাম, তাহাদিগকেও বিবাহ করা হারাম এবং নিজ জননীর মতই তাহাদিগকে সম্মান করা, ভক্তি প্রদর্শন করা মু'মিনদের জন্য অপরিহার্য। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, তাহাদের সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ জায়েয নহে এবং তাহাদের কন্যাগণকেও বিবাহ করা হারাম নহে, যদিও কোন কোন উলামায়ে কিরাম তাহাদিগকে মু'মিনগণের ভগ্নি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেবল ইমাম শাফেঈ (র) তাহার 'মুখতাসার' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইহা দ্বারা শরীয়তের কোন হুকুম সাধিত করা উদ্দেশ্য নহে। হযরত মু'আবিয়াহ এবং আরো যে সকল সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন না কোন পত্নির ভাই তাহাদিগকে মু'মিনগণের মামু বলা যাইবে কি না—এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এমন করা যাইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণকে মু'মিন নারীগণের আম্মা বলা যাইবে কি না, এই বিষয়েও দুইটি অভিমত রহিয়াছে। হযরত আয়িশা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, এমন বলা যাইবে না। ইমাম শাফেঈ (র)-এর মায্হাব অনুসারে ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা আলোচ্য আয়াত এইরূপ পাঠ করিতেন ঃ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ اَبٌ لَهُمْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ মু'মিনগণের আম্মা এবং খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের আব্বা। হযরত মু'আবিয়াহ, মুজাহিদ, ইকরিমাহ ও হাসান হইতেও অনুরূপ বর্ণিত এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে। ইহা ইমাম শাফেঈ (র)-এর একটি অভিমত।

ইমাম বাগভী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস দ্বারাও তাহারা এই মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফাইলী (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلاَ يِسْتَدْبِرُهَا وَلاَ يَسْتَطِبُّ بِيَمِيْنِهِ۔

আমি তোমাদের জন্য পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পিতার মতই তোমাদিগকে শিক্ষা দেই। অতএব তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যখন মল ত্যাগের জন্য যাইবে তখন সে যেন কিব্লার দিকে মুখ করিয়া না বসে আর না পিঠ করিয়া বসে এবং ডান হাত দ্বারা যেন মল পরিষ্কার না করে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনটি পাথর ব্যবহার

করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় দ্বারা মল পরিষ্কার করিতে নিষেধ করিতেন। ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইব্ন আজ্‌লান (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মু'মিনগণের আব্বা বলা যাইবে না তাহারা এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্য হইতে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের আব্বা ছিলেন না।

قوله وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ-

আর আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক পরস্পর মু'মিনগণ ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ। كِتَابُ اللّٰهِ এখানে حُكْمُ اللّٰهِ আল্লাহ্র বিধান এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণ অপেক্ষা আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাদের ত্যাজ্য বস্তুর ওয়ারিশ হইবার অধিক হকদার। পূর্বে ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পারস্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, আলোচ্য আয়াত দ্বারা উহা মানসূখ ও রহিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, পূর্বে মুহাজিরগণ আনসারগণের ওয়ারিশ হইতেন। তাহাদের আত্মীয়গণ ওয়ারিশ হইত না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া শুরুতে এই নিয়ম প্রচলিত হয়। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) ও অন্যান্য সকল তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) হইতে এই বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ..... হযরত যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করিয়া আমাদের কুরাইশ বংশের জন্য এই আয়াত নাযিল করিয়াছেন, وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ আর ইহার কারণ হইল, আমরা কুরাইশ গোত্রীয় লোকেরা যখন মদীনায় আগমন করিলাম তখন আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কোন মানই আমাদের ছিল না। আনসারগণ আমাদের জন্য উত্তম ভাই প্রমাণিত হইলেন। অতএব আমরা তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম এবং পরস্পর একে অন্যের ওয়ারিশও হইলাম। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত খারেজাহ ইব্ন যায়েদ (রা) এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন করিলেন। হযরত ওমর (রা) অমুকের সহিত এবং উসমান (রা) বনূ যুরাইক গোত্রীয় এক ব্যক্তির সহিত এবং আমি নিজে হযরত কা'ব ইব্ন মালিকের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করিলাম। একবার তিনি অতিশয় যখম হইলেন। আল্লাহ্র কসম যদি তিনি সেই যখমে মৃত্যু বরণ করিতেন তবে আমি ব্যতীত

আর কেহ তাহার ওয়ারিশ হইতে পারিত না। অবশেষে আমাদের সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং আমরাও মিরাসের সাধারণ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইলাম।

قوله تعالى الاَّ اَنْ تَفْعَلُوْا اِلٰى اَوْلِيَاءِكُمْ مَّعْرُوْفًا অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে পারস্পরিক ওয়ারিশ হইবার যে হুকুম প্রচলিত ছিল উহার অবসান ঘটিবার পর যদি তোমরা তোমাদের বন্ধুগণের সহিত সদ্ব্যবহার কর অর্থাৎ তাহাদের সাহায্য কর তাহাদের জন্য অসিয়ত কর তবে ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

قوله كَانَ ذٰلِكَ فِى الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا অর্থাৎ আত্মীয়গণ পরস্পর একে অন্যের ঘনিষ্ঠতর, এই বিধান কিতাবে লিপিবদ্ধ ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুনির্ধারিত। ইহাতে কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। যদিও বিশেষ হিকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িকভাবে ভিন্ন বিধান চালু করা হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্ এই বিষয়ে পরিজ্ঞাত যে, কিতাবে লিপিবদ্ধ বিধানই প্রচলিত হইবে এবং সাময়িক হুকুম রহিত হইবে।

(٧) وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۠ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۙ

(٨) لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ع

৭. স্মরণ কর, যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারয়াম তনয় ঈসার নিকট হইতে, তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার—

৮. সত্যবাদীদিগকে তাহাদিগের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য। তিনি কাফিরগণের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে পাঁচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা রাসূল ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন যে, তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহারা দ্বীন কায়েম করিবেন ও

রিসালাতের যে দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে উহা তাহারা যথাযথভাবে পৌছাইয়া দিবেন এবং একে অপরের সাহায্য করিবেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ
مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ
قَالُوْا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ۔

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে যে কিতাব ও হিকমত দান করিয়াছি; অতঃপর তোমাদের এই কিতাব ও হিকমতের সমর্থনকারী রাসূলের আগমন ঘটিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে ও তাহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে আরো বলিলেন, তোমরা কি ইহা স্বীকার করিয়াছ এবং দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছ ? তাহারা বলিলেন, আমরা স্বীকার করিয়াছি। আল্লাহ্‌ বলিলেন, তবে সাক্ষী থাক, আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম। এই আয়াতে আম্বিয়ায়ে কিরামগণকে প্রেরণ করিবার পর তাহাদের নিকট হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও সেই একই ধরনের অঙ্গীকারের উল্লেখ করা হইয়াছে। আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্য হইতে পাঁচজন উলুল আযম ও দৃঢ়চেতা রাসূলেরও ইহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে সাধারণভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং পরে বিশেষভাবে ঐ পাঁচজন রাসূলেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নের এই আয়াতেও ঐ পাঁচজন রাসূলের কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ
اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের দ্বীনের ঐ বিষয়ের নির্দেশ দিয়াছেন যাহার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়াছিলেন আর তোমার প্রতিও ওহীর মাধ্যমে উহাই প্রেরণ করিয়াছি এবং ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ)-কে যাহার নির্দেশ দিয়াছি তাহা এই যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর, বিচ্ছিন্ন হইও না। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র প্রথম পয়গম্বর হযরত নূহ ও তাঁহার সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং মধ্যবর্তী তিনজন রাসূলকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছে। অত্র আয়াতে যেই অসিয়ত ও নির্দেশের উল্লেখ করা হইয়াছে আলোচ্য আয়াতে ইহার উপর আমল করিবার জন্যই অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى
وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ۔

এই আয়াতেও আম্বিয়ায়ে কিরাম ও উলুল আযম পয়গম্বরগণ হইতে অঙ্গীকার লওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের পরে সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ তাঁহার মর্যাদা সকলের ঊর্ধ্বে। অত:পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য রাসূলগণের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুরআহ দামেশকী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ الخ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

كُنْتُ اَوَّلَ النَّبِيِّنَ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ فَبَدَأَ بِىْ قَبْلَهُمْ

"সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের পূর্বে আমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে; কিন্তু সর্বশেষে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে।" যেহেতু সৃষ্টির দিক হইতে আমি সর্ব প্রথম, এই কারণে আয়াতে আমাকে প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। সনদে উল্লেখিত রাবী সাঈদ ইব্ন বশীর (র) একজন দুর্বল রাবী। সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র) কাতাদাহ (র) হইতে মুরসালরূপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। কোন কোন রাবী কাতাদাহ (র) হইতে মওকূফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

আবূ বকর বায্যার (র) আমর ইব্ন আলী (র) .... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

خِيَارُ وُلْدِ اٰدَمَ خَمْسَةٌ نُوْحٌ وَّ اِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَخَيْرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হইলেন পাঁচজন রাসূল— নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মদ (সা)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মুহাম্মদ (সা) সর্বাপেক্ষা উত্তম। এই হাদীসটি মওকূফ এবং হামযা যাইয়াত দুর্বল রাবী।

কেহ কেহ বলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) হইতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, উহা হইয়াছিল তখন, যখন হযরত আদম (আ)-এর পিঠ হইতে পিপীলিকার ন্যায় তাহার সন্তানদিগকে বাহির করা হইয়াছিল। আবূ জা'ফর রাযী (র) ....উবায় ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-'কে উঁচু করিলে তিনি তাহার সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্র, সুশ্রী, কুৎসিত সর্বপ্রকার লোক দেখিতে পাইলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, যদি আপনি আপনার বান্দাগণকে সমান করিতেন তবে কত ভাল হইত। তখন আল্লাহ্ বলিলেন اَحْبَبْتُ اَنْ اُشْكَرَ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক, আমি ইহা পসন্দ করি। হযরত আদম (আ) তাহার সন্তানগণের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিলেন। তাহাদের উপর বিশেষ নূরের ঝলক ছিল। তাহাদের

নিকট হইতে রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য এক ভিন্ন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, যাহার উল্লেখ এই আয়াতে করা হইয়াছে ঃ وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوْحٍ الخ মুজাহিদ (র)-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمِيْثَاقُ الغَلِيْظ অর্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

قَوْلُهُ لِيَسْئَلَ الصَّادِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ যেন সত্যবাদিগণকে তাহাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ্) জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। মুজাহিদ (র) বলেন الصادقين এর অর্থ হইল ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা রাসূলগণের হাদীসসমূহ অন্যের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়।

وَاَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا আর তিনি উম্মতের মধ্য হইতে যাহারা অস্বীকারকারী তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সাক্ষ্য দেই, রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর রিসালাতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন। ইহাতে আমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করি না। তবে মূর্খ জাহেল লোকেরা যে তাহাকে অস্বীকার করে ও তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে উহা তাহাদের মূর্খতা ও শত্রুতা পোষণের কারণে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূলগণ যাহা কিছু আনিয়াছেন উহা সত্য। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করে তাহারা গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট। বেহেশত্‌বাসিগণ বেহেশতে প্রবেশ করিবার পর বলিবে ঃ

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত রাসূলগণ সত্যকে লইয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

(٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۚ○

(١٠) اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ○

৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

১০. যখন উহারা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল উচ্চাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চল হইতে—তোমাদিগের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছিল, তোমাদিগের প্রাণ হইয়াছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে।

তাফসীর ঃ হিজরী পাঁচ সনে শাওয়াল মাসে মক্কার কাফিররা বিপুল সংখ্যক সেনাসহ পূর্ণ রণ সাজে সজ্জিত হইয়া মুসলমানদের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে মদীনা আক্রমণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে সেই শক্তিশালী শত্রু হইতে মুসলমানদিগকে সংরক্ষণ করেন এবং শত্রুর সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিতাবস্থায় মক্কায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। খন্দক যুদ্ধ নামে ইহা পরিচিত। প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে ইহা পঞ্চম হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ইহা চতুর্থ হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল। মূসা ইব্ন উকবাহ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন।

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হইবার কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নযীর গোত্রের যে সকল ইয়াহুদীদিগকে মদীনা ত্যাগ করিয়া খায়বারে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন নেতা যেমন সাল্লাম ইব্ন আবুল হুকাইক, সাল্লাম ইব্ন মিশকাম, কিনানাহ ইব্ন রবী, তাহারা মক্কা গমন করেন এবং মক্কার কুরাইশ সর্দারগণের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। তাহাদিগকে ইহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর আক্রমণ করিবার পরামর্শ দেয় এবং তাহাদের পক্ষ হইতে সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে। অত:পর কুরাইশ সর্দারগণ ইহাতে সম্মত হয়। ইয়াহুদী সরদারগণ এই সফল বৈঠক শেষে 'গাতফান' গোত্রের সহিত বৈঠকে মিলিত হয় এবং তাহারাও কুরাইশ সর্দারগণের অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরাইশগণ আরবের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাহাদের অনুসারীদের অন্তরে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করিয়া দিল। তাহাদের নেতা ছিলেন আবূ সুফিয়ান সখর ইব্ন হার্ব। গাতফান গোত্রের নেতা ছিলেন উয়াইনা ইব্ন হিস্ন ইব্ন বদর। তাহাদের সম্মিলিত সৈন্য সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য কুরাইশদের রওয়ানা হইবার সংবাদ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারিলেন, তখন তিনি মদীনা সংরক্ষণের জন্য হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শে ইহার পূর্বদিকে পরিখা খনন করিবার

জন্য মুসলমানগণকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ হইতেই মুসলমানগণ খনন কার্য শুরু করেন। আনসার, মুহাজির, এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কাজে শরীক হন। পরিখা খননের জন্য তাহারা অসাধারণ পরিশ্রম করেন এবং এই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনেক মু'জিযাও প্রকাশ পায়। মুশরিক সেনাদল সমাগত হইল এবং মদীনার পূর্ব দিকে উহ্দ পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি স্থানে তাহারা অবস্থান গ্রহণ করিল। তাহাদের একটি দল মদীনার উচ্চ অঞ্চলে অবতরণ করিল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ যখন তাহারা তোমাদের উচ্চ অঞ্চল হইতে ও নিম্ন অঞ্চল হইতে সমাগত হইল।

রাসূলুল্লাহ্ ও মুসলমানগণও তাহাদের মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইলেন। মুসলমানের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল সাত শত। তাহারা সালা' পাহাড়কে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পরিখা খনন করিয়াছিলেন, উহাতে পানি ছিল না। শত্রুপক্ষ বাধাহীনভাবে মদীনায় যেন প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য উহা খনন করা হইয়াছিল। মুসলমানদের নারী ও শিশুদিগকে মদীনার একটি মহল্লায় রাখা হইল। ইয়াহুদীদের একটি গোত্র মদীনায়ও বাস করিত। তাহারা হইল, বনূ কুরাইযা গোত্র। এই গোত্রটি মদীনার পূর্ব-প্রান্তে বাস করিত। তাহাদের ছিল একটি অতি মজবুত দুর্গ। সংখ্যাও তাহাদের একেবারে নগণ্য ছিল না। প্রায় আট শত যোদ্ধা। এই গোত্রের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন–তাহারা শত্রুর আক্রমণকালে মুসলমানদের সাহায্য করিবে। কিন্তু হুআই ইব্ন আখতাব নযরী তাহাদের চুক্তি ভঙ্গের জন্য চেষ্টা চালাইয়া গেল। অবশেষে তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিল এবং তাহারাও শত্রুর সহিত মিলিত হইল এবং তাহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানগণের উপর সম্মিলিতভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করিল। মুসলমানদের আসন্ন বিপদ অতি ভয়াবহ; প্রশস্ত পৃথিবী তাহাদের জন্য সংকুচিত। এমনি এক পরিস্থিতির কথা আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়া বলেন, هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْداً মু'মিনদিগকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহাদিগকে প্রকম্পিত করা হয়। প্রায় এক মাস পর্যন্ত তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামগণকে অবরোধ করিয়া রাখে। অবশ্য মুশ্রিক ও ইয়াহুদীরা মুসলমানদের নিকট পৌছতে সক্ষম ছিল না। অপর দিকে তাহাদের মাঝে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয় নাই। অবশ্য জাহেলী যুগের প্রখ্যাত যোদ্ধা আমর ইব্ন আব্দ ওদ্দ একটি ছোট দল লইয়া পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল এবং যেখানে মুসলমানগণ অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার এক প্রান্তে পৌছিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুসলিম যোদ্ধাগণকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী (রা)-কে তাহার

সহিত মুকাবিলা করিতে নির্দেশ দিলেন, তিনি তাহার সহিত কিছুক্ষণ মুকাবিলা করিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। ইহাতে মুসলমানগণ বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং ইহাকে তাহাদের বিজয়ের আলামত মনে করিলেন।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত করিলেন, যাহার কারণে তাহাদের তাঁবু উড়িয়া গেল। আগুন প্রজ্বলিত করা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ফলে তাহাদের পক্ষে আর তথায় অবস্থান করাও সম্ভব হইয়া উঠিল না। তাহারা নৈরাশ্যের সহিত ব্যর্থ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

يَـاَيُّـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُوْا اذْكُـرُوْا نِـعْـمَـةَ اللّٰـهِ عَـلَـيْـكُـمْ اِذْ جَـاءَتْـكُـمْ جُـنُـوْدٌ فَـاَرْسَـلْـنَـا عَلَيْـهِـمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَـمْ تَـرَوْهَـا ـ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের কাছে শত্রুসেনা সমাগত হইয়াছিল। অত:পর আমি তাহাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু ও এমন এক বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, এখানে رِيْح দ্বারা صَبَا অর্থাৎ পূর্বদিকের বায়ু উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ نُصِـرْتُ بِالـصَّبَا وَاُهْـلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ আমাকে صَبَا (পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু) দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং 'আদ জাতিকে دَبُوْر অর্থাৎ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুছান্না (র) .... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দক্ষিণ দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুকে বলিল, চল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য করি। উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত বায়ু বলিল, গরম বায়ু রাত্রে প্রবাহিত হয় না। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, অত:পর পূর্বদিক হইতে প্রবাহিত বায়ু তাহাদের উপর প্রবাহিত হইল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস হইতে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, ইউনুস (র)....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামূ উসমান ইব্ন মায্‌উন (রা) আমাকে খন্দকের রাত্রে কঠিন শীতেও ঝড়ের মধ্যে মদীনায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, মদীনায় গিয়া তুমি আমাদের জন্য খাবার ও লেপ লইয়া আসিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া মদীনায় রওয়ানা হইলাম। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, مَـنْ اَتَـيْـتَ مِـنْ اَصْـحَـابِـىْ فَـمُـرْهُـمْ يَـرْجِـعُـوْا আমার সাহাবীদের মধ্য হইতে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ ঘটিবে তাহাকে আমার নিকট প্রত্যাবর্তনের জন্য বলিবে। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন,

আমি মদীনায় রওনা হইলাম এবং ঝড়ো হাওয়া শাঁই শাঁই করিতে লাগিল এবং আমি উহার মধ্য দিয়াই চলিতে লাগিলাম আর যেই সাহাবীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য বলিলাম। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি যাহাকেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বার্তা পৌঁছাইলাম সে আর অন্যদিকে তাহার ঘাড় না মুড়িয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পানে রওয়ানা হইল। হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমার একটি ঢাল ছিল। ঝড়ো হাওয়া উহাকে উল্টাইয়া আমার উপরে ফেলিয়া দিল। উহাতে একটি লোহাও ছিল। ঝড়ো হাওয়া উহাতে আঘাত হানিয়া আমার হাতে বিঁধিয়া দিল এবং আমি ইহা মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া দিলাম।

قوله وَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে অদৃশ্য সেনারাজী অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেন, যাহারা কাফিরদের অন্তর প্রকম্পিত করিল এবং তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। অত:পর প্রত্যেক গোত্রের সর্দার তাহার গোত্রকে বলিল, হে অমুক গোত্র! তোমরা আমার নিকট একত্রিত হও। তাহার আহ্বানে সকলে একত্রিত হইলে গোত্র সর্দার বলিল, তোমরা বাঁচিবার পথ অবলম্বন কর। তোমরা বিপদ হইতে মুক্তি পাইবার পথ ধর। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ এর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার কুফার অধিবাসী একজন যুবক হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে বলিল, হে আবূ আব্দুল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছেন এবং তাহার সাহচর্য লাভ করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! হাঁ, এই সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছি। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাঁহার জন্য জীবন বিসর্জন দিতে দ্বিধা করিতাম না। আমার জবাব শুনিয়া যুবক বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাইতাম তবে তাঁহাকে মাটিতে পা-ও রাখিতে দিতাম না। তাঁহাকে আমাদের কাঁধে তুলিয়া লইতাম। যুবকের কথা শুনিয়া হযরত হুযায়ফা (রা) বলিলেন, ভাতিজা! খন্দকের যুদ্ধকালে যদি তুমি আমাদের অবস্থা দেখিতে পাইতে তবে তোমার মন্তব্য ভিন্ন হইত। তবে শুন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) গভীর রাত্র পর্যন্ত সালাত পড়িলেন, অত:পর তিনি একটু তাকাইয়া বলিলেন, কে আছে এমন, যে শত্রুর সংবাদ লইয়া আসিতে পারে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে এই কথাও বলিলেন যে, সে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিবেন। কিন্তু তাহার এই আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সালাত

পড়িলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্বের ন্যায় বলিলেন। কিন্তু তখনও কেহ উঠিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সালাতে মশগুল হইলেন এবং সালাত হইতে অবসর হইয়া পুনরায় বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে শত্রুর সংবাদ আনিতে পারে ? সে নিরাপদে ফিরিয়া আসিবে এবং আমি তাহার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিব, তিনি যেন তাহাকে বেহেশতের মধ্যে আমার সাথী করিয়া দেন। কিন্তু ভয়, কঠিন শীত ও ভীষণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় কেহ-ই উঠিতে সক্ষম হইল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বেচ্ছায় কাহাকেও উঠিতে না দেখিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমার নাম লইয়াই যখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমারও আর তখন না উঠিয়া উপায় রহিল না। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হুযায়ফা! যাও এবং শত্রু দলের মধ্যে ঢুকিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। তবে সাবধান! আমার নিকট ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তুমি নতুন কিছু করিবে না।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর এই নির্দেশ পাইয়া আমি সতর্কতার সহিত শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। আল্লাহ্ প্রেরিত ঝঞ্ঝাবায়ু ও তাঁহার প্রেরিত সেনাবাহিনীর কৃত তাণ্ডব লীলাও প্রত্যক্ষ করিলাম। শত্রুদল কোথাও স্থির হইয়া অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছিল না। অগ্নি প্রজ্বলিত করা তাহাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাঁবু খাটাইয়া রাখাও ছিল তাহাদের সাধ্যাতীত। এমন এক পরিস্থিতিতে আবূ সুফিয়ান বলিল, আমার কুরাইশ ভাইসব! প্রত্যেকেই যেন সতর্কতার সহিত তাহার সাথীর প্রতি লক্ষ্য রাখে। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এমন সময় আমার পাশে বিদ্যমান এক ব্যক্তির হাত ধরিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে ? সে বলিল, আমি অমুকের পুত্র অমুক। অত:পর আবূ সুফিয়ান কুরাইশ গোত্রকে ডাকিয়া বলিল, ভাইসব! আল্লাহ্র কসম, তোমরা এমন স্থানে নহ, যেখানে অবস্থান করা যায়। আমাদের ঘোড়া উট সবই ধ্বংস হইয়াছে। বনূ কুরায়যা আমাদের সহিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারা আমাদের সহিত দু:খজনক ব্যবহার করিয়াছে। আমাদিগকে তাহারা বড় কষ্ট দিয়াছে। আর এই ঝঞ্ঝাবায়ু তো আমাদিগকে অস্থির করিয়া ছাড়িয়াছে, যাহা তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ। আমরা নিরাপদে খাবার পাকাইতে সক্ষম নই। আগুন জ্বালানও আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে আর তাঁবু খাটাইয়া রাখাও আমাদের সাধ্যের বাহিরে। এই পরিস্থিতিতে আর এখানে অবস্থান করা যায় না এবং তোমরা রওয়ানা হও আমি তো রওয়ানা হইবার জন্য প্রস্তুত। এই কথা বলিয়া তিনি স্বীয় উটের দিকে ছুটিলেন। উট তাহার বাঁধা ছিল, উহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই তিনি উহার উপরে আরোহণ করিয়া বসিলেন এবং পরপর তিনবার উহাকে ছড়ি দ্বারা আঘাত করিলেন, কিন্তু বাঁধা উট তাহার স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি আমাকে নতুন কোন ঘটনা না ঘটাইবার নির্দেশ করিতেন তবে আমি ইচ্ছা করিলেই তীরের আঘাতে তাহাকে হত্যা

করিতে পারিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, শত্রুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমি নিরাপদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহার কোন পত্নির চাদর জড়াইয়া সালাতে লিপ্ত ছিলেন। সালাত হইতে অবসর হইয়া তিনি যখন আমাকে দেখিলেন, আমাকে তাঁহার দুই পায়ের মাঝে বসাইয়া আমার শরীরও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। আমি চাদরের মধ্যেই থাকিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় সালাতে লিপ্ত হইলেন। যখন তিনি সালাত হইতে অবসর হইলেন আমি তাঁহাকে সবিস্তারে শত্রুর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিলাম। কুরাইশ গোত্রের পলায়নের সংবাদ যখন 'গাতফান' গোত্রের লোকেরা জানিতে পারিল, তাহারা দ্রুত পলায়ন করিল।

ইমাম মুসলিম (র), আ'মাশ (র) ইবরাহীম তাইমী (র)-এর সূত্রে তাহার পিতা হইতে হাদীসটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবরাহীম তাইমী'র পিতা বলেন, একবার আমরা হযরত হুযায়ফা ইব্‌নুল ইয়ামান (রা) এর নিকট ছিলাম, এমন সময় একজন যুবক তাহাকে বলিল, لَوْ اَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُ مَعَهُ وَ اَبْلَيْتُ। যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাইতাম তবে তাহার সহিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতাম এবং বড় বড় বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করিতাম। তখন হুযায়ফা (রা) তাহাকে বলিলেন, اَكُنْتَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ ؟ সত্যই কি তুমি তেমন করিতে ? তবে শুন আমাদের অবস্থা তখন কেমন ছিল ? খন্দকের যুদ্ধকালে একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কঠিন শীত ও ভীষণ ঠান্ডা ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, اَلَا رَجُلٌ يَأْتِيْ بِخَبَرِ الْقَوْمِ يَكُوْنُ مَعِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ এমন কি কেহ আছ, যে শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং কিয়ামত দিবসে সে আমার সহিত অবস্থান করিবে ? কিন্তু কেহই এই আহ্বানে সাড়া দিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইরূপ তিনবার বলিলেন; কিন্তু সকলেই যখন নীরব রহিল, তখন তিনি আমাকে বলিলেন, يَا حُذَيْفَةُ قُمْ فَأْتِنِيْ بِخَبَرٍ مِنَ الْقَوْمِ। হুযায়ফা! তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আমাকে অবহিত কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার নাম ধরিয়াই হুকুম করিলেন তখন কি আমার না উঠিয়া কোন উপায় ছিল ? তিনি আমাকে বলিলেন, দেখ, খবর সংগ্রহ করিবে; কিন্তু আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগেকে ভীত করিও না এবং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পালন করিতে আমি রওয়ানা হইলাম। কিন্তু এই ভীষণ শীতেও আমার মনে হইল যেন আমি 'হাম্মাম খানা'র মধ্যে চলিতেছি; অর্থাৎ আমার কোন শীতই অনুভূত হইতেছিল না। এমনকি আমি শত্রুদলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি দেখিলাম, আবূ সুফিয়ান আগুন দ্বারা তাহার পিঠ ছেঁকিতেছে। ইহা দেখিয়া আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি একটি তীর কামানের মধ্যে ভরিলাম এবং তাহাকে নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছাও করিয়া বসিলাম; কিন্তু

এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ আমার স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন, দেখ, আমার পক্ষ হইতে তাহাদিগকে ভীত করিও না। অবশ্য তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিলে হত্যা করিয়া ফেলিতাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, অত:পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং ফিরিবার পথেও আমার মনে হইল যেন আমি কোন হাম্মামের মধ্যে চলিতেছি। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম তখন আমি শীত অনুভব করিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শত্রু সংবাদ সম্পর্কে অবহিত করিলাম। তিনি আমাকে তাহার শরীরে চাদরের একাংশ দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন এবং ফজর পর্যন্ত আমি ঘুমাইয়া রহিলাম। ফজর হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন قُمْ يَا نَوْمَانُ হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! এখন উঠিয়া পড়।

ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ...যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত হুযায়ফা (রা)-কে বলিল, আমরা আল্লাহ্র দরবারে এই অভিযোগ করি যে, আপনারা তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ পাইয়াছেন ও তাঁহার সাহচর্য গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনারা তাহাকে দেখিয়াছেন, আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তখন হযরত হুযায়ফা তাহাকে বলিলেন, আমরাও আল্লাহ্র কাছে অভিযোগ করি যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে না দেখিয়াও যে ঈমানের মস্তবড় সম্পদ লাভ করিয়াছ। ভাতিজা! আল্লাহ্র কসম, যদি তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইতে, তাঁহার যামানা পাইতে, তবে যে কি করিতে তাহা তুমি জান না। অত:পর তিনি খন্দকের যুদ্ধকালে তাহাদের রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করেন।

বিলাল ইব্ন ইয়াহয়া আবসী (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হাকিম এবং বায়হাকি (র) তাহারা দালায়েল গ্রন্থে....হযরত হুযায়ফা (রা) এর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল আজীজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত হুযায়ফা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাদের যুদ্ধের ঘটনাবলীর আলোচনা করিতেছিলেন; তখন তাহার মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলিল, আল্লাহ্র কসম, যদি আমরা তখন বিদ্যমান থাকিতাম তবে আমরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিতাম। তখন হযরত হুযায়ফা (রা) খন্দকের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তিনি বলেন, আমরা সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। আবূ সুফিয়ান ও তাহার সেনাবাহিনী আমাদের উচ্চ অঞ্চলে অবস্থান করিতেছিল আর বনূ কুরায়যা আমাদের নিম্ন অঞ্চলে আক্রমণের অপেক্ষায় ছিল। আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গের উপর তাহাদের পক্ষ হইতে আক্রমণের ভয় ছিল। এত গভীর অন্ধকার, এত কঠিন ঝড় আর কখনও আমরা দেখি নাই।

ঝড়ের মধ্যে বজ্রের কঠোর শব্দ ছিল। অন্ধকার এতই গভীর ছিল যে, কেহই তাহার আঙ্গুলীও দেখিতে পাইত না। এমন মুহূর্তে মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা এই অজুহাত পেশ করিতেছিল যে, আমাদের ঘরে পাহারা দেওয়ার কেহই নাই। অথচ, তাহাদের এই অজুহাত বাস্তবসম্মত ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও বাধা দিলেন না। যে কেহ অনুমতি প্রার্থনা করিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। এইভাবে তাহারা এক একজন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আমরা প্রায় তিন শত লোক রহিয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে এক একজন করিয়া দেখিলেন। অবশেষে আমার নিকটও তাহার আগমন ঘটিল। আমার অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য না ছিল ঢাল আর না ছিল শীতের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার কোন উপায়। শুধু আমার স্ত্রীর একটি ছোট্ট চাদর ছিল, যাহা কোন প্রকার আমার হাঁটু পর্যন্ত ঢাকিত। হযরত হুযায়ফা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আমার নিকট আগমণ করিলেন, তখন আমি হাঁটুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? আমি বলিলাম, আমি হুযায়ফা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি হুযায়ফা ? আমাকে তিনি উঠিতে বলেন– এই ভয়ে তখন যমীন সংকীর্ণ হইয়া গেল। তবুও আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি আমাকে বলিলেন, শত্রুর মধ্যে একটি নতুন ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে, তুমি উঠ এবং শত্রুর সংবাদ সংগ্রহ কর।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা অধিক ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক শীত অনুভব করিতেছিলাম। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, তবুও তাঁহার নির্দেশে আমি যখন বাহির হইলাম তখন তিনি আমার জন্য এই দু'আ করিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি তাহাকে সম্মুখ হইতে, পশ্চাত হইতে, ডাইন হইতে, বাম হইতে এবং ঊর্ধ্ব হইতে ও অধঃ হইতে হিফাযত করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ করিলে আমার অবস্থা এমন হইল, যেন সকল ভয়-ভীতি আমার অন্তর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং শীতের কোন অনুভূতিই হইতেছিল না। আমি রওয়ানা হইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই নির্দেশও করিলেন, হুযায়ফা! সাবধান! যাবৎ না তুমি আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে শত্রদলের মধ্যে কোন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, যখন আমি শত্রু দলের নিকটবর্তী হইলাম, তখন প্রজ্বলিত আগুনের আলোকে আমি একজন মোটা মানুষ দেখিতে পাইলাম। সে আগুনে হাত গরম করিয়া স্বীয় কোমর ছেঁকিতেছিল আর বলিতেছিল, রওয়ানা হও! রওয়ানা হও!! আবূ সুফিয়ানকে ইহার পূর্বে আমি চিনিতাম না। এখন তাহাকে দেখিতে পাইয়া একটি তীর টানিয়া বাহির করিলাম, ধনুকে রাখিয়া আগুনের আলোতেই আবূ সুফিয়ানকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথাটি স্মরণ পড়িল, সাবধান! আমার নিকট পৌঁছিবার পূর্বে নতুন কোন সমস্যার সৃষ্টি করিবে না। হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, এই কথা মনে পড়িতে আমি বিরত হইলাম এবং তীর উহার স্থানে রাখিয়া দিলাম। অত:পর আমি সাহস সঞ্চয় করিয়া শত্রুদের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। হঠাৎ আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বনূ আমেরকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বলিতেছিল— হে আমের গোত্রীয় লোক সকল! তোমরা রওয়ানা হও, তোমরা যাত্রা কর। ইহা অবস্থানযোগ্য স্থান নহে। ইহাও আমি প্রত্যক্ষ করিলাম। ঝঞ্ঝাবায়ু কাফির সেনাদের মধ্যেই ছিল, এক বিঘত পরিমাণও উহা তাহাদিগকে অতিক্রম করিতেছিল না। আল্লাহ্র কসম, আমি তাহাদের হাওদায় ও তাহাদের বিছানায় প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হইবার শব্দ শুনিতেছিলাম। ঝঞ্ঝাবায়ু তাহাদিগকে প্রস্তর দ্বারা আঘাত হানিতেছিল। ইহার পর আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট রওয়ানা হইলাম। যখন আমি অর্ধেক কিংবা অর্ধেকের কাছাকাছি পথ অতিক্রম করিলাম বিশজন অশ্বারোহীকে পাগড়ী বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে বলিল, তুমি তোমার সাথীকে বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা শত্রু পক্ষের জন্য যথেষ্ট হইয়াছেন।

আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম। তিনি তখন একটি চাদর আবৃত হইয়া সালাত পড়িতেছিলেন। আল্লাহ্র কসম আমার প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই শীত আমাকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পাইয়া বসিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সালাতের মধ্যেই তাহার নিকটবর্তী হইবার জন্য ইশারা করিলেন। আমি তাহার নিকটবর্তী হইলাম। আমাকে তিনি চাদর দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিয়ম ছিল, যখনই তিনি কোন বিষয়ে চিন্তিত হইতেন সালাতে লিপ্ত হইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি তাঁহাকে শত্রু সংবাদ দিলাম এবং এই সংবাদও দিলাম যে, তাহারা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিতেছে। অত:পর নাযিল হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাহার সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন বিষয়ে চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, তিনি সালাতে লিপ্ত হইতেন।

قَوْلُهُ اِذْ جَاءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের উচ্চ অঞ্চল হইতে শত্রুর বিভিন্ন গোত্র যখন তোমাদের নিকট সমাগত হইল। وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ আর তোমাদের নিম্ন অঞ্চল হইতে 'বনূ কুরায়যা' ইয়াহুদীরাও যখন সমাগত/হইল। হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে এই তাফসীর বর্ণিত।

وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ আর কঠিন ভয়ে যখন চক্ষু বিস্ফরিত হইল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا আর তোমরা আল্লাহ

সম্বন্ধে নানা প্রকার ধারণা করিতেছিলে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথী ছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ ধারণা করিয়াছিলেন যে, মু'মিনদের উপর বিপদ আসন্ন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا এর তাফসীর প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, মুআত্তিব ইব্‌ন কুশাইর বিদ্রূপ করিয়া বলিত, মুহাম্মদ (সা) তো আমাদের কাছে কায়সার ও কিসরা এর ধনভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিতেছে; অথচ আমাদের কেহ কেহ তো এমন আছে যে, মলত্যাগ করিতেও সে সাহস পাচ্ছে না। হাসান (রা) وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا-এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুনাফিকরা নানা প্রকার ধারণা করিতে লাগিল। এমনকি তাহারা ধারণা করিল, মুহাম্মদ ও তাহার সাথীগণকে নির্মূল করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মু'মিনগণের বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, উহা সত্য। আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করিবেন, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ যদিও মুশরিকদের কাছে ইহা ভাল লাগিবার কথা নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আসিম আনসারী (র) আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা খন্দক যুদ্ধের দিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের প্রাণ তো কণ্ঠাগত হইয়াছে, ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি এমনকি কোন দু'আ আছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তোমরা এই দু'আ পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَ اٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের গোপনীয় বিষয়ের উপর পর্দা ঢালিয়া রাখুন এবং আমাদের ভয়-ভীতি হইতে আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন। এক দিকে সাহাবায়ে কিরাম এই দু'আ করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে আল্লাহ তা'আলা ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা শত্রুর মুখ ফিরাইয়া দিলেন, তাহারা পরাভূত হইয়া নিরাশ হইয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিল। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) আবূ আমের আকদী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ○

(١٢) وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ○

(١٣) وَإِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَآأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ
فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ
وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ إِنْ يُّرِيْدُوْنَ إِلَّا فِرَارًا ○

১১. তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

১২. এবং মুনাফিকরা ও যাহাদিগের অন্তরে ছিল ব্যাধি, তাহারা বলিতেছিল, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নহে।

১৩. এবং উহাদিগের এক দল বলিয়াছিল, হে ইয়াসরিববাসী ! এখানে তোমাদিগের কোন স্থান নাই, তোমরা ফিরিয়া চল এবং ইহাদিগের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদিগের বাড়ীঘর অরক্ষিত; অথচ ঐগুলি অরক্ষিত ছিল না, আসলে পলায়ন করাই ছিল উহাদিগের উদ্দেশ্য।

তাফসীর ঃ কাফিরদের বিভিন্ন দল যখন মদীনার পার্শে অবতীর্ণ হইয়া মদীনাকে ঘেরাও করিল তখন মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হইয়া নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন এই অবস্থায় যে মুসলামানদের কঠিন পরীক্ষা লওয়া হইয়াছিল। তাহাদের অন্তর ভয়ে প্রকম্পিত হইয়াছিল আর এই সময়ই ঈমান ও নিফাকের প্রকাশ ঘটিয়াছিল। আল্লাহ্ উল্লেখিত আয়াতে ইহার উল্লেখ কয়িাছেন। যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَ اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ غُرُوْرًا -

আর যখন মুনাফিক আর ঐ সকল লোক যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে অর্থাৎ যাহাদের মনের মধ্যে সন্দেহ আছে, ঈমানে দুর্বলতা রহিয়াছে, তাহারা তাহাদের ঈমানী দুর্বলতা ও কুমন্ত্রণার কারণে এই কথা বলে, আল্লাহ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত শুধু প্রতারণামূলক ওয়াদা করিয়াছেন। অর্থাৎ আজ এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে জয় লাভ করা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। তাহাদের জন্য পরাজয় অবধারিত। আর একদল মদীনার লোকজনকে ডাকিয়া বলিল, يَا اَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ হে মদীনার

অধিবাসীরা! আজ এই মুহূর্তে আর এখানে তোমাদের পক্ষে অবস্থান করিবার কোন অবকাশ নাই। يَثْرِبْ (ইয়াসরিব) মদীনাকে বলা হয়। যেমন সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণিত ঃ

اُرِيْتُ فِى الْمَنَامِ دَارُ هِجْرَتِكُمْ اَرْضُ بَيْنَ حَرَّتَيْنِ فَذَهَبَ وَهْلِى اَنَّهَا هِجْرُ فَاِذَا هِيَ يَثْرِبُ-

আমাকে স্বপযোগে ইহা দেখান হইয়াছে, তোমাদের হিজরতের স্থান এমন একটি ভূখন্ড, যাহা দুইটি প্রস্তরময় ভূমির মাঝে অবস্থিত। আমার ধারণা হইল, উহা হিজর নামক স্থান; কিন্তু পরে জানা গেল উহা ইয়াসরিব অর্থাৎ মদীনা।

তবে ইমাম আহমদ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী, হযরত বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا هِىَ طَابَةُ هِىَ طَابَةُ-

যে ব্যক্তি মদীনাকে ইয়াসরিব বলে সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে। ইহা ইয়াসরিব নহে, ইহা 'তাবাহ' ইহা 'তাবাহ'। হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার সনদে দুর্বলতা রহিয়াছে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, মদীনাকে ইয়াসরিব বলা হয় এই কারণে যে এখানে আমালিকা জাতির মধ্য হইতে ইয়াসরিব নামক এক ব্যক্তি অবতরণ করিয়াছিল, তাহার নাম অনুসারেই ইহার নাম ইয়াসরিব রাখা হইয়াছিল। ইয়াসরিব এর পূর্ণ বংশ পরিচিতি এইরূপ, ইয়াসরিব ইব্‌ন উবাইদ ইব্‌ন মাহ্‌লায়ীল, ইব্‌ন আওস, ইব্‌ন আমলাক, ইব্‌ন লায, ইব্‌ন ইরাম, ইব্‌ন ছাম ইব্‌ন নূহ (আ)। সুহাইলী এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, তাওরাত গ্রন্থে ইহার এগারটি নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে উহা পেশ করা হইল ঃ

১. আল মদীনাহ্ ২. তা-বাহ ৩. তায়বাহ ৪. আল মিসকীনাহ ৫. আল জাবেরাহ ৬. আল মাহাব্বাহ ৭. আল মাহ্‌বূবাহ ৮. আল কাছিমাহ ৯. আল মাজবূরাহ ১০. আল আযরা ১১. আল মারহুমাহ।

কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণিত। তাওরাত গ্রন্থে আমরা এইরূপ লিখিত পাইয়াছি, আল্লাহ মদীনাকে বলেন ঃ

يَا طَيْبَةُ وَيَاطَابَةُ وَيَا مِسْكِيْنَةُ لاَ تَقْلِى الْكُنُوْزَ اَرْفَعُ اَحَاجِرَكَ عَلٰى اَحَاجِرِ الْقِرٰى-

হে তায়বাহ! হে তা-বাহ! হে মিসকীনা! তুমি ধন সম্পদে লিপ্ত হইওনা, আমি সকল জনপদের উপর তোমার মর্যাদা বুলন্দ করিব।

قوله لاَ مُقَامَ لَكُمْ মুনাফিকদের একদল বলিল, হে মদীনাবাসীরা! এখানে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট তোমাদের অবস্থান করিবার অবকাশ নাই। فَارْجِعُوْا অতএব তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরিয়া যাও قوله يَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ আর তাহাদের মধ্য হইতে একদল নবী করীম (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। আওফী (র) হযরত ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহারা হইল বনূ হারিসাহ। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের ঘর-বাড়ী রক্ষিত নহে, চুরি হইবার আশংকা রহিয়াছে। অতএব আমাদিগকে ঘরে ফিরিবার অনুমতি দান করুন। আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন ইসহাক (র) বলেন, অনুমতি প্রার্থনাকারী হইল আওস ইবন কায়জী অর্থাৎ তাহারা স্বীয় ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কারণ তাহাদের ঘর অরক্ষিত, শত্রুর আক্রমণ হইলে তাহাদের রক্ষা করিবার কেহ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ অথচ, তাহাদের ঘর অরক্ষিত নহে। অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতেছে উহা ঠিক নহে। اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا তাহারা কেবল পলায়নের ইচ্ছায় এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে।

(١٤) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ
لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ○

(١٥) وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ۚ وَكَانَ
عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ○

(١٦) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ
وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(١٧) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ
اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

১৪. যদি শত্রুগণ নগরীর বিভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করিত, ইহারা অবশ্য তাহাই করিয়া বসিত, উহারা ইহাতে কালবিলম্ব করিত না।

১৫. ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্‌র সহিত অংগীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে।

১৬. বল, তোমাদিগের কোন লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

১৭. বল, কে তোমাদিগকে আল্লাহ্ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদিগের অমংগলের ইচ্ছা করেন এবং তিনি যদি তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন কে তোমাদিগের ক্ষতি করিবে? উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজদিগের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

তাফসীর ঃ যাহারা এই অজুহাত পেশ করিয়া জিহাদ হইতে বিরত থাকিতে চায় যে, আমাদের ঘর অরক্ষিত; অথচ তাহাদের ঘর অরক্ষিত নহে, তাহারা কেবল পলায়নের জন্যই এই অজুহাত খাড়া করিয়াছে। এই সকল লোক সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, যদি মদীনার চতুর্দিক হইতে তাহাদের উপর শত্রুরা প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ফিৎনা অর্থাৎ কুফর গ্রহণ করিবার জন্য বলে তবে তাহারা অতিদ্রুত উহা গ্রহণ করিবে, তাহারা ঈমানের উপর কায়েম থাকিবেনা। অথচ, এই মুহূর্তে তাহারা তুলনামূলক অতি অল্প ভয়েই ঈমান হইতে হাত ধুইয়া বসিতেছে। কাতাদাহ, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ও ইব্‌ন জাবীর (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। বস্তুত ইহা দ্বারা ঐ সকল লোকের নিন্দা করা হইয়াছে। অত:পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের ঐ সেই অংগীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, যাহা তাহারা এই ভয়-ভীতির পূর্বে আল্লাহর সহিত করিয়াছিল। তাহারা ইহার পূর্বে এই অংগীকার করিয়াছিল যে, কখনও জিহাদ হইতে তাহারা পলায়ন করিবে না। وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অংগীকার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন করা হইবে। ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন উপায় নাই, ইহা কি তাহারা জানেনা ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করা রণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং মৃত্যুর ভয়-ভীতি তাহাদের জীবনকে দীর্ঘ করিবে না, তাহাদের মৃত্যুকে বিলম্বিত করিবেনা; বরং ইহাই সম্ভবত তাহাদের আকস্মিক পাকড়াওয়ের কারণ হইবে। এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا আর তখন তোমাদিগকে অতি সামান্যই সুখ ভোগ করিতে দেওয়া হইবে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَّالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ تَّقٰى

তুমি বলিয়া দাও, পার্থিব সম্পদ অতি সামান্য; পরকাল তো মুত্তাকীগণের জন্যই কল্যাণকর।

অত:পর আল্লাহ ইরশাদ করেন, قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءً اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً তুমি বলিয়া দাও, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সহিত কোন অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে কে আছে, যে উহা ঠেকাইতে পারে? আর তিনি যদি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে কে আছে, যে উহা বাধা দিতে পারে?

وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا আর তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ না আছে রক্ষাকর্তা আর না আছে ত্রাণকর্তা। তাহাদের জন্যও নাই আর অন্যের জন্যও নাই।

(১৮) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ
اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ○

(১৯) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ
تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ
الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا
فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

১৮. আল্লাহ্ অবশ্যই জানেন তোমাদিগের মধ্যে কাহারা তোমাদিগকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাহাদিগের ভ্রাতৃবর্গকে বলে, আমাদিগের সংগে আইস। উহারা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়–

১৯. তোমাদিগের ব্যাপারে কৃপণতাবশত যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখিবে, মৃত্যু ভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চক্ষু উল্টাইয়া উহারা তোমার দিকে তাকাইয়া আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলিয়া যায় তখন উহারা ধনের লালসায় তোমাদিগকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। তাহারা ঈমান আনে নাই, এইজন্য আল্লাহ্ উহাদিগের কার্যাবলী নিষ্ফল করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষে ইহা সহজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ ইরশাদ করেন যে, তিনি সে সকল লোকদিগকে জানেন, যাহারা অন্য লোককে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতে বাধা দেয় এবং তাহাদের ভাই-বেরাদার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে বলে, তোমরা আমাদের সহিত মিলিত হও ; অর্থাৎ আমরা যেমন বৃক্ষের ছায়ায় ও ফলের বাগানে অবস্থান করিয়া সুখ ভোগ করিতেছি তোমরা ইহাতে আমাদের সংগী হও। আল্লাহ্ বলেন وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلًا এই সকল লোক অতি অল্পই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ তাহারা তোমাদের ভালবাসা ও সাহায্য-সহায়তা করিতে কৃপণের ভূমিকা পালন করে।

সুদ্দী (র) বলেন اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ অর্থ হইল, গনীমতের মালের ব্যাপারে তাহারা বড় কৃপণ। অর্থাৎ তোমরা গনীমতের মাল লাভ কর, ইহা তাহারা মনে-প্রাণে অপসন্দ করে।

فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ অর্থাৎ মৃত্যুর কঠিন ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তি মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তি যেমন চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে, তেমনিভাবে তাহারাও তোমার প্রতি চক্ষু উল্টাইয়া তাকাইয়া থাকে। এই সকল কাপুরুষরা যুদ্ধের ভয়ে ঐ সকল মূর্চ্ছাতুর লোকদের ন্যায় সন্ত্রস্ত। فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ যখন ভয় চলিয়া যায় এবং তাহারা নিরাপদ হয় তখন তাহারা অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় কথা বলিতে থাকে। বীরত্ব ও মর্যাদার উচ্চ আসনে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বড় বড় মিথ্যা বুলি আওড়াইতে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন سَلَقُوْكُمْ এর অর্থ হইল, তোমাদের অভ্যর্থনা করে। কাতাদাহ (র) বলেন, ঐ সকল গনীমতের মাল বিতরণের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কৃপণ প্রমাণিত হয়। তাহারা তখন এই দাবী করিতে থাকে যে, আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম। আমরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। অতএব আমরাও গনীমতের অংশীদার। গনীমতের মাল আমাদিগকেও দাও। অথচ ইহারা যুদ্ধের সময় সর্বাপেক্ষা অধিক কাপুরুষত্বের পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কল্যাণ বলিতে কিছুই নাই। মিথ্যা ও কাপুরুষত্ব দুইটি বস্তুরই সমাবেশ ঘটিয়াছে।

কবি বলেন–

اَفِى السِّلْمِ اَعْيَارٌ جُفَاءً وَغِلْظَةً * وَفِى الْحَرْبِ اَمْثَالُ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ

অর্থাৎ নিরাপদকালে তাহারা গাধার ন্যায় মালের বোঝা বহন করিয়া লইতে চায়, অথচ যুদ্ধ কালে ঋতুমতি মহিলাদের ন্যায় রণক্ষেত্র হইতে দূরে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اُوْلٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ বস্তুত তাহারা ঈমান আনে নাই। অতএব তাহাদের আমলসমূহ তিনি বিনষ্ট করিয়াছেন।

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর ইহা আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ।

٢٠) يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا
لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ
كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْۤا اِلَّا قَلِيْلًا ۠

২০. তাহারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি সম্মিলিত বাহিনী আসিয়া পড়ে তখন উহারা কামনা করিবে যে, কত ভাল হইত যদি উহারা যাযাবর মরুবাসীদিগের সহিত থাকিয়া তোমাদিগের সংবাদ লইত। উহারা তোমাদিগের সঙ্গে অবস্থান করিলেও তাহারা যুদ্ধ অল্পই করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতেও মুনাফিক দুর্বল ঈমান লোকদের কাপুরুষতা ও ভীতির আলোচনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا তাহারা ধারণা করে যে, সম্মিলিত বাহিনী এখনও চলিয়া যায় নাই; বরং তাহারা নিকটেই কোথাও অবস্থান করিতেছে এবং পুনরায় তাহারা আসিয়া আক্রমণ করিবে।

وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْاَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْئَلُوْنَ عَنْ اَنْبَاءِكُمْ আর যদি তাহারা পুনরায় আসিয়া পড়ে তবে তাহারা এই কামনা করিবে যে, তাহারা যাযাবর বেদুঈনদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের সংবাদ লইলেই ভাল হইত। তাহারা মদীনায় তোমাদের সহিত অবস্থান করাকে কল্যাণকর মনে করিবে না, দূরে থাকিয়াই সংবাদ সংগ্রহ করিবে; তোমরা বিজয়ী হইয়াছ না পরাজয় বরণ করিয়াছ।

وَلَوْا كَانُوْا فِيْكُمْ مَاقَاتَلُوْا اِلَّا قَلِيْلًا আর তাহারা তোমাদের সহিত থাকিলেও তাহাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার দরুন অতি সামান্যই যুদ্ধ করিত। পরম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্বন্ধে খুব ভাল জানেন।

(٢١) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

(٢٢) وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَّتَسْلِيمًا ۝

২১. তোমাদিগের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাহাদিগের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ।

২২. মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিল, উহারা বলিয়া উঠিল, ইহা তো তাহাই, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যাহার প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সত্যই বলিয়াছিলেন; আর উহাতে তাহাদিগের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাইল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাক্যাবলীর, তাঁহার কার্যাবলীর ও তাঁহার অবস্থাবলীর অনুকরণের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধৈর্য, ধৈর্যের জন্য তাঁহার তালকীন, তাঁহার সাধনা ও মুজাহাদা এবং বিপদ দূরীভূত হইয়া সুদিনের অপেক্ষার জন্য তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য সকল মু'মিন মুসলমানকে নির্দেশ দিয়াছেন।

খন্দকের যুদ্ধকালে যাহারা অস্থির হইয়াছিল, যাহাদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও কম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে হুকুম করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ। অতএব তাহারা তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করে না কেন ? তবে আদর্শ কার্যকর হইবে কেবল তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় অন্তরে পোষণ করে।

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ - আর যাহারা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সেই সকল বান্দাগণের কথা উল্লেখ

করিয়াছেন যাহারা তাহার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল যে তাহাদেরই জন্য সে বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ۔

মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত শত্রু বাহিনী দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল ইহা তো তাহাই যাহার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল আমাদের সহিত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ বলেন, সাহাবায়ে কিরাম আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-এর যে সত্য ওয়াদার কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল, সূরা বাকারার মধ্যে উল্লেখিত ওয়াদা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاۤءُ وَالضَّرَّاۤءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, তোমরা কোন প্রকার বিপদের কঠিন পরীক্ষা ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করিবে, অথচ এখনও তোমাদের পূর্ববর্তিগণের ন্যায় কঠিন পরীক্ষা সমাগত হয় নাই। তাহারা অর্থসংকট ও দুঃখ-ক্লেশের সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রকম্পিত করা হইয়াছিল, এমন কি রাসূল ও তাহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র সাহায্য কবে আসিবে ? জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র সাহায্য নিকটবর্তী। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের ওয়াদা ইহাই যে, বিপদ ও কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাহার পক্ষ হইতে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। এই কারণে এখানে ইরশাদ হইয়াছে— আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল যে ওয়াদা করিয়াছেন উহা সত্য। অতএব খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যে বিপদ আসিয়াছিল উহাতে উত্তীর্ণ হইবার পরই আল্লাহ্র সাহায্য নাযিল হইবে।

وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের ঈমান ও আনুগত্য অধিক বৃদ্ধি পাইল। আয়াত দ্বারা বুঝা যায় ঈমানের বৃদ্ধি হয় ও ইহার শক্তিও বর্ধিত হয়। অধিকাংশ ইমামগণের মত ইহাই যে, ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়। বুখারী শরীফের শরাহ গ্রন্থে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছি।

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا এর অর্থ হইল, খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানগণের অসহায়াবস্থা ও কঠিন দুঃখ-ক্লেশ তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্র বিশ্বাস এবং তাঁহার ও তাঁহার রাসূলের বাধ্যতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

(۲۳) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝
(۲٤) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ
شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

২৩. মু'মিনদিগের মধ্যে কতক আল্লাহ্র সহিত তাহাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে। উহাদিগের কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। উহারা তাহাদিগের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই।

২৪. কারণ আল্লাহ্ সত্যবাদীদিগকে পুরস্কৃত করেন সত্যবাদিতার জন্য এবং তাঁহার ইচ্ছা হইলে মুনাফিকদিগকে শাস্তি দেন অথবা উহাদিগকে ক্ষমা করেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। আল্লাহ্র সহিত তাহারা এই অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে না। আলোচ্য আয়াতে তাহাদের বিপরীত মু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কৃত অঙ্গীকারের উপর কায়েম রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ তাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ শাহাদত বরণ করিয়াছে আর কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, نَحْبَهُ শব্দের অর্থ মৃত্যু। ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইহার অর্থ অঙ্গীকার।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا আর তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কেহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে আর তাহারা স্বীয় প্রতিপালকের সহিত কৃত অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নাই, ভঙ্গও করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) ....যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন কুরআন

সংকলন করা শুরু করিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠ করিতে শুনিয়াছি। সূরা 'আহযাব' এর এমন একটি আয়াত হারাইয়া ফেলিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে খুযায়মাহ ইব্ন সাবেত আনসারী (রা)-র নিকট আয়াতটি পাইলাম। এই খুযায়মাহ ইব্ন সাবিত আনসারীর সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর সেই হারান আয়াত যাহা আমি তাহার নিকট পাইলাম তাহা হইল ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ۔

হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন নাই, কেবল ইমাম বুখারী অত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) তাহাদের সুনান গ্রন্থে ইমাম যুহরীর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ইহা হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) আরো বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার (র)....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আনাস ইব্ন নযর (র) সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

অত্র সূত্রে শুধু ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য অন্যান্য সূত্রে ইহার প্রচুর সমর্থক হাদীস রহিয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইব্ন কাসিম (র)....হযরত আনাস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা হযরত আনাস ইব্ন নযর সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এইরূপ ঃ

হযরত আনাস ইব্ন নযর বদর যুদ্ধে শরীক হইতে পারিয়াছিলেন না। ইহা তাহার পক্ষে ছিল বড়ই কষ্টকর। তিনি বলিলেন, ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যাহাতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীক হইয়াছেন, আমি উহাতে শরীক হইতে ব্যর্থ হইলাম। তবে আগামীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত শরীক হইয়া যুদ্ধ করিবার যদি সুযোগ না পাই তবে উহাতে আমি যে কি করিতে পারি, উহা অবশ্যই আল্লাহ্ দেখিতে পারিবেন। রাবী বলেন, হযরত আনাস ইব্ন নযর ইহা হইতে অধিক কিছু বলিতে ভয় পাইলেন। ইহার পর উহুদ যুদ্ধে শরীক হইলেন। একবার তিনি সম্মুখ দিক দিয়া হযরত সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে আবূ আমর! আশ্চর্য! তুমি যাইতেছ কোথায়? আল্লাহর কসম! আমি উহুদ পাহাড়ের ঐ পার্শ্ব হইতে বেহেশতের সুগন্ধি অনুভব করিতেছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে এমন বীরত্বের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িলেন যে, যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ করিলেন। যুদ্ধ শেষে তাহার শরীরে আশির অধিক ক্ষত দেখা গেল, কোনটি তরবারির আঘাতে, কোনটি বর্শার আর কোনটি তীরের আঘাতের কারণে। যখমের কারণে তাহাকে চিনাও সম্ভব হইতেছিল না। অবশেষে তাহার ভগ্নি তাহার আঙ্গুলের মাথা দেখিয়া তাহাকে চিনিলেন। রাবী বলেন, এই ঘটনার পরে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً۔

সাহাবায়ে কিরাম মনে করিতেন আয়াতটি হযরত আনাস ইব্ন নযর (রা) সম্বন্ধেই নাযিল হইয়াছে। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) হযরত সুলায়মান ইব্ন মুগীরাহ (র) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এবং ইমাম নাসায়ী (র), হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম আহমদ ইব্ন সিনান (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাহার চাচা আনাস ইব্ন নযর (র) বদর যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি বলিলেন, হায়! আমি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ যাহাতে খোদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) শরীক হইয়াছিলেন, শরীক হইতে পারিলাম না। যদি কখনও মুশকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সুযোগ হয় তবে অবশ্যই আল্লাহ্ দেখিবেন আমি তখন কি করি। কিন্তু যখন উহুদ দিবসে মুসলমান পলায়ন করিতে শুরু করিল, তখন তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্! তাহারা (পলায়নকারী সাহাবা) যাহা কিছু করিয়াছে আমি উহার জন্য আপনার দরবারে ওজর পেশ করিতেছি। আর মুশরিকরা যাহা কিছু করিয়াছে আমি উহা হইতে মুক্ত। ইহা বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পথে হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, আমি ও তোমার সহিত কাফিরদের মুকাবিলা করিব। হযরত সা'দ (রা) বলেন, কিন্তু আমি তাহার সাথী হইতে ব্যর্থ হই। তিনি যে বীরত্ব ও কুরবানীর পরিচয় দিয়াছেন, আমার পক্ষে উহা সম্ভব হয় নাই। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তাহার শরীরে তীর, তরবারী ও বর্শার আশিরও অধিক যখম দেখা যায়। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ আয়াতটি তাহার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়ে আব্দ ইব্ন হুমাইদ হইতে এবং ইমাম নাসায়ী (র) ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) হইতে উভয় শায়খ ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) হইতে উপরোল্লেখিত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) মাগাযী অধ্যায়ে হাস্সান ইব্ন হাস্সান (র) ....হযরত আনাস (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আয়াত নাযিল হইবার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইব্ন জারীর (র) ....আনাস হইতে তাহার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন ফয্ল আস্কালানী (র) ....তালহা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'উহুদ' এর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন এবং মুসলমানদের প্রতি যে বিপদ আসিয়াছে উহার জন্য তাহাদিগকে সান্ত্বনা

দিলেন এবং বিপদের কারণে তাহারা যে সওয়াব ও পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে তাহাও জানাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَاعَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ -

এই আয়াত পাঠ করা হইলে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সেই সকল লোক কাহারা, যাহাদের কথা এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ? হযরত তালহা বলেন, আমি তখন সবুজ বর্ণের দুইটি চাদর পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্নকারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, اَيْنَ السَّائِلُ هٰذَا مِنْهُمْ –প্রশ্নকারী কোথায় ? তাহাদের মধ্য হইতে একজন এই। ইব্ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্ন আইয়ূব তালাহী (র) হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর ও মানাকিব অধ্যায়ে এবং ইব্ন জারীর (র) ইউনুস ইব্ন বুকাইর (র) ....হযরত তালহা (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি গরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইউনুস ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে আমরা ইহা জানি না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ...আহমদ ইব্ন ইসাম আনসারী (র) .... মূসা ইব্ন তালহা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত মুআবিয়া (রা) এর নিকট গমন করিলাম। অতঃপর যখন আমি বাহির হইয়া যাইতেছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাতিজা! আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি। ইহা কি তোমাকে শুনাইয়া দিব না ? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা বলিতে শুনিয়াছি طلحة ممن قضى نحبه –তালহা (রা) সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা তাহাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... মূসা ইব্ন তালহা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضٰى نَحْبَهُ তালহা সেই সকল লোকদের একজন, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন نَحْبَ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ এর অর্থ হইল তাহাদের মধ্যে কিছু এমন লোক আছে যাহারা আর এক যুদ্ধের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। তখন তাহারা আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। হাসান (র) বলেন مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ এর অর্থ হইল, যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ এর অর্থ হইল যাহারা অনুরূপ অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় রহিয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্ন যায়েদ (র)ও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, نحب এর অর্থ মান্নত।

قوله وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلاً আর তাহারা স্বীয় অঙ্গীকার পরিবর্তন করেন নাই। আর আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। বরং আল্লাহ্র সহিত তাহারা যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল উহার উপর অটল রহিয়াছে। মুনাফিকদের ন্যায় তাহারা উহা ভংগ করে নাই। মুনাফিকরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার জন্য খোঁড়া অজুহাত পেশ করিয়া বলিয়াছিল, اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।

وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلاَّ فِرَارًا অথচ তাহাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত নহে, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাই ছিল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لاَيُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ অথচ পূর্বে তাহারা আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিবে না।

قوله لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদিগকে ভয়-ভীতি ও বিপদের মাধ্যমে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। এই পবিত্র ও অপবিত্র, ভাল ও মন্দের মধ্যে যেন পার্থক্য হইয়া যায়। যদিও আল্লাহ্ তা'আলা ইহা জানেন যে, কে ভাল, কে মন্দ, কে সৎ আর কে অসৎ। কিন্তু কেবল তাহার জানা অনুসারে তিনি কাহাকেও শাস্তি দেন না, যাবৎ না সুস্পষ্টভাবে তাহাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে সৎ ও অসৎ প্রমাণিত হইবে। সৎ তাহার কার্যাবলীর মাধ্যমে সৎ প্রমাণিত হইবে এবং অসৎও তাহার কার্যাবলীর মাধ্যমে অসৎ প্রমাণিত হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ-

আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব এবং সুস্পষ্টভাবে জানিয়া লইব ও পার্থক্য করিব, তোমাদের মধ্যে কাহারা জিহাদ করে আর কে কে ধৈর্যধারণ করে (সূরা মুহাম্মদ ঃ ৩১)।

যদিও আল্লাহ্ তা'আলা সকলকেই জানেন কিন্তু আয়াতের মধ্যে যে জ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে তাহা হইল কর্মক্ষেত্রে ও জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হইবার পর যে জ্ঞান লাভ হয় এবং ইহার পরই তিনি পুরস্কার কিংবা শাস্তি দান করেন। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَاكَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَااَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ-

আল্লাহ্ তা'আলা এমন নহেন যে, যে অবস্থার উপর তোমরা বিদ্যমান, উহার উপর তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন, যাবৎ না ভাল-মন্দ ও সৎ ও অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য করিবেন (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৮)। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِىَ اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত তাহারা যে অঙ্গীকার করিয়াছে ধৈর্যের সহিত ইহা পূর্ণ করিবার জন্য, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবার

জন্য তাহাদিগকে ভয়ভীতি ও বিপদের সম্মুখীন করিয়াছেন। وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ আর বিপদ দেখিয়াই যে সকল মুনাফিক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু ইহা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ইচ্ছা করেন যে, তাহারা স্বীয় নিফাকের উপর অবিচল থাকিয়া জীবন শেষ করিবে তবে তাহাদের কৃতকর্মের দরুন তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন; আর যদি তিনি তাহাদের উপর অধিক সদয় হন এবং তাহাদিগকে নিফাক হইতে মুক্ত করিয়া ঈমান গ্রহণ করিবার তাওফীক দেন এবং তাহারা সৎ কাজ করিতে যত্নবান হয় তবে তাহাদিগকে তাহাদের পূর্বকৃত কর্মের শাস্তি হইতে রক্ষাও করিতে পারেন। যেহেতু আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি তাহার গজবের তুলনায় তাহার রহমত প্রবল। অতএব তাহার পক্ষে ইহা অসম্ভব কিছুই নহে। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا। অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই মেহেরবান।

(٢٥) وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ۝

২৫. আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। যুদ্ধে মু'মিনদিগের জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ঝঞ্ঝাবায়ু ও অদৃশ্য বাহিনী দ্বারা সম্মিলিত বহিনীকে মদীনা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং তাহারা স্বীয় মিশনে ব্যর্থ হইয়া মদীনা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। যদি আল্লাহ্র রাসূল রাহমাতুল্ লিল্ আলামীন না হইতেন তবে এই বাহিনীর উপর যে বায়ু প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা 'আদ জাতির প্রতি যে বায়ু তিনি প্রবাহিত করিয়াছিলেন উহা অপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ ও বিধ্বংসী হইত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ আর তাহাদের মধ্যে তোমার অবস্থানকালে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ব্যাপক শাস্তি দিবেন না। এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শুধু তাহাদের দুষ্টামীর শাস্তি দিয়াছেন। তাহাদিগকে ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে একত্রিত হইয়াছিল এবং এক বিরাট বাহিনী গড়িয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই শক্তিকে এক মামূলী হাওয়া ও বায়ু দ্বারা খর্ব করিয়া দেন এবং তাহারা

মক্কা প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা বিরাট সাফল্যের আশা লইয়া মদীনায় আগমন করিয়াছিল; কিন্তু ঐ পরিমাণ নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা লইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইল। তাহারা পার্থিব ব্যর্থতার গ্লানিও ভোগ করিল, বিজয় ও গনীমতের মাল লাভ করিতে পারিল না। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ও তাহার সাথী-সঙ্গীদিগকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিবার জন্য যেই গুনাহ্ ও পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহারা পারলৌকিক ব্যর্থতাকে সংরক্ষিত করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহার সাহাবীগণকে যদিও তাহারা নিশ্চিহ্ন করিতে, হত্যা করিতে সক্ষম হয় নাই, তবুও ইহার জন্য তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণই ফলাফলের দিক হইতে ইহার অনুরূপ।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ আর যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। রণক্ষেত্রে মু'মিনদের অবতরণ ছাড়াই তাহারা যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আল্লাহ্ একাই যথেষ্ট। তিনি তাহার বান্দার সাহায্য করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَاشَيْئَ بَعْدَهُ۔

এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি তাহার বান্দাকে সত্য ওয়াদা করিয়াছেন। তিনি তাহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহার সেনাবাহিনীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং তিনি একা-ই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন। তাহার পরে আর কিছুই নাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়বা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদ সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মিলিত কাফির বাহিনীর উপর বদ দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ اَهْزِمِ الْاَحْزَابَ اَللّٰهُمْ اَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ۔

হে কিতাব অবতীর্ণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ্, সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করুন। তাহাদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত করুন।

وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। এই আয়াত দ্বারা এই বিষয়ে এক অতি সূক্ষ্ম ইংগিত রহিয়াছে যে, এখন হইতে কুরাইশরা আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করিতে হিম্মত করিবে না। পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। মুশরিকরা আর কখনও মুসলমানদের ওপর আক্রমণ

করে নাই, বরং মুসলমানগণই তাহাদের ওপর আক্রমণ করিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিলেন ঃ

لَنْ تَغْزُوكُمْ قُرَيْشُ بَعْدَعَامِكُمْ هٰذَا وَلٰكِنَّكُمْ تَغْزُوْنَهُمْ

আজ হইতে কুরাইশরা আর তোমাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে না; বরং তোমরাই তাহাদের উপর চড়াও হইয়া যুদ্ধ করিবে।

বস্তুত: এই ঘটনার পর কুরাইশরা আর কখনও মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, বরং রাসূলুল্লাহ্ খোদ অগ্রসর হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অবশেষে মক্কা বিজয় হয়। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এই যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন ইহা বিশুদ্ধ। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া (র) ....সুলায়মান ইব্ন সুরাদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, খন্দক যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَا এখন হইতে আমরাই তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, তাহারা আমাদের সহিত আর যুদ্ধ করিতে আসিবে না। ইমাম বুখারীও তাহার সহীহ্ গ্রন্থে সাওরী ও ইস্রায়ীল এর সূত্রে আবূ ইসহাক হইতে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا আল্লাহ্ মহা শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা বলে শত্রুদলকে কামিয়াবে ব্যর্থ করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানগণকে সম্মানিত করিলেন। তাহার ওয়াদা পূর্ণ করিলেন। তাহার রাসূল ও বান্দাকে সাহায্য করিলেন।

(٢٦) وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ۚ○

(٢٧) وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ○ ع

২৬. কিতাবীদের মধ্যে যাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের দুর্গ হইতে অবতরণে বাধ্য করিলেন এবং তাহাদিগের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিলেন; এখন তোমরা উহাদিগের কতককে হত্যা করিতেছ এবং কতককে করিতেছ বন্দী।

২৭. এবং তোমাদিগকে অধিকারী করিলেন উহাদিগের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যাহা তোমরা এখনও পদানত কর নাই। আল্লাহ্-ই সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর যখন মদীনায় আগমন ঘটিল তখন মদীনায় অবস্থানকারী ইয়াহুদী বনূ কুরায়যা গোত্র যাহাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিল। ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইব্‌ন আখতাব-এর মাধ্যমে চুক্তি ভঙ্গের দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। হুয়াই ইব্‌ন আখতব বনূ কুরাইযা নেতা কা'ব ইব্‌ন আসাদ এর সহিত তাহাদের কিল্লাহর মধ্যে দীর্ঘ সাক্ষাৎ করে এবং তাহাকে চুক্তি ভঙ্গের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। হুয়াই ইব্‌ন আখতাব কা'ব ইব্‌ন আসাদকে উত্তেজিত করিবার জন্য বলিল, আমি না তোমাকে ইজ্জতের মুকুট পরাইতে আসিয়াছি আর তুমি উহা অস্বীকার করিতেছ। কুরাইশ ও তাহাদের অনুসারীরা এবং গাতফান গোত্র ও তাহাদের অনুসারী এখানে ততকাল পর্যন্ত অবস্থান করিবে, যাবৎ না তাহারা মুহাম্মদ ও তাহার সাথী সঙ্গীদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিবে। অতএব তুমি মুহাম্মদ (সা) এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ কর। ইহা শুনিয়া কা'ব ইব্‌ন আসাদ বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আমাকে ইজ্জতের মুকুট পরাইতে আস নাই; আসিয়াছ লাঞ্ছনার গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে। হুয়াই! তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাও। তুমি বড় অকল্যাণকর। অকল্যাণই বহন করিয়া আনিয়াছ। কিন্তু হুয়াই কিছুতেই টলিল না। সে তাহাকে বুঝাইতে থাকিল। অবশেষে কা'ব ইব্‌ন আসাদ এই শর্তে তাহার কথা মানিয়া লইতে রাজী হইল যে, যদি কুরাইশ ও গাতফান গোত্র চলিয়াও যায়, হুয়াই ও তাহার দলবল তাহার নিকট আসিয়া অবস্থান করিবে। কা'ব ইব্‌ন আসাদ তথা বনূ কুরায়যার যেই অবস্থা হইবে তাহারাও সেই একই অবস্থা বরণ করিবে।

বনূ কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করিল। রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবায়ে কিরাম ইহা জানিতে পারিয়া বড়ই দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিজয়ী করিলেন, সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হইয়া ব্যর্থতার গ্লানি লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ হযরত উম্মে সালমাহ (র)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া গোসল করিতেছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তিনি ইস্তাবরাক (রেশম)-এর পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া আসিয়াছিলেন এবং খচ্চরের উপর ছিল রেশমের একটি গদি। তিনি আগমন করিয়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি অস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। জিবরীল (আ) বলিলেন, কিন্তু ফেরেশতাগণ এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলিয়া ফেলেন নাই। আমি তো এখন কাফিরদিগকে ধাওয়া করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনূ

কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে হুকুম দিয়াছেন, আমি যেন তাহাদিগকে উলট-পালট করিয়া দেই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই প্রস্তুত হইলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধে অভিযানে শরীক হইতে নির্দেশ দিলেন। বনূ কুরায়যার আবাস মদীনা হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জোহরের পর এই অভিযান শুরু করিলেন। সাহাবায়ে কিরামকে তিনি বলিলেন, لاَيُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ مِّنْكُمْ الْعَصْرَ اِلاَّ فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ বনূ কুরায়যার আবাসে না গিয়া কেহ যেন আসরের সালাত আদায় না করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ পাইয়া সাহাবায়ে কিরাম বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, কিন্তু পথেই সালাতের সময় হইয়া গেল। অতএব তাহাদের কেহ কেহ পথেই সালাত আদায় করিলেন। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উদ্দেশ্য হইল, আমরা যেন দ্রুত চলি। পথে সালাতের সময় আগত হইলে সালাত পড়িতে তিনি নিষেধ করেন নাই। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যাহারা সালাত পড়িতে বিরত ছিলেন তাহারা বলিলেন, বনূ কুরায়যার বসতিতে না পৌঁছিয়া আমরা সালাত পড়িব না। যাহা হউক যে যাহা করিল উহাতে কেহ আপত্তি করিল না। হযরত নবী করীম (সা) হযরত ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার খলীফা নিযুক্ত করিয়া পরে রওয়ানা হইলেন। পতাকা দিলেন হযরত আলী (রা)-কে। বনূ কুরায়যার বস্তিতে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ দীর্ঘ হইলে তাহারা অস্থির হইয়া হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিল্লার বাহিরে আসিল। হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) আওস গোত্রের নেতা ছিলেন এবং জাহেলী যুগে তাহাদের সহিত বনূ কুরায়যার মিত্রতা ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল হযরত সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) তাহাদের সহিত পূর্ব মিত্রতার কারণে তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যেমন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন ছালূখ 'বনূ কায়নুকা' গোত্রকে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট হইতে মুক্ত করিবার সময় তাহাদের পারস্পরিক মিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল। অথচ তাহারা ইহা জানিত না যে, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের সম্বন্ধে কি শপথ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রা)-এর এক শিরায় তীরের আঘাতে অসাধারণ ক্ষত হইয়াছিল। অনবরত উহা হইতে রক্ত ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাতে দাগ দিয়াছিলেন এবং নিকট হইতে তাহাকে দেখা-শুনার জন্য মসজিদে এক তাঁবুতে তাহাকে রাখিয়াছিলেন। হযরত সা'দ এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র নিকট এই দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্! কুরাইশদের সহিত যদি আর একটি যুদ্ধ করিতে হয়

তবে আপনি উহার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন। আর যদি আমাদের পারস্পরিক যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে তবে ক্ষতের রক্তধারা প্রবাহিত করুন। তবে বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই দু'আ কবুল করিলেন। ইহাও নির্ধারণ করিলেন যে, বনূ কুরায়যা স্বেচ্ছায় হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে তাহাদের বিচারক মানিয়া লইবে। কার্যত: হইলও তাহাই। তাহারা হযরত সা'দ (রা)-কে বিচারক মানিয়া তাহাদের কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত সা'দ (রা)-কে বিচার করিবার জন্য মদীনা হইতে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নির্দেশ পাইয়া তিনি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। এদিকে আওস গোত্রীয় লোকেরা পথেই হযরত মু'আয (রা)-কে সবিনয় অনুরোধ করিতে লাগিল, বনূ কুরায়যা আপনার পূর্ব বন্ধু, তাহারা সদা সর্বদা আপনার সুখ-দুঃখের সাথী। অতএব তাহাদের সহিত আপনি কোমল ব্যবহার করিবেন। হযরত সা'দ (রা) নীরবে তাহাদের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; কিন্তু যখন তাহারা মাত্রা অতিক্রম করিল তখন তিনি মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন, সা'দ এর সেই সময় আসন্ন, যখন সে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়া করিবে না। তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহারা বুঝিল, বনূ কুরায়যার প্রতি তিনি কোন অনুগ্রহ করিবেন না। তাহাদিগকে ধরা হইতে নিশ্চিহ্ন করিবেন। চলিতে চলিতে হযরত সা'দ (রা) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর তাঁবুর নিকটবর্তী হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও।

ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সম্মানের সহিত তাহাকে.তাহার বিচারের আসনে বসাইলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার প্রতি ইংগিত করিয়া তাহাকে বলিলেন, ইহারা তোমাকে বিচারক মানিয়া কিল্লা হইতে অবতরণ করিয়াছে। অতএব তুমি যেমন ইচ্ছা তাহাদের বিচার কর। তখন হযরত সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এই তাঁবুর মধ্যে যাহারা আছে, তাহাদের মধ্যে কি আমার হুকুম পালিত হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ। অত:পর তিনি ঐ দিকেও ইংগিত করিয়া যেদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদ্যমান, বলিলেন, এই দিকে যাহারা আছেন, তাহাদের উপর কি আমার হুকুম জারী হইবে। অবশ্য এই কথা বলিবার সময় তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত স্বীয় মুখমণ্ডল অন্যদিকে করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনও বলিলেন, হাঁ। ইহাদের উপরও তোমার হুকুম জারী হইবে। এই সকল ভূমিকা শেষ করিবার পর হযরত মু'আয বলিলেন, আমার হুকুম হইল, বনূ কুরায়যার যেই সকল লোক যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইবে। তাহাদের মহিলা ও শিশু

সন্তানদিগকে কয়েদ করা হইবে এবং মালও ছিনাইয়া লওয়া হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللّٰه مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ اَرْقِعَةٍ ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের উপর হইতে যেই হুকুম করিয়াছেন, তুমিও সেই হুকুমই করিয়াছ। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ

لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ তুমি বিশ্বপতি মহান আল্লাহ্র হুকুম মুতাবিক হুকুম করিয়াছ।

হযরত মু'আয (রা)-এর হুকুম সম্পন্ন হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকটি পরিখা খনন করিবার নির্দেশ দিলেন। অতএব পরিখা খনন করা হইল এবং বনূ কুরায়যার লোকদের হাত বাঁধিয়া হত্যা করা হইল এবং উহাতে নিক্ষেপ করা হইল। উহাদের সংখ্যা ছিল সাত-আট শতের মাঝে। আর যাহাদের মুখে দাড়ি-গোঁফ গাজায় নাই এমন শিশু-কিশোরদিগকে মহিলাদের সহিত বন্দী করা হইল। আর তাহাদের মালও ছিনাইয়া লওয়া হইল। 'কিতাবুস সীরাত' গ্রন্থে আমি এ বিষয়ে পূর্ণ দলীল-প্রমাণসহ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। وَلِلّٰه الحمد والمنة

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ অর্থাৎ কিতাবীদের মধ্য হইতে যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য করিয়াছিল তাহাদিগকে তাহাদের কিল্লা হইতে বাহির করিয়াছিলেন। আর তাহারা হইল বনূ কুরায়যা। তাহাদের পূর্ব পুরুষগণ তাওরাত ও ইন্জীল গ্রন্থে শেষ নবীর কথা লিখিত পাইয়া তাহার অনুসরণের আশায় হিজাযে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল।

فَلَمَّاجَاءَ هُمْ مَّاعَرَفُوْا كَفَرُوْابِهٖ কিন্তু তাহাদের পরিচিত বস্তুর যখন আগমন ঘটিল তখন তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসিল। আর এই কারণেই তাহাদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে।

قوله مِنْ صَيَاصِيْهِمْ হযরত মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা-সুদ্দী, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরামের মতে, صَيَاصِىْ অর্থ কিল্লা। যেহেতু কিল্লা উচ্চ এবং সংরক্ষিত স্থানে অবস্থিত হয়, এই কারণে গরুর শিং-কে صَيَاصِىْ বলা হয়, কারণ ইহাও সর্ব উচ্চ স্থানে থাকে।

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ আর তিনি (আল্লাহ্) তাহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাঁহারাই মুশরিকদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল। মুসলমানগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিতে চাহিয়াছিল এবং পৃথিবীতে ইজ্জত, সম্মান

প্রতিষ্ঠিত করিবার কামনা বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মুসলমানদের পরিবর্তে মুশরিকরাই ময়দান শূন্য করিয়া পলায়ন করিল। সাফল্য মুসলমানদের কদম চুম্বন করিল। ইয়াহুদীরা মুসলমানদিগকে হত্যা করিয়া তাহারাই সম্মানের রাজমুকুট পরিধান করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানদের পরিবর্তে তাহারাই ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইল। আর পারলৌকিক লাঞ্ছনা তো পৃথক আছেই। ইহা তাহাদের জন্য এক চরম ব্যর্থতা, সন্দেহ নাই। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে, فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا এক দলকে তোমরা হত্যা করিবে আর এক দলকে কয়েদ করিবে। যাহারা যুদ্ধের উপযোগী ছিল তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং শিশু-কিশোর ও মহিলাদিগকে বন্দী করা হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম ইব্‌ন বশীর (র) ....আতীয়্যাহ কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরায়যা এর বিচারের দিনে আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সম্মুখে পেশ করা হইলে আমার সম্বন্ধে তাহারা সন্দেহ করিল, বাস্তবিক আমি যুদ্ধের বয়সে উপনীত হইয়াছি কি না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দাড়ি-গোঁফ গজাইয়াছে কি-না, উহা দেখিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। অত:পর তাহারা আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিন্তু আমার দাড়ি-গোঁফ গজাইয়াছে বলিয়া বুঝিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে হত্যা করিলেন না এবং বন্দীদের সহিত আমাকে বন্দী করিলেন। সুনান গ্রন্থকারগণও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং সকলেই আব্দুল মালিক ইব্‌ন উমাইর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম নাসায়ী (র) ...আতিয়্যাহ হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ আর তিনি তোমাদিগকে তাহাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদের অধিকারী করিয়াছেন অর্থাৎ তোমরা যে তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছ উহার ফলেই আল্লাহ্ এই সকল বস্তুর অধিকারী করিয়াছেন।

وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوْهَا আর এমন ভূমির অধিকারী করিয়াছেন, যাহা এখনও তোমাদের পদানত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, এই ভূমি হইল 'খায়বার' এর ভূমি আর কেহ কেহ বলেন, পবিত্র মক্কার ভূমি। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে মালেক (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, ঐ ভূমি হইল পারস্য ও রূম এর ভূমি। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, উল্লেখিত সকল ভূমিই আয়াতের মর্মের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র)...আলকামাহ ইব্‌ন ওয়াক্কাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধকালে একবার আমি খোঁজ-খবর লইবার জন্য বাহিরে আসিলাম।

হঠাৎ আমার পশ্চাতে কোন আগন্তুকের কঠিন পদধ্বনি শুনিতে পাইলাম। দেখা গেল আগন্তুক হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয এবং তাহার সহিত রহিয়াছেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হারিস ইব্‌ন আওস। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। হযরত সা'দ বর্ম পরিহিত ছিলেন; কিন্তু তিনি দীর্ঘকায় হইবার কারণে তাহার পূর্ণ শরীর উহা দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল না। আর এই কারণে তাহার উপর আমার আশংকা হইতেছিল হয়ত তাহার শরীরের উন্মুক্ত অংশে শত্রু আঘাত হানিতে পারে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) হেলিয়া দুলিয়া কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে চলিতেছিলেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি একটি বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম সেখানে কিছু মুসলমান আছেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবও সেখানে ছিলেন এবং লোহার টুপি পরিহিত আরো এক ব্যক্তি ছিলেন। হযরত উমর (রা) আমাকে দেখিয়া তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, তুমি কেন এখানে আসিয়াছ ? আল্লাহ্‌র কসম, তুমি বড়ই দু:সাহসীনী। কোন বিপদে যে আক্রান্ত হইতে পার, ইহা হইতে নিজেকে নিরাপদ মনে করিলে কিভাবে ? এইরূপে তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে থাকিলেন। ফলে আমি এতই লজ্জিত হইলাম যে, মনে মনে কামনা করিতে লাগিলাম, হায়! যদি এখনই ভূমি ফাটিয়া যাইত তবে উহার মধ্যে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। এতক্ষণে লোহার টুপি দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত ঐ ব্যক্তি তাহার টুপি সরাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিয়া ফেলিলাম। তিনি হযরত তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্। হযরত উমর (রা)-কে অধিক তিরস্কার করিতে শুনিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, হে উমর! আপনি বহু তিরস্কার করিয়াছেন, আর নহে। পরিণতির এত ভয় কেন ? কেন এত বিব্রত হইয়াছেন। পলায়ন করিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় ব্যতীত আর কি আশ্রয়ের কোন স্থান আছে ? এই সকল কথা বলিয়া তিনি হযরত উমর (রা)-কে নীরব করিলেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইবনুল আরাকাহ নামক জনৈক কুরাইশী হযরত সা'দ (রা)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিল। তীর নিক্ষেপ করিতে সে বলিল, আমি ইবনুল আরাকাহ। আমার পক্ষ হইতে তুমি ইহা গ্রহণ কর। তীরটি হযরত সা'দ এর এক শিরায় লাগিল এবং শিরাটি কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ তখন এই দু'আ করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَاتُمِتْنِىْ حَتّٰى تُقِرَّعَيْنِىْ مِنْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ

হে আল্লাহ্! যাবৎ না আমি বনূ কুরায়যা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমার চক্ষু শীতল করিব আপনি আমাকে মৃত্যু দান করিবেন না।

অথচ বনূ কুরায়যা জাহেলী যুগ হইতে হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-এর মিত্র ছিল। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয এই দু'আ করিতেই

তাহার যখম হইতে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। হযরত আয়িশা বলেন, ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের উপর ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত করিলেন এবং মুসলমানদের আর যুদ্ধ করিতে হইল না। মুশরিক নেতা আবূ সুফিয়ান তাহার দলবলসহ রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দ্রুত মক্কা পানে ছুটিল। উয়াইনাহ ইব্‌ন বদর স্বীয় দলবলসহ নজ্‌দ পলায়ন করিল এবং বনূ কুরায়যা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করিয়া তাহাদের কিল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিল আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও সাহাবায়ে কিরামকে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য মসজিদে একটি চামড়ার তাঁবু খাটাইতে নির্দেশ দিলেন এবং তাহার নির্দেশ মুতাবিক তাঁবু খাটানো হইল। এমন সময় হযরত জিবরীল (আ)-এর আগমন ঘটিল। তাহার মুখমণ্ডল ছিল ধূলা আচ্ছাদিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি অস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়াছেন? আল্লাহ্‌র কসম, ফেরেশতাগণ এখনও তাহাদের অস্ত্র খুলেন নাই। আপনি 'বনূ কুরায়যা' এর সহিত মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়ুন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন। এই নির্দেশ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখনই স্বীয় বর্ম পরিধান করিলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হইবার হুকুম দিলেন। মসজিদে নববীর নিকটেই বনূ তামীম গোত্রের আবাস ছিল। যাত্রাকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখান দিয়া কে গমন করিয়াছে জান কি ? তাহারা বলিল, দেহ্‌য়া কালবী। বস্তুত হযরত জিবরীল (আ)-এর মুখমন্ডল, তাহার দাঁত ও দাড়ি হযরত দেহ্‌য়া কালবীর মুখমন্ডল, তাহার দাঁত ও দাড়ির সদৃশ ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কুরায়যার বসতিতে উপস্থিত হইলেন এবং পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ ও বিপদ যখন তাহাদের উপর অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িল তখন তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আস এবং তোমাদের সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই নির্দেশ হয় উহা পালন কর। কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে আবূ লুবাবাহ ইব্‌ন আবদুল মুনযির এর সহিত পরামর্শ করিল। তিনি বলিলেন, এই প্রস্তাব মানিয়া লইলে তোমাদিগকে যে হত্যা করা হইবে ইহা অনিবার্য। তখন তাহারা এই প্রস্তাব অস্বীকার করিয়া বলিল, আমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়া কিল্লা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اُنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ তোমরা সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বিচারক মানিয়াই কিল্লা হইতে বাহির হইয়া আস। তাহারা বাহির হইয়া আসিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে সেখানে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। অত:পর তাহাকে একটি গাধার উপর আরোহণ করাইয়া তথায় হাজির করা হইল। গাধার উপর খেজুরের সরপার গদী ছিল। হযরত সা'দ (রা)-এর স্বগোত্রীয় লোকজন তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া ছিল। তাহারা তাহাকে বুঝাইতেছিল, বনূ

কুরায়যা আমাদের পুরাতন বন্ধু। আমাদের মিত্র, আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী। তাহাদের সহিত যে আমাদের কি গভীর সম্পর্ক, তাহা আপনার নিকট গোপন নহে। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত সা'দ (রা) তাহাদের এই সকল কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। তাহাদের কোন কথারই জবাব দিতেছিলেন না। এমন কি চলিতে চলিতে যখন বনূ কুরায়যার আবাসের নিকটবর্তী হইলেন, তখন তিনি স্বীয় কওমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, قَدْ اٰنَ لِىْ اَنْ لاَّاُبَالِىْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ সেই সময়টি আগত হইয়াছে যখন আমি আল্লাহ্র রাহে কোন নিন্দুকের নিন্দার কোন পরোয়াই করিব না।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, হযরত আবূ সাঈদ বলেন, যখন সা'দ ইব্ন মু'আয (রা) আগমন করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ فَاَنْزِلُوْهُ তোমরা তোমাদের সরদারের জন্য উঠিয়া দাঁড়াও এবং তাহাকে সোয়ারী হইতে নামাও। তখন হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমাদের সায়্যেদ ও মাওলা তো কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَنْزِلُوْهُ তাহাকে নামাও। অত:পর তাহারা তাহাকে নামাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সা'দ (রা)-কে বলিলেন, اُحْكُمْ فِيْهِمْ হে সা'দ! ইহাদের সম্বন্ধে তুমি বিচার কর। হযরত সা'দ (রা) বলিলেন, আমার বিচার হইল, ইহাদের মধ্য হইতে যাহারা যোদ্ধা তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। ইহাদের শিশু-কিশোরদিগকে বন্দী করা হইবে ও ইহাদের ধন-সম্পদ বণ্টন করা হইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ وحُكْمِ رَسُوْلِهٖ নি:সন্দেহে তুমি ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের যেই বিচার তাহাই করিয়াছ। অত:পর হযরত সা'দ (রা) আল্লাহ্র দরবারে এই মুনাজাত করিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ اَبْقَيْتَ عَلٰى نَبِيِّكَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْئًا فَاَبْقِنِىْ لَهَا وَاِنْ كُنْتَ قَطَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَاَقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ-

হে আল্লাহ্! কুরাইশদের বিরুদ্ধে যদি আপনার নবীর জন্য আর কোন যুদ্ধ অবশিষ্ট রাখিয়া থাকেন তবে উহাতে শরীক হইবার জন্য আমাকে জীবিত রাখুন আর যদি তাহারা ও কুরাইশদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়া থাকে তবে আমাকে মৃত্যু দান করুন। হযরত আবূ সাঈদ বলেন, তাহার এই দু'আর পরে তাহার যখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহাকে তাহার তাঁবুর মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) তাঁহার তাঁবুতে উপস্থিত হইলেন। সেই সত্তার কসম, যাহার হাতে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রাণ। আমি আবূ

বকর ও উমর (রা)-এর ক্রন্দন আমার ঘরে বসেই পৃথক পৃথক বুঝিতেছিলাম। তাহারা পরস্পরে বড়ই আন্তরিক ছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ সাহাবা পরস্পর সদয় ও আন্তরিক। হযরত আলকামাহ (র) হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আম্মা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমন মুহূর্তে কি করিতেন ? তিনি বলিলেন, কাহারও উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অশ্রু প্রবাহিত হইত না, তবে তিনি যখন চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন তখন স্বীয় দাড়ি মুবারক মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিতেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন নুসাইর ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন; তবে তাহাদের বর্ণিত হাদীস ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত।

(২৮) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

(২৯) وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ○

২৮. হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদিগকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও উহার ভূষণ কামনা কর, তবে আইস, আমি তোমাদিগের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দিই এবং সৌজন্যের সহিত তোমাদিগকে বিদায় দিই।

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্মশীল আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূলকে হুকুম করিয়াছেন, তিনি যেন তাহার পত্নিগণকে দুইটি বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ করেন। একটি হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হইয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদের ঐশ্বর্যশীল লোকের আশ্রয় গ্রহণ করা । আর দ্বিতীয়টি হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে অবস্থান করিয়া দরিদ্র্যের জীবন যাপন ও ধৈর্য ধারণ করা। ইহার বিনিময়ে তাহারা আল্লাহ্‌র কাছে মহা প্রতিদানের অধিকারী হইবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পত্নিগণকে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক এই ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) এবং পার্থিব

ধন-সম্পদের পরিবর্তে পারলৌকিক সুখ-শান্তিকেই গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার ফলে তাহাদিগকে পার্থিব কল্যাণও দান করিলেন এবং পারলৌকিক সৌভাগ্যও দান করিলেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার রাসূল (সা)-কে স্বীয় পত্নিগণকে ইখতিয়ার দানের নির্দেশ দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্ব প্রথম তাহার নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন, আয়িশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলিব; তবে তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে মতামত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা কখনও ইহা পছন্দ করিবেন না যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হই। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ হে নবী! তুমি তোমার পত্মিদিগকে বল... আমি তখন বলিলাম, ইহার কোন্ বিষয়ে আমি আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? এই বিষয়ে আব্বা আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি তো আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা) এবং পরকালকেই কামনা করি।

ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি মুআল্লাক পদ্ধতিতে লাইস (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তবে ইহাতে তিনি কিছু অতিরিক্ত রেওয়ায়েত করিয়াছেন। আর উহা হইল, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অন্যান্য পত্মিগণের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমার মতই মত প্রকাশ করিলেন; ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করিতে ইমাম মা'মার ইয্তিরাব করিয়াছেন। তিনি কখনও যুহরী ও আবূ সালমা এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখনও যুহরী, উরওয়া ও হযরত আয়িশা (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্ন আব্দাহ যব্বী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন انى اريد ان اذكر لك امرا فلا تقضى فيه شيئا حتى تستامرى ابويك আমি তোমার নিকট একটি বিষয় আলোচনা করিতে চাইতেছি, উহা সম্পর্কে তুমি তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন ফায়সালা করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার পর পুনরায় পূর্বের কথা তাহাকে বলিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, বিষয়টি কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার হযরত আয়িশা (রা)-কে পূর্বের কথা বলিলেন যে, তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন ফয়সালা করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি আবারও যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) বিষয়টি কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا الاية -

হযরত আয়িশা বলেন, আমি আয়াত শ্রবণ করিতেই বলিলাম, আমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও পরকালের জীবনকে কামনা করি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জবাব শ্রবণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ইব্‌ন জারীর বলেন ইব্‌ন অকী' (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত যখন নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–

يَاعَائِشَةُ اِنِّىْ عَارِضُ عَلَيْكِ اَمْرًا فَلاَ تَفْتَاْتِىْ فِيْهِ بِشَيْئٍ حَتّٰى تُعْرِضِيْهِ عَلٰى اَبَوْيكِ اَبِى بَكْرٍ وَاُمِّ رُوْمَانَ رض -

হে আয়িশা! আমি তোমার নিকট একটি বিষয় পেশ করিতেছি, উহা সম্পর্কে তুমি তোমার আব্বা আবূ বকর ও আম্মা উম্মে রূমান এর নিকট বিষয়টি পেশ করিবার পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি? তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا -

হে নবী! তুমি তোমার পত্নিগণকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও উহার সজ্জা কামনা কর তবে আইস, আমি তোমাদিগকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং সৌজন্যের সহিত বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্ম করিবে তাহাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আমি তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা করি আর এই বিষয়ে আমার আব্বা আবূ বকর ও আম্মা উম্মে রূমান এর সহিত পরামর্শ করিবার প্রয়োজন মনে করি না। হযরত আয়িশা (রা) এর জবাব শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিয়া পড়িলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) অন্যান্য পত্নিগণের ঘরেও প্রবেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে প্রথমেই হযরত আয়িশা (রা)-এর জবাব শুনাইয়া দিলেন। অত:পর তাহারা সকলেই হযরত আয়িশা (রা)-এর জবাব এর অনুরূপ জবাব দিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্‌ন সখর হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া উমাভী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহার পত্নিগণের নিকট গমন করিলেন তখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাকে স্বীয় পত্নিগণকে ইখতিয়ার দেওয়ার হুকুম হইল। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– سَاَذْكُرُلَكِ اَمْرًا فَلَاتَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَشِيْرِىْ اَبَاكِ আমি তোমার নিকট একটি বিষয় বলিব। কিন্তু তোমার আব্বার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কোন মত ব্যক্ত করিবে না। হযরত আয়িশা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিষয়টি কি বলুন। তিনি বলিলেন– اُمِرْتُ اَنْ اُخَيِّرَكُنَّ তোমাদিগকে ইখতিয়ার দেওয়ার জন্য আমাকে হুকুম করা হইয়াছে। অত:পর তিনি এই সম্পর্কিত আয়াত পাঠ করিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর আমি বলিলাম, আমার আব্বার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে কোন বিষয় আপনি আমাকে ব্যস্ত হইয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তো আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-কে-ই গ্রহণ করি। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুশী হইলেন। অত:পর তিনি তাঁহার অন্যান্য পত্নিগণের নিকটেও এই বিষয়টি পেশ করিলেন। তাহারা সকলেই এই জবাব দিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে গ্রহণ করিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্ন সিনান (র) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– হযরত আয়িশা (রা) বলেন, যখন 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হইল, তখন সর্ব প্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন– اِنِّىْ ذَاكِرُلَكِ اَمْرًا فَلَاعَلَيْكِ اَنْ لَاتَعْجَلِىْ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِىْ اَبَوَيْكِ আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি, তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে ব্যস্ত হইয়া কোন মত প্রকাশ না করায় তোমার কোন ক্ষতি নাই। হযরত আয়িশা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা খুব ভাল জানিতেন যে, আমার আব্বা-আম্মা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পৃথক হওয়া কখনও পসন্দ করিবেন না। আর ইহার জন্য আমাকে পরামর্শও দিবেন না। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন, يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ হযরত আয়িশা (রা) বলেন, এই বিষয় আমি আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিব? আমি তো আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও আখিরাতকেই কামনা করি। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অন্যান্য সকল পত্নিগণকেও ইখতিয়ার দিলেন– এবং সকলেই ঐ একই কথা বলিলেন, যাহা আমি বলিয়াছিলাম।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মু'আবিয়াহ (র), হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদিগকে ইখতিয়ার দান করিলে আমরা তাহাকেই গ্রহণ করিলাম। কিন্তু এই ইখতিয়ার দানকে তিনি কিছুই ধরিলেন না। অর্থাৎ, ইহাকে

'তালাক' মনে করিলেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন. আবূ 'আমির আব্দুল মালিক ইব্ন ওমাইর (র) জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করিলেন. তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইল না। অন্যান্য লোকজন তখন তাহার দরজার কাছে বসা ছিলো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন ভিতরে বসা-ই ছিলেন। ইহার পর হযরত উমর (রা) আগমন করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইল না। কিন্তু অবশেষে হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) কে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। তাহারা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নবী করীম (সা) তখন বসা ছিলেন এবং তাহার পার্শ্বে তাহার পত্নিগণও বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব ছিলেন। এমন সময় হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি এমন এক কথা বলিব, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসিয়া উঠিবেন। অত:পর তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি যায়েদের কন্যা (উমর (রা)-এর স্ত্রী)-এর ঐ অবস্থা দেখিতেন সে আমার নিকট এমন খরচ চাহিলে আমি তাহার গলা টিপিয়া ধরিলাম। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অত:পর তিনি বলিলেন, هُنَّ حَوْلِىْ يَسْأَلْنِىْ النَّفَقَةَ। ইহারা আমার পার্শ্বে বিদ্যমান। ইহারা আমার নিকট খরছ চাহিতেছে। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট এবং হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)–এর নিকট উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া মারিতে উদ্যত হইলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এমন বস্তুর জন্য পিড়াপিড়ি কর, যাহা তিনি দিতে সক্ষম নহেন'? কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বাধা দিলেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ বলিলেন, আল্লাহর কসম. আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আর কখনও এমন বস্তু চাহিব না, যাহা তিনি দিতে সক্ষম নহেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা 'খিয়ার' সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, اِنِّىْ ذَاكِرٌ لَكِ اَمْرًا مَا اُحِبُّ اَنْ لَاتَعْجَلِىْ فِيْهِ حَتّٰى تَسْتَأْمِرِىْ اَبَوَيْكِ। আমি একটি বিষয় তোমার নিকট বলিব; তোমার আব্বা-আম্মার সহিত পরামর্শ করিবার পূর্বে উহা সম্পর্কে ব্যস্ত হইয়া কোন মতামত প্রকাশ করা আমি পসন্দ করি না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয়টি কি? তখন তাহার নিকট পাঠ করিলেন, يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, اَفِيْكَ اَسْتَأْمِرُ اَبَوَىَّ بَلْ اَخْتَارُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার ব্যাপারে আমি আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিব? বরং আমিতো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকেই কামনা করি। তবে আমার একটা

আবেদন হইল, আপনি আমার মতকে আপনার অন্য কোন পত্নির নিকট উল্লেখ করিবেন না। তখন তিনি বলিলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِىْ مُعَنِّفًا وَلٰكِنْ بَعَثَنِىْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কঠোরতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে শিক্ষক ও কোমলতা অবলম্বনকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে যে কেহ তোমার মত সম্পর্কে আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। আমি তো তাহাকে তোমার মত সম্পর্কে অবহিত করিব। এই ক্ষেত্রে হাদীসটি কেবল ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করেন নাই। অবশ্য ইমাম বুখারী ও নাসায়ী (র) ইহা যাকারিয়া ইব্ন ইসহাক মাক্কীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ্ ইব্ন ইমাম ইউনুস ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ خَيَّرَ نِسَائَهُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ وَلَمْ يُخَيِّرْهُنَّ الطَّلَاقَ-

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার পত্নিগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়াছেন। তালাক গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে কোন ইখতিয়ার দান করেন নাই। হাদীসটি মুনকাতি। হাসান, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতেও অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু আয়াতের জাহেরী অর্থের বিরোধী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً তোমরা আইস, আমি তোমাদিগকে ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করি এবং সৌজন্যের সহিত মুক্ত করিয়া দেই।

উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে মতবিরোধ করেন যে, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কোন পত্নিকে তালাক দেন তবে অন্যের জন্য তাহাকে বিবাহ করা জায়েয আছে কি না? এই ব্যাপারে অধিক বিশুদ্ধ মত হইল, জায়েয আছে। ইহা হইলে তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পার্থিব ভোগ-সামগ্রী লাভ করিতে সফল হইতে পারেন।

والله اعلم

হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নয়জন পত্নি ছিলেন। পাঁচজন কুরাইশ, তাহারা হইলেন হযরত আয়িশা, হযরত হাফসা, হযরত উম্মে হাবীবাহ, হযরত সাওদাহ ও হযরত উম্মে সালমাহ। আর অবশিষ্ট কয়জন হইলেন, বনূ নযীর গোত্রীয়। হযরত সফীয়াহ বিন্তে হুয়াই ইব্ন আখতাব, মায়মূনাহ্ বিনতে হারিস হিলালীয়াহ, যায়নাব বিনতে জাহ্শ আসাদীয়াহ ও বনূল মুস্তালিক গোত্রীয় হযরত জুওয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস।

(۳۰) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ○

(۳۱) وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ○

৩০. হে নবী-পত্নিগণ! যে কাজ স্পষ্টত অশ্লীল, তোমাদিগের মধ্যে কেহ তাহা করিলে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে এবং উহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

৩১. তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অনুগত হইবে এবং সৎকার্য করিবে তাহাকে আমি পুরস্কার দিব দুইবার এবং তাহার জন্য আমি রাখিয়াছি সম্মানজনক রিয্‌ক।

তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন পার্থিব ধন-সম্পদ ও সাজ-সজ্জা ত্যাগ করিয়া কেবল আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল (সা)-কে ও আখিরাত গ্রহণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অধীনে অবস্থান করাই তাহাদের স্থায়ী ব্যবস্থা হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের বিশেষ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فَاحِشَةٌ এর অর্থ অবাধ্য হওয়া ও অসৎ চরিত্র হওয়া। অর্থ যাহাই হউক, এই আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, বাস্তবিক তাহাদের মধ্য হইতে কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হইবে না, কিংবা তাহাদের কেহ অসৎ চরিত্রের হইবে না। কারণ مَنْ يَّأْتِ এর মধ্যে শর্তের অর্থ রহিয়াছে এবং 'শর্ত' বাস্তবে ঘটিয়া যাওয়াকে চায় না। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔

তোমার নিকট এবং তোমার পূর্ববর্তীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করা হইয়াছে যে, যদি তুমি শিরক কর তবে তোমার আমল অবশ্যই বিনষ্ট করা হইবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

আর যদি তাহারা শিরক করে তবে তাহাদের আমল অবশ্যই বিনষ্ট হইবে।

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ

যদি আল্লাহ্র জন্য সন্তান হওয়া সম্ভব হয় তবে আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার দাসত্ব গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইব।

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَايَشَاءُ যদি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিতেন তবে সৃষ্ট হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্ধারণ করিয়া লইতেন। উল্লেখিত আয়াতসমূহে শর্ত ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থাৎ না রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শিরক সংঘটিত হওয়া সম্ভব, না পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ হইতে শিরক সম্ভবপর আর আল্লাহর পক্ষেও সন্তান গ্রহণ সম্ভবপর নহে। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, যদি তোমাদের মধ্য হইতে কেহ কোন অশ্লীল কাজ করিয়া বসে তবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহার অর্থ ইহা যে, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ ঐ ধরনের কোন কাজ করিয়াছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সাধারণ রমণীগণের মত নহেন, তাহাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বের; অত:পর তাহাদের পক্ষ হইতে ঐ ধরনের অপরাধমূলক কোন কাজ যদিও সংঘটিত হইবে না; কিন্তু হইলে উহার বিধান হইল দ্বিগুণ শাস্তি; যেন তাহারা এই শাস্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধ হইতে বিরত থাকেন। এই জন্য আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ يَاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ তোমাদের পক্ষ হইতে যেই কোন অশ্লীল কাজ করিবে তাহাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হইবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হইবে আর পরকালেও শাস্তি দেওয়া হইবে। আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا আর ইহা অর্থাৎ দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্র পক্ষে সহজ। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِه وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হইবে এবং নেক আমল করিবে, আমি তাহাকে দ্বিগুণ বিনিময় দিব এবং আমি তাহার জন্য সম্মানিত রিয্ক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। কারণ বেহেশতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন তাহারাও সেই একই শ্রেণীতে অবস্থান করিবেন এবং ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মর্যাদা সর্বাপেক্ষা উচু মর্যাদা

হইবে। আরশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বেহেশতের যে অংশটি অসীলাহ নামে প্রসিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই স্থানেই বাস করিবেন।

(٣٢) يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا
تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ۚ

(٣٣) وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ
الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ

(٣٤) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ۭ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۧ

৩২. হে নবী-পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নহ; যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর তবে তোমরা পর-পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলিও না, যাহাতে অন্তরে যাহার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে।

৩৩. এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করিবে; প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইও না। তোমরা সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত থাকিবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে।

৩৪. আল্লাহ্‌র আয়াত ও জ্ঞানের কথা, যাহা তোমাদিগের গৃহে পঠিত হয়, তাহা তোমরা স্মরণ রাখিবে, আল্লাহ্ অতি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সা)-এর পত্নিগণকে আদব শিক্ষা দিয়াছেন। যেহেতু উম্মতের পত্মিরা ইহাদের অনুসারী; অতএব তাহাদিগকেও একই আদব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নবী পত্মিগণকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে ফযীলত ও মর্যাদার দিক হইতে আর কেহ তোমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ তোমরা পুরুষদের সহিত কোমল কণ্ঠে কথা বলিও না। কারণ ইহা তাকওয়ার পরিপন্থী। সুদ্দী বলেন- خضوع بالقول এর অর্থ পুরুষের সহিত কোমল কণ্ঠে কথা বলা। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ যেই পুরুষের অন্তরে ব্যাধি আছে, অর্থাৎ অন্য নারীর প্রতি অবৈধ আকর্ষণ রহিয়াছে, সে প্রলুব্ধ হইবে।

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলিবে। ইব্ন যায়েদ (র) ইহার অর্থ করিয়াছেন, তোমরা উত্তম ও কল্যাণকর কথা বলিবে। ইহার সার হইল অপর পুরুষদের সহিত এমন ভংগিমায় কথা বলা উচিৎ নহে, যে ভংগিমায় স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত কথা বলে।

قَوْلُهٗ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ তোমরা প্রয়োজন ব্যতীত ঘরের বাহিরে যাইবে না। বরং ঘরেই অবস্থান করিবে। শরয়ী প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাইতে পার। যেমন- মসজিদে সালাত পড়িবার প্রয়োজনে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ الْمَسٰجِدَ وَلْيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

তোমরা আল্লাহর বান্দীগণকে মসজিদে যাইতে বাধা দিবে না। তবে তাহারা যেন সাজ-সজ্জা না করিয়া সাদাসিধেভাবে বাহির হয়। অন্য এক রেওয়াতে রহিয়াছে,

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ তাহাদের ঘরই তাহাদের পক্ষে উত্তম। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, হুমাইদ ইব্ন মাসআদ (র), হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, একদা কিছু মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষগণ তো জিহাদের মর্যাদা লাভ করিল; আমরা এমনকি আমল করিতে পারি, যাহা দ্বারা আল্লাহ্র রাহে জিহাদের মর্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

مَنْ قَعَدَتْ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا مِنْكُنَّ فِىْ بَيْتِهَا فَاِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে যে নারী ঘরে অবস্থান করিয়া পর্দায় থাকিবে এবং সতীত্ব রক্ষা করিবে সে জিহাদের মর্যাদা লাভ করিবে। হুমাইদ ইব্‌ন মাসআদাহ (র) বলেন, সাবিত হইতে রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব ব্যতীত আর কেহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। রাওহ ইবনুল মুছাইয়্যেব বসরার একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। বায্‌যার আরো বলেন, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না (র) ..... হযরত আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَاَقْرَبُ مَاتَكُوْنُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِىَ فِى قَعْرِبَيْتِهَا ـ

নারী সম্পূর্ণই ঢাকিয়া রাখিবার বস্তু, সে যখন বাহির হয় তখন শয়তান তাহার দিকে মাথা উঁচু করিয়া তাকাইতে থাকে। যখন সে ঘরের অভ্যন্তরে থাকে তখনই সে তাহার প্রতিপালকের সর্বাপেক্ষা নৈকট্য লাভ করিতে সক্ষম। ইমাম তিরমিযী (র) বুন্দার সূত্রে আমর ইব্‌ন আসিম (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বায্‌যার (র) তাহার পূর্ব সূত্রে এবং ইমাম আবূ দাউদও একই সূত্রে নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

صَلَوةُ الْمَرْأَةِ فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ بَيْتِهَا وَ صَلٰوتُهَا فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا ـ

নারীর পক্ষে ঘরের অভ্যন্তরীণ খাস কামরায় সালাত পড়া তাহার ঘরে সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর তাহার পক্ষে ঘরে সালাত পড়া ঘরের আঙ্গিনায় সালাত পড়া অপেক্ষা উত্তম। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

قَوْلُهُ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى-

মুজাহিদ (র) বলেন, পুরুষের সম্মুখে খোলাখুলিভাবে নারীর চলাফেরা করা ইহাই হইল প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় প্রদর্শন করিয়া বেড়ান। কাতাদাহ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, নারীদের ঘর হইতে বাহির হইয়া হেলিয়া দুলিয়া খাস ভংগিমায় চলাচল করাকে বলা হইয়াছে প্রাচীন জাহেলী যুগের ন্যায় শরীর প্রদর্শন করা। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহাকেই নিষেধ করিয়াছেন। মুকাতিল (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম হইল মাথায় উড়না রাখিয়া উহা বাঁধিয়া না রাখা। এইভাবে তাহার হার, কানের অলংকার ও দালা প্রদর্শন করা। تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ জাহেলী যুগের ন্যায় অংগ প্রদর্শন করা বলা হইয়াছে। পরবর্তীতে অন্যান্য মহিলাদের মধ্যেও ইহা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন যুহাইর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)

হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى পাঠ করিয়া বলিলেন, প্রাচীন জাহেলী যুগ হইল হযরত নূহ ও হযরত ইদ্রীস (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগ আর দুইটি বংশধর ছিল, একটি বাস করিত পাহাড়ে আর অন্যটি নরম সমতল ভূমিতে। পাহাড়ে বসবাসকারী পুরুষ হইত সুশ্রী ও মহিলা হইত কুৎসিত। আর নরম সমতল ভূমির মহিলারা হইল সুন্দরী ও পুরুষরা অসুন্দর। একদা ইবলীস নরম সমতলভূমিতে এক ব্যক্তির বাড়ীতে একজন গোলামের বেশে আসিল এবং তাহার নিকট মযদুরীর চাকুরী গ্রহণ করিল এবং তাহার কাজকর্ম করিতে লাগিল। একবার সে একটি বস্তু লইয়া উহা দ্বারা বাঁশীর মত একটি জিনিস তৈয়ার করিল এবং এমন মন মাতান সুরে উহা বাজাইতে লাগিল যে, অমন সুর মানুষ আর কখনও শ্রবণ করে নাই। তাহার বাঁশী বাজাইবার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং দলে দলে লোক আসিয়া তাহার নিকট ভীড় জমাইতে শুরু করিল। এমন কি বৎসরে একদিন মেলার অনুষ্ঠান শুরু করিলে নারী পুরুষ সকলেই একত্রিত হইত। নারীরা পুরুষদের জন্য সাজ-সজ্জা গ্রহণ করিত। পুরুষরাও নারীদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য সজ্জিত হইত। মেলা অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ পাহাড়েও ছড়াইয়া পড়িল এবং তথায় বসবাসকারী একজন পুরুষ একবার ঐ মেলায় আসিয়া পড়িল। সমতল ভূমিতে রূপ ও সাজ-সজ্জা দেখিয়া সে অতিশয় মুগ্ধ হইল। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে তাহার লোকজনের নিকট ঐ সকল রূপসী সুন্দরী মহিলাদের রূপের আলোচনা করিল। ফলে তাহারা সুন্দরী নারীদের আকর্ষণে সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সংগ লাভ করিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করিল। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

قوله وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণকে প্রথমে অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন এবং পরে তাহাদিগকে সালাত আদায় করিতে, যাকাত দান করিতে ও আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করিবার ন্যায় সৎকাজের জন্য আদেশ করিয়াছেন। সালাতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও উপাসনার প্রকাশ ঘটে এবং যাকাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র মাখলুকের প্রতি সদাচরণ ও অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। اَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ প্রথমে আল্লাহ্ বিশেষ কয়েকটি নির্দেশ প্রদান করিবার পর সাধারণভাবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

قوله اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্মিগণ আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাহারাই আয়াত নাযিল হইবার কারণ। তাহাদের শানেই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। আর যাহাদের শানে আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহারা অবশ্যই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত কি কেবল তাহারাই? না আরো কেহ আহলে বাইতে অর্ন্তভুক্ত আছেন, এই বিষয়ে দুইটি মত বিদ্যমান। অবশ্য যাহারা বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্মিগণ ছাড়াও আহলে বাইত এর সদস্য আছেন এই মতটি অধিক বিশুদ্ধ। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন হযরত ইকরিমাহ (র) বাজারে গিয়া উচ্চস্বরে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হারব মুসেলা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ الخ আয়াতটি কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্মিগণ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হারব মুসেলী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الخ আয়াতটি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি যে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্মিগণ সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, এই বিষয়ে যদি কেহ মুবাহালা করিতে চায় তবে ইহার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে হযরত ইকরিমাহ (র)-এর উদ্দেশ্য যদি কেবল ইহা হয় যে, আয়াতটি নাযিল হইবার কারণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্মিগণ, ইহাতে দ্বিমতের কোন কারণ নাই। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে আয়াতের মর্ম কেবল তাহারাই, তবে ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইহাতে দ্বিমতের অবকাশ রহিয়াছে। কারণ একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, আহলে বাইত এর সদস্য আরো আছেন।

(১) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছয়মাস পর্যন্ত ফজরের সালাতের জন্য যখন বাহির হইতেন তখন হযরত ফাতেমা (রা)-এর দরজার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেন এবং বলিতেন ঃ

اَلصَّلٰوةَ يَا اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا۔

হে আহলে বাইত, সালাতের সময় হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপবিত্রতা দুর করিয়া সর্বাঙ্গীন পবিত্র করিতে চাহেন। ইমাম তিরমিযী (র) আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) সূত্রে আফফান হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন অকী' (র) আবুল হামরা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে আমি মদীনায় সাতমাস অবস্থান করিয়াছি।

সেই সময় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছি, তিনি ফজর হইলে হযরত আলী ও ফাতেমা (রা)-এর দরজায় আসিয়া বলিতেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ اَلصَّلٰوةُ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

সালাতের সময় হইয়াছে, সালাতের সময় হইয়াছে। হে আহলে বাইত! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অপবিত্রতা দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে চাহেন।

সনদে বিদ্যমান আবূ দাউদ আলআ'মার নাম হইল নুফাই ইবনুল হারেস। তিনি একজন মিথ্যাবাদী।

(৩) হাসান আহমদ (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসআব (র) ইব্ন আম্মার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওয়াছিলা ইব্ন আছকা' (রা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তখন তাহার কাছে আরো কিছু লোক ছিল। তাহারা হযরত আলী (রা)-কে গালি দিতেছিল। আমি তাহাদের সহিত উহাতে শরীক হইলাম। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেলে হযরত ওয়াছিলা ইব্ন আছকা' আমাকে বলিলেন, তুমিও হযরত আলী (রা)-কে গালি দিলে? আমি বলিলাম, আমি তো তাহারা গালি দিয়াছে বলিয়া গালি দিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কি করিতে দেখিয়াছি আমি কি তোমাকে তাহা বলিব না? বলিলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন একবার আমি হযরত ফাতেমা (রা)-এর নিকট গিয়া হযরত আলী (রা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অত:পর তিনি যখন আগমন করিলেন তখন তাহার সহিত হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন। তাহাদের উভয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরিয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে তাহারা সকলেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী ও ফাতেমা (রা) উভয়কে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন। এবং হাসান ও হুসাইন (রা) উভয়কে তাহার ক্রোড়ে বসাইয়া সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

আয়াতটি পাঠ করিয়া তিনি এই বলিলেন ঃ

اللهم هؤلاء اهل بيتى واهل بيتى احق -

হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আমার পরিবারবর্গ অধিক হকদার।

আবূ জা'ফর ইব্ন জারীর (র) আব্দুল করীম ইব্ন আবূ উমাইর (র) স্বীয় সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ আমর আওযাঈ (র) হইতে। তবে তিনি স্বীয় বর্ণনায়

এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তখন ওয়াছিলা (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার পরিবারভুক্ত নহি। তিনি বলিলেন, وانت من اهلى —তুমিও আমার পরিবারভুক্ত। হযরত ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) এই বাণী আমার জন্য অনেক বড় আশার বাণী। ইব্‌ন জারীর (র) আরো বলেন, আব্দুল আ'লা ইব্‌ন ওয়াছিল (র) শাদ্দাদ ইব্‌ন আবূ আম্মার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার ওয়াছিলা ইব্‌ন আছকা' (রা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। তখন কিছু লোক হযরত আলী (রা)-কে গালি দিতেছিল। তাহারা চলিয়া গেলে তিনি আমাকে বলিলেন, বস। আমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস তোমাকে বলিব, ইহারা যাহাকে গালি দিল। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের সকলকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ, হে আল্লাহ! আপনি ইহাদের অপবিত্রতা দুর করিয়া দিন এবং পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করিয়া দিন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার পরিবারভুক্ত? তিনি বলিলেন وَاَنْتَ তুমিও। হযরত ওয়াছিলা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণীই আমার সর্বাধিক ভরসার বস্তু।

(৪) ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নুমাইর (র) হযরত উম্মে সালমাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ তাহার ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এ সময় হযরত ফাতেমা একটি পাত্রে হালুয়া লইয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন— اُدْعِى زَوْجَكَ وَابْنَيْكَ —তুমি তোমার স্বামী ও দুই পুত্রকে ডাক। হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা) বলেন, অত:পর হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন আসিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকলে হালুয়া খাইতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিছানায় ছিলেন। তাহার নিচে ছিল খায়বার এর একটি চাদর। আর আমি তখন সালাত পড়িতেছিলাম, এমন সময় নাযিল হইল ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا -

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাদরের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা তাহাদিগেক আবৃত করিয়া হাত বাহির করিয়া আসমানের দিকে উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ এবং আপনি তাহাদের অপবিত্রতা দূর করুন এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করুন। হযরত উম্মে সালমাহ্ (রা) বলেন–জিজ্ঞাসা করিলাম ؟ وانا معكم يارسول الله ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনাদের সহিত'? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন اِنَّكِ اِلٰى خَيْرٍ اِنَّكِ اِلٰى خَيْرٍ। নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ, নিশ্চয় তুমি কল্যাণের মধ্যে আছ। হাদীসের সনদে 'আতা (র)-এর শায়খ এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। তবে অবশিষ্ট রাবী নির্ভরযোগ্য।

(৫) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতেমা (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলেন এবং একটি পেয়ালায় আনীত হালুওয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিলেন–রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন اَيْنَ اِبْنُ عَمِّكَ وَابْنَاكَ তোমার চাচার পুত্র ও তোমার পুত্রদ্বয় কোথায়? ফাতেমা (রা) বলিলেন, তাহারা ঘরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اُدْعِيْهِمْ —তুমি তাহাদিগকে ডাক। ফাতিমা (রা) হযরত আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহবানে সাড়া দিন এবং আপনার দুই সন্তানকেও লইয়া যান। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, তিনি বিছানায় পড়িয়া থাকা একটি কাপড়ের প্রতি হাত বাড়াইলেন এবং উহা বিছাইয়া তাহাদিগকে উহার উপর বসিতে বলিলেন। অত:পর তিনি বাম হাত দ্বারা সেই কাপড়টির চারদিক ধরিয়া মাথার উপরে লইয়া একত্রিত করিলেন এবং ডাইন হাত আসমানের দিকে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবারবর্গ, অতএব আপনি ইহাদের যাবতীয় অপবিত্রতা দূর করিয়া ইহাদিগকে পবিত্র করুন।

(৬) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (র) হাকীম ইব্‌ন সা'দ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা হযরত উম্মে সালমাহ (রা)-এর নিকট হযরত আলী (রা)-এর আলোচনা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا আমার ঘরেই নাযিল হইয়াছিল। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, দেখ কাউকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। কিন্তু ফাতেমা (রা) আসিলেন, আর আমি তাহাকে তাহার আব্বার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিলাম না। অত:পর হাসান (রা) আসিলেন, আমি তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহার পর আসিলেন হুসাইন (রা) আমি তাহাকে, তাহার নানা ও তাহার আম্মার সহিত সাক্ষাৎ করা হইতে বাধা দিতে পারিলাম না। অবশেষে হযরত আলী (রা) আসিলেন, আমি তাহাকেও বাধা দিতে পারিলাম না। তাহারা একত্রিত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া বলিলেন ঃ

هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِى فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا -

যখন তাহারা বিছানার উপর বসিলেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার আহ্‌লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলিলেন, اِنَّكَ اِلٰى خَيْرٍ তুমিও কল্যাণের দিকে।

(৭) ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর (র) ....হযরত উম্মে সাল্‌মা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার ঘরে ছিলেন, এমন সময় সেবিকা ফাতেমা ও আলীর (রা) আগমনের খবর দিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি আমার আহ্‌লে বাইত হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াও। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, আমি কাছেই একটু সরিয়া দাঁড়াইলাম। অত:পর আলী ও ফাতেমা এবং তাহাদের সহিত তাহাদের পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসাইন (রা) সকলেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাসান হুসাইন (রা) উভয়ই ছিলেন শিশু। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে স্বীয় উরুর উপরে বসাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন আর হযরত আলী (রা)-কে এক হাত দ্বারা গলায় লাগাইলেন। আর অপর হাত দ্বারা হযরত ফাতেমা (রা)-কেও গলায় লাগাইলেন এবং উভয়কে চুম্বন করিলেন। অত:পর তিনি একটি চাদর দ্বারা সকলকে আবৃত করিয়া বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ لَا اِلَى النَّارِ اَنَا وَاَهْلُ بَيْتِىْ হে আল্লাহ্! আমি ও আমার আহলে বাইত আপনার প্রতি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, দোযখের নয়। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমিও কি ? তিনি বলিলেন, তুমিও।

(৮) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا আমার ঘরে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের দ্বারে বসিয়াছিলাম। অত:পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আহলে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত নহি ? তখন তিনি বলিলেন, اِنَّكِ اِلَىٰ خَيْرٍ اَنْتَ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صـ তুমি কল্যাণের দিকে এবং নবীর পত্নিগণের একজন। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, তখন ঘরের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্, আলী, ফাতেমা এবং হাসান ও হুসাইন (রা) ছিলেন।

(৯) ইব্‌ন জারীর (র) হাদীসটি আবূ কুরাইব (র), শাহর ইব্‌ন হাওশাব এর সূত্রেও হযরত উম্মে সালমা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১০) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে তাহার কাপড়ের নিচে একত্রিত করিলেন। অত:পর তিনি আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিলেন ঃ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ ইহারা হইল আমার আহ্‌লে বাইত।

হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, অত:পর আমি বলিলাম, يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْخِلْنِىْ مَعَهُمْ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকেও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। তখন তিনি বলিলেন, اَنْتَ مِنْ اَهْلِىْ —তুমি আমার পরিবারভুক্ত।

(১১) ইব্‌ন জারীর (র) আহমদ ইব্‌ন তূসী (র) ....উমর ইব্‌ন আবূ সালামাহ-এর আম্মা হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১২) ইব্ন জারীর (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি কালো উলের চাদর পরিধান করিয়া সকাল বেলা বাহির হইলেন। অত:পর তাহার কাছে হাসান (রা) আসিলে তিনি তাহাকে চাদর দ্বারা আবৃত করিলেন। অত:পর হুসাইন (রা) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন। ইহার পর ফাতিমা (রা) আসিলেন। তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা ঢাকিয়া লইলেন। অবশেষে আলী (রা) আসিলে তিনি তাহাকেও চাদর দ্বারা আবৃত করিলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন,

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১৩) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... আওয়াম ইব্ন হাওশাব এর একজন চাচাত ভাই হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আমার আব্বার সহিত হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইলাম। অত:পর আমি হযরত আলী (রা) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয়তম ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার প্রিয়তমা কন্যা যাহার পত্নি ছিলেন। আমি একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রা)-কে ডাকিয়া তাহাদিগকে একটি কাপড় দ্বারা আবৃত করিতে দেখিলাম। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيْرًا ـ

"হে আল্লাহ্! ইহারা আমার আহলে বাইত। ইহাদের অপবিত্রতা দূর করুন এবং সম্পূর্ণরূপে ইহাদিগকে পবিত্র করুন।" হযরত আয়িশা (রা) বলেন, অত:পর আমি তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিও কি আপনার আহ্লে বাইত। তখন তিনি বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও, তুমি কল্যাণে আছ।

(১৪) ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন মুছান্না (র) ....হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইত বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এই আয়াত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রা) ও আমার সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। পূর্বে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফুযাইল ইব্ন মারযূক (র) হাদীসটি ..... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে মওকুফরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

(১৫) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, মুছান্না (র) ....হযরত সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন ওহী নাযিল হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আলী, তাহার দুই পুত্র এবং হযরত ফাতেমা (রা)-কে ধরিয়া একটি কাপড়ের দ্বারা আবৃত করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ رَبِّ هٰؤُلَاءِ اَهْلِىْ وَاَهْلُ بَيْتِىْ - হে আল্লাহ্! ইহারা আমার পরিবার ও আহ্‌লে বাইত।

(১৬) ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ গ্রন্থে যুহাইর ইব্‌ন হারব (র) ....ইয়াযীদ ইব্‌ন হাব্বান (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি, হুসাইন ইব্‌ন সাব্বাহ ও উমর ইব্‌ন সালামাহ (র) হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন তাহার কাছে বসিলাম তখন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়াছেন। তাহার হাদীস শুনিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত শরীক হইয়া জিহাদ করিয়াছেন আর তাঁহার পিছনে সালাতও পড়িয়াছেন। হে যায়দ! আপনি বহু কল্যাণ লাভ করিয়াছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন উহা বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলিলেন, হে ভাতিজা! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহচর্যের জামানা প্রাচীন হইয়াছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই হাদীস সংরক্ষণ করিয়াছিলাম উহার কিছু ভুলিয়াও গিয়াছি। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই হাদীস নিজেই বর্ণনা করি উহা গ্রহণ কর আর যাহা আমি বর্ণনা করিতে চাই না উহার জন্য কষ্ট করিও না। অত:পর তিনি বলিলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা ও মদীনার মাঝে 'খুম' নামক একটি কূপের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র হামদ করিয়া নসীহতও করিলেন। তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! আমিও একজন মানুষ। সম্ভবত সত্ত্বরই আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ হইতে বার্তাবাহক আসিবেন এবং তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমার পরপারে পাড়ি দিতে হইবে। তবে আমি তোমাদের নিকট দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু রাখিয়া যাইব। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব। উহাতে হিদায়াত ও নূর রহিয়াছে। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাব সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। অত:পর তিনি আল্লাহ্‌র কিতাব ধারণ করিবার জন্য তাকীদ করিলেন ও উৎসাহিত করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন ঃ

وَاَهْلُ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِىْ -

আর আমার আহ্‌লে বাইত রাখিয়া যাইব। আমি তোমাদিগকে আমার আহ্‌লে বাইত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাইতেছি— এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। অত:পর হুসাইন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়েদ! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্‌লে বাইত কে? তাঁহার পত্নিগণ কি আহ্‌লে বাইত নহেন ? তিনি বলিলেন, তাহার পত্নিগণও তাহার আহলে বাইত; তবে তাহারও তাহার আহ্‌লে বাইত, যাহাদের উপর

সদকা গ্রহণ করা হারাম। হুসাইন (র) বলিলেন, তাহারা কে কে, যাহাদের উপর সদকা গ্রহণ করা হারাম ? তিনি বলিলেন, তাহারা হইলেন, আলী (রা)-এর পরিবার,আকীল (র)-এর পরিবার, জা'ফর (রা)-এর পরিবার, আব্বাস (রা)-এর পরিবার। হুসাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে ইহাদের সকলের উপরই কি সদকা হারাম? তিনি বলিলেন, হাঁ।

অত:পর ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাইয়ান (র) .... যায়েদ ইব্ন আরকাম (র) হইতে পূর্ববর্তী রেওয়ায়েতের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে ইহাও বর্ণিত, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্নিগণও কি আহ্লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত ? তিনি বলিলেন, না। আল্লাহ্র কসম, কোন নারী যুগ যুগ ধরিয়া কোন পুরুষের সহিত অবস্থান করিবার পর পুরুষ তাহাকে তালাক দিলে সে তাহার আব্বা ও খান্দানের নিকট প্রত্যাবর্তন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহলে বাইত হইল ঐ সকল লোক, যাহাদের প্রতি সদকা হারাম করা হইয়াছে। অত্র রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ববর্তী রেওয়ায়েত আধা উত্তম এবং উহাই আধা গ্রহণযোগ্য। তবে দ্বিতীয় প্রকার রেওয়ায়েতে যে আহ্লে বাইত এর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা দ্বারা সেই সকল আহ্লে বাইত উদ্দেশ্য, যাহাদের জন্য মাল গ্রহণ করা হারাম। অথবা ইহার অর্থ হইল, আহ্লে বাইত দ্বারা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণই বুঝান হয় নাই; বরং পত্নিগণ এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারের অন্যান্য সদস্য উদ্দেশ্য। এই অর্থ গ্রহণ করা হইলে উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। আর আয়াত এবং হাদীসের মধ্যেও বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়। والله اعلم

পবিত্র কুরআনের আয়াতে যিনি চিন্তা-ভাবনা করিবেন তাহার পক্ষে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না যে اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ পূর্ববর্তী কালাম তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এবং পরেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিয়াছেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঘরে ওহীর মাধ্যমে তাহার রাসূলের উপর যে কুরআন ও সুন্নাহ নাযিল কয়িয়াছেন, হে রাসূলুল্লাহ্র পত্নিগণ! তোমরা উহার প্রতি আমল কর। অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির মধ্য হইতে আল্লাহ্ তা'আলা যে নিয়ামত দ্বারা তোমাদিগকে খাস করিয়াছেন, তোমরা উহা স্মরণ কর এবং উহার প্রতি আমল কর। তোমাদের ঘরেই আল্লাহ্ ওহী' নাযিল করিয়াছেন। দুনিয়ার অন্য কোন লোকের ঘরে নহে। বিশেষত হযরত আয়িশা (রা) এই নিয়ামতের অধিক অধিকারী। তাহার প্রতি আল্লাহ্র এই অনুগ্রহ অধিক বর্ষিত হইয়াছে। তিনি সেই ভাগ্যবতী রমণী, যাহার বিছানায় আরামরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্পষ্টত উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আয়িশা (রা)-এর এই সৌভাগ্যের কারণ ইহাও হইতে পারে যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নি হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাহার বিছানা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই খাস ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ তাহার সান্নিধ্যে আসেন নাই। আর এই কারণেই তিনি এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আহ্লে বাইত এর অন্তর্ভুক্ত, সেক্ষেত্রে তাহার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যে 'আহ্লে বাইত' এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যেমন পূর্বে ইরশাদ হইয়াছে وَاَهْلُ بَيْتِى اَحَقُّ অর্থাৎ আমার অন্য সকল আত্মীয়-স্বজন এই নামের অধিক হকদার। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস সহীহ্ মুসলিম এর অন্য এক হাদীসের সদৃশ। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, প্রথম দিনেই তাক্ওয়ার উপর কোন্ মসজিদকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে? জবাবে তিনি বলিলেন, مَسْجِدِىْ هٰذَا আমার এই মসজিদকে। অথচ আয়াত নাযিল হইয়াছিল মসজিদে কুবা সম্বন্ধে। যেমন অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা 'মসজিদে কুবা' সম্বন্ধেই যখন এই ঘোষণা করিয়াছেন যে উহা প্রথম দিন হইতেই 'তাক্ওয়া' এর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে মসজিদে নববী যে তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অভিহিত হওয়ার অধিক হকদার, ইহা সুস্পষ্ট। والله اعلم

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ...ইব্ন জামীলাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-কে হত্যা করিয়া শহীদ করিবার পর হযরত হাসান (রা) -কে খলীফা নির্বাচন করা হইল। একদিন তিনি বলিলেন, হযরত আলী (রা) সালাত রত ছিলেন। অকস্মাৎ এক ব্যক্তি তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং খঞ্জর দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। হুসাইন (রা) বলেন, হযরত আলী (রা)-কে খঞ্জর দ্বারা আঘাতকারী ব্যক্তি ছিল বনূ আসাদ গোত্রীয়। হযরত হাসান (রা) তখন সিজদায় অবনত ছিলেন। রাবী বলেন, খঞ্জরের আঘাত হযরত আলী (রা)-এর উরুতে লাগিয়াছিল। ইহার কারণে তিনি কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ হইয়া থাকেন। একবার তিনি কিছু সুস্থতা অনুভব করিলে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হে ইরাকবাসীগণ! আমাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আমরা তোমাদের শাসক, তোমাদের অতিথি এবং আহ্লে বাইত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ

রাবী বলেন, হযরত আলী (রা) ইহা বারবার বলিতে লাগিলেন। ফলে মসজিদের সকলেই কাঁদিতে লাগিল। সুদ্দী (র) আবূ দায়লাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, একবার হযরত আলী ইব্ন হুসাইন একজন শাম অধিবাসীকে বলিলেন, তুমি কি সূরা আহযাব এর এই আয়াত পাঠ কর নাই?

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا লোকটি বলিল, হাঁ, পাঠ করিয়াছি। তবে তোমরাই কি সেই আহ্লে বাইত ? তিনি বলিলেন, হাঁ।

قوله اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাঁহার অনুগ্রহেই তোমরা [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ] এই উচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়াছ এবং তোমরাই যে এই মর্যাদার অধিকারী ইহা সম্পর্কে তিনি অবহিত। সুতরাং তিনি তোমাদিগকে এই মর্যাদার জন্য খাস করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) এই আয়াতের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র যে খাস নিয়ামত রহিয়াছে তোমরা উহা স্মরণ কর এবং সেই নিয়ামত হইল যে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এমন ঘরে বাস করিবার তাওফিক দান করিয়াছেন যে ঘরে আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমত পাঠ করা হয়। অতএব তোমরা এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আল্লাহ্র প্রশংসা কর। اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا নি:সন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি অনুগ্রহ করিয়া এমন ঘরে তোমাদিগকে অবস্থান করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন, যেখানে আল্লাহ্র আয়াত ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহ পাঠ করা হয় এবং তোমাদের সম্বন্ধে তিনি অবহিত। এই কারণে তোমাদিগকে তিনি তাহার নবীর পত্নিরূপে মনোনয়ন করিয়াছেন।

হযরত কাতাদাহ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন জারীর (র)।

(٣٥) اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ
وَالْخٰشِعِيْنَ وَ الْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ
وَالصّٰٓئِمٰتِ وَ الْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا
وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

৩৫. অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী,

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ ও সওম পালনকারী নারী, যৌন অংগ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌন অংগ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী—ইহাদিগের জন্য আল্লাহ্ রাখিয়াছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) আফফান (র) .... উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে নারীদিগকে তেমন উল্লেখ করা হয় নাই কেন ? হযরত উম্মে সালমা বলেন, একদিন হঠাৎ মিম্বরের উপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। আমি তখন আমার চুল বিন্যাস করিতেছিলাম; কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আওয়াজ শুনিতেই আমি কোন রকম ঠিক করিয়া আমার ঘরের আঙ্গিনায় বাহির হইয়া আসিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার প্রতি কর্ণপাত করিয়া তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ —হে লোক সকল, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। ইমাম নাসায়ী ও ইব্‌ন জারীর (র) আব্দুল ওয়াহিদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইমাম নাসায়ী (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন হাতিম (র).... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! ইহার কারণ কি যে পবিত্র কুরআনে পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ নারীদের উল্লেখ করা হয় নাই ? তাহার এই প্রশ্নের পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

(৩) ইব্‌ন জারীর (র), আবূ কুরাইশ (র) .... হযরত উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রতি বিষয়ে কেবল পুরুষদিগকে কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমাদিগকে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

(৪) সুফিয়ান সাওরী (র)...হযরত উম্মে সালমাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উম্মে সালমা (রা) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! يذكر الرجال ولا نُذكر পবিত্র কুরআনে পুরুষদিগকে তো উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ আমাদিগকে উল্লেখ করা হয় নাই। ইহার কারণ কি ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ নাযিল করিলেন।

(৫) ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, مَالَهُ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلاَ يَذْكُرُ الْمُؤْمِنَاتِ মু'মিন পুরুষদের কথা তো আল্লাহ্ উল্লেখ করেন; অথচ মু'মিন নারীদের কথা উল্লেখ করেন না। ইহার কারণ কি ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاية নাযিল করিলেন। ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন, বিশর (র)... কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। একদা কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আপনাদের তো উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ কোন বিষয়ে আমাদের উল্লেখ করেন নাই; ইহার কারণ কি ? আমাদের বিষয়ে কি উল্লেখ করিবার কিছু নাই ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الاية। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈমান ও ইসলাম এক নহে। ঈমান ইসলাম হইতে পৃথক।

قَالَتِ الاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْ اَسْلَمْنَا গ্রাম্য লোকেরা বলে আমরা ঈমান আনিয়াছি। হে নবী! তুমি বলিয়া দাও, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা ইহা বল, আমরা বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান ইসলাম হইতে খাস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, لاَيَزْنِىْ الزَّانِىْ حِيْنَ يَزْنِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করিতে পারে না। ব্যভিচার ঈমানকে দূরীভূত করিয়া দেয়। কিন্তু সকল মুসলমান ইহাতে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ব্যভিচার করিয়া কেহ কাফির হইয়া যায় না। অতএব বুঝা গেল যে, ঈমান ইসলাম হইতে খাস। বুখারী শরীফের 'শরাহ' গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।

قوله وَالْقَانِتِيْنَ وَالْقَانِتَاتِ শব্দদ্বয় قنوت হইতে নির্গত। ইহার অর্থ শান্ত হইয়া আনুগত্য করা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ-

নাকি সেই, যে সিজদায় অবনত অবস্থায় ও দণ্ডায়মান হইয়া রাত্রের প্রহরসমূহে আনুগত্যে লিপ্ত থাকে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তাহার প্রতিপালকের রহমতের আশা পোষণ করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَهُ مَنْ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ আর আসমান ও যমীনে বিদ্যমান সকলেই আল্লাহ্র মালিকানাধীন এবং সকলেই তাঁহার অনুগত।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশার্থে দণ্ডায়মান হও।

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ হে মারয়াম! তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর, সিজদা কর ও রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। ইসলাম অর্থাৎ প্রকাশ্য আনুগত্যের আরো এক ধাপ উর্ধ্বে আরোহণ করিলে 'ঈমান' এর স্তরে উপনীত হওয়া যায় এবং ইসলাম ও ঈমান উভয়ের মাধ্যমে কুনূত অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য লাভ করা যায়।

وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ আয়াতাংশে কথাবার্তায় সত্যবাদিতা অবলম্বন করার প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ্র নিকট অতি পসন্দনীয় গুণ। আর এই কারণেই কোন সাহাবায়ে কিরাম সারা জীবনে কখনও মিথ্যা বলেন না। জাহেলী যুগেও নহে আর ইসলাম গ্রহণ করিবার পরেও নহে। সত্য বলা ঈমানের আলামত, যখন মিথ্যা বলা নিফাকের আলামত। যে ব্যক্তি সত্য বলিবে সে মুক্তি পাইবে। সত্য বলা অপরিহার্য। কারণ সত্য নেকীর প্রতি দিক নির্দেশ করে আর নেকী জান্নাতের পথ সুগম করে। মিথ্যা হইতে বিরত থাকা অপরিহার্য। কঠিন মিথ্যাও ফিসক ও ফুজুরের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলে ও সত্য অন্বেষণ করে, আল্লাহ্র দরবারে তাহাকে সিদ্দীক বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং মিথ্যা অন্বেষণ করে আল্লাহ্র দরবারে 'মিথ্যুক' বলিয়া লেখা হয়। এই বিষয়ে আরো অনেক হাদীস আছে।

وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ আর ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্যধারণকারী নারী, ধৈর্য দৃঢ়তার সুফল। যখন কেহ এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, ভাগ্যলিপির লিখন অবশ্যম্ভাবী, তাহার পক্ষে বিপদে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে। অবশ্য বিপদের সম্মুখীন হইলে প্রথম অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা অধিকতর কঠিন হয়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে উহা সহজ হইয়া পড়ে।

وَالْخَاشِعِيْنَ وَالْخَاشِعَاتِ আর বিনম্র পুরুষ ও বিনম্র নারী অর্থ আন্তরিক প্রশান্তি, একাগ্রতা ও বিনম্রতা। কোন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ্র ভয় স্থান পাইলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اُعْبُدُ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ – অন্তরে এমন বিনম্রতা সৃষ্টি করিয়া তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর, যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছে– আর তুমি তাঁহাকে না দেখিলেও তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। অতএব প্রথম অবস্থার সৃষ্টি না হইলেও এই পরিস্থিতিতে অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হওয়া জরুরী উহা অবশ্যই হইতে হইবে।

وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ আর সদকা দানকারী পুরুষ ও নারী আল্লাহ্র আনুগত্য লাভ ও তাঁহার বান্দাদিগকে উপকৃত করিবার জন্য দুর্বল ও এমন মুখাপেক্ষীদের প্রতি অনুগ্রহ করা, যাহারা নিজেরাও উপার্জন করিতে সক্ষম নহে আর এমন লোক তাহাদের নাই, যাহারা তাহাদিগকে উপার্জন করিয়া অতিরিক্ত মাল হইতে দান করিতে পারে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهٖ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ الحديث۔

আল্লাহ্ তা'আলা সাত প্রকার লোকদিগকে তাঁহার বিশেষ ছায়া দান করিবেন, যে দিনে তাঁহার বিশেষ ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে এক প্রকার লোক হইল তাহারাও যাহারা এত গোপনে সদকা দেয় যে, ডান হাত যাহা দান করে বাম হাতও উহা জানিতে পারে না। অপর হাদীসে বর্ণিত, اَلصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ। সদকা পাপকে ঠিক তদ্রূপ মিটাইয়া দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভাইয়া দেয়। وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ আর সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী। মানব প্রবৃত্তি দমনের জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকরী উপায় হইল সাওম, যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

হে যুবকদল! তোমাদের মধ্য হইতে যে বিবাহ করিতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কারণ ইহা চক্ষুকে অধিক রুদ্ধ রাখে এবং লজ্জাস্থানের অধিক সংরক্ষণ করে আর যে বিবাহ করিতে সক্ষম নহে, তাহার পক্ষে সাওম রাখা জরুরী। ইহা তাহার পক্ষে খাসী হইবার ন্যায় কার্যকরী। আর যেহেতু সাওম প্রবৃত্তি দমনের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী ব্যবস্থা, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলা وَالصَّائِمِيْنَ وَالصَّائِمَاتِ এর পরেই وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ আর অবৈধ ও হারাম হইতে স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারী পুরুষ ও সংরক্ষণকারী নারী এর উল্লেখ করা সংগত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ۔ (المؤمنون : ٧-٥)

আর যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহ সংরক্ষণ করে কিন্তু স্বীয় স্ত্রী কিংবা বাঁদী (শরীয়ত সম্মত) ব্যবহারকারীগণ নিন্দিত নহে। অতএব যাহারা স্ত্রী ও বাঁদী ব্যতীত অন্য কোন পথ খুঁজিবে তাহারা হইল সীমালংঘনকারী।

قوله اَلذَّكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّكِرَات আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা ... . হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كَانَا تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّكِرَاتِ۔

কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে রাত্রিকালে জাগ্রত করিয়া উভয়েই দুই রাকআত সালাত আদায় করিলে তাহারা ঐ রাত্রে আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (রা) আ'মাশ এর সূত্রে আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম (সা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ....হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ اَىُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرْجَةً عِنْدَ اللّٰهِ কিয়ামতে আল্লাহ্‌র কাছে কোন্ বান্দার মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক? তিনি বলিলেন والذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذَّاكِرَاتِ যেই সকল পুরুষ ও নারী আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহারা আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদ করে তাহাদের তুলনায়ও কি ইহাদের মর্যাদা বেশী। তিনি বলিলেন ঃ

لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهٖ فِىْ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يَنْكَسِرَ يَخْتَضِبَ دَمًا لَكَانَ الذَّاكِرُوْنَ اللّٰهَ اَفْضَلَ مِنْهُ۔

অর্থাৎ কোন মুজাহিদ কাফির ও মুশরিকদের সহিত জিহাদ করিতে করিতে তাহার তরবারী ভাংগিয়া যায় এবং সে যখম হইয়া রক্তাক্তও হইয়া যায় তবুও আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণ স্মরণকারী ইহার তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী হইবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র).... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার উদ্দেশ্যে চলিতে চলিতে যখন জামদান নামক স্থানে পৌছিলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ هٰذَا جَمْدَانُ سِيْرُوْا فَقَدْ سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ ইহা জামদান, তোমরা চল, মুফরিদগণ অগ্রগামী হইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, মুফরিদগণ কাহারা? তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণ স্মরণকারী পুরুষ ও নারী।" অত:পর তিনি বলিলেন اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ হে আল্লাহ্! আপনি সেই সকল লোকদিগকে ক্ষমা করুন, যাহারা মাথা মুণ্ডন করে। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা মাথার চুল খাট করিবে তাহাদের

জন্যও দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবারও হজ্ব ও উমরায় যাহারা মাথার চুল মুড়িয়া ফেলিবে তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, যাহারা চুল খাট করিবে তাহাদের জন্যও দু'আ করুন। এবার রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন وَالْمُقَصِّرِيْنَ যাহারা চুল খাট করিবে তাহাদিগকেও ক্ষমা করুন। অত্র সূত্রে একমাত্র ইমাম আহমদই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে এই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র). বলেন, হুজাইন ইব্ন মুছান্না (র) ...হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَاعَمِلَ اٰدَمِىٌّ عَمَلاً قَطُّ اَنْجٰى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

আল্লাহ্র শাস্তি হইতে অধিক মুক্তিদানকারী আল্লাহ্র যিকির অপেক্ষা কোন মানুষের অন্য কোন আমল নাই।

মু'আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন আমলের কথা বলিব না, যাহা তোমাদের জন্য সর্বাপেক্ষা উত্তম, তোমাদের অধিপতির নিকট উহা সর্বাপেক্ষা পবিত্র, যাহা তোমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদা বুলন্দকারী, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষাও তোমাদের পক্ষে যাহা উত্তম এবং শত্রুর মুকাবিলা করিয়া পারস্পরিক একে অপরের শিরচ্ছেদ করা অপেক্ষাও উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অবশ্যই বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা হইল, আল্লাহ্র যিকির।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) .... মু'আয ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কোন্ মুজাহিদের বিনিময় সর্বাপেক্ষা মহান হইবে? তিনি বলিলেন اَكْثَرُهُمْ لِلّٰهِ ذِكْرًا যে মুজাহিদ সর্বাধিক বেশী আল্লাহ্র যিকির করিবে তাহার বিনিময় সর্বাপেক্ষা মহান হইবে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ রোজাদারের বিনিময় সবচাইতে বেশী মহান হইবে? তিনি বলিলেন, যে রোজাদার সবচাইতে বেশি আল্লাহ্র যিকির করিবে? অত:পর লোকটি সালাত, যাকাত, হজ্জ ও সদকার বিনিময় ও সওয়াবের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক আমল সম্পর্কে বলিলেন, যে ব্যক্তি এই সকল আমলের সহিত আল্লাহ্র অধিক যিকির করিবে তাহার বিনিময় ও সওয়াব অধিক হইবে। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমর (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ذَهَبَ الذَّاكِرُوْنَ بِكُلِّ خَيْرٍ আল্লাহ্র যিকিরকারীগণ সকল কল্যাণেরই অধিকারী হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ নি:সন্দেহে।

যিকিরের মর্যাদা সম্পর্কে অবশিষ্ট হাদীসমূহ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করিব ইনশাআল্লাহ্।

قوله أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য ক্ষমা ও মহান বিনিময় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতে যেই সকল সৎগুণের অধিকারী পুরুষ ও নারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলকে আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তাহাদের জন্য মহান বিনিময় অর্থাৎ বেহেশত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

(٣٦) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

৩৬. আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকিবে না। কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করিলে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হইবে।

তাফসীর ঃ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ الخ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলেন। প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া তিনি ইহাতে অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাহাকে বলিলেন, তুমি বিবাহের এই প্রস্তাবে সম্মত হও। তখন তিনি বলিলেন, আমি একটু চিন্তা করিয়া দেখি। তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছিলেন সে অবস্থায়ই এই আয়াত নাযিল হইল وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ الخ অত:পর হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি এই বিবাহে সন্তুষ্ট? উত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ। ইহার পর তিনি বলিলেন, তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হইব না। তাহার সহিত আমি স্বীয় সত্তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। ইব্‌ন লাহীআহ (রা) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাব (রা)-এর নিকট হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিলে তিনি উহাতে এই বলিয়া অসম্মতি জানাইলেন যে, যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা) অপেক্ষা আমার বংশীয় মর্যাদা উত্তম। বস্তুত হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) কিছুটা কঠিন প্রকৃতির ছিলেন। অত:পর এই আয়াত নাযিল হইল। মুজাহিদ, কাতাদাহ, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়্যান (রা) বলেন, অনেক আয়াত হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাহার নিকট হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ এর বিবাহের পয়গাম দিলে তিনি প্রথমে উহা অস্বীকার করেন এবং পরে সম্মত হন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, আয়াতটি উম্মে কুলসূম বিনতে উকবাহ ইব্ন আবু মুআইত সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। হুদায়বিয়া সন্ধির পর সর্বপ্রথম তিনি হিজরত করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে বিবাহের জন্য স্বীয় সত্তাকে পেশ করেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত তাহাকে বিবাহ দেন। সম্ভবত হযরত যায়নাব (রা)-এর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবার পরই এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত হযরত উম্মে কুলসূমের বিবাহে খোদ উম্মে কুলসূম ও তাহার ভাই অসন্তুষ্ট হন। তাহাদের বক্তব্য হইল, আমাদের কামনা হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক হউক; কিন্তু উহা তো করিলেন না; বরং তাহার একজন গোলামের সহিত বিবাহ দিলেন। রাবী বলেন, এই ঘটনার পর নাযিল হইল ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَامُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا الاية

এই আয়াত অপেক্ষা ব্যাপক অর্থ-বাহক আয়াত হইল ঃ النَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ নবী (সা) মু'মিনদের খোদ তাহাদের নিজ সত্তা অপেক্ষাও অধিকতর নিকটবর্তী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীর কন্যার সহিত জলবীব নামক একজন সাহাবীর বিবাহের পয়গাম দিলেন। আনসারী বলিলেন, আচ্ছা আমি তাহার আম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া বলিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহাতে সম্মত হইলেন। আনসারী তাহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, ইহা কখনও হইতে পারে না। আমরা তো অমুক অমুক উচ্চ বংশীয় পাত্রকেও অস্বীকার করিয়াছি। আনসারী কন্যা পর্দার আড়ালে বসিয়া আব্বা আম্মার কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি এই বিবাহে সম্মত হইয়া থাকেন তবে তোমরা কি উহা উপেক্ষা করিবে? কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। অত:পর তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি এই বিবাহে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমরাও রাজী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আমি ইহাতে রাজী। অত:পর তাহাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। তাহাদের বিবাহ সম্পাদনের পর একদা মদীনার মুসলমানগণ শত্রুর মুকাবিলা করিবার জন্য বাহির হইলেন। জলবীবও রওনা হইলেন এবং শত্রুর মুকাবিলা করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিলেন। সাহাবায়ে কিরাম তাহাকে রণক্ষেত্রে মৃতাবস্থায়

পাইলেন। তাহার পাশে অনেক মুশরিকও মৃতাবস্থায় পড়িয়াছিল, যাহাদিগকে তিনি হত্যা করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, সেই আনসারী কন্যার বাড়িতে সবচাইতে অধিক ব্যয় করা হইত। মদীনায় অন্য কোন বাড়িতে এত ব্যয় আর হইত না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... আবূ বারসা আসলামী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জলবীব নামক এক ব্যক্তি মহিলাদের নিকট গমানগমন করিত এবং তাহাদের সহিত কৌতুক করিত। ইহা জানিয়া আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, জলবীব যেন তোমাদের নিকট প্রবেশ করিতে না পারে। যদি এমন হয় তবে আমি কিন্তু তোমাদের সহিত এমন এমন ব্যবহার করিব। আনসারগণের অভ্যাস ছিল তাহাদের কোন অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে যাবৎ না তাহারা নিশ্চিত হইতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের কন্যা বিবাহ করিবেন না, তাহাকে অন্যত্র বিবাহ দিতেন না। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন আনসারী সাহাবীকে বলিলেন, তোমার কন্যা আমাকে দান কর। আনসারী বলিলেন, ইহা তো বড়ই খুশী ও সম্মানের বিষয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার নিজের জন্য তাহাকে চাহি নাই। আনসারী বলিলেন, তবে কাহার জন্য, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জলবীব এর জন্য। আনসারী বলিলেন আমি তাহার আম্মার সহিত একটু পরামর্শ করিয়া বলিব। তিনি স্বীয় স্ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার কন্যার জন্য বিবাহের পয়গাম দিয়াছেন। স্ত্রী বলিলেন, বড়ই উত্তম প্রস্তাব, বড়ই খুশীর কথা। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের জন্য নহে। তাহার স্ত্রী বলিলেন, জলবীব কি তাহার পুত্র? জলবীব কি তাহার পুত্র? আল্লাহ্র কসম, তাহার সহিত আমরা বিবাহ দিব না। স্ত্রীর মত শুনিয়া আনসারী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের মত পেশ করিতে রওয়ানা হইতেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাহার কন্যা স্বীয় আম্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, কাহার পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম আসিয়াছে? তিনি সবিস্তারে কন্যাকে জানাইলেন। কন্যা আম্মার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রস্তাব তোমরা প্রত্যাখ্যান করিতেছ? ইহা সম্ভব নহে। তোমরা আমাকে তাহার হাওলা কর। তিনি কখনও আমার জীবন নষ্ট করিবেন না। অত:পর তাহার আব্বা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনারে প্রস্তাবে আমরা সম্মত। তখন তিনি জলবীব এর সহিত আনসারী কন্যাকে বিবাহ দিলেন।

এই ঘটনার পর একবার রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধে গমন করেন। যুদ্ধে মুসলমানগণ জয় লাভ করে। গনীমতের মাল বিতরণকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, বীর মুজাহিদগণের মধ্য হইতে কেহ কি এমন আছে, যাহাকে তোমরা হারাইয়াছ? তাহারা বলিলেন, অমুক অমুককে আমরা পাইতেছিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবার জিজ্ঞাসা

করিলেন, আরো কি কেহ্ আছে. যাহাকে তোমরা পাইতেছ না? তাহারা বলিলেন, আর কেহ নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি জলবীবকে পাইতেছিনা। তোমরা তাহাকে নিহতদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির কর। তাহারা খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তাহাকে সাতটি মৃতদেহের পাশে পড়া পাইলেন, যাহাদিগকে তিনি হত্যা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহারা এ বিষয়ে অবহিত করিলে তিনি তাহার কাছে আসিলেন। তিনি বলিলেন, এই যে মৃতদেহ তোমরা দেখিতেছ; ইহাদিগকে জলবীব হত্যা করিয়াছে। পরে জলবীবকে অন্যান্য মুশরিকরা শহীদ করিয়াছে। هٰذَا مِنِّىْ وَاَنَا مِنْهُ সে আমার এবং আমি তাহার। এই কথা রাসূলুল্লাহ্ দুই কিংবা তিন বার বলিলেন। অত:পর তাহার জন্য কবর খনন করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই বাহু দ্বারা তাহাকে উঠাইলেন এবং কবরে রাখিলেন। তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) গোসল দিয়াছেন, রাবী ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। সাবিত (রা) বলেন, আনসারী মহিলাদের মধ্যে এই বিধবা মহিলা অপেক্ষা অধিক ব্যয়কারী আর কোন মহিলা ছিল না। অর্থাৎ তিনি বড়ই প্রাচুর্যের অধিকারিণী ছিলেন।

ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ তলহা (রা) হযরত সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ আনসারী কন্যার জন্য কি দু'আ করিয়াছিলেন, উহা জানেন কি? তিনি বলিলেন, তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এই দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَبَّ عَلَيْهَا صَبًّا وَلاَ تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا ـ

হে আল্লাহ্! আপনি তাহাকে প্রাচুর্যের অধিকারিণী করুন তাহার জীবন দারিদ্র্যক্লিষ্ট করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ তাহার জন্য যেমন দু'আ করিয়াছিলেন, বাস্তবে তেমনই ঘটিয়াছিল। তাহার চাইতে অধিক প্রাচুর্যের অধিকারিণী মহিলা আর কেহ্ ছিল না। আল্লাহ্র রাহে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। ইমাম আহমদ এইরূপ দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) ইমাম আহমদ (র) হইতে 'ফাযায়েল' অধ্যায়ে জলবীব এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফেজ আবূ উমর ইব্ন আব্দুল বারর (র) 'ইস্তিআব' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আনসারী কন্যা পর্দার আড়াল হইতে যখন জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেছ? তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ اَمْرِهِمْ ـ

আয়াত সকল বিষয়কে শামিল করে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে উহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

তোমার প্রতিপালকের কসম, তাহারা মু'মিন হইতে পারিবেনা, যাবৎ না তাহারা তোমাকে তাহাদের পারস্পরিক সমস্যার সমাধানকারী হিসেবে মান্য করিবে এবং তোমার ফয়সালায় অন্তরে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করিবে না এবং উহার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করিবে। অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত ঃ

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

যাহার হাতে আমার জীবন, সেই মহান সত্তার কসম, তোমাদের মধ্য হইতে কেহ মু'মিন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিধানের অনুগত হইবে। আর যেহেতু আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের গুরুত্ব অত্যধিক এই কারণে ইহার বিরোধিতা করায় কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর নাফরমানী করে সে স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

যাহারা তাঁহার হুকুমের বিরোধিতা করে তাহারা যেন তাহাদের প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌঁছিবার কিংবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করে।

(٣٧) وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۭ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۗىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۭ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ○

৩৭. স্মরণ কর, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং তুমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছ, তুমি তাহাকে বলিতেছিলে, তোমার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে যাহা গোপন করিতেছ আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। তুমি লোক ভয় করিতেছিলে, অথচ আল্লাহ্কেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সংগত। অতঃপর যায়দ যখন যয়নবের সহিত বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করিল, তখন আমি তাহাকে তোমার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিলাম, যাহাতে মু'মিনদিগের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীর সহিত বিবাহসূত্র ছিন্ন করিলে সেইসব রমণীকে বিবাহ করায় মু'মিনদিগের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহ্র আদেশ কার্যকরী হইয়াই থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা) সম্বন্ধে ইরশাদ করেন–তিনি তাহার আযাদ করা গোলাম হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ (রা) যাহার প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগ্রহ রহিয়াছে। আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিবার ও রাসূলের অনুসরণ করিবার তাওফীক দান করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুগ্রহ হইল তিনি তাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসাহ রাসূলুল্লাহ (সা) এর বড়ই প্রিয় ছিলেন। তাহাকে الحِبُّ। 'প্রিয়জন' বলা হইত এবং তাহার পুত্র হযরত উসামাহ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে الحِب ابنَ الحِب। 'প্রিয়জন এর পুত্র প্রিয়জন' বলা হইত। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাহাকে কোন সেনাদলের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে উহার প্রধান করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে তাহাকে নিজের প্রতিনিধিও করিতেন। ইমাম আহমদ (র) ...হযরত আয়িশা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বায্যার (রা) বলেন, খালিদ ইব্ন ইউসূফ (র)... হযরত উসামাহ ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদে ছিলাম, এমন সময় আব্বাস এবং আলী ইব্ন আবূ তালেব (রা) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে আমাদের জন্য ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা কর। অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া আলী ও আব্বাস (রা)-এর আগমন বার্তা শুনাইলাম এবং তাহারা যে অনুমতি চাহিতেছে তাহাও জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের প্রয়োজন কি, উহা কি তুমি জান? আমি বলিলাম, জ্বী না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কিন্তু জানি। হযরত উসামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে প্রবেশের অনুমতি দান করিবেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার পরিবারের কোন্ ব্যক্তি আপনার সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, পরিবারের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় আমার ফাতেমা। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ফাতেমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فَأُسَامَةُ بْنِ

زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ সেই যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-এর পুত্র যাঁহার প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমিও অনুগ্রহ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় ফুফাত ভগ্নি হযরত উমায়মাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা)-কে যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (রা)-এর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। মাহ্‌রানা ধার্য করিয়াছিলেন দশ দীনার, ষাট দিরহাম, একটি উড়না, একটি চাদর, একটি বর্ম, পঞ্চাশ মুদ খাবার ও দশ মুদ খেজুর। মুকাতিল (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বিবাহের পরে হযরত যায়নাব (রা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ্‌র সহিত প্রায় এক বৎসর অবস্থান করেন। অত:পর তাহাদের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। হযরত যায়েদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হযরত যায়নাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ তুমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ তুমি তোমার অন্তরে উহা গোপন করিতেছ, যাহা আল্লাহ্ প্রকাশ করিবেন, আর মানুষকে তুমি ভয় করিতেছ; অথচ আল্লাহ্-ই অধিক ভয়ের যোগ্য। এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) কতিপয় রেওয়ায়েত পেশ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ না হইবার কারণে আমরা উহা এখানে উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম। ইমাম আহমদ (র) হাম্মাদ (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে এই প্রসংগে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাও গরীব। ইমাম বুখারী (র) সংক্ষিপ্তভাবে উহার কিছু অংশ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম (র) আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন تُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ আয়াতটি হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ ও যায়েদ ইব্‌ন হারেসাহ (র) সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতেম ...... যায়েদ ইব্‌ন জু'দআন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হাসান تُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ এর কি তাফসীর বর্ণনা করেন? আমি তাহাকে হযরত হাসান (র) এর কৃত তাফসীর পেশ করিলে তিনি বলিলেন, ইহা নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নবী (সা)-কে সংবাদ দিয়াছেন যে, অচিরেই যায়নাব (রা) তাহার পত্নিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসাহ (র) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে আসিলেন তখন তিনি বলিলেন, اِتَّقِ اللّٰهَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং তোমার স্ত্রীকে ছাড়িও না। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার সহিত তাহাকে (যায়নাবকে) বিবাহ দিব বলিয়া সংবাদ দিলাম। তুমি মনে মনে ঐ বিষয়টি গোপন

করিতে যাহা আল্লাহ্ প্রকাশ করিবেন। সুদ্দী (রা) হইতে এইরূপ বর্ণিত। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন শাহীন (রা) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বিষয় গোপন করিতেন তবে তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ গোপন করিতেন।

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا অত:পর যায়েদ যখন তাহার প্রয়োজন পূর্ণ করিল, তখন আমি তোমার সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। الوطر শব্দের অর্থ প্রয়োজন। অর্থাৎ যায়েদ যখন যায়নাবকে ত্যাগ করিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। হযরত যায়নাবকে (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বিবাহ্ দানের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব খোদ আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই নির্দেশ দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আক্‌দ মোহরানা ও কোন মানুষকে সাক্ষী রূপে গ্রহণ করা ছাড়াই হযরত যায়নাব (রা)-কে পত্নিরূপে গ্রহণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত যখন শেষ হইল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, তুমি যায়নাব (রা)-এর নিকট যাও এবং তাহার নিকট আমার আলোচনা কর। তিনি হুকুম পালনার্থে চলিলেন, এবং তাহার নিকট আসিয়া দেখিলেন, তিনি আটার খামীর প্রস্তুত করিতেছেন। হযরত যায়েদ (রা) বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাহার অতিশয় মর্যাদা অনুভব করিলাম। এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সক্ষম হইলাম না। আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ইহার আলোচনা করিয়াছেন। অতএব তাহার দিকে পিঠ করিয়া আমি উল্টা দিকে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলাম, যায়নাব। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমার আলোচনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত যায়নাব (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র সহিত পরামর্শ করা ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব না। অত:পর তিনি স্বীয় সালাতের স্থানে গিয়া সালাত শুরু করিলেন। ইতিমধ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিনা অনুমতিতেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাংস ও রুটি দ্বারা আহার করিলেন। আহারের পর আমন্ত্রিত লোকজন বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কতিপয় লোক আহারের পরেও ঘরে বসিয়া কথাবার্তায় মগ্ন রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইয়া গেলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি এক এক করিয়া স্বীয় পত্নিগণের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে সালাম করিতে লাগিলেন। তাহারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সা) নতুন পত্নিকে কেমন পাইলেন? হযরত আনাস বলেন, ইহা আমি সঠিকভাবে

বলিতে পারি না, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিয়াছিলাম যে, লোকজন ঘর ত্যাগ করিয়াছে না কি অন্য কেহ্ তাহাকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় তিনি পর্দা ফেলিয়া দিলেন এবং পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ يُؤْذَنَ لَكُمْ। তোমরা নবী (সা)-এর ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করিও না। সুলায়মান ইব্‌ন মুগীরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যান্য পত্নিগণের উপর এই কথা বলিয়া গর্ব করিতেন যে, তোমাদিগকে তো তোমাদের পরিবারের লোকজন বিবাহ দিয়াছে; আর আমাকে সাত আসমানের উপর হইতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহ দিয়াছেন। সূরা নূর এর তাফসীরে আমরা পূর্বে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ এর বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলেন, একবার যায়নাব ও আয়িশা (রা) পরস্পরে একে অন্যের সাথে এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিলেন— যায়নাব বলিলেন, আমি সেই নারী, যাহার বিবাহের ফায়সালা আসমান হইতে নাযিল হইয়াছে। আয়িশা বলিলেন, আমি সেই মহিলা, যাহার ওজর আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। অত:পর যায়নাব তাহার কথা স্বীকার করিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (রা) ও শা'বী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত যায়নাব (রা) নবী করীম (সা)-কে বলিতেন, আপনার অন্যান্য পত্নিগণের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তিনটি অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী করিয়াছেন। আমার ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি। খোদ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সহিত আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন। বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মধ্যে জিবরীল (আ) মধ্যস্থতা করিয়াছেন।

قوله لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا যেন মুমিনদের জন্য কোন ক্ষতি না হয় তাহাদের পালিত পুত্রগণের পত্নিগণের ব্যাপারে যখন তাহারা তাহাদিগকে তালাক দেয়, অর্থাৎ যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করা আমরা এই জন্য জায়েয করিয়াছি যে, পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীগণকে তালাক দেওয়ার পর তাহাদিগকে বিবাহ করিবার ব্যাপারে মু'মিনদের জন্য কোন অসুবিধা না হয়।

যেহেতু নবুওয়াতের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে পুত্র বানাইয়াছিলেন এবং সাধারণভাবে তাহাকে যায়েদ ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিয়া ডাকা হইত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই সম্পর্ক وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ .... اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَاءِ هِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ الخ দ্বারা ছিন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর

সহিত হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহ সম্পন্ন করিয়া উহাকে অনেক অধিক জোরদার করিলেন। তাহ্রীম আয়াতের وَحَلَائِلُ اَبْنَاءِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ তোমাদের ঔরসজাত সন্তানের বিবিগণও তোমাদের পক্ষে হারাম ইহা দ্বারা মুখবোলা ও পোষ্যপুত্রগণের স্ত্রীকে বিবাহ করা যে হারাম নহে, তাহা প্রমাণিত হয়। এবং তাহার স্বীয় স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবার পর তাহাদের মুখবোলা পিতাগণের পক্ষে তাহাদিগকে বিবাহ করাও হারাম নহে। বরং কেবল ঔরসজাত সন্তানের স্ত্রীগণই হারাম বলিয়া প্রমাণিত।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا আর আল্লাহ্র নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হয়। অর্থাৎ যায়নাব (রা)-এর বিবাহের এই বিষয়টি আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সংঘটিত না হইয়া পারে না। তিনি অচিরেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

(٣٨) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا ۟

৩৮. আল্লাহ্ নবীর জন্য যাহা বিধিসম্মত করিয়াছেন তাহা করিতে তাহার জন্য কোন বাধা নাই। পূর্বে যে সব নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ নবীর জন্য আল্লাহ্ যাহা বিধি সম্মত করিয়াছেন, উহা করিতে নবীর জন্য কোন বাধা নাই। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করায় শরীয়তের বিধান মুতাবিক কোন বাধা নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পক্ষে ইহা হালাল করিয়াছেন।

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ যে সকল নবী অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন কোন হুকুম দিতেন না যাহা পালন করিতে তাহাদের পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি হইত। আল্লাহ্ তা'আলা ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোষ্যপুত্র হযরত যায়েদ ইব্ন হারিসা (রা)-এর স্ত্রী বিবাহ করায় মুনাফিকরা যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল, উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বিধান নির্ধারণ করেন, উহা অবশ্যই সংঘটিত হইয়া থাকে। উহা সংঘটিত হইতে বাধা দিতে পারে এমন কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন উহা অবশ্য সংঘটিত হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না উহা সংঘটিত হইতে পারে না।

(٣٩) الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

(٤٠) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○ع

৩৯. তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিত এবং তাঁহাকে ভয় করিত, আর আল্লাহ্‌কে ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিত না। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট।

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহ্‌র রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সকল বান্দাগণের প্রশংসা করেন। যাহারা তাহার বিধানসমূহ তাহার মাখলুকের কাছে পৌঁছাইয়া দেয় ও প্রচার করে এবং রিসালাতের আমানত সঠিক ভাবে আদায় করে।

وَيَخْشَوْنَهٗ আর তাহাকে ভয় করে অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভয় করে; অন্য কাহাকেও ভয় করে না। অতএব কাহারো প্রভাব-প্রতিপত্তি তাহাকে আল্লাহ্‌র বিধান প্রচার করিতে বাধা প্রদান করিতে পারে না।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট অর্থাৎ সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইলেন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)। মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির কাছে রিসালাতের পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সফল প্রচেষ্টার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য সকল দ্বীন ও শরীয়তের উপর তাহার দ্বীন ও শরীয়তকে বিজয় করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে যেসকল নবী প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদিগকে কেবল তাহার নিজস্ব কওমের নিকট দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পৃথিবীর সমগ্র মানুষের কাছে দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। আরব আজম নির্বিশেষে সকলেই তাহার উম্মৎভুক্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا তুমি বল, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মতই তাবলীগ ও প্রচারের এই দায়িত্ব পালনের জন্য ওয়ারিশ ও উত্তরসূরী হিসাবে বিবেচিত। উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কিরামই এই দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে যেমন হুকুম করিয়াছেন তাহারা কোন প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই উম্মৎকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সকল কথাবার্তা তাঁহার সকল কর্মকাণ্ড ও সকল অবস্থা দুনিয়ার সামনে পেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য দিবা-নৈশ ও সফর-ইকামাহ কোন সময় ও অবস্থার কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও অবস্থা প্রচার করিতে তাহারা ছাড়েন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগ হইতে আমাদের যুগ পর্যন্ত প্রতি যুগেই পরবর্তী যুগের মনীষীগণ পূর্ববর্তীগণের ওয়ারিশ হইয়া তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। যাহারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা ঐ সকল মনীষীগণের নূরের অনুসরণ করিয়াছে আর যাহারা তাওফীকপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা তাহাদের পথেই পরিচালিত হইয়াছে। মহান রব্বুল আলামীনের নিকট আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইব্ন নুমাইর ... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَايَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ نَفْسَهُ اَنْ يَرٰى اَمْرَاللّٰهِ فِيْهِ مَقَالُ ثُمَّ لَايَقُوْلُه - فَيَقُوْلُ اللّٰهُ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَقُوْلَ مِنْهُ فَيَقُوْلُ رَبِّ خَشِيْتُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ فَاَنَا اَحَقُّ اَنْ يَخْشٰى -

তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন স্বীয় সত্তাকে লাঞ্ছিত না করে অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে দেখিয়া নীরবতা অবলম্বন করা ইহাই নিজ সত্তাকে লাঞ্ছিত করিবার শামিল। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, শরীয়ত বিরোধী কাজ করিতে দেখিয়া উহার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইতে বাধা দিয়াছিল কোন্ বস্তু? সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! মানুষের ভয়ে আমি এইরূপ করিয়াছি। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, আমার ভয় করাই তো অধিক সংগত ছিল। ইমাম আহমদ (রা) ..... আমর ইব্ন মুররাহ (রা) হইতেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইহা আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে। এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর 'যায়েদ ইব্ন মুহাম্মদ' বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। যদিও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়াছিলেন। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন ঔরসজাত পুত্র যৌবনে পদার্পণ করে নাই। হযরত খাদীজা (রা) এর গর্ভে তাহার তিন পুত্র কাসেম, তায়্যিব ও তাহের জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু

তাহারা সকলেই শৈশবকালে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত মারিয়া কিবতিয়্যাহ্ (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ইবরাহীম। তাহার ইন্তেকালও শৈশবকালেই ঘটে। হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যায়নাব, উম্মে কুলসূম, হযরত ফাতেমা ও রুকাইয়াহ। রাসূলুল্লাহ্র (সা) জীবদ্দশায়ই তাঁহার তিন কন্যা ইন্তেকাল করেন এবং হযরত ফাতেমা (রা) তাঁহার ইন্তেকালের ছয়মাস পরে ইন্তেকাল করেন।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী আর আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ রিসালাতের দায়িত্ব কাহাকে অর্পণ করিতে হইবে আল্লাহ্ তাহা খুব ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব ঘটিবে না। আর যখন কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, সে ক্ষেত্রে কোন রাসূলেরও যে আগমন ঘটিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ রিসালাতের মাকাম নবুওতের মাকাম অপেক্ষা খাস। কারণ সকল রাসূল নবী হইয়া থাকেন, কিন্তু সকল নবী রাসূল হন না। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে যে কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, এই সম্পর্কে একদল সাহাবায়ে কিরাম হইতে মুতাওয়াতির সূত্রে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আমের আযদী (র) ... হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ فِى النَّبِيِّنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَحْسَنَهَا وَاَكْمَلَهَا وَتَرَكَ فِيْهَا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ لَمْ يَضَعْهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِالْبُنْيَانِ وَيُعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ تَمَّ مَوْضِعُ هٰذِهِ اللَّبْنَةِ فَانَا فِى النَّبِيِّنَ مَوْضِعُ تِلْكَ اللَّبْنَةِ -

আমার দৃষ্টান্ত নবীগণের মধ্যে এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং উহার নির্মাণ সম্পন্ন করিল বটে, কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য থাকিল। মানুষ উহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়াও শূন্য স্থানটির কারণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, হায়! যদি এই ইটের স্থানটি পূর্ণ হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নবীগণের মধ্যে আমিই হইলাম সেই ইটের স্থান। ইমাম তিরমিযী (র) বান্দার এর মাধ্যমে আবূ আমের আকদী হইতে অত্র সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলেন, ইহা হাসান সহীহ।

(২) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) ... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَ النُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُوْلَ بَعْدِىْ وَلاَ نَبِىَّ ـ

রিসালাত ও নবুয়াত শেষ হইয়াছে, অতএব আমার পরে কোন রাসূলেরও আগমন ঘটিবে না আর কোন নবীও আসিবেন না। রাবী বলেন, এই কথা শুনিয়া সাহাবীগণ ব্যথিত হইলেন। তখন তিনি বলিলেন وَلٰكِنَّ الْمُبَشِّرَاتُ 'মুবাশ্‌শিরাত' পরেও অবশিষ্ট থাকিবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুবাশ্‌শিরাত' কি? তিনি বলিলেন, رُؤْيَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَهِىَ جُزْءٌ مِنْ اَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ মুসলমানের সত্য স্বপ্ন, ইহা নবুওতের একটি অংশ। ইমাম তিরমিযী (রা) হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ যাআফরানী (র) এর মাধ্যমে আফফান ইবন মুসলিম (রা) হইতে অত্র সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুখতার ইব্‌ন ফুলফুল হইতে হাদীসটি গরীব।

(৩) আবূ দাঊদ তায়ালেমী (র) বলেন, সুলাইম ইব্‌ন হাইয়ান (র).. জাবের ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا فَنَظَرَ اِلَيْهَا قَالَ مَا اَحْسَنَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ هٰذِهِ اللَّبْنَةِ فَاَنَا مَوْضِعُ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِىَ الْاَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ـ

আমার ও পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল এবং উহা সম্পন্ন করিল ও উত্তমরূপে নির্মাণ করিল, কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। অত:পর যে ব্যক্তিই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল সে-ই এই ইটের স্থানটি বাদ দিয়া উহার প্রশংসা করিল। সে বলিল, এই ইটের স্থানটি ব্যতীত কত চমৎকারই না এই ঘরটি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমিই হইলাম সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণকারী। আমি হইলাম সর্বশেষ নবী। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইহা সুলাইম ইবন হাইয়ান (র) হইতে একাধিক সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি সহীহ; কিন্তু এই সূত্রে ইহা গরীব।

(৪) ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ... ও হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُ النَّبِيِّيْنَ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا اِلاَّ لَبْنَةً وَاحِدَةً فَجِئْتُ اَنَا فَاَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ ـ

আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল, সে উহা সম্পন্ন করিল বটে; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল।

অত:পর আমার আগমন ঘটিল এবং ইটের সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম। আ'নাস এর সূত্রে কেবল ইমাম মুসলিমই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৫) ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনূস ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)... আবূ তুফাইল (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَانُبُوَّةَ بَعْدِىْ اِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ ـ আমার পরে মুবাশিশারাত ব্যতীত কোন নবুওয়াতের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। প্রশ্ন করা হইল, মুবাশিশারাত কি ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলিলেন, اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ اَوْ قَالَ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ উত্তম স্বপ্ন অথবা তিনি বলিলেন, নেক স্বপ্ন।

(৬) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রজ্জাক (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ مَثَلِىْ وَمِثْلُ الاَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اِبْتَنٰى بُيُوْتًا فَاَكْمَلَهَا وَاَحْسَنَهَا وَاَجْمَلَهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ وَيُعْجِبُهُمْ الْبُنْيَانُ وَيَقُوْلُوْنَ اَلاَ وُضِعَتْ هٰهُنَا لَبْنَةٌ فَيَتِمُّ بُنْيَانُكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَنَا اللَّبْنَةُ ـ

আমার ও অন্যান্য নবীগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কতগুলি ঘর নির্মাণ করিল এবং অতি উত্তমরূপে নির্মাণ করিয়া উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু উহার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। মানুষ ঘরগুলির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিল উহাদের উত্তম নির্মাণ কার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল কিন্তু শূন্যস্থানটি দেখিয়া তাহারা বলিল, এই স্থানে ইট রাখা হইল না কেন? তাহা হইলেই ইহার নির্মাণ কার্য পূর্ণ হইত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি হইলাম শূন্যস্থানের সেই ইটখানি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাজ্জাক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(৭) ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আইয়ুব, কুতায়বাহ ও আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فُضِّلْتُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ اُعْطِيْتُ جَوَامِعُ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وطُهُوْرًا وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّوْنَ ـ

—ছয়টি বিষয় দ্বারা আমাকে অন্যান্য সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমাকে ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কথার অধিকারী করিয়াছেন। রু'ব ও

ভয়ভীতি দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে, গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। ভূমণ্ডলীকে আমার জন্য সিজদার স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করিয়াছেন। সমগ্র মানবকুলের প্রতি আমাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং আমাকে সর্বশেষ নবী করা হইয়াছে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইসমাইল ইব্ন জা'ফর (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

(৮) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবু মুআবিয়াহ (র) ... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى دَارًا فَاَتَمَّهَا اِلاَّ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ وَاحِدَةٍ فَجِئْتُ اَنَا فَاَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ۔

আমার ও আম্বিয়াগণের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি একটি ঘর নির্মাণ করিল, অত:পর সে উহা সম্পন্ন করিল; কিন্তু একটি ইটের স্থান শূন্য রহিল। অত:পর আমার আগমন ঘটিল এবং আমি সেই ইটের শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিলাম। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শাযবাহ ও আবূ কুরাইব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহারা উভয়ই আবূ মুআবিয়াহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

(৯) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) ... হযরত ইরবাজ ইব্ন সারিয়াহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন ঃ

اِنِّىْ عِنْدَ اللّٰهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَاِنَّ اٰدَمَ لَمُنْجَدِلُ فِىْ طِيْنَتِهِ۔

আল্লাহ্র কাছে আমি তখন হইতে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিবেচিত যখন আদম (আ) মাটির সহিত মিশ্রিত ছিলেন।

(১০) ইমাম যুহরী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জুবাইর ইব্ন মুত্ইম তাহার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

اِنَّ لِىْ اَسْمَاءً اَنَا مُحَمَّدٌ اَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوْاللّٰهُ بِىْ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ الَّذِىْ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِىٌّ۔

আমার অনেকগুলো নাম আছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মা-হী (নির্মূলকারী), আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা কুফর মিশাইয়া দিবেন। আমি হাশরে (একত্রকারী), আল্লাহ্ তা'আলা আমার পায়ের উপর সকল মানুষ একত্রিত করিবেন।

আমি আকিব (সর্বশেষ আগমনকারী), আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি তাহাদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১১) ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিলাম, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় গ্রহণকারী ব্যক্তির মত বাহির হইলেন; তখন তিনি বলিলেন ঃ

اَنَا مُحَمَّدُ النَّبِىُّ الْاُمِّىُّ ثَلَاثًا وَلَانَبِىَّ بَعْدِىْ اُتِيْتُ فَوَاتِحُ الْكَلِمِ وَجَوَامِعُهُ وَخَوَاتِمُهُ وَعُلِّمْتُ كَمْ خَزَنَةُ النَّارِ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ وَتَجُوْبِىْ عُوْفِيْتُ وَعُوْفِيَتْ اُمَّتِىْ فَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا مَا دُمْتُ فِيْكُمْ فَاِذَا ذَهَبَ لِى فَعَلَيْكُمْ كِتَابَ اللّٰهِ اَحِلُّوْا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوْا حَرَامَهُ۔

—আমি মুহাম্মদ উম্মী নবী, এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। আমার পরে কোন নবীর আগমন ঘটিবে না, কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও শেষাংশ আমাকে দান করা হইয়াছে এবং ব্যাপক অর্থ সম্পন্ন কালামও আমাকে দান করা হইয়াছে, দোযখের প্রহরী কতজন এবং আরশবহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত, উহা আমাকে জানান হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা করা হইয়াছে এবং আমার উম্মতকেও। যতকাল আমি তোমাদের মাঝে আছি আমার কথা শ্রবণ কর ও আমার অনুসরণ কর। যখন আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবী হইতে লইয়া যাইবেন তখন অবশ্যই তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অনুসরণ করিয়া চলিবে। উহার মধ্যে উল্লেখিত হালালকে তোমরা হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম। কেবল আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) .... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আগে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহ্‌র বান্দাগণের প্রতি প্রেরণ করা এবং সাথে সাথে তাহাকে সর্বশেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করা ইহা তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নাযিলকৃত আল-কিতাবের মাধ্যমে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরে আর কোন নবী নাই। ইহা দ্বারা তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, তাঁহার পরে যে কেহ নবুওয়াতের দাবী করিবে সে একজন মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ধোকাবাজ। সে যদি নানা প্রকার তিলিসমাতির প্রকাশ ঘটায় তবুও গুমরাহী ব্যতীত অন্য কোন নামে তাহা অভিহিত হইবে না। যেমন পূর্বে ইয়ামান এর আসওয়াদ আনাসী ও ইয়ামাহ এর

মূসায়লামাহ এর হাতে এইরূপ তিলিসমতির প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ গুমরাহী ছিল, জ্ঞানীজনের বুঝিতে বাকী ছিল না। আর যাহারা নবুওয়াতের দাবীদার ছিল তাহারাও জ্ঞানীজনের নিকট মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ্ ছিল ইহাতে সন্দেহ্ নাই। কিয়ামত পর্যন্ত যাহারাই এইরূপ দাবী করিবে তাহারাও মিথ্যাবাদী ও গুমরাহ্। এমন কি খাতেমুল কাযযাবীন ও সর্বশেষ মিথ্যাবাদী ও মহা প্রতারক মসীহ্ দাজ্জাল এর প্রকাশ ঘটিবে। তবে এই সকল প্রতারক ও মিথ্যাবাদীদের কিছু আলামত এমন হইবে, যাহার মাধ্যমে কোন আলেম ও মু'মিনের বুঝিতে বাকী থাকিবে না যে, তাহারা মিথ্যাবাদী। তাহারা না সৎকাজের নির্দেশ করিবে আর না অসৎ কাজ হইতে বাধা দিবে। যদি কখনও এমন হয় তবে তাহা হইবে আকস্মিক, না হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া। বস্তুত তাহারা তাহাদের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডে চরম প্রতারণা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ -

শয়তান যে কাহার নিকট অবতীর্ণ হয়, আমি কি উহা তোমাদিগকে জানাইব? সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা স্বীয় কার্যকলাপে নেকী, সততা, হিদায়েত, ইস্তিকামাত ও আদল-ইনসাফের সর্বশেষ স্তরে আসীন হইয়া থাকেন। সৎকাজে আদেশ করিতেন ও অসৎ কাজ হইতে তাহারা বিরত রাখিতেন এবং সাথে সাথে তাহাদের পক্ষ হইতে নানা প্রকার মু'জিযা ও অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হইত। এবং তাহারা সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণও পেশ করিতেন। চিরকাল তাহাদের প্রতি বর্ষিত হউক আল্লাহ্র রহমত সাথী হইয়া থাকুক অশেষ শান্তি।

(٤١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ○

(٤٢) وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

(٤٣) هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۭ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ○

(٤٤) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهٗ سَلٰمٌ ښ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ○

৪১. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে,

৪২. এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।

৪৩. তিনি তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও তোমাদিগের জন্য অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন অন্ধকার হইতে তোমাদিগকে আলোকে আনিবার জন্য এবং তিনি মু'মিনদিগের প্রতি পরম দয়ালু।

৪৪. যেদিন তাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎ করিবে, সেদিন তাহাদিগের প্রতি অভিবাদন হইবে 'সালাম'। তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন উত্তম প্রতিদান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণকে তাহাদের প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। কারণ তিনিই তাহাদিগের প্রতি নানা প্রকার নিয়ামত দান করিয়াছেন। ইহাতে তাহারা মহান প্রতিদান ও উত্তম পরিণামের অধিকারী হইবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র) .... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের প্রভুর নিকট উত্তম ও পবিত্রতম আমল কি উহা বলিয়া দিব না, যাহা তোমাদের মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করিবে যাহা স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করা অপেক্ষা উত্তম এবং শত্রুর মুকাবিলা করিয়া তোমরা তাহাদের গর্দান কর্তন করিবে তাহারাও তোমাদের জীবন নাশ করিবে ইহা অপেক্ষাও যাহা অধিক কল্যাণকর? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহা কি আমাদিগকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা হইল আল্লাহ্র যিকির। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ... হযরত আবূদ দারদা (রা) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীসটি মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, পূর্বে হাদীসটি وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ এর তাফসীর প্রসংগে বর্ণিত হইয়াছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে যিয়াদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। الله اعلم।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী' (র) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি দু'আ করিতে শুনিয়াছি, আমি উহা কখনও ত্যাগ করিব না।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعَظِّمُ شُكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكَثِّرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে অনেক বড় কৃতার্থ করিয়া দিন, আপনার উপদেশের

অনুসরণকারী করিয়া দিন। আপনার অধিক যিকির করনেওয়ালা করিয়া দিন এবং আপনার হুকুমের সংরক্ষণকারী করিয়া দিন। ইমাম তিরমিযী (রা) ইহা ইয়াহয়া ইব্ন মূসা (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি আবূ নযর হাশিম ইব্ন কাসেম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) .... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন বিশর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দুইজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিল। তাহাদের একজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, مَنْ طَالَ عُمْرَهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ যাহার জীবন দীর্ঘ ও আমল ভাল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলামের আহকাম তো অনেক, আমাকে এমন একটি বিষয়ের হুকুম করুন, যাহা আমি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, لاَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহ্র যিকির দ্বারা আর্দ্র থাকে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) হাদীসের দ্বিতীয়াংশ মুআবিয়াহ ইব্ন সালেহ হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ (র) .... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, اَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللّٰهِ حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ তোমরা আল্লাহ্র যিকির এত অধিক করিবে যেন লোকে তোমাদিগকে পাগল বলিতে শুরু করে। তাবারানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, اذكروا الله ذكراً حتى يقول المنافقون انكم تراؤن তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্র যিকির কর এমনভাবে যে, মুনাফিকরা যেন বলে তোমরা লৌকিকতাকারী।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সাঈদ মাওলা বনূ হাশিম (র)... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন : ما من قوم جلسوا مجلسا لَمْ يذكروا الله فيه الا رأوه حسرة يوم القيامة যে সকল লোক মজলিসে বসিল অথচ উহাতে আল্লাহ্র যিকির করিল না, কিয়ামত দিবসে ইহার কারণে তাহারা অনুতপ্ত হইবে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে اُذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন ফরয নির্ধারণ করিয়াছেন উহার জন্য সীমাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং ওজর হইলে উহা ক্ষমাও করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যিকিরের জন্য কোন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই এবং উহা ওজরের জন্য ক্ষমাও হয় না। তবে যদি কেহ পাগল হইয়া যায় তাহার কথা পৃথক। ইরশাদ

হইয়াছে, اُذْكُرُوْا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ তোমরা দণ্ডায়মান অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করিতে থাক। দিনে রাত্রে জলে স্থলে হাযরে সফরে, সচ্ছলতায় ও দারিদ্র্যে, সুস্থাবস্থায় ও অসুস্থতায়, গোপনে ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করিতে হইবে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। তোমরা এমন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও রহমত বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করিবে। ইহা ব্যতীত আরো বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা যিকিরের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতেও অধিক যিকির করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

উলমায়ে কিরাম দিবারাত্রের যিকির সম্পর্কিত অনেক কিতাবও সংকলন করিয়াছেন। যেমন ইমাম নাসায়ী ও মামুরী ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। তবে ইমাম নববী (র)-এর সংকলিত 'কিতাবুল আযকার' এই বিষয়ে একটি উত্তম গ্রন্থ।

قوله وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً আর তোমারা সকালে সন্ধ্যায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ- وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ-

আর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং অপরাহ্নে ও দ্বিপ্রহরে এবং গগণমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য।

قوله هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهُ তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। ইহা দ্বারা আল্লাহ্র যিকির এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে স্মরণ করেন, অতএব তোমরা তাহার যিকির কর ও তাঁহাকে স্মরণ কর। যেমন ইরশাদ হইয়াছে, فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার শুকর কর, না শুকরী করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন,

مَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ وَمَنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلَاءٍ
خَيْرٍ مِّنْهُ

যে ব্যক্তি মনে মনে আমাকে স্মরণ করিবে আমিও তাহাকে স্মরণ করিব, আর যে ব্যক্তি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তাহাকে উহা অপেক্ষা উত্তম সমাজে স্মরণ করিব।

اَلصَّلٰوةُ। শব্দটি আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বন্ধিত হইলে উহার অর্থ হইবে ফেরেশতাগণের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে বান্দার প্রশংসা করা। ইমাম বুখারী (রা) আবুল আলিয়াহ (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ অনুগ্রহ করা। তবে দুই অর্থে কোন বিরোধ নাই। والله اعلم

আর ফেরেশতার প্রতি اَلصَّلٰوةُ। শব্দ সম্বন্ধিত হইলে উহার অর্থ হইবে মানুষের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা। বস্তুত ফেরেশতাগণ মানুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ۔ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۔

যাহারা আরশ বহন করে আর যাহারা উহার পাশে অবস্থান করে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সহিত তাহার পবিত্রতা ঘোষণা করে ও তাহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করে আর এই বলিয়া তাহারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার অনুগ্রহ ও ইল্‌ম সর্বব্যাপী। অতএব যাহারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে স্থায়ী জান্নাতে দাখিল করুন যাহার প্রতিশ্রুতি আপনি তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। আর তাহাদের পিতামাতা, পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্য হইতে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। আপনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা মু'মিন ঃ আয়াত-৭-৮)

قوله لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ যেন তিনি তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনিতে পারেন। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি সদয় ও অনুগ্রহশীল এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও তোমাদের দু'আ করেন। অতএব তিনি তোমাদিগকে গুমরাহী ও জাহিলিয়াতের অন্ধকার হইতে হিদায়েত ও ইয়াকীন এর আলোর প্রতি লইয়া যাইবেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا আর তিনি ইহকালে ও পরকালে মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। ইহকালে তাহাদেব প্রতি দয়া হইল তিনি তাহাদিগকে সত্যের প্রতি হিদায়াত দান করিয়াছেন এবং এমন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন যাহা হইতে কুফর ও বিদআতের প্রতি আহ্বানকারী ও তাহাদের অনুসারীরা ভ্রষ্ট হইয়াছে। আর পরকালে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ হইল, তিনি তাহাদিগকে মহাবিপদ হইতে নিরাপদে রাখিবেন। ফেরেশতাগণকে

তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেহেশতের মহা শান্তি ও দোযখের শাস্তি হইতে মুক্তি পাইবার সুসংবাদ দান করিবার হুকুম করিবেন। মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেরই ইহা নিদর্শন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ আদী (র)... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) কতিপয় সাহাবায়ে কিরামসহ পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। একটি শিশু তখন পথে পড়িয়াছিল। শিশুর আম্মা যখন সাহাবায়ে কিরামকে দেখিল তখন এই আশংকায় যে, সম্ভবত তাহারা শিশুকে না দেখিয়া পদদলিত করিয়া ফেলিবে; সে আমার পুত্র! আমার পুত্র! বলিয়া চিৎকার করিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া আসিল এবং হাতে তুলিল। ইহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মহিলা কখনও তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিবে না। রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে নীরব করিয়া বলিলেন কখনও না এবং আল্লাহ্‌ও তাহার প্রিয় বান্দাকে কখনও আগুনে নিক্ষেপ করিবেন না। হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক। তবে সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহের কোন গ্রন্থে ইহা বর্ণিত হয় নাই। তবে ইমাম বুখারী (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) একজন কয়েদী মহিলাকে দেখিলেন, যে তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে ধরিয়া তাহার বুকের সহিত চাপিয়া তাহাকে দুধ পান করাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তাহার এই শিশুকে তাহার শক্তি থাকিতে স্বেচ্ছায় আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, কখনও না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فوالله الله ارحم بعباده من هذه। আল্লাহ্‌র কসম, এই মহিলা ইহার শিশুর প্রতি যত দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাগণের প্রতি তাহা অপেক্ষাও অধিক দয়ালু।

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ আর যে দিনে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম'। জাহেরী অর্থ হইল, যেদিনে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে সে দিনে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সালাম পেশ করা হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে পেশ করা হইবে সালাম। কাতাদাহ (র) বলেন, পরকালে মু'মিনগণ যখন আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তাহারা পরস্পরে একে অন্যকে সালাম পেশ করিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা পছন্দ করিয়াছেন। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, এই তাফসীরের পক্ষে দলীল হিসাবে এই আয়াত পেশ করা হয় ঃ

دَعْوَاهُمْ فِيْهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

বেহেশতের মধ্যে তাহাদের ধ্বনি হইবে, হে আল্লাহ্! আপনি মহা পবিত্র এবং সেথায় তাহাদের অভিবাদন হইবে 'সালাম' এবং তাহাদের বন্দনা হইবে সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। قوله وَاَعَدَّلَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا আর তিনি তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন সম্মানিত বিনিময়। অর্থাৎ বেহেশত ও বেহেশতের মধ্যে বিদ্যমান নানা প্রকার আহার্য, নানা প্রকার পানীয়, রং বেরংগের পরিধেয়, বাসস্থানসমূহ ও নানা ধরনের দৃশ্যসমূহ যাহা না চক্ষু দর্শন করিয়াছে না কোন কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে আর না কোন কাল্পনিক কল্পনা করিয়াছে।

(٤٥) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ○

(٤٦) وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ○

(٤٧) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ○

(٤٨) وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ○

৪৫. হে নবী! আমি তো তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৪৬, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।

৪৭. তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান কর যে, তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে মহা অনুগ্রহ।

৪৮. এবং তুমি কাফির ও মুনাফিকদিগের কথা শুনিও না, উহাদিগের নির্যাতন উপেক্ষা করিও এবং নির্ভর করিও আল্লাহ্র উপর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মূসা ইব্ন দাউদ (র)... আতা ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, তাওরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে উহা কি, আপনি আমাকে জানাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, পবিত্র কুরআনে যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার কোন কোন

গুণাবলীর উল্লেখ তাওরাত গ্রন্থেও করা হইয়াছে। যেমন يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা রূপে ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি এবং উম্মীদের সংরক্ষণকারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম আমি মুতাওয়াক্কিল রাখিয়াছি। সে কর্কশও নহে, কঠোরও নহে এবং বাজারে গিয়া শোর হাংগামাও করিবেনা। মন্দের বদলে মন্দ ব্যবহার করে না। বরং মাফ ও ক্ষমা করিয়া দেয়। বক্র মিল্লাতকে সোজা করিবার পূর্বে আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু দান করিবেন না। অর্থাৎ তাহার উম্মত এই স্বীকারোক্তি পেশ করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। ফলে অন্ধ চক্ষু আলোকিত হইবে, বধীর কর্ণ শ্রবণকারী হইবে এবং রুদ্ধ অন্তর উন্মুক্ত হইবে। ইমাম বুখারী (র) ইহা 'ক্রয়বিক্রয়' অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)... হিলাল ইব্‌ন আলী (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তাফসীর অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাজা .. আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালেহ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... আব্দুল আজীজ ইব্‌ন আবূ সালামাহ মাজিশূন (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) 'ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়ে বলেন, সাঈদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ওহব ইব্‌ন মুনাববাহ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রায়ীলের একজন নবী হযরত শা'আইয়াহ (আ)-এর নিকট ওহীর মাধ্যমে হুকুম করিলেন, স্বীয় কওম বনী ইস্রাঈলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যাও, আমি তোমার মুখ দ্বারা আমার কথা বাহির করিব। আমি উম্মীদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করিব। সে কর্কশও হইবে না, কঠোরও হইবে না, বাজারে গিয়া শোর হাঙ্গামাও করিবে না। সে এত নীরব ও শান্তশিষ্ট যে, প্রদীপের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে উহা নিভিবে না। বাঁশের উপর দিয়া চলিলেও পদ শব্দ শ্রুত হইবে না। আমি তাহাকে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিব। তিনি অশ্লীল কথা বলিবেন না। তাহার দ্বারা অন্ধ চক্ষুকে আলো দান করিব। বধীব কর্ণকে শ্রবণ শক্তি দান করিয়া মরিচা ধরা অন্তরকে উন্মুক্ত করিব। প্রত্যেক উত্তম বিষয়ের প্রতি আমি তাহাকে দিক নির্দেশ করিব। সর্ব প্রকার উত্তম চরিত্র আমি তাহাকে দান করিব। সাকীনাহ ও গাম্ভীর্য তাহার পরিধেয় করিব। নেকী তাহার শিআর ও বিশেষ আলামত করিব। তাকওয়া দ্বারা তাহার অন্তর পরিপূর্ণ করিব। তাহার বাক্যালাপে হিকমতের প্রকাশ ঘটিবে, তাহার স্বভাবে সততা ও বিশ্বস্ততা বিদ্যমান থাকিবে, তাহার চরিত্রে ক্ষমা ও নেকী পরিলক্ষিত হইবে। হক তাহার শরীয়ত হইবে, ইনসাফ তাহার সীরাত হইবে, হিদায়াত তাহার পেশ্ওয়া হইবে। ইসলাম তাহার মিল্লাত হইবে। আহমদ তাহার নাম হইবে। তাহার দ্বারা আমি গুমরাহকে সঠিক রাহ্ দেখাইব। জাহেলকে তাহার দ্বারা আলেম বানাইব।

অধঃপতিতকে তাহার দ্বারা মর্যাদা দান করিব। অপরিচিতকে পরিচিতি দান করিব। তাহার দ্বারা স্বল্পতাকে আধিক্যে, দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যে পরিণত করিব। অনৈক্যকে ঐক্যে রুক্ষতাকে মৈত্রিতে এবং বিভিন্ন মত ও পথকে এক মত ও পথে পরিবর্তন করিয়া দিব।

বিরাট মানবগোষ্ঠিকে তাহার দ্বারা আমি ধ্বংস হইতে রক্ষা করিব। তাহার উম্মতকে আমি সর্বোত্তম উম্মত করিব, মানুষের উপকারের জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করিব। তাহারা সৎকাজের আদেশ করিবে, মন্দ কাজ হইতে বাধা দিবে। তাহারা তাওহীদবাদী, মু'মিন ও মুখলিস হইবে। আমার রাসূলগণ আনীত বিষয়সমূহ তাহারা সত্য বলিয়া জানিবে। তাহারা স্বীয় মসজিদে, মজলিসে, শয়ন কক্ষে, চলিতে ফিরিতে উঠিতে বসিতে সর্বাবস্থায় তাহলীল ও তাসবীহ করিবে। এবং দাঁড়াইয়া ও বসিয়া তাহারা সালাত পড়িবে। আল্লাহ্র রাহে তাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করিবে। আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে হাজার হাজার লোক স্বীয় ঘরবাড়ি ত্যাগ করিবে। তাহারা অজু করিতে মুখমণ্ডল ও হাত পা ধৌত করিবে। এবং পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত কাপড় পরিধান করিবে। আমার রাহে তাহারা জীবন বিসর্জন দিবে। আমার প্রেরিত কিতাব তাহাদের অন্তরস্থ হইবে। তাহারা রাত্রিকালে রাহেব ও আবেদ হইবে এবং দিবাকালে জিহাদের ময়দানে সিংহের ন্যায় বীরত্বের পরিচয় দিবে।

সে নবীর আহ্লে বাইত ও আওলাদের মধ্যে নেক কাজে অগ্রগামী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ সৃষ্টি করিব। তাহার ইন্তেকালের পরে তাহার উম্মত সত্যের দিকে দিকদর্শন করিবে এবং ইনসাফ করিবে। তাহাদিগকে যাহারা সাহায্য করিবে আমি তাহাদিগকে সম্মান দান করিব। যাহারা তাহাদের জন্য দু'আ করিবে আমি তাহাদের সাহায্য করিব। যাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিবে কিংবা জুলুম অথবা তাহাদের নিকট হইতে কিছু ছিনাইয়া লইবে আমি তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিব। তাহাদিগকে আমি তাহাদের নবীর ওয়ারিশ করিব। তাহারা নেক কাজের জন্য আদেশ করিবে, অন্যায় কাজ হইতে বাধা দান করিবে। সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে। অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে। যেই কল্যাণ তাহাদের অগ্রবর্তীদের দ্বারা শুরু করিয়াছিলাম ইহাদের দ্বারা আমি উহার সমাপ্তি ঘটাইব। ইহা আমার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা আমি দান করি। আমি বড়ই অনুগ্রহশীল। ইব্ন আবূ হাতিম ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا নাযিল হইল, তখন হযরত আলী ও মু'আয (রা)-কে ইয়ামান গমন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আয়াত নাযিল হইবার পর তিনি তাহাদিগকে বলিলেন ঃ

انطلقا فبشرا وَلاَ تُنفرا ويسرا ولاتُعسرا। তোমরা যাও এবং সুসংবাদ দান কর। মানুষকে নফরত দিও না, তাহাদের সহিত কোমল ব্যবহার করিবে, কঠোর ব্যবহার করিও না। আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদাতারূপে ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। ইমাম তাবরানী (র) ..... আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ আরযমী (র) হইতে স্বীয় সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই রেওয়াতের শেষে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اِنَّهُ قَدْ اُنْزِلَ عَلَىَّ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا عَلٰى اُمَّتِكَ وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ وَنَذِيْرًا مِنَ النَّارِ وَدَاعِيًا اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا بِالْقُرْاٰنِ۔

আমার প্রতি ইহা নাযিল হইয়াছে। হে নবী! আমি তোমাকে তোমার উম্মতের উপর সাক্ষীরূপে, বেহেশতের সুসংবাদাতারূপে, দোযখ হইতে সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহ্র নির্দেশে তাওহীদের প্রতি আহ্বানকারী হিসেবে এবং পবিত্র কুরআনের দ্বারা উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করিয়াছি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'সাক্ষীরূপে প্রেরণ করিয়াছি' এর অর্থ হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাওহীদের সাক্ষ্যদাতা ও কিয়ামত্ত দিবসে মানুষের আমলের সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে। وَجِئْنَابِكَ عَلٰى هٰؤُلاَءِ شَهِيْدًا আর আমি তাহাদের জন্য তোমাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا। যাহাতে তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হইতে পার এবং রাসূলও তোমাদের উপর সাক্ষী হইতে পারেন।

قوله وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি। অর্থাৎ মু'মিনগণের জন্য মহান প্রতিদানের সুসংবাদদানকারী ও কাফিরদের শাস্তির ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করিয়াছি।

قوله وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ আল্লাহ্র দিকে তাঁহার নির্দেশে আহ্বানকারী হিসেবে অর্থাৎ সমগ্র মানবকুলকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে তাঁহার নির্দেশেই আহ্বনকারী হিসেবে তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।

قوله وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا আর উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হিদায়েতের যে বিধান আনিয়াছেন উহা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। একমাত্র শত্রুতা পোষণাকারী ব্যতীত আর কেহ উহা অস্বীকার করিতে পারে না।

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَدَعْ اَذَاهُمْ আর কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিও না, আর তাহাদের নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া চল। অর্থাৎ তাহারা যে সকল কষ্টদায়ক কথা তোমাকে বলে উহা ক্ষমা করিয়া দাও এবং সকল বিষয় আল্লাহ্র উপর অর্পণ কর। আল্লাহ্-ই উহার জন্য যথেষ্ট। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا۔

আর তুমি আল্লাহ্র উপর ভরসা কর; আল্লাহ্-ই কর্মবিধায়ক হিসেবে যথেষ্ট।

(٤٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ○

৪৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিবার পর উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদিগের জন্য তাহাদিগের পালনীয় কোন ইদ্দত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা উহাদিগকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে বহু আহ্কাম নিহিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল আকদ ও বৈবাহিক বন্ধন এর উপর নিকাহ শব্দের প্রয়োগ করা বিশুদ্ধ। এই বিষয়ে এত সুস্পষ্ট আয়াত পবিত্র কুরআনে আর একটিও নাই।

'নিকাহ' শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ইহার কোন্ অর্থ হাকীকী অর্থ— এই বিষয়ে উলমায়ে কিরাম মতপার্থক্য করিয়াছেন। নিকাহ শব্দ আকদ এর উপর অথবা স্ত্রী মিলনের উপর, অথবা উভয়ের উপর প্রযোগ করা ইহা হাকীকী অর্থ— এই বিষয়ে তিনটি মতই বিদ্যমান। পবিত্র কুরআনে সাধারণত আকদ এর উপর এবং পরে স্ত্রী মিলন এই অর্থেই নিকাহ শব্দ ব্যবহৃত। কেবল আলোচ্য আয়াতে ইহা শুধু আকদ এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ ইহার পরেই اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ যখন তোমরা মু'মিন নারীদেরকে নিকাহ করিবে অত:পর তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় 'নিকাহ' দ্বারা শুধু আকদ বুঝান হইয়াছে। ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া জায়েয আছে।

قوله الْمُؤْمِنَاتِ মু'মিন নারীগণ। মু'মিন নারী কথাটি এখানে এইজন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, মু'মিন পুরুষগণ সাধারণত মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করিয়া থাকে। নচেৎ সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, ঈসায়ী মহিলা ও মু'মিন মহিলা যে কেহ্ কোন মু'মিন পুরুষের স্ত্রী হউক না কেন, তাহাদের সকলের হুকুম একই প্রকার। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব্য, হাসান বসরী, আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন যাইনুল আবেদীন (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরাম এই আয়াত দ্বারা ইহা প্রমাণ করেন যে, বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হয় না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, اذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ মু'মিন নারীদিগকে বিবাহ করিয়া তালাক দিলে। এই আয়াতে তালাক দেওয়ার বিষয়টি বিবাহ এর পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক পতিত হইবে না। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এবং আরো বহু উলামায়ে কিরাম এইমত পোষণ করেন।

ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, যদি কেহ্ এই কথা বলেন, "যদি আমি অমুক মহিলাকে বিবাহ করি তবে সে তালাক।" তবে বিবাহের পূর্বে এইরূপ তালাক দেওয়া জায়েয। অতএব যখনই সে সেই মহিলাকে বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক পতিত হইবে। অবশ্য যদি কেহ্ বলে, যে মহিলাকে আমি বিবাহ করিব সে তালাক তবে এই ক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র) বলেন, যাবৎ না সে কোন নারীকে নির্দিষ্ট করিবে তালাক পতিত হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, যে কোন মহিলাকে সে বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক পতিত হইবে। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে তালাক পতিত হইবে না। তাহারা এই আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আহমদ ইব্ন মানসূর মাররূযী (র) ... ইসহাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। যদি কেহ্ এই কথা বলে, "যে মহিলাকেই আমি বিবাহ করিব সে তালাক" তবে বিবাহের পর সে তালাক হইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ ইহাতে বিবাহের পর তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আহমাসী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন اِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ ইহাতে আল্লাহ্ বিবাহের পরেই তালাক দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তোমরা তাহা লক্ষ্য কর। অতএব বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়া শুদ্ধ হইবে না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আমর ইব্ন শুআইব (র) তাহার পিতা এবং তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন لاطلاق لابن ادم فيمَا لايملك কোন আদম

সন্তান যাহার মালিক নহে, উহাকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। ইমাম আহমদ তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন হাদীসটি হাসান এবং এই বিষয়ে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহার মধ্যে উত্তম। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) আলী ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামাহ (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন لا طلاق قبل النكاح বিবাহের পূর্বে তালাক হয় না। قوله مَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا তোমাদের জন্য তাহাদের উপর কোন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। এই বিষয়ে সকল উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, যদি স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া হয় তবে তাহার উপর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। অতএব তালাক হইতেই সে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিবে। অবশ্য কোন স্ত্রী লোকের স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উপর চারমাস দশ দিন ইদ্দত পালন করা জরুরী হইবে। যদিও তাহার সহিত মিলন না ঘটিয়া থাকে। উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মিতক্রমে এই মত পোষণ করেন।

قوله فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْا هُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً তোমরা তাহাদিগকে কিছু সামগ্রী দান করিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে বিদায় করিবে। المتعة শব্দটি এখানে অর্ধেক মোহর কিংবা 'বিশেষ সামগ্রী' এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যদি তাহার জন্য মোহর নির্দিষ্ট করা না হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ۔

আর তাহাদের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক তবে তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে অর্ধেক।

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ۔

যদি তোমরা তোমাদের পত্নিগণের সহিত মিলন ঘটিবার পূর্বেই তাহাদিগকে তালাক দিয়া থাক তবে ইহাতে গুনাহ হইবে না। তাহাদের মোহর নির্দিষ্ট না হইলে তাহাদিগকে নিজ নিজ সামর্থ্য হিসেবে নিয়ম মুতাবিক কিছু সামগ্রী দিয়া দিবে— ধনী তাহার সামর্থ্য অনুসারে, দরিদ্র তাহার সামর্থ্য অনুসারে। সৎ লোকদের পক্ষে ইহা জরুরী।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত। সাহ্ল ইব্ন সা'দ ও আবূ উছাইদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমায়মাহ বিনতে শরাহীল (র)-কে বিবাহ করিবার পর যখন তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতি হস্ত সম্প্রসারণ করিলেন তখন তিনি যেন ইহা অপছন্দ করিলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ উছাইদ (র)-কে তাহার ছামান প্রস্তুত করিয়া দুইটি দুইটি কাপড় দিতে হুকুম করিলেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন, স্ত্রীর জন্য মোহর নির্দিষ্ট করিয়া থাকিলে তালাক দেওয়ার পর তাহাকে কেবল অর্ধেক মোহর দিতে হইবে। আর যদি মোহর নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে তাহাকে প্রত্যেকের সামর্থ্য মুতাবিক সামগ্রী দিবে। ইহাকেই سَرَاحًا جَمِيْلًا সৌজন্যমূলক বিদায় বলা হয়।

(٥٠) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ
وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ
وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ
الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

৫০. হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার স্ত্রীগণকে, যাহাদিগের মোহর তুমি প্রদান করিয়াছ এবং বৈধ করিয়াছি ফায় হিসাবে আল্লাহ্ তোমাকে যাহা দান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে তাহাদিগকে এবং বিবাহের জন্য বৈধ করিয়াছি তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে, মামার কন্যা ও খালার কন্যাকে, যাহারা তোমার সংগে দেশত্যাগ করিয়াছে এবং কোন মু'মিন নারী নবীর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে সেও বৈধ— ইহা বিশেষ করিয়া তোমারই জন্য, অন্য মু'মিনদিগের জন্য নহে; যাহাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদিগের স্ত্রী এবং তাহাদিগের মালিকানাধীন দাসীগণ সম্বন্ধে যাহা নির্ধারিত করিয়াছি তাহা আমি জানি। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার জন্য তোমার সকল পত্নিগণকে হালাল করিয়াছি, তুমি যাহাদিগকে মোহর প্রদান করিয়াছ। اُجُوْرً দ্বারা এখান মোহর বুঝান হইয়াছে। মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। নবী করীম (সা) তাহার স্ত্রীগণের জন্য সাড়ে বারো উকিয়াহ অর্থাৎ পাঁচশত দিরহাম মোহর নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কয়েকজন পত্নির বেলায় এই মোহরের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হযরত উম্মে হাবীবাহ (র)-এর মোহর ছিল চারশত দীনার। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে ইহা আদায় করিয়াছিলেন। সফীয়াহ বিনতে হুয়াই (রা)-কে খায়বার যুদ্ধে যাহারা বন্দি হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাছাই করিয়া লইয়াছিলেন এবং পরে তাহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার আজাদীই তাহার মোহর হিসেবে বিবেচিত হইয়াছিল। অনুরূপভাবে জওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস মুস্তালকিয়াহ এর বদলে কিতাবত শিসামকে, সাবিত ইবন কায়েস বিবাহ করেন এবং এই বদলে কিতাবইত মোহর হিসেবে বিবেচিত হয়।

وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ আর আল্লাহ্ যাহাদিগকে ফায় হিসেবে দান করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা তোমার মালিকানাধীন হইয়াছে। অর্থাৎ গনীমতের মাল হইতে যে সকল মহিলার তুমি মালিক হইয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকেও তোমার জন্য হালাল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সূত্রে হযরত সফীয়্যাহ ও জুওয়ায়রিরাহ (র)-এর মালিক হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তাহাদিগকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। অনুরূপভাবে তিনি হযরত রায়হানাহ বিনতে সামউন নাযরীয়াহ ও হযরত ইব্রাহীম (র)-এর আম্মা হযরত মারিয়াহ কিবতিয়্যাহ এর মালিক হইয়াছিলেন। উভয়ই যুদ্ধ বন্দিনী ছিলেন।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ আর তোমার চাচার কন্যা, তোমার ফুফুর কন্যা, তোমার মামুর কন্যা ও তোমার খালার কন্যাকেও হালাল করা হইয়াছে। শরীয়তের এই নির্দেশে মধ্য পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। নাসারাদের মতে কোন কন্যাকে বিবাহ করিলে পাত্র ও পাত্রীর মাঝে সাত পুরুষের ব্যবধান হইতে হইবে। অপর পক্ষে ইয়াহুদীদের বিবাহের জন্য পাত্রপাত্রীর মাঝে তেমন কোন ব্যবধান হওয়ার বিধান নাই। বরং তাহাদের মতে ভাতিজা ও ভাগ্নীকে বিবাহ করাও জায়েয আছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত উভয়ের মাঝে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিয়াছে। এবং চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যাকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ মামুর কন্যা ও খালার কন্যাকে বিবাহ করাও বৈধ ঘোষণা করা হইয়াছে। অপর পক্ষে ইয়াহুদীরা ভ্রাতার কন্যা ও ভগ্নির কন্যাকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করিয়া যে দারুন শৈথিল্য, ঔদাসিন্য ও নষ্টামির পরিচয় দিয়াছে, ইসলাম উহাকে হারাম করিয়াছে।

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ الخ এর মধ্যে পুংলিঙ্গ বিশিষ্ট পদকে এক বচন এবং স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদকে বহুবচন ব্যবহার করিবার কারণ হইল, স্ত্রী লিঙ্গ পুংলিঙ্গ অপেক্ষা দুর্বল। অতএব বহু বচন ব্যবহার করিয়া দুর্বলকে সবল করা হইয়াছে। যেমন عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِل এখানে يمين (ডাইন) কে এক বচন ব্যবহার করা হইয়াছে এবং شمائل (বাম)-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الَى النُّوْرِ এর মধ্যে النور 'আলো' -কে একবচন এবং الظلمات 'অন্ধকার'-কে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার আরো বহু উদাহরণ বিদ্যমান قوله اَللاَّتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ যেই সকল মহিলাগণ তোমার সহিত দেশ ত্যাগ করিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার রাজী (র) ... উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিবাহের পায়গাম পাঠাইলেন; কিন্তু আমি ওজর পেশ করিলে তিনি আমার ওজর গ্রহণ করিলেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِى اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ الاية ـ

হযরত উম্মে হানী বলেন, আমি তাঁহার জন্য হালাল ছিলাম না আর আমি তাঁহার সহিত দেশ ত্যাগও করি নাই। বরং আমি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের পর মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা আবূ কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র) হইতে অত্র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতেম (রা) ইহা ... ইসমাইল ইব্‌ন আবূ খালেদ এর মাধ্যমে আবূ সালেহ্ সূত্রে হযরত উম্মে হানী হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রা) ও ইহা তাহার জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ রযীন ও কাতাদাহ (র) বলেন, হিজরত দ্বারা মদীনায় হিজরত করা বুঝান হইয়াছে। কাতাদাহ (র)-এর অন্য এক রেওয়াতে বর্ণিত, হিজরত দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা বুঝান হইয়াছে। যাহ্হাক (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এখানে وَاللاَّتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ পড়িয়াছেন।

قوله وَامْرَاَةً مُؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ ـ

আর কোন মু'মিন মহিলা যদি তাহার সত্তাকে নবীর জন্য নিবেদন করে এবং নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে সেও হালাল। ইহা কেবল তোমার জন্য, অন্য কাহারও জন্য নহে। অর্থাৎ যদি কোন মু'মিন নারী নবীর জন্য নিজেকে নিবেদন করে তবে মোহর ছাড়াই ইচ্ছা করিলে নবী তাহাকে বিবাহ করিতে পারেন। আলোচ্য

আয়াতে পরস্পর দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন এই আয়াতেও দুইটি শর্তের উল্লেখ হইয়াছে।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ -

আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলে উহা কার্যকরী হইবে না যদি আল্লাহ্ তোমাদিগকে গুমরাহ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে اِنْ اَرَدْتُّ ও اِنْ كَانَ اللّٰهُ পরস্পর দুইটি শর্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরো যেমন মূসা (আ) বলিয়াছেন يَاقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ হে আমার কওম! তোমরা মু'মিন হইলে আল্লাহ্র উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হইয়া থাক। আলোচ্য আয়াতেও দুইটি শর্তের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (র) ... সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়েদী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলাল্লাহ্! (সা)-এর নিকট এক মহিলা আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য আমার সত্তাকে নিবেদন করিলাম। ইহা বলিয়া সে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি ইহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করেন তবে আমার সহিত বিবাহ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাকে মোহর দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে বলিল, আমার একটি পরিধান করা কাপড় ব্যতীত আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাকে তোমার পরিধান করা কাপড়টি মোহর দিলে তো তোমার পরিধান করিবার কিছুই থাকিবে না। সে বলিল, ইহা ছাড়া আমার আর কিছুই নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, التمس ولوخاتما من حديد লোহার একটি আংটি হইলেও উহা খুঁজিয়া আন। কিন্তু সে খুঁজিয়া কিছুই পাইল না। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু কুরআন শিক্ষা করিয়াছ? সে বলিল, জ্বী হাঁ, অমুক অমুক সূরা আমি শিখিয়াছি। এই বলিয়া সূরাগুলোর নাম উল্লেখ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন زوجتكها بما معك من القران কুরআনের যতটুকু তুমি শিখিয়াছ উহা তুমি ইহাকে শিক্ষা দিবে এই বিনিময়ে আমি তোমার সহিত ইহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিলাম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মালেক (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি কি আপনার প্রয়োজনে আসিতে পারি? এতটুকু শুনিয়া আনাস (রা)-এর কন্যা বলিল, মহিলাটি কত নির্লজ্জ! হযরত আনাস (রা) বলিলেন, সে তোমার তুলনায় উত্তম, সে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী হইবার লোভ করিয়াছিল এবং

এই কারণেই সে নিজকে তাহার কাছে সম্পূর্ণ করিয়াছিল। হাদীসটি মারহুম ইব্ন আব্দুল আজীজ (র)-এর মাধ্যমে সাবেত বুনানী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরো বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন বুকাইর (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একজন অতি সুন্দুরী কন্যা আছে, আমি তাহাকে কেবল আপনার জন্যই পছন্দ করিয়াছি। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তাহাকে গ্রহণ করিলাম। সে তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল; এমন কি সে বলিল, তাহার কখনও কোন অসুখ হয় নাই, তাহার মাথা ব্যথাও হয় নাই। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমার কন্যার আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিজ সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন তিনি হইলেন খাওলা বিনতে হাকীম। ইব্ন ওহ্ব (র) বলেন, সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান ও ইব্ন আবূয্ যিনাদ (র)... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণিত। খাওলা বিনতে হাকীম ইব্ন আওকাস সেই সফল মহিলাগণের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট স্বীয় সত্তা নিবেদন করিয়াছিলেন। তাহার অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, সাঈদ ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হিশাম এর মাধ্যমে তাহার পিতা উরওয়াহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এই কথা বলাবলি করিতাম, খাওলাহ বিনতে হাকীম ছিলেন এই সকল নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে নিবেদন করিয়াছিল। তিনি বড় সৎ মহিলা ছিলেন। তবে খাওলা বিনতে হাকীম, তিনি উম্মে সুলাইমও হইতে পারেন অথবা অন্য কোন নারীও হইতে পারেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ মোট তেরজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছয়জন ছিলেন কুরাইশ বংশীয়— হযরত খাদীজাহ (রা), হযরত আয়িশা (রা), হযরত হাফসাহ (রা), হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা), হযরত ছাওদাহ (রা) ও হযরত উম্মে সালমাহ (রা)। আর তিনজন বনূ আমের ইব্ন ছা'ছাআহ গোত্রীয়, দুইজন বনূ হিলাল ইব্ন আমের গোত্রীয়। আর পর্যায়ক্রমে তাহারা হইলেন হযরত মায়মূনাহ বিনতে হারিস। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। হযরত যায়নাব উম্মুল মাসাকীন। আর বনূ বকর ইব্ন কিলাব এর এক মহিলা, যে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়াছিল এবং আরো একজন মহিলা যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আশ্রয় চাহিয়াছিল। আর হযরত যায়নাব বিনতে জাহ্শ আসাদীয়াহ্। ইহা ছাড়া আরো দুইজন ছিলেন যুদ্ধ বন্দিনী মহিলা হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইব্ন আখতাব ও জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস ইব্ন আমর ইব্ন মুস্তালিক খুযাঈয়্যাহ।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র) কাতাদাহ (রা)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ এর মধ্যে যেই মহিলার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি হইলেন মাইমুনাহ বিনতে হারিস। রেওয়াতটি মুরসাল। যায়নাব উম্মুল মাসাকীন যাহাকে বলা হইত, তিনি হইলেন যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ আনসারীয়াহ। ইহাই প্রসিদ্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করেন। والله اعلم

বস্তুত যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা অনেক। যেমন ইমাম বুখারী (র) বলেন, যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহয়া (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই সকল মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নিজকে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি আমার গায়রত হইত। আমি ভাবিতাম, কোন মহিলাও কি নিজকে কোন পুরুষের কাছে এইভাবে নিবেদন করিতে পারে? কিন্তু যখন تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ। নাযিল হইল তখন আমি বলিলাম, আমি তো দেখি আপনার প্রতিপালক আপনার মনোবাঞ্ছা দ্রুত পূর্ণ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন (র)..... হযরত ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন لم يكن عند رسول الله امرأة وهبت نفسها له রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এমন কোন মহিলা ছিল না, যে নিজকে নিবেদন করিয়াছিল। ইব্ন জারীর (র) আবূ কুরাইব (র)-এর মাধ্যমে ইউনূস ইব্ন বুকাইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে নিবেদন করিলে যদিও তাহার পক্ষে তাহাকে গ্রহণ করা জায়েয ছিল, কিন্তু এমন কোন মহিলাকে তিনি গ্রহণ করেন নাই।

قوله خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ কেবলমাত্র তোমার জন্যই ইহা বৈধ, অন্য মু'মিনদের জন্য নহে। ইকরিমাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল মোহর ব্যতীত নিজ সত্তা সমর্পণকারী মহিলা কেবল তোমার (রাসূলুল্লাহ্) জন্যই খাস, অন্য কাহারও জন্য জায়েয নহে। অতএব যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার জন্য সে বৈধ হইবে না, যাবৎ না তাহাকে মোহর দিবে। মুজাহিদ শা'বী (র) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, যদি কোন নারী নিজকে কোন পুরুষের হাতে অর্পণ করে তবে তাহার সহিত ঐ পুরুষ মিলিত হইলে পুরুষের উপর মোহরে মিছিল দেওয়া ওয়াজিব। ওয়াশিক এর কন্যা বিরওয়া' নিজ সত্তা অর্পণ করিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহার জন্য হুকুম দিয়াছিলেন। যখন তাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিল তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার জন্য মোহরে মিছিল আদায় করিবার নির্দেশ দিলেন। এ মোহরে মিছিল ছাবেত হইবার জন্য স্বামীর মৃত্যু ও

স্ত্রীমিলন সমভূমিকা পালন করে। তবে কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যতীত অন্যদের বেলায় কার্যকর। যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করে তবে তাহার সহিত মিলন ঘটিলেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মোহর আদায় করা ওয়াজিব ছিল না। কারণ মোহর, সাক্ষী ও অলী ছাড়াই তাহার জন্য বিবাহ করা জায়েয ছিল। হযরত যায়নার (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের ঘটনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। হযরত কাতাদা (র) خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাড়া অন্য কোন পুরুষের জন্য কোন মহিলা নিজকে সমর্পণ করিলেও মোহর ব্যতীত শুদ্ধ হইবে না। ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য জায়েয। قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ তাহাদের পত্নিগণের ও তাহাদের বাঁদীগণ সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু নির্ধারণ করিয়াছি উহা আমি জানি। উবাই ইব্‌ন কা'ব মুজাহিদ, হাসান কাতাদাহ ও ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল চারজন আযাদ মহিলা পর্যন্ত বিবাহ সীমিত থাকা এবং বাঁদী রাখার ব্যাপারে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকা, অলী, মোহর ও সাক্ষীর শর্ত হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ জানেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য ইহার কোনটাকেই ওয়াজিব করা হয় নাই। لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ যাহাতে তোমার উপর [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর] কোন অসুবিধা না হয়। وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(٥١) تُرْجِيْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِيْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ؕ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا
يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ○

৫১. তুমি তাহাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পার এবং যাহাকে ইচ্ছা তোমার নিকট স্থান দিতে পার এবং তুমি যাহাকে দূরে রাখিয়াছ তাহাকে কামনা করিলে তোমার কোন অপরাধ নাই। এই বিধান এই জন্য যে, ইহাতে উহাদিগের তুষ্টি সহজতর হইবে এবং উহারা দুঃখ পাইবে না এবং উহাদিগকে তুমি যাহা দিবে তাহাতে উহাদিগের প্রত্যেকেই প্রীত থাকিবে। তোমাদিগের অন্তরে যাহা আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বিশ্র (র)... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। যে সকল মহিলা নিজ সত্তাকে সমর্পণ করিত তাহাদের উপর তাহার গায়রত হইত। তিনি বলিতেন, মোহর ব্যতীত এইভাবে নিজকে সমর্পণ করিতে কি লজ্জা হয় না? তখন নাযিল হইল تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ইহা নাযিল হইবার পর হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক দ্রুত আপনার চাহিদা মুতাবিক হুকুম নাযিল করেন, পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি আবূ উসামাহ হইতে, তিনি হিশাম ইব্ন উরওয়াহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব সত্তা সমর্পণকারিণী মহিলাগণ হইতে যাহাকে ইচ্ছা দূরে রাখিতে পার। وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ এবং তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পার। তবে যাহাকে দূরে রাখিবে উহাতে তোমার ইখতিয়ার থাকিবে ইচ্ছা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণও করিতে পারিবে। অতএব ইরশাদ হইয়াছে وَمَنْ اِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ যাহাকে তুমি দূরে রাখিয়াছ তাহাকে তুমি কামনা করিলে উহাতে তোমার কোন অপরাধ নাই। আমের শাবী تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, কতিপয় মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর খিদমতে আসিয়া নিজকে মোহর ব্যতীত সমর্পণ করিলে তিনি তাহাদের কতকের সহিত মিলিত হইলেন এবং কতককে দূরে রাখিলেন। তাহাদের সহিত তাহার বিবাহ সংঘটিত হয় নাই। উম্মে শরীক তাহাদেরই একজন। অন্যান্য উলমায়ে কিরাম এই আয়াতের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, তোমার পত্নিগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে বিলম্বিত কর আর যাহাকে ইচ্ছা তাহার জন্য নির্দিষ্ট রাত্রকে অগ্রবর্তী কর। যাহাকে ইচ্ছা তাহার সহিত মিলিত হও আর কাহারও সহিত মিলনের ইচ্ছা না হইলে মিলিও না। ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, আবূ রযীন, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে তাহার প্রত্যেক পত্নির শয্যায় সমভাবে রাত্র যাপন করা ওয়াজিব না হইলেও তিনি নিজের পক্ষ হইতে সাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। এই কারণে এক দল ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব নহে অর্থাৎ প্রত্যেক পত্নির সহিত সমভাবে রাত্রি যাপন করা জরুরী নহে। এবং আয়াতকে তাহারা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হিব্বান ইব্ন মূসা (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى اِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের মধ্যে তাহার কোন পত্নির নিকট অনুমতি চাহিতেন। রাবী বলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,

আপনি তখন কি বলিতেন? তিনি বলিলেন, আমি তখন বলিতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি অন্য পত্নির নিকট যাইতে দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার থাকে তবে আমার উপর অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দিব না। হযরত আয়িশার (রা) এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব ছিল না। অপর দিকে হযরত আয়িশা (রা) কর্তৃক প্রথম হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আয়াতটি সেই সকল মহিলা সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করিত। ইহার প্রেক্ষিতে ইব্ন জারীর (র) বলেন, আয়াতটি আম, যে সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করিতেন এবং যে সকল মহিলা তাঁহার পত্নি হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন, সকলের বেলায় ইহা প্রযোজ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইচ্ছা করিলে তাহাদের মধ্যে রাত্রি যাপনে সাম্য রক্ষা করিবেন আর ইচ্ছা না হইলে নাও করিতে পারিবেন। ইব্ন জারীর (র) যাহা পছন্দ করিয়াছেন ইহাই উত্তম। এবং এই ব্যাখ্যার দ্বারা হাদীসের পারস্পরিক বিরোধও মীমাংসা হইয়া যায়।

এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ

তাহাদের চক্ষু শীতল হইবার জন্য ইহাই সহজতর পন্থা; তাহারা দুঃখিতও হইবে না আর তাহাদিগকে তুমি যাহা দান করিবে উহাতে তাহারা প্রীত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রাত্র বণ্টন ওয়াজিব করেন নাই। ইহা যখন তোমার পত্নিগণ জানিবে, তোমার ইচ্ছা হইলে কাসাম এর বিধান পালন করিবে আর ইচ্ছা না হইলে পালন না করিলেও অপরাধ হইবে না। কিন্তু যদি তুমি স্বেচ্ছায় তাহাদের জন্য কাসাম এর বিধান পালন কর তবে ইহাতে তাহারা প্রফুল্ল হইবে, আনন্দিত হইবে। এবং তাহাদের জন্য যে তুমি কাসাম এর বিধান পালন কর ও সমতা রক্ষা করিয়া চল ইহাতে তাহারা তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করিবে।

قوله وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ কথা জানেন অর্থাৎ বিশেষ কোন পত্নির প্রতি তোমাদের অন্তরে যে বিশেষ আকর্ষণ রহিয়াছে যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নহে আল্লাহ্ উহা জানেন। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, ইয়াযীদ (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার পত্নিগণের মধ্যে কাসাম এর বিধান পালন করিতেন ও তাহাদের মধ্যে ইনসাফ করিতেন এবং তিনি বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا فِعْلِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ

হে আল্লাহ্! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার রহিয়াছে উহাতে তো আমি এইরূপ ইনসাফ কায়েম করি; অতএব যে বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই, আছে কেবল

আপনারই। আপনি অনুগ্রহপূর্বক উহাতে আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন না। হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (র) হইতে চার সুনান গ্রন্থকার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ইমাম আবূ দাউদ فلا تلمنى فيما تملك ولا املك এর পরে القلب। অন্তর এর উল্লেখ করিয়াছেন। রেওয়ায়েতটির সনদ বিশুদ্ধ, ইহার সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়সমূহ জানেন। তিনি ধৈর্য ধারণ করেন ও ক্ষমা করিয়া দেন।

(৫২) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ رَّقِيْبًا ۟

৫২. ইহার পর তোমার জন্য কোন নারী বৈধ নহে এবং তোমার স্ত্রীদিগের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণও বৈধ নহে। যদিও উহাদিগের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করে; তবে তোমার অধিকারভুক্ত দাসীদিগের ব্যাপারে এই বিধান প্রযোজ্য নহে। আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর ব্যাপারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদাহ, ইব্ন যায়েদ ও ইব্ন জারীর (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁহার পত্নিগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন, তখন তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ গ্রহণের পরিবর্তে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) এবং পরকালকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য আয়াতে উহার বিনিময় ঘোষণা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ পার্থিব ধন-সম্পদের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে গ্রহণ করিলে, উহার বিনিময় হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁহার ঐ সকল পত্নি ছাড়া অতিরিক্ত অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন এবং তাঁহাদের পরিবর্তে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণ না করেন। যদিও তাঁহাদের সৌন্দর্য তাঁহাকে বিস্মিত করুক না কেন। অবশ্য বাঁদী গ্রহণ করায় কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নিলেও তিনি আর কখনও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই যেন তাঁহার পত্নিগণের উপর তাহার বিশেষ অনুগ্রহ বিদ্যমান থাকে।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, সুফিয়ান (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احل الله له النساء। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য

মহিলাদিগকে হালাল করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আবূ যুরআহ (র) ....হযরত উম্মে সালমাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

لَمْ يَمُتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحَلَّ اللّٰهُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَاءَ اِلاَّ ذَاتَ الْحَرَمِ۔

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা যে কোন মহিলাকে ইচ্ছা, বিবাহ করা তাঁহার জন্য হালাল করিয়াছিলেন। অবশ্য মহররম মহিলাগণ তাহার জন্য হালাল ছিল না। এই বৈধতা যে আয়াত দ্বারা প্রমাণিত তাহা হইল ঃ

تُرْجِىْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِىْ اِلَيْكَ الخ۔

এই আয়াত তেলাওয়াতের দিক হইতে প্রথম হইলেও নাযিল হইয়াছে পরে। যেমন সূরা বাকারায় 'ইদ্দতে ওফাত' সম্পর্কিত প্রথম আয়াত একই সূরায় বিদ্যমান পরবর্তী আয়াতের জন্য নাসিখ।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ এই আয়াতের অর্থ হইল, উপরে যে সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাঁদী এবং যেই সকল মহিলাদের তিনি মোহর দান করিবেন। আর চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামুর কন্যা, খালার কন্যা এবং যে মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে নিজ সত্তাকে সমর্পণ করে ইহারা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা তাঁহার জন্য হালাল নহে। হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব , মুজাহিদ ও ইকরিমাহ্, যাহ্হাক, আবূ সালেহ, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও অন্যান্য তাফসীরকার হইতে অনুরূপ বর্ণিত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব (র) ....জনৈক আনসারী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ সকলেই মৃত্যুবরণ করেন, তবে কি তাঁহার জন্য অন্য কোন মহিলা বিবাহ করা জায়িয হইবে না ? জবাবে তিনি বলিলেন, তখন অন্য মহিলা বিবাহ করিতে বাধা কোথায়! আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা যে ইরশাদ করিয়াছেন, لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহার জন্য يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ .... اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ۔ এর মাধ্যমে কয়েক প্রকার মহিলা হালাল করিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহাকে বলা হইয়াছে لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ অর্থাৎ এই সকল মহিলা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বিবাহ করা তোমার পক্ষে হালাল নহে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

আহমদ (র) দাউদ (র) হইতে একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

نُهِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَصْنَافِ النِّسَاۤءِ اِلاَّ مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ -

قوله لاَيَحِلُّ لَكَ الخ মু'মিনা মুহাজিরা মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদিগকে বিবাহ করিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই আয়াতের মাধ্যমে নিষেধ করা হইয়াছে। মু'মিনা যুবতী মহিলাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হালাল করিয়াছেন। অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে স্বীয় সত্তা সমর্পণ করে তাহাকেও তাঁহার জন্য হালাল করিয়াছেন এবং অমুসলিম মহিলা হারাম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ ....خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

হে নবী! আমি তোমার জন্য তোমার সেই সকল স্ত্রীগণকে হালাল করিয়াছি যাহাদিগকে তুমি মোহর দান করিয়াছ ......ইহা কেবল তোমার জন্য। অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নহে। আয়াতে উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যও হারাম করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) لاَيَحِلُّ لَكَ النِّسَاۤءُ مِنْ بَعْدُ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য হালাল নহে; সে মুসলমান হউক কিংবা ইয়াহুদী-নাসারা কিংবা অন্য কোন কাফির মহিলা। আবূ সালেহ (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি কোন বেদুঈন মহিলা কিংবা আরবীয়ান মহিলা বিবাহ করার নির্দেশ হয় নাই। অবশ্য 'তিহামাহ' এর মহিলা এবং চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামুর কন্যা, খালার কন্যা যদি তিন শতও বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন তবে নবী (সা)-এর জন্য তাহা জায়িয আছে।

ইব্ন জারীর (র)-এর মত হইল, যেই সকল মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বৈবাহিক সূত্রে তাহার ঘরে বিদ্যমান ছিলেন এবং যাহাদিগকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিবাহ করা হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে, আয়াতটি তাহাদের সকলকে শামিল। ইব্ন জারীর (র)-এর এই মতটি উত্তম এবং পূর্ববর্তী বহু উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। যাহাদের পক্ষ হইতে ইহার বিপরীত মত বর্ণিত, তাহাদের পক্ষ হইতে ইহার অনুরূপ মতও বর্ণিত আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই والله اعلم অবশ্য ইব্ন জারীর (র) এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিবার পর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ইহার জবাবও দিয়াছেন। রেওয়ায়েতটি হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাফসাহ (রা)-কে তালাক দিয়ে

পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হযরত সাওদাহ (রা)-কে তালাক দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তালাক দেন নাই। হযরত সাওদাহ (রা) তাহার জন্য নির্ধারিত দিন হযরত আয়িশা (রা)-কে দান করিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি বাহ্যত: لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ এর পরিপন্থী। কিন্তু আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) বলেন হযরত হাফসাহ (রা) ও হযরত সাওদা (রা) এর ঘটনা لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা।

তবে আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) এই যে কথা বলিয়াছেন যে উভয় ঘটনা আয়াত নাযিল হইবার পূর্বের ঘটনা এ কথা সত্য; তবে ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আয়াতের দ্বারা ইহা তো বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে বিদ্যমান পত্নিগণ ছাড়া অন্য কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিবর্তনও করিবেন না, কিন্তু আয়াত দ্বারা ইহা বুঝা যায় না যে, তিনি কাহাকেও তালাক দিবেন না। والله اعلم

বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত যে, হযরত সাওদাহ (রা) এর ঘটনার প্রেক্ষিতেই নিম্নের আয়াত নাযিল হইয়াছিল ঃ

وَاِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔

যদি কোন স্ত্রী তাহার স্বামীর দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে তবে তাহারা আপোষ নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে তাহাতে কোন দোষ নাই।

আর হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘটনা সম্পর্কে আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজাহ ও ইব্‌ন হাব্বান (র), ইয়াহয়া ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন আবূ যায়েদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সালেহ ইব্‌ন সালেহ ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন হুয়াই (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসাহ (রা)-কে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করেন। হাদীসটির সূত্র মযবুত।

আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) হযরত হাফসাহ (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদিতেছ কেন ? সম্ভবত: রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে তালাক দিয়াছেন,। একবার তো তিনি তোমাকে তালাক দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার খাতিরে তিনি তোমাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌র

কসম, তিনি যদি আবারও তোমাকে তালাক দিয়া থাকেন তবে আর কখনও তোমার সহিত আমি কথা বলিব না। রেওয়ায়েতের সনদ বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক।

قوله وَلَاَ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ আর তাহাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও তোমার পক্ষে জায়িয নহে যদিও তাহাদের সৌন্দর্য তোমাকে বিস্মিত করুক না কেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার পত্নিগণের মধ্য হইতে কাহাকেও তালাক দিয়া তাহার পরিবর্তে অন্যকে গ্রহণ করিয়া অবিচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বাঁদী গ্রহণ করা বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ....হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহেলী যুগে একটি জঘন্য প্রথা এই ছিল যে, একজন অপর জনের সহিত স্ত্রীর অদল বদল করিত। একজন অন্যজনকে বলিত, তোমার স্ত্রী আমাকে দাও এবং আমার স্ত্রী তুমি গ্রহণ কর। ইসলাম আগমনের পর এই ঘৃণ্য প্রথার অবসান ঘটে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَاَ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

রাবী বলেন, একবার উয়ায়নাহ ইব্ন হিস্ন ফাযারী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিনা অনুমতিতেই তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাঁহার স্ত্রী হযরত আয়িশা (রা) বসিয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি অনুমতি ছাড়াই কেন প্রবেশ করিলে ? সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জ্ঞান হইবার পর আজ পর্যন্ত মুসার গোত্রের কাহার নিকট প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করি নাই। অত:পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার নিকট এই মহিলা কে ? তিনি বলিলেন, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা)। তখন সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাহাকে ত্যাগ করুন। আমি তাহার পরিবর্তে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী রমণী আমার স্ত্রীকে আপনার জন্য পেশ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উয়ায়নাহ! আল্লাহ্ ইহা হারাম করিয়াছেন। অতঃপর সে যখন প্রস্থান করিল, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে ? তিনি বলিলেন, একজন আহাম্মক সরদার। তাহার এই আহাম্মকী সত্ত্বেও তাহার কওম তাহাকে সরদার বলিয়া মান্য করে।

হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম বায্যার (র) বলেন, ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ একজন অনির্ভরযোগ্য রাবী। কিন্তু যেহেতু রেওয়ায়েত আর কেহ বর্ণনা কয়িাছেন বলিয়া আমরা জানি না , অতএব ইহাই আমরা বর্ণনা করিলাম। ইহার দুর্বলতাও প্রকাশ করিয়া দিলাম।

(٥٣) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ
اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ
مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط
وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ
بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ○
(٥٤) اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া না হইলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করিও না। তবে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা প্রবেশ করিও এবং ভোজন শেষে তোমরা চলিয়া যাইও। তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হইয়া পড়িও না। কারণ তোমাদের এই আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদিগকে উঠাইয়া দিতে সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তাহার পত্নিদিগের নিকট কিছু চাহিলে পর্দার অন্তরাল হইতে চাহিবে। এই বিধান তোমাদিগের ও তাহাদিগের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদিগের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাহার মৃত্যুর পর তাহার পত্নিদিগকে বিবাহ্ করা কখনও সঙ্গত নহে। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে ইহা গুরুতর অপরাধ।

৫৪. তোমরা কোন বিষয় প্রকাশই কর অথবা গোপনই রাখ, আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াত পর্দা সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে ইহাতে শরীয়তের আরো বহু আহকাম ও আদাব লিখিত রহিয়াছে। উল্লেখিত আয়াত হযরত উমর (রা)-এর মত অনুসারেই অবতীর্ণ হইয়াছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

হযরত উমর (রা) বলেন, তিনটি বিষয়ে আমি যেমন মত পোষণ করিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা সেই মুতাবিক ওহী নাযিল করিয়াছেন। একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লাহ বানাইতেন। আমার আকাংখা প্রকাশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন, وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে মুসাল্লা বানাও। আমি আর একবার বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার পত্নিগণের কাছে সকল প্রকার লোক প্রবেশ করে। ভাল লোক এবং মন্দ লোকও। অতএব, যদি আপনি তাহাদিগকে পর্দার নির্দেশ দান করিতেন। আমার এই আকাংখাও পূর্ণ হইল এবং আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করিলেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ যখন গায়রাতের তাকিদে কিছু অতিরিক্ত বলাবলি করিতে শুরু করিলেন, তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের এই বাড়াবাড়ির কারণে তোমাদিগকে তালাক প্রদান করেন তাহার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইত উত্তম পত্নি তাঁহাকে দান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই মুতাবিক আয়াত নাযিল হইল। মুসলিম শরীফে বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী কাফিরদের হত্যা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিলে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অনুরূপ আয়াত নাযিল হইয়াছিল। তবে ইহা চতুর্থ ঘটনা।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুসাদ্দাদ (র) ....আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আপনার এখানে ভাল-মন্দ সর্বপ্রকার লোকের আগমন ঘটে; যদি আপনি উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে পর্দার নির্দেশ দিতেন। আমার এই আকাংখা প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করেন। হযরত যয়নব (রা)-এর সহিত যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় সেদিন সকালে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সহিত হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহ খোদ আল্লাহ্ তা'আলাই সম্পাদিত করিয়াছিলেন। কাতাদাহ ও ওয়াকেদীর (র) বর্ণনা মতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল যিলকদ মাসে পঞ্চম হিজরী সনে। তবে আবূ উবায়দা মা'মার ইব্ন মুসান্না এবং খলিফা ইব্ন খাইয়াত (র) বলেন, তৃতীয় হিজরী সনে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। والله اعلم

ইমাম বুখারী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ রক্কাশী (র) ....আনাস ইব্ন মালেক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়নাব বিনতে জাহশ (রা)-কে বিবাহ করিবার পর অলীমার জন্য দাওয়াত করিলেন। আমন্ত্রিত লোকজন আহারের পরে বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের গল্পে লিপ্ত দেখিয়া উঠিবার প্রস্তুতি লইলেও তাহারা কিন্তু উঠিলেন না। ফলে তিনি ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া গেলে কতক লোক তাঁহার সহিত উঠিয়া গেল; কিন্তু ইহার

পরও তিনজন বসিয়াই রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ পরে যখন ঘরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন তখনও তাহারা বসিয়াছিল। ইহার পর যখন তাহারা চলিয়া গেল তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের চলিয়া যাইবার সংবাদ দিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত প্রবেশ করিতে চাহিলে তিনি পর্দা টানিয়া দিলেন। অত:পর নাযিল হইল ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا -

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মা'মার (র) ....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) হযরত যায়নব (রা)-কে বিবাহ করিবার পর রুটি ও গোশত দ্বারা অলীমা করিয়াছিলেন। অলীমার দাওয়াতের জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া আহার সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাইত। এক দল আসিয়া আহার করিত এবং চলিয়া যাইত। পুনরায় আর এক দল আসিয়া আহার করিত ও চলিয়া যাইত। অবশেষে যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অলীমায় অংশ গ্রহণ করিবার জন্য দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর কাহাকেও পাইলাম না তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জানাইলে তিনি বলিলেন اِرْفَعُوْا طَعَامَكُمْ। তোমরা তোমাদের খাবার উঠাইয়া লও। কিন্তু তখনও তিন ব্যক্তি ঘরে গল্প করিতে থাকিল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহির হইয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে গমন করিলেন এবং তাহাকে সালাম করিলেন। হযরত আয়িশা (রা) তাঁহার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন। আপনার নতুন পত্নিকে আপনি কেমন পাইলেন ? ইহার পর তিনি তাঁহার প্রত্যেক পত্নির নিকট গমন করিয়া সালাম করিলেন এবং যেমন হযরত আয়িশা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন তাহারা সকলেই তেমন প্রশ্ন করিলেন। এই পর্ব শেষ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাহার ঘরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু তখনও সেই তিনজন ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। তিনি তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া পুনরায় হযরত আয়িশা (রা)-এর হুজরার দিকে চলিয়া গেলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, এই কথা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না যে, রাসূলল্লাহ্ (সা)-কে আমিই সংবাদ দিয়াছিলাম; না-কি তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঘর থেকে তাহারা চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। এক পা তিনি ভিতরে রাখিলেন এবং অপর পা বাহিরে ছিল। এমনি অবস্থায় তিনি পর্দা টানিয়া দিলেন এবং পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

ইমাম বুখারী ব্যতীত সিহাহ সিত্তা'র কোন গ্রন্থকার হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন নাই। অবশ্য ইমাম নাসায়ী (র) 'আল ইয়ামু আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আব্দুল ওয়ারিস (র)

....হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য তিন ব্যক্তির স্থলে তাঁহারা দুই ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক নতুন বিবাহের পর হযরত উম্মে সুলাইম (রা) কিছু হালুয়া প্রস্তুত করিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট লইয়া যাও। আমার পক্ষ হইতে তাহাকে সালাম পৌছাইয়া বলিবে, আমাদের পক্ষ হইতে আপনার খিদমতে অতি সামান্য হাদিয়া। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উহা লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন রাখিয়া দাও। আমি উহা ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, اُدْعُ لِىْ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا আমাকে অমুক অমুককে ডাকিয়া দাও। এই কথা বলিয়া তিনি অনেকের নাম উল্লেখ করিলেন। অত:পর তিনি বলিলেন, যে কোন মুসলমানের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হউক তাহাকে ডাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে এবং যে মুসলমানের সহিতই আমার সাক্ষাৎ হইল আমি তাহাকে ডাকিলাম। আমি যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন ঘর, বারান্দা ও ঘরের আংগিনা সবই মানুষে পরিপূর্ণ ছিল। জা'ফর ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার শায়খ আবূ উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সংখ্যা কত ছিল ? তিনি বলিলেন, তাহাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের মত। হযরত আনাস (রা) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তোমার আম্মার দেওয়া হালুয়া উপস্থিত কর। আমি উহা লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিলাম। তিনি উহাতে স্বীয় হাত রাখিয়া দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, মাশা-আল্লাহ্ এবং দশ দশ জনের এক একটি চক্র করিয়া বিসমিল্লাহ্ বলিয়া প্রত্যেককে নিজের কোল হইতে আহার করিতে নির্দশ দিলেন। সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মুতাবিক বিসমিল্লাহ্ বলিয়া আহার করিতে শুরু করিল এবং প্রত্যেকেই তৃপ্ত হইয়া আহার করিল।

আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা উঠাইতে বলিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি হালুয়ার পাত্রটি উঠাইয়া উহার প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, আমি ঠিক বলিতে পারিব না যখন পাত্রটি রাখিয়াছিলাম তখন উহাতে হালুয়ার পরিমাণ বেশী ছিল, নাকি যখন উঠাইলাম তখন বেশী ছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, আহার শেষে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে বসিয়া পারস্পরিক কথায় লিপ্ত হইল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নববধূ দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু তাহারা আলাপ দীর্ঘ করিল। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে বড় পীড়াদায়ক হইল। তিনি ছিলেন অতিশয় লজ্জাশীল। অতএব কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং অন্যান্য পত্নিগণের হুজরায় গিয়া সালাম করিলেন। অবশেষে তিনি যখন

প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আসিতে দেখিল তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পীড়া দিয়াছে ধারণা করিয়া দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্দা লটকাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ তিনি ঘরে অবস্থান করিলেন। আমি তখন আঙ্গিনায় অবস্থান করিতেছিলাম। এই মুহূর্তে পর্দার আয়াত নাযিল হইলে তিনি ঘর হইতে উহা পাঠ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ الايات হে মু'মিনগণ! তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করিও না .....হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বপ্রথম আমাকেই আয়াতটি শুনাইলেন। আমিই সর্বপ্রথম এই আয়াত শ্রবণকারী। কুতায়বাহ (র)-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ইহা 'নিকাহ' অধ্যায়ে পরম্পর সূত্র ছাড়াই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইব্‌ন তাহ্মান (র) হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন রাফে (র)-এর সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারাক (র) আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হইত অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) আমর ইব্‌ন সাঈদ এবং যুহরী (র)-এর সূত্রে হযরত আনাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, বাহয ও হাশিম ইব্‌ন কাসিম (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। হযরত যায়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যায়েদ (রা)-কে বলিলেন, اذْهَبْ فَاذكرها على তুমি 'যায়নাব'-এর নিকট গিয়া আমার আলোচনা কর। রাবী বলেন, যায়েদ রওয়ানা হইয়া যায়নাব (রা)-এর নিকট যখন উপস্থিত হইলেন তখন তিনি খামীর প্রস্তুত করিতেছিলেন। হযরত যায়েদ বলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াই আমার অন্তরে তাঁহার মহত্ব অনুভব হইল এবং فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا তাফসীর প্রসঙ্গে পূর্বে বর্ণিত পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিলেন।

অবশ্য তিনি শেষে ইহাও বলিলেন, আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মানুষকে নসীহতও করিলেন। মুসলিম ও নাসায়ী (র) জা'ফর ইব্‌ন সুলাইমান সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণ রাত্রিকালে মাঠে মল ত্যাগ করিতে যাইতেন। হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতেন, আপনার পত্নিগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা করিতেন না। একবার রাসূলপত্নি হযরত সাওদাহ (রা) রাত্রিকালে প্রয়োজনে বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন একজন লম্বা মহিলা। হযরত উমর (রা) তাহাকে চিনিতে পারিয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে সাওদাহ (রা)! আমি আপনাকে চিনিতে পারিয়াছি। পর্দার আয়াত যেন নাযিল হয়,

এই লোভেই তিনি এমন করিয়াছিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পরই পর্দার আয়াত নাযিল হইল। এই রেওয়ায়েত তো এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হযরত সাওদাহ (রা)-এর সহিত এই ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর ঘটিয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধ। যেমন হযরত ইমাম আহমদ, বুখারী ও মুসলিম (র) বলেন, হিশাম ইব্ন উরওয়াহ তাহার পিতা হইতে তিনি হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পর্দার হুকুম নাযিল হইবার পর হযরত সাওদাহ মল ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে বাহির হইলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় মোটা মহিলা। পরিচিত লোকেরা তাহাকে সহজেই চিনিতে পারিত। হযরত উমর (রা) তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, হে সাওদাহ! আপনি তো আমাদের দৃষ্টি হইতে লুকাইতে পারিলেন না। আপনি যে কিভাবে বাহির হইবেন তাহা চিন্তা-ভাবনা করিয়াই বাহির হইবেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, ইহা শুনিয়া তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আমার ঘরে ছিলেন। তিনি রাত্রের খাবার খাইতেছিলেন। তাঁহার হাতে তখন একটি হাড্ডি ছিল। এমন সময় সাওদাহ (রা) ঘরে প্রবেশ করিয়া হযরত উমর (রা) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে গেলে উমর (রা) আমাকে এইরূপ এইরূপ বলিলেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল । গোশতের হাড্ডি তাঁহার হাতেই ছিল। ওহী নাযিল হইবার পর তিনি বলিলেন اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ। "প্রয়োজনে রাত্রিকালে তোমাদের পক্ষে বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ এর মাধ্যমে মুসলমানদিগকে নবীর ঘরে পূর্বের ন্যায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছিলাম। এই উম্মতের জন্য আল্লাহ্র গায়রত হইয়াছে এবং তিনি জাহেলী যুগের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ন্যায় অবাধ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিংবা অন্য কাহারো ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِيَّاكُمْ والدخولَ على النِّسَاءِ। সাবধান, তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করিবে না। অবশ্য অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি আছে। ইরশাদ হইয়াছে, اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ। তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইলে খাবার প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রবেশ করিতে পার। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন, খাবার পাক হইবার সময় কাহারও ঘরে প্রবেশ করাই উচিৎ নহে। এই অভ্যাস আল্লাহ্ পসন্দই করেন না। ইহা দ্বারা অনাহূতভাবে তুফাইলী হওয়া যে হারাম তাহাও প্রমাণিত হয়। তুফাইলীদের নিন্দায় আল্লামা খতীব বাগদাদী (র) একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের বহু ঘটনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا। কিন্তু তোমাদিগকে যখন আহ্বান করা হয় তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং আহার শেষে তোমরা চলিয়া যাও।

মুসলিম শরীফে হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ اَوْ غَيْرَهُ যখন কেহ তাহার ভাইকে দাওয়াত দিবে সে যেন তাহার দাওয়াত গ্রহণ করে। বিবাহের দাওয়াত হউক কিংবা অন্য কোন দাওয়াত। বুখারী শরীফে আরো বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমাকে যদি একটি বকরীর পা-ও আহার করিবার জন্য দাওয়াত করা হয় তবে আমি উহা গ্রহণ করি আর যদি একটি ক্ষুরও আমাকে হাদিয়া দেওয়া হয় তবে উহাও আমি কবুল করি। তোমরা যখন আহার হইতে অবসর হইয়া যাইবে তখন বাড়ীর লোকদিগকে হালকা করিয়া দিবে এবং বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইরশাদ হইয়াছে وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ তোমরা গল্পে নিমগ্ন হইবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে অবস্থানকারী তিন ব্যক্তি গল্পে মশগুল হইয়াছিল যাহা তাঁহার পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيِىْ مِنْكُمْ

ইহা নবী (সা)-কে পীড়া দেয়। ফলে তিনি তোমাদের কারণে সংকোচ বোধ করেন। কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, বিনা অনুমতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে প্রবেশ করা হইলে তিনি পীড়িত হন। কিন্তু তাঁহার অতিশয় লজ্জার কারণে তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করা পসন্দ করেন না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলাই নিষেধ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ

আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিতে সংকোচ বোধ করেন না। এই কারণে তিনি তোমাদিগকে উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ যখন তোমরা তাহাদের নিকট কিছু চাহিবে তখন পর্দার আড়ালে থাকিয়াই চাহিবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পত্নিগণের কাছে প্রবেশ করা যেমন নিষিদ্ধ, অনুরূপভাবে তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও নিষিদ্ধ। তাহাদের কাছে তোমাদের কাহারও কোন প্রয়োজন হইলে পর্দার আড়াল হইতে তাহাদের নিকট চাহিবে, সরাসারি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত একটি পাত্রে 'হাইস' (হালুয়া বিশেষ) খাইতেছিলাম। এমন সময় হযরত উমর আসিতেছিলেন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও খাবারে শরীক হইবার জন্য ডাকিলেন। কিন্তু খাবার সময় ঘটনাচক্রে তাহার আঙ্গুল আমার আঙ্গুলের সহিত স্পর্শ করিয়া বসিল। তখন তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, আহ্! যদি তোমাদের ব্যাপারে আমার কথা মান্য করা হইত তবে কোন চক্ষু তোমাদিগকে দর্শন করিত না। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হইল।

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ অর্থাৎ পর্দার এই যে বিধানের আমি নির্দেশ দিয়াছি, ইহা তোমাদের ও তাহাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র।

قوله وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاَ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

তোমাদের কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কষ্ট দেওয়া এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার পত্নিগণকে কখনও বিবাহ করা সঙ্গত নহে। নিশ্চয় ইহা আল্লাহ্র নিকট গুরুতর অপরাধ। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আলী ইব্ন হুসাইন .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করেন।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাহার কোন পত্নিকে বিবাহ করিবার আশা ব্যক্ত করিলে আয়াতটি তাহাদের ব্যাপারেই নাযিল হইয়াছিল। হযরত সুফিয়ানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সেই পত্নি কি হযরত আয়িশা (রা) ? তিনি বলিলেন, উলামায়ে কিরাম ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) স্বীয় সূত্রে সুদ্দী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পর তাহার কোন পত্নিকে যিনি বিবাহ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তিনি হযরত তালহা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)। অবশেষে ইহা যে হারাম সেই বিষয়ে সতর্কবাণী বুঝিতে পারিলেন। এই কারণে সমস্ত উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁহার কোন পত্নিকে কাহারও পক্ষে বিবাহ করা জায়িয নহে। কারণ তাহারা ইহকালে যেমন তাঁহার পত্নি, পরকালেও তাঁহার পত্নি এবং মু'মিনদের মহাসম্মানিত আম্মা। পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই স্ত্রীর সহিত তাঁহার মিলন ঘটিয়াছে এবং তাঁহার জীবদ্দশায়ই তাহাকে তিনি তালাক দিয়াছেন, অন্য কাহারও পক্ষে তাহাকে বিবাহ করা জায়িয কি-না সে বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই ধরনের কোন স্ত্রী من بعده এর অন্তর্ভুক্ত কি, না ? বস্তুত: তাহাদের এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। অবশ্য মিলন ঘটিবার পূর্বেই যাহাকে তিনি তালাক দিয়াছেন তাহাকে বিবাহ করা যে জায়িয আছে, এই বিষয়ে কাহারও কোন দ্বিমত আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ....আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়লাহ বিনতে আশআস এর মালিক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ইন্তেকালের পরে ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহ্ল (রা) তাহাকে বিবাহ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইহাতে অতিশয় পীড়িত হন। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, হে খলীফায়ে রাসূল! 'কায়লা' তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রী ছিলেন

না এবং তিনি তাহাকে ইখতিয়ার তো দান করেন নাই। তাহাকে পর্দার হুকুমও দান করেন নাই। 'কায়লা' এর কওম মুরতাদ হইবার সাথে সাথে সেও তাহার কওমের সহিত চলিয়া যায় এবং এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে সরাইয়া রাখেন। রাবী বলেন, হযরত উমর (রা)-এর এই কথার পরে হযরত আবূ বকর সান্ত্বনা লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তেকালের পরে তাঁহার কোন স্ত্রীকে বিবাহ করাকে আল্লাহ্ তা'আলা গুরুতর অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا আল্লাহ্‌র কাছে ইহা গুরুতর অপরাধ। অতঃপর ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

যদি তোমরা কোন বস্তু প্রকাশ কর কিংবা উহা গোপন কর তবে আল্লাহ্ সকল বস্তু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তোমাদের অন্তরে নিহিত কোন বস্তুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন নহে।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন।

(৫৫) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ○

৫৫. নবী-পত্নিদিগের জন্য তাহাদিগের পিতৃগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, ভগ্নীপুত্রগণ, সেবিকাগণ এবং তাহাদিগের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে উহা পালন না করা অপরাধ নহে। হে নবী-পত্নিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্ সমস্ত কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহিলাদিগকে অনাত্মীয় পুরুষ হইতে পর্দার নির্দেশ দানের পর তাহাদের যেই সকল নিকট আত্মীয় হইতে পর্দা করিতে হইবে না, উল্লেখিত আয়াতে তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সূরা আন্‌নূর এ-ও তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۗئِهِنَّ اَوْ اٰبَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۗئِهِنَّ اَوْ
اَبْنَاۗءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ نِسَاۗئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اِلَخ

التَّابِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔

তাহারা যেন তাহাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নীপুত্র, আপন নারীগণ, তাহাদের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদের যৌন কামনা রহিত পুরষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে নাবালক ব্যতীত কাহারও নিকট তাহাদের সজ্জা প্রকাশ না করে। সূরা 'নূর' এর এই আয়াতে আলোচ্য আয়াত অপেক্ষা কিছু অতিরিক্ত বিষয় রহিয়াছে। পূর্বে ইহার ব্যাখ্যা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ...ইকরিমাহ (র) হইতে لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِىْ اٰبَاءِهِنَّ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। রাবী বলেন, আয়াতে চাচা ও মামুর উল্লেখ করা হয় নাই কেন ? জিজ্ঞাসা করা হইলে বলা হইল যেহেতু তাহারা স্বীয় পুত্রগণের নিকট ঐ মহিলাদের বর্ণনা দিতে পারে। ইমাম শাফিয়ী ও ইকরিমা তো ইহাও পসন্দ করিতেন না যে, মামু ও চাচার সম্মুখে উড়না খুলিয়া রাখা হউক।

قوله وَلَانِسَاءِهِنَّ অর্থাৎ মু'মিন মহিলাদের নিকট মু'মিন মহিলাদের পর্দা করা জরুরী নহে।

قوله وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ গোলাম ও বাঁদীদের সম্মুখেও পর্দার প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যেব (র) বলেন, وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ দ্বারা শুধু বাঁদী বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا অর্থাৎ প্রকাশ্য ও নির্জনে তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। সকল বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করেন। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না।

(٥٦) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

৫৬. আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাহার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নবীদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাহাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল আলীয়াহ (র) বলিয়াছেন, صلواة الله এর অর্থ হইল ফেরেশতাগণের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার, তাঁহার রাসূলের প্রশংসা করা এবং صلواة الملائكة এর অর্থ হইল প্রার্থনা করা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন يصلون অর্থ يبركون অর্থ বরকতের জন্য দু'আ করে। ইমাম বুখারী (র) ইহা আবুল আলীয়াহ (র) ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বিনা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ জা'ফর রাজী (র) রাবী' ইব্‌ন আনাস (র) এর মাধ্যমে হযরত আবুল আলীয়াহ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রবী' হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও সুফিয়ান সাওরী (র) এবং আরো উলামায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন صلواة الرب অর্থ অনুগ্রহ, صلواة الملائكة অর্থ ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর আওদী (র) ...আতা ইব্‌ন রবাহ হইতে বর্ণিত صلواة الله এর অর্থ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ বলা।

আয়াতের উদ্দেশ্য হইল, ঊর্ধ্ব আকাশে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া। আল্লাহ্ খোদ ফেরেশতাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রশংসা করেন এবং ফেরেশতাগণও তাহার জন্য প্রার্থনা করেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা অধ:জগতে অবস্থানকারীদিগকেও তাঁহার প্রতি সালাত ও সালামের নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে ঊর্ধ্ব জগৎ ও অধ:জগতে অবস্থানকারী সকলের পক্ষ হইতে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করা হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ....হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, هَلْ يُصَلِّىْ رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হইল। ইহারা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করে, তোমার প্রতিপালক কি রহমত নাযিল করেন ? তুমি বলিয়া দাও, হাঁ, আমার প্রতিপালক আম্বিয়া ও রাসূলগণের প্রতি রহমত নাযিল করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ইহাও জানাইয়াছেন যে, তিনি তাহার মু'মিন বান্দাগণের প্রতি সালাত অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

যেমন ইরশাদ হইয়াছ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اُذْكُرُوْ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ۔

হে মু'মিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণ আল্লাহ্কে স্মরণ কর এবং সকালে ও সন্ধ্যায় তাহার পবিত্রতা ঘোষণা কর। তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফেরেশতাগণ অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করেন। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ۔

ধৈর্যশীলদিগকে তুমি সুসংবাদ দান কর যাহারা বিপদগ্রস্ত হইলে যেন বলে, আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং তাহার প্রতিই আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। তাহাদের প্রতিই তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ নাযিল হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف আল্লাহ্ তা'আলা ডান দিকের সারীতে অবস্থানকারী মুসল্লীগণের ওপর অনুগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণও অনুগ্রহের জন্য দু'আ করেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত, اللهُمَّ صل على ال ابى اوفى হে আল্লাহ্! আপনি আবূ আওফা'র পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করুন। হযরত জাবির (রা) এর পত্নি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাহার ও তাহার স্বামীর প্রতি দু'আ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন صلى الله عليك وعلى زوجك আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি ও তোমার স্বামীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পাঠ করিবার জন্য মুতাওয়াতের সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত। কি পদ্ধতিতে তাহার প্রতি দরূদ ও সালাত পাঠ করিতে হইবে হাদীসে উহাও বর্ণিত আছে। আমরা উহা হইতে কতিপয় হাদীস এখানে উল্লেখ করিব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সাঈদ ইব্ন ইয়াহয়া ইব্ন সাঈদ (র) ...কা'ব ইব্ন উজ্রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সালাম করিবার পদ্ধতি আমরা শিখিয়াছি, কিন্তু আপনার প্রতি সালাত ও দরূদ কিভাবে করিতে হইবে উহা আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিন। তিনি বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ —এইরূপভাবে আমার দরূদ পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ...আবূ লায়লা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রাহ (রা)-এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে একটি হাদিয়া পেশ করিব কি ? একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট আগমন করিলে, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি কিন্তু সালাতের পদ্ধতি আপনি শিখাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা সালাত এইভাবে পেশ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

হাদীসটি মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাহাদের সংকলিত গ্রন্থে একাধিক সূত্রে হাকাম ইব্‌ন উতায়বাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইন ইব্‌ন আরাফাহ (র) ...কা'ব ইব্‌ন উজ্‌রাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔ নাযিল হইল, তখন আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম কিরূপে করিতে হইবে, আমরা উহা তো জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু সালাত করিতে হইবে কিভাবে উহা শিখাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা ইহার সহিত وعلينا معهم যোগ করিতেন। এই অতিরিক্ত শব্দের সহিত ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা আপনার প্রতি সালাম কিভাবে করিতে হইবে উহা জানিতে পারিয়াছি। ইহা দ্বারা 'তাশাহহুদ' এর মধ্যে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বুঝান হইয়াছে।

২. ইমাম বুখারী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ....হযরত সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম করিবার নিয়ম তো হইল এই, যাহা আপনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আপনার প্রতি সালাত কিভাবে আমরা পেশ করিব?

তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ۔

আবূ সালিহ (র) লাইছ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم

ইমাম বুখারী আরো বলেন, ইবরাহীম ইবন হামযা (র) ...ইয়াযীদ ইব্ন হাদ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم۔

ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইবনুল হাদ এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান (র) ....আবূ হুমাইদ সায়েদী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রতি আমরা দরূদ পেশ করিব কিভাবে ? তিনি বলিলেন, তোমরা বলিবে ঃ

اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد۔

৪. ইমাম মুসলিম (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্ন ইয়াহয়া তামীমী (র) ....আবূ মাসউদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত সা'দ ইব্ন উবাদাহ (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত থাকাকালীন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশীর ইব্ন সা'দ (রা) তাহাকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিবার জন্য হুকুম করিয়াছেন। আমরা কিভাবে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব ? রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার এই প্রশ্নের পর দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন করিলেন। ফলে আমরা মনে মনে বলিলাম, হায়! যদি তাহার নিকট এই প্রশ্নই না করিতাম। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পাঠ করিবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد۔

আর সালাম করিবার নিয়ম তো তোমরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছ। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন জারীর (র), মালেক (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, ইব্‌ন হাব্বান ও হাকিম (র), মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ....মাসউদ বদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবাগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালামের নিয়ম তো শিখিয়াছি, তবে সালাতের মধ্যে দরূদের নিয়ম কি উহা জানাইয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা দরূদ এইরূপ পড়িবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

ইমাম শাফেয়ী (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই হাদীস দ্বারাই তিনি ইহা প্রমাণ করেন যে, 'তাশাহহুদ' এর শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে তবে সালাত শুদ্ধ হইবে না। অবশ্য ইমাম মালেক (র)-এর অনুসারীগণ হইতে কেহ কেহ ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই শর্ত আরোপ করিবার জন্য তাহার সমালোচনা করিয়াছেন এবং কেবল ইমাম শাফেয়ী (র) একাই এই মত পোষণ করেন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং কাজী ইয়ায (র)-এর উল্লেখ অনুসারে আবূ জা'ফর রাযী তবারী ও ইমাম তাহাবী (র) ইহার বিপরীত উলামায়ে কিরামের ইজমা ও ঐক্যমত বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সমালোচক তাহার সমালোচনায় ইনসাফ করেন নাই; বরং সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন এবং 'ইজমা' এর দাবীতেও তিনি সঠিক তথ্য তুলিয়া ধরিতে পারেন নাই। সালাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব আমরা এই দাবীই করিয়াছি এবং সালাতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পড়িবার নির্দেশ কুরআনের আয়াতেই রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরামের একটি দল আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবূ মসউদ বদরী, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তাবেঈগণের মধ্যে শা'বী, আবূ জা'ফর বাকির, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র)-ও এই মত পোষণ করেন। আর ইমাম শাফেয়ীও এই মত পোষণ করেন। তাহার অনুসারীগণের মধ্যে এই বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নাই। আবূ যুরআহ দামেশকীর উল্লেখ অনুসারে ইমাম আহমদ (র)ও শেষ জীবনে এই মতের অনুসরণ করেন। ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ায়ে, ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম মালেকী (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

অনুরূপভাবে হাম্বলী মাযহাবের কোন কোন ইমাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিবার পর তিনি যেমন শিক্ষা দিয়াছিলেন ঠিক তদ্রূপ দরূদ পাঠ করাই ওয়াজিব বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। আল্লামা বন্দনেজী, সালীম রাযী ও তাহার শিষ্য নসর ইব্‌ন ইবরাহীম মাকদেসী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবারবর্গের প্রতি সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইমামুল হারামাইন (র) ও তাহার শিষ্য

ইমাম গায্যালী (র) ইহার অনুরূপ এক মত উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এই বিষয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু জাহেরী হাদীস দ্বারা ইহা ওয়াজিব বলিয়া প্রমাণিত হয়।

মোট কথা ইমাম শাফেয়ী সালাতের মধ্যে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পূর্বের আলোচনা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত যে, ইহার বিপরীত ইজমা অনুষ্ঠিত হয় নাই। الله اعلم।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উল্লেখিত মতের সমর্থনে ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন খুযায়মাহ ও ইব্ন হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত আরো একটি হাদীস পেশ করা যায়, যাহা হায়ওয়াহ ইব্ন শুরাইহ মিসরী (র)....ফুযালাহ্ ইব্ন উবাইদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দু'আ করিতে শুনিলেন; অথচ সে আল্লাহ্র প্রশংসাও করে নাই আর দরূদ শরীফও পাঠ করে নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, عجل هذا এই ব্যক্তি বড় ব্যস্ততা করিয়াছে। অত:পর সে পুনরায় দু'আ করিলে তিনি তাহাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন ঃ

اِذَا صَلّٰى احدكم فَلْيَبْدأ بتحميد الله عزوجل والثناء عليه ثم ليصل على النبى ثم ليدَعْ بَعْدَ بِماشَاءَ-

তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যখন সালাত পড়ে তখন প্রথমে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে, অত:পর আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। ইহার পর সে যাহা ইচ্ছা যেন দু'আ করে। অনুরূপভাবে ইব্ন মাজাহ ধারাবাহিকাভাবে আব্দুল মুহাইমিন ইব্ন আব্বাস ইব্ন সাহ্ল ইব্ন সা'দ সায়েদী (র), তাহার পিতা হইতে, তিনি তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لاصلواة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولاصلواة لمن لم يصل على ولا صلواة لمن لم يحب الانصار-

যাহার অজু নাই তাহার সালাত হয় না এবং যে ব্যক্তি অজুর প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে না তাহার অজু হয় না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না, তাহার সালাত হয় না, আর আনসারকে যে ভালবাসে না তাহারও সালাত হয় না। অবশ্য সনদের আব্দুল মুহাইমিন নামক রাবী বিবর্জিত। তবে আল্লামা তাবারানী, তাহার ভাই উবাই ইব্ন আব্বাস (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও বিবেচনা সাপেক্ষ। বস্তুত: হাদীসটি আব্দুল মুহাইমিন হইতে বর্ণিত বলিয়া মুহাদ্দিসগণ জানেন। والله اعلم

৫. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ ইবন হারুন (র) ....বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি সালাম করিতে হইবে উহা তো আমরা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু দরূদ কিভাবে পাঠ করিতে হইবে বুঝাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, তোমরা বল ঃ

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما جعلتها على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد -

সনদের আবূ দাউদ আ'মা এর আসল নাম হইল নুফাই ইব্ন হারিস। তিনি পরিত্যাজ্য।

৬. ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, যিয়াদ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) ....হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর তখন উত্তমরূপে পাঠ কর। কারণ তোমরা ইহা জান না যে, ইহা তাহার কাছে পেশ করা হয়। তখন উপস্থিত লোকেরা বলিল, আমাদিগকে শিক্ষা দিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পাঠ করিবে ঃ

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبين محمد عبدك ورسولك امام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه الاولون والاخرون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حيمد مجيد - اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ হইতে মাওকুফ পদ্ধতিতে বর্ণিত। ইসমাঈল আল-কাজী (র), হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর কিংবা হযরত উমর (রা) হইতে প্রায় একই রকম বর্ণনা করিয়াছেন।

৭. ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সালাম করিবার নিয়ম তো শিখিয়াছি; কিন্তু আপনার প্রতি দরূদ কিভাবে পেশ করিতে হইবে উহা আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা এইভাবে দরূদ পেশ করিবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حيمد مجيد - وارحم محمدا وال محمد كما رحمت ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد -

যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহের দু'আ করা জায়িয আছে বলিয়া মত পোষণ করেন, তাহারা এই হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতও ইহাই। অপর একটি হাদীস ইহার সমর্থনে পেশ করা যায়। একবার এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া দু'আ করিল ঃ

اللهم ارْحَمْنِى ومُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا ـ

হে আল্লাহ্! আপনি কেবল আমার ও মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমাদের সহিত কাহাকেও অনুগ্রহ করিবেন না। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেনঃ

لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا "তুমি তো এক প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করিয়াছ।"

কাজী ইয়ায (র) বলেন, মালেকী মাযহাবের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই দু'আ করিতে নিষেধ করেন। তবে আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ যায়েদ ইহা বৈধ বলিয়া মত ব্যক্ত করেন।

৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ....আমির ইবন রবীআহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من صلى على صلواة لم تزل الملائكة تصلى ماصلى فليقل عبد من ذلك او ليكثر ـ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, ফেরেশতাগণ তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন যাবৎ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে থাকে। অতএব দরূদের এই মর্যাদা শ্রবণ করিবার পর কেহ কম পরিমাণ দরূদ পাঠ করুক কিংবা বেশী, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইহা শু'বা (র) এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

৯. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেন, বুন্দার (র) ....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَوْلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلٰوةً ـ

যে ব্যক্তি আমার প্রতি বেশী পরিমাণ দরূদ পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিবসে সে আমার অধিক নিকটবর্তী হইবে।

হাদীসটি শুধু ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে 'হাসান গরীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

১০. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (র) ...যায়েদ ইব্ন তালহা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একবার এক আগন্তুক আমার নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন مَا مِنْ عَبْدٍ يُصلى عليك صلواة الا صلى الله عليه بها

عشرا। যে কোন বান্দা আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময়ে তাহাকে দশটি রহমত দান করিবেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমার দু'আর অর্ধেক সময় কি আপনার জন্য দু'আ করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। সে আবার বলিল, আমার দু'আর দুই-তৃতীয়াংশ সময় কি আপনার জন্য করিব ? তিনি বলিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয়। সে আবারও বলিল, সম্পূর্ণ দু'আই কি আপনার জন্য করিব ? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اذَنْ يكفيكَ اللّٰه هَمَّ الدنيا وهم الاخرة। তাহা হইলে তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমার ইহকাল ও পরকালের সকল দুর্ভাবনা দূর করিবার জন্য যথেষ্ট হইবেন।

১১. ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন সাল্লাম আল আত্তার (র) ....কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্য রাত্রে বাহির হইতেন এবং বলিতেন جَاء الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه প্রকম্পনকারী শিংগা নিশ্চিত আসিবে এবং পরবর্তী আর এক প্রকম্পনকারী শিংগা হইবে মৃত্যু। উহার সকল বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে। তখন হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি রাত্রিকালে সালাত পড়ি। আমি কি ঐ সময়ের এক তৃতীয়াংশ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। তিনি বলিলেন, অধিক। হযরত উবাই (রা) বলিলেন, তবে কি অর্ধেক করিব। তিনি বলিলেন, দু-তৃতীয়াংশ। হযরত উবাই (রা) বলিলেন, তবে কি পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اذن يغفر لك ذنبك كله। তাহা হইলে তোমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হান্নাদ (র) ....উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জাগ্রত হইয়া বলিতেন ঃ

يايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاء الراجفه تتبعها الرادفة جاء الموت بمافيه۔

হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর প্রকম্পনকারী শিংগার ফুৎকার নিশ্চিত সমাগত হইবে, উহার পর আর একটি সমাগত হইবে। মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে। মৃত্যু উহার পূর্ণ বিভীষিকাসহ উপস্থিত হইবে।

হযরত উবাই (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি অনেক দরূদ পেশ করিয়া থাকি। আপনি আমাকে বলিয়া দিন, কি পরিমাণ সময় দরূদ পেশ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যতটুকু সময় তুমি ইচ্ছা কর। আমি বলিলাম, এক চতুর্থাংশ?

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ماشئت فان زدت فهو خير لك যত সময় তুমি ইচ্ছা কর। অধিক সময় দরূদ পেশ করিলে উহা তোমার জন্য উত্তম। আমি বলিলাম, অর্ধেক সময়? তিনি বলিলেন, ماشئت فان زدت فهو خير لك যত সময় তুমি ইচ্ছা কর। অধিক সময় দরূদ পাঠ করিলে উহা তোমার পক্ষে উত্তম। আমি বলিলাম, আমার সময়ের দুই তৃতীয়াংশ। তিনি এবারও একই উত্তর করিলেন। এবার আমি বলিলাম তবে আমার পূর্ণ সময়টিই আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করিব। তখন তিনি বলিলেন اِذَنْ تَكْفِىْ همكَ وَيُغْفَرُلكَ ذَنْبُكَ তাহা হইলে যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে তোমাকে রক্ষা করা হইবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র).... উবাই (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যদি আমার পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরূদ পাঠে ব্যয় করি তবে ইহা কেমন মনে করেন। তিনি বলিলেন, اِذَنْ يَكفِيكَ اللّٰهُ مَا اَهَمَّكَ مِنْ دُنْيَاكَ وَاٰخِرَتِكَ তখন তো আল্লাহ্ তা'আলা তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা করিবেন।

১২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সালামাহ মানসূর ইব্‌ন সালাম খুযাঈ (র) ও ইউনুছ (র) .... হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন, আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম, চলিতে চলিতে তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি সিজদায় অবনত হইয়া দীর্ঘ সময় পড়িয়া রহিলেন। এমনকি ইহা দেখিয়া আমি তাহার মৃত্যুর আশংকা করিলাম। হযরত আব্দুর রহমান (রা) বলেন, তাহার সঠিক অবস্থা জানিবার জন্য আমি তাহার কাছে আসিলে তিনি মাথা উঠাইলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আব্দুর রহমান। কি ব্যাপার! আমি তখন তাহাকে পূর্ণ অবস্থা সবিস্তারে বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ

ان جبريل عليه السلام قال لى اَلاَ اُبَشِّرُكَ اِنَّ اللّٰهَ عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه۔

জিবরীল (আ) আসিয়া আমাকে বলিলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপনাকে এই সুসংবাদ কি দিব না? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি আর যে ব্যক্তি আপনাকে সালাম করে আমিও তাহাকে সালাম করি।

১৩. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ সাঈদ মাওলা বনূ হাশিম (র).... হযরত আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া সদকার মালের নিকট গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া

সিজদায় অবনত হইলেন। তিনি সিজদা এত দীর্ঘ করিলেন যে, আমার ধারণা হইল, তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। অতঃপর আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলাম। তখন তিনি সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি আব্দুর রহমান। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার, এখানে কেন? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এত দীর্ঘ সিজদা করিয়াছেন যে, আমার ধারণা হইয়াছিল আল্লাহ্ আপনার রূহই কবজ করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, আসল ঘটনা ঘটিয়াছিল এই যে, জিবরীল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করে আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি। আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি সালাম করে আমি তাহাকে সালাম করি। অতএব আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমি সিজদায় পড়িয়াছিলাম। ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক আলকাজী (র) ... আব্দুর রহমান (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো একটি সূত্রেও তিনি আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

১৪. আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম ইব্‌ন বুজাইর (র) .... হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রয়োজনে বাহির হইলেন; কিন্তু তাঁহার সাথে যাইবার জন্য কাহাকেও পাইলেন না। ইহা দেখিয়া উমর (রা) পানি লইয়া দ্রুত তাহার পশ্চাতে আসিলেন; কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদায় অবনত পাইলেন। অতএব তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা উত্তোলন করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে সিজদায় দেখিয়া যে সরিয়া দাঁড়াইয়াছ ইহা বড় ভাল কাজ করিয়াছ। এখনই হযরত জিবরীল আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, আপনার উম্মত হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। হাফেজ জিয়াউদ্দীন মুকদিসী (র) তাহার 'আলমুস্তাখরাজ আলাস্ সহীহাইন' গ্রন্থে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইসমাঈল আলকাজী (র) উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি ইয়াকূব ইব্‌ন য়াযীদ (রা) ... উমর (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূ কামিল (র).... আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগমন করিলেন, তখন তাহার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল ছিল। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে যে আনন্দিত মনে হইতেছে? তখন তিনি বলিলেন, জিবরীল (আ) আগমন করিয়া আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি কি আপনার প্রতিপালকের এই কথায় সন্তুষ্ট নহেন যে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার

দরূদ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিব। আর যে ব্যক্তি আপনাকে একবার সালাম করিবে আমি তাহাকে দশবার সালাম করিব। তখন আমি বলিলাম, হ্যাঁ অবশ্যই সন্তুষ্ট। ইমাম নাসায়ী হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামাহ (রা) হইতে তাহার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইসমাঈল আল কাজী (র) .... হযরত আবূ তালহা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬. ইমাম আহমদ (রা) বলেন, শুরাইহ (র) ... আবূ তালহা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন প্রত্যূষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডলীতে খুশীর চিহ্ন দেখা গেল। উহা দেখিয়া সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আপনাকে উৎফুল্ল দেখা যাইতেছে এবং আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ আজ আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন আগন্তুক আগমন করিয়া বলিয়াছে, আপনার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করিবেন। দশটি গুনাহ মিটাইয়া দিবেন এবং তাহার জন্য দশটি মর্যাদা বুলন্দ করিবেন। হাদীসের সূত্র মজবুত; কিন্তু সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই।

১৭. ইমাম মুসলিম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী (র) ইসমাঈল ইব্ন জা'ফর (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন من صلى على واحدةً صلى الله عليه بها عشراً যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এই বিষয়ে আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ আমির ইব্ন রবীআহ, আম্মার, আবূ তালহা, আনাস ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে হাদীস বর্ণিত। ইমাম আহমদ (রা) বলেন, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ (রা) ... হযরত আবূ হুরায়রাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

صلوا على فانها زكواة لكم وسلوا الله لى الوسيلة فانها درجة فى اعلى الجنة ولاينالها رجل وارجوان اكون انا هو-

তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, কারণ উহা তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ। এবং আমার জন্য তোমরা অছীলা'র দু'আ কর। উহা বেহেশতের উচ্চ স্তরে একটি বিশেষ শ্রেণীকক্ষ, কেবল একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উহা লাভ করিবার গৌরব অর্জন করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হইব। এই সূত্রে কেবল ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য বায্যার (র) মুজাহিদ এর সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ

ইব্‌ন ইসহাক বিকালী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ কর। উহা তোমাদের জন্য পবিত্রতার কারণ। এবং আমার জন্য বেহেশতের বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান অছীলা লাভের জন্য দু'আ কর। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অছীলা কি? তিনি নিজেই আমাদিগকে বলিলেন, অছীলা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণী কক্ষ। সেই বিশেষ কক্ষটি এক ব্যক্তিই লাভ করিবে এবং আশা করি আমিই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি হইবে। এই হাদীসের সূত্রে কতিপয় সমালোচিত রাবী বিদ্যমান।

১৮. ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহয়া ইব্‌ন ইসহাক (র) ... আমর ইবনুল আস এর আযাদকৃত গোলাম আবূ কায়েস হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন ঃ

مَنْ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواة صلى الله عليه
وملائكته بها سبعين صلواة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি সত্তরবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাঁহার ফেরেশতাগণ সত্তরবার দু'আ করিবে। অতএব আল্লাহ্র কোন বান্দা দরূদ শরীফ বেশি পাঠ করুক কিংবা কম, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন। রাবী বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট একজন বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি মুহাম্মদ, আমি লিখিতে পড়িতে জানি না। এ কথা তিনি তিন বার বলিলেন। আমার পরে কোন নবী আসিবে না। আমাকে কালামের প্রারম্ভিক অংশ ও সমাপ্তিক অংশ দান করা হইয়াছে এবং ব্যাপক অর্থবাহক কালাম দান করা হইয়াছে। দোযখের প্রহরী কতজন, আরশের বাহক সংখ্যা কত, তাহা আমি জানি। আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। আমাকে ও আমার উম্মতকে আফিয়াত দান করা হইয়াছে। যতকাল আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকিব তোমরা আমার কথা শুনিবে এবং মান্য করিয়া চলিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমাদের মধ্য হইতে লইয়া যাইবেন। তোমরা আল্লাহ্র কিতাব ধারণ করিবে। উহার হালালকে হালাল জানিবে এবং হারামকে হারাম জানিবে।

১৯. আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, আবূ সালমাহ খুরাসানী (র)...আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فليصلْ عَلى وَمَنْ صَلّى عَلَىَّ مَرة واحدة صلى الله عليه عشرا -

যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইবে সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। আমার প্রতি একবার যে দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন।

ইমাম নাসায়ী (র) 'আল ইয়াওম আল্লায়লাহ' গ্রন্থে আবূ দাউদ তায়ালিসীর হাদীসটি আবূ সালমাহ (রা) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২০. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুজাইল (র) হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَى صلواة واحدةً صلى الله عَلَيْهِ عَشْرَصَلَوات وَحط عنه عشر سيئات۔

যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন এবং তাহার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

২১. ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল মালিক ইব্‌ন আমর ও আবূ সাঈদ (র)... হযরত হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ البَخِيْلُ مَنْ ذُكِرتُ عِنْدَهُ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ। কৃপণ হইল সেই ব্যক্তি যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না। আবূ সাঈদ ثم لم يصل এর স্থানে فلم يصل বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ইহা সুলায়মান ইব্‌ন বিলাল (র) হইতে বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব সহীহ। কেহ কেহ ইহাকে হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২২. ইসমাইল আল কাজী (র) বলেন, হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র) ... হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন انّ ابخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على। সর্বাপেক্ষা বড় কৃপণ হইল সেই ব্যক্তি, যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পড়িল না।

২৩. ইসমাঈল (র) বলেন সুলায়মান ইব্‌ন হাবিব (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

بحسب امرأ من البخل ان اذكر عنده فلا يصل على۔

একজন মানুষের কৃপণ হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইলে সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।

২৪. ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম দাওরাকী (র)... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ دخَلَ عليه شَهرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انسَلَخَ قَبْلَ اَنْ يُّغْفَرَلَهُ وَرَغِمَ اَنُفُ رَجُلٍ اَدْرَكَ عِنْدَه اَبَوَاه الكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الجَنَّةَ۔

সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হউক, যাহার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হইল, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল না, লাঞ্ছিত হউক সেই ব্যক্তি, যাহার জীবনে রমযান

মাস আসিল অথচ তাহার গুনাহর ক্ষমা হইবার পূর্বে বিদায় নিল। লাঞ্ছিত হউক সেই ব্যক্তি যাহার জীবনে তাহার পিতা-মাতা বার্ধক্যে উপনীত হইল, অথচ তাহারা তাহাকে বেহেশতে প্রবিষ্ট করিল না। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইহা হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আদব অধ্যায়ে ... ইব্ন উবাইদুল্লাহ (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন আমর এর হাদীস আবূ সালামাহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে পূর্বেই আমরা বর্ণনা করিয়াছি। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হযরত জাবের ও আনাস (রা) হইতেও বর্ণিত। আল্লামা ইব্ন কাসীর বলেন, অত্র হাদীস ও ইহার পূর্ববর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, যেমন পূর্বেই বলা হইয়াছে। একদল উলামায়ে কিরাম এই মতই পোষণ করেন। হযরত ইমাম তাহাবী ও হালীমী (র) ও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীস দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জুনাদাহ ... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন من نسى الصلواة على اخطاء طريق الجنة যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে ভুল করিবে। অবশ্যই হাদীসটির রাবী জুনাদাহ একজন দুর্বল রাবী। কিন্তু ইসমাইল আল কাজী (র) একাধিক সূত্রে আবূ জা'ফার মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-বার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিতে ভুলিয়া যাইবে সে বেহেশতের পথ চলিতে ভুল করিবে। তবে ইহা মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত, কিন্তু পূর্বের রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। والله اعلم

উলামায়ে কিরামের আর একটি জামাআত বলেন, মজলিসে মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। মজলিসের অবশিষ্ট সময় পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম তিরমিযী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلٰى نبيهم الا كان
عليهم ترةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَانَ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَاِنْ شَاءَ غَفرلَهُمْ ـ

যে সকল লোক কোন মজলিস অনুষ্ঠিত করিল অথচ তাহারা সেখানে আল্লাহ্র যিকির করিল না আর তাহাদের নবীর প্রতি দরূদও পাঠ করিল না, কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা বিপদের কারণ হইবে; তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে শাস্তি

দিবেন, ইচ্ছা করিলে ক্ষমা করিয়া দিবেন। এই সূত্রে কেবল ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ইহা হাজ্জাজ ও ইয়াযীদ ইব্ন হারূন (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মারফূ পদ্ধতিতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অবশ্য ইহা একাধিক সূত্রে বর্ণিত।

ইসমাঈল আলকাজী (র) শু'বা (র) হযরত আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقْعُدُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ وَلاَ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ اِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَاِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ لِمَا يرون مِنَ الثواب۔

যে সকল লোক মজলিস করিয়া নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত উঠিয়া যায়, কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অনুতাপের কারণ হইবে। যদিও তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করুক না কেন। কারণ সে দিনে তাহারা ইহার অতিরিক্ত সওয়াব দেখিতে পাইবে। কতিপয় উলামায়ে কিরামের অভিমত হইল আয়াতের নির্দেশ পালনার্থে জীবনে মাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব। আল্লামা তাবারী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়াতে দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ মুস্তাহাবমূলক, এই বিষয়ে তিনি ইজমারও দাবী করিয়াছেন। তবে সম্ভবত তাহার উদ্দেশ্য একবারে অধিক বার দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দান করা একবার ওয়াজিব। ইহার অতিরিক্ত মুস্তাহাব। আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, ঐ সূত্রটি নিতান্তই অখ্যাত। বিভিন্ন সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ হইয়াছে উহার মধ্যে কখনও ওয়াজিব আবার কখনও মুস্তাহাব। এই বিষয়ে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সালাতের জন্য আযানের পর দরূদ পাঠ করা। এই সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوْا اللّٰهَ لِى الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهُ مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَيَنْبَغِى اِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْاَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَئَلَ لِى الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔

তোমরা মুয়ায্যিনকে যখন আযান দিতে শুনিবে তখন সে যেমন বলে, তোমরাও তেমন বলিবে। অতঃপর তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিবে। যে আমার প্রতি

দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহার প্রতি দশবার অনুগ্রহ করিবেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্র দরবারে 'অছীলা'র জন্য দুআ করিবে। অছীলা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্র মাত্র একজন বান্দার জন্য সংগত এবং আশাকরি আমিই সেই ব্যক্তি হইব। আমার জন্য যে-ই অছীলার দু'আ করিবে, তাহার জন্য আমি কিয়ামতে সুপারিশ করিব। ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) কা'ব ইব্‌ন আলকামাহ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

২৫. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِى الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ

যে ব্যক্তি আমার জন্য অছীলার দুআ করিবে কিয়ামত দিবসে আমার সুপারিশ তাহার জন্য অবশ্যই হইবে।

২৬. ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, সুলাখসান ইব্‌ন হারব (র) ... ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

صلوا على فان صلواتكم على زكواة لكم وسلوا الله لى الوسيلة الحديث-

তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর, তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিলে ইহা তোমাদেরই পবিত্রতার উপায় হইবে। এবং তোমরা আল্লাহ্র দরবারে আমার জন্য অছীলার দু'আ কর। অছীলা হইল বেহেশতের একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান। উহা আল্লাহ্র এক ব্যক্তিই লাভ করিবেন এবং আশা করি সেই ব্যক্তি আমিই হইব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান ইব্‌ন মূসা (র) ... রুআইফি ইব্‌ন সাবিত আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَنْزِله الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتَ لَهُ شَفَاعَتِىْ-

যেই ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিল এবং আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিল, হে আল্লাহ্! আপনি তাঁহাকে কিয়ামত দিবসে আপনার নিকটবর্তী আসনে স্থান দান করুন, তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইবে। হাদীসের সনদ গ্রহণযোগ্য। অবশ্য সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারগণ ইহা বর্ণনা করেন নাই।

২৭. ইসমাঈল আল-কাজী (র) বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি এই দু'আ পাঠ করিতেন ঃ

اللهم تقبل شفاعةَ محمد الكبرى وارفعَ دَرجتهَ العليا وأَعْطِهُ سولَهَ فِىْ الاخرة والاولى كما اتيتَ ابراهيْمَ ومُوسى-

হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মদ (সা)-এর বড় সুপারিশ কবুল করুন তাহার মর্যাদা বুলন্দ করুন। দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাকে পার্থিব বস্তু দান করুন যেমন দান করিয়াছিলেন ইবরাহীম ও মূসা (আ)-কে। হাদীসের সনদ সহীহ, মযবুত ও নির্ভরশীল।

মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ হইতে বাহির হইবার সময়ও দরূদ পাঠ করিবার নির্দেশ রহিয়াছে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (র) .... হযরত ফাতেমা আল কুবরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন তিনি মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতেন এবং সালামও পেশ করিতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب رحمتك হে আল্লাহ্! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনার রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন এবং যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখনও তিনি দরূদ পাঠ করিয়া সালাম করিতেন অতঃপর এই দু'আ পড়িতেন اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك হে আল্লাহ্! আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আপনার অনুগ্রহের দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিন। সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদে দরূদ পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পূর্বেই করিয়াছি। ইমাম শাফেয়ী (র) দরূদ শরীফ পাঠ করা ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি ব্যতীত আরো উলামায়ে কিরামও এই মত পোষণ করেন। তবে প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ শরীফ পাঠ করা কেহ ওয়াজিব বলিয়া মন্তব্য করেন নাই। অবশ্য এই ক্ষেত্রে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব কিনা এই বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (র) হইতে দুইটি মত ব্যক্ত হইয়াছে।

জানাযার সালাতে দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হয়। তাহার নিয়ম হইল প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ কর। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ শরীফ পাঠ করা তৃতীয় তাকবীরের পর মৃতের জন্য দু'আ করা। চতুর্থ তাকবীরের পর এই দু'আ পাঠ করা اللهم لا تحرمنا اَجْرَهُ وَلَا تَفتننا بعده۔ হে আল্লাহ্! তাহাকে তাহার বিনিময় হইতে বঞ্চিত করিও না এবং আমাদেরকে তাদের পরে ফিৎনায় লিপ্ত করিও না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, মুতারবিফ ইব্ন মাযিন (র).... জনৈক সাহাবী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জানাযার সালাতের সুন্নাত হইল, ইমাম প্রথম তাকবীর বলিয়া প্রথমে সূরা ফাতেহা চুপে চুপে পাঠ করিবেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবেন। সর্বশেষে মৃতের জন্য একনিষ্ঠ হইয়া দু'আ করিবেন। পরবর্তী তাকবীরসমূহের পর কিছু পড়িবে না। অবশেষে চুপে সালাম করিবেন। ইমাম নাসায়ী ও রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ উমামাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশুদ্ধ মতে মারফূ হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। ইসমাঈল আলকাজী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়েব (র) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা ইব্ন উমর ও শা'বী (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত।

ঈদের সালাতেও দরূদ শরীফ পাঠ করিবার নির্দেশ আছে ঃ ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... আলকামাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত ইব্‌ন মাসউদ আবূ মূসা ও হযরত হুযায়ফা (রা)-এর নিকট অলীদ ইব্‌ন উকবা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈদের সালাত তো নিকটবর্তী, তবে ইহার তাকবীর করিতে হইবে কি পদ্ধতিতে? হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ জবাবে বলিলেন, প্রথম তাকবীরে তাহরীমাহ করিবে। এই তাকবীর দ্বারাই সালাত শুরু করিতে হইবে। তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা করিবে এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবে এবং দুআ করিবে। অতঃপর পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে। পুনরায় তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর আবার তাকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে। ইহার পর কিরাত পাঠ করিয়া তাকবীর বলিবে এবং রুকূ করিবে। ইহার পর দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দণ্ডায়মান হইবে এবং কিরাত পাঠ করিবে। তোমার প্রতিপালকের হাম্‌দ করিবে ও নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে এবং দু'আ করিবে। অতঃপর তকবীর বলিবে এবং পূর্বের মত করিবে অতঃপর রুকূ করিবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর এই জবাব শুনিয়া হযরত হুযায়ফা ও হযরত আবূ মূসা (রা) বলিলেন, আবূ আব্দুর রহমান সত্য বলিয়াছেন। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

দু'আ শেষে দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, আবূ দাউদ (র) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

الدُّعَاءُ مَوْقُوْفُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لاَيَصْعَدُ مِنهُ شَيُ حَتّى تُصَلّى عَلى نَبِيِّكَ

আসমান ও যমীনের মাঝে তোমার দু'আ ঝুলন্ত থাকে, উহার একটুও উপরে আরোহণ করে না; যাবৎ না নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

আইউব ইব্‌ন মূসা (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়েব এর মাধ্যমে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মু'আয ইব্‌ন হারিস (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মুআবিয়াহ (র) ও তাহার গ্রন্থে মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ مَوقُوْف بَيْنَ السَّمَاءِ والاَرْضِ لاَيَصْعَدُ حَتّى يُصَلّى عَلىَّ فَلاَ تَجعلونى
كَغَمَرِ الرَّاكِبِ صَلُّوْا عَلىَّ اَوَّلَ الدُّعَاءِ وَاخِرَهُ وَاَوْسَطَهُ۔

আসমান ও যমীনের মাঝে দু'আ ঝুলন্ত থাকে, উপরে আরোহণ করে না যাবৎ না আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়। তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত করিও না। আমার প্রতি দু'আ শুরুতে ও শেষে দরূদ শরীফ পাঠ করিও।

আব্দ ইব্ন হুমাইদ তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, জা'ফার ইব্ন আওন (র) ... হযরত জাবের (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা) একবার আমাদিগকে বলিলেন ঃ

لَاتَجْعَلُوْنِىْ كَقِدْحِ الرَّاكِبِ اِذَا عَلَقَ تَعَالِيقَهُ اَخَذَ قِدْحَهُ فَمَلَاَهُ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةً فِى الْوُضُوءِ تَوَضَّاءِ وَاِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الشُّرْبِ شَرِبَ وَاِلاَّ هَرق مَافِيْهِ اِجْعَلُوْنِىْ فى اَوَّل الدُّعَاءِ وَفِىْ اَوْسَطِه وَفِىْ اخِرِ الدُّعَاء۔

তোমরা আমাকে আরোহীর পেয়ালার মত করিও না; সে তাহার প্রয়োজনীয় যাবতীয় আসবাব সংগ্রহ করিবার পরে তাহার পানির পেয়ালা সংগ্রহ করে উহাতে পানি ভরে। অজু করিবার প্রয়োজন হইলে অজু করে পান করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে পান করে নচেৎ উহার পানি নিক্ষেপ করিয়া দেয়। তোমাদের দু'আর শুরুতে মধ্যভাগে এবং শেষ ভাগে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিও। হাদীসটি গরীব এবং মূসা ইব্ন উকবাহ্ একজন দুর্বল রাবী।

দু'আ কুনূত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি তাকীদ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) সুনান গ্রন্থকারগণ, ইব্ন খুযায়মাহ ইব্ন হাব্বান ও হাকিম (র) আবুল জাওযা (র)-এর সূত্রে হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বিতরের সালাতের জন্য কিছু দু'আ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা হইল ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدنى فِيمَن هَدَيتَ وعَافِنِى فِيْمَنْ عَافَيتَ وَتولَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّمَا قَضَيْتَ فَانَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضى عَلَيْكَ اِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَايَعِز مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ وتَعَالَيت۔

ইমাম নাসায়ী (র) ইহার পর এই কথাও অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে এই দু'আ পড়িবার পর وصلى الله على محمد পাঠ করিবে।

শুক্রবারে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। এই প্রসংগে ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুসাইন ইব্ন আলী জু'ফী (র).... আওস ইব্ন আওস সাকাফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ ادمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيْهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصلواة فِيْهِ فَاِنَّ صَلَواتَكُمْ مَعرُوْضَةٌ عَلَىَّ۔

সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন শুক্রবার। এই দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এই দিনেই শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং এই দিনেই বিকট ধ্বনী হইয়া সকলে জ্ঞান হারাইবে। অতএব এই দিনে তোমরা

আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ করিবে। তোমাদের দরূদসমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মৃত্যুর পর পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন, এই অবস্থায় আপনার নিকট দরূদ পেশ করা হইবে কিভাবে? তিনি বলিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَنْ تَاْكُلَ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ

আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা হারাম করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) ইহা হুসাইন ইব্ন আলী জু'ফী (র) হইতে এই সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন খুযায়মাহ, ইব্ন হাব্বান দারে কুতনী ও নববী (র) এই হাদীস বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২৮. আবু আব্দুল্লাহ ইব্ন মাজাহ (র) বলেন, আম্র ইব্ন ছাওয়াদ মিসরী (র) .... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَكْثِرُوْا الصلّٰوةَ عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَاِنَّ اَحَدًا لَنْ يُصَلِّىَ عَلَىَّ فِيْهِ اِلاَّ عُرِضَتْ عَلَىَّ صَلٰوَاتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا ـ

শুক্রবারে তোমরা আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর। কারণ এই দিনে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। তোমাদের যে কেহ এই দিনে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, উহা আমার নিকট পেশ করা হইবে। রাবী বলেন, আপনার মৃত্যুর পরে কি উহা আপনার নিকট পেশ করা হইবে ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের প্রতি আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র নবী জীবিত তাহাকে রিজিক দেওয়া হয়। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। উবাদাহ ইব্ন নুসাই (র) ও আবু দ্দারদা (রা) এর মাঝে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। বিচ্ছিন্নতা রহিয়াছে। ইমাম বায়হাকী শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করা সম্পর্কে হযরত আবূ উমামাহ ও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু উহাদের সূত্র দুর্বল। হাসান বসরী (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও হাদীস বর্ণিত। ইসমাঈল আলকাজী (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَتَاْكُلُ الْاَرْضُ جَسَدَ مَنْ كَلَّمَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ-

রুহুল কুদ্স হযরত জিবরীল (আ) যাহার সহিত কথা বলিয়াছেন, যমীন তাহার শরীর ভক্ষণ করে না। কাজী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) বলিয়াছেন, ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) সফ্ওয়ান ইব্ন সালীম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, শুক্রবার দিনে ও শুক্রবার রাত্রে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ

কর। হাদীসটি মুরসাল। জুমআর দিনে খতীবের উপর উভয় খুতবায় দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব এবং দরূদহীন খুৎবা শুদ্ধও হইবে না। কারণ খুৎবাহ ইবাদত এবং ইবাদতে আল্লাহ্‌র যিকির করা শর্ত। অতএব ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর যিকির ওয়াজিব হইবে। যেমন আযান ও সালাতের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকিরের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যিকির হইয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) এই মত পোষণ করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর যিয়ারতকালেও দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব

ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্‌ন আওফ মুহাম্মদ ইবন মুক্‌রী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ-

তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার প্রতি সালাম করিবে আল্লাহ্ তা'আলা আমার রূহকে ফিরাইয়া দেন। এবং আমিও তাহার সালামের জবাব দেই। হাদীসটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম নববী (র) আযকার নামক কিতাবে ইহা বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (র) আরো বলেন, আহমদ ইব্‌ন সালেহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لاَتَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلٰواتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ-

তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরের ন্যায় আল্লাহ্‌র যিকির শূন্য করিও না এবং আমার কবরের নিকট তোমরা ঈদ ও মেলা অনুষ্ঠিত করিও না। তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ করিও। তোমরা যেখানেই অবস্থান করনা কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এই হাদীসও কেবল ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নববী (র) ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) শুরাইহ (র)-এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবন নাফি' হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। 'ফযলুসসালাত আলাননবী' (সা) নামক গ্রন্থে কাজী ইসমাঈল ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস (র).... হযরত আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রতি দিন সকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর যিযারত করিতে আসিত এবং দরূদ পাঠ করিত। কবরের কাছে আসিয়া দরূদ পাঠ করিবার এই নিয়মে কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। একদিন হযরত আলী ইব্‌ন হুসাইন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিয়মিতভাবে দরূদ পাঠ করিতে প্রতিদিন এখানে আস কেন? লোকটি বলিল, নবী করীম (সা)-এর প্রতি সালাত সালাম করা আমি অত্যন্ত পছন্দ

করি। তখন আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) তাহাকে বলিলেন, আমি একটি হাদীস কি তোমাকে শুনাইব? লোকটি বলিল, জ্বী হ্যাঁ, অবশ্যই শুনাইয়া দিন। তখন তিনি বলিলেন, আমার আব্বা আমার দাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَاتَجْعَلُوْا قَبرِىْ عِيْدًا وَلَاتَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبْورًا وصَلُّوْا عَلَىَّ وسَلِّمُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَتَبْلُغُنِىَّ صلواتُكُمْ وَسَلَامُكُمْ۔

তোমরা আমার কবরকে ঈদের স্থানে পরিণত করিও না এবং তোমাদের ঘরকে কবরের মত ইবাদত শূন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান হইতে আমার প্রতি দরূদ সালাম পেশ কর। তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হাদীসের সনদে এক ব্যক্তি নাম ছাড়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য হাদীসটি মুরসাল সূত্রেও বর্ণিত আছে। আব্দুর রাজ্জাক (র) তাহার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে বলেন, সাওরী (র).... হাসান ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি কিছু লোককে কবরের নিকট দেখিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন এবং তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَاتَتَّخِذُوْا قُبُورِىْ عِيدًا وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وصَلُّوْا عَلَىَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَاِنَّ صَلٰواتَكُمْ تَبَلُّغُنِىْ۔

তোমরা আমার কবরে ঈদ ও মেলার অনুষ্ঠান করিও না এবং তোমাদের ঘরকে কবরের মত ইবাদত শূন্য করিও না। তোমরা যেখানেই অবস্থান কর সেখানে থেকেই আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। হযরত হাসান (র) যাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন সম্ভবত তাহারা প্রয়োজন অতিরিক্ত উচ্চস্বরে দরূদ পাঠ করিয়া বেআদবী করিয়াছিলেন; এই কারণে তিনি তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহাও বর্ণিত। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে বার বার কবর যিয়ারত করিতে দেখিয়া বলিলেন, ওহে! তোমার এবং উন্দুলুসে বসবাসকারী ব্যক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ যেমন তোমার দরূদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় অনুরূপভাবে তাহার দরূদও পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিয়ামত পর্যন্ত এই নিয়মে কোন পার্থক্য ঘটিবে না।

আল্লামা তাবরানী (র) তাহার মু'জামে কবীর গ্রন্থে বলেন, আহমদ ইব্‌ন রিশদীন মিসরী (র) ....হাসান ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যেখানেই অবস্থান কর না কেন সেখান হইতে আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। আমার প্রতি তোমাদের দরূদ পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর আল্লামা তাবরানী (র) বলেন, আব্বাস ইব্ন হামদান (র).....হাসান ইব্ন আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ পাঠ করিয়া বলিলেন, ইহা একটি ভেদ। তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে আমি তোমাদিগকে ইহা সম্বন্ধে কিছুই বলিতাম না। আল্লাহ্ তা'আলা আমার সহিত দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়াছেন। যখনই কোন মুসলমানের নিকট আমার নাম লওয়া হয় অতঃপর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তখনই সেই দুইজন ফেরেশতা বলেন غفرالله لك আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ এবং তাহার ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন। অনুরূপ যখনই কেহ আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে সেই দুইজন ফেরেশতা বলেন غفرالله لك আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ তখন বলেন আমীন। হাদীসের সনদ অত্যধিক দুর্বল ও গরীব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, অকী (র)... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন اِنَّ لِلّٰهِ مَلٰئِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِى الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِىْ عَنْ اُمَّتِىْ السَّلَامَ আল্লাহ্‌র এমন কিছু ফেরেশতা আছেন, যাহারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া আমার উম্মতের পক্ষ হইতে আমার নিকট সালাম পৌঁছাইয়া দেন। ইমাম নাসায়ী (র)-ও স্বীয় সূত্রে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مِنْ بَعِيْدٍ بُلِّغْتُهُ

যে ব্যক্তি আমার কবরের কাছে অবস্থান করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে উহা আমি শ্রবণ করি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে দরূদ পাঠ করে উহা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

এই হাদীসের সনদেও দুর্বলতা রহিয়াছে। কেননা মুহাম্মদ ইব্ন মারওয়ান সুদ্দী নামক রাবী, কেবল তিনিই ... আবূ হুরায়রা এর সূত্রে মরফূ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিনি হইলেন বিবর্জিত ও প্রত্যাখাত।

আমাদের উলামায়ে কিরামগণ বলেন, মুহরিম যখন তাহার তালবিয়াহ (লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা) হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাহার পক্ষে দরূদ শরীফ পাঠ করা মুস্তাহাব। ইমাম শাফিয়ী ও দারেকুত্নী (র) ... ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন কেহ তাহার তালবিয়াহ বলা হইতে অবসর হইতেন তখন তাহাকে নবী করীম (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতে হুকুম করা হইত।

ইসমাঈল আল কাজী (র) বলেন, আরিম ইব্ন ফযল (র) ... ওহ্ব ইব্ন আজ্দা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি, তোমরা

যখন পবিত্র মক্কায় আগমন কর তখন সাতবার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ কর এবং মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাআত সালাত আদায় কর। অতঃপর সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া এমন একটি স্থানে দণ্ডায়মান হও, যেখান হইতে বাইতুল্লাহ দেখা সম্ভব হয় এবং সাতবার আল্লাহু আকবর বল, আল্লাহ্র প্রশংসা কর এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর ও দু'আ কর। অতঃপর মারওয়া পাহাড়েও আরোহণ করিয়া অনুরূপ সাতবার আল্লাহু আকবর বলিবে, আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে, দরূদ পাঠ করিবে ও দু'আ করিবে। হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

উলামায়ে কিরাম বলেন, যবেহ্ করিবার সময় আল্লাহ্র যিকির করিয়া দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব। তাহারা وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ এর দ্বারা দলীল পেশ করেন। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, আয়াতের মর্ম হইল যখনই আল্লাহ্র নাম লওয়া হইবে তখনই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামও লইতে হইবে ও দরূদ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে ইহাদের বিরোধিতা করেন। তাহারা বলেন, যবেহ্ করিবার সময় এমন একটি সময়, যখন কেবল আল্লাহ্র নামই উল্লেখ করিতে হইবে; যেমন পানাহার ও স্ত্রী মিলন কালে আল্লাহ্র নাম লইতে হয়। কোন হাদীস দ্বারা এই সকল মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা প্রমাণিত হয় না।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর আল মুকাদ্দাসী (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ صلوا على انبياء الله وَرُسُلِه فان الله بعثهم كما بعثنى

তোমরা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলগণের প্রতি দরূদ পাঠ কর। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগকেও প্রেরণ করিয়াছেন। হাদীসের সনদে দুইজন দুর্বল রাবী রহিয়াছেন, তাহারা হইলেন আমর ইব্ন হারূন ও তাহার শায়েখ। والله اعلم। অবশ্য আব্দুর রজ্জাক (র) সাওরী (র)-এর মাধ্যমে মূসা ইব্ন আবীদা যুবায়দী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

কানে মুনমুন বা খসখস শব্দ হইলেও দরূদ পাঠ করা মুস্তাহাব, যদিও এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীস বিশুদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইমাম আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযায়মাহ (র) তাহার 'সহীহ' গ্রন্থে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যিয়াদ ইব্ন ইয়াহয়া (র) ... আবূ রাফে' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا طَنَّتْ اُذُنُ اَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِىْ وَلِيُصَلِّ عَلَىَّ وَلِيَقُلْ ذَكَرَ اللّٰهُ مَنْ ذَكَرَنِىْ بِخَيْرٍ-

যখন তোমাদের কাহারও কানে মুনুমুন কিংবা খসখস শব্দ হয় তখন সে যেন আমাকে স্মরণ করিয়া আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং বলে, যে ব্যক্তি আমাকে

কল্যাণের সহিত স্মরণ করিয়াছে আল্লাহ্‌ও যেন তাহাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করেন। হাদীসের সনদ গরীব এবং ইহা সাবিত কিনা ইহাও বিবেচনাধীন।

লেখক উলামায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম লিখার সময় তাঁহার প্রতি দরূদ লেখা মুস্তাহাব মনে করেন। কাদেহ ইব্‌ন রাহ্‌মাহ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

من صلى على فِىْ كَتَابٍ لَمْ تَزَلِ الصلواةُ جَارِيَةً لَهُ مَادَامَ اسمى فى ذلك الكتاب ـ

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ শরীফ লিপিবদ্ধ করে তাহার পক্ষ হইতে আমার জন্য দরূদ জারী থাকিবে, যতকাল ঐ কিতাবে আমার নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে। তবে হাদীসটি একাধিক কারণে শুদ্ধ নহে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত। কিন্তু উহাও সহীহ নহে। হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ যাহাবী (র) বলেন, আমার ধারণা ইহা মাওযূ ও বানোয়াট। হযরত আবূ বকর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত। কিন্তু উহাও শুদ্ধ নহে। والله اعلم

খতীব বাগদাদী (র) তাহার 'আল জামে লিআদাবির রাবী ও য়া'সামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, আমি ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) কে বহুবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কখনও তাহাকে দরূদ লিখিতে দেখি নাই। তবে আমি জানিতে পারিলাম, তিনি মৌখিক দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের ঐক্যমত হইল আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি দরূদ পাঠকালে তাহাদের অধীনস্থ করিয়া তো অন্যের প্রতিও দরূদ পাঠ করা যায়; যেমন এইরূপ বলা–

اللهم صل على محمد واله وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ـ

কিন্তু পৃথক ভাবে অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা যায় কিনা এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, পৃথক ভাবেও অন্যদের প্রতি দরূদ পাঠ করা যায়। তাহারা নিম্নের আয়াত ও হাদীসসমূহ দলীল হিসাবে পেশ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

১. وَهُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ

২. اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةَ

৩. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন, যখন কোন কওম তাহাদের সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইত তখন তিনি বলিতেন,

اللهم صل عليهم। একবার আমার পিতা তাহার সদকার মাল লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন اللهم صلّ على ال ابى اوفى। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত।

২. হযরত জাবের (রা) বলেন, একবার তাহার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, يارسول الله صلّ عَلَيَّ وَعَلٰى زَوْجِيْ তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন صلى الله عَلَيْكِ وعلى زَوْجِكَ জুমহুর উলামা বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি পৃথকভাবে দরূদ ও সালাত পেশ করা জায়েয নহে। কারণ ইহা তাঁহাদের জন্য শিআর ও বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত। অতএব قال ابوبكر صلى الله عليه কিংবা قال على صلى الله عليه বলা যাইবে না। যেমন محمد عز وجل বলা যায় না। কারণ عز وجل ইহা কেবল আল্লাহ্র সহিত খাস। যদিও অর্থের দিক হইতে ইহা অশুদ্ধ নহে। তবে উপরোল্লেখিত উলামায়ে কিরাম যেই আয়াত ও হাদীস পেশ করিয়াছেন, উহাতে উল্লেখিত صلواة: এর অর্থ দরূদ নহে; বরং উহার অর্থ হইল অনুগ্রহের জন্য দু'আ করা ও অনুগ্রহ করা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ আওফার পরিবারবর্গ এবং হযরত জাবের ও তাহার স্ত্রীর জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহ অবতীর্ণ হইবার দু'আ করিয়াছিলেন, অতএব ইহা তাহাদের শিআরও নহে।

কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যের প্রতি সালাত পেশ করা না জায়িয হইবার কারণ হইল ইহা বিপথগামী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের শিআর-এ পরিণত হইয়াছে। এই সকল লোক তাহাদের শ্রদ্ধাভাজনদের প্রতি সালাত পেশ করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের অনুকরণ করা যাইবে না।

আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যের প্রতি দরূদ ও সালাত পেশ করিতে যাহারা নিষেধ করেন, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে যে, ইহা কি মাকরূহ তাহরীমাহ, না মাকরূহ তানযীহী না কি অনুরূপ। আবূ বকর যাকারিয়া নববী (র) ইহা তাহার 'কিতাবুল আযকার' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ মত যা অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইল ইহা মাকরূহ তানযীহী। কারণ ইহা বিদআতীদের শিআর। এবং তাহাদের শিআর গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

আমাদের উলামায়ে কিরাম বলেন, আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের ভাষায় সালাত আম্বিয়ায়ে কিরামের জন্য খাস। যেমন عز وجل আল্লাহ্র জন্য খাস। অতএব যেমন محمد عز وجل বলা যায় না, অনুরূপভাবে আবুবকর সালাল্লাহু আলাইহি ও আলী সাল্লাল্লাহ আলাইহি বলা যাইবে না। তবে আম্বিমায়ে কিরাম ব্যতীত অন্যদের জন্য পৃথকভাবে 'সালাম' ব্যবহার করা যাইবে কিনা এই বিষয়ে আবূ মুহাম্মদ জুওয়াইনী (র) বলেন, ইহাও 'সালাত' এর ন্যায় অন্যদের জন্য পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাইবে না

এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা যাইবে না। অতএব আম্বিয়া ব্যতীত অন্যের জন্য عليه السلام বলা যাইবে না। এই বিষয়ে জীবিত ও মৃত সকলেই সমান। অবশ্য উপস্থিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া السلام عليك - سلام عليك কিংবা السلام عليكم বলা সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

আল্লামা ইব্ন কাসীর (র) বলেন, বহু কিতাবে সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেবল হযরত আলী (রা)-এর জন্য আলাইহিস সালাম কিংবা কাররামাল্লাহু আজ্হাহু ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থের দিক হইতে যদিও ইহা অশুদ্ধ নহে কিন্তু যেহেতু ইহা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার, এই কারণে এইরূপ করা সংগত নহে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এই বিষয়ে সমতা রক্ষা করা উচিৎ। হযরত আলী (রা)-এর জন্য এইরূপ করা হইলে হযরত আবূ বকর উমর ও হযরত উসমান (রা)-এর জন্য এইরূপ শব্দ ব্যবহার করা অধিক সংগত হওয়া উচিৎ।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল ওয়াহিদ (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

لَاتَصِحُّ الصَّلٰوةُ عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ص وَلٰكِنْ يُدْعٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْمَغْفِرَةِ۔

নবী করীম (সা) ব্যতীত কাহারও প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা ঠিক নহে। অবশ্য মুসলমান নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইবে। ইসমাঈল আলকাজী (র) আরো বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আজীজ (র) এক পত্রে লিখিলেন ঃ

কিছু লোক পরকালের আমল দ্বারা পার্থিব সম্পদ লাভ করিতেছে এবং কিছু সংখ্যক ওয়ায়িজ ও বক্তা যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করা হয় অনুরূপভাবে তাহারা খলীফা ও আমীরদের প্রতিও সালাত পেশ করে। আমার এই পত্র যখন তোমার নিকট পৌঁছিবে তখন তুমি তাহাদিগকে এই হুকুম কর, তাহারা যেন নবীগণের প্রতিই কেবল সালাত পেশ করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দু'আ করে। রেওয়ায়েতটি হাসান।

ইসমাঈল আলকাজী (র) বলেন, মু'আয ইব্ন আসাদ (র) ইব্ন ওহ্ব (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হযরত কা'ব (রা) হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা করিলেন। হযরত কা'ব বলিলেন, প্রতিদিন প্রত্যূষে সত্তর হাজার ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কবর মুবারকের চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া ডানা মারিয়া মারিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সালাত ও দরূদ পেশ করেন। অনুরূপভাবে রাত্রিকালেও সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার

কবরকে চতুর্দিকে হইতে বেষ্টন করিয়া দরূদ পেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাগণ এইরূপ করিতে থাকিবেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কিয়ামতে কবর হইতে বাহির হইবেন তখন তিনি সত্তর হাজার ফেরেশতার সংগে বাহির হইবেন।

আল্লামা নববী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি যখন দরূদ পেশ করিবে তখন কেবল দরূদই নহে বরং সালামও পেশ করিতে হইবে। অতএব শুধু صلى الله عليه বলিবে না। অনুরূপভাবে শুধু সালামও পেশ করিবে না। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا দ্বারা ইহা প্রমাণিত। অতএব যখন সালাত ও সালাম করিবে তখন صلى الله عليه وسلم تسليما ـ বলাই উত্তম।

(٥٧) اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۝

(٥٨) وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ۝

৫৭. যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয় আল্লাহ্ তো তাহাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৫৮. মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী কোন অপরাধ না করিলেও যাহারা তাহাদিগকে পীড়া দেয় তাহারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া ও তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয়ে বারংবার লিপ্ত হইয়া আল্লাহ্কে কষ্ট দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহার রাসূল (সা)-কে পীড়া দেয়, উপরোল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধমক দিয়াছেন। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক) হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ সেই সকল লোক সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা ছবি অংকন করে ও মূর্তি তৈয়ার করে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يُؤْذِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔

আল্লাহ্ বলেন, আদম সন্তান যমানাকে গালি দিয়া আমাকে পীড়া দেয়। অথচ যামানা সৃষ্টিকারী আমি নিজেই, উহার দিবা নৈশ আমি পরিবর্তন করিয়া থাকি।

জাহেলী যুগে মানুষ বলিত يَاخَيْبَةَ الدَّهْرَ فَعَلَ بِنَا كَذَا وَكَذَا হায়! যামানার বঞ্চনা! সে তো আমাদের সহিত এমন এমন করিয়াছে। বস্তুত: তাহারা আল্লাহ্র কাজ যামানার প্রতি সম্বন্ধিত করিত এবং তাহাকে গালি দিত। অথচ, সব কিছু আল্লাহ্ই করেন। ইহা হইতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে। ইমাম শাফিয়ী ও আবূ উবাইদ প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম উপরোক্ত মত বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত সেই সকল লোক সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে, যাহারা হযরত সফিয়্যাহ (রা)-কে বিবাহ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিন্দা করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্য ইহাই যে, আয়াত কেবল বিশেষ লোক সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই, বরং ইহা আম, যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে কোন ভাবে পীড়া দেয় তাহারা সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পীড়া দেয় সে আল্লাহ্কে পীড়া দেয়। যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্য করে বস্তুত: সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইউনুস (র) ... ইব্ন মুগাফফাল মুযানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَاْخُذَهُ۔

তোমরা আমার সাহাবা সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্কে ভয় কর। আমার পরে তাহাদিগকে তোমরা অপবাদের লক্ষ্যবস্তু বানাইওনা। যাহারা তাহাদিগকে ভালবাসে তাহারা আমাকে ভালবাসার কারণেই তাহাদিগকে ভালবাসে। আর যাহারা তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে বস্তুত তাহারা আমার প্রতি তাহাদের বিদ্বেষের কারণেই তাহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যাহারা তাহাদিগকে পীড়া দেয় বস্তুত তাহারা আমাকেই পীড়া দেয়। আর যে ব্যক্তি আমাকে পীড়া দেয় বস্তুত সে আল্লাহ্কেই পীড়া দেয়। আর যে আল্লাহ্কে পীড়া দেয় অচিরেই তিনি তাহাকে পাকড়াও করিবেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবীদাহ ইব্ন আবূ রায়েতাহ (র) .... হইতে আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফাল (রা) এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

قوله وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُوْا আর যাহারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে তাহাদের বিনা অপরাধে পীড়া দেয়। অর্থাৎ যেই অপরাধ

হইতে তাহারা মুক্ত উহা তাহাদের প্রতি যাহারা সম্বন্ধিত করে فَقَدِاحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُبِيْنًا নিঃসন্দেহে তাহারা অপরাধী ও স্পষ্ট পাপ বহন করে। যেই পাপ ও অন্যায়ে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা নারী লিপ্ত হয় নাই কেবল তাহাদিগকে খাস করিবার উদ্দেশ্যে এমন পাপে অভিযুক্ত করা মস্ত বড় অপবাদ। উল্লেখিত ধমকের অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ কাফির। অতঃপর রাফেজীরাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাহারা সাহাবায়ে কিরামের দোষ চর্চা করে। আল্লাহ্ তা'আলা যে দোষ হইতে তাহাদিগকে পবিত্র রাখিয়াছেন তাহারা এমন দোষেও তাহাদিগকে অভিযুক্ত করে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যে গুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে বিশেষ মর্যাদায় তাহারা অধিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন রাফেজীরা তাহাদের সম্পর্কে উহার বিপরীত বলে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন ও তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন অথবা এই মূর্খ জাহিলরা তাহাদিগকে গালি দেয় তাহাদিগকে খাট করিতে চেষ্টা করে এবং যে সকল অপরাধে তাহারা কখনও লিপ্ত হয় নাই ইহারা সেই সকল অপরাধেও অভিযুক্ত করে। বস্তুত ইহাদের অন্তরই উল্টা হইয়া গিয়াছে; প্রশংসিতদের ইহারা নিন্দা করে এবং নিন্দিতদের ইহারা প্রশংসা করে।

আবূ দাউদ (র) বলেন, কা'নবী (র) ... হযরত আবূ হুরয়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, গীবত কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ

তোমাদের ভাই যাহা পছন্দ করে না তাহার সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করাই গীবত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আমি যে দোষের আলোচনা করিব যদি উহা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবুও গীবত হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اِنْ كَانَ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ اَغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَاتَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ ـ

যে দোষের তুমি আলোচনা করিবে উহা তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেই উহাকে গীবত বলা হইবে। আর যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ বিদ্যমান না থাকে তবে তুমি বুহতান দিলে ও অপবাদ করিলে। ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বাহ (র)-এর সূত্রে দারাওয়ারদী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আহমদ ইব্‌ন সালামাহ (র) ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করলেন ঃ اى الربى اربى عند الله

আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সুদ কোনটি? তাহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন اربى الربا عند الله استحلال عرض امرأ مسلم

আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা বড় সুদ হইল কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করাকে হালাল মনে করা। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَاكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ
اِثْمًا مُّبِيْنًا -

(٥٩) يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(٦٠) لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ
فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا ○

(٦١) مَّلْعُوْنِيْنَ ۛ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ○

(٦٢) سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ
تَبْدِيْلًا ○

৫৯. হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদিগের নারীগণকে বল, তাহারা যেন তাহাদিগের চাদরের কিয়দংশ নিজেদিগের উপর টানিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদিগকে চেনা সহজতর হইবে। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৬০. মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাহারা নগরে গুজব রটনা করে, তোমরা বিরত না হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করিব। ইহার পর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে উহারা স্বল্প সময়ই থাকিবে—

৬১. অভিশপ্ত হইয়া; উহাদিগকে যেখানেই পাওয়া যাইবে সেখানেই ধরা হইবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

৬২. পূর্বে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছে তাহাদিগের ব্যাপারে ইহাই ছিল আল্লাহ্র বিধান। তুমি কখনও আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার রাসূল (সা)-কে মু'মিন নারীদিগকে, বিশেযত: তাহার পত্নি ও কন্যাগণকে জাহেলী যুগের নারীসমূহ হইতে পৃথক চিহ্ন অবলম্বন করিবার নিমিত্ত তাহাদের চাদরের কিছু অংশ শরীরে ঝুলাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দানের হুকুম করিয়াছেন। উড়নার উপরে ব্যবহৃত চাদরকে জিলবাব বলা হয়। হযরত ইব্ন মাসউদ, উবায়দাহ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইবরাহীম, আতা খুরাসানী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আল্লামা জাওহারী বলেন اَلْجِلْبَابُ। অর্থ উপরে ব্যবহারযোগ্য চাদর। আরবী কবিতায় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক নিহত ব্যক্তির প্রতি আর্তনাদ করিয়া জনৈকা হুযাইল গোত্রীয় মহিলা বলেন ঃ

تمشى النسور اليه وهى لاهية * مشى العذارى عليهن الجلابيب

চতুপার্শ্বের অবস্থা হইতে বে-খবর হইয়া চাদর আবৃত কুমারী যুবতীর ন্যায় তাহার (নিহতের) দিকে শকুন চলিতেছে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, মু'মিন মহিলারা যখন কোন প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাইতে চায় সেই সময়ের জন্য আল্লাহ্ তাহাদিগকে মাথার উপর হইতে চাদর দ্বারা মুখমণ্ডল ঢাকিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহারা কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখিতে পারিবে। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, একবার আমি আবীদাহ সালামানী কে يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার মাথা ও মুখমণ্ডলী ঢাকিয়া শুধু স্বীয় বাম চক্ষু বাহির করিয়া আয়াতের ব্যাখ্যা দিলেন। হযরত ইকরিমাহ (র) বলেন, নারী স্বীয় চাদর দ্বারা তাহার গলা ঢাকিয়া লইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহ্রানী (র) ... হযরত উম্মে সালমাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ নাযিল হইল তখন আনসারী মহিলাগণ কালো চাদরে আবৃত হইয়া অতি গাম্ভীর্যের সহিত বাহির হইত। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ইউনূস ইব্ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা ইমাম যুহরীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম বান্দীর প্রতি কি বিবাহিতা কিংবা অবিবাহিতাবস্থায় চাদর আবৃত হওয়া জরুরী? তিনি বলিলেন, বিবাহিতা হইলে উড়না ব্যবহার করা জরুরী। অবশ্য সে চাদরে আবৃত হইবে না; কারণ আযাদ বিবাহিতা মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা তাহার পক্ষে মাকরূহ।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ-

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে তোমার কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের নারীগণকে তাহাদের উপর তাহাদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলাই দেওয়ার জন্য বল।

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ অমুসলিম নারীদের লজ্জার প্রতি দৃষ্টি দান নাজায়েয নহে। শুধু ফিৎনার আশংকায় ইহা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সম্মানার্থে নহে। তিনি বলেন, আয়াতে وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ মু'মিনদের নারী এর উল্লেখ করা হইয়াছে। ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ ইহা তাহাদের চিনিবার জন্য সহজতর উপায়। ফলে তাহাদিগকে উত্যক্ত করা হইবে না। অর্থাৎ তাহারা যখন চাদর আবৃত হইবে তখন ইহা বুঝা সহজতর হইবে যে, তাহারা আযাদ মহিলা। বান্দী নহে আর চরিত্রহীনাও নহে।

আল্লামা সুদ্দী (র) বলেন يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ الخ এই আয়াতের শানে নুযুল হইল এই যে, মদীনায় কিছু ফাসেক লোক বাস করিত; রাত্রের অন্ধকার হইতেই তাহারা মদীনার পথে বাহির হইয়া পড়িত এবং মহিলাদের পিছু করিত। মদীনার বাড়ীঘর ছিল সংকীর্ণ, রাত্র হইলেই মহিলারা প্রয়োজন সারিতে পথে বাহির হইত। ফাসিকও স্বীয় কামনা পূর্ণ করিত। কিন্তু যখন তাহারা কোন মহিলাকে চাদর আবৃত দেখিত তাহারা এই কথা মনে করিত সে আযাদ মহিলা তাহার পিছু করিতে বিরত থাকিত। কিন্তু কোন মহিলাকে চাদর আবৃত না দেখিলে তাহারা তাহাকে বান্দী বলিয়া তাহার উপর কুদিয়া পড়িত। قوله وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ জাহেলী যুগে ইলম না থাকিবার দরুণ মহিলাদের পক্ষ হইতে যেই সকল অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদিগকে ধমক প্রদান করিয়াছেন। মুনাফিক হইল যাহারা প্রকাশ্যে মু'মিন অথচ তাহারা অন্তরে কুফর পোষণ করে। ইরশাদ হইয়াছে وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ আর যাহাদের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে। হযরত ইকরিমাহ ও অন্যান্য তাফসীরকার বলেন, ইহারা হইল ব্যভিচারকারী পুরুষ। وَالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ আর যাহারা নগরীতে গুজব রটনা করে। অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা মিথ্যা ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শত্রুর আগমন ঘটিয়াছে যুদ্ধ আসন্ন মিথ্যা গুজব ছড়ায়। যদি এই সকল লোক তাহাদের অপকর্ম ত্যাগ করিয়া সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন না করে তবে لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রবল করিব। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা

করিয়াছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে তাহাদের ওপর প্রবল করিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, অবশ্যই আমি তোমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিব। ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا অতঃপর তাহারা মদীনায় তোমার প্রতিবেশী হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে না। إِلَّا قَلِيْلًا مَلْعُوْنِيْنَ কিন্তু অল্পকালই অভিশপ্ত হইয়া। مَلْعُوْنِيْنَ হাল সংঘটিত হইয়াছে। أَيْنَمَا ثُقِفُوْا أُخِذُوْا যেখানেই তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে। তাহাদিগকে ধরা হইবে এবং তাহাদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন سُنَّةَ اللّٰهِ فِيْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ যাহারা পূর্বে অতীত হইয়াছে তাহাদের ব্যাপারে ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। অর্থাৎ মুনাফিকরা তাহাদের কুফর ও নিফাকের উপর অনড় হইয়া থাকিলে তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বিধান ইহাই যে, তাহাদের উপর তিনি মু'মিনদিগকে প্রবল করেন। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا আর আল্লাহ্‌র বিধানে তুমি কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না।

(٦٣) يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ○
(٦٤) إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ○
(٦٥) خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ○
(٦٦) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يٰلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ
وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ○
(٦٧) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ○
(٦٨) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ○

৬৩. লোকে তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই আছে। তুমি ইহা কি করিয়া জানিবে। সম্ভবত: কিয়ামত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।

৬৪. আল্লাহ্ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন জ্বলন্ত অগ্নি;

৬৫. সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে এবং উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না।

৬৬. যেদিন তাহাদিগের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা হইবে সেদিন উহারা বলিবে, হায়, আমরা যদি আল্লাহ্‌কে মানিতাম ও রাসূলকে মানিতাম।

৬৭. তাহারা আরও বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা আমাদিগের নেতা ও বড় লোকদিগের আনুগত্য করিয়াছিলাম, এবং উহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল।

৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং তাহাদিগকে দাও মহা অভিসম্পাত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবী (সা)-কে বলেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে, ইহার সঠিক জ্ঞান তোমার নাই। লোকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে ইহাই বলিবে, যে মহান আল্লাহ্ কিয়ামত কায়েম করিবেন, তাহারই আছে ইহার সঠিক জ্ঞান। অবশ্য কিয়ামত কায়েম হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না; উহা নিকটবর্তী। ইরশাদ হইয়াছে وَمَايُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا তুমি কি করিয়া জানিবে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হইতে পারে। অন্যত্র ইরশাদে হইয়াছে ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে।

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً - يٰوَيْلَتَا لَيْتَنِى لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً - لَقَدْ اَضَلَّنِى عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِى وكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً -

যালিম ব্যক্তি সেইদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিতে করিতে বলিবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সহিত সৎপথ অবলম্বন করিতাম, হায়! দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করিতাম। সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, আমার নিকট উপদেশ পৌঁছিবার পর। শয়তান তো মানুষের জন্য মহা প্রতারক। আরো ইরশাদ হইয়াছে رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ কাফিররা অনেক সময় আকাংখা করিবে, হায়, যদি তাহারা মুসলমান হইত; আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতে কাফিরদের অনুশোচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শাস্তিকালে তাহারা বলিবে, হায়, যদি তাহারা পৃথিবীতে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত্য করিত ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلاً আর তাহারা ইহাও বলিবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করিয়াছিলাম ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। তাউস (র) বলেন, سَادَةٌ অর্থ সমাজের আশরাফ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং كُبَرَاءُ অর্থ উলামা ও পণ্ডিত লোক। ইবন আবূ হাতিম হইতে বর্ণিত অর্থাৎ আমরা সমাজের আশরাফ, আমীর ও পণ্ডিতদের কথা মানিয়া চলিয়াছিলাম এবং রাসূলগণের অবাধ্য হইয়া তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। আশরাফ ও পণ্ডিতগণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, তাহারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী, অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। কারণ তাহারা নিজেরাও গুমরাহ ছিল এবং তাহারা আমাদিগকেও বিপথগামী করিয়াছিল।

وَالْعَنْهُمْ আর তাহাদিগকে দান করুন মহা অভিসম্পাত। কোন কোন ক্বারী بَا সহ كَبِيْرًا। পড়িয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ ثَاء সহ كَثِيْرًا। পড়েন। অর্থের দিক হইতে উভয়ই কাছাকাছি। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন অমর (র) বর্ণিত হাদীসে আছে, একবার হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে একটি দু'আ শিখাইয়া দিন, উহা দ্বারা সালাতে আমি দু'আ করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি সালাতে এই দু'আ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

হে আল্লাহ্! আমি স্বীয় সত্তার প্রতি বহু যুলুম করিয়াছি। কেবল আপনিই সকল গুনাহ ক্ষমা করিতে পারেন। অতএব আপনার পক্ষ হইতে আমার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি তো বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত। রেওয়ায়েতে كَثِيْرًا। ও كَبِيْرًا। উভয়ই বর্ণিত এবং উভয়ের অর্থ শুদ্ধ। কোন কোন উলামায়ে কিরাম كَبِيْرًا। وَ كَثِيْرًا। দুইটি শব্দই একত্রিত করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। একই দু'আয় كَثِيْرًا। ও كَبِيْرًا। পড়া উচিৎ নহে; বরং পাঠক ইচ্ছা করিলে কখনও كَبِيْرًا। আবার কখনও كَثِيْرًا। পাঠ করিতে পারে। অনুরূপ ভাবে যে দু'আ করিবে সে কখনও كَبِيْرًا। আবার কখনও كَثِيْرًا। সহ দু'আ করিতে পারে। উভয় শব্দ একত্রিত করিয়া দু'আ করা উচিৎ হইবে না। والله اعلم

আবুল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বাহ (র) ... হযরত আবূ রাফে' (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা)-এর সমর্থক হাজ্জাজ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন গাজিয়্যাহ তিনি হযরত আলী (রা)-এর

প্রতিপক্ষদিগকে বলিতেন, তোমরা যখন আমাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন কি ইহা বলিতে ইচ্ছা রাখ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের আনুগত্য করিয়াছিলাম। ফলে তাহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। হে আমাদের প্রতিপালক। আপনি তাহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

(٦٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ؕ

৬৯. হে মু'মিনগণ! মূসাকে যাহারা ক্লেশ দিয়াছে তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইওনা। উহারা যাহা বর্ণনা করিয়াছিল আল্লাহ্ উহা হইতে তাহাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন। এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র) ... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন, অতিশয় লাজুক। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) তাফসীর অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্তভাবে এতটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের আলোচনা প্রসংগে বর্ণিত হাদীসে তিনি একই সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) ছিলেন অতিশয় লাজুক প্রকৃতির। তিনি তাহার সারা শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন আর এই কারণেই বনী ইসরাইলী লোকেরা তাহাকে কষ্ট দিত। তাহারা বলিত, মূসা (আ) তাহার শরীর এত যে ঢাকিয়া রাখে, কখনও তাহার শরীর দেখা যায় না; ইহা নিশ্চয়ই তাহার শরীরের কোন দোষের কারণে হয়। সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, না হয় তাহার অন্ডকোষ বড়, আর না হয় সে অন্য কোন শারীরিক রোগে আক্রান্ত। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বনী ইস্রায়ীলীদের এই মিথ্যা অপবাদ হইতে মুক্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। একদা হযরত মূসা (আ) নির্জনে তাঁহার শরীর কাপড় খুলিয়া পাথরের উপর রাখিয়া গোসল করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোসল সারিয়া তিনি যখন কাপড় লইতে গেলেন, তখন অলৌকিক ভাবে পাথরটি তাহার কাপড়সহ দৌড়াইতে শুরু করিল। হযরত মূসা (আ) তাহার লাঠি লইয়া পাথরের পেছনে ধাওয়া করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন– আমার কাপড় পাথর, আমার কাপড় পাথর। কিন্তু পাথর থামিল না এবং মূসা (আ) ও দৌড়াইতে দৌড়াইতে বনী ইস্রায়ীলের লোকদের কাছে পৌছিয়া গেলেন। তাহারা তাঁহাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিতে পাইল। তাহার

শারীরিক কোন দোষ নাই। তিনি অতি উত্তম শারীরিক গঠনের অধিকারী। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দোষমুক্ত করেন। পাথরটি তাহাদের কাছে গিয়া থামিয়া গিয়াছিল। হযরত মূসা (আ) তাহার কাপড় লইয়া পরিধান করিলেন। অবশ্য তিনি স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে সজোরে প্রহার করিতে শুরু করিলেন। তিন কিংবা চার অথবা পাঁচ বার প্রহার করিলেন। এবং উহাতে দাগ কাটিয়া গেল। আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا الخ আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীসটি কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ইহা বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন। রাওহ (র) হাসান (র) এর মাধ্যমে নবী করীম (সা) হইতে এবং খাল্লাদ ও মুহাম্মদ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ان موسى كان رجلا حييا ستيرا لايكاد يرى من جلده شئ استحياء منه হযরত মূসা (আ) বড়ই লাজুক মানুষ ছিলেন, লজ্জার কারণে সব শরীর তিনি ঢাকিয়া রাখিতেন। অত:পর ইমাম আহমদ (র) বেওয়ায়েতটি ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) সাওরী (র) ... হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) সুলায়মান ইব্‌ন মিহরান, আ'মাশ, (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত মূসা (আ)-এর কওম তাহাকে বলিল, তোমার অন্ডকোষ বড়। একদিন গোসল করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। কাপড় খুলিয়া তিনি একটি পাথরের উপর রাখিলে পাথরটি কাপড় লইয়া দৌড়াইতে লাগিল। হযরত মূসা (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় উহার পিছনে ছুটিলেন। পাথরটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে বনী ইস্রায়ীলের জনসমাবেশের নিকট পৌছিয়া গেল। পাথরের পিছনে মূসা (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া তাহারা বলিল, তুমি তো নির্দোষ, তোমার অন্ডকোষ তো বড় নহে। فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন হাতিম ও আহমদ ইব্‌ন মুআল্লা (র)... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, মূসা (আ) অতি লাজুক ছিলেন। গোসল করিবার জন্য একবার তিনি আসিলেন। [রাবী বলেন, আমার ধারণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) "পানির কাছে আসিলেন" বলিয়াছেন।] অত:পর একটি পাথরের উপর তাঁহার কাপড় খুলিয়া রাখিলেন। তিনি তাহার ছতর খুলিতেন না এই কারণে বনী ইস্রায়ীল তাঁহার সম্বন্ধে বলিত, তাহার অন্ডকোষ বড় কিংবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত বলিয়াই ছতর ঢাকিয়া রাখে। পাথরের উপর কাপড় রাখিতে পাথরটি

কাপড় লইয়া দৌড়াইয়া বনী ইস্রায়ীলের লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তখন তাহারা মূসা (আ)-এর প্রতি তাকাইয়া দেখিল, তিনি দোষমুক্ত উত্তম গঠনের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا এর মধ্যে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত মূসা ও হারূন (আ) উভয়ই পাহাড়ে আরোহণ করেন। হযরত হারূন (আ) সেখানেই ইন্তেকাল করেন। কিন্তু বনী ইস্রায়ীল হযরত মূসা (আ)-কে দোষারোপ করিয়া বলিল, তুমি তাহাকে হত্যা করিয়াছ। সে তো আমাদের সহিত মিষ্টভাষী ছিল। এইসব বলিয়া তাহারা হযরত মূসা (আ)-কে কষ্ট দিতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে হযরত হারূন (আ)-এর লাশ উঠাইয়া আনিতে হুমুক দিলেন। তাহারা লাশ উঠাইয়া বনী ইস্রায়ীলের মজলিসের নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন এবং তাহার স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর দিলেন। অবশ্য হযরত হারূন (আ)-এর কবর যে কোথায় ইহা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নহে। ইব্‌ন জারীর (র) আলী ইব্‌ন মূসা তূসী হইতে আব্বাদ ইব্‌ন আওয়াম এর মাধ্যমে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, হযরত হারূন (আ)-এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করিয়া বনী ইস্রায়ীল হযরত মূসা (আ)-কে যে কষ্ট দিয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ সে কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহা এই কষ্টও হইতে পারে এবং পূর্বে যে কষ্টের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহাও উদ্দেশ্য হইতে পারে। আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, আয়াতে উভয় কষ্টই উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং আরো যে সকল কষ্ট বনী ইস্রায়ীল তাহাকে দিয়াছিল, উহাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) হযরত আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছু বিতরণ করিলেন, তখন একজন আনসারী বলিল, এই বিতরণ দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করা হয় নাই। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! তুমি যাহা বলিলে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বলিয়া দিব। অত:পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উহা জানাইয়া দিলে তাঁহার মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন ঃ

رحم الله على مرسى لقد اوذى باكثر من هذا فصبر

আল্লাহ্ হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তাঁহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি আমশ (র)-এর সূত্রে তাহাদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাজ্জাজ (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে বলিলেন ঃ

لايُبَلِّغنى احَدُ عن احد من اصحابى شيئا فانى احب ان اخرج اِلَيكم وانا سليم الصدر۔

তোমাদের মধ্যে কেহ্ যেন আমার সাহাবী সম্পর্কে আমার নিকট কোন কথা না পৌঁছায়। কারণ, আমি তোমাদের কাছে সুস্থ হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট কিছু মাল জমা হইলে তিনি বন্টন করিয়া দিলেন। রাবী বলেন, আমি দুই ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে ছিলাম। তখন তাহাদের একজন তাহার সাথীকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, মুহাম্মদ (সা) এই বন্টনের মাধ্যমে না তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করিয়াছেন আর না পরকাল তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমি দাঁড়াইয়া তাহাদের উভয়ের কথা শুনিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (সা) আপনিতো আমাদিগকে আপনার কাছে কোন সাহাবীর কোন কথা পৌঁছাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমি অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রম করিলে তাহাদিগকে এই বলিতে শুনিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখমণ্ডল লাল হইয়া গেল। এবং তিনি পীড়িত হইলেন অত:পর তিনি বলিলেন, তোমরা এই সকল কথা ছাড়। হযরত মূসা (আ)-কে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আদব অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া যুহলী (র) অলীদ ইবন হিশাম (র)-এর সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ যেন আমার সাহাবীর কোন কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। আমি তোমাদের কাছে সুস্থ হৃদয়ে বাহির হইতে পছন্দ করি। ইমাম তিরমিযী (র) 'মানাকিব' অধ্যায়ে যুহলী এর সূত্রে ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিরমিযী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... অলীদ ইব্‌ন আবূ হিশাম (রা) হইতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইহাকে তিনি গরীব বলিয়াছেন। وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا আর তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাসান (র) বলেন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র দরবারে 'মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত' ছিলেন। অর্থাৎ তাহার দু'আ কবুল করা হইত। অন্যান্য পূর্বসূরী উলামায়ে কিরাম বলেন, তিনি যখনই আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিতেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে উহা দান করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে কেবল নিজের দর্শন দান করেন নাই। কতিপয় উলামায়ে কিরাম বলেন, আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার মর্যাদার নিদর্শন হইল, তিনি তাঁহার ভাই হযরত হারূন (আ)-কে নবী করিবার সুপারিশ করিলে আল্লাহ্ উহা কবূল করেন। যেমন ইর্‌শাদ হইয়াছে ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا

আর আমার অনুগ্রহে আমি তাহার ভাই হারূন-কে নবী হিসাবে তাহাকে দান করিয়াছি।

(৭০) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ○

(৭১) يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

৭০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।

৭১. তাহা হইলে তোমাদিগের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করিবেন এবং তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করে তাহারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করিবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে ভয় করিতে এমনভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তাহারা আল্লাহ্কে দেখিতেছে। আর ইহারও নির্দেশ দিয়াছেন যেন তাহারা সঠিক কথা বলে। কথায় যেন কোন প্রকার বক্রতা না থাকে। যদি তাহারা এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে তবে ইহার বিনিময়ে তিনি তাহাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দান করিবেন এবং বিগত গুনাহ সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর ভবিষ্যতেও তাহাদের যে গুনাহ হইবে উহা হইতে তাওবা করিবার তাওফীক দান করিবেন। অত:পর ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে মহা সাফল্য অর্জন করিবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়া চির শান্তি নিকেতন বেহেশতের অধিকারী বানাইবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হযরত আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সহিত যোহরের সালাত পড়িলেন। সালাত শেষে তিনি আমাদিগকে বসিয়া থাকিবার জন্য ইশারা করিলেন। আমরা বসিয়া রহিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন, যেন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিতে এবং সঠিক কথা বলিতে নির্দেশ দেই। অতঃপর তিনি মহিলাদের নিকটও গমন করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্কে ভয় করিতে ও সঠিক কথা বলিতে হুকুম করি।

ইব্ন আবু দ্দুন্য়া (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ ইব্ন মূসা (র) ... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মিম্বরে উঠিতেন তখন আমি তাহাকে ইহা বলিতে শুনিতাম ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ـ

হে মু'মিনগণ। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। রেওয়ায়েতটি অত্যান্ত গরীব ও অখ্যাত।

আব্দুর রহীম ইব্‌ন যায়েদ (র) তাহার পিতা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব এর মাধ্যমে হযরত ইব্‌ন আব্বাস হইতে মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّكُوْنَ اَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ

যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত হওয়ায় আনন্দ বোধ করে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে।

ইকরিমাহ (র) বলেন, اَلْقَوْلُ السَّدِيْدُ হইল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ, সত্য কথা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ সঠিক কথা। যে অর্থই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহা ঠিক হইবে।

(٧٢) اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ

(٧٣) لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ࣖ

৭২. আমি তো আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত অর্পণ করিয়াছিলাম। উহারা উহা ইহা বহন করিতে অস্বীকার করিল এবং উহাতে শংকিত হইল; কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল। সেতো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।

৭৩. পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, 'আমানত' দ্বারা আনুগত্য বুঝান হইয়াছে। হযরত আদম (আ)-এর প্রতি ইহা পেশ করিবার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন ও পর্বতমালার প্রতি পেশ করিয়াছিলেন

কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহা আদম (আ)-কে পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! আমি তো ইহা আসমান যমীন, পাহাড় পর্বতের প্রতি পেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহা বহন করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। আচ্ছা তুমি কি উহা বহন করিতে পারিবে? হযরত আদম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! উহার বিনিময়ে আমি কি লাভ করিব? তিনি বলিলেন, উত্তম কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার। আর মন্দ কাজের বিনিময়ে শাস্তি। ইহা শুনিয়া হযরত আদম উহা বহন করিতে সম্মত হইলেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, 'আমানত' অর্থ ফরজসমূহ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন ও পবর্তমালার প্রতি পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা তাহাদের প্রতি অর্পিত ফরজসমূহ পালন করে তবে তাহাদিগকে তিনি উত্তম বিনিময় দান করিবেন; আর উহা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে শাস্তি দিবেন। কিন্তু তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না; তাহারা শংকিত হইল। হয়ত বা তাহাদের দ্বারা এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তাহাদিগকে এই দায়িত্ব শুধু পেশই করিয়াছিলেন, ইহা পালন করিতে নির্দেশ দেন নাই। অতএব ইহা পালনে অমত পোষণ করা গুনাহ্ নহে। বরং তাহাদের পক্ষ হইতে ইহা এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার নামান্তর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহা আদম (আ)-এর প্রতি পেশ করিলেন এবং তিনি গ্রহণ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নের আয়াতে ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً মানুষ উহা বহন করিল। সে তো বড়ই যালিম বড়ই অজ্ঞ। আল্লাহ্র হুকুম সম্পর্কে ওয়াফিক নহে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইব্ন বাশ্শার (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন আমি আদম (আ)-এর প্রতি আমানত পেশ করিয়া বলিলাম, তুমি ইহা গ্রহণ কর। যদি ইহার মধ্যে বিদ্যমান নির্দেশ পালন কর তবে তোমাকে ক্ষমা করিব আর পালন না করিলে শাস্তি দিব। আদম (আ) বলিলেন, আমি গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেই দিন আসর হইতে রাত্র পর্যন্ত পরিমাণ সময়ের মধ্যেই ভুল করিয়া বসিলেন। যাহ্হাক (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও প্রায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বিশুদ্ধ নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র)-এর মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটে নাই। والله اعلم মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহ্হাক, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আমানত অর্থ ফরজসমূহ। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, ইহার অর্থ আনুগত্য।

আ'মাশ (র) আবু যুহা (রা) এর সূত্রে মাস্‌রূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিয়াছেন, স্ত্রীর সতীত্ব সংরক্ষণও আমানত এর অন্তর্ভুক্ত। কাতাদাহ (র) বলেন, আমানত হইল, দ্বীন, ফরজসমূহ ও হদ্দসমূহ (দণ্ড বিধান)। কেহ কেহ বলেন, জানাবাত এর গোসলও আমানত এর অন্তর্ভুক্ত। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম হইতে মালেক (র) বলেন, আমানত তিনটি, সালাত, সিয়াম ও জানাবাত এর গোসল। তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাসমূহে কোন বৈপরিত্য নাই। বরং সকল ব্যাখ্যার মূল আবেদন হইল, শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্‌র আদেশ ও নিষেধ পালন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর শর্ত হইল, পালন করিলে বিনিময় দান করা হইবে এবং পালন না করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। মানুষ তাহার দুর্বলতা সত্ত্বেও উহা গ্রহণ করিল।

ইব্‌ন আবূ হাতেম (র) বলেন. আমার পিতা ... হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। একবার তিনি اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ الخ পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা নক্ষত্র পুঞ্জে সজ্জিত সাত আসমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি কি আমানত এবং উহার মধ্যস্থ বস্তু বহন করিতে পারিবে? সে জিজ্ঞাসা করিল, উহার মধ্যে কি আছে? তিনি বলিলেন, ভাল কাজ করিলে উত্তম বিনিময় দান করা হইবে এবং মন্দ কাজ করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে। তখন সে অস্বীকার করিল। অতঃপর আল্লাহ্ সাত স্তর মযুবত যমীনকে পেশ করিয়া বলিলেন, তুমি কি ইহা এবং ইহার মধ্যস্থ বস্তু বহন করিবে? জিজ্ঞাসা করিল, ইহার মধ্যে কি আছে? আল্লাহ্ বলিলেন, ভাল কাজ করিলে উত্তম বিনিময়, মন্দ কাজ করিলে শাস্তি। তখন সেও অস্বীকার করিল। অতঃপর আল্লাহ্ এ আমানত উচ্চ কঠিন পর্বতমালার প্রতি পেশ করিলেন। তাহাকে বলা হইল, তুমি কি আমানত বহন করিতে পারিবে? পর্বতমালা জিজ্ঞাসা করিল, আমানত বহন করিলে উহার বিনিময় কি হইবে? আল্লাহ্ বলিলেন, উত্তম কাজের বিনিময় হইবে উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ কাজের বিনিময় হইবে শাস্তি। তখন পর্বতমালাও অস্বীকৃতি জানাইল।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সকল সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টি করিবার পর মানব দানব, আসমান-যমীন ও পর্বতমালা একত্রিত করিলেন এবং সর্ব প্রথম আসমানসমূহের প্রতি তাহার আমানত পেশ করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, এই আমানত কি তোমরা বহন করিতে পারিবে? ইহার বিনিময়ে মর্যাদা লাভ করিবে এবং বেহেশতে পুরস্কৃত হইবে। আসমানসমূহ জবাব দিল, এই আমানতের বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। অবশ্য আমরা আপনার আনুগত্য করিব। অতঃপর তিনি যমীনসমূহের প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি ইহা বহন করিতে পারিবে? আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে মর্যাদা দান করিব। জবাবে বলিল, ইহা বহন করিবার ধৈর্য আমাদের নাই, ক্ষমতাও নাই। অবশ্য হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কোন বিষয়ে আপনার অবাধ্য থাকিব না। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম

(আ)-এর প্রতি ইহা পেশ করিয়া বলিলেন, হে আদম! তুমি কি ইহা বহন করিতে পারিবে? ইহার হক কি তুমি যথাযথ ভাবে আদয় করিতে পারিবে? আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট আমি ইহার বিনিময় কি পাইব? তিনি বলিলেন, হে আদম, যদি তুমি উত্তম কাজ কর, আনুগত্য কর এবং যথাযথ ভাবে আমানতের সংরক্ষণ কর তবে আমার নিকট তোমার বিশেষ মর্যাদা হইবে এবং বেহেশতে ইহার উত্তম বিনিময় লাভ করিবে। আর যদি তুমি আমার অবাধ্য হও এবং যথাযথ ভাবে ইহার হক আদায় না কর তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিব এবং দোযখে নিক্ষেপ করিব। তখন হযরত আদম (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক। আমি ইহাতে রাজী, আমি সন্তুষ্ট। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তবে আমি তোমার উপর এই আমানতের বোঝা অর্পণ করিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা ইহা এই আয়াতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান সমূহের প্রতি আমানত পেশ করিলে আসমান সমূহ বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার উপর নক্ষত্রপুঞ্জ ও আসমানে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছেন। এই সকল বোঝা তো আমি বহন করিতে সক্ষম, কিন্তু 'ফরজ' এর বোঝা বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমানত এর বোঝা যমীনের প্রতি পেশ করিলে যমীন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উপর বৃক্ষরাজী উৎপন্ন করিয়াছেন, নদী সাগর প্রবাহিত করিয়াছেন এবং আমার উপর বসবাসকারী লোকদের বোঝাও চাপাইয়াছেন; আমি বিনিময় ছাড়াই ইহাদের বোঝা বহন করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কোন ফরজ কাজের দায়িত্ব বহন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। পর্বত মালার প্রতি এই আমানত পেশ করা হইলে সেও এই একই জবাব দিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا কিন্তু মানুষ উহা বহন করিল, সে যালিম এবং পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ।

ইব্ন আশও'আ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন ও পর্বতমালার প্রতি আমানত পেশ করিলে তিনদিন পর্যন্ত ভয়ে চিৎকার করিতে থাকিল এবং আল্লাহ্র কাছে এই ফরিয়াদ করিল, হে আমাদের প্রতিপালক! এই আমানত বহন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই, আমরা কোন বিনিময় কামনা করি না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... যায়েদ ইব্ন আসলাম হইতে اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমানতের বোঝা মানুষকে পেশ করিলে সে বলিল, আমি মাথা পাতিয়া ইহা গ্রহণ

করিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমানতের বোঝা বহন করিতে আমি তোমায় সাহায্য করিব। আমি তোমার চক্ষুদ্বয়ের উপর দুইটি ঢাকনা দিব অর্থাৎ দুইটি পলক দান করিব। যখন চক্ষুদ্বয় আমার অপছন্দ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চাহিবে তখন তুমি পলকদ্বয়ের দ্বারা চক্ষু ঢাকিবে। তোমার জিহ্বার উপরও আমি তোমাকে দুইটি ঠোঁট দ্বারা সাহায্য করিব। জিহ্বা যখন আমার অপছন্দনীয় কথা বলিতে চাহিবে দুইটি ঠোঁট বন্ধ করিয়া দিবে। তোমার লজ্জাস্থানের উপরও আমি তোমাকে পোষাক অবতীর্ণ করিয়া সাহায্য করিব। আমার অছন্দনীয় বস্তুর জন্য তুমি উহা খুলিও না। অতঃপর আবূ হাতিম হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইউনূস (র) ... বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন ও পবর্তমালার প্রতি দ্বীনের আমানত পেশ করিলেন। ইহা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিলে পুরষ্কার দান করিবেন এবং ব্যর্থতায় শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ইহা বলিলেন। কিন্তু তাহারা দ্বীনের এই বোঝা বহন করিতে অস্বীকার করিল। তাহারা বলিল, আমরা আপনার আদেশের অধীনস্থ্ হইয়া থাকিব। কোন পুরষ্কার আমাদের কাম্য নহে। আর শাস্তিও ভোগ করিতে চাই না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) এর কাছে পেশ করিলে তিনি উহা মাথায় তুলিয়া লইলেন। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমানতের এই বোঝা যখন তুমি বহন করিলে তখন আমি তোমার সাহায্য করিব। তোমার চক্ষুর উপর একটি পর্দা সৃষ্টি করিব। অন্যায় কোন বস্তুর প্রতি চক্ষুকে তাকাইতে দেখিলে তুমি উহার উপর পর্দাটি টানিয়া দিবে। তোমার জিহ্বার উপরও একটি দরজা আমি সৃষ্টি করিব। কোন অন্যায় কথা বলিবার আশংকা করিলে দরজা বন্ধ করিয়া দিবে। আর তোমার লজ্জাস্থানের জন্য আমি পোষাক সৃষ্টি করিব। অতএব অবৈধ স্থানে কখনও তোমার পোষাক খুলিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন আমর ছাকূনী (র) ... হাকাম ইব্‌ন উমাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الْاَمَانَةَ وَالْوَفَاءَ نَزَلَا عَلٰى اِبْنِ اٰدَمَ مَعَ الْاَنْبِيَاءِ فَاُرْسِلُوْا بِهٖ الخ

আমানত ও ওফা বনী আদমের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে। এবং বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্ব ভাষাভাষীর কাছে উহা অবতীর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ্‌র কিতাবও নাযিল হইয়াছে আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতও। এবং আরবী আজমী সকলেই আল্লাহ্‌র ও আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাতের

মাধ্যমে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে অবগত হইয়াছে। তাহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আদেশ নিষেধ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ভালমন্দ সবই তাহারা জানিতে পারিয়াছে! পরবর্তীতে সর্বপ্রথম আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে কেবল উহার চিহ্ন থাকিয়া যাইবে। ইহার পর ওফাও উঠাইয়া লওয়া হইবে। অবশিষ্ট থাকিবে শুধু আল্লাহ্র কিতাব। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আলেম, সে তো কিতাবের বিধান মুতাবিক আমল করিয়াছে এবং মূর্খও উহা চিনিতেছে কিন্তু অস্বীকার করিয়াছে অবশেষে উহা আমার ও আমার উম্মতের নিকট পৌঁছিয়াছে, যাহার ভাগ্যে ধ্বংস রহিয়াছে সেই ধ্বংস হইবে। যে ইহা বর্জন করিবে সে ইহা হইতে গাফিল থাকিবে। অতএব হে লোক সকল! তোমরা সাবধান। কুমন্ত্রণাকারীর কুমন্ত্রণা হইতে তোমরা হুশিয়ার থাকিবে। তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী আল্লাহ্ উহা পরীক্ষা করিবেন। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব ও অখ্যাত। অবশ্য একাধিক সূত্রে ইহার সমর্থক রেওয়ায়েত বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন খলফ্ আসকালানী (র) ... হযরত আবুদ্দারদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাঁচটি বিষয় ঈমানের সহিত নিয়মিত পালন করিবে, কিয়ামত দিবসে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্তে সঠিকভাবে অজু করিবে, উহার রুকূ সিজদা ঠিক ঠিক মত পালন করিয়া সময় মত নামায পড়িবে, সন্তুষ্ট চিত্তে মালের যাকাত দিবে আল্লাহ্র কসম ইহা কেবল মু'মিন ব্যক্তিই করিতে সক্ষম হইবে। আমানত আদায় করিবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুদ্দরদা! আমানত আদায় করিবার অর্থ কি? তিনি বলিলেন, জানাবাতের গোসল করা। মনে রাখিবে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা ছাড়া মানুষের কাছে অন্য কিছু আমানত রাখেন নাই। আবূ দাউদ (র) বলেন, ইব্ন আব্দুর রহমান আম্বরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র রাহে নিহত হওয়া গুনাহ বিলুপ্ত করিয়া দেয়। কিন্তু আমানতের খিয়ানত বিলুপ্ত করে না। আমানতে খিয়ানতকারীকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলা হইবে, তুমি আমানত আদায় কর। সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়াতো শেষ হইয়া গিয়াছে, আমি আমানত আদায় করিব কিভাবে? আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে তিনবার তাহাকে বলিবেন এবং সে এইরূপ তিনবার জবাব দিবে। অতঃপর তাহাকে 'হাবিয়া' নামক দোযখে নিক্ষেপ করিবার নির্দেশ দিবেন। হুকুম পালন করা হইবে এবং তাহাকে সেই দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। সে উহার তলদেশে

পৌছিয়া যাইবে। সে নষ্টকৃত আমানতের আগুনের সদৃশ বস্তু দেখিতে পাইবে। উহা তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া দোযখের কিনারায় লইয়া আসিবে। সে তখন ভাবিবে এই তো দোযখ হইতে বাহির হইলাম; কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার পাও পিচ্ছল খাইবে এবং চিরকালের জন্য সে উহার গহ্বরে পড়িবে। তিনি বলেন, আমানত সালাতেও রক্ষা করিতে হয়, সিয়ামের মধ্যেও এবং অজুর মধ্যেও আমানত রক্ষা করিতে হয়। এবং কথাবার্তায়ও আমানত রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

আর যে সকল বস্তু গচ্ছিত রাখা হয় উহাতে আমানত রক্ষা করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাবী খাযান (র) বলেন, অতঃপর আমি বারা' এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার ভাই আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) কি বলেন, উহা শুনিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছেন। শরীক (র) বলেন, আইয়াশ আমেরী (র) যাযান এর সূত্রে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) নবী করীম (সা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্যই এই সনদে বর্ণিত হাদীসে সালাতের মধ্যে আমানত এর বিষয়টি উল্লেখ নাই। সনদটি বিশুদ্ধ।

আমানত সম্পর্কিত আর একটি হাদীস ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ মুআবিয়াহ (র) হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে দুইটি বিষয় সম্পর্কে হাদীস শুনিয়াছি। একটি তো প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং অপরটির অপেক্ষা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন, আমানত মানুষের অন্তরে মূলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমানত উত্থিত হওয়া সম্পর্কেও হাদীস শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, ঘুমের মধ্যেই অন্তর হইতে আমানত উঠাইয়া লওয়া হইবে এবং পায়ের উপর আগুনের অংগার গড়াইয়া দিলে যেমন পায়ে ফোসকা পড়িয়া যায় আমানত উঠাইয়া লওয়ার পর অন্তরেও অনুরূপ ফোসকার দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য একটি কংকর পায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া দিলেন। তিনি বলেন, এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবার পর লোকজন কারবার করিবে; কিন্তু আমানত আদায় করিতে চাহিবে না। এমনকি বলা হইবে, অমুক গোত্রে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে ইহাও বলা হইবে, সে কত বড় বীরত্বের অধিকারী, কত বড় হুশিয়ার। কত বড় জ্ঞানী। অথচ তাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমানও নাই। রাবী বলেন, আমার নিকট এমন একটি যুগও সমাগত হইয়াছিল, যখন তোমাদের কাহার সহিত আমি বাকী ক্রয় বিক্রয়

করিতেছি, এই বিষয়ে আমার কোন পরোয়া ছিল না। কারণ সে মুসলমান হইলে তো সে ধর্মের তাগিদেই আমার প্রাপ্য আমাকে ফিরাইয়া দিত আর নাসারা কিংবা ইয়াহুদী হইলে ইসলামী হুকুমতের কর্মকর্তা আমার প্রাপ্য আমাকে লইয়া দিত। অথচ আজ কাল তো শুধু অমুক অমুকের সহিত বাকী ক্রয় বিক্রয় করি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাহাদের সহীহ্ গ্রন্থে আ'মাশ (র)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اربَعُ اذاكن فيك فلا عليك مافاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة-

তোমার মধ্যে চারটি-গুণ থাকিলে পৃথিবীর অন্য কোন বস্তু ছুটিয়া গেলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। 'আমানত' সংরক্ষণ, কথার সত্যতা, চরিত্রের উত্তমতা ও আহারের পবিত্রতা। ইমাম আহমদ (রা) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তাবরানী (র) ইহা আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আইয়ূব আল আল্লাফ আল মিসরী (র) ... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اربَعُ اذاكن فيك فلا عليك مافاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة-

অত্র হাদীসের সনদে ইমাম তাবরানী (র) ইব্ন হুজায়রাহ (র)-কে অতিরিক্ত আনিয়াছেন এবং আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

'আমানত' এর সহিত শপথ করিতে হাদীসে নিষেধ আসিয়াছে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (রা) তাহার 'কিতাবুয্যুহ্দ' নামক গ্রন্থে বলেন, শরীক (র) ... বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইব্ন হুদাইর (র) এর সহিত 'জাবিয়াহ' স্থান হইতে আসিতে ছিলাম, তখন আমি কথায় কথায় 'আমানত' এর শপথ করিলাম। অতঃপর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ধারণা করিলাম, আমি গুরুতর মারাত্মক কাজ করিয়া বসিয়াছি। অতএব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আমার এইরূপ শপথ করা অপছন্দ করেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব কঠোর ভাবে আমানত এর

শপথ করিতে নিষেধ করিতেন। এই বিষয়ে 'মারফূ' সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস (র) বুরাইদাহ (র) হাবীব বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন। مَنْ حَلَفَ بِالْاَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا যে ব্যক্তি আমানত এর শপথ করিবে, সে আমার দলভুক্ত নহে। রেওয়ায়েতটি কেবল আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন।

قوله لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের উপর আমানত এর বোঝা বহন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন যাহাতে তিনি মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও নারীকে শাস্তি দিতে পারেন।

মুনাফিক হইল সেই সকল লোক, যাহারা মু'মিনদের ভয়ে ভীত হইয়া নিজদিগকে মু'মিন বলিয়া প্রকাশ করে; অথচ তাহারা কাফিরদের অনুকরণে মনে মনে কুফর পোষণ করে। আর মুশরিক হইল তাহারা, যাহারা প্রকাশ্যেও আল্লাহ্র সহিত শরীক করে এবং তাহারা রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং তাহারা মনে মনে কুফর-শিরক ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরোধিতা পোষণ করে। وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ আর যাহাতে তিনি মু'মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করিতে পারেন। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্, ফেরেশতা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করে তাহারাই হইল মু'মিন।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

॥ সূরা আহ্যাব-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা সাবা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(٢) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ؕ وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ○

১. প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।

২. তিনি জানেন যাহা ভূমিতে প্রবেশ করে, যাহা উহা হইতে নির্গত হয় এবং যাহা আকাশ হইতে বর্ষিত ও যাহা কিছু আকাশে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, ইহকাল ও পরকালে সমস্ত প্রশংসার অধিকারী তিনি-ই। কারণ পৃথিবীর জনমানবের ওপর তিনিই অনুগ্রহ করেন এবং পরকালেও তিনিই অনুগ্রহ করিবেন। ইহকাল ও পরকালে তিনিই হুকুমতের অধিকারী।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। ইহকাল ও পরকালে তিনিই সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। তিনিই হুকুমতের অধিকারী। তাহার নিকট তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হইবে। এইজন্যই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَافِىْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِىْ الْاَرْضِ۔

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলীতে যাহা কিছু অবস্থিত এবং যাহা কিছু ভূমণ্ডলে বিদ্যমান সব কিছুরই তিনি মালিক। অর্থাৎ সকল বস্তুর মালিক তিনিই, সকলেই তাহার দাস। এবং সকলের ওপর তাহারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ইহকাল ও পরকালের অধিকারী আমিই।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ আর পরকালেও প্রশংসা তাহারই জন্য। তিনি চির উপাস্য চির প্রশংসিত। وَهُوَ الْحَكِيْمُ আর তিনি প্রজ্ঞাময়। তাহার কথায়, কাজে ও নির্ধারণে তাহার প্রজ্ঞার অন্ত নাই। اَلْخَبِيْرُ তিনি অবহিত, কোন বস্তুই তাহার নিকট গোপন নহে। কোন কিছুই তাহার অদৃশ্যে নহে। ইমাম মালিক (র) ইমাম যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন, حَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -এর এই অর্থ তিনি তাঁহার সৃষ্টি জগত সম্পর্কে অবহিত। বহু নির্দেশে প্রজ্ঞাময়। এ কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ۔

ভূমিতে যাহা কিছু প্রবেশ করে তাহাও তিনি জানেন আর তাহাও তিনি জানেন যাহা ভূমি হইতে নির্গত হয়। অর্থাৎ আসমান হইতে যে কত ফোটা বৃষ্টি ভূমিতে প্রবেশ করে আল্লাহ্ তাহার সংখ্যা জানেন। আর ভূমি হইতে যে শস্য নির্গত হয় তাহার সংখ্যাও তিনি জানেন। উৎপন্ন বস্তুসমূহের গুণাবলীও তাহার অজানা নয়।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ আর আসমান হইতে যে রিজিক অবতীর্ণ হয় وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا আর যাহা আসমানে আরোহণ করে। অর্থাৎ মানুষের যে কোন আমল আকাশে উত্থিত হয় এবং আরো যাহা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।

وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ আর তিনি পরম দয়ালু, বড়ই ক্ষমাশীল। যেহেতু তিনি তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি পরম দয়ালু, অতএব তাহাদের মধ্যে যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে শাস্তি দানে তিনি ব্যস্ত হন না। আর যেহেতু তিনি পরম ক্ষমাশীল অতএব যাহারা তাওবা করে আর যাহারা তাঁহার ওপর ভরসা করে তাহাদের গুনাহ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

(٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۙ
عٰلِمِ الْغَيْبِ ۚ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ
وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○

(٤) لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ
كَرِيْمٌ ○

(٥) وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

(٦) وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ
الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ○

৩. কাফিররা বলে, আমাদের নিকট কিয়ামত আসিবে না। বল, আসিবেই। শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয়ই তোমাদিগের নিকট উহা আসিবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁহার অগোচর নহে অণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ; বরং ইহার প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।

৪. ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। ইহাদিগেরই জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক।

৫. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য। ইহা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে।

তাফসীর ঃ গোটা কুরআন মজীদে যে তিন স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া তাহার রাসূল (সা)-কে কিয়ামত সংঘটিত হইবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াত উহার একটি।

সূরা ইউনূসে একটি আয়াত, তাহা হইল ঃ

وَيَسْتَنْبِـؤُنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ-

তাহারা তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে উহা (কিয়ামত) কি সত্য? তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম, উহা অবশ্যই সত্য। আর তোমরা এই বিষয়ে আল্লাহ্‌কে অক্ষম করিতে সক্ষম নহে। আর দ্বিতীয় আয়াত সূরা সাবা এর এই আয়াত ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ-

কাফিররা বলে, উহা (কিয়ামত) আমাদের কাছে আসিবে না। তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই উহা তোমাদের কাছে আসিবে। তৃতীয় আয়াত সূরা 'আত্তাগাবুন' এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَنْ يُبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ-

কাফিররা বলে, তাহাদেরকে কখনও উত্থিত করা হইবে না। তুমি বল, হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে। তখন তোমাদের কর্মকাণ্ড তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। এবং ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ কাজ। এখানেও আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন, قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ "তুমি বল, আমার প্রতিপালকের কসম অবশ্যই কিয়ামত তোমাদের নিকট সমাগত হইবে। এই বিষয়টিকে অধিক জোরদার করিবার লক্ষ্যে অত:পর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ لاَيَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِىْ الْاَرْضِ وَلاَ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَاَكْبَرُ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত অণু পরিমাণ, কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ তাহার অগোচরে নহে। বরং ইহার প্রত্যেকটি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন لاَيَعْزُبُ অর্থ لاَيَغِيْبُ অদৃশ্য হয় না– অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অবস্থিত সকল বস্তু সম্বন্ধেই আল্লাহ্ অবগত। কোন বস্তুই তাঁহার নিকট গোপন নহে। মৃত্যুর পর মানুষের হাড্ডি গুঁড়ি গুঁড়ি হয়ে অণু পরমাণুতে পরিণত হইলেও আল্লাহ্ উহা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তিনি ইহাও জানেন যে, সেগুলো কোথায় গিয়াছে ও কোথায় অবস্থান করিতেছে। অতএব তিনি কিয়ামতে সবগুলি একত্রিত করিয়া প্রথম বারের মতই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করিয়া জীবিত করিবেন।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পুনরায় জীবিত করিবার হিকমত ও কিয়ামত সংঘটিত করিবার ফায়দা কি, উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ اُوْلٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِىْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ۔

ইহা এইজন্য যে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে তিনি পুরস্কৃত করিবেন। আর তাহাদের জন্যই রহিয়াছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক। আর যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে চলিতে বাধা দেয় এবং তাঁহার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٍ তাহাদের জন্য রহিয়াছে ভয়ংকর মর্মন্তুদ শাস্তি। অর্থাৎ কিয়ামত কায়েম করিয়া তিনি সৌভাগ্যশালী মু'মিনদিগকে নিয়ামত দান করিবেন এবং হতভাগা কাফিরদিগকে শাস্তি দিবেন। কারণ ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বিরাট পার্থক্য। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ۔

দোযখবাসী ও বেহেশতবাসীগণ সমান নহে। বেহেশতবাসীগণই হইল সাফল্যের অধিকারী। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ۔

যাহারা মু'মিন সৎকর্মপরায়ণ তাহাদিগকে কি আমি সেই সকল লোকের মত করিব যাহারা দেশে ফাসাদ করে? না কি মুত্তাকীগণকে আমি ফাজিরদের মত করিব?

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ আর যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার কাছে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য। কিয়ামত কায়েম করিবার জন্য ইহা আর একটি ফায়দা। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের কাছে প্রেরিত বিষয় বস্তুর ওপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল এবং পৃথিবীতেই তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত কিতাবসমূহের মাধ্যমে ইহা জানিতে পারিয়াছিল যে, কিয়ামত কায়েম হইবে এবং সৎ অসৎ লোকদিগকে যথাযথ বিনিময় দেওয়া হইবে। কিয়ামত কায়েম হইবার পর যখন তাহারা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহাদের নিকট আল্লাহ্র পূর্ব ওয়াদা বস্তুত সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহারা তখন বলিবে لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্য পেশ করিয়াছিলেন। আর তাহাদিগকে তখন বলা হইবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ۔ ইহা

হইল সেই বস্তু যাহার প্রতিশ্রুতি পরম করুণাময় আল্লাহ্ দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য সত্য বলিয়াছেন।

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ۔

আল্লাহ্র লিখিত লিপি মুতাবিক তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ আর এইতো কিয়ামত দিবস।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ۔

আর যাহাদিগকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছিল তাহারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা সত্য আর তাহা পরাক্রমশালী প্রশংসার্হ আল্লাহ্র পথের প্রতি নির্দেশ করে। অর্থাৎ তিনি পরম পরাক্রমশালী, যাহাকে জয় করা যায় না ও প্রতিরোধও করা যায় না। বরং তিনিই সকলের ওপর জয় লাভ করেন। তিনি তাঁহার সকল কথায় কাজে ও নির্ধারণে প্রশংসার্হ।

(٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا
مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

(٨) اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ○

(٩) اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ
اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

৭. কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদিগকে বলে, তোমাদিগের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িলেও তোমরা নতুন সৃষ্টি রূপে উত্থিত হইবে ?

৮. সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উম্মাদ? বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

৯. উহারা কি তাহাদিগের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান ও যমীনে যাহা আছে উহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকেসহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা তাহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। আল্লাহ্র অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহা লইয়া বিদ্রূপ করে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ-

কাফিররা বলে, আমরা তোমাদিগকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব কি, যে তোমাদিগকে বলে, যখন তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পরে তোমাদের শরীর পঁচিয়া-গলিয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভূগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে তখন তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবে। অর্থাৎ তখন পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে এবং তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে। এই ব্যক্তি যে এইরূপ আজগুবি কথা বলে, তাহার সম্পর্কে দুইটি ধারণা হইতে পারে। হয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে ইচ্ছা করিয়াই আল্লাহ্র প্রতি এই অপবাদ আরোপ করিয়াছে যে, তিনি তাহার নিকট এই ওহী প্রেরণ করিয়াছেন, কিংবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ফলে সে অনিচ্ছায়ই এইরূপ কথা বলিয়া বেড়াইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেই কাফিরদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়া বলেন ঃ بَلِ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِىْ الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيْدِ

বস্তুত যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাহারা শাস্তি ও ঘোর গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে। অর্থাৎ কাফিররা যাহা বলিতেছে উহা ঠিক নহে। বরং মুহাম্মদ (সা)-ই সত্যবাদী, সে যাহা কিছু বলিতেছে উহাই সঠিক। সে সত্যই পেশ করিয়াছে। আর কাফিররা হইল মিথ্যাবাদী ও মূর্খের দল। তাহাদের কুফর তাহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিবে। আর দুনিয়ায় তাহারাই ঘোর গুমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা ও সৃষ্টি শক্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

তাহারা কি তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যাহা কিছু আছে উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। তাহারা যেদিকেই যাইবে আসমান তাহাদের ওপর ছায়া দিয়া যাইতেছে এবং ভূখণ্ড তাহাদের নীচে তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেছে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بَاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ-

আসমান তো আমি নিজ হাতেই নির্মাণ করিয়াছি আর প্রশস্তও আমিই করি। আর পৃথিবীকেও আমি বিস্তৃত করিয়াছি, বস্তুত আমি বড় উত্তম বিস্তৃতকারী।

আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ (র) কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

যদি তুমি, তোমার ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কর তবে আসমান ও যমীন তোমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে।

اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ۔

আমি ইচ্ছা করিলেই তো তাহাদেরসহ ভূমি ধসাইয়া দিব কিংবা তাহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব। অর্থাৎ তাহাদের যুল্‌ম ও অবিচারের কারণে তাহাদিগকে সহ ভূমি ধসাইয়া দেওয়ার ও আকাশখন্ডের পতন ঘটাইবার শক্তি আমার আছে, ইহা কেবল আমার ইচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু আমার ধৈর্য অপরিসীম ও আমি বড়ই ক্ষমাশীল; এই কারণে আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিতেছি।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ অবশ্যই ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। মা'মার কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন منيب অর্থ তাওবাকারী। সুফিয়ান (র) হযরত কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন منيب অর্থ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট ব্যক্তি। অতএব আয়াতের অর্থ হইল আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে জ্ঞানীজন ও আল্লাহ্‌র প্রতি নিবিষ্ট প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন। তিনি সকল মৃতদেহ জীবিত করিবার ও কিয়ামত কায়েম করিবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, যিনি এত সুউচ্চ আকাশমণ্ডলী ও সুবিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি অবশ্যই মৃতকে জীবিত করিতে এবং ছিন্নভিন্ন হাড্ডি একত্রিত করিয়া জীবন দান করিতে সক্ষম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى۔

'যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অবশ্যই। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ۔

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।

(١٠) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ

(١١) اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

১০. আমি নিশ্চয় দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং আদেশ করিয়াছিলাম, হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সংগে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর। এবং বিহংগকুলকেও, তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ—

১১. যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করিতে পার। এবং তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে নুবুওত দান করিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যও দিয়াছিলেন এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনীও দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাহাকে এত মধুর স্বর দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যখন তাসবীহ করতেন তাহার সুরে আকৃষ্ট হইয়া পর্বতমালাও তাহার সহিত তাসবীহ করিত। উড়ন্ত বিহংগকুলও থামিয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করা শুরু করিত।

বুখারী শরীফ বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রিকালে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে কুরআন পাঠ করিতে শুনিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ لَقَدْ اُوْتِىَ هٰذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوٗدَ ঃ

আবূ মূসা (রা)-কে হযরত দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরের কিছু অংশ দান করা হইয়াছে।

আবূ উসমান নাহদী (র) বলেন, আমি কখনও আবূ মূসা (রা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা অধিক মধুর স্বর কোন বাদ্যযন্ত্রেরও শুনি নাই।

اَوِّبِىْ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) ও অন্যান্য তাফসীকারগণ এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন, سَبِّحِىْ তাসবীহ কর ও আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। আবূ মায়সারাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় শব্দটির অর্থ ইহাই। কিন্তু শব্দটির এই অর্থ গ্রহণ

করিবার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ تاويب এর আভিধানিক অর্থ الترجيع। সুমধুর স্বরে পুনরাবৃত্তি করা। আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড় ও পাখীকুলকে হুকুম করিয়াছেন, তাহারা যেন হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সুমধুর কণ্ঠে তাসবীহ করে। আবুল কাসিম্ আব্দুর রহমান ইব্ন ইসহাক যুজাজী (র) তাহার 'আলজামাল' গ্রন্থে اوبى معه এর অর্থ করিয়াছেন سيرى معه بالنهاركله সারা দিন তাহার সহিত চল। কেননা تاويب এর অর্থ সারা দিন চলা এবং سيرى অর্থ রাত্রিকালে চলা। এই অর্থ বিরল। তিনি ছাড়া অন্য কেহ বলেন নাই। যদিও আয়াতের এই অর্থ হইতে পারে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে পর্বতমালা! দাউদ (আ)-এর তাসবীহ এর সহিত সুর মিলাইয়া তোমরাও আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর ও তাহার হাম্দ ও প্রশংসা কর। والله اعلم

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ আর আমি তাহার জন্য লৌহ নরম করিয়াছি। হাসান বসরী, কাতাদাহ্, আ'মাশ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, লৌহ নরম করিবার জন্য হযরত দাউদ (আ) এর না তো আগুনে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, না হাতুড়ী মারিবার দরকার হইত। বরং লৌহ তাহার হাতে আসিতেই নরম হইত, সুতার ন্যায় মুড়াইয়া রশি বানাইতেন।

سَابِغَات - اَن اعْمَلْ سَابِغَات অর্থ বর্ম, হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ) সর্ব প্রথম বর্ম তৈয়ার করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্ন হাসান (র) .... ইব্ন শাওযাব হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ) প্রতিদিন একটি বর্ম তৈয়ার করিতেন এবং ছয় হাজার দিরহামে উহা বিক্রয় করিতেন। দুই হাজার তিনি তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের জন্য ব্যয় করিতেন এবং চার হাজার তিনি বনী ইস্রায়ীলী অতিথিদের জন্য ব্যয় করিতেন।

وَقَدِّرْ فِىْ السَّرْدِ ইহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী হযরত দাউদ (আ)-কে বর্ম তৈয়ার করিবার নির্দেশ করিয়াছেন।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, وَقَدِّرْ فِىْ السَّرْدِ এর অর্থ বর্মের আংটা পরিমাণ মত তৈয়ার করিবে। ছোটও যেন না হয়, আর বড়ও যেন না হয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) হযরত দাউদ (আ)-এর বর্ণনায় ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত দাউদ (আ) ছদ্মবেশে বাহির হইতেন এবং কাফির লোকজনকে হযরত দাউদ (আ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহারা সকলেই তাঁহার ইবাদাত, চরিত্র ও তাঁহার ইনসাফের প্রশংসা করিত।

একবার আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে একজন মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উক্ত ফেরেশতাকেও ঠিক তদ্রূপ প্রশ্ন করিলেন। ফেরেশতা তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি সমস্ত মানুষের মধ্যে উত্তম। অবশ্য তাঁহার মধ্যে যদি একটি অভ্যাস না থাকিত তবে তিনি বড়ই কামিল লোক হইতেন। হযরত দাউদ (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে অভ্যাসটি কি? তিনি বলিলেন, তিনি মুসলমানের মাল অর্থাৎ বাইতুল মাল হইতে নিজের ও পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করেন। ফেরেশতার একথা শুনিয়া তিনি তখনই আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইয়া এই দু'আ করিলেন, তিনি যেন তাহাকে এমন কোন কাজ শিখাইয়া দেন যাহার মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য বাইতুল মালের মুখাপেক্ষী না হন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য লৌহ নরম করিয়া দিলেন এবং তাহাকে বর্ম তৈয়ার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বর্ম তৈয়ার করিতে শিখিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ। এই আয়াতে এই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন।

রাবী বলেন, হযরত দাউদ (রা) বর্ম তৈয়ার করিতে লাগিলেন। যখন একটি বর্ম তৈয়ার করা হইত তিনি উহা বিক্রয় করিয়া উহার মূল্যের এক তৃতীয়াংশ সদকা করিতেন, এক তৃতীয়াংশ নিজের ও নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ব্যয় করিতেন এবং আর এক অংশ তিনি আর একটি বর্ম প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত কিছু কিছু করিয়া সদকা করিতেন। রাবী আরো বলেন, হযরত দাউদ (আ) এত মধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন যে, যখন তিনি যাবূর গ্রন্থ পাঠ করিতেন তখন সকল প্রকার পশুপক্ষী তাহার কাছে একত্রিত হইয়া তাহার পাঠ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া যাইত। পরবর্তীকালে শয়তান সর্বপ্রকার বাঁশি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার স্বরের নকল করিতে শুরু করিয়াছে। হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বড়ই পরিশ্রমী। তিনি যখন যাবূর পাঠ করা শুরু করিতেন তখন মনে হইত তিনি অনেকগুলি বাঁশীতে একই সাথে ফুঁকাইতেছেন। তাহার গলায় যেন সত্তরটি বাঁশী একত্রিত করিয়া জড়াইয়া দেয়া হইয়াছিল।

اِعْمَلُوْا صَالِحًا। আল্লাহ্ যে নিয়ামত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তোমরা সৎকর্ম কর।

اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দৃষ্টা।

তোমাদের কৃতকর্ম আমি দেখি ও তোমাদের কথাবার্তা আমি শ্রবণ করি। আমার কাছে কিছুই গোপন নহে।

(١٢) وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا
لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ؕ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ؕ وَمَنْ
يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ○

(١٣) يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُوْرُ ○

১২. আর আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে, যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে জিনদিগের কতেক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। তাহাদিগের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জলন্ত অগ্নি শাস্তি আস্বাদন করাইব।

১৩. যাহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয়া সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সংগে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদিগের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতসমূহের উল্লেখ করিবার পর, তাঁহার পুত্র হযরত সুলায়মান (আ)-কে দেওয়া নিয়ামতের উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ আল্লাহ্ বায়ুকে তাহার অধীন করিয়াছিলেন যাহা প্রভাতে তাহার সিংহাসনকে উড়াইয়া এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রভাতে দামিশক হইতে বায়ু তাহার সিংহাসন উড়াইয়া ইস্তাখার পৌঁছাইয়া দিত এবং সেখানে তিনি সকালের আহার করিতেন এবং সন্ধ্যায় পুনরায় বায়ু তাহাকে উড়াইয়া কাবুল পৌঁছাইয়া দিত। দামিশ্‌ক ও ইস্তাখার এর মাঝে

দ্রুতগামী সোয়ারীর জন্য এক মাসের দুরত্ব এবং ইস্তাখার ও কাবুলের মাঝেও এক মাসের দুরত্ব বিদ্যমান।

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ আর আমি তাহার জন্য তামার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। হযরত ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমাহ্, আতা খুরাসানী, কাতাদাহ সুদ্দী ও মালিক (র)– তাহারা যায়েদ ইব্ন আসলাম ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণনা করেন, الْقِطْرِ। অর্থ তাম্র। কাতাদাহ (র) বলেন, তাম্র ইয়ামান-এ বিদ্যমান ছিল। সুলায়মান (আ) এর যুগ হইতেই মানুষ তাম্র দ্বারা বিভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, তিনদিন পর্যন্ত হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য তাম্র প্রবাহিত রাখা হয়।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ আর জিনদের মধ্য হইতে কতক তাহার প্রতিপালকের অনুমতি ক্রমে তাহার সম্মুখে কাজ করিত। অর্থাৎ জিনকে আমি সুলায়মান (আ)-এর অধীন করিয়া দিয়াছিলাম যাহাদের মধ্যে কতক তাহার প্রতিপালকের ইচ্ছায় তাহার সম্মুখে ঘর নির্মাণ ও অন্যান্য কাজ করিত।

وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا আর তাহাদের মধ্য হইতে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে।

نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ আমি তাহাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) এখানে একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবূ সালাবাহ খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلْجِنُّ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحُلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ۔

জিন তিন প্রকার ঃ এক প্রকার জিনের পর আছে, তাহারা উড়িতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার সাপ ও কুকুর এবং তৃতীয় প্রকার যানবাহনে আরোহণ করে ও অবতরণ করে। হাদীসটি অতিশয় গরীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আরো বলেন, আমার পিতা ইব্ন আনউম হইতে বর্ণিত ঃ জিন তিন প্রকার, এক প্রকার যাহার শাস্তি হইবে এবং পুরস্কৃত হইবে। দ্বিতীয় প্রকার আসমান ও যমীনের মাঝে উড়িয়া থাকে। এবং তৃতীয় প্রকার কুকুর ও সাপ। বাকর ইব্ন মুযার (র) আরো বলেন, মানুষ তিন প্রকার। এক প্রকার যাহাদেরকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আরশের ছায়ায় স্থান দান করিবেন। দ্বিতীয় প্রকার হইল

চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং ইহার চেয়ে অধম। তৃতীয় প্রকার হইল শয়তানের অন্তর বিশিষ্ট মানুষ আকৃতির লোক। ইব্ন আবূ হাতিম আরো বলেন, আমার পিতা... হাসান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

اَلْجِنُّ وَلَدُ اِبْلِيْسَ وَالاِنْسُ وَلَدُ اٰدَمَ وَمِنْ هٰؤُلَاءِ مُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ شُرَكَاءُهُمْ فِىْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَمَنْ كَانَ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ مُؤْمِنًا فَهُوَ وَلِىُّ اللّٰهِ وَمَنْ كَانَ مِنْ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كَافِرًا فَهُوَ شَيْطَانٌ۔

জিন ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ আদম (আ)-এর বংশধর। উভয় জাতির মধ্যে মু'মিনও আছে আর কাফিরও আছে, উভয় জাতি সওয়াব ও শাস্তিতে সমানভাবে শরীক আছে। উভয় জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি মু'মিন সে আল্লাহ্র বন্ধু আর উহাদের মধ্যে যে কাফির সে শয়তান।

يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার জন্য প্রাসাদ ও মূর্তি নির্মাণ করে। مَحَارِيب উত্তম বাসস্থান। মুজাহিদ (র) বলেন, محاريب বলা হয় সেই সকল ঘরকে, যা প্রাসাদ ও মহল হইতে নিম্নতর। যাহ্হাক (র) বলেন, محاريب অর্থ মসজিদ। কাতাদাহ (র) বলেন, মসজিদ ও প্রাসাদ অর্থের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, ইহার অর্থ বাসস্থান। التماثيل। অর্থ কি এ সম্বন্ধে আতিয়্যাহ, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ মূর্তি। মুজাহিদ (র) বলেন, তাম্রের মূর্তি, কাতাদাহ (র) বলেন, মাটি ও কাঁচের মূর্তিকে تماثيل বলা হয়।

وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ الرَّاسِيَاتٍ আর হাউস সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ الجواب। শব্দটি جابة এর বহুবচন অর্থ পানির হাউস। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন الجواب। অর্থ, বড় গর্ত, আওফী (র) বলেন, ইহার অর্থ হাউস, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদাহ, যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। القُدُوْرِ। الرَّاسِيَاتِ। অর্থ স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ। যাহা বড় হইবার কারণে স্থানান্তর করা হয় না। মুজাহিদ যাহ্হাক (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا হে দাঊদ পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর। অর্থাৎ আমি দাঊদ পরিবারকে বলিলাম, তোমাদিগকে দ্বীন ও দুনিয়ায় আমি যে বিশেষ নিয়ামত দান করিয়াছি উহার কৃতজ্ঞতা পালনার্থে কাজ কর। শুকর ও কৃতজ্ঞতা যেমন কথার মাধ্যমে হইয়া থাকে অনুরূপভাবে কাজের মাধ্যমে হইয়া থাকে। যেমন কবি বলেন ঃ

اَفَادَتْكُمْ النَّعْمَاءُ مِنِّى ثَلَاثَةً * يَدِىْ وَلِسَانِى وَالضَّمِيْرُ الْمُحَجَّبَا

তোমাদের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত নিয়ামতের বিনিময়ে আমার তিনটি জিনিস উপকার করিয়াছে ঃ আমার হাত, আমার মুখ ও আমার অন্তর।

আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, সালাত শুকর সিয়ামও শুকর এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন ভাল কাজ তুমি করিবে উহা শুকর হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম শুকর হইল তাহার প্রশংসা করা। ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) উভয়ই মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) হইতে বর্ণনা করেন, শুকর হইল তাকওয়া গ্রহণ ও নেক আমল। হযরত দাউদ (আ) এর পরিবার কথায় আল্লাহ্র শুকর করিতেন এবং কাজের মাধ্যমেও আল্লাহ্র প্রতি শুকর জ্ঞাপন করিতেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা সাবিত বুনানী (র) হইতে বর্ণিত ঃ

كَانَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ جَزًّا عَلٰى اَهْلِهٖ وَوَلَدِهٖ وَنِسَائِهٖ الصَّلٰوةَ فَكَانَ تَاْتِى عَلَيْهِمْ سَاعَةٌ مِّنْ الَّلْيْلِ وَالنَّهَارِ الاَّ اِنْسَانٌ مِنْ اٰلِ دَاوُدَ قَائِمٌ يَصَلِّىْ-

হযরত দাউদ (আ) তাহার স্ত্রী পুত্র ও পরিবারের জন্য এমনভাবে সময় ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন যে, যখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন তাহার পরিবারের কেহ না কেহ সালাতে লিপ্ত থাকিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اَحَبَّ الصَّلَواةِ اِلَى اللّٰهِ صَلٰوَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَاَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى-

সর্বাপেক্ষা উত্তম সালাত হইল হযরত দাউদ (আ)-এর সালাত; তিনি অর্ধেক রাত্র নিদ্রা যাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত পড়িতেন এবং শেষে এক ষষ্ঠাংশ আবার নিদ্রা যাইতেন। আর হযরত দাউদ (আ)-এর সিয়ামও সর্বাপেক্ষা উত্তম সিয়াম। তিনি একদিন সিয়াম পালন করিতেন এবং একদিন সিয়াম ছাড়িতেন আর শত্রুর মুকাবিলা করিলে পলায়ন করিতেন না।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্ন দাউদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইউসুফ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (র) হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالَتِ اُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمْ السَّلاَمُ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَىَّ لاَ تُكْثِرِ الْنَوْمَ بِاللَّيْلِ فَاِنَّ كَثْرَةَ اَلْنَوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

হযরত সুলায়মান (আ)-এর আম্মা একবার হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন, বৎস! রাত্রিকালে অধিক নিদ্রা যাইও না। কারণ, রাত্রিকালের অধিক নিদ্রা কিয়ামত দিবসে মানুষকে দরিদ্র করিয়া ছাড়িবে।

ইউসুফ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) আরো বলেন, আমার পিতা আবূ যায়েদ কবীসাহ ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا এর তাফসীর প্রসংগে হযরত ফুযাইল (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্! শুকরও তো আপনার নিয়ামত। সে ক্ষেত্রে আপনার নিয়ামতের শুকর করিব কি করিয়া? তখন আল্লাহ্ বলিলেন اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِىْ حِيْنَ عَلِمْتَ اَنَّ النِّعْمَةَ مِنِّىْ। এখানেই তুমি আমার শুকর করিলে যখন তুমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছ যে, সকল নিয়ামত আমার পক্ষ হইতে।

(١٤) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۝

১৪. যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা সুলায়মানের লাঠি খাইতেছিল। যখন সুলায়মান পড়িয়া গেল তখন জিনেরা বুঝিতে পারিল যে,উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে তাহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

তাফসীর ঃ উপরুল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ে ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) কিভাবে ইন্তেকাল করেন। এবং কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত জিনদের ওপর কিভাবে তাহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। হযরত সুলায়মান (আ) তাহার মৃত্যুর পরও তাহার লাঠির ওপর ভর দিয়া দীর্ঘ দিন অবস্থান করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) এবং আরো অনেকের মতে তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এই অবস্থায় থাকেন। কিন্তু পরবর্তীতে মাটির পোকা তাহার লাঠি খাইয়া ফেলিল তখন তিনি পড়িয়া গেলেন আর তখনই কাজে নিয়োজিত জিন এবং মানুষ জানিতে পারিল যে, তিনি দীর্ঘকাল পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবং তখন না শুধু মানুষ বরং জিনরাও বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহই গায়েব জানে না। অথচ, পূর্বে তাহারা ধারণা করিত এবং মানুষকেও তাহারা ধারণা দিত যে, তাহারা গায়েব জানে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আহমদ ইব্ন মানসূর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান (আ) যখন সালাত পড়িতেন তখন তাহার সম্মুখে একটি গাছ দেখিতে পাইতেন। গাছটি দেখিয়া তিনি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতেন। গাছটি নাম বলিবার পর তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমার উপকার কি? গাছটি তাহার উপকারও বলিয়া দিত। অতঃপর তিনি উহা মাটিতে লাগাইবার প্রয়োজন বোধ করিলে মাটিতে লাগাইয়া রাখিতেন এবং যদি উহা চিকিৎসার কাজে ব্যবহারযোগ্য হইত তবে তিনি উহা লিখিয়া রাখিতেন। একদা তিনি সালাত পড়িতেছিলেন, তখন তিনি একটি গাছ তাহার সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? গাছটি নাম বলিল, 'আলখারূব' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার উপকার কি? গাছটি বলিল, এই ঘর ধ্বংস করা আমার কাজ। তখন হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ্র দরবারে এই দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমার মৃত্যুকে জিনদের উপর গোপন রাখুন। যেন মানুষ বুঝিতে পারে, জিন জাতি গায়েব জানে না। হযরত সুলাইমান অন্য একটি লাঠি বানাইলেন এবং উহার উপর মৃত্যু অবস্থায় এক বৎসর রহিলেন। এবং জিনরা নিয়মিত ভাবে তাহাদের কাজে লিপ্ত রহিল।

যেহেতু মাটির পোকা লাঠিটি খাইতেছিল, ফলে দীর্ঘ এক বৎসর পর উহা মাটির ওপর পড়িয়া গেল। তখন মানুষ বুঝিতে পারিল যে, জিন জাতি গায়েব জানিলে তাহারা এইরূপ কষ্টদায়ক কাজে লিপ্ত থাকিত না। রাবী বলেন, অতঃপর জিনরা উই পোকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

ইব্ন আবূ হাতিমও হাদীসটি ইবরাহীম ইব্ন তাহমান এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে মারফূ হিসেবে হাদীসটি মুনকার ও গরীব। অবশ্য মাওকুফ রূপে বর্ণিত হওয়াই অধিক যুক্তিসংগত। আতা ইব্ন আবূ মুসলিম খুরাসানী (র) বহু গরীব রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন। সুদ্দী (র) বলেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীস মুনকার।

সুদ্দী (র) বলেন, আবূ মালিক, আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এবং মুররাহ হামদানী এর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এবং আরো কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণনা করেন। হযরত সুলায়মান (আ) কখনও এক বৎসর কখনও দুই বৎসর আবার কখন একমাস কিংবা দুই মাস বায়তুল মুকদ্দাস-এ ইতিকাফ করিতেন। অবশ্য ইহার চাইতে কম-বেশিও কোন সময় করিতেন। ইতিকাফের জন্য তিনি খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তু সাথে লইয়া যাইতেন। যে বৎসর তিনি ইন্তেকাল করেন সে বৎসরও তিনি ইতিকাফের জন্য বাইতুল মুকাদ্দাস-এ প্রবেশ করিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি একটি নতুন গাছ দেখিতে পাইতেন এবং তিনি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার নাম কি? গাছটি তাহার নাম বলিয়া দিত। উহা লাগাইয়া রাখা সংগত মনে করিলে তিনি উহা লাগাইয়া রাখিতেন

আর কোন ঔষধের জন্য ব্যবহারযোগ্য হইলে যে সকল রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যাইত উহার জন্য তিনি ব্যবহার করিতেন।

একবার তিনি প্রভাতে নতুন একটি গাছ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? বলিল, আমার নাম 'খারূবাহ'। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজের জন্য তুমি উৎপন্ন হইয়াছ? গাছটি বলিল, মসজিদ ধ্বংসের জন্য। তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিলেন, আমার জীবিতাবস্থায় তো মসজিদ ধ্বংস হইবে না; অবশ্য তুমি আমার মৃত্যুর জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। এই কথা বলিয়া তিনি গাছটি উঠাইয়া তাহার নিজের বাগানে রোপণ করিলেন। অতঃপর তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাহার লাঠির ওপর ভর দিয়া সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করিলেন। কিন্তু জিনরা কিছু টের পাইল না। তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে লিপ্ত রহিল। তাহাদের ভয় ছিল যদি তাহারা নির্লিপ্ত থাকে তবে তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া শাস্তি দিবেন। জিনরা মিহরাবের চতুর্দিকে একত্রিত হইত। মিহরাবের অগ্রে-পশ্চাতে কয়েকটি জানালা ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ছিল অতিশয় দুষ্ট। একবার সে বলিল, যদি আমি এক জনালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অপর জানালা দিয়া বাহির হইতে পারি তবে তোমরা আমার সাহসিকতার স্বীকৃতি দিবে কি? অতঃপর সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া গেল। অথচ কোন জিন হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই জ্বলিয়া যাইত। অতঃপর সে পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিয়া উহা অতিক্রম করিল, কিন্তু সে কোন শব্দ শুনিল না। অতএব সে আবারও পুনরায় মসজিদে প্রবেশ করিল এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রতি সাহস করিয়া দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সে দেখিল, তিনি মৃত পড়িয়া আছেন। অতঃপর সে মানুষকে সংবাদ দিল যে, হযরত সুলায়মান (আ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তখন তাহারা দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিল। তাহার লাঠিটি উই পোকা খাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, হযরত সুলায়মান কবে মৃত্যবরণ করিয়াছেন। তাহারা তাঁহার মৃত্যুকাল নির্ণয় করিবার জন্য লাঠির ওপর উই পোকা রাখিয়া দিল। উই পোকা এক দিন ও এক রাত্র লাঠি খাইতে থাকিল। পরে তাহারা এই সময়ে উই পোকা যে পরিমাণ খাইয়াছে উহা দ্বারা হিসাব করিয়া দেখিল যে, তিনি এক বৎসর পূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। এবং মানুষ বিশ্বাস করিল যে, জিনজাতি তাহাদের নিকট মিথ্যা বলিত। বস্তুত তাহারা গায়েব জানে না। যদি তাহারা গায়েব জানিত তবে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর বিষয়টি তাহাদের অজানা থাকিত না আর দীর্ঘ এক বৎসর পর্যন্ত কঠিন কাজ আঞ্জাম দেওয়ার শাস্তিও তাহারা ভোগ করিত না। আল্লাহ্ এই আয়াতে এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ
كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَالَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ-

অর্থাৎ সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যু সংবাদ জিনদিগকে মাটির পোকা-ই জানাইয়া দিল যাহারা তাহার লাঠি খাইতেছিল। যখন তিনি পড়িয়া গেলেন তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, জিন জাতি গায়েব জানে না। যদি তাহারা গায়েব জানিত তবে লাঞ্ছনাজনক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না।

এই ঘটনার পর জিনরা উই পোকাকে বলিল, তোমরা যদি খাবার খাইতে তবে আমরা তোমাদের জন্য উত্তম খাবার আনিয়া দিতাম আর পান করিলে আমরা উত্তম পানীয় বস্তুও পেশ করিতাম। কিন্তু তোমরা আর সেই বস্তু পানাহার কর না। অতএব আমরা তোমাদের জন্য নিয়মিত ভাবে পানি ও মাটি আনিয়া দিব। তখন হইতে জিনরা উই পোকার জন্য মাটি ও পানি পৌছাইয়া দেয়। লাকড়ির মধ্যে উই পোকার কাছে যে মাটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জিনদের পেশ করা মাটি, যাহা তাহারা উইপোকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তাহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া থাকে। এই সমস্ত বনী ইস্রায়ীল আলিমগণ বলিয়া থাকেন। তাহাদের বক্তব্যের মধ্যে যাহা সত্য উহা গ্রহণযোগ্য আর যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাজ্য। আর যাহার সত্য মিথ্যা যাছাই করা সম্ভব নহে উহা সত্যও বলা যাইবে না আর মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যানও করা যাইবে না।

ইব্‌ন ওহ্‌ব ও আছবুগ ইব্‌ন ফারজ (র) আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, একবার হযরত সুলায়মান (আ) হযরত আজরায়ীল (আ)-কে বলিলেন, আমার মৃত্যুর সঠিক সময়ের কিছু পূর্বেই তুমি আমাকে জানাইয়া দিবে। হযরত আজরায়ীল আসিয়া তাহাকে বলিলেন অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যু ঘটিবে। তখন তিনি জিনদিগকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, তাহারা যেন দরজা ছাড়াই একটি কাঁচের ঘর তাহার জন্য নির্মাণ। হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশ মুতাবিক তাহারা কাঁচের ঘর নির্মাণ করিল। তিনি উহার মধ্যে একটি লাঠিতে হেলান দিয়া সালাতের জন্য দাঁড়াইলেন। এবং হযরত আযরায়ীল (আ) তাহার রূহ কবজ করিলেন। অথচ তিনি তাহার লাঠির উপর হেলান দিয়াই রহিলেন। রাবী বলেন, জিনদিগকে হযরত সুলায়মান (আ) যে কাজে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারা উহা নিয়মিত আনজাম দিতে লাগিল। বস্তুত তাহারা তাঁহাকে জীবিত মনে করিয়াই এই কঠিন কাজ আঞ্জাম দিতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মাটির পোকা পাঠাইয়া দিলেন, যাহা তাহার লাঠি খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে যখন লাঠির মধ্য ভাগে পৌছাইয়া গেল তখন আর লাঠি তাহার বোঝা বহন করিতে পারিল না। এবং হযরত সুলায়মান (আ) মাটিতে পড়িয়া গেলেন। জিনরা ইহা দেখিতে পাইয়া বুঝিল যে, তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন; তখন তাহারা স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

(١٥) لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ۚ
كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ○
(١٦) فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ
ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ○
(١٧) ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجْزِيْۤ اِلَّا الْكَفُوْرَ ○

১৫. সাবাবাসীদিগের জন্য তাহাদিগের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন ঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, অপরটি বাম দিকে। উহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক প্রদত্ত রিয্‌ক ভোগ কর এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদিগের প্রতিপালক।

১৬. তাহারা আদেশ অমান্য করিল, ফলে আমি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধ ভাংগা বন্যা। এবং উহাদিগের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তন করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে, যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও কিছু কুল।

১৭. আমি উহাদিগকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম উহাদিগের কুফরীর জন্যই। আমি কৃতঘ্ন ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দিইনা।

তাফসীর ঃ সাবা গোষ্ঠী ইয়ামান এর অধিবাসী ছিল, 'তুব্বা' ও বিলকীস এই গোষ্ঠীর লোকই ছিলেন। তাহারা ছিল বড় প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী। মহা শান্তিতে তাহারা জীবন যাপন করিত। নানা প্রকার ফসল ও ফলমূলে পরিপূর্ণ ছিল সেই দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করিলেন। তাহারা উহাদিগকে আল্লাহ্‌র রিয্‌ক ভোগ করিয়া তাঁহার কৃতার্থ হইবার জন্য হুকুম করিতেন। তাহাকে এক অদ্বিতীয় ইলাহ মানিয়া কেবল তাহারাই ইবাদত করিতে নির্দেশ করিতেন। 'সাবা' গোষ্ঠী কিছুকাল রসূলগণের নির্দেশ পালন করিয়া চলিল। কিন্তু কিছু কাল পরে তাহারা যখন তাহাদিগকে অমান্য করিয়া নিজেদের খেয়াল-খুশীমতে জীবন যাপন করিতে শুরু করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর বাঁধ ভাংগা ঢল প্রবাহিত করিলেন। ফলে তাহাদের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবই বিনষ্ট ও ধ্বংস হইয়া গেল।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আব্দুর রহমান (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাবা' কি কোন পুরুষ, না স্ত্রী লোক? না কি কোন ভূখণ্ড? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

بَلْ هُوَ رَجُلٌ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ فَسَكَنَ الْيَمَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَالشَّامَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الْيَمَانِيُّوْنَ فَمُذْحَجٌ وَكِنْدَةُ وَالاَزْدُ وَالاَشْعَرِيُّوْنَ وَالاَنْمَارُ وَحِمْيَرُ۔ وَاَمَّا الشَّامِيَّةُ فَلَخْمٌ وَجُذَامُ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانَ۔

অর্থাৎ 'সাবা' একজন পুরুষ, যাহার দশ সন্তান ছিল। তাহাদের ছয়জন তো 'ইয়ামানে' বসতি স্থাপন করে এবং চারজন বসতি স্থাপন করে 'শাম' দেশে। যাহারা ইয়ামান দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল মুয্হাজ, কিন্দাহ, আয্দ, আশআরী, আনমার ও হিময়ার। আর যাহারা শাম দেশে বসতি স্থাপন করে তাহারা হইল লাখ্ম, জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান।

ইমাম আহমদ (র) আব্দ, হাসান ইব্ন মূসা ও ইব্ন লাহীআহ হইতেও এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ ইব্ন আব্দুল বারর পর্যায়ক্রমে ইব্ন লাহীআহ, আলকামাহ ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ও আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) ইয়াযিদ ইব্ন হারূন (র) ফারওয়াহ ইব্ন মিস্সীক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি, আমি কি আমার কওমের অগ্রসারীর লোকদিগকে লইয়া পশ্চাৎমুখী লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব? তিনি বলিলেন نَعَمْ فَقَاتِلْ بِمُقْبِلِ قَوْمِكَ مُدْبِرَهُمْ হাঁ, তোমার কওমের অগ্রসারীর লোকদিগকে লইয়া পশ্চাৎমুখীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। কিন্তু আমি যখন ফিরিয়া যাইতে ছিলাম তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন لاَتُقَاتِلْهُمْ حَتّٰى تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি না ডাকিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিওনা। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'সাবা' কি কোন উপতাক্য, না কি কোন পাহাড় না আর কিছু? তিনি বলিলেন, 'সাবা' ইহার কিছু নহে, বরং 'সাবা' আরবের একজন মানুষ। তাহার দশজন সন্তান ছিল; তাহাদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামান দেশে অবস্থান গ্রহণ করে এবং চারজন শাম দেশে বসতী স্থাপন করেন। আয্দ, আশআরী, হিময়ার, কিন্দাহ, মুয্হাজ ও আনমার। ইহাদিগকে বজীলাহ ও খাশআমও বলা হয়। আর যাহারা শাম দেশে বসবাস করে তাহারা হইল, লাখ্ম, জুযাম, আমিলাহ ও গাসসান। হাদীসের সনদ হাসান। ইহার সনদে আবূ জুনাব নামক রাবী বিতর্কিত; কিন্তু

...... পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার ফারওয়াহ ই

হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে আগমন করিলেন, অতঃপর তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীসটি নিম্নের সূত্রেও বর্ণিত ঃ

১. ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) আব্দুল আজীজ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা আফ্রিকায় উবায়দাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, যাহারা এই ভূখণ্ডে বসবাস করে তাহারা সেই ভূখণ্ডের প্রতিই সম্বন্ধিত হয়। তখন আলী ইব্‌ন রবাহ (র) বলিলেন, এমন নহে। অমুক আমাকে বলিয়াছেন, ফরওয়াহ ইব্‌ন মিসসীক গুতায়ফী (র) একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে 'সাবা' সম্প্রদায়ের বড় সম্মান ছিল। আমার আশংকা যে, তাহারা ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। আপনি কি তাহাদের সহিত আমাকে লড়াই করিবার অনুমতি দিবেন? তিনি বলেন مَا اُمِرْتُ فِيْهِمْ بَعْدُ بِشَيْئٍ তাহাদের সম্পর্কে আমাকে কোন হুকুম দেওয়া হয় নাই। সেই মুহূর্তে নাযিল হইল لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 'সাবা' কি? তখন তিনি পূর্ব বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিলে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ড? না কোন নারী পুরুষ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'সাবা' কোন ভূখণ্ড নহে; বরং একজন মানুষের নাম। তাহার ছিল দশ সন্তান। তাহাদের ছয়জন ইয়ামানে বাস করিত আর চারজন বাস করিত শাম দেশে। যাহারা ইয়ামানে বাস করিত, তাহারা হইল, মুযহাজ, কিন্দাহ, আযদ, আশআরী, আনমার ও হিময়ার। আর শাম দেশে বাস করিত, লাখম, জুযাম, গাসসান ও আমিলাহ। হাদীসটি গরীব والله اعلم

২. ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) আবূ উসামাহ, হাসান ইব্‌ন হাকাম ও আবূ ছাবিরাহ নাখঈ ফরওয়াহ ইব্‌ন মিসসীক গুতায়ফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ড, না কি কোন নারী কিংবা পুরুষের নাম? তখন তিনি বলিলেন ঃ

لَيْسَ بِاَرْضٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلٰكِنَّهُ رَجُلٌ وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ مِّنَ الْوَلَدِ فَتَيَامَنَ سِتَّةٌ وَتَشَائَمَ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاءَمُوْا فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَعَامِلَةٌ وَغَسَّانَ وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا فَكِنْدَةُ وَالْاَشْعَرِيُّوْنَ وَالْاَزْدِ وَمُذْحِجٌ وَحِمْيَرُ وَاَنْمَارُ۔

সাবা কোন ভুখণ্ডও নহে আর কোন নারীও নহে; বরং একজন পুরুষের নাম। সে দশ সন্তানের জনক ছিল, তাহাদের ছয়জন ইয়ামান দেশে বাস করিত। আর চারজন বাস করিত শাম দেশে। যাহারা শাম দেশে বাস করিত তাহারা হইল, লাখম, জুযাম, আমিলাহ ও গাস্‌সান। আর যাহারা ইয়ামান দেশে বাস করিত তাহারা হইল, কিন্দাহ,

আশ'আরী, আযদ, মুযহাজ, হিময়ার ও আনমার। একব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আনমার কাহারা? তিনি বলিলেন, খাশআম ও বুজায়লাহ গোত্রদ্বয়। ইমাম তিরমিযী তাহার জামে গ্রন্থে আব্দ ইব্ন হুমাইদ এর সূত্রে ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ কুরাইব ও আবদ ইবন হুমাইদ (র) হইতে হাদীসটি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাকে হাসান বলিয়াছেন।

আবূ আমর ইব্ন আব্দুল বারর (র) বলেন, আব্দুল ওয়ারিস ইব্ন সুফিয়ান (র) তামীমদারী (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন আব্দুল বারর হাদীসটি নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, 'সাবা' এর আসল নাম হইল আব্দ শম্স ইব্ন ইয়াশজাব ইব্ন ইয়া'রাব ইব্ন কাহ্তান। তাহাকে 'সাবা' বলিয়া নাম করণ করা হইয়াছে এই কারণে যে, আরবে তিনি সর্বপ্রথম শত্রু বন্দি করিবার প্রথা শুরু করিয়াছিলেন। আর যেহেতু তিনি সর্বপ্রথম যোদ্ধাদের মধ্যে মাল বিতরণ করিবার নিয়ম চালু করিয়াছিলাম এই জন্য তাহাকে 'রায়েশ'ও বলা হয়। 'রায়েশ' অর্থ মালদার। আরবী ভাষায় মালকে ريش ও رياش ও বলা হয়। বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীও দিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি নিম্নের কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিলেন ঃ

سَيَمْلِكُ بَعْدَنَا مَلِكٌ عَظِيْم * نَبِىٌّ لاَيَرْخُصُ فِىْ الْحَرامِ
وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوْكٌ * يَدِيْنُوْنَ الْقَيَّادُ بِكُلِّ دَامِى
وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوْكٌ * يَصِيْرُ الْمَلِكُ فِينَا بِاقْتِسَامِ
وَيَمْلِكُ بَعْدَ قُحْطَانَ نَبِىٌّ * تَقِىٌّ مُخْبِتٌ خَيْرُ الْاَنَامِ
يُسَمَّى اَحْمَدُ يَالَيْتَ اِنِّى * اُعَمَّرُ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِعَامِ
فَاعْضَدُهُ وَاحْبُوَّهُ بِنَصْرِىَ * بِكُلِّ مُدَجِّجٍ وَبِكُلِّ رَامِ
مَتَى يَظْهَرْ فَكُوْنُوْا نَاصِرِيه * وَمَتَى يَلْقَاهُ يُبَلِّغْهُ سَلاَمِىْ

অর্থাৎ অচিরেই একজন নবী এ বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন, যিনি হারাম-এর কোন প্রকার অসম্মানের অনুমতি দিবেন না। তাহার পর তাহাদের মধ্য হইতে আরো শাসক হইবেন, যাহাদের সম্মুখে দুনিয়ার অধিপতিগণ মাথা অবনত করিবেন। তাহাদের পর আমাদের মধ্য হইতেও বাদশা হইবেন এবং আমাদের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হইবে। কাহতান এর পর একজন শ্রেষ্ঠ মানব (সা) পরহেযগার নবী

নিবিড় সম্রাজ্যের অধিপতি হইবেন। তাহার নাম হইবে আহ্‌মদ। হায়! তাহার অবির্ভাবের পর যদি এক বৎসর জীবিত তাকিতে পারিতাম তবে তাহার সর্বপ্রকার সাহায্য করিতাম। হে লোকসকল! তাহার যখন আবির্ভাব হইবে তখন তোমরা তাহার সাহায্য করিবে। তাহার সহিত যাহার সাক্ষাৎ ঘটিবে সে যেন তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দেয়।

আল্লামা হামদানী (র) ইহা তাহার 'আল-ইকলীল' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

'কাহতান' কে ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনটি মত রহিয়াছে। (১) তিনি ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) এর বংশধর ছিলেন। (২) তিনি হযরত হুদ (আ) এর বংশধর ছিলেন। (৩) হযরত ইসমাঈল ইব্‌ন ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন। এবং হুদ ও ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত তাহার বংশধর তিন প্রকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাফিজ ইব্‌ন আব্দুল বারর (রা) তাহার 'আল ইম্‌বাহ আলা যিক্‌রি উসুলিল কাবাইলির রুওয়া' নামক গ্রন্থে সবিস্তারে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবা একজন আরব ছিলেন; ইহার অর্থ হইল, আরবগণ তাহাদের বংশধর ছিলেন, তিনি তাহাদের একজন ছিলেন। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আ)-এর পূর্বে যাহারা সাম ইব্‌ন নূহ (আ)-এর বংশের লোক ছিল, তিনি তাহাদের একজন এবং তিনি যে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর ছিলেন ইহা নহে। والله اعلم

কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসলাম গোত্রের কিছু লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাহারা তীর চালনা শিক্ষা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন ঃ اِرْمُوْا بَنِىْ اِسْمَاعِيْلُ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا হে ইসমাঈল (আ) এর বংশধরগণ! তোমরা তীর চালনা কর তোমাদের পূর্ব-পুরুষও তীর চালনা করিতেন। আসলাম আনসারদের এক গোত্র ছিল এবং আনসার আওস হউক কিংবা খাজরাজ সকলেই ছিল গাছছান এর বংশধর আর গাছছান ছিল ইয়ামানের অধিবাসী 'সাবা' এর বংশধর। আল্লাহ্ সায়লাব অবতীর্ণ করিলে সাবার বংশধর বিভিন্ন স্থানে যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন তাহাদের একটি দল শাম দেশে অবস্থান করিল আর একটি দল মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহাদিগকে ইয়ামানে অবস্থিত কিংবা মুশাল্লালে অবস্থিত একটি কূপের নাম অনুসারে গাছছানী বলা হইত। হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত বলেন ঃ اِمَّا سَاَلْتَ فَاِنَّا مَعْشَرُ نَجِبٍ - اَلْاَزْدُ نِسْبَتُنَا وَالْمَاءُ غَسَّانُ

যদি তুমি আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা কর তবে জানিয়া রাখ আমরা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক 'আযদ' গোত্রের প্রতি আমাদের সম্বন্ধ এবং আমাদের কূপ হইল 'গাছছান'। তবে রাসূলুল্লাহ্ যে বলিয়াছেন وُلِدَ لَهُ عَشَرَةٌ مِنَ الْعَرَبِ অর্থাৎ 'সাবা' এর দশ সন্তান ছিল, ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহারা 'সাবা' এর ঔরসজাত সন্তান ছিল,

বরং ইহার অর্থ হইল আরবের মূল দশটি গোত্রের পূর্ব পুরুষ ছিলেন 'সাবা' এর বংশধর। এই সকল গোত্রের কোনটির মাঝে দুই পুরুষ আবার কোনটির মাঝে তিন পুরুষ কিংবা কম বেশী মাধ্যম রহিয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে বলিয়াছেন ঃ

فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَتَشَاءَمَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ-

ইহার অর্থ হইল আল্লাহ্ তাহাদের ওপর ঢল অবতীর্ণ করিবার পর তাহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তাহাদের কিছু সেইখানেই থাকিয়া যায় আর কিছু অন্যত্র চলিয়া যায়।

প্রাচীর এর ঘটনা এইরূপ ঃ 'সাবা' সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করিত উহার উভয় পার্শ্বে দুই পাহাড় ছিল, যেখান হইতে নদী ও ঝর্ণার মাধ্যমে তাহাদের শহরে পানি প্রবাহিত হইত। তাহাদের পুর্বপুরুষগণ দুই পাহাড়ের মাঝে একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল। ফলে পাহাড় হইতে প্রবাহিত পানি উঁচু হইয়া পাহাড়ে দুই কিনারায় ছড়াইয়া পড়িল। এই পানির দ্বারা এখন তাহারা নানা প্রকার ফসল উৎপন্ন করিতে লাগিল এবং রকমারী ফলমূলের বাগান সাজাইয়া তাহারা প্রাচুর্যের অধিকারী হইল। হযরত কাতাদাহ (র)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাহাদের বাগানে এত অধিক ফল ধরিত যে কোন মহিলা যদি মাথায় একটি বড় থলে লইয়া বাগানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিত, তবে গাছ হইতে পড়া ফলেই তাহার থলে ভরিয়া যাইত। গাছ হইতে পাড়িবার প্রয়োজন হইত না। এই বাঁধটি ছিল 'মাআরিব' নামক স্থানে সানআ হইতে তিন মারহালা দুরে। 'মাআরিব বাঁধ' ইহা পরিচিত।

বর্ণিত আছে যে, মনোরম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হওয়ার কারণে সেখানে কোন মশা মাছি ছিল না। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র এই মহান অনুগ্রহ এই জন্য ছিল যে, তাহারা তাহার একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তাহারই ইবাদত করে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ

'সাবা' সম্প্রদায়ের জন্য তাহাদের বাসভূমি ছিল একটি নিদর্শন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন جَنَّتَانِ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ দুইটি উদ্যান–একটি ছিল ডান দিকে অন্যটি ছিল বাম দিকে। অর্থাৎ দুই পাহাড় ও শহরের দুই কিনারায়।

كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ-

তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং মহান ক্ষমাশীল প্রতিপালক। অর্থাৎ যদি তোমরা তাওহীদ এর আকীদার প্রতি চির বিশ্বাসী থাক তবে তিনি তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

فَاَعْرَضُوْا অতঃপর তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইল। তাওহীদের আকীদা, আল্লাহ্র ইবাদত ও তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইতে তাহারা মুখ ঘুরাইয়া লইল এবং সূর্য পূজা করিতে লাগিল। হুদহুদ পাখী হযরত সুলায়মান (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاءٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ اِنِّىْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَيَهْتَدُوْنَ ـ

আমি 'সাবা' সম্প্রদায় হইতে একটি নিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি তাহাদের ওপর একজন মহিলাকে শাসন করিতে পাইয়াছি, যাহাকে সব বস্তুই দান করা হইয়াছে। তাহার রহিয়াছে এক বিরাট সিংহাসন। তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে আমি সূর্যের পূজা করিতে পাইয়াছি। শয়তান তাহাদের আমলসমূহ তাহাদের সম্মুখে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সে তাহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বাধা দিয়া রাখিয়াছে। অতএব তাহার সঠিক পথ পাইতেছে না।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাহাদের নিকট তের জন নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুদ্দী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের নিকট বার হাজার নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

والله اعلم

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ অতঃপর আমি তাহাদের উপর বাঁধ ভাংগা ঢল প্রবাহিত করিলাম। اَلْعَرِمْ অর্থ উপত্যকা। কেহ কেহ বলেন ইহার অর্থ পানি। কেউ বলেন ইঁদুর। আবার কেহ বলেন অধিক পানি। সুহায়ল (র) বলেন তখন مَسْجِدُ الْجَامِعُ।এর ন্যায় سَيْلُ الْعَرِمِ ইযাফাত হইবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস, ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাবিবাহ, কাতাদাহ, ও যাহ্‌হাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন সাবা সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাংগা পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিলেন তখন উক্ত বাঁধের উপর একটি ইঁদুর প্রেরণ করিলেন। এবং ইঁদুর ভিতর দিয়া উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল। ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাবিবহ (র) বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে, উক্ত বাঁধ ধ্বংস হইবার কারণ হইবে ইঁদুর। অতএব তাহাদের বিড়ালরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাধ পাহারা দিতে থাকে। কিন্তু ভাগ্য অপরিবর্তিত, সময় মত ইঁদুর প্রবল হইল এবং বাঁধের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। উহাকে ছিদ্র করিয়া দিল এবং উহা ধসিয়া পড়িল। কাতাদাহ (র) বলেন, ইঁদুর বাঁধটির নীচ দিয়া ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দুর্বল হইয়া পড়িল। ঢল আসিবার পর ছিদ্র পথে পানি প্রবেশ করিল। বাঁধটি ভাংগিয়া গেল এবং উপত্যকায় পানি প্রবেশ করিবার ফলে তাহাদের বসতী তাহাদের বাগান ও উদ্যান সমূহ সবই বরবাদ হইয়া গেল। মিষ্ট সুস্বাদু ফলের পরিবর্তে সেখানে কিছু বিস্বাদ ফলমূল উৎপন্ন হইল। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ

আর তাহাদের উদ্যান দুইটিকে বিস্বাদ ফলমূল বাবলা গাছ দ্বারা পরিবর্তন করিয়াছিলাম। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা খুরাসানী,

হাসান কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন خَمْطٍ অর্থ বাবলাগাছ। والله اعلم – وَاَثْلٍ এবং ঝাউগাছ দ্বারা। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হযরত আওফী (র) বলেন, اَثْل অর্থ ঝাউগাছ। কেহ কেহ বলেন, ঝাউগাছ ঠিক নহে, বরং ঝাউগাছের মত এক প্রকার গাছ।

وَشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এবং কিছু কুলগাছ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিলাম। উল্লেখিত গাছের মধ্যে কুল গাছই যেহেতু তুলনামূলক ভাল ফলের গাছ, এই কারণে আল্লাহ্ شَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুস্বাদু ফল মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, গভীর ছায়া ও প্রবাহিত নহরের পরিবর্তে তাহাদের ভাগ্যে জুটিল কাঁটা বিশিষ্ট বাবলা গাছ, ঝাউগাছ ও কিছু বকুল গাছ। ইহার কারণ ছিল তাহাদের কুফর, শিরক, সত্য অমান্য ও বাতিলের প্রতি তাহাদের আকর্ষণ। আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجَازِىْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ

আমি তাহাদের কুফরির জন্যই এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আর কেবল অকৃতজ্ঞদিগকেই আমি এমনই শাস্তি দিয়া থাকি। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলিয়াছেন। এই ধরনের কাজের জন্য তিনি কেবল কাফিরদিগকে এমন শাস্তি দিয়া থাকেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন (র) ইব্‌ন খিয়ারা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنُ فِىْ الْعِبَادَةِ وَالضَّيْقُ فِىْ الْمَعِيْشَةِ والتَّعَسُّرُ فِىْ اللَّذَّةِ قِيْلَ وَمَا التَّعَسُّرُ فِىْ الَّذَّةِ قَالَ لاَيُصَادِفُ لَذَّةً حَلاَلٍ اِلاَّ جَاءَهُ مَنْ يُنْغِصُهُ اِيَّاهَا ـ

অর্থাৎ গুনাহর ফল এই হয় যে, ইবাদতে অলসতা ঘনীভূত হয়, জীবিকায় অসচ্ছলতা আসে এবং স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ যখনই কোন হালাল বস্তু দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় তখনই এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, উহাতে সে স্বাদের অবসান ঘটে।

(١٨) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ○

(١٩) فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ○

১৮. তাহাদিগের এবং যে সব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে আমি দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐ সব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা এই সব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে।

১৯. কিন্তু উহারা বলিল, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর। এই ভাবে উহারা নিজেদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কাহিনীর বিষয় বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নির্দশন রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ 'সাবা' সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অনাবিল আনন্দময় জীবন দান করিয়াছিলেন। তাহাদের জনপদ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। জনবসতী ছিল একটার সহিত অপরটি সম্মিলিত। গাছপালা ও নানা প্রকার ফলমুল ও ফসলে ছিল সমৃদ্ধ। কোন বিদেশী মুসাফিরের তাহার সফরকালে পানি ও খাদ্য সামগ্রী বহন করিবার প্রয়োজন হইত না। মুসাফির যেখানেই অবতরণ করিত সেখানে তাহাদের পানি ও খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইত না। জনবসতী সম্মিলিত হইবার কারণে এ স্থানে দ্বি-প্রহরের আরাম করিত তো অন্য স্থানে রাত্র যাপন করিতে পারিত। আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا তাহাদের মধ্যেও যেই যেই সকল জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির অন্তরবর্তী স্থানে আমি দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম।

ওহব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) বলেন, জনপদগুলি ছিল 'সানআ' শহরের নিকটবর্তী। আবূ মালিকও এই মন্তব্য করিয়াছেন। মুজাহিদ, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও মালিক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ ও যাহ্হক (র) সুদ্দী ও ইবন যায়েদ হইতে বর্ণিত। 'সাবা' সম্প্রদায় ইয়ামান হইতে এই সকল দৃশ্যমান নিরাপদ জনপদ হইয়া শামদেশে যাইত। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এই সকল জনপদ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আরবী জনবসতী।

قُرًى ظَاهِرَةً অর্থাৎ দৃশ্যমান জনবসতী যাহা সকল মুসাফির চিনে। এই সকল জনবসতীর কোন একটিতে তাহারা দ্বি-প্রহরে আরাম করে এবং অন্যটিতে রাত্র যাপন করে। ইরশাদ হইয়াছে وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ উহাতে আমি ভ্রমণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছি। অর্থাৎ মুসাফিরদের প্রয়োজন মুতাবিক আমি মনযিল নির্ধারণ করিয়াছি।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ আর আমি বলিয়াছিলাম তোমরা এই সব জনপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে অর্থাৎ দিবা-রাত্রিতে নিরাপদে ভ্রমণ করিবার তাহাদের সুযোগ রহিয়াছে।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করুন আর তাহারা তাহাদের নিজেদের উপর যুলুম করিয়াছিল। বস্তুত তাহারা আল্লাহ্র দেওয়া এই সকল নিয়ামত প্রাপ্ত হইয়া অহংকারী ও অবাধ্য হইয়া পড়িল। বনী ইস্রায়ীল যেমন মান্ন ও সালওয়ার পরিবর্তে ভূমিতে উৎপন্ন বস্তু যেমন পিয়াজ রসুন ও ডাউলের প্রার্থনা করিয়াছিল; উত্তম বস্তুর পরিবর্তের অনুত্তম বস্তুর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অনুরূপভাবে এই 'সাবা' সম্প্রদায়ও নিরাপদ ও সুখকর ভ্রমণের পরিবর্তে মানযিলসমূহের মাঝে দীর্ঘ ব্যবধানের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিল। বনী ইস্রায়ীলের প্রার্থনার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন ঃ

اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَاسَاَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ۔

তোমরা উত্তম বস্তুর পরিবর্তে নিম্ন বস্তুর প্রার্থনা করিতেছ? যাও তোমরা মিসরে অবতরণ কর; সেখানে তোমাদের প্রার্থিত বস্তু পাইবে। আর তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও অসহায়তার সীল মোহর মারিয়া দেওয়া হইল। আর আল্লাহ্র গজবে তাহারা নিপতিত হইল। আরো ইরশাদ হইয়াছে, وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتَهَا কত জনপদকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা নিজেদের ভোগ সামগ্রীর দম্ভ করিত। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন যাহারা ছিল নিরাপদ সুখী; চতুর্দিক হইতে তাহাদের নিকট প্রচুর জীবিকা আসিত। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের না-শুকরী করিল। তখন আল্লাহ্ তাহাদিগণকে তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকের স্বাদ আস্বাদন করাইলেন।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ তখন তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মানযিলের ব্যবধান বৃদ্ধি করিয়া দিন। আর তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের কুফর এর কারণে তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ ফলে আমি তাহাদিগকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিয়াছিলাম। মানুষ তাহাদের বিষয় আলোচনা করিত। তাহারা ছত্র ভংগ হইয়া নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অথচ, তাহারা সকলে এক স্থানে সম্মিলিত ভাবে পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালবাসার সহিত বসবাস করিত। আরবে তাহাদের ছত্রভংগ হওয়াটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহয়া ইব্‌ন সায়ীদ কাত্তান (র) ..... ইকরিমাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِىْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ الاية এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, 'সাবা' সম্প্রদায়ের মধ্যে কতিপয় কাহিন ও জ্যোতিষী ছিল, জিন জাতি আসমান হইতে লুকাইয়া কিছু সংবাদ শ্রবণ করিত এবং তাহাদের শ্রুত বিষয় সেই সকল জ্যোতিষীদের নিকট আসিয়া বলিত। তাহাদের মধ্যে একজন সম্পদশালী ভদ্র জ্যোতিষী ছিল। সে জানিতে পরিয়াছিল, যেন তাহাদের পতনের সময় আসন্ন এবং তাহাদের ওপর শাস্তি অবধারিত। এ সংবাদে সে অস্থির হইয়া পড়িল। কারণ সে ছিল একজন বড় জমিদার এবং বহু বাগ-বাগিচার মালিক। এবং সে তাহার এক পুত্রকে বলিল, আগামীকল্য যখন আমার নিকট লোকজন সমবেত হইবে তখন আমি তোমাকে কোন হুকুম করিলে তুমি উহা অমান্য করিবে। তোমার অমান্য করিবার কারণে আমি তোমাকে ধমক দিলে তুমিও আমাকে ধমক দিবে। তোমাকে আমি চপেটাঘাত করিলে তুমিও আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করিবে। তাহার একথা শুনিয়া তাহার পুত্র বলিল, আপনি এমন কাজ করিবেন না। ইহা বড়ই কঠিন কাজ। আমার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। তাহার পিতা তাহাকে বলিল, বেটা! তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই, এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আমি সম্মুখীন। ইহা না করিয়া কোন উপায় নাই। পুত্র বারবার অস্বীকার করিয়াও ব্যর্থ হইল এবং অবশেষে সে স্বীকার করিল।

পরদিন সকালে যখন লোকজন সমবেত হইল, তখন জ্যোতিষী তাহার পুত্রকে বলিল, অমুক অমুক কাজ কর। সে অস্বীকার করিল এবং তাহার আব্বা তাহাকে ধমক দিল। প্রত্যুত্তরে পুত্রও তাহাকে ধমক দিল। এইভাবে তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক তুমুল বাকবিতন্ডা চলিতে লাগিল। এক সময় জ্যোতিষী ক্রোধান্বিত হইয়া পুত্রকে চপেটাঘাত করিল এবং পুত্রও লাফ দিয়া তাহাকে চপেটাঘাত করিল। তখন সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, আমার পুত্র আমাকে চপেটাঘাত করিয়াছে। তোমরা আমাকে একটি ছুরি আনিয়া দাও। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ছুরি দিয়া তুমি কি করিবে? সে বলিল, আমি তাহাকে যবাই করিব। তাহারা বলিল, তুমি নিজ সন্তানকে যবাই করিবে? তুমিও তাহাকে চপেটাঘাত কর কিংবা অন্য কোন শাস্তি দাও। কিন্তু সে জিদ ধরিল। সমবেত লোকজন নিরূপায় হইয়া পুত্রের মামুদিগকে সংবাদ দিল। তাহারা ছিল বহু জনবলের অধিকারী। সংবাদ পাইয়া জ্যোতিষীর নিকট আসিল এবং তাহাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে পুত্রকে হত্যা করিবে। তখন তাহারা বলিল, তাহাকে হত্যা করিবার পূর্বেই তোমার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। তখন সে বলিল, অবস্থা যদি এই হয় তবে আমি এমন শহরে আর অবস্থান করিব না যেখানে আমার ও আমার পুত্রের মাঝে অন্য কেহ হস্তক্ষেপ করে। তোমরা বরং আমার জমি ও ঘরবাড়ী ক্রয় করিয়া লও। তাহারা তাহাকে বুঝাইতে ব্যর্থ হইল। এবং সে তাহার জমি ও ঘর বাড়ি

সবই বিক্রয় করিল। এবং যখন উহার মূল্য সংরক্ষিত করিয়া লইল তখন সে বলিয়া উঠিল, হে আমার কওম! তোমরা একটি কথা শুন। শাস্তি তোমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে এবং তোমাদের পতনের সময় সমাগত হইয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে নতুন ঘর মজবুত হিফাযত ও দীর্ঘ সফরের প্রত্যাশা করে সে যেন উমান চলিয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ফলের রস ও সুস্বাদু খাবারের কামনা করে সে যেন বুসরা গমন করে। আর যাহারা বাগানে বসিয়া স্বাধীনভাবে খেঁজুর খাইবার ইচ্ছা করে সে যেন ইয়াছরিব গমন করে। সমবেত জনগণ তাহার কথা মানিয়া লইল। তাহাদের কিছুসংখ্যক উমান গমন করিল। গাছছানী গমন করিল বসরা এবং আওস, খায়রাজ ও বনু উসমানগণ গমন করিল ইয়াছরিব। বনূ উসমানগণ যখন বাত্নে মুরর নামক স্থানে পৌঁছাইল তখন তাহারা বলিল, ইহাই উত্তম স্থান। আমরা এখানেই বসতী স্থাপন করিব। অতঃপর তাহারা সেখানেই অবস্থান করিল। ইহাদিগকে খুযাআহ বলা হয়। কারণ ইহারা তাহাদের সাথী সংগী হইতে পৃথক হইয়াছিল। আওস ও খাযরাজ তাহারা স্বীয় সংকল্পে অটল রহিল এবং ইয়াসরিব আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল।

রেওয়ায়েতটি অতিশয় গরীব। জোতিষীর নাম ছিল আমর ইব্ন আমির। সে ইয়ামানের একজন ধনী ও আমীর ছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইব্ন আমিরই সর্বপ্রথম ইয়ামান হইতে বাহির হয়। সে-ই বাঁধ ভাংগিয়া ঢল নামিবে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবূ যায়েদ আনসারী (র) আমাকে জানাইয়াছেন, আমর ইব্ন আমির এর ইয়ামান হইতে বাহির হইবার কারণ ছিল এই ঃ একদিন সে মাআরিব বাঁধে একটি ইঁদুরকে ছিদ্র করিতে দেখিল। এই বাঁধই পানি আটক করিয়া রাখিত এবং স্থানীয় জনগণ তাহাদের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে পানি প্রবাহিত করিয়া তাহাদের জমি ও বাগানে সেচ করিত; কিন্তু আমর ইব্ন আমির উক্ত বাঁধে ইঁদুরকে ছিদ্র করিতে দেখিয়া বুঝিল যে, এই বাঁধ আর টিকিয়া থাকিবেনা। অতএব সে ইয়ামন হইতে অন্যত্র সরিয়া যাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া তাহার কওমকে ধোকা দিল। তাহার ছোট পুত্রকে এই নির্দেশ দিল, যখন ধমক দিয়া, গালাগাল দিয়া তাহাকে চপোটাঘাত করিবে তখন সেও উঠিয়া যেন তাহাকে চপোটাঘাত করে। তাহার পুত্র তাহার আদেশ পালন করিলে আমর বলিল, এমন শহরে আমি আর অবস্থান করিব না, যেখানে আমার ছোট ছেলে আমার মুখে চপোটাঘাত করিতে পারে। সে তাহার যাবতীয় সম্পদ বিক্রয়ের জন্য পেশ করিল। ইয়ামনের সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠী তখন বলিল, 'আমর' এর এ গোশ্শার তোমরা সদ্ব্যবহার কর। অতঃপর তাহারা তাহার সকল ধনসম্পদ ক্রয় করিয়া লইল ইহার পর

সে তাহার পুত্র পৌত্র সকলকে লইয়া স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। আসাদ গোত্রীয় লোকরা বলিল, আমরা আমর ইব্ন আমির হইতে পৃথক থাকিব না; আমরাও তাহার সহিত যাইব। অতএব তাহারাও তাহাদের ধনসম্পদ বিক্রয় করিল এবং তাহার সহিত দেশ ত্যাগ করিল। চলিতে চলিতে পথে তাহাদের 'উক্ক' গোত্রের সহিত মুকাবিলা হইল; উভয় দলের কাহারো জয় পরাজয় হইল না। আব্বাস ইব্ন মিরদাস তাহাদের এই মুকাবিলা সম্পর্কেই এ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

وَعَكَ بْنُ عَدْنَانَ الَّذِيْنَ تَغَلَّبُوْا * بِغَسَّانَ حَتّٰى طَرَدُوْا كُلَّ مَطْرَدِ

উক্ক ইব্ন আদনান তাহারা গাস্সানীদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইল; অবশেষে তাহারা উহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইতে বাধ্য করে।

যুদ্ধের পর তাহারা বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়ে—জাফনাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আমির এর বংশধর শামদেশে অবস্থান গ্রহণ করে। আওস ও খাযরাজ 'ইয়াসরাব'-এ খুযাআহ 'মুররায়' আর ছারাত 'ছারাত'-এ আয্দ্ এবং উমান, উমান-এ অবতরণ করিয়া বসবাস করিতে থাকে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা মাআরিব উহাদিগকে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়েই উল্লেখিত আয়াত নাযিল করেন।

সুদ্দী (র) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর ন্যায় আমর ইব্ন আমির এর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি আমর ইব্ন আমির এর পুত্রের স্থানে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অত:পর সে তাহার মাল বিক্রয় করিল এবং তাহার পরিবারের সদস্যদিগকে লইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। ইব্ন জারীর (র)... ইব্ন ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমর ইব্ন আমির ছিল একজন জ্যোতিষী। একবার সে জানিতে পারিল যে, তাহার কওমকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের সফরের দূরত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে। অত:পর সে তাহার কওমকে ইহার সংবাদ দিলে বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া গেল।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, কোন কোন আলিমকে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আমর ইব্ন আমির এর স্ত্রী 'তারীফা' ছিল জ্যোতিষী। উল্লেখিত বক্তব্য ছিল তাহারই।

সাঈদ (র) কাতাদাহ (র)-এর মাধ্যমে ইমাম শা'বী হইতে বর্ণনা করেন। গাছছান গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। আনসার গমন করিয়াছিলেন ইয়াছরিব-এ আর খুযাআহ গিয়াছিল তিহামায়। এবং আযদ গিয়াছিল উমান-এ। আল্লাহ্ তাহাদিগকেও ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর।

আবূ উবায়দাহ সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এই সম্প্রদায় সম্পর্কে আ'শা ইব্ন কয়েস ইব্ন ছালাবাহ বলেন ঃ

وَفِىْ ذٰلِكَ لِلْمُؤتَسِى اُسْوَةٌ * ومَارِبَ قَفى عَلَيْهَا الْعَرَمُ
رِجَامُ بَنَتْهُ لَهُمْ حَمِيْرُ * اِذَا جَاءَ مَاءهُمْ لَمْ يَرِمِ
فَاروى الزورع واعنابها * عَلَى سَعَةٍ مَاءُ هُمْ اِذْ قَسِمَ
فَصَارُوْا اَيَادِى مَايَقدِرُوْ * نَ عَلَى سُرْبِ طِفْلٍ فطِمِ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে সকল ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। অর্থাৎ 'সাবা' সম্প্রদায়ের সেই সকল লোকের প্রতি যেই শাস্তি অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের কুফর ও গুনাহর কারণে সুখ-শান্তির স্থলে তাহারা যে অশান্তি ও অশুভ পরিণতির শিকার হইয়াছিল, ইহাতে সেই সকল লোকের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে, যাহারা বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং কিয়ামতে শুকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ও আব্দুর রাজ্জাক (র) ...... হযরত সা'দ ইব্ন আবূ ওক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللّٰهِ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَهُ خَيْرُ حَمِدَرَبَّهُ وَشَكَرْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ وَصَبَرَ يُوْجَرُ الْمُوْمِنُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى فِىْ اللُقْمَةِ يَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَاَتِهٖ۔

মু'মিনের জন্য আল্লাহ্র এই ফয়সালায় বড় আশ্চার্যন্বিত আমি, যে মু'মিন যদি কোন উত্তম বস্তু লাভ করে তবে সে তাহার প্রতিপালকের প্রশংসা করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর কোন বিপদগ্রস্ত হইলেও সে তাহার প্রশংসা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। মু'মিনকে তাহার সকল কাজেই বিনিময় দান করা হয়, এমন কি সে তাহার স্ত্রীর মুখে যে লুক্মা তুলিয়া দেয় উহাতেও তাহাকে বিনিময় ও সওয়াব দান করা হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) ও ইহা তাহার 'আল-ইয়ামু ও আল্লায়লাহ্' গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لاَيَقْضِى اللّٰهُ لَهَ قَضَاءَ اِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ اِنْ اَصَابَهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ۔

আশ্চার্যের বিষয়, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের জন্য যেই ফায়সালাই করেন, উহা তাহার জন্য হয় কল্যাণকর; যদি সে কোন সুখকর বস্তু লাভ করে তবে সে শুকর করে; অতএব তাহার জন্য কল্যাণ বহন করিয়া আনে। আর যদি কোন বিপদগ্রস্ত হয় উহাও তাহার জন্য হয় কল্যাণকর। এই মর্যাদা কেবল মুমিনের জন্যই। আব্দ (র) বলেন, ইউনুস (র) সুফিয়ানের মাধ্যমে, কাতাদাহ (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ

كَانَ مُطَرِّفُ يَقُوْلُ نِعْمَ الْعَبْدُ الصَّبَارُ الشَّكُوْرُ الَّذِيْ اِذَا اُعْطِيَ شَكَرَ وَاِذَا اُبْتُلِيَ صَبَرَ-

মুতাররিফ (র) বলিতেন, উত্তম বান্দা হইল সেই ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যাহাকে দান করা হইলে সে শুকর করে এবং বিপদগ্রস্ত হইলে ধৈর্য ধারণ করে।

(٢٠) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٢١) وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ○

২০. উহাদিগের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদিগের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল।

২১. উহাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না, কাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং কাহারা উহাতে সন্দিহান, তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।

তাফসীর ঃ 'সাবা' কাওমের ঘটনা বর্ণনা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এবং তাহাদের ন্যায় আর যাহারা শয়তানের অনুসরণ করে, স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত হয় এবং হিদায়েত ও সত্যের বিরোধিতা করে তাহাদের সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ ইবলীস তাহাদের উপর স্বীয় ধারণা সত্য প্রমাণ করিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন–ইবলীস যখন হযরত আদম (আ)-কে সিজদা করা হইতে

বিরত রহিল তখন সে যাহা বলিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মানিত করিয়াছেন, যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দান করেন তবে অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত তাহার সকল সন্তান-সন্ততিকে আমি গুমরাহ করিয়া ছাড়িব। ইবলীস তখন যে ধারণা পেশ করিয়াছিল তাহা যে সে সত্য প্রমাণিত করিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ)-কে বেহেশত হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন তখন ইবলীস আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল। সে বলিল, পিতা-মাতারই যখন এতবড় ক্ষতি আমি করিতে পারিয়াছি সে ক্ষেত্রে তাহাদের সন্তানদের ক্ষতি করা তো সহজতর। তাহারা তো আরো দুর্বল হইবে। ইহা ছিল শয়তানের ধারণা। পরবর্তীতে সে তাহার ধারণা সত্য প্রমাণিত করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ الخ আয়াতে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিবার পর ইবলীস বলিল, যাবৎ আদম সন্তানের মধ্যে রূহ বিদ্যমান থাকিবে, আমি তাহাদের নিকট হইতে পৃথক হইব না। তাহার সহিত ওয়াদা করিতে থাকিব, তাহাকে আশা দিতে থাকিব এবং তাহার সহিত প্রতারণামূলক আচরণ করিতে থাকিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

وَعِزَّتِىْ وَجَلَالِىْ لَاَحْجُبُ عَنْهُ التَّوْبَةَ مَالَمْ يُغَرْغِرْ بِالْمَوْتِ আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, যাবত না সে মৃত্যুর মুখোমুখী হইবে, আমি তাওবার দ্বার রুদ্ধ করিব না। وَلَايَدْعُوْنِىْ اِلاَّ اَجَبْتُهُ وَلَايَسْئَلُنِىْ اِلاَّ اَعْطَيْتُهُ وَلَا يَسْتَغْفِرُنِىْ اِلاَّ غَفَرْتُ لَهُ আর যখনই সে আমাকে ডাকিবে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব, যখনই সে আমার নিকট প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে দান করিব। আর যখনই আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন আবূ হাতিম।

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ আর তাহাদের ওপর শয়তানের কোন প্রভাব ছিল না। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন سُلْطَانٌ অর্থ প্রমাণ। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম ইবলীস না তো তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়াছে, না তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছে। সে শুধু ধোঁকা ও প্রতারণা দ্বারা মানুষকে তাহার প্রতি আহ্বান করিয়াছে আর মানুষ তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছে।

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ। আখিরাতের প্রতি কে বিশ্বাস করে এবং কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করে উহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া আমার উদ্দেশ্য অর্থাৎ আমি ইবলীসকে মানুষের উপর কেবল এ উদ্দেশ্যে নিয়োগে করিয়াছি যে, কে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করিয়া হিসাব নিকাশ ও শাস্তি-পুরষ্কারের প্রতি ঈমান রাখিয়া সঠিক ভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করে আর কে উহার প্রতি সন্দেহ পোষণ করিয়া ইবাদত ত্যাগ করে উহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব।

وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ আর তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। তাহার তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও যাহারা ইবলীসের অনুসরণ করিয়া চলে তাহারা গুমরাহ হইয়াছে এবং যাহারা রসূলগণের অনুসরণ করে তাহারা নিরাপদ রহিয়াছে।

(٢٢) قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ○

(٢٣) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰۤى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ○

২২. বল, তোমরা আহ্বান কর উহাদিগকে যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে ইলাহ্ মনে করিতে। তাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নহে। এবং এতদুভয়ে উহাদিগের কোন অংশও নাই এবং উহাদের কেহ সহায়কও নহে।

২৩. যাহাকে অনুমতি দেওয়া হয় সে ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। পরে যখন উহাদিগের অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইবে তখন উহারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিলেন? তদুত্তরে তাহারা বলিবে, যাহা সত্য, তিনি তাহাই বলিয়াছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি এক অদ্বিতীয় তিনি কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁহার সমকক্ষ কেই নাই। তাঁহার কোন অংশীদারও নাই। কাহারও কোন সাহায্য-সহায়তা ব্যতীতই তিনি সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সক্ষম। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ ادْعُوْ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হে রাসূল! তুমি বল, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদিগকে ইলাহ মনে করিতে তাহাদিগকে ডাক।

لَايَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِىْ السَّمَاوَاتِ وَلَافِىْ الْاَرْضِ তাহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিকও নহে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগের উপাসনা করে তাহারা একটি খেজুর ছিলকারও মালিক নহে।

وَمَالَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ উভয়ের মধ্যে তাহাদের কোন অংশও নাই। অর্থাৎ তাহারা না তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছে আর না তা উহাদের সৃষ্টিতে তাহাদের কোন অংশিদারিত্ব আছে।

وَمَالَهٗ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيْرٍ আর তাহাদের কেহ (আল্লাহ্‌র) কোন সহায়তাকারী নহে। অর্থাৎ মুশরিকরা যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র শরীক বলিয়া ধারণা করে তাহাদের কেহই আল্লাহ্‌র কোন কাজে সহায়ক নহে। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগত কেবল মাত্র আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী ও তাহার দাস।

وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ আর তাহার নিকট কেবল তাহারই সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে যাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌র মহত্ব তাহার প্রতাপ ও বড়ত্বের কারণে কেহই তাহার নিকট কোন বিষয়ে সুপারিশ করিবার সাহস করিবে না। অবশ্য যাহাকে সুপারিশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে কেবল সেই সুপারিশ করিতে পারিবে। ইরশাদ হইয়াছে مَنْ ذَاالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ তাহার অনুমতি ব্যতীত কে আছে, যে তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে?

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِىْ السَّمَاوَاتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى-

আকাশমণ্ডলীতে কত ফেরেশতা রহিয়াছে উহাদের কাহারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। অবশ্য আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন তাহাকে অনুমতি দান করিবার পরই সে সুপারিশ করিতে পারিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلاَّ لِمَنْ اَرْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ

তাহারা কেহই সুপারিশ করিতে পারিবে না; অবশ্য যাহার জন্য রাজী হইবেন। তাহারা তো আল্লাহ্‌র ভয়ে সদা ভীত।

একাধিক সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সকল মাখলূকের সুপারিশের জন্য মাকামে মাহমুদে দণ্ডায়মান হইবেন, আল্লাহ্ যেন তাহাদের ফয়সালা করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

فَاَسْجُدُ لِلّٰهِ تَعَالٰى فَيَدَعُنِىْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدَعَنِىْ وَيُفْتَحُ عَلَّىَّ بِمَحَامِدَ لَااُحْصِيْهَا اْلاٰنَ ثُمَّ يُقَالُ يَامُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ

তখন আমি আল্লাহ্‌র সম্মুখে সিজদায় অবনত হইব। এবং যতকাল ইচ্ছা আল্লাহ্ আমাকে সেই অবস্থায় রাখিবেন। আমার উপর তিনি প্রশংসার দ্বার. উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। আমি তাঁহার এতই প্রশংসা করিব, যাহা এখন করিতে সক্ষম নই। অত:পর আমাকে বলা হইবে হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি বল, তোমার বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে। দু'আ কর, তোমাকে দান করা হইবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে।

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقَّ অবশেষে যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দূরীভূত হইবে তখন তাহারা বলিবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিলেন? তাহারা বলিবে, যাহা সত্য তাহাই তিনি বলিয়াছেন। কেহ কেহ فُزِّعَ কে فُرِغَ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ তাহাদের অন্তর হইতে ভয় দুরীভূত হইবার পর তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিলেন? তখন আরশ বহনকারী তাহাদের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে এই কথা বলিবে, যাহা সত্য আমাদের প্রতিপালক তাহাই বলিয়াছেন। এবং তাহারা তাহাদের নীচে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে এই কথা বলিবে। পর্যায়ক্রমে এই ভাবে একে অন্যকে বলিবে; অবশেষে প্রথম আসমানে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণও ইহা জানিতে পারিবে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হইল, মৃত্যুকালে ও কিয়ামত দিবসে যখন মুশরিকদের অন্তর হইতে গাফিলতি দূর হইয়া যাইবে এবং বাস্তব অবস্থা যখন তাহাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইবে এবং তাহাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, সত্য বলিয়াছেন। আর যাহা হইতে তাহারা পৃথিবীতে গাফিল ছিল তাহা তাহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। ইব্‌ন নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ এর অর্থ হইল কিয়ামত দিবসে যখন তাহাদের অন্তর হইতে পর্দা ও আবরর্ণ সরাইয়া দেওয়া হইবে। হাসান (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, যখন তাহাদের অন্তর হইতে সন্দেহ দুরীভূত করিয়া দেওয়া হইবে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আদম সন্তান তাহাদের মৃত্যুকালে ইহা স্বীকার করিবে, তাহাদের প্রতিপালক যাহা কিছু বলিয়াছিলেন, তাহা সত্যই বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় তাহাদের

স্বীকারোক্তি ফলপ্রসূ হইবে না। উল্লেখিত তাফসীরসমূহের মধ্য হইতে ইব্ন জারীর (র) প্রথম তাফসীর গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তখন তাহারা বলিবে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, সত্য বলিয়াছেন। এবং এই তাফসীরই নিশ্চিতভাবে সঠিক। একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস ইহার সত্যতা প্রমাণ করে।

ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, হুমাইদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ বিনম্র হইয়া তাহাদের বাহু ঝুকাইয়া দেন, আল্লাহ্র কালামের ঠিক তদ্রূপ শব্দ হয় যেমন কোন পাথরের উপরে শিকলের শব্দ হয়। তাহাদের অন্তর হইতে যখন ভয় দূরীভূত হয়, তখন তাহারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? তাহাদের মধ্যে যাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা বলেন, তিনি যাহা বলিয়াছেন সত্য বলিয়াছেন। তাহাদের এই আলোচনার সময় জিনদের মধ্যে যাহারা তাহাদের কথা চুরি করিয়া শুনিবার জন্য ওৎ পাতিয়া ছিল এবং উপর নীচে ধাপে ধাপে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা ফেরেশতাদের আলোচনা হইতে কিছু শুনিয়া নীচে অবস্থান গ্রহণকারীকে জানাইয়া দেয়, সে তাহার নীচে অবস্থানগ্রহণকারীকে জানায়। এমনিভাবে সর্বনিম্ন জিন কোন জাদুকর কিংবা জ্যোতিষীকে জানায় কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা হইতে কথা নীচের জিনকে জানাইবার পূর্বেই কোন আগুনের ফুলকি তাহাকে আঘাত হানে। আবার কখনও পূর্বেই জানাইতে সক্ষম হয় এবং উহার সহিত সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া মানুষকে জানায়। উহার একটি যাহা আকাশ হইতে শুনিয়াছে, সত্য প্রমাণিত হইলে বলা হয়, অমুক দিন অমুক কথা কি অমুক বলিয়াছিল না? এইভাবে মানুষ তাহার ভক্ত হইয়া যায়। হাদীসখানা কেবল ইমাম বুখারী বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। والله اعلم

২. ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ও আব্দুর রাজ্জাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ কতিপয় সাহাবায়ে কিরামের সহিত বসিয়াছিলেন। এমন সময় একটি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হইলে চতুর্দিক আলোকিত হইল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলে ঃ

مَاكُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ اِذَا كَانَ مِثْلُ هٰذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ۔

জাহেলী যুগে এমন হইলে, তোমরা কি বলিতে? তাহারা বলিলেন, এমন হইলে আমরা বলিতাম, হয় কোন বড় লোকের জন্ম হইবে, কিংবা কোন বড় লোকের মৃত্যু

হইবে। মা'মার বলেন, আমি যুহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জাহেলী যুগেও কি নক্ষত্র এইরূপ নিক্ষিপ্ত হইত? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের পর ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাবী' বলেন, নক্ষত্র নিক্ষেপণের ঘটনা না তো কোন বড় লোকের মৃত্যুর কারণে সংঘটিত আর না কোন বড়লোকের জন্মের কারণে।

কিন্তু আমাদের প্রতিপালক যখন কোন বিষয়ের ফয়সালা গ্রহণ করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করিতে থাকেন। ইহার পর আরশ এর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠ করেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে সকল আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করেন। এমনকি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠ করেন। অতঃপর আরকা এর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতা আরশবহনকারী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন, তাহারা প্রশ্নকারী ফেরেশতাগণকে তাহা অবগত করেন, অতঃপর প্রত্যেক উর্ধ্ব আসমানের ফেরেশতাগণ অধঃ আসমানের ফেরেশতাগণকে ইহার সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন; এমন কি পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণকেও উহা জানাইয়া দেওয়া হয়। এই আসমান হইতেই জিনরা চুরি করিয়া কিছু সংবাদ জানিতে পারে এবং এই সময়ই তাহাদের প্রতি নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন তাহারা শুনিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে পৌঁছাইয়া দিলে তো উহা সত্য হয়; কিন্তু তাহারা উহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া থাকে। ইমাম আহমদ (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহার 'সহীহ' গ্রন্থে ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মাধ্যমে জনৈক আনসারী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) ... ইমাম যুহরী সূত্রে অত্র হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হুসাইন ইব্‌ন হুরাইস .... হযরত ইব্‌ন অব্বাস এর মাধ্যমে জনৈক আনসারী হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ ও আহমদ ইব্‌ন মানসূর (র) ..... হযরত নাওয়াস ইব্‌ন সামআন (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিষয়ের ওহী প্রেরণ করেন তখন সকল আসমান আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে; আসমানের ফেরেশতাগণও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সিজদায় অবনত হন। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) মাথা উত্তোলন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ওহীর বিষয়ে তাহার সহিত কথা বলেন। হযরত জিবরীল ওহী লইয়া ফেরেশতাগণের নিকট দিয়া অতিক্রম করেন। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন হে জিবরীল? তিনি বলেন, সত্য বলিয়াছেন, অত:পর অন্যান্য সকল ফেরেশতা এই প্রশ্নের তদ্রূপ জবাব দান করেন, যেমন হযরত জিবরীল (আ) জবাব দিয়াছেন। অবশেষে তিনি ওহী লইয়া সেখানে উপস্থিত হন যেখানে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন খুযায়মাহ (র) যাকারিয়া ইব্ন আবান মিসরী এর সূত্রে নুআইম ইব্ন হাম্মাদ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি, হাদীসটি অলীদ ইব্ন মুসলিম হইতে পূর্ণ বর্ণিত নহে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ)-এর পর দীর্ঘকাল ওহী বন্ধ থাকিবার পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আয়াতে সে ওহী অবতরণের অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(٢٤) قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّاۤ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٢٥) قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّاۤ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٦) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

(٢٧) قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২৪. বল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে কে তোমাদিগকে রিয্ক প্রদান করেন? বল, আল্লাহ্। হয় আমরা না হয় তোমরা সৎপথে স্থিত, অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত।

২৫. বল, আমাদিগের অপরাধের জন্য তোমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে না এবং তোমরা যাহা কর সে সম্পর্কে আমাদিগকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।

২৬. আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্র করিবেন, অতঃপর তিনি আমাদিগের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করিয়া দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়াসালাকারী, সর্বজ্ঞ।

২৭. বল, তোমরা আমাকে দেখাও যাহাদিগকে শরীকরূপে তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ তাহাদিগকে, না কখনও না। বস্তুত তিনিই আল্লাহ্, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ ইহাই প্রমাণিত করেন যে, সৃষ্টিকর্তা কেবল তিনিই, রিজিকদাতা একমাত্র তিনি এবং উপাস্যও কেবল তিনিই। মুশরিকরা যেমন ইহা স্বীকার করে যে, আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্ই তাহাদিগকে রিজিক দান করেন, অনুরূপভাবে তাহাদের ইহাও জানা উচিৎ যে, কেবল মাত্র তিনি ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য; তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।

وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিতভাবে হয় হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয় গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। অর্থাৎ দুই পক্ষের এক পক্ষ বাতিলপন্থী এবং অপরপক্ষ হকপন্থী। উভয়ে হকপন্থী কিংবা বাতিলপন্থী হইতে পারে না। আমাদের মধ্য হইতে একপক্ষই হকপন্থী ও সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইবে। আর যেহেতু আমরা 'তাওহীদ' এর উপর দলীল পেশ করিয়াছি, অতএব তোমরা যে শিরক অবলম্বন করিয়াছ উহা নিশ্চিতভাবে বাতিল। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিতভাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত অথবা স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। কাতাদাহ (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদিগকে ইহা বলিয়াছিলেন, আমরা অথবা তোমরা উভয়ের সঠিক পথ অবলম্বনকারী হওয়া সম্ভব নহে। হয় আমরা সঠিক পথের অধিকারী, না হয় তোমরা। দুই পক্ষের এক পক্ষই সঠিক পথ অবলম্বনকারী হইতে পারে। ইকরিমাহ ও যিয়াদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম বলেন, আয়াতের অর্থ হইল কেবলামাত্র আমরাই হেদায়েতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের অধিকারী। আর তোমরাই স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। قُلْ لاَّ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তুমি বল, আমাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে না, আর তোমাদের কার্যকলাপের জন্যও আমরা জিজ্ঞাসিত হইব না। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল, মুশরিকদের কার্যকলাপ হইতে মু'মিনদের সম্পর্ক শূন্য হইবার ঘোষণা করা। অর্থাৎ আমাদের (মু'মিনদের) সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আর তোমাদের সহিতও আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তো তোমাদিগকে আল্লাহ্র প্রতি, তাহার একত্ববাদ গ্রহণের প্রতি এবং কেবলমাত্র তাঁহার উপাসনার প্রতি আহ্বান করিতেছি। যদি তোমরা এই আহ্বানে সাড়া দাও তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। আর যদি অমান্য কর তবে তোমাদের ও আমাদের মাঝে কোন সম্পর্ক নাই। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ
مِمَّا تَعْمَلُوْنَ

যদি তাহারা তোমাকে অমান্য করে তবে তুমি বল, আমার আমল আমার জন্য আর তোমাদের কার্যকলাপ তোমাদের জন্য। আমার আমলের সহিত তোমাদের কোন

সম্পর্ক আর তোমাদের কার্যকলাপের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। অন্যত্র আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لَاأَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدْ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ-

বল, হে কাফিরগণ। তোমরা যাহার উপাসনা কর আমি তাহার উপাসনা করি না। আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা তাহার উপাসক নহ। আর আমি উহার ইবাদতকারী নহি যাহার তোমরা উপাসনা করিয়া আসিতেছে। আর তোমরা তাহার উপাসক নহ যাহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের আর আমার দীন আমার।

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا তুমি বল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করিবেন। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে একই মাঠে আমাদের সকলকে একত্রিত করিয়া তিনি ইনসাফের সহিত ফয়সালা করিবেন এবং প্রত্যেকের কার্যকলাপ অনুযায়ী তাহাকে বিনিময় দান করিবেন। কার্যকলাপ ভাল হইলে বিনিময় ভাল হইবে, আর মন্দ হইলে শাস্তি হইবে। আর তখনই তোমরা জানিতে পারিবে মান-সম্ভ্রম ও চির সৌভাগ্যের অধিকারী কে? ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ- فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ فَأُوْلٰئِكَ فِىْ الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ-

যেদিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেদিন তাহারা পৃথক পৃথক হইবে। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে তাহারা বেহেশতের উদ্যানে আনন্দিত হইবে। আর যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছে এবং আমার আয়াত ও পরকালের সাক্ষাত অস্বীকার করিয়াছে তাহারাই শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَهُوَالْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী, প্রজ্ঞাময়। তিনি ইনসাফের সহিত ফয়সালাকারী তিনিই এবং সকল বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি অবগত।

قُلْ اَرُوْنِىَ الَّذِيْنَ الْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاءَ তুমি বল, তোমরা আমাকে সেই সকল শরীকদিগকে দেখাও যাহাদিগকে তোমরা তাহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছ এবং তাহার সমকক্ষ মনে করিয়াছ। كَلاًّ কখনই নহে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন শরীক নাই, তাঁহার অংশীদার নাই আর তাহার কোন সমকক্ষও নাই। ইরশাদ হইয়াছে ঃ بَلْ هُوَاللّٰهُ বরং তিনি এক ও অদ্বিতীয়। الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি পরাক্রমশালী সকল বস্তুর উপর

বিজয়ী; তাঁহার সকল কার্যকলাপ নির্ধারণে তিনি প্রজ্ঞাময়। তাঁহার সম্বন্ধে মুশরিকরা যাহা কিছু বলে, তিনি উহা হইতে ঊর্ধ্বে।

(٢٨) وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٢٩) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٣٠) قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ○

২৮. আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

২৯. তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?

৩০. বল, তোমাদিগের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করিতে পারিবে না, ত্বরান্বিতও করিতে পারিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার খাস বান্দা ও রাসূল হযরত মুহম্মদ (সা)-কে বলেন وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا হে রাসূল! (সা) তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সু-সংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছি। যেমন ইরশাদ হইয়াছে قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا বল, হে মানবজাতি, তোমাদের সকলের প্রতি আমি রাসূল হিসাবে প্রেরিত। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا

সে সত্তা বড় বরকতময়, যিনি তাহার খাস বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে সে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে। بَشِيْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার অনুকরণ করিবে তাহাকে সুসংবাদ দান করিবে আর যে وَنَذِيْرًا অমান্য করিবে তাহাকে দোযখের ভীতি প্রদর্শন করিবে। وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ যদিও তুমি তাহাদের ঈমানের জন্য লোভ কর, কিন্তু অধিকাংশ ঈমান আনিবে না।

وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ যদি তুমি পৃথিবীর সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের অনুসরণ কর তবে তাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে তোমাকে বিভ্রান্ত করিবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, كَافَّةً النَّاس এর অর্থ সমগ্র মানব জাতি। কাতাদাহ (র) এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আরব আজম সকলের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্র কাছে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি হইল সে-ই, যে তাঁহার সর্বাধিক অনুগত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ জাহরানী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَضَّلَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اَهْلِ السَّمَاءِ وَعَلَى الْاَنْبِيَاءِ۔

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আকাশের অধিবাসী ও আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মর্যাদাশীল করিয়াছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদাশীল হইবার কারণ কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য সকল নবীকে তাহার স্বভাষী লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-কে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে, وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاس আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মানুষ ও জিন উভয় জাতির হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) যাহা বলিয়াছেন বুখারী ও মুসলিম এর বর্ণনা দ্বারা উহা প্রমাণিত। হযরত জাবির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِىْ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ فَلْيُصَلِّ وَاُحِلَّتْ لِىْ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلِى وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةُ وكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔

আমাকে পাঁচটি এমন বস্তু দান করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার ভয় ছড়াইয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। ভূমিকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রকারী করা হইয়াছে। যে কোন স্থানে যাহার সালাতের সময় হইয়া যায় সে যেন সালাত সেখানে আদায় করিয়া নেয়।

আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হইয়াছে, যাহা আমার পূর্বে কাহারও জন্য হালাল করা হয় নাই। আমাকে সুপারিশ করিবার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। আমার পূর্বে কোন নবী কেবল তাহার কওমের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, কিন্তু আমাকে সারা মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত ঃ بُعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ আমাকে লাল-কালো সকলের নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, মানুষ ও জিন উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, আরব ও আজম এর প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে উভয় ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ।

কাফিররা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে সেই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

তাহারা বলে, এই ওয়াদা কবে পালিত হইবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে বলিয়া দাও। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ۔

অর্থাৎ যাহারা কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না তাহারা তো উহার জন্য ব্যস্ত হইতেছে। আর যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস করে তাহারা উহা হইতে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং উহাকে সত্য বলিয়াই জানে। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَّاتَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ۔

বল, তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিন রহিয়াছে উহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত পরেও হাঁটিতে পারিবে না আর এক মুহূর্ত পূর্বেও আসিতে পারিবে না। উহার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় হ্রাসও পাইবে না আর বৃদ্ধিও পাইবে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَايُؤَخَّرُ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট সময় যখন সমাগত হইবে তখন উহা পশ্চাতে হটাইয়া দেওয়া হইবে না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ۔

একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই আমি কিয়ামতকে বিলম্বিত করিব। যেই দিনে তাহারা অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে হতভাগা।

(٣١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ
يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖۚ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ
اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا
لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ○
(٣٢) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ
عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ○
(٣٣) وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ
وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَاۤ اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ وَ اَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ؕ وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْۤ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ؕ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩১. কাফিরগণ বলে, আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না; ইহার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহেও নহে। হায়! যদি তুমি দেখিতে যালিমদিগকে যখন তাহাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হইবে তখন উহারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করিতে থাকিবে। যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে, তোমরা না থাকিলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হইতাম।

৩২. যাহারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তাহারা যাহাদিগকে দুর্বল মনে করিত তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের নিকট সৎপথের দিশা আসিবার পর আমরা কি তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাইতো ছিলে অপরাধী।

৩৩. যাহাদিগকে দুর্বল মনে করা হইত তাহারা ক্ষমতাদর্পীদিগকে বলিবে প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলে যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁহার শরীক করি। যখন

তাহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি কাফিরদিগকে গলদেশে শৃঙ্খল পরাইব। উহাদিগকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

তাফসীর ঃ কাফিরদের পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমান না আনিবার উপর জিদ ও হঠকারিতা এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করিবার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ কাফিররা বলে, আমরাতো কুরআনের প্রতিও ঈমান আনিব না আর ইহার পূর্ববর্তী কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করিব না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধমক প্রদান করিয়া ও তাহাদের লাঞ্ছনাজনক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا তাহাদের একে অন্যের প্রতি অভিযোগ করিবে। যাহারা দুর্বল তাহারা বলিবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا তাহাদের বড়দিগকে لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ তোমরা না হইলে অবশ্যই আমরা ঈমান আনিতাম। অর্থাৎ তোমরা যদি আমাদিগকে বাধা প্রদান না করিতে তবে আমরা রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনিতাম, তাহাদের অনুসরণ করিতাম। তখন তাহাদের নেতাগণ বলিবে اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ তোমাদের কাছে হিদায়েত সমাগত হইবার পর কি আমরা তোমাদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছিলাম? অর্থাৎ আমরা তো কেবল তোমাদিগকে আমাদের প্রতি আহ্বান করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আমাদের অনুসরণ করিয়াছিলে। অথচ, সত্যের জন্য তোমাদের কাছে যেসব দলীল প্রমাণ সমাগত হইয়াছিল, তোমাদের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া তোমরা উহার বিরোধিতা করিয়াছিলে। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে। وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ দুর্বল অনুসারী বড়দিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের সহিত দিবারাত্র ধোঁকাবাজী করিতে, আমাদিগকে আশা দিতে যে, আমরা সঠিক পথের অধিকারী। আমাদের আকীদা ও কার্যকলাপ সঠিক; অথচ সবই বাতিল ও মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। কাতাদাহ ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর অর্থ হইল مَكْرٌ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ অর্থাৎ দিবাকালে ও রাত্রিকালে তোমাদের ধোঁকাবাজী। মালিক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।

اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا যখন তোমরা আমাদিগকে কুফর করিতে ও তাহার অংশীদার নির্ধারণ করিতে হুকুম করিতে। وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ আর তাহারা অর্থাৎ দুর্বলদের সর্দারগণ যখন শাস্তি দেখিত তখন তাহারা মনে মনে তাহাদের বিগত অপরাধের কারণে লজ্জিত হইবে।

وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফিরদের স্কন্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব। অর্থাৎ তাহাদের হাত তাহাদের গলার সহিত মিলাইয়া শিকল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাহাদের কৃতকর্মের তাহাদিগকে বিনিময় দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহারা যেমন কাজ করিবে উহারই ফল তাহাদিগকে দান করা হইবে। যাহারা গুমরাহ করিবে তাহাদিগকেও তাহাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে এবং যাহারা তাহাদের অনুসরণ করিবে তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে। সকলকেই তাহাদের কৃতকর্মের দরুণ পূর্ণ শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا سِيْقَ اِلَيْهَا اَهْلُهَا تَلَقَّاهُمْ لَهَبُهَا ثُمَّ لَفَحَتْهُمْ لَفْحَةً فَلَمْ يَبْقَ لَحْمٌ اِلاَّ سَقَطَ عَلَى الْعُرْقُوْبِ-

জাহান্নামে যখন জাহান্নামের অধিবাসীদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তখন উহার প্রকাণ্ড কুণ্ডলী তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ফলে তাহাদের শরীরের মাংস খসিয়া তাহাদের পায়ের উপর পড়িবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হাসান ইব্‌ন ইয়াহয়া আবুল খুশানী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাহান্নামের প্রতি কয়েদখানায়, প্রতি গর্তে ও প্রতি শিকলে সেই ব্যক্তির নাম লিখিত রহিয়াছে, যাহাকে ইহাতে আবদ্ধ করা হইবে। হযরত সুলায়মান দারানী (র)-এর সম্মুখে ইহা বলা হইল, তখন তিনি অনেক ক্রন্দন করিলেন এবং বলিলেন, হায়, হায়। তখন সেই ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে, যাহাকে এই সকল শাস্তি দেওয়া হইবে। পায়ে শৃঙ্খল হইবে, হাতে হাতকড়ি হইবে গলায় তাওক হইবে এবং অবশেষে জাহান্নামে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে। হে আল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে নিরাপদ রাখুন।

(٣٤) وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٣٥) وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

(٣٦) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٧) وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى
اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى
الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ○

(٣٨) وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ○

(٣٩) قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَآ
اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

৩৪. যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলিয়াছে, "তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখান করি"।

৩৫. উহারা আরও বলিত, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধিশালী; সুতরাং আমাদিগকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না।

৩৬. বল, আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা ইহাকে সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা জানে না।

৩৭. তোমাদিগের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নহে যাহা তোমাদিগকে আমার নিকটবর্তী করিয়া দিবে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা তাহাদিগের কর্মের জন্য পাইবে বহুগণ পুরস্কার। আর তাহারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকিবে।

৩৮. যাহারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবে তাহারা শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

৩৯. আমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা উহা সীমিত করেন। তোমরা যাহাকিছু ব্যয় করিবে, তিনি উহার প্রতিদান দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত আয়াতে তাঁহার নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে তাহার পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণ করিবার নির্দেশ দান

করিয়াছেন যে, তাহার পূর্বে এমন কোন নবী অতীত হন নাই, যাহাকে তাহার জনপদের অবাধ্য লোকেরা মিথ্যাবাদী বলে নাই ও অস্বীকার করে নাই। তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে কেবল দুর্বল লোকেরা। যেমন হযরত নূহ (আ)-কে তাহার কওম বলিয়াছিল اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনিতে পারি ? অথচ নীচু লোকেরা তোমার অনুসরণ করিয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّأْىِ আমরা তো দেখিতেছি যে, কেবল যাহারা নিকৃষ্টধরনের লোক তাহারাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। হযরত সালিহ (আ)-এর কওম এর সরদারগণ তাহাদের দুর্বলদিগকে বলিল ঃ

اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُوْنَ۔

তোমরা কি ইহা জান যে, সালিহ তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রেরিত? তাহারা বলিল, যে বস্তুসহ তাহাকে প্রেরণ করা হইয়াছে আমরা উহার প্রতি বিশ্বাসী। অবাধ্য অহংকারীরা বলিল, তোমরা যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ, আমরা উহা বিশ্বাস করি না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْا اَهٰؤُلاَءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ۔

আর এমনিভাবেই আমি কতেককে কতেক লোক দ্বারা ফিৎনায় নিক্ষেপ করি। যেন তাহারা বলে, ইহারাই কি আমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত। যাহারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ্ কি তাহাদিগকে খুব জানেন না ?

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۔

আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে উহার বড় বড় অপরাধীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি যেন উহাতে তাহারা ষড়যন্ত্র করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا اَرَدْ نَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا ۔

যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি তখন উহার অবাধ্য লোকদিগকে কিছু হুকুম করি, তাহারা উহা অমান্য করে। কথা সত্য প্রমাণিত হয় এবং আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করাইয়া দেই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَذِيْرٍ যে কোন জনপদে আমি কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি অর্থাৎ

নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছি اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا। উহার অবাধ্য লোকেরা অর্থাৎ যাহারা ধনসম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল তাহারা বলিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলেন مُتْرَفُوْهَا অর্থ, মন্দ ও খারাপ কাজে নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিবর্গ। اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ। যেই বস্তুসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ আমরা উহা মানি না। উহার আমরা অনুসরণ করি না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা আবূ রযীন হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুইজন শরীক ব্যক্তির একজন নদীর তীরে গিয়া অবস্থান করিল এবং অপরজন পূর্বের স্থানেই রহিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রেরিত হইবার পর একবার সে তাহার সংগীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া জানিতে চাহিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বর্তমান অবস্থা কি? সে তাহাকে জানাইল, সমাজের নীচু লোকেরাই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। কুরাইশদের কেহই তাহার অনুসরণ করে নাই। রাবী বলেন, অত:পর এই লোকটি তাহার ব্যবসা ছাড়িয়া তাহার সঙ্গীর নিকট গমন করিল এবং তাহার নিকট পৌঁছবার পথ জানিয়া সোজা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। লোকটি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ কিছু পাঠ করিতে পারিত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান করেন? তিনি বলিলেন ادعو الى كذا وكذا। আমি অমুক অমুক বিষয়ের প্রতি আহ্বান করি। তখন সে বলিল, আমি সাক্ষ্য দেই, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা তুমি কিভাবে জানিতে পারিলে? সে বলিল, পূর্বে সকল নবীগণের কেবল নীচু লোকেরাই অনুসরণ করিয়াছিল। রাবী বলেন, ইহার পর এই আয়াত নাযিল হইল।

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ

রাবী বলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই লোকটিকে জানাইয়া দিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, আল্লাহ্ তা'আলা উহার সমর্থনে আয়াত নাযিল করিয়াছেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াস হযরত আবূ সুফিয়ান (রা)-কে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহার একটি ইহাও ছিল, দুর্বল নীচু লোকেরা তাহার (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর) অনুসরণ করিতেছ, নাকি, সম্ভ্রান্ত লোকেরা? তখন হযরত আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, দুর্বল নীচু লোকেরা। তাহার এই জবাবে হিরাক্লিয়াস বলিয়াছিলেন, রাসূলগণের অনুসারীগণ সাধারণত এই দুর্বল লোকজনই হইয়া থাকেন।

قَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًاوَّ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ-

তাহারা বলিল, আমরাইতো অধিক ধনসম্পদ ও অধিক সন্তান-সন্ততির অধিকারী। বস্তুত কাফিররা এই কথা বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের ধারণা ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ভালবাসেন বলিয়াই তো তাহাদিগকে অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান

সন্ততির অধিকারী করিয়াছেন। আর পৃথিবীতে যখন তিনি ভালবাসিয়াই তাহাদিগকে এই সব ধনসম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী করিয়াছেন, অতএব পরকালে তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারেন না। ইহা সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِىْ الْخَيْرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُوْنَ-

তাহারা কি ধারণা করিয়াছে যে, অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি ইহা তাহাদের দ্রুত কল্যাণের জন্য করিয়াছি? ইহা ঠিক নহে। বরং তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلاَ تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِىْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُوْنَ-

তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাস্তি দিতে চাহেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা কাফিরই থাকিবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَّجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوْدًا وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَّمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيْدًا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ اِنَّهُ كَانَ لِاٰيَاتِنَا عَنِيْدًا سَاُرْهِقُهُ صَعُوْدًا-

তুমি আমাকে ও তাহাকে ছাড়িয়া দাও যাহাকে আমি একা সৃষ্টি করিয়াছি। প্রচুর ধন সম্পদ দিয়াছি। সর্ব সময় কাছে থাকিবার জন্য পুত্র সন্তান দান করিয়াছি। সর্ব রকম সরঞ্জাম প্রাচুর্য দান করিয়াছি। তবুও সে অধিক পাওয়ার লোভ করে। কখনও নহে। সে তো আমার আয়াত সমূহের শত্রু আমি তাহাকে শীঘ্রই দোযখের পাহাড়ে আরোহিত করিব।

আল্লাহ্ তা'আলা দুই বাগানের মালিকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, যে ধনসম্পদ প্রাচুর্যের অধিকারী ছিল। বাগান ছিল ফুলে ফুলে পরিপূর্ণ। কিন্তু পৃথিবীতেই তাহা সব কিছু কাড়িয়া লওয়া হইল। এবং সে রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িল এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ তুমি বল, আমার প্রতিপালক যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং যাহার জন্য ইচ্ছা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দান করেন, যাহাকে ভালবাসেন তাহাকেও দান করেন আর যাহাকে ভালবাসেন না তাহাকেও দান করেন। ফলে কেহ দরিদ্র হয় আর কেহ হয় ধনী।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা, বুঝে না।

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার কাছে তোমাদিগের নৈকট্য লাভে সহায়তা করিবে না। এই সকল বস্তু তোমাদিগকে আমার ভালবাসার কোন প্রমাণ নহে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, কাসীর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ-

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও ধনসম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরসমূহ ও আমলসমুহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ইমাম মুসলিম ও ইব্ন মাজাহ (র) কাসীর ইব্ন হিশাম এর মাধ্যমে জা'ফর ইব্ন বুরকান (র) হইতে অত্রসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এখানেও ইরশাদ হইয়াছে, اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا অর্থাৎ আমার কাছে কেবল ঈমান ও আমলে সালিহ্ দ্বারা তোমরা আমার নৈকট্য লাভ করিতে পার।

فَاُوْلٰئِكَ لَهُمْ جَزَاۤءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا তাহাদের জন্য রহিয়াছে তাহাদের আমলের দ্বিগুণ বিনিময়। অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের বিনিময় দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ অধিক দান করা হইবে

وَهُمْ فِى الْغُرُفَاتِ اٰمِنُوْنَ আর তাহারা বেহেশতের কক্ষ সমূহে নিরাপদে অবস্থান করিবে। অর্থাৎ বেহেশতের সুউচ্চ কক্ষ সমূহে সর্বপ্রকার অকল্যাণ ও ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদে বসবাস করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ও হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ان فى الجنة لغرفات ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها বেহেশতে এমন কক্ষ রহিয়াছে যে, তাহার অভ্যন্তর হইতে বর্হিভাগ দেখা যাইবে এবং বর্হিভাগ হইতে অভ্যন্তর দেখা যাইবে। তখন একজন গ্রাম্য লোক জিজ্ঞাসা করিল, কে ইহার অধিকারী হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

لِمَنْ طَيَّبَ الْكَلَامَ وَاَطْعَمَ الطَّعَامَ وَاَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلّٰى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ-

যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্ন দান করে, সর্বদা সিয়াম রাখে এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন সুখ নিদ্রা যাপন করে তখন সে সালাত আদায় করে।

وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْ اٰيَاتِنَا مُعَاجِزِيْنَ আর যাহারা আমার আয়াতসমূহের মুকাবিলায় লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথ হইতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর অনুসরণ হইতে এবং আমার আয়াত সমূহ বিশ্বাস করিতে বিরত রাখে। اُوْلٰۤئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ তাহাদিগকে আযাবে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ তাহাদের

সকলকে আযাবে নিক্ষেপ করিয়া প্রত্যেকের কর্ম অনুপাতে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

قُلْ اِنَّ رَبِّىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُلَهٗ তুমি বল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহার জন্য ইচ্ছা রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং উহা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুসারে একজনের রিজিক অনেক বৃদ্ধি করেন তাহাকে ধনসম্পদের প্রাচুর্য্য দান করেন এবং একজনকে তিনি সংকুচিত করেন। ইহার মধ্যে যে কি হিকমত ও নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা কেবল তিনিই জানেন, অন্য কেহ জানে না। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً

দেখ, আমি কিরূপে কতেককে কতেকের উপর মর্যাদা দান করিয়াছি। এবং পরকাল অবশ্যই বহুগুণ শেষেও অধিক মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ মানুষ যেমন পৃথিবীতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত একজন অতি দরিদ্র এবং একজন ধনী ও প্রাচুর্যের অধিকারী। অনুরূপভাবে পরকালেও তাহারা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিছু লোক বেহেশতের উচ্চ স্তরে আসীন হইবে আর কিছু লোক দোযখের নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ۔

সেই ব্যক্তি সাফল্যের অধিকারী যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন মুতাবিক রিজিক দেওয়া হইয়াছে। আর আল্লাহ্ তাহাকে যাহা দান করিয়াছেন উহার মাধ্যমে তাহাকে সন্তুষ্টও করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম হাদীসখানা হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ আর তোমরা যে বস্তুই ব্যয় করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক ও তাহার অনুমতি সাপেক্ষে যখন তোমরা কোন বস্তু ব্যয় করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। পৃথিবীতেও উহার পরিবর্তে দান করিবেন এবং পরকালেও উহার বিনিময় দান করিবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ তুমি অন্যের জন্য ব্যয় কর তোমার উপরও ব্যয় করা হইবে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

اِنَّ مَلَكَيْنَ يَصِيْحَانِ كُلَّ يَوْمٍ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا
وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

অর্থাৎ প্রতি দিন প্রত্যূষে দুইজন ফেরেশতার একজন বলে, হে আল্লাহ্! কৃপণের মাল ধ্বংস করুন এবং অপরজন বলে, হে আল্লাহ্! দাতার দানের বিনিময় দান করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اَنْفِقْ بِلاَلاً وَلاَ تَخْشَ مِنْ ذِىْ الْعَرْشِ اِقْلاَلاً হে বিলাল! খরচ কর, আরশের অধিপতি হইতে দারিদ্র্যের ভয় করিও না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হযরত হুযায়ফা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছে ঃ

اَلاَ اِنَّ بَعْدَ زَمَانِكُمْ هٰذَا زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلٰى مَا فِىْ يَدِهٖ حَذَرَ الْاِنْفَاقِ

মনে রাখিও, তোমাদের পরে এমন একটি যুগ আসিতেছে, যাহা হইবে দাঁত দ্বারা কর্তনকারী। ধনীব্যক্তি মাল খরচ হইবার ভয়ে দাঁত দ্বারা তাহার মাল চাপিয়া ধরিবে। অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত পাঠ করিলেন وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ তোমরা যে বস্তুই খরচ করিবে আল্লাহ্ উহার বিনিময় দান করিবেন। তিনি উত্তম রিজিকদাতা।

হাফিজ আবু ইয়ালা মুসিলী (র) বলেন, রাওহ ইব্‌ন হাতিম (র) ... হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, মনে রাখিও, তোমাদের পরে দাঁত দ্বারা কর্তনকারী একটি যুগ আসিবে। তখন ধনী ব্যক্তি খরচের ভয়ে তাহার মাল দাঁত দ্বারা চাপিয়া ধরিবে অর্থাৎ কৃপণতা অবলম্বন করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপরুল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত ঃ

شِرَارُ النَّاسِ يُبَايِعُوْنَ كُلَّ مُضْطَرٍّ اَلاَ اِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّيْنَ حَرَامٌ اَلاَ اِنَّ بَيْعَ الْمُضْطَرِّيْنَ حَرَامٌ اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذِلُهُ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَعْرُوْفٌ فَعُدْبِهٖ عَلٰى اَخِيْكَ وَاِلاَّ فَلاَ تَزِدْهُ هَلاَكًا اِلٰى هَلاَكِهٖ۔

তাহারা হইল নিকৃষ্ট লোক, যাহারা অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করে। মনে রাখিবে অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম। অসহায় লোকদের জিনিসপত্র অল্পমূল্যে ক্রয় করা হারাম। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে না তো তাহার প্রতি যুলুম করে আর না তাহাকে অসহায় অবস্থায় ছাড়িয়া দেয়। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর নচেৎ তাহার ধ্বংসে বৃদ্ধি করিবে না। অত্র সুত্রে হাদীসখানা গরীব। ইহার সূত্র দুর্বল। ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ ইউনূস হাসান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তোমরা কেহ এই আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিবে না। মাল খরচ করিবার বেলায় তোমরা মধ্যপথ অবলম্বন করিবে। রিজিক বণ্টিত।

(٤٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ أَهٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوْا
يَعْبُدُوْنَ ○

(٤١) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ
الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ○

(٤٢) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

৪০. যেদিন তিনি সকলকে একত্র করিবেন এবং ফেরেশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহারা কি তোমাদিগেরই পূজা করিত ?

৪১. ফেরেশতারা বলিবে, তুমি পবিত্র মহান, আমাদিগের সম্পর্ক তোমারই সহিত, উহাদিগের সহিত নহে। উহারা তো পূজা করিত জিন্নদিগের এবং উহাদিগের অধিকাংশই ছিল উহাদিগের প্রতি বিশ্বাসী।

৪২. আজ তোমাদিগের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করিবার ক্ষমতা নাই। যাহারা যুলুম করিয়াছিল তাহাদিগকে বলিব, তোমরা যে অগ্নিশাস্তি অস্বীকার করিতে তাহা আস্বাদন কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তিনি কিয়ামত দিবসে মুশরিকদিগকে লাঞ্ছিত করিবার উদ্দেশ্যে সকল মাখলুকের সম্মুখে ফেরেশতার নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। মুশরিকরা ফেরেশতাগণের মূর্তি তৈয়ার করিয়া এই ধারণা করিয়া তাহাদের পূজা করিত যে, তাহারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিতে সাহায্য করিবেন। আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ أَهٰـؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُـوْا يَـعْبُدُوْنَ ইহারা কি তোমাদের উপাসনা করিত? অর্থাৎ তোমরা কি ইহাদিগকে তোমাদের পূজা করিতে হুকুম করিয়াছিলে? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِىْ هٰـؤُلَاءِ أَمْ هُـمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ তোমরাই কি আমার এই বান্দাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিলে, নাকি তাহারা নিজেরাই গুমরাহ হইয়াছিল? হযরত ঈসা (আ)-কেও কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন।

اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاس اتَّخِذُوْنِىْ واُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَايَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ-

তুমি কি মানুষকে ইহা বলিয়াছিলে, তোমরা আমাকে ও আমার আম্মাকে ইলাহ বানাইয়া লও। সে বলিবে, সুবহানাল্লাহ। এমন কথা আমি কিছুতেই বলিতে পারি না, যাহার অধিকার আমার নাই। কিয়ামত দিবসে ফেরেশতাগণকেও যখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করিবে তখন তাহারাও বলিবে, সুবহানাল্লাহ, অর্থাৎ আপনি সর্ব প্রকার শরীক হইতে পবিত্র।

اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ আপনিই তো আমাদের তত্ত্বাবধায়ক, তাহারা নহে। আর আমরা আপনার গোলাম ও দাস। উহাদের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ তাহারা জিন্ন এর উপাসনা করিত। অর্থাৎ শয়তানের কথা পালন করিত। শয়তানদলই প্রতিমা পূজা করিবার কাজ তাহাদের জন্য সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিল ও উহাদিগকে গুমরাহ করিয়াছিল।

اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ আর উহাদের অধিকাংশই তাহাদের প্রতি বিশ্বাস করিত। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلاَّ اِنَاثًا وَاِنْ يَّدْعُوْنَ اِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيْدًا لَّعَنَهُ اللّٰهُ-

ইহারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া কেবল স্ত্রীলোকের উপাসনা করিত আর অবাধ্য শয়তানের আনুগত্য করিত। তাহার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত।

فَالْيَوْمَ لاَيَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا-

আজ তোমাদের কেহই কাহারও উপকার-অপকার করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শরীক মানিয়া যেই সকল প্রতিমার তোমরা উপাসনা করিবে এবং বিপদের সময় যাহাদের উপাসনাকে তোমরা মুক্তির সনদ হিসাবে ধারণা করিয়াছিলে আজ তাহারা তোমাদের কোন উপকার করিবে না আর কোন ক্ষতি করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই।

وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যালিমদিগকে আমি বলিব অর্থাৎ মুশরিকদিগকে বলিব।

ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ দোযখের শাস্তি তোমরা ভোগ কর যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে। তাহাদিগকে ধমক প্রদানের উদ্দেশে ইহা বলা হইবে।

(٤٣) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ
يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۭ
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○
(٤٤) وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ
مِنْ نَّذِيْرٍ ○ ۭ
(٤٥) وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا
رُسُلِيْ ۣ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○ ۧ

৪৩. ইহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয় তখন উহারা বলে, তোমাদিগের পূর্ব পুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তি-ই তো তাহার ইবাদতে তোমাদিগকে বাধা দিতে চাহে। উহারা আরও বলে, ইহা তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নহে এবং কাফিরদের নিকট যখন সত্য আসে তখন উহারা বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু।

৪৪. আমি তাহাদিগকে পূর্বে কোন কিতাব দিই নাই যাহা উহারা অধ্যয়ন করিত এবং তোমার পূর্বে উহাদিগের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করি নাই।

৪৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। উহাদিগকে আমি যাহা দিয়াছিলাম ইহারা তাহার এক দশমাংশও পায় নাই। তবুও উহারা আমার রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। ফলে কত ভয়ংকর হইয়াছিল আমার শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফিররা কঠিন ও লাঞ্ছনাজনক শাস্তির যোগ্য। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে যখন তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ শ্রবণ করে তখন তাহারা বলে ঃ مَا هٰذَا اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاءُكُمْ এই ব্যক্তি কেবল তোমাদের পূর্বপুরুষগণের উপাস্য হইতে তোমাদিগকে ঠেকাইতে চায়। এই বাক্যের উদ্দেশ্য হইল, তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের দ্বীন সত্য আর তাহাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল যে দ্বীন পেশ করিয়াছেন উহা মিথ্যা। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ।

وَقَالُوْا مَاهٰذَا اِلاَّ اِفْكٌ مُفْتَرًى তাহারা বলে, ইহা কেবল একটি মিথ্যা রচনা। অর্থাৎ কুরআন একটি মিথ্যা রচনা।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে উহা তাহাদের নিকট সমাগত হইবার পর তাহারা বলে, ইহা তো স্পষ্ট যাদু। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اٰتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ۔

অর্থাৎ আমি তো মক্কার কাফিরদিগকে তোমার পূর্বে এমন কোন কিতাব দান করি নাই যাহা তাহারা পাঠ করে আর তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী নবীও তাহাদের নিকট প্রেরণ করি নাই। অথচ আকাংখা করিয়া তাহারা বলিত আমাদের কাছে কোন সতর্ককারী আগমন করিলে কিংবা আল্লাহ্র কিতাব অবতীর্ণ হইলে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণ করিব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলেন তখন তাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে অস্বীকার করিল ও তাহার প্রতি শত্রুতা করিল।

وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর তাহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণও সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল।

وَمَابَلَغُوْا مِعْشَارَ مَااٰتَيْنَاهُمْ অথচ ইহারা উহার দশমাংশেও পৌঁছাইতে পারে নাই যাহা আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছিলাম। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতকে পৃথিবীতে যে শক্তি আল্লাহ্ দান করিয়াছিলেন, মক্কার কাফিররা উহার দশমাংশেও পৌঁছাইতে পারে নাই। কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنَّاكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَفْئِدَةً فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ اَبْصَارُهُمْ وَلاَ اَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَىْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۔ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً۔

আমি তাহাদিগকে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যাহা তোমাদিগকে দান করি নাই আমি তাহাদের জন্য কর্ণ চক্ষু ও অন্তর দিয়াছিলাম কিন্তু তাহাদের কর্ণ চক্ষু ও অন্তর কোন কাজে আসিল না। কারণ তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করিত এবং

যাহা লইয়া তাহারা বিদ্রূপ করিত উহা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। উহারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করে না তাহা হইলে উহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা দেখিতে পারিত। তাহারা তো ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় বেশি এবং অধিক শক্তিশালী ছিল। কিন্তু তাহাদের শক্তি ও সংখ্যা আল্লাহ্র শাস্তি দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে ঃ فَكَذَّبُوْا رُسُلِىْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ তাহারা আমার রাসূলগণকে অমান্য করিল, ফলে আমার শাস্তি কেমন দাড়াইল? অর্থাৎ আমার রাসূলগণকে অস্বীকার করিবার কারণেই ইহার শাস্তি ও প্রতিশোধ কত ভয়ানক হইল।

(٤٦) قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ
تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ
شَدِيْدٍ ○

৪৬. বল, আমি তোমাদিগকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে দুই-দুইজন অথবা এক একজন করিয়া দাঁড়াও। অত:পর তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ তোমাদিগের সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নহে। সে তো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগের সতর্ককারী মাত্র।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ (সা) তোমাকে যাহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে করে সেই সকল কাফিরদিগকে বল ঃ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আমি তোমাদিগকে একটি উপদেশ দিতেছি আর তাহা হইল اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا مَابِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ তোমরা তোমাদের হঠকারিতা ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য পূর্ণ ইখলাসের সহিত দাঁড়াইয়া চিন্তা কর এবং একে অন্যকে জিজ্ঞাসা কর, আসলেই কি মুহাম্মদ (সা) মানসিক বিকারগ্রস্ত। প্রত্যেকেই এই বিষয় সম্পর্কে একাকী চিন্তা করিবে এবং একা চিন্তা করিয়া বুঝে না আসিলে অন্যকেও জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে তোমরা চিন্তা করিলে ইহা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, তোমাদের এই সঙ্গী কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত নহে। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, সুদ্দী, কাতাদাহ (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

কোন কোন তাফসীরকার এখানে مَثْنٰى وَفُرَادٰى দ্বারা একাকী ও জামাতসহ সালাত পড়া বুঝাইয়াছেন। ইহার সমর্থনে তাহারা এই হাদীসটি পেশ করেন। ইব্ন

আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ... হযরত আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

أُعْطِيْتُ ثَلاَثًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِىْ وَلاَ فَخْرَ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ قَبْلِى كَانُوْا قَبْلِى يَجْمَعُوْنَ غَنَاءِ مَهُمْ فَحِرٌ قُوْنَهَا وَبُعِثْتُ اِلٰى كُلِّ اَحْمَرَ وَاَسْوَدَ وَكَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ اِلٰى قَوْمِهٖ خَاصَّةً وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَّطَهُوْرًا اَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ وَاُصَلِّىْ فِيْهَا حَيْثُ اَدْرَكَتْنِى الصَّلٰوةُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى) وَاُعِنْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ بَيْنَ يَدَىَّ۔

আমাকে তিনটি বিশেষ মর্যাদা দান করা হইয়াছে যাহা আমার পূর্বে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। তবে ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। ইহা আল্লাহ্র দান। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। আমার পূর্বে ইহা কাহারো জন্য হালাল করা হয় নাই। পূর্ববর্তী উম্মতগণ গনীমতের মাল একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দিত। আমি লাল কালো সকল প্রকার লোকের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অথচ আমার পূর্বে কোন নবী কেবল তাহার আপন কাওমের নিকট প্রেরিত হইত। যমীনকে আমার জন্য সালাতের স্থান ও পবিত্রতা লাভের উপায় করা হইয়াছে। পবিত্র মাটি দ্বারা আমি তাইয়াম্মুম করিতে পারি এবং যেখানেই সালাতের সময় হইবে উহার উপর সালাত পড়িতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্র সম্মুখে তোমরা দুই দুইজন ও এক একজন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া যাও। এক মাসের পথ পর্যন্ত আমার ভয় বিস্তার করিয়া আমার সাহায্য করা হইয়াছে। তবে এই হাদীসের সূত্র দুর্বল। আয়াতে বিদ্যমান مَثْنٰى ও فُرَادٰى দ্বারা "সালাতের মধ্যে দুই দুইজন করিয়া একা একা দণ্ডায়মান হওয়া" এর অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নহে। সম্ভবত: হাদীসের মধ্যে আয়াতাংশটুকুর উল্লেখ কোন রাবীর পক্ষ হইতে করা হইয়াছে। অবশ্য আয়াতাংশ ব্যতীত মূল হাদীসটি হাদীসের সহীহ গ্রন্থসমূহে ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

اِنْ هُوَ اِلاَّ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ সে তো কেবল এক আসন্ন কঠিন শাস্তির পূর্বে তোমাদের জন্য সতর্ককারী। ইমাম বুখারী (র) ইহার তাফসীর প্রসংগে বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন يَا صَبَاحَاهُ হে প্রত্যূষ! তাহার এই চিৎকার শুনিয়া কুরাইশগণ একত্রিত হইল এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, যদি আমি তোমাদিগকে বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগ হইতে সকালে কিংবা বিকালে শত্রুর আগমনের সংবাদ দেই তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিবে কি? তাহারা বলিল অবশ্যই! তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এক কঠিন শাস্তির জন্য

সতর্ক করিতেছি। ইহা শুনিয়া আবূ লাহাব বলিয়া উঠিল تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ সারা দিন তোমার জন্য ধ্বংস হউক, আমাদিগকে কি তুমি এইজন্যই একত্রিত করিয়াছ? ইহার পর অবতীর্ণ হইল ঃ تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ

পূর্বেই وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ এর তাফসীর প্রসংগে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ নুআইম (র) বুরায়দাহ (র) হইতে তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের নিকট বাহির হইয়া তিনবার উচ্চস্বরে বলিলেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার তোমাদের উপাসনা কি উহা জান কি? তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল ভাল জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার ও তোমাদের উপাসনা হইল সেই সকল লোকদের ন্যায়, যাহারা শত্রু হইতে ভীত। তাহারা শত্রুর খোঁজ লইবার জন্য এক ব্যক্তি প্রেরণ করিল; অতঃপর সে শত্রুর সন্ধানে বাহির হইয়া আক্রমণ করিবার জন্য শত্রুকে প্রস্তুত পাইল এবং তাহার কাওমকে সংবাদ দেওয়ার জন্য ফিরিল; কিন্তু সে এই আশংকায় যে তাহার কাওমকে সংবাদ পৌছাইবার পূর্বেই শত্রু তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবে, সে তাহার কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিল যে, হে লোক সকল। তোমরা সাবধান হইয়া যাও, শত্রু তোমাদের সন্নিকটে উপস্থিত। এই সতর্কবাণী সে তিন বার উচ্চারণ করিল। এই সূত্রে বর্ণিত بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ جَمِيْعًا اِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِىْ ـ আমি ও কিয়ামত একই সাথে প্রেরিত হইয়াছি, কিয়ামত তো প্রায় আমার পূর্বেই সংঘটিত হইয়া যায় যায় ভাব। হাদীসখানা শুধু ইমাম আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন।

(٤٧) قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ
وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

(٤٨) قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ○

(٤٩) قُلْ جَاۗءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ○

(٥٠) قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰي نَفْسِيْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا
يُوْحِيْٓ اِلَيَّ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ ○

৪৭. বল, আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিয়া থাকিলে উহা তোমাদিগের। আমার পুরস্কার তো আছে আল্লাহ্‌র নিকট এবং তিনি সর্ব বিষয়ে দ্রষ্টা।

৪৮. বল, আমার প্রতিপালক সত্য নিক্ষেপ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা।

৪৯. বল, সত্য আসিয়াছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু করিতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করিতে।

৫০. বল, আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এই জন্য যে, আমার প্রতি আমার প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সন্নিকটে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগকে বলিবার জন্য তাহার রাসূল (সা) নির্দেশ দিয়াছেন। বল, مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ তোমাদের নিকট আমি কোন বিনিময় চাহিয়া থাকিলে উহা তোমাদের জন্যই রহিল। অর্থাৎ আমি যে তোমাদের প্রতি হীতাকাঙ্ক্ষা করিতেছি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিতেছি এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র ইবাদত পালন করিতে হুকুম করিতেছি তোমাদের কাছে উহার কোন বিনিময় আমি কামনা করি না إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহ্র কাছে প্রাপ্য। তাহার কাছেই আমি উহা প্রার্থনা করি। وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। তোমাদের কাছে যে তিনি আমাকে রাসূল করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, ইহার যে সংবাদ আমি তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং তোমরা উহার যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছ, উহাও তিনি জানেন।

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ তুমি বল, আমার প্রতিপালক সত্য অবতরণ করেন এবং সমস্ত অদৃশ্য সম্পর্কে মহাজ্ঞানী।

যেমন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

আল্লাহ্ তা'আলা জিব্রীল (আ)-কে স্বীয় নির্দেশে আপন বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহার কাছে ইচ্ছা ওহীসহ প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানের অধিকারী। অতএব আসমান ও যমীনের কিছুই তাহার নিকট গোপন নহে।

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ বল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সত্য ও শরীয়ত সমাগত হইয়াছে এবং মিথ্যা ও বাতিল দুর্বল হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

আমি বাতিলের ওপর সত্যকে নাযিল করিয়া উহাকে টুকরা টুকরা করিয়া দেই অবশেষে উহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিনে মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়া প্রতিমাগুলো দেখিতে পাইলেন। তিনি স্বীয় ধনুক দ্বারা ধাক্কা মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং মুখে বলিতে লাগিলেন جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا। সত্য সমাগত হইয়াছে এবং বাতিল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। আর বাতিল তো নিশ্চিহ্ন হইবারই ছিল। ইমাম বুখারী মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও সুফিয়ান

সাওরী (র)-এর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) বলেন, বাতিল দ্বারা ইবলীসকে বুঝান হইয়াছে। সে না তো প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম আর না দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু কথাটি সত্য হইলেও আলোচ্য আয়াতে এই অর্থ উদ্দেশ্য নহে।

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوْحِىْٓ اِلَىَّ رَبِّىْ

বল, যদি আমি বিভ্রান্ত হই তবে বিভ্রান্তির ক্ষতি আমার নিজের উপর অবতীর্ণ হইবে। আর যদি সঠিক পথে পরিচালিত হই তবে আমার প্রতিপালক যে আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহার কারণেই। অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত এবং তিনি যে ওহী অবতীর্ণ করিয়াছেন উহাতে নিহিত রহিয়াছে। উহা সম্পূর্ণ সত্য, উহার মধ্যেই রহিয়াছে হেদায়েত ও সঠিক পথের দিশা। যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির শিকার হইবে উহার ক্ষতি তাহার নিজেকেই ভোগ করিতে হইবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে একবার مُفَوَّضَة (স্বামীর পক্ষ হইতে আর্পিত তালাকের অধিকারীণী স্ত্রী) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, এই ব্যাপারে আমার নিকট কোন স্পষ্ট দলিল নাই। আমার জ্ঞান দ্বারাই আমি বলিতেছি, যদি সত্য হয় তবে তো ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আর সত্য না হইলে আমার ও শয়তানের পক্ষ হইতে। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূল (সা)-এর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। اِنَّهٗ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, তাহার বান্দাদের সকল কথা তিনি শ্রবণ করেন। তিনি নিকটবর্তী, তাহার নিকট যে প্রার্থনা করে তিনি তাহার প্রার্থনা কবুল করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত ঃ اِنَّكُمْ لَاتَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّمَا تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا

তোমরা তো কোন বধীর ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাক না, যাহাকে তোমরা ডাকিতেছ তিনি শ্রোতা ও নিকটবর্তী সত্তা।

(٥١) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

(٥٢) وَّقَالُوْٓا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ○

(٥٣) وَّقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ○

(٥٤) وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۠

৫১. তুমি যদি দেখিতে যখন উহারা ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িবে, ইহারা অব্যাহতি পাইবে না এবং ইহারা নিকটস্থ স্থান হইতে ধৃত হইবে।

৫২. এবং উহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তীস্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি রূপে?

৫৩. উহারা তো পূর্বেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। উহারা দূরবর্তী স্থান হইতে অদৃশ্য বিষয়ে বাক্য ছুঁড়িয়া মারিত।

৫৪. ইহাদিগের ও ইহাদিগের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হইয়াছে, যেমন পূর্বে করা হইয়াছিল ইহাদিগের সমপন্থীদের ক্ষেত্রে। উহারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! কিয়ামতকে অবিশ্বাসকারী এই সকল কাফিরদের অবস্থা যদি তুমি দেখিতে পাইতে, যখন ইহারা পলায়ন করিবার কোন স্থান পাইবে না, ইহাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না। وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ এবং নিকটবর্তী স্থান হইতে ইহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। অর্থাৎ ইহারা পালাইবার সুযোগ পাইবে না। প্রথমবারই ইহারা ধৃত হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, যখন তাহারা কবর হইতে বাহির হইবে তখনই তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। মুজাহিদ, আতিয়্যাহ আওফী ও কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা দণ্ডায়মান হইতেই ধৃত হইবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন, পৃথিবীতে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধে যে তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইয়াছিল, আয়াতে তাহাই বুঝান হইয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হইল, কিয়ামত দিবসের পাকড়াও বুঝানই আয়াতের উদ্দেশ্য।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন তাফসীকারের মত হইল, আব্বাসী যুগে মক্কা ও মদীনার মাঝে সৈন্য ভূমিতে ধসিয়া দেওয়া হইয়াছিল, আলোচ্য আয়াতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই বিষয়ে একটি মাওযু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইহা উল্লেখ করেন নাই যে, রেওয়ায়েতটি মাওযূ ও মনগড়া।

وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ আর তাহারা কিয়ামত দিবসে বলিবে যে, আমরা আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তা, আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাহার ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ۔

যদি তুমি সেই সময়ের অবস্থা দেখিতে যখন অপরাধীরা তাহাদের প্রতিপালকের দরবারে মাথা নীচু করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি আমাদিগকে আপনি পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিন, আমরা সৎকাজ করিব এবং অন্তরে বিশ্বাস করিব। কিন্তু ইহা কি আর সম্ভব হইবে? এই কারণে আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ এত দূর হইতে কিভাবে তাহাদের হাত পৌঁছাইবে? অর্থাৎ ঈমান আনিবার স্থান ছিল পৃথিবী। আর পার্থিব জীবন হইতে তাহারা বহু দূরে গিয়াছে। পারলৌকিক জীবন তো বিনিময় লাভের জীবন। যদি তাহারা পৃথিবীতে ঈমান আনিত তবে সেই ঈমান তাহাদের পক্ষে উপকারী হইত। এখন আর ঈমান আনিবার কোন উপায় নাই। ইহা ঠিক তেমনি অসম্ভব, যেমন হাত বাড়াইয়া বহুদূরের কোন বস্তু লাভ করা অসম্ভব। মুজাহিদ (র) বলেন اَلتَّنَاوُشُ অর্থ اَلتَّنَاوُلُ। হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করা। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কাফিররা পরকালে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন ও তওবা করিতে চাহিবে, কিন্তু তখন তাহাদের পক্ষে না প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হইবে আর না তওবা করা সম্ভব হইবে। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী (র) ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে পরকালে ঈমান আনা সম্ভব হইবে কি করিয়া অথচ, তাহারা পৃথিবীতে সত্যকে অস্বীকার করিয়াছে এবং রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ আর তাহারা দূর হইতে না দেখিয়াই ঢিল ছুঁড়িতেছিল। যায়েদ ইব্ন মালিক (রা) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ এর অর্থ, তাহারা ধারণা করিয়া বলিত। যেমন, কখনও তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবি বলিত, কখনও জ্যোতিষী বলিত, কখনও যাদুকর আবার কখনও পাগল বলিত। কিয়ামত ও পুনরুত্থানকে তাহারা অস্বীকার করিয়া বলিত ঃ

يَقُوْلُوْنَ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ

তাহারা বলে, আমরা তো ধারণা করিয়াই বলিতাম, দলীল প্রমাণ দ্বারা আমাদের কোন স্থির বিশ্বাস ছিল না। কাতাদাহ (র) বলেন, কাফিররা শুধু ধারণা করিয়া বলিত, না কিয়ামত হইবে আর না বেহেশত দোযখ বলিতে কিছু আছে। وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ তাহাদের কাম্য ও তাহাদের মাঝে বাধার সৃষ্টি করা হইবে। হাসান বসরী,

যাহ্‌হাক ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন مَا يَشْتَهُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ঈমান। সুদ্দী (র) বলেন, তাওবা। মুজাহিদ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পার্থিব ধনসম্পদ সাজসজ্জা ও পরিবার পরিজন। হযরত ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস ও রবী ইব্‌ন আনাস (রা) হইতেও এই অর্থ বর্ণিত। ইমাম বুখারী ও উলামায়ে কিরামের একটি জামাত এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক কথা হইল উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ পরকালে কাফিরদের কাংখিত বিষয় চাই উহা পার্থিব হউক কিংবা পারলৌকিক সেই বস্তুর ও তাহাদের নিজেদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম এখানে একটি অতি আশ্চার্যজনক রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহয়া (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন, বনী ইস্রায়ীলে এক ভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। সে বহু মালের মালিক ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার এক অসৎপুত্র তাহার মালের উত্তরাধিকারী হইল। সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও অন্যায় কাজে মাল ব্যয় করিত। তাহার চাচাগণ তাহার এই অন্যায় কাজ দেখিয়া তাহাকে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে তিরস্কার করিল ও শাস্তি দিল, কিন্তু ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার যাবতীয় ধন-সম্পদ বিক্রয় করিয়া একটি প্রবাহিত কূপের নিকট আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিল। এখানে সে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া উহাতে বসবাস করিতে লাগিল। একদা সে তাহার প্রাসাদে বসিয়াছিল, এমন সময় ভীষণ ঝড় প্রবাহিত হইল এবং ইহার মধ্যে একজন অতি সুন্দরী রমণী তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে যুবককে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন ইস্রায়ীলী যুবক। মহিলা জিজ্ঞাসা করিল, এই প্রসাদ ও এই মাল কি তোমার? সে বলিল, হ্যাঁ। মহিলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্ত্রী আছে কি? সে বলিল না। মহিলা বলিল, স্ত্রী ব্যতীত তোমার জীবন সুখকর হয় কি করিয়া? এইবার যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি স্বামী আছে, সে বলিল, না। যুবক বলিল, তবে তুমি কি আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করিবে? সে বলিল, আমি এখান হইতে এক মাইল দূরে থাকি, আগামী কল্য তুমি একদিনের খাবার সাথে লইয়া আমার নিকট আসিবে। পথে ভয়ানক কিছু দেখিলে তুমি ভীত হইবে না।

পরদিন যুবকটি একদিনের খাবার সাথে লইয়া রওয়ানা হইল এবং একটি প্রাসাদের কাছে গিয়া থামিল। সে উহার দরজায় আঘাত করিল, একজন অতি সুন্দর যুবক বাহির হইয়া আসিল। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কে? সে বলিল, আমি একজন ইস্রায়ীলী যুবক। সে জিজ্ঞাসা করিল, প্রয়োজন? সে বলিল, এই প্রাসাদের মালিক মহিলা আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সে বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, পথে ভয়ানক কিছু তুমি দেখিয়াছ কি? সে বলিল, হ্যাঁ, অবশ্য সেই মহিলা যদি আমাকে নিরাপদ থাকিবার সংবাদ না দিতেন তবে যা আমি

দেখিয়াছি উহাতে আমি অবশ্যই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতাম। পথ চলিতে চলিতে আমি একটি প্রশস্ত রাস্তায় আসিয়া দেখিলাম একটি নারী কুকুর মুখ হা করিয়া আছে। উহা দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়া এক লাফ দিলাম। কিন্তু নারী কুকুরটি পশ্চাতেই রহিল এবং উহার বাচ্চাগুলি তখন উহার পেটের মধ্যে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। তখন সে যুবক বলিল, তুমি ইহাকে পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের মিছাল তোমার সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। যুবক বৃদ্ধের মজলিসে বসিবে এবং তাহাদের সহিত একান্ত গোপন কথা বলিবে। অতঃপর ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি আবার পথ চলিতে লাগিলাম এবং চলিতে চলিতে একশত বকরীর দেখা পাইলাম। উহাদের স্তন দুধে পরিপূর্ণ ছিল। একটি বকরীর বাচ্চা দুধ পান করিতেছিল। পান করিতে করিতে যখন দুধ শেষ হইয়া যাইত এবং সে বুঝিত স্তনে দুধ আর নাই তখন বাচ্চাটি মুখ খুলিয়া দিত। যাহার অর্থ তাহার আরো দুধের প্রয়োজন। তখন প্রাসাদের যুবক বলিল, তুমি ইহাকেও পাইবে না, ইহাও শেষ যুগের সংঘটিতব্য একটি বিষয়ের মিছাল পেশ করা হইয়াছে। শেষ যুগে এক জালিম বাদশাহ্ হইবে, যে মানুষের সকল স্বর্ণরৌপ্য একত্রিত করিবে। এমন কি সে যখন বুঝিবে যে মানুষের কাছে আর অবশিষ্ট নাই, তখনও সে তাহাদের থেকে অধিক সংগ্রহের জন্য মুখ খুলিয়া থাকিবে। তাহার আরো প্রয়োজন।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে একটি গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার একটি ডাল আমার বড় ভাল লাগিল। আমি ডালটি ভাংগিবার ইচ্ছা করিলে অন্য একটি গাছ আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার ডাল তুমি ভাঙ্গিয়া লও। এমন কি অন্যান্য সকল গাছ আমাকে অনুরূপ আহ্বান করিল। প্রাসাদের যুবক তখনও বলিল, তুমি ইহাও পাইবে না। ইহাও শেষ যুগে ঘটিবে। যখন পুরুষের সংখ্যা কম হইবে স্ত্রী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এমন কি কোন একজন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দিলে দশ হইতে বিশ জন মহিলা তাহাদিগকে বিবাহের পয়গাম দিতে অনুরোধ করিবে।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাত ঘটিল যে কূপ হইতে পানি তুলিয়া প্রত্যেক মানুষকে দিতেছে। কিন্তু তাহারা পানি লইয়া চলিয়া যাইবার পর তাহাদের মশকে এক ফোটা পানিও থাকে না। যুবক বলিল, এই যুগও তুমি পাইবে না। ইহা শেষ যুগে সংঘটিত হইবে। যখন আলিম ও ওয়াজ নসীহতকারী মানুষকে নসীহত করিবেন কিন্তু তাহারা নিজেরাই উহার উল্টা চলিয়া আল্লাহ্র নাফরমানী করিবে।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে চলিতে একটি বকরী দেখিলাম। ইহাও দেখিলাম, কিছু লোক উহার পা ধরিয়া আছে। এক ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া আছে, এক ব্যক্তি উহার লেজ ধরিয়া আছে, এক ব্যক্তি উহার উপর আরোহণ করিয়াছে আর এক ব্যক্তি উহার দুধ দোহন করিতেছে। প্রাসাদের দারোয়ান যুবক তাহাকে বলিল, বকরীটি হইল পৃথিবীর মিছাল। যাহারা উহার পাও ধরিয়া আছে তাহারা হইল সে

সকল লোক, যাহারা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হইয়াছে। যে ব্যক্তি উহার শিং ধরিয়া আছে, সে হইল সেই ব্যক্তি, যে বড় সংকীর্ণ জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি লেজ ধরিয়া আছে, সে হইল এমন ব্যক্তি, যাহার নিকট দুনিয়া পলায়ন করিয়া ছুটিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার উপর আরোহণ করিয়াছে সে দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি উহার দুধ দোহন করিতেছে তাহার হইল সফল জীবন। তাহার জীবন মুবারক হউক।

ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় চলিতে শুরু করিলাম এবং চলিতে চলিতে এমন এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে কুপ হইতে পানি উত্তোলন করিয়া একটি হাউজে ঢালিতেছে; কিন্তু যতবার সে হাউজে পানি ঢালে পানি পুনরায় কূপেই চলিয়া যায়। প্রাসাদের যুবক বলিল,এই লোকটি এমন ব্যক্তি, যে নেক আমল করে, কিন্তু তাহার নেক আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে চলিতে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যে জমিতে বীজ ছড়াইতেছে এবং সাথে সাথেই উহাতে ফসল তৈয়ার হইতেছে এবং বড় উত্তম গম উৎপন্ন হইতেছে। প্রাসাদের যুবক বলিল, এই ব্যক্তি হইল এমন লোক, যাহার নেক আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয়। ইস্রায়ীলী যুবক বলিল, আমি পুনরায় পথ চলিতে চলিতে এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম, যে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে, সে আমাকে বলিল, ভাই! তুমি আমাকে সোজা করিয়া বসাইয়া দাও। আল্লাহ্‌র কসম, জন্মের পর আমি কখনও বসি নাই। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাতেই সে দৌড়ান শুরু করিল। এমন কি আমি তাহাকে আর দেখিলাম না। প্রাসাদের যুবক বলিল, ইহা হইল তোমার জীবন, যাহা শেষ হইয়াছে। আমি হইলাম মালাকুল মাওত। আর যে সুন্দরী রমণী তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছিল সে আমিই ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার রূহ আমাকে এই স্থানেই কবজ করিবার এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার আদেশ করিয়াছেন।

রাবী বলেন, এই সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হইয়াছে। রেওয়ায়েতটি গরীব ইহার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত নহে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হইবে, কাফিরদের যখন মৃত্যু হয় তখন তাহাদের রূহ পার্থিব জীবনের সুখ শান্তির সহিত সম্পৃক্ত হইয়া যাইবে। যেমন উল্লেখিত নাফরমান অহংকারী যুবকের ঘটনা দ্বারা প্রকাশ। সে তাহার প্রাসাদ হইতে সুন্দরী রমণীর সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়াছিল কিন্তু সাক্ষাৎ ঘটিল তাহার মালাকুল মওতের সহিত। তাহার কাংখিত বস্তু ও তাহার নিজের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইল।

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ যেমন তাহাদের মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের সহিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে যাহারা রসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শাস্তি আগত হইবার পর তাহারা ঈমানের জন্য আকাংখা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের আকাংখা পূর্ণ হয় নাই। আর তাহাদের ঈমানও কবুল করা হয় নাই।

فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ فَلَمْ يَكُ
يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْبَاْسَنَا سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ-

যখন তাহারা আমার শাস্তি দেখিতে পাইল তখন তাহারা বলিয়া উঠিল, আমরা তো কেবল আল্লাহ্র উপর ঈমান আনিয়াছি এবং যেই সকল বস্তু আমরা আল্লাহ্র অংশীদার মনে করিতাম উহা অস্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার শাস্তি দেখিবার পর তাহাদের ঈমান তাহাদের কোন কাজে আসিল না। তাহাদের পূর্ববর্তীতের মধ্যে আল্লাহ্র এই বিধান জারী ছিল। কাফিররা তখন সকল ফায়দা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا فِىْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ তাহারা সন্দেহের মধ্যে উদ্বেগজনক ছিল। অতএব শাস্তি দেখিবার সময় তাহাদের ঈমান কবুল করা হইল না। হযরত কাতাদাহ (র) বলেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالشَّكَّ وَالرِّيْبَةَ فَاِنَّ مَنْ مَاتَ عَلٰى شَكٍّ بُعِثَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلٰى يَقِيْنٍ بُعِثَ عَلَيْهِ-

সন্দেহ ও সংশয় হইতে তোমাদের বাঁচিয়া থাকা উচিৎ। কারণ, সন্দেহের উপর যাহার মৃত্যু হইবে তাহাকে সেই অবস্থায়ই পুনরায় জীবিত করা হইবে আর যেই ব্যক্তি ইয়াকীন ও বিশ্বাসের উপর মৃত্যু বরণ করিবে তাহাকে সেই অবস্থায় পুনরায় জীবিত করা হইবে।

সূরা ফাতির

৪৫ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۭ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১. প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই, যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদিগকে, যাহারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ কুরআনের যেখানেই فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْض রহিয়াছে উহার অর্থ হইবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا অর্থাৎ তাঁহার ও নবীগণের মধ্যকার বার্তা বহনের জন্য ফিরিশতাগণকে তিনি দূত বানাইয়াছেন। اُوْلِىْ اَجْنِحَةٍ অর্থাৎ এইজন্য তাহাদিগকে পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে যেন ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার আদিষ্টস্থলে পৌঁছিতে পারে।

مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ তাহাদের কাহাকেও দুই পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও তিন পাখা বিশিষ্ট, কাহাকেও চার পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এবং কাহাকেও তদুর্ধ্ব পাখা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। যেমন হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি মি'রাজের রজনীতে জিব্রাঈল (আ)-কে ছয়শত পাখা বিশিষ্ট দেখিতে পাইয়াছি। উহাদের একটি হইতে অপরটির দূরত্ব ছিল পৃথিবীর পূর্ব দিগন্ত হইতে পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের সমান। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

অর্থাৎ তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চিয় আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর শক্তিমান।

সুদ্দী (র) বলেন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা পাখা সৃষ্টিতে যোগ করেন।

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ইমাম যুহরী ও ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, অর্থাৎ উত্তম কণ্ঠস্বর দান করেন। ইমাম বুখারী 'আদব' অধ্যায়ে ও ইব্ন আবূ হাতিম তাহার তাফসীরে ইমাম যুহরী হইতে ইহা বর্ণনা করেন।

অখ্যাত কিরাআতে فِى الْخَلْقِ এর মধ্যে ح অক্ষর বিশিষ্ট কিরাআত পড়িয়াছেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(٢) مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করিলে কেহ উহা নিবারণ করিতে পারে না। এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তিনি যাহা চাহেন তাহাই হয় এবং যাহা চাহেন না তাহা হয় না। তিনি কিছু দিতে চাহিলে কেহ ঠেকাইতে পারে না ও তিনি কিছু না দিতে চাহিলে কেহ দিতে পারে না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আলী ইব্ন আসিম (র) মুগীরা ইব্ন শু'বার কাতিব (র) বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া (রা) মুগীরা ইব্ন শু'বার (রা)-এর কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে যে হাদীস শুনিয়াছেন, উহা আমাকে লিখিয়া পাঠন। মুগীরা (রা) তখন আমাকে ডাকিয়া লিখাইলেন।

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাত শেষে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ
لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই। সকল রাজ্যই তাঁহার এবং সকল প্রশংসাও তাঁহার প্রাপ্য। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দিতে চাও তাহা কেহ ঠেকাইতে পারে না এবং তুমি যাহা ঠেকাও তাহা কেহ দিতে পারে না। তোমার কাছে কাহারো প্রতিপত্তি কোন ফায়দা দেয় না।

আমি আরও শুনিয়াছি, তিনি তর্ক-বিতর্ক ভিক্ষাবৃত্তি এবং সম্পদ অপচয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত গোর দিতে ও মাতাগণের নাফরমানী করিতে এবং কৃপণতা করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে ওররাদ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন–রাসূলুল্লাহ (সা) যখন রুকু হইতে মাথা তুলিতেন তখন বলিতেন ঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا
شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَللّٰهُمَّ اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ
اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়াছে, তিনি তাহা শুনিয়াছেন। আল্লাহ্, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই প্রশংসায় নভোমণ্ডলী, পৃথিবী ও যাহাকিছু তুমি চাও সকল কিছু পরিপূর্ণ। হে আল্লাহ্! স্তুতি ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দা যাহা কিছু বলিয়াছে, তাহার তুমিই একমাত্র অধিকারী, আমরা সবাই তোমার দাস। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দিবে তাহা ফিরাইবার কেহ নাই, আর তুমি যাহা দিবে না তাহা কেহ দিতে পারিবে না। তোমার সামনে কাহারো প্রতিপত্তি কোন কাজে আসবে না।

আলোচ্য আয়াতের সমার্থক আয়াত হইল ঃ

وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَارَادَّ لِفَضْلِهٖ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট পৌছাইতে চাহেন তবে তিনি ছাড়া কেহই উহা দূর করিতে পারিবে না। আর তিনি তোমাকে কোন কল্যাণ দিতে চাহিলে কেহই আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহ ঠেকাইতে পারিবে না। এই মর্মের বহু আয়াত রহিয়াছে।

ইমাম মালিক (র) বলেন, যখন বৃষ্টি হইত তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন ইহাও আল্লাহ্‌র রহমতের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার বারী বর্ষিত হইয়াছে। অত:পর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করিতেন مَايَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ ...... اَلْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইউনুছ (র)-এর মাধ্যমে ইবন ওহব (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন।

(٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ
غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩. হে মানুষ! তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ্ ব্যতীত কি কোন স্রষ্টা আছে, যে তোমাদিগকে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী হইতে রিযক দান করে? তিনি ব্যতীত তোমাদের ইলাহ্ নাই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিপথে চালিত হইতেছ?

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন এবং একত্ববাদের দিকে যুক্তি সহকারে পথ নির্দেশ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, যেহেতু সৃষ্টি তাঁহারই রিয্‌কও একমাত্র তিনিই সরবরাহ করেন, তাই একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা উচিত। তাই তাঁহার ইবাদতে দেব-দেবী, প্রতিমা কিংবা অন্য কিছুকে শরীক করিবে না। এই কারণে তিনি বলেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

তিনি ছাড়া তো কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কোন্ পথে চলিতেছ? অর্থাৎ এইভাবে দলীল প্রমাণ দিয়া খোলাসা করিয়া বুঝাইবার পরে তোমরা কি করিয়া অন্যদিকে যাইতে পার? আর কিভাবেইবা তোমরা দেব-দেবী, প্রতিমা, ইত্যাদিকে তাঁহার শরীক করিতে পার? আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٤) وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ
تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٥) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ
وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ○

(٦) اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا
مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

৪. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে তোমার পূর্বেও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হইয়াছিল। আল্লাহ্র নিকটই সব কিছু প্রত্যানীত হইবে।

৫. হে মানুষ! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদিগকে কিছুতেই প্রতারিত না করে, এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে তোমাদিগকে।

৬. শয়তান তোমাদিগের শত্রু; সুতরাং তাহাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সে তো তাহার দলবলকে আহ্বান করে কেবল এই জন্য যে, উহারা যেন জাহান্নামী হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলেন ঃ হে মুহাম্মদ (সা)! যদি মুশরিকগণ তোমার উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তুমি যে একত্ববাদের বাণী নিয়া আসিয়াছ উহার যদি বিরোধিতা করে তাহা তোমার ক্ষেত্রে কোন নূতন ব্যাপারে নহে। ইহা তোমার অতীতের নবীদের সুন্নাত ও আদর্শ। তাহারাও এইভাবে মুশরিকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিও উহারা মিথ্যারোপ করিয়াছিল। অথচ তাহারা তোমারই মত দলীল প্রমাণ নিয়া উহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাওহীদের নির্দেশ দিয়াছিলেন।

وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ অর্থাৎ শীঘ্রই আমি তাহাদিগকে যথাবিহিত শাস্তি প্রদান করিব।

يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ অতঃপর আল্লাহ্ বলেন অর্থাৎ হে মানুষ! আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য, নিঃসন্দেহে কিয়ামত ঘটিবে।

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا সুতরাং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে অর্থাৎ অল্লাহর বন্ধু ও রাসূলের অনুসারীদের জন্য প্রতিশ্রুত পারলৌকিক স্থায়ী শান্তির জীবনের তুলনায় নিকৃষ্ট পার্থিব জীবন যেন স্থায়ী জীবন হইতে বিমুখ করিয়া না রাখে। সুখ-শান্তি ও মহাপুরস্কার না হারাও।

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ধোঁকাবাজ যেন তোমাদিগকে ধোঁকায় না ফেলে। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন। ধোঁকাবাজ হইল শয়তান অর্থাৎ শয়তান যেন তোমাদিগকে ফেতনায় জড়াইয়া আল্লাহ্র রাসূলের অনুসরণ ও তাঁহার বাণীর সত্যতা মান্য করা হইতে বিরত না রাখে। কারণ, সে অত্যন্ত ধোঁকাবাজ, মিথ্যুক ও মিথ্যা রটনাকারী।

আলোচ্য আয়াতটি সূরা লোকমানের শেষভাগের নিম্ন আয়াতটির অনুরূপ ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ তোমাদেরকে যেন পার্থিব জীবন প্রতারিত না করে এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে যেন ধোঁকাবাজ ধোঁকা না দেয়।

মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে উক্ত প্রতারক হইল শয়তান। কিয়ামতের দিনে মু'মিনরাও মুনাফিকদিগকে এই শয়তানের প্রতারণার কথা বলিবে। যখন দেয়াল দ্বারা মু'মিন ও মুনাফিকদিগকে পৃথক করা হইবে এবং উহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তর ভাগ রহমতে পূর্ণ থাকিবে ও বহির্ভাগে চলিবে আযাব, তখন মুনাফিকরা মু'মিনগণকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদের সাথী ছিলাম না? মু'মিনরা জবাবে বলিবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই তোমাদিগকে বিষাদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা দ্বিধান্বিত হইয়া ইতস্তত করিতেছিলে ও সন্দিগ্ধ হইয়া মিথ্যা আশার পিছনে ছুটিতেছিলে। তোমাদের মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র ব্যাপারে শয়তান তোমাদিগকে এরূপ ধোঁকায় নিমজ্জিত রাখিয়াছিল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের সহিত ইবলিসের স্থায়ী শত্রুতার কথা বর্ননা করেন। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا অর্থাৎ সে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত প্রতিপক্ষ। তাই তোমাদের চরম শত্রুতা সাধনে তৎপর। তাই তোমরাও তাহার চরম শত্রু হও, প্রচণ্ডভাবে বিরোধীতা কর এবং তোমাদিগকে যে সব ব্যাপারে ধোঁকা দেয়, উহা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যাত কর।

اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُنُوْا مِنْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহার সঙ্গে দলে বলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। ইহাই হইল তাহার প্রকাশ্য শত্রুতার উদ্দেশ্য। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাহাকে পরাভূত করার শক্তি কামনা করিতেছি। আমরা যেন তাহার শত্রুতা ও প্রতারণা সত্ত্বেও আল্লাহ্র কিতাব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করিতে পারি ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা। আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই করার ক্ষমতা রাখেন এবং বান্দার প্রার্থনা দ্রুত কবূল করিতে পারেন।

আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْقُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلاَّ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ
اَمْرِ رَبِّهٖ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰالِمِيْنَ بَدَلاً ـ

যখন আমি ফেরেশতাগণকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করিল ইবলিস ছাড়া। সে ছিল জিন জাতির অন্যতম। তাই সে আল্লাহ্র নাফরমানী করিল। তোমরা তাহাকে ও তাহার সন্তানদিগকে বন্ধু বানাইতেছ আমাকে ছাড়িয়া? অথচ তাহারা তোমাদের দুশমন! যালিমগণের প্রতিফল কতই নিকৃষ্ট।

(٧) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۖ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

(٨) اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ۖ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۖ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝

৭. যাহারা কুফরী করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৮. কাহাকেও যদি তাহার মন্দকর্ম শোভন করিয়া দেখান হয় এবং সে উহাকে উত্তম মনে করে, সেই ব্যক্তি কি তাহার সমান যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব উহাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। উহারা যাহা করে আল্লাহ্ তাহা জানেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক পূর্ববর্তী আয়াতে ইবলিসের অনুসরণ জাহান্নামে পৌঁছাইবে বলিয়া উল্লেখ করার পর এখন জানাইতেছেন যে, অতঃপর যাহারা কুফরী করিবে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। কারণ, তাহারা রহমানুর রহীমের না ফরমানী করিয়াছে এবং শয়তানের আনুগত্য করিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ্ ও রাসূলের উপর ঈমান আনিয়াছে আর নেক কাজ করিয়াছে لَهُمْ مَغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাহাদের যদি কোন গুনাহ্ হয় তবে তিনি তাহা ক্ষমা করিবেন।

وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ যাহা কিছু ভাল কাজ করিয়াছে তাহার জন্য মহাপুরষ্কার দিবেন।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا অর্থাৎ কাফির ফাজিলরা মন্দ কাজ করিয়া মনে করে যে, তাহারা অত্যন্ত সুনিপুণ ও সুন্দর কাজ করিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা করে তাহাকে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ বিভ্রান্তির শিকার হইতে দিয়াছেন। এই কলা-কৌশল কি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে? না, কখনও ইহা তাহার মুক্তির উপায় হইবে না।

فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ যাহার জন্য যে পথ পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন সেই অনুযায়ী যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন।

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ সেই জন্য তুমি আক্ষেপ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নির্ধারিত বিষয়ে প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন সেই পথ ভ্রষ্ট হয়। আর যাহাকে হিদায়ত করেন সেই সৎপথে পরিচালিত হয়। আল্লাহ্ যাহা করেন তাহার জন্য তাহার নিকট পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দলীল প্রমাণ বিদ্যমান। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ। তাহারা যাহা করে তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন।

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন দায়লামী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমরের সহিত দেখা করিলাম। তিনি তখন তায়িফে ওয়াহত নামের একটি বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বলেন-আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকার্য অন্ধকারে সম্পন্ন করেন। অতঃপর সৃষ্ট বস্তুর উপর তাহার নূর হইতে আলো বিকিরণ করেন। সেই নূরের আলো যাহার উপর পড়িয়াছে সে এখন হেদায়েতপ্রাপ্ত হইতেছে এবং নূরের আলো যাহাকে এড়াইয়া গিয়াছে সে আজ বিভ্রান্ত হইতেছে। তাই আমি বলিতেছি, আল্লাহ্ যাহা জানেন তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ কায্ওয়েনী (র) যায়েদ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল (সা) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন-সেই আল্লাহ্র শোকর যিনি বিভ্রান্তি হইতে হিদায়েত দান করেন এবং যাহাকে ভাল মনে করেন তাহাকে বিভ্রান্তির পোষাকে বিমণ্ডিত করেন। এই হাদীস অত্যন্ত গরীব।

(٩) وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○

(١٠) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ؕ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ؕ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَمَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ ○

(١١) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ؕ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا
يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِیْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

৯. আল্লাহ্ বায়ু প্রেরণ করিয়া উহা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। অতঃপর আমি উহা নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। তারপর আমি উহা দ্বারা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান এইরূপেই হইবে।

১০. কেহ মর্যাদা চাহিলে সে জানিয়া রাখুক, সকল মর্যাদা তো আল্লাহ্‌রই। তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণী সমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম উহাকে উন্নীত করে। আর যাহারা মন্দ কার্যের ফন্দী আঁটে, তাহাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি। তাহাদিগের ফন্দী ব্যর্থ হইবেই।

১১. আল্লাহ্ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃত্তিকা হইতে। অতঃপর শুক্রবিন্দু হইতে; অতঃপর তোমাদিগকে করিয়াছেন যুগল। আল্লাহ্‌র অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা তাহার আয়ু হ্রাস করা হয় না, কিন্তু তাহাতো রহিয়াছে 'কিতাবে'। ইহা আল্লাহর জন্য সহজ।

তাফসীর ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ধরণীকে তাঁহার পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারটিকে তিনি কিয়ামতের পুনরুত্থানের উদাহরণ হিসাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। সূরা হজ্জেও তিনি বান্দাগণকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা যেন আমার মেঘমালা পাঠাইয়া বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃতবৎ শুষ্ক পৃথিবীকে সজীব করার ঘটনা হইতে মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থিত করার শিক্ষা গ্রহণ করে। সেভাবে আল্লাহ্ মৃত গাছপালা তৃণ গুল্মকে আবার সজীব সতেজ করেন, ঠিক তেমনি যখন তিনি মানবদেহগুলিকে পুনরুত্থানের ইচ্ছা করেন তখন আরশের নিম্নদেশ হইতে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন। সমস্ত যমীনে বর্ষিত হইবে এবং কবর ফুড়িয়া উদ্ভিদের মতই মানুষগুলি সজীব ও সতেজ হইয়া উত্থিত হইবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর পর শরীরের সকল অংশ মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ ছাড়া গলিয়া পঁচিয়া যাইবে। এবং সেই হাড্ডি হইতে তাহাকে পুনরায় সৃষ্টি করা হইবে।

كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ সূরা হজ্জে আর রযীনের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি প্রশ্ন করেন ইয়া রাসুলাল্লাহ্! মৃতকে কিভাবে আল্লাহ্ জীবিত করিবেন? এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির

মধ্যে উহার উপমা কি? রাসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন–হে আবূ রযীন! যাতায়াতে তোমার সম্প্রদায়ের মৃতপ্রান্তর কি জীবিত হইতে দেখ না? তিনি বলিলেন হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এইভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য লালায়িত তাহার জন্য অপরিহার্য হইল আল্লাহ্র আনুগত্য করা তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক এবং সকল সম্মান প্রতিপত্তির তিনিই অধিকারী। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا-

অর্থাৎ যাহারা মু'মিনগণকে ছাড়িয়া কাফিরগণকে বন্ধু বানায় তাহারা কি উহাদের নিকট ইজ্জত তালাস করিতেছে? তাহা হইলে জানিয়া রাখ, সকল ক্ষমতা আল্লাহ্রই।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ তাহাদের অবমাননাকর কথাবার্তায় তুমি দুঃখিত হইওনা, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ই। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ প্রভাবপ্রতিপত্তি তো আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদের জন্যই কিন্তু মুনাফিকরা তাহা জানে না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যাহারা দেব-দেবীর পূজা করিয়া প্রতিপত্তি পাইতে চায় তাহাদের জানা উচিৎ, নিশ্চয় সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ই।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ যে প্রতিপত্তি চাহে সে যেন আল্লাহর আনুগতের মাধ্যমে তাহা হাসিল করে।

কেহ কেহ বলেন ঃ যদি কেহ জানিতে চায় ইজ্জত কাহার জন্য, তাহার জানা উচিৎ যে, নিশ্চয় সকল ইজ্জতের মালিক আল্লাহ্। ইব্ন জারীর এই অভিমতটি বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

অর্থাৎ যিকর, তিলাওয়াত ও দু'আ তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। এই ব্যাখ্যাটি একাধিক পূর্বসুরী প্রদান করেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল (র) ..... মুখারিক ইব্ন সলীম (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আমাদেরকে বলেন,

আমি যখন তোমাদেরকে কোন হাদীস বলিব তখন তাহার সমর্থনে কুরআন হইতে দলীল পেশ করিব। বর্ণিত আছে, যখন কোন মুসলিম বান্দা "সুবহানাল্লাহে ওয়া বিহামদিহি ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর তাবারাকাল্লাহ" বলে তখন উহা ফেরেশতা লুফিয়া নিয়া নিজের পাখার নীচে রাখে এবং উহাসহ আকাশে চলিয়া যায়। উহা নিয়া যখন সে অগ্রসর হয় তখন সমবেত ফেরেশতগণ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকে। এমনকি উহা লইয়া আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে হাজির হয়। এই হাদীছ বর্ণনার পর আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ তিলাওয়াত করেন ঃ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

পবিত্র কালেমাগুলি তাঁহার নিকট উত্থিত হয় এবং নেককারের আমলও তাহার সমীপে পৌঁছিয়া থাকে।

ইব্ন জারীর আরও বলেন ঃ ইয়াকূব ইব্ন ইবরাহীম (র) .... কা'ব আহবার হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'সুবহানাল্লাহে ওয়াল হামদুলিল্লাহে ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর' বাক্যগুলি আরশের চতুষ্পার্শ্বে গুঞ্জন করিয়া মধুমক্ষিকার ন্যায় যে পাঠ করে তাহার উল্লেখ করিতে থাকে আর নেক কাজগুলি উহার ভাণ্ডারে সন্নিবেশ হয়। কা'ব আল আহবার হইতে ইহা বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। মারফূ' সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্ন নুমাইর (র) .... নূ'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার যথাযোগ্য যিক্রে মশগুল হইয়া তাঁহার তাছবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ করে, উহা ঠিক মধু মক্ষিকার ন্যায় আরশ মুআল্লার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করিয়া পাঠকারীর উল্লেখ করিতে থাকে। তোমাদের কেহ কি ইহা পছন্দ করে না যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বদা তাহার উল্লেখ হইতে থাকুক ? অনুরূপ ইবন মাজা (র) নূ'মান ইব্ন বশীর হইতে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ আর নেক কাজ তাঁহার নিকট নীত হয়।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে বলেন ঃ اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ। অর্থ আল্লাহ্র যিক্র যাহা আল্লাহ্র সমীপে নীত হয় এবং وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ অর্থ ফরজ সমূহ আদায় করা। যে ব্যক্তি ফরজ কাজ আদায় করিতে গিয়া আল্লাহর যিকরে মশগুল হয় উহাই আল্লাহ্র সমীপে পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ফরজ কাজ বাদ দিয়া আল্লাহ্র যিকর করে তাহার যিক্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। কারণ, কালাম হইতে আমল উত্তম।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ নেক আমলকে পবিত্র কালামই আল্লাহর সমীপে পৌঁছাইয়া থাকে।

আবূল আলীয়া, ইকরিমা, ইবরাহীম নাখঈ, যাহ্হাক, সুদ্দী, রবী' ইব্ন আনাস, শাহর ইব্ন হাওশাব (র) এবং আরো অনেকেই অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইয়াস ইবন মুআবিয়া আল কাযী (র) বলেন ঃ নেক আমল ছাড়া পাক কলিমা আল্লাহ্র সমীপে নীত হয় না।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ আমল ছাড়া কোন কালাম কবূল হয় না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ আর যহারা মন্দ কাজের ফন্দী আঁটে।

মুজাহিদ (র) সায়ীদ ইব্ন জুবাইর ও শাহর ইব্ন হাওশাব (র) বলেন ঃ তাহারা হইল রিয়াকার। অর্থাৎ তাহারা লোকজনকে দেখায় যে, তাহারাও নেক আমল করে এবং তাহারা আল্লাহর অনুগত। মূলত তাহারা আল্লাহ্র অবাধ্য নাফরমান। তাহারা আল্লাহ্ ও মানুষকে প্রতারিত করিতে চায়।

وَلَايَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً আর তাহারা সামান্যই আল্লাহ্কে স্মরণ করে।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ উহারা হইল মুশরিক। সঠিক কথা হইল, মুনাফেক, মুশরিক, কাফির সকলের জন্যই আয়াতটি সমানভাবে প্রযোজ্য। তাই স্বাভাবতই মুশরিকগণ উহার অর্ন্তগত। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَكْرُ اُولٰئِكَ هُوَ يَبُوْرُ অর্থাৎ তাহারা ফাসাদ করে, নষ্ট করে এবং শীঘ্রই তাহাদের নীচতা প্রকাশ পাইবে জ্ঞানীদের সামনে। তাহারা যাহা গোপন করে আল্লাহ তাহা প্রকাশ করিয়া দেন তাহাদের চেহারায় কথায় ও কাজে। আর যদি কেহ কোন কিছু অন্তরে গোপন রাখে আল্লাহ্ সেই অনুযায়ী তাহার বাহ্যিক আমল প্রকাশ করাইয়া দেন। তাহা ভাল হইলে ভাল আর মন্দ হইলে মন্দ। রিয়াকারের কার্যকলাপ নির্বোধ ছাড়া কাহারও উপর প্রভাব ফেলিতে পারে না। অপর দিকে সূক্ষ্মদর্শী মু'মিনগণ উহা গ্রহণ করে না। কারণ, গায়েবের মালিক আল্লাহ্ অচিরেই তাহাদের সামনে তাহাদের প্রতারণা উদঘাটিত করিয়া দেন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ অর্থাৎ মানরজাতির আদি পুরুষ আদমকে (আ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মানব সৃষ্টির যাত্রা শুরু করেন। অতঃপর তিনি তাহার বংশধর সৃষ্টি করেন বীর্য দ্বারা। ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ পুরুষ ও নারী রূপে। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা যে, তিনি নিঃসঙ্গ পুরুষকে সঙ্গদান ও কর্মক্লান্ত পুরুষের চিত্তবিনোদনের জন্য নারী সৃষ্টি করিয়া বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জুটি বাঁধার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَاتَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَاتَضَعُ اِلاَّ بِعِلْمِهٖ অর্থাৎ কখন নারী গর্ভবতী হয়, কখন প্রসব করে তাহা সবই আল্লাহ্ জানেন। কোন কিছুই তাহার নিকট গোপন থাকে না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَّلَارَطْبٍ وَّلَايَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ۔

অর্থাৎ এমন কোন পাতা ঝরিয়া পড়ে না যাহা আল্লাহ্ জানেন না। আর না পৃথিবীর আঁধার গর্ভে এমন কোন দানা রহিয়াছে, না কোন সজীব বস্তু, না কোন শুষ্ক বস্তু সুস্পষ্টভাবে কিতাবে লিপিবদ্ধ নহে।

প্রাসংগিক আয়াত اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এর সবিস্তার বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ۔

কোন দীর্ঘজীবির দীর্ঘজীবন ও স্বল্পায়ু ব্যক্তির আয়ু হ্রাস কিতাবে লিপিবদ্ধতার বাহিরে ঘটে না। অর্থাৎ কাহারও আয়ু দীর্ঘ বা হ্রস্ব হওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ্ পাকের আদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

وَ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ বাক্যাংশের 'হু' সর্বনামটি ব্যক্তি সত্তার স্থলাভিষিক্ত নহে, জাতি সত্তার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। কারণ, আল্লাহ্র আদিগ্রন্থে যাহার দীর্ঘ জীবন লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আয়ু হ্রাস পাইতে পারে না। ইব্ন জারীর (র) ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলেন ঃ যেমন কেহ বলিল, আমার কাছে এক গজ কাপড় ও উহার অর্ধেক আছে। এখানে উহার বলিতে অন্য এক গজ কাপড়ের অর্ধেক বুঝানো হইয়াছে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য তাঁহার আদি গ্রন্থে দীর্ঘ জীবন নির্ধারণ করিয়াছেন সে উহা পূর্ণ না করিয়া মারা যাইবে না এবং যাহার জন্য তিনি উহার স্বল্পায়ু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সে সেই আয়ু প্রাপ্তির ক্ষণেই মৃত্যুবরণ করিবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র জন্য এই নির্ধারণ অতি সহজ কাজ।

যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) এবং আবদুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন (র) আসলাম তাহার পিতা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পূর্ণ না করিয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে সন্তান গর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হয়। আব্দুর রহমান (র) তাহার তাফসীরে লিখেন ঃ লোকেরা কি দেখিতে পায় না যে, কেহ শতবর্ষ পূর্ণ করিয়া মারা যায় আর কেহ গর্ভ হইতে জন্মলগ্নেই মারা যায়। আলোচ্য আয়াতে এই সব কথাই বলা হইয়াছে।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ যাহাদের কম বয়সের কথা বলা হইয়াছে তাহারা হইল ষাটের কম বয়সে মারা যাওয়ার লোক।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আসিতেই তাহার বয়স নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ সকল সৃষ্টিকে একই বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন না। এক একজনকে এক এক বয়স দিয়া সৃষ্টি করেন। কাহারও বেশী, কাহারও কম। এই নির্ধারণ কিতাবে প্রত্যেকের জন্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রত্যেকে উহা পূর্ণ করিয়া মারা যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ অর্থাৎ লিপিবদ্ধ মৃত্যুক্ষণ এবং وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ অর্থাৎ কিছু কিছু করিয়া ঘন্টায় ঘণ্টায় দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে ও বছরে বছরে আয়ু কমিতে থাকা। পূর্ণ আয়ুর খবর তো কেবল আল্লাহ্রই কাছে লেখা আছে।

এই বর্ণনাটি ইব্ন জারীর (র) আবূ মালিক (র) হইতে উদ্ধৃত করেন। সুদ্দী ও আতা খোরাসানী (র) এই মতই পোষণ করেন। ইব্ন জারীর (র) অবশ্য প্রথমোক্ত মত পছন্দ করিয়াছেন। উহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম নাসায়ী (র) বলেন ঃ আহমদ ইব্ন ইয়াহয়া (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছে, যদি কেহ তাহার রুযী বৃদ্ধি হইলে খুশী হয় ও আয়ু বৃদ্ধি কামনা করে সে যেন আতিথেয়তার হক আদায় করে। বুখারী ও মুসলিমে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইউনুস ইব্ন ইয়ালা হইতে আবূ দাউদ (র) ইহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ কাহারও নির্ধারিত মৃত্যুক্ষণ বিলম্বিত করেন না। নেক সন্তান লালন দ্বারা তাদের কৃত দোয়ার যে সুফল সে পায় তাহা কবরের জীবনে পাইয়া থাকে। আয়ু বৃদ্ধির অর্থ ইহাই।

আল্লাহ্ বলেন اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ এই কাজ তাহার জন্য খুবই সহজ। কারণ, সমগ্র সৃষ্টির আদি অন্তের সব কিছুর জ্ঞান তাহার সবিস্তারে বিদ্যমান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারও তাহার জ্ঞানের অগোচরে নহে।

(١٢) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۗ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○

১২. দরিয়া দুইটি এক রূপ নহে–একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশ্‌ত আহার কর। এবং অলংকার যাহা তোমরা পরিধান কর এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং উহার বুক চিরিয়া নৌযান চলাচল করে যাহাত তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতে সৃষ্ট বিচিত্র সৃষ্টির মধ্য হইতে তিনি উদাহরণ স্বরূপ এমন দুইটি জলপথের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার একটি হইল ছোট বড় নদী-নালা যাহা জনপদকে সজীব রাখার জন্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শহরে, বন্দরে ও গ্রামে-গঞ্জে মানুষের পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে। এইগুলির পানি হয় সুমিষ্ট সুপেয়। পক্ষান্তরে দেশের বর্হিভাগে রত্নগর্ভ উপসাগর ও মহাসাগর অবস্থান করে যাহার বুকে বড় জাহাজ বিচরণ করিয়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে। উহার পানি থাকে লোনা ও খার।

هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ অর্থাৎ লোনা ও খর।

وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا প্রত্যেকটি হইতে তোমরা তাজা গোশত আহার কর অর্থাৎ মৎস্য ভক্ষণ কর। وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا এবং তোমরা আহরণ কর অলংকার রত্নাবলী যাহা তোমরা পরিধান কর।

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ - فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

অর্থাৎ উভয়টি হইতে মণি-মুক্তা ও মারজান পাথর নির্গত হয়। অতএব তোমাদের প্রভুর কোন নি'আমতকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পার?

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ অর্থাৎ জাহাজগুলিকে তোমরা দেখিতে পাও যে, উহার বুক চিরিয়া, পানি কাটিয়া অগ্রসর হয় এবং অগ্রভাগ দ্রুঞ্চুর মত ও অবয়ব অনেকটা পাখীর মত।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাওয়া জাহাজগুলিকে পরিচালিত করে। এবং বিরাট জাহাজ ছাড়া হাওয়াকে নাড়াইতে পার না।

لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ বন্দর হইতে বন্দরে ও একদেশ হইতে অপর দেশে মালামাল আনা নেওয়ার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করিয়া থাক।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌পাক তোমাদের জন্য তাহার সৃষ্ট সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তোমরা উহার ব্যবহার ও যথা ইচ্ছা তথায় গমনাগমন করিতে পার। ইহাতে তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করিবে। ইহা ছাড়াও আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামতের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

(١٣) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ
وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝
(١٤) اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ
وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝

১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করান রাত্রিতে; তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে করিয়াছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁহারই এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা তো খেঁজুরের আঁটির আবরণেরও অধিকারী নহে।

১৪. তোমরা তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারা তোমাদিগের আহ্বান শুনিবে না, শুনিলেও তোমাদিগের আহ্বানে সাড়া দিবে না। তোমরা তাহাদিগকে যে শরীক করিয়াছ তাহা উহারা কিয়ামতের দিনে অস্বীকার করিবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করিতে পারে না।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ কুদরত ও বিশাল প্রতিপত্তির নিদর্শন। যথা রাত্রিকে আঁধারপূর্ণ ও দিনকে আলোকিত করা, কখনও রাত্রি ছোট ও দিন বড়, আবার কোন সময় সমান সমান ইত্যাদি।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন অর্থাৎ চলমান নক্ষত্রমণ্ডলী ও স্থায়ী উজ্জ্বল নক্ষত্র তাহাদের কক্ষপথে আলোকময় অবয়ব নিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মহাশূন্যে বিচরণ করিতেছে। ইহা সবই ঘটিতেছে একমাত্র মহা প্রতাপান্বিত বিধান দাতা ও নির্ধারণকর্তার নির্ধারিত নিয়ম নীতিতে।

كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ কিয়ামত পর্যন্ত এইভাবে চলিবে। অর্থাৎ এই সব যিনি করিয়াছেন তিনিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক ইলাহ নাই, আল্লাহ্ ছাড়া যাহাদিগকে তোমরা ডাক।

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ প্রতিমা ও তোমাদের কল্পিত প্রভুত্বের অংশীদারগণ যথা ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি।

مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তাহারা তো খেজুরের বিচির উপর হালকা বাকলটুকুর মত নগণ্যতম বস্তুরও মালিক নহে। এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমাহ, আতা, আতিয়া আওফী হাসান ও কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ।

اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ আল্লাহ্ ছাড়া যে সব মনগড়া প্রভুকে তোমরা ডাক তাহারা তোমাদের ডাক শোনে না। কারণ, তাহারা নিষ্প্রাণ জড় বস্তু।

وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ যদি তাহারা শুনিতে পাইত, তথাপি তাহারা তোমাদের প্রার্থিত বস্তুর কোন কিছুই দিতে পারিত না।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের সহিত তাহারা সম্পর্কই অস্বীকার করিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ ۔ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য প্রভুকে ডাকিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের ডাকে সাড়া দিবে না। তাহাদের ডাকাডাকি হইতে উহারা উদাসীন। হাশরের দিন যখন সকল মানুষকে সমবেত করা হইবে তখন উহারা উপাসক দের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে এবং উহারা তাহাদের সকল উপাসনা অস্বীকার করিবে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র আরও বলেন ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا كَلاَّ سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ
وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۔

অর্থাৎ তাহারা অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করে যেন তাহারা তাহাদের জন্য সহায়ক হয়। কখনও নহে; শীঘ্রই উহারা উপাসকদের উপাসনা অস্বীকার করিবে, এবং তাহাদের পরিপন্থী হইবে।

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ অর্থাৎ তোমাকে কার্যসমূহের ভাবী পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সর্বজ্ঞ সত্তার মত কেহই ওয়াকেবহাল করিতে পারিবে না।

কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ স্বয়ং আল্লাহ্ ব্যতীত সঠিক সংবাদ কাহারও পক্ষে প্রদান করা সম্ভব নহে।

(١٥) يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيْدُ ○

(١٦) اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ○

(١٧) وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ○

(١٨) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى
حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۚ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا
يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

১৫. হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী; কিন্তু আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ও প্রশংসার্হ।

১৬. তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে অপসৃত করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি আনয়ন করিতে পারেন।

১৭. ইহা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নহে।

১৮. কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করিবে না; কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাহাকেও ভার বহন করিতে আহ্বান করে, তবে উহার কিছুই বহন করা হইবে না। এমনকি নিকটাত্মীয় হইলেও। তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে

পার যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে ও সালাত কায়েম করে। যে ব্যক্তি নিজকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্রই নিকট।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার সার্বিক অমুখাপেক্ষিতা ও সৃষ্টির তাঁহার কাছে সার্বিক মুখাপেক্ষিতার দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কারণ, তিনি কাহারও কাছে কিছু চাহেন না। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি তাঁহার সাহায্যের ভিখারী। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ يَـاَيُّـهَا النَّـاسُ اَنْـتُـمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ও কার্যকলাপে আল্লাহর সাহায্যের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ কোন ব্যাপারেই কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। কারণ, তিনি অভাব মুক্ত।

وَاللّٰهُ هُـوَ الْغَـنِـىُّ الْحَـمِـيْـدُ অর্থাৎ অভাবমুক্ত একমাত্র তিনিই এবং এই ব্যাপারে তাঁহার কোন সমকক্ষ নাই। আর তিনি যাহা কিছু করেন, যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু নির্ধারণ করেন এবং যাহা কিছু বিধি-বিধান দেন, সকল কিছুর জন্যই তিনি প্রশংসনীয়।

اِنْ يَّـشَـاْ يُـذْهِـبْـكُـمْ وَيَـاْتِ بِـخَـلْـقٍ جَـدِيْـدٍ অর্থাৎ হে মানব! যদি তিনি চাহেন তো তোমাদিগকে অপসৃত করিবেন এবং অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন। ইহা তাঁহার জন্য আদৌ কঠিন কাজ নহে।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِـعَـزِيْـزٍ অর্থাৎ ইহা তাঁহার জন্য মোটেই বড় কাজ নহে।

لَاتَـزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কেহ অন্য কাহারও পাপের বোঝা বহন করিবেনা।

وَاِنْ تَـدْعُ مُـثْـقَـلَـةٌ اِلٰى حِـمْـلِـهَا অর্থাৎ সেদিন যদি কাহাকেও বোঝা কিংবা উহার অংশ বিশেষ বহন করিবার জন্য ডাকাডাকি কর তাহাতে ফল হইবে না, এবং কেহই আগাইয়া আসিবে না।

لَايُـحْـمَـلْ مِـنْـهُ شَىْءٌ وَّلَـوْكَـانَ ذَاقُـرْبٰى অর্থাৎ এমনকি নিকটাত্মীয় হইলেও উহা হইতে কিছুমাত্রও বহন করা হইবে না। মা-বাপ, সন্তান-সন্ততিও আগাইবে না। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবনায় মশগুল থাকিবে।

وَاِنْ تَـدْعُ مُـثْـقَـلَـةٌ اِلٰى حِـمْـلِـهَا আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইকরিমা (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিনেও প্রতিবেশীরা পরস্পরের পাশাপাশি অবস্থান করিবে। তখন কাফির প্রতিবেশী মু'মিন প্রতিবেশীকে বলিবে, হে মু'মিন। আমি তো তোমাকে চিনি। পৃথিবীতে আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি। এখন আমার এই বিপদের দিনে তুমি সাহায্য কর। তাই মু'মিন পরোয়ারদেগারের দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। কিন্তু পরোয়ারদেগার উহা প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং কাফিরকে সেখান হইতে

নিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন। তেমনি সেদিন পিতাও সন্তানদের সাথে অবস্থান করিবে। ফলে পিতা বলিবে, হে আমার পুত্র! আমি তোমার জন্য কত কিছু করিয়াছি। আজ আমি বিপদে পড়িয়াছি। তোমার সামান্য পুণ্য আমাকে দিলে বিপদমুক্ত হইতে পারি। পুত্র জবাব দিবে, হে আমার পিতা! আপনার দাবী অতি নগণ্য এবং উহা দেওয়াও খুব সহজ। কিন্তু আজ আমিও আপনার মত ভয় পাইতেছি। তাই আপনার চাহিদা পূরণের ক্ষমতা আমার নাই। তেমনি স্বামী-স্ত্রীও কাছাকাছি অবস্থান করিবে এবং স্বামী-স্ত্রীকে পার্থিব জীবনের ভালবাসা ও আদর যত্নের কথা স্মরণ করাইয়া শুধু একটি মাত্র পুণ্যের দাবী করিয়া প্রত্যাখাত হইবে। পিতাকে পুত্র যেরূপ জবাব দিবে, সেও স্বামীকে তদ্রূপ জবাব দিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ۔

অর্থাৎ সেদিন পিতা পুত্র হইতে সাহায্য পাইবে না এবং পুত্র পিতা হইতে কোনই সুফল পাইবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۔

অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকে নিজ ভাই, মা, বাপ, কন্যা ও পুত্র হইতে ভাগিয়া যাইবে। তাহাদের প্রত্যেকেই সেদিন নিজ নিজ অবস্থা নিয়া মশগুল থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইকরিমা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۔

অর্থাৎ তুমি যাহা নিয়া আবির্ভূত হইয়াছ উহা হইতে শুধু সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী লোকগণই শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আল্লাহ্র নির্দেশাবলী মানিয়া চলে।

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ অর্থাৎ যাহারা নেক কাজ করিল উহার সুফল দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে।

وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন ও আশ্রয়স্থল একমাত্র আল্লাহ্। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। শীঘ্রই তিনি সকল আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের প্রতিদান দিবেন। যে ভাল করিবে সে ভাল ফল পাইবে এবং যে মন্দ কাজ করিবে সে মন্দ ফল পাইবে।

(١٩) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ○

(٢٠) وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ○

(٢١) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ○

(٢٢) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ○

(٢٣) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ○

(٢٤) إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيْهَا نَذِيْرٌ ○

(٢٥) وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ○

(٢٦) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

১৯. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান,

২০. অন্ধকার ও আলো,

২১. ছায়া ও রৌদ্র,

২২. সমান নহে জীবিত ও মৃত। আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাইতে সমর্থ হইবে না যাহারা কবরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে।

২৩. তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

২৪. আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছি সু-সংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নাই যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নাই।

২৫. ইহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তবে ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণও তো মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। তাহাদের নিকট আসিয়াছিল তাহাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।

২৬. অতঃপর আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। কী ভয়ংকর আমার শাস্তি।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য সুস্পষ্ট রূপে বুঝাইবার জন্য পরস্পর বিপরীত অবস্থার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করিয়াছেন। যেমন অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত কখনও সমান হইতে পারে না; ঠিক তেমনি মু'মিনরা হইল জীবিত ও কাফিররা হইল মৃত। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

اَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি জীবিত করিয়াছি এবং তাহার জন্য আলো প্রদান করিয়াছি যাহার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে, সে কি তাহার সমান হইতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারে রহিয়াছে; যাহা হইতে সে উদ্ধার হওয়ার নহে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ؟

অর্থাৎ দুই দলের উদাহরণ দেখ; একদল অন্ধ ও বধির, অপর দলটি চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। দল দুইটি কি সমান?

সুতরাং মু'মিন হইল চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। সে দুনিয়ার আলোর অধিকারী হইয়া সোজা পথে চলিতে পারে। অত:পর পরকালে জান্নাতেও ছায়াঘেরা নহর বিশিষ্ট শান্তিময় পরিবেশে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে কাফির হইল অন্ধ ও বধির। অন্ধকারে পথ চলিয়া বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। সে দুনিয়ায় ভ্রান্ত পথে উদভ্রান্তের মত ছুটিয়া বেড়ায়। ফলে আখেরাতেও উত্তাপ ও আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। শীতলতার শান্তি হইতে সে চিরবঞ্চিত থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে দলীল প্রমাণ শুনার, গ্রহণ করার ও উহা মানিয়া চলার পথ নির্দেশ করেন।

وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ মৃত ব্যক্তিরা কবরস্থ হওয়ার পর যেমন তাহার কোন কল্যাণ করার সুযোগ থাকে না, তেমনি কাফিররাও কবরস্থ মৃতের মত কোন কল্যাণ গ্রহণ করিতে পারে না। ঠিক একই অবস্থা মুশরিকগণের। পাপাচার তাহাদের

জন্য নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। তাই হিদায়েত গ্রহণের ক্ষমতাই তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে।

إِنْ أَنْتَ إِلاَّ نَذِيْرٌ অর্থাৎ তোমার কাজ শুধু তাবলীগ করা ও সতর্ক করা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ দেখাইবেন। আর যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত রাখিবেন।

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ তুমি মু'মিনদের জন্য সুসংবাদাতা ও কাফিরদের জন্য সতর্ককারী।

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ অর্থাৎ বনী আদমের এমন কোন জাতি নাই যাহার নিকট আমি সতর্ককারী পাঠাই নাই। এইভাবে আমি তাহাদের অজুহাত পেশ করার পথ বন্ধ করিতেছি।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তুমি সতর্ককারী এবং প্রত্যেক জাতির জন্য পথ নির্দেশক রহিয়াছে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ۔

অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে রাসূল পাঠাইয়াছি (এই বাণী নিয়া যে) আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাগুত বর্জন কর। তাহাদের একদলকে আল্লাহ্ হেদায়েত দান করিয়াছেন আর অপর দলের জন্য বিভ্রান্তি সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বহু আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔

অর্থাৎ প্রকাশ্য মু'জিযা ও অখণ্ডনীয় দলীল-প্রমাণসহ ইতিপূর্বে যে সকল রাসূল আসিয়াছিলেন তাহাদিগকেও একদল লোক তোমার মতই মিথ্যাচারী আখ্যা দিয়েছিল।

وَبِالزُّبُرِ অর্থাৎ কিতাবসমূহ সহকারে।

وَالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ অর্থাৎ সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল গ্রন্থ সহকারে।

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও তাহারা রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান করিল। ফলে আমি শাস্তি ও লাঞ্ছনাকর জীবন দিয়া তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম।

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অর্থাৎ দেখিলে তো কত ভয়াবহ আমার শাস্তি!

(٢٧) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ؕ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○

(٢٨) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ○

২৭. তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র ধরনের ফলমূল উদগত করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ–শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো।

২৮. এইভাবে রঙ বেরঙের মানুষ জন্তু ও আন'আম রহিয়াছে। আল্লাহ্র বান্দাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অসীম কুদরতের কথা স্মরণ করাইয়া বান্দাগণকে সতর্ক করিতেছেন। একই পানি হইতে তিনি বিচিত্র ধরনের নানা রং বেরংয়ের বস্তু ও জীব সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা অবশ্যই জ্ঞানীগণকে ভাবাইয়া তুলিবে ও সন্ত্রস্ত করিবে। একই পানি হইতে তিনি সবুজ, হলুদ, লাল ও সাদা ইত্যাকার কত রঙের ফল-ফসল সৃষ্টি করেন এবং উহার স্বাদ, ঘ্রাণ ও কল্যাণকারী বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَفِىْ الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَّ جَنَّاتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ زَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۔

অর্থাৎ পাশাপাশি ভূখণ্ডগুলি বিভিন্ন বাগিচা আঙ্গুর, শস্য, খর্জুর বিভিন্ন শ্রেণীর ও একই শ্রেণীর; একই পানি দ্বারা উহা সিঞ্চিত। অথচ আমি একটির উপর অপরটির মর্যাদা দিয়াছি আহার্য হিসেবে; নিশ্চয় ইহাতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا۔

অর্থাৎ তিনি নানা রংয়ের পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখা যায়, কতক সাদা, কতক লাল, কতক কালো এবং উহার মধ্যকার পথগুলো অনুরূপ বিচিত্র রঙের হইয়া থাকে।

جدد হইল جدة এর বহু বচন। অর্থাৎ বহু বিচিত্র বর্ণের।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে جدد দ্বারা বিচিত্র গিরিপথের কথা বুঝানো হইয়াছে।

আবূ মালিক, আতা খোরাসানী, কাতাদাহ্ এবং সুদ্দী (র) ও অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ غرابيب অর্থাৎ ঘনকৃষ্ণ লম্বা পাহাড়। আবূ মালিক (র) আতা খোরাসানী এবং কাতাদাহ (র)·অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবগণ যখন কোন কাল বস্তুকে গাঢ় বুঝাইতে চাহে, তখন বলেন اسود غربيب অত্যধিক কাল বস্তু।

এই জন্যই একদল তাফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, ইহাতে শব্দ প্রয়োগ আগ-পিছ করা হইয়াছে। অর্থাৎ سود غرابيب এর স্থলে غرابيب سود বলা হইয়াছে। অবশ্য এই মতটি প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ كَذَالِكَ۔

অর্থাৎ এইভাবেই জীব জগতের মানুষ ও জীবজন্তু রং বেরং রহিয়াছে। পৃথিবীর বুকে যাহা বিচরণ করে উহাকেই دواب বলা হয়। انعام। শব্দ এর পূর্বে উল্লেখ করায় ইহা খাছকে আম এর উপর আতফ করা হইয়াছে। মোট কথা মানুষ ও এইসব জীব-জন্তু রঙ-বেরঙের নানা শ্রেণীর হইয়া থাকে। মানুষের ভিতর হাবশী ও বার্বার জাতি অত্যন্ত কালো এবং রোমানরা একবারে সাদা। আরবীয়ানরা মধ্যম রংয়ের। আর ভারতীয় ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট ইত্যাদি। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاخْتَلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْعٰلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ তোমাদের ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্যের ভিতর শিক্ষিতদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে।

এইভাবে জীব-জন্তুর বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ ছাড়াও একই শ্রেণীর বিভিন্ন রঙ। এমন কি একই জীবের মধ্যেও বিভিন্ন রঙ দেখা যায়। পবিত্র ও মহান সেই সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

হাফিজ আবূ বকর আল বাযযার তাঁহার 'মুসনাদে' বলেন ঃ যায়ল ইব্‌ন যাইল (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি নবী পাক (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিল–আপনার প্রভু কি রঙ লাগান? রাসূল (সা) জবাব দিলেন–হাঁ, তিনি এমন

লাল, হলুদ ও সাদা রঙ লাগান যাহা হ্রাস করা যায় না। হাদীসটি মুরসাল ও মওকুফ উভয় রূপেই বর্ণিত। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।)

এই কারণেই আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলেন ঃ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্কে ভয় করার সঠিক হক আদায় করে উলামারা যাহারা আল্লাহ্র পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কারণ, আলিম ও আবিদগণ আল্লাহ্র উত্তম নাম সমূহ ও গুণাবলী এবং অসীম কুদরত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ও উহার সহিত পূর্ণরূপে পরিচিত। তাই তাহাদের খোদাভীতিও তদনুরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উহা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক হইয়া দেখা দেয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ। অর্থাৎ যাহারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল কিছুর উপর শক্তিমান। ইব্ন লহীআ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ বান্দাগণের ভিতর আল্লাহ্র আলিম সেই ব্যক্তি, যে শির্ক করে না, হালালকে হালাল জানে, হারামকে হারাম জানে, তাঁহার উপদেশ পালন করে, তাহার সহিত সাক্ষাত হওয়া ও আমলের হিসাব-নিকাশ লওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। সায়ীদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন ঃ খোদাভীতি তোমার ও আল্লাহর নাফরমানীর মধ্যকার দেওয়াল বা অন্তরায়কে বলা হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলিম তাহাকে বলা হয়, যে লোক রাহমানুর রাহীমকে না দেখিয়া ভয় করে এবং আল্লাহ্ যাহা পছন্দ করে তাহাই সে পছন্দ করে ও আল্লাহ্ যাহা অপছন্দ করে তাহা সে বর্জন করে। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ অধিক হাদীস জানার নাম ইলম নহে। ইলম বলে অত্যধিক খোদাভীতিকে। আহমদ ইব্ন সালিহ (র) ইব্ন ওহব (র) সূত্রে মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ বহু হাদীস বর্ণানকারীকে আলিম বলা হয় না, ইলম হইল নূর যাহা আল্লাহ্ মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন।

আহমদ ইব্ন সালিহ আল মিসরী বলেন, বহু হাদীস বর্ণনা করিলেই খোদাভীতি সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ্ যে ইলম ফরয করিয়াছেন উহা হইল আল্লাহ্ আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ সাহাবায়ে কিরামের আছার ও পরবর্তী আয়েম্মায়ে মুসলেমীনের মতামত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া, অবশ্য এইগুলি রিওয়ায়েতের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আর তিনি যে নূর বানাইয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে, ইলম এমন একটি আলো, যা দ্বারা সেই গুলি জানা ও বুঝা যায়। আবূ হাইয়ান-এর সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলিম তিন প্রকারের (১) আল্লাহ্র বিধি নিষেধসহ আল্লাহ্কে জানার আলিম (২) আল্লাহ্র বিধি-বিধান ছাড়া আল্লাহ্কে জানার আলিম (৩) আল্লাহ্কে জানা ছাড়া আল্লাহ্র বিধি-বিধান জানার আলিম। প্রথম শ্রেণীর আলিমই আল্লাহ্কে ভয় করে এবং

সে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে। দ্বিতীয় শ্রেণীর আলিম আল্লাহ্কে ভয় করে বটে কিন্তু আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে না। তৃতীয় শ্রেণীর আলিম আল্লাহর বিধি-নিষেধের সীমারেখা জানে বটে, কিন্তু আল্লাহ্কে ভয় করে না।

(٢٩) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ○

(٣٠) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

২৯. যাহারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারাই আশা করিতে পারে তাহাদিগের এমন ব্যবসায়ের, যাহার ক্ষয় নাই।

৩০. এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাহাদিগের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে আরও বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে এই সংবাদ দিতেছেন, যাহারা আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে, তাহার উপর ঈমান রাখে, উহার আদেশ নিষেধসমূহ পালন করে, সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত রুযী হইতে শরীয়তের নির্দেশিত সময়ে দিনে ও রাতে দান করে তাহারাই يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে অবশ্যই সুফল লাভের নিশ্চিত আশা করিতে পারে।

এই তাফসীরের শুরুতেই আমরা ফাযাইলুল কুরআন আলোচনা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছি। সেদিন কুরআন তাহার পাঠককে বলিবে, প্রত্যেক ব্যবসায়ী তাহার নিজ নিজ ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছে এবং তুমি আজ সকল ব্যবসায়ের পেছনে রহিয়াছ।

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ তাহাদের নেক আমলের যথাযথ সুফল দেওয়ার পর নিজ অনুগ্রহে বহুগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

إِنَّهُ غَفُوْرٌ। অর্থাৎ তিনি তাহাদের গোনাহের জন্য ক্ষমাশীল شَكُوْرٌ অল্প আমলেও বিনিময় দানকারী। কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ মুতাররিফ (র) যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন, তখন বলিতেন—এই আয়াত তিলাওয়াতকারীদের জন্য। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন তখন তিনি তাহার জন্য সাত প্রকার কল্যাণপ্রদ আমল সংযোগ করেন, যাহা সে করে নাই। পক্ষান্তরে তিনি যাহার উপর

অসন্তুষ্ট হন তাহার আমলের সহিত সাত প্রকার অকল্যাণকর আমল যোগ করেন যাহা সে করে নাই। হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

(৩১) وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

৩১. আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের সমস্ত কিছু জানেন ও দেখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ وَالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার নিকট যে কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ তোমার পূর্বে যে সব কিতাব রহিয়াছে ইহা উহার সত্যতা বর্ণনা করে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থ মহান প্রতিপালকের তরফ হইতে অবতীর্ণ।

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তিনি তাহাদের সকলের খবর রাখেন এবং কাহাকে কাহাদের উপর মর্যাদা দিতে হইবে তাহা তিনি বুঝেন। সুতরাং তিনি নবী ও রাসূলগণকে অন্যান্য সকল মানুষের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন। তেমনি একদল নবীকেও তিনি অন্য দলের উপর মর্যাদা দান করিয়াছেন এবং একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। অবশেষে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাহাদের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন।

(৩২) ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ؕ○

৩২. অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদিগের মধ্যে তাহাদিগকে যাহাদিগকে আমি মনোনীত করিয়াছি। তবে তাহাদিগের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহ্র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী, ইহাই মহাঅনুগ্রহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর আমি পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থনকারী এই শ্রেষ্ঠ কিতাবের ধারক ও বাহকগণকে আমার বান্দাদের ভিতর হইতে তাহাদিগকে পছন্দ করিয়াছি। তারপর তাহাদিগকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি।

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ অর্থাৎ তাহাদের একদল কোন কোন ফরয কাজে ত্রুটি করিল এবং কোন কোন হারাম কাজে জড়াইয়া পড়িল।

وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ অর্থাৎ অপর দল ফরযগুলি আদায় করিল ও হারমসমূহ বর্জন করিল। কিন্তু তাহারা বেশ কিছু মুস্তাহাব ছাড়িয়া দিল ও বেশ কিছু মাকরূহ কাজ সম্পন্ন করিল।

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তৃতীয় দলটি ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আদায় করিল এবং হারাম ও মাকরূহ কার্যাবলী বর্জন করিল। এমন কি অনেক মোবাহ্ কাজও বর্জন করিল।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। এবং তাহাদিগকে পূর্ববর্তী সকল কিতাবের উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন। তাই তাহাদের মধ্যকার অত্যাচারীগণকে তিনি ক্ষমা করিবেন। তেমনি মধ্যপন্থীগণকে তিনি হিসাব-নিকাশ সহজ করিবেন। আর অগ্রগামী দলকে তিনি বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করিবেন।

আবুল কাসিম তিবরানী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন উসমান ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন মুআবিয়া (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলেন ঃ আমার শাফাআত আমার উম্মতের কবীরা গুনাহে লিপ্তদের জন্য।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কল্যাণের পথে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। আর মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আল্লাহ্‌র রহমতে বেহেশতে যাইবে। তাহা ছাড়া অত্যাচারী দল ও আ'রাফবাসী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শাফাআতে বেহেশতে যাইবে। পূর্ববর্তীদের একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন ঃ অত্যাচারী ও পাপাচারী মুসলমানরাও আল্লাহ্‌র মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত, যদিও তাহাদের মধ্যে ত্রুটি বিচ্যুতি বিদ্যমান। অন্যান্যরা বলেন ঃ পাপাচারী মুসলমান উম্মতে মুহাম্মদী (সা) এর দলভুক্ত নহে। অনুরূপ তাহারা আল্লাহ্‌র মনোনীত দলের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহেরও উত্তরাধিকারী নহে।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ..... ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। নিজের উপর অত্যাচারী, পাপাচারীরা হইল কাফির। ইকরিমা (র) হইতে ইহা বর্ণিত এবং ইহা তাহার অভিমতও বটে।

আবূ নজীহ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন, নিজের উপর অত্যাচারী তাহারা হইল বাম হাতে আমলনামা প্রাপ্তব্য ব্যক্তিগণ।

যায়েদ ইব্ন আসলাম, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ উহারা হইল মুনাফিক সম্প্রদায়।

অবশেষে ইব্ন আব্বাস, হাসান ও কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ উপরোক্ত তিন ধরনের উম্মত মূলত: সূরা ওয়াকেয়ার শুরু ও শেষে উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকজনই। সঠিক কথা এই যে, উক্ত আত্ম অত্যাচারীগণ এই উম্মতেরই অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন জারীর (র) এই মতই পছন্দ করিয়াছেন। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে উহাই বুঝা যায়। ইহার সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস একটি অপরটিকে শক্তিশালী করিয়াছে। আমরা ইনশাআল্লাহ্ সেইগুলি এক্ষণে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট হইব।

প্রথম হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর (র) ..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ۔

আয়াতে উল্লেখিত তিন শ্রেণী মূলত: একই। তাহারা সকলেই জান্নাতী। এই সনদে হাদীসটি গরীব। ইহার সনদে অজ্ঞাত বর্ণনাকারী রহিয়াছে। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) শু'বা হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূল (সা) যে বলিয়াছেন তাহারা একই, উহার অর্থ তাহারা সকলেই এই উম্মতের লোক এবং তাহারা সকলেই জান্নাতী। যদিও জান্নাতে তাহাদের মর্যাদায় পার্থক্য থাকিবে।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন ইসহাক (র) .... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি আলোচ্য আয়াতে যাহাদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রগামী বলা হইয়াছে, তাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতী। যাহারা মাঝামাঝি স্তরের তাহাদের হিসাব-নিকাশ খুব সহজ হইবে। আর যাহারা আত্ম-অত্যাচারী ও পাপাচারী, তাহারা হাশর মাঠের কার্যকাল পর্যন্ত অপেক্ষমান থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ্র রহমত লাভ করিবে। উহারাই তখন বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ الَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَيَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ۔

অর্থাৎ প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিয়াছেন। আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, নেক আমালের উত্তম বিনিময়ে নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

অন্য সূত্র ঃ ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উসাইদ ইবন আসিম (র) ..... আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছি, আলোচ্য আয়াতের আত্মপীড়ক পাপীগণ আবদ্ধ থাকিয়া ক্লান্তি ও ক্লেশের শিকার হইবে। অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইব্ন জারীর (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মাধ্যমে আসিম (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আবূ সাবিত বলিয়াছেন যে, তিনি মসজিদে প্রবেশ করিয়া আবূ দারদা (রা)-এর নিকট বসেন এবং বলেন–হে আল্লাহ্! আমার পেরেশানীকে ভালবাসায় পরিণত কর এবং সকলের উপর দয়া কর এবং আমাকে নেক্কারের সাহচর্য দান কর। তখন আবূ দারদা (রা) বলেন, তুমি যদি সত্য বলিয়া থাক তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সাহচর্য দিব। আমি এক্ষুণি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শ্রুত একটি হাদীস শুনাইব। আমি এখন পর্যন্ত অন্য কাহাকেও ইহা বলি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ثُمَّ اَوْرَثْنَا ...... بِالْخَيْرَاتِ - এই আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত কল্যাণের পথে অগ্রগামী বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। আর মধ্যপন্থীগণ হইতে সহজতর হিসাব চাওয়া হইবে। আর পাপীগণ দুশ্চিন্তা ও ক্লান্তির পর জান্নাতে যাইবে। তাই তাহারা বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ সেই আল্লাহ্র সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা ও হয়রানী দূর করিলেন।

তৃতীয় হাদীস ঃ হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাস (র) ... উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন–উক্ত তিনদলই এই উম্মতের লোক।

চতুর্থ হাদীস ঃ ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আযীম (র) ..... আউফ ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মত তিন অংশে বিভক্ত। এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। তাহাদের কোনই আজাব হইবে না। অপর তৃতীয়াংশ খুব সহজেই হিসাব গ্রহণ করা হইবে। অতঃপর জান্নাতে যাইবে। আরেক তৃতীয়াংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করা হইবে। অত:পর ফেরেশতা আসিয়া বলিবে এই লোকগুলিকে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াদাহু' পাঠরত অবস্থায় পাইয়াছি। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তাহারা ঠিকই বলিয়াছে। আমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। সুতরাং এই কলেমার বরকতে তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল কর। আর তাহাদিগের ভুল-ভ্রান্তি ও পাপ-তাপ যাহা আছে তাহা জাহান্নামীদের ঘাড়ে চাপাও। এই কথাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ -

আর তাহারা অবশ্যই তাহাদের বোঝা বহন করিবে এবং বোঝার ওপরে আরও বোঝা তাহাদের ওপরে চাপানো হইবে।

ফেরেশতাদের আলোচনায় এই সত্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর আলোচ্য আয়াতে যে তিন শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে, উহার মধ্যকার পাপাচারী দলকে এইভাবেই পরীক্ষা ও পরিশুদ্ধ করা হইবে। হাদীস অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

ইব্‌ন মাসউদের আছার ঃ ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (র) .... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এই উম্মত তিন ভাগে বিভক্ত। কিয়ামতের দিন এক তৃতীয়াংশ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাইবে। এক তৃতীয়াংশের নামমাত্র হিসাব-নিকাশ হইবে। অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বিপুল পাপের বোঝা নিয়া হাজির হইবে। আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করিবেন, ইহারা কাহারা? অবশ্যই আল্লাহ্ উহা ভালভাবেই অবগত আছেন। ফেরেশতা বলিবেন, ইহারা বিপুল পাপের বোঝা মাথায় নিয়া আসিয়াছে। তবে তাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তাহাদিগকে আমার রহমতের ছায়ায় দাখিল কর। এই বর্ণনা শেষে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয় আছার ঃ আবূ দাউদ তায়ালেসী (র) .... উকবা ইব্‌ন সাহবান আল হান্নায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন– হে বৎস! উহারা সবাই জান্নাতী। তাহাদের মধ্যে কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইলেন সাহাবাগণ, যাহারা রাসূল (সা)-এর যুগ পার হইয়াছেন এবং যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। মধ্যম দল হইলেন তাবেঈনগণ, যাহারা সাহাবাদের সাহচর্য ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় যে দলটিকে আত্মপীড়ক পাপাচারী বলা হইয়াছে, তাহারা হইল আমার আর তোমার মত লোকেরা। বর্ণনাকারী বলেন–আয়িশা (রা)-এর নিজকে জড়াইয়া কথা বলার ভিতর বিনয় ও সদাচার প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথায় তিনি তো কল্যাণের পথে অগ্রগামীদের শীর্ষে রহিয়াছেন। কেননা, নারী জগতে তাঁহার মর্যাদা তো হইল সমগ্র খাদ্যের উপরে 'ছারীদ' এর মর্যাদার মতই।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত উছমান (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, কল্যাণের পথে অগ্রগামী দল হইল মুজাহিদগণ। মধ্যম দল হইল আমাদের সভ্য ও শিক্ষিত নগরবাসীগণ। আত্মপীড়ক দল হইল গ্রাম্য নিরক্ষর বদ্দু বা বেদুঈন সমাজ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। আওফ আল আরাবী (র) .... কা'ব আল-আহবার হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

আত্মপীড়ক দল এই উম্মতের দল। আর মধ্যমদল ও অগ্রগামী দল সকলেই জান্নাতী। তুমি কি দেখ নাই যে, আল্লাহ্ বলেন,

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا .... جَنَّاتُ عَدْنٍ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ-

অতঃপর তিনি বলেন, কাফিররাই জাহান্নামী।

ইব্‌ন জারীর আওফের সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হারিছ হইতে বর্ণিত ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবারকে আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন ঃ কা'বের প্রভুর শপথ, উম্মতের সকলেই এক সাথে থাকিবে; তবে প্রত্যেকের আমল অনুসারে তাহাদিগকে মর্যাদা দেওয়া হইবে। ইব্‌ন জারীর আরও বলেন ঃ ইব্‌ন হুমাইদ (র) ... আবূ ইসহাক সুবাইয়ী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ষাট বৎসর পর্যন্ত আমি যাহা শুনিয়া আসিতেছি, তাহা হইল এই যে, তাহারা সকলেই নাজাত পাইবে। অত:পর তিনি ... মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণী হইল উম্মতে মরহুমা। তাহাদের মধ্যে 'যালিম লি নাফসিহী' (আত্মপীড়ক) দল ক্ষমা প্রাপ্ত; 'মুকতাসিদ' (মধ্যম দল) জান্নাতী ও সাবেক বিল খায়রাত (কল্যাণে অগ্রগামী) দল আল্লাহ্‌র কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত। ছাওরী (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন হানফিয়া (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

আবুল জারূদ (র) বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী অর্থাৎ আলী বাকের (র)-কে আমি 'যালিম লি-নাফসিহী' সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, যাহারা নেক আমল ও বদ আমল মিশ্রিত করিয়াছে, তাহারই সেইদল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ও আয়াতসমূহ যথাসম্ভব এখানে উদ্ধৃত করা হইল। ইহা দ্বারা স্থির করা হইল যে, আয়াতে বর্ণিত তিন শ্রেণীর সকলেই এই উম্মতের লোক। বস্তুত উলামা সম্প্রদায় এই নি'আমতের বদৌলতে মানব জাতির সবচাইতে সৌভাগ্যের অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ লাভের ফলেই তাহারা সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। যেমন ইমাম আহমদ বলেন ঃ

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) ..... কয়েস ইব্‌ন কাছীর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন মদীনার এক ব্যক্তি দামেশকে আবূ দারদা (রা)-এর নিকট গেলেন। তাহাকে দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, হে ভাই! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? লোকটি বলিল, আমি এই কথা জানিতে পাইয়াছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ হইতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ব্যবসা উপলক্ষে আস নাই? লোকটি বলিলেন, না। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি অন্য কোন উদ্দেশ্যে আস নাই? লোকটি জবাব

দিলেন–না। তিমি প্রশ্ন করিলেন–শুধু কি আমার বর্ণিত হাদীস শুনার জন্য আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তখন আবূ দারদা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য কোন পথ অতিক্রম করে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতের পথ তৈরি করেন। আর ফেরেশতাগণ সেই তালেবে ইলমদের চলার পথে পাখা বিছাইয়া দেন এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যত কিছু আছে সকলেই আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমনকি নদীর মাছও। আর আবিদের উপর আলিমের মর্যাদা হইল নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর চন্দ্রের মর্যাদার সমান। আলিমগণ নবীদের ওয়ারিছ হন। তাহারা দিরহাম বা দীনারের ওয়ারিছ নহে, তাহারা ইলমের ওয়ারিছ হন। যে ব্যক্তি উহা আহরণ করিল সে প্রাচুর্যের অংশীদার হইল।

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা কাছীর ইব্ন কায়েস হইতে উহা বর্ণনা করেন। কেহ কেহ কয়েস ইব্ন কাছীরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা উহার বিভিন্ন সূত্র বর্ণনা করিয়াছি। সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল ইলম এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে সূত্রগুলি সম্পর্কিত মতভেদ বর্ণনা করিয়াছি। সূরা 'তোয়াহা'র শুরুতে ছা'লাবা ইব্ন হাকাম (র)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আলিমদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদেরকে ইলম ও হিকমত এই জন্যই দিয়াছি যে, আমার ইচ্ছা হইল তোমাদের যাহা কিছু ভুল-ক্রটি হইয়াছে তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আর ইহাতে আমি কাহারও পরওয়া করিব না।

(٣٣) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ○
(٣٤) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ؕ اِنَّ رَبَّنَا
لَغَفُوْرٌ شَكُوْرُ ۨ ۙ
(٣٥) الَّذِيْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا
نَصَبٌ وَّلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ○

৩৩. তাহারা প্রবেশ করিবে স্থায়ী জান্নাতে, সেখানে তাহাদিগকে স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হইবে এবং সেখানে তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হইবে রেশমের।

৩৪. এবং তাহারা বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করিয়াছেন, আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদিগকে স্থায়ী আবাস দিয়াছেন, যেখানে ক্লেশ আমাদিগকে স্পর্শ করে না, এবং ক্লান্তিও স্পর্শ করে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়াছেন, পূর্বোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'মুস্তাফীন' বা মনোনীত উম্মত তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে বাছাইকৃত যাহারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের তরফ হইতে অবতীর্ণ কিতাব সমূহের উত্তরাধিকারী এবং কিয়ামতের দিন স্থায়ী শান্তিধাম জান্নাতেরও অধিকারী। সেখানে তাহারা আল্লাহ্‌র সমীপে হাজির হইয়া নির্ধারিত দিনে প্রবেশ করিবে।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا অর্থাৎ তাহাদিগকে স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার তৈরি কাংকনের অলঙ্কার পরিধান করান হইবে। সহীহ হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মু'মিনের অযুর স্থানগুলি পর্যন্ত অলঙ্কৃত করা হইবে।

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ অর্থাৎ তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের। কেননা, পৃথিবীতে এই সকল জিনিষ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। আখেরাতে তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের জন্য বৈধ করিবেন।

সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমের কাপড় পরিধান করিবে, সে জান্নাতে উহা পরিধান করিতে পাইবে না। তিনি আরও বলেন–পৃথিবীতে উহা কাফিরদের জন্য, পরকালে উহা তোমাদের জন্য। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমর ইব্‌ন সওয়াদ সুরুজী (র) ..... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) জান্নাতবাসীর সাজ-সজ্জা সম্পর্কে বলেন, তাহারা সোনা-রূপার তৈরি কংকন দ্বারা অলংকৃত হইবে। আর মণি- মুক্তা খচিত থাকিবে। মাথায় তাহাদের শাহীতাজ শোভা পাইবে। কেশহীন দেহ বিশিষ্ট যুবক হইবে, চোখ হইবে সুরমা খচিত।

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ আর তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্‌র সকল প্রশংসা, যিনি আমাদের সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করিলেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সুদীর্ঘ দুশ্চিন্তা ও ভীতির অবসান ঘটাইলেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাহার পিতার সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহ কালিমাধারীর জন্য কবরে ও হাশরে কোথাও ভয় নাই। আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, কালেমাধারীগণ মাথা হইতে মাটি ঝারিয়া কবর হইতে উঠিতেছে, আর তাহারা বলিতেছে, সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা,

যিনি আমাদিগকে দুশ্চিন্তা ও ক্লেশ মুক্ত করিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাবরানী (র) .... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পতাকাবাহীদের জীবন মরণে কবরেও ভয়ের কিছুই নেই। আমি যেন তাহাদিগকে হাশরের শিংগা ফুৎকারের দিনে ধূলিমুক্ত শিরে পাঠ করিতে দেখিতেছি ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের অজস্র পাপ মাফ করিবেন এবং তাহাদিগকে অল্প নেকীরও বিনিময় দান করিবেন।

اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ অর্থাৎ তাহারা বলিবে, সেই আল্লাহ্র প্রশংসা, যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের জন্য স্থায়ী শান্তিধাম প্রদান করিলেন। ইহা তাহার খাস রহমত। কারণ, আমাদের আমল বা কার্যকলাপ আদৌ ইহার উপযোগী ছিল না।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলেন ঃ তোমাদের আমল কখনও তোমাদের কাহাকেও জান্নাতে দাখিল করিবে না। লোকজন প্রশ্ন করিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও নহে? তিনি জবাবে বলিলেন– না আমাকেও নহে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাহার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ধন্য করিবেন।

لَايَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلَايَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ অর্থাৎ, দৈহিক ও আত্মিক কোনরূপ কষ্ট ও পেরেশানী আমাদিগকে স্পর্শ করে নাই। 'নসব' ও 'লুগুব' উভয় শব্দই কষ্ট বা যাতনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। উহা দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই হইতে পারে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যেহেতু তাহারা পার্থিব জীবনে ইবাদতের কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তাই তাহাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিয়া তাহাদের কষ্টহীন জীবনের অধিকারী করিবেন। যেখানে তাহারা স্থায়ী শান্তির নিবাসে অবস্থান করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক বলিবেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

অর্থাৎ নশ্বর জীবনের অতীত দিনগুলিতে তোমরা যে কষ্ট সাধনা করিয়াছ, উহার বিনিময়ে তোমরা এখন সানন্দে খাও এবং পান কর।

(٣٦) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا
وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ ○

(٣٧) وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ
الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ
جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ۝

৩৬. কিন্তু যাহারা কুফরী করে তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। উহাদিগের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হইবে না যে, তাহারা মরিবে। এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। এইভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়া থাকি।

৩৭. সেখানে তাহারা আর্তনাদ করিয়া বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে নিষ্কৃতি দাও, আমরা সৎকর্ম করিব, পূর্বে যাহা করিতাম তাহা করিব না। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি কি তোমাদিগকে এত দীর্ঘ জীবন দান করি নাই যে, তখন কেহ সতর্ক হইতে চাহিলে সতর্ক হইতে পারিতে? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও আসিয়াছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ভাগ্যবানদের বর্ণনা শেষ করিয়া এখন হতভাগাদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا -

অর্থাৎ যাহারা কুফরী করিযাছে তাহাদের জন্য জাহান্নামের আগুন; তাহাদের মৃত্যুরও ফয়সালা হইবে না যে, তাহারা মরিয়া রেহাই পাইবে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَايَحْيٰى অর্থাৎ সেখানে কেহ মরিবেও না, জীবন্তও থাকিবে না। মোট কথা জীবন্ত অবস্থায় দহন জ্বালা ভোগ করিতে থাকিবে। সহীহ মুসলীমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দোযখবাসীরা দোযখে মরিবেও না, বাঁচিবেও না। অর্থাৎ বাঁচা-মরার মাঝা-মাঝি অবস্থায় থাকিবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ-

অর্থাৎ তাহারা ডাকিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদের ব্যাপারে মৃত্যুর ফয়সালা দিন। মালিক বলিবেন, তোমরা তো এখানে অবস্থান করিবে। মোট কথা তাহাদের যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় মৃত্যুই তাহাদের কাছে শান্তি লাভের উপায় বলিয়া মনে হইলেও সেই পথ তাহাদের থাকিবে না।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَايُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَايُخَفَّفُ عَنهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۔

অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যুর ফয়সালা না থাকায় তাহারা মরিবে না, এবং তাহাদের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ۔ لَايُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۔

অর্থাৎ অবশ্যই পাপীরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকিবে। তাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইবে না এবং সেখানে তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িবে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا

অর্থাৎ যখন আগুন নিস্তেজ হইবে, তখনই উহার আগুন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا

অর্থাৎ এখন আস্বাদন কর, অতঃপর তোমাদের শাস্তি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ

অর্থাৎ যাহারা নিজ প্রভুর সহিত কুফরী করে ও সত্য অস্বীকার করে তাহাদের শাস্তি এইরূপ হয়। অত:পর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তাহারা সেখানে চিৎকার করিয়া বলিতে থাকিবে। رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلْ ۔ অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমরা নেক কাজ করিব এবং যাহা করিতেছিলাম তাহা আর করিব না। মোট কথা তাহারা নেক কাজ করার জন্য আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য আকুতি জানাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক জানেন, যদি তাহাদিগকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয় তাহা হইলে তাহারা আবার সেই কাজ করিবে। এখন বিপদ মুক্তির জন্য তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। এই কারণেই তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করা হইবে না। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَهَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ؟ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۔

অর্থাৎ এখন কি আর প্রত্যাবর্তনের পথ রহিয়াছে? ইহা এই জন্য যে, যখন তোমাদিগকে এক আল্লাহ্র দিকে ডাকা হইল তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ এবং যেই বস্তুকে শিরকের জন্য নির্ধারিত করিয়াছিলে উহাতেই ঈমান রাখিয়াছ।

মোট কথা এই জন্যই তোমার আবেদন নাকচ করা হইল যে, তোমরা প্রত্যাবর্তন করিয়াও আমার নিষিদ্ধ কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এতটুকু আয়ু দান করি নাই যাহাতে তোমরা সতর্ককারীর সতর্কতায় সাবধান হইতে পারিতে ? অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারী আসিয়াছিল।

এখানে তাফসীরকারগণ আয়ুর পরিমাণ নিয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন ওরফে যয়নুল আবেদীন (র) বলেন ঃ আয়াতে নির্দেশিত আয়ু হইল অন্যূন সতের বছর।

কাতাদা বলেন ঃ জানিয়া রাখ, যতটুকু বয়সে দ্বীন মানার জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে, এই আয়াতে সেই হায়াতের কথাই বলা হইয়াছে এবং উহা আঠারো বছর। আবূ গালিব শায়বানীও ইহা বলিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে বর্ণিত। আলোচ্য আয়াতে নির্দেশিত আয়ু হল বিশ বছর।

হুশাইম (র) ..... হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। সেই বয়স হইল চল্লিশ বছর।

হুশাইম (র) মাসরূক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেহ চল্লিশ বৎসর বয়সে উপনীত হইবে তখন যেন সে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর বলেন ঃ ইব্‌ন আব্দুল আলা (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে পাকড়াও করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের কথা বলিয়াছেন তাহা হইল চল্লিশ বৎসর। ইব্‌ন জারীর এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি সুফিয়ান ছাওরী ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে জবাবদিহী করার জন্য আলোচ্য আয়াতে যে বয়ঃসীমা নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা হইল ষাট বৎসর।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীস বিশুদ্ধ। মূলত উহার বক্তব্যও বিশুদ্ধ। অবশ্য ইব্‌ন জারীরের ধারণা যে, হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে, যাহাদের ব্যাপারে সর্তক থাকা উচিত। আমরা এই বর্ণনার সমর্থনে অন্য বর্ণনার উদ্ধৃত করিতেছি।

আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে যে বয়সের দিকে ইংগিত করিযাছেন তাহা হইল ষাট বছর।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন ডাকা হইবে 'হে ষাট বছরের আদম সন্তানবৃন্দ!' আল্লাহ্ পাক বর্ণিত আয়াতের মধ্যে এই দলের কথাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও তাবরানী (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন আবি ফুদায়েক হইতে বর্ণিত আছে। অবশ্য ইবরাহীম ইব্‌ন ফযলের কারণে হাদীসটির সমালোচনা করা হইয়াছে। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক অবশ্যই ষাট সত্তর বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন এবং অবশ্যই তাহাদিগকে জবাবদিহী করিবেন।

ইমাম বুখারীও তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থের রিকাক অধ্যায়ে আব্দুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্হির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ ষাট বৎসর আয়ুপ্রাপ্ত লোকদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অতঃপর ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ আবূ হাযিম ও ইব্‌ন আজলান সায়ীদ মুকররী (র) এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ ইহা বর্ণনা করেন। আবূ হাযিমের সনদটি এই ঃ ইব্‌ন জারীর বলেন, আবূ সালিহ ফাযারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা ষাট বৎসর আয়ু দিয়াছেন, তাহাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আয়ুস্কালের কার্যাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

ইমাম আহমদ ও নাসায়ী (র) তাহাদের মুসনাদে ও সহীহ্ গ্রন্থে .... কুতাইবা (র) হযরত ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম বাযয়ারও উহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হিশাম ইব্‌ন ইউনুস (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ বনী আদমকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বয়সের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন তাহা হইল ষাট বৎসর।

ইব্‌ন আজলানের বর্ণনা ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যাহার ষাট বৎসর হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই তাহার বয়সের কার্যক্রম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ আব্দুর রহমান আল মুকরী হইতেও উহা বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ আবূ সাঈদ মাকুরী (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করেন। অপর সনদ ঃ ইবন জারীর (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেন ঃ ষাট হইতে সত্তর বছরের লোকদিগকে আল্লাহ্ পাক তাহাদের দীর্ঘ জীবন কি কাজে লাগাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন।

উপরোক্ত সনদসমূহে বর্ণিত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ। যদি আবূ আব্দুল্লাহ আল বুখারীর হাদীসটি ছাড়া আর কোন হাদীস শুদ্ধ নাও হয়, তথাপি একটি বিশুদ্ধ হাদীসই যথেষ্ট। তাই ইব্‌ন জারীরের বর্ণিত হাদীসের একটির জনৈক বর্ণনাকারীর দুর্বলতার জন্য. যাট-সত্তর বয়ঃসীমা নির্ধারণ বাতিল হইতে পারে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

কেহ কেহ বলেন যে, চিকিৎসাবিদদের মতে মানুষের স্বাভাবিক বয়স হইল একশত বিশ বৎসর। এই কারণেই মানুষের স্বাস্থ্যের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে ষাট বৎসরে। তারপর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি শুরু হয়।

যেমন কবি বলেন–

اِذَا بَلَغَ الْفَتٰى سِتِّيْنَ عَامًا * فَقُلْ ذَهَبَ الْمَسَرَّةُ وَالْفَتَاءُ۔

যৌবন তরঙ্গ দোলা পৌঁছে যদি ষাটের কোঠায়
যৌবনের সুখলীলা ক্ষীণ হবে নিবেই বিদায়।

এক্ষণে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ষাটোর্ধ বয়স সম্পর্কেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতের জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলিয়াছেন। ইহা অপর একটি হাদীস দ্বারাও সমর্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার উম্মতের সাধারণ বয়স স্পর্কে এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করেন। হাসান ইব্ন আরাফা বলেন, আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুহারিবী আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমার উম্মতের বয়স ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে। ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে।" ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (রা) কিতাবুয যুহ্দে হাসান ইব্ন আরফা (রা) হইতে এই হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী বলেন–হাদীসটি গরীব এবং এই সনদ ছাড়া অন্য কোন সনদে ইহা বর্ণিত হয় নাই।

অবশ্য তিরমিযীর এই মন্তব্যটি বিস্ময়কর! কারণ, আবূ বকর ইব্ন আবূদ দুনিয়া অন্য এক সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে (র) স্বতন্ত্র সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুলাইমান ইব্ন আমর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের বয়স ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে থাকিবে এবং ইহা হইতে অল্প সংখ্যক অতিক্রম করিবে।

ইমাম তিরমিযী তাঁহার কিতাবুয্ যুহ্দে ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ আল জাওহারী মুহাম্মাদ ইব্ন রবীআর সূত্র হইতে উহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবূ সালেহ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের। যাহা হউক, উক্ত হাদীস অন্য সূত্রে দুই স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হাফেজ আবূ ইয়ালা (র) বলেন, আবূ মূসা আনসারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ তোমাদের মৃত্যুক্ষণ সাধারণত: ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে। এই সূত্রের অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের কম সংখ্যকই সত্তর বৎসরের হইবে। অবশ্য এই সূত্র গুলি দুর্বল।

অপর হাদীস ঃ হাফিজ আবূ বকর ইব্ন বাযযার তাঁহার মুসনাদে বর্ণনা করেন, হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমাদিগকে আপনার উম্মতের বয়স সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ হইতে ষাট বছরের মধ্যে থাকিবে। আমি বলিলাম–সত্তর বৎসরের হওয়ার ব্যাপারটি কি হইবে? তিনি বলিলেন–খুব কম সংখ্যক উম্মতই সেই বয়স পাইবে। আল্লাহ্ সেই সত্তর আশি বৎসর বয়সের উম্মতকে রহম করুন।

অত:পর বাযযার (র) বলেন–এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে এই অতিরিক্ত কথাটুকু বর্ণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া উছমান ইব্ন মাতার বসরার লোক। তিনি শক্তিশালী বর্ণনাকারী নহেন। হাদীসে ইহা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল (সা) তেষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কোন হাদীসে ষাট ও কোন হাদীসে পঁয়ষট্টি বৎসর বলা হইয়াছে। তবে বিখ্যাত মত প্রথমটি (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ অর্থাৎ তোমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস, ইকরামা, আবূ জা'ফর আলবাকের (রা) কাতাদা, সুফিয়ান, ইব্ন উআইনা, প্রমুখ (র) বলেন ঃ এখানে সতর্ককারী অর্থ বার্ধক্য।

সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ সতর্ককারী হইলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)।

ইব্ন যায়েদের পাঠন হইল ঃ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى

কাতাদাহ শায়বান হইতে বর্ণনা করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে বয়স ও রাসূল দ্বারা প্রমাণ পেশ করিবেন। এবং ইব্ন জারীর এই মত পছন্দ করিয়াছেন। ইহা বিখ্যাত মত।

কারণ, অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ - لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ -

উহারা চিৎকার করিয়া বলিবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে মারিয়া ফেলুন। সে বলিবে–তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য বিমুখ। অর্থাৎ আমি তো রাসূলের মাধ্যমে তোমাদের নিকট সত্য পৌছাইয়া ছিলাম, কিন্তু তোমরা উহাদের অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছ। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল না পাঠাইব ততক্ষণ কাহাকেও শাস্তি দিব না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ـ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَائَنَا نَذِيْرٌ ـ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ ـ

যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষক ফেরেশ্‌তা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই? উহারা বলিবে, অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা মহাভ্রান্তিতে রহিয়াছ।

আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে বলেন ঃ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ অতএব স্বাদ গ্রহণ কর। অনন্তর, যালিমদের জন্য কোন মদদগার নাই। অর্থাৎ তোমাদের কর্মজীবনে তোমরা নবীদের বিরোধিতা করিয়া যেসব অপরাধ করিয়াছ, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত কর। আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনা ও শাস্তি হইতে উদ্ধার করার জন্য কোন মদদগার থাকিবে না।

(٣٨) اِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٣٩) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ ۭ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۭ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا ○

৩৮. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ে অবগত আছেন। অন্তরে যাহা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৩৯. তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছেন। সুতরাং কেহ কুফরী করিলে তাহার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হইবে। কাফিরদিগের কুফরী কেবল উহাদিগের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী উহাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আসমান ও যমীনের সকল অদৃশ্য ও লুকানো জিনিসই তাঁহার জ্ঞানের আওতায় রহিয়াছে। যত গোপন রহস্যই হউক

কিংবা যত কথাই অন্তরে লুকানো থাকুক সকল কিছুই তিনি জানেন। সে অনুসারে তিনি প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমলের প্রতিফল প্রদান করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِىْ الْاَرْضِ

তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছেন। অর্থাৎ এক জাতির স্থলে অপর জাতি, এক গোত্রের স্থলে অপর গোত্র স্থলাভিক্তিক্ত হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতে থাকিবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ

আর তিনি তোমাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানাইয়াছেন। অত:পর যে ব্যক্তি কুফরী করিবে, উহার দায়-দায়িত্ব তাহারই উপর বর্তাইবে। অর্থাৎ কুফরীর কুফল সে নিজেই ভোগ করিবে, অন্য কেহ নহে।

وَلَايَزِيْدُ الْكَافِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَرَبِّهِمْ اِلاَّ مَقْتًا -

অর্থাৎ যখন তাহারা স্থায়ী ভাবে কুফরী করিতে থাকিবে, তখন স্বভাবত:ই আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ বাড়িয়া যাইবে। তাই যত বেশি তাহারা কুফরীতে লিপ্ত থাকিবে ততবেশী তাহাদের ক্ষতি হইতে থাকিবে। কিয়ামতের দিনে তাহার সপরিবারে বিপদগ্রস্ত হইবে। পক্ষান্তরে মু'মিনদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহাদের যে যত দীর্ঘজীবি হইবে তাহারা ভাল কাজও ততবেশী হইবে। ফলে তাহার মর্যাদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং জান্নাতের সে উন্নতস্তরের অধিকারী হইবে। তাহার পুরস্কার বহু গুণে গুণান্বিত করা হইবে, এবং সে তাহার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রিয়পাত্র হইবে।

(٤٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُوْرًا ○

(٤١) اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪০. বল, তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক সেই সকল দেব-দেবীর কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তাহারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করিয়া থাকিলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিতে উহাদের কোন অবদান আছে কি? নাকি আমি উহাদিগকে এমন কোন কিতাব দিয়াছি, যাহার প্রমাণের উপর ইহারা নির্ভর করে? বস্তুত যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।

৪১. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাহাতে উহারা স্থানচ্যুত না হয়; উহারা কক্ষচ্যুত হইলে তিনি ব্যতীত কে সংরক্ষণ করিবে? তিনি অতিশয় সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে বলিতেছেন যেন তিনি মুশরিকদিগকে জিজ্ঞাসা করেন– তোমরা কি তোমাদের দেব-দেবীদের নিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছ যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া ডাকিতেছ। তাহা হইলে আমাকে দেখাও, পৃথিবীর কোন্ বস্তু তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে? অথবা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টির ব্যাপারে তাহাদের কোন অংশ রহিয়াছে? অর্থাৎ এইসব ব্যাপারে তাহাদের কোন ভূমিকাই নাই। তাহারা এই সবের এমনকি একটি খেজুরের বিচির বাকলেরও স্রষ্টা বা মালিক নহে।

অতঃপর আল্লাহ্ প্রশ্ন করেন–কিংবা তাহাদিগকে কি আমি কোন ঐশীগ্রন্থ দান করিয়াছি? যাহার উপর নির্ভর করিয়া কুফর ও শিরকের কাজ করিতেছ? অথচ ব্যাপার এইরূপ নহে।

بَلْ اِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلاَّ غُرُوْرًا অর্থাৎ যালিমরা এই ব্যাপারে তাহাদের খেয়ালখুশী অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ অনুমানের উপর চলিতেছে। তাহাদের এই কাজ হইল ধোকা, বাতিল ও মিথ্যা।

অত:পর আল্লাহ্ পাক তাহার বিশাল কুদরতের ব্যাপারে খবর দিতেছেন। সেই কুদরতের দ্বারাই তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডল স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন ধারক শক্তি সেইগুলির ভিতরে নাই, যাহা উহা ধারণ করিয়া রাখিবে। তাই তিনি বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلاَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলাই উহাদিগকে কক্ষচ্যুতি হইতে রক্ষা করিতেছেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলীকে তাহার পূর্বানুমতি ছাড়া পৃথিবীর উপর আপতিত হওয়া হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন ঃ وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ

অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলকে নিজ নির্দেশ বলে (কক্ষপথে) স্থির রাখা (অস্তিত্বে) অন্যতম নিদর্শন।

وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ অর্থাৎ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও শক্তি নাই উহাদিগকে স্থায়ীভাবে স্থির রাখার। এতদসত্ত্বেও তিনি নাফরমানদের ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল ও ফরমাবরদার গুনাহগারের ক্ষেত্রে ক্ষমাশীল। তিনি নাফরমানগণকে সময় দেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا অর্থাৎ নিশ্চয় তিনি সর্বদাই ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।

এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম একটি গরীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) একদা মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলেন ঃ মূসা (আ) এর মনে এই প্রশ্ন দেখা দিল যে, আল্লাহ্ পাক কি নিদ্রা যান? সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ একজন ফেরেশতা পাঠাইলেন। সে মূসা (আ) এর দুই হাতে দুইটি কাঁচের পাত্র দিয়া বলিল, আপনি ইহা যথা অবস্থায় রাখিয়া সর্বক্ষণ হেফাজত করিবেন। কিন্তু এক সময়ে তাহার ঘুম পাইল। সামান্য তন্দ্রা হওয়ার সাথে সাথে হাতের পাত্র দুইটি পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। কারণ, হাত দুইটি মিলিয়া যাইতেছিল। কাঁচের আওয়াজে তন্দ্রা ভংগ হইলে পাত্র দুইটি সামলাইয়া নিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গভীর নিদ্রা তাহাকে গ্রাস করিল, অমনি তার হস্তদ্বয় শিথিল হইয়া গেল এবং পাত্র দুইটি ঠেস লাগিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনা দ্বারা তাহাকে শিক্ষা দেন যে, তিনি যদি নিদ্রা যাইতেন তাহা হইলে আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না।

সুস্পষ্ট বুঝা যায়, হাদীসটি মারফূ' নহে, বরং ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনী ভিত্তিক মুনকার হাদীস। কারণ, মুসা (আ) এর উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় তাঁহার ব্যাপারে এই ধারণা আদৌ বৈধ হয় না যে, তিনি আল্লাহ্ পাকের নিদ্রা তন্দ্রাহীন হাওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তাঁহার পাক কালামে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থির এবং তন্দ্রা ও নিদ্রা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আকাশমণ্ডলী ও ভূ-মণ্ডলে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহারই। যেমন তিনি বলেন ঃ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَانَوْمٌ لَهٗ مَافِى السَّمَاوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ যিনি চিরঞ্জীব, সর্ব সত্তার ধারক তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্ত তাঁহারই।

বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ রাসূলল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁহার জন্য শোভনীয় নহে। তাঁহার নিকট দিনের বেলা বান্দাগণের রাত্রের

আমল ও রাত্রিবেলা তাহাদের দিনের আমল পর্যায়ক্রমে পৌছিতে থাকে। তাঁহার আবরণ হইল আলো কিংবা আগুন। তিনি তাঁহার আলোর পর্দা উম্মোচন করিলে সৃষ্ট জীবের সব কিছুই তাহার নূরের তাজাল্লিতে জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইত।

ইব্‌ন জারীর আবূ ওয়ায়েল হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এর কাছে এক ব্যক্তি আসিল। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথা হইতে আসিয়াছ? সে বলিল, সিরিয়া হইতে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কাহার সহিত দেখা করিয়াছ? সে বলিল, কা'বের সহিত দেখা করিয়াছি। তিনি প্রশ্ন করিলেন, সে কি হাদীস বর্ণনা করিয়াছে? সে বলিল, আমাকে এই হাদীস শুনাইয়াছে যে, আকাশমণ্ডলী ফেরেশতাদের কাঁধে পরিক্রমারত রহিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি উহা বিশ্বাস করিয়াছ না অবিশ্বাস করিয়াছ? সে বলিল, বিশ্বাস কি অবিশ্বাস কোনটাই করি নাই। তিনি তখন বলিলেন, কা'ব সঠিক বলে নাই। আল্লাহ্ পাক বলেন-নিশ্চয় আল্লাহ্ আকাশগুলী ও ভূমণ্ডল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমি যদি উহাদিগকে ধারণ না করিতাম তাহা হইলে আমার পরে আর কেহই উহার পতন ঠেকাইতে পারিত না।

কা'ব ও ইব্‌ন মাসউদ (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অত:পর ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন হুমায়েদ ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুন্দব আল বাজালী সিরিয়ায় কা'বের সাথে দেখা করিয়াছিলেন। অত:পর তিনি অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ ইয়াহিয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুযাইয়ান তালাইতশী (র) 'সিয়ারুল ফুকাহা' গ্রন্থে উক্ত আছারটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা ইবন আকী' এর সূত্রে আমাশ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

অত:পর তিনি আবদুল মালিক ইবন হাসানাইন ইব্‌ন ওহব (র) সূত্রে মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আকাশমণ্ডলী পরিক্রমারত নহে; বরং স্থির। তিনি আলোচ্য আয়াতটি দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাহা ছাড়া এই হাদীসটিও উল্লেখ করেন-নিশ্চয় পশ্চিম আকাশে একটি তওবার দরজা খোলা রহিয়াছে। উহা সর্বদা খোলা থাকিবে; যতক্ষণ না পশ্চিম দিকে সূর্যের উদয় ঘটিবে।

আমি বলিতেছি হাদীসটি সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। (আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত)।

(٤٢) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ
إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

(٤٣) اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ؕ وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا
بِاَهْلِهٖ ؕ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ
تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا ○

৪২. ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদিগের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে; কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহারা কেবল ইহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—

৪৩. পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে। কূট ষড়যন্ত্র উহার উদ্যোক্তাদিগকেই পরিবেষ্টন করে। তবে কি ইহারা প্রতীক্ষা করিতেছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের? কিন্তু তুমি আল্লাহ্র বিধানের কখনও কোন পরিবর্তন পাইবে না এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমও দেখিবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক কুরায়েশ ও অন্যান্য গোত্র সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তাহাদের নিকট রাসূল প্রেরণের পূর্বে তাহারা দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া বলিত, যদি কোন সতর্ককারী রাসূল আমাদের নিকট আসিত তাহা হইলে আমরা অন্যান্য রাসূলের অনুসারী হইতে অবশ্যই অধিকতর হেদায়েতের পথ অনুসরণ করিতাম।

যাহহাক ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকার বলেন, এই আয়াতের অনুরূপ আয়াত হইল ঃ

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ - اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْجَائَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا -

অর্থাৎ পাছে তোমরা বল, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল; আমরা উহাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম। কিংবা তোমরা বল, যদি কিতাব আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইত তবে আমরা তো তাহাদের অপেক্ষা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইতাম। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ আসিয়াছে। অত:পর যে কেহ আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করিবে ও উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে তাহার হইতে বড় যালেম আর কে?

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۔ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ উহারাই তো বলিয়া আসিয়াছে, পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব থাকিত, আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম। কিন্তু উহারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ অত:পর যখন তাহাদের নিকট সতর্ককারী আসিল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) কুরআনুম মুবীন নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নিয়া হাজির হইলেন।

مَازَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا অর্থাৎ সতর্ককারী আগমনে তাহাদের কুফরী বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

اسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী ও নিদর্শন মান্য ও অনুসরণ না করিয়া তাহারা পৃথিবীতে দম্ভ প্রকাশ করিয়া চলিল।

وَمَكْرَ السَّيِّئِ অর্থাৎ তাহাদের এই চক্রান্তের কুফল তাহাদের উপরেই বর্তাইল, অন্য কাহারও উপর নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম বলেন ঃ

আলী ইব্ন হুসাইন (র) জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–তুমি কূট চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, অবশ্যই তাহা চক্রান্তকারীকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাযী (র) বলেন ঃ তিন ব্যক্তি কখনও মুক্তি পাইবে না। তাহারা হইলঃ কূট চক্রান্তকারী, বিদ্রোহী ও ওয়াদা ভংগকারী, আল্লাহ্র কিতাবে উহার প্রমাণ হইল ঃ

وَلَايَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلاَّ بِاَهْلِهٖ অর্থাৎ কূট চক্রান্ত তাহার উদ্যোক্তাকেই পরিবেষ্টন করিবে।

فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভংগ করিল, সে তাহার নিজের ক্ষতির জন্যই বিশ্বাসঘাতকতা করিল। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ سُنَّةَ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তাহারা পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে যেই শাস্তি অনুসৃত হইয়াছিল উহারই অপেক্ষা করিতেছে? তাহারা তো রাসূলের বিরোধীতা করিয়া কঠোর শাস্তি পাইয়াছিল।

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا অর্থাৎ কখনও আল্লাহ্‌র নীতিতে কোন পরিবর্তন পাইবে না وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ কোন জাতির অকল্যাণ চাহেন তখন তাহা ঠেকাইবার কেহ থাকিবে না; তাই উহার গ্রাস হইতে তাহারা বাঁচিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(٤٤) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى
السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ۝

(٤٥) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا
مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ
اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ۝

৪৪. ইহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই? তাহা হইলে ইহাদের পূর্বর্তীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা দেখিতে পাইতো। উহারাতো ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁহাকে অক্ষম করিতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

৪৫. আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই তিনি রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত উহাদিগকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অত:পর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ্‌তো আছেনই তাঁহার বান্দাগণের সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ হে মোহাম্মদ! রিসালতকে যাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে বল, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখ যাহারা রিসালতকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কত করুণ হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের ঘরবাড়ী বিরাণ হইয়াছে। তাহাদের সকল সম্পদরাজী বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী সম্প্রদায়। তাহাদের জনবল ও ধনবল ছিল প্রচুর। অথচ সে সব তাদের কোনই উপকারে আসে নাই। আল্লাহ্‌র আজাব হইতে কোন কিছুই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে

ারে নাই। যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ জারী হইয়াছে, উহা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িত হইয়াছে। আসমান–যমিনের কোন কিছুই তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই।

إِنَّهُ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ, শক্তিমান। তিনি তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি জগতের সার্বিক খবরাখবর রাখেন এবং উহার ষোলআনা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ যদি তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিটি পাপের জন্য শাস্তি দেওয়া হইতো তাহা হইলে আসমান 'যমিনের সকল বাসিন্দাই ধ্বংস হইতো। কারণ, তাহাদের সঙ্গে পশু সম্পদ সহ সব কিছুই ধ্বংস হইতো।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আব্দুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ বলেন, আলোচ্য আয়াতে গর্তের পোকাও বনী আদমের পাপের কারণে গর্তের মধ্যে শাস্তি ভোগ করে। অতঃপর উক্ত আয়াত পাঠ করেন।

অর্থাৎ বনী আদমকে তাহাদের অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি প্রদান না করার কথা বলা হইয়াছে।

مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের ও সুদ্দী (র) বলেন যে, তাহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন না যাহার ফলে সকল জীব-জন্তু মারা যাইতো।

وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى অর্থাৎ তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে কিয়ামত পর্যন্ত। সেই দিন তাহাদের হিসাব লওয়া হইবে এবং প্রত্যেক আমলকারীকে তাহার আমল অনুসারে পুরস্কৃত অথবা শাস্তি প্রদান করা হইবে। তখন অনুগতরা পুরস্কৃত ও অবাধ্যগণ শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ـ

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে, তখন নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ইয়াসীন

৮৩ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম তিরমিযী (রা) বলেন, কুতায়বাহ ও সুফিয়ান ইব্‌ন অকী' (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِقِرَأَتِهَا قِرَأَةَ الْقُرْاٰنِ عَشَرَ مَرَّاتٍ۔

প্রত্যেক বস্তুর আত্মা আছে এবং কুরআনের আত্মা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি ইয়াসীন পড়িবে আল্লাহ্ তা'আলা তার আমলনামায় দশবার কুরআন পাঠের সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। ইহা কেবল হুমাইদ ইব্‌ন আব্দুর রহমান হইতে বর্ণিত। হারূন আবূ মুহাম্মদ একজন অপরিচিত রাবী। হযরত আবূ বকর (রা) হইতেও একটি দুর্বল সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত। হাকিম তিরমিযী (র) তার 'নাওয়াদিরুল উসূল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ বকর বাযযার (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন ফযল (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর অন্তর আছে এবং কুরআনের অন্তর সূরা ইয়াসীন। আবূ বকর ইব্‌ন বাযযার (র) বলেন, হাদীসটি শুধু যায়েদ (র) হুমাইদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) বলেন, ইসহাক ইব্‌ন আবূ ইস্রায়ীল (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ قَرَأَ يٰسٓ لَيْلَةً اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ وَمَنْ قَرَأَ حٰمٓ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا الدُّخَانُ اَصْبَحَ مَغْفُوْرًا لَهُ

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করিবে প্রত্যুষে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইবে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা হামীম পাঠ করিবে, যার মধ্যে দুখান এর উল্লেখ রহিয়াছে, সে-ও প্রত্যুষে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইবে। হাদীসের সূত্র উত্তম। ইব্‌ন হাব্বান, (র) তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... জুন্দুব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাত্রিকালে সূরা-ই-ইয়াসীন পাঠ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন , আরিম (র) ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, সূরা বাকারাহ কুরআনের কূঁজ ও চূড়া। এই সূরার প্রত্যেক আয়াতের সহিত আশিজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছেন। اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ আরশের নীচে হইতে বাহির হইয়া উহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

সূরা-ই-ইয়াসীন কুরআনের অন্তর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও পরকালের সাফল্যের আশায় উহা পাঠ করে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে। ইমাম নাসায়ী (র) তাহার 'আল ইয়ামু অল লাইলাহ' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র)-এর সূত্রে মুহাম্মদ মু'তামির (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আরিম (র) ..... হযরত মা'কিল ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ اِقْرَاُوْهَا عَلٰى مَوْتَاكُمْ এই সূরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির কাছে পাঠ করিবে।

কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন, যে কোন কঠিন অবস্থায় কেউ এই সূরা পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য উহা সহজ করিয়া দেন এবং মৃত্যু শজ্জায় শায়িত ব্যক্তির কাছে ইহা পাঠ করিলে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হয় এবং সহজেই তাহার রূহ বাহির হয়। والله اعلم

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূল মুগীরাহ (র) মাশায়েখগণ হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা বলেন, তুমি যখন মৃত্যু পথযাত্রী বক্তির কাছে এই সূরা পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মৃত্যুকে সহজ করিয়া দিবেন। বায্‌যার (র) বলেন, সালামাহ ইব্‌ন শা'বী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَوَدِدْتُ اَنَّهَا فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْ اُمَّتِىْ

আমার বড়ই আকাংখা যে, এই সূরা আমার উম্মতের প্রত্যেকের অন্তরে বিদ্যমান থাকুক।

(١) يٰسٓ ○

(٢) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ○

(٣) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(٤) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٥) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

(٦) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ○

(٧) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১. ইয়াসীন।

২. শপথ জ্ঞান গর্ভ কুরআনের।

৩. তুমি অবশ্যই রাসূলদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৪. তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

৫. কুরআন অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

৬. যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার এমন এক জাতিকে, যাহাদিগের পিতৃ-পুরুষদিগকে সতর্ক করা হয় নাই, যাহার ফলে উহারা গাফিল।

৭. উহাদিগের অধিকাংশের জন্য সেই বাণী অবধারিত হইয়াছে। সুতরাং উহারা ঈমান আনিবেনা।

তাফসীর ঃ সূরা বাক্বারার শুরুতের মুকাত্তাআত হুরূফ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক, হাসান ও সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নাহ (র) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, يس অর্থ, হে মানুষ। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, হাবশী ভাষায় يس এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহা আল্লাহ্‌র একটি নাম।

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ কুরআনে হাকীমের কসম অর্থাৎ সংরক্ষিত মযবুত যাহার কাছে বাতিল আসিতে পারে না। সম্মুখ দিক হইতেও না আর পশ্চাত হইতেও না।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ হে মুহাম্মদ! অবশ্যই তুমি প্রেরিত নবীগণের একজন।

عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ সরল সঠিক পথের উপর অর্থাৎ সঠিক ও মযবুত দ্বীন ও শরীয়তের উপর।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ এই দ্বীন ও সরল সঠিক জীবন বিধান যাহা তুমি পেশ করিয়াছ উহা মহা শক্তিশালী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত, যিনি তাঁহার বান্দাদের উপর বড়ই মেহেরবান। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهُ مَافِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ۔

অবশ্যই তুমি সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়া থাক, সেই মহান আল্লাহ্‌র পথ, যিনি আসমান ও যমীনের সব কিছুর মালিক। জানিয়া রাখিও, আল্লাহ্‌র প্রতিই সকল বস্তু প্রত্যাবর্তন করিবে।

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ যাহাতে তুমি এমন সব লোকদিগকে সতর্ক করিতে পার যাহাদের বাপদাদাদিগকে সতর্ক করা হয় নাই বলিয়া তাহারা গাফিল। ইহা দ্বারা আরবদিগকে বুঝান হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে তাহাদের কাছে কোন নবী-রাসূল প্রেরিত হন নাই। বস্তুত রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। এখানে শুধু আরবদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ ইহা নহে যে তাহাকে অন্য সব লোকের প্রতি প্রেরণ করা হয় নাই। পূর্বেই বহু আয়াত ও মুতাওয়াতির হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সারা বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরিত ছিলেন।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ ইব্‌ন জারীর (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ এই যে, তাহাদের অধিকাংশের ওপরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবার বিষয়াদি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কারণ উম্মুল কিতাব ও লাওহে মাহফুজেই আল্লাহ্ তা'আলা এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিবেনা ও তাহার রাসূলগণকে রাসূল হিসেবে মান্য করিবে না।

(٨) اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○

(৯) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ
فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

(১০) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

(১১) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِىَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ
وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ ○

(১২) اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَىْءٍ
اَحْصَيْنٰهُ فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ○

৮. আমি উহাদিগের গলদেশে চিকুব পর্যন্ত বেড়ি পরাইয়াছি, ফলে উহারা উর্ধ্বমুখী হইয়া গিয়াছে।

৯. আমি উহাদিগের সম্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করিয়াছি এবং উহাদিগকে আবৃত করিয়াছি; ফলে উহারা দেখিতে পায় না।

১০. তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর বা না-ই কর উহাদিগের পক্ষে উভয় সমান। তাহারা ঈমান আনিবেনা।

১১. তুমি কেবল তাহাদিগকেই সতর্ক করিতে পার যাহারা উপদেশ মানিয়া চলে এবং না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে। অতএব তাহাদিগকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও।

১২. আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখিয়া রাখি যাহা অগ্রে প্রেরণ করে ও যাহা উহারা পশ্চাতে রাখিয়া যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, সেই হতভাগ্যদের পক্ষে হিদায়েত লাভ করা সম্ভব নহে। তাহারা সেই সকল লোকদের মত, যাহাদের গর্দানের সহিত তাহাদের হাত বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাদের মাথা উপরে উঠিয়া রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে শুধু তাহাদের গর্দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, হাতের কথা উল্লেখ করেন নাই। তবুও এখানে হাত বাঁধার কথাও বুঝিতে হইবে এবং অনেক সময় এমন হইয়া থাকে যে, বলার সময় একটার উল্লেখ করা হয়, কিন্তু উদ্দেশ্য দুইটাই হয়। আরব কবিদের কবিতায় এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন

فَمَا اَدْرِىْ اِذَا يَمَّمْتُ اَرْضًا * اُرِيْدَ الْخَيْرُ اَيُّهُمَا يَلِيْنِىْ
أاَلْخَيْرَ الَّذِىْ اَنَا اَبْتَغِيْهِ * اَمِ الشَّرُّ الَّذِىْ لاَيَاتِينى

কবিতার প্রথমাংশে শুধু الخير এর উল্লেখ করিয়া الخير ও اَلشَّرُّ উভয়কে বুঝাইয়াছে। এখানে ও اَلْغُلُّ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল গর্দানের সহিত হাতও বাঁধিয়া রাখা। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা শুধু গর্দান বাঁধিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সহিত হাত বাঁধিবার কথা উল্লেখ করেন নাই। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلاَلاً فَهِىَ اِلَى الاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াতের অর্থ নিম্নের আয়াতের অর্থের অনুরূপ। আয়াতটি হলো–

وَلاَتَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ۔

তোমার হাত তোমার গর্দানের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইয়াছে তাদের হাত তাদের গর্দানের সহিত আবদ্ধ রাখিয়া তাহারা কোন ভাল কাজের জন্য তাহাদের হাত সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয় না। মুজাহিদ বলেন فَهُمْ مُقْمَحُوْنَ এর অর্থ, তাহাদের মাথা উপরের দিকে উত্তোলিত এবং তাহাদের হাত তাহাদের মুখের ওপর রাখা। ফলে তাহারা কোন ভাল কাজ করিতে অক্ষম। قوله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا আর আমি তাহাদের সম্মুখে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার জন্য وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এবং তাহাদের পশ্চাতেও প্রাচীর নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছি, যাহাতে তাহারা সত্য গ্রহণ করিতে না পারে। ফলে তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বগ্রস্ত। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা গুমরাহীর মধ্যে আবদ্ধ।

فَاَغْشَيْنَاهُمْ আমি তাহাদিগকে ঢাকিয়া দিয়াছি অর্থাৎ সত্য গ্রহণ যাহাতে না করিতে পারে এই জন্য তাহাদের চক্ষুর ওপর পর্দা ঝুলাইয়াছি। فَهُمْ لاَيُبْصِرُوْنَ ফলে তাহারা দেখিতে পারে না অর্থাৎ সত্য ও কল্যাণকর বিষয় দ্বারা উপকৃত হইতে পারে না এবং উহার নিকট পৌঁছাইতে পথও পায় না। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এখানে فَاَعْشَيْنَاهُمْ কিরাত বর্ণিত। عشا এক প্রকার চক্ষুরোগ, ইহার কারণে মানুষ অন্ধ

হইয়া পড়ে। অতএব এই কিরাত অনুসারে আয়াতের অর্থ হইবে— আমি তাহাদিগকে বিশেষ চক্ষুরোগে আক্রান্ত করিয়াছি। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের ঈমান ও ইসলামের মাঝে এইসব প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এই কারণে তাহারা ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। অত:পর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَايُؤْمِنُوْنَ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۔

যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহারা সমস্ত নিদর্শন আসিলেও ঈমান আনিবেনা যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে। অত:পর আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলিলেন, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা বাধা দিয়া রাখেন, সে সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারে কিভাবে?

ইকরিমাহ (র) বলেন, একবার আবূ জাহ্ল বলিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-এর দেখা পাই তবে আমি তাহাকে এই করিব আর এই করিব। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا ..... فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ লোকজন তাহাকে বলিত, মুহাম্মদ (সা) এই, কিন্তু সে তাহাকে দেখিতে পাইত না, সে বলিত সে কোথায়? সে কোথায়?

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) ..... মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার লোকজন বসা ছিল, এমন সময় আবূ জাহ্ল বলল, মুহাম্মদ বলে, তোমরা তাঁহার অনুসরণ করিলে তোমরা বাদশা হইতে পারিবে এবং মৃত্যুর পরে তোমাদিগকে জীবিত করিয়া পুনরুত্থিত করা হইবে এবং জর্দানের বাগানসমূহ অপেক্ষা তোমরা উত্তম বাগানের অধিকারী হইবে। আর তাহার বিরোধিতা করিলে এখানে তোমরা লাঞ্ছনার মৃত্যুবরণ করিবে এবং মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিয়া উত্থিত করা হইবে এবং তোমাদিগকে আগুনের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আজ তাহাকে আসিতে দাও। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের নিকট বাহির হইলেন, তখন তাহার হাতে ছিল এক মুষ্টি মাটি। তিনি সূরা ইয়াসীন এর প্রথম হইতে فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করিতে করিতে তাহাদের মাথায় উহা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার প্রয়োজনে চলিয়া গেলেন। অথচ তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাহির হইবার অপেক্ষায়ই সারারাত্র তাহার গৃহ দ্বারে পড়িয়া রহিল। অবশেষে এক ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কিসের জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছ ? তাহারা বলিল, আমরা তো মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষায়

রহিয়াছি। সে বলিল, তিনি তো বাহির হইয়া গিয়াছেন এবং তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রয়োজনে চলিয়া গিয়াছেন। তাহার এই সংবাদের পর প্রত্যেকেই তাহার মাথা হইতে মাটি ঝাড়িয়া ফেলিল। রাবী বলেন, আবূ জাহ্‌ল রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তিনি উহা জানিতে পারিয়া বলিলেন ঃ

أَنَا أَقُوْلُ ذٰلِكَ إِنَّ لَهُمْ مِنِّىْ لَذَبْحًا وَإِنَّهُ لَآخِذُهُمْ

অর্থাৎ আবূ জাহ্‌ল ঠিক বলিয়াছে, এখনও আমি সেই কথা বলিতেছি অর্থাৎ আমার অনুসরণ করিলেই কেবল তাহারা উভয় জগতে সম্মানিত হইবে আর আমার বিরোধিতায় তাহারা লাঞ্ছনায় মৃত্যুবরণ করিবে এবং ইহা ঘটিবেই ঘটিবে।

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর তুমি তাহাদিগকে সতর্ক কর কিংবা না-ই কর উভয়-ই তাহাদের জন্য সমান। তাহারা ঈমান আনিবেনা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর গুমরাহীর মোহর লাগাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাহাদের জন্য সতর্ক করা কোন কাজে আসিবেনা। আর না তাহারা প্রভাবিত হইবে। সূরা বাকারার শুরুতেও এই ধরনের একটি আয়াত পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ۔

অর্থাৎ যাহাদের উপর তোমার প্রতিপালকের কালিমা সাব্যস্ত হইয়াছে তাহারা ঈমান আনিবেনা, যদিও তাহাদের নিকট সমস্ত নিদর্শন আসুক না কেন যাবৎ না তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিতে পাইবে।

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ তুমি তো শুধু তাহাকেই সতর্ক করিতে পারিবে, যে উপদেশ অনুসরণ করে। অর্থাৎ তোমার সতর্ক করণের মাধ্যমে কেবল মু'মিনগণই উপকৃত হইবে, যাহারা উপদেশ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করে।

وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ এবং না দেখিয়া পরম করুণাময়কে ভয় করে অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌কে এমন স্থানে ভয় করে যেখানে তাহাকে কেবলমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই দেখিতে পারে না। কারণ সে ইহা জানে যে তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ অবগত আছেন এবং সে যাহা কিছু করিতেছে উহা তিনি জানেন।

فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ অতএব তাহাকে তুমি সুসংবাদ দান কর ক্ষমার অর্থাৎ তাহার পাপ মুক্তির। وَأَجْرٍ كَرِيْمٍ এবং সম্মানজনক বিনিময়ের অর্থাৎ প্রচুর ও উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদও দান কর।

যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ অর্থাৎ যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে না দেখিয়া ভয় করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে সম্মানজনক বিনিময়। অত:পর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى নিঃসন্দেহে আমিই মৃতকে জীবিত করিব। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে। এই আয়াত দ্বারা এই বিষয়ের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে যে, কাফিরদের অন্তর গুমরাহী দ্বারা নির্জীব হইয়াছে ও মরিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলাই তাহাদের মৃত অন্তরকে জীবিত করিবেন এবং হক ও সত্যের প্রতি দিকদর্শন করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা্ কঠিন অন্তরের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ মৃত ভূমিকে সজীব করেন, আমি তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিলাম, সম্ভবত তোমরা বুঝিবে।

قوله نَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا এবং লিখিয়া রাখি যাহা তাহারা সম্মুখে পাঠায় অর্থাৎ তাহাদের কর্মকাণ্ড। وَاٰثَارَهُمْ এবং তাহাদের পদচিহ্নসমূহ। আয়াত অংশের দুইটি ব্যাখ্যা আছে ঃ (১) আমি তাহাদের কর্মকাণ্ড ও যাহা তাহারা তাহাদের পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে উহার বিনিময় দান করিব। ভাল হইলে উত্তম বিনিময় এবং মন্দ হইলে মন্দ বিনিময় দান করিব। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنَّ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ فِى الاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَن يُنْقَصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পদ্ধতি প্রচলিত করিল সে উহার বিনিময় লাভ করিবে এবং যে ব্যক্তি সেই পথে আমল করিবে তাহার বিনিময়ও সে লাভ করিবে; তবে তাহার বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ পদ্ধতি প্রচলিত করিল উহার গুনাহর বোঝা সেই বহন করিবে এবং তাহার পর যে ব্যক্তি সে পথে আমল করিবে তাহার গুনাহর বোঝাও সে বহন করিবে; তবে তাহার গুনাহ একটুও কম হইবে না। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (র) .... শু'বা, (র) জারীর ইব্ন আব্দুল্লাহ বাজলী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসের মধ্যে ফল সংগ্রহকারী মুযার গোত্রীয় একদল লোকের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও তাহার পিতা ..... জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি তিনি দীর্ঘ বর্ণনা করিয়া এই আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ

ইমাম মুসলিম (র) আবূ আওয়ানাহ ..... উমাইর ইব্‌ন মুনযির (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও মুসলিম শরীফে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا مَاتَ اِبْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ مِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهٖ اَوْوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ مِنْ بَعْدِهٖ۔

যখন কোন আদম সন্তান মৃত্যুবরণ করে তাহার আমল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তিনটি কাজের সওয়াব বন্ধ হয় না (১) ইলম, যাহা দ্বারা সে উপকৃত হয়, (২) নেক সন্তান, যে তাহার জন্য দু'আ করে এবং (৩) সদকায়ে জারিয়া যাহার সওয়াব তাহার মৃত্যুর পরও জারী থাকে।

সুফিয়ান সাওরী (র) আবূ সায়ীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ (র)-কে اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, اٰثَارَهُمْ এর অর্থ গুমরাহ লোকদের ছেড়ে যাওয়া গুমরাহী। ইব্‌ন লাহীআহ (র) আতা ইব্‌ন সায়ীদ এর মাধ্যমে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন وَاٰثَارَهُمْ এর অর্থ হইল, মৃত ব্যক্তিদের রাখিয়া যাওয়া ও তাহাদের পক্ষ হইতে প্রচলিত বিষয়। তিনি বলেন, যে পথ তাহারা চালু করিয়াছে তাহাদের মৃত্যুর পর অন্য লোকেরা সে পথ অবলম্বন করিবে। যদি উহা ভাল হয় তবে যাহারা ভাল করিয়াছে তাহারাও ইহাদের মত বিনিময় লাভ করিবে এবং ইহাদের বিনিময় হইতে একটুও কম করা হইবে না। আর প্রচলিত পথ যদি মন্দ হয় তবে যাহারা এই পথ চালু করিয়াছে তাহারাও ইহাদের গুনাহের বোঝা বহন করিবে; কিন্তু ইহাদের গুনাহ হইতে একটুও কম করা হইবে না। রেওয়ায়েত দুটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা বাগভীও এই ব্যাখ্যাই পসন্দ করিয়াছেন।

(২) وَاٰثَارَهُمْ এর দ্বিতীয় অর্থ হইল, ইবাদত ও নাফরমানীর জন্য তাহাদের পদচিহ্ন। ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) ও অন্যান্যরা হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, مَاقَدَّمُوْا দ্বারা তাহাদের আমল বুঝান হইয়াছে এবং اٰثَارَهُمْ দ্বারা পদচিহ্ন বুঝান হইয়াছে। হাসান ও কাতাদাহ (র) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হে আদম সন্তান! যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার কোন কাজ হইতে অবগত হইতেন তবে যাহা কিছু হওয়া শিখাইয়া দেয় উহা হইতে তিনি অনবগত হইতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তোমার কোন কাজ হইতেই অনবগত নহেন। তিনি আদম সন্তানের সমস্ত কর্মকাণ্ডও সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন। এমন কি তাহার পদচিহ্ন পর্যন্ত সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সে কোন ভাল কাজে কিংবা মন্দ কাজের জন্য চালনা করিয়াছে। অতএব যাহার ইচ্ছা হয় সে যেন তাহার ইবাদতের জন্য পদ চালনা করিয়া উহা লিপিবদ্ধ করে। اثر শব্দের এই অর্থে বহু হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(১) ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সমাদ (র) ...... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার মসজিদের পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে কিছু জায়গা ঘর শূন্য হইয়া গেল, তখন বনু সালামা গোত্রীয় লোকেরা মসজিদের নিকটবর্তী হইয়া বসবাস করিবার ইচ্ছা করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছ? তাহারা বলিল জি হ্যাঁ, তখন তিনি বলিলেন ঃ

يَا بَنِى سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ اٰثَارُكُمْ

হে বনু সালামাহ! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই বাস কর, তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর, তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। ইমাম মুসলিম ও সাঈদ আল জরীরী ও কাহমাস ইব্ন হাসান (র)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা উভয়ই জাবির (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ওযীর ওয়াসিতী (র) ..... হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালামাহ্ গোত্র মদীনার একপ্রান্তে বাস করিত। অতএব তাহারা মসজিদে নব্বীর নিকটে স্থানান্তরিত হইবার ইচ্ছা করিল। তখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِنَّانَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ۔

এই আয়াত নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিলেন اِنَّ اٰثَارَكُمْ تُكْتَبُ তোমাদের পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হইবে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্ন উযীর এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি 'হাসান গরীব' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ..... আবূ নাযরা (র)-এর সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত বায্যার (র) বলেন, আব্বাদ

ইব্‌ন যিয়াদ ছাজী (র) হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (র) হইতে বর্ণির্ত। তিনি বলেন, বনু সালামা গোত্র একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মসজিদ হইতে তাহাদের বাড়ী দুরে হইবার অভিযোগ করিল তখন নাযিল হইল, وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ সুতরাং তাহারা তাহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিল। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুছান্না (র) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ; অথচ এই রেওয়ায়েতে আলোচ্য আয়াতটি উল্লেখিত বণর্নার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই ইহা বোধগম্য নহে।

(৩) ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, নস্‌র ইব্‌ন আলী আযজাহযামী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারদের ঘরবাড়ী মসজিদে নববী হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, এই কারণে তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী হইতে চাহিলে নাযিল হইল, وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ তখন তাহারা বলিল, আমরা আমাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিব। হাদীসটি মওকুফ সূত্রে বর্ণিত। ইমাম তাবরানী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আনসারদের বাড়ীঘর মসজিদ হইতে দুরে অবস্থিত ছিল, তাহারা মসজিদের নিকটে স্থানান্তরিত হইতে চাহিলে وَنَكْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ নাযিল হইল। অতঃপর তাহারা তাহাদের ঘরেই অবস্থান করিলেন।

(৪) ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাসান (র).... হযরত আব্দল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একব্যক্তি মদীনায় মৃত্যুবরণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার জানাযা পড়াইলেন এবং বলিলেন يَالَيْتَ مَاتَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهٖ হায়, সে যদি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করিত। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! ইহা কেন বলিলেন? তখন তিনি বলিলেন ঃ

اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا تُوُفِّىَ فِىْ غَيْرِ مَوْلِدِهٖ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهٖ اِلٰى مُنْقَطِعِ اَثَرِهٖ فِىْ الْجَنَّةِ -

কোন ব্যক্তি তাহার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার জন্মস্থান হইতে তাহার শেষ পদচিহ্ন পর্যন্ত পরিমাপ দেওয়া হয় এবং বেহেশ্‌তের মধ্যে তাহাকে ঐ পরিমাণ স্থান দান করা হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্‌ন মাজাহ (র) হারমালাহ (র) হইতে আর উভয়ই ইব্‌ন ওহ্‌ব (র)-এর মাধ্যমে হুয়াই ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে অত্র সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইব্‌ন হুমাইদ (র) ..... সাবিত (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনাস (রা)

এর সহিত চলিতে লাগিলাম এবং আমি অতি দ্রুত চলিলাম; কিন্তু তিনি হাত ধরিয়া বলিলেন, অতএব আমরা স্বাভাবিক ভাবেই চলিতে শুরু করিলাম। অতঃপর আমরা নামায শেষ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, একবার আমি যায়েদ ইব্‌ন সাবিত এর সহিত চলিতেছিলাম এবং আমি দ্রুত চলিলাম। তখন তিনি বলিলেন, হে আনাস! তুমি কি জাননা যে, পদচিহ্ন লিপিবদ্ধ করা হয়। اٰثَارٌ -এর এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথম ব্যাখ্যার বিরোধী নহে, বরং প্রথম অর্থের সমর্থক। কারণ মানুষের পদচিহ্নই যখন লিপিবদ্ধ করা হয় সেক্ষেত্রে তাহার অনুসরণ করিয়া যে ভাল-মন্দ কাজ করা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করা অধিক শ্রেয়। والله اعلم

وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ এবং আমি একটি লিখিত কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি গোটা সৃষ্টিকুলের বিষয়।

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর মতে اِمَامٍ مُّبِيْنٍ দ্বারা লাওহে মাহফুজ বুঝান হইবে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ যে দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাহাদের আমলনামাসহ ডাকিব। যাহা তাহাদের ভালমন্দ কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দান করিবে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ এবং তাহাদের কিতাব অর্থাৎ আমলনামা রাখা হইবে এবং নবী ও শহীদগণকে উপস্থিত করা হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِهٰذَا الْكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ـ

কিতাব অর্থাৎ আমলনামা রাখা হইবে অতপর অপরাধীরা ভয়ে ভয়ে উহার মধ্যের লিপিবদ্ধ বিষয় দেখিবে এবং তাহারা বলিবে, হায়! এই কিতাবের কি হইয়াছে। ইহা তো ছোট-বড় সবগুনাহ-ই সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সব উপস্থিত পাইবে। তোমার প্রতিপালক কাহাকেও অবিচার করিবেন না।

(١٣) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○ۚ

(١٤) اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ○

(١٥) قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ○

(١٦) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ○

(١٧) وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ○

১৩. উহাদিগের নিকট উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত তাহাদের নিকট তো আসিয়াছিল নবীগণ।

১৪. যখন তাহাদের নিকট পাঠাইয়াছিলাম দুইজন রাসূল। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল। তখন আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা এবং তাহারা বলিয়াছিল আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

১৫. তাহারা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। দয়াময় আল্লাহ্ তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ।

১৬. তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি।

১৭. স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মুহাম্মদ! তোমার কওম যাহারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তাহাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। مَثَلاً اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ। একটি জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ যখন তাহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। হযরত ইব্‌ন আব্বাস কা'ব আল আহবার ও ওহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন, এই জনপদ হইল আনতাকিয়াহ। ইহার অধিপতি ছিল ইনতিখাছ ইব্‌ন ইনতিখাছ ইব্‌ন ইনতিখাছ। তিনি প্রতিমা উপাসক ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিকট তিনজন রাসূল প্রেরণ করিলেন। তাহাদের নাম ছিল, সাদিক সাদূক ও শালুম। কিন্তু জনপদের উক্ত অধিপতি তাহাদিগকে অস্বীকার করিল। বুরায়দাহ ইব্‌ন খুছাইফ, ইকরিয়মাহ, কাতাদাহ ও যুহরী (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত যে, জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়াহ। অবশ্য কোন কোন ইমাম আনতাকিয়াহ নাম অস্বীকার করিয়াছেন। পরে আমরা ইহা আলোচনা করিব।

اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল পাঠাইলাম অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিল অর্থাৎ অতিদ্রুত তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিল। فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ অতঃপর আমি তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় আর একজন দ্বারা। ইব্‌ন জুরাইজ (র) ..... ওহব ইব্‌ন সুলায়মান (র)-এর মাধ্যমে শুআইব আল জুবাবী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথম দুইজন রাসূলের নাম ছিল শামউন ও ইউহান্না এবং তৃতীয় রসূলের নাম ছিল বূলাছ ও জনপদের নাম ছিল আনতাকিয়া। فَقَالُوْا অতঃপর তাহারা বলিল, অর্থাৎ, জনপদের অধিবাসীদিগকে বলিল, اِنَّا اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কেবল মাত্র তাহারই উপাসনা করিবার জন্য তোমাদিগকে হুকুম করিয়াছেন, তাহার কোন শরীক নাই। আবুল আলিয়া এমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, বস্তুত তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে আনতাকিয়াবাসীদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا তাহরা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। অর্থাৎ তোমাদের নিকট কিভাবে ওহী আসিতে পারে। অথচ তোমরাও মানুষ আমরাও মানুষ। আমদের নিকট তো ওহী আসেনা, তোমাদের নিকট আসে কি রূপে? বস্তুত তোমরা যদি রাসূল হইতে তবে তোমরা ফেরেশতা হইতে। পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্য হইতে যাহারা আম্বিয়ায়ে কিরামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদের অনেকেরই এই একই প্রশ্ন ছিল। যেমন– ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ـ

অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, তাহাদের নিকট রাসূলগণ নিদর্শনসমূহ সহ আসিত; তখন তাহারা বলিত, মানুষ-ই কি আমাদিগকে নিদর্শন দিবে? অর্থাৎ মানুষ রাসূল হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاءُنَا
فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ –

তাহারা বলিল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপাস্য হইতে আমাদিগকে ফিরাইতে চাহিতেছ; অতএব তোমরা সুষ্ঠু দলীল পেশ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُوْنَ আর তোমরা যদি তোমাদের মতই মানুষের অনুসরণ করিয়া চল তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَاۤءَهُمُ الْهُدٰى اِلاَّ اَنْ قَالُوْا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً

মানুষকে ঈমান আনিতে কেবল ইহাই বাধা দিয়াছে, যখন তাহাদের নিকট হেদায়েত আসিয়াছে যে, তাহারা এই কথা বলিয়াছে, আল্লাহ্ কি একজন মানুষকেই রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন? আর এই কারণেই জনপদের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

مَاۤ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ۔

অর্থাৎ তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় তো কিছুই নাযিল করেন নাই তোমরা তো মিথ্যা বলিতেছ। তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত। অর্থাৎ প্রেরিত রাসূলগণ তাহাদিগকে বলিলেন, আমরা যে তোমাদের নিকট প্রেরিত তাহা আমাদের প্রতিপালক অবশ্যই জানেন। আমরা যদি মিথ্যাবাদী হইতাম তবে অবশ্যই তিনি আমাদিগকে শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, শুভ পরিণতি কাহাদের জন্য। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ۔

তুমি বল, আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা তিনি জানেন। যাহারা বাতিলের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী করে হতারাই হইতেছে ক্ষতিগ্রস্ত।

قوله وَمَا عَلَيْنَا اِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِيْنُ আমাদের দায়িত্ব তো হইতেছে কেবল স্পষ্ট প্রচারই। অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাহা পৌঁছাইবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে, উহা পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব। তোমরা উহার অনুসরণ করিলে তোমরা ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে আর উহার অবধ্য হইলে তোমরাই উহার অশুভ পরিণতি ভোগ করিবে।

(١٨) قَالُوْۤا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٩) قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

১৮. উহারা বলিল, আমরা তোমাদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে তোমাদিগকে অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব। এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদিগের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হইবে।

১৯. তাহারা বলিল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। ইহা কি এই জন্য যে, আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি। বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ জনপদের অধিবাসীরা তখন বলিল, اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ আমরা তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। অর্থাৎ তোমাদের চেহারায় আমাদের জীবনে কোন কল্যাণই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা বলিতেছিল, আমাদের যদি কোন অকল্যাণ আসে তবে তাহা তোমাদের কারণেই আসিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা বলিত, তোমাদের মত লোক যে জনপদেই প্রবেশ করে উহার অধিবাসিদের ওপর শাস্তিই নামিয়া আসে। لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ আমরা তোমদিগকে গালি দিব। وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবে। তখন রাসূলগণ বলিলেন, طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সহিত। অর্থাৎ তোমাদের উপর তোমাদের অপকর্মের অমঙ্গলই অবধারিত। যেমন ফিরাউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ۔

যখন তাহাদের নিকট ভাল কিছু আসিত তখন তো তাহারা বলিত, ইহা আমাদেরই জন্য; আমরাই ইহার যথাযোগ্য। আর কোন বিপদ ঘটিলে তাহারা মূসা ও তাহার সম্প্রদায়ের অমঙ্গল বলিয়া দাবী করিত। আল্লাহ্ বলেন ; তাহাদের অপকর্মের অমঙ্গলই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায় বলিয়াছিল ঃ اِطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদিগকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। সে বলিল, তোমাদের শুভাশুভ

আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হইয়াছে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَا لِهٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَايَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ـ

যদি তাহারা ভাল কিছু লাভ করে তবে তো তাহারা বলে, ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আর মন্দ কিছু হইলে বলে, ইহা তোমার [মুহাম্মদ (সা)]-এর পক্ষ হইতে। তুমি [মুহাম্মদ (সা)] বল, সবই আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতারিত। এই সব লোকদের হইল কি যে, তাহারা কথাই বুঝিতেই চাহে না।

قوله اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ইহা কি এই জন্য যে, তোমাদিগকে উপদেশ দান করা হইয়াছে বরং তোমরা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। অর্থাৎ যেহেতু আমরা তোমাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছি, তাওহীদ ও খালিস আল্লাহ্র ইবাদাত করিবার জন্য তোমাদিগকে আহবান জানাইয়াছি; এই কারণেই তোমরা আমাদের সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্য করিয়াছ এবং আমাদিগকে ধমক দিতেছ। বস্তুত তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।

(٢٠) وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

(٢١) اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٢٢) وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٢٣) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ
شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۚ

(٢٤) اِنِّيْٓ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٢٥) اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۗ

২০. নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল; সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদিগের অনুসরণ কর।

২১. অনুসরণ কর তাহাদিগের, যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহে না এবং যাহারা সৎপথপ্রাপ্ত।

২২. আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইব, আমি তাহার ইবাদত করিব না?

২৩. আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিব ? দয়াময় আল্লাহ্ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে চাহিলেও উহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা আমাকে উদ্ধার করিতেও পারিবে না।

২৪. এই রূপ করিলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়িব।

২৫. আমি তো তোমাদিগের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিয়াছি, অতএব তোমরা আমার কথা শুন।

তাফসীর ঃ ইব্ন ইসহাক সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (র), কা'ব আহ্বার ও ওহব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উল্লেখিত জনপদের লোকেরা তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণকে হত্যা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলে নগরীর এক প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি তাহাদের সাহায্যে ছুটিয়া আসিল। এই ব্যক্তি ছিলেন 'হাবীব'। তিনি তাঁতী ছিলেন, রেশমের কাজ করিতেন। আর তিনি ছিলেন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত । কিন্তু তাহার স্বভাব ছিল অতি চমৎকার। তাহার আয়ের অর্ধেক তিনি দান করিতেন। ইব্ন ইসহাক (র) ..... জনৈক রাবী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সূরা ইয়াসীন-এ যেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নাম 'হাবীব'। তিনি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ইমাম সওরী (র) .... আসিম আহওয়াল এর মাধ্যমে আবূ মিজলায (র) হইতে বর্ণনা করেন, ঐ লোকটির নাম ছিল হাবীব ইব্ন মরী। শবীব ইব্ন বিশর (র) ইকরমাহ এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন 'ইয়াসীন'-এ উল্লেখিত লোকটির নাম ছিল হাবীব নাজ্জার। তাহার সম্প্রদায় তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। সুদ্দী (র) বলেন, তিনি ছিলেন একজন ধোপা। উমর ইব্ন হাকাম (র) বলেন, তিনি ছিলেন একজন মুচি। কতাদাহ (র) বলেন, তিনি একটি গুহায় ইবাদত করিতেন।

قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। ইহা বলিয়া তিনি তাহার সম্প্রদায়কে তাহাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিলেন। اِتَّبِعُوْا مَنْ لاَيَسْئَلُكُمْ اَجْرًا তোমরা তাহাদের অনুসরণ কর যাহারা তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহে না ।

অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছাইবার বিনিময়। وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ আর তাহারা সৎপথ প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার আহবান করিবার বেলায়। وَمَالِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ইবাদত করিব না অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কেবল মাত্র তাহারই ইবাদাত করিবার জন্য আমার কোনই বাধা নাই وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ এবং তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে তাহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তখন তিনি তোমাদিগকে প্রতিদান দান করিবেন। তোমাদের কাজ ভাল হইলে ভাল প্রতিদান দিবেন, মন্দ হইলে মন্দ প্রতিদান ও শাস্তি দিবেন।

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهِ اٰلِهَةً আমি কি তাহার পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করিব? অর্থাৎ নিশ্চয় নহে। ইহা একটি ধমক সুচক বাক্য। اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلَا يُنْقِذُوْنَ পরম দয়াময় যদি ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করেন তবে তাহাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসিবে না এবং তাহারা আমাকে উদ্ধারও করিতে পারিবে না। অর্থাৎ যে উপাস্যদের তোমরা উপসনা করিতেছ ইহারা ভাল মন্দ কোন কাজেরই ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ আমার ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করিলে তাহা দুর করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এইসব প্রতিমা উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা রাখে না এবং আমাকে উদ্ধার করিবারও ক্ষমতা রাখে না। اِنِّىْ اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এইরূপ করিলে তো আমি স্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে পড়িব। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া এইসব প্রতিমার উপাসনা করিলে।

اِنِّىْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি। অতএব তোমরা আমার কথা শুন। ইব্‌ন ইসহাক (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি যাহার প্রতি তোমরা কুফরী করিয়াছ। তবে এখানে এই সম্ভাবনা আছে যে, তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন করিয়া ইহা বলিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, যিনি আপনাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা ইহা শুনিয়া রাখুন এবং তাহার নিকট আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহার ব্যাখ্যায় বলেন, “অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন, ইহা দ্বারা তিনি রাসূলগণকে সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা কথা শুনিয়া রাখুন যেন আমার প্রতিপালকের নিকট ইহার সাক্ষ্য দিতে পারেন যে, আমি আপনাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং আপনাদের অনুসরণ করিয়াছি।” অর্থের দিক হইতে এই ব্যাখ্যাটি অধিক স্পষ্ট। والله اعلم

ইব্ন ইসহাক (র) তাহার সূত্রে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) .... কা'ব আহবার ও ওহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, "তাহারা বলেন, হাবীব এই কথা বলিবার সাথে সাথেই তাহার সম্প্রদায় তাহার উপর এক সাথেই ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। তাহাকে রক্ষা করিবার মত সেখানে কেহই ছিল না। কাতাদাহ (র) বলেন, তাহারা তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিল এবং তিনি তখন এই দু'আ করিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِى فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ

হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে আপনি হেদায়েত দান করুন। তাহারা জানে না, বুঝে না। কিন্তু তাহারা তাহাকে প্রস্তারাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল।

(٢٦) قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ۙ○

(٢٧) بِمَا غَفَرَ لِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

(٢٨) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ○

(٢٩) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ○

২৬. তাহাকে বলা হইল, জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলিয়া উঠিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত—

২৭. কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

২৮. আমি তাহার মৃত্যুর পরে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনাই। এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিলনা ।

২৯. উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ..... তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কাফির সম্প্রদায় সেই মু'মিন ব্যক্তিকে এমনভাবে পদদলিত করিয়াছিল যে, তাহার নাড়ী তাহার মলদ্বার হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে তাহার মৃত্যুর পর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্দেশ হইল اُدْخُلِ الْجَنَّةَ। বেহেশতে প্রবেশ কর। তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন এবং

সেখানেই তাহাকে রিজিক দেওয়া হইতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্ত পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূরীভুত করিয়া দেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হাবীব নাজ্জারকে বলা হইল, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তাহাকে হত্যা করিবার সাথে সাথেই তাহার জন্য বেহেশত নিশ্চিত হইল। তিনি তখন তাহার ত্যাগের বিনিময় দেখিতে পাইলেন।

قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ বলিয়া উঠিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি ইহা জানিতে পাইত। কাতাদাহ (র) বলেন, মু'মিন হিতাকাংখী হইয়া থাকে, সে ধোকাবাজ হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ মু'মিন ব্যক্তিকে তাহার মৃত্যুর পর যেই সম্মান দিয়াছিলেন তাহা যখন তিনি দেখিতে পাইলেন তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ইহা বলিয়া তিনি এই আকাংখা প্রকাশ করিলেন যে, তাহার সম্প্রদায় যদি ইহা জানিতে পারিত যে, কি কারণে আল্লাহ আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহারাও ঈমান আনিত ও রাসূলগণের অনুসরণ করিত। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি, তাহার জীবদ্দশায় তো এই কথা বলিয়া হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল।

يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْا الْمُرْسَلِيْنَ হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলগণের অনুসরণ কর। এবং তাহার মৃত্যুর পরে হিতাকাংখা প্রকাশ করিয়াছিল এই কথা বলিয়া يَالَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ হাদীসটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সাওরী আসিম আল আহওয়াল এর মাধ্যমে আবূ যিনাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ এর অর্থ হইল আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার ঈমান ও রাসূলগণের প্রতি আমার যে বিশ্বাস রহিয়াছে উহার কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। ইহা বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি তাহার সম্প্রদায় এই সম্মান ও এই বিরাট বিনিময় সম্পর্কে জানিতে পারিত তবে তাহার সম্প্রদায়ও রসূলগণের অনুসরণ করিত।

আল্লাহ্ তাহার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি তাহার কওমের হিদায়েতের বড়ই লোভী ছিলেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আমার পিতা উরওয়াহ ইবেন মাসউদ সাকফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি নবী করীম (সা)-কে বলিলেন, আমাকে আমার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করুন; আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিব। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنَ। আমার আশংকা, তাহারা তোমাকে হত্যা করিবে। তখন তিনি বলিলেন, তাহারা যদি আমাকে নিদ্রিত পায় তবে তাহারা আমাকে জাগ্রত করিবেনা। অর্থাৎ তাহারা আমাকে সম্মান করিবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اِنْطَلِقْ যাও। তখন তিনি চলিয়া গেলেন এবং লাত ও উজ্জা এর নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন, প্রত্যুষে আমি তোমাদের সহিত

এমন ব্যবহার করিব, যাহা তোমাদের ভাল লাগিবেনা। ইহা শুনিয়া সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা রাগান্বিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, হে সাকীফ গোত্রীয় লোকেরা! এই লাত ও উজ্জা কোন কাজেরই নহে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে। হে আহনাফ গোত্রীয় লোকেরা! এই লাত ও উজ্জা কোন কাজের নহে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকিবে। ইহা তিনি তিনবার বলিলেন। ইহা শুনিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে তীর নিক্ষেপ করিল, যাহা তাহার শরীরে আঘাত করিল এবং এইভাবে তিনি নিহত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট এই সংবাদ পৌছাইলে তিনি বলিলেন। هٰذَا مَثَلُهُ كَمَثَلِ صَاحِبِ يٰسٓ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ। অর্থাৎ ইহার উপমা হইল, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মু'মিনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মত। যে এই কথা বলিয়াছিল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানিতে পারিত, কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন ও সম্মানিত করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন মা'মার ইব্ন হারম্ এর মাধ্যমে কা'ব ইব্ন আহবার বর্ণনা করিয়াছেন। একবার তাহার নিকট বলা হইল, মুছায়লামাতুল কাযযাব হাবীব ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসিম রাসূলুল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, তখন সে বলিল, হ্যাঁ। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও, আমি আল্লাহ্র রাসূল? তখন সে বলিল, তুমি কি বলিতেছ আমি শুনিতে পাইতেছি না। তখন মুছায়লামাহ বলিল, তোমার প্রতি আল্লাহ্র লানত। তুমি ইহা শুনিতে পাইতেছ এবং উহা শুনিতে পাওনা? ইহার জবাবে সে বলিল, হ্যাঁ, তখন মুছায়লামাহ তাহার এক একটি অংগ কাটিতে লাগিল। সে তাহাকে একই প্রশ্ন করিত এবং হাবীব তাহাকে একই জওয়াব দিত। এইভাবে তাহার মৃত্য ঘটিল। কা'ব যখন শুনিলেন যে, তাহার নাম হাবীব, তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র কসম, সূরা-ই ইয়াসীন-এ যে মাজলুম মু'মিনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নামও ছিল হাবীব।

قوله وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ আমি তাহার মৃত্যুর পর আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হাবীবকে হত্যা করিবার পর তিনি তাহার সম্প্রদায় হইতে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ তাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল এবং তাহার অলীকে হত্যা করিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও জানাইতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য আকাশ হইতে কোন ফেরেশতা প্রেরণ করেন নাই এবং ইহার প্রয়োজনও ছিলনা। বরং তাহাদিগকে ধ্বংস করা ছিল তাহার পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। ইসহাক তাহার জনৈক সাথীর মাধ্যমে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই তাফসীরে তিনি আলোচ্য আয়াতের অর্থ করিয়াছেন, আমি তাহাদিগকে

কোন সেনা বাহিনী প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করি নাই, বরং বিষয়টি ছিল ইহা অপেক্ষা সহজতর। إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ উহা ছিল কেবলমাত্র একটি শব্দ, ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত বাদশা ও আনতাকিয়া অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহারা নাস্তানাবুদ হইয়া গেল। তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কোন কোন তাফসীরকার وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ অর্থ করিয়াছেন, পূর্বপবর্তী উম্মতগণকে ধ্বংস করিবার জন্য আমি তাহাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিতাম না, বরং তাহাদের ওপর শাস্তি প্রেরণ করিতাম, উহা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিত। কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, ইহার পর আমি তাহাদের প্রতি অন্য কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ্ তা'আলা হাবীবকে হত্যা করিবার পর তাহার সম্প্রদায়কে শাস্তির কোন ব্যবস্থা করেন নাই। إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ ইহা তো কেবল মাত্র একটি বিকট শব্দ ছিল, ফলে তাহারা নিথর নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, প্রথম ব্যাখ্যা অধিক বিশুদ্ধ। কারণ রিসালাতকে جُنْدٌ বা সেনাবাহিনী বলা হয় না। অথচ আয়াতে جُنْدٌ শব্দ রহিয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি নগরীর ফটকের দুইটি চৌকাঠ ধরিয়া বিকট শব্দে চিৎকার করিতেই তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তাহাদের কাহারও মধ্যে আর প্রাণশক্তি অবশিষ্ট রহিল না। পূর্ববর্তী বহু তাফসীরকার হইতে বর্ণিত, শহরটির নাম আনতাকিয়াহ এবং শহরবাসীদের নিকট প্রেরীত তিন ব্যক্তি ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতিনিধি। কাতাদাহ হইতে ইহা বর্ণিত। কিন্তু পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য হইতে কেহই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত নাই। একাধিক কারণে ইহার বিশুদ্ধতা বিবেচনা সাপেক্ষ।

(১) পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত ঘটনা দ্বারা প্রকাশ যে, উক্ত জনপদে প্রেরিত তিন ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে নহে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ
...... رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۔

যখন আমি তাহাদের নিকট দুইজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে অমান্য করিল, অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিলাম। তখন তাহারা বলিল, আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। আমাদের প্রতিপালক জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত। আমাদের দায়িত্ব তো

কেবল প্রচার করাই। বস্তুত: এই তিনজন যদি হযরত ঈসা (আ)-এর সাথীগণের মধ্য হইতে হইতেন তবে তাহারা তাহাদের বক্তব্যে এমন কথা বলিতেন, যাহা দ্বারা বুঝা যাইত যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত ছিলেন। والله اعلم ইহা ছাড়া তাহারা যদি হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতেই প্রেরিত হইতেন, তবে জনপদের লোকেরা অবশ্য ইহা বলিত না اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا। তোমরা আমাদের মতই মানুষ। তোমরা কিভাবে প্রেরিত হইবে?

(২) দ্বিতীয়ত আনতাকিয়ার অধিবাসীরা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রেরিত প্রতিনিধিগণের কথায় ঈমান আনিয়াছিল এবং এই শহরের লোকই সর্ব প্রথম সকলেই ঈমান আনিয়াছিল এবং এই কারণেই নাসারাদের নিকট যেই চারটি শহর পবিত্র উহাদের একটি এই আনতাকিয়া। বাইতুল মুকাদ্দাস তাহাদের নিকট পবিত্র এই কারণে যে, এখানে হযরত ঈসা (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় শহর আন্তাকিয়া উহা পবিত্র এই কারণে যে, উহাই প্রথম শহর যাহার অধিবাসীরা সকলেই হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল। তৃতীয় শহর ইসকান্দারিয়া উহা পবিত্র এই কারণে যে, ঐ শহরেই তাহারা তাহাদের ধর্মীয় পদস্থদের নিয়োগের উপর ঐক্যমত পোষণ করিয়াছিল। চতুর্থ শহর হইল রূম, উহা তাহাদের নিকট পবিত্র এই কারণে যে, উহা সম্রাট কনস্টান্টিনোপলের শহর এবং তিনিই তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন সর্বাধিক এবং এই শহরেই তাহাদের বড় পাদরী ছিল। পরবর্তীতে তিনি যখন কুসতুনতুনীয়া শহর নির্মাণ করেন তখন তিনি সেখান হইতে পাদরীকে এই রূম শহরে স্থানান্তরিত করেন। সাঈদ ইব্ন বিতরীক ও অন্যান্য খৃস্টান ঐতিহাসিকগণ এই বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও ইহাতে দ্বিতমত পোষণ করেন নাই। যখন ইহা প্রমাণিত হইল আনতাকিয়া শহরের সকল অধিবাসী সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল, অথচ আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জনপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহার অধিবাসীরা তাহাদের রসূলগণকে অমান্য করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাদিগকে তিনি এক বিকট শব্দের মাধ্যমে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘটনা পৃথক পৃথক এবং উক্ত জনপদে হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষের প্রতিনিধি প্রেরিত ছিলেন না, বরং তাহারা স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন যাহাদিকে আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(৩) হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের সহিত আনতাকীয়াবাসীদের যে ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, উহা ছিল তাওরাত অবতীর্ণ হইবার পর। অথচ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এবং পূর্ববর্তী আরো বহু উলামায়ে কিরামের বর্ণনা মতে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র তাওরাত নাযিল করিবার পর কোন জনপদের অধিবাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করেন নাই। বরং উহার পর তিনি মু'মিনদিগকে মুশরিকদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য

হুকুম করিয়াছেন। وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى পূর্বর্তবর্তী উম্মতদিগকে ধ্বংস করিবার পর আমি মূসা (আ)-কে কিতাব দান করিয়াছি। এই আয়াতের তাফসীরে প্রসংগে উলামায়ে কিরাম উল্লেখিত রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে যে জনপদের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আনতাকিয়া ব্যতীত অন্য কোন জনপদ। যেমন, এই ঘটনা যে আনতাকিয়ার ঘটনা, এই কথা উল্লেখ করা ছাড়াই পূর্ববর্তী অনেক উলামায়ে কিরাম ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। অথবা আনতাকিয়া নামেই অন্য কোন শহর ছিল। প্রসিদ্ধ আনতাকিয়া এখানে উদ্দেশ্য নহে। কারণ, যে আনতাকিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, উহার জনগণকে খৃষ্টযুগে না উহার পূর্বে কখনও ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই।

হাফিজ আবূল কাসিম তাবরানী (র) বর্ণনা করেন, হুছাইন ইবন ইসহাক তছতরী (র) .... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অগ্রে গমনকারী তিনজন, মূসা (আ)-এর নিকট হযরত ইউশা ইব্ন নূন। হযরত ঈসা (আ) এর নিকট সূরা ইয়াসীন-এ উল্লেখিত মু'মিন ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আলী ইব্ন আবূ তালিব (র)। ইমাম তাবরানী কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটি মুনকার। রেওয়ায়েতটি কেবল হুসাইন আল আশকর বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একজন শিয়া রাবী। তাহার রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নহে।

(٣٠) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٣١) اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

(٣٢) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

৩০. পরিতাপ বান্দাদিগের জন্য, উহাদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই তাহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

৩১. তাহারা কি লক্ষ্য করে না, তাহাদিগের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহারা তাহাদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেনা।

৩২. এবং অবশ্যই তাহাদিগের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হইবে।

তাফসীর ঃ আলী ইব্ন আবূ তালহা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ এর অর্থ يَاوَيْلَ الْعِبَادِ অর্থাৎ বান্দাদের

পরিতাপ। কাতাদাহ (রা) ইহার তাফসীর করিয়াছেন, বান্দারা এই বলিয়া অনুতাপ করিবে, হায়! আল্লাহ্‌র হুকুম আমি নষ্ট করিয়াছি এবং সীমা লংঘন করিয়াছি। এক কিরাতে يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ اَنْفُسِهَا অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যখন অপরাধীগণ শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিজেদের উপর অনুতাপ করিয়া বলিবে, তাহারা কি করিয়া রাসূলগণেকে অমান্য করিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছিল। বস্তুত: তাহারা পৃথিবীতে রাসূলগণকে অস্বীকার করিত। مَايَأْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যখনই তাহাদের নিকট কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই তাহারা তাহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। এবং যে সত্যসহ তিনি তাহাদের নিকট প্রেরিত হইতেন তাহারা উহা অস্বীকার করিত। অতঃপর আল্লাহ্ ইরশাদ করেন اَلَمْ يَرَوْكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُوْنَ তাহারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা তাহাদের নিকট আর ফিরিয়া আসিবেনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের যাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন তাহাদের দ্বারা এই সকল লোক কোন উপদেশ গ্রহণ করে না। যাহারা ধ্বংস হইয়াছে তাহারা তো আর পুনরায় এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে না। কোন কোন মূর্খ নাস্তিক যে এই কথা বলে اِنْ هِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيٰى আমাদের তো এই পার্থিব জীবনই সবকিছু, আমাদের মৃত্যু হইবে ও জীবিত হইব। ইহা কেবল তাহাদের ধারণা ও অবাস্তব। বস্তুত এই সব লোক হইল নাস্তিক; তাহাদের মূর্খতার দরুনই তাহারা বলে যে, তাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবে এবং এখন যেমন তাহারা পৃথিবীতে জীবন যাপন করিতেছে তখনও এইরূপ জীবন যাপন করিবে। আল্লাহ্ তাহাদের এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُوْنَ তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, তাহাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি যাহারা আর ফিরিয়া আসিবেনা।

وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ এবং অবশ্যই তাহাদের সকলকে আমার নিকট একত্রে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে বিচারের জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদের ভাল মন্দ আমলের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হইবে। আলোচ্য আয়াতের অর্থ ঠিক এই আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَاِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ

তোমাদের প্রতিপালক সকলকেই তাহাদের আমলের প্রতিদান দান করিবেন। কোন কোন ক্বারী لَمَّا শব্দটিকে তাশদীদ সহ পাঠ করেন এবং কেহ কেহ বিনা তাশদীদে পাঠ করেন। বিনা তাশদীদে হইলে اِنْ অব্যয়টি হ্যাঁ বাচক হইবে। এবং তাশদীদসহ হইলে

اِنْ না বাচক হইবে। এবং لَمَّا শব্দটি اِلَّا এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অবশ্য কিরাতের পার্থক্যে এখানে অর্থে কোন পার্থক্য হইবে না।

(٣٣) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

(٣٤) وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ۙ ○

(٣٥) لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

(٣٦) سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৩. তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যাহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা ভক্ষণ করে।

৩৪. উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উহাতে প্রসবণ উৎসারিত করি।

৩৫. যাহাতে তাহারা ভক্ষণ করিতে পারে ইহার ফলমূল হইতে, অথচ তাহাদিগের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই, তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা?

৩৬. পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তাহারা যাহাদিগকে জানেনা তাহাদিগের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়া জোড়া করিয়া।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاٰيَةٌ لَّهُمْ আর তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও মৃতকে জীবিত করিবার জন্য নিদর্শন হইল اَلْاَرْضُ الْمَيْتَةُ মৃত ভূমি যে ভূমি তাহার সমস্ত উর্বরতা ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে, যাহাতে কোন উদ্ভিদ নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবার পর উহা উর্বর হইয়া পড়ে এবং উৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়া আসে, উহাতে সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اَحْيَيْنَاهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ এবং যাহা আমি সঞ্জীবিত করি, যাহা হইতে আমি শস্য উৎপন্ন করি এবং যাহা হইতে

তাহারা আহার করে। অর্থাৎ তাহাদের ও তাহাদের পশুর রিজিকের ব্যবস্থা। وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ উহাতে আমি খেজুর ও আঙ্গুর উদ্যান সৃষ্টি করি এবং প্রস্রবণ উৎসারিত করি। অর্থাৎ যেসব স্থানে প্রয়োজন, আমি সেখানে নহর সৃষ্টি করিয়া দেই এবং উহার মাধ্যমে উদ্যান সৃষ্টি করি। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভূমি হইতে ফসল উৎপন্ন করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে নানা প্রকার ফলমূল সৃষ্টি করিবার কথাও উল্লেখ করিয়া বান্দাগণের প্রতি তাহার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অথচ তাহাদের হাত ইহা সৃষ্টি করে নাই অর্থাৎ এই সব কিছুই কেবল আল্লাহ্র অনুগ্রহ; মানুষের শ্রমের কোন অংশ ইহাতে নাই, না আছে তাহাদের প্রচেষ্টার কোন ভূমিকা এবং না আছে এই বিষয়ে তাহাদের কোন ক্ষমতা। হযরত ইব্ন আব্বাস ও কাতাদাহ (র) এই তাফসীর করিয়াছেন। আর যেহেতু উল্লেখিত বিষয়ে কেবল মাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ কাজ করিয়াছে, এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা? অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে তাহাদিগকে অগণিত নিয়ামত দান করিয়াছেন তাহারা কি উহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেনা। ইব্ন জারীর (র) নিশ্চয়তার সহিত বলেন, وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ -এর শব্দটি এখানে اَلَّذِىْ অর্থে ব্যবহৃত। ইবারত এইরূপ لِيَاكُلُوْمِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তাহারা যেন উহার ফল হইতে এবং যাহা তাহাদের হাত অর্জন করে উহা হইতে আহার করে। অর্থাৎ যে সব গাছপালা তাহারা তাহাদের হাতে লাগাইয়াছে এবং উহার জন্য শ্রম ব্যয় করিয়াছে তাহারা যেন উহার ফলমূল আহার করে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র)-এর কিরাআতে এইরূপ রহিয়াছে। অর্থাৎ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, سُبْحَانَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ পবিত্র তিনি, যিনি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উদ্ভিদ অর্থাৎ ফসল, ফলমূল ও গাছপালা। وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ এবং মানুষ। অত:পর তাহাদিগকে পুরুষ নারী দুই প্রকার সৃষ্টি করিয়াছেন। وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ এবং তাহারা যাহাদিগকে জানেনা অর্থাৎ এমন বহু সৃষ্ট জীব রহিয়াছে, যাহাদিগকে তাহারা জানেনা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ আমি প্রত্যেক জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছে। সম্ভবত: তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।

(٣٧) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ۙ○

(٣٨) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ؕ○

(٣٩) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ○

(٤٠) لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَ

كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ○ .

৩৭. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাত্রি। তাহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি। সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

৩৮. এবং সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

৩৯. এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে উহা শুষ্ক বক্র খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।

৪০. সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহার কুদরত ও মহত্বের একটি নিদর্শন এটাই যে, তিনি দিবারাত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। রাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার এবং দিনকে সৃষ্টি করিয়ছেন আলোকময় করিয়া এবং পর্যায়ক্রমে একটির পর একটির আগমন ঘটে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا রাত্র দিনকে ঢাকিয়া ফেলে এবং রাত্রি দিবসকে দ্রুত তলব করে। এখানে ইরশাদ হইয়াছে, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল রাত্র উহা হইতে আমি দিনকে অপসারিত করি। দিন চলিয়া গেলে রাত্র আগমন করে। এই কারণেই ইরশাদ হইয়াছে فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ اِذَا اَقْبَلَ الَّيْلُ مِنْ هٰهُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هٰهُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ যখন এই দিক হইতে রাত্রি আগমন করে এবং এই দিক হইতে দিন পশ্চাৎমুখী হয় এবং সূর্য অস্ত যায় তখন নিঃসন্দেহে সিয়ামপালনকারীর ইফতারের সময় হইয়া যায়। আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই জাহির ও স্পষ্ট। কিন্তু কাতাদাহ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ তিনি রাত্রকে দিবসে দাখিল করেন এবং দিবসকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করেন। -এর অর্থে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু ইব্‌ন জারীর এখানে কাতাদাহ (র)-এর মত দুর্বল মত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি বলেন الايلاج অর্থ একটি কম করিয়া অন্যটির মধ্যে দাখিল করা। কিন্তু এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। ইব্‌ন জারীর যাহা বলিয়াছেন উহাই সত্য।

قوله وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আর সূর্য উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ভ্রমণ করে। এর দুইটি অর্থ করা হইয়াছে। একটি অর্থ হইল আরশের নীচে যেই অংশটি উহার নিকটবর্তী উহাই হইল সূর্যের অবস্থানের স্থান। এই অর্থে কেবল সূর্যই নয় বরং সারা মাখলুকই আরশের নীচে অবস্থিত। কারণ আরশ সকল মাখলুকের উপরে অবস্থিত এবং ইহা গোলাকার নয় যেমন বহু বিজ্ঞানীদের ধারণা ইহাই। বরং আরশ গম্বুজের ন্যায় স্তম্ভ বিশিষ্ট। ফিরিস্তাগণ উহাকে বহন করিয়া আছেন। মানুষের মাথার উপরে যেই জগৎ উহার উপরে আরশ অবস্থিত। কুববাতুল ফালাক-এ সূর্য দ্বিপ্রহরে অবস্থান করে তখন উহা সেখান হইতে আরশের অধিক নিকটবর্তী হয়। আবার যখন প্রদক্ষিণ করিতে করিতে চতুর্থ ফালাকের ঐ স্থানের বিপরীত স্থানে অবস্থান করে তখন অর্ধরাত্র হয় এবং তখন উহা আরশ হইতে সর্বাধিক দূরে অবস্থান করে। এবং তখনই সে উহাকে সিজদা করে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। যেমন এই বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবূ নুআইম (র) হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ যর! তুমি জান কি, সূর্য কোথায় অস্ত যায়? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন ঃ

فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَذٰلِكَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থাৎ সূর্য চলিতে থাকে, এমনকি উহা আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়। উল্লেখিত আয়াতে ইহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। আব্দুল্লাহ যুবাইর হুমাইদী (র) হযরত আবূযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এর তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, সূর্যের অবস্থানের স্থান হইল আরশের নীচে। ইমাম বুখারী (র) এখানে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধিক স্থানে হাদীসটি বর্ণনা করিয়ছেন। ইমাম ইব্ন মাজাহ ব্যতীত অন্যান্য ইমামগণ আ'মাশের বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন উবাইদ (র) হযরত আবূ যর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার আমি সূর্য অস্ত যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মসজিদে ছিলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন يَا اَبَاذَرٍّ تَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ الشَّمْسُ হে আবূ যর! তুমি জান কি, সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

فَانَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ بَيْنَ يَدَىْ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَتَسْتَاْذِنُ فِىْ الرُّجُوْعِ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَكَانَّهَا قَدْ قِيْلَ لَهَا ارْجِعِى مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ اِلٰى مَطْلَعِهَا وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُّهَا ثُمَّ قَرَأَ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ـ

অর্থাৎ, তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে থাকে, এমন কি তাহার প্রতিপালকের সম্মুখে সিজদা দেয়। অত:পর পুনরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রর্থনা করে। তাহাকে অনুমতি দান করা হয়। যেন তাহাকে বলা হইল, যেখান হইতে তুমি আসিয়াছ সেখানে তুমি প্রত্যাবর্তন কর। অতঃপর সে তাহার উদয়ের স্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং উহাই হইল তাহার অবস্থানের স্থান। অত:পর তিনি উল্লেখিত আয়াত পাঠ করিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আ'মাশ (র) হযরত আবূযর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূর্য অস্ত যাইবার সময় আবূযর (র)-কে বলিলেন, তুমি জান কি সূর্য কোথায় যাইতেছে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, সূর্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে গিয়া সিজদা দেয়, অত:পর অনুমতি প্রার্থনা করে। তাহাকে অনুমতি দান করা হয়। সম্ভবত: এক সময় সে সিজদা করিবে; কিন্তু তাহার সিজদা গ্রহণ করা হইবে না এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে কিন্তু তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবেনা এবং তাহাকে বলা হইবে, যেখান হইত তুমি আসিয়াছ সেখানেই তুমি ফিরিয়া যাও। অতঃপর সূর্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হইবে। وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -এ এই বিস্ময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (র) হতে বর্ণিত তিনি وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সুর্য উদয় হয়, অত:পর আদম সন্তানের পাপ উহাকে ফিরাইয়া দেয়, এমনকি যখন উহা অস্ত যায় তখন সালাম করে সিজদা করে। পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, উহাকে অনুমতি দান করা হয়। এইভাবে একদিন উহা অস্ত যাইবে, এবং সালাম করিরে ও সিজদা দিবে এবং পুনরায় উদয় হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে; কিন্তু অনুমতি দেয়া হইবেন না। তখন সূর্য বলিবে, সফর দীর্গ এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া না হইলে আমি পৌছাইতে পারিব না। তখন সূর্য কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করিবার পর উহাকে বলা হইবে, তুমি যেখানে অস্ত গিয়াছ সেখান হইতে উদয় হও। রাবী বলেন, তখন হইতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে কাহারও ঈমান কোন কাজে আসিবেনা, যে ইহার পূর্বে ঈমান আনে নাই। কেহ কেহ বলে مُسْتَقَرُّهَا দ্বারা সূর্যের সফরের সর্বশেষ স্থান বুঝান হইয়াছে। আর তাহা হইল গ্রীষ্মকালে আসমানের সর্ব উচ্চস্থান এবং শীতকালে সর্বনিম্নস্থান।

مُسْتَقَرٌ এর দ্বিতীয় অর্থ হইল সূর্যের প্রদক্ষিণের সর্বশেষ সময়, অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। কিয়ামত সংঘটিত হইবার পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ করিবে না। তখন উহার আলোও নির্বাপিত হইবে। ইহজগৎও ইহার শেষ প্রান্তে উপনীত হইবে। তখনই হইবে সূর্যের প্রদক্ষিণ ক্ষান্ত হইবার সময়। কাতাদাহ (র) বলেন مُسْتَقَرِّلَّهَا এর অর্থ لَوَقْتِهَا وَلِاَجَلٍ لاَتَعْدُوْهُ অর্থাৎ যে সময়ের পর সূর্য আর প্রদক্ষিণ করিবে না।

কেহ কেহ বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, সূর্য উহার গ্রীষ্মকালীন কক্ষসমূহে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ঐ সময়ে সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ অতিক্রম করে না। অত:পর শীতকালীন কক্ষসমূহ প্রদক্ষিণ করে; ঐ সময়েও সূর্য উহার নির্ধারিত কক্ষসমূহ অতিক্রম করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতেও ইহা বর্ণিত। হযরত ইব্‌ন মাসউদ ও হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لاَمُسْتَقَرَّلَّهَا পাঠ করেন। অর্থ হইল, সূর্য প্রদক্ষিণ করে, উহা স্থির হয় না, বরং দিবা রাত ভ্রমণ করিতে থাকে। উহা কখনও থামে না, উহার ক্লান্তিও আসে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে– وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে চন্দ্র সূর্যকে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহা অবিরাম চলিতে থাকে। ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ইহা পরাক্রম শালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। যাহার হুকুমকে কেহ বাধা দিতে পারে না। কেহ তাহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা রাখে না। যিনি সমস্ত বস্তুর নড়াচড়া থামিয়া যাওয়া সম্পর্কে অবগত আছেন। সূর্যের প্রতি মুহূর্তের প্রদক্ষিণ ও উহার স্থিরতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। তিনি উহার একটি নির্দিষ্ট গতি নির্ধারণ করিয়াছেন, যাহার বিপরীত হইতে পারে না। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۔

তিনি উষার উন্মেষ ঘটান। তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণণার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। সূরা হা-মীম সিজদার শেষেও ইহা ইরশাদ হইয়াছে ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ আর চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন মনযিল নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি এবং উহা একটি বিশেষ গতিতে ঘুরিতে থাকে। যার মাধ্যমে মাস জানিতে পারা যায়। যেমন সূর্যের মাধ্যমে দিবা রাত্র জানা যায়। ইরশাদ হইয়াছে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ তাহারা তোমার নিকট চন্দ্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, উহা মানুষের জন্য সময় ও হজ্জের মাওসূম জানিবার উপায়।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ۔

তিনিই সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার মানযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা বৎসর গণণা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً

আমি রাত্রি ও দিবসকে দুইটি নিদর্শন করিয়াছি। রাত্রির নিদর্শনকে অপসারিত করিয়াছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করিয়াছি, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং যাহাতে তোমরা সব সংখ্যা ও হিসাব স্থির করিতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

আয়াতে আল্লাহ্ সূর্যের জন্য তেজস্ক্রিয়তা খাস করিয়াছেন এবং চন্দ্রের জন্য জ্যোতি নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এবং চন্দ্র ও সূর্যের গতির মধ্যেও পার্থক্য রহিয়াছে। সূর্য প্রতিদিন উদয় হয় এব দিনের শেষে অস্ত যায় এবং উহার তেজক্রীয়তায় কোন পার্থক্য হয় না। অবশ্য উহার শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন উদয় ও অস্তস্থলে পার্থক্য হইয়া থাকে এবং এ কারণেই এক সময় দিন বড় এবং রাত্র ছোট এবং আর এক সময় দিন ছোট ও রাত্র বড় হইয়া থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা দিবাভাগে সূর্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উহা দিবা নক্ষত্র এবং চন্দ্রের জন্য বিভিন্ন মানযিল নির্ধারিত করিয়াছেন। উহা মাসের প্রথমভাগে অল্প আলোসহ উদয় হয়, অত:পর দ্বিতীয় রাত্রে উহার আলো বৃদ্ধি পায় এবং এক মানযিল ঊর্ধে আরোহণ করে অতঃপর উহা যতই ঊর্ধ মানযিলে আরোহণ করে উহার আলো বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদিও উহা সূর্য হইতে আলো গ্রহণ করে কিন্তু মাসের চতুর্দশ তারিখে চন্দ্র পূর্ণ জ্যোতির্ময় হইয়া যায়। উহার পর হইতে মাসের শেষ পর্যন্ত চন্দ্র আকারে হ্রাস পাইতে থাকে, এমন কি উহা এক সময় শুষ্ক বক্র খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে পরবর্তী মাসে চন্দ্রকে উদিত করেন।

আরবের লোকেরা চন্দ্র মাসের প্রতি তিন রাত্রের একটি নাম রাখিয়াছে। প্রথম তিন রাত্রের নাম গুরার, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম নুফাল, পরবর্তী তিন রাত্রের নাম তুছা' (নয়)। কারণ ইহার শেষ রাত্র নবম রাত্র। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম উশার (দশ)। কারণ উহার প্রথম রাত্র দশম রাত্র। এবং উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম বীয (আলোকময়)। কারণ ঐ তিন রাত্রে সারারাত্রেই চন্দ্রের আলো থাকে। উহার পরবর্তী

তিন রাত্রের নাম দুরা। উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম জুলাম, উহার পরবর্তী তিন রাত্রের নাম হানাদিস, উহার পরবর্তীর নাম দা'দীর এবং সর্বশেষ তিন রাত্রের নাম 'মিহাক'। কারণ, এই সময় চন্দ্রের আলো নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। হযরত আবূ উবায়দাহ (র) এই সব নামের মধ্যে তুছা ও উশার অস্বীকার করিতেন। 'গরীবুল মুসান্নিফ' নামক গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ রহিয়াছে।

قوله لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নহে। মুজাহিদ (র) বলেন, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট রহিয়াছে যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। এবং নির্দিষ্ট সীমা ভ্রমণ না করিয়াও উপায় নাই। যখন উহাদের একটির পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য এবং যখন অপরটির পালা আসে তখন অন্যটি অদৃশ্য। আব্দুর রাজ্জাক (র) মায়'মার (র)-এর মাধ্যমে হাসান (র) হইতে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, লাইলাতুল হিলালেই সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নহে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) হইতে বর্ণনা করে বলেন اِنَّ لِلرِّيْحِ جَنَاحًا وَاِنَّ الْقَمَرَ يَأْوِىْ اِلَىٰ غِلَافٍ مِنْ مَاءٍ অর্থাৎ বায়ুর বাহু আছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইমাম সাওরী (র) ইসামাইল ইবন আবূ খালিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ لَايُدْرِكُ هٰذَا ضَوْءَ هٰذَا وَلَا يُدْرِكُ هٰذَا ضَوْءَ هٰذَا অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য একটি অন্যটির আলোর নাগাল পায় না।

ইকরিমাহ (র) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ এর তাফসীরে বলেন, চন্দ্র ও সূর্যের প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সাম্রাজ্য আছে। অতএব সূর্যের পক্ষে রাত্রে উদয় হওয়া সম্ভব নহে। وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এর অর্থ হইল একটি রাত্রের পরেই আর একটি রাত্রের আগমন ঘটিতে পারে না, যাবৎ না মাঝে একটি দিনের আগমন ঘটিবে। সূর্যের সাম্রাজ্য দিনের বেলায় এবং চন্দ্রের সাম্রাজ্য রাত্রে। যাহ্‌হাক (র) বলেন, রাত্রের প্রত্যাগমন ঘটেনা যাবৎ না এই দিক হইতে দিনের আগমন ঘটে। ইহা বলিয়া তিনি পূর্ব দিকে ইংগিত করিলেন। মুজাহিদ (র) বলেন وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ এর অর্থ হইল, দিবা-রাত্র একটি অন্যটির পশ্চাতে থাকে। একটিকে অপরটি হইতে অপসারিত করা হয়। উভয়ের মাঝে যেন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না। একটি গমনের পর অবিলম্বে অন্যটির আগমন ঘটে। উভয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অব্যাহতভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত।

قوله وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাতার কাটে। অর্থাৎ দিবা-রাত্র চন্দ্র সূর্য সকলেই আকাশে কক্ষপথে ভ্রমণ করে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমাহ, যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদাহ ও আতা খুরাসামী (র) এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে

তাহাদের কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করে। রেওয়ায়েতটি ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি মুনকার রেওয়ায়েত। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) এবং উলামায়ে সালাফ এর আরো অনেকে বলেন, চন্দ্র সূর্যের কক্ষ পথ, সুতা কাটা চর্খার ন্যায় গোলাকার। কেহ কেহ বলেন, আটা পেশাইদা করার চাক্কির ন্যায় গোল।

(٤١) وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

(٤٢) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ○

(٤٣) وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ○

(٤٤) اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

৪১. তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদিগের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌ যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম।

৪২. এবং তাহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে তাহারা আরোহণ করে।

৪৩. আমি ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি। সে অবস্থায় তাহারা কোন সাহায্যকারী পাইবে না এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবে না–

৪৪. আমার অনুগ্রহ না হইলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে না দিলে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, তাহাদের জন্য আল্লাহ্র কুদরতের একটি নিদর্শ হইল সমুদ্রকে তাহাদের কল্যাণে নিয়োজিত করা, যেখানে নৌকা চলাচল করে। এবং সর্ব প্রথম নৌকা হইল হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা যাহাতে তখনকার যুগের সমস্ত মু'মিন মুসলমানকে আরোহণ করান হইয়াছিল এবং মহাপ্লাবনে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কারণে ইরশাদ হইয়াছে وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ আর তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন হইল, তাহাদের বংশধরদিগকে আরোহণ করাইয়াছি অর্থাৎ তাহাদের পূর্বপুরুষদিগকে فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ 'বোঝাই নৌকা' অর্থাৎ যে নৌকা মাল আসবাব ও পশুপক্ষী দ্বারা বোঝাই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-কে উহাতে সর্ব পশুপক্ষীর জোড়া জোড়া উঠাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বলেন اَلْمَشْحُوْنُ অর্থ বোঝাইকৃত। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, শা'বী, কাতাদাহ ও সুদ্দীও এই অর্থ করিয়াছেন। যাহ্হাক, কাতাদাহ ও

ইব্‌ন যায়েদ বলেন الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ। দ্বারা এখানে হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা বুঝান হইয়াছে।

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَايَرْكَبُوْنَ এবং তাহাদের জন্য আমি অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি। আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন, অনুরূপ যানবাহন দ্বারা উট বুঝান হইয়াছে। কারণ উহা স্থলের যানবাহন, উহাতে বোঝা বহন করা এবং আরোহণ করা হয়। ইকরিমাহ্, মুজাহিদ, হাসান ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ (র) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বর্ণনা অনুসারে কাতাদাহ (র) ও এইমত প্রকাশ করিয়াছেন। এক বর্ণনা অনুসারে সুদ্দী (র) বলেন, অনুরূপ যানবাহন দ্বারা চতুষ্পদ জন্তু বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ফযল ইব্‌ন সাব্বাহ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণিত। একদা তিনি বলিলেন, তোমরা জান وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَايَرْكَبُوْنَ এর অর্থ কি? আমরা বলিলাম, জিনা। তিনি বলিলেন هِىَ السُّفُنُ جُعِلَتْ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ سَفِيْنَةٌ عَلٰى مِثْلِهَا উহা হইল নৌকা ও জাহাজ, যাহা হযরত নূহ (আ)-এর নৌকার পরে উহার অনুসরণে নির্মাণ করা হইতেছে। আবূ মালিক, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ, আবূ সালিহ ও সুদ্দী অনুরূপ বলেন, আলোচ্য আয়াতে নৌকা ও জাহাজ বুঝান হইয়াছে। নিম্নের আয়াত এই মতের সমর্থন করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَاعِيَةٌ ـ

যখন পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করিল আমি তোমাদিগকে নৌকায় আরোহণ করাইলাম। যাহাতে আমি উহাকে তোমাদের জন্য একটি স্মৃতি করি এবং সংরক্ষণকারী উহাকে সংরক্ষণ করে। আরো ইরশাদ হইয়াছে وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيْخَ لَهُمْ وَلاَهُمْ يُنْقَذُوْنَ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারি তখন তাহাদের কোন সাহায্যকারী হইবেনা এবং তাহারা পরিত্রাণও পাইবেনা। অর্থাৎ যাহারা নৌকায় আরোহণ করে তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া দিতে পারি এবং তখন বিপদ হইতে কেউ তাহাদিগকে সাহায্যকারী হইবে না এবং উহা হইতে তাহারা পরিত্রাণও পাইবে না। اِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا। কিন্তু আমি অনুগ্রহ করি অর্থাৎ আমার রহমত ও অনুগ্রহে আমি তোমাদিগকে নিরাপদে পৌছাইয়া দেই। এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদিগকে নিরাপদেই রাখি। ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ এবং কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

(٤٥) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

(٤٦) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

(٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

৪৫. যখন তাহাদিগকে বলা হয়; যাহা তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে সাবধান হও, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার।

৪৬. আর যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে তখনই তাহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪৭. যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীপনোপকরণ দিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর তখন কাফিরগণ মু'মিন দিগকে বলে, যাহাকে ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ খাওয়াইতে পারিতেন আমরা কেন তাহাকে খাওয়াইব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের অহংকার, বিরতিহীন বিভ্রান্তির বিষয় এবং তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ববর্তী অপকর্ম হইতে অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইবার জন্য বলা হইলে উহার প্রতি তাহাদের কর্ণপাত না করা ও চরম হঠকারিতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ۔

আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, যাহা তোমাদের সম্মুখে আছে এবং যাহা তোমাদের পশ্চাতে উহা সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা তাহাদের অগ্রপশ্চাতের পাপকার্য বুঝান হইয়াছে। لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ যাহাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হইতে পার। অর্থাৎ তোমাদের সাবধানতার কারণে সম্ভবত: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিলে হুবহু শাস্তি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। কিন্তু তাহারা ইহার প্রতি কর্ণপাত করেনা; বরং তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়। ইরশাদ হইয়াছে وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ যখনই তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন তাহাদের নিকট আসে অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতার নিদর্শন إِلَّا। كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ তখনই তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অর্থাৎ উহাতে তাহারা চিন্তা ভাবনা করে না, উহা গ্রহণ করে না এবং উহা দ্বারা উপকৃতও হয় না। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ আর যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্

তোমাদিগকে যে রিজিক দান করিয়াছেন উহা হইতে ব্যয় কর। অর্থাৎ দরিদ্র ও মুখাপেক্ষীদিগকে দান করিবার ও সাহায্য করিবার জন্য যখন তাহাদিগকে বলা হয় قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তখন কাফিররা মু'মিনদিগকে বলে, অর্থাৎ তাহাদিগকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে উহা যাহাতে পালন না করিতে হয়, সেজন্য তাহারা মু'মিনদিগকে বলে اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করিলে খাওয়াইতে পারেন, আমরা কেন তাহাদিগকে অন্ন দান করিব? অর্থাৎ তোমরা যাহাদিগকে দান করিবার আমাদিগকে উপদেশ দিতেছ, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দান করিয়া ধনী করিতে পারিতেন। তিনিই যখন তাহা ইচ্ছা করেন নাই, আমরা কেন তাহা করিব। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করে আমরাও তাহাই চাই। اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আমাদিগকে দান করিবার জন্য উপদেশ দানের বেলায়। ইব্ন জারীর (র) বলেন, হইতে পারে কাফিররা যখন মু'মিনদের সহিত ঝগড়া করিতেছিল এবং তাহাদের কথা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন ঃ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ তোমরা তো প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তবে এই ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত সঠিক নয়।

(٤٨) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٤٩) مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ○

(٥٠) فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ○ع

৪৮. তাহারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে?

৪৯. তাহারা তো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের, যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদিগের বাক-বিতন্ডা কালে।

৫০. তখন তাহারা অসিয়ত করিতে সমর্থ হইবেনা এবং নিজেদের পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও পারিবেনা।

তাফসীর ঃ কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে তাহা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ তাহারা বলে, কখন এই প্রতিশ্রুতি পুর্ণ হইবে? يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইবার জন্য তাহারাই ব্যস্ত হইা পড়ে, যাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

مَا يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ তাহারা তো এক বিকট শব্দের অপেক্ষায় আছে যাহা তাহাদিগকে আঘাত করিবে; যখন তাহারা বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকিবে। এই বিকট শব্দ আকস্মিক ভাবেই হইবে। মানুষ বাজারে ক্রয় বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিবে। তাহাদের অভ্যাস অনুসারে তাহারা ঝগড়া বিবাদ করিতে থাকিবে এমনি এক অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে শিংগায় ফুকিবার হুকুম করিবেন। তিনি শিংগায় এক দীর্ঘ ফুঁক দিবেন। ফুঁক শুনে ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই একবার আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করিবে তো আর একবার মাথা নীচু করিবে। আকাশের দিক হইতে বিকল্প শব্দ শ্রুত হইবে এবং এক আগুনের তাড়ায় সকলে কিয়ামতের মাঠে একত্রিত হইবে, যাহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিবে।

فَلاَيَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً তখন তাহারা কেহই অসিয়াত করিতে সমর্থ হইবে না। অর্থাৎ তাহাদের মালের উপর অসিয়াত করিতে পারিবেনা। কারণ তখন তাহরা যেই অবস্থায় আক্রান্ত উহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। وَلاَ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ এবং তাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতেও সক্ষম হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উহা অন্যত্র উল্লেখ করিব প্রথম ফুৎকারের পর দ্বিতীয় আর একটি ফুৎকার হইবে, যাহার কারণে সকল জীবিত লোক মৃত্যু বরণ করিবে; থাকিবেন কেবল চিরঞ্জীব মহান আল্লাহ্। ইহার পর তৃতীয় ফুৎকার হইবে যাহার কারণে সমস্ত মৃত পুনর্জীবিত হইবে।

(٥١) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○

(٥٢) قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٥٣) اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

(٥٤) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫১. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে।

৫২. তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল? আল্লাহ্ তো ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন।

৫৩. ইহা হইবে কেবল এক মহানাদ; তখনই ইহাদিগের সকলকে উপস্থিত করা হইবে আমার সম্মুখে।

৫৪. আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

তাফসীর ঃ উল্লেখিত আয়াতে যে ফুৎকারের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা তৃতীয় ফুৎকার। এই ফুৎকারের পরেই সকল মৃত কবর হইতে বাহির হইবে। ইরশাদ হইয়াছে فَاذَاهُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ তখনই তাহারা তাহাদের কবর হইতে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট ছুটিয়া আসিবে النسلان। শব্দের অর্থ দ্রুত চলা। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدٰثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوفِضُوْنَ সেদিন তাহারা তাহাদের কবর হইতে এতই দ্রুত বাহির হইয়া আসিবে যেন তাহারা কোন লক্ষবস্তুর প্রতি দৌড়াইতেছ قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا তখন তাহারা বলিবে, হায়! দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থান হইতে উঠাইল। নিদ্রাস্থল দ্বারা এখানে কবর বুঝান হইয়াছে। এই কবর সম্পর্কে পৃথিবীতে তাহারা ধারণা করিত যে, উহা হইতে আর কখন তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উত্থিত করা হইবেনা। কিন্তু যখন তাহারা উহার বাস্তবতা দেখিতে পাইল, তখন আর উহাকে অস্বীকার করিতে পারিল না। قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদিগকে আমাদের নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল। তবে ইহার অর্থ ইহা নয় যে, তাহারা তাহাদের কবরে নিরাপদে ছিল। বরং কবরে তাহাদের যে শাস্তি হইয়াছে উহা যেন পরবর্তী কঠিন অবস্থার তুলনায় নিদ্রাতুল্য। হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (র) মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন, কবর হইতে উত্থিত হইবার পূর্বে কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রা যাইবে। কাতাদাহ (র) বলেন, দুই ফুৎকারের মধ্য ভাগে তাহারা নিদ্রা যাইবে এবং এই কারণেই তাহারা বলিবে কে আমাদিগকে নিদ্রাস্থল হইতে উঠাইল? পূর্ববর্তী একাধিক উলামায়ে কিরাম বলেন, তাহাদের এই প্রশ্নের জবাবে মু'মিনগণ বলিবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ পরম দয়াময় আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলিয়াছিলেন উহা তো ইহাই। হাসান (র) বলেন, এই জবাব হইবে ফেররশতাগণের পক্ষ হইতে। তবে এই মন্তব্যের মধ্যে কোন নিরোধ নাই, উভয়ই সম্ভব। والله اعلم

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, দুইটি উক্তিই কাফির করিবে। অর্থাৎ হায় আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদিগকে উঠাইল? তাহারাই বলিবে هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ ইব্‌ন জারীর (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথমটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই অধিক বিশুদ্ধ। যেমন সূরা-ই আস্ সাফ্‌ফাত-এ ইরশাদ হইয়াছে ঃ يَاوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ হায়! আমাদের দুর্ভোগ, ইহা প্রতিদান দিবস। ইহা ফায়সালা দিবস যাহা তোমরা অমান্য করিতে।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَالَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَان لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ۔

যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে অপরাধীরা কসম খাইয়া বলিবে, তাহারা তো মাত্র এক ঘন্টা অবস্থান করিয়াছিল। তাহারা সর্বদাই হক হইতে এইরূপ উল্টা দিকেই চলিতে রহিয়াছে। তখন ঈমানদার উলামাগণ বলিবে, আল্লাহ্‌র লিখিত কিতাব অনুসারে তোমরা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করিতে না।

قوله اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ইহা হইল কেবল একটি বিকট শব্দ তখন তাহাদের সকলকে আমার সম্মুখে একত্রিত করা হইবে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিম্নের আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়ছে ঃ

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ

ইহা কেবল একটি বিকট আওয়াজ, তখনই তাহারা ময়দানে উপস্থিত হইবে। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ

বিষয়টি তো পলক মারিবার মুহূর্ত বরং উহা অপেক্ষাও অধিকতর অল্প সময়ের ব্যাপার। আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً۔

যেই দিন তিনি তোমাদিগকে ডাকিবেন এবং তোমরা তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে জবাব দিবে এবং তোমরা ধারণা করিবে যে, অতি অল্প সময় তোমরা অবস্থান করিয়াছ। মোট কথা কিয়ামত দিবসে নির্দেশ হইতে সকলে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে فَالْيَوْمَ لَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا আজ কাহারও প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না। অর্থাৎ তাহার আমলের বিনিময় কম করা হইবে না এবং অপরাধ অপেক্ষা অধিক শস্তিও

দেওয়া হইবে না। وَلَاتُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ এবং তোমরা যাহা করিতে কেবল উহারই প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(٥٥) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ○

(٥٦) هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ○

(٥٧) لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ○

(٥٨) سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

৫৫. এই দিন জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মগ্ন থাকিবে।

৫৬. তাহারা ও তাহাদের সঙ্গিনীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে।

৫৭. সেথায় থাকিবে তাহাদিগের জন্য ফলমূল এবং তাহাদিগের জন্য বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু।

৫৮. পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বলা হইবে সালাম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, জান্নাতবাসীগণ যখন কিয়ামতের ময়দান হইতে অবসর হইবে আর বেহেশতের সুসজ্জিত বাগানে অবস্থান করিবে এবং সবকিছু হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া মহা সুখ শান্তিতে নিমগ্ন থাকিবে। হযরত হাসান বসরী ও ইসমাইল ইব্ন আবূ খালিদ (র) বলেন, জাহান্নাম বাসীরা যে শাস্তি ও অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হইবে বেহেশতবাসীরা উহা হইতে চিন্তামুক্ত হইয়া মহা আনন্দ উল্লাসে নিমগ্ন হইবে। মুজাহিদ (র) فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর অর্থ করিয়াছে তাহারা মহাসুখে বিস্ময়ে অবিভূত হইবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন فَاكِهُوْنَ অর্থ আনন্দিত। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়িব, ইকরিমাহ, হাসান ও কাতাদাহ, আ'মাশ সুলায়মান তাইমী ও আওযাঈ (র) اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর তাফসীর প্রসংগে বলেন বেহেশতবাসীগণ কুমারী নারীদের আমোদ আহলাদে নিমগ্ন থাকিবে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে فِىْ شُغُلٍ فَاكِهُوْنَ এর এক অর্থ ইহা বর্ণিত, জান্নাতবাসীগণ বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মাতিয়া থাকিবে। কিন্তু ইব্ন আবূ হাতিম হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, সম্ভবত ইহা ভুল। বস্তুত কুমারী

নারীদের সহিত আনন্দ উৎসবেই তাহারা নিমগ্ন থাকিবে। هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلاَلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ তাহারা ও তাহাদের স্ত্রীগণ সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র), মুজাহিদ, ইকরিমাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, কাতাদাহ, সুদ্দী ও খুসাইফ (র) বলেন الْاَرَائِكِ অর্থ সুসজ্জিত খাট।

قوله لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ তাহাদের জন্য সেখানে ফলমূল হইবে অর্থাৎ সর্বপ্রকার ফলমূল হইবে। وَلَهُمْ مَايَدَّعُوْنَ এবং তাহারা যাহা কিছু চাহিবে উহাও তাহাদের জন্য থাকিবে। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সুস্বাদু বস্তু। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আওফ হিমসী (র) ও উমামাহ ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلاَ هَلْ مُشْمِرٌ اِلَى الْجَنَّةِ فَاِنَّ الْجَنَّةَ لاَخَطَرَلَهَا هِىَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُوْرٌ كُلُّهَا يَتَلاَ لأُوَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّوْ قَصْرٌ مَشِيْدٌوَنَهْرٌ مُطِرٌ وَثَمَرَةٌ نَضِيْجَةٌ وَزَوْجَةٌ حَسَنَاءُ جَمِيْلَةٌ الخ-

কেহ কি বেহেশতে যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে, যাহাতে কোন ভয়-ভীতি নাই? কাবাগৃহের প্রতিপালকের কসম, উহা সম্পূর্ণরূপে আলোকজ্জ্বল সবুজ শ্যামল, উহার প্রাসাদসমুহ মযবুত। উহাতে রহিয়াছে ভরা প্রবাহিত নহর। সুস্বাদু ফলমূল ও সুন্দরী যুবতী নারী যাহাদের জন্য অসংখ্য পরিচ্ছেদ রহিয়াছে। শান্তি নিকেতনে তাহাদের আবাস। উত্তম ও তাজা ফলমূল রহিয়াছে এবং সুউচ্চ উজ্জ্বল প্রসাদে অফুরন্ত নেয়ামতে বসবাস করিবে। ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম বলিয়া উঠিলেন, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উহার জন্য প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা ইনশাআল্লাহ্ বল, তাহারা বলিলেন, ইনশাআল্লাহ্। ইব্‌ন মাজাহও তাহার সুনান গ্রন্থে আয্‌যুহ্‌দ অধ্যায়ে আলী ইব্‌ন মুসলিম এর বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

سَلاَمٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ মেহেরবান প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সালাম বলা হইবে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বেহেশতবাসীদের প্রতি সালাম করিবেন। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ যেদিন বেহেশতবাসীগণ আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিবেন সেই দিন তাহাদের অভিবাদন হইবে সালাম। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মূসা ইব্‌ন ইউসুফ (র)-এর মাধ্যমে হযরত জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বেহেশতবাসী ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকিবে এমন সময় তাহাদের উপর একটি আলো উজ্জ্বল হইবে, তাহারা মাথা উঠাইবে তখন তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে দর্শন দান করিবেন। আর তিনি তাহাদিগকে

আস্‌সালামু আলাইকুম বলিবেন। سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ এর অর্থ ইহাই। রাসূলল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারা তাহাকে দেখিতে থাকিবে, তাঁহারা যতক্ষণ দেখিতে থাকিবে বেহেশতের অন্য কোন নিয়ামতের প্রতি তাহাদের কোন লক্ষ্যই থাকিবেনা। অবশেষে তিনি আড়ালে যাইবেন । কিন্তু তাহার নূর ও বরকত তাহাদের উপর ও তাহাদের বাসস্থানে থাকিয়া যাইবে। হাদীসের সনদ সমালোচিত।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) তাহার সুনাম গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক ইব্‌ন আবূ শাওয়ারিব এর সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণান করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা (র) হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের ফায়সালা সমাপ্ত করিবেন তখন তিনি ফেরেশতাগণসহ মেঘের ছায়ায় বেহেশতবাসীগণের প্রতি সালাম করিবেন। তাহারাও সালামের জওয়াব দিবেন। কুরাজী (র) বলেন, سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ অর্থ ইহাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা আমার নিকট চাও। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কি চাহিব? তখন আবারও তিনি বলিবেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সন্তুষ্টি প্রর্থনা করি। তিনি বলিবেন, উহা তো তোমাদিগকে আমি দান করিয়াছি। এবং সেই কারণেই তোমরা আমার সম্মানিত স্থানে অবতরণ করিয়াছ। তখন তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তবে আমরা আর আপনার নিকট কি প্রর্থনা করিব। আপনি তো আমাদিগকে এতই দান করিয়াছেন, আপনার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম, আপনার নির্দেশ হইলে সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমরা খাওয়াইতে, পান করাইতে ও পরিধান করাইতে পারি; তবু আপনার দেওয়া দান হইতে কিছুই কম হইবে না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন اِنَّ لَدَىَّ مَزِيْدٌ আমার নিকট আরো অতিরিক্ত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট নতুন নতুন আরো বহুপ্রকার উপঢৌকন নিয়া আসিবেন। হাদীসটি গরীব, কিন্তু ইব্‌ন জারীর একাধিক সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٥٩) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

(٦٠) اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٦١) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۝

(٦٢) وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ۝

৫৯. আর হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হইয়া যাও।

৬০. হে বনী আদম! আমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না? কারণ সে তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।

৬১. আর আমার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।

৬২. শয়তান তো তোমাদিগের বহু দলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল, তবুও কি তোমরা বুঝ নাই?

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে মু'মিনদের নিকট হইতে পৃথক হইবার যে নির্দেশ দিবেন তখন তাহাদের যে অবস্থা হইবে, উল্লেখিত আয়াতে উহার উল্লেখ করা হইয়াছ। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ -

এবং যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিব এবং মুশরিকদিগকে বলিব, তোমরা এবং যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে, সকলেই নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। অতঃপর আমি তাহাদের মধ্যে ...... আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُوْنَ -

আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেইদিন তাহারা পৃথক হইয়া যাইবে।

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوٰجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ যালিম ও তাহাদের অনুরূপ অন্য সকলকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের অন্যান্য উপাস্যদিগকে একত্রিত কর, অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে চালিত কর।

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْ اٰدَمَ اَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

হে আদম সন্তান! অমি কি তোমাদিগকে নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের অনুসরণ করিও না; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আদম সন্তানের মধ্যে যাহারা কাফির

যাহারা তাহাদের চরম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করে এবং পরম দয়াময় আল্লাহ্র অবাধ্য হয়; অথচ তিনিই তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও রিজিক দান করিয়াছেন। সেই সকল আদম সন্তানকে ধমক সূচক সম্বোধন করিয়াই আল্লাহ্ উল্লেখিত কথা বলিলেন।

وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এবং তোমরা আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে পৃথিবীতে শয়তানের অবাধ্য হইয়া আমার ইবাদত করিতে নির্দেশ দিয়াছিলাম এবং ইহাও বলিয়াছিলাম যে, ইহাই এক মাত্র সরল পথ। অথচ তোমরা ইহার বিপরীত করিয়াছ– শয়তানের অনুসরণ করিয়াছ ও আমার অবাধ্য রহিয়াছ।

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا আর সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে الجبل। শব্দটির جيم কে যের ও ل কে তাশদীদ সহ পড়া হয়। আবার جيم ও باء কে পেশ দিয়া এবং لام কে সাকিন করিয়াও পড়া হইয়া থাকে। অর্থ, বহু লোক। মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না? অর্থাৎ তোমাদের এই জ্ঞানটুকু হয় নাই যে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক কেবল মাত্র তাহারই ইবাদত করিতে হইবে এবং তোমাদের পরম শত্রু শয়তানের অনুসরণ করা যাইবে না। তাঁহার এই নির্দেশের বিরোধিতা করা যাইবে না।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইশ (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَمَرَ اللّٰهُ جَنَّمَ فَيَخْرُجُ مِنْهَا عُنُقٌ سَاطِعٌ مُظْلَمٌ۔

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র নির্দেশে জাহান্নামও উহার অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্দান বাহির করিবে, আল্লাহ্ বলিবেন ঃ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَابَنِى اٰدَمَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۔

হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদিগকে এই নির্দেশ দেই নাই যে, তোমরা শয়তানের অসুনরণ করিওনা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। এবং আমারই ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ। সে তোমাদের বহুজনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল; তুবও কি তোমরা বুঝ নাই? ইহাই সে-ই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ হে অপরাধীগণ! তোমরা পৃথক হইয়া যাও। তখন সৎ অসৎ পৃথক হইয়া যাইবে এবং হাটুর ওপর লুটিয়া পড়িবে। ইরশাদ হইয়াছেঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

প্রত্যেক উম্মতকে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিবে। সকলকে তাহার আমলনামার প্রতি ডাকা হইবে। আজ তোমাদিগকে তোমাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দান করা হইবে।

(٦٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(٦٤) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○

(٦٥) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٦٦) وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ○

(٦٧) وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ○

৬৩. ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

৬৪. আজ তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর। কারণ তোমরা ইহাকে অবিশ্বাস করিয়াছিলে।

৬৫. আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর করিয়া দিব। ইহাদের হস্ত কথা বলিবে ইহাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইহাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে।

৬৬. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পরিতাম। তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত!

৬৭. এবং আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে বিকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। ফলে ইহারা চলিতে পরিতনা এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে যখন জাহান্নাম সম্মুখে আসিয়া পড়িবে তখন কাফিরদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলা হইবে ঃ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহার প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া ইয়াছিল। তোমাদের রাসূলগণ তোমাদিগকে ইহারই ভয় দেখাইয়াছিল; কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করিতে। اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ যাহা তোমরা অবিশ্বাস করিতে আজ উহার মধ্যেই প্রবেশ কর। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ-

যে দিবসে তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ধাক্কাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা তোমরা অবিশ্বাস করিতে। বলতো, ইহা কি যাদু, না কি তোমরা দেখিতে পাইতেছ না।

قوله اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

আজ আমি ইহাদের মুখে মোহর লাগাইব এবং ইহাদের হাত আমার সহিত কথা বলিবে এবং ইহাদের চরণ ইহাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে। কিয়ামত দিবসে কাফির ও মুনাফিকরা তাহাদের পৃথিবীতে কৃত অন্যায় অপরাধ অস্বীকার করিবে এবং তাহারা ইহার জন্য শপথও করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মুখে মোহার লাগাইয়া দিবেন এবং তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে কথা বলিবার শক্তি দান করিবেন। আলোচ্য আয়াতে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম বলেন, আবূ শায়বাহ ইব্রাহীম ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বাহ (র) .... হযরত আনাস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, তখন এক সময় তিনি এমনভাবে হাসিয়া পড়িলেন যে, তাহার দাঁত বাহির হইয়া পড়িল। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমরা জান কি? কেন আমি হাসিলাম, আমরা বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র সহিত তাহার বান্দা কেয়ামত দিবসে যে ঝগড়া করিবে, উহার কথা ভাবিয়াই হাসিলাম। বান্দা বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে জুলুম হইতে রক্ষা করেন নাই কি? তিনি বলিবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলিবে, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে আমি ব্যতীত কাহাকেও সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করিব না। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার সত্তাই তোমার সাক্ষী হিসাবে আজ

যথেষ্ট। এবং আমলনামা লেখক আমার সম্মানিত ফেরেশতাগণ। অতঃপর তাহার মুখে মোহার লাগাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার অংগগুলকে বলা হইবে, তোমরা ইহার আমল সম্পর্কে বল। তখন তাহার অংগসমূহ তাহার সমস্ত কর্মকাণ্ড খুলিয়া খুলিয়া বলিবে। তখন সে তাহার মুখকে বলিবে, তোমাদের ধ্বংস হউক, তোমাদের সর্বনাশ হউক, তোমাদের পক্ষ হইতেই তো আমি প্রতিবাদ করিতেছিলাম। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী উভয়ই হাদীসটি আবূবকর ইব্ন আবূ নযর (র) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে অত্র সুত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, সুফিয়ান হইতে আশজাঈ ব্যতীত অন্য কেহ বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিনা। বস্তুত: হাদীসটি গরীব। والله اعلم

আব্দুর রাজ্জাক (র) বলেন, মা'মার (র) বাহয ইব্ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُقَدِّمًا عَلٰى اَفْوَاهِكُمْ بِالْقِدَامِ فَاَوَّلُ مَا يُسْئَلُ عَنْ اَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَتِفُهُ۔

তোমাদিগকে মুখ বন্ধ করিয়া ডাকা হইবে, অত:পর সর্ব প্রথম তোমাদের সম্পর্কে উরু ও হাতকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাফে (র) এর মাধ্যমে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়নাহ (র) সুহাইল (র) হইতে তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে কিয়ামত সম্পর্কীয় একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে রহিয়াছে, তৃতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কে? সে বলিবে, আমি আপনার বান্দা। আপনার প্রতি, আপনার নবীর প্রতি ও আপনার কিতাবের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, সাওম রাখিয়াছি সালাত পড়িয়াছি, সদকা করিয়াছি। ইহা ছাড়া আরো অনেক সৎ কাজের কথা সে উল্লেখ করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তখন তাহাকে বলা হইবে, আচ্ছা, আমি তোমার কার্য কলাপের উপর সাক্ষী পেশ করিবে না। তখন সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে, কে সাক্ষী হইবে? ইহার পরই তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার উরুকে বলা হইবে তুমি কথা বল। তখন তাহার উরু, তাহার মাংশ ও তাহার হাড্ডিসমূহ তাহার কৃত কর্মের সাক্ষ্য দিবে। বস্তুত সে একজন মুনাফিক, যাহার উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ সুফিয়ান এর সূত্রে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ওকবাহ ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ عَظْمٍ مِّنَ الْاِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْاَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الْيُسْرٰى۔

যেদিন মানুষের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম মানুষের বাঁম পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্ন জারীর (র) ইসমাইল ইব্ন আইয়াশ এর সুত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাকাম ইব্ন নাফে (র) হযরত উকবাহ ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ عَظْمٍ مِّنَ الْاِنْسَانِ يَتَكَلَّمُ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَى الْاَفْوَاهِ فَخِذُهُ مِنَ الرِّجْلِ الشِّمَالِ-

যেদিন মানুষের মুখে মোহর লাগাইয়া দেওয়া হইবে সেদিন সর্ব প্রথম তাহার বাম পায়ের উরু কথা বলিবে। ইব্ন জারীর (র) বলেন, ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... হযরত আবূ বুরদাহ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মূসা (সা) বলিয়াছেন, কিয়ামত দিবসে মু'মিনকে হিসাব নিকাশের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহার প্রতিপালক তাহার সম্মুখে তাহার পাপ কার্যকে পেশ করিবেন, সে উহা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই সমস্ত কাজ করিয়াছি। হযরত আবূ মূসা (র) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। এবং পৃথিবী কোন একটি মাখলুক ও উহা জানিতে পারিবেনা। অত:পর তাহার সৎকর্মসমূহ প্রকাশ করা হইবে এবং সমস্ত লোক উহা দেখিতে পারিবে। কাফির ও মুনাফিককেও হিসাবের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহাদের গুনাহসমূহ তাহাদের সম্মুখে পেশ করা হইলে তাহারা উহা অস্বীকার করিবে। কাফির ও মুনাফিক বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! এই আমলনামায় এমন গুনাহর কথাও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা আমি করি নাই। তিনি বলিবেন. তুমি কি অমুক কাজ অমুক দিনে অমুক স্থানে কর নাই? সে কসম খাইয়া উহা অস্বীকার করিবে। তখন আল্লাহ্ তাহার মুখে মোহর মারিয়া দিবেন। হযরত আবূ মূসা (র) বলেন اَحْسِبُ اَوَّلُ مَايَنْطِقُ مِنْهُ الْفَخِذُ الْيُمْنٰى আমার ধারণা সর্ব প্রথম তাহার ডান উরু কথা বলিবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন্ ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ-

قوله وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوْا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ
আর আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতে পারিতাম,তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিত? হযরত আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) হযরত ইব্ন আব্বাস (র) হইতে ইহার তাফসীর করিয়াছেন, আমি ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে সঠিক পথ হইতে বিভ্রান্ত করিতাম, তখন কিভাবে ইহারা সঠিকপথে চলিত? আবার কখনও لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ এর অর্থ করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে অন্ধ করিয়া

দিতাম। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র) অনুরূপ তাফসীর করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও সুদ্দী ও (র) বলেন الصراط অর্থ পথ ও রাস্তা। ইব্ন যায়েদ বলেন صراط অর্থ এখানে সত্যপথ। আওফী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ এর অর্থ لَايُبْصِرُوْنَ الْحَقَّ ইহারা সত্য পথ দেখিতে পাইত না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ আর আমি ইচ্ছা করিলে স্ব স্ব স্থানে ইহাদিগকে বিকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। আওফী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতাম। সুদ্দী (র) বলেন আমি ইহাদের আকৃতি পাল্টাইয়া দিতাম। আবূ সালিহ (র) বলেন, আমি ইহাদিগকে পাথরে রূপান্তরিত করিতাম। হাসান বসরী ও কাতাদাহ (র) বলেন, আমি ইহাদিগকে খোড়া করিয়া দিতাম। فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا ফলে ইহারা সামনের দিকে চলিতে সক্ষম হইত না وَّلَا يَرْجِعُوْنَ আর না পিছনে ফিরিয়া আসিতে পারিত। এক স্থানেই ইহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত। অগ্রসর হওয়া ও পিছাইয়া আসা ইহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না।

(٦٨) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٦٩) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧٠) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৬৮. আমি যাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাহার স্বাভাবিক গঠনে অবনতি ঘটাই। তবুও কি ইহারা বুঝে না?

৬৯. আমি রাসূলকে কাব্য রচনা করিতে শিখাই নাই এবং ইহা তাহার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। ইহা তো কেবল এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন।

৭০. যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে জীবিতগণকে এবং যাহাতে কাফিরদিগের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হইতে পারে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তান তাহার বার্ধক্যের সাথে সাথে ক্রমশই তাহার দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং মনের আনন্দ হ্রাস পায়।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ۔

আল্লাহ্ তিনি, যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করিয়াছেন, অত:পর দুর্বলতার পর শক্তি দান করিয়াছেন এবং শক্তি ও ক্ষমতার পর তিনি পুনরায় দুর্বল ও বৃদ্ধ করেন। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

আরো ইরশাদ হইয়াছে وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَاَيَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا তোমাদের মধ্যে হইতে কতেককে তো অনেক বৃদ্ধ করা হয়, যাহাতে সে জানিবার পর অজ্ঞ হইয়া যায়। পার্থিব জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এখানে কেউ চিরদিন অবস্থান করিবেন না, স্থানান্তর করিতেই হইবে, আল্লাহ্ আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইহাই জানাইয়াছেন। والله اعلم

اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ তবুও কি তাহারা বুঝিবেনা? অর্থাৎ তাহাদের চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ যে, সৃষ্টির প্রথম দিকে তাহাদের অবস্থা কি ছিল, অবশেষে তাহার বয়স বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বার্ধক্যের শেষ পর্যায়ে পৌছায়াছে। যেন তাহারা বুঝিতে পারে যে, মূলত: তাহাদিগকে অন্য এক জগতের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহা চিরস্থায়ী। যেখান হইতে আর স্থানান্তর ঘটিবে না, আর তাহা হইল পরকাল।

قوله وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِىْ لَهُ আর আমি তাহাকে কাব্য শিখাই নাই আর উহা তাহার জন্য শোভনীয়ও নহে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে কাব্য শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি কবি ছিলেন না। কাব্য তাহার স্বভাবগতও নহে। অতএব তিনি উহা পসন্দ করেন না এবং ভাল কোন কবিতা রচনাও করিতে পারিতেন না। বর্ণিত আছে, তিনি অন্যের কোন কবিতা ভালভাবে মুখস্থ করিতে পারিতেন না কিংবা পূর্ণ করিতে পারিতেন না। আবূ যুরআ রাজী (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন মুজাহিদ (র) তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আব্দুল মুত্তালিবের কোন সন্তান নারী হউক কিংবা পুরুষ, কাব্য রচনা করিতে পারিতনা– এমন ছিলনা। কেবল মাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম। ইব্ন আসাকির (র) উৎবাহ ইব্ন আবূ লাহব এর জীবনীতে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতাংশ আবৃত্তি করিতেন ঃ

كَفٰى بِالْاِسْلَامِ وَالشَّيْبِ لِلْمَرْاِ نَاهِيًا তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, কবিতাটি এইরূপ নহে, বরং এইরূপ

كَفَىٰ الشَّيْبُ وَالْاِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا অত:পর হযরত আবূ বকর কিংবা হযরত উমর (রা) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ

ইমাম বায়হাকী (র) 'দালাইল' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস (র) কে বলিলেন, তুমিই তো বল اَتَجْعَلُ نَهْبِىْ وَنَهْبَ الْعَبِيْدِ بَيْنَ الْاَقْرَعِ وَعُيَيْنَةَ। তখন তিনি বলিলেন এইরূপ নহে, বরং এই بين عيينه واقرع রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, অর্থের দিক হইতে উভয়ই সমান। 'আররাওযুল উনুফ' গ্রন্থে সুহাইলী (র) বলেন, উক্ত কবিতায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে একটি শব্দকে অগ্রে অপরটিকে পরে উল্লেখ করিয়াছেন, উহাতে একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আর উহা হইল উয়াইনাহ ইব্‌ন বাদর ফাযারীর ওপর আকরা ইব্‌ন হাবিস এর মর্যাদা প্রকাশ। কারণ উয়াইনা ইব্‌ন বাদর হযরত আবূ বকর (রা)-এর যুগে মুরতাদ হইয়াছিল আকরা' নহে। উমাভী তাহার 'মাগাযী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন: একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরে নিহতের মাঝে চলিতে চলিতে তাহার মুখে দিয়া تفلق ها ما বাহির হইল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) কবিতাটি পূর্ণ পড়িয়া দিলেন−

مِنْ رَجَالٍ اَعِزَّةٍ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوْا اَعَقَّ وَاَظْلَمَا

দীওয়ানে হামাসা গ্রন্থে ইহা জনৈক আরব কবির কবিতা, যাহা রাসূলুল্লাহ আবৃত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনও কখনও তুরফা কবির এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ ইমাম নাসায়ী (র) তাহার 'আল-ইয়াওম আল্লায়ালাহ' গ্রন্থে ইব্রাহীম ইব্‌ন মুহাজির (র) এর সূত্রে শা'বী (র) এর মাধ্যমে হযরত আয়িশা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) মিকদাম ইব্‌ন শুরাইয় ইব্‌ন হানী (র) এর সূত্রে তাহার পিতার মাধ্যমে হযরত আয়িশা (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তিনি হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, ইউসুফ ইব্‌ন মূসা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدِ যায়েদা ব্যতীত অন্য রাবী সিমাক (র)-এর সূত্রে আতিয়্যা (র)-এর মাধ্যমে হযরত আয়িশা (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত কবিতাটি তুরফা ইব্‌ন লাবীদ এর। পূর্ণ কবিতা নিম্নে পেশ করা হইল ঃ

سَتَبْدِى لَكَ الْاَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً * وَيَاتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدَ
وَيَاتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ * بَتَاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ

অর্থাৎ যমানা তোমার নিকট এমন বিষয় প্রকাশ করিবে যাহা তুমি জাননা এবং তোমাকে এমন ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশন করিবে, যাহাকে তুমি পথ খরচ দান কর নাই এবং তোমাকে সংবাদ পরিবেশন করিবে এমন ব্যক্তি যাহাকে তুমি কখনও তালাশ কর নাই এবং তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রুতিও দাও নাই।

সাঈদ ইব্ন উরওয়াহ (র) কাতাদাহ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কোন কবিতা রচনা করিতেন? তিনি বলিলেন, কবিতা রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা অপসন্দনীয় ছিল। কিন্তু কোন কোন সময় তিনি বনু কয়েসের জনৈক ব্যক্তির কবিতা আবৃত্তি করিতেন। তবে উহাতে তিনি উলট পালট করিয়া ফেলিতেন। এবং হযরত আবূ বকর (রা) উহা সংশোধন করিয়া বলিতেন, ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ । তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন اِنِّى وَاللّٰه مَا اَنَا بِشَاعِرٍ وَمَا يَنْبَغِىْ لِىْ আল্লাহ্র কসম, আমি কবি নহি এবং কবিতা আমার জন্য শোভনীয়ও নহে। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মা'মার (র) কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন–

بَلَغَنِىْ اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتَمَثَّلُ بِشَىْءٍ مِّنَ الشِّعْرِ فَقَالَ رض لاَ اِلاَّ بَيْتَ طُرْفَةَ ـ

আমার নিকট ইহা পৌছাইয়াছে যে, একবার হযরত আয়িশা (র) কে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি কবিতা আবৃত্তি করিতেন? তিনি বলিলেন, শুধু তুরফার এই কবিতা ব্যতীত অন্য কোন কবিতা তিনি আবৃত্তি করিতেন না–

سَتَبْدِى لَكَ الاَيَّامُ مَاكُنْتَ جَاهِلاً * وَيَاتِيْكَ بِالاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزَوَّدَ

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবৃত্তি করিতে مَن لم تزود بِالاَخْبَارِ আবৃত্তি করিতেন। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (র) বলিতেন. ইহা এইরূপ নহে, এইরূপ। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, আমি কবি নহি এবং ইহা আমার পক্ষে শোভনীয়ও নহে। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ হাফিজ (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কবিতা ব্যতীত কখনও কোন কবিতার দুটি অংশ একত্রিত করিয়া পাঠ করেন নাই ঃ

تَفَاؤُلُ بِمَا تَهْوِى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا * يُقَالُ لِشَىْءٍ كَانَ الا تحققًا

আমি আমার শায়েখ আবূল হাজ্জাজ মুযযীকে এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা মুনকার। এবং তিনি হাকিমের শায়েখ ও যরীরকেও চিনিলেন না। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খন্দক যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ

রাওয়াহা এর কয়েকটি বয়েত আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি সাহাবায়ে কিরাম যাহারা পরিখা খননকালে এক সুরে উহা আবৃত্তি করিতেছিলেন, তাহাদের অনুসরণেই আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহারা এই বয়েত আবৃত্তি করিতেছিলেন—

لَاهُمْ لَو لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَاتَصَدَّقْنَا وَلَاصَلَّيْنَا
فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِنْ لَاقَيْنَا
انَّ الاولى قَدْ بَغى عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

বয়েতগুলি আবৃত্তি করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ابينا শব্দটি উচ্চারণকালে উচ্চস্বরে টানিয়া আবৃত্তি করিলেন। বয়েতের অর্থ হইল ঃ হে আল্লাহ্! যদি তুমি না হইতে তবে আমরা না হেদায়েত পাইতাম না সদকা করিতে পারিতাম আর না সালাত পড়িতে পারিতাম। অতএব এখন তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর। শত্রু মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইলে আমাদের পাও মযবুত রাখ। ইহারাই আমাদের ওপর আবিচার করিয়াছে। ইহারা যখন আমাদের প্রতি ফিৎনা করিতে ইচ্ছা করে আমরা উহা অস্বীকার করি। বিশুদ্ধ সূত্রে ইহাও বর্ণিত যে, হুনাইন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করিয়া শত্রু সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

اَنَا النَّبِىُّ لَاكَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।

তবে ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাহির হইয়াছিল। তিনি কোন কবিতার ছন্দে কবিতা রচনার ইচ্ছায় ইহা বলেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জুন্দব ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত। একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি আঙ্গুলী হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

هَلْ اَنْتَ اِلاَّ اِصْبَعُ دَمَيْتَ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتَ

তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র, আল্লাহ্‌র রাহে-ই তো তোমার রক্তপাত ঘটিয়াছে। অনুরূপভাবে الا اللمم এর ব্যাখ্যা প্রসংগে একটি বয়েত বর্ণিত হইয়াছে।

اِنْ تَغْفِرِ اللّٰهُمَّ تَغْفِرْجَمًّا * وَاَىُّ عَبْدٍ مَا لَكَ اَلمَا

হে আল্লাহ্! আপনি যখন ক্ষমা করিবেন সকল গুনাহ-ই ক্ষমা করিয়া দিন। অন্যথায় আপনার তো এমন কোন বান্দা নাই, যে ছোট ছোট গুনাহ করে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে উল্লেখিত এই সব কবিতা আবৃত্তির ঘটনা আলোচ্য আয়াতের বিরোধী নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে কাব্য রচনা শিক্ষা দেন নাই। বরং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন পবিত্র কুরআন–

اَلَّذِىْ لَايَاتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

যাহার নিকট না সম্মুখ দিয়া আর না পশ্চাৎ দিয়া বাতিল আসিতে পারে। উহা পরম প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত মহান সত্তার পক্ষ হইতে অবতারিত।

পবিত্র কুরআন কবিতা নহে, স্বরচিত গ্রন্থও নহে, আর ইহা যাদুও নহে, যেমন মূর্খ কুরাইশ কাফির ভ্রান্তলোকেরা ইহার সম্পর্কে মন্তব্য করিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বভাব যেমন ইহার বিরোধী ছিল, শরীয়তও তাহাদের এই মন্তব্যকে অস্বীকার করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইব্ন আমর আব্দুল্লাহ ইব্ন সুওয়াইদ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

مَا اُبَالِىْ مَا اُوتِيْتُ اِنْ اَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا اَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيْمَةً اَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ -

যদি আমি মদ পান করি, কিংবা তাবীজ লটকাই অথবা কাব্য রচনা করি তবে আমাকে যে পবিত্র কুরআন দান করা হইয়াছে ইহার তুলনায় আমি পরোয়াই করি না। রেওয়ায়েতটি কেবল ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রহমান ইব্ন মাহদী (র) আবূ নাওফিয (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) কি নিজের পক্ষ হইতে কাব্য রচনা করিতেন? তিনি বলিলেন, কাব্য রচনা করা তাহার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বিষয় ছিল। হযরত আয়িশা (র) হইতে আরো বর্ণিত ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدعُ مَا بَيْنَ ذٰلِكَ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যাপক অর্থ বিশিষ্ট দু'আ পসন্দ করিতেন, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু উহা ত্যাগ করিতেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রা) বলেন, আবুল অলীদ তায়ালিসী (রা) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ لَاَنْ يُّمْتَلَاَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلاَ شِعْرًا

অর্থাৎ কবিতা দ্বারা তোমাদের কাহারও পেট ভর্তি হইবার পরিবর্তে পূঁজ দ্বারা ভর্তি হওয়া উত্তম। অন্য সূত্রে কেবল আবূ দাউদই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সূত্রটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম এর শর্ত মুতাবিক। কিন্তু তাহারা হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াযীদ (র) শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلٰوةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ۔

যে ব্যক্তি ইশার সালাত বাদ কবিতা রচনা করবে, তাহার সেই রাত্রের সালাত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হইবে না। এই সূত্রে হাদীসটি গরীব। সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থকারদের কেহই ইহা বর্ণনা করেন নাই।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, কাফির-মুশরিকদের নিন্দামূলক কবিতা আবৃত্তি করা বা রচনা করা জায়েয। হযরত হাসসান ইব্‌ন সাবিত, কা'ব ইব্‌ন মালিক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (র) ও উহাদের অনুরূপ সাহাবায়ে কিরাম এই প্রকার আবৃত্তি ও রচনা করিতেন। ইহা ব্যতীত যেই সকল কবিতা উপদেশমূলক, জ্ঞানসমৃদ্ধ ও আদব শিক্ষামূলক, উহা আবৃত্তি করাও শরীয়ত সম্মত। জাহেলী যুগের কোন কবির কবিতা এই সব বিষয়ে সমৃদ্ধ। তাহাদের মধ্যে একজন উমাইয়া ইব্‌ন আবূস্ সালত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, اٰمَنَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ তাহার কবিতা তো ঈমান আনিয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর কুফরী করিয়াছে। জনৈক সাহাবী একবার উমাইয়া ইব্‌ন আবূস্ সালতের একশত বয়েত শুনাইলেন, রাসূলুল্লাহ্ প্রত্যেক বয়েতের শেষে বলিলেন, আরো বল। ইমাম আবূ দাঊদ (র) হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব, বুরাইদাহ ইব্‌ন খুসাইফ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمًا কোন কোন বক্তৃতা যাদুতুল্য প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং কোন কোন কবিতা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এখানে ইরশাদ হইয়াছে وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ। অর্থাৎ আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কাব্য রচনা শিখাই নাই وَمَايَنْبَغِىْ لَهُ এবং তাহার জন্য ইহা শোভনীয়ও নহে اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ইহা একমাত্র উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিন্তা ফিকির করে উহার জন্য ইহাতে উপদেশ ও সুস্পষ্ট হিদায়েত রহিয়াছে। لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا যাহাতে সে জীবিতকে সতর্ক করিতে পারে। অর্থাৎ সুস্পষ্ট কুরআন যাহাতে ভূপৃষ্ঠের সকল জীবিত লোককে সতর্ক করিতে পারে। যেমন অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ যাহাতে ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে এবং যাহার নিকট ইহা পৌঁছাইবে সকলকে সতর্ক করিতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করিয়াছেন وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ গোত্রসমূহের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এই কুরআনের প্রতি অবিশ্বাস করিবে, অগ্নিই তাহার জন্য প্রতিশ্রুত। হ্যাঁ, যাহার অন্তর সজীব ও যাহার দৃষ্টিতে আলো রহিয়াছে ইহার সতর্কের দ্বারা সেই উপকৃত হইবে। কাতাদাহ (রা) বলেন حى অর্থ, সজীব

অন্তর ও সজীব দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন। যাহ্হাক (র) বলেন, حى অর্থ জ্ঞানী وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ এবং যাহাতে কাফিরদের উপর শাস্তির কথা সত্য হইবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মু'মিনগণের জন্য তো রহমত এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে ইহা হুজ্জাত ও দলীল।

(٧١) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ○

(٧٢) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ ○

(٧٣) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ○

৭১. তাহারা কি লক্ষ্য করে না যে, নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদিগের মধ্যে তাহাদিগের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি আন'আম এবং তাহারাই এইগুলির অধিকারী।

৭২. এবং আমি এইগুলিকে তাহাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছি; এইগুলির কতক তাহাদের বাহন এবং উহাদিগের কতক তাহারা আহার করে।

৭৩. তাহাদের জন্য এইগুলিতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে না ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাহার মাখলুককে কি কি নিয়ামত দান করিয়াছেন উল্লেখিত আয়াতে উহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাহাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে উহার অধিকারী করিয়াছেন। কাতাদাহ (র) বলেন, فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ এর অর্থ তাহারা উহার উপর ক্ষমতার অধিকারী। শক্তিশালী পশুগুলোকে তিনি তাহাদের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। একটি ছোট শিশুও যদি একটি উটের নিকট আসিয়া উহাকে বসাইতে চায় তবে উহাকে বসাইতে পারে। আবার উহাকে উঠাইয়া হাঁকিয়ে লইতেও সে সক্ষম। ইহাই উহার বশীভূত হইবার প্রমাণ। অনুরূপভাবে একশত কিংবা শতাধিক উটের এক দীর্ঘ সারীকেও একটি ছোট শিশু হাঁকাইয়া যাইতে পারে।

فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ উহার কিছু তো তাহাদের বাহন অর্থাৎ উহার উপর আরোহণ করিয়া তাহারা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে এবং উহাতে তাহারা বোঝা বহন করে।

وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ এবং উহার কিছু তাহারা আহার করে, যখনই ইচ্ছা তাহারা যবাই করিয়া মাংস ভক্ষণ করে।

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ এবং উহাতে তাহাদের জন্য বহু উপকারিতা রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার উল, লোম ও চামড়া ব্যবহার করিয়া তাহারা আরো অনেক উপকৃত হয়।

وَمَشَارِبُ এবং পানীয় রহিয়াছে। অর্থাৎ উহার দুধ পান করিয়া এবং উহার পেশাবকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হয়।

اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তবুও কি তাহারা শোকর করিবে না? অর্থাৎ যে মহান সত্তা উহা সৃষ্টি করিয়াছেন ও বশীভূত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি কেবল তাহারই ইবাদত করিবে, না তাহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিবে ?

(٧٤) وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٧٥) لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ○

(٧٦) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ○

৭৪. তাহারা তো আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করিয়াছে এই আশায় যে, তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে।

৭৫. কিন্তু এইসব ইলাহ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। তাহাদিগকে উহাদিগের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে।

৭৬. অতএব তাহাদিগের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়, আমি তো জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা ব্যক্ত করে।

তাফসীর ঃ মুশরিকরা যে আল্লাহ্র সহিত অন্যকে শরীক করে এবং তাহাদের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্তির আশা পোষণ করে তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদিগকে রিজিক দিয়ে ও তাহাদের উপাসনার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করিবে বলিয়া ধারণা করে, আল্লাহ্ তাহাদের এই বাতিল আকীদার প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুত: তাহাদের উপাস্যগণ তাহাদের কোনই সাহায্য করিতে সক্ষম নহে। ইরশাদ হইয়াছে لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ তাহাদের সাহায্য করিতে তাহারা সক্ষম হইবেনা। বরং তাহারা এতই দুর্বল তুচ্ছ ও অসহায় যে, তাহারা নিজেদের সাহায্য করিতেও সক্ষম নহে। কেহ তাহাদের ক্ষতি করিতে চাহিলে তাহারা তাহাদের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কারণ তাহারা জড় পদার্থ, শ্রবণ শক্তি ও জ্ঞান হইতে তাহারা বঞ্চিত।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ তাহাদিগকে উহাদের বাহিনীরূপে উপস্থিত করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, হিসাবের সময় এই সকল প্রতিমাসমূহকে ইহাদের উপাসকদের নিকট একত্রিত করিয়া উপস্থিত করা হইবে। ইহাদের তাহারা [illegible] [illegible] হইয়া

পড়িবে এবং তাহাদের উপাস্যরা যে অসহায়, ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে। হযরত কতাদাহ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ-হইল, প্রতিমা তো তাহাদের কোনই সাহায্য করিতে পারে না। অথচ তাহারা উহাদের নিকট সেনাবাহিনীরূপে একত্রি হয়। এজন্য মুশরিকরা তাহাদের উপাস্যদের উপর ভীষণ রাগ করিবে। উহারা তো তাহাদের উপকার করিতে বা ক্ষতি প্রতিরোধ করিতে পারে না, উহারা মূর্তি নিষ্প্রাণ। হাসান বসরী (র) ও এই অর্থ করিয়াছেন এবং ইহাকে উত্তম ব্যাখ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা পসন্দ করিয়াছেন। فَلَايَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ তাহাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। অর্থাৎ তাহাদের কুফরী ও তাহাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। اِنَّا نَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَايُعْلِنُوْنَ আমি তো জানি, যাহা তাহারা গোপন করিতেছে ও প্রকাশ করিতেছে। অতএব যেদিন তাহাদের ছোট বড় তুচ্ছ ও মহান আমল হইতে কোন একটিও হারাইবে না; বরং সকল আমলই তাহাদের নিকট পেশ করা হইবে। সে দিন আমি তাহাদের কর্মকাণ্ডের বিনিময় দিব।

(٧٧) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ○

(٧٨) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ○

(٧٩) قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ أَنْشَاَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ○

(٨٠) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ○

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে, অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী।

৭৮. এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে?

৭৯. বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি উহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তিনিই প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।

৮০. তিনি তোমাদিগের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্বলিত কর।

তাফসীর ঃ মুজাহিদ, ইকরিমাহ, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবাইর, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) বলেন, একবার অভিশপ্ত উবাই ইব্‌ন খালফ জনাব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিল। তাহার হাতে তখন একটি পচা হাড় ছিল, সে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি বল যে, আল্লাহ্ ইহা পুনর্জীবিত করিয়া উঠাইবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

نَعَمْ يُمِيْتُكَ اللّٰهُ ثُمَّ يَحْشُرُكَ اِلَى النَّارِ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিয়া পরে পুনরুত্থিত করিবেন এবং আগুনে নিক্ষেপ করিবেন। সুরা ইয়াসীন এর উপরুল্লেখিত আয়াত শেষ পর্যন্ত তখন অবতীর্ণ হয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আসী ইব্‌ন ওয়াল একটি হাড় লইয়া গুড়ি করিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল এই হাড়টি আমি যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহার পরও কি আল্লাহ্ ইহা জীবিত করিবেন? তখন রসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন نَعَمْ يُمِيْتُكَ اللّٰهُ ثُمَّ يُحْيِيْكَ ثُمَّ يُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ হ্যাঁ, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দান করিয়া পুনরায় জীবিত করিবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করিবেন। রাবী বলেন, তখন আলোচ্য আয়াতসহ সূরা-ই ইয়াসীন এর শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। ইব্‌ন জারীর (র) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য আওফী (র)-এর সূত্রে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই একটি হাড় লইয়া আসিল এবং উহা চূর্ণ করিল। অত:পর পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় তিনি বর্ণনা করেন। তবে এই রেওয়ায়েতটি মুনকার। কারণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালুল মদীনার অধিবাসী। তবে আয়াত যাহার সম্পর্কেই অবতীর্ণ হউক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবাই কিংবা আসী ইব্‌ন ওয়াল অথবা উভয় সম্পর্কে, আয়াতটি যে কেহ কিয়ামত অস্বীকার করে তাহার ওপর প্রযোজ্য। الف لام জিনস এর জন্য ব্যবহৃত সকল কিয়ামত অস্বীকারকারীকে ইহার শামিল।

اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ আমি তাহাকে শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি, অথচ সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামত অস্বীকার করে সে কি ইহা চিন্তা করিয়াছে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা তাহাকে সর্ব প্রথম অতি তুচ্ছ ঘৃণিত বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি কি পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না?

اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ بِمَاءٍ مَّهِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ আমি কি তোমাদিগকে নিকৃষ্ট পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই? অতঃপর আমি স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

আরো ইরশাদ হইয়াছে ঃ إِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে।

অতএব যে মহান সত্তা এই দুর্বল ও নিকৃষ্ট পানি দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি তাহার মৃত্যুর পর পুনরায় তাহাকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন না?

ইমাম আহমদ (রা) বলেন, আবূল মুগীরাহ (রা) বিশর ইব্ন জাহাশ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার হাতের তালুতে থু থু ফেলিলেন, অত:পর উহার উপর আঙ্গুলি রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে অক্ষম মনে করিতেছ; অথচ আমি তোমাকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাকে যখন আমি পূর্ণ মানুষ করিয়াছি। এখন দুটি চাদর পরিধান করিয়া অহংকার করিতেছ। তুমি শক্তির অধিকারী হইয়াছ ও মাল জমা করিয়াছ এখন তুমি দান করিতে বিরত রহিয়াছ। কিন্তু যখন তোমার অন্তিম সময় আসিয়াছে তখন তুমি বলিয়াছ, আমি সদকা করিতেছি। অথচ তখন আর সদকা করিবার সময় কোথায়? ইমাম ইব্ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বাহ জারীর ইব্ন উসমান হইতে অত্র সূত্রে রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ

এবং সে আমার জন্য উপমা রচনা করে, অথচ সে তাহার নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে, যখন উহা পঁচিয়া যাইবে?

যে মহান সত্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে পঁচা হাড়ের মধ্যে পুনরায় জীবন সঞ্চার করিবার শক্তিকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ, আল্লাহ্ তা'আলা যে তাহাকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও তাহাকে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন ইহা সে ভুলিয়া গিয়াছে। ইহা স্মরণ করিলে সে যাহা অস্বীকার করিয়াছে ও অসম্ভব মনে করিয়াছে উহা অপেক্ষা অধিক কঠিন কাজের সন্ধান সে নিজের মধ্যেই লাভ করিত, যাহা মহান আল্লাহ্ অনুসন্ধান দিয়াছেন।

তাহার এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ বলেন ঃ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ - বল, উহাকে তিনিই জীবিত করিবেন যিনি উহাকে প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পরিচিত। অর্থাৎ অস্থিসমূহ চূর্ণ হইয়া পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করুক, তিনি উহা জানেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) উকবাহ ইব্ন আমর হযরত হুযায়ফা (র)-কে বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাহা শুনিয়াছেন, উহা কি আমাদিগকে বলিবেন না? তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একদা এক ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মুখীন হইল। জীবন হইতে নিরাশ হইয়া সে তাহার পরিবারবর্গকে অসিয়ত করিল, আমার

মৃত্যু হইবার পর তোমরা অনেক লাকড়ী একত্রিত করিয়া উহাতে আগুন প্রজ্বলিত করিবে এবং উহাতে আমাকে নিক্ষেপ করিবে। আগুন যখন আমার মাংস খাইয়া আমার অস্থি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যাইবে এবং আমি কয়লায় পরিণত হইব, তখন তোমরা উহা লইয়া পিশিয়া গুঁড়ি করিবে এবং সমুদ্রে ছড়াইয়া দিবে।

তাহার পরিবার তাহার অসিয়ত মুতাবিক কাজ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার বিক্ষিপ্ত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমনটি করিয়াছ কেন? সে বলিল, আপনার ভয়ে। তখন আল্লাহ্ তাহার সকল গুণাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। উকবাহ ইব্‌ন আমির বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, সে লোকটি ছিল কাফন চোর। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রেওয়ায়েতটি আব্দুল মালিক ইব্‌ন জরীর (র)-এর সূত্রে অনেক শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন। এক বর্ণনায় রহিয়াছে, উক্ত লোকটি তাহার সন্তানদিগকে বলিল, উহাকে জ্বালাইবার পর উহাকে পিশিয়া অর্ধেক যেদিন তীব্র হাওয়া প্রবাহিত হইবে সেদনি উহার অর্ধেক সমুদ্রে এবং অর্ধেক স্থলে ছড়াইয়া দিবে। মৃত্যুর পর উহারা তাহার আদেশ পালন করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার যে অংশ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল উহা একত্রি করিবার জন্য সমুদ্রকে আদেশ করিলেন, সমুদ্র ইহা একত্রিত করিল এবং যে অংশ স্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে উহা একত্রি করিবার জন্য স্থলকে নির্দেশ করিলে স্থল উহা একত্রি করিল। অত:পর তিনি 'হইয়া যা' বলিলে একজন মানুষ রূপ ধারণ করিয়া দন্ডায়মান হইল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাহা করিয়াছ উহা কি কারণে করিয়াছ? সে বলিল, আপনার ভয়ে। আপনি তো উহা ভালই জানেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُوْنَ যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা দ্বারা প্রজ্বলিত কর। কাতাদাহ (রা) বলেন, যিনি এইরূপ বৃক্ষ হইতে আগুন উৎপাদন করেন তিনি তোমাদিগকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম। কেহ কেহ বলেন, উল্লেখিত বৃক্ষ দ্বারা হিজাযে উৎপাদিত দুই প্রকার বৃক্ষ উদ্দেশ্য। একটি 'মারখ' অপরটি 'ইফার'। কাহারও আগুনের প্রয়োজন হইলে ঐ বৃক্ষের দুটি ডাল একত্রিত করিয়া একটির সহিত অপরটি সংঘর্ষ ঘটাইয়া আগুন লাভ করিত। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণিত। কথিত আছে, لِكُلِّ شَجَرٍ نَارٌ وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعِفَارُ অর্থাৎ প্রত্যেক বৃক্ষেই আগুন আছে, কিন্তু মারখ ও ইফার বৃক্ষ এই বিষয়ে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী। জ্ঞানীগণ বলেন ঃ فِىْ كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ اِلاَّ الْعِنَابُ আঙ্গুর গাছ ব্যতীত প্রত্যেক গাছেই আগুন রহিয়াছে।

(٨١) أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ بَلٰى ۚ وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○

(٨٢) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ○

(٨٣) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৮১. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহা স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়।

৮৩. অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মহা শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি সাত আসমান ও উহার চলমান ও স্থির নক্ষত্রসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন সাত পৃথিবী এবং উহাতে অবস্থিত পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি, সমুদ্র ও বনভূমি। যিনি এতসব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা রাখেন, তিনি কি পুনরায় ইহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা তো মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বড় কাজ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ যিনি আকাশ মণ্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি উহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? অর্থাৎ মানুষের অনুরূপ মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না?

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি এই আয়াতের অনুরূপ। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

তাহারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আল্লাহ্ সেই মহান আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সব সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, তিনি কি মৃতদিগকে জীবিত করিতে সক্ষম নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে শক্তিমান।

এখানে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

بَلٰى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيْمُ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۔

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁহার ব্যাপার তো শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তিনি উহাকে বলেন 'হও' ফলে উহা হইয়া যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ একবার নির্দেশ করেন, একাধিকবার নির্দেশ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

اِذَا مَااَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا * يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قوله فَيَكُوْنُ

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন নুমাইর (র) হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ اللّٰهُ يَاعِبَادِىْ كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ اِلاَّ مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُوْنِى اَغْفِرْ لَكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ اِلاَّ مَنْ اَغْنَيْتُ اِنِّىْ جَوَّادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ اَفْعَلُ مَاأَشَاءُ عَطَائِىْ كَلاَمٌ وعَذَابِىْ كَلاَمٌ اِذَا اَردَتُّ شَيْئًا فَاِنَّمَا اَقْوْلُ لَه كُنْ فَيَكُوْنُ۔

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দা! তোমাদের সকলেই গুনাহগার; কিন্তু যাহাকে আমি ক্ষমা করিয়া দেই, অতএব তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তোমাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র; কিন্তু যাহাকে আমি ধনী করি। আমি বড় দানশীল, মহত্বের অধিকারী, আমি যাহা ইচ্ছা উহা করি। আমার দান একটি কালাম ও শাস্তিও কালাম। যখন আমি কিছু করিতে ইচ্ছা করি তখন শুধু বলি, হও; ফলে উহা হইয়া যায়।

قوله فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে। আয়াতের মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীনের পবিত্রতা এবং সর্ব প্রকার দোষ হতেই মুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে যাহার হাতে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সর্বভাণ্ডারের চাবী। প্রত্যেক বিষয় পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহারই। সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং সার্বভৌমত্ব তাহারই। কিয়ামত দিবসে সকল বান্দা তাহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে। তখন তিনি সকলকে তাহার কৃতকর্মের বিনিময় দান করিবেন। বস্তুতঃ তিনি ন্যায় বিচারক ও দানশীল। فَسُبْحَانَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ এর অর্থ قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ বল কাহার হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌমত্ব? এবং تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ মুবারক সেই মহান সত্তা, যাহার হাতে সার্বভৌমত্ব এর অর্থের অনুরূপ। ملك ও ملكوت -এর একই অর্থ, যেমন رحمة

ও رحموت উভয় শব্দের অর্থে কোন পার্থক্য নাই। رهبة ও رهبوت এর অর্থেও কোন পার্থক্য নাই। অনুরূপভাবে جبر ও جبروت এরও একই অর্থ। অবশ্য কেহ কেহ বলেন الملك। অর্থ এই জড় জগৎ এবং ملكوت অর্থ রূহানী জগত। কিন্তু প্রথম অর্থই বিশুদ্ধ অধিকাংশ তাফসীরকারগণের মত ইহাই।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, শুরাইহ ইব্‌ন নুমান (র) ..... হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সালাত পড়িবার জন্য দণ্ডায়মান হইলাম। তিনি কয়েক রাকাতের মধ্যেই কুরআনের সাতটি দীর্ঘ সূরা পাঠ করিলেন। তিনি যখন রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন তখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলিলেন অত:পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ পাঠ করিলেন যত সময় তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন, রুকুও তত সময় যাবৎ করিলেন, সিজদাও রুকুর ন্যায় দীর্ঘ করিলেন। অতঃপর তিনি যখন সালাত শেষ করিলেন তখন আমার উভয় পা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী (র) শু'বা গোত্রীয় হযরত হুযায়ফা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি একবার রাত্রিকালে সালাত পড়িতে দেখিলেন, তখন তিনি বলিতেছিলেন اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ذِى الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অত:পর তিনি সূরা-ই ফাতেহা পাঠ করিয়া সূরা-ই বাকারাহ পাঠ করিলেন এবং রুকু করিলেন। যতক্ষণ তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন ততক্ষণই তিনি রুকূ করিলেন। রুকুর মধ্যে তিনি বলিতেন سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ। অত:পর তিনি রুকূ হইতে মাথা উঠাইলেন এবং ততক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন যতক্ষণ তিনি রূকুর মধ্যে ছিলেন। দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেন لربى الحمد অত:পর তিনি সিজদা করিলেন। তিনি সিজদায় তত সময় কাটাইলেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। সিজদায় তিনি سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়িলেন। সিজদাহ হইতে তিনি মাথা উঠাইয়া দুই সিজদার মাঝে ততসময় বসিলেন, যতসময় তিনি সিজদায় কাটাইয়াছিলেন। এবং মধ্যবর্তী সময়ে তিনি رَبِّ اغْفِرْلِىْ رَبِّ اغْفِرْلِىْ বলিলেন। এইভাবে তিনি চার রাকাত সালাত পড়িলেন। ইহাতে তিনি সূরা-ই বাকারাহ, আলে ইমরান, নিসা এবং মায়েদা কিংবা আনআম পাঠ করিলেন। শু'বা (র) ইহাতে সন্দেহ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, আমাদের মতে আবূ হামযা হইলেন তালহা ইব্‌ন ইয়াযীদ। এবং রাবী দ্বারা হুযায়ফা (র)-এর শিষ্য তাহার চাচাত ভাই হইবেন বলিয়াই অধিক বদ্ধমূল ধারণা, যেমন ইমাম আহমদ বলিয়াছেন। والله اعلم

অবশ্য হযরত হুযায়ফা হইতে সিলা ইব্‌ন যুফার যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন উহা ইমাম মুসলিম এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে বটে কিন্তু উহাতে اَلْمَلَكُوْتُ।

وَالْجَبَرُوْتُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظَمَةُ এর উল্লেখ নাই। ইমাম আবূ দাউদ (রা) বলেন, আহমদ ইব্ন সালিহ হযরত আওফ ইব্ন মালিক আশজাঈ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সালাতে দাড়াইলাম। সালাতে দাড়াইয়া তিনি সূরা বাকারা পাঠ করিলেন। কোন রহমতের আয়াত পাঠ করিতেই তিনি থামিয়া রহমতের জন্য দু'আ করিতেন এবং আযাবের কোন আয়াত পাঠ করিতেই তিনি থামিয়া আযাব হইতে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। রাবী বলেন, অত:পর তিনি রুকুতে গিয়া ততক্ষণ দেরী করিলেন যতক্ষণ তিনি দাড়াইয়াছিলেন, রুকুর মধ্যে তিনি এই দু'আ পড়িলেন سُبْحَانَ ذِىْ الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ অত:পর তিনি সিজদা করিলেন এবং সিজদায়ও তিনি ততক্ষণ কাটাইলেন, যতক্ষণ তিনি দাড়াইয়াছিলেন। এবং সিজদায়ও তিনি উল্লেখিত দু'আ করিলেন। অতঃপর তিনি দাড়াইয়া সূরা আলে-ইমরান পাঠ করিলেন। তারপর এক এক রাকাতে এক এক সূরা পাঠ করিলেন। মুআবিয়াহ ইব্ন সালিহ এর সুত্রে ইমাম নাসাঈ (র) ও 'শামায়েল' গ্রন্থে ইমাম তিরমিযী (র) রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

॥ আল্-হামদুলিল্লাহ্, সূরা ইয়াসীন-এর তাফসীর শেষ হইল ॥

সূরা সাফ্ফাত

১৮২ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র) বলেন, ইসমাঈল ইবন খালিল (র) ....বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) আমাদিগকে 'তাখফীফ' (সংক্ষিপ্ত কেরাআতে সালাত আদায়) করার আদেশ করিতেন এবং সূরা সাফ্ফাতের দ্বারা ইমামতী করিতেন। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম নাসায়ী বর্ণনা করিয়াছেন।

(١) وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ○

(٢) فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ○

(٣) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ○

(٤) اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ○

(٥) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ○

১. শপথ তাহাদিগের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান।

২. ও যাহারা কঠোর পরিচালক

৩. এবং যাহারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত—

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ এক,

৫. যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থল সমূহের।

তাফসীর ঃ সুফিয়ান সাওরী ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا - فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا - فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا এই আয়াতের মধ্যে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হইয়াছে।

উল্লেখিত অভিমত ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস (র)ও ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ ফেরেশতাগণ আকাশে সারিবদ্ধভাবে আছেন।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন, আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বাহ ....হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আমাদিগকে মানব জাতির মধ্যে তিনটি অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ

(১) ফেরেশতাগণের কাতারের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে। (২) সমগ্র পৃথিবী আমাদের জন্য মসজিদের ন্যায় (সালাতের স্থান) করা হইয়াছে। (৩) পানির অবর্তমানে (বা পানি ব্যবহারে অক্ষম হইলে) মাটি আমাদের জন্য পবিত্রতা লাভের উপায় করা হইয়াছে।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) আ'মাশ (র) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যেভাবে ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া থাকেন, তোমরা কি সেইভাবে সারিবদ্ধ হইবে না ? আমরা আরয করিলাম— ফেরেশতাগণ কিভাবে তাঁহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হন ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা সম্মুখস্থ কাতারসমূহ পূরণ করেন এবং কাতারে পরস্পরে মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

সুদ্দী (র) প্রমুখ فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতাগণ মেঘমালাকে পরিচালনা (স্থানান্তরিত) করিয়া থাকেন।

রবী' ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ঃ فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا বলিতে ঐ সকল বিষয় বুঝানো হইয়াছে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছেন। এই অভিমতটি যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালেক (র) উল্লেখ করিয়াছেন।

فَالزّٰجِرَاتِ زَجْرًا সুদ্দী (র) বলেন ঃ সেই সকল ফেরেশতাগণ আসমানী কিতাবসূহ ও কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মানুষের কাছে লইয়া আসেন।

এই আয়াতটির অনুরূপ আয়াত হইল ঃ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا

উহার শপথ, যাহা মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র স্মরণ বা উপদেশ পৌঁছাইয়া দেয়; তওবা (অনুশোচনা) অথবা সতর্কতা স্বরূপ।

إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী وَمَا بَيْنَهُمَا এবং উহাদের মধ্যবর্তী সকল সৃষ্টির প্রভু।

وَرَبُّ الْمَشَارِقِ অর্থাৎ তিনিই পূর্ব-পশ্চিমে উদয়-অস্তগামী চলমান তারকারাজি এবং স্থির নক্ষত্র মালার উপর হস্তক্ষেপের একমাত্র অধিকারী।

উপরোক্ত আয়াতে مَغَارِبُ (অস্তমিত হওয়ার স্থলসমূহ) এর উল্লেখ না করিয়া কেবল مَشَارِقُ (উদয়স্থলসমূহ) এর উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। কেননা উদয়ই অস্তের প্রমাণ এবং স্পষ্টভাবে ইহার উল্লেখ পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতে রহিয়াছে ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ط إِنَّا لَقَادِرُونَ

উদয়স্থলসমূহ ও অস্তস্থলসমূহের প্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি ঃ নিশ্চয় আমি ক্ষমতাবান। (মা'আরেজ ঃ আয়াত ৪০)।

অন্যত্র আছে ঃ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ উভয় উদয়স্থল ও উভয় অস্তস্থলের প্রভু অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মে চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের পরিবর্তিত স্থলসমূহের প্রভু। (আর রহমান ঃ আয়াত ১৭)।

(٦) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۝

(٧) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝

(٨) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

(٩) دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝

(١٠) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝

৬. আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজীর সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি,

৭. এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে।

৮. ফলে উহারা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে–

৯. বিতাড়নের জন্য এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি।

১০. তবে কেহ হঠাৎ কিছু শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে বিশ্ববাসী দর্শকদের জন্য তারকারাজী দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছেন।

بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ নক্ষত্রমালার সৌরভে। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী اِضَافَة ও بَدْلُ উভয়ভাবেই সমার্থক অর্থে পড়া যায়।

স্থির ও চলমান নক্ষত্রসমূহের আলো আকাশের স্বচ্ছ তলদেশকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে বলিয়াই বিশ্ববাসী (রাতের বেলা) আলো পায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ-

(আর ইহা) সুনিশ্চিত যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং ঐগুলিকে শয়তান বিতাড়িত করিবার উপকরণও করিয়াছি। উপরন্তু তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِىْ السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ-

আর নিঃসন্দেহে আমি আকাশে কক্ষপথসমূহ তৈরী করিয়াছি এবং উহাকে (আকাশকে) দর্শকদের জন্য সুশোভিত করিয়াছি। আর প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান (সংবাদ শ্রবণ) হইতে সুরক্ষিতও করিয়াছি। কিন্তু (এতদ্সত্ত্বেও) যে শয়তান কোন কথা লুক্কায়িতভাবে শুনিয়া পলায়ন করে, এক উজ্জ্বল শিখা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে।

وَحِفْظًا আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا এর স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আমি উহাকে যথাযথভাবে সুরক্ষিত করিয়াছি।

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ অর্থাৎ যখন কোন দুষ্ট শয়তান সহসা অবৈধভাবে ছোঁ মারিয়া কোন সংবাদ শুনিয়া পলায়ন করিতে চায়, তখন একটি জ্বলন্ত শিখা আসিয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ যাহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য ঊর্ধ্ব জগতে পৌঁছিতে না পারে। ঊর্ধ্ব জগত বলিতে আকাশসমূহ ও সেখানে অবস্থানকারী ফেরেশতাদিগকে বুঝানো হইয়াছে। তাহারা সেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ শরীয়ত ও তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়াবলী লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। আমি (ইব্‌ন কাছির) ইতিপূর্বে নিম্নবর্ণিত আয়াতের তাফসীরে এই সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীস আলোচনা করিয়াছি।

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ۔

এমন কি যখন তাহাদের অন্তর হইতে আতঙ্ক বিদূরিত করা হয়, তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রভু কি আদেশ করিয়াছেন ? তাহারা বলে, সত্য বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান।

وَيُقْذَفُوْنَ অর্থাৎ বিতাড়িত ও নিক্ষিপ্ত হয়। مِنْ كُلِّ جَانِبٍ প্রত্যেক দিক হইতে, আকাশের যে দিকেই গমনের ইচ্ছা করুক না কেন।

دُحُوْرًا প্রহৃত হইয়া অর্থাৎ তাহারা সংবাদ সংগ্রহের অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া যখনই আকাশের দিকে গমন করে, তখনই নক্ষত্র নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা সৃষ্টি করা হয়।

وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক, চিরস্থায়ী, অবিরাম শাস্তি রহিয়াছে। অপর আয়াতে আছে ঃ

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ আমি তাহাদের জন্য দোযখের শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ কখনও কোন কোন শয়তান কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দ্রুত পলায়ন করিয়া তাহার নিম্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হয় এবং দ্বিতীয়টি তৎনিম্নবর্তী শয়তানের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব নিক্ষিপ্ত শিখাটি কখনও সংবাদ পাচার করিবার পূর্বেই প্রথমটিকে ধরিয়া ফেলে এবং জ্বালাইয়া দেয়। আবার কখনও দ্বিতীয়টির নিকট সংবাদ পৌঁছানোর পর উজ্জ্বল শিখাটি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে অপর শয়তানগণ ঐ সংবাদ লইয়া গণকদের কাছে যায়। (পূর্বে হাদীসের মধ্যে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।)

شِهَابٌ ثَاقِبٌ উজ্জ্বল শিখা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (পূর্বে) শয়তানগণের জন্য শূন্য আকাশে বসার স্থান ছিল এবং তাহারা

ওহী শুনিতে পাইত। তখন নক্ষত্রসমূহ স্থানান্তর করা হইত না এবং শয়তানগণের প্রতিও নিক্ষেপ করা হইত না। তাই তাহারা ওহী শুনামাত্র পৃথিবীতে চলিয়া আসিত এবং মূল কথার সহিত অসংখ্য কথা বাড়াইয়া লইত। আর যখন রাসূলে করীম (সা) নবী হিসাবে প্রেরিত হইলেন, তখন হইতে তাহারা কোথাও বসিলেই জ্বলন্ত শিখা আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া দেয়। ইহাতে তাহারা সংবাদ সংগ্রহে বাধাপ্রাপ্ত হইল। এই অভিযোগ তাহারা (স্বীয় দলপতি) ইবলীসের নিকট উত্থাপন করিলে সে মন্তব্য করিল, "নিশ্চয় কোন নতুন বিষয় ঘটিয়াছে।" সুতরাং (এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য) সে তাহার (তদন্তকারী) দল প্রেরণ করিল। তাহারা (তদন্তকার্যের এক পর্যায়ে) গিয়া দেখে নবী করীম (সা) দুইটি খেজুর পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছেন। ওকী' বলেন, ইহার অর্থ খেজুর বাগানের অভ্যন্তরে। ইহার পর তাহারা ইবলীসের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া সংবাদ দিলে সে বলিল, ইহাই মূল রহস্য। সূরা জিন্নের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের তাফসীরে এই সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহে বিস্তারিত আলোচনা আসিতেছে। জিন জাতি বলিল ঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ـ وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ـ وَاَنَّا لاَ نَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ـ

আর আমরা আকাশের (সংবাদসমূহ) অনুসন্ধান করিতে চাহিয়াছিলাম, তখন উহাকে শক্ত প্রহরী ও শিখাতে পরিপূর্ণ পাইলাম। আর (পূর্বে) আমরা শ্রবণযোগ্য স্থানসমূহে (সংবাদ) শুনিবার জন্য বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু বর্তমানে যে কেহ শুনিতে চায়, সে নিজের জন্য একটি শিখা প্রস্তুত পায়। আর আমরা জানি না যে, বিশ্ববাসীকে কষ্ট দেওয়াই উদ্দেশ্য, নাকি তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে হেদায়েত করিতে চাহিয়াছেন।

(١١) فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ○

(١٢) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ○

(١٣) وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ○

(١٤) وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ○

(١٥) وَقَالُوٓا إِنْ هٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(١٦) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ○

(١٧) اَوَاٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

(١٨) قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ○

(١٩) فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

১১. উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার সৃষ্টি কঠিনতর ? উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে।

১২. তুমি তো বিস্ময় বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ।

১৩. এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না।

১৪. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে

১৫. এবং বলে, ইহা তো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৬. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনও কি আমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে ?

১৭. এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকেও ?

১৮. বল, হ্যাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।

১৯. ইহা একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ–আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী, এই লোকদিগকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, সৃষ্টিগত দিক দিয়া কাহারা শক্তিশালী ? তাহারা ? নাকি আকাশ-পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যস্থিত ফেরেশতা, শয়তান ও অন্যান্য বৃহৎ সৃষ্টিসমূহ ?

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত ক্বেরাআত মতে اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا এর স্থলে اَمْ مَّنْ عَدَدْنَا হইবে। (অর্থ একই)।

প্রকৃতপক্ষে তাহারাই স্বীকার করে যে, এই সকল সৃষ্টি তাহাদের চেয়ে অধিক মজবুত। বাস্তবে যদি উহাই হইয়া থাকে, তবে পুনরুত্থানকে তাহারা অস্বীকার করে

কেন ? অথচ তাহারা যে বিষয় অস্বীকার করিতেছে, ইহা হইতে কত বৃহৎ সৃষ্টিসমূহ তাহারা স্বচক্ষে দেখিতেছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ۔

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা হইতেও অধিকতর কঠিন ব্যাপার; কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা বুঝে না।

اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِيْنٍ لاَزِبٍ অত:পর বর্ণনা করেন যে, আমি তাহাদিগকে অতি আঠালো মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর উহা হইল আঠাল মাটি।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও যাহ্হাক (র) বলেন, উহা ঐ উত্তম মাটি, যাহার একটি অংশকে অপর অংশের সহিত ভালভাবে মিশানো হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ পানি ও কাদা মাটি একত্রে মন্থনকৃত। কাতাদাহ (র) বলেন ঃ যে মাটিকে হাত দিয়া মিশানো হইয়াছে।

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি তো বরং ধ্বংসের পর দেহকে পুনরায় জীবিত করার মত আশ্চর্যজনক বিষয়াবলী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে সংবাদ পাওয়ার পর ইহাতে পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন এবং এই অবিশ্বাসী লোকদের মিথ্যাচারে বিস্মিত হন আর তাহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনি এই সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন, তাহারা উহাকে ডাহা মিথ্যা মনে করিয়া উপহাস করে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) আশ্চর্য বোধ করেন, আর আদম সন্তানের ভ্রান্ত লোকগণ উপহাস করে।

وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً আর যখন তাহারা ঐ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন দলীল নিদর্শন দেখে তখন يَسْتَسْخِرُوْنَ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) বলেন ঃ অর্থাৎ ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ আর বলে, আপনি যাহা লইয়া আগমন করিয়াছেন উহা পরিষ্কার যাদু বৈ কিছুই নহে।

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوْ اٰبَاؤُنَا الاَوَّلُوْنَ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অসম্ভব ও মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া বলিত, মৃত্যুর পর মাটি ও অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কি পুনরুত্থান ঘটিবে ? আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষগণ যাহাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নাই, তাহদেরও কি একই অবস্থা হইবে ?

قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি বলুন, হাঁ। মৃত্তিকা এবং অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও কিয়ামত দিবসে তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে। তখন আল্লাহ্র ক্ষমতার নিকট তোমরা অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكُلٌّ اَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ
প্রত্যেকেই তাহার নিকট অত্যন্ত নগণ্য হিসাবে উপস্থিত হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

যাহারা অহংকার করিয়া আমার এবাদত হইতে বিরত থাকিবে, অচিরেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ উহা তো আল্লাহ্‌র একটি আদেশ মাত্র। পৃথিবী হইতে নির্গত হইয়া আসার জন্য একটি মাত্র ডাক দিবেন। আর সাথে সাথে সকলেই তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কিয়ামতের ভয়ংকর দৃশ্য দেখিতে পাইবে। والله اعلمُ

٢٠) وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ○

(٢١) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ○

(٢٢) اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ○

(٢٣) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ○

(٢٤) وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ○

(٢٥) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ○

(٢٦) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ○

২০. এবং উহারা বলিবে, দুর্ভোগ আমাদিগের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।

২১. ইহাই ফয়সালার দিন, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।

২২. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, একত্রিত কর যালিম ও উহাদিগের সহচরগণকে এবং উহাদিগকে যাহাদিগের ইবাদত করিত তাহারা–

২৩. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এবং উহাদিগকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে,

২৪. অত:পর উহাদিগকে থামাও, কারণ উহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে :

২৫. তোমাদিগের কী হইল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করিতেছ না?

২৬. বস্তুত সেইদিন উহারা আত্মসমর্পণ করিবে,

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন কাফিরগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিবে। তাহারা পরস্পর ধিক্কার দিতে থাকিবে এবং স্বীকার করিবে যে, তাহারা পৃথিবীতে স্বীয় আত্মার প্রতি অবিচার করিয়াছে। তাই যখন তাহারা কিয়ামতের বিভীষিকা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে তখন চূড়ান্তভাবে লজ্জিত হইবে আর বলিবে ঃ

يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ অথচ ঐ লজ্জা কোনই উপকারে আসিবে না। তখন ফেরেশতা ও মু'মিনগণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ইহাতো সেই ফায়সালার দিনক্ষণ, যাহাকে তোমরা মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করিতে। উহা তাহাদিগকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য বলা হইবে। আর মু'মিনগণ হইতে কাফেরগণের অবস্থান পৃথক করিয়া লইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিবেন। তাহাদের পুনরুত্থান ও সমাবেশ যাহাতে একই স্থানে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ-

নু'মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ কাজে-কর্মে তাহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ লোকজন।

ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী, আবূ সালিহ, আবুল আলিয়া এবং যায়েদ ইব্ন আসলামও উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুফয়ান সাওরী (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ সহকর্মীগণ। উমর (রা) হইতে উপরোক্ত সূত্রে শারীক (র) বর্ণনা করেন যে, اَزْوَاجَهُمْ অর্থ اَشْبَاهَهُمْ অর্থাৎ সমচরিত্রের অধিকারী। তিনি আরও বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ব্যভিচারীগণ ব্যভিচারীদের সহিত সূদখোরগণ সূদখোরগণের সহিত ও মদ্যপানকারীগণ মদ্যপানকারীদের সহিত আসিয়া একত্রিত হইবে।

খুশাইফ (র) মিকসাম (র)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ اَزْوَاجَهُمْ অর্থ نِسَائَهُمْ (স্ত্রীগণ)। তবে এই বর্ণনাটি অপ্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রসিদ্ধ বর্ণনা প্রথমটিই। যেমন তাঁহার উদ্ধৃতিতে মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবাইর উল্লেখ করিয়াছেন যে, اَزْوَاجَهُمْ অর্থ قُرَنَائَهُمْ অর্থাৎ সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবগণ।

وَمَاكَانُوْا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ মূর্তি-দেবতা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য যাহাদিগকে তাহারা ইলাহ সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই একত্রে উঠানো হইবে।

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ তাহাদিগকে দোযখের পথ প্রদর্শন কর।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا -

আমি কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে অন্ধ, বোবা ও বধির করিয়া মুখের উপর ভর দেওয়াইয়া উঠাইব। তাহাদের বাসস্থান হইবে দোযখ। উহা যখনই কিছু নিস্তেজ হইতে থাকিবে, তখনই তাহাদের জন্য আরও সতেজ করিয়া দিব।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে যথাস্থানে দণ্ডায়মান রাখ, যতক্ষণ না তাহারা ইহলৌকিক কৃতকর্ম ও কথাবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে। যাহ্হাক ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইহার মর্ম হইল, ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখ। কেননা, তাহাদের নিকট হইতে হিসাব লওয়া হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) বলেন, আমার পিতা আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ কেহ কাহাকেও কোন কিছুর প্রতি আহ্বান করিলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত উহা তাহার সহিত অবিচ্ছেদ্য হইয়া থাকিবে। পা তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, পা তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। যদিও একজন পুরুষ অপর একজন পুরুষকে আহ্বান করিবে। অতঃপর আবৃত্তি করিলেন ঃ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ

লইস ইব্ন আবূ সুলাইম হইতে ইমাম তিরমিযী(র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর (র) .....আনাস (রা) হইতেও 'মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ আমি উসমান ইব্ন যায়েদকে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বপ্রথম মানুষকে তাহার সঙ্গী-সাথীগণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহারা কেমন লোক ছিল।

অত:পর ভয়-ভীতি ও ধমকি স্বরূপ তাহাদিগকে বলা হইবে, مَالَكُمْ لاَ تَنَاصَرُوْنَ তোমাদের কী হইল যে, একজন অপরজনকে সাহায্য করিতেছ না ? তোমরা মনে করিতে যে, সকলেই পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারিবে।

بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ অর্থাৎ ঐ দিন তাহারা আল্লাহ্র সিদ্ধান্তের প্রতি আনুগত্য করিতে বাধ্য থাকিবে। তাহাদের বিরোধিতা করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। পারিবে না কোথাও আত্মগোপন করিতে। والله اعلم

(٢٧) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

(٢٨) قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ○

(٢٩) قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

(٣٠) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ○

(٣١) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ○

(٣٢) فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ○

(٣٣) فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○

(٣٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

(٣٥) اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٣٦) وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ○

(٣٧) بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

২৭. এবং উহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে—

২৮. উহারা বলিবে, তোমরা তো তোমাদিগের শক্তি লইয়া আমাদিগের নিকট আসিতে।

২৯. তাহারা বলিবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না,

৩০. এবং তোমাদিগের উপর আমাদিগের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

৩১. আমাদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের প্রতিপালকের কথা সত্য হইয়াছে; আমাদিগকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করিতে হইবে।

৩২. আমরা তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত।

৩৩. উহারা সকলেই সেইদিন শাস্তির শরীক হইবে।

৩৪. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।

৩৫. উহাদিগের নিকট 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই' বলা হইলে উহারা অহংকার করিত

৩৬. এবং বলিত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদিগের ইলাহ্গণকে বর্জন করিব ?

৩৭. বরং সে তো সত্য লইয়া আসিয়াছে এবং সে সমস্ত রাসূলদিগকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কাফেরগণ কিয়ামতের মাঠে একজন অপরজনকে ধিক্কার দিতে থাকিবে; যেমন দোযখের মধ্যেও তাহারা বাদ-বিসম্বাদ করিতে থাকিবে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

فَيَقُوْلُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۔

দুর্বলগণ (অনুগতগণ) সবলদিগকে (মাতব্বরদিগকে) বলিবে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুগত ছিলাম। এখন তোমরা আমাদের উপর হইতে দোযখের কিছু কষ্ট লাঘব করিতে পারিবে ? মাতব্বরগণ (উত্তরে) বলিবে, আমরা সকলেই তো ইহাতে (নিক্ষিপ্ত হইয়া) আছি। আল্লাহ্ তো বান্দাগণের ব্যাপারে ফায়সালা করিয়া ফেলিয়াছেন।

অন্যত্র আছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْۤا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ ۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُوْنَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ اَنْدَادًا وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ فِىْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔

আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন, (তখন এক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হইবে) যখন অনাচারীগণকে তাহাদের প্রভুর সম্মুখে দাঁড় করানো হইবে। তখন একজন অপর জনের উপর কথা চাপাইবে। (পৃথিবীতে) যাহাদিগকে দুর্বল (অনুগত) মনে করা হইত, তাহারা মাতব্বরদিগকে বলিবে যে, তোমরা না হইলে (বাধা না দিলে) আমরা

অবশ্যই মু'মিন হইয়া যাইতাম। (ইহাতে) মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে বলিবে; সঠিক পথের সন্ধান আসিবার পরও কি আমরা তোমাদিগকে উহা হইতে বারণ করিয়াছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। অত:পর অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, বরং তোমাদের রাত দিনের প্রচেষ্টাই (আমাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিল)। তোমরা আদেশ করিতে যেন আমরা আল্লাহ্‌র সহিত কুফ্‌রি করি এবং তাঁহার সহিত অপরকে অংশীদার সাব্যস্ত করি। আর যখন তাহারা আযাব দেখিতে পাইবে, তখন লজ্জা এ গোপন রাখিবে। আর আমি কাফেরগণের গর্দানে বেড়ি লাগাইয়া দিব। তাহারা যেমন করিয়াছিল তেমনি বিনিময় দেওয়া হইবে।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ। এখানেও অনুরূপ বাক-বিতন্ডার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অর্থে যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, অনুগতগণ মাতব্বরগণকে বলিবে, আমরা তো পৃথিবীতে দুর্বল ছিলাম, আর তোমরা সবল। তাই তোমরা আমাদের উপর বল প্রয়োগ করিতে।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَنِ الْيَمِيْنِ। অর্থ عَنِ الْحَقِّ। অর্থাৎ সত্য পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইতে। ইহা কাফেরগণ শয়তানদিগকে বলিবে।

আর কাতাদাহ (র) বলেন ঃ মানব জাতি জীনদিগকে বলিবে, اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ। অর্থাৎ তোমরা আমাদের কল্যাণের পথে বাধা হইয়া আসিতে এবং আমাদিগকে উহা হইতে বিরত রাখিতে।

সুদ্দী (র) ইহার মর্ম সম্বন্ধে বলেন ঃ তোমরা সত্যের পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইতে এবং বাতেল ও মিথ্যাকে সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে আর সত্য হইতে বিরত রাখিতে।

হাসান (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! কাফেরগণ কোন কল্যাণকর কাজ করিতে উদ্যত হইলেই শয়তানগণ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাধা সৃষ্টি করিত।

ইব্‌ন যায়েদ (র) বলিয়াছেন ঃ ইহার মর্ম হইল, তোমরা আমাদের এবং কল্যাণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিতে এবং ঈমান, ইসলাম ও সৎকর্ম হইতে আমাদিগকে বারণ করিতে।

ইয়াযীদ রিশ্‌ক (র) বলিয়াছেন ঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর পথে বাধা হইয়া থাকিতে।

খুসাইফ (র) বলেন ঃ শয়তান ডান দিক দিয়া আসিত।

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন ঃ যেদিকেই আমরা নিরাপদ মনে করিতাম সেদিক দিয়াই আসিতে।

قَالُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ মানব-দানবের পথ-ভ্রষ্ট নেতাগণ অনুগতদিগকে বলিবে, তোমাদের ধারণা সঠিক নহে; বরং তোমাদের অন্তরই ঈমান গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল এবং গুনাহ ও কুফরী গ্রহণের উপযুক্ত ছিল।

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ আমরা যে তোমাদিগকে কুফরীর দিকে আহ্বান করিয়াছি, উহার সত্যতার পক্ষে তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই।

بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ বরং তোমাদের মধ্যে নাফরমানী এবং সত্য লংঘন করার প্রবণতা ছিল; তাই আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছ এবং নবীগণ যথেষ্ট দলীল নিদর্শনসহ যে সকল সত্য বিষয় নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তোমরা উহা পরিত্যাগ করিয়াছ ও তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছ।

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِقُوْنَ ক্ষমতাধর মাতব্বরগণ অনুগতদিগকে বলিবে, আল্লাহ্র ঘোষণা আমাদের ব্যাপারে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নিশ্চয় আমরা হতভাগা, কিয়ামত দিবসের শাস্তি ভোগকারী।

فَاَغْوَيْنَاكُمْ তোমাদিগকে ভ্রান্ত পথে আহ্বান করিয়াছি।

اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ অর্থাৎ আমরা নিজেরাও ভ্রান্ত ছিলাম। আর উহার প্রতি তোমাদিগকেও আহ্বান করিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিয়াছ।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সকলেই কর্ম অনুযায়ী দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ পৃথিবীতে যখন তাহাদিগকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কালিমা পড়ার কথা বলা হইত, তখন অভিমান করিয়া অস্বীকৃতি জানাইত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন আখি ইব্ন ওহব (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যতক্ষণ না মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়িবে ততক্ষণ আমি লড়াই চালাইয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। সুতরাং যে কেহ এই কালিমা পড়িবে, সে আমার পক্ষ হইতে জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। তবে এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে যাহার উপর ইসলামের কোন বিধান রহিয়াছে তাহা হইলে ভিন্ন কথা এবং তাহার হিসাব আল্লাহ্র নিকট।

উপরোক্ত আয়াতে একটি জাতির দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে; যাহারা দাম্ভিকতা দেখাইয়া কালিমা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন ইয়াহুদীগণকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে,

"তোমরা কাহার ইবাদত করিতে ?" তাহারা বলিবে "আল্লাহ্র এবং উযাইর (আ)-এর ইবাদত করিতাম।" তখন বলা হইবে, "ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাও।" ইহার পর নাসারা (খৃস্টান)গণকে হাজির করিয়া প্রশ্ন করা হইবে, "তোমরা কাহার বন্দেগী করিতে ?" উহারা বলিবে, "আল্লাহ্ এবং মসীহ্ (আ)-এর বন্দেগী করিতাম।" বলা হইবে "ইহাদিগকেও বাম দিকে লইয়া যাও।" অত:পর মুশ্রিকদিগকে (অংশীবাদী) উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ এই কলিমা পড়। তখন তাহারা দাম্ভিকতার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করিবে। এইভাবে তিনবার উপস্থাপন ও প্রতিবারই প্রত্যাখ্যাত হইবে। তখন আদেশ হইবে, ইহাদিগকে বাম দিকে লইয়া যাও। আবূ নায্রা বলেন ঃ তখন তাহারা পাখি হইতেও অধিক গতিতে চলিতে থাকিবে। আবুল আলা' বলেন, অত:পর সর্বশেষে মুসলমানগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, "তোমরা কাহার ইবাদত করিতে"? তাহারা বলিবে, "আমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিতাম।" বলা হইবে, তাঁহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি ? উত্তর আসিবে, হ্যাঁ! পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তোমরা তাহাকে কি করিয়া চিনিবে ? অথচ ইতিপূবেং আর কখনও প্রত্যক্ষ কর নাই। উত্তর হইবে, "অবশ্যই চিনিব। কেননা তাঁহার মত দ্বিতীয় কেহ নাই।" তখন মহান ও মেহেরবান আল্লাহ্ তা'আলা নিজকে প্রকাশ করিবেন এবং মু'মিনগণকে মুক্তি দিবেন।

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ রাসূলে করীম (সা)-এর দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহারা বলিত, এই উন্মাদ কবির কথায় কি আমরা নিজেদের এবং পূর্ব পুরুষগণের মাবুদের পূজা পরিত্যাগ করিব ? আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই উক্তিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়া প্রতিদান স্বরূপ বলিতেছেন ঃ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তিনি যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত লইয়া আসিয়াছেন, উহা যথাযথই সঠিক।

وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র গুণাবলী ও সরল-সঠিক পথ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ যে সংবাদ দিয়াছেন, তিনি উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং তাহাদের মত তিনিও শরীয়তের যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন। অন্যত্র আছে ঃ مَا يُقَالُ لَكَ اِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে যাহা বলা হইত আপনাকেও উহাই বলা হইতেছে।

(٣٨) إِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۝

(٣٩) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(٤٠) إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(٤١) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ○

(٤٢) فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ○

(٤٣) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

(٤٤) عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ○

(٤٥) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ○

(٤٦) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ○

(٤٧) لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ○

(٤٨) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ○

(٤٩) كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ○

৩৮. তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করিবে।

৩৯. এবং তোমরা যাহা করিতে তাহারই প্রতিফল পাইবে—

৪০. তবে তাহারা নয় যাহারা আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা।

৪১. তাহাদিগের জন্য আছে নির্ধারিত রিয্ক—

৪২. ফলমূল; এবং তাহারা হইবে সম্মানিত,

৪৩. সুখদ-কাননে

৪৪. তাহারা মুখামুখি হইয়া আসনে আসীন হইবে।

৪৫. তাহাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিবেশন করা হইবে বিশুদ্ধ সূরাপূর্ণ পাত্রে।

৪৬. শুভ্র উজ্জ্বল, যাহা হইবে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু।

৪৭. উহাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকিবে না এবং উহাতে তাহারা মাতালও হইবে না।

৪৮. তাহাদিগের সঙ্গে থাকিবে আনতনয়না, আয়ত লোচনা হূরীগণ।

৪৯. তাহারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

তাফসীর ঃ اِنَّكُم لَذَائِقُوْ الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ـ وَمَا تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে প্রথমে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা অতি পীড়াদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। আর ইহা হইবে প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী। অত:পর اِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ বলিয়া তাঁহার প্রকৃত বান্দাগণের কথা পৃথক করিয়া লইয়াছেন। অর্থাৎ বান্দাগণ না কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে, না হিসাব লওয়া হইবে তাহাদের নিকট হইতে তন্ন তন্ন করিয়া। বরং কিছু ছোট ছোট গুনাহ থাকিলে উহা মার্জনা করা হইবে এবং বর্ধিত করা হইবে তাহাদের সৎ ও ভাল কর্মসমূহকে দশ হইতে সাতাশ গুণ, বরং আল্লাহ্র ইচ্ছা মাফিক বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। অন্যত্র আছে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ـ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْ الصّٰلِحٰتِ ـ

সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানবমণ্ডলী ক্ষতির সম্মুখীন। তবে যাহারা ঈমান আনিবে এবং ভাল কাজ করিবে (তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না)। সূরা আছর

সূরা আত্ত্বীনে আছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ ـ

নি:শ্চিয় আমি মানব জাতিকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছি। অত:পর আমি তাহাকে অধ:পতিত হীন অবস্থার লোকগণ হইতে হীনতম করিয়া দেই। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে (তাহাদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার রহিয়াছে)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِّىْ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا ـ

তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে ইহা অতিক্রম করিবে না। ইহা আপনার প্রভুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অনন্তর আমি খোদভীরুদিগকে নাজাত দিব এবং অনাচারী লোকদিগকে নতজানু করিয়া উহাতে ছাড়িয়া দিব।

অপর আয়াতে আছে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ-

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কার্যাবলীর বিনিময়ে আবদ্ধ হইবে। তবে ডান পার্শ্বওয়ালাগণ [জান্নাতে থাকিবে]।

اُولٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ কাতাদাহ্ এবং সুদ্দী (র) বলেন ঃ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ অর্থ জান্নাত। অত:পর ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে فَوَاكِهُ বিভিন্ন রকমের ফল।

وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ আর তাহাদের সেবা করা হইবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আল্লাহ্র অসংখ্য দানে পরিপূর্ণ থাকিবে।

فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ একজন অপর জনের মুখামুখী হইয়া চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকিবে। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ একজনের দৃষ্টি অপর জনের পিছন দিকে পড়িবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইয়াহ্য়া ইব্ন আব্দক্ কাযওয়েনী (র).... যায়েদ ইব্ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম (সা) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ একজন অন্য জনের প্রতি দৃষ্টি করিবে। এই হাদীসটি প্রসিদ্ধ।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ- بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَّلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ-

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের সমার্থক ঃ

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ- بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ - لاَيُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلاَيُنْزَفُوْنَ-

তাহাদের চতুর্পার্শ্বে শিশুরা সুরা ভর্তি গ্লাস, জগ ও পেয়ালা হাতে করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। ইহাতে তাহাদের মাথা ব্যথাও হইবে না, হুঁশও নষ্ট হইবে না।

পৃথিবীর সুরায় সাধারণত মাথা ধরা, পেট ব্যথা—যাহার ফলশ্রুতিতে মাতলামি বা সম্পূর্ণ বুদ্ধি বিলোপ হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। জান্নাতের সুরাকে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ বন্ধ বা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার আশংকামুক্ত প্রবাহমান নদী হইতে সুরা সরবরাহ করা হইবে।

ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ প্রবাহমান শুভ্র সুরা অর্থাৎ উহার বর্ণ স্বচ্ছ, সুন্দর ও আকর্ষণীয় হইবে। দুনিয়ার শরাবের মত দেখিতে

লাল, কাল, হলুদ বা ঘোলা হইবে না। কেননা, এই জাতীয় সুরা একটি সুরুচি সম্পন্ন অন্তরের নিকট ঘৃণ্য হইয়া থাকে। আর জান্নাতের সুরা হইবে চিত্তাকর্ষক।

لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ উহা সুস্বাদু হইবে। আর সুস্বাদু হওয়া মানেই সুগন্ধী হওয়া। অথচ দুনিয়ার সুরা ইহার বিপরীত। لاَ فِيْهَا غَوْلٌ ঐ শরাব তাঁহাদের উপর غَوْلٌ এর প্রভাব (অর্থাৎ পেট ব্যথা) ফেলিতে পারিবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদাহ্ ও ইব্‌ন যায়েদ বলেন, غَوْلٌ এর অর্থ পেট ব্যথা। যেমনটি জলীয় মাদকতার কারণে দুনিয়ার সুরায় হইয়া থাকে।

কেহ বলিয়াছেন ঃ এখানে غَوْلٌ অর্থ মাথা ধরা। ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। কাতাদাহ্ (র) মাথা ধরা ও পেট ব্যথা উভয় অর্থই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এবং সুদ্দী (র) لاَ فِيْهَا غَوْلٌ তাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট হইবে না এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কবির ভাষায়

فَمَا زَالَتِ الْكَأْسُ تَغْتَالُنَا * وَتَذْهَبُ بِالْأَوَّلِ الْأَوَّلِ

মদের বোতল আমাদের বুদ্ধিমত্তা নষ্ট করিতে লাগিল, এমনকি প্রথম বোতলটি প্রথম ব্যক্তিকেই মাতাল করিয়া দিল।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ বেহেশতী সূরায় অরুচিকর বা কষ্টদায়ক কিছুই থাকিবে না।

আর মুজাহিদের মতটিই সঠিক। অর্থাৎ পেট ব্যথা।

وَلاَهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাঁহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হইবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, হাসান, আতা ইব্‌ন আবূ মুসলিম খুরাসানী এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও উক্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সুরার মধ্যে চারটি উপসর্গ আছে ঃ নেশা, ব্যথা, বমি ও প্রস্রাব। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী সুরাকে ঐ সকল উপসর্গ হইতে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ সেখানকার মহিলাগণ এমন পবিত্র হইবে যে, তাহারা আপন স্বামী ব্যতীত অন্যের প্রতি কখনও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) প্রমুখ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

عِيْنٌ সুন্দর চোখবিশিষ্ট। কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ মোটা চক্ষু। আসলে উভয়ের মর্ম একই। কেননা মোটা ভাসা ভাসা চোখই সুন্দর ও নিষ্কলুষ বলিয়া অভিহিত করা হয়।

যখন যুলাইখা ইউসুফ (আ)-কে জেলখানা হইতে আনিয়া নিজ সমালোচনাকারীণীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের স্বীকৃতি তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিলেন, আর তাঁহার রূপ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, ইনি ফেরেশতাকুলেরই একজন হইবেন, তখন যুলাইখা ইহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন ঃ

فَذَالِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ-

ইনিই ঐ ব্যক্তি, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তোমরা আমার নিন্দা চর্চা করিতে। আমি তাঁহাকে ফুসলাইয়াছিলাম। অথচ তিনি নিজেকে সামলাইয়া লইলেন।

অর্থাৎ এত রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী হইয়াও তিনি নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র এবং খোদাভীরু। কুরআনে বর্ণিত حُوْرٌ عِيْنٍ এবং خَيْرَاتٌ حِسَانٌ এর একই অর্থ। অর্থাৎ সুন্দর চোখের অধিকারীণি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী মহিলাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উজ্জ্বল বর্ণের সহিত 'আকর্ষণীয় দেহের অধিকারীণি' আখ্যায়িত করিয়া হুরগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা বর্ণনা করিয়াছেন كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থাৎ আবৃত মুতি।

কবি আবূ দাহবাল বলেন ঃ

وَهِىَ زَهْرَاءُ مِثْلَ لُؤْلُوَةِ الْغَوَّ- اصِ مِيْزَتْ مِنْ جَوْهَرٍ مَّكْنُوْنٍ-

ডুবুরীগণ সাগর তলার খনিজ ধাতব হইতে যে স্বচ্ছ সুন্দর মুতি আহরণ করে, ইহারা এমনই ধরনের ফুলের কলি।

হাসান (র) বলেন ঃ ইহারা এমন স্থানে সংরক্ষিত যে, তাহাদিগকে কোন হস্ত স্পর্শ করে নাই। সুদ্দী (র) বলেন, যেমন ডিম্ব নিজ বাসায় আবৃত থাকে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলিয়াছেন, ডিমের ভিতরাংশ।

আতা খুরাসানী বলিয়াছেন, ডিমের যে হালকা আবরণটি উপরের খোসা এবং ভিতরের কুসুমের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে, ইহার মতই স্বচ্ছ ও নরম এই হুরগণ।

(٥٠) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

(٥١) قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ○

(٥٢) يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۝

(٥٣) اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ۝

(٥٤) قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝

(٥٥) فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝

(٥٦) قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝ۙ

(٥٧) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

(٥٨) اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ۝ۙ

(٥٩) اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ۝

(٦٠) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

(٦١) لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝

৫০. তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

৫১. তাহাদিগের কেহ্ বলিবে, আমার ছিল এক সংগী;

৫২. সে বলিত, তুমি কি ইহাতে বিশ্বাসী যে,

৫৩. আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব তখনও কি আমাদিগকে প্রতিফল দেওয়া হইবে?

৫৪. আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা কি তাহাকে দেখিতে চাও?

৫৫. অত:পর সে ঝুঁকিয়া দেখিবে এবং উহাকে দেখিতে পাইবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৫৬. বলিবে, আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করিয়াছিলে।

৫৭. আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকিলে আমিও তো আটক ব্যক্তিদিগের মধ্যে শামিল হইতাম।

৫৮. আমাদিগের তো আর মৃত্যু হইবে না,

৫৯. প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না।

৬০. ইহাতো মহা সাফল্য।

৬১. এইরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তাহারা সেখানে সুরা পানের অনুষ্ঠানে শয়ন শয্যায় ও পারস্পরিক মিলামেশা বৈঠকাদিতে অত্যন্ত জাঁক-জমকপূর্ণ খাটে একে অপরের মুখামুখি উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের অতীত বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা গল্প-সল্প করিতে থাকিবে এবং সেবকদল তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিবে এবং এমন উন্নত মানের খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী আর পরিধান বস্ত্র নিয়া উপস্থিত হইবে যাহা কেহ কোন দিন দেখাতো দূরের কথা, ইতিপূর্বে কেহ শুনেও নাই। এমন কি কোন দিন কল্পনাও করে নাই।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ তাঁহাদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার একজন সাথী ছিল। মুজাহিদ (র) বলেন– قَرِيْنٌ (সাথী) অর্থাৎ শয়তান। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, قَرِيْنٌ অর্থাৎ, এমন একজন মুশরিক লোক যাহার একজন মু'মিন অনুসঙ্গী পৃথিবীতে ছিল। মুজাহিদ ও ইবনে আব্বাস (রা) উভয়ের উক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা শয়তান দুই প্রকারের হইয়া থাকে। জিন শয়তান মানুষের মনে ধোকা দেয়। আর মানুষ শয়তান বাহ্যিকভাবে লোকজনের কানে কথা পৌঁছায়। এইভাবে তাহারা একে অপরের সাহায্য করিয়া থাকে।

অন্যত্র আছে– يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا তাহারা কথাকে সাজাইয়া একে অপরের প্রতি অবতীর্ণ করিয়া ধোকা দেয়। উভয় প্রকার শয়তানই ধোকা দিয়া থাকে।

যেমন কুরআনে আছে ঃ

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ- الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ-

তাহার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে, যে সুযোগ মত আসে ও সরিয়া পড়ে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন অথবা, মানুষের মধ্য হইতে।

এই জন্যই বেহেশ্‌তবাসীদের একজন বলিবে, পৃথিবীতে আমার একজন সাথী ছিল।

يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ সে বিস্ময়ের সহিত মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করিয়া বলিত, তুমি কি পুনরুজ্জীবন হিসাবে নিকাস ও বিচারের প্রতি বিশ্বাস রাখ।

أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন- لَمَدِيْنُوْنَ অর্থ لَمُحَاسَبُوْنَ হিসাব নেওয়া হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী لَمَدِيْنُوْنَ এর অর্থ বলিয়াছেন ঃ আমাদের বিনিময় দেওয়া হইবে। উভয় অর্থই বিশুদ্ধ।

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ মু'মিন ব্যক্তি তাহার জান্নাতবাসী সাথীদেরকে বলিবে তোমরা তাহাকে দেখিতে চাও?

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাইদ ইব্‌ন জুবায়ের, খালিদ আসরী, কাতাদা, সুদ্দী ও আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন فِىْ سَوَاءِ الْجَحِيْمِ। অর্থ দোযখের মধ্যভাগে। হাসান বস্‌রী ইহার অর্থে বলেন ঃ দোযখের অভ্যন্তরে যেন একটি জ্বলন্ত শিখা।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন ঃ আমার নিকট ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, সে যখন ঝাঁকি দিয়া তাহাকে দেখিবে তখন দেখিতে পাইবে, জাহান্নামবাসীর মস্তিষ্কের খুলি ফ্যানের ন্যায় লাফাইতেছে। আর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কা'ব আহবার (র) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে জানালা থাকিবে, যখন কোন জান্নাতবাসী তাহার কোন দোযখবাসীকে দেখিতে চাহিবে তখন ঐ জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে পারিবে। ইহাতে তাহার অন্তরে আল্লাহর শুকর বাড়িতে থাকিবে। قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ মু'মিন কাফিরকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ আল্লাহর কসম! তোমার অনুসরণ করিলে তো আমাকে ধ্বংসের কাছাকাছি নিয়া যাইতে وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ যদি আমার প্রভু দয়া করিয়া আমাকে ঈমান ও তাওহীদের পথে পরিচালনা না করিতেন তাহা হইলে আমি জাহান্নামবাসী হইয়া আযাব ভোগ করিতাম।

কুরআনে আছে ঃ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত না করিলে আমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হইতাম না।

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ- اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ-

আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মৃত্যুহীন ও শান্তি মুক্ত চিরস্থায়ী জান্নাত বসবাস ও সম্মানজনক স্থানে অবস্থানের সুযোগ পাওয়ার কারণে আত্ম তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মু'মিন ব্যক্তি বলিবে, আমাদের তো আর মৃত্যু হইবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদিগকে শাস্তিও দেওয়া হইবে না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত বাসীদিগকে বলিবেন- كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ- তোমাদের কর্মফল

হিসাবে তৃপ্তি সহকারে পানাহার কর। এখানে هَنِيْئًا এর অর্থ তাহারা সেখানে মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ঘোষণা পাওয়ার পর তাহারা বলিবে ঃ

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ - اِلاَّ مَوْتَتَنَا الاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ -

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, সকলেই জানে যে, মৃত্যু সুখ-শান্তি হইতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, ইহা ভাবিয়া তাহারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখিবে। তখন বলা হইবে, না; তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। তখন তাহারা বলিবে ঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلْ الْعٰمِلُوْنَ -

কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা জান্নাতবাসীর কথা। আর ইব্ন জারীর বলেন ঃ ইহা আল্লাহর বক্তব্য। ইহার মর্ম হইল মানুষ যেন এই জাতীয় কর্মই করে, যাহা দ্বারা পরকালে অনুরূপ সুখ শান্তি ও সফলতা লাভ করিতে পারে।

মুফাস্সিরগণ এই আয়াতের অধীনে বনী ইসরাঈলের দুই জন লোকের একটি যৌথ সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন– ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন জারীর ইব্ন শহীদ (র) ফুরাত ইব্ন সালাবা নাহরানী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন– দুইজন লোকের একটি যৌথ মালিকানা ছিল। এক সময় এই সম্পত্তির মূল্যমান আট হাজার দিনারে দাঁড়াইল। তাহাদের এক জনের পৃথকভাবে অন্য ব্যবসা ছিল এবং অপর ব্যক্তির আর কোন ব্যবসা ছিল না। একদিন ব্যবসায়ী ব্যক্তি তাহার সহযোগীকে বলিল, যেহেতু তোমার কোন ব্যবসা নাই, তাই ঐ সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করিয়া দিয়া দিব। সুতরাং উহাকে ভাগ করিয়া চার হাজার দিনার করিয়া নিজ নিজ অংশ নিয়া নিল।

ইহার পর ব্যবসায়ী লোকটি একজন মৃত ব্যক্তির একটি পরিত্যক্ত বাড়ী এক হাজার দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করিয়া তাহার সাবেক সহযোগীকে আনিয়া দেখাইয়া বলিল, বাড়ীটি কেমন হইল? উত্তরে সে বলিল, অতি উত্তম?

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্! আমার সহযোগী ভাই এই বাড়ীটি এক হাজার দিনার দ্বারা ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে একটি বাড়ী প্রত্যাশা করিতেছি। এই বলিয়া সে এক হাজার দিনার সদ্কা করিয়া দিল।

ইহার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইলে তাহার সহযোগী ব্যবসায়ী লোকটি এক হাজার দিনার ব্যয় করিয়া একজন মহিলাকে বিবাহ করিল এবং উত্তম আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। আর বলিল, কাজটি কেমন হইল? সে জবাব দিল, ভাল কাজই করিয়াছেন। স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া বলিল, ওহে প্রভু! আমার সাথী ভাই এক হাজার দিনারের বিনিময়ে একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। আর

আমি তোমার নিকট জান্নাতে একজন সুন্দরী হুর কামনা করিতেছি। এই বলিয়া আরও এক হাজার দিনার দান করিয়া দিল।

অত:পর আরও কিছু দিন অতিক্রম হইলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি অবশিষ্ট দুই হাজার দিনার দিয়া দুইটি বাগান ক্রয় করিল এবং সহযোগীকে নিয়া বাগান দুইটি দেখাইল। সে মন্তব্য করিল, বাগানগুলি ভালই ক্রয় করিয়াছেন। সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া সে বলিল, হে পালনকর্তা! আমার সাথী ভাইটি দুই হাজার দিনারের বিনিময়ে দুইটি বাগান ক্রয় করিয়াছে আর আমি তোমার নিকট জান্নাতে দুইটি বাগান প্রার্থনা করিতেছি। এই বলিয়া সে বাকী দুই হাজার দিনারও খরচ করিয়া দিল।

ইহা হইতে কিছু দিন অতিক্রম হইতে না হইতেই উভয়ের মৃত্যু হইল। সদকাকারী ব্যক্তিকে এমন একটি বাড়ীতে প্রবেশ করানো হইল যাহা দেখিয়া সে আশ্চর্যান্বিত হইল। আর অমনীতে সারা এলাকা আলোকিত করিয়া একজন সুন্দরী রূপসী রমণী আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহার পর তাহাকে অসংখ্য নেয়ামত পরিপূর্ণ দুইটি বাগানে নিয়া যাওয়া হইল। এই সব দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, আমার মত নগণ্য ব্যক্তির এই সকল বিষয়াদির সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে? উত্তর হইল, এই বাড়ী, এই রমণী, এই বাগানদ্বয়, সবকিছুই তোমার জন্য। তখন সে আনন্দিত হইয়া বলিল, আমার একজন সাথী ছিল, সে বলিয়াছিল, তুমি কি সব কিছুই দান করিলে? বলা হইল, সে তো জাহান্নামে। সে বলিল, তোমরা কি উহাকে দেখাইবে? তখন সে উঁকি মারিয়া তাহাকে জাহান্নামের অভ্যন্তরে দেখিতে পাইল এবং বলিল–

تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ- وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ-

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন– যে সকল ক্বেরাত বিশেষজ্ঞদের মতে مُصَّدِّقِيْنَ 'সাদ' হরফে তাশদীদ হইবে, তাহাদের পক্ষে এই ঘটনাটি অতি শক্তিশালী প্রমাণ। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ হাফ্‌স (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি ইসমাইল সুদ্দীকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ قَالَ قَائِلُ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنُ يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ তিনি বলিলেন ঃ এই বিষয়ে তোমার মনে প্রশ্ন জাগ্রত হইল কেন? আমি বলিলাম, আমি সবে মাত্র এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করিলাম। তাই মনে হইল যে, আপনার নিকট হইতে এই আয়াতগুলো সম্বন্ধে কিছু জানিয়া নেই। তখন তিনি বলিলেন, গুরুত্ব সহকারে ইহা সংরক্ষণ করিও। এই বলিয়া তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

বনী ইসরাইলের মধ্যে একজন মু'মিন ও একজন কাফিরের যৌথ সম্পত্তি ছিল। ইহার মূল্যমান ছয় হাজার দিনার ধার্য করিয়া উভয়েরর মধ্যে তিন হাজার দিনার করিয়া ভাগ করিয়া লইল। ইহার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া গেলে উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ

হইল। কাফির ব্যক্তি মু'মিন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সম্পত্তি কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? ইহা দ্বারা কি কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছ? সে বলিল 'না'। তবে তুমি কি করিয়াছ? কাফির লোকটি বলিল, আমি একহাজার দিনার দ্বারা নদী-নালা ও ফল-মূলে পরিপূর্ণ একটি বাগান ক্রয় করিয়াছি। মু'মিন ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল যে, সত্যই কি তুমি এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল 'হ্যাঁ'। ইহার পর মু'মিন ব্যক্তি বাড়ীতে ফিরিয়া রাত্রিকালে সাধ্যানুসারে সালাত-বন্দেগী করিল। প্রভাত হইলে এক হাজার দিনার হাতে লইয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দিনারের বিনিময়ে নদী-নালা প্রবাহিত ও ফল-মূলে সজ্জিত একটি বাগান ক্রয় করিয়াছে। অথচ সে কিছু দিনের মধ্যে উহা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে। প্রভু হে! আমি আপনার নিকট হইতে এক হাজার দিনারের বিনিময়ে জান্নাতে অনুরূপ একটি বাগান ক্রয় করিতেছি। এই বলিয়া সে ঐ দিনারগুলি মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিল।

আরও কিছু দিন পর আবার উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। কাফির লোকটি পূর্বের মত এবারও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল? তুমি ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছ কি? সে বলিল 'না' তবে তুমি কি করিয়াছ? উত্তরে বলিল, আমার এক খণ্ড জমি ছিল, উহাতে চাষাবাদ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। তাই আমি এক হাজার দীনার দ্বারা কয়েকজন দাস ক্রয় করিলাম। তাহারা পরিশ্রম করিয়া উহাতে আমার জন্য ফসল উৎপাদন করে। মু'মিন লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিকই তুমি এমনটি করিয়াছ কি? সে উত্তরে বলিল, 'হ্যাঁ'। রাত্রি ইহলে মু'মিন লোকটি সাধ্যানুসারে সালাত পড়িল এবং ভোর বেলা আরও এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিল ঃ

হে আল্লাহ! আমার সাথী কাফির লোকটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে কয়েকজন গোলাম ক্রয় করিয়াছে। অথচ কিছু দিনের মধ্যে তাহাদিগকে ছাড়িয়া সে মরিয়া যাইবে অথবা তাহাকে রাখিয়া গোলামগণ মরিয়া যাইবে। ওহে প্রভু! আমি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে জান্নাতে একদল গোলাম ক্রয় করিলাম। অত:পর সকালেই ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল।

এইভাবে আরও কিছু দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তারপর আবার দুইজনের সাক্ষাৎ হইল, কাফির লোকটি পূর্বেকার মত এইবারও জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি কাজ-কারবার করিয়া মাল সম্পদ বর্ধিত করিতে সক্ষম হইয়াছ? মু'মিন উত্তর করিল, 'না'। তবে তোমার খবর কি? সে বলিল, একটি কাজ ব্যতীত আমার বাকী সব কাজই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই কাজটি এইভাবে পূর্ণ হইল যে, অমুক মহিলার স্বামী মারা গেল। আমি এক হাজার দীনার মোহরের বিনিময়ে তাহাকে বিবাহ করিলাম। উহা এমন লাভজনক

হইল যে, ঐ মোহরের এক হাজার দীনারসহ আরও এক হাজার দীনার নিয়া আমার ঘরে আসিল। মু'মিন জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি তুমি অনুরূপ করিয়াছ? সে উত্তরে বলিল, 'হ্যাঁ'। ঠিক পূর্ববর্তী নিয়মে রাত্রি বেলা মু'মিন লোকটি সাধ্যমত সালাত আদায় করিল এবং প্রভাতকালে তাহার অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে নিয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ! আমার সাথীটি এক হাজার দীনারের বিনিময়ে পৃথিবীর একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। অথচ কিছুদিন পরে সে মহিলাকে রাখিয়া মরিয়া যাইবে, অথবা মহিলাটি তাহাকে ফেলিয়া মরিয়া যাইবে। হে আমার মাবুদ! আমি তোমার নিকট আমার এই এক হাজারের বিনিময়ে জান্নাতে একজন সুন্দরী সুশ্রী রমণী প্রার্থনা করিতেছি। এইবারও ঐ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে দান করিয়া দিল। এইবার লোকটির নিকট আর কিছুই থাকিল না। সে একটি সুতী জামা ও পশমী চাদর পরিধান করিল এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল।

একদা একটি লোক আসিয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি মাসোহারা হিসাবে আমার জন্তুদিগকে ঘাস খাওয়াইবে? এবং তাহাদের আবাসস্থলকে ঝাড় দিয়া পরিষ্কার রাখিবার চাকুরী করিবে? সে ইহাতে রাজী হইয়া চাকুরী করিতে লাগিল। জন্তুগুলির মালিক প্রত্যহ সকালবেলা জীবগুলি দেখিত এবং কোন একটি জীবকে শুষ্ক দুর্বল দেখিলে তাহার মাথা টানিয়া ধরিত এবং ঘাড়ে কিল-থাপ্পড় দিয়া বলিত, গতকল্য এই জীবটির যব (খাদ্য) তুই চুরি করিয়াছিস। মু'মিন লোকটি তাহার মহাজনের পক্ষ হইতে এইরূপ কঠোর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, তাহার সাথী কাফির লোকটির নিকট চলিয়া যাইবে ও তাহার জমিতে মজুরের কাজ করিবে এবং ইহার বিনিময়ে তাহার দৈনন্দিন অন্ন ও প্রয়োজনীয় বস্ত্রের ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। এই মনোভাব নিয়া লোকটি সাথীর বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল এবং সন্ধ্যা বেলা তাহার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, আকাশচুম্বী দালান ও গেইটে দারোয়ান। দারোয়ানদিগকে বলিল যে, এই বাড়ীর মালিকের নিকট আমার পরিচয় দিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। তিনি আমার আগমন সংবাদ শুনিলে অত্যন্ত খুশী হইবেন। তাহারা বলিল, আপনি সত্যই তাহার পরিচিত লোক হইলে এখন বাড়ীর কোন কিনারায় শুইয়া থাকুন এবং সকাল বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। (রাত্রি বেলা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইবেনা।) লোকটি তাহার চাদরের একাংশ নিচে ও একাংশ উপরে টানিয়া শুইয়া পড়িল এবং সকাল বেলা মালিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। বাড়ীর মালিক তখন আরোহী ছিল; পুরাতন সাথীকে তাহার বাড়ীতে আগন্তুক দেখিয়া চিনিয়া লইল এবং বাহন থামাইয়া সালাম মুসাফাহা করিল। ইহার পর বলিল, তোমার এইরূপ অবস্থা কেন? তুমি কি আমার সমান অর্থ গ্রহণ করনি? তোমার অর্থ সম্পদ কি করিয়াছে? লোকটি উত্তরে বলিল, ঘটনা তো

সত্যই বটে; তবে এই ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। সাথী বলিল, তবে এখানে তোমার আগমনের হেতু কি? উত্তরে বলিল, আমি তোমার জমিতে মজুরের কাজ করার জন্য আসিয়াছি। বিনিময়ে তুমি আমার প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। সাথী বলিল, ততক্ষণ না আমি তোমার কোন কল্যাণ করিব, যতক্ষণ না "তোমার অর্থ সম্পদ কি করিয়াছ" এই বর্ণনা আমার নিকট পেশ করিবে। লোকটি বলিল, আমি উহা ধার দিয়াছি। প্রশ্ন করিল, কাহাকে? উত্তরে বলিল, প্রতিজ্ঞা পালনকারী সত্তাকে। আবার প্রশ্ন করিল, তিনি কে? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। কাফির লোকটি তখন মুসাফাহার অবস্থা হইতে হাত টানিয়া লইল এবং (কুরআনে বর্ণিত আয়াত) বলিল ঃ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ - اَئِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ সুদ্দী (র) বলেন, لَمَدِيْنُوْنَ অর্থ হিসাব লওয়া হইবে।

ইহার পর কাফির লোকটি তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মু'মিন ব্যক্তি যখন দেখিল যে, তাহার সাথী তাহাকে কোন প্রকার সহযোগিতা বা আশ্রয় দান করিল না তখন চলিয়া গেল এবং দুঃখে-কষ্টে জীবন কাটাইয়া দিল। আর কাফির লোকটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিল।

যখন কিয়ামত হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, তখন সে নদী-নালা ও ফল-মূলে সজ্জিত একখণ্ড জমি দিয়া অতিক্রম করিবে। ইহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এই বাগান কাহার ? উত্তর হইবে, ইহা তোমার। সে বিস্মিত হইয়া বলিবে, সুব্হানাল্লাহ্! আমার কৃত কর্মের পুরস্কার এত অধিক। অত:পর অসংখ্য সেবকের পাশ দিয়া তাহার গমন হইবে। সে জিজ্ঞাসা করিবে; এই সেবক দলটি কাহার জন্য ? উত্তর দেওয়া হইবে, তোমার জন্য। সে বলিবে, সুবহানাল্লাহ্! আমার আমলের বিনিময় এত বেশী ? ইহার পর অগণিত সুন্দরী-সুশ্রী রণনীতে পরিপূর্ণ লাল ইয়াকূত পাথরে নির্মিত একটি গম্বুজের নিকট পৌঁছিলে সে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহার মালিক কে ? উত্তরে বলা হইবে, ইহার মালিক আপনি। সে আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিবে, আমার আমল কি এতই বর্ধিত হইয়া গিয়াছে ? তখন সে তাহার কাফির সাথীর কথা স্মরণ করিবে, বলিবে ঃ

اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ - يَقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ - اَئِذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا اَئِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ -

বর্ণনাকারী বলেন, জান্নাত উঁচু হইবে এবং দোযখ গর্তাকারে হইবে। আর তাহার কাফির সাথীকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যভাগে দেখাইবেন। তখন মু'মিন ব্যক্তি তাহার সাথীকে চিনিতে পারিবে এবং বলিবে ঃ

تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَ لَتُرْدِيْنِ - وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ - اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ - اِلاَّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ - اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ -

لِمِثْلِ هٰذَا অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ পুরস্কার দান করিয়াছেন, অনুরূপ পুরস্কারের জন্য।

বর্ণনাকারী বলেন, মু'মিন ব্যক্তি তাহার ইহজগতের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ করিবে। মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে অধিকতর কষ্টকর আর কোন কষ্টই অনুভূত হইবে না।

(٦٢) اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ ○

(٦٣) اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ ○

(٦٤) اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ○

(٦٥) طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ○

(٦٦) فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ○

(٦٧) ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ○

(٦٨) ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ○

(٦٩) اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ○

(٧٠) فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ○

৬২. আপ্যায়নের জন্য কি ইহাই শ্রেয়, না যাক্কুম বৃক্ষ ?

৬৩. যালিমদিগের জন্য আমি ইহা সৃষ্টি করিয়াছি পরীক্ষাস্বরূপ,

৬৪. এই বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হইতে,

৬৫. ইহার মোচা যেন শয়তানের মাথা।

৬৬. উহারা ইহা হইতে ভক্ষণ করিবে, এবং উদর পূর্ণ করিবে ইহা দ্বারা।

৬৭. তদুপরি উহাদিগের জন্য থাকিবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ।

৬৮. আর উহাদিগের গন্তব্য হইবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে।

৬৯. উহারা উহাদিগের পিতৃপুরুষগণকে পাইয়াছিল বিপথগামী,

৭০. এবং তাহাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ও উহাতে মওজুদ সুস্বাদু খাদ্য-পানীয় এবং আনন্দদায়ক স্বামী-স্ত্রীর মিলন ইত্যাদি পুরষ্কারসমূহ উত্তম ? اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ না জাহান্নামে অবস্থিত যাক্কূম গাছ খাদ্য হিসাবে উত্তম ?

যাক্কূম গাছ বলিতে একটা নির্দিষ্ট গাছও হইতে পারে। যেমন কেহ বলিয়াছেন, ইহা এমন একটি গাছ, যাহার ডাল-পালাসমূহ পূর্ণ জাহান্নাম বিস্তৃত। যেমন জান্নাতের প্রতিটি ঘরে তূবা নামক গাছের একটি করিয়া ডাল পোঁতা থাকিবে।

অথবা যাক্কূম গাছ দ্বারা গাছের একটি প্রকারও বুঝা যাইতে পারে, যাহার নাম হইল যাক্কূম।

যেমন কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ۔

এবং এক প্রকার বৃক্ষ যাহা সাইনা পর্বতে প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং ভক্ষণকারীদের জন্য তরকারী। অর্থাৎ এখানে গাছ বলিতে গাছের একটি প্রকার বুঝানো হইয়াছে, যাহার নাম যায়তুন।

ঠিক তেমনিভাবে যাক্কূম বলিতে একটি প্রকার বুঝিতে কুরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি সহযোগিতা করে ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ۔ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ۔

অত:পর হে মিথ্যাবদী পথ ভ্রষ্টরা! তোমরা যাক্কূম জাতীয় গাছ ভক্ষণ করিবে।

اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ কাতাদাহ্ (র) বলেন; যাক্কূম গাছ সম্বলিত আয়াত যখন নাযিল হইল, তখন পথভ্রষ্ট লোকদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাহারা বলিতে লাগিল, তোমাদের নবী বলিতেছেন যে, অগ্নি প্রজ্বলিত দোযখে গাছ আছে, ইহা কি করিয়া হইতে পারে; আগুন গাছকে জ্বালাইয়া দেয়। তাহাদের বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ যেহেতু এই গাছের জন্মই আগুনে, তাই ইহার খাদ্যও আগুন হইতেই সরবরাহ করা হয়।

মুজাহিদ (র) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِيْنَ এই আয়াত প্রসঙ্গে বলেন, অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলিল, যাক্কূম তো এক প্রকারের গাছ ও শুক্‌না জাতীয় ঘাস, যাহা ভক্ষণ করিলে মাথায় ঘুর্ণন আসে। এই যাক্কূমও কি খাদ্য হইতে পারে ?

আমার মতে এই আয়াতের মর্ম হইল, হে মুহাম্মদ (সা)! আমি পরীক্ষাস্বরূপ যাক্কূম গাছের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাকে কে সত্য মনে করে, আর কে অসত্য মনে করে, ইহার বাছাই হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيْدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ـ

আর আমি (জাগ্রতাবস্থায়) আপনাকে (মেরাজের) যে দৃশ্য দেখাইয়াছি, উহা কেবল মানবমণ্ডলীর জন্য একটি পরীক্ষাস্বরূপ, আর কুরআনে নিন্দিত (যাক্কূম) বৃক্ষটিও। আর আমি তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছি, কিন্তু তাহাদের গুরুতর অবাধ্যতা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ এই গাছের উৎপত্তিস্থল হইল, দোযখের অভ্যন্তর।

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ এই আয়াতে উক্ত গাছের বিদ্রূপাত্মক আকৃতি ও জঘন্য রূপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বাহ (র) বলিয়াছেন, শয়তানের চুলসমূহ আকাশমুখী দণ্ডায়মান। যদিও শয়তানের আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত নয়, তবুও যেহেতু মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা যে, ইহার আকৃতি জঘন্য ধরনের হইবে। এই জন্যই এই গাছের গুচ্ছকে শয়তানের মাথার সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, বিদ্রূপ আকৃতির মস্তিষ্ক সম্পন্ন সাপের সহিত দৃষ্টান্ত পেশ করা।

আবার কেহ বলিয়াছেন, رُؤُسُ الشَّيَاطِيْنِ বলিতে এক প্রকারের গাছ আছে, যাহার গুচ্ছ অত্যন্ত বিদ্রূপ।

ইব্ন জারীর (র) শেষোক্ত দুইটি মতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে উভয়টির ব্যাপারেই কিছু চিন্তা-ভাবনার বিষয় আছে। প্রথম মতটিই শক্তিশালী ও উত্তম। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

فَإِنَّهُمْ لَآكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, বিশ্রী-আকৃতি, স্বাদহীন দুর্গন্ধযুক্ত ও অরুচিকর হওয়া সত্ত্বেও এই গাছটিকে খাদ্য

হিসাবে ব্যবহার করিতে তাহারা বাধ্য হইবে। কেননা, তাহারা যাক্কূম বা অনুরূপ খাদ্য ব্যতীত বিকল্প কিছুই আহারের জন্য পাইবে না। যেমন অন্যত্র রহিয়াছে ঃ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ- لاَ يُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِى مِنْ جُوْعٍ-

তাহাদের জন্য 'যারী' নামক বিষাক্ত গাছ ব্যতীত অন্য কোন আহার্য থাকিবে না। ইহাতে তাহাদের না স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, না হইবে ক্ষুধা নিবৃত্তি।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর। যদি যাক্কূমের একটি ফোটাও পৃথিবীর সমুদ্র মালায় পতিত হইত, তবে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করা বিশ্ববাসীর জন্য অসম্ভব হইয়া পড়িত। অনন্তর যাহাদের খাদ্য হইবে এই যাক্কূম, তাহাদের অবস্থা কেমন হইবে ?

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) শু'বার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) ইহাকে হাসান ও সহীহ্ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যাক্কূম ভক্ষণের পর গরম পানীয় দেওয়া হইবে। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত অংশ বর্ণনায় রহিয়াছে, لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ অর্থ গরম পানীয় ঢালা হইবে।

অন্যান্যদের মতে দোযখবাসীদের লজ্জাস্থান ও চক্ষু দিয়া নির্গত গরম পূঁজ ও পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত ঢালা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরাইহ আল হয্‌রমী (র) ....আবূ উমামা বাহেলী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিতেন ঃ এমন পানি দোযখবাসীদের নিকটবর্তী করা হইবে, যাহাকে তাহারা অপছন্দ করে। যখন উহাকে অতি নিকটে আনয়ন করা হইবে, তখন তাহার মুখমণ্ডল ঝলসিয়া যাইবে এবং মাথার চামড়া খসিয়া পড়িবে। আর পান করা মাত্র আঁতড়ি টুকরা টুকরা হইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দোযখবাসী ক্ষুধার্ত হইলে যাক্কূম গাছ দ্বারা তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের আব্দার রক্ষা করা হইবে। আর যখনই তাহারা উহা ভক্ষণ করিবে, মুখমণ্ডলের চামড়া খসিয়া যাইবে। তবে যদি কোন পরিচিত ব্যক্তি তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করে তাহা হইলে চেহারার আকৃতি দ্বারা তাহাকে চিনিতে পারিবে। অত:পর তাহারা তৃষ্ণার্ত হইয়া পিপাসা নিবারণের আব্দার করিতে থাকিবে। তখন ফুটন্ত গরম পানি পান করানো হইবে। এই পানি মুখমণ্ডলের কাছাকাছি করার সাথে সাথেই ইহার

গরমে চামড়াবিহীন চেহারার মাংস ভুনা হইয়া যাইবে এবং উদরস্থ সব কিছু গলিয়া যাইবে। তখন চামড়া খসিয়া যাওয়া ও গলিত আঁতড়ি নির্গত অবস্থায় তাহারা চলিয়া যাইবে। উপরন্তু লোহার ডান্ডা দ্বারা পিটাইয়া তাহাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলির সংযোগ খসাইয়া ফেলা হইবে। এমতাবস্থায় তাহারা নিজেদের ধ্বংস কামনা করিবে।

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অত:পর তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জাহীম ও সাঈর নামক অতি তেজোদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড সম্বলিত দোযখ হইবে তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। একবার একটি আরেকবার অপরটিতে এইভাবে পালাক্রমে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ-

উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

কাতাদাহ্ (র) আয়াতটির সহিত ব্যাখ্যা স্বরূপ এই আয়াতটিও তেলাওয়াত করিতেন। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম ও শক্তিশালী।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ এর স্থলে আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর কেরাত মুতাবেক হইবে ثُمَّ اِنَّ مَقِيْلَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ

আর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিতেন, যে মহাপরাক্রমশালীর নিয়ন্ত্রণে আমার আত্মা, তাঁহার শপথ! কিয়ামতের দিন ততক্ষণ দ্বিপ্রহর হইবে না, যতক্ষণ না জান্নাতবাসী জান্নাতে ও দোযখবাসী দোযখে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে। অত:পর তিনি আবৃত্তি করিলেন ঃ

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً-

জান্নাতবাসী ঐ দিন ভাল অবস্থানে ও উত্তম বিশ্রামাগারে থাকিবেন।

সাওরী (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কিয়ামতের দিন ততক্ষণ না দ্বিপ্রহর হইবে যতক্ষণ না ইহারা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম গ্রহণ করিবে ও তাহারা দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের রূপ ধারণ করিবে। সুফিয়ান (র) বলেন ঃ অত:পর আমি তাহাকে (মাইসারাহকে) আবৃত্তি করিতে দেখিয়াছি ঃ

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّاَحْسَنُ مَقِيْلاً-

আমার মতে উরোক্ত তাফসীর মোতাবেক আরবী ব্যাকরণে একটি বিধেয়কে অপর বিধেয় এর সহিত সংযোগের উদ্দেশ্যে ثُمَّ অব্যয়টি ব্যবহার করা হইয়াছে।

اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَاءَهُمْ ضَالِّيْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অনুরূপ শাস্তি এই জন্য দিয়াছি যে, তাহারা কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে নিজেদের পূর্ব পুরুষদিগকে

বিপথে পাইয়াছে, কেবল ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَهُمْ عَلٰى اٰثَارِهِمْ يُهْرَعُوْنَ

মুজাহিদ (র) বলেন, يُهْرَعُوْنَ অর্থ ঘূর্ণিবার্তার মত পাক খাইতে থাকে এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলিয়াছেন, তাহারা নির্বোধের মত পদাংক অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

(٧١) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(٧٢) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝

(٧٣) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۙ

(٧٤) اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

৭১. উহাদিগের পূর্বেও পূর্ববর্তীদিগের অধিকাংশ বিপথগামী হইয়াছিল,

৭২. এবং আমি উহাদিগের মধ্যে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৭৩. সুতরাং লক্ষ্য কর যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল!

৭৪. তবে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দাদিগের কথা স্বতন্ত্র।

তাফসীর ঃ অতীত সম্প্রদায়সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা দিতেছেন যে, তাহাদের অধিকাংশই ছিল বিপথগামী। তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরও উপাস্য স্থির করিত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারীগণকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা অবাধ্য ও গায়রুল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদিগকে আল্লাহ্‌র আধিপত্য ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিতেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা রাসূলগণের বিরোধিতায় ও তাঁহাদিগকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করার মত জঘন্য কাজে প্রতিনিয়ত লাগিয়া থাকিত। ইহার প্রতিফল স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস ও নির্মূল করিয়া দিয়াছেন এবং মু'মিনদিগকে সাহায্য ও সাফল্য দান করিয়াছেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ۔ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ۔

(٧٥) وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝

(٧٦) وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ○

(٧٧) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ○

(٧٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ○

(٧٩) سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٠) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٨١) اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٨٢) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ○

৭৫. নূহ্ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী।

৭৬. তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সঙ্কট হইতে।

৭৭. তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ পরম্পরায়,

৭৮. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

৭৯. সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

৮০. এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৮১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

৮২. অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম।

তাফসীর ঃ পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী লোকদের অধিকাংশই বিপথগামী ছিল। এখন ঈষৎ বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন।

সর্বপ্রথম নূহ (আ) এবং তাঁহার সময়কার লোকদের নিকট হইতে তিনি কিরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয়শত বৎসর তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহাদিগকে দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেন। অথচ অল্প কিছু সংখ্যক লোকই ঈমান আনিয়াছিল। এইভাবে সময় যতই দীর্ঘ হইতে চলিল, তাহাদের বিরোধিতাও শক্ত হইতে লাগিল এবং তিনি যতই তাহাদিগকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করিতেছিলেন, তাহারা ততই দূরে

সরিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তাহাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভু! আমি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে সাহায্য কর। আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) এর আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

অর্থাৎ নূহ (আ) আমার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমি তাঁহার প্রার্থনায় অতি উত্তম সাড়া দানকারী।

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ এখানে الْكَرْبُ। অর্থ তাহাকে মিথ্যাচারী বলা ও কষ্ট দেওয়া।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ এই আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ) এর বংশধর ব্যতীত আর কেহই জীবিত ছিল না।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ পরবর্তী মানব জাতির সকলই নূহ (আ) এর বংশধর।

ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন বশীর ....হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ নূহ (আ) এর তিন পুত্র ছিল সাম, হাম ও ইয়াফিস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল ওয়াহহাব ..... সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, সাম আরববাসীদের পিতা, হাম হাবশীদের আদি পিতা ও ইয়াফিস রোমবাসীদের পিতা। উল্লেখিত সনদে তিরমিযী (র), কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ আবূ উমর ইব্‌ন আব্দুল বার (র) বলিয়াছেন ঃ নবী করীম (সা) হইতে ইমরান ইব্‌ন হুসাইনের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

রোমী বলিতে প্রথম রোমীদিগকে বুঝানো হইয়াছে। যাহারা হইল ইউনানী। তাহাদের বংশ পরিচয় হইল, রুমী ইব্‌ন লীতী ইব্‌ন ইউনান ইব্‌ন ইয়াফিস ইব্‌ন নূহ (আ)।

অত:পর তিনি (হাফিজ আবূ উমর) ইসমাঈল (র) .... সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে ....বর্ণনা করিয়াছেন ঃ নূহ (আ) এর পুত্র ছিল তিনজন। সাম, ইয়াফিস ও হাম। আর তাহাদের প্রত্যেক হইতে তিনটি জাতি জন্ম নিয়াছে। সাম হইতে আরব, ফারাসা ও রোম জন্মাল এবং ইয়াফিস হইতে তুট, সাকালিয়া ও ইয়াজুজ মাজুজ জন্ম নিল। আর হাম হইতে কিব্‌ত, সুদান ও বার্বার জন্ম নিল।

ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বাহ (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীগণ তাহাকে কল্যাণের সহিত স্মরণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন, সকল নবীর জন্য সত্য আলোচনা বিদ্যমান থাকিবে।

কাতাদাহ্ , সুদ্দী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তীদের মধ্যে তাঁহার উত্তম প্রশংসা চালু করিয়া দিলেন। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ সালাম ও সু-প্রশংসা করা।

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ সকল জাতি ও গোত্র তাঁহার প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে এবং তাঁহার সুপ্রশংসা ও কল্যাণের সহিত স্মরণ করার প্রথা চালু রাখিবে। (ইহা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হইয়াছে)। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে বুঝাইয়াছেন।

اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ বান্দাদের মধ্যে যাহারা ভালভাবে আমার আনুগত্য করিবে, আমি তাহাদিগকে এমনি ধরনের প্রতিদান দিয়া থাকি এবং তাঁহাদের মৃত্যুর পর আনুগত্যের স্তরভেদে স্মরণ করার মত সুভাষাসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করি।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ তিনি আমার সত্যবাদী, একত্ববাদী ও বিশ্বাসী বান্দাদের একজন ছিলেন।

ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিলাম যে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার মত কেহ থাকিল না। না থাকিল তাহাদের কোন আলোচনা না থাকিল তাহাদের কোন চিহ্ন। লোকজন কেবল এই নিন্দনীয় চরিত্র দ্বারাই তাহাদিগকে পরিচয় করিয়া থাকে।

(٨٣) وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ○
(٨٤) اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○
(٨٥) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ○ج
(٨٦) اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ○ط
(٨٧) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৮৩. ইব্‌রাহীম তো তাহার অনুগামীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪. স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধচিত্তে।

৮৫. যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমরা কিসের পূজা করিতেছ ?

৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলিকে চাও ?

৮৭. জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের ধারণা কী ?

তাফসীর ঃ وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرَاهِيْمَ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مِنْ شِيْعَتِهٖ অর্থ مِنْ اَهْلِ دِيْنِهٖ অর্থাৎ তাঁহার দ্বীন গ্রহণকারীগণ হইতে। মুজাহিদ বলেন, তাঁহার নিয়ম ও পদ্ধতি হইতে।

اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, قَلْبٌ سَلِيْمٌ অর্থ কালিমার সাক্ষ্য দানকারী অন্তর। অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ইহার সাক্ষ্য দান করা।

ইব্‌ন হাতিম বলেন, ...আউফ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কালবে সালীম (বিশুদ্ধ চিত্ত) কি ? উত্তরে বলিলেন, যে বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য, কিয়ামতের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা সকল কবরবাসীকে পুনরায় জীবিত করিবেন।

হাসান (র) ইহার অর্থ করেন ঃ শির্‌ক হইতে পবিত্র হওয়া। উরওয়াহ্ (রা) বলেন, গালিগালাজকারী হইবে না।

اِذْقَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ। ইবরাহীম (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ নির্ণয় করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। এই জন্যই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ

কাতাদাহ্ (র) বলেন ঃ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত অন্যেরও ইবাদত করিতেছ। কাজেই যখন তোমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে তখন তিনি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন বলিয়া ধারণা রাখ ?

(٨٨) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ ۝

(٨٩) فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ ۝

(٩٠) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ○

(٩١) فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ○

(٩٢) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ○

(٩٣) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًاۢ بِالْيَمِيْنِ ○

(٩٤) فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ ○

(٩٥) قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ ○

(٩٦) وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(٩٧) قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ○

(٩٨) فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ ○

৮৮. অত:পর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল,

৮৯. এবং বলিল, আমি অসুস্থ।

৯০. অত:পর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

৯১. পরে সে সন্তর্পণে উহাদিগের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন?

৯২. তোমাদিগের কি হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না ?

৯৩. অত:পর সে উহাদিগের উপর সবলে আঘাত হানিল।

৯৪. তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল।

৯৫. সে বলিল, তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদিগের পূজা কর?

৯৬. প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরী কর তাহাও।

৯৭. উহারা বলিল, ইহার জন্য এক ইমারত তৈরী কর, অত:পর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।

৯৮. উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম।

তাফসীর ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি ঈদ (পর্ব) উপলক্ষে দলবদ্ধভাবে শহরের বাহিরে চলিয়া যাইত। তাহাদের উপাস্য মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য এই নির্জনতাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া তিনি শহরে অবস্থান করার মানসে বলিলেন, (আমি অসুস্থ)। তাঁহার এই কথাটি প্রকৃতপক্ষে সত্য। (অর্থাৎ তোমাদের 'শিরক' ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি)। আর তাহারা সাধারণ ধারণা মোতাবেক শারীরিক অসুস্থ বলিয়া বুঝিয়া লইল। فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ অত:পর উহারা তাঁহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ আরবের লোকেরা যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা করে তাহাকে বলে যে, সে ব্যক্তি নক্ষত্রমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছে। কাতাদাহ্ (র) এই কথা দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, ইবরাহীম (আ) আকাশের দিকে একজন চিন্তাবিদের ন্যায় নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহাতে তাঁহার প্রতি লোকদের অন্য কোন ধারণা জান্মিতে না পারে।

অত:পর তিনি বলিলেন, فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ অর্থাৎ আমি দুর্বল, রোগা।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ) তিনটি ব্যতীত অন্য কোন সত্য গোপন রাখিয়া কথা বলেন নাই; দুইটি আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ ও بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا বরং তাহাদের বড়টিই এই কাজ করিয়াছে আর সারাহ (আ) সম্বন্ধে যে, ইনি আমার বোন। এই হাদীসটি সিহাহ্ ও সুনান এর কিতাবসমূহে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে।

তবে প্রকৃতপক্ষে ইহা কোন মিথ্যা ছিল না যে, ইহার প্রবক্তাকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা যাইবে। কখনও না, কস্মিন কালেও না। বরং ইহা রূপক অর্থে মিথ্যা শব্দ যোগ করা হইয়াছে; যাহা প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় দ্বীন সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্য গোপন রাখিয়া রূপক শব্দ বলা হইয়া থাকে, যেমন হাদীসে আছে ঃ নিশ্চয় প্রতিপক্ষের মোকাবেলা বা বিতর্কে (দ্বীনি ব্যাপারে বিশেষ ক্ষেত্রে) রূপক অর্থে অস্পষ্ট কথা বলার সুযোগ আছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) ইবরাহীম (আ)-এর তিনটি উক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে,

তিনি প্রতিটি উক্তি দ্বারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। বলিয়াছেন ঃ আমি অসুস্থ, বরং তাহাদের বড়টিই এই কাজ করিয়াছে আর পাপিষ্ঠ বাদশাহ্‌র কু-কর্মের লালসা হইতে আপন স্ত্রীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, সে আমার বোন।

সুফিয়ান (র) বলেন ঃ اِنِّىْ سَقِيْمٌ। অর্থাৎ আমি প্লেগে আক্রান্ত। তাহারা ঐ জাতীয় রোগ হইতে দূরে থাকিত। আর তিনি এই সুযোগে তাহাদের উপাস্যদের সহিত একাকী থাকিতে মনস্থ করিলেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ এই আয়াত সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। (ইহাতে আরও বর্ণিত আছে যে,) তিনি যখন তাহাদের উপাস্যগণের ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাহারা ইবরাহীম (আ)-কে বলিল, "বাহির হইয়া আস।" তিনি বলিলেন, আমি তো প্লেগ রোগে আক্রান্ত। ইহাতে তাহারা এই সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কাতাদাহ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) একটি নক্ষত্রকে উদিত হইতে দেখিলেন আর বলিলেন, আমি অসুস্থ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নবী দ্বীনের ব্যাপারে ব্যথিত হইয়া বলিলেন, اِنِّىْ سَقِيْمٌ। অন্যান্যরা বলিয়াছেন ঃ ভবিষ্যৎ মৃত্যু রোগের চিন্তায় চিন্তিত হইয়া তিনি এই উক্তি করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছেন ঃ তোমাদের গায়রুল্লাহ্‌র পূজা-অর্চনা দেখিয়া আমার অন্তর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকগণ তাহাদের একটি ঈদ উপলক্ষে শহরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল এবং তাঁহাকেও সঙ্গে নিতে চাহিল। ইহাতে তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, اِنِّىْ سَقِيْمٌ। আর আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলেই শহরের বাহিরে চলিয়া গেলে তিনি মূর্তিগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম এই বর্ণনা দিয়াছেন। উপরে বর্ণিত মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ তাহারা সৌভাগ্য ও নৈকট্য লাভের আশায় খানা তৈরী করিয়া দেবতাদের সম্মুখে রাখিয়া দিত। ইবরাহীম (আ) চুপিসারে অতিদ্রুত ঐগুলির সামনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, اَلَا تَأْكُلُوْنَ ?

সুদ্দী (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ) উপাস্য মূর্তিদের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি বিরাটকায় কক্ষে মূর্তিগুলি রাখা হইয়াছে। কক্ষটির ফটকে একটি বড় আকারের মূর্তি। ইহার পার্শ্বে একটু ছোট, তারপর আরেকটু ছোট, এইভাবে ধারাবাহিকতার সহিত ঐগুলিকে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আর তাহাদের সম্মুখে খাবার রাখা আছে। মুশরিকগণ বলিত, আমাদের দেবতাগণ খাদ্যে বরকত দিয়া রাখিলে আমরা ফেরত আসিয়া উহা ভক্ষণ করিব। ইবরাহীম (আ) তাহাদের সম্মুখে খাদ্য

দেখিয়া বলিলেন, اَلَا تَاْكُلُوْنَ مَالَكُمْ لَاتَنْطِقُوْنَ? তোমরা কেন ভক্ষণ করিতেছ না ? তোমাদের কি হইল যে, কথাও বলিতেছ না ?

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ফাররা বলেন, ইহার অর্থ হইল, ডান হাত দিয়া ঐগুলিতে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কাতাদাহ ও জাওহারী বলেন ঃ ডান হাত দিয়া আঘাত হানিবার জন্য উহাদের সামনে উপস্থিত হইলেন।

যেহেতু ডান হাত শক্ত ও উহা দ্বারা আঘাত করা সুবিধা। এই জন্যই ইহাদিগকে ডান হাত দিয়া আঘাত করিলেন এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে সক্ষম হইলেন। আর যাহাতে তাহারা বড়টির কাছে গিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এইজন্যই ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন না। (সূরা আম্বিয়ায় ইহার ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হইয়াছে)।

فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ মুজাহিদ (র) সহ অনেকেই বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল লোকজন তাঁহার নিকট তাড়াতাড়ি গেল। (এই ঘটনাটি এখানে অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বিস্তারিত বর্ণনা সূরা আম্বিয়ায় আছে)।

লোকজন মেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের দেবতাদের এই দুরবস্থা দেখিয়া প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার নায়ক কে, ইহা বুঝিতে পারে নাই। পরে অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারিল যে, ইবরাহীম (আ) এই কার্য করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে তিরস্কার করিবার জন্য তাহারা আসিল। ইহাতে তিনিও তাহাদিগকে দোষারোপ ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, اَتَعْبُدُوْنَ مَاتَنْحِتُوْنَ ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন সব দেবতার পূজা করিবে, যাহাদিগকে তোমরা নিজ হাতে তৈরী করিয়াছ ?

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ অথচ তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহাকে আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী مَا পদটি দুইটি অর্থ লওয়া যাইতে পারে। مَصْدَرِيَّةٌ অর্থ লওয়া হইলে ইহার ভাষার রূপ হইবে وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ। আর ইহার অর্থ اَلَّذِىْ গ্রহণ করা হইলে ভাষার রূপ হইবে وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَالَّذِىْ تَعْمَلُوْنَهُ। উভয় মতই পরস্পরের কাছাকাছি। তবে প্রথমটি সুস্পষ্ট।

ইমাম বুখারী 'আফআলুল ইবাদ' (বান্দার কর্ম) নামক অধ্যায়ে 'মারফূ' রূপে আলী ইব্ন মদীনী ...... হুযাইফ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নির্মাতা ও তাহার নির্মিত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

এইবার যখন তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ইবরাহীম (আ)ই এই কাজ করিয়াছেন, তখন তাহারা ক্রোধান্বিত হইল এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইহার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হইল। আর বলিল ঃ اُبْنُوْا لَهُ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ ইহার অবশিষ্ট বর্ণনা সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে

অগ্নি হইতে মুক্তি দিলেন ও বিজয়ী করিলেন এবং তাঁহার দলীল প্রমাণকে সত্যে রূপান্তরিত করিলেন ও সাহায্য করিলেন। এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَأَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ۔

(٩٩) وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ○

(١٠٠) رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(١٠١) فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ○

(١٠٢) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ
اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ○

(١٠٣) فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ○ۚ

(١٠٤) وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ○ۙ

(١٠٥) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٠٦) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ○

(١٠٧) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ○

(١٠٨) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○ۖ

(١٠٩) سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ○

(١١٠) كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١١١) إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ○

(١١٢) وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ○

(١١٣) وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَٰقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ○

৯৯. এবং সে বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন।

১০০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।

১০১. অত:পর আমি তাহাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০২. অত:পর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন।

১০৩. যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইবরাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল

১০৪. তখন আমি তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম!

১০৫. তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১০৬. নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।

১০৭. আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।

১০৮. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১১০. এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১১১. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

১১২. আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্যতম।

১১৩. আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও; তাহাদিগের বংশধরদিগের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজদিগের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন এবং তাহাদিগকে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করার পরও তাহাদের ঈমান গ্রহণ করা হইতে নিরাশ হইলেন, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে হিজরত করিলেন এবং বলিলেন, اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ। আর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিলেন رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ অর্থাৎ হে প্রভু! আমার জাতি এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছেদ হওয়ার বিনিময় স্বরূপ আমাকে অনুগত সন্তান দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই প্রার্থনার ফলস্বরূপ বলিতেছেন, فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ আমি তাহাকে ধৈর্যশীল এক সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

মুসলমানদের সম্মিলিত অভিমত এমনকি কিতাবীগণের মতেও উপরোক্ত আয়াতে, সুসংবাদ প্রদত্ত ধৈর্যশীল সন্তান ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনিই তাঁহার প্রথম সন্তান। বরং কিতাবীগণের গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর জন্মকালে ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বৎসর। আর ইসহাক (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-এর বয়স নিরানব্বই বৎসর ছিল। তাহাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তানকে যবেহ করার জন্য নির্দেশ দান করিয়াছিলেন। তাহাদের অপর একটি সংস্করণে وَحِيْدَهٗ (একমাত্র) এর স্থলে بِكْرَهٗ শব্দ রহিয়াছে। অর্থাৎ সন্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলপূর্বক যবেহ করুন। এই মতটি তাহাদের কোন অংশের পরিবর্তনকে 'তাহ্‌রীফ' বলে। ইহা সম্পূর্ণ হারাম। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা শত্রুতা বশত: এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কেননা ইসমাঈল (আ) ছিলেন আরববাসীর পিতা আর তাহাদের পিতা ছিলেন ইসহাক (আ)। আরবগণের প্রতি শত্রুতা বশত: ইসমাঈল (আ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দিতে গিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইসহাক (আ)-এর উপরই এই অপবাদ অর্পণ করিল। কেননা, ইসমাঈল (আ) তদীয় মাতাসহ মক্কা শরীফে অবস্থান করিতেন। আর ইসহাক (আ) পিতার সঙ্গে কেনানে বাস করিতেন। যদি وَحِيْدَهٗ শব্দটি গ্রহণ করা না হয়, তবে বুঝা যাইবে যে, আপনার কাছে যে সন্তানটি আছে, তাহাকেই বলপূর্বক যবেহ করুন। আর وَحِيْدَهٗ শব্দ হইলে বুঝা যাইবে যে, তখনও ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয় নাই। কাজেই ইসমাঈল (আ)-কেই যবেহ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেননা তিনিই ছিলেন وَحِيْدَهٗ (তাঁহার

একমাত্র সন্তান)। ইহার সপক্ষে একটি যুক্তিও আছে যে, অন্যান্য সন্তানগণের তুলনায় প্রথম সন্তানটি অধিক প্রিয় হইয়া থাকে। কাজেই পরীক্ষা ক্ষেত্রে তাহাকে যবেহ করাই যুক্তিযুক্ত।

ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার পক্ষেও আলিমগণের একটি দলের মত রহিয়াছে। পূর্ববর্তীগণের একটি জামাত এমন কি কোন কোন সাহাবা হইতে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নায় ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। আমার মতে কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ছাড়া এই উক্তিটি সংগ্রহ করা হইয়াছে। কুরআন মজীদ প্রত্যক্ষ সাক্ষী যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ (ধৈর্যশীল ছেলে) দ্বারা তাহার সম্পর্কেই সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সুসংবাদ প্রদত্ত সন্তানকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই বর্ণনায় পবিত্র কুরআনের উক্ত স্থানে وَبَشَّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ দ্বারা ইসহাক (আ) এর জন্মের সুসংবাদের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর ইসহাক (আ) সম্বন্ধে ইবরাহীম (আ)-কে ফিরিশতাগণ কর্তৃক সুসংবাদ প্রদানের ভাষা ছিল : اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ আমরা একজন জ্ঞানী সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন : فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوْبُ আমি তাঁহাকে (সারাকে) ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ দিলাম। আর ইসহাকের পর ইয়াকূব। অর্থাৎ পিতা-পুত্রের জীদ্দশায়ই ইসহাক (আ)-এর একটি পুত্রে সন্তান জন্মিবে, যাহার নাম হইবে ইয়াকূব। ইনি ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণকারী তাঁহার বংশের শেষ সন্তান। يَعْقُوْبُ শব্দটি عَقِبُ হইতে উৎপন্ন। অর্থ হইল শেষ।

যেহেতু ইসহাক (আ) এর ঔরসে ইয়াকূব নামক সন্তান জন্ম লাভ করিবার সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, কাজেই তাঁহাকে যবেহ করিবার আদেশ দান করা হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইহা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং ইসমাঈল (আ) যাবীহ ছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সঠিক।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ অর্থাৎ যখন তিনি এতটুকু বড় ও শক্তিশালী হইলেন যে, পিতার সহিত চলাফেরা করিতে পারেন। ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে নিয়া চলাফেরা করিতেন এবং মাঝে মধ্যে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিতেন আর মাতা শহরে অবস্থান করিয়া তাহাদের হাল-অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতেন। ইহাও বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) বুরাকে চড়িয়া অতি দ্রুত এখানে চলিয়া আসিতেন। (বুরাক বৈদ্যুতিক গতি সম্পন্ন বাহন)। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা খুরাসানী ও যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ এর অর্থ বলিয়াছেন ঃ যখন তিনি যুবক হইলেন ও ভ্রমণ করিতে পারেন এবং পিতার মত চলাফেরা ও কাজ কর্ম করিতে পারেন।

قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِىْ الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ـ

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (র) বলিয়াছেন ঃ নবীগণের স্বপ্ন ওহী। ইহার পর তিনি উপরোক্ত আয়াত আবৃত্তি করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন জুনাইদ (র) ...ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় নবীগণের স্বপ্ন ওহী স্বরূপ। এই সূত্রে কোন হাদীস সিহাহ্ এর কোন কিতাবে নাই।

যবেহ্ সংক্রান্ত বিষয়টি ছেলেকে এইজন্যই জ্ঞাত করিলেন, যাহাতে উভয়ের সন্তুষ্টিতে কাজটি সহজ হইয়া যায়। আর ইহাতে পুত্রের ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় এবং বাল্যকালেই আল্লাহ্‌র অনুগত ও পিতার বাধ্য থাকার দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়া যায়।

قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে যবেহ সংক্রান্ত যে আদেশটি প্রদান করিয়াছেন আপনি উহা যথাযথভাবে পালন করুন।

سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ, আমি ধৈর্য ধারণ করিব এবং আল্লাহর নিকট ইহার পুরস্কার লাভ করিব। আল্লাহর এই নবী স্বীয় প্রতিজ্ঞা সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاذْكُرْ فِىْ الْكِتٰبِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلاً نَّبِيًا وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ـ

আপনি কুরআনের মধ্যে ইসমাঈলের কথা জানিয়া লউন। ইনি ছিলেন প্রতিজ্ঞা পালনকারী এবং নবী ও রাসূল। তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের আদেশ করিতেন আর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ছিলেন প্রিয়।

فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ ـ অর্থাৎ, যখন তাঁহারা উভয়ই অনুগত হইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া গেলেন এবং ইবরাহীম (আ) যবেহ শুরু করার জন্য বিস্‌মিল্লাহ পড়িয়া লইলেন পুত্র ইসমাঈলও মৃত্যুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন اَسْلَمَا অর্থ তাঁহারা নিজদিগকে আল্লাহর নিকট সম্পর্ণ করিয়া দিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর আদেশের সামনে নিজেকে অনুগত করিয়া

দিলেন আর ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় পিতার নিকট নিজেকে বিলাইয়া দিলেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদাহ্, সুদ্দী ও ইব্ন ইসহাক (র) প্রমুখ উপরোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ অর্থাৎ, তাঁহাকে অর্ধঃমুখী করিয়া শোয়াইলেন, যাহাতে ঘাড়ের দিক দিয়া যবেহ করা যায় এবং যবেহ করিতে মুখমন্ডল দৃষ্টিতে না পড়ে। ইহাতে কাজটি অতি সহজ হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যাহহাক ও কাতাদাহ (র) বলেন, تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ অর্থ তাঁহাকে মূখমণ্ডলের উপর উপুর করিয়া শোয়াইলেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন– শুরাইহ্ ও ইউনুস (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হজ্জ করিতে গেলে 'সায়ী' পালন করিবার সময় তাঁহার সম্মুখে শয়তান উপস্থিত হইল। সে তাঁহার অগ্রে অগ্রে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলিতে চাহিলে তিনিই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সম্মুখপানে চলিতে থাকেন। অত:পর জিব্রাইল (আ) ইবরাহীম (আ)-কে জামরাতুল আকাবায় লইয়া গেলেন। সেখানেও শয়তান উপস্থিত হইল। তিনি তাহার উপর সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলে সে চলিয়া গেল। অত:পর পুনরায় জামরাতুল উস্তায় উপস্থিত হইলে সেখান হইতেও সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন এবং সেখানেই ইসমাঈল (আ)-কে নিচুমুখী করিয়া শোয়াইলেন। তখন ইসমাঈল (আ)-এর পরিধানে একটি সাদা জামা ছিল; তিনি বলিলেন, আব্বা! আমাকে কাফন দিবার মত অন্য কোন কাপড় নাই। তাই জামাটি আমার পরিধান হইতে খুলিয়া নিন, ইহা দ্বারাই কাফনের কাজ সমাধা করিয়া লইতে পারিবেন। তখন তিনি উহা খুলিলেন, এমন সময় স্বর্গীয় ধ্বনি আসিল اَنْ يَّاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا এই ঘোষণা শ্রবণ মাত্রই তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, শিং ও মোটা চক্ষু বিশিষ্ট একটি সাদা ভেড়া। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা এই জাতীয় ভেড়া অনেক খোঁজাখোজি করিয়াছি (তথাপী পাওয়া যায় নাই)। হিশাম এই হাদীসটি 'মানাসিক' নামক অধ্যায়ে দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ইসহাক (আ) এর নাম বলিয়াছেন। অতএব ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যবেহকৃত ব্যক্তির নাম সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা আছে। তবে তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত উভয় মতের প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ইনি ইসমাইল (আ) ছিলেন। কিছু পরেই ইহার উপর আলোচনা আসিতেছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, হাসান ইবন দীনার (রা) ..... ইবরাহীম (আ)-এর নিকট জান্নাত হইতে একটি ভেড়া আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাকে চল্লিশ খারীফ বৎসর যাবত লালন-পালন করা হইয়াছিল। তিনি স্বীয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভেড়ার পিছু ধাওয়া করিলেন এবং জামরাতুল উলার নিকট পাইলেন। সেখানে

শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে ভেড়াটি হাতছাড়া হইয়া গেল। পুনরায় জামরাতুল উস্তায় পাইলেন এবং সাতবার কংকর মারিলেন। এইবারও উহা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল। আবার জামরাতুল কুবরায় গিয়া পাইলেন এবং সাতবার কংকর নিক্ষেপের কাজ শেষ করিয়া উহাকে ধরিলেন ও মিনায় নিয়া যবেহ করিলেন। ইব্ন আব্বাসের প্রাণ যে মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণে তাহার শপথ, ইসলামের প্রথম যুগে এই ভেড়ার মাথাটি শিংসহকারে কা'বার ছাদের পানি নিষ্কাশন চোঙ্গায় লটকানো ছিল এবং সেখানে থাকিয়াই উহা শুকাইয়াছে।

আব্দুর রায্যাক (র) মা'মারের মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম বলিয়াছেনঃ একদা আবূ হুরায়রা (রা) ও কা'ব (রা) একত্রিত হইলেন। আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে আর কা'ব (রা) পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন- প্রত্যেক নবীর জন্যই একটি নির্দিষ্ট মকবুল দু'আ আছে। আমি আমার দু'আ কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে গোপন রাখিয়াছি। কা'ব (র) বলিলেন, আপনি কি ইহা রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়াছেন? বলিলেন, হাঁ! ইহাতে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গকৃত অথবা তাহার প্রতি উৎসর্গকৃত, আমি কি ইব্রাহীম (আ) সম্বন্ধে আপনাকে কিছু সংবাদ দিব না? তাহাকে যখন তদীয় পুত্র ইসহাককে (আ) যবেহ করার কথা স্বপ্নে দেখানো হইল, শয়তান বলিল, যদি এই সুযোগে আমি তাঁহাদিগকে বিভ্রান্তিতে ফেলিতে না পারি তবে আর কখনও বিভ্রান্ত করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তিনি যখন পুত্রকে লইয়া যবেহ করিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, শয়তান 'সারা' (আ)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল, ইব্রাহীম তাহার পুত্রকে লইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন কাজে গিয়াছেন। সে বলিল, না! কোন কাজের জন্য লইয়া যান নাই, বরং তাঁহাকে যবেহ করিবেন। সে জবাব দিল, তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, তাহার প্রতিপালক তাঁহাকে এই নির্দেশ দিয়াছেন। ইহাতে 'সারা' বলিলেন, তাঁহার প্রভুর আনুগত্য করিয়া ভালই করিয়াছেন। এইবার শয়তান পিতা পুত্রের পিছনে লাগিয়া গেল। পুত্রকে বলিল, তোমার পিতা তোমাকে লইয়া কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, কোন কাজে যাইতেছেন। সে বলিল, না! অন্য কোন কাজে যাইতেছেন না। বরং তোমাকে যবেহ করার জন্য লইয়া যাইতেছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আমাকে কেন যবেহ করিবেন? সে উত্তর দিল, তাহার ধারণা যে, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে এই কাজের নির্দেশ দিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আল্লাহ্ তা'আলা এই কাজের জন্য আদেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন অবশ্যই ইহা বাস্তাবায়ন করেন। ইহাতে সে

নিরাশ হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল এবং স্বয়ং নবী ইবরাহীম (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, স্বীয় পুত্রসহ কোথায় চলিলেন? তিনি বলিলেন, কোন একটি কাজে যাইতেছি। সে বলিল, অন্য কোন কাজেতো নয়, বরং আপন পুত্রকে যবেহ করিবার জন্যই যাইতেছেন।" তিনি বলিলেন, তাহাকে কেন যবেহ করিবে? বলিল, আপনি মনে করিয়াছেন যে, আপনার প্রভু আপনাকে এই কাজের আদেশ করিয়াছেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমার প্রতিপালক আমাকে এইরূপ কাজের আদেশ করিয়া থাকেন তবে আমি ইহা নিশ্চয়ই যথাযথ বাস্তবায়ন করিব। ইহাতে সে বিমুখ হইয়া চলিয়া গেল।

ইব্ন জারীর (র) ..... আমর ইব্ন আবূ সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন হাফিয সাকাফী হইতে বর্ণিত যে, কা'ব (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এই হাদীসটি দীর্ঘাকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার শেষাংশে আছে, কা'ব (র) আবূ হুরায়য়া (রা)-কে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইসহাক (আ)-কে বলিলেন, "আমি তোমাকে এমন প্রার্থনা দান করিলাম, ইহাতে তুমি যাহা কামনা করিবে উহাই মঞ্জুর হইবে।" তখন ইসহাক (আ) বলিলেন, "হে মহান আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি যে, পূর্বাপর আপনার যে কোন বান্দা শিরকমুক্ত হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবে, আপনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।" ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা ..... আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দুইটির একটি গ্রহণের স্বাধীনতা দান করিলেন ঃ "আমার উম্মতের অধিকাংশকে ক্ষমা করিয়া দিবেন অথবা আমার উম্মতের পক্ষে আমার সুপারিশ মঞ্জুর করিবেন।" ইহাতে আমি সুপারিশ দিকটাই গ্রহণ করিলাম। আমি আশা রাখি, ইহাতে জাহান্নামের জন্য লাগামকৃত আমার উম্মতগণকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যদি পুণ্যবান বান্দাগণ আমার সুপারিশের পূর্বেই আল্লাহ্র নিকট (জান্নাতে) পৌঁছিয়া না যাইতেন তাহা হইলে তাহাদের জন্যও আমি সুপারিশ করিতাম। আল্লাহ্ যখন ইসহাক (আ)-কে যবেহ সংক্রান্ত সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল, তুমি প্রার্থনা কর! মঞ্জুর করা হইবে। তিনি বলিলেন, যাহার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ! শয়তানের কুমন্ত্রণা পাওয়ার পূর্বেই আমি প্রার্থনা করিতেছি; হে দয়াময় আল্লাহ্! যে ব্যক্তি শিরকমুক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহাকে ক্ষমা কর এবং জান্নাতে দাখিল কর।

উপরোক্ত হাদীসটি অপ্রসিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য। উহাতে আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। আমার আশংকা হইতেছে যে, উহাতে কিছু অংশ অতিরিক্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা হইল– "আল্লাহ্ যখন ইস্হাক (আ)-কে সংকট হইতে উত্তরণ করিলেন" এখান হইতে শেষাংশটুকু। والله اعلم আর যদি পূর্ণ অংশটুকু মানিয়া লওয়াও যায়, তবুও ভাষার বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায়, এই স্থলে ইসমাঈল (আ)-এর নামই ছিল। আহলে কিতাবীগণ শত্রুতাবশত: ইহাতে পরিবর্তন

ঘটাইয়াছে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা; কুরবানী ও তৎসংক্রান্ত বিষয়াবলী ঘটিয়াছে মক্কার অধীনস্থ মিনায়। আর সেখানে ইসমাঈল (আ)ই বসবাস করিতেন এবং ইসহাক (আ) বসবাস করিতেন সিরিয়ার কেনান নগরীতে।

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا অর্থাৎ আপনার পুত্রকে যবেহ করার উদ্দেশ্যে শায়িত করিয়া লওয়ায়ই স্বপ্নের লক্ষ্য পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সুদ্দী (র) প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ) ছুরিকে পুত্রের গলা কাটার জন্য গর্দানে চালনা করিলেন, কিন্তু ছুরি কিছুই কাটিল না। বরং গর্দান এবং ছুরির মাঝামাঝি একটি তামা জাতীয় পাত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিল। তখন ইবরাহীম (আ)-কে ধ্বনি দেওয়া হইল قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছ।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, যাহারা আমার আনুগত্য করিবে, আমি তাহাদিগকে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ হইতে অনুরূপভাবে মুক্তি এবং তাহার সমস্যাবলীর সমাধান দিয়া থাকি। যেমন- কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ـ

যে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তিনি তাহার জন্য নিষ্কৃতির পথ বাহির করিয়া দিবেন ও তাহাকে ধারণাতীত ব্যবস্থায় রিয্‌ক দান করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিবে, তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিষয়াদি পরিপূর্ণকারী। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

উপরোক্ত ঘটনা ও সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহকে উসূলে তাফসীরের (তাফসীরের মূলনীতি) একদল বিজ্ঞ লোক দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন যে, "কোন কার্য সংঘটিত হওয়ার পূর্বে 'নাস্‌খ' (আদেশ প্রত্যাহার) করা সঠিক।" মু'তাযেলা সম্প্রদায়ের একদল লোক ইহার বিরোধী। 'নাসখ' এর বৈধতার ব্যাপারটি এই আয়াতসমূহে অতি পরিষ্কার। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে তাহার পুত্র কুরবানী করার জন্য আদেশ করিলেন। অত:পর উহা প্রত্যাহার করিয়া ইহাকে একটি বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করিলেন। প্রথমে এইরূপ আদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল, পুত্র যবেহ করার উপর ধৈর্য ধারণ ও উহাতে দৃঢ় থাকার কারণে স্বীয় বন্ধুকে পুরস্কৃত করা। এই জন্যই ইরশাদ করিয়াছেন- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ ইহা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা যে, সন্তান যবেহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হওয়া মাত্র আল্লাহ্‌র আদেশের সম্মুখে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলেন ও তাঁহার আনুগত্যে শির ঝুকাইয়া দিলেন। এই মর্মেই অন্যত্র বলা হইয়াছে- وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰى ইবরাহীম যিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী পুরাপুরী পালন করিয়াছিলেন।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ সুফিয়ান সাওরী .... আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন ঃ পাহাড়ী সাদা ভেড়া বাবুলগাছে বাঁধা ছিল। আবূ তোফায়েল বলেন, উহাকে সাবীর নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাঁধা অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সাওরী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ভোড়াটি চল্লিশ বৎসর যাবত জান্নাতে চরিয়া খাইয়াছিল। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাবীরের গোড়ায় মিনা নামক স্থানে যে পাথরটি রহিয়াছে, উহাতেই ইবরাহীম (আ) তদীয় পুত্র ইসহাক (আ) এর বিনিময়টিকে যবেহ করিয়াছিলেন। সাবীর হইতে শিং বিশিষ্ট পাহাড়ী একটি ভেড়া শব্দ করিতে করিতে তাহার নিকট নামিয়া আসিয়াছিল। আর তিনি ইহাকে যবেহ করিয়াছিলেন এবং উহা কবুল হইয়াছিল ও সংরক্ষিত ছিল। পরিশেষে উহাকে ইস্হাক (আ)-এর বিনিময় স্বরূপ যবেহ করা হইয়াছিল।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতেও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন ভেড়াটি জান্নাতে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় সাবীরের নিকট পড়িয়া গেল। তখন উহার গায়ে লাল লোম ছিল। হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর ভেড়ার নাম ছিল জারীর।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন যে, উবাইদ ইব্ন উমাইর বলিয়াছেন ঃ মাকামে (ইবরাহীমে) যবেহ করিয়াছিলেন। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ মিনার মান্হারে (কুরবানী স্থল) যবেহ করিয়াছিলেন।

হুশাইম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে। তিনি ফতওয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে কুরবানী করার 'মানত' করিবে, সে উহার বিনিময় স্বরূপ একশত উট কুরবানী করিবে। অত:পর তিনি বলেন, আমি যদি একটি ভেড়া কুরবানী করিবার জন্য ফতওয়া দিতাম তাহা হইলে ইহাতেই যথেষ্ট হইয়া যাইত। কেননা আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ তবে অধিকাংশের মতে ইহার বিনিময়ে একটি ভেড়াই কুরবানী করিবে। আর ইহাই বিশুদ্ধ মত। সাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ অর্থ পাহাড়ী ছাগল।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) আমর ইব্ন উবাইদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলিতেন ঃ ইসমাঈল (আ)-এর বিনিময় ছিল পাহাড়ী ছাগল, যাহা সাবীর হইতে তাহার নিকট অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। ইমাম আহমদ (র) বলেন– সুফিয়ান (র) সাফিয়া বিনতে শায়বাহ্ বলিয়াছেন ঃ আমাকে বনী সালীমের জনৈক মহিলা (যাহার গোত্র হইতেই আমাদের এলাকার প্রায় সবলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) উস্মান ইব্ন তালহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। (একবার তিনি ইহাও বলিলেন যে, তিনি উসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী করীম (সা) আপনাকে কেন আহবান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন ঃ রাসূলে করীম (সা) আমাকে বলিলেন,

আমি যখন কাবা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, দেখিয়াছিলাম ভেড়াটির শিংদুইটি সেখানে রহিয়া গিয়াছে। ঐ গুলিকে সেখানে ঢাকিয়া রাখার জন্য আদেশ করিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কা'বা গৃহে এমন কিছু থাকা উচিত নহে, যাহা মুসুল্লিদের অসুবিধা সৃষ্টি করে। সুফিয়ান বলেন ঃ যতদিন না কাবাগৃহ জ্বলিয়া গিয়াছিল ততদিন শিংদ্বয় সেখানেই লটকানো ছিল। অবশেষে গৃহের সহিত ইহাও পুড়িয়া গিয়াছিল। ইহাও একটি প্রমাণ যে, যবেহকৃত ব্যক্তি ইসমাঈল (আ)ই ছিলেন। কেননা; ইবরাহীম (আ) বিনিময় স্বরূপ যে ভেড়াটি যবেহ করিয়াছিলেন রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় কুরাইশগণই উহার শিং এর উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। والله اعلم (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

যবেহকৃত ব্যক্তি কে ছিলেন ?
পূর্ববর্তীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহ

যাহারা ইসহাক (আ) যবেহ হওয়া সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ হামযা যাইয়াত, আবূ মাইসারা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহর মুখোমুখি বলিলেন ঃ তুমি কি আমার সহিত আহার করিতে চাও? অথচ আমি ইউসুফ ইবন ইয়াকূব নবী উল্লাহ ইব্ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্ন ইব্রাহীম খালীলুল্লাহ।

সাওরী আবূ সানানের মাধ্যমে আবূ হুযাইল বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ (আ) বাদশাহকে অনুরূপ বলিয়াছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (র) উবাইদ ইব্ন উমাইর হইতে বর্ণনা করেন– মূসা (আ) আরজ করিলেন, হে প্রতিপালক! লোকজন বলেন, ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়াকুব (আ)-এর সাথে তাহারা কি কারণে এত গুরুত্ব দিয়া বলে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন– ইব্রাহমীকে কখনো আমার সমকক্ষ কোন কিছু মনে করো না। তবে তিনি সর্বদাই আমাকেই গ্রহণ করে থাকেন। ইসহাক এমনিভাবে একজন ভাল লোক ছিলেন। যাবীহ (যবেহকৃত) হইয়া আরও একটি উত্তম গুণ লাভ করিলেন। আর ইয়াকূবের উপর আমি যতই বিপদাপদ বৃদ্ধি করিয়াছি, আমার প্রতি তাঁহার সৎধারণা ততই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শু'বা (র) আবূ ইসহাকের মাধ্যমে–আবুল আহ্ওয়াস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি এই বলিয়া গৌরব করিতেছিল যে, আমি অমুকের পুত্র অমুক! আমার পিতা সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের সন্তান। ইহাতে আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন– ইহার অর্থ হইল তাহার পূর্ব পুরুষগণ হইলেন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। ইব্ন মাসঊদ হইতে বর্ণিত এই হাদীসটি বর্ণনার দিক দিয়া বিশুদ্ধ।

ইকরিমা ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন যে, ইনি ইসহাক (আ)। তিনি তাঁহার পিতা আব্বাস (রা) এবং আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একই বর্ণনা দিয়াছেন ইকরিমা সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, মুজাহিদ, শা'বী, উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, আবূ মাইসারা, যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম, আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন শাকীক, যুহরী, কাসিম ইব্‌ন আবূ বরযাহ, মাকহুল, উসমান ইব্‌ন আবূ হাযির, সুদ্দী, হাসান, কাতাদাহ, আবুল হুযাইল ও ইব্‌ন সাবিত প্রমুখ। ইব্‌ন জারীরও ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কা'ব আহ্‌বার হইতে তাহার বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইনি ইসহাক (আ) ছিলেন। তেমনিভাবে ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... কা'ব আহবার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ হইলেন ইসহাক (আ)। এই সব বক্তব্য কা'ব আহবার (রা) হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। والله اعلم

কা'ব আহ্‌বার (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর উমর (রা)-এর শাসনামলে তাঁহার নিকট পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব হইতে বর্ণনা করিতেন। উমর (রা) অনেক সময় তাঁহার নিকট হইতে বর্ণনা শুনিতেন এবং লোকজনকেও শ্রবণ করিতে অনুমতি দিতেন। ইহাতে লোকজন তাঁহার নিকট হইতে নকল-আসল, ভোজাল-নির্ভেজাল সবধরনের বর্ণনাই শ্রবণ করিতেন এবং অপরের নিকট বর্ণনা করিতেন। তবে এই উম্মতের জন্য তাঁহার নিকট ঐ সকল কিতাবের যাহা কিছু আছে, উহার একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নাই। والله اعلم (আল্লাহ্‌ ভাল জানেন)।

উমর (রা), আলী (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ, মাসরূক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহ্‌রী ও সুদ্দী প্রমুখ হইতে বাগাভী বর্ণনা করেন যে, যাবীহ ইসহাক (আ)। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে দুইটি বর্ণনার একটি অনুরূপ। তাহার নিকট হইতে ঐ জাতীয় হাদীস প্রমাণিত হইলে তো আমরা উহাকে মাথা ও চোখে রাখিতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহার হাদীসের সূত্র বিশুদ্ধ নয়। ইব্‌ন জারীর ---- আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, যাবীহ ইসহাক (আ)। উপরোক্ত হাদীসের সনদে দুইজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছেন, একজন হইলেন– হাসান ইব্‌ন দীনার বাসারী متّروك অর্থাৎ তাঁহার বর্ণনা পরিত্যক্ত। অপরজন হইলেন আলী ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন জাদআন مُنْكَرٌ অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী। ইবন আবূ হাতিম (র) ---- আলী ইব্‌ন যায়েদ ইবন জাদআন হইতে মারফূ হিসাবে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অত:পর বলিয়াছেন, আব্বাস (রা) ফুজালাহ ঐ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহা বিশুদ্ধ। আল্লাহ্‌ ভাল জানেন।

যাঁহারা ইসমাইল (আ) যবীহ হওয়া সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, আর ইহাই বিশুদ্ধ ও সঠিক।

ইসহাক (আ) যাবীহ্ ছিলেন, এই মর্মে ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণিত বর্ণনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবাইর আমির, শা'বী, ইউসুফ ইব্ন মেহরান, মুজাহিদ ও আতাসহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাবীহ্ হইলেন ইসমাঈল (আ)। ইব্ন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যাহার বিনিময় দেওয়া হইয়াছিল ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ইহুদীগণের ধারণা যে, ইনি ইসহাক (আ), ইহা মিথ্যা। ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যাবীহ্ ছিলেন ইসমাঈল (আ)।

ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইনি ইসমাঈল (আ)। ইউসুফ ইব্ন মেহ্রানও অনুরূপ বলিয়াছেন।

শা'বী (র) বলেন, ইনি ছিলেন ইসমাঈল (আ) এবং ভেড়ার শিংদ্বয় কা'বায় দেখিয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক হাসান বসরী (র) হইতে বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ)-এর ছেলেদের মধ্যে যাহাকে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, ইনি যে ইসমাঈল (আ) ছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীকে বলিতে শুনিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার ছেলেদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধে কুরবানীর আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা উহা আল্লাহ্র কিতাবে পাইয়াছি। যেমন— আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের এইস্থানে ইবরাহীম (আ)-এর যাবীহ্ সন্তানের ঘটনা বর্ণনার পরই ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَبَشَّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ

অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوْبُ আমি 'সারা' (আ)-কে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবেরও। এখানে পুত্র এবং পুত্রের পুত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন। কাজেই কি করিয়া হইতে পারে যে, ইসহাক (আ)-কে যবেহ করিবার আদেশ করিবেন। অথচ তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় ইসমাঈল (আ) সম্বন্ধেই নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজীকে উহা অধিকবার বলিতে শুনিয়াছি।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাজী হইতে ইব্ন ইসহাক (র) বুরাইদা ইব্ন সুফিয়ান আসলামীর মাধ্যমে বলেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) উমর ইব্ন আব্দুল আজীজকে তাঁহার খেলাফতের যুগে সিরিয়ায় সহাবস্থানকালে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। উমর (র) বলিলেন , তুমি যেমন বলিতেছ, আমিও এই রকমই মনে করিতেছি। এই ব্যাপারে আমি খুব একটা চিন্তা করিতে পারিতেছি না। অত:পর তিনি সিরিয়ায় বসবাসকারী একজন মুসলমানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, যিনি ইহুদীগণের একজন বড়

পণ্ডিত ছিলেন। উমর ইব্‌ন আব্দুল আজীজ তাহাকে এই বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমিও তাঁহার পাশে তখন বসা ছিলাম। উমর (র) বলিলেন, ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্রের কাহাকে যবেহ্ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, ইসমাঈল (আ)। হে আমীরুল মুমেনীন! আল্লাহ্‌র শপথ; ইহুদীগণ ইহা ভালভাবেই জানে। কিন্তু এমন ব্যক্তি আপনারা আবরগণের পিতা হইবেন, ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া কিতাবীগণ নাম পরিবর্তন করিয়া ইসহাক (আ)-এর নাম প্রকাশ করে। কেননা; ইনি তাহাদের পিতা। আল্লাহ্ই ভাল জানেন, ইনি কে ছিলেন। আর তাঁহাদের প্রত্যেকেই পাক-পবিত্র ও আল্লাহ্‌র অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের পুত্র আব্দুল্লাহ (র) বলেন– আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যাবীহ কে ছিলেন? ইসমাঈল (আ) না ইসহাক (আ)? তিনি বলিলেন, ইসামাঈল (আ)। (কিতাবুয্ যুহদে উহা উল্লেখ করিয়াছেন)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তিনি আরও বলেন, আলী (রা), ইব্‌ন উমর (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূত তোফাইল, আবূ সালিহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (রা) প্রমুখ হইতে আমার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, যাবীহ ছিলেন ইসমাঈল (আ)।

বাগাভী (র) স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ মত পোষণ করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, সুদ্দী, হাসান বাসরী, রাবী ইব্‌ন আনাস, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী ও কালবী (র) প্রমুখ। ইহা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা। আবূ আমর ইব্‌ন আলা' হইতেও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আম্মার রাযী (রা) .... সুনাবিহী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা একদা মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ানের কাছে ছিলাম; লোকজন আলোচনা করিতেছিল যে,যাবীহ ইসাহক (আ) না ইসমাঈল (আ)? ইহাতে তিনি একজন বিজ্ঞলোকের ন্যায় বলিলেন, তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত হইয়াছ? আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ছিলাম, একজন লোক আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ আপনাকে গনীমতের যে মাল দান করিয়াছেন, উহা হইতে আমাকে কিছু দান করুন হে ইবনুয যাবীহাইন (দুই যাবীহের পুত্র)। ইহাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) হাসিয়া ছিলেন। এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া লোকজন জিজ্ঞাসা করিল, হে আমীরুল মুমেনীন! দুই যাবীহ কাহারা ছিলেন? তিনি বলিলেন, যখন যমযমের কূপ পুনঃখননের জন্য আব্দুল মুত্তালিবকে নির্দেশ দেওয়া হইল, তখন তিনি মানত করিলেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপর এই মহান কাজটি সহজ করিয়া দেন, তবে নিজের একটি ছেলে যবেহ করিবেন। পরে লটারীতে ছেলেদের মধ্যে আব্দুল্লাহর নাম আসিল। তখন আব্দুল্লাহর

মাতৃকুলের লোকজন বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, ইহার বিনিময়ে একশতটি উট যবেহ করিয়া দিন। সুতরাং তিনি বিনিময় স্বরূপ একশতটি উট যবেহ করিলেন। আর অপর যাবীহ হইলেন ইসমাঈল (আ)। ইহা একটি চমকপ্রদ হাদীস।

উপরোক্ত হাদীসটি উমাভী তাঁহার 'মাগাজী' কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জনৈক সহচর বর্ণনা করিয়াছে যে, আমরা মুয়াবিয়া (রা)-এর মজলিসে উপস্থিত হইলাম। যাবীহ ইস্‌হাক না ইসমাঈল?এই লইয়া লোকজন আলোচনা করিতেছিল এবং বাকী হাদীসটুকু উল্লেখ করেন। আমি ইহা একটি ভুল সংস্করণ হইতে অনুরূপ লিখিয়াছি।

ইসহাক (আ) যাবীহ হওয়ার ব্যাপারটি গ্রহণ করার পিছনে ইব্‌ন জারীর নির্ভর করিয়াছেন কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতের উপর فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ আমি তাহাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুসংবাদ দিলাম। তিনি (ইব্‌ন জারীর) এই সুসংবাদটি ইসহাক (আ) এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ তাহাকে একজন জ্ঞানী ছেলের সুসংবাদ দিলেন আয়াতটি প্রয়োগ করিয়াছেন ইয়াকূব (আ)-এর ক্ষেত্রে। তিনি বলেন, ইয়াকূব (আ)-ই কাজ-কর্ম করার বয়সে উপনীত হওয়ার পর ইসহাক (আ)কে যবেহ করিবার আদেশ প্রদান করা হয়। ইহাও হইতে পারে যে, ইয়াকূবসহ ইসহাক (আ)-এর আরও সন্তানাদি ছিল। আর যে শিংদুইটি কা'বায় লটকানো ছিল, উহা কেনান হইতে স্থানান্তরিত হইয়া আসা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এবং পূর্বে অতিবাহিত হইয়াছে যে, কাহারও মতে ইসহাক (আ)-কে সেখানে যবেহ করা হইয়াছে। ইহা তাহার তাফসীরের নির্ভরযোগ্য দলীল। অথচ তিনি যে মত পোষণ করিয়াছেন, ইহা কোন মযাহাবও নয় এবং উহা গ্রহণ করা আবশ্যকীয়ও নয়। বরং উহা অসম্ভব। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাজী ইসমাঈল (আ) যবাহ হওয়ার পক্ষে যে সকল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন উহাই সঠিক ও সবল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতে যাবীহ্ সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর ইনি হইলেন ইসমাঈল (আ)। এখন তাঁহার ভ্রাতা ইসহাক (আ) সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতেছেন। সূরা হূদ ও হিজরে এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়াতে বর্ণিত نَبِيًّا আরবী ব্যাকরণ মতে উহ্য ক্রিয়াপদ হইতে حَالٌ (অবস্থা) হইয়াছে। অর্থাৎ, سَيَصِيْرُ مِنْهُ نَبِيٌّ صَالِحٌ তাহার ঔরসে একজন নবী অচিরেই জন্মগ্রহণ করিবেন।

ইবন জারীর ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, যাবীহ হইলেন– ইসহাক (আ)। তিনি বলেন, وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ। এই আয়াতে ইসহাক (আ) নবী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র

আছে– وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا আমি আমার দয়াগুণে তাঁহার ভাই হারূনকে নবী বানাইয়া প্রেরণ করিলাম। তিনি বলেন, হারূন (আ) মূসা (আ) হইতে বড় ছিলেন। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) তাঁহার ভাইকে নবী হিসাবে প্রেরণের আকাংখা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাই করিলেন।

ইব্ন আব্দুল আ'লা .... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইসহাক (আ) জন্মকাল হইতে নবী ছিলেন না। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যবেহের বিনিময় দিয়া দিলেন তখন যে নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করা হয় উহাই উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)..ইকরামা হইতে বর্ণিত যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, একবার জন্মলগ্নে ও একবার নবুওত প্রদান করার সময় সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবা, কাতাদাহ্ হইতে উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে বলেন ঃ ইসহাক (আ) স্বীয় আত্মাকে আল্লাহ্র নির্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়ার পর এই সুসংবাদ আসে।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ۔

উপরোক্ত আয়াতটি কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের মত–

قِيْلَ يَانُوْحُ اِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ
ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

বলা হইল, হে নূহ! আমার পক্ষ হইতে সালাম ও বরকতসমূহ লইয়া অবতরণ কর, যাহা তোমার উপর এবং যে সকল দল তোমার সঙ্গে রহিয়াছে তাহাদের উপর নাযিল হইবে। আর অনেক দল এমনও হইবে, যাহাদিগকে আমি কিছুকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিব। অত:পর পতিত হইবে তাহাদের উপর আমার পক্ষ হইতে কঠোর শাস্তি।

(١١٤) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(١١٥) وَنَجَّيْنٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۝

(١١٦) وَنَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ۝

(١١٧) وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ۝

(١١٨) وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

(١١٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ۝

(١٢٠) سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

(١٢١) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٢٢) اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৪. আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম মূসা ও হারূনের প্রতি।

১১৫. এবং তাহাদিগকে এবং তাহাদের সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সংকট হইতে।

১১৬. আমি সাহায্য করিয়াছিলাম তাহাদিগকে, ফলে তাহারা হইয়াছিলেন বিজয়ী।

১১৭. আমি উভয়কে দিয়াছিলাম বিশদ কিতাব।

১১৮. এবং তাহাদিগকে আমি পরিচালিত করিয়াছিলাম সরল পথে।

১১৯. আমি তাহাদিগের উভয়কে পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

১২১. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১২২. তাহারা উভয়ে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিছু অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন– মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে নবুওয়াত প্রদান এবং উহাদিগকে ফেরাউন ও তাহার সম্প্রদায় কর্তৃক যুলুম-নির্যাতন, বড় বড় ঘৃণ্য কাজসমূহ, ছেলে সন্তান হত্যা ও কন্যা জীবিত রাখা এবং তাহাদিগকে নিকৃষ্ট কার্যসমূহে ব্যবহার ইত্যাদি হইতে মুক্তি দান করা। অত:পর তাহাদিগকে ফেরাউন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য ও সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ইহাতে তাহারা বিজয়ী হইল ও নিজেদের ঘরবাড়ী জমিজমা, ধনদৌলত সবকিছুই ফিরিয়া পাইল। এসবকিছু প্রাপ্তির পর বেশী দিন অতিক্রান্ত না হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর এক মহান সুস্পষ্ট ও বিশদ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিলেন, যাহার নাম তাওরাত। অন্যত্র আছে– وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً আমি মূসা ও হারূনকে ফুরকান (সত্য-অসত্য পার্থক্যকারী) এবং আলো দান করিয়াছি।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কথাবার্তা ও কাজে কর্মে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছি।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِىْ الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ, আমি তাহাদের পরেও তাহাদিগকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা এবং সুপ্রশংসা চালু রাখিয়াছি। অত:পর উহার ব্যাখ্যা স্বরূপ বলিয়াছেন ঃ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

(١٢٣) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(١٢٤) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ أَلَا تَتَّقُوْنَ ○

(١٢٥) أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ○

(١٢٦) اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ○

(١٢٧) فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ○

(١٢٨) إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(١٢٩) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ○

(١٣٠) سَلٰمٌ عَلٰٓى إِلْ يَاسِيْنَ ○

(١٣١) إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

(١٣٢) إِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১২৩. ইলইয়াসও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১২৪. স্মরণ কর, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না?

১২৫. তোমরা কি বা'আলকে ডাকিবে এবং পরিত্যাগ করিবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা–

১২৬. আল্লাহ্কে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের, প্রতিপালক তোমাদিগের প্রাক্তন পূর্ব পুরুষদিগের?

১২৭. কিন্তু উহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। কাজেই উহাদিগকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে।

১২৮. তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণের কথা স্বতন্ত্র।

১২৯. আমি ইহা পরবর্তীদিগের স্মরণে রাখিয়াছি।

১৩০. ইলইয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১৩১. এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

১৩২. সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদিগের অন্যতম।

তাফসীর ঃ কাতাদাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইলইয়াস (আ)-ই ইদ্রিস (আ)। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা... আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইলইয়াস-ই ইদ্রীস। যাহ্হাক (র)ও অনুরূপ বলিয়াছেন।

ওহাব ইবন মুনাব্বেহ্ (র) বলিয়াছেন ঃ ইনি ইলইয়াস ইব্ন নুসাইব ইব্ন ফিনহাস ইব্ন ঈসার ইব্ন হারুন ইব্ন ইমরান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে হিযকীল (আ)-এর পর বনী ইসরাইলের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা بَعْلُ (বা'ল) নামক এক মূর্তির পূজা করিত। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে আহবান করিলেন এবং গায়রুল্লাহর পূজা করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের রাজা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল; পরে আবার মূর্তাদ (ধর্মত্যাগী) হইয়া গেল। তাহারা আজীবন বিপথে থাকিল, একজনও ঈমান আনিল না। শেষ পর্যন্ত তিনি উহাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন। ইহাতে একাধারে তিনবছর পর্যন্ত বৃষ্টি বন্ধ থাকিল। অত:পর এই অবস্থা হইতে উত্তরণ ও বৃষ্টি চালু করিবার জন্য উহারা তাহার নিকট অনুরোধ জানাইল এবং বৃষ্টি হইলে তাহার প্রতি ঈমান আনিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল। তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলে বৃষ্টি আসিল। কিন্তু ইহার পর তাহারা পূর্বাপেক্ষা আরও অধিকতর নিকৃষ্টভাবে কুফরী করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানাইলেন, যেন তাঁহাকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া লওয়া হয়। তাঁহার অবস্থান কালেই ইয়াসা ইব্ন উখতূব (আ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইলইয়াসকে (আ) আদেশ করিলেন যে, অমুক গৃহে প্রবেশ করুন। সেখানে গিয়া যখনই কোন বাহনে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি একটি অগ্নিঘোড়া তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে তিনি আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে জ্যোতির্ময় ও পাখাবিশিষ্ট পোশাক পরিধান করাইয়া দিলেন। তিনি ফেরেশতাগণের সহিত একজন মানবরূপী ফেরেশতা হইয়া আকাশ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন। ওহাব ইবন মুনাব্বাহ কিতাবীগণের নিকট হইতে অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। আল্লাহ্ই উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে ভাল জানেন।

اِذْقَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা গায়রুল্লাহর পূজা করিতে কি আল্লাহ্কে ভয় কর না?

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদাহ, সুদ্দী (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ بعل অর্থ তাহাদের رَبٌّ (প্রভু)। ইকরিমা ও কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন ঃ ইহা ইয়েমানী ভাষার শব্দ। কাতাদাহ (র) হইতে অপর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ইহা আযদে শানুআর ভাষা। ইব্ন ইসহাক (র) বলিয়াছেন ঃ কোন কোন আলেম আমাকে বলিয়াছেন যে, তাহারা بعل নামক একজন মহিলার পূজা করিত।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পশ্চিম দামেশকের 'বাআলাবাক্কা' নামক শহরের বাসিন্দাগণ একটি মূর্তির পূজা করিত; উহার নাম ছিল بعل ।

যাহ্হাক (র) বলিয়াছেন ঃ ইহা একটি মূর্তি, তাহারা উহার পূজা করিত।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا তোমরা কি মূর্তির পূজা কর?

وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ - اَللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, যিনি এক ও যাহার কোন অংশীদার নাই, তিনিই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র উপযোগী।

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন শাস্তির জন্য তাহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ তবে তাহাদের মধ্যে এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের কথা স্বতন্ত্র। ইহা আরবী ব্যাকরণে 'মুসবাত' হইতে মুসতাস্না মুনাকাতে'। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ, সুপ্রশংসা।

سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ যেমন– ইসলাঈলকে 'ইসমাঈন' বলা হয়, তেমনি ইলইয়াসকে 'ইলইয়াসীন' বলা হইয়াছে। উহা বনী আসাদ গোত্রের ব্যবহৃত ভাষা অনুযায়ী।

'যব্বে সাদা'র উপর বনী তামীম গোত্রের কোন কবি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, ইহাতে ইসরাঈলকে 'ইসরাঈন' বলা হইয়াছে ঃ

يَقُوْلُ رَبُّ السُّوْقِ لَمَّا جِيْنَا * هٰذَا وَرَبِّ الْبَيْتِ اِسْرَائِيْنَا

বলা হয় মীকাল, মীকাঈল, মীকাঈন। ইব্রাহাম ও ইব্রাহীম, ইসরাঈল ও ইসরাঈন। তূরে সাইনা ও তূরে সিনীন। অথচ ইহা একই স্থান। এই সবগুলিই বৈধ। কেহ পড়িয়াছেন। سَلَامٌ عَلٰى اِدْرَاسِيْنَ (ইদরাসীন)। উহা ইবন মাসউদের (রা)

কেরাত। কেহ পড়িয়াছেন سَلَامٌ عَلَىٰ اٰلْ يَاسِيْنَ (আল ইয়াসীন) অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার পরিজন।

إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِىْ الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াতদ্বয়ের তাফসীর উপরে অতিবাহিত হইয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(١٣٣) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

(١٣٤) إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝

(١٣٥) إِلَّا عَجُوزًا فِى الْغَٰبِرِينَ ۝

(١٣٦) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْءَاخَرِينَ ۝

(١٣٧) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ۝

(١٣٨) وَبِالَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৩৩. লূতও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১৩৪. আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম–

১৩৫. এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩৬. অত:পর অবশিষ্টদিগকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

১৩৭. তোমরা তো উহাদিগের ধ্বংসাবশেষগুলি অতিক্রম করিয়া থাক সকালে

১৩৮. ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল লূত (আ)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মিথ্যাচারী আখ্যায়িত করিল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদানসহ সমূলে ধ্বংস করিয়া দিলেন। ইহাদের সহিত তাঁহার স্ত্রীকেও ধ্বংস করিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারে অন্যান্য লোকদিগকে মুক্তি দিলেন। এই সকল অবাধ্য লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মহল্লাকে একটি ঝিলে পরিণত করিলেন। যাহা দেখিতে অতি দৃষ্টি কঠোর ও স্বাদে-গন্ধে অতি ঘৃণ্য। অধিকন্তু উহাকে চলাচলের পথরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন। এই পথ দিয়া পর্যটকগণ রাতদিন যাতায়াত করিয়া থাকে। এতদর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ তাহাদের এই ধ্বংসলীলা দেখিয়াও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর না? আল্লাহ্ কেমনভাবে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন। আর এই শিক্ষাও গ্রহণ কর যে, কাফেরগণের জন্য এমনই হইয়া থাকে।

(١٣٩) وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

(١٤٠) اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ○

(١٤١) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ○

(١٤٢) فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

(١٤٣) فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ○

(١٤٤) لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

(١٤٥) فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ○

(١٤٦) وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ○

(١٤٧) وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ○

(١٤٨) فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

১৩৯. য়ূনুসও ছিল রাসূলদিগের একজন।

১৪০. স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করিয়া বোঝাই নৌযানে পৌঁছিল।

১৪১. অত:পর সে লটারীতে যোগদান করিল এবং পরাভূত হইল।

১৪২. পরে এক বৃহদাকার মৎস তাহাকে গিলিয়া ফেলিল; তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

১৪৩. সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করিত,

১৪৪. তাহা হইলে তাহাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকিতে হইত উহার উদরে।

১৪৫. অত:পর য়ূনুসকে আমি নিক্ষেপ করিলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন।

১৪৬. পরে আমি তাহার উপর এক লাউগাছ উদ্‌গত করিলাম।

১৪৭. তাহাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলাম।

১৪৮. এবং তাহারা ঈমান আনিয়াছিল; ফলে আমি তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিলাম।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে সূরা আম্বিয়ায় য়ূনুস (আ)-এর ঘটনা অতিবাহিত হইয়াছে। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমে আছে ঃ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "কোন বান্দার পক্ষে উচিত নয় যে, সে বলিবে, আমি য়ূনুস ইব্ন মাত্তা হইতে উত্তম।" এখানে তাঁহার মাতার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে। অপর বর্ণনায় তাঁহার পিতার সহিত সম্বন্ধ উল্লেখ করা হইয়াছে।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمَشْحُوْنَ অর্থ اَلْمُوْقَرُ। অর্থাৎ আস্‌বাবপত্রে বোঝাইকৃত।

فَسَاهَمَ অর্থ লটারীতে যোগদান করিলেন। اَلْمُدْحَضِيْنَ অর্থ বিজিত।

উহার বিবরণ এই যে, ঢেউয়ের কারণে নৌকা দোল খাইতেছিল এবং আরোহীগণসহ সকলে মিলিয়া স্থির করিল যে, এমন কোন দোষী ব্যক্তি নৌকায় রহিয়াছে, যাহার কারণে এই বিপদ নামিয়া আসিয়াছে। কাজেই লটারী দিয়া যাহার নাম বাহির হইবে, তাহাকেই দোষী মনে করিয়া নৌকা হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিব। ইহাতে নৌকা হাল্‌কা হইয়া যাইবে এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। লটারী দেওয়া হইল। একে একে তিনবার। প্রতিবারই আল্লাহ্‌র নবী য়ূনুস (আ)-এর নাম বাহির হইল। অথচ তাহাদের ধারণা ছিল যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নাম উঠিবে। য়ূনুস (আ) নিজেকে পানিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য পরিধানের বস্ত্র খুলিলেন। লোকজন তাঁহাকে নিক্ষেপ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। কিন্তু তিনি অগ্রাহ্য করিয়া নামিয়া পড়িলেন। অপর দিকে লোহিত সাগর হইতে সমুদ্রসমূহ অতিক্রম করিয়া একটি মৎস্য আগমন করত: তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ্ তা'আলা মৎসটিকে নির্দেশ দিলেন; যেন তাঁহার হাড়-মাংসে কোন প্রকারের চাপ না পড়ে। মৎস্যটি তাঁহাকে উদরে লইয়া সাগর-মহসাগরময় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। য়ূনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থান করিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। অত:পর হাত-পা, মাথা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গ নাড়া চাড়া দিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। সুতরাং মাছের উদরেই সালাতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি সেখানে যে সকল দোয়া করিয়াছিলেন, উহার মধ্যে ইহাও ছিল যে, হে প্রতিপালক! তোমার ইবাদত করিবার জন্য এমন একটি স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে কোন লোকই পৌঁছিতে পারে না।

তিনি কতদিন মাছের পেটে অবস্থান করিয়াছিলেন, ইহা নিয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, সাতদিন। কেহ বলিয়াছেন চল্লিশ দিন। ইহা আবূ মালিকের অভিমত। আর শা'বী (র) হইতে কাতাদাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুপুরে গিলিয়াছে এবং রাত্রের প্রথম ভাগেই ছাড়িয়াছে। উহার সঠিক মেয়াদ আল্লাহ্ই জানেন।

উমাইয়া ইব্‌ন আবুস্ সাল্‌তের কবিতায় আছে ঃ

وَاَنْتَ بِفَضْلٍ مِّنْكَ نَجَّيْتَ يُوْنُسَا * وَقَدْ بَاتَ فِىْ اَجْوَافِ حُوْتٍ لَيَالِيًا

তুমি দয়া করিয়া য়ূনুস (আ)-কে মুক্তি দিয়াছ। তিনি মাছের উদরে কয়েকটি রাত যাপন করিয়াছেন। فَلَوْلاَ اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার মর্ম হইল, যদি সুসময়ে সৎকর্ম না করিতেন, তাহা হইলে لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের উদরেই থাকিতেন। আবুল আলিয়া, ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বেহ ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ এ কথা বলেন। ইব্‌ন জারীরও উহাই গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু পরেই ইহার স্বপক্ষে একটি হাদীসও আসিতেছে, ইনশাআল্লাহ্। হাদীসটি সঠিক হইলেই হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ সুসময়ে আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর, তাহা হইলে দুঃসময়ে তিনি তোমার সহিত সুসম্পর্কের পরিচয় দিবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, যাহ্হাক, আতা ইব্‌ন সায়িব, সুদ্দী, হাসান ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ اَلْمُسَبِّحِيْنَ অর্থ اَلْمُصَلِّيْنَ। সালাত আদায়কারী। কেহ বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব হইতেই মুসাল্লী ছিলেন। আবার কেহ বলিয়াছেন, তিনি মাতৃগর্ভেই তাসবীহ পাঠকারী ছিলেন। কাহারও মতে নিম্নবর্তী আয়াত হইল ইহার মর্ম ঃ

فَنَادٰى فِىْ الظُّلُمَاتِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔
فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ۔

অবশেষে তিনি অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে ডাকিলেন যে, আপনি ব্যতীত আর কেহ মা'বূদ নাই। আপনি পবিত্র। আমি নি:সন্দেহে অপরাধী। অতএব আমি তাহার দু'আ কবুল করিলাম এবং তাহাকে উদ্বিগ্নতা হইতে মুক্ত করিলাম। আর আমি এইভাবেই মু'মিনদিগকে মুক্তি দিয়া থাকি। উপরোক্ত মত সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর প্রমুখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....ইয়াযীদ রাক্কাশী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, (অথচ আনাস প্রতিটি হাদীস নবী

করীম (সা) এর দিকে 'রফা' করিতেন) ঃ য়ূনুস নবী (আ) মাছের উদরে থাকাকালে যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল শব্দ দ্বারা দু'আ করিতে হইবে, তখন বলিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

ইহার পর যখন তাঁহার দু'আ কবূল হয়, তখন আমি আরশে ছিলাম। ফিরিশতাগণ বলিলেন, হে প্রভু! ইহা তো একজন পরিচিত দুর্বল লোকের শব্দ, দূরবর্তী অচেনা শহর হইতে শুনা যাইতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমরা কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছ ? তাঁহারা আরয করিলেন, হে প্রভু, ইনি কে ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমার বান্দা য়ূনুস। তাঁহারা আবার আরয করিলেন, আপনার সেই য়ূনুস বান্দা, যাহার মকবুল কর্ম ও দু'আ সর্বদা পৌঁছানো হইত ? হে প্রভু! যিনি সুদিনে সৎকর্ম করিতেন, আজ দুর্দিনে কি উহার বিনিময়ে তাঁহাকে দয়া করিয়া মুক্তি দিবেন না ? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'হাঁ। অত:পর মৎস্যটি নির্দেশ পাইয়া একটি মরু ময়দানে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। ইব্ন জারীর য়ূনুসের মাধামে ইব্ন ওয়াহাব হইতে উল্লিখিত সূত্রে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মৎসটি য়ূনুস (আ)-কে একটি ময়দানে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার উপরে (ছায়ার জন্য) একটি 'ইয়াক্তীনা' উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ইব্ন কাসীত বলেন, আমি বলিলাম, হে আবূ হুরায়রা! ইয়ক্তীনা কি ? তিনি বলিলেন, কদুগাছ। আবূ হুরায়রা আরও বলিলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁহার সাহায্যে একটি ভেড়া সৃষ্টি করিলেন, সে ভূমিতে উদ্গত নরম ঘাসপালা খাইয়া ফেলিত। এইভাবে তাঁহাকে ঘাসের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত। আর সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুগ্ধ পান করাইয়া তাহাকে তৃপ্ত করিত। ইহাতে তিনি সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

উমাইয়া ইব্ন আবুস্ সাল্ত এই মর্মে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন ঃ

فَاَنْبَتَ يَقْطِيْنًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ * مِنَ اللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ اُلْقِى ضَاحِيًا

আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া তাঁহার উপর ইয়ক্তীন জন্মাইয়াছিলেন। তাঁহার দয়া না থাকিলে কতই না কষ্ট হইত। কেননা; তাহাকে তো সূর্যের খোলা তাপে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

আবূ হুরায়রার (রা) 'মারফূ' হাদীসটি সনদসহ সূরা আম্বিয়ার তাফ্সীরে অতিবাহিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَنَبَذْنَاهُ আমি নিক্ষেপ করিলাম بِالْعَرَاءِ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, উহা এমন ভূমি, যেখানে কোন গাছ-পালা, লতা-পাতা ও বাড়ীঘর কিছুই নাই। কেহ বলিয়াছেন, ইয়ামেনের ভূমিতে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

وَهُوَ سَقِيْمٌ অর্থাৎ তাঁহার দেহ তখন দুর্বল ছিল।

ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ ডিম হইতে সদ্য প্রস্ফুটিত লোমহীন পাখী ছানার মত। সুদ্দী (র) বলেন ঃ সবেমাত্র জন্মগ্রহণকারী প্রাণবন্ত শিশু। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইব্ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ইব্ন মাস্ঊদ (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ওয়াহাব ইব্ন মুনাব্বেহ, হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তাঊস, সুদ্দী, কাতাদাহ, যাহ্হাক ও আতা খুরাসানী (র) প্রমুখ সকলেই বলিয়াছেন, ইয়াক্তীন হইল ঘন ছায়াদার বৃক্ষ। হুশাইম (র) ..... সাঈদ ইব্ন জুবাইর হইতে বর্ণনা করেন, কাণ্ডবিহীন লতা জাতীয় গাছকে ইয়াক্তীন বলে। তাহার অন্য বর্ণনায় রহিয়াছে, যে সকল বৃক্ষ প্রতি বছরই ধ্বংস হইয়া যায়, উহাই ইয়াক্তীন। কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ ইয়াক্তীন বা কারা' (قَرْعٌ) বৃক্ষের মধ্যে কয়েকটি গুণ আছে; তন্মধ্যে দ্রুত বর্ধিত হওয়া, পাতাগুলি বড় ও নরম হওয়ার কারণে ঘন-ছায়া হওয়া, মাছি বসিতে না পারা, ফল সু-স্বাদু হওয়া এবং কাঁচা ও পাক করিয়া উভয় প্রকারেই শাঁস ও ছালসহ ভক্ষণ করার উপযোগী হওয়া। ইহাও প্রমাণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) লাউ ভালবাসিতেন এবং ছাল হইতে শাঁস পৃথক করিয়া লইতেন।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ

শাহ্র ইব্ন হাওশাব ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ য়ূনুস (আ) মাছের উদর হইতে মুক্তি পাওয়ার পর 'রিসালাত' পাইয়াছিলেন। এই হাদীসটি ইব্ন জারীর (র) ....শাহর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ হইতে ইব্ন আবূ নাজীহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৎস্য ভক্ষণ করিবার পূর্বেই তাঁহাকে রিসালাত প্রদান করা হইয়াছিল।

আমার মতে, হইতে পারে যে, প্রথম যাহাদের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, মাছের উদর হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় তাহাদের নিকটই গেলেন। আর ইহাতে তাহারা সকলেই তাঁহাকে সত্য বলিয়া মান্য করিল এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল। বাগাভী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাছের উদর হইতে বাহির হইয়া অন্য জাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ বা ততোধিক ছিল।

اَوْ يَزِيْدُوْنَ ইহাদের সংখ্যার ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেই বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রহিয়াছে; উনচল্লিশ হাজার, এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার। আল্লাহ্ ভাল জানেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ এক লক্ষের উপরে সত্তর হাজার ছিলেন। মাকহুল (র) বলিয়াছেন, উহাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ঐ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহীম আল-বার্কী (র) ..... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ এর মর্ম কি ? হুজুর (সা) বলিলেন ঃ (লক্ষের) উপরে তাহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী ...উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমও উহা উল্লেখিত সূত্রে যুহাইর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ বসরার অধিবাসীগণের মধ্যে কোন কোন আরববাসী ইহার অর্থ বলিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত ছিল। এই অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া ইব্‌ন জারীর (র) পবিত্র কুরআনের নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাও এইভাবে প্রদান করিয়াছেন।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً۔

অত:পর এমন এমন ঘটনার পরও তোমাদের অন্তর পাথর বা (তোমাদের ধারণা মতে) ততোধিক শক্ত রহিয়া গেল।

اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً۔

তাহাদের মধ্যে একদল মানুষকে ভয় করিতে লাগিল আল্লাহ্‌কে ভয় করিবার মত বা (তোমাদের ধারণা মতে) ইহা হইতেও অধিক ভয়।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى দুই ধনুকের পরিমাণ বা (তোমাদের ধারণা মতে) আরও অল্প দূরত্ব রহিল।

এইসবের সারমর্ম হইল, ইহা হইতে কম নহে; বরং অধিক।

فَاٰمَنُوْا অর্থাৎ যূনুস (আ)-কে যাহাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা সকলেই ঈমান আনিল।

فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

অন্যত্র আছে ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ۔

এমন কোন জনপদই ঈমান আনে নাই যে, আযাব আসিবার পর তাহাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হইয়াছে, যূনুসের কওম ব্যতীত; যখন তাহারা ঈমান আনিল, তখন আমি তাহাদিগ হইতে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করিয়া দিলাম এবং তাহাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

(١٤٩) فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ○

(١٥٠) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ إِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ○

(١٥١) أَلَآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ○

(١٥٢) وَلَدَ اللّٰهُ وَإِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

(١٥٣) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ○

(١٥٤) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

(١٥٥) أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

(١٥٦) أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ○

(١٥٧) فَأْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(١٥٨) وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ○

(١٥٩) سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

(١٦٠) إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

১৪৯. এখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্যই রহিয়াছে কন্যা সন্তান এবং উহাদিগের জন্য পুত্র-সন্তান ?

১৫০. অথবা আমি কি ফেরেশতাদিগকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম আর উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ?

১৫১. দেখ, উহারা তো মনগড়া কথা বলে যে,

১৫২. আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন। উহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পসন্দ করিতেন ?

১৫৪. তোমাদিগের কী হইয়াছে; তোমরা কিরূপ বিচার কর।

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না ?

১৫৬. তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ আছে ?

১৫৭. তোমরা সত্যবাদী হইলে তোমাদিগের কিতাব উপস্থিত কর।

১৫৮. উহারা আল্লাহ্ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করিয়াছে, অথচ জিনরা জানে, তাহাদিগকেও উপস্থিত করা হইবে শাস্তির জন্য।

১৫৯. উহারা যাহা বলে, তাহা হইতে আল্লাহ পবিত্র, মহান—

১৬০. আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ব্যতীত,

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এখানে মুশ্রিকগণের একটি জঘন্য ধারণা ও অপবাদ খণ্ডন করিতেছেন। তাহারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা সন্তান ও নিজেদের জন্য যাহা পসন্দ অর্থাৎ পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিত। যেমন অন্যত্র আছে ঃ

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ -

যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া যায় এবং সে মর্মাহত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ ইহা তাহার নিকট খুবই খারাপ মনে হয় এবং নিজের জন্য কেবল পুত্র সন্তানই কামনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহারা নিজেদের জন্য যাহা গ্রহণ করিতে রাজী নয় উহার সম্বোধন আল্লাহ্র দিকে কি করিয়া করে ? তাহাদের এই ভাগ-বণ্টন খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ অর্থাৎ আপনি ঐ সকল মুশরিককে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার প্রভুর জন্যই রহিয়াছে কন্যা সন্তান আর তাহারা নিজেদের জন্য বাছিয়া লইয়াছে পুত্র সন্তান ?

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ط تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى -

তোমাদের জন্য ছেলে আর তাঁহার জন্য কি মেয়ে ? এই ভাগ-বণ্টনটি বড়ই অশোভনীয় হইল।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারা কি করিয়া রায় দিতেছে যে, ফিরিশতাগণ নারী জাতীয়। আমি ফেরেশ্তাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম—তাহারা কি উস্থিত থাকিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল ? না কখনোও না।

কুরআন মজীদে আরও আছে ঃ

وَجَعَلُوْا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ـ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ـ

ফেরেশতাকুল; যাহারা রাহ্মানের বান্দা, তাহাদিগকে উহারা নারী বলিয়া নির্ধারণ করিতেছে। তাহাদের আকৃতি কখনও উহারা দেখিয়াছে কি ? তাহাদের এই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান লিপিবদ্ধ করা হইবে।

اَلَا اِنَّهُمْ مِنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْنَ وَلَدَ اللّٰهُ তাহাদের মিথ্যা কথাবার্তার মধ্যে বলিতেছে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্মাইয়াছেন।

وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ তাহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুশ্রিকগণ কর্তৃক ফেরেশ্তাগণের ব্যাপারে আরোপিত তিনটি জঘন্য মিথ্যা ও নির্লজ্জ কুফরীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক ঃ তাহারা আল্লাহ্র জন্য কন্যা নির্ধারণ করিয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কে সন্তানের জনক সাব্যস্ত করিয়াছে। দুই ঃ এই সন্তানগুলিকে মেয়ে বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছে। তিন ঃ আল্লাহ্র পরিবর্তে এই সকল মেয়ের পূজা করিতে শুরু করিয়াছে। আর ইহার প্রত্যেকটি জাহান্নামে থাকার জন্য যথেষ্ট।

اَصْطَفَى الْبَنَاتَ عَلَى الْبَنِيْنَ মুশরিকগণ কর্তৃক এই ভাগ-বন্টনের সমালোচনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, কোন্ বিষয়টি আল্লাহ্কে উদ্বুদ্ধ করিল যে, তিনি পুত্র সন্তানগণের ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুধু কন্যা সন্তানের অংশ গ্রহণ করিলেন ? যেমন অন্যত্র আছে ঃ

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِنَاثًا ؟ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلاً عَظِيْمًا ـ

তবুও কি (এই বলিতেছ যে,) তোমাদের প্রভু তোমাদেরই জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাগণকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন ? নিশ্চয় তোমরা বড় (জঘন্য) কথা বলিতেছ।

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ؟ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ؟ অর্থাৎ তোমাদের কি এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নাই যে, তোমরা যাহা বলিতেছ উহার জন্য একটু চিন্তা-ভাবনা করিবে ?

اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِيْنٌ তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে কি ?

فَاْتُوْا بِكِتَابِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের দাবী যদি সত্যই হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার সমর্থনে এমন প্রমাণ পেশ কর, যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের মোকাবেলায় শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হইবে। ইহার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য বরং বিবেক আদৌ ইহার স্বীকৃতি দেয় না।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا মুজাহিদ (র) বলেন, মুশরিকগণ বলিল, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা সন্তান। তখন আবূ বকর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তাহাদের মাতা কে ? তাহারা বলিল, প্রধান প্রধান জিনগণের কন্যাগণ। কাতাদাহ্ এবং ইব্ন যায়েদও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ অথচ জিনগণ জানে যে, তাহাদিগকেও বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। অথবা জিনগণ জানে যে, মুশরিকগণ জিন ও আল্লাহ্র মধ্যে যে আত্মীয়তা স্থির করিয়াছে উহার ফল স্বরূপ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ঐ মুশরিকদিগকে বিচার দিবসে শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হইবে। কেননা, তাহাদের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, মিথ্যা ও মনগড়া।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا আব্বাস (রা) হইতে আওফী বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্র শত্রুগণ ধারণা করিত যে, আল্লাহ্ আর ইবলিস পরস্পর ভাই ভাই। আল্লাহ্ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পাক, পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। ইব্ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ সন্তান গ্রহণ এবং এই অনাচারী খোদাদ্রোহীগণ কর্তৃক তাহার প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ হইতে আল্লাহ্ উর্ধে ও সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র।

اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ ইহা হইতে পৃথক। (তাহারা অনুরূপ অপবাদও দেয় না, শাস্তিও ভোগ করিবে না)।

আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এই বাক্যটি পূর্ববর্তী مُثْبَتُ (হাঁ বাচক) বাক্য হইতে مُسْتَثْنٰى مُنْقَطِعُ বা পৃথক। তবে عَمَّا يَصِفُوْنَ -এ যে সর্বনাম রহিয়াছে , উহা সকল মানবজাতি বুঝায়।

অত:পর উহা হইতে اَلْمُخْلَصِيْنَ কে اِسْتِثْنَاء করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাগণ তাঁহার প্রতি মিথ্যা অপবাদ উত্থাপন করেন না। যাহারা নবী রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ সবকিছুকে সত্য মনে করিয়া উহার অনুসরণ করেন, তাহারা হইলেন مُخْلَصِيْنَ

ইব্ন জারীর اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ এর اِسْتِثْنَاء টি اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ হইতে নির্ণয় করিয়াছেন। তাহার এই বক্তব্যে কিছু প্রশ্ন আছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(١٦١) فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

(١٦٢) مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ۙ

(١٦٣) اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ○

(١٦٤) وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ○ۙ

(١٦٥) وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ○ۚ

(١٦٦) وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ○

(١٦٧) وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ○ۙ

(١٦٨) لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○ۙ

(١٦٩) لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(١٧٠) فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

১৬১. তোমরা এবং তোমরা যাহাদিগের ইবাদত কর উহারা–

১৬২. তোমরা কেহই কাহাকেও আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিতে পারিবে না–

১৬৩. কেবল প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশকারীকে ব্যতীত।

১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত স্থান রহিয়াছে।

১৬৫. আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান

১৬৬, এবং আমরা অবশ্যই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী।

১৬৭. উহারাতো বলিয়া আসিয়াছে,

১৬৮. পূর্ববর্তীদিগের কিতাবের মত যদি আমাদিগের কোন কিতাব থাকিত,

১৬৯. অবশ্যই আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা হইতাম।

১৭০. কিন্তু উহারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করিল এবং শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِيْنَ - اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগণ মিলিয়া তোমাদের বক্তব্য ও তোমরা যে ভ্রষ্টতা আর বাতেল

পূজায় লিপ্ত রহিয়াছ, উহার প্রতি কেবল ঐ সকল লোককেই আকৃষ্ট করিতে পারিবে, যাহাদিগকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

পবিত্র কুরআনে আছে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّايَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّايُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّايَسْمَعُوْنَ بِهَا - اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ - اُلٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ -

তাহাদের অন্তর আছে কিন্তু উহা দ্বারা তাহারা (হক) বুঝে না, চক্ষু আছে কিন্তু উহা দ্বারা (হক) দর্শন করে না, কর্ণ আছে কিন্তু উহা দ্বারা (হক) শ্রবণ করে না; এই সকল লোকই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং ইহারা তদপেক্ষা অধিক পথভ্রষ্ট; ইহারাই হইতেছে গাফেল।

ঐ ধরনের লোক উহারাই যাহারা শির্ক, কুফরী এবং ভ্রষ্টতার অনুসরণ করে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ -

(তোমরা কিয়ামত সম্বন্ধে) বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাক, উহা (র-সমর্থক) হইতে সেই ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হইতে) বিরত থাকিতে চায়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিই পথভ্রষ্ট হইবে, যে মিথ্যা এবং বাতেল কাজে লিপ্ত।

অবাধ্য মুশরিকগণ ফিরিশতাগণের উপর যে মিথ্যা অপবাদ রটাইতেছে যে, তাহারা আল্লাহ্র কন্যা সন্তান, উহা হইতে নিজেদের পবিত্রতা ঘোষণা স্বরূপ ফিরিশতাগণ বলিবে ঃ وَمَامِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই আকাশে এবং ইবাদতগাহসমূহে এক একটি নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কেহই উহা লংঘন বা অতিক্রম করে না।

ইব্ন আসাকির (র) তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন খালিদের জীবনীতে সূত্রসহ মক্কা বিজয়ের দিন বয়াতকারী আলা ইব্ন সা'দ (রা) হইতে আবদুর রহমান ইব্ন আলা ইব্ন সা'দের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা তাঁহার বৈঠকে উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন ঃ আকাশ চড় চড় করিতেছে, আর উহা করাই তাহার উচিত। কেননা উহাতে একটি পা রাখার স্থানও এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতা রুকু' অথবা সিজদায়রত নহেন। অত:পর আবৃত্তি করিলেন ঃ

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ - وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ -

যাহ্হাক (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মাস্রূক (র) মা আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করয়িাছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ বরিয়াছেন , আকাশে এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদায়রত অথবা দণ্ডায়মান নহেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যথাক্রমে মাসরূক, ইব্ন ইসহাকের সূত্রে আ'মাশ বলিয়াছেন , নিশ্চয় আকাশমণ্ডলীর মধ্যে একটি আকাশ এমন আছে যে, ইহার মধ্যে এক বিঘত স্থান এমন নাই যেখানে একজন ফেরেশতার ললাট অথবা পা নাই। অত:পর তিনি পাঠ করিলেন ঃ وَمَامِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ সাঈদ ইব্ন জুবাইরও অনুরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ নারী-পুরুষ একত্রে মিলিয়া সালাত আদায় করিতেছিল। এমতাবস্থায় অবতীর্ণ হইল— وَمَامِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ইহাতে পুরুষগণ সম্মুখপানে আগাইয়া গেলেন এবং মহিলাগণ পিছনের দিকে নামিয়া গেলেন।

وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে আমরা সারিব্ধ হইয়া দাঁড়াই। যেমন وَالصَّافَّاتِ صَفًّا এর মধ্যে ইহার বিবরণ অতিবাহিত হইয়াছে।

ইব্ন জুরাইজ ওলীদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ মুগীস হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, মুসলমানগণ সালাতে কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইতেন না। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সারিবদ্ধ হইলেন।

আবূ নায্রাহ বলেন, উমর (রা) সালাতের একামত বলিবার সময় হইলে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতেন আর বলিতেন, কাতার ঠিক করিয়া লও, সোজা হইয়া দাঁড়াও। আল্লাহ্ তোমাদের পক্ষ হইতে ফেরেশতাগণের পন্থা অবলম্বন কামনা করেন। অত:পর তিনি বলিতেন, وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ হে অমুক! তুমি সামনে অগ্রসর হও, হে অমুক! পিছনে যাও। ইহার পর সামনে বাড়িয়া সালাতের তকবীর বলিতেন। ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিমে হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, আমাদিগকে (অন্যান্য) মানবজাতির উপর তিনটি বিষয়ে অতিরিক্ত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে ঃ ফেরেশতাগণের ন্যায় আমাদের জন্য কাতার নির্ণয় করা হইয়াছে; পৃথিবীর ভূমি আমাদের জন্য মসজিদ ধার্য করা হইয়াছে এবং উহার মাটিকে পবিত্রতা লাভের উপযোগী করা হইয়াছে। আল হাদীস।

وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ আমরা সারিব্ধ হইয়া প্রতিপালকের প্রবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনা করিব। আমরা তাঁহার দাস ও মুখাপেক্ষী এবং বিনয়ী।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতত্রয়ে ফেরেশতাগণের বক্তব্য বুঝানো হইয়াছে।

কাতাদাহ (র) বলেন ঃ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থ তাহারা ইবাদতগাহে সালাত আদায়ের জন্য যথাযথভাবে অবস্থান করেন।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا - سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُوْنَ - لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ - يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَايَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ - وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ -

আর এই (মুশরিকগণ) বলে যে, আল্লাহ্ (ফেরেশতাগণকে) সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, (ইহা হইতে) তিনি পবিত্র; বরং (তাহারা) সম্মানিত বান্দা, তাঁহারা আল্লাহ্র আগে বাড়িয়া কথা বলিতে পারে না এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তা'আলা সব অবগত আছেন। আর তাহারা ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারে না, যাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি হয়; আর তাহারা আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। আর তাহাদের মধ্যকার যেই ব্যক্তি এইরূপ বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আমিও একজন উপাস্য তবে আমি তাহাকে দোযখের শাস্তি প্রদান করিব। আমি অনাচারীদিগকে এমনিভাবে শাস্তি প্রদান করিয়া থাকি। (আম্বিয়া ঃ আয়াত ঃ ১৬)

وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ لَكُنَّا عِبَادَاللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ -

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার আগমনের পূর্বে তাহারা আকাংখা করিত যে, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব লইয়া তাহাদের নিকট আসিত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র নির্দেশাবলী ও পূর্ববর্তীগণের ইতিহাস শুনাইত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِّنْ اِحْدَى الْاُمَمِ - فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا -

আর সেই কাফেরগণ দৃঢ় শপথ করিয়াছিল যে, যদি তাহাদের নিকট কোন ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে, তবে তাহারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়াত গ্রহণকারী হইবে। অত:পর যখন তাহাদের নিকট সেই ভয় প্রদর্শক আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন কেবল তাহাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পাইল।

তিনি আরও বলিয়াছেন ঃ

اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِيْنَ - اَوْتَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ

مَنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ۔ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيَاتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ۔

তোমরা হয়ত বলিতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে যে দুই সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আমরা তো ইহার পঠন ও পাঠন হইতে সম্পূর্ণ বে-খবর ছিলাম। অথবা এইরূপ বলিতে পার যে, যদি আমাদের প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হইত, তবে আমরা তাহাদের অপেক্ষাও অধিক সুপথে থাকিতাম। অতএব এখন তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হইতে একটি সুস্পষ্ট কিতাব এবং হেদায়াতের উপকরণ ও রহমত সমাগত হইয়াছে। সুতরাং সে ব্যক্তি হইতে অধিক যালিম কে হইবে; যে আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং উহা হইতে (অন্যকেও) প্রতিরোধ করে ? আমি শীঘ্রই উহাদিগকে—যাহারা আমার আয়াতসমূহ হইতে অন্যকে প্রতিরোধ করে তাহাদের এই প্রতিরোধের কারণে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব। উপরোক্ত মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বলিয়াছেন ঃ فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ তাহাদের প্রতিপালকের বিরোধিতা ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে এই আয়াতে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তির দুঃসংবাদ এবং শক্ত ধমক দেওয়া হইয়াছে।

(١٧١) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ○

(١٧٢) اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ○

(١٧٣) وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ○

(١٧٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

(١٧٥) وَّ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

(١٧٦) اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ○

(١٧٧) فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ○

(١٧٨) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ○

(١٧٩) وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ○

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদিগের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হইয়াছে যে,

১৭২. অবশ্যই তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে.

১৭৩. এবং আমার বাহিনীই হইবে বিজয়ী।

১৭৪. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

১৭৫. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

১৭৬. উহারা কি তবে আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে ?

১৭৭. তাহাদিগের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন সতর্কীকৃতদিগের প্রভাত হইবে কত মন্দ!

১৭৮. অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর।

১৭৯. তুমি উহাদিগকে পর্যবেক্ষণ কর। শীঘ্রই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে।

তাফসীর ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহ ও পরকালের শেষ বিজয় নবী-রাসূল ও তাঁহাদের অনুসারীগণেরই হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ

আল্লাহ্ নির্ধারণ করিয়াছেন যে, আমি এবং আমার রাসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ

আমার রাসূলগণ এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে, তাহাদিগকে ইহ জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে সেদিন আমি অবশ্যই সাহায্য করিব এই অর্থেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا الاية অর্থাৎ ইহ ও পরকালে তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে। যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাফিরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে ধ্বংস করিয়াছেন এবং নবী-রাসূল ও তাঁহাদের অনুসারীগণকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তাহাদের অনাচার হইতে মুক্তি দিয়াছেন।

وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তাঁহারাই বিজয়ী হইবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ অর্থাৎ তাহাদের পক্ষ হইতে আগত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। আমি শীঘ্রই উহার প্রতিফল দান করিব। এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, বদর দিবস এবং উহার পরবর্তী মুসলমানগণের প্রতি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় এবং কাফিরগণের পরাজয় ও শাস্তির দিনগুলিও এই নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর্ভুক্ত।

وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন এবং তাহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন; আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও আপনার বিরোধিতা করার শাস্তি কিভাবে তাহাদের উপর পতিত হয়।

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আপনার বিরোধিতা এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শাস্তির তড়িৎ আগমন কামনা করে। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রোধান্বিত হন। আর ইহার শাস্তি অচিরেই প্রদান করিবেন।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ যেদিন তাহাদের মহল্লায় (অবস্থানস্থলে) শাস্তি অবতীর্ণ হইবে, সেদিনটি তাহাদের ধ্বংসলীলা ও নিশ্চিহ্ন করণের এক করুণ দৃশ্যে পরিণত হইবে। সুদ্দি (র) বলেন, فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ অর্থাৎ যেদিন তাহাদের বাড়ীঘরে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে।

فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের এ দিবস অতি করুণ ও অকল্যাণকর প্রতিভাত হইবে।

সাহীহাইনে বর্ণিত আছে, ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া (র) ....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে (রাত্রি যাপন করিয়া) যখন প্রভাত করিলেন আর খাইবারবাসীগণ তাহাদের কুড়াল, বেলচা (ইত্যাদি) লইয়া (কাজে যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ীঘর হইতে) বাহির হইয়া সৈন্য সামন্ত দেখিল, ইহাতে তাহারা (ভীত হইয়া) বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিল আর বলিতে লাগিল "(এই যে) মুহাম্মদ (সা)। আল্লাহ্র শপথ! (এই যে) মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সৈন্য সামন্তগণ।" তখন নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ - اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ -

আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান। খাইবার ধ্বংস হউক। আমরা যদি কোন জনপদে (আক্রমণের জন্য) অবতীর্ণ হই তাহা হইলে (পূর্ব) সতর্কীকৃত লোকগণের প্রভাত অতি শোচনীয় হইয়া যায়।

ইমাম বুখারী (র) উপরোক্ত হাদীসটি মালিক... (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) বলেন, রওহ (র) .... আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) খাইবারে প্রভাত করিলেন। তখন খাইবারবাসীগণ তাহাদের বেলচা ইত্যাদি লইয়া ক্ষেতে খামারে যাইতেছিল। তাহারা নবী করীম (সা)-কে দেখিয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্র নবী (সা) বলিলেন ঃ

اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ

উপরোল্লিখিত সূত্র অন্যান্য হাদীস বিশারদগণ বর্ণনা করেন নাই। তবে ঐ সূত্রটি শাইখাইনের (বুখারী, মুসলিম) এর শর্তানুযায়ী বিশুদ্ধ।

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ আয়াত উল্লিখিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করিবার উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে।

(১৮০) سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۚ

(১৮১) وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۚ

(১৮২) وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

১৮০. উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী।

১৮১. শান্তি বর্ষিত হউক রাসূলদিগের প্রতি।

১৮২. প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।

তাফসীর ঃ অনাচারী ও মিথ্যাচারী কাফির এবং মুশরিকগণের বক্তব্য ও উক্তিসমূহ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সত্তার পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বর্ণনা স্বরূপ বলিতেছেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ অর্থাৎ আপনার প্রভু অতি পবিত্র, অকল্পনীয় পরাক্রমশালী। عَمَّا يَصِفُوْنَ ঐ সমস্ত মনগড়া উক্তির প্রবক্তা ও সীমালংঘনকারীগণের কথা হইতে।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ নবীগণ তাহাদের প্রতিপালকের ব্যাপারে যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, উহা সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ তাঁহার জন্য সর্বাবস্থায় পূর্বাপর সকল প্রশংসা।

যেহেতু تَسْبِيْحٌ এর মধ্যে সরাসরি পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা পাওয়া যায় এবং ইহা গুণাবলীর পূর্ণতা প্রমাণ করে যেভাবে হামদ শব্দ সরাসরি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর উপর প্রমাণ করে এবং সমস্ত ত্রুটি হইতে পবিত্র উপলব্ধি হয়; সেহেতু এখানে তাছবীহ ও তাহমীদকে একত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে একত্রে উভয় শব্দকে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ কর, তখন সকল রাসূলের

প্রতি সালাম প্রেরণ করিও। কেননা; আমিও রাসূলগণের মধ্য হইতেই একজন রাসূল। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম এই হাদীসটি রাসূলে করীম (সা) হইতে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম এই হাদীসটির সূত্র এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) ....আবূ তালহা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, যখন তোমরা আমার প্রতি সালাম প্রেরণ কর তখন রাসূলগণের প্রতিও সালাম প্রেরণ করিও।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর (র) ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) যখন সালাম ফিরাইতে চাহিতেন, তখন বলিতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

অতঃপর সালাম ফিরাইতেন। এই হাদীসের সূত্রটি দুর্বল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আম্মার ইব্‌ন খালিদ ওয়াছিতী (র).... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, কিয়ামতের দিন তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে। সে যেন বৈঠক শেষে প্রস্থান করিবার প্রাক্কালে বলে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

অন্য সূত্রে ধারাবাহিকতার সহিত আলী (রা) পর্যন্ত মাওকূফরূপে বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ মুহাম্মদ বাগাভী তাহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ সাঈদ আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম শুরাইহী (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইহা ভালবাসে যে, কিয়ামত দিবসে তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণভাবে মাপিয়া দেওয়া হউক, সে যেন বৈঠক শেষে উল্লেখিত আয়াতত্রয় পড়ে।

তাবরানী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখর (র) ....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর তিনবার করিয়া উপরোক্ত আয়াতসমূহ বলিবে, তাহার পুরস্কার পরিপূর্ণ পাত্র দ্বারা দেওয়া হইবে। মজলিসের (বিবিধ আলোচনার) কাফ্‌ফারা হিসাবে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন ঃ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

এই বিষয়ে আমি স্বতন্ত্র একটি পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উহাতে এই সব লিখা আছে ইন্‌শাআল্লাহ্।

সূরা সাদ

৮৮ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بسم الله الرحمن الرحيم

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ۝

(٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝

(٣) كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝

১. সাদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের। তুমি অবশ্যই সত্যবাদী।

২. কিন্তু কাফিরগণ ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবিয়া আছে!

৩. ইহাদিগের পূর্বে আমি কত জনগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি; তখন তাহারা আর্ত চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না।

তাফ্সীর ঃ ص হরূফে মুকাত্তায়া বা খণ্ড অক্ষর যাহার আলোচনা ইতিপূর্বে সূরা বাকারায় অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে ইহার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই।

وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ অর্থাৎ বান্দাদের জন্য উপদেশ ও ইহ-পারলৌকিক জীবনের কল্যাণ সম্বলিত কুরআনের শপথ!

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ ذِى الذِّكْرِ এর মর্ম নিম্নবর্তী আয়াতের অনুরূপ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ - আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। কাতাদাহ্ ও ইব্ন জারীর (র) উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর, ইসমাইল ইব্‌ন আবূ খালিদ, ইব্‌ন উয়াইনা, আবূ হুসাইন, আবূ সালেহ ও সুদ্দী (র) বলেন ذِىْ الذِّكْرِ অর্থাৎ 'সম্মানিত', 'মর্যাদা সম্পন্ন'। উভয় অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কেননা; উহা সম্মানিত কিতাব যাহার মধ্যে উপদেশ, ত্রুটি মার্জনা ও সতর্কীকরণের সন্নিবেশ ঘটেছে।

এখানে উল্লিখিত শপথের উত্তরের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ইহার উত্তর হইল : اِنْ كُلٌّ اِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ তাহারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। সুতরাং আমার শাস্তি (তাহাদের উপর) সাব্যস্ত হইল। আর কেহ বলিয়াছেন - اِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ। আর উহা অর্থাৎ দোযখবাসীগণের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য। উপরোক্ত উভয় মতই ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় মতটিতে অনেক দূরের সম্ভাবনা এবং ইহাকে ইব্‌ন জারীর (র) দুর্বল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শপথের উত্তর হইল সমস্ত সূরায় উল্লেখিত বিষয়াদী। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন ঃ উহার জবাব হইল, بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ বরং এই কাফেরগণ বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রহিয়াছে। উক্ত অভিমতটি ইব্‌ন জারীর (র) গ্রহণ করিয়াছেন। অত:পর তিনি কোন কোন আরববাসী মুফাস্‌সির হইতে উহার জবাব ص যাহার অর্থ صِدْقٌ (সত্য) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপদেশ পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ যে উহা নিতান্ত সত্য।

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অর্থাৎ এই কুরআনে উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য উদেশ রহিয়াছে। তবে কাফিরগণ উহা হইতে উপকৃত হইতে পারিবেনা। কেননা তাহারা فِىْ عِزَّةٍ অর্থাৎ অহংকার ও আভিজাত্য এবং وَشِقَاقٍ অর্থাৎ বিরোধিতা, শত্রুতা বিভক্তি সৃষ্টিতে লিপ্ত।

অত:পর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যাহারা রাসূলগণের বিরোধিতা ও আসমানী কিতাবসমূহ মিথ্যা আখ্যায়িত করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করণের কথা উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে (কাফিরগণকে) ভীতি প্রদর্শন করত: ইরশাদ করিতেছেন ঃ

كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ অর্থাৎ পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কত জাতিকে আমি নিশ্চিহ্ন করিয়াছি।

فَنَادَوْا অর্থাৎ যখন তাহাদের উপর আমার শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন তাহারা মুক্তি কামনা করিল এবং আল্লাহর স্মরণাপন্ন হইল। তখন তাহাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করা হয় নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র রহিয়াছে ঃ

فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَاهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ۔ لاَ تَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ۔

অনন্তর যখন তাহারা আমার শাস্তি নামিয়া আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ঐ জনপদ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন) পালাইওনা, আর তোমরা তোমাদের সুখ-সম্পদ ও বাসস্থানের দিকে ফিরিয়া চল, হয়ত তোমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) বলেন, শু'বা (র) ...... আবূ ইসহাক তামীমী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্বাস (রা)-কে فَنَادَوْا وَّلاَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহার মর্ম হইল, তাহারা এমন সময় আমাকে আহ্বান করিল, যখন আহ্বানের উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং পালাইবার সময়ও অবশিষ্ট ছিল না। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) আব্বাস (রা) হইতে ইহার অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আর আহ্বান কবুলের সময় অবশিষ্ট ছিল না। শাবীব ইব্‌ন বিশ্‌র ইকরামার মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমন সময় তাহারা আহ্বান করিল, যখন তাহাদের কোন কল্যাণে আসিল না।

পংতি تَذَكَّرَ لَيْلٰى لاَتَ حِيْنَ تُذَكَّرُ অর্থাৎ লাইলা এমন সময় স্মরণ করিল, যখন উহা কোন কাজে আসিল না

এই আয়াতাংশ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, তাহারা তখনই তাওহীদের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি করিল এবং অনুশোচনার মাধ্যমে মুক্তি কামনা করিল, যখন পৃথিবী তাহাদিগকে বিমুখ করিয়াছে।

কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাহারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাওবা করিতে মনস্থ করিল। অথচ ইহা তাওবার প্রকৃত সময় নহে। মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, ইহা পলায়ন করা অথবা দু'আ কবুল করার প্রকৃত সময় নহে। অনুরূপ বর্ণনা ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আবূ মালিক, যাহহাক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, হাসান ও কাতাদাহ (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করিয়াছেন, وَّلاَتَ حِيْنَ مَنَاصٍ অর্থ আহ্বান করার অনুপযুক্ত সময়ে কোন আহ্বান নাই। (গ্রহণ যোগ্য নহে)।

لاَتَ অব্যয়টিতে আরবী لاَ (না বাচক) অব্যয়ের শেষে تَ (তা) যোগ করা হইয়াছে। যেমন আরবী ثُمَّ ও رُبَّ এর শেষে تَ যোগ করিয়া ثُمَّتَ ও رُبَّتَ বলা হয়। এই تَ বর্ণটি لاَ হইতে স্বতন্ত্র। এইজন্য ইহাতে ওয়াক্‌ফ করা যাইবে।

ক্বেরাতের ইমামের মাছ্‌হাফুল কুরআন হইতে যে বর্ণনাটি ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইল تَ অব্যয়টি حِيْنَ এর সহিত সংযুক্ত, যেমন وَلاَ تَحِيْنَ مِنَاصٍ তবে অপ্রসিদ্ধ। বরং প্রথমটি অর্থাৎ لاَ সংযুক্ত , ইহাই প্রসিদ্ধ।

অধিক সংখ্যক (জামহুর) ক্বারী حِيْنَ এর ن (নূন) অক্ষরে যবর দিয়া পড়িয়াছেন যাহার মূল পঠন হইল لَيْسَ الْحِيْنُ حِيْنَ مَنَاصٍ - حِيْنَ-এর নূনে যবর ব্যবহারকারী কবির কবিতা ঃ

تَذَكَّرُ حُبُّ لَيْلَى لَاتَ حِيْنَا * وَاَضْحَى الشَّيْبُ قَدْ قَطَعَ الْقَرِيْنَا

অসময় লায়লার প্রেম জাগ্রত হইল, যখন বার্ধক্য সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল।

এবং যের ব্যবহারকারী কবির কবিতা ঃ

طَلَبُوْا صُلْحَنَا وَلَاتَ اَوَانٍ * فَاَجَبْنَا اَنْ لَّيْسَ حِيْنَ بَقَاءٍ

তাহারা অসময়ে আমার সহিত আপোষ (সংশোধন) কামনা করিল। আমি উত্তর দিলাম, এখন আর বাঁচিয়া থাকার সময় নাই। যের ব্যবহারকারী অন্য কবির পংক্তির অংশ বিশেষ ঃ لَاتَ سَاعَةِ مَنْدَمٍ লজ্জাবোধ করিবার সময় নহে। سَاعَةِ শব্দটির ة অক্ষরে যের।

আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, نُوصٌ অর্থ পশ্চাৎ গমন আর بُوْصٌ অর্থ সম্মুখ গমন। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ অর্থাৎ পশ্চাৎ গমন বা পলায়নের সময় নহে। (আল্লাহ্ পাকই সত্যে উপনীত হইতে শক্তি প্রদানকারী।)

(٤) وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ز وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

(٥) اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ○

(٦) وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا
لَشَىْءٌ يُّرَادُ ○

(٧) مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِى الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ ۚ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ○

(٨) ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْۢ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِىْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِىْ ۚ
بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ ○

(٩) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ○

(١٠) اَمْ لَهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ ○

(١١) جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ ○

৪. ইহারা বিস্ময়বোধ করিতেছে যে, ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের মধ্যে হইতে একজন সতর্ককারী আসিল এবং কাফিররা বলেন এতো এক জাদুকর, মিথ্যাবাদী।

৫. সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? ইহাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৬. উহাদিগের প্রধানেরা সরিয়া পড়ে এই বলিয়া, তোমরা চলিয়া যাও এবং তোমাদিগের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এ ব্যাপরটি উদ্দেশ্যমূলক।

৭. আমরাতো অন্য ধর্মাদর্শে এইরূপ কথা শুনি নাই, ইহা এক মনগড়া উক্তিমাত্র।

৮. আমাদের মধ্য হইতে কি তাহারই উপর কুরআন অবতীর্ণ হইল? প্রকৃতপক্ষে উহারাতো আমার কুরআনে সন্দিহান, উহারা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করে নাই।

৯. উহাদিগের নিকট কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার প্রতিপালকের, যিনি পারাক্রমশালী, মহান দাতা?

১০. উহাদিগের কি সার্বভৌমত্ব আছে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছুর উপর? থাকিলে উহারা সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করুক।

১১. বহুদলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হইবে।

তাফসীর ঃ সুসংবাদদাতা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলে করীম (সা) প্রেরিত হওয়ায় মুশরিকগণ আশ্চর্যবোধ করিত। যেমন কুরআনে অন্যত্র আছে ঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ -

এই লোকদের জন্য কি ইহা বিস্ময়কর হইয়াছে যে, আমি তাহাদের মধ্য হইতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি মানবমণ্ডলীকে ভয় প্রদর্শন করুন এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে এই সুসংবাদ প্রদান করুন যে, তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করিবে। কাফিরগণ বলিতে লাগিল যে, এই ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে স্পষ্ট জাদুকর।

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ অর্থাৎ এই লোকগুলি বিস্মিত হইল যে, তাহাদের মধ্য হইতেই একজন ভয়প্রদর্শনকারী রূপে আগমন করিল, তেমনি সুসংবাদদাতাও।

وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ অর্থাৎ কাফিরগণ বলিতে লাগিল, ইনি জাদুকর ও মিথ্যুক।

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا - اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ অর্থাৎ মুশরিকগণ পৈতৃক সূত্রে মুর্তিপূজা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহা তাহাদের অন্তরে মিশিয়া বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কাজেই যখন রাসূলে করীম (সা) তাহাদিগকে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ এবং এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করিতে আহবান করিলেন, তখন উহা তাহাদের নিকট আশ্চর্য ও অতি ভারী মনে হইল। আর উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতে লাগিল, এই লোকটি কি এতগুলি মা'বুদের স্থলে এক মা'বুদ সাব্যস্ত করিল? ইহাতো বাস্তবিকই বিস্ময়কর ব্যাপার।

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ অর্থাৎ তাহাদের সরদার প্রধান ও নেতাগণ এই বলিয়া চলিয়া গেল যে, اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ অর্থাৎ নিজেদের উপাস্যগণের প্রতি স্থায়ীভাবে অটল থাক এবং মুহাম্মদ কর্তৃক এক উপাস্যের প্রতি আহ্বানে সাড়া দিও না।

اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ ইব্ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে যে এক উপাস্যের প্রতি আহ্বান করিতেছে , ইহা নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক। সে ইহা দ্বারা তোমাদের উপর সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যাশা করিতেছে এবং তোমাদের মধ্য হইতে কিছু অনুসারী কামনা করিতেছে। আমরা কখনও তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না।

উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ

সুদ্দী (র) বলেন ঃ কুরাইশদের একদল লোক একত্রিত হইল। তাহাদের মধ্যে আবূ জেহেল ইব্ন হিশাম, 'আস ইব্ন ওয়াইল, আস্ওয়াদ ইব্ন মুত্তালিব ও আস্ওয়াদ ইব্ন আবদু ইয়াগুস প্রমুখ কুরাইশ বংশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, চল! আমরা এই লোকটি সম্পর্কে আবূ তালিবের সহিত আলাপ-আলোচনা করি। তিনি যেন এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের প্রতি সুবিচার স্বরূপ তাহাকে আমাদের মা'বুদগণকে গাল-মন্দ করা হইতে বিরত রাখেন এবং আমরাও সকলে তাহার এবং সে যে মা'বুদের এবাদত করে উহার পিছু ধাওয়া করা পরিত্যাগ করিব। আমাদের আশংকা হইতেছে যে, যদি এই বৃদ্ধ এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাপারে আমাদের কিছু দুর্নাম হইয়া যাইবে। আরবের অন্যান্য গোত্রের জনগণ আমাদিগকে লজ্জা দিবে যে, তাহারা আবূ তালিবের জীবদ্দশায় মুহাম্মদকে কিছুই করিতে পারে নাই। এখন তাঁহার পর তাহারা এই লোকটির পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। অত:পর তাহারা পরামর্শ ক্রমে মুত্তালিব নামক এক

ব্যক্তিকে আবূ তালিবের নিকট প্রেরণ করিল। সে গিয়া বলিল যে, আপনার গোত্রের মুরুব্বী ও নেতাগণ আপনার সহিত কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি বলিলেন, তাহাদিগকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আস।

তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের মুরুব্বী ও নেতা। আপনার ভ্রাতৃষ্পুত্রের ব্যাপারে আমাদের প্রতি একটু সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আমাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও গালমন্দ করা হইতে তাহাকে বারণ করুন এবং আমরাও তাহার এবং তাহার মা'বুদের সমালোচনা পরিহার করিয় চলিব। ইহাতে আবূ তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাসূলে করীম (সা) তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ

"ভাতিজা! ইহারা তোমার গোত্রের মুরুব্বী ও নেতা-মাতব্বর। তাহারা তোমার নিকট প্রত্যাশা করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের সমালোচনা ও দোষারোপ করা হইতে বিরত থাকিবে এবং তাহারাও তোমার এবং তোমার মা'বুদের বিরোধিতা পরিহার করিয়া চলিবে।"

রাসূলে করীম (সা) বলিলেন, "চাচাজান! আমি কি তাহাদিগকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করিব না?" তিনি বলিলেন, "কিসের প্রতি তাহাদিগকে তুমি আহ্বান জানাও?" নবী করীম (সা) বলিলেন ঃ "আমি তাহাদিগকে এমন একটি কালেমার (বাক্যের) প্রতি আহ্বান জানাইতেছি, যাহা গ্রহণ করিলে উহার বিনিময়ে সারা আরববাসী তাহাদের করতলগত হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ তাহাদের অধীন হইয়া পড়িবে"। অভিশপ্ত আবূ জেহেল বলিয়া উঠিল, উহা কি? জাতির সামনে প্রকাশ কর। তোমার পিতার শপথ! তোমার বক্তব্যের মর্ম এবং উহার দশগুণ দান করিব। আল্লাহর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "তোমরা বলিবে, لَا اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই।" ইহাতে তাহারা বিরক্ত হইল এবং বলিল, উহা ব্যতীত অন্যকিছু আব্দার কর। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আকাশের সূর্যও আমার হস্তে অর্পণ কর, তবুও আমি উহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করিব না। অতঃপর তাহরা ক্রোধান্বিত হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল আর বলিয়া চলিল যে, আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাকে এবং তোমার যে মা'বুদ অনুরূপ কাজের জন্য নির্দেশ দিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই গাল-মন্দ করিব। তাহাদের এই বক্তব্যের সারমর্মই পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে–

وَانْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُّرَادُ -

উপরোক্ত শানে নুযূল ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের বর্ণনায় ইহাও রহিয়াছে যে, যখন নেতাগণ চলিয়া গেল, তখন রাসূলে করীম (সা) আপন চাচাকে কালেমার প্রতি আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি উহাকে

প্রত্যাখান করিয়া বলিলেন, আমার মুরুব্বীদের ধর্মের উপরই ঠিক থাকিলাম। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইল ঃ اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ। তুমি যাহাকে ভালবাস তাহাকেই সত্যপথের অনুসারী করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব ও ইবন অকী' (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ তালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলে আবূ জেহেলসহ কুরাইশের একদল নেতৃস্থানীয় লোক তাহার নিকট আসিল আর বলিল, আপনার ভাতিজা আমাদিগকে গালমন্দ করিয়া থাকে এবং এমন এমন কাজ ও এই এই কথা বলিয়া থাকে। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া উহা হইতে নিষেধ করিলে ভাল হইত। সুতরাং আবূ তালিব রাসূলে করীম (সা)-কে ডাকাইয়া আনিলেন। রাসূলে করীম (সা) যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহাদের এবং আবূ তালিবের মাঝখানে কেবল একজন লোক বসার মত স্থান খালি ছিল। আবূ জেহেলের আশংকা হইল যে, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এই শূন্যস্থানে আবূ তালিবের নিকট গিয়া বসিয়া পড়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আবূ তালিবের হৃদয় নম্র হইয়া পড়িবে। তাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া উক্ত শূন্যস্থানে বসিয়া পড়িল। কাজেই আল্লাহর রাসূল (সা) চাচার নিকটবর্তী হইয়া বসিবার স্থান না পাইয়া দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন। আবূ তালিব তাঁহাকে বলিলেন, "ভাতিজা! তোমার গোত্রের লোকদের কথা শুনিয়াছ কি? তাহারা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, তুমি তাহাদের উপাস্যগণের সমালোচনা করিয়া থাক আর এই-সেই কথা বলিয়া থাক"। তাহারা নিজেরাও কিছু বক্তব্য রাখিল।

অত:পর রাসূলে করীম (সা) বলিলেন ঃ "চাচাজান! আমি তাহাদিগকে একটি মাত্র কালিমার প্রতি আহ্বান করিতেছি, উহা বলিলে তাহার বিনিময়ে সমগ্র আরবাসী তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে এবং অনারবগণ কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।" তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া গেল এবং বলিল, একটিমাত্র কালিমা! হ্যাঁ তোমার আব্বার শপথ! দশবার মানিয়া লইব। এই কালেমাটি কি? আবূ তালিবও বলিলেন, এই কালেমাটি কি? ভাতিজা! তিনি বলিলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। ইহাতে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কাপড় ঝারিতে ঝারিতে উঠিয়া পড়িল এবং বলিতে লাগিল, اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ؕ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ يُّرَادُ এই ঘটনা উল্লেখপূর্বক এখান হইতে بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইল। উপরোক্ত বর্ণনার শাব্দিক দিকটা আবূ কুরাইব (র) হইতে বর্ণিত। অনুরূপ ইমাম আহমদ ও নাসায়ী ..... আব্বাদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী, নাসায়ী ইবন আবূ হাতিম ও ইবন জারীর (র) প্রমুখ সকলেই তাহাদের তাফসীর গ্রন্থসমূহে সুফিয়ান সওরী (র) ..... ইবন আব্বাস (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী উহাকে 'হাসান' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

مَاسَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ الْمِلَّةِ الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) আমাদিগকে যে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করিতেছেন, এইরূপ আহ্বান আমরা পূর্ববর্তী মিল্লাতে শুনি নাই।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ যায়দ (র) বলেন, পূর্ববর্তী মিল্লাত বলিতে তাহারা কুরাইশগণের ধর্ম বুঝাইত। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও সুদ্দী (র) প্রমুখ ইহার অর্থ খৃস্টান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ খৃস্টানগণ। তাহারা বলিত, যদি এই কুরআন সত্য হইত, তবে উহা সম্বন্ধে আমাদিগকে খৃস্টানগণ সংবাদ দিত।

اِنْ هٰذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ মুজাহিদ ও কাতাদাহ্ বলেন, অর্থৎ ইহা মিথ্যা বৈ কিছুই নহে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) اِخْتِلَاقٌ। অর্থ 'মনগড়া' বলিয়াছেন।

اَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا অর্থাৎ তাহাদের সকলের মধ্য হইতে নবী করীম (সা)-কে কুরআন অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করিয়া লওয়াকে তাহারা অসম্ভব মনে করিত।

যেমন অন্যত্র আছে, তাহারা বলিত ঃ

لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ-

দুইটি বৃহৎ জনপদ হইতে কোন একজনের উপর এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা ইহল না? অপর আয়াতে আছে ঃ

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِىْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرْجَاتٍ-

ইহারা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে (স্বীয় মতানুযায়ী) বন্টন করিতে চাহিতেছে? পার্থিব জীবনে তো তাহাদের জীবিকা আমিই বন্টন করিয়া রাখিয়াছি। অথচ (সেই বন্টনের ব্যাপারে) আমি তাহাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া রাখিয়াছি।

যখন তাহারা মূর্খতা ও স্বল্পবুদ্ধিমত্তার কারণে তাহাদের মধ্য হইতে একজনের উপর কুরআন অবতীর্ণ করাকে অসম্ভব বলিয়া মন্তব্য করিতে লাগিল, তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ

بَلْ لَمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ অর্থাৎ যেহেতু তাহাদের এই উক্তির সময় পর্যন্ত শাস্তির স্বাদ ভোগ করে নাই, এই জন্যই অনুরূপ বক্তব্য রাখিতেছে। তাহাদের এই বক্তব্য ও মিথ্যা প্রতিপাদন করার ফল অচিরেই জানিতে পারিবে; যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের অগ্নির দিকে নির্দয়ভাবে লইয়া যাওয়া হইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন যে বিষয়ে ইচ্ছা করেন, তখনই উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। যাহাকে ইচ্ছা দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা সম্মান প্রদান ও যাহাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন। সৎপথ প্রদর্শন ও পথভ্রস্ট করা, যাহার অন্তরে ইচ্ছা রূহ সঞ্চালন করা তাঁহারই ক্ষমতাধীন। তিনি যাহার অন্তরে কুফরীর মোহর অংকন করিয়াছেন, তাহাকে হেদায়েত করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তাহার কাজে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি কাহারও নাই। নবী-রাসূল হওয়ার জন্য কে যোগ্য, কে অযোগ্য, এই ব্যাপার নিয়া কাফেরগণের অনধিকার চর্চার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালক; যাহার কোন কর্মে কাহারও কোন হস্তক্ষেপ চলেনা, যিনি যাহাকে যাহা ইচ্ছা দান করেন,তাহার রহমতের (দয়ার) ভাণ্ডার কি তাহাদের নিকট রহিয়াছে? উক্ত আয়াতটি নিম্নবর্তী আয়াতসমূহের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ–

اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لاَّيُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤاٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ـ فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِه وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّعَنْهُ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ـ

তবে কি তাহাদের নিকট রাজত্বের কিছু অংশ রহিয়াছে? এইরূপ হইলে তো তাহারা লোকদিগকে সামান্য বস্তুও দিত না। নাকি তাহারা অন্য লোকদের (যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছে ঐ সমস্ত বস্তুর দরুন, যাহা আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমিতো (ইতিপূর্বে) ইবরাহীমের বংশধরকে কিতাব ও জ্ঞান দান করিয়াছি, আর আমি ইহাদিগকে সুবিশাল রাজ্যও প্রদান করিয়াছি। অনন্তর তাহাদের কেহ কেহ তো উহার প্রতি ঈমান আনিল, আর কেহ কেহ এমনও ছিল যে, উহা হইতে বিমুখ রহিল এবং দোযখের জলন্ত অগ্নি (-র শাস্তি তাহাদের জন্য) যথেষ্ট।

অপর আয়াতে আছে ঃ

قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّىْ اِذًا لاَّمَسْكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا ـ

আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অধিকারী হইতে, তবে তোমরা খরচের ভয়ে অবশ্যই হাত গুটাইয়া রাখিতে। বস্তুত: মানুষ হইতেছে বড়ই সংকীর্ণমনা।

মানুষের মধ্য হইতে রাসূল প্রেরণকে যখন তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল, তখনই উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। যেমন সালেহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপরে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিত ঃ

ءَاُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ۔

আমাদের মধ্য হইতেই কি একজনের প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হইল? বরং সে দুর্দান্ত মিথ্যাবাদী। (আল্লাহ্ বলিতেছেন) অতি নিকটবর্তী আগামী দিনগুলিতেই তাহারা জানিতে পারিবে, কে দুর্দান্ত, মিথ্যাবাদী।

اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَابِ۔ অর্থাৎ যদি আকাশ পৃথিবী ও উহাদের মধ্যবর্তী সবকিছুর সার্বভৌম ক্ষমতা তাহাদের হস্তে হইয়া থাকে, তবে যেন তাহারা সিঁড়ি লাগাইয়া আকাশে উঠিয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদাহ (র) প্রমুখ فَلْيَرْتَقُوْا فِى الْاَسْبَاب এর অর্থ বলেন, আকাশের পথসমূহ। যাহ্হাক (র) বলেন, ইহার অর্থ তাহারা যেন সপ্তম আকাশে আরোহণ করে।

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ অর্থাৎ এই সকল মিথ্যা প্রতিপাদনকারী লোকজন, যাহারা দাম্ভিকতা ও শত্রুতায় লিপ্ত, তাহারা অতি সত্বর পরাজিত হইবে এবং তাহাদের পূর্ববর্তী মিথ্যা প্রতিপাদনকারীগণের মতই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। যেমন কুরআনের অন্যত্র আছে ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ۔

তাহারা বলিতেছে যে, আমরা সকলেই সাহায্যপ্রাপ্ত হইব। অচিরেই দলটি পরাজিত হইবে এবং পিছনের দিকে পলায়ন করিবে। বদরের দিন উহা বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

কুরআনে আছে ঃ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ

বরং কিয়ামত তাহাদের জন্য প্রতিশ্রুত রহিয়াছে, আর কিয়ামত বড় কঠোর ও তিক্তকর।

(١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝

(١٣) وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الْاَحْزَابُ ۝

(١٤) اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

(١٥) وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَاۤءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ○

(١٦) وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ○

(١٧) اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

১২. ইহাদিগের পূর্বেও রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল; নূহের সম্প্রদায়, আ'দ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআওন;

১৩. ছামূদ, লূত সম্প্রদায় ও আইকার অধিবাসী; উহারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী।

১৪. উহাদিগের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে। ফলে উহাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হইয়াছে বাস্তব।

১৫. ইহারা তো অপেক্ষা করিতেছে একটিমাত্র প্রচন্ড নিনাদের, যাহাতে কোন বিরাম থাকিবে না।

১৬. ইহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! বিচার দিবসের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদিগকে শীঘ্রই দিয়া দাওনা।

১৭. ইহারা যাহা বলে তাহাতে আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং স্মরণ করুন,আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা, সে ছিলো অতিশয় আল্লাহ্ অভিমুখী।

তাফসীর ঃ নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন ও তাঁহাদের বিরোধিতার প্রতিফল স্বরূপ পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে শাস্তিদান সম্বলিত সংবাদ ইতিপূর্বে বিভিন্নস্থানে অতিবাহিত হইয়াছে। এখানে তাহাদের নাম উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ অর্থাৎ তাহারা তোমাদের চেয়ে সংখ্যায়, শক্তিতে ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক ছিল। এতদসত্ত্বেও যখন আল্লাহ্র শাস্তি নামিয়া আসিল, তখন কোন কিছুই তাহাদিগকে উহা হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ নবী-রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপাদন করাকেই তাহাদিগকে ধ্বংসের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছ, তাহারা যেন যথাযথভাবেই অনুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকে।

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاءِ الَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ইমাম মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ একটিবার মাত্র ধ্বনি হইবে; দ্বিতীয় ধ্বনি-প্রতিধ্বনিও হইবে না। অল্প সময়ের মধ্যেই আচম্বিতে উহা (কিয়ামত) আসিয়া উপস্থিত হইবে। উহার পূর্ব লক্ষণসমূহ ইতিমধ্যেই আগমন করিয়াছে। আর এই ধ্বনিটি

আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইসরাফীল (আ) কর্তৃক লাগাতার দীর্ঘ সময় ব্যাপী ভয়ানক শব্দ। ইহাতে আকাশ পৃথিবীর সকলই ভীত-সন্ত্রস্ত্র হইয়া পড়িবে। তবে আল্লাহ যাহাকে ভীতি মুক্ত রাখিবেন তাহারা উহা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।

قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَاقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ মুশ্‌রিকগণ বলিত, হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তবে আমাদের উপর তোমার কথিত শাস্তি বিচার দিবসের পূর্বে অতিশীঘ্রই নাযিল করনা কেন? قِطٌّ অর্থ কিতাব, আবার কাহারও মতে অংশ, হিস্‌সা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহহাক, হাসান (র) প্রমুখ বলিয়াছেন, তাহারা শাস্তির তড়িৎ আগমন কামনা করিত। কাতাদাহ (র) উহার মর্ম বর্ণনায় নিম্নবর্তী আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

হে আল্লাহ্! যদি তোমার পক্ষ হইতে ইহাই সত্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ হইতে শিলা বর্ষণ কর অথবা কঠোর শাস্তি অবতীর্ণ কর।

কেহ বলিয়াছেন ঃ তাহারা বলিত, যদি জান্নাতের অস্তিত্ব থাকিয়া থাকে, তবে যেন জান্নাত হইতে তাহাদের প্রাপ্য অংশটুকু শীঘ্রই দিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে তাহারা পৃথিবীতে উহা ভোগ করিতে পারে।

উহা তাহাদের নিকট অসম্ভব ও অসম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বদ্ধমুল ধারণা ছিল। সেই জন্য তাহারা এই কথা বলিয়াছে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, তাহারা ভাল-মন্দ যাহা পাওয়ার উপযুক্ত, উহা যেন পৃথিবীতেই শীঘ্র প্রদান করা হয়, তাহা কামনা করিত। এই ব্যাখ্যাটি উত্তম। যাহহাক এবং ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ খালিদের বক্তব্যও অনুরূপ।

যেহেতু তাহারা উহা উপহাস ও অসম্ভব মনে করিয়া বলিত, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সা)-কে তাহাদের প্রদত্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন এবং উহার বিনিময়ে সাহায্য, সফলতা ও পরকালের পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়াছেন।

(١٨) اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ ۙ○

(١٩) وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً ؕ كُلٌّ لَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

(٢٠) وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

১৮. আমি নিয়োজিত করিয়াছিলাম পর্বতমালাকে, ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত,

১৯. এবং সমবেত বিহঙ্গ কুলকেও; সকলেই ছিল তাহার অভিমুখী।

২০. আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও ফায়সালাকারী বাগ্মিতা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল দাউদ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন الْاَيْدِ (আল আইদ) সম্পন্ন। আইদ অর্থ জ্ঞান ও কর্মে শক্তি রাখা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সুদ্দি ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ শক্তি। ইব্‌ন যায়দ ইহার প্রসঙ্গে নিম্নবর্তী আয়াত পাঠ করিয়াছেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ-

আমি আকাশকে (নিজ) কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছি। আর আমি বিশাল ক্ষমতাশালী।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল-আইদ অর্থ আনুগত্যে (এবাদতে) শক্তি। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, দাউদ (আ)-কে এবাদত কর্মে শক্তিমান ও ইসলামের ব্যাপারে বুদ্ধিমান করা হইয়াছিল।

আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলে করীম (সা) রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সালাতে কাটাইতেন এবং বছরের অর্ধেক সময় সাওম পালন করিতেন। ইহা সাহীহাইনে বর্ণিত আছে। যেমন– রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "আল্লাহর নিকট প্রিয়তম দাউদ (আ)-এর সালাত এবং অধিকতর পসন্দনীয় সাওম হইল দাউদ (আ) এর মত সাওম পালন করা। তিনি (এইভাবে রাত্রি যাপন করিতেন যে) রাত্রের অর্ধেকাংশ ঘুমাইতেন, এক তৃতীয়াংশ সালাত আদায় করিতেন, আবার এক ষষ্ঠমাংশ ঘুমাইতেন। একদিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন সাওম পালন করিতেন না। তিনি শত্রুর সহিত মুখামুখী হইলে পলায়ন করিতেন না, আর তিনি ছিলেন তাঁহার প্রভু-অভিমুখী। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকল কাজে আল্লাহর আদেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে ও শেষ বেলা আল্লাহর তাস্‌বীহ (পবিত্রতা ও মহিমা) পাঠ করার জন্য। যেমন অন্যত্র আছে ঃ يَاجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ হে পর্বতমালা! তাহার (দাউদের) সহিত পুনঃ পুনঃ তাস্‌বীহ্ পাঠ কর এবং পক্ষীকুলকেও আমি নির্দেশ দিলাম।

তেমনিভাবে পক্ষীকুলও তাঁহার সহিত তাস্‌বীহ পাঠ করিত এবং তিনি পুনর্বার পাঠ করিলে তাহারাও তাঁহার অনুকরণ করিত। একদা পাখী তাঁহার সহিত চলিতেছিল, তিনি শূন্য আকাশে বায়ুর মধ্যে পক্ষীকে তাস্‌বীহ পাঠ করিতে শুনিলেন। তখন 'যাবুর' আবৃত্তি করিতেছিলেন। পাখীগুলো তিলাওয়াতের কারণে সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে

পারিতেছিল না এবং থামিয়া যাইতেছিল। সুউচ্চ পর্বত-মালাও তাঁহার অনুসরণে তাস্বীহ্ পাঠ করিতেছিল।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, আবূ কুরাইব (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলে করীম (সা) মক্কা বিজয়ের দিবসে আট রাকাত চাশতের (দ্বি-প্রহরের পূর্বে) সালাত আদায় করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এই সময়ে একটি সালাত আছে, যাহার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ সকাল-সন্ধা তাসবীহ পাঠ করে।

অত:পর ইব্ন জারীর (র) বলেন, যাইদ ইবন আবূ আরুবা ইবন মুতাওক্কিল (র).....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন হারিস নাওফেল্ হইতে যথাক্রমে আইয়ুব ইব্ন সাফ্ওয়ান; আবূ আব্দুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নাওফল (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) (প্রথম দিকে) চাশতের সালাত আদায় করিতেন না। তিনি (আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিস) বলেন, সুতরাং আমি তাঁহাকে উম্মে হানী (রা)-এর নিকট লইয়া গেলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাকে যে সংবাদটি দিয়াছেন, উহা তাঁহার নিকটও বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি (উম্মে হানি) বলিলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে রাসূলে করীম (সা) আমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পেয়ালার ঢালা পানি তলব করিলেন এবং একটি কাপড় চাহিয়া নিয়া আমার এবং তাঁহার মধ্যে পর্দা করিয়া লইলেন ও সেখানে গোসল করিলেন। অতঃপর গৃহের এক কোণায় যাইয়া আট রাকাত চাশতের সালাত আদায় করিলেন। উহার কিয়াম (দাঁড়ানো) রুকু, সিজ্দাহ ও বৈঠক সমূহ প্রায় সমান সমান সময় ব্যাপী ছিল। (উহা শ্রবণ করতঃ) ইব্ন আব্বাস (রা) এই বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন যে, দুই মলাটের মধ্যবর্তী সবকিছু (পূর্ণ কুরআন মজিদ) পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সালাতুজ্জোহার (চাশতের সালাত) সন্ধান পাই নাই। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম যে, يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ (এই আয়াতে আছে)। আমি ইতিপূর্বে বলিতাম, সালাতুল ইশ্রাকের উল্লেখ কোথায়? ইহার পর হইতে তিনি বলিতেন, সালাতুল ইশ্রাক আছে। (এখানে সালাতুল ইশ্রাক অর্থ চাশতের সালাত ধরা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে চাশ্ত ও ইশ্রাক যদিও আলাদা দুইটি সালাত, কিন্তু উভয়কে ইশরাক বলা যায়)।

وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً অর্থাৎ যে সকল পক্ষী বায়ুতে আবদ্ধ।

كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ অর্থাৎ সবকিছুই অনুগত, তাঁহার সহিত তাস্বীহ্ পাঠ করে। সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ ও মালিক সকলেই যায়দ ইব্ন আস্লাম ও ইব্ন যায়দ (রা) বর্ণনা করেন كُلٌّ لَّهُ اَوَّابٌ অর্থ অনুগত।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ অর্থাৎ রাজ্যসমূহ যে সকল বিষয়ের মুখাপেক্ষী থাকে, উহার সবকিছু দ্বারা আমি তাঁহার রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম। ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র)

মুজাহিদ (রা) হইতে বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য শাসকের তুলনায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিকতর শক্তি সম্পন্ন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ প্রতিদিন চার সহস্র রক্ষী তাঁহার হেফাজতে নিয়োজিত থাকিত। কোন পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার কাছে বর্ণনা পৌছিয়াছে যে, তাঁহাকে [(দাঊদকে (আ)] প্রতি রাত্রে তেত্রিশ হাজার রক্ষী রক্ষণাবেক্ষণ করিত। আগামী বছর তাহাদের পালা পুনরায় ফিরিয়া আসিত না। অন্যরা বলিয়াছেন ঃ চল্লিশ হাজার সশস্ত্র বাহিনী তাঁহার রক্ষী ছিল।

ইব্‌ন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) উলবা ইবন আহমর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাউদ (আ)-এর দরবারে অভিযোগ উত্থাপন করিল যে, সে আমার একটি গরু জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি উহা প্রত্যাখান করিল, অথচ বাদীর নিকট কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি তাহাদের বিষয়টি পিছাইয়া দিলেন। বাদীকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহাকে রাত্রে স্বপ্নে আদেশ করা হইল। যখন দিবা হইল তখন উভয়কে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বাদীকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমাকে কোন্ অপরাধে আপনি হত্যার নির্দেশ দিলেন? অথচ সে আমার গরু ছিন্‌তাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে কতল করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কাজেই আমি অবশ্যই তোমাকে কতল করিব। সে বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমি আপনার নিকট যে দাবী লইয়া আসিয়াছি, উহাতে আমি সম্পূর্ণ সত্য। এই বিষয়ের জন্য আল্লাহ আমাকে হত্যার আদেশ দেন নাই। তবে এই লোকটির পিতার সহিত আমার শত্রুতা ছিল। এই জন্য আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলাম। এই ঘটনাটি কেহ জানিত না। অতঃপর দাঈদ (আ)-এর নির্দেশে ঐ লোকটিকে হত্যা করা ইহল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে বনী ইসরাঈলের অন্তরে তাঁহার প্রভাব ও ভীতি বাড়িয়া গেল। ইহারাই মর্ম হইল ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ (আমি তাঁহার রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া দিলাম।)

وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ মুজাহিদ (র) বলেন, হেকমাত অর্থ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা।

একদা বলিয়াছেন, ইহার অর্থ ন্যায় বিচার। কখনও বলিয়াছেন, ইহার অর্থ সিদ্ধান্তে সঠিকতা। কাতাদাহ (র) ইহার অর্থ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কিতাব এবং ইহাতে যাহা কিছু আছে উহার অনুসরণ করা। সুদ্দি (র) বলেন, হেকমাত অর্থ নবুওয়াত (নবী হওয়া)।

وَفَصْلَ الْخِطَابِ কাজী শুরাইহ্ ও শা'বী (র) বলেন, ইহার অর্থ সাক্ষী ও কসম। কাতাদাহ (র) বলেন, বাদীর পক্ষে দুই সাক্ষী পেশ অথবা বিবাদীর উপর কসম প্রদান করা; উহাই فَصْلَ الْخِطَابِ অনুরূপ পদ্ধতিইতেই নবী-রাসূলগণ বিচার মীমাংসা করিয়াছেন। অথবা তিনি বলিয়াছেন, মু'মিন ও সৎলোকগণ মীমাংসা করিয়াছেন।

কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের ফয়সালার পদ্ধতি ইহাই। আবূ আবদুর রহমান সুলমী (র) ও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ ও সুদ্দি (র) বলিয়াছেন, বিচারে বুদ্ধিমত্তা ও সঠিকতায় পৌঁছার ব্যবস্থা ইহাই। মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে, কথা এবং আদেশ দানে উহাই চূড়ান্ত ব্যবস্থা এবং ইহার অধীনে সবকিছুর সমাধান সম্ভব। ইব্‌ন জারীর (র) ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, উমর ইব্‌ন শায়ব নুসাইরী (র) ..... আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম দাঊদ (আ)ই أَمَّا بَعْدُ (অতঃপর, সবকিছুর পর) ব্যবহার করিয়াছেন। আর উহাই فَصْلَ الْخِطَابِ তেমনিভাবে শা'বীও বলিয়াছেন فَصْلَ الْخِطَابِ হইল أَمَّا بَعْدُ

(٢١) وَهَلْ أَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝

(٢٢) إِذْ دَخَلُوا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۚ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا
عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

(٢٣) إِنَّ هٰذَا أَخِي ۗ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۚ
فَقَالَ أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

(٢٤) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلٰى نِعَاجِهٖ ۖ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَظَنَّ دَاوٗدُ أَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ ۩ ۝

(٢٥) فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۝

২১. তোমার নিকট বিবদমান লোকদিগের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন উহারা প্রাচীর ডিঙাইয়া আসিল ইবাদত খানায়;

২২. এবং দাঊদের নিকট পৌঁছিল, তখন তাহাদিগের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল। উহারা বলিল, ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ– আমাদিগের

একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে, অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন; অবিচার করিবেন না এবং আমাদিগকে সঠিক পথ নির্দেশ করুন।

২৩. এ আমার ভাই, ইহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। তবুও সে বলে, আমর জিম্মায় এটি দিয়া দাও; এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে।

২৪. দাউদ (আ) বলিল, তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বার সহিত যুক্ত করিবার দাবী করিয়া সে তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। শরীক দিগের অনেকে একে অন্যের উপর অবিচার করিয়া থাকে, করে না কেবল মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ (আ) বুঝিতে পারিল, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম। অত:পর সে তাঁহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নত হইয়া লুটাইয়া পড়িল ও তাঁহার অভিমুখী হইল।

২৫. অত:পর আমি তাঁহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

তাফসীর ঃ এই আয়াতগুলি প্রসঙ্গে মুফাস্সিরগণ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার অধিকাংশ ইস্রাঈলী সূত্র হইতে প্রাপ্ত। অনুসরণযোগ্য একটি হাদীসও নিষ্কলুষ প্রমাণিত নাই। ইব্ন আবূ হাতিম এখানে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সূত্রটিও বিশুদ্ধ নয়। কেননা, ঐ হাদীসটি ইয়াযীদ রুক্কাশী (র) আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইয়াযীদ যদিও একজন নেকলোক, কিন্তু হাদীসের ইমামগণের নিকট তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। কাজেই এই ঘটনাটি কেবল উল্লেখ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং ইহার সত্য -মিথ্যার জ্ঞান আল্লাহর উপর ন্যাস্ত করাই উত্তম। কুরআন মজীদ এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সবকিছুই সত্য ও সঠিক।

فَفَزِعَ مِنْهُمْ তিনি এই জন্যই ভীত হইয়া গেলেন যে, তিনি যখন মেহরাবে (এবাদত খানায়) ছিলেন যাহা তাঁহার বাড়ীর সর্বোচ্চ ঘর ছিল। এবং ঐদিন কেহই যেন তাঁহার কাছে না যায়, সেই নির্দেশ জারী করিয়াছিলেন। সেখানে কাহারও প্রবেশ লক্ষণ বুঝিতে পারেন নাই, কেবল দুইজন লোক ব্যতীত। তাহারা দেওয়াল টপকাইয়া তাঁহার নিকট পৌছিল। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের বিবাদটি মীমাংষার জন্য তাঁহার দরবারে মেহ্রাবেই উপস্থিত হইল।

وَعَزَّنِىْ فِىْ الْخِطَابِ অর্থাৎ কথা-বার্তায় সে আমার উপর বল প্রয়োগ করিয়াছে। যখন কেহ কথার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন ও প্রভাব বিস্তার করে, তখন আরবীতে عَزَّيَعِزُّ এইরূপ শব্দ বলা হয়। وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্ন আবূ তাল্হা বর্ণনা করিয়াছেন فَتَنَّاهُ অর্থ আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম।

وَخَرَّ رَاكِعًا অর্থ। سَاجِدًا সিজদারত, অবনত মস্তকে।

وَاَنَابَ আল্লাহ্ অভিমুখী হইলেন। ইহার মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে রুকু করেন এবং পরে সিজদায় চলিয়া যান। ইহাও বর্ণিত আছে যে, তিনি চল্লিশ প্রভাত একাধারে সিজ্দায় ছিলেন।

فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ অর্থাৎ, حَسَنَاتُ الاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ সাধারণত: নেক লোকদের যে সব কাজ ভাল বলিয়া বিবেচনা করা হয় সেগুলিই নৈকট্য লাভকারীদের জন্য মন্দ বলিয়া গণ্য হয়। এই জাতীয় যাহা কিছু তাঁহার পক্ষ হইতে সংঘটিত হইয়াছিল আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম।

সূরা ص (সাদ) এ উল্লেখিত সিজ্দার আয়াতে সিজ্দা করা ওয়াজিব (আবশ্যিক) কি, না ইহা লইয়া ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। শাফিঈ মাযহাবের দুই মতের মধ্যে নূতন মতানুযায়ী উহা আবশ্যিক সিজ্দার অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং ইহা কৃতজ্ঞতার সিজদাহ। (سَجْدَةُ الشُّكْرِ) এবং উহার পক্ষে দলীল হইল নিম্নবর্তী হাদীস।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়্যা (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা ص এর সিজ্দা আবশ্যিক নয়, তবে আমি রাসূলে করীম (সা)-কে এই আয়াত তিলাওয়াত করার পর সিজদা করিতে দেখিয়াছি। বুখারী,আবূদাউদ, তিরমিযী (র) ইমাম নাসাঈ তাঁহার কিতাবের তাফ্সীর অধ্যায়ে আইয়ূব (র) হইতে উক্ত সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী উহাকে হাসান ও সহীহ বলিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইবরাহীম ইবন হাসান মিকসামী (র) ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করমী (সা) সূরা ص এ সিজ্দাহ্ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "দাউদ (আ) এখানে সিজ্দাহ্ করিয়াছিলেন তওবা স্বরূপ; আর আমরা এই আয়াতে সিজ্দাহ্ করি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।" ইহা কেবলমাত্র ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই বিশ্বস্ত। হাফিজ আবূল হাজ্জাজ মিয্যী (র) বলেন, আবূ ইসহাক মাদারিজী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম (সা)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, "আমি যেন একটি বৃক্ষের পিছনে সালাত আদায় করিতেছি। আমি সিজ্দার আয়াত পড়িলাম এবং সিজ্দাহ্ করিলাম। বৃক্ষটিও আমার সহিত সিজ্দাহ্ করিল। আর তাহাকে সিজ্দাহ্রত অবস্থায় বলিতে শুনিলাম, হে আল্লাহ্! ইহার বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুরস্কার লিখিয়া দাও, ইহাকে তোমার দরবারে আমার জন্য ভাণ্ডার বানাইয়া লও, ইহার বিনিময়ে আমার পাপের বোঝা সরাইয়া দাও এবং তোমার বান্দা দাউদ (আ) হইতে যেভাবে কবুল করিয়াছিলে, আমার পক্ষ হইতেও তেমনিভাবে উহা কবুল কর"।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অত:পর দেখিলাম, “রাসূল করীম (সা) দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সিজ্‌দাহ্‌রত আয়াত পাঠ করিলেন ও সিজ্‌দাহ করিলেন।” আমি রাসূলে করীম (সা)-কে সিজ্‌দাহর অবস্থায় উহাই বলিতে শুনিয়াছি, যাহা ঐ বৃক্ষ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) কুতাইবা (র) হইতে ও ইব্‌ন মাজা (র) আবূ বকর ইব্‌ন খাল্লাদ (র) হইতে এবং তাঁহারা উভয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন খুনাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে গরীব (অপ্রসিদ্ধ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীস পাই নাই। ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেন, মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ (র) ..... আওয়াস (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা ص এর সিজ্‌দাহ্‌ সম্পর্কে মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের ভিত্তিতে আপনি সিজদা করেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি পড় নাই وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ এবং أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ যে সকল নবীর অনুসরণ করার জন্য তোমাদের নবীকে নিদেশ প্রদান করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে দাউদ (আ) একজন। এখানে তাঁহার সিজ্‌দাহ করার কথা উল্লেখ আছে, তাই রাসূলে করীম (সা) এখানে সিজ্‌দা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আফফান (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি একদা স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি সূরা ص লিখিতেছেন। যখন তিনি সিজ্‌দা আয়াতে পৌঁছিলেন তখন দেখিলেন দোয়াত কলম ও তাঁহার সম্মুখবর্তী সবকিছু সিজ্‌দার চলিয়া গেল। তিনি এই ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) এর নিকট বর্ণনা করিলেন। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (সা) এই আয়াতে সিজ্‌দা করিতেন। এই হাদীস কেবল ইমাম আহমদ (র) ই বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন, আহমদ ইবন সালিহ (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে থাকিয়া সূরা ص পাঠ করিলেন। সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছিলে মিম্বর হইতে নামিয়া সিজ্‌দাহ্‌ করিলেন এবং (উপস্থিত) লোকজনও তাঁহার সহিত সিজ্‌দাহ করিলেন। অপর একদিন এইভাবে পাঠ করিতেছিলেন, সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছিতেই লোকজন সিজদার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। ইহাতে নবী করীম (সা) বলিলেন, “ইহাতো কেবল এক নবীর তওবা। অথচ আমি দেখিতেছি যে, তোমরা সিজ্‌দার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ।” অত:পর তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া সিজ্‌দাহ্‌ করিলেন। আবূ দাউদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সূত্র বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ের শর্তমুতাবিক রহিয়াছে।

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ অর্থাৎ তাঁহার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নৈকট্য রহিয়াছে। এই সিজ্‌দাহ্‌ ও তওবার বিনিময়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে নৈকট্য

দান করিবেন এবং তাঁহার প্রত্যাবর্তন স্থান উত্তম হইবে। অর্থাৎ তাঁহার তওবা ও স্বীয় রাজ্যে পরিপূর্ণ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার ফলে পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে জান্নাতে উচ্চ মর্যদা প্রদান করা হইবে। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, “স্বীয় পরিবার-পরিজন ও অধীনস্থ সকলের প্রতি যাঁহারা ন্যায় বিচার করিবেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র ডান পার্শ্বস্থ জ্যোতির্ময় মিম্বরে অবস্থান করিবেন। আর আল্লাহ্‌র উভয় হাতই বরকতময় :” ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন আদম (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন., “কিয়ামত দিবসে আল্লাহর প্রিয়তম লোক ও নিকটতম আসন গ্রহণকারী ব্যক্তি হইবে ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে তিরস্কৃত ও কঠোরতম শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হইবে অত্যাচারী শাসক”। ইমাম তিরমিযী ও ফুযাইল ইব্‌ন মারযূক আগার এর সূত্রে আতিয়্যা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই সূত্র ব্যতীত এই হাদসীট মারফূ হিসাবে অন্য কোথাও পাই নাই। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুর'আ (র) জা'ফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ এই আয়াত সম্পর্কে আমি মালিক ইব্‌ন দিনার (রা) কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন দাউদ (আ)-কে আরশের স্তম্ভের পাশে দাঁড় করানো হইবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, হে দাউদ! তুমি পৃথিবীতে যে মনোমুগ্ধকর কোমল সূরে আমার মর্যাদার বর্ণনা করিতে, অদ্যকার দিবসে অনুরূপভাবে আমার মর্যাদা ও গুণগান বর্ণনা কর। তিনি বলিবেন, কি করিয়া পারিব? উহাতো আমা হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্ বলিবেন, আমি আজ পুনর্বার উহা ফিরাইয়া দিব। অত:পর দাউদ (আ) উচ্চ স্বরে এমন সুরে বলিতে শুরু করিবেন যে, জান্নাতবাসীগণ মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যাইবেন।

(২٦) يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۚ

২৬. হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি, অতএব তুমি লোকদিগের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। কেননা; ইহা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। যাহারা আল্লাহ্‌র পথ পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। কারণ তাহারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হইয়া আছে।

তাফসীর ঃ ইহা দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকগণের প্রতি আল্লাহর উপদেশ, তাহারা যেন আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ পদ্ধতিতে সত্য ও ন্যায় বিচার করে এবং কখনও উহা হইতে বিচ্যুত না হয়। ইহাতে তাহারা আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যাইবে এবং বিচার দিবসকে ভুলিয়া যাইবে তাহাদের জন্য তিনি কঠোর ভর্ৎসনা ও কঠিন শাস্তির প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, হিশাম ইবন খালিদ (র) পূর্ববর্তী আস্‌মানী কিতাব পাঠকারী ইব্রাহীম আবূ যুর'আ হইতে বর্ণিত যে, ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিক তাঁহাকে (ইবরাহীমকে) বলিলেন, "তুমি তো পূর্ববর্তী কিতাব ও কুরআন মজিদ পড়িয়াছ এবং বুঝিয়াছ, বলতো, খলীফার বিচার হইবে কি?" আমি বলিলাম, "হে আমিরুল মু'মেনীন! বলিব কি?" খলীফা বলিলেন, "বল فِىْ اَمَانِ اللّٰهِ (আল্লাহর নিরাপত্তায়)" আমি বলিলাম, হে আমিরুল মুমেনীন। আল্লাহর নিকট আপনি অধিক মর্যাদাশীল, না দাউদ (আ)? আল্লাহ তো তাঁহার মধ্যে নবুওয়াত ও খেলাফত উভয় একত্রিত করিয়াছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাকে সতর্ক করিয়াছেন বলিয়াছেন ঃ

يٰدَاوُدَ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِىْ الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ۔

ইকরিমা (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাই বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, তাহারা বিচার দিবসকে ভুলিয়া যাওয়ার কারণেই কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে। প্রকৃত পক্ষে يَوْمِ الْحِسَابِ কে بِمَا نَسُوْا এর পূর্বে ধরিয়া অর্থ উঠাইতে হইবে। তখন ইহার অর্থ হইবে, তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার প্রদর্শিত পথ পরিহার করার কারণেই বিচার দিবসে তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, "বিচার দিবসের মুক্তির জন্য সৎকর্ম পরিত্যাগ করার কারণে তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে"। উল্লেখিত আয়াতের বাহ্যিক ভাব-ভংগির সহিত এই অর্থটি অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। (আল্লাহ্ই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সামর্থ্য দানকারী)।

(٢٧) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ۝

(٢٨) اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ۝

(٢٩) كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

২৭. আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই; যদিও কাফিরদিগের ধারণা তাহাই। সুতরাং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

২৮. যাঁহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদিগকে সমগণ্য করিব? আমি মুত্তাকীদিগকে অপরাধীদিগের সমান গণ্য করিব?

২৯. এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।

তাফসীর ঃ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ط ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا - এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত করিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টিকে অযথা সৃজন করেন নাই। বরং তাহাদিগকে ইবাদত-বন্দেগী ও তাঁহাকে এক বলিয়া মান্য করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর একত্রিত করণের দিনে সকলকেই একত্রিত করিবেন। অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করিবেন এবং কাফির (অবাধ্য)-কে শাস্তি প্রদান করিবেন। কেননা; কাফিরগণ পুনরুত্থান ও শেষ বিচারে বিশ্বাস রাখেনা এবং এই জগতকেই সব কিছু মনে করে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ আর্থাৎ পুরুজ্জীবন ও পুনরুত্থান দিবসে তাহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত দোযখের শাস্তি রহিয়াছে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করিতেছেন যে, তাঁহার সুবিচার ও প্রজ্ঞা দ্বারা মু'মিন ও কাফিরগণকে সমান গণ্য করিতে পারে না। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ-

অর্থাৎ আমি এইরূপ করিতে পারি না। তাহারা আল্লার নিকট সমান হইতে পারে না। আর উভয় যখন সমান নয়, তাই এমন একটি জগতের প্রয়োজন, যেখানে

অনুগতদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে এবং অবাধ্যদিগকে সাজা প্রদান করা হইবে। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে একটি সুষ্ঠু বুদ্ধি ও স্বচ্ছ অন্তর ইহাই বলিবে যে, একটি প্রত্যাবর্তনস্থল ও বিনিময় প্রদানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা; আমরা সাধারণত: দেখি, একজন বিদ্রোহী অনাচারীর ধন-সম্পদ,সন্তান-সন্ততি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াই চলে এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে; অপরদিকে একজন অনুগত মাযলুম লোক দুঃখ-ক্লেশের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতি জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ন্যায় পরায়ণ আল্লাহ্, যিনি সামান্যতম অবিচারও করেন না; বরং পরিপূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করেন, তাঁহার উচিত প্রত্যেককে উপযুক্ত বিনিময় প্রদান করা। আর যেহেতু এই জগতে উহা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে না, কাজেই ইহা স্থিরকৃত হইল যে, এই বিনিময়ের জন্য আরেকটি জগত রহিয়াছে। পবিত্র কুরআনে যেহেতু সঠিক লক্ষ্য ও স্বচ্ছ যুক্তির উৎসের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এই জন্য আল্লাহ তা'আলা নিম্নবর্তী আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

এখানে اَلْبَابٌ শব্দটি لُبٌّ এর বহুবচন। উহার অর্থ বুদ্ধি বা যুক্তি।

اُوْلُوْا الْاَلْبَابِ অর্থ বুদ্ধিমান বা যুক্তি সম্পন্নলোক।

হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! কুরআনের আক্ষরিক সংরক্ষণ ও অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনে কেহই সূক্ষ্ম চিন্তা করে না। এমন লোকও আছে, যে বলে আমি সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করিয়াছি। অথচ তাহার কর্মে ও চরিত্রে কুরআনের কোন প্রভাব দেখা যায় না। ইব্‌ন আবূ হাতিম উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٠) وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ؕ

(٣١) اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۙ

(٣٢) فَقَالَ اِنِّيْۤ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ٭

(٣٣) رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ

৩০. আমি দাউদকে দান করিলাম সুলাইমান। সে উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী।

৩১. যখন অপরাহ্নে তাঁহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল,

৩২. তখন সে বলিল, আমিতো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে;

৩৩. এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অত:পর সে উহাদিগের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি দাউদ (আ) এর জন্য সুলাইমান (আ)-কে নবী হিসাবে দান করিবেন। যেমন অন্যত্র আছে وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ সুলাইমান (আ) দাউদ (আ)-এর নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী হইলেন। নতুবা তিনি ব্যতীত তাঁহার আরও ছেলে সন্তান ছিলেন, দাঊদ (আ)-এর একশত আযাদ স্ত্রী ছিলেন।

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ এখানে সুলাইমান (আ)-এর প্রশংসা করা হইয়াছে যে, তিনি অধিকতর অনুগত, এবাদতকারী ও আল্লাহ্ অভিমুখী ছিলেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার পিতা মাকহুল হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ (আ)-কে সুলাইমান নবী (আ) দান করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে বৎস! কোন্ কাজটি উত্তম? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে শান্তি লাভ ও ঈমান আনয়ন করা। জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকৃষ্ট কি? বলিলেন, ঈমান আনয়নের পর পুনরায় কুফরী করা। অত:পর জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কি? তিনি উত্তর করিলেন, বান্দার মধ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রাণ দান করা। প্রশ্ন করিলেন, সবচেয়ে ঠাণ্ডা কোন কাজ? বলিলেল, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানুষের পাপ মার্জনা করা ও মানুষ কর্তৃক পরস্পরের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করা। ইহাতে দাঊদ (আ) বলিলেন, তুমি একজন নবী।

اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ অর্থাৎ সুলাইমান (আ) এর রাজত্বকালে যখন তাঁহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন الصّٰفِنٰتُ বলিতে ঐ সকল অশ্বকে বুঝায়, যাহারা দৌড়ের জন্য প্রস্তুতিকল্পে তিন পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়ায় এবং চতুর্থ পায়ের কেবল খুরের উপর ভর থাকে। الجياد অর্থ দ্রুতগতি সম্পন্ন। পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইবন জারীর (র) ইব্রাহীম তাইমী হইতে বর্ণিত, তিনি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পাখা বিশিষ্ট বিশটি ঘোড়া ছিল। ইহা হইল ইব্ন জারীরের বর্ণনা। আর ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ যুরআ (র) ..... ইবরাহীম তাইমী (র) হইতে বর্ণনা করেন, যে সকল অশ্ব সুলাইমান (আ)-কে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, উহাদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি এইগুলিকে যবাহ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনাটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। আর আল্লাহ্ ভাল জানেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন আওফ ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা) তাবুক অথবা খাইবার অভিযান হইতে যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলানো ছিল। ইতিমধ্যে বাতাস আসিয়া পর্দার কিছু অংশ সরাইয়া ফেলিলে আয়িশা (রা)-এর খেলার কন্যা পুতুলগুলি প্রকাশ হইয়া গেল। নবী করীম (সা) বলিলেন, হে আয়িশা! ইহা কি? তিনি বলিলেন, আমার কন্যাসমূহ। ঐগুলির মধ্যবর্তী স্থানে কাপড়ের দুইটি পাখা বিশিষ্ট ঘোড়া দেখিয়া রাসূলে করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে আমি কি দেখিতেছি? তিনি বলিলেন, ইহা ঘোড়া। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার উপরে কি? তিনি উত্তর করিলেন দুইটি পাখা।' আবার নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি ঘোড়া তার আবার দুইটি পাখা? আয়িশা (রা) বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই যে, সুলাইমান (আ)-এর অনেকগুলি ঘোড়া ছিল, উহাদের পাখাও ছিল? আয়িশা (রা) বলেন, ইহাতে নবী. করীম (সা) হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি আমি তাঁহার গোড়ালির দাঁতসমূহ প্রত্যক্ষ করিলাম।

فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সির ও পূর্ববর্তীগণের একাধিক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলাইমান (আ)-এর সম্মুখে ঘোড়াসমূহ উপস্থিত করা হইলে তিনি ঐ কাজে এমনভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, আছরের সালাত আদায় করা ভুলিয়া গেলেন এবং উহার ওয়াক্ত অতিবাহিত হইয়া গেল। যেমনিভাবে নবী করীম (সা) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন করার কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ায় আছরের সালাত আদায় করিতে ভুলিয়া গেলেন এবং সূর্যাস্তের পর উহা আদায় করিলেন। ইহা জাবির (রা) হইতে সহীহাইনে উল্লেখ আছে। জাবির (রা) বলেন, খন্দক দিবসে সূর্যাস্তের পর উমর (রা) (আমাদের কাছে) আসিলেন ও কুরাইশী কাফেরদিগকে গালমন্দ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আছরের সালাত আদায় করতে পারি নাই, এমনি অবস্থায় সূর্য অস্তমিত হইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহর শপথ! আমিও ঐ সালাত আদায় করি নাই"। জাবির (রা) বলেন, অত:পর আমরা বোত্হান নামক স্থানে গিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলাম। সেখানে নবী করীম (সা) সালাতের জন্য উযু করিলেন। আমরাও উযু করিলাম। অতঃপর সূর্যাস্তের পর আছরের সালাত আদায় করিলেন এবং ইহার পর মাগরিবের সালাত আদায় করিলেন।

ইহাও হইতে পারে যে, সুলাইমান (আ)-এর শরীয়তে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সালাত পিছাইয়া দেওয়া যায়েয ছিল। আর ঘোড়াসমূহ যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই উপস্থিত করা হইয়াছিল।

আলেমগণের একটি দল ইহাও দাবী করিয়াছেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে সালাত যে পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল, 'সালাতুল খাওফ' (ভীতিকালীন সালাত)এর নির্দেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মতে যুদ্ধের মাঠে চরম সংকট কালেও তরবারি আঘাত-প্রতিঘাত চলিতে থাকার প্রাক্কালে সালাতে রুকু সিজ্‌দাহ আদায় করা সম্ভব হয় না। (তাই সালাত পিছাইয়া দেয়া জায়েয আছে)। যেমন সাহাবাগণ (রা) 'তুস্‌তর বিজয়ে করিয়াছিলেন। উহা মাকহুল ও আওযায়ী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। প্রথম মতটিই (ভুলিয়া যাওয়া) অধিকতর সম্ভাবনাময়। কেননা; উহার পরে বলা হইয়াছে ঃ

رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ

হাসান বাস্‌রী (র) বলেন ঃ তাঁহার শরীয়তে সালাত পিছাইয়া দেওয়া জায়েয ছিল একথাটি সঠিক নহে। কেননা তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা আমাকে আল্লাহর ইবাদত হইতে বিরত রাখিও না, উহার পরিণাম স্বরূপ দেখ, শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করিতেছি। অত:পর যবেহ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করিলেন। অনুরূপভাবে কাতাদাহ্‌ও বলিয়াছেন। আর সুদ্দী (রা) বলেন, উহার গর্দান ও পায়ের খুর কাটিয়া ফেলা হইল। আলী ইব্‌ন আবূ তাল্‌হা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি অশ্বপালের মাথার কেশর এবং পায়ের নলায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ইব্‌ন জারীর এই কথাটিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা হইতে পারে না যে, বিনা কারণে কোন প্রাণীকে পা কর্তনের মত সাজা দিবেন বা স্বীয় সম্পদ ধ্বংস করিবেন। ঐগুলি পরিদর্শনের কারণে যদি সালাত ভুলিয়া গিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ইহাদের কি অপরাধ ছিল?

ইব্‌ন জারীর যে মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন, ইহাতে কথা আছে। কেননা: হইতে পারে যে, এইরূপ যবেহ করা তাহার শরীয়তে জায়েয ছিল। বিশেষ করিয়া ইহা এইজন্যই ছিল যে, ইহার কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হইয়া গেলেন। কেননা অশ্ব বহর নিয়া ব্যস্ততার এমন পর্যায়ে পৌছিলেন যে, সালাতের কথাই ভুলিয়া গেলেন। এই কারণেই তিনি যখন অশ্বপাল যবেহ করিয়া আল্লাহ্‌ অভিমুখী হইয়া পড়িলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তার উত্তম বিনিময় দান করিলেন। উহা হইল বায়ুকে তাঁহার বশীভূত করিয়া দিলেন। তাঁহার নির্দেশে সে অতিসুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত প্রাতঃগমনে একমাসের ও সান্ধ্যগমনে এক মাসের পথ চলিত। সুতরাং ইহা ছিল অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘোড়া হইতে উত্তম। ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসমাঈল (রা) ..... হুমাইদ ইব্‌ন হিলাল (র) হইতে বর্ণিত যে, আবূ কাতাদাহ ও আবূদ্‌দাহ্‌মা (রা) অধিকতর বাইতুল্লাহ্‌র সফর করিতেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, আমরা একদা একজন গ্রাম্যলোকের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, নবী করীম (সা) আমার হাত ধরিলেন

এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তিনি উহা আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বলিলেন তুমি আল্লাহ্‌র ভয়ে যাহা কিছুই পরিত্যাগ করনা কেন, তিনি উহা হইতেও উত্তম তোমাকে প্রতিফল দান করিবেন।

(٣٤) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ○

(٣٥) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ○

(٣٦) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ۙ○

(٣٧) وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۙ○

(٣٨) وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ○

(٣٩) هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(٤٠) وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۧ○

৩৪. আমি সুলাইমান (আ)-কে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়; অত:পর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল ।

৩৫. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা।

৩৬. তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদু মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইত।

৩৭. এবং শয়তানদিগকে যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী।

৩৮. এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরও অনেককে।

৩৯. এই সব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না।

৪০. এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।

তাফসীর ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি সুলাইয়মান (আ)-কে রাজ্য প্রদান করিয়া পরীক্ষা করিলাম।

وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, হাসান ও কাতাদাহ (র) প্রমুখ جَسَدًا অর্থ 'শয়তান' বলিয়াছেন।

ثُمَّ اَنَابَ অর্থাৎ তিনি তাঁহার রাজত্ব, ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, উক্ত শয়তানের নাম ছিল সাখার। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদাহ্ হইতে উহা বর্ণিত। মুজাহিদ হইতে আসিফ ও দুরাহ এই দুটি নাম বর্ণিত আছে। সুদ্দীর মতে উহার নাম ছিল লুকাইক।

উপরোক্ত ঘটনা বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত উভয় প্রকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনাটি সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরুবা কাতাদাহ হইতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুলাইমান (আ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের জন্য আদেশ করা হইল এবং বলা হইল যে, এইভাবে উহার কার্য আঞ্জাম দিবেন, যেন লোহা লক্কড়ের শব্দ শুনা না যায়। তিনি নির্মাতাকে ডাকাইলেন। তাহারা অনুরূপ শর্তে নির্মাণ করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিল। অত:পর তাঁহাকে বলা হইল, সমুদ্রে সাখার নামক একটি শয়তান আছে, তাহার পক্ষে এই কাজ সমাধা করা সম্ভব। অত:পর তিনি তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এবং এইভাবে তাহাকে কাবু করিলেন যে, সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত একটি নদী ছিল, প্রতি সপ্তম দিবসে সে সেখানে গিয়া উহার পানি পান করিত। সুলাইমান (আ) এর আদেশ মোতাবেক উহার পানি শুকাইয়া ফেলা হইল এবং সুরা দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করা হইল। সে তাহার পালামতে আসিয়া দেখিল, উহা সুরাতে ভরপুর। ইহাতে সে সুরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। অতঃপর তাহার পিপাসা আরও অনেক বাড়িয়া গেল। ইহার পর সে পুনরায় সেখানে আগমন করিল এবং পূর্বের মত সুরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমি জানি, নিশ্চয়ই তুমি সুস্বাদু পানীয়। কিন্তু তুমি সুবুদ্ধিতে বিকৃতি ঘটাও এবং মূর্খদের মূর্খতা আরও বাড়াইয়া দাও। এই বলিয়া সে উহা পান করিল এবং ইহাতে তাহার বুদ্ধি লোপ পাইয়া গেল। অত:পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর আংটি দেখানো হইল অথবা তাহার দুই কাঁধের মাঝখানে মোহরাঙ্কিত করা হইল। ইহাতে সে সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া গেল। কেননা, সুলাইমান (আ)-এর আংটির মধ্যে তাহার রাজত্বের নিয়ন্ত্রণ ভার ছিল। ইহার পর তাহাকে সুলাইমান (আ)-এর নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি এই ঘরটি নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হইয়াছি এবং ইহার নির্মাণ কার্য এত সতর্কতার সহিত করিতে হইবে যেন লোহা লক্কড়ের শব্দ শুনা না

যায়। ইহাতে শয়তান নির্মাণ কাজে লাগিয়া গেল। সে হুদহুদ্ পাখির ডিম আনিয়া চিবাইল এবং উহার ওপর শিশা রাখিয়া দিল। ইহাতে হুদ্হুদ পাখি ডিমের খোঁজে বাহির হইল এবং শিশার কারণে উহা নীচ হইতে বাহির করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতছে না বলিয়া উক্ত শিশা কাটিবার জন্য হীরক আনিল ও ঐগুলিকে কাটিয়া ডিম বাহির করিয়া লইয়া গেল। ইহাতে শয়তান হীরকটি সংগ্রহ করিল ও ইহার সাহায্যে পাথর কাটিয়া বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

সুলাইমান (আ) এর নিয়ম ছিল যে, তিনি যখন প্রস্রাব-পায়খানা অথবা গোসল খানায় প্রবেশ করিতেন তখন উহা সঙ্গে রাখিতেন না। একদা তিনি গোসল খানায় গেলেন। ঐ সময় শয়তানও তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহার নিকট আংটিটি রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই দিকে শয়তান আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল আর অমনি একটি মাছ আসিয়া উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এবার সুলাইমান (আ)-এর রাজত্ব হাত ছাড়া হইয়া গেল এবং শয়তান সুলাইমান (আ)-এর আকৃতি ধরিয়া তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিল এবং সুলাইমান (আ)-এর পত্নীগণ ব্যতীত বাকী পূর্ণ রাজত্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল এবং রাজ্যের লোকজনের মধ্যে বিচার-আদালত করিতে লাগিল। লোকজন তাহার অনেক কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। এমনকি ঐ ব্যক্তি সুলায়ইমান (আ) কি না, ইহাতে সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একব্যক্তি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর মত শক্তিশালী ছিল। সে বলিল, আল্লাহ্র শপথ! আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ছাড়িব। যেহেতু শয়তান নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিত: তাই লোকটি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি বলুনতো, যদি কেহ শীতের রাত্রে অলসতা করিয়া ওয়াজিব গোসল পরিত্যাগ করিয়া দেয় এবং এমতাবস্থায় সূর্যোদয় হইয়া যায়: তাহা হইলে কোন অপরাধ আছে কি? সে বলিল, না কোন দোষ নাই। এমনিভাবে চল্লিশটি রাত্রি কাটিয়া গেলে সুলাইমান (আ) একটি মাছের পেটে তাঁহার আংটিটি পাইলেন এবং বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে যত জ্বিন ও পক্ষী সম্মূখে পড়িল, সকলই তাঁহাকে সিজ্দা করিতে লাগিল। এইভাবে বাড়ী পৌঁছিলেন। صـخـر এর অর্থ ঐ (সাখার) শয়তান।

সুদ্দী (র) বলেন, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ অর্থ আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করিলাম وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا অর্থাৎ চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান সুলাইমান (আর)-এর সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিল। তিনি বলেন, সুলাইমান (আ)-এর একশতজন স্ত্রী ছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল জারাদাহ্। তিনি সুলাইমান (আ)-এর নিকট সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছিলেন। আল্লাহ্র নবী জানাবতের (গোসল ওয়াজিব থাকা) অবস্থায় থাকিলে অথবা মলমূত্র ত্যাগ করিতে গেলে আংটি খুলিয়া লইতেন না। আর ঐ স্ত্রী ব্যতীত অন্য কাহাকেও আংটির ব্যাপারে নিরাপদ মনে করিতেন না। তাই তাঁহার হস্তে রাখিয়া

যাইতেন। এইভাবে একদিন তাঁহার নিকট আংটি রাখিয়া শৌচাগারে গেলেন; আর অমনি শয়তান তাঁহার আকৃতি ধরিয়া আসিয়া বলিল, আংটি দাও। জারাদাহ্ আংটি দিয়া দিলেন। ইহা লইয়া সে সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনে আরোহণ করিল, এইদিকে সুলাইমান (আ) আসিয়া স্ত্রীর নিকট আংটি চাহিলে তিনি বলিলেন, আপনি না আংটি নিয়া গেলেন ? তিনি বলিলেন, না তো! অত:পর তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। ঐ দিকে শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রাজত্ব করিয়া চলিল। লোক-জন তাহার কাজকর্মে নাখোশ হইতে লাগিল। ইহাতে বনী ইস্‌রাইলের কারী ও আলেমগণ একত্রিত হইয়া সুলাইমান (আ)-এর স্ত্রীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমরা এই লোকটির প্রতি সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছি। যদি বাস্তবিকই ইনি সুলাইমান (আ) হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়া গিয়াছে; আমরা তাহার আদেশাবলী প্রত্যাখ্যান করিব। তখন তাঁহার স্ত্রীগণ কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। অত:পর তাহারা (আলেমগণ) সিংহাসনের চর্তুদিকে তাহাকে ঘেরাও করিয়া বসিলেন এবং তাওরাত কিতাব পড়িতে লাগিলেন, ইহাতে সে উড়িয়া দরজার বেল্‌কনীর উপর পড়িয়া গেল। তখন আংটি তাহার কাছেই ছিল। অতঃপর সে উড়িয়া সাগরের কাছে গেলে আংটিটি তাহার নিকট হইতে সমুদ্রে পড়িয়া গেল, আর অমনি একটি মাছ উহাকে গিলিয়া ফেলিল।

অপর দিকে সুলাইমান (আ) ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি সামুদ্রিক জেলের দলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের নিকট একটি মাছ চাহিলেন ও বলিলেন, আমি সুলাইমান । ইহাতে একটি জেলে আসিয়া তাঁহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে লাগিল। এমনকি তিনি আহত হইয়া পড়িলেন এবং সমুদ্রের কিনারায় রক্ত ধুইতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য জেলেগণ ঐ জেলেটিকে খুব শাসাইল, সে বলিল, এই লোকটি দাবী করিতেছে যে, সে সুলাইয়মান। অত:পর তাহারা তাঁহাকে দুইটি মাছ প্রদান করিল। তিনি মারধরের কোন প্রতিবাদ না করিয়া মাছদ্বয় নিয়া সমুদ্রতটে চলিয়া আসিলেন এবং উহাদের পেট কর্তন করিলেন। যখন ঐগুলি লইতে লাগিলেন, তখন একটির পেটের মধ্যে তাঁহার আংটি পাইয়া গেলেন এবং উহা আঙ্গুলে ধারণ করিলন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার আধিপত্য ও রূপ-সৌন্দর্য পুনরায় ফিরাইয়া দিলেন এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। তাহারা বুঝিয়া লইল যে, ইনিই সুলাইমান (আ)। ইহাতে জেলেগণ তাঁহার নিকট আসিয়া নিজেদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের প্রশংসাও করিব না, নিন্দাও করিব না। যাহা হওয়ার ছিল, তাহাই হইয়াছে। ইহার পর তিনি স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং শয়তানকে বন্দী করাইয়া আনিলেন। অত:পর তাহাকে একটি লোহার সিন্দুকে ঢুকাইয়া উহা বন্ধ করিয়া তালা

দিয়া আটকাইয়া দিলেন এবং উহাতে আংটি দিয়া মোহরাংকিত করিয়া আদেশ করিলেন যে, উহাকে সমুদ্রে নিক্ষপ করিয়া আস। লুকাইক নামী ঐ শয়তানটি অদ্যাবধি উহাতেই আছে আর তখনই বায়ুকে সুলাইমান (আ)-এর অনুগত করিয়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্বে ইহা তাঁহার আনুগত্যে ছিল না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিকটবর্তী আয়াতের মর্ম ইহাই।

وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ - اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন, যাহার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয়। আপনি তো পরম দাতা।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, جَسَدًا অর্থ শয়তান। উহার নাম ছিল আসিফ। সুলাইমান (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা লোকজনকে কিভাবে ফাসাদে লিপ্ত কর? সে বলিল, আপনার আংটিটি আমাকে একটু দেখান তো, তাহা হইলে আপনাকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করিব। তিনি উহা দেখিবার জন্য তাহার নিকট প্রদান করিলেন আর এমনি সে উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। ইহাতে সুলাইমান (আ)-এর ক্ষমতা লোপ পাইয়া গেল এবং তাঁহার রাজত্বও চলিয়া গেল। আর আসিফ তাঁহার সিংহাসনে বসিয়া পড়িল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী পত্নীগণকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিলেন। সে তাঁহাদের নিকট গেলে তাঁহারা তাহাকে বিমুখ করিয়া দিতেন। অপর দিকে সুলাইমান (আ) তাঁহাদের নিকট গিয়া বলিতেন, তোমরা কি আমাকে চিননা? আমি তো সুলাইমান! আমাকে খানা দাও! ইহাতে তাঁহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। একদা একজন মহিলা তাঁহাকে একটি মৎস্য দান করিলে তিনি উহার উদর কর্তন করিলেন এবং উহাতে তাঁহার আংটি পাইয়া গেলেন। ইহাতে তাঁহার রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন। আর আসিফ সমুদ্রে পালাইয়া গেল।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের পুরাইটাই ইস্রাঈলী সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর এই ব্যাপারে নিকৃষ্টতম বর্ণনাটি নিম্নে উল্লেখ করা হইতেছে। ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সুলাইমান (আ) শৌচাগারে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার সচেয়ে প্রিয়তমা পত্নী জারর্দার নিকট আংটিটি রাখিয়া গেলেন। অমনি তাঁহার আকৃতি ধরিয়া শয়তান জারাদার নিকট উপস্থিত হইল ও বলিল, আমার আংটি দাও। তিনি তাহাকে আংটি প্রদান করিলেন। সে উহা পরিধান করিবা মাত্র মানব দানব সবই তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর দিকে সুলাইমান (আ) কাজ সমাধা করিয়া আসিলেন ও বলিলেন, আমার আংটি দাও। জারাদা বলিলেন, আমি তো সুলাইমানকে আংটি ফেরত দিলাম। তিনি বলিলেন, আমিইতো সুলাইমান। জারাদা বলিলেন, আপনি মিথ্যা

বলিতেছেন, আপনি সুলাইমান নহেন। তিনি যাহার কাছেই গিয়া বলিতেন, আমি সুলাইমান, সেই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া আখ্যায়িত করিত। এমন কি বালকগণ তাঁহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে লাগিল। এই অবস্থা দেখিয়া তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতেই ঘটিয়াছে। এই দিকে শয়তান মানুষের মধ্যে শাসন কার্য করিয়া চলিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করিলেন যে, সুলাইমান (আ)-কে তাঁহার রাজত্ব ফিরাইয়া দিবেন। তখন উক্ত শয়তানের প্রতি মানুষের অন্তরে অনাস্থা সৃষ্টি করিয়া দিলেন। অত:পর লোকজন সুলাইমান (আ)-এর পত্নীগণের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। তাহারা গিয়া বলিলেন, আপনারা কি সুলাইমানের কাজকর্মে কোন অসুবিধা বোধ করিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ আমরা স্রাবগ্রস্ত থাকিলেও তিনি আমাদের সহিত মেলামেশা করেন। অথচ ইতিপূর্বে এমনটি হইত না।

শয়তান যখন দেখিল যে, তাহার ব্যাপারটি প্রকাশ পাইয়া যাইতেছে, তখন বুঝিয়া লইল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। অত:পর একটি পত্রে যাদু ও কুফরীর সংমিশ্রণে কিছু লিখিয়া সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের নীচে পুঁতিয়া রাখিল। ইহার পর লোকজনের সম্মুখে ইহা উঠাইয়া পড়িতে লাগিল। আর বলিল যে, এই যাদুমন্ত্রের দ্বারাই সুলাইমান লোকজনকে অধীন করিয়া রাখিত। ইহাতে লোকজন সুলাইমান (আ)-এর পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অপর দিকে শয়তান তাহার অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আংটিটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইয়া দিল। আর অমনি একটি মৎস্য আসিয়া উহা গিলিয়া লইল।

সুলাইমান (আ) সমুদ্রের তীরে মজুরীর কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদা একজন লোক কিছু মাছ ক্রয় করিল। এবং সুলাইমান (আ)-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই মাছগুলি আমার বাড়ী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে পারিবে? তিনি উত্তর করিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলিল, উহার মুজুরী কত? তিনি বলিলেন, উহাদের মধ্য হইতে একটি মাছ। অত:পর তিনি মাছগুলি তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিলে সে একটি মৎস্য তাঁহাকে প্রদান করিল। সুলাইমান (আ) মাছটি নিয়া উহার পেট কর্তন করিতেই তাঁহার আংটিটি বাহির হইয়া গেল। তিনি উহা হাতে পরিধান করিলেন। আর এমনি জিন-মানব শয়তান সকলেই তাঁহার অধীন হইয়া গেল এবং সাবেক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। আর সিংহাসন দখলকারী শয়তান পলায়ন করিল এবং সমুদ্র তীরবর্তী একটি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করল। তাহাকে ধরিয়া নেওয়ার জন্য সুলাইমান (আ) সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা অনেক খুঁজিয়া অবশেষে তাহাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাইলেন। ঐ শয়তানটি অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল বিধায় সহজে কব্জা করা যাইবে না মনে করিয়া তাহার উপর ঘুমন্ত অবস্থায়ই শিশা দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। সে জাগ্রত

হইয়া এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া পুনরায় পলায়নের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল। উহা হইতে বাহির হইতে পারিল না। এই অবস্থায় তাহাকে কাবু করিয়া বাঁধিয়া সুলাইমান (আ) এর খেদমতে উপস্থিত করা হইল। সুলাইমান (আ) মর্মর পাথরেকে খোদাই করিয়া উহার ভিতর শয়তানকে ভর্তি করিলেন এবং পিতল দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। অত:পর উহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাইলেন। উহাই হইল নিম্নবর্তী আয়াতের মর্ম ঃ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا

এখানে جَسَدًا অর্থ ঐ শয়তান, যাহাকে সুলাইমান (আ) এর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উপরের বর্ণনার সূত্রটি ইব্ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত অত্যন্ত সবল। তবে তিনি আহলে কিতাবীদের নিকট হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ তাহাদের একটি দল এমনও আছে, যাহারা সুলাইমান (আ)-এর নবুওয়তকে স্বীকার করে না। সুতরাং তাহারা সুলাইমান (আ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিতে পারে। তাই এই ব্যাপারে কিছু অবাঞ্ছিত বিষয়াবলী তাহারা বর্ণনা করিয়াছে। যেমন মুজাহিদ ও পূর্বর্তীবর্তীদের একাধিক ব্যক্তি হইতে ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, ঐ জিন সুলাইমান (আ) এর পত্নীগণের সংস্পর্শে যাইতে পারে নাই। বরং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর সম্মানে তাঁহাদিগকে শয়তানের সংস্পর্শ হইতে পবিত্র রাখিয়াছেন। এই ঘটনাটি দীর্ঘাকারে পূর্ববর্তীদের একটি দল হইতে বর্ণিত আছে। যেমন সাঈদ ইব্ন সুমাইয়া, যায়েদ ইব্ন আস্লাম ও অন্যান্যগণ সকলেই আহলে কিতাবীগণের বর্ণনা হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ আরুবা শায়বানী (র) বলিয়াছেন, সুলাইমান (আ) তাঁহার আংটিটি আস্কলানে পাইয়াছেন। পরে মনের আবেগ নিয়া নিজেকে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিবার লক্ষ্যে পদব্রজে বাইতুল মুক্কাদ্দাস গমন করেন। এই বর্ণনাটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) কা'ব আহ্বার (রা) হইতে সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আশ্চর্য বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা কা'ব আহ্বাব (র) হইতে বর্ণিত। কা'ব আহ্বার (রা) যখন, اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (ইরাম)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করিলেন, তখন মুয়াবিয়া (রা) বলিলেন, হে আবূ ইস্হাক। সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসন এবং উহার প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর একটি চিত্র আমার সামনে তুলিয়া ধর। অত:পর তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, সুলাইমান (আ)-এর সিংহাসনটি হাতীর দাঁত দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। যাহা মণি-মুক্তা ও মূল্যবান পাথরের দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। উহা রাখিবার জন্য কয়েকটি সিঁড়ি তৈরি করা

হইল। তন্মধ্যে একটি মণি-মুক্তা, ইয়াকূত-যাবারজাদ ইত্যাদি মূল্যবান পাথর বিছাইয়া সুসজ্জিত করা হইল। অতঃপর উহার উপর চেয়ারটি (সিংহাসন) উক্ত স্থানে রাখা হইল। চেয়ারের উভয় পার্শ্বে স্বর্ণের খেজুর গাছ লাগানো হইল। উহার ডালগুলি ছিল মণি-মুক্তা দ্বারা তৈরি। চেয়ারের ডান পার্শ্বস্থ খেজুর গাছের মাথায় কিছু সংখ্যক স্বর্ণের ময়ূর পাখী ছিল এবং বাম পার্শ্বের গাছগুলির মাথায় ময়ুরের মুখামুখী ছিল স্বর্ণের শকুন। প্রথম সিঁড়ির ডান দিকে স্বর্ণের দুইটি পাইন গাছ এবং বাম দিকে স্বর্ণের দুইটি সিংহ ও সিংহ দ্বয়ের মাথায় যাবারজাদ পাথরের দুইটি খুঁটি তৈরী করা হইল। চেয়ারের দুই পার্শ্বে স্বর্ণের দুইটি আঙ্গুর বৃক্ষ তৈরী করা হইল। ঐ গুলি চেয়ারে ছায়াদান করিত। এই বৃক্ষদ্বয়ের বেড় ছিল মুতি এবং লাল ইয়াকূত পাথর। অতঃপর যে স্তরটিতে চেয়ার রাখা হইয়াছিল, উহার উপর স্বর্ণের দুইটি বৃহদাকার সিংহ স্থাপন করা হইল। উহার উদর মিশ্‌ক এবং আম্বর দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সুলাইমান (আ) যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে মনস্থ করিতেন, তখন মুহূর্তের মধ্যে সিংহদ্বয় ঘুরিয়া যাইত এবং অবশেষে থামিয়া তাহাদের উদর হইতে মিশ্‌ক ও আম্বর ছিটাইয়া তাঁহার সিংহাসনের চতুর্দিক মোহিত করিয়া দিত। অত:পর দুইটি স্বর্ণের মিম্বর রাখা হইত। একটি তাঁহার মন্ত্রীর জন্য এবং অপরটি সেই যুগের বনী ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতদের নেতার জন্য। অত:পর তাঁহার চেয়ারের সম্মুখে স্বর্ণের সত্তরটি মিম্বর রাখা হইত। ঐগুলিতে বনী ইস্‌রাঈলের কাজী, উলামা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট হইত। আর ঐ সমস্ত মিম্বরের পিছনে পঁয়ত্রিশটি স্বর্ণের মিম্বর ছিল। ঐগুলিতে কেহই বসিত না।

সুলাইমান (আ) যখন চেয়ারে উপবিষ্ট হইতে চাহিতেন, তখন প্রথমত: পদদ্বয় নীচের সিঁড়িতে রাখিবামাত্রই সিংহাসনটি উহার সবকিছু নিয়া ঘুরিয়া যাইত এবং সিংহ তাহার ডান হাত বিছাইয়া দিত আর শকুন তাহার বাম ডানা মেলিয়া দিত। অত:পর তিনি দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠিতেই সিংহ তাহার বাম হাত বিছাইয়া দিত ও শকুন তাহার ডান পাখা মেলিয়া দিত। ইহার পর তিনি তৃতীয় সিঁড়িতে উঠিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেই একটি শকুন সুলাইমান (আ)-এর মাথায় একটি বিরাট টুপি পরাইয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারটি সব কিছুসহ দ্রুতগতিতে ঘুরিতে থাকিত।

মুয়াবিয়া (রা) তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইস্‌হাক! কি ব্যবস্থাপনা ছিল যে, চেয়ারটি ঘুরিতে থাকিত? তিনি বলিলেন, সাখার জিনের তৈরি কৃত স্বর্ণের একটি বিরাটকায় অজগর সর্পের উপর চেয়ারটি স্থাপন করা হইয়াছিল। (ইহার ফলেই চেয়ারটি ঘুরিত)। যখন চেয়ারের ঘূর্ণন শুরু হইয়া যাইত, তখন উহার নীচে স্থাপিত সিংহ, শকুন ও ময়ুর সমূহও ঘুরিতে থাকিত এবং চেয়ারের ঘূর্ণন শেষ হইলে উহারা অবনত মস্তকে চেয়ারে উপবিষ্ট সুলাইমান (আ)-এর মস্তকের উপর তাহাদের উদরে

সংরক্ষিত মিশ্‌ক আম্বর জাতীয় সুগন্ধিসমূহ ছিটাইয়া দিত। অত:পর প্রস্তর নির্মিত খুঁটিতে অপেক্ষারত একটি স্বর্ণের কবুতর একখানা তাওরাত কিতাব আনিয়া সুলাইমান (আ)-এর হস্তে প্রদান করিলে তিনি উহা লোকজনের সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দান করেন । (ইব্‌ন কাছীরে বলেন) উক্ত বর্ণনা নিতান্তই দুর্বল।

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ۔

এখানে لاَّيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, ইহার মর্ম হইল, ইহার পর যেন আর কেহ আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে না পারে। তাঁহার দু'আর মর্ম ইহা নয় যে, আমার পরে যেন এমন রাজত্ব আর কেহ লাভ করিতে না পারে। তবে বিশুদ্ধ ইহাই যে, তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, তাঁহার পর কোন মানবের পক্ষে এমন রাজত্ব লাভের সৌভাগ্য নাও হইতে পারে, তেমন রাজত্ব আমাকে দান করুন। আয়াতের বাহ্যিক বর্ণনা ভঙ্গিতেই ইহা বুঝা যায় এবং রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট হইতেও বিভিন্ন সূত্রে বহু বিশুদ্ধ হাদীস এই মর্মেই বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, ইসহাক ইবন ইবরাহীম আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করিয়াছেন, বিগত রাত ইফ্‌রীত জাতীয় জিন আমার উপর বাড়াবাড়ি করিতেছিল। (অথবা এই জাতীয় অন্য কোন বাক্য) যাহাতে আমাকে সালাতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহার উপর প্রাধান্য দান করিলেন। আমি মনস্থ করিলাম যে, উহাকে মসজিদের একটি খুঁটিতে বাঁধিয়া ফেলিব, যাহাতে তোমরা সকলে সকাল বেলা উহাকে দেখিতে পার। তখন আমার ভাই সুলাইমান (আ)-এর কথা স্মরণ হইয়া গেল–

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّيَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ -

রাওহ্ রাবী (র) বলেন, অত:পর উহাকে অতি শোচনীয় ভাবে ফেরত প্রেরণ করিলেন।

উপরোক্ত সূত্রে শু'বা হইতে মুসলিম ও নাসায়ী অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (র) তাহার সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম মুরাদী (র) আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে করীম (সা) সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় আমি শুনিলাম যে, তিনি বলিতেছেন– "তোর ক্ষতি হইতে আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি"। অত:পর তিনবার বলিলেন– "তোর উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি।" এবং তাঁহার হস্ত মোবারক বাড়াইলেন, যেন কোন কিছু ধরিতেছেন। তিনি সালাত হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আমি আরয করিলাম. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে নামাযে এমন কিছু বলিতে শুনিয়াছি, যাহা

ইতিপূর্বে আর কখনও শুনিনাই। আর আপনাকে স্বীয় হস্ত সম্প্রসারিত করিতে দেখিয়াছি। নবী করমী (সা) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ্‌র শত্রু ইবলীস একটি অগ্নি শিখা আমার মুখে নিক্ষেপ করিবার জন্য নিয়া আসিয়াছিল। ইহাতে আমি তিনবার বলিলাম, "তোর ক্ষতি হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।" অত:পর বলিলাম, "তোর উপর আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ অভিশাপ প্রার্থনা করিতেছি।" এইরূপ তিনবার বলা সত্ত্বেও সে পিছু না হটিলে আমি তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইলাম। আমার ভাই সুলাইমানের (আ) দু'আ না থাকিলে সে বাঁধা অবস্থায় রাত্র প্রভাত করিত এবং মদীনার শিশুরা তাহাকে নিয়া রং তামাসা করিত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ আহমদ (র) ..... সুলাইমানের দারোয়ান আবূ উবাইদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইব্‌ন ইয়াযীদ লাইসীকে সালাতরত দেখিলাম এবং তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলাম। ইহাতে তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন। পরে বলিলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলে করীম (সা) ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন, এবং তিনিও তাঁহার পিছনে ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার কেরাতে অসুবিধা হইতেছিল। সালাত শেষে নবী করীম (সা) বলিলেন, তোমরা যদি দেখিতে আমার এবং ইবলিসের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল? আমি তাহাকে হাত দিয়া এমনভাবে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলাম যে, তাহার থুথুর শীতলতা আমার এই অঙ্গুলীদ্বয় অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী ও উহার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলে পাইলাম। যদি আমার ভাই সুলাইমান (আ) এর দু'আ না থাকিত তাহা হইলে সে ভোর বেলা মসজিদের একটি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় থাকিত এবং মদীনার শিশুরা তাহকে নিয়া রং তামাশা করিত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিবলা এবং তাহার নিজের মধ্যে কোন আবরণ ব্যতীত সালাত আদায় করিতে সক্ষম, সে যেন এইরূপই করে।

আবূ আহ্‌মদ যুবাইরী (র) হইতে আহ্‌মদ ইব্‌ন সুরাইজের মাধ্যমে উপরোক্ত সূত্রে আবদু দাউদ উক্ত হাদীসের শেষ বাক্যটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কিবলা এবং নিজের মধ্যে কোন আবরণ ছাড়াই সালাত আদায় করিতে সক্ষম, সে যেন এইরূপই আদায় করে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আমর (র) ..... রাবীআ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ দায়লামী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) এর নিকট তাঁহার তায়েফস্থ 'ওয়াছাত' নামক বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি একজন কুরাইশী ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ী যুবককে ধরিয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমার নিকট আপনার পক্ষ হইতে একটি হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চল্লিশ প্রাতের তওবা কবুল করিবেন না, আর হতভাগা ঐ ব্যক্তি, যে তাহার মাতৃগর্ভেই হতভাগা হইয়াছে। এবং

যে ব্যক্তি কেবলমাত্র সালাত আদায়ের লক্ষ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাস আগমন করিবে, সে ব্যক্তি নব জাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া যাইবে।

যুবকটি সুরার আলোচনা শুনিয়াই আব্দুর রহমান ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাত হইতে তাহার হাত ছুটাইয়া নিয়া চলিয়া গেল। অত:পর ইব্‌ন উমর (রা) ইরশাদ করিলেন, "আমি কখনও বৈধ মনে করি না যে, আমি যাহা বর্ণনা করি নাই উহা আমার উদ্ধৃতি দিয়া কেহ বর্ণনা করিবে।" আমি নবী করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সামান্যতম সুরাও পান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার চল্লিশ প্রাতের সালাত কবুল করিবেন না। তবে তওবা করিলে উহা মার্জনা করিবেন। পুনরায় অনুরূপ কার্য করিলে আবার চল্লিশ প্রাতের সালাত কবুল করিবেন না, ইহাতেও তওবা করিলে তিনি মার্জনা করিবেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অথবা চতুর্থ বার নবী করীম (সা) বলিলেন, ইহার পরও যদি সুরা পান করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে ইহাই সঠিক হইবে যে, তাহাকে কিয়ামতের দিন জাহান্নাম বাসীদের রক্ত, পুঁজ ও প্রস্রাব ইত্যাদি পান করাইবেন"। তিনি আরও বলিলেন যে, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে আঁধারে সৃষ্টি করিয়াছেন। অত:পর স্বীয় আলো দ্বারা উহাকে আলোকিত করিলেন। সুতরাং ঐ দিন যাহার উপর ঐ আলোক অর্পিত হইয়াছে, সে সঠিক পথের সন্ধান পাইয়াছে এবং যে ঐদিন উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। এইজন্যই আমি বলি, আল্লাহ জ্ঞান মোতাবেক কলমে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাসূলে করীম (সা) কে আমি ইহাও বলিতে শুনিয়াছি যে, 'সুলাইমান (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে দুইটি দান করিয়াছেন এবং আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাদের জন্য কার্যকরী হইবে। তিনি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তানুযায়ী মীমাংসা প্রদানের ক্ষমতা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি এমন একটি রাজ্যের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার পরবর্তী আর কাহারও জন্য হইবে না, উহাও তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আরও প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এই মস্‌জিদে (বায়তুল মুক্কাদ্দাস) কেবলমাত্র সালাত আদায় করার লক্ষ্যেই নিজ গৃহ হইতে বাহির হইবে, সে নব জাতক শিশুর মতই পাপমুক্ত হইবে। সুতরাং আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত সৌভাগ্য আমাদিগকে দান করিবেন।

উক্ত হাদীসের শেষাংশটুকু ইমাম নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। এবং ইব্‌ন মাজা (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ফীরুয দায়লামীর সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "সুলাইমান (আ) বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার পর স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেন।" অত:পর উক্ত হাদীস উল্লেখ করেন।

তাবরানী (র) বলেন, মুহাম্মদ ইবন হাসান ইবন আসকলানী (র) ..... রাফে' ইব্‌ন উমাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে বলিলেন যে, আমার জন্য পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ কর। দাউদ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশকৃত গৃহ নির্মাণের পূর্বে নিজের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, হে দাউদ! আমার গৃহের পূর্বে তোমার গৃহ তৈরী করিলে? তিনি বলিলেন, হে প্রভু, ইহাই সিদ্ধান্ত ছিল।

অত:পর মস্‌জিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিলেন। দেয়ালের কাজ সম্পন্ন হইয়া গেলে উহার এক তৃতীয়াংশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। ইহাতে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলিলেন, হে দাউদ! তুমি আমার গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেনা। তিনি বলিলেন, কেন পারিব না-হে প্রভু? উত্তর হইল, যেহেতু তোমার হাতে রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, হে প্রভু! উহাতো তোমার প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যই হইয়াছে। উত্তর হইল, হ্যাঁ! কিন্তু তাহারা তো আমার বান্দা। আমিতো তাহাদিগকে দয়া করিয়া থাকি। এই ব্যাপারটি দাঊদ (আ)-এর নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইল। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি তোমার ছেলে সুলাইমানের হাতে উহার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করিব।

সুতরাং দাঊদ (আ)-এর মৃত্যুর পর সুলাইমান (আ) উহার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিলেন। কাজ যখন সম্পন্ন হইল, তখন তিনি (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) কিছু পশু কুরবানী করিলেন এবং বনী ইস্রাইলকে দাওয়াত করিলেন। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আমার গৃহ নির্মাণে তোমার আনন্দ আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি উহা দান করিব। তিনি বলিলেন যে, আমি আপনার নিকট তিনটি বিষয় প্রার্থনা করিতেছি। এমন মীমাংসা করার ক্ষমতা, যাহা তোমার মীমাংসা মোতাবেক হয়। এমন রাজ্য যাহা আমার পরে আর কাহারো জন্য না হয়। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে এই গৃহে আগমন করিবে, সে যেন নবজাতকের মতই নিষ্পাপ হইয়া উহা হইতে বাহির হয়।

রাসূলে করীম (সা) বলেন, প্রথম দুইটিতো তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। আর আমি আশা রাখি যে, তৃতীয়টি আমাকে প্রদান করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুস সামাদ (র) ..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে এমন কোন দু'আ করিতে শুনি নাই, যাহার শুরুতে নিম্নোক্ত দোয়া পড়েন নাই ঃ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَلِىِّ الْاَعْلٰى الْوَهَّابِ

আমার প্রভু অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দাতা, যিনি অতি পবিত্র।

আবূ উবাইদ (র) বলেন, আলী ইবন সাবিত (র) ..... সাম্মাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী দাউদ (আ) মৃত্যুবরণ করিলেন, তখন তাহার পুত্র সুলাইমান (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, তোমার প্রয়োজনীয় বিষয় প্রার্থনা কর। তিনি বলিলেন, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার পিতার অন্তরের মত এমন অন্তর দান করুন,যাহা আপনাকে ভয় করিবে। আমার পিতার অন্তরে মত আমাকে এমন অন্তর দান করুন, যাহা আপনার প্রেমে মগ্ন থাকিবে। ইহাতে আল্লাহ বলিলেন, আমি আমার বান্দার নিকট ওহী প্রেরণ করিলাম এবং তাহার কি প্রয়োজন আছে উহা জিজ্ঞাসা করিলাম। ইহাতে সে তাহার প্রয়োজন পেশ করিল যে, আমি যেন তাহাকে আমার ভীতি ও প্রেমে পরিপূর্ণ অন্তর দান করি। সুতরাং আমি তাহাকে এমন রাজ্য দান করিব যাহা তাহার পরবর্তী অন্য কাহারো জন্য না হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ এবং উহার পরবর্তী আয়াতসমূহ। বর্ণনাকারী বলেন, তাহাকে পৃথিবীতে যাহা দেওয়ার উহা তো প্রদান করিয়াছেন এবং পরকালে যাহা দান করিবেন উহার কোন হিসাব নাই।

আবুল কাসিম ইব্‌ন আসাকির তাঁহার লিখিত ইতিহাসে সুলাইমান (আ) সম্বন্ধে অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

জনৈক পূর্ববর্তী ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, দাউদ (আ) আরজ করিলেন, হে প্রভু! আপনি আমার জন্য যেমন হইয়া গিয়াছেন, তেমনি সুলাইমানের জন্য হইয়া যান। ইহাতে আল্লাহ তা'আলা ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আপনি সুলাইমানকে বলুন, "তুমি যেমন আমার জন্য হইয়া গিয়াছ, তেমনি সুলাইমানও যেন আমার জন্য হইয়া যায়। তাহা হইলে আমিও তোমার জন্য যেমন, তাহার জন্যও তেমনি হইয়া যাইব।"

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ

উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে হাসান বাস্‌রী (র) বলেন, সুলাইমান (আ) আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি হইতে বাঁচার জন্য যখন ঘোড়া সমূহের পদ ছেদন করিলেন, তখন উহার বিনিময়ে আরও উত্তম প্রতিদান প্রদান করিলেন এবং বায়ুকে এত দ্রুত গতি সম্পন্ন করিয়া তাঁহার অনুগত করিলেন যে, তাহাকে লইয়া বায়ু এক প্রাতে একমাস ও এবং অপরাহ্নে এক মাসের পথ অতিক্রান্ত করিত।

حَيْثُ اَصَابَ অর্থাৎ যে শহরে ইচ্ছা করিতেন সেখানেই লইয়া যাইত।

وَالشَّيَاطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ অর্থাৎ শয়তানগণের (জিন) মধ্যে কিছু এমন ছিল যে, উহারা মানবীয় শক্তি বহির্ভূত, যেমন মিহরাব, মূর্তি, বিরাট পাত্র ইত্যাদি নির্মাণের কার্য আঞ্জাম দিত। আর কিছু এমনও ছিল, যাহারা গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া দুর্লভ মণি-মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতু সংগ্রহ করিয়া আনিত।

وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ অর্থাৎ এমন জিনও ছিল, যাহাদিগকে ভারী ভারী বেড়ী লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। ইহারা হয়তো রাজদ্রোহিতা করিত, অথবা কাজ-কর্মে দুষ্টামী ও অবহেলা করিত, নতুবা লোকজনকে জালা-যন্ত্রণা করিত।

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْاَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ আপনার দু'আ মোতাবেক আমি আপনাকে যে বিশাল সাম্রাজ্য দান করিয়াছি, উহা হইতে আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন, আর যাহাকে ইচ্ছা দান না করুন, ইহার জন্য কোন হিসাব দিতে হইবে না। অর্থাৎ আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিতে পারেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে, – রাসূলে করীম (সা)-কে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে স্বাধীনতা প্রদান করা হইল যে, আপনি ইচ্ছা করিলে "বান্দা-রাসূল হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।" অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে যাহা করিবার আদেশ করিবেন, উহা সেভাবেই সম্পন্ন করিবেন। কোন কিছু ভাগ বন্টন করিলেও তাঁহার নির্দেশ মোতাবেক করিতে হইবে। অথবা 'বাদশা নবী' হিসাবে জীবন যাপন করিতে পারেন।" যাহাকে ইচ্ছা কোন কিছু প্রদান করিবেন। যাহাকে ইচ্ছা বঞ্চিত রাখিবেন। ইহাতে কোন হিসাব বা দোষ নাই। তখন তিনি জিব্রাইল (আ)-এর সহিত পরামর্শ ক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করিলেন। কেননা; উহা আল্লাহর নিকট অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও পরকালের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্মানজনক। যদিও দ্বিতীয়টি–অর্থাৎ নবী হওয়ার সাথে সাথে রাজত্বেরও অধিকারী হওয়া ইহাও পরকালের মর্যাদাশীল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান (আ)-কে পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছিলেন উহা উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, উহা আল্লাহ্‌র নিকট কিয়ামত দিবসে উচ্চ-মর্যাদাশীল। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ অর্থাৎ পরকালে আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ বাসস্থান।

(٤١) وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ۝

(٤٢) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ۝

(٤٣) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

(٤٤) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ
نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ○

৪১. স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, শয়তানতো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলিয়াছে।

৪২. আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর এইতো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়।

৪৩. আমি তাহাকে দিলাম তাহার পরিজনবর্গ ও তাহাদের মত আরও, আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

৪৪. আমি তাহাকে আদেশ করিলাম, "এক মুষ্টি তৃণ লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না।" আমি তাহাকে পাইলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে। সে ছিল আমার অভিমুখী।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল আইয়ুব (আ) এবং তাঁহাকে যে পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়াছিলেন উহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং শরীরে এমন রোগ দান করিলেন যে, একটি সুঁই পরিমাণ স্থানও রোগমুক্ত রহিল না। তিনি অসুস্থতায় সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন এমন কেহই পৃথিবীতে ছিল না। কেবল তাঁহার একজন স্ত্রী, যিনি আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রগাঢ় ঈমান রাখার দরুন নবীর প্রেম অন্তরে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে আটটি বৎসর তাঁহার খেদমত করিয়াছেন এবং লোকজনের বাড়ী বাড়ী কাজকর্ম করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, উহা দ্বারা তাঁহার খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইতেন। অথচ ইতিপূর্বে আইয়ুব (আ)-এর প্রচুর ধন-সম্পদ, সন্তানাদি ও আত্মীয় স্বজন ছিল। এই সব কিছুই তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইল এবং দূরারোগ্য ব্যাধির কারণে তাঁহাকে শহরের ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে ফেলিয়া রাখা হইল। আর তাঁহার একজন মাত্র স্ত্রী ব্যতীত দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকল আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। উক্ত স্ত্রী কেবল মজুরীর সময় ছাড়া বাকী পুরা সময়টুকুই তাঁহার খেদমতে কাটাইতেন। এমনি দূরাবস্থায় যখন দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পরীক্ষার নির্দিষ্ট মেয়াদও শেষ হইয়া আসিল, তখন মহা প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ আমাকে তো

মহাকষ্ট কাতর করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি তো সকল দয়ালের দয়াল। আর এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ اِذْنَادٰرَبَّهٗ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ

উপরোক্ত আয়াতে بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ এর ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন, শারীরিক যন্ত্রণা ও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির ব্যাপারে কষ্টের মধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার উপরোক্ত দু'আর পর পরম মেহেরবান আল্লাহ্ উহা কবুল করিলেন এবং আদেশ করিলেন যে,আপনি স্থান হইতে উঠুন এবং ভূমিতে পদাঘাত করুন। ইহা করিবামাত্র আল্লাহ্ তা'আলা সেখান হইতে একটি পানির নালা প্রবাহিত করিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, উহা দ্বারা গোসল করুন। ইহাতে তাঁহার দেহ হইতে সকল রোগ দূর হইয়া গেল। অত:পর দ্বিতীয় নির্দেশ পাইয়া পুনরায় অন্যত্র পদাঘাত করিলে সেখান হইতেও একটি নালা প্রবাহিত হইল এবং আদেশ হইল যে, উহা হইতে পান করুন। ইহাতে অভ্যন্তরীণ সকল রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। এবার তিনি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল রোগ হইতে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন, নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ

ইবন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, ইউনূস ইবন আব্দুল আলা (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিলেন যে, নবী করীম (সা) এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র নবী আইয়ূব (আ)-এর উপর পরীক্ষা আঠার বছর পর্যন্ত চলিয়াছিল। দূর ও নিকট আত্মীয় সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার দুইজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁহার নিকট আসিয়া খোঁজ খবর নিত। একদা তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, নিশ্চয় আইয়ূব (আ) এমন একটি পাপ করিয়া থাকিবেন, যাহা পৃথিবীর আর কেহ করে নাই। সে বলিল, উহা কেমন ? উত্তর করিল, একাধারে আঠারটি বৎসর কাটিয়া গেল, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রতি দয়াবান হইয়া রোগমুক্ত করিতেছেন না। এই কথাটি শ্রবণ করিয়া উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি ধৈর্য হারাইয়া বসিল এবং অপরাহ্নে আইয়ূব (আ)-এর নিকট পৌছিলে কথাটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। ইহা শ্রবণ করত: আইয়ূব (আ) অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন যে, এই লোকটি এমন মন্তব্য কেন করিল, উহা আমার জানা নাই। আল্লাহ্ জানেন যে, আমার অবস্থাতো এমন ছিল - আমার সম্মুখে দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হইয়া মধ্যখানে আল্লাহ্‌র নাম টানিয়া আনিলে উহা আমার সহ্য হইত না। কেন না ; পক্ষদ্বয়ের একটিতো অবশ্যই দোষী হইবে। এমতাবস্থায় উভয়েই আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিবে, উহা বে-আদবী তুল্য। সেখানে আমি আমার নিজ পক্ষ হইতে তাহাদের একজনের পাওনা চুকাইয়া দিয়া বিবাদটি শেষ করিয়া দিতাম।

তাঁহার অসুস্থতার শেষ পর্যায়ে এমনও হইয়া গেল যে, স্বেচ্ছায় চলা-ফেরা, এমনকি উঠাবসা পর্যন্ত করিতে পারিতেন না। মল ত্যাগের জন্য বেগম সাহেবা নির্দিষ্ট স্থানে

তাঁহাকে রাখিয়া আসিতেন এবং শেষে আবার গিয়া আনিতেন। একদা কোন কারণে বেগম সাহেবা তাঁহাকে পায়খানার স্থান হইতে আনিবার জন্য সেখানে পৌঁছিতে দেরী হইয়া গেলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতে ছিলেন। তখন আল্লাহ্‌র দরবারে সুস্থতার জন্য অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যে ওহী আসিয়াছিল উহাই নিম্নবর্তী আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ অর্থাৎ তাহাকে ভূমিতে পদাঘাত করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইলে সেখান হইতে যে পানি নিগর্ত হয় উহা দ্বারা গোসল ও পান করিতে আদিষ্ট হইলেন এবং মুহূর্তেই সম্পূর্ণ সুস্থ এমন কি রোগ - শোকের কোন ছাপ পর্যন্ত তাঁহার দেহে ছিল না। একটু দেরীত আসিয়া বেগম সাহেবা একজন সুদর্শন লোক দেখিয়া বলিলেন, "আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, এখানে একজন অসুস্থ নবী ছিলেন, আপনি কি তাঁহাকে দেখিয়াছেন? সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র শপথ, তিনি সুস্থ থাকিতে রূপ-সৌন্দর্যে প্রায় আপনার মতই ছিলেন।" তিনি বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি।"

বর্ণনাকারী বলেন, আইয়ুব (আ)-এর একটি কক্ষ তরী তরকারী এবং একটি কক্ষ গম-যবের জন্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা দুইটি মেঘখণ্ডকে তাঁহার কক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রেরণ করিলেন এবং তরকারীর কক্ষটি স্বর্ণ দ্বারা ও গমের কক্ষটিকে গম-যব দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। উপরোল্লিখিত হাদীসের শাব্দিক দিকগুলি ইব্‌ন জারীর হইতে সংগৃহীত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুর রায্‌যাক (র) আবূ হুরাইয়রা (রা) ..... হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে করীম (সা) বলিয়াছেন, "একদা আইয়ুব (আ) খোলাদেহে গোসল করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় স্বর্ণের টিড্ডি পাল আসিয়া তাঁহার উপর পতিত হইতে লাগিল। আর অমনি তিনি উহা স্বীয় কাপড়ে উঠাইয়া লইতে লাগিলেন। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আইয়ূব। আমি কি তোমাকে উহা হইতে মুখাপেক্ষাহীন করি নাই। তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রভু। হ্যাঁ ইহা সঠিক। তবে তোমার বরকত ও দান হইতে আমি বিমুখ নই।" ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই ধৈর্যশীল নবীকে যে উত্তম বিনিময় প্রদান করিলেন, নিম্নবর্তী আয়াতে উহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ-

হাসান ও কাতাদাহ্ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ূব (আ) এর পরিবার পরিজনকে জীবিত করিলেন, অধিকন্তু সমপরিমাণ আরও পরিবার পরিজন দান করিলেন।

رَحْمَةً مِّنَّا অর্থাৎ তাঁহার ধৈর্য, অটলতা, আল্লাহ্ মুখী হওয়া ও বিনয়ের বিনিময় স্বরূপ।

وَذِكْرٰى لِأُولِى الْأَلْبَابِ অর্থাৎ ইহাতে বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে যে, ধৈর্যের ফসল প্রশস্ততা ও প্রশান্তি।

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنَثْ এক মুষ্টি তৃণ হাতে লও ও উহা দ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করিও না। এখানে ঘটনা হইল যে, আইয়ূব (আ) কোন কারণে তাঁহার উক্ত স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তিনি সুস্থ হইয়া তাঁহাকে একশতটি বেত্রাঘাত করিবেন। উহার কারণ সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যে, বেগম সাহেবা স্বীয় দীর্ঘ কাল কেশের একটি গুচ্ছ বিক্রি করিয়া উহার অর্থ দিয়া রুটি আনিয়া স্বামীকে আহার করাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া এইরূপ শাস্তির কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। মূল ঘটনার ব্যাপারে অন্যান্য মতও রহিয়াছে।

পরে যখন তিনি সুস্থ হইলেন এবং শপথ পূর্ণ করিতে চাহিলেন, অথচ এমন একনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সেবিকা, স্বেচ্ছাময়ী স্ত্রীর প্রতি এমন কঠোর শাস্তি মানানসই ছিলনা, সেইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীর শপথ রক্ষা ও এই গুণবতী মহিলার প্রতি সুহৃদ্যতা স্বরূপ আদেশ করিলেন যে, তুমি ضِغْثًا অর্থাৎ খেজুরের একটি ডাল যাহার মধ্যে একশতটি তিন্‌কা (ছিলকা) থাকে, উহা হাতে লইয়া একবার আঘাত কর। সেই মতেই তিনি আদেশ পালন করিলেন এবং শপথ ও প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি পাইলেন। যাহারা আল্লাহকে ভয় করিবে এবং তাঁহার প্রতি নিজেকে অনুগত করিয়া রাখিবে, তাহাদের প্রতি প্রশস্ততা ও মুক্তির পথ এমনই হইয়া থাকে।

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আইয়ুব (আ) এর ধৈর্যের স্বীকৃতি প্রদান করত: তাঁহার প্রশংসা স্বরূপ বলিতেছেন যে, তিনি ছিলেন আমার অভিমুখী আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন যে ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

যে আল্লাহকে ভয় করিবে তিনি তাহার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিবেন এবং তাহার ধারণা বহির্ভূত পন্থায় রিয্ক দান করিবেন।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

যে আল্লাহর নির্ভরশীল হইবে তিনিই তাহার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ স্বীয় কাজকে পূর্ণতার পৌঁছাইবেনই। আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জন্য ভাগ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

অসংখ্য ফেকাহ্‌বিদ উক্ত আয়াতকেই ঈমান ও অন্যান্য বিষয়ে অগণিত মাসআলায় দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আর উহা যথাস্থানে যথাযথভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ সঠিক জানেন।

(٤٥) وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ○

(٤٦) اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ○

(٤٧) وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ○

(٤٨) وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ○

৪৫. স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী।

৪৬. আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।

৪৭. অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্‌লের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। আর মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস–

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত বান্দা ও অনুগত নবীগণের ফযীলত সম্পর্কে বলেন, وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা স্মরণ কর। সৎ কর্ম কল্যাণকর ইলম ও ও একনিষ্ঠ ইবাদতের ফলে তারা শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিল।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন اُولِى الْاَيْدِىْ অর্থ القوة اُولِى তথা শক্তিশালী এবং الْاَبْصَارِ। অর্থ দ্বীনি জ্ঞানে অভিজ্ঞ। মুজাহিদ (র) বলেন الْاَيْدِىْ। অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্যে শক্তিশালী আর الْاَبْصَارِ অর্থ সত্যের জ্ঞান। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহাদিগকে ইবাদতের শক্তি এবং দ্বীনের অভিজ্ঞতা দান করা হইয়াছিল। اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

তাহাদিগকে আমি অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের। উহা ছিল পরলোকের স্মরণ।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল আমি তাহাদিগকে পরকালের জন্য আমলকারী বানাইয়াছিলাম। পরকাল ব্যতীত উহাদিগের আর কোন ভাবনাই ছিল না।

তদ্রূপ সুদ্দী (র) বলেন, তাহাদিগকে পরকালের স্মরণ ও পরকালের আমলে নিয়োজিত রাখা হইয়াছিল। মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হৃদয় হইতে দুনিয়ার মোহ ও উহার স্বরূপ তুলিয়া নিয়াছেন এবং তাহাদিগকে পরলোকের ভালোবাসা ও উহার স্মরণের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আতা খুরাসনীও এই রূপই বলিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের الدَّار অর্থ জান্নাত। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে জান্নাতের স্মরণের জন্যই মনোনীত করিয়াছি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ذِكْرَى الدَّار অর্থ عُقْبَى الدَّار অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে পরকালীন জীবনের জন্য মনোনীত করিয়াছি। কাতাদাহ্ (র) বলেন, তাহারা জনগণকে পরলোক ও উহার আমলের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। ইব্ন যায়েদ বলেন, আল্লাহ পাক বিশেষ করিয়া তাহাদিগের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ পরলোকে রাখিয়াছেন।

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ অর্থাৎ অবশ্যই তাহারা আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

وَاذْكُرْ إِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الأَخْيَارِ আর স্মরণ কর, ইসমাঈল আল-ইয়াসা'আ ও যুলকিফ্লের কথা, ইহারা সকলেই ছিলেন সজ্জন।

সূরা আম্বিয়ায় ইহাদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে বিধায় পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

هٰذَا ذِكْرٌ অর্থাৎ ইহা এমন একটি অধ্যায় যাহাতে সত্য সন্ধানীদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। সুদ্দী (র) বলেন, ذِكْرٌ অর্থ কুরআনে আযীম।

(٤٩) هٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ۙ

(٥٠) جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ۚ

(٥١) مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَّشَرَابٍ

(٥٢) وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ

(٥٣) هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ

(٥٤) إِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۚ

৪৯. ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা; মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস—

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাত, তাহাদিগের জন্য উন্মুক্ত যাহার দ্বার।

৫১. সেথায় তাহারা আসীন হইবে হেলান দিয়া, সেথায় তাহারা বহুবিধ ফলমূল ও পানীয়ের জন্য আদেশ দিবে

৫২. এবং তাহাদিগের পার্শ্বে থাকিবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ।

৫৩. ইহাই হিসাব দিবসের জন্য তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।

৫৪. ইহাই আমার দেয়া রিয্‌ক, যাহা নিঃশেষ হইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, তাঁহার সৌভাগ্যশীল ঈমানদার বান্দাদের জন্য পরকালে উত্তম আবাস রহিয়াছে। অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন– جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ অর্থাৎ সেই আবাস হইল চিরস্থায়ী জান্নাত, তাহাদিগের জন্য যাহার দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

এই আয়াতে الْاَبْوَابُ এর আলিফলাম ইযাফাত এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ বাক্যটি ছিল মূলত مُفَتَّحَةً لَّهُمْ اَبْوَابُهَا অর্থাৎ উহাদিগের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে 'আদন' নামক একটি প্রাসাদ আছে। উহার পাঁচ হাজার দরজা আছে। প্রত্যেক দরজায় পাঁচ হাজার প্রহরী আছে। নবী অথবা সিদ্দীক অথবা শহীদ অথবা ন্যায়পরায়ণ শাসক ব্যতীত কেহই উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা বাহুল্য যে, জান্নাতের আট দরজা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ তাহারা পালংকের উপর সামিয়ানার নীচে আসন করিয়া বসিয়া থাকিবে।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا الخ অর্থাৎ জান্নাতী জান্নাতে যখন যে ফলমূল আহার করিতে ও যে পানীয় পান করিতে ইচ্ছা করিবে তাহারা উহার আদেশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে কাংখিত বস্তু তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ অর্থাৎ জান্নাতীদিগেকে এমন রমণীও দেওয়া হইবে যাহারা নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি মুহূর্তের জন্যও চোখ তুলিয়া তাকাইবে না এবং বয়সের দিক থেকে সকলেই হইবে সমবয়স্কা তরুণী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও সুদ্দী এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ এই যে জান্নাতের বিবরণ আমি উল্লেখ করিলাম, আমার মুত্তাকী বান্দাদিগকে আমি ইহারই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। কবর হইতে উঠিয়া জাহান্নাম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহারা উহাতে প্রবেশ করিবে।

অত:পর আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ

অর্থাৎ এই জান্নাতই আমার দেওয়া রিয্‌ক, যাহার কোন শেষ নাই।

যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহা শেষ হইয়া যাইবে আর যাহা আল্লাহর কাছে আছে তাহা আজীবন অক্ষয় থাকিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন–

عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ ইহা এমন এক দান, যাহার শেষ নাই। আরেক আয়াতে তিনি বলেন–

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। এইরূপ আরো অনেক আয়াত রহিয়াছে।

(٥٥) هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ○

(٥٦) جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

(٥٧) هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ○

(٥٨) وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ○

(٥٩) هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۗ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ○

(٦٠) قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۗ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ۗ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ○

(٦١) قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى النَّارِ ○

(٦٢) وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ○

(٦٣) اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ ۝

(٦٤) اِنَّ ذٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ ۝ ع

৫৫. ইহাই। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম—

৫৬. জাহান্নাম, সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

৫৭. ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

৫৮. আরো আছে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি।

৫৯. এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য নাই অভিনন্দন, ইহারা তো জাহান্নামে থাকিবে।

৬০. অনুসারীরা বলিবে, বরং তোমরাও, তোমাদিগের জন্যও তো অভিনন্দন নাই। তোমরাই তো পূর্বে উহা আমাদিগের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছ। কত নিকৃষ্ট এই আবাস স্থল।

৬১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদিগের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।

৬২. উহারা আরো বলিবে, আমাদিগের কি হইল যে, আমরা যে সকল লোককে মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম, তাহাদিকে দেখিতে পাইতেছি না।

৬৩. তবে কি আমরা ইহাদিগকে অহেতুক ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র মনে করিতাম, না উহাদিগের ব্যাপারে আমদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়াছে?

৬৪. ইহা নিশ্চিত সত্য— জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশীলদের পরিণামের কথা আলোচনা করিয়া এইবার দুর্ভাগা কাফির বেঈমানদের পরিণতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন–

هٰذَا ۚ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ সীমালংঘকারীদের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্টতম পরিণাম। اَلطَّاغِیْ বলা হয় যাহারা আল্লাহর আনুগত্যের বাহিরে এবং আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর বিরোধী। অত:পর উহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন –

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ অর্থাৎ সেই নিকৃষ্টতম পরিণতি হইল, জাহান্নাম। উহারা তাহাতে প্রবেশ করিবে এবং উহা তাহাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঢাকিয়া রাখিবে। অত্যন্ত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল।

هٰذَا فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ইহা সীমালংঘনকারীদিগের জন্য। সুতরাং উহারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

حَمِيْمٌ অর্থ প্রচন্ড গরম পানি, যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। غَسَّاقٌ হইল উহার বিপরীত। অর্থাৎ ঠান্ডা যাহা সহ্য করা সম্ভব নয়। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলেন–

وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ অর্থাৎ এইরূপ আরো বিভিন্ন ধরনের শাস্তি রহিয়াছে। মোটকথা জাহান্নামীদেরকে পরস্পর বিপরীত পন্থায় শাস্তি দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন। রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামের এক বালতি পুঁজ যদি দুনিয়াতে ঢালিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে গোট দুনিয়াটা দুর্গন্ধে ভরিয়া যাইত।" ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি যথাক্রমে সুওয়াইদ ইব্‌ন নাস্‌র, আবূল মুবারক, রিশদীন ইব্‌ন সা'দ, আরম ইব্‌ন হারিছ ও দাররাজের সূত্রে বর্ণনা করেন। অপর দিকে ইব্‌ন জারীর (র) ইউনুস ইব্‌ন আব্দুল আ'লা, ইব্‌ন ওহাব ও আমর ইব্‌ন হারিছের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

কা'ব আহবার (র) বলেন, গাসসাক জাহান্নামে অবস্থিত এমন একটি কূপের নাম সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি প্রাণীর ঘামে যাহা কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অত:পর এক একজন জাহান্নামীকে একবার করিয়া উহাতে ডুবাইয়া তুলিয়া আনা হইবে। ইহাতে তাহাদের চর্ম ও গোশ্‌ত হাড্ডি হইতে খসিয়া পায়ের দুই গোড়ালী ও হাতের দুই কব্জির সংগে ঝুলিয়া থাকিবে। নিজের গায়ের বস্ত্র হেচড়াইবার ন্যায় তাহারা উহা হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে সেখান হইতে বাহির হইয়া অসিবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ এই আয়াতের অর্থে বলেন, আরো নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হইবে। অন্যরা বলেন وَاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖ اَزْوَاجٌ যেমন– যামহারীর সামূম ফুটন্ত পানি পান, যাক্কুম ভক্ষণ ও সাঊদ ইত্যাদি। এইসব কিছু দ্বারা জাহান্নামীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ الخ এইতো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য নাই অভিনন্দন। উহারা তো জাহান্নামে জ্বলিবে। জাহান্নামীরা একে অপরকে এইরূপ বলিবে। যেমন– অন্য এক আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,

كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا অর্থাৎ যখনই একটি দল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে, তাহারা তাহাদের সমগোত্রীয়দেরকে সালাম করার পরিবর্তে অপরকে অভিশম্পাত করিবে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবে এবং একজন অপরজনকে কাফির আখ্যায়িত করিবে। তখন যাহারা পূর্বে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা পরবর্তীতে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, এই তো এক বাহিনী তোমাদিগের সংগে প্রবেশ করিতেছে। উহাদিগের জন্য অভিনন্দন নাই। উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কারণ উহারাও জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। তখন নতুন করিয়া প্রবেশকারীরা বলিবে—

قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ لاَمَرْحَبًا بِكُمْ ... الخ অর্থাৎ আমাদিগের জন্য নয় বরং তোমাদিগের জন্যই অভিনন্দন নাই। আমাদিগের এই পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরাই তো আহ্বান করিয়া আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছ, যাহার পরিণতিতে আজ আমাদের এই দশা। কত নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল। অত:পর তাহারা বলিবে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ .... الخ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! যে ইহা আমাদের সম্মুখীন করিয়াছে, জাহান্নামে তাহার শাস্তি তুমি দ্বিগুণ বর্ধিত কর। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِاُوْلاَهُمْ رَبَّنَا هٰؤُلاَءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ۔ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَعْلَمُوْنَ۔

অর্থাৎ পরে প্রবেশকারীরা আগে প্রবেশকারীদের সম্পর্কে বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! ইহারা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। অতএব তুমি ইহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান কর। আল্লাহ্ বলিবেন, সকলের জন্যই দ্বিগণ রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই পরিমাণ মত শাস্তি পাইবে, কিন্তু তোমরা তাহা জাননা। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَقَالُوْا مَا لَنَا لاَنَرٰى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ۔ اَتَّخَذْنٰهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْاَبْصَارُ۔

অর্থাৎ তাহারা বলিবে, কি ব্যাপার! আমরা ঐ সব লোকদেরকে দেখিতেছি না যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? আমরা কি উহাদিগকে তামাশার পাত্র বানাইয়া ছিলাম, নাকি তাহাদিগের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে? কাফিররা দুনিয়াতে যেসব ঈমানদারদিগকে পথহারা, বিভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত, জাহান্নামে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহারা এইরূপ বলিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা আবূ জাহলের উক্তি। সে বলিবে, কি ব্যাপার, আমি বিলাল, আম্মার সুহায়ব এবং অমুক অমুককে দেখিতেছিনা যে? বলা বাহুল্য যে, শুধু আবূ জাহলই নয়, সব কাফিরই মনে করে যে মুসলমানরা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। কিন্তু নিজেরা জাহান্নামে প্রবেশ করিয়া ঈমানদারদিগকে দেখিতে না পাইয়া বলিবে যে, কি ব্যাপার, আমরা সেই সব লোকদেরকে দেখিতে পাইতেছিনা কেন, যাহাদিগকে আমরা মন্দ বলিয়া গণ্য করিতাম? দুনিয়াতে কি আমরা তাহাদিগকে তামাশার পাত্র বানইয়াছিলাম, নাকি তাহারা আমাদের সংগে জাহান্নামে আছে, কিন্তু দৃষ্টিভ্রমের কারণে আমরা দেখিতে পাইতেছিনা? ইহার পরই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, উহারা জান্নাতের উচ্ স্তরে অত্যন্ত সুখে রহিয়াছে।

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ অর্থাৎ হে মুহম্মদ! জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাদ-প্রতিবাদ ও একের প্রতি অন্যের অভিশম্পাত সম্পর্কে আমি তোমাকে যাহা জ্ঞাত করিয়াছি সবই সত্য, উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

(٦٥) قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

(٦٦) رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

(٦٧) قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيمٌ ۝

(٦٨) أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝

(٦٩) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝

(٧٠) إِن يُوحَىٰٓ إِلَيَّ إِلَّآ أَنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

৬৫. বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ নাই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি এক পরাক্রমশালী।

৬৬. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশালী।

৬৭. বল, ইহা এক মহা সংবাদ,

৬৮. যাহা হইতে তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইতেছ।

৬৯. উর্দ্ধলোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না।

৭০. আমার নিকটতো এই অহী আসিয়াছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ পাক তাঁহার রাসূল (সা)-কে আদেশ করিতেছেন যে, যাহারা আমাকে অস্বীকার করে, আমার সহিত অংশীদার স্থাপন করে, আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; তাহাদিগকে তুমি বলিয়া দাও যে, তোমরা যাহা মনে কর আমি তাহা নহি, আমি একজন সতর্ককারী মাত্র।

وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক পরাক্রমশালী, সবকিছুই তাঁহার আয়ত্ব ও ক্ষমতাধীন। আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সব কিছুরই তিনি অধিপতি ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী, তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।

قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيْمٌ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ- অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন হে মুহাম্মদ! তোমরা যাহা ইহতে বিমুখ হইয়া রহিয়াছ; অর্থাৎ আমাকে তোমাদিগের প্রতি রাসূল বানাইয়া পাঠানো এক মহা সংবাদ।

মুজাহিদ, কাজী শুরায়হ ও সুদ্দী (র) বলেন قُلْ هُوَ نَبَؤٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ কুরআন।

مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ .... الخ উর্দ্ধলোকে তাহাদিগের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। অর্থাৎ আমার কাছে অহী না আসিলে আমি উর্দ্ধ জগতে বাদানুবাদ অর্থাৎ আদম (আ)-কে ইবলীসের সাজদাহ করিতে অস্বীকার করা এবং আদম (আ) এর উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যুক্তির অবতারণা করার বৃত্তান্ত আমি কি করিয়া জানিতে পারিলাম?

ইমাম আহমদ (র) ..... মুয়ায (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুয়ায (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর একদিন ফজর নামাজ পড়ার জন্য আসিতে বিলম্ব হইয়া যায়। এমনকি সূর্য উদয় হওয়ার উপক্রম হইয়া যায়। ইত্যবসরে রাসূল (সা) দ্রুত বেগে আসিয়া সংক্ষেপে নামায আদায় করেন। নামাযের সালাম ফিরাইয়াই তিনি বলিলেন, তোমরা একটু বস। অত:পর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, আমি রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কিছুক্ষণ নামায পড়িলাম। অত:পর নামাযের মধ্যেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, আমি পূর্বাপেক্ষা অনেক সুন্দর আকৃতিতে আমার মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জান যে, উর্দ্ধজগত কি ব্যাপারে বাদানুবাদ করে? আমি বলিলাম, না জানিনা, হে আমার প্রতিপালক! তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্নটি করেন– অত:পর দেখি যে, তিনি নিজের হাতের তালু আমার দুই কাঁধের মাঝে রাখেন। আমি আমার বুকের মাঝে তাঁহার আঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগে শীতলতা অনুভব করি। ইহাতে প্রতিটি বস্তু আমার জন্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং আমি সবকিছুর পরিচয় পাইয়া যাই। অত:পর তিনি বলিলেনঃ মুহাম্মদ! এইবার বলতো, উর্দ্ধ জগত কোন্ ব্যাপারে বিতণ্ডা করে? আমি বলিলাম, কাফফারার ব্যাপারে। আল্লাহ্ বলিলেন : কাফ্ফারা কি? আমি বলিলাম, নামাজের জামাতে শামিল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নেয়া, নামাজের পর মসজিদে বসিয়া থাকা ও কষ্ট সত্ত্বেও যথাযথভাবে উযু করা। আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো, দারাজাত কি? (অর্থাৎ কি করিলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়) আমি বলিলাম, খানা খাওয়ানো কোমল ভাষায় কথা বলা এবং গভীর রজনীতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন থাকে, তখন উঠিয়া নামায পড়া। অত:পর আল্লাহ্ পাক বলিলেন : যাহা ইচ্ছা, প্রার্থনা কর। আমি বলিলাম ঃ

اللهم انى اسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لى وترحمنى واذا اردت فتنة بقوم توفنى غير مفتون واسئلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى الى حبك-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি নেক কাজ করার মন্দ কাজ বর্জনের, মিসকীনদের ভালোবাসা এবং তোমার ক্ষমা ও দয়া প্রার্থনা করিতেছি। আরো প্রার্থনা করি যে, যখন তুমি কোন জাতিকে বিপদে ফেলিতে ইচ্ছা করিবে, তখন আমাকে নিরাপদে মৃত্যুদান করিও। আর তোমার কাছে তোমার ভালোবাসা, যে তোমাকে ভালোবাসে তাহার ভালোবাসা আর সেই আমলের ভালোবাসা প্রার্থনা করি, যাহা আমাকে তোমার প্রেমের নিকটে পৌছাইয়া দেয়। এই কাহিনী শুনিয়াই রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য, তোমরা ইহা শিখিয়া রাখ।

ইহা প্রসিদ্ধ স্তরের হাদীছ। যাহারা ইহাকে জাগ্রতাবস্থার কাহিনী আখ্যা দিয়াছেন, তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হুবহু এই হাদীসটি জাহ্‌যাম ইব্‌ন আব্দুল্লাহ আল-য়ামামী এর সূত্রে বর্ণনা করিাছেন এবং 'হাসান সহীহ' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। আলোচ্য হাদীসে ঊর্দ্ধ জগতের যে বাদানুবাদের কথা বলা হইয়াছে তাহা কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদ নয়। কুরআনে উল্লেখিত বাদানুবাদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত, আয়াতসমূহে প্রদান করা হইয়াছে।

(٧١) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ○

(٧٢) فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○

(٧٣) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ○

(٧٤) إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۭ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٧٥) قَالَ يٰٓإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۭ أَسْتَكْبَرْتَ
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ○

(٧٦) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۭ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○

(٧٧) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ○

(٧٨) وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْٓ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○

(٧٩) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

(٨٠) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

(٨١) إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ○

(٨٢) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

(٨٣) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ○

(٨٤) قَالَ فَالْحَقُّ ز وَالْحَقَّ أَقُوْلُ ○

(٨٥) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ ○

৭১. স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করিতেছি কর্দম হইতে,

৭২. যখন আমি উহাকে সুষম করিব এবং উহাতে আমার রূহ সঞ্চার করিব, তখন তোমরা উহার প্রতি সিজদাবনত হইও।

৭৩. তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হইল—

৭৪. কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করিল এবং কাফিরদিগের অন্তর্ভুক্ত হইল।

৭৫. তিনি বলিলেন, হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহার প্রতি সিজদাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন?

৭৬. সে বলিল, আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে।

৭৭. তিনি বলিলেন, তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত।

৭৮. এবং তোমার উপর আমার লানত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত।

৭৯. সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

৮০. তিনি বলিলেন, তুমিও অবকাশ প্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইলে–

৮১. অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

৮২. সে বলিল, আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি উহাদিগের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব,

৮৩. তবে উহাদিগের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে।

৮৪. তিনি বলিলেন, তবে ইহাই সত্য আর আমি সত্যই বলি।

৮৫. তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদিগের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

তাফসীর ঃ এই কাহিনীটি আল্লাহ পাক সূরা 'বাকারা, সুরা আ'রাফ, সূরা হিজর, সূরা সুবহানা ও সূরা কাহফে এবং এই সূরায় উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনা হইল, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি কাদা মাটি দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন। আর তাহাদিগকে আগেই আদেশ দিয়া রাখেন যে, যখন তাঁহার সৃষ্টির কাজ শেষ হইবে এবং সুষম করিয়া গড়িয়া তুলিবেন তখন যেন তাহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থে তাহাকে সম্মানসূচক সাজদাহ করে। অবশেষে ইবলীস ব্যতীত অন্য সকলেই এই আদেশ পালন করিল। ইবলীস ছিল জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। সে আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করিয়া বসিল। আদম (আ- কে সাজদাহ করিল না এবং আল্লাহ্ পাকের সংগে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইল আর দাবী করিয়া বসিল যে, সে আদম হইতে শ্রেষ্ঠ কারণ সে আগুনের হইতে তৈরি আর আদম তৈরি মাটি হইতে। আর তাহার ধারণায় আগুন মাটি হইতে উত্তম। যুক্তি অনুযায়ী কাজ করিতে যাইয়া সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসিল এবং তাঁহার অবাধ্য হইয়া গেল। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নিজের রহমতের ঘর হইতে তাড়াইয়া দেন এবং তাহাকে ইবলীস নামে আখ্যায়িত করিয়া অপমানের সহিত আকাশ হইতে এই পৃথিবীতে নামাইয় দেন। তখন সে আল্লাহ্র কাছে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করে কিয়ামত পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিয়াছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত সহনশীল। কাউকেই তিনি তাহার অবাধ্যতার শাস্তি দানে তাড়াহুড়া করেন না। কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পাইয়া এবং ধ্বংসের হাত হইতে নিরাপত্তা লাভ করিয়া এইবার ইবলীস অবাধ্য ও আল্লাহ্ দ্রোহিতাকে নিজের জীবনের মিশন বানাইয়া লইল এবং ঘোষণা করিল যে ..... فَبِعِزَّتِكَ আপনার ক্ষমতার শপথ! আপনার একনিষ্ঠ

বান্দাদের ব্যতীত সব মানুষকেই আমি পথভ্রষ্ট করিয়া ছাড়িব। যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

.... أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ অর্থাৎ এই আপনি যাহাকে আমার উপর সম্মান দিলেন, অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহার বংশধরদের আর সকলকেই আমি পথচ্যুত করিয়া ছাড়িব। এই অল্প সংখ্যক কাহারা সেই সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

.... إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ অর্থাৎ আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা চলিবেনা। অভিভাবক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।

.... قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ আল্লাহ্ বলিলেন, তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি। তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদিগের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই।

মুজাহিদ (র) সহ একদল আলিম আলোচ্য আয়াতের প্রথম الحق -কে রফা দ্বারা পড়িয়াছেন। মুজহিদের মতে আয়াতের অর্থ হইল, আমি সত্য, বলিও সত্য। অন্য এক বর্ণনামতে তিনি ইহার অর্থ করেন, সত্য আমা হইতেই উৎসারিত আর আমি সত্যই বলি। অন্যদের মতে উভয় اَلْحَقَّ কেই নসব দ্বারা পড়িতে হইবে।

এ আয়াতের অনুরূপ অর্থে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

.... وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি সকল মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই। অন্য আয়াতে বলেন ঃ

.... قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ অর্থাৎ আল্লাহ্ বলিলেন, যাও, মানুষের মধ্য হইতে যে তোমার অনুসরণ করিবে, জাহান্নামই হইল তাহার উপযুক্ত পুরস্কার।

(٨٦) قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ○

(٨٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○

(٨٨) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ ○

৮৬. বল, আমি ইহার জন্য তোমাদিগের নিকট কোন প্রতিদান চাহিনা এবং যাহারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাহাদিগের অন্তর্ভুক্ত নহি।

৮৭. ইহাতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র।

৮৮. উহার সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানিবে কিয়ৎকাল পরে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ। আপনি মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে, এই দ্বীন প্রচার ও সদুপদেশের বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট আমি পার্থিব কোন প্রতিদান চাহিনা। আর আল্লাহ্ আমাকে যে আদেশ প্রদান করেন, আমি কেবল তাহাই পালন করি। কোন প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন আমি করিনা। আল্লাহ্ যাহা আদেশ করেন তদপেক্ষা বেশীও করিতে চাহিনা এবং কমও করিনা। এই কাজের বিনিময়ে আমি চাই শুধু আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও পরকাল।

সুফয়ান ছাওরী (র) মাসরূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (রা) বলেন : আমরা একদিন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। উপদেশ প্রসংগে তিনি বলিলেন, হে লোক সকল! কাহারো কিছু জানা থাকিলে তা বলা উচিত আর জানা না থাকিলে একথা বলা উচিত যে, আল্লাহ্ ভালো জানেন। কারণ অজানা বিষয়ে এ বলা যে, 'আল্লাহ্ ভালো জানেন'; ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ্ পাক নবী করীম (সা) কে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَاأَسْئَلُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلاَّذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন জিন ও মানব জাতির সকল মুকাল্লাফের জন্য উপদেশ। ইহা ইব্‌ন আব্বাসের কৃত অর্থ।

ইবন আবূ হাতিম (র), ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের لِلْعَالَمِيْنَ এর অর্থ করেন জিন ও মানব জাতি। এ মর্মে আরো কয়েকটি আয়াত আছে যেমন–

لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের কাছে ইহার আহ্বান পৌছে, তাহাদেরকে সতর্ক করা।

وَمَنْ يَّكْفُرْبِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ যে ইহা অস্বীকার করিবে জাহান্নামই তাহার শেষ পরিণতি।

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهٗ بَعْدَ حِيْنٍ অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবশ্যই ইহার সংবাদ ও সত্যতা জানিতে পারিবে।

কাতাদাহ (র) বলেন بَعْدَ حِيْنٍ অর্থ بَعْدَ الْمَوْتِ অর্থাৎ মৃত্যুর পর। ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন। বস্তুত: এ দুয়ের মাঝে কোন বিরোধ নাই। কেননা যে মৃত্যুবরণ করিল, বলিতে গেলে তাহার কিয়ামত শুরু হইয়া গেল। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন, হাসান (র) বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান! মৃত্যুর সময় তোমার নিকট নিশ্চিত সংবাদ আসিয়া যাইবে।

॥ সূরা সাদ-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা যুমার

৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম নাসায়ী (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রোযা রাখা শুরু করিলে আমাদের মনে হইত যে, আর বুঝি তিনি রোযা রাখা বন্ধ করিবেন না। আবার বন্ধ করিয়া দিলে আমাদের মনে হইত, আর বুঝি রোযা রাখিবেন না। তিনি প্রত্যেক রাত্রে সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা যুমার পাঠ করিতেন।

(١) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ
الدِّيْنَ ○

(٣) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ
مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ
يَخْتَلِفُوْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

(٤) لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

১. এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে।

২. আমি তোমার নিকট এই কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া।

৩. জানিয়া রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহারা বলে, আমরা তো ইহাদিগকে পূজা এই জন্যই করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে। উহারা যে বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে মতভেদ করিতেছে আল্লাহ্ তাহার ফয়সালা করিয়া দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিতে পারিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক সংবাদ দিতেছেন যে, এই কুরআন তাঁহারই নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা সত্য ও নির্ভুল। ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যেমন কুরআনের এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ - عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ - بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ -

অর্থাৎ ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতীর্ণ। ইহা রূহুল আমীন তোমার অন্তরে অবতরণ করিয়াছে, যাহাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, স্পষ্ট আরবী ভাষায়।

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

নিশ্চয় ইহা মহান কিতাব। বাতিল ইহার কাছে আসিতে পারে না। সম্মুখ থেকেও না, পিছন হইতেও না। ইহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ সত্তার নিকট হইতে অবতীর্ণ।

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ الخ

অর্থাৎ এই কিতাব তথা কুরআন আল্লাহ্ পাকের নিকট হইতে অবতীর্ণ, যিনি পরাক্রমশালী এবং কথায়, কাজে, বিধান দানে ও সিদ্ধান্তে প্রজ্ঞাময়।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি। সুতরাং তুমি এক আল্লাহ্র ইবাদত কর, যাহার কোন শরীক নাই। সৃষ্টি জগতকে তাহার প্রতি আহ্বান কর এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নহে, তাহার কোন অংশীদার ও সমকক্ষ নাই। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন, أَلاَ لِلّٰهِ الدِّيْنُ الخ অর্থাৎ তিনি শুধু সেই আমলই গ্রহণ করেন, যাহা একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়। أَلاَ لِلّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (র) বলেন, এর অর্থ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই।

অত:পর আল্লাহ্ পাক মূর্তি পূজারী মুশরিকদের সম্পর্কে বলেন যে, তাহারা বলে ঃ

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى۔

আমরা তো ইহাদিগের পূজা এই জন্য করি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আনিয়া দিবে।

অর্থাৎ মুশরিকরা তাহাদিগের ধারণা অনুযায়ী নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের মূর্তি প্রস্তুত করিয়া ঐসব মূর্তিসমূহকে পূজা করিতে শুরু করিয়া দেয় এবং এই মূর্তিপূজাকেই ফেরেশতাদের উপাসনা বলিয়া বিশ্বাস করে। উদ্দেশ্য, সাহায্য-সহযোগিতা, জীবিকা ও দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজনে তাহারা আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করিবে। আর পরকাল ও পুনরুত্থানকে তাহারা বিশ্বাসই করে না।

কাতাদাহ, সুদ্দী ও মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন যায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِيُقَرِّبُوْنَا الخ অর্থ, যেন তাহারা আমাদের জন্য সুপারিশ করে এবং আমাদিগকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে আনিয়া দেয়। এই জন্যই তাহারা জাহিলী যুগে হজ্জ করিতে যাইয়া তালবিয়ায় বলিত, لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ اِلاَّ شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ـ বলা বাহুল্য যে, মুশরিকরা আবহমান কাল হইতেই আল্লাহ্র সঙ্গে এই শরীক স্থাপন করিয়া আসিতেছিল এবং যুগে যুগে বহু নবী আসিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্র একত্ব প্রচার করিয়াছেন। অংশীদারিত্বের এ ধারণাটি সম্পূর্ণ মুশরিকদের মন গড়া ও কল্পনা প্রসূত। আল্লাহ্ পাকের ইহাতে বিন্দুমাত্রও সমর্থন ছিল না। বরং, তিনি কঠোরভাবে ইহা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যেমন একস্থানে তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠাইয়াছি। তাহাদের দাওয়াত ছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর এবং তাগুতকে বর্জন করিয়া চল।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَاِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ۔

অর্থাৎ আমি তোমার পূর্বে যত নবী পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের সকলের কাছেই আমি এ প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর।

আবার তিনি ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, আকাশমণ্ডলীতে অবস্থানকারী সকল নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা এবং আরো যাহারা আছে সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ, অনুগত দাস। তিনি তাহাদের যাহাকে যাহার জন্য সুপারিশ করিবার অনুমতি দিবেন সে তাহার জন্য ব্যতীত অন্য কেউ কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার রাখে না॥

فَلاَ تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য শরীক স্থাপন করিও না; তিনি ইহা হইতে অনেক উর্দ্ধে।

اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْمَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ উহারা যে বিষয়ে নিজদিগের মধ্যে মতভেদ করিতেছে, আল্লাহ্ উহার ফয়সালা করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন এবং প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের পুরস্কার দান করিবেন।

এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهٰؤُلاَءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ؟ قَالُوْا سُبْحَانَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُوْنَ۔

অর্থাৎ সেইদিন আমি উহাদিগের সকলকে একত্রিত করিব। অত:পর ফেরেশতাদিগকে বলিব, আচ্ছা, ইহারা কি তোমাদিগকে পূজা করিত ? তাহারা বলিবে, আমরা আপনার পবিত্রতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনি আমাদিগের অভিভাবক—তাহারা নহে। তাহারা তো বরং জিনের উপাসনা করিত। তাহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের প্রতি বিশ্বাসী।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ۔ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ্ তাহাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন না। অর্থাৎ যে মিথ্যা পথে পরিচালিত হইতে ও আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা রচনা করিতে চায় এবং যাহার অন্তর আল্লাহ্ পাকের নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি অস্বীকার করে, আল্লাহ্ তাহাকে হিদায়াতের পথ দেখান না।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের তাহার সন্তান হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ মুশরিকদের এবং হযরত ঈসা ও ইয়াকূব (আ)-এর তাহার পুত্র হওয়া সম্পর্কে ইয়াহুদী ও নাসারাদের ধারণা খণ্ডন করিয়া বলেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ ۔

আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিতে চাহিলে তিনি তাহার সৃষ্টির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করিতে পারিতেন।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের কোন সন্তান নাই। এই ব্যাপারে মুশরিক ও ইয়াহুদী নাসারাদের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব।

سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ অর্থাৎ সন্তান গ্রহণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। কারণ, তিনি এক। সৃষ্টির সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। সব কিছুই তাঁহার পদানত ও করতলগত। সুতরাং সত্যদ্রোহী এই যালিমরা যাহা বলে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র।

(٥) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ
النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ
اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ○

(٦) خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ
مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۗ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ
خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ
فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করিয়াছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জানিয়া রাখ, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একই ব্যক্তি হইতে। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আট

প্রকার আন‘আম। তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাহারই, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা মুখ ফিরাইয়া কোথায় চলিয়াছ ?

তাফসীর ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক জানাইয়া দিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিহি ইহার অধিপতি ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাত-দিনের পরিবর্তন তাঁহারই কীর্তি।

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ রাত-দিন তাঁহারই নিয়মাধীনে পর্যায়ক্রমে আগমণ-নির্গমন করিতেছে। একে অপরকে দ্রুত অনুগমন করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ্, সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতে আলোচ্য আয়াতের এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি নিয়মাধীন করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রম করিয়া চলিয়াছে; অতঃপর কিয়ামতের দিন উহার সমাপ্তি ঘটিবে। এই নির্দিষ্ট কাল সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পুরাপুরি অবগত রহিয়াছেন।

اَلاَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ অর্থাৎ এতসব মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব এবং বড়ত্ব সত্ত্বেও কেহ অপরাধ করিয়া কায়মনোবাক্যে তাওবা করিলে তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ الخ অর্থাৎ জাত, শ্রেণী, ভাষা ও বর্ণের ভেদাভেদ সত্ত্বেও তিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি তথা আদম (আ) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গীনি তথা হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন ঃ এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً۔

অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহা হইতে তাহার সংগীনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের হইতে বিস্তার করিয়াছেন অনেক পুরুষ ও নারী।

وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য আট প্রকার আন‘আম তথা রোমন্থনকারী গবাদী পশু সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আট প্রকার আন‘আম কি কি, তাহা সূরা আন‘আমে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মেষ দুইটি, ছাগল দুইটি, উট দুইটি ও গরু দুইটি।

يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদিগের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে গঠন দান করিয়াছেন। একজন মানুষের গঠন প্রণালী হইল প্রথমে হয় বীর্য; অত:পর জমাট রক্ত, তাহার পর এক টুকরা গোশত। অত:পর গোশত, হাড্ডি, মাংসপেশী ও শিরা সৃষ্টি হয়। এরপর আত্মা সঞ্চার করিবার পর একটি পূর্ণাঙ্গ মানবাকৃতি ধারণ করে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ উত্তম সৃষ্টিকারী আল্লাহ্ কতই না মহান।

فِىْ ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ তিন অন্ধকারে—অর্থাৎ জরায়ুর অন্ধকার, সন্তানের গায়ে জড়ানো পাতলা আবরণের অন্ধকার ও পেটের অন্ধকার। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ্হাক, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) তিন অন্ধকারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ অর্থাৎ এই যে যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ বস্তুরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সৃজন করিয়াছেন তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পিতৃ পুরুষকে, তিনি তোমাদের রব, তিনিই সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি ছাড়া অন্য কাহারো দাসত্ব করা যায় না এবং তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই।

فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ؟ অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও কি করিয়া তোমরা তাঁহার সঙ্গে অন্যের দাসত্ব কর? তোমরা কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছ?

(٧) اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ
وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

(٨) وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا
خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْٓا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلّٰهِ
اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ
اَصْحٰبِ النَّارِ ۝

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগের মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও; তিনি তোমাদিগের জন্য ইহাই পছন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করিবে না। অত:পর তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যাহা করিতে তিনি তোমাদিগকে তাহা অবগত করাইবেন। অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সম্যক অবগত।

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তাহার প্রতিপালককে ডাকে; পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার পূর্বে যাহার জন্য সে ডাকিয়াছিল তাহাকে এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায় অপরকে তাহার পথ হইতে বিভ্রান্ত করিবার জন্য। বল, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদিগের অন্যতম।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টির কাহারো প্রতি মুখাপেক্ষী নহেন। যেমন হযরত মূসা (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ ـ

অর্থাৎ তোমরা এবং জগতের সকলে মিলিয়া যদি কুফরী কর, (তবুও তাঁহার কোন ক্ষতি হইবার নহে) আল্লাহ্ সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে আমার বান্দাগণ! পূর্ব-পর , জিন ও ইনসান নির্বিশেষে যদি তোমরা সকলেই আমার চরম অবাধ্য হইয়া যাও; তাহাতে আমার রাজত্বে সামান্য ত্রুটিও দেখা দিবে না।"

وَلَايَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ অর্থাৎ আল্লাহ্ বান্দার জন্য অকৃতজ্ঞতা পছন্দও করেন না, ইহার আদেশও করেন না।

وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ্ উহা পছন্দ করেন এবং তোমাদের প্রতি তাহার অনুগ্রহ বাড়াইয়া দেন।

وَلَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ একের পাপের ভার অন্যে বহন করিবে না। প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে।

ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ الـخ অর্থাৎ একদিন তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। সেইদিন তিনি তোমাদিগকে তোমাদিগের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। কোন কিছুই তাঁহার কাছে গোপন নয়। তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবহিত।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيْبًا اِلَيْهِ অর্থাৎ মানুষের চরিত্র এই যে, বিপদে পড়িলে তাহারা চিন্তিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া দিলে পরে সব ভুলিয়া যায়। যেমন, একস্থানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ـ

অর্থাৎ সমুদ্রে বিপদে পড়িলে তোমরা আল্লাহ্কে ছাড়া সবাইকে ভুলিয়া যাও আর তিনি উদ্ধার করিয়া কুলে আনিয়া দেওয়ার পর তাঁহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। আসলে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ـ

অর্থাৎ পরে যখন তিনি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তখন সে ইতিপূর্বে যাহাকে ডাকিয়াছিল তাহাকে ভুলিয়া যায়। অর্থাৎ বিপদমুক্ত হইয়া স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিলে ঐ আবেদন-নিবেদন আর আকুতি-মিনতির কথা ভুলিয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهُ ـ

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া, দাঁড়াইয়া আমাকে আহ্বান করে। অত:পর যখন আমি তাহার বিপদ দূর করিয়া দেই; তখন তাহার অবস্থা হয় যেন বিপদে পড়িয়া সে আমাকে ডাকেই নাই।

وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ অর্থাৎ সুখের দিনে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক ও অংশীদার স্থাপন করিতে শুরু করিয়া দেয়। এই মানুষের নীতি।

قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি এই চরিত্রের লোকদিগকে বলিয়া দিন যে, কুফরীর জীবন অবস্থায় তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদিগের অন্যতম। উল্লেখ্য যে, কঠোর হুমকি স্বরূপ আল্লাহ্ পাক এই কথাটি বলিয়াছেন। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ অর্থাৎ তুমি বল, তোমরা ভোগ করিয়া লও। অবশেষে একদিন তোমাদিগকে জাহান্নামে যাইতেই হইবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য ভোগ করিতে দেই। অত:পর কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব।

(৯) اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۟ ع

৯. যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন যামে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তাহার সমান, যে তাহা করে না? বল, যাহারা জানে এবং যাহারা জানে না, তাহারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।

তাফ্সীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রির বিভিন্ন সময়ে সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া তাহার আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা রাখে, সে ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মত নয়, যে আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে। এই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র কাছে সমান নয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَيْسُوْا سَوَاۤءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُوْنَ اٰيَاتِ اللّٰهِ اٰنَاءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা সমান নয়। আহলে কিতাবদের এক দল লোক এমন আছে, যাহারা সিজদাবনত হইয়া রাত্রির বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। আর এইখানে আল্লাহ বলেন ঃ اَمَّنْ هُوَقَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا

অর্থাৎ, যে রাত্রির বিভিন্ন সময় সিজদাবনত হইয়া ও দাঁড়াইয়া ....।

এই আয়াত দ্বারা একদল আলিম প্রমাণ করেন যে, اَلْقُنُوْتُ অর্থ সালাতে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা—শুধু দাঁড়ানো নয়। পক্ষান্তরে একদলের মত হইল اَلْقُنُوْتُ অর্থ দাঁড়ানো। ছাওরী (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ اَلْقَانِتُ অর্থ اَلْمُطِيْعُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত।

ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, اٰنَاءَ الَّيْلِ অর্থ রাতের শুরু মধ্যম ও শেষ অংশ। ছাওরী (র) মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে,

মানসূর বলেন, আমাদের জানা মতে آنَاءَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। হাসান ও কাতাদাহ (র) বলেন ঃ آنَاءَ الَّيْلِ অর্থ রাতের শুরু, শেষ ও মধ্যম সময়।

يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ অর্থাৎ আখিরাতের ভয় ও আল্লাহ্র রহমতের আশা লইয়া ইবাদত করে। বলা বাহুল্য যে, ইবাদতে আশা ও ভয় দুইটিই পাশাপাশি থাকা অপরিহার্য। তবে জীবদ্দশায় ভয়-ই প্রবল থাকা চাই এবং অন্তিমকালে আশাই শ্রেয়।

ইমাম আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে তাহার মুসনাদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক মুমূর্ষ ব্যক্তিকে দেখিতে যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার মনের অবস্থা এখন কিরূপ? লোকটি বলিল, আমি এখন ভয় ও আশার মাঝে বিরাজ করিতেছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহার অন্তরে এই দুইটি ভাবের সমাবেশ ঘটে আল্লাহ্ তাহার আশা পূরণ করেন ও ভয় হইতে তাহাকে মুক্তি দান করেন। এই হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্ন মাজা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইয়াহ্ইয়া আল বাক্কা হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহ্ইয়া আল-বাক্কা বলেন যে, তিনি শুনিতে পাইয়াছেন যে, হযরত ইব্ন উমর একদিন اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এইখানে হযরত উসমান (রা) এর কথা বলা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, হযরত উসমান (রা) রাত্রে অধিক নামায পড়িতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করিতেন। এমন কি কখনো কখনো এক রাকাতে পুরা কুরআন পড়িয়া ফেলিতেন। যেমন হযরত আবূ ওবায়দা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ....তামীম আদ-দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন রাত্রে কুরআনের এক শত আয়াত পাঠ করিলে তাহাকে গোটা রাত্রির ইবাদতের সওয়াব দেওয়া হয়।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ বল, যাহারা জানে ও যাহারা জানে না তাহারা কি সমান? তাহারা আর যাহারা আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক স্থাপন করে তাহারা সমান নয়।

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ যাহাদের বিবেক ও বোধশক্তি আছে, কেবল তাহারাই এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্য বুঝিতে পারে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٠) قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ؕ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

(١١) قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۙ

(١٢) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

১০. বল, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাহাদিগের জন্য আছে কল্যাণ। প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী। ধৈর্যশীলদিগকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

১১. বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া তাহার ইবাদত করিতে;

১২. আর আদিষ্ট হইয়াছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অগ্রণী হই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহার আনুগত্য ও তাকওয়ার উপর অটল ও দৃঢ় থাকিবার আদেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ الخ অর্থাৎ বলিয়া দিন, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের রব্বকে ভয় কর। যাহারা এই দুনিয়াতে সৎকর্ম করিবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদিগের জন্য কল্যাণ রহিয়াছে।

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ প্রশস্ত আল্লাহ্‌র পৃথিবী। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা হিজরত কর, জিহাদ কর এবং মানব রচিত বাদ-মতবাদ পরিত্যাগ কর।

শরীফ (র) মানসূর (র) এর সূত্রে আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতা, وَاَرْضُ اللّٰهِ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব আল্লাহ্‌র নাফরমানির প্রতি আহ্বান করা হইলে তোমরা ছুটিয়া পালাও। এই বলিয়া তিনি اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পৃথিবী কি প্রশস্ত নয় যে, তোমরা উহাতে হিজরত করিবে?

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ ধৈর্যশীলদিগকে অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হইবে।

আওযায়ী (র) বলেন, ইহাদিগের পুরস্কার ওজন করিয়া মাপিয়া দেওয়া হইবে না। আল্লাহ্ নিজ হাতে কোষ করিয়া অপরিমিত প্রদান করিবেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানিতে পাইয়াছি যে, ধৈর্যশীলদের আমলের পুরস্কার কখনো মাপিয়া হিসাব করিয়া দেওয়া হইবে না—আল্লাহ্ আপন হাতে অপরিমিত দান করিবেন।

সুদ্দী (র) বলেন, জান্নাতে ধৈর্যশীলদিগকে অপরিমিত পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ الخ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠভাবে এক লা-শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। আরো আদিষ্ট হইয়াছি যেন আমি মুসলমানদের অগ্রণী হই।

(١٣) قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(١٤) قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِيْ ○

(١٥) فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○

(١٦) لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ
يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ○

১৩. বল, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি মহা দিবসের শাস্তির।

১৪. বল, আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই, তাঁহার প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রাখিয়া।

১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বল, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন করে। জানিয়া রাখ, ইহাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৬. তাহাদিগের জন্য থাকিবে তাহাদিগের ঊর্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাহার বান্দাদিগকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

তাফসীর ঃ قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি মহা দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে শাস্তির ভয় করি। সুতরাং তোমাদের অবস্থা কিরূপ হওয়া আবশ্যক তাহা তোমরাই ভাবিয়া দেখ। قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ الخ। অর্থাৎ আরো বলিয়া দিন যে, আমি একনিষ্ঠ আনুগত্যের সহিত কেবল আল্লাহ্‌রই

ইবাদত করি। সুতরাং তোমরা যাহার ইচ্ছা তাহার ইবাদত কর। বলা বাহুল্য যে, ইহা গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করার অনুমতি নয়—বরং কঠোর হুমকিস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে।

قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الخ অর্থাৎ যাহারা নিজদিগের এবং নিজদিগের পরিবারবর্গের ক্ষতি সাধন করে; কিয়ামতের দিন তাহারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। চাই তাহাদের পরিবারবর্গ জান্নাতে যাক কিংবা সকলেই জাহান্নামের অধিবাসী হউক। কোন অবস্থাতেই তাহারা নিস্কৃতি পাইবে না।

اَلَاذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই স্পষ্ট ক্ষতি।

অতঃপর জাহান্নামে উহাদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার বিবরণ দিয়া আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ الخ অর্থাৎ তাহাদিগের জন্য থাকিবে তাহাদিগের উর্ধ্বদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিচেও আচ্ছাদন।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ সেইদিন উহাদিগকে উহাদিগের উপর ও নীচ হইতে শাস্তি আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। আর বলা হইবে আস্বাদন কর তোমরা তোমাদের কর্মফল।

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ অর্থাৎ এই অবশ্য সংঘটিতব্য অবস্থার বিবরণ দিয়া আল্লাহ্ পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সতর্ক করিতে চাহেন, যাহাতে তাহারা সাবধান হইয়া হারাম ও অপকর্ম পরিত্যাগ করে।

يَا عِبَادِ فَاتَّقُوْنِ অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষমতা, শক্তি ও শাস্তিকে ভয় করিয়া চল।

(١٧) وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۙ○

(١٨) الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

১৭. যাহারা তাগূতের পূজা হইতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অভিমুখী হয়; তাহাদিগের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদিগকে।

১৮. যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে এবং উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে, উহাদিগকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।

তাফসীর ঃ আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইবন আসলাম (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوْا الخ আয়াতটি যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফায়ল, আবূ যর ও সালমান ফারেসী (রা)-এর শানে নাযিল হইয়াছে। তবে বিশুদ্ধমত এই যে, তাহাদের সহ ঐ সকলের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য, যাহারা তাগূতকে বর্জন করিয়া আল্লাহ্র অভিমুখী হয়। এই চরিত্রের লোকদের জন্যই দুনিয়াতে ও আখিরাতে সুসংবাদ রহিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَبَشِّرْ عِبَادِ الخ অর্থাৎ যাহারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনিয়া ও বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করে; আমার সেইসব বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন।

যেমন মূসা (আ)-কে তাওরাত প্রদান করিয়া আল্লাহ্ পাক বলিয়াছিলেন ঃ

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا অর্থাৎ ইহা শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন তাহারা উহার মধ্যে যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করে।

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ এইসব গুণে গুণান্বিত লোকদিগকেই আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতে এবং আখিরাতে সৎপথে পরিচালিত করেন।

وَأُولٰئِكَ هُمْ أُولُوْا الْأَلْبَابِ অর্থাৎ ইহারাই হইল সুস্থ ও সঠিক বিবেক সম্পন্ন লোক।

(١٩) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ۚ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝

(٢٠) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ وَعْدَ اللّٰهِ ۚ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝

১৯. যাহার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হইয়াছে, তুমি কি রক্ষা করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে।

২০. তবে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য আছে বহু প্রাসাদ, যাহার উপর নির্মিত আরো এক প্রাসাদ, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ যাহাকে আমি হতভাগা ও দুর্ভাগা লিখিয়া রাখিয়াছি ; তুমি কি তাহাকে তাহার বিভ্রান্তি ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? অর্থাৎ এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পর কেহ-ই হেদায়াত দিতে পারিবে না। কারণ, আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহাকে কেহই হিদায়াত দিতে পারে না এবং যাহাকে হিদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ-ই বিভ্রান্ত করিতে পারে না।

অত:পর আল্লাহ্ পাক তাহার সৌভাগ্যশীল বান্দাদিগের সম্পর্কে বলেন যে, জান্নাতে তাহাদিগের জন্য প্রাসাদ থাকিবে। مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ, সুদৃঢ় ও কারুকার্যখচিত প্রাসাদ দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন প্রাসাদ আছে, যাহার বাহির হইতে ভিতর এবং ভিতর হইতে বাহির দেখা যায়।" এ কথা শুনিয়া এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই জান্নাতে কাহাকে দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যে ভাল কথা বলে, (নিরন্নকে) অন্ন দান করে এবং গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমাইয়া থাকে; তখন জাগিয়া নামায পড়িয়া থাকে।"

ইমাম তিরমিযী আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব। তবে কোন কোন আহলে ইলম এই আব্দুর রহমানের স্মৃতি শক্তির ব্যাপারে আপত্তি করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন বহু প্রাসাদ আছে, যাহার ভিতর হইতে বাহির এবং বাহির হইতে ভিতর দেখা যায়। আল্লাহ্ পাক উহা সেই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; যে (অপরকে) আহার দান করে, কোমল কণ্ঠে কথা বলে, অবিরাম রোযা রাখে ও গভীর রাতে উঠিয়া নামায পড়ে।

ইমাম আহমদ (র) ....সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে একে অপরকে প্রাসাদ দেখাইবে; যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে নক্ষত্র দেখাদেখি করিয়া থাক। বর্ণনাকারী বলেন, আমি নুমান ইব্‌ন আবূ আইয়াশের কাছে হাদীসটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে হাদীসটি এইরূপ শুনিয়াছি যে, যেমন তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম আকাশে নক্ষত্র দেখাদেখি কর। ইমাম বুখারী ও

মুসলিম সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হাযিমের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রাসাদের অধিবাসীদিগকে পরস্পর এমনভাবে দেখাদেখি করিবে, যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে অস্তাচলগামী উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি দেখাদেখি করিয়া থাক। এ কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি নবী হইবেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উত্তরে রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, তাহারা হইবেন। শপথ সেই সত্ত্বার যাহার হাতে আমার জীবন। আর সেই সব লোক যাহারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছে ও রাসূলগণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটির বর্ণনা করিয়া বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমরা একদিন বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগের অবস্থা এই যে, আমরা যখন আপনাকে দেখি,তখন আমাদের হৃদয় গলিয়া যায় এবং আমাদের মনে আখিরাতের ভাবনা জাগ্রত হয়। কিন্তু আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই দুনিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে এবং আমরা স্ত্রী ও সন্তানাদির ধান্ধায় পড়িয়া যাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমার সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় তোমাদের যে ভাব থাকে, যদি তা সর্বক্ষণ বজায় থাকিত, তবে তো ফেরেশতারা হস্ত প্রসারিত করিয়া তোমাদিগের সঙ্গে মুসাফাহা করিত এবং ঘরে যাইয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিত। আর জানিয়া রাখ, তোমরা যদি গুনাহই না কর, তবে আল্লাহ্ এমন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন, যাহারা গুনাহ করিবে, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া নিজের ক্ষমা গুণের বহি:প্রকাশ ঘটাইতে পারেন। অত:পর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাত কি দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছে, বর্ণনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এক ইট স্বর্ণের, এক ইট রৌপ্যের। মসলা সুঘ্রাণ মেশ্‌ক। কংকর হইল মুক্তা ও হীরা আর ভোগ করিতে থাকিবে—কখনো দুঃখের ছোয়া তাহার গায়ে লাগিবে না। চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে-মৃত্যু হইবে না। তাহার পরিধেয় বস্ত্র কখনো জীর্ণ হইবে না এবং তাহার যৌবন কখনো ক্ষয় হইবে না। শুনিয়া রাখ, তিন ব্যক্তির দু'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না। ন্যায়পরয়ণ শাসক, রোজাদার ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত, মযলুমের আহাজারি, মেঘ ভেদ করিয়া আরোহণ করে এবং উহার জন্য আকাশমণ্ডলীর দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি অবশ্যই অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব, যদিও তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়।"

تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ অর্থাৎ জান্নাতীদের চাহিদানুযায়ী জান্নাতে নদী প্রবাহিত হইবে।

وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادُ অর্থাৎ এই যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঈমানদার বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(٢١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

(٢٢) اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২১. তুমি কি দেখনা, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন। অত:পর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্বারা বিবিধ ফসল উৎপন্ন করেন। অত:পর ইহা শুকাইয়া যায় এবং তোমরা ইহা পীতবর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তি সম্পন্নদিগের জন্য।

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং যে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তাহার সমান, যে এরূপ নহে? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদিগের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌র স্মরণে পরান্মুখ। উহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে পানির উৎস হইল আকাশ। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا আর আমি আকাশ হইতে পবিত্র পানি নাযিল করিয়াছি। আকাশ হইতে নামিয়া এই পানি ভূগর্ভে চলিয়া যায়। অত:পর আল্লাহ পাক তাহার ইচ্ছানুযায়ী উহা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিস্তার করিয়া দেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী ছোট -বড় ঝর্ণা ও প্রস্রবণে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ অত:পর ভূমিতে উহাকে নির্ঝররূপে করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ পৃথিবীর সকল পানিই

আকাশ হইতে অবতীর্ণ। আকাশ হইতে অবতরণের পর পৃথিবীর রস উহাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলে فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ الخ আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং আমির শা'বী (র)ও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সব পানির উৎসই আকাশে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, পানির উৎস হইল বরফ। অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতে বরফ জমিয়া উহার তলদেশ হইতে পানির নির্ঝর নালা প্রবাহিত হয়।

ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۔ অর্থাৎ অত:পর আকাশ হইতে অবতীর্ণ ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত পানি দ্বারা নানা বর্ণ, আকার, স্বাদ, ঘ্রাণ ও নানা প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। ثُمَّ يَهِيْجُ الخ অর্থাৎ অত:পর সেই ফসল পূর্ণ শ্যামলতা ও সজীবতা লাভ করার পর নির্জীব হইয়া পড়ে। ফলে উহা শুষ্ক পীত বর্ণের দেখা যায়। ইহার পর শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত হইয়া যায়। اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ الخ অর্থাৎ এই বিবরণে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহাদের বিবেক আছে তাহারা এইসব বিবরণ পড়িয়া এই শিক্ষা গ্রহণ করে যে, এই দুনিয়া কিছুকাল এইভাবে সবুজ, সতেজ ও মনোমুগ্ধকর থাকিবার পর এক সময়ে সে নির্জীব, দুর্বল হইয়া পড়িবে। ইহার পর আসিয়া পড়িবে মৃত্যু। সুতরাং ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি; মৃত্যুর পর যে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করিতে পারিবে।

এইভাবে বহুস্থানে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার উপমা দিতে যাইয়া আকাশ হইতে পানি অবতরণ, তদ্বারা ফল-ফলাদি উৎপন্ন হওয়া এবং অবশেষে উহা খড়কুটায় পরিণত হওয়ার কথা বিবৃত করিয়াছেন।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ۔

অর্থাৎ উহাদিগের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের । ইহা পানির ন্যায় যাহা আমি বর্ষণ করি আকাশ হইতে, যদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া উদগত হয়। অত:পর উহা বিশুষ্ক হইয়া এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ اَفَمَنْ شَرَحَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যাহার বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সে তাহার প্রতিপালকের আলোকে আছে; সেই ব্যক্তি, আর যাহার অন্তর পাষাণের ন্যায় কঠিন এবং সত্য হইতে দূরে, সে কি সমান হইতে পারে ?

যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَمْشِىْ بِهٖ فِىْ النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهٗ فِىْ الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অত:পর আমি তাহাকে জীবন দান করিয়াছি এবং তাহার জন্য আলো স্থাপন করিয়াছি, যদ্বারা সে মানুষের মাঝে চলা-ফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে পড়িয়া আছে এবং উহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছে না?

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ الخ অর্থাৎ যেসব কঠোর হৃদয় ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র স্বরূপ হইতে পরান্মুখ, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্মরণে তাহাদের হৃদয় বিগলিত হয় না, মনে ভয় জাগ্রত হয় না ও সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে না। اُولٰئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ইহাদের জন্য রহিয়াছে ধ্বংস এবং ইহারা জাজ্বল্যমান বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

(٢٣) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাতে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে, তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাহাদিগের দেহ মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্‌র স্মরণে ঝুকিয়া পড়ে; ইহাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার কোন পথ প্রদর্শক নাই।

তাফসীর ঃ ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে, রাসূলে করীম (সা) এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনের প্রশংসা। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যাহা সুসামঞ্জস এবং যাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ পুরোটাই সুসামঞ্জস এবং পুনঃ পুনঃ পঠনীয়। কাতাদাহ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ, এক আয়াত আরেক আয়াতের এবং এক হরফ আরেক

হরফের সহিত সুসামঞ্জস। যাহ্হাক (র) বলেন, مَثَانِىْ অর্থ বুঝার সুবিধার জন্য এক একটি কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা। ইকরিমা ও হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে তাহার সিদ্ধান্তের কথা বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, এমন হয় যে, এক সূরার কোন কোন আয়াত অপর সূরার কোন কোন আয়াতের সহিত সাদৃশ্য রাখে। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র).বলেন مَثَانِىْ অর্থ কথা একাধিকবার উল্লেখ করা। যেমন ঃ দেখা যায় কুরআনে মূসা, সালিহ্, হূদ এবং আরো অনেক নবীদের কথা বহু স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) مَثَانِىْ এর ব্যাখ্যায় বলেন, কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এক অংশ অপর অংশের সহায়ক ও সমর্থক।

কোন কোন আলিমের মতে কুরআনের কোন কোন অংশের অবস্থা এমন যে, তাহার পূর্বাপর আলোচনা একই অর্থবোধক। এইরূপ আয়াতকে মুতাশাবিহ বলা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয় যে, পূর্বাপর বক্তব্য সমার্থবোধক নয়, বরং একটি আরেকটির বিপরীত। যেমন পাশাপাশি ঈমানদার ও কাফির এবং জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির আলোচনা। এইরূপ আয়াতকে বলা হয় মাছানী। যেমন ঃ اِنَّ الْاَبْرَا لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ كَلاَّ اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ- كَلاَّ اِنَّ كِتَابَ الاَبْرَا لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ هٰذَا ذِكْرٌ وَّاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ- هٰذَا وَاِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ইত্যাদি। এইসব আয়াত হইল মাছানী। এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য 'মুতাশাবিহ' আয়াত সেই 'মুতাশাবিহ' নয় যাহার কথা مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ আয়াতে বলা হইয়াছে। দুই মুতাশাবিহ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ الخ ইহাতে যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়। অতঃপর তাহাদিগের দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে।

এই আয়াতে 'আবরার' পুণ্যবানদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যে, ক্ষমতাশীল, সত্যসাক্ষী, পরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল আল্লাহ্ পাকের কালাম শুনিয়া ভয়ে তাহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আবার তাহার রহমতের আশায় দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। সুতরাং ইহারা কয়েক বিষয়ে প্রতিপক্ষ ফাসিক ফাজিরদের হইতে ভিন্ন ও বিপরীত।

(১) ইহারা শ্রবণ করে কুরআনের তিলাওয়াত আর উহারা শ্রবণ করে গায়ক-গায়িকাদের অশ্লীল গান-বাদ্য। (২) কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া ইহারা সিজদায়

লুটিয়া পড়ে; ভক্তি, ভয় আশা ও ভালবাসায় নুইয়া যায় এবং উহার মর্ম অনুধাবন করিয়া জ্ঞান লাভ করে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۔ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ۔ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ۔

অর্থাৎ ঈমানদার তাহারাই, যাহারা আল্লাহ্কে স্মরণ করা হইলে তাহাদের দেহ-মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং যখন তাহাদের নিকট তাহার আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাহাদিগের ঈমান বাড়িয়া যায় আর তাহাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। যাহারা সালাত কায়েম করে এবং আমার দেওয়া রিয্ক ব্যয় করে। ইহারাই প্রকৃত ঈমানদার। তাহাদের প্রতিপালকের নিকট তাহাদের জন্য বহু মর্যাদা রহিয়াছে। আরো আছে ক্ষমা ও উন্নত মানের জীবিকা।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا۔

অর্থাৎ যাহাদের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের আয়াত উল্লেখ করা হইলে উহার উপর তাহারা বধির ও অন্ধ হইয়া লুটাইয়া পড়ে না। অর্থাৎ উহা শ্রবণ করার সময় তাহারা অন্যমনস্ক থাকে না; বরঞ্চ মনোযোগ সহকারে শুনে ও গুরুত্ব সহকারে উহার মর্ম অনুধাবন করে। ফলে তাহারা না বুঝিয়া বা অন্যের দেখাদেখি না বুঝিয়া শুনিয়াই তদনুযায়ী আমল করে ও সিজদায় পড়িয়া যায়।

(৩) কুরআন শ্রবণ করার সময় তাহারা পূর্ণ আদব রক্ষা করিয়া চলে। যেমন ঃ সাহাবা কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কুরআন তিলাওয়া৩ শুনিবার সময় উহাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া যাইত। অত:পর উহাদের মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। তাহারা হৈ হুল্লুড় করিত না ও অহেতুক লৌকিকতা প্রদর্শন করিত না। বরং তাহাদের কাছে ছিল, দৃঢ়তা, প্রশান্তি, আদব ও ভয়-ভীতি। আর এই গুণেই তাহারা ইহ-পরকালে আল্লাহ্র প্রশংসা লাভে ধন্য হইয়াছে।

আব্দুর রাযযাক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কাতাদাহ (র) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الـخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিয়াছেন, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার অলীদের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহাদের গাত্র-রোমাঞ্চিত হয়। চোখে অশ্রু ঝরে। অত:পর দেহ-মন প্রশান্ত হইয়া আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকিয়া পড়ে। এই পরিচয় দেন নাই যে, তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে ও বেহুঁশ হইয়া যায়। বস্তুত ইহা বেদআতীদের লোক দেখানো আচরণ। ইহা শয়তানের কাজ।

সুদ্দী (র) বলেন. اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থ اِلٰى وَعْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র ওয়াদার প্রতি মনোনিবেশ করে।

ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ الخ অর্থাৎ ইহা সেই লোকদের পরিচয়, যাহাদিগকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করিয়াছেন। এই গুণ যাহাদের নাই, তাহারা সেইসব লোক আল্লাহ্ যাহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছেন।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ الخ আল্লাহ্ যাহাদের বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাদের বিদায়াত দিতে পারে না।

(٢٤) اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

(٢٥) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٢٦) فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে, সে কি তাহার মত, যে নিরাপদ? যালিমদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর।

২৫. উহাদিগের পূর্ববর্তীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল, ফলে শাস্তি উহাদিগকে গ্রাস করিল, উহাদিগের অজ্ঞাতসারে।

২৬. ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করাইলেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর। যদি উহারা জানিত।

তাফসীর ঃ اَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ الخ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে তাহার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাইতে চাহিবে এবং তাহাকে ও তাহার সমপর্যায়ের জালিম লোকদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা অর্জন করিতে তাহার শাস্তি আস্বাদন কর। সে কি ঐ ব্যক্তির মত যে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হইবে?

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চলে, নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে?

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ۔

অর্থাৎ যাহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, সে উত্তম, নাকি সে, যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হইবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الخ অর্থাৎ অতীতের বিভিন্ন যুগে বহু লোক রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের অপরাধে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ্র হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْىَ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ শাস্তি দ্বারা ইহজগতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে লাঞ্ছনা হইতে মুক্ত করিলেন। অতএব কুরআনের এই সম্বোধকদেরও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে, এই প্রকৃতির লোকদের জন্য পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এই পার্থিব শাস্তি অপেক্ষা তাহারা বড়ই কঠোর। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর, যদি তাহারা জানিত।

(٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۚ○

(٢٨) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

(٢٩) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٣٠) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ○

(٣١) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ○

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত; যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।

২৯, আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন; এবং আরেক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন; এই দুইজনের অবস্থা কি সমান ? প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৩০. তুমি তো মরণশীল এবং ইহারাও তো মরণশীল।

৩১. অত:পর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদিগের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ الخ অর্থাৎ আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করিয়াছি, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে। কারণ, দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া যায়। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের হইতেই এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন, যাহা তোমরা জান।

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ অর্থাৎ এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করিতেছি, কিন্তু আলিমরা ব্যতীত কেহ উহা বুঝে না।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِىْ عِوَجٍ অর্থাৎ উহা আরবী ভাষায় অবতীর্ণ কুরআন। উহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই বরং উহা সুস্পষ্ট দলীল। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআনকে আরবী ভাষায় এইভাবে এজন্য নাযিল করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া উহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকে এবং যাহা করিবার কথা বলা হইয়াছে তাহা পালন করে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতেছেন ঃ এক ব্যক্তির প্রভু অনেক।

তাহারা সকলে পরস্পর যৌথ গোলামের ব্যাপারে বিবাদ করে। আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন। তাহাতে দ্বিতীয় কাহারো অংশীদারিত্ব নাই। এই দুই ব্যক্তি কি সমান ? সমান নয়। তদ্রূপ মুশরিকরা যে আল্লাহ্র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীদেরও পূজা করে আর খাঁটি ঈমানদার যে, এক লাশারীক আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করে না; এই দুইজনও সমান নয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ এই আয়াতে মুশরিক ও মুখলিসের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হইয়াছে।

আর যেহেতু এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও যারপর নাই বোধগম্য; তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্থাৎ কাফির মুশরিক ও বাতিলদের বিপক্ষে দলীল কায়েম করিয়াছেন বিধায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষই ইহা জানে না। আর এজন্যই তাহারা আল্লাহ্র সহিত শরীক স্থাপন করে।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ তুমি তো মরণশীল, উহারাও মরণশীল।

ইহা সেইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত; রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যদ্বারা মৃত্যুর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছিলেন। যাহার ভিত্তিতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর বাস্তবতা স্বীকার করিয়াছিল যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

অর্থাৎ মুহাম্মদ রাসূল বৈ ন[illegible]র পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছেন। যদি তিনি মৃত্যু বরণ করেন কিংবা নিহত [illegible]বে কি তোমরা পিছনে হাটিয়া যাইবে ? কেহ পিছনে হাটিয়া গেলে কিছুতেই সে আল্লাহ্র এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দান করেন।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা অবশ্যই একদিন এই জগত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং পরজগতে আল্লাহ্র সম্মুখে সমবেত হইয়া এই তাওহীদ ও শিরক সম্বন্ধে বিতণ্ডা করিবে। অবশেষে তিনি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন ও তাওহীদে বিশ্বাসী মুখলিস ঈমানদারদের মুক্তি দিয়া দিবেন আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফির মুশরিকদের শাস্তি প্রদান করিবেন। ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ অত:পর কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কাছে বাক-বিতণ্ডা করিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন যুবায়র বলেন, যখন ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন যুবায়র বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা কি পুনর্বার হইবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাঁ। ইহা শুনিয়া যুবাইর বলিলেন, তাহা হইলে তো সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইবে। অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) সুফয়ান হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে আরো আছে যে, যখন ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন যুবাইর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ নি'মাত সম্পর্কে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমাদিগের বলিতে তো দুই কালো বস্তু, খেজুর আর পানি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। এই অতিরক্ত অংশটুকু ইমাম তিরমিযী এবং ইব্‌ন মাজাহ (র) সুফয়ান (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীর বিচারে হাদীসটি হাসান।

ইমাম আহমদ (র) .... যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা) বলেন اِنَّكَ مَيِّتٌ الخ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর যুবাইর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বিশেষ গোনাহ ছাড়াও দুনিয়াতে আরো যত গুনাহ হইয়াছে এইসব বিষয়েই আমাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হাঁ, পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা হইবে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রাপককে তাহার প্রাপ্য দেওয়া হইবে। তখন যুবাইর বলেন, তাহা হইলে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হইয়া যাইবে।

ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....উকবা ইবনে আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে দুই প্রতিবেশী।" ইমাম আহমদ একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কিয়ামতের দিন বাক-বিতণ্ডা করা হইবে। এমনকি দুইটি বকরী একে অপরকে শিং দ্বারা গুঁতো দেওয়ার ব্যাপারে বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে।"

মুসনাদে হযরত আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দুইটি বকরীকে গুঁতাগুঁতি করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ আবু যর! তুমি কি জান, এই বকরী দুইটি কেন গুঁতাগুঁতি করিতেছে? তিনি বলিলেন, না তো, জানি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ কিন্তু জানেন আর ইহাদের মাঝে তিনি মীমাংসাও করিবেন।

আবূ বকর বায্যার (র) ....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন খিয়ানতকারী যালিম শাসককে উপস্থিত করা হইবে। তখন প্রজারা তাহার সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে। অবশেষে প্রজারা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। তখন তাহাকে বলা হইবে, জাহান্নামের খুঁটির সাথে বাঁধিয়া রাখ।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন. কিয়ামতের দিন সত্যবাদী-মিথ্যাবাদীর, মযলুম যালিমের, হিদায়াতপ্রাপ্ত বিভ্রান্ত ব্যক্তির, এবং দুর্বল সবল অহংকারীর বিরুদ্ধে বিতণ্ডা করিবে।

ইব্ন মানদাহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষ পরস্পর বিতণ্ডা করিবে। এমনকি দেহের সহিত আত্মা পর্যন্ত বিতণ্ডা করিবে। আত্মা দেহকে বলিবে, তুমি অমুক কাজ করিয়াছ। দেহ বলিবে, তোমার আদেশে আর তোমার প্ররোচনায়ই তো আমি তাহা করিয়াছি। ফলে আল্লাহ্ পাক মীমাংসার জন্য একজন ফেরেশতা পাঠাইবেন। ফেরেশতা তাহাদের বলিবে, তোমাদের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এক পঙ্গু আর দৃষ্টিহীন এক ব্যক্তি এই দুইজন একটি বাগানে প্রবেশ করিল। ঢুকিয়া পঙ্গু লোকটি বলিল, এইখানে বেশ কিছু ফল দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু পাড়িতে পারিতেছি না। শুনিয়া দৃষ্টিহীন লোকটি বলিল, ঠিক আছে, তুমি আমার উপর চড়িয়া ফলগুলি পাড়িয়া লও। সে তাহাই করিল। এইবার তোমরাই বল, এই দুইজনের মধ্যে সীমালংঘনকারী কে? তাহারা বলিবে, সীমালংঘনকারী তো দুইজনই। তখন ফেরেশতা বলিবে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারেই রায় দিয়াছ। অর্থাৎ আত্মার জন্য দেহ হইল বাহনের ন্যায় আর আত্মা হইল আরোহী।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হইয়াছে। তবে আয়াতটি কি ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে তাহা জানি না। আমরা আরয করিলাম, আমরা কাহার সহিত বিতণ্ডা করিব? আমাদের ও আহলে কিতাবদের মধ্যে তো কোন বিতণ্ডা নাই, তবে কাহার সহিত এই বিতণ্ডা ? অত:পর এক সময় ফিতনা সংঘটিত হইলে ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, ইহাই সেই ঘটনা, যে ব্যাপারে আমরা বিতণ্ডা করিব বলিয়া আল্লাহ্ ঘোষণা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন আমির ও মানসূর ইব্ন সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবুল আলিয়া ثُمَّ اِنَّكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আহলি কিবলা বনাম আহলি কুফর, ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আহলি ইসলাম বনাম আহলি কুফর এর মধ্যে এই বিতণ্ডা অনুষ্ঠিত হইবে। তবে সঠিক কথা হইল এই বিতণ্ডা অনুষ্ঠান বিশেষভাবে কাহারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٣٢) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهٗ ۚ أَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

(٣٣) وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○

(٣٤) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٣٥) لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? কাফিরদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

৩৩. যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে তাহারাইতো মুত্তাকী।

৩৪. ইহাদিগের সঞ্চিত সমস্ত কিছুই আছে ইহাদিগের প্রতিপালকের নিকট। ইহাই সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার।

৩৫. কারণ, ইহারা যে সব মন্দকর্ম করিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং ইহাদিগকে ইহাদিগের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

তাফসীর ঃ এইখানে মুশরিকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র ব্যাপার বহু মিথ্যা রচনা করে, তাহার সহিত দ্বিতীয় খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, ফেরেশতাকুল তাঁহার মেয়ে সন্তান বলিয়া ধারণা করে এবং তাঁহার ছেলে সন্তানও রহিয়াছে বলিয়া প্রচার করে। অথচ এইসব ব্যাপারে হইতে আল্লাহ্ সম্পূর্ণ পবিত্র। ইহা ব্যতীত তাহাদের চিরায়ত অভ্যাস ছিল যে, কোন রাসূল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যখনই কোন পয়গাম বা আয়াত নাযিল করিতেন তখনই উহা মিথ্যা বলিয়া অপপ্রচারে মনোনিবেশ করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهٗ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য আসিবার পর উহা প্রত্যাখান করে তাহার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? অর্থাৎ ইহার

চেয়ে বড় যালিম আর কে? কেননা তাহারা বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যাপারেও মিথ্যা প্রচারণা চালায়। আর তাহারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে। তাই তাহাদের শেষ ঠিকানা জানাইয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِيْنَ ؟ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের আবাসস্থল তো জাহান্নামই। কেননা তাহারা সত্যকে অস্বীকার করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖ অর্থাৎ যাহারা সত্য আনিয়াছে এবং যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, রবী' ইব্‌ন আনাস এবং ইব্‌ন যায়দ বলেন, যাহারা সত্য আনিয়াছে বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝান হইয়াছে। সুদ্দী বলেন যে, ইহার দ্বারা জিব্রাঈল (আ)-কে বুঝান হইয়াছে।

وَصَدَّقَ بِهٖ যাহারা সত্যকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন ঃ وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ মানে যে কেহ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ দাওয়াত নিয়া আসিয়াছে, সেই এই আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইয়াছে। আর وَصَدَّقَ بِهٖ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

রবী' ইব্‌ন আনাস আলোচ্য আয়াতটি وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصِّدْقِ এইরূপে পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ নবীগণ এবং وَصَدَّقُوْا তাহাদের অনুসারীগণ।

উল্লেখ্য যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা রাসূলকে বলিবে যে, আপনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছিলেন এবং যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা মান্য করিয়াছিলাম।

মুজাহিদ এই কথাও বলিয়াছেন যে, এই কিতাবের মধ্যে সকল মু'মিনরা অন্তর্ভুক্ত। কেননা মু'মিনরা সত্য স্বীকার করে এবং তাহার মতো আমল করে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। কেবল তাই নয় তিনি সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উল্লেখযোগ্য মু'মিন হিসাবে গণ্য। কেননা তিনি সত্য আনিয়াছেন। পূর্বের সকল নবীকে সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন এবং তাহার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা তিনি বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাহারা মু'মিন তাহারা সকলে বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌কে ফেরেশতাদেরকে, কিতাবসমূহ এবং রাসূলগণকে।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যিয়াদ ইব্‌ন আসলাম বলেন وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالصِّدْقِ এই আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَصَدَّقَ بِهٖ এর উদ্দেশ্য মুসলমান সকল। اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ তাহারাই তো মুত্তাকী বা পরহেযগার।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যাহারা শিরক হইতে বাঁচিয়া থাকে لَهُمْ مَّايَشَاءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ তাহাদিগের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে। অর্থাৎ বেহেশতের মধ্যে বসিয়া তাহারা যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِيْنَ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ ইহাই সৎকর্মপরায়ণদিগের পুরস্কার। কারণ ইহারা যেসব মন্দকর্ম করিয়াছিল আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং উহাদিগকে সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَاعَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ۔

(٣٦) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ۖ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۚ ○

(٣٧) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ○

(٣٨) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۚ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ۚ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

(٣٩) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

(٤٠) مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন? অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

৩৭. যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাহার জন্য কোন পথ ভ্রষ্টকারী নাই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক নহেন?

৩৮. তুমি যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথচ তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীগণ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে।

৩৯. বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করিতে থাক, আমিও আমার কাজ করিতেছি। শীঘ্রই জানিতে পারিবে–

৪০. কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং বান্দা তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল। সেই কথাই এই স্থানে বলা হইয়াছে যে أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ কি তাঁহার বান্দার জন্য যথেষ্ট নহেন?

কেহ আলোচ্য আয়াতাংশ এইভাবে পড়িয়াছেন যে, أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عِبَادَهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার প্রত্যেক বান্দার জন্য যথেষ্ট এবং প্রত্যেক বান্দার উচিত তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল থাকা।

ফাযালা ইব্ন উবাইদ আল আনসার হইতে ..... ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উবাইদ আবূ আলী আনসার (রা) বলিয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাহাকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত প্রদান করা হইয়াছে প্রয়োজন মাফিক রুযী দেওয়া হইয়াছে এবং অল্পে তুষ্টির গুণ দেওয়া হইয়াছে, সে নাজাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

আবূ হানী আলখাওলানী হইতে হায়াত ইব্ন শুবাইহ এর হাদীছে নাসাঈ এবং তিরমিযী এই হাদীসটিকে সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ অথচ তাহারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। অর্থাৎ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহাদের পূজ্য ভূত ও ঈশ্বরদিগের

ভীতি প্রদর্শন করিত এবং তাঁহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের ঈশ্বরদিগের ইবাদাত করার জন্য আহ্বান করিত, যাহা হইল তাহাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির ফসল।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ,

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ اَلَيْسَ اللّٰهُ
بِعَزِيْزٍ ذِىْ انْتِقَامٍ-

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা অসীম শক্তির আধার; যে তাহার প্রতি ভরসা করে তাহাকে কেহ হটাইতে পারে না। এবং তাহার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি কখনো রিক্ত হস্তে বিদায় হয় না। কেননা তিনি মহাপরাক্রমশালী, তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই। যাহারা তাহার সহিত কুফরী করিয়াছে, শিরক করিয়াছে এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর প্রতি অন্যায় আহ্বান জানাইয়াছে তাহাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণে তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ। অর্থাৎ মুশরিকরা অবগত রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির স্রষ্টা। ইহা সত্ত্বেও তাহারা এমন কিছুর পূজা করে যাহাদের কাহারো উপকার অপকার করার শক্তি নাই। তাই বলা হইয়াছে যে,

قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ
؟ اَوْاَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهٖ-

অর্থাৎ বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? মোট কথা তাহারা কোন কাজেই সমর্থ নহে।

একটি মারফূ হাদীসে ইব্ন আব্বাস (রা) .... হইতে ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "আল্লাহ্কে স্মরণে রাখ, তিনি তোমার হেফাযাত করিবেন। আল্লাহ্কে স্মরণে রাখ তাহা হইলে সব সময় তাহাকে নিজের কাছে পাইবে, সুসময়ে তাঁহার শুকুর কর তাহা হইলে বিপদের কালে তিনি তোমার উপকারে আসিবেন। যখন কিছু চাওয়ার দরকার হয় তখন তাহা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। যখন সাহায্যের দরকার হয় তখন তাহারই সাহায্য কামনা কর, আর এই কথার প্রতি বিশ্বাস রাখ যে, যদি পৃথিবীর সকল শক্তি একত্র হইয়াও তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা করে এবং তোমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা যদি আল্লাহ্র কাম্য না হয় তবে কেহই তোমার এতটুকু ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। আর সকলে মিলিয়াও যদি তোমার অনিষ্ট করার চেষ্টা

করে এবং যদি তাহা করার ইচ্ছা আল্লাহ্র না থাকে তবে তাহারা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কেননা তাকদীরের লেখা পৃষ্ঠাগুলো শুকাইয়া গিয়াছে এবং কলম তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সহিত নেক আমল সম্পাদনে ব্রতী হও। আর জানিয়া রাখ যে, কষ্ট-কঠিন সময় সবর করিলে বহু নেক আমল পাওয়া যায়। কেননা সবর করিলে সাহায্য আসে। দুঃখ ও কষ্টের সঙ্গে রহিয়াছে সুখ ও খুশী এবং প্রত্যেক কাঠিন্যতার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে প্রশস্ততা ও আনন্দময় ভবিষ্যৎ।

قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ যাহারা নির্ভর করিতে চাহে তাহারা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করুক।

যথা হযরত হুদ (আ) যখন তাঁহার কওমকে বলিয়াছিলেন ঃ

اِنْ نَقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَتُنْظِرُوْنَ ـ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

অর্থাৎ আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহদিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত, যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক কর আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর। এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যে তাহার পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন নহে; আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।

একটি মারফূ' হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে ইব্ন আব্বাস .... আব্দুল্লাহ ইব্ন বকর আলী সাহমী, আহমাদ ইব্ন ইসাম আলি আনসারী ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হইতে চায় তাহার উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা। যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ধনবান হইতে চায়, তাহার উচিত নিজের হাতের সম্পদের চেয়ে আল্লাহ্র হাতের সম্পদের উপর বেশী নির্ভরশীল হওয়া এবং যে সবচেয়ে বড় বুযুর্গ হইতে চায়, তাহার উচিত আল্লাহ্কে বিশেষভাবে ভয় করা।"

ইহারপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদেরকে ভীতি ও সাবধানীমূলক বলেন ঃ

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ـ

অর্থাৎ বল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহা করিতেছ করিতে থাক। اِنِّىْ عَامِلٌ আমিও আমার পলিসি মতে কাজ করেতেছি। فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ শীঘ্রই তোমরা ইহার পরিণাম ফল সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে।

مَنْ يَأْتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ পৃথিবীতে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيْمٌ আখেরাতের স্থায়ী শাস্তি কাহার উপর আসিবে তাহা অচিরেই জানিতে পারিবে। যে শাস্তি মর্মবিদারক এবং অবশ্যম্ভাবী।

(٤١) إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○
(٤٢) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ
فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرٰىٓ إِلٰىٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

৪১. আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি মানুষের জন্য। অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তাহা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি উহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক নহ।

৪২. আল্লাহ্ই প্রাণহরণ করেন জীব সমূহের তাহাদিগের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদিগের মৃত্যু আসে নাই তাহাদিগের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তাহার প্রাণ তিনি রাখিয়া দেন এবং অপরগুলি ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কুরআন নাযিল করিয়াছি। لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ অর্থাৎ যাহাতে সকল মানুষ ও জ্বিনজাতি ইহার নির্দেশনায় সঠিক পথ পাইতে পারে। فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ অর্থাৎ কেহ যদি হিদায়াত অবলম্বন করে তবে সে তাহার নিজেরই কল্যাণের জন্য করে। وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا অর্থাৎ আর কেহ যদি সত্য হইতে বিমুখ হয় তবে সে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডাকিয়া আনে। وَمَا

اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٌ অর্থাৎ তাহাদের হিদায়াতের ব্যাপারে তুমি তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক নহ। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ অর্থাৎ তুমি কেবল ভীতি প্রদর্শনকারী। আর আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ তোমার দায়িত্ব পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন অস্তিত্বকে ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক মানুষকে বড় মৃত্যু দান করেন তাহার ফেরেশতার মাধ্যমে। ফেরেশতা আসিয়া শরীর হইতে আত্মা নির্গত করিয়া নিয়া যান। আর মানুষকে ছোট মৃত্যু দান করেন তাহাদের নিদ্রার প্রাক্কালে।

তাই অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذاَ جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ-

অর্থাৎ তিনিই রাত্রিকালে তোমাদিগের সুতুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন; অতঃপর দিবসে তোমাদিগকে তিনি পুনর্জাগরিত করেন যাহাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাহার দিকেই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন; অনন্তর তোমরা যাহা কর সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে তিনি অবহিত করিবেন। তিনিই স্বীয় দাসদিগের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

এই আয়াতটিতে প্রথমে ছোট মৃত্যু পরে বড় মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হইয়াছে। আর আলোচ্য আয়াতটির প্রথমে বড় মুত্যু এবং পরে ছোট মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে। যথা ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى-

অর্থাৎ মৃত্যু আসিলে আল্লাহ্ প্রাণ হরণ করেন এবং যাহারা জীবিত তাহাদিগেরও চেতনা হরণ করেন যখন উহারা নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন এবং অপরকে চেতনা ফিরাইয়া দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। উল্লেখ্য, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আত্মাসমূহকে উর্ধ্বলোকে জমায়েত করা হয়।

এই ধরনের একটি মারফূ' হাদীস ইব্ন মান্দাহ্ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন।

আর আবূ হুরায়রা হইতে আবূ সাঈদ ..... মুসলিম ও বোখারী স্ব স্ব সহীহ-এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যখন তোমরা কেহ ঘুমাবার জন্য বিছানায় আস তখন তহবন্দের অভ্যন্তরীণ অংশ দ্বারা বিছানাটা ঝাড়িয়া নিবে, হয়ত উহাতে কিছু থাকিতে পারে। অত:পর বলিবে ঃ

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَدْفَعُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرسَلْتَهَا فَاحْفِظْهَا بِمَا تُحْفِظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ -

অর্থাৎ হে প্রভু! তোমার নামে শুইতে যাইতেছি এবং তোমারই রহমতে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইব। যদি তুমি আমার আত্মাকে প্রতিরোধ কর তবে উহার প্রতি করুণাশীল হইও। আর যদি উহা পুন:প্রত্যাবর্তন কর তবে উহা হেফাযত করিও; যেমন করিয়া নেক বান্দাদিগের আত্মা তুমি হেফাযত করিয়া থাক।

পূর্বসূরীদের কেহ বলিয়াছেন, মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং জীবিত ব্যক্তিদের আত্মা যখন তাহারা নিদ্রায় যায় তখন তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত আলোচনায় লিপ্ত হয়, যতক্ষণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন।

فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ অতঃপর যাহার জন্য মৃত্যু অবধারিত করিয়াছেন তিনি তাহার প্রাণ রাখিয়া দেন। অর্থাৎ যে মৃত্যুবরণ করে তাহার আত্মা সংরক্ষিত করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ মৃত্যু পূর্ববতী সময় পর্যন্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মৃতদের আত্মা রাখিয়া দেওয়া হয় এবং জীবিতদের আত্মা প্রত্যাবর্তন করা হয়। আর জীবিত ও মৃতদের আত্মার মধ্যে কখনো মিশ্রণ ঘটে না এই ব্যাপারে কখনো ভুল হয় না। অত:পর বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

(٤٣) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٤٤) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۚ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٤٥) وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

৪৩. তবে কি উহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশকারী ধরিয়াছে? বল, উহাদিগের ক্ষমতা না থাকিলেও এবং উহারা না বুঝিলেও?

৪৪. বল, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। অত:পর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হইবে।

৪৫. আল্লাহ্‌র কথা বলা হইলে যাহারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাহাদিগের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হইলে তাহারা আনন্দে উল্লাসিত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, তাহারা ভূত এবং মিথ্যা খোদাদেরকে নিজেদের সুপারিশকারী বলিয়া বিশ্বাস করে। অথচ ইহার সত্যতার ব্যাপারে তাহাদের কোন দলীল প্রমাণ নাই। উপরন্তু এই সকল খোদাদের না আছে কোন কাজ করার শক্তি এবং না আছে জ্ঞান ও অনুভূতি। আর তাহাদের নাই শ্রবণ করার কর্ণ এবং নাই দৃষ্টি মেলিয়া দেখার চোখ। বরং ইহারা হইল নিষ্প্রাণ পাথরের মত, যাহাদের মর্যাদা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও বহু নিম্নে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ! তুমি এ সকল মিথ্যা ধারণা পোষণকারীদেরকে বল যে, ঐ সকল মিথ্যা খোদাদের সুপারিশ করার কোন অধিকার নাই; বরং সুপারিশ করার একমাত্র অধিকার আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি মুক্তি দানের ইচ্ছা না করিলে কাহারো কোন গত্যন্তর নাই।

তাই বলা হইয়াছে যে, مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। মানে সবকিছু স্বেচ্ছাধীন ব্যবহারের অধিকার একমাত্র তাঁহারই।

ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তাঁহারই নিকট তোমার প্রত্যানীত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তিনি ইনসাফের ভিত্তিতে সকলের বিচার নিষ্পত্তি করিবেন। প্রত্যেককে তাঁহার কৃতকর্মের যথাযথ বদলা প্রদান করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সমালোচনা করিয়া আরো বলেন وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ যখন বলা হয় আল্লাহ্ এক অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা হয় لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ একমাত্র তিনি ব্যতীত নাই কোন ইলাহ।

اشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ অর্থাৎ যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদিগের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়।

মুজাহিদ বলেন اشْمَأَزَّتْ মানে সংকুচিত হওয়া। সুদ্দী বলেন, বিতৃষ্ণাগ্রস্ত হওয়া। কাতাদাহ বলেন, উন্নাসিকতা প্রদর্শন করা।

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম হইতে মালিক বলেন اشْمَأَزَّتْ মানে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা।

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহাদেরকে বলা হয় আল্লাহ্ এক, তিনি ব্যতীত ইবাদতের অন্য কেহ উপযুক্ত নয়, তখন তাহারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে।

কেননা তাহাদের হৃদয় সত্য গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। আর যে হৃদয় সত্য গ্রহণে অনুপযুক্ত, সে হৃদয় সহজেই মিথ্যার আশ্রয়ে ঢলিয়া পড়ে। মিথ্যাকে ত্বরিৎ গতিতে গ্রহণ করিয়া নেয়।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তাহাদিগের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হইলে। অর্থাৎ ভূত এবং মিথ্যা খোদাদের আলোচনা করিলে−

اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তাহারা আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে।

(٤٦) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ
تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(٤٧) وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ
لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ
مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ○

(٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

৪৬. বল, হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তাহাদিগের মধ্যে তুমি উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।

৪৭. যাহারা যুলুম করিয়াছে যদি তাহাদিগের থাকে দুনিয়ায় যাহা আছে তাহা এবং তাহার সমপরিমাণ সম্পদ, কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তিপণ স্বরূপ সকল বিষয় তাহারা দিয়া দিবে এবং তাহাদিগের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এমন কিছু প্রকাশিত হইবে যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

৪৮. উহাদিগের কৃতকর্মের মন্দ ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের শিরক প্রীতি এবং তাওহীদ বিদ্বেষীর সমালোচনাপূর্বক বলেন ঃ قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ অর্থাৎ তুমি বল, আল্লাহ্ এক ও লাশরীক। তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ ও পৃথিবী আর তিনি এই সব নিজ পরিকল্পনায় নমুনাবিহীন সৃষ্টি করিয়াছেন।

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য সকল ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত।

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তোমার দাসগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা করিয়া দিবে।

অর্থাৎ দুনিয়ায় বসিয়া যাহারা মতবিরোধ করে উহার ফয়সালা কবর হইতে উত্তোলনের পর কিয়ামতের দিন নিষ্পত্তি করিয়া দিবে। সেদিন বেশী দূরে নয় বরং খুবই নিকটে।

মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান হইতে .... বর্ণনা করেন যে, আবূ সালমা ইব্‌ন আব্দুর রহমান বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায কোন দু'আ দ্বারা শুরু করেন? তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদে দাঁড়াইয়া শুরুতে এই দু'আটি পাঠ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتَلَفْتُ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! হে জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রভু! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার দাসগণ যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করে তাহাদিগের মধ্যে উহার ফয়সালা তুমিই করিয়া দিবে। যে যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করে সে সে বিষয়ে তুমি আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত কর। তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর তাহাকে সঠিক পথের সন্ধান দাও।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে আওস ইব্ন আব্দুল্লাহ ..... আফফান ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি বলিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اِنِّىْ اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ تُقَرِّبْنِىْ مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِىْ مِنَ الْخَيْرِ وَاِنِّىْ لاَ اَثِقُ اِلاَّ بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِىْ عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَفِّيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আমি এই পৃথিবীতে বসিয়া তোমার নিকট অংগীকার করিতেছি, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তুমি একক এবং শরীক বিহীন। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার বান্দা এবং তোমার রাসূল। তুমি যদি আমাকে আমার বিবেকের হাতে সোপর্দ করিয়া দাও তাহা হইলে আমি পাপের নিকটে পৌছিয়া যাইব এবং পুণ্য হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। হে খোদা! আমার ভরসা একমাত্র তোমার রহমতের সাহারা! তাই তুমি আমার নিকট আমার এই প্রার্থনা কবূলের অংগীকার কর যে অংগীকার তুমি কেয়ামাতের দিন পূর্ণ করিবে। নিশ্চয় তুমি অংগীকার ভংগ কর না।

ফলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরকে বলিবেন, আমার বান্দা আমার থেকে একটি অংগীকার আদায় করিয়াছিল, যাহা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব। অতএব আল্লাহ্ তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী সুহাইল বলেন যে, আমি কাসিম ইব্ন আব্দুর রহমানের নিকট এই হাদীসটি বলিলে তিনি আমাকে বলেন যে, আমাদের এলাকার একটি ছোট মেয়েরও এই হাদীস জানা আছে। একমাত্র ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবূ আব্দুর রহমান হইতে ইব্ন আব্দুল্লাহ .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুর রহমান বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন ওমর (রা) আমাদেরকে এক টুকরা লেখা কাগজ বাহির করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে এই দু'আটি শিখাইয়াছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُوْنَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ وَ اَعُوْذُبِكَ اَن اَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِىْ اِثْمًا اَو اَجِرَهُ اِلٰى مُسْلِمٍ-

আবূ আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) কে শুইতে যাইবার প্রক্কালে এই দু'আ'টি পড়িতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। একমাত্র ইমাম আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আবূ রাশদ আল হিবরানী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ সালিহানী .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ বলুন, যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছেন। ফলে তিনি আমার সামনে এক টুকরা লেখা কাগজ রাখেন। অত:পর তিনি বলেন, এই দু'আটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য শিখাইয়াছিলেন। আমি তাদের দেওয়া দু'আটি দেখিতেছিলাম। এমন সময় আবূ বকর সিদ্দিক (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি সকালে এবং সন্ধ্যায় কি দু'আ পড়িব, তাহা আমাকে বলিয়া দিন। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হে আবূ বকর! বল ঃ

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكُهُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ اَوْ اَقْتَرِفُ عَلٰى سُوْءٍ اَوْ اَجِرَهُ اِلٰى مُسْلِمٍ-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আমি সাক্ষ্যদান করিতেছি যে, আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই। আপনি সকলের প্রতিপালক এবং অভিভাবক। আমি পানাহ চাই আপনার নিকট আমার আত্মার কুমন্ত্রণা হইতে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও শিরক করা হইতে। আর আমি পানাহ চাই আমার নিজের প্রতি নিজে কোন পাপ করা হইতে অথবা কোন মু'মিনের প্রতি কোন পাপ আমার দ্বারা পৌঁছুক উহা হইতে।"

ইসমাঈল ইব্ন ইয়াশ হইতে হাসান ইব্ন আরাফাহ ও তিরমিযীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাসান বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত হয় বটে।

মুজাহিদ হইতে ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমারে সকালে সন্ধ্যায় ও নিদ্রায় যাইবার প্রাক্কালে এই দু'আটি পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছেন ঃ পূর্বোক্ত দু'আ'টির অনুরূপ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র সহিত শিরক করিয়াছে।

مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ যদি তাহাদিগের দুনিয়ার সমস্ত কিছুও থাকে এবঙ তাহার সহিত সমপরিমাণ আরো যদি থাকে।

لَافْتَدَوْابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ কঠিন শাস্তি হইতে মুক্তির জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইবে না।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের জন্য কিয়ামতের কঠিন শাস্তি ওয়াজিব বা অবশ্যম্ভাবি করিয়াছেন। ওই শাস্তি হইতে মুক্তি দান স্বরূপ পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ হইলেও উহা গ্রহণ করা হইবে না। এই সম্বন্ধে অন্যত্র আরো আয়াতে বিশদ বিবৃত হইয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, وَبَدَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগের উপর আল্লাহ্র নিকট হইতে এমন শাস্তি আসিয়া পড়িবে, যাহা উহারা কল্পনাও করে নাই।

وَبَدَالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا উহাদিগের কৃতকর্মের ফল উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

অর্থাৎ উহারা পার্থিব জীবনে হারাম ও পাপের যত কাজ করিয়াছে তাহা উহাদিগের নিকট প্রকাশিত করা হইবে।

وَحَاقَ بِهِمْ مَّاكَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগের পরিবেষ্টন করিবে।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে তাহারা যে সকল শাস্তির কথা শুনিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে বেষ্টিত করিবে।

(٤٩) فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ
اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ۭ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٥٠) قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٥١) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ
سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

(٥٢) اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ ع

৪৯. মানুষকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করিলে সে আমাকে আহ্বান করে, অত:পর যখন আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ বুঝে না।

৫০. ইহাদিগের পূর্ববর্তীগণও ইহা বলিত, কিন্তু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

৫১. উহাদিগের কর্মের মন্দ ফল উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছে । উহাদিগের মধ্যে যাহারা যুলুম করে তাহাদিগের উপরও তাহাদিগের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হইবে এবং ইহারা ব্যর্থও করিতে পারিবে না।

৫২. ইহারা কি জানে না, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার রিযক বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, তাহারা যখন বিপদে পড়ে তখন আহাজারী শুরু করিয়া দেয় এবং নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সোর্পদ করিয়া দেয়। আর যখন তাহাদের বিপদ কাটিয়া যায় তখন তাহারা বলে— اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ আমি তো ইহা লাভ করিয়াছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। অর্থাৎ তাহারা বলে যে, এই কাজ করা তো আল্লাহ্রই দায়িত্বে ছিল। আমাদেরকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া তাহারই দায়িত্ব। ইহা আল্লাহ্র নিকট আমাদের পাওনা দাবী। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের বুদ্ধির কারণেই বিপদে হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি।

কাতাদাহ বলেন, عِلْمٌ মানে এই সকল ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট পরিপক্ক। এই ধরনের বিপদ হইতে মুক্তির পন্থা সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট অবগত।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ বস্তুত ইহা এক পরীক্ষা।

অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করে তাহা ঠিক নহে। মূলত এই সকল বিপদ আপদ আপতিত করিয়া আমি মানুষকে পরীক্ষা করি যে, কে আমার অনুগত এবং কে আমার অননুগত। আর আলোচ্য আয়াতাংশে ফিৎনা বলিয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বুঝে না। তাই উহারা যাহা বুঝে আসে তাহা বলে এবং যে ধরনের দাবীর উপযুক্ত না সেই ধরনের হাস্যম্পদ দাবী করে।

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ইহাদিগের পূর্ববর্তিগণও ইহাই বলিত।

অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারে ইহাদিগের পূর্ববতীগণের মন্তব্য, ধারণা ও দাবীও ছিল হুবহু এই ধরনের।

فَمَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কিন্তু উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

অর্থাৎ পরিণতিতে উহাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয় নাই। এবং কার্যকারিও হয় নাই। ফলে তাহা উহাদিগের কোন কাজেও আসে নাই।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلاَءِ উহারা উহাদিগের কর্মের মন্দ ফল ভোগ করিয়াছে, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা সীমালংঘন করে। অর্থাৎ এই ধরনের কথাবার্তা যাহারা বলে।

سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَاكَسَبُوْا সত্ত্বর তাহারাও তাহাদিগের কর্মের মন্দফল ভোগ করিবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত লোকেরা যেভাবে তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করিয়াছে ইহারাও সেইরূপ তাহাদের কর্মের মন্দফল ভোগ করিবে।

وَمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ইহারা আল্লাহ্র শাস্তি ব্যাহত করিতে পারিবে না।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনের মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, কারূণকে তাহার কওমের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

لاَتَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ ـ وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلاَتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهٖ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا وَلاَ يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ দম্ভ করিও না, আল্লাহ্ দাম্ভিকদিগকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ যাহা তোমাকে দিয়াছেন তদ্বারা পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। ইহলোকে তোমার বৈধ সম্ভোগকে

তুমি উপেক্ষা করিও না। তুমি সদাশয় হও, যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদাশয় এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিও না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত আল্লাহ্ তাহার পূর্বে ধ্বংস করিয়াছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যাহারা তাহা অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল,. সম্পদে ছিল প্রাচুর্যশালী? অপরাধীদিগকে উহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা বলিত যে, আমরা অর্থ-সম্পদ এবং জনসংখ্যায় অধিক; অতএব আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ অর্থাৎ ইহারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ যাহার জন্য ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা হ্রাস করেন। মানে আল্লাহ্ এক কওমকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দতা দান করেন এবং আরেক কওমকে আর্থিক অনটনের মধ্যে রাখেন।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় ও নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য।

(٥٣) قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○
(٥٤) وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○
(٥٥) وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○ۙ
(٥٦) اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ
لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ○ۙ
(٥٧) اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○ۙ

(৫৮) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ○

(৫৯) بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ○

৫৩. বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি অবিচার করিয়াছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫৪. তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে; তৎপর তোমাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

৫৫. অনুসরণ কর তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে উত্তম যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার; তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসিবার পূর্বে—

৫৬. যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি ঠাট্টা করিতাম।

৫৭. অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্য সাবধানীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম।

৫৯. আল্লাহ্ বলিবেন, প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমার নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে ও অহংকার করিয়াছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদিগের একজন।

তাফসীর ঃ এই আয়াতের মধ্যে প্রত্যেক নাফরমানকে তাওবা করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে— সে মুশ্‌রিক হোক বা কাফির হোক। আর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু। যে বা যাহারাই তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, তিনি হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া নিবেন।

ঐ আয়াত দ্বারা এই ব্যাখ্যা দেওয়া ভুল হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওবাহ ব্যতীত যে কোন গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা এই কথা সর্ববাদি সম্মত যে, শিরকী পাপ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হয় না।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন; একদা মুশরিকদের ব্যভিচারী ও হত্যাকারী একটি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলে, আমাদের নিকট আপনার কথা ও আপনার দাওয়াত পছন্দনীয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদেরকে বলিয়া দিন যে, আমরা জীবনে যত হত্যা ও ব্যভিচার করিয়াছি, উহার কাফ্‌ফারা কি দিয়া আদায় করিব?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَيَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَيَزْنُوْنَ-

অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ্‌কে শরীক করে না। আল্লাহ্ যাহার হত্যা নিষেধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। এবং এই আয়াতটাও নাযিল করেন ঃ

قُلْ يَاعِبٰدِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

অর্থাৎ ঘোষণা করিয়া দাও আমার এই কথা, আমার দাসগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলম করিয়াছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে তাহারা নিরাশ হইও না।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ..... ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে নাসাঈ আবূ দাউদ মুসলিমও এই রেওয়াতেটি বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশ দ্বারা এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, اِلاَّ مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا অর্থাৎ যাহারা তাওবা করিয়াছে, ঈমান গ্রহণ করিয়াছে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছে তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না।

ছাওবান হইতে আবূ আব্দুর রহমান আল মযনী ..... হাসান ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ছাওয়ান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন ঃ পৃথিবীর সমস্ত কিছুও পাইলেও আমি যত না খুশী হইতাম তাহার চেয়ে অধিক খুশী হইয়াছি এই আয়াতিট নাযিল হওয়াতে ঃ قُلْ يَاعِبٰدِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ..... অত:পর জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, যে শিরক করিয়াছে?

এই প্রশ্নের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকিয়া পরে বলেন ঃ "যে শিরক করিয়াছ সে সাবধান হও।" এই কথাটি তিনি তিনবার বলেন। একমাত্র ইমাম আহমদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আমর ইব্ন আমবাসাহ হইতে মাকহুল আশআ'ছ ইব্ন জাবির ..... ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আম্বাসাহ (রা) বলেন, একদা এক অশীতিপর বৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জীবনে ছোট-বড় অনেক পাপ করিয়াছি। তাহা কি আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে? বৃদ্ধের এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উলাহ নাই? বৃদ্ধ বলিল, হাঁ, আমি এই কথা স্বীকার করি এবং এই কথাও স্বীকার করি যে, নিশ্চিত আপনি আল্লাহ্র রাসূল।

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "তোমার পিছনের ছোট-বড় সকল পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" একমাত্র আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আসমা বিনতে ইয়াযিদ হইতে ধারাবহিকভবে শহর ইব্ন হাওশব ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইভাবে পাঠ করিয়াছেন যে, اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ আর এই আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন যে,

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ
يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَلَا يُبَالِيْ اِنَّهٗ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

ছাবিতের হাদীসে তিরমিযী এবং আবূ দাউদও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মোট কথা এই সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, সকল ধরনের পাপ তাওবার মাধ্যমে ক্ষমারযোগ্য। আর বান্দাকে আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ না হওয়া বাঞ্ছনীয়—যত বড় এবং যত ব্যাপকই হোক না তাহার পাপ। কেননা আল্লাহ্র করুণা এবং তাওবার দার বিশাল ও প্রসস্ত। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ۔

অর্থাৎ কেন, লোকেরা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন? আরো বলিয়াছেন যে,

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ করিবে অথবা স্বীয় আত্মার উপরে অত্যাচার করে, অত:পর যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহ্কে অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং করুণামময় হিসাবে প্রাপ্ত হইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে,

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَلَهُمْ نَصِيْرًا - اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুনাফিকদের স্থান হইবে জাহান্নামের সর্বনিম্নতম স্তরে এবং তাহাদের জন্য কোন সাহয্যকারী থাকিবে না। কিন্তু যাহারা তাওবা করিবে এবং নেককার্য সম্পাদন করিবে ----।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অর্থাৎ যাহারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই।

আরো বলিয়াছেন ঃ اَفَلاَيَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

আরো বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا -

অর্থাৎ যাহারা মু'মিন নর-নারীকে নির্যাতন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই (তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা)।

হাসান বসরী এই সকল আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হইল, আল্লাহ্‌র পথে এবং তওবার জন্য আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় যে সকল বান্দারা আহ্বান করে তাহাদেরকে হত্যা করার পরও হত্যাকারীদেরকে আল্লাহ্ তাহার করুণার ছায়ায় আশ্রয় নেওয়ার জন্য উদার ও উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

সহীহদ্বয়ের হাদীসে আবূ সাঈদ (রা) হইতে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তি নিরানব্বইটা হত্যাকাণ্ড ঘটাইবার পর অনুশোচনা আসিলে সে বনী ইসরাইলের এক আবেদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে, তাহার জন্য তাওবার কোন পথ রহিয়াছে কি? সে বলিল, না, তোমার জন্য তাওবার কোন পথ নাই। এই কথা বলার পর সেই আবেদকেও সে হত্যা করে এবং হত্যার একশতটা পূর্ণ করে।

ইহার পর সে বনী ইসরাইলের একজন আলিমের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাকে বলিল, তোমার এবং তাওবার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অত:পর সে তাহাকে তাওহীদবাদীদের জনতার দিকে যাওয়ার আদেশ করিল এবং সেইখানে গিয়া

ইবাদত করিতে বলিল। ফলে সে সেই জনপদের দিকে রওয়ানা করিলে পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়।

পথিমধ্যে লোকটির মৃত্যু ঘটার ফলে রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে এই বলিয়া নির্দেশ প্রদান করেন যে, মাপিয়া দেখ যে, লোকটির পথের অংশ তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে বেশী; না কাফিরদের বস্তির দিকে বেশী। অত:পর মাপিয়া দেখা গেল যে, লোকটি মাত্র এক বিঘত পথ তাওহীদবাদীদের বস্তির দিকে বেশী অগ্রসর হইয়াছিল। তাই তাহার রুহকে রহমতের ফেরেশতারা তাহাদের দায়িত্বে নিয়া নেয়।

এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, সেই লোকটি মৃত্যুর সময়ঃ বুকে ভর করিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

আর আল্লাহ্ তা'আলা নেক লোকদের বস্তিকে ঐ লোকটির নিকটবর্তী হইতে এবং বদলোকদের বস্তিকে দূরবর্তী হইয়া যাওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীসটির মূল কথা এই। আর পূর্ণ হাদীসটি অন্য স্থানে উল্লেখিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা বর্ণনা করেন যে. ইব্ন আব্বাস (রা)

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا۔

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকেও ক্ষমাপ্রার্থনার জন্য আহ্বান করেন, যাহারা ধারণা করে যে, মাসীহ (আ)-ই আল্লাহ্র পুত্র, ও'যাইর (আ) আল্লাহ্র পুত্র। আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র এবং তাহার হস্ত ক্ষুদ্র। আর যাহারা ধারণা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তিনের তৃতীয়, এই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔

অর্থাৎ কেন তাহারা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে না এবং তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে না? আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকেও তাওবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, যে এই ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, আমি সর্বাপেক্ষা বড় প্রভু। আর আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ তোমাদের নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) এই বিষয়ের আলোচনায় বলেন যে, এত কিছুর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তাওবার ব্যাপারে নিরাশ করিবে সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্র

কিতাবকে অস্বীকার করিল। তবে কথা হইল যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্ সহনশীল না হইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভাগ্যে তাওবা নসীব হইবে না।

. ইব্ন মাসউদ হইতে সুনাইদ ইব্ন শায়কাল ও শু'বা এর সূত্রে তিবরানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন ঃ পবিত্র কুরআনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত হইল ঃ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ সর্বাপেক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত হইল اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ সর্বাপেক্ষা খুশীর ও ভরসার আয়াত হইল সূরা আরাফের قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ—এই আয়াতিটি। আর সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও গুরুগম্ভীর আয়াত হইল ঃ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَيَحْتَسِبُ এই টি। অত:পর বর্ণনাকারীকে মাসরূক বলেন যে, হাঁ, তুমি সত্য বলিয়াছ।

আবুল কানূদ হইতে একাধারে আবূ সাঈদ ও আ'মাশ বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্ন মাসউদ (রা) এক ওয়ায়েযের নিকট যাইতেছিলেন এবং ওয়ায়েয ব্যক্তি লোকদেরকে ওয়ায করিতেছিলেন। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, কেন তুমি লোকদেরকে আল্লাহ্র রাহমাত হইতে নিরাশ কর ? অত:পর তিনি এই আয়াতিটি পাঠ করেন ঃ قُلْ يَاعِبٰدِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

নিরাশ হইতে নিষেধকৃত হাদীসসমূহ

হাসান আল সাদূসী হইতে আবূ উবাইদাহ ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, হাসান আল সাদূসী বলেন, একদা আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা) -এর ঘরে প্রবেশ করিলে তখন তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি; তিনি বলিয়াছেন যে, "যে সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! তোমরা যদি পাপ কর এবং তোমাদের পাপে যদি পৃথিবী ও আকাশসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, অত:পর যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর যে মহা সত্তার অধিকারে মুহাম্মদ (সা)-এর আত্মা তাহার শপথ! তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করিয়া এমন জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা পাপ করিবে। অত:পর ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" একমাত্র ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সারমাহ হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কায়েস .... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) -এর যেদিন মৃত্যু উপস্থিত হয় সেদিন তিনি বলেন,

আমি এতদিন একটি হাদীস তোমাদের নিকট গোপন রাখিয়াছিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা যদি পাপ না করিতে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি জাতির সৃষ্টি করিতেন, যাহারা পাপ করিত। অত:পর আল্লাহ তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিতেন।"

ইমাম আমহাদও এইরূপ রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং মুসলিম স্বীয় সহীহ-এর মধ্যেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন লাইছ ইব্ন সাআদ হইতে কুতাইবার সূত্রে। আর আবূ আইয়ূব আনসারী হইতে ধারাবাহিকবাবে আবূ সারমাহ, মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব আল করযীর সূত্রে মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ধরাবাহিকভাবে আবূল জাওযা ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "পাপের কাফফারা হইল অনুশোচনা।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো ইরশাদ করিয়াছেন যে, তোমরা যদি পাপ না কর তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি জাতি সৃষ্টি করিবেন, যাহারা পাপ করিবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" একমাত্র ইমাম আহমাদ ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালিব হইতে .....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানে অটল তাওবাকারীকে ভালবাসেন।" এই সূত্রে অন্য কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর হইতে ...... ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইদ ইব্ন উমাইর বলেন ঃ ইবলিস আল্লাহ্ কর্তৃক অভিসম্পাত প্রাপ্তির পর বলে, হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে জান্নাত হইতে আদমের জন্য বহিস্কৃত করিয়াছেন এবং আমি আপনার শক্তি ব্যতীত তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা রাখি না। অতঃপর ইবলিসকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাকে তাহার উপর বিজয়ী হওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইহার পর ইবলিস আবার আপিল করিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আচ্ছা আদমের যত বংশ বিস্তার ঘটিবে, তোমারও তৎসম সংখ্যক সন্তানের বিস্তার ঘটিবে। ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি দান করুন। আল্লাহ্ বলিলেন, আচ্ছা তাহাদের সিনা তোমার জন্য আবাস বানাইয়া দিব এবং তাহাদের ধমনীর সহিত তুমি বিলীন হইয়া যাইতে পারিবে। ইবলিস বলিল, হে প্রভু! আমাকে আরো শক্তি বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি তাহাদের উপর তোমার সাওয়ার ও পেয়াদা পরিচালিত কর, তাহাদের সম্পদে ও সন্তানে নিজের অংশ স্থাপন কর এবং তাহাদেরকে লালায়িত কর। তবে শয়তানের লোভ প্রদর্শন ধোকবাজী বই নহে।

তখন আদম (আ) বলেন, হে প্রভু! আপনি তাহাকে আমার উপর বিজয়ী করিয়াছেন; কিন্তু আমার তো আপনার সহযোগিতা ব্যতীত প্রাণের কোন পথ নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমার প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি এক একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিব যাহারা শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে তোমাদেরকে সংরক্ষণ করিবে।

আদম (আ) বলিলেন, হে.প্রভু! আমাকে বাঁচার আরো সুযোগ দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকটি নেকীর বদলায় আমি দশটি করিয়া নেকী প্রদান করিব অথবা তাহার চেয়েও বেশী করিয়া দিব। আর একটি পাপ করিলে একটিই লিখিব অথবা তাহা ক্ষমা করিয়া দিব। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! আমাকে আরো বাড়াইয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, তোমাদের শরীরে যতক্ষণ আত্মা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের জন্য তাওবার দরজা খোলা থাকিবে। আদম (আ) আবারো আপিল করিলেন, হে প্রভু! আরো বাড়াইয়া দাও। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা পাঠ করিয়া শুনান ঃ

يَاعِبَادِيْ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

অর্থাৎ হে আমার দাসগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না। আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

ওমর হইতে ...ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন যে, একটি হাদীসে ওমর (রা) বলেন, যাহারা ঈমান গ্রহণের পর ফিৎনা-এ লিপ্ত হইয়াছে এবং ঈমানী দুর্বলতার জন্য যাহারা কাফিরদের সহিত আপোষ করিয়াছে তাহাদের নেকী ও তাওবা আল্লাহ্ কবূল করিবেন না। কেননা তাহারা আল্লাহ্কে চিনিয়া পরবর্তীতে কুফরের দিকে আকর্ষিত হইয়াছে। তাহারা নিজেরাও মনে মনে এই ধরনের কথা চিন্তা করিত যে, আমাদের জন্য মুক্তির কোন পথ হয়ত খোলা নাই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হিজরত করিয়া মদীনায় আসার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল করেন যে,

يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔ وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلُ
اَنْ يَاْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ۔ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ۔

অর্থাৎ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যাহারা নিজদিগের প্রতি যুলুম করিয়াছ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হইও না; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাহার নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি আসিয়া পড়িলে তোমরা সাহয্য পাইবে না। তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসিবার পূর্বে।

ওমর (রা) বলেন, আমি স্বহস্তে এই আয়াতটি লিখিয়া হিশাম ইব্ন আ'মের এর নিকট পাঠাইয়া দেই। হিশাম (রা) বলেন, এই আয়াতটি লিখিতভাবে আমার হাতে পৌছার সময় আমি যী-তাওয়া-এ ছিলাম। আমি বার বার লেখাটি পড়িতেছিলাম, কিন্তু উহার মর্ম বুঝিতে ব্যর্থ হইয়া আল্লাহ্র নিকট দু'আ করি ঃ হে আল্লাহ্! ইহার মর্মার্থ তুমি আমাকে অনুধাবন করাও। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মর্মার্থ আমার মনে সঞ্চারিত করেন যে, এই আয়াতটি আমাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে—আমরা যাহারা আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হইয়াছিলাম।

অত:পর আর বিলম্ব না করিয়া আমি আমার উট নিয়া মদীনার পথে রওয়ানা হই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করি।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা নিরাশ মনে আশার সঞ্চার করিয়া তাওবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করত: বলেন ঃ اَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهُ الخ অর্থাৎ তোমরা তোমদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন কর। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ তোমদিগের নিকট শাস্তি আসিবার পূর্বে তোমরা পাপ হইতে তাওবা কর এবং নেক কার্যে প্রবৃত্ত হও। কেননা শাস্তি আসিয়া পড়িলে তোমরা সাহায্য পাইবে না। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ। অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতি তোমাদিগের প্রতিপালক যে উত্তম কিতাব আল কুরআন নাযিল করিয়াছেন তাহার অনুসরণ কর। مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে তোমাদিগের প্রতি অতর্কিতভাবে আযাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلٰى مَافَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি শৈথিল্য করিয়াছি।

মানে কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠরা তাওবা ও আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠতা লাভের জন্য আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! আমি যদি পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র উত্তম, মুখলিস ও তাবেদার বান্দা হইতাম, তবে তাহা আমার জন্য কত মঙ্গলজনক হইত।

وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ অর্থাৎ পার্থিব জীবনে আমি ছিলাম ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এবং আল্লাহ্ ও আখেরাতে অবিশ্বাসী। ইহার পর বলিয়াছেন ঃ

اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীদিগের অন্তর্গত হইতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়— আহ! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎ কর্মপরায়ণ হইতাম। (মানে যদি আমার পৃথিবীতে পুনপ্রত্যাবর্তন ঘটিত তাহা হইলে দিল খুলিয়া সৎ আমল করিয়া আসিতাম)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা বলেন যে, বান্দা কি করিবে এবং কি বলিবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট অবগত রহিয়াছেন। উপরন্তু তাহার চেয়ে এই ব্যাপারে কে বেশী জ্ঞান রাখে ?

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ অর্থাৎ অবগতির বিষয়ে তাহার সমকক্ষ অন্য কেহ নাই।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يَّاحَسْرَتَا عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ - اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ - اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থাৎ (এই আয়াতে যেমন তিনি বলিয়াছেন) যাহাতে কাহাকেও বলিতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করিয়াছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতাম। অথবা কেহ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করিলে আমি তো অবশ্যই সাবধানীগিদের অন্তর্গত হইতাম। অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করিলে যেন কাহাকেও বলিতে না হয়, আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যবর্তন ঘটিত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হইতাম।

ইহাদের সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, যদিও তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করা হয় তবুও তাহারা হিদায়াতের উপর চলিতে সক্ষম হইবে না। যেমন, وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদিও তাহাদিগকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তিত করা হয় তবুও তাহারা উহাই করিবে যাহা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর কিয়ামতের মাঠে তাহাদের অঙ্গীকার মিথ্যা প্রতীয়মান হইবে। কেননা তাহারা মিথ্যাবাদী।

আবূ হুরায়রা হইতে ....ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক জাহান্নামী ব্যক্তিকে তাহার বেহেশতের

স্থান দেখান হইবে। তখন সে বলিবে, হায়! আল্লাহ্ যদি আমাকে হিদায়াত দান করিতেন! এই কথা সে বড় দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বলিবে। আর প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তিকেও তাহার জান্নাতের স্থান দেখান হইবে। তখন সে বলিবে উহ! আল্লাহ্ যদি আমাকে হিদায়াত দান না করিতেন তাহা হইলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। এই কথা সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত বলিবে। আবূ বকর ইব্‌ন ইয়াশের হাদীসে নাসাঈও ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

কিয়ামাতের দিন পাপিষ্ঠরা যখন পৃথিবীতে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের আকাংখা যাহির করিবে এবং যখন আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে সত্য স্বীকার না করা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ না করার জন্য দুঃখ করিতে থাকিবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيَاتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হইল যে, আমার নিদর্শন তো তোমার নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তুমি এইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে; আর তুমি ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের একজন।

মানে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, এই সময়ে তোমার অনুশোচনা করা নিষ্ফল হইবে। পৃথিবীতেই তো আমি আমার আয়াতসমূহ নাযিল করিয়াছিলাম। ইহার সত্যতার প্রমাণে আমি দলীল পেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি সেইগুলিকে মিথ্যা বলিয়াছিলে। তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে এবং কুফরের পথ গ্রহণ করিয়াছিলে। অতএব আজ তোমাদের অনুশোচনা কোনই কাজে আসিবে না।

(٦٠) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۚ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

(٦١) وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۖ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬০. যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাহাদিগের মুখ কাল দেখিবে। উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে?

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগের উদ্ধার করিবেন তাহাদিগের সাফল্যসহ; তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না এবং তাহারা দুঃখও পাইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন লোক সকল দুই ধরনে বিভক্ত হইবে। এক ধরনের লোকের অবয়ব কাল হইবে এবং আর এক ধরনের লোকের চেহারা হইবে উজ্জ্বল শুভ্র।

মতবিরোধ ও ফেরকাবাজদিগের অবয়ব হইবে কাল এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতপন্থীদের অবয়ব হইবে শুভ্র-নূরান্বিত।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে এবং তাঁহার জন্য মিথ্যা সন্তান আবিষ্কার করে কিয়ামতের দিন দেখিবে وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ তাহাদের মুখ কাল। অর্থাৎ মিথ্যাবাদীতা ও অপবাদ প্রচারের জন্য তাহাদের মুখ কাল হইয়া যাইবে। ইহার পর বলিয়াছেন যে, اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ অর্থাৎ উদ্ধতদিগের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নহে ? তাহাদের জন্য উপযুক্ত হইল জাহান্নামের কঠিন বন্দীশালা। ঔদ্ধত্য ও সত্য প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাহাদিগের জন্য তথায় অপমানজনক ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা হইতে ......ইব্‌ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন শুআইবের দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঔদ্ধত্যকারীদের হাশর হইবে পিঁপড়ার সূরতে। কিয়ামতের দিন ছোট-বড় প্রত্যেক জীব-জন্তু তাহাদেরকে মাড়িয়া চলিবে। পরিশেষে, তাহাদেরকে অগ্নির জেন্দানখানায় বন্দী করা হইবে। যাহাকে 'বূলাস' বলে। যাহার উত্তপ্ত অগ্নির লেলিহান শিখার জ্বলন ভীষণ রকমের যন্ত্রণাদায়ক। আর জাহান্নামীদের শরীরের পঁচা পুঁজ তাহাদেরকে ভক্ষণ করান হইবে। ইহার পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিবেন তাহাদের বিজয় ও সাফল্যসহ।

لَايَمَسُّهُمُ السُّوْءُ–আর কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে অমঙ্গল স্পর্শ করিবে না।

وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ – কিয়ামতের দিনের অনিশ্চয়তামূলক সাধারণ দুশ্চিন্তা ও ভীতি হইতেও তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত রাখা হইবে। ভালয় ভালয় তাহারা সকল বিপদঘাট পার হইয়া আল্লাহ্ প্রদত্ত সকল নিয়ামত উপভোগ করিতে থাকিবে।

(٦٢) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

(٦٣) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۧ ○

(٦٤) قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

(٦٥) وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

(٦٦) بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।

৬৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। যাহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৪. বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছ।

৬৫. তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে। তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সকল সৃষ্টি সমূহের স্রষ্টা তিনি। তিনিই উহাদিগের রব। মালিক ও পরিচালক। আর তাঁহারই হাতে সবকিছুর বাগডোর এবং তিনিই সবকিছুর কর্মবিধায়ক।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকটে।

মুজাহিদ বলেন,- لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ মাকালীদ-এর ফারসী প্রতিশব্দ হইল মাফাতীহ। অর্থাৎ কুঞ্জিসমূহ। কাতাদাহ, ইব্ন সাঈদ ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাও এ কথা বলিয়াছেন।

সুদ্দী বলেন, এর অর্থ হইল, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সম্পদ ভাণ্ডারের তিনিই একমাত্র অধিকারী।

সারকথা, সমস্ত কিছু তাহারই হাতের ইশারায় সম্পাদিত হয়। তিনিই একমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত অধিকারী। সমস্ত কিছুর মালিক একমাত্র তিনিই।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র দলীল প্রমাণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে اُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আবূ হাতিম একটি দুর্বলতম হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবুও ইব্ন হাতিম হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমরাও আপনাদের সম্মুখে হাদীসটি পেশ করিলাম।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর হইতে ...... ইয়াযিদ ইব্ন মিনান আল বসরী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর (রা) বলেন ঃ ওসমান ইব্ন আফফান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ ۔ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যাটি কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন "হে ওসমান! তোমার পূর্বে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই।" অত:পর বলেন, ইহার ব্যাখ্যা হইল ঃ

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ۔
اَلْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে ওসমান! যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে দশবার এই আয়াতটি পাঠ করিবে তাহাকে ছয়টি ফযীলত দান করা হইবে ঃ এক, সে শয়তান ও উহার সহযোগীদের প্ররোচনা হইতে বাঁচিবে। দুই, তাহাকে এক কিনতার পরিমাণ সওয়াব দেওয়া হইবে। তিন, তাহার জন্য জান্নাতের একটি দরজা বুলন্দ করিয়া দেওয়া হইবে। চার, তাহার সহিত চোখ জুড়ানো হুরদের বিবাহ দেওয়া হইবে। পাঁচ, তাহার নিকটে দশজন ফেরেশতা উপস্থিত থাকিবে। ছয়, কুরআন, তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর তেলাওয়াতের সাওয়াব তুল্য তাহাকে সাওয়াব দেওয়া হইবে। উপরন্তু সে পাইবে একটি কবূল হজ্জ ও ওমরার সাওয়াব। যদি সে ঐ দিনে মৃত্যু বরণ করে তবে সে শহীদের মর্যাদা প্রাপ্ত হইবে।"

ইয়াহিয়া ইব্ন হাম্মাদের হাদীসে আবূ ইয়ালা আল মুসিলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল এবং অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ؟ অর্থাৎ, বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তি! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বলিতেছে?

এই আয়াতটির শানে-নুযুল সম্পর্কে ইব্ন আব্বাসের সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম বলেন যে, মুশরিকরা তাহাদের অজ্ঞতার দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহ্বান করিয়াছিল যে, আসুন আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে পূজা করুন এবং আমরাও আপনার আল্লাহ্র ইবাদত করি। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ؟ وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ۔

অর্থাৎ বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করিতে বল ? তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হইয়াছে । তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হইবে এবং তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।

যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ যদি তোমরা শরীক কর তাহা হইলে তোমরা যত নেক কাম করিয়াছ তাহা সাকুল্যে বরবাদ হইয়া যাইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ - অতএব তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।

অর্থাৎ যাহারা তোমার অনুসরণ করে, তোমাকে সত্য নবী বলিয়া বিশ্বাস করে, সকলে ইখলাসের সহিত আল্লাহ্র ইবাদত করে এবং শরীক করা হইতে বিরত থাকে।

(٦٧) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৬৭. উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার করায়ত্ত। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। অর্থাৎ মুশরিকরা আসলে আল্লাহ্র সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কেই অবহিত নহে। অথচ তাঁহার সমকক্ষ, সম্মানিত দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই। সমস্ত জিনিসের উপর তাহার যতটা কর্তৃত্ব ততটা অন্য কাহারো নাই। সমস্ত কিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই এবং প্রত্যেকটা জিনিস তাহার শক্তি ও কুদরাতের আয়ত্তাধীনে।

মুজাহিদ বলেন, এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

সুদ্দী বলেন, আল্লাহ্র ইজ্জত পরিমাণে তাহারা তাঁহাকে সম্মান করে না।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব বলেন, যদি তাহারা আল্লাহ্র মহান সত্তা সম্বন্ধে পরিচিত হইত তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া ভাবিত না।

ইব্ন আব্বাস হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, কাফিররা আল্লাহর শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী নয়।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সকল জিনিসের উপর সমানভাবে কর্তৃত্ব সম্পাদনকারী সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শক্তি ও সম্মান সম্বন্ধে বিশ্বাসী এবং সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌কে যথোচিত সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মান সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাহার সর্বময় ক্ষমতার ভধিকারে বিশ্বাস করে না সে সত্যিই আল্লাহ্‌র সম্মান ও ক্ষমতার ব্যাপারে সজাগ নয়। এক কথায় সে আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না এবং তাহার শক্তিতে বিশ্বাস করে না।

এই আয়াতটির প্রসঙ্গে বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই ধরনের মর্মার্থ অস্পষ্টমূলক আয়াতসমূহের ব্যাপারে পূর্বসূরী আলিম সমাজ এই মত পোষণ করেন যে, এই ধরনের আয়াত যেভাবে যে বাক্যে উল্লেখিত হইয়াছে সেইভাবে তাহাকে গ্রহণ করা এবং ইহার ব্যাখ্যা ও মনমত অর্থ আবিষ্কারের অপচেষ্টা না করা।

আলোচ্য আয়াতাংশ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ হইতে ..... বুখারী বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, একদা ইয়াহুদীদের এক বড় আলিম আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমরা লিখিত পাইয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে তাহার একটি আংগুলির মধ্যে সংস্থাপিত করিবেন। পৃথিবীকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন। বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন। পানি ও ভূমিকে তাহার একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন এবং অন্যান্য সৃষ্টিসমূহকে একটি আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিয়া বলিবেন, আমি বাদশাহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদী আলিমের কথার সত্যতার স্বীকার সূচক হাসি দিলে তাহার দাঁতের মাড়ি প্রকাশিত হয়। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

অর্থাৎ, উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে।

বুখারী, ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহারা সকলে বর্ণনা করিয়াছেন ইব্‌ন মাসউদ হইতে ধারাবাহিকতাভাবে উবাইদাহ ইব্রাহীম ও সুলাইমান ইব্‌ন মিহরান আল আমাশের হাদীসে।

আব্দুল্লাহ হইতে ..... আহমদ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, জনৈক আহলে কিতাব আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূল কাসিম! আমি জানি যে আল্লাহ তা'আলা তাহার সৃষ্টিসমূহকে তাহার একটি আংগুলের সংস্থাপিত করিবেন আকাশমণ্ডলীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, পৃথিবীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন, বৃক্ষরাজীকে একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন এবং

পানি ও মাটিকে তাহার একটি আংগুলে সংস্থাপিত করিবেন। এই কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাসি দেন এবং তখন তাহার মাড়ি প্রকাশিত হইয়া যায়। আর তখন আল্লাহ তা'আলা এই وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত নাযিল করেন।

ইব্ন আব্বাস হইতে ..... আল আশকার ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে. ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে যাইতেছিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বসা ছিলেন। সেই অবস্থায় ইয়াহুদী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করে যে. হে আবুল কাসিম! এই সম্পর্কে তোমার অভিমত কি যে, যে দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে স্বীয় তর্জনীর এই আংগুলিটির উপর সংস্থাপিত করিবেন, লোকটি স্বীয় তর্জনীর প্রতি ইংগিত করিয়াছিল। এইভাবে সে আংগুলির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছিল যে, আর যেদিন পৃথিবীকে তিনি এই আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন, পাহাড় সমূহকে এই আংগুলির উপর সংস্থাপিত করিবেন এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টিকে যেদিন তিনি এই আংগুলির উপর সংস্থাপন করিবেন। বর্ণনাকারী বলেন. তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ আবূয্ যুহা মুসলিম ইব্ন সাবীহ এর সূত্রে আব্দুর রহমান আদ্ দারেমী এর রেওয়ায়েতে তিরমিযী স্বীয় তিরমিযী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান বলেন, হাদীসটি সহীহ তবে গরীব পর্যায়ের। উপরন্তু আমাদের জানা মতে এই হাদীসটি দ্বিতীয় অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। আবূ হুরায়রা হইতে ...... বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে কবযা করিয়া নিবেন এবং আকাশ- মণ্ডলীকে নিবেন তাহার হাতের কবযাতে, অত:পর বলিবেন, আজ আমি বাদশাহ. কোথায় পৃথিবীর বাদশাহরা? একমাত্র বুখারী এই সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন অন্য সূত্রে।

ইব্ন ওমর হইতে ..... বুখারী বর্ণনা করেন যে, ইব্ন ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় আংগুলের উপর পৃথিবীকে সংস্থাপিত করিবেন এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার ডান হাতে সংস্থাপিত। অত:পর তিনি বলিবেন ঃ আজ আমি বাদশা। এই সূত্রেও এক মাত্র বুখারী এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিমও বর্ণনা করিয়াছেন তবে অন্য সূত্রে। এই বিষয়ের উপর অন্য ভংগিতে ইমাম আহমাদের সূত্রে দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন ওমর হইতে .... আফফান বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন ওমর (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

অর্থাৎ, উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকিবে তাহার করায়ত্ব। পবিত্র ও মহান তিনি, উহারা যাহাকে শরীক করে তিনি তাহার উর্ধ্বে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতটি পাঠ করত! সামনে পিছনে হাত দুলাইয়া দুলাইয়া বলিতেছিলেন ঃ "আল্লাহ্ স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ "আমি সর্বশক্তিমান সকল ক্ষমতার উৎস আমি, সর্বোপরি সর্বাপেক্ষা মহান, আমি বাদশাহ্ ক্ষমতার।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথাগুলি বলার সময় এত অস্বাভাবিক ধরনের হস্ত সঞ্চালন করিতেছিলেন যে, আমরা ভাবিতে ছিলাম হয়ত তিনি মিম্বারের উপর দিয়া পড়িয়া যাইবেন!

আব্দুল আযীয ইব্‌ন আবূ হাযিমের হাদীসে .... মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন ওমর হইতে ..... হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন ইয়াকূব ইব্‌ন আব্দুর রহমান ও মুসলিম।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাকসাম হইতে মুসলিম এই হাদীসের বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর (রা) কি ভংগিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য ভাষণটি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলীকে করায়ত্ব করিয়া নিবেন এবং পৃথিবীকে হাতের মুঠায় তুলিয়া নিবেন। আর বলিবেন, আজ আমি বাদশাহ! এই কথা বলিবেন আর তিনি তাহার হাতের আংগুলিসমূহ একবার মুষ্টিবদ্ধ করিবেন এবং একবার আংগুলিসমূহ সম্প্রসারিত করিবেন। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে, তিনি ভীষণভাবে হেলিতেছেন এবং তাহার হেলনের জন্য মিম্বরসমেত হেলিতে থাকে। তখন আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বর হইতে পড়িয়া যাইবেন না তো।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর হইতে ..... বায্যার বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর দাড়াইয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

রাবী' বলেন, তখন মিম্বরটি হেলিতে থাকে। ফলে তিনি তিনবার মিম্বরের উপর উঠেন এবং নামিয়া যান। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ..... আবুল কাসিম তিবরানী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন যে, হাদীসটি সহীহ্।

জারীর হইতে .... তিবরানী স্বীয় প্রণীত গ্রন্থ মা'জামিল কবীরের মধ্যে বর্ণনা করেন যে, জারীর (র) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবীকে লক্ষ্য

করিয়া বলেন, "আমি তোমাদের সম্মুখে সূরা যুমারের শেষ দিকের আয়াতসমূহ পাঠ করিব। তোমাদের মধ্যে যে যে এই আয়াত শুনিয়া কাঁদিবে তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যাইবে।"

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াত হইতে وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ সূরাটির শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। তাহাদের কোন কোন ব্যক্তি কাঁদেন এবং কোন কোন ব্যক্তির কান্না আসে না। অত:পর যাহাদের কান্না আসে নাই, তাহারা বলে ঃ হে আল্লাহ্র রাসূলু! আমরা কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের কান্না আসে না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি আবার তেলাওয়াত করিতেছি। তোমাদের যাহারা কাঁদিবার চেষ্টা করিয়াও কাঁদিতে পার নাই তাহারা কাঁদিবার ভান করিবে। হাদীসটি যথেষ্ট দুর্বল। মু'জামিল কাবীরের একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসটি এর চেয়েও দুর্বল। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আবূ মালিক আশ'আরী হইতে ধারাবাহিকভাবে শুরাইহ ইব্ন উবাইদ ..... বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, আমি আমার বান্দাদিগের হইতে তিনটি জিনিস গোপন করিয়াছি। যদি তাহারা সেই জিনিস তিনটি দেখিত তবে তাহারা কখনো বদ আমল করিত না। যদি আমি আমার পর্দা অপসারিত করিয়া নিতাম এবং তাহারা আমাকে স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া আমার সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস হইত আর তাহারা আমার শক্তি সম্পর্কে অবগতি লাভ করিত যে, আমি ইচ্ছা করিলে সবকিছু করিতে পারি। আমি আকাশমণ্ডলীকে আমার করায়ত্তে রাখিব। পৃথিবীকে মুষ্টির মধ্যে সংস্থাপন করিব। অত:পর বলিব, আমি বাদশাহ, আমি ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মালিক বা বাদশাহ নাই।

ইহার পর আল্লাহ্ তাহাদেরকে জান্নাত দেখান এবং উহার সকল নেয়ামাত তাহাদেরকে প্রদর্শন করান, যাহাতে তাহারা এই ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারে। আর তাহাদেরকে জাহান্নাম ও উহার অভ্যন্তরে আযাবসমূহ প্রদর্শন করান। যাহাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তাহারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে।

কিন্তু আমি ইচ্ছা করিয়াই এই সকল জিনিস গোপন বা চক্ষুর আড়ালে রাখিয়াছি, যাহাতে আমি আন্দাজ করিতে পারি, মানব জাতি আমার কথায় কতটা বিশ্বাসী হয়। কেননা এই সকল জিনিস সম্পর্কে আমি তাহাদিগকে বিস্তারিত জানাইয়াছি। এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস রহিয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٦٨) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۚ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ○

(٦٩) وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(٧٠) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○ ع

৬৮. এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।

৬৯. বিশ্ব উহার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে, আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে ও তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের বিভীষিকাময় দিনের কথা এবং ঐ দিনে প্রকাশিতব্য আল্লাহ্র বিভিন্ন অস্বাভাবিক নিদর্শনাদির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ -

অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হইয়া পড়িবে; তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন।

উল্লেখ্য যে, এই স্থানে শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। এই ফুৎকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে। তবে সে নহে যাহাকে আল্লাহ্ রক্ষা করিবার ইচ্ছা করিবেন।

যথা শিংগার ফুৎকার সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, সর্বশেষে অবশিষ্ট সকলের রূহ কব্যা করা হইবে এবং সর্বশেষে মৃত্যু ঘটিবে মৃত্যুর ফেরেশতার পরিশেষে একমাত্র তিনিই জীবিত থাকিবেন যিনি প্রথমে ছিলেন এবং চিরদিন জীবিত থাকিবেন। অত:পর বলিবেন, আজকের রাজত্ব কার? তিনবার এই কথা বলিবেন। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রশ্নের জবাব নিজের পক্ষ হইতে প্রদান করত: বলিবেন, সেই আল্লাহ্র, যিনি একক ও সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ আমি সেই সত্তা, যিনি

একক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আর প্রত্যেক জিনিসকে আমি ফানা হইয়া যাওয়ার আদেশ করিব।

অত:পর সর্বপ্রথমে হযরত ইস্রাফীল (আ)-কে জীবিত করা হইবে এবং তাহাকে দ্বিতীয় একটি ফুৎকার দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইবে। এইটি হইল তৃতীয় ফুৎকার। যে ফুৎকারে সকল জীবন পুর্ণজন্ম লাভ করিবে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ-

তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে। অর্থাৎ শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইলে সকলে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইবে এবং চতুর্দিক তাকাইতে থাকিবে। মানে কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা তাহারা দেখিতে থাকিবে।

যথা পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ অর্থাৎ বিকট একটি আওয়াজ হইবে, যাহার কারণে তৎক্ষণাৎ সকলে উঠিয়া এক ময়দানে একত্রিত হইবে।

অন্য একটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً-

অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে ডাকিবেন, সেদিন তোমরা সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে তাহার ডাকে সাড়া দিবে এবং তখন পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ মনে করিতে থাকিবে।

আরো বলিয়াছেন যে,

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاۤءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ-

অর্থাৎ তাহার নিদর্শন স্বরূপ তাহার নির্দেশে আকাশসমূহ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অতএব যখন তিনি পৃথিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া ডাকিবেন তখন তোমরা সকলে একত্রে বাহির হইয়া পড়িবে।

ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন ওরওয়া ইব্ন মাসউদ হইতে নু'মান ইব্ন সালিম ..... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, ইয়াকূব ইব্ন আসিম ইব্ন ও'রওয়া ইব্ন মাসউদ বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইব্ন আ'মর (রা)-কে বলেন, আপনি নাকি বলিয়াছেন যে, এই এই সময়ের মধ্যে কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিছুটা রাগতস্বরে তিনি জবাব দেন যে, তোমাদেরকে কোন কথা বলিতেই আমার ইচ্ছা হয় না। আমি বলিয়াছিলাম যে, অল্পকালের মধ্যে তোমরা ভীষণ একটা সময়ের সম্মুখীন

হইবে। অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটিবে এবং সে তাহাদের মধ্যে চল্লিশ পর্যন্ত থাকিবে। আমি বুঝি না যে, সে চল্লিশ দিন চল্লিশ মাস, চল্লিশ বৎসর থাকিবে না চল্লিশ রাত্র থাকিবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-কে প্রেরণ করিবেন। তিনি চেহারায় দেখিতে ও'রওয়া ইব্ন মাস্‌উদ ছাকাফীর অনুরূপ হইবেন। তিনি দাজ্জালের উপর বিজয় লাভ করিবেন। অত:পর সাত বৎসর পর্যন্ত মানবজাতি পরস্পরে এমন আন্তরিক ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করিবে যে, একের সহিত অপরের সামান্য মনোমালিন্যও ঘটিবে না। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা সিরিয়ার দিক হইতে হাল্কা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন। ঐ বাতাসের কারণে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি এমনকি যাহার অন্তরে মরীচিকা পরিমাণ ঈমান থাকিবে সেও মৃত্যুবরণ করিবে। যদি সে দুর্ভেদ্য গুহার অভ্যান্তরেও লুকায়িত থাকে তবুও সেখানে সেই হাওয়া প্রবেশ করিবে।

রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট শুনিয়াছি যে, এমন লোকগুলো বাঁচিয়া থাকিবে. যাহারা মানবিক নিচুতায় হইবে পক্ষীকুলের মত নিম্নতম এবং অসভ্যতায় হইবে হিংস্র জানোয়ারের সমতুল্য। তাহারা ন্যায় ও অন্যায়ের সহিত থাকিবে একেবারে অপরিচিত। তখন শয়তান তাহাদের উপর প্রভাব ফেলিয়া বলিবে যে, তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা কেন বুত পুরুস্তী পরিত্যাগ করিয়াছ? অত:পর তাহারা বুতপুরুস্তী শুরু করিবে। এই সময়ও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিস্তর আহারের সংস্থান করিবেন।

অত:পর শিংগায় ফুৎকার দিবেন। শিংগার ফুৎকারের আওয়াজে লোকসকল এদিক সেদিক হেলিয়া পড়িতে থাকিবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি এই আওয়াজ শুনিবে সে ব্যক্তি নিজস্ব একটি কূপ সংস্কার করিতে থাকিবে। এই শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। আওয়াজে এইভাবে প্রত্যেকটি লোক বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইবে। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ছায়ার মত নিবিড় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকিবেন। অথবা বৃষ্টি বর্ষণের নমুনা হইবে শিশির নামার মত। যাহাতে সকল মানুষ পুনর্বার মানব মূর্তি ধারণ করিবে। অত:পর শিংগায় আরেকটি ফুৎকার দিলে সকল মানুষ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং চতুর্দিক তাকাইয়া দেখিতে থাকিবে। তাহাদেরকে বলা হইবে, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট চলো।

وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْـُٔوْلُوْنَ উহাদিগকে দাঁড় করাও, উহাদিগের নিকট প্রশ্ন করা হইবে। অত:পর বলা হইবে যে, ইহাদিগের মধ্য হইতে জাহান্নামীর অংশ বাহির কর। জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, কি পরিমাণে বাহির করিব? বলা হইবে যে, প্রত্যেক যুগের হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। এই ঘটনা সেই দিন সংঘটিত হইবে, যেইদিন প্রত্যেক

শিশু বৃদ্ধে পরিণত হইবে এবং ঐ দিন যেই দিন পায়ের গোছা প্রকাশিত হইয়া যাইবে। এই হাদীসটি একমাত্র মুসলিম স্বীয় সহীহ এর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আবূ সালিহ হইতে আলী আমাশ ..... ও বুখারী বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন; "দুই ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশ–পার্থক্য হইবে।" তখন অন্যান্যরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আবূ হুরাইয়া! চল্লিশ দিনের পার্থক্য হইবে? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, চল্লিশ বৎসর? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। অত:পর আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, চল্লিশ মাসের পার্থক্য হইবে? তিনি বলেন, আমি ইহার জবাব দিব না। তবে মানুষের সবকিছু পঁচিয়া যাইবে এবং মানুষের একমাত্র অবশিষ্ট মেরুদণ্ডের সহিত তাহাদিগের কায়া জোড়ান হইবে।

হযরত নবী (সা) হইতে আবূ হুরায়রা ..... আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, আমি জিব্রাঈল (আ) কে وَنُفِخَ فِىْ الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِىْ الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ এই আয়াতটির উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্ যে বলিয়াছেন ঃ তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। ওই কথা বলিয়া তিনি কাহাদেরকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন? জবাবে তিনি বলেন, ইহা দ্বারা শহীদদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ইহারা নিজেদের তরবারী ঝুলাইয়া রাখিয়া আরশের সন্নিকটে অবস্থান করিবে। ফেরেশতারা সমভিব্যাহারে তাহাদিগের নিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। ঐ সময় তাহারা ইয়াকূতের উটের উপর আরোহণ করিবে, যাহার গদি হইবে রেশমের চেয়েও নরম জিনিসের। অবশ্য তাহারা বেহেশতের মধ্যে অফুরন্ত সুখে সময় কাটাইতে থাকিবে। এমন সময় তাহাদের মনে খেয়াল জাগিবে এবং বলিবে, চলো দেখিয়া আসি, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সৃষ্ট জীবদিগের বিচার করিতেছেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে দেখিয়া হাসি দিবেন এবং তাহারা এই স্থানে আসিয়াছে বলিয়াও আল্লাহ্ তা'আলা হাসিবেন। কেননা ইহাদিগের কোন হিসাব নিকাশ নাই। এই সনদটির প্রত্যেক রাবী ছেকাহ বা নির্ভরযোগ্য। একমাত্র ইসমাইল ইব্ন ইয়াশের ওস্তাদ ব্যতীত। কেননা তিনি ব্যক্তি হিসাবে অপ্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

وَاَشْرَقَتِ الْاَرضُ بِنُوْرِرَبِّهَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগের বিচারের জন্য আগমন করিবেন তখন তাহার জ্যোতিতে বিশ্ব উদ্ভাসিত হইবে।

وَوُضِعَ الْكِتَابُ এবং আমলনামা পেশ করা হইবে। কাতাদাহ বলেন যে, الكتاب। মানে আমলের কিতাব।

وَجِاىْٓ بِالنَّبِيّٖنَ নবীগণকে উপস্থিত করা হইবে তাহারা প্রমাণ করিবে যে, তাঁহারা নিজেদের উম্মতদিগকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়াছিলেন।

وَالشُّهَدَاءِ আর সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে। অর্থাৎ বান্দাদিগের নেক ও বদ আমলের সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদিগকে উপস্থিত করা হইবে।

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে। وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ এবং তাহাদিগের প্রতি যুলুম করা হইবে না।

যথা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًاوَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ ـ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি মিজানের ইনসাফ কায়িম করিব। কাহারো প্রতি যুলুম করা হইবে না। যদি কাহারো বিন্দু পরিমাণ আমলও থাকে তবে তাহাও আমরা তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিব। আর হিসাব গ্রহণের জন্য আমরাই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍوَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না। তিনি নেক আমল বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং অতুলনীয় প্রতিদান প্রদান করেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ অর্থাৎ প্রত্যেক বদ অথবা নেক কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হইবে। وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ উহারা যাহা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(٧١) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

(৭২) قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৭১. কাফিরদিগকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই, যাহারা তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত? উহারা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। বস্তুত কাফিরদিগের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

৭২. উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্য সত্য প্রত্যাখানকারী কাফিরদিগের পরিণাম সম্পর্কে বলেন যে, তাহাদিগকে গলায় রশি দিয়া টানিয়া হাঁকাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا অর্থাৎ তাহাদিগকে ধাক্কাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন তাহারা ভীষণ পিপাসার্ত থাকিবে। যথা পবিত্র কুরআনের অন্য স্থানে বলা হইয়াছে যে, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا - وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

অর্থাৎ যেদিন আমি পরহেযগারদিগকে রহমানের অতিথি হিসাবে একত্রিত করিব এবং গুনাহগারদিগকে দোযখের দিকে পিপাসার্ত অবস্থায় হাঁকাইয়া লইয়া যাইব। ইহা ব্যতীত ঐ দিন তাহারা মূক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং তাহারা মুখের উপর ভর করিয়া চলিতে থাকিবে।

যথা অন্যত্র বলিয়াছেন যে,

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيْرًا -

অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন আমি উহাদিগকে মুখের উপর ভর করিয়া হাটাইব। উহারা মূক, বধির ও অন্ধ হইবে এবং উহাদিগের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

حَتّٰى اِذَا جَاؤُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহার প্রবেশদ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ উহারা জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিতেই জাহান্নামের দ্বার খুলিয়া যাইবে যাহাতে তাহাদিগের শরীরে আযাব স্পর্শ করিতে এতটুকু বিলম্ব না হয়।

অত:পর সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতারা তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিবে। কেননা ঐ স্থানের সকলের হৃদয় কঠিন, তাহাদের হৃদয় ভালবাসা ও সহমর্মিতাবোধ হইতে শূন্য। তাহারা বলিবে اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই?

يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيَاتِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ যাহারা তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করিত। আর তাহারা তোমাদিগের নিকট তাহাদিগের দাওয়াতের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে দলীল- প্রমাণ পেশ করে নাই।

وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا অর্থাৎ এবং এই দিনের ভয়াবহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদিগকে সতর্ক করিত?

ইহার জবাবে কাফিররা বলিবে ঃ নিশ্চয় তাহারা আসিয়াছিল। আমাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করাইয়াছিল এবং তাহাদিগের দাওয়াতের ও দাবীর স্বপক্ষে তাহারা আমাদিগের নিকট দলীল প্রমাণ পেশ করিয়াছিল

وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ বস্তুত সত্য প্রত্যাখ্যান কারীদিগের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে।

অর্থাৎ কিন্তু আমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছি এবং উহার বিরোধিতা করিয়াছি। কেননা আমাদের ললাটে দুর্ভোগ পোহানই লিখিত ছিল। সত্যিই আমরা দুর্ভাগা; কেননা সত্য ত্যাগ করিয়া আমরা মিথ্যার পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলাম।

যথা অন্য একস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ۔ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ۔ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِىْ اَصْحَابِ السَّعِيْرِ۔

অর্থাৎ যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে উহাদিগকে জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্কবাণী আসে নাই? উহারা বলিবে, অবশ্যই আমাদিগের নিকট সতর্কবাণী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই, তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ। এবং উহারা আরো বলিবে, যদি আমরা তাহাদিগের কথা শুনিতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।

অর্থাৎ তাহারা নিজেদেরকে নিজেরা গালমন্দ করিতে থাকিবে এবং পার্থিব জীবনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া ভীষণ লজ্জিত হইবে।

فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নামী দিগের জন্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

অর্থাৎ যে উহা দেখিবে, যে উহার অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে সে পরিষ্কারভাবে বলিবে, নিঃসন্দেহে ইহারা এই শাস্তিরই উপযুক্ত। এই কথা কাহারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। কেননা যাহাতে এই কথা সকলের বলার অধিকার থাকে এবং যাহাতে আল্লাহ্র বিচার ন্যায় বলিয়া প্রশ্নাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় সেই জন্যে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ তাহাদিগকে বলা হইবে, স্থায়ীভাবে উহার মধ্যে অবস্থান কর, উহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন পথ তোমাদিগের নাই। এবং উহা হইতে মুক্তির সকল পথ তোমাদের জন্য বন্ধ।

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল।

অর্থাৎ কতনা নিকৃষ্ট আবাসস্থল ইহা যাহা তোমরা পার্থিব জীবনকালীন উদ্ধত মানসিকতার জন্য এবং সত্য অনুসরণ না করার জন্য লাভ করিয়াছ। যাহা তোমাদিগকে পরিণামে এই কঠিন দুঃখময় মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে।

(৭৩) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○

(৭৪) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۗءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

৭৩. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত

হইবে ও ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

৭৪. তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির। আমরা জান্নাতের যেথায় ইচ্ছা বসবাস করিব। সদাচারীদিগের পুরস্কার কত উত্তম।

তাফসীর ঃ এই স্থানে সৌভাগ্যবান মু'মিনদিগের কথা বলা হইয়াছে। তাহারা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জান্নাতের দিকে দলে দলে রওয়ানা করিবে। সর্বপ্রথমের দলটি থাকিবে মুকাররাবীনদিগের। তাহাদিগের পরের দলটি থাকিবে আবরারদিগের। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একটি দলের পিছনে আরেকটি দল থাকিবে। প্রত্যেকটি দল সমপর্যায়ের লোক দ্বারা সজ্জিত থাকিবে। যথাঃ নবীগণ নবীদিগের সহিত থাকিবে, সিদ্দীকীনগণ তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদিগের সহিত থাকিবে, শহীদগণ শহীদদিগের সহিত থাকিবে এবং আলিমদিগের সহিত থাকিবে আলিমগণ। এইভাবে প্রত্যেকটি দল তাহাদিগের সমপর্যায়ের লোকদ্বারা সজ্জিত থাকিবে।

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ তাহারা পুলসিরাত পার হইয়া জান্নাতের নিকটবর্তী হইলে সেইখানে দ্বিতীয় একটি পুলের উপর তাহাদিগকে দাঁড় করান হইবে। তথায় তাহাদিগের পাপের বদলা নেওয়া হইবে। তাহাদিগের বদলা নেওয়ার পর তাহারা যখন পবিত্র হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হইবে।

শিংগা সম্পর্কীয় দীর্ঘ হাদীসটির মধ্যে আসিয়াছে যে, সকলে জান্নাতের দ্বারে পৌছিয়া পরামর্শ করিবে যে, কাহাকে প্রথমে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা সকলে প্রথমে আদম (আ) কে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করিবে। অত:পর নূহ (আ)-কে। অত:পর ইব্রাহীম (আ)-কে। অত:পর মুহাম্মাদ (সা)-কে প্রবেশ করার জন্য অনুরোধ করিবে। যেভাবে হাশরের মাঠে বিচার কার্য আরম্ভ করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। এইভাবে স্থানে স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করা হইয়াছে।

আনাস (রা) হইতে সহীহ্ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি সর্বপ্রথমে জান্নাতের মধ্যে সুপারিশ করার অধিকার লাভ করিব।"

মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি প্রথম ব্যক্তি যিনি সবার আগে জান্নাতের দরওয়াজা খটখটাইবে।"

আনাস ইব্ন মালিক হইতে ছাবিত .... ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরওয়াজা খুলিতে চাহিলে সেখানের দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আপনি কে? আমি বলিব যে, মুহাম্মাদ। তখন সে বলিবে যে, আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনার পূর্বে অন্য কাহারো জন্য যেন দরওয়াজা না খুলিয়া দেই।"

অন্য একটি সনদে আনাস হইতে ছাবিত .... এবং মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা হইতে হুসাম ইব্ন সালাহ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বেহেশতের যে দলটি সর্বপ্রথমে প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। সেখানে তাহাদিগের থু থু ও পেশাব পায়খানা হইবে না। তাহাদিগের তৈজসপত্রসমূহ স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হইবে। তাহাদিগের আংটি দিয়া সুঘ্রাণ বাহির হইতে থাকিবে এবং তাহাদিগের ঘাম হইবে মেশ্ক সমতুল্য। তাহাদিগের প্রত্যেকের দুইজন করিয়া স্ত্রী থাকিবে। সৌন্দর্যের জন্য যাহাদিগের পায়ের গোছার গোশত ভেদ করিয়া হাড় পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইবে। স্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ ও ঝগড়া হইবে না। দুই দেহের একটি আত্মাস্বরূপ তাহারা অবস্থান করিবে। সকাল-সন্ধা তাহারা আল্লাহ্র মহিমা বর্ণনা করিতে থাকিবে।

ইব্ন মুবারাকের সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন মাকাতিল হইতে বুখারীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মা'মারের সনদে আব্দুর রাযযাক হইতে মুহাম্মদ ইব্ন কা'বের সূত্রে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আবূ হুরায়রা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা হইতে আবূ যরাআই ...... ও হাফিয আবূ ইয়া'লা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সর্বপ্রথমে যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে। ইহাদিগের পরে যে দলটি প্রবেশ করিবে তাহাদিগের চেহারা হইবে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। তাহাদিগের থুথু থাকিবে না। পেশাব ও পায়খানা থাকিবে না। তাহাদিগের তৈজসপত্রসমূহ হইবে স্বর্ণের। ঘাম হইবে মেশ্কের সমতুল্য। তাহাদিগের আংটি হইবে সুবাসিত। তাহাদিগের স্ত্রী হইবে হুরগণ। তাহারা সকলে এক চরিত্রের হইবে এবং এক মন নিয়া তাহারা বসবাস করিবে। তাহারা তাহাদিগের আদি পিতা (আ)-এর মত ষাট হাত লম্বা হইবে। জারীরের হাদীসেও এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আবূ হুরায়রা হইতে একাধারে সাঈদ যুহরী বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের যে দলটি প্রথমদিকে জান্নাতে

প্রবেশ করিবে তাহারা সংখ্যায় থাকিবে সত্তর হাজার। তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া উকাশাহ ইব্‌ন মাহসান (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন আমি যেন ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হই। অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি উহাকে ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত কর।"

ইহার পর জনৈক আনসারী দাঁড়াইয়া বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন তিনি যেন আমাকে উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ "উকাশাহ তোমার আগে স্থান দখল করিয়া নিয়াছে।" এই দলটি বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে বলিয়াও হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম ইব্‌ন আব্বাস (রা) জাবির হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাতশত এক সংগে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহারা একে অপরের হাত ধরিয়া থাকিবে। সকলে এক সংগে জান্নাতের মধ্যে কদম রাখিবে। তাহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল হইবে।

আবূ উমামা আলবাহিলী হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইসমাইল .... বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আলবাহিলী (রা) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওয়াদা করিয়াছেন যে, তিনি আমার উম্মৎদিগের মধ্য হইতে সত্তর হাজার এবং এই সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে যাহাদিগের কোন হিসাব গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহাদিগকে কোন শাস্তিও দেওয়া হইবে না। ইহাদিগের সহিত আরো তিন কোষ, মানে আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযাতের হাতের আরো তিন কোষ উম্মৎকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে। আবূ উমামা হইতে ..... ওলীদ ইব্‌ন মুসিলমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

উয়াইনাহ ইব্‌ন আব্দুস সাল্‌মী হইতে তিবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন যে, (ঐ সত্তর হাজারের) প্রত্যেক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার করিয়া উম্মৎ বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আবূ সাঈদ আল আনসারী ও ছাওবান হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে বিভিন্ন সূত্রে বহু সাক্ষী প্রমাণ রহিয়াছে। অত:পর বলা হইয়াছে যে,

حَتّٰى اِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ۔

অর্থাৎ যখন তাহারা মুক্তদ্বার জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।

এই আয়াতের বক্তব্যের জবাব এইখানে উহ্য রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ এই সৌভাগ্যবান লোক সকল যখন জান্নাতের নিকট পৌঁছিবে তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্যে দরজা সমূহ খুলিয়া যাইবে। তাহাদিগকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হইবে। সেখানের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতরা তাহাদিগকে সুসংবাদ শুনাইবে, তাহাদিগের প্রশংসা করিবে এবং সালাম জ্ঞাপন করিবে। যেভাবে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, ফেরেশতারা কাফিরদিগকে ভীষণ রকমের ব্যাংগ করিবে এবং তাহাদিগের দুঃখ ও ব্যথা আরো বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য বিরূপ ধরনের মন্তব্য করিবে।

উল্লেখ্য যে, বেহেশতবাসীরা চরম কল্যাণ, সুখ, শান্তি ও সম্ভোগের মধ্যে থাকিবে। সুখ ভোগের প্রত্যেকটি উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এই খানে জবাবটি স্পষ্ট করিয়া বলার উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেককে আশাবাদী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। কেহ ধারণা করেন যে, وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا-এর واو টি واو এ ثَمَانِيَةٌ অর্থাৎ আটা জ্ঞাপনমূলক ওয়াও। আর তাহারা এই দলীলে বলেন যে, জান্নাতের দরওয়াজা আটটি। অবশ্য ইহারা বড় বেহুদা কষ্ট করিয়াছেন। কেননা সহীহ হাদীসের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া উল্লেখিত হইয়াছে যে, জান্নাতে দরওয়াজা আটটি।

আবূ হুরায়রা হইতে ..... ইমাম আহমাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া করিয়া সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করিবে তাহাকে জান্নাতের প্রত্যেকটি দ্বার প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করিবে। জান্নাতের কয়েকটি দরওয়াজ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি নামাযী হইবে তাহাকে বাবুসসালাত আহ্বান করিবে। যে ব্যক্তি সাদকাহ প্রদানকারী হইবে তাহাকে বাবুস্ সাদাকাহ আহ্বান করিবে। যে ব্যক্তি মুজাহিদ হইবে তাহাকে বাবুল জিহাদ আহ্বান করিবে এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত রোযা পালন করিবে তাহাকে আহ্বান করিবে বাবুর রাইয়্যান।"

এই কথা শুনিয়া আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক দরওয়াজা হইতে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করার তো তেমন প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। কেননা উদ্দেশ্য হইল জান্নাতে প্রবেশ করা আর তাহা একটি দিয়া প্রবেশ করিলেই তো হইল? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আমি আশাবাদী যে, তুমি ঐ লোকদিগের মধ্যের একজন হইবে। যুহরীর হাদীসে বুখারী ও মুসলিমও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সহল ইব্‌ন সাআদ হইতে আবূ হাযিম সালমাহ ইব্‌ন দীনারের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সহল ইব্‌ন সাআ'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "বেহেশতের আটটি দরওয়াজা রহিয়াছে, উহার একটির নাম রাইয়্যান। উহার মধ্যে রোযাদার ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিবে না।"

ওমর ইবনে খাত্তাব হইতে সহীহ মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি ডলিয়া মাজিয়া সুন্দর করিয়া অযু করার পর বলিবে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরওয়াজার প্রত্যেকটি খুলিয়া যাইবে। সে ইচ্ছা করিলে যে কোন একটি দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে।

মুআ'য্ (রা) হইতে ..... হাসান ইব্‌ন আরাফাহ বর্ণনা করেন যে, মুআয্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের চাবি হইল لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

বেহেশতের দ্বারসমূহের প্রশস্ততার বর্ণনা

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার করুণায় জান্নাত নসীব করেন।

সহীহদ্বয়ের মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবূ যারআ'র হাদীসে শাফাআতের দীর্ঘ হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ "হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে তাহাদিগকে জান্নাতের দক্ষিণ দ্বারসমূহ দিয়া প্রবেশ করান। অবশ্য অন্যান্য দরওয়াজা দিয়াও ইহারা প্রবেশের অধিকার রাখে। যে সত্তার অধিকারে মুহাম্মাদের আত্মা তাঁহার শপথ! জান্নাতের দরওয়াজাসমূহ এত প্রশস্ত, যত দূরত্ব মক্কা ও হিজাযের মধ্যে।" অন্য একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, "জান্নাতের দরওয়াজাসমূহের প্রশস্ততা মক্কা ও বসরার দূরত্বের সমান।"

সহীহ্ মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, উতবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান একদা বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদিগের নিকট বলা হইয়াছে যে, বেহেশতের দ্বারসমূহের এক একটির প্রশস্ততা হইবে চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান। আর এমন একদিন আসিবে যেদিন এই সকল দ্বারসমূহ দ্বারা মানুষের প্রবেশ করার ভিড়ে এতটুকু পরিমাণ স্থান খালি থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে ধারাবাহিকভাবে মু'আবিয়া ও হাকীম (র) ইব্‌ন মু'আবিয়ার সনদেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইব্‌ন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের দরওয়াজা সমূহের চৌকাঠের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তের দূরত্ব চল্লিশ বৎসর পথ চলার সমান।"

ইহার পর বলা হইয়াছে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ অর্থাৎ জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতি সালাম; তোমাদিগের কর্ম ও তোমাদিগের কথা চরম কল্যাণ বহন করিয়া আনিয়াছে এবং তোমাদিগের চেষ্টা সাধনা ফলপ্রসু হইয়াছে এবং তোমাদিগের প্রতিদান আনন্দদায়ক হইয়াছে। যথা কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যাও তার স্বরে ঘোষণা কর যে, জান্নাতে মুসলমান ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না।" অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন ব্যতীত কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ ـ অর্থাৎ প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য এবং এই স্থান হইতে কখনো তোমাদিগের বাহির হইতে হইবে না।

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ অর্থাৎ তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া যখন দেখিবে আশাতীত মংগল বিরাট প্রতিদান ও বিশাল এক দুনিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন তাহারা বলিবে অর্থাৎ তিনি তাহার রাসূল দ্বারা আমাদিগের নিকট যে অংগীকার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পূর্ণ করিয়াছেন। যথা পৃথিবীতে বসিয়া দু'আ করা হইত যে,

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَاوَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থাৎ হে প্রভু! তুমি তোমার রাসূলের মাধ্যমে আমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহা আমাদিগকে প্রদান কর। কিয়ামতের দিন আমাদিগকে লজ্জিত করিও না এবং নিশ্চয়ই তুমি ভংগ কর না অংগীকার।

জান্নাতীরা এই কথাও বলিবে ঃ

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاَ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ـ

অর্থাৎ সমস্ত প্রসংশা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি হিদায়াত দান না করিলে আমরা হিদায়াত হইতে বঞ্চিত থাকিতাম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল আমাদিগের নিকট সত্য আনিয়াছিলেন।

তাঁহারা আরো বলিবে ঃ

وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ـ اَلَّذِىْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَيَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَّلاَيَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ـ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগের দুশ্চিন্তা দূরভিত করিয়াছেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও কদরদানী করনেওয়ালা। যিনি আমাদিগকেও নিজ দয়া ও

করুণায় এই স্থান দান করিয়াছেন, যেখানে কোন দুঃখ নাই কোন কষ্ট নাই এবং নাই কোন ব্যথা।

আর আলোচ্য আয়াতেও বলা হইয়াছে যে,

وَاَوْرَثَنَا الاَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ۔

অর্থাৎ আমাদিগকে অধিকারী করিয়াছেন ওই ভূমির; আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বসবাস করিব। সদাচারীদিগের পুরষ্কার কত উত্তম।

আবূ আলীয়া, আবূ সালিহ, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়িদ বলেন, وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ। মানে জান্নাতের ভূমি।

যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِيْ الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُوْنَ

অর্থাৎ আমি আলোচনা করার পর যাবুরের মধ্যে লিখিয়াছিলাম যে, নিশ্চয়ই যমীনের অধিকারী হইবে আমার নেক বান্দা সকল।

তাই তাহারা বলিবে نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ অর্থাৎ জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় আমরা বসবাস করিব ইহাতে বাধা দান করার অধিকার কাহারো নাই।

আনাস (রা) হইতে যুহরীর হাদীসে সহীহদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিরাজের ঘটনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতের প্রাসাদ সমূহ নির্মাণের মসলা হইবে মোতি এবং উহার মাটি হইবে মিশ্‌কের।

আবূ সাঈদ হইতে ..... আব্দ ইব্ন হুমাইদ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন ঃ ইব্ন সঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, জান্নাতের প্রাসাদসমূহের মাটি কি খালেস মিশ্‌কের হইবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আবূ সাঈদ (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ নাযারাহ ও আবূ সালমার হাদীসে মুসলিমও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ সাঈদ হইতে ..... ইব্ন শাইবাহ ও মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলিয়াছেন, বেহেশতের প্রাসাদসমূহের মাটি সম্পর্কে ইব্ন সাঈদ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন ঃ "সাদা ময়দার মত খালেস মিশক হইবে উহার মাটি।"

আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে ......ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, তাহাদিগকে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে এবং যখন তাহারা জান্নাতের দ্বার প্রান্তে পৌঁছিবে তখন তাহারা একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইবে

তাহার মূল ঘেঁসিয়া দুইটি নালা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা উহার একটি হইতে গোসল করিবে। উহাতে তাহারা এমন পরিষ্কার হইবে যে, উহাদিগের শরীর ও চেহারা চমকদার হইয়া যাইবে। উহাদিগের চুল তেল-চিরুনী করা হইয়া যাইবে। ইহার পর ঐ চুল দ্বিতীয়বার আর চিরুনী করার প্রয়োজন হইবে না। আর তাহাদিগের শরীরের রং এবং রূপেরও কখনো পরিবর্তন ঘটিবে না।

ইহার পর তাহারা অন্য নালাটি হইতে পানি পান করিবে। ফলে তাহারা পেটের সকল অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে।

অত:পর জান্নাতের দ্বারের রক্ষীরা তাহাদিগকে বলিবে ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতি সালাম তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থান করার জন্য। ইহার পর হূর আসিয়া তাহাদিগের খেদমতে নিয়োজিত হইবে এবং বলিবে আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। ইহার পর হূরদিগের অনেক চলিয়া যাইবে এবং যাহার জন্য যে সকল হূর নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে বলিবে, লও, অভিবাদন জ্ঞাপন কর, অমুক আসিয়া গিয়াছে। তাহার নাম শুনিয়া হূরেরা খুশীতে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি নিজে তাহাকে আসিতে দেখিয়াছ? তাহারা বলিবে, হাঁ, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আনন্দের আতিশয্যে তাহারা আসিয়া দরওয়াজার দাঁড়াইয়া থাকিবে। জান্নাতী ব্যক্তি নিজের মহলে আসিয়া দেখিবে যে, সরাসরি আসন সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। পানপাত্র পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং কার্পেট বিছান রহিয়াছে। প্রথম কার্পেটের দিকে চোখ বুলাইয়া দেওয়ালের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে, লাল সবুজ গোলাপী সাদা বিভিন্ন রংয়ের মুক্তা দ্বারা উহা নির্মিত। ইহার পর ছাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবে যে, তাহাও অনুরূপ পরিচ্ছন্ন ও রংগীন, যাহা হইতে নূরের রোশনী চকমক করিতে থাকিবে। যদি আল্লাহ্ রক্ষা না করেন তবে ঐ রোশনী চোখের জ্যোতি বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে।

ইহার পর জান্নাতী ব্যক্তি হূরদিগের প্রতি প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে এবং যে হূরটিকে তিনি কামনা করিবেন সে আসিয়া তাহার আসনের উপর উপবেসন করিবে। আর বলিবে ঃ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি হিদায়াত দান না করিলে আমরা সন্ধান করিয়া হিদায়াত লাভ করিতে পারিতাম না।

আবূ মা'আয বসরী হইতে মুসাল্লামাহ ইব্ন জাফর আল বাজলী .... আবূ হাতিম ও ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবূ মাআয বসরী বলেন, আলী (রা) বলেন, তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "যে সত্তার অধিকারে আমার আত্মা সেই সত্তার শপথ! যখন উহারা কবর হইতে বাহির

হইবে তখন উহাদিগকে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হইবে। উহাদিগের জন্য পাখাবিশিষ্ট স্বর্ণের হাওদা সজ্জিত উট নির্দিষ্ট রাখা হইবে। উহাদিগের জুতার সুকতলা পর্যন্ত নূরে জ্বল জ্বল করিতে থাকিবে। এই উটগুলি চোখের দৃষ্টির দূর পর্যন্ত লম্বা এক একটি কদম ফেলিবে। এইভাবে উহারা একটি বৃক্ষের নিকট গিয়া পৌঁছিবে। যাহার তলদেশ দিয়া দুইটি নহর প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তাহার একটির পানি উহারা পান করিবে যাহাতে উহাদিগের পেটের ময়লা অপবিত্রতা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। ইহার পর আর কখনো উহাদিগের শরীর ময়লাক্ত হইবে না, উহাদিগের চুলে আলুথালুভাব আসিবে না এবং সব সময়ের জন্য উহাদিগের চেহারা লাবণ্যময় থাকিবে। দেখিবে যে, লাল ইয়াকুতের একটি ঘন্টি স্বর্ণের তখ্তীর সহিত ঝুলান রহিয়াছে যাহা ঘন্টা বাজাইতে রহিয়াছে। হূরেরা ঘন্টার শব্দ শুনিয়া বুঝিয়া নিবে যে, তাহাদিগের স্বামী আগমন করিয়াছে। হূরেরা দ্বার রক্ষীকে বলিবে, যাও দরওয়াজা খুলিয়া দাও। তাহারা দরওয়াজা খুলিয়া দিবে। সে ভিতরে প্রবেশ করিবে, দ্বার রক্ষীর নূরানী চেহারা দেখিয়া সেজদায় লুটিয়া পড়িবে। দ্বাররক্ষী তাহাকে সিজদা-এ বাধা দিয়া বলিবে মাথা তুলুন, আমি আপনার একজন অধীনস্থ। এই বলিয়া সে তাহাকে সাথে করিয়া নিয়া যখন হীরা ও ইয়াকূতের খিমার নিকটে পৌঁছিবে যেখনে হূর থাকে, তখন সে দৌড়িয়া খিমার বাহিরে আসিয়া হূরদিগকে বলিবে, তোমরা আমার প্রিয়া। আমি তোমাদিগের সংগ কামনা করি। আমি চিরঞ্জীব, আমার মৃত্যু নাই। আমি সম্পদশালী—অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতা হইতে আমি মুক্ত। আমি তোমাদিগের প্রতি সর্বক্ষণ খুশী ও সন্তুষ্ট থাকিব। কখনো তোমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না। আমি সব সময়ের জন্য তোমাদিগের সকাশে উপস্থিত থাকিব। এতটুকু সময়র জন্যও তোমাদিগ হইতে দূরে থাকিব না।

উহার পর সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, যাহার ছাদ্দ বিছানা হইতে এক লক্ষ হাত উঁচু হইবে। উহার প্রত্যেকটি দেওয়াল রং-বেরংয়ের মুক্তা দ্বারা নির্মিত। ঐ ঘরের মধ্যে সত্তুরটা আসন থাকিবে এবং প্রত্যেকটি আসন ঘিরিয়া সত্তুরটা করিয়া পর্দা থাকিবে আর উহার প্রত্যেকটি বিছানার উপরে সত্তরজন করিয়া হূর থাকিবে এবং প্রত্যেক হূরের পরনে সত্তর ভাজ করিয়া একটি ব্যাসন থাকিবে। আর ব্যাসনের এক ভাঁজের নিচ দিয়াও হূরদিগের পায়ের গোছার মুজা পরিলক্ষিত হইবে। উহাদিগের সহিত একবার সঙ্গমে দীর্ঘ একটি রাতের সমান সময় ব্যয় হইবে।

জান্নাতবাসীদিগের বাগান ও বাসভবনের তলদেশ দিয়া বহু নহর প্রবাহিত থাকিবে। যাহার পানি কখনো দুর্গন্ধময় হইবে না। সর্বক্ষণের জন্য উহার পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ থাকিবে। আর দুধের নহর থাকিবে, যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয় হইবে। এই দুধ কোন জীব-জানোয়ারের বান হইতে নিঃসৃত নহে। শরাবের নহর থাকিবে, যাহা হইবে চরম

তৃপ্তিদায়ক এবং উহা কোন লোকের হাতের তৈরী হইবে না। বিশুদ্ধ মধুর নহর থাকিবে যাহা কোন মধু পোকার পেট হইতে সংগ্রহ করা হইবে না।

ফলভর্তি বিভিন্ন ধরনের গাছ তাহার চতুর্দিকে ঝুলিয়া থাকিবে। সে ইচ্ছা করিলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অথবা ইচ্ছা করিলে বসিয়া বসিয়া ফল ছিড়িতে পারিবে। গাছের ডাল তাহার সামনে ঝুকিয়া পড়িবে।

অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا

অর্থাৎ বৃক্ষরাজির ছায়া তাহার উপর ঝুকিয়া পড়িবে এবং উহার ফলসমূহ তাহার অতি নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। আর সে যদি ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করে তবে শুভ্র রংয়ের পাখি তাহার নিকটে আসিয়া ডানা উঁচা করিয়া দিবে। আর কেহ বলিয়াছেন যে, পাখির রং হইবে সবুজ। অত:পর সে পাখির যেস্থানের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করিবে তাহা খাওয়া হইবে অনুরূপ জীবিতাবস্থায়ই। পাখিটি আবার উড়িয়া চলিয়া যাইবে। আর ফেরেশতারা আসিয়া সালাম প্রদানপূর্বক বলিবে, এই হইল জান্নাত যাহা তোমরা তোমাদিগের আমলের বদৌলতে লাভ করিয়াছ। উল্লেখ্য যে, বেহেশতের হুরদিগের একটি চুল যদি পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইত তাহা হইলে পৃথিবীর আলো আরো আলোকিত হইত এবং অন্ধকার দূরীভূত হইয়া যাইত। হাদীসটি গরীব পর্যায়ের এবং মুরসাল হাদীসের সমতুল্য। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(৭৫) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৭৫. এবং তুমি ফেরেশতাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া উহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত; বলা হইবে—প্রশংসা জান্নাতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীদিগের ফায়সালা শুনাইয়া দিয়াছেন এবং উহাদিগের নিজ নিজ আবাসস্থলের অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছেন। আর এই ব্যাপারে যে তিনি এতটুকু অন্যায়ের আশ্রয় নেন নাই, বরং ইনসাফের ভিত্তিতে যে বিচার করিয়াছেন তাহার প্রামাণ্য দলীলও তিনি পেশ করিয়াছেন।

অত:পর আলোচ্য আয়াতে বলেন যে, তোমরা দেখিবে যে, কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা আরশের চতুর্দিক ঘিরিয়া আল্লাহ্র সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা

করিতে থাকিবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঐদিন আদল ও ইনসাফের সহিত বিচার সমাধান করিবেন। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ সকল সৃষ্টজীবের ব্যাপারে তিনি بِالْحَقِّ ন্যায়ের সহিত বিচার করিবেন।

অত:পর বলেন ঃ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ মানুষসহ সকল বোবা জীব ইনসাফ করার জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতে থাকিবে। এইজন্য قِيْلَ শব্দটিকে মাজহুল নেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার কর্তা অনির্দিষ্ট। অতএব ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, জীব-জন্তুসহ আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি সেইদিন বলিবে ঃ প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রাপ্য।

॥ সূরা যুমার-এর তাফসীর সমাপ্ত ॥

সূরা মু'মিন

৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

পূর্ববর্তী মনীষীদিগের মধ্য হইতে মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন বলিয়াছেন যে, যে সকল সূরার শুরুতে حٰمٓ রহিয়াছে সেই সকল সূরাকে حَوَامِيْمُ বলা অন্যায়, বরং উহাকে آل حٰمٓ বলা উচিত।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, آل حم হইল কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিষের একটি মুখ আছে। কুরআনের মুখ হইল آل حم। অথবা الْحَوَامِيْمُ।

মাসআর ইব্ন কিদাম বলেন, حٰمٓ ওয়ালা সূরাকে عَرَائِسْ বলা হয়। আর عَرَائِسْ অর্থ হইল বিবাহ অনুষ্ঠানের (শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ) কনে। এই সকল রেওয়ায়েত ইমামুল আলম আবূ উবাইদাহ কাসিম ইব্ন সালাম 'কিতাবু ফাযাইলিল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ হইতে ..... হুমাইদ ইব্ন ঝানজুবিয়াহ বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনের উপমা সেই লোকটির সহিত তুল্য, যে লোকটি নিজ পরিবারের বসবাসের জন্য একটি উত্তম স্থান তালাশ করিতে করিতে এমন একস্থানে যাইয়া পৌছে যেখানে এইমাত্র বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। লোকটি আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল যে, একটি স্থানে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র হাওয়ায় দুলিতেছে। অবশ্য একটি প্রথমে বৃষ্টিসিক্ত স্থান দেখিয়াই আশ্চার্যান্বিত হইয়াছিল, পরে সবুজাভ শস্যক্ষেত্র দেখিয়া লোকটির আশ্চর্যবোধ আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বলা যাইতে পারে যে, তাহার প্রথম

আশ্চর্যবোধের তুলনা কুরআন শরীফ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিক আশ্চর্যবোধের তুলনা কুরআনের اَلْحَوَامِيْمُ ওয়ালা সূরা সমূহের সহিত।

বাগভী বলেন, কুরআনের মধ্যের حٰمٓ ওয়ালা সূরাসমূহ যমীনের একটি সুন্দর মনোরম ফুল বাগানের তুল্য।

ইব্‌ন আব্বাস হইতে ধারাবহিকভাবে জাররাহ ইব্‌ন আবূল জাররাহ ..... ইয়াযিদ ইব্‌ন বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের মুখ রহিয়াছে। কুরআনের মুখ হইল اَلْحَوَامِيْمُ।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কুরআন তিলাওয়াত করিয়া যখন حم ওয়ালা কোন সূরা পর্যন্ত পৌঁছি তখন মনে হয় যেন আমি সুঘ্রাণে মোহিত ফুটন্ত ফুলের বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি।

জনৈক ব্যক্তি হইতে .....আবূ উবাইদ বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি আবূ দারদা (রা) কে মসজিদ নির্মাণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহা কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি ইহা حم ওয়ালা সূরাসমূহের জন্য নির্মাণ করিতেছি। সম্ভবত আবূ দারদার নির্মিত এই মসজিদটি দামেস্কের কেল্লার অভ্যন্তরের মসজিদটিই হইবে। ইহা হইতে পারে যে, এই কথাটি তিনি মসজিদটি সংরক্ষণের জন্য বরকত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহাদিগের জন্য মসজিদটি নির্মিত হইতেছে বরকত স্বরূপ তাহাদিগকেও হয়ত তিনি উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার এই কথাটি শত্রুদিগের উপর বিজয়ের সাক্ষ্যও বহন করে।

যথা হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন যুদ্ধে সাহাবীদিগকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিতেন "রাতে যদি তোমরা শত্রু পক্ষের তাঁবুতে আক্রমণ কর তাহা হইলে তোমরা সংকেত স্বরূপ حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করিবে। অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে যে তোমরা সংকেত স্বরূপ لَاتُنْصَرُوْنَ বাক্যটি ব্যবহার করিবে।"

আবূ হুরায়রা হইতে ..... আল বাযযার বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি দিনে আয়াতুল কুরসী ও সূরা حٰمٓ اَلْمُؤْمِنُ এর প্রথমাংশ পাঠ করিবে সে ঐ দিনের সকল অকল্যাণ হইতে মাহফূয থাকিবে।

অবশ্য এই হাদীসটি এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে বর্ণিত হয় নাই। তিরমিযী মালেকীর রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন । উপরন্তু এই হাদীসটির কোন রাবীর ব্যাপারে স্মৃতি শক্তির অত্যল্পতার অভিযোগ রহিয়াছে।

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ

(٣) غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১. হা-মী-ম।

২. এই কিতাবটি অবতীর্ণ হইয়াছে, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হইতে।

৩. যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন যিনি শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

তাফসীর ঃ সূরার প্রথমে যে বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলি ব্যবহৃত হয় তাহার সম্বন্ধে সূরা বাকারার প্রথমে ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। যাহার পুনরালোনা নিস্প্রয়োজন। কেহ বলিয়াছেন ঃ حم আল্লাহর একটি নাম। তাহারা দলীল হিসাবে এই পংক্তি পেশ করেন ঃ

يُذَكِّرُنِىْ حٰمٓ الرُّمْحُ شَاجِرُ * فَهَلَّا تَلَا حم قَبْلَ التَّقَدُّمِ

অর্থাৎ, যে আমাকে حٰمٓ স্মরণ করাইয়া দেয় যখন তীর বিদীর্ণ করে; সে আমাকে কেন ইহার পূর্বে حٰمٓ কে স্মরণ করাইয়াদিল না? সাওরী ..... মাহ্লাব ইব্ন আবূ ছুফরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে শুনিয়া আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যদি তোমরা রাত্রে শত্রু শিবিরে আক্রমণ কর, তখন সংকেত হিসাবে حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ ব্যবহার করিবে।" ইহার সনদ বিশুদ্ধ। আবূ উবাইদ (র) বলেন যে, আমার নিকট এইভাবে রেওয়ায়েত করাটা পছন্দনীয় যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা বলিবে حٰمٓ لَايُنْصَرُوْنَ। অর্থাৎ, যদি এইভাবে বলা হয় তাহা হইলে جَزَاءُ - لَايُنْصَرُوْنَ হইবে فَقُوْلُوْا এর। অর্থাৎ, যদি তোমরা ইহা বল তাহা হইলে তোমরা পরাজয় করিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ, এই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহার কোন বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নাই। যাহার নিকট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি অণুও গোপন নহে। যদিও অসংখ্য পর্দার আড়ালে লুক্কায়িত।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ অর্থাৎ, তিনি পূর্ব জীবনের পাপ ক্ষমা করেন এবং যে তাওবা করিবে এবং তাহার সম্মুখে অবনত হইবে তাহার ভবিষ্যতের সকল গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

شَدِيْدِ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে তাহার ব্যাপারে অহংকার প্রদর্শন করিবে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিবে, আল্লাহর নিদর্শনাবলি হইতে বিমুখ হইবে এবং অন্যায় করিবে, তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। কেননা তিনি শাস্তি দানে কঠোর। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَأَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيْمُ

অর্থাৎ, আমার বান্দাদিগকে অবহিত করিয়া দাও যে, আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর আমার শাস্তি সেইটি মর্মন্তুদ শাস্তি। কুরআনের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যাহাতে একই সাথে রহমতের আশ্বাস ও শাস্তির ধমক দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে বান্দারা আশা ও নিরাশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে।

ذِيْ الطَّوْلِ তিনি শক্তিশালী। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল তিনি অসীম সম্পদের অধিকারী এবং ঐশ্বর্যশালী। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইয়াযিদ ইব্‌ন আসাম (র) বলেন– ذِيْ الطَّوْلِ অর্থ তিনি অতি কল্যাণের অধিকারী।

ইকরিমা (র) বলেন ذِيْ الطَّوْلِ অর্থ তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ।

কাতাদাহ (র) বলেন ذِيْ الطَّوْلِ অর্থ নিয়ামত ও উত্তম কর্মের অধিকারী অর্থাৎ তিনি দয়ালু। বান্দাদিগের প্রতি তাহার এতো নিয়ামত ও করুণা গণনা শক্তির বাহিরে। তাহার একটি নিয়ামতের যথাযথ শুকুর করাও কাহারো পক্ষে সম্ভবনয়। যেমন বলা হইয়াছে যে وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا অর্থাৎ যদি তাহারা সকলে মিলিয়াও আল্লাহ্‌র নিয়ামাত সমূহের গণনা শুরু করে তবুও তাহা গণনা করা সম্ভব নহে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা নিজের বড়ত্ব বর্ণনা করিয়া বলেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।

অর্থাৎ, তাঁহার একটি গুণেও কোন সমকক্ষ নাই। তিনি অদ্বিতীয় উপমাহীন। অতএব তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই।

إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, প্রত্যাবর্তন এবং শেষ ঠিকানা হইবে তাঁহারই নিকটে। তিনি প্রত্যেককে তাহার কর্মের প্রতিদান দিবেন। আর وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আবূ ইসহাক আল সুবাইয়ী হইতে আবূ বকর ইব্‌ন ইয়াশ বর্ণনা করেন যে, আবূ ইস্‌হাক আল সুবাইয়ী (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছি, আমার তাওবা কবুল হইবে কি? অত:পর উমর (রা) পাঠ করেন ঃ

حٰمٓ۔ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ۔ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ۔

অর্থাৎ, হা-মী-ম। এই কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হইতে। যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন। যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। এই আয়াতটি পাঠ পূর্বক তিনি তাহাকে বলেন, নেক কাজ করিতে থাক এবং নিরাশ হইও না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইয়াযিদ ইব্‌ন আসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জনৈক সিরিয়াবাসী কিছুদিন পরপর হযরত ওমর (রা)-এর নিকট আসিতেন। কিন্তু একবার দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি না আসিলে হযরত ওমর (রা) লোকদিগের নিকট তাহার বর্তমান হালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! সে লোকটি বর্তমানে মাত্রাতিরিক্ত মদ্য পান করিতে শুরু করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ওমর (রা) ব্যক্তিগত সচিবকে ডাকিয়া তাহার নিকট পত্র লেখার নির্দেশ দিয়া বলেন, লেখ ঃ

ওমর ইব্‌ন খাত্তাবের পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। তোমার প্রতি সালাম। আমি তোমার নিকট সেই সত্তার প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আর যিনি পাপ ক্ষমা করেন তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তিদানে শক্তিশালী। যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই প্রত্যাবর্তন তাহারই নিকট।

পত্রটি তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া তিনি তাহার সংগীদের বলেন, আপনারা আপনাদের ভাইটির জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন তাহার দেল পরিবর্তন করিয়া দেন এবং তাহার তাওবা যেন কবুল করেন।

লোকটির হাতে পত্রটি পৌছার পর সে পত্রটি বারবার পড়িতে থাকে এবং বলিতে থাকে যে, আল্লাহ আমাকে তাহার শাস্তি হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তিনি তাহার করুণার আশ্বাসবাণী শুনাইয়া পাপসমূহ ক্ষমা করার অংগীকার ব্যক্ত করিয়াছেন। লোকটি পত্রটি কয়েকবার পাঠ করিতে থাকে। হাফিজ আবূ নুআইম (র)-এর বর্ণনায় অত:পর সে কাঁদিয়া ফেলে এবং অত্যন্ত উত্তমরূপে তওবা করে। লোকটির জীবনের এই আমূল পরিবর্তনের সংবাদ শুনিয়া ওমর (রা) অত্যন্ত খুশী হন এবং উপস্থিত

সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলমান ভাইকে এইভাবে দুর্ঘটনায় পতিত হইতে দেখিবে, তখন তোমরা তাহাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিবে এবং তাহাকে আল্লাহর প্রতি আশ্বস্ত করিবে।

আর তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করিবে। কখনো তোমরা শয়তানের সহযোগিতা করিবে না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– একবার আমি মুসআব ইব্‌ন যুবাইর (রা)-এর সহিত কুফার পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহার সফর সংগী ছিলাম। তখন আমি একটা বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিতে থাকি। এই সূরা মুমিন-ই আমি পাঠ করিতেছিলাম। যখন আমি পাঠ করিয়া لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ এই পর্যন্ত পৌঁছি তখন আমার পিছনে একটি লোক সাদা খচ্চরের উপর সাওয়ার যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো ছিল সে আমাকে বলিতে থাকে ঃ যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পাঠ করিবে তখন বলিবে يَاغَافِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ আর যখন তুমি পাঠ করিবে وَقَابِلِ التَّوْبِ তখন বলিবে يَاقَابِلَ التَّوْبِ اقْبَلْ تَوْبَتِىْ আর যখন পড়িবে شَدِيْدِ الْعِقَابِ তখন পড়িবে يَاشَدِيْدَ الْعِقَابِ لَاتُعَاقِبْنِىْ

হযরত সাবিত (র) বলেন, সালাতের মধ্যে আমি তাকিয়ে লোকটিকে দেখার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে সালাত শেষ করিয়া দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া সেখানে উপবিষ্ট লোকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমরা এই স্থান হইতে এমন কোন লোককে যাইতে দেখিয়াছ, যাহার গায়ে ইয়ামানী চাদর জড়ানো ছিল। তাহারা বলিল, না আমরা তো এমন কোন লোককে যাইতে দেখি নাই। তখন সকলে ধারণা করেন যে, এই লোকটি (অন্য কেহ নয়) হযরত ইলিয়াস (আ)।

ছাবিত (র) হইতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত ইহয়াছে। কিন্তু তাহাতে হযরত ইলিয়াস (আ)-এর উল্লেখ নাই। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

(٤) مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ۝

(٥) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۝

(٦) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۝

৪. কেবল কাফিররাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

৫. ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদিগের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য । ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কঠোর ছিল আমার শাস্তি।

৬. এইভাবে কাফিরদিগের ক্ষেত্রে সত্য হইল তোমার প্রতিপালকের বাণী– ইহারা জাহান্নামী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সত্যকে প্রত্যাখ্যান এবং উহা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হওয়ার পর তাহারাই কেবল উহার বিরোধিতা করে যাহারা কাফির। অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দশনাবলী ও অকাট্য দলীল প্রমাণাদিও অস্বীকার করে।

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। অর্থাৎ, কাফিরদিগের অর্থ সম্পদ ও ইযযত সম্মান যেন তোমাকে বিভ্রান্তির শিকার না করে। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ - مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ -

অর্থাৎ, যাহারা কাফির তাহাদিগের দেশে দেশে অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। ইহা সামান্য কয়েক দিনের ভোগ বিলাস মাত্র; পরিণাম তাহাদিগের জাহান্নাম, যাহা নিকৃষ্টতম ঠিকানা।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ, আমি উহাদিগকে ভোগবিলাসের নূন্যতম কিছু সরঞ্জাম দিয়াছি মাত্র। পরিশেষে উহাদিগকে লজ্জাস্কর কঠোর শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিব।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, কাফিররা তোমাকে অস্বীকার করে বলিয়া তোমার ঘাবড়াবার কোন কারণ নাই। বরং তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে তোমার জন্য আদর্শ রহিয়াছে। তুমি তাহাদের

জীবনেতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে উহাদিগের কওমের লোকেরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুসারীর সংখ্যাও ছিল কত কম।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও নবীগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। আর নূহ (আ) ছিলেন প্রথম রাসূল। তিনি তাহার সম্প্দ্রায়কে প্রতীমা পূজাকরা হইতে বিরত থাকার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ,পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি স্ব-স্ব নবীকে অস্বীকার করিয়াছে।

وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ অর্থাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল। প্রত্যেক উম্মাৎ চাহিয়াছিল প্রত্যেক নবীকে হত্যা করিতে। ইহাতে তাহারা কখন কখন সফলও হইয়াছিল। কোন কোন নবীকে কাফিরেরা হত্যা করিয়া শহীদ করিয়াছিল।

وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ অর্থাৎ, তাহারা অসার যুক্তি-তর্ক ও সন্দেহ করিয়া মিথ্যাকে সত্যের থেকে ছোট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করে তিনি বলেন– আবূল কাসিম তাবরানী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি সত্যকে দুর্বল করার জন্য বাতিলের সাহায্য করে তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাহার রাসূল সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত।"

ইহার পরের আয়াতাংশে বলেন – فَاَخَذْتُهُمْ অর্থাৎ, ফলে আমি বাতিলপন্থীদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং তাহাদিগকে তাহাদিগের এই অপরাধ ও বড় রকমের ঔদ্বত্যপনার কারণে ধ্বংস করিয়া দিলাম।

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ অর্থাৎ, কত কঠোরভাবে আমার শাস্তি তাহাদিগের প্রতি পৌঁছিয়াছিল এবং কঠিন ও মর্মবিদারক ছিল আমার শাস্তি। কাতাদাহ (র) বলেন, আল্লাহর কসম! ভীষণ কঠিন ছিল সেই শাস্তি। অত:পর বলেন,

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী কাফিরদিগের ওপর তাহাদিগের পাপের জন্য যেমন শাস্তি আপতিত হইয়াছিল অনুরূপভাবে এই উম্মতের মধ্যে যাহারা আখেরী নবীকে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্যও আমার আযাব অপেক্ষা করিতেছে। যদিও ইহারা অন্যান্য নবীগণকে সত্য বলিয়া মান্য করে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইহারা তোমার নবুয়্যতকে স্বীকার না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদিগের অন্যান্য নবীগণকে সত্য বলিয়া মান্য করা নিস্ফল বলিয়া গণ্য হইবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

(٧) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ
الْجَحِيْمِ ○

(٨) رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ
اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٩) وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ
وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭. যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্ব্বব্যাপী; অতএব যাহারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

৮. হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নি ও সন্তান- সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯. এবং তুমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে রক্ষা কর। সেই দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে তাহাকে তো অনুগ্রহ করিবে। ইহাই তো মহা সাফল্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থানে বলেন যে, আরশ ধারণকারী চার ফেরেশতা এবং তাহাদিগের আশে পাশের সম্মানীত ফেরেশতা সকলে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকেন। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন তাসবীহ

পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল ত্রুটিগীবত হইতে পবিত্র তাহার প্রমাণ হয় এবং তাহমীদ পাঠ করিয়া, যাহার দ্বারা তিনি যে সকল গুণাবলীর একমাত্র উপযুক্ত তাহা প্রমাণ হয়।

وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহর সম্মুখে অবনত এবং তাহার জন্য বাধ্য।

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ, তাহারা পৃথিবীবাসী যাহারা গায়িবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের মাগফিরাতের জন্য প্রার্থনা করিতে থাকে। কেননা পৃথিবীবাসীরা আল্লাহকে না দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাদিগকে উহাদিগের পক্ষে ইসতিগফার প্রার্থনার নিমিত্তে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যদিও তাহারা কোন ফেরেশতাগণকে দেখিতে পান না। যখন তাহাদের এই অভ্যাস অবধারিত, তখন কোন মু'মিন যদি তাহার কোন অনুপস্থিত ভাইয়ের জন্য দু'আ করেন তবে ফেরেশতাও তাহার জন্য আমীন বলিয়া দু'আ করে। যেমন– সহীহ্ মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত আছে যে, "যখন কোন মুসলিম তাহার ভাইয়ের জন্য তাহার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন ফেরেশতারা আমীন বলে এবং বলে যে, আল্লাহ তোমাকেও অনুরূপ দান করুন।"

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন। "উমাইয়্যা ইব্‌ন আবূস সিলত তাহার কবিতার সত্য কথাই বলিয়াছেন।"

তিনি তাহার কবিতায় বলিয়াছেন ঃ

زَحَلُ وَثَوْرٌ تَحْتَ رَجُلِ يَمِيْنِهٖ * وَالنَّسْرُ لِلْأُخْرٰى وَلَيْثُ مَرْصَدُ

অর্থাৎ আরশের ডান পায়ের নীচে যুহল ও সাওর এবং অপরটির নীচে নিসর ও লায়স রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "সে সত্য বলিয়াছে।" তাহার আরো দুইটি পংক্তি রহিয়াছেঃ

وَالشَّمْسُ تَطْلَعُ كُلَّ اٰخِرِ لَيْلَةٍ * حَمْرَاءُ يُصْبِحُ لَوْنُهَا يَتَوَرَّدُ
تَأْبٰى فَمَا تَطْلَعُ لَنَا فِيْ رِسْلِهَا * اِلَّا مُعَذَّبَةٌ وَاِلَّا تَجْلَدُ

অর্থাৎ, প্রতিটি রাত্রের শেষ ভাগে সূর্য লাল বর্ণ হইয়া উঠে এবং সকালে গোলাপী বর্ণ ধারণ করিয়া উদয় করে। সে বাধ্য হইয়া যথাযথ নিয়মে সর্বদা উদয় হইয়াছে।

ইহা শুনিয়াও রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সে সত্য বলিয়াছে।"

এই রেওয়াতটির সনদ খুবই শক্তিশালী। আর এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমানে চার জন ফেরেশতা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং কিয়ামতের দিন আটজন ফেরেশতা আরশ ধারণ করিবে।

যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

অর্থাৎ তোমার প্রভুর আরশ সেই দিন আটজনে ধারণ করিবে।

অবশ্য এই আয়াতের বক্তব্য ও উপরোক্ত হাদীসের ভাষ্য এবং একটি হাদীসের মধ্যে যাহা আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, একটি জটিল প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। হাদীসটি আবূ দাঊদ (র) ..... আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা বতহা নামক স্থানে ছিলাম। আমাদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ছিলেন। তখন আমাদের উপর দিয়া এক টুকরা মেঘ উড়িয়া যাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মেঘের টুকরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলেন, "ইহার নাম কি বলত?" আমরা বলিলাম যে السَّحَابُ। (অর্থাৎ মেঘ)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন "ইহাকে الْمُزْنُ। ও তো বলা হয়।" আমরা বলিলাম, ইহাকে الْمُزْنُ। ও বলা হয়। ইহার পর তিনি বলিলেন "ইহাকে الْعَنَانُ। ও তো বলা হয়।" আমরা বলিলাম, হাঁ, ইহাকে الْعَنَانُ। ও বলা হয়।

অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমরা জান কি? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কত?" আমরা বলিলাম, না আমাদের জানা নাই। তিনি বলিলেন "পৃথিবী হইতে প্রথম আকাশের দূরত্ব হইল একাত্তর বা বাহাত্তর বা তেহাত্তর বৎসরের পথের দূরত্ব। ইহার উপরের দ্বিতীয় আকাশও প্রথম আকাশ হইতে এত বৎসরের পথের দূরত্ব। এইভাবে সাতটি আকাশের প্রত্যেকটি দূরত্ব ইহার সমান। ইহার পর সপ্তম আকাশের উপর একটি সাগর রহিয়াছে, যাহার উপর ও নীচের গভীরতাও দুইটি আকাশের মধ্যে দূরত্বের সমান। উহার উপরে রহিয়াছে আটটি বকরী যাহার প্রত্যেকটির পায়ের খুর হইতে হাটু পর্যন্ত ঐ পরিমাণ পথের দুরত্বের সমান যাহা দুই আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। উহাদের পিঠের উপর আল্লাহর আরশ, যাহার উচ্চতাও ঐ পরিমাণ পথের দূরত্বের সমান, যাহা দুই আকাশের মধ্যে রহিয়াছে। উহার উপরে আল্লাহ পাক সরাসরি রহিয়াছেন।

সিমাক ইব্ন হারবের এ হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা (র) বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন যে, হাদীসটি হাসান ও দুর্বল। তবে এই হাদীসটির মধ্যে একটি কথা প্রমাণিত হয় যে, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন।

যথা শহর ইব্ন হাওশব (র) বলেন, আটজনে আরশ ধারণ করিয়া আছেন। তাহাদিগের চার জনে এই তাসবীহ পাঠ করে ঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমার পবিত্র সত্তার নিমিত্ত। সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি কত ধৈর্যশীল।

অপর চারজনে বলিতে থাকে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মহা শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তুমি ক্ষমাশীল। অতএব আমরা তোমরাই পবিত্রতা এবং তোমারই প্রশংসা করি।

তাই তাহারা মু'মিনগণের জন্য ইসতিগফার করার সময় বলেন ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া বান্দার গোনাহ ও পাপ হইতে সর্বব্যাপী এবং তোমার জ্ঞান বান্দার সকল কর্ম ও কথা এবং স্থিরতা ও গতিশীলতা সর্ববিষয়ে বেষ্টিত।

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ

অতএব যাহারা পাপ হইতে তওবা করে ও তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সকল অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করে আর সৎকর্ম করার এবং অসৎ কর্ম বর্জন করার তুমি যে নির্দেশ দিয়াছ তাহা পালন করে। হে আল্লাহ তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ আর তাহাদিগকে জাহান্নামের কঠিন মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা কর্।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

অর্থাৎ উহাদিগকে এবং উহাদিগের মাতা-পিতা পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদিগের জান্নাতে পাশাপাশি একত্রিত করাও, যাহাতে তাহাদিগের চক্ষু শীতল হয়।

যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ-

অর্থাৎ, যাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাদিগের ঈমানের অনুসরণ তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিরা করিয়াছে । আমরা তাহাদিগের সন্তান-সন্ততিদিগকে তাহাদিগের সম পর্যায়ের স্থান দান করিব। অথচ উহাদিগের আমল হইতে সামান্যও হ্রাস করিব না। মর্যাদার দিক দিয়া সবাইকে সমান করিয়া দিব। যাহাতে তাহাদিগের আঁখি শান্তি পায়। অবশ্য আমরা কাহারো উচু মর্তবাকে নিচু করিব না। বরং যাহারা মর্তবায় নিচু তাহাদিগকে দয়া ও দান স্বরূপ উচু মর্তবা প্রদান করিব মাত্র।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, কোন মু'মিন যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন সে তাহার পিতা-মাতা ছেলে-মেয়ে ও ভাই-বোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, উহারা কোথায়? তখন উত্তরে তাহাকে বলা হইবে যে, এত উঁচু স্তরে পৌঁছার মত আমল তাহাদিগের নাই। তখন সে বলিবে, আমি তো আমার নিজের জন্য এবং তাহাদিগের জন্য আমল করিয়াছিলাম। এই কথার পর আল্লাহ উহাদেরকে সেই লোকের সমান মর্তবার স্থানে পৌঁছাইয়া দিবেন।

এই কথা বলিয়া সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

অর্থাৎ, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ এবং তাহাদিগের পিতা-মাতা পতি-পত্নি ও সন্তান-সন্ততিদিগের মধ্যে যাহারা সৎকর্ম করিয়াছে তাহাদিগকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

মুতাররিফ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখখীর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদিগের জন্য অতীব কল্যাণকামী হইলেন ফেরেশতারা। এই কথা বলার পর তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করিলেন, رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ

অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তাহাদিগকে প্রবেশ করাও স্থায়ী জান্নাতে যাহার প্রতিশ্রুতি তুমি তাহাদিগকে দিয়াছ।

অত:পর বলেন, মু'মিনদিগের জন্য সবচাইতে ক্ষতি সাধনকারী হইল শয়তান।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। অর্থাৎ, তিনি এত পরাক্রমশালী, যাহার সমতুল্য কেহ নাই। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যাহা হওয়া ইচ্ছা করেন না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসিতে পারে না। আর তিনি কথা, কার্য ও স্ববিধানে একক ক্ষমতার অধিকারী।

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ। অর্থাৎ, পৃথিবীতে অন্যায় করা হইতে এবং অন্যায়ের শাস্তি ভোগ করা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর।

وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তুমি যাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে- فَقَدْ رَحِمْتَهٗ তাহাকে তো অনুগ্রহই করিবে। অর্থাৎ, যাহাকে কঠিন শাস্তি হইতে কিয়ামতের দিন রক্ষা করিবে তাহার প্রতি সত্যিকার অর্থেই আপনার অনুগ্রহ করা হইবে।

وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ, ইহাই মহা সাফল্য।

(١٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ○

(١١) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا
بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ○

(١٢) ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ○

(١٣) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ط وَمَا
يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ○

(١٤) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

১০. কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হইবে, তোমাদিগের নিজেদিগের প্রতি তোমাদিগের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক— যখন তোমাদিগকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হইয়াছিল আর তোমরা তাহা অস্বীকার করিয়াছিলে।

১১. উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দিয়াছ। আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করিতেছি; এখন নিষ্ক্রমণের কোন পথ মিলিবে কি?

১২. তোমাদিগের এই শাস্তি তো এই জন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হইত তখন তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে। বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব।

১৩. তিনিই তোমাদিগকে তাহার নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমাদিগের জন্য রিযক। আল্লাহ-অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।

১৪. সুতরাং আল্লাহকে ডাক তাঁহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া, যদিও কাফিররা ইহা অপছন্দ করে।

তাফসীর ঃ কাফিরদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন যখন তাহারা জাহান্নামের আগুনের গহীন কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং যখন তাহারা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত শাস্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করিবে—যাহা ইতিপূর্বে কখানো তাহারা অবলোকন করে নাই; তখন তাহারা নিজের প্রতি নিজে ক্ষোভ ও গোস্বায় ফাটিয়া পড়িবে। কেননা তখন তাহারা পার্থিব জীবনের পাপ ও অন্যায়ের কথা স্মরণ করিয়া বলিবে, ইহাই আজ আমাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইয়াছে। সেই মুহূর্তে ফেরেশতাগণ উচ্চকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিবে ঃ এই মুহূর্তে তোমরা নিজেরা নিজদিগের প্রতি যতটা বিক্ষুব্ধ, তদপেক্ষা পার্থিব জীবনে তোমাদিগের কার্যকলাপে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষোভ তোমাদিগের প্রতি অধিক ছিল।

لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদাহ বলেন যে, তাহাদিগের এই ক্ষোভের অপেক্ষা পৃথিবীর জীবনে যখন তাহাদিগের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল তখন তাহারা তাহা অস্বীকার বা গ্রহণ না করাতে আল্লাহ্র তাহাদিগের প্রতি তাহাদিগের এই ক্ষোভ অপেক্ষা অধিক ক্ষোভ ছিল।

হাসান বসরী, মুজাহিদ, সুদ্দী, যর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্ হামদানী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম ও ইব্ন জারীর তাবারী (র) প্রমুখ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, قَالُوْا رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ অর্থাৎ উহারা বলিবে হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদিগকে প্রাণ দান করিয়াছ!

সাওরী (র) ....ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বর্ণিত তিনি বলেন যে, এই আয়াতটির অর্থ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ–এই আয়াতটির অনুরূপ। অর্থাৎ তোমর কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদিগকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমরা ফিরিয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস, যাহ্হাক, কাতাদাহ ও আবূ মালিক (র) প্রমুখ বলেন যে, এই ব্যাখ্যা যথার্থ ও সন্দেহাতীতভাবে সঠিক।

সুদ্দী (র) বলেন, পার্থিব জীবনের অবসানে মৃত্যু দান করা হইবে। অত:পর কবরে পুনরায় জীবিত করা হইবে। অত:পর সওয়াল-জবাবের পর মৃত্যু দান করা হইবে। অত:পর পুনরায় কিয়ামতের দিন জীবিত করা হইবে।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, যেদিন সকল রূহ-এর নিকট হইতে আল্লাহ্ তাঁহার 'উলুহিয়াতের' অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন সকল রূহকে জীবিত করা হইয়াছিল। ইহার পর মায়ের গর্ভে জীবন দান করা হয়। অত:পর পার্থিব জীবনের অবসানে মৃত্যু দান কার হয় এবং কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবন দান করা হইবে।

অবশ্য সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়িদের ব্যাখ্যা দুইটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইহা গ্রহণ করিলে মানুষের তিনটি জীবন এবং তিনটি মৃত্যু মানিয়া নিতে হয়। সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে ইব্‌ন মাসাঊদ ও ইব্‌ন আব্বাসের (রা) ও তাহাদের অনুসারীগণের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য।

এখানে উদ্দেশ্য হইল যে, কাফিরগণ কিয়ামতের দিন আর একবার তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য আবেদন করিবে।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ۔

অর্থাৎ তুমি দেখিবে যে, কাফিরেরা মাথা নত করিয়া থাকিবে এবং বলিবে, হে আল্লাহ্! আমরা সব কিছুই তো স্বচক্ষে দেখিলাম ও শুনিলাম। এখন আমাদিগকে দুনিয়ায় প্রেরণ কর। এইবার আমরা নেক কাজ করিব এবং আমরা তোমার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিব। কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না।

অতঃপর তাহারা যখন স্বচক্ষে জাহান্নাম অবলোকন করিবে, জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং যখন জাহান্নামের বিবিধ শাস্তি ও আযাব সমূহ দেখিবে তখন তাহাদিগকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য প্রথমবারের চাইতে আরও অধিকভাবে আবেদন করিবে, কিন্তু তাহাদিগের আবেদনে কোন সাড়া দেওয়া হইবে না। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ بَلْ بَدَالَهُمْ مَّاكَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَانُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ۔

আর তাহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করার পর যখন তাহারা উহার আস্বাদ পাইতে থাকিবে এবং জাহান্নামের হাতুড়ী ও জিঞ্জিরের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে তখন তাহারা আরো জোরদারভাবে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়া আসার জন্য আবেদন করিবে।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে,

وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلْ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ يَتَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيْرُ؟ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنَ نَصِيْرٍ۔

আরো বলা হইয়াছে যে,

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ۔ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَاتُكَلِّمُوْنَ۔

অর্থাৎ হে প্রতিপালক! আমাদিগকে এই স্থান হইতে বাহির কর। আমরা যদি দ্বিতীয়বার ঐ কাজ করি তবে আমরা নিশ্চয়ই যালিম বলিয়া গণ্য হইব। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা লাঞ্ছিত হও। আমার সহিত তোমরা কোন কথা বলিও না।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতাংশে কাফিররা তাহাদিগের আবেদনে এক প্রকার নম্রতা অবলম্বন করিয়াছে এবং একটি ভূমিকা উল্লেখপূর্বক আবেদন করিয়াছে। অর্থাৎ তাহারা ভূমিকায় বলিয়াছে ঃ

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ۔

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার কুদরাত অসীম। তুমি আমাদিগকে প্রাণহীন অবস্থা হইতে জীবিত করিয়াছ। আবার আমাদেরকে মৃত্যু দান করিয়াছ। আবার আমাদের জীবিত করিয়াছ। তাই তুমি যাহা ইচ্ছা তাহা করার ক্ষমতা রাখ। আমরা আমাদিগের অপরাধ স্বীকার করি, পার্থিব জীবনে আমরা আমাদিগের নফ্সের উপর অত্যাচার করিয়াছি।

فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ–এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলিবে কি?

অর্থাৎ আমাদিগকে তুমি পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ কর যা নিসন্দেহে তোমার অধিকার এখতিয়ারে আছে। আমরা সেইখানে যাইয়া পূর্বের আমলের বিপরীত আমল করিব। যদি আমরা তথায় যাইয়া আবার পূর্বের মত আমল করি তবে নিঃসন্দেহে আমরা যালিম বলিয়া গণ্য হইব।

তখন জবাবে বলা হইবে, এখন তোমাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করার কোন পথ নাই। অত:পর তাহার কারণ বর্ণনা করেন যে, তোমাদের স্বভাব হইল সত্যকে গ্রহণ না করা, তাহার দীন পূর্ণ না করা; বরং তোমরা সত্যকে ঘৃণা করিবে এবং অস্বীকার করিবে।

এইজন্য বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۔

অর্থাৎ উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ প্রসঙ্গে বলা হইবে, তোমাদিগের এই শাস্তি তো এইজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্র কথা উল্লেখ করা হইত তখন তোমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে এবং আল্লাহ্র শরীক করা হইলে তোমরা তাহা বিশ্বাস করিতে। তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরাইয়া দিলেও ঐরূপই করিবে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ-

অর্থাৎ যদি উহাদিগকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয় তবে উহারা তাহাই করিবে যাহা পূর্বে করিয়াছে। নিঃসন্দেহে উহারা মিথ্যাবাদী।

অত:পর আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ। অর্থাৎ তিনি বান্দাদিগের বিচার ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পাদন করিবেন। কাহারো উপর তিনি যুলুম করিবেন না। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি হিদায়াত দান করেন। যাহাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট পথে পরিচালিত করেন। যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। তিনিই একমাত্র ইলাহ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে স্বীয় কুদরত সমূহ প্রকাশিত করেন এবং পৃথিবী ও আকাশে উহার একত্বের অসংখ্য নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সব কিছুর তিনিই সৃষ্টিকর্তা।

وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا – তিনি আকাশ হইতে প্রেরণ করেন তোমদিগের জন্য জীবনোপকরণ। অর্থাৎ বৃষ্টি, যাহা দ্বারা ফসল ও ফল উৎপন্ন হয়। যাহার রং, স্বাদ, ঘ্রাণ ও আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। অথচ উহা একই প্রকারের পানি; কিন্তু মহান কুদরতে ঐসব বস্তুসমূহের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা আল্লাহ্র মহিমা প্রমাণিত হয়।

وَمَا يَتَذَكَّرُ অর্থাৎ এই ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করে ও চিন্তা করে এবং সৃষ্টিকর্তার মহত্বের উপর প্রমাণ গ্রহণ করে কেবল তাহারাই, اِلاَّ مَنْ يُنِيْبُ। যাহারা সূক্ষ্মদর্শী ও আল্লাহ্ অভিমুখী।

فَادْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ ইবাদত ও দু'আর মধ্যে আল্লাহ্কে বিশুদ্ধচিত্তে ডাক এবং মুশরিকদিগের পথ ও পন্থার ব্যাপারে কঠোর বিরোধীতা কর।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (র) ....মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন মুদরিস মক্কী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী (র) হিশাম ইব্ন ওরওয়া (র) এর মাধ্যমে আবূয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর এই দুআ'টি পাঠ করিতেন ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ – হইতে পূর্বোক্ত দুআ'টির শেষ পর্যন্ত।

সহীহ হাদীসের মধ্যে ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দুআ'টি পাঠ করিতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَانَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ -

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, হুসাইব ইবন নাসিহ (র) ....আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর এবং তাহা কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখ। আল্লাহ্ তা'আলা গাফিল ও অন্যমনস্ক ব্যক্তির দু'আ কবূল করেন না।

(١٥) رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۙ

(١٦) يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ, যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

১৬. যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট উহাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না। আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক, পরক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।

১৭. আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে; আজ কাহারও প্রতি যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মহত্ব, আযমাত ও সর্বোচ্চ আসন আরশের আলোচনা করিয়া বলেন যে, উহা সমস্ত সৃষ্টির উপর ছাদের মত ছায়াস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ۔

অর্থাৎ শস্তি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হইবে, যিনি সোপানময় আরশের অধিকারী। ফেরেশতা ও রূহ তাঁহার নিকট উহা অতিক্রম করিয়া পৌঁছে এমন দিনে, যে দিনটি পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান হইবে।

সামনে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ্। উপরোক্ত আয়াতটিতে আরশের যে দীর্ঘতার কথা বলা হইয়াছে তাহা হইল সপ্তম যমীন হইতে আরশ পর্যন্ত পথের দূরত্বের সমান। এই কথা পরবর্তী ও পূর্ববর্তী একদল বিজ্ঞ আলিমের। আর এই অভিমতটি সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকারযোগ্য।

অনেকে বলিয়াছেন যে, আরশ লাল ইয়াকূত দ্বারা তৈরী যাহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দূরত্ব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের। আর যাহার উচ্চতা সপ্তম পৃথিবী হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পথ চলার দূরত্বের সমান।

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ أَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ।

যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

يُنَزِّلُ الْمَلٰئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ اَنْ اَنْذِرُوْا اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ـ

অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদিগের নিকট তাহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যে, তোমরা লোকদিগকে এই মর্মে সতর্ক কর যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং আমাকে ভয় কর।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ـ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ

অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। যাহা বিশ্বস্ত ফেরেশতার মাধ্যমে তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে; যাহাতে তুমি সতর্কতা অবলম্বন করিতে পার।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ অর্থাৎ যাহাতে সে সতর্ক করিতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে।

আলী ইব্ন আব্বাস আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, يَوْمُ التَّلَاقِ। কিয়ামত দিবসের একটি নাম, যে কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন হযরত আদম (আ)-এর সহিত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকারী তাহার সর্বকনিষ্ঠ আওলাদের সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া কিয়ামতের দিনকে يَوْمُ التَّلَاقِ। বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া يَوْمُ الْقِيَامَةِ কে يَوْمُ التَّلَاقِ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাতাদাহ, সুদ্দী, বিলাল ইব্ন সা'আদ ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (র) প্রমুখ বলেন, ঐ দিন আসমানবাসী ও পৃথিবীবাসী এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার সকলের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে বলিয়া ঐ দিনটিকে يَوْمُ التَّلَاقِ। বলা হইয়াছে।

মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, ঐ দিন অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের সহিত সাক্ষাত হইবে বলিয়া يَوْمُ التَّلَاقِ। বলা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, يَوْمُ التَّلَاقِ। উপরোক্ত প্রত্যেকটি অভিমতের সহিত প্রযোজ্য হয়। আর ঐ দিন প্রত্যেক আমলকারী তাহার ভাল-মন্দ আমল দেখিতে পাইবেন বলিয়াও يَوْمُ الْقِيَامَةِ -কে يَوْمُ التَّلَاقِ বলা হইয়াছে। যেমন ইহা অনেকেরই অভিমত।

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ- যেদিন মানুষ বাহির হইয়া পড়িবে সেদিন আল্লাহ্র নিকট উহাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না। অর্থাৎ কোন কিছুই সেদিন গোপন থাকিবে না। গোপন রাখা সম্ভবও হইবে না। ঢাকিয়া বা গোপন রাখার মত এতটুকু ছায়াও সেদিন থাকিবে না। তাই বলা হইয়াছে ঃ يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَايَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ অর্থাৎ সবকিছুই তাহার অবগতির মধ্যে। একটি বিন্দু কণাও তাঁহার অবগতির বাহিরে নয়।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ বলা হইবে আজ কর্তৃত্ব কাহার ? পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্র।

ইব্ন উমারের হাদীসে পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে হাতের মুঠায় ধারণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি বাদশাহ, আমি জব্বার, আমি মুতাকাব্বির। কোথায় পৃথিবীর বাদশাহ সকল? কোথায় পৃথিবীর পরাক্রমশালী ব্যক্তিরা ? কোথায় পৃথিবীর অহংকারীরা ?

সিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কিত হাদীসে আসিয়াছে যে, যখন সৃষ্টিকুলের সকলের আত্মা কব্য করা সমাপ্ত হইবে এবং যখন একক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহ জীবিত অবশিষ্ট থাকিবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিনবার বলিবেন ঃ আজ রাজত্ব কাহার ? অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজে জবাবে বলিবেন ঃ পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্রই। অর্থৎ সেই সত্তা যিনি একক, তিনি সকল কিছুর উপর পরাক্রমশালী এবং তাঁহার কর্তৃত্ব সর্বত্র।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রাক্কালে একজন ঘোষক বলিবেন, হে লোক সকল! কিয়ামত সমুপস্থিত হইয়াছে। তখন জীবিত এবং মৃতরা সকলে উহা শুনিতে পাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) আরো বলেন ঃ ঐ দিন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করিবেন এবং বলিবেন, আজ কর্তৃত্ব কাহার ? এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্রই। পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَاظُلْمَ الْيَوْمَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ-

অর্থাৎ আজ প্রত্যেককে তাহার কৃতকর্মের ফল দেওয়া হইবে। আজ কাহারও প্রতি যুলুম করা হইবে না। আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি সমূহের বিচারের সময় ন্যায়ের মানদণ্ডে বিচার নিষ্পত্তি করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া বলেন, কাহারো উপর বিন্দু পরিমাণ অন্যায় করা হইবে না; বরং একেকটি পুণ্যের স্থানে দশটি পুণ্য গণনা করা হইবে এবং একটি

পাপকে একটিই হিসাব করা হইবে। তাই বলা হইয়াছে ঃ لَاظُلْمَ الْيَوْمَ –আজ কাহারো প্রতি যুলুম করা হইবে না।

সহীহ মুসলিমের মধ্যে আবূ যর (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র বক্তব্য নকল করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি আমার প্রতি যুলুম করা হারাম করিয়া নিয়াছি এবং কাহারো প্রতি যুলুম করা তোমাদিগের জন্যও হারাম করিয়া দিয়াছি। অতএব তোমরা যুলুম করিও না।"

হাদীসটির শেষাংশে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! এই তোমাদিগের আমলনামা; যাহা আমি সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি এবং ইহার যথাযথ বদলা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব। যে উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং যে ইহার বিপরীত মন্দ বিনিময় পাইবে সে যেন নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা করিতে থাকে।

اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে ত্বরিৎ ও তৎপর। অর্থাৎ সমস্ত মাখলুকের হিসাব গ্রহণ করা তাহার নিকট একটি লোকের হিসাব গ্রহণ করার সময়ের ব্যাপার মাত্র।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে সৃষ্টি করা এবং তোমাদিগের সকলকে মৃত্যুর পর জীবিত করা আমার নিকট একটি লোককে সৃষ্টি করা এবং পুনঃজীবিত করার সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আরো বলিয়াছেন ঃ وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চক্ষুর পলকের মত।

(١٨) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأٰزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِينَ ۚ
مَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَّلَا شَفِيعٍ يُّطَاعُ ۚ

(١٩) يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۝

(٢٠) وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ لَا يَقْضُونَ
بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

১৮. উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দাও আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখে-কষ্টে উহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। যালিমদিগের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই, যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নাই।

১৯. চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যাহা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।

২০. আল্লাহ্ বিচার করেন সঠিকভাবে; আল্লাহ্র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে তাহারা বিচার করিতে অক্ষম। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ اَلْاٰزِفَةُ কিয়ামত দিবসের একটি নাম। কিয়ামত দিবসকে اٰزِفَةٌ বলা হয় উহা অত্যাসন্ন বলিয়া তাই। যথা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ - لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ অর্থাৎ আসন্ন দিনটি অত্যাসন্ন, যাহা প্রকাশিত করার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারো নাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ অর্থাৎ কিয়ামত নিকটতর হইয়াছে এবং চন্দ্র খণ্ডিত -বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থাৎ মানুষের হিসাবের সময় নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছে ।

আরো বলিয়াছেন ঃ

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَاتَسْتَعْجِلُوْهُ অর্থাৎ আল্লাহ্র হুকুম আসিয়াছে, তোমরা এই ব্যাপারে তড়িঘড়ি করিও না।

আরো বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যখন উহা নিকটে দেখিবে তখন কাফিরদিগের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইবে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ অর্থাৎ যখন দুঃখে-কষ্টে উহাদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে।

কাতাদাহ (র) বলেন, ভয়ে সকলের প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে। অত:পর সেখান হইতে বাহিরও হইবে না, যথাস্থানে ফিরিয়াও যাইবে না। ইকরিমা ও সুদ্দী (র)ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

كَاظِمِيْنَ-এর অর্থ তাহারা নিশ্চুপ থাকিবে। সেদিন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفًّا لاَّيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّ مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

অর্থাৎ সেইদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে; দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, كَاظِمِيْنَ অর্থ بَاكِيْنَ অর্থাৎ উহারা কাঁদিতে থাকিবে।

مَالِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلاَ شَفِيْعٍ يُّطَاعُ সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই; যাহার সুপারিশ গ্রাহ্য হইবে, এমন কোন সুপারিশকারীও নাই। অর্থাৎ যাহারা শিরক করার মাধ্যমে স্বীয় নফ্‌সের উপর যুলুম করে তাহাদিগের জন্য কোন বন্ধু থাকিবে না এবং থাকিবে না সুপারিশ করারও কেহ। উপরন্তু কল্যাণের সকল পথ তাহাদিগের জন্য বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ অর্থাৎ সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত। উচ্চ-তুচ্ছ, ছোট-বড় ও সূক্ষ্ম,-স্থূল সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান রহিয়াছে। যাহাতে মানুষ আল্লাহকে যথার্থ ভয় করে, সম্মান ও সলজ্জতায় তাঁহাকে স্মরণ করে; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা চক্ষুর অপব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত রহিয়াছেন। যদি কেহ দৃশ্যত: চক্ষুর আমানত রক্ষার ভান দেখায় তবে তাহাও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া যায়। মোট কথা, আল্লাহ্‌র নিকট কোন গোপন গোপন থাকে না। হৃদয়ের গভীরে যে ভাবের জন্ম হয় এবং মনের মধ্যে যে কথা অতি গোপনে সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধেও আল্লাহ্ সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াত সম্বন্ধে বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ঐ ব্যক্তির উদাহরণ দেওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন ঘরে প্রবেশ করিল এবং তথায় দেখিল এক সুন্দরী মহিলা অথবা ঘরে উপবিষ্ট লোকদের সম্মুখ দিয়া এক সুন্দরী মহিলা যাইতেছে। লোকজন অন্যমনস্ক হইলে সে ঐ মহিলাকে এক পলক দেখিয়া নেয়, আর কেহ দেখিতেছে মনে করিলে দৃষ্টি অন্যত্র সরাইয়া নেয়। লোকটি এইভাবে চোখের অপব্যবহার করিয়া মহিলাকে দেখিতে থাকে। আর সুযোগের অপেক্ষায় মহিলার গোপন অঙ্গ দেখিয়া লইবার যে আকাংখা তাহার মনে রহিয়াছে এই সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌র ইলম রহিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক (র) বলেন, خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ -এর মর্মার্থ হইল অন্যায়ভাবে চোখে ইশারা করা ও না দেখা বিষয়কে দেখিয়াছে বলিয়া বলা এবং দেখা জিনিসকে দেখে নাই বলিয়া বিবৃতি প্রদান করা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী কোন্ উদ্দেশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করে —এই দৃষ্টির পিছনে তাহার মনে কি ভাব রহিয়াছে, তাহা সম্বন্ধেও আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র)ও এইরূপ মর্মার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর এই দৃষ্টির পরিণতিতে সে ব্যভিচারে লিপ্ত হইবে কি হইবে না, এই সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌র জ্ঞান রহিয়াছে।

সুদ্দী (র) বলেন, وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرُ-এর অর্থ হইল, অন্তরে যে ওয়াসওয়াসা রহিয়াছে সে ব্যাপারে তাঁহার যথার্থ জ্ঞান রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে বিচার করেন।

আ'মাশ সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (র)-এর মাধ্যমে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَاللّٰهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ এই আয়াতাংশে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুণ্যের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং পাপের জন্য নিকৃষ্ট প্রতিফল প্রদান করিতে সক্ষম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ এই আয়াতের ব্যাখ্যা يَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى এই আয়াত দ্বারা করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি পাপকারীদিগকে তাহাদিগের পাপের শাস্তি এবং পুণ্যকারীদিগকে তাহাদিগের পুণ্যের প্রতিদান প্রদান করিবেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ উহারা আল্লাহ্‌র পরিবের্ত যাহাদিগকে ডাকে। অর্থাৎ ভূত-প্রেত, মূর্তি-প্রতিমা ও আল্লাহ্‌র সহযোগী শক্তি নির্দিষ্ট করিয়া যাহাদিগকে ডাকে।

لَايَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ অর্থাৎ তাহারা কোন জিনিসের মালিক নয় এবং কাহারো বিচার করিতেও সক্ষম নয়।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্ স্বীয় সৃষ্টিকুলের কথা শুনিতে পান। তাহাদিগের সকল কর্মকাণ্ড দেখিতে পান। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা গুমরাহ করেন। এই ব্যাপারে তিনি যথার্থভাবে ইনসাফ অবলম্বন করিয়া থাকেন।

(٢١) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

(٢٢) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

২১. ইহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করিলে দেখিত— ইহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কী হইয়াছিল। পৃথিবীতে উহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর। অত:পর আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন উহাদিগের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি হইতে উহাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

২২. ইহা এই জন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ নিদর্শনসহ আসিলে উহারা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে, আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার রিসালাতকে যাহারা অস্বীকার করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না?

فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ করিলে দেখিত, পূর্ববর্তী নবীগণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল। অথচ তাহারা তোমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সামর্থবান ছিল।

وَاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ যাহাদিগের ঘর-বাড়ী ও আলীশান সৌধগুলির কারুকাজ ও ভগ্নাংশ আজও অবশিষ্ট রহিয়াছে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَا اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا অর্থাৎ তাহাদিগের কীর্তি ছিল স্মরণীয় এবং তাহারা বয়সে ছিল দীর্ঘজীবি। কিন্তু পাপ ও রিসালাত অস্বীকার করার দরুন তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ অর্থাৎ উহাদিগের উপর উহাদিগের কুফরী ও পাপের দরুন যখন আযাব আপতিত হইয়াছিল তখন উহারা না পারিয়াছে ঐ শাস্তি হটাইয়া দিতে এবং না পারিয়াছে শাস্তির মুকাবিলা করিতে। আর না পারিয়াছে উহারা ঐ শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন পন্থা আবিষ্কার করিতে।

অত:পর বলেন ঃ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ ইহা এইজন্য যে, উহাদিগের নিকট উহাদিগের রাসূলগণ প্রকাশ্য দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনসহ আসিয়াছিলেন।

فَكَفَرُوْا অর্থাৎ কিন্তু উহারা সমূহ দলীল ও নিদর্শনকে অস্বীকার করিয়াছিল।

فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ ফলে উহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট ও পরবর্তীকালের কাফিরদিগের জন্য উহাদিগকে শিক্ষার বিষয় স্বরূপ স্মরণীয় করিয়া রাখিলেন।

إِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদানে কঠোর।

وَهُوَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ তিনি মর্মবিদারক ও কঠিন শাস্তিদানে সক্ষম।

(٢٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ

(٢٤) إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ○

(٢٥) فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا أَبْنَاۤءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاۤءَهُمْ ۗ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ○

(٢٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ أَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ إِنِّيْٓ أَخَافُ
أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ○

(٢٧) وَقَالَ مُوْسٰٓى إِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ
بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

২৩. আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম,

২৪. ফিরাউন, হামান ও কারূনের নিকট, কিন্তু উহারা বলিয়াছিল, এতো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।

২৫. অত:পর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া উহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে উহারা বলিল, মূসার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

২৬. ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদিগের দ্বীনের পরিবর্তন সাধন করিবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।

২৭. মূসা বলিল, যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি।

'তাফসীর ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদিগের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও মিথ্যার প্রকোপে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন, ইহকাল ও পরকালের বিজয় ও সুফল তোমাদিগের অনুকূলেই রহিয়াছে যেমন ছিল মূসা ইব্‌ন ইমরানের অনুকূলে। কেননা তাহাকে অকাট্য প্রমাণ ও স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করা হইয়াছিল।

তাই বলা হইয়াছে ঃ بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ (প্রেরণ করিয়াছিলাম)। سُلْطَانٌ অর্থ প্রমাণ ও নিদর্শন।

اِلٰى فِرْعَوْنَ। অর্থাৎ ফিরাউনের নিকট যিনি কিব্‌তীদিগের বাদশাহ এবং মিশরের অধিপতি ছিলেন। وَهَامَانَ এবং হামানের নিকট, যিনি ফিরাউনের সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। وَقَارُوْنَ এবং কারূনের নিকট, যিনি তৎকালে পৃথিবীর সেরা ধনবান ব্যক্তি ছিলেন।

فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ উহারা বলিয়াছিল, এ তো এক মিথ্যুক জাদুকর। অর্থাৎ উহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী, পাগল ও জাদুকর বলিয়া হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা তাহারা স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করিয়াছিল।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ اَتَوَا صَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ۔

অর্থাৎ এইভাবে ইহার পূর্বেও যত রাসূল আগমন করিয়াছিল সকলকে ইহারা জাদুকর না হয় পাগল বলিয়াছিল। উহাদিগের এই ব্যাপারে ঐকমত্য কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা রহিয়াছে? না বরং উহারা সকলে উদ্ধত প্রকৃতির লোক।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا অত:পর মূসা আমার নিকট হইতে সত্য লইয়া সাধারণ্যে উপস্থিত হইলে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহার নিকট যে সকল অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া তিনি ফিরাউনের নিকট উপস্থিত হইলে— قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ বলিল, মূসাসহ যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের পুত্র সন্তানদিগকে হত্যা কর এবং তাহাদিগের নারীদিগকে জীবিত রাখ।

ইহা ছিল বনী ইস্রাঈলের ছেলে সন্তানদিগকে হত্যা করার ফিরাউনের দ্বিতীয় নির্দেশ। ইহার পূর্বেও একবার মূসা (আ) যাহাতে পৃথিবীতে আগমন করিতে না পারে সেজন্য ছেলে-সন্তানদিগকে হত্যার হুকুম জারী করিয়াছিল। অথবা হত্যার পিছনে এই উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে যে, যাহাতে বনী ইস্রাঈলের বংশবিস্তার না ঘটিতে পারে এবং যাহাতে তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে। অথবা হয়ত এই উভয় উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য সে ছেলে-সন্তান হত্যার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বারের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে বনী ইস্রাঈলরা পরাজিত গোষ্ঠী হইয়া থাকে এবং যাহাতে তাহাদিগের জনবল বৃদ্ধি না পাইতে পারে। ফলে যেন তাহারা অধ:পতিত ও ছন্নছাড়া হইয়া ধ্বংসের গহীন গহবরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। উপরন্তু বনী ইস্রাঈলের যেন এই ধারণা জন্মে যে, আমাদিগের উপর এত মুসীবত ও প্রকোপ বর্ষণের কারণ মূসা। কিন্তু ফিরাউনের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। বনী ইস্রাঈলরা তাহাকে বলিয়া দেয় যে, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদিগের উপর অত্যাচার চলিতেছিল এবং আপনি আগমন করার পরও আমাদিগের উপর সমানভাবে অত্যাচারের ধারা চলিয়া আসিতেছে।

তাহারা বলিয়া দেয় ঃ

اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا - قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ আমরা অত্যাচারিত হইয়াছি আপনি আগমন করার পূর্বেও এবং আপনি আগমন করার পরও আমরা অত্যাচারিত হইতেছি। জবাবে মূসা বলিলেন, তোমরা অস্থির হইও না; অতিনিকট ভবিষ্যতে আল্লাহ্ তোমাদিগের শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং পৃথিবীতে তোমাদিগকে তিনি তাঁহার খেলাফাতের দায়িত্ব প্রদান করিবেন। অত:পর তিনি পর্যবেক্ষণ করিবেন যে, তোমরা কি ধরনের আমল কর।

কাতাদাহ (র) বলেন, ফিরাউনের এই নির্দেশ ছিল দ্বিতীয় দফার নির্দেশ।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلَالٍ কিন্তু সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইবেই।

অর্থাৎ বনী ইস্রাইল যাহাতে জনশক্তিহীন হইয়া পড়ে যাহাতে ভবিষ্যতে বনী ইস্রাইল তাহার জন্য কোন হুমকির কারণ হইয়া না দাঁড়ায় সেই ষড়যন্ত্র সে করিয়াছিল। বস্তুত তাহা ছিল অবাস্তব ও অমূলক একটি প্রোগ্রাম।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

ফিরাউন মূসা (আ)-কে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার কওমের নিকট বলিয়াছিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করিব। وَلْيَدْعُ رَبَّهُ অর্থাৎ সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক তাহাতে আমার কোন আশংকা ও ভীতির কারণ নাই। ফিরাউনের এই কথাটি চরম ধৃষ্টতা ও গোড়ামীপূর্ণ।

অত:পর ফিরাউন বলিয়াছিল ঃ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرُ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। অর্থাৎ কিন্তু আমার আশংকা হইল যে, তাহাকে যদি জীবিত রাখা হয় তবে সে তোমাদিগের ধর্ম পরিবর্তিত করিবে এবং তোমাদিগের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে। আর পৃথিবীতে সে এক বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে।

ফিরাউনের এই কথাকে কেন্দ্র করিয়া একটি প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, صَارَ فِرْعَوْنُ مُذَكِّرًا অর্থাৎ ফিরাউনও উপদেশদাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ আলিম আলোচ্য আয়াতাংশটি اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ। এইরূপে পাঠ করিয়াছেন। আর যেই পাঠ করিয়াছেন- اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُظْهِرُ فِىْ এইরূপে অন্য একদল আলিম পাঠ করিয়াছেন- يُّظْهِرُ فِىْ الْاَرْضِ الْفَسَادَ الْاَرْضِ الْفَسَادَ এইরূপে। অর্থাৎ يَظْهَرُ এর ر -এর উপর পেশ দিয়া তাহারা পাঠ করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ অর্থাৎ মূসা (আ)-এর নিকট যখন ফিরাউনের এই কথা পৌঁছিল তখন তিনি বলিলেন, اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ। আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হইয়াছি- مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ সেই সকল ব্যক্তি হইতে যাহারা উদ্ধত। আর যাহারা সত্যকে তাচ্ছিল্য ভরিয়া উপেক্ষা করে। لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যাহারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না।

আবূ মূসা (র) হইতে এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কোন কওমের ব্যাপারে আশংকাবোধ করিলে এই দু'আটি তিনি পাঠ করিতেন যে,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَأُ بِكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট উহাদিগের অকল্যাণ হইতে পানাহ চাহিতেছি এবং চাহিতেছি উহাদিগের মুকাবেলায় তোমাকে অবতীর্ণ করিতে।

(٢٨) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ
اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ
رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○
(٢٩) يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز فَمَنْ
يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى
وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ○

২৮. ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্। অথচ সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে? সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার মিথ্যাবাদিতার জন্য সে দায়ী হইবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় সে তোমাদিগকে যে শাস্তির কথা বলে তাহার কিছু তো তোমাদিগের উপর আপতিত হইবেই। আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদিগের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদিগের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আসিয়া পড়িলে কে আমাদিগকে সাহায্য করিবে? ফিরাউন বলিল, আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। আমি তোমাদিগকে কেবল সৎপথই দেখাইয়া থাকি।

তাফসীর ঃ প্রসিদ্ধ অভিমত মতে এই লোকটি মু'মিন ছিল এবং আলে ফিরাউনের কিব্‌তী বংশের লোক ছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, এই লোকটি ছিল ফিরাউনের চাচাতো ভাই। আরো বলা হইয়াছে যে, এই লোকটি হযরত মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত পাইয়াছিল।

ইব্‌ন জারীরও এই মত পছন্দ করিয়াছেন। উপরন্তু তাহারা বলে যে, এই লোকটি ইস্রাইলী ছিল। তাহাদিগের বিরোধীতা করিয়া তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যদি

সে ইস্রাইলী হইত তাহা হইলে ফিরাউন ধৈর্যের সহিত তাহার কথাগুলি শ্রবণ করিত না এবং মূসা (আ)-কে হত্যা করা হইতেও ফিরাউন বিরত থাকিত না। বরং ফিরাউন তাহাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করিত।

ইব্ন জারীর ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, আলে ফিরাউনের মধ্য হইতে ঐ লোকটি ফিরাউনের স্ত্রী এবং যে ব্যক্তি আসিয়া মূসা (আ)-কে এই সংবাদ পৌঁছাইয়াছিল যে, উর্দ্ধতন মহলে আপনাকে হত্যা করার জন্য স্থির সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত চতুর্থ কোন ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করিয়াছিল না। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তাহার কিব্তী কওমের অন্যান্যদিগের হইতে নিজের ঈমান গ্রহণকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে দিন ফিরাউন বলিল, আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করিব, সেদিন লোকটি তাহার ঈমান প্রকাশ করিয়া মূসা (আ)-কে হত্যা করা হইতে ফিরাউনকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছিল।

আর উত্তম জিহাদ হইল অত্যাচারী বাদশাহর নিকট সত্য কথা স্পষ্টভাষায় তুলিয়া ধরা,- ইহা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ঐ সময় ফিরাউনের নিকট এই কথা বলার চেয়ে বড় কথা আর কী হইতে পারে যে, اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ। তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্! ইমাম বুখারী (র) সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, আলী ইবন আব্দুল্লাহ (র) ওরওয়া ইব্ন যুবইর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন অমর ইব্ন আস (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মুশ্রিকরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবচেয়ে বড় কষ্টটি কি দিয়াছিল? জবাবে তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা শরীফের পাশে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইব্ন আবূ মুআইত আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করে এবং সে তাহার চাদর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গলায় ফাঁস দিয়া পূর্ণ শক্তিতে টানিতে থাকে। যাহার ফলে হুজুর (সা)-এর গলা সংকুচিত হইয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময় হযরত আবূ বকর (রা) আসিয়া পড়েন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া গলার ফাঁস ছাড়াইয়া দেন। অত:পর হযরত আবূ বকর (রা) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ؟

অর্থাৎ তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই জন্য হত্যা করিবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্। যদিও সে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদিগের নিকট আসিয়াছে?

আওযায়ী (র)-এর হাদীসে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ইবরাহীম ও তাহার পিতা সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ইবন আবূ হাতিম বলেন, হারুন ইব্‌ন ইসহাক হামদান (র).... হইতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আমর ইব্‌ন 'আস (র)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)- কুরাইশদিগের পক্ষ হইতে কোন্ ঘটনায় সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট পাইয়াছিলেন? জবাবে আমর ইব্‌ন 'আস (র) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) কুরাইশদিগের একটি মজমার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, তুমি না আমাদিগের বাপ-দাদাদিগের পূজ্য দেবতাদিগকে পূজা করা হইতে আমাদিগের লোকজনকে নিষেধ করিতেছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, হ্যাঁ, আমি (লোকদিগকে দেবতা পূজা করা হইতে বারণ করিয়া থাকি)। তিনি এই কথা বলিলে মজমার সকল লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আক্রমণ করেন এবং তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে টানিতে থাকে। হযরত আবূ বকর (র) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই অবস্থা দেখিতে পাইয়া উহাদিগের হাত হইতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মুক্ত করেন এবং তিনি অশ্রু বিগলিত অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভে চিৎকার করিয়া উহাদিগকে বলিতে থাকেন ঃ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ হে আমার কওম! তোমরা কি এই লোকটিকে হত্যা করিতে চাও, যে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং সে তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ লইয়া আসিয়াছে? আব্‌দাহ (র)-এর হাদীসে নাসায়ীও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَّبِّكُمْ অর্থাৎ লোকটিকে কি এই অপরাধে হত্যা করিবে যে, সে বলে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং সে যে সত্যসহ আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সপক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করার পরও?

অত:পর লোকটি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলে যে,

وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ-

অর্থাৎ যদি ধরিয়া নেওয়া হয় যে, সে যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তবে তাহার মিথ্যাভাষণের জন্য সে-ই শাস্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইহার জন্য তাহাকে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রদান করিবেন। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহার কথা যদি সত্য হয় এবং এই সত্যবাদীকে যদি কষ্ট দাও তবে নিশ্চিত তোমাদিগের উপর আল্লাহ্র আযাব আপতিত হইবে। আর সে আমাদিগকে আযাবেরই ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। অতএব বিবেকমত তোমার উচিত হইবে তাহাকে তাহার কাজে স্বাধীনতা প্রদান করা। তাহাকে যাহারা বিশ্বাস করে করুক, তোমরা তাহার বিরোধীতা না করা। তুমি কেন অযথা তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাড়াইবে? উল্লেখ্য যে,

মূসা (আ) ও ফিরাউন ও তাহার কওমের লোকদিগের পক্ষ হইতে এমনই একটি প্রতিশ্রুতি কামনা করিতেছিলেন।

যেমন যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ - اَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ - وَاَنْ لاَتَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ - وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنَ - وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنَ -

অর্থাৎ ইহার পূর্বে আমি কওমে ফিরাউনকে পরীক্ষা করিয়াছি এবং তাহাদিগের নিকট সম্মানিত রাসূল প্রেরণ করিয়াছি। সে বান্দাদিগকে আমার ইবাদাত করার প্রতি আহবান জানাইয়া বলিয়াছিল, আমি তোমাদিগের প্রতিপালকের পক্ষের বিশ্বস্ত রাসূল। তোমরা আল্লাহ্ হইতে বিদ্রোহ করিও না, আমি তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ আসিয়াছি। তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার দুরভিসন্ধি করিলে তাহা হইতে আমি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট পানাহ প্রার্থনা করি। যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান গ্রহণ না কর তবে আমাকে আমার পথে চলার ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করিও না।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদিগকে বলিয়াছিলেন যে, খোদার বান্দাদিগকে খোদার দিকে আহবান করার সুযোগ আমাকে দাও, আমাকে কষ্ট দেওয়া হইতে তোমরা বিরত থাক এবং আমার ও তোমাদিগের মধ্যে আত্মীয়তা সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হইলেও আমাকে তোমরা দুঃখ দিও না।

যেমন এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى। অর্থাৎ বল, হে মুহাম্মদ! আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিনা। কেবল এতটুকু তোমরা লক্ষ্য রাখ যে, আমি তোমাদিগের আত্মীয়।

অর্থাৎ আত্মীয়তা সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করিয়া হইলেও তোমরা আমাকে দুঃখ দেওয়া হইতে বিরত থাক। অতএব তোমরা আমাকে কষ্ট দিও না এবং আমাকে ও আমার নির্দেশনায় পরিচালিত লোকদিগকে চলার পথে বাধা প্রদান হইতে বিরত থাক। উল্লেখ্য যে, সোল্হে হুদাইবিয়া এই ধরনেরই একটি অনুরোধমাখা অংগীকার পত্র ছিল; যাহাকে স্পষ্ট বিজয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল।

অতএব আলোচ্য আয়াতটির শেষাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

অর্থাৎ তোমাদিগের ধারণা মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন নাই; সে মিথ্যাবাদী। যদি এই কথা সত্য হইত তাহা হইলে তাহার মিথ্যাবাদীতা তাহার কাজকর্মের মাধমে আমাদিগের নিকট ধরা পড়িয়া যাইত। সে যদি সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হইত তাহা হইলে তাহার কথা ও কর্মের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা ও স্ববিরোধীতা পরিলক্ষিত হইত। অথচ সে একজন তাহার কথার অনুরূপ কর্ম সম্পাদনকারী এবং নিজের দাবীর উপর আপোষহীন ও অনড় অটল।

অত:পর সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমকে সাবধানী বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলেনঃ يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমাদিগের দেশে তোমরাই প্রবল।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই দেশের বাদশাহী দান করিয়াছেন। তোমাদিগের দেশে তোমাদিগের হুকুমই কার্যকরী হইয়া থাকে। বহু সম্মান তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন। অতএব এতসব নিয়ামতের জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শুক্‌র কর এবং তাঁহার রাসূলকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। আর যদি তোমরা তাঁহার রাসূলকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াসে ব্রতী হও তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর।

فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّٰهِ اِنْ جَاءَنَا অর্থাৎ আমাদিগের উপর যদি আল্লাহ্‌র শাস্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইলে কে তখন আমাদিগকে সাহায্য করিবে? এই সকল সৈন্য সামন্ত, জনশক্তি ও অর্থ-সম্পদ তখন কোন উপকারে আসিবে কি?

قَالَ فِرْعَوْنُ এই নেককার সত্যের পথিক বিচক্ষণ লোকটি যিনি ফিরাউনের চেয়ে বাদশাহীর জন্য অধিক উপযুক্ত তাহার উপরোক্ত উপদেশের প্রেক্ষিত জবাবে ফিরাউন বলিল, مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى আমি যাহা বুঝি আমি তোমাদিগকে তাহাই বলিতেছি। অর্থাৎ আমার মন যাহা বলিতেছে এবং আমার বিবেকে যাহা উদ্‌গত হইতেছে, আমি তাহাই তোমাদিগের সামনে যাহির করিতেছি। অথচ ফিরাউন মূসা (আ)-এর সত্যবাদীতা সম্বন্ধে যথাযথ অবগত ছিল এবং তিনি যে সত্য রাসূল তাহা তাহার ভাল করিয়াই জানা ছিল। ফিরাউন নির্লজ্জ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هٰؤُلَاۤءِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرُ অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে ফিরাউন! তুমি ভাল করিয়াই জান যে, এই সকল আশ্চর্যজনক জিনিস আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন,

وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা বশত যুলুম ও সীমা লংঘনপূর্বক তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল।

مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى অর্থাৎ ফিরাউন বলিয়াছিল, আমি যাহা বুঝি তাই আমি তোমাদিগকে বলি। তাহার এই কথা ছিল মিথ্যা। এই কথা বলিয়া সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সত্যবাদীতা মিথ্যার প্রলেপে ঢাকার অপচেষ্টা করিয়াছে আর সে তাহার প্রজাদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করিয়াছে। উপরন্ত সে বলিয়াছিল ঃ وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ আমি তোমদিগকে কেবল সৎপথই প্রদর্শন করাইয়া থাকি। অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে কেবল হক, সত্য ও সৎপথ দেখাইয়া থাকি। এই কথাটিও ফিরাউন মিথ্যা বলিয়াছিল যাহাতে তাহার সম্প্রদায় তাহার অনুসরণ করে এবং যাহাতে তাহার প্রজা তাহার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া না যায়।

যেমন এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ অর্থাৎ তাহারা ফিরাউনের নির্দেশের অনুসরণ করিল; কিন্তু ফিরাউন তাহাদিগকে কোন সৎপথ প্রদর্শন করিল না।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন ঃ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدٰى অর্থাৎ ফিরাউন তাহার কওমকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিল এবং তাহাদিগকে কোন সৎপথে প্রদর্শন করিল না।

হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যে নেতা তাহার অনুসারীদিগকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিবে সে মৃত্যুর পরে বেহেশ্তের সুবাসও পাইবে না। অথচ বেহেশ্তের সুবাস পাঁচশত বৎসর চলার দীর্ঘ পথ সমান দূর পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়ে।" আল্লাহ্ আমাদিগকে উহার সৌভাগ্য নছীব করুন।

(٣٠) وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ○

(٣١) مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

(٣٢) وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ○

(٣٣) يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ○

(٣٤) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ
مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۖ حَتّٰٓى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ
رَسُوْلًا ۚ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ۝

(٣٥) الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۚ كَبُرَ
مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ
مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩০. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দিনের আশংকা করি।

৩১. যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, আ'দ, ছামূদ এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রে। আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না।

৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের,

৩৩. যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিতে চাহিবে। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। আল্লাহ্ যাহাকে পথ ভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই।

৩৪. পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; কিন্তু সে যাহা লইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, তাহার পরে আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না। এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমা লংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে—

৩৫. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তাহাদিগের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এইভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন।

তাফসীর ঃ এখন আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন নেককার ব্যক্তির বাকী কথা বিবৃত করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, সেই ব্যক্তি তাহার কওমকে দুনিয়া ও আখিরাতের আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল ঃ

يَاقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ অর্থাৎ পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। যথা কওমে নূহ, কওমে 'আদ ও কওমে ছামূদের যাহারা তাহাদিগের নবীকে অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল। কী ভয়ংকর আযাব তাহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। তখন তো ঐ আযাব হইতে তাহাদিগকে কেহ রক্ষা করিতে পারে নাই। কেহ তো উহার মুকাবিলা করার সাহসও পায় নাই।

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ আল্লাহ্ বান্দাদিগের প্রতি কোন যুলুম করিতে চাহেন না। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে রাসূলকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে এবং রাসূলের কঠোর বিরোধীতা করার অপরাধে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ يَا قَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি কিয়ামত দিবসের।

অর্থাৎ এই স্থানে কিয়ামত দিবসকে يَوْمُ التَّنَادِ বলা হইয়াছে। সিংগায় ফুৎকার সম্পর্কীয় হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, যখন পৃথিবীতে কম্পন সৃষ্টি হইবে এবং মাটি ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে তখন মানুষ আতংকে এই দিক সেই দিক ভাগিতে থাকিবে এবং পলায়নরত মানুষ একে অপরকে ডাকিতে থাকিবে। যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন, এই আয়াতে সেই সময়ের কথা বলা হইয়াছে, যখন দোযখ সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে এবং লোকেরা উহার ভয়াবহতা প্রদর্শন করিয়া আতংকে এইদিক সেইদিক পলায়ন করিতে থাকিবে। পরে ফেরেশ্তারা তাহাদিগকে ধরিয়া হাশরের ময়দানে হাজির করিবেন।

যেমন বলা হইয়াছে যে, وَالْمَلَكُ عَلَى اَرْجَائِهَا অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ আকাশের প্রান্তদেশে অবস্থান করিবেন।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ۔

অর্থাৎ হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার অতিক্রম করিও; কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হাসান ও যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করা

হইয়াছে তাহারা يَوْمُ التَّنَادِ এর د কে তাশদীদসহ পাঠ করিয়াছেন। অর্থাৎ يَوْمُ التَّنَادِ এবং نَدَّ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা উট যদি চলার সময় অবাধ্যতা প্রকাশ করে তখন বলা হয় ند البعير ।

আর এক মতে বলা হইয়াছে যে, পাল্লায় যখন আমল মাপা হইবে তখন সেখানে একজন ফেরেশ্‌তা থাকিবে। পুণ্যের পাল্লা ভারী হইলে সে উচ্চ স্বরে বলিবে হে লোক সকল! অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। আজ হইতে তাহার ভাগ্যে আর কখনো দুঃখ স্পর্শ করিবে না। আর যদি কাহারো পুণ্যের পাল্লা হালকা হয় তখন সে উচ্চস্বরে বলিবে, অমুকের পুত্র অমুক দুর্ভাগ্যবান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

কাতাদাহ (র) বলেন, يَوْمُ التَّنَادِ বলার অর্থ হইল, প্রত্যেক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে ডাকিয়া তাহাদিগের আমলনামা সম্পর্কে অবহিত করিবে। অর্থাৎ একদল বেহেশ্‌তী অন্য একদল বেহেশ্‌তীকে এবং একদল দোযখী অন্য একদল দোযখীকে ডাকিয়া তাহদিগের আমলনামা ও পরিণাম ফল জানাইয়া দিবে।

আর এক দল বলেন, يَوْمُ التَّنَادِ বলা হইয়াছে এই জন্য যে, কিয়ামত দিবসে বেহেশ্‌তবাসীরা দোযখবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে ঃ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ قَالُوْا نَعَمْ অর্থাৎ আমাদিগের প্রভু আমাদিগের নিকট যে অংগীকার প্রদান করিয়াছিলেন আমরা তাহা সত্য হিসাবে পাইয়াছি. তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের প্রভু যাহা ওয়াদা করিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা সত্য হিসাবে পাইয়াছ? বেহেশ্‌তবাসীরা জবাবে বলিবে হ্যাঁ, আমরা আমাদিগের প্রভুর ওয়াদা সত্য হিসাবে পাইয়াছি।

আর জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবে اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ আমাদিগকে অল্প পরিমাণে পানি হইলেও পান করাও অথবা আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সকল খাদ্য দিয়াছেন উহা হইতে কিছু আমাদিগকে দান কর। বেহেশতবাসীরা জবাবে বলিবে, এখানের খাদ্য পানীয় আল্লাহ্ কাফিরদিগের জন্য হারাম করিয়াছেন। সূরা আ'রাফের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, এইভাবে কিয়ামতের দিন আ'রাফবাসীরা বেহেশ্‌তী ও দোযখীদিগকে ডাকিতে থাকিবে।

বাগভী (র) প্রমুখ বলেন, উপরোক্ত প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই যথার্থ এবং ইহার সমষ্টিকেই يَوْمُ التَّنَادِ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এই মন্তব্যটি চমৎকার হইয়াছে। ইহাতে সার্বিক মাধুর্যতা রক্ষা পাইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ যেদিন তোমার পাশ্চাৎ ফিরিয়া পলায়ন করিবে।

كَلَّا لَاوَزَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ না, সেদিন কোন আশ্রয় নাই; সেদিন তোমার প্রতিপালকের নিকট ঠাঁই হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ مَالَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ অর্থাৎ সেদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহাকে অন্য কেহ হিদায়াত দান করিতে পারে না। অত:পর বলা হইয়াছে ঃ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ অর্থাৎ পূর্বেও তোমাদিগের নিকট ইউসুফ (আ) আসিয়াছিলেন স্পষ্ট নিদর্শনসহ। অর্থাৎ মিশরে মূসা (আ)-এর পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইউসুফ (আ) মিশরের আযীয বা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাসূল হিসাবে তিনি মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিতেন; কিন্তু তাহারা তাহার আহ্বান-আদেশ মান্য করিত না। অবশ্য যদিও সরকার প্রধান হিসাবে তাঁহার রাষ্ট্রীয় আদেশ নিষেধ মান্য করিতে তাহারা বাধ্য থাকিত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

فَمَازِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا۔

অর্থাৎ কিন্তু তিনি যাহা লইয়া আসিয়াছিলেন তোমরা তাহাতে সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, ইউসুফের পরে আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না।

لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا অর্থাৎ এই কথা তাহারা তাঁহার রিসালাতের অস্বীকার ও কুফ্‌রীমূলক বলিয়াছে।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ এইভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীগণকে। অর্থাৎ যাহারা কর্মের মধ্যে সীমালংঘন করে এবং মনের মধ্যে সংশয় পোষণ করে তাহাদিগের অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ তাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল প্রমাণ না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা মিথ্যা দ্বারা সত্যকে আড়াল করিয়া রাখে এবং যুক্তি ছাড়া অন্যায়ভাবে মজবুত যুক্তিকে অস্বীকার করে তাহাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তাহাদিগের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং বিশ্বাসীদিগের দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষের বিষয়।

অর্থাৎ এই ধরনের বিশেষণে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং এহেন কর্মে লিপ্ত থাকে যাহারা তাহাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট থাকার জন্য মুমিনরাও তাহাদিগের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। আর যুক্তিকে যুক্তিহীনভাবে অস্বীকার করার প্রবণতা যাহাদিগের মধ্যে থাকে তাহাদিগের নিকট ভাল জিনিস ভাল বলিয়া মালূম হয় না এবং মন্দ জিনিস মন্দ বলিয়া মালূম হয় না।

তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করিয়া দেন। অর্থাৎ যাহাতে তাহারা সত্যকে অনুধাবন ও অনুসরণ না করিতে পারে।

ইকরামা (র) হইতে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও অন্য সূত্রে শা'বী (র) হইতে রেওয়ায়েত করা হইয়াছে ঃ ইহারা উভয়ে বলিয়াছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক স্বৈরাচারী হিসাবে গণ্য হয় না যতক্ষণ না সে দুইটি লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।

আবূ ইমরান জাওনী ও কাতাদাহ (র) বলেন যে, অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করা হইল স্বৈরাচারীর পরিচয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ

(٣٧) اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۗ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۠

৩৬. ফিরাউন বলিল, হে হামান ! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ, যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন—

৩৭. আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এইভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভনীয় করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে এবং তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল সরল পথ হইতে এবং ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে।

তাফসীর ঃ মূসা (আ)-এর নবুয়্যাতের অস্বীকারকারী ও মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ প্রদানকারী ফিরাউন সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, সে তাহার প্রধানমন্ত্রী

হামানকে তাহার জন্য একটি উঁচু প্রাসাদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছিল, যে প্রাসাদের গাঁথুনী হইবে ইট ও চুনার।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَوْقِدْ لِىْ يَاهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِىْ صَرْحًا

অর্থাৎ হে হামান! মাটি পুড়িয়া পাকা ইট দিয়া আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর।

এই জন্য ইবরাহীম নখই (র) প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন, কবর পাকা করা এবং উহাতে চুনা রং করা মাকরূহ বলিয়া মনে করেন। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থাৎ যাহাতে আমি পাইব অবলম্বন আসমানে আরোহণের ।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও আবূ সালিহ্ (র) বলেন, اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থ আকাশের দরওয়াজা সমূহ। আর কেহ বলিয়াছেন ঃ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ অর্থ আকাশে আরোহণের পথসমূহ! فَاطَّلِعَ اِلَىٰ اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا অর্থাৎ এবং যাহাতে দেখিতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো উহাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি।

অর্থাৎ মূসা (আ) যে আল্লাহ্র রাসূল তাহা সে অস্বীকার করিত। আর ইহাও তাহার একটি কুফ্রী। وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ এইভাবেই ফিরাউনের নিকট শোভন প্রতীয়মান করা হইয়াছিল তাহার মন্দ কর্মকে ও সরল পথ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছিল।

অর্থাৎ এই ধরনের কাজ করিয়া ফিরাউন জনগণকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, দেখ, আমি এমন একটি কর্মসূচী হাতে নিয়াছি যাহাদ্বারা মূসার মিথ্যাবাদীতার পর্দা খুলিয়া যাইবে। আর আমার মত তোমাদিগেরও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে, মূসা মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী।

ফিরাউনের এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ। ফিরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছিল সম্পূর্ণরূপে। ইব্ন আব্বাস ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ অর্থ اِلَّا فِىْ خَسَارٍ। অর্থাৎ ফিরাউন ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(٣٨) وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ

(٣٩) يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ز وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ ○

(٤٠) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ج وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

৩৮. মু'মিন ব্যক্তিটি বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস।

৪০. কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাইবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা মু'মিন হইয়া সৎকর্ম করে তাহারা দাখিল হইবে জান্নাতে, যেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

তাফসীর ঃ আলে ফিরাউনের কিব্‌তী সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহার কওমের উদ্ধত, আত্মশ্লাঘা ও স্বৈরাচারী এবং যাহারা মহাশক্তিমত্তার অধিকারী আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া পার্থিব জীবনের সাময়িক সুখ ভোগে নিজেদেরকে এলাইয়া দিয়াছে তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদিগকে সঠিক পথে পরিচালিত করিব।

অর্থাৎ ফিরাউন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া যেভাবে বলিয়াছিল ঃ وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلاَّ سَبِيْلَ الرَّشَادِ। আমি তোমাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিব। এই লোকটির আহবান ফিরাউনের মত মিথ্যামিশ্রিত ছিল না।

অত:পর সেই লোকটি মূসা (আ)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদানপূর্বক সকলকে দুনিয়ার জীবনের প্রতি নিস্পৃহা সৃষ্টির এবং আখেরাতের জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও আকাংখা সৃষ্টির আহ্বান জানাইয়া বলেন ঃ يَاقَوْمِ اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। অর্থাৎ পার্থিব জীবন তো বিলুপ্তির পথে অগ্রসরমান ছায়ার মত এবং যাহা ভবিষ্যতে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার স্থায়ীত্বের মেয়াদ খুবই স্বল্প দিনের।

আর وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ পরকাল হইতেছে চিরস্থায়ী আবাস। অর্থাৎ পরকাল বা আখেরাত এমন একটি জায়গা, যাহার কোন বিলুপ্তি নাই এবং যাহার সময়ের কোন সীমা নাই। আর যে স্থানে আল্লাহ্‌র রহমত সর্বক্ষণের জন্য বর্তমান থাকে।

অত:পর বলিয়াছেন ঃ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا অর্থাৎ কেহ মন্দ কর্ম করিলে সে কেবল তাহার মন্দের অনুরূপ শাস্তি পাইবে।

আর وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসী হইয়া সৎকর্ম করে, তাহারা দাখিল হইবে বেহেশ্‌তে, সেথায় তাহাদিগকে দেওয়া হইবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।

অর্থাৎ নেকীর ছাওয়াব আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত হস্তে দান করিবেন, যাহার নির্ধারিত কোন সীমা বা গুনতি নাই। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(٤١) وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ۝

(٤٢) تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۡ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۝

(٤٣) لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا
وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ
النَّارِ ۝

(٤٤) فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۗ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
بَصِيْرٌ ۢبِالْعِبَادِ ۝

(٤٥) فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ
سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

(٤٦) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ

اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছে জাহান্নামের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিতে এবং তাহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে যাহার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে।

৪৩. নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও আহ্বানযোগ্য নহে। বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং সীমালংনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী।

৪৪. আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা অচিরেই স্মরণ করিবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌তে অর্পণ করেতেছি; আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

৪৫. অত:পর আল্লাহ্ তাহাকে উহাদিগের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করিল ফিরাউন সম্প্রদায়কে।

৪৬. সকাল-সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটিবে সেদিন বলা হইবে, ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।

তাফসীর ঃ আলে ফিরাউনের সেই মু'মিন ব্যক্তি তাহাদিগকে বলিতেছে যে, কি আশ্চর্য! আমি তোমাদিগকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছি অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করা ও তাঁহার প্রেরিত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের দিকে ডাকিতেছি وَتَدْعُوْنَنِىْ اِلَى النَّارِ - تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ আর তোমরা আমাকে ডাকিতেছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে বলিতেছ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিতে এবং তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যাহার সমর্থনে আমার নিকট কোন দলীল নাই।

وَ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ পক্ষান্তরে আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহ্‌র দিকে। অর্থাৎ তিনি তাঁহার ইয্‌যাত ও বড়ত্বের গুণে তাঁহার নিকট যে তাওবা করে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

لَاجَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ অর্থাৎ, তোমরা আমাকে আহ্বান করিতেছ তাহার দিকে, যে ইহার যোগ্য নহে। অর্থাৎ সেই মু'মিন লোকটি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বল, সেকি ইহার যোগ্য?

সুদ্দী ও ইব্‌ন জারীর (র) বলেন لَاجَرَمَ অর্থ হক বা সত্য অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তোমরা আমাকে কাহার ইবাদত করার জন্য আহ্বান করিতেছ ? সে কি ইবাদতের যোগ্য এবং মা'বুদ হিসাবে কি সে সত্য? যাহ্‌হাক (র) বলেন, لَاجَرَمَ এর মর্মার্থ হইল মিথ্যা বা ভ্রান্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) لَاجَرَمَ এর ব্যাখ্যায় বলেন,আশ্চর্য! তোমরা আমাকে এমন এমনসব দেব-দেবীর ইবাদতের জন্য আহ্বান করিতেছ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِىْ الدُّنْيَا وَلَا فِىْ الْاٰخِرَةِ যাহারা ইলোক পরলোকে কোথাও ইহার যোগ্য নহে।

মুজাহিদ (র) বলেন, দেব-দেবতা এমন সব সত্ত্বা, যাহারা ব্যক্তিগতভাবে কোন বিশেষ শক্তির অধিকারী নয় এবং ইখতিয়ারী শক্তিও তাহাদিগের নাই।

কাতাদাহ (র) বলেন, দেব-দেবতারা না পারে কোন উপকার করিতে এবং না পারে কাহারো কোন ক্ষতি সাধন করিতে।

সুদ্দী (র) বলেন, দেব-দেতবতার নিকট যাহারা প্রার্থনা করে, সেই প্রার্থনা পূরণ করিতে ইহলোক ও পরলোকে তাহারা অক্ষম।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ اَضَلَّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَايَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ -

অর্থাৎ উহার চেয়ে বড় ভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য দিগের প্রার্থনা করে যাহরা কিয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রার্থনা শুনার মত ক্ষমতা রাখেনা এবং যাহাদিগের এই খবরই নাই যে, কে তাহাদিগকে ডাকিতেছে। আর যাহারা কিয়ামতের দিন তাহাদিগের প্রার্থনাকারীদিগের শত্রু হিসাবে প্রকাশিত হইবে এবং ঐ দিন তাহারা তাহাদিগের ইবাদাত করার বিষয়টা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবে।

অন্য আর একটি আয়াতে আসিয়াছে যে اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَايَسْمَعُوْا دُعَائَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা উহাদিগকে ডাক উহারা সেই ডাক শুনেনা। আর যদি শুনেও তবে উহার জবাব দিতে তাহারা অক্ষম।

وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ বস্তুত আমাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট। অর্থাৎ আমরা পরলোকে প্রত্যাবর্তিত হইব। তথায় আমলের প্রতিদান প্রদান করা হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী হইবে। অর্থাৎ সীমালংঘন করার কারণে উহারা জাহান্নামী হইবে। আর আল্লাহ্র একত্বতার মধ্যে শিরক প্রতিপন্ন করার অর্থ হইল সীমালংঘন করা।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তোমরা তাহা ভবিষ্যতে স্মরণ করিবে। অর্থাৎ আমি যে সকল আদেশ-নিষেধ তোমাদিগকে করিয়াছিলাম এবং যে সকল উপদেশ তোমাদিগকে দান করিয়াছিলাম তাহা অদূর ভবিষ্যতে তোমরা স্মরণ করিবে। তখন তোমরা অনুশোচনা করিবে; কিন্তু তখন তাহার আর কোন মূল্য হইবে না।

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করি, তাঁহারই নিকট সাহায্য চাহি, তোমার নিকট আমার প্রয়োজনের প্রার্থনায় কোন মাধ্যমে আমি বিশ্বাস করি না এবং আমি একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি।

اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াত দান করেন এবং যে গোমরাহীর উপযুক্ত তাহাকে গোমরাহীর পথে পরিচালিত করেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ যুক্তিযুক্ত এবং প্রত্যেকটি কাজ তিনি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন করেন।

অত:পর বলা হইয়াছে যে فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَامَكَرُوْا অর্থাৎ অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহাদিগের ইহলোকিক ও পরলৌকিক অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে পার্থিব শাস্তি হইতে মূসা (আ)-এর সহিত নাজাত দান করিলেন এবং পরকালে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ এবং কঠিন শাস্তি গ্রাস করিল ফিরাউন সম্প্রদায়কে। অর্থাৎ উহাদিগকে সাগরে ডুবাইয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। পরে উহাদিগের সহিত জাহান্নামের সংযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক সকাল ও সন্ধ্যায় উহাদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। এইভাবে বিচার দিবস পর্যন্ত উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন সশরীরে উহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে।

তাই বলা হইয়াছে যে, يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন ফিরিশতাদিগকে বলা হইবে, ফিরাউন সম্প্রদায়কে মর্মবিদারক কঠিন শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ কর।

উল্লেখ্য যে, আলমে বরযখ বা কবরের মধ্যে রূহের উপর শাস্তি হইবে বলিয়া মত পোষণকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের স্বপক্ষে এই আয়াতটি একটি মযবূত

দলীল। আর আয়াতটির বিশেষ অংশটুকু এই اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় উহাদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের সম্মুখে।

অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আলোচ্য এই আয়াতটি মক্কী, আর এই আয়াতটি কিভাবে আলমে বরযখে রূহ অবস্থান কালীন সময়ে উহাদিগের উপর আযাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে? কেননা মক্কী জীবনে হুযূর (সা) জানিতেন না যে, কবরে আযাব হবে। এ সম্পর্কে কোন ইলম ছিল না।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হাশিম আবুন নযব (র) .....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। আয়িশা (রা) বলেন যে, তার খিদমাতের উদ্দেশ্যে প্রায়ই একজন ইয়াহুদী মহিলা তাঁহার নিকট আসিত। আয়িশা (রা) সেই মহিলাটির উপর করুণা করিলে সে তাঁহাকে এই দু'আ করিত যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। অত:পর তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের পূর্বে কবরেও কি আযাব হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? তখন তিনি তাঁহাকে ইয়াহুদী মহিলার ঘটনা বিবৃত করেন এবং বলেন, আমি তাহাকে সামান্য কোন উপকার করিলেই সে আমাকে দু'আ করে যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইয়াহুদীরা মিথ্যা বলে, তাহারা আল্লাহ্র উপরও মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে। মূলত কিয়ামত দিবসের পূর্বে কোন আযাব দেওয়া হইবে না।

অত:পর একদিন দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাপড় মাটিতে টানিতে টানিতে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হন। তখন তাহার চোখ দুইটিও ছিল লাল। এই অবস্থায় তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়া বলিতেছিলেন ঃ " হে লোক সকল! কবর একটি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের টুকরা। তোমরা যদি কবরের কঠিন পরিস্থিতির কথা জানিতে তাহা হইলে তোমরা বেশি করিয়া কাঁদিতে এবং খুব অল্পই হাসিতে। হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা কর। কেননা কবর আযাব সত্য।"

আলোচ্য হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলিয়া সাব্যস্ত। তবে সহীহদ্বয় এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

আহমদ ও মুসলিম (র) ইয়াযীদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা তাঁহার নিকট জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে তিনি তাহাকে ভিক্ষা দেন। ফলে ইয়াহুদী মহিলা তাঁহাকে দু'আ করেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে কবরের আযাব হইতে রক্ষা করুন। কিন্তু আয়িশা (রা) মহিলার এই দু'আ প্রত্যাখ্যান করেন এবং হুযূর (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা

করিলে বলেন, না, (কবরে কোন আযাব হইবে না)। ইহার পর একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলেন, "আমার নিকট ওহী হইয়াছে যে, তোমাদিগকে কবরে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে।" এই হাদীসটিও বুখারী মুসলিমের শর্তে সহীহ্।

এখন বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত হাদীস এবং আলোচ্য আয়াতটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান কিভাবে কায়িম করা যাইতে পারে? ইহার দ্বারা কি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে সশরীরে মানুষের উপর শাস্তি হইবে?

উত্তর ঃ আলোচ্য আয়াতটির দ্বারা এই কথা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বরযখে রূহসমূহকে সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

তবে এই আযাব কি সশরীরে আত্মার উপর হইবে কিনা ইহা বুঝা যায় না। কেননা আয়াতে ইহাকে আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং সশরীরে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি কেবল মাত্র হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত, যাহা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হইবে।

আর এই উত্তরও দেওয়া যাইতে পারে যে, আয়াত প্রমাণ করে যে, কবরে আযাব হইবে কাফিরদের জন্য। এবং মু'মিনদিগকে তাহাদের পাপের জন্য কোন আযাব হইবে প্রমাণ করে না। ইহার উপর প্রমাণস্বরূপ এখন আরো বিস্তারিত আলোচনা করিব।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, উসমান ইব্‌ন উমর (র) ..... আয়েশা হইতে বর্ণিত। আয়িশা (রা) বলেন ঃ একদা জনৈকা ইয়াহুদী মহিলা তাঁহার নিকট বসা ছিল। এমন সময় রাসলুল্লাহ্ (সা)ও আসিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন ইয়াহুদী মহিলা আয়িশা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলে, কবরে যে তোমরা পরীক্ষিত হইবে তাহা তুমি জান কি? এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাঁপিয়া উঠেন এবং বলেন, কবরে কেবল ইয়াহুদীরাই পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। অত:পর আয়িশা (রা) বলেন, ইহার কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "শুনিয়া রাখ, তোমরা কবরে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।" আয়িশা (রা) বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবর আযাব হইতে পানাহ চাইতেন।

মুসলিম (র) হারুন ইবন সায়ীদ ও হারমালা (র) ..... যুহরী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য মক্কী আয়াতটি দ্বারা কেবল এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, আলমে বরযখে কেবল রূহ এর উপর শাস্তি হয়। ইহার দ্বারা বুঝা যায় না যে, আলমে বরযখ বা কবরে রূহসহ শরীরের উপরও আযাব হয়। তাহার পর যখন বিশেভাবে সশরীরের কবরে আযাব সম্পর্কে ওহী অবতীর্ণ হইল তখন হইতে নবী (সা) কবর আযাব হইতে পানাহ চাইতে লাগিলেন।

ইমাম বুখারী (র) শু'বা (র) এর হাদীস ইবন আবূ শা'ছা (র) .....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, একদা এক ইয়াহুদী মহিলা আমার ঘরে বসিয়া বলে, আমি আল্লাহ্র নিকট কবরের আযাব হইতে পানাহ চাই। অত:পর আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কবরের আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, কবর আযাব সত্য।" আয়িশা (রা) বলেন ইহার পর আমি এমন দেখি নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক সালাতের পর কবর আযাব হইতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ না চাহিয়াছেন।

অতএব এই হাদীসটি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত ওহী অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে তিনি ইয়াহুদী মহিলার সংবাদের সত্যতা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। কেননা পূর্ববর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেবল এই কথা জানিতেন যে, কবরে কাফিরদিগেরই কেবল শাস্তি হইবে। উল্লেখ্য যে, কবর আযাব সম্পর্কে বহু হাদীস রহিয়াছে। তাহা দ্বারা এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, কবরে সশরীরে শাস্তি প্রদান করা হইবে।

কাতাদাহ (রা) غُدُوًّا وَعَشِيًّا এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, পৃথিবী ধ্বংস হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধায় আলে ফিরাউনকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করান হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, পাপিষ্ঠরা! তোমাদিগের আসল আবাসস্থল এই। অনন্তকাল তোমরা এই স্থানে থাকিবে। ইহাতে উহাদিগের দুঃখ ও বেদনা বাড়িয়া যাইবে। আর ইহাতে তাহারা ভীষণ অপমান বোধ করিবে।

ইব্ন যায়দ (রা) বলেন, প্রত্যেক দিন সকাল বিকাল উহাদিগের সহিত এমন ব্যবহার করা হইবে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এই ধারা চালু থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, আবূ সায়ীদ (রা) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শহীদদিগের আত্মাসমূহ সবুজ রং এর পাখীর রূপে জান্নাতে অবস্থান করিবে। তাহারা জান্নাতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে। মু'মিনদিগের মৃত বাচ্চাদিগের আত্মাসমূহ চড়ুই পাখীরূপে বেহেশতে অবস্থান করিবে। তাহারা বেহেশতের যথায় ইচ্ছা তথায় উড়িয়া বেড়াইবে এবং তাহারা যাইয়া আরশের নিচে ঝুলানো প্রদীপের ছায়ায় বিশ্রাম নিবে। আর আলে ফিরাউনের আত্মাসমূহ কাল পাখীরূপে থাকিবে। প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যায় তাহারা জাহান্নামের নিকট যাইতে বাধ্য হইবে।

সাওরী (র) আবূ কায়স (র) সূত্রে আলে ফিরআউন সম্পর্কে উল্লেখিত উক্তিটি আবূল হুযাইল (র)ও নিজস্ব উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আবূ হারুন আল আব্দী মেরাজের হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)

বলিয়াছেন ঃ "অত:পর আমাকে নিয়া একদল লোকের সামনে হাজির করা হইল, যাহাদিগের প্রত্যেকের পেট ঘরের মত বিশাল আকারের ছিল। উহারা আলে-ফিরাউনের পাশে বন্দি অবস্থায় ছিল। আর আলে-ফিরাউনকে প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যায় জাহান্নামের পাশে উপস্থিত করা হয়। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।) তথায় আলে-ফিরাউন লাগাম বাঁধা উটের ন্যায়। গাছ ও পাথরের উপর মুখ থুবড়াইতে থাকিবে এবং তাহারা কিছুই বুঝিবেনা।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেন, আলী ইবন হুসাইন (রা) ..... ইব্‌ন মাসউদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান অথবা কাফিরের মধ্যে যে কোন ইহসান করিবে সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্রতিদান পাইবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাফিরদিগকে কি প্রতিদান দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন ঃ "যদি কোন কাফির কাহারো উপর করুণা করে অথবা কাহাকেও যদি দান করে অথবা যদি কোন ভাল কাজ করে তাহা হইলে তাহাকে অর্থ সম্পদে, সন্তান-সন্ততিতে ও স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে প্রভূত কল্যাণ ও উন্নতি দান করিবেন।"

আমরা আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরকালে তাহাকে কি দেওয়া হইবে? তিনি বলিলেন ঃ "কঠিন আযাব না দিয়া অপেক্ষাকৃত হালকা আযাব তাহাকে প্রদান করা হইবে।" পরিশেষে তিনি পাঠ করেন ঃ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ অর্থাৎ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। ইহাকে বায্যার (র) তাহার মুসনাদে যায়দ ইব্‌ন আখরাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... হাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ফাযারী বল্‌খী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আওযায়ী (র)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিল যে, আমাকে ইহার মর্ম বুঝাইয়া দাও। আমি প্রত্যেকদিন সকালে ঝাকে ঝাকে সাদা পাখী সাগরবক্ষ হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে উড়িয়া যাইতে দেখি। পাখীর সংখ্যা এত অধিক যে, উহা গণনা করা সাধ্যের বাহিরে। সন্ধ্যায় আবার উহারা দল বাঁধিয়া ঝাকে ঝাকে প্রত্যাবর্তন করিতে থাকে। কিন্তু তখন পাখীগুলির রং কাল দেখা যায়।

তিনি বলিলেন, তুমি ভাল করিয়া দেখিয়াছ? ঐ পাখীগুলির শরীরের মধ্যে ফিরাউন সম্প্রদায়ের আত্মাসমূহ রহিয়াছে। যাহাদিগকে সকাল সন্ধ্যায় দোযখের নিকটে উপস্থিত

করা হয়। পরে তাহারা আবার নীড়ের দিকে উড়িয়া যায়। উহাদিগকে দোযখের নিকট উপস্থিত করার কারণে উহাদিগের শুভ্র পালক পুড়িয়া কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া যায়। কিন্তু রাতের মধ্যে উহাদিগের পোড়া কাল পালক সাদা হইয়া যায় এবং সকালে আবার উহারা উড়িয়া যাইয়া দোযখের সম্মুখে উপস্থিত হয়। পৃথিবী যতদিন অবশিষ্ট থাকিবে ততদিন উহাদিগের উপর এই আযাব চলিতে থাকিবে। অত:পর কিয়ামত দিবসে উহাদিগকে বলা হইবে ঃ اُدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ (অর্থাৎ ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে)। বলা হয় যে, পাখীর সংখ্যা ছিল ফিরাউনের সৈন্য সংখ্যার সমান ছয় লক্ষ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইসহাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ "কেহ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে সকাল সন্ধ্যা তাহার সম্মুখে তাহার নির্ধারিত স্থান উপস্থিত করা হয়। যদি সে বেহেশতী হয় তাহা হইলে বেহেশতের স্থান তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং যদি দোযখী হয় তাহা হইলে তাহার সম্মুখে দোযখের স্থান উপস্থিত করা হয়। আর বলা হয়, ইহা তোমার পরকালীন আবাসস্থল—পরকালের এই স্থানে তোমাকে প্রেরণ করা হইবে।" বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম মালিক (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণিত হইয়াছ।

(٤٧) وَ اِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ○

(٤٨) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ○

(٤٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

(٥٠) قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط قَالُوْا بَلٰى ط قَالُوْا فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○ع

৪৭. যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পরে বিতর্কে লিপ্ত হইবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদিগকে বলিবে, আমরা তো তোমাদিগেরই অনুসারী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদিগের হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে?

৪৮. দাম্ভিকেরা বলিবে, আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি; আর আল্লাহ্ তো বান্দাদিগের বিচার করিয়া ফেলিয়াছেন

৪৯. জাহান্নামীরা উহার প্রহরীদিগকে বলিবে, তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদিগ হইতে লাঘব করেন শাস্তি একদিনের।

৫০. তাহারা বলিবে, তোমাদিগের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদিগের রাসূলগণ আসেন নাই? জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিল। প্রহরীরা বলিবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর আর কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, জাহান্নামীরা পরস্পর পরস্পরে ঝগড়া করিবে। ফিরাউনের সহিত তাহার কওমের লোকেরাও ঝগড়া করিবে। অর্থাৎ দুর্বল বা অনুসারীরা তাহাদিগের নেতা ও অনুসরণীয়দিগের সহিত তুমুল বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবে। তাহারা বলিবে ঃ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا। অর্থাৎ আমরা তো তোমাদিগেরই অনুসারী ছিলাম। দুনিয়ায় বসিয়া তোমরা আমাদগিকে কুফর ও ভ্রান্তির দিকে আহ্বান করিয়াছিলে ঃ

فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ অর্থাৎ এখন কি তোমরা আমাদিগ হইতে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করিবে? আমাদিগের আযাবের কিয়দংশের ভাগী তোমরা হইবে?

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا অর্থাৎ প্রবল বা নেতারা বলিবে, আমরা তোমাদিগের শাস্তির ভাগী হইতে অপারগ, তোমাদিগের শস্তি লাঘব করিতেও অপরাগ। কেননা মোতাদিগের মত আমরাও জাহান্নামে আছি। জাহান্নামের কঠিন শাস্তি আমরা পোহাইতেছি।

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ অর্থাৎ নেতারা বলিবে, আল্লাহ্ তাহার বিচারকার্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বদ আমল অনুপাতে যে যতটুকু শাস্তির উপযুক্ত তাকে ততটুকু শাস্তি প্রদানের তিনি হুকুম জারী করিয়াছেন। এখন এই শাস্তি রহিত করা বা লাঘব করা সাধ্যের বাহিরে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَعْلَمُوْنَ - وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمً مِّنَ الْعَذَابِ -

অর্থৎ প্রত্যেকের আযাব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু তোমরা উহা জাননা। অত:পর জাহান্নামীবাসীরা দোযখের প্রহরীদিগের নিকট বলিবে যে, তোমরা আল্লাহ্র

নিকট আমাদিগের আযাব একদিনের জন্য হইলেও লাঘব করার জন্য একটু প্রার্থনা কর। তাহারা বলিবে যে, তাহাদের কোন প্রার্থনা গ্রহণ করা হইবে না। বরং বলা হইবে যে اَخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ অর্থাৎ প্রহরীরা তখন তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে থাক, আমাদিগের সহিত কোন কথা বলিও না।

জাহান্নামের প্রহরীদিগের মেজায থাকিবে জেলখানার রক্ষীদিগের মত। জাহান্নামবাসীরা যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের আযাব ও শাস্তি একদিনের জন্য হইলেও স্থগিত রাখার অনুরোধ করিবে তখন তাহারা তাহাদিগের আবেদন নাচক করিয়া দিয়া বলিবে اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ তোমদিগের নিকট কি তোমাদিগের রাসূলগণ আসেন নাই? তাহারা কি পৃথিবীতে তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশিত পথে চলার জন্য দলীলসহ আহ্বান জানান নাই?

قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا অর্থাৎ জাহান্নামীরা বলিবে, অবশ্যই আসিয়াছিলেন। প্রহরীরা বলিবে, তবে তোমরাই আহ্বান কর। আমরা তোমাদিগের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কোন অনুরোধ করিতে পারিব না। তোমাদিগের কোন কথা শুনার মত মানসিকতাও আমাদিগের নাই। উপরন্তু আমরা তোমাদের মুক্তিও চাই না। আমরা তোমাদের হইতে দায়িত্বমুক্ত। অত:পর আমরা তোমাদিগকে বলিয়াছি, তোমরা আহ্বান কর আর নাই কর, তোমাদের আহ্বান গ্রহণ করা হইবে না। এবং তোমাদের আযাব লাঘব করা হইবে না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফিরদিগের আহ্বান ব্যর্থই হয়। তাহাদিগের কোন আহ্বান কবুল ও গ্রহণ করা হইবে না।

(٥١) اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۙ○

(٥٢) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ○

(٥٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۙ○

(٥٤) هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ○

(٥٥) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ○

(٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ
اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ
هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে ও মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হইবে।

৫২. যেদিন যালিমদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লা'নত এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট আবাস।

৫৩. আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম পথনির্দেশ এবং বনী ইস্রাইলকে উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম সেই কিতাবের,

৫৪. পথ নির্দেশ ও উপদেশ স্বরূপ, বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদিগের জন্য।

৫৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, তুমি তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

৫৬. যাহারা নিজদিগের নিকট কোন দলীল না থাকিলেও আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় উহাদিগের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, যাহা সফল হইবার নহে। অতএব আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (র) এই اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াতটির উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন, এই কথা জানা আছে কিছু সংখ্যক নবীকে তাঁহার কওমের লোকেরা হত্যা করিয়াছে। যেমন হযরত ইয়াহিয়া (আ) হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুয়াইব (আ) প্রমুখ। আর স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া হিজরাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত

ঈসা (আ) কে ঊর্ধ্বলোকে তুলিয়া নিয়াছিলেন। অতএব আল্লাহ্ যে তাঁহার রাসূল ও বিশ্বাসীদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করার ওয়াদা করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কিরূপে ?

অত:পর তিনি এই প্রশ্নটির দুইটি জবাব উল্লেখ করিয়াছেন ঃ এক, এই স্থানে আলোচনার মধ্যে যদিও সামগ্রিকতা রহিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কতিপয়কে উদ্দেশ্য নেওয়া হইয়াছে। আর ভাষা শাস্ত্রে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইহার প্রচুর প্রচলন রহিয়াছে যে, কখনো কখনো সামগ্রিকতা বলিয়া কতিপয় ও আংশিকতা উদ্দেশ্য নেওয়া হইয়া থাকে।

দুই, এই স্থানে সাহায্য করার অর্থ হইল ক্লেশ ও যাতনাদানকারী হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যাতে তাহাদের উপস্থিতিতে অথবা অনুপস্থিতিতে অথবা তাহাদের মৃত্যুর পরে যে প্রকারেই হউক প্রতিশোধ নেওয়া। তাই দেখা যায় যে, হযরত ইয়াহিয়া (আ), হযরত যাকারিয়া (আ) ও হযরত শুআইব (আ)-এর হত্যাকারীদিগের প্রতি তাহাদিগের শত্রুদিগকে বিজয়ী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুবাহিনী তাহাদিগের লাঞ্ছিত করিয়াছে এবং হত্যা করিয়াছে। আর এও উল্লেখ আছে যে, পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান আল্লাহ্ কিরূপে তাহাকে ধ্বংস করিয়াছেন। আর হযরত ঈসা (আ)-কে যে সকল ইয়াহুদীরা ক্রুশবিদ্ধ করার অপবাদ দিয়াছিল তাহাদিগের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রুম সম্রাটকে বিজয়ী করিয়া কত অপমান ও লজ্জাকর পরিণতির সম্মুখীন তাহাদিগকে করিয়াছিলেন। অত:পর কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আ) একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হিসাবে আবার আবির্ভূত হইবেন। তখন তিনি দাজ্জালসহ উহার সহযোগী ইয়াহুদীদিগকে এবং শুকরগুলোকে হত্যা করিয়া শেষ করিয়া দিবেন। ক্রুশ ভাংগিয়া মিসমার করিয়া ফেলিবেন। তিনি জিযিয়া কর বাতিল করিয়া দিবেন। অত:পর ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত কাহারো বাঁচিয়া থাকার অন্য কোন পথ থাকিবে না। ইহা আল্লাহ্‌র বৃহত্তম সাহায্য। পুরাকাল হইতে এই ধারায় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে পার্থিব জীবনে সাহায্য করেন এবং স্বয়ং তিনি তাহাদিগের শত্রুদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ের দুঃখ দুর করেন এবং প্রশান্তি আনয়ন করেন।

সহীহ বুখারীর মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রিয়জনদিগের সহিত শত্রুতা করে সে আমাকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করে।"

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি আমার প্রিয়জনদিগের পক্ষ হইতে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকি, যেমন সিংহ প্রতিশোধ লইয়া থাকে।

তাই দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা কওমে নূহ, 'আদ, ছামুদ, আসহাবুর রাস, কওমে লূত ও আহলে মাদাইন প্রভৃতি জনগোষ্ঠীকে তিনি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। যাহারাই এইভাবে তাঁহার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধচারণ করিয়াছিল তাহাদিগকে তিনি সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা ঈমানদার ছিলেন তাহাদিগকে তিনি আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের একজনও ধ্বংস হন নাই এবং কাফির কওমদিগকে এমনভাবে আযাব দিয়াছেন যে, তাহাদের কেহই রক্ষা পায় নাই।

সুদ্দী (র) বলেন, যখনই কোন নবী অথবা মু'মিন আল্লাহ্‌র পয়গাম লইয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহারা উহাদিগগের পয়গাম গ্রহণ না করিয়া যখনই উহাদিগকে অসম্মানিত করিয়াছে বা হত্যা করিয়াছে, বিলম্বিত না হইয়া তখনই তাহাদিগের উপর আযাব আপতিত হইয়াছে। তাহাদিগের অসম্মান ও হত্যাকারীদিগের বিরুদ্ধে তখনই একটি দল মুকাবিলার জন্য তৈরি হইয়া গিয়াছে। তাহারা উহাদিগের হইতে খুনের প্রতিশোধ এই পার্থিব জগতে লইয়াছে। অতএব নবী ও মু'মিনগণ দুনিয়াতেই শত্রুদিগ হইতে প্রতিশোধ লইয়া সাহায্য করিয়াছেন।

এইস্থানে উল্লেখ্য যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল, বিরোধিতা করিয়াছিল এবং শত্রুতা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন, সকল ধর্মের উপর তাহার ধর্মকে বিজয়ী করিয়াছেন এবং দ্বীনের বাণীকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাহার সম্প্রদায়ের উপস্থিতিতেই মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন; অত:পর সেখানে বহু সাহায্যকারী ও অকৃত্রিম বন্ধু বানাইয়া দিলেন। অত:পর বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বড় বড় সর্দারকে বন্দীরূপে তাহার কাছে আবদ্ধ করাইলেন এবং কাফিরদের বহু সর্দারকে হত্যা করিলেন ও বন্দীদিগকে শিকল দ্বারা বাঁধিয়া আবদ্ধ করা হয়। অতঃপর তাহাদের উপর মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়া দয়া প্রদর্শন করা হয়। ইহার কিছু দিন পরই মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়। ইহাতে তাহার চক্ষু শীতল হয়, কেননা তিনি পবিত্র ও সম্মানিত হারাম শরীফে অবস্থান করিতেছেন। অত:পর তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র হারামকে কুফর ও শিরক হইতে মুক্ত করিলেন। অত:পর তাহার জন্য ইয়ামন দেশ বিজিত হয়। সমস্ত আরব উপদ্বীপ তাঁহার বাধ্য ও অধীনস্থ হয় এবং মানুষ দলে দলে দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করে। অত:পর তাহার রাসূলকে মহাসম্মানের সহিত দুনিয়া হইতে তুলিয়া নিলেন এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিলেন তাহার সাহাবীগণকে। তাহারা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করিলেন, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রচার ও প্রসার করিলেন। আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিলেন। ইহাতে শহর নগর দেশ মহাদেশ জয় করিতে লাগিলেন। ফলে দাওয়াতে মুহাম্মদিয়া পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এইভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ এই দ্বীনকে বাহ্যত সাহায্য করিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছন ঃ

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদিগকে, মু'মিনদিগকে সাহায্য করিব পার্থিব জীবনে ও কিয়ামত দিবসে। (কিয়ামত দিবসে তাহাদিগকে বিশেষভাবে ও আরো বেশী করিয়া সাহায্য করা হইবে)।

মুজাহিদ (রা) বলেন الاَشْهَادُ। অর্থ কিয়ামত দিবসে ফিরিশতাদিগের সাহায্য করা।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে يَوْمَ لَايَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ যেদিন সীমালংঘকারীদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না। এই আয়াতাংশটি উপরের وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ হইতে বদল হইয়াছে।

কেহ يَوْمُ কে পেশ দ্বারা পাঠ করিয়াছেন যাহাতে দ্বিতীয় আয়াত প্রথম আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা হয়। অর্থাৎ وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ يَوْمَ لَايَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে সাহায্য করিব যেদিন সীমালংঘকারী মুশরিকদিগের ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসিবে না।

مَعْذِرَتُهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্র রহমত হইতে বহু দূরে থাকিবে এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অভিশাপ। وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ অর্থাৎ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে অগ্নিআবাস। সুদ্দী (রা) বলেন سُوْءُ الدَّارِ অর্থ নিকৃষ্টতম আবাস বা ঠিকানা।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন কাহীর (র) হইতে বলেন وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ নিকৃষ্টতম পরিণাম।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى অর্থাৎ আমি অবশ্যই মূসাকে দান করিয়াছিলাম হেদায়াত ও নূর, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর নাযিল করিয়াছিলেন।

وَاَوْرَثْنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْكِتَابَ অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলের পরিণাম ফল উত্তম করিয়াছি,তাহাদিগকে দান করিয়াছি ফিরাউনের শহর ও উহার সম্পদরাজি এবং ফিরাউনের সার্বভৌম অধিকার তোমাদিগের হাতে ন্যস্ত করিয়াছি। কেননা ইহারা শত বিরোধীতার পরও দৃঢ়পদে উহাদিগের রাসূল মূসা (আ)-এর অনুসরণ করিয়াছে এবং তাওরাতকে আল্লাহ্ প্রেরিত কিতাবরূপে গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে যে কিতাবের উত্তরাধিকার করা হইয়াছিল তাহা হইল তাওরাত।

هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُوْلِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদিগের জন্য পথনির্দেশক ও উপদেশস্বরূপ।

উহার পর বলা হইয়াছে যে, فَاصْبِرْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি ধৈর্য ধারণ কর। اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য। অর্থাৎ তিনি তোমাকে তোমার দাওয়াত বুলন্দ

ও বিশ্ববাসীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়ার অংগীকার করিয়াছেন তোমার পরিণাম উৎকৃষ্ট হওয়ার এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদিগের পরিণাম উৎকৃষ্ট হওয়ার প্রতিশ্রুত দিয়াছেন– যাহা সত্য। আল্লাহ্ কখনো অংগীকার ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ যে সকল ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। উহার মধ্যে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ অর্থাৎ তুমি তোমার অনুষ্ঠিত কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অবশ্য নবী (সা)-কে এই কথা বলার অর্থ হইল উম্মৎকে ক্ষমা প্রর্থনার জন্য উৎসাহিত করা। وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ দিনের শেষভাগে এবং রাত্রের প্রথমভাগে তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর। وَالْإِبْكَارِ অর্থ দিনের প্রথমভাগ এবং রাতের শেষভাগ।

অত:পর বলা হইয়াছে যে, اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰهُمْ অর্থাৎ যাহারা মিথ্যাদ্বারা সত্যকে প্রদমিত করে এবং যুক্তিহীন দলীল দ্বারা আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়।

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَاهُمْ بِبَالِغِيْهِ অর্থাৎ,সত্য গ্রহণ করার প্রশ্নে উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে কেবল অহংকার, সবকিছুকেই উহারা তুচ্ছ করিয়া দেখে। অথচ উহাদিগের আত্মম্ভরিতা ও প্রগলভতার জয় কখনো হইবে না। উহাদিগের উদ্দেশ্যই খারাপ। তাই উহাদের বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র।

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ অতএব এমন মনোভাব হইতে আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। অথবা ইহার অর্থ এই হইতে পারে যে, যুক্তিহীনভাবে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্বন্ধে যাহারা জঘন্যতম বিতর্কে লিপ্ত হয় তাহাদিগের সবকিছুই আল্লাহ্ দেখেন এবং তাহাদিগের সব কথাই আল্লাহ্ শুনেন। ইব্ন জারীর এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কা'ব ও আবূল আলিয়া (র) বলেন, আলোচ্য আয়তটি ইয়াহুদীদিগের সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আবূল আলিয়া (র) আরো বলেন যে, ইয়াহুদীদিগের মধ্য হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটিবে। তখন উহাদিগের কেহ রাজত্ব করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রিয় নবীকে দাজ্জালের ফিৎনা হইতে পানাহ চাওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

তাই বলা হইয়ছে فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ অতএব আল্লাহ্র শরণাপন্ন হও। তিনি তো সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

এই ব্যাখাটি দুর্বল। ইহার সিদ্ধতার ব্যাপারে প্রবল সন্দেহ রহিয়াছে। যদিও ইব্ন আবূ হাতিম স্বীয় কিতাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٥٧) لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٥٨) وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

(٥٩) اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৫৭. মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না।

৫৮. সমান নহে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান এবং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা দুষ্কৃতিপরায়ণ। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাক।

৫৯. কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না।

তাফসীর ঃ মানব জাতিকে আল্লাহ্ তা'অলা অবগত করাইয়া বলেন, তিনি কিয়ামতের দিন তাঁহার সৃষ্টিকে পুনঃ সৃষ্টি করিবেন। আর ইহা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ। কেননা তিনি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর মত বিশাল বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পক্ষে মানুষকে নতুন করিয়া অথবা পুনর্বার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নহে।

যেমন অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ উহারা কি অনুধাবন করেনা যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলর সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম। বস্তুত তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

আর এই স্থানে বলা হইয়াছে যে,

لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ মানব সৃজন অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ইহা জানে না। অর্থাৎ এই নিদর্শন সম্বন্ধে মানুষ চিন্তা-গবেষণা করে না। যেমন, আরবের অধিকাংশ লোক জানতো যে, পৃথিবী ও আকাশ সমূহের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্। কিন্তু কুফরী ও গোঁড়ামী বশত: উহারা ইহা স্বীকার করিত না। তাহারা যে বিষয় অস্বীকার করে ইহার চাইতে জটিলতর বিষয় আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিকে স্বীকার করিতেছে।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ۔

অর্থাৎ যাহারা চক্ষুষ্মান দূর দৃষ্টিসম্পন্ন তাহারা কখনো অন্ধ— যাহারা দৃষ্টিহীন তাহারা কখনো সমান নহে। বরং ইহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে অসামান্য ব্যবধান। অনুরূপ ব্যবধান রহিয়াছে নেককর্মশীল মু'মিন ও পাপিষ্ঠ কাফিরের মধ্যে।

قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ মানুষদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

অত:পর বলা হইয়াছে اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে لَا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ইহা বিশ্বাস করে না; বরং ইহার সত্যতা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্দুল হাকাম (র) সূত্রে মালিক হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসী বয়স্ক এক শায়খ বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন হইলে বিপদ-আপদ বৃদ্ধি পাইবে এবং বৃদ্ধি পাইবে সূর্যের উত্তাপও। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

(٦٠) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ ۝

৬০. তোমাদিগের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিব। যাহারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।

তাফসীর ঃ ইহা আল্লাহ্ তা'আলার ফযল ও করম যে, তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে দু'আ করার জন্য উৎসাহি করিয়াছেন এবং উহা কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) স্বীয় দু'আর মধ্যে এইভাবে বলিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়, যে বেশী বেশী দু'আ প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার বান্দাগণের মধ্য হইতে ঐ ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয়, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে না। হে রব! তুমি ব্যতীত আর কেহ এইরূপ নহে। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

জনৈক কবিও এইরূপ বলিয়াছেন যে,

اَللّٰهُ يَغْضِبُ اِنْ تَرَكْتُ سُوَالَهُ - وَبَنِىْ اٰدمَ حِيْنَ يَنَالُ يَغْضِبُ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শান হইল, যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহাকে ভালবাসে আর মানুষের স্বভাব হইল, যে তাহার নিকট প্রার্থনা করে সে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধতা প্রকাশ করে।

কাতাদাহ বলেন, কা'আব আহবার (রা) বলিয়াছেন যে, এই উম্মৎকে এমন তিনটি বিশেষত্ব দেওয়া হইয়াছে, যাহা পূর্বের কোন উম্মৎকে নবী ব্যতীত দেওয়া হয় নাই। পূর্বের প্রত্যেক নবীকে প্রেরণ পূর্বক আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিতেন, আপনি আপনার উম্মতের উপর সাক্ষী স্বরূপ থাকিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সকল মানুষের উপর সাক্ষীস্বরূপ জানাইয়াছেন। পূর্বের প্রত্যেক নবীকে এই কথা বলিয়া দেওয়া হইত যে, তোমার জন্য কঠিন কোন বিধান দেওয়া হয় নাই তোমার দ্বীনের মধ্যে। আর এই উম্মৎকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ তিনি তোমাদিগের জন্য কঠিন কোন বিধান দেন নাই তোমাদিগের দ্বীনে; পূর্বের প্রত্যেক নবীকে বলা হইয়াছিল যে, তুমি আমাকে ডাক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিব। পক্ষান্তরে এই উম্মতকে বলা হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদিগের ডাকে সাড়া দিব। ইব্ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "বিশেষ চারটি বিষয় এমন রহিয়াছে যাহার একটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট, একটি আপনার জন্য, একটি আপনার এবং আমার জন্য, আর একটি আপনার এবং আমার বান্দাগণের জন্য। যেইটি একমাত্র আমার জন্য নির্দিষ্ট সেইটি হইল, আমার সহিত কাউকে শরীক করিবেন না। আপনার প্রতি আমার কর্তব্য হইল আপনার পুণ্যের যথাযথ পুরস্কার দান করিব। আপনার এবং আমার মধ্যে যেইটি সেইটি হইল আপনি আমার নিকট দু'আ করিলে তাহা আমার কবুল করা। আর আপনার এবং আমার বান্দাদিগের মধ্যে যেইটি সেইটি হইল আপনি তাহাদিগরে জন্য এমন জিনিস পছন্দ করিবেন যাহা আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ মুআবিয়া (র) ..... নুমান ইব্‌ন বশীর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দু'আ ইবাদতই। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ-

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দু'আ কর আমি তোমাদিগের দু'আ কবুল করিব। যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদতে বিমুখ হইবে উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে লাঞ্ছিত হইয়া।

আসহাবে সুনান তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌ন মাজা, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখও তাহাদের হাদীসে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি সহীহ, উত্তম।

শু'বার হাদীসে আ'মাশ (র) সূত্রে যর্ (র) হইতে ইব্‌ন জারীর, নাসায়ী, তিরমিযী ও আবূ দাউদ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্‌ন ইউনুস (রা) ..... যর্ (র) হইতে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন হাব্বান ও হাতিম (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়ছেন এবং হাতিম বলেন, এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) বলেন অকী' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" একমাত্র আহমদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসটির সনদের মধ্যে কোন রকমের দুর্বলতা নাই।

ইমাম আহমদ (র) .....আবূ হুরায়য়া হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছে ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।"

উল্লেখ্য যে, আবূল মালিহ নামক রাবীর আসল নাম হইল ছুবাইহ এবং আবূ সালিহ-এর লকব হইল খাওজী। কেননা তিনি বসবাস করিতেন খাওজ নামক গিরিপথে। তাই তাহার নাম হইয়াছে আবূ সালিহ খাওজী। বাযযার স্বীয় মুসনাদের মধ্যে ইহা বলিয়াছেন।

অনুরূপ একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, আবূল মালিহ্ ফারেসী আবূ সালিহ্ খাওজী (র) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন: "যে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে না তাহার প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

হাফিজ আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবন আব্দুর রহমান রামহুরমযী ..... মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিমা আনসারী (র) মৃত্যুবরণ করার পর তাঁহার তরবারীর কো ? হইতে এক টুকরা লেখা কাগজ উদ্ধার করা হয়। যাহাতে লেখা ছিল যে, বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম- পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্র নামে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ "তোমার প্রভুর করুণাসিক্ত মুহূর্তগুলি সন্ধান করিতে থাক। হয়ত তুমি এমন একটি সময়ে প্রার্থনা করিয়া বসিবে, যখন প্রভু স্বীয় করুণায় তাহা কবুল করিয়া থাকিবেন। তখন তুমি এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে যাহার পরে কখনো আর তোমাকে দুঃখ ও আফসোস করিতে হইবে না।"

আলোচ্য আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে বলা হইয়াছে যে, اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ যাহারা অহংকার করিয়া আমার ইবাদত হইতে বিমুখ হইবে। অর্থাৎ অহংকার বশত আমার নিকট দু'আ করা হইতে এবং আমর একত্ববাদীতা স্বীকার করিতে বিমুখ হইবে, তাহারা অতিসত্বর চরম লাঞ্ছিত হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... শুআ'ইবের পিতা সূত্রে নবী (সা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিঁপড়ার আকারে উঠিবে, ক্ষুদ্র হওয়ায় কারণে সবকিছুই তাহাদেরকে পদদলিত করিবে। অবশেষে জাহান্নামের 'বুলাস' নামক জেলখানায় উহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। আগুনের ক্ষিপ্র লেলিহান শিখা উহাদিগের মাথার উপরে দাউ দাউ করিতে থাকিবে। জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ পায়খানা ও পেশাব উহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আমি রোমে কাফিরদিগের হাতে বন্দী হইয়াছিলাম। বন্দী অবস্থায় একদিন আমি শুনিতে পাই, অদৃশ্য হইতে কে যেন উচ্চস্বরে বলিতেছে ঃ হে প্রভু! আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট সাহায্য কামনা করে। হে প্রভু! আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে তোমাকে চিনিয়াও অন্য কোন সত্তার নিকট স্বীয় অভাব পুরণের জন্য আবেদন পেশ করে। অত:পর অল্প বিরতির পর আরো উচ্চ স্বরে বলিতে থাকে, আমি অতি বিস্ময়বোধ করিতেছি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিয়াও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য এমন কার্য সম্পাদন করে, যাহাতে তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক। এই কথাগুলি শুনিয়া আমি দরাজগলায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি জ্বিন, না মানুষ? উত্তরে বলা হইল, মানুষ। তুমি ঐ সব বিষয়ে চিন্তা বাদ দিয়া যাহা সত্যিকার অর্থে তোমার উপকারে আসিবে না কেবল ঐ সকল কর্মে তুমি মশগুল থাক, যাহা সত্যিকার অর্থে তোমার উপকারে আসিবে।

(٦١) اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ
اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ○
(٦٢) ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۡ فَاَنّٰى
تُؤْفَكُوْنَ ○
(٦٣) كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○
(٦٤) اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ
فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ښ فَتَبٰرَكَ
اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(٦٥) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○

৬১. আল্লাহ্‌ই তোমাদিগের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি এবং দিবসকে করিয়াছেন অলোকোজ্জ্বল। আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৬২. এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগগের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপথগামী হইতেছ?

৬৩. এইভাবেই বিপথগামী হয় তাহারা, যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

৬৪. আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদিগের আকৃতি গঠন করিয়াছেন এবং তোমাদিগের আকৃতি করিয়াছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট রিয্‌ক। এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং তাঁহাকেই ডাক তাহার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হইয়া। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই প্রাপ্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মাখ্লুকের উপর তাঁহার অনুগ্রহের কথা বিবৃত করিয়া বলেন, তিনি রাত্রকে প্রশান্তি ও আরাম গ্রহণের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে পরিশ্রান্ত মানুষ দিনভর শ্রম দানের পর রাতের নিঝঝুম আঁধারে গভীর ঘুমের মাধ্যমে দিনের সকল শ্রান্তি ও ক্লান্তি দুর করিতে পারে। আর দিবসকে করিয়াছেন উজ্জ্বল, যাহাতে মানুষ দিনের আলোর সাহায্যে কাজ-কর্মে ও ব্যবসার জন্য দূর দেশে সফর করিতে পারে। দিবসেই মানুষ অর্থ সঞ্চয়ের জন্য কাজ কর্ম করিয়া থাকে।

إِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ এই সকল জিনিস যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি এই সকল পরিচালিত করেন তিনিই আল্লাহ্, একক-অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক নাই।

فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কিভাবে দেব-দেবীদিগকে পূঁজা করিতেছ? যাহারা কোন জিনিস সৃষ্টি করিতে পারে না; বরং উহারা সকলে তাহারই মাখলূক। ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ অর্থাৎ ইহারা যেইভাবে গাইরুল্লাহ-কে উপাসনা করে ইহাদিগের পূর্বেও লোকেরা এইভাবে গাইরুল্লাহ-এর উপাসনা করিত। উহাদিগের নিকট কোন দলীল ছিল না; বরং অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী বশত তাহারা গাইরুল্লাহ-এর উপাসনা করিত। আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ তাহারা অযৌক্তিক দলীল ও তর্কের মাধ্যমে উপেক্ষা করিয়া চলিত।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি স্থির, সমতল ও দৃঢ় করিয়া তৈরি করিয়াছেন— যাহাতে ইহা বাসোপযোগী ও চলাফেরার উপযুক্ত হয়। তিনি পৃথিবীর বুকে পর্বতমালাকে পেরাগরূপে গাড়িয়া দিয়াছেন– যাহাতে পৃথিবী না হেলে না দোলে।

وَالسَّمَاءَ بِنَاءً অর্থাৎ আর আকাশকে পৃথিবী রক্ষার্থে ছাদরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ আর তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন উত্তম

আকৃতিতে। এমন আকৃতি ও অবয়বে তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা নিখুঁত ও চিত্তাকর্ষক।

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ অর্থাৎ এবং তিনি তোমাদিগের জীবনোপকরণ হিসাবে তোমাদিগেকে দান করিয়াছেন উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয়। তিনিই তোমাদিগের বাসস্থান ও খাদ্যের সংস্থান করেন। অতএব তিনি সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা।

যেমন সূরা বাকারার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তোমারা মুত্তাকী হইতে পার। তিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন। আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির কথা বর্ণনাপূর্বক বলেন, ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই তো আল্লাহ্, তোমাদিগের প্রতিপালক, যিনি কত মহান, কত পবিত্র। তিনি মহাবিশ্বের সবকিছুর প্রতিপালক।

অত:পর বলা হইয়াছে ঃ هُوَ الْحَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তিনি চিরঞ্জীব— পূর্বেও ছিলেন পরেও থাকিবেন, তিনি কখনো তিরোহিত হইবেন না এবং কেহ তাহাকে তিরোহিত করানোর শক্তিও রাখে না। শুরু, শেষ প্রকাশ্য ও গোপন সর্বত্র তিনি।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ অর্থাৎ তাঁর কোন উপমা উদাহরণ নাই। فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ। অর্থাৎ সুতরাং তাঁহার একত্ববাদীতা স্বীকার করত তাহার নৈকট্য অর্জন কর। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, বিশ্বজগতের প্রতিপালক তিনিই—সকল প্রশংসা একমাত্র প্রাপ্য তাঁহার।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আলিমগণের একটি দল আদেশ করিয়াছেন যে, যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। বলিবে সে সাথে সাথে ইহাও বলিবে যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ইহাতে এই আয়াতের উপর আমলও হইয়া যাইবে। অতপর তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে সে যেন ইহার পর বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। আর উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে? আবূ ওসামা (র) প্রমুখ ..... সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর

(র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তুমি فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ পাঠ করিবে তখন বলিবে لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং তাহার পরে বলিবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ইব্‌ন নুসাইর (র) ...... আবূয যুবাইর মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসলিম ইব্‌ন বাদর মক্কী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লা ইব্‌ন যুবাইর (রা) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পর এই দু'আটি পড়িতেন ঃ

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ - لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ এবং বলিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই দু'আটি পাঠ করিতেন। মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক (ফরয) সালাতের পর এই দু'আটি لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতেন।

(٦٦) قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا
جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ ز وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(٦٧) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○
(٦٨) هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ○

৬৬. বল, আমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আমার নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসিবার পর তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাকে আহ্বান কর, তাহার ইবাদত করিতে

আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে।

৬৭. তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর আলাকা হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। তোমাদিগের মধ্যে কাহারও ইহার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং ইহা এইজন্য যে, তোমরা নির্ধারিত কালপ্রাপ্ত হও এবং যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ (সা)! তুমি এই সকল মুশরিকদিগকে বল, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ব্যতীত যে কোন দেব-দেবী ও প্রতীমা-প্রতিকৃতির উপাসনা করিতে বারণ করিয়াছেন। কেননা তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাসনার উপযুক্ত নহে।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আদেশের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদানপূর্বক বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا -

অর্থাৎ তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, পরে জমাট রক্ত হইতে, তারপর তোমাদিগকে বাহির করেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা হও যৌবনপ্রাপ্ত, তারপর উপনীত হও বার্ধক্যে। এইভাবে তিনি রূপান্তরপূর্বক মানুষকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা তাহার তদবীর ও কুদ্রতের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমাদিগের মধ্যে কেহ অকালে গর্ভপাত হইয়া মারা যায়, কেহ ভূমিষ্ট হওয়ার পর মারা যায়। কাহারো জীবন অকালে ঝরিয়া যায়। অর্থাৎ কেহ শিশুকালে, কেহ কিশোর বয়সে এবং কেহ যৌবনে— পূর্ণ বয়:প্রাপ্তির পূর্বে ইহধাম ত্যাগ করিয়া পরপারে পাড়ি জমায়। তথা অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَانَشَاءُ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে তোমাদিগের মা'দিগের উদরে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত করাই যাহাতে তোমরা ভূমিষ্ট হওয়ার নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও। আর আলোচ্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

لِتَبْلُغُوْا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন تَعْقِلُوْنَ অর্থ যাহাতে তোমরা তোমাদিগের সৃষ্টি ও ভূমিষ্ঠ হওয়ার বিষয়ে গভীর চিন্তা কর।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ অর্থাৎ তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। এই কাজে একমাত্র তিনিই সক্ষম। তিনি ব্যতীত এই কাজ সম্পাদন করার শক্তি আর কাহারো নাই।

فَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ অর্থাৎ, যখন তিনি কিছু করার স্থির করেন তখন তিনি বলেন, হও এবং উহা হইয়া যায়। তাঁহার আদেশ অমান্য করা বা উহা প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারো নাই এবং তাহার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

(٦٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ○

(٧٠) اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○

(٧١) اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ○

(٧٢) فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ○

(٧٣) ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

(٧٤) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ○

(٧٥) ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ○

(٧٦) اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

৬৯. তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে ?

৭০. উহারা অস্বীকার করে কিতাব ও যাহাসহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা; শীঘ্রই উহারা জানিতে পারিবে—

৭১. যখন উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে, উহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে

৭২. ফুটন্ত পানিতে, অত:পর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে;

৭৩. পরে উহাদিগকে বলা হইবে, কোথায় তাহারা যাহাদিগকে তোমরা শরীক করিতে,

৭৪. আল্লাহ্ ব্যতীত? উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে; বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করি নাই। এইভাবে আল্লাহ্ কাফিরদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

৭৫. ইহা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করিতে এবং এইজন্য যে, তোমরা দম্ভ করিতে;

৭৬. তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট উদ্ধতদিগের আবাসস্থল!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং যাহারা সত্যের ব্যাপারে মিথ্যা কুটতর্কে লিপ্ত হইয়া থাকে তাঁহারা কিভাবে নিজেদের মেধা হিদায়াতের পথ হইতে ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করিতেছে।

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا অর্থাৎ উহারা অস্বীকার করে কিতাবকে এবং আমার রাসূলগণকে আমি যে হিদায়াত ও দলীলসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা।

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ইহা সাবধানবাণীস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, উহাদিগের এই গর্হিত কাজের জন্য উহারা অতিসত্বর আল্লাহ্‌র শাস্তি ও ক্রোধে নিক্ষিপ্ত হইবে। যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ অস্বীকারকারীদিগের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ অর্থাৎ যখন উহাদিগের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকিবে এবং যখন জাহান্নামের দারোগা উহাদিগকে একবার টানিয়া নিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে এবং আর একবার নিয়া জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে– তাই বলা হইয়াছে يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ

ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ উহাদিগকে টানিয়া নিয়া যাওয়া হইবে ফুটন্ত পানিতে। অত:পর উহাদিগকে দগ্ধ করা হইবে অগ্নিতে। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

অর্থাৎ ইহাই সেই জাহান্নাম, যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত; উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের যাক্কুম ভক্ষণ ও তপ্ত পানি পান করার কথা বলিয়া বলেন যে, ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ অর্থাৎ পরে উহাদিগেকে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামে। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা আরো বালিয়াছেন যে,

وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لَّابَارِدٍ وَّلَاكَرِيْمٍ .... ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ۔ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ۔ فَمَا لِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ۔ فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ۔ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ۔

অর্থাৎ উহারা থাকিবে জাহান্নামে, যেখানে থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি, কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়া, যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়। পার্থিব জীবনে উহারা মগ্ন ছিল বিলাসিতায় এবং অনমনীয়ভাবে লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে। উহারা বলিত, আমরা মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব? এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণও? বল, পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে; অত:পর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীগণ! তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্কুম বৃক্ষ হইতে এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে। তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্ণ পানি– পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

অন্যত্র আরো বলিয়াছেন যে,

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ۔ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ۔ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ۔ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ۔ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ۔ اِنَّ هٰذَا مَاكُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ۔

অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ হইবে পাপীর খাদ্য; গলিত তাম্রের মত, উহা উহার উদরে ফুটিতে থাকিবে ফুটন্ত পানির মত। আমি বলিব, উহাকে ধর এবং ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যে। অত:পর উহার মস্তকে ফুটন্ত পানি ঢালিয়া দিয়া শাস্তি দাও এবং বল, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। তোমরা তো ঐ শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে।

ইহা উহাদিগকে অসম্মান, অপমান, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া বলা হইয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ই'য়ালা ইব্‌ন মুনাব্বাহ হইতে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামীদিগের জন্য এক প্রান্ত হইতে কাল এক ফালি মেঘ প্রকাশ করিবেন। অত:পর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, হে জাহান্নামীরা! এই মুহূর্তে তোমরা কি চাও? তাহারা মেঘ দেখিয়া দুনিয়ার জীবনের মত ভাবিয়া বলিবে, আমরা চাই মেঘের বর্ষিত পানীয়। অত:পর তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের উপর বেড়ি ও শৃংখল বর্ষিত হইতে থাকিবে; যাহা উহাদিগের বেড়ি ও শৃংখলসমূহের সহিত সংযোজিত হইবে। আর ইহার সাথে সাথে অগ্নি পাথর বর্ষিত হইতে থাকিবে। এই হাদীসটি দুর্বল।

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ অত:পর উহাদিগকে বলা হইবে কোথায় তোমাদিগের সেই সকল দেব-দেবীরা, আল্লাহ্‌কে রাখিয়া তাহাদিগকে তোমরা উপাসনা করিতে? কেন আজ উহারা তোমাদিগের সাহায্য করিতেছে না?

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا অর্থাৎ উহারা বলিবে, উহারা তো আমাদিগের নিকট হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। উহারা আমাদিগের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেছে না।

بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا অর্থাৎ বস্তুত পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহ্বান করি নাই, যাহার কোন সত্তা ছিল। যেমন– অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।

তাই বলা হইয়াছে যে, كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে বিভ্রান্ত করেন।

ذٰلِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ-

অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদিগকে বলিবে, এই পরিণাম তোমাদিগের এই জন্য যে তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করিতে ও দম্ভ করিতে,

اُدْخُلُوْا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ-

অর্থাৎ উহাদিগকে বলা হইবে, জাহান্নামে প্রবেশ কর, উহাতে স্বায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। অতএব যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং নিজস্ব যুক্তি ও দর্শন মাফিক জীবন পরিচালিত করে তাহাদিগের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট এবং কত কঠিন উহাদিগের শাস্তি; আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

(٧٧) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○

(٧٨) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি উহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তাহার কিছু যদি তোমাকে দেখাইয়া দেই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই– উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।

৭৮. আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম; তাহাদিগের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করিয়াছি এবং কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নাই। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে। আল্লাহ্‌র আদেশ আসিলে ন্যায়সংগতভাবে ফয়সালা হইয়া যাইবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে তাঁহার কওমের তাঁহার রিসালাতের অস্বীকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দান করত বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি মত তোমাকে সাহায্য করিবেন এবং বিজয় দান করিবেন এবং উত্তম পরিণাম তুমি এবং ইহকালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহারা প্রাপ্ত হইবে।

فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে যে শাস্তির কথা বলিয়াছি তাহার কিছু যদি আমি তোমাকে দুনিয়ায় প্রদর্শন করাই। যথা বদরের দিন কাফিরদিগের বড় বড় নেতা ও যোদ্ধা মুসলিম বাহিনীর হাতে নিহত হইয়াছিল এবং বন্দী হইয়াছিল। কাফির বাহিনী ঐ দিন এক চরম লজ্জাষ্কর পরাজয় বরণ করিয়াছিল। ধারাবাহিকভাবে একদিন মুসলমানরা মক্কা নিজয় করে এবং বিজয়ের অপ্রতিরোধ্য ধারায় সমগ্র আরব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার শাসনাধিকারে চলিয়া আসে।

أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ তাহার পূর্বে যদি মৃত্যু ঘটাই— উহাদিগের প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। অতএব আখিরাতে তাহারা মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্তনা সূচক বলেন وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ অর্থাৎ আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের কাহারও কাহারও কথা তোমার নিকট বিবৃত

করিয়াছি। যথা সূরা নিসার মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে যাহাদিগের কথা আলোচিত হইয়াছে তাহাদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য কর যে, উহাদিগের কওম উহাদিগের বিরুদ্ধে কত ধরনের ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং কত ধরনের ভোগান্তি উহাদিগকে পোঁহাইতে হইয়াছে। তবে আল্লাহ্‌র নুসবত উহাদিগের উপর সর্বদা ছায়া হইয়া থাকিত। আর পরকালের উত্তম পরিণাম উহাদিগের জন্য তো আছেই।

وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ অর্থাৎ যে সকল নবীগণের ব্যাপারে আপনাকে বলা হইয়াছে তাহাদিগের অপেক্ষায় যাহাদিগের ব্যাপারে আপনাকে বলা হয় নাই তাহাদিগের সংখ্যা বহুগুণে বেশী। সুরা নিসার ব্যাখ্যায়ও এই বিষয় ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। সমস্ত (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র।)

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ কোন নবীর পক্ষে আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন মু'জিযা উপস্থিত বা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। যাহা তাঁহার নবুয়তের সত্যতার ব্যাপারে দলীলস্বরূপ প্রতীয়মান হয়।

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র আযাব আসিয়া মিথ্যাবাদীদিগকে ঘিরিয়া ধরে তখন قُضِىَ بِالْحَقِّ কেবল মু'মিনরা বাঁচিয়া যায় এবং ধ্বংসে নিপতিত হয় কাফিরেরা।

তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(٧٩) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۫ ○

(٨٠) وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ○ؕ

(٨١) وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖۗ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ○

৭৯. আল্লাহ্‌ই তোমাদিগের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন, কতক আরোহণ করিবার জন্য এবং কতক তোমরা আহারও করিয়া থাক।

৮০. ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজন বোধ কর, ইহা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক এবং ইহাদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদিগকে বহন করা হয়।

৮১. তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য বলেন যে, তিনি তোমাদিগের জন্য আন'আম সৃষ্টি করিয়াছেন। আন'আম অর্থ উট, গরু ও ছাগল। যাহা সওয়ারী ও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। উটের উপর সওয়ার হয়, উহার গোস্ত ভক্ষণ করা হয়, উহার দুধ দোহাইয়া পান করা হয় এবং অতি আরামে ও ক্ষিপ্রতায় দীর্ঘ সফরে উহার পিঠে ভারি বোঝা লইয়া সওয়ার হওয়া যায়। অর্থাৎ বোঝা ও মাল পরিবহণ হিসাবে উহা ব্যবহৃত হয়।

আর গরুর গোস্ত খাওয়া হয়, উহার দুধ পান করা হয় এবং যমীন চাষ করিতে উহা হালে জোড়া হয়। এইভাবে ছাগলের গোস্ত খাওয়া হয় এবং উহার দুধ পান করা হয়। আবার প্রত্যেকটির পশম দ্বারা বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস তৈরী করা হয়। যথা এই বিষয়ে সূরা আন'আম ও সুরা নহলের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ কতক আরোহণ করিবার জন্য ও কতক আহার করিবার জন্য। ইহাতে তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকার, তোমরা যাহা প্রয়োজন বোধ কর ইহাদিগের দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া থাক।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ অর্থাৎ উহার অস্তিত্বের নিদর্শন মর্তলোক ও উর্ধ্বলোকের প্রতি বিন্দুতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে।

فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ অর্থাৎ ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন ব্যতীত যুক্তির বিচারে আল্লাহ্র কোন্ কুদরত ও নিদর্শন তোমরা অস্বীকার করিবে?

(٨٢) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ
الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٨٤) فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ
مُشْرِكِيْنَ ○

(٨٥) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۗ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ
قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ○

৮২. উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কী পরিণাম হইয়াছিল? পৃথিবীতে তাহারা ছিল উহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। তাহারা যাহা করিত তাহা তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

৮৩. উহাদিগের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের রাসূল আসিত তখন উহারা নিজদিগের জ্ঞানের দম্ভ করিত। উহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহাই উহাদিগকে বেষ্টন করিল।

৮৪. অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, আমরা এক আল্লাহ্‌তেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম।

৮৫. উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের ঈমান উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্‌র এই বিধান পূর্ব হইতে তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেইক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল লোকদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন যাহারা পূর্বকালে তাহাদিগের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। অত:পর বলেন, তবে তাহারা কি তাহাদিগের অস্বীকার করণ ও মিথ্যাবাদীতার জন্য কম ভোগান্তি পোঁহাইয়াছে? অথচ তাহারা সংখ্যায় ছিল অধিক, সম্পদে ছিল প্রাচুর্যের অধিকারী এবং শক্তিতে ছিল প্রবল। এই সকল জিনিস উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সকল জিনিস উহাদিগের কোন উপকারেই আসে নাই। মূলত এই সকলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। কেননা যখন

তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার কোন রাসূল বা প্রতিনিধি তাঁহার সত্যতার প্রমাণে স্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণসহ আবির্ভূত হইতেন তখন তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান করিত। উপরন্তু তাহারা নিজেদের জ্ঞানের গরিমায় নবী পয়গামকে এতটুকু শ্রদ্ধার নযরে দেখার সৌজন্যতাটুকু প্রদর্শন করিত না।

মুজাহিদ (রা) বলেন, তাহারা বলিত যে, আমরা মহাজ্ঞানী, পরকালে পুণ্যের পুরস্কার ও শাস্তির কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

সুদ্দী (রা) বলেন, তাহারা তাহাদিগের জ্ঞানের গরিমায় আত্মহারা হইয়াছিল। অথচ অজ্ঞতার চরমে তাহারা পৌঁছিল। অত:পর তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আপতিত করা হয় যাহার স্বাদ ইহার পূর্বে আর অন্য কোন জাতি গ্রহণ করে নাই।

وَحَاقَ بِهِمْ অর্থাৎ উহাই তাহাদিগকে বেষ্টন করিল مَاكَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا অর্থাৎ অত:পর উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ তখন বলিত, আমরা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করিলাম এবং আমরা তাঁহার সহিত যাহাদিগকে শরীক করিতাম তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলাম। অথচ সেই সময় আর তাহাদিগের অনুশোচনা ও অনুনয়-আবেদন কোন কাজে আসিবে না।

যথা ফিরাউন ডুবিয়া মৃত্যুবরণ করার প্রাক্কালে বলিয়াছিল ঃ

اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلاَّ الَّذِىْ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْا اِسْرَائِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করিলাম যে, বনী ইস্রাইল যাহাতে বিশ্বাস করে তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত।

পরবর্তী আয়াতে আরো বলা হইয়াছে যে, اٰلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ। এখন? ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করিয়াছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অর্থাৎ তাহার দু'আ আল্লাহ্ কবুল করিয়াছিলেন না। কেননা মূসা (আ) তাহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহ্র নিকট বলিয়াছিলেন ঃ

وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ - অর্থাৎ উহাদিগের হৃদয় মোহর করিয়া দাও, উহারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করিবে না।

অনুরূপভাবে এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে,

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ অর্থাৎ উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদিগের বিশ্বাস

উহাদিগের কোন উপকারে আসিল না। আল্লাহ্র এই বিধানই পূর্ব হইতে তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ শাস্তি উপস্থিত হইয়া যাওয়ার পর শাস্তিতে পরিবেষ্টিত প্রত্যেকের জন্য এই বিধান কার্যকরী হইয়া থাকে। অতএব আল্লাহ্ তাহার বিধান মাফিক সেই সময় উহাদিগের তাওবা কবুল করেন না। যেমন হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির তাওবা গরগরার পূর্ব সময় পর্যন্ত কবুল করিয়া থাকেন।"

অর্থাৎ যখন গরগরা শুরু হইয়া যায়, রূহ হলকূম পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় এবং যখন সে স্বচক্ষে রূহ কব্যাকারী ফেরেশ্তাকে দেখিতে থাকে, তখন আর তাওবা কবুল করা হয় না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

॥ সূরা মু'মিন সমাপ্ত ॥

সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ○

(٢) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(٣) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

(٤) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

(٥) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا
وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ○

১. হা-মীম,

২. ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. ইহা এক কিতাব, বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ, আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না।

৫. উহারা বলে, তুমি যাহার প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদিগের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও

আমাদিগের মধ্যে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদিগের কাজ করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থাৎ কুরআন দয়াময়, পরমদয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ বল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে জিবরাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন।

অন্য আয়াতে আরো বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ۔

অর্থাৎ আল কুরআন তো বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হইতে নাযিল হইয়াছে। জিবরাইল ইহা অবতীর্ণ কারিয়াছেন তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার।

كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهُ অর্থাৎ ইহার বিষয় ও বিধানসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ কুরআনের ভাষা আরবী উহার শব্দের গাথুনী মযবুত এবং উহার ভাব স্পষ্ট ও সাবলীল। যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

كِتَابٌ اُحْكِمَتْ اٰيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ

অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, এই কিতাব তাঁহার নিকট হইতে; ইহার আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে ও পরে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। এক কথায় উহা শব্দ ও অর্থের দিক দিয়া জীবন্ত একটি মু'জিযাস্বরূপ।

আরো বলা হইয়াছে যে,

لَاَيَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ۔

অর্থাৎ পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইবে না। ইহা প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে বিজ্ঞ আলিম·বা জ্ঞানী সম্প্রদায় ইহার অর্থ ও ভাব-বিষয় সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا অর্থাৎ ইহা কখনো সুসংবাদ দান করে মু'মিনদিগকে এবং আবার কখনো ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করে কাফিরদিগের উদ্দেশ্যে।

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ কিন্তু কুরাইশদিগের অধিকাংশ ইহার ভাব ও বিষয় বুঝার চেষ্টা করে না।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْ اَكِنَّةٍ অর্থাৎ সে বিষয়ে আমাদিগের অন্তর গাফিলতির আতিশয্যে আবরণ আচ্ছাদিত- مِمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِىْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ উহারা বলিল তুমি যাহার প্রতি আমাদিগেকে আহ্বান করিতেছ সে বিষয়ে আমাদিগের কর্ণে আছে বধিরতা।

وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ এবং তোমার এ আমাদিগের মধ্যে অন্তরাল থাকার কারণে তোমার আহ্বান আমাদিগের পর্যন্ত পৌছায় না। فَاعْمَلْ اِنَّنَا عَامِلُوْنَ সুতরাং তুমি তোমার পথে চল এবং আমরা আমাদিগের পথে চলি- তোমার আনুসরণ করার কোন ইচ্ছা আমাদিগের নাই।

আবদ ইব্‌ন হুমাইদ (র) তাহার মুসনাদ গ্রন্থে বলেন, ইবন আবূ শাইবাহ (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কুরাইশরা একত্রিত হইয়া পরামর্শ করে যে,আমাদিগের মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও রচনায় এবং যাদু ও ভবিষ্যৎ বলায় যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ তাহাকে লইয়া আমরা তাহার (মুহাম্মদ (সা) এর নিকট যাইব। যে ব্যক্তি আমাদিগের ঐক্যের মধ্যে ফাটল ও আমাদিগের সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে আর আমাদিগের ধর্মের মধ্যে দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিতেছে, সে তাহার সহিত তর্ক করিয়া তাহাকে হারাইয়া দিবে। সকলে একবাক্যে বলিল যে, আমাদিগের এমন যোগ্যতর ব্যক্তি উত্‌বাহ ইব্‌ন রবিআ ব্যতীত অন্য কেহ নাই। অত:পর সকলে মিলিয়া উত্‌বাহ এর নিকট আসিয়া তাহাদিগের প্রোগ্রামের কথা তাহাকে জানায় এবং সে সকলের আর্জির মুখে তাহাদিগের কথা রাখিতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে সে প্রস্তুতি নিয়া এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে যে, হে মুহাম্মদ! বল, তুমি ভাল না (তোমার পিতা) আব্দুল্লাহ ভাল? তিনি কোন উত্তর না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করে যে, আচ্ছা বল, তুমি ভাল না (তোমার দাদা) আব্দুল মুত্তালিব ভাল? এইবারও রাসূলুল্লাহ (সা) কোন উত্তর না দিয়া নীরবতা অবলম্বন করেন।

অত:পর সে বলিতে থাকে যে, তুমি যদি তোমার পিতা ও দাদাকে তোমা অপেক্ষা ভাল মনে করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি ভাল করিয়াই জান যে, তাহারা যে সকল উপাস্যকে পূজা করিত আমরাও তাহাদিগকেই পূজা করিয়া থাকি; অথচ তুমি ঐ সকল উপাস্যদিগের ত্রুটি অন্বেষণে তৎপর রহিয়াছ। আর যদি তুমি উহাদিগের অপেক্ষা নিজেকে ভাল মনে করিয়া থাক তবে তাহাও আমাদিগকে বল, আমরা তোমার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। খোদার কসম! পৃথিবীর কোন লোক তোমার চাইতে নিজ কওমের এত বেশী ক্ষতি আর করে নাই। তুমি আমাদিগের ঐক্যের মধ্যে বিশাল ফাটল সৃষ্টি করিয়াছ —তুমি আমাদিগের ঐক্যের সূত্র ছিন্ন করিয়াছ। তুমি আমাদিগের ধর্মের দোষ অন্বেষণ করিতেছ। তুমি সমগ্র আরবে আমাদিগের নামে বদনাম ছড়াইয়া দিয়াছ। তোমার জন্য আরব ব্যাপিয়া এই কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কুরাইশ বংশের

মধ্যে একজন যাদুকরের এবং ভবিষ্যৎ বক্তার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখন আমরা পরস্পরে তরবারি লইয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত একটা পর্যায়ে যাইয়া পৌছিয়াছি। তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার দূরভিসন্ধিতে লিপ্ত রহিয়াছ।

শোন! (এইসব হইতে তুমি বিরত থাক।) তোমার যদি অঢেল সম্পদের লালসা থাকে তবে বল, আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে এই পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দিব, যাহা তোমাকে আরবের সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করিবে। আর যদি তোমার স্ত্রী-সম্ভোগের বাসনা থাকে তবে বল, আরবের সুন্দরী যে মেয়েটি তোমার পসন্দ হয় সেইটি তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব। এমনি সর্বাপেক্ষা দশটি সুন্দরী মেয়ে তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিব।

এই দীর্ঘ ভাষণের পর তিনি ক্লান্তির নিশ্বাস লইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, আপনার কথা শেষ? সে বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এখন আমার কথা শুনুন। অত:পর তিনি পাঠ করিতে থাকেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হইতে فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ এই পর্যন্ত।

উতবাহ বলেন, বাস্, বাস্, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু তোমার বলার আছে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'না।'

অত:পর তিনি কুরাইশদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার জন্য অপেক্ষমান সকলে বলিল, বল, কি কথা হইয়াছে ? সে বলিল, তোমরা সকলে যাহা বলিতে আমি একাই তাহা তাহাকে বলিয়াছি। সকলে বলিল, সে কি উত্তর দিয়াছে ? সে বলিল, হ্যাঁ, উত্তর দিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তাহার একটি শব্দও বুঝি নাই। তবে এতটুকু বুঝিয়াছি যে, সে আমাদিগকে আসমানী আযাবের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী কওমে 'আদ ও কওমে সামূদের উপর আপতিত হইয়াছিল। সকলে বলিল, তোমার অকল্যাণ হউক, এক ব্যক্তি আরবী যবান– তোমার মাতৃভাষায় কথা বলিয়াছে আর বলিতেছ, তুমি তাহার কিছুই বুঝ নাই? উতবাহ বলিল, আমি সত্য বলিয়াছি, আযাব সম্বন্ধীয় ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত আমি তাহার কোন কথাই বুঝি নাই। হাফিয আবূ ইয়া'লা মুসিলী স্বীয় মুসনাদের মধ্যেও আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবার সনদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বাগভী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন ফুযাইল (র) এর সনদে রেওয়ায়েতটির আংশিক দুর্বলরূপ জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণনা করিযাছেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি পাঠ করিয়া فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ এই পর্যন্ত পৌছেন তখন উতবাহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ তাহার হাত দ্বারা চাপিয়া ধরেন এবং আর অগ্রসর না হওয়ার জন্য কসম দিতে থাকেন এবং তাহার

সহিত যে উতবাহ-এর আত্মীয় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা তাঁহাকে স্মরণ করাইতে থাকে। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া যাইয়া সোজা স্বীয় ঘরে চলিয়া যায়। আর কুরাইশদিগের সভা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকে। ইহার প্রেক্ষিতে আবূ জাহিল কুরাইশদিগকে বলিল, আমার আশংকা হইতেছে যে, উতবাহ মুহাম্মাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সেখানের খাওয়া-দাওয়ায় তাহার লোভ ধরিয়া গিয়াছে। আর সে তো অভাবী। আচ্ছা, তোমরা আমার সাথে আস।

অত:পর তাহার নিকট গিয়া আবূ জাহিল বলিল, উতবাহ! তুমি কি আমাদিগের নিকট আসা যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছ। তাহার একটি কারণই দেখি যে, মুহাম্মাদের দস্তরখান তোমার পসন্দ হইয়াছে। আর হয়ত তাহার প্রতি তোমার কিছুটা ঝোঁকেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তোমার যদি কোন সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে বল, আমরা সকলে মিলিয়া পরস্পরে চাঁদা তুলিয়া তোমার অর্থ-সম্পদের সংস্থান করিয়া দিব। যাহা তোমাকে মুহাম্মাদের দস্তরখান হইতে মুখাপেক্ষিহীন রাখিবে।

এই কথা শুনিয়া উতবাহ রাগান্বিত হন এবং বলেন, আমি আর কখনো মুহাম্মাদের সহিত কথা বলিব না। আশ্চর্য! তোমরা আমার ব্যাপারে এত নিচু মন্তব্য করিতে পারিয়াছ। অথচ তোমরা জান কুরাইশ বংশের মধ্যে আমিই সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। তোমাদিগের সকলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। আমার কথার প্রতিউত্তরে সে যাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাকে শুনাইল তাহাতে অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আল্লাহ্‌র কসম! সে কবি নয়, গণকও নয় এবং যাদুকর নয়। সে যখন একটি সূরা পাঠ করিয়া এই পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল فَانْ اَعْـرَضُـوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَاد وَّثَمُوْدَ তখন আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমার সহিত তাহার আত্মীয়তার দোহাই দিয়া আর না পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তোমরা সকলেই জান যে, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা কথা বলে না। তাই আমি আশংকা করিতেছিলাম যে, আমাদিগের উপর এখনি কোন আযাব আপতিত হয় কি না। এই রেওয়ায়েতটি বায্‌যার ও আবূ ইয়া'লার রেওয়ায়েতের অনুরূপ। (আল্লাহ্ ভাল জানেন।)

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাহার সীরাত গ্রন্থে ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'আব কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশ সর্দার উতবাহ একদা কুরাইশদিগের এক সভায় আলোচনারত ছিল। সেই সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বার এক কোণায় একা একা বসিয়াছিলেন। উতবাহ কুরাইশদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছিল যে, হে কুরাইশ সকল! তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে মুহাম্মাদের নিকট যাইতে বল তাহা হইলে আমি তাহার নিকট যাইব এবং তাহাকে লোভ দেখাইব ও বুঝাইবার পর বলিব যে, তুমি কি তোমার কার্যক্রম হইতে বিরত হইবে? এই ঘটনাটি তখনকার যখন হাময়াহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবা ইসলামের

ছায়াতলে সমবেত হইয়াছেন। যাই হোক সকলে বলিল যে, হে আবূল অলীদ! তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা কর।

অত:পর উতবাহ্ উঠিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া বসিল এবং তাঁহাকে বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্র! উত্তম তোমার বংশ পরম্পরা। তুমি তো আমাদিগেরই একজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি তোমার কওমের মধ্যে এমন আশ্চর্য এক বিষয় প্রকাশ করিয়াছ, যাহা দ্বারা কওমের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আর কওমের মধ্যে ক্ষোভেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা তুমি তাহাদিগের ইলাহদিগকে এবং ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া মন্তব্য করিয়াছ। বিগতকালে যাহারা তাহাদিগের এই ধর্মের অনুসরণ করিয়াছে এবং বর্তমানে যাহারা অনুসরণ করিতেছে সকলকে তুমি কাফির বলিয়া সিদ্ধান্ত দিয়াছ। যাহা হোক আমি তোমার নিকট কয়েকটি প্রস্তাব রাখিব, তুমি উহার যে কোন একটি গ্রহণ করিবে বলিয়া আমি আশাবাদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে আবূল ওয়ালীদ! প্রস্তাব পেশ করুন, আমি শুনার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।"

সে বলিল, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার এই কার্যক্রম তৎপরতার দ্বারা যদি সম্পদ লাভ করার কোন মতলব থাকে তাহা হইলে বল, আমরা তোমাকে এত পরিমাণে মাল-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দিব যাহাতে তুমি আমাদিগের সকলের চেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তিতে পরিণত হও। আর যদি তুমি আমাদিগের সকলের সর্দার হইতে চাও তাহা হইলে বল, আমরা এক বাক্যে তোমাকে আমাদিগের সর্দাররূপে গ্রহণ করিয়া নিব। আর যদি তুমি আমাদিগের দেশের বাদশাহ হইতে চাও তবে তাহাও বল, আমরা তোমাকে বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করিয়া নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। আর যদি কোন জ্বিন বা ভূত-প্রেত তোমাকে আছর করিয়াছে বলিয়া মনে কর তবে তাহাও বল, আমরা আমাদিগের অর্থ ব্যয় করিয়া তোমাকে চিকিৎসক দেখাইয়া ভাল করিয়া তুলিব। কেননা কখনো কখনো মানুষের অনুগত জ্বিন মানুষের উপর চড়াও হইয়া তাহাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চিকিৎসক দেখাইয়া ঝাড়-ফুক দেওয়াইয়া উহা বিতাড়িত করিলে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মনোযোগের সহিত তাহার কথাগুলা শুনিতেছিলেন। এই পর্যন্ত বলিয়া উতবাহ থামিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কথা শেষ হইয়াছে?" সে বলিল, হাঁ, আমার কথা শেষ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইলে এখন আমার বক্তব্য শুনুন।" সে বলিল, আচ্ছা, বল।

অত:পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ
قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ - بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ -

অর্থাৎ ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট হইতে অবতীর্ণ। ইহা এক কিতাব অবতীর্ণ আরবী কুরআনরূপে। বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে ইহার আয়াতসমূহ জ্ঞানী

সম্প্রদায়ের জন্য। সুসংবাদদাত ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই বিমুখ হইয়াছে। সুতরাং উহারা শুনিবে না।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়িয়া যাইতেছিলেন এবং সে মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পড়িয়া সূরাটির সিজদার আয়াত পর্যন্ত আসেন এবং তিনি সিজদাহ করেন। অত:পর বলেন, "হে আবূল ওয়ালিদ! শুনিলেন তো, আমার যাহা বলার ছিল বলিয়াছি, এখন আপনি চিন্তা করুন।"

অত:পর সে উঠিয়া তাহার জন্য অপেক্ষমান কুরাইশ সাথীদিগের নিকট যাইয়া পৌঁছিলে তাহারা তাহার মুখাবয়ব দেখিয়া বলিতে লাগিল, উতবার হালাত বদলিয়া গিয়াছে। সে গিয়া উহাদিগের সহিত বসিলে তাহারা বলিতে লাগিল, বল, উহার সহিত তোমার কি আলোচনা হইল। সে বলিল, উহার নিকট আমি এমন কথা শুনিয়াছি যাহা আমি ইতিপূর্বে আর কখনো শুনি নাই। আল্লাহ্‌র কসম দিয়া আমি বলিতে পারি, সে যাদুকর নহে, কবিও নহে এবং নহে কোন গণক। হে কুরাইশগণ! তোমরা আমার কথা শুন এবং তাহা গ্রহণ কর। আমার সহিত উহার যে আলোচনা হইয়াছে তাহা তোমরা শুনিলে। তোমাদিগকে আমি বলিতে চাই যে, তোমরা তাহার বিরোধিতা করিও না। তাহার মতে তাহাকে চলিতে দাও। তাহার বিরোধীতা করিয়া তোমরা লাভবান হইতে পারিবে না। কেননা তোমরা তাহার সাহায্য না করিলে তাহার সাহায্যকারীর অভাব হইবে না। কোন না কোন গোত্র বা দেশ তাহার সহযোগীতায় আগাইয়া আসিবে। আর তোমরা যদি তাহার সহযোগীতা কর, সে যদি এই রাষ্ট্রের বাদশাহ হয় তবে এই রাষ্ট্র তোমাদিগের নামেই অভিহিত হইবে এবং তোমাদিগের ইয্‌যাত উহার ইয্‌যাত বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর সকলের চেয়ে তোমরাই হইবে তাহার নিকটতম ও আস্থাভাজন লোকদিগের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পরিগণিত।

উতবাহ এই কথা বলিলে সকলে তাহাকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম দিয়া বলিতে পারি, হে আবূ ওয়ালীদ! মুহাম্মাদ তোমার উপর যাদু করিয়াছে। অত:পর সে বলিল, তাহার ব্যাপারে আমার রায় আমি তোমাদিগকে স্বাধীনভাবে শুনাইলাম। এখন তোমরা ইচ্ছা হইলে গ্রহণ কর না হয় বর্জন কর। যাহা ইচ্ছা তোমরা করিতে পার। এই রেওয়ায়েতটি পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতটির প্রায় অনুরূপ। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

(٦) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ○

(٧) الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

(٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○

৬. বল, আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদিগের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁহারই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদিগের জন্য!

৭. যাহারা যাকাত প্রদান করে না এবং উহারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

৮. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনি মিথ্যাবাদী মুশরিকদিগের সামনে ঘোষণা করিয়া দিন যে, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ আমি তো তোমাদিগের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদিগের সকলের একমাত্র মাবূদ আল্লাহ্। তোমরা যে একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন মাবূদ তৈরী করিয়া পূজা করিতেছ উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা। সকলের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্।

فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ অর্থাৎ অতএব সকলে একাগ্রমনে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত কর—যেভাবে তোমরা তোমাদিগের রাসূলের নিকট ইবাদত করা তালীম পাইয়াছ।

وَاسْتَغْفِرُوْهُ অর্থাৎ বিগত জীবনের গুনাহ হইতে তাহার নিকট তাওবা কর।

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আর এই কথা বিশ্বাস কর, যাহারা শিরক করে তাহাদিগের ধ্বংস অবধারিত। اَلَّذِيْنَ لاَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ যাহারা যাকাত প্রদান করে না।

আলী ইব্ন আবূ তালহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন যে, لاَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ এর অর্থ হইল যাহারা এই কথা স্বীকার করে যে, لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। ইকরিমাও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ যে নিজেকে পবিত্র করিবে সেই সফলকাম হইবে এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে সে যে পবিত্র এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى অর্থাৎ তোমার কি পবিত্রতা লাভ করার ইচ্ছা আছে?

উল্লেখ্য যে زَكٰوةٌ-এর অর্থ হইল আত্মাকে সকল দুশ্চরিত্রতা ও অপবিত্রতা হইতে পবিত্র করা। আর এই স্থানে زَكٰوةٌ বিশেষভাবে আত্মাকে শিরক হইতে পবিত্র করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সম্পদ সম্বন্ধে যে যাকাতের কথা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ হইল হারাম হইতে সম্পদকে পবিত্র করা যাহাতে উহা বৃদ্ধি পায়, বরকতময় হয় এবং যাহাতে উহা যথাযথ উপকারে আসে এবং আল্লাহ্‌র অনুমোদিত পন্থায় যাহাতে উহা ব্যয়িত হয়।

সুদ্দী বলেন, وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ -এর অর্থ হইল যাহারা মালের যাকাত আদায় করে না।

মু'আবিয়া ইব্‌ন কুররাহ (র) বলেন, যাহারা যাকাত আদায় করিত না তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। কাতাদাহ (র) বলিয়াছেন, যাহারা মালের যাকাত দিতে নিষেধ করিত। অনেক মুফাস্‌সির আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরও এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। অর্থাৎ হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় যাকাত ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। আর আলোচ্য আয়াতটি হইল মক্কী। তাই এই যাকাতের অর্থ কিভাবে আমরা প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করিতে পারি? তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাকাত হিজরতের পূর্বে ওয়াজিব না হইলেও পূর্ব হইতে এই ব্যাপারে লোকদিগকে অবহিত করিয়া আসা হইতেছিল।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ অর্থাৎ যেদিন ক্ষেতের ফসল কাটিয়া ঘরে তোল সেদিন উহার প্রাপ্য অংশ প্রদান কর। এইভাবে যাকাত ও সদকাহ-এর হুকুম মক্কী জীবনেই দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু যাকাতের অংশ নির্ধারিত করা হইয়াছে মদীনায় হিজরত করার পরে। এইভাবে উভয় অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

যেমন নবূয়াতের প্রথম হইতেই সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে সালাত আদায় করা হইত। কিন্তু হিজরতের পূর্বে মি'রাজের রাতের পর হইতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে উহার আরকান ও শর্তসমূহ জানান হইতে থাকে। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।)

অত:পর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ-

অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

মুজাহিদ (র) বলেন, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ যাহা সর্বক্ষণ বর্তমান থাকিবে এবং যাহা কখনো নি:শোষিত হইবে না।

যেমন কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, مَاكِثِيْنَ فِيْنَا اَبَدًا অর্থাৎ উহার মধ্যে তাহার অবস্থান করিবে—অবিনেশ কালের জন্য।

অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ উহাদিগকে এমন এক পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা চাহিয়া আনিতে হইবে না বরং যাহা হইবে নিরবচ্ছিন্ন।

সুদ্দী (র) غَيْرَ مَمْنُوْنٍ-এর অর্থ বলেন যে, উহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা তাহাদিগের পাওনা, এই পুরস্কার ইহ্‌সান নহে। কতক ইমাম এই মতের বিরোধীতা করিয়া বলিয়াছেন, উহাদিগকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা আল্লাহ্ তা'আলার ইহ্‌সানস্বরূপ বটে।

যেমন স্পষ্ট করিয়া কুরআনের মধ্যেই বলা হইয়াছে যে, بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ অর্থাৎ না, আল্লাহই তোমাদিগকে ঈমানের দিকে হিদায়াত দান করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

জান্নাতবাসীরা বলিবে, فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ وَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের উপর ইহ্‌সান করিয়াছেন এবং জাহান্নামের অগ্নি হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اِلاَّ اَنْ يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় করুণায় আমাকে তাঁহার ফযল ও রহমাতের মধ্যে ঢাকিয়া নিবেন।

(৯) قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ
وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

(১০) وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ
فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ○

(১১) ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ
ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○

(১২) فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ
سَمَآءٍ اَمْرَهَا ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖۗ وَحِفْظًا ؕ
ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯. বল, তোমরা কি তাহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনিতো জগতসমূহের প্রতিপালক।

১০. তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচনাকারীদিগের জন্য।

১১. অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।

১২. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা।

তাফসীর ঃ এই স্থানে মুশরিকদিগকে তাচ্ছিল্য করা হইয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরো অনেককে যোগ করিয়া সকলের উপাসনা করে। অথচ একমাত্র আল্লাহ্‌ই সকলকিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ্ একমাত্র ক্ষমাকারী এবং একমাত্র তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র অধিকারী। তাই বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ, তাঁহার অনুরূপ কোন সত্তা দাঁড় করাইতে চাহ? (যাহাকে তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ইবাদত করিবে?)

ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অর্থাৎ তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং বিশ্বজগতের সকল কিছুর তিনিই একমাত্র প্রতিপালক।

উল্লেখ্য যে, অন্যস্থানে আসিয়াছে যে, خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলীকে ছয় দিনে তৈরী করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতে পৃথিবী তৈরী হইতে আকাশ তৈরীর মোট সময়কে ভাগ করা হইয়াছে। আরো বুঝা গেল যে, আকাশের চেয়ে পৃথিবীকে আগে তৈরী করা হইয়াছে কেননা পৃথিবী আকাশের ভিত স্বরূপ। আর ভিত সব সময়ই আগে তৈরী করা হইয়া থাকে। এবং ভিত তৈরী হইয়া গেলে উহার উপর ছাদ দেওয়া হয়।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ۔

অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।

অন্য আয়াতে আরো ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে,

أَأَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًاأَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ـ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ـ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاخْرَجُ ضُحَاهَا ـ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ـ وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا ـ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ـ

অর্থাৎ তোমদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের (সৃষ্টি কঠিনতর) ? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক। অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন, তিনি উহা হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন; এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেন। এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের গৃহপালিত জন্তুদিগের জন্য ;

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আকাশমন্ডলী সৃষ্টির পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন। আর دَحْوُ বা (বিস্তৃতি)-এর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এই আয়াত দ্বারা যে, اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا অর্থাৎ তিনি পৃথিবী হইতে উহার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন। এই সকল আসমান সৃষ্টির পর সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবং বিস্তৃতি হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পর।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী স্বীয় সহীহ বুখারীর মধ্যে এই সকল উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর প্রদানমূলক একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর হইতে মিনহাস (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কুরআনের কতক আয়াত আমার দৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব মনে হইতেছে। যথা একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَلَاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَاَ يَتَسَائَلُوْنَ অর্থাৎ যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর লইবে না। অথচ অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَائَلُوْنَ অর্থাৎ, উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

আর একটি আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَلَاَيَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক নহি। বস্তুত দেখা যাইতেছে, এই স্থানে মুশরিকরা সত্য কথা গোপন করিয়াছে?

আর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا .... وَالاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا

অর্থাৎ তোমাদিগের সৃষ্টি কঠিনতর, না আকাশের ? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাত্রিকে করেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিবসে প্রকাশ করেন সূর্যালোক। অত:পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন। এই আয়াতে পৃথিবীর পূর্বে আকাশমন্ডলী সৃষ্টির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। অথচ অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে। অত:পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্র-পুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতে পৃথিবীকে আকাশের পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বলিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। عَزِيْزًا حَكِيْمًا তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আরো বলিয়াছেন যে, سَمِيْعًا بَصِيْرًا তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অর্থাৎ আল্লাহ্ পূর্বে এমন ছিলেন যাহা বর্তমানে নাই। অতএব আয়াতসমূহে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অর্থ কি?

অত:পর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَايَتَسَائَلُوْنَ এই আয়াতটি শিংগার প্রথম ফুৎকারের জন্য বা তৎকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। প্রথম ফুৎকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, وَفَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ শিংগায় ফুৎকার দেওয়ার ফলে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে; তবে তাহারা নহে যাহাদিগকে আল্লাহ্ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন। অর্থাৎ তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকিবে না এবং ফুৎকার দেওয়া হইবে ঃ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَائَلُوْنَ তখন উহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া তাকাইবে।

আর বলা হইয়াছে যে, মুশরিকরা বলিবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদিগের প্রভু আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। অথচ অন্য দিকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট কোন কথাই

তাহারা গোপন রাখিতে পারিবে না। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতে থাকিবেন তখন বিদিশা হইয়া মুশরিকরা বলিতে থাকিবে, আমরাও তো কখনো শিরক করি নাই। অতএব আমাদিগকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হোক। অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের মুখে মোহর লাগাইয়া দিবেন। তৎপর উহাদিগের অঙ্গ-প্রতঙ্গসমূহ উহাদিগের প্রত্যেকটি পাপের সাক্ষ্য দিতে থাকিবে। অতএব বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কথাই গোপন রাখা সম্ভব না। তাই এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَعَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْتُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ وَلَايَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا۔

অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং রাসূলের অবাধ্য হইয়াছে তাহারা সেদিন কামনা করিবে যদি তাহারা মাটির সহিত মিশিয়া যাইত এবং তাহারা আল্লাহ্ হইতে কোন কথাই গোপন করিতে পারিবে না।

আর পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির মধ্যেও মূলত কোন দ্বন্দ নাই। প্রথমে দুইদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং দুই দিনে আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করেন। অত:পর তিনি দুই দিনে পৃথিবীর বুক হইতে প্রস্রবণ ও চারণভূমি বহির্গত করেন, মযবূতভাবে পর্বত প্রোথিত করেন এবং পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি করেন জড় ও অজড় বহু পদার্থ। আর دَحَاهَا বলিয়া এই কথাই বলা হইয়াছে বা বুঝান হইয়াছে। অতএব خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ পৃথিবীকে দুই দিনে এবং পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুকে আরো দুই দিনে মোট চার দিনে এবং আকাশমন্ডলীকে সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে।

আর যে বলা হইয়াছে : وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু, করুণাশীল। বস্তুত তিনি সর্বাবস্থায় এই গুণে গুণান্বিত থাকিবেন এবং আল্লাহ্‌র কোন ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া ব্যতীত অপূর্ণ রহিবে না। অতএব বুঝা গেল যে, কুরআনের মধ্যে মূলত দ্বান্দ্বিক কোন বিষয় নাই। কুরআনের প্রত্যেকটি কথাই বাস্তব সত্য এবং দ্বন্দ্বমুক্ত। কেননা ইহার প্রতিটি শব্দ আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আসিয়াছে। কুরআনের ভাব ও বিষয় স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে উদ্ভাবন ও রচনা করিয়াছেন।

বুখারী স্বীয় সূত্রে ...ইব্‌ন আমর ওরফে মিনহাল হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ পৃথিবীকে রবি ও সোমবার সৃষ্টি করিয়াছেন। وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا অর্থাৎ যমীনকে তিনি বরকতময় করিয়াছেন। আর তোমরা উহাতে বীজ বপন কর। উহাতে বৃক্ষ ও ফল এবং পৃথিবীর অধিবাসীদিগের যাহা প্রয়োজন তাহা সব উৎপন্ন হয়। তিনি উহাতে ক্ষেত ও

বাগান করার জায়গা তৈরী করিয়াছেন। পৃথিবীর বুকে মঙ্গল ও বুধবার তিনি এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ মোট চার দিনে পৃথিবী ও উহার অভ্যন্তরে সকল কিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাই বলা হইয়াছে ঃ فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ অর্থাৎ এই ব্যাপারে যাহাদিগের জানিবার ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাদিগের প্রশ্নের জবাব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন যে, পৃথিবীর যে অংশের লোকের জন্য যে ধরনের খাদ্য উপযুক্ত সেই ধরনের খাদ্য তিনি সেই অঞ্চলে উৎপাদিত করেন। যথা ইয়ামান চাদর ও পাগড়ী উৎপাদনের জন্য, শুষ্ক আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে খেজুর উৎপাদনের জন্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য পশমী টুপী ও পোশাক ইত্যাদি।

ইব্‌ন আব্বাস, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ-এর মর্মার্থে বলেন যে, যাহারা এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করে তাহাদিগের অনুসন্ধানের ফল। ইহার মধ্যে রহিয়াছে।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল যে, যাহার যাহা প্রয়োজন হইবে তাহার জন্য তাহা সহজসাধ্য করিয়া দিয়াছেন। এই ভাবার্থ এই আয়াতটির অর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখে যে, وَاٰتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَاسَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমাদিগের যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে তাহাকে তাহা তিনি দিয়াছেন। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন)।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করার পর যখন তিনি আকাশ সৃষ্টি করার জন্য মনোনিবেশ করিলেন তখন উর্দ্ধলোক বাষ্পায়িত ধূম্র-পুঞ্জবিশেষ ছিল।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا অর্থাৎ অত:পর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

ছাওরী ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ-নক্ষত্র উদিত কর এবং পৃথিবীকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তুমি প্রস্রবণ প্রবাহিত কর এবং উৎপন্ন কর ফল ও ফসল। ইহারা উভয়ে জবাবে বলিল— قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত রহিয়াছি।

তবে ইব্‌ন জারীর (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, আমরা তো আনুগত্যের সহিত প্রস্তুত আছি-ই বরং এই সব স্থানে জিন ও মানব নামক যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহারাও সকলে আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিবে।

আরববাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে ইব্‌ন জারীর উহা বর্ণনা করিয়াছেন। আর কেহ বলেন, আকাশ ও পৃথিবীর সহিত আল্লাহ্‌র এই কথা বলা বাকশক্তি সম্পন্ন কোন ব্যক্তির সহিত কথা বলার ন্যায় বলিয়াছেন।

কেহ বলিয়াছেন, পৃথিবীর যে ভূমিটুকুর উপর কা'বা শরীফ প্রতিষ্ঠিত সেই অংশটুকু তখন এই কথা আল্লাহ্‌কে বলিয়াছিল। আর কাবা শরীফের সোজা উপরে আসমানের যে অংশটুকু রহিয়াছে সেই অংশটুকু আল্লাহ্‌র সহিত তখন এই কথা বলিয়াছিল। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।)

হাসান বসরী (র) বলেন, যদি আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ্‌র আদেশ মানিতে অস্বীকৃতি জানাইত তাহা হইলে উহাদের উভয়কে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইত এবং তাহারা অনুভব করিতে পারিত। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এই শেষ দুই দিনে তিনি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا অর্থাৎ এবং প্রত্যেক আকাশে তিনি যাহা যাহা স্থাপিত করিতে চাহিলেন এবং যে যে ফেরেশতা নির্ধারিত চাহিলেন তাহা করিলেন। যাহা সম্পর্কে একমাত্র তিনিই পরিজ্ঞাত আছেন। وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ এবং তিনি পৃথিবীর নিকটবর্তী আকাশকে উজ্জ্বল গ্রহ ও নক্ষত্র দ্বারা সুশোভিত করিলেন। وَحِفْظًا এবং করিলেন সুরক্ষিত। অর্থাৎ মালা-এ আ'লার কথাবার্তা শয়তানের কর্ণে যাহাতে না পৌছিতে পারে সে ব্যবস্থা করিলেন।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এই সব পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। অর্থাৎ এই সব প্রযুক্তি ও রৌশন সেই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র যিনি সবার উপরে শক্তিমান এবং যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুর গোপন-প্রকাশ্য সকল আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবগত রহিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা একজন ইয়াহূদী আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা রবি ও সোমবারে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মঙ্গলবার সৃষ্টি করিয়াছেন পাহাড়-পর্বত এবং পৃথিবীস্থ জীবকুলের প্রয়োজন ও উপকারার্থে যাহা কিছু তৈরী করা হইয়াছে তাহা এবং বুধবার সৃষ্টি করিয়াছেন বৃক্ষ, পানি, শহর, আবাদী জনপদ ও অনাবাদী ভূমি—সাকুল্যে চারদিনে পৃথিবী সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অত:পর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে চাহ? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক! তিনি ভূপৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্য যাহারা ইহার অনুসন্ধান করে।

আর বৃহস্পতিবার সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশসমূহ, জুমার দিন, শুক্রবার সৃষ্টি করিয়াছেন নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র এবং দিনের তিন ঘন্টা বাকী থাকার সময় সৃষ্টি করিয়াছেন ফেরেশতাকুল। দিনের অবশিষ্ট তিন ঘন্টার প্রথম ঘন্টায় প্রত্যেক বস্তুর উপর আপদ আপতিত করেন যাহাতে মানুষ সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। দ্বিতীয় ঘন্টায় আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া জান্নাতে বসতি দান করেন এবং ইবলিসকে সিজদা করার জন্য আদেশ করেন। অত:পর শেষ ঘন্টায় আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে বহিস্কার করেন।

ইহার পর ইয়াহুদী লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইহার পর কি হইল, হে মুহাম্মদ! তিনি বলিলেন ঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা আরশে আরোহণ করেন। ইয়াহুদী লোকটি বলিল, আপনি সবই সঠিক বলিয়াছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেন নাই। অর্থাৎ অত:পর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অত:পর তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ فَاصْبِرْ عَلٰى مَايَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে; আমাকে ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই। অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর। তবে হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্‌ন জুরাইজ (রা) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার হাত ধরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন মাটি তৈরী করিয়াছেন,মাটির উপরে পাহাড় তৈরী করিয়াছেন রবিবার দিন, সোমবার দিন সৃষ্টি

করিয়াছেন বৃক্ষরাজি, অনিষ্ট সৃষ্টি করিয়াছেন মঙ্গলবার দিন, বুধবার দিন সৃষ্টি করিয়াছেন নূর, জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করিয়া যমীনের উপর বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন বৃহস্পতিবার দিন এবং জুমার দিন আসরের পরে দিনের একেবারে শেষ সময়ে রাত্রি আগমনের পূর্বক্ষণে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

ইব্‌ন জুরাইজের হাদীসে উপরোক্ত সূত্রে মুসলিম ও নাসায়ীও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি সহীহ ও গরীব। ইমাম বুখারী (র) স্বীয় তারীখ গ্রন্থে এই হাদীসটি সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই বিশুদ্ধ।

(١٣) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ○

(١٤) اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا
بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ○

(١٥) فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ
اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ
قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ○

(١٦) فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى
وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ○

(١٧) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى
فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝
(١٨) وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

১৩. তবুও ইহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, আমি তো তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ।

১৪. যখন উহাদিগের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল উহাদিগের সম্মুখ ও পশ্চাত হইতে এবং বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। তখন উহারা বলিয়াছিল, আমাদিগের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করিতেন। অতএব তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিলাম।

১৫. আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী ? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত।

১৬. অত:পর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভদিনে। পরলোকের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না।

১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি উহাদিগকে পথ-নির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির আঘাত হানিলাম উহাদিগের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।

১৮. আমি উদ্ধার করিলাম তাহাদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ! যাহারা শরীক করে এবং যাহারা আপনাকে অস্বীকার করে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে তোমরা বিমুখ থাকিলে উহারা তোমাদিগকে কোন সুফল আনয়ন করিবে না। আমি সাবধান বাণীসহ তোমাদিগকে বলিতে চাই, তোমরা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিওনা এবং তাহার বিধান অমান্য করিও না। যদি এমন কর

তাহা হইলে মনে রাখিও তোমাদিগের পূর্বেকার লোকদিগকে পূর্ববর্তী নবীগণের বিরোধীতা করার জন্য যেমন জঘন্য পরিণতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তোমরাও অনুরূপ পরিণতির শিকার হইবে।

صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মের পরিণাম এইরূপ যেন এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যেরূপ শাস্তির সম্মুখীন হইয়াছিল আদ ও সামুদ।

اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ অর্থাৎ যখন উহাদিগের নিকট ও উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা হূদের কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল, সে তাহার আহ্‌কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। অর্থাৎ শহর ও গ্রামীণ জনপদগুলিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে নবী ও রাসূলগণ আগমন করিয়াছিল। তাঁহারা জনগণকে একক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য উপদেশ দিতেন এবং বারণ করিতেন তাঁহাদের সহিত কোন সত্তাকে শরীক করিতে। আর তাহারা সুসংবাদ দিতেন পরম শান্তিময় জান্নাতের এবং ভীতি প্রদর্শন করিতেন দুঃখ ও কষ্টদায়ক আবাস জাহান্নাম হইতে। কিন্তু উহারা নবীগণের উপদেশ ও আদেশ গ্রাহ্য করিত না। মূলত উহাদিগের মানসিকতা ছিল দুষ্টামি ও হঠকারিতামূলক। উপরন্তু উহারা নিজেরাতো উপদেশ গ্রহণ করে নাই এবং অন্যকেও গ্রহণ করিতে দেয় নাই। বরং উহারা একবার আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিয়াছে। নবীগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং সত্য গ্রহণ করিতে গোড়ামি প্রদর্শন করিয়াছে।

তাই তাহারা বলিত ঃ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً আমাদিগের প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা হইলে তিনি অবশ্যই ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যদি তাহাদিগের নিকট কোন নবী প্রেরণ করার ইচ্ছা হইত তাহা হইলে তিনি অবশ্যই কোন ফেরেশতা তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন। (কোন মানুষকে আমাদিগের নিকট নবী হিসাবে প্রেরণ করার কোন অর্থ হইতে পারে না।)

فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ অতএব হে লোকেরা! তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ كَافِرُوْنَ তাহা আমরা মানিতে পারিনা-তোমাদিগের প্রস্তাব আমরা প্রত্যাখ্যান করিলাম। কেননা তোমরা আমাদিগের মত মানুষ নহ।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, উহারা অযথা দম্ভ ও অহংকার করিত।

وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً এবং তাহারা বলিত আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? অর্থাৎ শক্তি ও পেশী প্রদর্শনের মত্ততায় তাহারা বলিত এবং তাহারা ধারণা করিত যে, শক্তি দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌র আযাব ও আপদ-বিপদ প্রতিহত করিয়া দিব।

তাই ইহার পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ইহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ্ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অপেক্ষাও শক্তিশালী? অর্থাৎ তাহারা কি ভাবিয়া দেখিয়াছে যে, কাহার সহিত তাহারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছে? সেই মহাশক্তি আল্লাহ্‌র সহিত তাহারা ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়াছে, যিনি অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার বহু সৃষ্টির মধ্যে তিনি দিয়াছেন অবিশ্বাস্য রকম শক্তি। আর আল্লাহ্‌র শক্তির কথা তো ভাবাই যায়না।

যথা আল্লাহ্ তাঁহার শক্তির কথা বিবৃত করিয়া পবিত্র কুরআনের একস্থানে বলিয়াছেন ঃ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ অর্থাৎ আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা ক্ষমতাশালী।

অত:পর দম্ভ করার জন্য, রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য, খোদার নাফরমানী এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অস্বীকার করার জন্য উহাদিগের উপর আল্লাহ্‌র আযাব আপতিত হয়।

তাই বলা হইয়াছে ঃ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا অত:পর আমি উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ বায়ু।

কেহ বলিয়াছেন ঃ رِيْحًا صَرْصَرًا এর অর্থ হইল, তীব্র গতিতে প্রবাহিত বায়ু। কেহ বলিয়াছেন ঃ তীব্র গতি সম্পন্ন অতি শীতল বায়ু।

কেহ বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী প্রকম্পিত সশব্দে প্রবাহিত বায়ু।

উল্লেখ্য যে, رِيْحًا صَرْصَرًا এর অর্থ হইল উপরোক্ত অর্থগুলির মর্মার্থ যাহা দাড়ায় তাহা সবটাই। কেননা সেই বায়ু যেমন ছিল তীব্র গতি সম্পন্ন তেমন ছিল ভয়ংকর শীত ও বিকট শব্দ মিশ্রিত। এই ধরনের কঠিন এক আযাব উহাদিগের উপর আপতিত হইয়াছিল। যে আযাব উহাদিগের দম্ভ ও গর্ব খর্ব করিয়া দিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছিল যে, بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ এক প্রচন্ড ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ বায়ুতে (আদ সম্প্রদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল)। অর্থাৎ সেই বায়ু ছিল ভয়ংকর রকমের শীত। যাহা বিকট এক শব্দসহ উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল; প্রাচ্যে একটি নদী রহিয়াছে যাহা সব সময় এই ধরনের এক শব্দসহ প্রবাহিত হয়। এই জন্য আরববাসী সেই নদীকে صَرْ صَرْ (সর সর) নদী নামে অভিহিত করে।

فِىْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ একাধারে কয়েকদিন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا অর্থাৎ সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে (যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন)। অন্যত্র আরো বলা হইয়াছে যে, فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্জাবায়ু এক চরম দুর্ভোগ্যের দিনে। অর্থাৎ দুর্ভাগ্যজনক একদিনে উহাদিগের উপর এই আযাব আপতিত হইয়াছিল। যাহা একাধারে উহাদিগের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে। যে পর্যন্ত উহাদিগের প্রত্যেকটি লোক ধ্বংস হইয়া না গিয়াছে। এই রকমের শাস্তি দুনিয়াতে উহাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে। আর ইহার চেয়ে অধিকতর আখেরাতের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তো উহাদিগের জন্য রহিয়াছেই।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى অর্থাৎ আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইয়াছি। আর পরকালের শাস্তি তো আরো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক।

وَهُمْ لَايُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের বিরুদ্ধে ঝঞ্জাবায়ু প্রেরণ করা হইলে তখন যেমন উহারা কাহারো সাহায্য পায় নাই তেমন পরকালেও উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত অগ্নি উহাদিগকে গ্রাস করিয়া নিবে।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থাৎ আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, উহাদিগকে আমি পথ-নির্দেশ করিয়াছিলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা), আবূল আলিয়া, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন যে, فَهَدَيْنَاهُمْ অর্থ হইল, আমি উহাদিগের নিকট সঠিক পথের দাওয়াত স্পষ্ট করিয়া পৌছাইয়াছিলাম।

ছাওরী (র) বলেন, فَهَدَيْنَاهُمْ এর অর্থ হইল আমি উহাদিগকে হেদায়েতের পথে দাওয়াত জানাইয়া দিলাম।

فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করিয়াছিল। অর্থাৎ হযরত সালিহ (আ)-এর মারফত উহাদিগের নিকট আমি স্পষ্ট করিয়া দ্বীনের দাওয়াত পৌছাইয়াছিলাম; হযরত সালিহ (আ)-এর যবানে আমি উহাদিগের নিকট দ্বীন প্রকাশিত করিলাম। কিন্তু উহারা সেই আহবানের বিরোধীতা করে, সালিহ (আ)-এর নবুয়্যতের সত্যতা অস্বীকার করে এবং সালিহ (আ)-এর নবুয়্যতের সত্যতা প্রমাণার্থে যে উষ্ট্রীটি আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম সেইটাকে তাহারা হত্যা করে।

فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ অর্থাৎ ফলে আমি উহাদিগের উপর শাস্তির কষাঘাত হানিলাম। যাহা ছিল কলিজা বিদীর্ণকর বিকট চিৎকার ও ভয়াবহ ভূমিকম্প এবং ভয়াল আতংকজনক। এই ধরনের আযাব দ্বারা উহাদিগের কৃতকর্মের বদলা লওয়া হইয়াছিল।

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং দ্বীনের দাওয়াত অস্বীকার করার পরিণাম স্বরূপ।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে কোন অশুভ জিনিস স্পর্শ করে নাই এবং এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ঝড়ও তাহাদিগকে কোন ক্ষতি করে নাই। ঈমান আনয়ন ও তাকওয়া অবলম্বনের ফলে উহাদিগের নবী হযরত সালিহ (আ)-এর সহিত উহারা আযাব হইতে নাজাত পাইয়া যায়।

(١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○

(٢٠) حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ
وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٢١) وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ
اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٢٢) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ
وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٣) وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ
الْخٰسِرِيْنَ ○

(٢٤) فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا
هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ○

১৯. যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদিগকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইবে বিভিন্ন দলে।

২০. পরিশেষে যখন উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছিবে তখন উহাদিগের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

২১. জাহান্নামীরা উহাদিগের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? উত্তরে ত্বক বলিবে, আল্লাহ্, যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথম বার এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

২২. তোমরা কিছু গোপন করিবে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবেনা– উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিবে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।

২৩. তোমাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।

২৪. এখন উহারা ধৈর্যধারণ করিলেও জাহান্নামই হইবে উহাদিগের আবাস এবং উহারা অনুগ্রহ চাহিলেও উহারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ অর্থাৎ সেই সকল মুশ্‌রিকদিগকে বলিয়া দাও যে, কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হইবে। অর্থাৎ সকল যুগের সকল মুশ্‌রিকদিগকে সেদিন একত্রিত করা হইবে।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا অর্থাৎ এবং অপরাধীদিগকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।

حَتّٰى اِذَا مَاجَاءُوْهَا পরিশেষে উহারা জাহান্নামের সন্নিকটে যাইয়া অবস্থান করিবে। شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তখন উহাদিগের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। অর্থাৎ যত অপরাধ করিয়াছে তাহার একটি বর্ণও উহারা গোপন রাখিতে পারিবে না।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا জাহান্নামীরা উহাদিগের ত্বককে জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা আমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছ কেন? অর্থাৎ মুশ্‌রিকদিগের এই প্রশ্নের জবাবে ত্বকসহ সকল অংগ প্রত্যংগসমূহ বলিবে ঃ

قَالُوْا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমাদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন। তিনি

তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার। অতএব আমরা তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিতে পারি না এবং পারি না তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে। আর তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) বলেন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুর রহীম---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) রহস্য মাখা একটি মুচকি হাসি দেন। অত:পর তিনি সাহাবীদিগকে বলেন, "তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন আমি হাসিলাম?" সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! বলুন, কেন আপনি হাসিলেন? তিনি বলিলেন, "কিয়ামাতের দিন বান্দা তাঁহার রবের সহিত ঝগড়া করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি কি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন না যে, আপনি যুলুম করিবেন না? আল্লাহ্ বলিবেন, হ্যাঁ আমি যুলুম করিব না-ওয়াদা করিয়াছিলাম। অত:পর তাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদিগের অপরাধের বিরুদ্ধে কাহারো সাক্ষ্য মানিব না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমার এবং আমল রেকর্ডকারী আমার ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের সাক্ষ্য কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু তাহারা বার বার ঐ একই কথা পুনরোক্ত করিতে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অত:পর উহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে (আল্লাহ্‌র আদেশে) উহাদিগের অংগ-প্রত্যংগগুলি উহাদিগের অপরাধসমূহের বিবরণ দিতে থাকিবে। যখন অংগ-প্রত্যংগ সমূহ সাফ সাফ সাক্ষ্য দিতে থাকিবে তখন সে আক্ষেপ করিয়া বলিবে, আমি তো তোমাদিগকে রক্ষা করার জন্যই ঝগড়া করিতেছিলাম (আর এখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিলে")।

বায্‌যার ও হযরত আবূ হাতিম (র) ---- শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন, অত:পর মন্তব্য করিয়াছেন যে, আনাস্ (রা) হইতে শা'বী এর সূত্র ব্যতীত এই অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই।

তবে মুসলিম ও নাসায়ী আশজায়ী সূত্রে সাওরী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অত:পর নাসায়ী বলিয়াছেন, আশাজায়ী ব্যতীত ছাওরী হইতে অন্য কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন) ইব্‌ন আবু হাতিম---- আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন : হাশরের দিন কাফির ও মুনাফিক দিগকে হিসাবের জন্য ডাকা হইবে এবং তাহাদিগের নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের আমলনামা পেশ করিবেন। কিন্তু তাহারা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার ইয্‌যাতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা এইগুলি করি নাই, তোমরা ফেরেশ্‌তারা অযথা আমাদিগের আমল নামায় এইসব লিখিয়া রাখিয়াছ। তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, এই আমল ঐ ঐ দিনে অমুক অমুক স্থানে তোমরা সম্পাদন কর নাই? ইহার পরও তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! তোমার ইয্‌যাতের শপথ, এইসব আমল আমরা করি নাই। অত:পর তাহাদিগের মুখ মহর দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

আবূ মূসা আশআ'রী (রা) বলেন, কিয়ামাতের দিন হিসাব বা সাক্ষ্য গ্রহণ করার সময় সাক্ষ্যস্বরূপ সর্ব প্রথম ডান রান কথা বলিবে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা ---- আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামাতের দিন কাফির লোকের সামনে তাহার আমলনামা পেশ করিলে সে উহা অস্বীকার করিবে এবং এই ধরনের আমল সে করে নাই বলিয়া ঝগড়া শুরু করিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের আমলের সাক্ষ্য স্বরূপ তাহার পরশী ব্যক্তিদিগকে পেশ করিবেন। কিন্তু সে বলিবে, ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার আত্মীয়-স্বজনদিগকে তাহার পাপ কর্মের সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিবেন। কিন্তু তাহারা বলিবে, ইহারা মিথ্যাবাদী। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বলিবেন, তাহা হইলে তোমরা শপথ করিয়া বল (যে, এই সব আমল তোমরা করা নাই)। তাহারা শপথ করিয়া বলিবে যে, হ্যাঁ, এই সব আমল আমাদিগের নহে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের সকলের বাকশক্তি কাড়িয়া নিবেন এবং তাহাদিগের জিহ্ববা তাহাদিগের দাবীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ফলে তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করোনো হইবে।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (র) ইব্‌ন আযরাক-কে বলেন, কিয়ামতের দিন এমন এক সময় উপস্থিত হইবে যখন মানুষের কথা বলার শক্তি থাকিবে না। কোন ওযর শুনা হইবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার অনুমতি না পাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কথা বলিতে পারিবে না। অত:পর কথা বলার অনুমতি পাইলে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শিরক করে নাই বলিয়া ঝগড়া করিবে, উহা অস্বীকার করিবে এবং মিথ্যা শপথ করিবে। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন এবং উহাদিগের ত্বক, চোখ, হাত ও পা সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আর উহাদিগের মুখে মোহর মারিয়া দেওয়া হইবে। অত:পর মুখের মোহর তুলিয়া ফেলিলে উহারা উহাদিগের অংগসমূহের সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলে অংগ সকল বলিবে ঃ

اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়াছেন তিনি আমদিগকেও বাকশক্তি দিয়াছেন! তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন প্রথমবার এবং তাহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

এই কথা দ্বারা অলক্ষ্যে উহাদিগের জবানেরও স্বীকৃতি দান করা হইয়া যাইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- রাফি' আবূল হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন

যে, নিজ কৃতকর্মের অস্বীকৃতির ফলে আল্লাহ্ তাহার জিহবা এতটা মোটা করিয়া দিবেন যে, মুখ পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং জিহ্ববা দ্বারা কথা বলিতে পারিবে না। অত:পর শরীরের অন্যান্য অংগসমূহকে পাপের সাক্ষী প্রদান করার আদেশ হইবে যে, তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর। অত:পর কান, চোখ, লজ্জাস্থান, হাত ও পা ইত্যাদি দ্বারা সংঘটিত পাপের সাক্ষ্য এইসব অংগসমূহ প্রদান করিবে। উল্লেখ্য যে, اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ আমি আজ ইহাদিগের মুখ মোহর করিয়া দিব, ইহাদিগের হস্ত কথা বলিবে আমার সহিত ইহাদিগের চরণ সাক্ষ্য দিবে ইহাদিগের কৃতকর্মের।' সূরা ইয়াসীনের এই আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এই ধরনের আরো বহু হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে, যাহার পুনরোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন আমার পিতা ----- জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা সাগর পথে সফর শেষ করিয়া স্বদেশে পৌছিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলেন, হাব্‌শ দেশে সফর করার সময় আশ্চর্যজনক কোন বিষয় তোমাদিগের নজরে পড়িয়া থাকিলে আমাকে শুনাও। এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উহাদিগের মধ্য হইতে এক যুবক উঠিয়া বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! একদা আমরা বসিয়াছিলাম, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অশীতিপর এক বৃদ্ধা মাথায় করিয়া একটি পানি ভর্তি হাড়ি নিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এক যুবক তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে এবং তাহার হাড়িটি ভাংগিয়া চুরমার হইয়া যায়। অত:পর বৃদ্ধা উঠিয়া সেই যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে থাকে, হে প্রতারক! তুমি সত্বর ইহার পরিণাম সম্পর্কে অবগতি লাভ করিবে ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কুরসীর উপর আসন গ্রহণ করিবেন, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষকে যেদিন তিনি একত্রিত করিবেন; সেদিন হস্তদ্বয়, পদদ্বয় দ্বারা যাহা করা হইয়াছে উহারা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে; সেই দিন আমার সহিত তোমার এই ব্যবহারেরও ফয়সালা হইবে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে, বৃদ্ধা সত্য বলিয়াছে এবং সেই জাতিকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্রতা দান করিবেন যে জাতির দুর্বলদের প্রতি সবলদের অত্যাচারের বিচার নেওয়া হয় না?" এই সূত্রে হাদীসটি দুর্বল।

ইয়াহিয়া ইব্‌ন সলীম হইতে ইসহাক ইব্‌ন ইব্রাহীমের সূত্রে ইব্‌ন আবূদ্‌ দুনিয়া কিতাবুল আহওয়ালের মধ্যেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ

অর্থাৎ যখন উহারা স্বীয় অংগসমূহ ও ত্বককে ভর্ৎসনা করিবে তখন জবাবে উহারা বলিবে, মূলত তোমাদিগের কোন আমলই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকিত না। বরং

পাপ ও কুফ্র তোমরা তাঁহার সামনেই করিয়াছ এবং এই ব্যাপারে তোমরা একেবারে বেপরোয়া ছিলে। তোমরা ধারণা করিতে যে, তোমাদিগের অনেক আমল আল্লাহ্র নিকট গোপন থাকিত। কিন্তু তাহা নহে, বরং এই ভুল ধারণাই তোমাদিগকে আজ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপিত করিয়াছে। তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ۔

অর্থাৎ উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। প্রতিপালক সমন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে।

অতএব তাহাদিগের এই ধারণা ছিল ভুল। তাহারা ধারণা করিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের অনেক কর্ম-কান্ড সম্বন্ধেই খোঁজ-খবর রাখেন না। আর এই ধারণাই তাহাদিগের উপর ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে।

فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ অর্থাৎ ফলে কিয়ামতের ময়দানে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, সেই দিন তোমরা নিপতিত হইবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে। আহমদ (র) ---- আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা আমি কা'বার গিলাফের নিচে লুকাইয়াছিলাম। তখন বিকট ভুঁড়িওয়ালা বেআকল তিনজন লোক আসে। তাহাদের একজন কুরাইশী আর দুইজন সাকফী অথবা একজন সাকফী আর দুইজন কুরাইশী। অত:পর একজনে বলে, তোমরা মনে কর আমরা যাহা বলি তাহা আল্লাহ্ শুনেন? একজনে উত্তরে বলে, আমরা যাহা আস্তে বলি তাহা তিনি শুনেন না এবং যাহা জোরে বলি তাহা তিনি শুনতে পান। তৃতীয় ব্যক্তি বলে জোরে বলিলে যদি তিনি শুনতে পান তাহা হইলে হয়ত তিনি সব কথাই শুনেন।

অত:পর আব্দুল্লাহ (র) এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন তখন নাযিল হয় ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ
.... فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ۔

তিরমিযী হান্নাদের সূত্রে আবূ মুআবিয়া হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ তিরমিযী (র) সুফিয়ান সাওরী (র) হাদীস---- আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুর রায্যাক ..... বাহায্ ইব্ন হাকীমের দাদা হইতে বর্ণনা

করেন যে, বাহায্ ইব্ন হাকীমের দাদা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَنْ يُّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগকে ডাকা হইবে এবং তাহাদিগের বাকশক্তি রহিত করা হইলে প্রথমে উরু এবং হাত সাক্ষী প্রদান করিবে। মা'মার (র) বলেন, হাসান (র) এই প্রসংগে পাঠ করেন ঃ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে। অত:পর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন, আমার ব্যাপারে আমার বান্দা যে ধরনের ধারণা রাখে আমি তাহার সহিত সেই অনুযায়ী ব্যবহার করি এবং যখন বান্দা আমাকে ডাকে তখন আমি তাহার সাথে থাকি। ইহার পর হাসান (র) একটু চিন্তা করার পর বলেন, আল্লাহ্‌র ব্যাপারে যে যে ধরনের ধারণা পোষণ করে তাহার আমল সেই অনুযায়ী হইয়া থাকে। মু'মিন যেহেতু আল্লাহ্ সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু তাহার আমল উত্তম হইয়া থাকে এবং কাফির ও মুনাফিক যেহেতু আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়া থাকে সেহেতু তাহার আমল মন্দ হইয়া থাকে। অত:পর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يُّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ ....
وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ-

অর্থাৎ তোমাদিগের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না-এই বিশ্বাসে তোমরা ইহাদিগের নিকট কিছু গোপন করিতে না। উপরন্তু তোমরা মনে করিতে যে, তোমরা যাহা করিতে তাহার অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না। প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদিগের এই ধারণাই তোমাদিগের ধ্বংস আনিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)---- জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের কেহ যেন আল্লাহ্‌র প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।" কেননা যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিত তাহাদিগের সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের প্রতিপালকের উপর তোমাদিগের মন্দ ধারণার ফলেই তোমাদিগের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। ফলে, তোমরা হইয়াছ ক্ষতিগ্রস্ত।"

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ-

অর্থাৎ উহাদিগকে জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যের সাথে আযাব ভোগ করা বা দহনের জ্বালায় অস্থিরচিত্ত হইয়া পড়া সমান কথা। কেননা তখন উহাদিগের ওযর-অনুযোগ গ্রহণ করা হইবে না এবং উহাদিগের পাপও আর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে না। আর পৃথিবীতে প্রত্যাগমনের আকাংখা ও দাবী করিলে তাহাও পূর্ণ করা হইবে না।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا অর্থ উহারা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রত্যাগমনের আকাংখা ব্যাক্ত করিবে কিন্তু উহাদিগের আকাংখার প্রত্যুত্তরে কিছুই বলা হইবে না।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ ۔ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ
عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُوْنَ ۔ قَالَ اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ ۔

অর্থাৎ উহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! দুর্ভোগ্য আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়; হে আমাদিগের প্রতিপালক! এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, অত:পর আমরা যদি পুনরায় সত্য প্রত্যাখ্যান করি তবে তো আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হইব। আল্লাহ্ বলিবেন, "তোরা হীন অবস্থায় এই খানেই থাক্ এবং আমার সহিত কোন কথা বলিস্ না।"

(٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ
الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(٢٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ○

(٢٧) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ
الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٢٨) ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ
جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

(٢٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

২৫. আমি ইহাদিগের জন্য নির্ধারণ করিয়াছিলাম সহচর, যাহারা উহাদিগের সম্মুখ ও পাশ্চাতে যাহা আছে তাহা উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল এবং উহাদিগের ব্যাপারেও উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষদিগের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছে। উহারা তো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

২৬. কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার।

২৭. আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাইব এবং নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

২৮. জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফলস্বরূপ।

২৯. কাফিররা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল উহাদিগের উভয়কে দেখাইয়া দাও। আমরা উভয়কে পদদলিত করিব, যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তিনি মুশ্‌রিকদিগকে গোমরাহ করিয়াছেন এবং ইহা হইয়াছে তাহার কুদরতের মাধ্যমে। আর তিনি সকল কাজে অভিজ্ঞ। তিনি উহাদিগকে জিন ও ইনসানের মধ্য হইতে এমন কিছু সংগী দিয়াছিলেন যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল।

অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যতকালের চেয়ে উত্তম ও শোভন করিয়া উহাদিগের আমল উহাদিগের নিকট তাহারা তুলিয়া ধরিয়াছিল। আর বলিত এই ধরণের উত্তম আমল বা কর্ম-কান্ড একমাত্র আদর্শ লোকদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ- وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অত:পর সেই হয় তাহার সহচর। শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ অর্থাৎ উহাদিগের ব্যাপারেও শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছে যেমন শাস্তির কথা বাস্তব হইয়াছিল উহাদিগের পূর্ববর্তী জিন ও ইনসানের উপর। আর উহারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ততার দিক দিয়া ইহারা ও উহারা সমান। পরবর্তী

আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না। অর্থাৎ তাহারা পরস্পরে এই ব্যাপারে একমত গ্রহণ করিয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনিবে না এবং উহার আহ্‌কাম গ্রহণও করিবে না।

وَالْغَوْا فِيْهِ অর্থাৎ বরং উহা তেলাওয়াতকালে সকলে শোরগোল সৃষ্টি করিবে যাহাতে উহা কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে।

যেমন মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, وَالْغَوْا فِيْهِ -এর অর্থ কথার মধ্যে তালি বাজান, শিশ দেওয়া এবং শোরগোল সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন কুরআন তেলাওয়াত করিতেন তখন কুরাইশরা ইহা করিত। যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, এর অর্থ তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দোষ অন্বেষণ করিত।

কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, উহারা তাহাকে অস্বীকার করিত, তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিত এবং ইহা করা দ্বারা উহারা মনে করিত যে, তাহারা জয়ী হইয়াছে।

لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার। অর্থাৎ জাহিল কাফির এবং যাহারা ইহাদিগের অনুসরণ করিত তাহাদিগের প্রত্যেকের এই একই অবস্থা ছিল— তাহাদিগের নিকট কুরআন শ্রবণ করা অসহ্য মনে হইত। অত:পর ইহার বিপরীতে মু'মিনদিগের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা আদেশ করেন যে, وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিবে এবং নিশ্চুপ হইয়া থাকিবে যাহাতে তোমাদিগের প্রতি দয়া করা হয়। অত:পর কুরআনের বিরোধীতাকারী কাফিরদিগকে শাস্তির ভীতি ও হুমকী প্রদর্শনস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا অর্থাৎ আমি অবশ্যই কাফিরদিগকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাইব।

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের আমলের প্রতিদানের কথা বলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই আমি উহাদিগকে উহাদিগের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব।

উহাদিগের শাস্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলা হইয়াছে যে,

ذٰلِكَ جَزَاءُ اَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيَاتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذِيْنَ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ۔

অর্থাৎ জাহান্নাম, ইহাই আল্লাহ্‌র শত্রুদিগের পরিণাম; সেথায় উহাদিগের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী আবাস আমার নিদের্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ। কাফিরগণ বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! যেসব জিন ও মানুষ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিল তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও, আমরা উহাদিগকে পদদলিত করিব যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। সুফিয়ান সাওরী (র) ---- আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) এর মর্মার্থে বলেন যে, ইহার দ্বারা ইবলীস এবং আদম (আ)-এর সেই পুত্রকে বুঝান হইয়াছে, যে তাহার সহদর ভাইকে হত্যা করিয়াছিল। আওফীও আলী (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) আলী (রা) হইতে বলেন যে, প্রত্যেক মুশ্‌রিককে শিরক করার জন্য ইবলীস উৎসাহিত করে এবং প্রত্যেক কবীরা গুনাহর পিছনে উৎসহ যোগায় আদম (আ)-এর পুত্র। অতএব প্রত্যেক শিরকের উৎস হইল ইবলীস এবং প্রত্যেক কবীরা গুনাহর উৎস হইল আদম (আ) তনয়। যেমন হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যে কেহ অন্যায়ভাবে কেহকে হত্যা করিলে উহার পাপের অংশ আদম (আ) তনয়ের প্রতি বর্তাইবে। কেননা পৃথিবীতে সেই প্রথম হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করিয়াছে এবং হত্যার পথ সেই প্রথম উদ্‌ঘাটন করিয়াছে।

আর نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا-এর অর্থ উহাদিগকে আযাব স্থলের নিম্নতম স্থানে নিক্ষেপ কর যাহাতে উহারা আমাদিগের চেয়ে অধিক কঠিন আযাব ভোগ করে। তাই বলিয়াছে ঃ لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ অর্থাৎ জানান্নামের সর্বনিম্নস্তরে নিপতিত হইয়া যাহাতে উহারা লাঞ্ছিত হয়। সূরা আ'রাফের মধ্যে সাধারণ কাফিরেরা উহাদিগের নেতাদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করিবে সেই প্রসংগে বলা হইয়াছে যে, قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! ইহারাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে দ্বিগুণ অগ্নি শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলিবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে উহার পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। যেমন বলা হইয়াছে যে,

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ-

অর্থাৎ আমি শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করিব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের ও আল্লাহ্‌র পথে বাধাদানকারীগণের; কারণ, তাহারা অশান্তি সৃষ্টি করিত।

(٣٠) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

(٣١) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○ؕ

(٣٢) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○ؑ

৩০. যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্তা এবং বলে, তোমরা ভীত হইও না, চিন্তিত হইও না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

৩১. আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে; সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা কিছু তোমাদিগের মন চাহে, এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর।

৩২. ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا যাহারা বলে আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, এবং অবিচলিত থাকে। অর্থাৎ যাহারা আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য আমল ইবাদত করে এবং শরীআ'ত অনুযায়ী আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগের সামনে এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا (অর্থাৎ যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, এবং অবিচলিত থাকে।) অত:পর বলেন, অধিকাংশ লোকই আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাত স্বীকার করিয়া পরে আবার কুফ্‌রী করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্‌কে রব হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করার পর আমৃত্যু এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহাদিগকে বলে 'মুস্‌তাকীম বা অবিচল।

নাসায়ী স্বীয় নাসায়ী শরীফের তাফসীর অধ্যায়ে এবং বাযযার ও ইব্‌ন জারীর (র) মুসলিম ইব্‌ন কুতাইবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিমও ফাল্লাসের সূত্রে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ---- সাঈদ ইব্‌ন ইমরান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন ইমরান বলেন ঃ আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সামনে اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতটি পাঠ করিলে তিনি ইহার মর্মার্থে বলেন, ইহারা উহারা যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করে না। আসওয়াদ ইব্‌ন হিলালের হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলেন, একদা লোকদিগকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতাংশের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, ইহার অর্থ হইল পাপ হইতে বিরত থাকা। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) প্রত্যুত্তরে বলেন, না তোমরা ভুল বলিয়াছ। ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র রবুবিয়্যাতকে স্বীকারপূর্বক কখনো অন্যের প্রতি মুখপেক্ষী না হওয়া। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা বলেনঃ একদা ইব্‌ন আব্বাস (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কুরআনের মধ্যে আদেশের দিক দিয়া কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সহজ? তিনি اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ইলাহ নাই এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যু পর্যন্ত অনড় থাকা।

যুহরী (র) বলেন, একবার ওমর (রা) মিম্বারে উঠিয়া এই আয়াতটি পাঠপূর্বক বলেন, এই আয়াতে সেই সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অবিচল থাকে এবং শৃগালের মত এই দিক সেই দিক না করে। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস হইতে বলেন, এই আয়াতাংশে সেই সকল লোকের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ফরয আদায়ে যত্নবান। কাতাদাহ (র) বলেন, হাসান (র) দু'আ করিতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমদিগের প্রভু, অতএব তুমি আমাদিগকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দাও।

আবূ আলীয়া (র) বলেন, ثُمَّ اسْتَقَامُوْا এর অর্থ হইল, দ্বীন প্রতিপালন এবং আমলের মধ্যে ইখলাস আনয়ন করা।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, হুশাইম (র).... সুফীয়ান ছাক্‌ফী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করান, যেটি জানার পর আর কাহারো কাছে যেন কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিলাম এবং এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক।"

অত:পর লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোন্ জিনিস হইতে সংযম অবলম্বন করিব? এই প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় জিহ্বার প্রতি ইশারা করেন।

নাসায়ী (র) শু'বা (র) এর হাদীস ইয়ালা ইব্‌ন আ'তা হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন হারুন (র)---- সুফিয়ান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ছাকফী (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যাহার উপর আমি আজীবন প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি। তিনি বলিলেন, "বল, আল্লাহ্ আমার প্রভু। অত:পর এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাক।" আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার জন্য সবচেয়ে কোন্ জিনিসটিকে বেশী ভয় করেন? এই প্রশ্নটি করার পর তিনি স্বীয় জিহ্বার এক অংশ হাতে ধরিয়া বলেন, 'এইটি'।

ইব্‌ন মাজা ও তিরমিযী যুহরীর হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। মুসলিম তাহার স্বীয় গ্রন্থে ও নাসায়ী (র) ---- সুফিয়ান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ছাকফী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুফিয়ান ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ছাকফী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্বন্ধীয় এমন একটি বিষয় বলিয়া দিন, যেটি জানার পর যেন দ্বিতীয়বার কাহারো নিকট কিছু জানার জন্য যাইতে না হয়। তিনি বলিলেন "তুমি বল, আমি ঈমান আনিলাম আল্লাহ্‌র উপরে এবং এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়পদ অবিচল থাক।" একইভাবে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

আল্লাহ্ তাআ'লা বলিয়াছেন : تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশ্‌তা। মুজাহিদ, সুদ্দী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র বলেন, উহাদিগের মৃত্যুর সময় ফেরেশ্‌তারা বলিবে اَنْ لَّاتَخَافُوْا , তোমরা ভীত হইও না।

মুজাহিদ, ইকারিমা, যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, اَنْ لَّاتَخَافُوْا এর ভাবার্থ হইল, এখন তোমরা পরকালের দিকে চলিয়াছ, অতএব তোমরা নির্ভয়ে থাক। পৃথিবীতে পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-সন্তান, সম্পদ ও যে ঋণ রাখিয়া আসিয়াছ সে সম্বন্ধে وَلَا تَحْزَنُوْا নিশ্চিত থাক উহার হেফাযতের দায়িত্ব আমাদিগের।

وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ অতএব তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য এবং অশুভতার বিদায় ও কল্যাণের সাক্ষাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও। যেমন হযরত বাররা (র)-এর হাদীসে আসিয়াছে যে, মু'মিনের আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া ফেরেশ্‌তারা বলিবে, হে পবিত্র বদন হইতে নির্গত পবিত্রাত্মা! চল আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নেয়ামতরাজীর শানে এবং চল সেই আল্লাহ্‌র দিকে যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন।

অন্য হাদীসে আরো বলা হইয়াছে যে, যেদিন মু'মিনরা কবর হইতে উত্থিত হইবে সেদিন ফেরেশ্‌তা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য তাহাদিগের কবর পার্শ্বে আগমন করিবেন। সুদ্দী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ইব্‌ন জারীব (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)---- জাফর ইব্‌ন সুলাইমান হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, ছাবিত (র) সূরা হা-মীম সিজদার إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ -এই আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া যান এবং বলেন, আমি জানিয়াছি যে, মু'মিন বান্দা যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে তখন তাহার সহিত দুইজন ফেরেশ্‌তা থাকিবে—সেই দুই ফেরেশ্‌তা যাহারা পৃথিবীতে তাহার সহিত ছিল। ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহাকে বলিবে, ভীত হইও না ও চিন্তিত হইও না وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও। আর আল্লাহ্ তোমাদিগের শংকা বিদূরীত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের আখিদ্বয় ভরিয়া দিয়াছেন প্রশান্তি দ্বারা। সেই দিন সকলে আশংকায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে একমাত্র মু'মিন ব্যতীত, যাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলিয়া নিজেদেরকে ধন্য করিয়াছে।

যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইবে তাহাদিগের মৃত্যুর সময়, কবরের মধ্যে এবং যখন কবর হইতে উত্থিত করা হইবে তখন। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও ব্যাপক অর্থ বোধক। তাই মুফাসিসরগণ এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। মূলত ব্যবহারটা এই ধরনেরই হইবে।

ইহার পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ। ইহকাল ও পরকালে আমরা তোমাদিগের বন্ধু।

অর্থাৎ সেই সময়ে ফেরেশ্‌তারা মু'মিনদেরকে বলিবে, আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদিগের সংগী ছিলাম এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে ও সেই পথের বাধাসমূহ অপসারিত করিয়া আল্লাহ্‌র খোশনুদী লাভের সার্বিক সহযোগিতা আমরা করিয়াছিলাম। এইভাবে ঐ সময় ও সর্বকালীনের জন্য তোমাদিগের সংগে আমরা আছি এবং থাকিব। কবর, সিংগায় ফুৎকার, পুনরোত্থান, হাশর ও পুলসিরাতের শঙ্কা ও ভয়াবহতা হইতে মুক্ত করিয়া জান্নাতে পৌছাইয়া দেওয়া পর্যন্ত তোমাদিগের সহিত আমরা আছি।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে সমস্ত কিছু যাহা তোমদিগের মন চাহে অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে তোমার মন যাহা চাহিবে এবং যাহা করিলে তুমি শান্তি পাইবে তাহার সকল উপকরণ তথায় উপস্থিত রহিয়াছে।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ অর্থাৎ সেথায় সমস্ত কিছু সহজলভ্য, তুমি যাহা আকাংখা করিবে তাহা তোমার সামনে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তুমি স্বেচ্ছায় তাহা উপভোগ করিবে।

نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন। অর্থাৎ এই আপ্যায়ন, দান ও পুরস্কার তোমাদিগের পাপ মোচনকারী দয়ালু প্রভুর পক্ষীয়। যিনি পাপ মোচন করিয়াছেন, পাপ গোপন রাখিয়াছেন এবং তোমাদিগের প্রদর্শন করিয়াছেন পরম দয়া ও করুণা।

জান্নাতীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর সময় যে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে সমস্ত কিছু যাহা তোমাদিগের মন চাহে। যাহা তোমরা আকাংখা কর। এই সম্বন্ধে ইব্‌ন আবূ হাতিম ও সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (র) বর্ণনা করেন যে, একদা সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাবের আবূ হুরায়রা (রা) এর সহিত সাক্ষাত হইলে আবূ হুরায়য়া তাঁহাকে বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন জান্নাতের বাজারের মধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটান। এই কথা শুনিয়া সাঈদ (র) বলিলেন, জান্নাতের মধ্যে বাজার থাকিবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-আমাকে বলিয়াছেন ঃ বেহেশ্‌তবাসীরা যখন বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন এবং যখন সকলে নিজ নিজ সতর্ক অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করিবেন, তখন দুনিয়ার দিনগুলির মত এক শুক্রবার তিনি সকল বেশে্‌তবাসীকে একস্থানে একত্রিত হওয়ার জন্য আদেশ করিবেন। সকলে তথায় একত্রিত হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগের উপর স্বীয় তাজাল্লী বিকিরিত করিবেন এবং তখন তাঁহার আরশ পরিদৃষ্ট হইবে। সকলে নিজ মর্তবা অনুযায়ী বাগিচার মধ্যে নূর, মুতী, ইয়াকূত, পান্না, স্বর্ণ ও রূপার মিম্বারের উপর আসন গ্রহণ করিবেন। আর যাহারা পুণ্যের দিক দিয়া কিছুটা খাট তাহাদিগকে নিম্নবর্ণের মনে করা হইবে না; তাহারাও মিশ্‌ক ও কর্পুরের সুগন্ধীময় টিলার উপর আসন গ্রহণ করিবেন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্যতার জন্য তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকারের দুঃখ আসিবে না। তাহাদিগের মনে কখনো এই ধারণা আসার সুযোগ থাকিবে না যে, উচ্চ আসনে উপবিষ্টকারীরা তাহাদিগের চেয়ে উত্তম।

আবূ হুরায়রা (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখিতে পারি? তিনি বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁ, সূর্যকে এবং পূর্ণিমার চন্দ্রকে যেভাবে তোমরা দেখিয়া থাক আল্লাহ্‌কে সেইভাবে দেখিতে পাইবে।" তিনি আরো বলিয়াছিলেন ঃ সকলে আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইবে, সকলে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাইবে। এক পর্যায়ে একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ্ তাআ'লা বলিবেন, ওহে! অমুকদিনে সেই অপরাধকারীর কথা স্মরণ আসে তোমার? লোকটি

বলিব, হে প্রভু! তাহা তো আপনি ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি বলিবেন, হ্যাঁ, তাহা আমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলেই তো তুমি আজ এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছ। এমন সময় তাহাদিগকে মেঘ আসিয়া উর্ধাকাশ ঢাকিয়া ফেলিবে এবং উহা হইতে এমন সুগন্ধিময় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে যাহার মত সুগন্ধি জীবনে সে কখনো পায় নাই। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে বলিবেন, উঠ, আমি তোমাদিগের জন্য যে সকল উপঢৌকন রাখিয়াছি তাহা হইতে তোমরা নিজ নিজ পছন্দ মত গ্রহণ কর। পরে সকলে এমন একটি বাজারে উপস্থিত হইবে যে বাজারটির চতুর্দিক ফেরেশ্‌তারা সারিবদ্ধ ভাবে ঘিরিয়া থাকিবে। সেখানে তাহারা এমন এমন জিনিসের সমাহার দেখিবে যাহা তাহারা কোন দিন দেখে নাই, শুনে নাই এবং যাহার সম্পর্কে তাহারা কল্পনাও করে নাই। সকলে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে তথা হইতে গ্রহণ করিবে। সেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন ঝামেলা নাই। বরং উহা তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন। তথায় বেহেশ্‌তবাসীদিগের একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ হইবে। উঁচু স্তরের জান্নাতীর সহিত নিম্নস্তরের জান্নাতীর সাক্ষাৎ হইলে তাহার উন্নত পরিপাটি পোষাক দেখিয়া নিম্নস্তরের জান্নাতীর মনে উহার আকাংখা জাগিলে সে তাহার পরনে উহার চেয়েও উন্নতমানের পোষাক দেখিতে পাইবে। কেননা তথায় কাহারো কোন রূপ দুঃখ ও ব্যাথা থাকিবে না। তথা হইতে প্রস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগের বেগমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং তাহারা বলিবে, আজ আপনার যাওয়ার সময় তো আপনি এতো সজীব ও সুন্দর ছিলেন না। আপনার চেহারা তো এতো লাবণ্যময় ছিলনা? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, আজ আমরা খোদ আল্লাহ্‌র সহিত একই সভায় অবস্থান করিয়াছি এক সাথে আমরা সময় কাটাইয়াছি। তাই আজ সত্যই আমাদিগের ভাগ্য আরো প্রসন্ন হইয়াছে এবং আমরা আরো কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

হিশাম ইব্‌ন আম্মার হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈলের সূত্রে তিরমিযী স্বীয় জামে তিরমিযী শরীফের মধ্যেও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হিশাম ইব্‌ন আম্মারের সূত্রে ইব্‌ন মাজাও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, একমাত্র এই সূত্র ব্যতীত হাদীসটি অজ্ঞাত। উপরন্তু হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আহমদ (র) ---- আনাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করে আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাকে পছন্দ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে তাহার সহিত আল্লাহ্‌ও সাক্ষাৎকার দিতে অপছন্দ করেন।"

এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন,হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, " ইহার দ্বারা মৃত্যুর পছন্দ অপছন্দের কথা

বুঝান হয় নাই। বরং যখন মুমিনের মৃত্যু উপস্থিত হয় এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাকে খোশ খবর প্রদান করা হয়। যাহা শুনার পরে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভ ব্যতীত আর কিছু কামনা করে না। অতএব আল্লাহ্‌ও তাহার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর পাপিষ্ঠ কাফিরদিগের মৃত্যুর সময় তাহাদিগকে দুঃসংবাদ প্রদান করা যে, তাহারা মৃত্যুহীন একটি জগতে যাত্রা করিতেছে, যেখানে তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ব্যথা, বেদনা। ফলে সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ্‌ও তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা পছন্দ করেন না।" হাদীসটি সহীহ এবং একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٣٣) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ
إِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○

(٣٥) وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا ذُوْ حَظٍّ
عَظِيْمٍ ○

(٣٦) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৩৩. কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা, যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো আত্মসমর্পণকারী দিগের অন্তর্ভুক্ত।

৩৪. ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

৩৫. এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাহাদিগকে যাহারা ধৈর্যশীল; এই গুণের অধিকারী কেবল করা হয় তাহাদিগকেই, যাহারা মহাভাগ্যবান।

৩৬. যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন ঃ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কাহার? যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।

وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ সে নিজে হিদায়াত গ্রহণ করেছে এবং অপরকে হিদায়াতের পথে আহ্বান করেছে। সে এমন নহে যে, অন্যকে সৎপথে চলার আদেশ করে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজে গ্রহণ করে না এবং অন্যকে অন্যায় থেকে বিরত থাকার ওয়াজ করে কিন্তু নিজে তাহা মানিয়া চলে না। বরং নিজে সৎপথে চলে এবং অন্যায় থেকে বিরত থাকে। আর অপরকেও সেই অনুযায়ী চলিতে আদেশ করে। এক কথায় আল্লাহ্‌র কর্তৃক আদিষ্ট পথে সে মানুষকে আহ্বান করে।

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এই আয়াতটি সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরে। এই কথা বলিয়াছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন, সুদ্দী ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (র)। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুয়াযযিনদেরকে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যেমন সহীহ মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, "যাহারা আযান দেন কিয়ামতের দিন তাহাদিগের গর্দান সবার চেয়ে লম্বা হইবে।"

"সুনানের মধ্যে একটি মারফূ হাদীসে আসিয়াছে যে, ইমাম দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং মুয়াযিযন আমানতদার। আল্লাহ্ তা'আলা ইমামদিগকে সঠিক পথ প্রদর্শন করিয়াছেন আর ক্ষমা করিয়াছেন মুয়াযযিনদিগকে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম .... সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন মুয়যিযনরা আল্লাহ্‌র নিকট মুজাহিদদিগের সমপরিমাণ অংশ প্রাপ্ত হইবে। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কোন মুয়যযিনের মর্যাদা, আল্লাহ্‌র পথের সৈনিকের যুদ্ধের ময়দানে রক্তে সিক্ত হইয়া মাটিতে লুটিপুটি খাওয়ার মর্যাদার সমান।

ইব্‌ন মাসউদ (র) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযিযন হইতাম তাহা হইলে হজ্জ, উমরা ও জিহাদের প্রতি এতটা আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন হইত না।

ওমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, আমি যদি মুয়াযিযন হইতাম তাহা হইলে আমি রাত জাগিয়া নফল সালাত আদায় এবং দিনের বেলা নফল সাওম পালনের প্রতি এতটা যত্নশীল হইতাম না। কেননা আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার বলিয়াছেন "হে আল্লাহ্! মুয়যযিন দিগকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।" তখন আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না অথচ আমরা দ্বীনের জন্য আযানের সময়ও তরবারি লইয়া শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি! জবাবে তিনি বলিলেন, উমর! নিকট ভবিষ্যতে এমন একটি সময় আসিবে

যখন সমাজের দুর্বল ও গরীবদিগের জন্য মুয়যযিন পদবী বরাদ্দ থাকিবে। অথচ মুয়যযিনরা সেই পর্যায়ের গণ্য যাহাদিগের মাংস স্পর্শ করাও জাহান্নামের জন্য হারাম।"

আয়েশা (র) বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ এই আয়াতটি মুয়যিযনদিগের উদ্দেশ্যে নাযিল হইয়াছে। তিনি বলেন, মুয়াযিযন দ্বারা লোকদিগকে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করিয়া থাকে। ইব্ন ওমর (র) ও ইকরিমাও বলিয়াছেন যে, এই আয়াতটি মুয়যিযনদিগের সমন্ধে নাযিল হইয়াছে।

আর উসামাহ বাহিলী (র) হইতে বাগভী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, এর দ্বারা উহাদিগকে বুঝান হইয়াছে যাহারা আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করে।

অত:পর আব্দুল্লাহ ইব্ন মুগাফফালের হাদীসে বাগভী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাআত রহিয়াছে। ইহা দুইবার বলিয়া তৃতীয়বার তিনি বলেন, যাহার ইচ্ছা হয় সে উহা আদায় করিবে।"

আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরাইদার হাদীসকে সিহাহ সিত্তাহর সকল ইমামগণই তাহাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করিয়াছেন এবং সাওরী (র) এর হাদীস.... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাওরী বলেন (এই হাদীসটির প্রত্যেকটি সূত্র মারফু) বর্ণিত হইয়াছে যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়কালীন দু'আ কখনো রদ হয় না।"

আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী তাহাদের গ্রন্থে রেওয়াতে এই কথাও উল্লেখিত হইয়াছে যে, রাত ও দিনের প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী কালীন সময়ের দু'আ কখনো রদ হয় না। ইহা সাওরীর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদিসটি হাসান। আনাস (র) হইতে একাধারে কাতাদাহ ও সুলায়মান তাইমীর হাদীসে নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সঠিক কথা হইল আলোচ্য আয়াতটির বিষয় সম্পর্কে মুয়াযযিনসহ সকলেই সংশ্লিষ্ট। তবে কথা হইল এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন আযানের প্রচলন ছিল না। কেননা আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছে। আর আযানের প্রচলন হইয়াছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পর তাঁহার মাদানী জীবনে।

আযানের ব্যাপারটি আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী আল্ আনসারী (র) এর একটি স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি আযানের বাক্য সম্বলিত একটি স্বপ্ন দেখিলে

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট তাহার স্বপ্ন বর্ণনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আযানের জন্য তাহার স্বপ্নের বাক্যগুলি অনুমোদন করেন এবং আযান দেওয়ার জন্য বিলাল (রা) কে মনোনীত করেন। কেননা তাহার আওয়ায উচ্চ ছিল।

অতএব বুঝা যায় যে, আয়াতটি সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যথা ইমাম বসরী হইতে একাধারে মা'মার ও আব্দুর রাযযাকের রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাসান বসরী (র) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ। এই আয়াতটি তেলাওয়াত করার পর বলেন, এই আয়াতে যাহাদিগের কথা বলা হইয়াছে তাহারাই আল্লাহ্‌র প্রকৃত হাবীব, আল্লাহ্‌র অলী, ইহারাই আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত এবং ইহারাই উত্তম ব্যক্তি সকল।

পৃথিবীর সকল লোকদিগের মধ্যে ইহারাই আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। কেননা হইারা আল্লাহ্‌র অনুশাসন মান্য করে এবং অন্যকেও ইহা মান্য করার জন্য আহ্বান করে। ইহারা নিজেরাও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অন্যকেও সৎকর্ম সম্পাদনের জন্য আহ্বান করে। আর দরাজ গলায় বলে, নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান— এরাই, আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম প্রতিনিধি।

অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلاَتَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ। অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ সমান হইতে পারে না। কেননা এই দুইয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে।

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা। অর্থাৎ যে তোমার সহিত মন্দ ব্যবহার করিবে তাহার সহিত তুমি ঈমানের ব্যবহার করিবে।

যেমন হযরত ওমর (রা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমার সহিত আল্লাহ্‌র অবাধ্যমূলক অন্যায় ব্যবহার করিবে তুমি তাহার সহিত আল্লাহ্‌র বাধ্যতামূলক সুন্দর ব্যবহার কর। (যাহার ফলে জীবনের শত্রু অন্তরের বন্ধুতে পরিণত হয়।)

فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ফলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে সে হইয়া যাইবে অন্তরংগ বন্ধুর মত।

অর্থাৎ কেহ তোমার সহিত অন্যায় ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করিলে তাহার সহিত যদি সৌজন্য ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে বন্ধুতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা সৃষ্টি হইবে। ফলে সৎব্যবহারের বদৌলতে এক সময়ের শত্রু হইয়া যাইবে বন্ধু।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা ধৈর্যশীল।

অর্থাৎ এই উপদেশ কেবল তাহারাই গ্রহণ করে এবং ইহার উপর কেবল তাহারাই আমল করে যাহারা ধৈর্যশীল- যাহারা অন্যের অসৎব্যবহারের সময় নিজেদেরকে সংযত রাখতে সমর্থ হয়।

وَمَا يُلَقَّاهَا اِلاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তাহারাই হয় যাহারা মহাভাগ্যবান। অর্থাৎ ঐ সকল ভাগ্যবান ব্যক্তিরা যাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের কল্যাণ।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইহার মধ্যে মু'মিনদিগকে ক্রোধের সময় ধৈর্য্য ধারণ করার, অজ্ঞের সামনে নম্রতা প্রকাশ করা এবং দুর্ব্যবহারকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। এই সকল লোককে আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানের প্ররোচনা হইতে হিফাযতে রাখেন এবং এই সকল লোকের শত্রুরা বন্ধুতে পরিণত হইয়া যায়।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ লইবে।

অর্থাৎ ইহার পূর্বে মানুষ শয়তানকে সৎব্যবহার দ্বারা কাবু করার কথা বলা হইয়াছে। এখন জিন শয়তানের কথা বলা হইতেছে যে, শয়তানের প্ররোচনার সময় একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট উহা হইতে পানহই চাহিবে। কেননা তোমার মনকে কাবূ করার ক্ষমতা তাহার রহিয়াছে। যখনই আল্লাহ্‌র নিকট উহার প্ররোচনা হইতে পানাহ্ চাহিবে তখনই সে তোমার উপর হইতে তাহার অশুভ হাত গুটাইয়া ফেলিবে।

তাই প্রত্যেক সালাতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ

আলোচ্য বিষয়ের উপর সূরা আরাফের মধ্যেও বলা হইয়াছে যে,

خُذِ الْعَفْوَا وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থাৎ তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন, সৎকার্যের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদিগকে উপেক্ষা কর। যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ লইবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

এই সমন্ধে সূরা মু'মিনীনের মধ্যেও বলা হইয়াছে যে,

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَصِفُوْنَ- وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ- وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

অর্থাৎ মন্দের মুকাবেলা কর উত্তম দ্বারা, উহারা যাহা বলে আমি সে সমন্ধে সবিশেষ অবহিত। বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হইতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি উহাদিগের উপস্থিতি হইতে।

(٣٧) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ
تَعْبُدُوْنَ ○

(٣٨) فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ○

(٣٩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۭ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۭ اِنَّهٗ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৩৭. তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাঁহারই ইবাদাত কর।

৩৮. উহারা অহংকার করিলে যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে তাহারা তো দিবস ও রজনী তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তি বোধ করে না।

৩৯. এবং তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, উষর, অত:পর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতকে জীবনদানকারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

তাফসীর ঃ এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় আযীম শান ও কুদরতের উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহার শক্তির কোন উপমা নাই এবং তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَمِنْ اٰيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও চন্দ্র।

অর্থাৎ তিনি রাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার এবং দিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন আলোকময়-উজ্বল। উপরন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কখনো সংমিশ্রণ ঘটেনা। সরলভাবে তাহারা একেরপর অপরে আগমন করে।

এইভাবে তিনি সূর্য ও সূর্যের রশ্মি, চন্দ্র ও চন্দ্রের আলো সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাকাশে ইহাদের প্রত্যেকটিকে স্বতন্ত্র কক্ষ দিয়াছেন। ইহারা স্ব স্ব কক্ষে আবর্তিত হইতে থাকে। যে আবর্তনের ফলে চিহ্নিত করা হয় দিন, রাত, মাস ও বৎসর। আর ইহারই দ্বারা নির্ধারিত করা হয় ইবাদাত ও অনুষ্ঠানের দিন তারিখ ও সময়ক্ষণ।

আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিসমূহের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য বিশেষ সৌন্দর্যে সুমন্ডিত। তাই ইহাদেরকে আলোচনায় আনা হইয়াছে। অথচ ইহারা মাখ্‌লূক বই নহে। অতএব-

لاَتَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ-

তোমরা সূর্যকে সিজ্‌দা করিও না, চন্দ্রকেও নহে; সিজ্‌দা কর আল্লাকে যিনি এইগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি তোমরা তাহারই ইবাদাত কর।

অর্থাৎ তোমরা তাঁহার সহিত শিরক করিও না। কেননা উহাদিগের উপাসনা তোমাদিগের কোনই উপকার সাধন করিতে পারিবে না। উপরন্তু আল্লাহ্ শিরককারীকে রক্ষা দেন না।

তাই বলা হইয়াছে যে, فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا অর্থাৎ উহারা যদি আল্লাহ্‌কেসহ আরো অনেকের ইবাদত করে তবে তাহাতে তাহার কিছু আসেনা। কেননা فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ ফেরেশ্‌তারা যাহারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রহিয়াছে- يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَيَسْئَمُوْنَ তাহার তো দিবস ও রজনী তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তাহারা ক্লান্তিবোধ করে না।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ يَكْفُرْبِهَا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ অত:পর যদি ইহারা এইগুলিকে প্রত্যাখ্যানও করে তবে আমি তো এমন এক সম্প্রদায়ের প্রতি এইগুলির ভার অর্পণ করিয়াছি যাহারা এইগুলি প্রত্যাখ্যান করিবে না। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... জাবির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ "রজনী, দিবস, সূর্য, চন্দ্র ও হাওয়াকে তোমরা গালি দিওনা, কেনানা এইগুলি কোন কওমের জন্য রহমাত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কোন কওমের জন্য ব্যবহৃত হয় শাস্তি ও বেদনা হিসাবে।"

وَمِنْ آيَاتِهِ অর্থাৎ তাঁহার নিদর্শন সমূহের একটি মৃতকে জীবন্ত করা। যেমন- أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক। আর যে ভূমি শুষ্ক-চাষাবাদের অযোগ্য তাহা মৃত বৎ।

فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ অত:পর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে. উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয়।

إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ অর্থাৎ যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই জীবত করিবেন মৃতকে। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

(٤٠) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ
أَفَمَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا
مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ○

(٤١) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ○

(٤٢) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ
مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ○

(٤٣) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو
مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ○

৪০. যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠকে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে! তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর, তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

৪১. যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ইহা অবশ্যই এক মহা গ্রন্থ—

৪২. কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিবেনা অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইতো তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا অর্থাৎ যাহারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে।

ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, اِلْحَادْ অর্থ শব্দকে স্ব স্থান হইতে অন্য স্থানে অপসারিত করিয়া বাক্যের অর্থ বিকৃত করা।

কাতাদাহ (র) সহ অন্যান্যে বলেন, اِلْحَادْ অর্থ কুফ্‌রী ও নাস্তিকতা।

অত:পর বলেন, لَايَخْفَوْنَ عَلَيْنَا তাহারা আমার অগোচর নহে। অর্থাৎ ইহা বলিয়া হুমকী দেওয়া হইয়াছে। যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াত, নাম ও সিফাতসমূহ বিকৃত করে তাহদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত। ইহার পরিণাম হল অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

তাই বলা হইয়াছে ঃ

اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؟ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে থাকিবে সে। মোট কথা এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে কি? না, এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনা হইতে পারে না।

পরবর্তী বাক্যে ধমকির সুরে কাফিরদিগকে বলা হইয়াছে ঃ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা কর।

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলেন, اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ তোমরা ভাল মন্দ যাহা কর আল্লাহ্ সবকিছুর ব্যাপারে সম্যক অবগত এবং তোমরা প্রকাশ্যে-গোপনে যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যাহা কর তিনি তাহার দ্রষ্টা।

অতপর বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ অর্থাৎ যাহারা উহাদিগের নিকট কুরআন আসিবার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। যাহ্‌হাক, সুদ্দী ও কাতাদাহ (র) বলেন, ذِكْرٌ দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

وَاِنَّهٗ لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ ইহা অবশ্যই এক মহাগ্রন্থ। অর্থাৎ ইহা এমন এক মহাগ্রন্থ যাহার কোন উপমা নাই। ইহার মত রচনা করিতে কেহই সক্ষম নহে। لَايَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ

مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী কোন মিথ্যা ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

অর্থাৎ ইহাতে কোন মিথ্যা সন্নিবেশিত করার সামর্থ্য কাহারো নাই। কেননা ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত।

তাই বলা হইয়াছে ঃ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ প্রশংসার্হ আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

অর্থাৎ তিনি স্বীয় কথায় প্রাজ্ঞ এবং স্বীয় কর্মে প্রশংসার্হ। তাঁহার প্রত্যেকটি আদেশ ও নিষেধ পরিণাম ফলের বিচারে প্রশংসার দাবীদার।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَا يُقَالُ لَكَ اِلاَّ مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে তো তাহাই বলা হয় যাহা বলা হইত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণ সম্পর্কে।

কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমার সম্বন্ধে উহারা যাহা বলে, তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের এই মিথ্যা চর্চার অভ্যাস নতুন নহে। তোমার পূর্ববর্তী সকল নবী সম্বন্ধেও উহারা মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। তবে তাহারা যেভাবে উহাদিগের যুলুম সহ্য করিয়াছে তুমিও তোমার কওমের যুলুম সহ্য কর।

ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু ইব্ন আবূ হাতিমের নিকট এই ব্যাখ্যা পছন্দ নহে। اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ অর্থাৎ যে প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে তাহাকে প্রতিপালক আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমা করিয়া দেন।

وَذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিবে, সত্যের বিরোধীতা ও রাসূলের ব্যাপারে মিথ্যাচার প্রচার করিতে বিরত না হইবে তাহাকে আল্লাহ্ কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র).... সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেন, اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে ক্ষমা করিয়া না দিতেন তাহা হইলে একটি জীবনও রক্ষা পাইত না এবং যদি তিনি ভীতি প্রদর্শন মূলক শাস্তি আরোপিত না করিতেন তাহা হইলে প্রত্যেকটি মানুষ চরম স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইত।"

(٤٤) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ
وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ
بَعِيْدٍ ۝

(٤٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ
مُرِيْبٍ ۝

৪৪. আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করিতাম উহারা অবশ্যই বলিত, ইহার আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয় নাই কেন? কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়; বল, মু'মিনদিগের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ ও ব্যাধিক প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধত্ব স্বরূপ। ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহুদূর হইতে।

৪৫. আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম অত:পর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ কুরআনের উচু সাহিত্যমান, নিপুণ শব্দবিন্যাস, অলংকার ও যুক্তিপূর্ণ নির্দেশাবলী সত্বেও মুশরিকদিগের উহা ঔদ্ধত্বের সহিত অগ্রাহ্য করার কথা এইস্থানে বলা হইয়াছে।

যথা অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ-

অর্থাৎ যদি ইহা কোন আজমীর প্রতি অবতীর্ণ করা হইত এবং উহা সে উহাদিগের নিকট পাঠ করিত তবে উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না।

আর এই স্থানেও বলা হইয়াছে যে, যদি পূর্ণ কুরআন আমি আজমী ভাষায় অবতীর্ণ করিতাম তবুও উহারা বলিত ঃ لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ ইহার আয়াতগুলি বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয় নাই কেন ? কি আশ্চর্য যে, ইহার ভাষা আজমী অথচ রাসূল আরবীয়।

অর্থাৎ যদি কুরআন কোন অনারবীয় ভাষায় নাযিল করিতাম তাহা হইলে উহারা বাহানা করিয়া অবশ্যই বলিত, এই কুরআন যেহেতু আরবীয়দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে সেহেতু উহার ভাষা অনারবীয় ভাষায় কিভাবে নাযিল হইতে পারে ? আর অনারবীয় ভাষার কিতাব আমাদিগের বোধগম্য নহে। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ কেহ এইভাবে করিয়াছেন যে, কুরআনের কিছু অংশ যদি আরবী হইত এবং কিছু অংশ যদি আজমী হইত তাহা হইলেও উহারা বলিত, কিভাবে একটি কিতাবে দুই ধরনের ভাষা হইতে পারে ? তবে কি ইহার একাংশ আরবীয়দিগের জন্য এবং অপর অংশ অনারবীয়দিগের জন্য ? অতএব ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের বোধগম্য নহে। এই অর্থ করিয়াছেন ইমাম বসরী (র)।

ইমাম বসরী (র) ءَاَعْجَمِىٌّ কে اَعْجَمِىٌّ হিসাবে জিজ্ঞাসা বোধক চিহ্ন ব্যতীত পাঠ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) এই অর্থ করিয়াছেন। যাহা কাফিরদিগের চরম ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের প্রমাণ বহন করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ অর্থাৎ বল হে মুহাম্মদ! এই কুরআনের প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগের জন্য ইহা হিদায়াত স্বরূপ আর ইহা তাহার মনের সকল সন্দেহ্ ও পংকিলতা বিদূরীতকারী।

وَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ অর্থাৎ যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারা ইহা বুঝে না। কেননা উহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা।

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى অর্থাৎ এই কুরআন উহাদিগকে হিদায়াত দান করিবে না এবং কুরআন হইবে উহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

অর্থাৎ আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যাহা বিশ্ববাসীদিগের জন্য শান্তি ও দয়া; কিন্তু উহা সীমালংঘনকারীদিগের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ অর্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহার আহ্বান উহাদিগের অন্তর হইতে বহু দূরে।

ইব্‌ন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, যেন উহাদিগকে বহুদূর হইতে ডাকিয়া বলা হইয়াছে, যে কারণে ডাকের সঠিক শব্দ উহাদিগের কর্ণে পৌঁছিতেছে না।

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আমার মতে ইহার অর্থ হইবে এইরূপ, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَثَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْنَ يَنْعِقُ بِمَا لاَيَسْمَعُ اِلاَّ دُعَاءً وَّنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَيَعْقِلُوْنَ-

অর্থাৎ যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে, যাহা ডাক-হাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না—বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তাহারা বুঝিবে না।

যাহ্হাক বলেন, ইহার অর্থ হইল, ইহাদিগকে কিয়ামতের দিন মন্দ নাম ধরিয়া ডাকা হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন, একদা উমর (রা) মৃত্যু উপস্থিত একজন মুসলমান ব্যক্তির নিকট বসা ছিলেন। লোকটি অনাহুত লাব্বায়িক লাব্বায়িক বলিয়া কাহারো ডাকে সাড়া দিতেছিল। তাহাকে ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহাকে দেখিতেছ অথবা কেহ তোমাকে ডাকিতেছে ? লোকটি বলিল, কে যেন আমাকে নদীর ঐদিক হইতে ডাকিতেছে। অতঃপর ইহার প্রেক্ষিতে ওমর (রা) বলেন, اُوْلٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ অর্থাৎ ইহারা এমন যে, যেন ইহাদিগকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হইতে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ অর্থাৎ আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়াছিলাম। অতঃপর ইহাতে মতভেদ ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ ইহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং তাহাকে নির্যাতনের বিন্দুতে পরিণত করিয়াছিল।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوْا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ অর্থাৎ অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।

وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের যদি ঘোষণা না থাকিত। لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ তাহা হইলে উহাদিগের মীমাংসা হইয়া যাইত। অর্থাৎ উহাদিগের প্রতি কিয়ামতের পূর্বে আযাব আপতিত না করার ওয়াদা রহিয়াছে বলিয়া উহারা রেহাই পাইতেছে, না হয় উহাদিগকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করিতে সামান্য বিলম্ব করা হইত না।

وَاَنَّهُمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ উহারা অবশ্যই ইহার সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে ছিল। অর্থাৎ উহারা যে ইহাকে অস্বীকার করিত এই ব্যাপারেও উহারা সন্দেহাতীত বিশ্বাসী ছিল না, বরং অবিশ্বাস করার ব্যাপারেও উহারা শংসয়গ্রস্ত ছিল। এই ব্যাপারে উহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত ছিল। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)।

(٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَاۤءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

(٤٧) اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَاۤءِىْ ۙ قَالُوْۤا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ۝

(٤٨) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

৪৬. যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং মন্দ করিলে তাহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। তোমার প্রতিপালক তাহার বান্দাদিগের প্রতি যুলুম করেন না।

৪৭. কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যস্ত। তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ মুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? তখন উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না।

৪৮. পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ যে সৎকর্ম করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই উহা করে। অর্থাৎ উহার প্রতিদান সে-ই ভোগ করিবে।

وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا কেহ মন্দকর্ম করিলে তাহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। অর্থাৎ তাহার কৃত মন্দকর্মের শাস্তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ —তোমার প্রতিপালক তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি কোন যুলুম করেন না। অর্থাৎ পাপ করা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তিনি শাস্তি দেন না এবং স্বীয় অস্তিত্বের সত্যতার দলীল পেশ না করিয়াও তিনি কাউকে শাস্তি দেন না। আর শাস্তি দেন না রাসূল প্রেরণ করার আগ পর্যন্ত।

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ। অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকটেই আছে। তিনি ব্যতীত উহার জ্ঞান কাহারো নিকট নাই।

যেমন কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে—রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিবরাইল (আ) এর এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন, যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে সে এই ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানে না।

যেমন কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا। অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট।

অন্যস্থানে আরো বলিয়াছেন ঃ لاَيُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র আছে।

وَمَاتَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى-

তাহার অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না।

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণও কিছু আল্লাহ্‌র দৃষ্টির অগোচরে নহে।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না।

আর يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রত্যেকের গর্ভে যাহা আছে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

অন্য স্থানে আরো বলা হইয়াছে যে,

وَمَايُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَّلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থাৎ কাহারো পরমায়ু বৃদ্ধি হইলে অথবা তাহার পরমায়ু হ্রাস পাইলে তাহা তো হয় সংরক্ষিত ফলক অনুসারে। ইহা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِىْ যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, আমার শরীকেরা কোথায় ? অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সমুদয় সৃষ্টির সামনে মুশরিকদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা আমার সহিত অংশীদার করিয়া যাহাদিগকে উপাসনা করিতে তাহারা আজ কোথায় ?

قَالُوْا اٰذَنّٰكَ অর্থাৎ তখন উহারা বলিবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি যে, مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না। অর্থাৎ আজ আমাদিগের কেহই বলিবে না যে, আপনার একত্ববাদে কোন শরীকদার রহিয়াছে।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ পূর্বে উহারা যাহাদিগকে আহ্বান করিত তাহারা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। অর্থাৎ উপাসকরা উপাস্যদিগের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। ফলে উপাসকরা উপাস্যদিগের হইতে কোন রকমের উপকার লাভ করিতে ব্যর্থ থাকিবে।

وَظَنُّوْا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيْصٍ এবং মুশরিকরা উপলব্ধি করিবে যে, উহাদিগের নিষ্কৃতির কোন উপায় নাই।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইবে যে, আল্লাহ্‌র আযাব হইতে তাহাদিগকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন পথ নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَرَاَى الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا

অর্থাৎ অপরাধীরা জাহান্নাম দেখিয়া বুঝিবে যে, উহারা তথায় পতিত হইতেছে এবং উহারা উহা হইতে কোন পরিত্রাণস্থল পাইবে না।

(٤٩) لَا يَسْـَٔمُ الْاِنْسَانُ مِنْ دُعَآءِ الْخَيْرِ ز وَاِنْ مَّسَّهُ الشَّرُّ
فَيَـُٔوْسٌ قَنُوْطٌ ○

(٥٠) وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ
هٰذَا لِيْ ۙ وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْۤ اِنَّ
لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ز وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ
مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ○

(৫১) وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ○

৪৯. মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাহাকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে নিরাশ ও হতাশ হইয়া পড়ে;

৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের স্বাদ দিই তখন সে বলিয়া থাকে ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে। আমি কাফিরদিগকে উহাদিগের কৃতকর্ম অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি।

৫১. যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি, সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মানুষ কখনো তাহার প্রতিপালকের নিকট উন্নতি, সুস্বাস্থ্য ও ধন-সম্পদ প্রার্থনা করিতে ক্লান্তিবোধ করে না। যদি তাহাকে কখনো অমঙ্গল বা দারিদ্রতা স্পর্শ করে فَيَئُوْسٌ قَنُوْطٌ তখন সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ তখন তাহাকে এই চিন্তায় পাইয়া বসে যে, তাহার জীবনে আর হয়ত মঙ্গল ও সুদিন আসিবে না।

وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর যদি আমি তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দিই তখন সে বলিয়াই থাকে ইহা আমার প্রাপ্য।

অর্থাৎ দুঃখ-দৈন্যতা ও সংকটের পর যদি মানুষকে অর্থ-সম্পদ ও সুখ-শান্তি দেওয়া হয় তবে সে অবশ্যই এই কথা বলে, ইহা আমার —ইহাই প্রতিপালকের নিকট আমার প্রাপ্য ছিল।

وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ তখন সে স্পষ্ট ভাষায় কুফরী প্রকাশ করিয়া থাকে। ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তি তাহার কুফরীর কারণ হইয়া দাড়ায়। যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

كَلَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى অর্থাৎ বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّ لِىْ عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হই তাহার নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকিবে।

অর্থাৎ ধরিয়া নিলাম যে, যদি আমাকে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হইতে হয়, তাহা হইলে এই জগতে প্রভু আমাকে যেমন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিয়াছেন, তিনি পরকালেও আমাকে তেমন সুখ-শান্তি ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে রাখিবেন। মোট কথা, পাপ করিয়াও তাহারা পরকালের শান্তির আশা করে।

উহাদিগকে সতর্ক করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ـ

অর্থাৎ আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে উহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব কঠোর শাস্তি।

এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্তরূপ কামনাকারীদিগকে যাহাদিগের কামনা তাহাদিগের আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত—উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰى بِجَانِبِه

অর্থাৎ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করিলে সে মুখ ফিরাইয়া লয় ও অহংকারে দূরে সরিয়া যায়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ ত্যাগ করে এবং নব-সুখের অঘোর নিদ্রায় বেহুশ থাকে। যথা অন্যস্থানে বলিয়াছেন ঃ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ যখন তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيْضٍ তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। অর্থাৎ এই বিষয়ের উপরই সে প্রার্থনা করিতে থাকে। বিনয়ের সাথে একই প্রার্থনা বারবার আবৃত্তি করিতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, عَرِيْضٍ বলে স্বল্প অর্থবোধক দীর্ঘ বাক্যকে। আর وَجِيْزٌ বলে ব্যাপক অর্থবোধক ছোট বাক্যকে। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِه اَوْقَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ـ

অর্থাৎ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর যখন আমি তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি সে তাহার পূর্ব পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই।

(٥٢) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ
مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

(٥٣) سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
اَنَّهُ الْحَقُّ ۭ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ○
(٥٤) اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاۤءِ رَبِّهِمْ ۭ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ
شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ○

৫২. বল, তোমারা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ?

৫৩. আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং ইহাদিগের নিজদিগের মধ্যে; ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল্‌-কুরআন সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত ?

৫৪. জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জানিয়া রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قُلْ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! বল, ঐ সকল মুশরিক ও কুরআন অস্বীকারকারীদিগকে যে, اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ যদি কুরআন আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ কিতাব হইয়া থাকে مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ দেখিয়াছ কি যে, ইহা অস্বীকার করার পরিণতি কি হইবে ? অর্থাৎ যে খোদা তাহার রাসূলের উপর কুরআন নাযিল করিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কত রাগান্বিত হইবেন ?

তাই বলিয়াছেন ঃ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِىْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তাহার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে ?

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুফরী করে এবং সত্য গ্রহণে গোড়ামি করে সে সত্য ও হিদায়াত হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী দূরে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِىْ الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং উহাদিগের নিজদিগের মধ্যে।

অর্থাৎ বাহ্যিক দলীল দ্বারা আমি প্রমাণ করিব যে, রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ আমার কুরআন সত্য।

আর فِىْ الْاٰفَاقِ অর্থ বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয়ের দ্বারা প্রমাণিত করিব যে, ইসলাম ও কুরআন সত্য।

وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ এর অর্থে মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) বলেন, বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রমাণিত করেন যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার সাহাবীগণের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁহার মদদ রহিয়াছে। যার ফলে বাতিল শক্তি তাহাদিগের নিকট পরাভূত হইয়াছে।

এই অর্থও হইতে পারে যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দর্শনীয়রূপে বিভিন্ন রং ও গড়নে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার কল্পনাতীত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয়ত তিনি একই আকৃতির মানুষকে ভাল-মন্দ কত চরিত্রে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর এই মানুষ শৈশব, কৈশর, যৌবন ও বার্ধক্য ইত্যাদি কতটি কাল কতটি অবস্থা অতিক্রম করে। এই ধরনের বহু নিদর্শন আল্লাহ্ মানুষের সামনে ব্যক্ত করিয়াছেন; যাহার মাধ্যমে তিনি তাহার শক্তির অসীমত্বতা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে কাফিরেরা তাহাকে চিনিতে পারে এবং তাহাকে ভয় করে।

যেমন শাইখ আবূ কুরাইশী হইতে ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া স্বীয় কিতাব اَلتَّفَكُّرُ وَالْاِعْتِبَارُ এর মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে,

وَاِذَا نَظَرْتَ تُرِيْدُ مُعْتَبِرًا * فَانْظُرْ اِلَيْكَ فَفِيْكَ مَعْتَبَرُ
اَنْتَ الَّذِىْ تُمْسِىْ وَتُصْبِحُ فِىْ الدُّ * دُنْيَا وَكُلُّ اُمُوْرِهِ عِبَرُ
اَنْتَ الْمَصْرِفُ كَانَ فِىْ صَخْرٍ * ثُمَّ اسْتَقَلَّ شَخْصَكَ الكِبَرَ
اَنْتَ الَّذِىْ تَنْعَاهُ خَلْقَتَهُ * يَنْعَاهُ الشَّعْرُ وَالْبَشَرُ
اَنْتَ الَّذِىْ تُعْطِىْ وَتُسْلِبُ لاَ * يُنْجِيْهِ مِنَ اَنْ يَسْلُبَ الحَذَرَ
اَنْتَ الَّذِىْ لاَشَيْئَ مِنْهُ لَهُ * وَاَحَقُّ مِنْهُ بِمَلِهِ الْقَدَرُ

অর্থ ঃ তুমি যদি শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দৃষ্টি দিতে চাও তবে নিজের প্রতি দৃষ্টি দিও। ইহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। তুমি দুনিয়াতে সকাল বিকাল সময় অতিবাহিত করিতেছ, দুনিয়ার বিবর্তনের প্রতিটি বস্তুতেই শিক্ষা রহিয়াছে। তুমি শৈশবকালে পরের সাহায্যে নড়াচড়া করিতে এবং বড় হইয়া তুমি একজন শক্তিশালী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছ। তুমি বহু মানুষের মৃত্যু সংবাদ দিয়া আস অথচ তোমাকে তোমার চুল ও চামড়া মৃত্যু সংবাদ বহন করিতেছে। তুমি ধারণ ও বারণ কর তবে সতর্কতা হইতে কেহ মুক্ত করিতে পারে না। তুমি এমন এক ব্যক্তি যাহার কোন কিছুই নাই। কেবলমাত্র তাকদীরে যাহা নির্ধারণ করা হইয়াছে তাহাই তোমার প্রাপ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ -

ফলে উহাদিগের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, আল-কুরআন সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত।

অর্থাৎ যখন প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের কথা ও কর্মসমূহ সম্বন্ধে সম্যক অবগত তখন যদি তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, রাসূল হিসাবে মুহাম্মদ সত্য; তবে এই ব্যাপারে সন্দেহের আর অবকাশ থাকে কি ?

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যস্থানে বলা হইয়াছে যে, لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ। অতঃপর বলেন, اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ জানিয়া রাখ, ইহারা ইহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। অর্থাৎ মূলত কিয়ামত কায়িম হইবে বলিয়া উহারা বিশ্বাসই করে না। এইজন্য উহারা পুণ্য সঞ্চয়ে উদাসীন এবং পাপ করিতে মোটেই ভাবে না। অথচ কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য।

ইব্‌ন আবূদ দুনিয়া (র) ....সাঈদ আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) একদিন মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি দরূদ পাঠপূর্বক সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে কোন হাদীস শুনাইবার জন্য সমবেত করি নাই, বরং একটি ব্যাপারে আমি গভীর চিন্তা করিয়াছি; যাহার ফসল তোমাদিগকে শুনাইব। অর্থাৎ আমার চিন্তামতে যাহারা সেই বিষয়টি বিশ্বাস করে তাহারা আহম্মক। আর যাহারা উহা অবিশ্বাস করে তাহারা অবশ্যই বিপথগামী। অতঃপর তিনি মিম্বর হইতে অবতরণ করেন।

তাঁহার কথার অর্থ হইল, যাহারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখিয়াও সেই অনুযায়ী আমল করে না, কিয়ামতের ভয় করে না এবং কিয়ামতের ভয়াবহতার ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশ করে না, তাহারা সত্য সত্যই আহাম্মক। যাহারা কিয়ামতকে সত্য জানিয়াও জীবনকে ভোগ-বিলাস, খেল-তামাসা ও পাপকর্মে নিয়োজিত রাখে তাহারা আহম্মক নহে তো কি ? আর যাহারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করে তাহারা যে বিপথগামী সে কথা বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর উপর কর্তৃত্বশীল এবং সমস্ত রহিয়াছে তাহার পরিবেষ্টনে আর কিয়ামত সংঘটিত করা তাহার জন্য খুবই সহজ ব্যাপার।

তাই বলা হইয়াছে اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ সব কিছুকে আল্লাহ্ পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার আয়ত্বাধীন এবং প্রত্যেকটি সৃষ্টি তাহার ইল্‌মের মধ্যে উপস্থিত। উহার প্রত্যেকটি তাহার হুকুমে পরিচালিত হয়। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিমিষে বাস্তবে রূপায়িত হয়। আর তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো বাস্তবায়িত হয় না। তিনিই একমাত্র ইলাহ—তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ-এর অস্তিত্ব নাই।

নবম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/৩০২(উ)— ৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে ইবনে কাছীর

দশম খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

দশম খণ্ড

(পারা ২৫ থেকে পারা ২৮ পর্যন্ত)
সূরা শূরা থেকে সূরা মুজাদালা পর্যন্ত

মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (দশম খণ্ড)
মূল : ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৭৯/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0709-0

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর ১৪৩৬

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪৬৮.০০ (চার শত আটষট্টি) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran] : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 November 2014

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 468.00 ; US Dollar : 25.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্‌প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। বস্তুত এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্‌সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহতী প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

এ তাফসীর গ্রন্থের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এ তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুল সংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে

তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : 'এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।' আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের সবগুলো খণ্ডের বাংলা অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক। গ্রন্থটির ১০ম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রকাশের সকল কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির দশম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা শূরা

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০
৭-৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৪
৯-১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮
১৩-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
১৬-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৫
১৯-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৮
২৩-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪২
২৫-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
২৯-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫৬
৩২-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০
৩৬-৩৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২
৪০-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৬
৪৪-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২
৪৭-৪৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪
৪৯-৫০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৭
৫১-৫৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৯

সূরা যুখরুফ

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..৮২

৯-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..৮৭

১৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..৯২

২১-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..৯৬

২৬-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১০০

৩৬-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১০৬

৪৬-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..১১৩

৫১-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..১১৫

৫৭-৬৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..১১৯

৬৬-৭৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১২৬

৭৪-৮০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..১৩১

৮১-৮৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৩৪

সূরা দুখান

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৩৮

৯-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..১৪১

১৭-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৫০

৩৪-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৫৯

৩৮-৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৬৪

৪৩-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৬৬

৫১-৫৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.. ১৬৯

সূরা জাছিয়া

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭৪

৬-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭৭

১২-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭৯

১৬-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৮২

২১-২৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৮৪

২৪-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৮৭

২৭-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৯১

৩০-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৯৪

সূরা আহ্কাফ

১-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০০

৭-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৪

১০-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৯

১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৩

১৭-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২০

২১-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৫

২৬-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩২

২৯-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৪

৩৩-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৫৮

সূরা মুহাম্মদ

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬২
৪-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৬৫
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৩
১৪-১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৭৬
১৬-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮০
২০-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮৫
২৪-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯০
২৯-৩১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৩
৩২-৩৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৫
৩৬-৩৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৯৮

সূরা ফাত্হ

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০১
৪-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৭
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩০৯
১১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২০
১৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২২
১৬-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৪
১৮-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৭
২০-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩২৯
২৫-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৬৬

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

২৭-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৬০

২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৬৮

সূরা হুজুরাত

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৭৪

৪-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৭৯

৬-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৮১

৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৮৭

১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৯০

১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৩৯২

১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪০১

১৪-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪০৫

সূরা ক্বাফ

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪১২

৬-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪১৬

১২-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪১৮

১৬-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪২১

২৩-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪২৮

৩০-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪৩২

৩৬-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪৪০

৪১-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর.................................৪৪৫

সূরা যারিয়াত

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫০
১৫-২৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৫৫
২৪-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৩
৩১-৩৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৬
৩৮-৪৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬৮
৪৭-৫১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭২
৫২-৬০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৪

সূরা তূর

১-১৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৭৮
১৭-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৫
২১-২৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৮৭
২৯-৩৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৩
৩৫-৪৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৬
৪৪-৪৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৯৯

সূরা নাজ্‌ম

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৫
৫-১৮	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫০৮
১৯-২৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৪
২৭-৩০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫২৯

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

৩১-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৩১

৩৩-৪১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৩৭

৪২-৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৪২

৫৬-৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৪৭

সূরা কামার

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৫০

৬-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৫৭

৯-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৫৯

১৮-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৬৩

২৩-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৬৪

৩৩-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৬৭

৪১-৪৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৭০

৪৭-৫৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৭২

সূরা রাহমান

১-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৮১

১৪-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৮৭

২৬-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৯১

৩১-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৯৫

৩৭-৪৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৫৯৮

৪৬-৫৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর........৬০৩

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
৫৪-৬১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬০৭
৬২-৭৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬১৩

সূরা ওয়াকিয়া

১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬২২
১৩-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬২৯
২৭-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৩৮
৪১-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৫৪
৫৭-৬২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৫৮
৬৩-৭৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৬০
৭৫-৮২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৬৫
৮৩-৮৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৭১
৮৮-৯৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৭৩

সূরা হাদীদ

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৭৮
৪-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৮২
৭-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৮৭
১২-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৬৯৫
১৬-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৭০০
১৮-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৭০৩
২০-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর..................................৭০৬

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
২২-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১০
২৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১২
২৬-২৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১৪
২৮-২৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭১৯

সূরা মুজাদালা

১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২২
২-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭২৪
৫-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩৩
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৩৬
১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪০
১২-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৪
১৪-১৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৪৭
২০-২২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫১

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

দশম খণ্ড

সূরা শূরা

৫৩ আয়াত, ৫ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ○

(٢) عٓسٓقٓ ○

(٣) كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ○

(٤) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيْمُ ○

(٥) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ
يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۚ اَلَآ اِنَّ
اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

(٦) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

১. হা-মীম।

২. ‘আঈন. সীন. ক্বাফ,

৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। তিনি সমুন্নত, মহান।

৫. আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন। তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ।

তাফসীর ঃ হরূফে মুকাত্তা‘আতের উপর ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) অগ্রহণযোগ্য আশ্চর্যজনক ও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আরতাত ইব্‌ন মুনযির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে. আরতাত ইব্‌ন মুনযির (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া حم عسق-এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে। তখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ইব্‌ন আব্বাস (রা) আগন্তুক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে নিরবতা অবলম্বন করেন। দ্বিতীয়বার আবার জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তিনি উত্তর দানে অনীহা প্রকাশ করেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পরও তিনি উত্তর না দিলে হুযাইফা (রা) লোকটিকে বলেন, ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে আমি বলিব। আমি এই কথাও জানি যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) কেন তোমার প্রশ্নের জবাব দিতেছেন না। এর কারণ হইল, ইহা এক কুরাইশী ব্যক্তি সম্বন্ধে নাযিল হইয়াছে। যাহার নাম হইল আব্দে ইলাহ এবং আব্দুল্লাহ। সে পূর্বের কোন নদীর তীরে অবতরণ করিবে। সেখানে সে দুইটি শহর আবাদ করিবে। বরং নদী খনন করিয়া শহর দুইটির মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আল্লাহ্ যখন উহার রাজত্ব ও সম্পদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করিবেন তখন তিনি রাত্রে একটি শহরে আগুন দিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। সকালে উঠিয়া সকলে ছাই-ভস্ম দেখিতে পাইবে। সকলে আশ্চর্যবোধ করিবে। কিভাবে

রাত্রের মধ্যে শহরটি জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া গেল ? সকালের আলো উজ্জ্বল হইয়া ওঠার পর শহরের অহংকারী ও দাম্ভিকেরা যখন একস্থানে একত্রিত হইবে তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে মৃত্তিকা গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিবেন। এই কথাই حم عسق-এর মধ্যে বলা হইয়াছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন একটি কঠিন শাস্তির খুবই প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু এমন একটি দুর্ঘটনা ঘটানোর পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ব হইতে ছিল। যে পরিকল্পনা তিনি আগামীতে বাস্তবায়িত করিবেন মাত্র। حم-এর ব্যাখ্যা হইল নবী। আর عَيْنٌ অর্থ عَدْلاً مِّنْهُ - سِيْنَ অর্থ سَيَكُوْنُ আর ق অর্থ وَاقِعٌ بِهَاتَيْنِ الْمَدِيْنَتَيْنِ। অর্থাৎ, শহর দুইটির একটির উপর অতি নিকটকালে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা হইবে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ইহার চেয়েও দুর্বল একটি রিওয়ায়েত আবূ যর (রা)-এর সনদে হাদীসটি নবী করীম (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। একাংশের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) একদা মিম্বরের উপর উঠিয়া বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে حم عسق -ইহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছ কি? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) দাঁড়াইয়া বলেন, হাঁ, আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, حم আল্লাহ্র নামসমূহের একটি। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করেন, عين -এর অর্থ ? তিনি বলিলেন عَايَنَ الْمُوَلُّوْنَ عَذَابَ يَوْمَ بَدْرٍ অর্থাৎ বদরের দিন পরাজিত বাহিনীর অবস্থা কি তাহা প্রদর্শন করিয়াছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, سين-এর ব্যাখ্যায় তিনি কি বলিয়াছেন ? বলিলেন, سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْنَ اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ অর্থাৎ এই জালিমরা সত্বর অবহিত হইবে যে, উহাদিগের পরিণাম কত ভয়াবহ হইবে! কিন্তু قاف -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব না দিয়া নিশ্চুপ থাকেন। এই সময় আবু যর (রা) উঠিয়া ইব্ন আব্বাসের অনুরূপ ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, قاف অর্থ قَارِعَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ تَغْشَى النَّاسَ অর্থাৎ উহাদিগের উপর আসমানী আযাব আপতিত হইবে যাহা উহাদিগকে দশ দিক দিয়া অবরোধ করিবে।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ كَذٰلِكَ يُوْحِىْ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এইভাবে তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিতেছেন এবং এইভাবেই তিনি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন তোমার পূর্ববর্তীদিগের প্রতি। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন সেইভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি নাযিল করা হইয়াছিল কিতাব ও সহিফা।

اَللّٰهُ الْعَزِيْزُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণে পরাক্রমশালী এবং اَلْحَكِيْمُ। অর্থ তিনি স্বীয় কাজ ও কথায় প্রজ্ঞাময়।

ইমাম মালিক (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি কিভাবে ওহী আসে ? জবাবে তিনি বলেন, কখনো ঘন্টা-ধ্বনির মত শব্দ করিয়া আসে, যাহা আমার নিকট ভীষণ ভারি অনুভূত হয়। ওহী নাযিল শেষ হইয়া গেলে উহা আমার মানসপটে গ্রথিত হয়। আবার কখনো কোন ফেরেশেতা মানব আকৃতিতে আসিয়া ওহী জানাইয়া যান। উহাও আমার স্মরণে উপস্থিত থাকে। আয়িশা (রা) বলেন, কখনো ওহী ভীষণ শীতের সময় নাযিল হইলে তিনি ঘামে ভিঁজিয়া যাইতেন। তাঁহার ললাট বাহিয়া ঘামের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকিত। সহীহদ্বয় ইহা বর্ণনা করিয়াছে। তবে এখানে হুবহু বুখারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

তাবারানী (র) ....হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ ইব্‌ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিভাবে তাঁহার উপর ওহী নাযিল হয় এই প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, "ঘন্টা-ধ্বনির মর্ত শব্দ করিয়া ওহী নাযিল হয়। উহা আমার নিকট ভীষণ ভারি মালুম হয়। আর উহা আমার স্মরণে বদ্ধমূল থাকে। তবে কখনো কোন ফেরেশতা মানব আকৃতিতেও ওহী লইয়া আসেন। তিনি যাহা নাযিল করেন তাহা সব আমার স্মরণ থাকে। আহমদ (র) ...আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ওহীর অনুভূতি কেমন? তিনি বলিলেন, জিঞ্জিরের ঝিন ঝিন শব্দ শুনিতে পাওয়ার পর আমি নীরব হইয়া থাকি। এই অবস্থায় ওহী অবতীর্ণ হয়। ওহী যখন নাযিল হয় তখন আমি ভীষণ এক ওজনের চাপ অনুভব করি। আমার মনে হয় হয়ত এখন আমার আত্মা নির্গত হইয়া যাইবে। একমাত্র আহমদ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন কাসীর বলেন, বুখারীর শরাহ গ্রন্থের প্রথম দিকে এই বিষয়ের উপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ্‌র।)

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। অর্থাৎ সকল সৃষ্টি আল্লাহ্‌র ইবাদতে বাধ্য এবং মহাবিশ্বময় একমাত্র তাঁহারই রাজত্ব। সবকিছু তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয়।

وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ - তিনি সমুন্নত ও মহান। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে, وَهُوَ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ অর্থাৎ তিনি মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। আরো বলা হইয়াছে ঃ وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ তিনিই তো সমুচ্চ, মহান। এই ধরনের বহু আয়াত রহিয়াছে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে, تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাহ্‌হাক, কাতাদা, সুদ্দী ও কা'ব আহবর (র) প্রমুখ বলেন, ইহার অর্থ হইল, আল্লাহ্‌র 'আজমাত ও অপরিসীম শক্তির প্রকাশে সমস্ত কিছু কাঁপিতে থাকে।

وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ ফেরেশতারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং মর্ত্যবাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আসিয়াছে যে,

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا ـ

অর্থাৎ যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্ববাসীদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; (অতএব যাহারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাহাদিগের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা কর।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ اَلَا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ অর্থাৎ জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاءَ অর্থাৎ মুশরিক—যাহারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে।

اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ —আল্লাহ্ তাহাদিগের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। অর্থাৎ মুশরিকদিগের কার্যকলাপ আমি অবলোকন করিতেছি এবং তাহাদিগের কার্যকলাপের হিসাব রাখা হইতেছে। আমি স্বয়ং উহাদিগের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করিব।

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ তুমি তাহাদিগের কর্মবিধায়ক নহ। অর্থাৎ তুমি কেবল ভয় প্রদানের অধিকারী। প্রতিশোধ ও প্রতিফল আল্লাহ্ গ্রহণ করিবেন এবং সকলের কর্মবিধায়ক আল্লাহ্।

(٧) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ○

(٨) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

৭. এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায়; যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কা ও উহার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাহাতে কোন সন্দেহ নাই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

৮. আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই উম্মত করিতে পারিতেন; বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। জালিমদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারী নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যেইভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদিগের উপর ওহী নাযিল করিয়াছিলাম أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا সেইভাবে আমি তোমার উপর কুরআন নাযিল করিয়াছি আরবী ভাষায়। অর্থাৎ স্পষ্ট ও সাবলীল রচনা ভঙ্গিমায়।

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى যাহাতে তুমি সতর্ক করিতে পার মক্কাবাসীদিগকে। وَمَنْ حَوْلَهَا এবং সতর্ক করিতে পার মক্কার আশেপাশের লোকদিগকে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। অর্থাৎ মক্কার পূর্ব-পশ্চিমসহ সকলদিকের লোকদিগকে। এই আয়াতে মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' বলা হইয়াছে। কেননা মক্কা ভূমি পৃথিবীর অন্যান্য সকল শহর ও ভূমি হইতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এই বিষয়ের প্রমাণে বহু দলীল রহিয়াছে যাহা যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। তবুও ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য এইস্থানে ছোট একটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ সালমাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সালমাহ ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আদী ইব্‌ন হামরা যুহরী (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কার হায্ওয়ারাত নামক বাজারে বসিয়া বলিতে শুনিয়াছেন যে, তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্র শপথ! নিশ্চয়ই তুমি পৃথিবীর সমস্ত ভূমি হইতে উত্তম। সমস্ত ভূমি হইতে তুমি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয়। যদি আমাকে এই ভূমি হইতে বাহির করিয়া না দেওয়া হইত তাহা হইলে কখনও আমি এই ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।" যুহরীর হাদীসে ইব্‌ন মাজাহ্, নাসায়ী ও তিরমিযী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ অর্থাৎ এবং সতর্ক করিতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে। সেই দিন মানব জন্মের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল লোককে এক ময়দানে জমায়েত করা হইবে।

لَارَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর কিয়ামত সংঘটিত করা আল্লাহ্র জন্য কঠিন কোন কাজ নহে।

فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ অর্থাৎ সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ অর্থাৎ স্মরণ কর, কিয়ামতের দিনে তিনি তোমাদগিকে সমবেত করিবেন সেদিন হইবে লাভ-লোকসান নির্ধারণের দিন।

অন্য আয়াতে আরো বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ـ وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ـ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ ـ فَمِنْهُمْ شَقِىٌّ وَّسَعِيْدٌ ـ

অর্থাৎ যে পরকালের শাস্তিকে ভয় করে ইহাতে তো তাহার জন্য নিদর্শন আছে; ইহা সেইদিন যেদিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হইবে; ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে; এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখিব। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কেহ বাক্যালাপ করিতে পারিবে না; উহাদিগের মধ্যে অনেকে হইবে হতভাগ্য ও অনেকে হইবে ভাগ্যবান।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতে করিয়া দুইখানা কিতাব লইয়া আমাদিগের নিকট আসেন এবং আমাদিগকে বলেন, "তোমরা জান কি এই দুইখানা কি কিতাব ?" আমরা বলিলাম, জানি না। আপনি বলিয়া দিন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তাঁহার ডান হাতের কিতাবখানা সম্পর্কে বলিলেন, "এই কিতাবখানা আল্লাহ্র নিকট হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে জান্নাতবসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ বিস্তারিত পরিচয়। প্রত্যেকের নামের শেষে উহাদিগের আমলের যোগফলও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে। ইহার মধ্যে আর কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সুযোগ নাই।" অতঃপর তিনি তাঁহার বাম হাতের কিতাবখানার প্রতি ইশারা করিয়া বলেন, "এই কিতাবখানার মধ্যে রহিয়াছে জাহান্নামবাসীদিগের পিতা, পিতামহ ও বংশ উল্লেখসহ পরিচয়। আর নামের শেষে রহিয়াছে আমলনামার যোগফল। ইহার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নাই।" ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহাবাগণ বলিলেন, 'সব যদি নির্দিষ্ট করিয়া লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে

আমাদিগের আমল করার আর কি অর্থ হইতে পারে ?' তিনি জবাবে বলিলেন, "সতর্কতার সহিত পুণ্যের পথে থাক। কেননা যাহারা জান্নাতী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জান্নাতিসুলভ হইবে—বাকী জীবন সে যেমনই অতিবাহিত করুক না কেন। আর যাহারা জাহান্নামী হইবে জীবনের শেষ কর্মটি তাহাদিগের জাহান্নামীসুলভ হইবে—জীবনে সে যত ভাল আমলই করিয়া থাকুক না কেন।" অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্ঠিবদ্ধ করেন এবং বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। এই সময় তিনি এমন ভঙ্গি করেন যে, যেন তাঁহার ডান হাত হইতে কিছু একটা ফিঁকিয়া ফেলিয়া দিলেন। আর বলিলেন, তাঁহার ডান হাতের কিতাবটি ফিঁকিয়া দেন এবং বলেন, একদল জান্নাতে প্রবেশ করিবে। ইহার পর তিনি তাঁহার বাম হইতেও উহা ফিঁকিয়া দিলেন। আর বলিলেন, একদল জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।"

তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। আর আল্লামা বাগাভী (র) স্বীয় তাফসীরের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন হাতিম লাইছ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্ন জারীর জনৈক সাহাবী হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁহার সকল সন্তানকে তাহা হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলে উহারা পাখীর মত ময়দানে ছড়াইয়া পড়ে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে দুই মুষ্ঠির মধ্যে লইয়া বলেন, ইহাদিগের একাংশ নেককার এবং অন্য অংশ বদ্‌কার। এই কথা বলিয়া তিনি সকলকে ছাড়িয়া দিয়া আবার সকলকে দুই মুষ্ঠিতে ধারণপূর্বক বলেন, ইহাদিগের একাংশ জান্নাতী হইবে এবং অন্য অংশ প্রবেশ করিবে জাহান্নামে। এই হাদীসটি মওকূফ, সহীহের কাছাকাছি। (আল্লাহ্ই ভাল জানেন।)

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ নয্‌রাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ নয্‌রাহ (রা) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ্ নামক এক সাহাবীকে তাহার বন্ধুরা রোগের সময় শুশ্রূষা করিতে যাইয়া দেখেন যে, তিনি কাঁদিতেছেন। বন্ধুরা তাহাকে বলিল, তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তোমাকে তো রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়া গিয়াছেন যে, গোঁফ ছোট রাখিবে এবং সেই অবস্থায় আমার সহিত মিলিত হইবে। এই কথার প্রেক্ষিতে সাহাবী তাঁহার বন্ধুদিগকে বলিল, কথা তো ঠিক কিন্তু আমাকে কাঁদাইতেছে যে বিষয়টি তাহা হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি শুনিয়াছি ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষকে সৃষ্টি করার পর স্বয়ং মুষ্ঠিদ্বয়ে উহাদিগকে ধারণপূর্বক ডান মুষ্ঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জান্নাতী) এবং বাম মুষ্ঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, ইহারা উহার জন্য (অর্থাৎ ইহারা জাহান্নামী)। আর আমি কাহারো পরোয়া করি না।" অতএব আমি এই কথা ভাবিয়া কাঁদিতেছি যে, জানি না আল্লাহ্র মুষ্ঠিদ্বয়ের কোন্ মুষ্ঠিতে আমি ছিলাম।

তাকদীরের উপর এই ধরনের সহীহ্, সুনান ও মুসনাদ ইত্যাদি গ্রন্থে বহু হাদীস রহিয়াছে। হযরত আলী (রা), হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) ও হযরত আয়িশা (রা) প্রমুখ হইতেও এই বিষয়ের উপর বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে মানুষকে একই মতাদর্শের অনুসারী করিতে পারিতেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করিতে পারিতেন অথবা তিনি ইচ্ছা করিলে সকল মানুষকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া কতককে সত্যের পথে পরিচালিত করিয়াছেন এবং কতককে পরিচালিত করিয়াছেন ভ্রান্তপথে। ইহার মধ্যে নিহিত রাখিয়াছেন তিনি তাঁহার প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তাই তিনি আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী বাক্যে বলিয়াছেন ঃ

وَلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمُوْنَ مَالَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ

অর্থাৎ বস্তুত তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন; সীমালংঘনকারীদিগের কোন অভিভাবক নাই, কোন সাহায্যকারীও নাই।

ইব্ন জারীর (র) ....ইব্ন হুজাইরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন হুজাইরা (রা) বলেন, মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, হে পরোয়ারদিগার! আপনি মানুষ সৃষ্টি করিয়া তাহার একাংশকে জান্নাতী করিলেন এবং অন্য অংশকে জাহান্নামী করিলেন, কেন—সকলকে সমানভাবে জান্নাতী করিলে ভাল হইত না ? মূসা (আ)-এর এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন, হে মূসা! তুমি তোমার পরিধেয় বস্ত্র উঁচু কর, তিনি উঁচু করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আরো উঁচু কর, তিনি আরো উঁচু করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলিলেন, হে মূসা! আরো উঁচু কর, তিনি শরীরের প্রায় সর্বাংশ হইতে কাপড় উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, হে প্রতিপালক! সম্ভবত সকল অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন বাকী অঙ্গ হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, 'অতএব সকল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মধ্যেও কোন কল্যাণ নাই।'

(٩) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۡ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(١٠) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ○

(١١) فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ○

(١٢) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

৯. উহারা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্, অভিভাবক তো তিনিই, এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন– উহার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট। বল, ইনিই আল্লাহ্– আমার প্রতিপালক; আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।

১১. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আনআমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আনআমের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

১২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁহারই নিকট। তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার রিয্‌ক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের শিরকের সমালোচনা করিয়া বলেন, বান্দাদিগের নিকট হইতে একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা উপাস্যের উপযোগী ও অধিকারী নহে। কেননা জীবন মৃত্যুর মালিক তিনি, তাই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্তও তিনি। অত:পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ

اِلَى اللّٰهِ। অর্থাৎ তোমরা পার্থিব অপার্থিব যে কোন বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, আল্লাহ্‌র কিতাব ও হাদীসকে উহার মীমাংসকারী মানিবে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّىْ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিবাদ সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহার মীমাংসার জন্য তোমরা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও। (আর বল,) ইনিই আল্লাহ্—আমার প্রতিপালক।

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ 'আমি নির্ভর করি তাঁহার উপর এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী।' অর্থাৎ আমি আমার সব ব্যাপারে তাহার শরণাপন্ন হই।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি এত অনুগ্রহশীল যে, তিনি তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের আকৃতি ও জাতের মধ্য হইতে ভিন্ন লিংগ সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনি وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا পশুদিগের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন পশুদিগের জোড়া। অর্থাৎ তিনি পশুদিগের মধ্যে আট ধরনের জোড়ার সৃষ্টি করিয়াছেন।

يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ এইভাবে তিনি তোমাদিগের বংশ বিস্তার করেন। অর্থাৎ নিরন্তর তোমাদিগের স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে আরো স্ত্রী ও পুরুষ জন্মলাভ করিবে। এইভাবে মানব ও পশুদিগের বংশ বিস্তার ঘটিতে থাকিবে।

বাগাভী (র) বলেন, يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ অর্থ এই তিনি ভ্রুণের মধ্যে বংশ বিস্তার করেন। কেহ বলিয়াছেন যে, এই ধারায় তিনি বংশ বিস্তার ঘটাইয়া থাকেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ এর অর্থ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে মানব ও পশুর বংশ ও সৃষ্টির ধারা তিনি অবশিষ্ট রাখেন।

কেহ বলিয়াছেন يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ অর্থ يَذْرَؤُكُمْ بِهٖ অর্থাৎ এইভাবে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী জোড়ার মাধ্যমে মানব সৃষ্টি করেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে। অর্থাৎ জোড়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ্‌র সদৃশ কিছু নাই। কেননা তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার অনুরূপ কোন সত্তা নাই। وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ অর্থাৎ তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁহারই হাতে।

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ তিনি যাহার প্রতি ইচ্ছা তাহার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিযিক কমাইয়া দেন। ইহা তিনি প্রজ্ঞা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমাধা করেন। إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

(١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ
اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ
اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ
وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১৩. তিনি তোমাদিগের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে—আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদেরকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।

১৪. উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায় এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত; অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ এই উম্মতকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ অর্থাৎ, তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছি দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম নূহকে– যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম তোমাকে।

এই স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম নবী আদম (আ)-এর পরবর্তী নবী নূহ (আ)-এর উল্লেখ করিয়া সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর এই নবীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ের বিশিষ্ট নবী ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মাইয়ামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (অতএব বুঝা যায়, প্রথম নবী হইতে শেষ নবী পর্যন্ত প্রত্যেকের শরীআতের সহিত প্রত্যেকের রহিয়াছে এক নিবিড় সম্পর্ক।) সূরা আহযাবের মধ্যে এই পঞ্চ নবীকে এক আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই যে,

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থাৎ, স্মরণ কর, আমি নবীদিগের নিকট হইতে, তোমার নিকট হইতে এবং নূহ ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা ইব্ন মারিয়ামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম অংগীকার।

উল্লেখ্য যে, এই সকল নবীগণের প্রত্যেকেরই দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং তাঁহার একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান করা।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ ব্যতীত, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদত কর।

হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, نَحْنُ مَعْشَرُ الْاَنْبِيَاءِ اَوْلاَدُ عَلاَّتٍ دِيْنُنَا وَاحِدٌ অর্থাৎ, আমরা সকল নবী সম্পর্কে সৎভাই সমতুল্য এবং আমাদের দীন এক।

মূলত সকল নবীর দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র ইবাদত এবং তাঁহারা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদানের বেলায় অভিন্ন। যদিও সকলের দাওয়াতের পদ্ধতি ও শরীয়ত-বিধান ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا অর্থাৎ, তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَنْ اَقِيْمُوْا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে ঐক্য ও দলবদ্ধ থাকার আদেশ করিয়াছেন এবং নিষেধ করিয়াছেন মতভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করিতে।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَاتَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ তুমি অংশীবাদীদিগকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছ তাহা উহাদিগের নিকট দুর্বহ মনে হয়। অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকদিগকে তুমি যে তাওহীদের দাওয়াত দিতেছ, তাহা তাহাদিগের নিকট অসহ্য ও অহেতুক উৎপাত স্বরূপ মনে হইতেছে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يُّنِيْبُ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াতের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। অর্থাৎ যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকে আল্লাহ্ তাআলা হিদায়াত দান করেন এবং যে ভ্রান্তপথে চলিতে সচেষ্ট হয়, তাহাকে গোমরাহ পথে পরিচালিত করেন।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا اخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْعِلْمُ উহাদিগের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবলমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষবশত উহারা নিজদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। অর্থাৎ, সত্যের উপর মযবুত যুক্তি ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা পাবার পর মুহূর্তে তাহারা কেবল বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীবশত সত্যের বিরোধীতা করিতে থাকে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ لاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অব্যাহতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব ঘোষণা না থাকিলে উহাদিগের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। অর্থাৎ, প্রত্যেকের আমলের হিসাব গ্রহণ করার জন্য যে দিনটির ঘোষণা করা হইয়াছে তাহা যদি না করা হইত তবে প্রত্যেকের প্রতিটি কাজের শাস্তি তৎক্ষণাৎ প্রদান করা হইত।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে,

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ অর্থাৎ, উহাদিগের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কেবল অন্ধের মত যুক্তিহীনভাবে পূর্বসূরীদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে উহারা বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে। আর উহারা যে বিষয়ের অনুসরণ করিতেছে তাহার উপরও উহাদিগের বিশ্বাস নাই। কেবল অন্ধ ও অযৌক্তিকভাবে উহারা ইহাদিগের পূর্বসূরীদিগের ধারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। ফলে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কেও উহারা সন্দেহ পোষণ করে।

(১৫) فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ
اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১৫. সুতরাং তুমি উহার দিকে আহবান কর এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ্ যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদিগের মধ্যে ন্যায় বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। আমাদিগের কর্ম আমাদিগের এবং তোমাদিগের কর্ম তোমাদিগের। আমাদিগের ও তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।'

তাফসীর ঃ এই আয়াতটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দশটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একটির আলোচ্য বিষয় অপরটি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আয়াতুল কুরসীর মত সমগ্র কুরআনের মধ্যে এক আয়াতে এতটি আলোচিত বিষয় অন্য কোন আয়াতে নাই। নিম্নে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ অর্থাৎ, তোমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হইয়াছে। আর এই রকম ওহী তোমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণের উপরও অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। যে বিধান তোমাকে প্রদান করা হইয়াছে, তুমি সকলের নিকট তাহার দাওয়াত পৌঁছাও এবং সকলকে উহা মান্য করার জন্য চেষ্টা চালাও।

وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ অর্থাৎ, তোমাকে যেভাবে আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে বলা হইয়াছে, সেইভাবে তুমি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং যাহারা তোমার অনুসরণ করে তাহাদিগকেও ইহা মানিতে উদ্বুদ্ধ কর।

وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ অর্থাৎ, মিথ্যা ও অপবাদ প্রদানে অভ্যস্ত ধারাক্রমে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে পূজা করিয়া আসিতেছে– এই সকল মুশরিকদিগের খেয়াল-খুশীর তুমি অনুসরণ করিও না।

وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ অর্থাৎ, নবীগণের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব আমি বিশ্বাস করি। আর পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবসমূহের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করা এবং একটি বিশ্বাস করা ও অন্যটিকে অবিশ্বাস করার আমি পক্ষপাতি নহি।

وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের মধ্যে সেই আদেশ বা বিধান জারি করিতে চাহি, যাহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আমার নিকট পৌঁছান হইয়াছে। যে আদেশ সম্পূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ একমাত্র উপাস্য। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার ইবাদত না করার ইচ্ছার স্বাধীনতা আমাদিগের সকলের রহিয়াছে। তবে নৈতিকভাবে সকলে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতে বাধ্য। কেননা ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন মানব জাতি ব্যতীত অন্য সকল জাতি তাঁহারই ইবাদতে রত রহিয়াছে।

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমদিগের আমলের পরিণাম আমরাই ভোগ করিব এবং তোমাদিগের আমলের পরিণাম তোমরাই ভোগ করিবে। একের আমল অপরের কোন উপকারে আসিবে না। আমলের ফলাফলের ব্যাপারে তোমাদিগের সহিত আমাদিগের কোন যোগাযোগ নাই।

যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْـئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ۔

অর্থাৎ, তাহারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তুমি বলিও আমার কর্মের দায়িত্ব আমার এবং তোমাদিগের কর্মের দায়িত্ব তোমাদিগের। আমি যাহা করি সে বিষয়ে তোমরা দায়ী নহ এবং তোমরা যাহা কর সে বিষয়ে আমিও দায়ী নহি।

لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ,আমাদিগের এবং তোমাদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। মুজাহিদ (র) বলেন, لَاحُجَّةَ অর্থ নাই বিবাদ-বিসম্বাদ।

সুদ্দী (র) বলেন, এই আয়াতটি জিহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের। অতএব আলোচ্য আয়াতের এই অংশটুকু রহিত। কেননা তর্কাতীতভাবে এই আয়াতটি মক্কী এবং জিহাদের আয়াত হিজরত পরবর্তীকালে মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে।

اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ই আমদিগকে একত্রিত করিবেন। যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ۔

অর্থাৎ, বল আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগের সকলকে একত্রিত করিবেন, অতঃপর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক, সর্বজ্ঞ।

وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের দিন তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

(١٦) وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ
حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○
(١٧) اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِ
يْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○
(١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ
مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ؕ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي
السَّاعَةِ لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ○

১৬. আল্লাহ্কে স্বীকার করিবার পর যাহারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং উহারা তাঁহার ক্রোধের পাত্র এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্ই অবতীর্ণ করিয়াছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড। তুমি কি জান— সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

১৮. যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই ইহা ত্বরান্বিত করিতে চাহে। আর যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে এবং জানে উহা সত্য। জানিয়া রাখ, কিয়ামত সম্পর্কে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে তাহারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সহিত বেঈমানদের তর্ক করিয়া বিভ্রান্ত করা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলেন, وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَااسْتُجِيْبَ لَهٗ অর্থাৎ, রাসূল ও আল্লাহ্তে বিশ্বাসী মু'মিনদিগের সহিত তর্ক-বিতর্ক

করিয়া যাহারা উহাদিগকে হিদায়াতের পথ হইতে অপসারিত করিয়া ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহে–

حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, তাহাদিগের যুক্তি-তর্ক তাহাদিগের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার ও বাতিল হিসাবে গণ্য। وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ এবং উহারা তাহার ক্রোধের পাত্র وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ এবং কিয়ামাতের দিন উহাদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিশ্বাসী মু'মিনদিগকে যাহারা বিভ্রান্ত করিয়া হিদায়াতের পথ হইতে বর্বরতা ও জাহিলিয়াতের দিকে প্রত্যাবর্তন করার অপপ্রয়াস চালায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই অভিসম্পাত ও হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

কাতাদা (র) বলেন, ইহা দ্বারা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে বুঝান হইয়াছে– যাহারা বলে, আমাদিগের ধর্ম তোমাদিগের ধর্ম হইতে উত্তম, আমাদিগের নবী তোমাদিগের নবী হইতে পূর্বতম। সর্বোপরি আমরাই উত্তম, আমরাই আল্লাহ্‌র প্রিয় পাত্র। অথচ তাহাদিগের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাজে বকবকানী মাত্র।

অতঃপর বলা হইয়াছে ঃ اَللّٰهُ الَّذِىْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক তাঁহার নবীগণের উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং وَالْمِيْزَانَ দিয়াছেন মীযান অর্থাৎ, ন্যায়-নীতি। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

যেমন– অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করে। আরো বলিয়াছেন ঃ

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ- اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ-

অর্থাৎ, তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন তুলাদণ্ড। যাহাতে তোমরা সীমালংঘন না কর। তুলাদণ্ডে তোমরা ন্যায্য ওজনকারী হও এবং ওজনে কম দিও না।

অতঃপর বলেন وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ অর্থাৎ, তুমি কি জান– সম্ভবত কিয়ামত আসন্ন?

এই আয়াতাংশের মধ্যে লোভ ও ভীতি উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছে। সাথে সাথে পার্থিব আকর্ষণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ারও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا যাহারা ইহা বিশ্বাস করে না তাহারাই কামনা করে যে, ইহা ত্বরান্বিত হউক। অর্থাৎ, কাফিরেরা বলে যে, যদি আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য হইত তাহা হইলে কিয়ামত এত দিনে সংঘটিত হইত। নতুবা উহা এখন কেন সংঘটিত হইতেছে না? এই কথা কাফির তাওহীদ অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীরা বলিয়া থাকে। কেননা কিয়ামতের ব্যাপারে উহারা উদাসীন।

আর وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا যাহারা বিশ্বাসী তাহারা উহাকে ভয় করে। কিয়ামতের ব্যাপারে মু'মিনরা ভীত এবং আশংকাগ্রস্ত। কেননা وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ তাহারা জানে যে, উহা সত্য। অর্থাৎ, তাহারা বিশ্বাস করে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ফলে তাহারা সেই দিনের জন্য প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকে। সেই দিনে কোন বিপদ ঘটার আশংকায় তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

সহীহ্, হাসান, সুনান ও মুসনাদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত প্রায় একটি মুতাওয়াতির হাদীসে আসিয়াছে যে, কোন এক সফরে জনৈক লোক একটু দূর হইতে উচ্চস্বরে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'হে মুহাম্মদ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে ?' তাহার ডাকের শব্দ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লোকটি পাগলের মত চীৎকার করছে।" অতঃপর তাহার জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, "হাঁ, হাঁ, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিতব্য। বল, "এই ব্যাপারে তুমি কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছ?" লোকটি বলিল, "আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে আমি ভালবাসি।" রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "তুমি সেইদিন তাহার সংগী হইবে যাহাকে তুমি ভালবাসিবে।"

অন্য হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসিবে তাহার হাশর তাহার সহিত হইবে।"

উপরোক্ত হাদীসটি মুতাওয়াতির হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীত। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকটির কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়-ক্ষণের প্রশ্নে নীরব থাকিয়া কেবল তাহাকে কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র রহিয়াছে।

অতঃপর বলা হইয়াছে, اَلَا اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِى السَّاعَةِ অর্থাৎ, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে যাহারা বাক-বিতণ্ডা করে এবং উহা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া ধারণা করে لَفِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ তাহারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রহিয়াছে।

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যাহারা সন্দেহ পোষণ করে তাহারা অজ্ঞ। কেননা তাহাদিগের জানা থাকা উচিত যে, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, মৃতকে যিনি জীবন দান করিতে পারেন এবং অস্তিত্বহীন কোন বস্তুকে যিনি

অস্তিত্বে আনয়ন করিতে পারেন, তাঁহার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করা কোন ব্যাপার নহে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَهُوَ الَّذِى يَبْدَاءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُه وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْه অর্থাৎ, তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিবেন পুনর্বার এবং উহা তাঁহার জন্য সহজতর ব্যাপার।

(১৯) اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۟

(২০) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ
يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۙ وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ۟

(২১) اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ
اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۟

(২২) تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ
مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۟

১৯. আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদিগের প্রতি অতি দয়ালু; তিনি যাহাকে ইচ্ছা রিয্‌ক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।

২০. যে কেহ আখিরাতের ফসল কামনা করে তাহার জন্য আমি তাহার ফসল বর্ধিত করিয়া দেই এবং যে কেহ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাহাকে উহারই কিছু দিই, আখিরাতে তাহার জন্য কিছুই থাকিবে না।

২১. ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ ইহাদিগকে দেন নাই? ফয়সালার ঘোষণা না থাকিলে ইহাদিগের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হইয়াই যাইত। নিশ্চয়ই জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

২২. তুমি জালিমদিগকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখিবে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য; আর ইহাই আপতিত হইবে উহাদিগের উপর। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে। তাহারা যাহা কিছু চাহিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাই পাইবে। ইহাই তো মহা অনুগ্রহ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও দয়ার উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি তাঁহার ফরমানদার ও নাফরমান কোন বান্দাকেই ভুলেন না। সবাইকে তিনি দয়াবশত সমানভাবে রিয্ক দান করিয়া থাকেন। এক আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ, 'পৃথিবীর প্রত্যেক জীবের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত। সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।'

এই বিষয়ের উপর এই ধরনের বহু আয়াত পবিত্র কুরআনের মধ্যে আসিয়াছে। তাই এইস্থানেও বলিয়াছেন ঃ يَـرْزُقُ مَـنْ يَّـشَـاءُ অর্থাৎ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। কেননা- وَهُـوَ الْقَـوِىُّ الْـعَـزِيْـزُ তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। অর্থাৎ কোন কাজে তিনি অপারগ বা অক্ষম নহেন।

অতঃপর বলিয়াছেন مَـنْ كَـانَ يُـرِيْـدُ حَـرْثَ الْاٰخِـرَةِ যে কেহ পরকালের নেক আমল বা সুফসল সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হয় তাহাকে তিনি শক্তি ও সহযোগিতা দান করেন এবং তাহার সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি সমৃদ্ধ করিয়া দেন। তাহার একটি নেকির বদলায় তাহাকে দশ হইতে সাতশত অথবা ততোধিক নেকী লিখিয়া দেন।

وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ-

'যে কেহ ইহকালের ফসল কামনা করে আমি তাহাকে তাহারই কিছু দেই, পরকালে ইহাদিগের জন্য কিছুই থাকিবে না।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কেবল পার্থিব সম্পদ লাভের আশায় চেষ্টা করিবে, সে পরকালে কিছুই পাইবে না। পরকালের সুখ তাহার জন্য নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে ইহকালে তাহাকে কিছু দিবেন এবং না দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহাই তিনি করিবেন। কেবল ইহকালীন সুখ সঞ্চয়ের নিয়্যতের কারণে ইহকাল ও পরকাল উভয়কালে সে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যাহা পূরণ হইবার নহে।

এই কথার প্রমাণে অন্য সূরার কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যাইতে পারে। তথায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا ـ وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا ـ كُلاًّ نُّمِدُّ هٰؤُلاَءِ وَهٰؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ـ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا ـ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً ـ

অর্থাৎ 'কেহ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করিলে আমি যাহাকে ইচ্ছা সত্বর দিয়া থাকি। পরে উহার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেথায় সে প্রবেশ করিবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হইতে দূরীকৃত অবস্থায়। যাহারা মু'মিন হইয়া পরকাল কামনা করে এবং উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদিগেরই চেষ্টা স্বীকৃত হইয়া থাকে। তোমার প্রতিপালক তাঁহার দান দ্বারা ইহাদিগকে ও উহাদিগকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত। লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে উহাদিগের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর।'

ছাওরী (র) উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এই উম্মতের জন্য সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব, সাহায্য ও রাজত্ব লাভের সুসংবাদ রহিয়াছে। তবে এই উম্মতের যে ব্যক্তি আখিরাতের কাজ দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত করিবে তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ থাকিবে না।" ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاذَنْ بِهِ اللّٰهُ ـ

'ইহাদিগের কি এমন কতগুলি দেবতা আছে, যাহারা ইহাদিগের জন্য বিধান দিয়াছে এমন দীনের যাহার অনুমতি আল্লাহ্ ইহাদিগের দেন নাই।' অর্থাৎ, ইহারা সঠিক দীনের শরীআতের অনুসরণ করে না, বরং জ্বিন ও মানুষ শয়তানেরা ইহাদিগের জন্য যে বিধান প্রণয়ন করিয়াছে ইহারা তাহার অনুসরণ করে। ফলে প্রতিমার উদ্দেশ্যে বহীরাহ (উৎসর্গিত কানছেঁড়া উষ্ট্রী), সয়িবা (প্রতিমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সাধারণ উষ্ট্রী), ওসীলা (একত্রে একাধিকবার নর ও মাদী বাচ্চা প্রসবকারীণী ছাগী) এবং হস (পর পর দশটি বাচ্চা প্রসবকারীণী উষ্ট্রীকে) উহারা নিজেদের জন্য হারাম করিয়া নিয়াছিল। আর নিজেদের জন্য হালাল করিয়াছিল মৃত জানোয়ারের গোশত, রক্ত ও জুয়া খেলা। এইভাবে ইহারা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া হালাল-হারাম ও ইবাদত অনুশীলনে নিজেদের মনগড়া নিয়মের অনুসরণ করিত।

সহীহ্ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন : "আমি দেখিয়াছি যে, আমর ইব্ন লুহাইয়া ইব্ন কামআহ জাহান্নামের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্ন ভূঁড়ি ছিঁড়িয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিতেছে।"

কেননা প্রথম এই ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে জন্তু উৎসর্গ করার নিয়মের প্রচলন করে। লোকটি খোযাআ দেশের একজন বাদশাহ ছিল। আর কুরাইশদিগকে প্রতিমা পূজায় উৎসাহিত করার পিছনে ইহারই চেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশী।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে বিচারের ঘোষণা যদি না দেওয়া হইত, তাহা হইলে এইখানেই উহাদিগের ফয়সালা হইয়া যাইত।

وَاِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী জালিমদিগের জন্য রহিয়াছে নিকৃষ্ট বাসস্থান ও মর্মন্তুদ শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

تَرَى الظَّالِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا 'তুমি কিয়ামতের ময়দানে জালিমদিগকে উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত দেখিবে।'

وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ 'উহাদিগের উপর আপতিত হইবে সেই ভীতিপ্রদ শাস্তি। যে শাস্তি ছিল উহাদিগের জন্য অবধারিত।'

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ فِىْ رَوْضَاتِ الْجَنّٰتِ لَهُمْ مَّا يَشَاۤءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, জালিমদিগের অবস্থান এবং ঈমানদারদিগের অবস্থানের তারতম্যের কথা চিন্তা করা যায় কি? জালিমরা জাহান্নামের মধ্যে মর্মন্তুদ শাস্তি, ভীতি ও অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে কালাতিপাত করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা মুমিন তাহারা জান্নাতের বিশাল পরিসরে অফুরন্ত খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ, অট্টালিকা গুল্ম-বাগিচা ও স্ত্রীসমূহ ব্যবহার করিবে। এই সকল দ্রব্য, পণ্য ও বস্তুর মান এত উন্নত থাকিবে যে, উহার উন্নত মান কেহ কল্পনা করিতে পারে না। ইহার সমমানের বস্তু কেহ কোন দিন দেখেও নাই এবং শুনেও নাই।

হাসান ইব্ন আরফা (র) ......আবূ তাইবা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তাইবা (র) বলেন, 'জান্নাতবাসীদিগের উপরে মেঘ আসিয়া বলিবে, আমি তোমাদিগের জন্য কি বর্ষণ করিব? ইহার পরিপেক্ষিতে জান্নাতি যাহা দাবী করিবে তাহাই সে তাহাদিগের জন্য বর্ষণ করিবে। এমনকি কোন জান্নাতী বলিবে যে, তাহার জন্য সুউচ্চ বক্ষ সম্পন্ন কুমারী তন্বী নারী বর্ষণ কর। ফলে মেঘ তাহাও বর্ষণ করিবে।' হাসান ইব্ন উরওয়ার সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ ইহাই তো মহা অনুগ্রহ, মহা বিজয় ও নিয়ামাতের পরিপূর্ণতা।

(٢٣) ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ
قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○
(٢٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى
قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ
عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২৩. এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাঁহার বান্দাদিগকে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, আমি ইহার বিনিময়ে তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না। যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ষিত করি, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪. উহারা কি বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে, যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্তরে যাহা আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ ইহার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের ব্যাপারে আলোচনা করিয়াছেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও নেককার বান্দাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেনঃ ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ, এই সুসংবাদই আল্লাহ্ দেন তাহার বান্দাদিগকে যাহারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ্‌র সুসংবাদ ও অংগীকারের ফলে মু'মিন বান্দারা অবশ্যই জান্নাত লাভ করিবে।

অতঃপর বলেন ঃ قُلْ لَّا اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।'

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! কুরাইশের কাফির ও মুশরিকদিগকে বল যে, সত্যের প্রচার ও কল্যাণ প্রচেষ্টার বদলায় আমি তোমাদিগের নিকট কিছু চাহি না। আমি তোমাদিগের নিকট এতটুকু চাহি যে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিবে না এবং

রিসালাতের দাওয়াত প্রচারে আমাকে তোমরা বাধা দান করিবে না। তোমরা যদি আমার সহযোগিতা নাও কর, তবুও আমি আশা করি তোমরা আমার কোন অসুবিধা করিবে না। আমার সাথে তোমাদিগের যে আত্মীয়তা রহিয়াছে সে আত্মীয়তার দাবী তোমরা অবশ্যই রক্ষা করিবে। তোমাদিগের কাছে একটি আমার শেষ দাবী।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল, তখন (সেখানে উপস্থিত) সাঈদ ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, قُرْبٰى অর্থ আলে মুহাম্মদ। তখন ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলেন, তুমি উত্তরে তাড়াহুড়া করিয়াছ। মূলত কুরাইশের প্রতিটি কবিলার সহিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আত্মীয়তা ছিল। তাই তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমাদিগের সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক তোমরা বজায় রাখিবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবহার আমি তোমাদিগের নিকট পাইব বলিয়া আশা করি।'

এই সূত্রে একমাত্র ইমাম বুখারী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) ..... শুবা (র) থেকে উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ আমির আশ্‌শা'বী, যাহ্‌হাক, আলী ইব্‌ন আবূ তালহা, আওফী ও ইউসুফ ইব্‌ন মিহরান প্রমুখও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, সুদ্দী, আবূ মালিক ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখ রিওয়ায়েতটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে বলেন, "আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমাদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহি না। আমি আশা করি তোমরা আমার সহিত আত্মীয়ের সৌহার্দ্যতা বজায় রাখিবে এবং বজায় রাখিবে আত্মীয়তার সুসম্পর্ক ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি তোমাদিগের নিকট দীনের প্রচার ও হিদায়াতের প্রতি আহবানের জন্য কোন পারিশ্রমিক চাহি না। বরং আমি চাহি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত হইবে এবং তাঁহার অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ করিবে। হাসান বসরী (র) হইতে কাতাদা (র)-ও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হইল আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যার দ্বিতীয় মত। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণের মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য লাভ কর। আর তৃতীয় মত হইল, উহা যাহা বুখারী (র) প্রভৃতি সাঈদ ইব্‌ন জুবাইরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহাতে বলা

হইয়াছে যে, তোমরা আমার সহিত আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আমার সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সৎ ব্যবহার কর।

সুদ্দী (র) আবূ দাইলাম (র) হইতে বলেন, আলী ইব্‌ন হুস্‌াইন (রা)-কে বন্দী করিয়া দামেস্কে নিয়া যাওয়া হইলে সিরিয়ার এক ব্যক্তি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এই লোকটির জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ছেদ পড়িয়াছে। তবে সুখের কথা, একটি ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটিল। তখন আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলেন, 'তুমি কুরআন পড়িয়াছ?' লোকটি বলিল, 'আমি কুরআন পড়িয়াছি বটে কিন্তু 'হা-মীম' সূরাটি পড়ি নাই।' অতঃপর আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি কি قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতটি পড় নাই? যাহারা মধ্যে কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হয় নাই বরং দাবী করা হইয়াছে আত্মীয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের। তোমরা কি আমার সহিত এই আয়াত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে না?' লোকটি বলিল, 'হাঁ।'

আবূ ইসহাক সাবিয়ী (র) বলেন, আমর ইবনে শুআইব (রা)-কে قُلْ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতের মর্মার্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহাতে নবী (সা)–এর আত্মীয়তার কথা বলা হইয়াছে। এই উভয় রেওয়ায়েত ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর ইব্‌ন জারীর (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আনসাররা নিজদিগকে ইসলামের খাদিম বলিয়া গর্ব করিতে থাকিলে এক পর্যায়ে আব্বাস অথবা ইব্‌ন আব্বাসের সহিত তাহাদিগের তর্ক হয় এবং উভয়ে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে থাকে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি সেই স্থানে যাইয়া আনসারদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 'হে আনসারগণ! তোমরা কি অপমানকর অবস্থায় নিক্ষিপ্ত ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা সেই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সম্মানজনক আসনে প্রতিষ্ঠা পাও নাই?' তাহারা বলিল, "হাঁ, বাস্তব হে আল্লাহ্‌র রাসূল!" তিনি বলেন, "তোমরা কি গোমরাহ ছিলে না এবং আমার মাধ্যমেই কি তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হও নাই?" সত্য হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আরো বলিলেন, "উত্তর দাও।" তাহারা বলিল, কিসের উত্তর দিব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলিলেন, "তোমরা কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বল নাই যে, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা দেশ হইতে বহিস্কার করিয়া ছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনাকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না, আপনাকে কি আপনার স্বগোত্রীয়রা অস্বীকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি আপনাকে তখন সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলাম না ? আপনাকে

আপনার স্বদেশী স্বগোত্রীয়রা অবরোধের শিকার করিয়াছিল না এবং আমরাই কি তখন আপনার সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিলাম না?" রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদিগকে এইভাবে বলিতে থাকিলে আনসাররা লজ্জায় নত হইয়া যায়। পরিশেষে আনসাররা তাঁহাকে বলিলেন, আমাদিগের অর্থ-সম্পদ যাহা আছে সব আল্লাহ্র ও তাঁহার রাসূলের পদে নিবেদন করিলাম। আর তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى-

অর্থ ঃ বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদিগের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহি না।'

অনুরূপ ইব্ন হাতিম (র) .... ইয়াযিদ ইব্ন আবূ যিয়াদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সনদটি দুর্বল। হাদীসদ্বয়ের মধ্যে হুনাইন যুদ্ধের গনীমাত সম্পর্কীয় বর্ণনার মধ্যেও প্রায় এইরূপ একটি হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। তবে তার মধ্যে আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কীয় কোন আলোচনা নাই।

যাহারা বলেন, আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগের কথা গ্রহণ করিতে প্রশ্ন রহিয়াছে। কেননা সূরাটি মক্কী এবং তাহা হইলে আয়াতের ভাষ্য ও পটভূমির মধ্যেও অসামঞ্জস্যতার সৃষ্টি হয়। আর মক্কী হিসাবে ধরা হইলে সব দিক রক্ষা পায় এবং প্রশ্ন উত্থাপনেরও কোন সুযোগ থাকে না। (আল্লাহ্ ভাল জানেন।)

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখন قُلْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই আয়াতটির المودة-এর দ্বারা কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে? তিনি বলিলেন ঃ "ফাতিমা ও তাহার সন্তান-সন্ততিরা।"

এই রেওয়াতটির সনদ দুর্বল। আর এই সনদটির একজন রাবী সন্দেহভাজন। দ্বিতীয়ত সেই রাবীর ওস্তাদ ছিল একজন শিয়া মতাবলম্বী। যাহার নাম হুসাইন আল আশকার। অতএব কোন মতেই রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

এই আয়াতটি মাদানী বলিয়া যাহারা বলে তাহাদিগের অভিমত যুক্তিগ্রাহ্য নহে। কেননা আয়াতটি মক্কী হিসাবে মযবূত দলীলে প্রমাণিত এবং মক্কী জীবনে ফাতিমা (রা)-এর সন্তান তো দূরের কথা বরং তখন তাহার বিবাহও হইয়াছিল না। ফাতিমা (রা)-এর বিবাহ হইয়াছে হিজরী দ্বিতীয় সনে। বস্তুত এই ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর যে ব্যাখ্যা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সঠিক। যাহা বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

তবে আমরা অস্বীকার করি না যে, আহলে বাইতকে সম্মান করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আদেশ করিয়াছেন। বরং আমরা মানি যে, আহলে বাইত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অনুকম্পার পাত্র। কেননা তাঁহারা পৃথিবীর সর্বোত্তম বংশধারায় সর্বোত্তম ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহারা সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য। নবীর অনুসারী মাত্র প্রত্যেকের উচিত তাঁহাদিগকে সম্মান করা। তাই আমাদিগের পূর্বসূরী বুযর্গগণ আব্বাস (রা) ও আলে আব্বাস এবং আলী (রা) ও তাঁহার বংশধর সকলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেন। (আল্লাহ্ ইহাদিগের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।)

সহীহ হাদীসের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) গদীরে খুম নামক স্থানে খুৎবার মধ্যে বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগের জন্য দুইটি বিষয় রাখিয়া যাইতেছি, যাহা হইল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার আহলে বায়ত। হাওযে হাওসার না পৌঁছা পর্যন্ত এই দুইটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

ইমাম আহমদ (র) .....আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! কুরাইশগণ পরস্পরে যখন মিলিত হয় তখন তাহারা কত সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে। হাসি মুখে তাহারা একে অপরকে আলিঙ্গন করে। কিন্তু আমাদিগকে দেখিলে এমন ব্যবহার করে যে, যেন তাহারা আমাদিগকে চিনেই না।' এই কথা শুনিয়া ভীষণ ক্ষোভের সহিত রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, 'যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! কোন লোকের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ভালবাসার কারণে তোমাদের ভালবাসা না থাকিবে।'

ইমাম আহমদ .... আব্দুল মুত্তালিব ইব্‌ন রাবী'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যাইয়া বলেন, আমরা দেখি যে, কুরাইশরা পরস্পরে আলাপ করিতেছে। কিন্তু উহারা আমাদিগকে দেখিলেই আলাপ বন্ধ করিয়া নিশ্চুপ হইয়া যায়। (অর্থাৎ, উহারা আমাদিগের সহিত আলাপ করিতে অনীহা দেখায়।) এই কথা শুনার পর রাসূলুল্লাহ (সা) ভীষণ রাগান্বিত হন এবং তাঁহার কপাল বহিয়া দরদর করিয়া ঘাম পড়িতে থাকে। এই অবস্থায় তিনি বলেন ঃ "কোন মুসলিমের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করিতে পারিবে না, যদি না তাহার অন্তরে আল্লাহ্ ও আমার (কারাবাত) আত্মীয়তার কারণে তোমাদিগের প্রতি ভালবাসা না থাকিবে।"

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা মুহাম্মদ (সা)-এর মত তাঁহার আহলে বাইতকেও সম্মান, শ্রদ্ধা ও সমীহ কর।"

সহীহ্ হাদীসে উল্লেখিত হইয়াছে যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আলী (রা)-কে বলেন, 'আমি আমার আত্মীয়দিগের চেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আত্মীয়দিগকে অধিক ভালবাসি।'

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আব্বাস (রা)-কে বলিয়াছিলেন, 'তোমার ইসলাম গ্রহণ করা আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়েও প্রিয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ করার চেয়ে তোমার ইসলাম গ্রহণ করা অধিক প্রিয় ছিল।'

অতএব প্রত্যেকের উচিত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর মত রাসূল (সা)-এর আত্মীয়-স্বজনকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। যেমন– তাঁহারা করিতেন এই জন্যই তাঁহারা নবী ও রাসূলগণের পরে সকল সাহাবা ও মুমিনদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়্যান (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়াযিদ ইব্ন হাইয়্যান ও উমর ইব্ন মুসলিম (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরকম (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমাদিগের সংগী হুযাইন (র) হযরত যায়দ ইব্ন আরকম (রা)-কে বলিলেন, 'হে যায়দ! আপনি ভাগ্যবান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আপনি আর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার কথা আপনি শুনিয়াছেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত সালাত আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। হে যায়দ! আপনি অনেক কল্যাণই অর্জন করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে রাসূল (সা) হইতে শ্রবণকৃত কোন হাদীস বলিবেন কি?' অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! বয়স আমার অনেক হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও বহুদিন হয় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে শুনা কিছু হাদীস এখন ভুলিয়া গিয়াছি। তবে আমি যাহা বলিব তাহা তোমরা মান্য করার ইচ্ছা নিয়া শুনিবে। নতুবা কেবল শুনিয়া যাওয়ার ইচ্ছায় শুনিয়া আমাকে কষ্ট দিবে না। এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন, 'একবার রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নাম উপত্যকায় দাঁড়াইয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। আল্লাহ্র সানা ও প্রশংসা এবং নসীহত বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন ঃ "হে লোক সকল! আমি একজন মানুষ বটে। কিন্তু এই মুহূর্তে আল্লাহ্র কোন দূত আসিয়া আমাকে আদেশ করিলে উহা আমি গ্রহণ করিয়া নিব। আমি তোমাদিগের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যাহার একটি হইল আল্লাহ্র কিতাব। যাহাতে রহিয়াছে হিদায়াতের নূর। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে মযবূতভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।" এই ব্যাপারে তিনি উৎসাহমূলক আরো অনেক কথা বলার পর বলিলেন, দ্বিতীয়টি হইল আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের সহিত ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণ করাইতেছি। (তোমরা তাহাদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধার নজরে দেখিবে)।"

ইহার পর হুসাইন (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যায়দ! রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আহলে বাইত কাহারা? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ কি তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বলিলেন, হাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণও তাঁহার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তবে আহলে বাইত হইলেন তাঁহারা যাঁহাদিগের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে। তাঁহাদের সকলে আহলে বাইতের মধ্যে গণ্য। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, উহারা হইলেন আলে আলী, আলে আকীল, আলে জা'ফর ও আলে আব্বাস (রা) প্রমুখ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদিগের সকলের উপর 'সাদকা' গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। মুসলিম ও নাসায়ী...ইয়াযীদ ইব্‌ন হাব্বানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) ....যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগের মধ্যে এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি তোমরা মযবূতভাবে আঁকড়ইয়া ধর, তবে আমার অবর্তমানেও তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। ইহার প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ কিতাবুল্লাহ—তথা একটি খোদায়ী রশি, যাহা আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত দীর্ঘ সূত্রে ঝুলন্ত গ্রথিত। আর দ্বিতীয়টি হইল, আমার আহলে বাইত। এই দুইটি পরস্পরে কখনো পৃথক্ হইবে না যতদিন না উভয়ে হাওযে কাওছারের তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। অতঃপর লক্ষণীয় বিষয় হইবে, আমার অবর্তমানে এই দুইটি বিষয়ের কতটুকু আমল কর।" এই রেওয়ায়েতটি একমাত্র তিরমিযীই বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

অতঃপর তিরমিযী (র) ....জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিদায় হজ্জের দিন আরাফাত ময়দানে স্বীয় উষ্ট্রী 'কসওয়া'র পিঠে বসিয়ে ভাষণ দিতে আমি শুনিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন ঃ " হে লোক সকল! আমি তোমাদিগের মধ্যে দুইটি জিনিস রাখিয়া যাইতেছি; যদি তোমরা উহা আঁকড়াইয়া ধর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হইবে না। যাহার একটি হইল কিতাবুল্লাহ্ এবং অপরটি হইল আমার আহলে বাইতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন।" এই হাদীসটি একমাত্র তিরমিযী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব। এই বিষয়ের উপর এই ধরনের হাদীস আবূ যর, আবূ সাঈদ, যায়দ ইব্‌ন আরকাম ও হুযাইফা ইব্‌ন আসাদ (রা) হইতেও রেওয়ায়েত করা হইয়াছে।

অতঃপর তিরমিযী (র) ....আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত ভোগ করিয়া তোমরা তাহাকে ভালবাস এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসার জন্য তোমরা আমাকেও ভালবাস। আর আমাকে ভালবাসার দাবীতে তোমরা আমার

আহ্‌লে বাইতকে ভালবাস।" অতঃপর তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটিও হাসান ও গরীব। এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে যাহা اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا আয়াতটির ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও করুণা আল্লাহ্‌র।)

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ....হানাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হানাশ (র) বলেন, হযরত আবূ যর (রা)-কে একবার বাইতুল্লাহ্ শরীফের দরওয়াজার শিকল ধরিয়া বলিতে আমি শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা যাহারা আমাকে চিন তাহারা তো চিন, আর যাহারা আমাকে চিন না তাহারা শুন, আমি হইলাম আবূ যর। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, তিনি একদা বলিতেছিলেন ঃ "আমার আহলে বাইত তোমাদিগের জন্য নূহ (আ)-এর কিস্তিস্বরূপ। যে সেই কিস্তিতে উঠিয়াছিল সে মুক্তি পাইয়াছিল এবং যে সেই কিস্তিতে উঠে নাই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" উপরোক্ত সনদে দুর্বলরূপে বর্ণিত।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيْهَا حُسْنًا অর্থাৎ যে উত্তম কাজ করে আমি তাহার জন্য ইহাতে কল্যাণ বর্ধিত করি এবং বর্ধিত করি বিনিময় ও সওয়াব।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ অণু পরিমাণও জুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হইলেও আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।

পূর্ববর্তীদিগের কেহ বলিয়াছেন যে, নেক কার্যের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী নেককর্ম করা এবং পাপের বদলা হইল উহা সম্পাদন পরবর্তী পাপ কর্ম করা।

ইহার পর বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পাপ বেশী হইলেও ক্ষমা করেন এবং পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য কম হইলেও বৃদ্ধি করেন। আর তিনি পাপ গোপন করেন এবং পুণ্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং তাহার মূল্য দান করেন।

ইহার পরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَاِنْ يَّشَاءِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ

অর্থাৎ উহারা কি বলিতে চায় যে, মুহাম্মদ আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে—জালিমদের ধারণা মতে সত্যই যদি তুমি মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে يَخْتِمْ

عَلٰى قَلْبِكَ—তাহা হইলে তিনি তোমার হৃদয় মোহর করিয়া দিতেন এবং তোমার নিকট অবতারিত কুরআনের সকল কিছু দূর করিয়া দিতাম।

যথা অন্যত্র বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ۔ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ۔

অর্থাৎ সে যদি কিছু রচনা করিয়া আমার নামে চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি তাহাকে কঠোর হস্তে দমন করিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার কণ্ঠ শিরা; তোমাদিগের কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিতে না।

وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ অর্থাৎ মিথ্যাকে মুছিয়া দেন। উল্লেখ্য যে, এই বাক্যটি يَخْتِمْ-এর মত عطف হইত হয় নাই। অন্যথায় ইহা يَخْتِمْ এর মত جزم হইত। বরং নতুন বাক্য আরম্ভ হওয়ার কারণে مَرْفُوْعٌ হইত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এই স্থানে লিখার নিয়ম অনুযায়ী يَمْحُوْ-এর واو -কে উহ্য করা হইয়াছে। যেমন এই সকল আয়াতাংশেও واو উহ্য করা হইয়াছে।

(ويدعو) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَائَهُ এবং (سندعو) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ وَيَمْحُ اللّٰهُ ইত্যাদি এবং وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ এই বাক্যটি معطوف হইয়াছে। بِالْخَيْرِ الْبَاطِلَ-এই আয়াতাংশের স্বীয় ভাষণের মাধ্যমে সত্যকে দলীল ও প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত ও স্পষ্ট করেন।

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ অন্তরে যাহা লুকায়িত আছে সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত।

(٢٥) وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ

(٢٦) وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

(٢٧) وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ
بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۗ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○
(٢٨) وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ
رَحْمَتَهٗ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ○

২৫. তিনিই তাঁহার বান্দাদিগের তওবা কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন।

২৬. তিনি মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন; কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

২৭. আল্লাহ্ তাঁহার সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তাহারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করিত; কিন্তু তিনি তাঁহার ইচ্ছা মত পরিমাণই দিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার বান্দাদিগকে সম্যক জানেন ও দেখেন।

২৮. উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত দয়াদ্রতার সহিত বান্দার তাওবা কবূল করার প্রসংগে আলোচনা করিয়াছেন। তাই যখন কোন বান্দা অত্যন্ত লজ্জাবনত হইয়া আল্লাহ্র নিকট স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা করুণা ও ধৈর্যশীলতার সহিত তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার অপরাধ আবৃত করিয়া দেন।

যথা অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থাৎ কেহ কোন মন্দ কার্য করিয়া অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিয়া পরে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ্কে সে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাইবে।

সহীহ মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম (র) ....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন বান্দা আল্লাহ্র নিকট তাওবা করিলে তিনি এত খুশী হন, যেমন যদি কোন মরুভূমির

পথচারীর বাহন উষ্ট্রটি মরুভূমিতে হারাইয়া যায় এবং সেই উষ্ট্রের সাথে থাকে তাহার খাদ্য পানীয়সহ সকল জীবনোপকরণ সামগ্রী। আর খুঁজিয়া খুঁজিয়া উহা পাইতে নিরাশ হইয়া যায়।

পরিশেষে, নিরাশ হইয়া একটি বৃক্ষের ছায়াতলে শুইয়া পড়ে। আর এই সময় যদি সে চোখ খুলিয়া উষ্ট্রটি তাহার পাশে দাঁড়ান অবস্থায় দেখে তাৎক্ষণিক সে উহার লাগাম ধরিয়া লইবে এবং সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া যায়। অতঃপর বলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার বান্দা এবং আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দে ভুল করিয়া সে এমন কথা বলিয়া ফেলে। (বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ও এইরূপ খুশী হন)। সহীহ হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতেও অনুরূপ উল্লেখিত রহিয়াছে।

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে আবদুর রায্যাক (র) আমর এর মাধ্যমে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কোন বান্দা তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা এত খুশী হন যত খুশী না হয় সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মরুপথে পিপাসার্ত অবস্থায় স্বীয় একমাত্র বাহন উটটি হারাইয়া ফেলে এবং যদি কোথাও পানির সন্ধান না পাইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকে আর এই মুহূর্তে যদি দৈবাৎ সে তাহার উটটি পাইয়া যায়।"

হাম্মাম ইব্‌ন হারিছ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সহিত অপকর্ম করার পর সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ? তিনি জবাবে বলেন, 'বিবাহ করার মধ্যে কোন দোষ বা পাপ নাই।' অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ 'তিনি তাঁহার বান্দাদিগের তাওবা কবূল করেন।'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন জারীর (র) হাম্মাম (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ তিনি তাঁহার বান্দাদিগের পাপ মোচন করিয়া দেন। অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য তিনি বান্দাদিগের তাওবা কবূল করেন এবং বিগত জীবনের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

وَيَعْلَمُ مَاتَفْعَلُوْنَ - এবং তোমরা যাহা কর তিনি তাহা জানেন। অর্থাৎ তোমরা যাহা কর, যাহা সম্পাদন কর এবং যাহা বল সবকিছু জানেন এবং যে তাওবা করে তাঁহার তাওবা কবূল করেন।

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ এবং তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের ডাকে সাড়া দেন।

এই আয়াতাংশের অর্থে সুদ্দী (র) বলেন, তিনি বিশ্বাসী ও নেককারদিগের সকল ধরনের নেক দু'আ কবূল করেন।

ইব্ন জারীর ইহার অর্থে বলেন যে, তিনি উহাদিগের ব্যক্তিগত, পরিবার-পরিজন ও ভাইদিগের সম্বন্ধীয় সকল ধরনের দু'আ কবূল করেন। এবং তিনি কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদ হইতেও ইহার অর্থ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি ইহার অর্থ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ এই আয়াতাংশের সমর্থক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....সালমাহ ইব্ন সাবুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, মুআয (রা) সিরিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁহার মুজাহিদ সৈন্য বাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা ঈমানদার এবং তোমরাই হইবে জান্নাতের অধিবাসী। আল্লাহ্র শপথ! আমি জোর আশাবাদী যে, তোমরা পারস্য ও রোমের যে সকল সৈনিকদিগকে বন্দী করিয়াছ তাহারাও জান্নাতে যাইবে। কেননা তাহারা যদি তোমাদিগের কোন কাজ করিয়া দেয় তবে খুশী হইয়া তোমরা বল, তুমি ভাল করিয়াছ। আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন এবং তোমরা বল, ভাল করিয়াই আল্লাহ্ তোমার প্রতি করুণা করুন। অতএব তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন যে,

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ۔

অর্থাৎ তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদিগের আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন।

ইব্ন জারীর (র) কোন আরবী বিশারদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, اَلَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ অর্থাৎ যাহারা সত্যের আহ্বানে সাড়া দেন এবং যাহারা হককে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া উহার অনুসরণ করেন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিয়া দেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ۔

অর্থাৎ যাহারা শ্রবণ করে শুধু তাহারাই ডাকে সাড়া দেয় আর মৃতকে আল্লাহ্ পুনর্জীবিত করিবেন।

وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ - তাহাদিগের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ধিত করিবেন। অর্থাৎ তিনি তাহাদিগের দু'আ কবূল করিবেন এবং তাহাদিগের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহার সমর্থনে আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ - এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিয়াছেন ঃ "তাহাদিগের প্রতি বর্ধিত অনুগ্রহ করা অর্থ তাহাদিগের সুপারিশে নির্ঘাত জাহান্নামী এমন লোকদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে, যাহাদিগের পক্ষ হইতে তাহারা সামান্যতম উপকার বা সহযোগিতা পাইয়াছিল।"

কাতাদা (র) ইবরাহীম নাখঈ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ-ইহার অর্থ হইল, তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের জন্য সুপারিশ করিবে এবং وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ-এর অর্থ হইল তাহারা তাহাদিগের ভাইদিগের ভাইদিগকে সুপারিশ করার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

ইহার পূর্ব আয়াতাংশ পর্যন্ত মু'মিনদিগের সৎকর্মপরায়ণতা ও তাহাদিগের জন্য বর্ধিত সুযোগ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করার পর কাফিরদিগের জন্য অপেক্ষমান কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তাঁহার বান্দাদিগকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণের অতিরিক্ত প্রাচুর্য দান করিতেন তবে তাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং পরস্পরে হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হইত। অনিষ্টকর কাজে তাহারা পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত।

কাতাদা (র) বলেন, প্রচলিত বাক্য আছে, 'জীবনোপকরণের সামগ্রী এই পরিমাণে থাকা উত্তম যেই পরিমাণ সামগ্রী তাহাকে বেপরোয়া ও অহংকারী করিয়া তুলিবে না।'

এই প্রসংগে কাতাদা (র) উদ্ধৃতি পেশ করেন একটি হাদীস, যাহাতে বলা হইয়াছে, "আমি তোমাদিগের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় করি তোমাদিগের পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস দ্রব্য, যাহা আল্লাহ্ দান করিবেন এবং আরও একটি হাদীস যাহাতে মঙ্গলের পর অমঙ্গল আশংকার কথা উল্লেখ রহিয়াছে।"

وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ অর্থাৎ যাহার যে পরিমাণ সমৃদ্ধি সহ্য করিবার শক্তি আছে তাহাকে তিনি এমনই পরিমাণ সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি এই বিষয়ে অবগত রহিয়াছেন যে, কে কত পরিমাণ প্রাচুর্য পাইবার হকদার। তাই যে দারিদ্রতার উপযুক্ত তাহাকে তিনি দারিদ্রতা দান করেন এবং যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির উপযুক্ত তাহাকে তিনি প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি দান করেন।

যথা হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমার বান্দাদিগের মধ্যে কতক এমন আছে যে প্রাচুর্য পাওয়ার উপযুক্ত তাহাকে আমি প্রাচুর্য দান করি। যদি তাহাকে দারিদ্রতা দান করা হইত তবে সে দীন হারাইয়া ফেলিত। আর

কতক এমন আছে, যে দারিদ্রতার উপযুক্ত, তাহাকে দারিদ্রতা দান করিয়াছি । যদি সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দান করা হইত তবে সে প্রাচুর্যের অবগাহনে গা ভাসাইয়া দীন হারাইয়া ফেলিত ।”

ইহার পরের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا অর্থাৎ মানুষ বৃষ্টির অপেক্ষা করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়ে তখন এই তীব্র প্রয়োজন ও ঘনঘটার মুহূর্তে আমি বারি বর্ষণ করি। যাহার দ্বারা মানুষের মনে নিরাশা ভাব এবং দুর্যোগ দূরীভূত হইয়া যায়।

যেমন অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ অর্থাৎ অবশ্যই উহারা উহাদিগের প্রতি বৃষ্টি প্রেরিত হইবার পূর্বে নিরাশ থাকে।

وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ-এবং তিনি তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। অর্থাৎ এই অবস্থার পরে বারি বর্ষণ করেন সে সকল অঞ্চল ও সকল বসবাসকারীর জন্য।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) -এর খিলাফতের সময় তাঁহাকে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! বৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। মানুষ বৃষ্টি হইতে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। উমর (রা) বলেন, বৃষ্টি হইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ

অর্থাৎ ‘উহারা যখন হতাশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখন তিনি বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বিস্তার করেন। তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ।’

অভিভাবক ও প্রশংসার্হ অর্থ— কি করিলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত সুখের হইবে তাহা সবচেয়ে তিনি বেশী জানেন। তাই তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপ প্রশংসার দাবীদার। তাঁহার কোন কাজ বান্দার কল্যাণ কামনা বহির্ভূত নহে। বান্দার কল্যাণই তাঁহার কাম্য। অতএব তিনি অভিভাবক ও প্রশংসার্হ।

(٢٩) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا
مِنْ دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۟

(٣٠) وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ○

(٣١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ○

২৯. তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি; তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।

৩০. তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

৩১. তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক নাই, সাহায্যকারীও নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنْ اٰيٰتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বড়ত্ব, মহত্ব ও তাঁহার অপরাজেয় ক্ষমতার নিদর্শনসমূহের উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ তাহার একটি হইল ঃ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে যাহা ছড়াইয়া দিয়াছেন যথা ফেরেশতা, মানব, জ্বিন এবং সকল রং ও আকৃতির জন্তু-জানোয়ার, পশু-পক্ষী, যাহা আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র ছাড়িয়া দিয়াছেন। هُوَ অর্থাৎ এই সকল সহ।

عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاۤءُ قَدِيْرٌ –তিনি কিয়ামতের দিবসে উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যত জীব জন্ম নিয়াছে উহাদিগের সকলকে তিনি কিয়ামতের দিন এমন এক ময়দানে সমবেত করিবেন, যেখানে একই সময় আহ্বানকারীর ডাক সকলকে শুনাইতে পারিবেন এবং দৃষ্টি সকলকে দেখিতে পাইবে। অতঃপর তাঁহার আদেশে সকলের ব্যাপারে ইনসাফ ভিত্তিক বিচার সমাধা করা হইবে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের পূর্ববর্তী সময়ের কৃতকর্মের ফল।

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের অনেক অপরাধের শাস্তি না দিয়া তাহা তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না।

সহীহ্ হাদীসে আসিয়াছে ঃ "যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! মু'মিন এমন কোন বিপদ, কষ্টে ও পেরেশানীতে পতিত হয় না, যাহার বদলায় আল্লাহ্ তাহার পাপ ক্ষমা না করেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটা বিদ্ধ হইলে সেই কষ্টের বদলায়ও আল্লাহ্ মু'মিনের পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।"

ইব্ন জারীর (র) ...আইয়ূব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব (র) বলেন ঃ আমি আবূ কিলাবা (রা) লিখিত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতেছিলাম। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ-

এই আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আহার করিতেছিলেন। তিনি আহার হইতে বিরত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যে কোন পাপ ও পুণ্যের বিষয় যাহা আমি করিব তাহার কি প্রতিফল প্রদান করা হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তুমি কি জান না যে, অপছন্দনীয় কোন কাজ করিলে তাহাও পাপের সামান্যতম অংশ হিসাবে গণ্য হইবে এবং নেক কর্মের সামান্যতম অংশও জমা রাখা হইবে ? পরিশেষে তোমাকে ঐ সব কার্যের বিনিময় প্রদান করা হইবে কিয়ামতের দিন।

আবূ ইদরীস (র) বলেন, এই হাদীসটি কুরআনের এই আয়াতেরই অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, অন্য সূত্রে আবূ কালাবা (র), আমাশ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে পূর্বোক্ত সূত্রটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা আলী (রা) সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আমি তোমাদিগকে বলিব কি কুরআনের

সর্বোত্তম আয়াতটি এবং সেই আয়াতটির ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি ভাষ্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা ? অতঃপর তিনি আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

مَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

আলী (রা) বলেন, আয়াতটি পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলেন, হে আলী! আমি ইহার ব্যাখ্যা তোমাকে বলিব ? শুন, যত রোগ, বিপদ ও ভোগান্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হয় তাহা তোমাদিগেরই হাতের কামাই বৈ কি ? আল্লাহ্ অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি এই সব শাস্তি পরকালে দিবেন। আর তিনি যে পাপ দুনিয়াতে মাফ করিয়া দিয়াছেন, সেই মাফকৃত পাপের জন্য বান্দাকে পুনরায় শাস্তি ভোগ করানো, ইহা করুণাময় আল্লাহ্র পক্ষে সম্ভব নহে।

ইমাম আহমদ (র) ....আলী (রা) হইতে মওকূফরূপে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ একটি মওকূফ সূত্রে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ জুহাইফা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জুহাইফা (র) বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিলে তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাদিগকে এমন একটি হাদীস শুনাইব কি যাহা প্রত্যেকের জানা থাকা একান্ত জরুরী। তাঁহার এই জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে আমরা তাঁহাকে তাহা বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন যে,

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ-

অতঃপর বলেন, প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কৃতকর্মের জন্য বিপদ-আপদ দিয়া থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ধৈর্যশীল। তিনি কিয়ামতের দিন এই সব পাপের জন্য আবার শাস্তি দিবেন না । তবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অনেক পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। আর এই সব ক্ষমাকৃত পাপের পুনরুল্লেখ করিয়া কিয়ামাতের দিন বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হইতে আল্লাহ্ অতি মহান।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবূ সুফিয়ান ওরফে মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তি শরীরে এমন কোন অসুস্থতা ভোগ করে না যাহার বদলায় আল্লাহ্ তাহার পাপমোচন করিয়া না দেন।"

ইমাম আহমদ (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন ঈমানদার ব্যক্তির পাপ বৃদ্ধি পায় এবং যদি উহার কাফ্ফারার কোন পন্থা না থাকে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুঃখ ও চিন্তার মধ্যে নিক্ষিপ্ত করেন। আর ইহা তাহার পাপের কাফ্ফারা হিসাবে পরিগণিত হয়।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বসরী (র) বলেন,

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

যখন এই আয়াতটি নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে সত্তার হাতে আমি মুহাম্মদের প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ! লাঠির সামান্য খোঁচা, পাথরের সামান্য আঘাত এবং চলার পথে হোঁচট খাইয়া পড়া কোন না কোন পাপের কারণেই হইয়া থাকে। আর এই ধরনের ছোট ছোট আঘাত পাওয়ার কারণে বহু পাপ আল্লাহ্ ক্ষমাও করিয়া দেন।"

তিনি ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতেও বর্ণনা করেন যে, ইম্রান ইব্‌ন হুসাইন (রা) বলেন, তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায় কয়েকজন সাহাবী তাঁহার রোগ দর্শন করিতে আসিলে তাহাদিগের কেহ বলেন, আপনার রোগ যন্ত্রণা দৃষ্টে আমরা ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছি। হামদরদীপূর্ণ কথার জবাবে তিনি বলেন, না না, তোমরা চিন্তিত হইও না। এ আর কিছু না। ইহা হইল পাপের কারণে। আর অনেক গুনাহই আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অর্থাৎ তোমাদিগের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাহা তো তোমাদিগের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমদিগের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

তিনি আবূল বিলাদ (র) হইতেও বর্ণনা করেন। আবূল বিলাদ (র) বলেন, আমি আলা ইব্‌ন বদরকে এই আয়াতটি—وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ - পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলাম, হযরত! আমি তো অপ্রাপ্তবয়স্ক। তবুও কেন আমি অন্ধ হইয়া গেলাম ? তিনি বলিলেন, ইহা তোমার পিতা মাতার কৃতকর্মের ফল।

তিনি যাহ্হাক (র) হইতেও বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক (র) বলেন, কুরআন হিফজ করার পর কেবল পাপের কারণে তাহা ভুলিয়া যায়। এই সম্পর্কে ইহা ব্যতীত আমার আর কোন কারণ জানা নাই। এই কথা বলিয়া এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ -

অতঃপর বলেন, হিফ্‌জ করার পর কুরআন ভুলিয়া যাওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আর কি হইতে পারে ?

(٣٢) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

(٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

(٣٤) اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝

(٣٥) وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا ۭ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

৩২. তাহার অন্যতম নিদর্শন পর্বত সদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযান।

৩৩. তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

৩৪. অথবা তিনি তাহাদিগের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন।

৩৫, আর আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হইল, সমুদ্রগামী পর্বত সদৃশ পোতসমূহ। তিনি সমুদ্রে বায়ু প্রবাহকে সচল রাখেন, যাহাতে জলযানসমূহ নিশ্চল না হইয়া পড়ে। আর বড় বড় জলযানসমূহ সমুদ্রবক্ষে পর্বতসদৃশ মনে হয়।

আর اعلام অর্থ পর্বত। ইহা বলিয়াছেন মুজাহিদ, হাসান, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র)। অর্থাৎ সমুদ্রগামী পোতসমূহ পর্বতসমূহ মনে হওয়া তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন।

اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ অর্থাৎ তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান পোতসমূহকে নিস্তব্ধ করিয়া দিতে সক্ষম। পোতসমূহ সমুদ্রবক্ষে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে—পোতসমূহ একটুও অগ্রসর হইতে পারিবে না বরং মূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিবে।

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ–নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীলদিগের জন্য, অর্থাৎ বিপদ ও ঘনঘটার মুহূর্তে যাহারা ধৈর্যধারণ করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষণীয় জিনিস রহিয়াছে।

شَكُوْرٍ অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ স্তব্ধ করিয়া দিয়া তিনি জলযানসমূহ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন—তাঁহার এই শক্তিতে যাহারা বিশ্বাসী এবং যাহারা তাঁহার নিয়ামতসমূহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সেই সব লোকদিগের জন্য ইহাতে শিক্ষার অনেক কিছু রহিয়াছে।

أَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদ্রবক্ষে চলমান জলযানসমূহ এবং উহার আরোহীদিগকে উহাদিগের পাপকর্মের কারণে সলীল সমাহিত করিতে পারেন।

وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ এবং অনেককে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। তবে তিনি যদি প্রত্যেকের প্রতিটি পাপের উপর পাকড়াও করিতেন তবে সমুদ্রগামী প্রত্যেকটি আরোহীকে সলীলে সমাহিত করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেন।

أَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কোন মুফাসসির এইভাবে করিয়াছেন যে, তিনি যদি সর্বক্ষণের জন্য বায়ূ প্রবাহকে তীব্র, দমকা ও ঘুর্ণায়মান করিতেন তবে সমুদ্রবক্ষে চলমান একটি জলযানও নিজ উদ্দিষ্ট পথে পৌঁছিতে পারিত না। হাওয়ার এবড়ো-থেবড়ো আঘাতে যানগুলি এইদিক সেইদিক চলিয়া যাইত এবং এইভাবে যানসহ আরোহীগণ সমুদ্রবক্ষে ধ্বংস হইয়া যাইত। তবে এই ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ব্যাখ্যাটির প্রায়ই কাছাকাছি।

মোটকথা, তিনি ইচ্ছা করিলে সম্রুদ্রবক্ষে চলমান যানসমূহ রন্ধ করিয়া দিতে পারেন এবং তিনি পারেন সমুদ্রের বায়ু প্রবাহকে বেগবান করিয়া জলযানসহ আরোহীদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া স্বীয় দয়ায় আবহাওয়াকে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় রাখেন যাহাতে সমুদ্রারোহীরা রিপাকে না পড়ে। যথা তিনি বৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিতভাবে বর্ষণ করেন। যদি অতিরিক্ত হারে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করিতেন তাহা হইলে আবাদসমূহ নষ্ট হইয়া যাইত। তাই তিনি যে অঞ্চলে যতটুকু প্রয়োজন সে অঞ্চলে ততটুকু বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

অতঃপর তিনি বলেন, وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ

অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্র নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদিগের কোন নিষ্কৃতি নাই।

(٣٦) فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ
خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○

(٣٧) وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ
يَغْفِرُوْنَ ○

(٣٨) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى
بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○

(٣٩) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ○

৩৬. বস্তুত তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী; তাহাদিগের জন্য যাহারা ঈমান আনে ও তাহাদিগের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

৩৭. যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল পথ হইতে বাঁচিয়া থাকে বরং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্ষমা করিয়া দেয়,

৩৮. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাহাদিগকে আমি যে রিযৃক দিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করে।

৩৯. এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তাফসীর ঃ পৃথিবীর অস্থায়ী সৌন্দর্য ও উহার ধ্বংসশীল সম্পদের মোহে না পড়ার জন্য সতর্ক করিয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا। তোমাদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে যাহা পার্থিব জীবনের ভোগ অর্থাৎ তাই তোমরা ইহা সঞ্চয় করিও না এবং ব্যাকুল হইও না ইহা সঞ্চিত করিয়া রাখার জন্য। কেননা ইহার স্থায়ীত্ব খুবই স্বল্পদিন এবং এই পৃথিবী ও ইহার অভ্যন্তরস্ত সবকিছু অপসারমান ধ্বংসশীল وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى কিন্তু আল্লাহ্র নিকট যাহা আছে তাহা উত্তম ও স্থায়ী। অর্থাৎ, দুনিয়ার পিছনে ব্যাকুল হইয়া ছুটার চেয়ে সওয়াব কামাই

করা অনেক বেশী উত্তম ও বুদ্ধিমানের কাজ। কেননা পরকাল একটি স্থায়ী জগত আর ইহকাল অস্থায়ী জগত। অতএব স্থায়ী জগতের উপর অস্থায়ী জগতকে প্রাধান্য দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে কি?

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ তাহারা দুনিয়ার সহিত তাহাদিগকে মধুর সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত সেই বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়াছে এবং وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অর্থাৎ এই ধৈর্যটুকু গ্রহণ করার জন্য তাহাদিগকে তিনি সাহায্য করিবেন ওয়াজিব পালনে এবং হারাম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে।

অতঃপর বলিয়াছেন ঃ وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ, যাহারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই বিষয়ের উপর ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ এবং যাহারা ক্রোধাবিষ্ট হইয়াও ক্ষমা করিয়া দেয়। অর্থাৎ, ক্রোধাবিষ্ট হওয়ার প্রাক্কালেও অন্যায়মূলক ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত থাকা এবং চরিত্রের সততা অটুট রাখা ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কাহারো উপর প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত না হওয়া।

সহীহ হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হইয়া যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজস্ব কোন ব্যাপারে কখনো কাহারো প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। তবে তাঁহার সামনে যদি তিনি খোদার আহকাম লাঞ্ছিত ও অবদমিত হইতে দেখিতেন তবে তাহার প্রতিশোধ নেয়া, প্রতিবাদ করা অন্য কথা।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ ক্রোধের সময়ও কাউকে গালমন্দ তিরস্কার করিতেন না। বরং কেবল এই বাক্যটি তিনি বলিতেন ঃ লোকটির অবস্থা কি? তাহার হস্ত মৃত্তিকায় মলিন হোক। ইবন আবূ হাতিম (র).... ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, 'মু'মিনরা পরাজয় ও অপমানিত হওয়া পছন্দ করে না এবং তাহারা বিজয়ী হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাও পোষণ করে না। বরং তাহারা পরাজিত অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দেয়।'

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দেয়।

অর্থাৎ, তাহারা আল্লাহ্র রাসূলের অনুসরণ করে, তাঁহার আদেশ-নিষেধ মান্য করে এবং তাহারা তাঁহার শাস্তির পথ এড়াইয়া চলে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ আর সালাত কায়েম করে। যাহা ইবাদাতসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ইবাদত এবং যাহা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ আর নিজদিগের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজদিগের কর্ম সম্পাদন করে।

অর্থাৎ, পরামর্শ ব্যতীত তাহারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত না। যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহারা পারস্পারিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছিত।

যেমন– অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন– وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ অর্থাৎ, (আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাহাদিগের প্রতি কোমল হৃদয় হইয়াছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা কর এবং তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর) এবং কাজে-কর্মে তাহাদিগের সহিত পরামর্শ কর। (এবং তুমি কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করিবে। যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন।)

তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধসহ সকল বিষয়ে তাহাদিগের (সাহাবাদিগের) সহিত পরামর্শ করিতেন। যাহাতে সাহাবাগণও তাঁহার কর্ম ও সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

এই বিধানের আলোকেই হযরত উমর (রা) আহত হওয়ার পর অবস্থা আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছিলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পরে কাহাকে আমীরুল মু'মিনীন নির্বাচিত করা হইবে সেই জন্য ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার জন্য বিশিষ্ট ছয়জন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়া যান। যাঁহারা হইলেন, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত সা'আদ ও হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)। হযরত উমর (রা) মৃত্যুবরণ করিলে এই সাহাবী ছয়জন পরামর্শের মাধ্যমে পরবর্তী আমীরুল মূ'মিনীন হিসাবে হযরত উসমান (রা)-কে নির্বাচিত করেন।

যাহারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে এবং তাঁহার উপর নির্ভর করে তাহাদিগের আর একটি গুণ হইল وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ এবং তাহাদিগকে আমি যে জীবনোপকরণ দিয়াছি তাহা হইতে তাহারা ব্যয় করে। অর্থাৎ, সহনশীলতা ও সহমর্মিতাবোধে উজ্জীবিত হইয়া নৈতিক দাবীতে অভাবী মানুষকে তাহারা সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ

এবং যাহারা অত্যাচারিত হইলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অর্থাৎ অত্যাচার করিলে অত্যাচারীর প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা তাহারা রাখে। মজলুমকে জালিমের কবল হইতে তাহারা মুক্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে জালিমকে কঠোর শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তাহারা রাখে এবং প্রয়োজনে তাহারা জালিমের শিক্ষা দিয়াও থাকে। কিন্তু তাহাদিগের সবচেয়ে বড় গুণ হইল প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা তাহাদিগের থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা পরাজিত জালিমকে ক্ষমা করিয়া দেয়।

যথা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁহার ভাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ, সে বলিল, আজ তোমাদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। তাঁহার ভাইদিগের কৃতকর্মের প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ছিল। কিন্তু তিনি তাহার ক্ষমাহীন অপরাধের অপরাধী ভাইদিগকে বলিলেন, তোমাদিগের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। যথা হুদায়বিয়ার দিন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়া যে আশিজন কাফিরকে গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে বন্দী করা হইয়াছিল তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমাপূর্বক বন্দীমুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও তাহারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ছিল এবং যদিও তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর ছিল। কিন্তু মহানুভব নবী তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে গাওরাছ ইব্ন হারিছকে তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনের মধ্য একটি বৃক্ষের শাখায় স্বীয় তরবারি ঝুলাইয়া রাখিয়া তথায় শয়ন করিলে এই মুহূর্তে সে তাঁহার ঝুলন্ত তরবারিখানা নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করার জন্য উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে ধমক দেন এবং এক পর্যায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারিখানা তাহার হাত হইতে পড়িয়া যায়। পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া তরবারিখানা হাতে নেন এবং অপরাধী স্বীয় গরদান ঝুঁকাইয়া দিলে দয়ার নবী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকটবর্তী সাহাব্যদিগকেও ডাকিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন।

লবীদ ইব্ন আইস নামক যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করিয়াছিল এবং প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তিনি যাদুকরের সন্ধান পাওয়ার পর তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের স্বীকার করার পরও রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কোন শাস্তি দিলেন না বরং তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন।

অনুরূপভাবে সেই ইয়াহুদী মহিলাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলেন, যে মহিলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল। যাহার নাম ছিল যয়নব এবং সে খয়বারের ইয়াহুদী পরিবারের মুরাহহাব নামক ইয়াহুদীর বোন ছিল। যে ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধে মাহমূদ ইব্ন সালমাহ (রা)-এর হাতে নিহত হইয়াছিল। সেই মহিলা বকরীর কাঁধের গোস্তের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পরিবেশন করিয়াছিল। সেই গোস্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখে দিলে উহাতে বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে বলিয়া গোস্ত নিজে তাঁহাকে জানাইয়া দেয়। পরে তিনি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার অপকর্মের কথা স্বীকার করে। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি কেন ইহা করিলে? মহিলা বলিল, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে পরীক্ষা করা। তুমি যদি সত্যিকার নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে কোন ক্রিয়া করিবে না এবং তুমি যদি মিথ্যা নবী হইয়া থাক তবে ইহা তোমাকে ক্রিয়া করিবে। মহিলা স্বীয় অপকর্ম স্বীকার করার পরও তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিন্তু সেই গোস্ত খাইয়া সাহাবী বিশর ইব্ন বাররী (রা) নিহত হওয়ার জন্য কুচক্রী যয়নবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। এই ধরনের বহু ঘটনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহানুভবতার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(٤٠) وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ
عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٤١) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ○

(٤٢) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٤٣) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ○

৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট আছে। আল্লাহ্ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না।

৪১. তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিবিধান করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৪২. কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায় বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়, উহাদিগের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করিয়া দেয় উহা তো হইবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, সুতরাং যে কেহ তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে তোমরাও তাহাকে অনুরূপ আক্রমণ করিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক আরো বলিয়াছেন–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

অর্থাৎ, যদি তোমরা শাস্তি দাওই তবে ঠিক ততখানি দিবে যতখানি অন্যায় তোমাদিগের প্রতি করা হয়।

এই সব আয়াতের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আর উহা হইল কিসাস গ্রহণ করা। তবে ফযীলতের বর্ণনা করিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে।

যেমন– অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ـ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ

অর্থাৎ, এবং যখমের বদল অনুরূপ যখম। অতঃপর কেহ উহা ক্ষমা করিলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে।

তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, এবং যে ক্ষমা করিয়া দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তাহার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট আছে।

যথা সহীহ হাদীসে আসিয়াছে যে, "অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর ইচ্ছাপূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু ক্ষমা করিয়া দেওয়ার ফলে আল্লাহ্ তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন।"

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, যাহারা অন্যায়ের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং যাহারা সীমালংঘন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ

অর্থাৎ,তবে অত্যাচারিত হইবার পর যাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না এবং ইহাতে তাহাদিগের কোন পাপ হইবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আউন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আউন (র) এই وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ আয়াতের انْتَصَارُ -এর অর্থ সম্পর্কে আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার মাতা উম্মে মুহাম্মাদ-এর বরাতে বলেন যে, তিনি প্রায়শই হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করিতেন। তাহাকে উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকট যান, তখন হযরত যয়নবও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যয়নব বিনতে জাহশ (রা) যে তথায় আছেন তাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খেয়াল করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত বাড়াইয়া আয়িশা (রা)-কে আহবান করিলে তখন ইশারায় যয়নবের উপস্থিতি তিনি তাহাকে জানাইয়া দেন। এই ব্যাপারটি যয়নব (রা) বুঝিতে পারিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর উপর চটিয়া যান এবং তাহাকে গালমন্দ করিতে থাকেন। হুযূর (সা) তাঁহাকে গালমন্দ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিয়া অনর্গল আয়িশা (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকেন। পরে হুযূর (সা) এই অবস্থা দেখিয়া আয়িশা (রা)-কে তাহার কথার জবাব দেওয়ার জন্য অনুমতি দেন। ফলে আয়িশা (রা)-ও তাঁহাকে ভাল-মন্দ দুই চার কথা বলিয়া দেন এবং হযরত যয়নব (রা) কাবু হইয়া যান। কিন্তু তিনি সোজা হযরত আলী (রা)-এর নিকট যাইয়া নালিশ করেন এবং বলেন যে, আয়িশা (রা) তোমার সম্বন্ধে এই এই কথা বলিয়াছেন। হযরত ফাতিমা (রা)-এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিকট আসিয়া বলেন, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি আয়িশাকে শ্রদ্ধা করি (কিন্তু তিনি এই সব কথা কিভাবে বলিলেন?)। হযরত ফাতিমা (রা) আর কথা না বাড়াইয়া তখন চলিয়া গেলেন। তিনি বাড়ী যাইয়া সমস্ত ঘটনা হযরত আলী (রা)-কে বলিলেন। পরে হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য যে, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন নির্ভরযোগ্য রাবী নন। তাহার উপর মউযূ হাদীস বর্ণনা করার অভিযোগ রহিয়াছে। অতএব তাহার বর্ণিত এই হাদীসটি প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

তবে উক্ত বর্ণনার বিপরীত বর্ণনার হাদীসটি বিশুদ্ধ যাহা নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ...... উরওয়া (র) হইতে ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ বর্ণনা করেন। উরওয়া (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) তাহাকে বলিয়াছেন যে, একবার হযরত যয়নব (রা) রাগত অবস্থায় অনুমতি ব্যতীত হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে ঢুকিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট তাহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং তাহাকে যথেষ্ট গাল-মন্দ করেন। অনুমতি ছাড়া তাহার এইভাবে ঢুকিয়া বকাবকি করাতে হুযূর (সা) অস্বস্তিবোধ করিতেছিলেন। কিন্তু হযরত আয়িশা (রা)-কে ও কোন প্রত্যুত্তর করিতে দিলেন না। আর যয়নাবের অনর্গল বকবকানীও থামিতেছিল না। তাই হুযূর (সা) আয়িশা (রা)-কে বলিলেন,

(دُوْنَكَ فَانْتَصِرِىْ) তুমি ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। ফলে আয়িশা (রা) প্রত্যুত্তর করিতে শুরু করিলে হযরত যয়নব (রা) নিরুত্তর হইয়া যান এবং তাঁহার মুখের থুথু শুকাইয়া যায়। ফরে হুযূর (সা)-এর চেহারা হইতে অস্বস্তি বোধের ভাবটিও কাটিয়া যায়। এই বর্ণনাটি নাসায়ী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

বায্যার (র) ...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হওয়ার পর জালিমকে প্রত্যুত্তর করিল সে জালিমের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিল।"

মাইমূন ওরফে আবূ হামযাহ হইতে আবূল আহওয়াসের হাদীসে তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিরমিযী (র) বলেন, এই রেওয়ায়েত ব্যতীত অন্য কোন রেওয়ায়েত আবূ হামযাহ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর এই ব্যক্তির স্মরণ শক্তির ব্যাপারেও অনেকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّمَا السَّبِيْلُ অর্থাৎ প্রতিশোধ ও পাপ তাহাদিগের উপর বর্তাবে عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ অর্থাৎ, কেবল তাহাদিগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অহেতুক বিদ্রোহাচরণ করিয়া বেড়ায়।

যথা সহীহ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে যে, পরস্পর দুইজন মন্দ বকাবকীর মধ্যে যে প্রথম বকাবকী শুরু করিবে উভয়ের পাপ তাহার উপর বর্তাইবে। যতক্ষণ না দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিশোধের সীমা অতিক্রম করিবে।

اُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি। আবূ বকর ইব্ন আবূ শাইবা (র) .... মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন ওয়াসি (র) বলেন, একবার মক্কার দিকে যাইতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে দেখি যে, খন্দকের উপর পুল নির্মাণ করা হইতেছে। আমি দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিলাম। এমন সময় আমাকে বন্দী করা হইল এবং বসরার আমীর মারওয়ান ইব্ন মুহাল্লাযের নিকট নিয়া আমাকে উপস্থিত করা হইল। সে আমাকে বলিল, আবূ আব্দুল্লাহ! তুমি আমার নিকট কি চাও? আমি তাহাকে বলিলাম, যদি পার তবে আমার বনী আদীব ভাইয়ের মত তুমি হইয়া যাও। সে বলিল, কে তোমার বনী আদী গোত্রের ভাই? অতঃপর আমি তাহাকে বলিলাম, সে হইল আলী ইব্ন যিয়াদ। সে একবার তাহার এক বন্ধুকে কোন একটি জেলার প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়া একটি পত্রে তোমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে, যথাসম্ভব মাথার বোঝা হাল্কা রাখিবে। তোমার হাত মুসলমানদের রক্তে রঞ্জিত হওয়া হইতে এবং মুসলমানদের সম্পদ তসরুফ করা হইতে তুমি নিবৃত্ত থাকিবে। এই সব যদি তুমি যথাযথভাবে পালন কর

তবে তুমি দেখিবে যে, তোমার জন্য তোমার সম্মুখের পাপের সকল দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে তাহাদিগের বেশী সচেতন হওয়া উচিত যাহারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং যাহারা অকারণে দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে। আল্লাহ্ ভালো জানেন। লোকটির উপদেশগুলি মূল্যবান বটে। অতঃপর সে বলিল, আবূ আব্দুল্লাহ! এইবার বল তুমি কি চাও? আমি বলিলাম যে, "আমি চাই আমাকে আমার পরিবারের নিকট পৌঁছাইয়া দাও।" সে বলিল, 'আচ্ছা তাহাই হইবে।' ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা জুলুম ও জুলুমকারীদিগের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কিসাস জারি করিয়া তাহা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অতপর ধৈর্য-ধারণ ও ক্ষমা প্রদর্শন করার প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ অর্থাৎ, যে বিপদে ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করিবে এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দিবে। اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ উহা হইবে বীরত্বের কাজ। আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যায় সাঈদ ইব্ন যুবাইর বলেন, আল্লাহ্ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অত্যাচারের বদলা গ্রহণ করা হইতে বিরত থাকা খুবই প্রশংসিত একটি পদক্ষেপ। যাহার দ্বারা পুণ্য লাভ হয় এবং লাভ হয় প্রশংসা ও শ্রদ্ধা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ফুযাইল ইব্ন ইয়াযের খাদিম মাসমাদ ইব্ন ইয়াযিদ হইতে বর্ণনা করেন। ফুযাইল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন. যদি কোন ফরিয়াদী আসিয়া তোমার বিচার প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাহাকে বল, ভাই! তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। কেননা ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল তাকওয়ার অতি নিকটবর্তী। আর সে যদি ক্ষমা করিয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বদলা গ্রহণ করার জন্য যদি সে অংগীকারাবদ্ধ হয়। তবে তাহাকে বল, আচ্ছা, তুমি বদলা গ্রহণ কর। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনায় তুমি আর জড়িত হইবে না। তবুও তোমাকে আমরা ক্ষমা করিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছি। আর বলিতেছি যে, ক্ষমার দ্বার অনেক প্রশস্ত। পক্ষান্তরে বদলা গ্রহণ করার পরিণতি খুবই বিপদসংকুল ও প্রতিশোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। লক্ষ্য কর, বদলা গ্রহণ না করিয়া ক্ষমা প্রদর্শনকারী সুখের নিদ্রায় রাত্রি কাটায় এবং যে বদলা গ্রহণ করে সে সর্বক্ষণ পাল্টা আক্রমণের আশংকায় শংকিত থাকে। আর সর্বক্ষণ সে দুশ্চিন্তায় অনুগ্রস্ত হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়য়া (রা) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে বকাবকি করিতে থাকে। তথায় হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও উপস্থিত ছিলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ব্যাপারটায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং এক পর্যায়ে মৃদু হাসিলেন। কিন্তু লোকটির বকাবকি যখন সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন আবূ বকর (রা) তাহার দুই

চারটা উত্তর দেন। আবূ বকর (রা) তাহার কথায় মৃদু প্রতিবাদ করিয়া দুই চারটি কথা বলার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগান্বিত হন এবং সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই অবস্থা দেখিয়া আবূ বকর (রা)-ও তাঁহার অনসুরণ করেন এবং নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটি আমাকে গালাগালি করিতেছিল আমি তাহা চুপ করিয়া শুনিতেছিলাম। আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যখন আমি তাহার কথার জবাবে দুই চার কথা বলিলাম, তখন কেন আপনি রাগান্বিত হইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি যতক্ষণ কোন উত্তর দিতেছিলে না ততক্ষণ তোমার পক্ষ হইতে ফেরেশতারা তাহার জবাব দিতেছিল। কিন্তু যখন তুমি নিজে তাহার কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে তখন ফেরেশতারা চলিয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান শয়তান দখল করিয়া নেয়। তাই তুমি বল, যে স্থানে শয়তান উপস্থিত হয় সে স্থানে আমি কি করিয়া থাকিতে পারি?

অতঃপর তিনি বলেন, হে আবূ বকর! প্রমাণিত তিনটি সত্য কথা মনে রাখিবে। এক, যাহার উপর অত্যাচার করা হয় এবং সে যদি উহা হইতে চশমপুশী করে তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তাদের সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তিনি তাহাকে সঠিক সহযোগিতা ও সাহায্য দান করিবেন। দুই, যে ব্যক্তি সম্পর্ক ও সংযোগ বৃদ্ধি করিবে, এবং আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে, আল্লাহ্ তাহার সকল জিনিসে বরকত দান করিবেন। তিন, আর যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অন্যের নিকট ভিক্ষার হাত প্রশস্ত করিবে, তাহার সকল জিনিসগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত তুলিয়া নিবেন এবং আজীবন সে তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে।

সুফিয়ান ইব্ন উ'আইনার সূত্রে আব্দুল আ'লা ইব্ন হাম্মাদ হইতে আবূ দাউদও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে সাফওয়ান ইব্ন ঈসা ও আবূ দাউদ উভয়ে মুহাম্মদ ইব্ন আজলামের রেওয়ায়েতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। একটি মুরসাল সূত্রে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, অর্থের দিক দিয়া হাদীসটি খুবই চমৎকার। আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উপদেশগুলির উপর আমল করিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি খুবই সতর্ক ছিলেন।

(٤٤) وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَتَرَى
الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ
سَبِيْلٍ ۚ

(٤٥) وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ
طَرْفٍ خَفِيٍّ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ
مُّقِيْمٍ ○

(٤٦) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ○

৪৪. আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তৎপর তাহার জন্য কোন অভিভাবক নাই। জালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন তুমি উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, 'প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?'

৪৫. তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, উহাদিগকে জাহান্নামের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে; তাহারা অপমানে অবনত অবস্থায় অর্ধনির্মীলিত নেত্রে তাকাইতেছে। মু'মিনরা কিয়ামতের দিন বলিবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই যাহারা নিজদিগকে ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে।' জানিয়া রাখ, জালিমরা ভোগ করিবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না এবং আল্লাহ্ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিবেন তাহার কোন গতি নাই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই নিজের ক্ষমতার কথা অভিব্যক্ত করিয়া বলেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা সম্পাদিত করেন, তাঁহার ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি যাহা চাহেন না তাহা কখনো অস্তিত্বে আসে না। ইহার মুকাবিলা করার শক্তিও কাহারো নাই। তাই তিনি যাহাকে হিদায়েত দান করেন তাহাকে কেহ পথভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করিবেন তাহাকে কেহ হিদায়েত দান করিতে পারিবে না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ وَلِيًّا مُّرْشِدًا অর্থাৎ, তিনি যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনই তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাইবে না।

ইহার পর তিনি জালিম মুশরিকদিগের সম্বন্ধে বলেন ঃ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন উহারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা পৃথিবীতে পুনঃ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবে এবং বলিবে ঃ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ অর্থাৎ, তখন উহাদিগকে বলিতে শুনিবে, আমাদিগের প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কি?

যেমন– অন্য আয়াতে উল্লেখিত হইয়াছে যে,

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔ بَلْ بَدَالَهُمْ مَّاكَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ۔ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ۔

অর্থাৎ তুমি যদি দেখিতে পাইতে যখন তাহাদিগকে অগ্নির পার্শ্বে দাঁড় করান হইবে এবং তাহারা বলিবে, ‘হায়! যদি আমাদিগের প্রতিপালকের নির্দশনকে মিথ্যা বলিতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।’ না, পূর্বে তাহারা যাহা গোপন করিত তাহা এখন তাহাদিগের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে এবং তাহারা প্রত্যাবর্তিত হইলেও যাহা করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল পুনরায় তাহারা তাহাই করিত এবং তাহারাই মিথ্যাবাদী। পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا অর্থাৎ, উহাদিগের জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইলে তুমি উহাদিগকে দেখিতে পাইবে যে, خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের পাপের কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া থাকিবে এবং يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ভয়ে উহারা অর্ধ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ذَلِيْلُ অর্থ উহারা দৃষ্টি চুরি করিয়া দেখিতে থাকিবে। অথচ উহারা যে শাস্তিকে ভয় করিতেছে তাহা অবশ্যই আপতিত হইবে। বরং উহারা অন্তরে যাহা ভাবিতেছে ইহার চেয়েও কঠিন শাস্তি আপতিত হইবে। (জাহান্নামের সেই শাস্তি হইতে আমাদিগকে আল্লাহ্ নিরাপদ রাখুন।)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলিবে, اِنَّ الْخَاسِرِيْنَ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত তাহারাই الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যাহারা নিজদিগের ও নিজদিগের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। অর্থাৎ, উহাদিগকে শাস্তির আকর জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে এবং অনাদিকাল তাহারা তথায় শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করিতে থাকিবে। নিজেদের কর্মদোষের জন্য এই শাস্তি উহারা

ভোগ করিবে। ফলে উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে নিজ পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে। অবশ্য উহার জন্য উহার পরিজনবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরাও কম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ অর্থাৎ, জানিয়া রাখ, সীমালংঘনকারীরা অনাদিকাল তথায় শাস্তিভোগ করিবে, কোন অবস্থায় উহারা তাহা হইতে নিস্কৃতি পাইবে না এবং তাহা হইতে উহাদিগের মুক্ত করার ক্ষমতাও কাহারো থাকিবে না। উহাদিগের ব্যাপারে সুপারিশ করার কোন সুযোগ দেওয়া হইবে না।

তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে যে,

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র শাস্তির বিরুদ্ধে উহাদিগের সাহায্য করিবার জন্য উহাদিগের কোন অভিভাবক থাকিবে না।

আর وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ আল্লাহ্‌ কাহাকেও পথভ্রষ্ট করিলে তাহার কোন গতি নাই। অর্থাৎ, তাহার সৎপথে চলার সব পথ বন্ধ হইয়া যায়।

(٤٧) اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ○

(٤٨) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَاِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ○

৪৭. সে দিবস আসিবার পূর্বে তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যাহা আল্লাহ্‌র বিধানে অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।

৪৮. উহারা যদি মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমাকে তো আমি ইহাদিগের রক্ষক করিয়া পাঠাই নাই। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করিয়া যাওয়া। আমি মানুষকে

যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন উহাদিগের কৃতকর্মের জন্য উহাদিগের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহ শাস্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সেই দিনের অচিন্তনীয় শাস্তি হইতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে স্বীয় বান্দাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّمَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ

অর্থাৎ, অকস্মাৎ সেই দিনটি আসিবার পূর্বে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও। সেই দিনটির আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং উহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি কাহারো নাই। উহার আগমন কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ 'সেদিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং তোমাদিগের জন্য উহা নিরোধ করিবার কেহ থাকিবে না।' অর্থাৎ যখন সেই দিনটির আগমন ঘটিবে তখন তোমাদিগকে পালাইবার কোন জায়গা থাকিবে না। আত্মগোপন করিয়া থাকার কোন সুযোগ তোমাদিগের থাকিবে না এবং আল্লাহ্ চোখে ধুলা দিয়া পালাবার সব বন্ধ পথ তখন খুঁজিয়া পাইবে না। কেননা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অপরিসীম এবং তাঁহার দৃষ্টি ও শক্তি সর্বব্যাপী। তাই সকলকে তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে এবং সকলের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ - كَلاَّ لاَوَزَرَ - اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ·

অর্থাৎ, সেদিন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই। সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

অতঃপর বলেন, فَاِنْ اَعْرَضُوْا অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! মুশরিকরা যদি তোমার আহবান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, فَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا অর্থাৎ, তবে উহাদিগকে হিদায়েতের উপর জবরদস্তি করিতে তোমাকে পাঠাই নাই। এবং لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ কাহাকেও হিদায়েত দান করার দায়িত্ব তোমার নহে বরং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে হিদায়েত দান করেন। কাহাকেও হিদায়েত দান করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র। তাই আলোচ্য বিষয়ের উপর অন্যত্র বলা হইয়াছে فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ, তোমার দায়িত্ব হইল কেবল প্রচার করা— মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং শাসন ও হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আমার।

আর এই স্থানেও সেই কথা বলা হইয়াছে যে, اِنْ عَلَيْكَ اِلاَّ الْبَلاَغُ তোমার কাজ তো কেবল প্রচার করা। অর্থাৎ, মানুষের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়া এতটুকু তোমার দায়িত্ব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّا اِذَا اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে ইহাতে উৎফুল্ল হয়। وَاِنْ تُصِبْهُمْ যখন মানুষদিগের কৃতকর্মের জন্য মানুষদিগের سَيِّئَةٌ বিপদ-আপদ ঘটে فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ তখন মানুষ হইয়া পড়ে অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, মানুষকে যখন সুখ স্পর্শ করে তখন সে সব ব্যাপারে সীমা ছাড়াইয়া আনন্দের আতিশয্যে গা ভাসাইয়া দেয় এবং যখন দুঃখ ও দৈন্য মানুষকে বেড়াইয়া ধরে, তখন সে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পূর্বের সকল সুখ ও নিয়ামতের কথা সে ভুলিয়া যায়– জীবনে কোন সুখ যেন তাহাকে স্পর্শ করে নাই— এমনভাবে সে প্রকাশ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের সকল নিয়ামত সে অস্বীকার করিয়া বসে।

যেমন মহিলাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা বেশী পরিমাণে দান কর। কেননা অধিক সংখ্যক মহিলাকে আমি জাহান্নামে জ্বলিতে দেখিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া জনৈক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, "তোমরা বেশি অনুযোগ কর, স্বামীর অকৃতজ্ঞ হও এবং দীর্ঘ একটি যুগও যদি তোমাদিগের কেহ তাহার প্রতি ইহসান করে। আর এক পর্যায়ে যদি তোমরা একদিনের জন্য ইহসান বাদ দিয়া দাও, তবে সে তোমরা পূর্বেকার সকল ইহসান অস্বীকার করিয়া বলে– তোমার দ্বারা জীবনে কখনো কোন কল্যাণ দেখি নাই।"

এই অভ্যাস প্রায় সকল মহিলার। তবে যাহাকে আল্লাহ্ সঠিক বুঝ দান করেন, যাহাকে হিদায়াতের উপর পরিচালিত করেন এবং যাহাকে আল্লাহ্ সঠিক পথের দিশা দান করেন সেই কেবল ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকেন। যাহারা সত্যিকার মু'মিন কেবল তাহারা এই সব ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

যথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, (যাহারা সত্যিকার মু'মিন) তাহারা সকল সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যখন তাহাদিগকে দুঃখ স্পর্শ করে তখন তাহারা ধৈর্য অবলম্বন করে, যাহা তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইয়া থাকে। আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল মু'মিনদিগের মধ্যে থাকিয়া থাকে।

(٤٩) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ ۝

(٥٠) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ
اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ○

৪৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।

৫০. অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং এই দুইয়ের মালিকও তিনি। আর এই দুইয়ের অধিকর্তা একমাত্র তিনি। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা দেন এবং যাহাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি কাহাকেও দেওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার ঠেকাবার শক্তি কাহারো নাই এবং তিনি কেহকে দেওয়ার ইচ্ছা না করিলে কোন শক্তি তাহা দিতে সমর্থ হয় না। আর তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। তাই তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا অর্থাৎ, 'কেহকে তিনি কেবল কন্যা সন্তানের জনক করেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত লূত (আ)।

وَيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ অর্থাৎ 'যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি কেবল পুত্র সন্তান দান করেন।' বাগভী (র) বলেন। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আ)। তাহার কোন কন্যা সন্তান ছিল না।

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا অর্থাৎ, 'অথবা তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পুত্র ও কন্যা উভয় লিংগের সন্তান দান করেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন হযরত মুহাম্মদ (সা)।

وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا অর্থাৎ, 'যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি বন্ধ্যা করিয়া দেন।' বাগভী (র) বলেন, যেমন ইয়াহিয়া ও ঈসা (আ)।

অতএব প্রকার হইল চারটি। এক প্রকার লোকের কেবল কন্যা সন্তান হয়, এক প্রকার লোকের কেবল পুত্র সন্তান হয়। এক প্রকার লোকের কন্যা ও পুত্র উভয় লিংগের সন্তান হয়। আর এক প্রকার নিঃসন্তান থাকে। তাহাদিগের কোন সন্তান হয় না। যাহাদিগকে বলা হয় বন্ধ্যা।

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ। অর্থাৎ, উপরোক্ত চার প্রকারের মধ্যে কাহাকে কোন্ ধরনের সন্তানের জনক করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। এই ব্যাপারে তিনিই সর্বজ্ঞ।

قَدِيْرٌ অর্থাৎ, তিনি স্বীয় শক্তি বলে এইভাবে মানুষকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন।

এই আয়াতটি ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচিত সেই আয়াতটির অনুরূপ মর্মার্থপূর্ণ, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন। অর্থাৎ, যাহার দ্বারা আমার কুদরতের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানবকে চার ধরনের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন– আদম (আ)-কে নিরা মাটির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন পুরুষ ও স্ত্রীর মাধ্যমে তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই। দ্বিতীয়ত, হাওয়া (আ)-কে কেবল পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে স্ত্রীর কোন ভূমিকা নাই। তৃতীয়ত, একমাত্র ঈসা (আ) ব্যতীত সকল মানুষকে স্ত্রী ও পুরুষের যৌথ মিলনের মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্থ ঈসা (আ)-কে কেবল মহিলার মাধ্যমে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে পুরুষের কোন ভূমিকা নাই। মানব প্রজন্মের চারটি ধারা ঈসা (আ)-এর জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হইল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, আমি উহাকে এই জন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের এক নির্দশন।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জনক ও জননী চার প্রকারের এবং সেই প্রসংগে এই কথারও আলোচনা করা হইল যে, জননও চার প্রকারের। তাই বুঝা গেল যে, জনক ও জননীও চার প্রকারের এবং জন্মও চার প্রকারের। পবিত্রতম সত্তা আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান।

(৫১) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

(٥٢) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا
الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

(٥٣) صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ
اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ۠

৫১. মানুষের এমন মর্যাদা নাই যে, আল্লাহ্ তাহার সহিত কথা বলিবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাহার অনুমতিক্রমে তিনি যাহা চাহেন তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।

৫২. এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমি তো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি ইহাকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ—

৫৩. সেই আল্লাহ্র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার মালিক। জানিয়া রাখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

তাফসীর ঃ এই স্থানে ওহীর স্তর, মরতবা ও উহার ধরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কখনো ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনের মধ্যে ঢালা হইত। তবে তাহা যে সত্যই ওহী সেই সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন প্রকারের সন্দেহ থাকিত না।

যেমন সহীহ ইব্ন হাব্বানের একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "রুহুল কুদুস আমার মধ্যে এই কথা প্রবিষ্ট করাইয়াছেন যে, কোন আত্মা মৃত্যুবরণ করিবে না, যতক্ষণ না সে তাহার রিযিক ও বয়স পূর্ণ না করিবে। অতএব তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সৎ পন্থায় রিযিক অনুসন্ধান কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ 'অথবা কোন অন্তরাল ব্যতিরেকে।' যেমন এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্র সহিত মূসা (আ)-এর কথোপকথনের কথা

উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূসা (আ) আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথনের এক পর্যায়ে তাঁহাকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনো একটি যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আবরণ হইয়া যায়।

সহীহ্ হাদীসের মধ্যে আসিয়াছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, "কোন অন্তরাল ব্যতীত সরাসরি কারো সহিত আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন নাই। একমাত্র তোমার পিতার সহিত তিনি সরাসরি কথা বলিয়াছিলেন।"

উল্লেখ্য যে, তাহার পিতা উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র সহিত তাহার কথা হইয়াছিল 'আলমে বরযখে' বসিয়া। আর এই আয়াতে ইহজীবনের কথোপকথনের কথা বলা হইয়াছে।

اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ অর্থাৎ, অথবা জিবরাঈল প্রেরণ দ্বারা আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা তিনি ব্যক্ত করেন তাহার অনুমতিক্রমে। যেমন– জিবরাঈল সহ অন্যান্য ফেরেশতাকে নবীদিগের নিকট প্রেরণ করা হইত।

اِنَّهٗ عَلِىٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ, তিনি সমুন্নত, সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও প্রজ্ঞাময়।

ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

অর্থাৎ এইভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ। অর্থাৎ আল কুরআন।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ الاِيْمَانُ অর্থাৎ তুমিতো জানিতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি। তাহা আমি কুরআনের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি তোমার অবগতির জন্য।

وَلٰكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, পক্ষান্তরে আমি কুরআনকে করিয়াছি আলো যাহা দ্বারা আমি আমার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করি।

যেমন কুরআনের অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ وَالَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى

অর্থাৎ বল, বিশ্বাসীদিগের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী তাহাদিগের কর্ণে রহিয়াছে বধিরতা এবং কুরআন হইবে ইহাদিগের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! তুমি তো কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর"– অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, صِرَاطِ

اللّٰه। আল্লাহ্‌র পথ। অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌রই সংরক্ষিত। এই পথে তুমি মানুষকে আহবান কর এবং এই সংবিধান মানিতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ কর।

اَلَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক তিনি, ইহার মালিক তিনি এবং ইহার অধিকর্তাও তিনি। তাঁহার হুকুমে ইহা পরিচালিত হয় এবং তাঁহার হুকুম অমান্য করার অধিকার কাহারো নাই।

اَلَا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্‌র নিকট। অর্থাৎ সকল কর্মের বিচার তিনি করেন এবং আদেশ নিষেধ ও বিধান প্রণয়ন করার অধিকার কেবল তাঁহারই আছে। জালিম ও অস্বীকারকারীরা তাঁহার প্রতি যে সব অপবাদ আরোপ করে তাহা হইতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সমুন্নত, তাঁহার আসন সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।

সূরা যুখরুফ

৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ○

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ○

(٣) اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۚ○

(٤) وَاِنَّهٗ فِيْۤ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ؕ○

(٥) اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ○

(٦) وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ○

(٧) وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٨) فَاَهْلَكْنَاۤ اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১. হা-মী-ম,

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।

৩. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

৪. ইহা রহিয়াছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; ইহা মহান জ্ঞানগর্ভ।

৫. আমি কি তোমাদিগ হইতে এই উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করিয়া লইব এই কারণে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

৬. পূর্ববর্তীদিগের নিকট আমি বহু নবী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৭. এবং যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে।

৮. উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম; আর এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে পূর্ববর্তদিগের অনুরূপ দৃষ্টান্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, حٰم - وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ, কুরআনের শপথ, যাহার রচনাভংগি সাবলীল, যাহার অর্থ বোধগম্য, সুস্পষ্ট এবং যাহার চয়নকৃত শব্দগুলি চমৎকার, যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়, যাহাতে ইহার মুখ্য শ্রোতারা ইহার অর্থ সহজে আত্মস্ত করিতে পারে। তাই বলিয়াছেন ঃ اِنَّا جَعَلْنٰهُ আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। অর্থাৎ যাহার অর্থ বলিষ্ঠ এবং যাহা রচিত হইয়াছে আরবী ভাষায়।

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, যাহাতে ইহার অর্থ তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার এবং সক্ষম হও এই ব্যাপারে গবেষণা করিতে।

وَاِنَّه فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ এই কিতাব মহান, সারগর্ভ– আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে। এই কথা বলিয়া কুরআনের মহত্ব ও অপরিসীম গুরুত্বের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যাহাতে পৃথিবীর অধিবাসী মানবকুলও ইহার গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ وَاِنَّهٗ অর্থ আল কুরআন فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ অর্থ লাওহে মাহফূজ। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র)। لَدَيْنَا অর্থ আমার নিকট। ইহা বলিয়াছেন কাতাদা (র) প্রমুখ। لَعَلِىٌّ অর্থ এমন একটি স্থান যাহা পবিত্র সম্মানিত ও মর্যাদাবান। এই অর্থও করিয়াছেন কাতাদা (র)। حَكِيْمٌ অর্থ এমনভাবে সংরক্ষিত যাহা বাতিল ও মিথ্যা সংযোজিত হওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত। এই সব কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কুরআনের গুরুত্ব ও মহত্ব বুঝাইবার জন্য। যথা অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّه لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ - لَايَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত

অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিবে না। ইহা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

অন্য একস্থানে আরো বলা হইয়াছে ঃ

كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ - فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ - كِرَامٍ بَرَرَةٍ -

অর্থাৎ, এই প্রকার আচরণ অনুচিত, ইহা উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করিবে সে ইহা স্মরণ রাখিবে। উহা আছে মহান উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থে, মহান পূত-পবিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

উল্লেখ্য যে, এই সকল আয়াতের আলোকে বিজ্ঞ আলিমগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। এই ধরনের আদেশ সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

লওহে মাহফূজে সংরক্ষিত কুরআনকে ফেরেশতারা যথোচিত সম্মান করেন, তাই পৃথিবীর অধিবাসী মানুষের উচিত উহার আরো বেশী সম্মান করা। মানুষের উচিত ফেরেশতাদিগের চেয়ে কুরআনের সম্মান তাহাদিগের আরো গভীরভাবে অনুধাবন করা। কেননা উহা মানুষের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে—তাহাদিগেরই কল্যাণের উদ্দেশ্যে। পৃথিবীর মানব জাতিই কুরআনের মুখ্য শ্রোতা। তাই কুরআন মানবজাতির নিকটই বেশী সম্মান পাওয়ার দাবী রাখে এবং তাহাদিগের উচিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআনের অনুসরণ করা। তাই কুরআনকে সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنَّهُ فِىْ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيْمٌ অর্থাৎ এই কিতাব মহান সারগর্ভ আমার নিকট আছে সংরক্ষিত ফলকে।

ইহার পরের আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ অর্থাৎ তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলিয়া কি আমি তোমাদিগের হইতে কুরআন প্রত্যাহার করিয়া তোমাদিগকে অব্যাহতি দিব?

এই আয়াতের অর্থে মুফাসসিরগণ মতবিরোধ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, তোমরা কি ইহা ধারণা করিয়াছ যে, তোমরা কুরআন সমর্থন না করিলে এবং তোমরা উহার অনুসরণ না করিলে তোমাদিগকে উহার অনুসরণ করা হইতে অব্যাহতি দান করিব এবং এইজন্য তোমাদিগকে কোন শাস্তি দিব না? এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), আবূ সালিহ, মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এবং ইহা পছন্দ করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর (র)।

আর কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, এই উম্মতের শুরুর লোকেরা যখন কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তখন যদি কুরআনকে প্রত্যাহার করিয়া

নিত, তাহা হইলে তাহার সাথে পৃথিবীকেও ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু সীমাহীন করুণাময় আল্লাহ্ তাহা করা পছন্দ করেন নাই। বরং এই পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি দীর্ঘ বিশটি বৎসর ধারাবাহিকভাবে কুরআনের অবতরণ অব্যাহত রাখিয়াছেন।

কাতাদা (র)-এর ব্যাখ্যাটি খুবই সুক্ষ্ম ও তাৎপর্যবহ। কেননা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান হইয়াছে যে, দয়াময় করুণাশীল আল্লাহ কুরআন অস্বীকারকারীদের তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এক ঘরে করিয়া রাখেন না বরং অব্যাহতভাবে উহাদিগকেও নসীহত-খয়রাত করিতে থাকেন। ফলে ইহার দ্বারা উপকৃত হয় নেককার বান্দারাও। পক্ষান্তরে অস্বীকারকারীদিগের প্রতি তাহার সত্যতার প্রমাণাদিও এক পর্যায়ে পূর্ণতায় পৌঁছিয়া যায়।

পরবর্তী আয়াতে কাফিরদিগের অস্বীকারের মুখে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলেন ঃ وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِى الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিকটও আমি বহু রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাই وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلاَّ كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ যখনই উহাদিগের নিকট কোন নবী আসিয়াছে উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। অথচ فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا 'উহাদিগের মধ্যে যাহারা ইহাদিগের চেয়ে শক্তিতে প্রবল ছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম।'

অর্থাৎ, পূর্বকালের নবীগণকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলাম। হে মুহাম্মদ! তোমাকে যাহারা মিথ্যাবাদী বলে তাহারা তো উহাদিগের চেয়ে শক্তিতে অনেক দুর্বল।

যেমন কুরআনের অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে ঃ

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ -

অর্থাৎ 'উহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই ও দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের কি পরিণাম হইয়াছিল। পৃথিবীতে তাহারা ছিল ইহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল।' এই ধরনের একাধিক আয়াত কুরআনের মধ্যে আছে। অতঃপর বলা হইয়াছে وَمَضٰى مَثَلُ الْاَوَّلِيْنَ এইপ্রকার ঘটনা পূর্ববর্তীদিগের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, مَثَلُ অর্থ এই ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা পূর্ববর্তীগণও করিয়াছেন। ইহা পূর্ববর্তী নবীগণের একটি সুন্নাতও বটে।

কাতাদা (র) বলেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সহিত তাঁহার উম্মতরা এই ধরনের ব্যবহার করার জন্য তাহাদিগকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন যে, مِثْل অর্থ শিক্ষণীয়। অর্থাৎ, পূর্ববর্তীকালীন নবীগণকে অস্বীকার করার জন্য সে কালের লোকেরা যে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই সব ঘটনা বর্তমান লোকদিগের জন্য অবশ্যই একটি শিক্ষণীয় বিষয়। বর্তমানের লোকেরা যদি সেই ধরনের কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে তবে তাহাদিগকেও উহাদিগের ন্যায় করুণ পরিণতি ভোগ করিতে হইবে।

এই সুরার শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাই বলিয়াছেন ঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

এই আয়াতের পরবর্তী অংশে তাই তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন ঃ

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

(৯) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۙ○

(১০) الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۚ○

(১১) وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

(১২) وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ○

(١٣) لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ
عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ○
(١٤) وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ○

৯. তুমি যদি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে?' উহারা অবশ্যই বলিবে, 'এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।'

১০. যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদিগের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার।

১১. এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে এবং আমি তাদ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখণ্ডকে। এইভাবেই তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে।

১২. এবং তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও আনআম (চতুষ্পদ জন্তু) যাহাতে তোমরা আরোহণ কর।

১৩. যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার, তারপর তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা উহার উপর স্থির হইয়া বস; এবং বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন। যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।

১৪. আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মদ ! যাহারা আল্লাহ্‌র সহিত অংশীদার নির্ধারণপূর্বক তাঁহার ইবাদাত করে– সেই সকল মুশরিকদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ 'কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে ?' উহারা অবশ্যই বলিবে, এইগুলি তো সৃষ্টি করিয়াছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্। অর্থাৎ তাহারা বুঝে এবং এক বাক্যে স্বীকার করে যে, এইগুলি আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি একক ও অংশীদার বিহীন। কিন্তু তাহাদিগের আমল তাহাদিগের বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কেননা ইবাদতের বেলায় তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত আরো অনেক দেব-দেবতাকে শরীক করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا যিনি তোমাদিগের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা। অর্থাৎ, যিনি পৃথিবীকে শয্যা করিয়াছেন, যাহা স্থির ও অনড়, যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা বিচরণ কর এবং যাহার পৃষ্ঠের উপর তোমরা নিদ্রিত হও এবং জাগ্রত হও। কিন্তু এই পৃথিবী পানির উপর ভাসমান। তাই এই ভাসমান পৃথিবীর উপর পাহাড় সৃষ্টি করিয়া তিনি উহাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে উহা হেলিতে-দুলিতে না পারে।

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً অর্থাৎ তিনি পৃথিবীর পাহাড় ও জনপদগুলোর মধ্য দিয়া তোমাদিগের জন্য জনপথ সৃষ্টি করিয়াছেন।

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা এক শহর হইতে অন্য শহরে, এক দেশ হইতে অন্য দেশে, এবং এক মহাদেশ হইতে অন্য মহাদেশের স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পার।

وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ অর্থাৎ, তিনি আকাশ হইতে ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও পশুকুলের জন্য এবং পান করার জন্য পরিমিত পরিমাণ বারি বর্ষণ করেন।

فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا অর্থাৎ, বারি বর্ষণের কারণে নির্জীব যমীন সঞ্জীবিত হইয়া উঠে এবং খরা বিদূরীত হয়। আর বাগ-বাগিচা সবুজ হইয়া উঠে এবং বৃক্ষরাজি ফুলে-ফলে ভরিয়া যায়।

অতঃপর তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, বারি বর্ষণের দ্বারা তিনি যেভাবে নির্জীব যমীনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন, মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিনও তিনি মানবকুলকে সেইভাবে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবেন। তাই আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে তিনি বলিয়াছেন ঃ كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ অর্থাৎ, এইভাবেই তোমাদিগকে পুরুত্থিত করা হইবে।

ইহার পর বলেন ঃ وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেন যুগলরূপে। অর্থাৎ, মাটি হইতে উৎপাদিত সকল প্রকারের তরিতরকারী, শস্য, পুষ্প ও ফল এবং যত প্রকারের জন্তু-জানোয়ার রহিয়াছে সকলকে তিনি যুগলরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ এবং তিনি তোমাদিগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন জলযান।

وَالْاَنْعَامِ مَاتَرْكَبُوْنَ এবং সৃষ্টি করিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। অনেক চতুষ্পদ জন্তুর গোস্ত তোমরা ভক্ষণ কর এবং উহার দুধ তোমরা পান কর। আর কিছু সংখ্যক জন্তুর পিঠে তোমরা আরোহণ কর। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহাদিগের পৃষ্ঠে স্থির হইয়া বসিতে পার এবং মালামাল বহন করিতে পার।

عَلٰى ظُهُوْرِهٖ এর অর্থ সেই সকল জন্তু জানোয়ার যেইগুলি পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ‘উহাদিগের পৃষ্ঠে বসিয়া তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর।’

اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ আর বল, ‘পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ইহাদিগকে আমাদিগের বশীভূত করিয়া দিয়াছেন– যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না ইহাদিগকে বশীভূত করিতে।’

ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, مُقْرِنِيْنَ অর্থ اَمُطِيْقِيْنَ অর্থাৎ ‘আমরা ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলাম না।’

وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ‘আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিব।’ অর্থাৎ মৃত্যুর পর সকলকে তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তিত হইতে হইবে। আর তাহাই হইল আমাদিগের মহাপ্রত্যাবর্তন। এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, পরকালের সফর ইহকালের সফরের চেয়ে ঢের কঠিন। যথা অন্য একস্থানে বলা হইয়াছে যে, পাথেয় মঞ্জুর কর আর পরকালের পাথেয় ইহকালের পাথেয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى অর্থাৎ ‘তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করিও। তাকওয়া অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।’

আর পার্থিব পরিচ্ছদের চেয়ে অপার্থিব পরিচ্ছদকে প্রাধান্য দিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ অর্থাৎ ‘লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশ-ভূষার জন্য আমি তোমাদিগকে পরিচ্ছদ দিয়াছি। তবে তাকওয়া অবলম্বন করার পরিচ্ছদই সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ।’

চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণ করার দোয়া সম্বন্ধীয় হাদীসসমূহ

আমীরুল মু'মিনীন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী ইব্ন রবীআ (র) বর্ণনা করেন, আলী (রা)-কে আমি দেখিয়াছি সওয়ারীর রেকাবের উপর পা রাখিয়া বলিয়াছেন, বিস্মিল্লাহ। অতঃপর সওয়ারীর পিঠে স্থির হইয়া বসার পর বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ- وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

অতঃপর তিনবার আলহামদুলিল্লাহ্ বলিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং তিনবার আল্লাহু আকবর বলেন। ইহার পর বলেন, سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ অতঃপর তিনি মুচকি হাসেন। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হাসিতে দেখিয়াছি। তোমার মত আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি হাসলেন কেন? জবাবে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ “যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতে শুনেন, “হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও।” তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলিতে থাকেন, ‘আমার বান্দা জানে যে, আমি ব্যতীত তাহার অন্য কেহ পাপ ক্ষমা করিয়া দিবার নাই।’

এই হাদীসটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী (র) ও আবূল আহওয়াসের হাদীসে নাসায়ী (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে স্বীয় সওয়ারীর পিছনে উঠাইয়া বসান। তিনি স্থির হইয়া বসিয়া প্রথমে তিনবার আল্লাহ্ আকবর বলেন, তিনবার আলহামদুলিল্লাহ বলেন, তিনবার সুবহানাল্লাহ বলেন এবং একবার বলেন, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।’ অতঃপর তিনি ঈষৎ পিছনের দিকে ঝুঁকিয়া মুচকি হাসেন এবং আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলেন, “যে ব্যক্তি কোন চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহণপূর্বক এইরূপ করিবে যাহা আমি করিলাম, তবে আল্লাহ্ও তাহার দিকে তাকাইয়া এইরূপ মুচকি হাসিবেন। যেইরূপ আমি তোমার দিকে তাকাইয়া হাসিলাম। এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর হাদীস

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো স্বীয় সওয়ারীর উপর আরোহণ করিলে তিনি প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবর বলিতেন। অতঃপর বলিতেন,

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অতঃপর বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى ـ وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى اَللّٰهُمَّ
هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْبَعِيْدَ ـ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ
فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اَصْحِبْنَا فِىْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِىْ اَهْلِنَا ـ

আর সফর হইতে তিনি স্বীয় পরিজনবর্গের নিকট পৌঁছিয়া বলিতেন ঃ

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ ইব্ন জুরাইজের হাদীসে ইহা নাসায়ী, আবূ দাঊদ ও মুসলিম প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন হাম্মাদ ইব্ন সালমার হাদীসে। তবে এই উভয় রেওয়ায়াতের মূল রাবী হইলেন আবূয যুবাইর।

অপর এক হাদীসে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। আবূ লাস খুযায়ী (রা) বলেন, যাকাতের উট হইতে একটি উট রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হজ্জে যাওয়ার জন্য দান করেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কখনো কাউকে এই উটটির উপর সওয়ার হইতে দেখি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, “এমন কোন উট নাই যাহার কুঁজের উপর শয়তান না থাকে। তাই আমার আদেশ মত উহার পিঠে আরোহণকালে বিসমিল্লাহ বলিয়া নিবে। এইভাবে সেই উটকে নিজের আরোহণ উপযোগী করিয়া নিবে। কেননা আরোহণ করানোর মালিক আল্লাহ্।” উল্লেখ্য যে, আবূ লাসের পূর্ণ নাম হল মুহাম্মদ ইব্ন আল আসওয়াদ ইব্ন খলফ (রা)।

অপর এক হাদীস

ইমাম আহমদ (র) .. হামযাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হামযাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, “প্রত্যেক উষ্ট্রের পৃষ্ঠে শয়তান থাকে। অতএব তোমরা যখন উহার উপর আরোহণ করিবে তখন বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া নিবে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে উপকৃত হইতে কম করিবে না।

(١٥) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ۝

(١٦) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ۝

(١٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(١٨) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ۝

(١٩) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ۝

٢٠) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

১৫. উহারা তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে তাঁহার অংশ সাব্যস্ত করিয়াছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

১৬. তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে বিশিষ্ট করিয়াছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?

১৭. দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি উহারা যাহা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কালো হইয়া যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।

১৮. উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?

১৯. উহারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফেরেশতাদিগকে নারী গণ্য করিয়াছে; ইহাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদিগের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

২০. উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।' এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই; উহারা তো কেবল মিথ্যাই বলিতেছে।

তাফসীর ঃ মুশরিকগণ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর কিয়দাংশ তথাকথিত দেব-দেবীর বলিয়া এবং কিয়দাংশ আল্লাহ্‌র বলিয়া যে ভিত্তিহীন বিষয়ে বিশ্বাস করে সেই সম্পর্কে এই স্থানে সামান্য আলোকপাত করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে সূরা আনআমের মধ্যে বলা হইয়াছিল যে,

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا ـ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَايَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ ـ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজদিগের ধারণা অনুযায়ী বলে, 'ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদিগের দেবতাদিগের জন্য।' যাহা তাহাদিগের

দেবতাদিগের অংশ তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায় না এবং যাহা আল্লাহ্‌র অংশ তাহা তাহাদিগের দেবতাদিগের কাছে পৌঁছায়; তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট!

এইভাবে তাহারা কন্যা সন্তান ও পুত্র সন্তানের মধ্যে অংশ নির্দিষ্ট করে এবং সম্মানজনক পুত্র সন্তানসমূহ তাহাদিগের এবং যত কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তাহা সকল আল্লাহ্‌র।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى অর্থাৎ তোমরা কি মনে কর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য? এই প্রকার বণ্টন অসংগত বণ্টন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ অংশীবাদীগণ তাঁহার বান্দাদিগের মধ্য হইতে কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার সত্তার অংশ গণ্য করে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।

অতঃপর বলেন, اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ অর্থাৎ তিনি কি তাঁহার সৃষ্টি হইতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন এবং তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন পুত্র সন্তান?

এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের উপরোক্ত অপবাদের জোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। অতঃপর পরবর্তী আয়াতে চরম বিবৃতি দিয়া তাহাদিগকে বলেন,

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ-

'উহারা দয়াময় আল্লাহ্‌র প্রতি যে কন্যা আরোপ করে উহাদিগের কাহাকেও সেই কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হইলে তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় ও সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।'

অর্থাৎ তোমাদিগের কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তো তোমরা মুখ বিকৃত করিয়া এক প্রকার সম্মানবোধে নিজেকে অপরাধী মনে কর এবং অন্যের নিকট নিজের কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার সংবাদটা দিতে পর্যন্ত লজ্জাবোধ কর। আর কি দুঃসাহস, সেই কন্যা সন্তানগুলি সব তোমরা আল্লাহ্‌র ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টায় মত্ত রহিয়াছ। ধিক্কার তোমাদিগের বুদ্ধিমত্তার উপর।

অতঃপর বলেন, اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ উহারা কি আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে কন্যা সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত-পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ককালে স্পষ্ট যুক্তিদানে অসমর্থ?

অর্থাৎ স্ত্রী জাতি যাহাদিগকে কম বুদ্ধির বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহাদিগের দোষ ও ত্রুটিগুলি অলংকার দিয়া আড়াল করার চেষ্টা করা হয়। আজন্ম যাহাদিগকে

অবলা মনে করা হয়, তর্ক-বিতর্কে যাহারা যুক্তির অবতারণা করিতে পারে না। গুছাইয়া কথা বলিতে যাহারা প্রায়ই অসমর্থ থাকে এবং জীবনের প্রায় ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী জাতি পুরুষ জাতির নিকট পরাজয় বরণ করে, সে অবলা স্ত্রী জাতিকে কোন্ জ্ঞানে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারে?

যেমন এক আরব কবি বলিয়াছেন ঃ

وما الحلى الا زينة من نقيصة
يتمم من حسن اذا الحسن قصرا
واما اذا كان الجمال موفرا
كحسنك لم يحتج الى ان يزورا

অর্থাৎ অলংকার অল্প সুন্দরকে সুন্দর করে। কিন্তু যদি সৌন্দর্যে কোন কম না থাকে তবে অলংকারের প্রয়োজন কি?

আর মানসিকভাবেও স্ত্রী জাতি পুরুষের চেয়ে দুর্বল। প্রতিশোধ নিতে বা প্রতিবাদ করতে তাহারা ভয় পায়। তাই স্ত্রী জাতি সম্পর্কে আরবীরা বলিয়া থাকে, কন্যা সন্তানরা উত্তম সন্তান নয়। তাহারা শারীরিকভাবে সহযোগিতা করতে অক্ষম; কিন্তু পারে অশ্রু প্রবাহিত করতে আর ভালো যাহা করে তাহাও করে গোপনীয়তার সাথে।

ইহার পর বলা হইয়াছে যে,

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا অর্থাৎ উহারা নারী গণ্য করে দয়াময় আল্লাহ্‌র দাস ফেরেশতাদিগকে।

অংশীবাদীদিগের এই বিশ্বাসের জোর প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাদিগের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল?

سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ উহাদিগের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে, وَيُسْئَلُوْنَ এবং কিয়ামতের দিন এই সম্পর্কে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ এই কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অংশীবাদীদিগকে তাহাদিগের অমূলক বিশ্বাস সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ উহারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে আমরা ইহাদিগের পূজা করিতাম না।' অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ফেরেশতাদিগের প্রতিকৃতি যাহা তাহারা পূজা করে তাহা করিতে তিনি প্রতিরোধ সৃষ্টি করিতেন, যে ফেরেশতাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌র কন্যা জ্ঞান করে। কেননা তিনি সকলের সব ধরনের তৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই

তাহারা বলিতে চায় যে, তাহাদিগের ফেরেশতা পূজা অন্যায় নহে বরং আল্লাহ্ই তাহাদিগকে ইহা করার জন্য অনুমতি দান করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদিগের উপরোক্ত বিশ্বাস ও আকীদা-আমলের মধ্যে কয়েকটি ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় ঃ

এক. তাহারা আল্লাহ্র জন্য সন্তান নির্ধারণ করিয়াছে। অথচ ইহা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র ও পূত-পবিত্র।

দুই. কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দানপূর্বক তাহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছে। অথচ উহাদিগের নারী গণ্য করা— ফেরেশতাসমূহ আল্লাহ্রই বান্দা বৈ নহে।

তিন. তাহারা যে ফেরেশতাদিগের পূজা করে এবং কেন করে সেই ব্যাপারে তাহাদিগের নিকট প্রামাণ্য কোন দলীল নাই। ইহা করার জন্য কোন প্রকারের অনুমোদন আল্লাহ্র নাই। বরং স্রেফ রিপুর তাড়নায় গোঁড়ামী ও পূর্বপুরুষদিগের অনুসরণই তাহাদিগকে এই বিপদজনক পাপের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। জাহেলের মত তাহারা জাহেলদিগের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহা করার কোন যুক্তি তাহাদিগের নিকট নাই।

চার. আর তাহারা বলে যে, ইহা যদি পাপ হইত তাহা হইলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহা করিতে বাধা দিতেন। এই কথার দ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞতার মুখোশ উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যুগে-যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া তাঁহার বান্দাদিগকে কেবল তাঁহারই ইবাদত করার জন্য তাকিদ দিয়াছেন। নবীগণের মাধ্যমে তিনি মানুষকে এই কথা বুঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে; আল্লাহ্র কোন অংশীদার নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন সন্তান নাই এবং তিনিও কাহারো সন্তান নন। আর তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্যের উপযুক্ত নহে।

যথা কুরআনের মধ্যেও আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوَ اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ
هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি। অতঃপর উহাদিগের কতককে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং উহাদিগের কতকের পথভ্রান্তি হইয়াছিল সংগতভাবেই। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছে তাহাদিগের পরিণাম কি হইয়াছে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে কঠিন যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক বলেন ঃ

مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۰ এই বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই। অর্থাৎ, এই বিষয়ে উহারা যাহা বলে তাহা ভুল এবং উহাদিগের যুক্তিগুলির ভিত্তি খুবই দুর্বল, যাহা একান্তই মিথ্যা ও ভ্রান্ত।

إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ অর্থাৎ, উহারা যাহা বলে তাহা সবই মিথ্যা। উহাদিগের নিকট সত্যের আশ্রয় নাই।

مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এই আয়াতাংশের মর্মার্থে মুজাহিদ (র) বলেন যে, আল্লাহ্‌র কুদরত সম্পর্কে উহারা একেবারেই অজ্ঞ এবং উহারা যাহা বলে সবই মিথ্যা।

(٢١) أَمْ آتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ○

(٢٢) بَلْ قَالُوْٓا إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ
مُّهْتَدُوْنَ ○

(٢٣) وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوْهَآ ۙ إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

(٢٤) قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۖ قَالُوْٓا
إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٢٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○ ع

২১. আমি কি উহাদিগকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করিয়াছি যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছে?

২২. বরং উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।'

২৩. এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি, তখনই উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

২৪. সেই সতর্ককারী বলিত, 'তোমরা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের পদাংক অনুসরণ করিবে?' তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

২৫. অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!

তাফসীর ঃ যাহারা ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র সহিত আরো অনেক দেব-দেবীকে দলীল-প্রমাণ ছাড়া শরীক করে তাহাদিগের এই ইবাদতের জোর প্রতিবাদ জানাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ উহাদিগের এই ধরনের শিরকী করার পূর্বে আমি কি উহাদিগকে কোন কিতাব দান করি নাই? فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ যাহা উহারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে? অর্থাৎ ইহার পূর্বে উহাদিগকে যে সব আসমানী কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে এমন কথা ছিল না, যাহা উহারা শিরকের সমর্থনে সনদ হিসাবে পেশ করছে। বরং উহাতেও ইহা না করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ আমি কি উহাদিগের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহা উহাদিগকে আমার কোন শরীক করিতে বলে?

অতঃপর বলেন ঃ بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ

না, উহারা বলে, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

অর্থাৎ শিরকের ব্যাপারে উহারা উহাদিগের পূর্বপুরুষের অনুসরণ করে। উহাদিগের পূর্বপুরুষ শিরক করিত বলিয়া উহারা শিরক করে। উহা ছাড়া কোন দলীল উহাদিগের নিকট নাই। আর কোন আদর্শের অনুসরণ করার ব্যাপারে পূর্বপুরুষদিগের কর্মকাণ্ড কোন দলীল বা আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

আর এই আয়াতে اُمَّة দ্বারা, দীন উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। যথা অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً অর্থাৎ, এই যে তোমাদিগের দীন তাহা তো পূর্বের সেই একই দীন।

আর তাহারা বলে, وَاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ অর্থাৎ আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি। মূলত তাহাদিগের এই তথাকথিত আদর্শিক দাবীর সপক্ষে কোন দলীল নাই। যাহাকে হাওয়াই দাবী বলা যাইতে পারে।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ইহাদিগের পূর্বপুরুষেরাও তৎকালীন নবীকে অস্বীকার করিত। নবীকে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিয়া অপপ্রচার করিত। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

كَذَالِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ - اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ -

অর্থাৎ এইভাবে উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ। মনে হয়, উহারা একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে। বস্তুত উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

আলোচ্য আয়াতেও এইরূপ বলা হইয়াছে যে,

كَذَالِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ এইভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সর্তককারী প্রেরণ করিয়াছি তখন উহাদিগের মধ্যে যাহারা সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহারা বলিত, 'আমরা তো আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদিগেরই পদাংক অনুসরণ করিতেছি।'

অতঃপর বলেন, قُلْ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ! এই সকল মুশরিকদিগকে আপনি বলুন, প্রত্যেক নবী এই কথা বলিয়াছেন যে ঃ

اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَائَكُمْ - قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ

তোমরা তোমাদিগের পূর্বপুরুষগণকে যাহার অনুসারী পাইয়াছ, আমি যদি তোমাদিগের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাহাদিগের অনুসরণ করিবে? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিত, 'তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি।'

অর্থাৎ নবীগণ যাহাসহ প্রেরিত হইত তাহা তাহারা সত্য বলিয়া জানা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদিগের গোঁড়ামী ও হঠকারিতার জন্য সত্য সমর্থন করিতে কখনো সমর্থ হইত না। তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম মিথ্যা ও বিকৃত জানা সত্ত্বেও উহাই তাহারা আঁকড়াইয়া থাকিত।

অতএব পরিশেষে উহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ 'অতঃপর আমি উহাদিগকে উহাদিগের কর্মের প্রতিফল দিলাম।' অর্থাৎ পূর্বযুগের অস্বীকারকারী মুশরিকাদিগকে বিভিন্ন আযাব দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হইয়াছে।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ 'দেখ, মিথ্যাচারীদিগের পরিণাম কি হইয়াছে!' অর্থাৎ যুগে যুগে কিভাবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগের সেই ধ্বংসের মধ্য দিয়াও কিভাবে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল।

(٢٦) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖۤ اِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۙ○

(٢٧) اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ○

(٢٨) وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ○

(٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هٰۤؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ○

(٣٠) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

(٣١) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ
عَظِيْمٍ ○

(٣٢) اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ○

(٣٣) وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ
بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۙ○

(٣٤) وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ ۙ

(٣٥) وَزُخْرُفًا ۚ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْاٰخِرَةُ
عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۧ

২৬. স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই;

২৭. সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন।'

২৮. এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য, যাহাতে উহারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে।

২৯. বরঞ্চ আমিই উহাদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে সুযোগ দিয়াছিলাম ভোগের; অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।

৩০. যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল উহারা বলিল, 'ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।'

৩১. এবং ইহারা বলে, 'এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হইল না দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?'

৩২. ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি, যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

৩৩. সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে, এই আশংকা না থাকিলে দয়াময় আল্লাহ্‌কে যাহারা অস্বীকার করে, উহাদিগকে আমি দিতাম উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি— যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

৩৪. এবং উহাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য-নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালংক;

৩৫. এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর এই সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মুত্তাকীগণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে আখিরাতের কল্যাণ।

তাফসীর ঃ কুরাইশদিগের ধর্ম ও বংশধারার সহিত যে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত, যিনি ছিলেন একাধারে আল্লাহ্‌র রাসূল ও বিশিষ্ট বন্ধু এবং যিনি তাঁহার পরবর্তী সকল নবীগণের পিতৃতুল্য, তিনি তাঁহার পিতা ও স্বীয় কওমকে দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত থাকার উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّه سَيَهْدِيْنِ - وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه -

অর্থাৎ 'তোমরা যাহাদিগের পূজা কর তাহাদিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন। এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদিগের জন্য।'

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁহার সহিত অন্য যে কেহকে শরীক করা, না করা এবং সকল দেব-দেবীর পূজা করা হইতে নিবৃত্ত থাকা—স্বীয় কওমকে তিনি এই উপদেশবাণী করিয়াছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ) যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাওহীদের প্রশ্নে তিনি অনড় ভূমিকা নিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার বংশের মধ্যে তাওহীদের মর্মবাণী যুগ যুগ ধরিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আওলাদগণ কোন যুগেই তাওহীদকে পরিত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন তাওহীদের একজন আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। মানুষের নিকট তাওহীদের বাণী পৌঁছানই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। তাই বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণাকে সে চিরন্তন বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাঁহার পরবর্তীদিগের জন্য। لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যাহাতে উহারা সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ যাহাতে পরবর্তীযুগের লোকেরাও হিদায়েতের পথে চলিতে পারে।

ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন, وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِه এই আয়াতাংশের মর্মার্থ হইল এই যে, তাঁহার বংশের যাহারা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলিবে তাহারা কখনো পথভ্রষ্ট হইবে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মর্মার্থ বর্ণিত হয়েছে।

ইব্‌ন যায়দ ইহার মর্মার্থে বলেন যে, উহা হইল ইসলামের আদর্শ, যে জাতি ইহা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারাই ইসলামের রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ مَتَّعْتُ هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ, আমি মুশরিকদিগকে এবং উহাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে ভ্রষ্টময় জীবন দীর্ঘায়িত করিয়াছিলাম।

وَآبَاءَهُمْ حَتّٰى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ অবশেষে উহাদিগের নিকট আসিল সত্য ও স্পষ্ট ভীতিদানকারী রাসূল।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كَافِرُوْنَ অর্থাৎ যখন উহাদিগের নিকট সত্য আসিল তখন উহারা অগ্রাহ্য করিল এবং বিদ্বেষ ও বিদ্রোহাত্মকভাবে উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। وَقَالُوْا এবং উহারা বলিল, ইহা তো যাদু এবং আমরা ইহা প্রত্যাখ্যান করি।

আর কঠোর ভাষায় তাহারা অভিযোগ আনিল যে,

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ কুরআন যদি সত্য হইত তাহা হইলে কেন ইহা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হইল না?

এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাআব কুরযী, কাতাদাহ, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ।

অনেকে বলিয়াছেন যে, قَرْيَتَيْنِ দুই গোত্রের নেতা অলীদ ইব্‌ন মুগীরা ও উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে মালিক, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্‌ন মুগীরা এবং মাসউদ ইব্‌ন আমর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছিল।

মুজাহিদ (র) বলেন যে, ইহা দ্বারা উমাইয়া ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মাসউদ ছাকাফী ও উতবাহ ইব্‌ন রবীয়া-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ইহা দ্বারা অলীদ ইব্‌ন মুগীরা ও হাবীব ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইর ছাকাফীকে বুঝানো হইয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা মক্কার উতবাহ ইব্‌ন রবীআহ এবং তায়েফের ইব্‌ন আব্দে ইয়ালিলকে বুঝানো হয়েছিল।

সুদ্দী (র) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝানো হইয়াছিল অলীদ ইব্‌ন মুগীরা ও কিনানাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইর ছাকাফীকে।

মোদ্দাকথা, এই কথা বলিয়া কাফিররা যে কোন দুই জনপদের দুইজন বিজ্ঞ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে বুঝাইয়াছে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সকল কাফিরদিগের অভিযোগের জবাবে বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ অর্থাৎ উহারা যে নিজেরাই করুণা বণ্টন করে, বণ্টন করা তাহাদের কাজ নহে। উহার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি ভালোভাবেই জানেন যে, তাহার রিসালত প্রাপ্তির জন্য কে উপযুক্ত। এই রিসালত তাঁহাকেই প্রদান করা হয়, যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী পবিত্র আত্মার অধিকারী, যিনি সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান বংশের উত্তরাধিকারী এবং যাঁহার রক্তের ধারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র। অতঃপর বলেন, অনুগ্রহ বণ্টন করার অধিকার কাহার আছে? তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে ধন-সম্পদ-রিযক, জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল শক্তি বিভিন্ন প্রকারের ব্যবধানসহ প্রদান করিয়াছেন। ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا

অর্থাৎ আমিই উহাদিগের মধ্যে জীবিকা বণ্টন করি উহাদিগের পার্থিব জীবনে। (এবং একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি।)

لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا 'যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে।' এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কেহ বলিয়াছেন যে, কাজের ব্যাপারে একের উপর অপরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। কেননা একজন এক বস্তুর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং অন্যজন অপর এক বস্তুর মুখাপেক্ষী। ইহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ লওয়া সহজ হইবে। এই ব্যাখ্যা সুদ্দী (র) করিয়াছেন। কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন যে, ইহার মর্মার্থ হইল, একের উপর অপরকে কর্তৃত্ব দান করা। এই অর্থটিও প্রথম অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

অর্থাৎ পার্থিব জীবনে অর্থ–সম্পদের মধ্যে তোমরা যাহা সঞ্চয় কর উহার চেয়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ তোমাদের জন্য বহুলাংশে কল্যাণকর ও উৎকৃষ্টতর। পরবর্তী আয়াতে বলেন, وَلَوْ لَا اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হইয়া পড়িবে এই আশংকা যদি না থাকিত।

অর্থাৎ অর্থ-সম্পদ প্রদানকে যদি মানুষ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্র অনুগ্রহসিক্ত বলিয়া ধারণা করার আশংকা না থাকিত, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে কল্পনাতীত পরিমাণে সম্পদ দান করিতেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ।

তাই আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছে যে, لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ দয়াময় আল্লাহ্কে যাহারা অস্বীকার

করে তাহাদিগকে তিনি দিতেন উহাদিগের গৃহের জন্য রৌপ্য-নির্মিত সিঁড়ি। এই অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ।

عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের গৃহের ছাদই নহে বরং উহাদিগের গৃহের কক্ষসমূহের সোপানসমূহও রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করিয়া দিতেন। উপরন্তু উহাদের গৃহের দরজাসমূহ এবং উপবেসন করার কেদারাসমূহ রৌপ্য ও স্বর্ণ দ্বারা তৈরী করিয়া দিতেন।

তাই বলা হইয়াছে ঃ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُوْنَ দিতেন রৌপ্য নির্মিত দরজা ও বিশ্রামের জন্য পালংক। অর্থাৎ উহাদিগের ব্যবহার্য সকল জিনিস স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হইত।

وَزُخْرُفًا এবং স্বর্ণালংকার। অর্থাৎ উহাদিগের এই সব জিনিস নির্মাণ করিতে রৌপ্যের সহিত স্বর্ণও সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এর অর্থ করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা সুদ্দী ও ইব্নে যায়দ (র) প্রমুখ।

অতঃপর বলেন যে, وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا কিন্তু এইসব তো পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পৃথিবী তুচ্ছ একটি জিনিস বলিয়া গণ্য এবং এই পৃথিবীর স্থায়িত্ব ক্ষণকালীন– যাহা অবশ্যই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাই যাহারা সত্যকে অস্বীকার করে তাহারা তাহাদিগের নগণ্য পুণ্যগুলির বদলায় পৃথিবীর জীবনে যথেষ্ট সুখ ভোগ করেন। তাহাদিগের খাদ্য পানীয় ও জীবনমান আল্লাহ্ তাআলা উন্নত করিয়া দেন। কেননা পরকালে তাহাদিগের ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া ভোগের জন্য কিছু নাই। পরকালে তাহাদিগের এতটুকু পুণ্য থাকিবে না। যাহা ওজন করিয়া উহাদিগকে কোন উত্তম প্রতিদান দেওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ের উপর বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি হাদীসে আসিয়াছে যে, "যদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মূল্য মাছির একটি ডানার পরিমাণও হইত তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।"

বাগাভী (র) .... সাহল ইব্ন সা'আদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তাবারানী ....সাহল ইব্ন সাআ'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি আল্লাহ্র নিকট পৃথিবীর মাছির একটি পাখার পরিমাণ মূল্যও থাকিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে পৃথিবীর কিছু ভোগ করিতে দিতেন না।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী অংশে বলেন, وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ 'মুত্তাকীগণের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রহিয়াছে পরলোকের

কল্যাণ।' অর্থাৎ পরলোকের কল্যাণ কেবল মুত্তাকীদিগের জন্যই নির্ধারিত। মুত্তাকীগণ ব্যতীত অন্য কেহ সেই কল্যাণ ও সুখ ভোগ করিবার ছাড়পত্র পাইবে না।

তাই একদা উমর (রা) হযরত (সা)-এর বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন হুযূর (সা) স্বীয় বিবিগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি দেখেন যে, হুযূর (সা) একটি চাটাইয়ের উপর শুইয়া আছেন এবং চাটাইয়ের দাগ কাটা তাঁহার পিঠের উপর স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া উমর (রা) কাঁদেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কায়সার ও কিসরা কত শান-শওকতের সহিত থাকে এবং জীবন-মান তাহাদিগের কত উন্নত । আর আপনি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও কেন এত কষ্ট করেন ? এই সময় হুযূর (সা) ঠেস দিয়া বসা হইতে উঠিয়া সোজা হইয়া বসেন এবং বলেন, "হে ইব্‌ন খাত্তাব! এই ব্যাপারে কি তোমার সন্দেহ রহিয়াছে?" অতঃপর বলেন, "এই সকল লোকেরা তাহাদিগের ভাল কাজের প্রতিদান ইহলোকে প্রাপ্ত হইয়াছে।" অন্য একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে যে, এই কথার পর উমর (রা)-কে তিনি জিজ্ঞাসার সুরে বলিয়াছিলেন, হে উমর! "তুমি কি ইহাতে খুশী নহে যে, উহাদিগের জন্য ইহকাল এবং আমাদিগের জন্য পরকাল?"

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে আসিয়াছে যে, রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পান পাত্রে পান করিও না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত থালায় খাদ্য রাখিয়া আহার করিও না। কেননা ইহা দুনিয়াদারদিগের জন্য ইহলোকে এবং আমরা ইহা ব্যাবহার করিব পরকালে।"

মূলত দুনিয়া আল্লাহ্‌র নিকট খুবই তুচ্ছ একটি জিনিস এবং দুনিয়ার জীবন খুবই স্বল্পকালীন। যথা সাহল ইব্‌ন সা'আদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি দুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মাছির একটি পাখার সমান মূল্যও রাখিত, তাহা হইলে তিনি কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করিতে দিতেন না।" তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

(٣٦) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○

(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٣٨) حَتّٰىٓ اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ○

(٣٩) وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ
مُشْتَرِكُوْنَ ○

(٤٠) اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ○

(٤١) فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○

(٤٢) اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○

(٤٣) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٤٤) وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ○

(٤٥) وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ
دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ○

৩৬. যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে, অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

৩৭. শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।

৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন সে শয়তানকে বলিবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত।' কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

৩৯. আর আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না। যেহেতু তোমরা সীমালঘংন করিয়াছিলে; তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক।'

৪০. তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

৪১. আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবু আমি উহাদিগকে শাস্তি দিব;

৪২. অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা প্রত্যক্ষ করাই, তবে উহাদিগের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

৪৩. সুতরাং তোমার প্রতি যাহা ওহী করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ।

৪৪. কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু; তোমাদিগকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইবে।

৪৫. তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি আল্লাহ্ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলাম যাহার ইবাদত করা যায়?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَّعْشُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিমুখ হয়, বিরত হয় এবং গাফিল হয় عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ হইতে। الْعَشَا অর্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। এই স্থানে عَشَا দ্বারা বুঝানো হইয়াছে অন্তর্দৃষ্টির দুর্বলতাকে।

نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ অর্থাৎ তিনি তাহার জন্য নিয়োজিত করেন এক শয়তানকে। অতঃপর সেই হয় তাহার সহচর।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى। অর্থাৎ কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে তবে যেদিকে সে ফিরিয়া যায় সেদিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব।

অন্য আয়াতে আরও বলা হইয়াছে ঃ فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ 'অতঃপর উহারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ উহাদিগের হৃদয়কে বক্র করিয়া দিলেন।' অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

وَقَيَّضْنَالَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ অর্থাৎ 'আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম সঙ্গী যাহারা উহাদিগের অতীত ও ভবিষ্যতকে উহাদিগের দৃষ্টিতে শোভন করিয়া দেখাইয়াছিল।'

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ 'শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হইতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তাহারা সৎপথে পরিচালিত হইতেছে।' তারপর যখন সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট উপস্থিত হইবে— قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ। অর্থাৎ তখন সে শয়তানকে বলিবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

উল্লেখ্য যে, কেহ حَتّٰى اِذَا جَاءَنَا-কে حَتّٰى اِذَا جَاانَا রূপে পাঠ করিয়াছে। যাহার অর্থ দাঁড়ায়, সে ও শয়তান উভয়ে যখন আমার (আল্লাহ্‌র) নিকট উপস্থিত হইবে।

আব্দুর রায্যাক (র) ....সাঈদ জুরাইবী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সাঈদ জুরাইবী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির যখন কবর হইতে উত্থিত হইবে তখন শয়তান গিয়া তাহার সহিত একত্রিত হইবে এবং যখন তাহাদের উভয়কে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে তখনো তাহারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হইবে না। আর তখন সে শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে ঃ

يَا لَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ

অর্থাৎ হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকিত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

এই আয়াতে اَلْمَشْرِقَيْنِ দ্বারা পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিরাট ব্যবধানকে বুঝানো হইয়াছে। তবে অতিরিক্ত অর্থ বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা আরবী সাহিত্যে عُمْرَانِ - قَمْرَانِ ও اَبَوَانِ-কে অতিরিক্ত অর্থে ব্যবহার করা হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ

তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে; আজ তোমাদিগের এই অনুতাপ তোমাদিগের কোন কাজে আসিবে না, কারণ তোমাদিগের উভয়েই তো একত্রে শাস্তি ভোগ করিতেছ।

অর্থাৎ আজ দোযখের মধ্যে তোমাদিগের একত্রিত হওয়া এবং শাস্তির মধ্যে সবাইকে একত্রে বাস করা তোমাদিগের জন্য কোন কাজে আসিবে না। কেননা তোমরা সীমালংঘন করিয়াছিলে। সীমালংঘনের অপরাধে তোমরা সকলে সমানভাবে অভিযুক্ত।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ-

তুমি কি শুনাইতে পারিবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাহাকে কি পারিবে সৎপথে পরিচালিত করিতে?

অর্থাৎ বধিরদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত দিয়া তাহাদিগের মনে তুমি কোন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারিবে না। হিদায়াত দান করার দায়িত্ব তোমার নহে, তোমার দায়িত্ব হইল তাহাদিগের নিকট হিদায়াতের দাওয়াত পৌছান মাত্র। কেননা হিদায়াত দান করার দায়িত্ব ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র। তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ভ্রান্তপথে পরিচালিত করেন। যে হিদায়াতের উপযুক্ত তাহাকেই হিদায়াত দেন।

অতঃপর বলেন, فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ অর্থাৎ আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই তবুও আমি উহাদিগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং উহাদিগকে আস্বাদন করাইব মর্মন্তুদ শাস্তির কঠিন স্বাদ।

اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُوْنَ অথবা আমি উহাদিগকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি যদি আমি তোমাকে তাহা দেখাই, তবে উহাদিগের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে।

অর্থাৎ তোমার তিরোহিত হওয়ার পর এবং তোমার জীবিতাবস্থায় উভয়ভাবে আমি উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটি প্রস্তাবের যেটি তোমার ভাল লাগে, যেটি দিলে তোমার মর্যাদা রক্ষা হয় ও বৃদ্ধি পায় সেইটি আমি কার্যকর করিব। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পূর্বে তাঁহার দুশমনদিগকে তাঁহার নিকট চরমভাবে পরাজিত করেন এবং উহাদিগের সম্মান রক্ষা ও উহাদিগের সম্পদের মালিকানা তাঁহার অধিকারে আনিয়া দেন। এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সুদ্দী। আর ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় ব্যাখ্যাও এইটি।

ইব্ন জারীর (র) ....মা'মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) এই আয়াতটি এইভাবে পাঠ করিয়াছেন ঃ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ

ইহার পর তিনি আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিরোহিত হইলেন কিন্তু অনেক প্রতিশোধ অবশিষ্ট থাকিয়া গেল। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার উম্মতের উপর আযাব আপতিত করিয়া তাঁহাকে কষ্ট দিতে চাহেন নাই। কিন্তু একমাত্র আমাদিগের নবী ব্যতীত সকল নবীর জীবদ্দশায় তাঁহার উম্মতদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করান হয় যে, তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহার উম্মতদিগের উপর কি কি আযাব আপতিত হইবে, ইহার পর হইতে তাঁহার মুখে কখনো আর হাসি দেখা যায় নাই।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আরূবার রেওয়ায়েতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। হাসান হইতে ইব্‌ন জারীরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য একটি হাদীসে আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নক্ষত্র যেমন আকাশকে রক্ষা করে এবং নক্ষত্রের পতন ঘটিলে যেমন আকাশও পতন উন্মুখ হইয়া পড়ে, তেমনিভাবে আমিও আমার সাহাবীদিগের জন্য রক্ষকস্বরূপ। যখন আমি তাহাদিগের নিকট হইতে তিরোহিত হইয়া যাইব, তখন তাহাদিগের উপর আপতিত হইবে প্রতিশ্রুত আযাবসমূহ।"

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

সুতরাং তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করা হইয়াছে তাহা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি তো সরল পথেই রহিয়াছ। অর্থাৎ তোমার প্রতি নাযিলকৃত কুরআনকে তুমি মযবূতবাবে আঁকড়াইয়া ধর। কেননা কুরআনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সর্বাংশে সত্য। কুরআন সত্যের দিকে আহ্বান করে এবং কুরআন মানুষকে সুন্দর, সরল পথেই পরিচালিত করে। ফলে সে জান্নাতের অধিকারী হয় এবং সে ভোগ করে অফুরন্ত নিয়ামতরাজি।

অতঃপর বলেন, اِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু।

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন যায়দ (র) এবং ইব্‌ন জারীরের পছন্দনীয় অর্থও ইহা।

তিরমিযী (র) .....মুআবিয়া (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "ইহা (খিলাফত ও ইমামাত) কুরাইশদিগের মধ্যেই থাকিবে। যাহারা কুরাইশদিগের হাত হইতে খিলাফাতের দায়িত্ব ছিনাইয়া নিবে, তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের মধ্যে থাকিবে। যতদিন তাহারা দীন প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিবে।" বুখারী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে কুরাইশদের জন্য আলাদা এক মর্যাদা রহিয়াছে। কারণ হইল, কুরআন কুরাইশদিগের পরিভাষার উপর নাযিল হইয়াছে। ফলে

কুরআনকে তাহারাই সবচেয়ে ভালভাবে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে। আর ইসলামের জন্য কুরাইশদিগের হইতে সবচেয়ে বেশী কুরবানী নেওয়া হইয়াছে। ইসলাম রক্ষায় ও ইসলাম প্রতিষ্ঠায় কুরাইশদিগের ভূমিকা ছিল অভিভাবকসুলভ। আর ইসলামের আদর্শে তাঁহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। এই ধারাটি প্রথমদিকে যাঁহারা হিজরত করিয়াছিলেন, পরবর্তীতে তাঁহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং আরো পরে ইহাদিগকে যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন— এইভাবে বিকশিত হইয়াছে।

কেহ বলিয়াছেন اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ–ইহার অর্থ হইল, কুরআন তো তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশের বিষয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অর্থ দ্বারা যদিও কুরআন কুরাইশদিগের উপদেশ বাণী হিসাবে বুঝা যায়, কিন্তু এই কথা বুঝা যায় না যে, কুরআন অন্যান্যদিগের জন্য উপদেশ স্বরূপ নহে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيْهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আমি তো তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি কিতাব, যাহাতে আছে তোমাদিগের জন্য উপদেশ। তবুও কি তোমরা বুঝিবে না?

অন্য এক আয়াতে আরো বলিয়াছেন ঃ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক করিয়া দাও।

وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমরা আমলে আনিয়াছ এবং জীবনকে এই মতে কতটুকু পরিচালিত করিয়াছ সেই ব্যাপারেও অতি নিকটকালে অবশ্যই তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে।

ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহাদিগের বিষয়ে তুমি জিজ্ঞাসা কর, দয়াময় আল্লাহ্ কি তিনি ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করিয়াছিলেন উহাদিগের জন্য, যাহার ইবাদত করা হইত?

অর্থাৎ মানুষকে তুমি যে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা, তাঁহার সহিত অন্য কেহকে শরীক না করার জন্য এবং দেব-দেবী ও প্রতীমার পূজা করা হইতে তাহাদিগকে বিরত থাকার জন্য আহ্বান কর, পূর্ববর্তী সকল নবীও তাহাদিগের উম্মতদিগকে এই দাওয়াত দিয়াছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার ও তাগুতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি।'

মুজাহিদ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে এই আয়াতটি এইভাবেও পড়া হইয়াছে ঃ وَسْئَلِ الَّذِيْنَ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رُسُلَنَا

উল্লেখ্য যে, তাফসীরের বেলায় এইরূপ পড়া যাইতে পারে। মূলত সাধারণভাবে পাঠ করার বেলায় এই পঠন গ্রহণযোগ্য নহে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে সুদ্দী, যাহ্‌হাক ও কাতাদা (র) এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটির মর্মার্থ হইল এই যে, হে মুহাম্মদ! মি'রাজের রাত সম্বন্ধে অন্যান্য নবীগণকে তুমি জিজ্ঞাসা কর। সেই রাতে সকল নবী তোমার সামনে উপস্থিত ছিল। প্রত্যেক নবীকে তাহার উম্মতদিগকে তাওহীদ গ্রহণ ও শিরক বর্জন করার দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাহারা একে একে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তবে ইব্‌ন জারীর (র) প্রথমোক্ত মর্মটি গ্রহণ করিয়াছেন। (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।)

(٤٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٤٧) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

(٤٨) وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٤٩) وَقَالُوْا يٰاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

(٥٠) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

৪৬. মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তাহার পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইয়াছিলাম; সে বলিয়াছিল, 'আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত।'

৪৭. সে উহাদিগের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র উহারা তাহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতে লাগিল।

৪৮. আমি উহাদিগকে এমন কোন নিদর্শন দেখাই নাই যাহা উহার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে।

৪৯. উহারা বলিয়াছিল, হে যাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদিগের জন্য তাহা প্রার্থনা কর যাহা তিনি তোমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করিব।'

৫০. অতঃপর যখন আমি উহাদিগের উপর শাস্তি বিদূরিত করিলাম তখনই উহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া বসিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে রাসূল হিসাবে ফিরাউন, তাহার পারিষদবর্গ ও তাহার কিব্তী ও বনী ইসরাঈলী প্রজাবর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, যেন তিনি তাহাদিগকে তাওহীর্দের শিক্ষা দান করেন এবং তাহাদিগকে যেন শিরক করা হইতে বিরত রাখেন। তাঁহাকে তিনি বড় বড় মুজিযাও দান করিয়াছিলেন। যেমন, পাঞ্জা আলোকময় হইয়া যাওয়া এবং ক্ষুদ্র লাঠি অজগর সাপে রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি। আর তিনি তাঁহাকে দিয়াছিলেন বন্যা, শৈত্য, ছারপোকা, বেঙ ও রক্ত দ্বারা শাস্তি দেওয়ার শক্তি। ইহার সাথে সাথে ফিরাউনের রাজ্যে আরো আসিয়াছিল মহামারি, ফল ও শস্যহানির প্রাকৃতিক দুর্যোগ। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও ফিরাউন ও তাহার প্রজা-পারিষদবর্গ মূসা (আ)-এর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। বরং তাহারা তাঁহাকে ও তাঁহার দাওয়াতের বিষয় লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا تَاتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلاَّ هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا

আমি উহাদিগকে যে নিদর্শন দেখাইয়াছি তাহার প্রত্যেকটি ছিল পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাহাদিগকে এইসব মু'জিযা প্রদর্শন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপতিত করণের উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, যেন উহারা গোমরাহী, গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া হিদায়াতের সঠিক-সরল পথে ফিরিয়া আসে। আর ফিরাউনের সামনে সে একেবারেই নগণ্য একটি মানুষ বৈ বেশী কিছু নহে। কিন্তু তাহারা মূসা (আ)-কে

রাসূল হিসাবে গ্রহণ করিল না। বরং তাহারা এই ব্যাপারটিকে মামুলী ভাবিয়া তাঁহাকে বলিল, يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ অর্থাৎ (হে যাদুকর!) হে আলিম-পণ্ডিত! এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন জারীর (র)। কেননা সেকালে যাহারা যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল তাহাদিগকে 'আলিম' বলা হইত। সেকালে যাদু কোন দোষণীয় বিষয় ছিল না। ইহা অসম্মানজনক কোন সম্বোধনও ছিল না। বরং খুবই সম্মানজনক একটি উপাধি ছিল। মূসা (আ)-কে তাহারা এই উপাধিতে সম্বোধন করিত মূলত তাহাদিগের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। কেননা মূসা (আ)-এর দাওয়াত তাহারা বারবার অস্বীকার করার ফলে বারবার তাহাদিগের উপর আযাব আপতিত হইত। আর সেই আযাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাহারা তাঁহাকে এইরূপ সম্বোধনের মাধ্যমে তোষামোদ করিয়া এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া তাঁহার আযাব হইতে নিষ্কৃতি হাসিল করিত।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ايَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا غرمِيْنَ- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يَا مُوْسى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنُنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ-

অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এইগুলি স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তাহারা দাম্ভিকই রহিয়া গেল। আর তাহারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। এবং যখন তাহাদিগের উপর শাস্তি আসিত তাহারা বলিত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদিগের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সহিত তাঁহার যে অঙ্গীকার রহিয়াছে তদনুযায়ী যদি তুমি আমাদিগের হইতে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমাতে বিশ্বাস করিবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সহিত যাইতে দিব। যখনই তাহাদিগের উপর হইতে শাস্তি অপসারিত করিতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্য, যাহা তাহাদিগের জন্য নির্ধারিত ছিল, তাহারা তখনই তাহাদিগের অঙ্গীকার ভঙ্গ করিত।

(٥١) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۞

(٥٢) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۞

(٥٣) فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ○

(٥٤) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

(٥٥) فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

(٥٦) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ○

৫১. ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলিয়া ঘোষণা করিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! মিশর রাজ্য কি আমার নহে ? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা ইহা দেখ না ?

৫২. 'আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হইতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম?

৫৩. 'মূসাকে কেন দেওয়া হইল না স্বর্ণ-বলয় অথবা তাহার সংগে কেন আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?'

৫৪. এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল, ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল। উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

৫৬. তৎপর পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

তাফসীর ঃ ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া বলিল ঃ اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ অর্থাৎ মিশরের রাজ্য কি আমার নহে ?

কাতাদা (র) বলেন, মিশরের ভূমিতে তখন অনেক বাগান, প্রস্রবণধারা ও নদী প্রবাহিত ছিল। তাই ফিরাউন তাহার সম্প্রদায়কে এই সবের প্রতি ইংগিত দিয়া বলিয়াছিল, اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তোমরা কি এই সব দেখ না ? আমার একটি সুন্দর দেশ আছে। আমি এত এত সংখ্যার জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। আর মূসা অনাথ, দুর্বল ও কত দরিদ্র!

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فَحَشَرَ فَنَادٰى - فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى - فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى -

অর্থাৎ সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিল, আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক। অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে পরকালে ও ইহকালে কঠিন শাস্তি দেন।

ইহার পর সে আরো বলে ঃ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَايَكَادُ يُبِيْنُ অর্থাৎ আমি তো শ্রেষ্ঠ, এই হীন ব্যক্তি তো স্পষ্ট কথা বলিতে পারে না।

সুদ্দী (র) বলেন, ফিরাউন মূলত বলিয়াছিল যে, বরং আমি উহার অপেক্ষা বড় ও সম্মানিত, সে বিত্তহীন ও হীন এক লোক।

আরবী ব্যাকরণবিদদেরও অনেকে আলোচ্য আয়াতটির ام -এর অর্থ করিয়াছেন بل দ্বারা অর্থাৎ 'বরং'। আয়াতটি অনেকে এইরূপও পাঠ করিয়াছেন যে,

اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ

এই পঠনরীতি সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন যে, এইভাবে পাঠ করিলে যদিও অর্থ স্পষ্টতর হয় তবুও ইহা সাধারণ পঠন রীতি অনুযায়ী নহে বলিয়া অগ্রহণযোগ্য। কেননা সাধারণ পাঠ রীতিতে اَم-কে প্রশ্নবোধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কেননা অভিশপ্ত ফিরাউন বলিতে চাহিয়াছিল যে, আমি কি মূসা-এর চেয়ে বড় নহি? (আল্লাহ্ তাহার প্রতি অভিসম্পাত করুন)।

সুফিয়ান (র) বলেন, مَهِيْنٌ-এর অর্থ হইল হীন।

কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল দুর্বল।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, مهين বলিয়া ফিরাউন বুঝাইতে চাহিয়াছিল যে, তাঁহার রাজত্ব নাই, রাজ সিংহাসন নাই এবং নাই তাঁহার অর্থ সম্পদ।

উপরন্তু وَّلَايَكَادُ يُبِيْنُ -সে স্পষ্ট কথা বলিতে অক্ষম।

সুদ্দী (র) বলেন, অর্থাৎ সে কথা বলিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

কাতাদা, সুদ্দী ও ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সে তো তোত্‌লা।

সুফিয়ান (র) বলেন, শৈশবকালে সে মুখে আগুন নিয়াছিল বলিয়া তাহার বাক্য অস্পষ্ট হইত।

মূসা (আ)-এর যবানে দোষ দেখা দেয়ার মূলেও ছিল অভিশপ্ত ফিরাউনের কারসাজি। সে আগুন দ্বারা মূসা (আ)-এর বিবেক পরীক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছিল।

مَهِيْنٌ দ্বারা ফিরাউন জাজ্বল্য একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। মূলত চরিত্র, দীনদারী ও সম্মানের দিক দিয়া ফিরাউনের চেয়ে মূসা (আ)-ই শ্রেষ্ঠ ছিল। ফিরাউন ছিল নাস্তিক ও দাম্ভিক। وَلَايَكَادُ يُبِيْنُ এইটিও ফিরাউনের বানানো মিথ্যা কথা। কেননা মূসা (আ) তাঁহার যবানের অস্পষ্টতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিলে আল্লাহ্ তাঁহার যবানের অস্পষ্টতা দূর করিয়া দেন। ফলে সকলে তাঁহার কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারে।

ফিরাউনের এই দাম্ভিকতাপূর্ণ কথার উল্লেখ করিয়া হাসান বসরী (র) বলেন, সৃষ্টির ব্যাপারে কাহারো কোন হাত নাই। তাই মূসা (আ) যদি তোত্‌লাও থাকেন তবুও দোষ হিসাবে উল্লেখ করার মত কোন ব্যাপার না।

ফিরাউন আরো বলিয়াছিল যে, فَلَوْلَا أُلْقِىَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ অর্থাৎ সে যদি নবী হইত তবে তাহাকে কেন স্বর্ণ-বলয় দেওয়া হইল না?

এই অর্থ করিয়াছেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) প্রমুখ।

اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ؟ অর্থাৎ 'কেন তাহার সংগে আসিল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে?' উহারা তাহার খেদমত করিত এবং উহারা তাহার সত্যবাদীতার স্বীকৃতি প্রদান করিত। কেন তাহার সহিত কোন ফেরেশতা আসিল না? সে যদি সত্য নবী হইত তবে অবশ্যই তাহার সহিত সহযোগী একদল ফেরেশতা থাকিত। এই ধোঁকা দিয়া জনগণকে ফিরাউন হতভম্ব করিয়া ফেলে।

তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ

অর্থাৎ এইভাবে সে তাহার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করিয়া দিল। পরবর্তী পর্যায়ে সকলকে সে তাহার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করিলে সকলে তাহাদের আহ্বানে সাড়া দেয়। ফলে উহারা তাহার কথা মানিয়া লইল।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ অর্থাৎ উহারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তাহাদিগের পিঠের উপর চাবুক আঘাত করিয়া জর্জরিত করিয়াছিলাম।

আলোচ্য আয়াতাংশের মর্মার্থে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্‌হাক (র) বলেন, আমি তাহাদিগের উপর ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করিলাম।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন যুবাইর, মুহাম্মদ ইব্ন কা'আব, কুরযী, কাতাদা ও সুদ্দী (র) সহ একদল মুফাস্সিরও এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (অর্থাৎ প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করেন)

اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يُعْطِى الْعَبْدَ مَا يَشَاءُ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلٰى مَعَاصِيْهِ فَاِنَّمَا ذٰلِكَ اِسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ لَهُ۔

অর্থাৎ যখন তুমি দেখিবে যে কোন বান্দা গুনাহের উপর মযবুত রহিয়াছে এবং তাহার ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ্ তাহাকে দান করিতেছেন, তখন তুমি বুঝিবে যে, ইহা মূলত আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একটি অবকাশ দেওয়া মাত্র।

অতঃপর এই আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল, আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....তারিক ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন, একদা আমার উপস্থিতিতে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সামনে মৃত্যুর আলোচনা হইলে তিনি বলেন, মু'মিনদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক নহে বরং সহজ, কিন্তু কাফিরদিগের জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাদায়ক ও কঠিন। এই কথা বলিয়া তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন,

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ যখন উহারা আমাকে ক্রোধান্বিত করিল আমি উহাদিগকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করিলাম উহাদিগের সকলকে।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ অর্থাৎ পরবর্তীদিগের জন্য আমি উহাদিগকে করিয়া রাখিয়াছিলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।

আবূ মুসলিম (র) বলেন, অর্থাৎ উহাদিগের জন্য ইতিহাস তাহাদিগের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহারা পরবর্তীতে এইরূপ কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাইবে। তাহারা যেন কাজ করার পূর্বে এই ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টি দেয়। আল্লাহ্ সকলকে সৎ পথে চলার তাওফীক দান করুন।

(٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ○

(٥٨) وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ
بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ○

(٥٩) اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○ؕ

(٦٠) وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ○

(٦١) وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ
مُّسْتَقِيْمٌ ○

(٦٢) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

(٦٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ○

(٦٤) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ○

(٦٥) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ
عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ○

৫৭. যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়,

৫৮. এবং বলে, 'আমাদিগের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা?' ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই কথা বলে। বস্তুত ইহারা তো এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।

৬০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্যে হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত।

৬১. ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদিগকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে তো তোমাদিগের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৩. ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, 'আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।

৬৪. 'আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ।'

৬৫. অতঃপর উহাদিগের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল। সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী, সত্যদ্রোহীতা ও বাদানুবাদের বিবরণ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ

অর্থাৎ যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন (হে মুহাম্মদ!) তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) হইতে একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতে يَصِدُّوْنَ অর্থ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা অবাক হইয়া হাসি-তামাশা শুরু করিয়া দেয়। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে ও হাসি-তামাশা শুরু করে। ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন, يَصِدُّوْنَ অর্থ يُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সীরাত গ্রন্থে লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন অলীদ ইব্ন মুগীরার সঙ্গে মসজিদে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর নযর ইব্ন হারিছ আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। মজলিসে তখন কুরাইশদের আরো কিছু লোক উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের উদ্দেশ্যে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কথা বলেন এবং যুক্তি দিয়া নযর ইব্ন হারিছকে নিরুত্তর করিয়া দেন। অতঃপর اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠিয়া চলিয়া যান।

ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইব্ন যাবআরী তামীমী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া অলীদ ইব্ন মুগীরা তাহাকে বলিল, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, নযর ইব্ন হারিছ আব্দুল মুত্তলিবের বেটার কাছে তর্কে হারিয়া গিয়াছে। মুহাম্মদের ধারণা হইল, আমরা এবং আমাদের এইসব দেবতারা জাহান্নামে জ্বলিব। শুনিয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরী বলিল, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাহাকে পাইলে তাহার সংগে বুঝাপড়া করিতাম। মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা কর, আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করা হয় তাহারা সকলেই কি উপাসকদের সংগে জাহান্নামে যাইবে? আমরা ফেরেশতাদের, ইহুদীরা উযায়র (আ)-এর এবং খৃষ্টানরা তো ঈসা ইব্ন মারয়ামের উপাসনা করিয়া থাকে! আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যাবআরীর এই কথা শুনিয়া অলীদ ইব্ন মুগীরাও মজলিসের অন্য সকলে অবাক হইয়া গেল এবং ধারণা করিল যে, মুহাম্মদ এই কথার কোন উত্তর দিতে পারিবে না। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার এহেন উক্তি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজের উপাসনা করার ব্যাপারে যাহাদের সমর্থন ছিল তাহারা উপাসকদের সংগে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে–সকলে নহে। কারণ, উপাসকদের ন্যায় তাহারাও শয়তানের পূজারী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ

অর্থাৎ যাহাদিগের জন্য আমার নিকট হইতে পূর্ব হইতে কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে তাহাদিগকে উহা হইতে দূরে রাখা হইবে।

অর্থাৎ ঈসা ও উযাইর (আ) সহ যাঁহারা আল্লাহ্র বিধানমত চলিয়া মৃত্যুবরণ করার পর তাহাদিগকে ভ্রান্ত ধরনের লোকেরা উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে। আর যাহারা ফেরেশতাদের পূজা করে ও বলে তাহারা আল্লাহ্র কন্যা সন্তান; তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। না, বরং তাহারা সম্মানিত বান্দা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا
مِنْكُمْ مَّلاَئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ۔ وَاِنَّه لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ۔
هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ۔

অর্থাৎ"ঈসা তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্য

হইতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইতে পারিত। আর সে তো কিয়ামতের নিদর্শন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে যেসব মু'জিযা দান করা হইয়াছিল কিয়ামতের নিদর্শন প্রমাণের জন্য তাহাই যথেষ্ট। যেমন মৃতপ্রাণীকে জীবিত করা ও অসুস্থকে সুস্থ করা ইত্যাদি। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ করিয়া চল। ইহাই সরল পথ।"

ইব্‌ন জারীর (র) আওফী কর্তৃক বর্ণনায় ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَلَمَّا ضُرِبَ الخ এই আয়াতে কুরাইশদের কথা বলা হইয়াছে। اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার পর তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিল, তবে মারয়ামের পুত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তিনি তো আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁহার রাসূল ছিলেন।" শুনিয়া কুরাইশরা বলিল, "আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতে পারি, এই লোকাটি চায় যে, আমরা তাঁহাকে রব বলিয়া মানিয়া লই, যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে রব বানাইয়াছিল। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ

অর্থাৎ ইহারা কেবল বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুত ইহারা এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়।

ইমাম আহমদ (র) ....ইব্‌ন আকীল আনসারী এর গোলাম আবূ ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণিত। আবূ ইয়াহইয়া (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, আমার জানা মতে কুরআনের একটি আয়াত এমন আছে যে, কেহই কখনো আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জানা থাকার কারণেই লোকেরা জিজ্ঞাসা করা হইতে বিরত রহিল, নাকি সে সম্পর্কে তাহাদের কোন খবরই নাই, তাহা আমি জানি না।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আমাদের সংগে হাদীস শুনাইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি চলিয়া গেলে আমরা একে অপরকে তিরষ্কার করিতে আরম্ভ করিলাম যে, কেন সেই আয়াতটি সম্পর্কে আমরা তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমি বলিলাম, আগামীকাল আমি তাঁহাকে একথা জিজ্ঞাসা করিব। পরদিন সাক্ষাৎ হইলে আমি বলিলাম, ভাই ইব্‌ন আব্বাস! গতকাল আপনি যে আয়াতটির কথা বলিয়াছিলেন তাহা কি? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, শোন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কুরাইশদেরকে বলিলেন, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাহাদের উপাসনা কর; তাহাদের কাহারো মধ্যেই কোন মঙ্গল নাই।" উত্তরে তাহারা বলিল, 'মুহাম্মদ! তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক বান্দা ছিলেন? তোমার কথা যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারও তো উপাসনা করা হইত।'

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ এই আয়াতটি নাযিল করেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই يَصِدُّوْنَ অর্থ কি? ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, يَصِدُّوْنَ অর্থ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ তাহারা হাসি-তামাশা করিতে শুরু করে।

وَاِنَّه لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) হইলেন কিয়ামতের নিদর্শন। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে এই আয়াতে কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে আগমনকে নিদর্শন বলা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহ্র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের উপাসনা কর তাহাদের কাহারো মধ্যে কোনই মঙ্গল নাই। শুনিয়া তাহারা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করা না যে, ঈসা (আ) নবী ও আল্লাহ্র নেক বান্দা ছিলেন? তাহারও তো উপাসনা করা হইত?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَمَّا ضُرِبَ الخ। আয়াতটি নাযিল করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, মুহাম্মদ চায় না যে, আমরা তাহার পূজা করি, যেমন ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা ঈসা (আ)-এর পূজা করিত। কাতাদা (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَقَالُوْا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ তাহারা বলে, আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না ঈসা? কাতাদা (র) বলেন, কুরাইশরা বলিত, আমাদের দেবতাগুলি ঈসা (আ) হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা) ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هٰذَا পড়িতেন। অর্থাৎ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ না এই লোকটি, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)।

مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً অর্থাৎ তাহারা কেবল বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই ঈসা (আ)-এর প্রসংগ টেনে তোমাকে এই কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই কথা ভালো করিয়াই জানা আছে যে, এখানে ঈসা (আ)-কে টানিয়া আনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তদুপরি তাহারা নিজেরা হইল মূর্তি পূজারী। তাহারা ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে না। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের এইসব কথার উদ্দেশ্য কেবল একটি ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটানো। মূলত উহার প্রতি তাহাদের আস্থা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার পর কেহ পথভ্রষ্ট হয় না। তবে বিতণ্ডার মনোভাব থাকিলে হইতে পারে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) مَاضَرَبُوْهُ لَكَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ ও ইব্ন জারীর (র) হাজ্জাজ ইব্ন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, নবীর তিরোধানের পর কোন উম্মতের সর্বপ্রথম গোমরাহী শুরু হয় তাকদীর অস্বীকার দ্বারা আর নবীর তিরোধানের পর উম্মতের বিভ্রান্তি তখনই আসে যখন তাহারা অহেতুক বাক-বিতণ্ডা শুরু করিয়া দেয়। অতঃপর তিনি مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ....আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কিছু লোক কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করিতেছে। দেখিয়া তিনি রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। এমনকি রাগে-ক্ষোভে তাঁহার মুখমণ্ডল এমন রূপ ধারণ করে যেন তাতে সিরকা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাবে এক অংশ দ্বারা এক অংশকে আঘাত করিও না। কারণ এইরূপ বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াই অনেক জাতি বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তারপর তিনি مَاضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

اِنْ هُوَ اِلاَّعَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) আমারই এক বান্দা ছিলেন। আমি তাহাকে নবুওত ও রিসালাতের নিয়ামত দান করিয়াছিলাম। আর তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য আমার কুদরত ও শক্তির প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত বানাইয়াছিলাম।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلاَئِكَةً فِى الاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদের পরিবর্তে পৃথিবীতে ফেরেশতা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। আলোচ্য আয়াতে منكم অর্থ بدلكم অর্থাৎ তোমাদের পরিবর্তে।

সুদ্দী (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ يَخْلُفُوْنَكُمْ فِيْهَا অর্থাৎ তাহারা তথায় তোমাদের উত্তরাধিকারী হইত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইত। যেমন তোমরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হও। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতে প্রথমটিও অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ (র) বলেন, يَخْلُفُوْنَ অর্থ তোমাদের পরিবর্তে তাহারা পৃথিবী আবাদ করিত।

وَاِنَّه لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ নিশ্চয় তিনি কিয়ামতের নিদর্শন।

উপরে ইব্‌ন ইসহাকের তাফসীরে বলা হইয়াছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঈসা (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা। যেমন, মৃত প্রাণী জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগ, অন্যান্য ব্যাধি ভাল করিয়া দেওয়া। কিন্তু ইহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কাতাদা (র) হাসান বসরী ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَاِنَّهُ সর্বনামটি কুরআনের প্রতি ফিরিয়াছে। অর্থাৎ এই কুরআন কিয়ামতের নিদর্শন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি প্রথমটি অপেক্ষা বেশী অযৌক্তিক। وَاِنَّهُ -এর সর্বনামটি ঈসা (আ)-এর প্রতি

আরোপ হওয়াই সঠিক। কারণ পূর্বে ঈসা (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ঈসা (আ)-এর কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে নাযিল হওয়া। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ـ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের কিছু লোক ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাহাদের জন্য সাক্ষী হইবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ অর্থ কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ)-এর আত্মপ্রকাশ কিয়ামতের একটি নিদর্শন। আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা), আবূল আলিয়া, আবূ মালিক, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য যে, কিয়ামতের পূর্বে ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে ঈসা (আ)-এর দুনিয়াতে নাযিল হওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে একাধিক সূত্রে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا الخ অর্থাৎ এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটনের ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিও না। এ ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে যে সংবাদ প্রদান করি উহাতে আমার অনুসরণ কর। ইহাই তোমাদের জন্য সঠিক, সরল পথ। আর সতর্ক থাকিও, যেন শয়তান তোমাদিগকে সত্য পথ হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত করিতে না পারে। স্মরণ রাখিও, শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ الخ অর্থাৎ ঈসা (আ) স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়া বলিয়াছিল, আমি তোমদিগের নিকট হিকমত তথা নবুওত লইয়া এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই মতভেদ দ্বারা দুনিয়াবী মতভেদ নয়, বরং দীনি মতভেদ উদ্দেশ্য।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ অর্থাৎ অতএব আমি তোমাদিগকে যে আদেশ করি সে বিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল আর আমি তোমাদের কাছে যে আদর্শ লইয়া আসিয়াছি তাহাতে আমার অনুসরণ কর।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তাঁহার ইবাদত কর। ইহাই সরল পথ।

অর্থাৎ আমি আর তোমরা সকলেই এক আল্লাহ্র দাস। তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তাঁহার দাসত্বের বেলায় সমান। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি

তোমাদিগের কাছে যে পথ লইয়া আসিয়াছি তাহাই সরল পথ। তাঁহার ইবাদত করাই আমাদের কাজ।

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ অতঃপর এই ঘোষণার পর উহাদিগের কিছু দল মতানৈক্য সৃষ্টি করে। কেহ তাহাকে আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার সত্য রাসূল বলিয়া মানিয়া লয়। কেহ তাঁহাকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলিয়া দাবী করে আবার কেহ বলে তিনিই আল্লাহ্। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির!

(٦٦) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ ○

(٦٧) اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ○

(٦٨) يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ○

(٦٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ○

(٧٠) اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ○

(٧١) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا
مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

(٧٢) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٧٣) لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

৬৬. উহারা তো উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে।

৬৭. বন্ধুরা সেইদিন হইয়া পড়িবে একে অপরের শত্রু, তবে মুত্তাকীরা ব্যতীত।

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদিগের কোন ভয় নাই এবং দুঃখিতও হইবে না তোমরা—

৬৯. যাহারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—

৭০. তোমরা এবং তোমাদিগের সহধর্মিণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।

৭১. স্বর্ণের থালা ও পান-পাত্র লইয়া তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করা হইবে; সেথায় রহিয়াছে সমস্ত কিছু অন্তর যাহা চাহে এবং নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয়। সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে।

৭২. ইহাই জান্নাত, তোমাদিগকে যাহার অধিকারী করা হইয়াছে, তোমাদিগের কর্মের ফলস্বরূপ।

৭৩. সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করিবে উহা হইতে।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূল অস্বীকারকারী এই মুশকিরা উহাদিগের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামত আসিবারই অপেক্ষা করিতেছে। কারণ, কিয়ামত একদিন সংঘটিত হইবেই। অথচ ইহারা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অপ্রস্তুত। সুতরাং ইহাদের অজ্ঞাতসারেই একদিন কিয়ামত আসিয়া পড়িবে আর তখন ইহাদের লজ্জার সীমা থাকিবে না। কারণ উহাদের তখন কোন উপায়ন্তর থাকিবে না।

اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ যেসব বন্ধুত্ব আল্লাহ্র জন্য নয় তাহা কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যে বন্ধুত্ব আল্লাহ্র জন্য হইয়া থাকে, তাহা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল ঃ اِنَّمَا اتَّخَذْتُّمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الخ অর্থাৎ পার্থিব জীবনের পারস্পরিক ভালবাসার ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া অন্য দেবতা গ্রহণ করিয়াছ। অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে ও একে অপরকে অভিশাপ বর্ষণ করিবে আর তোমাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম। তোমাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

আব্দুর রায্যাক (র) ....আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) اَلاَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, দুই ঈমানদার বন্ধু, দুই কাফির বন্ধু। ঈমানদার দুই বন্ধুর একজনের মৃত্যু হইল ও জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করিল। তখন সে দুনিয়ায় রহিয়া যাওয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু। সে আমাকে তোমার ও তোমার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের উপদেশ দিত, সৎ

কাজের আদেশ করিত ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করিত আর আমাকে এই সংবাদ দিত যে, আমাকে একদিন তোমার সহিত সাক্ষাত করিতে হইবে। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে তুমি তাহাকে বিভ্রান্ত হইতে দিও না। তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যাও। যেমন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছ। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, যাও, তুমি যদি জানিতে যে, আমার নিকট তাহার জন্য কি রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি বেশী হাসিতে ও কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় বন্ধুর মৃত্যু হইয়া গেলে দুইজনের আত্মা একত্রিত হয়। বলা হইবে, একজন অপরজনের প্রশংসা বর্ণনা কর। তখন প্রত্যেকেই তাহার বন্ধু সম্পর্কে বলিতে থাকিবে, তুমি আমার উত্তম ভাই, আমার উত্তম সঙ্গী ও উত্তম বন্ধু।

পক্ষান্তরে, যখন কাফির বন্ধু একজনের মৃত্যু হয় এবং জাহান্নামের সংবাদ লাভ করে, তখন সে দুনিয়ার বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া বলে, হে আল্লাহ্! আমার অমুক বন্ধু আমাকে তোমার ও তোমার রাসূলের নাফরমানীর পরামর্শ দিত, আমাকে মন্দ কাজের আদেশ করিত ও নেক কাজ করিতে নিষেধ করিত আর এই সংবাদ দিত যে, তোমার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হইবে না। অতএব আমার পরে যেন সে হিদায়াত না পায়। তার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া যাও, যেমন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছ। অতঃপর দ্বিতীয়জনের মৃত্যু হইয়া গেলে দু'জনের আত্মা একত্রিত হয় ও একে অপরকে বলিতে শুরু করে যে, তুমি আমার নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট বন্ধু ও নিকৃষ্ট সঙ্গী। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, মুত্তাকীরা ব্যতীত সকল বন্ধুই কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হইয়া যাইবে।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে ভালবাসে, তাহাদের একজন পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে আর অপরজন পশ্চিম প্রান্তে থাকিলেও কিয়ামতের দিন এই দুইজনকে একত্র করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, এই সেই ব্যক্তি, আমার জন্য তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছিলে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলেন ঃ

يَاعِبَادِ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ الخ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিবেন, হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিত হইবে না। যাহারা আমার নিদর্শন সমূহের উপর ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে অর্থাৎ যাহাদের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ্র শরীয়াতের অনুগত হইয়াছে।

মু‘তামির ইব্ন সুলাইমান (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন হাশর ময়দানে উত্থিত হওয়ার পর প্রত্যেক মানুষই ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তখন কোন এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, “হে বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নাই এবং তোমরা দুঃখিতও হইবে না।” এই ঘোষণা শুনিয়া সকলেই আশান্বিত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইবে, اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ “ভয় ও দুঃখ-কষ্ট হইতে তাহারাই মুক্ত যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও মুসলমান হইয়াছে।” এই ঘোষণা শুনিয়া ঈমানদাররা ব্যতীত বাকীরা নিরাশ হইয়া যাইবে।

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ অর্থাৎ “তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মীণিগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।” সূরা রূমে এই আয়াতের ব্যাখ্যা চলিয়া গিয়াছে।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

অর্থাৎ স্বর্ণের থালা ও হাতলবিহীন সোনার পানপাত্র লইয়া জান্নাতীদের চতুর্দিক ঘুরাফেরা করা হইবে। মনে যাহা চায়, ও নয়ন যাহাতে তৃপ্ত হয় অর্থাৎ সুস্বাদু, সুগন্ধ ও সুদর্শন খাদ্য দ্রব্য সবই সেথায় রহিয়াছে।

আব্দুর রায্যাক (র) ....ইসমাঈল ইব্ন আবূ সাঈদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা তাহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বশেষ প্রবেশকারী সর্বনিম্ন মান ও নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে এক শত বছরের দূরত্ব সমান সোনার প্রাসাদ ও হীরার তাঁবু দান করা হইবে। উহার আধা হাত পরিমাণ স্থানও অনাবাদ থাকিবে না। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা সত্তর হাজার সোনার পাত্র লইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এক এক বর্ণের খাদ্য থাকিবে এবং সর্বপ্রথম পাত্রের খাদ্যের স্বাদ আর সর্বশেষ পাত্রের খাদ্যের স্বাদের মধ্যে কোন তারতম্য থাকিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ উমামা (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জান্নাতের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ মুহাম্মদের জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, জান্নাতে কখনো এমন হইবে যে, তোমাদের কেহ খাইতে বসিয়া লোকমা উঠাইয়া মুখে দিবে। অতঃপর তাহার মনে অন্য খাদ্য খাওয়ার স্পৃহা জাগ্রত হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে মুখের খাদ্য তাহার কাঙ্ক্ষিত খাদ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَفِيْهَا مَاتَشْتَهِيْهِ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সর্বনিম্ন একজন জান্নাতীকে সাততলা বিশিষ্ট প্রাসাদ দেওয়া হইবে। তাহার তিন শত সেবক থাকিবে। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তিনশত থালা খাদ্য দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করা হইবে। এক থালায় যে রং এর খাদ্য থাকিবে তাহা অন্য থালায় থাকিবে না। প্রথম থালার খাদ্যের স্বাদ যেমন হইবে সর্বশেষ থালার খাদ্যের স্বাদও তেমনই হইবে। আবার তাহাকে তিনশত পাত্র পানীয় পরিবেশন করা হইবে। প্রত্যেক পাত্রে এমন রং থাকিবে যাহা অন্য পাত্রে থাকিবে না এবং প্রথম পাত্রের স্বাদ যেমন হইবে শেষ পাত্রের তেমন স্বাদ পাওয়া যাইবে। দুনিয়ার স্ত্রীদের ছাড়াও তাহাকে ডাগর চোখা বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হইবে। উহার এক একজন বসিলে এক মাইল পথ জুড়িয়া যাইবে।

وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ চিরকাল তোমরা জান্নাতে থাকিবে, কখনো উহা হইতে তোমাদের বাহির হইতে হইবে না।

অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের নেক আমলের ফলেই তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত লাভে সমর্থ হইয়াছ। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদিগকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করিয়াছেন। কেননা নিজের আমলের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ জান্নাতে যাইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পাক অনুগ্রহ ও দয়া করিয়া ঈমানদারদেরকে জান্নাত দান করিবেন। তবে আমল অনুপাতে মর্যাদার ও স্তরের তারতম্য হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামীরা জান্নাতে আসন দেখিতে পাইয়া আফসোস করিয়া বলিবে, হায়! যদি আল্লাহ্ আমাকে হিদায়াত দিতেন তো আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতাম আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাহাদের আসন দেখিতে পাইয়া বলিবে, আল্লাহ্ আমাদের হিদায়াত না দিলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। ফলে সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি ও জাহান্নামে একটি আসন বরাদ্দ রহিয়াছে। কাফিররা ঈমানদারদের জাহান্নামের আসনের উত্তরাধিকারী হয় আর ঈমানদাররা কাফিরদের জান্নাতের আসনের উত্তরাধিকারী হয়। وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىْ اُوْرِثْتُمُوْهَا الخ। এই আয়াতে এই কথাটিই বলা হইয়াছে।

لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতে তোমাদের জন্য হরেক রকমের ফল-ফলাদি রহিয়াছে। তোমরা উহা হইতে তোমাদের ইচ্ছা ও রুচি মত আহার করিতে পারিবে।

(٧٤) إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

(٧٥) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

(٧٦) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٧٧) وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ○

(٧٨) لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ○

(٧٩) أَمْ أَبْرَمُوْٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ○

(٨٠) أَمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ۚ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৭৪. নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকিবে স্থায়ী—

৭৫. উহাদিগের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং উহারা হতাশ হইয়া পড়িবে।

৭৬. আমি উহাদিগের প্রতি জুলুম করি নাই, বরং উহারা নিজেরাই ছিল জালিম।

৭৭. উহারা চীৎকার করিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিন।' সে বলিবে, 'তোমরা তো এইভাবেই থাকিবে।'

৭৮. আল্লাহ্ বলিবেন, 'আমি তো তোমাদিগের নিকট সত্য পৌঁছইয়াছিলাম, কিন্তু তোমাদিগের অধিকাংশই ছিল সত্যবিমুখ।'

৭৯. উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

৮০. উহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদিগের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ? অবশ্যই রাখি। আমার ফেরেশতাগণ তো উহাদিগের নিকট থাকিয়া সবকিছু লিপিবদ্ধ করে।

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যশীলদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্যদের ব্যাপারে বলেন ঃ

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে চিরকাল থাকিবে। এক মুহূর্তের জন্যও উহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না এবং সকল কল্যাণ হইতে উহারা নিরাশ হইয়া পড়িবে।

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا هُمُ الظَّالِمُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করি নাই। রাসূল প্রেরণ করিয়া প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পরও অসৎ কর্ম করিয়া তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছে। সুতরাং জাহান্নামের এই শাস্তি তাহাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল।

وَنَادَوْا يَامَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ـ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর অপরাধীরা চীৎকার করিয়া জাহান্নামের দ্বার রক্ষীকে ডাকিয়া বলিবে, 'হে মালিক! তোমার প্রতিপালক যেন মৃত্যু দান করিয়া আমাদিগকে এই দুর্দশা হইতে উদ্ধার করেন।'

ইমাম বুখারী (র) ....ইয়ালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইয়ালা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিম্বরে বসিয়া আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছি। তিনি আয়াতটির অর্থ করেন, তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের আত্মা কবজ করিয়া এই দুর্দশা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। যেমন এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ لاَيُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَيُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا অর্থাৎ উহাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা করা হইবে না যে, তাহারা মৃত্যুবরণ করিবে আর তাহাদের শাস্তিও লাঘব করা হইবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَتَجَنَّبُهَا الاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَيَحْيَا

অর্থাৎ উহা উপেক্ষা করিবে যাহারা নিতান্ত হতভাগ্য, যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

জাহান্নামীদের মৃত্যু কামনার জবাবে মালিক বলিবে, اِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ। অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু নাই। এইখানেই তোমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহান্নামীদের মৃত্যুর আবেদনের এক হাজার বছর পর এই জবাব দেওয়া হইবে। অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে তোমরা বাহির হইতে পারিবে না এবং ইহা হইতে কোন প্রকারে নিষ্কৃতিও পাইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহাদের এহেন দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে বলেন ঃ

لَقَدْ جِئْنَا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ অর্থাৎ আামি তো তোমাদিগের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সত্য পৌঁছাইয়া দিয়াছি। কিন্তু তোমাদের স্বভাব হইল, তোমরা উহা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাতিলের কাছে মাথা নত কর ও সত্যের পতাকাবাহীদের সঙ্গে বিদ্বেষ পোষণ কর। সুতরাং তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে তিরষ্কার কর ও অনুতপ্ত হও। মোটকথা, সত্যের বিরোধীতাই হইল জাহান্নামীদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ অর্থাৎ উহারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল উহারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা করিয়াছে ? তবে আমিও তাহাদিগের ব্যাপারে কৌশল অবলম্বন করিব। মুজাহিদের এই ব্যাখ্যাটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। আয়াতটি হইল ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَايَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ তাহারা এক ধরনের চক্রান্ত করিয়াছে, আমিও কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু উহারা টের পায় না।

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ অর্থাৎ তাহারা কি মনে করে যে, আমি উহাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না ?

بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ অর্থাৎ উহাদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডই আমার জানা। তদুপরি আমার ফেরেশতাগণও উহাদের ছোট-বড় যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখে।

(٨١) قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ○

(٨٢) سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○

(٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ
يُوْعَدُوْنَ ○

(٨٤) وَهُوَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِي الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ
الْعَلِيْمُ ○

(٨٥) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ
وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٨٦) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ
شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○

(٨٧) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○ۙ

(٨٨) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○ۘ

(٨٩) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ع

৮১. বল, ‘দয়াময় আল্লাহ্‌র কোন সন্তান থাকিলে আমি হইতাম তাঁহার উপাসকগণের অগ্রণী;

৮২. ‘উহারা যাহা আরোপ করে তাহা হইতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।’

৮৩. অতএব, উহাদিগকে যে দিবসের কথা বলা হইয়াছে তাহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করিতে দাও।

৮৪. তিনিই ইলাহ নভোমণ্ডলে, তিনিই ইলাহ ভূতলে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

৮৫. কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি। কিয়ামতের জ্ঞান কেবল তাঁহারই আছে এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৮৬. আল্লাহ্‌র পরিবর্তে উহারা যাহাদিগকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাহাদিগের নাই। তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় তাহারা ব্যতীত।

৮৭. যদি তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে; উহারা অবশ্যই বলিবে, ‘আল্লাহ্।’ তবুও উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ?

৮৮. আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি— হে আমার প্রতিপালক! এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না।

৮৯. সুতরাং তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর এবং বল, 'সালাম'; উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ। অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন যে, যদি মানিয়া লওয়া হয় যে, দয়াময় আল্লাহ্র সন্তান আছে, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ইবাদত করিতাম। কারণ আমি আল্লাহ্ পাকের একজন বান্দা এবং তাঁহার প্রতিটি আদেশ মানিয়া চলি। কিন্তু সন্তানের পিতা হওয়া আল্লাহ্র পক্ষে অবাস্তব ও অকল্পনীয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা নির্বাচন করিতেন। তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ্ এক ও পরাক্রমশালী।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন ঃ اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ اَوَّلُ الْاَنِفِيْنَ। অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তান থাকিলে আমি সর্বপ্রথম তাহাকে অপছন্দ করিতাম। ইহা সুফিয়ান ছাওরীর মত বলিয়া ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতের পক্ষে অনেক প্রমাণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার এই মত প্রশ্নাতীত নয়। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, দয়াময় আল্লাহ্র কোন সন্তান নাই। আমি ইহার প্রথম সাক্ষী।

আবূ সাখর (র) বলেন, فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করিতেছি যে, তাঁহার কোন সন্তান নাই আর আমিই সর্বপ্রথম তাঁহার একত্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী। আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ অর্থ যাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে, তাঁহাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তোমাদিগকে অস্বীকার করে, আমি তাহাদের অগ্রণী।

সুদ্দী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্র সন্তান থাকিলে সর্বপ্রথম আমিই মানিয়া নিতাম যে, তাঁহার সন্তান আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন সন্তান নাই।

আর এই জন্যই পরবর্তী আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তিনি সন্তানের পিতা হওয়া হইতে পবিত্র। তিনি এক, অমুখাপেক্ষী, বে-নজীর। সুতরাং তাঁহার কোন সন্তান থাকিতে পারে না।

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! অতএব এই কাফির মুশরিকদিগকে কিয়ামত দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে মত্ত থাকিতে ও পার্থিব জীবনে ক্রীড়া-কৌতুক করিবার জন্য ছাড়িয়া দাও। অচিরেই তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের দশা কি হয়, পরিণামে কি ঘটে।

هُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَاۤءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ আকাশে যাহারা আছে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে আল্লাহ্ তাহাদের সকলেরই ইলাহ। এই দুইয়ের অধিবাসীরা তাঁহার দাসত্ব মানিয়া চলে এবং সকলেই তাঁহার অনুগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আল্লাহ্। তোমাদের গোপন-প্রকাশ্য সবই তাঁহার জানা। তোমরা যাহা উপার্জন কর তাহাও তাঁহার অগোচর নহে।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ মহান সেই সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক এবং উহার একমাত্র নিয়ন্তা। অতএব এমন মহান সত্তা সন্তান গ্রহণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও সকল দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদ।

وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। সকলের তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে। তখন তিনি প্রত্যেককে আপন আপন কর্মের প্রতিফল দিবেন। ভাল কর্মের ভাল ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الخ অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেসব দেব-দেবীদিগকে ডাকে তাহারা তাহাদিগের জন্য সুপারিশ করিবার কোনই ক্ষমতা রাখে না। তবে যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্‌র নিকট তাঁহার অনুমতিক্রমে তাহাদের সাক্ষ্য উপকারে আসিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক স্থাপনকারী ও তাঁহার সঙ্গে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তাহারা অকপটে স্বীকার

করিয়া নিবে যে, আল্লাহ্ই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্র সহিত এমন সব দেব-দেবীর পূজা করে যাহারা ভাল-মন্দ কোনই ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা চরম অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ উহারা কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে ?

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّايُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ নবী মুহাম্মদ (সা) নিজের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট অভিযোগ করিয়া বলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই সম্প্রদায় তো ঈমান আনিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا অর্থাৎ রাসূল বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় কুরআনকে পরিত্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতের আমরা এই যে অর্থ করিলাম তাহা ইব্ন মাসউদ (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মন্তব্য। ইব্ন জারীর (র)-এর তাফসীরও ইহাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহা তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর উক্তি। তিনি আল্লাহ্র কাছে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ -এর মধ্যে দুইটি কিরাআতের কথা বর্ণনা করেন। অর্থাৎ قِيْلِه শব্দটিতে লাম এর হরকত নসব ও জর হইতে পারে। নসব হইবে দুইভাবে। প্রথমত শব্দটি نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ এর سِرَّ ও نَجْوى এর উপর 'আতফ হবে। দ্বিতীয়ত শুরুতে একটি فعل উহ্য ধরা হইবে। অর্থাৎ وَقَالَ قِيْلَه পক্ষান্তরে শব্দটিকে وعنده علم السّاعة এর السّاعَة। এর উপর 'আতফ ধরিয়া পড়া যায়। অর্থাৎ وَعِنْدَهُ عِلْمُ قِيْلِه

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল এবং তাহাদের মন্দ কথার উত্তর মন্দ দ্বারা না দিয়া শান্তিময় অবস্থা বজায় রাখিও। তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চল। তাহাদের এইসব কর্মকাণ্ড ও ধ্যান-ধারণার পরিণাম তাহারা অচিরেই জানিতে পারিবে। বলা বাহুল্য যে, মহানবী (সা) আল্লাহ্ পাকের এই নির্দেশ অনুযায়ী চলিতে থাকেন। পরিশেষে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে বিজয়ী করেন ও জিহাদের বিধান প্রদান করেন। ফলে মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করে ও পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ○

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ○

(٣) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○

(٤) فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ۙ○

(٥) اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۚ○

(٦) رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۙ○

(٧) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ○

(٨) لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

১. হা-মী-ম।

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের;

৩. আমি তো ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি এক মুবারক রজনীতে; আমি তো সতর্ককারী।

৪. এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়;

৫. আমার আদেশক্রমে, আমি তো রাসূল প্রেরণ করিয়া থাকি,

৬. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহস্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৭. যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক–যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।

৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদিগের প্রতিপালক এবং তোমাদিগের পূর্বপুরুষদিগেরও প্রতিপালক।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন অবতরণ প্রসঙ্গে বলেন ঃ নিশ্চয় উহা এক পবিত্র রজনীতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং উহা কদরের রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি উহা কদর রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি।' সেই রাত্রিটি হইল পবিত্র রমযানের এক রাত্রি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "আর রমযান হইল সেই মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।"

সূরা বাকারার তাফসীরে ইহার সমর্থনে বহু হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ইকরামার বর্ণনার ভিত্তিতে যাহারা বলেন, পনেরই শা'বানের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাদের অভিমতের সম্ভাব্যতা সুদূর পরাহত। কারণ রমযানের সপক্ষে কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত রহিয়াছে।

একটি হাদীস যাহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ (র) ..... উসমান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল মুগীরা ইব্ন আখনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন—'এক শা'বান হইতে অন্য শা'বান পর্যন্ত ভাগ্য বণ্টিত হয়। এখনকি অমুক ব্যক্তি বিবাহ করিবে ও তাহার একটি ছেলে হইবে (তাহাও নির্ধারিত হয়) এবং তাহার নাম মৃতের তালিকায় পরিদৃষ্ট হইবে।' সেই হাদীসটি মুরসাল ও অনুরূপ পর্যায়ের বর্ণনা সুস্পষ্ট আয়াতের অন্তরায় হইতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেন ঃ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ শরীআতের দৃষ্টিতে মানুষের জন্যে কোন্‌টি কল্যাণকর ও কোন্‌টি ক্ষতিকর তা তিনি শিক্ষা দেন, বান্দার উপর আল্লাহ্‌র জন্যে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে লাওহে মাহফূজ হইতে প্রত্যেকের বার্ষিক ভাগ্যলিপিতে সবিস্তারে আয়ু, রিযিক ও অন্য

সবকিছু সন্নিবেশিত হয়। ইব্ন উমর, মুজাহিদ, আবূ মালিক, যাহ্হাকসহ বহু পূর্বসূরী অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

حَكِيْمٍ অর্থাৎ সুস্থির, অপরিবর্তনীয়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটে ও ঘটার জন্য নির্ধারিত হয় আর যত কিছু প্রত্যাদেশ আসে সব কিছুই আল্লাহ্র নির্দেশ ও অনুমোদনক্রমে তাঁহার জ্ঞাতসারেই হয়।

اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ অর্থাৎ আমিই মানুষের কাছে রাসূল পাঠাই। তাহারা মানুষের নিকট আল্লাহ্র কালাম তিলাওয়াত করে যাহা তাঁহার সুস্পষ্ট দলীল। কারণ , তাহারা যেন কল্যাণের পথ পায়।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ۔ اِنَّه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ رَبِّ السَّموتِ وَالاَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا

অর্থাৎ যিনি কুরআন নাযিল করিয়াছেন তিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের ও উহাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক।

اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি অনুসন্ধানপূর্বক নিশ্চিত হইতে পার।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই বাঁচান ও মারেন। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও প্রতিপালক।

উপরোক্ত আয়াতগুলি নিম্নোক্ত আয়াতের অনুরূপ ঃ

قُلْ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهُ مُلْكُ السَّموتِ وَالْاَرْضِ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ يُحْىِ وَيُمِيْتُ۔

বল, “হে মানব! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের নিকট সেই আল্লাহ্র রাসূল হইয়া আসিয়াছি যিনি নভোমণ্ডল ও পৃথিবীর স্বত্ত্বাধিকারী। তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নাই। তিনিই বাঁচান এবং মারেন।”

(٩) بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

(١٠) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

(١١) يَّغْشَى النَّاسَ، هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(١٢) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ○

(١٣) أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ○

(١٤) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ○

(١٥) إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ○

(١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ○

৯. বস্তুত উহারা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছে।

১০. অতএব, তুমি অপেক্ষা কর সেইদিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে আকাশ,

১১. এবং উহা আবৃত করিয়া ফেলিবে মানব জাতিকে। ইহা হইবে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১২. তখন উহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এই শাস্তি হইতে মুক্তি দাও, আমরা ঈমান আনিব।'

১৩. উহারা কি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে ? উহাদিগের নিকট তো আসিয়াছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল;

১৪. অতঃপর উহারা তাহাকে অমান্য করিয়া বলে, 'সে তো শিখানো বুলি বলিতেছে, সে তো এক পাগল!'

১৫. আমি তোমাদিগের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করিতেছি– তোমরা তো তোমাদিগের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইবে।

১৬. যেদিন আমি তোমাদিগকে প্রবলভাবে পাকড়াও করিব, সেদিন আমি তোমাদিগকে শাস্তি দিবই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ পক্ষান্তরে সেই সকল মুশরিকরা সংশয়ের আবর্তে ঘুরপাক খাইয়া ঠাট্টা-তামাশায় মগ্ন রহিয়াছে। তাহদের নিকট নিশ্চিত সত্য পৌঁছিয়াছে, অথচ তাহারা উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হইয়া উহার সত্যতা মানিয়া লইতেছে না। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ "অনন্তর অপেক্ষায় থাক সেইদিনের যেদিন আসমান হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।"

সুলায়মান ইব্‌ন মিহ্‌রান আল আ'মাশ (র) মামরূক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আমরা কুফা মসজিদে প্রবেশ করিলাম। দরজার কাছেই ছিলাম। দেখিলাম, এক ব্যক্তি

তাহার সঙ্গীদের নিকট উক্ত আয়াত পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, এই দুখান (ধোঁয়া) কি বস্তু তাহা তোমরা কি জান ? এই ধোঁয়া কিয়ামতের মুহূর্তে নির্গত হইবে। অতঃপর উহা মুনাফিকদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিবে এবং মু'মিনদের জন্য উহা ঠাণ্ডা হাওয়ার মত হইবে।

অতঃপর আমাদের সামনে ইব্‌ন মাসউদ (রা) উপস্থিত হইলেন। আমরা তাঁহার কাছে উক্ত বর্ণনা পেশ করিলাম। তিনি এতক্ষণে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। এই বর্ণনা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ও নড়াচড়া করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়, আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবী (সা)-কে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ "বল, আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। আর আমি কোন বানোয়াটকারী নহি।"

নিশ্চয় মানুষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কথাও বলে যাহা তাহার জানা নাই। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। উক্ত ব্যাপারে আমি এক্ষুণি তোমাদিগকে বলিতেছি।

'কুরায়েশরা যখন ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাজে নানারূপ বাধা সৃষ্টি করিতেছিল। তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগের দুর্যোগ বছরগুলির মতই তাহাদের জন্য শিক্ষামূলক আযাবের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাহারা এইরূপ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের শিকার হইল যে, তাহারা এমনকি হাড়গোড় ও মরা জীব খাইতে লাগিল। এইরূপ চরম দুর্দিনে তাহারা আকাশের দিকে তাকাইত। তখন তাহারা ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইত না।' অন্য বর্ণনায় আছে, মানুষ তখন আকাশের দিকে তাকাইবে এবং ক্ষুধাক্লিষ্ট চোখে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিবে না। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

অতঃপর রাসূল (সা)-এর সমীপে আরয করা হইল —হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের মুসিবতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। তখন রাসূল (সা) বৃষ্টির দোয়া করিলেন এবং বর্ষণ শুরু হইল। তখনই নাযিল হইল ঃ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلاً اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ "নিশ্চয় আমি শাস্তি অপনোদনকারী; তোমাদের কম লোকই সুপথে প্রত্যাবর্তনকারী।" ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ অতঃপর তাহাদিগকে কিয়ামতের আযাব হইতে মুক্তি দেয়া হইল। যখন তাহারা আযাব হইতে মুক্ত হইল, আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ "কঠিন পাকড়াওর দিন আমি পাকড়াও করিব, আমি নিশ্চয় প্রতিবিধায়ক।"

অর্থাৎ বদরের দিবসে। অতঃপর ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, পাঁচটি এইরূপ দিন অতিক্রান্ত হইয়াছে ঃ দুখান, রূম, কামার, লিযাম ও বাত্শাহ। এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মসনাদেও উদ্ধৃত করেন। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহাদের তাফসীর অধ্যায়ে ইহা উদ্ধৃত করেন। আ'মাশ (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) আয়াতটির এই ব্যাখ্যাই বলিয়াছেন, সে দুখান বা ধোঁয়া নির্গত হবার দিনটি অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহার এই মতের সহিত ঐক্যমত পোষণ করেন মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, যাহ্হাক, আতিয়া, আউফ (র) প্রমুখ। ইব্ন জারীর (র) এই মত পছন্দ করিয়াছেন।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবদুর রহমান আল আরাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন। সেই দিনটি হইল মক্কা বিজয়ের দিন। বর্ণনাটি খুবই গরীব; বরং মুনকার।

অন্যদের মতে 'দুখান' অতিক্রান্ত হয় নাই; বরং উহা কিয়ামতের অন্যতম নির্দশন। আবূ মুরায়হার হাদীসে ইহা আগেই বর্ণিত হইয়াছে।

হুযায়ফা ইব্ন উসায়েদ গিফারী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট আরাফাত হইতে তাশরীফ আনিলেন। আমাদের ভিতর তখন কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত দশটি নির্দশন না দেখিবে ততক্ষণ কিয়ামত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধোঁয়া নির্গত হওয়া, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব, ইয়াজুজ-মাজুজের আগমন, ঈসা ইব্ন মরিয়মের প্রত্যাবর্তন, দাজ্জালের অভ্যুদয়, তিনটি সূর্যগ্রহণ– পাশ্চাত্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, প্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ, এডেন হইতে আগুন বাহির হইয়া মানুষকে বিতাড়ন ও সমবেতকরণ এবং মানুষের যেখানে নিশিযাপন হইবে, সেখানে নিশিযাপন ও মানুষ যেখানে বিশ্রাম নিবে সেখানে তাহাদের সংগে অবস্থান।

ইমাম মুসলিম (র) এই বর্ণনাটি এককভাবে তাঁহার সহীহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে,

রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্ন সাইয়্যাদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ আমি একটি বিষয় গোপন রাখিয়াছি বল, সেইটি কি? সে বলিল, দুখ, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, লাঞ্ছিত হও, তুই তোর স্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন. আমি আমার অন্তরে গোপন রাখিয়া দিলাম।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ আয়াতটিতে উহাই ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাৎ উহা ঘটে নাই, ঘটিবে এবং উহার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে।

ইব্ন সাইয়্যাদ গণকদের মতই জ্বিনের ভাষায় সব কিছুর তত্ত্ব উদঘাটন করে। গণকরাও এইভাবে শ্রুত বাক্যগুলো কাটছাট করিয়া বলিতে থাকে। এই জন্যই ইব্ন সাইয়্যাদ 'দুখ' বলিয়াছে অর্থাৎ, দুখান হইতে কাটছাট করিয়া দুখ বলিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হইলেন যে, সে এক শয়তান। তাই বলেন, লাঞ্ছিত হও, তুই তোর অবস্থান হইতে অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... রবঈ ইব্ন হিরাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা ইব্ন ইয়ামান (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন–কিয়ামতের পয়লা নির্দশন হইল দাজ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আ)-এর অবতরণ, এডেনের গুহা হইতে অগ্নি বাহির হইয়া মানুষকে নির্দিষ্ট সমাবেশ স্থলে নিয়া যাইবে এবং সেখানে মানুষ রাত্রিযাপন করিবে। সেখানে উহাও অপেক্ষা করিবে আর যেখানে মানুষ বিশ্রাম নিবে উহাও বিশ্রাম নিবে। আর দুখান (ধূম্রজাল) আচ্ছন্ন করিবে। হুযায়ফা (রা) প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দুখান কি বস্তু? তখন রাসূল (সা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমতল দেশ আচ্ছন্ন করিবে এবং চল্লিশ দিন ও রাত উহা অবস্থান করিবে, মু'মিনের জন্যে উহা ঠাণ্ডা হাওয়ার মত হইবে আর কাফিরের জন্যে উহা মাকাল হাওয়া হইয়া প্রত্যেকের নাক, কান, গলা ও মলদ্বারে প্রবিষ্ট হইবে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই বর্ণনা বিশুদ্ধ হইলে তাহা স্পষ্ট পার্থক্যকারী হইত কিন্তু আমি ইহাকে বিশুদ্ধ বর্ণনা বলি না। কারণ মুহাম্মদ ইব্ন খলফ আসকালানী (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন– আপনি কি ইহা সুফিয়ান (র) হইতে শুনিয়াছেন? তদুত্তরে রওয়াক বলেন, না। প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি এই বর্ণনা শুনাইয়া স্বীকৃতি নিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আবার প্রশ্ন করিলেন, আপনার উপস্থিতিতে কেহ কি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনার স্বীকৃতি নিয়াছে? তিনি বলিলেন না। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনার নামে ইহা চালু হইল কি করিয়া? তখন তিনি বলিলেন– একদল লোক আসিয়া আমার কাছে এই বর্ণনা পেশ করিয়া বলিল, ইহা আমাদের বরাতে শুনিয়াছে, তাহারা বর্ণনাটি আমাকে শুনাইয়া চলিয়া গেল এবং উহা আমার সূত্রে বর্ণনা করিয়া চলিল।

ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, ঠিকই বলিয়াছেন। হাদীসটি মাওজু (ভিত্তিহীন) এই সনদে। 'আস ইব্ন জারীর বিভিন্ন আয়াতের তাফসীর প্রসংগে এই হাদীসের রাবী হইতে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেন। উহাতে মুনকার বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। উহার বেশীর ভাগ সূরা বনী ইসরাঈলের শুরুতে মসজিদুল আকসার ব্যাপারে উদ্ধৃত হইয়াছে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। দ্বিতীয়ত, দাব্বাতুল আরদ্ ও তৃতীয়ত, দাজ্জাল।

ইব্‌ন জারীর (র) .....আবূ মালিক আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন– নিশ্চয় তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে তিনটি ব্যাপারে সতর্ক করেন। তাহা হইল, আদ্‌ দুখান যাহা মু'মিনের জন্য ঠান্ডার ন্যায় হইবে ও কাফিরের নাকে কানে ঢুকিয়া অস্থির করিয়া তোলে।

তাবরানী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করেন। এই সনদটি উত্তম। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ মানুষের উপর দিয়া ধূম্র প্রবাহিত হইবে মু'মিনগণ উহার ফলে ঠাণ্ডাগ্রস্ত হইবে ও কাফিরগণের কানে ঢুকিয়া এফোঁড় ওফোঁড় করিবে। সাঈদ ইব্‌ন আবদা (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে মওকুফ হাদীসরূপে ইহা বর্ণনা করেন। সাঈদ ইব্‌ন আওফ (র) হাসান (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ দুখান-এর আয়াতটি—মু'মিনগণকে ঠাণ্ডাগ্রস্ত এবং কাফিরগণকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করিয়া শরীর ঝলসাইয়া দিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ধোঁয়া নির্গত হইয়া মু'মিনগণকে সর্দিগ্রস্ত করিবে এবং কাফির ও মুনাফিকগণকে কানে প্রবিষ্ঠ হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিবে। এমনকি তাহারা ঝলসানো মাংসপিণ্ডে পরিণত হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একদিন সকালে আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন , আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, সকলেই বলিয়াছে যে, লেজুড় বিশিষ্ট নক্ষত্রের উদয় ঘটিয়াছে। তাই আমি শংকিত যে, উহাই হয়ত সেই দুখান যাহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই দূর্ভাবনায় সারারাত আমার ঘুম হয় নাই।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্পর্কিত এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। তিনি কুরআনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা ও উম্মতের মুখপাত্র। এই অভিমতের সামনে বহু সাহাবা ও তাবেঈ বেশ কিছু সহীহ্ ও হাসান, মারফু হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সব বর্ণনা নিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ধূম্র নির্গমনের ব্যাপারটি ঘটিত হয় নাই, বরং ঘটিতব্য। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থও তাহাই বলে। যেমন ঃ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاتِىْ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ "অনন্তর সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশের বুক হইতে সুস্পষ্ট ধূম্র নির্গত হইবে।

এই বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সকলে ইহা বুঝিতে পারে। পক্ষান্তরে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজস্ব ধারণা সৃষ্ট ব্যাখ্যা। অভাব ও অনাহারের কারণে চক্ষুর সামনে যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাঁহার ব্যাখ্যায় উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে।

আল্লাহ পাকের পরবর্তী বক্তব্যেও উক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন মিলে। যেমন ঃ

يَغْشَى النَّاسَ অর্থাৎ উহা মানবকুলকে বেষ্টন করিবে। যদি ইহা ধারণা সৃষ্ট বস্তু হইত এবং মক্কার মুশারিকদের জন্য হইত তাহা হইলে মানবকুল না বলিয়া 'কুরায়েশকুল' বলা হইত।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ "ইহা বড়ই কষ্টদায়ক শাস্তি।" বস্তুত মানবকুলকে সতর্ক করিয়া সেই দিন সম্পর্কে সচেতন রাখার জন্যে ইহা বলা হইয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগকে চূড়ান্তভাবে জাহান্নামের আগুনের দিকে ডাকা হইবে, সেদিন বলা হইবে, এই সেই জাহান্নামের আগুন যাহা তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলে। কিংবা তাহারা একে অপরকে অনুরূপ বলিয়া বেড়াইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ কাফিরগণ সচক্ষে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি দেখার পর প্রার্থনা করিবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর হইতে আযাব প্রত্যাহার করুন, আমরা অবশ্যই ঈমানদার।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

"যদি তুমি দেখিতে পাইতে যখন তাহারা উপস্থিত হইবে জাহান্নামের কাছে, তখন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি প্রত্যাবর্তিত হইতাম, আমরা আমাদের প্রভুর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করিতাম না এবং আমরা ঈমানদার হইতাম!"

তেমনি আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ-

অর্থাৎ মানুষকে সেই আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন জালিমগণ বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে অত্যল্পকালের জন্য অবকাশ দাও। আমরা তোমার দীনের আহ্বানে সাড়া দিব ও তোমার রাসূলগণের অনুসারী হইব। তোমরা কি পূর্বেও এইরূপ শপথ কর নাই যে, তোমাদের কোন পতন নাই ?

এখানেও আল্লাহ্ তা'আলা তদ্রূপ বলিতেছেন ঃ

اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ - ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ -

অর্থাৎ কোথায় এখন তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তির সুযোগ ? অথচ তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল আসিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁহার নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, সে এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাগল।

এভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ আজ মানুষ হিদায়াত গ্রহণের কথা বলিতেছে এবং কি করিয়া সে হিদায়াত গ্রহণ করিবে ?

অনুরূপ তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ - وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ - اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَة

উপরোক্ত আয়াতসমূহেও বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী যন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপস্থিতির পর তাহাদের ঈমান আনা বা সেই ব্যাপারে অবকাশের জন্য বাদানুবাদ তোলার ব্যাপারটি যদি তুমি সচক্ষে দেখিতে। অথচ তাহাদের সেই মুহূর্তের ঈমান গ্রহণ তো কোনই কাজে আসিবে না।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ এই আয়াতের দুই ধরনের তাৎপর্য হইতে পারে। এক, আল্লাহ্ পাক বলেন, যদি আমি তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাই তোমরা তাহা হইলে অবশ্যই সেই কাজ আবার শুরু করিবে যাহা হইল কুফরী ও সত্যকে অস্বীকারের কাজ। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ আমি যদি দয়া করিয়া তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দূর করি তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাদের নাফরমানীর আবর্তে প্রত্যাবর্তিত হইবে।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ অর্থাৎ যদি তাহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তিত হয় তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা তাহাই করিবে যাহা তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই তাহারা মিথ্যাবাদী।

দুই, তোমাদের পার্থিব জীবনে আমি আযাবের সকল কার্যকরণ ও রীতি-নীতি সম্পন্ন হওয়ার পরেও সাময়িকভাবে তোমাদিগকে অবকাশ দান করিয়া দেখিয়াছি যে,

তোমরা সেই নাফরমানী ও বিভ্রান্তির পথেই সর্বদা চলিয়াছ। উহাই যখন তোমাদের স্বভাব, তখন চিরন্তন আযাব হইতে অবকাশ দানের আবশ্যকতা থাকে না। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اِلاَّ قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا امَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ-

অর্থাৎ ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় যখন ঈমান আনিল তখন তাহাদের উপর হইতে পার্থিব লাঞ্ছনার শাস্তি প্রত্যাহার করিলাম এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে পার্থিব সুখ সামগ্রী ভোগ করিতে দিলাম। ফলে আমার আযাব তাহাদের নিত্য সাথী হয় নাই। অথচ উহার সকল কার্যকরণ সম্পন্ন হইয়াছিল।

তেমনি যাহারা কুফরী হইতে সরিয়া আসিয়া আবার উহাতে ফিরিয়া গিয়াছে তাহাদের উপর হইতেও আযাব প্রত্যাহার অনাবশ্যক। আল্লাহ্ পাক শুয়াইব (আ)-এর জাতিকে তিনি যাহা জবাব দিয়াছিলেন তাহার সংবাদ জ্ঞাপন করিতে গিয়া বলেন ঃ

لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا - قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ - قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا -

অর্থাৎ তাহারা বলিল, হে শুয়াইব! তোমাকে ও যাহারা তোমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে আমাদের গ্রাম হইতে বহিষ্কার করিবই অথবা তোমাদিগকে আমাদের ধর্মমতে ফিরিয়া আসিতেই হইবে। সে উত্তর দিল, আমরা উহা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ? নিঃসন্দেহে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। আল্লাহ্ পাক উহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করার পর আমরা যদি তোমাদের ধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করি ..। কাতাদা (র) বলেন ঃ মূলত শুয়াইব (আ) কখনও তাহাদের ভ্রান্ত ধর্ম ও ভ্রান্ত পথের অনুসারী ছিলেন না।

اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌র আযাবের দিকে ফিরিয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতে আলোচ্য দিনটি সম্পর্কে ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, ইহা বদর যুদ্ধের দিন। ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর এই মতের সহিত একমত পোষণকারী দলটি 'দুখান' শব্দের অর্থও ইহার ভিত্তিতে প্রদান করেন। পূর্বে উহা আলোচিত হইয়াছে। আওফীর সূত্রে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় উহার সমর্থন রহিয়াছে। উবায় ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ ব্যাখ্যাটি সংশয়পূর্ণ। আয়াতে প্রকাশ পায় যে, উহা হইল

কিয়ামতের দিন। যদি বাতশা'কে বদরের দিন ধরা হয়, তথাপি 'ইয়াওমে দুখান' কিয়ামতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে পর্যায়ক্রমে ইকরামা, খালিদ আল হিযাব, ইব্ন উলিয়া, ইয়াকূব ও ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইব্ন মাসউদ (রা) 'বাতশাতুল কুবরার' অর্থ করিয়াছে বদর দিবস। আমি বলিতেছি, উহা কিয়ামতের দিন।

এই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ। হাসান বসরী ও ইকরামা (র) তাঁহার নিকট হইতে বিশুদ্ধ সনদে অনুরূপ দুইটি বর্ণনা শুনান। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(١٧) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ○

(١٨) اَنْ اَدُّوْٓا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○

(١٩) وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّىْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

(٢٠) وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ○

(٢١) وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ ○

(٢٢) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ○

(٢٣) فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ○

(٢٤) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ○

(٢٥) كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○

(٢٦) وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ○

(٢٧) وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ○

(٢٨) كَذٰلِكَ ۫ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

(٢٩) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ ○

(٣٠) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ○

(٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

(٣٢) وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ○

(٣٣) وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ○

১৭. ইহাদিগের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছিলাম এবং উহাদিগের নিকটও আসিয়াছিল এক মহান রাসূল,

১৮. সে বলিল, 'আল্লাহ্র বান্দাদিগকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।

১৯. 'এবং তোমরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে উদ্ধত হইও না, আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. 'তোমরা যাহাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিতে না পার, তজ্জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালকের শরণ লইতেছি।

২১. 'যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমা হইতে দূরে থাক।'

২২. অতঃপর মূসা তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন করিল, 'ইহারা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।'

২৩. আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদিগকে লইয়া রজনী যোগে বাহির হইয়া পড়, তোমাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করা হইবে।

২৪. 'সমুদ্রকে স্থির থাকিতে দাও, উহারা এমন এক বাহিনী যাহা নিমজ্জিত হইবে।'

২৫. উহারা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,

২৬. কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ,

২৭. কত বিলাস উপকরণ, যাহা উহাদিগকে আনন্দ দিত!

২৮. এইরূপই ঘটিয়াছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করিয়াছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে।

২৯. আকাশ এবং পৃথিবী কেহই উহাদিগের জন্যে অশ্রুপাত করে নাই এবং উহাদিগকে অবকাশও দেওয়া হয় নাই।

৩০. আমি তো উদ্ধার করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হইতে

৩১. ফিরআউনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদিগের মধ্যে।

৩২. আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম,

৩৩. এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম, নিদর্শনাবলী, যাহাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এই মুশরিকদের পূর্বে আমি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করিয়াছি। তাহারা ছিল মিসরের কিবতী সম্প্রদায়।

وَجَاءَ هُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ তাহাদের নিকট মূসা কলিমুল্লাহ্ (আ) আসিয়াছিলেন।

اَنْ اَدُّوْا اِلَى عِبَادَ اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আমার হাতে সোপর্দ কর। অনুরূপ আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন

فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى-

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে আমার সঙ্গে যাইতে দাও এবং তাহাদিগকে নির্যাতন করিও না। আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছি। যাহারা হিদায়াত অনুসরণ করিল তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যাহা প্রচার করিতেছি সেই ব্যাপারে আমি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَنْ لاَّ تَعْلُوْا عَلَى اللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলী মানিয়া লওয়ার ক্ষেত্রে দাম্ভিকতা অনুসরণ করিও না। তাঁহার যুক্তি ও প্রমাণসমূহ মানিয়া তাঁহার উপর ঈমান আন ও তাঁহার অনুগত হও।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِىْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ অর্থাৎ যাহারা দম্ভভরে আমার ইবাদত হইতে বিরত রহিল তাহারা শীঘ্রই লাঞ্ছনাকর অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ আমি প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। উহা হইল আল্লাহ্ পাকের প্রেরিত বিভিন্ন নিদর্শন ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ।

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাদের প্রস্তরাঘাত হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ এখানে প্রস্তরাঘাত অর্থ বাক্যবান বা গালিগালাজ।

কাতাদা (র) বলেন ঃ تَرْجُمُوْنِ শব্দ দ্বারা এখানে পাথর নিক্ষেপের কথাই বলা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য হইল এই ঃ আমি সেই আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি যিনি আমাকে ও তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা কথা বা কাজ দ্বারা আমার কোন ক্ষতি করিতে না পার।

وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ অর্থাৎ যদি তোমরা আমার উপর আস্থাশীল না হও তাহা হইলে আমার উপর অত্যাচার চালাইও না। আমার ও তোমাদের ব্যাপারটি শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দাও। তিনিই আমাদের ব্যাপারে যথাযথ ফয়সালা প্রদান করিবেন। অতঃপর যখন মূসা (আ) কিছুকাল তাহাদের মাঝে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহার সত্যতা প্রকাশ ও আল্লাহ্ পাকের দলীল-প্রমাণ তাহাদের নিকট সুপ্রমাণিত হইল, তখন তাহাদের কুফরী ও দুশমনী চরম আকার ধারণ করিল। অগত্যা মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ইহার মীমাংসার জন্য ঐকান্তিক আবেদন জানাইলেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالاً فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا
يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ـ قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا ـ

"অনন্তর মূসা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তাহার সভাসদকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও শান-শওকত প্রদান করিয়াছ, উহার ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হইয়াছে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস কর এবং তাহাদের অন্তরকে কঠিন কর যেন তাহারা কঠোর শাস্তি স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনিতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, তাই তোমরা ন্যায় পথে সুস্থিরভাবে অবস্থান কর।"

সেভাবেই এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর মূসা (আ) তাহার প্রতিপালকের নিকট আবেদন জানাইল, এই লোকগুলি এক পাপিষ্ঠ শ্রেণী।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি ফিরআউনকে না জানাইয়া তাহার বিনা অনুমতিতে ও তাহাদের অজ্ঞাতসারে বনী ইসরাঈলগণকে নিয়া মিসর হইতে বাহির হইয়া আসে।

যেমন তিনি বলেন ঃ فَاَسْرِبِعِبَادِىْ لَيْلاً اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ "অনন্তর তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাত্রিবেলায় নিষ্ক্রান্ত হও, নিশ্চয় তোমরা পশ্চাদ্ধাবিত হইবে।"

যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلَى مُوْسَى اَنْ اَسْرِبِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبِسًا لاَتَخَافُ دَرْكًا وَّ لاَتَخْشَى-

"এবং আমি নিঃসন্দেহে মূসাকে ওহী নাযিল করিয়াছি যে, আমাদের বান্দাগণকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাহাদের জন্য নদীর বুকে যষ্ঠিঘাত করিয়া শুষ্ক রাস্তা তৈরী কর এবং উহা অতিক্রম করিতে ভয়-ভীতির শিকার হইও না।"

এখানেও আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ এবং তোমরা বিভক্ত নদীপথ অতিক্রম করিয়া যাও; তাহারা অবশ্যই নিমজ্জিত হইবে।"

মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলগণ যখন নদী অতিক্রম করিয়া ওপারে উপস্থিত হইলেন, তখন মূসা (আ) ইচ্ছা করিলেন লাঠি দ্বারা পুনরায় উহাতে আঘাত করিতে যেন নদী পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যায় এবং ফিরআউন ও তাহাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন উহাকে যথা অবস্থায় ছাড়িয়া যাইতে এবং তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেন যে, তাহারা অবশ্যই নদীতে ডুবিয়া মরিবে। তাই তাঁহাদের ভয়-ভাবনার কোন কারণ নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا অর্থাৎ উহা যথা অবস্থায় প্রবহমান রাখিয়াই তোমরা চলিয়া যাও।

মুজাহিদ (র) বলেন, رَهْوًا অর্থাৎ নদীর মধ্যে সৃষ্ট শুকনো পথ যথা অবস্থায় রাখিয়া চালিয়া যাও। উহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দিও না, যতক্ষণ না পরবর্তী দল উহাতে প্রবেশ করে। ইকরামা, রবী ইব্ন আনাস, যাহ্হাক, কাতাদা, ইব্ন যায়দ, কা'ব আল আহবার, সিমাক ইব্ন হারব (র) প্রমুখও অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ বাগানসমূহ।

وَعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ অর্থাৎ নহর-প্রস্রবণ ও ক্ষেত-খামারসমূহ।

وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন শহর-লোকালয় ও সুন্দর-সুন্দর সৌধমালা।

মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ مَقَامٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ সুউচ্চ সৌধরাজি।

ইব্‌ন লাহীআ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিসরের নীল নদ হইল সকল নহর-নালার কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ্ পাক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহের সকল নহর-নালার সংযোগেই উহা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন আল্লাহ্ পাক নীল নদকে প্রবহমান করান তখন অন্যান্য নহরকে নির্দেশ দিলেন উহাকে সহায়তা দানের জন্য। ফলে উহাদের সহায়তায় নীল নদের নাব্যতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইল যে, সমগ্র মিসরসহ আল্লাহ্ তা'আলা যত এলাকা ইচ্ছা করিলেন নহরময় করিলেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাক অন্যান্য নহরকে নিজ নিজ উৎসস্থলে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ-

"অতঃপর আমি তাহাদিগকে উদ্যানসমূহ ও নহরমালা হইতে বহিষ্কার করিলাম এবং ক্ষেত-খামার ও সুউচ্চ সৌধরাজি হইতে আর অজস্র ফলমূলরূপ নিয়ামত ভোগের সুযোগ হইতে।"

নীল নদের দুই তীর জুড়িয়া আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত অজস্র সুন্দর সুন্দর উদ্যান সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত ছিল। আসোয়ান হইতে আর রশীদ এলাকা পর্যন্ত উহার বিস্তৃতি ছিল। নীল নদ হইতে নয়টি নহর প্রবাহিত হইতেছিল। নহরে ইস্কান্দারিয়া, নহরে দেফিয়াত, নহরে সারদূস, নহরে মুনাফ, নহর আল ফিউস, নহর আল মুন্তাহা ইত্যাদি। নহরগুলি পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং উদ্যানসমূহ ঘিরিয়া রাখিত। ফলে কোন উদ্যানই উহার অবদান হইতে বঞ্চিত ছিল না। এমনকি মিসরের বিভিন্ন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ক্ষেত-খামারও উহার দ্বারা সজীবতা লাভ করিত। সমগ্র মিসর ভূখণ্ড ষোলটি সুবিশাল শস্য-শ্যামল ক্ষেতে বিভক্ত ছিল। অজস্র পুল ও বাঁধ দ্বারা সেইগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত ছিল।

এখানেও আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ অর্থাৎ তাহাদের বড়ই আয়েশ-আরামের জিন্দেগী ছিল। ফল-মূল ও শস্যাদির প্রাচুর্য ছিল। যাহা ইচ্ছা খাইতে পাইত ও যেইরূপ ইচ্ছা পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। তাহাদের ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। সকল শহরেই তাহাদের শাসন চালু ছিল। সহসা এক সকালে দেখা গেল তাহাদের সকল কিছুই বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা দুনিয়া ছাড়িয়া জাহান্নামে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তন ছিল। তারপর মিসরের ফিরআউন গোষ্ঠীর সেই সব শহর ও কিবতীদের জনপদগুলির উত্তরাধিকারী হইল বনী ইসরাঈলগণ।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ "এবং আমি বনী ইসরাঈলগণকে উহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছিলাম।"

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ۔

"আর আমি উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম সেই সম্প্রদায়কে যাহারা ভূখণ্ডের সর্বত্র ছিল নির্যাতিত। আমি সেই সম্প্রদায়কে ধন্য করিলাম এবং বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে তোমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইল, যেহেতু তাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছিল আর আমি ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায়ের সকল চক্রান্ত ধ্বংস করিলাম এবং তাহাদের অস্তিত্ব রহিল না।"

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ "এভাবেই আমি অপর এক সম্প্রদায়কে উহার উত্তরাধিকারী বানাইলাম।" অর্থাৎ বনী ইসরাঈলগণকে। কিছু আগেই ইহা বলা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ "অতঃপর তাহাদের জন্য না নভোমণ্ডল ক্রন্দন করিল, না ভূমণ্ডল।"

অর্থাৎ তাহারা এমন কোন ভাল কাজ করে নাই যাহা আকাশের দ্বার অতিক্রান্ত করিয়া উপরে যাইত যাহা বন্ধ হইবার ফলে আকাশ আক্ষেপ করিবে। তেমনি পৃথিবীতেও এমন কোন ভূখণ্ড নাই যেখানে তাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করিত এবং উহা এখন হয় না বলিয়া সেই ভূখণ্ডটি আক্ষেপ করিবে। সুতরাং তাহাদের কুফরী, নাফরমানী ও পাপাচারের ব্যাপারে আরও অবকাশ লাভের তাহাদের কোন অধিকার ছিল না।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বান্দার জন্য আকাশে দুইটি দরজা রহিয়াছে। একটি দরজা দিয়া তাহার রিযিক নির্গত হয় ও অপর দরজা দিয়া তাহার কথা ও কাজ প্রবিষ্ট হয়। যখন সে মারা যায় তখন সেই ব্যাপার দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। ফলে উক্ত দরজা দুইটি তাহার জন্য ক্রন্দন করে।" অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ অবশেষে বলেন, ফিরআউন সম্প্রদায় পৃথিবীর বুকে এমন কোন নেক কাজ করে নাই যাহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদিবে এবং তাহাদের এমন কোন নেক কাজ বা পুণ্যকর্ম ছিল না যাহা আকাশে আরোহন করিবে আর উহা বন্ধ হওয়ার ফলে আকাশ কাঁদিবে।

মূসা ইব্‌ন উবায়দা আর বারজীর সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)ও উহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... শুরাইহ্ ইব্‌ন উবাইদ হাযরামী (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "নিশ্চয় অসহায় অবস্থায় ইসলামের যাত্রা শুরু এবং শীঘ্রই উহা অসহায় অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবে। তবে জানিয়া রাখ, মু'মিন কখনো অসহায় হয় না। এমন কোন মু'মিন নাই যে অসহায় অবস্থায় মারা যায় এবং তাহার জন্য কেহ কাঁদিবার থাকে না। জানিয়া রাখ, পৃথিবী ও আকাশ তাহার জন্য কাঁদে।" অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, পরিশেষে তিনি বলেন, আকাশ ও পৃথিবী কোন কাফিরের জন্য কাঁদে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....উবায়দ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (ক)-কে প্রশ্ন করিল, আকাশ ও পৃথিবী কি কারো জন্য কাঁদে? তদুত্তরে তিনি বলেন, তুমি এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ যাহা ইতিপূর্বে আমাকে আর কেহ করে নাই। নিশ্চয় সেই ব্যক্তির জন্য কাঁদে যে পৃথিবীকে মুসাল্লা বানাইয়াছে আর যাহার আমল আকাশে পৌছাইয়াছে। অথচ ফিরআউন গোষ্ঠী না পৃথিবীর বুকে কোন নেক কাজ করিয়াছে, না আকাশে তাহাদের কোন নেক আমল উত্থিত হইয়াছে। অতঃপর আলী (রা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আবুল আব্বাস! আপনি কি আল্লাহ্ পাকের فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ আয়াতটি দেখিয়াছেন ? আকাশ ও পৃথিবী কি কাহারো জন্য কাঁদে ? তিনি জবাবে বলিলেন, হাঁ, এমন কোন লোক নাই যাহার জন্য আকাশে দরজা রাখা হয় নাই। এক দরজা দিয়া তাহার রিযিক আসে ও এক দরজা দিয়া তাহার আমল প্রবেশ করিবে। যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন তাহার জন্য নির্ধারিত রিযিক ও আমলের দরজা দুইটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন আকাশ উহা হারাইবার শোকে কাঁদে। তেমনি পৃথিবীকে মুসাল্লা বানাইয়া সে সালাত আদয় করিয়াছে ও যিকির আযকার করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে উহা বন্ধ হওয়ায় পৃথিবী কাঁদে। পক্ষান্তরে ফিরাউন গোষ্ঠীর না পৃথিবীতে কোন ভাল কাজের চিহ্ন আছে, না আকাশে তাহাদের কোন ভাল কাজ পৌছিয়াছে। ফলে আকাশ ও পৃথিবী তাহাদের জন্য কাঁদে নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফীও অনুরূপ বর্ণনা করেন। সুফিয়ান ছাওরী (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এইরূপ বলা হইত যে, পৃথিবী কোন মু'মিনের জন্য চল্লিশ সকাল কাঁদে।

মুজাহিদ ও সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (র) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

মুজাহিদ (র) আরও বলেন ঃ এমন কোন মৃত মু'মিন নাই যাহার জন্য আকাশ ও পৃথিবী চল্লিশ সকাল কাঁদে না। আমি প্রশ্ন করিলাম, পৃথিবী কি কাঁদে? তিনি জবাব দিলেন, তুমি কি অবাক হইতেছ? কেন পৃথিবী আল্লাহ্র সেই বান্দার জন্য কাঁদিবে না, যে লোক রুকূ-সিজদা দ্বারা পৃথিবীর বুক আবাদ করিল? কেনই বা আকাশ তাহার জন্য কাঁদিবে না, যে লোক আল্লাহ্র তাকবীর ও তাসবীহ্ দ্বারা আকাশকে সেভাবেই গুঞ্জরিত করিল যেভাবে মধুমক্ষিকা পৃথিবীকে গুঞ্জরিত করে।

কাতাদা (র) বলেন, যাহাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাহারা সহজগ্রাহ্য। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর জন্মলগ্ন হইতে আকাশ দুইজন ব্যতীত কাহারো জন্য কাঁদে নাই। আমি উবায়েদকে প্রশ্ন করিলাম, আকাশ ও পৃথিবী কি মু'মিনের জন্য কাঁদে না? তিনি জবাব দিলেন, উহাতে শুধু আকাশের সেই দরজাটি যাহা দ্বারা আমল প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর বলিলেন, তুমি কি জান আকাশের কান্না কিরূপ ? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, উহা লাল হয় এবং পক্ক পত্রের ন্যায় হরিদ্র বর্ণ ধারণ করে। যখন ইয়াহিয়া ইব্ন যাকারিয়া (আ) শহীদ হইলেন তখন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল এবং লোহিত কণিকা বর্ষণ করিল। তেমনি ইমাম হুসাইন ইব্ন আলী (রা) যখন শহীদ হইলেন, তখনও আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

আলী ইব্ন হুসাইন (র) ..... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন হুসাইন ইব্ন আলী (রা) শহীদ হইলেন, তখন হইতে চার মাস অবধি আকাশের প্রান্তদেশ রক্তিম বর্ণ ছিল। ইয়াযীদ বলেন, উহার রক্তিম বর্ণ হওয়াই উহার ক্রন্দন করা। সুদ্দী (র) কবীর গ্রন্থে ইহা বলিয়াছন।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, আকাশের প্রান্তদেশ লাল রঙ হওয়াই আকাশের কান্না।

ইমাম হুসাইন (রা)-এর হত্যার ব্যাপারে এইরূপ আলোচনাও রহিয়াছে যে, এমন কোন পাষাণ হৃদয় হয় নাই যাহার নীচে রক্ত পাওয়া যায় নাই। সেই মুহূর্তে সূর্যগ্রহণ দেখা দেয়। আকাশের প্রান্তভাগ রক্তে রঞ্জিত হল এবং পাথর খসিয়া খসিয়া পড়ে। অবশ্য এই ধরনের বর্ণনা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

এই কথা স্পষ্ট যে, এইগুলি হইল শিয়াদের উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত মিথ্যা কাহিনী। ব্যাপারটিকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখানোর জন্য ইহা করা হইয়াছে। ইমাম হুসাইন (রা) যে অনেক বড় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি উপরোক্ত বানোয়াট কাহিনীগুলি আদৌ সত্য নয়। হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের চাইতেও বড় ঘটনা ইহার আগে ঘটিয়াছে। তাঁহার পিতা হযরত আলী (রা)-ও শহীদ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বসম্মতভাবেই তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে

সর্বসম্মতভাবেই তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁহার বেলায় অনুরূপ কিছু ঘটে নাই। উসমান ইব্ন আফফান (রা)-ও অবরুদ্ধ থাকিয়া মজলুম অবস্থায় শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেলায়ও কিছু ঘটে নাই। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের মিহরাবে ফজরের নামাযের সময়ে শহীদ হইয়াছেন। মুসলমানদের উপর এত বড় মুসিবত ইহার আগে দেখা দেয় নাই। তখনও সেরূপ কিছু ঘটে নাই। এমনকি গোটা মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠতমরূপে বিবেচিত, তাঁহার ইন্তিকালেও উক্ত ঘটনাবলীর একটিও ঘটে নাই। তদুপরি যেদিন রাসূল (সা)-এর পুত্র ইবরাহীম মারা গেলেন সেদিন সূর্যগ্রহণ হইল। সকলে বলাবলি করিতেছিল যে, রাসূল-তনয়ের মৃত্যুর কারণে ইহা ঘটিয়াছে। রাসূল (সা) সালাতিল কসূফ পড়াইলেন। অতঃপর সমবেত জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে বলিলেন, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ কোন লোকের জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষে হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ- مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ-

অর্থাৎ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলগণের উপর তাঁহার অশেষ ইহসানের কথা বলিতেছেন। যেমন তিনি তাহাদিগকে ফিরআউনের হাতে বন্দীদশায় লাঞ্ছনাকর ও চরম নির্যাতিত জীবন যাপন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। বিশেষত ফিরআউন তাহাদিগকে চরম অবমাননাকর ও কষ্টদায়ক কাজে নিয়োজিত রাখিত। আল্লাহ্ পাক তাহা হইতে তাহাদিগকে রেহাই দিলেন। তারপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَانَ عَالِيًا

অর্থাৎ সেই ফিরআউনের হাত হইতে তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন যে ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক ও চরম অত্যাচারী।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ নিশ্চয় ফিরআউন পৃথিবীর বুকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ- "অতঃপর তাহারা দাম্ভিকতা দেখাইল এবং অত্যাচারী সম্প্রদায়ে পরিণত হইল।" অর্থাৎ শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নিল এবং নিজের ক্ষেত্রে লাগামছাড়া হইল।

অতঃপর এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ-

"আর নিঃসন্দেহে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলগণকে সকল সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দান করিয়াছিলাম।"

মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সৃষ্ট সকল মানবকুলের উপর।

কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের উপর। যেমন আল্লাহ্ পাক হযরত মরিয়ম (আ)-কে বলেন ঃ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ

"তোমাকে আমি সমগ্র নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলাম।"

অর্থাৎ তাঁহার যুগের নারীকুলের উপর। কারণ, হযরত খাদীজা (রা) মর্যাদার ক্ষেত্রে হয় তাঁহার উপরে অথবা সমমর্যাদার। তেমনি ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম হয় তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ অথবা সমমর্যাদার। সকল খাদ্যের উপর ছারীদের যে মর্যাদা তেমনি মর্যাদা হইল নারীকুলের উপর হযরত আয়িশা (রা)-এর।

ইহা এইরূপ যেমন বলা হয়, অমুক হইলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম বা জ্ঞানী এবং প্রত্যেক যুগেই উহা থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ قَالَ يَامُوْسَىٰ اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ। "তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে মানককুলের শ্রেষ্ঠরূপে মনোনীত করিলাম।"

অর্থাৎ তৎকালীন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ। পরিশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاٰتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْاٰيَاتِ। অর্থাৎ নিদর্শনাবলী ও দলীল-প্রমাণ এবং অলৌকিক ক্ষমতা।

مَافِيْهِ بَلٰؤٌا مُّبِيْنٌ অর্থাৎ ইহা ছিল সুস্পষ্ট নির্বাচনী পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কাহারা পাশ করে তাহাই হইল দেখার বিষয়।

(٣٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

(٣٥) اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝

(٣٦) فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٧) اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ اَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৩৪. উহারা বলিয়াই থাকে,

৩৫. 'আমাদিগের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হইব না।

৩৬. 'অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।'

৩৭. শ্রেষ্ঠ কি উহারা, না তুব্বা সম্প্রদায় ও ইহাদিগের পূর্ববর্তীরা? আমি ইহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, অবশ্যই উহারা ছিল অপরাধী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদস্বরূপ বলেন ঃ তাহারা পুনরুত্থান ও পরকালকে অস্বীকার করে এবং তাহারা ভাবে, এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন এবং এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নাই, পুনরুত্থান ও হাশর-নশর বলিতে কিছুই নাই। তাহারা প্রমাণস্বরূপ বলে, তাহাদের মৃত পূর্ব পুরুষরা কেহই ফিরিয়া আসে নাই। যদি পুনর্জীবন সত্যই হয় তাহা হইলে ঃ فَأْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

অর্থাৎ আমাদের বাপ দাদাগণকে ফিরাইয়া আন, তাহা হইলে তোমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

মূলত ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি। ইহা একটি ভিত্তিহীন সংশয়। কারণ পুনরুত্থান বা পুনর্জীবন লাভ ইহকালে ঘটিবে না, ঘটিবে পরকালে। বরং পার্থিব জীবন ধারার পরিসমাপ্তি, পৃথিবী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হওয়ার পর সেই নতুন জীবনধারা শুরু হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা নতুনভাবে জগত ও জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটাইবেন। তখন তিনি জালিমগণকে জাহান্নামের কাষ্ঠ বানাইবেন। সেদিন এই উম্মত মানব জাতির ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবে ও তাহাদের রাসূল তাহাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার ও সতর্ক করার জন্য বলেন, অতীতে যে সকল সম্প্রদায় তাহাদের মত পরকাল অস্বীকার করে ও কুফরে লিপ্ত হইয়াছে, যেমন তুব্বা সম্প্রদায় এবং তাহারা সাবিঈ ছিল। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করিয়াছেন। তাহাদের শহর ও জনপদ উহার সৌধরাজিসহ বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। সূরা সাবায় ইহা আলোচিত হইয়াছে। তাহারা এই মুশরিকদের মত পরকালকে অস্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য বিদ্যমান।

তুব্বা সম্প্রদায় আরবের কাহতান গোত্রের লোক ছিল। যেরূপ ইহারা আদনান গোত্রের লোক। তারা মূলত হিময়ারী ও সাবিঈ ছিল। তাহাদের যিনি বাদশাহ হইবেন তাহার উপাধি ছিল তুব্বা। যেমন পারস্য সম্রাটের উপাধি ছিল খসরু ও রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল কায়সার এবং মিসরের কাফির অধিপতিদের উপাধি ছিল ফিরআউন। তেমনি আবিসিনিয়ার সম্রাটের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। এইগুলি ছিল বিভিন্ন অধিপতির স্বতন্ত্র পরিচয়বাহী খেতাব।

ঘটনাক্রমে কোন এক তুব্বা একবার ইয়ামান হইতে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন; এমনকি তিনি সমরকন্দ পর্যন্ত জয় করিলেন। ফলে তাহার সাম্রাজ্য শক্তিশালী হইল। সাম্রাজ্যের পরিধি সুবিস্তৃত হইল। বিশাল সৈন্য বাহিনী সৃষ্টি হইল। বহু শহর ও জনপদ

পদানত হইল। তাহার প্রজা পাইকের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি হেরাত প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করিলেন। ঘটনাক্রমে তাহাকে মদীনা অতিক্রম করিতে হইল। তখন ছিল জাহেলী যুগ। তিনি মদীনা জয়ের ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু উহার অধিবাসীরা বাধা দিল। তাহারা দিনভর যুদ্ধ করিলেন। রাত্রে তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিলেন এবং যুদ্ধ বন্ধ করিলেন। মদীনার দুইজন ইয়াহুদী পাদ্রী তাহার সহচর হইলেন। তাহারা তাহাকে পরামর্শ দিলেন এবং জানাইলেন যে, এই শহর তাহার দখলে রাখা সম্ভব নহে। কারণ আখেরী যমানার নবীর হিজরতগাহ হইবে এই শহর। ইহা শুনিয়া তিনি শহর অবরোধ প্রত্যাহার করিলেন এবং ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয়কে তাহার সঙ্গে ইয়ামান নিয়া চলিলেন। পথিমধ্যে মক্কা নগরী পড়িল। তিনি কা'বা ঘর ধ্বংস করার মনস্থ করিলেন। পাদ্রীদ্বয় নিষেধ করিলেন। তাহারা তাহাকে কা'বা ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝাইলেন। তাহারা তাহাকে জানাইলেন, এইসব হযরত ইবরাহীম (আ) তৈয়ার করেন। অবশেষে শীঘ্রই এই ঘর আখেরী যমানার শেষ নবীর হাতে অশেষ মর্যাদায় ভূষিত হইবে। ইহা শুনিয়া কা'বা ঘরকে সম্মান দেখাইলেন, উহা তাওয়াফ করিলেন ও সকলে মিলিয়া উহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। অতঃপর তাহারা ইয়ামানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর দেশবাসীকে তিনি তাহার সাথে মিলিয়া ইয়াহুদী ধর্মে দীক্ষা নেয়ার আহ্বান জানাইলেন। ইহা ছিল ঈসা (আ) আগমনপূর্ব ঘটনা। তখন ইয়াহুদী ধর্মই ছিল সত্য ধর্ম। বাদশাহর আহ্বানের সমগ্র ইয়ামানবাসী ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিল।

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাহার সীরাত গ্রন্থে উপরোক্ত ঘটনা সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া হাফিজ ইব্ন আসাকির উক্ত ঘটনার ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রদান করেন। উহাতে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়াও অনেক কথা বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, উজতুন্না (বাদশাহ) দামেশক ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া দামেশক অভিযানে যান তখন উহার লাইন ইয়ামন হইতে দামেশক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতঃপর তিনি এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন।

আব্দুর রাযযাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী (সা) বলেন, হদ্দ এর শাস্তি বিধান গুনাহের কাফ্ফারা হয় কি না তাহা আমি জানি না। ইহাও জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত কি না। জুলকারনাইন নবী ছিলেন, না বাদশাহ ছিলেন তাহাও জানি না। অপর একজন বলেন, উযাইর নবী ছিলেন কিনা তাহাও অজ্ঞাত।

অনুরূপ ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবদুর রায্যাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। দারে কুতনী বলেন, আবদুর রায্যাক ছাড়া উহা আর কেহই বর্ণনা করে নাই।

অতঃপর ইব্ন আসাকির (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উযাইর নবী ছিলেন কিনা আমি জানি না এবং ইহাও জানি না যে, তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা ?

অতঃপর তিনি তুব্বাকে গালি বা অভিশাপ দিতে নিষেধ করিয়া যেসব বর্ণনা আসিয়াছে তিনি তাহা উদ্ধৃত করেন। শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইবে।

মূলত ব্যাপারটি আল্লাহ্ই ভাল জানেন। তিনি কাফির ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি তদানীন্তন ইয়াহুদী পাদ্রীদের হাতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্র দীন কবুল করিয়াছেন। সেই যুগে উহাই ছিল সত্য ধর্ম। উহা ছিল প্রাক-মাসিহী যুগ। জুরহমদের যুগে তিনি হজ্জব্রত পালন করেন এবং কা'বা ঘরকে রেশমের কালো পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। অতঃপর উহার সন্নিহিত স্থানে ছয় হাজার উট কুরবানী করেন। এইভাবে তিনি কা'বা ঘরকে অত্যন্ত মর্যাদা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান প্রত্যাবর্তন করেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির বিভিন্ন সূত্রে এই সম্পর্কে সুবিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি উবাই ইব্ন কা'ব, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও কা'ব আল আহবারের সূত্রে বর্ণনাগুলি সংগ্রহ করেন। কা'ব আল আহবার ও আবদুল্লাহ ইব্ন সালামই এই সকল বর্ণনার মূল সূত্র। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। ওয়াদার ইব্ন মুনাব্বাহ ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও সীরাত গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। দীর্ঘ বহুকালের বর্ণনা পরম্পরায় পরিশেষে ইব্ন আসাকিরের কাহিনীতে কিছু সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কুরআন পাকে যে তুব্বার কওমের কাহিনীর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাতে উক্ত তুব্বার কওমের সবাই সত্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত তুব্বার কওম পরবর্তীকালে বিভ্রান্ত হইয়া অগ্নি পূজা ও প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হইয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন। সূরা সাবায় উহা বর্ণিত হইয়াছে এবং সেখানে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য।)

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ তুব্বা কা'বা ঘরকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়াছেন। তাই সাঈদ তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিতেন। এই তুব্বা হইলেন মধ্যবর্তীকালীন তুব্বা। তাহার নাম ছিল আসআদ আবূ কুরাইব ইব্ন মালদিকাবার ইয়ামানী। কথিত আছে, তিনি তিনশত ছাব্বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। হিময়ারী শাসকদের অন্য কেহই এইরূপ দীর্ঘকাল শাসন করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে তিনি মারা যান।

কথিত আছে যে, মদীনার ইয়াহুদী পাদ্রীদ্বয় যখন তুব্বাকে জানাইলেন যে, এই আখেরী যমানার নবী হিজরত করিয়া আসিয়া ঠাঁই নেবেন এবং তাঁহার নাম হইবে

আহমদ। তখন তিনি তাঁহার উপর কবিতা রচনা করেন এবং উহা মদীনাবাসীর কাছে রাখিয়া যান। অতঃপর বংশপরম্পরায় মদীনাবাসী উহা সংরক্ষণ করেন। উহার সর্বশেষ সংরক্ষক হইলেন আবূ আইয়ুব খালিদ ইব্ন যায়দ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বাড়ীতে অবতরণ করিয়াছিলেন। কবিতাটি এই ঃ

شهدت علی احمد انه * رسول من الله با ری النسم
فلو مد عمری الی عمره * لکنت وزیراله و ابن عم
وجاهدت بالسیف اعدائه * وفرجت عن صدره کل غم

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আহমদ সেই আল্লাহ্র রাসূল যিনি জীবন দাতা। আমি যদি তাঁহার যুগ পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতাম তাহা হইলে তাঁহার উযীর ও ভ্রাতুষ্পুত্র হইতাম। আর তাঁহার শত্রুর বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদে অবতীর্ণ হইতাম এবং তাঁহার অন্তর হইতে সকল দুঃখ-দুর্ভাবনা অপনোদন করিতাম।

ইব্ন আবুদ দুনিয়া বলেন যে, ইসলামের আগমনের পর সানআয় একটি কবর খুঁড়িয়া দুইজন মহিলার অক্ষত লাশ পাওয়া গেল। তাহাদের মাথার ভাগে রৌপ্য ফলকে স্বর্ণের অক্ষরে লেখা ছিল ঃ ইহা হুয়াই ও লুয়াইছ এর কবর, তুব্বার দুহিতাদ্বয়। তাহারা সাক্ষ্য দিত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং তাহারা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিত না আর এইভাবে তাহাদের পূর্বেও নেক্কারগণ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আমি সূরা সাবায় এই ব্যাপারে সাঈদের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কা'ব তুব্বা সম্পর্কে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, তিনি একজন নেক্কার ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পরবর্তী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাকে নিন্দা করেন নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলিতেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ আস্ সাঈদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তুব্বাকে গালি দিও না। নিশ্চয় সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন কা'আব হইতে তাঁহার মুসনাদ সংকলনে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

তাবারানী (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তুব্বাকে মন্দ বলিও না। সে নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্দুর রায্‌যাক (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুব্বা কি নবী ছিলেন, না অন্য কিছু তাহা আমার জানা নাই।

ইব্‌ন আসাকিরের উদ্ধৃত ইব্‌ন আবূ হাতিমের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনায়ও বলা হইয়াছে ঃ তুব্বা অভিশপ্ত ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। ইব্‌ন আসাকির ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মাওকুফ রূপে বর্ণনা করেন।

আব্দুর রাযযাক (র) .....আতা ইব্‌ন আবূ রুবাহ হইত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ তুব্বাকে মন্দ বলিও না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ)।

(٣٨) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ○

(٣٩) مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٠) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ○ۙ

(٤١) يَوْمَ لَا يُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○ۙ

(٤٢) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই;

৩৯. আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই ইহা জানে না।

৪০. সকলের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে উহাদিগের বিচার দিবস।

৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসিবে না এবং উহারা সাহায্যও পাইবে না।

৪২. তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন তাহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, তিনি যাহা কিছু করেন সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে করেন। তাঁহার এই সৃষ্টি জগত নেহাত খেয়াল খুশীর খেল

তামাশার জন্য সৃষ্টি করেন নাই এবং ইহার কোনটিই অহেতুক ফালতু কাজ হিসাবে করা হয় নাই। কারণ তিনি সেইরূপ কাজ হইতে মুক্ত ও পবিত্র।

যেমন অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَالِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ۔

অর্থাৎ আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহার মধ্যকার সকল কিছু অহেতুক সৃষ্টি করি নাই । ইহা কেবল কাফির সম্প্রদায় মনে করে। অনন্তর সেই কাফির সম্প্রদায়ের জন্য আক্ষেপের জাহান্নাম। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ۔ فَتَعَالَ اللّٰهُ الْحَقُّ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ۔

অর্থাৎ তোমরা কি ভাবিয়াছ যে, আমি তোমাদিগকে নিরর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে না ? অনন্তর মহান আল্লাহ্ সত্যনিষ্ঠ। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই; তিনি মহামর্যাদাকর আরশের রব।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকুলের সকল ঝগড়ার মীমাংসা করিবেন। সেদিন তিনি কাফিরগণকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনগণকে পুরস্কৃত করিবেন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ পূর্ব ও পরের সকল মানবগোষ্ঠীকে তিনি সেদিন বিচারের জন্য সমবেত করিবেন।

يَوْمَ لاَيُغْنِىْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْئًا অর্থাৎ কোন বন্ধু অপর বন্ধুর কোন উপকারে আসিবে না।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَيَتَسَاءَ لُوْنَ অর্থাৎ সেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হইবে, সেদিন কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক থাকিবে না এবং কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না।

যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلاَيَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ অর্থাৎ ভাই-বন্ধুরা ভাই-বন্ধুদের খবর নেবে না, অথচ তাহারা সকলেই সকলকে দেখিতে পাইবে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ অর্থাৎ ঘনিষ্টরা যেমন ঘনিষ্টদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে না, তেমনি বাহির হইতেও তাহারা কোন সাহায্য পাইবে না।

অবশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ অর্থাৎ সেদিন একমাত্র আল্লাহ্‌র রহমত ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা কেহ উপকৃত হইবে না। إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ অর্থাৎ তিনি মহা প্রতাপান্বিত, অনন্ত দয়াশীল।

(٤٣) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ○

(٤٤) طَعَامُ الْأَثِيمِ ○

(٤٥) كَالْمُهْلِ ۛ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ○

(٤٦) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ○

(٤٧) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ○

(٤٨) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ○

(٤٩) ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ○

(٥٠) إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ○

৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হইবে—

৪৪. পাপীর খাদ্য;

৪৫. গালিত তাম্রের মত; উহা উদরে ফুটিতে থাকিবে

৪৬. ফুটন্ত পানির মত।

৪৭. উহাকে ধর ও টানিয়া লইয়া যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে;

৪৮. অতঃপর উহার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢালিয়া শাস্তি দাও—

৪৯. এবং বলা হইবে, 'আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।'

৫০. 'ইহা তো উহাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করিতে।'

তাফসীর ঃ যেই সকল লোক আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়ার কথায় সংশয় পোষণ করিত সেইসব কাফিরের জন্য নির্ধারিত শাস্তি সম্পর্কে এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন।

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ অর্থাৎ যাক্কুম বৃক্ষ সেই পাপীকুলের খাদ্য হইবে যাহারা কথায় ও কাজে সুস্পষ্ট কাফির। একাধিক তাফসীরকার বলিয়াছেন, আবূ জাহিলকে লক্ষ্য করিয়া এই আয়াত নাযিল করা হইয়াছে। সন্দেহ নাই যে, আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের তালিকায় সেও অন্তর্ভুক্ত। তবে শুধু তাহার জন্য এই আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্‌ন জারীর (র) .... হাসান ইব্‌ন হারিছ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ দারদা (রা)-এর সামনে এক ব্যক্তি পড়িতেছিল ঃ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ

অতঃপর সে ব্যাখ্যা করিল- طَعَامُ الْيَتِيْمِ অর্থাৎ ইয়াতীমের খাদ্য। তখন আবূ দারদা (রা) বলিলেন, পড় طَعَامُ الْفُجْرِ অর্থাৎ পাপীদের ইহা ছাড়া কোন খাদ্য নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যদি যাক্কূম বৃক্ষের এক ফোঁটা কশ পৃথিবীতে পড়িত তাহা হইলে পৃথিবীর পরিবেশ এরূপ দূষিত হইত যে, মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হইত। মারফূ ধরনের একটি বর্ণনা পূর্বেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

كَالْمُهْلِ অর্থাৎ গরম তৈল।

يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلِىْ الْحَمِيْمِ অর্থাৎ উহার উত্তাপ ও ব্যাপ্তি।

خُذُوْهُ অর্থাৎ কাফিরকে পাকড়াও কর। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক যখন এই নির্দেশ দিবেন তখন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাদের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

فَاعْتِلُوْهُ অর্থাৎ তাহাকে সম্মুখ হইতে হেঁচড়াইয়া ও পিছন হইতে ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ অর্থাৎ তাহাকে ধর ও ধাক্কাইয়া লইয়া যাও।

কবি ফারাযদাক বলেন ঃ

ليس الكرام بنا حليك اياهم * حتى ترد الى عطية تعتل

"তাহাদের পৈত্রিক অবদানের বংশ মর্যাদা কোন মর্যাদা নয়, যদি উহার পরিণতি হয় পারলৌকিক গলা ধাক্কা।"

اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যখানে।

ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ অর্থাৎ তারপর তাহার মাথায় শাস্তিদায়ক গরম পানি প্রবাহিত কর।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَافِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

অর্থাৎ 'তাহাদের মাথায় গরম পানি ঢালা হইবে। উহার ফলে তাহাদের পেটের নাড়িভূঁড়ি ও দেহের চামড়া খসিয়া খসিয়া পড়িবে।' পূর্বেও বর্ণিত হইয়াছে যে, দোযখের দারোগা পাপী পেলেই লোহার হাতুড়ী দ্বারা পিটাইবে এবং তাহার মাথার উপর দিয়া এইরূপ গরম পানি প্রবাহিত করিবে যে, তাহার মগজ ও পেটের নাড়িভূঁড়ি গলিয়া পায়ের দুই টাখনু দিয়া প্রবাহিত হইবে। আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে এইরূপ শাস্তি হইতে আশ্রয় দান করুন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য- ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ তাহাকে তোমরা ধিক্কার ও তিরস্কার স্বরূপ বল যে, এখন মজা বুঝ, তুমি তো মহাপ্রতিপত্তি ও মহা মর্যাদাবান ব্যক্তি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন, ইহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না প্রতাপশালী আর না তুমি মর্যাদাবান।

উমুবী তাঁহার মাগাযী গ্রন্থে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জেহেলের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ পাক আমাকে এই কথা বলার নির্দেশ দিয়াছেন ঃ 'আওলা লাকা ফাআওলা, ছুম্মা আওলা লাকা ফাআওলা।' অমনি আবূ জেহেল তাঁহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিল, 'এখন তোমার আর তোমার প্রভুর কি শক্তি আছে আমার কোন কিছু করার? আর তুমি কি জান আমি মক্কাবাসীদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং আমি মহাপ্রতাপান্বিত ও মহা মর্যাদাবান।' অতঃপর আল্লাহ্র মর্যীতে সে বদরের যুদ্ধে অত্যন্ত লাঞ্ছনাকরভাবে নিহত হইল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাকে তিরস্কার করিয়াই আয়াত নাযিল করেন ঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ "স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো বড়ই সম্মানিত নেতা।"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ অর্থাৎ ইহা সেই ব্যাপার যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দিহান ছিলে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هٰذِهِ النَّارُ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ- اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَاتُبْصِرُوْنَ-

"যেদিন তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে ডাকার মত ডাকা হইবে, (বলা হইবে) এই সেই জাহান্নাম যাহাকে তোমরা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে। ইহা কি কোন যাদুকরী ব্যাপার, না তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে।"

এখানেও তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ إِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ "নিশ্চয় ইহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিতেছিলে।"

(٥١) إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ ۙ

(٥٢) فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۚۙ

(٥٣) يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ۚۙ

(٥٤) كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۗ

(٥٥) يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ۙ

(٥٦) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۙ

(٥٧) فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(٥٨) فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

(٥٩) فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ○

৫১. মুত্তাকীরা থাকিবে নিরাপদ স্থানে–

৫২. উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে,

৫৩. তাহারা পরিধান করিবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং মুখামুখী হইয়া বসিবে।

৫৪. এইরূপই ঘটিবে; উহাদিগকে সঙ্গিনী দিব আয়তলোচনা হূর;

৫৫. সেথায় তাহারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল আনিতে বলিবে।

৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর তাহারা সেথায় আর মৃত্যু আস্বাদন করিবে না। তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন–

৫৭. তোমার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে। ইহাই তো মহাসাফল্য।

৫৮. আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে।

৫৯. সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, উহারাও তো প্রতীক্ষমান।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পাশাপাশি এখানে পুণ্যবানদের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। এই কারণেই কুরআনকে 'মাছানী' নাম দেওয়া হইয়াছে।

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ দুনিয়ায় যাহারা খোদভীরু হয়।

فِيْ مَقَامٍ أَمِيْنٍ অর্থাৎ পরকালে তাহারা নিরাপদ নিবাস জান্নাতের অধিবাসী হয়। সেই নিবাসে না মৃত্যু আছে, না উহা হইতে তাহাদের বহিষ্কার আছে। সেখানে কোনরূপ দুশ্চিন্তা, দুঃখ-দুর্ভাবনা, আক্ষেপ-আহাজারীর বালাই নাই। এমনকি শয়তানী ষড়যন্ত্র ও সর্ববিধ বিপদাপদ হইতে উহা মুক্ত।

فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ অর্থাৎ পাপীরা যখন যাক্কুম ফল ভক্ষণ করিবে ও তপ্ত পানিতে ঝলসিত হইবে তখন তাহারা উহার বিপরীতে ঝরণা-নহর পরিবেষ্টিত বাগ-বাগিচায় বিচরণ করিবে।

يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ অর্থাৎ অতি উঁচুমানের রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবে। যেমন জামা ইত্যাদি।

وَّاِسْتَبْرَقٍ অর্থাৎ চমকদার ঝলকানো পোষাক। ইহা যেমন জামার উপর নকশীদার কোন কিছু পরিধান করা হয়।

مُتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সামনা-সামনি বসিবে এবং কেহ কাহারও দিকে পিঠ ফিরাইয়া বসিবে না।

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ উপরোক্ত পুরস্কারের সাথে এই পুরস্কারও রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে সেই সকল হূরদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে যাহারা ডাগর চোখের অনিন্দ্য সুন্দরী নারী এবং যাহাদিগকে পূর্বে কোন জ্বিন বা মানব স্পর্শ করে নাই। তাহারা ইয়াকূত ও মারজান পাথরের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর। ভাল কাজের প্রতিদান ভাল কিছু ছাড়া হইতে পারে ?

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "যদি কোন হূর গভীর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে থুথু ফেলে তাহা হইলে উহাতে পানি মিষ্টি মধুর হইয়া যাইবে।" নূহ মারফূ সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ অর্থাৎ সেখানে জান্নাতীরা যখন যে ফলমূল খাইতে ইচ্ছা করিবে উহা বলামাত্র তাহাদের নিকট হাযির হইয়া যাইবে। উহা পাড়িয়া বা তুলিয়া আনা কিংবা কাটিয়া, ছিঁড়িয়া খাওয়ার কোন ঝামেলা থাকিবে না।

لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ এখানে ইস্তিছনা দ্বারা জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, যে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহারা এখানে পৌছিয়াছে উহাই তাহাদের শেষ মৃত্যু। এখানে তাহাদের আর কোন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে না। যেমন সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃত্যুকে একটি সুন্দর সুস্বাদুরূপে আনয়ন করিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে রাখিয়া উহা জবেহ করা হইবে এবং বলা হইবে, হে জান্নাতীবৃন্দ! স্থায়ীভাবে বাস কর, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই। আর হে জাহান্নামীগণ! স্থায়ীভাবে থাক, অতঃপর কোন মৃত্যু নাই।

সূরা মরিয়মের তাফসীরে এতদসম্পর্কিত হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে।

আব্দুর রায্যাক (র) ..... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীগণকে বলা হইবে, তোমাদের জন্য স্থায়ী সুস্থতা নির্ধারিত হইল, তাই কখনও রুগ্ন হইবে না। তোমাদিগকে স্থায়ী জীবন দান করা হইল, তাই কখনও মৃত্যুবরণ করিবে না, তোমাদের জন্য চির স্বাচ্ছন্দ্য প্রদত্ত হইল, তাই আর কোন দুর্দিন দেখিবে না, তোমাদিগকে চির যৌবন দান করা হইল, তাই আর কখনও বার্ধক্য দেখা দিবে না।

আবদুর রায্যাক (র) হইতে আবূ ইব্ন হুমায়েদ ও ইসহাক ইব্ন রাহবিয়ার সূত্রে ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ সিজিস্তানী (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ করিল। সেখানে চির স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হইবে, কোন দুঃখ-কষ্ট থাকিবে না। সেখানে অমর হইবে। মৃত্যু দেখিবে না, সেখানে বস্ত্র জীর্ণ হইবে না ও যৌবন বিলুপ্ত হইবে না।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল বেহেশতীরা কি নিদ্রা যাইবে? তিনি জবাবে বলিলেন, নিদ্রা হইল মৃত্যুর ভাই। তাই বেহেশতীরা নিদ্রাও যাইবে না।

আবূ বকর ইব্ন মারদুওয়াই (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা কি ঘুমাইবে? তিনি জবাব দিলেন ঃ "না, ঘুম হইল মরণের ভাই।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ অর্থাৎ উহা বিরাট ও ব্যাপক স্থায়ী নিয়ামত ও সুখ শান্তির সাথে, ইহাও আল্লাহ্ পাকের বিরাট রহমত যে, তিনি তাহাদিগকে ভয়াবহ জাহান্নাম হইতে মুক্তি দিয়াছেন এবং উহার বহুবিধ কষ্টদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। একদিকে যেমন তাহারা কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিয়াছে, অপরদিকে তাহারা অনাকাঙ্ক্ষিত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ কঠিন শাস্তি হইতে তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদর্শনও আল্লাহ্ পাকের বিরাট রহমত ও ইহসান বৈ নহে। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বেশী বেশী করিয়া আমল কর, যত পার নিজদিগকে সংশোধন কর এবং যতখানি সম্ভব আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন কর। আর জানিয়া রাখ, কেহ শুধু তাহার আমল দ্বারা কখনও জান্নাতে যাইবে না। সাহাবারা প্রশ্ন করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও কি যাইবেন না? তিনি বলিলেন, আমিও যাইতে পারিব না যদি না আল্লাহ্ পাকের রহমত ও অনুগ্রহ আমাকে ছায়া দান করে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমার মাতৃভাষায় সহজবোধ্য করিয়া নাযিল করিয়াছি, উহাকে সুস্পষ্ট ও খোলামেলা বর্ণনায় সমৃদ্ধ করিয়াছি, ভাষালংকার ও বাক্য বিন্যাসে অনন্য, সুমধুর ও সর্বোন্নত করিয়াছি।

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ যাহাতে সকলে বুঝিতে ও অনুসরণ করিতে পারে। অতঃপর যাহারা এরূপ সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট বর্ণনা পাইয়াও কুফরী করিল, বিরোধীতা করিল ও ইহার সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইল, তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আশ্বাস প্রদান এবং বিরোধীগণকে শাস্তি ও ধ্বংসের দুঃসংবাদ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন ঃ فَارْتَقِبْ অর্থাৎ অপেক্ষা কর এবং اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ অর্থাৎ শীঘ্রই তাহারা জানিতে পাইবে যে, আল্লাহ্র মদদে দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় ও সাফল্য কাহার জন্য নির্ধারিত । হে মুহাম্মদ! উহা তোমারই জন্য এবং তোমার অন্যান্য নবী-রাসূল ভাইদের জন্য, আর তোমার মু'মিন অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁহার এবং তাঁহার রাসূলগণের জন্য বিজয় নির্ধারণ করিয়া নিয়াছেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ـ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ـ

অর্থাৎ আমি অবশ্যই আমার রাসূলগণকে ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে পার্থিব জীবনে ও বিচার দিবসে সাহায্য করিব। সেদিন জালিমগণের কোন অজুহাত তাহাদের উপকারে আসিবে না এবং তাহাদের জন্য অভিশাপ ও নিকৃষ্ট নিবাস!

সূরা জাছিয়া

৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) حٰمٓ ۚ○

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٣) اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۭ○

(٤) وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۙ○

(٥) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ
فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদিগের জন্য।

৪. তোমাদিগের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদিগের জন্য;

৫. নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মাখলুককে এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহ ও তাঁহার মহান কুদরত লইয়া চিন্তা করে এবং এইগুলির পরিচয় লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। চিন্তা করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বড় শক্তিশালী। তিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং বিভিন্ন প্রকারের মাখলুক সৃষ্টি করিয়াছেন। ফিরিশতা, জ্বিন, পশু-পাখী ও কীট পতঙ্গ ইত্যাদি তাঁহারই সৃষ্টি। সমুদ্রের অসংখ্য প্রাণীর স্রষ্টাও তিনিই, রাতের পর দিবস আর দিবসের পর রাতের আগমন তাঁহারই কুদরত। রাতের অন্ধকার এবং দিবসের আলো তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রয়োজনের সময় আকাশ হইত পরিমিত বৃষ্টি তিনিই বর্ষণ করেন।

আয়াতে বৃষ্টিকে রিয্ক নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ এই বৃষ্টি হইতেই রিয্ক তথা জীবিকা উৎপন্ন হয়।

فَـأَحْـيَـا بِـهِ الْاَرْضَ بَـعْـدَ مَـوْتِـهَـا বৃষ্টি দ্বারা তিনি ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

অর্থাৎ পৃথিবী গাছপালা তরুলতা বিহীন অনুর্বর থাকিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বর্ষার বর্ষণ দ্বারা উহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন।

وَتَـصْـرِيْـفِ الـرِّيـحِ এবং বায়ুর পরিবর্তনে।

অর্থাৎ উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত এবং জলীয় ও শুষ্ক বায়ুতে আল্লাহ্র নিদর্শন রহিয়াছে। কোন কোন বায়ু বৃষ্টি বহন করে, কোন কোন বায়ু আকাশের মেঘমালাকে পানিযুক্ত করিয়া দেয়। কোন কোন বায়ু রূহের খাদ্যে পরিণত হয় আবার কোন কোন বায়ু মানুষের কোন উপকারেই আসে না।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বলিয়াছেন لَاٰيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এই সবকিছু মু'মিনদিগের নিদর্শন। অতঃপর বলিয়াছেন يُوْقِنُوْنَ (বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন) তাহার পর বলিয়াছেন يَعْقِلُوْنَ (জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন) এইখানে একটি সম্মানিত অবস্থা হইতে পর্যায়ক্রমে তাহার চেয়ে সমধিক আরেকটি সম্মানিত অবস্থার দিকে উন্নীত করা হইয়াছে।

এই আয়াতগুলি সূরা বাকারার নিম্ন বর্ণিত আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ইহা হইল ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى
الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ
لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ-

অর্থাৎ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তরণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।

চার উপাদানে মানুষ সৃষ্টি প্রসংগে ইব্ন আবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে দীর্ঘ একটি গরীব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

(٦) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

(٧) وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ○

(٨) يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٩) وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ○

(١٠) مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْئًا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

(١١) هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ○

৬. এইগুলি আল্লাহ্র আয়াত, যাহা আমি তোমার নিকট আবৃত্তি করিতেছি যথাযথভাবে; সুতরাং আল্লাহ্র এবং তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে উহারা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করিবে?

৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর,

৮. যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অথচ ঔদ্ধত্যের সংগে অটল থাকে, যেন সে উহা শুনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

৯. যখন আমার কোন আয়াত সে অবগত হয় সে উহা লইয়া পরিহাস করে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১০. উহাদিগের পশ্চাতে রহিয়াছে জাহান্নাম। উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না, উহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদিগকে অভিভাবক স্থির করিয়াছে উহারাও নহে। উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি।

১১. কুরআন সৎপথের দিশারী, আর যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এইগুলি আল্লাহ্র আয়াত অর্থাৎ ইহা দলিল প্রমাণাদি সমৃদ্ধ আল-কুরআন।

نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ আমি উহা তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করিতেছি অর্থাৎ এই কুরআনকে তোমার নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যথাযথভাবে আবৃত্তি করা হইতেছে। অতঃপর কাফিররা যদি এই কুরআনের উপর ঈমান না আনে এবং ইহার আনুগত্য স্বীকার না করে, আল্লাহ্ ও তাঁহার আয়াতের পরিবর্তে তাহারা আর কোন্ বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ দুর্ভোগ ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর অর্থাৎ যাহারা কথাবার্তায় মিথ্যাবাদী, কাজে কর্মে অসৎ-পাপী এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাসী তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ যে আল্লাহ্র আয়াতের আবৃত্তি শুনে অর্থাৎ তাহার সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হইলে উহা শ্রবণ করে।

ثُمَّ يُصِرُّ অতঃপর অটল থাকে অর্থাৎ পরক্ষণে অবাধ্যতা ও অহমিকাবশত কুফর ও অবিশ্বাসের উপর অটল থাকে।

كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে উহা শুনে নাই فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির।

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি কাফিরদিগকে জানাইয়া দিন যে, কিয়ামতের দিবসে তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করিবে।

وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا যখন আমার কোন আয়াত অবগত হয় সে উহা লইয়া পরিহাস করে।

অর্থাৎ তাহারা কুরআন সম্পর্কে কোন অবগতি লাভ করে, তখন তাহা অস্বীকার করে এবং তাহা লইয়া পরিহাস করে।

اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ কুরআন অস্বীকার করা ও কুরআন লইয়া পরিহাস করার অপরাধে তাহাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে।

এই প্রসংগে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় গ্রন্থে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) হইতে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলিয়াছেন, শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত হইতে পারে এই আশংকায় কুরআন লইয়া শত্রুর দেশে সফর করিতে হুযূর (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর কিয়ামত দিবসের শাস্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ উহাদিগের পশ্চাতে জাহান্নাম রহিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা উক্ত অপরাধে অপরাধী তাহারা কিয়ামতের দিবসে দোযখে প্রবেশ করিবে।

لَايُغْنِىْ عَنْهُمْ مَاكَسَبُوْا شَيْئًا উহাদিগের কৃতকর্ম উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদ বাড়ি-ঘর, সন্তান-সন্ততি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

وَلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ আর আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগকে বন্ধু বানাইয়াছে তাহারাও নয় অর্থাৎ তাহারাও কোন উপকারে আসিবে না।

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং উহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাশাস্তি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, هٰذَا هُدًى ইহা দিশারী অর্থাৎ এই পবিত্র কুরআন মানব জাতির জন্য হিদায়াত ও পথ প্রদর্শক।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ
وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(١٣) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ
فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

(١٤) قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ
قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(١٥) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؗ ثُمَّ اِلٰى
رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

১২. আল্লাহ্ই তো সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আদেশে উহাতে নৌযানসমূহ চলাচল করিতে পারে এবং যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

১৩. তিনি তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীলদের জন্য ইহাতে তো রহিয়াছে নিদর্শন।

১৪. মু'মিনদিগকে বল, 'তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিবেন।'

১৫. যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কর্ম করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে, অতঃপর তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতরাজির কথা উল্লেখ করিতেছেন। لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ যাহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন যাহাতে আল্লাহ্র আদেশে

উহাতে নৌযান চলাচল করিতে পারে। বস্তুত নৌযান বহন করিবার জন্য আল্লাহ্ই সমুদ্রকে নির্দেশ দিয়াছেন। وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ আর যাহাতে তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার।

অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপার্জন ক্ষেত্রে যেন তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করিতে পার, সেই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে তোমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যাহাতে তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অর্থাৎ যেন তোমরা দূর-দুরান্ত হইতে অর্জিত কল্যাণ ও অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞ হও।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ। এবং তিনি তোমাদিগের কল্যাণে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিয়োজিত করিয়াছেন অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ইত্যাদি যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, সব কিছু অনুগ্রহ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদিগের কল্যাণে নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ جَمِيْعًا مِّنْهُ সব কিছু তাঁহারই হইতে। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু একমাত্র আল্লাহ্র দেওয়া। ইহাতে অন্য কাহারো অংশীদারীত্ব নাই, কেউ ইহাতে শরীক নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ

তোমরা যেই সব নিয়ামত ভোগ কর উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে। আর যখন তোমাদিগকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁহারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর।

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

'তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তু।' এই আয়াত প্রসংগে ইব্ন জারীর (র) আওফী (র)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবূ আরাকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আরাকা (র) বলেন, এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট বস্তুকে কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আলো, আগুন, অন্ধকার ও মাটি দ্বারা। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন, আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করো। ফলে লোকটি ইব্ন

আব্বাস (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও একই উত্তর দিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি আবার ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করো যে, আল্লাহ্ এসব কিছু কিসের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন? লোকটি আবার গিয়া জিজ্ঞাসা করার পর ইব্ন উমর (রা) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। অর্থাৎ তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব কিছুই তোমাদের উপকারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহাতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। এই হাদীসটি গরীব ইহাতে আনুকা কথা রহিয়াছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ মু'মিনদিগকে বল, তাহারা যেন ক্ষমা করে উহাদিগকে, যাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির প্রত্যাশা করে না।

অর্থাৎ হে রসূল, আপনি মু'মিনদিগকে বলিয়া দিন যে, তাহারা যেন কাফিরদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তাহাদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফির-মুশরিক ও আহলে কিতাবদের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীতে যখন তাহারা অবাধ্যতা ও জুলুম-নির্যাতনে সীমালংঘন করিয়া ফেলে এবং তাহাদের ধৃষ্টতা চরমে উঠে, তখন মুসলমানদিগকে জিহাদের বিধান দেওয়া হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। لَايَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ তাহারা আল্লাহ্র দিবসগুলির আশা রাখে না— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত লাভ করিতে পারিবে না।

لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ আল্লাহ্ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন। অর্থাৎ মু'মিনগণ যদি কাফিরদিগকে দুনিয়াতে ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা পরকালে তাহাদিগকে তাহাদিগের অপকর্মের প্রতিদান দিবেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

যে সৎকর্ম করে সে তাহার কল্যাণের জন্যই উহা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করিলে উহার প্রতিফল সে-ই ভোগ করিবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইবে। অতঃপর তোমাদের যাবতীয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে পেশ করা হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাল-মন্দ সব ধরনের কাজের প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٦) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ
وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ

(١٧) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

(١٨) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(١٩) اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ
اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

(٢٠) هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১৬. আমি তো বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম এবং দিয়াছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর।

১৭. উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীন সম্পর্কে। উহাদিগের নিকট আসিবার পরও উহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত বিরোধিতা করিয়াছিল, উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের ফয়সালা করিয়া দিবেন।

১৮. ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর; সুতরাং তুমি উহার অনুসরণ কর, অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না।

১৯. আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না, জালিমরা একে অপরের বন্ধু আর আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০. এই কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমত।

তাফসীর ঃ কিতাব অবতীর্ণ করিয়া, রাসূল পাঠাইয়া এবং রাজত্ব দান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলদিগের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

'আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছিলাম এবং উত্তম জীবনোপকরণ দিয়াছিলাম।' এই আয়াতে উত্তম জীবনোপপকরণ দ্বারা রকমারী খাদ্য দ্রব্য ও পানীয়কে বুঝানো হইয়াছে। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এবং আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর উপর।

অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর আমি তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْاَمْرِ এবং উহাদিগকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করিয়াছিলাম দীনের সত্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়াছি। ফলে তাহাদিগের মাঝে অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরস্পর বিদ্বেষবশত তাহারা মতবিরোধ করিয়াছে।

اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۔

উহারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করিত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিবসে সে বিষয়ে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের মাঝে ন্যায় সঙ্গতভাবে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

এই আয়াত দ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের আদর্শ ও নীতি হইতে সরিয়া ইয়াহুদ ও নাসারাদের অনুসরণ না করে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا ইহার পর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি দীনের বিশেষ বিধানের উপর। সুতরাং তুমি ইহার অনুসরণ কর।

অর্থাৎ তোমার এক অদ্বিতীয় প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করিয়া চল এবং কাফির মুশরিকদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَاتَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ۔ اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاِنَّ الظّٰالِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔

'এবং তুমি অজ্ঞদিগের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় উহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু।'

অর্থাৎ তাহাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব তাহাদিগকে কোন উপকার করিবে না। বস্তুত তাহারা নিজেদের ক্ষতি আর ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করিতেছে না। وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ। 'আল্লাহ্ তো মুত্তাকীদের বন্ধু।'

আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর পথে বাহির করিয়া আনেন আর কাফিরদের বন্ধু হইল তাগুত বা শয়তান। শয়তান তাহাদিগকে আলোর পথ হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ 'ইহা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।' অর্থাৎ আল-কুরআন মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল।

وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ এবং কুরআন বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ।

(٢١) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۠

(٢٢) وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

(٢٣) اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝

২১. দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!

২২. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।

২৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল খুশীকে নিজ ইলাহ বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জানিয়া-শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন এবং উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ। অতএব, কে তাহাকে পথ-নির্দেশ করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মু'মিন ও কাফিরগণ সমান হয় না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَايَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

'দোযখবাসীগণ এবং বেহেশতবাসীগণ সমান হয় না। বেহেশ্তবাসীরাই সফলকাম।' এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ দুষ্কৃতিকারীগণ কি মনে করে।

অর্থাৎ যাহারা দুষ্কার্য করিয়াছে এবং উহা অর্জন করিয়াছে তাহারা কি মনে করে اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়া উহাদিগকে তাহাদিগের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। অর্থাৎ আমি দুষ্কৃতিকারী ও সৎকর্মশীলদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতে সমান গণ্য করিব না।

سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ 'উহাদিগের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!' অর্থাৎ আমার সম্পর্কে তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে উহা খুবই মন্দ। ইহকাল ও পরকালে সৎ ও অসৎ লোকদিগকে সমান সাব্যস্ত করা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ইয়াযিদ ইব্ন মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, ইয়াযিদ ইব্ন মারছাদ (র) আবূ যর (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে চারটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি উহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবে এবং তদানুযায়ী আমল করিবে না কিয়ামতের দিন সে ফাসিকরূপে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, আবূ যর! সেই স্তম্ভ চারটি কি? বলিলেন, 'হালালকে হালাল বলিয়া বিশ্বাস করা, আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন উহাকে হারাম জানা, আল্লাহ্ যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন যথাযথভাবে তাহা পালন করা এবং যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে বিরত থাকা।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, বাবুলবৃক্ষ হইতে যেমন আঙ্গুর ফলের আশা করা যায় না, তেমনি গুনাহ্গার ও অসৎ লোকেরা নেককারদের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

সীরাতে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বায়তুল্লাহ্ শরীফের ভিত্তি প্রস্তরের সময় একটি পাথর পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে লিখা ছিল, ‘তোমরা মন্দ কাজ কর আর সওয়াবের আশা কর, ইহা ঠিক কন্টকযুক্ত বৃক্ষ হইতে আঙ্গুর পাওয়ার আশা করার নামান্তর।’

তাবারানী (র) মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, তামীমদারী (র) এক রাতে সকাল পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাতে বারংবার এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ দুষ্কৃতিকারীরা মনে করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদের সমান গণ্য করিব, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে?

তাই আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ سَاءَ مَايَحْكُمُوْنَ তাহাদিগের সিদ্ধান্ত মন্দ! وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ আর আল্লাহ্ তা‘আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কর্মানুযায়ী ফল পাইতে পারে। আর তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা‘আলা বলিয়াছেন ঃ

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ ‘তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ তাহাকে, যে তাহার খেয়াল-খুশীকে নিজ ইলাহ্ বানাইয়াছে?’ অর্থাৎ এমন লোকও রহিয়াছে যে, যাহা মনে চায় তাহাই করিয়া থাকে আর যাহা করিতে প্রবৃত্তি চায় না তাহা বর্জন করিয়া চলে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলে।

মুতাজিলাদের মতে ভাল মন্দ দুইটিই বিবেক-নির্ভর বস্তু। অর্থাৎ যুক্তি যাহা ভাল বলিয়া সিদ্ধান্ত দিবে উহাই ভাল আর যুক্তি যাহা মন্দ বলিয়া সাব্যস্ত করিবে উহাই মন্দ। এই আয়াতটি তাহাদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করে।

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যাহা মনে চায় তাহারা তাহারই উপাসনা শুরু করিয়া দেয়।

وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ আল্লাহ্ তা‘আলা জানিয়া শুনিয়াই উহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। এই আয়াতটির দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, তাহারা যে বিভ্রান্ত হওয়ার উপযুক্ত ইহা জানিয়াই আল্লাহ্ তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাহার নিকট ইল্‌ম আসার পর এবং প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছেন। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় অর্থে প্রথম অর্থটিও পাওয়া যায় কিন্তু প্রথমটিতে দ্বিতীয়টি পাওয়া যায় না।

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً আল্লাহ উহার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহার চক্ষুর উপর রাখিয়াছেন আবরণ।

অর্থাৎ সে কল্যাণকর কোন কথা শুনিতে পায় না, হিদায়াতের কোন কথাই বুঝিতে পারে না, সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য কোন প্রমাণ চোখে দেখে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ আল্লাহর পর আর কে তাহাকে হিদায়াত দান করিবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَيَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ

আল্লাহ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন কেহ তাহাকে হিদায়াত দান করিতে পারে না। তিনি তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় ছাড়িয়া দেন এবং তাহারা উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

(٢٤) وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ
اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ○

(٢٥) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ
قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٦) قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৪. উহারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদিগকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এই ব্যাপারে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

২৫. উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন উহাদিগের কোন যুক্তি থাকে না, কেবল এই উক্তি ছাড়া যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

২৬. বল আল্লাহই তোমাদিগকে জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামত দিবসে একত্র করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না।

তাফসীর ঃ কাফির বস্তুবাদী সম্প্রদায় ও তাহাদের সমমনা মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন,

وَقَالُوْا مَاهِىَ الاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا তাহার বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি। অর্থাৎ দুনিয়াই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা কতক লোক মরিয়া যাই ও কতক বাঁচিয়া থাকি। পুনরুত্থান বা কিয়ামত বলিতে কিছুই নাই।

বস্তুবাদী দার্শনিক সম্প্রদায়ের আকীদাও ইহাই। ফালাসিফাদের মধ্যে যাহারা বস্তুবাদী এবং ঘুর্ণায়মান যুগের বিশ্বাসী ছিল তাহারা স্রষ্টাকেও অস্বীকার করিত। তাহাদিগের ধারণা ছিল প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর কালের একটি পরিক্রমা সমাপ্ত হয় এবং প্রতিটি বস্তু তার আসল অবস্থাতে ফিরিয়া আসে। মূলত ইহারা معقول (যুক্তি) লইয়া অনর্থক বাড়াবাড়ি করিয়া مَنْقُوْلُ (উক্তি)-কে অস্বীকার করিত। তাই তাহারা বলিয়াছে ঃ مَايُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ কালই আমাদিগকে ধ্বংস করে।

আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ এই ব্যাপারে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই, তাহারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে।

অর্থাৎ তাহাদের মতের সপক্ষে তাহাদের নিকট কোন প্রমাণ নাই। তাহারা কেবল ধারণা প্রসূত কথা বলে।

বুখারী, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (র) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ বলেন, 'বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। তাহারা কালকে গালি দেয় অথচ প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতা আমারই হাতে। রাতদিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' অন্য বর্ণনায় আছে لاتَسُبُّوْا الدَّهْرَ فَانَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ 'তোমরা কালকে গালি দিও না। কারণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ই কালের সৃষ্টিকর্তা।' ইব্‌ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, জাহেলী যুগের লোকেরা বলিত যে, রাত আর দিবসই তো আমাদেরকে ধ্বংস করে এবং উহাই আমাদেরকে বাঁচাইয়া রাখে ও মৃত্যু দান করে। তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন وَقَالُوْا مَاهِىَ الاَّحَيَاتُنَا الدُّنْيَا। আর তাহারা বলে যে, দুনিয়াই আমাদের জীবন আবার তাহারা কালকে গালি দেয়। তাই আল্লাহ বলেন يُوْزِيْنِىْ اِبْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ بِيَدِىَّ الاَمْرُ اُقَلِّبُ

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ। অর্থাৎ 'মানুষ আমাকে কষ্ট দেয়। সে কালকে গালি দেয়, অথচ আমিই প্রকৃত কালের সৃষ্টিকর্তা। আমার হাতেই সর্বময় ক্ষমতা। রাত-দিনকে আমিই পরিবর্তন করি।' ইবন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন উআইনা (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতঃপর তিন আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, 'বনী আদম কালকে গালি দেয়, প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকর্তা। রাত-দিন আমারই হাতে। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী (র) ইউনুস বিন ইয়াযীদের হাদীস থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ আমি আমার বান্দার নিকট কর্জ চাহিয়াছি কিন্তু সে আমাকে তাহা দেয় নাই এবং এই বলিয়া আমাকে গালি দিয়াছে যে, হায়রে কাল! প্রকৃতপক্ষে আমিই কাল সৃষ্টিকারী।'

ইমাম শাফেয়ী ও আবূ উবায়দা (র) সহ আরো অনেকে لاَتَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, জাহেলী যুগে আরবরা বিপদগ্রস্ত হইলে 'কাল'কে গালি দিত। তাহারা মনে করিত যে, কাল-ই তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে। অথচ বিপদ দেওয়ার মলিক একমাত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্ই মানুষকে বিপদাপদ দিয়া থাকেন। সুতরাং কাল বা 'দাহ্‌র'কে গালি দেওয়া আল্লাহ্‌কে গালি দেওয়ারই নামান্তর। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা কালকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন হাজম ও তাঁহার অনুসারী জাহেরিয়াদের মতে دَهْرٌ আল্লাহ্‌র একটি নাম। ইহা তাহাদের ভুল ধারণা।

وَاِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ উহাদিগের নিকট যখন আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়। অর্থাৎ যখন তাহাদিগের নিকট প্রমাণ পেশ্ করা হয় এবং তাহাদিগের সম্মুখে সত্য প্রকাশ পায় এবং বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর পর নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া দেহগুলিকে পুনরায় আকৃতি দান করিতে সক্ষম;

مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তোমরা সত্যবাদী হইলে আমাদের পূর্ব পুরুষদিগকে উপস্থিত কর।

অর্থাৎ তোমরা যাহা বল উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের যেসব পূর্বপুরুষরা মরিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ বল, আল্লাহ্ই তোমাদিগের জীবন দান করেন ও তোমাদিগের মৃত্যু ঘটান।

অর্থাৎ যেমন তোমরা প্রত্যক্ষ করিতেছ যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে অনস্তিত্ব হইতে বাহির করিয়া অস্তিত্ব দান করিয়াছেন।

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ

'তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সাথে কুফরী কর। অথচ তোমরা মৃত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন। অতঃপর আবার তোমাদিগকে তিনি জীবন দান করিবেন।'

অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনি মৃত্যুর পর তোমাদিগকে পুনরায় জীবিত করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইবেন।

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَاُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ 'আর তিনিই প্রাথমিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার জন্য অধিক সহজ।'

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করিবেন, যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।' অর্থাৎ তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে একত্রিত করা হইবে, দুনিয়ায় পুনর্বার প্রেরণ করা হইবে না। পূর্ব পুরুষদিগকে উপস্থিত করিবার দাবী নিতান্তই অনর্থক। কারণ দুনিয়া হইল কর্মস্থল আর প্রতিদানের জায়গা হইল পরকাল, কিয়ামতের দিন। দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষকেই পরকালের প্রস্তুতির জন্য সুযোগ দেওয়া হয়। সুতরাং অজ্ঞতাবশত আখিরাতকে ভুলিয়া যাওয়া দুর্ভাগ্যের ব্যাপার।

ফলকথা তোমরা যে বল, إِئْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 'তোমরা আমাদিগের পূর্বপুরুষদের উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' ইহা নিতান্তই অযৌক্তিক কথা।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ 'স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে।'

لِاَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ؟ 'এই সমুদয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে ? বিচার দিবসের জন্য' وَمَا نُؤَخِّرُ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدَةٍ 'মাত্র কয়েক দিবসের জন্যই অপেক্ষা করিতেছি।'

আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থানে বলিয়াছেন, ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَارَيْبَ فِيْهِ 'অতঃপর তিনি তোমাদিগকে কিয়ামতের দিবসে সমবেত করিবেন যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।'

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। অর্থাৎ এইজন্যই তাহারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া দেহগুলি জীবিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন , اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا وَنَرَاهُمْ قَرِيْبًا 'তাহারা উহাকে সুদূর মনে করে আর আমরা উহাকে নিকটে দেখিতেছি।'

(٢٧) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ○

(٢٨) وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۫ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٢٩) هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই; যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত,

২৮. এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে দেখিবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার আমলনামার দিকে আহ্বান করা হইবে ও বলা হইবে, আজ তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

২৯. 'এই আমার লিপি, ইহা তোমাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, ইহকাল ও পরকালে তিনিই আকাশ ও যমীনের শাসনকর্তা। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হইবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ মিথ্যাশ্রয়ীরা হইবে ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আল্লাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণাদিকে অস্বীকার করে কিয়ামতের দিন তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, সুফিয়ান ছওরী (রা) একদা মদীনা শরীফে আগমন করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, মায়াফেরী (র) এমন কথা-বার্তা বলেন যাহা শুনিয়া লোকেরা হাসেন। ফলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন ঃ ওহে শায়খ! আপনি কি জানেন না যে, এমন একদিন আসিবে যেদিন বাতিলরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ? সুফিয়ান ছওরী (রা)-এর এই কথায় মায়াফেরী (র) খুবই প্রভাবিত হইলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই মূল্যবান উপদেশটি ভুলেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু দেখিবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষই ভয়ে নতজানু হইয়া পড়িবে। এই অবস্থা তখন হইবে যখন জাহান্নামকে সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। এমনকি খলীলুল্লাহ্ ইবরাহীম (আ) ও রূহুল্লাহ্ ঈসা (আ) বিহ্বল চিত্তে নাফসী নাফসী বলিতে থাকিবেন। তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়া দিবেন যে, 'হে আল্লাহ্! আজ আমরা নিজের মুক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না।' হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, 'আল্লাহ্ আমি আজ তোমার নিকট স্নেহময়ী জননী মরিয়ম (আ)-এর জন্যও কিছু চাই না, তুমি কেবল আমাকে বাঁচাও।'

كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কা'ব আহবার ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ "প্রতিটি মানুষ সেই দিন হাঁটু গাড়িয়া নত হইয়া থাকিবে।" ইকরিমা (রা) বলেন ঃ "প্রতিটি উম্মত কিয়ামতের ময়দানে পৃথক পৃথক অবস্থান করিবে।" প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিক উত্তম।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ বিন বাবাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বাবাহ (র) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি যেন তোমাদিগকে দোযখের নিকট নতজানু অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।" ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ কাফি' (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) একটি হাদীসাংশে বলিয়াছেন ঃ অতঃপর লোকেরা পৃথক হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকে নতজানু হইয়া পড়িবে وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا 'এবং তুমি প্রত্যেক জাতিকে নতজানু দেখিবে এবং প্রত্যেক জাতিকে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে।' আয়াত দ্বারা এই কথাটিই বুঝানো হইয়াছে। এই হাদীসে আয়াতটির উভয় ব্যাখ্যার মিলন ঘটানো হইয়াছে। দুই ব্যাখ্যার মাঝে কোন বিরোধ নাই। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহার কিতাবের দিকে আহ্বান করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ এবং আমলনামা রাখা হইবে আর নবী ও সাক্ষীদাতাগণকে উপস্থিত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অর্থাৎ আজ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাবতীয় কাজের প্রতিফল দেওয়া হইবে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ۔

সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কি অগ্রে পাঠাইয়াছে এবং কি পশ্চাতে পাঠাইয়াছে । বস্তুত মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত, যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। অর্থাৎ এই আমলনামা তোমাদিগের আমলসমূহ হুবহু উপস্থিত করিবে। এতটুকুও কম-বেশি করা হইবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يَاوَيْلَتَنَا مَالِهٰذَا الْكِتَابُ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَاكَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا وَلَايَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا

আমলনামা সম্মুখে রাখা হইবে। উহাতে যাহা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া অপরাধীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, হায় আফসোস! ইহা আমার কেমন গ্রন্থ? ছোট বড় কোন কিছুই তো না লিখিয়া ছাড়ে নাই। তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রভু কাহারো উপর জুলুম করেন না।

اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিতাম।' অর্থাৎ তোমাদের সমুদয় কর্ম লিখিয়া রাখার জন্য আমি ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতারা মানুষের যাবতীয় আমল লিপিবদ্ধ করিয়া উহা নিয়া আসমানে আরোহণ করেন। অতঃপর আকাশে আমল বিষয়ক দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সেই আমলনামাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে লিখে লওহে মাহফুজে সংরক্ষণ করে রাখা আমলনামার সাথে মিলাইয়া নেন। দুই আমলনামার মধ্যে একটি অক্ষরও কম-বেশী হয় না। অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ 'আমি তোমাদের কৃত কর্ম লিপিবদ্ধ করিতাম' পাঠ করেন।

(٣٠) فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ
رَحْمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

(٣١) وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ
وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

(٣٢) وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا
قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ
بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ○

(٣٣) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٣٤) وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰىكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ
النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ○

(٣٥) ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ○

(٣٦) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٣٧) وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ع

৩০. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে। ইহাই মহাসাফল্য।

৩১. পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করে তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘তোমাদিগের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।’

৩২. যখন বলা হয়, ‘আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই’; তখন তোমরা বলিয়া থাক, ‘আমরা জানি না কিয়ামত কি; আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নহি।’

৩৩. উহাদিগের মন্দ কর্মগুলি উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

৩৪. আর বলা হইবে, ‘আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব যেমন তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। তোমাদিগের আশ্রয়স্থল হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

৩৫. ‘ইহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল।’ সুতরাং সেই দিন উহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে না এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।

৩৬. প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর-প্রতিপালক, জগতসমূহের প্রতিপালক।

৩৭. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে যে ফয়সালা করিবেন সে সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন, فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তরসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৎকর্ম করিয়াছে অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী নেক কাজ করিয়াছে, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِىْ رَحْمَتِهٖ তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দাখিল করিবেন স্বীয় রহমতে।

এইখানে রহমত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন সহীহ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতকে বলিলেন, “তুমি আমার রহমত। তোমার দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করি।”

ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ইহাই মহাসাফল্য। অর্থাৎ ইহাই সুস্পষ্ট সাফল্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

'পক্ষান্তরে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের নিকট কি আমার আয়াত পাঠ করা হয় নাই? কিন্তু তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে।'

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে ধমকস্বরূপ বলা হইবে যে, তোমাদের নিকট কি আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করা হয় নাই ? কিন্তু তোমরা তাহার অনুসরণের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে, উহা শ্রবণ না করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিলে, কাজে কর্মে তোমরা ছিলে অপরাধী, পাপী আর অন্তর ছিল তোমাদের মিথ্যায় পরিপূর্ণ।

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيْهَا

যখন বলা হয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি তো সত্য। আর কিয়ামত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ মু'মিনরা যখন তোমাদিগকে বলে যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, আর কিয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই।

قُلْتُمْ لَا نَدْرِىْ مَا السَّاعَةُ তখন তোমরা বলিয়া থাক, আমরা জানি না কিয়ামত কি। অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কে আমাদিগের কোন জ্ঞান নাই।

إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا আমরা মনে করি ইহা একটি ধারণা মাত্র। অর্থাৎ আমরা কিয়ামত সম্পর্কে নিশ্চিত নহি। তাই তাহারা বলে, وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ আর আমরা এই ব্যাপারে নিশ্চিত নহি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا উহাদিগের মন্দ কর্মগুলি উহাদিগের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ মন্দ কাজের শাস্তি তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِئُوْنَ যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে। অর্থাৎ যে আযাব ও শাস্তি লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত তাহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিবে।

وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ এবং বলা হইবে আজ আমি তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব। অর্থাৎ দোযখের আগুনে আমি তোমাদিগের সাথে ভুলিয়া যাওয়া ব্যক্তির ন্যায় আচরণ করিব।

كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا যেমনিভাবে তোমরা এই দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হইয়াছিলে। অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস না করার কারণে তোমরা উহার জন্য কোন আমল কর নাই।

وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ তোমাদের ঠাঁই হইবে জাহান্নাম, আর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

সহীহ হাদীসে রহিয়াছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন বান্দাকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে সন্তান-সন্ততি দেই নাই ? আমি কি তোমাকে সম্মান দেই নাই ? আমি কি ঘোড়া ও উটকে তোমার অনুগত করিয়া দেই নাই ? আমি কি তোমাকে স্বাধীনতা দেই নাই ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করিতে এবং নিয়ামতরাজি ভোগ করিতে ? বান্দা বলিবে, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি কি আমার সাক্ষাৎকারকে বিশ্বাস করিতে না? বান্দা বলিবে, না, আমি উহাকে বিশ্বাস করিতাম না। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেন, আমি আজ তোমাকে ভুলিয়া থাকিব। যেমন তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذَالِكُمْ بِاَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ اٰيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا উহা এইজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে বিদ্রূপ করিয়াছিলে। অর্থাৎ তোমদিগকে এমন শাস্তি এইজন্য দিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রমাণাদিকে অস্বীকার করিতে এবং উহা লইয়া হাসি-তামাশা করিতে।

وَغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا এবং পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। অর্থাৎ পার্থিব জীবন তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। ফলে তোমরা দুনিয়া লইয়াই নিশ্চিত রহিয়াছ। পরিণামে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَالْيَوْمَ لَايُخْرَجُوْنَ مِنْهَا সেদিন তোমাদিগকে উহা হইতে বাহির করা হইবে না। অর্থাৎ সেদিন তাহাদিগেকে দোযখ হইতে বাহির করা হইবে না।

وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ দেওয়া হইবে না।। অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে সন্তুষ্টি তলব করা হইবে না বরং কোন প্রকার হিসাব বা নিন্দাবাদ ছাড়াই তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন একদল লোক হিসাব-কিতাব ও শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

মু'মিন ও কাফিরদের ফয়সালা সম্পর্কে আলোচনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সকল প্রশংসা।

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ জগতসমূহের প্রতিপালক। وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর গৌরব তাঁহারই ।

মুজাহিদ (র) বলেন كِبْرِيَاءُ অর্থ سُلْطَانٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ই মহান ও গৌরবময়। প্রতিটি বস্তুই তাঁহার সম্মুখে বিনয়াবনত এবং তাঁহারই মুখাপেক্ষী।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মর্যাদা আমার ভূষণ, অহংকার আমার চাদর। অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদর লইয়া আমার সাথে টানাহেঁচড়া করিবে আমি তাহাকে আমার দোযখে স্থান দিব।"

ইমাম মুসলিম (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) মহানবী (সা) হইতে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ এবং তিনি পরাক্রমশালী। অর্থাৎ তিনি কাহারো নিকট পরাজিত হন না এবং কেহ তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

الْحَكِيْمُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কোন কথা, শরীয়তের কোন মাসআলা এবং তাকদীরের একটি বর্ণও প্রজ্ঞামুক্ত নহে।

২৬ শ পারা

সূরা আহ্‌কাফ

৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٣) مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ
مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّآ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ○

(٤) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ
الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ ۗ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ
مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٥) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ
لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

(٦) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِينَ ○

১. হা-মীম,

২. এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ।

৩. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। কিন্তু কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

৪. বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমণ্ডলীতে উহাদিগের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকিলে তাহা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর— যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

৫. সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহাকে সাড়া দিবে না ? এবং এইগুলি উহাদিগের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

৬. যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন ঐগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু এবং ঐগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন। এবং তিনি নিজের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির কথা বর্ণনা করিতেছেন, যাহার বিরোধিতা করা কাহারও সাধ্য নহে। এবং তিনি কথা ও কাজে অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলিয়াছেন ঃ

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই আমি যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ কোন কিছুই আমি অনর্থক বা অন্যায়ভাবে সৃষ্টি করি নাই।

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى নির্দিষ্ট কালের জন্য। অর্থাৎ এই আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী যাবতীয় বস্তুকে আমি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। উহার এক মুহূর্ত পূর্বেও উহা ধ্বংস হইবে না এবং এক মুহূর্ত পরও টিকিয়া থাকিবে না।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ এবং কাফিররা উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাসূল হইতে, আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব হইতে, আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও যে সব বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছে যাহারা বেপরোয়া ভাব প্রকাশ করে এবং মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা অচিরেই বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা নিজেদের জন্য কি ক্ষতি আর অকল্যাণ ডাকিয়া আনিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, قُلْ (বল,) অর্থাৎ হে রাসূল আল্লাহর সাথে অন্যদের উপাসনাকারী এই মুশরিকদিগকে বলিয়া দিন যে,

اَرَأَيْتُمْ مَّاتَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقُوْا তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ডাক তাহাদিগের কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহারা কি সৃষ্টি করিয়াছে আমাকে দেখাও।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাদিগের পূজা করিতেছ যাহাদিগকে ডাকিতেছ এবং যাহাদিগের ইবাদত করিতেছ, তাহারা পৃথিবীর কোন্ বস্তুটা সৃষ্টি করিয়াছে? অর্থাৎ পৃথিবীর এমন একটি স্থান দেখাইয়া দাও যাহা তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে।

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى السَّمٰوٰتِ অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাহাদিগের কোন অংশদারীত্ব রহিয়াছে কি?

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কোথাও তাহাদিগের অংশীদারিত্ব নাই। তাহারা একটি বালুকণারও মালিক নয়। আল্লাহই সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা তিনিই ইহার একমাত্র মালিক। রাজত্ব আর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁহারই হাতে। সুতরাং কেন তাঁহার সাথে শরীক স্থাপন কর? কেন অন্যদের পূজা কর? তোমাদিগকে ইহা কে শিখায়াইয়াছে? বস্তুত আল্লাহ তাহাদিগকে উহা করিতে বলেন নাই, উহা কোন বিবেকবানের শিক্ষাও নয়। উহা তাহাদেরই মনগড়া। তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

اِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا পূর্ববর্তী কোন কিতাব আমার নিকট উপস্থিত কর। অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কোন কিতাবে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো পূজা করার সপক্ষে কোন দলীল থাকে তাহা হইলে তোমরা উহা আমাদের সামনে পেশ কর।

اَوْ أَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান অর্থাৎ তোমাদের ধর্মের সপক্ষে অন্য কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিলে উহাও পেশ কর।

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও। অর্থাৎ এই ব্যাপারে তোমাদের আকলী (যুক্তিগত) কিংবা নকলী (উক্তিগত) কোন প্রমাণ নেই।

এক কিরআতে اَوْثْرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ পড়া হইয়াছে। যাহারা অর্থ এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের কোন সহীহ ইলম থাকিলে উহা পেশ কর।

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এমন ব্যক্তিকে পেশ কর যিনি পূর্ববর্তীদের ইলমের উত্তরসূরী।

আওফী (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা এই বিষয়ে কোন একটি দলিল পেশ কর।

ইমাম আহমদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌নে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ তোমরা কোন ইলমী লিপি পেশ কর।

সুফিয়ান (র) বলেন, আমার জানা মতে, হাদীসটি মারফূ রূপে অর্থাৎ রাসূলল্লাহ (সা)-ই ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ পূর্ববর্তীদের রাখিয়া যাওয়া অবশিষ্ট ইল্‌ম।

হাসান বসরী (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল গবেষণালব্ধ জ্ঞান যাহা বাহির করা হয়।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও আবু বকর ইবনে আইয়াশ (র) বলেন, আয়াত দ্বারা ইলমী লিপি উদ্দেশ্য।

কাতাদা (র)-এর মতে বিশেষ কোন ইলম উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাগুলি প্রায় একই অর্থবোধক। আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি, এই ব্যাখ্যাগুলি উহার সমর্থন করে। ইবনে জারীর (র)-ও উহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لاَّيَسْتَجِيْبُ لَه اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও উহার ডাকে সাড়া দিবে না এবং এইগুলি উহাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নহে।

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া প্রতিমাদিগকে ডাকে এবং তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করে, যাহা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ডাকে সাড়া দিতে তাহারা সক্ষম হইবে না, তাহারা যা বলে তাহা সম্পর্কে উহারা উদাসীন, উহাদিগের না আছে শ্রবণশক্তি, না আছে দেখিবার শক্তি, না আছে ধরিবার শক্তি। কারণ উহারা নির্জীব পাথর ও জড় পদার্থ বৈ নয়। তাহাদিগের চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কেহ নাই।

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَاءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ

যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হইবে তখন এইগুলি হইবে উহাদিগের শত্রু। এইগুলি উহাদিগের ইবাদত অস্বীকার করিবে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ عِزًّا ۔ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۔

তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদিগকে ইলাহ্ বানাইয়াছে যাহাতে উহারা তাহাদের সম্মানের কারণ হয়। কখনও না, অবশ্যই উহারা তাহাদের ইবাদতকে অস্বীকার করিবে এবং তাহাদিগের বিরোধী হইয়া যাইবে। অর্থাৎ প্রয়োজনের মুহূর্তে উপাস্যরা উপাসকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে।

হযরত ইবরাহীম (আ) 'তাহার উম্মতদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَاْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করিয়াছ, পার্থিব জীবনে তোমাদিগের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে, পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করিবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদিগের আবাস হইবে জাহান্নাম এবং তোমাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না।

(৭) وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

(৮) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ
شَيْـًٔا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًاۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ
وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

(৯) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ اَدْرِيْ مَا يُفْعَلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ ؕ
اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ وَمَآ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭. যখন উহাদিগের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় এবং উহাদিগের নিকট সত্য উপস্থিত হয়, তখন কাফিররা বলে, ‘ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু!’

৮. উহারা কি তবে বলে যে, ‘সে ইহা উদ্ভাবন করিয়াছে।’ বল, ‘যদি আমি ইহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত আছ, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু।’

৯. বল, ‘আমি তো প্রথম রসূল নহি। আমি জানি না আমার ও তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে; আমি আমার প্রতি যাহা ওহী হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।’

তাফসীর ঃ মুশরিকদের অবাধ্যতা ও কুফরীর কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন যে, যখন তাহাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতে পাঠ করিয়া শুনানো হয়, তখন তাহারা বলে, هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ইহা সুস্পষ্ট যাদু।

অর্থাৎ মিথ্যাচারিতা, অপবাদ ভ্রষ্টতা আর কুফরী তাহাদের স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই তাহারা বলে, ইহা সুস্পষ্ট যাদু ؛ اَمْ يَقُوْلُوْنَ إِفْتَرَاهُ না-কি সে উহা উদ্ভাবন করিয়াছে?

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) এই কুরআনকে নিজের থেকে উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহারা বলে। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنِ إِفْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

তুমি বল, ‘যদি আমি উহা উদ্ভাবন করিয়া থাকি তবে তোমরা তো আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।’

অর্থাৎ হে নবী, আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, যদি আমি কুরআনকে নিজ হইতে উদ্ভাবন করিয়া লইয়া থাকি, আমি যদি আল্লাহর সত্য নবী না হইয়া থাকি, তাহা হইলে এই মিথ্যা ও অপবাদের জন্য আমাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। পৃথিবীর কেহ আমাকে সেই শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরাও না অন্য কেহও না। এই প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলিয়াছেন,

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مُلْتَحَدًا اِلاَّ بَلاَغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسَالاَتِهِ۔

বল, আল্লাহর শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয় আমি পাইব না। কেবল আল্লাহর পক্ষ হইতে পৌছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ۔

সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া লইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহারা জীবন ধমনী। অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।

এই বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُه فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِىْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ۔

আপনি বলিয়া দিন যে, 'আমি যদি উহা গড়িয়া নিয়া থাকি তাহা হইলে তো তোমরা আল্লাহর শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমরা যেই বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত রহিয়াছ; সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদিগের মাঝে সাক্ষী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।'

এই আয়াতে কাফিরদিগকে ধমক দেওয়া হইয়াছে ও ভয় দেখানো হইয়াছে। পরবর্তী আয়াতে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন ঃ

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। অর্থাৎ তোমরা যদি তওবা করিয়া কুফরী, অবাধ্যতা ও অপকর্ম হইতে ফিরিয়া আস; তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করিবেন। এই বিষয়ে সূরা আল ফুরক্বানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

وَقَالُوْا أَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ إِكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

উহারা বলে, 'এইগুলি তো সে পূর্ববতীগণের কাহিনী যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছেন, এইগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'ইহা তিনিই অবতীর্ণ

করিয়াছেন, যিনি আকাশগুলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য সম্পর্কে অবগত আছেন, তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ বল, আমি তো প্রথম রাসূল নহি। অর্থাৎ হে রাসূল, আপনি বলিয়া দিন যে, আমি পৃথিবতে প্রথম রাসূল নহি বরং আমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন। আমি তোমাদিগের নিকট এমন কিছু লইয়া আসি নাই যাহার কোন নজির খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতঃপর তোমরা আমাকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করিতেছ ? আমার পূর্বেও তো বিভিন্ন জাতির নিকট আল্লাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ এর অর্থ আমিই কেবল প্রথম রাসূল নই। ইবনে জারীর ও ইব্‌ন আবু হাতিম (র) ইহা ছাড়া অন্য কোন মত পেশ করেন নাই।

وَمَا اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلاَبِكُمْ আমি জানি না আমার এবং তোমাদিগের ব্যাপারে কী করা হইবে? আলী ইবনে আবু তালহা (র) ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ "আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ভুল মাফ করিয়া দিবেন" অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ ভাবে ইকরিমা, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতটি لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে।

এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আল্লাহ্ আপনার সাথে কী ব্যবহার করিবেন তাহা তো বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি আমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ

আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত।

সহীহ হাদীস দ্বারা এই কথাও প্রমাণিত যে, আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাদের জন্য কী রহিয়াছে? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

যাহ্হাক (র) বলেন, وَمَا اَدْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلاَبِكُمْ এর অর্থ ইহার পর আমাকে কি নির্দেশ দেওয়া হইবে এবং কোন জিনিষ হইতে আমাকে বারণ করা হইবে আমি তাহা জানি না।

হাসান বসরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, পরকালে যে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিব সে ব্যাপারে আমার নিশ্চিত জানা আছে। দুনিয়ার জীবনে ভবিষ্যতে আমাকে কোন্ নবীর ন্যায় হত্যা করা হইবে, নাকি সাধারণ জীবন যাপন করে আমি আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতে পারিব তাহা আমার জানা নাই। অনুরূপভাবে তোমাদিগকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেওয়া হইবে, নাকি পাথর মারিয়া হত্যা করা হইবে তাহাও আমার জানা নাই। ইমাম ইবনে জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে করেন। বস্তুত ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য শোভনীয় ব্যাখ্যা। কেননা তিনি এবং তাঁহার অনুসারীরা পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন ইহা তিনি সুনিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু দুনিয়ার অন্যদের পরিণাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনবহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ কাফিরদের অবস্থা কেমন হইবে, তাহারা কি ঈমান গ্রহণ করিবে নাকি কুফরীর উপরই অটল থাকিবে আর শাস্তি ভোগ করিবে? নাকি তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার কিছুই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানা ছিল না।

কিন্তু ইমাম আহমদ (র) উম্মুল আলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল আলা (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলেন–যখন লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদিগকে আনসারদের মাঝে বণ্টন করা হইতেছিল তখন উসমান ইব্ন মাজউন (রা)-কে আমাদের ভাগে দেওয়া হইল। আমাদের কাছে আসার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকদিন পর মারা গেলেন। আমরা তাঁহাকে কাফন পরাইলাম, ইত্যবসরে রাসূল (সা) আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন অগত্যা আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, "হে আবূ সায়েব, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ আপনাকে মর্যাদা দান করিবেন।" আমার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি কিভাবে জানিয়াছ যে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁহাকে সম্মান দান করিবেন?" আমি বলিলাম, 'আপনার উপর আমার মাতা-পিতা কোরবান হউক, আমি কিছুই জানি না।' অতঃপর মহানবী (সা) বলিলেন, 'তাঁহার কাছে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে মৃত্যু আসিয়াছে আর আমি তাঁহার জন্য মঙ্গলের আশা করি। আল্লাহর শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, আমার সাথে কেমন ব্যবহার করা হইবে।" উম্মে আলা (রা) বলেন ঃ এই কথার পর আমি বলিলাম, আল্লাহর শপথ! ইহার পর আমি কাউকে নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া কথা বলিব না এবং এই ঘটনা আমাকে খুবই মর্মাহত করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তীতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, উসমান ইবনে মাজউনের জন্য একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে। আমি হুযূর (সা)-এর নিকট এই স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, "উহা তাহার আমল।" এই হাদীসটি কেবল বুখারীতেই আছে মুসলিমে নেই।

অন্য বর্ণনায় আছে, হুযূর (সা) বলিয়াছেন, وَمَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِهٖ অর্থাৎ "আমি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না যে, তাহার সাথে কি ব্যবহার করা হইবে। আমাকে উহা ব্যথিত করিয়াছে। বর্ণনাকারীর এই কথাটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় বর্ণনাটিই স্থান অনুযায়ী অধিক উপযোগী।

এই হাদীসটি এবং ইহার সমার্থবোধক অন্যান্য হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, নির্দিষ্ট ভাবে কোন ব্যক্তি জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান কাহারো নাই। তবে নবী করীম (সা) যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া জান্নাতী হওয়ার কথা ঘোষণা দিয়াছেন, কেবল তাহাদিগকেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলা যায়। যেমন আশরায়ে মুবাশ্‌শারাহ (সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী) আব্দুল্লাহ বিন সালাম, উমাইছা, বিলাল, সুরাকা, আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম, বিরে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তর জন্য কারী, যায়দ ইব্‌ন হারিছা, জাফর ইবনে রাওয়াহা (রা) প্রমুখ ঐ প্রকারের সাহাবীগণ।

اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى আমি উহাই অনুসরণ করি যাহা আমার প্রতি ওহী হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন আমি কেবল উহারই অনুসরণ করি।

وَمَا اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আমি সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী বৈ কিছু নই। অর্থাৎ আমি প্রতিটি মানুষকে স্পষ্টভাবে ভীতি প্রদর্শন করি ও সতর্ক করি। বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
مِّنْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۟

(١١) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ ؕ
وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَآ اِفْكٌ قَدِيْمٌ ۝

(١٢) وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰٓى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ؕ وَهٰذَا كِتٰبٌ
مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۖ وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ ۝

(١٣) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(١٤) أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর, উপরন্তু বনী ইসরাঈলের একজন ইহার অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়া ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল অথচ তোমরা কর ঔদ্ধত্য প্রকাশ, তাহা হইলে তোমাদিগের পরিণাম কি হইবে? আল্লাহ জালিমদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

১১. মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, 'ইহা ভাল মনে হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদের অগ্রগামী হইত না।' উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো এক পুরাতন মিথ্যা।'

১২. ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিতাব ইহার সমর্থক, আরবী ভাষায়, যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে সুসংবাদ দেয়।

১৩. যাহারা বলে, 'আমাদিগের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, এবং এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

১৪. ইহারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, ইহাই তাহাদিগের কর্মফল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন, হে মুহাম্মদ, আপনি কুরআন অস্বীকারকারী এই মুশরিকদিগকে বলুন ঃ

أَرَءَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি এই কুরআন যদি আল্লাহ্র নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকে আর তোমরা ইহাতে অবিশ্বাস কর।

অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইবার জন্য যেই কিতাবটি আল্লাহ আমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন। তোমরা যদি উহাতে অবিশ্বাস কর এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর, তাহা হইলে একটু ভাবিয়া দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগের সাথে কেমন ব্যবহার করিবেন।

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ অথচ বনী ইসরাঈলের একজন অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ কুরআনে সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছে এবং কুরআনের ন্যায় সুসংবাদ প্রদান করিয়াছে ও সংবাদ দিয়াছে।

فَاٰمَنَ অতঃপর সে ঈমান আনিয়াছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের যেই লোকটি কুরআনের সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে উহার মাহাত্ম্য ও হাকীকত উপলব্ধি করিয়া উহার উপর ঈমান আনিয়াছিল।

وَاسْتَكْبَرْتُمْ আর তোমরা অহংকার করিয়াছ। অর্থাৎ তোমরা অহংকারবশত উহার আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছ।

এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় মাসরূক (র) বলেন, সাক্ষ্য দানকারী এই লোকটি তাহার নবী ও কিতাবের উপর ঈমান আনিয়াছিল আর তোমরা তোমাদের নবী ও কিতাবকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছ।

اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। আয়াতে شَاهِدٌ শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম ও অন্যরা ইহার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতটি মক্কী। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সালামের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। নিম্নের আয়াতটি এই আয়াতের সমার্থবোধক।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ قَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ اِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ

যখন তাহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তাহারা বলে আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি। নিশ্চয় ইহা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য, আমরা তো ইতিপূর্বেও মুসলমান ছিলাম।

আল্লাহ আরো বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا۔

ইতিপূর্বে যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছিল তাহাদিগের নিকট তিলাওয়াত করা হইলে তাহারা নির্দ্বিধায় সিজদায় লুটিয়া পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পূত-পবিত্র, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত হইবেই।

মাসরুক ও শা'বী (র) বলেন, এই আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) সম্পর্কে নয়। কারণ আয়াতটি মক্কী আর আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হিজরতের পর মদীনায়। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) মাসরুক ও শা'বী (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) .... সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সা'দ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ব্যতীত, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কাউকে জান্নাতী বলিতে শুনি নাই। সা'দ (রা) বলেন, তাহার সম্পর্কেই وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে। আয়াতটি নাযিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী (র), মালিক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, যাহ্হাক, কাতাদা ইকরিমা (র) ইউসুফ ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম, হেলাল ইবন ইয়াসাফ, সুদ্দী, ছওরী, মালিক ইবন আনাস ও ইব্ন যায়েদ (র)-এর মতে আয়াতটি যাঁহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে তিনি আব্দুল্লাহ ইবন সালাম (রা)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

মু'মিনদিগের সম্পর্কে কাফিররা বলে, ইহা ভাল হইলে তাহারা ইহার দিকে আমাদিগের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআনে বিশ্বাসী লোকদিগের সম্পর্কে বলে যে, কুরআন যদি মঙ্গলজনক হইত তাহা হইলে বিলাল, আম্মার, সোহাইব, খাব্বাব (রা) ও ইহাদের ন্যায় দুর্বল, অবহেলিত অবাঞ্ছিত দাস-দাসীরা আমাদের ন্যায় ভদ্র ও মর্যাদা সম্পন্ন লোকদিগের আগে উহা গ্রহণ করিত না। সর্বাগ্রে আমরাই তো এই কল্যাণ লাভ করিতাম। ইহা বলার কারণ এই যে, তাহারা মনে করিত যে, আল্লাহর নিকট তাহাদিগের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রহিয়াছে, তাহারা আল্লাহর একান্ত আপন। বস্তুত তাহাদিগের এই ধারণা যার পর নাই, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিমূলক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ لِيَقُوْلُوْا أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا

তেমনিভাবে আমি তাহাদিগের একের দ্বারা অন্যকে পরীক্ষা করিয়াছি। যেন তাহারা বলে যে, আল্লাহ কি আমাদিগের মধ্য হইতে এই লোকগুলির উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন? অর্থাৎ তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলে যে, আমাদিগের ছাড়া এই লোকগুলি কি করিয়া হিদায়াত লাভ করিল?

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُوْنَا ইহা যদি ভালই হইত তাহা হইলে তাহারা তো আমাদিগের অগ্রগামী হইত না।

অর্থাৎ ইসলাম যদি ভাল কিছু হইত তাহা হইলে আমরাই সকলের পূর্বে সানন্দে উহা গ্রহণ করিতাম। পক্ষান্তরে আহ্‌লুস সুন্নাত্ ওয়াল জামায়াত বলেন যে, যে কাজ বা কথা সাহাবা-ই কিরাম (রা) হইতে প্রমাণিত নয়, উহা বিদআত বলিয়া বিবেচিত। কারণ উহা কল্যাণকর হইলে আমাদের আগে উহারাই তাহা করিতেন। কোন ভাল কাজ হইতেই তাঁহারা পিছাইয়া থাকেন নাই।

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ উহারা ইহা দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পুরাতন মিথ্যা।'

অর্থাৎ কাফিরগণ কুরআন দ্বারা পরিচালিত নহে বলিয়া বলে, 'ইহা তো পূর্ব যুগের মিথ্যা কাহিনী মাত্র।' ইহা তাহাদিগের সেই অহংকার আর দম্ভ যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে চাপা দেওয়া আর মানুষকে তুচ্ছ ও হীন জ্ঞান করাকেই 'কিবর' বা অহংকার বলে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

وَمِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً ইহার পূর্বে ছিল মূসার কিতাব আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ। অর্থাৎ ইতিপূর্বে মূসা (আ)-এর কিতাব তাওরাত জাতির জন্য আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল, هٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا ইহা সমর্থনকারী গ্রন্থ আরবী ভাষায়। অর্থাৎ কুরআন সুস্পষ্ট সাবলীল আরবী ভাষায় পূর্ববর্তী গ্রন্থ সমূহের সমর্থনকারী কিতাব।

لِيُنْذِرَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَبُشْرٰى لِلْمُحْسِنِيْنَ যেন ইহা জালিমদিগকে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দেয়। অর্থাৎ আল-কুরআন জালিমদিগের জন্য ভীতি ও ঈমানদার সৎলোকদিগের জন্য সুসংবাদ সম্বলিত।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا যাহারা বলে, 'আমাদিগের প্রতিপালক তো আল্লাহ্, এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে।' সূরা হা-মীম আস্-সাজদায় এই আয়াতের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।

অর্থাৎ ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাহাদিগের কোন ভয় নাই এবং অতীতের জন্য তাহারা কোন প্রকার দুঃখিত হইবে না।

اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا - جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

ইহারাই জান্নাতী সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে, ইহা তাহাদের কর্মফল।

অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহারা আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ভোগ করিতে থাকিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(١٥) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا
وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۭ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ
وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰي وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ
ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

(١٦) اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ
سَيِّاٰتِهِمْ فِيْٓ اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ۭ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

১৫. আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত এবং প্রসব করে কষ্টের সহিত, তাহাকে গর্ভধারণ করিতে ও তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হইবার পর বলে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। আমার প্রতি আমার মাতা-পিতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ, তাহারা জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম।

১৬. আমি ইহাদিগেরই সুকৃতিগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি, তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা-সত্য প্রমাণিত হইবে।

তাফসীর ঃ ইতিপূর্বে আল্লাহপাকের একত্বতা ইবাদতের নিষ্ঠা ও ঈমানে দৃঢ়তার কথা আলোচিত হইয়াছে আর এখন মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে। সন্তানের প্রতি মাতাপিতার হক বা অধিকার সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় অনেক আয়াত বিবৃত হইয়াছে। যেমন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا তোমার প্রতিপালক তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিবে না এবং মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন,

اَنْ اَشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ وَاِلَىَّ الْمَصِيْرُ 'আমার এবং তোমার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, আমার নিকটই তোমাদিগের প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। এই বিষয়ে আরো আয়াত রহিয়াছে। এইস্থানে আল্লাহপাক বলিয়াছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا "আমি মানুষকে তাহার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি।" অর্থাৎ মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার ও স্নেহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়াছি।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত সা'দ (রা)-এর মাতা তাহাকে বলিলেন, "আল্লাহ কি মাতা-পিতার আনুগত্য করিবার জন্য সন্তানদিগকে নির্দেশ দেন নাই? শোন সা'দ! তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি কুফরী না করা পর্যন্ত আমি পানাহার করিব না।' হযরত সা'দ (রা) উহা করিতে অস্বীকার করায় তাহার মাতা খান-পিনা বন্ধ করিয়াছিল, এমনকি কাষ্ঠ দ্বারা মুখ খুলিয়া জোরপূর্বক তাহার মুখে পানি ইত্যাদি দেওয়া হইত। সেই প্রসংগেই وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا 'এবং আমি মানুষকে মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি' আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইমাম মুসলিম (র) সহ আরো অনেকে অনুরূপ সনদে শো'বার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا "তাহার জননী তাহাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সহিত।"

অর্থাৎ মাতা গর্ভাবস্থায় সন্তানের কারণে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। যেমন বমি, ভারিত্ব ইত্যাদি গর্ভবর্তী মহিলারা গর্ভাবস্থায় যেমন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন তেমনি প্রসবকালেও কষ্ট করেন।

وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا "এবং তাহার জননী তাহাকে প্রসব করে কষ্টের সহিত।" অর্থাৎ সন্তান প্রসবকালে মাতা প্রসববেদনার ন্যায় অসহনীয় কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا "গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইতে সময় লাগে ত্রিশ মাস।"

এই আয়াত এবং সূরা লোকমানের আয়াত وَفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنَ এবং তাহার (শিশুর) দুধ ছাড়াইবে দুই বৎসরে এবং وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ 'আর মায়েরা তাহাদিগের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে, যে দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করিতে চাহে' দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, গর্ভধারণের নিম্ন মেয়াদ ছয় মাস। ইহা অত্যন্ত মজবুত ও সঠিক কথা। হযরত উসমান (রা) ও আরো অনেক সাহাবায়ে কিরাম এই মতের সাথে একমত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) মু'আম্মার ইবন আব্দুল্লাহ আলজুহানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আম্মার ইব্ন আব্দুল্লাহ জুহানী (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আমাদের জুহাইনা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করিল। অতঃপর ছয় মাস পূর্ণ হওয়া মাত্রই সে একটি সন্তান জন্ম দেয়। ফলে মহিলাটির স্বামী হযরত উসমান (রা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। উসমান (রা) মহিলাটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহিলাটি আসার জন্য প্রস্তুত হইলে তাহার বোন কাঁদিতে শুরু করিল। মহিলাটি বোনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল ঃ কাঁদিও না বোন। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলি একমাত্র তিনি (স্বামী) ব্যতীত আল্লাহর সৃষ্টির অন্য কেউ আমার সাথে মিলিত হয় নাই। আমি কখনো কোন অপকর্ম করি নাই। তুমি চিন্তা করিও না। আল্লাহ তা'আলা আমার ব্যাপারে যাহা ভালো মনে করেন তাহাই সিদ্ধান্ত দিবেন। মহিলাটিকে উসমান (রা)-এর নিকট লইয়া আসার পর তিনি রজম করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) এই সংবাদ শুনিয়া উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, উসমান! আপনি ইহা কি করিতেছেন? বলিলেন, মহিলাটি বিবাহের ছয় মাস পরই সন্তান জন্ম দিয়াছে। ইহাতো অসম্ভব। এই কথা শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, খলীফাতুল মুসলিমীন, আপনি কি কুরআন পড়েন না? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ হ্যাঁ, পড়ি। আলী (রা) বলিলেন আপনি কি এই আয়াতটি পড়েন নাই? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا (গর্ভধারণ ও দুগ্ধ ছাড়াইবার মেয়াদ হইল ত্রিশ মাস) অন্য আয়াতে দুধ পান করাইবার মেয়াদ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ অর্থাৎ দুই বৎসর বলা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল, গর্ভধারণ আর দুগ্ধ পান করাইবার মেয়াদ একত্রে ত্রিশ মাস। সেখান থেকে দুগ্ধ পান করাইবার মেয়াদ যদি দুই বৎসর (২৪) মাস ধার্য করা হয়, তাহা হইলে গর্ভধারণের জন্যও থাকে ছয় মাস। অতএব কুরআন দ্বারাই যখন গর্ভধারণের মেয়াদ ছয় মাস প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কি করিয়া এই ভদ্র মহিলাকে ব্যভিচারের অভিযোগ অভিযুক্ত করা হলো ? বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই কথা শুনিয়া হযরত উসমান (রা) বলিলেন, এই কথা যথার্থই সঠিক। আফসোস! আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই। যাও মহিলাটিকে আমার কাছে নিয়া আস। লোকেরা পাইল যে, মহিলাটির কাজ শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মু'আম্মার (র) বলেন আল্লাহর শপথ! একটি কাক আরেকটি কাকের সাথে, একটি ডিম আরেকটি ডিমের সাথে যতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ মহিলার এই বাচ্চাটি তার পিতার সাথে তার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। শিশুটির পিতা তাহাকে দেখিয়া বলিল; এতো আমারই সন্তান। আল্লাহর শপথ, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। রাবী বলেন আল্লাহ তা'আলা পিতার এহেন যন্ত্রণাদায়ক আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাহার মুখমণ্ডলে মাংস- ক্ষয় রোগে বিপদগ্রস্ত করেন। যাহা তাহাকে কুঁরে কুঁরে খাইয়া ফেলে। অবশেষে এই রোগই একদিন পিতা মারা যায়। (ইব্‌ন আবূ হাতিম) আমরা فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ 'আমি প্রথম ইবাদতকারী।' এর ব্যাখ্যায় এই বর্ণনাটি অন্য সনদে উল্লেখ করিয়াছি। ইবন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন মহিলা নয় মাসে সন্তান জন্ম দিলে একুশ মাস, সাত মাসে হইলে তেইশ মাস, আর ছয় মাসে হইলে পূর্ণ দুই বছর দুধপান করানোই যথেষ্ট। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّه وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۔

তাহারা গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়াইবার সময় হইল ত্রিশমাস। যখন সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যখন শক্তিশালী যুবক হয় এবং পৌরুষত্ব লাভ করে এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় অর্থাৎ যখন জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতার পূর্ণতা লাভ করে। প্রবাদ আছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস সৃষ্টি হয় অবশিষ্ট জীবনে তাহা তেমন পরিবর্তন হয় না। আবূ বকর ইবন আইয়াশ (র) কাসিম ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মানুষকে কখন পাপের জন্য পাকড়াও করা হয়? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হইলে। অতএব তুমি তোমার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লও।'

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) ..... উসমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'মুসলমান যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার হিসাব হালকা করিয়া দেন। ষাট বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহাকে আল্লাহ্মুখী হওয়ার তৌফিক দান করেন। যখন সত্তর বছরে উপনীত হয় তখন আকাশের অধিবাসীরা তাহাকে ভালোবাসতে শুরু করে, যখন আশি বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাহার সৎকর্মগুলি অটল রাখেন আর অপকর্মগুলি মুছিয়া ফেলেন। আর যখন নব্বই বছরে উপনীত হয় তখন আল্লাহ তাহার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার পরিবারের লোকদের জন্য তাহাকে সুপারিশকারী নিয়োগ করেন এবং আকাশে এই কথা লিখিয়া রাখেন যে, এই ব্যক্তিটি পৃথিবীতে আল্লাহর কয়েদী।' এই হাদীসটি অন্য সনদে মসনদে আহমদে বর্ণিত হইয়াছে।

হাজ্জাজ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হালিমী দামেশ্‌কে বনী উমাইয়ার গভর্ণর ছিলেন, তিনি বলেন যে, আমি চল্লিশ বছরে বয়সে লোকলজ্জায় গুনাহ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর আল্লাহর লজ্জায় গুনাহ ত্যাগ করিয়াছি। কবি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ "শৈশবে না বুঝিয়া যাহা করার করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বার্ধক্য যখন মুখ দেখাইলো তখন মাথার শুভ্রকেশ গুনাহকে বলিয়া দিয়াছে যে, এখন তুমি চলিয়া যাও।"

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ-

সে বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি এবং আমার মাতাপিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি যাহা তুমি পছন্দ কর, আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।"

অর্থাৎ মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পর বলে যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহার জন্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যেন আমি সৎকার্য করিয়া আপনার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারি তাহার জন্য শক্তি দাও, সামর্থ্য দাও এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও ভবিষ্যত বংশধরদিগকে সৎকর্ম পরায়ণ কর।

اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ - আমি তোমারই অভিমুখী হইলাম এবং আত্মসমর্পণ করিলাম। এই আয়াত চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন নতুনভাবে তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং উহার উপর দৃঢ় থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযূর (সা) সাহাবীদিগকে তাশাহহুদের মধ্যে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার উপদেশ দিতেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ قَابِلِيْهَا وَ اَتْمِمْهَا عَلَيْنَا -

"হে আল্লাহ আমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি কর, আমাদের মাঝে সংশোধন করিয়া দাও, আমাদিগকে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও, অন্ধকার হইতে মুক্তি দিয়া

আলোর পথে লইয়া আস, গোপন প্রকাশ্য সকল অশ্লীল কাজ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখ, আমাদের চোখ, কান, অন্তর ও পরিবার-পরিজনে বরকত দাও, আমাদের তওবা কবুল কর, তুমি তো অবশ্যই তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার জন্য কৃতজ্ঞ ও গুণকীর্তনকারী বানাও। সর্বোপরি দান কর, মোদের তোমার অফুরন্ত নিয়ামত।" আল্লাহ বলেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ -

"আমি উহাদিগের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিয়া থাকি এবং মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত,তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।

অর্থাৎ যাহারা তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং যে সব ভাল কর্ম ছুটিয়া গিয়াছে, তওবা ও ইসতেগ্ফার দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়, আমি তাহাদিগের ভাল আমলগুলি কবুল করি এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করিয়া দেই এবং এই সামান্য আমলের বিনিময়ে তাহাদিগকে জান্নাত দান করি।

যে কেহ তওবা করিয়া আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় তাহাদের প্রত্যেককে এই ধরনের পুরস্কার দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ "তাহাদিগকে যে ওয়াদা দেওয়া হইত উহা সত্য।" ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রা) মহানবী (সা) হইতে, তিনি জিবরাঈল (আ) হইতে বর্ণনা করেন যে, (কিয়ামতের দিন) মানুষের ভাল-মন্দ যাবতীয় কর্ম উপস্থিত করা হইবে এবং একটি দ্বারা আরেকটির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। ইহার পর যদি কোন নেক অবশিষ্ট থাকে উহার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে জান্নাত দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার ওস্তাদ ইয়াযদাদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইভাবে যদি সমস্ত নেকই নিঃশেষ হইয়া যায় তাহা হইলে কি হইবে? উত্তরে তিনি اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ - পাঠ করিলেন। অর্থাৎ আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করি এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করি। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইত উহা সত্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) মোতামির ইব্ন সুলাইমান (র) হইতে অনুরূপ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল (সা) আল্লাহ হইতে

বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দাকে তাহার যাবতীয় ভাল ও মন্দ আমল সহ উপস্থিত করা হইবে ..... (শেষ পর্যন্ত)। হাদীসটি গরীব তবে সূত্র গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইউসুফ ইব্ন সা'দ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইউসুফ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) বসরা জয় করিবার পর মুহাম্মদ ইব্ন হাতিব (র) আমার বাড়িতে অবস্থান করিলেন। একদা বলিলেন, আমি হযরত আলী (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন হযরত আম্মার হযরত ছা'ছাআ হযরত আশতর এবং হযরত মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। কিছু লোক হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করিল এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করিয়া বসিল। আলী (রা) তখন সিংহাসনে উপবিষ্ট। হাতে ছিল একটি লাঠি। উপস্থিত লোকদের একজন বলিল, এই ব্যাপারে মীমাংসা করিবার লোকতো আমাদের মাঝেই আছেন। জিজ্ঞাসা করিবার পর আলী (রা) বলিলেন, উসমান (রা) তাহাদেরই একজন, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِىْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ -

আমি তাহাদের ভাল কাজগুলি গ্রহণ করিব এবং মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করিয়া দিব। তাহারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আয়াতে যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন হযরত উসমান (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দ। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন। ইউসুফ ইব্ন সা'দ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্ন হাতিব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলুন, আপনি কি এই কথা আলী (রা)-এর মুখেই শুনিয়াছেন? উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই ইহা আলী (রা)-এর মুখ হইতে শুনিয়াছি।

(١٧) وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَآ اَتَعِدٰنِنِىْٓ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيْثٰنِ اللّٰهَ وَيْلَكَ اٰمِنْ ۖ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَيَقُوْلُ مَا هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

(۱۸) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ○

(۱۹) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(۲۰) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ
حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا
كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

১৭. আর এমন লোক আছে, যে তাহার মাতাপিতাকে বলে, 'আফসোস তোমাদিগের জন্য। তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতে চাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।' তখন তাহার মাতা-পিতা আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলে, দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে, 'ইহা তো অতীত কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই নয়।'

১৮. ইহাদিগের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায় গত হইয়াছে, তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহ্র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১৯. প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী, ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদিগের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

২০. যে দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে, সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ। সুতারং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।'

তাফসীর ঃ যাহারা মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে এতক্ষণ যাবত তাহাদের অবস্থা ও আল্লাহ্র নিকট তাহারা যেই সফলতা আর

মুক্তি লাভ করিবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এখন সেই সব হতভাগাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে যাহারা দুর্ভাগ্যবশত মাতাপিতার সাথে নাফরমানী করে ও তাহাদিগকে কষ্ট দেয়। কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু তাহার এই ধারণা সঠিক নয়। কারণ তিনি এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের একজন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক ছেলে সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই বর্ণনার বিশুদ্ধতায় দ্বিমত রহিয়াছে। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ)।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইবন জুরাইজ (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং অন্যরা বলেন, আয়াতটি আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইহা সুদ্দী (র) বলিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাদীনী (র) হইতে বর্ণনা করেনঃ আব্দুল্লাহ ইবন মাদীনী (র) বলেন ঃ মারওয়ান একদিন তাঁহার খোতবায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমিরুল মু'মিনীনকে ইয়াযিদ সম্পর্কে একটি সুন্দর মত শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি যদি ইয়াযিদকে খলিফা মনোনীত করিয়া যান তাহার অন্যায় হইবে না। কারণ হযরত আবূ বকর (রা), উমর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে খলিফা নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া হযরত আব্দুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলিয়া উঠিলেন, আপনারা কি হেরাক্লের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে চাহিতেছেন? আল্লাহ্র শপথ! প্রথম খলিফা আবূ বকর (রা) আপন ছেলে সন্তান বা পরিবারবর্গের কাউকে খলিফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। মুআবিয়া (রা) আপন ছেলের প্রতি সম্মান ও দয়া প্রদর্শন করিয়াই ইয়াযিদকে মনোনয়ন দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন যে, তুমি কি সেই আব্দুর রহমান নও যে তাঁহার মাতা-পিতাকে "উফ" বলিয়াছিলে? উত্তরে আব্দুর রহমান (রা) বলিলেন ঃ আপনি কি এক অভিশপ্ত ব্যক্তির সন্তান নন? আপনার পিতার উপর কি রাসূলুল্লাহ (সা) অভিসম্পাত করেন নাই? হযরত আয়িশা (রা) শুনিয়া বলিলেন, হে মারওয়ান! আপনি আব্দুর রহমান (রা) সম্পর্কে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা মিথ্যা। এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয় বরং তাহা অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মারওয়ান মিম্বর থেকে নামিয়া আয়িশা (রা)-এর হুজরার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার সাথে কি যেন কথা বলিলেন, অতঃপর চলিয়া গেলেন। বুখারী শরীফে অন্য সনদে ও অন্য শব্দে হাদীসটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুসা ইবন ইসমাঈল (র)

ইউসুফ ইব্‌ন যাহ্‌হাক (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ান (রা) মারওয়ান-কে হেজাজের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ইয়াযিদ ইব্‌ন মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে ভাষণ দিতেছিলেন যেন লোকেরা মুআবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর তাঁহার হাতে বায়আত করেন। তখন আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) আপত্তি তুলিয়া কিছু বলিলেন। মারওয়ান তাঁহাকে গ্রেফতার করিবার জন্য সিপাহীদেরকে নির্দেশ দিলেন। আব্দুর রহমান (রা) দৌড়াইয়া বোন হযরত আয়িশা (রা) হুজরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। অতঃপর মারওয়ান বলিলেন, "এই ব্যক্তি সম্পর্কেই وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ আয়াতটি অবতীর্ণ হইয়াছে। 'আর এমন লোক আছে যে, তাহার মাতা-পিতাকে বলে 'আফসোস' তোমাদিগের জন্য, তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও যে, আমি পুনরুত্থিত হইব! যদিও আমার পূর্বে কত পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া আয়িশা (রা) পর্দার আড়াল হইতে বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে আমার পবিত্রতা ঘোষণার আয়াত ব্যতীত কুরআনের অন্য কোন আয়াত নাযিল করেন নাই। অপর সূত্রে নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন যিয়াদ (র) বলেন, মুআবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান যখন ছেলের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেন তখন মারওয়ান বলিলেন ঃ ইহা আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সুন্নত। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'তাহা নয় বরং হেরক্‌ল ও কায়সারের সুন্নত।' মারওয়ান বলিলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَالَّذِىْ قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَّكُمَا 'আর এমন লোকও আছে যে তাহারা মাতা-পিতাকে বলে আফসোস তোমাদিগের জন্য।' নাযিল করিয়াছেন। এই সংবাদ হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, 'মারওয়ান মিথ্যা বলিয়াছেন।' আল্লাহ্‌র শপথ! এই আয়াত তাঁহার সম্পর্কে নয়। যাহার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ইচ্ছা করিলে আমি তাহার নাম বলিয়া দিতে পারি। মারওয়ান তো তাহার পিতার মেরুদণ্ডে থাকাবস্থায়ই মহানবী (সা) তাহার পিতাকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। অতঃপর বলা যায় যে, মারওয়ান আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতেরই ফসল।

اَتَعِدَانِنِىْ اَنْ اُخْرَجَ ؟ তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাইতেছ যে, আমাকে বাহির করা হইবে? অর্থাৎ তোমরা আমাকে কি এই ভয় দেখাইতেছ যে, মৃত্যুর পর আমি পুনরুত্থিত হইব?

وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُوْنُ مِنْ قَبْلِىْ অথচ আমার পূর্বে অনেক পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। অর্থাৎ আমার পূর্বে তো অনেক লোক অতিবাহিত হইয়াছে, মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কিন্তু কই কেহ তো পুনরায় জীবিত হইয়া পরকাল সম্পর্কে কোন সংবাদ দিল না।

وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللّٰهَ "আর তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ জানায়।" অর্থাৎ নিরুপায় হইয়া মাতা-পিতা আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানায় এবং সন্তানের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করে এবং বলে,

وَيْلَكَ اٰمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُوْلُ مَاهٰذَا اِلاَّ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। কিন্তু সে বলে ইহা তো অতীতকালের উপকথার ব্যতীত কিছুই নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ-

ইহাদিগের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ গত হইয়াছে তাহাদিগের মত ইহাদিগের প্রতিও আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য হইয়াছে। ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ ইহারা ইহাদের সমপর্যায়ের পূর্ববর্তী মানুষ ও জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, যাহারা নিজেও ধ্বংস হইয়াছে আর আপনজনদিগকেও ধ্বংস করিয়াছে। আয়াতে وَالَّذِىْ قَالَ এর পর اُولٰئِكَ ব্যবহার করায় বুঝা গিয়াছে যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি উহা সঠিক। অর্থাৎ যে কেউ মাতা-পিতার সাথে বে-আদবী করিবে এবং পরকালকে অস্বীকার করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য এই বিধান। হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন যে, আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যাহারা কাফির-ফাজির মাতা-পিতার অবাধ্য ও পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী। হাফিজ ইবন আসাকির (র) ..... আবূ উমামা বাহেলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা বাহেলী (রা) বলেন, আরশের উপর থেকে আল্লাহ্ তা'আলা চার ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন-এবং ফেরেশতাগণ আমীন আমীন বলিয়াছেন।

১. যে ব্যক্তি ভিক্ষুককে এই বলিয়া প্রতারিত করে যে, আস, আমি তোমাকে কিছু দান করিব। কিন্তু যখন সে কাছে আসে তখন বলে, আমার কাছে তো কিছুই নাই।

২. যে গৃহস্থালীর ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

৩. অমুকের বাড়ি কোন্‌টা? জিজ্ঞাসা করা হইলে যে অন্যের বাড়ি দেখাইয়া দেয়।

৪. যে ব্যক্তি তাহার মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়। ফলে তাহারা অতিষ্ঠ হয়ে আহাজারী শুরু করে।" হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত।

لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوْا "প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী"। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে।

وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ "আল্লাহ্ প্রত্যেককে তাহাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না।" অর্থাৎ প্রতিফল দেওয়ার ব্যাপারে কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, জান্নাতে স্তর হইল উপরের দিকে আর দোজখের স্তর নীচের দিকে।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে সেদিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করিয়া ধমক ও তিরস্কার স্বরূপ বলা হইবে যে, তোমাদের সুখ-সম্ভার তো পার্থিব জীবনে ভোগ করিয়াই শেষ করিয়া ফেলিয়াছ।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) অনেক আকর্ষণীয় এবং সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় বর্জন করিয়াছিলেন। আর তিনি বলিতেন, আমার ভয় হয় যে, আমিও উহাদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাই কিনা যাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا "তোমরা তো তোমাদিগের সুখ-সম্ভার পার্থিব জীবনেই ভোগ করিয়া নিঃশেষ করিয়াছ" বলিয়াছেন।

আবূ সিজলায (র) বলেন, কিয়ামতের দিন অনেক মানুষ দুনিয়ায় করিয়া যাওয়া তাহাদিগের অনেক নেক আমল খুঁজিয়া পাইবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا তোমাদিগের সুখ-সম্ভার তোমরা পার্থিব জীবনেই নিঃশেষ করিয়াছ।

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ۔

"সুতরাং আজ তোমাদিগকে দেওয়া হইবে অবমাননাকর শাস্তি। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী।"

অর্থাৎ কাফিরদিগকে তাহাদিগের কর্মানুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে। তাহারা পার্থিব জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় নিজদিগকে আকণ্ঠ ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আপাদ-মস্তক নাফরমানী আর খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত ছিল, অহংকার আর আত্মম্ভরিতায়

সত্যের সাথে বিদ্রোহ করিয়াছিল। তাই কিয়ামতের দিবসে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হইবে। আফসোস আর অনুতাপ করিতে করিতে সেই দিন তাহারা জাহান্নামের অতলান্তে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(٢١) وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ
مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

(٢٢) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ○

(٢٣) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۡ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ
اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

(٢٤) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۭ
بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۭ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍۢ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ ۭ كَذٰلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

২১. স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল; সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করিতেছি।'

২২. উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি আমাদিগকে আমাদিগের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর।'

২৩. সে বলিল, 'ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগের নিকট প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়।'

২৪. অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে।' হূদ বলিল, 'ইহাই তো তাহা যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়—মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী।

২৫. 'আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছু ধ্বংস করিয়া দিবে।' অতঃপর উহাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ (সা)-কে স্বীয় সম্প্রদায়ের যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহাদিগের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,

اُذْكُرْ اَخَا عَادٍ "স্মরণ কর, আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা" আয়াতে اَخَا عَادٍ "আদ সম্প্রদায়রে ভাই" দ্বারা হূদ (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে প্রথম আদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যাহারা 'আহকাফে' বসবাস করিত।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, احقاف - حقف-এর বহুবচন। যাহার অর্থ বালির পাহাড়।

ইকরিমা (র) বলেন, আহকাফ অর্থ পাহাড় বা গুহা।

আলী (রা) বলেন, আহকাফ হাজারা মাউতের বায়হুত নামক একটি উপত্যকা, যেখানে কাফিরদিগের আত্মা নিক্ষেপ করা হয়।

কাতাদা (র) বলেন, আহ্‌কাফ ইয়ামানে সমুদ্রের তীরে 'শাহার' নামক একটি জায়গা। আদ সম্প্রদায় সেখানেই বসবাস করিত। ইবন মাজাহ্ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ আমাদিগের প্রতি এবং আদ জাতির ভ্রাতার প্রতি রহম করুন।"

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ "যাহার পূর্বে ও পরে সতর্ককারীরা আসিয়াছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম এবং শহরগুলিতেও সতর্ককারী রাসূলগণ পাঠাইয়াছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا "আমি উহাকে পূর্বের ও পরের সকলের জন্য শিক্ষার বিষয় বানাইয়াছি।"

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُوْدَ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে আপনি বলিয়া দিন যে, আমি তোমাদিগকে আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের ন্যায় তোমাদিগকেও আযাবের ভয় দেখাইয়াছি। তাহাদিগের পূর্বে ও পরে রাসূল আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়াছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি।" ইহার পর তাহারা হুদ (আ)-কে উত্তর দিয়াছিল যে,

قَالُوْا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا "তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগকে দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ।"

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ "তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছে উহা আনয়ন কর।

অর্থাৎ তাহারা আযাব অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া উহার ত্বরিত আগমন কামনা করিয়াছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهَا "যাহারা আযাবের প্রতি ঈমান রাখে না উহারা তাহা ত্বরিৎ কামনা করে।"

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ "তিনি বলিলেন, ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে।" অর্থাৎ তোমাদিগের ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তিনি যখন তোমাদিগকে শাস্তির উপযোগী মনে করিবেন কেবল তখনই শাস্তি নাযিল করিবেন। আমার দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহ্‌র বাণী তোমাদিগের কানে পৌঁছে দেওয়া। তবে وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ "কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।" অর্থাৎ আমি বিলক্ষণ দেখিতেছি যে, তোমরা নিতান্ত অবুঝ-নির্বোধ।

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ "অতঃপর যখন উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল।" অর্থাৎ যখন তাহারা তাহাদিগের নিকট আযাব আসিতে দেখিল, তখন তাহারা ভাবিল যে, উহা মেঘ, তাহাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। তাই তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কারণ তাহাদিগের বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"ইহাই তো তাহা তোমরা যাহা ত্বরান্বিত করিতেছিলে, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড় মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী। অর্থাৎ ইহা সেই আযাব যাহার সম্পর্কে তোমরা বলিয়াছিলে, তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ উহা আনয়ন কর।

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا "আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইহা প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করিয়া দিবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশেই এই আযাববাহী মেঘ তাহাদিগের জনপদের সব কিছু তছনছ করিয়া ফেলিবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ الاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ "আযাব যে স্থান অতিক্রম করিত উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিত।" তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاَصْبَحُوْا لاَيُرَاى الاَّ مَسَاكِنُهُمْ "উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না।" অর্থাৎ ঝড়ে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল। ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে কেইই রেহাই পাইল না।

كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ "অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এইভাবে প্রতিফল দিয়া থাকি।"

অর্থাৎ আমার রাসূলদিগকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদিগকে আমি এইভাবে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করি। ইহাই আমার নীতি। নিতান্ত একটি "গরীব" হাদীসে আদ জাতির যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইমাম আহমদ (র) ..... হারিছ বকরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিছ বকরী (র) বলেন ঃ আমি আলা ইব্‌ন হাজরামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইতেছিলাম। রাস্তায় তামীম গোত্রের এক বৃদ্ধার সাথে সাক্ষাৎ হইল, যাহার কাছে যানবাহনের কোন ব্যবস্থা ছিলো না। বৃদ্ধা আমাকে বলিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট যাইতে চাই; তুমি কি আমাকে হুযূরের নিকটে পৌঁছাইয়া দিবে? আমি সম্মত হইয়া তাহাকে আমার সওয়ারীর পিছনে বসাইয়া মদীনায় পৌঁছিলাম। দেখিলাম, মসজিদে নববীতে অসংখ্য লোকের ভীড়। তিল ধারণের ঠাঁই নাই। একটি কালো পতাকা উড়িতেছে। হযরত বিলাল (রা) তবরারী হাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্যাপার কি জানিতে চাইলে লোকেরা আমাকে বলিলঃ হুযূর (সা) হযরত 'আমর ইবনুল আস (রা)-কে কোন অভিযানে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতেছেন। আমি মসজিদের এক কোণায় চুপচাপ বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার ঘরে তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। আমি

অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ঘরে ঢুকিবার অনুমতি দিলেন। আমি সালাম বলিয়া হুযূরের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু তামীমের সাথে তোমার কোন মতবিরোধ ছিলো কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তবে আমিই ছিলাম বিজয়ী। এই সফরে বনূ তামীমের এক অসহায় বৃদ্ধার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। আপনার কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য আবেদন করিলে তাহাকে লইয়া আপনার দরবারে আসিয়াছি। ঐ তো সে আপনার অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। হুযূর (সা) বলিলেন, তাহাকেও ভিতরে লইয়া আস। আমি তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিলাম। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহা হইলে বনূ তামীম ও আমাদের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিন। আমার এই কথা বৃদ্ধার আত্মমর্যাদায় আঘাত হানিল এবং সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, হুযূর! তাহা হইলে বিপদগ্রস্ত কোথায় আশ্রয় নিবে। আমি বলিলাম, আমার উপমা হইল যাহা আদে আওয়াল বলিয়াছিল। আমার বাহন জন্তু তাহার মৃত্যুকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে। আমি জানিতাম না যে, বৃদ্ধাটি আমার সাথে এমন শত্রুতা করিবে। আল্লাহ না করুন, আমি যেন আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় হইয়া না যাই।

রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আদ জাতির প্রতিনিধির ঘটনা কি? অথচ তিনি এই ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন। আমি বলিলাম, আদ জাতির জনবসতিতে তীব্র খাদ্য সংকট দেখা দিলে তাহারা কায়ল নামক একজন দূতকে কোন এক স্থানে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে লোকটি মুআবিয়া ইব্ন বকরের কাছে অবস্থান করিয়া মদপান ও জারাদাহ নামক তাহার দুই বাঁদীর গান বাজনায় এমনভাবে মত্ত হইয়া গেল যে, এইভাবে তাহার একমাস কাটিয়া যায়। একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া জাবালে সাহারায় গিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ! তুমি তো জানো আমি কোন রোগীর চিকিৎসা করিতে কিংবা কোন কয়েদীর মুক্তিপণ আদায় করিতে আসি নাই। ইলাহী! তুমি আদ জাতির অভাব দূর করিয়া দাও, তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় পানি দান করো। মুহূর্ত পর আকাশে কয়েক খণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল এবং তন্মধ্য হইতে এই আওয়াজ আসিল যে, ইহাদের মধ্য হইতে যাহা ইচ্ছা তুমি পছন্দ করিয়া নাও। লোকটি গাঢ় কালো বর্ণের মেঘ খণ্ডটি পছন্দ করিয়া লইল। অতঃপর আওয়াজ আসিল যে, এই মেঘখণ্ডকে গ্রহণ কর যাহা ছাই বানাইয়া সমূলে ধ্বংসকারী। আদ জাতির কেউ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যতটুকু জানি তুফানের ভাণ্ডার হইতে আমার হাতের এই আংটি পরিমাণ বাতাসই তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আবূ ওয়ায়েল বলেন ঃ এই বর্ণনাটি যথার্থই সঠিক।

আরবে নিয়ম ছিল যে, কোন পুরুষ বা মহিলাকে দূতরূপে কোথাও পাঠানো হইলে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হইত, “খবরদার! আদ জাতির প্রতিনিধির ন্যায় করিও না।” তিরমিযী, নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহতেও এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা পূর্বে সূরা আ'রাফে বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কখনও দাঁত বাহির করিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে দেখি নাই। তিনি মুচকি হাস্য করিতেন। তিনি আরো বলেন, আকাশে মেঘ দেখা দিলে কিংবা ঝড় প্রবাহিত হইলে তাঁহার চেহারা মোবারক চিন্তাযুক্ত মনে হইত। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষ আকাশে মেঘ দেখিলে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। কিন্তু আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখিতে পাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ আয়িশা, এই মেঘ বা বায়ু আযাব বহন করিয়া আনিবে না এই ব্যাপারে আমি কি করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি? পূর্ব যুগের একটি জাতিকে কেবল বায়ু দ্বারাই ধ্বংস করা হইয়াছিল। একটি জাতি আযাববাহী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল ঃ ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি ইবন ওহব (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অপর একটি হাদীস ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আকাশপ্রান্তে কোন মেঘ উঠিতে দেখিলে যাবতীয় কাজ ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি সালাতরত থাকিলেও। অতঃপর এই দোয়া পাঠ করিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ عَافِيَتِهٖ “হে আল্লাহ ইহার অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ চাই।” অতঃপর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেলে তিনি আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিতেন, আর বৃষ্টি বর্ষিত হইলে বলিতেন ঃ اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا “হে আল্লাহ মঙ্গলজনক বৃষ্টি দান কর।”

অপর একটি হাদীস ঃ মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, ঝড়-তুফান শুরু হইলে নবী করীম (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَافِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ۔

“হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছি এবং উহার, উহার মধ্যে যাহা রহিয়াছে তাহার এবং উহা যাহা বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার অনিষ্ট হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাই।”

আয়িশা (রা) বলেন ঃ আকাশে মেঘ উঠিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া যাইত এবং তিনি একবার ঘর হইতে বাহির হইতেন, সামনে অগ্রসর হইতেন আবার পিছন দিকে ফিরিয়া যাইতেন। বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তিনি চিন্তামুক্ত হইতেন। হযরত আয়িশা (রা) উহা বুঝিতে পারিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, আদ জাতি আযাব বহনকারী মেঘ দেখিয়া বলিয়াছিল, ইহা আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। আমার ভয় হয় ইহা যেন তেমন হইয়া না যায়। সূরায়ে আ'রাফে হযরত হূদ (আ) ও আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। তাই পুনরায় এইখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। (সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।)

তাবারানী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আদ জাতির উপর কেবল একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত করা হইয়াছিল। এই বায়ু প্রথমত গ্রামবাসীদের উপর অতঃপর শহারবাসীদের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া তাহারা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, এই তো মেঘ আসিতেছে, উহা আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। কিন্তু বায়ু পল্লীবাসীদিগকে বহন করিয়া শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করিল। ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া গেল।" (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।)

(٢٦) وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيْمَآ اِنْ مَّكَّنّٰكُمْ فِيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا
وَّاَبْصَارًا وَّاَفْـِٕدَةً ۖ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ اَبْصَارُهُمْ وَلَآ
اَفْـِٕدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ ۙ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٢٧) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُوْنَ ○

(٢٨) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۗ بَلْ
ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৬. আমি উহাদিগকে যে, প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে উহা দিই নাই; আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।

২৭. আমি তো ধ্বংস করিয়াছিলাম তোমাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ; আমি উহাদিগকে বিভিন্নভাবে আমার নিদর্শনাবলী বিবৃত করিয়াছিলাম, যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে সৎপথে।

২৮. উহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন? বস্তুত উহাদিগের ইলাহ্‌গুলি উহাদিগের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল। উহাদিগের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এইরূপই।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে সন্তান-সন্ততি, প্রভাব- প্রতিপত্তি আর সম্পদের প্রাচুর্য দান করিয়াছিলাম; উহার কিছুই এখনও তোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে চোখ, কান, অন্তর সব কিছুই দিয়াছিলাম।

فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوْا يَجْحَدُوْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ-

"কিন্তু তাহাদিগের কর্ণ, তাহাদিগের চক্ষু এবং তাহাদিগের অন্তর তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করিত। যাহা লইয়া উহারা উপহাস করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল।"

অর্থাৎ যে আযাব উহারা অস্বীকার করিত এবং যাহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিত। অবশেষে উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া লইল। অতএব তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহাদিগের ন্যায় তোমরা দুনিয়া ও আখিরাতে আযাবে নিপতিত হইবে এবং সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرٰى আমি তোমাদের চতুষ্পার্শ্বের জনপদকে ধ্বংস করিয়াছিলাম। অর্থাৎ হে মক্কার অধিবাসিগণ, তোমরা তোমাদের আশপাশে একটু তাকাইয়া দেখ যে, কত সম্প্রদায় ও জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং নির্মমভাবে তাহারা তাহাদের অপকর্মের প্রতিফল ভোগ করিয়াছে। মক্কার আশে-পাশের যাহারা আল্লাহর রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল; আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন। যেমন ইয়ামানের

নিকটে হাজারা মাউতের 'আহকাফ' নামক অঞ্চলের অধিবাসী আদ জাতির অবস্থার প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করো। তোমাদের এবং শামের মধ্যবর্তী এলাকার 'সামূদ' জাতির পরিণাম নিয়েও চিন্তা করো। ইয়ামান ও মাদইয়ানের 'সাবা' জাতির পরিণামও দেখো। 'সাবা' ছিল মক্কাবাসীদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতায়াতের পথে। লূত সম্প্রদায়ের বুহাইরাদের থেকেও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার। ইহারাও মক্কা-বাসীদের যাতায়াতের পথে ছিল।

وَصَرَّفْنَا الْاٰيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ আমি নিদর্শনসমূহকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, যেন তাহারা ভ্রান্ত পথ হইতে সুপথে ফিরিয়া আসে।

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً "উহারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদিগকে ইলাহ্ বানাইয়াছিল তাহারা উহাদিগকে সাহায্য করিল না কেন?"

অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহকে ছাড়িয়া যাহাদিগকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে কি? অবশ্যই নয়।

بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ "বস্তুত তাহারা উহাদিগের হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িল।"। অর্থাৎ অনুসারীদিগকে সাহায্য করা তো দূরের কথা তাহারা নিজেরাই তদপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত হইয়া কাটিয়া পড়িল।

ذٰلِكَ إِفْكُهُمْ উহা তাহাদিগের মিথ্যা উক্তি।

وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ "উহা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম।"

অর্থাৎ দেবতাগুলিকে ইলাহ্রূপে গ্রহণ করা তাহাদিগের অলীক উদ্ভাবন মাত্র। ইহার কোন ভিত্তি নাই। ফলে তাহাদিগের ইবাদত করিয়া তাহাদিগের উপর ভরসা করিয়া হতভাগারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٢٩) وَاِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا
حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○

(٣٠) قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

(٣١) يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٣٢) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২৯. স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল, উহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, ‘চুপ করিয়া শ্রবণ কর।’ যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হইল উহারা উহাদিগের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপে।

৩০. উহারা বলিয়াছিল, ‘হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে ইহা উহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।

৩১. ‘হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।’

৩২. কেহ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না। উহারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ স্মরণ কর, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জ্বিনকে যাহারা কুরআন পাঠ শুনিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি ‘নাখ্‌লাহ’ নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। নবী করীম (সা) তখন ইশার সালাত আদায় করিতেছিলেন।

كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا “তাহারা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল” এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় সুফিয়ান (র) বলেন, তাহারা একে অপরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর বর্ণনানুযায়ী এরা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী, সংখ্যায় ছিল তারা সাতজন। ইমাম আহমদ ও বায়হাকী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, হুযূর (সা) জ্বিনদেরকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেননি। তিনি তাহাদিগকে দেখেনও নাই। মহানবী (সা) সাহাবাদের সাথে ওকাজ বাজারে যাইতেছিলেন। এদিকে শয়তানও আকাশের সংবাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হইয়া যায় এবং তাহাদের গায়ে অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু হইয়া যায়। শয়তানরা আসিয়া তাহাদের সম্প্রদায়কে এই সংবাদ জানাইলে তাহারা বলিল ঃ নিশ্চয় নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। যাও, তোমরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। তাহারা ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের যেই দলটি আরবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিল 'নাখলাহ' নামক স্থানে আসিয়া তাহারা রাসূল (সা)-এর সাক্ষাৎ পায়। তিনি তখন ওকাজ বাজারে যাওয়ার পথে সাহাবাদিগকে লইয়া ফজরের সালাত আদায় করিতেছিলেন। কুরআন তিলায়াতের আওয়াজ শুনিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায় এবং মনযোগ সহকারে কুরআন শুনিতে থাকে। ইহার পর তাহারা পরস্পর বলাবলি করে যে, ইহাই তোমাদের ও আকাশের খবরাখবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতার কারণ। সেখান হইতে তাহারা দ্রুত প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিয়া বলিতে শুরু করে ঃ

قَالُوْا يَاقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا الْقُرْاٰنَ عَجَبًا يَّهْدِى اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ـ

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনিয়াছি। যাহা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করিব না।"

এইদিকে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ "আপনি বলিয়া দিন যে, একদল জ্বিন মনযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়াছে।"

এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমসহ তিরমিযী ও নাসায়ী ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (র) বলেন, জ্বিনেরা ওহী শ্রবণ করিত, একটি শব্দ তাহাদের কর্ণগোচর হইলে তাহার সাথে নিজেদের থেকে আরো দশটি শব্দ যোগ করিয়া লইত। ফলে তাহারা একটি সত্য কথা বলিলে মিথ্যা বলিত দশটি। ইতিপূর্বে তাহাদের প্রতি

তারকা নিক্ষেপ করার কোন নিয়ম ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা)-এর আগমনের পর তাহাদের প্রতি অগ্নিস্ফূলিঙ্গ নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। তাহারা তাহাদের নির্ধারিত আসনে বসার সাথে সাথেই উহা নিক্ষেপ করা হইত, ফলে তাহারা আর তথায় অবস্থান করিতে পারিত না। তাহারা ইবলিসের নিকট এই অভিযোগ জানাইলে সে বলিল যে, নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ইবলিস তাহার সৈন্য-সামন্তকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'নাখলাহ্'র দুই পাহাড়ের মাঝে সালাতরত দেখিতে পাইল এবং ফিরিয়া গিয়া ইবলিসকে এই সংবাদ জানাইল। ইবলিস বলিল ঃ হ্যাঁ এই কারণেই আকাশকে সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং তোমাদের যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিরমিযী ও নাসায়ীর তাফসীর অধ্যায়েও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

আইয়ুব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাসান বসরী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। ওহীর মাধ্যমে তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী (র) সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তাহাতে হুযূর (সা)-এর তায়েফ সফর এবং তায়েফবাসীদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও তাহাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে সেই উত্তম দোয়াটিও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মহানবী (সা) তায়েফের বিপদের মুহূর্তে পাঠ করিয়াছিলেন। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْا ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلى النَّاسِ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ- وَاَنْتَ رَبِّىْ اِلى مِنَ تَكِلْنِىْ اِلٰى عَدُوٍّ بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلىٰ صَدِيْقٍ قَرِيْبٍ مَلَكْتَهُ أَمْرِىْ اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبُ عَلَىَّ فَلاَ اُبَالِىْ غَيْرَ اِنَّ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِىْ أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَّنْزِلَ بِىْ غَضَبَكَ اَوْ يَحُلَّ بِىْ سَخَطِكَ وَلَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ-

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, নিঃসম্বলতা, ও মানুষের চোখে আমার মর্যাদাহীনতার অভিযোগ করিতেছি; হে পরম দয়ালু! তুমি সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু ও স্নেহশীল তুমি দুর্বল ও অসহায়দের রব। তুমি আমার রব, তুমি

আমাকে কাহার হাতে সোপর্দ করিতেছ? দূরবর্তী কোন শত্রুর হাতে যে আমাকে অক্ষম করিয়া দিবে, নাকি নিকটবর্তী কোন বন্ধুর হাতে যাহাকে তুমি আমার ব্যাপারে ক্ষমতা দান করিয়াছ? আমার প্রতি যদি তোমার ক্রোধ না থাকে তাহা হইলে এই বিপদাপদের জন্য আমার কোন পরোয়া নেই। তবে যদি তুমি আমাকে নিরাপদ রাখ তাহা হইলে উহা আমার জন্য নিতান্তই আরামদায়ক। তোমার চেহারার যেই নূরের বদৌলতে অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছে এবং ইহকাল ও পরকালের সবকিছুই সংশোধিত হইয়াছে তাহার উছিলায় পানাহ্ চাহিতেছি যে, তুমি আমার প্রতি তোমার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি নিন্দা নাযিল করিও না। তোমার সন্তুষ্টি আমার একান্ত প্রয়োজন। নেককাজ করা ও বদকাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা তোমার-ই প্রদত্ত।"

রাবী বলেন, সেই সফর থেকে ফিরিবার পথে 'নাখলাহ' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত্রি যাপন করেন। সেই রাতেই নাসীবীনের জ্বিনেরা তাঁহার কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ। তবে এই রাত্রে জ্বিনদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণের ব্যাপারে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের কুরআন শ্রবণের ঘটনাটি ওহী নাযিল হওয়ার প্রথম দিকে সংঘটিত হইয়াছে আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তায়েফ সফর ছিল চাচা আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর, হিজরতের এক বৎসর বা দুই বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইব্ন ইসহাক (র) ও অন্যরা এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, হুযূর (সা) 'নাখলাহ্' নামক স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। ইত্যবসরে জ্বিন দল তথায় আগমন করে। কুরআন শুনিয়া তাহারা নিশ্চুপ হইয়া যায়। সংখ্যায় ছিল তাহারা নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবায়াহ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ হইতে ضَلَالٍ مُبِيْنٍ পর্যন্ত নাযিল করেন। সুতরাং এই বর্ণনা আর আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তখন জ্বিনদের উপস্থিতি সম্পর্কে হুযূর (সা) অবগত ছিলেন না। তখন তাহারা কুরআন শ্রবণ করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যায়। পরবর্তীতে প্রতিনিধিরূপে তাহারা দলে-দলে হুযূর (সা)-এর খেদমতে আসিতে থাকে। এই সম্পর্কিত হাদীস ও বিভিন্ন বর্ণনা যথাস্থানে আলোচিত হইবে ইনশাল্লাহ্।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মা'আন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন ঃ আমি আমার আব্বাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি মাসরুককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি– যেই রাত্রে জ্বিনেরা কুরআন শুনিয়াছে সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সেই সম্পর্কে কে সংবাদ দিয়াছিল? তিনি বলিলেন যে, তোমার পিতা ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, একটি বৃক্ষ রাসূলুল্লাহ

(সা)-কে তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। হইতে পারে যে, এই সংবাদ প্রথমবারে দেওয়া হইয়াছিল আর আমরা ইতিবাচক বর্ণনাকে নেতিবাচক বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিব। ইহাও হইতে পারে যে, যখন তাঁহারা কুরআন শ্রবণ করিতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ (সা) টের পান নাই। বৃক্ষটি তাহাদের সমবেত হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। (আল্লাহ সর্বজ্ঞ)।

আবার ইহাও হইতে পারে যে, এই বর্ণনাটির সম্পর্ক পরবর্তীতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের কোন একটির সাথে। হাফেজ বায়হাকী (র) বলেন, প্রথমবারে হুযূর (সা) জ্বিনদেরকে দেখিতে পান নাই এবং তাহাদিগকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে ও কুরআন পাঠ করেন নাই। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের বর্ণনাটি এই প্রথম ঘটনা সম্পর্কে। তবে ইহার পর জ্বিনরা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা)-ও এই ধরনের বর্ণনা দিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (র) বর্ণনাসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ..... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলকামা (র) বলেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের কেহ কি সেই রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন, না কেউ ছিলেন না। তবে এক রাতে আমরা হুযূর (সা)-কে মক্কায় হারাইয়া ফেলিলাম। তখন আমরা ভাবিলাম যে, হয়তো তিনি শত্রুর কবলে পড়িয়াছেন, শত্রুরা হয়তো তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে। আমরা সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। বড়ই অশান্তিতে আমরা সেই রাতটি অতিবাহিত করি। সুবহে সাদেকের সামান্য পূর্বে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, তিনি হেরা গুহার দিক হইতে আসিতেছেন। আসার পর আমরা আমাদের রাতের অবস্থা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার নিকট জ্বিনদের একজন দূত আসিয়াছিল। তাহার সাথে গিয়া আমি জ্বিনদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। অতঃপর তিনি আমাদিগকে লইয়া গিয়া তাহাদের চিহ্ন ও আগুনের চিহ্ন দেখাইলেন। শা'বী (র) বলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পাথেয় চাহিয়াছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যেই হাড্ডির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হইবে উহা পূর্বের তুলনায় অধিক গোশতে পরিপূর্ণ হইয়া তোমাদের হস্তগত হইবে এবং মল ও গোবর তোমাদের পশুদের খাদ্য। অতএব হে মুসলমানগণ! তোমরা উহা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করিও না। কারণ উহা তোমাদের ভাইদের খাদ্য।" ইমাম মুসলিম (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন জরীর (র) ..... উবাইদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। উবাইদুল্লাহ্ (র) বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমি হাজুন নামক স্থানে দাঁড়াইয়া জ্বিনদিগকে কুরআন শুনাইয়া রাত অতিবাহিত করিয়াছি।"

আরেক সূত্রে ইব্ন জারীর (র) ..... শামের অধিবাসী আবূ উসমান ইব্ন শায়বাহ খুযায়ী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ উসমান ইব্ন শায়বাহ খুযায়ী (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মক্কায় সাহাবীদিগকে বলিলেন ঃ জ্বিনদের কার্যকলাপ দেখিবার জন্য যাহারা রাত্রে আমার সাথে যাইতে চাও চল। কিন্তু আমি ব্যতীত কেহ যায় নাই। তিনি আমাকে লইয়া মক্কার উঁচু স্থানে পৌছার পর নিজের পা দ্বারা একটি বৃত্ত আঁকিয়া "তুমি এইখানে বসিয়া থাক" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন এবং এক স্থানে দাঁড়াইয়া কুরআন তিলাওয়াত করিতে শুরু করিলেন। তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিয়া অসংখ্য জ্বিন তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। এমনকি আমি আর হুযূর (সা)-কে দেখিতে পাইলাম না এবং তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিতে পাইলাম না। অতঃপর আমি দেখিতে পাইলাম যে, আকাশের মেঘখণ্ডের ন্যায় তাঁহারা এদিক সেদিক ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সেইখানে মাত্র অল্প কয়েকজন রহিয়া গেল। ফজরের সময় হুযূর (সা) অবসর হইয়া ব্যক্তিগত প্রয়োজন সারিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অবশিষ্ট জ্বিনেরা কোথায়? আমি বলিলাম, ঐ তো উহারা ঐখানে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে কিছু হাড্ডি ও গোবর দিলেন। অতঃপর তিনি এই দুই বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করিতে নিষেধ করিয়া দেন। ইমাম বায়হাকী দালায়েলে নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি অবিকল বর্ণনা করেন। হাফিজ আবূ নু'আইম (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(আরেক সূত্রে) হাফিজ আবূ নু'আইম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সাথে লইয়া এক জায়গায় উপস্থিত হন। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি ঠিক এই স্থানে দাঁড়াইয়া থাক। সাবধান! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইবে না। অন্যথায় ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

আরেক সূত্রে ঃ ইব্ন জারীর (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন গায়লান সাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন গায়লান (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিয়াছি আপনি নাকি জ্বিন প্রতিনিধি দলের রাতে হুযূর (সা) এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নবী (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে বলিলেন, 'তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না।' সকালে আসিয়া হুযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে?' আমি বলিলাম, জ্বি-না আল্লাহ্র শপথ! আমি কয়েকবারই লোকদের

থেকে সাহায্য প্রার্থনা করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমি শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, আপনি তাহাদিগকে লাঠি দ্বারা শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, বসিয়া পড়। হুযূর (সা) বলিলেন, আমার আশংকা হইতেছিল যে, তুমি যদি বৃত্ত হইতে বাহির হও তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, সাদা পোষাক পরিহিত কয়েকজন লোক দেখিয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন। আমার নিকট উহারা খাদ্য চাহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে হাড্ডি ও গোবর দিয়াছি। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! উহাতে তাহাদের কি লাভ হইবে? বলিলেন, তাহাদের হাত লাগার সাথে সাথে প্রতিটি হাড্ডি পূর্বের ন্যায় গোশ্‌তে পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। আর খাওয়ার পূর্বে যাহা ছিল গোবরে তাহা পাওয়া যাইবে। অতএব কেহ যেন হাড্ডি বা গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে।

আরেক সূত্র ঃ হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে সাথে করিয়া লইয়া যান। অতঃপর তিনি বলেন ঃ পনেরজন জ্বিন যাহারা পরস্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই ছিল আজ রাত আমার কাছে কুরআন শ্রবণ করিবার জন্য আসিবে। অতঃপর আমি তাঁহার সাথে এক স্থানে গিয়া পৌঁছি। তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া উহার মধ্যে আমাকে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন ঃ এই স্থান হইতে বাহির হইও না। আমি সারা রাত সেখানে কাটাইলাম। ফজরের সময় তিনি কিছু হাড্ডি, গোবর ও কয়লা হাতে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, এই জিনিষগুলি কখনও ইস্তিঞ্জায় ব্যবহার করিও না। রাসূলুল্লাহ (সা) যেই জায়গায় গিয়া ছিলেন সকাল বেলায় আমি সেই জায়গায় যাইয়া দেখি জায়গাটি এতই প্রশস্ত যে, সেখানে ষাটটি উট অবস্থান করিতে পারিবে।

(আরেক সূত্র) ইমাম বায়হাকী (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিনের রজনীতে আমি মহানবী (সা) এর সাথে গিয়াছিলাম। হাজুন নামক স্থানে যাওযার পর তিনি একটি বৃত্ত আঁকিয়া আমাকে সেই বৃত্তের মধ্যে রাখিয়া তিনি জ্বিনদের নিকট গমন করেন। তাঁহারা হুযূর (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে জড়ো হয়। তাহাদের নেতা ওযারদান বলিল, ইহাদিগকে এদিক সরাইয়া আমি আপনাকে কষ্টমুক্ত করিয়া দিতেছি। হুযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহর হাত হইতে কেউ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ জ্বিনের রজনীতে হুযূর (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বলিলাম, আমার কাছে পানি নাই বটে তবে এক

পাত্র নাবীয আছে। হুযূর (সা) বলিলেন, উত্তম খেজুরও পবিত্র পানি। আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ (র) ইব্‌ন যায়দের সূত্রে একই সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন যে, তিনি জ্বিন রজনীতে হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্দুল্লাহ! তোমার কাছে কি কোন পানি আছে? বলিলাম, আমার কাছে একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ উহা দ্বারা আমাকে ওযূ করাও। অতঃপর তিনি ওযূ করিলেন এবং বলিলেন ঃ হে আব্দুল্লাহ! ইহা পানীয় ও পবিত্র বস্তু। এই সনদে শুধু আহমদ (র)-ই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। দারে কুতনী (র) হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে অন্য সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণণা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি জোরে শ্বাস টানিতেছিলেন। আমি বলিলাম ঃ হুযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, “আমার নিকট আমার ইন্তিকালের সংবাদ আসিয়াছে” হে ইব্‌ন মাসউদ! মুসনাদে আহমাদে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় এই হাদীসটি উল্লেখ করা হইয়াছে। দালায়েলে নুবুওতে হাফিজ আবূ নু'আইম (র) হাদীসটি ...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, জ্বিন প্রতিনিধির রজনীতে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। ফিরিয়া আসার পর তিনি খুব জোরে শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, হুযূর, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আমার নিকট আমার মৃত্যুর সংবাদ আসিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে এখন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। হুযূর বলিলেন, কাহাকে খলিফা নির্বাচন করিব? আমি বলিলাম আবূ বকর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার শ্বাস টানিতে শুরু করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, বলুন না, আপনার কি হইয়াছে? হুযূর (সা) বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছ। আমি বলিলাম হুযূর তবে একজন খলিফা নির্বাচন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, উমর (রা)-কে। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন ও পুনরায় শ্বাস টানিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কি হইয়াছে, একটু বলুন না। তিনি বলিলেন, আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, হুযূর, তাহা হইলে একজন খলিফা

নিযুক্ত করিয়া দিন। হুযূর (সা) বলিলেন, কাহাকে? আমি বলিলাম, আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার জীবন! মানুষ যদি তাঁহার আনুগত্য করে তাহা হইলে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এই হাদীসটি নিতান্তই গরীব এবং হাদীসটি সংরক্ষিত না হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আর সহীহ মানিয়া লইলেও বলিতে হইবে যে, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে মদীনায়। সেখানেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জ্বিনদের প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল। কারণ হুযূর (সা)-এর ওফাত হইয়াছিল মক্কা বিজয়ের পর। তখন মানুষ ও জ্বিন দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। এবং সূরায়ে নাস্‌র অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ তা'আলা হুযূর (সা) -কে ইন্তিকালের সংবাদ দিয়াছেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই ব্যাপারে বক্তব্য পেশ করিয়াছেন এবং হযরত উমর (রা) তাহাতে একমত পোষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীস সূরায়ে নাস্‌রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ্য করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

আবূ নু'আইম (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। খলিফা নির্বাচনের কথাও সেখানে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রটি গরীব এবং বিষয়টি বিস্ময়কর।

(আরেক সূত্র) ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার চতুষ্পার্শ্বে বৃত্ত আঁকিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না। আমি তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইব। তাঁহারা ছিল খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় লম্বা। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বলিলাম, না। হুযূর (সা) বলিলেন, তোমার সাথে কি নাবীয আছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ আছে। অতঃপর তিনি উহা দ্বারা ওযূ করিলেন।

وَاِذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ "যখন আমি জ্বিনদিগকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছি"— এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... ইকরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরামা (র) বলেন ঃ জ্বিনরা ছিল জাযীরায়ে মাওছেলের অধিবাসী। সংখ্যায় ছিল তাহারা বার হাজার। নবী করীম (সা) একটি বৃত্ত আঁকিয়া আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলিলেন, আমি আসা পর্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করো। খবরদার! এই বৃত্ত হইতে বাহির হইও না। কিন্তু ইব্‌ন মাসউদ (রা) তাহাদিগকে দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা স্মরণ করিয়া আর বাহির হইলেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি যদি বৃত্ত হইতে চলিয়া যাইতে তাহা হইলে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তোমার আমার সাক্ষাৎ ঘটিত না।

(আরেক সূত্র) وَاذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে সায়ীদ ইব্‌ন আবূ আরুবাহ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, কাতাদাহ (র) বলেন ঃ শুনিয়াছি যে, জ্বিনরা নিনওয়াহ হইতে মহানবী (সা)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। নবী করীম (সা) বলিয়াছিলেন যে, জ্বিনদিগকে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তোমাদের মধ্য হইতে আমার সাথে কে যাইতে চাও? কিন্তু সকলেই মাথা ঝুঁকাইয়া রহিল। তিনি পুনরায় অনুরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তৃতীয়বার অনুরূপ জিজ্ঞাসা করার পর হোযাইল গোত্রের আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হুযূর (সা)-এর সংগে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হুযূর (সা) তাঁহাকে সংগে লইয়া হাজুন ঘাঁটিতে পৌঁছিলেন এবং একটি বৃত্ত আঁকিয়া তাঁহাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া তিনি সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, 'আমি দেখিতে পাইলাম যে, শকুনের ন্যায় কতিপয় প্রাণী আগমন করিতেছে। কিছুক্ষণ পর আমি প্রচণ্ড একটি হট্টগোলের আওয়াজ শুনিতে পাইয়া রাসূলের ব্যাপারে ভয় পাইলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআন তিলাওয়াত করিলেন। ফিরিয়া আসার পর আমি নবী করীম (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের হট্টগোল শুনিতে পাইলাম? হুযূর (সা) বলিলেন, তাহারা একজন নিহত ব্যক্তি লইয়া ঝগড়া করিতেছিল, ন্যায় সংগতভাবে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম এই বর্ণনাটি মুরসাল রেওয়ায়াত করিয়াছেন।

এই সব ঘটনাবলী দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হুযূর (সা) স্বেচ্ছায় যাইয়া জ্বিনদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিয়াছেন। তবে প্রথমবারে যখন তাঁহারা কুরআন শুনিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে দেখেন নাই এবং তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। ইহার পর তাহারা প্রতিনিধিরূপে হুযূর (সা)-এর নিকট আসিলে হুযূর (সা) তাহাদিগকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান। তখন ইব্‌ন মাসউদ (রা) হুযূরের সাথে গিয়াছিলেন বটে তবে ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। ইব্‌ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্য কেউ হুযূর (সা)-এর সাথে যান নাই। ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমবার হুযূর (সা)-এর সাথে কেহ ছিলেন না। ইমাম আহমদ (র)-এর বর্ণনার দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। অতঃপর অন্য এক রাত্রে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হুযূরের সাথে গিয়াছিলেন। যেমন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ (বল আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম ইব্‌ন জুরাইজের হাদীস হইতে এই ধরনের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাও

বর্ণিত আছে যে, নাখলায় যেই জ্বিনেরা হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহারা ছিল নিনওয়াবাসী আর মক্কায় যাহারা সাক্ষাৎ করিয়াছে তাহারা ছিল নাসীবীনের অধিবাসী।

আর বায়হাকী (র) বলেন, যেই বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, আমরা চরম অশান্তিতে সেই রাতটি অতিবাহিত করিয়াছি সেইখানে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) ব্যতীত অন্যদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ..... আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) হুযূর (সা)-এর বিশেষ প্রয়োজন ও ওযূর জন্য পানির পাত্র লইয়া হুযূর (সা)-এর সাথে যাইতেন। নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি হুযূর (সা)-এর পিছনে পিছনে গেলেন। হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি আবূ হুরায়রা। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ইস্তেঞ্জার জন্য ঢিলা লইয়া আস কিন্তু হাড্ডি আর গোবর আনিও না। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি আঁচলে করিয়া কয়েকটি পাথর আনিয়া হুযূর (সা)-এর পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। তিনি প্রয়োজন সারিয়া দাঁড়াইলে আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম এবং বলিলাম হে আল্লাহর রাসূল! হাড্ডি আর গোবর আনিতে নিষেধ করিলেন কেন, জানিতে পারি কি? বলিলেন ঃ নাসীবীনের একদল জ্বিন আমার নিকট আসিয়া খাদ্য প্রার্থনা করিয়াছিল। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম যে, তাহারা যেই হাড্ডি আর গোবর অতিক্রম করিবে তাহা যেন খাদ্যে পরিণত হইয়া যায়। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এই হাদীস আর উপরে বর্ণিত হাদীসগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট উহার পর আরো কয়েকবার আগমন করিয়াছে। এখন ঐ হাদীসগুলি উল্লেখ করিব যাহা দ্বারা হুযূর (সা)-এর নিকট জ্বিনদের একাধিকবার আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা নাসীবীনের অধিবাসী ছিল। সংখ্যায় ছিল তাঁহারা সাতজন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাদিগকে নিজের পক্ষ হইতে দূতরূপে তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইহারা ছিল সাতজন। তিনজন হেরানের অধিবাসী আর চারজন নাসীবীনের অধিবাসী। তাহাদের নাম হইল ঃ (১) হাছী (২) হাছা (৩) মুনীছী (৪) শাজীর (৫) মাজির (৬) উরদুনিয়ান (৭) আহক্বাম। আবূ হামজাহ ছুমালী (র) বলেন ঃ জ্বিনদের সেই গোত্রটির নাম ছিল বনূ শীছান। জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রের তুলনায় ইহারা ছিল সংখ্যাধিক। বংশগত দিক থেকেও ছিল তাহারা সম্মানিত। ইহারা সাধারণত ইবলিসের সেনাদলভুক্ত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

সুফিয়ান ছওরী (র) ..... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ তাঁহারা ছিল নয়জন। তন্মধ্যে একজনের নাম যুবাআহ। তাহারা নাখলাহ হইতে আসিয়াছিল। কাহারো কাহারো মতে সংখ্যায় তাহারা পনের জন ছিল। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তাহারা ষাটটি উটে চড়িয়া আসিয়াছিল এবং তাহাদের নেতার নাম ছিল অরদান। কাহারো মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল তিনশত। ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বার হাজার ছিল। পরস্পর বিরোধপূর্ণ এই বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জ্বিনদের আগমন একাধিকবার ঘটিয়াছে। কখনো সাতজন, কখনো নয়জন, কখনো তিনশত, কখনো বার হাজার ইত্যাদি সংখ্যক আগমন করিয়াছে। বুখারী শরীফের এক হাদীসেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই ঃ

ইয়াহইয়া ইব্ন সুলাইমান (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ উমর (রা) যদি কোন ব্যাপারে বলিতেন যে, "আমার ধারণায় ব্যাপারটি এই মনে হয় তাহা হইলে বাস্তবেও উহাই ঘটিত।" একদিনের ঘটনা। হযরত উমর (রা) বসিয়া আছেন। ইত্যবসরে একজন সুদর্শন লোক কোথায় যেন যাইতেছিল। উমর (রা) লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, আমার ধারণা যদি ভুল না হয় তাহা হইলে লোকটি জাহেলিয়া যুগের একজন গণক ছিল। তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি আসার পর উমর (রা) তাঁহার ধারণার কথা লোকটিকে বলিলেন। লোকটি বলিল ঃ এমন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী কোন মুসলামান এই যাবত আমার চোখে পড়েনি। উমর (রা) বলিলেন, প্রকৃত ঘটনা বলিতে তোমাকে জোর তাগিদ দিতেছি। সে বলিল, আমি গণক ছিলাম। উমর (রা) বলিলেন, তোমার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা আমাকে শুনাও। লোকটি বলিল ঃ আমি একদিন বাজারে যাইতেছিলাম। যেই জ্বিনটি আমার নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সংবাদ নিয়া আসিত পথিমধ্যে সে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাকে সন্ত্রস্ত ক্লান্ত মনে হইতেছিল। সে বলিতে লাগিল ঃ

اَلَمْ تَرَ الجِنَّ وَاَبْلاَسَهَا وَيَاْسَهَا مِنْ بَعْدِ اِتْكَاسُهَا
وَلُحُوْقَهَا بِالْقَلاَصِ وَهَلاَسَهَا

অর্থাৎ আপনি কি জ্বিনদের ধ্বংস নৈরাশ্য, ছড়াইয়া পড়িবার পর সংকুচিত হওয়া ও তাহাদের দুর্গতির কথা শুনিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিতে লাগিলেন, যেন সত্যই বলিয়াছে। আমি একদিন তাহাদের মূর্তিগুলির পার্শ্বে শুইয়াছিলাম। ইত্যবসরে একজন লোক একটি গো-বৎস লইয়া তথায় উপস্থিত হইল উহা যবাহ করিল। হঠাৎ আমি এমন একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে কোনদিন যাহা আমি শুনি নাই। কে যেন বলিতেছিল, হে জালীহ! সফলতা দানকারী

বিষয় আসিয়াছে। একজন বাকপটু লোক 'লা-ইলা ইল্লাল্লাহ্'-এর দাওয়াত দিতেছেন। উমর (রা) বলেন এই আওয়াজ শুনিয়া সমস্ত মানুষ ভয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু আমি ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য সেইখানে বসিয়া রইলাম। কিছুক্ষণ পর পুনরায় আওয়াজ শুনা গেল এবং অদৃশ্য হইতে কে যেন পূর্বের কথাগুলি বলিতেছিল। কিছু দিন পরই মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াতের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইমাম বায়হাকী (র) ইব্ন ওহাবের সূত্রে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই রেওয়ায়েত দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উমর (রা) নিজেই ঐ আওয়াজটি যবাহকৃত গো-বৎস হইতে শুনিয়াছেন। উমর (রা)-এর আরো একটি দুর্বল রেওয়ায়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ইহাই বুঝা যায়। তবে অন্যান্য বর্ণনা দ্বার বুঝা যায় যে, সেই গণক লোকটিই উমর (রা)-কে ঘটনাটি শুনাইয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। বায়হাকী (র)-এর এই মতটি গ্রহণযোগ্য মত। যতদূর জানা যায় যে, লোকটির নাম ছিল সাওয়াদ বিন কারিব। এই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানিতে চাইলে আমার গ্রন্থ্ সীরাতে উমর (রা) দেখিয়া নিন। ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, সম্ভবত ইনি সেই গণক, নাম উল্লেখ না করিয়া সহীহ্ হাদীসে যাহার সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) একদিন মিম্বরে নববীতে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন। খুতবার মাঝে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে সাওয়াদ ইব্ন কারিব আছে কি? কিন্তু গোটা এক বৎসরের মধ্যে কেহই হ্যাঁ বলিয়া উত্তর দেয় নাই। পরবর্তী বছর আবারো জিজ্ঞাসা করার পর আমি জিজ্ঞাস করিলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! সাওয়াদ ইব্ন কারিব আবার কে? উমর (রা) বলিলেন ঃ তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্যজনক। ইত্যবসরে সাওয়াদ ইব্ন কারিব (রা) আসিয়া হাজির। হযরত উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন, সাওয়াদ, আমাদিগকে তোমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী শুনাও।

সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ আমি হিন্দুস্থান গিয়াছিলাম। এক রাতে শুইয়া আছি। ইত্যবসরে আমার সাথী জ্বিন আমার কাছে আসিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিল ঃ উঠ, হুঁশ থাকিলে শোন ও ভালো করিয়া বুঝিয়া লও। লুওয়াই ইব্ন গালিবের বংশ হইতে আল্লাহ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন।

অতঃপর কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَحْسَاسِهَا * وَشَرُّهَا الْعَيْنِ بِأَحْلاسِهَا
تَهْوِيْ الى مَكَّةَ تَبْغِيْ الْهُدى * مَاخَيْرُ الجِنِّ كَانْكَا سهَا
فَإِنْهَضْ الى الصفوة مِنْ هَاشِمٍ * وَاسْم بَعيْنَكَ اِلى رَأسِهَا

অর্থ ঃ আমি জ্বিনদের অনুভূতি ও তল্পীতল্পা গুটাইবার কারণে আশ্চর্যবোধ করিতেছি। তুমি যদি হিদায়াত অনুসন্ধান করিয়া থাক তাহা হইলে মক্কার দিকে রওয়ানা করো। ভালো ও মন্দ জ্বিন সমান নয়। উঠ, বনু হাশিমের সেই দিপ্তীমান প্রিয় দর্শন চেহারার প্রতি তাকাও। ইহার পর আমি আবারো তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। পুনরায় সে আমাকে জাগাইয়া বলিতে লাগিলঃ হে সাওয়াদ বিন কারিব! আল্লাহ্ একজন রাসূল পাঠাইয়াছেন। তুমি তাহার খিদমতে যাও এবং হিদায়াত লাভ কর। পরবর্তী রাতে সে আবারো আমাকে জাগ্রত করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلْجِنِّ وَتَطْلاَبِهَا * وَشَدِّهَا لِلْعَبس بِافْتَابِهَا
تَهْوِىْ الى مَكَّةَ تَبْغِىْ الهُدى * لَيْسَ قَدْمَاهَا كَاَذْنَابِهَا
فَانْهَض الِىَ الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * وَاسْم بِعَنيَك اِلَى قَابِهَا

অর্থাৎ- জ্বিনদের অনুসন্ধান ও তল্পীতল্পা গুটাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হই।

হিদায়াত পাইতে হইলে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। তাহার পা ও লেজ সমান নয়। অতিসত্বর বনী হাশেমের সেই মহান ব্যক্তির মুখ দর্শনে ধন্য হও।

তৃতীয় রাত্রে পুনরায় আসিয়া সে আমাকে জাগাইল এবং নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিল ঃ

عَجِبْتُ لِلجِنٍّ وَتَخْبَارِهَا * وَشَدَهَا العَبْسَ بِاَكْوَارِهَا
تَهْوِىْ اِلى مَكَّةَ تَبْغِىْ الْهُدى * لَيْسَ دُوْر الشرّ كَاَخْبَارِهَا
فَانْهَضَ اِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ * مَامُوْمِنوا الجِنِّ كَكَفَارِها

অর্থাৎ জ্বিনদের অবগতি ও তাদের কাফেলার দ্রুত প্রস্তুতির জন্য আমি অবাক হই।

হিদায়াত লাভের জন্য মক্কায় চলিয়া যাও। ভালো ব্যক্তি আর মন্দ ব্যক্তি সমান নয়।

উঠ, বনী হাশেমের মহান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হও। ঈমানদার জ্বিন আর কাফির জ্বিন সমান নয়।

উপর্যুপরী তিন রাত এই কথাগুলি শুনিবার পর মুহাম্মদ (সা) এর মর্যাদা ও ভালোবাসা আমার মনের সমুদ্রে তরঙ্গায়িত হইতে শুরু করিল। ফলে সফরের প্রস্তুতি নিয়া সোজা মক্কায় হুযূর (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন মক্কা নগরীতে অবস্থান করিতেছেন। তাহার চতুষ্পার্শ্বে ছিল জনতার প্রচণ্ড ভীড়। আমাকে দেখিয়া রাসূল (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ মারহাবা! হে সাওয়াদ ইব্‌ন কারিব! হুযূর (সা) বলিলেন, "তুমি কিভাবে, কেন এবং কাহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আসিয়াছ আমার

সবই জানা আছে।” সাওয়াদ বলিল, হুযূর, অনুমতি হইলে আপনাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইব। হুযূর বলিলেন ঃ নির্ভাবনায় আগ্রহের সাথে বলিতে পার। অতঃপর আমি নিম্নোক্ত কবিতাগুলি পাঠ করিলাম ঃ

اَتَانِى رَئِىْ بَعْدَ لَيلٍ وَهْجَعَةَ * وَلَمْ يَكُ فِيْمَا قَد بَلَوْتُ بَكَاذِبٍ
ثَلاَثُ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلّ لَيْلَةٍ * اَتَاكَ رَسُوْلُ مِن لُؤى بِنْ غَالِبَ
فَثَمَّرْتُ عَنْ سَاقِىْ اِلا زَاروسطتْ * بِىْ الدعاب الوَجْنَاءِ بَيْنَ السَبَاسب
فَأشْهَدُ أَنَّ اللّهَ لاَرَبَّ غَيْرَهُ * وَإِنَّكَ مَامُوْنُ عَلى كُلّ غَائِبٍ
وَاَنَّكَ ادنى المُرسلِيْنَ وسيلةً * اِلى اللّه يَا ابنُ الاَكرمِيْنَ الاَطَايب
فَمُرْنَا بِمَا يأنيك يَاخَيْرُ مُرْسَل * وَاِنّ كَانَ فِيْمَا جَاءَ شَيْبَ الدُوائب
وكُنْ لِى شَفِيْعًا يَوْمَ لاَذَوْشَفَاعَةٍ * سِوَاك بِمغن عنْ سَواد ابنْ قَارِبٍ

অর্থ ঃ আমি নিদ্রা যাওয়ার পর রাত্রিকালে আমার জ্বিন আসিয়া আমাকে একটি সত্য সংবাদ শুনায়। পর পর তিন রাত সে আমার নিকট আসিতে থাকে এবং আমাকে বলিতে থাকে যে, লুওয়াই ইবনে গালিবের বংশে আল্লাহ্‌র একজন রাসূল আগমন করিয়াছেন। আমি সফরের প্রস্তুতি নিয়া দ্রুত আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন রব নাই এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল। আপনার সুপারিশই সর্বাধিক নির্ভরশীল। হে মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে মহানবী! আপনি আমাদের প্রতি যেই সব আসমানী বিধান আনয়ন করিবেন উহা যত কঠিন আর স্বভাব বিরোধীই হোক আমরা তা উপেক্ষা করিতে পারিব না। আপনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করিবেন। সেখানে তো আপনি ব্যতীত সাওয়াদ ইব্‌ন কারিবের কোন সুপারিশকারী থাকিবে না।

সাওয়াদ (রা) বলেন, আমার কবিতাগুলি শুনিয়া হুযূর (সা) হাসিয়া উঠিলেন এবং আমাকে বলিলেন, “তুমি সফল হে সাওয়াদ!” এই ঘটনা শ্রবণ করার পর উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই সাথীটি কি এখনও তোমার নিকট আসে? সাওয়াদ (রা) বলিলেন ঃ যখন আমি কুরআন পাঠ করিয়াছি তখন থেকে আর সে আসে না। তাহার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব লাভ করিতে পারিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। ইমাম বায়হাকী (র) আরো দুইটি সূত্রে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

দালায়েলে নবুওয়াতে হাফেজ আবূ নুআইম কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস মদীনায় হিজরত করার পর হুযূর (সা)-এর নিকট জ্বিন প্রতিনিধি দল আসিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ করে। হাদীসটি এই ঃ

সুলাইমান ইব্‌ন আহমদ (র) ..... আমর ইব্‌ন গায়লান ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্‌ন গায়লান ছাকাফী বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলাম যে, শুনিয়াছি যেই রাতে জ্বিন প্রতিনিধি দল হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়াছিল, সেই রাতে আপনিও হুযূর (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, আমাকে উহার কাহিনী শুনান। তিনি বলিলেন, একদিন সুফ্‌ফাবাসী সাহাবীদিগকে রাতের খানা খাওয়াইবার জন্য লোকেরা সাথে করিয়া লইয়া যায়। আমাকে কেউ না নেওয়ায় আমি সেখানেই রহিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পর হুযূর (সা) সেই পথ দিয়া কোথায়ও যাইতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি ইব্‌ন মাসউদ। হুযূর (সা) বলিলেন, কি ব্যাপার খানা খাওয়াইবার জন্য তোমাকে কি কেউ লইয়া গেল না? বলিলাম ঃ জ্বি, না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি আমার সাথে চলো, হয়ত কোন ব্যবস্থা করিতে পারিব। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, অতঃপর আমরা উম্মে সালামার হুজরার নিকট যাই। আমাকে বাহিরে রাখিয়া হুযূর (সা) ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পর হুজরার ভিতর হইতে একজন দাসী আসিয়া বলিল ঃ হুযূর (সা) ঘরে আপনার জন্য কিছুই পান নাই। আপনি আপনার জায়গায় চলিয়া যান। অতঃপর আমি মসজিদে চলিয়া গেলাম এবং কতগুলি কংকর একত্রিত করিয়া উহার উপর মাথা রাখিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িলাম। একটু পর সেই দাসীটি আসিয়া আমাকে বলিল, চলুন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন। আমি তাহার সাথে যাইতে লাগিলাম। আর মনে মনে এই আশা করিতেছিলাম যে, হয়ত খাবারের কোন ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। আমি পৌঁছার পর খেজুরের একটি তাজা ডাল হাতে লইয়া হুযূর (সা) ঘর হইতে বাহির হইলেন। ডালটি আমার বুকের উপর রাখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, আমি যেইখানে যাইতেছি তুমি কি আমার সাথে সেইখানে যাইবে? আমি বলিলাম مَاشَاءَ اللّٰهُ। তিনি তিনবার আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন। আর আমি مَاشَاءَ اللّٰهُ। বলিয়া উত্তর দিলাম। অতঃপর তিনি রওয়ানা হইলেন। আর আমিও তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা 'বাকী গারকাদ' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অতঃপর একটি বৃত্ত আঁকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ তুমি এইখানে বসিয়া থাক। আমি আসিবার পূর্ব পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করিও না। অতঃপর তিনি হাঁটিতে লাগিলেন আর আমি খেজুর বৃক্ষের ফাঁক দিয়া হুজুরের প্রতি তাকাইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি আড়ালে চলিয়া গেলেন। তখন আমি একটি প্রচণ্ড শোরগোলের শব্দ শুনিতে পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত হইল যে, সম্ভবত হাওয়াজেন গোত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। আমি

বাড়িতে গিয়া লোকজন লইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন আমার স্মরণ হইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো এই জায়গা ত্যাগ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর শুনিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লাঠি দ্বারা কাহাদেরকে যেন শাসন করিতেছেন এবং বলিতেছেন তোমরা বসিয়া পড়। তাহারা বসিয়া পড়িল। এইভাবে গোটা রাত কাটিয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যাওয়ার পর তুমি কি ঘুমাইয়াছিলে? আমি বলিলাম, না, ঘুমাই নাই। তবে আমি খুবই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমনকি আপনার সাহায্যার্থে বাড়িতে গিয়ে লোকজন ডাকিয়া আনিবার জন্য মনস্থ করিয়াছিলাম। আমি ধারণা করিয়াছিলাম যে, হাওয়াজেন গোত্র আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আপনার সাথে প্রতারণা করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি যদি এই বৃত্ত হইতে বাহির হইতে তাহা হইলে তাহারা তোমাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইত। আচ্ছা, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, সাদা পোষাক পরিহিত কিছু কালো লোক দেখিতে পাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, উহারা নাসীবীনের জ্বিন প্রতিনিধি। আমার নিকট আসিয়া তাহারা খাদ্য চাহিয়াছে। ফলে প্রতিটি হাড্ডি ও গোবরকে আমি তাহাদের খাদ্যরূপে নির্বাচন করিয়া দিয়াছি। আমি বলিলাম, উহা দ্বারা তাহাদের কি উপকার হইবে? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাদের জন্য যে কোন হাড্ডিই পূর্বের ন্যায় গোশ্‌তে ভরপুর হইয়া যায় এবং খাওয়ার পুর্বে যাহা ছিল তাহারা গোবরে তাহা পাইয়া থাকে। সুতরাং কেউ যেন হাড্ডি আর গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। এই সনদটি খুবই গরীব। উহাতে একজন রাবী এমন রহিয়াছেন যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আবূ নুআইম (র) ..... যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যুবাইর ইবনে আওত্তাম (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন মদীনার মসজিদে ফজরের সালাতের ইমামতি করিলেন। সালাত শেষে চলিয়া যাইবার সময় তিনি বলিলেন, আজ রাতে জ্বিন প্রতিনিধির কাছে যাইব। আমার সাথে তোমাদের মধ্য হইতে কে যাইবে? তিনবার বলার পরও কেউ কোন উত্তর দিল না। হুযূর (সা) আমার কাছে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি তাঁহার সাথে হাঁটিতে লাগিলাম। মদীনার পাহাড়সমূহ অতিক্রম করিয়া আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বালুকাময় প্রান্তরে উপনীত হইলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, দেহের নিম্নাংশে পোষাক পরিহিত কয়েকজন দীর্ঘকায় লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার দেহে প্রচণ্ড কম্পন শুরু হইয়া গেল। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ইব্‌ন মাসউদের বর্ণনার মতই। হাদীসটি গরীব বলিয়া বিবেচিত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

জ্বিন প্রতিনিধি সম্পর্কে বর্ণিত হাফিজ আবূ নুআইমের বর্ণিত আরেকটি হাদীস নিম্নরূপ ঃ

আবূ মুহাম্মদ ইব্‌ন হাব্বান (র) ..... ইব্‌রাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ইব্‌রাহীম (র) বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহর এক দল সাথী হজ্জের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, সাদা বর্ণের একটি সর্প রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইতে মিশক আম্বরের ঘ্রাণ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি সাথীদিগকে বলিলাম, তোমরা চলিয়া যাও। আমি দেখি এই সর্পের পরিণাম কি দাঁড়ায়। ইব্‌রাহীম (র) বলেন, আমার সাথীরা চলিয়া যাওয়ার অল্পক্ষণ পরই সাপটি মরিয়া গেল। ফলে আমি সাপটিকে ছোট টুকরা সাদা কাপড়ে পেঁচাইয়া রাস্তার পার্শ্বে দাফন করিয়া রাখিলাম। অতঃপর রাতের খাবারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে মিলিত হইলাম। ইবরাহীম (র) বলেন, আমরা তখনও সেখানেই বসা। ইত্যবসরে পশ্চিম দিক হইতে চারজন মহিলা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল, তোমাদের মধ্যে কে উমরকে দাফন করিয়াছে? আমরা বলিলাম ঃ উমর কে? তাহাতো জানি না। মহিলাটি বলিল, তোমাদের কে সর্পটি দাফন করিয়াছে? ইবরাহীম (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমিই দাফন করিয়াছি। মহিলাটি বলিল, আল্লাহর শপথ! তোমরা একজন পাকা সাওম পালনকারী ও সালাত কায়িমকারীকে দাফন করিয়াছ। সে তোমাদের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছিল এবং মুহাম্মদ (সা) নবীরূপে আগমন করিবার চারশত বছর পূর্বেই আসমান হইতে তাঁহার গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিল। ইবরাহীম (র) বলেন, অতঃপর আমরা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করিলাম এবং হজ্জ সমাপনান্তে হযরত উমর (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমি তাহাকে সাপের ঘটনাটি শুনাইলাম। হযরত উমর (রা) ঘটনাটি শুনিয়া বলিলেন, মহিলাটি ঠিকই বলিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, لَقَدْ اٰمَنَ بِىْ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ অর্থাৎ আমি নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার চারশত বছর পূর্বে সে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে। এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বলিয়া বিবেচিত।

এক বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, দাফন করা লোকটি ছিল সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যেই নয়জন জ্বিন আসিয়াছিল এই দাফনকৃত জ্বিনটি তাঁহাদের একজন, যিনি সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

আবূ নু'আইম (র) ..... মুয়ায ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুআয ইবনে আব্দুল্লাহ (র) বলেন, আমি একদিন উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমিরুল মু'মিনীন! একদিন আমি এক ময়দানে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, দুইটি সাপ পরস্পর লড়াই করিতেছে। অতঃপর একটি অপরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি

লড়াই ক্ষেত্রে যাইয়া দেখি তথায় অসংখ্য সাপ মৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কাহারো কাহারো দেহ হইতে ইসলামের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি এক এক করিয়া সকলের ঘ্রাণ লইতে লাগিলাম। অবশেষে হলুদ বর্ণের হালকা পাতলা একটি সাপ হইতে ইসলামের ঘ্রাণ আসিতে লাগিল। আমি আমার পাগড়ীতে পেঁচাইয়া তাহাকে দাফন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে আমি একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কে যেন বলিতেছেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন। এই সর্প দুইটি জ্বিনদের বনু শা'আয়ান ও বনু কায়েস গোত্রের ছিল। তাহাদের ঝগড়া ও হত্যাকাণ্ড সবই তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তুমি যাহাকে দাফন করিয়াছ, সে ছিল একজন শহীদ। সে তাহাদেরই একজন ছিল যাহারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা) অতঃপর লোকটিকে বলিলেন, তুমি যদি সত্য বলিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি একটি বিস্ময়কর ঘটনাই দেখিয়াছ। আর যদি মিথ্যা বলিয়া থাক তবে মিথ্যার পরিণাম তুমি নিজেই ভোগ করিবে।

আয়াতের বিশ্লেষণ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ স্মরণ কর, যখন আমি এক দল জ্বিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম তাহারা কুরআন শুনিতেছিল।

فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইল তখন তাহারা বলিল, চুপ কর। অর্থাৎ জ্বিনরা নবী করীম (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ভদ্রতা রক্ষার্থে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা চুপচাপ কুরআন শ্রবণ কর।

বায়হাকী (র) ..... জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, হুযূর (সা) একদিন সাহাবা-ই কিরাম (রা)-এর সম্মুখে সূরায়ে আর রাহমান আদ্যোপান্ত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ কি ব্যাপার, তোমরা যে চুপ করিয়া রহিয়াছ? জ্বিনরাই তো তোমাদের চাইতে ভালো উত্তর দিতে পারে। আমি তাহাদের সম্মুখে فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তোমাদের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকে তোমরা অস্বীকার করিবে, পাঠ করিবার সাথে সাথে তাহারা এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ اٰلَائِكَ وَنِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। (আপনার কোন নিয়ামতকেই আমরা মিথ্যা বলিব না, যাবতীয় প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য)। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ মুসলিম আবদুর রহমান ইব্ন ওয়াকিদ (র)-এর মাধ্যমে ওলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি গরীব। যুহাইর (র) হইতে ওলীদ

কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও আমি উহা পাই নাই। ইমাম বায়হাকী (র) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ তাতিরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَلَمَّا قُضِيَ যখন সমাপ্ত হইল অর্থাৎ যখন তিনি কুরআন পাঠ হইতে অবসর হইলেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন,

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِي يَوْمَيْنِ দুই দিনে সপ্ত আকাশ সমাপ্ত করেন।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ যখন সালাত সমাপ্ত করা হইবে।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ যখন তোমরা তোমাদিগের হজ্জ কার্য সমাপন করিবে।

وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ তাহারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল সতর্ককারীরূপেই।

অর্থাৎ জ্বিনরা হুযূর (সা)-এর মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহারা সেই সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

তাহারা যেন দীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক করে, যাহাতে তাহারা সতর্ক হইতে পারে।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনদের নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু রাসূল পাঠানো হয় নাই। রাসূল না পাঠানোর ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى 'আপনার পূর্বে আমি যত নবী রাসূল পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই ছিলেন গ্রামের অধিবাসী।' অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا اَنَّهُمْ لَيَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ-

'আপনার পূর্বে আমি যত নবী পাঠাইয়াছি তাহারা সকলেই আহার করিতেন ও বাজারে হাঁটিতেন।'

ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ 'এবং আমি তাহার সন্তানদিগের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রাখিয়াছি।'

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী রাসূলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে তাহারা সকলেই ছিলেন তাঁহারই বংশের। সূরা আন'আমে বলা হইয়াছে ঃ يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে রাসূলগণ আসেন নাই?

ইহার তাৎপর্য এই যে, আয়াতে জ্বিন ও মানবজাতি উভয়কে সম্মিলিতভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে। অতএব রাসূল আগমনের ব্যাপারটি কোন এক জাতির সাথে সম্পৃক্ত হইবে। তাহারা হইল মানুষ। আয়াতের অর্থ এই রকম হইবে যে, হে জ্বিন ও মানুষ! তোমাদিগের দুই জাতির কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি তাহাদিগের নিকট কোন রাসূল আসেন নাই? যেমন আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। এই আয়াত দ্বারা বাহ্যত উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল নির্গত হয় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে উভয় দরিয়া হইতে নয়, বরং দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। অতঃপর জ্বিন সম্প্রদায় স্বজাতির নিকট যাইয়া যে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

قَالُوْا يٰقَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى তাহারা বলিল, 'হে আমাদিগের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করিয়াছি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে মূসার পরে।'

ঈসা (আ)-এর কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয় নাই যে, ঈসা (আ)-এর কিতাব ইঞ্জিল মূলত তাওরাতেরই সম্পূরক ছিল। ওয়াজ নসীহতই ছিল তাহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। হালাল-হারামের মাসআলা ছিল নিতান্তই অল্প। সুতরাং তাওরাতই হইল আসল কিতাব। তাই জ্বিনরা ইন্‌জীলের কথা উল্লেখ না করিয়া কেবল তাওরাতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে হুযূর (সা)-এর মুখে জিবরাঈল (আ)-এর প্রথম আগমনের সংবাদ শ্রবণ করিয়া ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল বলিয়াছিলেন, 'বাহ! বাহ! ইনি তো সেই দূত যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! আমি যদি আরো কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিতাম!'

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ইহা ইহার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে। অর্থাৎ আল কুরআন পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাব সমূহকে সমর্থনকারীরূপে আগমন করিয়াছে।

يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ সত্য পথের দিকে পরিচালিত করে। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বাস ও সংবাদের ব্যাপারে সত্যের সন্ধান দেয়। وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সরল পথের দিকে অর্থাৎ কুরআন আমলের ক্ষেত্রে সরল পথের দিশা দেয়। কারণ কুরআনের প্রতিপাদ্য

বিষয় হইল দুইটি। একটি হইল খবর, অপরটি তলব। খবর সত্য আর তলব হইল ন্যায্য। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً তোমার প্রতিপালকের কথা সত্য ও ন্যায়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানুহু তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ তিনি তাহার রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্ম লইয়া পাঠাইয়াছেন। এই আয়াতে هُدٰى অর্থ কল্যাণকর ইল্‌ম আর دِيْنِ الْحَقِّ এর অর্থ সৎকার্য। অনুরূপভাবে জ্বিন সম্প্রদায় বলিল يَهْدِىْ اِلَى الْحَقِّ কুরআন সত্য পথের সন্ধান দেয়। وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সরল সহজ পথের সন্ধান দেয় অর্থাৎ আকীদার ক্ষেত্রে সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং আমলিয়াতের ক্ষেত্রে সহজ পথের সন্ধান দেয়।

يَاقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ "হে আমাদের জাতি! তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আন।"

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে জ্বিন ও মানুষ উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই তিনি জ্বিন জাতিকে আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এমন একটি সূরা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন যেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়াছেন এবং উভয়ের প্রতি বিধান জারী করিয়াছেন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা হইল সূরা আর রাহমান। এইজন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন, اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ "তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন।"

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ "আল্লাহ্‌ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন।" কেহ কেহ বলেন এই আয়াতে مِنْ হরফটি অতিরিক্ত। তবে এই ধারণাটি আপত্তিজনক। কারণ ইতিবাচক বাক্যে এই ধরনের ব্যবহারের কোনো নিয়ম নাই।

কাহারো মতে مِنْ হরফটি تَبْعِيْض তথা অংশ বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদের কিছু পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ "এবং তিনি তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদিগকে তাহার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

কতিপয় আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। সৎ কর্মশীল ঈমানদার জ্বিনদিগকে কিয়ামতের দিন দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করা হইবে। ইহা তাহাদের প্রতিদান। ইহার চাইতে আরো উন্নত মর্যাদা দেওয়া হইলে এইখানে তাহাও উল্লেখ করা হইত।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, "মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। কারণ উহারা ইবলিসের বংশধর আর ইবলিসের বংশ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

তবে নির্ভরযোগ্য সঠিক মত এই যে, "ঈমানদার মানুষের ন্যায় ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" এই দাবীর সপক্ষে কেহ কেহ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌّ "ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোনো মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই" আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করিতে চাহিয়াছেন। তবে এই দলিলটি আপত্তিজনক। নিম্নোক্ত আয়াতটি ইহার উত্তম ও উপযুক্ত দলিল।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"আর যে তাহার প্রতিপালকের উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি জান্নাত। অতএব হে জ্বিন ও মানুষ! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করিবে?"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানুষের প্রতি প্রদত্ত স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল মানুষ ও জ্বিনদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে।

এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া মানুষের তুলনায় জ্বিনরাই অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল,

لَا بِشَيْءٍ مِّنْ اٰلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ "হে প্রভু! তোমার কোনো নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করিব না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য"।

এমন তো হইতে পারে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদিগকে এমন নিয়ামত দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যাহা মূলত তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

আরেকটি প্রমাণ ইহাও দেওয়া যাইতে পারে যে, যখন ইনসাফের দাবী অনুযায়ী কাফির জ্বিনদিগকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহা হইলে অনুগ্রহের দাবী অনুযায়ী মু'মিনদিগকে জান্নাত প্রদান করা হইবে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা। নিম্নোক্ত আয়াতটিও এই দাবীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা যাইতে পারে। আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, জান্নাতুল ফিরদাউস তাহাদের অতিথিশালা।"

এই আয়াতের ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে, কেবল মানুষই নয়, বরং জ্বিন জাতিকেও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করা হইবে। এই ধরনের আরো অসংখ্য আয়াত রহিয়াছে। আলহাম্দু লিল্লাহ্! পৃথক একটি গ্রন্থে আমি এই মাসআলাটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আরো শুনুন, সকল ঈমানদার জান্নাতে প্রবেশ করার পরও জান্নাতের অনেক

জায়গা শূন্য রহিয়া যাইবে। তাহা হইলে ঈমানদার ও নেককার জ্বিনরা তাহাতে প্রবেশ করিতে বাধা কোথায়? আরো শুনুন, আয়াতে দুইটি কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গুনাহ্ মাফ ও দোযখ থেকে মুক্তি। এই দুই জিনিস সাব্যস্ত হওয়ার পর জান্নাত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ আখিরাতে জান্নাত আর জাহান্নাম ছাড়া তৃতীয় কোন স্থান নাই। সুতরাং যেই ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইল সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। উপরন্তু জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও মু'মিন জ্বিনকে জান্নাত দেওয়া হইবে না এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কেহ যদি এমন প্রমাণ পেশ করিতে পারে আমরা তাহা মানিয়া নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।

দেখুন হযরত নূহ্ (আ) তাঁহার জাতিকে বলিতেছেন ঃ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।" এই আয়াতে জান্নাতে প্রবেশের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। তাই বলে এই কথা বলা যাইবে না যে, নূহ্ (আ)-এর উম্মতরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রমে তাহারা জান্নাতী। উমর ইব্ন আব্দুল আযীয বলিয়াছেন, জ্বিনরা জান্নাতের মধ্যভাগে স্থান পাইবে না, বরং জান্নাতের আশেপাশে অবস্থান করিবে। কেহ কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং মানুষ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহারা মানুষকে দেখিতে পাইবে না। অবস্থাটা ঠিক দুনিয়ার বিপরীত হইবে। কেহ বলেন, তাহারা জান্নাতে পানাহার করিবে না বরং ফেরেশতার ন্যায় তাসবীহ্ তাহলীলই হইবে তাহাদের খাদ্য। কিন্তু সব ক'টি মতই আপত্তিকর ও ভিত্তিহীন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

وَمَنْ لَّايُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ "কেহ যদি আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহ্র অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিতে পারিবে না।" বরং আল্লাহ্র শক্তি তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে।

وَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءُ "আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদিগের কোন বন্ধু থাকিবে না।" অর্থাৎ তাহাদিগের কেউ তাহাকে আশ্রয় দিবে না ও আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

اُوْلٰئِكَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ "তাহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।" এইখানে লক্ষণীয় যে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুগপৎ ভীতি প্রদর্শন ও উৎসাহ প্রদানের পথ অবলম্বন করা হইয়াছে। দীন প্রচারের জন্য এই পদ্ধতি খুবই উত্তম ও ফলপ্রদ—একদিকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে অপরদিকে ভয় দেখানো হইয়াছে। এইজন্য তাহারা অধিকাংশই হিদায়াত লাভ করিয়াছে এবং দলে দলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইসলাম কবূল করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٣٣) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ
بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○
(٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ؕ
قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ؕ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○
(٣٥) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ
لَّهُمْ ؕ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ
نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৩৩. উহারা কি অনুধাবন করে না যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃতের জীবন দান করিতেও সক্ষম? বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩৪. যে দিন কাফিরদিগকে উপস্থিত করা হইবে জাহান্নামের নিকট, সে দিন উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহা কি সত্য নহে?' উহারা বলিবে, 'আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ! ইহা সত্য।' তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।'

৩৫. অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। উহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না। উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যে দিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেদিন উহাদিগের মনে হইবে, উহারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই। ইহা এক ঘোষণা, সত্য ত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং স্বশরীরে কিয়ামত দিবসে উপস্থিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করে, তাহারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন?

وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ "এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই।" অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলাকে ক্লান্ত করিয়া তুলে নাই বরং তিনি "হও" বলিয়াছেন, আর উহা নির্বিবাদে, নির্দ্বিধায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্র নির্দেশের ব্যত্যয় করিবে এমন সাধ্য কার? সকলেই তাঁহার সম্মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত। এমন প্রবল প্রতাপান্বিত মহা পরাক্রমশালী শক্তিমান আল্লাহ্ কি মৃত মানুষগুলিকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ
"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি মানুষ সৃষ্টি হইতে বড়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।" তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ "বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

অতঃপর কাফিরদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ "যেদিন কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হইবে সেই দিন তাহাদিগকে বলা হইবে, ইহা কি সত্য নহে?"

অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার পূর্বে কাফিরদিগকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, কেমন! তোমাদিগকে যাহা বলা হইয়াছে উহা কি সত্যরূপে পাইয়াছ? ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা কিছুই দেখিতেছ না?

قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا "তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, আমাদিগের প্রতিপালকের শপথ!" অর্থাৎ তখন তাহারা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে যে, ইহা সবই সত্য।

قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ "আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর, কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদিগের নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ "অতঃএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"

অর্থাৎ পূর্ব যুগের রাসূলদিগকে তাহাদিগের সম্প্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় তাহারা যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে ধৈর্যধারণ করিয়াছেন, আপনিও তেমন ধৈর্যধারণ করুন।

أُوْلُوا الْعَزْمِ তথা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রসূলের সংখ্যা কত এই ব্যাপারে উলামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, হযরত নূহ্ (আ) ইবরাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা ও খাতামুল আম্বিয়া (সা)। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাব ও সূরা শূরার দুইটি আয়াতে বিশেষভাবে ইঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা أُوْلُوا الْعَزْمِ দ্বারা সকল নবী-রাসূলকেই বুঝাইয়াছেন। এই অর্থে مِنَ الرُّسُلِ এর مِنْ হরফটি জাতি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন, মাসরুক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাওম পালন করিলেন। পরদিন উপবাস কাটাইলেন, আবার সাওম পালন করিলেন। অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, পরদিন সাওম পালন করিলেন, অতঃপর উপবাস কাটাইলেন, অতঃপর বলিলেন, হে আয়িশা! মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার বংশধরদের জন্য দুনিয়া শোভা পায় না। আয়িশা, পার্থিব জীবনের বিপদাপদে ধৈর্যধারণ ও ভোগ-বিলাস হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। আমাকেও অনুরূপ কষ্ট দিয়া ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ যেমন ধৈর্যধারণ করিয়াছিল তুমিও অনুরূপ ধৈর্যধারণ কর।' আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, 'আমি অবশ্যই অবশ্যই তাঁহাদিগের ন্যায় ধৈর্যধারণ করিব। শক্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ্।'

وَلَاتَسْتَعْجِلْ لَهُمْ "আর উহাদিগের জন্য তাড়াহুড়া করিবেন না।" অর্থাৎ উহাদিগের নিকট আযাব আসার ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করিবেন না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন,

فَذَرْنِى وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُوْلِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً "আমাকেও বিলাস সামগ্রীর অধিকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে সুযোগ দাও।"

فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا "অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও, উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।"

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا الاَّ سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ - "উহাদিগকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহা যেদিন তাহারা প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন উহাদিগের মনে হইবে উহারা যেন দিবসের একদণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করে নাই।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا "যেই দিন উহারা ইহা (কিয়ামত) প্রত্যক্ষ করিবে সেই দিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে।"

يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ "এবং যেদিন তিনি উহাদিগকে একত্র করিবেন সেদিন উহাদিগের অবস্থিতি দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র ছিল,উহারা পরস্পরকে চিনিবে।" بَلاَغٌ (ইহা এক ঘোষণা)।

ইব্‌ন জারীর বলিয়াছেন, بَلاَغٌ এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, ইহা মূলত ছিল ذَالِكَ لُبْثٌ بَلاَغٌ অর্থাৎ দুনিয়ায় অবস্থান করা ছিল কেবল দীন প্রচারের জন্য। দ্বিতীয়ত, মূল বাক্য هٰذَا الْقُرْاٰنُ بَلاَغٌ ছিল। অর্থাৎ আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে একটি ঘোষণা।

فَهَلْ يُهْلَكُ اِلاَّ الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ "সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত কাহাকেও ধ্বংস করা হইবে না।" অর্থাৎ যে নিজের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে আল্লাহ্ কেবল তাহাকেই ধ্বংস করেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা আল্লাহ্‌র ন্যায়-নীতির পরিচয় যে, তিনি শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেও ধ্বংস করেন না।

সূরা মুহাম্মদ

৩৮ আয়াত, ৪ রুকু‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا
الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

১. যাহারা কুফরী করে এবং অপরকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দেন।

২. যাহারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য; তিনি তাহাদিগের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিবেন।

৩. ইহা এই জন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং যাহারা ঈমান আনে তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا "যাহারা কুফরী করে।" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর সাথে কুফরী করে।

وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ "এবং আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।" অর্থাৎ অন্যদিগকে আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের যাবতীয় আমল ব্যর্থ করিয়া দিবেন; কোন সওয়াব বা প্রতিদান দেওয়া হইবে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا

"তাহারা যে সব আমল করিয়াছে আমি পূর্বেই তাহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ "আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকার্য করিয়াছে।" অর্থাৎ যাহারা আন্তরিকভাবে ঈমান আনিয়াছে এবং শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিয়াছে তথা ভিতর-বাহির সবই আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকাইয়া দিয়াছে।

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ "এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার উপর ঈমান আনিয়াছে।" এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাবের পর তাঁহার উপর ও তাঁহার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ "এবং উহা তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রেরিত সত্য।" এই আয়াতাংশটি পূর্বাপর সম্পর্কহীন একটি বাক্য অর্থাৎ জুমলা মু'তারজা।

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ "তিনি তাহাদিগের মন্দ কর্মগুলি ক্ষমা করিবেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভালো করিয়া দিবেন।"

بَالَهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, শব্দটির অর্থ হইল أَمْرَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। মুজাহিদ (র)-এর মতে شَانَهُمْ (তাহাদিগের অবস্থা) কাতাদাহ্ ও ইব্ন যায়দ (রা) এর মতে حَالَهُمْ (তাহাদিগের অবস্থা)। তবে প্রতিটি ব্যাখ্যার অর্থ প্রায় একই।

হাদীস শরীফে হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার পর উত্তরে কেউ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন) বলিলে প্রত্যুত্তরে হাঁচিদাতাকে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ্ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা ভাল করিয়া দিন) বলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

ذَالِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ "ইহা এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা মিথ্যার অনুসরণ করে।" অর্থাৎ আমি কাফিরদিগের আমল ব্যর্থ এবং মু'মিনদিগের অপরাধ ক্ষমা ও তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেই। এইজন্য যে, যাহারা কুফরী করে তাহারা সত্য পরিহার করিয়া মিথ্যার অনুসরণ করে।

وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ "আর যাহারা ঈমান আনে তাহারা সত্যের অনুসরণ করে।"

كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ "এইভাবে আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ মানুষের জন্য তাহাদিগের কর্মফল ও পরিণামের কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْ
هُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ
اَوْزَارَهَا ۛ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا
بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ؕ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ
اَعْمَالَهُمْ ○

(٥) سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ○

(٦) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ○

(٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ○

(٨) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٩) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

৪. অতএব যখন তোমরা কাফিরাদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে তখন উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাইবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ইহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে। ইহাই বিধান। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে উহাদিগকে শাস্তি দিতে পারিতেন কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করিতে। যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাহাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিয়া দেন না।

৫. তিনি তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাহাদিগের অবস্থা ভাল করিয়া দেন।

৬. তিনি তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার কথা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন।

৭. হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্কে সাহায্য কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদিগের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।

৮. যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিয়া দিবেন।

৯. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাফসীর ঃ মুশরিকদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার নীতি নির্ধারণ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে বলিতেছেন ঃ فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ "যখন তোমরা কাফিরদিগের সহিত যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাহাদিগের গর্দানে আঘাত কর।" অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদিগের মুখোমুখি হও এবং হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু কর তখন তোমরা তরবারীর আঘাতে তাহাদিগের গর্দান উড়াইয়া দাও। حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ "পরিশেষে যখন তোমরা উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিবে।" অর্থাৎ যখন তোমরা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ধ্বংস করিবে। فَشُدُّوا الْوَثَاقَ "তোমরা উহাদিগকে কষিয়া বাঁধিবে।" অর্থাৎ তাহাদিগের যাহারা ধরা পড়িয়া বন্দীরূপে তোমাদিগের হস্তগত হইবে তাহাদিগকে মজবুতভাবে বাঁধিয়া ফেলিবে। যুদ্ধ শেষে বন্দীদিগের ব্যাপারে তোমাদের জন্য দুইটি অধিকার থাকিবে। হয়ত মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবে নতুবা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিবে।

বাহ্যত মনে হয় যে, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ অল্প সংখ্যক লোককে হত্যা করা ও অধিক সংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া মুক্তিপণ লইয়া

ছাড়িয়া দেওয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে তিরস্কার করার ঘটনাটি বদর যুদ্ধ প্রসংগেই ঘটিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۔ لَوْلَاكِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

“দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত কোন নবীর জন্য বন্দী রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ্ চাহেন পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পূর্ব হইতে বিধান না থাকিলে তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহার জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগের উপর আপতিত হইত।” কোন কোন আলিমের মতে যেই আয়াতে মুক্তিপণ লওয়া আর না লওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে; পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া গিয়াছে। রহিতকারী আয়াত হইল,

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

“নিষিদ্ধ মাসসমূহ চলিয়া গেলে তোমরা কাফিরদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর।”আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আয়াতটি “মানসূখ” হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সুদ্দী, যাহ্‌হাক, কাতাদাহ্ ও ইব্‌ন জুরাইজ (র) একই মত পোষণ করিয়াছেন। অন্যদের মতে আয়াতটি মান্‌সূখ নয়। ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ বিনিময় ছাড়া মুক্তি দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ লইয়া ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমামের অধিকার থাকিবে, তবে হত্যা করা তাহার জন্য বৈধ নয়। অন্যরা বলেন, হত্যা করার অধিকারও ইমামের থাকিবে। তাহাদের দলিল এই যে, মহানবী (সা) বদরের বন্দী নজর ইব্‌ন হারিছ ও উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আইতকে হত্যা করিয়াছিলেন। বন্দী সুমামাহ্ (রা)-কে মহানবী (সা) বলিয়াছিলেন যে, সুমামাহ্, তোমার মতামত কি? বলো। তখন সুমামাহ্ ইব্‌ন উসাল (রা) বলিলেন ঃ যদি আপনি (আমাকে) হত্যা করেন তাহা হইলে একজন রক্তের অধিকারী ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন, আর যদি দয়া করেন তাহা হইলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে দয়া করিবেন। আর যদি মুক্তিপণ চান, তাহা হইলে আপনি যাহা চাইবেন তাহাই দেওয়া হইবে।

ইমান শাফিয়ী (র) বলিয়াছেন ঃ হত্যা, মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি, বিনিয়ম ছাড়া মুক্তি ও গোলাম বানাইয়া নেওয়া এই চারটি বিষয়ে ইমামকে অধিকার দেওয়া হইবে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে কিতাবুল আহকামে আমি এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا "যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র নামাইয়া ফেলে।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ যতক্ষণ না ঈসা (আ) অবতরণ করিবেন। সম্ভবত মুজাহিদ (র) মহানবী (সা)-এর বাণী لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتّٰى يُقَاتِلَ اٰخِرُهُمُ الدَّجَّالَ "আমার একদল উম্মত সর্বদা সত্যের উপর জয়ী থাকিবে, এমনকি তাহাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করিবে"—হইতে এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন ঃ সালামা ইব্ন নুফাইল (রা) বলিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ আমি ঘোড়া ত্যাগ করিয়াছি, অস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছি এবং যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছে। আমি আরো বলিয়াছি যে, এখন আর যুদ্ধ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ

اَلاٰنَ جَاءَ الْقِتَالُ لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى النَّاسِ يَزِيْغُ اللّٰهُ تَعَالٰى قُلُوْبَ اَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ اللّٰهُ مِنْهُمْ حَتّٰى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلٰى ذٰالِكَ اِلَّا اِنَّ عَقْدَ دَارِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالشَّامِ وَالْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِيْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

অর্থাৎ "যুদ্ধের সময় আসিয়া গিয়াছে। আমার একদল উম্মত মানুষের উপর সর্বদা জয়ী থাকিবে। বক্র স্বভাবের লোকেরা তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জীবিকা দান করিবেন। এই অবস্থাতেই আল্লাহ্র নির্দেশ আসিয়া পড়িবে। মু'মিনদের স্থান হইল শামদেশ। কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।" ইমাম নাসা'য়ী (রা) জুবাইর ইব্ন নুফাইর (র)-এর সূত্রে সালামাহ ইব্ন নুফাইল আল সালবী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূল কাসিম বাগবী (র) নাওয়াছ ইব্ন সাম'আন (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছেলী (র) দাউদ ইব্ন রশীদ (র) হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে বিশুদ্ধ কথা এই যে, এই হাদীসটি সালামা ইব্ন নুফাইল (র) হইতে বর্ণিত। এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, আয়াতটি রহিত নয়। তাই বলা যায় যে, যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত এই বিধান কার্যকর থাকিবে।

حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا "যতক্ষণ না যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিবে" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা বলেন, যুদ্ধ তাহার অস্ত্র রাখিয়া দেওয়ার অর্থ হইল শিরক

বিলুপ্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ। "তাহাদিগের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হইবে এবং দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই থাকিবে।"

কেহ কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করিয়া অস্ত্র ত্যাগ না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাও।

কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের সর্বশক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যয় না করিয়া, তোমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাও।

ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ "আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে উহাদিগের থেকে প্রতিশোধ লইতেন।" অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি প্রদান করিয়া উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিতেন।

وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ "কিন্তু তিনি চাহেন তোমাদিগের একজন দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করিতে।"

অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য ও তোমাদিগের ভাল-মন্দ যাচাই করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে শত্রুর মোকাবিলা ও যুদ্ধের বিধান দিয়াছেন। যেমন জিহাদের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরান ও সূরা বারাআতের দুইটি আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِيْنَ-

তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে, যখন আল্লাহ্ তোমাদিগের মধ্যে কে জিহাদ করিয়াছে এবং কে ধৈর্যশীল তাহা এখনও জানেন না।"

সূরা তাওবায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

"তোমরা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবে তোমাদিগের হস্তে আল্লাহ্ উহাদিগকে শাস্তি দিবেন, উহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন, উহাদিগের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিবেন ও মু'মিনদিগের চিত্ত প্রশান্ত করিবেন এবং উহাদিগের অন্তরের ক্ষোভ দূর করিবেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

অতঃপর জিহাদের মূল উদ্দেশ্য কাফির-মুশরিকদিগকে দমন করা হইলেও তাহাতে মুসলমান নিহত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়, এইজন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত (শহীদ) হইবে আল্লাহ্ তাঁহাদের আমল নষ্ট করিবেন না বরং উহা আরো বাড়াইয়া দিবেন। কাহারো কাহারো আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকিবে। এই বিষয়ে ইমাম আহমদ (র) হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে কায়েস জুযামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ কায়েস জুযামী (রা) বলেন, এক সাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদকে ছয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে ঃ

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাঁহার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাঁহাকে তাঁহার বেহেশতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. অনিন্দ্য সুন্দরী ডাগর চোখা সুনয়না হুরদের সাথে তাঁহাকে বিবাহ দেওয়া হইবে।

৪. যাবতীয় বিপদাপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৫. কবর আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।

৬. ঈমানের অলংকার পরাইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত করা হইবে। ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(আরেকটি হাদীস) ইমাম আহমদ (র) ..... মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শহীদ আল্লাহ্‌র নিকট ছয়টি পুরস্কার লাভ করিবে ঃ

১. রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার সাথে সাথে তাঁহার জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।

২. তাঁহাকে তাঁহার জান্নাতের স্থান দেখানো হইবে।

৩. ডাগর চোখা হুরদের সাথে তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দেওয়া হইবে।

৪. কবরের আযাব হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।

৫. মহাবিপদ হইতে তাঁহাকে নিরাপদ রাখা হইবে।

৬. মূতি ও ইয়াকুত খচিত মর্যাদার মুকুট তাঁহাকে পরানো হইবে। তাহার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। ৭২ জন ডাগর চোখা হুরকে তিনি স্ত্রীরূপে লাভ করিবেন এবং তাঁহাকে আত্মীয়দের থেকে সত্তর জন ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হইবে। ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ হাদীসটি সহীহ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ও আবূ কাতাদাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "ঋণ ব্যতীত শহীদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।" আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শহীদ তাঁহার পরিবারের সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। শহীদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

سَيَهْدِيْهِمْ তিনি তাহাদিগকে পথ দেখান। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগকে জান্নাতের পথ দেখাইবেন।

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فِىْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ-

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎ কাজ করিয়াছে, তাহাদের ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে এমন জান্নাতে দিয়া দিবেন, যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে এবং যা নিয়ামতরাজীতে পরিপূর্ণ থাকিবে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

"হে মু'মিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র (দীনের) সাহায্য কর; তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।"

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলিয়াছেন, لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ (যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন।) কারণ কর্ম যেমন হয় ফলাফল তেমনই হইয়া থাকে।

তাই আল্লাহ্ বলিয়াছেন, وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ "তিনি তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করিবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

مَنْ بَلَّغَ ذَا سُلْطَانٍ حَاجَةً مَنْ لَايَسْتَطِيْعُ اَبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ "যেই ব্যক্তি কোন ক্ষমতাশীল ব্যক্তির নিকট এমন লোকের প্রয়োজনের কথা জানায়, যে উহা জানাইতে সক্ষম নয়; তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের উপর তাহার পা দৃঢ় রাখিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ "যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদিগের জন্য দুর্ভোগ

রহিয়াছে।" অর্থাৎ কাফিরদের অবস্থা মু'মিনদের ঠিক বিপরীত। তাহারা পদে পদে হোঁচট খাইতে থাকিবে। وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ এবং তাহাদিগের অবস্থা সংশোধন করিয়া দিবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহাদের অবস্থা ও কাজ সংশোধন করিয়া দিবেন। وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ। "এবং তিনি তাহাদিগকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার পরিচয় তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন" এবং তাহার প্রতি পথ দেখাইয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ প্রতিটি মানুষ জান্নাতে তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থান এমনভাবে চিনিতে পারিবে যেমনভাবে তাহারা দুনিয়ায় তাহাদের বাড়ি ঘর চিনিত। কেহ কোন ভুল করিবে না বা কাহাকে জিজ্ঞাসাও করিতে হইবে না। মনে হইবে যেন জন্মের শুরু হইতেই তাহারা সেখানে বসবাস করিতেছে। ইমাম মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) বলিয়াছেন ঃ "জুমুআর সালাত আদায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোমরা যেমন তোমাদের নিজ নিজ ঘর চিনিতে পার ঠিক তদ্রূপ বেহেশতে প্রবেশ করার পর বেহেশতবাসীরা আপন আপন বাসস্থান চিনিতে পারিবে।" মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ "দুনিয়ায় যাহার সাথে তাহার আমলের যেই মুহাফিজ ফেরেশতা ছিল সেই তাহার আগে আগে হাঁটিবে। জান্নাতে পৌঁছার পর সে নিজেই তার বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারিবে। এমনিভাবে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত যাবতীয় নিয়ামতসমূহের পরিচয় লাভ করার পর ফেরেশতা ফিরিয়া যাইবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি সহীহ্ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) কাতাদা (র) হইতে তিনি আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী হইতে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

اِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَتَقَاصَوْنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا هُذِّبُوْا وَنُقُّوْا اُذِنَ لَهُمْ فِىْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ اَحَدَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ فِى الْجَنَّةِ اَهْدٰى مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِىْ كَانَ فِى الدُّنْيَا

অর্থাৎ "দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মু'মিনদিগকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী একস্থানে আটক করা হইবে। সেখানে দুনিয়ায় যে সব জুলুম-অত্যাচার তাহারা করিয়াছিল পরস্পর উহার প্রতিশোধ নেওয়া হইবে। যখন তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলংক হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হইবে। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে দুনিয়ার ঘর-বাড়ি সম্পর্কে অবগত; বেহেশতবাসীরা বেহেশতে তাহাদের বাসস্থান সম্পর্কে ততোধিক অবগত থাকিবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِيْفَةِ تَعِسَ وَانْتَكَسَ اِذَا
شِيْكَ فَلَا انْتَقِشُ -

অর্থাৎ "টাকা-কড়ি ও পোষাক-পরিচ্ছদের দাসরা ধ্বংস হউক। সে অসুস্থ হইলে আল্লাহ্ যেন তাহার রোগমুক্ত না করেন।"

وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ "এবং তিনি তাহাদিগের কর্মসমূহ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা খোদাদ্রোহীদের যাবতীয় আমল ও সৎকর্ম অর্থহীন ও নিষ্ফল করিয়া দিবেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ "ইহা এই জন্য যে আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা অপছন্দ করে।" অর্থাৎ তাহাদিগের আমল ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন উহারা তাহা পছন্দ করে না।

فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ "সুতরাং আল্লাহ্ উহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দিবেন।"

(١٠) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا ○

(١١) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ○

(١٢) اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ
الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ○

(١٣) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ
اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

১০. উহারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে নাই এবং দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের পরিণাম কি হইয়াছিল? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।

১১. ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিনদিগের অভিভাবক এবং কাফিরদিগের কোন অভিভাবক নাই।

১২. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যাহারা কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে, তাহাদিগের নিবাস জাহান্নাম।

১৩. উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি এবং উহাদিগকে সাহায্য করিবার কেহ ছিল না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ "উহারা কি ভ্রমণ করে না পৃথিবীতে?" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র সাথে শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাঁহার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ - دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ "এবং দেখে নাই উহাদিগের পূর্ববর্তীদের অবস্থা কি হইয়াছিল? আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন।" অর্থাৎ পৃথিবীতে ভ্রমণ করিলে মুশরিকরা দেখিতে পাইত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে তাহাদিগের পূর্ববর্তী লোকদিগকে তাহাদিগের কুফরী ও নবী-রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদিগের চোখের সামনে মু'মিনদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। وَلِلْكَافِرِيْنَ اَمْثَالُهَا এবং কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে অনুরূপ পরিণাম।" ذَالِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكَافِرِيْنَ لَامَوْلٰى لَهُمْ "ইহা এইজন্য যে আল্লাহ্ মু'মিনদিগের অভিভাবক আর কাফিরদিগের কোন অভিভাবক নাই।" এইজন্যই উহূদের দিন মুশরিক নেতা আবূ সুফিয়ান ছখর ইব্ন হারব মুহাম্মদ (সা), আবূ বকর ও উমর (রা) সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর উত্তর না পাইয়া বলিয়াছিল, "ইহারা কি মরিয়া গিয়াছে?" তখন উমর (রা) বলিয়াছিলেন, 'হে আল্লাহ্‌র দুশমন! যাহাদের অস্তিত্ব তোমার জন্য অমঙ্গল বহন করিয়া আনিবে, আল্লাহ্‌র ফজলে তাঁহারা সকলেই বাঁচিয়া আছেন।' আবূ সুফিয়ান বলিল, আজকের দিন বদরের প্রতিশোধ নেয়ার দিন। আর লড়াই তো বালতির ন্যায়। (এখন একজনের হাতে আবার আরেকজনের হাতে)। তোমাদের নিহতদের মধ্যে তোমরা এমন লোকও পাইবে, মৃত্যুর পর যাহাদের হাত-পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এমন করিতে কাউকে আদেশও করি নাই আবার নিষেধও করি নাই। অতঃপর সে বলিতে

লাগিল, أُعْلُ هُبَلْ أُعْلُ هُبَلْ (হুবল জিন্দাবাদ হুবল জিন্দাবাদ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “তোমরা কেন জবাব দিতেছ না।” তাহারা বলিল, হুযূর! আমরা কি বলিয়া উত্তর দিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা বল اَللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ (আল্লাহ্ বড় ও মহান!) আবূ সুফিয়ান বলিল ঃ لَنَا الْعُزّٰى وَلَاعُزّٰى لَكُمْ (আমাদের দেবতা আছে, তোমাদের উজ্জা দেবতা নাই) রাসূলাল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “তোমরা কেন উত্তর দিতেছ না”? সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি বলিব? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা বল, اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلٰى لَكُمْ। ‘আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক, তোমাদের কোন অভিভাবক নাই।’ অতঃপর আল্লাহ্ বলিয়াছেন, اِنَّ اللّٰه يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ “যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও সৎকাজ করিয়াছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে এমন জান্নাতে স্থান দিবেন যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত হইবে।” وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ “যাহারা কুফরী করে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের কাজ কেবল পেট ভরে পানাহার করা। তাহারা পশুর ন্যায় পানাহার করে। পশুরা যেমন এদিক-ওদিক ঘুরাফিরা করিয়া অবাধে পেট পুরিয়া ভক্ষণ করে ইহারাও হালাল-হারাম, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল উদর বোঝাই করে। মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ অর্থাৎ ‘মু’মিনরা এক উদরে ভক্ষণ করে আর কাফির ভক্ষণ করে সাত উদরে।’ আল্লাহ্ তা‘আলা অতঃপর বলিতেছেন , وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হইবে তাহাদের ঠিকানা।”

وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنَ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔

“উহারা তোমাকে যে জনপদ (মক্কা) হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদিগের কোন সাহায্যকারী ছিল না।”

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা মক্কার মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া ও আযাবের ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে, তোমাদিগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী জনপদকে আমি আমার নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে তছনছ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহাদিগের চেয়ে দুর্বল হইয়া তোমরা আমার এমন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ, যিনি সকল নবীগণের মধ্যমণি, সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এখন তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া দেখ যে, তোমাদিগের পরিণাম কি হইতে পারে? তবে দয়ার নবীর বরকত ও উসিলায় যদি

তোমরা পার্থিব জীবনে আযাব হইতে রক্ষা পাইয়া থাক, তাহা হইলে মনে রাখিও পরকালের মহাশাস্তি হইতে তোমরা কিছুতেই রক্ষা পাইবে না।

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَاكَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ-

"উহাদিগের শাস্তি দ্বিগুণ করা হইবে, উহাদিগের শুনিবার সামর্থ্য ছিল কিন্তু উহারা দেখিতও না"।

مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ "তোমার জনপদ হইতে যাহারা তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে।" অর্থাৎ যাহারা তোমাকে তাহাদিগের চোখের সম্মুখ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে তাহারা পূর্ব-যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ হইতে শক্তিশালী নয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা হইতে বাহির হইয়া সওর গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পর মক্কার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর, তুমি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় শহর। মুশরিকরা আমাকে বিতাড়িত না করিলে আমি তোমার বুক হইতে বাহির হইতাম না।" অতঃএব সর্বাধিক শত্রু হইল আল্লাহ্র সীমা অতিক্রমকারী যে আল্লাহ্র হরমে সীমালজ্ঘন করিয়াছে অথবা নিজ খুনী ব্যতীত অন্যকে হত্যা করিয়াছে অথবা জাহেলিয়াতের কুপ্রথার কারণে কাউকে হত্যা করিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর উপর وَكَاَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِىَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِىْ اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَا هُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ (উহারা তোমাকে যে জনপদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে উহা হইতে অতি শক্তিশালী কত জনপদ; আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। উহাদিগের কোন সাহায্যকারী ছিল না।) নাযিল করেন।

(١٤) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

(١٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ○

১৪. যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালক প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তাহার ন্যায় যাহার নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?

১৫. মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত ঃ উহাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় উহাদিগের জন্য থাকিবে বিবিধ ফলমূল ও তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা। মুত্তাকীরা কি তাহাদিগের ন্যায় যাহারা জাহান্নামে স্থায়ী হইবে এবং যাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে ফুটন্ত পানি, যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ "যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রেরিত বিধান, ধর্ম, হিদায়াত ও ইলমের ব্যাপারে পূর্ণ যথাযথ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং আল্লাহ্র সরল-সঠিক ফিতরতের উপর অবিচল রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি কি, كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ "তাহার ন্যায় যাহার নিকট তাহার মন্দ কর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যাহারা নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে?" অর্থাৎ প্রথমোক্ত ব্যক্তি, শেষোক্ত ব্যক্তির ন্যায় নয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

أَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمى

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে উহা সত্য, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অন্ধ?

অন্যত্র বলিয়াছেন,

لاَيَسْتَوِىْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

"জাহান্নামের অধিবাসীগণ আর জান্নাতের অধিবাসীগণ সমান নন। জান্নাতীরাই সফলকাম।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ "মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত"।

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন, مَثَلُ الْجَنَّةِ এর অর্থ জান্নাতের পরিচয়। فِيْهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ "উহাতে আছে নির্মল পানির নহর।"

ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান ও কাতাদা (র) বলিয়াছেন, غَيْرُ اُسِنٍ অর্থ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়।

কাতাদা, যাহ্হাক ও আতা খোরাসানী (র) বলিয়াছেন, غَيْرِ اسِنٍ অর্থ দুর্গন্ধ নয় এমন, অবিকৃত। পানির ঘ্রাণ বিকৃত হইয়া গেলে আরবরা বলিয়া থাকে اَسِنَ الْمَاءُ পানি বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি মারফু' হাদীসে বলা হইয়াছে غَيْرُ اٰسِنٍ অর্থ পরিচ্ছন্ন নির্মল পানি।

মাসরুক (র) হইতে ধারাবাহিকভাবে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুররা, আ'মাশ, ওয়াকী, আবূ সাঈদ আশাজ্জ, ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন, মাসরুক বলেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, "বেহেশ্তের নির্ঝর মালা মেশকের পাহাড় হইতে প্রবাহিত হয়।"

وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ "আরো আছে দুধের নহর যাহার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।" অর্থাৎ জান্নাতের নহরে পানি ব্যতীত আরো আছে দুধের নহর, যাহার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হইবে না। বরং নির্মল, পরিচ্ছন্ন, সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও যারপর নাই সাদা।

একটি মারফু' হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, "জান্নাতের দুধ পশুর স্তন হইতে নির্গত দুধ নয় (বরং সম্পূর্ণ আল্লাহ্ প্রদত্ত)।

وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ "আরো আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর)।" অর্থাৎ জান্নাতে সুপেয় সুরার ঝরণা থাকিবে যাহা দুনিয়ার মদের ন্যায় বিস্বাদ বা দুর্গন্ধযুক্ত হইবে না – বরং সুদর্শন, সুস্বাদু, সুঘ্রাণ ও সুফলদায়ক হইবে। যাহা মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিবে।

لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ উহাতে কোন মাতলামী নাই এবং তাহার দ্বারা জ্ঞান হারাও হইবে না।

لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ "সেই সূরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না"।

بَيْضَاءُ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ উহা সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, لَمْ يَعْصِرْهَا الرِّجَالُ قدامهمْ 'জান্নাতের মদ্য মানুষের পা দ্বারা নিংড়ানো মদ নয়।" وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى 'আরো আছে পরিশোধিত মধুর নহর।' অর্থাৎ জান্নাতে যার পর নাই পরিচ্ছন্ন সুবর্ণ ও সুস্বাদু খাঁটি মধু থাকিবে।

মধু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, لَمْ يُخْرَجْ مِنْ بُطُوْنِ النَّحْلِ 'জান্নাতের মধু মৌমাছির উদর হইতে নির্গত হয় নাই।'

ইমাম আহ্মদ (র) ..... মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জান্নাতে দুধ, পানি ও শরাবের সমুদ্র রহিয়াছে। উহা হইতে নদী-নালা ও ঝরণারাজি প্রবাহিত হয়। ইমাম তিরমিযী (র) জান্নাতের বর্ণনায় মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াসার (র)..... সায়দ ইব্ন আবূ ইয়াছ জুওয়াইযী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন মারদূওয়াই ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন কায়েস (রা) বলেন , রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন যে, "এই নহরগুলি "জান্নাতে আদ্ন্" হইতে বাহির হইয়া একটি হাউজে আসিয়া পৌছে। অতঃপর জান্নাতের সর্বত্র পৌছে যায়।" আরেকটি সহীহ হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে তোমরা জান্নাতুল ফেরদৌস প্রার্থনা করিও কারণ উহা সবচেয়ে উত্তম ও উঁচু জান্নাত। জান্নাতের নহরসমূহ সেখান হইতেই প্রবাহিত হয়। আর তার উপরেই আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত।"

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... আসিম ইব্ন লাকীত (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন । আসিম ইব্ন লাকীত (রা) বলেন যে, লাকীত ইব্ন আমির (রা) প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে আমরা কি কি পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "পরিচ্ছন্ন খাঁটি মধুর নদী, নেশা মুক্ত শরাবের নদী, সুস্বাদু তাজা দুধের নহর, অবিকৃত ও দুর্গন্ধমুক্ত স্বচ্ছ পানির ঝরণা, রকমারি ফল-ফলাদি ও সতী-সাধ্বী স্ত্রী।" অতঃপর লাকীত ইব্ন আমির (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা সেখানে কি বিবিও লাভ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, নেককার পুরুষদিগকে জান্নাতে নেককার স্ত্রী দেওয়া হইবে। দুনিয়ার ন্যায় তোমরা তাহাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাঁহারাও তোমাদের থেকে আনন্দ উপভোগ করিবে। তবে জান্নাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না।"

ইবন্ আবূদ দুনিয়া (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, তোমরা হয়ত ধারণা করিতেছ যে, জান্নাতের নহরসমূহ দুনিয়ার নদী-নালার ন্যায় মাটি খুঁড়ে তৈয়ার করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারটি মূলত এমন নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, উহা পরিচ্ছন্ন জমিনের উপর সমভাবে প্রবাহিত হইবে। উহার কিনারায় মনি-মুক্তার তাঁবুসমূহ থাকিবে। আর উহার মাটি হইবে খাঁটি মিশকের। আবূ বকর ইব্ন মারদূওয়াই (র) মাহদী ইব্ন হাকীম

(র)-এর মাধ্যমে ইয়াযিদ ইব্‌ন হারুন (র) হইতে এই হাদীসটি মারফূ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ "তাহাদিগের জন্য সেখানে সব রকমের ফল-ফলাদি থাকিবে"।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَدْعُوْنَ فِيْهَا لِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ "তাহারা সেখানে যাবতীয় ফল-মূল নিরাপদে চাহিয়া আহার করিবে।"

فِيْهَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ "উভয় জান্নাতে যাবতীয় ফল-ফলাদির জোড়া থাকিবে।"

وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ "আরও থাকিবে তাহাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা।" অর্থাৎ এতকিছু দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশতবাসীদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ "মুত্তাকীরা কি উহাদিগের ন্যায় যাহারা দোযখে স্থায়ী হইবে।" অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যাহাদের জান্নাতে প্রাপ্তব্য মর্যাদা ও সুখ-সামগ্রীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারা কি উহাদিগের মত হইতে পারে যাহারা আজীবন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে? অর্থাৎ এই দুই শ্রেণীর লোক সমান নয়। বেহেশতের সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিবে যাহারা তাহারা উহাদিগের সমান হইতে পারে না, যাহারা বাস করিবে জাহান্নামের অতলান্তে।

وَسُقُوْا مَاءً حَمِيْمًا "তাহাদিগকে ফুটন্ত পানি পান করিতে দেওয়া হইবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে প্রচণ্ড অসহনীয় গরম পানি পান করানো হইবে।

فَقَطَّعَ اَمْعَائَهُمْ "যাহা উহাদিগের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে।" অর্থাৎ ফুটন্ত গরম পানি জাহান্নামীদিগের উদরস্থ নাড়ী-ভুঁড়ি ইত্যাদি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(١٦) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰۤى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا
لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ ○

(١٧) وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ○

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

(১৯) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝

১৬. উহাদিগের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে। অতঃপর তোমার নিকট হইতে বাহির হইয়া যাহারা জ্ঞানবান তাহাদিগকে বলে, 'এইমাত্র সে কী বলিল?' ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারা নিজদিগের খেয়াল-খুশীরই অনুসরণ করে।

১৭. যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদিগের সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে মুত্তাকী হইবার শক্তি দান করেন।

১৮. উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে। কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া!

১৯. সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ক্রুটির জন্য। আল্লাহ্ তোমাদিগের গতিবিধি এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।

তাফসীর ঃ মুনাফিকদের নির্বুদ্ধিতা, বিবেকহীনতা ও জ্ঞানশূন্যতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও কিছু বুঝিতে পারিতেছে না।

قَالُوْا لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ "জ্ঞানবানদিগকে তাহারা বলে।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিস হইতে বাহির হইয়া তাহারা সাহাবাদিগকে বলে, مَاذَا قَالَ اٰنِفًا "তিনি এইমাত্র কী বলিলেন।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা বলেন উহারা তাহা বুঝে না এবং উহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ

"ইহাদিগের অন্তর আল্লাহ্ মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিয়াছে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের অন্তর মোহর করিয়া দিয়াছেন। ফলে সঠিক কিছু বুঝে না এবং তাহাদিগের উদ্দেশ্যও সঠিক নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى "যাহারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৎপথে চলিবার শক্তি বৃদ্ধি করেন।"

অর্থাৎ যাহারা হিদায়াত লাভ করিবার ইচ্ছা করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে উহার তাওফীক দান করেন এবং উহার উপর দৃঢ় পদ রাখেন, সর্বোপরি উহাদিগের হিদায়াত আরো বৃদ্ধি করিয়া দেন।

وَاٰتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ "এবং উহাদিগকে উহাদিগের তাকওয়া দান করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে অন্তরে হিদায়াত ঢালিয়া দেন।

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلاَّ السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً "উহারা কি কেবল এইজন্য অপেক্ষা করিতেছে যে, কিয়ামত উহাদিগের নিকট আসিয়া পড়ুক আকস্মিকভাবে?"

কিয়ামত হঠাৎ আসিয়া পড়ার অর্থ এই যে, কিয়ামত এমনভাবে আসিয়া পড়িবে যে, পূর্ব হইতে কেহই তাহা টের পাইবে না। সেই সম্পর্কে সকলেই উদাসীন থাকিবে।

فَقَدْ جَاءَ اَشْرَاطُهَا "কিয়ামতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে।" অর্থাৎ কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণসমূহ আসিয়া পড়িয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ

"ইহা পূর্ববর্তী ভীতি প্রদর্শনকারীদিগের একটি ভীতি প্রদর্শনকারী। নিকটবর্তী হওয়ার বস্তু নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে।"

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "কিয়ামত নিটকবর্তী হইয়াছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হইয়াছে।"

اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْهُ "আল্লাহ্র নির্দেশ আসিয়া গিয়াছে, অতএব তোমরা উহার জন্য তাড়াহুড়া করিও না।"

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে আর তাহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবীরূপে দুনিয়ায় আগমন কিয়ামতের অন্যতম একটি লক্ষণ। কারণ তিনি হইলেন আখেরী নবী তাঁহার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা দীন পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসীর জন্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

মহানবী (সা) কিয়ামতের লক্ষণসমূহকে এমনভাবে বিবৃত করিয়াছেন ইতিপূর্বে কোন নবী তেমনভাবে বর্ণনা দেন নাই। এই বিষয়ে যথাস্থানে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর নবীরূপে আগমন কিয়ামতের একটি নিদর্শন, তাই তাহার নাম, نَبِيُّ التَّوْبَةِ (তাওবার নবী) نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ (যুদ্ধের নবী) الْحَاشِرُ (সমবেতকারী) যাঁহার পদ দ্বয়ের উপর সকল লোক সমবেত হইবে الْعَاقِبُ (পশ্চাতে আগমনকারী) যাঁহার পর আর কোন নবী আগমন করিবেন না।

ইমাম বুখারী (র)... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধ্যমা ও তদপার্শ্বস্থ আঙ্গুলদ্বয় উঠাইয়া বলিয়াছেন, بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ আমি ও কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় নিকটবর্তী প্রেরিত হইয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ "কিয়ামত আসিয়া পড়িলে উহারা উপদেশ গ্রহণ করিবে কেমন করিয়া?"

অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হইয়া গেলে কাফিরগণ কেমন করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিবে? কোন উপদেশই তখন কোন উপকারে আসিবে না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى "সেদিন মানুষ উপলব্ধি করিবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?"

وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ "এবং ইহারা বলিবে, আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হইতে উহারা নাগাল পাইবে কি করে?

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "সুতরাং জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই।" আয়াতে ব্যবহৃত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ না থাকার জ্ঞান লাভ করিবার নির্দেশ বুঝা গেলেও মূলত ইহা একটি সংবাদ মাত্র।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ "ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।"

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ
اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ هَزْلِىْ وَجِدِّىْ وَخَطَئِىْ وَعَمَدِىْ وَكُلُّ ذَالِكَ عِنْدِىْ -

“হে আল্লাহ্! আমার ত্রুটি, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার যে অপরাধের কথা তুমি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত সবকিছু ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় অপরাধকে তুমি মাফ করিয়া দাও। আমি এই সকল অপরাধে অপরাধী।” হাদীসে আরো আছে যে, নবী করীম (সা) সালাত শেষে বলিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَرْتَ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

অর্থাৎ “হে আল্লাহ্ আমার পূর্বাপর, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সীমা লংঘন, যাহা তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো, সব ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার ইলাহ্, তুমি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ্ নাই।” একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন– “হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের রবের নিকট তাওবা কর। কারণ আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহ্র নিকট তাওবা করি।”

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন সারখিস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাইয়া তাঁহার সাথে খানা খাইয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তো আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাকেও যেন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর আমি বলিলাম, আমি কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তিনি বলিলেন, “তোমার নিজের জন্যও।” অতঃপর তিনি পাঠ করিলেন, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ “ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মু'মিন নর-নারীদিগের ত্রুটির জন্য।” অতঃপর আমি তাঁহার কাঁধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তার একাংশ উঁচু হইয়া রহিয়াছে। আমার নিকট উহা তিলকের ন্যায় মনে হইল। এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ইব্ন মাজাহ্ (র) এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও বর্ণনা করিয়াছেন।

অপর একটি হাদীস আবূ ইয়ালা (র)............ আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত। হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, “তোমাদিগের অধিক পরিমাণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ পাঠ করা উচিত। কারণ ইবলিস বলে, আমি মানুষকে পাপ দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আর তাহারা আমাকে ধ্বংস করিয়াছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ দ্বারা।” ইহা দেখিয়া আমি তাহাদিগকে প্রবৃত্তি (বিদআত) দ্বারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। এখন তাহারা মনে করে তাহারা সঠিক পথে রহিয়াছে।

আরেক হাদীসে আছে যে, ইবলীস আল্লাহ্ তা'আলাকে বলিয়াছে, “আমি তোমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, মানুষের আত্মা তাহাদিগের দেহে থাকা

পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেই থাকিব।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, "আমি আমার ইজ্জত ও জালালের শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে থাকিব।" ইস্তিগফারের ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদিগের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগের দিবা কালের গতিবিধি চলাফেরা এবং রজনীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

هُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰى كُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন।"

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই; তিনি উহাদিগের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সবই আছে।"

ইব্‌ন জুরাইজ এবং ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, مُتَقَلَّبَكُمْ এই দুনিয়ার ঠিকানা এবং مَثْوَاكُمْ আখিরাতের ঠিকানা।

সুদ্দী (র)-এর মতে مُتَقَلَّبَكُمْ দুনিয়ার এবং مَثْوَاكُمْ কবরের ঠিকানা। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

(٢٠) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ

(٢١) طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ○

(٢٢) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ ○

(٢٣) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰٓى اَبْصَارَهُمْ ○

২০. মু'মিনরা বলে, 'একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?' অতঃপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহবল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে। শোচনীয় পরিণাম উহাদিগের।

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হইলে যদি উহারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তবে তাহাদিগের জন্য ইহা মঙ্গলজনক হইত।

২২. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে।

২৩. আল্লাহ্ ইহাদিগকেই করেন অভিশপ্ত আর করেন বধির ও দৃষ্টি শক্তিহীন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনগণ জিহাদের বিধান কামনা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ ফরয করিয়া দেন তখন অহমিকাবশত অধিকাংশ লোকই উহা অস্বীকার করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ وَاَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۔

তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য কর নাই, যাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদের হস্তসমূহকে সংরুদ্ধ কর এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর;

অনন্তর যখন তাহাদের উপর যুদ্ধ বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাদের একদল আল্লাহ্‌কে যেরূপ ভয় করে তদপেক্ষা অধিক ভয় করিতে লাগিল মানুষদেরকে। আর তাহারা বলিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করিয়াছ? কেন আমাদিগকে আরো কিছু কালের জন্য অবসর দিলে না?' (হে রাসূল!) তুমি বল, 'পার্থিব উপকরণ সামান্য মাত্র আর ধর্মভীরুদের জন্য পরকালই উত্তম। তোমাদিগের উপর খর্জুর বীজের পর্দার পরিমাণও জুলুম করা হইবে না।'

এই জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ "মু'মিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ হয় না কেন?" অর্থাৎ ঈমানদাররা বলে যে, আল্লাহ্ কেন এমন একটি সূরা অবতীর্ণ করেন না যাহাতে জিহাদের বিধান রহিয়াছে?

فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلٰى لَهُمْ-

"অতঃপর দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা যদি অবতীর্ণ হয় এবং উহাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তুমি দেখিবে যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি রহিয়াছে তাহারা মৃত্যুর ভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাইতেছে।"

অর্থাৎ জিহাদের বিধান সম্বলিত দ্ব্যর্থহীন আয়াত অবতীর্ণ করিবার পর ব্যাধিগ্রস্ত লোকগুলি ভয়ে-শংকায় ও শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে সাহসহীনতায় বিহ্বলচিত্তে তোমার প্রতি তাকাইয়া থাকে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

طَاعَةٌ وَّقَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ আনুগত্য ও ন্যায়সংগত বাক্য উহাদিগের জন্য উত্তম ছিল।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ শ্রবণ করিয়া আজীবন যথাযথভাবে উহা পালন করাই তাহদিগের জন্য মঙ্গলজনক ছিল।

فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ "যখন সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হইবে।" অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি নাজুক আকার ধারণ করিবে এবং যুদ্ধ আসিয়া পড়িবে।

فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ "তাহারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করিত তাহা হইলে ইহা তাহাদিগের জন্য মঙ্গলজনক হইত।"

অর্থাৎ তখন যদি তাহারা নিষ্ঠা ও ইখলাসের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িত তবে উহা তাহাদিগের জন্য মঙ্গলজনক হইত।

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ

“ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে।” অর্থাৎ বর্বরযুগের ন্যায় তোমরা রক্তপাত করিবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ

“এমন লোকদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত রহিয়াছে। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগকে বধির ও অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।” এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হইতে ব্যাপকভাবে এবং আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। প্রকারান্তরে আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন ও আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থ হইল, আত্মীয়দের সাথে কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে সদাচরণ ও উত্তম ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাহাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা। এই বিষয়ে নবী করীম (সা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে অনেক “সহীহ্” ও “হাসান” হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র).....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ “আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব সৃষ্টির পর আত্মীয়তার বন্ধন দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্র কোমর জড়াইয়া ধরিল। আল্লাহ্ বলিলেন, কি ব্যাপার বল, সে বলিল, ইহা আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্নকারী হইতে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর জায়গা। অতঃপর আল্লাহ্ বলিলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক রাখিলে তুমি কি খুশী হইবে? সে বলিল, হ্যাঁ, আমি তাহাতে খুশী হইব। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার জন্য ইহা মঞ্জুর করা হইল।” আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, মনে চাইলে তোমরা فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে” পাঠ কর।

ইমাম বুখারী (র) অপর দুইটি সূত্রে মুআবিয়া ইব্ন আবূ মুয়ার্রিদ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে, فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ “ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিতে” আয়াতটি পাঠ করিতে পার।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ বাকরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ বাকরা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ “সত্যাদ্রোহীতা আর আত্মীয়তা বন্ধন

ছিন্ন করার ন্যায় এমন মারাত্মক ও জঘন্য অপরাধ দ্বিতীয়টি আর নেই, যাহার শাস্তি অতিসত্বর দুনিয়ায় বাস্তবায়িত হওয়া সত্ত্বেও পরকালেও উহার উপযুক্ত সাজা ভোগ করিতে হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ইসমাঈলের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও আর্থিক স্বচ্ছলতা কামনা করিবে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আমর ইব্‌ন শুয়াইব (র) হইতে তিনি স্বীয় পিতা শুয়াইব (রা) হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখি– কিন্তু তাহারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাহারা আমার উপর জুলুম করে আর আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেই, আমি তাহাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি আর তাহারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আচ্ছা, আমি তাহাদের থেকে প্রতিশোধ নিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না"। যদি তুমি প্রতিশোধ নাও, তাহা হইলে তাহারা সকলেই তোমাকে ত্যাগ করিবে। তুমি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে থাক এবং আত্মীয়তা বন্ধন বজায় রাখিয়া চল। মনে রাখিও, যতদিন পর্যন্ত তুমি তাহাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখিবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আত্মীয়তা সম্পর্ককে আরশের সাথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। সদাচারের বিনিময়ে সদাচার করার নাম আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখা নয় বরং আত্মীয়তা বন্ধন রক্ষাকারী সেই ব্যক্তি, যে সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে।" ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন আত্মীয়তা সম্পর্ককে রাখা হইবে, হরিণের চরখার মত সংরক্ষিত, তাহার অনেক পাহারাদার থাকিবে। সে স্পষ্ট ভাষায় মধুর কণ্ঠে কথা বলিবে। অতঃপর তাহাকে যে ছিন্ন করিয়াছিল সে তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, যাহাকে সে বজায় রাখিয়াছে সে তাহার সাথে সম্পর্ক জুড়িবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহারা মানুষের প্রতি

দয়া প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তোমরা দুনিয়াবাসীদের প্রতি দয়া কর, আকাশবাসীরা তোমাদের দয়া করিবেন। আত্মীয়তা সম্পর্ক আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তু। যে উহা বজায় রাখিবে আমি তাহার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখিব আর যে ব্যক্তি উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।" আবু দাউদ ও তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (র)-এর মাধ্যমে আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আব্দুল্লাহ ইব্ন ফারিজ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন ফারিজ (র) একদিন অসুস্থ আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-এর নিকট গেলেন। আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) তাহাকে বলিলেন ঃ তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, 'আমি রহমান। আমার নামেই আমি رَحِمٌ (আত্মীয়তা সম্পর্ক)-এর নাম রাখিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি উহা রক্ষা করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক গড়িব, আর যে উহা ছিন্ন করিবে, আমি তাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিব।' এই সম্বন্ধে ইমাম আহমদ (র) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে।

যাহরানী (র) .... সুলাইমান (র) হইতে বর্ণনা করেন সুলাইমান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আত্মা হইল সম্মিলিত বাহিনী। "রোযে আযলে" যাহার সাথে যাহার মিলন হইয়াছে। দুনিয়াতে তাহাদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। আর যাহার সাথে বিমুখতা ছিল দুনিয়ায় তাহার সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে।" এই প্রসংগে মহানবী (সা) আরো বলিয়াছেন ঃ "যখন কথা বেশী হইবে, কাজ কমিয়া যাইবে, মৌখিক সম্পর্ক সৃষ্টি হইবে, অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ জন্ম নিবে, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে, তখন আল্লাহ্ মানুষের উপর অভিসম্পাত করিবেন বধির ও অন্ধ করিয়া দিবেন।" এই বিষয়ে প্রচুর হাদীস রহিয়াছে।

(٢٤) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْاٰنَ أَمْ عَلٰى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ○

(٢٥) إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَأَمْلٰى لَهُمْ ○

(٢٦) ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ○

(٢٧) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ○

(٢٨) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

২৪. তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?

২৫. যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর উহা পরিত্যাগ করে শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।

২৬. ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে; তাহাদিগকে উহারা বলে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব। আল্লাহ্ উহাদিগের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।

২৭. ফেরেশতারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে, তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!

২৮. ইহা এই জন্য যে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় উহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।

তাফসীর ঃ গভীর চিন্তাভাবনা করিয়া কুরআন বুঝিবার জন্য আদেশ করিয়া এবং কুরআন হইতে বিমুখ না হইবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

"তবে কি উহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না উহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ?"

অর্থাৎ তাহারা কুরআন বুঝিবে কি করিয়া তাহাদিগের অন্তর তো তালাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে কুরআনের কথা উহাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইব্ন জারীর (র)..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا তবে কি তাহারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? না তাহাদিগের অন্তর তালাবদ্ধ? পাঠ করিলেন। শুনিয়া ইয়ামানের একজন যুবক বলিয়া উঠিল, বরং তাহাদিগের অন্তসমূহে তালা

রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত উহা অপসারিত হইবে না। কথাটি হযরত উমর (রা) এর মনে গাঁথিয়া গেল। এমনকি তিনি স্বীয় শাসনামলে তাহার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا وَعَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى

"যাহারা নিজদিগের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হইবার পর ইহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ সৎপথ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইবার পর যাহারা ঈমান ত্যাগ করিয়া কুফরীর পথ অবলম্বন করে, الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ "শয়তান উহাদিগের কাজকে শোভন করিয়া দেখায় এবং উহাদিগকে মিথ্যা আশা দেয়।" অর্থাৎ শয়তান তাহাদের মন্দ কাজগুলিকে তাহাদিগের নিকট শোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দেখায় এবং তাহাদিগকে প্রতারিত করে ও ধোঁকা দেয়।

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَانَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِىْ بَعْضِ الْاَمْرِ-

"ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহারা তাহা অপছন্দ করে, তাহাদিগকে উহারা বলে আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদিগের আনুগত্য করিব।"

অর্থাৎ তাহাদিগের এই কুফরী সেই কপটতারই সাজা যাহা তাহারা মনের মধ্যে গোপন রাখিত। ফলে কাফিরদিগের সাথে নিবৃতে মিলিত হইয়া বলিত, ভয় কিসের! আমরা তো কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করিতেই প্রস্তুত আছি। বস্তুত মনের কথা গোপন করিয়া অন্য কথা প্রকাশ করাই মুনাফিকদিগের চরিত্র। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ "আল্লাহ্ উহাদিগের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন।" অর্থাৎ তাহারা যাহা গোপন রাখে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ্র নিকট কিছুই গোপন থাকে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَايُبَيِّتُوْنَ "রাতের অন্ধকারে তাহারা যাহা করে আল্লাহ্ উহাও লিখিয়া রাখেন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ

"ফেরেশ্তারা যখন উহাদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে তখন উহাদিগের দশা কেমন হইবে!"

অর্থাৎ যখন তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিবার জন্য ফেরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদিগের প্রাণগুলি দেহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে আর ফেরেশতারা

মারিয়া পিটাইয়া রাগ-ধমক দিয়া জোরপূর্বক উহা বাহির করিয়া লইবে, তখন তাহাদিগের অবস্থা কেমন হইবে!

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۔

"ফেরেশ্তা আসিয়া যখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে করিতে প্রাণ হরণ করিবে উহা যদি তুমি দেখিতে!"

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْا اَيْدِيْهِمْ

"জালিমরা যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকিবে এবং ফেরেশ্তারা তাহাদিগের প্রতি (প্রহার করিতে) হাত বাড়াইবে যদি তুমি উহা দেখিতে!"

اَخْرِجُوْا اَنْفُسَكُمُ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ عَنْ اٰيَاتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۔

"তোমরা তোমাদের প্রাণ বাহির কর, তোমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে অন্যায়ভাবে যাহা বলিতে এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে যে দম্ভ প্রকাশ করিতে উহার কারণে আজ তোমাদিগকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হইবে।"

তাই আল্লাহ্ তা'আলা এইস্থানে বলিয়াছেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ

"ইহা এইজন্য যে, যাহা আল্লাহ্র অসন্তোষ জন্মায় ইহারা তাহার অনুসরণ করে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি ইহাদিগের কর্ম নিষ্ফল করিয়া দেন।"

(٢٩) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ○

(٣٠) وَلَوْ نَشَاۤءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ○

(٣١) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ○

২৯. যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না?

৩০. আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে, তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে। আল্লাহ্ তোমাদিগের কর্ম সম্পর্কে অবগত।

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব, যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদিগকে এবং আমি তোমাদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ

"যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা মনে করে যে, আল্লাহ্ উহাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন না।"

অর্থাৎ মুনাফিকরা কি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের ধোঁকাবাজী প্রতারণা ও মনের অশুভ পরিকল্পনার কথা মু'মিনদিগের নিকট ফাঁস করিয়া দিবেন না? তাহাদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল। বস্তুত আল্লাহ্ তাহাদিগের মনের কথা এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিবেন যে, বিজ্ঞজনেরা উহা বিলক্ষণ বুঝিয়া ফেলিবেন। সূরা তাওবা অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহাতে মুনাফিকদের নীচুতা, হীনমন্যতা ও তাহাদিগের এমন কার্যকলাপের কথা তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা উহাদিগের কপটতার মুখোশ উন্মোচন করিয়া দেয়। আর এই জন্যই সূরা তাওবার আরেক নাম রাখা হইয়াছে সূরা ফাজেহাহ্ অর্থাৎ অপমানকারী সূরা।

اَضْغَانٌ শব্দটি ضِغْنٌ এর বহুবচন। ইসলাম মুসলমান ও এই দুইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত মহৎ ব্যক্তিবর্গের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করার মত অন্তরস্ত গোপন ব্যাধিকে আরবীতে ضِغْنٌ বলে।

وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ

"আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে উহাদিগের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি উহাদিগের লক্ষণ দেখিয়া উহাদিগকে চিনিতে পারিতে।"

لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِىْ لَحْنِ الْقَوْلِ "তবে তুমি কথার ভংগিতে উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।" অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাদিগের মুখ হইতে যে সব কথা নিঃসৃত হয় উহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই তাহাদের কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায় এবং তাহারা কোন দলের তাহা বুঝিতে পারা যায়। لَحْنِ الْقَوْلِ "হযরত উসমান (রা) বলিয়াছেন, কেহ মনের মধ্যে কোন রহস্য গোপন করিলে আল্লাহ্ তাহার চেহারা ও জিহ্বার উপর ইহা প্রকাশ করিয়া দেন।"

হাদীস শরীফে আছে যে, কেহ কোন কথা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা'আলা উহা প্রকাশ করিয়া দেন। ভালো হইলে ভালো আর মন্দ হইলে মন্দ। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় আমি আমল ও আকীদাগত নিফাক (কপটতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। একদল মুনাফিককে চিহ্নিত করা হইয়াছে বলিয়া হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আহমদ (র) আবূ মাসঊদ, উকরা ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আবূ মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ভাষণে আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করার পর বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কতিপয় মুনাফিক রহিয়াছে। আমি যাহার নাম বলিব সে যেন উঠিয়া দাঁড়ায়। অতঃপর তিনি বলিলেন অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও, অমুক দাঁড়াও। এইভাবে তিনি ছত্রিশ ব্যক্তির নাম ডাকিয়া অতঃপর বলিলেন, তোমাদের ভিতর তোমাদের মধ্যে অনেক মুনাফিক আছে। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) তাহাদের একজনের পাশ দিয়ে যাইতেছিলেন সে চাদর দিয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছ কেন? তখন সে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুক।

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ "আমি অবশ্যই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব।" অর্থাৎ আদেশ দিয়া, নিষেধ করিয়া আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে যাচাই করিব।

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ

যতক্ষণ না আমি জানিয়া লই তোমাদিগের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি তোমদিগের ব্যাপারে পরীক্ষা করি।

বলাবাহুল্য যে, কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব আয়াতের অর্থ হইল যতক্ষণ না আমি জনসমক্ষে উহার বাস্তবায়ন দেখিব। এইজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) এ ধরনের ক্ষেত্রে نَعْلَمُ এর অর্থ করেন نَرٰى অর্থাৎ দেখার অর্থে ব্যবহার করেন।

(٣٢) إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ
مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيُحْبِطُ
أَعْمَالَهُمْ ○

(٣٣) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا
اَعْمَالَكُمْ ○

(٣٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ
كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

(٣٥) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖۗ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖۗ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ
يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

৩২. যাহারা কুফরী করে এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং নিজদিগের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হইবার পর রাসূলের বিরোধিতা করে, উহারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। তিনি তো তাহাদিগের কর্ম ব্যর্থ করিবেন।

৩৩. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।

৩৪. যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্‌র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হইও না এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না, তোমরাই প্রবল; আল্লাহ্ তোমাদিগের সংগে আছেন, তিনি তোমাদিগের কর্মফল কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা কুফরী করে, আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা, সৃষ্টি করে, হিদায়াত প্রকাশিত হইবার পরও রাসূল (সা)-এর বিরোধিতা করে এবং ঈমান হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না বরং তাহারা নিজেরাই চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। মহাপ্রলয়ের দিন রিক্ত হস্তেই তাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইবে। কোন আমলের বিন্দু বিসর্গ প্রতিদানও তাহারা পাইবে না।

নেক কাজ যেমন মন্দ কাজকে মুছিয়া ফেলে, তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সমুদয় ভালো কাজকে সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া দিবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন নাস্‌র মাবওয়াবী আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবুল আলিয়া (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) ধারণা করিতেন যে, শির্কের সাথে যেমন কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়, তেমন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার পর কোন গুনাহ ক্ষতিকর নয়। তাঁহাদের এই ভ্রম অপনোদনের নিমিত্ত اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর আর তোমাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিও না।" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তাঁহারা শংকিত হইয়া পড়িল যে, গুনাহ্ তাঁহাদের আমলসমূহকে বরবাদ করিয়া দিবে। আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক (র) ইব্‌ন উমর (রা)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ ইব্‌ন নাস্‌র (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমরা সাহাবায়ে কিরামগণ (রা) ধারণা করিতাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যে কোন নেক কাজকেই কবুল করিয়া লন। আমাদিগের এই ভুল সংশোধনের জন্য اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর ও রাসূল (সা)-এর আনুগত্য কর এবং তোমদিগের কর্ম বিনষ্ট করিও না।" আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়াতে আমরা মনে করিলাম যে, কবীরা গুনাহ্ ও অশ্লীল কার্যকলাপই আমাদিগের আমলসমূহকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ তাঁহার সাথে শির্‌ক করাকে পছন্দ করেন না, ইহা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিয়া দেন।" আয়াতটি নাযিল করেন ইহার পর আমরা আর কোন মন্তব্য করিলাম না। তবে কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা ভয় করিতাম ও যে ব্যক্তি উহা হইতে বিরত থাকিত তাহার ব্যাপারে আশান্বিত হইতাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইহকাল ও পরকালের সমূহ কল্যাণ, আর ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইতে বারণ করিয়াছেন।

যাহা সমুদয় সৎকাজকে বরবাদ করিয়া দেয়। তিনি বলিয়াছেন, وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ "তোমরা তোমাদিগের কার্যসমূহকে বিনষ্ট করিও না।" অর্থাৎ ধর্ম ত্যাগ করিয়া তোমরা তোমাদিগের কর্ম নষ্ট করিও না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ

"যাহারা কুফরী করে ও আল্লাহ্র পথ হইতে নিবৃত্ত করে অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না।"

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ

"আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া অন্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করিয়া দেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাদিগকে বলিয়াছেন, فَلَا تَهِنُوْا "অতএব তোমরা দুর্বল হইও না।" অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলায় তোমরা তোমাদিগের দুর্বলতা প্রকাশ করিও না।

وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ "এবং সন্ধির প্রস্তাব করিও না।" অর্থাৎ শক্তি ও সংখ্যায় তোমরা কাফিরদের তুলনায় অধিক হইলে কাফিরদের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধির প্রস্তাব করিও না।

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ "তোমরাই প্রবল।" অর্থাৎ যখন তোমরা শক্তি ও সামর্থ্যে শত্রুর উপর প্রবল থাকিবে তখন তাহাদিগের নিকট যুদ্ধ বন্ধ কিংবা সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব দিও না। তবে সমস্ত মুসলামানদের তুলনায় শক্তি ও সংখ্যায় কাফিররা প্রবল হইলে ইমাম যদি সন্ধি করাই কল্যাণকর মনে করেন, তাহা হইলে সন্ধি চুক্তি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের সাথে দশ বছরের জন্য সন্ধি করেন ইসলামের ইতিহাসে যাহা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

وَاللّٰهُ مَعَكُمْ "আল্লাহ্ তোমাদিগের সাথে আছেন।" এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য ও বিজয়ের মহাসংবাদ দিয়াছেন।

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ "তিনি তোমদিগের কর্ম কখনও ক্ষুণ্ন করিবেন না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কিছুতেই তোমাদিগের কর্মসমূহ নিষ্ফল করিয়া দিবে না বরং উহার উপযুক্ত প্রতিদান তোমাদিগকে প্রদান করিবেন, উহাতে তিনি মোটেই কার্পণ্য করিবেন না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٣٦) اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۭ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ
اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

(٣٧) اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

(٣٨) هٰۤاَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ
يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ
الْفُقَرَآءُ ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

৩৬. পার্থিব জীবন তো কেবল ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা ঈমান আন, তাকওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে তোমাদিগের পুরস্কার দিবেন এবং তিনি তোমাদিগের ধন-সম্পদ চাহেন না।

৩৭. তোমাদিগের নিকট হইতে তিনি তাহা চাহিলে ও তজ্জন্য তোমাদিগের উপর চাপ দিলে তোমরা তো কার্পণ্য করিবে, এবং তিনি তোমাদিগের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৩৮. দেখ, তোমরাই তো তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে, যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদিগেরই প্রতি। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত; যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন; তাহারা তোমাদিগের মত হইবে না।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার তুচ্ছতা, মূল্যহীনতা ও গুরুত্বহীনতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলিতেছেন, اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ "পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র।" অর্থাৎ ক্রীড়া কৌতুক আর খেল-তামাশাই পার্থিব জীবনের সারকথা। শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাহা কিছু করা হইবে উহাই কাজে আসিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, اِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَايَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ "তোমরা যদি ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে উহার প্রতিদান দিবেন আর তিনি তোমাদের সম্পদ চান না।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের

মুখাপেক্ষী নন তিনি তোমাদের নিকট কিছু চাহেন না। তিনি তো কেবল তোমাদের দরিদ্র-অসহায় ভাইদের প্রতি মানবতা প্রদর্শন উদ্দেশ্যে তোমাদের উপর দান-সদকার বিধান দিয়াছেন। উপরন্তু তোমরাই পরকালে উহার সুফল ভোগ করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنْ يَّسْئَلُكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের নিকট সম্পদ চাহিলে এবং এইজন্য তোমাদিগকে চাপ দিলে তোমরা কার্পণ্য করিবে। وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া দিবেন।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করিলেই তাহাদিগের মনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া যাইবে। বস্তুত কাতাদা (র) যথার্থই বলিয়াছেন। কারণ সম্পদ মানুষের প্রিয় বস্তু তাই মানুষ স্বভাবত তদপেক্ষা প্রিয় পাত্র ছাড়া উহা ব্যয় করে না।

هَاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّبْخَلُ

"তোমরা তো তাহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে বলা হইতেছে অথচ তোমাদিগের অনেকে কৃপণতা করিতেছে।" অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে আহবান করা হইলে তোমাদের অনেকে আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দেয় না।

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ "যাহারা কার্পণ্য করে তাহারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি।" অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করে তাহারা দানের সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইবে এবং আল্লাহ্র ডাকে সাড়া না দেওয়ার অশুভ পরিণাম তাহারাই ভোগ করিবে।

وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ "আল্লাহ্ অভাবমুক্ত" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা গায়রুল্লাহ্ হইতে, মুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত আর প্রতিটি বস্তু সর্বকালেই তাঁহার দ্বারের ভিখারী মুখাপেক্ষী।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন,

وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ "আর তোমরা অভাবগ্রস্ত।" অর্থাৎ তোমরা সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। ফলকথা অমুখাপেক্ষীতা আল্লাহ্ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং মুখাপেক্ষীতা সৃষ্টির অপরিহার্য অবিচ্ছেদ্য গুণ।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ

"যদি তোমরা বিমুখ হও তিনি অন্য জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন তাহারা তোমাদের মত হইবে না।"

অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁহার বিধানের অনুসরণ হইতে বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন এক জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের ন্যায় অবাধ্য হইবে না বরং আল্লাহ্‌র অনুগত ও তাঁহার বিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবে। ইবন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ (তোমরা যদি বিমুখ হও তাহা হইলে তিনি এমন জাতিকে তোমাদিগের স্থলবর্তী করিবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।) আয়াতটি তিলাওয়াত করিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন , ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা অবাধ্য হইলে আমাদিগের পরিবর্তে যাহাদিগকে আনা হইবে আর তাহারা আমাদিগের মত হইবে না; তাহারা কাহারা?" রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, 'এই ব্যক্তি এবং তাহার সম্প্রদায়। দীন সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটে থাকিলেও পারস্যের লোকেরা উহা লইয়া আসিবে।'

মুসলিম ইব্‌ন ফয়জী এককভাবে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মুসলিম ইব্‌ন খালিদের সমালোচনা করিয়াছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

সূরা ফাত্‌হ

২৯ আয়াত, ৪ রুকু', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহ্‌মদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর (সা) মক্কা বিজয়ের বছর সফরকালে বাহনের উপর বসিয়া সূরা ফাত্‌হ পাঠ করিয়াছেন। তিনি খুব থামিয়া থামিয়া সূরাটি পাঠ করিতেছিলেন। রাবী মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা (র) বলেন, মানুষ আমার নিকট ভীড় করিবে এই ভয় না থাকিলে আমি তোমাদিগকে হুযূর (সা)-এর ন্যায় সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইতাম।

(١) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

(٢) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

(٣) وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়—

২. যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন,

৩. এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করেন।

তাফসীর ঃ ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে উমরাহ্ পালন করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনা ত্যাগ করিয়া মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে মক্কা প্রবেশ ও বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করে। অতঃপর তাহারা এই মর্মে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে যে, তিনি এই বৎসর ফিরিয়া যাইবেন এবং আগামী বৎসর আসিয়া উমরাহ্ পালন করিবেন। হযরত উমর (রা) সহ আরো অনেক বড় বড় সাহাবাদের অপছন্দ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সন্ধি প্রস্তাবে একমত হইলেন। ইহার বিস্তারিত ঘটনা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। হুযূর (সা) সেখানেই হাদী কোরবানী করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ফিরিবার পথে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই সন্ধি চুক্তিটি মুসলমানদের প্রতিকূলে মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অনেক কল্যাণ নিহিত ছিল। তাই এই সন্ধিকে "বিজয়" আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যেমন ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সহ অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তোমরা তো ফাত্‌হ (বিজয়) বলিতে "ফাত্‌হে মক্কা" (মক্কা বিজয়) মনে কর; কিন্তু আমরা বিজয় বলিতে হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝে থাকি।

আ'মাশ (র) ..... আবূ সুফিয়ান (রা)-এর মাধ্যমে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির (রা) বলেন, "বিজয়" দ্বারা আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই বুঝিতাম। ইমাম বুখারী (র)..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, তোমরা "বিজয়" বলিতে মক্কা বিজয় মনে কর প্রকৃতপক্ষে উহাও একটি বিজয়। কিন্তু আমরা "বিজয়" বলিতে হুদাইবিয়ার দিবসের "বাইয়াতে রিজওয়ান"কে বুঝিয়া থাকি। সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত সাহাবী ছিলাম। তথায় হুদাইবিয়া নামক একটি কুয়া ছিল। আমরা প্রত্যেকেই সেই কুয়া হইতে পানি নিতে শুরু করি। অবশেষে উহাতে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রহিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি আসিয়া কুয়ার এক কিনারায় বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর এক পাত্র পানি আনাইয়া উহা দ্বারা ওযূ করিলেন ও কুলি করিলেন। অতঃপর দোয়া করিয়া ওযূর অবশিষ্ট পানি কুয়ায় ফেলিয়া দিলেন। মুহূর্ত পরেই কুয়াটি পানিতে কানায় কানায় ভরিয়া গেল। আমরা তৃপ্তির সাথে পানি পান করিলাম এবং আমাদের পশুপালদেরকেও পান করাইলাম।

ইমাম আহ্‌মদ (র) ..... হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলাম। একটি ব্যাপারে আমি তাঁহাকে তিনবার প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, আফসোস! বারবার প্রশ্ন করিয়া আমি হুযূর (সা)-কে কষ্ট দিলাম। তিনি তো কোন উত্তর দিলেন

না। উমর (রা) বলেন, এই বেআদবীর কারণে আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়া যায় কিনা এই ভাবিয়া আমি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে উটের পিঠে আরোহন করিয়া দ্রুত গতিতে সেই স্থান ত্যাগ করিলাম। ক্ষণকাল পরেই শুনিতে পাইলাম পিছন হইতে কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমার ব্যাপারে কোন ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া আমি ফিরিয়া গেলাম। উমর (রা) বলেন, যাওয়ার পর হুযূর (সা) বলিলেন ঃ গতরাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যস্ত যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর তিনি اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا .... 'আমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দেওয়া হইয়াছে' তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম বুখারী, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) ও মালিক (র)-এর বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আলী ইবনুল মাদানী (র) বলিয়াছেন, ইহা মাদানী সনদ, তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট এই সনদটি পাওয়া যায় না।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়া থেকে ফিরিবার পথে নবী করীম (সা)-এর উপর لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করিয়া দেন।" আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আজ রাতে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহা আমার নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু হইতে উত্তম। অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কি ব্যবহার করিবেন উহাতো বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন কিন্তু আমাদের কি উপায় হইবে? অতঃপর لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .... فَوْزًا عَظِيْمًا আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। যাহার তলদেশে নির্ঝরমালা প্রবাহিত হয়, তথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন। আল্লাহ্র নিকট ইহাই মহাসাফল্য।" কাতাদা (র)-এর রিওয়ায়াত হইতে সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুজাম্মি ইব্ন হারিসা আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাম্মি ইবন হারিসা আনসারী যিনি প্রসিদ্ধ কারীদের একজন ছিলেন, বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। ফিরিয়া আসিবার পথে দেখিতে পাইলাম যে, লোকেরা ইতঃস্তত ছুটাছুটি করিতেছে। জিজ্ঞাসা করা হইল যে, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে। তাই আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি। হুযূর (সা) তখন "কুরাউল গামীম" নামক স্থানে

বাহনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তথায় সমবেত হওয়ার পর মহানবী (সা) সূরা ফাত্হ তিলাওয়াত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, যাঁহার হাতে মুহাম্মদের জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, অবশ্যই ইহা বিজয়।"

হুদাইবিয়ায় যাহারা উপস্থিত ছিল খায়বারকে তাহাদের মাঝেই বণ্টন করা হইয়াছে। খায়বরের সৈন্য সংখ্যা ছিল এক হাজার পাঁচশত। তন্মধ্যে তিনশত ছিল অশ্বারোহী। মূল সম্পদকে আঠার ভাগ করিয়া অশ্বারোহীদিগকে দুইভাগ ও পদাতিক বাহিনীকে একভাগ প্রদান করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) জিহাদ অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা (র) হইতে তিনি মুজাম্মি ইব্ন ইয়াকুব (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার পথে রাত্রে এক জায়গায় আমরা অবতরণ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে, সূর্য উদয় হইয়া গিয়াছে। হুযূর (সা) তখনও ঘুমাইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে জাগ্রত করিবার জন্য আমরা বলাবলি করিতেছিলাম। ইত্যবসরে তিনি নিজেই জাগিয়া গেলেন। বলিলেন, "তোমরা যাহা করিতেছিলে করিতে থাক। যে ব্যক্তি ঘুমাইয়া পড়ে কিংবা ভুলিয়া যায় সে এমনই করিয়া থাকে।" বর্ণনাকারী বলেন, সেই সফরে হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী হারাইয়া গিয়াছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিতে পাইলাম যে, উহার রশি একটি বৃক্ষের সাথে আটকাইয়া রহিয়াছে। উষ্ট্রীটি ধরিয়া সেইখান হইতে আমি হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসিলে তিনি উহাতে আরোহন করিলেন। আমরা চলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে পথিমধ্যেই হুযূর (সা)-এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। রাবী বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইলে হুযূর (সা) খুব কষ্ট অনুভব করিতেন। ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পর হুযূর (সা) আমাদিগকে বলিলেন যে, এই মাত্র আমার উপর .... إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا (নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়) নাযিল হইয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ, আহমদ ও নাসায়ী (র) জামে' ইবন শাদ্দাদ (র) হইতে অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুগীরা ইব্ন শুবা (র) বলেন, তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, أَفَلَا أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?" (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া সালাত পড়িতে পড়িতে হুযূর (সা)-এর পদযুগল ফুলিয়া যাইত। আয়িশা (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এমন করিতেছেন কেন? আল্লাহ্ তা আপনার আনুপূর্বিক সমুদয় পদস্খলন মার্জনা করিয়া দিয়াছেন। উত্তরে তিনি বলিলেনঃ يَاعَائِشَةُ اَفَلاَ اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا ‘হে আয়িশা আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না?’ আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওহ্বের সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ মুসলিমে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আনাস (রা) বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন বিধায় হুযূর (সা)-এর দুই পা/পায়ের গোছা ফুলিয়া গিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ত্রুটি কি মাফ করিয়া দেওয়া হয় নাই ? তিনি বলিলেনঃ আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হইব না? আয়াতে مُبِيْنٌ অর্থ সুস্পষ্ট, খোলা-মেলা। সুস্পষ্ট বিজয় দ্বারা সোলহে হুদাইবিয়া (হুদাইবিয়া সন্ধি)-র উদ্দেশ্য। কারণ এই সন্ধি দ্বারা অপরিমেয় কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। জনগণ নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে, মুসলিম-অমুসলিম সুসম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে এবং হীতকর ইল্ম আর ঈমানের প্রসার ঘটিয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

(আল্লাহর আপনার পূর্বাপর ত্রুটি মার্জনা করিয়া দিবেন)। পূর্বের ও পরের ত্রুটি সমূহকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া কেবলমাত্র মহানবী (সা)-এরই বৈশিষ্ট। অন্য কাউকে এইরূপ মর্যাদা দান করা হয় নাই। নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ অন্য কাহারো পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ইহাতে হুযূর (সা)-এর অনুপম সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। হুযূর (সা) সৎকর্ম, দৃঢ়তা ও খোদাভীরুতায় ছিলেন অতুলনীয়। পূর্বাপার কোন ব্যক্তিত্বই এমন দৃষ্টান্ত পেশ করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সামগ্রিকভাবে পূর্ণাঙ্গ মহামানব, ইহকাল ও পরকালের সকলের সরদার। তাই যখন তাঁহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়িয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন, “হস্তীবাহিনীর গতিরোধকারী সত্ত্বাই ইহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে।” অতঃপর তিনি বলিলেন, যাঁহার মুঠোয় আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্র মর্যাদার পরিপন্থী নয় এমন যাহা কিছুই আজ কাফিররা চাইবে আমি উহা দিতে প্রস্তুত আছি। তাই যখন তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করিলেন এবং সন্ধি প্রস্তাব মানিয়া লইলেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ “আমি আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় দান করিয়াছি, যেন

আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় ক্রুটি মাফ করিয়া দেন এবং (ইহকাল-পরকালে) আপনার প্রতি তাহার নিয়ামত পরিপূর্ণ করিয়া দেন" নাযিল করেন।

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا "এবং তিনি তোমাকে সরল পথের সন্ধান দিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাকে সুমহান শরীয়ত ও সঠিক ধর্মের দিশা দিবেন।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا "এবং আল্লাহ্ তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য দান করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি আপনার বিনয় ও নম্রতার বদৌলতে আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা বুলন্দ করিবেন এবং শত্রুর মুকাবিলায় আপনাকে বিজয় দান করিবেন। যেমন সহীহ্ হাদীসে বলা হইয়াছে।

مَازَادَ اللّٰهُ بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلاَّرَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন আর বিনয় ও নম্রতা দ্বারা আল্লাহ্ উঁচু মাকাম দান করেন।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তুমি তাহার ব্যাপারে যতটুকু আল্লাহ্র আনুগত্য কর তা তাহাকে ততটুকু শাস্তি দিও না।

(٤) هُوَالَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَ لِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ

(٥) لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ يُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

(٦) وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

(٧) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

৪. তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তাহারা তাহাদিগের ঈমানের সহিত ঈমান দৃঢ় করিয়া লয়, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫. ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন, ইহাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।

৬. এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী, যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র উহাদিগের জন্য, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং উহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন, উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!

৭. আল্লাহ্রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ। "তিনিই মু'মিনদিগের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন।" ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে আয়াতে سَكِيْنَةٌ অর্থ প্রশান্তি বা রহমত। কাতাদা (র)-এর মতে গাম্ভীর্য বা প্রভাব।

আয়াতে মু'মিন দ্বারা ঐ সকল সাহাবাগণকে বুঝানো হইয়াছে যাঁহারা হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশকে অম্লান বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। যখন তাহাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে এবং মনের অস্থিরতা দূর হইয়া যায়, তখন আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান আরো বাড়াইয়া দেন।

ইমাম বুখারী (র) সহ আরো অনেকে এই আয়াত দ্বারা ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে কাফিরদের প্রতিশোধ লইতে পারেন। তাই তিনি বলেন,

وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌ই।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে একজন মাত্র ফেরেশ্তা পাঠাইয়া তাহাদিগকে

নিপাত করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ হিকমতের কারণে মু'মিনদিগের জন্য জিহাদ ও লড়াইয়ের বিধান দিয়াছেন।

وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا "আল্লাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কোন প্রোগ্রামই জ্ঞান-প্রজ্ঞামুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন,

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

'ইহা এই জন্য যে, তিনি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে, উপরে আনাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুযূর (সা)-কে মুবারকবাদ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা তো আপনার জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্ আমাদিগের জন্য কি রাখিয়াছেন?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا 'ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। যেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।' অর্থাৎ চিরকালই তাহারা সেখানে স্থায়ী হইবে।

وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ "এবং তিনি তাহাদিগের পাপমোচন করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন পুরষ ও মু'মিন নারীদিগের ভুল-ক্রটি ও অপরাধ মুছিয়া ফেলিবেন, তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন না। বরং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, তাহাদিগের দোষ গোপন করিবেন, তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাদিগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিবেন।

وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا "ইহাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মহাসাফল্য।" যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ "যাহাকে জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে, সে সফলকাম।"

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ

"এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদিগকে যাহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।"

অর্থাৎ যেসব মুনাফিক ও মুশরিক নারী কিংবা পুরুষ আল্লাহ্‌র বিধান সম্বন্ধে মন্দ ধারণা করে এবং রাসূলুল্লাহ্ ও সাহাবায়ে কিরামদিগের ব্যাপারে আপত্তিকর উক্তি করে এবং তাঁহার পতন কামনা করে— সংখ্যায় তাহারা যতই হোক, আজ হোক আর কাল

হোক আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ "অমঙ্গল চক্র তাহাদিগের উপর, আল্লাহ্ উহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন এবং উহাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিক ও মুনাফিকদিগকে রহমত হইতে দূরে রাখিয়াছেন।

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا "এবং তাহাদিগের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা কত নিকৃষ্ট আবাস!" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের প্রতিশোধ নেওয়ার স্বীয় শক্তি সামর্থ্যের কথা পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

(٨) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝

(٩) لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ؕ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ؕ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৮. আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে,

৯. যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর ও সম্মান কর। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

১০. যাহারা তোমার বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্‌রই বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌র হাত উহাদিগের হাতের উপর। সুতরাং যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহা পুরস্কার দেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মদ (সা)-কে বলিতেছেন, اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ‘আমি তোমাকে প্রেরণ করিয়াছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে।’

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে সৃষ্টির উপর সাক্ষী স্বরূপ, ঈমানদারদিগের জন্য সুসংবাদদাতা ও কাফিরদিগের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছি। সূরা আহ্‌যাবে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে।

لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ تُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ “যাহাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলকে সাহায্য কর এবং সম্মান কর।”

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে تُعَزِّرُوْهُ অর্থ تُعَظِّمُوْهُ অর্থাৎ যেন তোমরা তাঁহার সম্মান কর। وَتُوَقِّرُوْهُ শব্দটি اَلتَّوْقِيْرُ মূল হইতে গৃহীত। অর্থ সম্মান করা, ইহতিরাম করা।

وَتُسَبِّحُوْهُ যেন তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা কর। بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً “সকাল সন্ধ্যায়।” অর্থাৎ দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে যেন তোমরা আল্লাহ্‌র তাসবীহ পাঠ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মান ও তাজীম ঘোষণার্থে বলিয়াছেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ ‘যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহার তো আল্লাহ্‌রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে।’

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ‘যে রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে।’ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ‘আল্লাহ্‌র হাত তাহাদিগের হাতের উপর’ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদিগের সাথে রহিয়াছেন। তিনি তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করেন, তাহাদের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহাদের ভিতর-বাহির সবই জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তিনি বায়'আত গ্রহণকারী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

“আল্লাহ্ মু'মিনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পলনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে

আছে? তোমরা যে সওদা গ্রহণ করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে তরবারী ধারণ করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়আত করিল।

তিনি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে উঠাইবেন। দেখিবার জন্য উহার দুইটি চোখ থাকিবে, কথা বলিবার জন্য জিহবা থাকিবে। খাঁটি মনে যে উহাকে চুম্বন করিল সে যেন আল্লাহ্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ। 'যাহারা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর। 'এই আয়াত পাঠ করিলেন। তাই এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ 'যে উহা ভঙ্গ করিবে উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই।'

অর্থাৎ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবার পরিণাম অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরই ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ্ তাহার মুখাপেক্ষী নহেন।

وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا 'আর যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাহাকে মহাপুরস্কার দেন।' অর্থাৎ যে আল্লাহ্র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে অশেষ সওয়াব দান করিবেন। এইস্থানে যে বায়'আতের কথা আলোচিত হইয়াছে উহা 'বায়'আতুর রিজওয়ান' নামে অভিহিত। হুদাইবিয়ার একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে তাহা সংঘটিত হয়। বায়'আত গ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা ছিল সেদিন মতান্তরে তেরশত, চৌদ্দশত কিংবা পনেরশত। চৌদ্দশতই অধিক নির্ভরযোগ্য। এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ

ইমাম বুখারী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, 'হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত ছিলাম।' সুফিয়ান ইব্ন উআইনা এর সূত্রে ইমাম মুসিলম এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) হইতে সালেম ইব্ন আবুল জাবেদের সূত্রে বর্ণিত আমাশের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, 'আমরা যেদিন চৌদ্দশত ছিলাম।' হুযূর (সা) পানিতে হাত রাখার সাথে সাথে আঙ্গুল হইতে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে

লাগিল। সকলেই স্বচক্ষে উহা দর্শন করে। এই হাদীসটি সংক্ষিপ্ত। ইহা অপেক্ষা বিস্তারিত বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, হুদাইবিয়ার দিন উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) হুদাইবিয়ার কূপে উহা গাড়িয়া রাখিলেন। অনতিকাল পরেই প্রবলবেগে পানি উদগত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। জাবির (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা সেদিন কতজন ছিলেন? বলিলেন, চৌদ্দশত। তবে সেদিন আমাদের লোক সংখ্যা ১ লাখ থাকিলেও সেই পানি সকলের জন্য যথেষ্ট হইত। সহীহ্‌দ্বয়ে জাবির (রা) বর্ণিত এক বর্ণনায় সাহাবীদের সংখ্যা পনের শত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাতাদা (রা)-এর সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, কাতাদা (র) বলেন, আমি সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি বায়‘আতে রিজওয়ানে উপস্থিত সাহাবাদের সংখ্যা কত ছিল? বলিলেন, পনের শত। জিজ্ঞাসা করিলাম, জাবির (রা) তো চৌদ্দ শতের কথা বলেন? বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাকে রহম করুন। তিনিই আমাদেরকে পনের শত বলিয়াছেন। বিরোধ নিরসন কল্পে বায়হাকী (র) বলেন, ‘জাবির (রা) প্রথম প্রথম পনের শতের কথাই বলিতেন কিন্তু পরবর্তীতে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার পর চৌদ্দশত বলিয়া মত পেশ করেন।’ আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা ছিলেন এক হাজার পাঁচশত পঁচিশ। তবে চৌদ্দশত সংক্রান্ত বর্ণনাটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বায়হাকী (র) ..... আবূ সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, (বাবুল) বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। সালামা ইব্‌ন আকওয়া, মাকিল ইব্‌ন ইয়াসার ও বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর বর্ণনায় চৌদ্দশত-এর উল্লেখই পাওয়া যায়। অনেক ঐতিহাসিকের মতও ইহাই। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) শু‘বা (র)-এর সূত্রে আমর ইব্‌ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, ‘সেইদিন বৃক্ষবাসীরা ছিলেন চৌদ্দশত। সেদিন মুহাজিরদের এক অষ্টমাংশই ছিল আসলাম গোত্রের।’

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও শারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বাহির হন নাই বরং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সাত শত লোক সাথে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন। প্রতি দশজনের কোরবানীর জন্য সাথে একটি করে উট নিয়াছিলেন

সত্তরটি উট। জাবির (রা) বলিতেন যে, হুদাইবিয়ার দিন আমরা ছিলাম চৌদ্দ শত লোক। ইব্ন ইসহাকও এমনই বলিয়াছেন। অতএব ইহা তাঁহার ধারণা প্রসূত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ সহীহ্দ্বয়ে যাহা সংরক্ষিত আছে তাহাতে তাঁহাদের সংখ্যা এক হাজারের ঊর্ধ্বে বলিয়া জানা যায়।

এই ঐতিহাসিক বায়'আতের কারণ

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) সীরাত গ্রন্থে বলিয়াছেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে মক্কায় পাঠানোর জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন, যেন তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন। কিন্তু হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মতে এই কাজের জন্য হযরত উসমান (রা)-কে প্রেরণ করিলেই অধিক ভালো হয়। কারণ মক্কায় আদি ইব্ন কাব গোত্রে কেহ নেই যে, আমার সহযোগিতা করিবে। কুরাইশদের সাথে আমার শত্রুতার কথা তো আপনার অজানা নয়। আপনি আবূ সুফিয়ান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট উসমান ইব্ন আফফান (রা)-কে পাঠাইয়া দিন, তিনি যাইয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ জানাইবেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য নয় বরং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের জন্য আসিয়াছি। উমর (রা)-এর এই পরামর্শ হুযূর (সা)-এর খুব মনপূত হইল। তাই তিনি উসমান (রা)-কে মক্কাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন।

মক্কা প্রবেশের পর কিংবা তাহার পূর্বেই আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস-এর সাথে উসমান (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তিনি উসমান (রা)-কে নিজের সম্মুখে বাহনের উপর উপবেশন করাইয়া নিজ দায়িত্বে নিরাপত্তার সাথে মক্কায় লইয়া গেলেন। এইভাবে তিনি আবূ সুফিয়ান ও বড় বড় কুরাইশ নেতাদের নিকট পৌঁছিয়া হুযূর (সা)-এর পয়গাম শুনাইলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিলেন, মনে চাইলে আপনি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতে পারেন। উসমান (রা) বলিলেন অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পূর্বে আমি আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতে পারি না। এই কথা বলার পর তাহারা উসমান (রা)-কে আটক করিয়া ফেলিল। এদিকে হুযূর (সা) ও মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটানো হইয়াছে যে, কুরাইশরা উসমান (রা)-কে শহীদ করিয়া ফেলিয়াছে। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, উসমান (রা) শহীদ হওয়ার সংবাদ শ্রবণ করার পর মহানবী (সা) বলিয়াছেন, 'ইহার প্রতিশোধ না নিয়া এই স্থান ত্যাগ করিব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত জনতাকে সমবেত করিয়া তাহাদের থেকে বায়'আত নিলেন। একটি বৃক্ষতলে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যাহা 'বায়'আতে রিজওয়ান' নামে খ্যাত। লোকেরা বলাবলি করিত যে, হুযূর (সা) মৃত্যুর উপর বায়'আত নিয়াছিলেন। তবে জাবির (রা) বলেন, না, মৃত্যুর উপর নয় বরং এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, 'আমরা কেহ যুদ্ধ হইতে

পলায়ন করিব না।' উপস্থিত সকল মুসলমানই বায়'আতের মাধ্যমে যুদ্ধ হইতে পলায়ন না করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন। একমাত্র সালামা গোত্রের জাদ্দ ইব্ন কায়েস এই বায়'আত হইতে বিরত থাকে। জাবির (রা) বলেন, আমি হলফ করিয়া বলিতেছি যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েসের উটের আড়ালে লুকাইয়া থাকার দৃশ্যটি মনে হয় আমি এখন দেখিতেছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারিলেন যে, উসমান (রা)-এর শাহাদাত সংক্রান্ত সংবাদটি সঠিক নয়। ইব্ন লাহীয়া (রা) আবুল আসওয়াদ (র)-এর সূত্রে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উসমান (রা)-কে আটক করিয়া কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমর হুয়াইতিব ইব্ন আব্দুল ওজ্জা, ও মিকরায ইব্ন হাফ্সকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাদের উপস্থিতিতেই একদল মুসলমান ও একদল কাফিরের মাঝে বাদানুবাদ শুরু হইয়া যায়। এমনকি পরস্পর তীর এবং পাথর নিক্ষেপও করা হয়। ধীরে ধীরে সংঘাত বাড়তে থাকে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয় যে, জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া হুযূর (সা)-কে বায়'আত গ্রহণ করার আদেশ দিয়া গিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্র নামে বাহির হইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। অনতিবিলম্বে মুসলিমগণ বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে বায়'আত করিল যে, তাহারা কখনও যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না। ইহাতে মুশরিকদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে এবং তাহাদের নিকট যেসব মুসলমান বা বন্দী ছিলেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং সন্ধি চুক্তির প্রস্তাব পেশ করিল।

বায়হাকী (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, বায়'আতে রিজওয়ানের সময় হযরত উসমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূতরূপে মক্কায় গিয়া কুরাইশদের হাতে বন্দী ছিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন, 'ইয়া আল্লাহ্! তুমি তো জানো যে, উসমান (রা) আল্লাহ্ তা'আলা ও আল্লাহ্র রাসূলের কাজে আবদ্ধ রহিয়াছে।' বলিয়া তিনি স্বীয় এক হাত অপর হাতের উপর রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে বায়'আত করিলেন। সুতরাং উসমান (রা)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত সর্বোত্তম হাত বলিয়া পরিগণিত হইল। ইব্ন হিশাম (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাতের উপর আরেক হাত রাখিয়া উসমান (রা)-এর পক্ষ হইতে এর বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন।

আব্দুল মালিক ইব্ন হিশাম নাহুবী (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শা'বী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহবান করিলে আবূ সিনান আসাদী (রা) সর্বপ্রথম হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হাত বাড়াইয়া দিন, আপনার হাতে আমি বায়'আত গ্রহণ করিব। হুযূর

(সা) বলিলেন, কিসের বায়'আত গ্রহণ করিবে? আবূ সিনান (রা) বলিলেন, 'আপনার অন্তরে যাহা আছে তাহার উপরে।' ইনি হইলেন ওহবের পুত্র আবূ সিনান আসাদী।

ইমাম বুখারী (র) নাফি' হইতে বর্ণণা করিয়াছেন। নাফি' (র) বলেন, লোকেরা বলাবলি করে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নয় বরং হুদাইবিয়ার দিন হযরত উমর (রা) তদীয় পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে এক আনসারীর নিকট হইতে তাঁহার ঘোড়া আনিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। হুযূর (সা) তখন বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিতেছিলেন কিন্তু উমর (রা) উহা জানিতেন না। তিনি আপন মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) টের পাইয়া আগে বায়'আত হইয়া তবে ঘোড়া আনিতে গেলেন। ঘোড়া লইয়া হযরত উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বায়'আতের সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাইয়া হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হন। ইহাকেই বিকৃত করিয়া লোকেরা বলে যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) উমর (রা)-এর আগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর বুখারী (র).... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহারা চতুর্দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট জড়ো হইতে লাগিল। দেখিয়া হযরত উমর (রা) ব্যাপার কি অবগত হওয়ার জন্য পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, লোকেরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইতেছে। ফলে তিনিও বায়'আত হইয়া উমর (রা)-কে সংবাদ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনিও আসিয়া বায়'আত হইলেন। লাইস (র).... আবূ যুবাইর (র)-এর সূত্রে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা এক হাজার চারশত ছিলাম। আমরা হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হই। হযরত উমর (রা) তখন হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ছিলেন। বাবুল বৃক্ষের নীচে এই বায়'আত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জাবির (রা) বলেন, মৃত্যুর উপর নয় বরং যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিব না—এই মর্মে বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম মুসলিম (র) কুতাইবা (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

মুসলিম (র) .... মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মাকিল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, সেদিন হুযূর (সা) যখন বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন আমি তখন গাছের একটি ডাল হুযূর (সা)-এর মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা এক হাজার চারশত। আমরা মৃত্যুর উপর নয় বরং রণাঙ্গন হইতে পলায়ন না করার উপর বায়'আত হইয়াছিলাম। ইমাম বুখারী (র).... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, আমরা বৃক্ষের নীচে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিলাম। রাবী ইয়াযিদ বলেন, আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ সালামা! তোমরা সেদিন কিসের উপর বায়'আত হইয়াছিলে? বলিলেন, মৃত্যুর উপর।

ইমাম বুখারী (র).... সালামা (রা)-এর সূত্রে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়া আমি একদিকে সরিয়া গিয়াছিলাম। হুযূর (সা) আমাকে বলিলেন, কি তুমি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, আমি তো বায়'আত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আসো বায়'আত হও। আমি তাঁহার (সা) নিকট যাইয়া পুনরায় বায়'আত হইলাম। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে সালামা! তুমি কিসের উপর বায়'আত হইয়াছ? বলিলেন, মৃত্যুর উপর। ইমাম মুসলিম (র).... ইয়াযীদ ইব্ন আবূ উবায়দ (রা) হইতে অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র).... আব্বাদ ইব্ন তামীম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা মৃত্যুর উপর বায়'আত হইয়াছে।

ইমাম বায়হাকী (র) .... সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) বলেন, হুদাইবিয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আমরা এক হাজার চারশত লোক ছিলাম। তথাকার কূপে পানি এত অল্প ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীও তৃপ্তি সহকারে পান করিতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুয়ার কিনারায় বসিয়া দোয়া করিলেন, অথবা কুয়ার মধ্যে থুথু ফেলিলেন। ফলে পানিতে কুয়াটি কানায় কানায় ভরিয়া যায়। আমরা তৃপ্তি সহকারে পান করি এবং পশুপালকে পান করাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়'আতের জন্য আমাদিগকে বৃক্ষের গোড়ায় আহবান করিলেন।

আমি সর্বাগ্রে বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি অন্যদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করিলেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন ঃ সালামা বায়'আত হও। আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো সকলের পূর্বেই বায়'আত হইয়াছি। হুযূর (সা) বলিলেন, আবারো হও। সালামা বলেন, দ্বিতীয়বার বায়'আত হওয়ার পর আমি নিরস্ত্র জানিতে পারিয়া হুযূর (সা) আমাকে একটি ঢাল প্রদান করিলেন। অতঃপর পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করিতে শুরু করিলেন। সবশেষে তিনি আবারো বলিলেন, সালামা তুমি কি বায়'আত হইবে না? বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সকলের আগে একবার, মাঝখানে একবার, মোট দুইবার বায়'আত হইয়াছি। হুযূর বলিলেন, আবারো হও। তখন আমি তৃতীয়বারের মত বায়'আত হইলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, সালামা তোমাকে যেই ঢালটি দিয়াছিলাম উহা কোথায়? বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হযরত আমির (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম যে, শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার মত তাঁহার কিছুই নাই। তাই উহা তাহাকে প্রদান করিয়াছি। শুনিয়া হুযূর (সা) হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখিতেছি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিয়াছিল যে, 'হে আল্লাহ্ আমাকে এমন একজন বন্ধু মিলাইয়া দাও যে আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় হইবে।' অতঃপর মুশরিকদের প্রস্তাবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

সালামা (রা) বলেন, আমি তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্র খাদিম ছিলাম। তাঁহার ও তাহার ঘোড়ার পরিচর্যা করিতাম। তিনি আমার পানাহারের ব্যবস্থা করিতেন। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র পথে হিজরত করিয়াছি। যখন সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়া যায় এবং পরস্পর মেলামেশা শুরু হইয়া যায়, তখন আমি একটি গাছের নিচে গিয়া কাঁটা পরিস্কার করিয়া গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া উহার ছায়ার তলে শুইয়া পড়ি। অকস্মাৎ চারজন মুশরিক তথায় আসিয়া হুযূর (সা) সম্পর্কে ধৃষ্টতামূলক কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। তাহাদের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া আমি সেখান হইতে উঠিয়া অন্য একটি গাছের নীচে চলিয়া যাই। তাহারা তাহাদের অস্ত্র গাছের সাথে ঝুলাইয়া রাখিয়া শুইয়া পড়ে। ইত্যবসরে শুনিতে পাইলাম, কে যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, হে মুহাজির সম্প্রদায়! হযরত দুহাইম (রা)-কে হত্যা করা হইয়াছে। আমি তরবারী হাতে লইয়া বৃক্ষ তলে ঘুমন্ত চার ব্যক্তির ঝুলন্ত অস্ত্রগুলো আয়ত্তে আনিয়া উহা একত্রিত করিয়া এক হাতে লইয়া অন্য হাতে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া বলিলাম, আল্লাহ্র শপথ! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে সম্মান দান করিয়াছেন, তোমাদের যে মাথা উঠাইবে আমি তাহার মাথা উড়াইয়া দিব। অতঃপর আমি তাহাদিগকে হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া গেলাম। অপরদিকে আমার চাচা আমির (রা) আবলাত গোত্রের মিকরায নামক এক মুশরিককে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসে। এমনিভাবে আরো সত্তরজন মুশরিক হুযূর (সা)-এর কাছে নীত হয়। তিনি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, মন্দের প্রারম্ভ ও উহার পুনরুক্তি তাহাদেরই দায়িত্বে রহিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই কাফিরদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করায় মক্কায় তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদিগের হইতে বিরত রাখিয়াছেন।"

সহীহ্দ্বয়ে আবূ আওয়ানা (র).... তারেক (র) সূত্রে সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, যাহারা বৃক্ষের নীচে হুযূর (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছিল আমার আব্বাও তাঁহাদের একজন ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, পরবর্তী বছর হজ্জ করিতে গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিনিতে পারিলাম না, যেখানে হুযূর (সা) আমাদের বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আবূ বকর হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, হুযূর (সা) যখন লোকদিগকে বায়'আতের জন্য আহ্বান করিলেন তখন আমি দেখিলাম যে, জাদ্দ ইব্ন কায়েস নামক এক ব্যক্তি তাহার উটের বগলের নীচে লুকাইয়া রহিয়াছে। ইব্ন জুরাইজের হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হুমাইদী (র) ...... জাবির (রা) হইতে আরো বর্ণনা করেন। তিনি

বলিয়াছেন, হুদাইবিয়ার দিন আমরা চৌদ্দশত লোক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লোক।" জাবির (রা) বলেন, "আমার যদি চোখ থাকিত তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বৃক্ষের সেই স্থানটি দেখাইয়া দিতাম।" রাবী সুফিয়ান (র) বলেন, সেই স্থানটি সম্পর্কে খুব মতবিরোধ রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাঁহাদের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বৃক্ষের নীচে যাহারা বায়'আত হইয়াছে তাহাদের কেউ দোযখে যাইবে না। লাল উটওয়ালা ব্যতীত সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমরা তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি তাহার হারানো উটের অনুসন্ধান করিতেছে। আমরা তাহাকে বলিলাম, হতভাগা! চল রাসূল (সা)-এর কাছে যাইয়া বায়'আত গ্রহণ কর। লোকটি বলিল, বায়'আত করার চাইতে হারানো উটের সন্ধান লাভ করাই আমার নিকট অধিক শ্রেয়।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আহমদ (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কে আছ যে, 'সানিয়্যাতুল মেরারে' আরোহন করিবে? তাহার থেকে সেই বস্তু বিদূরিত হইয়া যাইবে যাহা বনী ইসরাঈলদের থেকে দূর হইয়াছিল। বলার পর সর্বাগ্রে বনু খাযরাজ গোত্রের এক সাহাবী উহাতে আরোহন করিলেন। তৎপর অন্যারা। অতঃপর তিনি বলিলেন, লাল উটের মালিক ব্যতীত তোমাদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। লোকটির নিকট আসিয়া আমরা তাহাকে বলিলাম, আস, তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। লোকটি বলিল, (দরকার নাই) তোমাদের সাথী আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে তদপেক্ষা হারানো উষ্ট্রের সন্ধান লাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। বলিয়া লোকটি উট অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ইমাম মুসলিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে মোবাশশার সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হাফসা (রা)-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছেন যে, বৃক্ষের নীচে যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত হইয়াছে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহাদিগের কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা) বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, জাহান্নামে প্রবেশ করিবেই তো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ধমক দিলে হাফসা (রা) وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا "তোমরা সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবেই" আয়াতটি পাঠ করিলেন। উত্তরে হুযূর (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظّٰلِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

"অতঃপর আমি মুত্তাকীদিগকে মুক্তি দিব এবং জালিমদিগকে সেখানে উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিব।" (মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ (রা)-এর ভৃত্য হুযূর (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! হাতিব অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। কারণ সে বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাইতো আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"যাহারা তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করে তাহারা তো আল্লাহ্রই নিকট বায়'আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র হাত তাহাদিগের হাতের উপর। আর যে উহা ভঙ্গ করে উহা ভঙ্গ করার পরিণাম ভঙ্গকারীরই উপর। আর যে আল্লাহ্র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ্ তাহাকে মহা পুরস্কার দিবেন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ـ

"মু'মিনরা যখন বৃক্ষ তলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন, তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।"

(١١) سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا
فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ
يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ
بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○

(١٢) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلٰٓى أَهْلِيْهِمْ أَبَدًا
وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۖ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
بُوْرًا ○

(١٣) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَإِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

(١٤) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ
وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

১১. যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছে তাহারা তোমাকে বলিবে, ‘আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদিগকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, অতএব আমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ উহারা মুখে যাহা বলে তাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, ‘আল্লাহ্ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে? বস্তুত তোমরা যাহা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।’

১২. না, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূল ও মু’মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না এবং এই ধারণা তোমাদিগের অন্তরে প্রীতিকর মনে হইয়াছিল। তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।

১৩. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, আমি সেই সব কাফিরদিগের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি।

১৪. আল্লাহ্‌রই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব, তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ যে সব গ্রাম্য বেদুঈনগণ জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবার-পরিজনদের সাথে ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে জিহাদে যাইতে বিরত রহিয়াছিল, যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরিয়া আসার পর তাহারা বিভিন্ন টাল-বাহানা দেখাইয়া আত্মরক্ষার জন্য মনে-প্রাণে নয় বরং কৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌র নিকট

তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হুযূর (সা)-এর নিকট ধরনা দিয়াছিল, তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

"উহাদের মুখে তাহা বলে যাহা উহাদিগের অন্তরে নাই। উহাদিগকে বল, আল্লাহ্ তোমাদিগের কাহারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে?"

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেন তাহা হইলে কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তিনি তোমাদিগের মনের খবর পুংখানুপুংখরূপে জানেন এবং তোমাদিগের কোন টাল-বাহানা ও কপটতা কোন কাজে আসিবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا "বস্তুত তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا

"বরং তোমরা ধারণা করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ তাহাদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"

অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছিলে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনগণ যুদ্ধে নিহত হইবেন। তাহাদিগের গর্দান উড়িয়া যাইবে, তাঁহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্যও কেহ ফিরিয়া আসিতে পারিবেন না।

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا "তোমরা মন্দ ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা একটি ধ্বংসমুখী জাতি।"

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকের মতে, আয়াতে بُوْرًا এর অর্থ هَلْكٰى অর্থাৎ ধ্বংসমুখী। কাতাদা (র)-এর মতে فَاسِدِيْنَ অর্থাৎ সন্ত্রাসী, অশান্তি সৃষ্টিকারী। কাহারো মতে, ইহা ওম্মানী শব্দ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ "যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনেনা।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভিতরে-বাহিরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র অনুগত না হয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করিবেন। মনের আসল কথা গোপন

করিয়া মানুষের নিকট অন্য কিছু প্রকাশ করিলেও আল্লাহ্‌র আযাব হইতে সে রক্ষা পাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় শক্তি-সামর্থ্য, রাজত্ব ও আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا "তিনি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে এবং অবনত মস্তকে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়, আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়াপরবশ হন।

(١٥) سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا
نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۗ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ
قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۗ بَلْ كَانُوْا
لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাইবে তখন যাহারা গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহারা বলিবে, 'আমাদিগকে তোমাদিগের সংগে যাইতে দাও।' উহারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়। বল, 'তোমরা কিছুতেই আমাদিগের সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।' উহারা বলিবে, 'তোমরা তো আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।' বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য।

তাফসীর ঃ যে সব বেদুঈনরা হুদাইবিয়ার উমরাহ্‌য় হুযূর (সা) ও সাহাবায়ে কিরামদের সাথে অংশগ্রহণ করে নাই, তাহারা হুযূর (সা) ও সাহাবাদিগকে যখন খায়বার বিজয় করিয়া গনীমত সংগ্রহ করিতে যাইতে দেখিবে, তখন তাহারা আশা প্রকাশ করিয়া বলিবে যে, আমাদিগকেও তোমাদের সাথে লইয়া যাও। বিপদের সময় তাহারা পিছনে সরিয়া গেলেও লাভের সময় অংশগ্রহণ করিতে চাইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের কৃত পাপের উপযুক্ত শাস্তিস্বরূপ সাথে যাওয়ার অনুমতি না

দেওয়ার জন্য মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন পাপ তেমন সাজা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যাহারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগের ব্যতীত কাউকে খায়বারের গনীমত লাভ করিতে দেওয়া হইবে না, যুদ্ধ-বিমুখ বেদুঈনগণ তাহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। অতএব আইনতই তাহারা খায়বার—গনীমতের প্রাপ্য নয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ "উহারা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করিতে চায়।"

মুজাহিদ, কাতাদা ও জুআইবির (র) বলেন, হুদাইবিয়াবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন আয়াতে উহাকেই বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্‌ন যায়দ (র)-এর মতে তদ্দারা আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত ঘোষণাটি উদ্দেশ্য ঃ

فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ-

"আল্লাহ্ যদি তোমাকে উহাদিগের কোন দলের নিকট ফেরত আনেন এবং উহারা অভিযানে বাহির হইবার জন্য তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তুমি বলিবে, তোমরা তো আমার সহিত কখনও বাহির হইবে না এবং তোমরা আমার সংগী হইয়া কখনও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবে না। তোমরা তো প্রথমবার বসিয়া থাকাই পছন্দ করিয়াছিলে। সুতরাং যাহারা পিছনে থাকে তাহাদের সহিত বসিয়াই থাক।"

ইব্‌ন যায়দের এই মতটি আপত্তিকর। কারণ সূরা তাওবার এই আয়াতটি তাবূক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, তাবূক যুদ্ধ উমরাতুল হুদাইবিয়ার পরের ঘটনা।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলিয়াছেন, يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلَامَ اللّٰهِ -এর অর্থ হইল, তাহারা মুসলমানদিগকে জিহাদ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিকে পরিবর্তন করিতে চায়।

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ "বল, তোমরা কিছুতেই আমার সংগী হইতে পারিবে না। আল্লাহ্ পূর্বেই এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন।" অর্থাৎ হে রাসূল! মুনাফিকদের আপনার সংগে যুদ্ধে বাহির হইবার আকাঙ্ক্ষার উত্তরে আপনি তাহাদিগকে বলিয়া দিন যে, তোমাদের এই প্রার্থনার পূর্বেই আল্লাহ্ হুদাইবিয়া ওয়ালাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, খায়বারের যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ কেবল তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে, অন্য কাহাকেও ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে না।

فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا "উহারা বলিবে যে, তোমরা তো আমাদিগের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করিতেছ।" অর্থাৎ তাহারা বলিবে যে, যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে তোমরা আমাদের সাথে হিংসা পোষণ করিতেছ।

بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا বস্তুত উহাদিগের বোধশক্তি সামান্য। অর্থাৎ তাহারা যাহা ধারণা করিয়াছে, ব্যাপার কিন্তু তাহা নহে। কিন্তু তাহারা উহা বুঝে না।

(١٦) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

(١٧) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৬. যে সব আরব মরুবাসী গৃহে রহিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে বল,'তোমরা আহূত হইবে এক প্রবল, পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে; তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ না উহারা আত্মসমর্পণ করিবে। তোমরা এই নির্দেশ পালন করিলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করিবেন। আর তোমরা যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তিনি তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।'

১৭. অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নাই এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিবেন।

তাফসীর ঃ প্রবল, পরাক্রান্ত জাতি যাহাদিগের সাথে লড়াই করিবার জন্য সহসা আহ্বান করা হইবে বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহারা কাহারা, এই ব্যাপারে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

১. তাহারা হাওয়াজেন গোত্র। শু'বা আবূ বিশ্র (র) সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবাইর কিংবা ইকরিমা কিংবা উভয় হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই।

২. ছাকীফ গোত্র। এই মত যাহ্হাক (র) বর্ণনা করেন।

৩. বনু হানীফা। ইহা জুআইবির (র) বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) যুহরী (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ এবং ইকরিমা (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

৪. পারস্যবাসী। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। আতা, মুজাহিদ এবং ইকরিমা (র)-এর মতও ইহাই। কা'ব আহবার (র) বলেন, তাহারা রোমবাসী। ইব্ন আবূ লায়লা, আতা, হাসান ও কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা পারস্য ও রোমবাসী। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাহারা মূর্তিপূজক। তাঁহার থেকে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তাহারা নির্দিষ্ট কোন জাতি নয়- বরং যে কোন প্রবল শক্তিধর সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) এইরূপ বর্ণনা করেন এবং ইব্ন জারীরের মতও ইহাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, سَتُدْعَوْنَ اِلىٰ قَوْمٍ اُوْلِىْ بَاسٍ شَدِيْدٍ -এর ব্যাখ্যায় যুহরী (র) বলেন, সেই প্রবল, শক্তিধর জাতি এখনও আবির্ভূত হয় নাই।

তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) سَتُدْعَوْنَ اِلىٰ قَوْمٍ اُوْلِىْ بَاسٍ شَدِيْدٍ এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, উহারা হইল যোদ্ধা জাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ। তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণনা করিয়াছেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, এমন এক জাতির সহিত তোমরা যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না, যাহাদের চোখ হইবে ছোট, নাক হইবে চেপ্টা আর মুখমণ্ডল হইবে ঢালের ন্যায়। সুফিয়ানের মতে, তাহারা হইল তুর্কী।

ইব্ন আবূ উমর (র) ...... আবূ খালিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) একবার আমাদের নিকট আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرِ "তোমরা এমন এক জাতির মোকাবেলা করিবে যাহারা পশমের তৈরী পাদুকা ব্যবহার করিবে।" –এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিলেন, পশমের জুতা পরিধানকারী জাতি হইল যোদ্ধাজাতি অর্থাৎ কুর্দীগণ।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ 'তোমরা উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে অথবা তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে।'

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার বিধান দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখিবে। হয়ত যুদ্ধ করিয়া তোমরা তাহাদিগকে পরাজিত করিবে কিংবা আত্মসমর্পণ করিয়া যুদ্ধবিগ্রহ ব্যতীরেকে তাহারা স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, فَاِنْ تُطِيْعُوْا "তোমরা যদি আনুগত্য কর।" অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়া জিহাদে বাহির হও এবং নিয়মানুযায়ী জিহাদ কর, তাহা হইলে, يُؤْتِكُمُ اَجْرًا حَسَنًا "তিনি তোমাদিগকে উত্তম প্রতিদান দান করিবেন।"

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ "আর যদি তোমরা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।"
অর্থাৎ হুদাইবিয়ার সময় তোমরা যেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছিলে। যদি এখনও তেমন পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, তাহা হইলে, يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا 'আল্লাহ্ তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবেন।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যুদ্ধে যোগদান না করার ওজরসমূহ বর্ণনা করিতেছেন। কতিপয় ওজর এমন আছে যাহা অবিচ্ছেদ্য। যেমন অন্ধত্ব, পঙ্গুত্ব ইত্যাদি। আবার কতিপয় এমন আছে যাহা আকস্মিক। যেমন, এমন রোগ যাহা কখনও থাকে কখনও থাকে না। অসুস্থতার মুহূর্তে এমন ব্যক্তি অপারগ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদ এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ "এবং যে কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত।" وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا "কিন্তু যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তিনি তাহাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করিবেন।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি জিহাদ পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব জীবনের ধান্ধায় লিপ্ত হয় আল্লাহ্ তাহাকে ইহজগতে লাঞ্ছনা দ্বারা এবং পরকালে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(١٨) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

(١٩) وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ○

১৮. মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।

১৯. ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ বাবুল বৃক্ষের নীচে যে সব মু'মিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেছেন। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, বায়'আতকারীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশত। বৃক্ষটির নাম সামূরাঃ বা বাবুল। হুদাইবিয়া নামক স্থানে এই বায়'আত সংঘটিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী (র) ..... আব্দুর রহমান (রা) বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান (রা) বলেন, আমি একদা হজ্জ করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করি। একস্থানে একদল লোককে সালাত আদায় করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ মসজিদ? তাহারা বলিল, ইহা সেই বৃক্ষ যাহার নীচে হুযূর (সা) 'বায়'আতে রিজওয়ান' গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আমি সায়ীদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা)-কে এই সংবাদটি জানাইলাম। তিনি বলিলেন, আমার আব্বা আমাকে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা হুজুর (সা)-এর হাতে বৃক্ষের নীচে বায়'আত করিয়াছিলেন আমিও তাহাদের একজন ছিলাম। তিনি বলিয়াছেন যে, বায়'আতের পরবর্তী বছর তথায় গিয়া আমরা আর সেই স্থানটি চিহ্নিত করিতে পারিলাম না। সেই বৃক্ষটি আর খুঁজিয়া পাইলাম না।' সায়ীদ (র) বলেন, আমি আশ্চর্য হই এইজন্য যে, বায়'আত কালে যেসব সাহাবায়ে কিরাম (রা) তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই এখন সেই স্থানটি চিনিতে পারেন না আর তোমরা দিব্যি চিনিয়া ফেলিয়াছ! তবে কি তোমরাই তাঁহাদের চেয়ে বেশি জান!

فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ "তাহাদিগের অন্তরে যাহা ছিল তিনি তাহা অবগত ছিলেন।" অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের মনের সততা, অঙ্গীকার পালনের সদিচ্ছা, মান্যতা ও আনুগত্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا "তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।" হুদাইবিয়ার সন্ধিই সেই আসন্ন বিজয়, যাহার বদৌলতে পরবর্তীতে মুসলমানরা অপরিমেয় কল্যাণ সাধন করে। খায়বর দখল, মক্কা বিজয় ও বিভিন্ন সাম্রাজ্য এই সন্ধির সূত্র ধরিয়াই মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রভূত কল্যাণ ও মর্যাদা লাভ করিয়া তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ও শক্তিতে পরিণত হয়।

وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا - وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا 'ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে লভ্য সম্পদ যাহা উহারা হস্তগত করিবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, সালামা (রা) বলেন, (একদিন) আমরা দ্বিপ্রহরের সময় বিশ্রাম করিতেছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ হইতে এক ঘোষক ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, হে লোক সকল! "জিবরাঈল (আ) আসিয়াছেন তোমরা বায়'আতের জন্য অগ্রসর হও।" আমরা দৌড়াইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তখন তিনি বাবুল বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা সকলে তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ আয়াতে এই কথাটিই বলিয়াছেন। (মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে বায়'আত করিল তখন তাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের এক হাত আরেক হাতের উপর রাখিয়া হযরত উসমান (রা)-এর জন্য বায়'আত করিলেন। তখন লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ধন্য উসমান ইব্ন আফ্ফান! আমরা এখানে রহিয়াছি আর সে আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিতেছে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সে যদি সেখানে কয়েক বছরও অবস্থান করে আমি তাওয়াফ না করা পর্যন্ত সে তাওয়াফ করিবে না।"

(٢٠) وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ○

(٢١) وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ○

(٢٢) وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(٢٣) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

(٢٤) وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

২০. আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যাহার অধিকারী হইবে তোমরা। তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন এবং তিনি তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ইহা হয় মু'মিনদিগের জন্য এক নির্দশন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে পরিচালিত করেন সরল পথে।

২১. আরও বহু সম্পদ রহিয়াছে যাহা এখনও তোমাদিগের অধিকারে আসে নাই, উহা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২২. কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত, তখন উহারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইত না।

২৩. ইহাই আল্লাহ্র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে; তুমি আল্লাহ্র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।

২৪. তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا "আল্লাহ্ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের যাহার অধিকারী হইবে তোমরা।"

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতে "যুদ্ধ লব্ধ বিপুল সম্পদ" দ্বারা হুযূর (সা) হইতে আজ অবধি যে সব সম্পদ গনীমতরূপে মুসলমানদের হস্তগত হইয়াছে উহাকে বুঝানো হইয়াছে।

فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ 'তিনি ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।' অর্থাৎ খায়বার বিজয়কে আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতে খায়বার বিজয়ের কথা বলা হয় নাই বরং হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা বলা হইয়াছে।

وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ "এবং তোমাদিগ হইতে মানুষের হস্ত নিবারিত করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ– তোমাদিগের শত্রু সম্প্রদায় তোমাদিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ বিগ্রহ করিবার অশুভ উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করিত, তাহাতে তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই এবং যেই সব মুশফিকরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া ঘরে বসিয়া রহিয়াছিল, তাহারাও তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রী-কন্যাদের কোন ক্ষতিসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ "এবং ইহা হয় মু'মিনদিগের জন্য এক নিদর্শন।" অর্থাৎ উহা আমি এই জন্য করিয়াছি যেন মু'মিনগণ উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। কারণ সংখ্যায় তাহারা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা শত্রুদের উপর তোমাদিগকে বিজয় দান করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে হেফাজত করিয়াছেন। আর যেন তাহারা মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া লয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি কাজের উপযুক্ত পরিণাম সম্পর্কে সম্যক অবগত। আল্লাহ্র যে কোন নির্দেশকে অবনত মস্তকে পালন করাতেই সমূহ কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্র নির্দেশ বাহ্যত তোমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ হইলেও, তোমাদের মনঃপূত না হইলেও উহাতেই কল্যাণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ "এমনও হইতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর।"

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا "এবং তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।" অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধান অনুসরণ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্যের বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিবেন।

وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ـ

"আরো বহু সম্পদ রহিয়াছে, যাহা এখনও তোমাদিগের হাতে আসে নাই। উহা আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত আছে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

অর্থাৎ– আরো একটি গনীমত ও বিজয় রহিয়াছে, যাহা তোমরা এখনও লাভ করিতে পার নাই। তবে আল্লাহ্ উহা তোমাদিগের জন্য সহজলভ্য করিয়া দিবেন। উহা আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় মুত্তাকী বান্দাকে ধারণাতীত জীবিকা দান করিয়া থাকেন।

ইহা কোন্ গনীমত? এই বিষয়ে কুরআন ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হইল খায়বর বিজয়। এই ব্যাখ্যাটি মানিয়া লইলে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ (ইহা তোমাদিগের জন্য ত্বরান্বিত করিয়াছেন) দ্বারা হুদাইবিয়ার সন্ধি বুঝিতে হইবে।

যাহ্হাক, ইব্ন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইব্ন ফাইয়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখের মতও ইহাই।

কাতাদা ও ইব্ন জারীর-এর মতে উহা ফাত্হে মক্কা বা মক্কা বিজয়।

ইব্ন আবূ লায়লা ও হাসান বসরীর (র)-এর মতে উহা পারস্য ও রোম বিজয়।

মুজাহিদ (র) বলেন, উহা সে সব বিজয় ও গনীমত যাহা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানগণ লাভ করিবে। আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে

বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সে সব বিজয় যাহা মুসলমানগণ কিয়ামত পর্যন্ত লাভ করিবে।

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَايَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

"কাফিররা তোমাদিগের মোকাবিলা করিলে, পরিণামে উহারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত। তখন উহারা কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাইত না।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দিয়া বলিতেছেন যে, মুশরিকরা তাহাদিগের মোকাবিলা করিলে আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদিগকে তাহাদিগের উপর বিজয় দান করিতেন আর কাফির বাহিনী পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিত। তখন তাহারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক খুঁজিয়া পাইত না। বস্তুত আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া কেহ কোন দিন বিজয় লাভ করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً۔

"ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান, প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তুমি আল্লাহ্‌র এই বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না।"

অর্থাৎ– কাফির ও ঈমানদারদের মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হইলে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদিগকে বিজয় দান করেন এবং সত্যের বিজয় দান করিয়া মিথ্যার পতন ঘটান। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান। যেমন, বদরের যুদ্ধে মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র মুসলমানকে সশস্ত্র রণনিপূণ মুশরিকদিগের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করিয়াছেন। যাহারা সংখ্যায় ছিল মুসলমানদের কয়েকগুণ বেশী।

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا۔

"তিনি মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের হস্ত তোমাদিগ হইতে এবং তোমাদিগের হস্ত উহাদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন। উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।"

অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্‌র আরেকটি অনুগ্রহ এই যে, মুশরিকদিগের হস্তকে তাহাদিগ হইতে বিরত রাখিয়াছেন, তাহারা মুসলমানদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই এবং মুশরিকদের হইতে মুসলমানদের হাতকে নিবারিত রাখিয়াছেন। ফলে

মসজিদুল হারামের নিকট তাহারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। বরং উভয় পক্ষকেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং সন্ধির মাধ্যমে দুই পক্ষের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে মু'মিনদের জন্য ইহকাল ও পরকালের অপরিসীম কল্যাণ নিহীত ছিল।

উপরে সালামা ইব্ন আকওয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছিল যে, সাহাবাগণ সত্তর জন মুশরিককে বন্দী করিয়া হুযূর (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। হুযূর (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, যুদ্ধের সূচনা ও পুনরাবৃত্তি তাহাদিগের হইতেই হইতে দাও।' তাহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ "তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন" আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিন মক্কার আশিজন লোক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া জাবালুত তানয়ীমের দিক হইতে চুপিসারে অবতরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে ছুটিয়া আসে। টের পাইয়া হুযূর (সা) সাহাবাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সাহাবাগণ উহাদের সকলকে গ্রেফতার করিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হাজির করেন। কিন্তু তিনি দয়া পরবশ হইয়া উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন ও মুক্ত করিয়া দিলেন। উহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই মক্কায় তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল মযানী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন: আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) বলেন, কুরআনে আল্লাহ্ যেই বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন আমরা সেই বৃক্ষটির গোড়ায় বসিয়াছিলাম। বৃক্ষের ডালগুলো হুযূর (সা)-এর পৃষ্ঠদেশ ছুঁইছুঁই করিতেছিল, আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ও সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। হুযূর (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, "রাহমান, রাহীম আল্লাহ্র নামে লিখ"। কিন্তু সুহাইল হুযূর (সা)-এর হস্ত ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল, 'রাহমান, রাহীম আবার কে?' আমরা তো তাহা জানি না।

আমরা যাহা জানি, আমাদের এই সন্ধিনামায় তাহাই লিখুন। সে বলিল, লিখুন "তোমার নামে হে আল্লাহ্", অতঃপর হুযূর (সা) লিখিলেন, ঃ "ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা) ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" কিন্তু এইবারও সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি যদি আল্লাহ্র রাসূলই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো আমরা আপনার উপর বড় অত্যাচার করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের এই চুক্তিনামায় আমরা যাহা জানি আপনি তাহাই লিখুন। সুহাইল বলিল, লিখুন, ইহা মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল্লাহ্-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। ইত্যবসরে ত্রিশজন সশস্ত্র মুশরিক যুবক অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া আমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। হুযূর (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে বধির বানাইয়া দিলেন। আমরা তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসিলাম। হুযূর (সা) বলিলেন, "তোমরা কাহারো নিরাপত্তায় আসিয়াছ কি? অথবা বলিলেন, কেউ তোমাদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছে কি?"তাহারা বলিল, না। অতঃপর হুযূর (সা) তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ "তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন, মক্কায় তাহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর" নাযিল করেন। হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদ-এর সূত্রে ইমাম নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আবযা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ ইব্ন আবযা (রা) বলেন, হুযূর (সা) কোরবানীর পশু (হাদী) লইয়া যখন যুলহুলাইফাতে পৌঁছিলেন, তখন উমর (রা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল, আপনি এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছেন, যাহাদের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত রহিয়াছে। অথচ আপনার কাছে না আছে কোন অস্ত্র, না আছে আত্মরক্ষার অন্য কোন সুব্যবস্থা!' এই কথা শুনিয়া হুযূর (সা) লোক পাঠাইয়া মদীনা হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র আনাইয়া লইলেন। অতঃপর মক্কার নিকটবর্তী হইলে মক্কার মুশরিকরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। পরিশেষে হুযূর (সা) মিনায় অবস্থান করিলেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, ইকরিমা ইব্ন আবূ জাহ্ল পাঁচশত সৈন্য লইয়া আপনার উপর আক্রমণ করিবার জন্য রওয়ানা হইয়াছে। হুযূর (সা) খালিদ ইব্ন অলীদকে বলিলেন, "খালিদ! তোমার চাচাতো ভাই তো সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিতেছে।" খালিদ (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের তরবারী। (তখন হইতে তিনি "সাইফুল্লাহ্" তথা "আল্লাহ্র তরবারী" উপাধিতে ভূষিত হন)।

খালিদ সাইফুল্লাহ্ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে যথায় ইচ্ছা যাহার মোকাবিলায় ইচ্ছা প্রেরণ করুন।' হুযূর (সা) তাঁহাকে ইকরিমা বাহিনীর মোকাবিলায় প্রেরণ করিলেন।

ঘাঁটিতে উভয় দলের মাঝে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। বীর সৈনিক হযরত খালিদ (রা) প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া ইকরিমা বাহিনীকে পরাজিত করিয়া মক্কায় ধাওয়া করে। কিন্তু তাহারা নতুন উদ্যমে পুনরায় আক্রমণ করিলে হযরত খালিদ (রা) এইবারও পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে মক্কার গলিতে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসেন। তাহারা তৃতীয়বারের মত আবারো আসে। হযরত খালিদ (রা) এইবারও তাহাদিগকে পরাভূত করেন। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .... عَذَابًا اَلِيْمًا নাযিল করেন। অর্থাৎ তিনিই তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন মক্কায়। তাহাদের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করার পর। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতেও, বাধা দিয়াছিল কোরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা উহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর (সা)-কে বিজয় দান করিবার পর তাঁহাকে কাফিরদিগ হইতে নিবারিত করিয়াছেন– যেন মক্কার দুর্বল ও অসহায় মুসলমানগণ মুসলিম বাহিনীর হাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আবযা (রা) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। ইহা হুদাইবিয়ার ঘটনা হইতে পারে না। কারণ হযরত খালিদ ইব্‌ন অলীদ (রা) তখনও তো ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বরং সেদিন তিনি মুশরিক বাহিনীর সরদার ছিলেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। আবার ইহা উমরাতুল কাজার ঘটনাও হইতে পারে না। কারণ হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, হুযূর (সা) পরবর্তী বছর আসিয়া উমরাহ্ পালন করিবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিবেন। বস্তুত এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হুযূর (সা) যখন পরবর্তী বছর মক্কায় আসিলেন কাফিররা তাহাকে বাধা প্রদান করে নাই কিংবা তাঁহার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহও করে নাই। এটাকে বিজয়ের

ঘটনাও বলা যাইতে পারে না। কারণ সেই দিন তো হুযূর (সা) কুরবানীর পশু লইয়া আসেন নাই বরং যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব এই বর্ণনাটির আপত্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়াই গেল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন ইসহাক (র).... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর গোলাম ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরিকরা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোককে নিযুক্ত করিয়াছিল যেন তাহারা রাসূল (সা)-এর সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ পাইলে কাহারো উপর আক্রমণ করে বা কাউকে ধরিয়া লইয়া আসে। কিন্তু মুসলমানরা তাহাদিগের সকলকে ধরিয়া হুযূর (সা)-এর নিকট লইয়া আসেন। হুযূর (সা) তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন এবং ছাড়িয়া দিলেন। অথচ তাহারা মুসলিম বাহিনীর প্রতি পাথর ও তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, এই ঘটনা প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ـ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ
تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ
مَنْ يَّشَاءُ ـ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, ইব্ন যুনাইম নামক এক সাহাবী হুদাইবিয়ার একটি টিলার উপর উঠিয়াছিল। মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। হুযূর (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাকে সহ মোট বারজনকে ধরাইয়া আনিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পক্ষ হইতে তোমাদের কোন নিরাপত্তা আছে কি? তাহারা বলিল, না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ "তিনিই তাহাদের হাতকে তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হাতকে তাহাদের হইতে নিবারিত করিয়াছেন" নাযিল করেন।

(٢٥) هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا
اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْ
هُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ
فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ○

(٢٦) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ
كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

২৫. উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত, যদি না থাকিত এমন মু'মিন নর ও নারী যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে; ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত, আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম।

২৬. যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা, তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন, আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

তাফসীর ঃ আরবের কুরাইশ কাফির এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা

বলিতেছেন, هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا "উহারাই তো কুফরী করিয়াছে।" অর্থাৎ কাফির উহারাই অন্য কেহ নয়।

وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে।" অর্থাৎ– তোমরা মসজিদুল হারামের প্রকৃত হকদার ও মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে।

وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ "এবং বাধা দিয়াছিল কুরবানীর আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে।"

অর্থাৎ– অবাধ্যতা ও বিদ্রোহবশত তাহারা কুরবানীর পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে বাধা প্রদান করিয়াছে। সেদিন কুরবানীর পশু তথা হাদী ছিল সত্তরটি। ইনশাল্লাহ্ এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইবে।

وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ "যদি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী না থাকিত।" অর্থাৎ তোমাদিগকে সেদিন যুদ্ধ করিবার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হয় নাই যে, মক্কায় এমন কতিপয় দুর্বল মুসলমান নর-নারী রহিয়া গিয়াছে যাহারা অত্যাচারের ভয়ে ঈমান প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না এবং হিজরত করিয়া তোমাদিগের সাথে মিলিত হওয়ার সামর্থ্যও তাহাদিগের ছিল না। এমতাবস্থায়, যুদ্ধের অনুমতি দিলে সে সব অসহায় খাঁটি মুসলমানরা অজ্ঞতাবশত তোমাদের হাতে প্রাণ হারাইবে এবং তাহাদিগের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দিয়ত প্রদানে বাধ্য হইবে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ

"তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে।" অর্থাৎ এমতাবস্থায় তোমাদিগকে যুদ্ধের অনুমতি দিলে তোমরা তাহাদিগকে পদদলিতে করিতে এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তোমরা জরিমানা প্রদান করিতে।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِه مَنْ يَّشَاءُ "ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন।"

অর্থাৎ তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ এইজন্য বিলম্ব করিতেছেন, যেন একদিকে তাহাদের মধ্য হইতে মু'মিনরা ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং তাহাদিগের অনেকে ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ পায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَوْ تَزَيَّلُوْا "যদি উহারা পৃথক হইত।" অর্থাৎ কাফিরগণ যদি মু'মিনদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত।

لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا "তাহা হইলে আমি উহাদিগের মধ্য হইতে কাফিরদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।" অর্থাৎ– কাফিরগণ যদি মু'মিনদিগ হইতে পৃথক হইয়া যাইত; তাহা হইলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার নির্দেশ দিতাম। ফলে তোমরা তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .... হুজর ইব্ন খাল্ফ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হুজর ইব্ন খাল্ফ (র) বলেন,আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, জুনাইদ ইব্ন সুবাই (রা) বলেন, আমি হুযূর (সা)-এর সাথে দিনের প্রথমভাগে কাফিরের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি আর শেষভাগে মুসলমানের ভূমিকায় যুদ্ধ করিয়াছি। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ (যদি না থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী) নাযিল হয়। আমরা ছিলাম নয়জন। সাতজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী (র) অন্য সূত্রে মুহাম্মদ ইব্ন আব্বাদ মক্কী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই সনদে তিনি আবূ জুমু'আ জুনাইদ ইব্ন সুবাই (র)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সঠিক নামটি হইল আবূ জাফর হাবীব ইব্ন সিবা' (রা)। ইব্ন আবূ হাতিম হুজর ইব্ন খাল্ফ (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় আছে যে, আমরা তিনজন পুরুষ ও নয়জন মহিলা ছিলাম। আমাদের ব্যাপারেই وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ

"যদি না থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন মহিলা" আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا "তাহারা যদি পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম"- এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, কাফিরগণ যদি মুসলমানদের হইতে পৃথক হইয়া যাইত তাহা হইলে মুসলমানদের হাতে নির্বিচারে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ "যখন কাফিররা অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।" ইহা সে সময়ের কথা যখন কাফিররা "বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" লিখিতে এবং সন্ধিপত্রে "ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা" লিখিতে আপত্তি করিয়াছিল।

فَانْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى -

"তখন আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল ও মু'মিনদিগকে স্বীয় প্রশান্তি দান করিলেন। আর তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন।" তাকওয়ার বাক্য হইল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ইব্ন জারীর ও আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র) ...... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। উবাই ইব্ন কা'ব বলেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى , "তাকওয়ার বাক্যে আমি তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছি" এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, উহা হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই।"

ইমাম তিরমিযী (র) হাসান ইব্ন কাযআ (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব-হাসান। ইব্ন কাযআ ব্যতীত অন্য সনদে হাদীসটি পাওয়া যায় নাই। আবূ যুরআ' (র)-কেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি কিন্তু তিনিও এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদের সন্ধান দিতে পারেন নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "মানুষের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ না তাহারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই) বলিবে। অতএব, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিবে, সে যেন আমার থেকে তাহার জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করিল। তবে আল্লাহ্র হকের ব্যাপারটা আলাদা এবং আল্লাহ্ই তাহার হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন।

পবিত্র কুরআনে একটি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ 'যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তখন তাহারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا "এবং তাকওয়ার বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর উপযুক্ত ও যোগ্য।"

তাকওয়ার বাক্য হইল لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র রসূল) পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লিখিত সম্প্রদায়টি এই বাক্যটি লইয়াই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল এবং মুশরিকরা হুদাইবিয়ার দিন ইহা লইয়াই দম্ভ করিয়াছিল। ফলে হুযূর (সা) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাদিগের সাথে সন্ধি করিয়া লন।

বর্ধিত অংশটুকুসহ ইব্‌ন জারীর যুহ্‌রী (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, كَلِمَةَ التَّقْوٰى হইল ইখলাস বা নিষ্ঠা।

আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্‌ (র)-এর মতে,

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى "এবং আমি তাহাদিগকে তাওয়ার বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছি" দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَه

সাওরী (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আলী (রা) বলেন, وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى-এর كَلِمَةَ التَّقْوٰى দ্বারা لَااِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ উদ্দেশ্য। ইব্‌ন উমর (রা)-এর মতও ইহাই।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, كَلِمَةَ التَّقْوٰى হইল لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ-এর সাক্ষ্য দেওয়া। ইহাই যাবতীয় তাকওয়ার মূল।

সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র (র)-এর মতে لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

আতা খুরাসানী (র) বলেন, لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র) মা'মার (র)-এর সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাওকয়ার বাক্য হইল, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ । কাতাদা (র)-এর মতে لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ

وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا "তাহারাই ছিল ইহার অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।" অর্থাৎ– মুসলমানরাই এই তাকওয়ার বাক্যের অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত।

وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا "আল্লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।"

অর্থাৎ– কে কল্যাণ পাওয়ার উপযুক্ত আর কে অকল্যাণের যোগ্য তাহা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। নাসায়ী (র) ...... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই ইব্‌ন কাব (রা) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ এর সাথে وَلَوْ حَمِيْتُمْ كَمَا حَمُوْ لَفَسَدَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ 'যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা। তোমরাও যদি তাহাদিগের মত অহমিকা পোষণ করিতে তাহা হইলে মসজিদুল হারাম ধ্বংস হইয়া যাইত।' হযরত উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাগিয়া গেলেন।

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলিলেন, আপনি তো জানেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাতায়াত করিতাম এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে যাহা শিখাইতেন তিনি আমাকে উহা শিক্ষা দিতেন। এই কথা শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, বরং আপনার নিকটই ইল্ম ও কুরআন রহিয়াছে। তাই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন আপনি তাহাই পাঠ করুন এবং শিক্ষা দিন।

হুদাইবিয়া ও সন্ধির কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) .... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা ও মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে– বরং বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করেন। তাঁহার সাথে ছিল কুরবানীর সত্তরটি পশু। সংগী ছিল সাতশত। প্রতি দশজনের কুরবানীর জন্য একটি করে উট। উস্ফান নামক স্থানে পৌছার পর বিশ্র ইব্ন সুফিয়ান কা'বীর সাথে হুযূর (সা)-এর সাক্ষাৎ হয়। কা'বী হুযূর (সা)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার আগমনের সংবাদ পাইয়া কুরাইশরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা উটের ছোট ছোট বাচ্চাগুলিও সংগে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। পরিধানে তাহাদের বাঘের চামড়া। যেইভাবেই হোক তাহারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়া পণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি বাহিনীসহ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে তাহারা 'কুরাউল গামীমে' পাঠাইয়া দিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হায়রে কুরাইশ! যুদ্ধই তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমাকে বাধা না দিলে তাহাদের জন্য কতই না ভালো হতো। আমাকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় আর আল্লাহ্ যদি আমাকে বিজয় দান করেন, তাহা হইলে তাহারা দলে দলে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করিবে। তাহা না হইলে তাহারা যুদ্ধ করিবে। তাহাদের শক্তি আছে। কিন্তু কুরাইশরা কী মনে করে? আল্লাহ্র শপথ! তিনি আমাকে যে দীন লইয়া পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য আমি তাহাদের সাথে যুদ্ধ করিতে থাকিব। হয়ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করিবেন নয়ত এই ঘাড় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

অতঃপর তিনি হুমুয এর পিছন হইতে সানিয়াতুল মেরারগামী পথ ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ সৈন্যদিগকে নির্দেশ দিলেন। মক্কার নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত হুদাইবিয়ার পথ ধরিয়া হুযূর (সা) সসৈন্যে চলিতে লাগিলেন। কুরাইশ বাহিনী যখন

জানিতে পারিল যে, হুযূর (সা) রাস্তা পরিবর্তন করিয়া অন্য পথ ধরিয়াছে, তখন তাহারা দৌড়াইয়া কুরাইশ দলপতিদের নিকট যাইয়া এই সংবাদ পৌঁছাইল।

এদিকে সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছিবার পর হুযূর (সা)-এর উষ্ট্রী বসিয়া পড়িল। দেখিয়া লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হুযূর (সা) বলিলেন, "না, উহা ক্লান্ত হয় নাই, ইহা তাহার স্বভাবও নয়। হস্তী বাহিনীকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা দানকারী সত্তাই উহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্র শপথ! কুরাইশগণ আমার নিকট যাহা চাইবে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার খাতিরে আমি তাহাই তাহাদিগকে দান করিব।"

অতঃপর তিনি লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা অবতরণ কর।" লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই উপত্যকায় কোথাও পানির নাম গন্ধ নাই। লোকেরা কিভাবে এইখানে অবস্থান করিবে? হুযূর (সা) তুনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া একজন সাহাবীর হাতে দিলেন। তিনি তীরটি কূপের মাঝখানে গাড়িয়া রাখিবা মাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমনিভাবে সকলের পানি সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

হুযূর (সা) সেইখানে স্থিরভাবে অবস্থান করিবার পর বুদাইল ইব্ন ওয়ারাকা খোজাআ গোত্রের কয়েকজন লোক লইয়া হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়। হুযূর (সা) বিশ্র ইব্ন সুফিয়ানকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। ফিরিয়া গিয়া সে বলিল, "হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মদ (সা)-কে লইয়া তোমরা খুব ভাবনায় পড়িয়া গিয়াছ দেখিতেছি। তিনি তো আসলে যুদ্ধ করিবার জন্য আসেন নাই। আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। তোমরা আরো ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, যুহ্রী (র) বলিয়াছেন, বনু খোজায়ার কাফির-মুশরিক নির্বিশেষে সকলই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। মক্কার কোন সংবাদই তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গোপন রাখিত না। কুরাইশরা বলিল, শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়া থাকিলেও এইভাবে হঠাৎ করিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। আরববাসীরা ইহাতে আমাদিগকে নিন্দা করিবে।

অতঃপর তাহারা বনু আমির ইব্ন লুওয়াই গোত্রের মিকরায ইব্ন হাফস্কে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহাকে দেখিবা মাত্র হুযূর (সা) বলিয়া উঠিলেন, "এই লোকটি বিশ্বাসঘাতক।"

লোকটি হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছার পর মহানবী (সা) সাহাবাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকে তাহাই বলিলেন। লোকটি ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদিগকে ঘটনাটি খুলিয়া বলিল। তাহারা পুনরায় হালীস ইব্ন আলকামা কেনানীকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। হুযূর (সা) তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি এমন সম্প্রদায়ের যাহারা আল্লাহ্কে শ্রদ্ধা করে। তোমরা কুরবানীর পশুগুলিকে লইয়া আস।" লোকটি দেখিতে পাইল যে, চতুর্দিক হইতে কুরবানীর পশুগুলি উঠিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া প্রভাবিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে না যাইয়াই সে ফিরিয়া গেল। সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তাঁহাকে বাধা দান করা উচিত হইবে না। দীর্ঘ আবদ্ধতার কারণে পশুগুলির পশম উঠিয়া গিয়াছে। কুরাইশরা বলিল, তুমি মূর্খ বেদুঈন! কিছুই বুঝ না। তুমি এইখানে বসিয়া থাক।

অতঃপর তাহারা উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফীকে প্রেরণ করে। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে সে বলিল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই যাবত তোমরা যাহাদিগকে মুহাম্মদ-এর নিকট পাঠাইয়াছিলে, তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর তাহাদিগের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ, আমি সবই লক্ষ্য করিয়াছি। তোমরা তাহাদিগের সাথে দুর্ব্যবহার করিয়াছ, তাহাদিগকে অপমান করিয়াছ, তাহাদিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছ ও তাহাদিগের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করিয়াছ। তোমরা আমার পিতৃতুল্য। বিপদের সময় আমি আমার অনুসারীদের লইয়া তোমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছি। তোমাদের জন্য আমি আমার জানমাল উৎসর্গ করিয়াছি।

তাহারা বলিল, আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আপনার প্রতি আমাদের কোন খারাপ ধারণা নাই। অতঃপর সে রওয়ানা হইয়া আসিয়া হুযূর (সা)-এর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি কিছু লোক সংগ্রহ করিয়া জাতির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য আসিয়াছেন। কুরাইশরা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ছোট ছোট শিশুরাও কৃত্তি পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছে। আল্লাহ্র নামে তাহারা আজ অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আপনাকে তাহারা কোনরূপেই মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না। শপথ আল্লাহ্র! আমি দেখিতেছি আগামীকাল যুদ্ধের সময় আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

আবূ বকর (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। গর্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ওহে! লাত বুতের লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?'

উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ, এই লোকটি আবার কে? হুযূর (সা) বলিলেন , ইনি আবূ কোহাফার পুত্র।

উরওয়া বলিল, আমার উপর যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, তাহা হইলে এখনই তোমার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতাম। তবে উহার বিনিময়ে ইহা ছাড়িয়া দিলাম।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর দাঁড়ি ধরিয়া কি যেন বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্‌ন শু'বা তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। উরওয়ার এই বেআদবী আর ধৃষ্টতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। হাতে ছিল তাঁহার একটি লৌহদণ্ড। উহা দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক হইতে তোমার হাত সামলাও। আল্লাহ্‌র রাসূলের গায়ে হাত দিবার অধিকার তোমার নাই।

উরওয়া বলিল, তুমি তো বদ যবান, কঠোর ও বক্র প্রকৃতির লোক। এই কথা শুনিয়া হুযূর (সা) একটু মুচকি হাসিলেন।

উরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ, ইনি কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইনি তোমার ভাতিজা মুগীরা ইব্‌ন শো'বা।

উরওয়া বলিল, বিশ্বাসঘাতক! গতকাল ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনও তোমার মাথা ধুইয়াছ? (অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পূর্বে তো তুমি পবিত্র হইতেও জানিতে না আর এখন এত বড় কথা!)

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের সাথে তাহার সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার সাথেও সে সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সাথে সাথে তিনি তাহাকে নিজের আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত করেন।

অতঃপর উরওয়া হুযূর (সা)-এর নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া সাহাবায়ে কিরামদের কার্যক্রম দেখিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, হুযূর (সা) উযূ করিলে সাহাবাগণ সেই উযূর পানি হাতে হাতে উঠাইয়া নেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) থুথু ফেলিলে উহা মাটিতে পতিত হইবার পূর্বে তাহারা তুলিয়া নেন। মাথার চুল উঠিয়া গেলে উহাও সযত্নে সংরক্ষণ করেন, শ্রদ্ধা ও ভক্তির এমন একটি দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে কখনও সে দেখে নাই।

কুরাইশদের নিকট ফিরিয়া গিয়া উরওয়া বলিল, আমি কয়সর, কিসরা ও নাজ্জাশী প্রমুখ রাজা বাদশাহ্‌দের দরবারে যাতায়াত করিয়াছি। আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় কোন বাদশাহ্ আর আমি দেখি নাই। মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীরা তাহাদিগের বাদশাহ্‌কে যতটুকু ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে ইহার চেয়ে অধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করা আর সম্ভব নয়। অতএব তোমরা আরো ভাবিয়া দেখ।

হুযূর (সা) ইতিপূর্বে খিরাশ ইব্‌ন উমাইয়া খোজায়ীকে নিজের ছা'লাব নামক উটে চড়াইয়া মক্কায় পাঠাইয়াছিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর কুরাইশরা উটের পা কাটিয়া ফেলে এবং খিরাশকে হত্যা করিবার চেষ্টা করে। তবে নেতৃবৃন্দ নিষেধ করায় কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া তিনি হুযূর (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর হুযূর (সা) মক্কায় পাঠাইবার জন্য হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করিবার মত আমার আত্মীয়-স্বজন তথা বনু আদী গোত্রের কেহই সেখানে নাই। আমার আশংকা হয় যে, তাহারা আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। আমি যে কুরাইশদের শত্রু উহা তাহারা ভালভাবেই জানে। আপনি উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-কে প্রেরণ করুন। তিনি এই কাজে আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত।

হুযূর (সা) উসমান (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাকে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করিলেন যে, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করিবার জন্য নহে বরং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

উসমান (রা) রওয়ানা হইয়া গেলেন। মক্কায় প্রবেশ করিবার পর আবান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আছ এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বাহন হইতে অবতরণ করিয়া উসমান (রা)-কে সম্মুখে বসাইয়া নিরাপত্তার সাথে লইয়া গেলেন।

উসমান (রা) বড় বড় কুরাইশ নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের নিকট মহানবী (সা)-এর পয়গাম পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহারা উসমান (রা)-কে বলিল (থাক ঐ সব কথা) তোমার যদি বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবার ইচ্ছা থাকে, তুমি তাহা করিতে পার। উসমান (রা) বলিলেন, অসম্ভব! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফ করিবার পূর্বে আমি কিছুতেই তাওয়াফ করিতে পারি না। তখন তাহারা উসমান (রা)-কে সেইখানেই বন্দী করিয়া ফেলে। এদিকে হুযূর (সা) শুনিতে পান যে, কুরাইশরা হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

মুহাম্মদ (র) বলেন, যুহ্রী (র) আমাকে বলিয়াছেন যে, অতঃপর কুরাইশরা সুহাইল ইব্ন আমরকে হুযূর (সা)-এর নিকট প্রেরণ করে। তাহারা তাহাকে বলিয়া দিল যে, তুমি যাইয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সন্ধি কর। কিন্তু তাহার এই বৎসর এমনিতেই চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে কোন প্রকার নমনীয়তা দেখাইবে না। যাহাতে আরববাসী এই কথা বলিতে না পারে যে, মুহাম্মদ জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করিয়াছে আর আমরা তাহা প্রতিরোধ করিতে পারি নাই।

সুহাইল ইব্ন আমর হুযূর (সা)-এর নিকট আসিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, কুরাইশরা সন্ধি করিবার জন্য এই লোকটিকে পাঠাইয়াছে।

সুহাইল হুযূর (সা)-এর নিকট আগমন করিবার পর দুইজনে দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করিয়া সন্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

আলোচনা পর্ব সমাপ্ত হইল। এখন চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেই হয়। ইত্যবসরে হযরত উমর (রা) দৌড়াইয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া উৎকণ্ঠার সাথে বলিলেন, ভাই আবূ বকর! উনি কি আল্লাহ্র রাসূল নহেন? আমরা কি মুসলমান নই? আবূ বকর শান্তকণ্ঠে "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিলেন।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের কাজে দুর্বলতা ও হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার (রাসূলের) সিদ্ধান্ত মানিয়া লও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। উমর (রা) বলিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল নন?আমরা কি মুসলমান নই? উহারা কি মুশরিক নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ।

উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে কেন আমরা ধর্মের ব্যাপারে কাফিরদের নিকট দুর্বল হইতে যাইব?

হুযূর (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইতে পারিব না। তিনি আমাকে ধ্বংস করিবেন না।

উমর (রা) বলিয়াছেন, সেই দিন আমি যাহা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কারণে পরক্ষণে আমি ভীষণভাবে অনুতপ্ত হই। আল্লাহ্‌র কোন আযাব আসিয়া পড়ে কিনা, এই ভয়ে অবিরাম রোযা রাখিয়াছি। সালাত আদায় করিয়াছি, সদকা করিয়াছি এবং অনেক ক্রীতদাস আযাদ করিয়াছি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "রাহমান রাহীম আল্লাহ্‌র নামে লিখ", সুহাইল বলিল, আমরা তো ইহা জানি না। বরং আপনি লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, লিখ, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্!' ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।

সুহাইল বলিল, যদি আমরা এই সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল তাহা হইলে তো আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করিতাম না। বরং আপনি লিখুন, ইহা নিম্ন বর্ণিত শর্তে আব্দুল্লাহ্ পুত্র মুহাম্মদ ও সুহাইল ইব্‌ন আমর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা।

সন্ধির শর্তসমূহ

* দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তায় বসবাস করিবে, কাহারো উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিবে না।

* কুরাইশদের কেহ যদি অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আসে তাহাকে ফেরত দিতে হইবে আর কোন মুসলমান যদি কুরাইশদের নিকট চলিয়া আসে তবে তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে না।

* আমাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে, ধর-পাকড়, কয়েদ-বন্দী সবই মুলতবী থাকিবে।

সন্ধির শর্তসমূহে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চাহিলে হইতে পারিবে আর যদি কেহ কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হইতে চায় হইতে পারিবে।

তৎক্ষণাৎ বনু খোজাআ দাঁড়াইয়া বলিল, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হইলাম। আর বনু বকর কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করিল।

শর্তসমূহের মধ্যে ইহাও ছিল যে, আপনি এই বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন, আগামী বছর সাথীদের লইয়া আসিয়া তিনদিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন। একজন আরোহীর নিকট সাধারণত যে পরিমাণ অস্ত্র থাকে সেই পরিমাণ অস্ত্রই সাথে রাখিতে পারিবেন। তলোয়ার কোষবদ্ধ থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) চুক্তিনামা লিখিতেছেন। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্‌ন আমরের পুত্র আবূ জান্দাল (রা) লৌহ শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়াছেন। অপরদিকে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে বিজয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস লইয়া মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, মক্কায় প্রবেশ না করিয়া বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত না করিয়া কাফিরদের সাথে সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন, উহাতে তাহাদিগের মন ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এইখানেই তাহাদের দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। সদ্য আগত নও মুসলিম আবূ জান্দালকে দেখিয়া সুহাইল ইব্‌ন আমর ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার মুখে সজোরে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ, সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবার পর আবূ জান্দাল তোমার নিকট আগমন করিয়াছে। অতঃপর চুক্তি অনুসারে তাহাকে ফেরত দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি সত্যই বলিয়াছ।

সুহাইল ইব্‌ন আমর আবূ জান্দালের জামার কলার ধরিয়া রওয়ানা হইল আর আবূ জান্দাল উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,ওহে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা কি আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরাইয়া দিতেছ? হায়রে! মুসলমান হওয়ার অপরাধে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিবে। ইহাতে মুসলমানদের দুশ্চিন্তা ও তাঁহাদের ব্যথা বহুগুণে বাড়িয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'আবূ জান্দাল! ধৈর্যধারণ কর এবং মর্যাদা লাভের আশায় থাক। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য এবং তোমার মত অন্যান্য অসহায় দুর্বল মুসলমানদের জন্য রাস্তা খুলিয়া দিবেন। আমি কুরাইশ সম্প্রদায়ের সাথে সন্ধি করিয়াছি। এই সন্ধির ভিত্তিতে তোমাকে তাহাদিগের নিকট ফেরত পাঠাইতেছি। আমি তো চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারি না।'

হযরত উমর (রা) আবূ জান্দাল (র)-এর পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'আবূ জান্দাল! তুমি ধৈর্যধারণ কর, উহারা তো মুশরিক। তাহাদিগের এক এক জনের রক্ত কুকুরের রক্তের ন্যায়। 'উমর (রা) তরবারীর হাতলটি সন্তর্পণে আবূ

জান্দালের হাতে দিতে চাইলেন, যেন সে উহা দ্বারা এক আঘাতে পিতার ইহ লীলা শেষ করিয়া দেয়। কিন্তু আবূ জান্দাল (রা) পিতার দেহে হাত তুলিতে পারিলেন না।

সন্ধিনামা সমাপ্ত হইল, হুযূর (সা) হরম এলাকায় সালাত আদায় করিতেছিলেন। আর হালাল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ছিলেন। ক্ষণকাল পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "হে লোক সকল! তোমরা কুরবানী কর এবং হলক কর।" কিন্তু কেহই উঠিল না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় অনুরূপ বলিলেন। এইবারও কেহই দাঁড়াইল না। তিনি আবারো অনুরূপ বলিলেন কিন্তু এইবারও কেহই উঠিল না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, "উম্মে সালামা! লোকদের কি হইল?" উম্মে সালমা (রা) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো জানেন, তাহাদের মনে আজ কত দুঃখ! আপনি তাহাদিগের কাউকে কিছু না বলিয়া সোজা আপনার কুরবানীর পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করুন এবং হলক করুন। আপনার দেখাদেখি হয়ত অন্যরাও করিতে শুরু করিবে।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাহারো সাথে কথা না বলিয়া স্বীয় পশুর নিকট যাইয়া উহা কুরবানী করিলেন। অতঃপর বসিয়া হলক করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম উঠিয়া কুরবানী করিতে লাগিল ও হলক করিতে লাগিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া মক্কা ও মদীনার মধবর্তী স্থানে পৌছার পর সূরা আল ফাত্‌হ নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি এইভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর এবং যিয়াদ বুকায়ী (র) আবূ ইসহাক (র) হইতে এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে তিনি যুহ্‌রী (র) সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র)-ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এই হাদীসটি আরো দীর্ঘায়িত করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ শুরুর অধ্যায়ে বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) .... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামাহ্ ও মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদাইবিয়ার দিন এক হাজার কয়েকশত সাহাবী লইয়া রওয়ানা হইলেন। যুলহুলাইফায় পৌঁছিয়া তিনি কুরবানীর পশুর গলায় চিহ্ন লাগাইলেন ও উমরাহ্‌র জন্য ইহরাম বাঁধিলেন এবং খোজাআ গোত্রের এক ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বানাইয়া প্রেরণ করেন। গাদীরুল আশতাত নামক স্থানে পৌঁছার পর গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাইশরা সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে গোত্রাধিপতিদিগকে একত্রিত করিয়াছে। তাহারা আপনার উপর আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য এবং আপনাকে মক্কা প্রবেশ হইতে বাধা প্রদান করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছে।

শুনিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, "তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, যাহারা আমদিগকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা প্রদান করিতে চায় আমরা কি তাহাদের উপর আক্রমণ করিব? অন্য বর্ণনায় আছে, যাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে আমরা কি তাহাদিগের সন্তানদের উপর আক্রমণ করিব? তাহারা যদি আমাদের নিকট আসিয়া পড়ে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের ঘাড় কাটিয়া দিবেন। অন্যথায় আমরা তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া ছাড়িব। আরেক বর্ণনায় আছে, যদি তাহারা বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ ক্লেশে পতিত হইবে, আর যদি তাহারা মুক্তি পাইয়াও যায় তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের গর্দান কাটিয়া দিবেন। আমরা আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত করিব। যদি কেহ আমাদিগকে বাধা প্রদান করে তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের সাথে লড়াই করিব কি?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-ই এই ব্যাপারে ভাল জানেন। আমরা তো উমরাহ্ করিবার জন্য আসিয়াছি, যুদ্ধ করিবার জন্য নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত হইতে আমাদিগকে বাধা দিবে, আমরা তাহার সাথে যুদ্ধ করিব।

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "তাহা হইলে তোমরা রওয়ানা হও।" অন্য বর্ণনায় আছে "তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্র নামে রওয়ানা হও।"

কিছুদূর যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ একদল কুরাইশ সৈন্য লইয়া আসিতেছে, তোমরা ডানদিক ধরিয়া চল। আল্লাহ্র শপথ! খালিদ তাহাদিগের সম্পর্কে মোটেই টের পাইল না। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথীদের লইয়া কাতরাতুল জায়শ নামক স্থানে খালিদ বাহিনীর মুখোমুখি হইয়া পড়িলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ যারপর নাই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং দৌড়াইয়া কুরাইশদের নিকট যাইয়া সংবাদ দিল।

এদিকে হুযূর (সা) অগ্রসর হইয়া সানিয়াতুল মেরারে পৌঁছার পর তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, কসওয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে; কসওয়া ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কসওয়া ক্লান্ত হয় নাই। উহা তাহার স্বভাবও নয়। কিন্তু হস্তী বাহিনীর প্রতিরোধকারী সত্তাই উহাকে প্রতিরোধ করিয়াছেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ্র সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা রক্ষা হয় এমন যাহা কিছু আজ তাহারা আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাদিগকে অকাতরে উহা দান করিব।"

অতঃপর তিনি বাহনটিকে হাঁকাইলেন। তৎক্ষণাৎ উহা উঠিয়া দ্রুত গতিতে ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি হুদাইবিয়া প্রান্তরে একটি কুয়ার নিকট অবতরণ

করিলেন, যাহার পানি ছিল খুবই অল্প। লোকেরা উহার পানি ব্যবহার করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তৃষ্ণার অভিযোগ করিলে তিনি তূনীর হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহা কুয়ার মধ্যে রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, তীরটি কুয়ায় রাখিবামাত্র প্রবল বেগে পানির ফোয়ারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইহাতে সকলের পানির সমস্যার সমাধান হইয়া গেল।

ইত্যবসরে খুযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারাকা খুযায়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শহরতলিতে বসবাসকারী এই লোকগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। বুদাইল ইব্‌ন ওয়ারাকা বলিলেন, আমি কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই ও আমের ইব্‌ন লুওয়াইকে রাখিয়া আসিয়াছি। তাহারা আপনাকে বায়তুল্লাহ্ গমন হইতে প্রতিরোধ করিবার জন্য এবং আপনার সাথে লড়াই করিবার জন্য শিশু-সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া হুদাইবিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমরা তো কাহারো সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসি নাই। আমরা আসিয়াছি কেবল উমরাহ্ করিবার উদ্দেশ্যে। যুদ্ধই তো কুরাইশদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। আর যদি তাহারা ইহা অস্বীকার করে তাহা হইলে যাঁহার হাতে আমার জীবন তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ব্যাপারে আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। হয়ত আমার ঘাড় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে নতুবা আল্লাহ্ তাঁহার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

বুদাইল বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন আমি উহা তাহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর তিনি কুরাইশদের নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট হইতে আসিয়াছি। আমি তাঁহার বক্তব্য শুনিয়াছি। যদি তোমরা বল, আমি তাহা পেশ করিব এবং সেই অনুযায়ী কাজ করিব। তাহাদের মধ্য হইতে নির্বোধ লোকেরা বলিল, তাহার সম্পর্কে তোমার কোন সংবাদ দেওয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞজনেরা বলিল, সে কি বলিল উহা আমাদিগকে শুনাও। অতঃপর বুদাইল রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা বলিয়াছেন উহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন।

অতঃপর উরওয়া ইব্‌ন মাসউদ দাঁড়াইয়া বলিল, সুধীমণ্ডলী! আপনারা আমার পিতৃতুল্য নন? আমি কি আপনাদের সন্তানতুল্য নই? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। উরওয়া বলিল, আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করিবেন? তাহারা বলিল, না। উরওয়া বলিল, আপনারা কি জানেন যে, আমি ওকাজবাসীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের লইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি? তাহারা বলিল, হ্যাঁ, জানি।

অতঃপর উরওয়া বলিল, এই লোকটি যদি কোন মঙ্গলজনক পরিকল্পনা লইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা উহা গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাইতে দিন।

তাহাদিগের সম্মতি পাইয়া উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাইয়া তাহার সাথে আলোচনা করিতে লাগিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুদাইলকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাকে একই উত্তর দিলেন। উরওয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি যদি তাহাদিগের উপর আক্রমণ করেন তাহা হইলে হয়ত আপনি বিজয় লাভ করিবেন আর তাহারা পরাজিত হইবে কিংবা তাহারা বিজয় লাভ করিবে আর আপনি পরাজিত হইবেন। যদি আপনি বিজয় লাভ করেন তাহা হইলে যাহারা পরাজিত হইবে, উহারা আপনারই সম্প্রদায়। ইতিপূর্বে আরবের কেহ স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে এমন কথা আপনি শুনিয়াছেন কি?

আর যদি তাহারা বিজয় লাভ করে আর আপনি হন পরাজিত তাহা হইলে আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনার আশেপাশের এই লোকগুলি আপনাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; একজনকেও আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না।

আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'নরাধম! যাও, লাত দেবতার লজ্জাস্থান চুষিয়া খাও, আমরা বুঝি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?'

উরওয়া বলিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবূ বকর (রা)। উরওয়া বলিল, আমার প্রতি যদি তোমার অনুগ্রহ না থাকিত, যাহার প্রতিদান আমি তোমাকে প্রদান করি নাই, তাহা হইলে এখনই আমি তোমাকে ইহার প্রতিউত্তর দিতাম।

অতঃপর উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কথা বলিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ি মোবারক ধরিয়া কথা বলিতে চাইল। মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার নিকট দণ্ডায়মান। হাতে তাহার তরবারী এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ। উরওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দাঁড়ির প্রতি হাত বাড়ানো মাত্র মুগীরা ইব্‌ন শো'বা তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া ব্যাঘ্র কণ্ঠে বলিলেন, 'আল্লাহ্র রাসূলের দাঁড়ি হইতে তোমার হাত সরাও।'

উরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা)। উরওয়া বলিল, "গাদ্দার! আমি কি তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় তোমাকে সাহায্য করি নাই?" (ঘটনাটি নিম্নরূপ)।

জাহেলীয়াতের সময় মুগীরা ইব্‌ন শু'বা কাফিরদের একটি দলের সাথে ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ পাইয়া সে সকলকে হত্যা করিয়া তাহাদের মাল-পত্র, টাকা-কড়ি লুট করিয়া নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া মুসলমান হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন বলিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি মঞ্জুর করিতে পারি কিন্তু এই সম্পদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।

অতঃপর উরওয়া দুই-চোখে সাহাবাগণের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র সাহাবাগণ উহা হাতে লইয়া মুখমণ্ডলে ও সর্বশরীরে মাখাইয়া লয়। তিনি যখন তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন তাহারা প্রতিযোগিতার সাথে উহা পালন করে। যখন তিনি উযূ করেন, তখন উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভের জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া বাধিয়া যায়। যখন তিনি কথা বলেন, তখন তাহারা নিঃশব্দে মনোনিবেশ সহকারে উহা শ্রবণ করে। নবী করীম (সা)-এর প্রতি চোখ তুলে তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কী এক অনুপম নিদর্শন।

উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ সাথীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্দের দরবারে গমন করিয়াছি। কিস্‌রা, কায়সার, নাজাশী সকলের রাজ দরবারেই আমার পদচারণা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, মুহাম্মদের সংগীরা তাঁহাকে যতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে অন্য কোন রাজা-বাদশাহ্দের অনুসারী তাহাদিগকে ততটুকু সম্মান করিতে আমি দেখি নাই। তিনি মুখ হইতে থু-থু ফেলা মাত্র তাহাদের কেহ না কেহ উহা হাতে লইয়া গায়ে মুখে মাখাইয়া লয়। তিনি তাহাদিগকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে প্রতিযোগিতার সাথে উহারা তাহা পালন করে। তিনি উযূ করিলে উযূর অবশিষ্ট পানির বরকত লাভ করিবার জন্য পরস্পর কাড়াকাড়ি লাগিয়া যায়। তিনি কথা বলিলে তাহারা মনযোগ সহকারে চুপচাপ উহা শুনিতে থাকে। তাঁহার সম্মানে তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইবার সাহসটুকু পর্যন্ত তাহারা পায় না। তিনি তোমাদিগকে একটি ন্যায়ানুগ ও বাস্তবসম্মত প্রস্তাব দিয়াছেন, তোমরা উহা গ্রহণ কর।

ইহার পর কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তোমরা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দাও। জনতা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিক আছে তুমি যাও। লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের নিকট পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই লোকটি এমন এক সম্প্রদায়ের যাহারা কুরবানীর পশুকে শ্রদ্ধা করে। তোমরা তাহার দিকে পশুগুলিকে হাঁকাইয়া আন।" জনতা পশুগুলিকে তাহার দিকে হাঁকাইয়া আনিল এবং "লাব্বাইক"-এর সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

এই দৃশ্য দেখিয়া লোকটি বলিল, সুবহানাল্লাহ্! এই লোকগুলিকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা দেওয়া সংগত হইবে না। ফিরিয়া গিয়া লোকটি সাথীদিগকে বলিল, আমি দেখিয়াছি যে, কুরবানীর পশুগুলিকে নিশান লাগানো হইয়াছে। তাহাদিগকে আল্লাহ্র ঘর হইতে বাধা দেওয়া আমি সংগত মনে করি না।

অতঃপর মিকরায ইব্‌ন হাফস্‌ নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, এইবার আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে দেওয়া হউক। জনতার সম্মতি পাইয়া লোকটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "আগন্তুক ব্যক্তিটির নাম মিকরায। সে একজন নাফরমান লোক।" অতঃপর সে নবী (সা)-এর সাথে আলাপ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সুহাইল ইব্‌ন আমর আসিয়া উপস্থিত হইল।

মা'মার (র) আইয়ুব (র) সূত্রে ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইকরিমা (রা) বলিয়াছেন, সুহাইল ইব্‌ন আমর আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, "এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।"

মা'মার (র) বলেন, যুহ্‌রী (র) তাঁহার হাদীসে বলিয়াছেন, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন আমাদের ও আপনার মাঝে একটি চুক্তি লিখিয়া লই।

অতঃপর নবী করীম (সা) সম্মত হইয়া আলী (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, "লিখ, বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।"

সুহাইল ইব্‌ন আমর বলিল, শপথ আল্লাহ্‌র! "রাহমান" কে তাহাতো আমরা জানি না। বরং আপনি পূর্বের ন্যায় লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্‌!' মুসলমানগণ বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" ব্যতীত অন্য কিছু লিখিতে রাজী নহি। নবী (সা) বলিলেন, লিখ, "তোমার নামে হে আল্লাহ্‌! ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।"

সুহাইল বলিল, শপথ আল্লাহ্‌র! আমরা যদি জানিতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহা হইলে তো আমরা আপনাকে বায়তুল্লাহ্‌ হইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করিতাম না। আপনি বরং 'আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ লিখুন।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, "আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা বিশ্বাস কর আর না কর আমি অবশ্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। লিখ, 'আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ।"

যুহ্‌রী (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) মুশরিকদের এই সব অপ্রীতিকর দাবী এই জন্য পূরণ করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর বাহন বসিয়া যাওয়ার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "যাহাতে আল্লাহ্‌র সম্মানিত বস্তুর মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে তাহাদের এমন যে কোন প্রস্তাব আজ আমি গ্রহণ করিব।"

অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "তবে এই বৎসর আমাদিগকে বায়তুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করিবার সুযোগ দিতে হইবে।"

সুহাইল বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! তাহা হইলে আরববাসী বলিবে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি; আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। তবে আগামী বৎসর আপনার জন্য বায়তুল্লাহ্‌র দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। অতঃপর ইহা লিপিবদ্ধ করা হইল।

অতঃপর সুহাইল বলিল, আরেকটি শর্ত এই যে, মুসলমান হইয়া আমাদের কেহ আপনার নিকট আসিলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

এই অদ্ভুত শর্ত শুনিয়া মুসলমানগণ বলিল, সুবহানাল্লাহ্! একজন মুসলমানকে কী করিয়া মুশরিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হইবে?

ইত্যবসরে আবূ জান্দাল (রা) ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুহাইল মক্কার নিম্নাঞ্চল হইতে বেড়ীবদ্ধ অবস্থায় পা হেঁচড়াইয়া আসিয়া মুসলমানদের মাঝে উপস্থিত হইলেন।

সুহাইল বলিল, আবূ জান্দাল প্রথম ব্যক্তি যাহাকে সন্ধির শর্তানুযায়ী আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এখনও তো সন্ধিনামা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।" সুহাইল বলিল, তাহা হইলে আপনার সাথে আমি কখনো কোন সন্ধিই করিব না। অতঃপর নবী করীম (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তবে উহা কার্যকর কর।" আবূ জান্দাল বলিল, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরত দিতেছ, অথচ তোমরা দেখিতেছ যে, আমি কী অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হইয়াছি। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার অপরাধে মুশরিকরা তাহাকে অবর্ণনীয় কঠিন শাস্তি দিয়াছিল।'

উমর (রা) বলেন, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি সত্য নবী নন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ", আমি বলিলাম, আমরা সত্য পন্থী নহি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমি কিছুতেই আল্লাহ্‌র অবাধ্য হইতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী।" আমি বলিলাম, আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, আমরা আল্লাহ্‌র ঘরে আসিব এবং উহা যিয়ারত করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছি যে, এই বৎসরই আসিব?" আমি বলিলাম, না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং উহা তাওয়াফ করিবে।"

উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমি আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম, আবূ বকর! আচ্ছা উনি কি আল্লাহ্‌র সত্য নবী নন? বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আমরা কি সত্যের উপর নই? আমাদের শত্রুরা কি বাতিল নয়? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে কেন আমরা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, আরে মিয়া! উনি তো নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল। তিনি তাঁহার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করেন না। তিনিই তাঁহার সাহায্যকারী। সর্বান্তকরণে তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চল। কসম আল্লাহ্‌র! তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লাহ্ যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব? আবূ বকর (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, তিনি কি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তুমি এই

বৎসরই বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিবে? আমি বলিলাম, না তাহাতো বলেন নাই। আবূ বকর (রা) বলিলেন, 'একদিন অবশ্যই তুমি তথায় যাইবে এবং আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবে।'

যুহ্রী (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন, 'অতঃপর আমি আমার এই ধৃষ্টতার জন্য অনুতপ্ত হইয়াছি ও অনেক আমল করিয়াছি।'

সন্ধিপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাগণকে বলিলেন, "তোমরা উঠিয়া কুরবানী কর ও হলক কর।" বর্ণনাকারী বলেন, শপথ আল্লাহ্র! এই ঘোষণার পর কেহই দাঁড়াইলেন না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার এই ঘোষণা দিলেন। কিন্তু কাহারো সাড়া না পাইয়া উঠিয়া উম্মে সালামা (রা)-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে ঘটনাটি বলিলেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র নবী! আপনি যাইয়া কাহারো সাথে কোন কথা না বলিয়া আপনার পশু কুরবানী করুন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করুন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহির হইলেন। কাহারো সাথে কোন কথা বলিলেন না। নিজ হাতে কুরবানী করিলেন এবং নাপিত ডাকিয়া হলক করিলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগণ উঠিয়া কুরবানী করিলেন এবং একে অপরের হলক করিয়া দিতে লাগিলেন। এমনকি তাহারা দুশ্চিন্তাযুক্ত অবস্থায় পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঈমানদার মহিলারা আগমন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَاتَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ يَّنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ-

হে মু'মিনগণ! তোমাদিগের নিকট মু'মিন নারীরা দেশ ত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ্ তাহাদিগের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদিগের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদিগের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদিগের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও। অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদিগের কোন অপরাধ হইবে না যদি তোমরা তাহাদিগকে তাহাদিগের মাহ্র দাও। তোমরা কাফির নারীদিগের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না।

এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর হযরত উমর (রা) তাঁহার দুই জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলেন। অতঃপর তাহাদিগের একজনকে মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান, অপরজনকে সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া বিবাহ করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পর আবূ বাছীর (রা) নামক এক কুরাইশ মুসলমান পলায়ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার অনুসন্ধানে কুরাইশরা দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করে। তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, সন্ধিচুক্তি অনুসারে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বাছীর (রা)-কে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিলেন।

আবূ বাছীর (রা)-কে সংগে করিয়া তাহারা মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইল। যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা খেজুর আহার করিবার জন্য অবতরণ করিল। কথা প্রসংগে আবূ বাছীর (রা) তাহাদের একজনকে বলিল, তোমার তরবারীটা তো খুব চমৎকার! তখন সে উহা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এইটা খুবই চমৎকার। আমি একাধিকবার ইহা পরীক্ষা করিয়াছি। আবূ বাছীর (রা) বলিল, দেখি তোমার তরবারীটা। এই বলিয়া তিনি তরবারীটা হাতে লইয়া এক আঘাতে তাহার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অপরজন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। মদীনায় প্রবেশ করিয়া বরাবর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়া থাকিবে।" রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত সন্নিকটে আসিয়া লোকটি বলিল, শপথ আল্লাহ্র! আমার সংগীকে হত্যা করা হইয়াছে। আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।

অতঃপর আবূ বাছীর (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার দায়িত্ব পূরণ করিয়া দিয়াছেন।। দায়িত্ব হিসাবে আপনি আমাকে তাহাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সৌভাগ্যবশত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহার মা ধ্বংস হোক! এই লোকটি দেখিতেছি যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিবে। যদি কেহ তাহাকে বুঝাইত।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, তিনি তাহাকে আবারো ফিরাইয়া দিবেন। ফলে সেখান হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি সমুদ্র তীরে যাইয়া অবস্থান করিলেন।

এদিকে আবূ জান্দাল (রা) সুযোগ পাইয়া মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া সংগোপনে আবূ বাছীরের সাথে মিলিত হয়। তখন হইতে মক্কার কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে সে আবূ বাছীরের সাথে যোগ দিতে শুরু করিল। দেখিতে না দেখিতে তাহাদের একটি বড় দল গড়িয়া উঠিল।

সেখানে তাহারা বসিয়া রহিল না, বরং কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সেই পথে শাম দেশে যাইতে লাগিলে তাহারা উহাদের পথ রোধ করিতে লাগিল। এবং লড়াই বাধাইয়া তাহাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করিয়া ফেলিল ও তাহাদের

মাল-পত্র ছিনাইয়া লইতে লাগিল। ইহাতে মক্কার কুরাইশরা এক বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হয়।

উপায় না দেখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট দূত প্রেরণ করে। দূত আসিয়া আল্লাহ্ ও আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই পাড়িয়া বলিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবূ বাছীর বাহিনীকে আপনার কাছে লইয়া আসেন। আজ হইতে আমাদের কেহ আপনার নিকট আসিলে সে নিরাপদ । তাহার ব্যাপারে আমাদের কোন দাবী নাই।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন এবং লোক পাঠাইয়া আবূ বাছীর ও তাহার সাথীদিগকে লইয়া আসিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ـ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْىَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ـ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ـ

"তিনি তোমাদিগ হইতে তাহাদের হস্ত এবং তাহাদিগ হইতে তোমাদের হস্ত নিবারিত করিয়াছেন। মক্কা উপত্যকায় উহাদিগের উপর তোমাদিগকে বিজয়ী করিবার পর। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন। উহারাই তো কুফরী করিয়াছিল এবং নিবৃত্ত করিয়াছিল তোমাদিগকে মসজিদুল হারাম হইতে ও বাধা দিয়াছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছিতে। তোমাদিগকে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হইত যদি না সেখানে থাকিত মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যাহাদিগকে তোমরা জান না, তোমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিতে অজ্ঞাতসারে। ফলে উহাদিগের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই এইজন্য যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করিবেন। যদি উহারা পৃথক হইত তাহা হইলে আমি উহাদিগের মধ্যে কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি দিতাম। যখন কাফিররা তাহাদিগের অন্তরে পোষণ করিত গোত্রীয় অহমিকা।"

কাফিরদের অহমিকা এই ছিল যে, তাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" এবং "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" লিখিতে দেয় নাই এবং মুসলমানয় দিগকে বায়তুল্লাহ্ যিয়ারত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর উমরাতুল হুদাইবিয়া ও হজ্জ অধ্যায়ে মা'মার ও সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র) হইতে তাঁহারা যুহ্রী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) তাফসীর অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন, আহমদ ইবন ইসহাক সালামী (র) হাবীব ইব্ন আবূ ছাবিত (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার আবূ ওয়াইলের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমরা সিফসীনে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহাদিগকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহবান করা হয়? আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, দেখিয়াছি। অতঃপর সুহাইল ইব্ন হুনাইফ বলিল, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। আমরা হোদাইবিয়া অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুশরিকদের মাঝে যে সন্ধি হইয়াছিল সেদিন উপস্থিত ছিলাম। ইচ্ছা করিলে আমরা সেদিন যুদ্ধ করিতে পারিতাম। সেদিন উমর (রা) আসিয়া হুযূর (সা)-কে বলিলেন, আমরা কি সত্যের উপর নই? তাহারা কি বাতিল নয়? আমাদের যাহারা নিহত হইবে তাহারা কি জান্নাতী নয়? মুশরিকদের নিহতরা কি দোজখী নয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।" উমর (রা) বলিলেন, তবে আমরা কেন আমাদের ধর্মের ব্যাপারে হীনমন্যতা প্রকাশ করিব এবং আল্লাহ্র ঘর যিয়ারত না করিয়াই এমনিতে ফিরিয়া যাইব! আল্লাহ্ তো এই ব্যাপারে আমাদের মাঝে কোন ফয়সালা দেন নাই।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে ইব্ন খাত্তাব! আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে কিছুতেই ধ্বংস করিবেন না।"

অতঃপর উমর (রা) মুখ ভার করিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আবূ বকর! আমরা কি সত্যের উপর নহি? তাহারা কি বাতিল নহে?

আবূ বকর (রা) বলিলেন, "হে খাত্তাবের পুত্র! তিনি নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ধ্বংস করিবেন না। অতঃপর সূরা আল ফাত্হ নাযিল হয়।

ইমাম বুখারী (র) অন্য জায়গায়ও এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) অন্য সূত্রে আবূ ওয়াইল সুফিয়ান ইব্ন সালামা (র), সুহাইল ইব্ন হুনাইফ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, সুহাইল ইব্ন হুনাইফ (র) বলিয়াছেন, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের মতামতকে নির্ভুল মনে করিও না। আবূ জান্দাল দিবসে আমি উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত তাহা হইলে সেদিন অবশ্যই আমি উহা পরিবর্তন করিতাম।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, সূরা আল ফাত্হ অবতীর্ণ হওয়ার পর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া তাঁহাকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইমাম আহমদ

(র) ...আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, কুরাইশগণ নবী করীম (সা)-এর সাথে সন্ধি করিবার সিদ্ধান্ত নিল। তাহাদিগের মধ্যে সুহাইল ইব্‌ন আমরও উপস্থিত ছিল। নবী করীম (সা) আলী (রা)-কে বলিলেন, "লিখ, বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।" অতঃপর সুহাইল বলিল, 'বিসমিল্লাহির রাহম্‌মানির রাহীম' কি তাহাতো আমরা জানি না। আপনি বরং লিখুন, 'তোমার নামে হে আল্লাহ্‌!' অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন," লিখ, আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ হইতে।" সুহাইল বলিল, আমরা যদি বিশ্বাস করিতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। তাহা হইলে আমরা আপনার বিরোধিতা করিতাম না। আপনি বরং আপনার নিজের নাম এবং আপনার পিতার নাম লিখুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, "লিখ, আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ হইতে।"

তাহারা নবী করীম (সা)-কে এই শর্ত দিল যে, আপনার অনুসারীদেরকে আমাদের নিকট আসিয়া পড়িলে আমরা তাহাকে আপনার নিকট ফেরত দিব না। কিন্তু আমাদের কেহ আপনার নিকট চলিয়া গেলে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরত দিতে হইবে। অতঃপর আলী (রা) বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ইহাও কি লিপিবদ্ধ করিব?' রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, আমাদের কেহ তাহাদের নিকট চলিয়া গেলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে রহমত হইতে বঞ্চিত করিবেন।" ইমাম মুসলিম (র) হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, খারিজীরা যখন বাহির হইয়া পৃথক হইয়া যায় তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) হুদাইবিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর সাথে সন্ধি করিয়াছেন। তখন তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, "হে আলী! লিখ, "ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (সা) স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" মুশরিকগণ বলিল, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে তো আপনার সাথে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলিলেন, "আলী! উহা মুছিয়া ফেল। হে আল্লাহ্‌! তুমি তো জান যে আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। আলী! উহা মুছিয়া ফেল এবং লিখ, ইহা আব্দুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা।" শপথ আল্লাহ্‌র! আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) আলী (রা) হইতে শ্রেষ্ঠতম। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাহার হাতে নিজের নাম কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে নবুওতের দফতর হইতে তাহার নাম মুছিয়া যায় নাই। তোমরা কি ইহা হইতে বাহির হইয়াছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ইকরিমা ইব্‌ন আম্মার ইয়ামানী (র) হইতে অনুরূপ এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, হুদাইবিয়ার দিন হুযূর (সা) সত্তরটি উট

কুরবানী করেন। উহাতে আবূ জাহ্লের একটি উটও ছিল। আল্লাহ্র ঘর হইতে অবরুদ্ধ হওয়ার পর উহারা এমনভাবে ক্রন্দন করিয়াছিল যেমন ক্রন্দন করে কাহারো থেকে দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিলে।

(٢٧) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۚ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

(٢٨) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ○

২৭. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন, আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মস্জিদুল হারামে প্রবেশ করিবে নিরাপদে— কেহ কেহ মস্তক মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে। তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না। আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।

২৮. তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন, অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

তাফসীর ঃ এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নে দেখিলেন যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিয়াছেন। তিনি সাহাবাগণকে এই স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তখন তিনি ছিলেন মদীনায়। অতঃপর হুদাইবিয়ার দিন যখন তাহারা যখন বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তখন তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মেছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সন্ধি সম্পর্কিত ঘটনা সংঘটিত হইল এবং আগামী বৎসর আবার আসিবে বলিয়া এই বৎসর ফিরিয়া যাইতে হইল, তখন কোন কোন সাহাবীর মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তো বলিয়াই বসিলেন, যে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আমাদিগকে বলেন নাই যে, আমরা বায়তুল্লায় যাইব এবং উহা তাওয়াফ করিব?'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি কি বলিয়াছিলাম যে, তুমি এই বৎসরই তথায় যাইবে? উমর (রা) বলিলেন, না, তাহা তো বলেন নাই। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, তুমি একদিন সেখানে যাইবে এবং আল্লাহ্র ঘর তাওয়াফ করিবে। হযরত

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও ঠিক একই উত্তর দিয়াছিলেন। আর এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ-

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন। আল্লাহ্র ইচ্ছা অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করিবে।"

আয়াতে اِنْ شَاءَ اللّٰهُ। "যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন" নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে।

اٰمِنِيْنَ। নিরাপদে। অর্থাৎ যখন তোমরা মক্কায় প্রবেশ করিবে তখন তোমরা নিরাপদ থাকিবে, তোমাদের কোন শংকা বা ভয় থাকিবে না।

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ "কেহ কেহ মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিবে, কেহ কেহ কেশ কর্তন করিবে।"

আয়াতের অর্থ এই নয় যে, তোমরা মস্তকের কেশ মুণ্ডিত কিংবা কেশ কর্তিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিবে। বরং মক্কা প্রবেশের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে তোমাদের কেহ মাথার চুল মুণ্ডন করিবে আর কেহ কাটিয়া ছোট করিবে। বস্তুত কতিপয় লোকে মাথার কেশ মুণ্ডন করিয়াছিল আর কতিপয় কেশ কর্তন করিয়াছিল।

সহীহ্দ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ মস্তক মুণ্ডনকারীদিগকে রহম করুন। উপস্থিত জনতা বলিল, আর কর্তনকারীকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। জনতা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আর কর্তনকারীকে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারো বলিলেন, আল্লাহ্ মুণ্ডনকারীকে রহম করুন। অতঃপর জনতা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আর কর্তনকারীকে? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃতীয় অথবা চতুর্থবারে বলিলেন, এবং কর্তনকারীকে (আল্লাহ্র রহম করুন)।

لَاتَخَافُوْنَ "তোমাদিগের কোন ভয় থাকিবে না।"

অর্থগত দিক থেকে لَاتَخَافُوْنَ "তোমরা ভয় করিবে না।" حَالُ مُؤَكَّدَةٍ অর্থাৎ তোমরা নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করিবে এবং নগরীতে নিরাপদে অবস্থান করিবে। তখন কাহারো কোন ভয় থাকিবে না। ইহা সপ্তম হিজরীর উমরাতুল কাযার ঘটনা। কারণ নবী করীম (সা) হুদাইবিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যিলহজ্জ ও মুহাররম এই দুই মাস মদীনায় অবস্থান করিয়া সফর মাসে খায়বার অভিযানে রওয়ানা হন। আল্লাহ্র অনুগ্রহে খায়বারের কিয়দাংশ জোরপূর্বক আপোষে মুসলমানদের হস্তগত হয়।

বিপুল খর্জুর বৃক্ষ ও অপরিসীম শস্য ফসলাদি সমৃদ্ধ অঞ্চল খায়বার। মহানবী (সা) কেবলমাত্র হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দেন।

এবং তথাকার ইয়াহুদীদিগের উপর উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হয়। খায়বার অভিযানে আহলে হুদাইবিয়া ব্যতীত শুধুমাত্র হাবশা থেকে প্রত্যাগত জাফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ও তাঁহার সাথীবৃন্দ এবং আবূ মূসা আশআরী (রা) ও তাহার সাথীবৃন্দই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না। ইব্‌ন যায়দের মতে আবূ দুজানা সিমাক ইব্‌ন খারশাহ (রা) অংশ গ্রহণ করেন নাই।

খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা মদীনায় ফিরিয়া আসে। অতঃপর সপ্তম হিজরীর যিলক্বদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আহলে হুদাইবিয়াদিগকে লইয়া উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। যুলহুলাইফা নামক স্থানে আসিয়া তিনি ইহরাম বাঁধেন। কোরবানীর পশু সাথে করিয়াই লইয়া আসেন। উহাদের সংখ্যা ছিল ষাটটি উট; মতান্তরে সত্তরটি উট।

অতঃপর তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন। সাথে সাথে সাহাবাগণও লাব্বাইক-এর সুর মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া সম্মুখ পানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মাররুয্ যাহরান নামক স্থানের নিকট পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা (রা)-কে অশ্ব ও অস্ত্রসহ অগ্রে প্রেরণ করেন। মুশরিকরা তাহাকে দেখিয়া যারপর নাই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং ধারণা করিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বছর মেয়াদী যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের সাথে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন। তাহারা আসিয়া মক্কার অন্যদেরকে সংবাদ দিল। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুয্ যাহরানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। তখন তিনি তীর কামান ও ধনুক সহ যাবতীয় অস্ত্র-শস্ত্র ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়া মক্কার শর্তানুযায়ী কোষবদ্ধ তরবারী সংগে লইয়া মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পথিমধ্যে কুরাইশ কর্তৃক প্রেরিত মিকরায ইব্‌ন হাফস আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনি চুক্তি ভঙ্গ করিবেন তাহাতো আমরা পূর্বে বুঝি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলন, কি হলো? মিকরায বলিল, আপনি তীর ধনুক ও বিভিন্ন অস্ত্র লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তো ঐগুলি ইয়াজাজে পাঠাইয়া দিয়াছি। মিকরায বলিল, তাহা হইলে আপনি অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন।

নবী করীম (সা)-কে আসিতে দেখিয়া কুরাইশদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ক্ষোভে-দুঃখে মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেল। যেন তাহাদের মহানবী (সা) ও তাঁহার সাথীদের মুখ দেখিতে না হয়। অন্যান্য নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা মহানবী (সা) ও তাঁহার সাহাবীদিগকে এক নজর দেখিবার জন্য ঘরে কেহ বা রাস্তায় বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার সম্মুখে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নবী করীম (সা) তখন কাসওয়া নামক সেই

উষ্ট্রীতে আরোহী ছিলেন, হুদাইবিয়ার দিন যাহাতে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন আর নিম্নোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

بِاسْمِ الَّذِىْ لَادِيْنَ اِلَّا دِيْنُهُ * بِاسْمِ الَّذِىْ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ
خَلُّوا بَنِى الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيْلِهِ
كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيْلِهِ * ضَرْبًا يُزِيْلُ الهَامَّ عَنْ مَقِيْلِهِ
وَيُذْهِلُ الخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ * قَدْ اَنْزَلَ الرَّحْمنُ فِىْ تَنْزِيْلِهِ
فِىْ صُحُفٍ تُتْلى عَلَى رَسُوْلِهِ * بِأَنَّ خَيْرًا لِقَتْلِ فِىْ سَبِيْلِهِ
يَارَبِّ اِنِّى مُؤْمِنُ بِقِيْلِهِ

অর্থাৎ 'সেই সত্তার নামে এই অভিযান যাঁহার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা) যাঁহার রাসূল। ওহে কাফির গোষ্ঠী! তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আজ আমরা তোমাদিগকে চরম শিক্ষা দিব। এমন আঘাত করিব যাহা মাথা হইতে তোমাদের খুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে। যে আল্লাহ্‌র পথে জীবন দান করে সেই ধন্য। প্রভু হে! তোমার রাসূলের আহবানে আমি তোমার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

ইউনুস ইব্‌ন বুকাইর (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায়স (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন হায়স (রা) বলেন, উমরাতুল কাযার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধারণ করিয়া গাইতেছিলেন ঃ

خَلُّوْا بَنِىْ الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيْلِهِ * اِنِّى شَهِيْدٌ اَنَّهُ رَسُوْلُهُ
خَلُّوْا فَكُلُّ الخَيْرِ فِىْ رَسُوْلِهِ * يَارَبِّ اِنِّىْ مُؤْمِنٌ بَقِيْلِهِ
نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَأوِيْلِهِ * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَنْزِيْلِهِ
ضَرْبًا يُزِيْلُ الهَامِ عَنْ مَقِيْلِهِ * وَيُذْهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِهِ

হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা তাঁহার পথ ছাড়িয়া দাও। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যেই সমুদয় কল্যাণ নিহিত। প্রভু হে! আমি তাঁহার কথায় ঈমান আনিয়াছি। তোমাদের উপর আমরা এমন আঘাত হানিব যাহাতে তোমাদের মাথা হইতে খুলি উড়িয়া যাইবে এবং বন্ধু তাহার বন্ধুকে হারাইয়া ফেলিবে।

আব্দুর রায্‌যাক (র)... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, উমরাতুল কাযায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় প্রবেশ করিবার সময় আব্দুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) তাঁহার সম্মুখে হাঁটিতেছিলেন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি উষ্ট্রীর লাগাম ধরিয়া হাঁটিতেছিলেন। তখন তিনি বলিতেছিলেন ঃ

خَلُّوْ بَنِي الْكُفَّارِعَنْ سَبِيْلِه * قَدْ نَزَّلَ الرَّحْمنُ فِيْ تَنْزِيْلِه
بِأَنَّ خَيْرُ القَتْلِ فِيْ سَبِيْلِه * يَارَبِّ اِنِّىْ مُؤْمِنُ بَقِيْلِه
نَحْنُ قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَاوِيْلِه * كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلى تَنْزِيْلِه
اَلْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلى تَأوِيْلِه * ضَرَبًا يُزِيْلُ الْهَامَّ عَنْ مَقِيْلِه
وَيُذهِلُ الْخَلِيْلُ عَنْ خَلِيْلِه

অর্থাৎ 'ওহে কাফিরের দল! তোমরা আল্লাহ্র রাসূলের পথ ছাড়িয়া দাও। আল্লাহ্ কুরআনে বলিয়াছেন, সে ব্যক্তিই ধন্য আল্লাহ্র পথে যাহার জীবন উৎসর্গীত হইয়াছে। প্রভু হে! তাঁহার আহ্বানে আমি ঈমান আনিয়াছি। আমরা তাঁহারই নির্দেশে ও ইংগিতে তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছি। আজ আমরা তোমাদের উপর এমন আঘাত করিব যাহাতে তোমাদের মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং বন্ধু বন্ধুর পরিচয় হারাইয়া ফেলিবে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাররুয্‌যাহরানে পৌঁছার পর সাহাবাগণ শুনিতে পাইলেন, কুরাইশরা বলাবলি করিতেছে যে, মুসলমানরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্মক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সাহাবাগণ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যদি আমাদের কিছু পশু জবাহ্ করিয়া উহা আহার করি তাহা হইলে আগামী দিন তেজোদ্দীপ্ত অবস্থায় আমরা মক্কায় প্রবেশ করিতে পারিব।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না উহা করিও না বরং তোমাদের সমুদয় পাথেয় একত্রিত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। তাহারা উহা করিল এবং সকলে উহা হইতে আহার করিল এবং বরকত লাভ করিল এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ থলিয়া পুরিয়া লইল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তখন কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের নিকট বসিয়া রহিল। মস্‌জিদে প্রবেশ করিয়া নিজের চাদরটি বিছাইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন, কুরাইশরা যেন আজ তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখিতে না পায়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকনে আসওয়াদ চুমু খাইয়া রমযসহ্ তাওয়াফ করিলেন। রুকনে ইয়ামনী হইতে আড়াল হইয়া তিনি রুকনে আসওয়াদের দিকে হাঁটিয়া গেলেন। কুরাইশরা বলিল, তোমরা হাঁটিয়া চলিতে সন্তুষ্ট হও নাই। তোমরা হরিণের ন্যায় তাওয়াফ করিতেছ। এইভাবে তিনি কয়েকবার তাওয়াফ করেন। অবশেষে উহা সুন্নতে রূপান্তরিত হয়।

আবূ তোফায়ল (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে বলিয়াছেন যে, নবী (সা) বিদায় হজ্জে উহা করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা)ও সাহাবাগণ যখন মক্কায় গমন করেন তখন তাঁহারা মদীনার জ্বরে খুবই দুর্বল ছিলেন। মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করিতেছে ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্বর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাতে তাহারা খুবই দুর্ভোগ পোহাইতেছে। কুরাইশরা হাজরে আসওয়াদের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-কে মুশরিকদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তাই তিনি সাহাবাদিগকে নির্দেশ দিলেন, যেন তাহারা তিনবার রাম্ল করে; যাহাতে মুশরিকরা তাহাদের শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়। ফলে মুসলমানগণ তিনবার রমল করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে দুই রুকনের মাঝে এমনভাবে হাঁটিবার জন্য নির্দেশ দেন যেন মুশরিকরা তাহাদিগকে দেখিতে না পায়। নবী করীম (সা) তাহাদিগকে সাত চক্কর রাম্ল পূর্ণ করিতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যেন তাহাদের কষ্ট না হয়। এই দৃশ্য দেখিয়া মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমরা কি ইহাদের সম্পর্কেই ধারণা করিয়াছিলে যে, জ্বর তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে? ইহারা তো অমুক অমুকের চেয়েও বীর্যবান। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্দ্বয়ে হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অন্য সূত্রে আছে যে, নবী (সা) হুদাইবিয়ার পরবর্তী বছর যিলকদ মাসের চতুর্থ তারিখ যখন উমরাহ্ পালন করিতে মক্কায় আসিলেন, তখন মুশ্রিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের নিকট এমন একটি দল আগমন করিতেছে, ইয়াসরিব তথা মদীনার জ্বর যাহাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে। শুনিয়া নবী করীম (সা) সাহাবাদিগকে তিনবার রাম্ল করিবার নির্দেশ দিলেন। পূর্ণ সাতবার রাম্ল করিবার নির্দেশ এইজন্য দেন নাই যেন তাহাদের কষ্ট না হয়।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরো বৃদ্ধি করিয়া বলিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর মক্কায় গমন করিয়া হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা রাম্ল কর। যেন মুশ্রিকরা সাহাবাদের শক্তি দেখিতে পায়। মুশরিকরা তখন কাইনুকার দিক হইতে আসিতেছিল। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, মুহাম্মদ (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা

করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বায়তুল্লাহ ও সাফা-মারওয়ায় সাঈ করিয়াছেন, যেন মুশ্‌রিকরা তাঁহার শৌর্য-বীর্য দেখিতে পায়।

ইমাম বুখারী (র) আরো বিভিন্ন স্থানে এবং ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উআইনা (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, আলী ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন উমরাহ্ করিতে গেলেন, তখন আমরা তাঁহাকে মুশ্‌রিক যুবকদের থেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উত্যক্ত করিতে চাহিয়াছিল। ইমাম বুখারী (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন নাই। ইমাম বুখারী (র) আরে বলেন, মুহাম্মদ ইব্‌ন কাফি (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কুরাইশরা তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তাই তিনি হুদাইবিয়া নামক স্থানেই পশু কুরবানী করিলেন, মাথা মুণ্ডিত করিলেন এবং সর্বশেষে মুশ্‌রিকদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করিলেন যে, তিনি পরবর্তী বৎসর আসিয়া নিরাপদে উমরাহ পালন করিবেন, কিন্তু কোষবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র তিনি সংগে আনিতে পারিবেন না।

পরবর্তী বৎসর তিনি চুক্তি অনুযায়ী উমরাহ্ পালনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তিনদিন অবস্থান করিবার পর মুশরিকরা তাঁহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য বলিলে তিনি চলিয়া যান। এই হাদীসটি মুসলিম শরীফেও আছে। ইমাম বুখারী (র) আরো বলেন, উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন মূসা (র) .... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যিলকদ মাসে উমরাহ করিবার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করে। অতঃপর পরবর্তী বৎসর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন এই শর্তে তাহাদের সাথে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধিপত্রে লিখা হইয়াছিল যে, ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের স্বাক্ষরিত সন্ধিনামা। মুশ্‌রিকরা বলিল, আমরা তো ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাহা হইলে আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না। আপনি বরং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ লিখুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। অতঃপর তিনি আলী (রা)-কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছিয়া ফেল। আলী (রা) বলিলেন, না, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি উহা মুছিতে পারিব না। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই লিখিলেন, (তিনি ভালো লিখিতে পারিতেন না) ইহা মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্‌র স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা। এই মর্মে যে, তিনি কোষমুক্ত তরবারী ব্যতীত কোন অস্ত্র লইয়া

মক্কায় প্রবেশ করিবেন না। মক্কার কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিলে তিনি তাহাকে সাথে নিবেন না এবং তাঁহার সাথীদের কেহ মক্কায় অবস্থান করিতে চাহিলে তাহাকে তিনি বারণ করিবেন না।

পর বছর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তিন দিনের মেয়াদ শেষ হইয়া গেল তখন কুরাইশরা আসিয়া আলী (রা)-এর নিকট বলিল, আপনার সাথীদের বলুন, যেন তিনি অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করেন। চুক্তি অনুসারে মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কন্যা চাচা! চাচা! বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। আলী (রা) তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া আসিলেন এবং ফাতিমা (রা)-কে বলিলেন, এই নাও তোমার চাচাতো বোন। ফাতিমা (রা) তাহাকে তুলিয়া লইলেন। এইভাবে তাহাকে লইয়া হযরত আলী যায়দ ও হযরত জাফর (রা)-এর মাঝে বাক-বিতণ্ডা শুরু হইল। আলী (রা) বলিলেন, আমিই তাহাকে আনিয়াছি এবং সে আমার চাচাতো বোন। জাফর (রা) বলিলেন, সে আমার চাচাতো বোন এবং তাহার খালা আমার স্ত্রী। যায়দ (রা) বলিলেন, সে আমার ভাতিজী।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই বিতর্কের সমাধান এইভাবে করিলেন, মেয়েটিকে তাহার খালার হাতে তুলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার এবং তুমি আমার। জাফর (রা)-কে বলিলেন, আকৃতি ও প্রকৃতিতে তুমি আমার তুল্য। যায়দ (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার ভাই এবং আমার মাওলা।

আলী (রা) বলিলেন, আপনি হামযা তনয়াকে বিবাহ করিবেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে তো আমার দুধ সম্পর্কের ভ্রাতৃকন্যা। এই হাদীসটি কেবল বুখারী (র) বর্ণনা করেন।

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا

“আল্লাহ্ জানেন যাহা তোমরা জান না। ইহা ছাড়াও তিনি তোমাকে দিয়াছেন এক সদ্য বিজয়।”

অর্থাৎ হুদাইবিয়ার বৎসর মক্কায় প্রবেশ না করিয়া তোমাদের ফিরিয়া যাওয়ায় যে কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত ছিল আল্লাহ্ তাহা জানিতেন, তোমরা জানিতে না। এবং রাসূল (সা)-এর স্বপ্নের ভিত্তিতে তোমাদিগকে মক্কা প্রবেশের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার পরিবর্তে তোমাদিগকে একটি সদ্য বিজয় দান করা হইল। উহা হইল তোমাদের মাঝে এবং তোমাদের শত্রু পক্ষ মুশরিকদের মাঝে স্বাক্ষরিত সন্ধি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার শত্রু পক্ষ এবং তাবৎ বিশ্ববাসীর উপর বিজয় দান করিবার ব্যাপারে মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দান করিয়া

বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ‘তিনি তাঁহার রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন।’

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে হিতকর বিদ্যা ও সৎকর্ম সহ দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা এই জন্য করা হইল যে, শরীয়ত দুই ভাগে বিভক্ত। ইলম বা বিদ্যা ও আমল। ইলমে শরয়ী বিশুদ্ধ ও নির্ভুল আর আমলে শরয়ী গ্রহণযোগ্য বা মকবুল। অতএব শরীয়তের খবরসমূহ সত্য বলিয়া বিবেচিত এবং তাহার নির্দেশাবলী ন্যায়সংগত।

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ‘অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে জয়যুক্ত করিবার জন্য।’

অর্থাৎ আরব-অনারব মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাবৎ বিশ্বের সকল ধর্ম বিশ্বাসীদের উপর জয়যুক্ত করিবার জন্য আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করিয়াছেন।

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ‘সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।’

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যে আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ তাঁহার সাহায্যকারী এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

(٢٩) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ
مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ
اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ
بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً
وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۟

২৯. মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল; তাঁহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদিগের

মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে। তাওরাতে তাহাদিগের বর্ণনা এইরূপই এবং ইঞ্জিলেও। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মুমিনদিগের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদিগের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

তাফসীর ঃ মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি সন্দেহাতীতরূপে আল্লাহ্র সত্য নবী। তাই তিনি বলিয়াছেন, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল।'

আয়াতে مُحَمَّدٌ মুবতাদা বা উদ্দেশ্য এবং رَسُوْلُ اللّٰهِ খবর বা বিধেয়। অর্থাৎ ইহা একটি পূর্ণ বাক্য। মুহাম্মদ (সা) যাবতীয় প্রশংসনীয় গুণে গুণান্বিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ 'তাহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।'

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ۔

'আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায়কে আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালবাসিবেন, যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিবে, তাহারা মুমিনদিগের প্রতি কোমল ও কাফিরদিগের প্রতি কঠোর হইবে।'

ইহাই মুমিনদের পরিচয় যে, তাহারা কাফিরদের প্রতি হইবে কঠোর-পাষাণ আর মুমিনদের প্রতি হইবে স্নেহ-কোমল-দয়ার্দ্র ও সহানুভূতিশীল। কাফিরদের সম্মুখে হইবে ক্ষীপ্ত ও কঠোর আর ঈমানদার ভাইয়ের নিকট হইবে হাসিমুখ ও প্রফুল্ল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً

'হে ঈমানদারগণ! কাফিরদের যাহারা তোমারদের মোকাবেলায় আসে তোমরা তাহাদের সাথে লড়াই কর, তাহারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখিতে পায়।'

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনদিগের পারস্পারিক প্রীতি-ভালবাসা ও হৃদ্যতার দৃষ্টান্ত হইল একটি দেহের ন্যায় "একটি অংগ অসুস্থ হইলে সারা দেহেই অনিদ্রা ও

জ্বরের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।" তিনি আরো বলিয়াছেন, এক মু'মিন অন্য এক মু'মিনের সম্পর্ক হইল প্রাচীরের ন্যায়। একে অপরকে শক্তিশালী করে। অতঃপর তিনি দুই হাতের অঙ্গুলী একটির ভিতরে অপরটি প্রবেশ করাইয়া দেখাইয়া দেন।

এই হাদীস দুইটি সহীহ গ্রন্থে রহিয়াছে।

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا

'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সিজদায় অবনত দেখিবে।'

সাহাবাদের বর্ণনায় আল্লাহ্ তা'আলা অধিক আমল ও অধিক সালাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সালাতই সর্বোত্তম আমল। অতঃপর সালাতের মধ্যে ইখলাসের ও আল্লাহ্‌র নিকট ইহার উপযুক্ত প্রতিদান কামনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জান্নাত হইল তাহাদের প্রতিদান যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ তথা জীবিকার স্বচ্ছলতা ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اَكْبَرُ 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِالسُّجُوْدِ 'তাহাদিগের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে।'

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে সুন্দর চিহ্ন থাকিবে।

মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলিয়াছেন, মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকার অর্থ হইল বিনয় ও নম্রতা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِالسُّجُوْدِ "তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে" এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইহার অর্থ হইল তাহাদের মুখমণ্ডলে বিনয় ও নম্রতার ছাপ পরিলক্ষিত হইবে। মনসূর (র) বলেন, আমি বলিলাম, আমি তো মনে করিতাম যে, উহা মুখমণ্ডলের চিহ্ন যাহা সালাম আদায় করিলে দেখা দিয়া থাকে। তিনি বলিলেন, অনেক সময় ঐ দাগটি এমন লোকের দুই চোখের মাঝেও হইয়া থাকে যাহার হৃদয় ফিরআউনের চেয়েও পাষাণ।

সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, সালাত তাহাদের মুখমণ্ডলের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রি বেলা অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে দিনের বেলা তাহার মুখমণ্ডল সুন্দর হইয়া যাইবে। ইব্‌ন মাজাহ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "রাত্রিকালে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে সালাত আদায় করিবে, দিবাকালে তাহার মুখমণ্ডল সুদর্শন দেখা যাইবে।" বিশুদ্ধ মত হইল যে, ইহা "মাওকূফ" হাদীস।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, সৎকর্ম দ্বারা অন্তরে নূর সৃষ্টি হয়, মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, জীবিকায় স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় ও মানুষের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হয়।

আমীরুল মু'মিনীন উসমান (রা) বলিয়াছেন, 'কেহ গোপনে কোন ইবাদত করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মুখমণ্ডলে ও ভাষায় উহা প্রকাশ করিয়া দেন।'

মোটকথা মনের গোপন বস্তু এক সময় চেহারায় প্রকাশ হইয়া যায়। অতঃপর ঈমানদারের গোপন কর্ম যখন একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্ররই জন্য হয়, তখন আল্লাহ্ তাহার বাহিরটাকে মানুষের সামনে সুসংবদ্ধ ও সংশোধিত করিয়া দেন। এই প্রসংগে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন যে, 'যে ব্যক্তি তাহার ভিতরটাকে সংশোধিত করিবে. আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বাহিরটাকে সংশোধন করিয়া দিবেন।'

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... জুন্দুব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। জুন্দব ইব্ন সুফিয়ান বাযালী (র) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "কেহ মনোমধ্যে কোন কিছু গোপন করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহার চাদর পরাইয়া দেন। ভালো হইলে ভাল, মন্দ হইলে মন্দ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমাদের কেহ যদি কোন জড় পাথরের মধ্যেও ইবাদত করে যাহার কোন দরজা-জানালা বা ছিদ্র নাই, তবুও তাহার আমল মানুষের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "সৎ কর্ম, সৎ চাল-চলন ও মিথ্যাচার নবুওয়াতের পঁচিশ ভাগের একভাগ।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ নুফায়লী (র)-এর সূত্রে যুহাইর হইতে উক্ত সনদে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর নিয়ত ছিল খাঁটি, নির্ভেজাল, তাহাদের আমল ছিল মার্জিত ও রুচিশীল। যে কেহ তাহাদের চাল-চলন ও কর্মপদ্ধতি দেখিত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

ইমাম মালিক (র) বলিয়াছেন, যে সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) শাম বিজয় করিয়াছিলেন তাহাদিগকে যখন তথাকার নাসারাগণ দেখিল তাহারা বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র শপথ! ইহারা আমাদের হাওয়ারীদের চেয়ে অনেক ভাল। বস্তুত তাহারা যথার্থই বলিয়াছে। কারণ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে সম্মানিত জাতি আখ্যায়িত করা হইয়াছে আর এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জামাত হইল সাহাবায়ে কিরাম (রা)। আসমানী কিতাবসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ "তাওরাতে তাহাদিগের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে এবং ইঞ্জিলেও।"

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ

"তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ যাহা হইতে কিশলয় নির্গত হয়। অতঃপর উহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, রাসূলের সহচরদের দৃষ্টান্ত হইল এই যে, তাহারা একটি চারাগাছের ন্যায় যাহার থেকে লতা-পাতা বাহির হয়। অতঃপর উহা শক্ত পুষ্ট ও লম্বা হয়, পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। অনুরূপভাবে সাহাবাগণ দুঃখ-দুর্দশায়, বিপদে-আপদে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। যেমন তাহারা রাসূল (সা)-এর সাথে চারাগাছের লতা-পাতার ন্যায়।

এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফিযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের সাথে বিদ্বেষ রাখে তাহারা কাফির। কেননা ইহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে আর যাহারা সাহাবাদের ব্যাপারে বিদ্বেষভাব পোষণ করে এই আয়াতের ভিত্তিতে তাহারা কাফির। একদল আলিমও এই ব্যাপারে তাঁহার সংগে একমত পোষণ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-দের শ্রেষ্ঠত্ব ও তাহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে অনেক হাদীস রহিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই তাহাদের জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।"

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং অফুরন্ত পুরস্কার ও উত্তম জীবিকা দান করিবেন। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি হক ও সত্য উহা কখনো লংঘিত কিংবা পরিবর্তিত হয় না। উপরন্তু যাহারা সাহাবায়ে কিরামের পদাংক অনুসরণ করিবে তাহাকেও অনুরূপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার সহীহ্ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে গালি দিও না। যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিলেও তাহাদের এক মুদ কিংবা তাহার অর্ধেক ব্যয় করিবার সমতুল্য সওয়াব পাইবে না।"

সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ، اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

(٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ
وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○

(٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ، لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○

১. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজদিগের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁহার সহিত সেইরূপ

উচ্চস্বরে কথা বলিও না; কারণ ইহাতে তোমাদিগের কর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইবে তোমাদিগের অজ্ঞাতসারে।

৩. যাহারা আল্লাহ্র রাসূলের সম্মুখে নিজদিগের কণ্ঠস্বর নীচু করে আল্লাহ্ তাহাদিগের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ এই কয়টি আয়াতে আল্লাহ্পাক তাঁহার বান্দাদিগকে সম্মান ও মর্যাদার সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আচরণ করিবার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ। الخ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! কোন ব্যাপারেই তোমরা রাসূলের সমক্ষে আগে বাড়িবার চেষ্টা করিও না। বরং সকল ক্ষেত্রেই তোমরা তাঁহার অনুগমন করিয়া চল।

এই শরয়ী আদবের ব্যাপকতায় হযরত মুআয (রা)-এর সেই হাদীসও অন্তর্ভুক্ত। যাহাতে আছে যে, গভর্নররূপে ইয়ামান প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া তুমি কোন্ আইনে শাসনকার্য পরিচালনা করিবে? বলিলেন, আল্লাহ্র কিতাব তথা কুরআনের আইনে। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন সমস্যার সমাধান কুরআনে না পাও তাহলে? বলিলেন, তাহলে আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর সুন্নত দ্বারা শাসন করিব। জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাহাতেও না পাও? বলিলেন, তাহা হইলে আমি নিজে ইজতিহাদ করিয়া সিদ্ধান্ত নিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বুকে হাত মারিয়া বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তাহার রাসূলের দূতকে এমন কথা বলিবার তাওফীক দিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার রাসূল (সা) একমত। ইমাম আহমদ আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইব্ন মাজাহ্ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এইখানে দেখার বিষয় হইল যে, মুআয (রা) নিজের মত ও ইজতিহাদের কথা কুরআন ও সুন্নাহর পরে উল্লেখ করিয়াছেন। নিজের ইজতিহাদের কথাটা সর্বপ্রথম বলিলে তাহা অবশ্যই আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সমক্ষে অগ্রণী হওয়া সাব্যস্ত হইত।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন لَاتُقَدِّمُوْا بَيْنَ। الخ এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন কথা বলিও না।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এই আয়াতে রাসূলের আগে কথা বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলের জবানে আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত শুনিবার আগে তোমরা ফতওয়া দিতে যাইও না। যাহ্হাক (র) বলেন, শরীয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ডিঙ্গাইয়া তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে যাইও না। সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, কোন আচরণে-উচ্চারণে তোমরা আল্লাহ্ ও

তাঁহার রাসূলের সমক্ষে অগ্রণী হইও না। হাসান বসরী (র) বলেন, তোমরা ইমামের আগে দু'আ করিও না।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দেন তাতে তোমরা তাঁহাকে ভয় করিয়া চল।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সব কথা শুনেন এবং যাহার যা নিয়ত তাহা তিনি জানেন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না।

ইহা দ্বিতীয় আদব যাহা আল্লাহ্ তাঁহার ঈমানদার বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন, যেন তাঁহারা নবীর সমক্ষে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু না করে। বর্ণিত আছে, এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর ও উমর (রা)-এর সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) বলেন, আবূ বকর ও উমর এই দুই সেরা ব্যক্তি ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যেদিন বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করিয়াছিল সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তাহারা উচ্চস্বরে কথা বলিয়াছিলেন। ঘটনাটি এইরূপ যে, প্রতিনিধি দলটি আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন এক ব্যাপারে তাঁহাদের একজন বনূ মুশাজি এর প্রতিনিধি আকরা ইব্ন হাবিস-এর আর অপরজন অন্য এক পক্ষাবলম্বন করেন। তখন আবূ বকর (রা) উমর (রা)-কে বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা) বলিলেন, না, আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে। এই সূত্র ধরিয়া কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের আওয়াজ বড় হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ পাক يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত কথা বলিবার সময় হযরত উমর (রা)-এর মুখে স্বর ফুটিত না। কোন কথা একবার বলিলে পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইত।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, বনী তামীমের একটি প্রতিনিধি দল একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে। তাহাদের সহিত আলোচনার মধ্যে কোন এক প্রসংগে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, আমি কা'কা ইব্ন আ'বাদ এর প্রস্তাব সমর্থন করি আর উমর (রা) বলিলেন, আমি সমর্থন করি আকরা ইব্ন হাবিস-এর প্রস্তাব। শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, তুমি আমার বিরোধিতা করিতে চাহিতেছ। উমর (রা)

বলিলেন, না তোমার বিরোধিতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কিছুটা উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হইয়া যায় এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বর উঁচু হইয়া যায়। এই প্রসংগে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

আবূ বকর বায্‌যার (র).... আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বকর (রা) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সহিত আমি ঠিক গোপন আলোচনাকারীর ন্যায়ই কথা বলিব। ইমাম বুখারী (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে খোঁজ করেন। দেখিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি। এই বলিয়া সে খোঁজ করিয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি নিজ গৃহে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, ভাই আপনার খবর কি? তিনি বলিলেন, আমিই সেই অপদার্থ, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বরের উপর নিজের স্বরকে উঁচু করিত। আমার আমল সব বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

জাহান্নাম ছাড়া আমার উপায় নাই শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, সে এই এই বলিয়াছে। রাবী মূসা (র) বলেন, শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহা সুসংবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি আবার তাহার কাছে যাও এবং বল, তুমি জাহান্নামী নহ, তুমি জান্নাতী। এই সূত্রে ইমাম বুখারী একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা) উচ্চস্বরে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন। يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الخ আয়াতটি নাযিল হইলে তিনি বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলিতাম। আমি জাহান্নামী। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। এই বলিয়া তিনি স্বগৃহে চিন্তামনে বসিয়া রহিলেন। ইত্যাবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে খোঁজ করিলে কতিপয় লোক তাহার কাছে যাইয়া বলিল, ভাই! রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাকে খুঁজিতেছেন। তুমি এইখানে এইভাবে বসিয়া রহিয়াছ কেন? বলিলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কণ্ঠের উপর উচ্চ কণ্ঠে কথা বলিতাম। আমার সব আমল বরবাদ হইয়া গিয়াছে। আমি জাহান্নামী। শুনিয়া লোকেরা ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার বক্তব্য বিবৃত করিলে নবী করীম (সা) বলিলেন, না বরং সে জান্নাতী। আনাস (রা) বলেন, ইহার পর আমরা তাহাকে আমাদের সামনে হাঁটিতে দেখিতাম আর তাহাকে আমরা জান্নাতী লোক বলিয়া জানিতাম। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

ইমাম মুসলিম (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا الـخ আয়াতটি নাযিল হইলে সাবিত (রা) বলিলেন, আমি জাহান্নামী এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে যাওয়া আসা বন্ধ করিয়া দেই। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা)-কে বলিলেন আচ্ছা আবূ 'আমর সাবিতকে দেখিতেছি না ব্যাপার কি? সা'দ (রা) বলিলেন, সে তো আমার প্রতিবেশী লোক। তাহার কোন সমস্যার কথা তো আমি শুনি নাই। এই বলিয়া সা'দ (রা) তাহার নিকট গিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শুনাইলেন। শুনিয়া সাবিত (রা) বলিলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইল। আর তোমরা তো জান যে, আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে সবচেয়ে জোরে কথা বলি। আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। সা'দ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কাহিনী শুনাইলে তিনি বলিলেন, বরং সে জান্নাতী। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, উপরোল্লেখিত হাদীসগুলোতে সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা)-কে ডাকিয়া আনার জন্য সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঠিক নয়। কেননা সা'দ ইবন মু'আয (রা) বনূ কুরায়যা যুদ্ধের কিছুদিন পর মারা গিয়াছেন, যা ৫ম হিজরীর কথা। আর এই আয়াত বনূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসেন তাদের সময়কার ঘটনা। আর প্রতিনিধি দল আগমনের সাধারণত সময় হইল ৯ম হিজরী। অতএব এই সময় সা'দ ইবন মু'আয (রা) জীবিত নাই।

ইবন জারীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সাবিত (র) বলেন, যখন لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়, সাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) রাস্তায় বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করেন। বনূ আজলানের আসিম ইব্‌ন আদী (রা) তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? উত্তরে বলিল, ভয় হয় এই আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে কিনা! আমি তো উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। বর্ণনাকারী বলেন, আসিম ইব্‌ন আদী (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাইলে তিনি বলিলেন যাও, তাহাকে লইয়া আস। আসিম তাহাকে লইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন সাবিত! তুমি কাঁদিতেছ কেন? সাবিত বলিল, আমার আশংকা হয় যে, لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ আয়াতটি আমার সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে, সুনামের সহিত জীবন যাপন করিবে, শাহাদতের মৃত্যু লাভ করিবে এবং অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করিবেই। আসিম বলিলেন, আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর সুসংবাদে সন্তুষ্ট আছি। আর ভবিষ্যত জীবনে কখনো আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর কণ্ঠস্বরের উপর আমার কণ্ঠস্বরকে উঁচু করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ

اَصْوَاتَهُمْ আয়াতটি নাযিল করেন। উল্লেখ্য, বহু সংখ্যক তাবেয়ী এ কাহিনীটি এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন। যাহোক আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমক্ষে উচ্চস্বরে কথা বলিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে নববীতে দু'জন লোককে উচ্চস্বরে কথা বলিতে শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, জানো, এখন তোমরা কোথায় আছ? অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাড়ি কোথায়? বলিল, আমরা তায়েফের লোক। উমর (রা) বলিলেন, তায়েফের না হইয়া যদি তোমরা মদীনার লোক হইতে, তাহা হইলে আমি তোমাদেরকে বেত্রাঘাত করিতাম।

আলিমগণ বলেন, মহানবী (সা)-এর কবরের কাছেও উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরূহ যেমন মাকরূহ ছিল তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সম্মুখে। কারণ তিনি জীবদ্দশায় ও কবরে উভয় অবস্থাতেই তিনি চিরকালের জন্য সম্মানিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেমন আমরা প্রতিপক্ষের সহিত উচ্চস্বরে কথা বলিয়া থাকি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে শান্তভাবে গাম্ভীর্য ও সম্মানের সহিত কথা বলাই আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ। তিনি বলেন وَلَاتَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ "তোমরা একে অপরের সহিত যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, রাসূলের সহিত তেমন উচ্চস্বরে কথা বলিও না।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক রাসূলকে তেমনভাবে ডাকিও না।

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উচ্চস্বরে কথা বলিতে আমি তোমাদিগকে এই আশংকায় নিষেধ করিয়া দিয়াছি যে, পাছে তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন আর এই কারণে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের আমল বরবাদ হইয়া যায়। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মানুষ অনেক সময় আল্লাহ্র সন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহার কোন গুরুত্ব তাহার কাছে থাকে না। কিন্তু উহার বিনিময়ে তাহাকে জান্নাত লিখিয়া দেওয়া হয়। আবার আল্লাহ্র অসন্তোষজনক এমন কথা বলে, যাহাকে সে কিছুই মনে করে না। অথচ পরিণামে তাহাকে জাহান্নামের তালিকাভুক্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে নীচু স্বরে কথা বলার ফযীলত ও উৎসাহ প্রদান করিয়া বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الخ অর্থাৎ যাহারা রসূলের সম্মুখে তাহাদের কণ্ঠস্বরকে নীচু করে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য পরিশোধিত করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্যই খাঁটি করিয়া লইয়াছেন এবং উহাকে তাকওয়ার যোগ্য পাত্র বানাইয়াছেন।

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ “তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।”

ইমাম আহমদ (র).... মুজাহিদ (র) হইতে কিতাবুয্ যুহদে বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত উমর (রা)-এর কাছে এই মর্মে একখানা পত্র আসে যে, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি তাহার মনে পাপের স্পৃহা জাগে না এবং পাপ করে না সে উত্তম, নাকি সেই ব্যক্তি উত্তম, যার মন পাপ করিতে চাওয়া সত্ত্বেও সে পাপ পরিত্যাগ করে? উত্তরে উমর (রা) লিখিলেন, যাহাদের মনে পাপের স্পৃহা জাগে কিন্তু করে না اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ الخ তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকওয়ায় পরিশোধিত করিয়াছেন। তাহাদের জন্যই আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

(٤) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٥) وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ، وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৪. যাহারা ঘরের পিছন হইতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাহাদিগের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তুমি বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদিগের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সব লোকদের তিরস্কার করিয়াছেন যাহারা মুহাম্মদ (সা)-কে কক্ষ তথা তাঁহার স্ত্রীদের বসবাসের ঘরের পিছন হইতে উচ্চস্বরে ডাকে। নির্বোধ বেদুঈনরাই এইরূপ করিত। আল্লাহ্ বলেন, ইহাদের অধিকাংশই নির্বোধ। অতঃপর তিনি ইহার আদব শিক্ষা দিয়া বলেন ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا الخ। অর্থাৎ এইভাবে উচ্চস্বরে না ডাকিয়া যদি তাহারা আপনার বাহির হইয়া উহাদিগের নিকট আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করিত, তাহাই তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হইত। অতঃপর উহাদিগকে তাওবা ও ইনাবাতের আহবান জানাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি আকরা ইব্ন হাবিস তামীমী (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছিল। একাধিক বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আকরা ইব্ন হাবিস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আকরা ইব্ন হাবিস (রা) বলেন যে, তিনি একদিন ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ডাক দেন। অন্য

বর্ণনায় আছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিয়া ডাক দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দান হইতে বিরত থাকেন। ফলে সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার প্রশংসা অতিসুন্দর আর আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তিনি বলেন, ইব্‌ন জারীর (র).... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত বারা (রা) إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাক দিয়া বলিল, আমার প্রশংসা অতি সুন্দর ও আমার তিরস্কার অতি জঘন্য। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'ইহাতো আল্লাহ্‌র কাজ।' হাসান বসরী ও কাতাদা (র) এই হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র) ... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, আরবের কিছু লোক একত্র হইয়া একদিন বলিল, চল, আমরা এই লোকটির কাছে যাই। যদি সত্যিই সে নবী হইয়া থাকে তো ভাল কথা। আমাদেরও সৌভাগ্য। আর যদি সে ফেরেশ্‌তা হয় তাহা হইলে আমরা তাহার ছত্রছায়ায় শান্তির জীবন লাভ করব। যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া আমি তাঁহাকে এই সংবাদ জানাই। কিছুক্ষণ পরেই লোকগুলি নবী করীম (সা)-এর হুজরার কাছে আসিয়া ইয়া মুহাম্মদ! ইয়া মুহাম্মদ! বলিয়া ডাকাডাকি শুরু করিয়া দেয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কান টানিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, যায়দ! আল্লাহ্ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন। যায়দ! আল্লাহ্ তো তোমার কথা সত্য প্রমাণিত করিয়াছেন।

(٦) يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْآ اَنْ تُصِيْبُوْا
قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

(٧) وَاعْلَمُوْآ اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۚ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ
لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ
اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ○

(٨) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৬. হে মু'মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদিগের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যাহাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর, এবং পরে তোমাদিগের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।

৭. তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগের মধ্যে আল্লাহ্র রাসূল রহিয়াছেন; তিনি বহু বিষয়ে তোমাদিগের কথা শুনিলে তোমরাই কষ্ট পাইতে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট ঈমানকে প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করিয়াছেন তোমাদিগের নিকট অপ্রিয়। উহারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।

৮. ইহা আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ; আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পাপাচার তথা ফাসিকের বার্তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সত্যতা যাচাই করিয়া নেওয়ার জন্য আদেশ দিয়াছেন। কারণ ফাসিক ব্যক্তি মিথ্যা কিংবা ভুল তথ্য পরিবেশন করিতে পারে। এমতাবস্থায় তাহার কথার উপর ভিত্তি করিয়া বিচার করিলে বিচারকের সিদ্ধান্ত অবাস্তব হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এই প্রকৃতির লোকেরা সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে তৎপর থাকে। আর আল্লাহ্ পাক বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোকের পথ অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া একদল আলিম অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ না করার মত পেশ করিয়াছেন। কারণ এমন ব্যক্তি ফাসিকও হইতে পারে। আরেক দল আলিম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে ফাসিকের বার্তা যাচাই করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ফাসিক হওয়া প্রমাণিত নয়। বুখারীর ব্যাখ্যায় ইলম অধ্যায়ে আমি এ মাসআলাটি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

বহুসংখ্যক মুফাসসিরের অভিমত হইল এ আয়াতটি অলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত উসুল কারা জন্য প্রেরণ করেন। একাধিক সূত্রে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... হারিস ইব্ন আবূ যিরার খুযায়ী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হারিস ইব্ন যিরার (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে যাই। তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমি মুসলমান হইয়া যাই। আমাকে যাকাতের কথা বলেন। তাহাও আমি মানিয়া লইলাম এবং বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে বিদায় দিন। নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়া তাহাদিগকে আমি ইসলামের প্রতি আহ্বান করিব এবং যাকাত আদায় করিতে বলিব। যে আমার

আহবানে সাড়া দিবে আমি তাহার নিকট হইতে যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিব। আপনি অমুক সময় আমার কাছে একজন দূত পাঠাইয়া দিবেন, সে আদায়কৃত যাকাত আপনাকে আনিয়া দিবে। হারিস তাহাই করিলেন এবং যথারীতি যাকাত উসূল করিয়া নিজের কাছে জমা করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত না পৌঁছায় সে মনে মনে ভাবিল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল বোধ হয় আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এই জন্যই দূত পাঠাইতে বিরত রহিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে যাকাতের পণ্য নিয়া যাইবার জন্য রাসূল (সা) অমুক সময় একজন দূত পাঠাইবেন বলিয়া আমাকে কথা দিয়াছিলেন। রাসূল (সা) তো ওয়াদা ভঙ্গ করিতে পারেন না। বোধ করি তিনি আমার প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন। অতএব চল, আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট যাই।

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওয়াদামত যথাসময়ে ওলীদ ইব্‌ন উকবাকে হারিসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রওয়ানা হইয়া কতটুকু আসিয়া অলীদ ভয়ে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হারিস আমাকে যাকাতের মাল তো দেয়ই নাই বরং উল্টো আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাগিয়া যান এবং হারিসের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তাহাদিগের সহিত হারিসের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া যায়। দেখিয়া তাহারা বলিল, এই তো হারিস! বলিয়া তাহাকে তাহারা ঘিরিয়া ফেলে। হারিস জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কার কাছে প্রেরিত হইয়াছ? তাহারা বলিল, তোমার কাছে। জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? বলিল, আল্লাহ্‌র রাসূল তোমার নিকট ওয়ালীদকে পাঠাইয়াছিলেন। তুমি নাকি তাহাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং তাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ? শুনিয়া স্তম্ভিত কণ্ঠে হারিস বলিলেন, 'শপথ সেই সত্তার! যিনি মুহাম্মদ (সা)-কে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি কোন দিন তাহাকে দেখিও নাই আর সে আমার নিকট আসেও নাই।' অবশেষে হারিস আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছ এবং আমার দূতকে হত্যা করিতে চাহিয়াছ, কথাটা কি ঠিক? হারিস বলিলেন, না, যিনি আপনাকে সত্য করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! আমি তাহাকে দেখিও নাই, সে আমার কাছে আসেও নাই। আমি তো আপনার দূতকে দেখিতে না পাইয়া আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া আবার আসিলাম। তখন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর তাবরানীও বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি হারিস ইব্‌ন গিরার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আসলে নামটা হইল হারিস ইব্‌ন যিরার (রা)।

ইবন জারীর (র) .... উম্মে সালামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ মুস্তালিকের ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বনূ মুস্তালিকের যাকাত আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। এদিকে সংবাদ পাইয়া বনূ মুস্তালিকের লোকেরা রাসূলের দূতের সম্মানে তাহার প্রতি অগ্রসর হয়। সুযোগ পাইয়া শয়তান তাহার মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, তাহারা তোমাকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ফলে ভয়ে সে ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানাইল যে, বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকার করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মুসলমানদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এদিকে বনূ মুস্তালিক তাঁহার ফিরিয়া যাওয়ার সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবেমাত্র জোহর নামায আদায় করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর ক্ষোভ হইতে পানাহ চাই। আপনি যাকাত উসূল করার জন্য লোক পাঠাইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু মধ্যপথ হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমাদের মনে ভয় জন্মিল যে, কি জানি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন কিনা! অতঃপর তাহারা আরো কথাবার্তা বলিতে থাকে এক সময় হযরত বিলাল (রা) আসিয়া আসরের আযান দেয়। উম্মে সালামাহ (রা) বলেন, তখন يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র) আওফীর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মু'আইতকে যাকাত উসূল করার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া তাহারা খুশী হয় এবং তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য আগাইয়া আসে। কিন্তু ওলীদ তাহাদের বাহির হওয়ার খবর পাইয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! বনূ মুস্তালিক আমাকে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাহাদেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য অভিযান চালানোর মনস্ত করেন। ইত্যবসরে একটি প্রতিনিধি দল আসিয়া বলিল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা জানিতে পাইলাম যে, আপনার দূত নাকি মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আমরা তো আশংকা করিয়াছিলাম যে, আপনি বুঝি আমাদের প্রতি রাগ করিয়া পত্র দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাঁহার ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অসন্তোষ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاۤءَكُمْ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওলীদ ইব্ন উকবাকে যাকাত আনার জন্য বনূ মুস্তালিকের নিকট প্রেরণ করেন। সংবাদ পাইয়া তাহারা যাকাতের পণ্য লইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া আসে। কিন্তু সে মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ

দেয় যে, বনূ মুস্তালিক আপনার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে। কাতাদা (র)) আরেকটু বাড়াইয়া বলেন, এবং তাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন যে, সেখানে গিয়া আক্রমণ করার ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করিও, তাড়াহুড়া করিও না।

খালিদ ইব্ন ওলীদ রাত্রি কালে আসিয়া তথায় পৌঁছেন এবং পরিস্থিতি বুঝার জন্য গুপ্তচর প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহারা খালিদ (রা)-কে সংবাদ দিল যে, তাহারা ইসলামের উপর অটল আছে এবং আমরা তাহাদের আযান শুনিতে পাইয়াছি এবং নামায পড়িতে দেখিয়াছি। অতঃপর ভোর হইলে খালিদ (রা) নিজে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া যান এবং ফিরিয়া গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি বিবৃত করেন। কাতাদা (র) বলেন, ইহার পর রাসূল (সা) প্রায়ই বলিতেন, সংযম অবলম্বন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আর তাড়াহুড়ার প্রবণতা শয়তানের পক্ষ হইতে। পূর্বসুরী অনেকেই যেমন ইব্ন আবূ লাইলা য়াযীদ ইব্ন রূমান, যাহ্হাক, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান প্রমুখ বলেন যে, এ আয়াতটি ওলীদ ইব্ন উকবা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰه অর্থাৎ তোমরা জানিয়া রাখ যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র রাসূল রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে তোমরা সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চল! তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া শিষ্টাচার ও সভ্যতা শিক্ষা কর এবং তাঁহার আদেশ মান্য কর। কারণ তোমাদের স্বার্থ সম্পর্কে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞান রাখেন। তোমাদের প্রতি তোমাদের নিজেদের চেয়ে তাঁহার স্নেহ বেশী এবং তোমাদের ব্যাপারে তাঁহার সিদ্ধান্ত তোমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ ঈমানদারদের তাহাদের নিজেদের অপেক্ষা নবী বেশী আপনজন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন, স্বার্থ সংরক্ষণে নিজেদের ব্যাপারে ঈমানদারদের নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্ত কেবলই অসম্পূর্ণ, অকিঞ্চিৎকর। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে রাসূল যদি তোমাদের কথামত চলেন অর্থাৎ তিনি যদি তোমাদের সকল মতামত গ্রহণ করেন, তবে উহাতে অবশ্যই তোমরা কষ্টে পড়িতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَائَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَا بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিতেন, তাহলে মহাকাশ, পৃথিবী ও তন্মধ্যস্ত সবকিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত। আমি উহাদিগকে উপদেশ দিয়াছি। কিন্তু তাহারা উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের প্রিয় করিয়াছেন এবং উহাকে তোমাদিগের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈমানকে তোমাদের নফসের নিকট প্রিয় এবং হৃদয়ের নিকট শোভনীয় করিয়া দিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, ইসলামের প্রকাশ বাহিরে আর ঈমানের অবস্থান অন্তর্জগতে। অতঃপর হাত দ্বারা নিজের বুকের প্রতি তিনবার ইংগিত করিয়া বলিলেন, 'তাকওয়া এইখানে, তাকওয়া এইখানে।'

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ অর্থাৎ আর তিনি পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপ্রিয় ও ঘৃণিত করিয়াছেন। আয়াতের ফুসূক দ্বারা উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার কবীরা গুনাহ্ আর ইসয়ান দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাবতীয় অবাধ্যতা। বলাবাহুল্য যে, ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া নিয়ামতের পূর্ণতা সাধনের জন্য আল্লাহ্ অন্যায় পাপাচারকেও অপ্রিয় করিয়া দিয়াছেন।

اُولٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُوْنَ অর্থাৎ এইগুণে গুণান্বিত লোকেরাই সৎপথের পথিক। আল্লাহ্ ইহাদিগকে হিদায়াত ও দিশা দান করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র).... আবূ রিফাআর পিতা হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রিফাআর পিতা বলেন, উহুদের দিন পরাজিত মুশরিকরা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা সারিবদ্ধ হও, আমি আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করিব। সংগে সংগে সাহাবাগণ তাঁহার পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اللهم لك الحمد كله اللهم لاقابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولاهادي لمن اضللت ولامضل لمن هديت ولامعطى لما منعت ولامانع لما اعطيت ولامقرب لما باعدت ولامباعد لما قربت ـ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ـ اللهم انى اسئلك النعيم المقيم الذى لايحول ولايزول ـ اللهم اسئلك النعيم يوم العيلة والامن يوم الخوف ـ

اللهم انى عائذ بك من شرما اعطيتنا ومن شرما منعتنا ـ اللهم حبب الينا الايمان وزينته فى قلوبنا وكره الينا الكفر و الفسوق والعصيان و اجعلنا من الرّاشدين ـ اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير

خزايا و لا مفتونين - اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك - اللهم قاتل الكفرة الذين اوتوا الكتاب اله الحق

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা তোমারই জন্য। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা সম্প্রসারিত কর তাহা সংকুচিত করিবার, তুমি যাহা সংকুচিত কর তাহা সম্প্রসারিত করিবার, যাহাকে বিভ্রান্ত কর তাহাকে হিদায়াত দেওয়ার, যাহাকে হিদায়াত দাও তাহাকে বিভ্রান্ত করিবার, যাহা ঠেকাইয়া রাখ তাহা দান করিবার, যাহা দান কর তাহা ঠেকাইয়া রাখিবার, যাহা দূরে সরাইয়া দাও তাহা কাছে আনিবার, যাহা কাছে আন তাহা দূরে সরাইয়া দিবার কেই নাই। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি তোমার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও জীবিকা সম্প্রসারিত কর। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি অনন্ত নিয়ামতরাজি প্রার্থনা করি, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি অভাবের দিন নিয়ামত আর ভয়ের দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের তুমি যাহা দান করিয়াছ এবং যাহা দান করা হইতে বিরত রহিয়াছ উভয়ে অমঙ্গল হইলে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী বানাও এবং কুফ্‌র, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে বানাও অপ্রিয় ও ঘৃণিত আর আমাদেরকে সৎপথের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুসলমানরূপে মৃত্যু দান করিও, মুসলমানরূপে বাঁচাইয়া রাখিও এবং সসম্মানে নিরাপদে সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত কর। আল্লাহ্! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহারা রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে আর তাহাদের উপর তোমার আযাব ও গজব চাপাইয়া দাও। হে আল্লাহ্! ধ্বংস কর সেসব কাফিরদের যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে।

এই হাদীসটি নাসায়ী (র) 'ফিল ইয়াওম ওয়া লায়লা' নামক কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যাহার সৎকাজ ভালো লাগে এবং অসৎ কাজ খারাপ লাগে সে ঈমানদার। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً অর্থাৎ এই যে আল্লাহ্ তোমাদের যাহা দান করিয়াছেন তাহা তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ও নিয়ামত বৈ নয়।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ কে হিদায়াতের যোগ্য আর কে গোমরাহ হওয়ার উপযুক্ত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত এবং কথায় কাজে বিধান দানে সর্ববিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়।

(৯) وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْ
بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى
اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(১০) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৯. মু'মিনদিগের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবে; অতঃপর তাহাদিগের একদল অপর দলকে আক্রমণ করিলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের দিকে ফিরিয়া আসে— যদি তাহারা ফিরিয়া আসে তাহাদিগের মধ্যে ন্যায়ের সহিত ফয়সালা করিবে এবং সুবিচার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদিগকে ভালোবাসেন।

১০. মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

তাফসীর ঃ পরস্পর দ্বন্দ্বরত দুই দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার আদেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا অর্থাৎ মু'মিনদের দুইদল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তোমরা তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিও। বলা বাহুল্য যে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ঈমানদার আখ্যা দিয়াছেন। তাই এই আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মত পেশ করিয়াছেন যে, যত বড় পাপই করুক, তাহাতে মানুষ বে-ঈমান হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে খারিজী ও মুতাযেলীদের একাংশের মতে কবীরা গুনাহ করিলে ঈমান থাকে না।

সহীহ্ বুখারীতে হাসান ইব্ন আবূ বাকারাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন ভাষণ দান করেন। হাসান ইব্ন আলী (রা) তখন তাঁহার সংগে ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার প্রতি আর একবার সমবেত লোকদের প্রতি

তাকাইতে থাকেন। অতঃপর বলিলেন, আমার এই সন্তান একদিন সর্দার হইবে। আর আল্লাহ্ ইহার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দুইটি দলের মাঝে মীমাংসা করিয়া দিবেন। অবশেষে ঠিক তাহাই হইল। দীর্ঘ ও ভয়াবহ লড়াইয়ের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মাধ্যমে শাম (সিরিয়া) ও ইরাকবাসীদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন।

فَانْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا الخ অর্থাৎ মীমাংসা করিয়া দেওয়ার পরও যদি এক দল অপর দলের উপর আক্রমণ করিয়া বসে, তাহা হইলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নিরাপত্তায় ফিরিয়া আসে এবং সত্যকে মানিয়া লয়।

যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জালিম হউক কিংবা মজলুম, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মজলুমকে সাহায্য করার অর্থ আমরা বুঝিলাম কিন্তু জালিমকে সাহায্য করিব কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'জুলুম হইতে বিরত রাখাই জালিমকে তোমার সাহায্য করা।'

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর নিকট যান। তিনি যান গাধায় চড়িয়া আর সংগের মুসলমানরা পায়ে হাঁটিয়া। জমি ছিল লবনাক্ত। গন্তব্যস্থলে গিয়া পৌছিলে আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই বলিল, তুমি আমার নিকট হইতে সরিয়া যাও। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমার সহ্য হইতেছে না। শুনিয়া এক আনসারী সাহাবী বলিলেন, আল্লাহ্র রাসূলের গাধার গন্ধ তোমার গন্ধ হইতে অনেক সুঘ্রাণ। এ কথা শুনিয়া আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাইর দলের কিছু লোক চটিয়া যায়। দেখিতে না দেখিতে দুই দলের মধ্যে রীতিমত লাঠালাঠি-হাতাহাতি ও জুতা বিনিময় শুরু হইয়া যায়। আনাস (রা) বলেন, আমরা জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের সম্পর্কেই وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ..... الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

মু'তামির ইব্ন সুলায়মান ও আবূ মুতামির সূত্রে ইমাম বুখারী (র) সন্ধি অধ্যায়ে এবং ইমাম মুসলিম যুদ্ধ অধ্যায়ে হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, আউস ও খাররাজ এ দুই গোত্রের মাঝে একবার লাঠালাঠি ও জুতা বিনিময় হইয়াছিল। সে প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ইমরান নামক এক আনসারীর উম্মে যায়েদ নামক এক স্ত্রী ছিল। একদা স্ত্রী তাহার পিত্রালয়ে যাইতে চাইলে তাহার স্বামী তাহাকে নিজ ঘরের ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এদিকে মহিলা বাপের নিকট সংবাদ পোঁছাইয়া দিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। স্বামী তখন

ছিল বাড়ির বাহিরে। ফলে স্বামী পক্ষের লোকেরা আসিয়া বাধা প্রদান করিলে দু'দলের মধ্যে সংঘাত বাধিয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া তাহাদের মাঝে মীমাংসা করিয়া দেন। তাহারা আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া আসে।

فَاِنْ فَاءَتْ فَاَصْلِحُوْا الخ অর্থাৎ 'যদি তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরিয়া আসে, তবে তোমরা সুবিচারের সহিত তাহাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিবে। আল্লাহ্ সুবিচারককে ভালোবাসেন।' ইব্ন আবূ হাতিম (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'দুনিয়াতে যাহারা সুবিচার করিবে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সম্মুখে তাহারা মুক্তা নির্মিত উচ্চ মঞ্চে অবস্থান করিবে।' ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না ও আব্দুল আ'লার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).... আব্দুলাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ন্যায় বিচারকরা অর্থাৎ যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজের পরিবারবর্গ ও অধিনস্তদের মধ্যে ন্যায়বিচার করে কিয়ামতের দিন তাহারা আরশের ডানে আল্লাহ্র নিকট নূরের মঞ্চে উপবেশন করিবে। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্ন উআয়না (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ ঈমানদাররা সব দীনি ভাই। যেমন রাসূল (সা) বলিয়াছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ বান্দার সাহায্য করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তাহার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কোন মুসলিম যখন সংগোপনে তাহার ভাইয়ের জন্য দু'আ করে তখন ফেরেশ্তা বলে, আমীন। আর তোমারও তাহাই হউক। এ মর্মে আরো বহু হাদীছ রহিয়াছে।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া ও পারস্পরিক বন্ধনে দুই মুমিনের দৃষ্টান্ত হইল, এক দেহের ন্যায়, যাহার এক অঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে সারা দেহে খবর হইয়া যায়।

আরেক সহীহ্ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, এক মু'মিনের জন্য আরেক মু'মিন ঠিক প্রাসাদের ন্যায়, যাহার এক অংশ অপর অংশের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বলিয়া তিনি এক হাতের অঙ্গুলী আরেক হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকাইয়া দেখান। ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হাযিম (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হাযিম (র) বলেন, আমি সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, ঈমানদারের সহিত ঈমানদারের সম্পর্ক

ঠিক যেমন দেহের সহিত মাথার সম্পর্ক। ঈমানদারের জন্য ঈমানদার এমনভাবে ব্যথিত হয় যেমন মাথায় কোন সমস্যা দেখা দিলে দেহ ব্যথিত হয়।

فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ অর্থাৎ অতএব সংঘাতমুখর দু'দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিও এবং সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিও। তবেই তোমরা অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে।

(١١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ
وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ
الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১১. হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিও না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডাকিও না, ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারাই জালিম।

তাফসীরঃ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে উপহাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করাই হইল অহংকার। মানুষকে উপহাস ও অবজ্ঞা করা হারাম। কারণ যাহাকে উপহাস করা হয়, আল্লাহ্র নিকট সে উপহাসকারী অপেক্ষা বেশী সম্মানিত ও প্রিয় হওয়া বিচিত্র নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَسْخَرْ الخ "হে মু'মিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে।" কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাহাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে।

وَلَاتَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।" অপরের নিন্দাকারী মানুষ ঘৃণিত ও অভিশপ্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকের যাহারা আচরণে ও উচ্চারণে লোকের নিন্দা করিয়া বেড়ায়। الهمز অর্থ কাজের দ্বারা নিন্দা করা আর اللمز অর্থ কথা দ্বারা নিন্দা করা।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থাৎ যাহারা মানুষকে অবজ্ঞা করে এবং আচরণে তাহাদের অপমান করে আর হাঁটিয়া হাঁটিয়া চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। এই চোগলখোরী করাই হইল اللمز তথা মুখের কথায় মানুষের অবজ্ঞা করা। তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ "তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ 'তোমরা একে অপরকে হত্যা করিও না।' ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন, لَاتَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ অর্থ لايطعف بعضكم بعضا অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করিও না। وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ অর্থাৎ তোমরা একে অপরকে এমন নামে ডাকিও না যাহা শুনিতে খারাপ লাগে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ জাবীরাহ ইব্ন যাহ্হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাবীরাহ্ (র) বলেন, وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আমাদেরই গোত্র বনু সালামা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার দুই কিংবা তিনটি নাম নাই। তিনিও লোকদেরকে উহার কোন এক নামে ডাকিতে শুরু করেন। তখন লোকেরা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই নামে ডাকিলে সে গোস্বা হইয়া থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَلَاتَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ আয়াতটি নাযিল করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) মূসা ইব্ন ইসমাঈল ওয়াহাব ও দাউদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ মুসলমান হইয়া ইসলাম বুঝিয়া একে অপরকে মন্দ পদবী ও খারাপ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ الخ অর্থাৎ এই ঘোষণার পরও যাহারা এই ধরনের আচরণ হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহারাই জালিম।

(١٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমান হইতে দূরে থাক। কারণ অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে চাহিবে? বস্তুত তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদিগকে বহুবিধ অনুমান তথা অহেতুক অপবাদ এবং পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন এবং অপরাপর সকল লোকের বিরুদ্ধে অথবা খিয়ানতের অভিযোগ প্রদান হইতে সতত দূরে থাকার আদেশ দিয়াছেন। কারণ এই ধরনের বেশীর ভাগ অনুমানই নিছক পাপ হইয়া থাকে। তাই সাবধানতাবশত উহা পরিহার করিয়া চলা কর্তব্য।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমার মু'মিন ভাইয়ের মুখ নিঃসৃত কথায় যথাসম্ভব ভালো ছাড়া মন্দ ধারণা করিও না। অর্থাৎ কোন মুসলমানের মুখের কথার ব্যাখ্যা যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোর দিকে নেওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত মন্দ অনুমান করিতে উমর (রা) জোরালোভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে দেখিলাম যে, তিনি কা'বা তাওয়াফ করিবার সময় বলিতেছেন, কত সুন্দর তুমি, কত সুন্দর তোমার ঘ্রাণ! কত মহান তুমি, কত বড় তোমার মর্যাদা! আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার প্রাণ। মু'মিনের মর্যাদা আল্লাহ্‌র নিকট অবশ্যই তোমার চেয়ে আরো বড়। মু'মিনের নিন্দা করা আর মু'মিন সম্পর্কে ভালো ছাড়া খারাপ ধারণা করার তো কোন অবকাশই নাই। এই সূত্রে একা ইব্‌ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, তোমরা মন্দ ধারণা হইতে সতত বিরত থাক। কারণ মন্দ ধারণা সবচেয়ে মিথ্যা বিষয়। অপরের ছিদ্রান্বেষণ করিও না, গুপ্তচর বৃত্তি করিও না, দু'জনের ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পাশের থেকে মূল্য বাড়াইয়া প্রতারণা করিও না, একে অপরের সহিত হিংসা করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না। সর্বোপরি হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হইয়া জীবন যাপন কর।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) হইতে ইমাম মুসলিম ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) হইতে ও আবূ দাউদ (র) শাবী ও মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) যুহরী (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা একে অপরের সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, হিংসা করিও না। পরস্পর ভাই ভাইরূপে জীবন যাপন কর। আর

তিন দিনের উপরে নিজের ভাইয়ের সহিত কথাবার্তা বর্জন করা কোন মুসলমানের জন্য বৈধ নহে। ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তাবরানী হারিসা ইব্ন নু'মান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হারিসা ইব্ন নু'মান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তিনটি দোষ আমার উম্মতের সহিত জড়াইয়া রহিয়াছে। অশুভ লক্ষণ গ্রহণ, হিংসা ও কুধারণা। শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, কাহারো মধ্যে এই দোষগুলি থাকিলে দূর করিবার উপায় কি? হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মনে হিংসা আসিলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অন্তরে কাহারো প্রতি কুধারণা জন্মিলে বিশ্বাস করিও না আর কোন অশুভ লক্ষণ দেখা দিলে উহা উপেক্ষা করিয়া সামনে চলিতে থাক।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... যায়েদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট উপস্থিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হইল, অমুকের দাঁড়ি হইতে মদ ঝরিতেছে। শুনিয়া ইব্ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, অন্যের গোপন দোষ তালাশ করিতে আমাদিগকে বারণ করা হইয়াছে। কিন্তু কাহারো কোন দোষ প্রকাশ পাইয়া গেলে আমরা উহা গ্রহণ করি। ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার বর্ণনায় এই লোকটির নাম অলীদ ইব্ন উকবা ইব্ন আবূ মুআইত উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহ্মদ (র) উকবার কেরানী দুজায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুজায়ন (র) বলেন, আমি একদিন উকবাকে বলিলাম, আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে। আমি ইহাদিগকে পুলিশে ধরাইয়া দিতে চাই, আপনি কি বলেন? উকবা বলিলেন, না, তাহা করিও না। তাহাদের উপদেশ দাও ও ভীতি প্রদর্শন কর। সেই তাহাই করিল, কিন্তু ফল হইল না, তাহারা সতর্ক হইল না। এইবার দুজায়ন আসিয়া বলিল, আমি তো উহাদিগকে নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা বিরত হইল না। আমি পুলিশ ডাকিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিব। উকবা (রা) বলিলেন, কপাল পোড়া! তাহা করিও না। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, একজন মু'মিনের দোষ গোপন রাখিল, সে যেন জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যাকে কবর হইতে তুলিয়া জীবন্ত করিল। সুফিয়ান সওরী (র) রাশিদ ইব্ন সা'দ-এর সূত্রে মুআবিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তুমি যদি মানুষের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াও, তাহা হইলে তাহাদের তুমি ধ্বংস করিবে কিংবা বলিলেন, 'তাহাদের তুমি প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।'

আবূ দাউদ (র).... জুবায়র ইব্ন নুফায়র, কাছীর ইব্ন মুররা, আমর ইব্ন আসওয়াদ, মিকদাম ইব্ন মাদীকারিব ও আবূ উমামা (রা) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, শাসক যখন প্রজা সাধারণের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় তখন জনগণের অশান্তি ও অধঃপতন অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। وَلَا تَجَسَّسُوْا অর্থাৎ তোমরা একে

অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করিও না। তাজাস্‌সুস সাধারণত মন্দ তথা দোষ খুঁজিয়া বেড়ানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতেই জাসূস্ শব্দটি উৎপন্ন যাহার অর্থ গুপ্তচর। আর تحسس ব্যবহার করা হয় বেশীর ভাগ ভালোর ক্ষেত্রে। যেমন হযরত ইয়াকূব (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَاتَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ অর্থাৎ হে আমার সন্তানরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার ভাইয়ের সন্ধান লইয়া আস। কিন্তু আল্লাহ্র করুণা হইতে নিরাশ হইও না।

আবার কখনো দুটাই মন্দার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ

لاتجسسوا لاتحسسواولاتباغضوا ولاتدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ـ

অর্থাৎ গুপ্তচর বৃত্তি করিও না একে অপরের দোষ তালাশ করিও না, পরস্পর বিদ্বেষ রাখিও না, সম্পর্ক ছিন্ন করিও না এবং পরস্পর ভাই ভাই হইয়া থাক। এই হাদীসে تَجَسَّسُ -কে মন্দার্থে ব্যবহৃত করা হইয়াছে।

আওয়াবী (র) বলেন اَلتَّجَسَّسُ। অর্থ কোন কিছু সন্ধান করা العسس। অর্থ অন্যের কথার প্রতি কান দেয়া অথচ তাহারা উহা অপছন্দ করে কিংবা দরবারের আড়ালে দাঁড়াইয়া অন্যের গোপন কথা শোনা আর التدابر। অর্থ একের সহিত অপরের কথোপকথন বর্জন করা। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَلَايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'আর তোমাদের কেহ যেন অন্যের গীবত না করে।'

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গীবত করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। মহানবী (সা) ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যেমন ঃ

আবূ দাউদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, বলা হইল, হে আল্লাহ্র রাসূল? গীবত কাহাকে বলে? তিনি বলিলেন ঃ তোমার ভাই সম্বন্ধে তোমার এমন আলোচনা করা যাহা সে অপছন্দ করে। প্রশ্ন করা হইল, আমি যাহা বলিব যদি তাহা আমার ভাইয়ের মধ্যে বর্তমান থাকে তবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি যাহা বলিবে যদি তাহা তাহার মধ্যে বর্তমান থাকে তবেই তুমি তাহার গীবত করিলে। আর যদি না থাকে তাহলে তাহা হইবে অপবাদ।' ইমাম তিরমিযী (র) কুতায়বা ও দারাওরদী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাসান সহীহ্ বলিয়া রায় দিয়াছেন। আর ইব্ন জারীর (র) আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন উমর (রা), মাসরূক, কাতাদা, আবূ ইসহাক ও মুআবিয়া ইব্ন কুররা (র) গীবতের এই ব্যাখ্যাই দিয়াছেন।

আবূ দাউদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি এক দিন নবী করীম (সা)-কে বলিলাম, আপনার কাছে তো সফিয়্যার এমন

এমন দোষ যথেষ্ট! অর্থাৎ সফিয়্যা বেঁটে হওয়ার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি এমন একটি কথা বলিয়াছ যাহাকে সমুদ্রের পানির সহিত মেশানো হইলে মিশিয়া যাইত।"

ইমাম তিরমিযী (র).... আয়িশা (রা) হইতে এ হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) হাস্সান ইব্ন মুখারিক (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাস্সান ইবনে মুখারিক (র) বলেন, জনৈকা মহিলা একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসে। আলোচনা শেষে উঠিয়া রওয়ানা করিলে আয়িশা (রা)-এর হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি ইংগিত করিলেন অর্থাৎ বুঝাইতে চাহিলেন যে, মহিলাটি খাটাকৃতির। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'তুমি তাহার গীবত করিলে।'

গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। তবে বৃহৎ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে প্রয়োজন অনুপাতে গীবত করার অনুমতি রহিয়াছে। যেমন হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের চরিত্র পর্যালোচনা ও দোষ-গুণ আলোচনা এবং উপদেশ প্রদান করা। যেমন জনৈক পাপাচারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাইলে তিনি বলিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। এই সমাজপতি লোকটি বড়ই খারাপ।

অন্য হাদীসে আছে যে, মুআবিয়া ও আবুল জাহম (র) ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-কে বিবাহের প্রস্তাব দিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমাকে বলিলেন, 'মুআবিয়া তো কপর্দকহীন। আর আবুল জাহ্ম সে তো কাঁধ হতে লাঠি নামায় না।'

আর এই হারামও অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ। আল্লাহ্ তা'আলা গীবত করাকে মৃত মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ 'তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাহার মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করিত চাহিবে?' অর্থাৎ মরা মানুষের গোশ্ত খাওয়াকে স্বভাবত যেমন তোমরা অপছন্দ কর, তেমনি শরীয়াতের বিধান হিসাবে গীবত করাকেও অপছন্দ কর। কারণ ইহার পরিণাম ও শাস্তি উহার তুলনায় কঠোর ও ভয়াবহ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনে গীবত সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি এবং সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত ইহা বলিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দান করিয়া আবার ফেরত নেয়ার ব্যাপারে বলিয়াছেন, 'যে এমন করে সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে বমি করিয়া পুনরায় উহা খাইয়া ফেলে।

একাধিক সূত্রে সিহাহ্, হিসান ও মাসানীদ গ্রন্থের বহু হাদীসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলিয়াছেন, তোমাদের এই শহর মক্কা নগরীতে, এই হজ্জের মাসে এই দিনটির মর্যাদার ন্যায় তোমাদের রক্ত, সম্পদ ও সম্মান মর্যাদা সম্পন্ন বস্তু; তার ক্ষতিসাধন হারাম।

ইমাম আবূ দাউদ (র)…. আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমানের উপর মুসলমানের সম্পদ নষ্ট করা, মানহানী করা ও প্রাণের ক্ষতি করা হারাম। একজন মানুষের নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য তাহার মুসলমান ভাইয়ের তাচ্ছিল্য করাই যথেষ্ট।

উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র)…. আবূ বুরদাহ বালবী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ; কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না, তাহাদের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না। কারণ যে মুসলমানের গোপন দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ্ তাহার গোপনীয়তা প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ্ যাহার গোপনীয়তা ফাঁস করেন তাহাকে তিনি তাহারই গৃহে অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।

হাকিম আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার মসনাদ গ্রন্থে বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদের ভাষণ দান করেন। পর্দার আড়াল হইতে মহিলারাও তাহা শুনিতে পান। তিনি বলেন ঃ "হে ঐ সব লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের চাঁপাদোষ খুজিয়া ফিরিও না। কারণ যে তাহার ভাইয়ের চাপা দোষ খুঁজিয়া ফিরে আল্লাহ্ তাহার অপ্রকাশিত দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আল্লাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন, তাহাকে তিনি তাহার ঘরের ভিতরই অপদস্ত করিয়া ছাড়েন।"

আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল ইসমাঈলী (র) ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'হে ঐ সকল লোক! যাহারা মুখে ঈমান আনিয়াছ, কিন্তু ঈমান অন্তরে প্রবেশ নাই, তোমরা মুসলমানের গীবত করিও না এবং তাহাদের গোপন দোষ তালাশ করিয়া ফিরিও না। কারণ যে মুসলমান মুসলমানের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় আল্লাহ্ তাহার দোষ প্রকাশ করিয়া দেন। আর আল্লাহ্ যাহার দোষ প্রকাশ করেন ঘরের অভ্যন্তরে হইলেও তিনি তাহাকে লাঞ্ছিত করেন।'

বর্ণিত আছে হযরত ইব্‌ন উমর (রা) একদিন কা'বার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, 'কত মহান তুমি! কত বড় তোমার মর্যাদা! কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট মু'মিনের মর্যাদা তোমা অপেক্ষা অনেক বেশী।'

আবূ দাউদ (র)…. মিসওয়ার (র) হইতে বর্ণনা করেন। মিসওয়ার (র) বলেন, নবী (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে প্রতারণা করিয়া এক গ্রাস খাদ্য আহার করিল, আল্লাহ্ তাঁহাকে জাহান্নামে অনুরূপ এক গ্রাস খাদ্য আহার করাইবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে ধোঁকা দিয়া কাপড় পরিধান করিল, আল্লাহ্ তাহাকে জাহান্নামে অনুরূপ একটি কাপড় পরিধান করাইবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে কিয়ামতে লোক দেখানোর জন্য অনুরূপ করিবেন।

ইব্ন মুসাফ্ফা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মি'রাজের সময় আমি তামার নখ বিশিষ্ট কিছু লোক দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের মুখে ও বুকে চপেটাঘাত করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিবরাঈল! ইহারা কাহারা? বলিলেন, 'ইহারা সেই সব লোক যাহারা মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করিত এবং মানুষের মানহানী করিয়া বেড়াইত।' ইমাম আহমদ (র) আবুল মুগীরা আব্দুল কুদ্দূস ইব্ন হাজ্জাজ শাম্মী (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! মি'রাজ রজনীতে আপনি কি দেখিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমাকে লইয়া আল্লাহ্র সৃষ্ট এমন কিছু নারী-পুরুষের কাছে লইয়া গেলেন যাহাদের ব্যাপারে কিছু লোক নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহারা ঐ সকল লোকের পাশের গোশ্ত জুতার বরাবর কাটিয়া তাহাদের মুখে রাখিয়া বলেন, তোমরা যেরূপ খাইতে, এখন খাও। তাহারা ইহা খাইতে মৃত্যুর ন্যায় কষ্ট পাইবে এবং অপছন্দ করিবে। আমি বলিলাম, তাহারা কাহারা? হে জিবরাঈল! তিনি বলিলেন তাহারা হইল ঐ সকল লোক যাহারা মানুষের দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইত, চোগলী করিয়া বেড়াইত। তখন তাহাদেরকে বলা হইবে, তোমাদের কেহ কি মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাইতে পছন্দ করিতে? তোমরা তো তাহা অপছন্দ কর। সেও গোশ্ত খাইতে অপছন্দ করিবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) স্বীয় মসনাদে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোকদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তাহারা আজ রোযা রাখে এবং আমার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ইফতার না করে। আদেশমতে সকলেই রোযা রাখিল। সন্ধ্যা বেলা এক একজন আসিয়া বলিতে লাগিল, আমি আজ রোযা ব্রত কাটাইয়াছি, অনুমতি দিন, ইফতার করি, আর তিনি অনুমতি দিতেন। অবশেষে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরিবারের দুই মহিলা আজ রোযা রাখিয়াছে। আপনি অনুমতি দিন তাঁহারা ইফতার করুক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি পুনরায় একই কথা বলিলে এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহারা রোযা রাখে নাই। আচ্ছা যে সারাদিন মানুষের গোশ্তই খাইল সে রোযা রাখিল কি করিয়া? সত্যিই যদি তাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহলে তুমি গিয়া তাহাদিগকে বমন করিতে বল। তাহারা তাহাই করিল। উভয়ে কিছু কিছু জমাট রক্ত বমন করিল। অতঃপর লোকটি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সংবাদ দিল। তিনি বলিলেন, এই অবস্থাতেই যদি তাহাদের মৃত্যু হইত তাহলে অগ্নি তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। এই হাদীসের সনদ দুর্বল এবং মতনও দুর্লভ।

হাফিজ বায়হাকী (র)…. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আযাদকৃত গোলাম উবায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে দুই মহিলা রোযা রাখে। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের এখানে দুই মহিলা রোযা রাখিয়াছে, এখন তাহারা পিপাসায় মরিয়া যাওয়ার উপক্রম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই বলিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। লোকটি পুনরায় বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলা দুইটির মুমূর্ষু অবস্থা! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাদের ডাকিয়া আন। তাহারা আসিলে একটি পাত্র আনিয়া একজনকে বলিলেন, ইহাতে বমি কর। সে আধা পেয়ালা পরিমাণ পূঁজ ও রক্ত বমন করিল। দ্বিতীয়জনকে বলিলেন, তুমিও বমি কর। সে পূঁজ, টাটকা রক্ত ও গোশ্ত ইত্যাদি বমন করিয়া পাত্র পুরিয়া ফেলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহারা আল্লাহ্ যাহা হালাল করিয়াছেন তাহা হইতে রোযা রাখিয়াছে বটে, কিন্তু যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দ্বারা ইফতার করিয়াছে। অর্থাৎ দুইজন একত্রে বসিয়া মানুষের গোশত খাইয়াছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) …. ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন মায়ায (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! অমুক মহিলার সহিত আমি হারাম কাজে লিপ্ত হইয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখ ফিরাইয়া নিলেন। লোকটি চারবার কথাটি বলিবার পর পঞ্চমবারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি যিনা করিয়াছ? বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জানো, যিনা কাহাকে বলে? বলিল, পুরুষ নিজের স্ত্রীর সহিত বৈধ উপায়ে যাহা করে আমি তাহার সহিত অবৈধভাবে ঠিক তাহাই করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তা এখন তুমি কি চাও? বলিল, চাই, আপনি আমাকে পবিত্র করুন। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তোমার ঐটা কি তুমি তাহার ওখানে ঢুকাইয়াছ, যেমন সুরমাদানির শিলা সুরমাদানীতে অদৃশ্য হইয়া যায়? বলিল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! বর্ণনাকারী বলেন, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিবার আদেশ দেন। নির্দেশমত তাহাই করা হয়। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনিতে পাইলেন যে, দুই ব্যক্তির একজন অপরজনকে বলিতেছে, দেখিলে এই লোকটির কাণ্ড! আল্লাহ তাহার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নফস তাহাকে ছাড়িল না। অবশেষে কুকুরের ন্যায় প্রস্তরাঘাতে প্রাণ হারাইল! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোথাও রওয়ানা করিতেছেন। পথিমধ্যে একটি মরা গাধা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক কোথায়? আস, এই মড়া হইতে খাও। তাহারা বলিল, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহাও কি খাওয়ার জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে কেন এই একটু আগে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের যে দোষচর্চা করিলে তাহা এই মড়া খাওয়া অপেক্ষা জঘন্য। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যাঁহার হাতে আমার জীবন, সে তো এখন জান্নাতের নহরে হাবুডুবু খাইয়া বেড়াইতেছে। এই হাদীসের সনদ সহীহ্।

ইমাম আহমদ (র)... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। হঠাৎ পঁচা-গলা এক মড়ার উৎকট দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা কি জান, ইহা কিসের দুর্গন্ধ? ইহা সেই লোকদের দুর্গন্ধ যাহারা মানুষের গীবত করিয়া বেড়ায়?

আবূ ইব্ন হুমায়দ (র) তাঁহার মসনাদে জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে একটি গলিত মড়ার তীব্র দুর্গন্ধ নাকে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মুনাফিকদের একটি দল কতিপয় মুসলমানের গীবত করিয়া ছিল সেই জন্যই এই দুর্গন্ধের আবির্ভাব।

সুদ্দী (র) اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কেহ কেহ বলেন, সালমান ফারসী (রা) কোন সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই সাহাবীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাহাদের সেবা করিতেন, মাল-পত্র বহন করিতেন ও তাহাদের সহিত পানাহার করিতেন। একদিন সংগীদ্বয় সম্মুখে রওয়ানা করিলেন কিন্তু তিনি গেলেন না, ঘুমাইয়া রহিলেন। মন্যিলে পৌঁছিয়া তাহাকে না পাইয়া অগত্যা তাহারা নিজেরাই তাঁবু ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, সালমান আসলে উপস্থিত খানা খাইতে আর তৈরি তাঁবুতে থাকিতেই আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর পিছন হইতে তিনি আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে তাহারা কিছু সালন আনার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। একটি পেয়ালা হাতে করিয়া সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার সংগীরা আমাকে পাঠাইয়াছেন আপনার নিকট যদি থাকে একটু সালন দিন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমার সংগীরা সালন দিয়া কি করিবে? তাহারা তো সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছে। অগত্যা ফিরিয়া গিয়া সালমান (রা) সংগীদ্বয়কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই উক্তি বিবৃত করেন। শুনিয়া তাঁহারা নিজেরাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন সত্য সত্যই যিনি আপনাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, রওয়ানা হইয়া অবধি আমরা কোন খাদ্যই তো চোখে দেখিলাম না। (আর আপনি কিনা বলিতেছেন আমরা সালন দিয়াই রুটি খাইয়াছি। ব্যাপার কি বুঝিলাম না।) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সালমান সম্পর্কে তোমরা যে উক্তি করিয়াছিলে, উহাই তাহার গোশ্ত দ্বারা সালন পাকাইয়া তদ্বারা রুটি খাওয়ার নামান্তর। বর্ণনাকারী বলেন, এ প্রসংগে اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ আয়াতটি নাযিল হয়।

হাফিজ যিয়া আল মাকদিসী (র) আল মুখতারে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আরবের লোকদের মধ্যে সফর-ভ্রমণে একে অপরের সেবা করিবার নিয়ম ছিল। কোন এক সফরে আবূ বকর ও উমর

(রা)-এর সংগে জনৈক ব্যক্তি ছিল, সে তাঁহাদের সেবা করিত। একদিন তাহারা দু'জন ঘুমাইয়া পড়েন। সজাগ হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, খাদিম লোকটি তাঁহাদের খানা প্রস্তুত করে নাই। বলিলেন, ও বেটা! বড়ই ঘুম কাতর। অতঃপর তাহাকে জাগাইয়া বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট যাও। গিয়া বল, আবূ বকর ও উমর আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার নিকট একটু সালন চাহিয়াছেন। লোকটি আসিয়া তাহাদের আর্জি পেশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাঁহারা তো সালন দ্বারাই রুটি খাইয়াছে! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই দুর্বোধ্য উক্তি শুনিতে পাইয়া তাহারা নিজেরাই দরবারে রেসালাতে আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল? আমরা কি দ্বারা সালন পাকাইলাম? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'তোমাদের ভাইয়ের গোশ্ত দ্বারা। শপথ সেই সত্তার যাঁহার হাতে আমার জীবন! তোমাদের দাঁতে এখনও আমি তাহার গোশ্ত দেখিতে পাইতেছি।' শুনিয়া আবূ বকর ও উমর (রা) বলিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমি কেন ওকে (যাহার গীবত করিয়াছ, তাহার) তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল।

হাফিজ আবূ ইয়ালা .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ দুনিয়াতে যে নিজ ভাইয়ের গোশ্ত ভক্ষণ করে, আখিরাতে তাহার নিকট উহার গোশ্ত আনিয়া বলা হইবে, ইহাকে এখন মৃত অবস্থায় ভক্ষণ কর, যেমন জীবিত অবস্থায় ভক্ষণ করিয়াছিলে। অগত্যা সে উহা ভক্ষশ করিবে এবং তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া যাইবে ও চিৎকার করিতে থাকিবে। এ হাদীসটি বড়ই দুর্লভ (গরীব)।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের যাহা করিতে আদেশ ও যাহা নিষেধ করেন, তাহাতে তাঁহাকে ভয় করিয়া তাঁহার আদেশ-নিষেধ মানিয়া চল।

اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ যে তাওবা করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ধাবিত হয়, তিনি তাহার তাওবা কবূল করেন এবং যে তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁহার উপর নির্ভরশীল হয়, তাহার প্রতি তিনি পরম দয়ালু।

জমহুর আলিমগণ বলেন, গীবতকারীর তাওবা করার নিয়ম হইল, প্রথমত গীবত করা ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর পুনরায় উহা না করার দৃঢ় সংকল্প করিবে। তবে অতীত অপারাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং কৃত গীবতের প্রতিবিধান করা শর্ত কিনা তাহাতে মতভেদ রহিয়াছে। একদল আলিম বলেন, প্রতিবিধান শর্ত নয়। কারণ যাহার অগোচরে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছে তাহাকে ব্যাপারটি জানাইতে গেলে সে ততোধিক ব্যথিত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং প্রতিবিধানের জন্য না জানাইয়া এবং যে সব মজলিসে তাহার দোষচর্চা করা হইয়াছিল, সে সব মজলিসে তাহার গুণ বর্ণনা

করিতে শুরু করিবে এবং অন্য কাউকে তাহার সম্পর্কে গীবত করিতে দেখিলে যথাসম্ভব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করিবে। ইহাই হইবে সত্যিকার প্রতিবিধান।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবূ তালহা ইব্ন সাহল আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ও আবূ তালহা ইব্ন সাহল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিলে আল্লাহ্ তাহাকে এমন সব স্থানে লাঞ্ছিত করিবেন, যেখানে সে তাঁহার রহমত কামনা করেন। আর যে কোন মুসলমানকে সাহায্য করিয়া সম্ভাব্য অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ তাহাকে এমন সব ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন, যেখানে সে তাঁহার সাহায্য কামনা করে। ইমাম আবূ দাউদ (র) একই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১৩. হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

তাফসীর ঃ মানব জাতির অবগতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি তাহাদিগকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথমে সেই ব্যক্তিটিকেই সৃষ্টি করিয়া তাঁহার থেকে তাঁহার সহধর্মিণীকে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা হইলেন, আদম ও হাওয়া (আ)। অতঃপর তাঁহাদিগকে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেন। شُعُوْبُ শব্দটি قبائل অপেক্ষা ব্যাপক। قبائل এরপর আরো কয়েকটি স্তর আছে। যেমন ঃ عمائر - عشائر - فصائل ও افخاذ ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন, شعوب দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের বাহিরের ছোট ছোট গোত্র আর قبائل দ্বারা উদ্দেশ্য আরবের ছোট ছোট গোত্র। যেমন ঃ বনী ইসরাঈল গোত্রসমূহকে اسباط বলা হয়। আবূ উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র)-এর 'আল-আশবাহ এবং আল কাসদু ওয়াল উমাম ফী মা'রিফাতে আনসাবিল আরব ওয়াল আজম' নামক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমি স্বতন্ত্র একটি মুকাদ্দমায় এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

মোটকথা, আদম (আ)-এর বংশধর হিসাবে সব মানুষই সমান। মর্যাদার তারতম্য কেবল দীন তথা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁহার রাসূল (সা)-এর অনুসরণ-অনুকরণের ভিত্তিতেই নির্ণিত হইয়া থাকে। এ ব্যাপারে যে যে পর্যায়ের, তাহার মর্যাদাও ঠিক সেই মানের। ঠিক একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা গীবত ও একে অপরকে তাচ্ছিল্য কর নিষেধ করিয়া দেওয়ার পরই মানুষ হিসাবে সকলে সমান সমান হওয়ার কথাটি স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ الخ অর্থাৎ হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে এক পুরুষ ও এক নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও নানা গোত্রে। যাহাতে তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার।

لِتَعَارَفُوْا অর্থ ليحصل التعارف بينهم كل يرجع الى قبيلته অর্থাৎ একে অপরের পরিচয় লাভ করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রে ফিরিয়া যাইতে পার। মুজাহিদ (র) বলেন, لتعارفوا অর্থাৎ যেমন বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুক, অমুক কিংবা অমুক গোত্রের লোক।

আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের বংশ সূত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর যদ্দ্বারা তোমরা আত্মীয়তা বজায় রাখিতে পারিবে। কারণ আত্মীয়তা বজায় রাখিলে পরিবার-পরিজনে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ে।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট মান-মর্যাদার মাপকাঠি তাকওয়া— বংশ নয়। এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কোন্ ব্যক্তি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন? সাহাবাগণ বলিলেন, আমরা অবশ্য আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ) সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্‌র এক নবীর পুত্র। তিনিও আল্লাহ্‌র এক নবীর পুত্র, তিনিও আল্লাহ্‌র খলীলের পুত্র। প্রশ্নকারীরা বলিল, আমাদের প্রশ্ন এই ব্যাপারেও নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরব জাতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছ? তাহারা বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জাহিলিয়াতের সেরা ব্যক্তিগণ ইসলামেও সেরা ব্যক্তিরূপে বিবেচিত। যদি তাঁহারা দীনের সম্যক জ্ঞান লাভ করে।

ইমাম মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের বাহ্য আকার-আকৃতি ও অর্থ-সম্পদের প্রতি তাকান না। তাকান তোমাদিগের হৃদয় ও আমলের প্রতি।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র) আহমদ ইব্‌ন সিনান (র) সূত্রে কাসীর ইব্‌ন হিশাম (র)-এর হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) .... হাবীব ইব্‌ন খিরাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাবীব ইব্‌ন খিরাশ (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, 'মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই। তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছুতে একের উপর অন্যের কোন রকম শ্রেষ্ঠত্ব নাই।'

আবূ বকর বায্‌যার (র) .... হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা সবাই আদমের বংশধর। আদম মাটির তৈরী। তোমরা পূর্ব পুরুষের দ্বারা ফখর করিবে না; অন্যথায় মলের কীট হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট ঘৃণ্য হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌নে উমর (রা) বলেন, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের দিন এক পর্যায়ে তাহার কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর থাকিয়া ভাষণ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ গুণ বর্ণনা করিয়া তিনি বলিলেন, 'লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের হইতে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও বংশ গৌরবের প্রবণতা দূর করিয়া দিয়াছেন। এখন মানুষ কেবলমাত্র দুইভাগে বিভক্ত। কেহ সৎকর্ম পরায়ণ মুত্তাকী ও আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। আর কেহ অসৎকর্ম পরায়ণ, হতভাগা ও আল্লাহর নিকট হীণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ يَاَيُّهَا النَّاسُ الخ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এই আমার বক্তব্য। সবশেষে আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমার নিজের ও তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।' আবদ ইব্‌ন হুমায়দ (র) আবূ আসিম যাহ্‌হাক, মুখাল্লাদ ও মূসা ইব্‌ন উবায়দা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উকবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ 'তোমাদিগের এই বংশ পরিচয় অন্যের উপর মর্যাদার প্রমাণ নহে। তোমরা সকলেই আদম সন্তান। সকলেই সমানে সমান। দীন ও তাকওয়া ব্যতীত একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। অর্বাচীন আখ্যা পাওয়ার জন্য একজন লোক কৃপণ অশালীন হওয়াই যথেষ্ট।' ইব্‌ন জারীর (র) ইব্‌ন লাহীয়ার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার শব্দ হইল, আদম ও হাওয়ার সন্তান হিসাবে সব মানুষ সমানে সমান। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন না। যে যত বড় মুত্তাকী, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে তত বড় মর্যাদা সম্পন্ন।

ইমাম আহমদ (র) .... দুররাহ (রা) বিনতে আবূ লাহাব হইতে বর্ণনা করেন। দুররাহ (রা) বলেন, একদিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে বসিয়া আছেন।

ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উত্তম লোক কে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'মানুষের মধ্যে দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানে, তাকওয়া-পরহেযগারীতে, সৎকাজের আদেশ দান ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদানে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখায় যে সকলের সেরা সে-ই সেরা মানুষ।'

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, 'মহানবী (সা)-এর দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আকর্ষণ ছিল না এবং মুত্তাকী ব্যতীত কোন ব্যক্তির তাঁহার কাছে বিশেষত্ব ছিল না।'

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কিছু জানেন এবং সমস্ত কিছুর খবর রাখেন। ঠিক সেই হিসাবেই যাহাকে ইচ্ছা তিনি হিদায়াত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, যাহাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করেন, যাহাকে যাহার উপর ইচ্ছা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। এই সব বিষয়ে তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী ও সবিশেষ সচেতন।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে কোন কোন আলিম বলেন, বিবাহে কুফূ তথা সম্পদ ও বংশ ও রূপ সৌন্দর্যে সমতা রক্ষা করা শর্ত নয়। শর্ত একমাত্র দীন। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট তাকওয়াই মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি। পক্ষান্তরে অন্যরা ভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে কাফাআত শর্ত সাব্যস্ত করেন। ফিক্‌হের কিতাবসমূহে এ ব্যাপারে আলোচনা রহিয়াছে। কিতাবুল আহকামে আমি নিজেও এ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি।

তাবারানী (র).... আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বনী হাশিমের এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বাপেক্ষা আপন লোক। শুনিয়া আরেক ব্যক্তি বলিল, তোমার অপেক্ষা আমি রাসূলের বেশী আপন। তোমার তো তাঁহার সহিত বংশ সম্পর্ক রহিয়াছে।

(١٤) قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۖ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا
يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٥) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا
وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

(١٦) قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○
(١٧) يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۚ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ
اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○
(١٨) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

১৪. আরব মরুবাসিগণ বলে, 'আমরা ঈমান আনিলাম'; বল, "তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর তোমাদিগের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হইবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

১৫. তাহারাই মু'মিন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিবার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে তাহারাই সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বল, 'তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করিতেছ? অথচ আল্লাহ্ জানেন যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।'

১৭. উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, 'তোমাদিগের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না। বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

১৮. আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ যেসব আরব মরুবাসী সবেমাত্র ইসলামে প্রবেশ করিয়া নিজেদের জন্য ঈমানের দাবী করিয়াছিল, অথচ তখনও ঈমান তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয় নাই,

তাহাদিগের সমালোচনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا الخ অর্থাৎ আরব মরুবাসীরা বলিয়াছিল, আমরা ঈমান আনিয়াছি। বলুন, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদিগের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।

একদল আলিম এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব। হাদীসে জিবরীলও এ দাবীর পক্ষে সমর্থন করে যে, তাহাতে প্রথমে ইসলাম, অতঃপর ঈমান, তাহার পর ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, ঈমান তদপেক্ষা সীমিত এবং ইহসান আরো সীমিত।

ইমাম আহমদ (র) .... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। দেখিলাম যে, তিনি কতিপয় লোককে দান করিলেন, কিন্তু উহাদেরই মধ্য হইতে একজনকে কিছুই দিলেন না। দেখিয়া আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে কিছুই দিলেন না, অথচ সে একজন মু'মিন লোক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। সা'দ (রা) এই কথাটি তিনবার বলিলেন, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিবারই বলিলেন, মু'মিন না বলিয়া বরং মুসলিম বল। অতঃপর নবী (সা) বলিলেন, অনেক সময় আমি আমার অধিক প্রিয় ব্যক্তিকে না দিয়া অন্যদের দান করি শুধু এই আশংকায় যে, (দুর্বল ঈমানের কারণে অভাবে পড়িয়া) পাছে তাহারা জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া পড়ে।

এই হাদীসে মহানবী (সা) মু'মিন ও মুসলিমের মাঝে পার্থক্য করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান ইসলাম অপেক্ষা সীমিত। বুখারীর কিতাবুল ঈমানের ব্যাখ্যার শুরুতে আমি এ বিষয়ে প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে, উক্ত লোকটি মুসলমান ছিল, মুনাফিক নয়। কারণ নবী করীম (সা) তাহাকে দান করা হইতে বিরত থাকেন ঠিক, কিন্তু মুসলমান বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। ইহাতে আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত আরব বেদুঈনরা মুনাফিক ছিল না বরং মুসলমানই ছিল, কিন্তু ঈমান তাহাদের অন্তরে তখনও বদ্ধমূল হইয়া সারে নাই। তবে সমস্যা ছিল এই যে, নিজেদের জন্য তাহারা এমন অবস্থান ও মর্যাদার দাবীদার ছিল, যাহা এখনও লাভ করিতে পারিয়াছিল না। তাই এই ব্যাপারে তাহাদিগকে সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা), ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা, ইব্ন জারীর (র)-ও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারীর মতে লোকগুলি আসলে মুনাফিক ছিল। কিন্তু মুখে মুখে ঈমান প্রকাশ করিত।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইব্ন যায়েদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, ইহার অর্থ হইল, 'আমরা ঈমান আনিলাম' না বলিয়া বরং তোমরা আসল কথাটিই বল যে, হত্যা বন্দীর ভয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করিলাম।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতটি বনূ আসাদ ইব্ন খুযায়মা সম্পর্কে নাযিল হয়। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয়, ঈমান আনিয়া রাসূল (সা)-কে ধন্য করিয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছিল। তবে সঠিক প্রথমটি। অর্থাৎ আয়াতটি এমন একদল লোক সম্পর্কে নাযিল হয় যাহারা নিজেদের জন্য ঈমানের স্তর দাবী করিয়াছিল।

অর্থাৎ তাহারা সেই স্তরের লোক ছিল না। যদি তাহারা মুনাফিকই হইত তাহা হইলে, এইখানে তাহাদের সম্পর্কে অপমানজনক শব্দই ব্যবহার করা হইত। অথচ, তাহা করা হয় নাই বরং ইহাদিগের সংশোধনের নিমিত্ত বলা হইয়াছে, قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا الخ। অর্থাৎ বল, তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা মুসলমান হইয়াছি। ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। অর্থাৎ এখনও তোমরা ঈমানের হাকীকতের নাগাল পাও নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَايَلِتْكُم مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا। অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর, তাহা হইলে তোমাদিগের কর্মফল বিন্দুমাত্র কমানো হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ مَااَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْئٍ অর্থাৎ আমি তাহাদের কর্মফল বিন্দুমাত্র লাঘব করি নাই। اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ। অর্থাৎ যাবতীয় অপকর্ম ও নাফরমানী ত্যাগ করিয়া যে তাওবা করিয়া আল্লাহ্মুখী হয়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন ও অনুগ্রহ করেন। اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الخ। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত ঈমানদার তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না ও টলমল করে না বরং সব সময় একই অবস্থা তথা খাঁটি বিশ্বাসের উপর অটল হইয়া থাকে। আর নিজেদের সর্বশক্তি ও উত্তম সম্পদ আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যয় করে। ঈমানের দাবীতে ইহারাই প্রকৃত সত্যবাদী। পক্ষান্তরে ঐ সব লোক প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার নহে ঈমান যাহাদের মুখ অতিক্রম করিয়া হৃদয়ে পৌঁছে না।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মু'মিনরা দুনিয়াতে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী তাহারা যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিয়া পরে আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ

করে। দ্বিতীয় শ্রেণী, মানুষ যাহাদের মাল ও জানের ভরসা রাখে। তৃতীয় শ্রেণী, যাহাদের মনে কোন লোভ আসিলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করিয়া তাহা বর্জন করে। قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ الخ অর্থাৎ বল, তোমরা কি তোমাদিগের দীন সম্পর্কে আল্লাহ্কে অবহিত করিতেছ? অর্থাৎ তোমরা কি আল্লাহ্কে তোমাদিগের মনের খবর জানাইতেছ? আল্লাহ্ তো আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় একটি বিন্দুও তাঁহার অগোচর নয়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ الخ অর্থাৎ যে সব আরব মরুবাসী মুসলমান হইয়া রাসূলের আনুগত্য ও সাহায্য করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া মনে করে তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, 'হে রাসূল! আপনি পরিষ্কার বলিয়া দিন যে, তোমাদের ইসলাম গ্রহণ আমাকে ধন্য করিয়াছে বলিয়া তোমরা মনে করিও না। ইহাতে যদি বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহাতো তোমাদেরই হইবে। বরং ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম মেহেরবানী।

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ الخ অর্থাৎ ঈমানের পথ দেখাইয়া আল্লাহ্ই বরং তোমাদের ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা তোমাদের দাবীতে সত্যবাদী হও। যেমন হুনায়নের দিন মহানবী (সা) আনসারদের বলিয়াছিলেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়! ব্যাপার কি এমন নয় যে, আমি তোমাদিগকে পথহারা পাইয়াছি আর আমার মাধ্যমে আল্লাহ্ তোমাদের হিদায়াত দিয়াছেন? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে আর আমার মাধ্যমে তোমাদিগের মাঝে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন? এবং তোমরা ছিলে নিঃস্ব-অসহায় অতঃপর আমার উসিলায় তোমাদিগকে সহায় দিয়াছেন?' বলাবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখনই কোন কথা বলিতেন উত্তরে সাহাবাগণ বলিতেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন।

হাকিম আবূ বকর বায্যার (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, বনূ আসাদের বেশ কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা মুসলমান হইয়াছি, আরবরা আপনার সহিত লড়াই করিয়াছে কিন্তু আমরা তাহা করি নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দীন সম্পর্কে ইহাদের জ্ঞান সামান্য। শয়তান ইহাদের মুখের উপর চলাচল করে। এই প্রসংগে يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ الخ আয়াতটি নাযিল হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা গোটা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে তাহার জ্ঞান এবং সমগ্র সৃষ্টির যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে নিজের অবগতির কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়া বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ الخ অর্থাৎ আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

সূরা ক্বাফ

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

কুরআনের যে কয়টি সূরাকে মুফাস্‌সাল নামে অভিহিত করা হয়, বিশুদ্ধ মতে সূরা ক্বাফ তাহার প্রথম সূরা। কেহ কেহ বলেন, মুফাস্‌সালের প্রথম সূরা হইল সূরা হুজুরাত। সূরা নাবা থেকে মুফাস্‌সালের আরম্ভ হওয়ার ব্যাপারে সর্বসাধারণ্যে যে অভিমত শোনা যায় তাঁহার কোন ভিত্তি নাই। আমাদের জানা মতে, নির্ভরযোগ্য কোন আলেম এ মত পোষণ করেন নাই। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থের تَحْزِيْبُ الْقُرْاٰنِ নামক অধ্যায়ে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন উহা আলোচ্য সূরাটি মুফাসসালের প্রথম সূরা হওয়ার প্রমাণ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... আউস ইব্‌ন হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন দলের সহযোগীরা মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা)-এর নিকট অবতরণ করে এবং বনু খালিককে নবী করীম (সা) তাঁহার একটি কোব্বায় স্থান দেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি রাতে ইশার সালাতের পর আসিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমাদের সাথে আলাপ করিতেন। এমনকি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার কারণে তাঁহার পা পরিবর্তন করিতে হইত। তিনি কিছুক্ষণ এক পায়ের উপর আবার অন্য পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কথা বলিতেন। তিনি আপন সম্প্রদায় কুরাইশ কর্তৃক যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন সাধারণত সে কাহিনীই বর্ণনা করিয়া শুনাইতেন। অতঃপর তিনি বলিতেন, "আমি দুঃখিত হইব না? মক্কায় আমরা দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন ছিলাম। কিন্তু হিজরত করিয়া মদীনায় আসিবার পর এখন বালতির ন্যায় যুদ্ধ আমাদের ও তাহাদের মাঝে হস্তান্তরিত হইতেছে। কখনও আমরা তাহাদের উপর জয়লাভ করি, তাহারা হয় পরাজিত আর কখনো বা তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হয়।"

এইভাবে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একরাতে তিনি আমাদের নিকট আসিতে পূর্বের নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্ব করেন। আমরা বলিলাম, হুযুর! আজ তো আপনি আমাদের কাছে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "কুরআনের যে অংশটি আমি প্রতিদিন তিলাওয়াত করি, আজ এখন উহা পাঠ করিলাম। পাঠ আরম্ভ করিবার পর উহা শেষ না করিয়া আসিতে পারিলাম না।" হযরত আউস (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা কুরআন শরীফকে কিভাবে ভাগ করিতেন? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, প্রথম তিন থেকে যথাক্রমে তিন সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর পাঁচ সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর সাত সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর নয় সূরা এক মঞ্জিল, অতঃপর তের সূরা এক মঞ্জিল এবং মুফাস্‌সাল-এর সম্পূর্ণটাই এক মঞ্জিল। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) হইতে তিনি আবূ খালিদ আহমার (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হইতে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব মঞ্জিল সম্পর্কে উপরিউক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, প্রথম হইতে আটচল্লিশ সূরায় হয় ছয় মঞ্জিল। তৎপরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ যেখান হইতে মুফাস্‌সাল আরম্ভ। হিসাবটি বিস্তারিতভাবে এইরূপ বলা যায় যে, প্রথম মঞ্জিলের তিন সূরা হইল সূরা বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা। দ্বিতীয় মঞ্জিলের পাঁচ সূরা যথাক্রমে মায়িদাহ, আনআম, আ'রাফ, আনফাল ও বারাআত। তৃতীয় মঞ্জিলের সাত সূরা যথাক্রমে ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, রা'দ; ইবরাহীম, হিজর ও নাহ্‌ল। চতুর্থ মঞ্জিলের নয়টি সূরা যথাক্রমে সুবহানা (বনী ইসরাঈল), কাহ্‌ফ, মারয়াম, ত্বাহা, আম্বিয়া, হজ্জ, মু'মিনূন, নূর ও ফুরকান। পঞ্চম মঞ্জিলের এগারটি সূরা যথাক্রমে শু'আরা, নাম্‌ল, কাসাস, আনকাবূত, রূম, লুক্বমান, আলিফ লাম মীম, আস্‌সাজদা, আহযাব, সাবা, ফাতির ও ইয়াসীন। ষষ্ঠ মঞ্জিলের তেরটি সূরা যথাক্রমে সাফ্‌ফাত, সোয়াদ, যুমার, গাফির, হা-মীম আস্‌সাজদা, হা-মীম-আইন-সীন-ক্বাফ, যুখরূফ, দুখান, জাছিয়া, আহক্বাফ, আল কিতাল (মুহাম্মদ) ফাত্‌হ ও হুজুরাত। ইহার পরবর্তী সূরাটি হইল সূরা ক্বাফ। সাহাবাগণের বক্তব্য অনুযায়ী সেখান হইতে মুফাস্‌সাল আরম্ভ। ইহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, কাফ-ই মুফাস্‌সাল এর প্রথম সূরা। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আবূ ওয়াকিদ আললাইছী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ঈদের সালাতে কোন্ সূরা পাঠ করিতেন? তিনি বলিলেন, সূরা ক্বাফ ও সূরা ইকতারাবাতিস সা'আত। ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, ইমাম মালিক (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)-এর অন্য এক বর্ণনায় আবূ ওয়াকিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর ইমাম মুসলিম উপরোক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আহমদ (র).... হারিছার কন্যা উম্মে হিশাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা (রা) বলেন, দীর্ঘ দুই বছর কিংবা এক বছর কয়েক মাস যাবৎ আমরা ও রাসূল (সা) একই চুলা ব্যবহার করিয়াছি। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতেই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআর খোতবা প্রদানের সময় মিম্বরে দাঁড়াইয়া এই সূরাটি পাঠ করিতেন। ইব্ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ...... হারিছ ইব্ন নু'মান (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখ হইতে শুনিয়া শুনিয়াই সূরা ক্বাফ মুখস্ত করিয়াছি। তিনি প্রতি জুমুআয় এই সূরাটি পাঠ করিতেন। উম্মে হিশাম (রা) বলেন, আমাদের চুলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চুলা একটিই ছিল।

ইমাম মুসলিম, নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কোন বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ জুমুআ ইত্যাদিতে সূরা ক্বাফ পাঠ করিতেন। কারণ এই সূরাটিতে সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

(١) قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ○

(٢) بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا
شَيْءٌ عَجِيْبٌ ○

(٣) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ○

(٤) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○

(٥) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ○

১. ক্বাফ, শপথ সম্মানিত কুরআনের, তুমি অবশ্যই সতর্ককারী।

২. কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে ও বলে, "ইহা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার।

৩. "আমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হইলে, আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

৪. আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় উহাদিগের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।

৫. বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।

তাফসীর ঃ বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে সব হরফে হেজা উল্লেখ করা হইয়াছে ق তন্মধ্য হইতে একটি হরফ। যেমন حم، الم، ن، ص ইত্যাদি। মুজাহিদ (র)সহ অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সূরা বাকারার শুরুতে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

কোন কোন পূর্বসূরী মনীষী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিয়াছেন, ق এমন একটি পাহাড়ের নাম যাহা সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। উহাকে জাবালে ক্বাফ নামে অভিহিত করা হয়। সম্ভবত ইহা বনী ইসরাঈলদের মনগড়া কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। কেহ হয়ত এই হিসাবে উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে সব ইসরাঈলী বর্ণনার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে ইসলামের বক্তব্য নাই উহা বর্ণনা করা জায়েয। আমার মনে হয়, দীনের ব্যাপারে সর্বসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার নিমিত্ত ইসরাঈলী যিন্দীকদের মনগড়া কাহিনী। এযুগেও অসংখ্য বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম ও অসংখ্য মুসলিম মনীষীর বর্তমানে তাহারা ভূয়া হাদীস রচনা করিয়া জনমনে বিভ্রান্তির জাল বিস্তারে ত্রুটি করে নাই। অতএব হাজার-হাজার বছর পূর্বে যখন না ছিল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা, না ছিল ভাল-মন্দ বিবেচনাকারী পণ্ডিত, যাহারা থাকিত সর্বক্ষণ মদে মত্ত, ঐশী বাণীকে স্বার্থানুযায়ী বিকৃতির কাজে যাহাদের ছিল সিদ্ধহস্ত তাহাদের বর্ণিত কাহিনীকে কতটুকুই বা বিশ্বাস করা যায়?

তবে মহানবী (সা) যে বলিয়াছেন, "বনী ইসরাঈলদের বর্ণনা আলোচনা করায় কোন দোষ নাই।" তাহা সর্বক্ষেত্রে নয় বরং যাহাকে যুক্তিসংগত বলিয়া সাব্যস্ত করা হইবে উহা বর্ণনা করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে যাহা বাস্তব পরিপন্থী, শ্রবণ করা মাত্রই বুদ্ধি যাহাকে অযৌক্তিক ও বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত দেয়, উহা বর্ণনা করার অনুমতি নাই। আলোচ্য বর্ণনাটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বিধায় পরিত্যাজ্য। আল্লাহ ভাল জানেন। অনেক পূর্বসুরী ও উত্তরসূরী কুরআন ব্যাখ্যাতা কুরআনের ব্যাখ্যায় আহলে কিতাবদের গ্রন্থ হইতে অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন

তাহাদের এসব ভিত্তিহীন অলীক কাহিনীর মুখাপেক্ষী নয়। ইমাম আবূ মুহাম্মাদ আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হাতিম রাজী (র) তো আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এমন একটি অভিনব বর্ণনা নকল করিয়াছেন যাহা সনদের দিক হইতে বিশুদ্ধ নয়। বর্ণনাটি ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর পিছনে এমন একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর এই সমুদ্রের পিছনে এমন একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সমুদ্রটি বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। এই পাহাড়টিকে ক্বাফ নামে পাহাড়টির উপর রাখা হইয়াছে। অতঃপর এই পাহাড়ের পিছনে এই পৃথিবীর সাত গুণ বড় একটি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা পাহাড়টিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সেই বৃহৎ পৃথিবীর পিছনে একটি সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পৃথিবীটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর উহার পিছনে একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার নাম ক্বাফ। দ্বিতীয় আকাশ উহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনিভাবে সাত পৃথিবী, সাত সমুদ্র, সাত পাহাড় ও সাত আকাশের কথা উল্লেখ করিয়া এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةَ এই বর্ণনাটির সূত্রে ইনকেতা অর্থাৎ সূত্র বিচ্ছেদ রহিয়াছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র).... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ق আল্লাহ তা'আলার একটি নাম বিশেষ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, উহা - الم। طس - حم - ن - ص ইত্যাদির ন্যায় হরফে হেজা।

উল্লেখ্য যে, বর্ণনা দুইটির সাথে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত বর্ণনাটির দূরতম কোন সম্পর্কও নাই।

কেহ কেহ বলেন ঃ ق এর অর্থ قُضِىَ الْاَمْرُ وَاللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ! ফয়সালা করা হইয়াছে। ق হরফটিই অবশিষ্ট শব্দগুলো উহ্য থাকার প্রমাণ। যেমন কবি বলিয়াছেন ঃ قُلْتُ لَهَا قُضِىَ فَقَالَتْ ق তবে এই ব্যাখ্যাটিতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ, বাক্যের অংশ বিশেষকে তখনই উহ্য রাখা যায় যখন সুস্পষ্ট কোন দলীল থাকে। আলোচ্য আয়াতাংশে ق হরফটি দ্বারা এতগুলো শব্দ উহ্য আছে বলিয়া বুঝা যায় না। وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ। (শপথ সম্মানিত কুরআনের!)। অর্থাৎ সম্মানিত সুমহান কুরআনের শপথ! যাহার সম্মুখ হইতে এবং পিছন হইতে মিথ্যা আসিতে পারে না। যাহা প্রশংসিত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হইতে অবতীর্ণ।

আলোচ্য আয়াতাংশের জওয়াবে কসম কি, এই ব্যাপারে উলামাগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। কতিপয় নাহু বিশেষজ্ঞ হইতে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন, قَدْ عَلِمْنَا مَاتَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ আয়াতটি জওয়াবে কসম। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। বস্তুত কসমের পরবর্তী কালামের সারাংশ অর্থাৎ

নবুওয়াত ও পুনরুত্থানের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়াই জওয়াবে কসম। জওয়াবে কসম প্রকাশ্যে উল্লেখ না থাকায় কোন অসুবিধা নাই। কুরআনে এই ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ঃ ص وَالْقُرْاٰنِ ذِىْ الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ অনুরূপভাবে এইখানেও আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, ق وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ بَلْ عَجِبُوْا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا شَيْئٌ عَجِيْبٌ "সম্মানিত কুরআনের শপথ! কিন্তু কাফিররা উহাদিগের মধ্যে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হইতে দেখিয়া বিস্ময়বোধ করে এবং বলে, উহা এক আশ্চর্য ব্যাপার।"

অর্থাৎ কাফিররা আশ্চর্যবোধ করিতেছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে একজন মানুষ কি করিয়া রাসূলরূপে আবির্ভূত হইল।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ অর্থাৎ "মানুষেরা এইজন্য আশ্চর্য হইতেছে যে, আমি তাহাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নিকট লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" অর্থাৎ ইহা কোন আশ্চর্য বিষয় নয়। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা ফেরেশতাদের থেকে, যাহাকে ইচ্ছা মানবকুল থেকে রাসূল নির্বাচিত করিয়া থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে কাফিরদের আশ্চর্যবোধ এবং উহা অসম্ভব জ্ঞান করা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ بَعِيْدٌ "যখন আমরা মৃত্যুবরণ করিব এবং মৃত্তিকায় পরিণত হইব, তখন আমরা কি পুনরুত্থিত হইব? সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন।"

অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, আমরা যখন মরিয়া যাইব, আমাদের দেহের জোড়াগুলি খুলিয়া পৃথক হইয়া বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইবে তখন আমাদের পুনরায় এই আকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হইবে? ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ "সুদূর পরাহত সেই প্রত্যাবর্তন"। অর্থাৎ কাফিরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

তাহাদের এই বিশ্বাসের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ "আমি জানি যে, মৃত্তিকা তাহাদের কতটুকু ক্ষয় করে।" অর্থাৎ মৃত্তিকা তাহাদের দেহের কতটুকু ভক্ষণ করে উহা আমার জানা আছে। উপরন্তু তাহাদের ছিন্নভিন্ন অংগগুলি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে উহা আমার অবিদিত নয়।

وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ "এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক"। অর্থাৎ আমার নিকট এই সবকিছু সংরক্ষণকারী কিতাব রহিয়াছে। ফলকথা, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। উপরন্তু সমুদয় বিষয়বস্তু কিতাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়াতের অর্থ–মৃত্তিকা তাহাদের গোশ্‌ত, চর্ম-হাড্ডি, লোম ইত্যাদির যাহা ভক্ষণ করে আল্লাহ তাহা জানেন।

মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্‌হাক (র) এবং অন্যান্য ইমামগণও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সম্ভব বস্তুকে অসম্ভব ভাবার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন ঃ

بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِىْ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ "বস্তুত উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।"

অর্থাৎ যে কোন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সংশয়ে দোদুল্যমান হইয়া থাকে। সে যাহাই বলিবে উহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। مريج অর্থ-বিভিন্ন অস্থির, অস্বীকারকারী ও সংশয়ে নিপতিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ। "নিশ্চয় তোমরা বিবাদে লিপ্ত রহিয়াছ। যাহাকে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করা হয়, সে-ই কুরআনের আনুগত্য হইতে বিরত থাকে।"

(٦) اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ○

(٧) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ○

(٨) تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ○

(٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ○

(١٠) وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ○

(١١) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ○

৬. উহারা কি উহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?

৭. আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে ও তাহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা এবং উহাতে উদ্‌গত করিয়াছি নয়ন প্রীতিকর সর্বপ্রকার উদ্ভিদ।

৮. আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশস্বরূপ।

৯. আকাশ হইতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তদ্বারা আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি।

১০. ও সমুন্নত খর্জুর বৃক্ষ যাহাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর।

১১. আমার বান্দাদিগের জীবিকাস্বরূপ; বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এইভাবে পুনরুত্থান ঘটিবে।

তাফসীর ঃ কাফিররা যাহার বাস্তবায়নকে অস্বীকার করিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতাবলে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রকাশ ঘটাইয়া দেখাইয়াছেন। সেই মহান কুদরতের কথা স্মরণ করাইয়া তিনি বলিতেছেন ঃ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوْجٍ অর্থাৎ "কাফিররা কি তাহাদের ঊর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না যে, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি এবং বাতি দ্বারা উহা সুসজ্জিত করিয়াছি এবং উহাতে বিন্দুমাত্র ফাটল নাই।"

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন ঃ فُرُوْجٌ অর্থ شُقُوْقٌ অর্থাৎ ফাটল বা ত্রুটি।

কাহারো মতে فُرُوْجٌ অর্থ فُتُوْقٌ অর্থাৎ ছিদ্র।

কেহ বলিয়াছেন ঃ فُرُوْجٌ অর্থ صُدُوْعٌ তবে প্রতি ব্যাখ্যার প্রায় সমার্থবোধক।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ-

অর্থাৎ "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না। আবার তাকাইয়া দেখ কোন ত্রুটি পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।" অর্থাৎ আকাশ সৃষ্টিতে কোন দোষ-ত্রুটি প্রমাণ করা মানুষের সাধ্যাতীত। উহা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا "এবং আমি বিস্তৃত করিয়াছি ভূমিকে" অর্থাৎ আমি ভূমিকে সম্প্রসারিত করিয়াছি এবং বিছাইয়া দিয়াছি।

وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ "এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছি পর্বতমালা।" অর্থাৎ আমি ভূমিতে পাহাড়-পর্বত স্থাপন করিয়াছি যেন উহা তাহার অধিবাসীদের লইয়া টলিতে না পারে। কারণ পৃথিবী চতুর্দিক হইতে পানি দ্বারা বেষ্টিত।

وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ অর্থাৎ "আমি পৃথিবীতে উদ্‌গত করিয়াছি যাবতীয় নয়ন প্রীতিকর শস্যরাজি ও ফল-ফলাদি ইত্যকার বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি।" আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْئٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ "আমি প্রতিটি বস্তুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।"

بَهِيْجٌ শব্দটির অর্থ নয়নাভিরাম, মনোমুগ্ধকর বা যাহা দেখিতে সুন্দর। تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ "আল্লাহর অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।" অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তন্মধ্যস্ত সমুদয় নিদর্শনাবলী অবলোকন করিবার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে, যেন আল্লাহর অনুরাগী যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

مُنِيْبٌ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি বিনয়ী, আল্লাহর ভয়ে ভীত ও আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তনের অনুরাগী।

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا অর্থাৎ "আমি আকাশ হইতে বরকতময় তথা কল্যাণকর পানি বর্ষণ করি।" فَاَنْبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ অর্থাৎ "অতঃপর আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বাগবাগিচা ও এমন শস্যরাজি উৎপন্ন করি যাহা ক্ষেত হইতে কাটিয়া গোলাজাত করিয়া রাখা যায়।" وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ অর্থাৎ "আমি আকাশ হইতে বর্ষিত পানি দ্বারা দীর্ঘকায় খর্জুর বৃক্ষ উৎপন্ন করি।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন, الباسقات অর্থ الطوال। অর্থাৎ দীর্ঘকায়। لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ "যাহাতে থরে থরে খর্জুর পূর্ণ গুচ্ছ রহিয়াছে।" رِزْقًا لِّلْعِبَادِ "সৃষ্টির জীবিকা স্বরূপ" وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا "বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে।"

মৃত ভূমি অর্থ যে ভূমি পূর্বে অনুর্বর ছিল। বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পর উর্বরতা সবুজ শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর রূপ লাভ করিয়া নয়নপ্রীতিকর বিভিন্ন ফল-ফুল উৎপন্ন করে, যাহা দর্শকের চোখ কাড়িয়া নেয়। অথচ ইতিপূর্বে ছিল তাহা ঘাস-পাতা, তরুলতাবিহীন অনুর্বর প্রান্তর। মৃত্যু ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনরুত্থানের ব্যাপারটি

ঠিক এমনই হইবে। এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃত মানুষগুলিকে জীবিত করিয়া তুলিবেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের চোখের সামনে সংঘটিত এই সব নিদর্শনাবলীর তুলনায় কাফিররা যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে উহা কোনো ব্যাপারই নয়। অতঃপর হে কাফির গোষ্ঠী! তোমাদের কি বোধোদয় হইবে না?

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির চেয়ে আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করা বড় কঠিন কাজ।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলিয়াছেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "তাহারা কি বুঝে না যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ঐগুলি সৃষ্টি করিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই? তিনি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করিতে সক্ষম? হ্যাঁ তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"

তিনি আরো বলিয়াছেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِىْ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ "এবং তাহার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখিতে পাও শুষ্ক, ঊষর। অতঃপর আমি উহাতে বারি বর্ষণ করিলে উহা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়, যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"

(١٢) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ○

(١٣) وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ○

(١٤) وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ○

(١٥) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۧ○

১২. উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্স ও ছামূদ সম্প্রদায়।

১৩. আদ ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।

১৪. এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। উহারা সকলেই রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে।

১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনঃ সৃষ্টি বিষয়ে উহারা সন্দেহ পোষণ করিবে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদিগকে এমন আযাবের ভয় দেখাইতেছেন, যাহা তাহাদের সমপর্যায়ের লোকদের উপর ইতিপূর্বে তিনি আযাব নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন নূহ সম্প্রদায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন ও রাস্‌স সম্প্রদায়, সূরা ফুরকানে বিস্তারিতভাবে যাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّأَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ـ

অর্থাৎ "উহাদিগের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহ সম্প্রদায়, রাস্‌স, সামূদ ও আদ সম্প্রদায় এবং ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায়।"

وَاِخْوَانُ لُوْطٍ বলিয়া লূত (আ)-এর উম্মত সাদ্দুমবাসীকে বুঝানো হইয়াছে। হযরত লূত (আ)-কে তাহাদিগের নিকট নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলা ইহাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সত্যাদ্রোহীতার কারণে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন।

وَاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ (এবং আয়কাবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়) আয়কাবাসী বলিয়া হযরত শু'আইব (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে এবং তুব্বা সম্প্রদায় হইল ইয়ামানের অধিবাসী। সূরা দুখানে এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হইয়াছে।

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ "সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল।" অর্থাৎ উল্লিখিত সব কয়টি জাতি ও সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আর একজন রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা প্রকারান্তরে সকল নবীকেই মিথ্যাবাদী বলার নামান্তর। এই হিসাবে তাহারা প্রত্যেকে সমস্ত নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলিয়াছেন ঃ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِيْنَ "নূহ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল অথচ তাহাদের নিকট মাত্র একজন রাসূল আসিয়াছিলেন।" কিন্তু তাহাদের অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, তাহাদের নিকট সকল রাসূল আগমন করিলেও তাহারা উহাদিগকে অস্বীকার করিত। فَحَقَّ وَعِيْدِ 'ফলে উহাদিগের নিকট আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছিল।'

অর্থাৎ রাসূলদিগকে অস্বীকার করিলে আমি যেই শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইয়াছিলাম, তাহাদের উপর উহা আপতিত হইয়াছে। অতঃএব তোমরাও সতর্ক হও! যেন তোমাদের উপরও যেন অনুরূপ আযাব আসিয়া না পড়ে। কারণ তোমরাও তাহাদের মত একই অপরাধে অপরাধী।

أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ অর্থাৎ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, পুনরায় সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে তাহারা সন্দেহে নিপতিত হইবে?

بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ 'বরং তাহারা পুনঃ সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহে রহিয়াছে।' অর্থাৎ প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়ি নাই। আর পুনঃ সৃষ্টি তো তদপেক্ষা সহজ কাজ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ "তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করিবেন আর পুনঃ সৃষ্টি তাঁহার জন্য অধিকতর সহজ।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ـ

"এবং মানুষ আমার জন্য উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে, যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।"

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়। সে বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। অথচ প্রথমবার সৃষ্টি করা পুনঃ সৃষ্টির চেয়ে সহজ নয়?"

(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○

(١٧) اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ○

(١٨) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ○

(١٩) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۔ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ○

(٢٠) وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۔ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ○

(٢١) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ ○

(٢٢) لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

১৬. আমিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাহা আমি জানি। আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।

১৭. স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে।

১৮. মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে।

১৯. মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসিবে; ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।

২০. আর শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে, উহাই শাস্তির দিন।

২১. সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে, তাহার সংগে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাক্ষী।

২২. তুমি এই দিবস সম্বন্ধে উদাসীন ছিলে, এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষের উপর তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা। মানুষের কোন বিষয়ই তাহার জ্ঞানের আওতার বাহিরে নয়, এমনকি মানুষ তাহার মনের গভীরে ভাল কিংবা মন্দ কোন কল্পনা করিলে আল্লাহ্ তাহাও জানেন।

সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের মনে যে কল্পনা জাগ্রত হয় আল্লাহ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন, যতক্ষণ না সে উহা মুখে উচ্চারণ করে কিংবা কার্যে পরিণত করে।"

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।" অর্থাৎ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনী তাহার যতটুকু নিকটে আল্লাহর ফেরেশতারা তদপেক্ষা অধিক নিকটে রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই আয়াত দ্বারা আল্লাহর ইল্ম উদ্দেশ্য। তাহারা এই ব্যাখ্যা এইজন্য করিয়াছেন যেন, হুলূল বা ইত্তেহাদ লাযেম না আসে। কারণ এই দুইটি বস্তু সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। আল্লাহ ইহা হইতে পূত-পবিত্র। কিন্তু শব্দ দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ আয়াতে أَنَا أَقْرَبُ اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدْ বলা হয় নাই বলা হইয়াছে, وَنَحْنُ أَقْرَبُ اَلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ অর্থাৎ আয়াতে আমি বলা হয় নাই বরং আমরা বলা হইয়াছে। অতএব আয়াত দ্বারা আল্লাহ্র ইলম বুঝা যথার্থ নয়।

যেমন মুমূর্ষ ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَنَحْنُ أَقْرَبُ اَلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ "আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের চেয়ে তাহার অধিক নিকটে। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখ না।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ "আমার নির্দেশে আমার ফেরেশতাগণ যিকর তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন আর আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।"

তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ফেরেশতাগণ মানুষের গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও অতি নিকটে অবস্থান করে। শয়তান যেমন মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে অনুরূপভাবে ফেরেশতাগণকে মন্ত্রণা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "শয়তান বনী আদমের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে।"

এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ অর্থাৎ মানুষের আমল লিপিবদ্ধকারী দুই ফেরেশতা যখন ডানে ও বামে বসিয়া সতর্কতার সাথে তাহাদের আমল লিপিবদ্ধ করে।"

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ "মানুষ যখনই যে কথা বলে একজন পাহারাদার ফেরেশতা তাহার নিকট উপস্থিত থাকিয়া উহা অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে। একটি শব্দ বা একটি হরকতও ছাড়িয়া দেয় না।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ "অবশ্যই আছে তোমাদিগের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ। সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; উহারা জানে তোমরা যাহা কর।"

ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথা লিপিবদ্ধ করেন কিনা এই ব্যাপারে আলিমগণের মতবিরোধ রহিয়াছে। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন যে, ফেরেশতাগণ মানুষের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মানুষের যে সব কথার সওয়াব বা শাস্তি দেওয়া হইবে ফেরেশতাগণ কেবল উহাই লিপিবদ্ধ করেন।

مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبُ عَتِيْدُ আয়াতটি প্রথম মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দান করে।

ইমাম আহমদ (র)...... বিলাল ইব্ন হারিছ মুযনী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "অনেক সময় মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন কথা বলে যাহার বিনিময়ে সে তেমন বড় কোন সাওয়াবের আশা করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন। আবার অনেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে তেমন কোন অপরাধের মনে করে না কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাহার জন্য অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়া দেন।

আলকামা (র) বলেন ঃ হারিছ ইব্ন বিলালের এই হাদীসটি আমাকে অনেক কথা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

ইমাম তিরমিযী নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আহনাফ ইব্ন কায়েস (র) বলিয়াছেন যে, ডান পার্শ্বের ফেরেশতা নেক লিপিবদ্ধ করেন এবং বাম পার্শ্বের ফেরেশতার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেন। মানুষ যদি কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলে তখন ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতাকে বলে, থাম, এখনও লিখিও না। অতঃপর যদি সে আল্লাহর নিকট তাওবা করে তবে উহা লিখিতে নিষেধ করে আর যদি লোকটি তাওবা না করে তবে উহা লিপিবদ্ধ করিয়া নেয়। (ইব্ন আবূ হাতিম)

হাসান বসরী (র) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, হে বনী আদম! তোমার জন্য একটি সহীফা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তোমার জন্য দুইজন সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করা হইয়াছে। একজন তোমার ডানে আর অপরজন তোমার বামে। ডান পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার নেক কর্মগুলো সংরক্ষণ করে আর বাম পার্শ্বস্থ ফেরেশতা তোমার অসৎ কর্মগুলো সংরক্ষণ করে। এখন তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী আমল কর। অল্প কর কিংবা বেশি কর। যখন তুমি মৃত্যুবরণ করিবে তখন এই সহীফাটি পেচাইয়া তোমার গলায় বাঁধিয়া তোমার সাথে কবরে রাখিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন যখন তুমি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে তখন উহা তোমার সম্মুখে পেশ করা হইবে। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَّلْقَاهُ
مَنْشُوْرًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ـ

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবা লগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব যাহা সে উন্মুক্ত পাইবে। তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট।"

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! যিনি তোমার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব তোমার উপরই অর্পণ করিয়াছেন তিনি যথার্থ ইনসাফ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করিয়াছেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ অর্থাৎ তুমি ভাল-মন্দ যাহা কিছুই বল উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এমনকি আমি খাইয়াছি, আমি পান করিয়াছি, আমি গিয়াছি, আমি আসিয়াছি ইত্যাদি কথাগুলিও লিখিয়া রাখা হয়। অতঃপর বৃহস্পতিবার দিন তাহার প্রতিটি কথা ও কর্ম যাচাই করিয়া কেবল যাহা ভালো কিংবা মন্দ উহাই রাখিয়া দিয়া অবশিষ্টগুলি ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা একস্থানে বলিয়াছেন, يَمْحُوْا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ "আল্লাহ যাহা ইচ্ছা মুছিয়া ফেলেন যাহা ইচ্ছা রাখিয়া দেন এবং তাহারই নিকট রহিয়াছে উম্মুল কিতাব।"

ইমাম আহমদ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় আহাজারি করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহার মনে পড়িল যে, তাউস (র) বলিতেন, ফেরেশতাগণ প্রতিটি জিনিস লিপিবদ্ধ করেন। এমনকি আহাজারিও। অতঃপর তিনি আর একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। এই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ "মৃত্যু যন্ত্রণা সত্যই আসিবে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মানুষ, সত্য সত্যই মৃত্যু-যন্ত্রণা একদিন আসিয়া পড়িবে এবং যে বিষয়ে তুমি সন্দেহ পোষণ করিতে সে বিষয়ে তোমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে।

ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ "ইহা হইতেই তোমরা অব্যাহতি চাহিয়া আসিয়াছ।" অর্থাৎ এই মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেই একদিন তুমি পলায়ন করিতে। আজ উহা আসিয়াই গিয়াছে। আজ উহা হইতে পলায়ন করা কিংবা মুক্তি পাওয়ার পথ পাইবে না।

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ আয়াতটি আল্লাহ্ তা'আলা কাহাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন এই ব্যাপারে উলামাদের মতবিরোধ রহিয়াছে। বিশুদ্ধ মত হইল যে, সর্বস্তরের মানুষ আয়াতটির লক্ষ্য। কেহ বলিয়াছেন যে, কাফিরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে। আবার কেহ ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্‌ন আবূদ্ দুনিয়া (র) .... আলকামা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন, আমি একদা আমার পিতা আবূ বকর

(রা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছি। তাহার মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হইলে আমি এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম ঃ

مَنْ لاَيَزَالُ رَمْعُهُ مُقْنِعًا   فَانَّهُ لاَبُدَّ مَرَّةً مَرْفُوقٌ

অর্থাৎ "যাহার অশ্রুজল কোন দিন বন্ধ হয় নাই। তবুও একদিন অবশ্যই তাহা সজোরে প্রবাহিত হইবে।"

আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) মাথা উঠাইয়া বলিলেন, বৎস! ইহা বলিও না বরং বল,

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

খালিফ ইব্ন হিশাম (র)............ বাহী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। বাহী (রা) বলেন, আবূ বকর (রা) এর মৃত্যুকালে হযরত আয়িশা (রা) তাঁহার নিকট আসিয়া নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন ঃ

لَعَمْرُكَ مَايُغْنِىْ الْمَرَّاءُ عَنِ الْفَتَىٰ * اذا حشرجت يوما وضاق بها الصَّدْرُ

অর্থাৎ "জীবনের কসম যে যুবককে কোন দিন প্রাচুর্যতা গাফিল করিতে পারে নাই। হঠাৎ একদিন তাঁহার বক্ষ সংকুচিত হইয়া গেল।"

ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) চাদর হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, আয়িশা! ইহা বলিও না বরং তুমি বল, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

আমি সীরাতে সিদ্দীক নামক গ্রন্থে "ওফাত" অধ্যায়ে এই প্রসংগে অনেক হাদীস উল্লেখ করিয়াছি। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুকালে মুখমণ্ডল হইতে ঘাম মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, "মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক।"

ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ এর ব্যাখ্যায় দুইটি মত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ما শব্দটি اسم موصول অর্থাৎ, যাহা হইতে তোমরা দূরে থাকিতে চাইতে এবং পলায়ন করিতে, এখন উহাই তোমাদের দ্বার প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ما শব্দটি مافيه অর্থাৎ যে মৃত্যু যন্ত্রণা তোমাদের আঙ্গিনায় আসিয়া পড়িয়াছে উহা হইতে তোমরা অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতে না।

ইমাম তাবারানী মু'জামে কাবীরে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "মৃত্যু হইতে পলায়নকারী ব্যক্তি একটি শিয়ালের ন্যায় ঋণের দায়ে মাটি যাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায় আর সে পলায়নের জন্য দৌড়াইতে শুরু করে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক সময় ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া গর্তের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া গেল। তখন মাটি তাহাকে বলিল, শিয়াল! আমার ঋণ পরিশোধ কর। তখন শিয়াল আবারো উর্ধ্ব শ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। অবশেষে এক পর্যায়ে অসার হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া মরিয়া গেল।"

এই উপমাটির সারমর্ম এই যে, উল্লেখিত শিয়ালটি যেমন মাটি হইতে কোনভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম নয়, তেমনি ভাবে তেমনি মানুষও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে সক্ষম নয়।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ "এবং শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে উহাই শাস্তির দিন।" উহা কিয়ামতের দিবস।

শিংগায় ফুঁৎকার কিয়ামতের বিভীষিকা ও পুনরুত্থান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "আমি কিভাবে আনন্দ ভোগ করিব। ফুঁৎকার দানকারী ফেরেশতা শিংগা মুখে লইয়া নতশীরে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।" শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আমরা কি বলিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তোমরা বল, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এখন সাহাবাগণ বলিলেন, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ "সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হইবে। তাহার সাথে থাকিবে চালক ও তাহার কর্মের সাথী।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দুইজন করিয়া ফেরেশতা থাকিবে। একজন তাহাকে ময়দানে মাহশারে লইয়া যাইবে, অপরজন তাহার আমলের সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য আয়াতের বাহ্যিক অর্থ ইহাই। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন এবং তিনি বর্ণনা করেন, ইসমাঈল (র)........ ছাকীফ গোত্রের একজন গোলাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফি (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইয়াহইয়া ইব্ন রাফি (র) বলেন, হযরত উসমান (রা) একদিন খুতবা দানকালে وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, একজন চালক তাহাকে আল্লাহর নিকট লইয়া যাইবে এবং একজন তাহার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।

মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়েদ (র) ও একইমত পোষণ করিয়াছেন।

মুতার্‌রিফ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন سَائِقٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা এবং شَهِيْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আমল। যাহ্হাক এবং সুদ্দী (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, سائق হইল ফেরেশতা এবং شهيد লোকটি নিজেই অর্থাৎ মানুষ নিজেই নিজের আমলের সাক্ষ্য দিবে না। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) একই মন্তব্য করিয়াছেন।

لَقَدْ كُنْتَ فِىْ غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

"তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচন করিয়াছি। অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর।"

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি কাহাকে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, এই ব্যাপারে ইব্ন জারীর (র) তিনটি মত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

১. আল্লাহ তা'আলা কাফিরদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথাটি বলিবেন। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) এবং সালেহ ইব্ন কায়সান (র)-এর মতও ইহাই।

২. উহা দ্বারা ভাল-মন্দ, মু'মিন-কাফির সর্বস্তরের লোক সকলকে লক্ষ্য করিয়াই আল্লাহ তা'আলা এই কথাটি বলিবেন। কারণ দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত হইল জাগ্রত অবস্থার ন্যায় আর দুনিয়া হইল নিদ্রার ন্যায়। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) হুসাইন ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) সূত্রে ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

৩. স্বয়ং নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করিয়াই ইহা বলা হইয়াছে। যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ও তাহার পুত্র এই মত পোষণ করিয়াছেন। তৃতীয় মত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হে নবী! আপনার নিকট প্রত্যাদেশ প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আপনি উদাসীন ছিলেন। কুরআন অবতীর্ণ করিয়া আমি আপনার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়া দিয়াছি। ফলে এখন আপনার দৃষ্টি শক্তি প্রখর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গী দ্বারা এই অর্থ বুঝা যায় না। বরং ব্যাপকভাবে প্রতিটি মানুষই আয়াতের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকেই বলা হইবে যে, তুমি এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর হইয়াছে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ "তোমার সম্মুখ হইতে পর্দা উন্মোচিত করিয়াছি। ফলে অদ্য তোমার দৃষ্টি প্রখর অর্থাৎ শক্তিশালী। কারণ কিয়ামতের দিন প্রতিটি লোকেরই চক্ষু খুলিয়া যাইবে। এমনকি কাফিরগণ পর্যন্ত সে সচেতনতা লাভ করিবে। কিন্তু সেই সচেতনতা তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ اَسْمِعْ بِهِ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُوْنَنَا "যেদিন তাহারা আমার নিকট আসিবে সেদিন তাহারা অনেক দেখিবে ও অনেক শুনিবে।"

অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ - رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ -

"যদি আপনি দেখিতেন, যখন অপরাধীরা মাথা নত করিয়া থাকিবে। তাহারা বলিবে, হে রব! আমরা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করিয়া আসিব। আমরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিব।"

(٢٣) وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۝

(٢٤) اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝

(٢٥) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ۝

(٢٦) الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۝

(٢٧) قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

(٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۝

(٢٩) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

২৩. তাহার সংগী ফেরেশতা বলিবে, “এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত।”

২৪. আদেশ করা হইবে নিক্ষেপ কর, “জাহান্নামে প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে—”

২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমা লংঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী।”

২৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করিবে তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ্প কর।

২৭. তাহার সহচর শয়তান বলিবে, ‘হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমি তাহাকে অবাধ্য হইতে প্ররোচিত করি নাই। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।”

২৮. আল্লাহ্ বলিবেন, “আমার সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করিও না; তোমাদিগকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করিয়াছি।

২৯. ‘আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।”

তাফসীর ঃ তাল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষের আমল সংক্রান্ত ব্যাপারে নিয়োজিত ফেরেশতা কিয়ামতের দিন মানুষের আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে এবং বলিবে, هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ (এই তো আমার নিকট আমলনামা প্রস্তুত)। অর্থাৎ

তোমার আমলনামা আমার নিকট হুবহু প্রস্তুত রহিয়াছে। ইহাতে একটু কমও লিখা হয় নাই আবার একটু বাড়াইয়াও লিখা হয় নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, যে ফেরেশতা মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করিবে ইহা তাহার কথা। সে বলিবে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যাহার ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছিলেন আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। এইতো সেই লোক।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আমার মতে আয়াত দ্বারা চালক ফেরেশতা ও সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে ইনসাফের সহিত বিচার করিবেন এবং বলিবেন ঃ اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ "প্রত্যেক উদ্ধৃত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।"

القيا শব্দটি দ্বিবচন, কোন কোন নাহু বিশেষজ্ঞ বলেন, আরবের এক শ্রেণীর লোক একবচনের ক্ষেত্রে দ্বিবচন ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন ঃ হাজ্জাজ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিতেন يَاحَرْسِى اِضربا عُنُقَهُ অর্থাৎ হে আমার জল্লাদ তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। এখানে اِضرِبْ একবচনের স্থলে দ্বিবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই প্রসংগে একটি আরবী কবিতা উল্লেখ করিয়াছেন।

فان تزجرانى يا ابن عفان انزجره * وتتركانى احم عرضا منعا

কেহ বলিয়াছেন, القيا ফেয়েলটির শেষের আলিফ মূলত ছিল نون تاكيد সহজ করার জন্য نون تاكيد আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণাটি অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ ওয়াকফের অবস্থা ব্যতীত এই ধরনের ব্যবহারের কোন নিয়ম নাই।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই ধরনের মনে হয় যে, উপরি-উল্লিখিত চালক ও সাক্ষ্যদাতা উভয় ফেরেশতাকে এই নির্দেশ দেওয়া হইবে। অর্থাৎ যখন চালক ফেরেশতা লোকটিকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করিবে এবং সাক্ষ্যদানকারী ফেরেশতা তাহার আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবার জন্য ফেরেশতাদ্বয়কে নির্দেশ দিবেন।

اَلْقِيَا فِىْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ অর্থাৎ "প্রত্যেক কট্টর কাফির, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও মিথ্যার ধ্বজাধারীকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ কর।"

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হক বা দায়িত্ব আদায় করে না, কোন সৎকর্ম করে না, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখে না ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে দান-খয়রাত করে না। এক কথায় প্রতিটি কল্যাণকর কাজ হইতে যে নিজে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বাধা প্রদান করে।

مُعْتَدٍ অর্থাৎ অপব্যয়কারী।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কথাবার্তা, চাল-চলন ও কাজ-কর্মে সীমা লংঘন করে।

مُّرِيْبٍ অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারী।

اَلَّذِىْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপাসনা করে।

فَاَلْقِيَاهُ فِى الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ "তাহাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।"

পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম মানুষের সামনে গর্দান বাহির করিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত করিয়াছেন । ১. উদ্ধত অত্যাচারী কাফির, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. ছবি অংকনকারী। ময়দানে মাহশারে সমবেত সকলেই এই ঘোষণাটি শুনিতে পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন দোযখ হইতে একটি গর্দান বাহির হইয়া ঘোষণা করিবে যে, আজ আমি তিন ব্যক্তির দায়িত্বে নিয়োজিত হইয়াছি। ১. উদ্ধত অত্যাচারী ব্যক্তি, ২. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারী ও ৩. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করা হইবে।

قَالَ قَرِيْنُهٗ "তাহার সাথী বলিবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, কাতাদা (র) ও অন্যরা বলিয়াছেন ঃ যে শয়তানকে মানুষের পিছনে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে বলিবে ঃ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ "হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হইবে, শয়তান তাহার সম্পর্কে বলিতে ঃ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ " হে আমার প্রতিপালক আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই।"

وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ "সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত"। অর্থাৎ আমি প্ররোচণা দিয়া তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত ছিল, সে নিজেই জানিয়া বুঝিয়া মিথ্যা পথ অবলম্বন করিয়াছে ও সত্যদ্রোহীতা করিয়াছে। তাহার এই অপরাধের জন্য আমি দায়ী নই।

যেমন আল্লাহ তা'আলা এই প্রসংগে অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ - اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔

অর্থাৎ “যখন সব কিছুর মীমাংসা হইয়া যাইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। আমার তো তোমাদিগের উপর কোন আধিপত্য ছিল না। আমি কেবল তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। তোমরা নিজদিগেরই প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদিগের উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহি এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করিতে সক্ষম নহ। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করিয়াছিলে তাহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। জালিমদিগের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই।”

قَالَ لَاتَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ “আল্লাহ বলিবেন, ‘তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।”

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহার সাথী শয়তান আল্লাহর সম্মুখে পরস্পর বাক-বিতণ্ডা করিবে। মানুষ বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার নিকট সত্য আসিবার পর এই শয়তানই আমাকে উহা হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে। শয়তান বলিবে, رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ‘হে রব! আমি তাহাকে বিভ্রান্ত করি নাই। সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।” তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন ঃ لَاتَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ “তোমরা আমার নিকট বাক-বিতণ্ডা করিও না।” وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ “রাসূল পাঠাইয়া, কিতাব অবতীর্ণ করিয়া এই ব্যাপারে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। এবং তোমাদের মাঝে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।”

وَمَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ “আমার এখানে কোন কথার রদবদল হয় না।”

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা সিদ্ধান্ত করিবার ছিল আমি তাহা করিয়া ফেলিয়াছি।

وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ “আমি আমার বান্দাদিগের প্রতি কোন অবিচার করি না।”

অর্থাৎ আমি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেই না। প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রত্যেককে নিজ নিজ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিব।

(٣٠) يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ○

(٣١) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ○

(٣٢) هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ ○

(٣٣) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ۙ ○

(٣٤) ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ○

(٣٥) لَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ○

৩০. সেই দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, 'তুমি কি পূর্ণ হইয়া গিয়াছ?' জাহান্নাম বলিবে, "আরও আছে কি?"

৩১. আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদের—কোন দূরত্ব থাকিবে না।

৩২. ইহারই প্রতিশ্রুতি তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল–প্রত্যেক আল্লাহ্ অভিমুখী, হিফাজতকারীর জন্য—

৩৩. যাহারা না দেখিয়া দয়াময় আল্লাহ্কে ভয় করে এবং বিনীত চিত্তে উপস্থিত হয়।

৩৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, 'শান্তির সহিত তোমরা উহাতে প্রবেশ কর; ইহা অনন্ত জীবনের দিন।'

৩৫. সেখানে তাহারা যাহা কামনা করিবে তাহাই পাইবে এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহারও অধিক।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, যেহেতু তিনি জাহান্নামের সঙ্গে অংগীকার করিয়াছিলেন যে, অচিরেই জাহান্নামকে অপরাধী জ্বিন ও মানব দ্বারা পূর্ণ করিবেন। তাই তাঁহার নির্দেশে জাহান্নামের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত জ্বিন ও মানবগণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। পরিশেষে আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে প্রশ্ন করিবেন, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আর বাকী আছে কি ? তাহাদিগকেও নিক্ষেপ করিলে আমি পূর্ণ হইতাম। আয়াতের অর্থ ইহাই। হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন মিলে। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র) .....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) এই আযাব প্রসংগে বলেন, অপরাধীগণকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইলে

জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি? পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, হইয়াছে, হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .....আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অপরাধীরা যতই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে ততই জাহান্নাম বলিতে থাকিবে—আরও আছে কি ? অবশেষে আল্লাহ্ পাক আপন কুদরতী কদম জাহান্নামের মুখে স্থাপন করিবেন। তখন জাহান্নাম সভয়ে সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে, হে আল্লাহ্! তোমার অনুগ্রহ ও ইজ্জতের কসম! যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতে তখন অনেক জায়গা অবশিষ্ট থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একটা নতুন জাতি সৃষ্টি করিয়া উক্ত স্থান পূরণ করিবেন।

কাতাদা (র) হইতে ইমাম মুসলিমও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। আবানুল আত্তার এবং সুলায়মান আত্তায়ফী (র) কাতাদা (র) হইতে উহা বর্ণনা করেন।

হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন ঃ রোজ হাশরে জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি পূর্ণ হইয়াছ কি ? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আরও আছে কি ? তখন আল্লাহ্ পাক নিজ কুদরতী কদম জাহান্নামের উপর রাখিবেন। অমনি জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে, যথেষ্ট হইয়াছে।

হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন। তবে আবূ সুফিয়ান অধিকাংশ সময় উহা মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেন।

অপর এক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন সিরীন (র) সূত্রে হিশাম ইব্ন হাস্সান ও আবূ আইয়ুব (র) উহা বর্ণনা করেন। অপর হাদীস ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলেন, একদা জান্নাত ও জাহান্নামের ভিতর বিতর্ক সংঘটিত হয়। জাহান্নাম বলিল, আমাকে সকল অহংকারী ও বুর্জয়া শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে। জান্নাত বলিল, আমার অবস্থা তো এই যে, দুনিয়ার যত সব দুর্বল ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ আমার ভিতরে ঠাঁই নিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জান্নাতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করি রহমত দ্বারা ভাগ্যবান করি।" অতঃপর তিনি জাহান্নামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার আযাব। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি এই আযাব দান করি।" অবশেষে বলেন, ইহা ঠিক যে, তোমরা উভয়ই পূর্ণ হইয়া যাইবে। তবে জাহান্নাম ততক্ষণ পূর্ণ হইবে না যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাকের কুদরতী কদম উহার উপর স্থাপন করা হইবে। তখনই কেবল জাহান্নাম বলিয়া উঠিবে ব্যস, ব্যস, হইয়াছে। তখন সঙ্গোপনে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কোন বান্দার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না। পক্ষান্তরে জান্নাতের জন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্ নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস ঃ ইমাম মুসলিম ..... আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, একবার জান্নাত ও জাহান্নাম পরষ্পর বিতর্কে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, আমার ভিতর সকল অহংকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের লোকদের প্রবেশ ঘটিবে। তখন জান্নাত বলিল, আমার মধ্যে যত সব দরিদ্র ও দুর্বল লোক ঠাঁই নিবে। আল্লাহ্ পাক উভয়ের বিতর্ক মীমাংসা প্রসংগে বলিলেন, জান্নাত! 'তুমি আমার রহমত। আমি আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা করুণা প্রদর্শন করি। পক্ষান্তরে হে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাব। আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। তবে তোমাদের উভয়ই পূর্ণ হইবে।'

এই বর্ণনা কেবল ইমাম মুসলিমই করেন। ইমাম বুখারী ইহা উদ্ধৃত করেন নাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। আবূ সায়ীদ খুদ্‌রী (রা) হইতে ভিন্নভাবে ইমাম আহমদও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন এবং সেই বর্ণনাটি অধিকতর বিস্তারিত। যেমন ঃ

হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "একদা জান্নাত ও জাহান্নাম পরস্পর গর্ব প্রকাশে লিপ্ত হইল। জাহান্নাম বলিল, হে খোদা! আমার মধ্যে তো সকল জালিম, দাম্ভিক, রাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পন্ন ও অভিভাবক শ্রেণীর লোক আশ্রয় নিবে। তদুত্তরে জান্নাত বলিল, হে পরোয়ারদিগার, আমার ভিতরে আসিয়া যত দুর্বল, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকেরা আশ্রয় লাভ করিবে। তখন আল্লাহ্ পাক জাহান্নামকে বলিলেন, তুমি আমার শাস্তির আগার। আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তোমার দ্বারা শাস্তি প্রদান করি। পক্ষান্তরে জান্নাতকে বলিলেন, তুমি আমার করুণা যাহা প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। তবে তোমরা উভয়ই জ্বিন ও ইনসান দ্বারা পরিপূর্ণ হইবে। অতঃপর যখন জাহান্নামে উহার বাসিন্দাগণ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, তখন জাহান্নাম বলিতেই থাকিবে, আরও আছে কি? নিক্ষেপ শেষ হওয়ার পরেও যখন বলিবে, আরও আছে কি, তখন আল্লাহ্ পাক সেদিকে দৃষ্টি দিবেন এবং জাহান্নামের চাহিদা নিবৃত্ত করার জন্য নিজ কুদরতী কদম উহাতে রাখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম সংকুচিত হইয়া বলিয়া উঠিবে– ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে জান্নাতেও বেশ কিছু জায়গা অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। উহা পূরণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নতুন এক জাতি সৃষ্টি করিবেন।

অপর হাদীস ঃ আবূ ইয়ালা (র) তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ রোজ হাশরে আল্লাহ্ পাক তাঁহার পবিত্র সত্তার সহিত আমার পরিচয় ঘটাইবেন। তখন আমি তাঁহাকে এইরূপ এক সিজদা প্রদান করিব যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। তৎপর আমি তাঁহাকে এইরূপ স্তুতি জ্ঞাপন করিব যাহাতে তিনি আমার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন। ফলে আমাকে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। ইত্যবসরে আমার উম্মতগণ জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলসিরাত অতিক্রম করিতে থাকিবে। কিছু লোক চোখের পলকে পার হইয়া

যাইবে। কিছু লোক তীর তীব্র বেগে পার হইবে। কিছু লোক দ্রুতগামী অশ্ব হইতেও ক্ষিপ্রবেগে পার হইবে। এমনকি একদলকে হামাগুড়ি দিয়া যাইতেও দেখিব। মোটকথা আমলের পার্থক্যের কারণে এই পার্থক্য দেখা দিবে। অপরদিকে জাহান্নাম আরও আছে কি? আরও আছে কি? বলিতে থাকিবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতি কদম উহাতে রাখিবেন। তখন উহা সংকুচিত হইয়া একাংশ অপরাংশের ভিতর মিশিয়া যাইবে এবং বলিয়া উঠিবে–যথেষ্ট, যথেষ্ট। তখন আমি হাউজে কাউসারের পাশে দণ্ডায়মান থাকিব।

প্রশ্ন করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাউজে কাউসার কি জিনিস ? হুযূর (সা) জবাবে বলিলেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম; হাউজে কাউসারের পানি দুধ হইতেও সাদা, মধু হইতেও মিষ্টি, বরফ হইতেও ঠাণ্ডা এবং মিশ্‌ক হইতেও খুশবুদার। উহা হইতে পানি পানের পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারা হইতেও বেশী। একবার যে উহার পানি পান করিবে তাহার আর কোনদিন পিপাসা লাগিবে না। তেমনি যে ব্যক্তি উহা পান করিতে পাইবে না তাহার পিপাসা নিবারণের আর কোন পানিই ভাগ্যে জুটিবে না। এই বক্তব্যটি ইব্‌ন জারীর (রা) পছন্দ করিয়াছেন।

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ উহার অর্থ হইল, তুমি কি পূর্ণ হও নাই ? তদুত্তরে জাহান্নাম বলিবে, আমার কি আরও জায়গা আছে যেখানে কাহাকেও নিক্ষেপ করা যায়? ইকরিমা (র) হইতে হিকাম ইব্‌ন আবানও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেন। উহাতেও ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে–"আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। তাই এখন কি আর একজনও আমার ভিতরে প্রবেশের স্থান রহিয়াছে ?"

মুজাহিদ (র) হইতে ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মরিয়ামের সূত্রে ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জাহান্নামে অবিরামভাবে অপরাধীগণের নিক্ষেপণ চলিবে। অবশেষে জাহান্নাম বলিবে, আমি তো পূর্ণ হইয়া গিয়াছি। অতঃপর বলিবে, আমার ভিতর কি আরও স্থান রহিয়াছে ?

আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই সকল ব্যাখ্যাকারদের বক্তব্য হইল এই যে, আল্লাহ্ পাক জাহান্নামের কাছে যে প্রশ্ন করিবেন, "তুমি কি পূর্ণ হইয়াছ" উহা তিনি নিজ কদম মুবারক জাহান্নামে রাখার পরই করিবেন। জাহান্নাম তখন সংকুচিত হইয়া জবাব দিবে, আমার ভিতর আরও কি কাহারও জায়গা আছে ?

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নাম এই প্রশ্ন তখনই তুলিবে যখন জাহান্নাম কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সূচাগ্র পরিমাণ স্থানও অবশিষ্ট থাকিবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা, আবূ মালিক ও সুদ্দী (র) বলেন, وازلفت অর্থাৎ জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটবর্তী করা হইবে এবং غير بعيد অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। তখন উহা এইজন্য দূরবর্তী থাকিবে না যে, উহা প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং তাহারা উহা পাইতে চলিয়াছে। মূলত যাহা নিশ্চিত তাহাই নিকটবর্তী বলিয়া বিবেচিত হয়।

هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ অর্থাৎ ইহা সেই অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন যাহা তোমাদের সহিত করা হইয়াছিল। এই অঙ্গীকার ছিল তাহাদের জন্য যাহারা পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

اواب অর্থাৎ প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, শপথ গ্রহণকারী।

حفيظ অর্থাৎ অঙ্গীকার সংরক্ষক ও চুক্তি বাস্তবায়ক।

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উসাইর (র) বলেন, তাহারা সেই সকল লোক যাহারা যে কোন মজলিস শেষ করিয়াই আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

اَوَّابٍ حَفِيْظٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোপন অবস্থায়ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে, যদিও সেখানে আল্লাহ্ ছাড়া তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "হাশরের ময়দানে যাহারা আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে তাহাদের অন্যতম হইল সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহ্‌র স্মরণে অশ্রু বিসর্জন করে।"

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সে প্রশান্ত অন্তঃকরণে উপস্থিত হইবে। যেহেতু সেই অন্তঃকরণ হইবে আল্লাহ্‌র মর্জির কাছে সমর্পিত, তাই উহাতে প্রশান্তি ও স্থিরতা বিরাজ করিবে।

اُدْخُلُوْهَا অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ কর। بِسَلَامٍ শব্দের তাৎপর্য প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাহাদিগকে সালাম করিতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ অর্থাৎ এই দিন স্থায়ীভাবে থাকিবার দিন এবং তাহারা জান্নাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকিবে। তাহাদের কখনও মৃত্যু ঘটিবে না। তাহারা কখনও স্থানান্তরিত হইবে না এবং স্থায়ী সুখ-শান্তির জন্য তাহাদিগকে কোন কূটকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে না।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا অর্থাৎ সেখানে তাহারা কাঙ্ক্ষিত সকল কিছুই পাইবে এবং কোন কিছুর জন্যই তাহাদের আয়াস-প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... কাছীর ইব্ন সুরাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতবাসীদের অনায়াসলব্ধ নিয়ামতরাশির অন্যতম হইল এই যে, এক খণ্ড মেঘ তাহাদের সমীপে উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিবে, তোমরা কি চাও ? যাহা চাহিবে তাহাই বর্ষণ করিব। তখন জান্নাতবাসীগণ যাহা চাহিবে মেঘ হইতে তাহাই বর্ষিত হইবে।

কাছীর (র) বলেন, আমি যদি সেখানে পৌঁছিতে পারি আর আমার নিকট যদি মেঘ প্রশ্ন করে তুমি কি চাও, তাহা হইলে আমি বলিব, আমি চমকপ্রদ পোষাকে সজ্জিত যুবতী নারী চাই।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "তোমাদের মনে যেই পাখী খাইবার ইচ্ছা জাগিবে উহা সঙ্গে সঙ্গে ভূনা হইয়া তোমাদের তোমাদের সামনে হাজির হইবে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যদি কোন জান্নাতীর সন্তান লাভের ইচ্ছা হয় তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসব করিবে ও দেখিতে না দেখিতে সন্তান যুবক হইয়া যাইবে।"

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বুন্দারের সূত্রে মা'আয ইব্ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান গরীব' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বর্ণনায় كَمَا اشْتَهِى শব্দটি যোগ করিয়াছেন। উহার অর্থ হইল, যেইরূপ তুমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ।

আল্লাহ্ পাকের পরবর্তী আয়াত وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (আমার নিকট আরও অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) মর্মার্থের দিক হইতে তাঁহার لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ আয়াতের মত। সুহাইব ইব্ন সিনান (র) হইতে সহীহ্ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, زِيَادَةٌ অর্থাৎ অতিরিক্ত বলিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার "দীদার"কে বুঝাইয়াছেন।

বায্যার ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (আমার কাছে অতিরিক্ত কিছু রহিয়াছে) অর্থ হইল এই যে, আল্লাহ্ পাক প্রতি শুক্রবার জান্নাতীগণকে সাক্ষাৎ প্রদান করিবেন।

হাদীসটি আবূ আবদান শাফী (র) মারফূ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মসনাদে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উক্ত বর্ণনায় হযরত আনাস

(রা) বলেনঃ একদা হযরত জিব্রাঈল (আ) একটি সাদা আয়না নিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে হাজির হইলেন। উহার মধ্যে একটি কালো বিন্দু ছিল। হুযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, এইটি কি ? জিব্রাঈল (আ) বলিলেন, এইটি হইল জুমআর দিন। একমাত্র আপনার ও আপনার উম্মতের জন্য বিশেষ সম্মানের বস্তু হিসাবে এই দিনটি প্রদান করা হইয়াছে। ইয়াহুদী ও নাসারাসহ অন্যান্য সকল উম্মতই এই দিনটি হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই দিনে আপনাদের জন্য অনেক বরকত ও কল্যাণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন একটি সময় রহিয়াছে যখন আল্লাহ্র কাছে যাহা প্রার্থনা করা হয় তাহাই পাওয়া যায়। আমাদের নিকট এই দিনটির নাম 'ইয়াওমুল মাযীদ' (অতিরিক্ত প্রাপ্তির দিন)। হুযূর (সা) জিব্রাঈল (আ)-কে পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, 'ইয়াওমুল মাযীদ' কি ? জিব্রাঈল (আ) জবাবে বলিলেন, আপনার প্রতিপালক বেহেশতের ভিতর একটি প্রশস্ত ময়দান সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মাঝখানে একটি লাল টিলা অবস্থিত। জুমআর দিন আল্লাহ্ যেসব ফেরেশতাকে ইচ্ছা করেন সেখানে অবতরণ করাইবেন। উহার চতুষ্পার্শে অবস্থিত নূরের মিম্বরের উপর আম্বিয়ায়ে কিরাম উপবিষ্ট হইবেন। তাঁহাদের পিছনের স্থান, ইয়াকূত ও যবরযদ পাথরের আসনে সিদ্দীক এবং শহীদগণ বসিবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদে সঙ্গে যে ওয়াদা করিয়াছিলাম, আমি তোমাদিগকে দান করিব। তখন জান্নাতীগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদের কাঙ্ক্ষিত সকল কিছুই আমার কাছে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া আমার নিকট অতিরিক্ত কিছুও রহিয়াছে।

সেই হইতে তাহাদের ভিতর জুমআর দিনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে। কারণ সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে উত্তম নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন। সেই দিনই আল্লাহ্ পাক আরশে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই দিনই তিনি আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই দিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে।

'আলউম্ম' কিতাবের জুম'আ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইমাম শাফিয়ী (র) বর্ণনাটি এই ভাবেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেখানে তিনি অন্য এক সূত্রেও আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেন। তাহা ছাড়া আনাস (রা) হইতে উসমান ইব্ন উমাইরের সূত্রে ইব্ন জারীর (র)-ও তাহা বর্ণনা করেন। উহাতে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। উক্ত কিতাবে আনাস (রা) হইতে মাওকূফ সূত্রে একটি দীর্ঘ 'আছার'ও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে সংশ্লিষ্ট আয়াতাংশ সম্পর্কে অনেক দুর্লভ বক্তব্য রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ জান্নাতী ব্যক্তি সত্তর বৎসর পর্যন্ত এক দিকেই ধ্যানমগ্ন হইয়া তাকাইয়া থাকিবে। অতঃপর এক হুর আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহার দিকে ফিরাইবে। তাহার দেহের বর্ণ এইরূপ সুশ্রী ও স্বচ্ছ হইবে যে, তাহার দিকে তাকাইয়া

জান্নাতী ব্যক্তি আয়নায় নিজ চেহারা দেখার মতই নিজকে দেখিতে পাইবে। সে যেসব অলংকার পরিহিত থাকিবে উহাতে ব্যবহৃত নগণ্য একটি মতিও এইরূপ হইবে যাহার জ্যোতিতে সারা দুনিয়া আলোকিত হইতে পারে। সে সালাম করিবে। জান্নাতী ব্যক্তি জবাব দিয়া প্রশ্ন করিবে, কে তুমি? তদুত্তরে সে বলিবে, কুরআন পাকে যাহাকে 'অতিরিক্ত পাওনা' বলা হইয়াছে আমি সে 'অতিরিক্ত পাওনা'। তাহার সত্তর পাল্লা দেহাবরণ থাকিবে। তথাপি তাহার সৌন্দর্যের ঝলক এইরূপ স্বচ্ছ হইবে যে, পায়ের গোছার মধ্যকার হাড়ের সারবস্তু পর্যন্ত দেখা যাইবে। তাহার মাথায় মুকুটের সাধারণ মতির পাথরের চমকেও চতুর্দিক ঝকমক করিতে থাকিবে।

দা'রাজ হইতে আমর ইবনুল হারিছের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ ওহাব (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(٣٦) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا
فِي الْبِلَادِ، هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ○

(٣٧) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيْدٌ ○

(٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ○

(٣٩) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلَ الْغُرُوْبِ ○

(٤٠) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

৩৬. আমি তাহাদের পূর্বে আরও কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা ছিল তাহাদের অপেক্ষা শক্তিতে ছিল প্রবল! উহারা দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত; অতঃপর উহাদের আর কোন আশ্রয় রহিল না।

৩৭. ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে তাহার জন্য যাহার অন্তঃকরণ আছে অথবা যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করে।

৩৮. আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যকার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।

৩৯. অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে।

৪০. তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং সালাতের পরেও।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, এই সব কাফির তো কোন হিসাবেরই নহে ? ইহা হইতেও অনেক শক্তিশালী ও বিত্তবান সম্প্রদায়কে আমি ইতিপূর্বে ধ্বংস করিয়াছি।

مَنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا অর্থাৎ এমন সব সম্প্রদায় যাহারা ইহাদের তুলনায় সংখ্যায় ও শক্তিতে বহু গুণে বেশী ছিল। তাহাদের আয়ুও অনেক বেশী ছিল।

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ অর্থাৎ ফলে তাহারা বিভিন্ন শহরে ছড়াইয়া পড়িত। আশ্রয় খুঁজিতেছিল আমার আযাব হইতে বাঁচার জন্য। কিন্তু তাহারা কোথাও আশ্রয় পাইয়াছে কি ? তাহাদের সকল প্রয়াস পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তাহারা বিভিন্ন শহরে স্মরণীয় সৌধরাজি ও অন্যান্য নিদর্শন করিয়াছিল। মুজাহিদ (র) উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ তাহারা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করিয়া ফিরিত। কাতাদা (র) বলেন, তাহারা বাণিজ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শহরে শহরে ছুটিয়া বেড়াইত। ইহাদের তুলনায় তাহাদের ব্যাপ্তি ও পরিমাণ ছিল অনেক বেশী।

কেহ শহর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে আরবী ভাষায় বলা হয় ঃ نَقَّبَ فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ যে বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করিয়াছে। কবি ইমরাউল কায়েস বলেন ঃ

لَقَدْ نقيت فى الافاق حتى - رضيت من الغميمت بالاياب

অর্থাৎ আমি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছি। এমনকি প্রচুর সম্পদ পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ অর্থাৎ কোথাও কি পালাইল ? বাঁচার ঠাঁই পাইয়াছে ? আমার নির্ধারিত শাস্তি হইতে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলি রক্ষা পায় নাই। তাহাদের পালাইয়া বাঁচার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাদের প্রচুর ধনবল ও জনবল কোনই কাজে আসে নাই। তাহারাও সমকালীন নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমার গজব তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ইহাদেরও আমার গজব হইতে পালাইয়া বাঁচার কোন আশ্রয় জুটিবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَشَهِيْدٌ। অর্থাৎ যাহার অন্তর আছে অথবা যে মনোযোগ দিয়া কান পাতিয়া শুনে তাহার জন্যে ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে। لَذِكْرٰى অর্থাৎ উপদেশ বা শিক্ষা। قَلْبٌ অর্থ হৃদয় বা অন্তঃকরণ। মুজাহিদ উহার অর্থ করিয়াছেন, জ্ঞান।

اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ অর্থাৎ সে গুরুত্ব সহকারে কথাগুলো শ্রবণ করে, জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করে এবং অন্তর দ্বারা অনুভব করে।

মুজাহিদ বলেন ঃ لَذِكْرِى অর্থাৎ শুধু কান দিয়া শুনিলে চলে না, মনঃসংযোগ ছাড়া।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ যখন কোন লোক একাগ্রচিত্তে কান দিয়া শোনে তখন আরবরা বলে اَلْقَىْ فُلَانٌ سَمْعَهُ

সুফিয়ান সওরী (র) সহ অন্যরাও অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ-

অর্থাৎ আমি নভোমণ্ডল ও পৃথিবী এবং উহার অন্তর্গত সকল কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই। ইহা দ্বারা আল্লাহ্ পাক ইহাই প্রমাণ করেন যে, মাত্র ছয় দিনে যিনি অনায়াসে এইরূপ বিশাল ব্যাপার ঘটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে দ্বিতীয়বার ধ্বংস ও মরণোত্তর জগত ও জীবন সৃষ্টি করা তো কোন ব্যাপারই নহে।

কাতাদা (র) বলেন, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা ছয় দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিন শনিবারে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাই তাহারা সেই দিনটিকে বিশ্রাম দিবস নাম দিয়া সাপ্তাহিক ছুটি ভোগ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের এই অবাস্তব ধারণা বাতিল করার জন্য বলেন ঃ

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ "আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে নাই।"

لُغُوْبٍ অর্থাৎ ক্লান্তি, শ্রান্তি, হয়রানী।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ
يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহ্ তা'আলাই নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি সামান্যতম ক্লান্তিও অনুভব করেন নাই। সেই আল্লাহ্

কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না? নিশ্চয়ই পারিবেন। তিনি তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ "মানুষ সৃষ্টি হইতে নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই কঠিন কাজ।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا অর্থাৎ "তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কি অধিক কঠিন না আসমান সৃষ্টি করা ?" এখানেও মানুষ সৃষ্টি হইতে আকাশ সৃষ্টি অধিকতর কঠিন কাজ বলা হইয়াছে।

তাই তিনি এখানে বলেন ঃ

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ অর্থাৎ অতএব উহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর। তাহারা তোমাকে অস্বীকার করিলে তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ অর্থাৎ আর তোমার কাজ হইল তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণায় রত থাকা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের ওয়াক্ত ও সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের ওয়াক্ত এবং রাতের তাহাজ্জুদ সালাত রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার উম্মতগণের উপর এক বৎসর ওয়াজিব ছিল। অতঃপর উম্মতের উপর হইতে ওয়াজিব হওয়ার বিধান রহিত করা হয় এবং মি'রাজের রাতে ফজর ও আসর সহ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াকী' (র) .....জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জারীর (রা) বলেন ঃ

আমরা এক পূর্ণিমার রাতে হুযূর (সা)-এর গৃহে অবস্থান করিলাম। তিনি পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে নীত হইবে তখন তোমাদের প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলাকে এইরূপ দেখিতে পাইবে, যেইরূপ তোমরা আজ পূর্ণিমার চাঁদ দেখিতেছ। সেখানে তোমাদের কোন ভীড় ঠেলিয়া দেখিতে হইবে না। অতএব তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বের নামায কখনও ছাড়িবে না। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

বুখারী ও মুসলিম সহ একদল হাদীসবেত্তা এই হাদীসটি ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ অর্থাৎ রাতের একাংশেও তোমরা আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণার জন্য সালাত আদায় কর। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ "রাতের গভীরে তাহাজ্জুদ সালাত অতিরিক্ত ইবাদত, যাহা তোমার জন্য নির্দিষ্ট। অচিরেই তোমার প্রভু তোমাকে 'মাকামে মাহমুদ' বা প্রশংসিত অবস্থানে সমাসীন করিবেন।"

وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ অর্থাৎ সিজদাসমূহ তথা সকল সালাতের পর।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ উহার অর্থ হইল সালাতের পরে তাসবীহ পাঠ। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হইতেও তাহাই প্রমাণিত হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, সুস্থ মুহাজিরগণ হুযূর (সা)-এর দরবারে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিত্তবান লোকেরা স্থায়ী নিয়ামতরাজী ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী হইবে। হুযূর (সা) প্রশ্ন করিলেন, কিভাবে ? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের ন্যায় সালাত, সাওম তো তাহারা করেই, পরন্তু তাহারা দান সদকা করে ও গোলাম আযাদ করে। অথচ আমরা তাহা পারি না। তখন হুযূর (সা) বলিলেন, আইস, আমি তোমাদিগকে এমন একটি আমল শিখাইয়া দিব, যাহা করিয়া তোমরা তাহাদের হইতে অনেক আগাইয়া যাইবে। তাহা হইল এই যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পরে তেত্রিশবার করিয়া সুবহানাল্লাহ্, আল্হামদুলিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবর পাঠ করিবে।

অতঃপর তাহারা আবার আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা আমাদের বিত্তশালী ভাইয়েরাও শুনিয়াছে এবং তাহারাও উহা আমল করিতেছে। তখন হুযূর (সা) বলিলেন ঃ ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ "ইহা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা দান করিয়া থাকেন।"

اَدْبَارَ السُّجُوْدِ সম্পর্কিত দ্বিতীয় অভিমত হইল এই যে, উহা দ্বারা মাগরিবের পরবর্তী দুই রাকআত সালাতের কথা বলা হইয়াছে। এই মতের প্রবক্তা হইলেন হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), ইমাম হাসান (রা), ইব্ন আব্বাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ উসামা (রা) প্রমুখ। মুজাহিদ, ইকরিমা, শা'বী, নাখয়ী, হাসান, কাতাদা (র) প্রমুখ এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ওয়াকী' (র) ......হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ ফজর ও আসর ব্যতীত প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে হুযূর (সা) দুই রাকআত সালাত আদায় করিতেন।

উপরোক্ত হাদীসের اَثَرَ كُلِّ صَلٰوةٍ (প্রত্যেক সালাতের পর) বাক্যাংশের স্থানে আবদুর রহমান বলিয়াছেন دبر كل صلواة (প্রত্যেক সালাতের পিছনে)।

সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সান্নিধ্যে ছিলাম। তিনি ফজরের পূর্বে দুই রাকআত হাল্কা ধরনের নফল সালাত আদায় করিলেন। অতঃপর তিনি ঘর হইতে সালাতের জন্য বাহির হইলেন। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, "হে ইব্‌ন আব্বাস! ফজরের সালাতের পূর্বের দুই রাকআত 'ইদ্‌বারান্ নুজূম' আর মাগরিবের সালাতের পূর্বে দুই রাকআত 'ইদ্‌বারাস সুজূদ'।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন যুবাইদা, হিশাম ও রিফাঈর সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে তিনি হাদীসটিকে 'গরীব' বলিয়া মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, উল্লেখিত সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমার জানা নাই।

মূলত বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসের বক্তব্য এইরূপ ঃ 'এক রাত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁহার খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করেন। সেই রাত্রে তিনি হুযূর (সা) এর সহিত তের রাকআত সালাত আদায় করেন।'

অথচ পূর্বোক্ত হাদীসে অন্যরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। এই অতিরিক্ত বর্ণনাটি 'গরীব'। কারণ, উহাতে বর্ণিত সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমাদের জানা নাই। তাহাছাড়া রিশদীন ইব্‌ন কুরাইব দুর্বল রাবী। সেক্ষেত্রে এই হাদীসের বক্তব্যটি ইব্‌ন আব্বাসের নিজস্ব বক্তব্য হইতে পারে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

(٤١) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ○

(٤٢) يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

(٤٣) اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○

(٤٤) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

(٤٥) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪১. শুন, যেদিন এক ঘোষণাকারী নিকটবর্তী স্থান হইতে আহ্বান করিবে,

৪২. যেদিন মানুষ অবশ্যই শুনিতে পাইবে মহানাদ, সেই দিনই বাহির হইবার দিন।

৪৩. আমিই জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং সকলের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে।

৪৪. যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হইবে এবং মানুষ বাহির হইয়া আসিবে ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া; এই সমবেত সমাবেশকরণ আমার জন্য সহজ।

৪৫. উহারা যাহা বলে তাহা আমি জানি, তুমি উহাদিগের উপর জবরদস্তি করার লোক নহ; সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাহাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! শুনিয়া রাখ, এক নিকটবর্তী স্থান হইতে সেদিন ঘোষক ঘোষণা করিবে।

কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইব্ন আহবার (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে আদেশ করিবেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের উপর দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা প্রদান কর—"হে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড্ডি ও ছিন্ন ভিন্ন দেহের খণ্ড-বিখণ্ড অস্থিসমূহ! মহান আল্লাহ্ তোমাদের বিচার কার্যের জন্য আবার একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ অর্থাৎ "যেদিন সত্য সত্যই ভয়াবহ গুরু গর্জন শুনিতে পাইবে, সেদিন তো বাহির হইবার দিন।" ইহা দ্বারা শিংগার মহা হুংকারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে ইতিপূর্বে সে সকল মানুষ কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিত তাহাদের সব সংশয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। সেইদিন হইল কবর হইতে বাহির হইয়া আসার দিন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ "নিশ্চয় আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমার কাছেই সকলকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁহার সৃষ্টি জীবনকে প্রথমে সেইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন পরে সেইভাবেই সৃষ্টি করিয়া পুনরুত্থিত করিবেন এবং সেই পুনরুত্থান তাঁহার জন্য স্বভাবতই পূর্ব হইতে সহজতর হইবে। সেইদিন সকল সৃষ্টজীবই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিবে। ভাল কর্মে ভাল ফল ও মন্দ কর্মে মন্দ ফল পাইবে।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا "যেদিন ধরণী বিদীর্ণ হইবে, মানুষ দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিবে।"

ইহার পদ্ধতি এই হইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। সেই বৃষ্টি সকল মৃতের শরীর পুনর্গঠন করিবে। বৃষ্টি যেভাবে মাটিতে পড়িয়া থাক বীজ হইতে অঙ্কুরদগম ঘটায় ইহাও তদ্রূপ হইবে।

এইভাবে যখন প্রাণীসমূহের দেহ পুনর্গঠিত হইবে, তখন আল্লাহ্ ইসরাফীল (আ)-কে শিংগা ফুঁকিতে নির্দেশ দিবেন। তাহার শিঙ্গার ভিতর সকল প্রাণীর প্রাণ অবস্থান করিবে। যখন তিনি শিঙ্গা ফুঁকিবেন তখন সকল প্রাণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে। তখনি আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিবেন, আমার মর্যাদা ও মহত্ত্বের কসম, প্রত্যেকটি প্রাণ পূর্বের মতই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ কর। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি আত্মা নিজ নিজ শরীরে প্রবেশ করিবে এবং বিষাক্ত বস্তুর বিষক্রিয়ার মতই প্রাণের প্রভাব সারা অংগ-প্রত্যংগে ছড়াইয়া যাইবে। ফলে উহা সচল ও চঞ্চল হইবে এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে দৌড়াইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইবে। এ সময়টি কাফিরদের জন্য খুবই দুঃসময় হইবে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْا بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

অর্থাৎ "সেদিন তোমাদিগকে ডাকিবেন তোমরা তাঁহার প্রশংসা সহকারে সাড়া দিবে এবং তোমাদের ধারণা হইবে যে, খুব কম সময়ই তোমরা অবস্থান করিয়াছ।"

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "সর্বপ্রথম আমার কবর ফাটিয়া যাইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ হাশরের মাঠে সকলকে একত্রিত করা আমার জন্য খুবই সহজ। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উত্থান ঘটানো আমার নিকট অত্যন্ত সহজসাধ্য একটি কাজ। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার নির্দেশ চোখের পলকে একবার বলা মাত্র কার্যকর হয়।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ اِلاَّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) এক ব্যক্তির সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তুল্য। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ "তাহাদের বক্তব্য সম্পর্কে আমি সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।"

অর্থাৎ হে রাসূল (সা)! মুশরিকগণ তোমার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবাস্তব যে সব কথাবার্তার অবতারণা করিতেছে, আমি উহা পূর্ণ মাত্রায় অবহিত। তুমি সেই সব কথায় কান দিও না।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ ـ

অর্থাৎ"হে নবী! মুশরিকদের কথায় তোমার অন্তর সংকুচিত হওয়ার ব্যাপারে আমি ভালভাবে অবহিত আছি। অতএব তোমার প্রতি আমার আদেশ হইল এই যে, তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় নিবৃত্ত থাক এবং নিজকে নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত রাখ। এমনকি মৃত্যু আসিবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে লিপ্ত থাক।"

অতঃপর তিনি এখানে বলেন ঃ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ "(হে নবী!) তুমি শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে পথে আনিবে ইহা তোমার কাজ নহে।"

অর্থাৎ তোমাকে আমি তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হিদায়াত দান করার জন্য পাঠাই নাই। তোমাকে যে সব কাজের আদেশ করা হইয়াছে উহা তাহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

মুজাহিদ, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমান গ্রহণ করাইও না।

অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা যদি দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সঠিক হইত তাহা হইলে বলা হইত وَلَا تَكُنْ جَبَّارٍ عَلَيْهِمْ অথচ তাহা না বলিয়া বলা হইয়াছে وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ঈমানদার বানাইতে পারিবে না এবং উহা তোমার দায়িত্বও নহে। তুমি শুধু মুবাল্লিগ।

ব্যাকরণবিদ ফাররা (র) বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় جَبَّرَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلٰى كَذَا। অর্থাৎ অমুক অমুককে উহা করিতে বাধ্য করিয়াছে। جبر এখানে اجبر। অর্থেও ব্যবহৃত।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ

"যে লোক আমার সতর্কীকরণকে ভয় করে তুমি তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা কর।"

অর্থাৎ হে রাসূল! তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রদত্ত রিসালাতের দিকে সকলকে ডাকিতে থাক এইজন্য যে, যাহারা আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করিবে ও তাঁহার রহমত লাভের আশা রাখিবে, তাহারা অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ অর্থাৎ "আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া তোমার আর কোন কাজ নাই। আর আমার কাজ হইল হিসাব লওয়া।"

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ "তুমি লোকদিগকে বুঝাইতে থাক, বুঝানোই তোমার কাজ। তুমি তাহাদের উপর দারোগা নিযুক্ত হও নাই।"

তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ “তাহাদের হিদায়াত প্রাপ্তি তোমার দায়িত্বে নহে, বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।”

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ “তুমি ইচ্ছা করিলেই কাউকে হিদায়াত দিতে পারিবে না। বরং আল্লাহই যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন।”

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ۔

অর্থাৎ “শক্তি প্রয়োগ করিয়া তুমি তাহাদিগকে পথে আনিতে পারিবে না; বরং আমার ভীতি প্রদর্শনে যে ভীত হয় তাহাকে কুরআন দ্বারা বুঝাও।”

হযরত কাতাদা (র) এই আয়াত শ্রবণ করিয়া নিম্নরূপ প্রার্থনা করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدَ وَيَرْجُوْا مَوْعَدَكَ يَابَارُّ يَارَحِيْمُ

অর্থাৎ “আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাহারা তোমার আযাবের ভয় প্রদর্শনে ভীত হয় ও যাহারা তোমার নিয়ামত লাভের আশা রাখে। হে অসীম মমতা ও রহমতের অধিকারী।”

সূরা যারিয়াত

৬০ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ۝

(٢) فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ۝

(٣) فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ۝

(٤) فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ۝

(٥) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ۝

(٦) وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ؕ۝

(٧) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ۝

(٨) اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ۝

(٩) يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ؕ۝

(١٠) قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ۝

(١١) الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ○

(١٢) يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ○

(١٣) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ○

(١٤) ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

১. শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার,
২. শপথ বোঝাবহনকারী মেঘপুঞ্জের,
৩. শপথ স্বচ্ছন্দগতি নৌযানের,
৪. শপথ কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের—
৫. তোমাদিগের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।
৬. কর্মফল দিবস অবশ্যম্ভাবী।
৭. শপথ বহু পথবিশিষ্ট আকাশের,
৮. তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।
৯. যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে,
১০. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা,
১১. যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন,
১২. উহারা জিজ্ঞাসা করে, 'কর্মফল দিবস কবে হইবে?'
১৩. বল, 'সেই দিন যখন উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে অগ্নিতে।'
১৪. এবং বলা হইবে, 'তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর, তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে।'

তাফসীর ঃ শু'বা (র) .... হযরত আলী ইব্‌ন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদা কুফার মসজিদের মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের কুরআনের যে কোন আয়াত ও হাদীসের কোন ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকিলে, আমাকে প্রশ্ন কর আমি তাহার সদুত্তর প্রদান করিব। তখনই ইবনুল কুওয়া (র) দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا এই আয়াতের অর্থ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন ঃ বাতাস। অতঃপর তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا – আয়াতটির অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, মেঘপুঞ্জ। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, وَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ইহার মর্মার্থ কি?

এতদুত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান। আবার ঐ লোকটি জিজ্ঞাসা করিল فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ইহার অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ। এতদবিষয়ে একটি মরফু হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আবূ বকর বাজ্জার (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সুবাইগ তামীমী উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন। وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ইহার অর্থ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ বাতাস; আর ইহা যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। সুবাইগ আবার জিজ্ঞাসা করিল, فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ইহার অর্থ কি আমাকে অবগত করুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, ফেরেশতাগণ; আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে আমি তোমাকে বলিতাম না। পুনরায় সুবাইগ জানিতে চাহিয়া বলিল, فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ইহার মর্মার্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, নৌযান, আর আমি যদি ইহা রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে না শুনিতাম তাহা হইলে তোমাকে বলিতাম না। অতঃপর তিনি সুবাইগকে একশত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তাহাকে কাযাঘাৎ জনিত ক্ষত শুকাইয়া গেল তখন তাহাকে ডাকিয়া পুনরায় এক শত কশাঘাৎ করার নির্দেশ দিলেন এবং তাহাকে আরোহীর সাহায্যে রওনা করাইয়া হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর নামে একটি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, এই ব্যক্তি যেন কোন সমাজে বা মজলিসে বসিতে না পারে। অল্প কিছুদিন পরই সুবাইগ আবু মূসা আশআরী (রা)-এর নিকট আসিয়া কঠোর শপথ বাক্যে তাহাকে বিশ্বস্ত করাইলেন যে, আমার চিন্তাধারা আমূল পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্বেকার বদ আকীদা আমার অন্তরে এখন আর নাই। সুতরাং আবূ মূসা আশআরী (রা) ঘটনাটি আমিরুল মু'মিনীনকে অবগত করাইলেন এবং সাথে সাথে নিজ প্রতিক্রিয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাস্তবিকই সুবাইগ সংশোধিত হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রতি উত্তরে খেলাফতের দরবার হইতে এই ফরমান পাঠান হইল যে, সুবাইগকে এখন মজলিসে বসিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

ইমাম আবূ বকর বায্যার (র) বলেন, বর্ণিত হাদীসটি মূল্যমানের দিক হইতে জয়ীফ। কারণ উক্ত হাদীসটির দুইজন বর্ণনাকারী আবূ বকর ইব্‌ন আবূ সাবুরা ও সাঈদ ইব্‌ন সালাম সমালোচিত বিধায় হাদীসটি জয়ীফ। উপরন্তু ধারণা হইতেছে যে, প্রকৃত অর্থে হাদীসটি মওকুফ। হযরত উমর (রা)-এর নিজ ফরমান সম্পর্কিত হাদীসটি মরফু নহে, এইজন্য যে, উমর (রা)-এর সাথে সুবাইগ-এর ঘটনাটি যাহা ঘটিয়াছে তাহা অতি প্রসিদ্ধ; উহাকে কশাঘাৎ এই জন্য তিনি করিয়াছিলেন যে, উহার সম্পর্কে বদ আকীদার ধারণা তাহার স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল এবং উহার প্রশ্নের অন্তরালে ছিল সংশ্লিষ্ট আয়াত অস্বীকার করার বিকৃত মানসিকতা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) সুবাইগ সম্পর্কিত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতের যেই অর্থ উমর ফারুক (রা) ও আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন

ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন উমর (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, হাসান, কাতাদা, সুদ্দী (র) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ। ইমাম ইব্ন জারীর (র) ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে অন্য আর কোন বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, الذريات। ইহার অর্থ 'বায়ু'। যেমন, পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। فَالْحملاَت وقْرًا ইহার অর্থ মেঘপুঞ্জ, কেননা পানিকে বহন করে বায়ু। যেমন, উমর ইব্ন নুফায়েল এর কবিতায় বলা হইয়াছে–

واسلمت لنفسى لمن اسلمت - له المزن تحمد عذابا زلزلا

অর্থ ঃ আমি আমার জীবন সত্তাকে তাহার হুকুমের বেদীমূলে আনুগত্যশীল করিয়াছি, যাহার আনুগত্যে রহিয়াছে ঐ ঝঞ্ঝা বায়ু, যে পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ মিষ্টান্ন পানি উড়াইয়া নিয়া চলে। فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ইহার অর্থ সর্বসম্মতিক্রমে নৌযান, যাহা পানির উপর দিয়া স্বাচ্ছন্দ-স্বাভাবিক গতিতে ভাসিয়া চলে। কাহারো কাহারো মতে উহার অর্থ তারকাপুঞ্জ, সেই সকল তারকা যাহা আকাশের বুকে সন্তরণশীল হয় স্বাভাবিক বিধিবদ্ধ নিয়মে। এই অর্থ সংগৃহীত হইলে অধঃস্তর হইতে ঊর্ধ্বস্তরের দিকের অর্থে উন্নীত হইবে। অর্থাৎ প্রথমে বায়ুর শপথ করা হইয়াছে, তাহার পর মেঘপুঞ্জ, অতঃপর নক্ষত্রপুঞ্জ, অতঃপর ঐ সকল কর্মবন্টনকারী ফেরেশতা যাহারা আকাশের উপর অবস্থান করে, কখনো তাহারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম নিয়া অবতীর্ণ হয়, কখনো আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনার্থে পৃথিবীতে আগমন করে, তাহাদিগের কসম করা হইয়াছে। আর যেহেতু ঐ সকল জিনিসের কসম করা হইয়াছে একমাত্র কিয়ামতকে কেন্দ্র করিয়া যেথায় মানবমণ্ডলীকে পুনরুত্থিত ও পুনর্জীবিত করা হইবে সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ। "তোমাদিগকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অবশ্যম্ভাবী" অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার, শাস্তি তথা ভাল-মন্দ কর্মের প্রতিদান অনুষ্ঠানটি এই দিনটিতে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ইহার পর আল্লাহ তা'আলা বহুপথ বিশিষ্ট আকাশের শপথ করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) حبك এর করিয়াছেন সৌন্দর্যমণ্ডিত মনোরম দ্বীপ্তিমান আকাশ। এইরূপ অর্থ করিয়াছেন– মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরামা, সাঈদ ইব্ন জুবায়ের, আবূ মালিক, আবূ সালিহ, সুদ্দী, আওফী, রবী ইব্ন আনাস (র) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ।

হযরত যাহ্হাক, মিনহাল ইব্ন উমর ও অন্যরা বলেন ঃ ؟ اِنَّ الَّذِيْنَ لَوَاقِعٌ। জলরাশির উপর নৃত্য করিয়া যাওয়া উর্মীমালা ও মরুভূমির বালুকণা এবং সবুজ শ্যামল উদ্যানের উপর দিয়া যখন বাতাস বহিয়া যায় তখন মনে হয় যেন, উহাদের উপর রাস্তা রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, حبك ইহাকেই বলা হয়। ইব্ন জারীর.... জনৈক সাহাবা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করিয়াছেন ঃ ان مِنْ ورائكم كذاب المضل وان رأسه من ورائه حبكًا حبكًا অর্থাৎ "তোমাদিগের পশ্চাতে একজন

বিভ্রান্তকারী মিথ্যাবাদী রহিয়াছে, যাহার মাথার পিছনের চুল 'হুবুক হুবুক' অর্থাৎ কোঁকড়ানো বা কুঞ্চিত কেশ থাকিবে।" সারকথা حُبْكٌ এর অর্থ কোঁকড়ানো বা কুঞ্চিত। ইমাম আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ حُبُك এর অর্থ প্রকাণ্ড, সে মতে আয়াতের অর্থ হইবে প্রকাণ্ড আকাশের শপথ। খুসাইফ (র) বলেন ঃ حُبُك এর অর্থ সুদর্শনীয় মনোরম দৃশ্য।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُك এর মর্মার্থ হইল সপ্তম আকাশ, হয়তো বা ইহা দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে স্থিতিশীল নক্ষত্রপুঞ্জ, যাহা ঐ আকাশের বুকে বিদ্যমান। উলামায়ে সালকে সালেহীনদিগের অধিকাংশের অভিমত, ذَاتِ الْحُبُك বহুপথ বিশিষ্ট আকাশ, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য অষ্টম আকাশ যাহা সপ্তম আকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

উল্লেখিত সকল বর্ণনাসমূহের নির্যাস ইহাই যে, সৌন্দর্যময় দীপ্তিমান আকাশের উচ্চতা, তাহার নির্মলতা ও রচনাশৈলী দক্ষতার নিপুণতা এবং তাহার দৃঢ়তা, ব্যাপক বিস্তৃতি ও চাকচিক্যপূর্ণ আলোক বিকীর্ণকারী তারকা, যাহার কিছু গতিশীল; কিছু স্থিতিশীল, সন্তরণশীল চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি সব কিছু দিয়াই আমি আল্লাহ আকাশকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে মূল্যবান করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِف "তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত।" অর্থাৎ হে মুশরিক সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদিগের চিন্তাধারা, কথাবার্তা ও অভিমতের ক্ষেত্রে সর্ববাদী মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পার নাই। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِف নিশ্চয় তোমরা তো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। অর্থাৎ কুরআনকে সত্যায়নকারী ও মিথ্যা সাব্যস্তকারীদিগের মধ্য হইতে কাহারা কাহারা সত্য নহে, এই মতদ্বৈততার ভিতরে তোমরা নিপতিত।

يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ "যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সেই উহা পরিত্যাগ করে।" অর্থাৎ এই অবস্থা তাহাদিগের হয় যাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট। তাহারা এই প্রকার বাতিল ও ভ্রান্ত কথাবার্তায় প্রলুব্ধ হয় এবং প্রতারিত হয়। তাহাদিগের সঠিক জ্ঞান ও সুস্থ বোধশক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়।

আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন ঃ فَاِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُوْنَ مَا اَنْتُمْ عَلَيْه بِفَاتِنِيْنَ اِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمُ অর্থাৎ "তোমরা স্বীয় ভ্রান্ত উপাস্যদের দ্বারা জাহান্নামীদিগের ছাড়া অন্য কাউকে প্রবঞ্চিত ও প্রতারিত করিতে পার না।"

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) বলেন, يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ– ইহার মর্মার্থ হইল, উহা হইতে পদচ্যুত সেই হয় যে নিজেই প্রতারিত। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ, উহা হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যাহাকে কামিয়াবী ও সফলতা

হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, কুরআন হইতে দূরে সেই সরিয়া যায়, যে উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পূর্ব হইতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ অর্থাৎ "অভিশপ্ত হউক মিথ্যাচারীরা।" হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, خَرَّاصُوْنَ ইহার অর্থ মিথ্যাবাদীরা; যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ফরমাইয়াছেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ "মানুষ ধ্বংস হউক; সে কত অকৃতজ্ঞ।" اَلْخَرَّاصُوْنَ মিথ্যাচারী দ্বারা তাহাদিগকে উদ্দেশ্য, যাহারা বলিয়া থাকে আমরা কিয়ামতের দিবসে পুনরুত্থিত হইব না এবং ইহা বিশ্বাসও করিব না। হযরত আলী ইব্ন আবি তালহা (রা) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত হউক অর্থাৎ সন্দেহ পোষণকারীরা। এই অর্থই হযরত মা'আয (রা) করিতেন। তিনি খুৎবায় বলিতেন, ধ্বংস হোক সন্দেহ পোষণকারীরা। হযরত কাতাদা (র) বলেন, اَلْخَرَّصُوْنَ ইহার মর্মার্থ হইল প্রতারক, কুধারণা পোষণকারী দল।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞ ও উদাসীন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা আল্লাহর সহিত কুফরীতে এবং কুরআন সম্পর্কে সন্দেহ পোষণে একাকার। উহারা দুশমনী, সন্দেহ ও অস্বীকার মূলক প্রশ্ন করে- يَسْئَلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিবস কবে হইবে? তদুত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ "সেই দিন যেইদিন তাহাদিগকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে।" হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, হাসান (রা) বর্ণনা করেন, প্রজ্জ্বলিত করা হইবে অর্থাৎ অগ্নিতে শাস্তি দেওয়া হইবে। মুজাহিদ (র) আরও বলেন, অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত করা হইবে, যেমন স্বর্ণকে অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত ও বিগলিত করা হয়। হযরত যায়দ ইব্ন আসলাম ইব্রাহীম নখয়ী, সুফিয়ান সওরী ও মুজাহিদ (র) ইহাদিগের ন্যায় সালফে সালেহীনদিগের একটি বৃহদাংশ يُفْتَنُوْنَ ইহার অর্থ অগ্নিদাহ করিয়াছেন।

ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর। ইহার অর্থ হযরত মুজাহিদ (র) فِتْنَتَكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের অগ্নিতে প্রজ্জ্বলন ও অন্যরা عذابكم অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি এই তাফসীর করিয়াছেন।

هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের শাস্তি আস্বাদন কর। তোমরা এই শাস্তিই ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছিলে। ইহা তাহাদিগকে ধিক্কার, তিরস্কার ও অবজ্ঞাস্বরূপ বলা হইবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(١٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝

(١٦) اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝

(١٧) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○

(١٨) وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

(١٩) وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

(٢٠) وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○

(٢١) وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

(٢٢) وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

(٢٣) فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○

১৫. সেদিন মুত্তাকীরা থাকিবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে,

১৬. উপভোগ করিবে তাহা যাহা তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে দিবেন; কারণ পার্থিব জীবনে তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

১৭. তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।

১৮. রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত,

১৯. এবং তাহাদিগের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।

২০. নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে ধরিত্রীতে,

২১. এবং তোমাদিগের মধ্যেও! তোমরা কি অনুধাবন করিবে না?

২২. আকাশে রহিয়াছে তোমাদের রিয্ক-এর উৎস ও প্রতিশ্রুত সমস্ত কিছু।

২৩. আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ, অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।

তাফসীর ঃ পরহেযগার ও মুত্তাকী লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহারা প্রস্রবণ ও ঝরনারাজি বিশিষ্ট জান্নাতে থাকিবে। পক্ষান্তরে পাপী অসৎ হতভাগ্য লোকদিগকে সেদিন শৃংখলাবদ্ধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়া হইবে।

اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ। "তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন উহারা তাহা উপভোগ করিবে।"

ইব্ন জারীর (র) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে যে সব ফারায়েজ তথা বিধান দান করেন তাহারা উহা তামীল করেন।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ। অর্থাৎ "তাহাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে ফারায়েজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকর্মপরায়ণ ছিল।"

ইব্ন জারীর (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ। অর্থাৎ আল্লাহ তাহাদিগকে যে সব ফারায়েজ দান করেন তাহারা উহা পালন করে। اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ ফারায়েজ আসিবার পূর্বেও তাহারা সৎকার্য করিত। কিন্তু এই সনদটি দুর্বল। বিশুদ্ধ সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় না। উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন যুবায়র উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাতে আপত্তি রহিয়াছে। কারণ আয়াতে اٰخِذِيْنَ। শব্দটি পূর্বোক্ত فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ হইতে حَال হইয়াছে। অর্থাৎ মুত্তাকীগণ জান্নাত ও ঝরনারাজিতে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ ভোগ করিবে।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِيْنَ। অর্থাৎ "ইহার পূর্বে পার্থিব জীবনে তাহারা সৎ কর্মপরায়ণ ছিল।"

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ এই প্রসংগে كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ "পানাহার কর তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত দিনে যাহা করিয়াছিলের তাহার বিনিময়ে।"

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগের ইহসান তথা আমলের ইখলাসের কথা বর্ণনা প্রসংগে বলিতেছেন ঃ

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَايَهْجَعُوْنَ "তাহারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করিত নিদ্রায়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে কোন কোন মুফাসসির বলিয়াছেন, আয়াতে مَا হরফটি نافية অর্থাৎ রাত্রের সামান্য একটু সময়ও এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, কোন রাত এমন অতিবাহিত হইত না যাহার সামান্য সময় হইলেও তাহারা উহাতে আল্লাহর ইবাদত করিত না।

মুতারিফ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে কাতাদা (র) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ কোন রাত্রি এমন অতিবাহিত হইত না যাহাতে তাহারা আল্লাহর ইবাদত করিত না। রাত্রির শুরু ভাগে হউক, শেষ ভাগে হউক, তাহারা সালাত আদায় করিত।

মুজাহিদ (র) বলিয়াছেন, তাহাজ্জুদ পড়িয়া তাহারা রাতে অল্প সময় নিদ্রায় কাটাইত। কাতাদা (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও আবুল আলিয়া (র) বলিয়াছেন, তাহারা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে সালাত আদায় করিত।

আবূ জাফর আল বাকির (র) বলিয়াছেন, তাহারা ইশার সালাত আদায় না করিয়া ঘুমাইত না।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, আয়াতে مَا হরফটি مَصْدَرِيَّةٌ অর্থাৎ রাত্রে তাহাদের নিদ্রা সামান্যই ছিল। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ এর অর্থ তাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময় দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন। অল্প কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইত এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর নিকট তাওবা ইস্‌তেগফার করিতেন।

আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিয়াছেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ এর অর্থ তাহারা রাত্রে সামান্য সময় ব্যতীত নিদ্রা যাইত না। অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ আফসোস! আমি উহাদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

হাসান বসরী (র) বলেন যে, আহনাফ ইব্ন কায়স (র) বলিতেন ঃ আমি আমার আমলকে বেহেশতবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখিতে পাই যে, তাহাদের মাঝে ও আমার মাঝে দুস্তর ব্যবধান। তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়, আমরা যাহাদের নাগাল পাইতে পারি না। তাহারা রাত্রির অল্প সময়ই নিদ্রায় কাটাইত। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমার আমলকে দোজখবাসীদের আমলের সাথে তুলনা করিয়া দেখি যে, তাহারা এমন একটি সম্প্রদায় যাহাদের মধ্যে কল্যাণের লেশমাত্র নাই। তাহারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে, আল্লাহর রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করে এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। সুতরাং আমরা তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত যাহারা আমলের ক্ষেত্রে নেক বদকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে।

আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন, বনী তামীমের এক ব্যক্তি আমার পিতাকে বলিল, হে আবু উসামা! একদল মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ "তাহারা রাত্রের সামান্য সময়ই নিদ্রায় কাটাইত" আমি তো এই গুণটি আমাদের মধ্যে পাইতেছি না। আল্লাহর শপথ! আমরা তো রাতের সামান্য সময়ই ইবাদতে কাটাই। তখন আমার আব্বা তাহাকে বলিলেন, খোশনসীব সেই ব্যক্তির! যে ব্যক্তি নিদ্রা আসিলে ঘুমাইয়া পড়ে আর জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করিবার পর চতুর্দিক হইতে জনতা তাঁহার নিকট সমবেত হয়। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম।

আমি নবী করীম (সা)-এর চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তির চেহারা হইতে পারে না। আমিই সর্বপ্রথম তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোক সকল! "তোমরা আহার করাও, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখ, সালামের প্রসার কর এবং রাত্রিকালে মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তোমরা জাগিয়া সালাত আদায় কর। তবেই তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বলিয়াছেন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন প্রাসাদ থাকিবে যাহার বহিরাংশ ভিতর হইতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হইতে দেখা যাইবে।" আবূ মূসা আশআরী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ উহা কাহাকে দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোমল ভাষায় কথা বলে, নিরন্নকে অন্ন দান করে এবং মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত যাপন করে, সে উহা লাভ করিবে।"

মা'মার (র) বলিয়াছেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ এর ব্যাখ্যায় যুহরী ও হাসান (র) বলিতেন, তাহারা রাতের অধিকাংশই সালাতে কাটাইতেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ অর্থাৎ তাহারা রাত্রিকালে ঘুমাইত না।

যাহ্‌হাক (র) كَانُوْا قَلِيْلاً কে বাক্যের সাথে মিলাইয়া اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ كَانُوْا قَلِيْلاً পাঠ করিতেন এবং পরবর্তী আয়াত مِنَ الَّيْلَ হইতে শুরু করিয়া مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ পাঠ করিতেন। কিন্তু এই মতটি কৃত্রিমতা মুক্ত নয়।

وَبِالاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ "রাত্রির শেষ প্রহরে তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করিত।"

মুজাহিদ (র) ও অন্যরা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহারা রাত্রির শেষ প্রহরে সালাত আদায় করিত, কেহ কেহ বলেন ঃ তাহারা রাত্রে দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিত এবং শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিত।

যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ("এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।)

ইসতেগফার যদি সালাতের মধ্যে হয়, তবে উহাই সর্বোত্তম।

সহীহ সংকলনসমূহ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করিয়া বলিতে থাকেন যে, কোন তাওবাকারী আছে কি? আমি তাহার তাওবা কবুল করিব। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব।

আছে কোন যাচঞাকারী? সে যাহা চাইবে আমি তাহাকে উহাই দান করিব। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এইভাবে ডাকিতে থাকেন।"

বংশধরদের জন্য হযরত ইয়াকুব (আ) এর দোয়া سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ (অবিলম্বে আমি তোমাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব) প্রসংগে অনেক মুফাস্সির বলেন যে, হযরত ইয়াকুব (আ) এই ইসতেগফারের জন্য শেষ রাত পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছিলেন।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "তাহাদের ধন-সম্পদে রহিয়াছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"

অর্থাৎ ইহারা কেবল সালাত কায়েম করিয়া আল্লাহর হক আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হন না,বরং যথাযথ গুরুত্বের সাথে মানুষের হকও আদায় করেন। যাকাত দান করেন, আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখেন ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি-সহমর্মিতা ইত্যাদির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করিতেন।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ অর্থাৎ তাহারা অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদেরকে তাহাদের সম্পদের নির্ধারিত একটি প্রদান করিতেন।

سَائِلُ বলা হয় এমন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে যে অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও ধনবানদের দায়িত্ব।

ইমাম আহমদ (র) ..... হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হুসাইন ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া ভিক্ষা করিলেও তাহার অধিকার (হক) রহিয়াছে।" আবূ দাউদ (র) সুফিয়ান সওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি অন্য সূত্রে আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

مَحْرُوْمٌ এর ব্যাখ্যা প্রসংগে ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ محرم এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, কোন কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারেন না এবং বায়তুলমালেও তাহার কোন অংশ নাই।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, محروم এমন এক ব্যক্তি যিনি জীবিকা অর্জনের জন্য কোন পেশা অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু তাহাতে তিনি পরিবারের ভরণপোষণ আঞ্জাম দিতে পারেন না।

যাহহাক (র) বলেন ঃ যাহার সম্পদ ছিল কিন্তু কারণবশত তাহার সম্পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই প্রসংগে আবূ কিলাবা (র) বলেন ঃ ইয়ামামায় একবার প্রবল জলোচ্ছ্বাস হইল, ইহাতে এক ব্যক্তির সমস্ত সম্পদই নষ্ট হইয়া যায়। তখন একজন সাহাবী বলিলেন, এই ব্যক্তি "মাহরূম" তথা বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যাব ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্ন উমর (রা) এর ভৃত্য নাফে ও আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহ করিতে সক্ষম নয়, তিনিই মাহরূম।

যুহরী ও কাতাদা (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করে না তিনি মাহরূম।

রাসূলূল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং এক লোকমা বা দুই লোকমা খাবার অথবা দু'একটি খেজুর দিয়া তাকে ফিরাইয়া দেয়া হয়, সে মিসকীন নয়, বরং মিসকীন তো সেই ব্যক্তি যার ঘরে প্রয়োজন পূরণের মত সম্পদ নাই এবং কথাবার্তা ও অবস্থা দ্বারা তাহার অভাব প্রকাশ পায় না। ফলে কেহ তাহাকে দান করে না।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি সহীহদ্বয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, মাহরূম সেই ব্যক্তি, যে গনীমতের সম্পদ বিতরণ করিবার পর উপস্থিত হয়।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ হযরত উমর ইব্ন আব্দুল আযীয (র) একদা মক্কা শরীফ যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুর আসিয়া তাঁহার কাছে দণ্ডায়মান হয়। তিনি যবাহকৃত বকরীর এক টুকরা গোশত কুকুরটির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন, মানুষ বলে ইহারাও মাহরূমের অন্তর্ভুক্ত।

শা'বী (র) বলেন, বহু চিন্তা করিয়াও আমি মাহরূম এর অর্থ বুঝিতে সক্ষম হই নাই।

ইব্ন জারীর (র)-এর মতে মাহরূম সেই ব্যক্তি যার কোন সম্পদ নাই। হয়ত ছিল কিন্তু পরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অথবা সে কামাই রোজগার করিতে সক্ষম নয়।

ইমাম সওরী (র) ...... হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (রা) একদিন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করিলেন এবং কিছু গনীমতের মাল হস্তগত করিলেন। বণ্টন করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (রা)-এর নিকট এমন কিছু লোক উপস্থিত হয়, যাহারা গনীমত লাভের সময় উপস্থিত ছিল না। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَفِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি মাদানী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয়াতটি মাদানী নয় বরং মক্কী।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَفِى الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِلْمُوْقِنِيْنَ "এবং পৃথিবীতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।"

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে বিশ্বাস করিতে চায় তাহাদের জন্য পৃথিবীতে এমন নিদর্শন রহিয়াছে, যা দ্বারা সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য, বড়ত্ব এবং প্রবল-প্রতাপ ও ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের ফসলাদি, নানান ধরনের প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পাতা, তরু-লতা, বন-জঙ্গল, মাঠ-ময়দান, মরুভূমি, নদী-নালা, সমুদ্র, মানুষের ভাষা ও বর্ণের বৈপরীত্ব বুদ্ধি-বিবেক, কামনা-বাসনা ও দৈহিক শক্তির তারতম্য, চাল-চলন, দৈহিক গঠন প্রণালী ইত্যাদিতে আল্লাহর পরিচয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلاَ تُبْصِرُوْنَ "এবং নিদর্শন রহিয়াছে, তোমাদের মধ্যেও তোমরা কি অনুধাবন কর না?"

কাতাদা (র) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সৃষ্টিতে চিন্তা করিবে, দৈহিক গঠন প্রণালীর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিবে, সে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লাহই তাহাকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ "এবং আকাশে তোমাদের জীবিকা রহিয়াছে আর যাহা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ আকাশে তোমাদের জীবিকার উৎস বৃষ্টি এবং প্রতিশ্রুত জান্নাত রহিয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রা) বলেন ঃ ওয়াসেল আহদাব (র) একদিন এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আফসোস ! আমার রিয্ক হইল আকাশে আর আমি উহা তালাশ করিতেছি যমিনে। এই কথা বলিয়া তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে চলিয়া যান। তিনদিন যাবত সেখানে কিছুই মিলিল না। তৃতীয় দিন হঠাৎ দেখিলেন যে, একটি তাজা খেজুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। তাঁহার একটি ভাই যিনি তাঁহার থেকেও বুজর্গ ছিলেন, তাহার সাথে ছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহারা দুই ভাই এইভাবে সেই জঙ্গলেই জীবন যাপন করেন।

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ "আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমাদিগের বাক-স্ফূর্তির মতই এই সকল সত্য।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও প্রতিদান ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহর কৃত প্রতিশ্রুতি সর্বৈব সত্য। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। অতএব হে মানব গোষ্ঠী ! তোমরা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করিও না। যেমন যখন তোমরা কথা বল তখন তোমরা তোমাদের বাক স্ফূর্তিতে সন্দেহ করো না। হযরত মুয়ায (রা) কোন বিষয়ে কথা বলার সময় সংগীকে বলিতেন, তুমি যে এখানে উপস্থিত আছ, তাহা যেমন সত্য, আমার এই কথা ঠিক তদ্রূপ সত্য।

মুসাদ্দাদ (র) হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা শপথ করিয়া কোন কথা বলিবার পরও যাহারা তাহা বিশ্বাস করিল না, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে ধ্বংস করুক।"

ইব্‌ন জারীর (র).... হাসান (র) হইতে মুরসাল পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢٤) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ○

(٢٥) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ○

(٢٦) فَرَاغَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ○

(٢٧) فَقَرَّبَهٗٓ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ○

(٢٨) فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ ؕ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ○

(٢٩) فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ ○

(٣٠) قَالُوْا كَذٰلِكِ ۙ قَالَ رَبُّكِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ○

২৪. তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?

২৫. যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক।

২৬. অতঃপর ইবরাহীম তাঁহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল।

২৭. ও তাহাদিগের সামনে রাখিল এবং বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন?'

২৮. ইহাতে উহাদিগের সম্পর্কে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না।' অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।'

২৯. তখন তাহার স্ত্রী চীৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, 'এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে?'

৩০. উহারা বলিল, "তোমার প্রতিপালক এইরূপই বলিয়াছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"

তাফসীর ঃ আলোচ্য কাহিনীটি সূরা হূদ এবং সূরা হিজ্‌রেও উল্লেখ করা হইয়াছে। هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ 'তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি?'

এই মেহমানগণ ছিলেন ফেরেশতা। ইহারা মানুষের আকৃতিতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়াছিলেন। আল্লাহর নিকট ইহারা বড়ই সম্মানিত।

ইমাম আহমদ (রা) ও একদল আলেম এই আয়াতের ভিত্তিতে বলিয়াছেন ঃ মেহমানের মেহমানদারী করা ওয়াজিব। হাদীস দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হয়।

اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ "উহারা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিল, তখন তাহারা বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'।"

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া 'সালামুন' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। ইবরাহীম (আ) ততোধিক উত্তমভাবে সালামের উত্তর দিলেন। সালামের চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا অর্থাৎ "যখন কেহ তোমাদিগকে সালাম করিবে; তোমরা তাহার চেয়ে উত্তমভাবে উত্তর দিবে কিংবা কমপক্ষে সালামের পরিমাণ উত্তর দিবে।" এই ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আ) উত্তম পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। এই আয়াতে سَلاَمًا নসব না পড়ে রফা পড়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) জানিতেন না যে, ইহারা ফেরেশতা তাই তিনি বলিলেন ঃ ইহারা তো অপরিচিত লোক।

ফেরেশতাগণ ছিলেন, হযরত জিবরীল (আ) মিকাঈল (আ) ও ইসরাফীল (আ)। সুদর্শন যুবকের রূপ ধরিয়া তাঁহারা আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের চোখে-মুখে ছিল গাম্ভীর্যের ছাপ। এই জন্যই ইবরাহীম (আ) বলিলেন, "ইহারা তো অপরিচিত লোক।"

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِه অর্থাৎ মেহমান দেখিয়া তাহাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিবার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) চুপিসারে দ্রুতগতিতে স্বীয় স্ত্রীর নিকট গেলেন।

فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ অর্থাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাই ছিল ইবরাহীম (আ)-এর সর্বোত্তম সম্পদ।

এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ অর্থাৎ "অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ভূনা করা গো-বৎস লইয়া উপস্থিত হইলেন।"

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ তিনি ভূনা গোশ্‌ত আনিয়া মেহমানদের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

قَالَ اَلاَ تَاْكُلُوْنَ অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য মেহমানদের নিকট রাখিয়া ভদ্রতার সাথে কোমল কণ্ঠে মধুর ভাষায় বলিলেন, “আপনারা খাইতেছেন না কেন?”

এই আয়াত দ্বারা আতিথ্যের নিয়ম ও ভদ্রতা জানা গেল যে, মেহমান আসার হযরত ইবরাহীম (আ) সন্তর্পণে খানা প্রস্তুত করিবার জন্য ঘরে চলিয়া গেলেন তাঁহারা টেরও পাইল না। এমন বলেন নাই যে, আপনারা বসুন, আপনাদের জন্য খানা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি। বরং মেহমান আসার সাথে সাথে চুপিসারে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্রুত ঘরের সর্বোত্তম বস্তু অর্থাৎ গো-বৎস ভূনা আনিয়া মেহমানদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। দূরে কোথাও রাখিয়া এই নির্দেশ দেন নাই যে, আপনারা এইখানে আসুন। অতঃপর যারপর নাই বিনয় ও ভদ্রতার সাথে বলিলেন ঃ اَلاَ تَاْكُلُوْنَ “আপনারা এখনও আহার শুরু করিতেছেন না কেন?” ‘খাও’ বলিয়া নির্দেশ দেন নাই। যেমন বলা হইয়া থাকে যে, অনুগ্রহপূর্বক আপনি এই কাজটি করিয়া দিন।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি আগন্তুক মেহমানগণ হস্ত প্রসারিত করিতে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) ভীত হইলেন।

এই প্রসংগে অন্য সূরায় বলা হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لاَتَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً - قَالُوْا لاَتَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ -

অর্থাৎ “ইবরাহীম (আ) যখন দেখিলেন যে, আহার্য বস্তুর প্রতি তাঁহাদের হাত অগ্রসর হইতেছে না, তখন তিনি ভীত হইলেন। (ইবরাহীম (আ)-এর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) তাঁহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তখন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ফেরেশতাদের কথা শুনিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। কারণ আল্লাহর অবাধ্যতায় তাহারা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তখন ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীকে ইসহাক (আ) ও ইসহাকের ঔরসে ইয়াকুব (আ)-এর আগমনের সুসংবাদ দিলেন।

قَالَتْ يَاوَيْلَتَا ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا - اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ - رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ - اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

অর্থাৎ “ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বলিলেন, আশ্চর্য আমার সন্তান হইবে? অথচ আমি বৃদ্ধা মহিলা আর আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ পুরুষ। ইহা তো আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁহারা বলিল, আল্লাহর ব্যাপার তুমি আশ্চর্য হইতেছ ? তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক। হে নবী পরিবার! নিশ্চয় আল্লাহ প্রশংসিত, মহান।”

এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা এই স্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ "অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল।"

এই আয়াতে ইবরাহীম (আ)-কে সুসংবাদ দেয়ার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত স্বামীকে সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া মানেই স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়া। কারণ স্ত্রীর উদরেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব সন্তানের সুসংবাদ উভয়কেই দেওয়া হইয়াছে।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ অর্থাৎ সন্তানের সুসংবাদের কথা শুনিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সশব্দে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ সালেহ, যাহ্হাক, যায়দ ইব্ন আসলাম, সওরী, সুদ্দী (র) আয়াতটির এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

يَاوَيْلَتَا .... فَصَكَّتْ وَجْهَهَا এই আয়াতটিতে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রীর চীৎকার করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে :

فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অর্থাৎ তিনি হাত দ্বারা কপাল চাপড়াইয়া চীৎকার করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যাটি ইব্ন মুজাহিদ ও ইব্ন ছাবিত (র)-এর।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, فَصَكَّتْ وَجْهَهَا অর্থ সাধারণত মহিলাগণ অভিনব কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া যেমন আশ্চর্যবোধ করেন, তেমনি ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে সন্তান হওয়ার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইয়া স্বীয় মুখে চপেটাঘাত করিয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়াছেন।

وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ অর্থাৎ তিনি বলিলেন আমার কিভাবে সন্তান হইবে? আমি একেতো বৃদ্ধা। সন্তান ধারণের বয়স আমার শেষ হইয়া গিয়াছে। তদুপরি আমি জীবনভর বন্ধ্যা।

قَالُوْا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিল ঃ আপনার প্রতিপালক এমনই বলিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। অর্থাৎ তোমাদের কে কতটুকু সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ভাল করিয়া জানেন এবং কথায় ও কাজে তিনি প্রজ্ঞাময়।

(٣١) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ○

(٣٢) قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ○

(٣٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ○

(٣٤) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ○

(٣٥) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

(٣٦) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ○

(٣٧) وَتَرَكْنَا فِيهَآ ءَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ○

৩১. ইবরাহীম বলিল, "হে ফেরেশতাগণ! তোমাদিগের বিশেষ কাজ কি?"

৩২. উহারা বলিল, "আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩৩. 'উহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা।

৩৪. 'যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে।

৩৫. সেথায় যে সব মুমিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

৩৬. এবং সেথায় একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাই নাই।

৩৭. যাহার মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদিগের জন্য একটি নিদর্শন রাখিয়াছি।

তাফসীর ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ۔ يَاابْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ۔

অর্থাৎ" অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল, তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল- হৃদয় ও সতত আল্লাহ্ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদিগের প্রতি তো শাস্তি যাহা অনিবার্য।"

আর এইস্থানে বলিয়াছেন قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ ইবরাহীম বলিলেন ঃ হে ফেরেশতাগণ! তোমরা কাহাদের ব্যাপারে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ?

قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলিলেন, আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায় তথা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ "আমাদিগকে লূত সম্প্রদায়ের উপর মাটির এমন শক্ত পাথর নিক্ষেপ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, আল্লাহ্র নির্দেশে যাহার প্রতিটির গায়ে অপরাধীদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এক একটি পাথর চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ সূরা আনকাবূতে বলিয়াছেন ঃ

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلاَّ امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ۔

অর্থাৎ "ইবরাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। ফেরেশতারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন ঃ فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ "সেথায় যে সব মু'মিন ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহারা হইল হযরত লূত (আ) ও তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবারবর্গ।

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔ অর্থাৎ "সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত আমি কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই।"

মোতাযিলাদের মতে ঈমান ও ইসলাম একই বস্তু। এই দু'য়ের মাঝে কোন পার্থক্য নাই। আলোচ্য আয়াতের ভিত্তিতে কেহ কেহ এই মতের পক্ষে রায় দিয়াছেন। কারণ আয়াতে একই সম্প্রদায়কে একবার মুসলিম আবার মু'মিন আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

কিন্তু তাহাদের মতের সপক্ষে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা যুক্তিসংগত নয়। কারণ আলোচ্য সম্প্রদায়টি মু'মিন ছিল। আর আমাদের মতে প্রতিটি মু'মিনই মুসলিম কিন্তু প্রতিটি মুসলিম মু'মিন নয়। কাজেই তাহারা যেহেতু মু'মিন ছিল সেই হিসাবে তাহাদিগকে মুসলিম আখ্যায়িত করা বাস্তবসম্মত। তাই বলে সর্বত্রই মুমিন ও মুসলিম একই অর্থবোধক হওয়া আবশ্যক নয়।

وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়কে মর্মান্তিক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা স্তুপে পরিণত করার মধ্যে উহাদের জন্য নির্দশন রহিয়াছে, যাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে।

(٣٨) وَفِىْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣٩) فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

(٤٠) فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ○

(٤١) وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ○

(٤٢) مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ○

(٤٣) وَفِىْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ ○

(٤٤) فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

(٤٥) فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ ○

(٤٦) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৩৮. এবং নিদর্শন রাখিয়াছ মূসার বৃত্তান্তে, যখন আমি তাহাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

৩৯. তখন সে ক্ষমতার দম্ভে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং বলিল, "এই ব্যক্তি হয় যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।"

৪০. সুতরাং আমি তাহাকে এবং তাহার দলবলকে শাস্তি দিলাম এবং উহাদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, সে তো ছিল তিরস্কার-যোগ্য।

৪১. এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু;

৪২. ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

৪৩. আরও নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদের বৃত্তান্তে, তখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্পকাল।'

৪৪. কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল, ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।

৪৫. উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না এবং উহার প্রতিরোধ করিতেও পারিল না।

৪৬. আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَفِىْ مُوْسَى اِذْ اَرْسَلْنَاهُ اِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় মূসা (আ)-এর বৃত্তান্তেও নিদর্শন রহিয়াছে। মূসা (আ)-কে আমি সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণসহ ফিরাউনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম।

فَتَوَلَّى بِرُكْنِه অর্থাৎ ফিরাউন অবাধ্যতা, দম্ভ ও অহমিকাবশত মূসা (আ) কর্তৃক আনীত সত্য হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

فَتَوَلَّى بِرُكْنِه এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার দলবলের সহযোগিতায় মূসা (আ)-এর উপর নির্যাতন করিতে শুরু করে।

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্র দুশমন ফিরাউন স্বজাতির উপর বল প্রয়োগ করিতে শুরু করে।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, ফিরাউন তাহার সকল সাঙ্গ-পাঙ্গদের লইয়া মূসা (আ)-এর সত্যের দাওয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। অতঃপর ইব্ন যায়দ لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ আয়াতটি পাঠ করেন। অর্থাৎ (তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকিত কিংবা যদি আমি কোন মজবুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারিতাম)। উল্লিখিত সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে উত্তম।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ ثَانِىْ عِطْفِه لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰه অর্থাৎ "অহংকারবশত সে আল্লাহর পথ তথা সত্য হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাক-বিতণ্ডা করে।"

وَقَالَ سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ ফিরাউন বলিল, হে মূসা! তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ তাহার কারণ, হয়ত তুমি যাদুকর কিংবা মাতাল। যাদুকর বা মাতাল ছাড়া অন্য কেহ এই ধরনের কথা বলিতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যানের অপরাধে আমি ফিরাউন ও তাহার সৈন্য সামন্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া মারিয়াছি। কারণ সে ছিল তিরস্কারযোগ্য কাফির, সত্য ত্যাগী, অপরাধী ও খোদাদ্রোহী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَفِى عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ "নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণের বায়ু।"

আলোচ্য আয়াতে عَقِيْمٌ শব্দের অর্থ ধ্বংসকারী যাহাতে কল্যাণের লেশমাত্র নাই । যাহ্হাক, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"ধ্বংসকারী বায়ূ"র ব্যাখ্যা প্রসংগে অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاتَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ অর্থাৎ "সেই ধ্বংসকারী বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়াই বহিয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ "বায়ুকে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্তরে বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বায়ু পরিচালনায় নিয়োজিত ফেরেশতাকে বলিলেনঃ বায়ু প্রেরণ করিয়া আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়া দাও। ফেরেশতা বলিল ঃ কতটুকু? ষাড়ের নাসারন্ধ্র পরিমাণ বায়ূ পাঠাইব কি? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ না তাহা হইলে তো পৃথিবী ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু তছনছ হইয়া যাইবে। বরং একটি আংটির হলকা পরিমাণ বায়ূ পাঠাও।" এই বায়ুর কথাই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন ঃ مَاتَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ অর্থাৎ "সেই বায়ু যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।"

আলোচ্য হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী হিসাবে স্বীকৃত নয়। সম্ভবত ইহা আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আমরেরই কথা। ইয়ারমূকের যুদ্ধে দুইজন আহলে কিতাবের সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বর্ণনাটি তিনি তাঁহাদের থেকেই সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বায়ু প্রসংগে হযরত সায়ীদ ইব্ন মুসাইয়্যাব (র) বলেনঃ উহা ছিল দক্ষিণা বায়ু। সহীহ্ হাদীসে শু'বা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ "আমাকে প্রভাত বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে এবং আদ জাতিকে দক্ষিণা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হইয়াছে।

وَفِى ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ "এবং নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির ঘটনায়, যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, 'ভোগ করিয়া লও স্বল্প কাল।'

ইব্‌ন জারীর (র) বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, তোমরা তোমাদিগের আয়ু শেষ হওয়া পর্যন্ত ভোগ করিয়া লও।

ছামূদ জাতির ধ্বংস প্রসংগে অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوْا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ

অর্থাৎ "ছামূদ জাতিকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা হিদায়াতের পরিবর্তে ভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি তাহাদিগকে নিপাত করিয়া দিয়াছে।"

আর এই জায়গায় বলিয়াছেন ঃ

وَفِيْ ثَمُوْدَ اِذْ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْا حَتّٰى حِيْنٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ-

"আরো নিদর্শন রহিয়াছে ছামূদ জাতির বৃত্তান্তে। যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা কিছুকাল ভোগ করিয়া লও। কিন্তু উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। ফলে উহাদিগের প্রতি বজ্রাঘাত হইল এবং উহারা উহা দেখিতেছিল।"

উল্লেখ্য যে, এই ঘোষণার পর তাহারা তিন দিন মাত্র আযাবের অপেক্ষা করিয়াছিল। চতুর্থ দিন প্রত্যুষেই আযাব আসিয়া পড়িয়াছিল।

فَمَا اسْتَطَاعُوْا مِنْ قِيَامٍ অর্থাৎ আযাব আসিবার পর আর তাহারা পলায়ন করিতে পারে নাই। এমনকি উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতাও কাহারো ছিল না।

وَمَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ অর্থাৎ বিপদে কাহারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবারও সুযোগ তাহারা পায় নাই।

وَقَوْمُ نُوْحٍ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ "এই আদ জাতির পূর্বে আমি নূহ জাতিকেও ধ্বংস করিয়াছিলাম।"

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ অর্থাৎ "নূহ (আ)-এর জাতি ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়"।

এই সকল কাহিনী ইতিপূর্বে বিভিন্ন সূরায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

(٤٧) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ○

(٤٨) وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ○

(٤٩) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

(٥٠) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

(٥١) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

৪৭. এবং আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।

৪৮. এবং আমি ভূমিকে বিছাইয়া দিয়াছি, আমি কত সুন্দরভাবে বিছাইয়াছি ইহা!

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৫০. আল্লাহ্র দিকে ধাবিত হও, আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. তোমরা আল্লাহ্র সংগে কোন ইলাহ স্থির করিও না, আমি তোমাদিগের প্রতি স্পষ্ট সতর্ককারী।

তাফসীর ঃ আকাশ ও যমীনের সৃষ্টি প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ অর্থাৎ "আমি আকাশকে সুউচ্চ সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি আমার ক্ষমতাবলে।"

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সওরী (র) এবং আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ অর্থাৎ আমিই আকাশকে চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়াছি এবং কোন প্রকারের খুঁটি ছাড়া উহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছি। ফলে কোন কিছুর সাহায্য ব্যতীতই উহা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া আছে।

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ অর্থাৎ ভূমিকে আমি সৃষ্টির জন্য বিছানা বানাইয়া দিয়াছি এবং উহাকে উহার অধিবাসীদের জন্য উত্তম বিছানাই বানাইয়াছি।

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় বানাইয়াছি। যেমন ঃ আসমান-যমীন, দিন-রাত, চন্দ্র-সূর্য, স্থল-সমুদ্র, আলো-অন্ধকার, ঈমান-কুফর, জীবন-মৃত্যু, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, জান্নাত-জাহান্নাম এইভাবে প্রতিটি প্রাণীকুল ও উদ্ভিদকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ আমি এইসব কিছু এই জন্য সৃষ্ট করিয়াছি যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, সৃষ্টিকর্তা একজন। তাঁহার কোন অংশীদার নাই।

فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখিয়া উহাতে চিন্তা করিয়া তোমরা তাঁহার প্রতি ধাবিত হও। তাঁহার কাছে আশ্রয় নাও এবং জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তোমরা তাঁহারই উপর ভরসা কর।

اِنِّىْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ "আমি [মুহাম্মদ (সা)] তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

وَلَاتَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ "তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন ইলাহ স্থির করিও না।" অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করিও না।

اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ "আমি তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্-প্রেরিত স্পষ্ট সতর্ককারী।"

(٥٢) كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

(٥٣) اَتَوَاصَوْا بِهٖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

(٥٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ○

(٥٥) وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(٥٦) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

(٥٧) مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

(٥٨) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ○

(٥٩) فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ○

(٦٠) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ○

৫২. এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"

৫৩. উহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছে? বস্তুত উহারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা কর, ইহাতে তুমি অপরাধী হইবে না।

৫৫. তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।

৫৬. আমি সৃষ্টি করিয়াছি জ্বিন্ এবং মানুষকে এই জন্য যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে।

৫৭. আমি উহাদিগের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে।

৫৮. আল্লাহ্ই তো রিযৃক দান করেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।

৫৯. জালিমদের প্রাপ্য তাহাই যাহা অতীতে উহাদিগের সম মতাবলম্বীরা ভোগ করিয়াছে। সুতরাং উহারা ইহার জন্য আমার নিকট যেন ত্বরা না করে।

৬০. কাফিরদিগের জন্য দুর্ভোগ তাহাদিগের সেই দিনের, যেই দিনের বিষয়ে উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে সান্ত্বনা স্বরূপ বলিতেছেন যে, এই সব মুশরিকরা আপনাকে যাহা বলিতেছে, উহা কোন নতুন কথা নয়, বরং পূর্বযুগের খোদাদ্রোহী কাফিরগণও তাহাদিগের নবী রাসূলদিগকে অনুরূপ কথা বলিয়াছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ অর্থাৎ "এইভাবে, উহাদিগের পূর্ববর্তীদিগরে নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে, উহারা তাঁহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ!"

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ؟ অর্থাৎ "তাহারা কি একে অপরকে এই যন্ত্রণাই দিয়া আসিতেছে।" بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে খোদাদ্রোহীতা ও সীমা লংঘনে ইহারা ও ইহাদের পূর্ববর্তী কাফিরগণ একই রকম। ফলে উহাদের মুখ থেকে সে কথাই প্রকাশ পায়, যাহা পূর্ববর্তী কাফিরগণ বলিয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ অর্থাৎ "হে মুহাম্মদ! আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন, এই ব্যাপারে আমি আপনাকে তিরস্কার করিব না, ইহাতে আপনার কোন অপরাধ হইবে না।"

وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ "আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ উপদেশ মু'মিনদিগের উপকারে আসিবে।" অর্থাৎ বিশ্বাসী অন্তর উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ অর্থাৎ আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে আমার প্রয়োজনে সৃষ্টি করি নাই বরং শুধু এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, আমি তাহাদের উপকারের জন্য তাহাদিগকে আমার ইবাদতের নির্দেশ দিব আর তাহারা স্বেচ্ছায় অনিচ্ছায় আমার দাসত্ব করিবে এবং আমার পরিচয় লাভ করিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ এর অর্থ اِلَّا لِيَقِرُّوْا بِعِبَادَتِىْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا। অর্থাৎ যেন তাহারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমার দাসত্ব স্বীকার করিয়া নেয়। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র)-এর মতে اِلَّا لِيَعْرِفُوْنَ। অর্থাৎ যেন তাহারা আমার পরিচয় লাভ করিতে পারে।

রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন; اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ অর্থ اِلَّا لِلْعِبَادَةِ। অর্থাৎ আমার ইবাদত করিবার জন্য। সুদ্দী (র) বলেন, কতিপয় ইবাদত মানুষের উপকারে আসে আবার কতিপয় কোন উপকারে আসে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ। "যদি তুমি তাহাদিগকে (মুশরিকদিগকে) জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? অবশ্যই তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ্।" উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করা একটি ইবাদত। কিন্তু শিরকের সাথে এই ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

মোটকথা সকলেই আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী তবে কাহারো ইবাদত উপকারে আসিবে আর কাহারো ইবাদত কোন উপকারে আসিবে না।

যাহ্‌হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে اِنْسٌ। ঈমানদার মানুষ আর جِنٌّ দ্বারা ঈমানদার জ্বিন উদ্দেশ্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ- اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ-

"আমি উহাদিগের হইতে জীবিকা চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে। আল্লাহ্ই তো রিয্‌কদাতা এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে اِنِّىْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ। এই আয়াতটি পড়াইয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতটির সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানবমণ্ডলীকে একমাত্র তাঁহারই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোন শরীক নাই। অতএব যে ব্যক্তি তাহার আনুগত্য করিবে তিনি তাহাকে উত্তম ও উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন আর

যে তাহার নাফরমানী করিবে তাহাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন বরং গোটা সৃষ্টিকুল সর্বাবস্থায়ই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তাহাদের রিয্‌কদাতা।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার ইবাদত কর, স্বচ্ছলতা ও শান্তি দ্বারা আমি তোমদিগের মন ভরিয়া দিব এবং তোমাদের দারিদ্রতা দূর করিয়া দিব। অন্যথায় ব্যস্ততা আর দারিদ্রতায় আমি তোমাদিগকে অস্থির করিয়া রাখিব।"

ইমরান ইব্ন যায়েদা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন হান্নান (র) ..... সালাম ইব্ন শুরাহবীল (র) হইতে বর্ণনা করেন। সালাম ইব্ন শুরাহবীল বলেনঃ আমি খালিদের দুই পুত্র হাব্বা ও সওআকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট যাই। তখন তিনি একটি কাজ করিতেছিলেন কিংবা একটি ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন। আবূ মুআবিয়া বলেন, তখন তিনি কি যেন ঠিক করিতেছিলেন। আমরাও তাঁহাকে সেই কাজে সহযোগিতা করিলাম। কাজ সমাপন করিয়া তিনি আমাদের জন্য দোয়া করিলেন ও বলিলেন, "মাথা ঝুঁকিয়া যাওয়া পর্যন্ত (মৃত্যু পর্যন্ত) জীবিকার ব্যাপারে নিরাশ হইও না। মনে রাখিও জন্মের সময় কোন মানুষ কিছুই লইয়া আসে না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুই দান করেন ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

কোন কোন আসমানী গ্রন্থে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তোমাকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব হেলায় খেলায় জীবন বরবাদ করিও না। আমিই তোমার জীবিকার জিম্মাদার, অতএব জীবিকার অন্বেষণে অস্থির হইও না। আমাকে সন্ধান কর, পাইয়া যাইবে। যে ব্যক্তি আমাকে পাইল সে সব কিছুই পাইল আর যে আমাকে হারাইল সে সব কিছুই হারাইল। আমিই তোমার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنَ

অর্থাৎ জালিমরা সেই আযাবই ভোগ করিবে যাহা ভোগ করিয়াছিল তাহাদের সমমনা পূর্ববর্তী লোকেরা। অতএব তাহারা যেন আযাবের জন্য তাড়াহুড়া না করে। কারণ নিঃসন্দেহে তাহারা একদিন আযাবে নিপতিত হইবে।

অবশেষে আল্লাহ্ বলেন ঃ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ "যাহারা প্রতিশ্রুত দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে তাহাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।"

সূরা তূর

৪৯ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম মালিক (র) ..... জুবাইর ইব্‌ন মুত'ইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্‌ন মুত'ইম (রা) বলেন, "আমি একদিন নবী করীম (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। নবী করীম (সা)-এর মত এত মধুর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করিতে আমি আর কাউকে দেখি নাই।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) .... হযরত উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ "একদা (বায়তুল্লাহ যিয়ারতের সময়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি আমার শারীরিক অসুস্থতার অভিযোগ করিলাম। শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন ঃ বাহনের পিঠে আরোহণ করিয়া তুমি সকলের পিছনে পিছনে তাওয়াফ কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাওয়াফ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বায়তুল্লাহ্‌র এক পার্শ্বে সালাতে দাঁড়াইয়া সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন।

(١) وَالطُّوْرِ ۙ

(٢) وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ

(٣) فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ

(٤) وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ

(٥) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ○

(٦) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ○

(٧) اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ○

(٨) مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ○

(٩) يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ○

(١٠) وَّ تَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ؕ○

(١١) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ○

(١٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ○

(١٣) يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ○

(١٤) هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ○

(١٥) اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ○

(١٦) اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

১. শপথ তূর পর্বতের,
২. শপথ কিতাবের, যাহা লিখিত আছে
৩. উন্মুক্ত পত্রে;
৪. শপথ বায়তুল মা‘মূরের,
৫. শপথ সমুন্নত আকাশের,
৬. এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের;

৭. তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী,

৮. ইহার নিবারণকারী কেহ নাই।

৯. যেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে

১০. এবং পর্বত চলিবে দ্রুত;

১১. দুর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের—

১২. যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।

১৩. যেদিন উহাদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া যাওয়া হইবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে—

১৪. 'ইহাই সেই অগ্নি তোমরা যাহাকে মিথ্যা মনে করিতে।'

১৫. ইহা কি যাদু? না-কি তোমরা দেখিতেছ না?

১৬. তোমরা ইহাতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর উভয়ই তোমাদিগের জন্য সমান। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইতেছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কুদরতের প্রমাণ বহণকারী কতিপয় সৃষ্ট বস্তুর শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, অবশ্যই তাঁহার শত্রুদেরকে শাস্তি প্রদান করা হইবে আর তাহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

তূর এমন পাহাড়কে বলা হয়, যাহাতে গাছ-পালা ও লতা-পাতা উৎপন্ন হয়। যেমন, হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্র সাথে যেই পাহাড়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তাহা তূররূপে অভিহিত। পক্ষান্তরে যেই পাহাড়ে গাছ-পালা উৎপন্ন হয় না, তাহাকে তূর বলা হয় না বরং আরবীতে তাহাকে جَبَلْ বলা হয়।

وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ এবং "শপথ লিখিত কিতাবের।"

কেহ কেহ বলেন ঃ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ বলিয়া লাওহে মাহফূজকে বুঝানো হইয়াছে। আবার কাহারো মতে উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দুনিয়ায় অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহ, যাহা প্রকাশ্যে লোকদিগকে পাঠ করিয়া শুনানো হয়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ অর্থাৎ উন্মুক্ত পত্রে লিখিত কিতাব وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ এবং বায়তুল মা'মূরের শপথ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মি'রাজ রজনীর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ "সপ্তম আকাশ অতিক্রমের পর আমাকে বায়তুল মা'মূরে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। অতঃপর তাহাদের উহাতে পুনরায় প্রবেশের পালা আসে না।" অর্থাৎ বায়তুল মা'মুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করিয়া তথায় আল্লাহ্

তা'আলার ইবাদত করে এবং পৃথিবীবাসী যেমন তাহাদের কা'বা তাওয়াফ করে সেই ফেরেশতারাও বায়তুল মা'মূর তাওয়াফ করে এবং বায়তুল মা'মূর হলো সপ্তম আকাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাদের কা'বা। এই কারণেই মি'রাজের রাত্রিতে সেখানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বাইতুল মা'মূরের দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কারণ তিনি হইলেন পৃথিবীতে অবস্থিত কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। তাই উহার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের কা'বার সাথে তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, এইভাবে প্রত্যেক আকাশেই একটি করিয়া ঘর রহিয়াছে যাহাতে তাহার অধিবাসী ফেরেশতাগণ ইবাদত বন্দেগী করিয়া থাকে। প্রথম আকাশে অবস্থিত এই ধরনের ঘরটির নাম হইল বায়তুল ইয্যাত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কা'বা শরীফের সমান উপরে সপ্তম আকাশে বায়তুল মা'মূর নামক একটি ঘর আছে। এবং চতুর্থ আকাশে একটি নদী আছে, যাহার নাম হইল 'নাহরুল হায়ওয়ান'। হযরত জিবরাঈল (আ) প্রতিদিন একবার সেই নদীতে নামিয়া একটি ডুব দিয়া বাহির হইয়া গা ঝাড়া দেন। তাহাতে তাঁহার দেহ হইতে সত্তর হাজার ফোটা পানি গড়াইয়া পড়ে। তাহার প্রতিটি ফোঁটা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একজন করিয়া ফেরেশতা তৈয়ার করিয়া তাহাদিগকে বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করিয়া সালাত আদায় করিতে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করিয়া তাঁহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসে। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। অতঃপর তাঁহারা আকাশে একস্থানে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করিতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহারা এইভাবে তাসবীহ পাঠ করিতে থাকিবেন।" এই হাদীসটি খুবই গরীব। রাওহ ইব্ন জানাহ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাওয়াজানী, ওকায়লী ও হাকিম আবূ আব্দুল্লাহ্ নিশাপূরী (র) প্রমুখ হাফেজে হাদীসগণ এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করিয়াছেন। হাকিম বলিয়াছেন, ইহা আবূ হুরায়রা (রা), সাঈদ ও যুহরী (র)-এর বর্ণিত হাদীস বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

ইব্ন জারীর (র) খালিদ ইব্ন আরআরাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, খালিদ ইব্ন আরআরাহ (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে হযরত আলী (রা) বলিলেন ঃ কা'বা শরীফের বরাবর উপরে আকাশে অবস্থিত 'ছুরাহ' নামক একটি ঘর। দুনিয়াবাসীর নিকট বায়তুল্লাহ্র যেমন মর্যাদা, আকাশবাসীর নিকট তাহাার তেমনি মর্যাদা। তাহাতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত আদায় করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাঁহারা তাহাতে প্রবেশ করে না।

শু'বা (র) এবং সুফিয়ান সওরী ও সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রশ্নকারী হইল, ইবনুল কাওয়া।

ইব্ন জারীর (র) .... আলী ইব্ন রাবীয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইব্ন রাবীয়া (র) বলেন, ইবনুল কাওয়া নামক এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)-কে বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ উহা আকাশে অবস্থিত ছুরাহ নামক একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে প্রবেশ করিয়া ইবাদত করিয়া বাহির হইয়া যায়। পুনরায় আর কখনো তাহারা তাহাতে প্রবেশ করে না। (আবার নূতন সত্তর হাজার প্রবেশ করে)। ইমাম ইব্ন জারীর (র) হইতে হুবহু এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র)... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণানা করিয়াছেন যে, বায়তুল মা'মূর হইল আরশের বরাবর একটি ঘর। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। একদল চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় আর তাঁহারা ফিরিয়া আসে না। ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) সহ পূর্বসূরীদের আরো অনেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) বলেন। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি জান যে, বায়তুল মা'মূর কি জিনিস? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই এ ব্যাপারে ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "বায়তুল মা'মূর কা'বার ঠিক বরাবর আকাশে অবস্থিত একটি মসজিদ। কথার কথা যদি কখনো উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে তো ঠিক কা'বার উপরেই পড়িবে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহাতে সালাত আদায় করে। অতঃপর তাঁহারা বাহির হইয়া যায় পুনরায় আর কখনো ফিরিয়া আসে না।

যাহ্হাক (র) মনে করেন যে, এমন একদল ফেরেশতা উহা আবাদ করেন, যাহাদেরকে জ্বিন নামে অভিহিত করা হয়। এবং সেই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ইবলীস।

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ "সমুন্নত আকাশের শপথ।"

সুফিয়ান সওরী, শু'বা ও আবুল আহওয়াস (র) হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ অর্থ হইল আকাশ।

সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, হযরত আলী (রা) ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيَاتِهَا مُعْرِضُوْنَ

"আর আমি আকাশকে সংরক্ষিত ছাদরূপে বানাইয়াছি। তবুও তাহারা উহার নিদর্শনাবলী উপেক্ষা করিয়া চলে।" অর্থাৎ এই আয়াতে আকাশকে سَقْفُ তথা ছাদ বলা হইয়াছে।

মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন জুরাইজ ও ইব্ন ইয়াযীদ (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

রবী ইব্ন আনাস (র)-এর মতে উহা হইল আরশ। অর্থাৎ- আল্লাহ্র আরশ সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য ছাদ স্বরূপ। জমহুর আলিমগণের ইহাই মত।

وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ "আর উদ্বেলিত সমুদ্রের শপথ।"

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন। وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ বলিয়া আরশের নিম্নে অবস্থিত সেই পানিকে বুঝানো হইয়াছে, যেখান হইতে আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং পুনরুত্থানের দিন যাহা দ্বারা কবর সমূহে মৃতদেহগুলিকে জীবিত করা হইবে।

জমহুর আলিমগণের মতে, উহা হইল দুনিয়ার এই সমুদ্র। مَسْجُوْرٌ শব্দের ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে আগুন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একস্থানে বলিয়াছেন ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সমুদ্রগুলিকে অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উহা হাশরের ময়দানে সমবেত সমগ্র মানবমণ্ডলীকে ঘিরিয়া রাখিবে।

সায়ীদ ইব্ন মুসায়্যাব, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এ ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর, মুজাহিদ ও উবাইদুল্লাহ্ ইব্ন উমাইর (র) প্রমুখ ইমামগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

'আলা ইব্ন বদর (র) বলেন। উহাকে وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ তথা উদ্বেলিত সমুদ্র করিয়া এইজন্য নাম রাখা হইয়াছে যে, উহার পানিও পান করা হয় না আর উহা দ্বারা ফসলাদিও সিঞ্চিত করা হয় না। কিয়ামতের দিন সমুদ্রসমূহের অবস্থাও একই রকম হইবে। আলা ইব্ন বদর (র) হইতে ইব্ন আবূ হাতিম (র)-ও উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সায়ীদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন। وَالْبَحْرُ الْمَسْجُوْرِ অর্থ প্রবহমান সমুদ্র। কাতাদা (র) বলেন, পানিতে পরিপূর্ণ সমুদ্র। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, সমুদ্রসমূহ বর্তমানে যেহেতু অগ্নি দ্বারা প্রজ্জ্বলিত নয় কাজেই উহা পানিতে পরিপূর্ণ। কাহারো কাহারো মতে, ইহার অর্থ হইল শূন্য সমুদ্র।

আসমাযী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ অর্থ শূন্য সমুদ্র। যেমন ঃ একদল লোক পানির সন্ধানে একটি কূপের নিকট গিয়া শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিয়া বলিল اِنَّ الْحَوْضَ مَسْجُوْرٌ অর্থাৎ কূয়ায় তো কোন পানি নাই। অর্থাৎ কূয়ার পানি শূন্য। ইব্‌ন মারদূবিয়া (র) মাসানীদুশ শো'আরায় এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, مَسْجُوْرٌ এর অর্থ হইল নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র, যেন উহার পানি উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থলবাসীকে ডুবাইয়া না দেয়। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এই ব্যাখ্যাটি নকল করিয়াছেন। সুদ্দী (র) এবং অন্যদের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক স্বীয় মসনাদে বর্ণিত একটি হাদীসও এই ব্যাখ্যার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করে। তাহা হইল—

ইমাম আহমদ (র) .... উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সমুদ্র প্রতি রাতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনুমতি চায়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দমন করিয়া রাখেন।

হাফিজ আবূ বকর ইসমায়লী (র) ..... আওওয়াম ইব্‌ন হাওশাব (র) হইতে বর্ণনা করেন। আওওয়াম ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন ঃ প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত জনৈক বুযর্গ আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক রাতে আমি আমার পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য বাহির হই। সেই রাতে আমি ছাড়া আর কোন পাহারাদার ছিল না। আমি নৌবন্দরে উপস্থিত হইলাম। সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, সমুদ্র উঁচু হইয়া পর্বত শৃংগের সাথে আছাড় খাইতেছে। এই রকম করে অতঃপর আবূ সালিহ এর সাথে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ঘটনাটি বিবৃত করি। শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রতি রাত্রে সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া পৃথিবীবাসীকে তলাইয়া দেওয়ার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বারণ করিয়া রাখেন।" এই হাদীসের সনদের মধ্যে একজন রাবী এমন আছেন, যার পরিচয় অজ্ঞাত। যার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ "আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী" অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, আমি কাফিরদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য অবশ্যই শাস্তি প্রদান করিব। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ অর্থাৎ আমি কাফিরদিগকে শাস্তি দিতে চাইলে উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

হাফিজ আবূ বকর আবুদ্দুনিয়া (র) ..... জা'ফর ইব্‌ন যায়দ আবদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। জা'ফর ইব্‌ন যায়দ আবদী (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এক রাতে

শহর পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন। চলিতে চলিতে এক সময় এক মুসলমান ব্যক্তির ঘরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, লোকটি দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেছে। হযরত উমর (রা) দাঁড়াইয়া লোকটির কুরআন তিলাওয়াত শুনিতে লাগিলেন। লোকটি তখন সূরা তূর পাঠ করিতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পর্যন্ত পৌঁছার পর হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ কা'বার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই ইহা সত্য। অতঃপর তিনি গাঁধার উপর হইতে অবতরণ করিয়া বিষণ্ন মনে একটি প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকেন। অতঃপর বাড়ী ফিরিয়া যান। এই ঘটনার পর তিনি প্রায় এক মাস যাবত এমন অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, তাঁহার রোগ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না।

ইমাম আবূ উবাইদ (র) ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন যে, হযরত উমর (রা) একদিন اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ পাঠ করিয়া দীর্ঘ বিশ দিন যাবত অসুস্থ থাকেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَاءُ مَوْرًا "যেদিন আকাশ প্রবলভাবে আন্দোলিত হইবে।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, যেদিন আকাশ প্রবলভাবে নড়াচড়া করিবে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরেকটি মত পাওয়া যায় যে, আয়াতের অর্থ হইল যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন, যেদিন আকাশ প্রবল বেগে ঘুরিবে। যাহ্‌হাক (র) বলেন, আকাশের ঘুর্ণন ও আন্দোলন সবকিছুই হইবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে।

ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতে যেদিন আকাশ অস্থিরভাবে ঘুরিবে।

وَتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا অর্থাৎ যেদিন পাহাড়সমূহ দ্রুত চলিবে। ফলে উহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলার সাথে মিশিয়া যাইবে।

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ মিথ্যাবাদীরা সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ অর্থাৎ যাহারা পার্থিব জীবনে অসার ও বাতিল কার্যকলাপে লিপ্ত এবং দীনকে ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানায়।

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে ধাক্কা মারিতে মারিতে জাহান্নামের আগুনের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, শা'বী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, যাহ্‌হাক, সুদ্দী ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন, কিয়ামতের দিন কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে।

هٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের প্রহরীগণ কাফির মিথ্যাবাদীদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে, ইহা সেই দোজখ, যাহাকে তোমরা মিথ্যা মনে করিতে!

اَفَسِحْرٌ هٰذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ অর্থাৎ ইহা কি যাদু, না-কি তোমরা ইহা দেখিতেছ না?

اِصْلَوْهَا অর্থাৎ তোমরা জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ কর। এমনভাবে যে তোমাদেরকে জাহান্নাম চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিবে।

فَاصْبِرُوْا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ জাহান্নামের আযাব ও শাস্তিতে নিপতিত হইয়া তোমরা ধৈর্যধারণ কর আর না কর উহা হইতে মুক্তি লাভ করার কোন পথ নাই।

اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের কাহারো উপর জুলুম করিবেন না বরং প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন।

(١٧) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۝

(١٨) فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

(١٩) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(٢٠) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

১৭. মুত্তাকীরা জান্নাতেও ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

১৮. তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।

১৯. তোমরা যাহা করিতে তাহার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক।

২০. তাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিবে; আমি আয়তলোচনা হুরের সংগে তাহাদিগের মিলন ঘটাইব।

তাফসীর ঃ উপরে বর্ণিত হতভাগা জাহান্নামীদের বিপরীতে সৌভাগ্যশালী ঈমানদার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতে ও ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

فَكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে যেসব রকমারী সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ও যানবাহন ইত্যাদি দান করিবেন, জান্নাতের মধ্যে তাহারা উহা উপভোগ করিতে থাকিবে।

وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ "এবং তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে জাহান্নামের শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন।"

অভাবনীয়, অকল্পনীয়, অদৃশ্য ও অশ্রুতপূর্ব ভোগ-বিলাস সৃমদ্ধ জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেওয়ার কথা ঘোষণা করার পর জাহান্নামের শাস্তি হইতে মুক্তি প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। বস্তুত ইহা আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নিয়ামত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে বলিবেন ঃ পার্থিব জীবনে তোমরা যাহা করিতে উহার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমরা তৃপ্তির সহিত স্বচ্ছন্দে পানাহার করিতে থাক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ "বিগত জীবনে কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ আজ তোমরা স্বচ্ছন্দে তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ অর্থাৎ জান্নাতীরা শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

সুফিয়ান সওরী (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ জান্নাতীরা বাসর ঘরের খাটের ন্যায় খাটের উপর হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম ..... হায়ছাম ইব্ন মালেক তায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন। হায়ছাম ইব্ন মালেক তায়ী (র) বলেন. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে এক নাগাড়ে প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হেলান দিয়া একই অবস্থায় বসিয়া থাকিবে। এদিক-ওদিক নড়াচড়াও করিবে না আর কোন প্রকার ক্লান্তিও অনুভব করিবে না। তাহাদিগের মনে যাহা চাইবে এবং চোখে যাহা ভালো লাগিবে যথাসময়ে উহা তাহাদিগের সামনে উপস্থিত হইয়া যাইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ছাবিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ছাবিত (রা) বলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, জান্নাতের মধ্যে একজন লোক সত্তর বছর পর্যন্ত হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার চতুস্পার্শ্বে তাহার অসংখ্য স্ত্রী, খাদেম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত নানা ধরনের বিলাস সামগ্রী থাকিবে। যখন সে অন্য দিকে একটু দৃষ্টি সরাইয়া নিবে হঠাৎ দেখিবে যে, তাহার সম্মুখে এমন কতিপয় স্ত্রী উপস্থিত যাহাদিগকে ইতিপূর্বে

কখনো দেখে নাই। তাহারা বলিবে, আপনি আমাদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করুন।

مَصْفُوْفَةٍ অর্থ হইল একে অপরের মুখোমুখী হইয়া বসিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীগণ আসনের উপর একে অপরের মুখোমুখী বসিয়া থাকিবে।

زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ অর্থাৎ মুত্তাকীদিগকে আমি সতী-সাধ্বী সংগীনী ও আয়তলোচনা হুরদেরকে স্ত্রীরূপে দান করিব।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ زَوَّجْنٰهُمْ অর্থ আমি মুত্তাকী জান্নাতীদিগকে ডাগর চোখা হুরদের সাথে বিবাহ পড়াইয়া দিব। হুরদের রূপ-লাবণ্যের আলোচনা ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে বিধায় পুনরায় উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

(٢١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ○

(٢٢) وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

(٢٣) يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ○

(٢٤) وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ○

(٢٥) وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ○

(٢٦) قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○

(٢٧) فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ○

(٢٨) اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ○

২১. এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি ঈমানের ক্ষেত্রে তাহাদিগের অনুগামী হয়, তাহাদিগের সহিত মিলিত করিব তাহাদিগের

সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।

২২. আমি তাহাদিগকে দিব ফলমূল এবং গোশ্‌ত যাহা তাহারা পছন্দ করে।

২৩. সেথায় তাহারা একে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে পানপাত্র, যাহা হইতে পান করিলে কেহ অসার কথা বলিবে না এবং পান কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

২৪. তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।

২৫. তাহারা একে অপরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে।

২৬. এবং বলিবে, 'পূর্বে আমরা পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।'

২৭. 'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

২৮. 'আমরা পূর্বেও আল্লাহ্‌কে আহ্বান করিতাম, তিনি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি জগতের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ঈমানদার লোকদিগের সন্তান-সন্ততি যদি ঈমানের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অনুগামী হয়, তাহা হইলে সন্তানদের আমল নিম্নমানের হইলেও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে তাহাদিগের মাতা-পিতার সাথে মিলিত করিয়া দিবেন, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। আর একটি উত্তম পদ্ধতিতে মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততিদের মাঝে মিলন ঘটানো হইবে। তাহা হইল, অসম্পূর্ণ আমলের অধিকারী সন্তান-সন্ততিদিগকে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আমলের অধিকারী মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হইবে। ইহাতে মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুমাত্র হ্রাস করা হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অতঃপর বলিয়াছেন ঃ

وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ অর্থাৎ "তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের সন্তানদিগকে মিলিত করিয়া দিব। কিন্তু তাহাদিগের কর্মফল আমি কিছুই হ্রাস করিব না।"

সুফিয়ান সওরী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার মাতা-পিতার সন্তানদেরকে তাহাদিগের সমান মর্যাদা দান করিবেন। যদিও তাঁহারা আমলের ক্ষেত্রে মাতা-পিতার সমান নয়, যেন সন্তানদিগকে কাছে পাইয়া মাতা-পিতার চক্ষু শীতল হয়। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ আয়াতটি পাঠ করেন। ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম সুফিয়ান সওরীর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে ইব্‌ন জারীর (র) আমর ইব্‌ন মুর্‌রা (র)-এর সূত্রে শু'বা (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি নকল করিয়াছেন।

ইমাম বায্যার (র) .... ইব্‌ন আব্বাস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا — مِنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, উহারা হইল ঈমানদার মাতা-পিতার এমন সন্তান, যাহারা ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর যদি মাতা-পিতার মর্যাদা তাহাদের চেয়ে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করা হয়। কিন্তু মাতা-পিতার কর্মফল হইতে কিছুই হ্রাস করা হয় না।

হাফিজ তাবারানী (র) .... সায়ীদ উব্‌ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন। সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আববাস (রা) হইতে শুনিয়াছি , তিনি বলেন, আমার মনে হয় কথাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই বলেছেন যে, জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাহারা কোথায় আছে? উত্তরে বলা হইবে যে, তাহারা তোমার মর্যাদা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তাই তাহারা জান্নাতের অন্য এক স্থানে আছে। তখন সে বলিবে ঃ পরওয়ারদেগার! আমিতো দুনিয়াতে নিজের জন্য এবং তাহাদিগের সকলের জন্য আমল করিয়াছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আদেশ দেওয়া হইবে যে, তাহাদিগকেও ইহার সাথে একত্রে স্থান করিয়া দাও। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الخ আয়াতটি পাঠ করেন।

আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল যাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমান গ্রহণ করিয়া তদানুযায়ী আমল করিয়াছে, সন্তানদের ঈমানের উসিলায় তাহাদিগকে জান্নাত দান করা হইবে এবং তাহাদিগের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাদের সাথে মিলিত হইবে।

শা'বী, সায়ীদ ইব্‌ন জুবাইর, ইবরাহীম, কাতাদা, আবূ সালিহ, রাবী ইব্‌ন আনাস, যাহহাক ও ইব্‌ন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যার প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতও ইহাই।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন ঃ হযরত খাদীজা (রা) একদিন জাহেলিয়াতের যুগে মৃত্যুপ্রাপ্ত তাহার দুই ছেলের পরিণাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল (সা) বলিলেন ঃ "তাহারা জাহান্নামী।" এই উত্তর শুনার পর হযরত খাদীজা (রা)-এর মুখ মলিন হইয়া যায়। হুযূর (সা) উহা অনুভব করিয়া বলিলেন, "খাদীজা! তুমি যদি তাহাদের অবস্থান দেখিতে পাইতে তাহা হইলে অবশ্যই তুমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিতে।" অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আপনার ঔরসে আমার যে সন্তানদি হইয়াছেন তাহাদের পরিণাম কি হইবে? উত্তরে আল্লাহ্র রাসূল

(সা) বলিলেন, তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ ঈমানদার মাতা-পিতা এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর মুশরিক মাতা-পিতা ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) .... وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইহা হইল মাতা-পিতার আমলের বরকতে সন্তানের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে সন্তানের দোয়ার বরকতে মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহের কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে তাঁহার কোন কোন নেক বান্দার মর্যাদা তাঁহার প্রাপ্যের তুলনায় বাড়াইয়া দিবেন। তখন বান্দা বলিবে পরওয়ারদিগার! এত মর্যাদা আমাকে কোথা হইতে দেওয়া হইল? উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের দোয়া ও ইস্তেগফারের বদৌলতে তোমাকে এত মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। এই হাদীসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু এই সনদে আর কেহ এই হাদীসটি বর্ণনা করে নাই। তবে সহীহ মুসলিমে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত আমলের ধারা বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিন আমল চালু থাকে।

১. "সদকায়ে জারিয়াহ,

২. তাঁহার শিখিয়ে যাওয়া এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,

৩. নেক সন্তান যে তাহার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম)

এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তিনি উপযুক্ত আমল ব্যতীতই সন্তান-সন্ততিকে মাতা-পিতার সমান মর্যাদা দান করেন। এইবার তিনি নিজের ন্যায়নীতির কথা উল্লেখ করিতেছেন যে, তিনি একজনের অপরাধের কারণে অন্যজনকে শাস্তি দেন না। এ প্রসংগে তিনি বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنٌ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ আমলের জন্য দায়ী। একজনের অপরাধের দায়-দায়িত্ব আরেকজনের উপর চাপানো হইবে না। পিতার অপরাধের বোঝা ছেলের ঘাড়ে বা ছেলের অপরাধের বোঝা পিতার ঘাড়ে চাপানো হইবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلاَّ اَصْحَابَ الْيَمِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে। তাঁহারা জান্নাতে থাকিবে এবং তাঁহারা অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ "আমি জান্নাতীদিগকে বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল ও তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী রকমারী সুস্বাদু গোশ্‌ত দান করিব।"

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা একে অপরের হইতে পান পাত্র তথা মদের পাত্র গ্রহণ করিবে। ইমাম যাহ্‌হাক (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَأْثِيْمٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা মদপান করিয়া দুনিয়ার মদপায়ীদের ন্যায় অসার, অসংলগ্ন ও অশালীন কথা বলিবে না এবং কোন প্রকার অশ্লীল এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ اللغو। অর্থ বাতিল তথা অসার ও অনর্থক কথাবার্তা আর تَأْثِيْمٌ অর্থ মিথ্যা কথন।

মুজাহিদ (র) বলেন, তাহারা কাউকে গালি দিবে না এবং কোন পাপ কর্মে লিপ্ত হইবে না।

কাতাদা (র) বলেন, আখিরাতের মদকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার মদের অপবিত্রতা ও অনিষ্টতা হইতে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন। ফলে উহাতে পান করিলে মাথা ধরিবে না, পেট ব্যথা হইবে না ও জ্ঞান লোপ পাইবে না। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আখিরাতের মদ পানকারীকে অসার, অনর্থক ও অশ্লীল কথনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করিবে না। উহা অত্যন্ত সুদর্শন ও সুস্বাদু। এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ لَاغَوْلٌ فِيْهَا وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ অর্থাৎ "উহা শুভ্র পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। উহা পান করিয়া কেহ মাতালও হইবে না এবং জ্ঞান হারাও হইবে না।" অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ অর্থাৎ "জান্নাতের মদ পান করিয়া কাহারো শিরঃপীড়া হইবে না এবং তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না।" আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ

يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَأْسًا لَالَغْوٌ فِيْهَا وَلَاتَاْثِيْمٌ অর্থাৎ "জান্নাতীরা একে অপরের নিকট হইতে সুরা পাত্র গ্রহণ করিবে।" যাহা হইতে পান করিলে কেহই অসার কথা বলিবে না এবং পাপ কর্মেও লিপ্ত হইবে না।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থাৎ "তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ কিশোরেরা।"

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের খাদেম ও সেবকদের সম্পর্কে এবং জান্নাতে তাহাদিগের মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতীদের কিশোর সেবকরা রূপ-লাবণ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পোষাক-পরিচ্ছদের সৌন্দর্যের দিক দিয়া তাহারা সজীব সতেজ সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলিয়াছেন ঃ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ "জান্নাতীদের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা। পান-পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা পূর্ণ পেয়ালা লইয়া।"

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা মুখোমুখী বসিয়া পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে এবং নিজেদের পার্থিব জীবনের আমল ও হাল-অবস্থা সম্পর্কে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে। ইহা ঠিক তেমন, যেমন দুনিয়াতে মদপায়ীরা মদের আড্ডায় বসিয়া নিজেদের ভালো-মন্দ অবস্থা আলাপ-আলোচনা করিয়া থাকে।

قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিয়া জান্নাতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস লাভ করিবার পর বলিবে, আমরা তো পার্থিব জগতে পরিবার-পরিজনদের মাঝে থাকা অবস্থায় আমাদিগের পরওয়ারদিগার সম্পর্কে ভীত ও তাঁহার আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে শংকিত ছিলাম।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ "কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরা যাহা ভয় করিতাম, সেই অগ্নি শাস্তি হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন।"

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ অর্থাৎ "ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ডাকিতাম এবং তাহার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া প্রার্থনা করিতাম। ফলে তিনি আমাদিগের ডাকে সাড়া দিয়াছেন এবং আমাদের প্রার্থনা কবূল করিয়াছেন।"

اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ "নিশ্চয় তিনি কৃপাময় পরম দয়ালু।"

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন তাহারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। তখন কুদরতীভাবে একজনের আসন আরেকজনের আসনের বরাবর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা নিজ নিজ আসনে মুখোমুখী হেলান দিয়া বসিয়া দুনিয়ার হাল-অবস্থা সম্পর্কে আলাপ করিবে। একজন অপরজনকে বলিবে, আচ্ছা, তুমি কি বলিতে পার যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে কেন দিন ক্ষমা করিয়াছেন? আমার তো মনে পড়ে যে, একদিন আমরা অমুক জায়গায় ছিলাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে ডাকিয়া নিয়া ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরূক (র) বলেন, হযরত আয়িশা (রা) একদিন فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا .... الْبَرُّ الرَّحِيْمُ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্ আমাদিগের উপর অনুগ্রহ কর এবং আমাদিগকে অগ্নি-শাস্তি হইতে রক্ষা কর। তুমি তো কৃপাময়, পরম দয়ালু।" আ'মাশ (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হযরত আয়িশা (রা) কি এই কথাটি সালাতের মধ্যেই বলিয়াছেন ? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, সালাতের মধ্যেই তিনি এই কথাটি বলিয়াছেন।

(٢٩) فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ۝

(٣٠) اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ۝

(٣١) قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ۝

(٣٢) اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

(٣٣) اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(٣٤) فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝

২৯. অতএব তুমি উপদেশ দান করিতে থাক, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি গণক নহ, উন্মাদও নহ।

৩০. উহারা কি বলিতে চাহে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।"

৩১. বল, "তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি।"

৩২. তবে কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে, না উহারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?

৩৩. উহারা কি বলে, "এই কুরআন তাহার নিজের রচনা?" না, বরং উহারা অবিশ্বাসী।

৩৪. উহারা যদি সত্যবাদী হয়, ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে মানব জাতির নিকট তাঁহার রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং তাহাদিগকে কুরআনের বাণী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আরোপিত

সমালোচক ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিভিন্ন অভিযোগ-অপবাদ খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

فَذَكِّرْ فَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার অসীম অনুগ্রহে আপনি গণক নন, উন্মাদও নন।" যেমন অজ্ঞ মুর্খ কুরাইশ কাফিররা বলিয়া থাকে।

'কাহেন' বলা এমন ব্যক্তিকে যাহার নিকট জ্বিনদের মাধ্যমে সংগৃহীত আকাশের বিভিন্ন তথ্য আসে। আর "মাজনূন" অর্থ পাগল বা উন্মাদ, স্পর্শ দ্বারা শয়তান যাহাকে পাগল করে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ "না-কি তাহারা বলে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার জন্য কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করিতেছি।"

অর্থাৎ মুশরিকরা বলে যে, আমরা মুহাম্মদের এই সব কথাবার্তায় ধৈর্যের সহিত তাহার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তাহার যে দিন মৃত্যু হইবে সেদিনই আমরা তাহার এই সব উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইব। আয়াতে مَنُوْنِ অর্থ মৃত্যু। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ "আপনি বলিয়া দিন যে, তোমরা অপেক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত অপেক্ষা করিব।"

অর্থাৎ যাহারা আপনার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দিন যে, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক, আমিও তোমাদিগের সাথে অপেক্ষা করিতেছি। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র সাহায্য কে লাভ করিতে পারে আর কাহার পরিণাম শুভ হয়, অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে দারুন নদওয়ায় বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর একজন প্রস্তাব দিল যে, মুহাম্মদকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখিয়া তোমরা তাহার ধ্বংসের অপেক্ষা করিতে থাক। যেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী যুহাইর ও নাবেগা প্রমুখ কবিরা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইনি তো তাহাদের মতই একজন কবি মাত্র। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَا "তবে কি উহাদিগের বুদ্ধি উহাদিগকে এই বিষয়ে প্ররোচিত করে?" অর্থাৎ তাহারা তোমার সম্পর্কে যে মিথ্যা ও অলীক কথাবার্তা বলিতেছে, তাহাদিগের বুদ্ধি বিবেকই তাহাদিগকে সেই বিষয়ে প্ররোচিত করে। তাহারা নিজেরাও বুঝে যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক ধারণা মাত্র।

أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ অর্থাৎ তাহারা মূলত একটি নিরেট সীমালংঘনকারী বিভ্রান্ত ও হঠকারী সম্প্রদায়। ইহাই তাহাদিগকে তোমার বিরুদ্ধে এই সকল কথাবার্তা বলিতে উদ্বুদ্ধ করে।

أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهُ অর্থাৎ তাহারা বলে যে, মুহাম্মদ (সা) নিজেই এই কুরআন রচনা করিয়া লইয়াছেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ "বরং তাহারা বিশ্বাসী নয়।" অর্থাৎ তাহাদের ঈমান নাই। কুফরী মনোভাবই তাহাদিগকে এই ধরনের উক্তি উচ্চারণ করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ "উহারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে ইহার সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক।"

অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) পবিত্র কুরআন নিজ হাতেই রচনা করিয়াছেন বলিয়া উহারা যেই দাবী করিতেছে উহাতে যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তাহা হইলে মুহাম্মাদ (সা)-এর ন্যায় উহারাও অনুরূপ একটি রচনা উপস্থিত করুক। কিন্তু বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত মানব ও জ্বিন জাতিকে একত্রিত করিয়াও যদি উহারা চেষ্টা করে তো কুরআনের সমান একটি গ্রন্থ রচনা করা তো দূরের কথা, কুরআনের সমমানের একটি সূরা বা আয়াতও তাহারা রচনা করিতে সক্ষম হইবে না।

(٣٥) أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ۝

(٣٦) أَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ۝

(٣٧) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

(٣٨) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣٩) أَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

(٤٠) أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤١) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

(٤٢) أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ۝

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৩৫. উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে, না উহারা নিজেরাই স্রষ্টা?

৩৬. নাকি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা তো অবিশ্বাসী।

৩৭. তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি উহাদিগের নিকট রহিয়াছে, না উহারা এই সমুদয়ের নিয়ন্তা?

৩৮. না-কি উহাদিগের কোন সিঁড়ি আছে যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা শ্রবণ করে? থাকিলে উহাদিগের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক!

৩৯. তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য আর পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?

৪০. তবে কি তুমি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?

৪১. না-কি অদৃশ্য বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান আছে যে, উহারা এই বিষয়ে কিছু লিখে?

৪২. অথবা উহারা কি কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।

৪৩. না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে? উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র!

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রবুবিয়াত (প্রভুত্ব) ও তাওহীদ (একত্ব) প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। এ প্রসংগে প্রথমে তিনি বলেন ঃ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ 'উহারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হইয়াছে? নাকি উহারা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা?" অর্থাৎ ইহার কোনটিই নয়। কাফিরগণ স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হয় নাই এবং উহারা নিজেরাও নিজেদেরকে সৃষ্টি করে নাই বরং আল্লাহ্ তা'আলাই উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ...... জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতইম (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তূর পাঠ করিতে শুনিয়াছি। পড়িতে পড়িতে যখন তিনি اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ .... اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ – এই আয়াতে পৌঁছুলেন, তখন আমার অন্তঃকরণ ভাবাবেগে উড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইল। বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীস যুহরী (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ خَلَقُوْا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بَلْ لَّايُوْقِنُوْنَ "তবে কি উহারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে? বরং উহারা অবিশ্বাসী।"

অর্থাৎ কাফির মুশরিকরা নিশ্চিত জানে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে আল্লাহ্ পাকের কোন অংশীদার নাই। কিন্তু তবুও বিশ্বাস না থাকার ফলে উহারা আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করে।

اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্র সাথে যাহারা শরীক স্থাপন করে আল্লাহ্র ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি কি উহাদিগের হাতে? নাকি উহারা বিশ্ব জগতকে নিয়ন্ত্রণ করছে? না, উহারা ইহার কোনটিই নয়, বরং সমুদয় ধন ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আল্লাহ্রই হাতে, তিনিই বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিকারী ও একমাত্র নিয়ন্তা। সর্বময় ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁহারই হাতে রহিয়াছে।

اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ অর্থাৎ "না-কি ইহাদিগের এমন কোন সিঁড়ি আছে, যাহাতে আরোহণ করিয়া উহারা ঊর্ধ্বজগতে পৌছিয়া তথাকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারে?"

فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ যদি তেমন কোন ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে যে সেইখান হইতে সংবাদ সংগ্রহ করে, সে উহাদিগের এইসব কর্মকাণ্ড ও উক্তি সমূহের সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। কিন্তু বাস্তব সত্য হইল এই যে, উহাদিগের হাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই এবং উহাদের দাবীর সপক্ষে উহাদিগের নিকট কোন প্রমাণও নাই। অতএব উহারা যাহা বলিতেছে; তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।

اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ "তবে কি কন্যা সন্তান তাঁহার জন্য এবং পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য?" অর্থাৎ মুশরিকরা এই বলিয়া প্রোপাগাণ্ডা চালায় যে, কন্যা সন্তানদের পিতা হইলেন আল্লাহ্ তা'আলা। উহারা আরো বলে যে, ফেরেশতারা হইল আল্লাহ্ পাকের কন্যা সন্তান। আর ছেলে সন্তানদের জনক হইল তাহারা। তাই তারা উহাদের মধ্যে কাহারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করিলে, গোস্বায় ও রাগে তাহার চেহারা কালো বিবর্ণ হইয়া যায়। সর্বোপরি উহারা ফেরেশতাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার কন্যা সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহ্র সাথে উহাদিগেরও পূজা করিয়া থাকে। এই সকল ভিত্তিহীন, অলীক ও মিথ্যা ধারণার প্রতিবাদে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ "না-কি তাঁহার জন্য কন্যা সন্তান আর তোমাদিগের জন্য ছেলে সন্তান?"

أَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ "না-কি তুমি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করিবে?" অর্থাৎ রিসালতের দাওয়াত পৌঁছানোর বিনিময়ে কি তুমি মুশরিকদিগের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাহিতেছ? যাহাকে উহারা দুর্বহ বোঝা মনে করিয়া তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারে? কিন্তু কই তুমি তো কাহারো নিকট কোন পারিশ্রমিক চাও না।

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ "তবে কি উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ে কোন জ্ঞান আছে যে, উহা এই বিষয়ে কিছু লিখে?" অর্থাৎ উহাদিগের নিকট অদৃশ্য বিষয়ের কোন জ্ঞানও তো নাই। কারণ আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কেহই গায়েব জানে না।

أَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ "না-কি উহারা কোন ষড়যন্ত্র করিতে চাহে? পরিণামে কাফিররাই হইবে ষড়যন্ত্রের শিকার।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই কাফির-মুশরিকগণ রাসূল (সা) ও দীন সম্পর্কে এই সকল উক্তি দ্বারা সরল-প্রাণ লোকদিগকে প্রতারণা করিতে ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাহাবীদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করিতে চাহিতেছে? যদি তেমন কিছু করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরিণামে উহারাই এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকা পড়িবে।

أَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ "না-কি আল্লাহ্ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ আছে?" অর্থাৎ এই আয়াতাংশে মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থাপনের ব্যাপারে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিরুদ্ধবাদীদের কটুক্তি, সমালোচনা, অমূলক রটনা, মিথ্যা অপবাদ ও শিরক হইতে নিজের সুমহান সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ অর্থাৎ "উহারা আল্লাহ্‌র সাথে যাহাকে শরীক স্থাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা উহা হইতে পবিত্র!"

(٤٤) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاۤءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ○

(٤٥) فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ○

(٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○

(٤٧) وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٨) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

(٤٩) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

৪৪. উহারা আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, 'ইহা তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ।'

৪৫. উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল, সেই দিন পর্যন্ত যেদিন উহারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হইবে।

৪৬. সেদিন উহাদিগের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং উহাদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

৪৭. ইহা ছাড়া আরো শাস্তি রহিয়াছে জালিমদের জন্য। কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই তাহা জানে না।

৪৮. ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ; তুমি আমার চক্ষুর সামনেই রহিয়াছ। তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর।

৪৯. এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অবাধ্যতা, খোদাদ্রোহীতা, গোঁড়ামী সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ "মুশরিকরা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে, বলে ইহা তো পুঞ্জীভূত মেঘ।" অর্থাৎ মুশরিকরা এতই অবাধ্য ও বক্রস্বভাব সম্পন্ন যে, শাস্তি স্বরূপ কখনো যদি আকশের কোন খণ্ড মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখে তখনও তাহারা উহাকে শাস্তি বলিয়া বিশ্বাস করে না। বরং বলে যে ভয়ের কি আছে? ইহা তো আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ لَظَلُّوْ فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ لَقَالُوْا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ۔

অর্থাৎ "যদি উহাদিগের জন্য আকাশের দুয়ার খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে; তবুও উহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে। না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্থ সম্প্রদায়।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلَاقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ! আপনি মুশরিকদিগকে সেই দিন পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলুন, যেদিন উহারা বজ্রাঘাতের সম্মুখীন হইবে।” অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত।

يَوْمَ لَايُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا “যেদিন উহাদিগের কোন ষড়যন্ত্র উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।” অর্থাৎ মুশরিকরা দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে, কিয়ামতের দিন তাহা উহাদিগকে কোন উপকার করিতে পারিবে না।

وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ “এবং কিয়ামতে উহাদিগকে কোন সাহায্যও করা হইবে না।”

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذَالِكَ অর্থাৎ “জালিমদিগকে পরকালের কঠিন শাস্তি ছাড়া দুনিয়াতেও উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে।” যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ অর্থাৎ “গুরু শাস্তির পূর্বে উহাদিগকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাইব। যাহাতে উহারা ফিরিয়া আসে।”

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ “কিন্তু অধিকাংশ লোকই উহা জানে না।” অর্থাৎ জালিমদিগকে পার্থিব জীবনে আমি শাস্তি প্রদান করি এবং বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ দিয়া উহাদিগকে পরীক্ষা করি। যাহাতে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া উহারা আমার দিকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু কেন যে আমি শাস্তি প্রদান করি ও বিপদাপদ দিয়া থাকি উহাই তাহারা বুঝে না। বরং বিপদ দূর হইয়া গেলে পূর্বে যেমন ছিল তদপেক্ষা বেশি নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন যে, অবোধ উট যেমন জানে না যে, কেন তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইল আবার কেনই বা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মুনাফিকদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। উহারা রোগাক্রান্ত হইয়া আবার সুস্থ হইয়া যায়। কিন্তু জানে না যে, কেন তাহাকে রোগ দেওয়া হইল আবার কেনই বা সুস্থতা দান করা হইল। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, বান্দা বলে, আল্লাহ্! তোমার কত নাফরমানী করিলাম কিন্তু কই তুমি তো আমাকে শাস্তি দিলা না।' উত্তরে আল্লাহ্ পাক বলেন, আরে বান্দা! কত শাস্তিই দিলাম কিন্তু তুমি তো টেরই পাইলা না!

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ “হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নির্দেশ আগমনের অপেক্ষায় তুমি বিরুদ্ধবাদীদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করিয়া চল। তুমি আমার চোখের সামনে আমারই আশ্রয়ে রহিয়াছ। আমিই তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিব।”

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ "তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি গাত্রোত্থান কর।"

حِيْنَ تَقُوْمُ -এর ব্যাখ্যায় যাহ্হাক (র) বলেন, যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন তাসবীহ্ পাঠ কর। তাসবীহ হইল ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থাৎ যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও তখন এই তাসবীহটি পাঠ কর।

রবী ইব্ন আনাস, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখ হইতে এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম মুসলিম (র) হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাতের প্রারম্ভে উক্ত তাসবীহটি পাঠ করিতেন। ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) সালাতের শুরুতে এই তাসবীহটি পাঠ করিতেন।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় আবুল জাওয়া (র) বলেন, ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার পর বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তুমি আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা কর। ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। নিম্নের হাদীসটিতে এই ব্যাখ্যার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র)..... উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদাহ ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাত্রিকালে যে ব্যক্তি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

–এই তাসবীহটি পাঠ করিবে, অতঃপর বলিবে, رَبِّ اغْفِرْلِىْ কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলিয়াছেন যে, "অতঃপর আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দোয়া কবূল করিবেন। আর যদি ওযূ করিয়া কিছু সালাত আদায় করে তো তাহার সালাত কবূল করা হয়।"

ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এবং আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) অলীদ ইব্ন মুসলিম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ এর অর্থ হইল, যে কোন মজলিস হইতে উঠিয়া আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর।

সুফিয়ান সওরী (র) .... আবূল আহওয়াস (র) হইতে আলোচ্য আয়াতটির এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি মজলিস হইতে উঠিবার ইচ্ছা করে সে যেন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ পাঠ করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ্ (র) বলেন, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ-এর অর্থ হইল, যখনই কোন মজলিস হইতে উঠিবে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করিবে। মজলিসে বসিয়া যদি তুমি ভালো কাজ করিয়া থাক, তাহা হইলে এই তাসবীহ দ্বারা আরো বেশি সওয়াবের অধিকারী হইবে। আর যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই তাসবীহ পাঠে উহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে।

আব্দুর রাজ্জাক (র) তাঁহার জামে' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আবূ উসমান ফকীর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উসমান (র) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই তালীম দিয়াছেন যে, যখন তুমি মজলিস ত্যাগ করিয়া উঠিবে, তখন বলিবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

মা'মার (র) বলেন, আমি অন্যদিগকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই বাক্যটি মজলিসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ। ইহার সমর্থনে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ ইব্‌ন জুরাইজ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কেহ যদি কোন মজলিসে বসে আর তথায় তাহার প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে, অতঃপর মজলিস হইতে উঠিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ এই তাসবীহটি পাঠ করে, তাহা হইলে সেই মজলিসে তাহার যেসব ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি হাসান-সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আহমদ, আবূ হাতিম, আবূ যুরআ ও দারে কুতনী (র) প্রমুখ এই হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

আবূ দাউদ, নাসায়ী ও হাকিম .... আবূ বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বারযা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে যখন কোন মজলিস হইতে উঠিতেন, তখন سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ পাঠ করিতেন। তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইদানীং আপনাকে এমন কিছু পাঠ করিতে শুনি, ইতিপূর্বে কখনো যাহা পাঠ করিতেন না! ব্যাপারটা কি? উত্তরে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বলিলেন, "ইহা

মজলিসের ভুল-ভ্রান্তির কাফ্ফারা।" আবূল অলিয়া (র) হইতে মুরসাল সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ী ও হাকিম (র) রবী, ইব্ন আনাস (র)-এর হাদীস হইতে যথাক্রমে আবূল আলিয়া (র) ও রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণনা করিয়াছেন.। এই সনদেও মুরসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

তদ্রূপ ইমাম আবূ দাউদ (র).... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "এমন কয়েকটি বাক্য আছে, কোন মজলিস হইতে উঠিবার সময় যাহা তিন বার পাঠ করিলে উহার বিনিময়ে মজলিসের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। আর কোন মঙ্গলময় কিংবা যিকরের মজলিসে পাঠ করা হইলে উহা দ্বারা মজলিসকে মোহর করিয়া দেওয়া হয়, অঙ্গুঠি দ্বারা মোহর করা হইয়া থাকে। উহা হইল ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

হাকিম (র).... হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটি সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈমের রেওয়ায়েত হইতেও তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এবং আবূ বকর ইসমাঈলী (র) হযরত উমর (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ। অর্থাৎ রাত্রিকালে আল্লাহ্র যিকর কর এবং কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় ইত্যাদি ইবাদত কর।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ "রাতের এক অংশে তুমি তাহাজ্জুদের সালাত আদায় কর। ইহা তোমার জন্য নফল। আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমুদে প্রেরণ করিবেন।"

وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ এবং তারকা অস্তগমনের পর আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা কর।"

ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তারকা অস্তগমনের পরবর্তী তাসবীহ হইল ফজরের ফরযের পূর্বের দুই রাকাআত সুন্নত সালাত– কারণ উহা তারকা অস্তগমনের পরই পড়া হয়।

ইব্ন আসলাম (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফজরের দুই রাকাআত সুন্নত কোনক্রমেই ত্যাগ করিও না। যদিও

অশ্ব তোমাদিগকে তাড়া করে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীসের আলোকে ইমাম আহমদ (র)-এর কতিপয় শিষ্যের মত হইল, ফজরের পূর্বেকার দুই রাকাত সালাত ওয়াজিব। কিন্তু এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ অন্য হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "রাতে ও দিনে মোট পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ।' জিজ্ঞাসা করা হইল, হুযূর! ইহা ব্যতীত কি আর নাই? উত্তরে তিনি বলিলেন, "না, তবে নফল পড়া যাইতে পারে।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ "রাসূল (সা) ফজরের দুই রাকাআত সালাতের ন্যায় কোন নফল সালাত এত গুরুত্ব সহকারে পড়িতেন না।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নত) সালাত দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম।

সূরা নাজ্‌ম

৬২ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম বুখারী (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ সিজদার আয়াত সম্বলিত সর্বপ্রথম যেই সূরাটি অবতীর্ণ হয়, উহা হইল সূরা নাজ্‌ম। এই সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার দেখাদেখি উপস্থিত অন্যরাও সিজদা করেন। তবে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম যে, সে স্বাভাবিক নিয়মে সিজদা না করিয়া একমুষ্টি মাটি হাতে লইয়া উহাতে কপাল ঠেকাইয়া সিজদা করিল। উমাইয়া ইব্‌ন খালফ নামক এই লোকটি পরবর্তীতে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। ইমাম বুখারী (র) কয়েক জায়গায়ই এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় উমাইয়া ইব্‌ন খালফের পরিবর্তে উতবা ইব্‌ন রবী'আর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

(١) وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

(٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

(٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ

(٤) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ

১. শপথ নক্ষত্রের, যখন উহা অস্তমিত হয়।

২. তোমাদিগের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়,

৩. এবং সে মনগড়া কথাও বলে না।

৪. ইহা তো ওহী, যাহা তাহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, শা'বী ও অন্যরা বলেন ঃ সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করিতে পারেন। কিন্তু কোন মাখলুক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো নামে শপথ করিতে পারে না।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى এই আয়াতটির অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, اَلنَّجْمُ অর্থ সুরাইয়া নক্ষত্র। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই ধরনের মত পাওয়া যায়। ইব্‌ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। সুদ্দী (র)-এর মতে যোহরা নক্ষত্র।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى অর্থ নক্ষত্রের শপথ, যখন ইহা দ্বারা শয়তানদেরকে নিক্ষেপ করা হয়। আ'মাশ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতটির অর্থ হইল, কুরআনের শপথ ঃ যখন উহা নাযিল হয়। ভাবগতভাবে এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতগুলোর অনুরূপ ঃ

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ لَايَمَسُّهٗ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে। নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন, যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করে না। ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى "তোমাদের সংগী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সপক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি হিদায়াতপ্রাপ্ত ও সত্যের অনুসারী। তিনি বিভ্রান্ত নন, বিপথগামীও নন। ضال বিভ্রান্ত এমন মূর্খ ও অজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে অজ্ঞতার কারণে ভুল পথে পরিচালিত হয়। আর غاوى তথা বিপথগামী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছা করিয়া বিপথে চলে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, আমার রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এই দুই শ্রেণীর কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। তিনি নাসারাদের ন্যায় না বুঝিয়া ভুল পথে পরিচালিত হন না আবার ইয়াহুদদের ন্যায় জানিয়া বুঝিয়া সত্য প্রত্যাখ্যান করেন না। ইয়াহুদরা যেমন সত্যকে জানিয়া উহা গোপন করিয়া রাখিত এবং

ইলমের বিপরীত আমল করিত, আমার রাসূল তেমন নহেন। বরং আমার রাসূল (সা) সম্পূর্ণ সত্য ও সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহাকে যেই বিধান দেওয়া হইয়াছে, উহা যারপর নাই ভারসাম্যপূর্ণ ও বাড়াবাড়িমুক্ত। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى "তিনি মনগড়া কথা বলেন না। ইহাতো ওহী যাহা প্রত্যাদেশ হয়।"

অর্থাৎ আমার রাসূল মুহাম্মদ (সা) নিজের স্বার্থে মনগড়া কোন কথা বলেন না। আমি তাঁহার নিকট যাহা প্রত্যাদেশ করি এবং মানুষের নিকট যাহা পৌঁছাইয়া দিতে বলি, তিনি কেবল হুবহু উহাই বলেন। কোন কথা বাদও দেন না আবার নিজের হইতে কোন কথা বানাইয়াও বলেন না। এ প্রসংগেই ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ (র) .... আবূ উমামাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামাহ্ (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, (কিয়ামতের দিন) "রবীয়া ও মুযার" দুইটি বৃহৎ গোত্রের সমতুল্য মানুষ এমন এক ব্যক্তির সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করিবে,যিনি নবী নহেন।" এই কথা শুনিয়া উপস্থিত এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর, রবীয়া কি মুযারের অন্তর্ভুক্ত নয়? (আপনি দুই গোত্র বলিতেছেন কেন ?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি যাহা বলি, ঠিকই বলি।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শুনিতাম, মুখস্ত করিবার জন্য উহার সবই লিখিয়া রাখিতাম। কিন্তু কুরাইশরা একদিন আমাকে নিষেধ করিয়া বলিল, আচ্ছা তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে যাহা শ্রবণ কর উহাই লিখিয়া রাখ কেন? তিনি তো একজন মানুষ বৈ নহেন। রাগের মাথায়ও তো তিনি অনেক কথা বলিয়া ফেলেন। বাধা পাইয়া আমি লিখা বন্ধ করিয়া দিলাম। এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ঘটনাটি ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ "তুমি লিখিতে থাক, আমি সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার মুখ হইতে সত্য ছাড়া কোন কথা বাহির হয় না।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) মুসাদ্দাদ ও আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শায়বা (র) হইতে, আবার ইহারা দুইজন ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ কাত্তান (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদিগের নিকট আমি যাহা আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া ঘোষণা করিব উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।'

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি যাহা বলি সত্যই বলি।" এই কথা

শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো অনেক সময় আমাদের সাথে রসিকতা করিয়াও অনেক কথা বলেন, (উহাও কি·বাস্তব সত্য?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি সত্য ছাড়া কোন কথাই বলি না।"

(٥) عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ○

(٦) ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۙ○

(٧) وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ؕ○

(٨) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ○

(٩) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۚ○

(١٠) فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ؕ○

(١١) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○

(١٢) اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○

(١٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ○

(١٤) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○

(١٥) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ؕ○

(١٦) اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ○

(١٧) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○

(١٨) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○

৫. তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী,

৬. প্রজ্ঞাসম্পন্ন সত্তা, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিল,
৭. তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে।
৮. অতঃপর সে তাহার নিকটবর্তী হইল, অতি নিকটবর্তী।
৯. ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম।
১০. তখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা ওহী করিবার তাহা ওহী করিলেন।
১১. যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই।
১২. সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সংগে বিতর্ক করিবে?
১৩. নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছিল।
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।
১৫. যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।
১৬. যখন বৃক্ষটি, যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।
১৭. তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।
১৮. সে তো তাহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।

তাফসীর ঃ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى "তাহাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী সত্তা।" এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাঁহার বান্দা ও রসূল মুহাম্মদ (সা) মানব জাতির নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়াছেন, এক শক্তিশালী সত্তা তাঁহাকে উহা শিক্ষা দান করে। আর তিনি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ - مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٌ -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহক আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাসভাজন।

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ ذُوْمِرَّةٍ অর্থাৎ শক্তিশালী। মুজাহিদ, হাসান ও ইব্ন যায়দ (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ذُوْمَرَّةٍ অর্থ করিয়াছেন ঃ ذُوْ مَنْظَرٍ حَسَنٍ অর্থাৎ–সুদৃশ্যবান। কাতাদা (র) বলেন ঃ ذُوْ مِرَّةٍ বৃহৎকায় ও সুদর্শন। এই দুই অর্থের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, হযরত জিবরাঈল (আ) একদিকে সুদৃশ্যবান অপরদিকে প্রবল শক্তিশালী।

হযরত ইব্ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ لَاتَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ وَلَالِذِى مِرَّةٍ سَوِىٍّ অর্থাৎ সম্পদশালী এবং সুঠাম শক্তিশালী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া জায়েয নাই।

فَاسْتَوٰى অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। হাসান, মুজাহিদ; কাতাদা ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। ইকরিমা (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ করিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, যেখান হইতে প্রভাত বিচ্ছুরিত হয় তাহাকে اُفُقِ اَعْلٰى তথা ঊর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اُفُقِ اَعْلٰى হইল সূর্যোদয়ের স্থান। কাতাদা (র) বলেন, যেখান হইতে দিবস আগমন করে। ইব্‌ন যায়দ (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থই করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে জীবনে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমত, যখন হুযূর (সা) জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, তখন জিবরাইল (আ) আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন মি'রাজ রজনীতে।

আল্লামা ইব্‌ন জারীর (র) একটি ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (সা) দু'জনেই মি'রাজ রজনীতে ঊর্ধ্ব দিগন্তে নিজ নিজ আকৃতিতে স্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যার সাথে অন্য কেহই একমত নহেন। কারণ আলোচ্য আয়াতে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখার যে কথা বলা হইয়াছে উহা মি'রাজ রজনীর ঘটনা নয়– বরং তাহার পূর্বেকার ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মর্ত্য জগতেই ছিলেন। নবূওয়াতের প্রাথমিক যুগে হযরত জিবরাঈল (আ) সূরা ইকরার প্রাথমিক সূরা সমূহের প্রত্যাদেশ লইয়া মহানবী (সা)-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ থাকে। তদ্দরুন রাসূলুল্লাহ্ (সা) দারুন উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। এমনকি পাহাড় হইতে পড়িয়া তাঁহার আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা মনে বারবার জাগ্রত হইতে থাকে। যখনই এরূপ পরিস্থিতি দেখা দিত তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আড়াল হইতে আওয়াজ দিয়া বলিতেন ঃ মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। আমি জিবরাঈল। তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিতেন এবং মনে প্রশান্তি অনুভব করিতেন। এইভাবে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন জিবরাঈল (আ) তাঁহার ছয়শত ডানা মেলিয়া গোটা দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া মক্কার এক উন্মুক্ত ময়দানে নিজ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আসিয়া আল্লাহ্ বাণী প্রত্যাদেশ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিবরাঈল (আ)-এর মহত্ব এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁহার সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে। উহার একেকটি ডানা তখন আকাশ প্রান্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তাহার ডানা হইতে মনি মুক্তা ইত্যাদি ঝরিয়া পড়ে। উহার হাকীকত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার নিজ আকৃতিতে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব আকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ ভাসিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উঠাইয়া চোয়াল হইতে লালা মুছিয়া দিয়া তাঁহার গায়ে মুছিয়া দেন।

ইব্‌ন আসাকির (র)......... হান্নাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হান্নাদ ইব্‌ন আসওয়াদ (র) বলেন, আবূ লাহাব ও তাহার ছেলে উতবাহ শাম দেশ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমিও তাহাদের সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করিলাম। রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে উতবাহ বলিল সফরে যাওয়ার আগে মুহাম্মাদের সামনে তাহার খোদাকে একটু গালি দিয়া আসি। এই বলিয়া উতবাহ মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিল, يَا مُحَمَّدُ هُوَ يَكْفُرُ بِالَّذِىْ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! যে ব্যক্তি নিকটবর্তী হইল, আরো নিকটবর্তী হইল, ফলে তাহাদিগের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রহিল অথবা উহারও কম, আমি তাহাকে অস্বীকার করি। উতবার মুখে এই অশালীন উক্তি শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়া উঠিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! ইহার উপর তোমার কুকুর হইতে একটি কুকুর লেলাইয়া দাও।"

অতঃপর উতবাহ পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। আবূ লাহাব জিজ্ঞাসা করিল, বৎস! মুহাম্মদকে কি বলিলে? উতবাহ পিতার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করিল। শুনিয়া আবূ লাহাব বলিল, "বৎস! মুহাম্মদের দোয়া কখনো ব্যর্থ যায় না। আমি তোমার ব্যাপারে আশংকা করিতেছি।"

অতঃপর আমরা শামের উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। শাম দেশে পৌঁছিয়া আমরা এক গীর্জার নিকট অবতরণ করিলাম। দেখিয়া গীর্জার পাদ্রী বলিল, এইখানে অবস্থান করা আপনাদিগের জন্য আমি নিরাপদ মনে করি না। কারণ এই স্থানে হিংস্র বাঘ বকরীপালের ন্যায় অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এই কথা শুনিয়া আবূ লাহাবের

অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল এবং বলিল, তোমরা তো জানো যে, আমি তোমাদিগের তুলনায় কত প্রবীণ লোক। আমার প্রতি তোমাদিগের দায়িত্ব কতটুকু তাহাও তোমাদিগের অবিদিত নহে। মুহাম্মদ আমার এই ছেলেকে বদদোয়া করিয়াছে, তাহাও তোমরা জান। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই ছেলের প্রাণের ব্যাপারে আমি খুবই শংকিত। ইহার নিরাপত্তার জন্য তোমরা তোমাদিগের সমস্ত মোট-ঘাট একত্রিত করিয়া এই গীর্জার নিকট স্তূপ দাও এবং উহার উপর আমার কলিজার টুকরার বিছানা পাতিয়া দাও। অতঃপর উহার চতুষ্পার্শ্বে তোমরা সকলে শুইয়া পড়। আবূ লাহাবের নির্দেশ মত আমরা উহাই করিলাম।

কিছুক্ষণ পর একটি ব্যাঘ্র আসিয়া আমাদিগের সকলের মুখ শুঁকিতে লাগিল। যেন কাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতেছে। একে একে সকলের মুখ শুঁকিয়া কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পাইয়া ব্যাঘ্রাটি একটু পিছনে সরিয়া গিয়া এক লাফে মোটঘাটের উপর শায়িত উতবাহ্র মুখ শুঁকিয়া অমনিই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্ত মধ্যে তাহার মাথাটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেখিয়া আবূ লাহাব বলিল, আমি জানিতাম যে, মুহাম্মদের বদদোয়ার কবল হইতে উতবাহ রেহাই পাইবে না।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) মাটিতে অবতরণ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর এতই নিকটে আসিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মাঝে মাত্র দুই কামান বরাবর ব্যবধান রহিল। বরং তিনি আরো নিকটে আসিলেন। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

اَوْ اَدْنٰى আলোচ্য আয়াতে او হরফটি সন্দেহ প্রকাশের জন্য নয় বরং যাহার সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে তাহাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন– অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً অর্থাৎ ইহার পরও তোমাদিগের হৃদয় কঠিন হইয়া গেল। উহা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। অর্থাৎ–তোমাদের হৃদয় পাথর হইতে নরম নহে। হয়তো পাথরের ন্যায় কঠিন কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। অনুরূপভাবে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً অর্থাৎ তাহারা মানুষকে আল্লাহ্কে ভয় করার ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা বেশি ভয় করে। অর্থাৎ মানুষের প্রতি তাহাদের ভীতি আল্লাহ্ ভীতির হইতে কম নহে– বরং হয়তো আল্লাহ্ ভীতির সমান বা তদপেক্ষা বেশী। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ অর্থাৎ আমি তাহাকে এক লক্ষ কিংবা তদপেক্ষা বেশী লোকের নিকট পাঠাইয়াছি। অর্থাৎ তাহাদের সংখ্যা এক লাখ হইতে কম নয়–

বরং এক লাখ তো হইবেই, তাহার অপেক্ষা বেশীও হইতে পারে। মোটকথা এইসব আয়াতে সন্দেহের জন্য أو হরফটি ব্যবহার করা হয় নাই। কারণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সন্দেহযুক্ত রূপে সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে না।

এই নিকটে আগমনকারী ব্যক্তি হইলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। হযরত আয়িশা, ইব্ন মাসঊদ, আবূ যর ও আবূ হুরায়রা (রা) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুহাম্মাদ (সা) অন্তর দ্বারা তাঁহার প্রতিপালককে দুইবার দেখিয়াছেন; একবারের কথা আলোচ্য আয়াত ثُمَّ دَنَا এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত মি'রাজের হাদীসে আছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত নিকটবর্তী হইলেন এবং নীচে নামিয়া আসিলেন। এই হাদীসের মতন সম্পর্কে অনেকেরই আপত্তি রহিয়াছে। যদি এই হাদীসটি সঠিক বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব, ইহা অন্য সময়ের ঘটনা। আলোচ্য আয়াতের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কারণ আলোচ্য আয়াতে যেই ঘটনাটির কথা বলা হইয়াছে উহা ঘটিয়াছে এই পৃথিবীতে, মি'রাজে নয়। আর এই জন্যই পরবর্তীতে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আরেকবার দেখিয়াছেন। এই দ্বিতীয়বারেরটি হইল মি'রাজ রজনীর ঘটনা আর প্রথমটি ঘটিয়াছে পৃথিবীতে।

ইব্ন জারীর (র)....... যির্ ইব্ন হুবাইশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

ইব্ন জারীর....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ নবুওতের প্রথম যুগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছেন। স্বপ্ন দেখার পর বিশেষ প্রয়োজনে তিনি ঘর হইতে বাহির হইলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) হে মুহাম্মাদ! হে মুহাম্মদ! বলিয়া উচ্চস্বরে কয়েকবার ডাক দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আওয়াজ শুনিয়া ডানে-বামে তাকাইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এইভাবে তিনবার ডাক শুনিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিতে পাইলেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) দুই পা একত্রিত করিয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আওয়াজ আসিল, মুহাম্মদ, আমি জিবরাঈল (আ)। ভয় পাইয়া হুযূর (সা) দৌড়াইয়া লোকালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন আকাশের দিকে তাকাইয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর আবার বাহির

হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পূর্বের ন্যায় দেখিতে পাইয়া পলায়ন করিয়া লোক সমাগমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন আর কিছুই দেখা গেল না। আবার বাহির হইলেন, আবার দেখিতে পাইলেন। وَالنَّجْمِ اذا هَوٰى ...., এই আয়াতগুলিতে এই কাহিনীর কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে।

কাহারো কাহারো মতে قَابَ অর্থ আধা আঙ্গুল। আবার কেহ বলেন ঃ قَابَ অর্থ দুই হাত। অর্থাৎ– হযরত জিবরাঈল (আ) হুযূর (সা)-এর এত নিকটবর্তী হইয়াছিলেন যে, উভয়ের মাঝে মাত্র দুই হাতের ব্যবধান ছিল।

ইমাম বুখারী (র) .... শায়বানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শায়বানী বলেন, আমি যির (র)-কে فَكَانَ قَابَ ..... مَااَوْحٰى সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন, যাঁহার ছয়শত ডানা রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইটি রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আসমান-যমীন জুড়িয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, অতঃপর জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্র বান্দা মুহাম্মদ (রা)-এর নিকট ওহী করিলেন যাহা ওহী করিবার ছিল। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে ওহী করিলেন। তবে উভয় অর্থই সঠিক।

এখন প্রশ্ন হইল যে, তখন মুহাম্মদ (সা)-কে যেই ওহী করা হইয়াছিল, উহা কি ছিল? এই প্রসংগে হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর যেই ওহী অবতীর্ণ করেন তাহা হইল وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا। অন্যরা বলেন যে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই ওহী পাঠালেন যে, আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত নবীদের জন্য জান্নাত হারাম এবং আপনি প্রবেশ না করা পর্যন্ত উম্মতের জন্য জান্নাত হারাম।

مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى اَفَتُمَارُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى অর্থাৎ যাহা সে দেখিয়াছে তাহার অন্তঃকরণ তাহা অস্বীকার করে নাই। সে যাহা দেখিয়াছে, তোমরা কি সে বিষয়ে তাহার সাথে বিতর্ক করিবে?

ইমাম মুসলিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার অন্তর দ্বারা হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দুইবার দেখিয়াছেন। অনুরূপভাবে সিমাক (র)-ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই হাদীসটি

বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সালিহ, সুদ্দী এবং আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে অন্তর দ্বারা দুইবার দেখিয়াছেন। তবে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) সহ অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম তিরমিযী (রা).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে কি করিয়া দেখিলেন? আল্লাহ্ তো বলিতেছেন ঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ "কোন চক্ষুই তাঁহাকে দেখিতে পারিবে না; তিনি সকলকেই দেখিতে পান।" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ ইহা সেই সময়ের জন্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্ণ নূর বিকশিত করিবেন। মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ্ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)........ শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী বলেন, একদিন আরাফাতের ময়দানে হযরত কা'ব (রা)-এর সাথে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সাক্ষাৎ হয়। তখন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) কা'ব (রা)-কে কি যেন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবার বলিয়া উঠিলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি হাশিম বংশের লোক। কা'ব বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দর্শন ও কথোপকথনকে মুহাম্মদ (সা) ও মূসা (আ)-এর মাঝে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। মূসা (আ)-এর সহিত আল্লাহ্ তা'আলা দুইবার কথা বলিয়াছেন আর মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দুইবার দেখিয়াছেন।

মাসরূক (র) বলেন ঃ একদিন আমি হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! মুহাম্মদ (সা) কি কখনো আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, এমন একটি প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা শুনিয়া আমার দেহের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। তখন আমি لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলাম এই আয়াতে তো আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিয়াছেন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াতে জিবরাঈল (আ)-এর কথা বলা হইয়াছে। শোন মাসরূক! যেই ব্যক্তি বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছে কিংবা মুহাম্মদ (সা) কোন কথা গোপন করিয়াছেন বা তাঁর নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিসের ইলম ছিল, সে মিথ্যুক, আল্লাহ্‌র উপর অপবাদ প্রদানকারী।

পাঁচটি জিনিস যা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ জানে না, তাহা হইল, ১. কিয়ামত কখন হইবে, ২. বৃষ্টি কখন কতটুকু বর্ষিবে, ৩. মায়ের উদরস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে, ৪. আগামীকাল কে কি করিবে ও ৫. কাহার মৃত্যু কোথায় হইবে।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন, আসল কথা হইল মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছেন। তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে

মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। একবার মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায়। আরেকবার এই পৃথিবীতে। তখন তাহার আকাশ জোড়া ছয়শত ডানা ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহাতে কি তোমরা অবাক হইতেছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছিলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে দর্শন লাভের সুযোগ দিয়াছেন।

মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ যর (রা) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন'? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা তো নূর ; আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?" অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি একটি নূর দেখিয়াছি।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ. আমি আমার অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দুইবার দেখিয়াছি। এই বলিয়া তিনি مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى আয়াতটি পাঠ করিলেন।

হযরত ইকরিমা (রা)-এর নিকট مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাকে এই সংবাদ দিব যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্কে দেখিয়াছেন'? প্রশ্নকারী বলিল, হ্যাঁ, ইকরিমা বলিলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন। অতঃপর আবারও দেখিয়াছেন।

অতঃপর প্রশ্নকারী এই ব্যাপারে হযরত হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার জালাল, আজমত ও অহংকারের চাদর দেখিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি একটি নদী দেখিয়াছি। নদীর পিছনে একটি পর্দা দেখিয়াছি এবং পর্দার আড়ালে নূর দেখিয়াছি। ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখি নাই।"

ইমাম আহমদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি আমার রবকে দেখিয়াছি ;" এই হাদীসটির সনদ সহীহ্। কিন্তু ইহা স্বপ্নের হাদীসেরই একটি অংশ। স্বপ্নের হাদীসটি এইরূপ ঃ

ইমাম আহমদ (র)......... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার রব আজ রাত সুন্দর আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। (বর্ণনাকারী বলেন যে, আমার ধারণা স্বপ্নে আসিয়াছেন)। আসিয়া তিনি বলিলেন ঃ মুহাম্মদ! তুমি জান কি যে, ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশতারা কোন্ বিষয়ে বাকবিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, না, আমি জানি না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপরে রাখিলেন। ইহাতে আমি আমার বুকের মধ্যে ইহার শীতলতা অনুভব করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ যমীনের যাবতীয় ইলমই আমি শিখিয়া ফেলি। অতঃপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! তুমি কি জান যে, ঊর্ধ্ব জগতের ফেরেশ্‌তাগণ কোন্ বিষয়ে বিতণ্ডা করিতেছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, তখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহারা পরস্পর সে সব নেক আমল সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে, যাহা গুনাহের কাফ্‌ফারা হইয়া যায় এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এইবার বল, কাফ্‌ফারা সমূহ কি কি? আমি বলিলাম, ফরয সালাত শেষে মসজিদে অবস্থান করা, পাঁয়ে হাটিয়া জামা'আতে হাজির হওয়া এবং কষ্ট স্বীকার করিয়া হইলেও ভালোভাবে ওযু করা। যে ব্যক্তি এইগুলো করিবে তাহার জীবন মঙ্গলজনক হইবে, কল্যাণের সহিত তাহার মৃত্যু হইবে এবং সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ন্যায় সে গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে বলিলেন, মুহাম্মদ! সালাত শেষে এই দোয়াটি পাঠ করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاِذَا اَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً اَنْ يُّقْضِىَ اِلَيْكَ غَيْرَ مُفْتُوْنٍ

আর মর্যাদা বৃদ্ধিকারী আমল হইল, ভূখা-নাঙ্গাকে আহার দান করা, সালামের প্রসার সাধন করা, রাত্রিকালে সকল মানুষ যখন গভীর নিদ্রায় অচেতন থাকে তখন উঠিয়া সালাত আদায় করা।

সূরা সোয়াদের শেষে এই ধরনের একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র)... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি আমার রবকে উত্তম আকৃতিতে দেখিয়াছি। তিনি আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ, তুমি কি জান যে, ঊর্ধ্ব আকাশে ফেরেশ্‌তারা কোন বিষয়ে ঝগড়া করিতেছে? আমি বলিলাম না, আল্লাহ্ আমি জানি না। তখন তিনি তাঁহার হাত আমার দুই কাঁধের উপর রাখিলেন। আমি আমার বুকে উহার শীতলতা অনুভব করিতে পারিয়াছি। ইহাতে আমি আসমান-যমীনের যাবতীয়

ইলম শিখিয়া ফেলি। তখন আমি বলিলাম, হে আমার রব ! এইবার আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, ঊর্ধ্ব আকাশের ফেরেশতাগণ গুনাহের কাফ্‌ফারা, মানুষের মর্যাদা, পায়ে হাঁটিয়া জামাতে হাজির হওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে আলাপ করিতেছেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আমার রব! আপনি তো হযরত ইবরাহীম (আ)-কে খলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলিয়াছেন আরো এই করিয়াছেন, এই করিয়াছেন। কিন্তু আমার জন্য কি করিয়াছেন? আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, আমি কি তোমার সীনা উন্মুক্ত করিয়া দেই নাই? তোমার উপর হইতে বোঝা নামাইয়া দেই নাই? তোমার উপর কি আমি এই ইহ্সান করি নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আরো এমন কতিপয় অনুগ্রহের কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে যাহা বলার অনুমতি নাই।

ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى ...... مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَاٰى এই আয়াতগুলিতে সেই সব অনুগ্রহের কথাই বলা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমার চোখের নূর অন্তরে ভরিয়া দিয়াছেন। ফলে আমি অন্তর দ্বারা তাঁহাকে দেখিয়াছি।" এই হাদীসের সনদ দুর্বল।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, উতবা ইব্‌ন আবূ লাহাব শামদেশে বাণিজ্যে যাত্রার প্রাক্কালে বলিয়াছিল, হে মক্কাবাসীগণ! তোমরা জানিয়া রাখ! আমি সেই ব্যক্তিকে অস্বীকার করি, যে মুহাম্মদের নিকটবর্তী হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কুকুর লেলাইয়া দিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবেন। বর্ণনাকারী হাব্বার বলেন, অতঃপর আমরা শামদেশে গিয়া এমন এক স্থানে অবস্থান করিলাম যেখানে বিপুল ব্যাঘ্রের অবাধ বিচরণ ছিল। এক সময় একটি বাঘ আসিয়া সকলের মাথা শুঁকিতে আরম্ভ করে। এক এক করে সকলের মাথা শুঁকিয়া এক পর্যায়ে এক লাফে উতবার নিকট গিয়া সকলের মধ্যখান হইতে তাহাকে ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলে।

ইব্‌ন ইসহাক ও অন্যরা বলেন ঃ এই ঘটনাটি যারকা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছে। কাহারো কাহারো মতে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে আরাত নামক স্থানে।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى অর্থাৎ নিশ্চয় সে তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছে সিদরাতুল মুনতাহার নিকট, যাহার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান।

ইহা মুহাম্মদ (সা)-এর জিবরাঈল (আ)-কে তাহার আসল আকৃতিতে দেখার দ্বিতীয় ঘটনা। এই ঘটনাটি মি'রাজ রজনীতে ঘটিয়াছিল। মি'রাজ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে সূরা সুবহান এ আলোচিত হইয়াছে। তাই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উপরে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) মি'রাজ রজনীতে হুযূর (সা) আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়াছেন বলিয়া মত পোষণ

করিতেন। উহার সপক্ষে তিনি আলোচ্য আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করেন। পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেকে এই মত সমর্থন করেন। তবে সাহাবা ও তাবিয়ীনদের অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ...... এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছি। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে। উহার পালক হইতে মুক্তা ও ইয়াকূত ছড়াইয়া পড়িতেছে।"

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার ছয়শত ডানা ছিল। প্রতিটি ডানা হইতে মনি-মুক্তা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার এক একটি ডানা আকাশ জুড়িয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সিদরাতুল মুনতাহার নিকট আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার ছয়শত ডানা আছে।"

যায়দ ইব্‌ন হুবাব (র) বলেন, আমি আসিম (র)-কে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে কিছু বলিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তার কতিপয় সাথী আমাকে বলিলেন যে, জিবরাঈল (আ)-এর একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সূত্রটি উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)...... শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। শাকীক (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জিবরাঈল (আ) আমার নিকট মুক্তার পার বিশিষ্ট একটি চাদর পরিহিত অবস্থায় আসিলেন।

ইমাম আহমদ (র)......... আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির (র) বলেন, মাসরূক (র) একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ (সা) কি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছেন'? উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, তোমার কথা শুনিয়া আমার গায়ের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। মনে রাখিও তোমাকে যে ব্যক্তি তিনটি কথা বলিবে সে মিথ্যাবাদী। ১. যে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ অর্থাৎ কোন চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না। কিন্তু সকল চক্ষুই তিনি দেখিতে পারেন।

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ কোন মানুষের সহিতই আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন না। তবে ওহীর মাধ্যমে কিংবা পর্দার আড়াল হইতে বলেন।

২. যে ব্যক্তি বলিবে যে, আগামীকাল কি হইবে তাহা সে জানে—সেও মিথ্যাবাদী। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ "কিয়ামতের ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন মাতৃ উদরে কি আছে। আর কেহ জানে না যে, আগামীকাল সে কি করিবে আর কে কোথায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ জানে না।"

৩. আর যে বলিবে যে, মুহাম্মদ (সা) কোন কিছু গোপন করিয়াছেন, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ অর্থাৎ "হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হইতে আপনার নিকট যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে আপনি উহা প্রচার করুন। তবে তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন। মাসরূক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকটে ছিলাম। কথা প্রসংগে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি বলেন নি যে وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তিনি তাহাকে ঊর্ধ্বজগতে দেখিয়াছেন।" নিশ্চয় তিনি তাহাকে আরেকবার দেখিয়াছেন। উত্তরে হযরত আয়িশা (রা) বলিলেন, এই আয়াত সম্পর্কে উম্মতের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাহাকে দেখিয়াছি তিনি হইলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)।" জিবরাঈল (আ)-কে হুযূর (সা) তাঁহার আসল আকৃতিতে জীবনে দুইবার দেখিয়াছেন। আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণকালে একবার দেখিয়াছেন। তখন তাহার বৃহদায়তন দেহ আকাশ হইতে যমীন পর্যন্ত জুড়িয়া ফেলিয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহদ্বয়ে শা'বী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর গিফারী (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেখা পাইলে তাঁহাকে আমি একটি প্রশ্ন করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, তাহাকে তুমি কি প্রশ্ন করিতে? আব্দুল্লাহ ইব্ন শাকীক (র) বলিলেন, তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিতাম। শুনিয়া হযরত আবূযর (রা) বলিলেন, এই প্রশ্ন তো আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তাঁহার নূর দেখিয়াছি। তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কি করিয়া দেখিব?" ইমাম মুসলিম (র) দুই সনদে ও দুই শব্দে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়রা (র)...... আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূযর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, "তিনি তো নূর আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখিব?" ইমাম মুসলিম (র)......... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূযর (রা)-কে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাক্ষাৎ পাইলে আমি তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। আবূযর (রা) বলিলেন, কি কথা জিজ্ঞাসা করিতে? আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) বলেন, জিজ্ঞাসা করিতাম যে, তিনি তাঁহার রবকে দেখিয়াছেন কিনা? আবূযর (রা) বলিলেন, আমি নিজেই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি নূর দেখিয়াছি।" ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূযর (রা) বলেন, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইবনুল জাওযী (র) আবূযর গিফারী (র)-এর এই কথাটির ব্যাখ্যা এইভাবে করিয়াছেন যে, আবূযর গিফারী হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মি'রাজের আগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি দেখিয়াছেন বলিয়াই উত্তর দিতেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। কারণ হযরত আয়িশা (রা) এই বিষয়ে মি'রাজের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু কৈ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো দেখিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন নাই। কেহ কেহ আবার এই কথা বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিয়াছিলেন ঠিকই কিন্তু আয়িশা (রা) বুঝিবেন না মনে করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার নিকট উহা বলেন নাই। আমাদের মতে এই যুক্তিটি নিতান্ততই খোঁড়া ও অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম নাসায়ী (র)......... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর গিফারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন, চর্ম চক্ষে দেখেন নাই।

ইমাম মুসলিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াত সম্পর্কে বলেন, মুহাম্মদ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখিয়াছিলেন। وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এই আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার আসল আকৃতিতে দুইবার দেখিয়াছেন। কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস (র) অন্যরা এই কথাই বলেন।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى "যখন বৃক্ষটি যদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত হইল।"

মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাকের ন্যায় ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র নূর ও বিভিন্ন ধরনের রং সিদরাতুল মুনতাহা নামক বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহায় লইয়া যাওয়া হয়। সিদরাতুল মুনতাহা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। পৃথিবী হইতে যাহা কিছু উপরের দিকে আরোহণ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়া উহা বাধা প্রাপ্ত হয়। আবার সেখান হইতে আরো উপরের দিকে লইয়া যাওয়া হয়। আর উপর হইতে যাহা অবতরণ করে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আসিয়া উহা থামিয়া যায়। অতঃপর সেখান হইতে আরো নীচে নিয়া আসা হয়। তখন সেই বৃক্ষটিতে অসংখ্য সোনার পতঙ্গ এদিক-ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তখন তিনটি উপহার দেওয়া হয়। ১. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, ২. সূরা বাকারার শেষ অংশ ও ৩. শিরক কার্যে লিপ্ত নয় এমন গুনাহগার উম্মতের জন্য ক্ষমা।" ইমাম মুসলিম (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জা'ফর রাবী (র).... আবূ হুরায়রা (রা) কিংবা অন্য কোন সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কাকের ন্যায় ফেরেশ্‌তারা বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তখন বলা হইল, আপনার যাহা ইচ্ছা প্রশ্ন করুন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) বলেন ঃ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى সম্পর্কে মুজাহিদ (র) বলেন, বৃক্ষটির ডালগুলি ছিল মুতী, ইয়াকূত ও যবরযদ পাথরের তৈরি, মুহাম্মদ (সা) উহা দেখিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার রবকে অন্তর দ্বারা দেখিয়াছেন।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! সিদরাতুল মুনতাহাকে কোন্ জিনিস ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আমি দেখিয়াছি সোনার পতঙ্গ বৃক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। উহার প্রতি পাতায় একজন করিয়া ফেরেশ্‌তা দাঁড়াইয়া আল্লাহ্ তা'আলার তাসবীহ্ পাঠ করিতে দেখিয়াছি।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى "তাহার দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয় নাই।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দৃষ্টিভ্রম করিয়া ডানে বামে চলিয়া যান নাই এবং আল্লাহ্‌র কোন আদেশেও সীমালংঘন করেন নাই। বস্তুত দৃঢ়তা ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইহা একটি মহৎগুণ। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাই করিয়াছেন যাহা তাঁহাকে করিতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, উহার বেশি প্রার্থনা করেন নাই।

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى অর্থাৎ "সে তো তাঁহার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছিল।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى অর্থাৎ "আমি তাহাকে আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখাইতে চাই।" মহান নিদর্শন অর্থ যাহা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও মহত্ব প্রকাশ করে।

এই দুই আয়াত দ্বারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই রাতে আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, তিনি আমার মহান নিদর্শনাবলী দেখিয়াছেন। যদি তিনি আল্লাহ্ তা'আলাকেও দেখিতেন ঃ তাহা হইলে সেই সংবাদ ও আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইত। সূরা ইসরায় এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাঊসদ (রা) বলেন ঃ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে মাত্র দুইবার দেখিয়াছেন। প্রথমবার যখন জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে দেখিবার জন্য মুহাম্মদ (সা) আবেদন করিয়াছিলেন। তখন জিবরাঈল (আ) তাঁহার আসল আকৃতিতে আকাশ জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিতে পান। দ্বিতীয়বার মি'রাজ রজনীতে। وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এই আয়াতের দ্বিতীয়বারের দেখার কথাই বলা হইয়াছে।

(١٩) اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ۙ

(٢٠) وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○

(٢١) اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○

(٢٢) تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

(٢٣) اِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا
مِنْ سُلْطٰنٍ ۭ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ
مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ۭ○

(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۖ○

(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى ۧ○

(٢٦) وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ
اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ○

১৯. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে।

২০. এবং তৃতীয় আরেকটি ‘মানাত’ সম্বন্ধে?

২১. তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদিগের জন্য এবং কন্যা সন্তান আল্লাহ্‌র জন্য?

২২. এই প্রকার বন্টন তো অসংগত।

২৩. এইগুলি কতক নাম মাত্র যাহা তোমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ ও তোমরা রাখিয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই। তাহারা তো অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ আসিয়াছে।

২৪. মানুষ যাহা চায়, তাহাই কি সে পায়?

২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই।

২৬. আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমিত না দেন।

তাফসীর ঃ اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ। তোমরা কি লাত সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ ? মুশরিকরা নিজদিগের হাতে গড়া পাথরের মূর্তি এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অন্যদের উপাসনা করিত এবং কা‘বার মুকাবিলায় ইহাদিগের জন্য ঘর নির্মাণ করিত। এইসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মুশরিকদিগকে ধমক দিয়া আল্লাহ্ তা‘আলা বলিতেছেন ঃ তোমরা যেই লাতের পূজা করিতেছ, সেই সম্পর্কে কখনো কিছু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?

“লাত” নকশা অংকিত একটি সাদা পাথর। তায়েফে অবস্থিত এই পাথরটির উপর একটি ঘর নির্মিত ছিল। ইহাকে গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে কতটুকু সংরক্ষিত চত্বর ছিল যাহাকে হেরেমের ন্যায় সম্মান করা হইত। সাকীফ গোত্র ইহাকে পূজা করিত এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্যান্য গোত্রের উপর এই পাথরের কারণে ইহারা গৌরববোধ করিত।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, লাতের ভক্তরা এই নামটি ‘আল্লাহ্’ নাম হইতে তৈয়ার করিয়াছিল। তাহাদিগের ধারণা মতে “লাত” হইল আল্লাহ্ নামের স্ত্রীবাচক শব্দ। তাহাদিগের এই বাতিল ধারণা হইতে আল্লাহ্ পবিত্র।

মুজাহিদ ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা اللاتّ - ت হরফে তাশ্‌দীদ দিয়া পড়িতেন। তাঁহাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা হইল এই যে, লাত নামক এক ব্যক্তি হজ্জের মওসূমে ছাতু গুলিয়া হাজীদিগকে পান করাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার কবরের উপর ঘর নির্মাণ করিয়া ভক্তরা ধীরে ধীরে তাহাকে পূজা করিতে শুরু করে।

ইমাম বুখারী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) লাত ও উয্‌যা সম্পর্কে বলিয়াছেন, লাত এক ব্যক্তির নাম। তিনি হজ্জের মওসুমে হাজীদিগকে ছাতু গুলিয়া পান করাইতেন।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, লাতের ন্যায় উয্‌যাও আল্লাহ্‌র নাম আযীয হইতে সংগৃহীত। ইহা মক্কা ও তায়েফের মাঝে নাখলাহ নামক স্থানে একটি বৃক্ষের নাম। ইহার উপরও একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। লাতের ন্যায় ইহাও গিলাফ ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। কুরাইশরা ইহাকে মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করিত। যেমন ঃ উহুদের যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ান বলিয়াছিল ঃ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ অর্থাৎ আমাদের উয্‌যা আছে, তোমাদের উয্‌যা নাই। ইহার উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ قُوْلُوْا اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ "তোমরা বল, আল্লাহ্ আমাদিগের মাওলা– তোমাদিগের মাওলা নাই।"

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যদি কেহ ভুল ও অসতর্কতাবশত লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করিয়া বসিবে, সে যেন তৎক্ষণাৎ لا اله الا الله বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার সাথীকে বলিল, বন্ধু! আইস, জুয়া খেলি, সে যেন সদকা প্রদান করে।" উল্লেখ্য, জাহেলী যুগে এই ধরনের শপথ করা এবং জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল বিধায় সাহাবাগণ মাঝে মধ্যে এই ধরনের ভুল করিয়া বসিতেন।

ইমাম নাসায়ী (র)..... সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্‌কাস (রা) বলেন, একদিন আমি লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করিয়া বসি। শুনিয়া আমার সাথীরা আমাকে বলিল যে, তুমি বড় জঘন্য অপরাধ করিয়াছ। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ঘটনাটি জানাই। তিনি বলিলেন ঃ "তুমি لا اله الاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ পাঠ কর। অতঃপর তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িয়া বামদিকে তিনবার থু থু ফেল এবং ভবিষ্যতে এমন কাজ আর কখনো করিও না।"

পক্ষান্তরে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী কুদাইদের নিকট মুশাল্লাল নামক স্থানে ছিল মানাতের অবস্থান। জাহিলী যুগে আউস ও খাযরাজ গোত্র ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তাহারা সেইখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ করিতে আসিত। ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়িশা (রা) হইতে এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত এই তিনটি দেবতা ছাড়া আরো এমন বহু দেবতা ও তীর্থস্থান ছিল, আরববাসীরা যাহাদিগকে কা'বার ন্যায় সম্মান করিত। সবচাইতে বেশী

প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে বিশেষভাবে লাত, মানাত ও উয্যা এই তিনটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আরববাসীরা কা'বার পাশাপাশি আরো কতগুলি তীর্থ স্থান বানাইয়া লইয়াছিল। সেইগুলিকে তাহারা গিলাফ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত, কা'বার ন্যায় সম্মান করিত; তথায় কুরবানীর পশু প্রেরণ করিত উহার নিকট পশু যবাহ্ করিত এবং কা'বার ন্যায় সেইগুলি তাওয়াফ করা হইত। অথচ তাহারা কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা স্বীকার করিত এবং উহাকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত মসজিদ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত। ইব্ন ইসহাক (র) আরো বলেন যে, কুরাইশ ও বনূ কিনানাহ নাখলায় অবস্থিত উয্যার পূজারী ছিল। কবীলা আলীমের শাখা গোত্র বনূ শারবান উহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিত। মক্কা বিজয়ের পর এই মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া বলিতেছিলেন ঃ يَا عُزَّى كُفْرَانَكَ سُبْحَانَكَ ...... اِنِّى رَاَيْتُ اللّٰهَ قَدْ اَهَانَكَ। অর্থাৎ ওহে উযযা! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি না– তোমাকে অস্বীকার করি। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্ তোমাকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

ইমাম নাসায়ী (র)....... আবূ তুফায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের পর উযযার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূল (সা) হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে নাখলায় প্রেরণ করেন। তিনটি বাবুল বৃক্ষের উপর এই মূর্তিটি স্থাপন করা হইয়াছিল। হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলিলেন এবং ঘরটি মাটির সহিত মিশাইয়া দেন। অতঃপর নবী করীম (সা)-এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেন। রাসূল (সা) শুনিয়া বলিলেন, "তুমি আবার যাও। কারণ আসল কাজ তুমি এখনও করিতে পার নাই।" অগত্যা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) পুনরায় নাখলায় পৌছান। নাখলায় পৌঁছিবার পর তথাকার প্রহরীরা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে দেখিয়া ইয়া উয্যা! ইয়া উয্যা! বলিয়া তাকবীর ধ্বনি দিয়া উঠিল। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) আরো নিকটে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক উলঙ্গ রমণী এলোমেলো রুক্ষ চুল মাথায় ধুলা মাখিতেছে। দেখিয়াই খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) তরবারীর এক আঘাতে তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া রাসূল (সা)-কে সংবাদ শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, উহাই উয্যা।"

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, ছাকীফ গোত্রের মূর্তির নাম ছিল লাত। তায়েফে ছিল উহার অবস্থান। বনূ মুআত্তেব উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করিত। উহার অবসান ঘটাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুগীরা ইব্ন শু'বা ও আবূ সুফিয়ান ছাখ্র ইব্ন হারব (রা)-কে প্রেরণ করেন। ইহারা দুইজন তায়েফ গিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিয়া তথায় একটি মসজিদ স্থাপন করেন।

মানাত আউস্ খাযরাজ এবং তাহাদের সমমনা লোকদের উপাস্য ছিল। মুশাল্লাল যাওয়ার পথে সমুদ্রের তীরে কুদাইদ নামক স্থানে ছিল ইহার অবস্থান। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে আবূ সুফিয়ান (রা) এই মূর্তিটিও ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলেন। কাহারো কাহারো ধারণা যে, হযরত আলী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস হয়। যুলখালছাহ নামক স্থানটি ছিল দাউস, খাছআম ও বাজীলা গোত্রের দেবতালয়। ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, তাবাকায় অবস্থিত এই স্থানটিকে ইহারা ইয়ামানী কা'বা নামে আখ্যায়িত করিত। আর মক্কার কা'বাকে বলিত শামী কা'বা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে জারীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বাজালী (রা)-এর হাতে এই স্থানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কাল্‌স নামক বুতখানাটি ছিল কবীলা তাই ও উহার পার্শ্ববর্তী আরবীদের। তাই পাহাড়ে সালমা ও সাজা স্থানের মাঝে ছিল ইহার অবস্থান। ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এই স্থানটি ধ্বংস করেন। এবং তথা হইতে রসূল মহাররম নামক দুইটি তরবারী উদ্ধার করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই তরবারী দুইটি হযরত আলী (রা)-কে দান করেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ছানআয় অবস্থিত রিয়াম নামক বুতখানাটি ছিল হিমইয়ার গোত্র ও ইয়ামানবাসীর তীর্থ স্থান। কথিত আছে যে, তথায় একটি কালো কুকুর ছিল। তুব্বার সহিত আগত দুইজন হিমইয়ারী সর্দার কুকুরটিকে হত্যা করে এবং মূর্তিখানা ধ্বংস করিয়া ফেলে।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ রবীয়া ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ এর তীর্থস্থান ছিল রিযা নামক স্থান। মুস্তাওগির ইব্‌ন রবীয়া ইব্‌ন সা'দ ইসলাম গ্রহণের পর এই স্থানটি ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন, উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তিনশত তিরিশ বছর বাঁচিয়া ছিলেন।

"যুলফা'বাত, নামক বুতখানাটি ছিল বকর, তাগলিব ও আবাদ গোত্রের উপাসনালয়। স্যানদাদে ছিল ইহার অবস্থান।

এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى অর্থাৎ তোমরা কি লাত, উয্‌যা ও মানাত সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى অর্থাৎ ছেলে সন্তান তোমাদিগের জন্য আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহ্‌র জন্য? অর্থাৎ একদিকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত কর আবার অপরদিকে বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে দাও কন্যা সন্তান আর নিজেদের জন্য

ছেলে সন্তান পছন্দ কর। একটু ভাবিয়া দেখ যে, যদি তোমরা পরস্পর বন্টন কর আর একজনকে শুধু কন্যা সন্তান দান কর আর আরেকজনকে দান কর শুধু পুত্র সন্তান, তাহা হইলে যাহাকে শুধু কন্যা সন্তান দেওয়া হইবে সে কিছুতেই ইহাতে রাজী হইবে না এবং এই বন্টনকে বে-ইনসাফী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইবে। এমতাবস্থায় কিভাবে তোমরা আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে এমনভাবে বন্টন করিতেছ, যাহা দুই মাখলুকের মাঝে করা হইলে জুলুম ও অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের মনগড়া আবিষ্কার, মিথ্যা রটনা, মূর্তিপূজা হাতে গড়া পাথরের মূর্তিকে ·ইলাহ আখ্যা দানের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنْ هِىَ اِلاَّ اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ অর্থাৎ ইহা কতগুলি নাম মাত্র যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের হইতে রাখিয়া লইয়াছ। যাহার সমর্থনে আল্লাহ্ তা'আলা কোন দলীল প্রেরণ করেন নাই।"

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ 'ইহারা তো কেবল অনুমান এবং নিজদিগের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।" অর্থাৎ ইহাদিগের যেই পূর্ব-পুরুষগণ এই ভ্রান্ত পথে চলিয়াছিল উহাদিগের উপর সুধারণা পোষণ করিয়া ইহারাও এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইতেছে। তাহা ছাড়া ইহাদিগের আর কোন যুক্তি প্রমাণ নাই।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى অথচ ইহাদিগের নিকট ইহাদিগের প্রতিপালকের পথ নির্দেশ বা হিদায়াত আসিয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি মানব জাতির প্রতি রাসূলদের মাধ্যমে সত্য পথ ও অকাট্য দলীল প্রেরণ করা সত্ত্বেও এই মুশরিকরা উহার অনুসরণ না করিয়া পিতৃ-পুরুষের অন্ধ অনুকরণ ও নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى অর্থাৎ মানুষ যাহা কামনা করিবে এমনিতেই সে উহা লাভ করিতে পারিবে না। আমি সত্য পথে আছি এই কথা বলিলেই সত্য পথে থাকা হয় না। মানুষ যত বড় আশা দাবীই করুক না কেন, শুধু আশা আর দাবীতেই উদ্দেশ্য অর্জিত হইয়া যায় না। বরং ইচ্ছা ও দাবী বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা চাই।

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন আকাঙ্ক্ষা করিতে হইলে পূর্বেই ভাবিয়া নিও যে, কি আকাঙ্ক্ষা করিতেছ। কারণ এই আকাঙ্ক্ষার ফলে কি লিখা হইবে তাহা বলা যায় না।"

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْاُوْلٰى "ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই দুনিয়া ও আখিরাতের মালিকও তিনি। যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয় আর যাহা ইচ্ছা করেন না, তাহা হয় না।

وَكَمْ مِنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَاتُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى۔

অর্থাৎ "আকাশে কত ফেরেশতা রহিয়াছে। উহাদিগের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হইবে না। যতক্ষণ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা এবং যাহার প্রতি সন্তুষ্ট তাহাকে অনুমতি না দেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ۔ وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করিলে উহা কোন কাজে আসিবে না।

এইবার তোমরা বল, আল্লাহ্ তা'আলার নিকটতম ফেরেশতাদের অবস্থাই যখন এইরূপ তাহা হইলে বল, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি করিয়া আশা করিতে পার যে, তোমাদিগেরই হাতে গড়া এই মূর্তিগুলি আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদিগের জন্য সুপারিশ করিবে? অথচ সমস্ত নবীদের মাধ্যমে ইহাদের পূজা করিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। এবং সমস্ত আসমানী কিতাবে এই ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন?

(٢٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ○

(٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ○

(٢٩) فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○

(٣٠) ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ○

২৭. যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহারাই নারীবাচক নাম দিয়া থাকে ফেরেশতাদিগকে।

২৮. অথচ এ বিষয়ে উহাদিগের কোন জ্ঞান নাই, উহারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করিয়া থাকে; সত্যের মোকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

২৯. অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চল; সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে।

৩০. উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত, তিনিই ভালো জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর ঃ ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া উহাদিগকে আল্লাহ্‌র কন্যা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুশরিকদের প্রতিবাদ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى অর্থাৎ যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না, উহারাই ফেরেশতাদিগকে নারীবাচক নাম দিয়া থাকে।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَجَعَلُوْا الْمَلاَئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًاأَشَهِدُوْاخَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দা ফেরেশতাদিগকে উহারা কন্যা সাব্যস্ত করিয়াছে। আচ্ছা, উহারা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? উহাদিগের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ অর্থাৎ উহাদিগের নিকট উহাদিগের এই দাবীর সপক্ষে কোন সঠিক ইলম নাই। উহা মিথ্যা, মনগড়া অপবাদ এবং প্রকাশ্য কুফরী বৈ নয়।

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا অর্থাৎ উহারা কেবল ধারণার অনুসরণ করে। আর ধারণা ও অনুমান সত্যের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নাই।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা অনুমান ও ধারণা করা হইতে বিরত থাক। কারণ ধারণা নিকৃষ্টতম মিথ্যাকথন।"

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا অর্থাৎ যাহারা সত্যপথ ও সৎপথ হইতে বিমুখ হইয়া উহা ত্যাগ করিয়াছে– আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন।

لَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ পার্থিব জীবনই উহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দুনিয়া ছাড়া উহারা কিছুই বুঝে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ দুনিয়া অন্বেষণ করা এবং তজ্জন্য চেষ্টা করাই উহাদিগের একমাত্র ধান্ধা। উহাদিগের জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।

ইমাম আহমদ (র)…. হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আখিরাতে যাহার ঘর নাই দুনিয়া তাহার আবাসস্থল। এবং

আখিরাতে যাহার সম্পদ নাই দুনিয়া তাহার সম্পদ। আর দুনিয়ার জন্য সেই সঞ্চয় করে যাহার বিবেক নাই। নবী করীম (সা) আমাদিগকে এই দু'আ করিতে শিখাইয়া দিয়াছেন যে, 'হে আল্লাহ্! দুনিয়াকে আমাদিগের বড় উদ্দেশ্য বস্তু বানাইও না। এবং জ্ঞানের সর্বশেষ বস্তু বানাইও না।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى অর্থাৎ "আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, কে তাহার পথ হইতে বিচ্যুত এবং সৎপথ প্রাপ্ত।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সমগ্র জগত সৃষ্টি করিয়াছেন। বান্দার স্বার্থ সম্বন্ধে তিনিই সবচাইতে ভালো জানেন। তিনিই যাহাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা সৎ পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ। কোন ক্ষেত্রেই তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

(٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاۤءُوْا بِمَا
عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

(٣٢) اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۗ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ
الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ
اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۚ

৩১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা আল্লাহ্‌রই। যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।

৩২. উহারাই বিরত থাকে গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্য হইতে ছোট-খাটো অপরাধ করিলেও। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম, আল্লাহ্ তোমাদিগের সম্পর্কে সম্যক অবগত– যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন মৃত্তিকা হইতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে অবস্থান কর। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করিও না, তিনিই সম্যক জানেন মুত্তাকী কে?

তাফসীর ঃ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى —"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু

আছে তাহা আল্লাহ্‌রই যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎ কর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার।"

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক, তিনি কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেককে তিনি কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেন। মন্দ কাজ করিলে মন্দ ফল দেন আর ভালো কাজ করিলে দেন উত্তম পুরস্কার। অতঃপর মুহসিন তথা ভালো লোকদের পরিচয় দিয়া তিনি বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ অর্থাৎ সৎ কর্মশীল উহারা যাহারা আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বড় বড় গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং অপকর্ম ও অশ্লীল কার্যে লিপ্ত হয় না। তবে যদি মানবীয় দুর্বলতার শিকার হইয়া যদি কোন সগীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হইয়া বসে তাহা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيْمًا۔

অর্থাৎ যদি তোমরা কবীরাহ গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক; তাহা হইলে আমি তোমাদিগের ছোট ছোট গুনাহগুলি ক্ষমা করিয়া দিব আর তোমাদিগকে সম্মানিত স্থানে প্রবেশ করাইব।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন لَمَمْ এর ব্যাখ্যায় আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসটিই আমার নিকট সবচাইতে বেশি পছন্দনীয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমের নামে তাহার যিনার যেই অংশ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে সে লিপ্ত হইবেই। চোখের যিনা হইল পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, মুখের যিনা হইল পরনারীর সহিত কথা বলা, মনে কাম লালসার উদ্রেক হয় আর যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আব্দুর রাযযাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)....... ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ চক্ষুর যিনা হইল পরনারীর প্রতি তাকানো, ঠোঁটের যিনা হইল চুম্বন করা, হাতের যিনা হইল ধরা এবং পায়ের যিনা হইল পরনারীর কাছে যাওয়া। সবশেষে যৌনাঙ্গ উহা বাস্তবায়িত করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ অবশেষে যদি ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হয় আর যদি

সংযম অবলম্বন করিয়া ব্যভিচার হইতে বিরত থাকা যায়; তাহা হইলে এইগুলি لَمَمَ এর মধ্যে গণ্য হইবে। মাসরূক এবং শাবী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন লুবাবাহ নামে পরিচিত আব্দুর রহমান ইব্‌ন নাফি (র) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আল্লাহ্‌র কালাম إِلاَّ اللَّمَمَ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ দর্শন, স্পর্শ, চুম্বন ও আলিংগন। যখনই একজনের যৌনাংগ অপরজনের যৌনাংগের সহিত মিলিত হইবে তখন গোসল ওয়াজিব হইবে। ইহাই যিনা বা ব্যভিচার।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, إِلاَّ اللَّمَمَ অর্থ إِلاَّ مَا سَلَفَ। অর্থাৎ– অতীতে যাহা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) .... মানছুর (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানছুর (র) বলেন ঃ মুজাহিদ (র) إِلاَّ اللَّمَمَ এর ব্যাখ্যায় বলিতেন যেই ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত হইয়া অবশেষে তাওবা করিয়া উহা ত্যাগ করে। কবি বলেন ঃ

إِن تغفر اللّهم تغفر جما ...... واىُّ عبد لك ما الما ؟

অর্থাৎ ক্ষমাই যদি ক্ষমা কর মাওলা, সব অপরাধই ক্ষমা করিয়া দাও। তোমার কোন বান্দাই তো গুনাহ হইতে একেবারে পবিত্র নয়।

মানছুর (র) হইতে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। মানছুর বলেন, আল্লাহ্‌র কালাম إِلاَّ اللَّمَمَ সম্পর্কে মুজাহিদ বলেন যে, ইহার অর্থ হইল কোন মানুষ অপরাধে লিপ্ত হইয়া অবশেষে সৎপথে ফিরিয়া আসে। তিনি বলেন ঃ জাহেলী যুগের মানুষ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিবার সময় বলিত ঃ

إِن تغفر اللّهم تغفر جما ...... اىُّ عبد لك ما الما ؟

ইব্‌ন জরীর (রা)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, إِلاَّ اللَّمَمَ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করিয়া উহা বর্জন করে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাঝে মধ্যে বলিতেন ঃ

إِن تغفر اللّهم تغفر جما ...... واىُّ عبد لك ما الما ؟

ইমাম তিরমিযী (র) আবূ আছিম নাবীল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ এই হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব। অনুরূপ বাযযার, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও বাগবী (র) আবূ আছিম নাবীল এর হাদীস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ لَمَمْ অর্থ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়া তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় আর না করা। চুরি করিতে গিয়া না করিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় না করা। মদ পান করিতে গিয়া ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় উহা না করা।

ইব্‌ন জারীর (র).......... আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আউফ (র) বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন ঃ চুরি, ব্যভিচার কিংবা মদ পান করিবার উপক্রম হইয়া উহা হইতে ফিরিয়া আসা এবং পুনরায় উহা না করার নাম لمم ইহা আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দেন।

ইব্‌ন জারীর (র)........... আবূ রাজা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ রাজা (র) বলেন اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) বলিতেন ঃ هذا الرجل يصيب من الزنا او السّرقه او شرب الخمر فيتجنبها ويتوب منها অর্থাৎ– এই লোকটি মদ পান, চুরি কিংবা মদ পান করার উপক্রম হয়। কিন্তু তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসে।

ইব্‌ন জারীর (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِلاَّ اللَّمَمَ। অর্থ যদি কেহ হঠাৎ করিয়া যিনা করিবার উপক্রম হয় অতঃপর তাওবা করিয়া ফিরিয়া আসে আল্লাহ্ তা'আলা উহা ক্ষমা করিয়া দেন। ইব্‌ন জারীর (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَللَّمَمَ। অর্থাৎ অকস্মাৎ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম হওয়া।

সুদ্দী (র) বলেন, আবূ সালিহ (র) বলিয়াছেন, আমাকে لَمَمْ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে আমি বলিলাম, لَمَمْ অর্থ শয়তানের প্রবঞ্চনায় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করিয়া সৎ পথে ফিরিয়া আসা। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, لَمَمْ অর্থ শিরক ছাড়া অন্যান্য অপরাধ।

সুফিয়ান সওরী (র)..... ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন, اِلاَّ اللَّمَمَ। অর্থ যিনার হদ্দ ও আখিরাতের আযাবের মাঝামাঝি অপরাধ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। 'আউফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুনিয়ার শাস্তি ও আখিরাতের শাস্তির মাঝামাঝি অপরাধ। সালাতের উসিলায় যেই গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, উহাই লামাম। ইহাতে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। দুনিয়া হদ্দ বলিতে শাস্তিকে বুঝানো হয়, যাহা

দুনিয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। আর আখিরাতের হদ্দ বলিতে বুঝানো হয়, সেই অপরাধের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহার শাস্তি আখিরাতের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ্হাক (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةَ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের রহমত সর্বত্র বিস্তৃত এবং তাঁহার ক্ষমা অপরিসীম। অপরাধ করিয়া যেই খাঁটি মনে তাওবা করে তিনি তাহাকেই ক্ষমা করিয়া দেন।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قُلْ يَاعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلىٰ اَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন যে, যাহারা নিজদিগের ব্যাপারে সীমালংঘন করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের ব্যাপারে সম্যক অবগত যখন তিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষণ তোমাদিগকে দেখেন তোমাদিগের যাবতীয় আচরণ-উচ্চারণ ও সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদিগের পিতা হযরত আদম (আ)-কে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার ঔরষ হইতে পিপীলিকার ন্যায় তাহার বংশধরকে সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর উহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক ভাগ জান্নাতের জন্য, আরেক ভাগ জাহান্নামের জন্য।

وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সেই সময়ের অবস্থা সম্পর্কেও সম্যক অবগত, যখত তোমরা মায়ের উদরে ভ্রূণ রূপে ছিলে। তখন আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদিগের জীবিকা, আয়ু, আমল, ভালো কি মন্দ উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

মাকহুল (র) বলেন ঃ অনেক শিশু মায়ের উদরে থাকা অবস্থায়ই নষ্ট হইয়া যায়। আবার অনেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দুধের শিশু থাকা কালেই মরিয়া যায়। আবার অনেকে শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিয়া মৃত্যুবরণ করে। অনেকে আবার যৌবন লাভ করিয়া মরিয়া যায়। ইহার পরও অনেকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। ইহার পর মৃত্যু ছাড়া কোন স্তর থাকে না। অতএব বৃদ্ধ হওয়ার পরও তোমরা আল্লাহ্র পরিচয় লাভ না করিয়া কিসের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছ?

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ "অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন হইও না এবং নিজেদের নেক আমলের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইও না।"

وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ কে মুত্তাকী আল্লাহ্ তা'আলা উহা ভালো করিয়া জানেন.। অতএব আত্মপ্রশংসায় কোন লাভ নাই। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا অর্থাৎ তুমি কি উহাদিগকে দেখিয়াছ, যাহারা আত্মপ্রশংসায় নিমগ্ন। বরং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই পবিত্র করেন। তিনি কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না।

ইমাম মুসলিম (র)......... মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন উমর ইব্ন আতা (র) বলেন, আমি আমার এক কন্যার নাম বাররাহ্ রাখিয়াছিলাম। যয়নাব বিনতে আবূ সালামাহ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এই নাম রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমার নামও বাররাহ্ রাখা হইয়াছিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমরা নিজদিগকে পবিত্র মনে করিও না। তোমাদিগের মধ্যে কতটুকু পবিত্র আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তখন আমার অভিভাবকরা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমরা ইহার নাম কি রাখিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যয়নাব রাখ।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ বাকরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ বাকরাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আহা! তুমি তোমার বন্ধুর ঘাড়টা কাটিয়া ফেলিয়াছ!" এই কথাটি তিনি কয়েকবার বলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাহারো যদি প্রশংসা করিতেই হয়,তাহা হইলে বলিও যে, অমুকের ব্যাপারে আমার ধারণা এই। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহ্র উপর আমি কাউকে পবিত্র মনে করি না ইত্যাদি।

ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ (র) ও খালিদ আল-হিযার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... হুমাম ইব্ন হারিস (র) হইতে বর্ণনা করেন। হুমাম ইব্ন হারিস (র) বলেন ঃ এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার সামনেই তাঁহার প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। দেখিয়া হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) তাহার মুখের মধ্যে এই বলিয়া মাটি ভরিয়া দিতে লাগিলেন যে, কাউকে কাহারো প্রশংসা করিতে দেখিলে তাহারা মুখে মাটি পুরিয়া দিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ (র) মানছুরের সূত্রে সুফিয়ান সওরী (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٣٣) أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّىٰ ○

(٣٤) وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ○

(٣٥) أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ○

(٣٦) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ○

(٣٧) وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِى وَفَّىٰٓ ○

(٣٨) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ○

(٣٩) وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ○

(٤٠) وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ○

(٤١) ثُمَّ يُجْزَىٰهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَىٰ ○

৩৩. তুমি কি দেখিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয়।
৩৪. এবং দান করে সামান্যই, এর পরে বন্ধ করিয়া দেয়?
৩৫. তাহার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে জানিবে?
৩৬. তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে?
৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?
৩৮. উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।
৩৯. আর এই যে মানুষ তাহাই পায়, যাহা সে করে।
৪০. আর এই যে তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে—
৪১. অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র আনুগত্য হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, সত্যকে গ্রহণ করে নাই ও সালাত আদায় করে নাই– বরং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া মুখ ফিরাইয়া নিয়াছে, তাহাদিগের নিন্দা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَفَرَأَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى وَاَعْطٰى قَلِيْلاً وَّ اَكْدٰى "তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং সামান্য দান করিয়া পরে বন্ধ করিয়া দেয়।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ যে, মুখ ফিরাইয়া লয় এবং কালেভদ্রে আল্লাহ্র দুই একটি আনুগত্য করিয়া আবার কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, ইকরিমা ও কাতাদা (র)সহ অনেকে এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

এমন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত প্রসংগে ইকরিমা ও সাঈদ (র) বলেন ঃ যেমন কতিপয় লোক একটি কূপ খনন করিতে করিতে হঠাৎ করিয়া মধ্যিখানে একটি শক্ত পাথরে বাধা প্রাপ্ত হইয়া খনন কাজ বন্ধ করিয়া দিল। এমন পরিস্থিতিতে আরবরা বলে أَكْدَيْنَا অর্থাৎ– আমরা কাজ বন্ধ করিয়া দিলাম। আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তির অবস্থাও তদ্রূপ।

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى অর্থাৎ যেই ব্যক্তি সামান্য দান করিয়া পরে উহা বন্ধ করিয়া দিল তাহার নিকট কি গায়েবের ইলম আছে যাহা সে জানিতে পারিয়াছে যে, আল্লাহ্র পথে দান করিলে তাহার সম্পদ কমিয়া যাইবে বা শেষ হইয়া যাইবে? আসলে কারণ ইহা নয়– বরং কৃপণতা, সম্পদের লোভ, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার কারণেই সে দান-সদকা ও সৎকর্ম হইতে বিরত রহিয়াছে।

এই প্রসংগে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ "বিলাল! আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিতে থাক আর আরশের অধিপতি তোমাকে গরীব বানাইয়া দিবেন, এই ভয় করিও না।" আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ্র পথে তুমি যাহা ব্যয় কর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে উহার প্রতিদান দিবেন। তিনি উত্তম রিযিকদাতা।"

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِيْ وَفَّى "তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই, যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে, পুরোপুরি পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব?"

الَّذِيْ وَفَّى। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সওরী (র) বলেন ঃ তাহাকে যে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তিনি অক্ষরে অক্ষরে উহার সবই মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তিনি তাবলীগের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র যাবতীয় নির্দেশ তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যথাযথভাবে আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়াছেন এবং মানুষের কাছে তাঁহার রিসালাত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র)-এর নিকট এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দনীয়।

পবিত্র কুরআনের এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهٖيْمَ رَبُّه بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কয়েকটি বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র সমস্ত নির্দেশ পুরোপুরি পালন করিয়াছেন। যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করিয়াছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

অর্থাৎ অতঃপর আমি আপনার নিকট প্রত্যাদেশ করিলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করুন। তিনি কিন্তু মুশরিক ছিলেন না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর ওফাদারী কি ছিল তুমি জান কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "প্রতিদিন দিবসের শুরু ভাগে তিনি চার রাকাআত সালাত আদায় করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার ওফাদারী।"

ইমাম তিরমিযী (র).......... আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আদম সন্তান! দিবসের শুরুভাগে আমার জন্য তুমি চার রাকাত সালাত আদায় কর, দিবসের শেষাংশ পর্যন্ত আমি তোমার যিম্মা নিয়া নিব।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... মূ'আয ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার খলীল হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে اَلَّذِىْ وَفّٰى বলার কারণ তোমাদিগকে বলিয়া দিব কি? তবে শোন, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রতিদিন সকালে ও فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ الخ পাঠ করিতেন এখন প্রশ্ন হইল, হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে কি ছিল? এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى "এ কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না।" অর্থাৎ– মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর কিতাবে প্রথমত এই কথা উল্লেখ ছিল যে, যে

কেহ কুফর কিংবা অন্য কোন গুনাহে লিপ্ত হইয়া নিজের উপর অত্যাচার করে তার প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই ভোগ করিতে হইবে। একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করিবে না।

যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى অর্থাৎ যদি কেহ নিজের বোঝা বহন করার জন্য কাউকে আহ্বান করে তো কেহই তাহার বোঝা বহন করিবে না। যদিও হয় সে নিকটতম আত্মীয়।

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى "আর মানুষ তাহাই পায় যা সে করে।" অর্থাৎ হযরত মূসা, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাদ্বয়ে ইহাও ছিল যে, মানুষ শুধু উহাই লাভ করিবে যাহা সে উপার্জন করে। অর্থাৎ একজনের পাপের বোঝা যেমন অপরজনে বহন করিবে না, তেমনি একজনের নেক কর্মের সুফলও অন্যরা লাভ করিতে পারিবে না। একজনের নেক কর্ম আরেকজনের উপকারে আসিবে না।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাঁহার অনুসারীগণ বলিয়াছেন ঃ মৃত ব্যক্তি কুরআন খানীর সাওয়াব পায় না। কারণ ইহা মৃত ব্যক্তির আমল বা উপার্জন কোনটিই নহে। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সরাসরি বা ইশারা ইংগিতে কোন প্রকারেই উম্মতকে এই কাজের প্রতি উৎসাহিত করেন নাই। সাহাবায়ে কিরামও কুরআনখানী করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহা যদি মহৎ কাজই হইত তাহা হইলে সাহাবায়ে কিরাম এই ব্যাপারে আমাদের চাইতে অগ্রগামী থাকিতেন। তাঁহারা ইহাতে মোটেই ত্রুটি করিতেন না। উল্লেখ্য যে, নেক ও সওয়াবের কাজ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাণী দ্বারাই প্রমাণিত হইতে হয়। যুক্তি দ্বারা কোন কর্ম নেক বা সওয়াবের কাজ প্রমাণিত হয় না। তবে দোয়া ও দান-সদকার সওয়াব সর্বসম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তি পাইয়া থাকেন। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। মহানবী (সা)-এর হাদীসেও সুস্পষ্টরূপে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর মানুষের সকল আমলই বন্ধ হইয়া যায়। তবে তিনটি আমলের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পাইতে থাকে। ১. নেককার সন্তান যে তাহার জন্য দু'আ করে ২. সদকায়ে জারিয়া ও ৩. এমন ইলম যাহা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়।

এই তিনটি সওয়াব ও মূলত মৃত ব্যক্তিরই আমলের ফল। যেমন, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ নিজ হাতের উপার্জন মানুষের উত্তম খাদ্য। আর সন্তান মানুষের নিজ হাতের উপার্জনেরই অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, সদকায়ে জারিয়া যেমন ওয়াকফ ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির আমলেরই প্রক্রিয়া।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ অর্থাৎ "আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং মানুষ যাহা অগ্রে প্রেরণ করে আর পশ্চাতে রাখিয়া যায় উহা লিখিয়া রাখি।"

আর মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যে ইলম বিস্তার করিয়াছেন মৃত্যুর পর যাহার অনুসরণ করিয়া মানুষ হিদায়াত করে উহাও মৃত ব্যক্তির কৃতকর্ম ও আমলেরই পর্যায়ভুক্ত। অতএব আলোচ্য আয়াতের সহিত এই হাদীসের কোন বিরোধ নাই।

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ যদি লোকদিগকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করে তাহা হইলে তাহার আহ্বানে যত লোক হিদায়াতপ্রাপ্ত হইবে, উহার পূর্ণ সওয়াব তাহাকে দেওয়া হইবে। তবে ইহাতে অন্যদের সওয়াব হ্রাস করা হইবে না।"

وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى অর্থাৎ মূসা ও ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় ইহা ছিল যে, কিয়ামতের দিন মানুষের সমস্ত আমল ও কর্ম যাচাই-বাছাই করিয়া দেখা হইবে।

যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ - وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

"বল, তোমরা আমল করিতে থাক, অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের কার্যকলাপ দেখিবেন এবং তাঁহার রাসূল ও মুমিনগণ। আর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতার নিকট, অতঃপর তিনি তোমরা যাহা করিতে তাহা তোমাদিগকে জানাইয়া দিবেন।" অর্থাৎ তোমাদিগকে তোমাদিগের ভালো-মন্দ আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

আর এইস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ ثُمَّ يُجْزِيْهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى অর্থাৎ অতঃপর তাহাকে তাহার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

(٤٢) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۝

(٤٣) وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۝

(٤٤) وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۝

(٤٥) وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝

(٤٦) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنٰى ○

(٤٧) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرٰى ○

(٤٨) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنٰى وَأَقْنٰى ○

(٤٩) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ○

(٥٠) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولٰى ○

(٥١) وَثَمُوْدَا فَمَا أَبْقٰى ○

(٥٢) وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغٰى ○

(٥٣) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوٰى ○

(٥٤) فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ○

(٥٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ○

৪২. আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট,

৪৩. আর এই যে, তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান,

৪৪. আর এই যে, তিনিই বাঁচান, তিনিই মারেন,

৪৫. আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল— পুরুষ ও নারী;

৪৬. শুক্রবিন্দু হইতে যখন উহা স্খলিত হয়,

৪৭. আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই,

৪৮. আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন।

৪৯. আর এই যে, তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।

৫০. আর এই যে, তিনিই আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৫১. এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও– কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই।

৫২. আর ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও; উহারা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য।

৫৩. উৎপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,

৫৪. উহাকে আচ্ছন্ন করিল করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি!

৫৫. তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ্ পোষণ করিবে?

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, একদিন না একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন না করিয়া কাহারো উপায় নাই। কিয়ামতের দিন সকলেই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আমর ইব্ন মাইমূন আওদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্ন মাইমূন (র) বলেন ঃ হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) একদিন বনূ আওদ গোত্রের উদ্দেশে খুতবা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শুন হে বনূ আওদ! আমি আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর দূতরূপে তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি। মনে রাখিও, তোমরা প্রত্যেকেই একদিন আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে আবার কেহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইমাম বাগাবী (র) আবূ জাফর রাযী (র)-এর রেওয়ায়াত হইতে আবূ কুরাইব (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র যাত বা সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়।"

যেমন অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা কর– স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। কারণ, স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করিয়া তোমরা কোন কুল-কিনারা পাইবে না।"

অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, অনেকের নিকট শয়তান আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুক বস্তুকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এইভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে এক সময় বলিয়া ফেলে যে, বলতো তোমার আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? যদি কাহারো মনে এই ধরনের কুমন্ত্রণা জাগে তবে সে যেন আউযুবিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এই ধরনের খেয়াল মন হইতে দূর করিয়া দেয়।"

সুনান গ্রন্থসমূহে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র মাখলুক সম্পর্কে চিন্তা কর– আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করিও না। শুন, আল্লাহ্ তা'আলা এমন একজন ফেরেশ্তা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহার কানের লতি ও কাঁধের মাঝে তিনশত বছরের দূরত্ব।"

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى অর্থাৎ মানুষের মধ্যে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাসি ও কান্না এবং ইহার কারণসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহ্ই মানুষকে হাসান ও কাঁদান।

وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। সৃষ্ট জীবকে তিনিই বাঁচাইয়া রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى অর্থাৎ স্খলিত শুক্রবিন্দু হইতে যুগল নারী ও পুরুষ আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى اَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। তারপর তিনি তাহাকে সৃষ্টি করেন যুগল— নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى "আর পুনরুত্থান ঘটাইবার দায়িত্ব তাঁহারই।" অর্থাৎ প্রথমবার যেই আল্লাহ্ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুর পর কিয়ামতের দিন তিনিই পুনরায় জীবিত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى "আর তিনি অভাবমুক্ত করেন এবং সম্পদ দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দার অভাব দূর করিয়া সম্পদশালী করেন যাহা তাহাদিগের নিকট পুঁজি হিসাবে সঞ্চিত থাকে বিক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় না। আবূ সালিহ ও ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, اغنى। অর্থ সম্পদশালী করিয়াছেন আর اقنى। অর্থ দাস-দাসী দান করিয়াছেন। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اغنى। অর্থ দান করিয়াছেন আর اقنى। অর্থ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মুজাহিদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন ঃ اَغْنٰى وَاَقْنٰى অর্থ একজনকে অভাবমুক্ত ও মুখাপেক্ষীহীন করিয়া অন্যদিগকে তাহার মুখাপেক্ষী বানাইয়াছেন।

কাহারো মতে এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা ধনী বানান এবং যাহাকে ইচ্ছা গরীব বানান। তবে শেষের দুইটি অর্থ শব্দের সাথে অসংগতিপূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়।

وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى "আর তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ. কাতাদা (র) প্রমুখ মুফাসসির বলেন ঃ শি'রা সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম যাহাকে মারযামূল জাওযাও বলা হয়। আরবের একশ্রেণীর লোক এই নক্ষত্রটির পূজা করিত।

وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায় আদ জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন। উহাদিগকে আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ বলা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই, তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।

ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও প্রতাপশালী এবং চরম খোদাদ্রোহী ও রাসূল বিরোধী জাতি ছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা অনবরত সাত রাত ও আট দিন প্রচণ্ড আযাব দিয়া উহাদিগকে নিপাত করিয়া দেন।

وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সামূদ জাতিকে ঝাড়ে বংশে নিপাত করিয়া দেন। ফলে উহাদিগের একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা 'আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করিয়াছেন। উহারা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী অত্যাচারী ও অবাধ্য ছিল।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى আর উৎপাটিত আবাস ভূমিকে তিনি উল্টাইয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইখানে হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদিগের আবাস ভূমিগুলিকে উল্টাইয়া ইহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়া এবং পাথর বর্ষণ করিয়া ইহাদিগকে সমূলে নিপাত করা হইয়াছিল। ফলে নিক্ষেপিত প্রস্তর কংকর উহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল। অর্থাৎ ধ্বংস হইয়া তাহার নিক্ষেপিত পাথরের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। ফলে যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, উহাদিগের জন্য এই বর্ষণ ছিল অকল্যাণকর।

কাতাদা (র) বলেন ঃ হযরত লূত (আ)-এর বস্তিসমূহের লোক সংখ্যা ছিল চার লাখ। আযাব আসার পর গোটা আবাস ভূমিই অগ্নি গন্ধক ও তেলে পরিণত হইয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) খুলাইদ (র) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى অর্থাৎ হে মানব জাতি! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যেই নিয়ামত দান করিয়াছেন, উহার কোনটার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিবে? কাতাদা (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, এই কথাটি শুধু মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করিয়াই বলা হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম। ইব্‌ন জারীর (র) প্রথম ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

(٥٦) هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ○

(٥٧) اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ○

(٥٨) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ○

(٥٩) اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ○

(٦٠) وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ○

(٦١) وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ○

(٦٢) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ○

৫৬. অতীতের সতর্ককারীদিগের ন্যায় এই নবীও এক সতর্ককারী।

৫৭. কিয়ামত আসন্ন,

৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই ইহা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহে।

৫৯. তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করিতেছ?

৬০. এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ! ক্রন্দন করিতেছ না?

৬১. তোমরা তো উদাসীন।

৬২. অতএব আল্লাহ্‌কে সিজদা কর এবং তাঁহার ইবাদত কর।

তাফসীর ঃ هَـذَا نَـذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُوْلَى অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) অতীতের সতর্ককারী নবীদের ন্যায় একজন সতর্ককারী নবী। উহাদিগের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা এই মুহাম্মদ (সা)-কেও পথহারা মানব জাতিকে সতর্ক করিবার জন্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قُلْ مَـا كُنْـتُـمْ بِـدْعًـا مِّنَ الرُّسُـلِ। অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, আমি কোন অভিনব রাসূল নহি। অর্থাৎ আমিই নতুন রাসূল নহি, নবুওতের ধারা আমার হইতে শুরু হয়নি বরং আমার পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল আগমন করিয়াছিলেন।

اَزِفَـتِ الْاَزِفَــةُ لَـيْسَ لَـهَـا مِـنْ دُوْنِ اللّٰـهِ كَـاشِـفَـةٌ অর্থাৎ কিয়ামত প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। উহাকে ঠেকাইবার শক্তি কাহারো নাই এবং উহা আগমনের সঠিক সময়ও আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই।

نَـذِيـر আরবী শব্দ। ইহার অর্থ হইল সতর্ককারী। অর্থাৎ যিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে লোকদিগকে সতর্ক করেন। যেমন এক আয়াতে বলা হইয়াছে যে, اِنِّـىْ نَـذِيْـرٌ لَّـكُـمْ بَـيْـنَ يَـدَىْ عَـذَابٍ شَـدِيْـدٍ অর্থাৎ– আমি তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।

হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ انا النـذيـر العـريـان "আমি বিবস্ত্র সতর্ককারী।" অর্থাৎ যেমন কোন ব্যক্তি অকল্যাণকর কিছু দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যেই অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়া বলে যে, দেখ আযাব আসিতে। এক্ষুণি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কর। তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক। শুন! ছোট ছোট গুনাহসমূহের দৃষ্টান্ত হইল, যেমন একটি কাফেলা কোথাও তাঁবু ফেলিয়া প্রত্যেকে এদিক-ওদিক চলিয়া গিয়া এক একটি লাকড়ীর টুকরা সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এখন যদিও একজনের হাতে একটি মাত্র লাকড়ী ছিল কিন্তু একত্রিত করার পর বিরাট এক স্তূপে পরিণত হইয়া গেল। ছোটখাট গুনাহের জন্য অপরাধীকে পাকড়াও করা হইলে সে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, মহানবী (সা) শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলির মধ্যকার দূরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন ঃ আমি ও কিয়ামত এইরূপ। আমি ও কিয়ামতের দৃষ্টান্ত

দুইটি ঘোড়ার ন্যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমিও কিয়ামতের দৃষ্টান্ত হইল যে, এক ব্যক্তিকে তাহার সম্প্রদায়ের লোক শত্রু পক্ষের অবস্থান অনুমান করিবার জন্য প্রেরণ করে। শত্রুর নিকট পৌছিয়া এখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহাদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়, বিপদ একেবারেই আসন্ন। তখন সে পাহাড়ে উঠিয়া কাপড় হেলাইয়া নিজ সম্প্রদায়কে জানাইয়া দেয় যে, তোমরা সতর্ক হইয়া যাও, শত্রুবাহিনী আমাদিগের মাথার কাছেই আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি এমনই একজন সতর্ককারী ব্যক্তি। এই হাদীসের সমর্থনে আরো অনেকগুলি সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যে মুশরিকগণ কুরআন শ্রবণ করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং হাসি-ঠাট্টা করে, উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَاتَبْكُوْنَ কুরআন শুনিয়া কি তোমরা বিস্ময় বোধ করিতেছ? এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ, ক্রন্দন করিতেছ না? অর্থাৎ ওহে মুশরিকরা! আল্লাহ্‌র কালাম শুনিয়া তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছ আর ঠাট্টা ও অবজ্ঞাবশত হাসিতেছ, অথচ তোমাদিগের উচিত ছিল কুরআন শুনিয়া ঈমানদারদের ন্যায় ক্রন্দন করা ও শিক্ষা গ্রহণ করা। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঈমানদার বান্দাগণ কুরআন শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগের বিনয় বাড়িয়া যায়।

اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ "তোমরা তো উদাসীন।" হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সামাদুন ইয়ামানী শব্দ। ইহার অর্থ হইল গান বাদ্য। আয়াতের অর্থ তোমরা তো গান-বাদ্যে লিপ্ত। ইকরিমা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনা মতে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন سٰمِدُوْنَ অর্থ مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ– বিমুখ। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। হাসান (র) বলেন, سٰمِدُوْنَ অর্থ غَافِلُوْنَ অর্থাৎ উদাসীন। আলী (রা) হইতেও এইরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরেকটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি বলেন ঃ سٰمِدُوْنَ অর্থ تَسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা দাম্ভিক অহংকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহাকে সিজদা করা, তাঁহার রাসূল (সা)-এর আনুগত্য এবং তাওহীদ ও ইখলাসের প্রতি পূর্ণ আস্থা অর্জনের নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত কর এবং তাঁহার তাওহীদের উপর পূর্ণ আস্থা অর্জন করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর।

ইমাম বুখারী (র)....... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা নাজ্‌মের সিজদার আয়াত পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) সিজদা করেন। তাঁহার সহিত উপস্থিত সকল মুসলমান, মুশরিক এবং জ্বিনরাও সিজদা করে।

ইমাম আহমদ (র) .... মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুত্তালিব ইব্‌ন আবূ ওয়াদা'আ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) একদিন মক্কায় সূরা নাজ্‌ম পাঠ করিয়া সিজদায় লুটাইয়া পড়েন। দেখিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহার সহিত সিজদা করে। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করিয়া সিজদা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলাম।' উল্লেখ্য যে, এই লোকটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর যখনই যাহাকে এই সূরাটি পাঠ করিতে শুনিত সিজদা করিত।

ইমাম নাসায়ী (র) স্বীয় সুনান গ্রন্থের সালাত অধ্যায়ে আব্দুল মালিক ইব্‌ন আব্দুল হামিদ ও আহমদ ইব্‌ন হাম্বল-এর সূত্রে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

সূরা কামার

৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবূ ওয়াকিদ (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদুল আয্হা এবং ঈদুল ফিত্রের সালাতে সূরা ক্বাফ ও কামার পাঠ করিতেন। এবং বড় বড় মাহফিলেও তিনি এই সূরা দুইটি পাঠ করিতেন। কারণ এই দুইটি সূরায় পরকালের সুখ-দুঃখ, জগত সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাওহীদ ও রিসালাত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে।

(١) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

(٢) وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

(٣) وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ○

(٤) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ○

(٥) حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ○

১. কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

২. উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ‘ইহাতো চিরাচরিত যাদু।’

৩. উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে আর প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।

৪. উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সুসংবাদ, যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।

৫. ইহা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে এই সতর্কবাণী উহাদিগের কোন উপকারে আসে নাই।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং দুনিয়া ধ্বংস হইয়া যাওয়ার সংবাদ দিতেছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ আসিবেই। অতএব তোমরা উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না।"

অন্য আয়াতে তিনি বলিয়াছেন ঃ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ অর্থাৎ "মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন। কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" এই ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

আবু বকর বায্যার (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেছিলেন। তখন আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ডুবি ডুবি অবস্থা। তখন তিনি বলিলেন, "যেই আল্লাহ্র হাতে আমার জীবন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি; আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে, দুনিয়ার বিগত অংশের তুলনায় ঠিক ততটুকু বাকী আছে।" (বর্ণনাকারী বলেন) তখন সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার মাত্র সামান্য সময় বাকী আছে।

ইমাম ইব্ন হাব্বান (র) আলোচ্য হাদীসের রাবীদের মধ্যে খালফ ইব্ন মূসা (র)-কে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়া বলেন যে, নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি মাঝে মধ্যে ভুল করিয়া থাকেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমরা একদিন আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার ক্ষণকাল পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে বসিয়া ছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আজিকার এই দিবসের বিগত অংশের তুলনায় যতটুকু বাকী আছে, পূববর্তী লোকদিগের তুলনায় পরবর্তীগণের আয়ু মাত্র ততটুকু অবশিষ্ট আছে।"

ইমাম আহমদ (র) ..... সাহ্ল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহ্ল ইব্ন সা'দ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি ও কিয়ামত এইভাবে প্রেরিত হইয়াছি।" বলিয়া তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) আবূ হাসেম সালামাহ ইব্ন দীনার (র)-এর হাদীস হইতে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ওয়াহাব সাওয়ারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ওয়াহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন "এই দুই অঙ্গুলির মধ্যে যতটুকু ব্যবধান,

আমি ও কিয়ামতের মধ্যে ততটুকু ব্যবধান। এমনকি কিয়ামত আসার পূর্বেই সংগঠিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে।" এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া আমাশ (র) শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) অলীদ ইব্‌ন আব্দুল মালিক এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কিয়ামত সম্পর্কে কি শুনিয়াছেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে."তোমরা এবং কিয়ামত এই দুই অঙ্গুলির ন্যায়"। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাশের নামও ইহার সপক্ষে সমর্থন প্রদান করে। কারণ 'হাশের' অর্থ যাঁহার দুই পায়ের উপর মানুষের হাশর হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন, খালিদ ইব্‌ন উমায়র (র) বলেন ঃ উতবাহ ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) একদিন তাহার খুতবায় বলিলেন, বাহ্‌য (র) বলেন, কখনো তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবায় আমাদিগকে বলিলেন, "হাম্‌দ ও ছানার পর বলেন ঃ তোমরা জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। দুনিয়া পিছনের দিকে পলায়ন করিতেছে। আহারের পর বরতনের কিনারায় যতটুকু খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। বিগত অংশের তুলনায় দুনিয়ার আয়ুও মাত্র ততটুকু বাকী আছে। তখন তোমাদের এমন এক জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে যাহার কখনো শেষ হইবে না।

অতএব যতটুকু সম্ভব নেক আমল সাথে লইয়া তোমরা সেই দিকে রওয়ানা কর। মনে রাখিও জাহান্নামের কিনারা হইতে এক পাথর নিক্ষেপ করা হইলে বরাবর সত্তর বছর পর্যন্ত উহার নীচের দিকে পড়িতে থাকিবে, কিন্তু জাহান্নামের তলদেশে পৌছিতে পারিবে না। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, এতটুকু গভীর জাহান্নামকে মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইবে। ইহাতে তোমাদের অবাক হওয়ার কিছু নাই। অপরদিকে জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দুই চৌকাঠের মাঝে চল্লিশ বছরের দূরত্ব। উহাও একদিন মানুষ দ্বারা পরিপুর্ণ হইয়া যাইবে।" শুধুমাত্র ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ......আব্দুর রহমান সুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী (র) বলেন, একদিন আমি আমার আব্বার সহিত মাদায়েন যাই। লোকালয় হইতে তিন মাইল দূরে আমরা অবস্থান নেই। জুমার দিন আমার আব্বা ও আমি জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাই। হযরত হুযায়ফা (রা) সালাতের পূর্বে খুতবা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শুনিয়া রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। অর্থাৎ "কিয়ামত নিকটবর্তী

আসিয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" আরো জানিয়া রাখ যে, দুনিয়ার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, আজিকার দিন শুধু প্রস্তুতির দিন। আগামীকাল তো প্রতিযোগিতার দিন। এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বা, আগামীকাল বুঝি প্রতিযোগিতা হইবে? উত্তরে আব্বা বলিলেন, বৎস তুমি তো কিছুই বুঝ না। এই প্রতিযোগিতা হইল, আমলের প্রতিযোগিতা। অতঃপর পরবর্তী জুমায়ও আমরা সালাত আদায় করিবার জন্য মসজিদে যাই। সেইদিন হযরত হুযায়ফা (রা) খুতবায় বলিলেন, দুনিয়ার আয়ু শেষ হওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে, আজ প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার দিন এবং আগামীকাল প্রতিযোগিতার দিন। তোমরা শুনিয়া রাখ, একদল মানুষের পরিণাম হইল জাহান্নাম আর আরেক দল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জান্নাতে চলিয়া যাইবে।

وَانْشَقَّ الْقَمَرُ এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে ঘটিয়াছিল। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধ সনদে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে।

একটি বিশুদ্ধ হাদীসে হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে পাঁচটি আলামত সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

১. রূম বিজয়
২. ধুঁয়া
৩. লিযাম
৪. বাত্শাহ ও
৫. চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অত্যাশ্চর্য একটি মু'জিযা।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ মক্কাবাসীগণ একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একদিন নিদর্শন দেখাইবার আবেদন জানায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতের ইশারায় মক্কায় দুইবার চন্দ্র বিদীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত আনাস (রা) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম (র) ....আবদুর রায্যাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, মক্কাবাসীগণ একদিন তাহাদিগকে একটি নিদর্শন দেখাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আবেদন করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আকাশের চন্দ্রকে দুই টুকরা করিয়া দেখাইয়াছেন ইহাতে চন্দ্রের এক খণ্ড হেরা পর্বতের একদিকে, অপর খণ্ড আরেক দিকে চলিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সকলেই উহা দেখিতে পাইয়াছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ...... কাতাদা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অপরদিকে ইমাম মুসলিম (র) ...... আবূ দাউদ তায়ালিসী, ও ইয়াহইয়া কাত্তান (র) প্রমুখের হাদীস হইতে এই হাদীসটি কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া উহার এক খণ্ড এক পাহাড়ে আরেক খণ্ড অন্য এক পাহাড়ের উপর দৃশ্য হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মুশরিকরা বলিতে লাগিল যে, মুহাম্মদ আমাদিগকে যাদু করিয়াছে। কিন্তু বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা বলিল, ইহা কিছুতেই যাদু নয়। কারণ একত্রে সকল মানুষকে যাদু করা তো সম্ভব নয়।

এই সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী (র) স্বীয় দালাইল গ্রন্থে মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে ইব্ন জারীর ও বায়হাকী (র) নিজ নিজ সনদে জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, নবী করীম (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। জাফর ইব্ন রবীয়াও ইরাকের সূত্রে বকর ইব্ন নাসর (র)-এর হাদীস হইতেও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। তখন খণ্ডিত চন্দ্রের দুইটি টুকরা সকলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন।

তাবরানী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা)-এর যুগে একবার চন্দ্র গ্রহণ হইয়াছিল। তখন মুশরিকরা এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছিল যে, চন্দ্রের উপর যাদু করা হইয়াছে। তখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। পর্যন্ত এই আয়াতগুলি নাযিল হয়।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। এই আয়াত সম্পর্কে বলেন, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে। চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের সামনে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের পিছনে চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ। হে আল্লাহ্ তুমি সাক্ষী থাক! অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী (র) বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম (র) তিরমিযী বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ্।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল ফলে সকলেই স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তোমরা সাক্ষী থাক।" সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনা (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবার আমাশ (র)-এর হাদীস হইতে তাঁহারা (বুখারী-মুসলিম) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে মিনায় উপস্থিত ছিলাম। তখন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক খণ্ড পাহাড়ের পিছনে আড়াল হইয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ اِشْهَدُوْا اِشْهَدُوْا "তোমরা সাক্ষী থাক; তোমরা সাক্ষী থাক।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় একবার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। কিন্তু কুরাইশরা উহাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা বলিয়া স্বীকৃতি না দিয়া বলিল, ইহা আবূ কাবশার বেটার (মুহাম্মদ (সা)-এর) যাদু! কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিবেকসম্পন্ন লোক ছিল, তাহারা বলিল ঃ এই কথা না হয় মানিলাম যে, মুহাম্মদ আমাদের উপর যাদু করিয়াছে। কিন্তু একত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সকলের উপর যাদু করা তো মুহাম্মদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। পরীক্ষা স্বরূপ বহিরাগত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি যে, তাহারাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছে কি-না। বস্তুত জিজ্ঞাসা করা হইলে বাহির হইতে আগত লোকেরা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি।

ইমাম বায়হাকী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মক্কায় একবার চন্দ্র ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া গিয়াছিল। উহা দেখিয়া মক্কাবাসী কাফির কুরাইশরা বলিল, ইহা তো যাদু! আবূ কাবশার বেটা তোমাদিগের উপর যাদু করিয়াছে। ঘটনার সময় যাহারা মক্কার বাহিরে ছিল, দেখ উহারা কি সংবাদ লইয়া আসে। যদি উহারাও দেখিয়া থাকে তাহা হইলে মুহাম্মদের কথাই সত্য। অন্যথায় ইহা মুহাম্মদের যাদু ছাড়া কিছুই নয়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর চতুর্দিক হইতে লোকজন ফিরিয়া আসার পর জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলিল যে, হ্যাঁ, আমরাও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়াছি। ইব্ন জারীর (র) মুগীরা (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন বলেন ঃ আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিতেন ঃ নিশ্চয়ই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেনঃ "খণ্ডিত চন্দ্রের ফাঁক দিয়া আমি পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছি।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ আব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। এমনকি আমি খণ্ডিত চন্দ্রের দুই টুকরার ফাঁক দিয়া পাহাড়কে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

লাইছ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যমানায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলিলেন ঃ "আবূ বকর! তুমি সাক্ষী থাক।" কিন্তু মুশরিকরা এই গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযাটিকে অস্বীকার করিয়া বলিল, 'মুহাম্মদ যাদু দ্বারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।'

وَاِنْ يَرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ "উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো চিরাচরিত যাদু।"

অর্থাৎ সত্যদ্রোহী কাফির ও মুশরিকরা যদি কোন নিদর্শন প্রমাণ দেখিতে পায় তাহা হইলে উহারা উহা স্বীকার না করিয়া বরং উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং অজ্ঞতাবশত উহাকে পিছনে ফেলিয়া দেয়। আর বলে যে, 'আমরা যেই প্রমাণ বা নিদর্শন দেখিলাম, উহা নিরেট যাদু। উহা দ্বারা আমাদিগকে যাদু করা হইয়াছে।'

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকের মতে مُّسْتَمِرٌّ অর্থ অসার ও ভিত্তিহীন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই।

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَاءَهُمْ "উহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে।"

অর্থাৎ সত্য আগমন করার পর মুশরিকরা উহা প্রত্যাখ্যান করে এবং অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাবশত তাহারা তাহাদিগের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে। وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ "প্রত্যেক ব্যাপারই লক্ষ্যে পৌঁছিবে।"

কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, ভালোর ফল ভালো লোক ভোগ করিবে এবং মন্দের ফল মন্দ লোক ভোগ করিবে।

ইব্‌ন জুরাইজ (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল; প্রতিটি বিষয়ই তাহার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত। কাতাদা (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন সব কিছুই সংঘটিত হইবে।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ "উহাদিগের নিকট আসিয়াছে সংবাদ যাহাতে আছে সাবধান-বাণী।"

অর্থাৎ পূর্ব যুগের যে সব জাতি রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল, মুশরিকদিগকে কুরআনের মাধ্যমে উহাদের বিভিন্ন কাহিনী এবং পরিণামে উহাদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল; উহার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ অর্থাৎ যাহাতে আছে শিরক ও অবিরাম সত্য প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে মুশরিকদের জন্য উপদেশ ও সাবধান-বাণী।

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে হিদায়াত দান করেন এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করেন। ইহাতে বিরাট হিকমত নিহিত আছে।

فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদের কপালে দুর্ভাগ্য লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দিয়াছেন, কোন সতর্কবাণীই তাহাদের কোন কাজে আসে নাই। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন তাহাকে কেহ হিদায়াত দান করিতে পারেন না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ (হে রাসূল) আপনি "বলিয়া দিন যে, পূর্ণাংগ প্রমাণ আল্লাহ্‌রই জন্য। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সকলকেই হিদায়াত দান করিতে পারিতেন।

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ فَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ "নিদর্শনাবলী ও সাবধান বাণী বে-ঈমানদের কোন উপকারে আসে নাই।"

(٦) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ

(٧) خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۙ

(٨) مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۗ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

৬. অতএব তুমি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।

৭. অপমানে অবনমিত নেত্রে সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

৮. উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, 'কঠিন এইদিন।'

তাফসীর ঃ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَىْءٍ نُّكُرٍ "আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন (এবং অপেক্ষা করুন সেইদিনের) যেইদিন আহবানকারী আহবান করিবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।"

অর্থাৎ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, হে নবী! আপনার মু'জিযা ও বিভিন্ন নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াও যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আর এইগুলিকে যাদু বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, আপনি উহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলুন এবং এমন এক দিনের অপেক্ষায় থাকুন যেইদিন আহবানকারী ফেরেশতা উহাদিগকে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করিবে। আলোচ্য আয়াতে ভয়াবহ পরিণাম বলিতে হিসাব-নিকাশের স্থান এবং কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন বিপদাপদ ও ভয়-ভীতিকে বুঝানো হইয়াছে।

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ

অর্থাৎ যেদিন কাফিরদিগকে ভয়াবহ পরিণামের দিকে আহবান করা হইবে, সেইদিন উহারা অপমানে অবনমিত নেত্রে আকাশ প্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় দ্রুত কবর হইতে বাহির হইয়া আহবানকারীর আহবানে সাড়া দিবে এবং হিসাব-নিকাশ প্রদানের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হইবে। আহবানকারীর আহবান অমান্যও করিবে না! আহবানে সাড়া দিতে বিলম্বও করিবে না।

يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ অর্থাৎ সেইদিন কাফিররা বলিবে, এই দিনটি আমাদিগের জন্য বড়ই কঠিন ও ভয়াবহ দিন।

যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَذَالِكَ يَوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসটি কাফিরদিগের বড়ই কঠিন, সহজ নহে মোটেই।

(৯) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ۝

(১০) فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

(১১) فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝

(১২) وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

(১৩) وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝

(١٤) تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

(١٥) وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(١٦) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

(١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৯. ইহাদিগের পূর্বে নূহ্ এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল— মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলিয়াছিল, 'এতো এক পাগল।' আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

১০. তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহবান করিয়া বলিয়াছিল, "আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর।"

১১. ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে।

১২. এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে।

১৩. তখন নূহকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে।

১৪. যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে, ইহা পুরস্কার তাঁহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

১৫. আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ্ আছে কি?

১৬. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!

১৭. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?

তাফসীর ঃ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ইহাদিগের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল—মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল আমার বান্দার উপর এবং বলিয়াছিল, 'এতো এক পাগল।' এবং তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায়ের পূর্বে নূহ এর সম্প্রদায়ও নূহ (আ)-এর উপর স্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল এবং তাঁহাকে পাগল বলিয়া অপবাদ দিয়াছিল।

এই আয়াতে اُزْدُجِرَ -এর নির্ভরযোগ্য অর্থ হইল– নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহাকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল ও হুমকি দিয়াছিল যে, হে নূহ! তুমি যদি আমাদিগের পথে ফিরিয়া না আস; তাহা হইলে আমরা পাথর নিক্ষেপ করিয়া তোমাকে মারিয়া ফেলিব।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ অর্থাৎ এই অবস্থা দেখিয়া হযরত নূহ (আ) তাঁহার প্রতিপালককে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! ইহাদিগের মোকাবিলায় আমি নিতান্ত দুর্বল ও প্রতিপত্তিহীন। আমি নিজেকেও সামলাইতে পারিতেছি না। আর তোমার দীনেরও হেফাজত করিতে সক্ষম হইতেছি না। অতএব হে পরওয়ারদেগার! তুমিই তোমার দীনের সাহায্য কর এবং ইহাদিগের মোকাবিলায় আমাকে বিজয় দান কর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ "ফলে আমি আকাশের দ্বার প্রবল বারী-বর্ষণে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا "এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিলাম।" অর্থাৎ যমীনের প্রতিটি অঞ্চল হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত হইতে লাগিল। এমনকি যেই চুলা মূলত আগুনের স্থল উহা হইতেও পানির প্রস্রবণ উৎসারিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ অর্থাৎ অতঃপর আকাশ হইতে বর্ষিত ও মাটি হইতে উৎসারিত উভয় পানি আল্লাহ্ তা'আলার এক পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একত্রে মিলিত হইয়া গেল।

ইব্‌ন জুরাইজ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। فَفَتَحْنَا ...... مُنْهَمِرٍ এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, সেই দিন আকাশ হইতে মেঘ ছাড়াই এত প্রবল বৃষ্টিপাত হইয়াছিল যা ইহার পূর্বে বা পরে কখনো হয় নাই। সেই দিন আকাশে কোন মেঘ ছিল না বরং বৃষ্টির জন্য আকাশের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে আকাশ হইতে বর্ষিত পানি আর মাটি হইতে উৎসারিত পানি একত্রে মিলিত হইয়া একটি বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছিল।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ "তখন আমি নূহকে কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত নৌযানে আরোহণ করাইলাম।" অর্থাৎ সে তখন সেই ভয়াবহ বন্যা ও তুফানের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার বান্দা নূহকে আমি নৌযানে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলাম।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, কাতাদা ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে دُسُرٍ অর্থ হইল কীলক। ইব্‌ন জারীর (র) এই অর্থটিই পছন্দ করিয়াছেন।

دُسُرٌ শব্দটি বহুবচন। উহার একবচন হইল دِسَارٌ অথবা دسر যেমন বলা হয় حبيك ও حباك -এর বহুবচন حُبُك। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহা হইল নৌকার পার্শ্ব। ইকরিমা ও হাসান বলেন ঃ دُسُرٌ অর্থ নৌকার সম্মুখ অংশ, সমুদ্রের ঢেউ যেইখানে আঘাত করে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ دُسُرٌ হইল নৌকার দুই দিক ও বুক।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। دُسُرٌ হইল নৌকার বুক।

تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا অর্থাৎ সেই নৌকাখানি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও আমার হেফজযতে চলিত।

جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থাৎ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে শাস্তি প্রদান করিয়া হযরত নূহ (আ)-কে উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমি উহা করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا اٰيَةً "আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে।"

কাতাদা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর কিশতীটিকে কুদরতীভাবে অক্ষুণ্ন অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন। ফলে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার প্রথম যুগের লোকেরা উহা দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হইল এই যে, নিদর্শন স্বরূপ আমি নৌকার অনুরূপ অন্যান্য নৌকার প্রচলন পৃথিবীর বুকে কায়েম রাখিব। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاٰيَةٌ لَهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ-

অর্থাৎ উহাদিগের এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদিগের বংশধরদিগকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। এবং উহাদিগের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাতে উহারা আরোহণ করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً অর্থাৎ পানি যখন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইল, আমি তখন তোমাদিগকে নৌ-যানে আরোহণ করাইয়াছিলাম। যাহাতে আমি উহাকে তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ রাখিয়া দিতে পারি। তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ এমন কেহ আছে কি, যে উপদেশ ও নসীহত গ্রহণ করিবে?

ইমাম আহমদ (র).... হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পড়াইয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ পাঠ করিতেন।

ইমাম বুখারী (র) আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ ইসহাক বলেন, এক ব্যক্তি আসওয়াদকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই! فَهَلْ مِنْ مُّذَّكِرٍ ذال দ্বারা পড়িব, না কি دال দ্বারা مُدَّكِرٍ পড়িব ? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে مُدَّكِرٍ দ্বারা পড়িতে শুনিয়াছি। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে مُدَّكِرٍ পড়িতে শুনিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম, এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) ব্যতীত অন্যান্য সুনান সংকলকগণ আবূ ইসহাকের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ "কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।" অর্থাৎ যাহারা আমার সাথে কুফরী করিয়াছে এবং আমার রাসূল (সা)-কে অস্বীকার করিয়াছে, উপরন্তু যাহারা কোন উপদেশই গ্রহণ করে নাই; তাহাদিগের ব্যাপারে আমার শাস্তি ছিল বড়ই কঠোর। আমি অত্যন্ত নির্মমভাবে উহাদিগের হইতে প্রতিশোধ লইয়াছি।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ "উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি।"

অর্থাৎ যেই ব্যক্তি কুরআন হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে চায়, উহার শব্দ ও অর্থকে আমি উহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوْا اٰيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوْا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ তোমরা নিকট আমি একটি মহান কিতাব নাযিল করিয়াছি। যেন মানুষ উহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ فَاِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا অর্থাৎ তোমার জিহ্বার উপর এই কুরআনকে আমি এই জন্য সহজ করিয়া দিয়েছি; যাহাতে তুমি মুত্তাকীদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর আর ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে উহা দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর।

মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ আমি কুরআন পাঠ ও তিলাওয়াত করা সহজ করিয়া দিয়াছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষের যবানে কুরআনকে সহজ করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে কোন মানুষই আল্লাহ্‌র কালাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারিত না।

এই সহজ করার নিমিত্তই আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে তৎকালীন আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় নাযিল করিয়াছিলেন। যেমন রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "নিশ্চয় এই কুরআন সাত হরফে অবতীর্ণ হইয়াছে।" এই হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করিয়াছি।

فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ– অতঃপর এই কুরআন দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিবার আছে কি কেউ? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী (র) বলেন ঃ এমন কেহ আছে কি, যে অপরাধ হইতে ফিরিয়া আসিবে?

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আতার ওয়াররাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আতার فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইল্ম অন্বেষণকারী কেহ আছে কি? থাকিলে উহাকে এই কাজে সাহায্য করা হইবে।

(١٨) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝
(١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝
(٢٠) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝
(٢١) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝
(٢٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

১৮. 'আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ফলে কী কঠোর হইয়াছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
১৯. উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে।
২০. মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।
২১. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী!
২২. কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, নূহ সম্প্রদায়ের ন্যায় হুদ (আ)-এর সম্প্রদায় আদ জাতিও তাহাদিগের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তাহাদিগের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। তুষার শীতল ঠাণ্ডা বায়ুকে আরবীতে رِيْحٌ صَرْصَرٌ বলা হয়।

فِىْ يَوْمٍ نَحْسٍ অর্থাৎ সেই দিনটি ছিল উহাদিগের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যের। যাহ্হাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

مُسْتَمِرٍّ অর্থাৎ সেইদিন উহাদিগের উপর একের পর এক শাস্তি আসিতেই ছিল। ইহকালীন ও পরকালীন উভয় শাস্তি সেই দিন উহাদিগকে একত্রে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল।

تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ "বায়ু লোকদিগকে উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় উৎপাটিত করিয়াছিল। অর্থাৎ একদিক হইতে বায়ু আসিয়া একজনকে উঠাইয়া লইয়া গিয়া উহাকে অদৃশ্য করিয়া ফেলিত। অতঃপর দেহ হইতে মাথাটি ছিড়িয়া ফেলিয়া মুণ্ডহীন দেহটি মাটিতে ফেলিয়া দিত। উন্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় হওয়ার অর্থ ইহাই।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী কী কঠোর ছিল! কুরআনকে আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

(٢٣) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ○

(٢٤) فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

(٢٥) ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ○

(٢٦) سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ○

(٢٧) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ○

(٢٨) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ○

(٢٩) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ○

(٣٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

(٣١) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ○

(٣٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

২৩. ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল।

২৪. তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।

২৫. 'আমাদিগের মধ্যে কি উহারই উপর প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।'

২৬. আগামীকল্য উহারা জানিবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।

২৭. আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী। অতএব তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও।

২৮. এবং উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে।

২৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল।

৩০. কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!

৩১. আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড়-প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়।

৩২. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদিগের রাসূল হযরত সালিহ (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিল ঃ اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلَالٍ وَّسُعُرٍ "আমরা কি আমাদিগেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা বিপদগামী ও উন্মাদরূপে গণ্য হইব।"

অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় বলিয়াছিল যে, আমরা সকলেই যদি আমাদেরই এক ব্যক্তির নেতৃত্ব মানিয়া লই, তাহা হইলে তো আমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িব। অতঃপর উহারা উহাদিগের ব্যতীত কেবল সালিহ (আ) প্রত্যাদেশ তথা ওহী আগমনে আশ্চর্য প্রকাশ করিয়া সালিহ (আ)-কে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়া বলিল ঃ

بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ 'বরং সে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" অর্থাৎ তাহার নিকট ওহী আসিবে, ইহাতো দূরের কথা– বরং সে তো একজন সীমাহীন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।

উহাদিগের এইসব কথার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ। অর্থাৎ "অচিরেই উহারা জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।" এই কথা বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের প্রতি কঠোর হুমকি প্রদর্শন করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا مُرْسِلُوْا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ। অর্থাৎ "আমি উহাদিগের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী।"

বস্তুত সালিহ (আ)-এর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ছামূদ সম্প্রদায়ের দাবী অনুযায়ী নির্জীব পাথরের মধ্য হইতে দশ মাসের গর্ভবতী একটি বৃহৎ উষ্ট্রী বাহির করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় বান্দা ও রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছেন ঃ

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ তুমি উহাদিগের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যধারণ কর। অর্থাৎ হে সালিহ! উহাদিগের দাবী অনুযায়ী পাথর হইতে উষ্ট্রী বাহির করিয়া ছিলাম। তুমি দেখ, ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়। আর উহারা তোমার সাথে কোন অসদাচরণ করিলে তুমি ধৈর্যধারণ কর। কারণ দুনিয়া ও আখিরাতের সাহায্য ও শুভ পরিণাম তুমিই লাভ করিবে।

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ– আর তুমি উহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, উহাদিগের মাঝে পানি বণ্টন নির্ধারিত। অর্থাৎ- একদিন উহাদিগের পশুপাল পান করিবে আর একদিন এই উষ্ট্রী পান করিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ সালিহ (আ) বলিলেনঃ ইহা উষ্ট্রী। ইহা নির্দিষ্ট একদিন পানি পান করিবে আর তোমরা নির্দিষ্ট একদিন পান করিবে।

كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ "পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হইবে।"

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, উষ্ট্রী যেই দিন পানির ঘাটে উপস্থিত না হইবে অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে আসিবে। আর যেই দিন উষ্ট্রী পানি পান করিতে আসিবে, অন্যরা সেইদিন পানি পান করিতে পারিবে না বরং দুধ পান করিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ "অতঃপর উহারা উহাদিগের এক সংগীকে আহ্বান করিল, যে উষ্ট্রীটিকে ধরিয়া হত্যা করিল।"

মুফাস্‌সিরগণ বলেন, যে লোকটি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিয়াছিল তাহারা নাম হইল কুদার ইবন সালিফ। সে সমাজের সবচাইতে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ছিল।

যেমন অন্য স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا "যখন উহাদিগের সকলের নিকৃষ্ট ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।"

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ "কী কঠোর ছিল তখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণী!" অর্থাৎ ইহার দলে আমি উহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম। আমার সাথে কুফরী করার এবং আমার রাসূলকে অস্বীকার করার সেই শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর।

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ 'আমি উহাদিগকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা। ফলে উহারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায় হইয়া গেল।' অর্থাৎ আমার একটি মাত্র আওয়াজ দ্বারাই উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া গেল। উহাদিগের একজন লোকও বাঁচিয়া রহিল না। এবং

শুষ্ক ঘাস-পাতা, তৃণ-লতা, যেমন হাওয়ায় উড়িয়া যায়— উহারাও ঠিক তেমনি বিনাশ হইয়া গেল। অসংখ্য মুফাসসিরীনে কিরাম অত্র আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুদ্দী (র) বলেন, مُحْتَضَرٌ অর্থ মরু অঞ্চলের চারণ ভূমি যখন উহার ঘাস-পাতা শুকাইয়া যায় এবং হাওয়ার সাথে উড়িয়া যায়।

ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, আরববাসীগণ শুষ্ক কাঁটা দ্বারা উট ও অন্যান্য পশুপালের জন্য খোয়াড় তৈয়ার করিত। এই আয়াতে كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ বলিয়া উহাকেই বুঝানো হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন, هَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ অর্থ দেয়াল ভাঙ্গা মাটি যা এদিক-ওদিক পড়িয়া থাকে। কিন্তু ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল। প্রথম ব্যাখ্যাটিই গ্রহণযোগ্য। (اللّٰه اعلم)

(٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○

(٣٤) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ۙ○

(٣٥) نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ○

(٣٦) وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○

(٣٧) وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

(٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۚ○

(٣٩) فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

(٤٠) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

৩৩. লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল সতর্ককারীদিগকে।

৩৪. আমি উহাদিগের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে। তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রির শেষাংশে,

৩৫. আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যাহারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

৩৬. লূত উহাদিগকে সতর্ক করিয়াছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করিল।

৩৭. উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহ্‌মানদিগকে দাবী করিল; তখন আমি উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং আমি বলিলাম, "আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্ক বাণীর পরিণাম।"

৩৮. প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদিগকে আঘাত করিল।

৩৯. আমি বলিলাম, 'আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।'

৪০. আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা কিভাবে তাহাদিগের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। কিভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হইত। বালকদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়া এমন একটি জঘন্যতম ও অশ্লীল কর্ম যাহাতে লূত সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়। ইতিপূর্বে বিশ্বের অন্য কেহ এই অপকর্ম করে নাই। এই জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে এমনভাবে ধ্বংস করিয়া দিলেন যেভাবে পূর্বে আর কাউকে ধ্বংস করা হয় নাই। তাহা হইল ঃ

হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে লূত সম্প্রদায়ের প্রতিটি শহরকে বহন করিয়া আকাশের নিকট লইয়া যান। অতঃপর শহরগুলিকে উল্টাইয়া নীচে ফেলিয়া দেন এবং তাহার সাথে সাথে উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করিলেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا "নিশ্চয় আমি উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর পাঠাইয়াছি।"

اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ "তবে লূত পরিবারকে আমি প্রত্যুষে মুক্তি দিয়াছি।" অর্থাৎ লূত পরিবার আমার নির্দেশে শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফলে আমার আযাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, সম্প্রদায়ের একজন লোকও হযরত লূত (আ)-এর উপর ঈমান আনে নাই। এমনকি তাঁহার স্ত্রীও ঈমান না আনার অপরাধে সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকদের সাথে ধ্বংস হইয়া যায়। শুধুমাত্র হযরত লূত (আ) এবং তাঁহার কয়েকটি কন্যা নিরাপদে অন্যত্র চলিয়া যায়। কোন অমঙ্গল তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ "কৃতজ্ঞদিগকে আমি এইভাবেই পুরস্কৃত করি।"

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا "লূত উহাদিগকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিল।" অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে আল্লাহ্‌র নবী লূত (আ) উহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব ও শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু উহারা সেই সতর্ক বাণীর প্রতি মোটেই কর্ণপাত করে নাই বরং পাল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِه "উহারা লূতের নিকট হইতে তাঁহার মেহমানদিগকে দাবী করিল।"

অর্থাৎ যেই রাত্রে হযরত জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীল (আ) পরীক্ষা স্বরূপ দাড়ি গোঁফহীন সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূত (আ)-এর ঘরে আগমন করিয়াছিলেন; সেই রাত্রে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। হযরত লূত (আ) তাহাদিগকে মেহমান রূপে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী টের পাইয়া মহল্লাবাসীর নিকট সংবাদ দেয় এবং অপকর্মের জন্য উস্কানী প্রদান করে। সংবাদ পাইয়া তাহারা যে যেখানে ছিল সেখান হইতেই দৌড়াইয়া লূত (আ)-এর ঘরের দিকে ছুটিতে লাগিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া হযরত লূত (আ) ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন দুষ্কৃতিকারীরা দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত লূত (আ) উহাদিগকে প্রতিরোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

هٰـؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ অর্থাৎ তিনি সম্প্রদায়ের কন্যাদের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, ইহারা আমার কন্যা। তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র। উত্তরে তাহারা বলিল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِىْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيْدُ "তুমি তো জানো, তোমার কন্যাদিগকে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা কি চাই, তাহা তো তুমি জানই।"

অতঃপর যখন অবস্থা সংকটাপন্ন হইল এবং উহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিবেই এমন অবস্থা দাঁড়াইল; তখন হযরত জিবরাঈল (আ) ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের ডানা দ্বারা এক ঝাপটা দিয়া উহাদিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিলেন। কেহ কেহ বলেন, জিবরাঈল (আ)-এর ঝাপটার ফলে উহাদিগের চক্ষুসমূহ সমূলে বিনাশ হইয়া যায়। তখন উহারা দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া কোন রকমে পিছনের দিকে সরিয়া যায় এবং সকাল পর্যন্ত লূত (আ)-কে ভয় দেখাইতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ অর্থাৎ প্রত্যুষে বিরামহীন আযাব তাহাদিগকে আঘাত হানিল। অর্থাৎ– উহা এমন আঘাত ছিল যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ অর্থাৎ 'অতএব তোমরা শাস্তি ও সতর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। উপদেশ গ্রহণের জন্য আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?'

(٤١) وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

(٤٢) كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(٤٣) اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ۝

(٤٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝

(٤٥) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ۝

(٤٦) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ۝

৪১. ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকটও আসিয়াছিল সতর্ককারী।

৪২. কিন্তু উহারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিল। অতঃপর পরাক্রমশালী ও সর্বশক্তিমান রূপে আমি উহাদিগকে সুকঠিন শাস্তি দিলাম।

৪৩. তোমাদিগের মধ্যকার কাফিরগণ কি উহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? না-কি তোমাদিগের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে পূর্ববর্তী কিতাবে?

৪৪. ইহারা কি বলে, 'আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল?'

৪৫. এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হইবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে।

৪৬. অধিকন্তু কিয়ামত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তাহার সম্প্রদায় সম্পর্কে বলিতেছেন যে, উহাদিগের নিকট আল্লাহ্র রাসূল হযরত মূসা (আ) ও তাঁহার ভাই হযরত হারুন (আ) ঈমানের সুসংবাদ ও আযাবের সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মু'জিযা ও নিদর্শন দ্বারা মূসা (আ) ও তাঁহার ভাইয়ের হাত শক্তিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল মু'জিযা ও নিদর্শন উহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অস্বীকার করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে পরাক্রমশালী ও শক্তিশালী রূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। ধ্বংসের পর সংবাদ দেওয়ার মতোও কেহ বাঁচিয়া ছিল না এবং কোন চিহ্নও অবশিষ্ট ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ "তোমাদিগের কাফিরগণ কি তাহাদিগের হইতে উত্তম?" অর্থাৎ হে মক্কার কাফিরগণ! রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কিতাব অস্বীকার করার দরুন যাহাদিগের ধ্বংসের কাহিনী ইতিপূর্বে

বর্ণিত হইয়াছে; তোমরা কি উহাদিগের হইতে উত্তম? একটু চিন্তা করিয়া দেখ যে, শক্তিতে সম্পদে তোমরাই তাহাদিগের হইতে উত্তম, না কি তাহারাই তোমাদিগ হইতে উত্তম ছিল।

أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِى الزُّبُرِ না-কি পূর্ববর্তী কিতাবে তোমাদের অব্যাহতির কোন সনদ রহিয়াছে? অর্থাৎ না-কি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তোমাদিগের এই চুক্তি রহিয়াছে যে, তোমাদিগকে কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না?

আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ "না-কি ইহারা বলে যে, আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় দল।"

অর্থাৎ ইহাদিগের বিশ্বাস হইল এই যে, ইহারা প্রয়োজনে এক অপরের সাহায্য করিবে। এবং সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে কোন শক্তিই ইহাদিগের কোন অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ অর্থাৎ ইহাদিগের সংঘ কোনই কাজে আসিবে না। অচিরেই এই সংঘ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। ধ্বংস ইহাদিগের অনিবার্য।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে ইকরিমা, খালিদ, উহাইব, মুহাম্মদ ইব্‌ন আফফান, অপরদিকে খালিদ ও ইসহাকের সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বদরের দিন বলিয়াছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ কর। আজ আমরা পরাজিত হইলে আগামীকাল পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করার জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না।" তখন হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাঁহার হাত দ্বারা ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট অনেক দু'আ করিয়াছেন, আর প্রয়োজন নেই। তখন রাসূল (সা) এই আয়াতটি পড়িতে পড়িতে চাদর হেঁচড়াইয়া তাঁবু হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। (বুখারী ও নাসায়ী)।

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (রা) বলেন, যেই দিন سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ আয়াতটি নাযিল হয়; সেইদিন হযরত উমর (রা) বলিলেন, কোন দল পরাজিত হইবে? হযরত উমর (রা) বলেন, বদরের দিন যখন দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) চাঁদর হেচড়াইয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ তিলাওয়াত করিতেছেন, তখন আয়াতটির ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসে।

ইমাম বুখারী (র)....... ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইউসুফ ইব্‌ন মাহাক (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম।

তখন তিনি বলিলেন بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন আমি একেবারেই ছোট; খেলাধূলা করিয়া বেড়াই। ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

(٤٧) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

(٤٨) يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ○

(٤٩) اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ○

(٥٠) وَمَآ اَمْرُنَآ اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ ○

(٥١) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَآ اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(٥٢) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ○

(٥٣) وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ ○

(٥٤) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ ○

(٥٥) فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ○

৪৭. অপরাধীরা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।

৪৮. যেদিন উহাদিগকে উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে; সেইদিন বলা হইবে, জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।

৪৯. আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে।

৫০. আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন; চক্ষুর পলকের মতো।

৫১. আমি ধ্বংস করিয়াছি তোমাদিগের মতো দলগুলিকে। অতএব উহা হইতে উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

৫২. উহাদিগের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়,

৫৩. আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ।

৫৪. মুত্তাকীরা থাকিবে স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে,

৫৫. যোগ্য আসনে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

তাফসীর ঃ অপরাধীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইহারা সত্য পথ হইতে বিচ্যুত এবং বিভিন্ন সন্দেহ ও নানা মতে বিকারগ্রস্ত অস্থির ও পেরেশান। প্রতিটি কাফির এবং যে কোন ফিরকার বেদআতীরা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ইহাদিগকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। কিন্তু ইহারা বলিতে পারিবে না যে, ইহাদিগকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইতেছে। এবং উহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলা হইবে ঃ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ "দোযখের শাস্তি আস্বাদন কর।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ। "আমি প্রতিটি বস্তুকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করিয়াছি।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْئٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا অর্থাৎ "তিনি প্রতিটি বস্তু যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথ নির্দেশ করেন।

এই আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইমামগণ তাকদীরের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেন। অর্থাৎ– বস্তু অস্তিত্বে আসার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন। এইখানে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইল।

ইমাম আহমদ (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন কুরাইশ মুশরিকরা হুযূর (সা)-এর নিকট আসিয়া তাকদীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ-

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং ইবন মাজাহ (র) সুফিয়ান সওরী (র) সূত্রে ওয়াকী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাযযার (র).........শু'আইবের পিতা হইতে বর্ণনা করেন। শু'আইবের পিতা বলেন, اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ .... خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ। এই আয়াতগুলি আহলে কাদ্‌রদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... ফুরারাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ফুরারাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ আমার এমন এক দল উম্মত সম্পর্কে এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে, যাহারা শেষ যমানায় আবির্ভূত হইবে এবং তাকদীর অস্বীকার করিবে।" হাসান ইব্‌ন আরফা (র)......... আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আগমন করিলাম। তখন তিনি যমযম হইতে পানি উঠাইতেছিলেন। পানিতে তাঁহার কাপড়ের প্রান্তভাগ ভিঁজিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, একদল লোক তো তাকদীরের বিরুদ্ধে কথা বলিতে শুরু করিয়াছে! তিনি বলিলেন, হতভাগারা এই কাজটা করিয়াই ফেলিল? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইহাদিগের সম্পর্কে ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ اِنَّا كُلَّ شَيْئٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল। ইহারা এই উম্মতের নিকৃষ্ট জাতি। ইহাদিগের কেহ অসুস্থ হইলে সেবা করিবে না এবং মৃতদের জানাযায় শরীক হইবে না। ইহাদিগের কাউকে পাইলে আমি এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা তাহার চোখ দুইটি উপড়াইয়া ফেলিতাম। ইমাম আহমদ (র) অন্য সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইল, ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছানো হইল যে, এক ব্যক্তি তাকদীর অস্বীকার করে। আমি বলিলাম যে, উহাকে আমার নিকট লইয়া আস। লোকটি ছিল অন্ধ। লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাকে আনিয়া আপনি কি করিবেন? আমি বলিলাম, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উহাকে পাইলে আমি উহার নাক কাটিয়া দিব। উহার ঘাড়টা যদি কোন সময় আমার মুঠোর মধ্যে আসে তো তাহাকে আমি দাফন করিয়া ফেলিব। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "বনী ফিহরের মহিলাদিগকে আমি খাযরাজদের সহিত তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছি। উহাদিগের পাছা যেন মুশরিক মহিলাদের সহিত ঘর্ষণ খাইতেছে। তোমরা স্মরণ রাখিও; ইহা এই উম্মতের সর্বপ্রথম শির্‌ক। ইহারা এখন যেমন বলিতেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মন্দকে পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই। তোমরা দেখিবে একদিন তাহারা বলিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মঙ্গলজনক বস্তুকেও পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিয়া রাখেন নাই।

ইমাম আহমদ (র).........ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন। নাফি (র) বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর শাম দেশীয় এক বন্ধু ছিল। তাহার সহিত পত্র আদান-প্রদান হইত। একদিন আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এই মর্মে তাহার নিকট একটি পত্র লিখিলেন যে, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনি নাকি তাকদীর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। যদি উহা সঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আজ হইতে আর আমার নিকট আপনি পত্র লিখিবেন না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কয়েকটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হইবে, যাহারা তাকদীরকে অস্বীকার করিবে।" ইমাম আবূ দাউদ (র) আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক উম্মতের একদল মজূস তথা অগ্নিপূজক থাকে। আমার উম্মতের মধ্যে মজূস হইল যাহারা তাকদীর অস্বীকার করে। তাহারা অসুস্থ হইলে তোমরা দেখিতে যাইও না। আর তাহারা মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের জানাযায় শরীক হইও না।" সিহাহ্ সিত্তার কেহই এই সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র)...... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "অচিরেই এই উম্মতের মধ্যে চেহারা বিকৃতির ঘটনা ঘটিবে। উহা হইবে তাকদীর অস্বীকারকারী ও ধর্ম ত্যাগীদের মধ্যে।"

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ (র) আবূ সাখর হুমাইদ ইব্ন যিয়াদের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলিয়াছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ-গরীব।

ইমাম আহমদ (র)....... তাউস ইয়ামানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তাউস ইয়ামানী (র) বলেন ঃ আমি ইব্ন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি বস্তুই পূর্ব নির্ধারিত। এমন কি মানুষের অক্ষমতা, বুদ্ধি, সবকিছুই। সহীহ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। আর অক্ষম হইও না। ইহার পর যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে বল যে, ইহা আল্লাহ্ পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন। এই কথা বলিও না যে, যদি আমি এমন করিতাম তাহা হইলে এমন হইত। কারণ যদি শব্দটি শয়তানের পথ খুলিয়া দেয়।"

ইব্ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ "জানিয়া রাখ। সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়া যদি তোমার এমন একটি

উপকার করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই, তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার সেই উপকার করিতে পারিবে না। আর যদি সকল মানুষ একত্রিত হইয়া তোমার এমন একটি ক্ষতি করিতে চাহে; যাহা আল্লাহ্ তোমার জন্য লিখিয়া রাখেন নাই; তাহা হইলে কিছুতেই তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম শুকাইয়া গিয়াছে এবং দফতর গুটাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)...... ওয়ালদী ইব্‌ন উবাদাহ (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন আমার পিতা উবাদার নিকট গেলাম। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। আমি বলিলাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা আমাকে বসাইয়া দাও। তাহাকে বসাইয়া দিলাম। তখন তিনি বলিলেন ঃ বৎস! তুমি তো ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পার নাই এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাইতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাকদীরের ভালো মন্দের উপর ঈমান স্থাপন করিতে পার। আমি বলিলাম, আব্বা! আমি কি করিয়া জানিব যে, তাকদীরের কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টি মন্দ? উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি এই কথা বুঝিবে যে, যাহা তুমি লাভ করিতে পার নাই; উহা তোমার ভাগ্যে ছিল না। আর যাহা তোমার হস্তগত হইয়া গিয়াছে উহা হাতছাড়া হইবার ছিল না। বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন: লিখ।" নির্দেশ পাইয়া কলম তৎক্ষণাৎ লিখিতে আরম্ভ করিল। এইভবে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা ঘটিবে কলম উহার সব কিছুই লিখিয়া ফেলে। বৎস! আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আর তাকদীরের ভালো মন্দের প্রতি আমার ঈমান না থাকে তাহা হইলে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করিব।

ইমাম তিরমিযী (র)....... উবাদা (রা) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান- সহীহ-গরীব বলিয়া ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র)....... আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন মানুষ মু'মিন হইতে পারে না। ১. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ২. এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ আমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। ৩. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনা ও ৪. তাকদীরের ভালো মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ-জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর লিখিয়া রাখিয়াছেন।" ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হাসান-সহীহ-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "আমার আদেশ শুধুমাত্র একটি কথায় নিষ্পন্ন; চোখের পলকের ন্যায়।"

এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পূর্বকৃত ফয়সালা তথা তাকদীর যেমন মানুষ জাতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা ইচ্ছা করেন ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ– আল্লাহ্ বলেন, আমি কোন বিষয়ে একবার নির্দেশ দেওয়ার পর আর দ্বিতীয় নির্দেশ প্রয়োজন হয় না। বরং তৎক্ষণাৎ আমার নির্দেশ মত চক্ষের পলকে উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়। এক নিমেষও বিলম্ব হয় না। কবি সুন্দর বলিয়াছেন ঃ

اِذَا مَا اَرَادَ اللّٰهُ اَمْرًا فَاِنَّمَا - يَقُوْلُ لَهُ كُنْ قَوْلُهُ فَيَكُوْنُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু ইচ্ছা করিলে বলেন, হও, তৎক্ষণাৎ উহা বাস্তবায়িত হইয়া যায়।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ অর্থাৎ রাসূলদেরকে অস্বীকারকারী তোমাদিগের পূর্ববর্তী তোমাদিগের ন্যায় বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করিয়াছি।

فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ অর্থাৎ– উহাদিগকে দেখিয়া উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ উহাদিগের এবং উহাদিগের কামনা-বাসনার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন করা হইয়াছিল পূর্ব যুগে উহাদিগের সমগোত্রীয়দের সহিত।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ অর্থাৎ– মানুষের সমকার্যকলাপই ফেরেশতাদের মাধ্যমে আমলনামাই লিখিয়া রাখা হয়।

وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ অর্থাৎ– মানুষের প্রতিটি আমলই লিখিত আকারে ফেরেশতাদের নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে। ছোট বড় কোন আমলই তাহারা লিখিতে বাদ দেন না।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ "আয়িশা ছোট ও তুচ্ছ গুনাহ হইতেও বাঁচিয়া চলিও। কারণ উহাও মানুষকে আল্লাহ্ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়।"

ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন মাজাহ (র) সাঈদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন মাহাক মাদানীর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আসাকির (র) এই হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ অর্থাৎ হতভাগা কাফির মুশরিক ও পাপীদের বিপরীতে মুত্তাকীরা স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে বসবাস করিবে।

فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, বদান্যতা, কৃপা-অনুগ্রহ ও মর্যাদার আসনে থাকিবে।

عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ অর্থাৎ বিশ্ব স্রষ্টা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ন্যায় বিচারক তথা যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনায় পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য অধীনস্তদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে; তারা (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্ তা'আলার ডান পার্শ্বে নূরের উঁচু আসনে অবস্থান করিবে। আর উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত। (বাম বলিতে কিছুই নাই)।"

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (র)-র হাদীস হইতে শুধুমাত্র ইমাম নাসায়ী এবং ইমাম মুসলিমই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা রাহমান

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

ইমাম আহমদ (র)...... যির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسف এই আয়াতের শেষ শব্দটি اَسِنٍ পড়িব না-কি اسس পড়িব? উত্তরে আমি বলিলাম, মনে হয় তুমি ইহা ছাড়া কুরআন সবটুকুই পড়িয়া ফেলিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি এক রাকাআত সালাতে মুফাস্সাল-এর সব কয়টি সূরাই পাঠ করিয়া থাকি। শুনিয়া আমি বলিলাম, তবে তো তুমি পবিত্র কুরআনকে কবিতার ন্যায় দ্রুত তিলাওয়াত কর । ইহা বড়ই আফসোসের বিষয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুফাস্সালের প্রথম দিকের কোন্ কোন্ দুইটি সূরা একত্রে পাঠ করিতেন, উহা আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে। আর ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরাআতে মুফাস্সালের প্রথম সূরা হইল সূরা রাহমান।

ইমাম তিরমিযী (র)......... হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাদিগের সম্মুখে সূরা রাহমান আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। উপস্থিত সকলেই চুপচাপ তিলাওয়াত শ্রবণ করেন— কেহই কোন কথা বলিলেন না। তিলাওয়াত শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "জ্বিনের ঘটনার রাত্রিতে আমি এই সূরাটি তিলাওয়াত করিয়া জ্বিনদিগকে শুনাইয়াছিলাম। তাহারা তোমাদিগের চেয়ে অনেক সুন্দর উত্তর দিয়াছিল। আমি যতবারই فَبِاَىِّ الاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিয়াছি; উত্তরে তাহারা ততবারই বলিয়াছিল ঃ لَابِشَيْئٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। অর্থাৎ হে আমাদিগের প্রতিপালক! তোমার কোন নিয়ামতকেই আমরা অস্বীকার করি না। সকল প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।"

এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। যুহাইর ইব্ন মুহাম্মদের সূত্রে ওলীদ ইব্ন মুসলিমের হাদীস ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীসটি আমি পাই নাই।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... ওলীদ ইব্ন মুসলিমের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ জাফর ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা রাহমান তিলাওয়াত করিলেন অথবা তা শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সাহাবাদিগকে নিশ্চুপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ জ্বিনরাই তো দেখিতেছি তাহাদিগের প্রতিপালকের কথায় তোমাদিগের চেয়ে সুন্দর উত্তর দিয়াছিল।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জ্বিনরা কি উত্তর দিয়াছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমি যখনই فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিতাম, তখনই তাহারা বলিত لاَبِشَيْئٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ অর্থাৎ- আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।

(١) اَلرَّحْمٰنُ ○
(٢) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○
(٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○
(٤) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○
(٥) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○
(٦) وَّالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○
(٧) وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○
(٨) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○
(٩) وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○
(١٠) وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○
(١١) فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ النَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○

(١٢) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○

(١٣) فَبِأَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

১. দয়াময় আল্লাহ্।
২. তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন,
৩. তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ,
৪. তিনিই তাহাকে শিখাইয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে,
৫. সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষ পথে,
৬. তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান,
৭. তিনি আকাশকে করিয়াছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করিয়াছেন মানদণ্ড,
৮. যাহাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর।
৯. ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।
১০. তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য;
১১. ইহাতে রহিয়াছে ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ, যাহার ফল আবরণ যুক্ত
১২. এবং খোসা বিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম।
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ "দয়াময় আল্লাহ্, তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষ, তিনিই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছেন ভাব প্রকাশ করিতে।"

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দাদিগের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামত ও অনুগ্রহ, অনুকম্পার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, নিজ অনুগ্রহে তিনি তাঁহার বান্দাদিগের উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, উহা মুখস্থ করিতে, মুখস্থ রাখিতে ও বুঝিতে সহজ করিয়া দিয়াছেন এবং তিনিই মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগকে কথা বলিতে শিখাইয়াছেন।

হাসান (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের بيان অর্থ কথা বলা। যাহ্হাক ও কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ কল্যাণ ও অকল্যাণ। তবে হাসান (র)-এর অর্থটিই সবচেয়ে সুন্দর ও স্থান উপযোগী। কারণ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলিয়াছেন; যদ্দারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন তিলাওয়াত করা। আর তিলাওয়াত করিতে হইলে সহজভাবে প্রতিটি হরফকে নিজ নিজ মাখরাজ হইতে মুখে উচ্চারণ করার

ক্ষমতা থাকিতে হইবে। সুতরাং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার কথা বলার পর বয়ান শিক্ষা দেওয়ার কথা বলায় বুঝা গেল এইখানে بـيـان অর্থ ভাবপ্রকাশ ও বাচন শক্তি।

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ "সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে।" অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র নির্ধারিত হিসাব ও নিয়ম অনুযায়ী আপন আপন কক্ষ পথে পর্যায়ক্রমে আবর্তন করে। একটির সহিত অপরটির কোন বিরোধ ঘটে না বা সংঘর্ষ বাধে না।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ-

অর্থাৎ "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে সন্তরণ করে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَالِقُ الاَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ-

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলাই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য চন্দ্র ও সূর্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ।"

ইকরিমা (র) বলেন, সকল মানুষ জ্বিন, চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের সমস্ত দৃষ্টি শক্তি যদি মাত্র একজন মানুষের দুই চক্ষুতে দিয়া দেওয়া হয় আর সূর্যের সম্মুখস্থ সত্তরটি পর্দার একটি মাত্র পর্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তবুও সে সূর্যের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিবে না। অথচ সূর্যের কিরণ আল্লাহ্র কুরসীর আলোর সত্তর ভাগের এক ভাগ, আর আরশের আলো আল্লাহ্র সম্মুখস্থ পর্দার সত্তর ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এইবার ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জান্নাতী বান্দাদিগের চোখে কতটুকু দৃষ্টিশক্তি দান করিবেন যে, তাঁহারা সরাসরি সচক্ষে আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে। (ইব্ন আবূ হাতিম)

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ তৃণলতা ও বৃক্ষাদি মানিয়া চলে তাঁহারই বিধান।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ النجم। এর অর্থ কি এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে الشَّجَرَ। অর্থ কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ; ইহাতে সকলেই একমত।

ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, النجم। অর্থ যমীনে উৎপন্ন সর্বপ্রকার কাণ্ডহীন লতা-পাতা যাহা মাটিতে বিছাইয়া থাকে। হযরত

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, সুদ্দী, সুফিয়ান সওরী এবং ইব্‌ন জারীর (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ النجم। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নাজম নামক আকাশের একটি নক্ষত্র। হাসান এবং কাতাদা (র)-এর মতও ইহাই। আর এই মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ

অর্থাৎ "তুমি কি দেখ নাই যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, লতা, বৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তু ও অনেক মানুষ আল্লাহ্‌কে সিজদা করে?" এই আয়াতে نجوم বলিয়া আকাশের নক্ষত্রকে বুঝানো হইয়াছে।

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ অর্থাৎ 'তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং মানদণ্ড তথা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সংগে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায় নীতি যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

তদ্রুপ আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে বলিয়াছেন ঃ اَلَّاتَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ "যেন তোমরা মানদণ্ডে ভারসাম্য লংঘন না কর।"

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে হক ও ইনসাফের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

এই প্রসংগে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَاتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ 'ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না।" অর্থাৎ তোমরা ওজনে কম দিও না বরং ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজন কায়েম কর।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ। অর্থাৎ "এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর।"

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করিয়াছেন সৃষ্ট জীবের জন্য।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন; অপরদিকে পৃথিবীকে

নীচু করিয়া সমানভাবে বিছাইয়া দিয়া সুউচ্চ মজবুত পর্বতরাজি দ্বারা চাপ দিয়াছেন, যেন পৃথিবী টলিয়া না যায় এবং উহাতে বসবাসকারী সৃষ্ট জীবগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে পারে। উল্লেখ্য যে, ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী যে কোন প্রকারের, যে কোন রং-রূপ, আকৃতি ও ভাষার প্রাণীকে انام বলা হয়।

ইব্‌ন আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদা ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ انام অর্থ মাখলূক তথা সৃষ্ট জীব।

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الاَكْمَام অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন রং-রূপ ও স্বাদ বিশিষ্ট ফলমূল এবং খর্জুর বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফল আবরণ যুক্ত।

খর্জুর ফলের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উপকারী ও গুণাগুণ বিশিষ্ট হওয়ার কারণে খুর্জরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

اكمام শব্দটি كم -এর বহুবচন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেক মুফাস্‌সিরের মতে اكمام অর্থ সেই বহিরাবরণ, যাহা খর্জুর ইত্যাদি ফল গুচ্ছের উপরে থাকে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন ঃ একদা রূমের বাদশাহ কায়সর হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমার যেই দূত আপনার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; তাহার নিকট আমি শুনিতে পাইলাম যে, আপনাদের দেশে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার গুণাগুণ ও উপকারিতা অন্যান্য বৃক্ষের তুলনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। যাহা মাটির ভিতর হইতে গাধার কানের ন্যায় বাহির হয়। অতঃপর ফাটিয়া গিয়া উহা মুতীর রূপ ধারণ করে। অতঃপর সবুজ রং ধারণ করিয়া যমরুদ পাথরের ন্যায় হইয়া যায়। তারপর লাল হইয়া লাল ইয়াকূতের ন্যায় হইয়া যায়। অতঃপর পাকিয়া শুকাইয়া স্থানীয় লোকদিগের আহার্য বস্তু এবং মুসাফিরের জন্য পাথেয় রূপে পরিণত হয়। আমার দূতের এই রিপোর্ট যদি সত্য হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই গাছটি জান্নাতী বৃক্ষ।

এই পত্রের উত্তরে হযরত উমর (রা) লিখেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট হইতে রূমের বাদশাহ্ কায়সরের প্রতি। আপনার দূত যাহা বলিয়াছেন ঠিকই বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এই ধরনের একটি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে আছে। ইহা সেই বৃক্ষ যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব, হে রূম সম্রাট! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ঈসা (আ)-কে খোদা মনে করিও না। কারণ ঃ

مَثَلُ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ اَلْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ

অর্থাৎ ঈসার দৃষ্টান্ত হইল আদমের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, হও, অতএব সে হইয়া গিয়াছে। ইহা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য। অতএব তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

কেহ কেহ বলেন, খর্জুর বৃক্ষের মাথায় চামড়ার ন্যায় যেই পর্দা থাকে উহাকে اكمام। বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ অর্থাৎ ফলমূল ইত্যাদির ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে খোসা বিশিষ্ট দানা এবং সুগন্ধ গুল্মও সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ عَصْفٌ অর্থ খড়কুটা।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, رَيْحَانٌ অর্থ সবুজ ফসলের সেই শুষ্ক পাতা; যাহার উপরাংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

কাতাদা, যাহ্হাক ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ رَيْحَانٌ অর্থ খড়কুটা।

ইব্ন আব্বাস (রা) এবং মুজাহিদ (র)সহ আরো অনেকে বলেন ঃ ريحان অর্থ পাতা। হাসান (র) বলেন, আমাদের দেশে রায়হান নামে প্রসিদ্ধ সেই বস্তুটি আয়াতের রায়হান দ্বারা উহাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সুগন্ধি।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ رَيْحَانٌ অর্থ সবুজ শস্য। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ শস্যের সর্বপ্রথম যেই পাতা উৎপন্ন হয় উহাকে বলা হয় عَصْفٌ আর দানা বাহির হইয়া আসার পর বলা হয় رَيْحَانٌ

فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অর্থাৎ- হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কোন্ অনুগ্রহ ও অবদানকে অস্বীকার করিবে? মুজাহিদ (র)সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

অর্থাৎ হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমরা সর্বক্ষণ আপাদমস্তক আল্লাহ্র নিয়ামত ও অবদানের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছ। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত তোমরা এক মুহূর্তও চলিতে পারো না। তাই তাঁহার কোন নিয়ামতকে অস্বীকার বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা তোমাদিগের জন্য সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই আয়াতটি শ্রবণ করিয়া জ্বিনরা তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, اَللّٰهُمَّ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُمْ اٰلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তোমার কোন অবদানকেই আমরা অস্বীকার করি না। তুমিই সকল প্রশংসার মালিক।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের জবাবে বলিতেন ঃ لَابَايِهَا يَارَبُّ অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তোমার কোন অবদানকেই আমি অস্বীকার করি না।

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ আসার পূর্বে একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল্লাহর দক্ষিণ পার্শ্বে সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি। সেই সালাতে তিনি فَبِاَيِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ পাঠ করিতেছিলেন আর মুশরিকরা শুনিতেছিল।

(١٤) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ○

(١٥) وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ○

(١٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(١٧) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ○

(١٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(١٩) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ○

(٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ○

(٢١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ○

(٢٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ○

(٢٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ○

১৪. মানুষকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে,

১৫. এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে।

১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৭. তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

১৯. তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।

২০. কিন্তু উহাদিগের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল; যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না।

২১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২২. উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

২৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

২৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি মানবজাতিকে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে এবং জ্বিন জাতিকে নির্ধূম অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নি শিখার অগ্রভাগ। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং ইব্ন যায়দ (র) এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ অগ্নিশিখা। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ খাঁটি আগুন। ইকরিমা, মুজাহিদ এবং যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকেই এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ফেরেশতাদিগকে নূর হইতে, জ্বিন জাতিকে অগ্নিশিখা হইতে এবং মানব জাতিকে সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে; যাহার কথা কুরআনে বর্ণনা করা হইয়াছে।"

ইমাম মুসলিম (র) মুহাম্মদ ইব্ন রাফি ও আবদ ইব্ন হুমাইদ (র) হইতে এবং ইহারা দুইজন আব্দুর রায্যাক হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে?" এই আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ "আল্লাহ্ তা'আলাই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা।"

শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল এবং অস্তাচল পরিবর্তিত হয়। আলোচ্য আয়াতে مَشْرِقَيْنِ বলিয়া এই শীত ও গ্রীষ্মের দুই উদয়াচল এবং مَغْرِبَيْنِ বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মের দুই অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ অর্থাৎ "আমি উদয়াচল ও অস্তাচল সমূহের রব-এর শপথ করিয়া বলিতেছি।" এই আয়াতে مَشَارِقِ (উদয়াচল) ও مَغَارِبِ (অস্তাচল) শব্দ দুইটি বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ, সূর্য সবসময় একই স্থান হইতে উদিত হয় না এবং একই স্থানে অস্ত যায় না। বরং স্থান পরিবর্তন করিয়া এক এক দিন এক এক স্থান হইতে উদিত হয় ও এক এক স্থানে অস্ত যায়।

আর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উদয়াচল ও অস্তাচলের নিয়ন্তা। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তুমি তাঁহাকে নিজের কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ কর।

এইখানে مشرق ও مغرب দ্বারা মূল উদয়াচল ও অস্তাচলকে বুঝানো হইয়াছে। তাহা একটি না-কি একাধিক উহা বলা হয় নাই।

এখন যেহেতু সূর্য উদয় ও অস্তের জায়গা বিভিন্ন হওয়ার মধ্যে মানব ও জ্বিন জাতির নানাবিধ কল্যাণ ও উপকার নিহিত; তাই পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেনঃ

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ "তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া; যাহারা পরস্পর মিলিত হয়।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আয়াতে مَرَجَ অর্থ ارسل। অর্থাৎ প্রবাহিত করিয়াছেন।

يَلْتَقِيَانِ এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুই দরিয়ার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া একটির সহিত আরেকটির মিলিত হওয়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল; মিঠা পানির সমুদ্র ও লবণাক্ত পানির সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পাশাপাশি প্রবহমান হওয়া সত্ত্বেও একটির লবণাক্ত পানি অপরটির মিঠা পানির সহিত মিশিয়া বা মিঠা পানি লবণাক্ত পানির সহিত মিশিয়া একটি অপরটির স্বাদ বিনষ্ট করিতে পারে না। দুইয়ের মধ্যে রহিয়াছে এমন একটি অন্তরাল যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। প্রত্যেকেই আপন আপন সীমানায় প্রবাহিত। সূরা ফুরকানের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, দুই সমুদ্র দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এক সমুদ্র আকাশের ও এক সমুদ্র পৃথিবীর। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতিয়া ও ইব্‌ন আবযা (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মতের সপক্ষে ইব্‌ন জারীরের যুক্তি হইল এই যে, তিনি বলেন, আকাশের পানি এবং পৃথিবীর সমুদ্রের ঝিনুকের সম্মিলনে মনি-মুক্তার জন্ম নেয়। অতএব এইখানে দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশের সমুদ্র আর পৃথিবীর সমুদ্রকেই বুঝিতে হইবে।

কিন্তু ইব্‌ন জারীর (র) যেই যুক্তি পেশ করিয়াছে উহা সঠিক হইলেও তিনি بَحْرَيْنِ দুই সমুদ্র এবং যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন উহা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই আয়াতের পরেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّايَبْغِيَانِ অর্থাৎ দুই দরিয়ার মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি অন্তরাল ও অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহার ফলে একটির পানি অপরটির পানির সহিত মিশিয়া কেহ কাহারো গুণাগুণ নষ্ট করিতে না পারে। কিন্তু আকাশ ও যমীনের মাঝে যেই ব্যবধান রহিয়াছে উহাকে برزخ (অন্তরাল) বা حجرا محجورا (অনতিক্রম্য ব্যবধান) বলা হয় না। অতএব বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় যে, দুই সমুদ্র দ্বারা আকাশ ও যমীনের দুই সমুদ্র নয়– বরং পৃথিবীর সুমিষ্ট ও লোনা পানি যুক্ত দুই পাশাপাশি প্রবহমান দুই সমুদ্র উদ্দেশ্য।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।

আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই নহে যে, মিঠা ও লোনা পানির উভয় দরিয়া হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়– বরং আয়াতের অর্থ হইল দুই দরিয়ার যে কোন একটি হইতে মুক্তা ও প্রবাল উৎপন্ন হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ অর্থাৎ হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদিগের নিকট কি তোমাদিগের হইতে বিভিন্ন রাসূল আগমন করেন নাই?

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল আসিয়াছেন কিনা মানব ও জ্বিন উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্নটি করিয়াছেন। অথচ যুগে যুগে মানুষের মধ্য হইতেই নবী আসিয়াছেন–জ্বিনদের মধ্য হইতে কোন নবী আগমন করেন নাই। সুতরাং এই আয়াতের অর্থ হইবে, হে মানব ও জ্বিন জাতি! তোমাদিগের কোন এক জাতির মধ্য হইতে কি রাসূল আগমন করেন নাই?

لُؤْلُؤْ অর্থ মৃতি বা মুক্তা ইহা আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু مَرْجَانْ এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। মুজাহিদ, আবূ রযীন ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ مَرْجَانْ অর্থ ছোট মুক্তা। কেহ বলেন, বড় ও ভালো মুক্তাকে مَرْجَانْ বলা হয়।

কেহ বলেন, مَرْجَانْ অর্থ লাল বর্ণের মুক্তা। সুদ্দী (র) যথাক্রমে আবূ মালিক, মাসরূক ও আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (র) বলেন ঃ লাল বর্ণের এক প্রকার মূল্যবান পাথরকে مَرْجَانْ বলা হয়।

এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا অর্থাৎ লোনা পানি ও মিঠা পানির উভয় সমুদ্র হইতে তোমরা তাজা গোশ্ত (মাছ) ভক্ষণ কর এবং পরিমেয় অলংকার সংগ্রহ কর। উল্লেখ্য যে, মাছ লোনা ও মিঠা উভয় সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আর মনি, মুক্তা, প্রবাল ইত্যাদি শুধুমাত্র মিঠা পানিতেই জন্ম নেয়।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি সরাসরি ঝিনুকের মুখে পতিত হয়; উহা মুক্তা হইয়া যায়। ইকরিমা (র) এই কথাটি সমর্থন করিয়া আরো বলেন ঃ আর ঝিনুকের মুখে পতিত না হলে উহা দ্বারা মিশ্ক আম্বর তৈরি হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশ হইতে যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয় তখন সমুদ্রের ঝিনুকগুলি হা করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহাতে বৃষ্টির যেই ফোঁটাটি ঝিনুকের মুখে পতিত হয় উহা মুক্তা হইয়া যায়। এই হাদীসটির সনদ বিশুদ্ধ। এইসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلاَمِ "সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ অর্ণব পোতসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।"

আলোচ্য আয়াতে الجوار। আরবী جارية এর বহুবচন। অর্থ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌকা বা জাহাজ।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ পাল তোলা নৌকা বা জাহাজকে আরবীতে مُنْشَئٰتُ বলা হয় আর যাহার পাল নাই তাহা مُنْشَئٰتُ নহে।

কাতাদা (র) বলেন الْمُنْشَأٰتُ অর্থ الْمَخْلُوقَاتُ। অর্থাৎ– যাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনেকে বলেন ঃ الْمُنْشَاٰتُ অর্থ الْبَارِئَاتُ। অর্থাৎ– যাহা দূর হইতে দেখা যায়।

পাহাড়ের ন্যায় বড় ও উঁচু উঁচু এই জাহাজগুলি হাজার হাজার মন বাণিজ্য পণ্য ও খাদ্যদ্রব্য এবং অসংখ্য মানুষ বহন করিয়া এক দেশ হইতে আরেক দেশে লইয়া যায়। যা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহাও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ একটি নিয়ামত ও অবদান। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া বলিতেছেন ঃ فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

ইব্ন আবূ হাতিম (র).......... আমরা ইব্ন মুওয়াইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমরা ইব্ন সুওয়াইদ (র) বলেন ঃ একদিন আমি হযরত আলী (রা)-এর সহিত ফুরাতের তীরে বসিয়া ছিলাম। ইত্যবসরে দেখিতে পাইলাম যে, বিরাট একটি জাহাজ পাল তুলিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। দেখিয়া হযরত আলী (রা) দুই হাত প্রসারিত করিয়া ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ। অতঃপর তিনি বলিলেন, "সেই মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি; যিনি পর্বত প্রমাণ জাহাজগুলিকে সমুদ্রে চালু করিয়াছেন, আমি হযরত উসমান (রা)-কে হত্যা করি নাই এবং তাঁহার হত্যার ব্যাপারে আমি কোন সহযোগিতাও করি নাই।"

(٢٦) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○

(٢٧) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ○

(٢٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٢٩) يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ○

(٣٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

২৬. ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর।

২৭. অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।

২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করবে?

২৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সকলেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে; তিনি প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।

৩০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করিবে এবং প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে আকাশমণ্ডলীতে যাহারা আছে; তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা অবিনশ্বর চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব কখনো তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম জগত সৃষ্টির সংবাদ দিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন যে, জগতের সবকিছুই একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণিত একটি দোয়া এইরূপ ঃ

يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ يَابَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ وَلَاتَكِلْنَا اِلٰى اَنْفُسِنَا طُرْفَةَ عَيْنٍ وَّلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ

অর্থাৎ- "হে চিরঞ্জীব, স্বাধিষ্ঠ বিশ্বধাতা, হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে মহিমময়, মহানুভব! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তোমারই দয়ার উসিলায় আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদের সকল কাজ তুমি সমাধা করিয়া দাও। আমাদিগকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের হাতে কিংবা তোমার অন্য কোন সৃষ্টির হাতে সোপর্দ করিও না।"

শা'বী (র) বলেন ঃ যদি كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ তিলাওয়াত কর; তাহা হইলে وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ তিলাওয়াত না করিয়া ক্ষান্ত হইও না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ অর্থাৎ "প্রতিটি বস্তুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেবল আল্লাহ্ তা'আলাই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবেন।"

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আত্মপ্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি মহিমময় ও মহানুভব। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সত্তা যাঁহাকে সসম্মানে মান্য করা হইবে- অবাধ্যতা করা যাইবে না এবং তাঁহার বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে- বিরুদ্ধাচরণ করা যাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ

"তুমি নিজকে ধৈর্য সহকারে রাখিবে উহাদিগের সংগে, যাহারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে উহাদিগের প্রতিপালককে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ "আমরা তো তোমাদিগকে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আহার দান করি।"

আলোচ্য আয়াতের সারকথা হলো, পৃথিবীর সকলেই একদিন মৃত্যুবরণ করিয়া পরকালে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলিয়া যাইবে। সেইখানে মহিমময় ও মহানুভব আল্লাহ্ তা'আলা ইনসাফের সহিত সকলের মাঝে মীমাংসা করিবেন। এই কথাটি ঘোষণা করিয়া অতঃপর তিনি বলিতেছেন ঃ

فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সকলেই তাহার নিকট প্রার্থনা করে। প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি সৃষ্টির কাহারো কাছে মুখাপেক্ষী নহেন। কিন্তু সকলেই প্রতিনিয়ত তাঁহার মুখাপেক্ষী, সকলেই আচরণে হোক আর উচ্চারণে হোক তাঁহার কাছে প্রার্থনা করে আর তিনি প্রার্থনাকারীদেরকে অকাতরে দান করেন। অভাবী ও অসহায়কে স্বচ্ছলতা ও সহায় দান করেন, বিপদাপদ হইতে মুক্তি দেন এবং অসুস্থকে সুস্থতা দান করেন ইত্যাদি।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র)... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেন, মানুষের বিপদাপদ দূর করেন, অভাবীর অভাব দূর করেন ও মানুষের গুনাহ মাফ করেন।

কাতাদা (র) বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহ্ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, তিনি ছোটকে লালন-পালন করিয়া বড় করেন, বন্দীদেরকে তিনিই মুক্তিদান করেন। মোটকথা, তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভাব-অভিযোগ পূরণের একমাত্র ভরসা ও শেষ আশ্রয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... সুওয়ায়দ ইব্‌ন হুবলা ফাযারী (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুওয়ায়দ ইব্‌ন হুবলা (র) বলেন, তোমাদিগের প্রতিপালক প্রতিদিনই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত আছেন। তিনি কয়েদীকে মুক্তি দান করেন, প্রার্থনাকারীকে দান করেন এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করেন।

ইব্ন জারীর (র)........ আব্দুল্লাহ ইব্ন মুনীব আয়দী (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুনীব ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ যেই কার্যে রত থাকেন উহা কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “প্রত্যহ তিনি মানুষের গুনাহ্ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কাহারো উত্থান ঘটান আবার কাহারো ঘটান পতন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত উম্মে দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত উম্মে দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ (প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যেরত) ইহার অর্থ হইল, “আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ মানুষের গুনাহ মাফ করেন, বিপদাপদ দূর করেন এবং কোন জাতির উত্থান ঘটান আর কারো ঘটান পতন।”

ইব্ন আসাকির (র).... হিশাম ইব্ন আম্মার (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বায্যার (র).......... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَأْنٍ (আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত থাকেন।) -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ “তিনি মানুষের গুনাহ মাফ করেন ও বিপদাপদ দূর করেন।”

ইব্ন জারীর (র).......... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাদা মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফুজ তৈয়ার করিয়াছেন। উহার দুই মলাট লাল ইয়াকূত আর কলম ও কিতাব নূরের তৈয়ারী। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার শূন্যস্থান পরিমাণ হইল উহার প্রস্থ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিদিন তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। প্রত্যেক পরিদর্শনের সময় তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাহাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু দেন। কাউকে সম্মানিত করেন আর কাউকে করেন অপমানিত। সর্বোপরি আরো যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।

(٣١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۝

(٣٢) فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٣٣) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝

(٣٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ○

(٣٦) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩১. হে মানুষ ও জ্বিন! আমি শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব।

৩২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৩. হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।

৩৪. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৫. তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধুম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

৩৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ 'হে মানুষ ও জ্বিন! শীঘ্রই আমি তোমাদিগের জন্য অবসর গ্রহণ করিব (তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে হুমকি দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা কখনো ব্যস্ত থাকেন না– সর্বদাই তিনি অবসর। যাহ্হাক (র)-এর মতও এইরূপ।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন ঃ سَنَفْرُغُ অর্থ سَنَقْضِىْ لَكُمْ অর্থাৎ– শীঘ্রই আমি তোমাদিগের ব্যাপারে মীমাংসা করিব।

ইমাম বুখারী (র)-এর মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, শীঘ্রই আমি তোমাদিগের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করিব, তখন আমি অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকিব না। অর্থাৎ– অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে তোমাদের হিসাব নেওয়া হইবে। তখন আর আমি অন্য কোন কাজ করিব না।

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার বাক-রীতি অনুযায়ী কথাটি এইভাবে বলা হইয়াছে। যেমন একজন অবসর ব্যক্তি রাগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, لَا تَفْرُغَنَّ لَكَ অর্থাৎ আচ্ছা

একটু অবসর হইয়া নেই। তখন দেখাব মজাটা। অথচ তখন তার কোন ব্যস্ততা নাই। আবার যেমন বলা হয় لَاَخُذَنَّكَ عَلٰى غَرتِك অর্থাৎ সুযোগ মত তোমাকে দেখিয়া ছাড়িব।

আলোচ্য আয়াতে ثَقَلَانِ দ্বারা মানব ও জ্বিন জাতি উদ্দেশ্য। যেমন সহীহ্ হাদীসে বলা হইয়াছে যে,

يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْئٍ اِلاَّ الثَّقَلَيْنِ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সব কিছুই উহা শুনিতে পায়।

অন্য এক বর্ণনায় ছাকালায়ন-এর পরিবর্তে বলা হইয়াছে ঃ لَايَسْمَعُهُ الاِنْسُ وَالْجِنُّ অর্থাৎ মানব ও জ্বিন জাতি ব্যতীত সকলেই উহা শুনিয়া থাকে।

সূর তথা শিংগা সম্পর্কিত হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ اَلثَّقَلَانِ الانْسِ وَالْجِنّ অর্থাৎ ছাকালায়ন তথা মানব ও জ্বিন জাতি।

فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ۔

"হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও নিয়ম-নীতি লংঘন করিয়া তোমরা পলায়ন করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সকলকেই বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদিগের ব্যাপারে তিনি যেই ফয়সালা দিবেন তোমরা উহা অমান্য করিয়া উহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং তাঁহার ফয়সালা অগ্রাহ্য করিয়া গা বাঁচাইয়া পলায়ন করিতে পারিবে না। যেইখানেই যাইবে তাঁহারই বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

বস্তুত ময়দানে মাহশারের এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ফেরেশ্‌তাগণ চতুর্দিক হইতে সমস্ত সৃষ্ট জীবকে ঘিরিয়া রাখিবে। প্রত্যেক দিকে ফেরেশ্‌তাদের সাতটি করিয়া সারি থাকিবে। ফলে কেহই আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন ব্যতীত কোন নড়াচড়া করিতে পারিবে না। আলোচ্য আয়াতে سُلْطَانٍ অর্থ আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমোদন। কিয়ামত দিবসের অবস্থা সম্পর্কেও এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ كَلاَّ لاَوَزَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمُسْتَقَرُّ অর্থাৎ "সেইদিন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার স্থান কোথায়? না কোন আশ্রয়স্থল নাই! সেই দিন ঠাঁই হইবে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট।"

অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ - كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اُوْلٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ-

অর্থাৎ “যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাহাদিগকে হীনতা আচ্ছন্ন করিবে, আল্লাহ হইতে উহাদিগের রক্ষা করিবার কেহ নাই। উহাদিগের মুখমণ্ডল যেন রাত্রির অন্ধকার আস্তরণে আচ্ছাদিত। উহারা অগ্নির অধিবাসী, সেথায় উহারা স্থায়ী হইবে।”

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ “তোমাদিগের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ। তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।”

আলোচ্য আয়াতের شُوَاظٌ এর অর্থ কি, এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অগ্নিশিখা, বা ধোঁয়া। মুজাহিদ (র) বলেন, আগুন হইতে বিচ্ছিন্ন সবুজ বর্ণের অগ্নি শিখা। আবূ সালিহ (র)-এর মতে আগুনের উপরে এবং ধোঁয়ার নীচে যেই শিখা দেখা যায় উহা। যাহ্হাক (র) বলেন, অগ্নিপ্রবাহ।

نُحَاسٌ আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, نُحَاسٌ অর্থ আগুনের ধোঁয়া। আবূ সালিহ সায়ীদ ইব্ন জুবাইর এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ আরবরা ধোঁয়াকে نُحَاسٌ বলেন।

তিবরানী (র) বর্ণনা করেন যে, নাফি ইব্ন আযরাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, شُوَاظٌ এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ شُوَاظٌ অর্থ ধূম্রবিহীন অগ্নিশিখা। তারপর نُحَاسٌ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন نُحَاسٌ অর্থ সেই ধোঁয়া যাহার কোন শিখা নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ نُحَاسٌ অর্থ গলিত তাম্র, যাহা জাহান্নামীদের মাথায় ঢালা হইবে। কাতাদা আর যাহ্হাক (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ কিয়ামতের দিন যদি তোমরা পলায়ন করিতে চাও, তাহা হইল আমার ফেরেশ্তা ও প্রহরীগণ অগ্নিশিখা এবং গলিত তাম্র নিক্ষেপ করিয়া তোমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিবে। পলায়ন করিবার কোন সুযোগ তোমরা পাইবে না।

তাই পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَلاَ تَنْتَصِرَانِ অর্থাৎ তোমরা সেই অগ্নিশিখা ও তা গলিত তাম্র প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং "তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

(٣٧) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ○

(٣٨) فَبِأَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ○

(٤٠) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤١) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ○

(٤٢) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○

(٤٤) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ○

(٤٥) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৭. যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেইদিন উহা রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে;

৩৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৩৯. সেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে, না জ্বিনকে।

৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪১. অপরাধীদিগের পরিচয় পাওয়া যাইবে তাহাদিগের চেহারা হইতে, উহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে পা ও মাথার ঝুঁটি ধরিয়া।

৪২. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪৩. ইহাই সেই জাহান্নাম যাহা অপরাধীরা অবিশ্বাস করিত।

৪৪. উহারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করিবে।

৪৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে ?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, "যেই দিন আকাশ ফাটিয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সেই দিন উহা রক্ত-রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে। আকাশ ফাটিয়া যাওয়ার কথা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ঃ

وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذ وَاهِيَةٌ "এবং (কিয়ামতের দিন) আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে।"

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَئِكَةَ تَنْزِيلاً "যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জ সহ বিদীর্ণ হইবে এবং ফিরিশাতাদিগকে নামাইয়া দেওয়া হইবে।"

اذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং উহাই তাহার করণীয়।"

فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ "আকাশ (বিদীর্ণ হইয়া) রক্ত রঙে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে।" অর্থাৎ সোনা-রূপা যেমন গলিয়া যায়, তেমনি আকাশমণ্ডলী গলিয়া কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার কারণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গলিয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। কখনো লাল, কখনো হলুদ, কখনো নীল, কখনো সবুজ।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষকে (হাশর ময়দানে) উঠানো হইবে। তখন আকাশ হালকা বৃষ্টির ন্যায় তাহাদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ الدهان অর্থ লাল চামড়া। আবূ কুদাইনা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الدهان অর্থ গোলাপী ঘোড়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ আকাশ প্রথমে গোলাপী ঘোড়ার রং ধারণ করিবে। অতঃপর লাল হইয়া যাইবে। বগবী (র) সহ অনেকে বলেন ঃ গোলাপী ঘোড়া বসন্তকালে হলুদ, শীতকালে লাল রং এবং তীব্র শীতের সময় ধূসর রং ধারণ করে।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিভিন্ন রং ধারণ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন كَالدِّهَانِ অর্থ كَالْوَانِ الدِّهَانِ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া চামড়ার রং-এর ন্যায় রূপ ধারণ করিবে।

আতা খুরাসানী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল কিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গোলাপ তৈলের রং ধারণ করিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এখন আকাশের রং সবুজ। কিন্তু কিয়ামতের দিন উহা লালচে বর্ণ হইয়া যাইবে।

ইবনে জুরাইজ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ কিয়ামতের দিন আকাশ জাহান্নামের তাপে বিগলিত তৈলের রূপ ধারণ করিবে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ "যেই দিন না মানুষকে তাহার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না জ্বিন্‌কে।"

যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ "ইহা এমন একদিন যেই দিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না এবং তাহাদিগকে অপরাধ স্খলনের অনুমতি দেওয়া হইবে না।" এই দুই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতে কাউকে কোন অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে না। কিন্তু অন্য আয়াত দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ "তোমার প্রতিপালকের শপথ! আমি অবশ্যই তাহাদিগকে তাহাদিগের সকলকে কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব।"

ইহার জবাব এই যে, উভয় কথাই সঠিক। জিজ্ঞাসাবাদ করা এক সময়ের ঘটনা আর না করা আরেক সময়ের ঘটনা। অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেককে নিজ নিজ কৃতকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। তখন হাত ও পা তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন কাউকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে না যে, তুমি কি এই কাজটি করিয়াছ? কারণ উহা করিয়াছে কি না তাহাদিগের অপেক্ষা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, এই কাজটি কেন করিয়াছ? এই কাজটি কেন করিয়াছ?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ফেরেশ্‌তাগণ অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে না বরং লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশ্‌তারা অপরাধীদেরকে চিনিতে পারিবে। অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর যখন অপরাধীদের সম্পর্কে জাহান্নামের নির্দেশ দেওয়া হইবে; তখন ফেরেশ্‌তারা তাহাদিগকে তাহাদিগের অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা

করিবে না বরং হাঁকাইয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে। তখন অপরাধ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হইবে না। লক্ষণ দেখিয়াই ফেরেশ্তারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمَاهُمْ "অপরাধীদিগকে লক্ষণ দ্বারা চিনা যাইবে।"

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ ফেরেশ্তাগণ অপরাধীদের কালো চেহারা ও নীল চক্ষু দেখিয়া চিনিতে পারিবে। ইহা ঠিক তেমন যেমন মু'মিনদিগকে কপালের ও ওযূর অংগসমূহের উজ্জ্বলতা দেখিয়া চিনা যাইবে।

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ অর্থাৎ প্রহরী ফেরেশ্তাগণ অপরাধীদের কপাল ও মাথা একত্রিত করিয়া উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে।

আ'মাশ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, লাকড়ী যেমন ধরিয়া চুলায় নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি অপরাধীদিগের কপাল ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ অপরাধীদিগের পিছন হইতে শিকল দ্বারা কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া বাঁধিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। সুদ্দী (র) বলেন ঃ কাফিরদের কপাল ও দুই পা একত্রিত করিয়া কপালকে পায়ের সহিত বাঁধা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... কিন্দার অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, কিন্দার সেই লোকটি বলেন ঃ আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট গিয়া পর্দার আড়াল হইতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, এমন একটি সময় আসিবে যখন তিনি কাহারো জন্য কোন সুপারিশ করিতে পারিবেন না? উত্তরে মা আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিলাম। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, যখন জাহান্নামের উপর পুলসিরাত রাখা হইবে তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করার অধিকার থাকিবে না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমাকে কোথা লইয়া যাওয়া হইতেছে। আর সেই দিন একদল লোকের চেহারা উজ্জ্বল এবং একদল লোকের চেহারা কালো হইয়া যাইবে, সেইদিনও আমি কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার পাইব না। যতক্ষণ না আমি জানিতে পারিব যে, আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আর যখন তরবারীর ন্যায় ধারালো এবং জ্বলন্ত অংগারের ন্যায় গরম পুলসিরাত অতিক্রম করা হইবে, তখন আমার কাহারো জন্য সুপারিশ করিবার অধিকার থাকিবে না। ঈমানদারগণ তো সেই দিন নির্বিঘ্নে উহা পার হইয়া যাইবে। কিন্তু মুনাফিকরা চলিতে চলিতে পুলসিরাতের মধ্যখানে পৌঁছার পর তাহাদিগের পা ফসকে যাবে। তৎক্ষণাৎ সে মাথা ঝুঁকিয়া দুই হাত পায়ের কাছে নিয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া

হযরত আয়িশা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে, খালি পায়ে পথ চলার কারণে যাহার পাঁয়ে কাটা বিঁধিল এবং ব্যথায় পাইলে সে তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত পায়ের কাছে লইয়া যায়? আয়িশা (রা) বলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ ছোঁ মারিয়া উহাদের কপাল ও দুই পা ধরিয়া জাহান্নামে ফেলিয়া দিবে। তখন তাহারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামের তলদেশে গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই জাহান্নামীরা কতটুকু ভারী হইবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, "দশটি মোটা তাজা গর্ভবতী উষ্ট্রী যতটুকু ভারী একজন জাহান্নামী ততটুকু ভারী হইবে। সেইদিন লক্ষণ দেখিয়া চিনিয়া জাহান্নামীদিগকে কপালে ও পায়ে ধরিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।"

এই হাদীসটি নিতান্ত গরীব বলিয়া বিবেচিত। ইহার সনদের একজন রাবী এমন আছেন, যাহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আর এই ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না।

هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া বলা হইবে যে, তোমরা যেই জাহান্নামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে; উহাই এখন তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত। উহাকেই এখন তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ।।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ জাহান্নামীরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে ছুটাছুটি করিবে।" অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে কখনো আগুন দ্বারা, কখনো বা ফুটন্ত পানি দ্বারা শাস্তি দেওয়া হইবে। حَمِيْمٌ গলিত তাম্রের ন্যায় এক ধরনের পানীয়, যাহা পান করিলে নাড়ি-ভুঁড়ি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِذِ الْاَغْلَالُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ -

অর্থাৎ "যখন উহাদিগের গলায় গলাবদ্ধ এবং পায়ে বেড়ী পরাইয়া (প্রথমে) ফুটন্ত পানিতে লইয়া যাওয়া হইবে। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে।"

اٰن অর্থ এমন প্রচণ্ড গরম যাহা সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ حميم اٰن অর্থ সীমাহীন ফুটন্ত ও প্রচণ্ড গরম পানি। মুজাহিদ, সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র, যাহ্‌হাক, হাসান, সওরী এবং সুদ্দী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, আকাশ-যমীন সৃষ্টির সূচনা হইতে এই পানি ফুটানো হইতেছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব কুরাবী (র) বলেন ঃ গুনাহ্গার মানুষদেরকে কপালের ঝুঁটি ধরিয়া নাড়া দিয়া ফুটন্ত পানির মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে তাহার দেহের সমস্ত গোশ্ত খসিয়া পড়িয়া যাইবে। শুধুমাত্র হাড্ডি ও দুই চক্ষু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَتُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ অর্থাৎ "জাহান্নামীদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে।"

এখন যেহেতু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়া এবং সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার প্রদান করা এবং জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ এক নিয়ামত ও অনুগ্রহ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অবদান অস্বীকার করিবে?

(٤٦) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ○

(٤٧) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤٨) ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ○

(٤٩) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٥٠) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ○

(٥١) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٥٢) فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ○

(٥٣) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৪৬. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে; তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান।

৪৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৪৮. উভয়ই বহু শাখা পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ।

৪৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫০. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।

৫১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫২. উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।

৫৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ ইব্‌ন শাওয়াব ও আতা খুরাসানী (র) বলেন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ এই আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... আতিয়্যা ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যেই ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে বলিয়াছিল যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে আগুনে পুড়িয়া ফেলিও যেন আমি আল্লাহ্‌কে খুঁজিয়া না পাই। এই কথাটি বলার পর লোকটি একদিন একরাত তওবা করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার তাওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।

তবে বিশুদ্ধ মতে এই আয়াতটি বিশেষ ভাবে কাহারো সম্পর্কে নাযিল হয় নাই বরং যাহার মধ্যে এই গুণ পাওয়া যাইবে তাহাকেই এই ধরনের পুরস্কার দেওয়া হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকের মতও ইহাই।

সারকথা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, প্রবৃত্তি হইতে নিজকে বিরত রাখে, প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে, পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য না দেয়, এবং আখিরাতের জীবনই সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী; এই বিশ্বাস রাখিয়া আল্লাহর ফরযসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে ও তাঁহার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুইটি জান্নাত দান করিবেন।

ইমাম বুখারী (র) .....আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুইটি জান্নাত হইবে রৌপ্যের তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে সবই হইবে রৌপ্য নির্মিত। আর দুইটি জান্নাত হইবে সোনার তৈরি এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবে, সবই হইবে সোনা দ্বারা তৈরি। আল্লাহর দর্শন লাভ এবং জান্নাতীদের মাঝে আল্লাহর কিবরিয়ার পর্দা ব্যতীত কোন আড়াল থাকিবে না, যাহা দ্বারা আল্লাহর চেহারা ঢাকিয়া রাখা হইবে। এইসব কিছু হইবে জান্নাতে আদনে।"

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ..... আবূ মূসা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ দাউদ (র) ব্যতীত সিহাহ্ এর অন্য কিতাবেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এমন ব্যক্তি ব্যভিচার করিলে বা চুরি করিলেও দুইটি জান্নাত লাভ করিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। আমিও আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবারও সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, আমি এইবারও জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল? ব্যভিচার কিংবা চুরি করিলেও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আবুদ্দারদার নাক ধূলামলিন হইলেও।" ইমাম নাসায়ী (র) মুহাম্মদ ইব্ন হারমালার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) ..... আবুদ্দারদা (রা)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আবুদ্দার (রা) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, সে চুরি বা ব্যভিচার করিতে পারে না।"

উল্লেখ্য যে, এই আয়াতটি মানব ও জ্বিন উভয় জাতির জন্য প্রযোজ্য। ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনরাও যদি ঈমান গ্রহণ করিয়া তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহারাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর এইজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা অত্র নিয়ামত ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিয়া জ্বিন ও মানব উভয় জাতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দুইটি জান্নাতের পরিচয় প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, তাহাদিগকে যেই দুইটি জান্নাত প্রদান করা হইবে; উহা অত্যন্ত সবুজ ও শ্যামল শাখাপল্লব বিশিষ্ট উদ্যান। উহাতে রহিয়াছে সর্বপ্রকারের সুস্বাদু ও উত্তম ফল-ফলাদি।

আতা খুরাসানী (র) সহ একদল আলিম বলেন ঃ اَفْنَانٌ অর্থ গাছের ডাল, যাহা অত্যধিক ঘন হওয়ার কারণে একটির সহিত আরেকটির ঘষা লাগে।

ইবন আবূ হাতিম (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন নুমান বলেন, আমি ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, اَفْنَانٌ অর্থ দেয়ালের উপর পতিত বৃক্ষ-ডালের ছায়া।

বগবী (র) মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্‌হাক ও কালবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَفْنَانٌ অর্থ গাছের সরু ডাল।

আবূ সায়ীদ আশাজ্জু (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ذَوَاتَا اَفْنَانٍ অর্থ ذَوَاتَا اَلْوَانٍ অর্থাৎ নানা রং বিশিষ্ট।

সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান, সুদ্দী, খুছাইফ, নয্‌র ইব্‌ন 'আদী এবং আবূ সিনান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উভয় জান্নাতে নানা রকমের সুস্বাদু ও খাদ্য রহিয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

আতা (র) বলেন ঃ যে বৃক্ষ-শাখায় নানা ধরনের ফল থাকে উহাকে اَفْنَانٌ বলা হয়। রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন ذَوَاتَا اَفْنَانٍ অর্থ "সুপ্রশস্ত চত্বর বিশিষ্ট জান্নাত।"

বস্তুত উপরোক্ত সবক'টি ব্যাখ্যাই সঠিক। একটির সহিত আরেকটির কোন বিরোধ নাই।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সিদরাতুল মুনতাহার আলোচনা প্রসংগে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "সিদরাতুল মুনতাহার বৃক্ষের ডালের ছায়া এত বিস্তৃত হবে যে, একজন আরোহী উহাতে একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিবে।" অথবা তিনি বলিয়াছেন ঃ "একশত আরোহী উহার নীচে ছায়া গ্রহণ করিতে পারিবে। অসংখ্য সোনার টিড্ডী পাখী উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উহার এক একটি ফল মটকার মত বড়।"

ইমাম তিরমিযী (র) ইউনুস ইব্‌ন বকরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ "উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রবহমান দুই প্রস্রবণ।" অর্থাৎ উল্লিখিত উদ্যান সমূহের বৃক্ষে পানি সিঞ্চনের জন্য প্রবহমান দুইটি প্রস্রবণ রহিয়াছে। ফলে উহাতে সর্বপ্রকার ও সর্ব বর্ণের ফল উৎপন্ন হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলোচ্য দুইটি প্রস্রবণের একটির নাম তাসনীম, অপরটির নাম সালসাবীল। আতিয়্যা (র) বলেন ঃ প্রস্রবণ দুইটির একটি হইল নির্মল পানির, অপরটি হইল পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরা।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ "উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার।" অর্থাৎ জান্নাতে এমন সব ফল-ফলাদি রহিয়াছে যাহার আকার-আকৃতির সহিত মানুষ পরিচিত হইলেও স্বাদ হইবে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত। কারণ জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কোন মানুষ চোখে দেখে নাই, কর্ণে শুনে নাই বা কাহারো কল্পনায়ও কখনো জাগ্রত হয় নাই।

ইবরাহীম ইব্ন হাকাম ইব্ন আবান (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিষ্ট হউক কিংবা তিক্ত হউক দুনিয়ার যে কোন ফলই জান্নাতে পাওয়া যাইবে। এমনকি মাকাল ফলেরও তথায় অভাব হইবে না।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ তবে দুনিয়ার নিয়ামতের সহিত জান্নাতের নিয়ামতের শুধু নামেরই মিল থাকিবে। স্বাদ ও প্রকৃতির ক্ষেত্রে থাকিবে অনেক ব্যবধান।

(٥٤) مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى فُرُشٍۢ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ○

(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٥٦) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○

(٥٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٥٨) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ○

(٥٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٦٠) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ○

(٦١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৫৪. সেথায় উহারা হেলান দিয়া বসিবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল হইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী।

৫৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৬. সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

৫৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৫৮. তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।

৫৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬০. উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হইতে পারে?

৬১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ مُتَّكِئِيْنَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ 'জান্নাতীরা জান্নাতে হেলান দিয়া পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট দর ফরাশে বসিবে।'

مُتَّكِئِيْنَ আরবী الاتَّكَاءُ মাসদার হইতে উদ্ভূত الاتكاء অর্থ হেলান দিয়া বসা। কিন্তু এইখানে الاتكاء অর্থ الاضطجاع অর্থাৎ শোয়া। কাহারো কাহারো মতে الاتكاء অর্থ আসন করিয়া বসা।

اِسْتَبْرَقٍ অর্থ পুরু রেশমী বস্ত্র। ইকরিমা, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) এই মত পোষণ করিয়াছেন।

আবূ ইমরান জাওনী (র) বলেন ঃ اِسْتَبْرَقٍ অর্থ সোনা দ্বারা সজ্জিত রেশমী বস্ত্র।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের ফরাশের আস্তর কিরূপ হইবে উহার বর্ণনা দিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, জান্নাতী ফরাশের আস্তরই যখন এত মূল্যবান ও উন্নতমানের হইবে, তো উহার বহিরাংশ কতটুকু উন্নত হইবে তাহা তোমরাই চিন্তা করিয়া দেখ।

আবূ ইসহাক (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এই যদি হয় জান্নাতী ফরাশের ভিতরের অংশ তাহা হইলে উপরের অংশ কিরূপ হইবে মনে কর?

মালিক ইব্‌ন দীনার ও সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ জান্নাতী ফরাশের আস্তর হইবে পুরু রেশমের আর বহিরাংশ হইবে জমাট নূরের।

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আস্তর হইবে মোটা রেশমের আর বহিরাংশ হইবে রহমতের।

ইব্‌ন শাওযব (র) আবূ আব্দুল্লাহ শামী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী ফরাশের আস্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু বহিরাংশের কথা উল্লেখ করেন নাই। অথচ বহিরাংশের মান ও সৌন্দর্য আস্তরের চেয়ে বহুগুণে বেশী হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বহিরাংশের কি রূপ হইবে তাহা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ জানেন না। উল্লেখ্য যে, ইমাম ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই সব কয়টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ অর্থাৎ আলোচ্য উভয় জান্নাতের ফল-ফলাদি জান্নাতীদিগের নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে। তাঁহারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেই ফল ভোগ করিতে পারিবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ قَطُوْفُهَا دَانِيَةٌ 'জান্নাতের ফলগুচ্ছ নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে।'

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قَطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً অর্থাৎ সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

মোটকথা, জান্নাতের ফল-ফলাদি ভোগ করিতে গিয়া কেহই বাধার সম্মুখীন হইবে না বরং যখনই কেহ ফল খাইতে চাহিবে তখন ফল তাহার নিকট ঝুঁকিয়া পড়িবে।

فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?'

জান্নাতী ফরাশ ও উহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فِيْهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ অর্থাৎ জান্নাতের যেই ফরাশের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকলের মাঝে রহিয়াছে বহু আনত নয়না যাহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ অর্থ যে সব নারী নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো প্রতি চোখ তুলিয়া তাকায় না বরং সদা চোখ অবনত করিয়া রাখে। বস্তুত এই আনত নয়না রমণীগণের নিকট নিজেদের স্বামী ব্যতীত জান্নাতের অন্য কোন বস্তু সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা), কাতাদা, আতা খুরাসানী ও ইব্ন যায়দ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী স্ত্রী তাহার স্বামীকে বলিবে, আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তোমার চেয়ে সুন্দর ও প্রিয় বস্তু দ্বিতীয়টি আর নাই। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে তোমার জন্য আর তোমাকে আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ অর্থাৎ জান্নাতী পুরুষদিগকে এমন রমণী দেওয়া হইবে, উহাদিগকে পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। বরং তাহারা হইবে কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। জান্নাতী স্বামীদের পূর্বে কোন জ্বিন বা মানুষ তাহাদিগের সহিত কখনো সহবাসে মিলিত হয় নাই। এই আয়াতটি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ঈমানদার জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরতাত ইব্ন মুনযির (র) বলেন যে, যামরা ইব্ন হাবীবাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জ্বিনরা কি জান্নাতে প্রবেশ করিবে? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, জ্বিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং তথায় তাহারা বিবাহ-শাদী করিবে। পুরুষ জ্বিনরা মহিলা জ্বিন বিবাহ করিবে আর পুরুষ মানুষ বিবাহ করিবে মহিলা মানুষকে। لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا

تُكَذِّبَانِ এই আয়াত দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হয় فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ 'তাহারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।' মুজাহিদ, হাসান ইব্‌ন যায়দ (র) এবং আরো অনেকে বলেন ঃ জান্নাতী স্ত্রীগণ ইয়াকূতের ন্যায় পরিচ্ছন্ন এবং মারজান তথা পদ্মরাগের ন্যায় শুভ্র। এই আয়াতে لُؤْلُؤْ مَّرْجَانٌ (মুক্তা) এর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সত্তর পাট রেশমী পোষাকের বাহির হইতে জান্নাতী স্ত্রীদের পায়ের গোছার শুভ্রতা দেখা যাইবে। এমনকি হাড্ডির মাঝে মজ্জা পর্যন্ত স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ এর তাৎপর্য ইহাই। ইয়াকূত এমন একটি পাথর যাহার ভিতরে সূতা প্রবেশ করা হলে বাহির হইতে উহা স্পষ্ট দেখা যায়।" ইমাম তিরমিযী (র) আতা ইব্‌ন সায়েবের সূত্রে উবায়দ ইব্‌ন হুমায়দ ও আবুল আহওয়াস (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... উবাই (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাই (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "এক একজন জান্নাতী পুরুষকে স্ত্রী রূপে ডাগর চোখা দুইজন করিয়া হুর দেওয়া হইবে। তাহারা প্রত্যেকে সত্তর পাট করিয়া পোষাক পরিধান করিবে, সেই পোষাকের বাহির হইতে তাহাদিগের পায়ের গোছার মজ্জা দেখা যাইবে।" এই সূত্রে এই হাদীসটি ইমাম আহমদই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) আইয়ুব ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীনের সূত্রে ইসমাঈল ইব্‌ন উলাইয়ার হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন ঃ একদিন গৌরব প্রকাশ কিংবা আলোচনা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জান্নাতে পুরুষদের সংখ্যা বেশি হইবে না কি মহিলাদের? উত্তরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আবুল কাসিম (সা) কি বলেন নাই যে, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্রের ন্যায় আর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশকারী দলটি আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তাহাদিগের প্রত্যেককে দুইজন করিয়া স্ত্রী দেওয়া হইবে, গোশতের বাহির হইতে তাহাদের পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাইবে। আর জান্নাতে কোন পুরুষই স্ত্রী ছাড়া থাকিবে না। আবূ হুরায়রা (রা) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এক সকাল বা

এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে অপেক্ষা উত্তম। এবং একজন জান্নাতীকে যে পরিমাণ স্থান দেওয়া হইবে উহার এক ধনুক কিংবা এক কোড়া পরিমাণ স্থান দুনিয়া এবং তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু হইতে উত্তম। একজন জান্নাতী মহিলা একবার যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মারিয়া দেখিত, তাহা হইলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান সুগন্ধি ও সুবাসে ভরিয়া যাইত। একজন জান্নাতী মহিলার আবার ওড়না দুনিয়া এবং তাহার মধ্যে যাহা আছে, তাহা হইতেও উত্তম।" হুমায়দ ও আনাসের সূত্রে আবূ ইসহাকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ অর্থাৎ 'দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে আখিরাতে সে উত্তম প্রতিদান আর উত্তম পুরস্কার লাভ করিবে।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ 'যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান এবং আরো অধিক।'

বাগাবী (র) ..... হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ রাসূল (সা) একদিন هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের প্রতিপালক (এই আয়াতে) কি বলিয়াছেন?" উত্তরে সাহবাগণ বলিলেন ঃ এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "(এই আয়াতে) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যাহাদিগকে আমি তাওহীদের নিয়ামত দান করিয়াছি; তাহাদিগের পুরস্কার জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়।"

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ 'সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অবদান অস্বীকার করিবে?' وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ এই আয়াতের সহিত সম্পর্কিত এই হাদীস নিম্নরূপ ঃ

ইমাম তিরমিযী ও বাগাবী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে, সে রাত জাগিয়া ইবাদত করে। আর যে রাত জাগিয়া ইবাদত করে, সে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে যায়। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্যের মূল্য অনেক চড়া। মনে রাখিও আল্লাহ্র পণ্য হইল জান্নাত।"

বাগাবী (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দেওয়ার সময় .. وَلِمَنْ خَافَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এমন ব্যক্তি যদি ব্যভিচার কিংবা চুরি করে তবুও কি তাহাকে দুইটি জান্নাত দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন উত্তর না দিয়া পুনরায় আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। এইভাবে

তিনি তিনবার আয়াতটি তিলাওয়াত করেন আর আমি তিনবার তাঁহাকে একই প্রশ্ন করি। তৃতীয়বারে তিনি বলিলেন, "যদিও আবুদ্দারদার নাক ধূলা মলিন হয়, তবুও।"

(٦٢) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتٰنِ ○

(٦٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٦٤) مُدْهَآمَّتٰنِ ○

(٦٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٦٦) فِيهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ○

(٦٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٦٨) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ○

(٦٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٧٠) فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ○

(٧١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٧٢) حُورٌ مَّقْصُورٰتٌ فِي الْخِيَامِ ○

(٧٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٧٤) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○

(٧٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٧٦) مُتَّكِـِٔينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ○

(৭৭) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৭৮) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

৬২. এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরো দুইটি উদ্যান রহিয়াছে।

৬৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৪. ঘন সবুজ এই উদ্যান দুইটি।

৬৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৬. উভয় উদ্যানে আছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ;

৬৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৬৮. সেথায় রহিয়াছে ফলমূল খর্জুর ও আনার।

৬৯. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭০. সেই সকলের মাঝে সুশীলা সুন্দরীগণ।

৭১. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭২. তাঁহারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর।

৭৩. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৪. ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করে নাই।

৭৫. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়ায়; সুন্দর গালিচার উপর।

৭৭. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?

৭৮. কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন ঃ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ অর্থাৎ উপরে যেই দুইটি জান্নাতের কথা বলা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরো দুইটি জান্নাত রহিয়াছে।

একটি হাদীসে বলা হইয়াছে যে, দুইটি জান্নাত এমন আছে যাহার যাবতীয় পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সোনার তৈরি। আর দুইটি জান্নাত আছে এমন যাহার যাবতীয় পাত্র ও সমুদয় বস্তু রূপার তৈরি। প্রথম দুইটি মুকাররাবীন তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত আর পরবর্তী দুইটি নির্ধারিত করা হইয়াছে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য। আবূ মূসা (র) বলেন, সোনার তৈরি দুইটি জান্নাত মুকাররাবীনদের জন্য এবং রূপার তৈরি দুইটি জান্নাত আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আলোচ্য দুইটি জান্নাত স্তরের দিক দিয়ে উপরোক্ত দুইটির তুলনায় নীচু পর্যায়ের আর ইব্‌ন যায়দের মতে মর্যাদার ক্ষেত্রে নীচু পর্যায়ের।

প্রথম দুইটি জান্নাত দ্বিতীয় দুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হওয়ার কয়েকটি দলীল রহিয়াছে।

১। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম দুইটি জান্নাতের কথা আগে উল্লেখ করিয়াছেন আর এই দুইটির কথা বলিয়াছেন পরে। আর ইহা সর্বজন স্বীকৃত বিধান যে, যাহার কথা আগে উল্লেখ করা হয়, উহার মর্যাদা অধিক।

২। প্রথম দুইটির সম্পর্কে বলা হইয়াছে ذَوَاتَا اَفْنَانٍ (বহু শাখা-পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ) আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলা হইয়াছে مُدْهَامَّتَانِ অর্থাৎ এই দুইটি উদ্যান অধিক পানি সিঞ্চনের ফলে ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُدْهَامَّتَانِ অর্থ خَضْرَوَانِ অর্থাৎ সবুজ।

আবূ আইয়ুব আনসারী, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আওফা (রা), 'ইকরিমা, সায়ীদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, আতিয়্যা, আওফী, হাসান বসরী, ইয়াহইয়া ইব্‌ন রাফি ও সুফিয়ান সওরী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব বলেন مُدْهَامَّتَانِ অর্থ مُمْتَائِتَانِ مِنَ الْخَضْرَةِ অর্থ সবুজতায় পরিপূর্ণ।

৩। প্রথম দুই জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 'উভয় জান্নাতে রহিয়াছে প্রবহমান দুইটি ঝর্ণা।' আর এখানে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ অর্থাৎ এই দুই জান্নাতে রহিয়াছে উচ্ছ্বলিত দুই প্রস্রবণ। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন نَضَّاخَتَانِ অর্থ فياضتان অর্থাৎ উচ্ছ্বলিত ঝরণা। বলা বাহুল্য যে, উচ্ছ্বলিত হওয়া অপেক্ষা প্রবাহিত হওয়া অনেক উত্তম।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ نَضَّاخَتَانِ অর্থ مُمْتَالِئَتَانِ وَلَاتَنْقَصَعَانِ অর্থাৎ পানিতে পরিপূর্ণ, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

৪। প্রথম দুইটি জান্নাত সম্পর্কে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ অর্থাৎ উভয় উদ্যানে রহিয়াছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। আর এইখানে বলা হইয়াছে فِيْهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ অর্থাৎ উভয় জান্নাতে রহিয়াছে ফলমূল, খর্জুর ও আনার। বলাবাহুল্য যে, প্রথমটিতে ব্যাপকতা ও সংখ্যাগত আধিক্য রহিয়াছে। আর দ্বিতীয়টিতে আছে সীমাবদ্ধতা। উল্লেখ্য সীমাবদ্ধতা অপেক্ষা ব্যাপকতা অধিক উত্তম।

আব্দ ইবন হুমাইদ (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন– কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মদ! জান্নাতে ফল পাওয়া যাইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, জান্নাতে ফলমূল, খর্জুর ও আনার থাকিবে।" অতঃপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, দুনিয়ায় মানুষ যেমন ফল ভক্ষণ করে জান্নাতীরা তেমন ভক্ষণ করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, দুনিয়ার তুলনায় আরো অনেক বেশি খাইবে।" তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহাতে কি তাহাদিগের পেশাব-পায়খানা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন না, "জান্নাতীদের পেশাব-পায়খানা হইবে না। তবে আহারের পর তাহাদিগের শরীর হইতে ঘাম নির্গত হইবে। তাহাতেই আল্লাহ্ তা'আলা পেটের সমস্ত ময়লা আবর্জনা দূর করিয়া দিবেন।"

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে এবং এই হাদীসে বিশেষভাবে খর্জুর ও আনারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে এই দুইটি ফলের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোই উদ্দেশ্য।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতী খেজুর বৃক্ষের ছাল দ্বারা জান্নাতীদের পোষাক তৈরি হইবে। উহার রং হইবে লাল সোনার ন্যায়, ডাল-পালা হইবে সবুজ যমররুদ পাথরের ন্যায়। সেই বৃক্ষের ফল হইবে মধু অপেক্ষা মিষ্ট আর মাখন অপেক্ষা নরম। সেই খেজুরের কোন বীচি থাকিবে না।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হাওদা সহ একটি উট যত বড় দেখায়, জান্নাতের এক একটি আনার তত বড়।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ সেই সকলের মাঝে আছে সুশীলা, সুন্দরীগণ।

কাতাদা (র) বলেন ঃ خَيْرَاتٌ অর্থ অত্যন্ত সুন্দরী। কেহ কেহ বলেন ঃ خَيْرَاتٌ অর্থ অত্যন্ত রূপসী সাধ্বী চরিত্রবান নারী। ইহা জমহুর আলিমগণের মত। উম্মে সালামা (রা) হইতেও মারফূ সূত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। আরেকটি হাদীসে আছে যে, জান্নাতের হুরগণ এই বলিয়া গান গাইবে যে,

نَحْنُ الْخَيْرَاتُ الْحِسَانُ – خُلِقْنَا لِأَزْوَاجٍ كِرَامٍ অর্থাৎ আমরা সুশীলা সুন্দরী মহামান্য স্বামীদের জন্যই আমাদিগের সৃষ্টি। কেহ কেহ خَيْرَاتٌ শব্দটি خَيِّرَاتٌ তাশদীদ দ্বারা পড়িয়াছেন।

فَبِاَيِّ اٰلاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ অর্থাৎ উহারা তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর مَقْصُوْرَاتٌ শব্দের অর্থ যাহার দৃষ্টি অবনত করা হইয়াছে। এইখানে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম দুই জান্নাতের হূরদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ। অর্থাৎ উহারা নিজেরাই চোখ অবনত করিয়া রাখে, আর এইখানে বলা হইয়াছে حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ অর্থাৎ এমন হূর যাহাদের দৃষ্টি অবনত করিয়া রাখা হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, যে নারী নিজের দৃষ্টি নিজেই অবনত করিয়া রাখে; সে সেই নারী হইতে উত্তম যাহার দৃষ্টি অন্য কেহ অবনত করিয়া রাখে, যদিও উভয়েই সুরক্ষিতা।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি করে "খায়রা" তথা সুশীলা সুন্দরী রমণী রহিয়াছে। প্রত্যেক রমণীর জন্য আছে একটি করিয়া তাঁবু। প্রত্যেক তাঁবুর আছে চারটি করিয়া দরজা। এই প্রতিটি দরজা দিয়া প্রত্যহ এমন হাদিয়া তোহ্ফা আসিতে থাকে যাহা ইতিপূর্বে কেউ চোখে দেখে নাই। সেথায় না আছে কোন ফিতনা-ফাসাদ, না আছে অশান্তি, না আছে কোন দুগন্ধ, না আছে কোন ঘৃণার বস্তু। উহারা হইল ডাগর চোখা আনত নয়না হূর যে সুরক্ষিত ডিম্ব।

ইমাম বুখারী (র) ...... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন কায়স (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে মুক্তার তৈরি একটি তাঁবু আছে, যাহার ভিতরাংশ শূন্য। উহার প্রস্থ হইল ষাট মাইল। উহার প্রতিটি কোণে জান্নাতীদের স্ত্রীদের বসবাস। এক কোণ হইতে আরেক কোণের লোকদিগকে দেখা যায় না। জান্নাতী ঈমানদার পুরুষগণ তাহাদিগের নিকট আসা-যাওয়া করিবে।"

ইমাম বুখারী (র) আবূ ইমরানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে আবূ ইমরানের হাদীসে ষাট মাইলের পরিবর্তে ত্রিশ মাইলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম মুসলিমও আবূ ইমরানের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).... হযরত আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতের তাঁবু একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা তৈরি। উহাতে আছে মুক্তার তৈরি সত্তরটি দরজা।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) حُوْرٌ مَّقْصُوْرَاتٌ فِى الْخِيَامِ এর ব্যাখ্যায় বলেন فِىْ خِيَامِ اللُّؤْلُؤْ অর্থাৎ মুক্তার তাঁবুতে সুরক্ষিত হূর। জান্নাতে একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা চার মাইল দীর্ঘ একটি তাঁবু তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে। উহাতে আছে সোনার তৈরি চার হাজার দরজা।

আব্দুল্লাহ ইবন ওহ্ব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতীকে আশি হাজার খাদিম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী দেওয়া হইবে। আর তাঁর জন্য হীরা মুতি পান্নার তৈরি একটি গম্বুজ দেওয়া হইবে, যাহা এতটুকু লম্বা হইবে যতটুকু দূরত্ব জাযিয়া হইতে আন'আ পর্যন্ত।"

ইমাম তিরমিযী (র).... আমর ইব্ন হারিছ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَجَانٌّ ইহাদিগকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা জ্বিন স্পর্শ করে নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে চলিয়া গিয়াছে। তবে সেইখানে সাথে সাথে বলা হইয়াছে ঃ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (যেন উহারা প্রবাল ও পদ্মরাগ) আর এইখানে উহা বলা হয় নাই।

فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ "সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে?"

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ "উহারা হেলান দিয়া বসিবে সবুজ তাকিয়া ও সুন্দর গালিচায়।

আলী ইবন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, الرَّفْرَف। বিছানা, চাদর। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আছিম জাহ্দারী (র) বলেন, رَفْرَفٌ অর্থ বালিশ, হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন ঃ رَفْرَفٌ অর্থ জান্নাতের বাগিচা।

عَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস, কাতাদা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ গালিচা। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ উত্তম গালিচা। মুজাহিদ (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ অর্থ রেশমী বস্ত্র।

হযরত হাসান বসরী (রা)-কে عَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের বিছানা। তুমি উহা অনুসন্ধান কর (অর্থাৎ উহা লাভ করার

আমল কর।) যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিন রং এর হইবে।

যায়দ ইব্‌ন আ'লাকে عَبْقَرِىٌّ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ অর্থ মূল্যবান বিছানা।

ইব্‌ন হারযা ইয়াকূব ইব্‌ন মুজাহিদ (র) বলেন عَبْقَرِىٌّ জান্নাতীদের এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র। তা কিরূপ হইবে উহা দুনিয়ার কেহই বলিতে পারে না।

আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ عَبْقَرِىٌّ অর্থ অত্যন্ত কোমল ও মনোরম বিছানা। কায়সী (র) বলেন ঃ আরবগণ যে কোন নকশা অংকিত কাপড়কে عَبْقَرِىٌّ বলে।

আবূ উবায়দা (রা) বলেন عَبْقَرِىٌّ একটি অঞ্চলের নাম যেখানে নকশীদার কাপড় তৈরি করা হয়।

খলীল ইব্‌ন আহমদ (র) বলেন ঃ যে কোন সুন্দর উত্তম ও মূল্যবান মানুষ কিংবা বস্তুকে আরবগণ عَبْقَرِىٌّ বলে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ فَلَمْ اَرَ عَبْقَرِيًّا يَقْرِىْ فَرِيَهُ অর্থাৎ "তাহার ন্যায় আমি কোন আবকারীকে দেখি নাই, যে পানির বড় বড় বালতি উঠাইতে সক্ষম হয়।"

এখানেও উল্লেখ্য যে, প্রথম দুই জান্নাতীদের যেই ফরাশ বা বিছানার কথা বলা হইয়াছে; উহা আলোচ্য দুই জান্নাতের বিছানার অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। সেখানে বলা হইয়াছে مُتَّكِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ (অর্থাৎ তাহারা হেলান দিয়া বসিবে এমন ফরাশে যাহার আস্তর হইবে পুরু রেশমের) এই আয়াতে জান্নাতীদের বিছানার আস্তর কেমন হইবে উহা বলিয়াই ক্ষান্ত করা হইয়াছে। উপরের অংশ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। কারণ আস্তরের চেয়ে উপরের অংশ যে বহু গুণে উন্নত হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার এই বিছানার বর্ণনা দিয়া অবশেষে هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ বলিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত দুই জান্নাতের অধিকারীগণ সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। এই কয়েকটি কারণে প্রথমোক্ত দুই জান্নাত শেষোক্ত জান্নাতদ্বয় হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ্‌র নিকট আমাদিগের প্রার্থনা যে, তিনি যে, আমাদিগকে প্রথমোক্ত দুইটি জান্নাতের অধিকারী করেন! আমীন! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ "কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।"

অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ তা'আলাই এমন এক সত্তা যিনি মহামান্য; যাঁর অবাধ্যতা করা যায় না। তিনি সম্মানের পাত্র বিধায় তাঁহার দাসত্ব করিতে হয়। অকৃতজ্ঞতা নয় সদা তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে হয়। তাঁহাকে কখনো বিস্মৃত হওয়া যায় না; সর্বদা স্মরণ রাখিতে হয়।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অর্থ ذِى الْعَظْمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ অর্থাৎ মহিমান্বিত ও গৌরবময়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর। তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।" অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন, "পাকা দাঁড়িওয়ালা মুসলমান বৃদ্ধ (ন্যায়পরায়ণ) ক্ষমতাশীল এবং বাড়াবাড়ি পরিহার করিয়া কুরআন অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা আল্লাহ্কে ইজলাল তথা সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম তিরমিযী (র) সালামার সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... রাবীয়া ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। রবীয়া ইব্ন আমির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "তোমরা যুল জালালি ওয়াল ইকরামকে আঁকড়ে ধর।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মুরাবক (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ মুসলিম, চার সুনান তথা সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইব্ন মাজাহ্ ও সুনানে আহমদে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন হারিছ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত শেষে সালাম ফিরাইয়া اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَاذَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ এই দু'আটি পাঠ করিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হয়; তদপেক্ষা বেশি বসিয়া থাকিতেন না।

সূরা ওয়াকিয়া

৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

আবূ ইসহাক (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) একদিন বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো বৃদ্ধ হইয়া গেলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সূরা হূদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন এবং সূরা ইযাশ্শামসু কুওবীরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসটি হাসান ও গরীব।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) .....আবূ যাবিয়্যা (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যাবিয়্যা (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর অন্তিম রোগ শয্যায় হযরত উসমান (রা) তাঁহাকে দেখিতে যান। তখন উসমান (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনার রোগটা কি? আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার গুনাহসমূহই আমার রোগ। উসমান (রা) বলিলেন, আপনার অন্তিম ইচ্ছা কি? আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমার প্রতিপালকের রহমতই আমার জীবনের শেষ ইচ্ছা। উসমান (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকিয়া বলিব কি? আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, ডাক্তারই তো আমাকে অসুস্থ্ করিয়া ফেলিয়াছে। উসমান (রা) বলিলেন, বায়তুলমাল হইতে আপনার জন্য কোন অনুদান পাঠিয়ে দিব কি? আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই। উসমান (রা) বলিলেন, কেন, তাহাতে তো আপনার মৃত্যুর পর আপনার কন্যাদের উপকার হইবে। ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, আমি আমার কন্যাদিগকে প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া তিলাওয়াত করিবার নির্দেশ দিয়াছি। কারণ আমি শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে জীবনে কখনো উপবাস থাকিবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র).....আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "যে ব্যক্তি প্রতিরাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে, সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

আবূ ইয়ালা ..... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিবে সে কখনো অভাবে পড়িবে না।"

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি আমার কন্যাদেরকে প্রতি রাত্রে এই সূরাটি পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছি।

ইব্‌ন আসাকির আবূ ফাতিমার সূত্রে হাজ্জাজ ইব্‌ন নাসীর এবং উসমান ইব্‌ন আবুল ইয়ামানের হাদীস হইতেও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। উসমান ইব্‌ন ইয়ামান (র) বলেন, এই আবূ ফাতিমা হইলেন, আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের আযাদকৃত দাস।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন, তোমরা আজ যেভাবে নামায পড়, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও তেমনিভাবে নামায পড়িতেন। তবে তাঁহার নামায ছিল তোমাদিগের নামাযের চেয়ে সংক্ষেপ। তিনি ফজরের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া এবং এই ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিতেন।

(١) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

(٢) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

(٣) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

(٤) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ○

(٥) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○

(٦) فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ○

(٧) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

(٨) فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۵ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○

(٩) وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○

(١٠) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○

(١١) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

(١٢) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১. যখন কিয়ামত ঘটিবে,
২. তখন ইহার সংঘটন অস্বীকার করিবার কেহ থাকিবে না।
৩. ইহা কাহাকেও করিবে নীচ, কাহাকেও করিবে সমুন্নত;
৪. যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী
৫. এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে,
৬. ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়;
৭. এবং তোমরা বিভক্ত হইয়া পড়িবে তিন শ্রেণীতে—
৮. ডান দিকের দল, কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
৯. এবং বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল!
১০. আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী,
১১. উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত—
১২. সুখদ উদ্যানে।

তাফসীর ঃ ওয়াকিয়া কিয়ামতের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সুনিশ্চিত বিধায় কিয়ামতকে ওয়াকিয়া নামে নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই যেন উহা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত সংঘটন করিতে চাইবেন উহা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দাও সেই দিন আগমনের পূর্বে, আল্লাহ্ হইতে যা প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ অর্থাৎ এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক যাহা অবধারিত কাফিরদিগের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ-

অর্থাৎ যেই দিন বলা হইবে, হও, ফলে হইয়া যাইবে। তাঁহার কথা সত্য রাজত্ব তাঁহারই। যেই দিন শিংগায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে। তিনি অদৃশ্য-দৃশ্য সব কিছু সম্পর্কে অবগত। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব এর ভাষ্য অনুযায়ী لَيْسَ لَهَا كَاذِبَةٌ অর্থ যাহা সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত একবার সংঘটিত হইবার পর পুনরায় আবার সংঘটিত হইবে না, সেথা হইতে কেহ পলায়ন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ইব্ন জারীর (র) বলেন, كَاذِبَةٌ শব্দটি عَاقِبَةٌ এর ন্যায় মাসদার।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থাৎ কিয়ামত একদল মানুষকে জাহান্নামের অতলান্তে নিক্ষেপ করিবে। যদিও তাহারা দুনিয়াতে সম্মানিত হয়। আরেকদলকে চির শান্তি নিকেতন জান্নাতে মর্যাদা সম্পন্ন জায়গায় স্থান দিবে, যদিও তাহারা দুনিয়াতে অবহেলার পাত্র হয়। হাসান এবং কাতাদা (র) সহ অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত একদল মানুষকে নীচ করিবে, আরেক দলকে করিবে সমুন্নত।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাত ভাই উসমান ইব্ন সুরাকার সূত্রে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত আল্লাহ্র শত্রুদিগকে অবনত মস্তকে জাহান্নামের দিকে লইয়া যাইবে আর আল্লাহ্র অলীদিগকে সসম্মানে জান্নাতের দিকে লইয়া যাইবে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহারা মর্যাদা সম্পন্ন ও প্রভাবশালী ছিল, কিয়ামত তাদেরকে নীচ ও হীন করিয়া দিবে আর যাহারা দুনিয়াতে নিঃস্ব অসহায় ও অবহেলিত ছিল কিয়ামত তাদেরকে সমুন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন করিয়া দিবে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ অর্থ কিয়ামত দূরবর্তী নিকটবর্তী সকলকে আওয়াজ শুনাইয়া দিবে।

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে আন্দোলিত করা হইবে। ফলে সমগ্র পৃথিবী প্রবল বেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ও কাতাদা (র) সহ আরো অনেকে ...... إِذَا رُجَّتْ এর অর্থ করিয়াছেন إِذَا زُلْزِلَتْ زِلْزَالًا অর্থাৎ যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হইবে।

রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন ঃ চালনী তাহার ভিতরে রাখা বস্তু সহ যেমন নড়াচড়া করে কিয়ামতের দিন পৃথিবী তাহার মধ্যস্থ সমুদয় বস্তু লইয়া নড়াচড়া করিতে শুরু করিবে। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا অর্থাৎ পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালককে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا অর্থাৎ যখন পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা ও ইকরিমাসহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন, কিয়ামতের দিন পর্বতমালা বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (আর পর্বতমালা বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।)

فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا "ফলে উহা উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পর্যবসিত হইবে।" আবূ ইসহাক (র) হইতে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের সময় পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণার ন্যায় হইয়া যাইবে, যাহা শূন্যে উড়িয়া বেড়ায় আবার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আওফী (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার পর উপরে স্ফুলিংগের ন্যায় উড়িতে থাকে, যা মাটিতে পড়ার পর আর কিছুই দেখা যায় না, উহাকে هَبَاءً বলা হয়।

ইকরিমা (রা) বলেন, منبث বলা হয় সেই ধূলিকণাকে যাহাকে বাতাস উড়াইয়া লইয়া গিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া দেয়।

কাতাদা (র) বলেন, هَبَاءً مُنْبَثًّا অর্থ যেমন গাছের শুকনা পাতা, বাতাস যাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া চুর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে।

উল্লেখ্য যে, এই ধরনের আরো বহু আয়াত এমন আছে যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন পর্বতসমূহ আপন স্থান হইতে সরিয়া যাইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, ধূনিত তুলার ন্যায় উড়িয়া যাইবে ইত্যাদি।

وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ সমস্ত মানুষগুলিকে কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। একদল আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা হযরত আদম (আ)-এর ডান পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে এবং কিয়ামতের দিন ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে। সুদ্দী (র) বলেন, ইহারা হইল অধিকাংশ জান্নাতী লোক। আরেক দল অবস্থান করিবে আরশের বাম পার্শ্বে। ইহারা হইবে তাহারা যাহারা আদম (আ)-এর বাম পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে এবং আমলনামা বাম হতে লাভ করিবে। ইহারা হইল জাহান্নামীর দল। সাধারণ আরেক দল মানুষ আল্লাহ্র বরাবর সম্মুখে অবস্থান করিবে। ইহারা আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, যেমন, নবী-রাসূল, সিদ্দীকীন ও শুহাদা। ইহাদের সংখ্যা আসহাবুল ইয়ামীনদের চাইতে কম হবে।"

নিম্নোক্ত আয়াতেও লোকদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ অতঃপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকার বানাইয়াছি। তাহাদিগের একদল নিজেদের উপর অত্যাচার করে, একদল সঠিক পথে পরিচালিত। আর কতিপয় আল্লাহ্র নির্দেশে সৎকর্মে অগ্রগামী।

সুফিয়ান সওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা মালায়িকার .... ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ এই আয়াতে যেই তিনটি দলের কথা বলা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইব্ন জুরাইজ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য সূরা শেষে এবং সূরা মালায়িকার যেই তিনটি দলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, আলোচ্য আয়াতের তিন শ্রেণী উহারাই।

ইয়াযীদ রুকাশী (র) বলেন, আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً এর অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, সমগ্র মানুষ কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হইবে। অর্থাৎ তিনি اَزْوَاجًا এর অর্থ করিয়াছেন اَصْنَافًا অর্থাৎ শ্রেণী।

মুজাহিদ (র) বলেন, وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থ وَكُنْتُمْ فِرَقًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতের দিন তিন দলে বিভক্ত হইবে। মায়মূন (র) বলিয়াছেন, اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থ اَفْوَاجًا ثَلٰثَةً অর্থাৎ তিন দল।

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর খালাতো ভাই উসমান ইব্ন সুরাকা (রা) হইতে উবায়দুল্লাহ আতাকী (র) বলেন, তিনদলের দুই দল হইবে জান্নাতী আর এক দল হইবে জাহান্নামী।

ইমাম আহমদ (র)..... হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) وَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, এই মুষ্টি জান্নাতী আমার কোন পরোয়া নাই। আর এই মুষ্টি জাহান্নামী। আমার কোন পরোয়া নাই। ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথমে কাহারা আল্লাহ্‌র ছায়ার দিকে অগ্রসর হইবে? সাহাবাগণ বলিলেন; (এই ব্যাপারে) আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "যাহারা নিজেদের পাওনা উসূল করিয়া লয়, অন্যের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করে এবং নিজের জন্য যেমন ফয়সালা করে, অন্যের জন্যও তেমন ফয়সালা করে।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও আবূ হারযা ইয়াকূব ইব্‌ন মুজাহিদ (র) বলেন, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ হইলেন আম্বিয়া (আ)। সুদ্দী (র) বলেন, ইহারা হইলেন, আহলে ইল্লিয়ীন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ অগ্রবর্তী লোক হইলেন মূসা (আ) এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ইউশা ইব্‌ন নূন, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সূরা ইয়াসীনে উল্লিখিত ঈমানদার ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সর্বাগ্রে ঈমান আনয়নকারী হযরত আলী (রা)। উক্ত হাদীস ইবন আবূ হাতিম (র) ইবন আবূ নাজীহ (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন সীরীন (র) বলেন, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যাহারা (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ) উভয় কিবলার দিকে ফিরিয়া নামায পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, অগ্রবর্তী তাহারা প্রত্যেক উম্মতের যাহারা আগে ভাগে নিজ নিজ নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে।

আওযায়ী (র) বলেন যে, উসমান ইব্‌ন আবূ সাওদা (র) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন, যাহারা সকলের আগে মসজিদে গমন করে এবং সকলের আগে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে বাহির হয় তাহারাই অগ্রবর্তী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত।

উল্লেখ্য যে, وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ এই আয়াতের যে কয়টি ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রতিটিই সঠিক ও নির্ভুল। কারণ যাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে তাহারা সকলেই سٰبِقُوْنَ -এর অন্তর্ভুক্ত।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং আসমান-যমীন সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যাহা আসমান ও পৃথিবীর সমান প্রশস্ত।"

অতএব যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎকর্মে অগ্রবর্তী হইবে, আখিরাতেও মর্যাদার ক্ষেত্রে সে অগ্রবর্তী হইবে। কারণ আমল অনুযায়ী পুরস্কার প্রদান করাই আল্লাহ্র বিধান। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ উহারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত সুখদ জান্নাতে তারা বসবাস করিবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, ফেরেশতারা একদিন বলিল যে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আপনি বনী আদমের জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা সেথায় খায়, পান করে এবং বিবাহ শাদী করিয়া সুখে জীবন কাটায়। আমাদিগের জন্য আপনি আখিরাতকে তেমন বানাইয়া দিন। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, না। তাহা হইবে না। ফেরেশতারা তিনবার এই আবেদন করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, যাহাদিগকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদিগকে উহাদিগের সমান করিতে পারি না, যাহাদিগের সম্পর্কে বলিয়াছি যে, হও, ফলে উহারা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন। ইমাম উসমান ইব্ন সাঈদ দারেমী (র) "আররদ্দু 'আলাল জাহামিয়্যা" নামক কিতাবে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

(١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○

(١٤) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○

(١٥) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ○

(١٦) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○

(١٧) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۙ○

(١٨) بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيقَ ۙ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ۙ○

(١٩) لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۙ○

(٢٠) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۙ○

(٢١) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۗ○

(٢٢) وَحُورٌ عِينٌ ۙ○

(٢٣) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۚ○

(٢٤) جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(٢٥) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيمًا ۙ○

(٢٦) إِلَّا قِيلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○

১৩. বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৪. এবং অল্প সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে;

১৫. স্বর্ণ-খচিত আসনে

১৬. উহারা হেলান দিয়া বসিবে পরস্পর মুখামুখি হইয়া;

১৭. তাহাদিগের সেবায় ঘোরাফিরা করিবে চির কিশোরেরা

১৮. পানপাত্র, কুঁজা ও প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া।

১৯. সেই সুরা পানে তাহাদিগের শিরঃপীড়া হইবে না, তাহারা জ্ঞান হারাও হইবে না

২০. এবং তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল,

২১. আর তাহাদিগের ঈপ্সিত পাখীর গোশ্ত লইয়া,

২২. আর তাহাদিগের জন্য থাকিবে আয়তলোচনা হুর,

২৩. সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ,
২৪. তাহাদিগের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ।
২৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না কোন অসার অথবা পাপবাক্য,
২৬. সালাম আর সালাম বাণী ব্যতীত।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত অগ্রবর্তী দল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তাহাদিগের বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদিগের হইতে আর অল্প-সংখ্যক হইবে পরবর্তীদিগ হইতে।

এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য কি সেই সম্পর্কে মুফাস্সিরদিগের মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন, পূর্ববর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অতীত যুগের উম্মত আর পরবর্তী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল উম্মতে মুহাম্মদিয়া। ইব্ন আবূ হাতিম (র) মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) হইতে এই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারা তিনি ইহার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। মহানবী (সা) বলেন ঃ نَحْنُ الْاٰخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ। অর্থাৎ আমরা আখেরী যুগের মানুষ কিয়ামতের দিন আমরা অগ্রবর্তীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইব।

ইব্ন আবূ হাতিম .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবায় কিরাম (রা)-এর মন খারাপ হইয়া যায়। তখন ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমি আশা করি যে, জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেকই হইবে তোমরা কিংবা বলিলেন, তোমরাই অর্ধেক জান্নাতের মালিক হইবে। আর বাকী অর্ধেক অন্যান্য উম্মতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।"

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) ইমাম আহমদ (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, সূরা ওয়াকিয়ার ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর হযরত উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! বহুসংখ্যক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে আর অল্প সংখ্যক হইবে আমাদিগের হইতে? এই প্রশ্নের এক বৎসর পর ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন, শুনিয়া যাও, আল্লাহ্ তা'আলা ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি নাযিল করিয়াছেন। শোন! আদম (আ) হইতে আমি পর্যন্ত "এক ছুল্লাহ" (জামাত) আর শুধু আমার উম্মত হইবে

"এক ছুল্লাহ।" আর দল পূরণ করিবার জন্য আমি কলেমার বিশ্বাসী হাবশী উটের রাখালদেরকে লইয়া লইব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর মুযানী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন, শুনিয়াছি যে, হাসান বসরী (র) সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করিতে করিতে اَلسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ اُوْلٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ এই আয়াতে পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলেন, নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রবর্তীদের যুগ তো শেষ হইয়া গিয়াছে। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে আসহাবে ইয়ামীনদের অন্তর্ভুক্ত কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। সারী ইব্ন ইয়াহইয়া (র) বলেন, হাসান বসরী (র) اَلسَّابِقُوْنَ السَّابِقُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, এই উম্মতের অগ্রবর্তী দলটির যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, সাহাবাগণ এই কামনা করিতেন যে, অগ্রবর্তীগণ সকলেই যেন এই উম্মত হইতে হয়। এই হইল হাসান ও ইবন সীরীনের মত। অর্থাৎ উভয় দলই এই উম্মত হইতে হইবে।

বস্তুত প্রত্যেক উম্মতের প্রথম পর্যায়ের লোকগুলি পরবর্তীদের তুলনায় ভালো হইয়া থাকে। এই হিসাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, প্রত্যেক উম্মতের প্রথমদিকের মানুষের মধ্যে অগ্রবর্তীদিগের সংখ্যা বেশি হইবে আর পরবর্তীদের হইতে হইবে তদপেক্ষা কম। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমার যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ, অতঃপর তাহার পরবর্তী যুগ, অতঃপর তাহার পরের যুগ।

ইমাম আহমদ (র) ..... আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমার উম্মত বৃষ্টির ন্যায়। তাহার শুরুভাগ উত্তম না শেষ ভাগ উত্তম তাহা বলা যায় না।

এই হাদীসের অর্থ হইল এই যে, পরবর্তীদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাইবার জন্য প্রথম যুগের লোকদের যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য পরবর্তী যুগের লোকদেরও প্রয়োজন। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী প্রথম যুগের লোকেরাই। বৃষ্টির অবস্থাও ঠিক তেমন। ফসলের জন্য প্রথমভাগের বৃষ্টির যেমন প্রয়োজন শেষভাগেরও তেমনি প্রয়োজন। তবে প্রথম বৃষ্টি পরবর্তী বৃষ্টির তুলনায় অধিক উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমবারের বৃষ্টি না হইলে শুধু শেষবারের বৃষ্টি দ্বারা ফসল উৎপন্ন হইত না। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কেউ কখনো তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না।"

মোটকথা উম্মতে মুহাম্মদীই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত এবং কিয়ামতের দিন যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট বান্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে, উহাদিগের মধ্যে এই উম্মতের লোকদের সংখ্যাই হইবে বেশী আর শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মতও শ্রেষ্ঠ দীনের অনুসারী বিধায় তাহাদিগের মর্যাদাই সকলের শীর্ষে। এইজন্যই অসংখ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্য হাদীসে আছে যে, এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে এবং প্রতি এক হাজারের সহিত আরো সত্তর হাজার বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আরেক বর্ণনায় আছে, সত্তর হাজারের প্রত্যেকের সহিত আরো সত্তর হাজার জান্নাতে প্রবেশ করিবেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবরানী ..... আবূ মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মধ্য হইতে এমন দল দণ্ডায়মান হইবে, যাহাদিগের সংখ্যা এত বেশি হইবে যে, দেখিতে অন্ধকার রাতের ন্যায় মনে হইবে। পৃথিবীর চতুর্দিক তাহারা ঘিরিয়া ফেলিবে। দেখিয়া ফেরেশ্তারা বলিবে যে, অন্যান্য নবীদের সহিত যত লোক আসিয়াছে, মুহম্মাদ (সা)-এর সহিত তার চেয়ে বেশি লোক আসিয়াছে।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র)..... আবূ যুমাল আল জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমাল আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামায পড়ার পর سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا এই দু'আটি সত্তর বার পাঠ করিতেন। অতঃপর বলিতেন, সত্তরের বিনিময়ে সাতশত নেকী দেওয়া হইবে। "যে ব্যক্তি একদিনে সাতশত এরও বেশি গুনাহ করিবে তাহার কোন মঙ্গল নাই।" এই কথাটি দুইবার বলিয়া উপস্থিত লোকদিগের দিকে ফিরিয়া বসিতেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) স্বপ্ন খুব পছন্দ করিতেন। তাই প্রতিদিন ফজরের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন তোমরা কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? আবূ যুমাল (রা) বলেন, আমি একদিন বলিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ আমাদের মঙ্গল করুক, অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুক, কল্যাণ আমাদিগের জন্য আর অকল্যাণ আমাদের শত্রুদের জন্য। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যই সকল প্রশংসা। তোমার স্বপ্ন কি বল।" আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দেখিলাম যে, একটি প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন ও সুগম রাস্তা। বহুলোক সেই রাস্তা দিয়া চলাচল করিতেছে। যাইতে যাইতে সেই রাস্তাটি একটি বাগিচার সহিত মিলিত হয়। এমন মনমাতানো ও আকর্ষণীয় বাগিচা জীবনে আর কখনো আমি দেখি নাই। সবুজ-শ্যামল বৃক্ষলতা, প্রবহমান ঝরণা রকমারী বৃক্ষরাজি বিভিন্ন প্রকার ফল-মূল ইত্যাদিতে বাগিচাটি পরিপূর্ণ। কিছুক্ষণ পর একদল লোক আসিয়া সেই বাগিচাটির পাশ দিয়া দ্রুতগতিতে

বরাবর সম্মুখের দিকে চলিয়া যায়। তারপর আরেকদল লোক তথায় আগমন করে। সংখ্যায় ছিল তাহারা প্রথম দলের তুলনায় অনেক বেশি। তাহাদিগের একাংশ সেই বাগিচার মধ্যে তাহাদের পশু পাল চড়াইতে শুরু করে এবং বাকী অংশ তথা হইতে কিছু ফলমূল লইয়া চলিয়া যায়। তারপর আরো বহু সংখ্যক লোক তথায় আসিয়া বাগানের শোভা-সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায় এবং বলিতে শুরু করে যে, ইহাই সবচেয়ে উত্তম ও মনোরম জায়গা। আমি এখনও যেন দেখিতে পাইতেছি যে, তাহারা ডানে-বামে ঝুকিয়া পড়িতেছে। অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, একটি মিম্বর, উহার সাতটি সিঁড়ি। আপনি উহার সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আসনে বসিয়া আছেন। আপনার ডান পার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। সে যখন কথা বলে সকলেই তখন অত্যন্ত মনযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। তাঁহার সম্মুখে আরেকজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বসিল। আকার আকৃতিতে ও স্বভাব-চরিত্রে যেন সে ঠিক আপনার মত। সকলেই অত্যন্ত মনযোগ ও গুরুত্ব সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করে। দেখিলাম যে, তাঁহার সম্মুখে একটি দুর্বল শীর্ণকায় একটি উষ্ট্রী আপনি যেন উহাকে ধরিয়া উঠাইতেছেন। আর আপনার বাম পার্শ্বে মধ্যমাকৃতির এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। মুখে যেন তাঁহার অনেক তেল মাখানো আর মাথার চুলগুলো যেন পানিতে ভিঁজা।

এই স্বপ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, তুমি সহজ-সরল ও প্রশস্ত যেই রাস্তা দেখিয়াছ। উহা হইল সেই দীন যাহা লইয়া আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে তোমাদের কাছে আসিয়াছি এবং তোমরা যাহার অনুসরণ কর। শোভা-সৌন্দর্যে বৃক্ষলতা ও ফলমূলে পরিপূর্ণ বাগানটি হইল দুনিয়া। উহার সহিত আমার এবং আমার সাহাবী-অনুসারিদের কোন সম্পর্ক নাই এবং আমাদিগের সহিতও উহার কোন সংশ্রব নাই। আমরাও দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়ি নাই আর দুনিয়াও আমাদিগের সহিত জড়াইতে পারে নাই। সেথায় আগত প্রথম দলটি হইলাম আমরা। আমাদিগের পর আরেকদল লোক আসিবে। যাহারা সংখ্যায় হইবে আমাদিগের চেয়ে অনেক বেশি। তাহাদিগের কেহ দুনিয়ার সহিত জড়াইয়া পড়িবে আর কেহ প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহারা পরকালে মুক্তি লাভ করিবে। তারপর আরো একটি বড় দল আসিবে যাহারা দুনিয়ার শোভা সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইবে এবং ডানে-বামে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সঠিক পথ হারাইয়া ফেলিবে। ইন্নালিল্লাহ্ .....। আর তুমি সঠিক পথে রহিয়াছ। আর এই অবস্থায়ই তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিবে। সাত স্তর বিশিষ্ট মিম্বরটি তুমি দেখিয়াছ। উহার অর্থ হইল যে, দুনিয়ার আয়ুকাল সাত হাজার বছর। আমি সর্বশেষ হাজারে আগমন করিয়াছি। আমার ডানপার্শ্বে দীর্ঘকায় ধূসর বর্ণের যে লোকটিকে তুমি দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত মূসা (আ)। আমার বাম পার্শ্বে

যাঁহাকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ঈসা (আ)। আকার আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রে আমার ন্যায় যে লোকটিকে দেখিয়াছ তিনি হইলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)। আমরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহার অনুসরণ করি। আর যেই উষ্ট্রীটিকে দেখিয়াছ আমি উহাকে তুলিয়া উঠাইতেছি উহা হইল কিয়ামত। আমাদের আমলেই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। আমার পর আর কোন নবীও আসিবে না। আর আমার উম্মতের পর কোন উম্মত আসিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা আর জিজ্ঞাসা করিতেন না। তবে কেহ কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিলে উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مَوْضُوْنَةٍ অর্থ مَرْمُوْلَةٌ بِالذَّهَبِ অর্থাৎ স্বর্ণ খচিত। মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, যায়দ ইব্ন আসলাম, কাতাদা, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। সুদ্দী (র) বলেন ঃ موضونة অর্থ স্বর্ণ ও মুক্তা খচিত।

مُتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা পরস্পর মুখামুখি হইয়া হেলান দিয়া বসিবে। কেহ কাহারো পিছনে থাকিবে না।

يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদের নিকট (সেবার জন্য) ঘুরাফিরা করিবে এমন কিশোরেরা, যাহারা চিরকাল একই অবস্থায় বহাল থাকিবে, বয়সে তাহারা বড় হইবে না। বৃদ্ধ হইবে না এবং তাহাদিগের কৈশোরেও কোন পরিবর্তন আসিবে না।

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ চির কিশোরেরা জান্নাতীদের নিকট পান পাত্র কুঁজা ও প্রস্রবণ নিসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

اَكْوَابٌ আরবী كُوْبٌ এর বহুবচন। অর্থাৎ গ্লাস বা পানপাত্র। যে পাত্রের হাতল নাই। اَبَارِيْقُ ابريق এর বহুবচন। অর্থ হাতল বিশিষ্ট পাত্র তথা জগ। كَأْسٌ পেয়ালা। চির কিশোরের এমন প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরা দ্বারা এইসব পাত্র পূর্ণ করিয়া জান্নাতীদের কাছে ঘুরাফিরা করিবে, যাহা কখনো নিঃশেষ হইবে না।

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যে সুরা পান করিবে উহাতে তাহাদিগের মাথা ব্যাথা হইবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিবে না। বরং সেই সুরা পানে চরম পুলক, তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করিবে।

যাহ্হাক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মদের চারটি গুণ। নেশা ধরা, শিরঃপীড়া হওয়া, বমি হওয়া ও পেশাব বৃদ্ধি পাওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের মদকে এই চারটি গুণ হইতেই পবিত্র রাখিয়াছেন।

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতের কিশোরেরা জান্নাতীদের পছন্দমত ফল-মূল এবং ঈপ্সিত পাখীর গোশ্‌ত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে। জান্নাতীরা উহা হইতে তাহাদিগের পছন্দমত ফল-মূল ও গোশ্‌ত লইয়া আহার করিবে।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য খাদ্যের ব্যাপারে যেমন নিয়ম হইল, পাত্রের নিজের সম্মুখ হইতে আহার করিতে হয়, পাত্রের যেখান-সেখান হইতে খাদ্য গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, ফলের ব্যাপারে তেমন কোন নিয়ম নাই। বরং পাত্রের যে কোন অংশ হইতে পছন্দমত ফল আহরণ করিয়া খাওয়া জায়েয আছে। হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী কর্তৃক বর্ণিত ইকরাশ ইব্‌ন যুআইব এর হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী ..... ইকরাশ ইব্‌ন যুআইব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরাশ ইব্‌ন যুআইব (রা) বলেন, আমি একদিন আমার এলাকার সদকার মাল লইয়া মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গমন করি। মদীনায় গিয়া দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বসিয়া আছেন। আমার সহিত ছিল যাকাতের অনেকগুলি উট। আমাকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, তুমি কে? বলিলাম, আমি ইকরাশ ইব্‌ন যুআইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ বংশ পরিচয়? তখন আমি আমার পূর্বপুরুষ মুররা ইব্‌ন উবায়দ পর্যন্ত বংশ পরিচয় উল্লেখ করিয়া বলিলাম, এইগুলি মুররা ইব্‌ন উবায়দের সদকা। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের উট। এইগুলি আমার সম্প্রদায়ের সদকা।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) উটগুলির গায়ে সদকার চিহ্ন দিয়া অন্যান্য সদকার উটের সহিত রাখিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়া আমার হাত ধরিয়া হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন খাবার আছে কি?" উত্তর আসিল, হ্যাঁ, আছে। কিছুক্ষণ পর একটি পাত্রে করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ ছারীদ আনা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা খাইতে শুরু করেন। আমিও পাত্রের চতুর্দিক হইতে খানা লইয়া খাইতে লাগিলাম। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার বাম হাত দ্বারা আমার ডান হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ ইকরাশ! এক জায়গা হইতে খাও। কারণ ইহা একই খাদ্য। অতঃপর আরেক পাত্র খেজুর কিংবা আঙ্গুর আনিয়া আমাদের সামনে রাখা হইল। আমি আমার সম্মুখ হইতে খাইতে লাগিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাত্রের এখান-ওখান হইতে ফল লইয়া খাইতে শুরু করেন এবং বলিলেন "ইকরাশ! তোমার যেখান হইতে ইচ্ছা খাও। কারণ ইহা একই বর্ণের খাদ্য নহে।" তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি দ্বারা হাত ধুইয়া ভিঁজা হাত দ্বারা তিনবার মুখমণ্ডল দুই বাহু এবং মাথা মাসহ্ করিয়া বলিলেন, ইকরাশ! আগুন দ্বারা পাকানো খাদ্য খাইয়া এইভাবে ওজু করিতে হয়। তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তিরমিযী ইহাকে গরীব বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নের ব্যাপারে খুব কৌতুহলী ছিলেন। একদিন এক মহিলা আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম, যেন এক ব্যক্তি বসিয়া আমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া জান্নাতে লইয়া গেল। অতঃপর আমি একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনিতে পাইলাম, আওয়াজ শুনিয়া জান্নাতের মধ্যে সকলেই চমকিয়া উঠে। তখন চোখ তুলিয়া আমি অমুকের পুত্র অমুক, অমুকের পুত্র অমুককে দেখিতে পাইলাম। মহিলাটি এইভাবে বারজন লোকের নাম উল্লেখ করে, যাদেরকে কিছুদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহিলাটি এইবার অন্য লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল যে, তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহারা জান্নাতের মধ্যে উপস্থিত। তাঁহাদের পরিধানে বহু মূল্যবান আকর্ষণীয় পোষাক। তাঁহাদের দেহের রক্ত যেন টগবগ করিতেছে। তখন বলা হইল যে, ইহাদিগকে বায়যাখ কিংবা বারযাখ নদীতে লইয়া যাও। তাঁহারা উহাতে ডুব দিয়া বাহির হইয়া আসে। তখন তাঁহাদিগের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। অতঃপর সোনার পাত্রে করিয়া তাঁহাদিগের জন্য তাজা খেজুর আনা হইল। তাঁহারা উহা হইতে তৃপ্তির সহিত আহার করেন। সেই আহারে আমিও তাঁহাদিগের সহিত অংশ করিয়াছিলাম। এই স্বপ্নের কিছুদিন পর দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, অমুক অমুক বার জন লোক শাহাদাত বরণ করিয়াছেন। সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটিকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, তোমার স্বপ্নটি আবার বল দেখি, মহিলাটি স্বপ্নের ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিল যে, অমুকের পুত্র অমুককে অমুকের পুত্র অমুককে জান্নাতে উপস্থিত করা হইল।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) .....সওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের বৃক্ষ হইতে একটি ফল ছিঁড়িয়া লইলে তৎক্ষণাৎ সেখানে আরেকটি ফল আসিয়া পড়িবে।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতী বালকেরা জান্নাতীদের চাহিদা মত পাখীর গোশত লইয়া ঘুরাফিরা করিবে।

ইমাম আহমদ .....হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'জান্নাতের পাখীগুলি বুখতী উটের ন্যায় বড়। উহারা জান্নাতের গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জান্নাতের পাখীগুলি খাইতে তো খুব সুস্বাদু হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তদপেক্ষা আরও সুস্বাদু নিয়ামত ভোগ করিব। এই কথাটি, তিনি তিনবার বলিয়া অতঃপর বলিলেন, যাহারা জান্নাতের পাখী খাইতে পারিবে, আমি আশা করি তুমিও তাহাদের মধ্যে থাকিবে। এই সূত্রে কেবলমাত্র ইমাম আহমদ (র)-ই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ আব্দুল্লাহ্ মাকদিসী ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট একটি 'তূবা' সম্পর্কে কথা উঠে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আবূ বকর! তুমি জান কি তূবা কি জিনিস? আবূ বকর (রা) বলিলেন আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তূবা জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম। উহা কত যে লম্বা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কেহ তাহা জানে না। উহার একেকটি ডালের নীচে একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর বছর পর্যন্ত দৌড়াইতে পারিবে। বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী উহার পাতার উপর পতিত হয়।" শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের পাখী তো মনে হয় খুব মোটা তাজা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যাহারা উহা খাইবে তাহারা আরো মোটা তাজা হইবে। তুমিও ইনশাআল্লাহ্ তাহাদিগের মধ্যে থাকিবে।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা যেমন মোটা তাজা হইবে আমার তো মনে হয় যে, জান্নাতের পাখীগুলিও মোটা তাজা হইবে। উত্তরে রাসূলল্লাহ (সা) বলিলেন, আবু বকর! আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, "যাহারা উহা খাইবে, তাহারা উহাদের অপেক্ষা বেশী মোটা তাজা হইবে। জান্নাতের এক একটি পাখী বুখতী উটের ন্যায় বড়। আমার বিশ্বাস যে, তুমিও জান্নাতের পাখী ভক্ষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আবূ বকর ইব্ন আবুদ্দুনিয়া..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ কাওছার, জান্নাতের একটি দরিয়া যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করিয়াছেন। উহার পানীয় দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট। উহার কিনারায় বুখতী উটের ন্যায় বড় বড় পাখী রহিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে তো পাখীগুলি খুবই মোটা তাজা। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমরা আরো মোটা তাজা হইব।"

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে সত্তর হাজার পালক বিশিষ্ট এক ধরনের পাখী আছে। ইহারা জান্নাতীদের খাদ্যের খাঞ্চায় পতিত হইয়া পালক ঝাড়া দিবে। ফলে প্রতিটি পালক হইতে এমন সুস্বাদু খাদ্য বাহির হইবে যাহা দুধের চেয়ে সাদা, মাখনের চেয়ে কোমল এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। (এইভাবে সত্তর হাজার পালক হইতে সত্তর হাজার প্রকার খাদ্য বাহির হইবে) একটির সহিত আরেকটি

কোন মিল থাকিবে না। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে। এই হাদীসটি খুবই গরীব। রুসাফী এবং তাঁহার উস্তাদ উভয়ই দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইব্ন হাতিম (র) ... কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব (র) বলেন, জান্নাতের পাখীগুলো বুখতী উটের ন্যায় বড় বড়। উহারা জান্নাতের ফল-মূল আহার করিয়া এবং জান্নাতের প্রসবণ হইতে পানি পান করিয়া জীবন কাটায়। কোন জান্নাতী সেই পাখীর গোশ্ত খাইতে ইচ্ছা করিলে পাখী আসিয়া তাহার সামনে পতিত হইবে। জান্নাতী ব্যক্তি উহার যে অংশ ইচ্ছা আহার করিবে। খাওয়ার কারণে উহার কোন অংশই কমিয়া যাইবে না। পূর্বে যেমনই ছিল থাকিয়া যাইবে। অবশেষে পাখীটি উড়িয়া যাইবে।

হাসান ইব্ন আরাফা ..... হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতে পাখী দেখিয়া যখন তোমার খাইতে ইচ্ছা হইবে। তৎক্ষণাৎ পাখীটি তোমার সম্মুখে ভুনা হইয়া পড়িয়া যাইবে।"

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়ামতসমূহের সহিত জান্নাতে আরো থাকিবে সুরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয় আয়তলোচনা হুরসমূহ।

جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, মানুষ দুনিয়াতে যে সকল সৎকার্য করিয়া থাকে, উহার পুরস্কার স্বরূপ আমি তাহাদিগকে জান্নাতে এইসব নিয়ামত দান করিব।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা কোন অনর্থক বেহুদা অবজ্ঞামূলক এবং কোন অশ্লীল ও পাপের কথা শ্রবণ করিবে না। যেমন অন্য আয়াত আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً অর্থাৎ জান্নাতে তুমি কোন অনর্থক কথা শ্রবণ করিবে না।

اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا। অর্থাৎ কেবল পরস্পরে সালাম আদান প্রদান হইতে থাকিবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীদের মধ্যে অভিবাদন হইবে সালাম আর সালাম। তাহাদিগের সাধারণ আলাপ-আলোচনা ও অনর্থক কথা এবং অশ্লীলতা হইতে মুক্ত থাকিবে।

(٢٧) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ؕ

(٢٨) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ

(٢٩) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۙ

(٣٠) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۙ

(٣١) وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۙ

(٣٢) وَّ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۙ

(٣٣) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۙ

(٣٤) وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ؕ

(٣٥) اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ۙ

(٣٦) فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ۙ

(٣٧) عُرُبًا اَتْرَابًا ۙ

(٣٨) لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ

(٣٩) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(٤٠) وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ

২৭. আর ডানদিকের দল, কতভাগ্য বান ডান দিকের দল!

২৮. তাহারা থাকিবে এক উদ্যানে, সেখানে আছে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ।

২৯. কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।

৩০. সম্প্রসারিত ছায়া,

৩১. সদাপ্রবহমান পানি,

৩২. ও প্রচুর ফলমূল,

৩৩. যাহা শেষ হইবে না ও যাহা নিষিদ্ধও হইবে না।
৩৪. আর সমুচ্ছ শয্যাসমূহ
৩৫. উহাদিগকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি বিশেষরূপে–
৩৬. উহাদিগকে করিয়াছি কুমারী,
৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা,
৩৮. ডান দিকের লোকদিগের জন্য।
৩৯. তাহাদিগের অনেকে হইবে পূর্ববর্তীদিগের মধ্য হইতে।
৪০. এবং অনেকে হইবে পরবর্তীদিগের মধ্য হইতে,

তাফসীর ঃ মুকাররব তথা আল্লাহ্ তা'আলা নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের পুরস্কারের কথা আলোচনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা আসহাবুল ইয়ামীনদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণ সৎকর্মশীল ঈমানদারদিগকে আসহাবুল ইয়ামীন বলা হয়। যেমন মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন, আসহাবুল ইয়ামীন হইল তাহারা, যাহাদিগের মর্যাদা মুকাররাবদের চেয়ে কম। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ যাহারা আসহাবুল ইয়ামীন, কিয়ামতের দিন উহারা কি প্রতিদান ও পুরস্কার লাভ করিবে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিবরণ দিয়া বলিতেছেন ঃ

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ অর্থাৎ আসহাবুল ইয়ামীনদেরকে যেই জান্নাত দান করা হইবে উহাতে থাকিবে কণ্টকবিহীন কুল বৃক্ষ। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, আবুল আহওয়াস, কুমামা ইব্ন যুহায়র, সাফর ইব্ন কায়স, হাসান, কাতাদা, আব্দুল্লাহ ইব্ন কাসীর, সুদ্দী, ও আবূ হারযা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ مَخْضُوْدٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, مَخْضُوْدٌ অর্থ اَلْمُوْقَرُ بِالثَّمَرِ অর্থাৎ এমন বৃক্ষ যাহা ফলের ভারে নুইয়া গিয়াছে। ইকরিমা এবং মুজাহিদ হইতেও এই ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাতাদা (র) বলেন, আমাদের মাঝে এই বলে আলোচনা হইত যে, مَخْضُوْدٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহাতে কোন কাঁটা নাই।

উভয় ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার কুল বৃক্ষ যেমন পরিমাণে কম হয় এবং বৃক্ষ হয় কাঁটাযুক্ত, জান্নাতের কুল বৃক্ষ তেমন হইবে না বরং কুল বৃক্ষ একদিকে যেমন কণ্টকহীন, তেমনি উহার ফলও হইবে প্রচুর।

হাফিজ আবূ বকর নাজ্জার (র) ..... সালীম ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালীম ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাগণ বলাবলি করিতেন যে, বেদুঈন লোকদের রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করায় আমাদিগের বড় উপকার হইত। একদিন

এক বেদুঈন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ দিবেন বলিয়াছেন, যাহা জান্নাতীদিগকে কষ্ট দিবে! শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা আবার কোন্ বৃক্ষ?" লোকটি বলিল, কুল বৃক্ষ! কারণ কুল বৃক্ষের কাঁটা মানুষকে কষ্ট দিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "কেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ (তথায় আছে কণ্টকহীন কুল বৃক্ষ) বলেন নাই?" জান্নাতের কুল বৃক্ষ হইতে কাঁটা ছাড় করিয়া প্রতিটি কাঁটার স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার প্রতিটি কুলের বাহাত্তর প্রকার স্বাদ হইবে। একটির সহিত আরেকটির কোন মিল থাকিবে না।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ (র) ..... উতবা ইব্ন আবদ আস্‌সুলামী (র) হইতে বর্ণনা করেন। উতবা ইব্ন আবদ (র) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক বেদুঈন ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! শুনিলাম যে, আপনি জান্নাতে একটি বৃক্ষ থাকিবে বলিতেছেন, আমার জানা মতে উহার চেয়ে বেশী কাঁটা অন্য কোন গাছের নাই। অর্থাৎ কুল বৃক্ষ। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "(জান্নাতে কুলবৃক্ষ থাকিবে ঠিক কিন্তু) আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিটি কাঁটার স্থলে একটি করিয়া ফল সৃষ্টি করিবেন। উহাতে সত্তর বর্ণের খাদ্য থাকিবে। একটির রংয়ের সহিত আরেকটির বর্ণের কোন মিল থাকিবে না।"

وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ "এবং কাঁদি ভরা কদলী বৃক্ষ।"

طلحة طلح এর বহুবচন। বিপুল কাঁটা বিশিষ্ট হিজাজের বৃহদাকায় একটি বৃক্ষের ন্যায়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مَنْضُوْدٌ অর্থ এমন বৃক্ষ যাহার ফল একটি আরেকটির সহিত লাগা। কুরাইশদের নিকট এই দুইটি ফল বেশী পছন্দনীয় ছিল বিধায় পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে এই দুইটি ফল বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতের কদলী বৃক্ষ দুনিয়ার বৃক্ষেরই ন্যায় হইবে। কিন্তু উহার ফল হইবে মধুর চেয়ে মিষ্ট।

জাওহারী বলেন ঃ طلح শব্দটি طلع এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে আয়াতের অর্থ হইবে, জান্নাতে এমন কুলবৃক্ষ থাকিবে যাহার কোন কাঁটা নাই এবং থোকা ফলে পরিপূর্ণ থাকিবে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ অর্থ الموز। অর্থাৎ কলা। ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা), হাসান, ইকরিমা, কুসামা ইব্ন যুহায়র, আবূ কাতাদা এবং খারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "আর সম্প্রসারিত ছায়া।"

ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যাহার ছায়া দ্রুতগামী কোন বাহন একশত বছর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ আয়াতটি পড়িয়া দেখ।

ইমাম মুসলিম (র) ও আ'রাজের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান থেকে ফুলাইহ (র)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুর রায্যাক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন সত্তর কিংবা (বলিয়াছেন) একশত বছর যাবত ভ্রমণ করিতে পারিবে। উহাকে شجرة الخلد বলা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত উহার ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না। তোমাদের মনে চাইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতটি পাঠ কর।" ইমাম তিরমিযী (র) আব্দুর রহীম ইব্ন সুলায়মান (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন যার ছায়া একশত বছর যাবত আরোহণ করিতে পারিবে। তোমাদিগের ইচ্ছা হইলে وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর। হযরত কা'ব (রা) এই কথা শুনিয়া বলিলেন আবূ হুরায়রা (রা) ঠিকই বলিয়াছেন, আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত এবং মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, যদি কেহ দ্রুতগামী একটি উটের পিঠে চড়িয়া সেই বৃক্ষটি অতিক্রম করিতে চায়, তাহা হইলে চলিতে চলিতে একদিন সে দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে, কিন্তু উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ হাতে উহা রোপণ করিয়াছেন। এবং উহাতে প্রাণ দান করিয়াছেন এবং তার ডালপালা জান্নাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বৃক্ষটির গোড়া হইতে জান্নাতের সব ক'টি নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুছিলী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর দৌড়াইয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ইমাম বুখারী (র) রাওহ ইব্‌ন আব্দুল মুমিন (র) সূত্রে ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরাইহ (র) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ইমরান ইব্‌ন দাউদ কাত্তান (র)-এর মাধ্যমে কাতাদার সূত্রে এবং অনুরূপ মা'মার ও আবূ হিলাল (র) কাতাদা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম .... আবূ সাঈদ ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি বাহন যাহার ছায়া সত্তর বছর ভ্রমণ করিতে পারিবে।

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতের প্রতিটি বৃক্ষের ডাল সোনার তৈরি। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান-গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ জান্নাতের এমন একটি বৃক্ষ যাহার ছায়া চতুর্দিকে একশত বছরের রাস্তা ব্যাপী বিস্তৃত। উহার ছায়ায় বসিয়া জান্নাতীরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করিবে। আলোচনা প্রসংগে তাহাদিগের দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুক, খেল-তামাশা ও আনন্দ-উৎসবের কথা মনে পড়িবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত করিবেন, যাহা সেই বৃক্ষটিকে নাড়া দিবে। তাহাতে দুনিয়ার গান-বাদ্যের রাগ-রাগীনী ও নুপুর-নিক্কনের মন মাতানো আওয়াজ আসিতে থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্‌ন মায়মূন وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া সত্তর হাজার বছরের দূরত্ব বিস্তৃত হইবে। ইব্‌ন জারীর যথাক্রমে বুন্দার, ইব্‌ন মাহদী ও সুফিয়ানের সূত্রে এই ধরনের একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমর ইব্‌ন মায়মূন (র) বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের ছায়া পাঁচ লক্ষ বছরের দূরত্ব ব্যাপী বিস্তৃত।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, কোন দ্রুতগামী বাহন একশত বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

আওফ (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে, একটি দ্রুতগামী বাহন একশত বছর ভ্রমণ করিয়াও উহার ছায়া অতিক্রম করিতে পারিবে না।

যাহ্হাক, সুদ্দী ও আবূ হারযা (র) وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতের বৃক্ষের নীচের সুবিস্তৃত ছায়া কখনো শেষ হইবার নহে। সেথায় না পড়িবে সূর্যের কিরণ আর না লাগিবে সূর্যের তাপ। সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন থাকে সেথায় সর্বক্ষণ তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মাঝামাঝি প্রকৃতি যেমন থাকে, জান্নাতে সর্বাবস্থায় তেমন অবস্থা বিরাজ করিবে।

আরো অনেক আয়াতে জান্নাতের ছায়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا - فِىْ ظِلاَلٍ وَّعُيُوْنٍ - وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيْلاً ইত্যাদি।

وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ "এবং সদা প্রবহমান পানি।"

সওরী (র) বলেন, জান্নাতের পানি খননকৃত নালা দিয়া নয় বরং সমতল ভূমিতে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবাহিত হয়। এই বিষয়ে উপরে আলোকপাত করা হইয়াছে।

فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ অর্থাৎ জান্নাতীদের নিকট থাকিবে রং-বেরংয়ের প্রচুর ফল-ফলাদি। যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই। কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনায় জাগে নাই। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا

অর্থাৎ যখনই জান্নাতীদিগকে ফল-মূল খাইতে দেওয়া হইবে, তখনই তাহারা বলিবে, আমাদিগকে পূর্বে জীবিকারূপে যাহা দেওয়া হইত ইহাতো তাহাই। তাহাদিগকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হইবে। অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে যেই ফল-ফলাদি দেওয়া হইবে আকার-আকৃতিতে যেইগুলি একই রকম হইবে, কিন্তু স্বাদ হইবে প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন।

সিদরাতুল মুনতাহ বর্ণনা প্রসংগে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ উহার পাতাগুলি হাতির কানের ন্যায় এবং উহার এক একটি ফল হিজ্‌র অঞ্চলের মটকার ন্যায় বড়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে মালিকের হাদীস হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ একবার সূর্য গ্রহণ লাগিবার পর লোকদেরকে সাথে লইয়া রাসূল (স) নামায পড়েন। নামায শেষে সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা দেখিলাম যে, এই স্থানে দাঁড়াইয়া আপনি কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছন দিকে সরিয়া আসিলেন । (ব্যাপারটা কি?) উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি তখন জান্নাত দেখিতে পাইয়া উহার একটি আঙ্গুরের থোকা লইতে চাহিয়াছিলাম। যদি লইতে পারিতাম তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমরা সকলে উহা হইতে খাইতে পারিতে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন, একদিন আমরা জোহরের সালাত আদায় করিতেছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) সামনে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া আমরাও তাঁহার সহিত অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে চাইলেন আবার পিছনে ফিরিয়া আসিলেন। সালাত হযরত কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আজ আপনাকে সালাতের মধ্যে এমন একটি কাজ করিতে দেখিলাম, ইতিপূর্বে আর কখনো যা আপনি করে নাই। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ তখন আমাকে জান্নাত এবং জান্নাতের শোভা-সৌন্দর্য দেখানো হইয়াছিল। দেখিয়া আমি জান্নাত হইতে একটি আঙ্গুরের থোকা লইতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ উহার ও আমার মাঝে পর্দা পড়িয়া যায়। যদি উহা আনিতে পারিতাম তো পৃথিবীর সকলেই জীবনভর উহা খাইতে পারিত। তাহাতে তাহা মোটেওহ্রাস পাইতো না।

ইমাম আহমদ (র) ..... আমির ইব্‌ন যায়েদ বাকালী (র) হইতে বর্ণনা করেন। আমির ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, 'আমি উতবা ইব্‌ন আবদ সুলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হাউজে কাওসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাতের কথা উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জান্নাতে কি ফল থাকিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, জান্নাতে ফল থাকিবে। তথায় তূবা নামক একটি বৃক্ষও আছে। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, সেই বৃক্ষটিকে আমাদের দেশের কোন বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যায়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের দেশে তেমন কোন বৃক্ষ নাই। তুমি কি কখনো শামদেশে গিয়াছ? লোকটি বলিল, জ্বী না, যাই নাই। রাসূল (সা) বলিলেন, তূবা বৃক্ষটি শাম দেশের জাওয়া নামক একটি বৃক্ষের ন্যায় যাহার গোড়ার দিকে একটি মাত্র কাণ্ড থাকে যাহার উপর দিক চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। অতঃপর প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিল, জান্নাতের নিকট আঙ্গুরের থোকা কত বড় হইবে'? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ একটি কালো কাক এক মাস ভ্রমণ করিয়া যতদূর যাইতে পারে জান্নাতের একটি আঙ্গুরের থোকা তত বড়। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বৃক্ষটির কাণ্ড কতটুকু মোটা হইবে? রাসূল (সা) বলিলেন,

তুমি যদি একটি উটের বাচ্চা ছাড়িয়া দাও উহা বৃক্ষের চতুর্দিকে অবিরাম দৌড়াইতে থাকে তো। তোমার উট দুর্বল হইয়া পড়িয়া যাইবে কিন্তু বৃক্ষের ব্যাপ্তির শেষ হইবে না। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিল যে, তাহাতে কি আঙ্গুরও ধরিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। এইবার লোকটি জিজ্ঞাসা করিল যে, আঙ্গুরের একটি দানা কতটুকু বড় হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার আব্বা কি কখনো মোটা তাজা একটি বকরী যবাহ্ করিয়া উহার চামড়া খসাইয়া তোমার আম্মার হাতে দিয়া বলে নাই যে, নাও ইহা দ্বারা মশক বানাইয়া লও? লোকটি বলিল, হ্যাঁ। রাসূল (সা) বলিলেন ঃ বুঝে নাও যে, জান্নাতের একটি আঙ্গুর ঠিক এতটুকু বড় হইবে। তারপর লোকটি বলিল যে, তাহা হইলে তো উহার একটি দানা আমি এবং আমার পরিবারের সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ তোমার পাড়া-প্রতিবেশীর সকলে তৃপ্তি সহকারে খাইতে পারিবে।

لَامَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ অর্থাৎ জান্নাতের ফল কোন মওসূমেই শেষ হইবে না। যে কোন মওসূমেই যে কোন ফল পাওয়া যাইবে। যে যখন যেই ফল খাইতে ইচ্ছা করিবে, তখনই সে উহা সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। কোন কিছুই তাহাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, কাঁটা, দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে জান্নাতের ফল আহরণে জান্নাতীদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হইবে না। জান্নাতের ফলের বর্ণনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ যদি জান্নাতের একটি ফল আহরণ করে তাহার পরিবর্তে সেখানে আরেকটি ফল সৃষ্টি হইয়া যাইবে।

وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ অর্থাৎ জান্নাতে উঁচু উঁচু নরম ও আরামদায়ক বিছানা থাকিবে।

ইমাম নাসায়ী ও ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী হইতে আকাশ যতটুকু উঁচু জান্নাতের বিছানা ততটুকু উঁচু হইবে। আকাশ ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের রাস্তা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন, জান্নাতীদের বিছানা আশি বছরের দূরত্ব পরিমাণ।

اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاۤءً فَجَعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُبًا اَتْرَابًا لِاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ۔

“আমি উহাদিগকে (হুরদিগকে) বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর উহাদিগকে কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা বানাইয়াছি।”

এইখানে পূর্বে হুরদের কথা উল্লেখ না করিয়াই যমীর (সর্বনাম) ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্বের আয়াতে জান্নাতীদের শয্যার কথা আলোচনা করা

হইয়াছে। ইহাতে স্বভাবত তাহাদিগের কথা স্মরণ আসে যাহারা পুরুষদের সংগীনীরূপে এই শয্যায় থাকিবে বিধায় তাহাদিগের কথা উল্লেখ না করিয়া শুধুমাত্র যমীর ব্যবহার করা যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। যেমন হযরত সুলায়মান (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলা হইয়াছে حتى توارت بالحجاب (এমন কি উহা তথা সূর্য পর্দার আড়ালে লুকাইয়া গিয়াছে।) এইখানে সূর্যের কথা পূর্বে উল্লেখ না করিয়াই পূর্বাপর লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়াই সূর্যের যমীর তথা সর্বনাম উল্লেখ করিয়া تَوَارَتْ বলা হইয়াছে।

আবূ উবায়দা (র) বলেন, যমীর ব্যবহারের পূর্বে وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ। এই আয়াতে হুরের কথা বলা হইয়াছে বিধায় আলোচ্য আয়াতে যমীর ব্যবহার করাতে কোন অনিয়ম বা ব্যতিক্রম হয় নাই।

اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ এর অর্থ হইল যাহারা এক কালে যৌবন হারা বৃদ্ধা ছিল আমি তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীনী ও লাবণ্যময়ী সমবয়স্কা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। রূপ লাবণ্য দেহ-সৌষ্ঠব ও সচ্চরিত্রতার কারণে ইহারা স্বামীদের নিকট যারপর নাই প্রিয় ও আদরণীয় হইবে। কেহ কেহ বলেন ঃ عُرُبًا অর্থ অভিমানী নারী।

মূসা ইবন উবাইদ (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ...... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ ইহারা হইল তাহারা দুনিয়াতে যাহারা ছিল যৌবন হারা বৃদ্ধা। ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিমও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি গরীব। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে মূসা ও ইয়াযীদ দুর্বল বলিয়া বিবেচিত।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... সালমা ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালামা ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ...... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "দুনিয়ার কুমারী-অকুমারী প্রত্যেককেই জান্নাতে কুমারী বানাইয়া দেওয়া হইবে।"

হুমায়দ (রা) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (রা) বলেন, একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা বলিল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে অমুকের মা! বৃদ্ধা মহিলারা তো জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সাহাবীদিগকে বলিলেন, বৃদ্ধাকে ডাকিয়া বলিয়া দাও যে, যখন সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তখন বৃদ্ধা থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন .... اِنَّا اَنْشَاْنَاهُنَّ اِنْشَاءً। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েলে তিরমিযীতে আবদ ইব্‌ন হুমায়দের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূল কাসিম তাবারানী (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত বর্ণনা করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন ঃ আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! পবিত্র কুরআনে বর্ণিত حُوْرٌ عِيْنٌ এর অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, حُوْرٌ عِيْنٌ অর্থ এমন হুর যাহাদিগের চোখগুলি বড় বড় এবং মাথার চুল শকুনের পালকের ন্যায় 'কালো'। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ অর্থ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের হুর সকল মানুষের হাত স্পর্শ করে নাই। ঝিনুকের মধ্যে সংরক্ষিত মুক্তার ন্যায় পরিচ্ছন্ন ও সুরক্ষিত। তারপর আমি বলিলাম فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌএর অর্থ কি আমাকে বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল, জান্নাতী রমণীগণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং অত্যন্ত রূপসী হইবে। তারপর আমি বলিলাম, كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ অর্থ কি বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, জান্নাতের হুরগণ ডিমের ভিতরের পাতলা পর্দার ন্যায় নাজুক ও কোমল হইবে। অতঃপর عُرُبًا اَتْرَابًا এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহার অর্থ হইল যে জান্নাতী মহিলা, যারা দুনিয়াতে বৃদ্ধ হইয়া যৌবন হারাইয়া ফেলিয়াছিল; আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে তাহাদিগকে পুনরায় কুমারী সোহাগীনী ও একই সময় জন্মলাভকারী স্বামীদের সমবয়স্কা বানাইয়া দেওয়া হইবে। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ শ্রেষ্ঠ না কি জান্নাতের হুরগণ শ্রেষ্ঠ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, গালিচার বহিঃ পরিচ্ছদের চেয়ে অন্তঃপরিচ্ছদ যেমন শ্রেষ্ঠ, জান্নাতের হুরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতী নারীগণ তেমনি শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি জানিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কারণ তাহারা নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং আল্লাহ্র ইবাদত করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের মুখমণ্ডলকে নূর দ্বারা এবং সমগ্র দেহকে রেশমী বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিবেন। তাহাদিগের দেহের বর্ণ হইবে সাদা, পোষাক হইবে সবুজ, অলংকারাদি হইবে হলুদ এবং চিরুনী হইবে সোনার তৈরি। তাহারা বলিবে ঃ

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَمُوْتُ اَبَدًا
وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ اَبَدًا
وَنَحْنُ الْمُقِيْمَاتُ فَلاَ فَظْعَنَ اَبَدًا
وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نُخِطُّ اَبَدًا
طُوْبى لِمَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا

অর্থাৎ আমরা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিব কখনও মৃত্যুবরণ করিব না। আমরা চির সুখী কখনও আমরা সম্পদহারা হইব না। আমরা নিজ আবাসস্থলে অবস্থানকারী কখনো

আমরা সফরে যাইব না। আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি তুষ্ট, কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিব না। ভাগ্যবান তিনি আমরা যাহার এবং যিনি আমাদের।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদিগের মধ্যে অনেক মহিলা দুই, তিন, চার বা ততোধিক স্বামীর ঘর করে। এখন যদি মৃত্যুর পর সে এবং তাহার সব কয়জন স্বামীও জান্নাতে যায়, তাহা হইলে জান্নাতে তাহার স্বামী কে হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এমন মহিলাকে তন্মধ্য হইতে যে কোন একজন স্বামী গ্রহণ করিবার অধিকার দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মধ্যে যাহার স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহার ভালো ছিল, সে তাহাকেই বাছিয়া লইয়া বলিবে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই স্বামী আমার সহিত সকলের চেয়ে ভালো ব্যবহার করিয়াছে, আপনি ইহার সহিত আমাকে বিবাহ দিয়া দিন। শোন, উম্মে সালামা! সচ্চরিত্রই দুনিয়া ও আখিরাতেরসমূহ কল্যাণ লইয়া গেল!"

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ামতের দিন সমস্ত ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সুপারিশ করিবেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ আমি তোমার সুপারিশ কবুল করিলাম এবং সকল ঈমানদারকে জান্নাতে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলাম। এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, যেই সত্তা আমাকে সত্য নবীরূপে দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের দুনিয়ার ঘর-দরজা, স্ত্রী-সন্তান তোমাদিগের নিকট যেমন পরিচিত, জান্নাতীদের নিকট তাহাদিগের জান্নাতের ঘর-দরজা ও স্ত্রী তদপেক্ষা বেশী পরিচিত হইবে। প্রত্যেক জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করিয়া বাহাত্তর জন হুর স্ত্রী এবং দুনিয়ার জান্নাতী মহিলাদের হইতে দুইজন স্ত্রী লাভ করিবে। দুনিয়াতে আল্লাহ্র ইবাদত করার কারণে দুনিয়ার স্ত্রীগণ হুরদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে। ইহারা ইয়াকূতের তৈরি প্রাসাদে সোনার তৈরি পালংকে শয়ন করিবে। তাহারা মিহি রেশমের তৈরি সত্তর জোড়া পোষাক পরিধান করিবে। জান্নাতীরা এক এক করিয়া প্রত্যেকের সহিত সহবাস করিবে। তাহাদিগের কুমারীত্ব কখনো বিলুপ্ত হইবেন। স্বামী-স্ত্রী কেহই কখনো ক্লান্ত হইবে না। সহবাস যতই করুক, কখনো স্বামীর যৌনাংগ শিথিল হইবে না। সহবাসে কাহারোই বীর্যপাত হইবে না।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ওহাব (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতীরা কি স্ত্রী সহবাস করিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, করিবে। উত্তম পদ্ধতিতে খুব ভালো করিয়া করিবে। সহবাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় পবিত্র ও কুমারী হইয়া যাইবে।"

তাবারানী (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীগণ স্ত্রী সহবাস করিবার পর সাথে সাথে স্ত্রীগণ পূর্বের ন্যায় কুমারী হইয়া যাইবে।"

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে অসংখ্য স্ত্রীদের সহিত সহবাস করিবার ক্ষমতা দান করিবেন। শুনিয়া হযরত আনাস (রা) বলিলেন, হুযূর! জান্নাতীরা অসংখ্য স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এক একজন জান্নাতীকে একশত সুপুরুষের শক্তি দান করা হইবে।"

আবুল কাসিম তবরানী ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতে কি আমরা স্ত্রী সহবাস করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এক একজন জান্নাতী দৈনিক একশত কুমারী নারীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হইবে।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, عُرُبًا অর্থ স্বামীর প্রিয় ও আদরণীয়া নারী। যাহ্হাক (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عُرُبٌ অর্থ স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি আসক্ত হইবে এবং স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হইবে। আব্দুল্লাহ ইব্ন মারজাম, মুজাহিদ, ইকরিমা, আবুল আলিয়া, ইয়াহ্ইয়া কাসীর, আতিয়্যা, হাসান, কাতাদা এবং যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। শু'বা (র) সিমাক (র)-এর মাধ্যমে ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন। ইকরিমা (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ অভিমানী নারী।

তামীম ইব্ন হাযলাম (র) বলেন, عُرْبٌ অর্থ যে নারী সর্বদা স্বামীর মন জয় করিয়া রাখে। যায়দ ইব্ন আসলাম ও তাহার ছেলে আব্দুর রহমান (র) বলেন, عُرُبٌ অর্থ যে নারীর ভাষা মধুর।

ইব্ন আবূ হাতিম ..... আবূ মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মুহাম্মদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতী রমণীগণের ভাষা হইবে আরবী।"

اَتْرَابًا যাহহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَتْرَابًا অর্থ সমবয়স্কা তথা জান্নাতে নারী পুরুষ সকলেরই বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

মুজাহিদ (র) বলেন, اتراب অর্থ مُسْتَوِيَاتٌ অর্থাৎ জান্নাতী রমণীদের স্বভাব-চরিত্র ঠিক স্বামীদের স্বভাব-চরিত্রের মত হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন, اتراب অর্থ জান্নাতী রমণীদের চরিত্র এমন হইবে যে, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর কোন হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না। যেরূপ সতীনদের মধ্যে হিংসা হইয়া থাকে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... হাসান ও মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান ও মুহাম্মদ (র) বলেন, عُرُبًا اَتْرَابًا অর্থ সকল জান্নাতী রমণীর বয়স একই রকম হইবে।

ফলে তাহারা অসংকোচে একত্রে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং একত্রে খেলাধূলা করিবে।

আবূ ঈসা তিরমিযী (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, জান্নাতী হুরগণ মাঝে মধ্যে একত্রিত হইয়া উচ্চস্বরে এমন মধুর কণ্ঠে গাইবে যা কোন মানুষ কখনো শ্রবণ করে নাই। তাহারা বলিবে ঃ

نحن الخالدات فلا نبيد * ونحن الناعمات فلانباس

نحن الرَّاضيات فلانها * طوبى لمن كان لنَا وكناله

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হুরগণ জান্নাতে গান গাইবে। তাহারা বলিবে ঃ

نَحْنُ خَيْرَاتُ حِسَانٌ - خُلِقْنَا لاَزْوَاجٍ كِرَامٍ অর্থাৎ আমরা পূত-পবিত্র নিষ্কলংক রূপসী নারী। মহান স্বামীদের জন্যই আমাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

ইমাম আব্দুর রহীম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ..... আনাস (রা) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ ইহার কয়েকটি অর্থ হইতে পারে। হয়ত জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। কিংবা তাহাদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনদের সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। তবে বাহ্যত বুঝা যায় যে لاَصْحَابِ الْيَمِيْنِ এর সম্পর্ক اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ। এর সহিত অর্থাৎ আমি জান্নাতী রমণীদিগকে আসহাবুল ইয়ামীনের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি– এই অর্থটিই যুক্তিসংগত। ইব্‌ন জারীর (র) এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন, আমি এক রাতে নামায পড়িয়া বসিয়া দু'আ করিতেছিলাম। প্রচণ্ড শীতের কারণে আমি এক হাত তুলিয়াই দু'আ করি। অতঃপর আমি ঘুমাইয়া পড়ি। ঘুমের মধ্যে এমন একজন রূপসী হুর দেখিতে পাই যাহার মত রূপ-সৌন্দর্য জীবনে কেহ কখনো দেখে নাই। সে আমাকে বলিতেছিল, হে আবূ সুলায়মান! তুমি এক হাতে দু'আ করিতেছ আর আমি পাঁচশত বছর পর্যন্ত জান্নাতে তোমার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিতেছি।

আমার মতে لِأَصْحَابِ الْيَمِيْنِ পূর্ববর্তী শব্দ اَتْرَابًا এর সহিতও সম্পর্কিত হইতে পারে। তখন অর্থ হইবে জান্নাতী রমণীরা আসহাবুল ইয়ামীনের সমবয়স্কা।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটি পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। তারপর যাহারা প্রবেশ করিবে তাহারা হইবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। জান্নাতীদের পেশাব পায়খানা হইবে না। মুখ হইতে থুথু এবং নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে না। তাহারা স্বর্ণের চিরুনী ব্যবহার করিবে। দেহের ঘাম হইবে মিশকের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। ডাগর চোখা সুনয়না হুর হইবে তাহাদিগের স্ত্রী। সকলের স্বভাব-চরিত্র, মন-মানসিকতা হইবে একই রকম এবং আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা হইবে।

তাবারানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের দেহের রং হইবে সাদা, মাথার চুল হইবে কোঁকড়ানো চক্ষু হইবে সুরমা মাখা। তেত্রিশ বছর বয়সের আদম (আ)-এর ন্যায় ষাট হাত লম্বা এবং সাত হাত চওড়া হইবে।

ইমাম তিরমিযী (র) ..... মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীদের দেহে কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। তাহাদিগের চোখ হইবে সুরমা মাখা এবং তাহাদিগের বয়স হইবে তেত্রিশ বছর।

ইব্ন ওয়াহাব (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় ছোট হউক বা বড় হউক জান্নাতে প্রত্যেক জান্নাতীই তেত্রিশ বছর বয়সের যুবক হইবে। বয়স কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি পাইবে না। জাহান্নামীদের অবস্থাও তদ্রূপ।

আবূ বকর ইব্ন আবূদ্দুনিয়া ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করার সময় জান্নাতীগণ আদম (আ)-এর ন্যায় ফেরেশ্তাদের হাতের ষাট হাত লম্বা, ইউসুফ (আ)-এর ন্যায় সুদর্শন হইবে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর ন্যায় তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। আর ভাষা হইবে মুহাম্মদ (সা)-এর ভাষা আরবী। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা।"

আবূ বকর ইব্ন আবূ দাঊদ (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতীরা আদম (আ)-এর ন্যায় লম্বা এবং হযরত ঈসা (আ)-এর আয়ুর সমান তেত্রিশ বছর বয়সের হইবে। তাহাদিগের দেহের কোথাও কোন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকিবে না। (মাথার চুল ব্যতীত) চক্ষু হইবে তাহাদের সুরমা মাখা। এই অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করার পর

তাহাদিগকে জান্নাতের একটি বৃক্ষের নিকট লইয়া যাওয়া হইবে। এবং উহার হইতে এমন পোষাক পরিধান করান হইবে তাহাদিগের পোষাক কখনো পুরাতন বা মলিন হইবে না এবং যৌবন কখনো বিলুপ্ত হইবে না।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ অর্থাৎ আসহাবে ইয়ামীনদের একদল লোক হইবে পূর্ববর্তীদের হইতে এবং একদল হইবে পরবর্তীদের হইতে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "একবার উম্মতসহ সকল নবীদেরকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। নবীগণ এক একজন করিয়া উম্মতসহ আমার সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করিত। কোন নবীর সহিত বড় একদল, কোন নবীর সহিত মাত্র তিনজন করিয়া উম্মত ছিল। আবার কাহারো সহিত কোন উম্মতই ছিল না। বর্ণনাকারী কাতাদা (র) এতটুকু বর্ণনা করিয়া বলিলেন, اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কি এক বিবেকবান লোকও নাই? এক পর্যায়ে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের বিরাট একটি দল সহকারে আমার পার্শ্ব অতিক্রম করেন। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্! এই লোকটি কে? আল্লাহ্ বলিলেন, এই লোকটি তোমার ভাই হযরত মূসা ইব্ন ইমরান। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতরা কোথায়? আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি তোমার ডান দিকে তাকাইয়া দেখ। আমি ডান দিকে তাকাইয়া বিপুল পরিমাণ লোক দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সন্তুষ্ট আছ? আমি বলিলাম হাঁ, আল্লাহ্! আমি সন্তুষ্ট আছি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, এইবার তুমি তোমার বাম প্রান্তে তাকাইয়া দেখ। আমি বাম প্রান্তে তাকাইয়াও অসংখ্য মানুষ দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি খুশী আছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্ আমি খুশী আছি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, ইহাদের সহিত আরো সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই কথা শুনিয়া বনী বনু আসাদ গোত্রের উকাশা ইব্ন মিহসান (রা) নামক এক বদরী সাহাবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন হে আল্লাহ্র রসূল! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমাকেও সেই সত্তর হাজারের মধ্যে শামিল করিয়া নেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি এই লোকটিকে তাহাদিগের মধ্যে শামিল করিয়া নাও।" দেখাদেখি আরেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হুযূর! আমার জন্যও দু'আ করুন! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'উকাশা তোমার পূর্বে বিজয় লইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার মাতা-পিতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ! তোমরা যদি পার তো এই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাও। যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর যদি না পার

তাহা হইলে মুজাহিদ দলের অন্তর্ভুক্ত হও। আর যদি তাহাও না পার তাহা হইলে অন্ততপক্ষে নাজাতপ্রাপ্ত ওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হও। অতঃপর রাসূল (সা) বলিলেন ঃ আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক-চতুর্থাংশ হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর বলিলেন ঃ আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের এক-তৃতীয়াংশ হইবে। শুনিয়া তাকবীর ধ্বনি দিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। শুনিয়া আমরা তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অবশেষে আমরা পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিলাম যে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী এই সত্তর হাজার কাহারা? তখন আমরাই স্থির করি যে, যাহারা জন্মগতভাবে মুসলমান জীবনে কখনো শির্ক করে নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুনিয়া বলিলেন, না ইহারা নয় বরং যাহারা ঝাড়-ফুঁক করায় না, কাল গ্রহণ করে না এবং সদা সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল রাখে।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই আমার উম্মতের মধ্য হইতে হইবে।"

(٤١) وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۝

(٤٢) فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ۝

(٤٣) وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۝

(٤٤) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ۝

(٤٥) اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۝

(٤٦) وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ۝

(٤٧) وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا

لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝

(٤٨) أَوَ اٰبَاۤؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ○

(٤٩) قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ ۙ○

(٥٠) لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ○

(٥١) ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّاۤلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ۙ○

(٥٢) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ○

(٥٣) فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ○

(٥٤) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ○

(٥٥) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ۗ○

(٥٦) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ۗ○

৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল!

৪২. উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে,

৪৩. কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়,

৪৪. যাহা শীতল নয়, আরামদায়কও নয়।

৪৫. ইতিপূর্বে উহারা তো মগ্ন ছিল ভোগ-বিলাসে

৪৬. এবং উহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্মে।

৪৭. উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও কি পুনরুত্থিত হইব আমরা?

৪৮. এবং আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণও?

৪৯. বল, 'অবশ্যই পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তীগণ—

৫০. সকলকে একত্রিত করা হইবে এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।

৫১. অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা!

৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করিবে যাক্‌কূম বৃক্ষ হইতে,

৫৩. এবং উহা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করিবে,

৫৪. তারপর তোমরা পান করিবে অত্যুষ্ণ পানি—

৫৫. পান করিবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়।
৫৬. কিয়ামতের দিন ইহাই হইবে উহাদিগের আপ্যায়ন।

তাফসীর ঃ আসহাবুল ইয়ামীনের আলোচনা শেষ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা আস্‌হাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا اَصْحٰبُ الشِّمَالِ অর্থাৎ আসহাবুশ শিমাল অর্থাৎ বাম দিকের দলের অবস্থা কিরূপ হইবে? অতঃপর উহা ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فِىْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ لاَّبَارِدٍ وَّلاَ كَرِيْمٍ অর্থাৎ উহারা থাকিবে অত্যুষ্ণ বায়ু উত্তপ্ত পানি ও কৃষ্ণবর্ণ ধুম্রের ছায়ায়, যাহা শীতলও নয়, আরামদায়কও নয়।

سَمُوْمٍ অর্থ গরম বায়ু এবং حميم অর্থ গরম পানি। وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ এর অর্থ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে ধুম্র। মুজাহিদ, ইকরিমা, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ আরো অনেকে এই অর্থ সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসংগে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ لاَّ ظَلِيْلٍ وَّلاَ يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَاَنَّهٗ حِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ-

অর্থাৎ চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যাহা রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে, ইহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকা তুল্য, উহা পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণী সদৃশ, সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।

لاَبَارِدٍ وَّلاَ كَرِيْمٍ অর্থাৎ সেই ধুম্র আরামদায়কও হইবে না চোখেও ভালো লাগিবে না। যাহ্হাক (র) বলেন ঃ যে সব পানীয় সুস্বাদু নয়, উহা كَرِيْمٍ নহে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ কোন বস্তুর মন্দত্ব বুঝাইবার জন্য আরবরা لاَكَرِيْمٍ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন তাহারা বলে ঃ هذا الطعام ليس بطيب ولاكريم هذه الدَّارُ ليس بنظيفة ولا كريمةٍ - هذا اللّحم ليس بسمين ولاكريم - ইত্যাদি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ অর্থাৎ এই শ্রেণীর লোকের এই আযাবগুলি এইজন্য ভোগ করিতে হইবে যে, দুনিয়াতে তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামত পাইয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া গিয়াছিল; রাসূলদের কোন কথার প্রতি কর্ণপাত করে নাই।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ এবং তাহারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতর পাপকর্ম তথা আল্লাহ্‌র প্রতি কুফর, প্রতিমা সমূহকে রব সাব্যস্ত করা ইত্যাদিতে। কখনো তওবা করিয়া সৎ পথ অবলম্বন করিবার চিন্তাও করে নাই। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থ শিরক। মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহ্‌হাক, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) সহ অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শা'বী (র) বলেন ঃ الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ। অর্থ ইয়ামীনে গুমূস তথা মিথ্যা শপথ।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ -

অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিয়া এবং উহার বাস্তবায়নকে অসম্ভব মনে করিয়া বলে যে, আমরা যখন মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া যাইব তখন কি আমরা এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা পুনরুত্থিত হইব?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَ الْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তাহাদিগকে বলে দিন যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল আদম সন্তানকে কিয়ামতের চত্বরে সমবেত করা হইবে। তোমাদিগের কেহই উহা হইতে রক্ষা পাইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذَالِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلاَّ لاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ يَوْمَ يَاْتِ لاَتَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلاَّ بِاِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ -

অর্থাৎ ইহা সেই দিন যেদিন সকলকে উপস্থিত করা হইবে। এবং আমি নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্য উহা স্থগিত রাখি মাত্র। যখন সেদিন আসিবে তখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহ কথা বলিতে পারিবে না। উহাদিগের মধ্যে কেহ হইবে হতভাগ্য ও কেহ ভাগ্যবান।

তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ কিয়ামতে দিবস নির্ধারিত ও সীমিত। নির্ধারিত সময় সীমার একটু আগেও হইবে না পরেও হইবে না; একটু কমও হইবে না বেশীও হইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

অর্থাৎ হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারী দল! তোমরা অবশ্যই যাক্কূম বৃক্ষ হইতে আহার করিয়া উদর পূর্তি করিবে।

فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ অর্থাৎ তারপর তোমরা পান করিবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় অত্যুষ্ণ গরম পানি।

هِيْمِ শব্দ اَهِيْمِ এর বহুবচন। অর্থ হইল, তৃষ্ণার্ত উট। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও ইকরিমা (র) বলেন ঃ الْهِيْمِ। অর্থ তৃষ্ণার্ত উট। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইকরিমা (র) বলেন ঃ الهيم। অর্থ রুগ্ন উট, যে চুষিয়া পানি পান করে কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সুদ্দী (র) বলেন ঃ উটের এক ধরনের ব্যাধি যাতে আক্রান্ত হলে আর পিপাসা নিবারণ হয় না। এভাবে একদিন আক্রান্ত উটটি মরিয়া যায়। তদ্রূপ উষ্ণ পানি যতই পান করিবে তাহাতে জাহান্নামীদের পিপাসা নিবারণ হইবে না।

খালিদ ইব্ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনবার শ্বাস না ফেলিয়া তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় একবারে এক ঢোকে পানি পান করিতে তিনি পছন্দ করিতেন না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ অর্থাৎ উপরে যাহা উল্লেখ করা হইল উহা হইল কিয়ামতের দিন কাফির মুশরিকদের আপ্যায়ন। যেমন ঈমানদারদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহাদিগের আপ্যায়নের জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস।

(٥٧) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ○

(٥٨) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○

(٥٩) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

(٦٠) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

(٦١) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

(٦٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৫৭. আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা বিশ্বাস করিতেছ না?

৫৮. তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদিগের বীর্যপাত সম্বন্ধে?

৫৯. উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর না আমি সৃষ্টি করি?

৬০. আমি তোমাদিগের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি এবং আমি অক্ষম নহি–

৬১. তোমাদিগের স্থলে তোমাদিগের সদৃশ আনয়ন করিতে এবং তোমাদিগকে এমন এক আকৃতি দান করিতে যাহা তোমরা জান না।

৬২. তোমরা তো অবগত হইয়াছ প্রথম সৃষ্টি সম্বন্ধে, তবে তোমরা অনুধাবন কর না কেন?

তাফসীর ঃ যাহারা কিয়ামত এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে এবং অসম্ভব মনে করে, তাহাদিগের প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ؟ অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়া অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না? ইহার পরেও কি তোমরা পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করিবে না?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ - أَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ অর্থাৎ মাতৃ জরায়ুতে তোমরা বীর্য স্থাপন কর, না কি বীর্য সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই উহা স্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ অর্থাৎ "আমিই তোমাদিগের মাঝে তথা আকাশ যমীনের সকলের মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْمَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদিগের এই সৃষ্টিকে পরিবর্তন করিয়া সম্পূর্ণ নতুনভাবে পুনরায় তোমাদিগকে সৃষ্টি করিতে আমি অপারগ নহি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْ لَاتَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমরা তো জান যে, এক সময় তোমরা কিছুই ছিলে না, তোমাদিগের কোন অস্তিত্বই ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া চোখ, কান, অন্তর ইত্যাদি দান করিয়াছেন। ইহার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? এবং এই কথা উপলব্ধি করিবে না যে, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন পুনরায় সৃষ্টি করা তাঁহার জন্য কোন সমস্যাই নহে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় তিনিই সৃষ্টি করিবেন। আর এই কাজ তাঁহার পক্ষে নিতান্তই সহজ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَاهُوَخَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّ نَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٍ-

অর্থাৎ 'মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়; বলে অস্তিত্বে প্রাণ সঞ্চার করিবে কে? যখন উহা পঁচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই, যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।'

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

اَ يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى - اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِىٍّ يُّمْنٰى- ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَكَرَ وَالْاَنْثٰى اَلَيْس ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُحْيِىَ الْمَوْتٰى-

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে অনর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল– নর ও নারী। তবুও কি স্রষ্টা মৃত্যকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

(٦٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○

(٦٤) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

(٦٥) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○

(٦٦) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○

(٦٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

(٦٨) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ○

(٦٩) ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○

(٧٠) لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

(٧١) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ○

(٧٢) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ ○

(٧٣) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○

(٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

৬৩. তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি?
৬৪. তোমরা কি উহাকে অংকুরিত কর, না আমি অংকুরিত করি?
৬৫. আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা।
৬৬. তখন বলিবে, 'আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়াছে!
৬৭. 'আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি।'
৬৮. তোমরা যে পানি পান কর, তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ?
৬৯. তোমরাই কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি?
৭০. আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?
৭১. তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি?
৭২. তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?
৭৩. আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদিগের প্রয়োজনীয় বস্তু।
৭৪. সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَفَرَاَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ "তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?" জমি চাষ করিয়া উহাতে বীজ বপন করাকে আরবীতে حَرْثٌ বলা হয়।

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ অর্থাৎ জমিতে বীজ বপন করিয়া উহা তোমরা অংকুরিত কর, না কি আমি অংকুরিত করি?" অর্থাৎ তোমরা নহ বরং আমিই রোপিত বীজকে যথাস্থানে স্থাপন করি এবং অংকুরিত করি।

ইব্ন জারীর (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা زَرَعْتُ (অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না বরং حَرَثْتُ (রোপন করিয়াছি) বলিও।" আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা কি اَفَرَأَيْتُمْ مَّاتَحْرُثُوْنَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ কর নাই?

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ আব্দুর রহমান (র) বলেন, তোমরা زَرَعْنَا (আমরা অংকুরিত করিয়াছি) বলিও না। বরং حَرَثْنَا (আমরা বীজ বপন করিয়াছি) বলিও।

হাজার আল মুনযিরী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ। এবং এই ধরনের অন্য কোন আয়াত পাঠ করিলে বলিতেন, بَلْ اَنْتَ يَارَبِّ (আমরা নহি, আপনিই অংকুরিত করেন হে আমার প্রতিপালক!)

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থাৎ আমি আমার দয়া ও অনুগ্রহে বীজ অংকুরিত করিয়া তোমাদিগের উপকারার্থে উহা অক্ষুণ্ণ রাখি। আমি ইচ্ছা করিলে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই এবং কাটিয়া ঘরে আনিবার পূর্বেই আমি উহা শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি। যাহা দেখিয়া তোমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে।

اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ। অর্থাৎ তোমাদিগের রোপিত বীজকে অংকুরিত করিয়া উহা পরিপক্ক হইবার পূর্বেই যদি খড়-কুটায় পরিণত করিতাম, তা হইলে হতবুদ্ধি হইয়া নানা ধরনের কথা বলিতে। কখনো বলিতে اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ। অর্থাৎ সব হারাইয়া তো আমরা সর্বশান্ত হইয়া পড়িলাম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, আমাদিগের তো সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে– বলিতে بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থাৎ বরং আমরা ফসলাদি ধন-সম্পদ ইত্যাদি হইতে বঞ্চিত হইয়া গেলাম। কাতাদা (র) বলেন, অর্থাৎ আমাদের কোন মাল নাই ও আমাদের কোন লভ্যাংশ নাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থ بَلْ نَحْنُ مَجْدُوْدُوْنَ অর্থাৎ আমরা সর্বহারা হইয়া গিয়াছি।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَعْجَبُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অবাক হইয়া যাইতে।

মুজাহিদ (র) অন্যত্র বলেন ঃ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَفْجَعُوْنَ وَتَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইতে এবং হারানো ফসলের জন্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িতে।

ইকরিমা (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَلَامُوْنَ অর্থাৎ তোমরা একজন আরেকজনকে তিরস্কার করিতে। হাসান, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) বলেন, فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ অর্থ فَظَلْتُمْ تَلَامُوْنَ অর্থাৎ তোমরা অনুতপ্ত হইতে। অর্থাৎ তখন তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ উহার জন্য কিংবা কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইতে।

কাসায়ী (র) বলেন, تَفَكُّهُ পরস্পর বিপরীত অর্থ বিশিষ্ট শব্দ। উহার এক অর্থ নিয়ামত ভোগ করা; আরেক অর্থ হইল দুঃখিত হওয়া।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি চিন্তা করিয়াছ? মেঘ হইতে উহা তোমরা নামাইয়া আন, না আমিই উহা বর্ষণ করি? অর্থাৎ তোমরা যে পানি পান কর উহা মেঘ হইতে তোমরা নহ বরং আমিই বর্ষণ করি। এই বিষয়ে কি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র) এবং আরো অনেকে বলেন, আলোচ্য আয়াতে مُزْنٌ অর্থ মেঘ।

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا অর্থাৎ মেঘ হইতে আমি যেই পানি বর্ষণ করি, ইচ্ছা করিলে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া তোমাদিগের পান ও ফসলে ব্যবহারের অযোগ্য করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমি উহা করি নাই। ইহাও তোমাদিগের প্রতি আমার একটি বিরাট অনুগ্রহ।

فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ এই যে আমি তোমাদিগের জন্য আকাশ হইতে সুমিষ্ট ও ব্যবহার উপযোগী পানি অবতীর্ণ করিলাম, যাহা দ্বারা তোমরা গোসল কর, কাপড় পরিষ্কার কর, ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা সিঞ্চন কর এবং যাহা নিজেরা পান কর ও পশুপাল ইত্যাদিকে পান করাও, তজ্জন্য তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না?

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ জা'ফর (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ জা'ফর (র) বলেন, রাসূল (সা) পানি পান করিয়া বলিতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে সুমিষ্ট সুপেয় পানি পান করাইয়াছেন,এবং আমাদের পাপের কারণে উহাকে লবণাক্ত ও তিক্ত করিয়া দেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ "তোমরা সেই অগ্নি সম্পর্কে ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যাহা তোমরা প্রজ্বলিত কর?

ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ অর্থাৎ যে বৃক্ষ হইতে তোমরা অগ্নি প্রজ্বলিত কর উহা কি তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, না আমিই উহার সৃষ্টিকর্তা। অর্থাৎ তোমরা নহ ইহাও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি।

উল্লেখ্য যে, আরবদেশে দুই ধরনের বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। একটির নাম মারখ অপরটির নাম 'আফার। এই বৃক্ষদ্বয় হইতে দুইটি সবুজ ডাল লইয়া পরস্পর ঘষা দিলে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً অর্থাৎ দুনিয়ার এই আগুনকে আমি বড় আগুন তথা জাহান্নামের আগুনের নিদর্শন বানাইয়াছি। যেন ইহা দেখিয়া তোমাদের জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ হয়। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

হযরত কাতাদা (র) কর্তৃক একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুনিয়ার এই আগুন যাহা তোমরা প্রজ্জ্বলিত কর, উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।" (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের তেজ দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী) শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হে আল্লাহ্র রাসূল! আযাব দেওয়ার জন্য কি এতটুকুই যথেষ্ট ছিল না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আবার সত্তর ভাগের এক ভাগকেও সমুদ্রের মধ্যে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। ফলে এখন তোমরা উহার নিকটে যাইতে পার এবং উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পার।"

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। এই এক ভাগকে আবার সমুদ্রের পানিতে দুইবার ভিজানো হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি উহা না করিতেন, তাহা হইলে এই আগুন দ্বারা তোমরা কোনই উপকৃত হইতে পারিতে না।"

ইমাম মালিক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "বনী আদম যেই আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আযাবের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "জাহান্নামের আগুনের তেজ এই আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশী।"

আবূ কাসিম তাবারানী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কেমন? শোন! জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুন অপেক্ষা সত্তর গুণ কালো।"

وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ "এবং মরুচারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু।"

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও নযর ইব্ন আরবী (র) বলেন, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ لِلْمُسَافِرِيْنَ অর্থাৎ আমি এই অগ্নিকে মুসাফিরদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু বানাইয়াছি। ইব্ন জারীর (র)-ও এই অর্থটি সমর্থন করিয়াছেন।

অন্যরা বলেন, مُقْوِيْنَ অর্থ যাহারা লোকালয় হইতে দূরে কোন মরুভূমিতে বসবাস করে। আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (রা) বলেন ঃ এইখানে مُقْوِيْنَ অর্থ ক্ষুধার্ত।

লায়স ইব্‌ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ للحاضر والمسافر অর্থাৎ যাহারা নিজ গৃহে অবস্থান করে এবং মুসাফির সকলের জন্যই আমি এই অগ্নিকে প্রয়োজনীয় বস্তু বানাইয়াছি। সুফিয়ান (র) জাবির জু'ফী (র)-এর সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ হইতে বর্ণনা করেন যে, لِلْمُقْوِيْنَ অর্থ المستمتعين من الناس أجْمَعِيْنَ। অর্থাৎ সর্বস্তরের সকল মানুষের জন্য উপকারী। ইকরিমা (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই অন্যান্য ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাপক। কারণ মুসাফির-মুকীম, রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রয়োজনে আগুনের মুখাপেক্ষী। ইহার পর দেখুন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি এই আগুন বিভিন্ন পাথর ও খাঁটি লোহার মধ্যে গচ্ছিত রাখিয়াছেন। যেন মুসাফির অন্যান্য আসবাবপত্র ও কাপড়-চোপড়ের সহিত এই আগুনও বহন করিতে পারে এবং পথিমধ্যে প্রয়োজন হলে তা পূরণ করতে পারে। তবে মুসাফিরগণ এই আগুন দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয় বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে শুধু মুসাফিরদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যথায় আগুন ব্যতীত কেহই চলিতে পারে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ও আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "তিনটি বস্তুতে সকল মুসলমানের সমান অধিকার– আগুন, ঘাস ও পানি।"

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিনটি ব্যাপারে কাউকে বাধা দেওয়া যায় না। পানি, ঘাস ও আগুন।"

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ তিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য স্বীয় শক্তি বলে এইসব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তোমার সেই মহান প্রতিপালকের মহিমা বর্ণনা কর। তিনি বিপরীতধর্মী বহু বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন যেমন মিঠা ও লবণাক্ত পানি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে মিঠা পানিকে লবণাক্ত পানিতে পরিণত করিতে পারিতেন এবং তিনি আগুন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ইহাতে বান্দার জন্য অনেক উপকারিতা রহিয়াছে। ইহা ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে উপকারী।

(٧٥) فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ○

(٧٦) وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○

(٧٧) إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ○

(٧٨) فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ○

(٧٩) لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ○

(٨٠) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٨١) أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ○

(٨٢) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○

৭৫. আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের।
৭৬. অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানিতে।
৭৭. নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন,
৭৮. যাহা আছে সুরক্ষিত কিতাবে,
৭৯. যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা স্পর্শ করিতে পারে না।
৮০. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।
৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করিবে?
৮২. এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ!

তাফসীর ঃ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ "আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের।" যাহ্হাক (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির কোন বস্তুর নামে শপথ করেন না। কিন্তু কোন কথার শুরুতে সৃষ্টির নামেও শপথ করেন। যাহ্হাকের এই মতটি দুর্বল। জমহূর আলিমগণের মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার যে কোন মাখলূকের নামেই শপথ করিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার মহত্বেরই প্রমাণ।

কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে আলোচ্য আয়াতের শুরুতে لا হরফটি যায়েদা বা অতিরিক্ত। আসল ইবারত হইল اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ অর্থাৎ আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিতেছি। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। আর শপথের জবাব হইল اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন।

অন্যরা বলেন ঃ لاَ হরফটি যায়েদা বা অনর্থক নহে। বরং مُقْسَمًا بِهٖ যদি নেতীবাচক হয় তাহলে কসমের শুরুতে لاَ যোগ করা আরবী ভাষার নিয়ম। যেমন হযরত আয়িশা (রা) বলেন , لاَ وَاللّٰهِ مَامَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ يَدَ امْرَاَةٍ قَطُّ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত কখনো কোন (পর) নারীর হাত স্পর্শ করে নাই। তদ্রূপ নিয়মানুযায়ী আলোচ্য আয়াতে لاَ যোগ করা হয়েছে। এই আয়াতে মূল ইবারত এইরূপ ঃ

فَلاَ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ لَيْسَ الاَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِى الْقُرْاٰنِ اِنَّهٗ سِحْرٌ اَوْ كَهَانَةٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ-

অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগের ধারণানুযায়ী কুরআন যাদু বা ভবিষ্যত কথন নহে বরং ইহা আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম।

কেহ কেহ বলেন ঃ আয়াতের শুরুতে প্রথমে لا বলিয়া মুশ্‌রিকদের দাবী খণ্ডন করা হইয়াছে। তারপর اقسم বলিয়া শপথ করিয়া আসল কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা যাহা বল ব্যাপার আসলে তাহা নহে।

مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরদের মত ভিন্নতা দেখা যায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাকীম ইব্‌ন জুবায়র (র) বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ অর্থ مَوَاقِعُ نُجُوْمِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ কুরআন ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হওয়া ; কারণ কুরআন প্রথমে উর্ধ্ব আকাশ হইতে একত্রে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত কিছু কিছু করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নাযিল করা হয়। অতঃপর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

যাহ্‌হাক (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কুরআন একত্রিতভাবে নিম্ন আকাশের ফেরেশ্‌তাদের নিকট অবতীর্ণ হয়। অতঃপর সেই ফেরেশ্‌তাগণ বিশ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর হাতে উহা অর্পণ করেন। সবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) বিশ বছরে উহা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে অর্পণ করেন। ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী ও আবূ হায্‌রা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। অর্থাৎ مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ অর্থ مَوَاقِعُ نُجُوْمُ الْقُرْاٰنِ মুজাহিদ (র) ইহাও বলিয়াছেন যে مَوَاقِعُ

النُّجُوْمِ অর্থ مَوَاقِعُ النُّجُوْمُ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশস্থ নক্ষত্র অস্তাচলের স্থান। কেহ কেহ নক্ষত্র উদয়াস্তের জায়গাও বলিয়াছেন। হাসান এবং কাতাদা (র) এই অর্থ বলিয়াছেন। ইব্ন জারীরের মতও ইহাই। হাসান (র) হইতে একটি বর্ণনা এই পাওয়া যায় যে, مَوَاقِعُ النُّجُوْمِ অর্থ কিয়ামতের দিন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া।

যাহ্হাক (র) বলেন نُجُوْمٌ দ্বারা সেই সব নক্ষত্র উদ্দেশ্য যেইগুলো সম্পর্কে মুশ্রিকদের আকীদা ছিল এই যে, বৃষ্টি হইলে তাহারা বলিত, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হইয়াছে।

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ অর্থাৎ আমি যেই শপথ করিলাম উহা এক মহা শপথ। যদি তোমরা উহার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে শপথ করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, উহার (কুরআনের) মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করিতে পারিতে।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ فِىْ كِتَابٍ مَّكْنُوْنٍ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যেই কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে; উহা এক মহান কিতাব।

لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ উহা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ আকাশস্থিত কিতাবকে যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ স্পর্শ করে না। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতে مُطَهَّرُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশ্তা। আনাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, যাহ্হাক, আবুশ্শাসা জাবির ইব্ন যায়েদ, আবূ নাহীক, সুদ্দী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা বলেন, لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ আল্লাহ্র নিকট পূত-পবিত্ররা ব্যতীত উহা স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে মজূসী মুনাফিক সকলেই স্পর্শ করে।

আবুল 'আলিয়া (র) বলেন ঃ مُطَهَّرُوْنَ তোমরা নহ কারণ তোমরা তো গুনাহ্গার। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, কাফিরদের ধারণা ছিল যে, এই কুরআন লইয়া আকাশ হইতে শয়তানরা দুনিয়াতে অবতরণ করে। উহার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ শয়তানরা আমার এই কুরআন লইয়া অবতরণ করা তো দূরের কথা, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ আমার এই কুরআন স্পর্শও করিতে পারে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ-

অর্থাৎ শয়তানরা এই কুরআন লইয়া অবতরণ করে নাই। তাহারা ইহার উপযুক্তও নহে এবং ইহাতে তাহাদের কোন সাধ্যও নাই। বরং তাহারা তো উহা শ্রবণ করারও অধিকার রাখে না।" বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম। উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলিও এই ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত।

ফাররা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ যাহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে তাহারা ব্যতীত কেহ ইহার স্বাদ ও উপকার লাভ করিতে পারে না। অন্যরা বলেন ঃ لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থ যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ এই কুরআন স্পর্শ করিতে পারে না।

ইহারা বলেন, আয়াতে যদিও সংবাদ প্রদান করিয়া বলা হইয়াছে যে, যাহারা পূত-পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ এই কুরআন স্পর্শ করে না। কিন্তু মূলত ইহার উদ্দেশ্য হইল অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করার নির্দেশ দেয়া। অর্থাৎ আয়াতের অর্থ হইল, যাহারা জানাবাত ও হদস হইতে পবিত্র তাহারা ব্যতীত কেহ কুরআন স্পর্শ করিও না।

আর এইখানে কুরআন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মসহাফ তথা কিতাব আকারে আমাদিগের সম্মুখে যাহা আছে উহা। যেমন, ইমাম মুসলিম (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, শত্রুর হাতে অবমাননা হইতে পারে এই ভয়ে কুরআন সংগে লইয়া শত্রুর দেশে যাইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাদিগের আরেকটি প্রমাণ হইল এই যে, ইমাম মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমর ইব্‌ন হাযম (রা)-এর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে ইহাও ছিল যে لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ অর্থাৎ পাক-পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।

ইমাম আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, আমি আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র)-এর নিকট একটি সহীফায় দেখিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "পাক পবিত্র লোক ব্যতীত যেন কেহ কুরআন স্পর্শ না করে।"

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কাফির মুশরিকদের ধারণানুযায়ী যাদু, ভবিষ্যত কথন বা কোন মানুষ কর্তৃক রচিত কাব্যগ্রন্থ নয় বরং ইহা জগতসমূহের

প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে অবতীর্ণ গ্রন্থ। এই কুরআনই সন্দেহাতীতরূপে সত্য। ইহার বাইরে সত্য বলিতে কিছু নাই যাহা মানুষের উপকারে আসিতে পারে।

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ "তবুও কি তোমরা এই বাণীকে তুচ্ছ মনে করিবে?"

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُدْهِنُوْنَ অর্থ مُكَذِّبُوْنَ غَيْرَ مُصَدِّقِيْنَ অর্থাৎ তবুও কি তোমরা এই বাণীকে অস্বীকার করিবে, বিশ্বাস করিবে না? যাহ্হাক, আবূ হারযা ও সুদ্দী (র)-এর মতও ইহাই।

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ "এবং তোমরা মিথ্যারোপকেই তোমাদিগের উপজীব্য করিয়া লইয়াছ।"

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল এই যে, আমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বুঝি ইহাই যে, তোমরা আমাকে অস্বীকার করিবে এবং আমার কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করিবে? অর্থাৎ যেখানে প্রয়োজন ছিল তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা করা, সেখানে তোমরা কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে মিথ্যারোপ করিতেছ। হযরত আলী ও ইব্ন আব্বাস (রা)-এর কিরাআতে আয়াতটি হলো وَتَجْعَلُوْنَ شُكْرَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ হায়সাম ইব্ন আদী (র) বলেন ঃ আরবের আসদ গোত্রে رِزْقٌ কে شُكْرٌ এর অর্থে ব্যবহার করা হয়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ মিথ্যারোপকে তোমরা তোমাদিগের কৃতজ্ঞতা বানাইয়া লইয়াছ। তোমরা বল যে, অমুক নক্ষত্রের উসিলায় আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অমুক নক্ষত্র আমাদিগকে পানি দান করিয়াছে ইত্যাদি।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) ..... ইসমাঈল (র)-এর সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্রূপ ইমাম তিরমিযী (র) আহমদ ইব্ন মুনী' (র)-এর মাধ্যমে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ মারুযী (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, হাদীসটি হাসান গরীব।

ইব্ন জারীর (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, যখনই আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ে বৃষ্টি দান করেন তখন তাহাদের মধ্য হইতে একদল লোক কাফির হইয়া যায়। বৃষ্টি পাইয়া তাহারা বলে যে, অমুক

নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমাদিগকে বৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

ইমাম মালিক (র)..... যায়েদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যায়েদ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) বলেন, আমরা এক দিন হুদায়বিয়ার ময়দানে ছিলাম। রাতে বৃষ্টি হয়। ফজর নামাযের পর রাসূল (সা) আমাদের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি যে, (আজ রাতে) তোমাদিগের প্রতিপালক কি বলিয়াছেন? উত্তরে সকলে বলিল, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আজ এক দল লোক আমাকে বিশ্বাস করিল আরেক দল অবিশ্বাস করিল। যাহারা বলিল, আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি তাহারা আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের অবিশ্বাসী। আর যাহারা বলিল যে, অমুক নক্ষত্রের কারণে, অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। তাহারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী, নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী। উক্ত হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) সকলেই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখনই আকাশ হইতে কোন বরকত নাযিল করেন, তখনই উহা একদল মানুষের কুফরের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন আর তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি পাইয়াছি।"

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ধারাবাহিকভাবে আবূ সালামা, মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন হারিস, তায়সী, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, সুফিয়ান, ইউনুস ও ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ নিয়ামত লাভ করিয়া একদল লোক কাফির হইয়া যায়। তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।" ইব্ন জারীর (র) ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া (রা) বলেন, একদিন বৃষ্টি বর্ষণের পর এক ব্যক্তি বলিল, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি মিথ্যা বলিয়াছ বরং ইহা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত জীবিকা।"

ইব্ন জারীর (র)..... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন রাত্রে বৃষ্টি বর্ষিত হইলেই সকাল বেলায় উহা একদল লোকের কাফির হইবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "তাহারা বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের কারণে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।"

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দীর্ঘ সাত বছর অনবরত দুর্ভিক্ষ চলার পরও যদি আল্লাহ্ যদি স্বীয় অনুগ্রহে বৃষ্টি দান করেন তবুও মানুষ বলিয়া ফেলিবে যে, 'গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করিয়াছি।'

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতে গ্রহের প্রভাবে বৃষ্টিবর্ষিত হওয়া সম্পর্কীয় মুশরিকদের আকীদার কথাই বলা হইয়াছে। বৃষ্টি মূলত আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত রিয্ক আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় উহা বর্ষণ করেন। যাহ্হাক (র) সহ আরো অনেকে এই ব্যাখ্যাটি সমর্থন করিয়াছেন।

হাসান (র) বলেন ঃ وَتَجْعَلُوْنَ حَظَّكُمْ اَنَّكُمْ অর্থ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ تُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকেই তোমরা তোমাদিগের অংশ বানাইয়া লইয়াছ। পূর্বের আয়াত اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ অর্থাৎ কুরআন দ্বারা তোমাদের উপকার এই হইয়াছে যে, তোমরা কুরআনকে অস্বীকার কর। এই ব্যাখ্যাটির সমর্থন করে।

(٨٣) فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ

(٨٤) وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ

(٨٥) وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○

(٨٦) فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ

(٨٧) تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৮৩. পরন্তু কেন নয়–প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয়

৮৪. এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক,

৮৫. আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর। কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না।

৮৬. তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও।

৮৭. তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থায় যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়ে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ وَقِيْلَ مَنْ رَّاقٍ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔

অর্থাৎ যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে এবং বলা হইবে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে। সেইদিন আল্লাহ্র নিকট সবকিছু প্রত্যানীত হইবে। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ তখন তোমরা মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর মুমূর্ষ ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ অর্থাৎ তখন আমি তথা আমার ফেরেশতাগণ তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার অনেক নিকটে থাকি। وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ "কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাও না।"

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَيُفَرِّطُوْنَ ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقُّ اَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ۔

অর্থাৎ তিনিই স্বীয় বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদিগের রক্ষক প্রেরণ করেন, অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না।

অতঃপর তাহাদিগের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তাহারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁহারই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই তৎপর।

فَلَوْلاَ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ সত্যিই যদি তোমরা কাহারো কর্তৃত্বাধীন না হও, তোমাদের দাবী অনুযায়ী পুনরুত্থান, কিয়ামত ও কবর আযাব ইত্যাদি অবাস্তব হয়, তাহলে কণ্ঠাগত প্রাণ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে তোমরা ফিরাইয়া রাখ না কেন?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُحَاسِبِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমাদিগের জবাবদিহী করিতে না হয়। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং আবূ হারযা (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও হাসান বসরী (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল ঃ তোমরা যদি পুনরুত্থান, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদিকে অস্বীকার করার ব্যাপারে সত্যবাদী হও, তাহা হইলে মুমূর্ষ ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত হইতে ধরিয়া রাখ।

মুজাহিদ (র) হইতে এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُوْقِنِيْنَ অর্থাৎ যদি তোমরা বিশ্বাস না কর। মায়মূন ইব্ন মিহরান (র) বলেন ঃ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ অর্থ غَيْرَ مُعَذَّبِيْنَ مقهورين অর্থাৎ যদি তোমাদিগের শাস্তি ভোগ করিতে না হয়।

(٨٨) فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۙ

(٨٩) فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ○

(٩٠) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ

(٩١) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ

(٩٢) وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

(٩٣) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ

(٩٤) وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○

(٩٥) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ

(٩٦) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۧ

৮৮. যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের একজন হয়,
৮৯. তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান;
৯০. আর যদি সে ডানদিকের একজন হয়,
৯১. তাহাকে বলা হইবে, 'হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী! তোমার প্রতি শান্তি।'
৯২. কিন্তু সে যদি সত্য অস্বীকারকারী ও বিভ্রান্তদিগের অন্যতম হয়,
৯৩. তবে রহিয়াছে আপ্যায়ন অত্যুষ্ণ পানির দ্বারা,
৯৪. এবং দহন জাহান্নামের;
৯৫. ইহাতো ধ্রুব সত্য।

৯৬. অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ এইখানে বলা হইতেছে যে, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে। মুমূর্ষ ব্যক্তি হয়ত আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্তদিগের অন্তর্ভুক্ত হইবে কিংবা তদাপেক্ষা নিম্নস্তরের তথা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা হইবে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি মুকাররাবদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য রহিয়াছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখ উদ্যান। 'মুকাররাব" সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি ফরয, ওয়াজিব ও মুস্তাহাব আমলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পালন করে এবং যাবতীয় হারাম, মাকরূহ এবং প্রয়োজনে কোন কোন জায়েয কাজও বর্জন করিয়া চলে। ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুর সময় মুকাররাবদিগকে এই পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করে। যেমন উপরে হযরত বারা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, মুত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতারা বলিতে থাকে যে,

ايتها الروح الطيبة فى الجسد كنت تعمرينه اخرجى الى روح وريحان ورب غير غضبان

অর্থাৎ হে দেহস্থিত পবিত্র আত্মা! এই দেহকে এক সময় তুমি আবাদ করিতে। এখন বাহির হইয়া আরাম, উত্তমোপকরণ এবং প্রতিপালকের দিকে চলিয়া আস– যিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহেন।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ روح অর্থ راحة অর্থাৎ আরাম এবং ريحان অর্থ مستراحة অর্থাৎ আরামোপকরণ। আবূ হারযা (র) বলেন ঃ روح অর্থ দুনিয়ার শান্তি। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ روح অর্থ আনন্দ। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, فروح وريحان অর্থ جَنَّةٌ وَّرَخَاءٌ অর্থাৎ জান্নাত ও স্বচ্ছলতা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ روح অর্থ رحمة রহমত। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ ريحان অর্থ رزق অর্থাৎ জীবিকা। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যায় পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ একটির সহিত আরেকটির প্রায়ই মিল রহিয়াছে এবং প্রতিটি ব্যাখ্যাই সঠিক। সব কয়টি ব্যাখ্যার সম্মিলিত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহ্‌র রহমতে অপার সুখ-শান্তি আনন্দ-উল্লাস ও নানা ধরনের রুচিশীল ও সুস্বাদু জীবিকা ইত্যাদি সবকিছুই লাভ করিবে।

وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র মুকাররাব বান্দাদের মৃত্যুর সময় জান্নাত হইতে একটি ফলন্ত ডাল লইয়া আসা হয়। উহা দেখিয়া তাহাদের আত্মা বাহির হইয়া আসে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, প্রতিটি মানুষ মৃত্যুর পূর্বেই টের পায় যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী।

তামীমদারী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আযরাঈল (আ)-কে বলেন, আমার অমুক বান্দার নিকট যাইয়া তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস। আমি তাহাকে সুখে-দুঃখে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া তাহাকে আমার মনঃপুত পাইয়াছি। তুমি যাও, তাহাকে আমার কাছে লইয়া আস, আমি তাহাকে চির শান্তি দান করিব। তখন আযরাঈল (আ) পাঁচশত রহমতের ফেরেশতা, জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি এবং মিশক সুবাসিত সাদা রেশমী বস্ত্র লইয়া তাহার নিকট যায়। এই প্রসংগে বহু হাদীস উপরে يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমি রসূলুললাহ (সা)-কে فروح وريحان অর্থাৎ روح এর 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়িতে শুনিয়াছি। ইমাম তিরমিযী, আবূ দাঊদ এবং নাসায়ী (র) ও হারুন ইব্ন মূসার হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মূসার হাদীস ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমি এই হাদীসটি পাই নাই। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ইয়াকূবের কিরআতে رُوْحٌ 'রা'কে পেশ দ্বারা পড়া হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য সকলেই 'রা'কে ফাত্হা দ্বারা পড়েন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন নওফল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আসওয়াদ (র) দিররা বিনতে মুযাযকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, হযরত উম্মে হানী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, মৃত্যুর পর কি আমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিতে পারিব? এবং একজন অপরজনকে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আত্মা পাখী হইয়া যাইবে এবং তাহারা জান্নাতী বৃক্ষের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের সময় হইয়া গেলে প্রতিটি আত্মা আপন আপন দেহে ঢুকিয়া যাইবে। এই হাদীসে প্রত্যেক ঈমানদারকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ইমাম আহ্মদ (র)..... কা'ব ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ঈমানদারদের আত্মা পাখী হইয়া জান্নাতের ফল আহার করিবে। এইভাবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আপন আপন দেহের মধ্যে ফিরাইয়া দিবেন।"

সহীহ্ হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে অবস্থান করিয়া জান্নাতের উদ্যানসমূহে ইচ্ছানুযায়ী অবাধে ঘুরিয়া বেড়ায়। অবশেষে আরশের সহিত ঝুলন্ত ফানূসের নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

মসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী আল্লাহ্‌ও তাহার সাক্ষাৎ লাভে আগ্রহী আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সাক্ষাৎ লাভে অনীহ আল্লাহ্ তাহার সাক্ষাৎ লাভে অনীহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বাণী শুনিয়া সাহাবাগণ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি ব্যাপার তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাঁহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি! (আর মৃত্যুকে অপছন্দ করার মানেই তো আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভে অনীহ হওয়া) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ আমার কথার অর্থ হইল মুমূর্ষ অবস্থায় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ। অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়, তাহলে তাহাকে আরাম, উত্তমোপকরণ ও সুখদ উদ্যানের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এই সুসংবাদ শুনিয়া সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ লাভের জন্য এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সাক্ষাত লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। আর যদি মুমূর্ষ ব্যক্তি মিথ্যারোপকারী বিভ্রান্ত হয় তাহাকে অত্যুষ্ণ পানির আপ্যায়ন ও জাহান্নামের দহনের হুমকি দেওয়া হয়। তখন সে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাহার সাক্ষাতের প্রতি অনীহ হইয়া যায়।

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি আসহাবুল ইয়ামীন তথা দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী হয় তাহা হইলে ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদিগকে শান্তির সুসংবাদ প্রদান করে। ফেরেশ্‌তাগণ বলে যে, তোমার কোন চিন্তা নাই। শান্তি তোমার হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত।

কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন ঃ سلم لك অর্থ তুমি জাহান্নামের আযাব হইতে নিরাপদ। ইকরিমা (র) বলেন ঃ ফেরেশ্‌তাগণ মুমূর্ষ ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করিয়া এই সংবাদ দিবে যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থটিই সর্বাপেক্ষা উত্তম প্রতিভাত হয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۔ نَحْنُ اَوْلِيَائُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ۔

অর্থাৎ যাহারা বলে, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচলিত থাকে, তাহাদিগের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হইত না, চিন্তিতও

হইও না এবং তোমাদিগের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহার জন্য আনন্দিত হও।

আমরাই তোমাদিগের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেথায় তোমাদিগের মন চাহে এবং সেথায় তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যাহা তোমরা ফরমায়েশ কর। ইহা হইবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আপ্যায়ন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন যে, سلم لك অর্থ مسلم لك انك من اصحب اليمين অর্থাৎ এই কথা তোমার জন্য স্বতঃসিদ্ধ যে, তুমি আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। আবার এই বাক্যটি দু'আও হইতে পারে। الله اعلم।

وَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّالِيْنَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ অর্থাৎ মুমূর্ষ ব্যক্তি যদি মিথ্যারোপকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা উহাদিগকে আপ্যায়ন করা হইবে এবং চতুর্দিক হইতে অগ্নি পরিবেষ্টিত জাহান্নামে অবস্থান করিতে হইবে।

حَمِيْمٌ অর্থ অত্যুষ্ণ ফুটন্ত পানি, যাহা পান করিলে উদরস্ত নাড়ি-ভুঁড়ি এবং চামড়া খসিয়া পড়ে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ এই সংবাদটি ধ্রুব সত্য ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই এবং পলায়ন করিয়া ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিবার সাধ্যও কাহারো নাই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ "অতএব, তুমি তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"

ইমাম আহ্মদ (র) .... উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই তাসবীহটি রুকুতে রাখ, আর سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলিলেন ঃ এই তাসবীহটি সিজদায় রাখ।

রাওহ ইব্ন উবাদা (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবির (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ একবার سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করিলে জান্নাতে তাহার জন্য একটি খেজুর বৃক্ষ রোপন করা হয়।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুইটি কলেমা (বাক্য) এমন আছে যাহা যবানে হালকা (উচ্চারণ করা সহজ) পাল্লায় ভারি, আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। (উহা হইল)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

সূরা হাদীদ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরবায ইব্‌ন সারিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইরবায ইব্‌ন সারিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুইবার পূর্বে মুসাব্বাহার (যেসব সূরার শুরুতে يُسَبِّحُ سَبَّحَ বা سَبِّحْ রহিয়াছে তাকে মুসাব্বাহাত বলা হয়) পাঠ করিতেন এবং বলিতেন ঃ "এই সূরাগুলিতে এমন একটি আয়াত আছে যাহা হাজার আয়াত হইতেও উত্তম।" সেই আয়াতটি এই هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ এই প্রসংগে অল্প পরেই আলোচনা করা হইবে ইনশাআল্লাহ্।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই, তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩. তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীকুল এবং জড় পদার্থ সবই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۔

অর্থাৎ সাত আসমান, পৃথিবী এবং তন্মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা তাহাদিগের তাসবীহ্ বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাকারী।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ অর্থাৎ সব কিছুই তাঁহার বাধ্য, অনুগত। তিনি সবকিছুরই উপর পরাক্রমশালী।

اَلْحَكِيْمُ অর্থাৎ সৃষ্টি কার্যের নির্দেশ দানে ও বিধান প্রদানে তিনি প্রজ্ঞাময়।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক। সৃষ্টি জগতে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। সর্বময় ক্ষমতা তাঁহারই হাতে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা জীবন দান করেন। যাহাকে ইচ্ছা মৃত্যু ঘটান এবং যাহাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করেন।

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা হয় আর ইচ্ছা করেন না তাহা হয় না।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত এবং তিনিই গুপ্ত।" উল্লেখ্য যে, ইরবায ইব্ন সারিয়ার হাদীসে আয়াতটির কথা বলা হইয়াছে যে, উহা এক হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম, ইহাই সেই আয়াত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আবূ যুমায়ল (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ যুমায়ল (র) বলেন, আমি একদিন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বলিলাম, আমার মনে একটি খটকা আছে যাহা ব্যক্ত করিতে সাহস হয় না। শুনিয়া হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, কোন সন্দেহ-সংশয় হইবে বোধ হয়। এই কথা বলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিয়া অতঃপর বলিলেন, এই রোগ হইতে কেহই রেহাই পায় না। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَأُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ এই আয়াতটি নাযিল করেন। (অর্থাৎ

তোমার প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি, যদি তাহার কোনটিতে তোমার সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তোমার পূর্বের যাহারা কিতাব পাঠ করে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয় তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সত্য আসিয়া পড়িয়াছে।)

অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যখনই তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগ্রত হইবে, তখনই তুমি ..... هُوَ الْاَوَّلُ এই আয়াতটি পাঠ করিবে। বলাবাহুল্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের দশটিরও অধিক অভিমত পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিদ্রার সময় এই দোয়াটি পাঠ করিতেন ঃ

اللهم رب السّموت السّبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيئ منزل التوراة والانجيل والفرقان فالق الحب النوى لا اله الا انت اعوذبك من شركل شيئ انت اخذ بناصيته انت الاوّلُ فلا قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ انت الظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شئى افض عنا الدين واغننا من الفقر۔

অর্থাৎ সাত আকাশ এবং মহান আরশের অধিপতি হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রতিপালক! হে সমুদয় বস্তুর প্রতিপালক! হে তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! হে শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিতকারী! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। প্রতিটি বস্তুর অনিষ্ট হইতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। তোমারই আয়ত্বে জগতের সবকিছু। তুমিই আদি, তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছুই থাকিবে না। তুমিই ব্যক্ত, তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমিই গুপ্ত তোমা অপেক্ষা গোপনীয় কিছু নাই। তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দাও এবং আমাদের দারিদ্র্যতা দূর কর।

ইমাম মুসলিম (র) ..... সাহ্ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহল (রা) বলেন, আবূ সালিহ আমাদিগকে নিদ্রার সময় ডান কাঁধে শুইয়া উপরোক্ত দোয়াটি পাঠ করিবার নির্দেশ দিতেন।

হাফিজ আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শয়নের পূর্বে বিছানা পাতার নির্দেশ দিতেন। ফলে কিবলামুখী করিয়া তাঁহার বিছানা পাতা হইত। অতঃপর তিনি ডান হাতের উপর মাথা রাখিয়া অনুচ্চস্বরে কি যেন পাঠ করিতেন, বুঝা যাইত না। অতঃপর শেষ রাতে জাগ্রত হইয়া উচ্চস্বরে এই দোয়াটি পাঠ করিতেন ঃ اللهم رب السّموت الخ

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) একদিন সাহাবাদিগকে সাথে

লইয়া বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আকাশে একখণ্ড মেঘ ভাসিয়া উঠে। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমরা কি জান যে, ইহা কি? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহাকে عنان বলা হয়। ইহা এমন এক জাতিকে বৃষ্টি দান করে যাহারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং তাঁহাকে ডাকে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদিগের উপরে কি আছে?

উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাদিগের উপরে আছে সংরক্ষিত ছাদ এবং বিস্তৃত ঢেউ। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উহার এবং তোমাদিগের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমাদের এবং উহার মাঝে দূরত্ব হইল, পাঁচশত বছরের রাস্তা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমরা কি জান যে, উহার উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহার উপরে আকাশ অবস্থিত। এই আকাশ আর সংরক্ষিত ছাদের মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এই বলিয়া তিনি এক এক করিয়া সাত আসমানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রতি দুই আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান, যতটুকু ব্যবধান পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি জান যে, সাত আকাশের উপরে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহার উপর আর্‌শ অবস্থিত। এই আরশ ও আকাশের মাঝে ততটুকু ব্যবধান যতটুকু ব্যবধান আকাশের মাঝে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা জান কি যে, তোমাদিগের নীচে কি আছে? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তোমাদিগের নীচে পৃথিবী অবস্থিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তোমাদিগের জানা আছে কি যে, পৃথিবীর নীচে কি আছে? এইবার সাহাবাগণ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই পৃথিবীর নীচে আরেকটি পৃথিবী আছে। দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। এইভাবে তিনি সাতটি পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন ঃ প্রতি দুই পৃথিবীর মাঝে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ মুহাম্মদের জীবনও যাঁহার হাতে আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা সর্বনিম্ন পৃথিবীর দিকে একটি রশি ফেল, তাহা হইলেও উহা আল্লাহ্ পর্যন্ত অবতরণ করিবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) هُوَ الْأَوَّلُ الخ। এই আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

অনেকে বলেন, রশি আল্লাহ্‌র নিকট অবতরণ করার অর্থ হইল সাত স্তর পৃথিবীর নীচেও আল্লাহ্ তা'আলার ইলম, কুদরত ও রাজত্ব বিরাজমান। বস্তুত জগতের কোন ক্ষেত্রই আল্লাহ্‌র ইলম, কুদরত ও রাজত্বের বাইরে নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে, রশি সাত তবক যমীনের নীচে গিয়ে আল্লাহ্‌র সত্তাকে দেখিতে পাইবে।

(٤) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ
السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَ اللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٥) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ○

(٦) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ
الصُّدُوْرِ ○

৪. তিনিই ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর আরশে সমাসীন হইয়াছেন। তিনি জানেন যাহা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যাহা কিছু উহা হইতে বাহির হয় এবং আকাশ হইতে যাহা কিছু নামে ও আকাশে যাহা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদিগের সংগে আছেন। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ্ তাহা দেখেন।

৫. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁহারই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হইবে।

৬. তিনিই রাত্রিকে প্রবেশ করান দিবসে, দিবসকে প্রবেশ করান রাত্রিতে এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পর তিনি আরশে সমাসীন হইয়াছেন। সূরা আ'রাফের ব্যাখ্যায় এই প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا অর্থাৎ কয়টি শস্য বীজ এবং কয় ফোঁটা বৃষ্টি যমীনের ভিতর প্রবেশ করিল এবং কি কি ফসল ফল-ফলাদি যমীন হইতে উৎপন্ন হইল আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَيَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَحَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَرَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

অর্থাৎ তাঁহারই নিকট অদৃশ্যের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত কেহই উহা জানে না। স্থলে ও সমুদ্রে যাহা কিছু আছে সবকিছু সম্পর্কেই তিনি অবগত। (বৃক্ষ হইতে) যেই পাতা ছিঁড়িয়া পড়ে উহাও তাঁহার অজানা নহে। মাটির অন্ধকারে অবস্থিত শস্যবীজ এবং শুষ্ক-তাজা সমুদয় বস্তুই খোলা কিতাবে সংরক্ষিত আছে।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশ হইতে যাহা অবতীর্ণ হয় তাহাও আল্লাহ্র অজানা নহে। যেমন বৃষ্টি, শিলা, বরফ, তাকদীর এবং বিধানাবলী ইত্যাদি। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে যে, আকাশ হইতে বর্ষিত প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার সহিত একজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত থাকে, যে আল্লাহ্র নির্দেশানুযায়ী উহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আকাশে যাহা তথা যেই সব ফেরেশ্তা এবং মানুষের আমল উত্থিত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কেও সম্যক অবগত। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষের রাতের আমল দিবসের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের পূর্বে আল্লাহ্র দরবারে উত্থিত হয়। অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ এই সব আমল আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যেইখানে যেই অবস্থায়ই থাক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের সংগে থাকিয়া তোমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তোমাদিগের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তিকে এড়াইয়া চলা তোমাদিগের কাহারো পক্ষেই সম্ভব নহে। তোমরা যখন যেখানে যেভাবে যাহা কিছু করো ও বলো তাহা সবই তিনি দেখেন ও শুনেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلاَ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ - اَلاَ حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ - اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ-

অর্থাৎ "সাবধান! উহারা তাঁহার নিকট গোপন রাখিবার জন্য উহাদিগের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! যখন উহারা নিজদিগকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন উহারা

যাহা গোপন করে ও প্রকাশ করে তিনি তাহা জানেন, অন্তরে যাহা আছে তিনি তাহা সবিশেষ অবহিত।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ۔

অর্থাৎ "তোমাদিগের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে তাহারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞান গোচর। সুতরাং তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত কাউকে ইলাহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার না।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "ইহসান হইল এইভাবে ইবাদত করা, যেন তুমি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইতেছ। আর যদি নিজের মধ্যে এই ভাব সৃষ্টি করিতে না পার তো এতটুকু হইতে হইবে যে, আল্লাহ্ তোমাকে দেখিতেছেন।"

হাফিজ আবূ বকর ইসমাঈল (র)..... আব্দুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুর রহমান ইব্ন আয়েদ (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল যে, আমাকে এমন একটি হিকমত শিখাইয়া দিন যাহা অবলম্বন করিয়া আমি জীবন যাপন করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্র সামনে এতটুকু লজ্জা করিয়া চল, যতটুকু লজ্জা করিয়া চল তুমি তোমার সেই নিকটাত্মীয় মহৎ লোকটির সামনে, যে সর্বদা তোমার সংগে চলাফেরা করে।'

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ আঞ্জাম দিবে সে ঈমানের স্বাদ উপভোগ করিতে পারিবে। (১) একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা। (২) প্রসন্নচিত্তে প্রতি বছরে মধ্যম মানের জিনিষ দ্বারা সম্পদের যাকাত প্রদান করা ও (৩) আত্মশুদ্ধি করা।" এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল. 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আত্মশুদ্ধি বা নিজের নফসকে পবিত্র করার অর্থ কি?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মনে প্রাণে এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।'

নুআইম ইবন হাম্মাদ (র) ..... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঈমান হইল এই বিশ্বাস করা যে, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমার সংগে আছেন।

ইমাম আহমদ (র) এই দুই পংক্তি পাঠ করিতেন–

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل * خلوق ولكن قل على رقيب

যদি তুমি কোন একটি দিন নির্জনে অতিবাহিত কর তখন বলিও না যে, তুমি নির্জনে কাটিয়েছ বরং তুমি বল যে, আমার সংগে একজন পর্যবেক্ষণকারী রহিয়াছেন।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهُ يَغْفِلُ سَاعَةً – وَلَا اَنَّ مَا تُخْفِىْ عَلَيْهِ يَغِيْبُ

এবং কখনও মনে করিও না যে আল্লাহ্ কোন একটি মুহূর্ত অনবহিত আছেন এবং তুমি যাহা গোপনে করিতেছ তাহা তাঁহার কাছে অজানা রহিয়াছে।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ "দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্। আর সকল বিষয় এক সময় তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ "আমি ইহলোক ও পরলোক উভয় জগতেরই মালিক।" এই কারণে তাঁহার প্রশংসা জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। ইহলোকে ও পরলোকে তিনিই একমাত্র প্রশংসার অধিকারী।"

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَافِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ۔

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তুর মালিক। পরলোকে প্রশংসার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবগত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّاٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۔

অর্থাৎ "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় বস্তু আল্লাহ্র সম্মুখে দাসরূপে উপস্থিত হইবেই। তিনি তাহাদিগকে পুঙখানুপুঙখরূপে হিসাব করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহারা প্রত্যেকেই কিয়ামতের দিন নিঃসঙ্গ উপস্থিত হইবে।" তাই এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু বা বিষয় আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।" আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করিবেন। বস্তুত তিনি ন্যায়পরায়ণ, কাহারো প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করিবেন না। কাহারো একটি নেক আমল থাকিলে তিনি তাহা দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া উহার প্রতিদান দিবেন।

যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ-

অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের মানদণ্ড স্থাপন করিব। ফলে কাহারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করিব না। একটি সরিষা বীজ পরিমাণ যদি কাহারো নেক থাকে আমি উহা উপস্থিত করিব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।"

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তায়ালা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যাবতীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন তাঁহারই হাতে। তিনিই স্বীয় প্রজ্ঞাবলে ইচ্ছানুযায়ী রাত্রি ও দিবসকে পরিবর্তন করেন। ফলে কখনো রাতকে দীর্ঘ করেন আর দিনকে করেন ছোট। আবার কখনো করেন ইহার উল্টা। কখনো রাত দিনকে সমান করিয়া দেন। ফলে কখনো হয় গ্রীষ্ম, কখনো বর্ষা, কখনো শীত, কখনো হয় হেমন্ত আবার কখনো হয় বসন্তকাল। এই সবকিছুই মহা প্রভু আল্লাহ্পাকের হিকমত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ সূক্ষ্ম হউক আর গোপনীয় হউক, তিনি অন্তরের যে কোন বিষয় সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তিনি হইলেন অন্তর্যামী।

(٧) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

(٨) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

(٩) هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

(١٠) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ
لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

(١١) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ
كَرِيْمٌ ۝

৭. আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছুর উত্তরাধিকারী করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় কর। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য আছে মহাপুরস্কার।

৮. তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌তে ঈমান আন না? অথচ রাসূল তোমাদিগকে তোমাদিগের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনিতে আহ্বান করিতেছে এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য যদি তোমরা তাহাতে বিশ্বাসী হও।

৯. তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য। আল্লাহ্ তো তোমাদিগের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু।

১০. তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন ব্যয় কর না? আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্‌রই। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে, তাহারা এবং পরবর্তীরা সমান নহে; তাহারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ উহাদিগের অপেক্ষা যাহারা পরবর্তীকালে ব্যয় করিয়াছে ও সংগ্রাম করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তোমরা যাহা কর, আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ অবহিত।

১১. কে আছে যে আল্লাহ্‌কে দিবে উত্তম ঋণ? তাহা হইলে তিনি বহুগুণে ইহাকে বৃদ্ধি করিবেন তাহার জন্য এবং তাহার জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি পূর্ণাংগরূপে ঈমান আনয়ন কর এবং উহার উপর দৃঢ় অটল ও অবিচল থাক। অতঃপর লোকদিগকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পদ দান করিয়াছেন উহা হইতে সৎপথে ব্যয় করার উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন, তোমাদিগের হাতের এই সম্পদ একদিন তোমাদিগের হাতে ছিল না। ছিল তোমাদিগের পূর্ববর্তী আরেক শ্রেণীর লোকের হাতে। আমিই তোমাদিগকে ইহার উত্তারাধিকারী বানাইয়াছি। অতএব তোমরা এই সম্পদ আমার আনুগত্যের কাজে ব্যয় কর। যদি কর তো ভালো। অন্যথায় ওয়াজিব তরকের অপরাধে তোমরা একদিন শাস্তি ভোগ করিবে।

فَمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ "তোমাদিগকে যাহার উত্তরাধিকারী বানাইয়াছেন উহা হইতে ব্যয় কর।" এই আয়াতে ইংগিত করা হইয়াছে যে, এখন তোমরা যেই সম্পদের অধিকারী, একদিন উহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। তখন তোমাদিগের উত্তারাধিকারীরা যদি এই সম্পদ আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে তো তাহারা হইবে তোমাদিগের চেয়েও ভাগ্যবান। আর যদি তোমাদিগের এই সম্পদ তাহারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে, তাহা হইলে তোমরা অন্যায়ের সহযোগী হিসাবে অপরাধের অংশীদার হইবে।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্ন শিখখীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। অব্দুল্লাহ ইব্ন শিখখীর (রা) বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তখন আমি শুনিতে পাইলাম যে, তিনি সূরা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিতেছেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ যাহা খাইয়া শেষ করে যাহা পরিধান করিয়া পুরাতন করিয়া ফেলে এবং যাহা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে উহাই তাহার সম্পদ। (ইহা ছাড়া যাহা আছে তাহা ত্যাজ্য ওয়ারিসের সম্পত্তি, তোমার নহে।)

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ "তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।" এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান আনয়ন এবং সৎপথে সম্পদ ব্যয় করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ لَاتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ কিসে তোমাদিগকে ঈমান আনয়ন হইতে বাধা প্রদান করে? অথচ রাসূলুল্লাহ্ তোমাদিগের মাঝে বর্তমান। তিনি তোমাদিগকে ঈমানের পথে আহ্বান করেন এবং তিনি তোমাদিগের নিকট যাহা আনয়ন করিয়াছেন উহার সত্যতা ও বিশুদ্ধতার সপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বল তো তোমাদিগের কাছে ঈমানের দিক থেকে কারা সর্বাপেক্ষা উত্তম? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, ফেরেশ্‌তাগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করিবে না অথচ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট তাহাদিগের অবস্থান। অতঃপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে নবীগণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, নবীগণ কেন ঈমান আনয়ন করিবে না, অথচ তাহাদিগের উপর ওহী অবতীর্ণ হয়? তারপর সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে আমরা। রাসূলুল্লাহ্ বললেন, (না, তোমরাও নহ) কারণ তোমরা কেন ঈমান আনিবে না, অথচ আমি তোমাদিগের মাঝে বর্তমান? ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেই বলিলেন, ঈমানের দিক হইতে সর্বাপেক্ষা উত্তম তাহারা যাহারা তোমাদিগের পর আগমন করিবে এবং কুরআন-হাদীস পাঠ করিয়াই ঈমান আনয়ন করিবে। এই হাদীসের সূত্র সমূহ সূরা বাকারার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি।

وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ "এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ـ

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদিগের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর এবং (স্মরণ কর) তাঁহার সেই অঙ্গীকার যাহা তিনি তোমাদিগ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যখন তোমরা বলিয়াছিলে যে, আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য করিলাম।

আলোচ্য আয়াতে যেই অঙ্গীকারের কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করা। তবে ইব্‌ন জারীরের ধারণা মতে, এই অঙ্গীকার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযল দিবসের অর্থাৎ আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ দেশ হইতে আত্মাসমূহ বাহির করিয়া যে অঙ্গীকার নিয়াছিলেন সেই অঙ্গীকার। মুজাহিদের মতও ইহাই।

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদিগকে অজ্ঞতা ও কুফরের অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হিদায়াত ও ঈমানের আলোর পথে আনিবার জন্য তাঁহার বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি নাযিল করেন।

اِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। কারণ তিনি তোমাদিগের হিদায়াতের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, হিদায়াত গ্রহণের যাবতীয় বাধা-বিপত্তি ও সংশয় দূর করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন ও সৎপথে সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঈমান আনয়নের পথে যত বাধা-বিপত্তি আসিতে পারে আমি উহা দূর করিয়া দিয়াছি। এইবার আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ "তোমাদিগের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর না। অথচ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিকানা তো আল্লাহ্রই।"

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং সম্পদ হ্রাস পাওয়া কিংবা গরীব হইয়া যাওয়ার ভয় করিও না। কারণ তুমি যাঁহার পথে ব্যয় করিবে তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক। জগতের সমুদয় সৃষ্টি ও উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে। আরশের অধিপতিও তিনিই। আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ অর্থাৎ "তোমরা (আল্লাহ্র পথে) যাহা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ্ উহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন। বস্তুত তিনিই উত্তম রিযিকদাতা।"

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ "তোমাদিগের নিকট যাহা আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে আর আল্লাহ্র কাছে যাহা আছে উহা চিরকাল অক্ষুণ্ন থাকিবে।" সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে সেই আল্লাহ্র পথে অকাতরে ব্যয় করে। সে সম্পদ কমিয়া যাওয়ার ভয় করে না এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহার উত্তম বিনিময় দান করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ অর্থাৎ "যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে দীনের কাজে নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়াছে এবং দীনের পথে লড়াই করিয়াছে পরবর্তীরা তাহাদিগের সমান হইতে পারে না।" ইহার কারণ হইল এই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানদের অবস্থা ছিল খুবই সংকটময়। মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল নিতান্তই কম। এমতাবস্থায় দীনের পথে লড়াই করা এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন ছিল ইসলামের সুদিন। সুতরাং ইসলামের সংকটময় ও দুর্দিনে জানবাজী রেখে যাঁরা ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মর্যাদা পরবর্তীদের তুলনায় বেশী হওয়াই স্বাভাবিক।

এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ

অর্থাৎ যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে মর্যাদায় তাহারা উহাদিগের অপেক্ষা উত্তম, যাহারা মক্কা বিজয়ের পরে ব্যয় করিয়াছে ও জিহাদ করিয়াছে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা উভয়েরই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

জমহুর আলিমগণের মতে, এখানে বিজয় দ্বারা মক্কা বিজয় উদ্দেশ্য। ইমাম শা'বী ও অন্যরা বলেন, বিজয় দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হইল হুদায়বিয়ার সন্ধি। নিম্নবর্ণিত হাদীসে এই দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ এবং হযরত আব্দুর রহমান ইব্ন আওফের মধ্যে এক সময় কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। কথা প্রসংগে খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-কে বললেন, আমাদিগের কয়দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বুঝি আপনারা আমাদের উপর গৌরববোধ করিতেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) খালিদ ইব্ন ওলীদের এই মন্তব্য শুনিয়া বলিলেন "তোমরা আমার সাহাবীদিগকে আমার জন্য ছাড়িয়া দাও। যাঁহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা উহুদ পরিমাণ কিংবা (বলিয়াছেন) কোন পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রাও আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবুও তোমরা উহাদের মর্যাদায় পৌছতে পারিবে না।"

বলাবাহুল্য যে, হযরত খালিদ ইব্ন ওলীদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন হুদাবিয়ার সন্ধির পর, মক্কা বিজয়ের পূর্বে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উপরোক্ত বিজয় দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। অন্যথায় মক্কা বিজয় হইলে খালিদ ইব্ন ওলীদও সেই ফযীলত লাভ করিতেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "তোমরা আমার সাহাবাদিগকে গালি দিও না। আমি সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার হাতে আমার জীবন। যদি তোমাদের কেহ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে আমার সাহাবাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াব পাইবে না।"

ইবন জারীর ও ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া উসফান নামক স্থানে পৌছিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ খুব সম্ভব এমন একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিবে, যাহারা তাহাদিগের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না কুরাইশ নহে, বরং

তাহারা হইল ইয়ামানবাসী। তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, উহারা কি আমাদিগ অপেক্ষা উত্তম হইবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ‘তাহাদিগের কাহারো যদি স্বর্ণের একটি পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দেয়, তবুও সে তোমাদের তিন পোয়া বা দেড় পোয়া খাদ্য দান করার পরিমাণ সওয়াবও পাইবে না। আমাদিগের এবং অন্যান্য লোকদের মাঝে পার্থক্য ইহাই।” অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন জারীর (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “এমন একটি দলের আবির্ভাব হইবে যাহারা নিজেদের আমলের তুলনায় তোমাদিগের আমলকে তুচ্ছ মনে করিবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কাহারা? তাহারা কি কুরাইশ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কুরাইশ নহে, তাহারা কোমল হৃদয় মনের অধিকারী একটি সম্প্রদায়।” এই বলিয়া তিনি ইয়ামানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ “তাহারা হইল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামান অধিবাসীদের ঈমানই তো ঈমান আর তাদের হিকমতই তো হিকমত।” অতঃপর আমার জিজ্ঞাসা করিলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল! উহারা কি আমাদিগ অপেক্ষা উত্তম? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, “যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তাহাদের কারো একটি স্বর্ণের পাহাড় থাকে আর সে উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তবুও উহা তোমাদিগের এক মুদ (তিন পোয়া) বা আধা মুদের (দেড় পোয়া) সমতুল্য হইবে না।” অতঃপর তিনি হাতের অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কনিষ্ঠা আঙ্গুলটি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “আমাদিগ ও উহাদিগের মাঝে এই হইল পার্থক্য।”

وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى অর্থাৎ বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারী এবং বিজয়ের পরে ব্যয়কারীদের মাঝে মর্যাদার ব্যবধান থাকিলেও আল্লাহ্ তা‘আলা উভয় শ্রেণীতে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উপযুক্ত পুরস্কার দান করিবেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন ঃ

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ - فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

অর্থাৎ “যাহারা কোন ওযর ছাড়াই জিহাদ পরিত্যাগ করে আর যাহারা জান-মাল ব্যয় করিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে তাহারা সমান নহে। জিহাদ পরিত্যাগকারীদের উপর আল্লাহ্ তা‘আলা জান-মাল ব্যয় করে জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব

দান করিয়াছেন। তবে সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তবে যাহারা মুজাহিদ নহে তাহাদিগের উপর মুজাহিদদিগকে মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।" অন্য এক সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শক্তিশালী ঈমানদার আল্লাহ্র নিকট দুর্বল ঈমানদার অপেক্ষা উত্তম ও প্রিয়। তবে সকলের মধ্যেই কল্যাণ রহিয়াছে।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়া বুঝিয়াই এই দুই শ্রেণীর লোকের মর্যাদার ব্যবধান রাখিয়াছেন। কারণ কাহার ইখলাস ও নিষ্ঠা কতটুকু তাহা আল্লাহ্ তা'আলার ভালো করিয়াই জানা আছে। তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এক দিরহাম অনেক সময় এক লাখের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদের সর্বাপেক্ষা বড় অংশীদার হইলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। কারণ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে তিনি সমস্ত নবীদের উম্মতের সরদার। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ইসলামের সংকটময় দুর্দিনে নিজের সমুদয় সম্পদ দীনের কাজে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ইমাম বাগবী (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)ও তখন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গায়ে ছিল একটি আবা যাহার বুকের উন্মুক্ত অংশ কাঁটা দ্বারা আটকানো ছিল। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার আবূ বকরের এই অবস্থা কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কারণ আবূ বকর তাঁহার সমুদয় সম্পদ বিজয়ের পূর্বে আমার জন্য ব্যয় করিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জানিতে চাহিয়াছেন যে, তিনি এহেন দারিদ্রের অবস্থায় তাঁহার উপর সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আবূ বকর! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কাছে সালাম পাঠাইয়াছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই অবস্থায় আপনি আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট আছেন কিনা? উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ আমি কি আমার মহান প্রতিপালকের উপর অসন্তুষ্ট থাকিব? না, আমি আমার প্রতিপালকের উপর সন্তুষ্ট আছি।

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا "কে আছে, যে আল্লাহ্কে দিবে উত্তম ঋণ?" হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, এই উত্তম ঋণ প্রদান অর্থ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা। কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ প্রদান করার অর্থ হইল পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা। বস্তুত আল্লাহ্কে ঋণ দেওয়ার কথা বলিয়া বিশেষ কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করাকে বুঝানো হয় নাই বরং খাঁটি নিয়তে ব্যাপকভাবে যে কোন সৎ ও উপযুক্ত খাতে ব্যয় করাই আল্লাহ্কে ঋণ দেওয়ার নামান্তর।

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ অর্থাৎ কেহ আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তাহাকে বহুগুণে বাড়াইয়া দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَضْعَافًا كَثِيْرًا وَّلَهٗ اَجْرٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহা বহু গুণে বাড়াইয়া দেন এবং ঋণ প্রদানকারীকে দান করেন উত্তম পুরস্কার তথা জান্নাত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন .... مَنْ ذَا الَّذِىْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূদ্দাহদাহ আনসারী (রা) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ কি আমাদিগের নিকট ঋণ চাহিতেছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, হে আবুদ্দাহদাহ! এই কথা শুনিয়া আবুদ্দাহদাহ বলিলেন ঃ হুযূর! দেখি আপনার হাতটা। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি আমার গোটা বাগান আল্লাহ্‌কে ঋণ দিয়া দিলাম। উল্লেখ্য যে, আবূদ্দাহদাহ (রা)-এর একটি বাগান ছিল। বাগানে ছিল ছয়শত খেজুর বৃক্ষ এবং তাহার পরিবারবর্গও সেই বাগানেই বসবাস করিত। অতঃপর তিনি ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে ডাক দিয়া বলিলেন, বাচ্চাদের লইয়া বাগান হইতে বাহির হইয়া আস। আমি এই বাগান আল্লাহ্ তা'আলাকে ঋণ দিয়াছি। এতদশ্রবণে তাহার স্ত্রী বলিল, তুমি লাভজনক ব্যবসাই করিয়াছ, হে আবূদ্দাহদাহ! এই বলিয়া স্ত্রী আসবাবপত্র এবং সন্তানদের লইয়া বাহির হইয়া আসিল। এই প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে আবুদ্দাহদাহকে ফলের ভারে ন্যুজ্ব বহুসংখ্যক বাগিচা দান করিবেন।"

(١٢) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۟

(١٣) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا
نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۚ فَضُرِبَ
بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ۭ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ
الْعَذَابُ ۟ ط

(١٤) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم
بِاللَّهِ الْغَرُورُ ○

(١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ
مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

১২. সেদিন তুমি দেখিবে মু'মিন নর-নারীগণকে তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাহাদিগের জ্যোতি প্রধাবিত হইবে। বলা হইবে, 'আজ তোমাদিগের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তোমরা স্থায়ী হইবে, ইহাই মহাসাফল্য।'

১৩. সেই দিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদিগকে বলিবে, 'তোমরা আমাদিগের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করিতে পারি। 'বলা হইবে, তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হইবে একটি প্রাচীর। যাহাতে একটি দরজা থাকিবে, উহার অভ্যন্তরে থাকিবে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

১৪. মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না?' তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। তোমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত আর মহা প্রতারক তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল আল্লাহ্ সম্পর্কে।'

১৫. 'আজ তোমাদিগের নিকট হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না এবং যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহাদিগের নিকট হইতেও নহে। জাহান্নামই তোমাদিগের যোগ্য স্থান। কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের সম্মুখে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইতে থাকিবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের

সম্মুখে তাহাদিগের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী নূর প্রধাবিত হইবে। সেই নূরের আলোকে তাঁহারা পুলসিরাত অতিক্রম করিবে। তাহাদিগের কাহারো নূর হইবে পাহাড় সমান, কাহারো খর্জুর বৃক্ষ সমান আবার কাহারো নূর হইবে দণ্ডায়মান একটি ব্যক্তির সমান। আর যাহাকে সবচেয়ে কম নূর দেওয়া হইবে তাহার নূর থাকিবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে। উহা একবার প্রজ্বলিত হইবে, একবার নিভিয়া যাইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন কতিপয় মু'মিনের নূর এত পরিমাণ হইবে, মদীনা হইতে আদন আবইয়ান ও সান'আ যতটুকু দূরত্ব সেই পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে। এমনকি কোন কোন ঈমানদারের নূর দুই পায়ের পাতা পরিমাণ উজ্জ্বল করিবে।

সুফিয়ান সওরী ..... জুনাদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোক সকল! আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদিগের নামধাম, আকার-আকৃতি, কথা-বার্তা, উঠা-বসা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন ঘোষণা দেওয়া হইবে যে, হে অমুক! ইহা তোমার নূর। হে অমুক! তোমার কোন নূর নাই। এই বলিয়া জুনাদা ইব্‌ন আবূ উমাইয়া ..…. وَيَسْعَىٰ نُوْرُهُمْ এটি আয়াতটি পাঠ করেন।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেককেই নূর দান করা হইবে। কিন্তু পুলসিরাত পর্যন্ত পৌঁছার পর মুনাফিকদের নূর নিভিয়া যাইবে। ইহা দেখিয়া ঈমানদারগণ তাহাদিগের নূর নিভিয়া যাইবে বলিয়া শংকিত হইয়া পড়িবে এবং বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও।'

হাসান (র) বলেন, পুলসিরাতের উপর ঈমানদারদের নূর তাহাদিগের সম্মুখভাগে ও পার্শ্বদেশে প্রধাবিত হইবে। ইব্‌ন আবূ হাতিম ..... আবূদ্দারদা ও আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূদ্দারদা ও আবূযর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাকে সিজদা করিবার এবং সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা উঠাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে। সিজদা হইতে মাথা উঠাইয়া আমি আমার সম্মুখে-পশ্চাতে, ডানে ও বামে তাকাইয়া দেখিব। তখন সমস্ত উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিব।" এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হযরত নূহ (আ) হইতে আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতদিগকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের ওযুর অঙ্গগুলি উজ্জ্বল থাকিবে। অন্য কোন উম্মতের এমন হইবে না। এবং আমার উম্মতদিগকে ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হইবে ও তাহাদিগের সম্মুখে নূর প্রধাবিত হইবে। এইসব লক্ষণ দেখিয়া আমি তাহাদিগকে চিনিয়া ফেলিব।"

بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتِ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - ذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে বলা হইবে, সুসংবাদ তোমাদিগের এমন জান্নাতের যাহার তলদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তাহারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করিবে। ইহাই হইল মহাসাফল্য।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিতেছেন যে, কিয়ামতের মহাসঙ্কট ও ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যখন খাঁটি ঈমানদারগণ ব্যতীত কেহই মুক্তি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া মুনাফিক নর-নারীরা ঈমানদার দিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম। আমরা তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... সুলায়ম ইব্ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন। সুলায়ম ইব্ন আমির (র) বলেন ঃ আমরা দামেস্কে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আবূ উমামা বাহেলীও আমাদিগের সংগে ছিলেন। জানাযার নামাযের পর লাশ দাফনের প্রস্তুতি নিলে আবূ উমামা (রা) বলিলেন, হে লোক সকল! দুনিয়াতে বসিয়া তোমরা সৎ অসৎ উভয় কার্যই করিতে পার। কিন্তু এই স্থান ত্যাগ করিয়া একদিন তোমাদিগকে এই যে আরেকটি ঘরে যাইতে হইবে, যেখানে কোন সাথী নাই, সংগী নাই। সেই ঘরটি অন্ধকারের ঘর, পোকামাকড়ের ঘর ও সংকীর্ণতার ঘর। অতঃপর তথা হইতে তোমরা কিয়ামতের মাঠে উপস্থিত হইবে। সেইদিন আল্লাহ্র গযব নাযিল হইবে ইহাতে কতিপয় মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কতিপয় হইবে কালো। তারপর তোমরা আরেকটি ভয়ানক অন্ধকার স্থানে স্থানান্তরিত হইবে। তথায় নূর বণ্টন করা হইবে। ঈমানদারদেরকে নূর দেওয়া হইবে আর কাফির মুনাফিকদগিকে কিছুই দেওয়া হইবে না। অন্ধ ব্যক্তি যেমন দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইতে আলো লাভ করিতে পারে না। তেমনি সেইদিনও কাফির মুনাফিকরা ঈমানদারদের নূর দ্বারা উপকৃত হইবে না। মুনাফিকরা সেইদিন বলিবে أُنْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ الخ উত্তরে বলা হইবে ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ الخ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া গিয়া নূর খোঁজ কর। তখন তাহারা পিছন দিকে ফিরিয়া যাইবে ঠিক, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইবে না। ফলে আবার ঈমানদারদের কাছে ফিরিয়া আসিবে। এইবার উভয় দলের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে যাহার অভ্যন্তরে রহমত আর বহির্ভাগে শাস্তি। এইভাবে কাফির মুনাফিকরা একের এক প্রতারিত হইতে থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিবসটি এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে যে, ঈমানদার না কাফির কেহই নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখিতে পাইবে না। অতঃপর এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের তাহাদিগের আমল পরিমাণ নূর দান করিবেন। দেখিয়া মুনাফিকরা ঈমানদারদের পশ্চাদ গমন করিতে থাকিবে এবং বলিবে, তোমরা একটু থাম, আমরা তোমাদিগের নূর হইতে একটু নূর গ্রহণ করি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী, যাহ্হাক ও অন্যরা বলেন ঃ সকল লোকই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে। ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা নূর প্রেরণ করিবেন। ঈমানদারগণ এই নূরের সাহায্যে জান্নাতে চলিয়া যাইবে। দেখিয়া মুনাফিকরাও তাহাদিগের পিছনে ছুটিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া মুনাফিকরা অন্ধকারে পড়িয়া যাইবে, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। তখন তাহারা বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করি। আমরা তো দুনিয়াতে তোমাদেরই সংগে ছিলাম। ঈমানদারগণ উত্তরে বলিবে, ارْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ। অর্থাৎ তোমরা পিছনে যেখান হইতে আসিয়াছ, সেখানে গিয়াই নূর তালাশ কর।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে তাহাদিগের নাম ধরিয়া ডাকিবেন। আর পুলসিরাত অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্ মু'মিন মুনাফিক সকলকেই নূর দান করিবেন। কিন্তু মাঝ পথে আসিবার পর মুনাফিকদের নূর ছিনাইয়া নিবেন। তখন মুনাফিকরা মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, তোমরা একটু থাম! আমার তোমাদিগের নূর হইতে কিছু নূর গ্রহণ করিব আর ঈমানদারগণ বলিবে, হে আল্লাহ্! আমাদিগের নূর পরিপূর্ণ করিয়া দাও। তখন কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ - بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ অর্থাৎ তখন তাহাদিগের মাঝে এক দরজা বিশিষ্ট একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে, যাহার অভ্যন্তরে রহমত এবং বহির্ভাগে থাকিবে শাস্তি।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়া যাইবে।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা بَيْنَهُمَا حِجَابٌ (জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে থাকিবে একটি পর্দা) এই আয়াতে যেই আড়াল বা প্রাচীরের কথা বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মত পোষণ করিয়াছেন। বস্তুত ইহাই সঠিক।

بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ الخ অর্থাৎ সেই প্রাচীরের অভ্যন্তরে আছে রহমত তথা জান্নাত আর বহির্ভাগে আছে শাস্তি তথা জাহান্নাম।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ قَالُوْا بَلٰى অর্থাৎ মুনাফিকরা সাহায্যের জন্য মু'মিনদিগকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা কি তোমাদিগের সংগে ছিলাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সহিত জুমার নামাযে উপস্থিত হইতাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সহিত একত্রে নামায পড়িতাম না ? আমরা কি তোমাদিগের সংগে হজ্জ করিতাম না? আমরা কি তোমাদিগের সংগে যুদ্ধে যোগ দিতাম না ? আজ কিভাবে তোমরা আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে ?

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِىُّ অর্থাৎ উত্তরে ঈমানদারগণ বলিবে, হ্যাঁ, তোমরা তো আমাদিগের সহিত ঠিকই ছিলে। কিন্তু দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আল্লাহ্র নাফরমানী এবং প্রবৃত্তি পূজা দ্বারা তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছ। এবং সময় মত তাওবা না করিয়া অযথা কালক্ষেপণ করিয়াছ, মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থান অস্বীকার করিয়াছ এবং অলীক আশা আকাঙ্ক্ষা তোমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমরা মনে করিতে যে, আল্লাহ্ এমনিতেই তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

حَتّٰى جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ অর্থাৎ এমনি অবস্থাতে একদিন তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র নির্দেশ তথা মৃত্যু আসিয়া পড়িয়াছে এবং মহা প্রতারক শয়তান তোমাদিগকে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধোঁকা দিয়াছে।

মুনাফিকদের আবেদনের জবাবে ঈমানদারদের এই জবাবের অর্থ হইল এই যে, বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদিগের সহিত চলাফেরা করিতে ঠিকই কিন্তু মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় তোমরা ছিলে আমাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইবাদত করিতে ঠিক কিন্তু তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং মানুষকে দেখাইবার জন্য। আল্লাহ্কে তোমরা স্মরণ করিতে না বলিলেই চলে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَايُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ সেইদিন কাফির ও মুনাফিকদের হইতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হইবে না। এমনকি পৃথিবী ভরা সোনা-চাঁদী দিলেও তার বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দেয়া হইবে না।

مَاْوٰكُمُ النَّارُ هِىَ مَوْلٰكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ জাহান্নামই হইবে তোমাদিগের ঠাঁই। কুফরীর পরিণামে উহাই তোমাদিগের যোগ্য আবাসস্থল। কত নিকৃষ্ট এই অবস্থান!

(١٦) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا
نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ○
(١٧) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

১৬. যাহারা ঈমান আনে তাহাদিগের হৃদয় ভক্তি বিগলিত হইবার সময় কি আসে নাই, আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে? এবং পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেলে যাহাদিগের অন্তঃকরণ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদিগের অধিকাংশই সত্য ত্যাগী।

১৭. জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌ই ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।

তাফসীর ঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মু'মিনদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসে নাই যে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়া, ওয়াজ-নসীহত, কুরআনের আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর বাণী শ্রবণ করিয়া উহাদিগের অন্তর ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মোমের ন্যায় গলিয়া যাইবে এবং কুরআন-হাদীস বুঝিয়া আল্লাহ্‌র অনুগত হইয়া যাইবে।

আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআন অবতীর্ণ হইবার পর তের বৎসরের মাথায় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের হৃদয় কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হওয়ার অভিযোগ তুলিলেন এবং বলিলেন ঃ اَلَمْ يَاْنِ الخ

ইমাম মুসলিম (র) .... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমাদিগের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ يَاْنِ الخ এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিলেন। ইমাম নাসায়ী এবং ইব্ন মাজাহ্ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। সুফিয়ান সওরী (র) মাসউদী -এর মাধ্যমে কাসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম (র) বলেন, সাহাবাগণ এক দিন আবেদন

করিল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ এই আয়াতটি নাযিল করেন। ইহার কয়েকদিন পর সাহাবাগণ আবারো বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগকে কিছু বলুন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ এই আয়াতটি নাযিল করেন। কিছুদিন পর সাহাবাগণ অনুরূপ আবেদন করিলে তখন আল্লাহ্ তা'আলা اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় শাদ্দাদ ইব্‌ন আউস (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের হৃদয় হইতে সর্বপ্রথম খুশূ তথা বিনয়-নম্রতা উঠাইয়া নেওয়া হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ – وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ

"পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মত যেন উহারা না হয়। বহুকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল যাহাদিগের অন্তঃকরণ পাষাণ হইয়া যায়।"

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইয়াহূদ ও নাসারাদের ন্যায় হইতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে (তাওরাত ও ইঞ্জীল) বিকৃত করিয়া স্বল্প মূল্যে উহা বিক্রয় করিয়া সর্বোপরি উহাকে উপেক্ষা করিয়া নানা ধরনের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া তাহাদিগের আহবার রুহবানদের অনুসরণ করিতে শুরু করিয়াছে। ফলে তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া সত্য গ্রহণ করিবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন উহাদিগের অধিকাংশই দুষ্কর্ম পরায়ণ ফাসিক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ বনী ইসরাঈলের নিকট আসমানী কিতাব নাযিল হইবার পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের অন্তর পাষাণ হইয়া যায় এবং তাহারা আসমানী কিতাবের পরিবর্তে নিজেদের চাহিদা, রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী কিতাব আবিষ্কার করিয়া লয়। এবং তাহারা পরস্পর এই পরিকল্পনা করে যে, চল আমরা বনী ইসরাঈলদেরকে আমাদিগের এই কিতাব অনুসরণ করিবার আহ্বান জানাই। ফলে যে ইহা অনুসরণ করিবে তাহাকে আমরা ছাড়িয়া দিব আর যাহারা ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে তাহাকে হত্যা করিব। কার্যত তাহারা উহাই করিল।

তাহাদিগের মধ্যে একজন বিজ্ঞ আলিম ছিল। তিনি এই অধঃপতন দেখিয়া সঠিক আসমানী কিতাবের মাসায়েল এই একটি সূক্ষ্ম বস্তুতে লিপিবদ্ধ করিয়া একটি শিংয়ের মধ্যে পুরিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখেন। কিতাব বিকৃতকারীরা বিপুল সংখ্যক হত্যাযজ্ঞ চালাইবার পর একে অপরকে পরামর্শ দিল যে, হত্যাকাণ্ড তো বহু করিলাম। এইবার চল, অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়া আমাদিগের মতবাদ গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাই। যদি সে মানিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার দেখাদেখি অন্যরাও মানিয়া লইবে আর যদি অস্বীকার করে তো তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। অতঃপর তাহারা সেই বিচিত্র লোকটির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আমাদিগের এই কিতাবে যাহা আছে আপনি কি উহা বিশ্বাস করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে? তখন তাহারা কিতাবটি পাঠ করিয়া শুনায়। তখন তিনি গলায় ঝুলন্ত সঠিক কিতাবটির প্রতি ইংগিত করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমি ইহা বিশ্বাস করি। উত্তর শুনিয়া তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

কিছুদিন পর লোকটি মৃত্যুবরণ করে। তখন মৃত্যুর পর দুষ্কৃতিকারীরা তল্লাশী চালাইয়া শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত আসমানী কিতাবের অবিকৃত কপিটি খুঁজিয়া পাইল। ইহার পর বনী ইসরাঈলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া যায়। তন্মধ্যে শিংয়ের মধ্যে সংরক্ষিত সঠিক কিতাবের অনুসারীরাই সর্বোত্তম দল। এই হলো আহলে কিতাবদের আসমানী কিতাব বিকৃতির সংক্ষিপ্ত কাহিনী। আবূ জাফর তাবারী (র) ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, ইরতীস ইব্ন উরকূব (র) ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আবূ আব্দুল্লাহ্! ধ্বংস সেই ব্যক্তি, যে সৎ কাজের আদেশ দিল না এবং অন্যায় কাজে বাঁধা প্রদান করিল না। উত্তরে ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ ধ্বংস সেই ব্যক্তির যাহার অন্তর সৎকর্মকে সৎ বলিয়া এবং অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই বলিয়া তিনি উপরোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا - قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ "তোমরা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ই ধারিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলি তোমাদিগের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" এই আয়াতে বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনুর্বর, শুষ্ক ও নির্জীব যমীনকে যেমন বৃষ্টি দ্বারা উর্বরতা সজীবতা দান করেন, তেমনি কুরআনের যুক্তি প্রমাণ দ্বারা বিভ্রান্ত ও পাষাণ হৃদয়ে হিদায়াত দান করিতে সক্ষম। সকল প্রশংসা ও মহিমা তাঁহারই যিনি বিভ্রান্ত জাতিকে স্বীয় অনুগ্রহে হিদায়াত দান করেন।

(١٨) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ○

(١٩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১৮. দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশী এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৯. যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলে ঈমান আনে, তাহারাই তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে ও আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছে, উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী।

তাফসীর ঃ যাহারা নেক নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য গরীব-মিসকীন ও অসহায়দেরকে দান করে তাহাদিগের প্রতিদান সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ -

অর্থাৎ "দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যাহারা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে বহুগুণ বেশি এবং তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে মহাপুরস্কার।"

আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করার অর্থ হইল খাঁটি নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কাউকে দান করা এবং যাহাকে দান করা হইল তাহার থেকে কোন বিনিময় বা কৃতজ্ঞতার আশা না করা।

وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ এই দানশীল নর-নারীদিগকে দশগুণ হইতে সাতশত গুণ বরং উহার চেয়েও বেশী দান করা হইবে।

يُضَاعَفُ لَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে আরো দেওয়া হইবে বিপুল ও মহাপুরস্কার। উহাদিগের পরিণাম হইবে যার পর নাই সুখময় ও সন্তোষজনক।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূলের উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ্র নিকট তাহাদিগের উপাধি হইল সিদ্দীক ও শহীদ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ আয়াতটি এই পর্যন্ত সমাপ্ত। وَالشُّهَدَاءُ হইতে পরবর্তী আয়াতটি ইহা হইতে পৃথক। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহারা রাসূলের উপর ঈমান আনে উহারা সিদ্দীক আর শহীদগণের জন্য রহিয়াছে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট মহাপুরস্কার। মাসরূক, যাহ্হাক, মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান এবং আরো অনেকে এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আ'মাশ (র) আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন মাসউদ (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসী তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) مُصَّدِّقُوْنَ (দানশীলের দল) (২) صِدِّيْقُوْنَ (সত্যনিষ্ঠ দল) এবং (৩) شُهَدَاءُ (শহীদদের দল) যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُوْلٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ-

অর্থাৎ "কেহ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করিলে সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্ম পরায়ণ যাহাদিগের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গী হইবে।" এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, শহীদ ও সিদ্দীক পৃথক দুইটি দল। আর সিদ্দীকদের মর্যাদা শহীদদের উর্ধ্বে। যেমন,

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা নীচ হইতে উপরতলা ওয়ালাদেরকে এমনভাবে দেখিতে পাইবে, যেমন তোমরা আকাশের নক্ষত্র দেখিতে পাও। ইহা হইবে তোমাদিগের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কারণে।" এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, ইহা তো নবীগণের স্তর। অন্যরা তো সেই পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি। যাহারা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে আর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহারাও এই স্তর লাভ করিতে পারিবে।"

ইব্ন জারীর (র) ..... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মতের ঈমানদারগণ শহীদ।" এই কথাটি বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, শহীদ ও সিদ্দীকগণ কিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় একত্রিতভাবে উপস্থিত হইবে। وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (শহীদগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট অবস্থান করিবে) অর্থ হইল শহীদগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত জান্নাতে অবস্থান করিবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীর অবয়বে আরোহণ করিয়া জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা অবাধে বিচরণ করে। ভ্রমণ শেষে ফানূসের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিগের বাসনা কি? উত্তরে তাহারা বলে যে, আমাদিগের বাসনা হইল আপনি আমাদিগকে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরাইয়া দিন। আমরা পূর্বের ন্যায় আপনার জন্য যুদ্ধ করিয়া আপনার শত্রুদেরকে নিপাত করি। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, মৃত্যুর পর পুনরায় দুনিয়াতে যাওয়ার কোন বিধান নাই।

لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্র নিকট অপরিমেয় প্রতিদান পাইবে এবং নূর লাভ করিবে, যাহা তাহাদিগের সম্মুখভাগে প্রধাবিত হইবে। আমলের তারতম্যের কারণে তাহাদিগের নূরেও তারতম্য হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমর (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চার শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র নিকট শহীদ বলিয়া গণ্য। (১) পাকা ঈমানদার ব্যক্তি যে আল্লাহ্র দুশমনের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়। হাশর ময়দানে লোকগণ এই শ্রেণীর শহীদদের দিকেই এইভাবে মাথা তুলিয়া তাকাইবে। এইকথা বলার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) এমনভাবে মাথা উঠাইলেন যে, তাঁহার মাথার টুপি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। হাদীসটি বর্ণনাকালে হযরত উমর (রা)-ও উহা দেখাইবার সময় তাঁহার মাথার টুপিও পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। (২) কম সাহসী ঈমানদার যে বাতিলের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিবার জন্য ময়দানে অবতরণ করে আর অকস্মাৎ একটি তীর আসিয়া তাহার গায়ে বিদ্ধ হয়, ফলে সে মারা যায়। এই শ্রেণীর লোক হইল দ্বিতীয় স্তরের। (৩) সৎ-অসৎ দু'ধরনের কাজেই লিপ্ত এমন ঈমানদার জিহাদ করিতে গিয়া মৃত্যুবরণ করে। এই শ্রেণীর লোক হইল তৃতীয় স্তরের শহীদ। (৪) নিজের জীবনের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছে এমন ঈমানদার, যে আল্লাহ্র পথে লড়াই করিতে গিয়া প্রাণ দান করে। এই শ্রেণীর লোক চতুর্থ পর্যায়ের শহীদ। সর্বশেষে আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্যদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ অর্থাৎ "যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই হইল জাহান্নামী।"

(٢٠) اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ
نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

(٢١) سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ
السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ
اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২০. তোমরা জানিয়া রাখ যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। উহার উপমা বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায় ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অবশেষে উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রহিয়াছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

২১. তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যাহা প্রস্তত করা হইয়াছে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা ও হীনতার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى
الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের ফলাফল ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক আত্মম্ভরিতা আর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ-

অর্থাৎ "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হইয়াছে। এই সব ইহজীবনে ভোগ্য বস্তু আর আল্লাহ্ তাঁহার নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব ও অনিশ্চয়তার উপমা প্রদান করিয়া বলেন ঃ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا অর্থাৎ "উহার উপমা বৃষ্টি, যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদিগকে চমৎকৃত করে। অতঃপর উহা শুকাইয়া যায়। ফলে তুমি উহা পীত বর্ণ দেখিতে পাও। অতঃপর উহা খড়-কুটায় পরিণত হয়।"

غَيْثٌ সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যাহা মানুষ আশাহত হইবার পর বর্ষিত হয়। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَنَطُوْا "তিনিই সেই সত্তা যিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন মানুষ আশাহত হইবার পর।" اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ অর্থাৎ আশাহত হইবার বর্ষিত বৃষ্টি দ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষককুলকে চমৎকৃত করিল। তো এই শস্য সম্ভার যেমন কৃষককুলকে চমৎকৃত করে তেমনি পার্থিব জীবনও কাফিরদিগকে চমৎকৃত করে। কারণ তাহারা দুনিয়ার প্রতি বেশী লোভী ও আকৃষ্ট। দুনিয়াই তাহাদের একমাত্র সম্বল।

ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا অর্থাৎ উৎপন্ন শস্য সম্ভারে কৃষককুল চমৎকৃত হইবার পর সেই শস্যাদি আবার শুকাইয়া পীত বর্ণ হইয়া গেল, ধীরে ধীরে খড়-কুটায় পরিণত হইয়া গেল। তেমনিভাবে পার্থিব জীবনে মানুষ একসময় নাদুস-নুদুস, সুডৌল ও সুদর্শন-সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক থাকে। অতঃপর শুরু হয় বার্ধক্য। তখন তাহার যৌবনের স্বাস্থ্য, রূপ-সৌন্দর্য, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি সবই ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। এইভাবে অবোধ অচল ও দুর্বল হইয়া একদিন অত্যন্ত নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেয়।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ –

অর্থাৎ "আল্লাহ্ তিনি যিনি তোমাদিগকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি দান করিয়াছেন। তারপর আবার শক্তির পর দুর্বলতা ও বার্ধক্য দান করিয়াছেন। বস্তুত তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন আর তিনি প্রজ্ঞাময়, শক্তিশালী।"

এই উপমা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া এইবার চিরস্থায়ী আখিরাতের পর পাশাপাশি দুটি দৃশ্য দেখাইয়া একটির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করিয়া অপরটির ব্যাপারে আগ্রহ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

অর্থাৎ আখিরাতে মানুষ হয়তো জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করিবে নতুবা আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করিয়া জান্নাতে অপার সুখ ভোগ করিবে। ইহা ছাড়া তৃতীয় কোন পথ থাকিবে না। অতঃপর তোমরা হে মানুষ! আখিরাতের আযাবকে ভয় কর এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হও। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের তুলনায় ইহা নিতান্তই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। ইব্‌ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতেও উত্তম।" তোমরা وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا এই আয়াতটি পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের পায়ের জুতার ফিতা তার যতটুকু নিকটে জান্নাত তদপেক্ষা বেশি নিকটে। জাহান্নামও ঠিক তদ্রূপ।"

ইহাতে বুঝা গেল যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ মানুষের খুবই নিকটে বিধায় পাপকার্য পরিত্যাগ করিয়া সদা নেক কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যাহা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।" যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ –

অর্থাৎ "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদিগের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লাভের আশায় যাহার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান। যাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য।"

আর এইখানে বলেন ঃ

أُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ এই জান্নাত প্রস্তুত করা হইয়াছে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাসীদের জন্য। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ঈমানদারকে জান্নাতের অধিকারী বানাইয়াছেন। কেহ বাহু বলে তাহা লাভ করিতে পারিবে না। যেমন এক হাদীসে আছে যে, গরীব মুহাজিরগণ বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! বিত্তবানরাই তো যত সব সওয়াব এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তা কিভাবে?" তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! বিত্তবানরা আমাদিগের ন্যায় নামায পড়ে, রোযা রাখে কিন্তু তাহারা সদকা করে। দারিদ্রের কারণে আমরা তাহা করিতে পারি না। তাহারা গোলাম আযাদ করে, আমরা করিতে পারি না। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তোমাদিগকে আমি একটি আমল শিখাইয়া দিতেছি উহা পালন করিলে কেহই তোমাদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু-লিল্লাহ্ ও তেত্রিশ বার আল্লাহু আকবার পড়িতে আরম্ভ কর।" তাহারা খুশী মনে ফিরিয়া গিয়া এইভাবে আমল করিতে শুরু করে। কিছুদিন পর আবার আসিয়া তাহারা বলেন, হুযূর! টাকা ওয়ালারা তো টের পাইয়া আমাদের ন্যায় আমল করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে। রাসূল (সা) বলিলেন, "ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই উহা দান করেন।"

(٢٢) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا
فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۚ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝

(٢٣) لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۚ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۝

(٢٤) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ
فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

২২. পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদিগের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করিবার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।

২৩. ইহা এই জন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যাহা তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদিগকে—

২৪. যাহারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়, যে মুখ ফিরাইয়া লয় সে জানিয়া রাখুক আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ জগত সৃষ্টির পূর্বে নির্ধারিত তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا

অর্থাৎ পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে যেই বিপদাপদ বা বিপর্যয় আসে জগত সৃষ্টির পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে।

مِنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا অর্থ কেহ এই করিয়াছেন যে, মানুষ সৃষ্টি করিবার পূর্বেই সেই বিপর্যয় লিপিবদ্ধ আছে। কেহ বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল বিপর্যয় সৃষ্টির পূর্বে হইতে উহা সংঘটিত হওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তবে প্রথম অর্থটি সর্বাধিক যুক্তিনির্ভর। হাদীসেও ইহার সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইব্‌ন জারীর (র) মানসূর ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হইতে বর্ণনা করেন। মানসূর ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, ইমাম হাসান (র)-কে مَا اَصَابَ مِنْ الخ এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, সুবাহানাল্লাহ! ইহাতে কি কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে? আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যত বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে মানুষ সৃষ্টির পূর্ব হইতেই উহা আল্লাহ্‌র কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের مُصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ (অর্থাৎ পৃথিবীতে সংঘটিত বিপর্যয়) অর্থ দুর্ভিক্ষ এবং مُصِيْبَةٍ فِىْ الْاَنْفُسِ (ব্যক্তিগত বিপর্যয়) অর্থ রোগ-ব্যাধি, ব্যথা-বেদনা।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতটি তাকদীর অস্বীকারকারী কাদরিয়াদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইব্‌ন ওহাব (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আরো আছে যে, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ভাসমান ছিল।

اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অবগত হওয়া এবং কখন কি ঘটিবে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। কারণ কখন কোথায় কি ঘটিবে সবই তাঁহার জানা। তিনি সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবগত।

لِكَيْلَا تَاسَوْا عَلٰى مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُوْا بِمَا اٰتَاكُمْ অর্থাৎ আমি যে পূর্ব হইতেই সব কিছু জানি এবং পূর্বেই সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে এইজন্য জানাইয়া দিলাম, যাহাতে তোমরা যাহা হারাইয়া ফেলার জন্য দুঃখিত না হও আর যাহা লাভ কর তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল হইয়া অন্যের উপর গর্ববোধ না কর। কারণ তোমরা যাহা তোমাদিগের হাতছাড়া হইয়া যায় আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহা হাতছাড়া হইবারই ছিল। আর তোমাদিগকে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন উহা তোমরা বাহু বলে লাভ কর নাই। বরং আল্লাহ তা'আলা পূর্বনির্ধারিত অনুযায়ী তুমি তাহা পাইবারই ছিলে।

এই প্রসংগে পরক্ষণে আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা উদ্ধত ও অংহকারীদিগকে পছন্দ করেন না।" مختال শব্দের অর্থ নিজেকে নিয়ে যে গৌরবান্বিত আর فخور অর্থ অন্যের উপর যে অহংকার প্রদর্শন করে।

ইকরিমা (র) বলেন সুখ-দুঃখ সকলেই আছে। সুতরাং তোমরা সুখ লাভ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বিপদে পড়লে ধৈর্যধারণ কর।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

"যাহারা কার্পণ্য করে এবং লোকদিগকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় অর্থাৎ যাহারা অন্যায় করে এবং অন্যদেরকে অন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে আর যাহারা আল্লাহর বিধান হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ।" যেমন হযরত মূসা (আ) বলেন ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ حَمِيْدٌ অর্থাৎ যদি তোমরা এবং পৃথিবীর অন্য সকলে কাফির হইয়া যাও, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ তা'আলা অভাবমুক্ত এবং প্রশংসার্হ। অর্থাৎ দুনিয়ার সব মানুষ যদি খোদাদ্রোহী ও কাফির হইয়া যায় তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি নাই। বরং যাহারা খোদাদ্রোহিতা করিবে, তাহারাই নিপাত হইয়া যাইবে।

(٢٥) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি বা যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করিয়া দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করিয়াও তাঁহাকে ও তাঁহার রাসূলকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ অর্থাৎ "নিশ্চয় আমি বহু মু'জিযা এবং অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সহ আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি। আর তাহাদিগের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি।"

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে ميزان অর্থ عدل তথা ন্যায়-নীতি। আদ্‌ল বলা হয় সেই সত্যকে, সুস্থ বিবেক যাহার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ অর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের প্রতিপালক প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার অনুসরণ করে তাহার প্রেরিত সাক্ষী।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا অর্থাৎ "ইহা আল্লাহ্র ফিতরত যাহার উপর তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আরেক আয়াতে বলেন ঃ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ অর্থাৎ "তিনি আকাশকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং ন্যায়-নীতি স্থাপন করিয়াছেন।"

لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ "আমি রাসূলগণের সহিত ন্যায়-নীতি এই জন্য দিয়াছি যাহাতে তাঁহারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।" সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হইল

রাসূল (সা)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কারণ মহানবী (সা)-এর আনীত আদর্শই একমাত্র সঠিক ও ন্যায়-নীতি সম্পন্ন আদর্শ, যাহার বাহিরে সত্য বলিতে আর কিছুই নাই। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً অর্থাৎ "তথ্যের সত্যতা এবং আদেশ-নিষেধ ন্যায়-পরায়ণতার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিপালকের বাণী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।"

এই কারণেই ঈমানদারগণ জান্নাতে প্রবেশের পর বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَا نَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاَ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ-

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আল্লাহ যদি আমাদিগকে হিদায়াত না দিতেন, তাহা হইলে আমরা হিদায়াত পাইতাম না। বাস্তবিক আমাদিগের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদিগের নিকট সত্য লইয়া আসিয়াছিলেন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ "এবং আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি।" অর্থাৎ মানুষের হিদায়াত ও সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আমি প্রথমে সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়াছি। কিন্তু ইহার পরও যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিবে, দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা প্রদান করিবে এবং ইসলামের সহিত বিদ্রোহ করিবে তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য আমি লৌহ দিয়াছি, যাহা দ্বারা তোমরা অস্ত্র তৈয়ার করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করিবে। এইজন্যই তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কার তের বছরের জিন্দেগীতে আল্লাহ তা'আলা যে সব আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা এবং কাফির-মুশরিকদের সহিত বিতর্কের নির্দেশনা রহিয়াছে। অতঃপর বিরোধী শক্তির উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা হিজরতের বিধান দিয়া মুসলমানদিগকে ইসলাম বিরোধী শক্তির সহিত সশস্ত্র যুদ্ধ ও শত্রু নিধনের নির্দেশ প্রদান করেন।

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (র) ..... ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের পূর্ব-মুহূর্তে আমাকে তরবারীসহ প্রেরণ করা হইয়াছে, যেন সকল মানুষই এক আল্লাহর দাসত্ব করে যাঁহার কোন শরীক নাই। আর আমার জীবিকা আল্লাহ তা'আলা আমার নেযার অর্থাৎ অস্ত্রের ছায়াতলে নিহীত রাখিয়াছেন। বস্তুত যাহারা আমার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য লাঞ্ছনা অবধারিত। যাহারা উহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে তাহারা উহাদেরই দলভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ অর্থাৎ "আমি যেই লৌহ দান করিয়াছি উহাতে আছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য নানাবিধ কল্যাণ।" লোহার প্রচণ্ড শক্তি যেমন লোহা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র যেমন, তরবারী, বর্শা, তীর ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। আবার প্রতিপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বর্শাও এই লোহা দ্বারাই তৈয়ার করা হয়। আবার মানুষের জীবন ধারণের উপকারে আসে এমন বহু সরঞ্জামাদি এই লোহা দ্বারা তৈয়ার করা হয়। যেমন ছুরি, চাকু, দা, কুড়াল, পাওরা, করাত ইত্যাদি। এবং এমন কিছু বস্তু যাহা চাষ যন্ত্র, বুনন যন্ত্র, পাক যন্ত্র ইত্যাদিও তৈরি করা যায়। বস্তুত লৌহ নির্মিত বহু সরঞ্জামাদি এমন আছে যাহা ছাড়া মানুষের জীবন যাত্রাই অচল হইয়া পড়ে।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ অর্থাৎ "অস্ত্র তৈরির জন্য লোহা দান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহেন যে, আল্লাহকে না দেখিয়াও কে এই অস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসে।"

اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা শক্তিধর, পরাক্রমশালী, যে তাঁহার দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করিবে তিনি তাহাকে সাহায্য করিবেন।"

(٢٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ
وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○
(٢٧) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ
الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ
ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৬. আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওত ও কিতাব কিন্তু উহাদিগের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী।

২৭. অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম-তনয় ঈসাকে আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল

এবং তাহার অনুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া, কিন্তু সন্ন্যাসবাদ ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদিগকে উহার বিধান দেই নাই অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদিগের অধিকাংশই সত্য-ত্যাগী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ তা'আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর। অদ্রূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পর যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরই ছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ আর আমি তাহাদিগের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছি নবুওত ও কিতাব। এইভাবে বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ নবী মারয়াম-তনয় হযরত ঈসা (আ) আগমন করিয়া আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দান করেন। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً-

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছি আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছি মারয়াম-তনয় ঈসাকে এবং তাহাকে দিয়াছি (আসমানী গ্রন্থ) ইঞ্জীল আর যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে (অর্থাৎ হাওয়ারীগণ) তাহাদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও সৃষ্টির প্রতি দয়া।"

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانَ اللّٰهِ অর্থাৎ "নাসারাগণ যে সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে, আমি উহাদিগকে উহার বিধান দিই নাই। উহাতো তাহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য গড়িয়া লইয়াছে।"

اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانَ اللّٰهِ এই আয়াতাংশের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, নাসারাগণ যেই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়াছে আমি উহার বিধান দেই নাই। উহারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উহা গড়িয়া লইয়াছে। আল্লাহর সন্তষ্টির লাভের আশায় তাহারা এই সন্ন্যাসবাদ পালন করে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং কাতাদা (র) এই অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান দিয়াছেন।

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا অর্থাৎ তাহারা যাহা আবিষ্কার করিয়া নিয়াছে উহাও তাহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। এই কথা বলিয়া আল্লাহ তা'আলা দুইভাবে

তাহাদিগের নিন্দা করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহর দীনের মধ্যে মনগড়া আবিষ্কার এক অপরাধ; দ্বিতীয়ত, উহাও যথাযথভাবে পালন না করা দ্বিতীয় অপরাধ। কারণ তাহাদিগের ধারণা মতে ইহা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়।

ইবন আবূ হাতিম (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে "হে ইব্ন মাসউদ! বলিয়া ডাক দেন। আমি বলিলাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "জান, বনী ইসরাঈলগণ বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি দল মুক্তি লাভ করিবে। প্রথম দল যাহারা ঈসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলদের পতন ও খোদাদ্রোহিতা দেখিয়া লোকদিগকে আল্লাহর দীন ও হযরত ঈসা (আ)-এর আদর্শের পথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে। কিন্তু স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণী তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা আল্লাহর দরবারে মুক্তি লাভ করিবে। অতঃপর আরেকটি দল যাহাদিগের কোন রণশক্তি ছিল না তাহারা রাজা-বাদশাদেরকে আল্লাহর দীনের পথে আহ্বান করে। কিন্তু স্বৈরাচারী বাদশাহ্রা ইহাদেরকেও করাত দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া আগুনে পোড়াইয়া অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। ইহারা মুক্তিপ্রাপ্ত দ্বিতীয় দল। সবশেষে একদল লোক যাহাদিগের রণ শক্তিতো দূরের কথা বাতিলের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। ইহারা লোকালয় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া পাহাড়ে গিয়া আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়। .... وَرَهْبَانِيَّةً এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহাদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।"

ইবন জারীর ও ইমাম নাসায়ী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পর রাজা-বাদশাহগণ ইঞ্জীলকে তাহাদিগের সুবিধা মত পরিবর্তন করিয়া ফেলে। কিন্তু একদল লোক ঈমানের উপর অটল থাকে এবং আসল তাওরাতই পাঠ করিতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর বিকৃত কিতাবের অনুসারীরা রাজ দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, এই লোকগুলি আল্লাহর কিতাব বলিয়া যাহা পাঠ করে তাহাতে তো আমাদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আছে যে, যাহারা আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে না তাহারা কাফির ইত্যাদি। তাহা ছাড়া ইহারা আমাদের সমালোচনাও করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে দরবারে ডাকিয়া আনিয়া আমরা যেমন পড়ি তেমন পড়িতে এবং আমরা যেমন আকীদা পোষণ করি তেমন আকীদা পোষণ করিতে বাধ্য করা হউক। আর যদি তাহারা আমাদিগের পথে আসিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক। প্রস্তাব অনুযায়ী সেই খাঁটি ঈমানদারদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা হয়ত আমাদিগের সংশোধিত কিতাবের অনুসরণ কর অন্যথায় তোমাদিগের হাতে যেই কিতাব আছে উহা

আমাদিগের হাতে দিয়া দাও। অন্যথায় প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দাও। বল, কোন্‌টা করিবে? উত্তরে তাহাদের এক দল বলিল, ইহার কোনটিই না করিয়া বরং একটি উঁচু ইমারত তৈয়ার করিয়া তোমরা আমাদিগকে সেখানে থাকিতে দাও। আমাদিগের খানাপিনা সেখানে পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা কর। আমরা কখনো আর সেখান থেকে নীচে নামিয়া তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না। আরেক দল বলিল, তাহা না করিয়া বরং আমরা তোমাদিগের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বলিয়া যাই এবং জীব-জানোয়ারের মত জীবন যাপন করি। তোমরা আমাদিগকে তোমাদিগের রাজত্বের কোথাও পাইলে হত্যা করিয়া ফেলিও।

তৃতীয় দল বলিল, তাহার চেয়ে বরং লোকালয়ের বাহিরে কোথাও আমাদিগকে কিছু জায়গা দিয়া দাও, আমরা সেখানে চাষাবাদ করিয়া কোন রকম জীবন কাটাইয়া দেই। তোমাদিগের রাজত্বে আর আমরা নাক গলাইতে আসিব না। অবশেষে এই প্রস্তাবটিই গ্রহণ করা হয়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা .... وَرَهْبَانِيَّةً এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

অপর আরো একটি দল বলিল, অন্যরা যে প্রকার ইবাদত করে, ভ্রমণ করে ও ইবাদতখানা বানায় আমরাও তাহাদেরই অনুসরণ করিব। বস্তুত ইহারা তাহাদের ন্যায় শিরকের উপর বিদ্যমান রহিল। অবশেষে যখন নবী করীম (সা) প্রেরিত হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক লোক বাঁচিয়া রইল। তাহাদের একজন ইবাদতখানা হইতে নীচে নামিয়া আসিল এবং একজন ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিল এবং নবী করীম (সা)-এর প্রতি ঈমান আনিল ও তাঁহাকে সত্য বলে বিশ্বাস করিল। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ অবতীর্ণ করেন يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَآمِنُوْا بِرَسُوْلِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনুগ্রহ করিয়া দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ঈসা (আ) ও তাওরাত এবং ইঞ্জীলের প্রতি ঈমান আনা এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসের ফলে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হইবে।

আবূ ইয়ালা মুছিলী (র) ..... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাহ্‌ল ইব্‌ন আবূ উমামা (রা) বলেন, আমি এবং আমার আব্বা উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীযের শাসনামলে মদীনায় হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-এর কাছে গমন করি। তখন তিনি মদীনার গভর্ণর। আমরা পাইলাম যে, তিনি নামায পড়িতেছেন। সেই নামায তিনি খুব সংক্ষেপে আদায় করিলেন। নামায শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনি ফরয পড়িলেন, না নফল? উত্তরে তিনি বলিলেন, কেন ফরযই তো পড়িয়াছি, ইহাই তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নামায। নামায সংক্ষেপ করিয়া আমি কোন ভুল করি নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন, "তোমরা নিজের উপর কঠোরতা চাপাইয়া লইও না,

অন্যথায় আল্লাহও কঠোরতা চাপাইয়া দিবেন। একটি সম্প্রদায় অনর্থক নিজেদের উপর কঠোর আইন চাপাইয়া লইয়াছিল। ফলে আল্লাহও তাহাদিগের উপর কঠোরতা চাপাইয়া দিয়াছেন। উহাদিগের অবশিষ্টরাই সন্ন্যাসবাদ আবিষ্কার করিয়া আজ গির্জায় পড়িয়া রহিয়াছে।" আল্লাহ্ বলেন ঃ وَرَهْبَانِيَّةً الخ

পরদিন আনাস (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আমরা ভ্রমণ করিতে যাই। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, একটি বস্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস্তূপে পরিণত হইয়া আছে। উহার ঘর-দরজা বলিতে কিছু অক্ষত নাই। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি জানেন যে, ইহা কোন বস্তু? উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, জানি, খুব ভালো করিয়াই জানি। সত্যদ্রোহিতা আর হিংসা ইহাদিগকে নিপাত করিয়াছে। জানো, হিংসা নেক আমলের নূর নিভাইয়া দেয়। আর বিদ্রোহ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে। চক্ষু ব্যভিচার করে আর হাত, পা, দেহ, যবান এবং যৌনাংগ উহাকে সত্যে পরিণত করে বা মিথ্যা প্রমাণিত করে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক নবীর আমলেই সন্ন্যাসবাদ ছিল আর আমার উম্মতের সন্ন্যাসবাদ হইল আল্লাহর পথে জিহাদ করা।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। উত্তরে আমি বলিলাম যে, ঠিক এই আবেদনটিই একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট করিয়াছিলাম। 'আমি তোমাকে আল্লাহকে ভয় করিবার উপদেশ দিতেছি। কারণ এই খোদা-ভীতিই সবকিছুর মূল।'

আর জিহাদ তোমার জন্য অপরিহার্য। কারণ এই জিহাদই হইল ইসলামের সন্ন্যাসবাদ। আর যিকর ও কুরআন তিলাওয়াত করিবে। কারণ ইহা আসমানে ও যমীনে সম্মান বৃদ্ধি করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(٢٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

(٢٩) لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২৮. হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদিগকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদিগকে দিবেন আলো। যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২৯. ইহা এইজন্য যে, কিতাবীগণ যেন জানিতে পারে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও উহাদিগের কোন অধিকার নাই। অনুগ্রহ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি তাহা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ "তিন শ্রেণীর লোককে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রথমত যেই আহলে কিতাব স্বীয় নবীর উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে; অতঃপর আমার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। (২) যেই অধীনস্ত গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের হক আদায় করে এবং (৩) যে ব্যক্তি তাহার দাসীকে উত্তম আদর্শ শিক্ষা দান করার পর তাহাকে আযাদ করিয়া নিজে বিবাহ করে। এই তিন শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার দান করিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবন আব্বাস (রা)-ও এই তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অনুরূপ যাহ্হাক ও উতবা ইবন আবুল হিকমা (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাই ইবন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আহলে কিতাব মুসলমানদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেওয়া হইবে দেখিয়া তাহারা গর্ববোধ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ
وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ۔

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন, আরো দান করিবেন আলো। তথা হিদায়াত দান করিবেন যাহার সাহায্যে তোমরা অজ্ঞতা ও আত্মার অন্ধত্ব দূর করিয়া সঠিকভাবে জীবন পরিচালিত করিতে পারিবে।"

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۔

অর্থাৎ "হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করিবার শক্তি দিবেন, তোমাদিগের পাপ মোচন করিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন এবং আল্লাহ্ অতিশয় মঙ্গলময়।"

সাঈদ ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) এক ইয়াহূদী আলিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক নেকীর বিনিময়ে তোমরা কত সওয়াব পাও? উত্তরে তিনি বলিলেন, সাড়ে তিনশত। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, আলহামদুল্লিাহ্! আল্লাহ আমাদিগকে দ্বিগুণ দান করিয়াছেন। অতঃপর সাঈদ (র) يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন জুমু'আর জন্য আমাদিগকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমাদিগের এবং ইয়াহূদ-নাসারাদের উপমা হইল, এক ব্যক্তি কতিপয় শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বলিলেন, যে সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাকে এক কীরাত মজুরী দেওয়া হইবে। এই কথার উপর ইয়াহূদরা কাজ করিল। অতঃপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা জোহর হইতে আসর পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগকে এক এক কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই কথার উপর নাসারাগণ কাজ করিল। তারপর মহাজন বলিলেন, এইবার যাহারা আসর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করিবে তাহাদিগের প্রত্যেককে দুই কীরাত করিয়া দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার আমলকারী হইলে তোমরা। ইহা দেখিয়া ইয়াহূদ ও নাসারাগণ ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, আমরা কাজ করিলাম বেশি আর পারিশ্রমিক পাইলাম কম। মহাজন বলিলেন, আমি তোমাদের মজুরী কম দিয়াছি? তাহারা বলিল, না। তখন আল্লাহ্ বলেন, "ইহা আমার অনুগ্রহ। আমি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করি।"

ইমাম বুখারী (র) ...... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান ইয়াহূদ ও নাসারার উপমা হইল, এক ব্যক্তি সারাদিনের জন্য কিছু শ্রমিক নিয়োগ করিল। শ্রমিকরা দুপুর পর্যন্ত কাজ করিয়া বলিল, আমরা আর কাজ করিতে পারিব না এবং আমরা ইহার পারিশ্রমিকও চাই না। মালিক বলিল তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক লইয়া তবে যাও। কিন্তু তাহারা তাহাতে রাযী হইল না, চলিয়া গেল। ফলে মালিক আরেক দল শ্রমিককে এই বলিয়া নিয়োগ করিল যে, তোমরা এখন হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর গোটা দিনের পারিশ্রমিক পাইবে। কিন্তু এই দলটিও আসর পর্যন্ত কাজ করিয়া পারিশ্রমিক না লইয়া চলিয়া গেল। তারপর মালিক আরেক দল লোক নিয়োগ করিয়া বলিল, তোমরা এখন হইতে মাত্র সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করিবে আর পারিশ্রমিক পাইবে গোটা দিনের। এই

দলটি সন্ধ্যা পর্যন্ত স্বল্প সময় কাজ করিয়া গোটা দিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিল (প্রথম দলটি ইয়াহুদ, দ্বিতীয়টি নাসারা আর তৃতীয়টি হইল মুসলমান) এই প্রসংগেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لِئَلاَّ يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَلاَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْئٍ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি ইহা এইজন্য করিলাম যাহাতে আহলে কিতাবগণ উপলব্ধি করিতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কিছু দান করিলে উহারা তাহা ঠেকাইতে পারিবে না আর আল্লাহ তা'আলা দিতে না চাইলে তাহারা বাহুবলে দিতে সক্ষম নহে।

وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ "অনুগ্রহ সব আল্লাহরই হাতে তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই অনুগ্রহ দান করেন আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।"

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের প্রথমাংশ لِئَلاَّ يَعْلَمَ অর্থ يَعْلَمَ অর্থাৎ যাহাতে উহারা উপলব্ধি করিতে পারে। ইব্‌ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতে لئلا يعلم এর স্থলে لكى يعلم পড়া হয়। অনুরূপভাবে আতা ইব্‌ন আব্দুল্লাহ এবং সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতেও এই কিরাআত বর্ণিত আছে। মোটকথা অনেক সময় বাক্যের মধ্যে অঙ্গীকার জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং কোন فعل এ لا ব্যবহার করা হয়। সেই ক্ষেত্রে নেতিবাচক উদ্দেশ্য হয় না। বরং ইহাকে অতিরিক্ত ধরে নিয়া ইতিবাচক অর্থ হয়। যেমন مَا مَنَعَكَ اَلاَّ تَسْجُدَ - وَمَا يَشْعُرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَايُؤْمِنُوْنَ এবং وَحَرَامٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَايَرْجِعُوْنَ আয়াত সমূহে لا ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু অর্থ নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক অর্থ উদ্দেশ্য।

২৮ পারা

সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

(١) قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ

وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

১. "(হে রাসূল!) আল্লাহ্ শুনিয়াছেন সেই নারীর কথা, যে তাহার স্বামীর বিষয়ে তোমার সহিত বাদানুবাদ করিতেছে এবং আল্লাহ্র নিকটও ফরিয়াদ করিতেছে। আল্লাহ্ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ....হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি যাঁহার অনন্ত শ্রবণশক্তি সকল আওয়াজই ধারণ করিতেছে। সেই অভিযোগকারিণী মহিলা এত চুপি চুপি রাসূল (সা)-এর কাছে তাহার অভিযোগ পেশ করিতেছিল যাহা একই ঘরে থাকিয়া আমিও শুনিতে পাই নাই। আল্লাহ্ তা'আলা সেই গোপন কথাবার্তাও শুনিলেন এবং এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا ....

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার 'কিতাবুত্ তাওহীদ' এ বর্ণনাটি সংযোজন করেন এবং তিনি উল্লিখিত সনদে উহা বর্ণনা করেন। নাসায়ী, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) আ'মাশ ভিন্ন অন্য সূত্রে উহা বর্ণনা করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "বরকতময় সেই মহান আল্লাহ্ উঁচু-নীচু সকল আওয়াজই শুনেন। অভিযোগ-

কারিণী খাওলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হুযূর (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া এরূপ ফিসফিস করিয়া অভিযোগ পেশ করিতেছিল যে, হয়ত কখনো কোন শব্দ আমার কানে পৌঁছিত, কিন্তু অধিকাংশ কথাই আমার শোনার উপায় ছিল না। সে তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ পেশ করিতেছিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! লোকটির সঙ্গে থাকিয়া আমি যৌবন কাটাইলাম। সন্তান-সন্ততিও হইল। এখন বৃদ্ধা হইয়াছি। সন্তান হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নাই। এখন সে আমার সহিত যিহার করিলেন। আয় আল্লাহ্! তোমার কাছেও আমি এই ফরিয়াদ জানাইতেছি। ইহা বলিয়া অভিযোগকারিণী ঘর হইতে বাহির হইতেও পারে নাই, এমন সময় জিবরাঈল (আ) এই আয়াত নিয়া হাযির হইলেন। মহিলার স্বামীর নাম আওস ইব্ন সামিত (রা)।

ইব্ন লাহিআ ..... আওস ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি (আওস) মাঝে মাঝে অপ্রকৃতিস্থ হইতেন। তখন কখনও নিজ স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া বসিতেন। তারপর যখন সুস্থ হইতেন তখন যেন কিছুই হয় নাই মনে করিতেন। তাহার স্ত্রী এই ব্যাপারে হুযূর (সা)-এর কাছে ফতোয়া জানার জন্য আসিয়াছিল ও আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ জানাইতেছিল। তখনই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

উরওয়া হইতে তাঁহার পুত্র হিশামও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আবূ ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "উমর (রা) তাঁহার খিলাফতকালে সফর সঙ্গীগণকে লইয়া কোথাও যাইতেছিলেন। এক বৃদ্ধা তাঁহাকে ডাকিয়া থামাইল এবং খলীফা বাহন ছাড়িয়া গিয়া বিনীতভাবে তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা অনেক কথাবার্তার পর নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেলে খলীফা সফর সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহারা প্রশ্ন করিলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এক বৃদ্ধার জন্য এতগুলি লোককে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান রাখিলেন ? তিনি বলিলেন, হায়! তোমরা যদি জানিতে এই বৃদ্ধা কে ? ইনি তো সেই মহিলা যাহার ফরিয়াদ আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশের উপর হইতে শ্রবণ করিয়া ওহী নাযিল করিয়াছেন। ইনিই খাওলা বিনতে ছা'লাবা; আল্লাহ্র কসম, যদি আজ সকাল হইতে সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রি পর্যন্ত তিনি আমাকে কিছু বলিতে থাকিতেন, তথাপি আমি তাঁহার নিকট হইতে সরিতাম না। ইহা শুধু নামাযের সময়ে নামায পড়িতে আসিয়া নামায শেষে আবার তাঁহার খেদমতে হাযির হইতাম।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .....আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "উক্ত অভিযোগকারিণী হইলেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। তাঁহার মাতা হইলেন মুআযা। তাহার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতটি এই ঃ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا তবে সঠিক কথা হইল এই যে, খাওলা (রা) ছিলেন আওস ইব্ন সামিত (রা)-এর স্ত্রী।

(٢) ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔى وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ○

(٣) وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

(٤) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

২. তোমাদের মধ্যে যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তাহারা জানিয়া রাখুক, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা নহে; যাহারা তাহাদিগকে জন্ম দান করে তাহারাই তাহাদের জননী। উহারা (যিহারকারীরা) তো অসঙ্গত ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাপ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।

৩. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, সেক্ষেত্রে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে; এই নির্দেশ তোমাদিগকে দেওয়া হইল। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার খবর রাখেন।

৪. তবে যাহার সেই সামর্থ্য থাকিবে না, একে অপরকে স্পর্শ করিবার আগে তাহাকে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা থাকিতে হইবে। তাহাতেও যে অসমর্থ, সে ষাটজন অভাব গ্রস্তকে খাওয়াইবে। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর আস্থাবান হও। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র কসম! আমার ও আমার স্বামী আওস ইব্‌ন

সামিত (রা) সম্পর্কে সূরা মুজাদালার শুরুর চারি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি তাহার ঘর করিতেছিলাম। সে তখন বয়ঃবৃদ্ধ লোক ছিল। মেজাজও ছিল খিটখিটে। একদিন কথাবার্তা হইতেছিল। আমি তাহার একটি কথা মানিয়া নিতে পারিলাম না এবং উহার পাল্টা জবাব দিলাম। ইহাতে সে ক্ষেপিয়া গেল এবং প্রত্যুত্তরে বলিল, 'তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠতুল্য। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।'

বাহিরে গিয়া সে গোত্রীয় লোকজনের সহিত দীর্ঘক্ষণ কাটাইল। অতঃপর ঘরে ফিরিয়া সে আমার সহিত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আমি বলিলাম, সেই আল্লাহ্র শপথ, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহার পর সেই সম্পর্ক সম্ভব নহে। এই ব্যাপারে আগে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। সে আমার কথার গুরুত্ব না দিয়া আমার উপর জোর খাটাইতে চাহিল। কিন্তু যেহেতু সে বৃদ্ধ ও দুর্বল, তাই আমাকে কাবু করিতে পারিল না। আমি তাহাকে সরাইয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘরে চলিয়া গেলাম। তাহার নিকট একখানা কাপড় নিয়া ওড়নায় ঢাকিয়া রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তাঁহার নিকট এই ঘটনা বলিলাম এবং অন্যান্য দুঃখ-কষ্টের কথা বলিলাম। তিনি বারংবার আমাকে ইহাই বলিতেছিলেন, খুযাইলা, স্বামীর ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর। কারণ সে বৃদ্ধ লোক। আমাদের ভিতর এইসব কথা চলিতেছিল, এমন সময় হুযূর (সা)-এর উপর ওহী নাযিলের অবস্থা পরিলক্ষিত হইল। যখন ওহী অবতরণ শেষ হইল, তখন তিনি বলিলেন, খুয়াইলা, তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালার প্রথম চারি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে গিয়া একটি গোলাম আযাদ করিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! তাহার নিকট গোলাম কোথায়? সে তো অত্যন্ত গরীব। তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে একাধারে দুইমাস রোযা থাকিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সে তো বৃদ্ধ ও দুর্বল। তাহার রোযা রাখার শক্তি কোথায়? তখন তিনি বলিলেন, তাহাকে মিসকীনকে এক ওসাত (প্রায় চার মণ) খেজুর দিতে বল। আমি বলিলাম, হুযূর! সেই গরীবের তো উহাও নাই। অবশ্য তিনি বলিলেন, আচ্ছা, অর্ধেক আমি ব্যবস্থা করিব। তখন আমি বলিলাম, বাকী অর্ধেক আমিই জোগাড় করিব। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি তাহা হইলে খুবই ভাল কাজ করিবে। যাও, ইহা আদায় কর এবং নিজ স্বামী যে তোমার চাচাত ভাইও, তাহার সহিত প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক রক্ষা কর ও তাহার আনুগত্য কর। অতঃপর আমি তাহাই করিলাম।"

ইমাম আবূ দাউদ তাঁহার সুনানের তালাক অধ্যায়ে দুইটি সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। উভয় সূত্রেই মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (র) রহিয়াছেন। তিনি মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন খাওলা বিনতে ছা'লাবা। কেহ বলেন, খাওলা বিনতে মালিক ইব্ন ছা'লাবা। খাওলাকে কেহ কেহ তাসগীর করিয়া খুয়াইলা করিয়াছেন। সুতরাং ইহা পরস্পর বিরোধী হয় নাই। তা প্রায় একই। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

সূরাটির সার্বিক শানে নুযূল ইহাই। সালমা ইব্‌ন সাখরের হাদীসটি ইহার শানে নুযূল নহে; বরং অন্যতম বিষয়বস্তু। তাহা হইলে যিহারের কাফ্‌ফারা হইবে গোলাম আযাদ করা অথবা রোযা রাখা কিংবা গরীব খাওয়ানো। যথা ঃ ইমাম আহমদ ..... সালামা ইব্‌ন সাখর আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার সহবাস ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ছিল। ফলে আমি রমযান মাসের দিনে কোনরূপ গোলমাল সৃষ্টি হইতে বাঁচার উদ্দেশ্যে পূর্ণ রমযান মাস স্ত্রীর সাথে যিহার করিয়া নিলাম। এক রাতে সে যখন আমার খেদমত করিতেছিল তখন তাহার শরীরের একাংশ হইতে কাপড় খসিয়া পড়িল। তখন আর ধৈর্য রাখার উপায় কি? ফলে যাহা ঘটার তাহাই ঘটিল। সকালে উঠিয়া আমি আমার গোত্রের কাছে ইহা বলিলাম এবং তাহাদিগকে অনুরোধ করিলাম আমাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ইহার প্রতিকার জানার জন্য। তাহারা অস্বীকার করিল। বলিল, তোমার সাথে এই ব্যাপার নিয়া গেলে হয়ত কোন ওহী নাযিল হইবে কিংবা রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন নির্দেশ দেবেন, যাহা আমাদের জন্য বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে। তোমার ব্যাপার লইয়া তুমিই যাও এবং আমরা তোমার অপরাধের ভাগী হইব না। তখন আমি বলিলাম, ঠিক আছে, আমি একাই যাইব।

সেমতে আমি একাই গেলাম এবং রাসূল (সা)-এর কাছে সকল ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি সত্যি এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আমি এইরূপ করিয়াছি। তিনি আবার একই প্রশ্ন করিলে আমি আগের মতই জবাব দিলাম। তিনি আবারো প্রশ্ন করায় আমি বলিলাম, হুযূর আমি ঠিকই সে অপরাধ করিয়াছি। এখন আল্লাহ্‌র বিধান মোতাবেক আমার যে শাস্তি হয় দিন। আমি তাহা ধৈর্য সহকারে বরণ করিব। তখন তিনি বলিলেন, যাও, একটি ক্রীতদাস মুক্ত কর। আমি তখন আমার ঘাড়ে হাত রাখিয়া বলিলাম, এই ঘাড় ছাড়া তো অন্য কোন ঘাড়ের আমি মালিক নহি। আল্লাহ্‌র কসম! আমার কোন ক্রীতদাস নাই যে, আমি তাহাকে মুক্তি দিব। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখিও। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রোযার সংযম নাই বলিয়াই তো এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি নির্ধারিত সদকা দাও। আমি বলিলাম, আপনাকে যিনি নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম, আমার কাছে সদকা দেবার মত কিছুই নাই, পরন্তু আজ রাত্রি বেলায় আমরা সবাই উপবাস কাটাইব। তখন তিনি বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি বনূ খুরাইকের সাদকা দাতাদের কাছ যাও। তাহাদিগকে বল, তাহাদের সাদকার মাল যেন তোমাকে দেয়। তাহা হইতে তুমি এক ওসাক খেজুর সাদকা দিয়া বাকীগুলো তোমার পরিবারের জন্য রাখ। আমি মহাখুশী হইয়া আমার গোত্রের কাছে ফিরিয়া আাসিয়া বলিলাম, দেখ, তোমাদের নিকট তো আমি অসহযোগিতা ও ভর্ৎসনা পাইলাম। অথচ হুযূর (সা)-এর নিকট আমি উদারতা

ও সহায়তা পাইয়াছি। হুযূর (সা)-এর নির্দেশ, তোমাদের সাদকার মাল আমাকে দিবে। সেমতে তাহারা আমাকে সাদকার মাল প্রদান করিল।

আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ (র)-ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র)-র বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেন।

হাদীসটির বাহ্যিক বর্ণনাই বলিয়া দেয় যে, ইহা আওস ইব্ন সামিত ও তাহার স্ত্রী খুয়াইলা বিনতে ছা'লাবার ঘটনার পরের ব্যাপার।

খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ উবাদা ইব্ন সামিতের ভাই আওস ইব্ন সামিত (রা) তাহার স্ত্রী খাওলা বিনতে ছা'লাবা ইব্ন মালিকের সহিত সর্বপ্রথম যিহার করেন। যিহার করার পর খাওলা এই আশংকায় পড়িয়া গেলেন যে, পাছে ইহাতে তালাক হইয়া গিয়াছে কি-না। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী আওস আমার সহিত যিহার করিয়াছে। ইহাতে যদি তালাক পড়িয়া যায় তাহা হইলে আমরা দু'জনই ধ্বংস হইয়া যাইব। দীর্ঘদিন যাবত তাহার সাথে ঘর সংসার করিয়া আসিতেছি। মহিলাটি অভিযোগ করিতে করিতে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আর ইতিপূর্বে যিহার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয় নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ ...... عَذَابٌ اَلِيْمٌ নাযিল করেন।

অতঃপর মহিলার স্বামীকে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করিতে পার?" উত্তরে সে বলিল, না, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার গোলাম আযাদ করিবার সামর্থ্য নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অর্থ সঞ্চয় করিয়া তাহার নামে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেন। তারপর সে স্ত্রীর সহিত রজআত করে। ইব্ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ظهار আরবী ظهر (অর্থ পীঠ) হইতে নির্গত। জাহেলী যুগের মানুষ এই বলিয়া স্ত্রীর সহিত যিহার করিত যে, كظهر امى অর্থাৎ- 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।' ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় স্ত্রীকে মায়ের দেহের যে কোন অংগের সহিত তুলনা করাকেই যিহার বলা হয়। জাহেলী যুগে যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় মনে করা হইত। কিন্তু এই উম্মতের সুবিধার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কাফ্ফারার বিধান দিয়াছেন। এখন আর যিহার করিলেই তালাক হইয়া যায় না। পূর্বসূরীদের অনেকেই এইমত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জাহেলী যুগে কেহ তাহার স্ত্রীকে 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়' এই কথা বলিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইত। ইসলামে সর্বপ্রথম যিহার করেন হযরত আওস ইব্ন সামিত (রা)। তাঁহার স্ত্রী ছিল তাঁহার চাচাতো বোন খাওলা

বিনতে ছা'লাবা (রা)। যিহার করিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অস্থির হইয়া পড়েন এবং উভয়ই তালাক হইয়া গিয়াছে বলিয়া আশংকা করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী আওসের পরামর্শে স্ত্রী খাওলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথা আঁচড়াইতেছেন। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "খাওলা! তোমার এই ব্যাপারে আল্লাহ্ এখনো কোন বিধান নাযিল করেন নাই।" ইত্যবসরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযিল করিলেন। ওহী পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ "খাওলা! সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এই বলিয়া তিনি সূরা মুজাদালার শুরু হইতে مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, হুযূর! আমরা গোলাম পাইব কোথায়? আল্লাহ্র শপথ! আমি ছাড়া আর কোন গোলামই তো আমার স্বামীর নেই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ আয়াতটি পাঠ করিয়া অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। শুনিয়া খাওলা বলিল, অবিরাম ষাট দিন রোযা রাখা তো দূরের কথা, দৈনিক তিনবার না খাইলে তো আমার স্বামীর বাঁচাই মুশকিল! তাহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا পাঠ করিয়া ষাট জন মিসকীনকে আহার দিবার কথা বলেন। খাওলা বলিল, হুযূর! নিজেরাই ঠিকমত খাইতে পাই না আবার মিসকীনকে খাওয়াবো কোথা হইতে? অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ত্রিশ সা' খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মহিলার হাতে দিয়া বলিলেন, "যাও, তোমার স্বামীকে বল, এইগুলি ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াইয়া যিহার প্রত্যাহার করিয়া যেন তোমার সহিত মিলিত হয়।" আবুল আলিয়া (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবুল আলিয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন। আবুল আলিয়া (র) বলেন, খাওলা বিনতে দুলায়জ নামক এক মহিলা জনৈক আনসারীর স্ত্রী ছিল। লোকটি ছিল নিতান্ত দরিদ্র, খিটখিটে মেজাজ ও ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। কোন একটি ব্যাপারে একদিন দুইজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ফলে স্বামী বলিল যে, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।' উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে এইভাবে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নিয়ম ছিল। স্বামীর এই কথা শুনিয়াই খাওলা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ছুটিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন আর আয়িশা (রা) তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইয়া খাওলা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামী একজন নিঃস্ব, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন বদমেজাজের লোক। কোন একটি ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়। ফলে রাগ করিয়া সে বলে যে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায়।" অবশ্য ইহাতে তাহার তালাক দেওয়ার খেয়াল ছিল না। এখন কি করি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমার জানা মতে তো ইহাতে তুমি

তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" এই অপ্রত্যাশিত জবাব শুনিয়া মহিলাটি বলিল যে, আমার এবং আমার স্বামীর এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্র নিকটই অভিযোগ করিতেছি। আয়িশা (রা) এতক্ষণ যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা) মাথার এক পার্শ্ব ধুইতেছিলেন। এইবার তিনি ঘুরিয়া অপর পার্শ্ব ধুইতে লাগিলেন। খাওলা বলেন, আমিও ঘুরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে বসিয়া পুনরায় আমার ঘটনাটি খুলিয়া বলিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেনঃ "কি বলিব, আমি যতটুকু জানি, তুমি তাহার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছ।" শুনিয়া এইবারও মহিলাটি বলিল, আমাদের এই বিপদের জন্য আমি আল্লাহ্রই নিকট অভিযোগ করি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইতে দেখিয়া খাওলাকে বলিলেন, সরিয়া বস, সরিয়া বস। মহিলাটি সরিয়া বসিলে খানিকক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী নাযিল হইতে শুরু করে। ওহী অবতরণ শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আয়িশা! মহিলাটি কোথায়? আয়িশা (রা)-এর ডাকে মহিলাটি কাছে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ "যাও, তোমার স্বামীকে লইয়া আসিবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলিয়া قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ .... ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলেন ঃ "স্ত্রীর সহিত মিলনের পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করিতে পার?" উত্তরে সে বলিল, 'না'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অনবরত দুই মাস রোযা রাখিতে পার?" লোকটি বলিল, হুযূর! আপনাকে যে আল্লাহ্ রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ! দৈনিক দুই তিনবার না খাইলে আমার চোখ থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আচ্ছা তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে পার?" লোকটি বলিল, হুযূর! পারি যদি আপনি সহযোগিতা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সহযোগিতা করিয়া বলিলেন, "যাও, ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াও গে।" এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ জাহেলী যুগের এ ধরনের তালাককে যিহারে পরিণত করেন।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, জাহিলী যুগে ঈলা ও যিহার দ্বারা তালাক হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার জন্য চার মাসের মেয়াদ দান করেন আর যিহারের জন্য কাফ্ফারার বিধান দেন।

আলোচ্য আয়াতের আলোকে ইমাম মালিক (র) বলেন, আয়াতে مِنْكُمْ বলিয়া ঈমানদারদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ফলে কাফিররা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু জমহুর ইহার উত্তরে বলেন, না, কাফিররাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কেবল ঈমানদারদেরকেই সম্বোধন করা হইয়াছে।

এই আয়াতের مِنْ نِّسَائِهِمْ দ্বারা জমহুর প্রমাণ করিয়াছেন যে, দাসীর সহিত যিহার হয় না। তাহারা এই আয়াতের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ اِلاَّ الّٰئِى وَلَدْنَهُمْ অর্থাৎ স্বামী তাহার স্ত্রীকে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পীঠের ন্যায় এই কথা বলিলেই স্ত্রী মা হইয়া যায় না। যিনি জন্মদান করে সেই প্রকৃত মা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا অর্থাৎ "উহারা যাহা বলে তাহা অসংগত ও ভিত্তিহীন।"

وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ অর্থাৎ জাহেলী যগে তোমরা যাহা করিতে এবং এখনও অসাবধানতাবশত যাহা বলিয়া ফেল, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন আবূ দাউদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন শুনিতে পাইলেন যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে "হে আমার বোন" বলিয়া ডাকিতেছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "একি তোমার বোন?" এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) এইভাবে ডাকা অপছন্দ করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে বলেন নাই। কারণ স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্যে বোন বলিয়া সম্বোধন করে নাই। কিন্তু যদি হারাম হওয়ার উদ্দেশ্যে বলিত তো হারাম হইয়া যাইত। কারণ বিশুদ্ধ মতে মাহরাম হিসাবে মা, বোন, ফুফী, খালা ইত্যাদি সবই সমান।

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا অর্থাৎ "যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে।"

এই আয়াতের ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا (পরে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে) এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমামগণের মত পার্থক্য রহিয়াছে। কতিপয়ের মত হইল, يَعُوْدُوْنَ অর্থ একবার যিহার করিয়া যিহারের বাক্য পুনরায় আবৃত্তি করে। ইব্ন হাযম (র) এমন মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। দাউদ (র)-এর মতও ইহাই। আবূ উমর ইব্ন আব্দুর রব (র), বুকায়র ইব্ন আশাজ্জ (র) হইতে এবং ফাররা ও মুতাকাল্লিমীনদের একদল লোক এই মতটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি ভ্রান্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল, যিহার করার পরও এতটুকু সময় পরিমাণ স্ত্রী নিজের কাছে রাখিয়া দেওয়া যেই সময়ে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তালাক না দেওয়া।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেনঃ يَعُوْدُوْنَ অর্থ যিহার করার পর স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা সহবাস করার দৃঢ় সংকল্প করা। কিন্তু কাফ্ফারা না দিয়া সহবাস করা হালাল হইবে না।

ইমাম মালিক (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, يَعُوْدُوْنَ অর্থ সহবাস করার বা স্ত্রীকে পুনরায় রাখিয়া দেওয়ার সংকল্প করা। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ইহার অর্থ সহবাস করা।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ ইহার অর্থ হইল যিহার করা হারাম হইবার এবং জাহেলীয়াতের প্রথা বিলুপ্ত হইবার পর পুনরায় যিহার করা। সুতরাং কেহ তাহার স্ত্রীর সহিত যিহার করিলে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। কাফ্ফারা দেওয়া ব্যতীত আর সে হালাল হইবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনেক শাগরিদ এবং লায়ছ ইব্ন সাদ-এরও এই মত।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا এর অর্থ হইল, যিহার দ্বারা স্ত্রীর সহিত যে সহবাস করাকে নিজেদের উপর হারাম করা হইয়াছে পুনরায় সেই সহবাস করার ইচ্ছা করা।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ স্ত্রীর যৌনাংগ ব্যবহার করা। তাঁহার মতে কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে সঙ্গম ছাড়া অন্যভাবে স্পর্শ করায় কোন দোষ নাই।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এখানে الْمَسُّ। অর্থ সহবাস করা। আতা, যুহরী, কাতাদা এবং মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান (র)-এর মতও ইহাই।

যুহরী (র) বলেন ঃ যিহার করার পর কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে চুমু খাওয়া বা স্পর্শ করা জায়েয হইবে না।

ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম ইব্ন মাজাহ্ (র) ইকরিমার হাদীস থেকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্ফারা না দিয়াই তাহার সহিত সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক, তুমি এমন করিলে কেন?" উত্তরে সে বলিল, চাঁদের আলোতে তাহার পায়ের অলংকার দেখিয়া সংযম হারাইয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন না করিয়া (কাফ্ফারা না দিয়া) আর তাহার কাছেও যাইবে না।"

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ অর্থাৎ যিহার করিয়া ফেলিলে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার পূর্বেই পূর্ণ একটি গোলাম আযাদ করিতে হইবে।

এইখানে গোলাম ঈমানদার হওয়ার শর্ত করা হয় নাই। কিন্তু হত্যার কাফ্ফারার ক্ষেত্রে গোলাম ঈমানদার হওয়া শর্ত। ইমাম শাফেয়ী (র) হত্যার কাফ্ফারার উপর অনুমান করিয়া বলেন যে, এই যিহারের কাফ্ফারায়ও গোলাম ঈমানদার হইতে হইবে। যদিও তাহা এইখানে উল্লেখ করা হয় নাই।

নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা তিনি ইহার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেছেন যে, এক কৃষ্ণকায় দাসী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "তাহাকে আযাদ করিতে পার কারণ সে ঈমানদার।"

আবূ বকর বায্‌যার (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়া কাফ্‌ফারা না দিয়াই সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কেন আল্লাহ্ কি সহবাসের পূর্বেই কাফ্‌ফারা দিতে বলেন নাই?" লোকটি বলিল, হুযূর! হঠাৎ তাহার রূপ দেখিয়া আমি সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কাফ্‌ফারা না দিয়া আর অমন করিও না।"

ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ "এইভাবে তোমাদিগকে নসীহতের সূরে ধমক দেওয়া হইল।"

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ "আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কেই খবর রাখেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَاسَّا - فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি দাস মুক্ত করিতে পারিবে না সে সহবাস করার পূর্বে অনবরত দুই মাস রোযা রাখিবে আর যদি তাহার সম্ভব না হয় তবে ষাট জন মিসকীনকে আহার দিবে।"

উল্লেখ্য যে, যিহারের কাফ্‌ফারা প্রদানের ধারাবাহিকতা এইরূপই হইবে যে, প্রথমে দাসমুক্ত করার চেষ্টা করিবে। সম্ভব না হইলে তারপর অনবরত ষাটটি রোযা রাখিবে। আর যদি তাহাও সম্ভব না হয় তবে অগত্যা ষাটজন মিসকীনকে আহার দিবে। বিভিন্ন হাদীসেও এই নিয়ম পালন করারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ অর্থাৎ "আমি এই বিধান দিয়াছি এই জন্য যে, যেন তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন।"

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ অর্থাৎ "এই যাহা বলিলাম তাহা আল্লাহ্‌র বিধান, তোমরা তাহা অমান্য করিও না এবং তাহার অবমাননা করিও না।"

وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্‌র বিধান মতে জীবন পরিচালনা করে না, তাহারা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন আশা নাই বরং দুনিয়া ও আখিরাতে তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে।

(٥) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۚ

(٦) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ
وَنَسُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۚ

(٧) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى
ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ
اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

৫. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে অপদস্ত করা হইবে যেমন অপদস্ত করা হইয়াছে তাহাদিগের পূর্ববর্তীদিগকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফিরদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. সেইদিন যেদিন উহাদিগের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করা হইবে এবং উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা উহারা করিত আল্লাহ্ উহার হিসাব রাখিয়াছেন আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

৭. তুমি কি অনুধাবন কর না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তাহা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না, এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক আর বেশী হউক, উহারা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ্ উহাদিগের সংগে আছন। উহারা যাহা করে, তিনি কিয়ামতের দিন তাহা জানাইয়া দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্‌র বিধানের সহিত বিদ্রোহ করে তাহাদিগকে অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করা হইবে, যেমন তাহাদিগের সমমনা ও স্বগোত্রীয়দেরকে করা হইয়াছিল।

وَقَدْ اَنْزَلْنَا اٰيَاتٍ بَيِّنَاتٍ অর্থাৎ "আমি এমন সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করিয়াছি, কাফির ব্যতীত কেউ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।"

وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র দীন ও শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের পরিণামে আমি কাফিরদিগকে মর্মন্তুদ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রদান করিব।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا অর্থাৎ যেই দিন আল্লাহ্ সকলকে একত্রিতভাবে উপস্থিত করিবেন সেইদিন তাহাদিগকে তিনি তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন। সেইদিন পূর্বাপর সকল মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি চত্বরে সমবেত করিবেন।

اَحْصٰهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ আল্লাহ্ মানুষের কৃতকর্মের হিসাব রাখিয়াছেন যদিও মানুষ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। কোন কিছুই তাঁহার অগোচর বা অজানা থাকে না এবং তিনি কোন কিছুই ভুলিয়া যান না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَا يَكُوْنَ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ
اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَخَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ
اَيْنَ مَا كَانُوْا -

অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি সকলের সব কথা শুনেন এবং কে কখন কোথায় থাকে সবই দেখেন। তিনজন লোক একত্রে বসিয়া গোপনে কথা বলিলে পাঁচজন লোক একত্রে গোপন আলাপ করিলে তিনি চতুর্থ বা ষষ্ঠজন হিসাবে তথায় উপস্থিত থাকেন ও সব কথা শুনেন। মোটকথা সর্বাবস্থায়ই তিনি সকলের সহিত উপস্থিত আছেন। তদুপরি নির্ধারিত ফেরেশ্‌তারাও সবকিছু লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট রিপোর্ট করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّ هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ "মানুষ কি জানে না? আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ সম্পর্কে অবগত আছেন আর আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।"

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّ هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহাদিগের গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, সবই শুনি। তদুপরি আমার ফেরেশ্তারা সব লিপিবদ্ধ করে। উল্লেখ্য যে, সকল উলামা এ ব্যাপারে একমত যে, এই আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ মানুষের সহিত থাকার অর্থ আল্লাহ্র সত্তা বা যাত মানুষের সংগে থাকা নয় বরং তাঁহার মানুষের সংগে থাকার কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সবকিছুই তাঁহার ইলমের আওতাভুক্ত। তিনি সব কিছুই জানেন ও শুনেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

অর্থাৎ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ “তাহাদিগের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।”

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতটি শুরুও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা আবার শেষও করা হইয়াছে ইলম দ্বারা। ইহাতেও এই কথা বুঝা যায় যে, মাঝখানে আল্লাহ্র মানুষের সংগে থাকার যে কথা বলা হইয়াছে উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ইলমীভাবে সংগে থাকা, সত্তাগতভাবে নয়।

(٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ
وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ
يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ وَيَقُوْلُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ
جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

(٩) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اِلَيْهِ
تُحْشَرُوْنَ ○

(١٠) اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ
شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৮. তুমি কি তাহাদিগকে লক্ষ্য কর না, যাহাদিগকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। অতঃপর উহারা যাহা নিষিদ্ধ তাহারই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কানাকানি করে। উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই। উহারা মনে মনে বলে, 'আমরা যাহা বলি তাহার জন্য আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন?' জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি, যেথায় উহারা প্রবেশ করিবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস!

৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ কর, সে পরামর্শ যেন পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও, এবং ভয় কর আল্লাহ্কে যাঁহার নিকট সমবেত হইবে তোমরা।

১০. শয়তানের প্ররোচণায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদিগকে দুঃখ দেওয়ার জন্য; তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধনেও সক্ষম নহে। মুমিনদিগের কর্তব্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা একবার ইয়াহুদদেরকে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। اَلَمْ تَرَ ...... এই আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইয়াহুদদের মাঝে শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু মুসলমানদেরকে দেখিলে ইয়াহুদরা বসিয়া এমনভাবে কানাকানি করিয়া আলাপ করিত যাহাতে মুসলমানদের মনে আসে যে, তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য কিংবা অন্য কোন ক্ষতি করিবার জন্য তাহারা পরামর্শ করিতেছে। এই আশংকায় মুসলমানরা ইয়াহুদদের এলাকা দিয়ে চলাফেরা বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদদিগকে এইভাবে গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের অপতৎপরতা চালাইয়া যাইতে থাকে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ আ'আলা اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে রাত যাপন করিতাম এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিয়া দিতাম। এক রাতে আগন্তুকদের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া যায়। ফলে আমরা খণ্ড খণ্ড দলে বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা কিসের আলাপ করিতেছ? আল্লাহ্ কি তোমাদিগকে এইভাবে আলাপ করিতে নিষেধ করেন নাই?"

আমরা বলিলাম, আল্লাহ্র নিকট আমরা তওবা করি হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলাপ করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন, তোমাদিগকে আমি এমন একটি কথা বলিয়া দিব, যাহা দাজ্জাল অপেক্ষাও ভয়ংকর?" আমরা বলিলাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইল, গোপন শিরক। তথা কাউকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করা (অর্থাৎ রিয়া)।"

وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ অর্থাৎ "তাহারা পরস্পর পাপাচার, অন্যের ব্যাপারে সীমালংঘন ও রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপনে শলা-পরার্মশ করে।"

وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ অর্থাৎ "উহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন উহারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেন নাই।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, কতিপয় ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ বলিয়া অভিবাদন করে। (সাম অর্থ মৃত্যু) আমি বলিলাম وَعَلَيْكُمُ السَّامُ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আয়িশা! জানো, আল্লাহ্ তা'আলা মন্দ ও কঠোর ভাষা পছন্দ করেন না।" উত্তরে আমি বলিলাম, কেন তাহারা তো আপনাকে اَلسَّامُ عَلَيْكَ বলিয়া অভিবাদন করিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ তুমি কি শোননি যে, আমি (শালীনতা বজায় রাখিয়া) শুধু وَعَلَيْكُمْ বলিয়া জবাব দিয়াছি? এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা .... وَاِذَا جَاءُوْكَ আয়াতটি নাযিল করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইয়াহুদীদের সালামের উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَالذَّامُ وَاللَّعْنَةُ আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, (অমন বলিও না।) কারণ উহাদিগের ক্ষেত্রে আমাদিগের বদ দোয়া কবূল করা হয়, কিন্তু আমাদিগের ব্যাপারে উহাদিগের বদ দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।"

ইব্ন জারীর (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবীদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে এক ইয়াহুদী আসিয়া সালাম করে আর সাহাবাগণ তাহার সালামের উত্তর প্রদান করে। দেখিয়া রাসূল (সা) বলিলেনঃ তোমরা কি জান যে, লোকটি কি বলিল? "তাহারা বলিল, কেন সে সালাম করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, সে বলিয়াছে سام عليكم অর্থাৎ "তোমাদিগের দীন বিলুপ্ত হইয়া যাক।" অতঃপর রাসূল (সা) লোকটিকে ডাকিয়া আনেন। আনা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সত্য কথা বল তুমি কি سام عليكم বল নাই?" অগত্যা লোকটি স্বীকার

করিয়া বলিল যে, হ্যাঁ, আমি তাই বলিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিলেন ঃ “যখন কোন কিতাবী তোমাদিগকে সালাম করিবে তো তোমরা عليك বলিয়া উত্তর দিবে। অর্থাৎ “তোমার জন্যও তাহাই হউক যাহা তুমি বলিয়াছ।”

وَيَقُوْلُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ لَوْ لاَ يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ অর্থাৎ এই ইহারা নিজেদের এহেন কর্মকাণ্ডে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া মনে মনে বলে যে, ইনি যদি সত্যিই নবী হন তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের এইসব কথার কারণে কেন আমাদিগকে শাস্তি দেন না? আল্লাহ্ তো গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন।

ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا - فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ “পরকালে জাহান্নামই উহাদিগের উপযুক্ত শাস্তি। সেথায় উহারা প্রবেশ করিবে। কত নিকৃষ্ট সেই শাস্তি।”

ইমাম আহমদ (র) ..... উমর (রা) হইত বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদরা রাসূল (সা)-কে سام عليكم বলিয়া অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিত, আমাদিগের এই সব কথার কারণে আল্লাহ্ আমাদিগকে শাস্তি দেন না কেন? তখন .... وَاِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ আয়াতটি নাযিল হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুনাফিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে سام عليك বলিয়া অভিবাদন করিত। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঈমানদার বান্দাদেরকে সাবধান করিয়া বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ কর সে পরামর্শ যেন ইয়াহুদ, নাসারা এবং মুনাফিকদের ন্যায় পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে না হয়। বরং কল্যাণকর কাজ ও তাকওয়া অলম্বনের পরামর্শ করিও।”

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ “আর তোমরা সেই আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমরা যাঁহার নিকট যাইবে। ফলে তিনি তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করিবেন ও উহার যথাযথ প্রতিদান দিবেন।”

ইমাম আহমদ (র) .... সাফওয়ান ইব্‌ন মুহরিয (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সাফওয়ান (রা) বলেনঃ আমি একদিন হযরত উমর (রা)-এর হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, কিয়ামতের দিন বান্দার সহিত আল্লাহ্র কানে কানে কথা বলা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে কি শুনিয়াছেন? উত্তরে উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাকে নিজের একেবারে কাছে ডাকিয়া

আনিয়া নিজের হাত তাহার উপর রাখিবেন এবং অন্যান্য লোকদের হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া তাহার এক একটি করিয়া গুনাহের স্বীকৃতি নিবেন। এবং জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তোমার কি অমুক গুনাহের কথা মনে আছে? অমুক গুনাহের কথা কি তোমার স্মরণ হয়? বান্দা তাহার প্রতিটি গুনাহের কথা স্বীকার করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ যাও, দুনিয়াতে তোমার এই গুনাহ আমি জনসমাজ হইতে গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি উহা ক্ষমা করিয়া দিলাম। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা তাহার হাতে তাহার নেক কর্মের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে সাক্ষীরা কাফির ও মুনাফিকদের অন্যান্য অপকর্মের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিবেন যে, ইহারাই আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ! ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ ...... وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔

অর্থাৎ খোদাদ্রোহীদের যে সব গোপন পরামর্শে ঈমানদারদের মনে কষ্ট হয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় উহারা উহা শয়তানের প্ররোচণায়ই করিয়া থাক। তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাহাদিগের সামান্যতম ক্ষতিসাধন করিতেও সক্ষম নহে। কেহ এমন কোন প্ররোচণা সম্পর্কে টের পাইলে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করা উচিত।

হাদীসেও ঈমানদারদের মনে কষ্ট আসিতে পারে এমন গোপন পরামর্শ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তির মনে কষ্ট হইবে।"

আব্দুর রায্যাক (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা তিনজন লোক একত্রে থাকিলে একজনকে বাদ দিয়া তাহার অনুমতি ব্যতীত দুইজনে গোপনে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তাহার মনে কষ্ট হয়।"

(١١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ○

১১. হে মু'মিনগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয়, 'মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও', তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন এবং যখন বলা হয়, 'উঠিয়া যাও' তোমরা উঠিয়া যাইও। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহাদিগকে জ্ঞান দান করা হইয়াছে আল্লাহ্ তাহাদিগকে মর্যাদায় উন্নত করিবেন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে ভদ্রতা শিক্ষা দিবার জন্য মজলিসে পরস্পর মানবতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়া বলিতেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ...... يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদিগকে বলা হয় যে, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করিয়া দাও, তখন তোমরা স্থান করিয়া দিও ; আল্লাহ্ তোমদিগের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দিবেন।”

ইহা যেমন কর্ম তেমন ফলেরই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ঈমানদার ভাইয়ের জন্য স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়ার প্রতিদানে আল্লাহ্ তাহার জন্য স্থান করিয়া দিবেন। যেমন এক হাদীসে মহানবী (সা) বলিয়াছেন ঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করিয়া দিবেন।” আরেক হাদীসে আছে যে, “যেই ব্যক্তি কাহারো সমস্যা দূর করিয়া দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তাহার সমস্যা দূর করিয়া দেন। আর বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় ভাইয়ের সাহায্য করিতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহও তাহার সাহায্য করিতে থাকেন।” এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি যিক্‌র তথা দীনি আলোচনার মজলিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি (কোন এক) জুমুআর দিন নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেদিন সুফ্‌ফায় অবস্থান করিতেছিলেন। জায়গা ছিল সংকীর্ণ। আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন তাহাদিগের কতিপয় মজলিসে আসিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আশেপাশে দাঁড়াইয়া বসিবার জায়গার অপেক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু মজলিসে উপবিষ্ট শ্রোতাবর্গ জায়গার ব্যবস্থা না করায় অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরীদের ব্যতীত অন্যান্য মুহাজিরদের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিয়া উঠিয়া জায়গা খালি করিবার নির্দেশ দেন। ইহাতে তাহারা কিছুটা বিব্রতবোধ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা বুঝিতে পারিলেন। অপরদিকে এই সুযোগে মুনাফিকরা বলিতে লাগিল যে, তোমরা বুঝি মনে কর যে, এই লোক মানুষের মাঝে ইনসাফ করে? ইহাদের উপর ইনসাফ করিতে তাহাকে ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখিনি। দেখ এরা আগে আসিয়া নিজেদের পছন্দমত জায়গা লইয়া আগ্রহের সহিত রাসূলের কাছে উপবেশন করে আর ইনি তাহাদিগকে উঠাইয়া

দিয়া পরে আগত লোকদেরকে বসায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহম করুন, যে তাহার ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দেয়।" এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই উঠিয়া জায়গা করিয়া দিতে শুরু করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ একজনকে বসা হইতে উঠাইয়া অন্য কেউ সেখানে বসিতে পারে না। তবে নবাগত ব্যক্তির জন্য তোমরা জায়গা প্রশস্ত করিয়া বসার সুযোগ করিয়া দাও।"

ইমাম শাফেয়ী (র) ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ যেন জুমু'আর দিন অপর ভাইকে উঠাইয়া তথায় বসিবার চেষ্টা না করে। তবে এতটুকু বলিতে পারে যে, ভাই একটু জায়গা দিন।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে তাহার বসার জায়গা হইতে উঠাইয়া সে তথায় বসিতে পারে না। তবে তোমরা অন্য ভাইয়ের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দাও, আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিবেন।" ইমাম আহমদ (র) একাই এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন আগন্তুক ব্যক্তির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয আছে কিনা এই ব্যাপারে ফকীহদের নানা মত পাওয়া যায়। কাহারো মতে জায়েয আছে। তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়াও। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই হাদীস দ্বারা তাহারা দলীল পেশ করেন। কাহারো মতে, সফর হইতে কেহ আগমন করিলে বা হাকিমের জন্য তাহার হুকুমতের স্থলে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েয। সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ঘটনাই ইহার দলীল। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বনূ কুরায়যার বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দণ্ডায়মান হও।' একজন বিচারক হিসাবেই তাহাকে এই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। তবে যে কোন ব্যক্তিত্বের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে নিয়ম বানাইয়া লওয়া আজমীদের রীতি। (ইসলাম ইহা পছন্দ করে না।)

সুনান গ্রন্থে আছে যে, সাহাবাগণের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ব আর কেহ ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনে তাঁহারা দণ্ডায়মান হইতেন না। কারণ তাহাদের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইহা পছন্দ করেন না।

অন্য হাদীসে আছে যে,রাসূলুল্লাহ্ (সা) মজলিসে আসিয়া যেখানে জায়গা পাইতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন। কিন্তু বসার পর সেই জায়গায়ই মজলিসের প্রাণকেন্দ্রে

পরিণত হইয়া যাইত। সাহাবাগণ ঘুরিয়া আসিয়া যার যার স্তর অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্দিকে বসিয়া পড়িতেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডানে, হযরত উমর (রা) বামে আর সম্মুখে সাধারণত হযরত উসমান ও আলী (রা) বসিতেন। কারণ শেষের দুই জন রাসূল (সা)-এর নির্দেশে ওহী লিপিবদ্ধ করিতেন। যেমন —

ইমাম মুসলিম (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ "তোমাদিগের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে বেশী বিচক্ষণ ও জ্ঞানী তাহারা আমার সবচেয়ে কাছে বসিবে। তাহার পর এইভাবে পর্যায়ক্রমে বসিবে।" এই নিয়ম পালন করার উদ্দেশ্য হলো যখন বেশী জ্ঞানীরা কাছে বসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই হিসাবে পূর্বের ঘটনায় একদল লোককে সরাইয়া অন্যদেরকে বসানোর কারণ হয়তো বদরী সাহাবীদের তুলনায় তাহাদের মর্যাদা কম হওয়া বা এইজন্য যে, তাঁহারা কাছে বসিয়া ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে। যেমন, পূর্বের দলটি অর্জন করিয়াছিল। অথবা অন্যদেরকে এই নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, মর্যাদাশীল লোকদেরকেই সামনে জায়গা দিতে হয়।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযের শুরু হইবার পূর্বে আমাদের কাঁধে হাত দিয়া বলিতেন, সোজা হইয়া দাঁড়াও। এলোমেলো হইয়া দাঁড়াইও না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরও এলোমেলো হইয়া যাইবে। বিচক্ষণ ও জ্ঞানীরা যেন আমার সবচেয়ে কাছে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্যরা পর্যায়ক্রমে দাঁড়ায়।" এই হাদীস বর্ণনা করিয়া আবূ মাসউদ (রা) বলেন, এতদসত্ত্বেও আজ তোমাদের মধ্যেই বেশী এখতেলাফ দেখা যায়। নামাযের সময়েই যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জ্ঞানীদেরকে নিজের কাছে দাঁড়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহলে নামাযের বাহিরের কথা তো বলাই বাহুল্য।

ইমাম আবূ দাউদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা নামাযের কাতার সোজা করিয়া কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দাঁড়াও। খালি জায়গা বন্ধ করিয়া দাঁড়াও। কাতারে অপর ভাইয়ের পাশে নরম হইয়া দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রাখিও না এবং যে ব্যক্তি কাতারের সহিত মিলিয়া দাঁড়াইবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে মিলাইয়া দিবেন আর যে কাতার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন।"

সহীহ হাদীসে আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক স্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তিন ব্যক্তির আগমন ঘটে। তাহাদের একজন মজলিসের মাঝে জায়গা পাইয়া বসিয়া পড়ে, দ্বিতীয়জন সকলের পিছনে বসিয়া পড়ে আর অপরজন ফিরিয়া

যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে সংবাদ দিব কি? শোন, প্রথম ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় নিয়াছে ফলে আল্লাহ্ তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হইতে লজ্জা করে, ফলে আল্লাহ্ও তাহার ব্যাপারে লজ্জা করেন আর তৃতীয় ব্যক্তি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ও তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া নেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই ব্যক্তির মাঝে তাহাদের অনুমতি ব্যতীত বসিয়া দুইজনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা কাহারো জন্য বৈধ নহে।" ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) উসামা ইব্ন যায়েদ (রা)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র)সহ্ আরো অনেক হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা আলোচ্য আয়াতকে জিহাদের সহিত সম্পৃক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ জিহাদের মজলিসে জায়গা প্রশস্ত করিয়া দিতে বলা হইলে তোমরা জায়গা করিয়া দাও আর যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইলে তোমরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া যাও।

কাতাদা (র) বলেন وَاِذَا قِيْلَ لَكُمْ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا এর অর্থ হইল তোমাদিগকে কোন ভালো কাজের প্রতি আহবান করা হইলে সংগে সংগে সেই ডাকে সাড়া দাও।

মুকাতিল (র) বলেন, যখন তোমাদিগকে নামাযের জন্য ডাকা হয় তো সংগে সংগে নামাযের জন্য উঠিয়া যাও।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ সাহাবাই কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘরে আসিলে ফিরিয়া যাইবার সময় সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হইতে সকলের পরে উঠিতে চাইতেন। কিন্তু ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অসুবিধা হইত। ফলে তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়ার সংগে সংগে চলিয়া যাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا অর্থাৎ "যখন তোমদিগকে চলিয়া যাইতে বলা হয়, তাহা হইলে তোমরা ফিরিয়া যাও। "অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ- অর্থাৎ নিজের নবাগত ভাইয়ের জায়গা করিয়া দিতে বলিলে জায়গা করিয়া দেওয়া কিংবা উঠিয়া যাইবার নির্দেশ দিলে উঠিয়া যাওয়া অপমানজনক মনে করিও না। বরং এইরূপ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে ঈমানদারদের মর্যাদা বাড়াইয়া দেন। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে নত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করিয়া দেন। আর কে মর্যাদার অধিকারী এবং কে অধিকারী নয়, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ তুফায়ল আমির ইব্ন ওয়াছিলা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ তুফায়ল (রা) বলেন, নাফি' ইব্ন আব্দুল হারিছের সহিত উসফান নামক স্থানে উমর (রা)-এর সাক্ষাত হয়। তিনি তখন উমর (রা) কর্তৃক নিয়োজিত মক্কার গভর্ণর ছিলেন। দেখিয়া হযরত উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি মক্কায় তোমার পরিবর্তে কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইব্ন আব্যাকে। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, ইব্ন আবযাকে খলীফা বানাইয়া রাখিয়া আসিয়াছ, সে তো আমাদের আযদকৃত গোলাম! নাফি' বলিলেন, হ্যাঁ, তাহাকেই রাখিয়া আসিয়াছি। কারণ সে কুরআনে অভিজ্ঞ, আল্লাহ্র আইন সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং ওয়াজ করায় পারদর্শী। উমর (রা) বলিলেন ঃ আসলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিকই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কিতাব দ্বারা কোন জাতিকে উন্নত করেন আবার কাউকে করেন অপদস্ত।

(١٢) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٣) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১২. হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপিচুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সাদকা প্রদান করিবে। ইহাই তোমাদিগের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক; যদি তাহাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৩. তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না, আর আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতএব তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্যক অবগত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ঈমানদার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমার রাসূলের সহিত গোপনে কোন পরামর্শ করিলে আলাপের পূর্বে সাদকা

প্রদান করিয়া নিজেরা পরিশুদ্ধ হইয়া আমার রাসূলের সহিত পরামর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়া তবে আলাপ করিও। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ “তবে যদি দারিদ্রের কারণে সাদকা দিতে না পার, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” অর্থাৎ রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের এই নির্দেশ তাহাদেরই জন্য যাহারা সাদকা দিতে সক্ষম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقٰتٍ অর্থাৎ “রাসূলের সহিত চুপে চুপে কথা বলিবার পূর্বে তোমাদিগের উপর সাদকা প্রদানের এই নিয়ম চিরকাল অব্যাহত থাকিবে বলিয়া কি তোমরা আশংকা করিয়াছ ?”

فَاِذْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ .... وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ “আচ্ছা, যখন তোমরা সাদকা দিতে পারিলে না আর আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন তো তোমরা পূর্বের ন্যায় নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। মনে রাখিও, আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় কৃত কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত।

এই আয়াত দ্বারা রাসূলের সহিত গোপন আলাপের পূর্বে সাদকা প্রদানের নির্দেশকে রহিত করা হইয়াছে। কথিত আছে যে, সাদকা প্রদানের এই আয়াতের উপর একমাত্র হযরত আলী (রা)-ই আমল করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাদকা প্রদান না করিয়া রাসূলুল্লাহ্(সা)-এর সহিত গোপনে আলাপ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এই নিষেধাজ্ঞার পর শুধুমাত্র হযরত আলী (রা) এক দীনার সাদকা প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই এই নির্দেশ রহিত হইয়া যায়।

লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ্র কিতাবে একটি আয়াত এমন আছে যে, আমার পূর্বে উহার উপর কেহ আমল করিতে পারে নাই আর পরেও কেহ আমল করিতে পারিবে না। আমার কাছে একটি দীনার ছিল। উহা ভাঙ্গাইয়া দশ দিরহাম করিয়া এবং এক দিরহাম সাদকা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করি। তাহার পর আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। ফলে আমার পূর্বেও কেহ তদানুযায়ী আমল করিতে পারে নাই, পরেও আর পারিবে না। এই বলিয়া তিনি .... يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইব্ন জারীর (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাদকার পরিমাণ কত হওয়া উচিত, এক দীনার? আমি বলিলাম, এত দেওয়া সকলের জন্য সম্ভব হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে আধা দীনার?" আমি বলিলাম, না, আধা দীনার দেওয়া অনেকের জন্য কষ্টকর হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহা হইলে তুমিই বল, কত হওয়া উচিত?" আমি বলিলাম, একটি যব পরিমাণ (সোনা)। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তুমি তো বড় বিরাগী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা أَأَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا الخ। আয়াতটি নাযিল করেন। আলী (রা) বলেন, বস্তুত আমার কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতের উপর এই ব্যাপারটি হালকা করিয়া দেন। ইমাম তিরমিযী (র)ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানরা এক সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত চুপি চুপি আলাপ করিবার পূর্বে সাদকা প্রদান করিত, কিন্তু যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নিয়ম রহিত হইয়া যায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) فَقَدِّمُوْا الخ। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নানা বিষয়ে এত বেশী প্রশ্ন করিতে শুরু করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাতে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এহেন কষ্ট লাঘব করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সাদকার বিধান নাযিল করেন। কিন্তু ইহাতে মুসলমানদের অনেকেই প্রশ্ন করা ছাড়িয়া দেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা أَأَشْفَقْتُمْ الخ। এই আয়াত নাযিল করিয়া পুনরায় অসংকোচে প্রশ্ন করিবার সুযোগ করিয়া দেন।

ইকরিমা ও হাসান বসরী (র) বলেনঃ فَقَدِّمُوْا الخ। আয়াতটি পরবর্তী أَأَشْفَقْتُمْ الخ। আয়াত দ্বারা রহিত হইয়া যায়।

সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবা (র) কাতাদা ও মুকাতিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ মানুষ অতিরিক্ত প্রশ্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিরক্ত করিয়া ফেলে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা লোকদিগকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তখন আর সাদকা না দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করার কোন সুযোগ রহিল না। কিন্তু ইহাতে অনেকের অসুবিধা হইয়া পড়ায় পরবর্তীতে এই বিধান তুলিয়া নেওয়া হয়।

মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ الخ। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরই রহিত হইয়া যায়।

আব্দুর রায্যাক (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, আমি ছাড়া আর কেহ এই আয়াত অনুযায়ী আমল করিতে পারে নাই। ইতিমধ্যে আয়াতটি রহিত হইয়া যায়। আমার ধারণা যে, আয়াতটি মাত্র কিছু সময়ের জন্য বহাল থাকে।

(١٤) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ

(١٥) أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

(١٦) اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ○

(١٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۖ أُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ○

(١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ۖ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ ○

(١٩) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَأَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ۖ أُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۖ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ○

১৪. তুমি কি তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর নাই যাহারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট, তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে? উহারা তোমাদিগের দলভুক্ত নহে, তাহাদিগের দলভুক্তও নহে এবং উহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা শপথ করে।

১৫. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন কঠিন শাস্তি। উহারা যাহা করে তাহা কত মন্দ!

১৬. উহারা উহাদিগের শপথগুলিকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এইভাবে উহারা আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত করে, উহাদিগের জন্য রহিয়াছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

১৭. আল্লাহ্‌র শাস্তির মুকালিায় উহাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। উহারাই জাহান্নামের অধিবাসী সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।

১৮. যেদিন আল্লাহ্ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদিগের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহ্‌র নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদিগের নিকট করে এবং উহারা মনে করে যে, উহারা উহাতে উপকৃত হইবে। সাবধান! উহারাই তো মিথ্যাবাদী।

১৯. শয়তান উহাদিগের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। ফলে, উহাদিগকে ভুলাইয়া দিয়াছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। উহারা শয়তানেরই দল। সাবধান! শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মুনাফিকরা তলে তলে কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব দেখাইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার মু'মিন বা কাফির কাহারোই আপন নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ مُذَبْذَبِيْنَ ذَالِكَ لاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَلاَ اِلٰى هٰؤُلاَءِ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيْلاً - অর্থাৎ “উহারা এই দুইয়ের মাঝে দোদুল্যমান, এদিকেও নাই ওদিকেও নাই। আসলে আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, তুমি কিছুতেই তাহার জন্য কোন পথ পাইবে না।”

আর এইখানে বলিয়াছেন ঃ اَلَمْ تَرٰى اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ “আপনি কি তাহাদিগকে দেখেন নাই যাহারা আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তাহাদিগের সহিত তথা ইয়াহুদদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে?” উল্লেখ্য যে, সেকালে মুনাফিকরা ভিতরে ভিতরে বন্ধুত্ব করিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ مَاهُمْ مِّنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! জানিয়া রাখ, এই মুনাফিকরা মূলত তোমাদেরও বন্ধু নহে আর ঐ ইয়াহুদদেরও বন্ধু নহে।”

তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ “মুনাফিকরা মিথ্যা শপথ করে, অথচ তাহারা জানে যে, যেই বিষয়ে তাহারা শপথ করিল উহা মিথ্যা। জানিয়া বুঝিয়া এইভাবে মিথ্যা শপথ করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় ইয়ামীনে গামূস বলা হয়। মুনাফিকদের চরিত্র এই ছিল যে, তাহারা ঈমানদারদের কাছে গিয়া বলিত, আমরা ঈমান আনিয়াছি আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া শপথ

করিয়া বলিত যে, তাহারা ঈমানদার অথচ তাহাদিগের এই কথা জানা ছিল যে, তাহাদের এই দাবী নির্জলা মিথ্যা। কারণ তাহাদিগের দাবীর সত্যতা তাহারাও স্বীকার করিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا اِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ মুনাফিকদের এহেন অপকর্ম তথা কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, কাফিরদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং মুসলমানদের সহিত বিরোধীতা ও ধোঁকাবাজীর পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের জন্য বড় কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুত ইহাদের কৃতকর্ম বড়ই মন্দ!

অতঃপর মুনাফিকদের প্রতারণার স্বরূপ উন্মোচন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহারা মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু মনে মনে কুফরী পোষণ করে আর মুসলমানদের কোপানল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা ভঙ্গিতে মিথ্যা শপথ করে। ফলে অনেক সরলমনা মানুষ উহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হয়। এইভাবে তাহারা অনেক লোককে নিজেদের দলে ভিড়াইয়া আল্লাহ্র পথ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ অর্থাৎ এহেন জঘন্যতম মিথ্যা শপথের পরিণামে তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلاَ اَوْلاَدُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا - اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

অর্থাৎ দুনিয়াতে ইহাদের ধনবল আর জনবল যতই থাকুক আল্লাহ্র আযাব আসিয়া পড়িলে আর উহা কোন আযাব হইতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। উহারাই জাহান্নামী, সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا .... اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ-

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থিত করিবেন তখন তাহারা ঠিক এখনকার ন্যায় আল্লাহ্র নিকট শপথ করিয়া বলিবে যে, আমরা হিদায়াতের উপরই গোটা জীবন পরিচালিত করিয়া আসিয়াছি, আমরা ছিলাম পাকা ঈমানদার। সেইদিনও তাহারা এই মিথ্যা শপথ করিয়া বাঁচিয়া যাইবে বলিয়া আশা করিবে, যেমন এখন দুনিয়াতে কোন রকম বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সাবধান! উহারাই আসল মিথ্যাবাদী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তাঁহার কোন এক কামরার ছায়ায় বসিয়াছিলেন। কতিপয় সাহাবাও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তখন কথা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের কাছে এমন একজন লোক আসিবে, যে শয়তানের দুই চক্ষু দিয়া তাকায়। আসিলে পরে তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না।" সত্যিই কিছুক্ষণ পর নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কাছে ডাকিয়া আরো কয়েক ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা বলতো তুমি আর অমুক অমুক আমাকে কেন গালি দাও? এহেন প্রশ্ন শুনিয়া লোকটি ফিরিয়া গিয়া উহাদিগকে সংগে করিয়া লইয়া আসে এবং সকলে মিলিয়া বলে যে, না তো আমরা তো আপনার ব্যাপারে অসৌজন্যমূলক কোন কথা বলি নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ (র) দুইটি সূত্রে সিমাক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও একই সূত্রে সিমাক (র) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তুত মুনাফিকদের অবস্থা ঠিক মুশরিকদেরই ন্যায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-

অর্থাৎ "অতঃপর উহাদিগের ইহা ভিন্ন বলিবার অন্য কোন অজুহাত থাকিবে না, আমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখ, নিজেরাই নিজেদেরকে কিরূপ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তাহারা রচনা করিত উহা তাহাদিগের জন্য কিভাবে নিষ্ফল হইল।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ। "শয়তান তাহাদের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহাদিগের অন্তর হইতে আল্লাহ্‌র স্মরণই ভুলাইয়া দিয়াছে।"

ইমাম আবূ দাউদ (র) .... আবূদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূদ্দারদা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "কোন লোকালয় বা অরণ্যে যদি তিনজন লোকও থাকে আর তাহাদিগের মধ্যে নামায কায়েম না হয়, তাহা হইলে শয়তান তাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাতকে আঁকড়াইয়া ধর। অর্থাৎ জামাতের সহিত নামায কায়েম কর। কারণ পাল হইতে বিচ্ছিন্ন বকরীকে বাঘে খাইয়া ফেলে।"

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ অর্থাৎ "শয়তান যাহাদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আল্লাহ্র স্মরণ ভুলাইয়া দেয় , তাহারা শয়তানেরই দল। শয়তানের দল অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।"

(٢٠) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ○

(٢١) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

(٢٢) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ
فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

২০. যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা হইবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হইব। আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

২১. তুমি পাইবে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়, যাহারা ভালোবাসে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীগণকে— হউক না এই বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাহাদিগের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা ইহাদিগের জ্ঞাতি-গোত্র। ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করিয়াছেন ঈমান এবং তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন তাঁহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা।

২২. তিনি ইহাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে, আল্লাহ্ ইহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং ইহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহারাই আল্লাহ্র দল। জানিয়া রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধী পক্ষ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُوْلٰئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের বিরোধীতা করে তথা ইসলাম ও হিদায়াতের অপর প্রান্তে থাকিয়া যাহারা ইসলামের বিরোধিতা করে, তাহারা সত্য ও সঠিক পথ হইতে বিতাড়িত, কুফরীর আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতভাগ্যের দল এবং দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাহারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয় তাঁহার কিতাব, (তথা জীবন বিধান) তাঁহার রাসূল এবং তাঁহার ঈমানদার বান্দাদের জন্যই অবধারিত। আর শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ...... وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ অর্থাৎ "আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে আর ঈমানদারদের সাহায্য করিব, দুনিয়াতে এবং আখিরাতে যেই দিন সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, যেই দিন কোন অজুহাত জালিমদের উপকারে আসিবে না তাদের জন্য আর থাকিবে অভিশাপ ও মন্দ আবাস!"

اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার শত্রুদের উপর বিজয়ী, তাঁহাকে হারাবার শক্তি কাহারো নাই। বস্তুত ইহা অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত যে, দুনিয়া ও আখিরাতে অশুভ পরিমাণ আর চূড়ান্ত বিজয় ঈমানদারদের জন্য অবধারিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه .... اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ ইসলাম বিরোধী কাহারো সহিত সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না যদিও তাহারা কোন আপনজন বাপ, ভাই, পুত্র বা অন্য কোন নিকটতম আত্মীয় হয়।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ .... অর্থাৎ মু'মিনরা মু'মিনদের ছাড়া কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে না। যে এমন করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক নাই। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوٰنُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ
سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ - وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-

অর্থাৎ বলুন, তোমাদিগের নিকট যদি আল্লাহ্ তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা প্রিয় হয় তোমাদিগের পিতা, তোমাদিগের সন্তান, তোমাদিগের

ভ্রাতা, তোমাদিগের পত্নী, তোমাদিগের স্বগোষ্ঠী, তোমাদিগের অর্জিত সম্পদ, তোমাদিগের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদিগের বাসস্থান যাহা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্র বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ্ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

'সাঈদ ইব্ন আব্দুল আযীয সহ অনেকে বলেন, আবূ উবায়দা আমির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ (রা) বদরের যুদ্ধে তাহার কাফির পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন। ফলে তাহার সম্পর্কে لَا تَجِدُ قَوْمًا এই আয়াতটি নাযিল হয়। আর এই কারণেই হযরত উমর (রা) মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয়জন সাহাবীর নাম প্রস্তাব করিবার সময় বলিয়াছিলেন আবূ উবায়দা আজ বাঁচিয়া থাকিলে আমি তাহাকেই খলীফা নিয়োগ করিয়া যাইতাম।

কেহ বলেন ঃ لَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে اَوْ اَبْنَاءَهُمْ আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে اَوْ اِخْوَانَهُمْ মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) সম্পর্কে এবং اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ হযরত উমর, হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্ন হারিছ (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কেননা, বদরের যুদ্ধে আবূ উবায়দা (রা) তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, আবূ বকর (রা) তাঁহার ছেলে আব্দুর রহমানকে হত্যা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, মুসআব ইব্ন উমায়র (রা) তাঁহার ভাই উবায়দ ইব্ন উমায়রকে, উমর (রা) তাঁহার এক নিকটাত্মীয়কে এবং হামযা, আলী ও উবায়দা ইব্ন হারিছা (রা) তাঁহাদিগের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা ও অলীদ ইব্ন উতবাকে হত্যা করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন কাসীর (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদরের বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেনঃ মুক্তিপণ লইয়া ইহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়াই আমি ভালো মনে করি। কারণ ইহাতে একদিকে মুক্তিপণ বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাইবে উহা দ্বারা মুসলমানদের উপকার হইবে এবং কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা যাইবে। অপরদিকে আশা করা যায় যে, মুক্তি পাইয়া এই কাফিররা একদিন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে। তদুপরি ইহারা তো আমাদেরই লোক।

অপরদিকে হযরত উমর (রা) দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেনঃ না ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তাহা হইবে না। বরং বন্দীদের প্রত্যেককে আপন আপন মুসলমান আত্মীয়ের হাতে সোপর্দ করিয়া নিজ হাতে তাহাদিগকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক। আমরা আল্লাহ্কে দেখাইয়া দিতে চাই যে, মুশরিকদের প্রতি আমাদিগের এতটুকু আন্তরিকতাও নাই। উমরের অমুক আত্মীয়কে তাহার হাতে, আকীলকে আলীর হাতে, আর অমুক অমুককে অমুকের অমুকের হাতে তুলিয়া দিয়া নিজ হাতে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হউক।

اُولٰئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল তথা ইসলামের বিরোধীতা করে, তাহাদিগের সহিত যাহারা কোন প্রকার সম্পর্ক বা বন্ধুত্ব রাখে না, তাঁহারাই উহারা আল্লাহ্ তা'আলা যাহাদিগের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় করিয়াছেন এবং তাহার পক্ষ হইতে রূহ দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিশালী করিয়াছেন।

وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ۔

অর্থাৎ আর তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করাইবেন উদ্যানসমূহে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে, আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট তাহারাও আল্লাহ্তে তুষ্ট। উল্লেখ্য যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ যাহারা এই সকল গুণের অধিকারী তাহারাই আল্লাহ্র দল তথা আল্লাহ্র বান্দা ও আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার অধিকারী। এই আল্লাহ্র দলই ইহকাল ও পরকালে সফলকাম।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যাইয়াল ইব্নে আব্বাদ বলেন, আবূ হাযিম আরাজ (র) যুহরীর নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, জানিয়া রাখুন, মর্যাদা দুই প্রকার। এক প্রকার মর্যাদা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার অলীদের হাতে চালু করেন। ইহারা হয় সমাজের ব্যক্তিত্বহীন লোক। কেহ তাহাদিগকে জানে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই ধরনের আল্লাহ্ওয়ালাদের সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা অবিখ্যাত মুত্তাকী ও সৎ লোকদেরকে ভালোবাসেন। সমাজ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে যাহাদিগকে খোঁজ করা হয় না আর সমাজে উপস্থিত থাকিলে কেহ হিসাবে গুণে না। উহাদিগের হৃদয় হিদায়াতের প্রদীপ তুল্য।

اُولٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ...... এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই ধরনের অলীদের কথাই বলিয়াছেন।

নু'আয়ম ইব্ন হাম্মাদ ..... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেনঃ হে আল্লাহ্! আমার কাছে ফাসিক-ফাজিরের কোন ইহসান এবং অনুদান রাখিও না। (অর্থাৎ-আমি যেন কোন ফাসিক-ফাজির দ্বারা উপকৃত হইয়া তাহদের কাছে ঋণী না থাকি) কারণ আপনি আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছেন উহাতে একথা পাইয়াছি যে, لَاتَجِدُ قَوْمًا الخ অর্থাৎ- আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কেহ আল্লাহ্ ও তাঁহার দুশমনদের সহিত বন্ধুত্ব তথা সুসম্পর্ক রাখিতে পারে না।

সুফিয়ান (র) বলেন, অনেকের ধারণা এই আয়াতটি তাহাদিগের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা রাজা-বাদশাহদের সহিত উঠা-বসা করে। (আবূ আহ্মদ আসকারী)

দশম খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

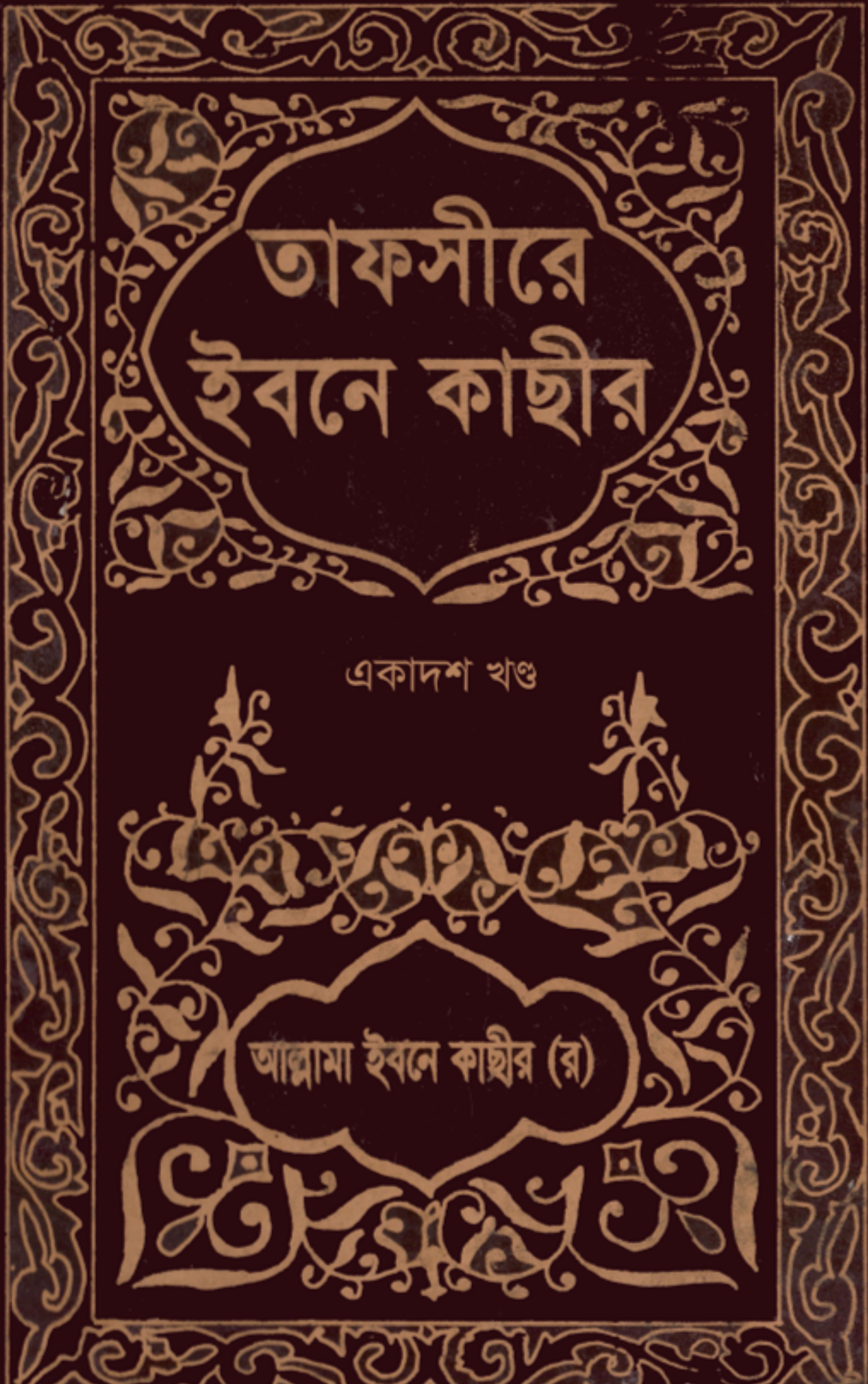

তাফসীরে ইবনে কাছীর

একাদশ খণ্ড

আল্লামা ইবনে কাছীর (র)

তাফসীরে ইবনে কাছীর

একাদশ খণ্ড

(পারা-২৮ থেকে পারা ৩০ পর্যন্ত)
সূরা হাশর থেকে সূরা নাস পর্যন্ত

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

তাফসীরে ইবনে কাছীর (একাদশ খণ্ড)

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র)
অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]

ইফা প্রকাশনা : ২০৯৪/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২২৭
ISBN : 984-06-0723-5

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ (উন্নয়ন)
নভেম্বর ২০১৪
অগ্রহায়ণ ১৪২১
সফর ১৪৩৬

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তাফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দিন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ৪১০.০০ (চার শত দশ) টাকা মাত্র।

TAFSIRE IBNE KASIR (10th Volume) [Commentary on the Holy Quran] : Written by Imam Abul Fida Ismail Ibn Kasir (Rh.) in Arabic, Translated by Prof. Mulana Akhter Farooq into Bangla and published by Abu Hena Mostafa Kamal, Project Director Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538 November 2014

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 410.00 ; US Dollar : 24.00

মহাপরিচালকের কথা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ এক অনন্য মু'জিযাপূর্ণ আসমানী কিতাব। আরবী ভাষায় নাযিলকৃত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতময় ভাষায় মহান রাব্বুল আলামীন বিশ্ব ও বিশ্বাতিত তাবৎ জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশ্ব-মানবের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনসম্পৃক্ত এমন কোন বিষয় নেই, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়নি। বস্তুত আল-কুরআনই সত্য ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত নির্দেশনা, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। সুতরাং পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন গঠন করে দুনিয়া ও আখিরাতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে হলে পবিত্র কুরআনের দিক-নির্দেশনা ও অন্তর্নিহিত বাণী সম্যক অনুধাবন এবং সেই মোতাবেক আমল করার কোনও বিকল্প নেই।

পবিত্র কুরআনের ভাষা, শব্দচয়ন, বর্ণনাভঙ্গী ও বাক্য বিন্যাস চৌম্বক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাই সাধারণের পক্ষে এর মর্মবাণী ও নির্দেশাবলী পূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এমনকি ইসলামী বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও কখনও কখনও এর মর্মবাণী সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। এই সমস্যা ও অসুবিধার প্রেক্ষাপটেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব। তাফসীর শাস্ত্রবিদগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসসমূহকে মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে কুরআন ব্যাখ্যায় নিজ নিজ মেধা, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন এবং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে বহু মুফাস্সির পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী সহজবোধ্য করার কাজে অনন্য সাধারণ অবদান রেখে গেছেন। এখনও এই মহৎ প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে।

তাফসীর গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই প্রণীত হয়েছে আরবী ভাষায়। ফলে বাংলাভাষী পাঠক সাধারণ এসব তাফসীর গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারেন নি। এদেশের সাধারণ মানুষ যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রসিদ্ধ তাফসীর আমরা অনুবাদ ও প্রকাশ করেছি।

আরবী ভাষায় রচিত তাফসীরগ্রন্থগুলোর মধ্যে আল্লামা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র) প্রণীত 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' মৌলিকতা, স্বচ্ছতা, আলোচনার গভীরতা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ভাস্বর এক অনন্য গ্রন্থ। আল্লামা ইবনে কাছীর (র) তাঁর এই গ্রন্থে আল-কুরআনেরই বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক আয়াত এবং মহানবী (সা)-এর হাদীসের আলোকে কুরআন-ব্যাখ্যায় স্বীয় মেধা, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে ব্যবহার করেছেন। এ যাবত প্রকাশিত তাফসীর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর কোন গ্রন্থেই তাফসীরে ইবনে কাছীর-এর অনুরূপ এত বিপুলসংখ্যক হাদীস সন্নিবেশিত হয়নি। ফলে তাঁর এই গ্রন্থখানি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ হিসেবে

মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লামা সুয়ূতী (র) বলেছেন : "এ ধরনের তাফসীর গ্রন্থ এর আগে কেউ রচনা করেন নি।" আল্লামা শাওকানী (র) এই গ্রন্থটিকে 'সর্বোত্তম তাফসীর গ্রন্থগুলোর অন্যতম' বলে মন্তব্য করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা এই তাফসীর গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের কাজ ১১ খণ্ডে সমাপ্ত করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। অনুবাদের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের সবগুলো কপি ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এই অমূল্য গ্রন্থখানির অনুবাদ, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থেকে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই তাফসীর গ্রন্থের মাধ্যমে ভালোভাবে কুরআন বোঝা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন!

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরবী ভাষায় প্রণীত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর সকল খণ্ডের অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

তাফসীর হলো পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ আল-কুরআনের সুগভীর মর্মার্থ, অনুপম শিক্ষা, ভাব-ব্যঞ্জনাময় সাংকেতিক তথ্যাবলী এবং নির্দেশসমূহ সাধারণের বোধগম্য করার লক্ষ্যে যুগে যুগে প্রাজ্ঞ তাফসীরবিদগণ অসামান্য পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের সেই শ্রমের ফলস্বরূপ আরবীসহ অন্যান্য ভাষায় বহু সংখ্যক তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থ বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাভাষী সাধারণ পাঠকদের পক্ষে কুরআনের যথার্থ শিক্ষা ও মর্মবাণী অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। এই সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিদেশী ভাষায় রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ ও প্রকাশের যে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে, এই গ্রন্থটি তার অন্যতম।

আল্লামা ইবনে কাছীর (র) প্রণীত এই অনুপম গ্রন্থটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, তাফসীরকার পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়—এমন সনদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পরিহার করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। শুধু পবিত্র কুরআনের বিশ্লেষণধর্মী আয়াত এবং হাদীসের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অবলম্বন করার কারণে আল্লামা ইবনে কাছীরের এ গ্রন্থটি অর্জন করেছে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের মর্যাদা এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

বিশিষ্ট আলিম, অনুবাদক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক অনূদিত এই মূল্যবান গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটির একাদশ খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ায় এবারের তৃতীয় সংস্করণ পাঠকদের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি কোন ভুল-ত্রুটি কারও চোখে ধরা পড়ে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহান আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

সূরা হাশ্‌র

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২০
৬-৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	২৮
৮-১০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৩৩
১১-১৭	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪০
১৮-২০	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৩
২১-২৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৪৬

সূরা মুম্‌তাহিনা

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৫১
৪-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬০
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৪
১০-১১	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৯
১২	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৭৫
১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৪

সূরা সাফ্‌ফ

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৮৭
৫-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৩
৭-৯	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৯৮
১০-১৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০০
১৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	১০১

সূরা জুমু'আ

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০৫
৫-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১০৯
৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১১৩
১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১১৯

সূরা মুনাফিকূন

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১২১
৫-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১২৪
৯-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৩৬

সূরা তাগাবুন

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৩৯
৫-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৪১
৭-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৪৫
১৪-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৪৮

সূরা তালাক

১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৩
২-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৫৮
৪-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৬৩
৬-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৬৬
৮-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭০
১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭৩

সূরা তাহ্‌রীম

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৭৬
৬-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৮৭
৯-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৯৩
১১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ১৯৫

সূরা মুল্‌ক

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০১
৬-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৪
১২-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৬
১৬-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৮
২০-২৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১০
২৮-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৩
১০-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২০৯
১৫-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৩

সূরা কালাম

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২১৫
৮-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২২
১৭-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২২৭
৩৪-৪১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩১
৪২-৪৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩২
৪৮-৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৩৫

সূরা হাক্‌কা

১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪২
১৩-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৬

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১৯-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৪৮
২৫-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৫১
৩৮-৪৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৫৩
৪৪-৫২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৫৫

সূরা মা'আরিজ

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৫৭
৮-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৪
১৯-৩৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৬৭
৩৬-৪৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭১

সূরা নূহ্

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭৭
৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৭৯
২১-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৩
২৫-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৬

সূরা জিন্ন্

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৮৯
৮-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৩
১১-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৫
১৮-২৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ২৯৮
২৫-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০২

সূরা মুয্যাম্মিল

১-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩০৬
১০-১৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১৩
১৯-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩১৬

সূরা মুদ্দাছ্ছির

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা

১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২১
১১-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩২৭
৩১-৩৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৩
৩৮-৫৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৩৮

সূরা কিয়ামা

১-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪২
১৬-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৪৭
২৬-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫১

সূরা দাহ্র

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৫৭
৪-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬০
১৩-২২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৬৫
২৩-৩১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭০

সূরা মুরসালাত

১-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭৪
১৬-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৭৮
২৯-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮০
৪১-৫০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৩

সূরা নাবা

১-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৮৬
১৭-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯০
৩১-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৪
৩৭-৪০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৩৯৬

সূরা নাযি‘আত

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
১-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০০
১৫-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৪
২৭-৩৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৬
৩৪-৪৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪০৮

সূরা আবাসা

১-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১২
১৭-৩২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৫
৩৩-৪২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪১৯

সূরা তাকবীর

১-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২২
১৫-২৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪২৯

সূরা ইন্‌ফিতার

১-১২ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৪
১৩-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৭

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

১-৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৩৯
৭-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪২
১৮-২৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৬
২৯-৩৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৪৯

সূরা ইন্‌শিকাক

১-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫২
১৬-২৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৫৬

সূরা বুরূজ

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৬১

সূরা তারিক

১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭২
১১-১৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৫

সূরা আ'লা

১-১৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৭৭
১৪-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮০

সূরা গাশিয়া

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৩
৮-১৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৫
১৭-২৬ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৮৭

সূরা ফাজ্‌র

১-১৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯২
১৫-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৪৯৯
২১-৩০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০১

সূরা বালাদ

১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৫
১১-২০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫০৯

সূরা শাম্‌স

১-১০ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫১৫
১১-১৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫১৮

সূরা লায়ল

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা

১-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২০
১২-২১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২৫

সূরা দুহা

১-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫২৯

সূরা ইন্‌শিরাহ্

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩৫

সূরা ত্বীন

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৩৯

সূরা আলাক

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪২
৬-১৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৫

সূরা কাদ্‌র

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৪৮

সূরা বায়্যিনা

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬১
৬-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬৩

সূরা যিল্‌যাল

১-৮ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৬৭

সূরা ‘আদিয়াত

আয়াত নম্বর শিরোনাম পৃষ্ঠা
১-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৭১

সূরা কারি‘আ

১-১১ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৭৫

সূরা তাকাছুর

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৭৯

সূরা আসর

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৮৮

সূরা হুমাযা

১-৯ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৮৯

সূরা ফীল

১-৫ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৫৯২

সূরা কুরায়শ

১-৪ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬০০

সূরা মাঊন

১-৭ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬০৩

সূরা কাওসার

১-৩ আয়াতের তরজমা ও তাফসীর ৬০৭

সূরা কাফিরূন

আয়াত নম্বর	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৩

সূরা নাসর

১-৩	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬১৭

সূরা লাহাব

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২০

সূরা ইখলাস

১-৪	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬২৯

সূরা ফালাক

১-৫	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৪

সূরা নাস

১-৬	আয়াতের তরজমা ও তাফসীর	৬৩৮

তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর

একাদশ খণ্ড

সূরা হাশ্‌র

২৪ আয়াত, ৩ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই সূরাটিকে সূরা বনূ নাযীর বলিতেন।

সাঈদ ইব্‌ন মানসূর (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, সূরা হাশ্‌র বনূ নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) অন্য সূত্রে হুশায়ম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র) .... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, আমি একদিন ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি সূরা হাশ্‌র ? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা বনূ নাযীর।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ
مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ
وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ○

(٣) وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابُ النَّارِ ○

(٤) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(٥) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কাফির তাহাদিগকে প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তোমরা কল্পনাও কর নাই যে, উহারা নির্বাসিত হইবে এবং উহারা মনে করিয়াছিল উহাদের দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি উহাদিগকে রক্ষা করিবে আল্লাহ্ হইতে; কিন্তু আল্লাহ্র শাস্তি এমন এক দিক হইতে আসিল যাহা ছিল উহাদিগের ধারণাতীত এবং উহাদিগের অন্তরে তাহা ত্রাসের সঞ্চার করিল। উহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিল নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও; অতএব হে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তিগণ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

৩. আল্লাহ্ উহাদিগের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না করিলে উহাদিগকে অন্য শাস্তি দিতেন; পরকালে উহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি।

৪. ইহা এইজন্য যে, উহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল এবং কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে আল্লাহ্ তো শাস্তি দানে কঠোর।

৫. তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ তাহাতো আল্লাহ্রই অনুমতিক্রমে; ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাপাচারীদিগকে লাঞ্ছিত করিবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ বলিতেছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সবকিছুই তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে, তাহারা মহিমা কীর্তন করে, প্রশংসা করে এবং একত্বতা ঘোষণা করে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ-

অর্থাৎ সাত আকাশ, পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ঘোষণা করে। বস্তু মাত্রই তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা উহাদিগের তাসবীহ পাঠ বুঝ না।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মহাপরাক্রমশালী এবং সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণে ও বিধান প্রদানে প্রজ্ঞাময়।

هُوَ الَّذِىْ أَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ। অর্থাৎ তিনিই কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল প্রথম সমাবেশেই তাহাদিগকে তাহাদিগের আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

এই আয়াতে কিতাবী কাফির বলিতে বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যুহরী এবং আরো অনেকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত এই মর্মে চুক্তিবদ্ধ হন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন না এবং তাহারাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত যুদ্ধ করিবে না। কিন্তু কিছুদিন পরই তাহারা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ফেলে। ফলে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদিগকে উহাদিগের উপর বিজয় দান করেন এবং উহাদিগকে নিজ আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দেন। বিতাড়িত হইয়া উহাদিগের একাংশ শামের আযরু'আত নামক স্থানে চলিয়া যায় যেখানে কিয়ামতের সময় হাশ্‌র-নশর সংঘটিত হইবে। আরেকাংশ খায়বারে চলিয়া যায়। বিতাড়িত করিবার সময় তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, তোমরা তোমাদিগের সহায়-সম্পত্তি যাহা পার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। ফলে তাহারা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর দরজা ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরযোগ্য সামগ্রী সম্ভব পরিমাণ সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

এই ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবার নির্দেশ দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

فَاعْتَبِرُوْا يٰأُولِى الْأَبْصَارِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহ্‌র কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়! ইয়াহুদীদের এহেন নির্মম শাস্তি হইতে তোমরাও শিক্ষা গ্রহণ কর। ভবিষ্যতেও যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বে-ঈমানী করিবে, তাহাদিগকেও আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে এইভাবেই লাঞ্ছিত করিবেন আর পরকালে কঠোর শাস্তি তো অবধারিত।

ইমাম আবূ দাউদ (র) .... জনৈক সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, উক্ত সাহাবী বলেন ঃ বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মদীনায় ছিলেন। তখন কুরাইশ মুশরিকরা ইব্‌ন উবাই এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের মূর্তিপূজকদের কাছে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, তোমরা মুহাম্মদকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। পত্র পাওয়ার পর অতিসত্ত্বর যুদ্ধ করিয়া হইলেও তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমরা তোমাদিগকে তোমাদিগের আবাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিব এবং আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে তরবারীর

আঘাতে তোমাদিগকে নিপাত করিয়া দিব এবং তোমাদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে আমাদিগের দাসী বানাইয়া লইব। এই পত্র পাইয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এবং তাহার সাঙ্গপাঙ্গরা পরামর্শ করিয়া মুহাম্মদ (সা)-এর সহিত লড়াই করিবার গোপন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করেন। ফলে তাহারা পূর্বের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলে।

অতঃপর কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া বদর যুদ্ধের পর ইয়াহুদীদের নিকট পুনরায় পত্র লিখে যে, তোমরা মজবুত দুর্গের অধিকারী ও শক্তিশালী সম্প্রদায়। মুহাম্মদের সহিত যুদ্ধ না করিলে আমরা তোমাদিগকে রেহাই দিব না। তোমরা আক্রমণ কর, আমরা তোমাদিগের যথাসাধ্য সহযোগিতা করিব।

এইবার বনূ নাযীর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই প্রস্তাব পাঠায় যে, আপনি আপনার সাহাবীদের মধ্য হইতে ত্রিশজন লোক প্রেরণ করুন, আমাদের মধ্য হইতেও ত্রিশজন বিজ্ঞ লোক আসিতেছে। এই ষাটজন মধ্যবর্তী এক স্থানে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিবে। আলোচনার পর যদি আমাদের এই ত্রিশজন আপনার প্রতি ঈমান আনে তো আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিব। কিন্তু তাহাদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা রাসূল (সা)-এর অজানা রহিল না। তাই তিনি পরদিন রণসাজে সজ্জিত হইয়া সাহাবীদের সঙ্গে লইয়া ইয়াহুদীদের গোটা এলাকা ঘেরাও করিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব দিয়া বলিলেন, হয়তো তোমরা আমাদিগের এই প্রস্তাব মানিয়া লও, অন্যথায় তোমাদিগের রক্ষা নাই। কিন্তু তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ফলে সেই দিন সারাদিন যুদ্ধ হয়।

পরদিন বনূ নাযীরকে এই অবস্থায় রাখিয়াই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৈন্যদের লইয়া বনূ কুরায়যা গোত্রের নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে তাহাদিগকে নিরাপদে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

অতঃপর পুনরায় বনূ নাযীরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া আবার যুদ্ধ শুরু করেন। অবশেষে ইয়াহুদীরা পরাজিত হয়। রাসূল (সা) তাহাদেরকে শহর ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেন এবং ঘোষণা করেন যে, তোমাদিগের যে সব সম্পদ তোমরা সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পার লইয়া যাও। ফলে তাহারা তাহাদিগের সহায়-সম্পদ সম্ভব পরিমাণ উটের পিঠে বোঝাই করিয়া নির্বাসনে চলিয়া যায়। আর যে সব সম্পদ নেওয়া সম্ভব হয় নাই তাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মালিকানায় চলিয়া আসে। আল্লাহ্ তা'আলা উহা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে গনীমতরূপে যাহা দান করিয়াছেন তোমরা উহা যুদ্ধ ছাড়াই লাভ করিয়াছ।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহার বড় অংশ মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন আর কিছু দুই অসহায় আনসারীকে দান করেন। এই দুইজন ব্যতীত আনসারীদের অন্য কাউকে এই গনীমত প্রদান করা হয় নাই। আর বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে থাকিয়া যায়।

বনূ নাযীরের ঘটনা নিম্নরূপ ঃ বীরে মাউনা যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীকে শহীদ করা হইল। কেবল ইব্‌ন উমাইয়া যামরী (রা) বেঁচে গেলেন। তিনি মদীনা ফিরিবার পথে বনূ আমিরের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেন। অথচ তাদের সাথে নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল যাহা তিনি মানিতেন না। তিনি মদীনা পৌঁছে নবী (সা)-কে এই সংবাদ দিলেন। তখন নবী (সা) বলেন, তুমি এমন দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছ যাহাদের রক্তপণ (দিয়ত) আমাকে আদায় করিতে হইবে। এই রক্তপণ আদায়ের সহায়তা করার জন্য নবী (সা) বনূ নাযীরের কাছে গমন করিলেন। তখন তাহারা মদীনার পূর্ব প্রান্তে কয়েক মাইল দূরে উঁচু এলাকায় বসবাস করিত। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা যামরী (রা) বনূ আমিরের যে দুই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন তাহাদের রক্তপণ আদায় করিতে সহায়তা চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সা) বনূ নাযীরের নিকট গমন করিলেন। কেননা তাহাদের সহিত নবী (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল। যখন তিনি আসিয়া তাহাদেরকে এই ব্যাপারটা জানাইলেন তাহারা বলিল, হে আবুল কাসিম! আপনি যাহা পছন্দ করেন আমরা তাহা আদায় করিব। অতঃপর তাহারা নির্জনে পরস্পরে ষড়যন্ত্র করিতে লিপ্ত হইল। তাহারা বলিল, এইবারের মত সুযোগ আর কোন সময় পাইবে না। অতএব কে আছে, যে এই দেওয়ালের অপর দিক হইতে উপরে উঠিয়া একটা বড় পাথর তাহার মাথার উপর ছাড়িয়া দিবে। এই সময় নবী (সা) ঐ দেওয়ালের পার্শ্বে বসা ছিলেন। তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের আহ্বানে আমর ইব্‌ন জিহাশ ইব্‌ন কা'ব সাড়া দিয়া বলে যে, সে এই কাজের দায়িত্ব নিল। সেই হতভাগা পাথর নিক্ষেপ করার জন্য দেওয়ালের উপরে উঠিল। তখন নবী (সা) আবূ বকর, উমর ও আলী (রা) সহ সাহাবীগণের সাথে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হইল। তৎক্ষণাৎ নবী (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া তালাশ করিতে বাহির হইলেন। মদীনা হইতে আগমনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, নবী (সা)-কে তিনি মদীনা প্রবেশ করিতে দেখিয়াছেন। সুতরাং সাহাবীগণ মদীনা প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী (সা)-এর কাছে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) ইয়াহুদীদের এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ তাহাদেরকে অবগত করাইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। নবী (সা) রওয়ানা হইয়া তাহাদেরকে ঘেরাও করিলেন। তাহারা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। নবী (সা) খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে এবং বাড়ীঘরে আগুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিলেন। তখন তাহারা ডাক ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মদ! আপনি যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে নিষেধ করেন এবং যে এইরূপ করে

তাহাকে দোষারোপ করেন অথচ আপনি খর্জুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতে ও আগুন জ্বালাইতে নির্দেশ দিয়াছেন, ইহার কারণ কি ? এদিকে বনূ আওফ ইব্ন খাযরাজ গোত্র হইতে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সহ্ল, ওয়াদিআ ইব্ন মালিক ইব্ন আবূ কাওকল, সুওয়াইদ ও দায়িস বনূ নাযীরের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিল যে, তোমরা দৃঢ় থাক আমরা তোমাদের সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। যদি তোমরা যুদ্ধে লিপ্ত হও আমরাও যুদ্ধ করিব। আর যদি তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া যাও আমরাও তোমাদের সাথে বাহির হইয়া যাইব। বনূ নাযীরের লোকেরা উহাদের সাহায্যের প্রত্যাশায় রহিল। কিন্তু তাহারা আসিল না এবং ইহাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হইল। তখন ইহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রার্থনা জানাইল যে, তিনি যেন তাহাদেরকে হত্যা না কারিয়া দেশত্যাগের সুযোগ দেন এবং সঙ্গে করিয়া উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ নেওয়ার অনুমতি দেন। নবী করীম (সা) তাহাই করিলেন। তাহারা উটের বোঝাই পরিমাণ সম্পদ সঙ্গে নিয়া খায়বরের দিকে বাহির হইয়া গেল। এই সময় অনেকেই নিজেদের ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। আর তাহাদের কতিপয় লোক শাম দেশে চলিয়া গেল। তাহাদের অবশিষ্ট সম্পদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য রহিয়া গেল। তিনি সেইগুলিকে প্রথম যুগের মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং আনসারগণের মধ্য হইতে শুধুমাত্র সাহল ইব্ন হুনাইফ ও আবূ দুজানা সিমাক ইব্ন হারশা এই দুইজনকে দরিদ্র হওয়ার কারণে সম্পদ দান করেন এবং বনূ নাযীরের মাত্র দুই ব্যক্তি ইয়ামীন ইব্ন কা'ব এবং আবূ সাঈদ ইব্ন ওয়াহব ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজদিগের সম্পদের হিফাজত করিয়া নেন। ইব্ন ইস্হাক (র) বলেন, ইয়ামীনের বংশধরদের এক ব্যক্তি বলিল যে, নবী (সা) বলিলেন, হে ইয়ামীন! তোমার ভাতিজা আমর ইব্ন জিহাশকে দেখিতেছি না, সে কি করিল। আমার সাথে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তখন ইয়ামীন ইব্ন আমর পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করিল, সে যেন আমর ইব্ন জিহাশকে হত্যা করিয়া ফেলে। অবশেষে সে তাহাকে হত্যা করিল। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, সূরা হাশর গোটা সূরাই বনূ নাযীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার স্থান যে শাম, ইহাতে যাহার সন্দেহ হইবে সে যেন هُوَ الَّذِىْ أَخْرَجَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করে।

বনূ নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন বলিলেন, তোমরা বাহির হইয়া যাও। তখন তাহারা বলিল, কোথায় যাইব ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, হাশর অনুষ্ঠিত হইবার জায়গায়।

আবূ সাঈদ আশাজ (র) ..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, বনূ নাযীরকে নির্বাসন দিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এই হলো প্রথম হাশর। আমরা পিছনে আসিতেছি।

مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ অর্থাৎ তোমরা ইয়াহূদীদেরকে ঘেরাও করিয়া রাখা অবস্থায় তোমরা এই কল্পনাও কর নাই যে, তাহারা স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমানরা ইয়াহূদীদেরকে তাহাদিগের দুর্ভেদ্য দূর্গে ছয়দিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। তখন অবরুদ্ধ ইয়াহূদীদের ধারণা ছিল যে, তাহাদিগের এই দুর্ভেদ্য দূর্গই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা করিবে।

فَاَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا অর্থাৎ তাহাদিগের উপর এমন শাস্তি আসিয়া পড়িল যাহা তাহাদিগের কল্পনায়ও ছিল না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَيَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ উহাদিগের পূর্ববর্তীগণও চক্রান্ত করিয়াছিল। আল্লাহ্ উহাদিগের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিলেন। ফলে ইমারতের ছাদ উহাদিগের উপর ধ্বসিয়া পড়িল এবং উহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিল এমন দিক হইতে যাহা ছিল উহাদিগের ধারণার অতীত।

وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ অর্থাৎ এই অবরোধ ইয়াহূদদিগের মনে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিল। কেনইবা করিবে না, অবরোধকারী তো ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যাঁহাকে এমন প্রভাব দান করা হইয়াছে যে, দূর-দূরান্তের শত্রুরাও তাঁহার নাম শুনিয়া ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া যাইত।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ "তাহারা নিজদিগের বাড়ী-ঘর নিজদিগের হাতে এবং মুমিনদিগের হাতে ধ্বংস করিয়াছিল।"

অর্থাৎ নির্বাসন দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতিক্রমে ইয়াহূদীরা নিজ হাতে তাহাদিগের ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। উহার মূল্যবান সামগ্রী যাহা সম্ভব হইয়াছিল উটের পিঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। ইব্‌ন ইসহাক, উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়েদ, ইব্‌ন আসলাম (র) সহ আরো অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ যুদ্ধ চলাকালে সম্মুখে অগ্রসর মুসলমানদের সামনে যখনই কোন ঘর পড়িত তাহা ভাঙ্গিয়া যুদ্ধের ময়দান প্রশস্ত করিয়া লইত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْلاَ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি বনূ নাযীরের ইয়াহূদীদের জন্য নির্বাসনের ফয়সালা না দিতেন তাহা হইলে

উহাদিগকে অন্য শাস্তি দেওয়া হইত। যেমন হত্যা করা হইত, বন্দী করা হইত ইত্যাদি। আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালা এই ছিল যে, তিনি আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তির সাথে সাথে তিনি তাহাদিগকে দুনিয়াতেও চরম শিক্ষণীয় শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন ঃ বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনার এক প্রান্তে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়টিকে প্রথমে অবরোধ করিয়া রাখেন এবং পরে নির্বাসনে বাধ্য করেন। অস্ত্র ছাড়া অন্যান্য আসবাবপত্র লইয়া যাওয়ার অনুমতি ছিল। উরওয়া (রা) বলেন ঃ তাওরাতের বিধান অনুযায়ীই তাহাদিগকে নির্বাসন দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ইহাদিগের সম্প্রদায়ের কেহ কখনো নির্বাসিত হইয়াছিল না। ইহাদিগের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'আলা سَبَّحَ لِلّٰهِ ....وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে جَلَاءَ অর্থ হত্যা বা নিপাত। কাতাদা (র) বলেন ঃ جَلَاءَ অর্থ এক দেশ ছাড়িয়া আরেক দেশে চলিয়া যাওয়া।

যাহ্হাক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে শাম দেশে নির্বাসন দিয়াছিলেন এবং প্রতি তিনজনকে একটি করিয়া উট আর একটি পানির মশক দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, নির্বাসনের সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর মালপত্র গোছাইয়া নেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে তিনদিনের সময় দেন। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইয়াহুদীদেরকে এক সুযোগের কথা জানাইয়া দেন।

وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ অর্থাৎ দুনিয়ার এই সামান্য শাস্তিই ইহাদিগের চূড়ান্ত সাজা নয় বরং, আল্লাহ্র অটল সিদ্ধান্ত যে, আখিরাতেও ইহারা জাহান্নামের কাঠোর শাস্তি ভোগ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ ইহাদিগকে আপন ঘর-বাড়ী হইতে নির্বাসন দেওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদিগকে ইহাদিগের উপর বিজয়ী করিবার কারণ হইল এই যে, ইহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচারী এবং মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত সুসংবাদ অস্বীকারকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ। অর্থাৎ কেহ আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার জানিয়া রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ
وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ-

অর্থাৎ তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষগুলি কর্তন করিয়াছ এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রাখিয়া দিয়াছ; তাহাতো আল্লাহ্‌রই অনুমতিতে; ইহা এইজন্য যে, তিনি পাপাচারীদেরকে লাঞ্ছিত করিবেন।

لِيْنٌ উন্নতমানের এক ধরনের খেজুর বৃক্ষকে বলা হয়। আবূ উবায়দা (রা) বলেনঃ আজওয়া ও বারনী খর্জুর ব্যতীত অন্যান্য খর্জুর বৃক্ষকে لِيْنٌ বলা হয়। বহুসংখ্যক মুফাস্‌সিরের মত হইল, 'আজওয়া ছাড়া সকল বর্ণের খেজুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয়। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ যে কোন খর্জুর বৃক্ষকেই لِيْنَةٌ বলা হয় এবং ইহা মুজাহিদ (র)-এরও মত।

বনূ নাযীরের সম্প্রদায়কে অবরোধ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের ভীতি ও ঘৃণা প্রদর্শন ও হুমকিরূপে তাহাদিগের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া ফেলার নির্দেশ দেন।

যায়েদ ইব্‌ন রূমান, কাতাদা ও মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ বনূ নাযীরের এই ঘটনার পর বনূ কুরায়যা এই বলিয়া অভিযোগ তোলে যে, কি ব্যাপার ? আপনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছেন আর এইসব ধ্বংস চালাইতেছেন ? এই অভিযোগের উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ খর্জুর বৃক্ষ কর্তন করা বা কর্তন না করিয়া নিরাপদে রাখিয়া দেওয়া এই সবই আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও অনুমতিক্রমেই হইতেছে। শত্রুপক্ষের অপমান ও দর্প চূর্ণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ কতিপয় মুজাহিদ খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিতে চাহিলে অন্যরা বাধা দিয়া বলিল যে, বৃক্ষ কাটিয়া লাভ কি ? শেষ পর্যন্ত তো এইগুলি আমাদিগের হাতেই চলিয়া আসিবে। ফলে উভয় দলের সমর্থনে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলা এবং না কাটিয়া অক্ষত রাখিয়া দেওয়া উভয়েই আল্লাহ্‌র অনুমোদন রহিয়াছে।

ইমাম নাসাঈ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ বনূ নাযীরের কিছু বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবার এবং কিছু রাখিয়া দেওয়ার পর সাহাবাগণের মনে সংশয় সৃষ্টি হয় যে, কাটিয়া ফেলা ঠিক হইল না-কি রাখিয়া দেওয়া ঠিক হইল ? ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযূর! আমরা যাহা কাটিয়া ফেলিয়াছি উহাতে আমরা কোন সওয়াব পাইব ? আর যাহা রাখিয়া দিয়াছি উহাতে কি কোন গুনাহ্ হইবে ? তখন আল্লাহ্ তা'আলা ...... مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

অনুরূপ জাবির (রা) হইতে এটি আবূ ইয়ালা (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরের খর্জুর বৃক্ষগুলি কাটিয়া আগুন দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ নাযীরকে মদীনা হইতে নির্বাসন করেন আর বনূ কুরায়যাকে প্রথমে নিরাপদে বসবাস করিবার সুযোগ দেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইসলাম বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে বনূ কুরায়যার বিরুদ্ধেও অভিযান চালাইয়া পুরুষদেরকে হত্যা ও বন্দী করা হয় আর মহিলা, নাবালেগ শিশু এবং ধন-সম্পদকে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। তবে অল্পসংখ্যক লোক কেবল আত্মসমর্পণ করিয়া ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়া মুক্তি লাভ করে। ইহার পর সকল ইয়াহুদীদেরকেই মদীনা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামের গোত্র বনূ কায়নুকা, বনূ হারিছা ইত্যাদির কাউকেই আর এক দণ্ডও থাকিতে দেওয়া হয় নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে অনুরূপ আরও একটি হাদীস ইব্‌ন উমর (রা) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ বনূ নাযীরের ঘটনা ওহুদ ও বীরে মাউনার পরে সংঘটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ বনূ নাযীরের ঘটনা সংঘটিত হয় বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর। (এখানে অনেক আরবী কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছে। প্রয়োজন না থাকায় অনুবাদ বর্জন করা হইয়াছে।)

(٦) وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا
رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○
(٧) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ
مِنْكُمْ ۚ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

৬. আল্লাহ্ ইয়াহুদীদিগের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যে ফায় দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই; আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৭. আল্লাহ্ এই জনপদবাসীদিগের নিকট হইতে তাঁহার রাসূলকে যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা আল্লাহ্‌র, তাঁহার রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের এবং

ইয়াতীমদিগের, অভাবগ্রস্ত পথচারীদিগের; যাহাতে তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বিত্তবান কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা তোমরা গ্রহণ কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে তাহা হইতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর; আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।

তাফসীর ঃ ফায় কাহাকে বলে ? ফায়-এর পরিচয় কি ? এবং ফায়-এর বিধান কি? আলোচ্য আয়াতে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কাফিরদের হইতে যেই সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া হস্তগত হয় তাহাকে ফায় বলে। যেমন ঃ বনূ নাযীরের সম্পদ। ইহা ফায় এইজন্য যে, মুসলমানরা ইয়াহুদীদিগের এই সম্পদ যুদ্ধ করিয়া হস্তগত করে নাই, বরং উহারাই রাসূল (সা)-এর ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদিগের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে উহা দান করেন এবং তাঁহাকে উহা ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করিবার অধিকার দান করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপযুক্ত ও কল্যাণমূলক খাতেই উহা ব্যয় করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ ـ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদিগের নিকট হইতে তাহার রাসূলকে যে ফায় দান দিয়াছেন তাহার জন্য তোমরা অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ কর নাই। আল্লাহ্ তো যাহার উপর ইচ্ছা তাঁহার রাসূলদিগকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। কোন শক্তিই কখনো তাহাকে পরাভূত করিতে পারে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَآ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ـ

অর্থাৎ যে কোন দেশের যে কোন জনপদ এইভাবে বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হইলে বনূ নাযীরের সম্পদের ন্যায় উহার অধিকারী হইবে আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল বা রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফির। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মানুযায়ী এই সব লোকদের মধ্যে উহা বণ্টন করিয়া দিবেন। এইগুলি ফায়-এর সম্পদের মাসরাফ (ব্যয়ের খাত) এবং উহার হুকুম।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন ঃ বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত বনূ নাযীরের ফায়-এর সম্পদ শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই দেওয়া হইয়াছিল। তিনি পরিবারের গোটা বছরের ব্যয় এখান হইতে প্রদান করিতেন আর অবশিষ্টাংশ দ্বারা যুদ্ধের অস্ত্র খরীদ করিতেন।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) .... মালিক ইব্ন আউস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন আউস (রা) বলেন, আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা) একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, তিনি চৌকির উপর বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, তোমার সম্প্রদায়ের কিছু লোক আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগের জন্য কিছু অনুদান মঞ্জুর করিয়াছি। তুমি তাহাদিগের মাঝে উহা বণ্টন করিয়া দাও। উত্তরে আমি বলিলাম, এই দায়িত্বটি আমাকে না দিয়া অন্য কাউকে দিলে ভালো হইত! উমর (রা) বলিলেন, না, তুমিই বণ্টন করিয়া দাও। ইত্যবসরে উমর (রা)-এর দারোয়ান ইয়ারফা আসিয়া বলিল, উছমান ইব্ন আফ্ফান, আব্দুর রহমান ইব্ন আউফ, যুবায়র ইব্ন আওয়াম ও সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। উমর (রা) উহাদিগকে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করেন। মুহূর্ত পর দারোয়ান আবার আসিয়া বলিল, হযরত আব্বাস ও আলী (রা) অনুমতি চাহিতেছেন। উমর (রা) তাঁহাদিগকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও আলীর ব্যাপারে একটি মীমাংসা করিয়া দিন। তখন পূর্বের চারজনের কেহ কেহও বলিলেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! ইহাদের ব্যাপারে একটি ফয়সালা করিয়া দিন এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হউন। হযরত উমর (রা) প্রথম চারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, আমার সেই আল্লাহ্র শপথ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যিনি আকাশ ও যমীনের নিয়ন্তা। আপনাদিগের কি জানা নাই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমাদিগের কেহ উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই উহা সাদকা?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা বলিয়াছেন। অতঃপর উমর (রা) হযরত আলী ও আব্বাস (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই কথা জানেন না ? উত্তরে তাঁহারাও বলিলেন, হ্যাঁ, জানি। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে বিশেষভাবে এমন কিছু দান করিয়াছেন যাহাতে অন্য কাহারো কোন অধিকার নাই। তারপর তিনি .... مَا أَفَاءَ اللّٰهُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনূ নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পদকে ফায় রূপে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সম্পদ দ্বারা নিজের এবং পরিবারের গোটা বছরের খরচ চালাইতেন।

উল্লেখ্য যে, ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার যে পাঁচটি খাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে গনীমতলব্ধ মাল ব্যয় করার খাতও এই পাঁচটি। সূরা আনফালের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ অর্থাৎ ফায়-এর সম্পদ ব্যয় করার জন্য এই পাঁচটি খাত এইজন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে এই সম্পদ শুধুমাত্র ধনী লোকদের হাতে কুক্ষিগত হইয়া না পড়ে। উপযুক্ত সকলেই যেন উহা ভোগ করিতে পারে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদিগকে যে কাজ করিবার নির্দেশ দেন, তোমরা অম্লান বদনে তাহা পালন কর আর তিনি যাহা করিতে নিষেধ করেন, তাহা হইতে তোমরা সযত্নে বিরত থাক। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো তোমাদিগকে তাহাই করিতে বলেন যাহা তোমাদিগের জন্য কল্যাণকর, আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা তোমাদিগের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, জনৈক মহিলা হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর নিকট গিয়া বলিল, শুনিতে পাইলাম যে, আপনি নাকি মহিলাদিগকে উল্‌কি পরিতে এবং (দেহে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূঁচবিদ্ধ করিয়া রচিত চিত্রকে উল্‌কি বলা হয়।) এবং মাথার আসল চুলের সহিত ভিন্ন চুল সংযোগ করিতে নিষেধ করেন। আল্লাহ্র কিতাবে বা রাসূলের হাদীসে এই বিষয়ে আপনি কিছু পাইয়াছেন কি ? উত্তরে ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন যে, হ্যাঁ, কুরআন এবং হাদীসে তো ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহিলাটি বলিল, কোথায়, কুরআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তন্নতন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াও তো আমি পাইলাম না। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, আচ্ছা! তুমি কি ....مَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ এই আয়াতটি তিলাওয়াত কর নাই ? (আয়াতের অর্থ–রাসূলুল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তাহা কর আর যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।) ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন ঃ একদিকে এই আয়াত অপরদিকে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাথায় ভিন্ন চুল সংযোজন করিতে, উল্‌কি পরিতে এবং কপাল ও মুখের পশম উপড়াইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহা করিতে নিষেধ করেন তাহাই কুরআনের নিষেধ বলিয়া বিবেচিত। মহিলাটি বলিল, আপনার পরিবারে এই প্রচলন আছে বলিয়া মনে হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, যাও তুমি ঘরে গিয়া দেখিয়া আস। মহিলাটি ঘরে গিয়া তদন্ত করিয়া আসিয়া বলিল, না আপত্তিজনক কিছু দেখিতে পাইলাম না। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলিলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র এক নেক বান্দা [হযরত শুআইব (আ)] বলিয়াছিলেন ঃ

وَمَا أُرِيْدُ اَنْ أُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ আমার ইচ্ছা নয় যে, আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে নিষেধ করিব আমি নিজেই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিব।

ইমাম আহ্‌মদ (রা) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যে মহিলা উল্‌কি করে বা করায় মাথার চুলের সহিত অন্যের চুল মিশ্রিত করে, বা করায়, মুখমণ্ডলের কেশ উপড়িয়া ফেলে বা ফেলায়, তাহার উপর আল্লাহ্র অভিশাপ বর্ষিত হোক। উম্মে ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা ঘরে ছিল। সেই মহিলা এই কথা শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া বলিল, আমি শুনিতেছি যে, আপনি এইরূপ বলিতেছেন।

তিনি বলিলেন, যে মহিলাকে আল্লাহ্র রাসূল অভিশাপ দিয়াছেন এবং আল্লাহ্র কিতাবে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে আমি তাহাকে কেন অভিশাপ দিব না। তখন মহিলাটি বলিল, আমি পূর্ণ কুরআনুল করীমে কোথায়ও এই কথা দেখিতে পাই নাই। তিনি বলিলেন, যদি তুমি কুরআন পড়িতে তাহা হইলে পাইতে। তুমি এই আয়াত مَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا। পাঠ কর নাই। মহিলাটি বলিল, হ্যাঁ, পাঠ করিয়াছি। তখন ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই নবী করীম (সা) উহা নিষেধ করিয়াছেন। মহিলাটি বলিল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারে ইহার প্রচলন রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তুমি ঘরে প্রবেশ করে দেখ। সে ঘরে গিয়া সেই কাজের কোন কিছু পাইল না, আসিয়া বলিল, আমি কোন কিছু দেখিতে পাইলাম না। তিনি বলিলেন, যদি আমার পরিবারের এই দোষ থাকিত তাহা হইলে কখনো আমার সাথে একত্রে মিলিত হইত না। বুখারী ও মুসলিম (র) এই হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি তোমাদিগকে কোন নির্দেশ দিলে তোমরা যথাসম্ভব তাহা পালন কর আর কোন কিছু করিতে নিষেধ করিলে তাহা হইতে বিরত থাক।"

ইমাম নাসাঈ (র) .... আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ও ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কদুর খোল, সবুজ কলসী, খর্জুর বৃক্ষ খোদাই করিয়া (তৈরী পাত্র ও আলকাতরা মাখা কলস) খেজুর বা কিসমিস ইত্যাদি ভিজাইয়া নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ্ করিয়াছেন। অতঃপর রাসূল (সা) مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ আল্লাহ্র আদেশ পালন এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার ব্যাপারে তাঁহাকে ভয় করিয়া চল, কারণ যাহারা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

(৮) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ
(৯) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ
اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى
اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

(١٠) وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যাহারা নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হইতে উৎখাৎ হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্য করে। উহারাই তো সত্যাশ্রয়ী।

৯. মুহাজিরদিগের আগমনের পূর্বে যাহারা এই নগরীতে বসবাস করিয়াছিল ও ঈমান আনিয়াছে তাহারা মুহাজিরদিগকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদিগকে যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য তাহারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাহারা তাহাদিগকে নিজদিগের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইলেও, যাহারা কার্পণ্য হইতে নিজদিগকে বিরত রাখিয়াছে তাহারাই সফলকাম।

১০. যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে, তাহারা বলে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।'

তাফসীর ঃ ফায় তথা বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত কাফিরদের সম্পদের গরীব পাওনাদারদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন উহারা হইল ঃ

اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ۔

অর্থাৎ এই ফায় এর সম্পদ অসহায় মুহাজিরদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত নিজদিগের ঘর-বাড়ি ও সহায়-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সাহায্যে সদা তৎপর।

اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ অর্থাৎ উহারাই সত্যাশ্রয়ী। কারণ উহারা মুখের কথাকে ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বাস্তবে রূপান্তরিত করিয়া দেখাইয়াছে। উহারা হইল মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রশংসা করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ

অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে হইতেই যাহারা দারুল হিজরত মদীনায় অবস্থান করিতেছে এবং

হিজরতের পূর্বেই ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহারা স্বীয় মহানুভবতা ও উদারতার কারণে মুহাজিরগণকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে এবং অর্থ-সম্পদ ব্যয় করিয়া তাহাদিগের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ আমার পরবর্তী খলীফার প্রতি আমার উপদেশ যেন তিনি প্রথম মুহাজিরদের হক যথাযথভাবে আদায় করেন এবং তাহাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন আর আনসারদের সম্পর্কে আমার উপদেশ হইল যে, তাহাদিগের সৎকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন করা হয় এবং তাহাদিগের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়।

ইমাম আহমদ (র) ...... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ মুহাজিরগণ একদিন বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আনসারদের ন্যায় এত মহানুভব মানবদরদী এবং অন্যের জন্য নিজের সম্পদ এত অকাতরে ব্যয়কারী তো আর কাউকে আমরা দেখি নাই। দীর্ঘদিন যাবত আমাদিগের ব্যয়ভার তাহারাই বহন করিয়া আসিতেছে এবং তাহাদিগের কষ্টার্জিত উপার্জনে আমাদিগকে শরীক করিয়া রাখিয়াছে। হুযূর! আমাদিগের আশংকা হয় যে, আমাদিগের সব সওয়াব তাহারাই লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাদিগের প্রশংসা করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নিকট উহাদিগের জন্য দু'আ করিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এমন হইবে না।

ইমাম বুখারী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আনসারদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, বাহরাইনের ভূমি আমি তোমাদিগকে লিখিয়া দিতে চাই। উত্তরে তাহারা বলিলেন, না, আমাদিগের মুহাজির ভাইদেরকেও ততটুকু দেওয়া না হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিতে রাজী নই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহাই যদি হয় তো ভবিষ্যতেও তোমরা ধৈর্যধারণ করিবে। কারণ, এমনও হইতে পারে যে, তখন তোমাদিগকে না দিয়া অন্যদেরকে দেওয়া হইবে।

وَلَايَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوْتُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজিরদিগকে যেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন, আনসারগণ তাহার জন্য কোন বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ করেন না।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল আনসারদের মনে মুহাজিরদের প্রতি কোন হিংসা নেই।

কাতাদা (র) বলেন ঃ مِمَّا أُوْتُوْا অর্থ فيما اعطى اخوانهم অর্থাৎ তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে উহারা তাহাতে উহাদিগের মনে কোন হিংসা নাই।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়াছিলাম। হঠাৎ তিনি বলিয়াছেন ঃ এখন তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী ব্যক্তির আগমন করিবে। তখন জুতাজোড়া বাম হাতে লইয়া এক আনসারী আমাদিগের কাছে উপস্থিত হইলেন। তাহার দাঁড়ি হইতে তাজা ওযূর পানি ঝরিয়া পড়িতেছিল। পরদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঠিক একই কথা বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী একই অবস্থায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। তৃতীয় দিনও রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের ন্যায় বলিলেন, আর সেই আনসারী সাহাবী পূর্বের অবস্থায় আগমন করেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) চলিয়া যাইবার পর আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) সেই সাহাবীকে বলিলেন, আমি আজ আমার আব্বার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া শপথ করিয়াছি যে, তিনদিনের মধ্যে আমি ঘরে যাইব না। অনুমতি হইলে এই তিনদিন আপনার কাছে থাকিতে চাই। তিনি অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) তিন রাত তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া তেমন কিছু দেখিতে পাইলেন না। শুধু এতটুকু দেখিতে পাইলেন যে, তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া শয়ন অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র নাম যিক্‌র করিতেন এবং তাকবীর বলিতেন। তবে তাহার মুখে আমি ভাল কথা ব্যতীত কোন মন্দ কথা শুনিনি। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমি তাহাকে তিনরাত অতিবাহিত হইবার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আসলে আমার আব্বার সহিত আমার কোন ঝগড়াও হয় নাই আর আমি ঘরে না যাইবার শপথও করি নাই। কিন্তু আপনার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি তিনবার এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদিগের কাছে একজন জান্নাতী লোকের আগমন ঘটিবে। তিনবারই আপনিই আগমন করিয়াছিলেন। আপনি কি আমল করিয়া এত বড় মর্যাদা লাভ করিলেন। তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যই আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু তেমন বড় কোন আমল করিতে তো আপনাকে দেখিলাম না। ব্যাপারটা কি একটু খুলিয়া বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, আপনি যাহা দেখিলেন তাহার চেয়ে বেশি কোন আমল আমার নেই। তবে আমি কাহারো সহিত ধোঁকাবাজী করি না এবং মনে কাহারো প্রতি হিংসা পোষণ করি না। শুনিয়া আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে এই গুণের কারণেই আপনার এত বড় মর্যাদা।

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ আনসারদের আরেকটি গুণ হইল যে, নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাহারা অন্য মুসলমান ভাইকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দান করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার আগে অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাইয়া দেয়।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যাহার কাছে সামান্য সম্পদ আছে আর নিজেরও প্রয়োজন আছে, তাহা সত্ত্বেও সে উহা সাদকা করিয়া দেয়, এই ব্যক্তির সাদকাই আল্লাহ্‌র দরবারে সর্বাপেক্ষা উত্তম।"

দানশীলদের সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ। অর্থাৎ সম্পদের প্রতি ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তাহারা অসহায়দেরকে আহার দান করে। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত শ্রেণীর মর্যাদা ইহাদের অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ, এই শ্রেণীর লোক সম্পদের প্রতি মায়া থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে ঠিক কিন্তু ইহাদের কোন অভাব বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া অন্য ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য নিজেদের সম্পদ দান করে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। নিজের সমুদয় সম্পদ সাদকা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, পরিবারবর্গের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূল (সা)-কে রাখিয়া আসিয়াছি।

ইয়ারমুক যুদ্ধের পানির ঘটনাও এইখানে উল্লেখযোগ্য। পিপাসা কাতর আহত মুজাহিদরা একদিকে পানি পানি করিয়া চিৎকার করিতেছিলেন। অপরদিকে এহেন সংকটময় মুহূর্তেও আরেক ভাইয়ের আহাজারি শুনিয়া পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে দিতে বলিয়াছেন। এইভাবে প্রত্যেকেই পানি নিজে পান না করিয়া অন্য ভাইকে নিজের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। অথচ প্রত্যেকের তখন এক ফোঁটা পানির তীব্র প্রয়োজন ছিল। অবশেষে একে একে প্রত্যেকেই শাহাদাতবরণ করেন। কাহারো আর পানি পান করা হইল না।

ইমাম বুখারী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি বড় ক্ষুধার্ত আমাকে কিছু খাবার দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের কাহারো ঘরে কিছুই পাওয়া গেল না। অগত্যা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, এমন কেহ আছ কি, যে এই লোকটিকে একরাতের জন্য মেহমান রাখিবে? ফলে এক আনসারী দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি প্রস্তুত আছি। অতঃপর আনসারী সাহাবী মেহমানকে সংগে লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, ইনি আল্লাহ্র রাসূলের মেহমান। স্ত্রী বলিলেন, শিশুদের সামান্য খাবার ব্যতীত ঘরে কোন কিছুই নাই। আনসারী বলিলেন, ঠিক আছে। তুমি বাচ্চাদেরকে কোনক্রমে ফুসলাইয়া না খাওয়াইয়াই ঘুম পাড়াইয়া রাখ। আর আমরাও মেহমানের সংগে একত্রে খাইতে বসিব। খাওয়া শুরু হওয়ার পর কোন এক বাহানায় বাতিটা নিভাইয়া দিও। তখন অন্ধকারে আর আমরা খাইব না। এতে মেহমানের খাওয়া হইয়া যাইবে, আমরা উপবাস করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। পরদিন মেহমান লোকটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, অমুক স্বামী ও স্ত্রীর রাতের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ..... وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى আয়াতটি নাযিল করেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এই আনসারী সাহাবীর নাম আবূ তালহা (রা) উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ যাহারা কার্পণ্য হইতে নিরাপদ রহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহারাই সফলকাম ও মুক্তি লাভের উপযোগী ।

ইমাম আহমাদ (র) .... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা জুলুম-অত্যাচার হইতে বাঁচিয়া থাক।" কারণ, জুলুম কিয়ামতের দিন নানাবিধ অন্ধকারে পরিণত হইবে। আর কার্পণ্য হইতে বিরত থাক। কারণ, কার্পণ্য তোমাদিগের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়াছে। কার্পণ্য আর অর্থের মোহে পড়িয়াই তাহারা রক্তপাতে লিপ্ত হইয়াছিল আর অবৈধকে বৈধ মনে করিয়াছিল।

লায়ছ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথের ধূলা আর জাহান্নামের ধূলা একই ব্যক্তির পেটে কখনো একত্রিত হয় না। আর একই বান্দার অন্তরে কখনো কার্পণ্য আর ঈমানের সমাবেশ ঘটে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ... আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্‌ন হিলাল (র) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, কি ব্যাপার? লোকটি বলিল, আল্লাহ্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইল সে সফলকাম। ইয়া আবদাল্লাহ্! আমি তো কৃপণ লোক। খরচ করিতেই মন চাহে না। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি যাহা বুঝিয়াছ আয়াতে কার্পণ্য বলিতে উহা বুঝানো হয় নাই। বরং উহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। তবে পকেটের টাকা প্রয়োজনে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করাও খুবই মন্দ স্বভাব।

সুফিয়ান সাওরী (র) ..... আবূ হিয়াজ আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমি একদিন বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে, এক ব্যক্তি শুধু এই দু'আ করিতেছে যে, اللهم قنى شح نفسى! অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা কর। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি কেন শুধু এই দু'আ করিতেছ? উত্তরে সে বলিল, আমি যদি মনের কার্পণ্য হইতে রক্ষা পাইয়া যাই তাহা হইলে আমি চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি সব গুনাহ হইতেই বাঁচিয়া যাইব। চাহিয়া দেখি যে, লোকটি হইলেন, আব্দুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং প্রয়োজনে দীনের কাজে অর্থ ব্যয় করে সে কার্পণ্যের অভিযোগ হইতে মুক্ত।

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থাৎ "যাহারা উহাদিগের পরে আসিয়াছে তাহারা বলে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগকে এবং ঈমানের অগ্রণী আমাদিগের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদিগের বিরুদ্ধে আমাদিগের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখিও না। হে আমাদিগের প্রতিপালক! তুমিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

এই আয়াতে ফায়-এর সম্পদের প্রাপকদের তৃতীয় প্রকারের গরীবদের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ফায়-এর প্রাপক প্রথমত মুহাজিরগণ তারপর আনসার, এরপর উহাদিগের পরে ঈমান আনয়নকারী সম্প্রদায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ-

অর্থাৎ "প্রথম প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসার এবং যাহারা সৎ কর্মে ইহাদের অনুসারী সকলের প্রতিই আল্লাহ্ তুষ্ট এবং ইহারাও আল্লাহ্র প্রতি তুষ্ট।" উল্লেখ্য যে, যাহারা আনসার ও মুহাজিরদের আদর্শের অনুসারী এবং গোপনে, প্রকাশ্যে যাহারা উহাদিগের জন্য দু'আ করে তাহারাই আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের অনুসারী বলিয়া গণ্য হইবে। আলোচ্য আয়াতে اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ বলিয়া উহাদিগকেই বুঝানো হইয়াছে। এই আয়াত দ্বারা ইমাম মালিক (র) প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাফেযী অর্থাৎ যাহারা সাহাবায়ে কিরামকে গালি দেয় ও তাঁহাদের সমালোচনা করে উহারা ফায়-এর সম্পদের অংশ পাইবে না। কারণ উহারা সাহাবায়ে কিরামের জন্য দু'আ করার পরিবর্তে তাঁহাদিগকে গালি দেয় ও সমালোচনা করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন ঃ ইহাদিগকে সাহাবাগণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আর ইহারা তাহার পরিবর্তে সাহাবাগণকে গালিগালাজ করে। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করেন।

ইসমাঈল ইব্‌ন উমাইয়া (র) ...... আয়েশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবাদিগের জন্য তোমাদিগকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল আর তোমরা কিনা উহাদিগকে গালিগালাজ কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "এই উম্মতের পতন হইবে না, যতক্ষণ না তাহাদিগের উত্তরসূরীরা পূর্বসূরীদেরকে গালমন্দ করিবে।"

ইব্‌ন জারীর (র) ..... মালিক ইব্‌ন আউস ইব্‌ন হাস্‌সান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্‌ন আউস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ...... عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ পাঠ করিয়া বলিলেন, যাকাতের প্রাপক হইল ইহারা। এরপর وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ ...... وَلِذِى الْقُرْبٰى পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ গনীমতের সম্পদের প্রাপক হইল ইহারা। তাহার পর مَا اَفَاءَ اللّٰهُ ...... مِنْ بَعْدِهِمْ পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ সর্বস্তরের মুসলমানই এই ফায়-এর সম্পদের প্রাপক। ইহাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই কিছু না কিছু অধিকার রহিয়াছে। আমি যদি বাঁচিয়া থাকি তো তোমরা দেখিতে পাইবে যে, এমন রাখালকেও আমি ফায়-এর অংশ প্রদান করিব, ইহা অর্জন করিবার জন্য যাহার কপালের ঘামও ব্যয় হয়নি।

(١١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ
اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ
وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○
(١٢) لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ
نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ۣ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○
(١٣) لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَفْقَهُوْنَ ○
(١٤) لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ ۭ
بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ۭ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَّا يَعْقِلُوْنَ ۚ○
(١٥) كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○
(١٦) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ
مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○
(١٧) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۧ○

১১. তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশত্যাগী হইব এবং আমরা তোমাদিগের ব্যাপারে কখনো কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।' কিন্তু আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

১২. বস্তুত উহারা বহিষ্কৃত হইলে মুনাফিকগণ তাহাদিগের সংগে দেশ ত্যাগ করিবে না এবং উহারা আক্রান্ত হইলে ইহারা উহাদিগকে সাহায্য করিবে না এবং ইহারা সাহায্য করিতে আসিলেও অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে। অতঃপর তাহারা কোন সাহায্যই পাইবে না।

১৩. প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের অন্তরে আল্লাহ্ অপেক্ষা তোমরাই অধিকতর ভয়ংকর; ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৪. ইহারা সকলে সমবেতভাবেও তোমাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে বা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া; পরস্পরের মধ্যে উহাদিগের যুদ্ধ প্রচণ্ড। তুমি মনে কর উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদিগের মনের মিল নাই। ইহা এই জন্য যে, ইহারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

১৫. ইহাদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৬. ইহাদিগের তুলনা শয়তান— যে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর।' এরপর যখন সে কুফরী করে শয়তান তখন বলে, 'তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।'

১৭. ফলে উভয়ের পরিণাম হইবে জাহান্নাম। সেথায় ইহারা স্থায়ী হইবে এবং ইহাই জালিমদিগের কর্মফল।

তাফসীর ঃ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই এবং তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গরা বনূ নাযীরের ইয়াহুদীদেরকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উস্‌কানি দিয়াছিল। ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ-

অর্থাৎ তুমি কি মুনাফিকদিগকে দেখ নাই? উহারা কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে উহাদিগের সেই সব সংগীকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদিগের সংগে দেশ ত্যাগী হইব এবং আমরা কখনো তোমাদিগের ব্যাপারে কাহারো কথা মানিব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব।

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে উহাতে তাহারা মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী হওয়ার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমত, প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়ই উহা বাস্তবায়ন করার নিয়ত ছিল না উহা ছিল প্রতারণা মাত্র। দ্বিতীয়ত, প্রতিশ্রুতি দিয়াছে ঠিকই কিন্তু উহা বাস্তবায়ন করিবার শক্তি সামর্থ্য উহাদিগের নাই।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَايَنْصُرُوْنَهُمْ ج وَلَئِنْ نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ অর্থাৎ ইয়াহুদীরা যদি আক্রান্ত হয় তো মুনাফিকরা উহাদিগের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিবে না। অর্থাৎ উহাদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিবে না। আর যদি লজ্জার খাতিরে ময়দানে আসিয়াও পড়ে তো মুসলমানদের অস্ত্রের ঝনঝনানির আওয়াজ কানে আসিবা মাত্র রণে ভঙ্গ দিবে ও ময়দান ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ অর্থাৎ এই মুনাফিকরা আল্লাহ্‌র অপেক্ষা তোমাদিগকেই বেশি ভয় করে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً অর্থাৎ উহাদিগের একটি দল মানুষকে আল্লাহ্‌র সমান কিংবা আল্লাহ্‌র অপেক্ষা বেশি ভয় করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ নির্বোধ বিধায় ইহারা এই ধরনের সত্য পরিপন্থী মানসিকতা পোষণ করিয়া থাকে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لَايُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاۤءِ جُدُرٍ অর্থাৎ উহারাই এতই কাপুরুষ যে, উহারা সকলে একত্রিত হইয়াও তোমাদিগের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধ করিবার শক্তি সাহস উহাদিগের নাই। কেবল সুরক্ষিত জনপদের অভ্যন্তরে কিংবা দুর্গ-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াই কিছুটা সাহস করিতে পারে। তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই কেবল মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করিতে পারে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ - تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى অর্থাৎ উহাদিগের মাঝে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ বড় প্রচণ্ড। তুমি উহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ মনে করিলেও উহাদিগের মধ্যে পরস্পর মনের কোন মিল নাই।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, মুনাফিক ও কিতাবীগণকে বাহ্যত ঐক্যবদ্ধ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের মধ্যে মনের মিল নাই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ ইহা এই জন্য যে, উহারা একটি নির্বোধ সম্প্রদায়।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ "ইয়াহুদীদিগের তুলনা ইহাদিগের অব্যবহিত পূর্বে যাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিয়াছে তাহারা। ইহাদিগের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"

যাহারা অব্যবহিত পূর্বে কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিয়াছে মুজাহিদ, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র)-এর মতে উহারা হইল বদরের যুদ্ধে নিহত কাফিরগণ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ বনূ কায়নুকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতটিই সর্বাধিক সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ বনূ নাযীরের ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনূ কায়নুকার ইয়াহুদীদেরকেই দেশান্তর করিয়াছিলেন।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ - فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّنْكَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ মুনাফিকদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হওয়ার ব্যাপারে ইয়াহুদীদের উপমা হইল শয়তানের ন্যায় যে, শয়তান মানুষকে বলিল, কুফরী কর। ফলে যখন সে কুফরী করিয়া বসিল তখন শয়তান বলিল, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নাহীক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন নাহীক (র) বলেন, আমি হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, বনী ইসরাঈলের এক আবেদ দীর্ঘ ষাট বছর যাবত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন ছিল। শয়তান বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে একদিন শয়তান এক মহিলার উপর নিজের প্রভাব ফেলে এইভাব সৃষ্টি করে যেন তাহাকে জিন আছর করিয়াছে। আর মহিলার ভাইদেরকে বুদ্ধি দেয় যে, তোমাদের বোনের চিকিৎসা করিতে হইলে অমুক আবেদের নিকট লইয়া যাও, তাহারা মহিলাটিকে আবেদের নিকট লইয়া যায় এবং আবেদ তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া সরলমনে তাহার চিকিৎসা করিতে থাকে। ধীরে ধীরে শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। অবশেষে একদিন আবেদ মহিলার সহিত কুকর্ম করিয়া বসে। ফলে মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া পড়ে। এইবার আবেদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মহিলাকে হত্যা করিবার পরামর্শ দেয়। আবেদ মহিলাটিকে হত্যা করিয়া ফেলে। এইবার শয়তান একদিকে মহিলার ভাইদের কানে এই হত্যার সংবাদ জানাইয়া দেয়, অপরদিকে আবেদকে বলে যে, মহিলার ভাইয়েরা আসিতেছে। এইবার তোমার মান আর জান দুই-ই শেষ হইয়া যাইবে। তবে

আমাকে সিজদা করিয়া খুশী করিতে পারিলে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারি। ফলে আবেদ শয়তানকে সিজদা করে। সিজদা শেষে শয়তান বলিয়া উঠে যে, তোমার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا - وَذٰلِكَ جَزْؤُا الظّٰلِمِيْنَ -

অর্থাৎ কুফরী করিবার জন্য উস্‌কানী দেয় আর যাহারা কুফরী করে জাহান্নামের অগ্নিই হইল উভয়ের পরিণাম। সেথায় তাহারা চিরকাল থাকিবে। আর ইহাই হইল প্রত্যেক জালিমের শাস্তির পরিণাম।

(١٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

(١٩) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

(٢٠) لَا يَسْتَوِيْۤ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

১৮. হে মু'মনিগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠাইয়াছে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

১৯. আর তাহাদিগের মত হইও না, যাহারা আল্লাহ্‌কে বিস্মৃত হইয়াছে, ফলে আল্লাহ্ উহাদিগকে আত্মবিস্মৃত করিয়াছেন। উহারাই তো পাপাচারী।

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নহে। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্‌ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, আমরা একদিন দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের পায়ে জুতা নাই, গায়ে শুধু একটি করিয়া চাদর জড়ানো আর গলায়

তরবারী ঝুলানো। প্রায় সকলেই তাহারা মুযার গোত্রের লোক। উহাদিগের ক্ষুধার্ত মলিন চেহারা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘরে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলিলেন। আযান শেষে ইকামত হইল এরপর নামাযের জামায়াত হইল। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে এই আয়াতটি পাঠ করিলেন। তাহার পর সূরা হাশরের আলোচ্য আয়াত يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ الخ পাঠ করিয়া সকলকে দান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এমনকি বলিলেন যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা এক টুকরা খেজুর হইলেও দান কর। খুতবা শেষে এক আনসারী কাঁধে করিয়া এক থলিয়া খাদ্য আনিয়া হাযির করেন। তাহার পর একে একে প্রত্যেকেই সাধ্য পরিমাণ দান করিতে শুরু করে। দেখিতে দেখিতে খাদ্য ও কাপড় চোপড়ের দুইটি স্তূপ হইয়া গেল। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা উজ্জ্বল হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যে কেহ একটি ভালো কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি যাহারা সেই ভালো কাজ করিবে সে নিজের এবং অন্যান্য সকলের সওয়াব লাভ করিবে। কিন্তু ইহাতে অন্যদের সওয়াব কমিয়া যাইবে না। আর যে কেহ একটি মন্দ কাজের নিয়ম চালু করিবে তাহার দেখাদেখি পরবর্তী যাহারা এই কাজ করিবে, সে এবং অন্য সকলের গুনাহের ভাগী হইবে। ইহাতে অন্যদের গুনাহ হ্রাস পাইবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا اللّٰهَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্র যে কোন হুকুম পালন করা এবং যে কোন নিষিদ্ধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকাকে তাকওয়া বলা হয়।

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ "প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠাইয়াছে।" অর্থাৎ তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বে তোমরা নিজেরাই নিজেদিগের হিসাব লও আর ভাবিয়া দেখ যে, নিজেদের মুক্তির লক্ষ্যে পরকালের জন্য কি নেক আমল সঞ্চয় করিয়াছ?

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর (ইহা দ্বিতীয় তাকীদ) আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য কোন কিছুই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে নহে।

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্কে ভুলিয়া যাইও না। অন্যথায় কিয়ামতের দিবসে যে আমলে সালিহ তোমাদিগের উপকারে

আসিবে উহার কথা আমাদিগকে ভুলাইয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তোমাদিগের নেক আমল করিবার তৌফিক হইবে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র কথা ভুলিয়া যায় উহারা ফাসিক তথা আল্লাহ্র নাফরমান এবং কিয়ামতের দিন তাহাদিগের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদিগের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিক্র হইতে বিমুখ না রাখে। যে এমন করিবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হযরত আবূ বকর (রা) এক খুতবায় বলেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমরা সকাল-বিকাল নির্ধারিত সময়ের দিকে অগ্রসর হইতেছ? তোমাদিগের উচিত আল্লাহ্র আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করা। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত বাহুবলে কেহ এই লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে না। যাহারা নিজেদের জীবন আল্লাহ্র নাফরমানীতে অতিবাহিত করে তোমরা তাহাদের ন্যায় হইও না। চিন্তা করিয়া দেখ, তোমাদিগের পরিচিতজনরা আজ কোথায়? কোথায় সেই ক্ষমতাধর রাজা-বাদশাহরা যাহারা বড় বড় শহর নগর নির্মাণ করিয়াছে এবং সুরক্ষিত দুর্গ তৈয়ার করিয়াছিল? সকলেই তো আজ এক স্তূপ মাটির নীচে পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ্র কিতাব। এই নূর হইতে তোমরা আলো গ্রহণ কর এবং ইহার ঘটনাবলী হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত যাকারিয়া (আ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِنَّهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ -

অর্থাৎ তাহারা নেক কাজে অগ্রণী ছিল এবং আশা ও ভয়ের সহিত আমার নিকট দু'আ করিত। আর আমার সম্মুখে ছিল তাহারা ভীত অবনত।

যে কথায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়, উহাতে কোন কল্যাণ নাই। যে সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হয় না। উহাতে কোন মঙ্গল নাই। যাহার অজ্ঞতা সহনশীলতাকে হার মানায় তাহার জীবনে কোন কল্যাণ নাই এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ব্যাপারে নিন্দুকের পরোয়া করে তাহার জীবনেও কোন মঙ্গল নাই।

لَايَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ অর্থাৎ জাহান্নামী ও জান্নাতী আল্লাহ্র নিকট সমান নহে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَايَحْكُمُوْنَ -

অর্থাৎ পাপাচারীরা কি এই ধারণা করে যে, আমি তাহাদিগকে উহাদিগের ন্যায় করিব যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাহাদিগের জীবন মৃত্যু সমান হইবে? কতই না মন্দ উহাদিগের এহেন দাবী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
الْمُسِيْٓءُ قَلِيْلاً مَّاتَذَكَّرُوْنَ -

অর্থাৎ অন্ধ আর চক্ষুষ্মান, ঈমানদার সৎকর্ম পরায়ণ আর পাপাচারীরা সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।

সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীরা সফলকাম। ইহারাই পরকালে মুক্তি পাইবে, আল্লাহ্র শাস্তি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

(٢١) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ
خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○
(٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ ○
(٢٣) هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○
(٢٤) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ
مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

২১. যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহ্র ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি এই সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাহাতে তাহারা চিন্তা করে।

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান।

২৪. তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁহারই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মহত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং সুউচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ـ

"যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করিতাম তুমি দেখিতে উহা আল্লাহ্‌র ভয়ে বিনীত বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

অর্থাৎ পর্বতের ন্যায় শক্ত কঠিন সদৃঢ় এবং সুউচ্চ পদার্থের উপর যদি আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করিতাম আর পর্বত এই কুরআন বুঝিয়া ইহার উপলব্ধি করিতে পারিত, তাহা হইলে পর্বত আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হইয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে হে মানুষ! পর্বতের তুলনায় তোমরা বহু গুণে দুর্বল ও ছোট। সুতরাং কুরআনের উপলব্ধি করা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমাদিগের অন্তর ভীত ও বিগলিত না হওয়া কিভাবে শোভা পায় ?

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ অর্থাৎ এই সব দৃষ্টান্ত আমি এইজন্য উপস্থাপন করিতেছি যাহাতে মানুষ চিন্তা করে।

মুতাওয়াতির হাদীসে আছে যে, মিম্বর তৈরির পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির সহিত ঠেস দিয়া জুমুআর খুতবা পাঠ করিতেন। মিম্বর নির্মাণের পর খুঁটিটি একটু সরাইয়া রাখা হয়। সর্বপ্রথম যেদিন খুঁটির পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে লাগিলেন তো খুঁটিটি ছোট শিশুর ন্যায় ফুঁফাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। ইমাম হাসান বসরী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন 'হে মানুষ! এই নিষ্প্রাণ খর্জুর খুঁটির অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি তোমাদিগের বেশী ভালোবাসা থাকা উচিত।' তদ্রূপ আলোচ্য আয়াতেও এই কথাই বলা হইয়াছে যে, নির্জীব পর্বতই যখন আল্লাহ্‌র কালাম শুনিয়া বুঝিতে পারিলে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে তোমরা কুরআন শ্রবণ কর ও উহার মর্ম বুঝিতে পার। তোমাদিগের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত একটু ভাবিয়া দেখ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তিনি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই। তিনি ব্যতীত কাহারো ইবাদত করা বৈধ নহে। আমরা যাহা চর্ম চক্ষে দেখি আর যাহা দেখি না তিনি তাঁহার সব কিছু সম্পর্কে অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে কোন কিছুই তাহার জানার বাহিরে নহে। এমনকি ঘোর অন্ধকারে লুক্কায়িত অণু-পরমাণু সম্পর্কেও তিনি সম্যক জ্ঞান রাখেন। তিনি রাহমান, তিনি রাহীম।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দয়া সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত— সকলের প্রতিই তিনি দয়ালু।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ আমার দয়া সর্বত্র বিস্তৃত।

আরেক আয়াতে বলেন ঃ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ তোমাদিগের প্রতিপালক নিজের উপর দয়া প্রদর্শন অনিবার্য করিয়া লইয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ـ

তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত।

مَلِكُ অর্থ সবকিছুর অধিপতি সর্ববিষয়ে যাঁহার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, যাঁহার কোন কাজে বাধা প্রদান করার মত কেহ নাই।

قُدُّوْسُ ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, قُدُّوْسُ অর্থ পবিত্র। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ মুবারক তথা বরকতময়।

سَلَامُ – যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে নিরাপদ ও মুক্ত।

مُؤْمِنُ – যিনি কাহারো উপর জুলুম করার প্রবণতা হইতে নিরাপত্তা দান করেন। যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই অর্থ বর্ণনা করেন। নিরাপত্তা বিধায়ক। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ مُؤْمِنُ অর্থ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের ঈমানের সত্যয়নকারী।

مُهَيْمِنٌ – ইব্‌ন আব্বাস (রা) সহ অনেকে বলেন ঃ مُهَيْمِنٌ অর্থ আল্লাহ্ মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। যেমন– আল্লাহ্ বলেন ঃ اَللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা। অন্য আয়াতে বলেন ঃ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَايَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ মানুষ যাহা করে আল্লাহ্ সে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন।

عَزِيْزٌ – প্রবল যিনি সব কিছুর উপর বিজয়ী। اَلْجَبَّارٌ পরাক্রমশালী। مُتَكَبِّرٌ গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত।

সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মহত্ব আমার ইযার আর অহংকার আমার চাদর। যে কেহ আমার এই দুইটির কোন একটি লইয়া টানাটানি করিবে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিব।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ جبار অর্থ, যিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ "উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ উহা হইতে পবিত্র মহান।"

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ "তিনিই আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা।"

خَلْقٌ অর্থ–পরিকল্পনা করা ও নির্ধারণ করা আর بَرْءٌ অর্থ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। পরিকল্পনাকে হুবহু বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নাই। আল্লাহ্ই একমাত্র সত্ত্বা যিনি যাহা ইচ্ছা পরিকল্পনা ও নির্ধারণ করিতে পারেন। আর পুংখানুপুংখরূপে উহা বাস্তবায়িত করিতে পারেন। مُصَوِّرٌ অর্থ রূপদাতা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন যাহা সৃষ্টি করিতে চাহেন তিন বলেন, 'হও' আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী তাহার নির্ধারিত রূপে ও গুণে উহা হইয়া যায়। ইহার কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فِيْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।

لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى "সকল উত্তম নাম তাঁহারই।"

বুখারী, মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্‌র নিরানব্বই নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি অনুধাবন করিবে ও মুখস্ত রাখিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালোবাসেন।

আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ - اَلرَّحْمٰنُ - اَلرَّحِيْمُ - اَلْمَلِكُ - اَلْقُدُّوْسُ - اَلسَّلَامُ - اَلْمُهَيْمِنُ - اَلْمُؤْمِنُ - اَلْعَزِيْزُ - اَلْجَبَّارُ - اَلْمُتَكَبِّرُ - اَلْخَالِقُ - اَلْبَارِئُ - اَلْمُصَوِّرُ - اَلْغَفَّارُ - اَلْقَهَّارُ - اَلْوَهَّابُ - اَلرَّزَّاقُ - اَلْفَتَّاحُ - اَلْعَلِيْمُ - اَلْقَابِضُ - اَلْبَاسِطُ - اَلْخَافِضُ - اَلرَّافِعُ - اَلْمُعِزُّ - اَلْمُذِلُّ - اَلسَّمِيْعُ - اَلْبَصِيْرُ - اَلْحَكَمُ - اَلْعَدْلُ - اَللَّطِيْفُ - اَلْخَبِيْرُ - اَلْحَلِيْمُ - اَلْعَظِيْمُ - اَلْغَفُوْرُ - اَلشَّكُوْرُ - اَلْعَلِيُّ - اَلْكَبِيْرُ - اَلْحَفِيْظُ - اَلْمُقِيْتُ - اَلْحَسِيْبُ - اَلْجَلِيْلُ - اَلْكَرِيْمُ - اَلرَّقِيْبُ - اَلْمُجِيْبُ - اَلْوَاسِعُ - اَلْحَكِيْمُ - اَلْوَدُوْدُ - اَلْمَجِيْدُ - اَلْبَاعِثُ - اَلشَّهِيْدُ - اَلْحَقُّ - اَلْوَكِيْلُ - اَلْقَوِىُّ - اَلْمَتِيْنُ - اَلْوَلِىُّ - اَلْحَمِيْدُ - اَلْمُحْصِىُّ - اَلْمُبْدِئُ - اَلْمُعِيْدُ - الْمُحْيِ - اْلْمُمِيْتُ - اَلْحَىُّ - اَلْقَيُّوْمُ - اَلْوَاجِدُ - اَلْمَاجِدُ - اَلْوَاحِدُ - اَلصَّمَدُ - اَلْقَادِرُ - اَلْمُقْتَدِرُ - اَلْمُقَدِّمُ - اَلْمُؤْخِرُ - اَلْاَوَّلُ - اَلْاٰخِرُ - اَلظَّاهِرُ - اَلْبَاطِنُ - اَلْوَالِىُّ - اَلْمُتَعَالِىْ - اَلْبَرُّ - اَلتَّوَّابُ - اَلْمُنْتَقِمُ - اَلْعَفُوُّ - اَلرَّءُوْفُ - مَالِكُ الْمُلْكِ - ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - اَلْمُقْسِطُ - اَلْجَامِعُ - اَلْغَنِىُّ - اَلْمُعْطِىْ - اَلْمَانِعُ - اَلضَّارُّ - اَلنَّافِعُ - اَلنُّوْرُ - اَلْهَادِىُ - اَلْبَدِيْعُ - اَلْبَاقِىْ - اَلْوَارِثُ - اَلرَّشِيْدُ - اَلصَّبُوْرُ -

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী এবং জগত পরিচালনা ও বিধান প্রণয়নে প্রজ্ঞাময়।

ইমাম আহমদ (র) ..... মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মা'কাল ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়িয়া সূরা হাশ্রের শেষ তিন আয়াত পাঠ করিবে আল্লাহ্র নির্দেশে সত্তর হাজার ফিরিশ্তা সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য দু'আ করিতে থাকিবে আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে একই ফযীলত লাভ করিবে। যদি ঐ দিনে বা রাতে মৃত্যু হয় তবে সে শহিদী দরজা হাসিল করিবে।

সূরা মুম্‌তাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ
اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ
وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ
مَرْضَاتِىْ ق صلے تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ق صلے وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ط وَ
مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ○

(٢) اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ
اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ○ ط

(٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ج يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

১. হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমরা কি উহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ, অথচ উহারা তোমাদের নিকট যে সত্য আসিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কৃত করিয়াছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত

হইয়া থাক, তবে কেন তোমরা উহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব করিতেছ? তোমরা যাহা গোপন কর এবং তোমরা যাহা প্রকাশ কর, তাহা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইহা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হইতে।

২. তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিলে উহারা হইবে তোমাদের শত্রু এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করিবে এবং চাহিবে যে, তোমরাও কুফরী কর।

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন কাজে আসিবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন; তোমরা যাহা কর তিনি তাহা দেখেন।

তাফসীর ঃ এই সূরার শুরুভাগ হাতিব ইব্ন আবূ বলতাআ (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হাতিব (রা) হিজরতকারীদের একজন এবং বদর যোদ্ধাদেরও অন্যতম। তিনি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী ছিলেন না বরং হযরত উসমান (রা)-এর হলীফ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। মক্কায় তাঁহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি রহিয়া গিয়াছিল। যখন মক্কার কাফিরগণ হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়াছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের সংকল্প নিয়াছিলেন। এরপর মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আদেশ করিলেন এবং তিনি দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ্! আমাদের এই খবরকে তুমি তাহাদের নিকট গোপন রাখিও।"

হাতিব (রা) এই আকাঙ্ক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া কুরাইশ গোত্রের এক মহিলাকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন যেন তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদের সংকল্প করিয়াছেন। ফলে তিনি তাহাদের নিকট আস্থা অর্জন করিবেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানাইয়া দিলেন। সুতরাং তিনি উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং মহিলার নিকট হইতে পত্রটি উদ্ধার করিলেন। এই ঘটনা সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণনা রহিয়াছে।

আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে জুবায়ের ইব্ন আওয়াম ও মিকদাদ (রা)-কে প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন যে, তোমরা মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন কর, মহিলাটিকে তোমরা "রওজায়ে খাক" নামক স্থানে উটের পিঠে বসা অবস্থায় পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি উদ্ধার করিবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা উষ্ট্র চালাইয়া দ্রুতগতিতে মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। রওজায়ে খাকে তাহাকে পাইলাম এবং বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও। মহিলাটি বলিল– আমার নিকট পত্র নাই। আমরা বলিলাম, হয় পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে আমরা বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

পরিশেষে মহিলাটি তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। আমরা পত্রটি লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। পত্রটির সারাংশ ছিল হাতিব (রা) মক্কার কাফিরদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভিযান সম্পর্কে অবহিত করিতে চায়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে বলিলেন, হে হাতিব! এই কাজ করিতে তুমি কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয করিলেন, আমি গোত্রীয়ভাবে কুরাইশী নই বরং গোপনীয়ভাবে বসবাসকারীদের একজন। প্রত্যেক মুহাজিরের আপন লোক মক্কায় রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে হিফাজত করে। আমি ঈমানকে গোপন রাখিয়া, ঈমান হইতে দূরে সরিয়া বা পাপাচারীকে পছন্দ করিয়া এই কাজ করি নাই। বরং কাফিরদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইয়া একটু আস্থা লাভ করিতে পারিলে, তাহাদের জুলুম-নির্যাতন হইতে আমার গোত্রীয় লোকেরা হিফাজতে থাকিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাতিব সত্য বলিয়াছে। এই দিকে হযরত উমর (রা) অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দিব।' হযরত (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যোদ্ধাদিগকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন। আর হাতিব তো বদর যোদ্ধাদের অন্যতম। মুহাদ্দেসীনগণের বিরাট একটি দল অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন মাজাহ্ শরীফে সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়নার ভিন্ন সূত্রে উহার বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সংকলনে "মাগাজী" অধ্যায়ে আরও বৃদ্ধি সহকারে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা অবতীর্ণ করিয়াছেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ ـ

ইমাম বুখারী (র) তফসীর অধ্যায়ে বলেন ঃ উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে এই উদ্ধৃতিটি আমরের সূত্রে না উমরের সূত্রে সেই ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত নহেন। তিনি বলেন ঃ আলী ইব্‌ন মদীনী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কি এই সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে? আলী ইব্‌ন মদীনী বলেন ঃ আমি ইহা উমর (রা) হইতে এমনভাবে মুখস্ত করিয়াছি যে, একটি অক্ষর পর্যন্ত ভুলিয়া যাই নাই। তবে আমি আর কাহাকেও ইহা মুখস্ত করিতে দেখি নাই।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) .... হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে, আবূ মারসাদ ও জুবায়ের ইব্‌ন আওয়াম (রা)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় প্রেরণ করিলেন এবং তিনি বলিয়া দিলেন যে, উক্ত মহিলার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তাহাকে তোমরা রওজায়ে খাকে পাইবে, মহিলাটির নিকট হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আর লিখিত মক্কার কাফিরগণের প্রতি একটি পত্র রহিয়াছে। পত্রটি উক্ত মহিলা হইতে উদ্ধার করিবে। আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম, যেস্থানের কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম ঃ পত্রটি কোথায়? মহিলাটি বলিল ঃ আমার নিকট কোন পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার উষ্ট্রকে বসাইয়া অনুসন্ধান করিয়াও পত্র পাইলাম না।

আমরা বলিলাম ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো ভুল করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব।

মহিলাটি গত্যন্তর না দেখিয়া পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত অবস্থায় কোমর হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। পরিশেষে আমরা পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম।

হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। সে তো আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও সকল মুসলমানের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব (রা) আরয করিলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু'মিন। আমি এই আশা করিয়াছিলাম যে, যদি মক্কাবাসীর নিকট একটু আস্থা অর্জন করিতে পারি, তাহলে আমার গোত্র ও সম্পদ হইতে মুসিবত দূরীভূত হইয়া যাইবে। হযরত (সা) বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে। তোমরা তাহার প্রতি সর্দা-সর্বদা সুধারণা রাখিবে।

এই দিকে উমর (রা) আবার বলিলেন, আমাকে অনুমিত দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। কেননা, সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল এবং সকল মু'মিনের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন ঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত নহে? তিনি আরো বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তোমাদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করিয়া দেওয়া হইল। অথবা আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।'

হযরত উমর (রা) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করিলেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আসল সত্য সম্পর্কে জানেন।' ইহা বুখারী শরীফের বদর যুদ্ধ পরিচ্ছেদের মাগাজী অধ্যায়ের বর্ণনা।

হযরত আলী (রা) হইতে ইহা ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন হাতিম (র) ..... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযান সংকল্পের সময় সাহাবাদিগকে একত্রিত করিলেন। উহার মধ্যে হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। আর জনগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি খায়বার অভিযানের ইচ্ছা পোষণ করেন। আলী (রা) বলেন, অতঃপর হাতিব (রা) মক্কায় পত্র পাঠাইলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন।

এইদিকে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে ঘটনাটি জানাইয়া দিলেন। আলী (রা) বলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ও আবু মারসাদকে উটে আরোহণ অবস্থায় পাঠাইলেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তোমরা রওজায়ে খাকে একটি মহিলার সাক্ষাৎ পাইবে। তাহার নিকট একটি পত্র আছে, পত্রটি

উদ্ধার করবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমরা মহিলাটিকে সেস্থানে পাইলাম যেস্থানের উল্লেখ রাসূলুল্লাহ্ (সা) করিয়াছিলেন। আমরা তাহাকে বলিলাম, পত্রটি বাহির করিয়া দাও! মহিলাটি বলিল, আমার নিকট পত্র নাই। এরপর আমরা তাহার সফর সামগ্রী নামাইয়া অনুসন্ধান করিবার পরেও পত্রটি পাইলাম না। আবূ মারসাদ বলিলেন, তাহার নিকট পত্র নাই। হযরত আলী (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং কাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্নও করিতে পারেন না। আমরা তাহাকে আবার বলিলাম, হয় পত্রটি বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি বলিল, আপনারা কি মুসলমান নহেন, আপনারা কি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন না। আমরা তাহাকে বলিলাম, হয় পত্র বাহির কর, না হয় তোমাকে বিবস্ত্র করিয়া ফেলিব। আমর ইব্‌ন মুররা বলেন ঃ পত্রটি তাহার কোমর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র) বলেন ঃ মহিলা পূর্ব হইতেই পত্র বাহির করিয়া দিয়াছিল।

এরপর আমরা পত্র লইয়া হযরতের দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং পত্রটি হাতিব (রা)-এর ছিল। এই দিকে উমর (রা) দাঁড়াইয়া আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, হাতিব কি বদর যোদ্ধাদের একজন নহে? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, হ্যাঁ, হযরত উমরও বলিলেন, হ্যাঁ। তবে সে তো চুক্তি ভঙ্গকারী এবং আপনার শত্রুদিগকে আপনার বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে। হযরত (সা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আহ্‌লে বদর সম্পর্কে অবগত আছেন, এবং তাহাদিগকে তিনি ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছেন এই বলিয়া যে, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, নিশ্চয় তোমরা যাহা কর আমি সম্যক জ্ঞাত আছি। হযরত উমর (রা) অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল সম্যক অবগত। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই কাজ করিতে কেন উদ্বুদ্ধ হইয়াছ, হাতিব (রা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুরাইশ গোত্রের অধিবাসী। আমার ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সেথায় রহিয়া গিয়াছে। আর আমার স্বজন বলিতে সেথায় কেহ নাই। অথচ আপনার সকল সাহাবীর গোত্রীয় লোক সেথায় রহিয়াছে। যাহারা তাহাদের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ হিফাজত করিয়া থাকে। আমি যদি এই কাজ করিয়া তাহাদের নিকট একটু আস্থা লাভ করিতে পারি, তাহলে আমার সকলে সেথায় নিরাপদে থাকিতে পারিবে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি একজন মু'মিন। আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে বিশ্বাস করি। হযরত (সা) বলিলেন ঃ হাতিব সত্য বলিয়াছে। তোমরা সদা-সর্বদা তাহার প্রতি সুধারণাই করিবে।

হাবীব ইব্‌ন আবূ ছাবিত (র) বলেন ঃ এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে– يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ .... بِالْمَوَدَّةِ এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিকগণও বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রেক্ষিতে উরওয়া ইব্‌ন জুবায়ের (রা) ও অন্যান্য মুহাদ্দেসীনগণ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর ইব্‌ন জুবায়ের ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে জনসমাবেশ করিলেন, তখন হাতিব ইব্‌ন আবূ বলতা'আ (রা) সংবাদ প্রদানের জন্য এই মর্মে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি মক্কা অভিযানের সংকল্প করিয়াছেন। তিনি পত্রটি মক্কার কাফিরদের নিকট একটি মহিলার মাধ্যমে প্রেরণ করিলেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফরের ধারণা, মহিলাটি মুযায়না বংশের এবং তিনি ব্যতীত সকলের ধারণা যে, মহিলাটির নাম "সারা", বনী আব্দুল মুত্তালিবের দাসী।

হাতিব (রা) পত্রটি কুরাইশদের নিকট পৌঁছাইবার জন্য উক্ত মহিলাকে নির্ধারিত করিয়াছিলেন। মহিলা পত্রটি তাহার মাথায় চুলের খোঁপার মধ্যে রাখিয়াছিল এবং খোঁপা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসমান হইতে হাতিব (রা)-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হইলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলী ও জুবায়ের ইব্‌ন আওয়ামকে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তোমরা কুরাইশদের প্রতি হাতিব (রা)-এর লিখিত পত্র একটি মহিলার নিকট পাইবে। হাতিব তাহাদিগকে আমাদের কার্যসূচী সম্পর্কে সাবধান করাইতে চায়। তাহারা মহিলাটিকে হালীফায়ে বনী আহমদের নিকট পাইলেন। তাহারা হালীফায় মহিলাকে নামাইয়া তাহর সফর সামগ্রীর ভিতর অনুসন্ধান করিয়া কোন কিছু পাইলেন না।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো ভুল বলিতে পারেন না এবং তিনি কাহাকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না, হয় তুমি পত্র বাহির করিয়া দাও, না হয় তোমাকে অনাবৃত করিয়া ফেলিব। মহিলাটি গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার চুলের খোঁপা হইতে পত্রটি বাহির করিয়া হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করিয়া দিল। তিনি পত্রটি লইয়া হযরতের দরবারে হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাতিবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে হাতিব! তুমি কেন পত্র লিখিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ? হাতিব আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্, তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আমার ঈমানের মধ্যে কোন প্রকারের সন্দেহ আসে নাই, আমার ঈমান অটল। তবে আমি এমন এক ব্যক্তি যাহার মক্কায় স্বগোত্রীয় কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। ফলে আমার সন্তান-সন্ততি, ধন-সম্পদ হিফাজত করিবার কেহ নাই।

হযরত উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। সে মুনাফিক হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হে উমর! তোমার কি জানা নাই? আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিন বদরীদিগকে সাধারণ ক্ষমা করিয়া

দিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, 'তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।' এরপর হাতিবের এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ।এই আয়াতাংশ হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ করেন। মা'মার (র), উরওয়া (র) হইতে যুহ্রী (র) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত আয়াতগুলি হাতিব ইব্ন আবূ বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। কেননা, তিনি বনী হাশেমের সারা নামক এক দাসীকে দশ দিরহামের বিনিময়ে মক্কার কাফিরগণের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাটির পশ্চাদ্ধাবনের লক্ষ্যে হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব ও আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে পাঠাইলেন। তাহারা মহিলাকে জুহ্ফা নামক স্থানে পাইলেন। ঘটনার অবশিষ্টাংশ পূর্বে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা (র) প্রমুখ হইতে আওফী (র) বলেন ঃ আয়াতগুলি হাতিব ইব্ন আবূ বলতা'আ (রা)-কে উপলক্ষ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... بِمَا جَاۤءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ۔

অর্থাৎ যেই সকল মুশরিক ও কাফিরগণ আল্লাহ্, আল্লাহ্র রাসূল ও মু'মিনদের সহিত যুদ্ধ করে, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাহাদের সহিত লড়াই করা ও শত্রুতা পোষণ করাকে বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিভাবক, বন্ধু ও দোস্তরূপে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ۔

আয়াতটি কঠিনতম ভীতি প্রদর্শন ও হুশিয়ারী স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তু মনে করে, আল্লাহ্কে ছাড়িয়া তাহাদিগকে ও কাফিরদিগকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا ۔

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা কি আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ সৃষ্টি করিতে চাও? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ -

মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যেই কেহ এইরূপ করিবে, তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তাহাতে দোষ নাই যদি তোমরা তাহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ্ নিজেই তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন। যেহেতু হাতিব (রা) তাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হিফাজতের লক্ষ্যে কুরাইশদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, সেহেতু হযরত (সা) তাহার উযর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত হুযাইফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। হুযাইফা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে এক, তিন, পাঁচ, সাত, নয় হইতে এগারটি পর্যন্ত উপমা বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত উপমা হইতে তিনি একটি মাত্র উপমা আমাদিগকে বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। আর বাকীগুলি তিনি আমাদিগকে বলেন নাই। উপমাটি নিম্নরূপ। তিনি বলেন ঃ একটি অসহায় দুর্বল জাতির সহিত শক্তিশালী, বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দুর্বল, অসহায় দলটিকে বিজয় দান করিলেন। দুর্বল দলটি যখন শক্তিশালী বাহিনীর উপর আক্রমণ করিয়া বিজয় অর্জন করিবার ফলে কাফিরগণ রুষ্ট হইয়া মু'মিনগণের সহিত নির্যাতন আরম্ভ করিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণের প্রতি অনন্তকালের জন্য অসন্তুষ্ট হইলেন।

يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ আয়াতাংশটির ভাবার্থ এই যে, মু'মিনগণ যেন কখনো তাহাদের শত্রুদের সহিত বন্ধুত্ব না রাখে এবং তাহাদের শত্রুদের ব্যাপারে সর্বদা উত্তেজিত থাকে। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁহার সাথীদিগকে নির্বাসিত করে এই অপরাধে যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং তাঁহারই ইবাদত করে। এই পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ অর্থাৎ তাহাদের নিকট তোমাদের একটাই অপরাধ যে, তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক এক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছ। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ "উহারা তোমাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র প্রতি।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ ...... رَبُّنَا اللّٰهُ "উহারা তোমাদিগকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করিয়াছে। শুধু এই অপরাধে যে, তাহারা বলে, "আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِىْ অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর, তাঁহারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাহলে তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না এবং তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে অভিভাবক বানাইও না। অথচ তাহারা তোমাদের উপর বিষণ্ন হইয়া ও ধর্মের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ হইতে তোমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ তোমরা তাহাদের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব কর, অথচ তোমরা যাহা গোপনে ও প্রকাশ্যে কর, আমি উহা সর্বব্যাপারে সম্যক অবগত আছি।

وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ আয়াতটির সারমর্ম এই যে, যদি উহারা তোমাদিগকে কাবু করিতে পারে, তাহলে তোমাদিগকে কথাবার্তায়, কাজে-কর্মে কষ্ট ও ভীতি প্রদর্শন করিবে।

وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বাসনা করিবে যেন তোমরা মঙ্গল অর্জন করিতে না পার।

ইহাও তোমাদের সহিত তাহাদের গোপনে ও প্রকাশ্যে শত্রুতা। তাহলে তোমরা তাহাদের প্রতি বন্ধুত্বের হস্ত কিভাবে প্রসারিত করিবে ?

আয়াতাংশটি শত্রুগণের সহিত সর্বদা উত্তেজিত থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ - يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদের পরিজন আল্লাহ্ তা'আলার কোন উপকারে আসিবে না। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট কর আর তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা তোমাদের সকল মুসীবতকে দূরীভূত করিয়া দিবে, এটা তোমাদের ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা। আর যে ব্যক্তি তাহার বংশের পাপাচারের অনুকূলে হইবে তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য, সে বরবাদ হইয়াছে, ধ্বংস হইয়াছে এবং তাহার সকল কৃতকর্ম বিফলে গিয়াছে।

মনে রাখিবে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাহার নিকটতম কেহই উপকার করিতে পারিবে না। চাই সে কোন নবীরও নিকটতম স্বজন হইয়া থাক।

ইমাম আহমদ (র) .... হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা কোথায় ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'জাহান্নামে'। ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলাল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার ও তোমার পিতা জাহান্নামী।' সহীহ্ মুসলিম ও সুনানে আবূ দাঊদে হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ
اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ط رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○
(٥) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○
(٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ط
وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৪. তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ; তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্‌য় ঈমান আন।' তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইব্‌রাহীমের উক্তি— 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব; এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।'

ইব্‌রাহীম ও তাহার অনুসারীরা বলিয়াছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করিয়াছি, তোমারই অভিমুখী হইয়াছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট।'

৫. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর, তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬. তোমরা যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর নিশ্চয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আদর্শ উহাদের মধ্যে। কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে সে জানিয়া রাখুক, আল্লাহ্ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, যাহাদিগকে তিনি কাফিরদের সহিত জিহাদ করিবার, শত্রুতা বজায় রাখার, তাহাদের পার্শ্ববর্তী না হওয়ার ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ আয়াতাংশের সারমর্ম হইল সেই সকল অনুসারীগণ যাহারা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে।

اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ আমরা তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছি।

وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ এবং তোমাদের ধর্ম, রীতি-নীতির সহিত।

وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا অর্থাৎ এখন হইতে তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করা বৈধ হইয়া গিয়াছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কুফর বা পাপাচারের উপর অধিষ্ঠিত থাকিবে। সুতরাং আমরা চিরকালের জন্য তোমাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ ও বিদ্বেষ পোষণ করিব।

حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ যেই পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস না করিবে ও একমাত্র তাঁহারই ইবাদত না করিবে, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের সহিত শির্‌ক ছাড়িয়া দিতে হইবে।

اِلاَّ قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ অর্থাৎ তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। তবে ব্যতিক্রম ইব্‌রাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তাহার বাপের জন্য। এই কারণে যে, তিনি শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। যখন তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল যে, তাহার পিতা আল্লাহ্‌র শত্রু, তখনই তিনি স্বীয় পিতা হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এবং এই কারণে কিছু সংখ্যক মু'মিন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণকারী পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন ও তাহার প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন যে, ইব্‌রাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ..... اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ - এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

"আত্মীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, নবী এবং মু'মিনদের জন্য সঙ্গত নহে, যখন উহা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহারা জাহান্নামী।"

ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাকে উহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন বলিয়া। অতঃপর ইহা তাঁহার নিকট যখন সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু তখন ইব্‌রাহীম (আ) উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইব্‌রাহীম (আ) তো কোমল-হৃদয় ও সহনশীল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ
اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ اِلاَّ قَوْلَ
اِبْرٰهِيْمَ لاَبِيْهِ لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ـ

অর্থাৎ ঃ মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে তোমাদের কোন আদর্শ নাই।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মুকাতিল, ইব্‌ন হাইয়ান, যাহ্‌হাক (র) ও অন্যরা ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

যখন ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া গেলেন ও তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তখন তাঁহারা একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয়স্থল বানাইয়া লইল এবং তাঁহারই নিকট অশ্রু বিসর্জন দিল।

অতঃপর ইব্‌রাহীম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের উক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমরা তো সকল কাজে তোমার উপর ভরসা করি ও তোমার উপর সোপর্দ করি এবং আখিরাতে তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন।

رَبَّنَا لاَتَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আয়াতাংশের অর্থ হইল ঃ আমাদিগকে তুমি তাহাদের পক্ষ হইতে বা তোমার পক্ষ হইতে আযাবে নিপতিত করিও না। কারণ, তাহারা বলিবে, যদি ইহারা সত্য ধর্মের উপর থাকিত, তাহলে ইহাদের উপর কেন আযাব আসিতেছে ? যাহ্‌হাক (র)-ও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আয়াতাংশের উদ্দেশ্য হইল ঃ তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর সাহায্য করিও না। ফলে তাহারা পরিহাস করিবে এবং প্রচার করিবে যে, আমরাই সত্য ধর্মের উপর রহিয়াছি। ইব্‌ন জারীরও ইহার অর্থ অনুরূপ বলিয়াছেন।

আয়াতাংশের অর্থ আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ‘তুমি তাহাদিগকে আমাদের উপর বিজয় দান করিও না, কেননা তাহারা আমাদের সহিত পরিহাস করিবে।’

وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তুমি আমাদের গুনাহ্‌সমূহকে অন্যের দৃষ্টি হইতে গোপন করিয়া দিও। তোমার ও আমাদের মাঝে যাহা কিছু রহিয়াছে সব কিছুকে তুমি লোপ করিয়া দাও।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। কাজে-কর্মে, নীতি ও শক্তি প্রয়োগে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ -

এই আয়াতের অর্থ পূর্বের আয়াতের মত বরং এই আয়াতটি পূর্বের আয়াতের গুরুত্ব বহন করে।

لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ এই আয়াতাংশে আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নকারী মু’মিনদিগকে উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ অর্থাৎ যাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় আল্লাহ্‌র আদেশাবলী হইতে।

فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ অর্থাৎ তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হইয়া যাও, তথাপি আল্লাহ্ তা’আলা অভাবমুক্ত, প্রশংসনীয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) বলেন ঃ غنى বলা হয় সেই সত্তাকে যিনি তাঁহার সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আর ইহার উপযুক্ত অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্। যাঁহার কোন শরীক নাই। যাঁহার সমতুল্য কেহ নাই। আল্লাহ্ পবিত্র, এক প্রবল পরাক্রমশালী সত্তা। তাঁহার সৃষ্টির নিকট তিনি প্রশংসনীয়। তিনি তো সকল কাজে-কর্মে প্রশংসার পাত্র। তিনি অদ্বিতীয় এবং তাঁহার সমকক্ষও আর কেহই নাই।

(٧) عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٨) لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْاۤ اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

(৯) اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৭. যাহাদের সহিত তোমাদের শত্রুতা রহিয়াছে সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন; আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৮. দীনের ব্যাপারে যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করে নাই, তাহাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায় বিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ্ তো ন্যায়পরায়ণদিগকে ভালবাসেন।

৯. আল্লাহ্ কেবল তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে নিষেধ করেন যাহারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। উহাদের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব করে তাহারা তো জালিম।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের সহিত শত্রুতা রাখার নির্দেশ প্রদানের পর, এখন মু'মিনদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতাংশে তোমাদের মাঝে বিদ্বেষের পর ভালবাসা, বিষণ্নতার পর বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের পর শীঘ্রই অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে ঝগড়া-বিবাদ, বিরোধ ও অভিন্ন দুই বস্তুকে একত্রে মিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও কঠোর বিরোধিতার পরে হৃদয়ের মাঝে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিলেন। ফলে তোমরা একটি সমাজে পরিণত হইলে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা আনসারদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বলেন ঃ اُذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ .... فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁহার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হইয়া গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ্ উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।

আনসারদিগকে লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমি কি তোমাদিগকে বিপথগামী পাই নাই ? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে সঠিক

পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আর তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদিগকে একত্রে মিলাইয়া দিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ - وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ - لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ - اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

আল্লাহ্ তিনিই যিনি আপনাকে নিজ সাহায্য ও মু'মিন দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছেন। এবং মু'মিনদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। পৃথিবীর সবকিছু যদি আপনি ব্যয় করেন তবুও তাহাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করিতে পারিবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ই তাহাদের পরস্পরে প্রীতি সঞ্চার করিয়াছেন। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, বন্ধুর সহিত বন্ধুত্বের সময় এইদিকেও লক্ষ্য রাখিবে যে, ঐ বন্ধু তোমার কোন এক সময় শত্রু হইয়া যাইবে এবং কাহারো সহিত শত্রুতায় সীমালংঘন করিও না, হইতে পারে সে একদিন তোমার বন্ধু হইয়া যাইবে।

আরবের এক কবি বলেন ঃ

وقد يجمع الله الشتيتين بعدما
يظنان كل الظن ان لاتلاقيا

দুইটি দূরবর্তী বস্তুর মাঝে পরস্পরে মিলনের ধারণা না থাকিলেও আল্লাহ্ কোন সময় উভয়কে একত্র করিয়া দেন।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ কাফির যদি তওবা করে তাহলে আল্লাহ্ তাহার তওবাকে কবূল করেন। আর যদি সে আল্লাহ্র নিকট ফিরিয়া আসে, তাহলে আল্লাহ্ তাহাকে সুশীতল ছায়াতলে তাহার জন্য জায়গা করিয়া দেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু, প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবাকে তিনি কবূল করেন।

মুকাতিল (র) বলেন ঃ উক্ত আয়াত আবূ সুফিয়ান, সখর ইব্‌ন হরব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর এই বিবাহই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাহার মধ্যে ভালবাসার কারণ হয়।

কিন্তু মুকাতিলের এই উক্তিটি যুক্তির বহির্ভূত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মে হাবীবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ফত্‌হে মক্কার পূর্বে আর আবূ সুফিয়ান সর্বসম্মতিক্রমে ফত্‌হে মক্কার রাত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ সুফিয়ানকে ইয়ামনের কিছু এলাকায় আমেল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হযরতের ইন্তেকালের পরে মদীনায় আসার সময় 'জুলখিমার' নামক স্থানে এক মুরতাদের সহিত দেখা হয়। আবূ সুফিয়ান তাহার সহিত যুদ্ধ করে তাহাকে হত্যা করেন। ইসলামে মুরতাদ হত্যাকারী প্রথম ব্যক্তিই হইলেন আবূ সুফিয়ান (রা)।

ইব্ন শিহাব বলেন ঃ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً এই আয়াতটি আবূ সুফিয়ান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

মুসলিম শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার তিনটি বিষয়ে দরখাস্ত। যদি অনুমতি হয় তাহলে আমি বলতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

আবূ সুফিয়ান আরয করিলেন ঃ

১. আমি কাফির থাকা অবস্থায় মুসলমানদের সহিত যেইরূপ করিয়াছি, এখন মুসলমান হইয়া আমি কাফিরদের সহিত সেইরূপ যুদ্ধ করিতে চাই। হযরত (সা) আবেদনটি মঞ্জুর করিলেন।

২. আমার ছেলে মু'আবিয়াকে আপনার কাতিব বা লেখক হিসাবে নিযুক্ত করুন। হযরত এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন।

৩. আরবের রূপসী আমার কন্যা উম্মে হাবীবাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করুন। হুযূর (সা) তাঁহার এই আবেদনটিও মঞ্জুর করিলেন। এই প্রেক্ষিতে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ -

যে সকল কাফির তোমাদিগকে বহিষ্কার করিতে সাহায্য করে নাই, বা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। যেমন–মহিলা, দুর্বল ও বৃদ্ধ।

اَنْ تَبَرُّوْهُمْ তাহাদের প্রতি ইহসান বা সদ্ব্যবহার কর।

وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ এবং তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার কর।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা ন্যায় বিচারকগণকে পছন্দ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) বলেন ঃ কাফিরদের সহিত সন্ধিচুক্তি থাকাকালীন আমার জননী মুশরিক অবস্থায় মদীনায় আগমন করিলেন। অতঃপর আমি হযরতের দরবারে উপস্থিত

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জননী ইসলাম গ্রহণ করিতে খুবই ইচ্ছুক। আমি কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখ। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন জুবায়ের (রা) বলেন ঃ (উপরোক্ত হাদীসে যে মহিলাটির বিষয় আলোচনা হইয়াছে, তাহার নাম এই হাদীস অনুযায়ী জানা যায় যে, কাবীলা ছিল।) কাবীলা তাহার মেয়ে আসমা বিনতে আবূ বকরের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ খরগোশ, চর্ম পরিশুদ্ধকরণ বস্তু বিশেষ এবং ঘি লইয়া মুশরিক অবস্থায় মক্কা হইতে মদীনায় আগমন করিল। হযরত আসমা (রা) তাহার উপঢৌকন গ্রহণ ও ঘরে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন।।

হযরত আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার আম্মার উপঢৌকন ও ঘরে প্রবেশ করাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুরূপ ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুসআব ইব্‌ন ছাবিতের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর ও ইমাম আহমদ (র) রিওয়ায়াত অনুযায়ী জানা যায় যে, মহিলাটির নাম কতীলা বিনতে আব্দুল উজ্জা ইব্‌ন সা'দ, বনী মালেক ইব্‌ন হাসল গোত্রের।

উপরোল্লিখিত ইব্‌ন আবূ হাতিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধি চুক্তির সময়কে সংযোজন করিয়াছেন।

আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্দুল খালেক আল-বজার .... আয়িশা ও আসমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা ও আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও কুরাইশদের মাঝে সন্ধিচুক্তির সময় আমাদের জননী মদীনায় আমাদের নিকট আগমন করিলেন। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের জননী আমাদের নিকট আগমন করিয়াছে। আমরা কি তাহার সহিত মাতৃত্ব সম্পর্ক বহাল রাখিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক রাখ।

অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ যুহরী (র) আয়িশা (রা) হইতে উরওয়ার এই সূত্র ব্যতীত আর অন্য কোন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন কি না আমাদের জানা নাই।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ আমার নিকট এই সূত্রে হাদীসটি مُنْكَر বা অগ্রহণযোগ্য। কেননা, আয়িশা (রা)-এর মাতার নাম উম্মে রুম্মান। আর তিনি হিজরতকারিণী ও একজন মুসলমান। আর আসমা (রা)-এর মাতার নাম ভিন্ন। যেমনটি উপরোক্ত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ইহার তাফসীর সূরায়ে হুজুরাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত ঃ المقسطين। ঐ সমস্ত লোক যাহারা ইনসাফের সহিত রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ পরিচালনা করেন। তাহারা আরশের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অধিষ্ঠিত হইবেন।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ۔

অর্থাৎ ঃ যাহারা তোমাদের সহিত শত্রুতা করিয়াছে, তোমাদিগকে হত্যা করিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে ও তোমাদের নির্বাসনের পিছনে সাহায্য করিয়াছে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তো তাহাদের সহিত শত্রুতা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের উপর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এই প্রেক্ষিতে অন্যত্র বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদিগকে একে অপরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তোমাদের মধ্যে যে এটা করে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়ত প্রদান করেন না।

(١٠) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

(١١) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ○

১০. হে মু'মিনগণ! তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা দেশত্যাগী হইয়া আসিলে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিও, আল্লাহ্ তাহাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানিতে পার যে, তাহারা মু'মিন তবে তাহাদিগকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাইও না। মু'মিন নারীগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নহে এবং কাফিরগণ মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নহে। কাফিররা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহা উহাদিগকে ফিরাইয়া দিও।

অতঃপর তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ করিলে তোমাদের কোন অপরাধ হইবে না, যদি তোমরা তাহাদের মোহর তাহাদিগকে দিয়া দাও। তোমরা কাফির নারীদের সহিত দাম্পত্য জীবন বজায় রাখিও না। তোমরা যাহা ব্যয় করিয়াছ তাহা ফেরত চাহিবে এবং কাফিররা ফেরত চাহিবে যাহা তাহারা ব্যয় করিয়াছে। ইহাই আল্লাহ্‌র বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া থাকেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ; প্রজ্ঞাময়।

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেহ হাতছাড়া হইয়া কাফিরদের নিকট চালিয়া যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে তখন যাহাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে, তাহারা যাহা ব্যয় করিয়াছে তাহার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে, ভয় কর আল্লাহ্‌কে, যাঁহাতে তোমরা বিশ্বাসী।

তাফসীর ঃ মক্কার কাফির ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাঝে একটি শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সূরায়ে ফাত্‌হের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। উক্ত চুক্তির একটি শর্ত এই ছিল যে, কোন কাফির মুসলমান হইয়া আপনার নিকট গেলে, তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে। অপর এক বর্ণনায় এই শর্তও রহিয়াছে যে, আমাদের কোন লোক আপনার নিকট পৌছিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইব। যদিও সে মুসলমান হয়।

আর ইহাই উরওয়া, যাহ্‌হাক, আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ, যুহরী, মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান, সুদ্দী (র)-এর উক্তি। এই উদ্ধৃতি অনুযায়ী আয়াতটি সুন্নাহ্‌র সহিত খাস হইয়া যায়। এবং এটাই সর্বোত্তম সূত্র। তবে কিছুসংখ্যক পূর্ব মনীষীর নিকট আয়াতটি উক্ত হাদীসকে منسوخ বা রহিত করিয়া দিয়াছে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীরা হিজরত করিয়া আগমন করিবে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও, যদি তোমরা জানিতে পার যে, হিজরতকারিণী মহিলা মু'মিন, তাহলে তাহাকে কাফিরগণের নিকট প্রত্যর্পণ করিও না। তাহারা কাফিরের জন্য হালাল নহে এবং কাফিররাও তাহাদের জন্য হালাল নহে।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন জাহশের সংকলন 'মুসনাদে কবীর' গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আহমদ (র) হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ আহমদ

বলেন ঃ শান্তিচুক্তির সময় উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ইব্‌ন আবূ মুআইত হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলে, তাহার দুই ভাই ওমারা ও ওয়ালীদ তাহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য বাহির হইল। তাহারা হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া উম্মে কুলসুমকে ফেরত পাঠাইবার জন্য আলোচনা করিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ করে মহিলাদের ফেরত পাঠাইবার ব্যাপারে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং এই পরীক্ষার আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) .... আবূ নসর আসাদী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নসর আসাদী (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে কিভাবে পরীক্ষা করিতেন ?

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে এইভাবে পরীক্ষা করিতেন যে, সে কি স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণায় হিজরত করিয়াছে, এক দেশ হইতে আর এক দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য, পার্থিব কোন স্বার্থের বশবর্তী হইয়া ? না-কি একান্ত আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলকে ভালবেসে সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

উক্ত হাদীসটি আগর ইব্‌ন সাব্বাহ্ (র) ছাড়া ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হইয়াছে।

বায্‌যার (র)-ও অনুরূপ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি কিয়দাংশ সংযোজন সহ বর্ণনা করিয়াছেন যে, উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্-এর নির্দেশক্রমে মহিলাদিগকে পরীক্ষাকালে শপথ গ্রহণ করাইতেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ -

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আওফী (র) আয়াতাংশের অর্থ বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা) মহিলাদিগকে এই মর্মে পরীক্ষা করিতেন যে, তাহারা সাক্ষী দিত; আল্লাহ্ এক, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল।

فَامْتَحِنُوْهُنَّ এর অর্থ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মহিলাদিগকে পরীক্ষা করা হইত যে, তাহারা স্বামীর বিদ্বেষ বা ঘৃণার কারণে হিজরত করিয়াছে আর ঈমান আনয়ন করে নাই। তাহলে তাহাদিগকে ফেরৎ পাঠানো হইত।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ فَامْتَحِنُوْهُنَّ এর মর্ম হইল, সে কি একমাত্র আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার রাসূলকে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, কোন পুরুষের প্রেমে বা স্বামী হইতে পালাইয়া নহে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মহিলাদিগকে এই কথার উপর শপথ করানো হইত যে, তাহারা একমাত্র আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-কে ভালবেসে হিজরত করিয়াছে, তাহলে তাহাদিগকে মু'মিন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইত।

فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ এই আয়াতাংশে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ঈমান সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হওয়া সম্ভব।

لَاهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ইসলামের প্রথম যুগে মুশরিকগণ মুসলমান মহিলাদিগকে বিবাহ্ করা বৈধ ছিল। এই আয়াতাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পরে উহা হারাম হইয়া গিয়াছে। আর এই কারণেই আবুল আস ইবনু রবী' অমুসলিম থাকা অবস্থায় নবী কন্যা যয়নাব (রা)-কে বিবাহ্ করিয়াছিল। বদর যুদ্ধে আবুল আস বন্দী হইলে যয়নাব (রা) তাহাকে বন্দী মুক্তি করার লক্ষ্যে খাদীজা (রা)-এর গলার হার প্রেরণ করিয়াছিলেন। যখন রাসূলাল্লাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে দেখিলেন, তখন তিনি অত্যন্ত অনুগ্রহ সহকারে মুসলমানদিগকে বলিলেন, তোমরা যয়নাবের দিকে তাকিয়ে আবুল আসকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে ছাড়িয়া দিতে পার।

অতঃপর মুসলমানগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং হযরত হযরত নবী করীম (সা) বলিয়া দিলেন যে, তোমাকে এই শর্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইল যে, তুমি যয়নাব (রা)-কে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। আবুল আস এই শর্ত পূর্ণ করিল এবং যায়দের সহিত হযরত যয়নাব (রা)-কে হযরতের নিকট প্রেরণ করিয়া দিল।

যয়নাব (রা) মদীনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইদিকে আবুল আস অষ্টম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার নিকট যয়নাব (রা)-কে পূর্বের বিবাহের উপর কেন্দ্র করিয়া সোপর্দ করিলেন এবং নতুন কোন মোহর নির্ধারণ করেন নাই।

ইমাম আহমদ (র) এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যয়নাব (রা)-কে আবুল আসের নিকট প্রথম বিবাহের উপর ভিত্তি করিয়া, নতুন মোহর বা সাক্ষী ব্যতিরেকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অথচ যয়নাব (রা) আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের ৬ বৎসর পূর্বে হিজরত করিয়াছিলেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্)

আর যাহারা দুই বৎসরের উক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাদের উক্তিও সঠিক। কেননা, মুসলমান মহিলাদের বিবাহ কাফিরদের সহিত হারাম হওয়ার দুই বৎসর পরে আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন ঃ হাদীসটির সনদে কোন ত্রুটি নাই। এই হাদীসের সূত্র আমাদের জানা নাই। তবে ইহা সম্ভবত দাঊদ ইব্‌ন হুসাইনের সংরক্ষণের মাধ্যমে আসিয়াছে এবং আমি উক্ত হাদীস আব্‌দ ইব্‌ন হুমাইদকে বলতে শুনিয়াছি। তিনি ইয়াযিদ ইব্‌ন হারূনকে ইব্‌ন ইসহাকের নিকট উক্ত হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছেন।

ইব্‌ন আরতাতের হাদীস আমর ইব্‌ন শুয়াইবের সূত্রে তাঁহার পিতা শুয়াইব এবং তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নাবকে আবুল আসের নিকট নতুন বিবাহ ও নতুন মোহর নির্ধারণ করিয়া সোপর্দ করিয়াছিলেন।

ইয়াযিদ (র) বলেন ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসটির সনদ বেশী মজবুত। তবে আমর ইব্‌ন শুয়াইবের হাদীসের উপর আমল রহিয়াছে।

আমর ইব্‌ন শুয়াইবের সূত্রে ইব্‌ন আরতাতের হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন আব্বাসের (রা) হাদীসটিকে দুর্বল বলিয়াছেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে জমহুর বলেন ঃ উক্ত সংশয়পূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ উলামাগণ বলেন, যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, আর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করে নাই তখন উভয়ের বিবাহ ছিন্ন হইয়া যায়।

অন্যান্য উলামাগণ বলেন ঃ যখন যয়নাব (রা)-এর ইদ্দত শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি চাহিলে প্রথম বিবাহকে চলমান রাখিতে পারেন বা বিবাহ ছিন্ন করিয়া নতুন স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন এবং উলামাগণ ইব্‌ন আব্বাসের হাদীসের ব্যাখ্যা এতটুকুর উপর ক্ষান্ত করিয়াছেন।

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যুহরী ও অন্যরা এই আয়াতাংশের মর্ম বর্ণনা করেন যে, হিজরতকারিণী মহিলাদের স্বামীগণ মুশরিকগণের মোহর ফেরত দিয়া দিবে।

وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ যখন তোমরা মুশরিকদের ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করিবে তখন তোমরা তাহাদের হিজরতকারিণী মহিলাদিগকে ইদ্দত শেষ, ওয়ালী বা অভিভাবক এবং অন্যান্য শর্তে সাপেক্ষে বিবাহ করিতে পারিবে।

وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চিরতরের জন্য মু'মিনদিগকে কাফির মহিলাদের সহিত বিবাহকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

যুহরী (র) .... মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসিলে তাহার প্রেক্ষিতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۔ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ۔ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা) তাঁহার কাফির দুই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। উহাদের একজনকে মু'আবিয়া ইব্‌ন সুফিয়ান বিবাহ করে, অপরজনকে সফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা বিবাহ করেন।

ইব্‌ন সাওর (র) যুহরী (র) হইতে মা'মারের সূত্রে বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার পাদদেশে কাফিরদের সাহিত এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, কাফিরদের মধ্য

হইতে কেহ মদীনায় আসিলে তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে, তখন কিছু সংখ্যক মহিলা হিজরত করিয়া আসে এবং তাহাদের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর তিনি মুসলমানদিগকে আদেশ করিলেন তাহাদের কাফির স্বামীদের ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত দিয়া দাও এবং তিনি মুশরিকদেরকেও অনুরূপ বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন মুসলমান মহিলা তোমাদের নিকট ফিরিয়া যাইবে তখন তাহার স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইয়া দিবে।

ইব্‌ন সাওর (র) বলেন وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ -এর অর্থ আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) অনুরূপ বলিয়াছেন এবং ইব্‌ন সাওর (র) বলেন, এই নির্দেশ উভয়ের মাঝে সন্ধি ছিল বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করিয়াছেন।

যুহরী (র) সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ ঐ দিনই হযরত উমর (রা) কুরাইবা বিনতে আবূ উমায়্যা ইব্‌ন মুগিরাকে তালাক প্রদান করেন এবং তাহাকে মু'আবিয়া বিবাহ করেন এবং তিনি উম্মে কুলসুম নামক এক স্ত্রীকেও তালাক প্রদান করিয়াছিলেন যাহাকে আবূ জাহম ইব্‌ন হুযাইফা বিবাহ করেন। উল্লেখ্য, মু'আবিয়া ও আবূ জাহম তখন উভয়ই মুশরিক ছিল।

তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (রা) আরওয়া বিনতে রাবীয়াকে তালাক দিয়াছিলেন, যাহাকে পরবর্তীতে খালিদ ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আস বিবাহ করিয়াছিল।

وَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا অর্থাৎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীগণ কাফিরদের নিকট চালিয়া গিয়াছে, তাহাদের উপর ব্যয়কৃত সম্পদে কাফিরদের নিকট হইতে চাহিয়া লও এবং কাফিরদের যে সকল স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহাদের ব্যয়কৃত সম্পদ তোমরা ফেরত দিয়া দাও।

ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ـ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ অর্থাৎ সন্ধির ব্যাপারে ও হিজরতকারিণী মহিলাদের ব্যাপারে যেই নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, সবই আল্লাহ্ তা'আলার বিধান। তিনি বিধান অনুযায়ী সৃষ্ট জীবের মাঝে মিমাংসা করিয়া থাকেন।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ সন্ধির ব্যাপারে তিনি তাঁহার বান্দাদের যেই নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে তিনি সম্যক জ্ঞাত আছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوْا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا اَنْفَقُوْا ـ

মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, যাহাদের সহিত তোমাদের কোন সন্ধি চুক্তি করা হয় নাই এমন কাফিরদের নিকট তোমাদের স্ত্রীগণ পালাইয়া চলিয়া গেল, আর তাহাদের স্বামীর ব্যয়কৃত সম্পদ মোহর ইত্যাদি কিছু ফেরত পাঠাইল না। আর যখন তাহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিবে তখন তাহার স্বামীকে কিছুই করিতে হইবে না যতক্ষণ হস্তচ্যুত স্বামীর ব্যয়কৃত সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত না পাঠাইবে।

ইব্ন জারীর (র) .... যুহরী (র) হইতে বলেন ঃ কাফির স্বামীদের নিকট তাহার স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ ফেরত পাঠাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন. উহা মু'মিনগণ পুরাপুরি পালন করিয়াছে, আর কাফিরগণ উহা অস্বীকার করিয়াছে।

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَىْءٌ .مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا ـ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ـ

তোমাদের মধ্য হইতে যদি কোন মহিলা কাফিরদের নিকট চলিয়া যায়। আর কাফিরগণ তোমাদের ব্যয়কৃত সম্পদ না দেয়, তাহলে উহাদের কোন স্ত্রী তোমাদের নিকট আসিলে তোমরা তোমাদের হস্তচ্যুত স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ কর্তন করিয়া অবশিষ্ট থাকিলে উহা তাহাদের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দাও।

এই আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উদ্বৃত করিয়া আওফী (র) বলেনঃ মুসলমানদের কোন স্ত্রী কাফিরদের সহিত মিলিত হইয়া যায়। আর কাফিরগণ তাহার স্বামীকে কিছুই প্রদান করিল না। তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হইতে আপনি তাহাদের স্ত্রীর উপর ব্যয়কৃত সম্পদ প্রদান করুন। সুতরাং فَعَاقَبْتُمْ এর অর্থ এই হইল যে, যখন তোমরা কুরাইশ বা যে কোন কাফির দল হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করিবে, তখন স্ত্রী হস্তচ্যুত স্বামীকে তাহার ব্যয়কৃত সম্পদের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে।

فَاٰتُوْا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا অর্থাৎ মোহরে মিছ্ল।

মসরুক, ইব্রাহীম, কাতাদা, মুকাতিল, যাহ্হাক, সুফিয়ান ইব্ন হুসাইন ও যুহরী (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। প্রথম পন্থা যদি অবলম্বন করা যায় তাহলে উত্তম। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কাফিরদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ অর্জিত সম্পদ প্রদান করিবে। এই বিশ্লেষণকে ইমাম ইব্ন জারীর (র) পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা।

(١٢) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ
بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১২. হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন তোমার নিকট আসিয়া বায়'আত করে এই মর্মে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোন শরীক স্থির করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না, তাহারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করিয়া রটাইবে না এবং সৎকার্যে তোমাকে অমান্য করিবে না, তখন তাহাদের বায়'আত গ্রহণ করিও এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) .... উরওয়াহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, মু'মিন নারীগণ হিজরত করিয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ـ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করিতেন।

আয়িশা (রা) হইতে উরওয়া (র) বলেন ঃ যে মহিলা আয়াতে বর্ণিত কথাগুলি মানিয়া লইত, তাহাকে নবী (সা) মুখে বলিয়া দিতেন قد بايعتك (আমি তোমাকে বায়'আত করিলাম) হযরত (সা) কখনো মহিলার হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত নিতেন না। তিনি মহিলাদিগকে মৌখিকভাবে বায়'আত নিতেন। قَدْ بَايَعْتُكَ عَلٰى ذٰلِكَ বুখারী শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ....উমাইমা বিনতে রকীকা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উমাইমা (রা) বলেন, আমি মহিলাদের একটি দলের সহিত হযরতের দরবারে বায়'আত হইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। হযরত আমাদের সামনে اَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করিলেন এবং তিনি বলিলেন فما استطعتن واطقتن (এই ব্যাপারে তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী পালন করার জন্য প্রচেষ্টা করিবে।) আমরা বলিলাম, আল্লাহ্, আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের নিকট আমাদের জানের চেয়ে অধিক প্রিয়।

আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সহিত মুসাফাহা (করমর্দন) করিবেন না? নবী (সা) উত্তরে বলিলেন, আমি কোন মহিলার সহিত মুসাফাহা করি না। একজন মহিলার জন্য আমার যে কথা, শত মহিলার জন্যও আমার একই কথা। হাদীসটির সনদ সহীহ্।

সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম মালিক (র) প্রত্যেকে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়াছেন। এবং তিনি বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদিরের সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্র আমাদের জানা নাই। ইমাম আহমদ (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)-এর হাদীস হইতে উমাইমার সূত্রে মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র) আরও এক অংশ বেশী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

وَلَمْ يُصَافِحْ مِنَّا امْرَأَةً (আমাদের মধ্য হইতে কাহাও সহিত তিনি মুসাফাহা করেন নাই।)

অনুরূপ ইব্‌ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) হইতে মূসা ইব্‌ন উকবার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আবূ জা'ফর রাজী (র)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র) বলেন ঃ আমাকে উমায়মা বিনতে রকীকা (রা) যিনি খাদীজা (রা)-এর বোন ও ফাতিমা (রা)-এর খালা, তিনি আমাকে সরাসরি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সালমা বিনতে কায়েস (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খালা, উভয় কিবলাভিমুখ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত নামায পড়িয়াছেন, এবং বনূ আদী ইব্‌ন নাজ্জাব গোত্রীয় এক মহিলা হইতে তিনি বর্ণনা করেন। সালমা বিনতে কায়েস (রা) বলেন ঃ আনসার মহিলাদের সহিত নবী (সা)-এর দরবারে বায়'আত হইবার জন্য আমিও উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বায়'আত নিলেন যে, 'আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, চুরি, ব্যভিচার, জীবিত সন্তান হত্যা, কাহাকেও প্রকাশ্যে অথবা অগোচরে মিথ্যা অপবাদ লাগাইবে না। সৎকর্মে নাফরমানী করিবে না। স্বামীদিগকে ধোঁকা দিবে না। অতঃপর তিনি আমাদের সকলকে বায়'আত করিলেন। বায়'আত শেষে প্রত্যাবর্তন কালে আমি এক মহিলাকে বলিলাম, তুমি নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা কর যে, স্বামীকে ধোঁকা দেওয়ার অর্থ কি ? উক্ত মহিলা তাহাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, تاخذ ماله فتحافى له غيره (স্বামীর মাল আত্মসাৎ করিয়া তাহা দ্বারা অন্যের সাথে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা।)

এই প্রেক্ষিতে ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন মাযউন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাযউন (রা) বলেন ঃ আমি আমার মা রায়িআ বিনতে আবূ সুফিয়ান খুজাইয়্যার সহিত বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় শর্তাবলী উল্লেখ করিলেন। আর সকল মহিলাগণ সে শর্তাবলী ইকরার করিল। আমার আম্মার বলার কারণে আমিও সেইগুলি স্বীকার করিলাম।

বুখারী (র) .... উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ আমরা উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে বায়'আত গ্রহণ করিলাম। এমতাবস্থায় এক মহিলা হাত টানিয়া লইল এবং বলিল, আমি বিলাপ হইতে বিরত থাকিবার উপর বায়'আত গ্রহণ করিতে পারিব না। এই কারণে যে, আমাকে এক মহিলা বিলাপের উপর সাহায্য করিয়াছিল। আমি তাহার প্রতিদান পরিশোধ করিব। অতঃপর মহিলাটি চলিয়া গেল; অবশ্য পরে আসিয়া বায়'আত গ্রহণ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে— তবে মুসলিম শরীফে ইহাও রহিয়াছে যে, উক্ত মহিলা ও উম্মে সুলায়েম বিনতে মিলহাম (রা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্তটি পূরণ করে নাই।

বুখারী শরীফের অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঁচজন মহিলা ব্যতীত আর কেহ উক্ত শর্তাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। তাহারা হইল উম্মে সুলায়েম, উম্মুল আ'লা, মু'আয-এর স্ত্রী আবূ সুবরা-এর মেয়ে অপর দুইজন মহিলা অথবা মু'আযের স্ত্রী আবূ সুবা-এর মেয়ে ও অপর এক মহিলা।

নবী (সা) এই বায়'আত ঈদের দিনেও লইতেন। ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি ঈদুল ফিত্‌রের নামায রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সহিত আদায় করিয়াছি। সকলে খুৎবার পূর্বে নামায পড়াইতেন। এরপর নামায শেষে খুৎবা পাঠ করিতেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুৎবা পাঠ শেষে মিম্বর হইতে অবতরণ করিলেন, সে দৃশ্যটি আমার সামনে এখনো ভাসমান। তিনি লোকদের মধ্য হইতে তাশরীফ নিয়া বিলাল (রা) সহ মহিলাদের নিকট পৌছিলেন। এরপর তিনি يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَايَسْرِقْنَ وَلَايَزْنِيْنَ وَلَايَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَايَاتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ আয়াতটি পূর্ণ তিলাওয়াত করিলেন। তিনি মহিলাটিকে বলিলেন, তোমরা কি এই আয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিবে? জবাবে একজন মহিলা 'হ্যাঁ' বলিলেন। আর কেহ জবাব প্রদান করে নাই। বর্ণনাকারী হাসান (রা) জানে না সে মহিলাটি কে? নবী (সা) বলিলেন ঃ তোমরা সাদকা কর। বিলাল (রা) কাপড় গলায় ঝুলানো হাড়ছড়া জাতীয় বস্তু ও আংটি ফেলিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আমরের দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া বিনতে রকীকা (রা) ইসলামের উপর বায়'আত গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইল। এরপর নবী (সা) পূর্বের ন্যায় বায়'আতের সকল শর্তাবলী বর্ণনা করিলেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ আমরা এক মজলিসে হযরতের দরবারে উপস্থিত ছিলাম।

হযরত (সা) বলিলেন– তোমরা আমাকে اَنْ لاَتُشْرِكُوْا بِاللهِ .... وَلاَتَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ বলিয়া اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ .... فَمَنْ وَفِى مِنْكُمْ فَاَجْرُهُ عَلَى اللهِ তিলাওয়াত করিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)..... উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উবাদা (রা) বলেন ঃ আমি আকাবায়ে উলায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলাম এবং আকাবায়ে উলায় মোট বারজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। যুদ্ধ ফরয হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে তিনি মহিলাদের ন্যায় বায়'আত করিলেন। আর তিনি বলিয়া দিলেন, যদি তোমরা এই সকল শর্তাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় করিতে পার তাহলে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বেহেশ্‌ত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রে ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে আদেশ করিলেন, তুমি মহিলাদিগকে বলিয়া দাও, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদিগকে এই শর্তে বায়'আত করিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিতে পারিবে না। বায়'আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে উতবা ইব্‌ন রবী'আর মেয়ে হিন্দাও ছিল। যে অমুসলিম থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হামযা (রা)-এর পেট ফাঁড়িয়া দিয়াছিল। ফলে মহিলাদের মধ্যে তিনি এমন লুক্কায়িত অবস্থায় ছিলেন যেন কেহ তাহাকে চিনিতে না পারেন। উক্ত নির্দেশ শুনার পরে বলিলেন, আমি কিছু বলিতে চাই কিন্তু যদি বলি তাহলে হুযূর (সা) আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন। আর যদি তিনি আমাকে চিনিতে পারেন, তাহলে আমাকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। সকল মহিলা নিশ্চুপ। তাহার কথাগুলি বলিতে সবাই অস্বীকার করিয়া দিল। পরিশেষে হিন্দা বলিল, মহিলাদের হইতে এমন কিছুর বায়'আত গ্রহণ করিতেছেন যাহা পুরুষদের হইতে নেন নাই? তাহা কিরূপে— এই কথা বলার পরে নবী (সা) তাহার দিকে চাইলেন এবং তিনি কিছুই বলিলেন না। এরপর উমর (রা)-কে বলিলেন। উহাদিগকে বলিয়া দাও।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ চুরি করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন। আমি তো আবূ সুফিয়ানের সাধারণ জিনিস পত্র লইয়া থাকি, এটাও কি চুরির মধ্যে পরিগণিত হইবে? এবং এটা আমার জন্য হালাল হইবে কি না?

আবূ সুফিয়ান উক্ত মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার সংসার হইতে যাহা কিছু নিয়াছ, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে বা যায় নাই সবই তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম।

নবী (সা) এখন তাহাকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিলেন যে, এই সেই হিন্দা, যে আমার চাচা হামযার কলিজা ফাঁড়িয়াছিল এবং উহা বাহির করিয়া চিবাইয়াছিল। নবী (সা) তাহার কথাবার্তা শুনিয়া মুসকি হাসি দিলেন এবং তাহাকে কাছে ডাকিলেন। এরপর হিন্দা অগ্রসর হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। হযরত (সা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি সেই হিন্দা?

হিন্দা (রা) উত্তরে বলিলেন ঃ পিছনের গুনাহ আল্লাহ্ তা'আলা যেন ক্ষমা করিয়া দেন। এরপর নবী (সা) চুপ করিলেন এবং পুনরায় বায়'আতের কাজ শুরু করিলেন।

তৃতীয় শর্ত ঃ ব্যভিচার করিবে না। হিন্দা (রা) বলিলেন ঃ কোন আযাদ মহিলা কি ব্যভিচার করিতে পারে?

নবী (সা) বলিলেন ঃ আযাদ মহিলাগণ উহা করিতে পারে না।

চতুর্থ শর্ত ঃ জীবিত সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না।

হিন্দা (রা) বলিলেন, আপনি তো বদরের দিন হত্যা করিয়াছিলেন। আপনি আর তাহারা ভাল জানেন।

পঞ্চম শর্ত ঃ প্রকাশ্যে ও অগোচরে কাহাকেও মিথ্যা অপবাদ লাগাইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ সৎকর্মে আমার আদেশ অমান্য করিবে না।

সপ্তম শর্ত ঃ মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করিতে পারিবে না।

বর্বরতার যুগে মহিলাগণ কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিত, মুখাবয়বে নখ দিয়া আঁচড়াইত, মাথার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিত এবং ধ্বংস ও ক্ষতির জন্য বিলাপ করিত। হাদীসটি গরীব। কেননা আবূ সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন নবী (সা) তাহাদিগকে ক্ষমার ঘোষণা বর্ণনা করিলেন এবং তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন। মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিবসে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। নবী (সা) পুরুষদিগকে সাফা পাহাড়ের উপর বায়'আত গ্রহণ করিতেছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা পূর্বের ন্যায়। তবে জীবিত বাচ্চাদের হত্যা করা নিষেধ এ কথা বলার সাথে সাথে হিন্দা (রা) বলিলেন, আমরা তাহাদিগকে শৈশবে লালন-পালন করিয়াছি, আর আপনারা তাহাদিগকে বয়স্ক অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন। একথা শুনা মাত্রই হযরত উমর (রা) হাসিতে হাসিতে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। "যখন হিন্দা (রা) বায়'আতের উদ্দেশ্যে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হইলেন। নবী (সা) তাহার হাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তোমার হাতে রং লাগাইয়া আস। এরপর হিন্দা (রা) তাহার হাতে মেহেদী লাগাইয়া আসিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বায়'আত করিতেছি যে, হিন্দার হাতে স্বর্ণের দু'টি চুড়ি ছিল। তিনি নবী (সা)-কে বলিলেন, এই চুড়ি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলিলেন ঃ "জাহান্নামের আগুনের দু'টি টুকরা।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন। শা'বী (র) বলেন ঃ বায়'আতের সময় নবী (সা)-এর হাতে একটি কাপড় ছিল। এরপর তিনি বলিলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। একটি মহিলা বলিল, সন্তানদের বাপ-দাদাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে আর আপনি সন্তানদের ব্যাপারে আমাদের নসিহত করিতেছেন। মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বায়'আতের শর্তাবলী তিনি পেশ করিতেন। তাহারা সেইগুলি মানিয়া লইত এবং প্রত্যাবর্তন করিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে নবী! আপনার নিকট মু'মিন মহিলাগণ আগমন করিলে তাহাদিগকে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী বায়'আত গ্রহণ করিবেন। এরপর নবী (সা) এই মর্মে বায়'আত লইতেন যে, "আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, অন্য লোকের সম্পদ চুরি করিবে না। হ্যাঁ যদি তাহার স্বামী সামর্থ্যানুযায়ী খরচ না করে, তবে সে তাহার স্বামীর সম্পদ হইতে প্রয়োজন মোতাবেক লইতে পারে। যদিও উহা তাহার অজান্তে হইয়া থাকে। কেননা হিন্দার স্বামী আবূ সুফিয়ান কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করিত না। হিন্দা নবী (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন ঃ তাহার সম্পদ হইতে এই পরিমাণ সম্পদ লইতে পারিবে যাহা তোমার এবং তোমার সন্তানদের খরচের জন্য যথেষ্ট হইয়া যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَزْنِيْنَ অর্থাৎ ব্যাভিচার করিবে না। তিনি অন্যত্র আরও বলিয়াছেন ঃ

وَلَاتَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না। কেননা উহা অশ্লীল ও অসৎ পথ।

হযরত সামুরা (রা) হইতে বর্ণিভ হাদীসে যিনার পরিণতি সম্পর্কে জাহান্নামের কঠিন আযাবের হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ফাতিমা বিনতে উতবা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বায়'আত হইতে আগমন করিলে, তিনি তাহাকে اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَايَسْرِقْنَ وَلَايَزْنِيْنَ এই আয়াত শুনাইলেন। ইহা শুনিয়া তিনি লজ্জায় মস্তকে হাত উত্তোলন করিলেন। তিনি তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। আয়িশা (রা) বলিলেন, সকলে এই শর্তের উপর বায়'আত হইয়াছে। উক্ত মহিলা ইহার স্বীকৃতি প্রদান করিলে হযরত (সা) তাহাকে বায়'আত গ্রহণ করাইলেন। শা'বী (র) হইতে বায়'আতের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যাহা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَايَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ সন্তান হত্যা করিবার অর্থটি অতি ব্যাপক। ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে হত্যা করা, যেমন বর্বরতার যুগে করিত। তাহারা অভাব-অনটনের ভয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করিত। অথবা গর্ভস্থ্ সন্তান নষ্ট করিয়া দেওয়াও এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَايَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ ইব্ন আব্বাস (রা) মিথ্যা অপবাদ না লাগানোর অর্থ এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্য স্বামীর সন্তানকে নিজ স্বামীর সহিত মিলিত না করা। মুকাতিল (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আবূ দাঊদ শরীফে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই উক্তির সপক্ষে রিওয়ায়েত রহিয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যখন মুলা'আনার (একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত করা) আয়াত অবতীর্ণ হয়। যে মহিলা কাহাকে এমন সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত করে যে, বাস্তবে সে সম্প্রদায়ের নয়। সে আল্লাহ্র গণনায় পরিগণিত হইবে না এবং আল্লাহ্ তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইবেন না। আর যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করিবে অথচ সে সন্তান তাহার, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সামনে যবনিকা ফেলিয়া দিবেন এবং আগে ও পরে আগত সকল মানুষের সামনে তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ অর্থাৎ সৎকর্মে আপনার আদেশ মানিবে এবং নিষেধ কর্ম হইতে বিরত থাকিবে।

ইমাম বুখারী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত শর্ত মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করিয়াছেন।

মায়মুন ইব্‌ন মিহরান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবীকে সৎকর্মে অনুসরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর সৎকর্মই হইল ইবাদত। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন ঃ সৃষ্টির সেরা মানবের অনুসরণ ও আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্ম করিবার জন্য আদেশ দিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস, আনাস ইব্‌ন মালিক, সালিম ইব্‌ন আবুল জা'দ, আবূ সালিহ্ (রা) প্রমুখ বলেন ঃ বায়'আত দিবসে নবী করীম (সা) মহিলাদের বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে উম্মে আতিয়্যা (রা)-এর হাদীস পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে বিলাপ করিতে ও মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা-বার্তাও বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের অনুপস্থিতিতে বাড়ী মেহমান আসিলে তাহাদের সহিত কি মহিলাগণ কথা বলিবে না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে। আমার উদ্দেশ্য ইহা নহে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন ঃ বায়'আত দিবসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মহিলাদিগকে মহরম ব্যতীত অপর পুরুষের সহিত কথা বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। কেননা অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সহিত কথোপকথনের সময় এমন পর্যায় পৌঁছাইয়া যায় যে, কাম রসের সূত্রপাত ঘটিয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র) .... উম্মে আতিয়্যা আনসারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ বায়'আতের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বিলাপ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন। এরপর কোন এক গোত্রের মহিলা বলিলেন, বিপদকালে

একটি কাওম আমার সহিত বিলাপে সহমর্মিতা করিয়াছিল। অতএব আমিও সেই গোত্রের বিলাপের শরীক হইয়া ইহার প্রতিদান দিতে চাই। এই বলিয়া মহিলাটি চলিয়া গেলেন এবং উক্ত গোত্রের বিলাপ ধ্বনিতে অংশগ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসিয়া বায়‘আত গ্রহণ করিল। বর্ণনাকারী বলেনঃ এই মহিলা ও উম্মে সুলায়ম (আনসারীর মা) ব্যতীত আর কেহ এই শর্ত পালন করে নাই।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটি উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে হাফসা বিনতে সিরীনের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি ইহা ব্যতীত ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করিয়াছেন

ইব্‌ন জারীর ও ইমাম বুখারী (র) ...... মুস‘আব ইব্‌ন নূহ আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। মুস‘আব (রা) বলেন ঃ আমরা বায়‘আত গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে সাক্ষাত পাইলে মহিলা বলিলেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এরপর এক বৃদ্ধা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বহুলোক আমাকে বিলাপে সাহায্য করিয়াছে। এখন তাহারা বিপদে আক্রান্ত, আমিও তাহাদিগকে উহার প্রতিদান হিসাবে তাহাদের বিলাপে অংশগ্রহণ করিতে চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তুমি যাইয়া উহার প্রতিদান পুরা কর। এরপর মহিলা চলিয়া গেলেন এবং উহার প্রতিদান পুরা করিয়া বায়‘আত গ্রহণ করিলেন। আর ইহাই হইল مَعْرُوْفٍ যাহা وَلاَ يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ আয়াতাংশে বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... উসায়দ ইব্‌ন আবূ উসায়েদ বযার (রা) হইতে বর্ণনা করেন। বায়‘আত গ্রহণকারিণী মহিলাদের একজনের ভাষ্য সৎকর্মে হযরতের নাফরমানী করিবার উদ্দেশ্য হইল, “আমরা যেন মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত না করি, মাথার কেশ না টানি, জামা-কাপড় ছেদন না করি, ও হায়! হায়! না বলি।”

ইব্‌ন জারীর (র) উম্মে আতিয়্যা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উম্মে আতিয়্যা (রা) বলেন ঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করিলেন, তখন সকল আনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে জমায়েত করিলেন এবং আমাদের নিকট উমর (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। উমর (রা) ফটকে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সালাম করিলেন, আমরা সালামের-জবাব দিলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দূত হিসাবে আগমন করিয়াছি। তখন সকল মহিলা বলিল, মারহাবা! হে রাসূলের দূত। তিনি এই মর্মে তাহাদিগকে বায়‘আত করিলেন যে, আল্লাহ্‌র সহিত শির্ক, চুরি ও ব্যভিচার করিবে না। সকলে বলিল, হ্যাঁ আমরা ইহা যথাযথ পালন করিব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উমর (রা) ফটকের বা ঘরের বাহির হইতে হস্ত প্রসারিত এবং মহিলাগণও ঘরের ভেতর হইতে হস্ত প্রসারিত করিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাকিও।

বর্ণনাকারী আরও বলেন, তিনি আমাদিগকে ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন যে, দুই ঈদে হায়িযা মহিলাগণ ও যুবতী কুমারীগণ বাহির হইতে পারিবে, আমাদের উপর জুমু'আ ফরয নয়। এবং আমাদিগকে জানাযার অনুসরণ করিতে নিষেধ করিলেন। ইসমাঈল (র) বলেন ঃ আমি আমার নানীকে لَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, বিলাপ না করা।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইমাম বুখারী (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে বিপদে মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করিবে, জামা-কাপড় ছেদন করিবে ও জাহিলী যুগের রীতি অনুযায়ী হায়! হায়!! করিবে— সে আমাদের দলের বহির্ভূত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) .... আবূ মূসা (রা) হইতে রিওয়ায়েত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তির জিম্মাদারী হইতে মুক্ত, যে ব্যক্তি বিপদে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া প্রকট ধ্বনিতে হায়! হায়!! করিবে, কেশ টানিয়া ছেদন করিবে বা মুণ্ডাইবে ও আঁচল টানিয়া ছেদন করিবে।

আবূ ইয়ালা ..... আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন। আমার উম্মতের মধ্যে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এমন চারটি কাজ রহিয়াছে উহা তাহারা ছাড়িতে পারিবে না।

১. বংশের গৌরব, ২. একে অপরের বংশের বিদ্রূপ বা ভর্ৎসনা করা, ৩. নক্ষত্র হইতে পানি চাওয়া, ৪. মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা। তিনি বলেন ঃ বিলাপকারিণী যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তাহা হইলে তাহাকে কিয়ামতের দিবসে আলকাতরা জাতীয় জামা-কাপড় ও খুজলীযুক্ত জামা পরিধান অবস্থায় উঠান হইবে।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁহার গ্রন্থে হাদীসটিকে তিনি শুধু আবান ইব্‌ন ইয়াযীদ আত্তার (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিলাপকারিণী ও বিলাপ শ্রবণকারিণী উভয়ের উপর লা'নত করিয়াছেন। এই হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ-এর মর্ম বর্ণনা করেন, বিলাপ না করা। উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) তাফসীর অধ্যায়ে আবূ নুআইম (র) হইতে আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দের সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আর ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ইয়াযীদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ শাইবা ও ওয়াকীর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসকে হাসান, গরীব বলিয়াছেন।

(١٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝

১৩. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ যে সম্প্রদায়ের প্রতি রুষ্ট তোমরা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিও না, উহারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন– হতাশ হইয়াছে কাফিররা সমাধিস্থদের বিষয়ে।

তাফসীর ঃ সূরার শুরুভাগে যেরূপ কাফিরদের সহিত বন্ধুত্ব নিষেধের ব্যাপারে আলোচনা হইয়াছিল শেষাংশেও সেই সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ইয়াহুদী নাসারা তথা সকল কাফিরগণ যাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত ও রুষ্ট এবং যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও স্নেহ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সহিত তোমরা কেমনে বন্ধুত্ব বা বন্ধুত্বের আলোচনা করিবে? অথচ তাহারা আখিরাতের প্রতিদান ও নিয়ামত হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ বলেন ঃ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ। এই আয়াতাংশের দু'টি উদ্দেশ্য ঃ ১. কাফিরগণ তাহাদের সমাধিস্থ নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের পুনরায় তাহাদের সহিত একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ হইয়াছে এই কারণে যে, মৃত কাফিরগণ তাহাদের মত পুনরুত্থানের বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তাহারা যখন পুনরুত্থিত হইল না। তখন জীবিত কাফিরগণও মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবে না।

আওফী (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ তাহাদের মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ফেরত পাঠাইবেন এই ব্যাপারে নৈরাশ হইয়া গিয়াছে। হাসান বসরী (র) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ জীবিত কাফিরগণ মৃতদের ব্যাপারে হতাশ হইয়া গিয়াছে। কাতাদা (র) বলেন ঃ যেইরূপ মৃত কাফিরগণের ফিরিয়া আসার ব্যাপারে তাহারা নৈরাশ হইয়াছে এবং যাহ্হাক (র) অনুরূপ বলিয়াছেন। আর সকলে ইব্‌ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

২. আয়াতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল ঃ যেরূপ সমাধিস্থ কাফিরগণ সকল প্রকারের মঙ্গল বা কল্যাণ হইতে নৈরাশ হইয়াছে। আ'মাশ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ যেরূপ মৃত্যুবরণকারী কাফিরগণ যাহাদের প্রতিদান নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের অবস্থা অবগত হইয়াছে। ইহা হইল মুজাহিদ, ইকরিমা, মুকাতিল, ইব্‌ন যায়িদ, কালবী ও মনসূর (র)-এর উক্তি। আর এই উক্তিকে ইব্‌ন জারীর (র)-ও সমর্থন করিয়াছেন।

সূরা সাফ্ফ

১৪ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

শানে নুযূল

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা কয়েকজন সাহাবী পরস্পর আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া হুযূর (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিবে, আল্লাহ্‌র নিকট সবচাইতে প্রিয় কাজ কোন্‌টি? আমাদের কেহ তখনও সেইজন্য দাঁড়ায় নাই। এমন সময় আমাদের নিকট হুযূর (সা)-এর এক বার্তাবহ আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মাধ্যমে তিনি এক এক করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিয়া নিলেন। আমরা যখন সকলে উপস্থিত হইলাম তখন তিনি সূরা আস্ সাফ্ফ সম্পূর্ণটি আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা)-হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমরা কতিপয় সাহাবী একত্রে বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম যে, আমাদের কেহ গিয়া রাসূল (সা)-এর নিকট জানিয়া আসিবে, আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি ? ইত্যবসরে রাসূল (সা) আমাদিগকে ডাকার জন্য লোক পাঠাইলেন এবং একজন একজন করিয়া সকলকেই ডাকাইয়া নিলেন। আমরা যখন সেখানে সমবেত হইলাম, তখনই এই সূরাটি নাযিল হইল। তখন তিনি পূর্ণ সূরাটি আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইলেন।"

আবূ সালামা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর বলেন, আবূ সালমা (রা) আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আওফী (র) বলেন, ইয়াহিয়া ইব্‌ন আবূ কাছীর আমাকে পূর্ণ সূরাটি পড়িয়া শুনাইয়াছেন। আব্বাস ইবনুল ওয়ারিদ (র) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, সূরাটি আমাকে আওফীই পূর্ণ পড়িয়া শুনান।

ইমাম তিরমিযী (র) .... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাতিপয় সাহাবী বসিয়া নিজেরা আলাপ করিতেছিলাম যে, যদি আমরা জানিতে পাইতাম আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোন্‌টি তাহা হইলে অবশ্যই আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখনই আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করিলেন ঃ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ - يٰاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আবূ সালাম বলেন, ইব্‌ন সালাম আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। ইয়াহিয়া বলেন, আমাদিগকে আবূ সালামা উহা পড়িয়া শুনান। ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আউফীই আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। আব্দুল্লাহ্ বলেন, ইব্‌ন কাছীর আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনান। তিরমিযী (র) বলেন, আওফীর নিকট হইতে সত্য সনদে ইব্‌ন কাছীর বর্ণনার ব্যাপারে ভিন্নমত রহিয়াছে। ইব্‌ন মুবারক আওযাঈ হইতে, তিনি ইয়াহইয়া ইব্‌ন কাছীর হইতে, তিনি হিলাল ইব্‌ন আবী মায়মুনা হইতে, তিনি আতা ইব্‌ন ইয়াসার হইতে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম হইতে সরাসরি কিংবা আবূ সালামার সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আমি বলিতেছি, ইমাম আহমদ ও মা'মার হইতে ইব্‌ন মুবারক সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ওয়ালিদ ইব্‌ন মুসলিম ও আওযাঈ হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাঁহার বর্ণনাটি মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনার মত। আমি বলি, ওয়ালিদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ও আওযাঈ হইতে ইব্‌ন কাছীরের মতই বর্ণনা করেন।

আমি বলি, আমার উস্তাদ শায়খে মুসনাদ আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আবূ তালিব আল হাজ্জার এই হাদীস আমাকে শুনাইতে গিয়া বলেন যে, তাঁহার উস্তাদ তাঁহাকে হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আওযাঈ হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন কাছীরের সূত্রে পর্যায়ক্রমে ইমাম হাফিজ আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান আদ্ দারেমী, ঈসা ইব্‌ন উমর ইব্‌ন ইমরান আস্ সমরকন্দী, আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন হামুভী আস্ সারাখসী, আবুল হাসান ইব্‌ন আবদুর রহমান ইবনুল মুজাফফর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন দাঊদ আদ্ দাউদী, আবুল ওয়াজ আবদুল আউয়াল ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন শুয়ায়েব আস সিজয়ী ও আবূল মানজা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আমার উস্তাদকে হাদীসটি শুনান এবং প্রত্যেক বর্ণনাকারীই পরবর্তী বর্ণনাকারীকে সূরাটি পড়িয়া শুনান। আমার উস্তাদ যেহেতু উম্মী ছিলেন, তাই তিনি আমাকে পড়িয়া শুনাইতে পারেন নাই। তবে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ আমার অপর উস্তাদ হাফিজ জারীর আর আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন উছমান (র) স্বীয় সনদে আমাকে হাদীসটি শুনাইবার সময় সূরাটি পড়িয়া শুনান।

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٤) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. হে মু'মিনগণ! তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল ?

৩. তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।

৪. যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন।

তাফসীর ঃ سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ। ইতিপূর্বে আয়াতটির কয়েকবার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাই উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতটিতে যাহারা ওয়াদা করিয়া উহা পালন করে না কিংবা কথা বলিয়া কথা রাখে না, তাহাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই আয়াতের ভিত্তিতে পূর্বসূরী একদল আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সাধারণভাবে যে কোন ওয়াদাই পালন করা ওয়াজিব; তাহার জন্য যাহার সাহিত ওয়াদা করা হইয়াছে সে তাগাদা দিক বা না দিক। এই দলটি হাদীস হইতে দলীল পেশ করিয়াছেন। যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে রাসূল (সা) বলেনঃ মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন। যখন সে ওয়াদা করে, ওয়াদা খেলাপ করে; যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন তার কাছে আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে।

সহীহ্ বুখারীর অপর এক হাদীসে বলা হয় ঃ চারটি স্বভাব যাহার ভিতর পাওয়া যাইবে সে খালেস মুনাফিক। উহার একটি স্বভাবও যাহার ভিতরে থাকিবে তাহার ভিতর নিফাক বিদ্যমান থাকিবে, যতক্ষণ না সে উহা বর্জন করে। উহার অন্যতম হইল, ওয়াদা ভংগ করা। এই দুই হাদীস সম্পর্কে আমরা শরহে বুখারীর শুরুতে সবিস্তারে আলোচনা

করিয়াছি। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত স্বভাবের উপর চরম অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ। মুসনাদে আহমদ ও আবূ দাউদে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন রবীআ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আমাদের নিকট নবী করীম (সা) আসিলেন। আমি তখন ছোট বালক ছিলাম। খেলার জন্য যাইতেছিলাম। আম্মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এইদিকে আস, তোমাকে কিছু দিব। নবী করীম (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আসলে কি কিছু দিবে ? আম্মা বলিলেন, হ্যাঁ, কিছু খেজুর দিব। নবী করীম (সা) বলিলেন, তবে তো ভাল। অন্যথায় জানিয়া রাখ, কিছু না দেওয়ার নিয়ত যদি থাকিত তাহা হইলে তোমার নামে একটি মিথ্যা লিখা হইত।

ইমাম আহমদ (র) বলেন, ওয়াদা যাহার সহিত করা হইয়াছে সে যদি ওয়াদাকারীকে ওয়াদা পালনের জন্যে তাগাদা দেয় তাহা হইলে ওয়াদা পূরণ করা ওয়াজিব। যেমন কেহ যদি কাহাকেও বলে যে, তুমি বিবাহ করিলে আমাকে তুমি রোজ এত টাকা দিবে। সে যদি তাহাকে বিবাহ করে তাহা হইলে বিবাহ বহাল থাকা পর্যন্ত প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়া তাহার জন্য ওয়াজিব। কারণ, ইহা বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়রূপে গণ্য। তাহাকে ইহার জন্য কঠোরভাবে জবাবদিহি করিতে হইবে।

জমহুরের অভিমত হইল, প্রতিশ্রুতিমাত্রই (ওয়াদা) রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কোন কোন প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রমধর্মী হইতে পারে। তাহারা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াত তাহাদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে যাহারা জিহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াও যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হইল তখন জিহাদবিমুখ হইল। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا
الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ـ وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ـ لَوْلَا
اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ـ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى
وَلَاتُظْلَمُوْنَ فَتِيْلاً ـ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ
مُشَيَّدَةٍ ـ

অর্থাৎ তুমি কি তাহাদিগকে দেখ নাই যাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা (আপাতত) হাত গুটাইয়া থাক এবং নামায ও যাকাতের পাবন্দী কর। অতঃপর যখন তাহাদের উপর জিহাদ ফরয করা হইল তখন তাহাদের একদল তো মানুষকে আল্লাহ্‌র মতই ভয় করিতেছিল, কিংবা তাহা হইতেও অধিক। আর তাহারা বলিল, হে আমাদের

প্রতিপালক! কেন তুমি (এখনই) আমাদের উপর জিহাদ ফরয করিলে ? যদি কিছুদিন বিলম্ব করিতে! তুমি তাহাদিগকে বল, পার্থিব মালমাত্তা তো খুবই নগন্য। আর খোদাভীরুদের জন্য আখিরাতই উত্তম এবং তোমাদের উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হইবে না তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদিও সুদৃঢ় বন্ধ কুঠুরীতে তোমরা আবদ্ধ থাক।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَانُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۔ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۔

অর্থাৎ ঈমানদারগণ বলে, কেন (জিহাদের) সূরা নাযিল হয় না ? যখন জিহাদের সুস্পষ্ট সূরা নাযিল হইল তখন তুমি রুগ্ন আত্মার লোকগুলিকে দেখিতে পাইবে যেন তাহারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল দৃষ্টি নিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া আছে।

আলোচ্য আয়াতের মর্ম উহাই। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্ন আবূ তালহা (রা) বর্ণনা করেন ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, জিহাদ ফরয হওয়ার আগে কতিপয় মু'মিন ব্যক্তি বলাবলি করিয়াছিল, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তঁহার সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদিগকে জানাইতেন তাহা হইলে আমরা উহা কার্যকর করিতাম। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলের মাধ্যমে জানাইলেন যে, তাঁহার সবচাইতে প্রিয় আমল নিশ্চিত ঈমান ও বেঈমানের বিরুদ্ধে জিহাদ। তখন ইহা আবার কিছু মু'মিনের জন্য অত্যন্ত কঠিন মনে হইল। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাযিল করিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, যাহা তোমরা করিবে না তাহা কেন বল ? ইমাম ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ মু'মিনগণ বলাবলি করিল, যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় কাজ জ্ঞাত করাইতেন তাহা হইলে আমরা সবাই উহা করিতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا। অর্থাৎ যাহা করিবে না তাহা বল কেন ? অথচ ইহা জান যে, তোমাদের ভিতর সে আমার অধিক প্রিয় যে আমর রাস্তায় জিহাদ করে। একদল বলেন, এই আয়াত জিহাদ সংশ্লিষ্ট সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে যাহারা যুদ্ধ না করিয়াও বলিয়া থাকে আমি যুদ্ধ করিয়াছি, আহত না হইয়াও বলে আহত হইয়াছি, আর ধৈর্যের সঙ্গে দৃঢ়পদ না থাকিয়াও বলিয়াছে দৃঢ়পদ ছিলাম।

কাতাদা ও যাহ্‌হাক (র) বলেন–এই আয়াত তাহাদিগকে সতর্ক করার জন্য নাযিল হইয়াছে যাহারা রণাঙ্গনে না গিয়াই বলিতেছে আমরা যুদ্ধ করিয়াছি, আহত হইয়াছি, বন্দী হইয়াছিলাম ইত্যাদি।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ সূরাটি মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহারা মুসলমানদিগকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিত। অথচ সময়মত তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে মালিক (র) বর্ণনা করেন ঃ لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ জিহাদ।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন ঃ

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ – এই আয়াতসমূহ একদল আনসারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম হইলেন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহা (রা)। তাঁহারা এক মজলিসে বসিয়া আলোচনা করিতেছিলেন যে, কোন্ আমলটি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় তাহা যদি তাহারা জানিতে পারিত তাহা হইলে আমরা আমরণ উহা আমল করিতাম। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের উপলক্ষে আয়াত কয়টি নাযিল করিলেন। তখন তিনি শপথ করিলেন, আমি আমার জীবন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করিলাম। তিনি তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির উপর মজবুত ছিলেন। এমনকি তিনি এই পথে শাহাদতবরণ করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল আসওয়াদ দুয়েলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, দুয়েলী (র) বলেন ঃ আবূ মূসা আশআরী (রা) একবার বসরার ক্বারীগণকে ডাকিলেন। তিনশত ক্বারী তাঁহার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ কুরআনের ক্বারী ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বসরার ক্বারী এবং বসরাবাসীগণের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিবর্গ। শুন, আমি 'সাব্বাহা লিল্লাহে' শিরোনামের একটি সূরা পড়িতাম। এখন আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে এইটুকু মাত্র আমার মনে আছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! কেন তাহা বল যাহা তোমরা কর না। অতঃপর তিনি বলেন, উহা লিখিয়া তোমাদের গর্দানে লটকাইয়া দেওয়া হইবে এবং কিয়ামতের দিন এই ব্যাপারে তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাই আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা তাঁহার রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে এবং শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। তার ফলে যেন আল্লাহ্‌র চর্চা প্রসারতা পায়। ইসলাম সুরক্ষিত হয় এবং দীন বিজয়ী হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ্ তা'আলা হাসিবেন ঃ (১) যে ব্যক্তি রাত জাগিয়া ইবাদত করে, (২) যাহারা কাতারবন্দী হইয়া নামায পড়ে, (৩) যাহারা সারিবদ্ধ হইয়া জিহাদ করে।

আবুল ওদাক জাবির ইব্‌ন নওফ (র) হইতে মুজালিদের সূত্রে ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ও উহা বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুতারাবা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিল। তাই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমি বলিলাম, হে আবূ যর! আমার নিকট আপনার বর্ণিত একটি হাদীস পৌছিয়াছে। সেই হইতে আমি আপনার সহিত দেখা করার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কোথায় কোন্ হাদীস শুনিয়াছ তাহা শুনাও। আমি বলিলাম উহা এই ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা তিন ব্যক্তিকে দুশমন ভাবেন ও তিনি ব্যক্তিকে বন্ধু ভাবেন।" তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি আমার প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (সা)-এর নামে মিথ্যা বলিতে পারি না। তিনি সত্য সত্যই এই কথা আমার নিকট বলিয়াছেন। আমি তখন প্রশ্ন করিলাম। যেই তিনজনকে আল্লাহ্ বন্ধু ভাবেন, সেই তিনজন কাহারা ? তিনি বলিলেন, একজন তো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য তাঁহার রাস্তায় জিহাদে নামে ও শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া লড়াই করে। ইহার সমর্থনে স্বয়ং আল্লাহ্র কালামে দেখিতে পার। এই বলিয়া তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তাঁহার সংকলনে হাদীসটি এইভাবে এতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী সংকলনে শু'বা (র) ..... আবূ যর (রা) হইতে পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। আমি অন্যত্র উহা পুরাপুরি উদ্ধৃত করিয়াছি। সব প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য।

কা'ব আল আহবার (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে উদ্দেশ্যে বলেন, আমার উপর নির্ভরশীল প্রিয় বান্দা খারাপ চরিত্র, খারাপ ভাষণ ও বাজারে শোরগোল করা তাহার ভিতর নাই। সে অন্যায়ের প্রতিদানে অন্যায় করে না, বরং উপেক্ষা ও ক্ষমা প্রদর্শন করে। তাহার জন্মস্থান মক্কা ও হিজরতগাহ হইল তাবাহ (মদীনা)। তাহার দেশ সিরিয়া। তাহার উম্মতগণ আল্লাহ্র অধিক প্রশংসাকারী। সর্বাবস্থায় সর্বত্র তাহারা আল্লাহ্র প্রশংসা করেন। সকালে তাহাদের প্রশংসার গুঞ্জন সর্বদা শুনা যায়। উহা যেন মৌমাছির গুঞ্জন। তাহারা নখ ও গোঁফ কাটে। সাফ সাফ পোশাক পরিধান করে। রণাঙ্গনে তাহাদের যুদ্ধের সারি ঠিক তাহাদের নামাযের কাতারের মতই হয়। এখানে কা'ব (রা) এই আয়াতটি পড়েন ঃ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ

سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ۔ অবশেষে তিনি বলেন ঃ 'তাহারা সূর্যের দিকে খেয়াল রাখিয়া সময় আসিলেই নামায পড়ে তাহা বাহনের উপরই হউক না কেন।'

ইব্ন আবূ হাতিম (র) উহাকে বর্ণনা করেন। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) বলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (সা) সবাইকে সারিবদ্ধ না করাইতেন ততক্ষণ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইত না। তাই মুসলমানদের সারিবদ্ধ হইয়া লড়াই করা আল্লাহ্ প্রদত্ত শিক্ষার ফল। একে অপরের সহিত যেন মিলিয়া থাকে ও দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া থাকে। কাতাদা (র) বলেনঃ তোমরা কি দেখিতেছ না যে, সৌধ নির্মাতা পছন্দ করে না যে তাহার সৌধে কোথাও উঁচু নীচু থাকুক কিংবা বাঁকা হউক অথবা ছিদ্র থাকুক। তেমনি আল্লাহ্ পাকও চাহেন না যে, রণাঙ্গনে তাঁহার যোদ্ধাদের ভিতর কোনরূপ অসামঞ্জস্য থাকুক। নামাযের জামাতে কাতারবন্দীর ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মানিয়া চল। যে সেইরূপ চলিবে সে সংরক্ষিত থাকিয়া পরিত্রাণ পাইবে। এই বর্ণনাগুলি সবই ইব্ন আবূ হাতিমের মুসনাদে বিদ্যমান।

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ বাহরিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মুসলমানগণ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করা পছন্দ করিতেন না। তাহারা ইহাই পছন্দ করিতেন যে, ভূপৃষ্ঠে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সামনা-সামনি যুদ্ধ করিবেন। ইহার কারণ হইল আলোচ্য আয়াত।

আবূ বাহরিয়া (রা) বলিতেন ঃ তোমরা কখনও যদি আমাকে যুদ্ধের সারিতে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক খেয়াল করিতে দেখ তাহা হইলে ভর্ৎসনা করিও এবং ভালমন্দ দুই চারি কথা শুনাইও।

(٥) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِىْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ
اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ
الْفٰسِقِيْنَ ○
(٦) وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ
مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى
اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৫. স্মরণ কর, মূসা তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিতেছ ? অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল।' অতঃপর উহারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করিল তখন আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে বাঁকা করিয়া দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. স্মরণ কর, মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল। আর আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি উহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাহাদের নিকট আসিল, তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন, তাঁহার রাসূল ও বান্দা মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ) নিজ সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন ঃ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ তোমরা কেন আমাকে অহেতুক কষ্ট দিতেছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি।

এই আয়াতের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্য হইল রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া এবং নিজ সম্প্রদায় হইতে আসা সকল আঘাত ও দুঃখ-কষ্ট ধৈর্য সহকারে বরণ করা। বস্তুত রাসূল (সা) নিজ সম্প্রদায়ের দেওয়া দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণপূর্বক বলিতেন–আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-এর উপর রহম করুন। তিনি তো ইহা হইতেও অনেক বেশী দুঃখ-কষ্ট নিজ সম্প্রদায় হইতে পাইয়াছেন। তারপরও তিনি ধৈর্যধারণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের মাধ্যমে মু'মিনগণকে উপদেশ দেওয়া হইল যেন তাহারা কোনক্রমে রাসূল (সা)-কে কোনরূপ কষ্ট না দেন। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا - وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا -

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মূসা (আ)-কে কষ্টদাতা তাহার সম্প্রদায়ের মত হইও না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সেই মর্যাদাশীল বান্দাকে সর্ববিধ অপবাদ হইতে পবিত্র করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ যখন তাহারা জানিয়া শুনিয়া সত্যানুসরণে বিমুখ হইল তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অন্তরসমূহকে সত্যবিমুখ

করিলেন এবং উহাতে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্ধকে স্থায়ী করিয়া দিলেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -

অর্থাৎ আমি তাহাদের অন্তর ও চোখ বিপরীতমুখী করিব যেভাবে তাহারা প্রথমবারে ঈমান আনে নাই, তখনও আনিতে পারিবে না। আর আমি তাহাদিগকে নাফরমানীর পথে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا -

অর্থাৎ হিদায়েতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনগণের পথ পরিহার করিয়া বিপথে চলে, আমি তাহাকে সেই দিকেই চালাইব, যেদিকে সে চলিতে চাহে ও পরিশেষে তাহাকে জাহান্নামে পৌঁছাইয়া দিব।

তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাপাচারীকে পথ প্রদর্শন করেন না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ -

অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মরিয়াম বলিল, আমার পূর্বেকার আসমানীগ্রন্থ তাওরাতে আমার সুসংবাদ দান করিয়াছে এবং আমিই তাওরাতের উদ্দিষ্ট নবী। তেমনি আমি আমার পরবর্তী রাসূলের সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি হইবেন উম্মী আরবী মক্কী নবী ও তাঁহার নাম হইবে আহমদ (সা)।

ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং মুহাম্মদ (সা) আম্বিয়াকুলের শেষ নবী। সুতরাং বনী ইসরাঈলদের নবূওতের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনি খাতেমুল আম্বিয়া আহমদ (সা)-এর সুসংবাদ দিলেন। তাঁহার পর নবূওত ও রিসালতের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে ইহা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

আবুল ইয়ামান (র) ...... জুবায়ের ইব্ন মুতইম (রা), তাঁহার পিতা হইতে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার বিভিন্ন নাম রহিয়াছে।

আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল্ মাহী, যাহা দ্বারা আল্লাহ্ কুফর বিলুপ্ত করিবেন। আমি আল্ হাশের, যাহার পদতলে মানুষ সমবেত হইবে এবং আমি আল্ আকিব, অধিক সমাপনকারী যাহার পশ্চাতে আর কোন নবী বা রাসূল আসিবে না। যুহরীর সনদে মুসলিম শরীফেও হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী (র) ..... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে তাঁহার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করেন। আমার যাহা স্মরণ আছে তাহা এই যে, তিনি বলেন– আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল হাশের, আমি আল মুকাফ্‌ফী, আমি নবীউর রহমত, আমি নবীউত তাওবা এবং আমি নবীউল মুলহামা।

আমর ইব্‌ন মুররা (র)-এর সূত্রে মুসলিম শরীফে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ۔

অর্থাৎ যাহারা তাহাদের তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া সেই উম্মী নবীর অনুসরণ করে।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذَالِكُمْ اِصْرِىْ ۔ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যখন নবীগণ হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, যদি কখনও আমি তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করি, অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার কোন রাসূল আগমন করে সে তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সত্যতা ঘোষণা করে তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিবে ও তাহাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি ইহা স্বীকার করিতেছ এবং আমার সহিত অংগীকারাবদ্ধ হইতেছ? সকলেই বলিল, আমরা স্বীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, ব্যস, তোমরা পরস্পর সাক্ষী থাক এবং আমিও অন্যতম সাক্ষী হইলাম।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ দুনিয়ার বুকে এমন কোন নবী পাঠানো হয়, নাই যাহার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি লওয়া হয় নাই যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার অনুগত হইবেন। এমনকি প্রত্যেক নবী হইতে এই প্রতিশ্রুতিও লওয়া হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার উম্মতগণ হইতেও এইরূপ ওয়াদা লইবেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) ...... কতিপয় সাহাবী হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা বলেন ঃ আমরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিক আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদিগকে আপনার ব্যাপারে কিছু শুনান। তিনি বলিলেন, আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। যখন আমার মাতা গর্ভবতী আমাকে তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন কোন এক আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়াছে যাহার প্রভাবে সিরিয়ার, বসরা শহরের সৌধমালা উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। এই সনদ উত্তম। অন্যান্য সূত্রেও ইহার সমর্থন মিলে।

ইমাম আহমদ (র) ..... ইরবায ইব্‌ন সারিয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তখন হইতেই শেষ নবী যখন আদম (আ) মাটির পিণ্ডমাত্র ছিলেন। আমি আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর ফসল। আমি ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ও আমার জননীর স্বপ্ন। নবী জননীগণকে এইরূপ স্বপ্ন দেখানো হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসামা (রা) বলেন ঃ আমি প্রশ্ন করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার শুরু কিভাবে হইল? তিনি বলিলেন, আমার পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ। পরন্তু আমার মাতা স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার ভিতর হইতে এমন আলো বাহির হইয়াছে যাহা সিরিয়ার সৌধমালা আলোকিত করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইলেন। আমরা সংখ্যায় প্রায় আশিজন ছিলাম। আমি জা'ফর, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রওয়াহা, উসমান ইব্‌ন মাযউন, আবূ মূসা (রা) প্রমুখ উক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমাদের খবর জানিতে পাইয়া মক্কার কুরায়েশগণও বাদশাহর নিকট দুইজন দূত প্রেরণ করিল। তাহারা হইল আমর ইব্‌ন আস ও উমারা ইব্‌ন ওলীদ। তাহারা বাদশাহ্‌র জন্য বেশ কিছু উপঢৌকন নিয়া গেল। তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া বাদশাহকে সিজদা করিল ও ডানে বামে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সামনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল। অতঃপর তাহারা এই আবেদন পেশ করিল ঃ আমাদের গোত্রের ও সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক সত্যত্যাগী হইয়া, আমাদের উপর রাগ করিয়া আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। আমাদের সবিনয় নিবেদন—আপনি অনুগ্রহপূর্বক তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ করিবেন।

নাজ্জাশী প্রশ্ন করিলেন– তাহারা কোথায়? কুরায়েশ দূতদ্বয় বলিল, এই শহরেই আছে। বাদশাহ নির্দেশ দিলেন তাহাদিগকে দরবারে হাযির করিতে। সাহাবীগণ দরবারে হাযির হইলেন। জা'ফর ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। অন্য সবাই

তাঁহার অনুসারী হইলেন। তাঁহারা দরবারে আসিয়া সালাম করিলেন, সিজদা দিলেন না। দরবারের লোকজন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তোমরা বাদশাহকে সিজদা করিলে না কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও কাছে মাথা নত করি না। প্রশ্ন করা হইল, কেন? তাঁহারা জবাব দিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিবে না, নামায পড়িবে ও যাকাত দিবে।

আমর ইব্ন আস তখন চুপ থাকিতে পারিল না। তাহার ভয় হইল, সাহাবীদের কথায় হয়ত বাদশাহ প্রভাবিত হইবেন। তাই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিল, বাদশাহ নামদার! ঈসা ইব্ন মরিয়াম সম্পর্কে আপনাদের ধারণার সহিত তাহাদের ধারণার কোন মিল নাই। তখন বাদশাহ প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার জননী মরিয়াম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তাঁহারা জবাব দিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা কালামের মাধ্যমে আমাদিগকে ধারণা প্রদান করিয়াছেন উহাই আমাদের ধারণা। তাহা হইল এই— তিনি কালিমাতুল্লাহ্ ও রুহুল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁহার সেই রূহকে কুমারী মরিয়াম বতুলের গর্ভে প্রেরণ করেন। অথচ তিনি ছিলেন কুমারী এবং কোন পুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ফলে তাঁহার সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

বাদশাহ ইহা শুনিয়া তাঁহার পদপ্রান্তের মাটি হইতে একটি কাঠখণ্ড তুলিয়া বলিলেন, হে আবিসিনিয়াবাসী! হে আবিসিনিয়ার পাদ্রী! আলেম ও দরবেশগণ! তাহাদের ও আমাদের ধারণা ও আকীদা এক। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও তাহাদের আকীদার মাঝে এই পরিমাণ পার্থক্যও নাই। হে হিজরতকারী দল! তোমাদিগকে ধন্যবাদ। আর সেই রাসূলকেও ধন্যবাদ যাঁহার নিকট হইতে তোমরা আসিয়াছ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি সেই রাসূল যাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এবং হযরত ঈসা (আ) যাঁহার সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাই তোমাদিগকে আমি অবাধ অনুমতি প্রদান করিলাম আমার দেশে যেখানে ইচ্ছা তোমরা অবস্থান ও বিচরণ করিবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি রাষ্ট্রীয় ঝামেলা ও প্রতিবন্ধকতা হইতে আমি মুক্ত হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইতাম, তাঁহার জুতা আগাইয়া দিতাম। তাঁহার খেদমত করিতাম ও তাঁহার ওযুর পানি ঢালিয়া দিতাম।

অতঃপর তিনি কুরায়েশ দূতদ্বয়ের উপঢৌকন ফেরত দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং উহা ফেরত দেওয়া হইল। উক্ত মুহাজিরগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) সর্বাগ্রে হুযূর (সা)-এর খেদমতে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শরীক হন। যখন সম্রাট নাজ্জাশীর ইন্তিকালের খবর হুযূর (সা)-এর নিকট পৌঁছিল। তখনি তিনি তাঁহার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।

উপরোক্ত পূর্ণ ঘটনাটি হযরত জাফর (রা) ও উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিধায় উহা আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নহে। তাই উহার

সংক্ষিপ্তসার শুধু উদ্ধৃত করিলাম। সবিস্তারে জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। আমার উদ্দেশ্য শুধু ইহাই প্রমাণ করা যে, অতীতের নবীগণ হুযূর (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং নিজ নিজ উম্মতগণকে তাঁহার গুণাবলী কিতাবের মাধ্যমে জানাইতেছিলেন। সংগে সংগে তাঁহার আনুগত্য ও সহায়তার জন্য পরামর্শক্রমে নির্দেশ দিতেছিলেন। তবে তাঁহার ব্যাপারটি প্রথমে খ্যাত হয় সকল নবীর পিতা ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর মাধ্যমে এবং সেই খ্যাতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। হুযূর (সা) প্রশ্নকারীর জবাবে যে নিজেকে ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ও ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য ইহাই। উহার সহিত তিনি তাঁহার মাতার স্বপ্নকে সংযুক্ত করিয়াছেন। এই জন্য যে, মক্কাবাসীগণের ভিতর তাঁহার সম্মতি লাভ ঘটে উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর অশেষ রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের ক্রমাগত ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ জ্ঞাপন সত্ত্বেও যখন সেই রাসূল সুস্পষ্ট দলীল লইয়া তাহাদের নিকট হাযির হইলেন তখন তাহারা সাফ সাফ বলিয়া দিলেন, ইহা তো সুস্পষ্ট যাদু। ইব্‌ন জুরাইজ ও ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন।

(٧) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ط
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٨) يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ
كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ○

(٩) هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ○

৭. যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হইয়াও আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তাহার অপেক্ষা আর অধিক জালিম কে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালনা করেন না।

৮. উহারা আল্লাহ্‌র নূর ফুৎকারে নিভাইতে চাহে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করিবেন। যদিও কাফিরগণ উহা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই তাঁহার রাসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন সত্য হিদায়াত ও দীনসহ, সকল দীনের উপর উহাকে প্রাধান্য দানের জন্য, যদিও মুশরিকগণ উহা অপছন্দ করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰى اِلَى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ তাহার অপেক্ষা বড় জালিম আর কেহই হইতে পারে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টি করে আর তাঁহার অংশীদার বানাইয়া ক্ষমতা বণ্টন করে, অথচ তাহাকে নিরংকুশ ও নির্ভেজাল একত্ববাদের দিকে ডাকা হইতেছে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জালিম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ। অর্থাৎ তাহারা বাতিল দ্বারা হককে মুছিয়া ফেলিতে চাহে। ইহা যেন সূর্যের আলো ফুঁকদিয়া নিভাইবার প্রয়াস। এই প্রয়াসও যেইরূপ ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস উহাও তেমনি ব্যর্থ ও অবাস্তব প্রয়াস বৈ নহে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ۔ هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى
وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ۔

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্ত হইল তাহার আলো তিনি পূর্ণত্বে পৌছাইবেন তাহাতে কাফির ও মুশরিকরা যতই নাখোশ হউক না কেন। তিনি হিদায়াত ও সত্য দীনসহ তাঁহার রাসূলকে পাঠাইয়াছেন দীনকে বিজয়ী করার জন্যই। এই দুই আয়াতের তাফসীর পূর্বে সবিস্তারে সূরা বারাআতে করা হইয়াছে।

(١٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○
(١١) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ
اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۙ○
(١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۙ○
(١٣) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ؕ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

১০. হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যাহা তোমাদিগকে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

১১. উহা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা জানিতে!

১২. আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে জান্নাতে দাখিল করিবেন যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম নিবাসে (থাকিবে)। ইহাই মহাসাফল্য।

১৩. আর তিনি দান করিবেন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়, মু'মিনদেরকে ইহার সুসংবাদ দাও।

তাফসীর ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) বর্ণিত হাদীসে আগেই বলা হইয়াছে যে, কতিপয় সাহাবী হুযূর (সা)-এর কাছে আল্লাহ্‌র সবচাইতে প্রিয় কাজ জানার জন্য প্রশ্ন করিতে চাহিয়াছিলেন, অতঃপর সেই উপলক্ষেই এই সূরাটি নাযিল করা হয়। আলোচ্য আয়াতটিতেও উক্ত প্রশ্নের জবাব বিদ্যমান। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদিগকে এমন এক ব্যবসার খবর দিব যাহা তোমাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে রক্ষা করিবে?

অতঃপর তিনি সেই স্থায়ী লাভজনক ব্যবসার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন যে, উহা তোমাদের যেমন উদ্দেশ্যে সফলতা দিবে, তেমনি তোমাদের ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটাইবে। তাহা হইল ঃ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর তোমরা সুদৃঢ় আস্থা স্থাপন করিবে এবং জান-মাল দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিবে। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানিতে!" অর্থাৎ তোমাদের বহুবিদ কার্যের পার্থিব ব্যবসা হইতে ইহা অনেক উত্তম। কারণ ঃ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ অর্থাৎ আমার বাতলানো ব্যবসায় যদি তোমরা জান-মালের পুঁজি খাটাও তাহা হইলে তোমাদের সকল অপরাধ ও সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করিব। আমি তোমাদিগকে জান্নাতের সুরম্য সৌধে ও সুউচ্চ বালাখানায় পৌঁছাইয়া দিব।

وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ـ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ

অর্থাৎ তোমাদের স্থায়ী বালাখানা ও বাগ-বাগিচার পাদদেশে স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হইবে। আর উহাই হইবে শ্রেষ্ঠতম সাফল্য।

অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ ইহা ছাড়াও তোমাদিগকে এমন কিছু দিব যাহা তোমাদের অত্যন্ত প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত। আর তাহা হইল ঃ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ যখন আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা জিহাদ করিবে ও তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে, তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিজেদের জিম্মাদারী গ্রহণ করিবেন। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্র দীনের মদদ কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে মদদ করিবেন এবং রণাঙ্গনে তোমাদিগকে দৃঢ়পদ করিবেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ অর্থাৎ অবশ্যই আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করিবেন, যে তাঁহার দীনকে সাহায্য করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অসীম শক্তিশালী ও অবিনশ্বর মর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ অর্থাৎ এই পার্থিব আশু বিজয় ও পারলৌকিক মহাসাফল্যের অজস্র অফুরন্ত স্থায়ী নিয়ামত শুধু তাহাদের জন্য, যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহ্র দীনের সাহায্যার্থে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করিবে।

পরিশেষে তিনি বলেন ঃ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি মু'মিনগণের নিকট আমার ঘোষিত এই সুসংবাদ পৌঁছাইয়া দিন, যেন তাহারা ইহ ও পারলৌকিক বিজয় ও মহাসাফল্য অর্জন করিতে পারে।

(١٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰي عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

১৪. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্র দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন করিয়া মরিয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল তাহার উম্মতগণকে, আল্লাহ্র পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? শিষ্যগণ বলিয়াছিল, আমরাই আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলগণের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। অতঃপর আমি

মুমিনগণকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদের শত্রুগণের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মু'মিন বান্দাগণকে নির্দেশ দিতেছেন কথায় ও কাজে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আল্লাহ্ দীনের সাহায্যকারী হওয়ার জন্য। ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারীরা যেভাবে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল তাহারাও যেন তদ্রূপ আগাইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় মানুষকে ডাকার কাজে কে আমার সহায়ক হইবে? قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ অর্থাৎ ঈসা (আ)-এর অনুরসারীরা বলিলেন ঃ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ অর্থাৎ আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা পালনের ক্ষেত্রে আমরা আপনার সহায়ক হইব। তাহাদের এই তাৎক্ষণিক সাড়ায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগকে সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে গ্রীক ও ইসরাঈলীগণকে হিদায়াতের জন্য পাঠাইলেন।

তেমনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও হজ্জের সময় উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছিলেন– কেউ কি এমন রহিয়াছে, যে আমাকে আল্লাহ্‌র দেওয়া রিসালতের কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য আশ্রয় দিবে। মক্কার কুরায়শরা তো আমাকে বাধা দিতেছে। তখন মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্রের লোকদের আল্লাহ্ পাক এই ডাকের সাড়া দানের তওফীক দিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হতে বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন যে, আপনি যদি মদীনায় আশ্রয় নেন তাহা হইলে জান-মাল দিয়া আমরা আপনাকে সাহায্য করিব এবং সেখানে এমন কোন শক্তি নাই, যে আপনাকে স্পর্শ করিবে কিংবা কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিবে।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুহাজির সংগীগণকে লইয়া তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন, তখন তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তাই আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁহাদিগকে আনসার নামে আখ্যায়িত করিলেন। অতঃপর তাঁহারা এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁহারাও আল্লাহ্ পাকের উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ অর্থাৎ যখন ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করিলেন, তখন তাঁহার শিষ্যদিগকে বিভিন্ন এলাকায় নিজ সম্প্রদায়ের হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার ফলে বনী ইসরাঈলের কিছু লোক তো হিদায়াতপ্রাপ্ত হইল। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ও তাঁহার পূত-পবিত্র জননীকে নানারূপ অপবাদ দিয়া তাঁহার নবূওতকে চ্যালেঞ্জ করিল। আল্লাহ্‌পাক সেই ইয়াহূদীগণকে অভিশপ্ত করিয়াছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা কোথাও শান্তিতে বসবাস করিতে পারিবে না।

যাহারা তাঁহাকে মান্য করিল তাহাদের একদলও বাড়িয়া গিয়া সীমালংঘন করিল। তাহারা ঈসা (আ)-কে শুধু আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাঁহাকে আরও উপরে নিয়া গেল। এই দলও আবার কয়েক দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। অপর একদল বলিল, তিনি তিনজনের একজন। বাপ, ছেলে ও রুহুল কুদ্দুস। একদল তো তাঁহাকে খোদাই বানাইয়া ছাড়িল। সূরা নিসায় এই ব্যাপারগুলি সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ অর্থাৎ যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঈমান আনিল আমি তাহাদিগকে তাহাদের বেঈমান নাসারাদের উপর বিজয়ী থাকার জন্য সাহায্য করিলাম। ফলে তাহারা জয়ী হইল। তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা শেষ নবী (সা) প্রদানের মাধ্যমেই সাহায্য করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-কে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলেন, তখন ঈসা (আ) ওযু গোসল সারিয়া শিষ্যবর্গের নিকট আসিলেন। তখনও তাঁহার মাথার চুল হইতে পানি টপকাইতে ছিল। সেই ঘরে তখন তাঁহার বারজন শিষ্য বসা ছিল। তিনি আসিয়া বলিলেন, তোমাদের ভিতর সেই লোকও বিদ্যমান যে আমার উপর ঈমান আনার পরেও সে আবার আমার সংগে কুফরী করিবে এবং একবার নহে বারোবার করিবে।

অতঃপর তিনি বলিলেন– তোমাদের ভিতরে কে রাজী আছ যাহাকে আমার আকৃতি দেওয়া হইবে এবং আমার বদলে নিহত হইয়া জান্নাতে আমার মর্যাদায় পৌঁছিয়া আমার সাথী হইবে। তখন তাহাদের মধ্যকার সবচাইতে কম বয়সী এক তরুণ দাঁড়াইয়া বলিল, আমি রাজী আছি। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার আহ্বান জানাইলেন। তখনও সেই তরুণ দাঁড়াইল। তিনি তাহাকে বসাইয়া দিয়া আবার একই আহ্বান জানাইলেন। তৃতীয়বারও সেই তরুণই দাঁড়াইল। তখন তিনি বলিলেন, অতি উত্তম। সংগে সংগে সে ঈসা (আ)-এর আকৃতিপ্রাপ্ত হইল। আর তখনই ঈসা (আ)-কে ঘরের ছিদ্র দিয়া ঊর্ধ্বাকাশে উত্তোলন করা হইল।

এবারে ইয়াহুদীদের পালা আসিল। তাহারা সেই তরুণকে ঈসা (আ) ভাবিয়া গ্রেফতার করিল এবং শূলীতে চড়াইয়া হত্যা করিল। অবশিষ্ট যে এগারজন ছিল তাহাদের কেহ কেহ ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক একে একে বারোবার কুফরী করিল। অথচ শুরুতে ঈমানদার ছিল।

ঈসা (আ)-এর অনুসারীগণ অবশেষে তিন দলে বিভক্ত হইল। একদল বলিল, স্বয়ং আল্লাহ্ মসীহ্‌রূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। যতক্ষণ থাকার মর্জী ছিল ছিলেন। অতঃপর আকাশে ফিরিয়া গিয়াছেন। এই ফির্কার নাম ইয়াকুবিয়া।

দ্বিতীয় ফির্কার বিশ্বাস হইল, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র সন্তান ছিলেন। যতদিন আল্লাহ্‌র মর্জী ছিল দুনিয়ায় ছিলেন। যখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহার কাছে ফিরাইয়া নিয়া গেছেন। এই ফির্কার নাম হইল নাস্তুরিয়া।

তৃতীয় ফির্কাটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের আকীদা ছিল ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। তিনি আমাদের ভিতর ততদিন ছিলেন যতদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার থাকা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাকে নিজের কাছে নিয়া গেলেন। এই ফির্কাটি ছিল মুসলমান।

পরবর্তীকালে প্রথমোক্ত দুই দলের শক্তি বাড়িয়া গেল। তাহারা মুসলমান ফির্কাকে হত্যা করিত ও নানারূপ নির্যাতন-নিপীড়ন চালাইয়া দমাইয়া রাখিত। অবশেষে আল্লাহ্ পাক আখেরী নবী মুহাম্মদ (সা)-কে পাঠাইলেন। তখন সেই পরাভূত ও নির্যাতিত মুসলমান ঈসায়ীরা শেষ নবীর কাছে দ্বিতীয়বার ইসলামের দীক্ষা নিয়া মুক্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। পক্ষান্তরে কাফির দুই ফির্কা আখেরী নবীর সংগেও কুফরী করিল। অতঃপর যখন ইসলাম ও কুফরের লড়াই হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানগণকে সাহায্য করিলেন। ফলে কাফিরগণ সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও পরাভূত হইল।

আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসংগে ইমাম ইব্‌ন জারীর (র) তাঁহার তাফসীরে তাবারীতে এই বিশ্লেষণই প্রদান করেন। ইমাম নাসায়ী (র) তাঁহার সুনানে আবূ মু'আবিয়া (র) হইতে মুহাম্মদ ইব্‌ন আ'লা ও আবূ কুরাইবের সনদে আয়াতের অনুরূপ তাফসীর উদ্ধৃত করেন।

তাই এই আখেরী নবীর শেষ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা সর্বদা বিজয়ী থাকিবে ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এমনকি কিয়ামত ঘনাইয়া আসিবে। এই উম্মত শেষ পর্যায়ে ঈসা (আ)-এর নেতৃত্বে মসীহ্ দাজ্জালের সংগে লড়াই করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবে। সহীহ হাদীসসমূহে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত।

সূরা জুমু'আ

১১ আয়াত, ২ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যেক জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করিতেন।

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ
يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ ○

(٣) وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٤) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

১. নভোমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহ্‌র, যিনি অধিপতি, পরম পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই উম্মীগণের মধ্য হইতে তাহাদেরই একজনকে পাঠাইয়াছেন রাসূলরূপে, যে তাহাদের নিকট আবৃত্তি করে তাঁহার আয়াত, তাহাদিগকে পবিত্র

করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে যদিও তাহারা ছিল সুস্পষ্ট ঘোর বিভ্রান্তিতে।

৩. আর তাহাদের অন্যান্যের জন্যও (রাসূল), যাহারা এখনও তাহাদের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৪. ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি ইহা দান করেন। আল্লাহ্ তো অশেষ অনুগ্রহশীল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জানাইতেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবীতে প্রাণী কিংবা জড়বস্তু যাহা কিছুই বিদ্যমান সমস্তই তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। যেমন– তিনি অন্যত্র বলেন ঃ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ এমন কোন বস্তু নাই যাহা তাঁহার মহিমা ঘোষণা করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ اَلْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি তাঁহার নির্দেশেই সকল কিছু হয় এবং তিনি সব ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁহার কর্ম কুশলতা সর্বাংগীনভাবে নিখুঁত ও উৎকৃষ্ট।

الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ। আয়াতাংশের বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الاُمِّيّنَ رَسُوْلاً অর্থাৎ আরবের নিরক্ষর লোকগণের মধ্য হইতে একজন নিরক্ষর লোককে তিনি রাসূল বানাইয়াছেন। যেমন–আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْاُمِّيّنَ ءَاَسْلَمْتُمْ - فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ
اهْتَدَوْا وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ - وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ তুমি আহলে কিতাব ও নিরক্ষর লোকদিগকে বলিয়া দাও, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করিবে? অবশ্য যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হইলে। আর যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, আমার কাজ তো হইল তোমাদের কাছে পৌঁছানো মাত্র এবং আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের ভাল-মন্দের পর্যবেক্ষক।

এখানে আরব উম্মীদের উল্লেখের অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য উম্মীরা উম্মীর অন্তর্ভুক্ত নহে। বরং এখানে বিশেষভাবে তাহাদের উল্লেখের উদ্দেশ্য হইল এই যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার ইহসান অনেক বেশী এবং তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট মর্যাদার অধিকারী করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ অর্থাৎ ইহা তোমার জন্য উপদেশ এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্যও।

এখানেও তাহার সম্প্রদায় কে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। কারণ, কুরআন তো সারা দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ। তেমনি আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاَنْذِرْ

عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ তোমার পরিবারবর্গ ও আপনজনকে সতর্ক কর। এখানেও আদৌ এই উদ্দেশ্য নয় যে, হুযূর (সা) শুধু তাঁহার পরিবার-পরিজনকেই সতর্ক করিবেন। বরং এই সতর্কীকরণ সকলের জন্য। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ বল, হে মানব সম্প্রদায়! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের জন্য মনোনীত আল্লাহ্র রাসূল।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ অর্থাৎ ইহা দ্বারা আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিব এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছিবে তাহাদিগকেও। তেমনি কুরআনের ব্যাপারে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় যদি কুরআনকে অস্বীকার করে তাহা হইলে জাহান্নাম সেই সম্প্রদায়ের জন্য অবধারিত।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ প্রকাশ করে যে, হুযূর (সা) দল, মত, শ্রেণী, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র রাসূল। এই সম্পর্কিত আয়াতের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে সূরা আন'আমে বিভিন্ন আয়াত ও বিশদ হাদীস দ্বারা করা হইয়াছে। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

এখানে যে উম্মী আরবদের মধ্য হইতে আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূল মনোনয়ন করিলেন তাহা এই জন্য যে, তাঁহার বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করিলেন। তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা মক্কাবাসীগণের ভিতর হইতে রাসূল পাঠান তাহাদের হিদায়াতের জন্য। সেই রাসূল তাহাদিগকে আল্লাহ্র কালাম পাঠ করিয়া শুনাইবেন। আল্লাহ্র কিতাব শিক্ষা দিবেন, আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি বা হিকমাত শিখাইবেন ও তজ্জন্য তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার সেই প্রার্থনা কবূল করেন। গোটা সৃষ্টি জগতের যখন নবীর প্রয়োজন তীব্রতর হইল এবং মুষ্টিমেয় ঈসায়ী ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষ পথহারা হইল ও সত্য দীন সর্বতোভাবে বিস্তৃত হইল; এমনকি খোদাদ্রোহী কাজে লিপ্ত হইল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া আরবের পরস্পর পথহারা মানুষগুলিকে আল্লাহ্র কালাম পাঠ করিয়া শুনাইলেন, আল্লাহ্র কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিলেন এবং তাহাদিগকে দৈহিক ও মানসিকভাবে পূতঃ পবিত্র করিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -

মূলত এই আরবরাই দীনে ইবরাহীমের পতাকাবাহী ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা উহা বিস্মৃত। উহাতে নানারূপ পরির্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন বিয়োজন ঘটাইয়াছে। তাহারা তাওহীদকে ও ঈমানকে সংশয়ে বদল করিল। যাহার ফলে ইসলাম পূর্বকালে

পথহারা বিভ্রান্তির অতলান্তে নিমজ্জিত হইয়াছিল। অথচ এখনও তাহারা দীনে ইবরাহীমের দাবীদার ছিল।

তেমনি আহলে কিতাবও তাহাদের কিতাবে অনেক পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। কোথাও অর্থ বদলাইয়াছে। কোথাও বাক্য বদল করিয়াছে। মোটকথা সত্য দীনের চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্ পাক এই সব বিভ্রান্ত মানবগোষ্ঠীকে পথে আনার ও সত্য দীন পূর্ণতা দানের জন্য শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করেন। এই পূর্ণ দীনে গোটা মানব জাতির পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও পারলৌকিক জীবনের মুক্তির পথ নির্দেশনা রহিয়াছে। আল্লাহ্র দীনের যাবতীয় মৌল নীতিমালা উহাতে বিদ্যমান। আল্লাহ্ কিসে খুশী বা অখুশী হন, কোন্ পথে জান্নাত আর কোন্ পথে জাহান্নাম এমনকি পার্থিব জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন্‌টি করণীয় আর কোন্‌টি বর্জনীয় এক কথায় সকল ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও সংশয়-মুক্ত বিধান নিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁহার ভিতরে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। এত গুণ ও যোগ্যতা না অতীতে তিনি কাহাকে দিয়াছেন, না ভবিষ্যতে কাহাকেও দিবেন। আল্লাহ্ পাক তাঁহার উপর সদাসর্বদা দরূদ ও সালাম নাযিল করুন। আমীন!

অতঃপর আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ আল বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তাঁহার উপর সূরা জুমুআ নাযিল হয়। তখন সাহাবাগণ আলোচ্য আয়াত দ্বারা কাহাদের কথা বুঝানো হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করেন। কিন্তু একে একে দুইবার প্রশ্ন শুনিয়াও তিনি তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তৃতীয়বারে তিনি তাঁহার সামনে উপবিষ্ট হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর মাথার উপর হাত রাখিয়া তিনি বলিলেন, ঈমান যদি আজ সুরাইয়া নক্ষত্রেও থাকিত তথাপি তাহাদের এক বা একাধিক লোক উহা লাভ করিত।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে আবুল লাইছ ও হাতিবের সূত্রে বিভিন্ন সনদে মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সূরাটি মাদানী এবং ইহাও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু আরবের উম্মীদের জন্যে নহে বরং আরব-আজম তথা সারা দুনিয়ার মানব জাতির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। কারণ তিনি আয়াতের وَالَّذِيْنَ مِنْهُمْ অংশের ব্যাখ্যায় পারস্যবাসীর কথা বলিয়াছেন। আর এই একই কারণে তিনি পারসিয়ান ও রোম সম্রাটসহ বিভিন্ন জাতির কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়া পত্র পাঠাইয়াছেন, যেন তাহারা আল্লাহ্র দীন অনুসরণ করে। একই কারণে মুজাহিদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ আলোচ্য

আয়াতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেন ঃ তাহারা হইল আজমী ও সারা দুনিয়ার অনারব উম্মতে মুহাম্মদী (সা)।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাহ্ল ইব্ন সাদ আস সায়াদী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এখন থেকে তিন পুরুষ পরে আমার যেসব উম্মত সৃষ্টি হইবে তাহারা বিনা হিসাবে বেহেশ্‌তে যাইবে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী (সা)-এর পরবর্তী স্তরের লোকগণ। وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি মহামর্যাদাবান ও মহাকুশলী। তিনি নিজ প্রবর্তিত বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী ও প্রজ্ঞাবান।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ মহানবী (সা)-কে এইরূপ সঠিক দীন ও নবুওতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা এবং তাঁহার উম্মতকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা আল্লাহ্ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ বৈ নহে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেন। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

(٥) مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ
اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

(٦) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ
النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٧) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

(٨) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى
عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৫. যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা বহন করে নাই, তাহাদের দৃষ্টান্ত কিতাব বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৬. বল, ‘হে ইয়াহূদীগণ! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু, অন্য কোন মানব গোষ্ঠী নহে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’

৭. কিন্তু তাহারা তাহাদের স্বহস্তে যাহা অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে উহার কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না। আল্লাহ্ জালিমদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত।

৮. বল, ‘তোমরা যে মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সেই মৃত্যুর সহিত তোমাদের সাক্ষাত হইবেই। অতঃপর তোমরা উপস্থিত হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ্‌র নিকট এবং তোমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা তাওরাতের দায়িত্ব নিয়াছিল উহা আমল করার জন্য অথচ তাহারা উহার আমল বর্জন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ভারবাহী গাধা। গাধার পিঠে কিতাব রাখিলে যেমন সে কিতাবে কি আছে বা না আছে উহার খবর রাখে না, শুধু কিতাব বহনই উহার কাজ হয়, ইয়াহূদীদের অবস্থাও তাহাই। মূলত তাহারা গাধা হইতেও অধম। কারণ গাধা কিতাবটি যথাযথভাবে বহন করে। উহা বদলায় না, বিকৃত করে না, উল্টাপাল্টা ব্যাখ্যাও করে না। তেমনি উহা মুখস্ত করে না, বুঝে না, আমলও করে না। পক্ষান্তরে ইয়াহূদীরা উহা তিলাওয়াত করে, মুখস্ত করে, বুঝে অথচ আমল করে না। পরন্তু জানিয়া-বুঝিয়া তাহারা উহা বদলায়, বিকৃত করে ও উল্টা ব্যাখ্যা শুনায়। তাই আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ অর্থাৎ তাহারা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারের মত, বরং তাহা হইতেও অধম। তাহারাই চূড়ান্ত পর্যায়ের উদাসীন।

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কতই নিকৃষ্ট! আর আল্লাহ্ কখনও আত্মপীড়নকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বলেন ঃ জুমু‘আর খুতবার সময় যে লোক কথা বলে সে ভারবাহী গাধার মত, শুধুই কিতাব বহন করে। তেমনি যে লোক তাহাকে চুপ থাকিয়া শুনিতে বলে তাহারও জুমু‘আ আদায় করা হয় না।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ـ

অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যদি ইহাই হয় যে, তোমরাই হিদায়াত প্রাপ্ত এবং মুহাম্মদ (সা) ও তাঁহার অনুসারীরা গোমরাহ, তাহা হইলে এই দুই দলের যাহারা গোমরাহ

তাহাদের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা কর। তোমরা যদি তোমাদের ধারণা মতে সত্যানুসারীই হও তাহা হইলে এই কাজ করিতে তোমাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَايَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ তোমরা কুফর, জুলুম ও শিরক কুফরীর যেমন কাজ অহরহ করিয়া চলিয়াছ, তাহাতে কখনও তোমরা বিভ্রান্তদের জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করিবে না।

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ জালিমদের খবর আল্লাহ্ই বেশী রাখেন। সূরা বাকারায় ইয়াহুদীদের নিকট মুসলমানদের এই মুবাহিলার আহ্বান সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ - وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ - وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ - وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ -

অর্থাৎ যদি পরকালের সাফল্য আল্লাহ্ তা'আলা অন্য সকল মানুষকে বাদ দিয়া শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা তোমাদের ধারণা মতে সত্য হও। অথচ তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না তাহাদের স্বহস্তে উপার্জিত কর্মফলের কারণেই। আল্লাহ্ জালিমদের সব খবরই রাখেন। পক্ষান্তরে তুমি তাহাদিগকে ও মুশরিকগণকে সকল মানুষ হইতে বেশী আকাঙ্ক্ষী দেখিতে পাইবে দীর্ঘজীবি হওয়ার। তাহারা এক একজন এক হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে চাহে। তবে তাহাদের সেই দীর্ঘ জীবনও তাহাদিগকে নির্ধারিত আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আর তাহারা যাহা করিতেছে তাহা আল্লাহ্ দেখিতেছেন।

মোটকথা এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। সেখানে ইহার বিশ্লেষণে বলা হইয়াছে যে, কাহারা বিভ্রান্ত তাহা মৃত্যু প্রার্থনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হউক।

নাসারাদের সহিত মুবাহালার ব্যাপারে সূরা আলে ইমরানে আলোচিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَائَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَائَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ -

অর্থাৎ তোমার নিকট সত্য ইলম পৌছার পরও যাহারা তোমার সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাহাদিগকে বল, আইস, আমরা আমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও

নিজদিগকে বাজী রাখিয়া এই মুবাহালা করি যে, যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসুক।

মুশরিকদের সহিত মুবাহালার ব্যাপারটি সূরা মরিয়মে আলোচিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ فِى الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا অর্থাৎ হে নবী! আপনি তাহাদিগকে বলুন, যাহারা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে আল্লাহ্ যেন তাহাদিগকে আরও বাড়াইয়া দেন। যতক্ষণ না তারা প্রত্যক্ষ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল ঘোষণা করিল, যদি আমি মুহাম্মদ (সা)-কে কা'বা ঘরের কাছে দেখিতে পাই তাহা হইলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব। হুযূর (সা)-এর কাছে যখন এই খবর পৌছিল তখন তিনি বলিলেন, যদি সে উহা করে তাহা হইলে সকলের চোখের সামনে ফেরেশতারা তাহাকে গ্রেফতার করিবে। যদি ইয়াহুদীরা আমার সহিত মুবাহালায় মৃত্যু কামনা করিত, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা মারা যাইত এবং নিজেদের স্থান তাহারা জাহান্নামে দেখিতে পাইত। তেমনি নাসারারা যদি নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান বাজী রাখিয়া মুবাহালা করিত তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া আর তাহাদিগকে পাইত না। এমনকি কোন সম্পদও দেখিত না।

হাদীসটি বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ী শরীফেও বিদ্যমান। তাঁহারা আব্দুর রায্‌যাকের সনদে মা'মার এর সূত্রে আব্দুর রায্‌যাক (র) থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমর ইব্‌ন খালিদের সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) আব্দুল করীম (র) হইতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম নাসায়ীও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۔

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি তাহাদিগকে বলুন, যে মৃত্যু হইতে তোমরা পালাইয়া বেড়াইতেছ উহা অবশ্যই তোমাদের সহিত দেখা করিবে। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সকল কিছু যিনি জানেন তাঁহার নিকট। তখন তোমরা কি কাজ করিতেছিলে তাহা তোমাদিগকে জানানো হইবে।

উপরোক্ত বক্তব্য সূরা নিসার এই বক্তব্যের মত ঃ

اَيْنَمَا تَكُوْنُ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদিগকে পাইবেই, যদি তোমরা রুদ্ধদ্বার কুঠরীতেও অবস্থান কর।

মুজামে তাবারানী গ্রন্থে সামুরাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মৃত্যু হইতে যাহারা পালাইতে চাহে তাহাদের অবস্থা হইল সেই শৃগালের মত যে ভূমিতে বিচরণ করিয়া ভূমির ঋণ আদায়ের ভয়ে ভূমির উপর ছুটিয়া পালাইতেছে। যখন সে হয়রান হইয়া ভূমিরই কোন গর্তে ঠাঁই নিতেছে তখন গর্তের ভূমিই তাহাকে ঋণের তাগাদা দিতেছে। অগত্যা আবার সেখান হইতে লেজ গুটাইয়া দৌড়াইতেছে। এইভাবে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল।

(٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○
(١٠) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

৯. হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা বন্ধ কর। ইহাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার।

১০. সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করিবে যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

তাফসীর ঃ জুমুআ শব্দটি 'জমআ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কারণ, মুসলমানগণ আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য বড় বড় মসজিদে জমা হয়। অন্য কারণ এই যে, সেইদিন আসমান ও পৃথিবীসহ সকল মখলুকাতের সৃষ্টিকার্য পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে আল্লাহ্ পাক ছয়দিন লাগাইয়াছেন এবং সপ্তাহের সেইদিন ছিল ষষ্ঠ দিন। সেইদিন হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে। সেইদিন তাঁহাকে জান্নাতে ঠাঁই দেওয়া হইয়াছিল এবং সেইদিনটিতেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বাহির করা হইয়াছিল। সেইদিনই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। সেইদিনের ভিতর এমন একটি মুহূর্ত রহিয়াছে যখন মু'মিনগণ ভাল যাহা প্রার্থনা করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই মঞ্জুর করিবেন। সহীহ্ হাদীসসমূহে এইগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল কাসিম (সা) বলেন, হে সালমান! ইয়াওমুল জুমুআ কি ? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূল ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমার বাপ-মাকে (আদম-হাওয়া) একত্রিত করিয়াছেন অথবা তিনি বলেন, তোমার পিতাকে

সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

প্রাচীন ভাষায় উহাকে 'ইয়াওমুল আরূবা' বলা হইত। পূর্বেকার উম্মতকেও একটি সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু জুমুআর দিনের নির্দেশনা কোন উম্মতই পায় নাই। ইয়াহূদীরা শনিবারকে পছন্দ করিয়াছে। সৃষ্টি সেইদিন শুরুই হয় নাই। আর আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মতের জন্য শুক্রবার মনোনীত করিয়াছেন। কারণ, সেইদিন সৃষ্টিকার্য পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। নাসারাদের পছন্দ হইল রবিবার। সেইদিন সবেমাত্র সৃষ্টি শুরু হইয়াছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমরা পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিয়াছি বটে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের আগে থাকিব। তেমনি আল্লাহ্র কিতাব অন্যরা আগে পাইয়াছে বটে, কিন্তু সাপ্তাহিক দিন নির্বাচনে তাহারা মতান্তরের শিকার হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেক্ষেত্রেও অন্যারা আমাদের পিছনে রহিয়াছে। ইয়াহূদীদের হইল আগামীকাল (শনিবার) ও নাসারাদের হইল পরশু (রবিবার)।

বুখারীর বর্ণনায় এতটুকুই রহিয়াছে। মুসলিমের বর্ণনায় আরও বলা হয়, 'আমাদের পূর্ববর্তী সকলকে আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবারের সন্ধান দেন নাই। তাই ইয়াহূদীগণ শনিবার ও নাসারাগণ রবিবার পছন্দ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আবির্ভাব ঘটান এবং আমাদিগকে শুক্রবারের সন্ধান দেন। ফলে তিন উম্মতের পরপর তিনটি দিন সাপ্তাহিক অবকাশ ও ইবাদতের বিশেষ দিনরূপে নির্ধারিত হইল। মুসলমানদের জন্য শুক্রবার, ইয়াহূদীদের জন্য শনিবার ও নাসারাদের জন্য রবিবার। এভাবেই কিয়ামতের দিনও অন্যান্য উম্মতকে আমাদের অনুবর্তী করা হইবে। পৃথিবীতে সকলের শেষে আসিলেও কিয়ামতের দিন আমাদের বিচার মীমাংসা সর্বাগ্রে হইবে।

এই কারণেই এই সূরায় আল্লাহ্ পাক শুক্রবার মু'মিনকে বিশেষ ইবাদতে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ তোমরা সেইদিন নির্ধারিত সময়ে ইবাদতের ক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান কর ও সুদৃঢ় ইচ্ছা পোষণ কর। 'সাঈ' শব্দ দ্বারা এখানে দৌড়ানোর কথা বলা হয় নাই। বরং গুরুত্ব প্রদানের কথা বলা হইয়াছে। যেমন– আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি পারলৌকিক মুক্তির ইচ্ছা পোষণ করে ও উহার জন্য গুরুত্ব সহকারে প্রয়াস চালায় এবং সে মু'মিন হয়।

উমর ফারুক (রা) ও ইব্‌ন মাসঊদ (রা) فَاسْعَوْا স্থলে فَامْضُوْا (গমন কর) পাঠ করিতেন। মূলত নামাযের জন্য দৌড়াইয়া যাওয়া সহীহ্ হাদীসে নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে সহীহ্ হাদীসদ্বয়ে বর্ণিত আছে ঃ

"যখন তোমরা ইকামাত শুনিবে তখন তোমরা ধীর স্থীরভাবে নামাযের জন্য যাইবে। পূর্ণ নামায পাওয়ার জন্য দৌড়াইয়া যাইও না। নামাযের যতটুকু ছুটিয়া যাইবে, নামায শেষে দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিবে।"

বুখারী শরীফের ভাষ্য এতটুকুই। আবূ কাতাদা (র) বলেন ঃ "আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে নামায পড়িতাম। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, লোকজন নামাযে দৌড়াইয়া আসিয়া শরীক হইতেছে, তখন তিনি বলিলেন, তোমাদের ব্যাপার কি ? তাহারা বলিল, আমরা পূর্ণ নামায ধরার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, উহা করিও না। তোমরা ধীরে সুস্থে নামাযে আস। যতটুকু পাও ততটুকু শরীক হও। বাকীটুকু পরে পূর্ণ কর। এই ভাষ্য হাদীসদ্বয়ের।

আব্দুর রায্‌যাক (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ যখন নামায দাঁড়াইয়া যায়, তখন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া নামাযে আসিও না; বরং ধীরে সুস্থে আসিয়া নামাযে শরীক হও। যতটুকু পাও আদায় কর। বাকীটা পরে পূর্ণ কর।

আব্দুর রায্‌যাকের এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র)-ও বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অপর একটি সূত্রেও উহা বর্ণিত হইয়াছে।

হাসান (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! কেন ক্ষিপ্রতা অবলম্বন করা হইতেছে? অথচ ছুটাছুটি করিয়া নামাযে আসিতে বারণ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, নামাযে ধীরে-সুস্থে ভাব-গম্ভীরতা সহকারে খালেস নিয়তে বিনীতভাবে আসিবে।

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসংগে কাতাদা (র) বলেন ঃ তোমরা অন্তরকে চঞ্চল কর ও প্রস্তুতিতে ক্ষিপ্ততা আন এবং যথাসময়ে নামাযের জন্য বাহির হও। এই মর্মে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ এই আয়াতাংশেও السعى শব্দটি المشى (স্বাভাবিক চলার) অর্থ প্রকাশ করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখও অনুরূপ বলেন। জুমুআর দিন নামাযে যাবার আগে গোসল করা মুস্তাহাব। সহীহ্দ্বয়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাদের কেহ যখন জুমুআর নামায পড়িতে আসে তখন যেন গোসল করিয়া আসে।

সহীহ্দ্বয়ে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক বালিগের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রতি সাপ্তাহিক দিবসে গোসল করা মু'মিনের জন্য নির্ধারিত অন্যতম হক্কুল্লাহ্। সে দিন সে মাথাসহ সর্বাঙ্গ ধৌত করিবে। (মুসলিম)

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে সপ্তাহে প্রত্যেক শুক্রবার গোসল করা অপরিহার্য। নাসায়ী, আহমদ ও ইব্‌ন হাব্বানে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আওস ইব্‌ন আওস মুছকাফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আওস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার ভালভাবে গোসল কলিয়া সকাল সকালই বাহন ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া মসজিদে গিয়া ইমামের কাছে বসে তাহার খুৎবা শুনে ও মনোনিবেশ সহকারে উহা খেয়াল করে, তাহার প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের নফল রোযা ও ইবাদতের সওয়াব মিলে।

এই হাদীসটি বিভিন্ন সনদে শব্দের কিছু তারতম্য সহ বর্ণিত হইয়াছে। চার সুনানের সংকলকরা ইহা সংকলন করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে 'হাসান' বলিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ফরয গোসলের মত ভালভাবে গোসল করিয়া প্রথম পর্বেই মসজিদে হাযির হয়, সে যেন একটি উট কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি গরু কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্বে গেল, সে যেন একটি ছাগল কুরবানী করিল। যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্বে গেল, সে যেন একটি মোরগ সাদকা করিল। যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্বে গেল, সে যেন একটি ডিম সাদকা দিল। অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্য বাহির হয় তখন ফেরেশতারা খুতবা শোনার জন্য সমবেত হয়।" বুখারী ও মুসলিমে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

জুমুআর দিন উত্তম পোশাক পরা, খোশবু লাগানো, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া মুস্তাহাব। আবূ সাঈদ (রা)-এর বর্ণিত হাদীসে আছে, "প্রত্যেক সাবালেগ মুসলমানের জন্য জুমুআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা ও খোশবু লাগানো ওয়াজিব।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ূব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করিল, খোশবু ব্যবহারের সামর্থ্য থাকিলে খোশবু লাগাইল ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করিল, অতঃপর বাহির হইয়া মসজিদে আসিয়া সময় থাকিলে নামায পড়িল, কাহাকেও কষ্ট দিল না, যখন ইমাম আসিলেন মনোনিবেশ সহকারে খুতবা শুনিল ও তাহার সহিত নামায আদায় করিল, পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত সম্ভাব্য অপরাধের জন্য উহা কাফ্ফারা হইয়া গেল।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) হইতে ইব্ন মাজাহ্ ও সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলেন ঃ তোমাদের কি ক্ষতি যদি তোমরা প্রতিদিনের কাজে ব্যবহৃত কাপড় জোড়া ছাড়া জুমুআর দিনের জন্য এক জোড়া কাপড় খরিদ কর?

হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক জুমুআর খুতবা পাঠের সময় লোকদিগকে নিত্য ব্যবহৃত মলিন পোশাক দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ তোমাদের ক্ষতি কি যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় তো নিত্য ব্যবহৃত পোশাক ছাড়া জুমুআর জন্য আলাদা এক জোড়া পোশাক খরিদ কর? হাদীসটি ইব্ন মাজাহ্ সংকলনে বর্ণিত হইয়াছে।

اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ আয়াতের আযান দ্বারা ছানী আযান বুঝানো হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন খুতবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরে বসিতেন, তখন তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া যে আযান দেওয়া হইত উহাই ছানী আযান। কারণ, পরবর্তীকালে আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান জিননূরাইন (রা) দূর-দূরান্ত হইতে বহু মুসল্লীর আগমন নিশ্চিত করার জন্য আলাদা আযান প্রবর্তন করেন।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইয়াযিদ ইব্ন সায়িব (রা) হইতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে জুমু'আর আযান দেওয়া হইত ইমাম খুৎবা পড়ার জন্য মিম্বরে আসিয়া বসার পর। আবূ বকর ও উমর (রা)-এর কালেও ইহা অব্যাহত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর সময় মুসল্লী অনেক বাড়িয়া গেল। ফলে যাওরা নামায গৃহে দাঁড়াইয়া আরেকবার আযানের ব্যবস্থা করেন। সেই ঘরটি ছিল মদীনার সর্বোচ্চ ঘর এবং মসজিদেরও কাছাকাছি ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মাকহুল (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "জুমুআর দিনে মুয়ায্যিনের আযান একবারই ছিল। যখন ইমাম বাহির হইয়া আসিয়া জুমুআর নামায কায়েমের আয়োজন করিতেন, তখন যেই আযান দেওয়া হইত এবং উহার পর বেচাকেনা হারাম হইয়া যাইত। অতঃপর হযরত উসমান (রা) নির্দেশ দিলেন, ইমাম জুমুআ কায়েমের জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়ার আগেই যাহাতে বিভিন্ন এলাকার সব মুসল্লী সমবেত হইতে পারে তজ্জন্য আরেকবার আযান দিতে।"

জুমুআর নামায পড়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে স্বাধীন পুরুষ পক্ষান্তরে ক্রীতদাস ও কিশোরগণ নহে। জুমুআ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে মুসাফির, রুগ্ন, সেবা শুশ্রূষাকারী ও অনুরূপ ধরনের মাজুর ব্যক্তিগণ। ফিকাহের কিতাবে ইহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

وَذَرُوا الْبَيْعَ অর্থাৎ যখন জুমুআর আযান হয় তখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নাও এবং কেনা-বেচা বন্ধ কর। সকল সাহাবী (রা) এই ব্যাপারে একমত যে, দ্বিতীয় আযানের পর বেচাকেনা করা হারাম। মতান্তর দেখা দিয়াছে এই ক্ষেত্রে যে, তখন যদি

কেহ কিছু দেয় তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে কিনা? আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ লেনদেনও নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্যে যাওয়ার ভিতরই তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত, যদি তোমরা উহা উপলব্ধি করিতে পার।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ অর্থাৎ যখন তোমাদের নামায শেষ হয়।

فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ যেহেতু আযান শুনিয়া সকলে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া নামাযের জন্য মসজিদে সমবেত হইয়াছে, তাই নামায শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাহাদিগকে আবার ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে হালাল রুজী-রোজগারের জন্য ছড়াইয়া পড়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হইল।

তাই ইরাক ইব্‌ন মালিক (রা) জুমুআর নামায শেষ করিয়াই মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُجِبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ
فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ -

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়াছি। তোমার ফরয নামায আদায় করিয়াছি। এখন তোমার নির্দেশ মতেই রুজীর জন্য বাহির হইলাম। অতএব, তোমার অনুগ্রহের ভাণ্ডার হইতে আমাকে রুজী দান কর আর তুমিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।" এই হাদীসটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

কোন কোন পূর্বসূরী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নামায শেষে ক্রয়-বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপার্জনে সত্তর গুণ বরকত দান করেন— শুধুমাত্র আল্লাহ্র আয়াত অনুসরণের কারণে। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন সর্বকাজের মাঝে আল্লাহ্র যিকির করিতে থাক এবং তোমাদের পার্থিব কাজকর্ম যেন আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তোমাদিগকে দূরে না রাখে। কারণ উহাই তোমাদের আখিরাতের পুঁজি। তাই হাদীসে আছে ঃ "যে ব্যক্তি কোন বাজারে ঢুকিয়া 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল হামদ্ ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদীর' দু'আটি পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য দশ লাখ সওয়াব লিখান ও দশ লাখ পাপমোচন করেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ কোন বান্দাই অধিক যিকিরকারী হইতে পারিবে না যতক্ষণ না সে দাঁড়াইয়া কিংবা বসা অথবা শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকিরে মগ্ন থাকিবে।

(١١) وَإِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوْآ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ۗ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

১১. যখন তাহারা দেখিল, ব্যবসায় ও কৌতুক, তখন তাহারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল। বল, আল্লাহ্‌র কাছে যাহা আছে তাহা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেছেন যাহারা জুমু'আর দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খুৎবারত অবস্থায় দণ্ডায়মান রাখিয়া সেইদিন মদীনায় আগাম ব্যবসায়ের মালামালের জন্য ছুটিয়া গেল। তাই তিনি বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا অর্থাৎ তাহারা হুযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিম্বরে দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া ব্যবসায়ের মালামালের দিকে ছুটিয়া গেল।

কাতাদা, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, হাসান, আবুল আলিয়া (র) সহ অনেকেই এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) মনে করেন, উক্ত ব্যবসায়ের মাল ছিল দিহয়াহ্ ইব্‌ন খলীফার। সে তখন ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবলা রাজাইয়া সে মাল পৌছার খবর জানাইল। ফলে তাড়াহুড়া করিয়া মাল কেনার জন্য মুসল্লীরা অধিকাংশই হুযূর (সা)-কে খুতবারত অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়ান অবস্থায় রাখিয়া ছুটিয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ মাত্র বারজন সাহাবী ব্যতীত সকলেই সেই ব্যবসায়ী কাফেলার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল। হুযূর (সা) তখন মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছিলেন।"

হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন জুমুআর খুতবা দিতেছিলেন, তখন মদীনায় এক ব্যবসায়ী কাফেলা পৌছিল। অমনি সাহাবীগণ প্রায় সবাই একযোগে সেইদিকে ছুটিয়া গেলেন। শুধুমাত্র বারজন রহিয়া গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম! যদি আমার কাছে কেহই অবশিষ্ট না থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই মদীনার এই প্রান্তর আগুনে পরিণত হইয়া তোমাদিগকে গ্রাস করিত। ঠিক তখনই এই আয়াত নাযিল হইল - وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ

قَآئِمًا সেই অবশিষ্ট বার সাহাবীর ভিতর হযরত আবূ বকর ও উমর (রা) ছিলেন।" وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا আয়াতাংশ দলীল হইল যে, ইমামকে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতে হইবে।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম (র) এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। উহাতে হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) জুমুআর দুই খুতবা পড়িতেন। দুই খুতবার মাঝে তিনি বসিতেন। খুতবায় তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করিতেন ও লোকদিগকে উপদেশ দিতেন।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, কারো মতে এই ঘটনা তখন ঘটে যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামাযান্তে খুতবা পড়িতেন। আবূ দাঊদের কিতাবুল মারাযীলে এই বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) .... মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের মতই জুমুআর খুতবাও নামাযের পরে পাঠ করিতেন। একবার তিনি সেভাবে নামাযান্তে খুতবা পড়িতেছিলেন। এমন সময় দিহয়্যা ইব্ন খলীফা ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে আসিল। এক ব্যক্তি যখন আসিয়া এই খবর দিল তখন মুষ্টিমেয় সাহাবী ছাড়া সকলেই চলিয়া গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ مَاعِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পরকালে যে সকল পুরষ্কার রহিয়াছে তাহা পার্থিব এই ব্যবসায়ের মালামাল ও আনন্দ-কৌতুক হইতে অনেক উত্তম। তিনিই উত্তম রিয্কদাতা। যাহারা তাঁহার উপর ভরসা রাখিয়া তাঁহার নির্ধারিত সময়ে ও নির্দিষ্ট পথে রুজীর সন্ধান করিবে তাহাদের জন্যে পরপারের সেই সব পুরস্কার ও ইহকালের উত্তম রিয্ক মজুদ রহিয়াছে।

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত।

সূরা মুনাফিকূন

১১ আয়াত, ২ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ

(٢) اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

(٤) وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ؗ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

১. যখন তোমার নিকট মুনাফিকগণ আসে তাহারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'আপনি নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র রাসূল।' আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই পাপিষ্ঠ মিথ্যাবাদী।

২. তাহারা তাহাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে এবং তাহারা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। তাহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ!

৩. তাহা এই জন্য যে, তাহারা ঈমান আনার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে তাহাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরিণামে তাহারা বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে।

৪. তুমি যখন তাহাদের দিকে তাকাও তাহাদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয় এবং উহারা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাহাদের কথা শুন, যদিও তাহারা দেয়ালে ঠেকানো কাঠের স্তম্ভের মত। তাহারা যে কোন শোরগোলকেই মনে করে তাহাদেরই বিরুদ্ধে। তাহারাই শত্রু, অতএব তাহাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া কোথায় চলিয়াছে?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকগণ সম্পর্কে জানাইতেছেন যে, তাহারা শুধু মুখে মুখেই ইসলাম কবূল করিতেছে। আর তাহাও তখন করিতেছে যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে হাযির হয়। অথচ তাহারা আন্তরিকভাবে ইসলাম কবূল করে নাই। পরন্তু অন্তরে বিপরীত বিশ্বাস পোষণ করে। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ শুধু যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হয় তখন তাহারা মুখে এইরূপ কথা বলে বটে, অন্তরে তাহারা তদ্রূপ নহে। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে মুনাফিকদের অবস্থা অবগত করাইলেন এবং জানাইলেন যে, মুনাফিকরা যাহাই ভাবুক আর যাহাই করুক না কেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূল। তাই বলিলেন ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁহার রাসূল। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন ঃ

وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যাহা বলিতেছে মিথ্যা বলিতেছে। তাহাদের বাহ্যিক কথাটি মিথ্যা নহে বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহার আলোকে বলা যায়, তাহাদের বাহ্যিক কথাটি ভাওতা বা মিথ্যা। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِتَّخَذُوْا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ তাহাদের মিথ্যা শপথে মানুষ প্রতারিত হয়। তাহারা পাপাচারী লোকের দ্বারা নিজেদের বক্তব্যকে সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া চালায়। যাহারা তাহাদের চরিত্র সম্পর্কে জানে না ও যাহাদের সাধারণ পরিচয়ও রাখে না, তাহারা তাহাদিগকে মুসলমানই ভাবে। ফলে তাহারা যাহা করে তাহা অনুকরণ করে এবং যাহা বলে তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে ইহা ইসলাম ও মুসলমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হইয়া দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এইভাবে ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষে বাধা সৃষ্টির যে কাজ তাহারা করিতেছে তাহা বড়ই জঘন্য কাজ।

এই কারণেই যাহ্হাক ইব্ন মুযাহিম (র) পড়িতেন ঃ اِتَّخَذُوْٓا اِيْمَانَهُمْ جُنَّةً অর্থাৎ তাহাদের মৌখিক ঈমানের প্রকাশকে তাহারা আত্মরক্ষার ঢাল বানাইয়াছিল। ইহা ছিল তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য 'তাযিয়া' অবলম্বন নীতি।

অবশ্য জমহুরের পাঠ হইল ঃ اَيْمَانَهُمْ অর্থাৎ তাহাদের শপথসমূহকে তাহারা তাহাদের কথা ও কাজের বিশ্বস্ততা প্রমাণের ঢাল বানাইত।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ অর্থাৎ ইহা সন্দেহাতীত সত্য যে, ইসলাম হইতে কুফরে প্রত্যাবর্তনের কারণে, নিফাক তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়াছে। তাহারা হিদয়াতকে গোমরাহীতে পরিণত করার কারণে আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর্দৃষ্টিকে সিল করিয়া অন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ফলে তাহাদের সত্য উপলব্ধির কোন ক্ষমতাই রহিল না। তাই হিদায়াত ও কল্যাণের পথ তাহাদের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল এবং বিভ্রান্তি তাহাদের ভাগ্যলিপি হইয়া দেখা দিল।

وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ـ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ অর্থাৎ তাহারা দেখিতে আকর্ষণীয় তাহাদের কথা ও ভাষা প্রশংসনীয়। যখন কোন শ্রোতা তাহাদের কথা শুনিবে তখন তাহাদের ভাষার চমৎকার আকর্ষণ ও বর্ণনার মোহনীয়তায় বিমুগ্ধ হইবে। এত কিছু সত্ত্বেও তাহাদের ভিতর রহিয়াছে সংশয় দুলিটা, কূটিলতা, হতাশা, সন্দেহ পরায়ণতা। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ কোথাও কোন গণ্ডগোল বা শোরগোল দেখা দিলেই তাহারা ভাবে যে, হয়ত তাহাদের ব্যাপারেই কিছুই ঘটিয়া থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ـ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ـ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ـ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ـ

অর্থাৎ তোমাদের ব্যাপারে তাহারা কার্পণ্য দেখায়। তারপর যখন ভয়ের সময় আসে তখন তাহারা তোমাদের দিকে এমনভাবে চোখ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাকায়—যেন তাহাদের উপর মৃত্যুর বিভীষিকা চাপিয়া রহিয়াছে। অতঃপর যখন ভয়ের পালা শেষ হয় তখন তোমাদিগকে কর্কশ ভাষায় কথা শুনায় এবং গনীমতের সম্পদ পাইবার লালসায় আজে-বাজে কথা বলে। ইহারা বেঈমান। আল্লাহ্ তাহাদের আমল বরবাদ করিয়া দেন। আল্লাহ্র জন্য ইহা করা খুবই সহজ। সুতরাং তাহাদের হাঁকডাক ও বাগাড়ম্বর শূন্য ঢোলকের বেজায়বাদ্য বৈ নহে।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۔ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ অর্থাৎ ইহারা তোমাদের শত্রু। তাহাদিগকে বর্জন কর। দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিও না। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন। একটু ভাবিয়া দেখ, তাহারা সরল পথ ছাড়িয়া বাঁকা পথে কোথায় যাইতেছে?

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "নিশ্চয়ই মুনাফিকগণকে চিনিবার বহু আলামত রহিয়াছে, তাহার সালাত হইল অভিশপ্ত, তাহাদের রুজী হল লুটপাট, তাহাদের গনীমাত হইল হারাম ও খেয়ানত, তাহাদের অপছন্দনীয় হইল মসজিদের নৈকট্য, তাহাদের নামায হইল শেষ ওয়াক্তে, তাহারা অহংকারী ও দাম্ভিক হয়, নম্রতা, বিনয় ও আত্মনিবেদন তাহাদের ধাতে সহে না, তাহারা নিজেরা তো উহা করেই না, অপরের করাকেও পছন্দ করে না, দিনে খুব মউজ করে ও রাতে মরা কাঠের মত পড়িয়া ঘুমায়।

(٥) وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ
رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ۝

(٦) سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ
لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(٧) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ
وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

(٨) يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَلِلّٰهِ
الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'তোমরা আইস, আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তখন উহারা মাথা ফিরাইয়া নেয় এবং তুমি উহাদিগকে পাইবে যে, উহারা দম্ভভরে ফিরিয়া যায়।

৬. তুমি উহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর উভয়ই উহাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ উহাদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৭. উহারা বলে, ‘আল্লাহ্‌র রাসূলের সহচরদের জন্য ব্যয় করিও না, যতক্ষণ না উহারা সরিয়া পড়ে।’ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার তো আল্লাহ্‌রই; কিন্তু মুনাফিকগণ তাহা বুঝে না।

৮. উহারা বলে, ‘আমরা মদীনায় প্রবত্যাবর্তন করিলে তথা হইতে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করিবেই।’ কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্‌রই, আর তাঁহার রাসূল ও মু‘মিনদিগের। তবে মুনাফিকগণ ইহা জানে না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা‘আলা মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে খবর দিয়েছেন ঃ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ অর্থাৎ তাহাদিগকে যাহা বলা হয় তাহারা দম্ভভরে তাহা হইতে ঘাড় ফিরাইয়া নেয় এবং অবজ্ঞা ভরে উহা প্রত্যাখ্যান করে। মোটকথা, যথার্থ মুসলমানরা যখন তাহাদিগকে পরামর্শ দিল যে, চল, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহারা দম্ভভ়রে ঘাড় ফিরাইয়া নিল এবং তাহাদের পরামর্শ উপেক্ষা করিল। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَرَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াছ যে, তাহারা দম্ভভরে ঘাড় বাঁকাইয়া সদুপদেশ হইতে বিরত থাকে। ফলে তাহাদের ক্ষমার দুয়ার বন্ধ হইয়া যায়। তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

অর্থাৎ তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা আর না করা সমান কথা। কারণ, আল্লাহ্ উহাদিগকে কোন অবস্থায়ই ক্ষমা করিবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও পাপাচারীকে পথ দেখান না।

সূরা বারাআতে এই ধরনের আয়াতের তাফসীর সবিস্তারে করা হইয়াছে। সেখানে সংশ্লিষ্ট সব হাদীস উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আবূ উমর আদনী (র) হইতে আবূ হাতিমের সূত্রে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন ঃ

“আবূ সুফিয়ান সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আনার পরামর্শ দেওয়া হইলে সে দম্ভভরে উহা অস্বীকার করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া নিল এবং অবজ্ঞার দৃষ্টিতে বাঁকা চোখে পরামর্শদাতার দিকে তাকাইল।”

তবে অধিকাংশ পূর্বসূরীর মতে, এই আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ইব্‌ন সালূলের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে। ইনশাআল্লাহ্ উহা আলোচিত হইতে যাইতেছে। মূলত ইহাই সঠিক মত।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ "আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল তাহার গোত্রের সর্দার ও অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। জুমুআর দিন যখন নবী করীম (সা) খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বরের উপর বসিতেন, তখন সে দাঁড়াইয়া বলিত, 'হে লোক সকল ইনি আল্লাহ্র রাসূল! তিনি তোমাদের ভিতর আছেন বলিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাই তোমাদের জন্য অপরিহার্য হইল তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তোমরা তাঁহাকে সম্মান দিও, তাঁহার কথা শুনিও এবং তিনি যাহা বলেন তাহা অনুসরণ করিয়া চলিও।" ইহা বলিয়া সে বসিয়া যাইত।

ওহুদের যুদ্ধের সময় তাহার নিফাক প্রকাশ পাইল। সে সেখান হইতে হুযূর (সা)-এর ফরমান অমান্য করিয়া এক তৃতীয়াংশ সৈন্য লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিল। হুযূর (সা) যখন যুদ্ধ শেষে বহাল তবিয়তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং জুমুআর দিন খুতবা দানের জন্য মিম্বরে বসিলেন, তখন পূর্বের মতই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই দাঁড়িয়া কিছু বলার উপক্রম করিল। তখন এখান ওখান হইতে কয়েকজন সাহাবী দাঁড়াইয়া গেলেন ও তাহার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্র দুশমন! বসিয়া যাও। তোমার এমন আর কথা বলার অধিকার নাই। তুমি যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কাহারও অজানা নাই। সুতরাং তোমার এখন আর কোন কিছু বলার অধিকার নাই।'

ইহাতে সে অত্যন্ত নারাজ হইয়া সকলকে ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং যাবার পথে বলিতে ছিল, আমি কি কোন খারাপ কথা বলিতে দাঁড়াইয়াছিলাম? বরং আমিতো তাঁহার কাজ আরও জোরদার করার কথাই বলিতাম। কতিপয় আনসার তাহাকে মসজিদের দরজায় ঘিরিয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, কি হইয়াছে। সে বলিল, আমি তো তাঁহার কথা জোরদার করার জন্য দুই কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম। অথচ তাঁহার কতিপয় সহচর লাফাইয়া উঠিয়া আমার জামা টানিয়া ধরিল ও হুমকি-ধমকি দিয়া বসাইয়া দিল। আমি কি খারাপ কিছু বলিতাম? আমার তো উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে সাহায্য-সহায়তা দানের কথা বলিব। তাহারা বলিলেন, ঠিক আছে এখন তুমি আমাদের সাথে সিরিয়া চল। আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অনুরোধ করিব তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে। সে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "উহার কোন প্রয়োজন আমার নাই।"

কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঘটনাটি ছিল এই ঃ

তাহার আত্মীয়দের এক তরুণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার কিছু খারাপ কথাবার্তা সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে ডাকিয়া সে সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে সে উহার সত্যতা অস্বীকার করিল এবং কসম করিয়া বলিল, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আনসারগণ তাহার কথা বিশ্বাস করিল এবং তরুণ সাহাবীকে অনেক মন্দ

কথা শুনাইল খুব করিয়া ধমকাইয়া এমনকি তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল। তখন আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন। উহাতে যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকের মিথ্যা শপথের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিলেন এবং তরুণ লোকটির অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হইল, তখন তাহাকে বলা হইল, চল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে। তিনি তোমার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল এবং তাঁহার কাছে গেল না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুণ্য অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন মনযিলে অবতরণ করিতেন, তখন সেখানে নামায না পড়িয়া রওয়ানা হইতেন না। তাবূকের যুদ্ধে তিনি খবর পাইলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলিয়া বেড়াইতেছে যে, আমরা মদীনার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ দুর্বল লোকগুলোকে মদীনায় গিয়াই তাড়াইয়া দিব। তাই হুযূর (সা) দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে বলা হইল, তুমি হুযূর (সা)-এর নিকট গিয়া আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও। আলোচ্য আয়াতে সেই কথাই বলা হইয়াছে।

এই হাদীসের সনদ সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (রা) পর্যন্ত তো ঠিক আছে। কিন্তু তিনি যে ঘটনাটিকে তাবূকের যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন এই ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। বরং ইহা ঠিক নহে। কারণ তাবূকের যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূল ছিলই না। সে তো একদল সৈন্য নিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থেসমূহে দেখা যায় যে, এই ঘটনা হইল বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের সময়কার ঘটনা।

বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধের উক্ত ঘটনা সম্পর্কে আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ও মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন হাব্বান হইতে ইব্ন ইসহাকও তাঁহার নিকট হইতে ইউনুস ইব্ন বুকায়ের বর্ণনা করেন ঃ "এই যুদ্ধের সময় হুযূর (সা) এক জায়গায় অবস্থান নিয়াছিলেন। সেখানে হযরত জুহজাহ ইব্ন সাঈদ গিফারী ও হযরত সাঈদ ইব্ন সিনানের ভিতর পানি লইয়া ঝগড়া চলিতেছিল। জুরজাহ ছিলেন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর কর্মচারী। ঝগড়াটি দীর্ঘ সময় ধরিয়া চলিতেছিল। অবশেষে সিনান আনসারগণের ও জুহজাহ মুহাজিরগণের সাহায্য কামনা করেন। এই ঘটনা প্রবাহের সময় হযরত যায়েদ, ইব্ন আব্বাস (রা) সহ একদল আনসার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর নিকট বসা ছিলেন। সে যখন এই ঘটনা শুনিল, তখন বলিল, দেখ তো, আমাদেরই শহরে মুসলিমরা আমাদের উপর হামলা চালাইয়াছে। আল্লাহ্র কসম! আমাদের ও কুরাইশ মুহাজিরদের সম্পর্ক এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, আমাকে কামড়ানোর জন্যই যেন আমরা কুকুরকে ঘি, ননী খাওয়াইয়া মোটা তাজা করিয়াছি। আল্লাহ্র শপথ! মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা সবলরা সেই সব ছিন্নমূল দুর্বলগণকে তাড়াইয়া দিব।

অতঃপর সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট সমবেত আনসারগণকে বুঝাইতে লাগিল যে, দেখ, এই সব আপদ তোমরা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমরাই তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া নিজের শহরে স্থান দিয়াছ। তাহাদিগকে তোমাদের বাড়ী ঘর ও সম্পদের আধাআধি হিস্‌সা দান করিয়াছ। এখনও যদি তোমরা তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ কর, তাহা হইলে অভাবে পড়িয়া তাহারা মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

হযরত যায়েদ ইব্‌ন আকরাম (রা)-এর বয়স তখন কম ছিল। তিনি এই সব কথা শুনিয়া সোজাসুজি হুযূর (সা)-এর কাছে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার কাছে সব কথা তুলিয়া ধরেন। তখন সেখানে উমর ফারুক (রা) বসা ছিলেন। তিনি উত্তেজিত হইয়া আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আব্বাদ ইব্‌ন বিশরকে নির্দেশ দিন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর গর্দান উড়াইয়া দিতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে এই কথাই জনসাধারণের ভিতর রটিয়া যাইবে যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার সংগীদের গলাকাটা শুরু করিয়াছে। এই কাজটি ঠিক হইবে না। যাও, এখনই সবাইকে মদীনায় রওয়ানা হইবার কথা ঘোষণা করিয়া দাও।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই খবর জানিতে পাইল যে, তাহার সব কথা ফাঁস হইয়া গিয়াছে তখন সে অস্থির হইয়া পড়িল। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া গেল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া মিথ্যা বাহানা করিয়া নিজের কথা নির্দোষ প্রমাণের প্রয়াস পাইল। এমনকি শপথ করিয়া সে বলিল, ওই সব কথা সে আদৌ বলে নাই। যেহেতু সে নিজ গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তি ছিল, তাই উপস্থিত সবাই বলিল, হুযূর (সা)! যায়েদ ছোট মানুষ। সে হয়ত ভুল শুনিয়া ও ভুল বুঝিয়া ওই সব কথা বলিয়াছে। এখন তো অন্যরকম প্রমাণ হইল।

হুযূর (সা) সংগে সংগেই নির্ধারিত সময়েই আগেই সকলকে মদীনায় রওয়ানা হইতে নির্দেশ দিলেন। পথে হযরত উসায়েদ ইব্‌ন হুমায়ের (রা)-এর সহিত দেখা হইল। তিনি হুযূরের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নির্ধারিত সময়ের আগেই ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? হুযূর (সা) বলিলেন, তোমরা কি শুনিতে পাও নাই যে, তোমাদের সাথী আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই কি বলিয়াছে? সে তো বলিতেছে, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সবলরা দুর্বলগণকে শহর হইতে বহিষ্কার করিবে। হযরত উসায়েদ (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সবল তো আপনিই। সেই তো দুর্বল। আপনি তাহার কথার কোনই মূল্য দিবেন না। মূলত লোকটি বড়ই অন্তর্জ্বালায় ভুগিতেছে। সকল মদীনাবাসী একমত হইয়াছিল তাহাকে সর্দার হিসাবে বরণ করার জন্য। তাহার মাথার তাজ প্রস্তুত করা হইতেছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আপনাকে নিয়া আসিলেন। ফলে তাহার হাত হইতে রাজ্য খসিয়া গেল। ফলে সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) আগাইয়া চলিলেন। দ্বি-প্রহরে চলা শুরু করিয়া বিকাল হইল, রাত্রি হইল, সকাল হইল, এমনকি রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িল, তখন তিনি ছাউনি ফেলিয়া বিশ্রামের অনুমতি দিলেন, যেন মানুষ অতিষ্ঠ হইয়া ইহা লইয়া কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়। যেহেতু সাহাবাগণ ক্রমাগত বিনিদ্র পথ চলার কারণে অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই বিশ্রামের সাথে সাথে গভীর ঘুমে মগ্ন হইলেন। ইত্যবসরে আলোচ্য আয়াত নাযিল হইল।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) ...... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

“আমি হুযূর (সা)-এর সংগে যুদ্ধে গিয়াছিলাম। জনৈক মুহাজির এক আনসারকে পাথর মারিয়াছিল। ইহা লইয়া ঝগড়ার সূত্রপাত হইল। এমনকি উভয়েই নিজ নিজ দলের সাহায্য চাহিল। হাঁকডাক শুরু হইল। হুযূর (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, ইহা কোন্ জাহেলীপনা শুরু হইল ? এই সব বাজে অভ্যাস ছাড়। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তদুত্তরে বলিল, আজ মুহাজিররা এই কাজ শুরু করিয়াছে ? আল্লাহ্র কসম! আমরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া সম্ভ্রান্তগণ ইতরজনকে তাড়াইয়া দিব।

তখন মদীনায় স্বভাবতই আনসারগণ সংখ্যায় মুহাজিরগণ হইতে বহুগুণে বেশী ছিল। পরে অবশ্য মুহাজিরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হযরত উমর (রা) যখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর ঘোষণার খবর পাইলেন, তখন হুযূর (সা)-এর কাছে তাহাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া থামাইয়া দিলেন যে, লোকে বলিবে, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার সহচর হত্যা করিতেছে।

সুফিয়ান ইব্ন উআইনা (রা) হইতে হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আস মারওযী (র)-এর সূত্রে ইমাম আহমদ (র) উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। হুমায়দীর সূত্রে ইমাম বুখারী(র)-ও উহা বর্ণনা করেন। সুফিয়ান হইতে আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র) প্রমুখের সনদে ইমাম মুসলিম (র)-ও উহা বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

“তাবূকের যুদ্ধে আমি হুযূর (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই বলিল, যদি আমরা মদীনায় ফিরিয়া যাই তাহা হইলে অবশ্যই আমরা সবলরা মিলিয়া দুর্বলদের বহিষ্কার করিব। তখন আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট আসিয়া ইহা বলিলাম। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই আসিয়া শপথ করিয়া বলিল, এরূপ কোন কথা সে বলে নাই। তখন আমার গোত্র আমাকে ভর্ৎসনা করিল ও অনেক মন্দ কথা শুনাইল। আমাকে তাহারা এই বলিয়া শাসাইল যে, কেন আমি এই কাজ করিলাম। আমি অত্যন্ত ব্যথা-ভারাক্রান্ত চিত্তে বিষণ্ন মুখে সেইখান হইতে চলিয়া আসিলাম। অতঃপর হুযূর (সা) আমাকে ডাকিয়া নিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অভিযোগের

সপক্ষে আয়াত নাযিল করিয়াছেন ও তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন। তখন এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছিল ঃ

هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَاتُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۔ وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَايَفْقَهُوْنَ ۔ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ۔

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীও শু'বা হইতে আদম ইব্ন আবূ ইয়াসের সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র) ...... নবী করীম (সা) হইতে তাহা বর্ণনা করেন। তিরমিযী ও নাসায়ীও উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে শু'বা হইতে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

অপর হাদীস ঃ

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি আমার চাচার সহিত হুযূর (সা)-এর পরিচালনাধীন এক অভিযানে অংশ নিয়াছিলাম। তখন আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই ইব্ন সলূলকে তাহার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিলাম যে, রাসূলের সহচরগণকে কোন আর্থিক সাহায্য দিও না, আমরা মদীনায় ফিরিয়া সবলরা জুটিয়া দুর্বল লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। আমি এই কথা আমার চাচাকে জানাইলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জানাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিলেন। আমি তাঁহার কাছে সব কথা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন উবাই ও তাহার সঙ্গীগণকে ডাকাইয়া নিলেন। তাহারা আসিয়া আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিল, তাহারা উহা বলে নাই। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আমি মিথ্যুক প্রমাণিত হইলাম এবং সে সত্যবাদী হইল। তখন আমি এত দুঃখ পাইলাম যাহা জীবনে কখনও পাই নাই। বেদনাহত চিত্ত নিয়া তাঁবুকে ফিরিয়া আসিলাম। আমার চাচাও আমাকে বকাবকি করিলেন যে, এমন কাজই করিয়াছ যাহাতে হুযূর (সা)-এর কাছে মিথ্যাবাদী ও ভর্ৎসনার যোগ্য হইয়াছ। আমি লজ্জায় কোথাও বাহির হইতাম না। ইত্যবসরে এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۔ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ۔ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ۔

তখন রাসূল (সা) আমাকে ডাকাইয়া নিয়া উহা পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর বলিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সত্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) .... যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে আমরা এক সফরে গিয়াছিলাম। সেখানে সাহাবায়ে কিরাম

অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইলেন। তখন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহার গোত্রীয় লোকগণকে বলিল, উহাদিগকে ততক্ষণ কোন আর্থিক সহায়তা করিবে না, যতক্ষণ না তাহারা মুহাম্মদের পার্শ্ব হইতে সরিয়া আসে। সে আরও বলিল, মদীনায় ফিরিয়া গিয়া আমরা বিত্তবানরা এই বিত্তহীন লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব।

আমি তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে গিয়া উহা বলিলাম। তখন তিনি আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খুব সকালে তলব করিলেন। সে আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সে শপথ করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যায়েদ মিথ্যা বলিয়াছে, আমি উহা বলি নাই। তাহাদের কথায় আমার অন্তরে খুব আঘাত লাগিল। তখন আমার সত্যতা ঘোষণা করিয়া এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ـ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ ـ

তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে আহ্বান জানাইলেন আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য। কিন্তু সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ অর্থাৎ তাহাদের সুন্দর নাদুস-নুদুস দেহাকৃতি দেখিলে মনে হয় দেয়ালে জড়ানো কাছের স্তম্ভ।

যুহায়রের সনদে বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইসরাঈল সূত্রে ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম তিরমিযী (র) যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আমি এক যুদ্ধে হুযূর (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তাঁহার সহিত কতিপয় বদ্দু আরবও ছিল। তাহারা জলাশয়ের কাছে আগে ভাগেই পৌছিতে চেষ্টা করিত। আমরাও অনুরূপ চেষ্টা করিতাম। একবার এক বৃদ্ধ গিয়া পূর্ণ জলাশয়টি একাই দখল করিয়া বসিল। উহার চারিপার্শ্বে পাথর বসাইয়া উপরে চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। এক আনসার আসিয়া সেই হাউজে নিজের উটকে পানি পান করাইতে চাহিল। সে বাধা দিল। আনসার লোকটি জোর করিয়া পানি পান করাইতে চাহিল। তখন সেই বৃদ্ধ এক খণ্ড কাঠ দিয়া আনসার লোকটির মাথায় আঘাত করিল। ফলে তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। আনসার লোকটি যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর গোত্রের ছিল, তাই সে সোজাসুজি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং তাহার কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিল। আব্দুল্লাহ্ ভয়ানক উত্তেজিত হইল এবং বলিল, এই বদ্দুগুলিকে কিছুই দিও না। কিছুদিন খাইতে না পাইলেই তাহারা ভাগিয়া যাইবে। যেহেতু সেই বদ্দুরা হুযূর (সা)-এর সঙ্গে বসিয়া খাইত, তাই সে

বলিল, তোমরা রাসূলের খানা এমন সময় পৌঁছাইবা যখন বদ্দুরা তাঁহার কাছে না থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন উপস্থিত অন্যান্য সহচর নিয়া খানা খাইবেন। তাহারা বাদ পড়িয়া যাইবে। এইভাবে দুই চারিদিন চলিলেই অনশন-উপবাসে কষ্ট পাইয়া উহারা ভাগিয়া যাইবে। তারপর আমরা মদীনায় গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে বাহির করিয়া দিব।

আমি তখন হুযূর (সা)-এর নিকট উহা জানাইবার জন্য আমার চাচার কাছে সব কিছু বলিলাম। তিনি হুযূর (সা)-এর কাছে উহা বলিলেন। হুযূর (সা) তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলে সে শপথ করিয়া উহা অস্বীকার করিল। ফলে হুযূর (সা) তাহাকে সত্যবাদী ও আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিলেন। চাচা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, তুমি ইহা কি করিলে ? হুযূর (সা) তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি এবং উপস্থিত সকলেই তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দুঃখের পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে লজ্জায় মাথা নত করিয়া হুযূর (সা)-এর সহিত চলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পর হুযূর (সা) আসিয়া কাছাকাছি আসিয়া কান ধরিলেন। আমি মুখ তুলিয়া হুযূর (সা)-এর দিকে তাকাইতেই তিনি মুচকি হাসি দিয়া আগাইয়া চলিলেন। আল্লাহ্‌র কসম! তখন আমার এত আনন্দ দেখা দিল যে, সারা দুনিয়ার আবাদ এলাকা যদি আমাকে দান করা হইত তাহা হইলেও আমি তত আনন্দ পাইতাম না আর পরক্ষণেই আবূ বকর (রা) আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে হুযূর (সা) কি কথা বলিলেন ? আমি বলিলাম, তিনি আমাকে কিছুই বলেন নাই। শুধু আমার কান ধরিয়া টান দিয়াছেন এবং আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসি দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্যস, তুমি খুশী হও। তারপর উমর ফারূক (রা) আগাইয়া আসিয়া একই প্রশ্ন করিলেন। আমিও পূর্বানুরূপ জবাব দিলাম। পরদিন সকাল বেলায়ই সূরা মুনাফিকূন নাযিল হইল ও হুযূর (সা) উহা পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইলেন।

এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র) এককভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হাদীসটিকে 'হাসান সহীহ্' বলিয়াছেন।

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মূসা (র) হইতে হাকিমের সূত্রে ইমাম বায়হাকী (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি উপরোক্ত বর্ণনার 'সূরা মুনাফিকুন' ব্যাক্যাংশের সহিত إِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ হইতে لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا পর্যন্ত আয়াত কয়টির সংযোজন ঘটাইয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন লাহিআ ও মূসা ইব্‌ন উকবা তাঁহাদের মাগাযী গ্রন্থে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বর্ণনায় আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর খবর হুযূর (সা)-এর কাছে পৌঁছাইয়াছেন আওস ইব্‌ন আকরাম (রা)। তিনি হারিছ ইব্‌ন খাযরায

গোত্রের লোক। হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম ও আওস ইব্ন আরকাম উভয়ই খবর পৌছাইয়াছেন। ইহাও হইতে পারে যে, কোন বর্ণনাকারী নাম শুনিয়া ভুল করিয়াছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আমর ইব্ন সাবিত আল আনসারী ও উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট যুদ্ধটি ছিল মুরায়সিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই হুযূর (সা) খালিদ ইব্ন ওয়ালিদ (রা)-কে পাঠাইয়া মুসাল্লাল ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'মানাত' প্রতিমাটি ধ্বংস করাইয়াছিলেন। এই যুদ্ধেই আনসারদের মিত্র কাহাফ গোত্রের এক ব্যক্তি ও এক মুহাজিরের মাঝে ঝগড়া হইয়াছিল। বাহাসী সাহায্যের জন্য আনসারগণকে ও মুহাজির লোকটি মুহাজিরগণকে আহ্বান জানাইয়াছিল। উভয় গ্রুপ হইতেই কিছু লোক জড়ো হইয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। ঝগড়া শেষ হইলে দুর্বল ঈমানের ও মুনাফিক চরিত্রের কিছু আনসার আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর কাছে সমবেত হইল। তাহারা তাহাকে বলিল, আমরা তো তোমার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছিলাম। তুমি আমাদিগকে শত্রুর হাত হইতে হেফাজত করিতে। এখন তো দেখি তুমি নিষ্কর্মা হইয়া গিয়াছ। না আমাদের কল্যাণ নিয়া ভাবিতেছ, না আমাদের ক্ষতি ঠেকাইতেছ। তুমিই 'জালাবীব'গণকে এতখানি বাড়াইয়াছ যে, এখন তাহারা আমাদিগকে হামলা করিতেছে। নতুন মুহাজিরগণকে আনসাররা জালাবীব বলিত।

তখন আল্লাহ্র দুশমন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তাহাদিগকে বলিল–আল্লাহ্র কসম! আমরা বনেদী লোকেরা মদীনায় ফিরিয়া গিয়া এই ইতর লোকগুলিকে তাড়াইয়া দিব। অন্যতম মুনাফিক মালিক ইব্ন দুখশন বলিল, আমি তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছিলাম যে, এই লোকগুলিকে টাকা পয়সা দিও না। তাহা হইলেই তাহারা না খাইতে পাইয়া ভাগিয়া যাইবে।

এইসব কথা হযরত উমর ফারূক (রা) শুনিতে পাইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন এইসব ফিতনার মূল নায়ক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে খতম করিয়া ফেলি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রশ্ন করিলেন, আমি অনুমতি দিলে কি তুমি তাহাকে হত্যা করিবে ? উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই হাতেই তাহার গর্দান উড়াইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন, বস! ইত্যবসরে হযরত উসায়েদ ইব্ন হুযায়ের (রা)-ও অনুরূপ দাবী নিয়া হাযির হইলেন। তিনি একজন আনসার ও বনূ তালহা গোত্রীয় লোক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও পূর্বানুরূপ প্রশ্ন করিলে তিনিও উমর (রা)-এর মতই জবাব দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকেও বসাইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তিনি

মদীনায় রওয়ানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই সবাই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই রওয়ানা দিল। তাহারা একাধারে একদিন এক রাত ও পরদিন রৌদ্র প্রখর হওয়া পর্যন্ত চলিতে লাগিলেন। প্রখর রৌদ্রের কারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রাম নিলেন। বেলা ঢলিয়া পড়ার সাথে সাথে আবার চলা শুরু করিলেন। এইভাবে ক্রমাগত চলিয়া তৃতীয় দিন সকালে কাফা মুশাল্লাল হইতে মদীনায় পৌছিলেন।

অতঃপর হুযূর (সা) হযরত উমর (রা)-কে ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি তোমাকে অনুমতি দিতাম তাহা হইলে কি তাহাকে হত্যা করিতে ? উমর (রা) বলিলেন, নিশ্চয়, আমি তাহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতাম। হুযূর (সা) বলিলেন, তুমি যদি সেদিন তাহার শিরোচ্ছেদ করিতে তাহা হইলে অনেকের নাসিকাই ধূলিমাখা হইয়া যাইত। আজও আমি যদি অনুমতি দেই তাহাকে হত্যা করার তাহা হইলে সবাই ঝাঁপাইয়া পড়িবে তাহাকে হত্যা করিতে। তখন মানুষ এই কথা বলার সুযোগ পাইত যে, মুহাম্মদ (সা) তাহার সঙ্গী-সাথীগণকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এই ঘটনা উপলক্ষেই সূরা মুনাফিকূনের আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

এই বর্ণনাটি অত্যন্ত গরীব। তবে ইহাতে কিছু মূল্যবান কথা রহিয়াছে যাহা অন্য সব বর্ণনায় পাওয়া যায় না। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) এক বর্ণনায় বলেন ঃ

মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রা) পাক্কা মুসলমান ছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া সবিনয়ে আরয করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে পাইলাম, আমার পিতা আবোল তাবোল যাহা কিছু বলিয়াছে তাহার প্রতিদান স্বরূপ আপনি তাহাকে হত্যার অনুমতি দিতে চাহেন। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে সেই অনুমতি অন্য কাহাকেও না দিয়া আপনি আমাকেই দিন। আমি নিজেই গিয়া তাহার মাথা কাটিয়া আপনার পদপ্রান্তে উৎসর্গ করিব। আল্লাহ্র কসম! খাযরাজ গোত্রের প্রতিটি লোক জানে যে, আমার চাইতে বেশী কোন পুত্র তাহার পিতাকে শ্রদ্ধা করে না ও ভালবাসে না। তথাপি আমি আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশে আমি আমার প্রিয়তম পিতার গর্দান নিতেও প্রস্তুত রহিয়াছি। পক্ষান্তরে আপনি যদি এই দায়িত্ব অন্য কাহাকেও দেন এবং সে তাহাকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমার ভয় হয়, হয়ত পিতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় অন্ধ হইয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। সেক্ষেত্রে ইহা সুস্পষ্ট যে, এক কাফিরের বদলা নিতে গিয়া আমি এক মুসলমানকে হত্যা করিয়া জাহান্নামী হইব। তাই আপনি দয়া করিয়া আমার পিতাকে হত্যার দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না, আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাহি না; তাহার সহিত আরও নম্র ও উদার ব্যবহার চাই। কারণ, সে যতদিন আমাদের সাথী হিসাবে থাকিবে ততদিন তাহার সহিত এই ব্যবহার করিতে হইবে।

ইকরামা ও ইব্‌ন যায়েদ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সসৈন্য মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন মুনাফিক আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাইর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) খোলা তরবারি হাতে লইয়া মদীনার প্রবেশ দ্বারে অবস্থান নিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সঙ্গীগণ দলে দলে মদীনায় প্রবেশ করিতেছিলেন। অবশেষে যখন তাহার পিতা মদীনায় প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল, তখন তিনি বলিলেন, এখানে দাঁড়াও, মদীনায় প্রবেশ করিও না। সে বলিল, কেন, কি হইয়াছে। আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন ? হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মদীনায় তোমার প্রবেশাধিকার নাই। তিনিই বনেদী লোক আর তুমিই ইতর লোক। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পিতাকে ঠেকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাযির হইলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তিনি সেনাবাহিনীর সব সময় পশ্চাদ্ভাগে থাকিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই তাঁহার কাছে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা)-কে প্রশ্ন করিলেন, তাহাকে বাধা দিতেছ কেন ? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যতক্ষণ অনুমতি না দিবেন ততক্ষণ সে ঢুকিতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ফলে আব্দুল্লাহ্ (রা)-ও তাহাকে শহরে প্রবেশ করিতে দিলেন।

ইমাম হুমাইদী (র) .... আবূ হারূন আল মাদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ উবাই ইব্‌ন সলূল তাহার পিতাকে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম! 'সম্ভ্রান্ত রাসূল (সা), ও ইতর আমি এই কথা না বলা পর্যন্ত আমি তোমাকে কখনও মদীনায় প্রবেশ করিতে দিব না।' অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার উপর আমার পিতার প্রভাব এত বেশী যে, আমি কখনও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলি না। তথাপি যদি আপনি তাহার উপর নারাজ হইয়া থাকেন তাহা হইলে হুকুম করুন আমি তাহার মাথা কাটিয়া আপনার খেদমতে পেশ করি। তবে দয়া করিয়া অন্য কাহাকেও এই কাজের অনুমতি দিবেন না। এমন না হউক যে, সেক্ষেত্রে আমি আমার পিতৃ-হন্তাকে চোখের সামনে চলাফেরা করিতে দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হই।

(৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

(১০) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(১১) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

৯. হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে উদাসীন না রাখে। যাহারা উদাসীন হইবে তাহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

১০. আমি তোমাদিগকে যে রিয্‌ক দিয়াছি তোমরা তাহা হইতে দান করিবে তোমাদের কাহারও মৃত্যু আসিবার আগে, অন্যথায় মৃত্যু আসিলে সে বলিবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরও কিছুকালের জন্য অবকাশ দিলে আমি দান সাদকা করিতাম এবং নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।'

১১. কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হইবে, আল্লাহ্ কখনও তাহাকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও স্মরণে নিমগ্ন থাকার নির্দেশ দিতেছেন। পক্ষান্তরে যাহাতে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া যেন তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে গাফেল করিতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখিতে বলিতেছেন। তিনি আরও জানাইতেছেন যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়া ব্যস্ত থাকিয়া যেন তাহারা তাহাদের মূল কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন না হয়। কারণ, এই ঔদাসীন্য তাহাদিগকে কিয়ামতে সপরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বান্দাগণকে দান-খয়রাত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে গিয়া বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ
لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

অর্থাৎ মৃত্যু আসার আগেই দান-খয়রাত কর। অন্যথায় মৃত্যুকালীন অসহায় অবস্থায় আক্ষেপ করা ও দান-খয়রাত করিয়া মরার সুযোগ ও সময় প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে। মৃত্যুর বিধান এইরূপ অমোঘ যে, হাজার কাকুতি-মিনতিতেও তাহা টলিবার নহে। তখন আর সময় কোথায়, যে বিপদ আসার ছিল তাহা আসিয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে কাফিরগণও এইরূপ বলে—যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا
اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۔ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْاۤ اَقْسَمْتُمْ مِنْ
قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۔

অর্থাৎ (হে মুহাম্মদ) লোকদিগকে সেইদিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যেদিন তাহাদের সামনে মহাশাস্তি উপস্থিত হইবে এবং তখন সেই আত্মপীড়করা বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে কিছু সময় দাও যেন আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিতে পারি ও তোমার রাসূলকে অনুসরণ করিতে পারি ... ৷'

এই আয়াতে তো কাফিরগণকে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। অপর এক আয়াতে যাহাদের পুণ্যের পাল্লা কম হইবে তাহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ - اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا - وَمِنْ وَّرَاۤئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمٍ يُّبْعَثُوْنَ -

অর্থাৎ যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, হে প্রভু! আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে ফিরাইয়া দাও তাহা হইলে আমরা পুণ্য কাজ করিব .... ইত্যাদি।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاۤءَ اَجَلُهَا - وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ যাহার নির্ধারিত সময় আসিয়া যাইবে তাহাকে আর কোনক্রমেই সময় দেওয়া হইবে না। কারণ, আল্লাহ্ পাক খুব ভালভাবেই জানেন, মৃত্যুকালে প্রদত্ত ওয়াদা সময় দেওয়া হইলে কে কতটুকু পালন করিবে, দেখা যাইবে সময় পাইয়া তাহারা অভ্যস্ত সেই পাপের কাজেই লিপ্ত হইতেছে। তাই আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা যাহা করিবে তাহা আল্লাহ্ ভালভাবেই জানেন।

ইমাম তিরমিযী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

"যে ব্যক্তি বিত্তবান হইয়াও হজ্জ করিল না ও যাকাত দিল না, সেই লোক মৃত্যুর সময় আসিল শুনিয়া আরও কিছুদিন থাকার আব্দার করে।" তখন এক ব্যক্তি বলিল, হে ইব্ন আব্বাস! আল্লাহ্কে ভয় কর। একমাত্র কাফিরই দুনিয়ায় থাকার আব্দার জানায়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দুনিয়া হইতে তাড়াতাড়ি যাইতে চাও কেন ? শুন, আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلاَۤ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِىْ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَ

اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا ـ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

লোকটি তখন প্রশ্ন করিল, কতটুকু সম্পদ হইলে যাকাত ফরয হয় ? তিনি বলেন, দুই শত কিংবা তদূর্ধ্ব হইলে। সে আবার প্রশ্ন করিল, হজ্জ কখন ফরয হয় ? তিনি উত্তর দিলেন, পথ খরচ ও বাহন ব্যবস্থা থাকিলে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য সনদে তিরমিযী (র) উহা বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাক ও আবূ জানাব কালবীর সঙ্গে সুফিয়ান ইব্ন উআইনাও অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি সহীহ্ বলেন। তবে আবূ জানাব কালবী (র) তিনি দুর্বল রাবী বলিয়াছেন।

আমার কথা হইল, ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে যাহ্হাকের বর্ণনার সূত্রে অবিচ্ছিন্ন নহে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ "আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট আয়ু বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নির্ধারিত মৃত্যুকাল বিলম্বিত করেন না। তবে যাহার নেক সন্তান থাকে সে কবরে বসিয়া সন্তানের দোয়ার সুফল ভোগ করে। আয়ু বৃদ্ধির তাৎপর্য ইহাই।"

সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۞

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

(٤) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ؕ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

১. আকামণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ উহার সম্যক্‌দ্রষ্টা।

৩. তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে এবং তোমাদিগকে আকৃতি দান করিয়াছেন–তোমাদের আকৃতি করিয়াছেন সুশোভন; আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁহারই নিকট।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন যাহা তোমরা গোপন কর ও যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।

তাফসীর ঃ তাবারানী (র) ...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ

“এমন কোন শিশু জন্ম নেয় না যাহার মাথার জোড়ার মাঝখানে সূরা তাগাবুনের পাঁচটি আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে না।”

ইব্ন আসাকির আল ওয়ালিদ ইব্ন সালেহ্র জীবনী গ্রন্থে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। তবে বর্ণনাটি গরীব ও মুনকার।

আল 'মুসাব্বাহাত' শীর্ষক সূরাগুলির ইহাই শেষ সূরা।

বারী তা'আলা ও মালিকুল মুলকের প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনায় সমগ্র সৃষ্টি জাতি যে সদা মুখর এই সম্পর্কেই পূর্বেই বলা হইয়াছে।

তাই আল্লাহ্ পাক পরক্ষণেই বলেন ঃ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ অর্থাৎ নিখিল সৃষ্টির সার্বভৌম মালিকানা তাঁহারই। ফলে তিনি সকলের প্রশংসিত সত্তা। কারণ সৃষ্টিও তিনি করিয়াছেন এবং সকল আকৃতি, প্রকৃতি ও পরিমিতি তিনিই নির্ধারণ করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কেহ তাহা ঠেকাইতে পারে না, কেহ বাধা দেয়ারও ক্ষমতা রাখে না। তিনি যাহা চাহেন না, তাহার কিছুই হইতে পারে না।

তারপর তিনি বলেন ঃ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ অর্থাৎ তিনিই সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে কিছু লোক কাফির হইতেছে ও কিছু লোক মু'মিন হইতেছে। তিনি ভালভাবেই জানেন, হিদায়াত লাভের উপযোগী কে? তেমনি তিনি ইহাও জানেন যে, বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য কে ? তিনি প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান দিবেন।

তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ তোমরা যাহা কিছু করিতেছ তাহা তিনি দেখিতেছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ তিনি পূর্ণ ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে নভোমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অর্থাৎ তোমাদিগকে তিনি অত্যন্ত চমৎকার গড়ন দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ ـ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاۤءَ رَكَّبَكَ ـ

অর্থাৎ হে মানব! তোমাকে তোমার সদয় প্রতিপালক হইতে কোন বস্তু উদাসীন করিয়াছে ? তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর সুষম করিয়াছেন এবং যেভাবে যাহাকে তিনি গড়িতে চাহিয়াছেন সেইভাবেই গড়িয়াছেন।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান ও আকাশকে ছাদ বানাইয়াছেন এবং তিনিই তোমাদিগকে চমৎকার আকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অত্যন্ত উপাদেয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এখানে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ অবশেষে তোমাদিগকে তাঁহার কাছেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং তিনিই তোমাদের শেষ আশ্রয়স্থল।

পরিশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَاتُسِرُّوْنَ وَمَاتُعْلِنُوْنَ অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছুই আল্লাহ্ তা'আলা জানেন। এমনকি তিনি অন্তর্যামী হিসাবে সকলের অন্তরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কেও সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

(٥) اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ○

৫. তোমাদের নিকট কি পৌছে নাই পূর্ববর্তী কাফিরগণের বিবরণ ? উহারা উহাদের কর্মের মন্দ ফল আস্বাদন করিয়াছিল এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. উহা এই জন্য যে, উহাদের নিকট উহার রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিত। তখন উহারা বলিত, 'মানুষই কি আমাদিগকে পথের সন্ধান দিবে ?' অতঃপর উহারা কুফরী করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু ইহাতে আল্লাহ্‌র কিছুই আসে যায় না। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা অতীতের জাতিসমূহের আল্লাহ্র রাসূল ও তাঁহার প্রচারিত সত্য দীনের বিরোধীতা ও উহার মর্মান্তিক করুণ পরিণতি সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ তোমরা কি অতীতের কাফিরগণের কর্মফল ও তাহাদের করুণ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত নহ ?

فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ অর্থাৎ তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের জন্যে পৃথিবীতেই অনেক দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনার শিকার হইয়াছে।

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অর্থাৎ পরকালেও তাহাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি উহার কারণ বর্ণনা করেন ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّه كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ অর্থাৎ উহা এই কারণে যে, তাহাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ সহ সত্য উপস্থাপন করার পর তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহারা সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন তুলিয়াছে ঃ فَقَالُوْا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا অর্থাৎ তাহাদের মধ্য হইতেই তাহাদের মত একটি লোক আল্লাহ্র রাসূল হইয়া তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারে এই কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না।

فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا অর্থাৎ এই অবিশ্বাস হইতেই তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বিপথে চলিয়া গেল ও পরিণামে চরম লাঞ্ছনার শিকার হইল।

وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র ব্যাপারে বেপরোয়া হইল ও তাঁহার রাসূল ও সত্য বিধানকে উপেক্ষা করিল।

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাহারও তোয়াক্কা রাখেন না, তিনি তো সদা প্রশংসিত সত্তা।

(٧) زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

(٨) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

(٩) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

(١٠) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৭. কাফিরগণ মনে করে যে, তাহারা কখনও পুনরুত্থিত হইবে না। বল, নিশ্চয়ই হইবে, 'আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে সেই ব্যাপারে অবশ্যই তোমাদিগকে অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ।

৮. অতএব তোমরা আল্লাহ্, তাঁহার রাসূল ও যে নূর বা আলো আমি অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

৯. স্মরণ কর, যেদিন তিনি তোমাদিগকে সমবেত করিবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হইবে প্রকৃত লাভ-লোকসানের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর আস্থাশীল ও সৎকর্মের অনুসারী, তিনি তাহার পাপ মোচন করিবেন এবং তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে; যাহার পাদদেশে নহর-নদী প্রবাহিত; সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। ইহাই মহাসাফল্য।

১০. কিন্তু যাহারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তাহারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে। কতই মন্দ সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফির, মুশরিক ও মুলহিদগণের ভ্রান্ত ও অবিশ্বাসমূলক ধারণার অপনোদন ঘটাইয়া বলিতেছেন, তাহারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। তাই তিনি তাঁহার রাসূলকে বলেন ঃ

قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ অর্থাৎ আপনি বলুন, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! অবশ্যই তোমরা উত্থিত হইবে এবং তোমাদের ছোট-বড় সকল কার্যকলাপের ফিরিস্তি তোমাদিগকে দেওয়া হইবে।

وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ অর্থাৎ তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করিয়া তোমাদের কর্মফল প্রদান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খুবই সহজ কাজ।

আল্লাহ্ পাক তাঁহার রাসূলকে দিয়া তিন জায়গায় তাঁহার নামে শপথ করাইয়াছেন। ইহা হইল তৃতীয় স্থানটি। শপথের বিষয়বস্তু হইল পরকাল ও তাঁহার অস্তিত্বের সত্যতা। প্রথম আয়াত হইল সূরা ইউনুস। যেমন ঃ

وَيَسْتَنْبِؤُنَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْ اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۔

(১) তাহারা কি তোমাকে উহার সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে ? বল, আমার প্রভুর শপথ! উহা সত্য, তোমরা আল্লাহ্‌কে বিরত রাখিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় আয়াত হইল সূরা সাবায়। যেমন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ۔ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ

(২) কাফিররা বলে, তাহারা কিয়ামতের সম্মুখীন হইবে না। বল, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! কিয়ামত অবশ্যই ঘটিবে।

তৃতীয় আয়াত হইল আলোচ্য আয়াত ঃ

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۔ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَلِمْتُمْ ۔ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۔

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْ اَنْزَلْنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর, আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর ও তাঁহার উপর অবতীর্ণ নূর অর্থাৎ কুরআনের উপর ঈমান আন।

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ অর্থাৎ তোমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন কাজও আল্লাহ্ অবহিত থাকেন।

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেইদিন যেহেতু আগের ও পরের সকল লোককে একসঙ্গে জমা করা হইবে এইজন্য সেইদিনের নাম দেওয়া হইল 'ইয়াওমুল জম'ঈ'। সেদিন একই সময় তাহাদের উত্থান ঘটিবে এবং একই সময় আহ্বানকারীর আহ্বান শুনিয়া চোখ খুলিবে। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ অর্থাৎ ইহা হইল লোকদিগকে হাযির করার ও সমবেত করার দিন। অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আগের ও পরের সকল লোক জমা করা হইবে।

আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ সেইদিন হইবে লাভ-লোকসানের দিন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ 'ইয়াওমুত তাগাবুন'-ও কিয়ামতের দিনের অপর নাম। কারণ সেইদিন জান্নাতীগণ জাহান্নামীগণকে প্রতিযোগিতায় পরাভূত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

কাতাদা ও মুজাহিদ (র) এই ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মুকাতিল ইব্‌ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ জাহান্নামীদের জন্য ইহা হইতে ক্ষতি ও ঠকের ব্যাপার কি হইতে পারে যে, জান্নাতীদের চোখের সামনে জাহান্নামীগণকে জাহান্নামে ও জাহান্নামীদের চোখের সামনে জান্নাতীগণকে জান্নাতে পৌছানো হইবে।

আমি বলিতেছি পরবর্তী আয়াতে তাগাবুনেরই ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا - ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ -

অর্থাৎ মু'মিনগণের নেক আমলের কারণে তাহাদের গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং তাহারা প্রবাহমান ঝর্ণাধারা বিশিষ্ট জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। ফলে তাহা হইবে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে কাফির সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র নিদর্শন অস্বীকার করার কারণে জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হইবে। কতই জঘন্য সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!

ইতিপূর্বে এই ধরনের আয়াত কয়েকবার আসিয়াছে এবং সেইগুলির তাফসীরও কয়েকবার করা হইয়াছে।

(١١) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

(١٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(١٣) اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

১১. আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না এবং আল্লাহ্‌র উপর যে ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সঠিক পথে চালান। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।

১২. আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং তাঁহার রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা ঘাড় ফিরাইয়া লও, তবে আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে প্রচার করা।

১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। সুতরাং মু'মিনগণের আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করা উচিত।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই জানাইতেছেন, যাহা তিনি সূরা হাদীদে জানাইয়াছেন। যেমন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا - اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

অর্থাৎ পৃথিবীতে কিংবা মানুষের নিজের উপর যাহা কিছু বিপদাপদ আসে তাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই আসে এবং উহা সকলের অদৃষ্টলিপি বৈ নহে। আল্লাহ্‌র জন্য উহা আগাম জানিয়া লিপিবদ্ধ করা সহজ ব্যাপার। তাই বিপদাপদে সকলের ধৈর্যধারণ করিয়া আল্লাহ্‌র মর্জির উপর দৃঢ়পদ থাকা চাই এবং তাঁহার নিকট উহার বিনিময়ে সওয়াব ও ভাল কিছু পাওয়ার আশা রাখা চাই।

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন–অর্থাৎ উহা পূর্ব নির্ধারিত ও আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ব্যাপার।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ - وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইয়া এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইহা আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তাহারই ইচ্ছায় আসিয়াছে আর সেইজন্য সে ধৈর্যধারণ করে ও আল্লাহ্‌র ব্যবস্থায় রাজী থাকে, আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সঠিক পথ নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহ্ তো সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই তিনি তাহার এই ধৈর্য ও দৃঢ়তার উপযুক্ত সওয়াব ও উত্তম বিনিময় দান করেন।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বলেন ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ঈমান তাহাদিগকে এই বুঝ দান করে যে, তাহার উপর যে বিপদ আসিয়াছে তাহা ভুলক্রমে আসে নাই এবং যাহা আসে নাই তাহাও ভুলের জন্য বাদ পড়ে নাই। আসা ও না আসা সবই আল্লাহ্‌র মর্জিতে হইয়াছে।

আ'মাশ (র) আবূ যবিয়ান সূত্রে আলকামা (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَه অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিপদে অধীর না হইয়া আল্লাহ্‌র মর্জী হিসাবে ইহা সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইল আল্লাহ্ তাহার অন্তরকে সর্বাধিক পথ প্রদর্শন করিল।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম তাহাদের তাফসীরে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃতি করেন। وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের ও

মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) বলেন ঃ অর্থাৎ বিপদ আসিলে সে 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়ে।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে ঃ মু'মিনের ক্ষেত্রে বিনয়ের ব্যাপার হইল এই যে, তাহার জন্য আল্লাহ্র তরফ হইতে যে ব্যবস্থাই আসে তাহাতেই সে লাভবান হয়। যদি তাহার উপর খারাপ কিছু আপতিত হয় তাহা হইলে সে ধৈর্যধারণ করিয়া সওয়াব ও উত্তম বিনিময় লাভ করে। পক্ষান্তরে যদি তাহার জন্য আল্লাহ্ পাক ভাল কিছু মঞ্জুর করেন, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লাভবান হয়। এই সৌভাগ্য মু'মিন ছাড়া আর কাহারও দেখা দেয় না।

ইমাম আহমদ (র) .... জুনাদাহ ইব্ন আবূ উমাইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! উত্তম কাজ কোন্টি ? তিনি বলেন, আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখা, উহার সত্যতা ঘোষণা করা ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি ইহা হইতে কোন সহজ কাজ চাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আল্লাহ্র তরফ হইতে তোমার কিসমতের যে ফয়সালা হয় তাহা সানন্দে মানিয়া লও এবং সেই ব্যাপারে কোন অভিযোগ তুলিও না।

ইমাম আহমদ ভিন্ন অন্য কেহই ইহা উদ্ধৃত করেন নাই।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল যে বিধি-বিধান প্রদান করিয়াছেন উহা অনুসরণ করার ও যে সকল বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন তাহা পরিহার করিয়া চলার নির্দেশ দান করা হইতেছে।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ যদি তোমরা ইহা অমান্য করিয়া বিপথে চল তাহা হইলে জানিয়া রাখ, আমার রাসূলের কাজ হইল তোমাদিগকে খোলাখুলিভাবে জানাইয়া দেওয়া আর তোমাদের কাজ হইল তাহা শুনিয়া কার্যকর করা।

ইমাম যুহ্রী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাকের দায়িত্ব রাসূল পাঠানো। রাসূলের দায়িত্ব বিধান পৌঁছানো ও আমাদের দায়িত্ব হইল মান্য করা।

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ একক ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ভিন্ন বিকল্প কোন প্রভু নাই। সুতরাং মু'মিনগণের তাঁহারই উপর নির্ভর করা চাই। কারণ, আল্লাহ্র একক ক্ষমতার উপর তাহাদের আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা থাকা চাই।

যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রতিপালক তিনিই। তিনি ভিন্ন কোন প্রভু নাই। সুতরাং তাঁহাকেই অভিভাবক বানাও।

(١٤) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(١٥) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

(١٦) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

(١٧) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(١٨) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

১৪. হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ তোমার শত্রু; অতএব তাহাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমরা যদি উহাদিগকে মার্জনা করা, উহাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং উহাদিগকে ক্ষমা কর, তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৫. তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তা তোমাদের জন্য পরীক্ষা; আল্লাহ্‌রই নিকট রহিয়াছে মহাপুরস্কার।

১৬. তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর, তাঁহার কথা শুন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যাহারা অন্তরের কার্পণ্য হইতে মুক্ত তাহারাই সফলকাম।

১৭. যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে কর্জে হাসানা দান কর, তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তাফসীর ঃ এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণকে জানাইতেছেন যে, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে কেহ কেহ শত্রুতার কাজ করে অর্থাৎ তাহাদের কারণে নেক কাজ হইতে তাহারা গাফেল থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণ হইতে গাফেল না করে। যাহারা উহার কারণে গাফেল হইবে তাহারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' তাই আল্লাহ্ পাক এখানে বলেন ঃ

فَاحْذَرُوْهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়েদ (র) বলেন ঃ তাহাদিগকে তোমাদের দীনের লোকসানের ক্ষেত্রে এড়াইয়া চল।

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং ধন-সম্পদের মহব্বতে অনেকে অনেক সময় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মত আল্লাহ্র নাফরমানি কাজে লিপ্ত হয়। ফলে সে নিজের দীন ও ঈমানের ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইমাম ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী কিছু লোক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় হিজরত হইতে বিরত ছিলেন। মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের যখন সুদিন দেখা দিল, তখন তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলেন। ইত্যবসরে পূর্বের মুহাজিরগণ দীনি ইলম ও আমলে অনেক আগাইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী মুহাজিরগণ ইহা দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং তাহাদের এই পশ্চাদপদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানগণকে দায়ী করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। এই উপলক্ষেই ফরমান আসিল ঃ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ এবারে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাক।

মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল ফরিয়াবী হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহিয়া (র) সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র)-ও ইহা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনাটিকে হাসান সহীহ্ বলিয়াছেন।

ইসরাঈলের সূত্রে ইমাম ইব্ন জারীর ও তাবারানী (র) উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) সূত্রেও ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামাও অনুরূপ বর্ণনা করেন।

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ ـ وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তোমাদের মাল ও আওলাদ দান করা হয় তোমাদিগকে পরীক্ষা করার জন্য। কে উহার মায়ায় পাপে লিপ্ত হয় আর কে উহার মায়ার উপর আল্লাহ্র আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয় তাহাই পরীক্ষা করা হয়। শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তো কিয়ামতে আল্লাহ্র কাছে পাইবে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা চাই। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ـ

অর্থাৎ পরীক্ষার স্বরূপ মানুষের জন্য স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ, আকর্ষণীয় অশ্ব ও গৃহপালিত জীব ও ক্ষেত খামারের ফল-ফসলের মায়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এইগুলি হইল পার্থিব সীমিত জীবনের সম্বল। অথচ স্থায়ী জীবনের সম্মানের আশ্রয়স্থল তো আল্লাহ্র নিকটই রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ বুরাইদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) খুতবা দিতেছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রা) আসিলেন। তাহাদের উভয়ের দেহে লাল জামা ছিল। দু'জনই শিশু ছিলেন। কোনমতে হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে আসিতেছিলেন। সহসা তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। তিনি মিম্বার হইতে নামিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নিলেন এবং নিজের সামনে নিয়া বসাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য এবং তাঁহার রাসূলও সত্য বলিয়াছেন যে, "মাল ও আওলাদ ফিতনা। ইহাদিগকে হেলিয়া দুলিয়া উঠিয়া পড়িয়া আগাইতে দেখিয়া ধৈর্য ধরা সম্ভব হইল না। তাই খুতবা বন্ধ করিয়া তুলিয়া আনিতে হইল।"

সুনান প্রণেতাগণ হুসাইন ইব্ন ওয়াকিদের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা শুধু এই একটি সূত্রেই হাদীসটি জানিতে পাই।

ইমাম আহমদ (র) .... আশআছ ইব্ন কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত আমিও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার কি কোন ছেলে মেয়ে রহিয়াছে ? আমি জবাব দিলাম; হ্যাঁ, এখানে আসার প্রাক্কালে আমার একটি ছেলে হইয়াছে। হায়! উহার বদলে যদি কোন হিংস্র জানোয়ার হইত। তিনি বলিলেন, খবরদার, এরূপ বলিও না। সন্তান আঁখি ঠাণ্ডা করে। যদি সে মারা যায় তাহা হইলে সওয়াব মিলে। তারপর বলেন, কেহ ইহার ফলে ভগ্নহৃদয়ে ও দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়।" এই হাদীসটি একমাত্র ইমাম আহমদই সংকলন করিয়াছেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সন্তান অন্তরের কামনার ফসল। উহা মানুষকে কাপুরুষ বানায়, দুঃখ দেয় ও কৃপণ বানায়।

অতঃপর আল বায্যার (র) বলেন ঃ এই সূত্র ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এ হাদীসটি আমার জানা নাই।

তাবারানী (র) .... আবূ মালিক আল আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমার শত্রু শুধু সেই লোকই নহে, যে কুফরীর উপর দৃঢ় থাকিয়া তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে আসিয়াছে। কারণ, তুমি যদি তাহাকে হত্যা

কর, তাহা হইলে তাহা তোমার জন্য সাফল্য সৃষ্টি করিবে। আর সে যদি তোমাকে হত্যা করে তাহা হইলে তো তুমি নির্ঘাত জান্নাতী হইবে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার শত্রু তো তোমার সেই সন্তান যে তোমার ঔরসে জন্ম নিয়া তোমার শত্রু হইয়াছে। অতঃপর বলেন, যাহাদের দায়িত্ব তোমার উপর সেই পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে সতর্ক থাক, তাহাদিগকে আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচাও।"

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলার জন্য আপ্রাণ প্রয়াসী হও।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি তোমাদিগকে যে নির্দেশ দান করি, সাধ্যমত তাহা পালন কর এবং যাহা নিষেধ করি তাহা হইতে বিরত থাক।

যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে ইমাম মালিক (র) বর্ণনা করেন যে, কোন কোন তাফসীরকার বলিয়াছেন, আলোচ্য আয়াতটি সূরা আলে ইমরানের নিম্ন আয়াতটি মানসূখ করিয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে যেভাবে ভয় করা উচিত সেভাবে ভয় কর।

অর্থাৎ বর্তমান আয়াতে বলা হইয়াছে, তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ যখন اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ আয়াতটি নাযিল হইল তখন মানুষ এত ঘাবড়াইয়া গেল যে, নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিত যাহাতে পদদ্বয় ভারী হইয়া যাইত। তেমনি তাহারা এত লম্বা সিজদা দিত যে, কপালে ঘা হইয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করিয়া তাহাদের কাজ সহজ করিয়া দিলেন। পূর্ব আয়াত মানসূখ হইল।

আবুল আলীয়া, যায়েদ ইব্ন আসলাম, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও মুকাতিল ইব্ন হাইয়ান (র) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ফরমাবরদার হইয়া যাও। তাঁহাদের নির্দেশের এক চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করিও না। উহা হইতে বিন্দুমাত্র ডানে কি বামে অথবা সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে যাইও না। যাহা তাঁহারা আদেশ করেন তাহা পালন কর ও যাহা নিষেধ করেন তাহা বর্জন কর।

وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِاَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদিগকে যে রিয্ক দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমাদের আপনজন, ফকীর, মিসকীন ও অভাবী লোকদের জন্য

ব্যয় কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর যেরূপ ইহসান করিয়াছেন তোমরাও সৃষ্টিকুলের উপর সেরূপ ইহসান কর। উহা তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ বহিয়া আনিবে। পক্ষান্তরে উহা যদি না কর তাহা হইলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের অকল্যাণ দেখা দিবে।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এই আয়াতের তাফসীর সূরা হাশরে সবিস্তারে করা হইয়াছে। আয়াতের তাৎপর্য সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস সেখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। (সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্য।)

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ যখন তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিবে আল্লাহ্ তখন তোমাদিগকে উহার কয়েকগুণ বিনিময় দান করিবেন। তোমরা গরীব-মিসকীনকে যাহা দান করিবে উহা আল্লাহ্‌কে কর্জ দান করার শামিল হইবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করেন, তোমাদের ভিতর কোন ব্যক্তি এমন কাহাকেও কর্জ দিতে পার যিনি জালিম নহেন, দরিদ্র নহেন এবং সর্বহারাও নহেন ? পরন্তু তিনি তোমাদিগকে বহুগুণে বাড়াইয়া উহা ফেরত দিবেন।"

সূরা বাকারায়ও বলা হইয়াছে ঃ

فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহার বিনিময় বহুগুণ বাড়াইয়া তাহাকে দান করিবেন।

وَيَغْفِرْ لَكُمْ অর্থাৎ উহার সাথে সাথে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমাও করিবেন। উহা তোমাদের পাপের কাফ্‌ফারা হইবে।

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তো গুণের কদর করিয়া থাকেন। অল্প দানের বিনিময়ে প্রচুর প্রতিদান দিয়া থাকেন।

حَلِيْمٌ অর্থাৎ তিনি অসীম ধৈর্যশীল। তিনি ভুল-ত্রুটি ও গুনাহ খাতা উপেক্ষা করেন, ক্ষমা করেন, উহা দেখিয়াও দেখেন না।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ অর্থাৎ তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কিছুই ভালভাবে জানেন। তিনি সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারকারী ও সর্বাধিক বিজ্ঞ। এই আয়াতের তাফসীর পূর্বে বহুবার করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গিত।

সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝

১. হে নবী! তোমরা যখন তোমাদিগের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং তোমরা ইদ্দতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। তোমরা উহাদিগকে উহাদিগের বাসগৃহ হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তাহারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়। এইগুলি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা, যে আল্লাহ্‌র সীমালংঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ্ ইহার পর কোন উপায় করিয়া দিবেন।

তাফসীর : এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম সম্মানার্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করিয়াছেন। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে উম্মতদেরকে সম্বোধন করিয়া তালাকের মাসআলা বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ হে নবী! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর, উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক প্রদান করেন। ফলে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া আসেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ الخ এই আয়াত নাযিল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলা হইল যে, আপনি তাহাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন। কারণ সে পাকা নামাযী ও পাকা রোযাদার। দুনিয়াতেও সে আপনার স্ত্রী, জান্নাতেও আপনার স্ত্রী থাকিবে। উল্লেখ্য, বিভিন্ন সনদ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিয়া পরে আবার রজ'আত (তালাক প্রত্যাহার করা) করিয়াছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) .... সালিম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে ঋতুকালে তালাক প্রদান করিয়াছেন। উমর (রা) এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে দিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলেন ঃ "যাও তাহাকে বল, সে যেন রজ'আত করিয়া স্ত্রীকে রাখিয়া দেয়। অতঃপর যখন ঋতু হইতে পাক হইয়া আবার ঋতুবতী হইবে এবং পাক হইয়া যাইবে তখন যদি ইচ্ছা হয় তো পবিত্রাবস্থায় সহবাস না করিয়া তালাক প্রদান করে। এই সেই ইদ্দত, আল্লাহ্ তা'আলা যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই কথাটি বুখারী শরীফে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, এই সেই ইদ্দত স্ত্রীদিগকে যাহাতে তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ করিয়াছেন। হাদীসের বহু কিতাবে অসংখ্য সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

আ'মাশ (র) ...... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ فَطَلِّقُوْهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ তোমরা স্ত্রীগণকে সেই তুহরে তালাক দাও যাহাতে সহবাস করা হয়নি।

ইব্‌ন উমর (রা), আতা, মুজাহিদ হাসান ইব্‌ন সীরীন, কাতাদা, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান এবং মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইকরিমা এবং যাহ্‌হাক হইতেও একটা বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ অর্থাৎ স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় এবং যেই তুহরে সহবাস করা হইয়াছে তাহাতে তালাক দেওয়া যাইবে না। যদি তালাক দিতে হয়, তাহলে পুনরায় যখন ঋতু হইয়া পাক হইয়া যায় তখন এক তালাক দিলে তালাক দেওয়া যায়।

ইকরিমা (র) বলেন عِدَّةٌ অর্থ তুহ্‌র এবং قُرْءٌ অর্থ হায়েয। আর সেই তুহরে তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ, যাহাতে সহবাস করা হইয়াছে। ফলে একথা অস্পষ্ট যে, মহিলা গর্ভবতী কিনা।

এই আয়াত হইতেই মুজতাহিদগণ তালাকের আহকাম আহরণ করিয়াছেন এবং তালাককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সুন্নত তালাক ও বিদআত তালাক। সুন্নত তালাক হইল ঋতু বন্ধ হইবার পর সহবাস না করিয়া পবিত্রাবস্থায় তালাক দেওয়া কিংবা গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া; যে গর্ভ স্পষ্ট বুঝা যায়। আর বিদআত তালাক হইল ইহার বিপরীত। অর্থাৎ ঋতু অবস্থায় কিংবা যেই তুহরে স্ত্রী-সহবাস করা হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া।

উল্লেখ্য যে তালাকের আরো একটি প্রকার রহিয়াছে। উহা সুন্নতও নহে, বিদআতও নহে। উহা হইল, অপ্রাপ্ত বয়স্কা না বালিগা স্ত্রীকে এবং সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাহার ঋতু হইবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে কিংবা যেই স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর এখনো সহবাস করা হয়নি তাহাকে তালাক দেওয়া। এই বিষয়ে ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ। অর্থাৎ ইদ্দত কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় ভালোভাবে হিসাব রাখিতে হইবে। এমন যেন না হয়, যে ইদ্দত অযথা দীর্ঘ হওয়ার কারণে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার ব্যাপারে স্ত্রীর বিলম্ব হইয়া যায়।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ। অর্থাৎ এইসব বিষয়ে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কর।

وَلَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ অর্থাৎ তালাকের ইদ্দত পালনকালে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা স্বামীর দায়িত্বে। সুতরাং সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে বাহির করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বে-আইনী। আবার স্বামীকে তাহার দায়িত্ব আদায় করিবার সুযোগ প্রদানার্থে স্ত্রীও চলিয়া যাইতে পারিবে না। কারণ স্ত্রী চলিয়া গেলে স্বামী তাহার দায়িত্ব পালন করিবে কি করিয়া?

لَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ। অর্থাৎ আসল বিধান তো হইল স্ত্রীকে তাহার বাসগৃহ হইতে বাহির হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি স্ত্রী স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। তাহলে তাহা হইলে স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ। 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' মধ্যে ব্যভিচারও অন্তর্ভুক্ত। যেমন : ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব, শা'বী, হাসান ইব্‌ন সীরীন, মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ কিলাবা, আবূ সালিহ, যাহ্‌হাক, যায়েদ ইব্‌ন আসলাম, আতা খুরাসানী, সুদ্দী, সাঈদ ইববে আবূ হিলাল (র) প্রমুখ এইমত পোষণ করিয়াছেন।

তাহা ছাড়া স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার, স্বামীর অবাধ্যতা এবং আচার-আচরণে স্বামীর মাতা-পিতা ও অন্যদেরকে কষ্ট দেওয়া 'স্পষ্ট অশ্লীলতার' শামিল। এইমতের সপক্ষে রহিয়াছেন উবাই ইব্‌ন কা'ব, ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরিমা (র) প্রমুখ।

وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه অর্থাৎ এইসব হইল আল্লাহ্‌র বিধান। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন ও অমান্য করিয়া মানব রচিত অন্য কোন বিধান গ্রহণ করিবে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করিল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করা আর নিজেই নিজের মাথায় আঘাত করা সমান কথা।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا অর্থাৎ তালাকের পর ইদ্দত পালনের সময়ে স্ত্রীকে স্বামীর ঘরে অবস্থান করিবার বিধান এইজন্য দেওয়া হইল যে, হইতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামীর মনোভাব পরিবর্তন হইয়া যাইবে; তালাক দেওয়ার কারণে অনুতপ্ত হইবে এবং তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় ঘর-সংসার করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইবে। এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ঘরে থাকিলে এই সব সহজে আঞ্জাম দেওয়া যাইবে।

যুহরী (র) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সূত্রে ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) বলেন ঃ لَاتَدْرِىْ لَعَلَّ । الخ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রজ'আত বা তালাক প্রত্যাহার। শাবী, আতা, কাতাদা, যাহ্‌হাক, মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান ও সুফিয়ান সওরী (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-সহ অনেকের মত হইল যে, যেই তালাকের পর স্ত্রীর সহিত রজ'আত করিবার অধিকার থাকিবে না, সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নয়। ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহ্‌রিয়া সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ পেশ করিয়া থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

আবূ আমর ইব্‌ন হাফস (রা) তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স ফিহ্‌রিয়াকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি ইয়ামানে অবস্থান করিতেছিলেন। সেথা হইতে তিনি দূত মারফত তালাকনামা প্রেরণ করেন। দূতের সংগে তিনি সামান্য কিছু যবও পাঠাইয়া দেন। ইহাতে ফাতিমা বিনতে কায়স রাগান্বিত হইয়া যান। দূত বলিলেন ঃ রাগ করিতেছ কেন? তোমাকে খোরপোষ প্রদান করাতো আমাদের দায়িত্ব নহে। অতঃপর মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া নালিশ করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ 'ঠিকই তোমার খোরপোষ তাহার দায়িত্ব নহে।' মুসলিম শরীফে ইহাও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করাও তাহার দায়িত্ব নহে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে তাহাকে উম্মে শরীফের ঘরে ইদ্দত পালন করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া আবার বলিলেন ঃ "উম্মে শরীফের ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে। আচ্ছা, তুমি ইবন উম্মে মাকতূমের কাছে ইদ্দত পালন কর। সে অন্ধ মানুষ। তুমি সেখানে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির (রা) বলেন, একদা আমি মদীনায় আগমন করি। তখন ফাতিমা বিনতে কায়স (রা) আসিয়া আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আমলে তাহার স্বামী তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সে বলিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার স্বামীকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর তাহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিল যে, (তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়াছে) তুমি ঘর ছাড়িয়া চালিয়া যাও। আমি বলিলাম, কেন আমি তো ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান পাওনা আছি। সে বলিল, না, তাহা তুমি পাইবে না। তখন নিরুপায় হইয়া আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি জানাই। রাসূলুল্লাহ (সা) আমার স্বামীর ভাইকে ডাকিয়া ঘটনাটি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমার ভাই তো তাহাকে একত্রে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ শোন হে কায়স গোত্রের মেয়ে! স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য তখনই ওয়াজিব হইবে যখন তালাকের পর স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর স্বামীর নিকট খোরপোষ ও বাসস্থান কিছুই পাইবে না। এখন তুমি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আসিয়া অমুক মহিলার কাছে থাক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, না, তাহার ঘরে তো আমার সাহাবীরা আসা-যাওয়া করে, ঠিক তুমি ইব্ন উম্মে মাকতূমের ঘরে থাক। সে অন্ধ বিধায় তোমাকে দেখিতে পাইবে না....।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আমির শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন যাহ্হাক ইব্ন কায়স কুরায়শীর বোন ও আবূ আমর ইব্ন হাফস ইব্ন মুগীরা মাখযামীর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে কায়স (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন সে আমাকে বলিল যে, আবূ আমর ইব্ন হাফস হঠাৎ করিয়া একদিন আমার নিকট আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। তখন তিনি যুদ্ধ অভিযানে ইয়ামান অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তখন তাহার অভিভাবকের কাছে খোরপোষ ও বাসস্থান দাবী করি। তাহারা বলিল, না, তোমার স্বামী এই বাবদ আমাদের কাছে কিছু পাঠানও নাই এবং কিছু বলেনও নাই। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! (আমার স্বামী) আবূ আমর ইব্ন হাফস আমার কাছে আমার তালাকনামা প্রেরণ করে। ফলে আমি তাহার অভিভাবকদের কাছে ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান দাবী করিলে তাহারা বলিল যে, সে তো এই যাবত আমাদের কাছে কিছু পাঠান নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "স্ত্রী খোরপোষ ও বাসস্থান তো তখনই পাইবে যখন স্বামীর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকিবে। অতএব যদি রজ'আতের সুযোগ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব নহে।"

ইমাম নাসায়ী (র) .... সাঈদ ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(٢) فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ اَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ؕ
ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۬ؕ وَمَنْ
يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

(٣) وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ
حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ۝

২. উহাদিগের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা যথাবিধি উহাদিগকে রাখিয়া দিবে, না হয় উহাদিগকে যথাবিধি পরিত্যাগ করিবে এবং তোমাদিগের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে; আর তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। ইহা দ্বারা তোমাদিগের মধ্যে যে কেহ আখিরাতে বিশ্বাস করে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; যে কেহ আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার পথ করিয়া দিবেন,

৩. এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত উৎস হইতে দান করিবেন রিয্‌ক। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তাহার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট; আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিবেনই; আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ইদ্দত পালনকারী মহিলার ইদ্দতের মেয়াদ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিবে; তখন স্বামীর কর্তব্য হইল দুই পদক্ষেপের যে কোন একটা গ্রহণ করা। হয়ত বিধিসম্মত উপায়ে তালাক প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে পুনরায় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে এবং রীতিমত তাহাকে লইয়া ঘর-সংসার করিবে কিংবা কোন প্রকার কটু কথা না বলিয়া গালিগালাজ না করিয়া, ধিক্কার না দিয়া ভদ্রতার সহিত তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ তালাক প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত নিতে হইলে তখন দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিতে হইবে।

যেমন ঃ আবূ দাউদ ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিয়া পুনরায় স্ত্রীর সহিত সহবাস করে কিন্তু তালাক বা রজ'আত কোনটির সময়ই কোন সাক্ষী রাখে নাই। উত্তরে ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলিলেন ঃ এইভাবে তালাক

দেওয়াও সুন্নত পরিপন্থী, রজ'আত করাও সুন্নত পরিপন্থী। তালাক ও রজ'আত উভয়টির সময়ই সাক্ষী রাখা আবশ্যক। এই ধরনের সুন্নত পরিপন্থী কাজের পুনরাবৃত্তি যেন আর না হয়।

ইব্ন জুরাইজ (র) বলেন, আতা (র) বলিতেন ঃ দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ, তালাক রজ'আত কোনটিই জায়েয নহে। তবে বিশেষ কোন ওযর থাকিলে তাহা ভিন্ন কথা।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ এই যে আমি তোমাদিগকে সাক্ষী রাখিবার এবং সত্য সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দিলাম; উহা সেই ব্যক্তিই পালন করিবে, যে আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে আল্লাহ্র শরীয়াতের পাবন্দী করে, পরকালে আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন ঃ বিবাহের সময় যেমন সাক্ষী রাখা ওয়াজিব তেমনি রজ'আতের সময়ও সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। একদল আলিমও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আর যাহারা এই মতের সপক্ষে রহিয়াছেন তাহারা বলেন যে, রজ'আতের কথাটি স্পষ্টভাবে মুখে বলিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় অন্যরা সাক্ষী থাকিবে কেমন করিয়া? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ অর্থাৎ যে আল্লাহ্র আদেশ ও নিষেধের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিবে অর্থাৎ আল্লাহ্র আদেশ পালন করিবে ও নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকিবে। আল্লাহ্ তাহার সকল সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন এবং তাহাকে এমন রিযক দান করিবেন যে, সে নিজেই ঠিক পাইবে না যে, উহা কোন্ দিক হইতে আসিয়াছে। এমনকি তা তাহার কল্পনায়ও জাগ্রত হইবে না।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূযর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূযর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনাইতে ছিলেন। শেষে তিনি বলিলেন ঃ "হে আবূ যর! সকল মানুষই যদি এই আয়াতটির উপরই আমল করিত তাহা হইলে আর কোন কিছুর প্রয়োজন হইত না।" আবূ যর (রা) বলেন, ইহার পর রাসূলুল্লাহ বারবার এই আয়াতটি পাঠ করিতে লাগিলেন। এমনকি আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আবূযর! যখন তোমাকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন তুমি কি করিবে? আমি বলিলাম, তখন ইহার চেয়ে আরো প্রশস্ত ও বরকতময় স্থানে গিয়া মক্কার কবুতর সমূহের একটি কবুতর হইয়া বসবাস করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ যখন মক্কা হইতে ও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে; তখন কি করিবে?" আমি বলিলাম, তখন দেশে চলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যখন সেখান হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে তখন? আমি বলিলাম, সেই সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি,

যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন; তখন আমি কাঁধে তরবারী ঝুলাইয়া যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আরো উত্তম পন্থা বলিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, হুযূর! ইহার অপেক্ষাও ভালো পন্থা আর কি হইতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "শাসকের কথা মানিয়া চলিবে ও আনুগত্য করিবে। যদিও হয় সে হাবশী ক্রীতদাস।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... শিত্তির ইব্‌ন শাক্‌ল হইতে বর্ণনা করেন যে, শিত্তির (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হইল إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ الخ এবং স্বচ্ছলতার দিক হইতে সবচেযে বড় আয়াত হইল وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ الخ

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যেই ব্যক্তি বেশী পরিমাণে ইস্তিগফার করিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যে কোন পেরেশানী হইতে মুক্ত রাখিবেন এবং সর্বপ্রকারের অস্বচ্ছলতা দূর করিয়া স্বচ্ছলতা দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিয্‌ক দান করিবেন।"

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন বিপদ হইতে মুক্ত রাখিবেন।

রবী ইব্‌ন খুছাইম (র) বলেন ঃ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا অর্থ– মানুষের জন্য কষ্টকর যে কোন বিষয় হইতে আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ তালাকের ব্যাপারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান মানিয়া চলিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পথ খুলিয়া দিবেন। ইব্‌ন আব্বাস (র) এবং যাহ্‌হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও মাসরূক (র) বলেন ঃ যেই ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করিলে ছিনাইয়া নিতে পারেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য পথ খুলিয়া দেন এবং তাহাকে এমনভাবে জীবিকা দান করেন যে, সে টেরও পায় না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে যাবতীয় দ্বিধা-সন্দেহ এবং মৃত্যু যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দান করিবেন এবং তাহাকে তাহার আশাতীত রিয্‌ক দান করিবেন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ এইখানে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবার অর্থ হইল, সুন্নত অনুযায়ী তালাক দেয়া এবং সুন্নত অনুযায়ী রজ'আত করা।

হযরত আওফ ইব্‌ন মালিক আশজায়ী (রা)-এর এক ছেলেকে কাফিররা বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। ফলে আওফ ইব্‌ন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া ছেলের বন্দীর ও কাফির কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাটি বর্ণনা করিতেন আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ধৈর্যধারণ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া বলিতেন, চিন্তা করিও না অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য একটি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।" ইহার অল্প কিছুদিন পরই ছেলেটি কাফিরের হাত হইতে ছুটিয়া আসিয়া উহাদিগের অনেকগুলি ছাগল লইয়া বাপের কাছে চলিয়া আসে। সুদ্দীর ধারণা মতে তখনই وَمَنْ يَتَّقِ । اللّٰهَ । الخ এই আয়াতটি নাযিল হয়।

ইমাম আহমদ (র) ....ছাওবান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাওবান (রা) বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ গুনাহের কারণে রিযক হইতে বঞ্চিত হয়। দু'আ ব্যতীত কোন কিছুই তাকদীর খণ্ডন করিতে পারে না এবং আয়ু বৃদ্ধি করিতে পারে কেবল সৎকর্ম ও আত্মীয়তা বজায় রাখা।"

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন ঃ মালিক আশজায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ছেলের বন্দী সম্পর্কে অবহিত করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার ছেলের কাছে এই সংবাদ পাঠাও যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অধিক পরিমাণ লা-হাওলা পড়িবার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেছেন।' কাফিরা তাহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু একদিন আপনা আপনিই তাহার হাতের বাঁধন খুলিয়া যায়। ফলে সে ছুটিয়া পালাইয়া আসে। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি উষ্ট্রী পাইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া সে রওয়ানা করে। আরো অগ্রসর হইয়া আরো কতিপয় উট পাইয়া পালসুদ্ধ সমস্ত উট সংগে করিয়া বাড়িতে চলিয়া আসে। বাড়ি পৌঁছিয়া দরজায় আওয়াজ দেওয়ার সংগে সংগে তাহার পিতা বলিল, শপথ আল্লাহ্‌র! আমার আউফ আসিয়া গিয়াছে। তাহার মা বেদনার নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তাহা হয় কি করিয়া সে তো শত্রুদের হাতে বন্দী। অতঃপর সকলে দরজা খুলিয়া দেখিতে পাইল যে, আউফ দরজায় দাঁড়াইয়া। আর উঠান ভরা অনেকগুলি উট। অতঃপর স্থির হইয়া সে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। শুনিয়া পিতা বলিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি উটের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছেলের এবং উটের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন "এই সবই তোমার সম্পদ। তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" এই প্রসংগে وَمَنْ يَتَّقِ । اللّٰهَ । الخ আয়াতটি নাযিল হয়। [ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)]

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করে তাহার সকল সমস্যার সমাধানের জন্য তিনিই যথেষ্ট হইয়া যান। এবং তাহাকে তাহার ধারণাতীত রিযক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া শুধু দুনিয়ার পিছনে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়ারই হাতে সোপর্দ করেন।"

ইমাম আহমদ (র).......আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) একদিন বাহনের উপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাইয়া দিই। তুমি আল্লাহ্কে (অর্থাৎ আল্লাহ্র বিধানকে) হেফাজত কর, আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করিবেন। আল্লাহ্কে হেফাজত কর; তাহা হইলে তাহাকে তুমি তোমার চোখের সামনে দেখিতে পাইবে, যখন কিছু প্রার্থনা করিবে তো আল্লাহ্রই নিকট প্রার্থনা করিও আর যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তো আল্লাহ্র শরণাপন্ন হইও। মনে রাখিও, সমস্ত মানুষ একত্রিত হইয়াও যদি তোমার উপকার করিতে চায় আল্লাহ্র মঞ্জুরী ব্যতীত তাহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না আর যদি তাহারা তোমার ক্ষতি করিতে চায় তখনও আল্লাহ্র মঞ্জুরী ব্যতীত কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে এবং সহীফা শুকাইয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ যখন যাহা হইবার আল্লাহ্ তাহা নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন।)

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যদি কোন ব্যক্তি সমস্যায় পড়িয়া মানুষের শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রবল সম্ভাবনা যে, তাহার সমস্যা আরো বাড়িয়া যাইবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। হয়ত মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতে নতুবা মৃত্যুর পর আখিরাতে।"

إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মাঝে তাহার ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী নিজের যাবতীয় সিদ্ধান্ত রিধান বাস্তবায়ন করিবেনই।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা ও পরিমাপ স্থির করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ আল্লাহ্র নিকট সব কিছুই এক পরিমিত অবস্থায় রহিয়াছে।

(٤) وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ○

(٥) ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا ○

৪. তোমাদিগের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদিগের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদিগের ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদিগেরও এবং গর্ভবতী নারীদিগের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন।

৫. ইহা আল্লাহ্র বিধান যাহা তিনি তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন, আল্লাহ্কে যে ভয় করে তিনি তাহার পাপমোচন করিবেন এবং তাহাকে দিবেন মহাপুরস্কার।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, বার্ধক্যের কারণে যে মহিলার ঋতু আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তালাকপ্রাপ্তা হইলে তাহা তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। অনুরূপভাবে যেই মেয়েরা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদিগের ইদ্দতও তিন মাস।

اِنِ ارْتَبْتُمْ (যদি তোমাদের সন্দেহ হয়) এই আয়াতাংশের দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। প্রথমত, বার্ধক্যে উপনীত হইবার পর যদি রক্ত দেখা দেয় আর তোমাদের এই সন্দেহ হয় যে, ইহা কি ঋতুর রক্ত না কি রোগের। ইহা পূর্বসূরী এক জামাআতের উক্তি, যেমন মুজাহিদ যুহরী ও ইবন যায়দ (র)। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের মহিলাদের ইদ্দতের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে এবং উহা তোমাদের জানা না থাকে তো এখন জানিয়া নাও যে, উহাদিগের ইদ্দত হইল তিন মাস। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত এবং ইব্ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত আয়াতাংশের স্পষ্ট অর্থ ইহাই।

ইব্ন জারীর (র) আবূ কুরাইব ও ইব্ন সায়িব (র)....... আমর ইব্ন সালিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন সালিম (র) বলেন যে ঃ উবাই ইব্ন কা'ব (রা) একদিন বলিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! অনেক মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বৃদ্ধা ও গর্ভবতী নারী, তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীস দ্বারা ইব্ন জারীর (র) দলীল পেশ করেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, আমি বলিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে সূরা বাকারার সেই আয়াত নাযিল হইবার পর মদীনার কতিপয় লোকেরা বলিল যে, কিছু মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে তো কুরআনে কিছুই বলা হইল না। যেমন অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বৃদ্ধা, গর্ভবতী নারী। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা হওয়ার সময় কিংবা স্বামীর মৃত্যুকালে যে মহিলা গর্ভবতী থাকে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত সে ইদ্দত পালন করিবে। এমনকি তালাক কিংবা মৃত্যুর সামান্য পরেও যদি প্রসব হইয়া যায় তবুও তাহাতে তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। পূর্ববতী ও পরবর্তী গরিষ্ঠসংখ্যক উলামার মত ইহাই। তবে হযরত আলী ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলিতেন, মহিলা গর্ভবতী হইলে দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহাই তাহার ইদ্দত অর্থাৎ তিন মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান প্রসব হয় তাহা হইল তিন মাস এবং তিন মাসের পূর্বে সন্তান প্রসব না হইলে সন্তান প্রসব হইবে তাহার ইদ্দত।

ইমাম বুখারী (র).......আবূ সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ সালামা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি একদিন হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট বসা ছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করিল যে, আচ্ছা বলুন তো, স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ রাত পর কোন মহিলা সন্তান প্রসব করিলে তাহার ইদ্দতের ব্যাপারে ফতোয়া কি হইবে? উত্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ দুই ইদ্দতের যেটি পরে শেষ হইবে উহা তাহার ইদ্দত। অর্থাৎ এই মহিলাকে তিনমাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আবূ সালামা (রা) বলেন, শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হয় কি করিয়া? আল্লাহ্ তো বলেন, وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ الخ অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত হইল গর্ভ প্রসব পর্যন্ত। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, আমি আমার চাচাতো ভাই আবূ সালামার মতে একমত।

অতঃপর এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইব্‌ন আব্বাস (রা) স্বীয় গোলাম ইব্‌ন কুরায়বকে উম্মে সালামার নিকট প্রেরণ করেন। উম্মে সালামা (রা) বলিলেন ঃ সুবায়আ আসলামিয়া নাম্নী মহিলার স্বামী যখন নিহত হয় তখন সে ছিল গর্ভবতী। স্বামীর মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার পরই বিবাহের প্রস্তাব আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ সানাবিলও তাহাদেরই একজন, যে তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিল।

ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও ইমাম মুসলিমসহ অন্য গ্রন্থকাররা অনেক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার (রা) বলেন সুবায়'আ আসলামীর স্বামীর মৃত্যুর কয়েক রাত পরই তাহার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পর বিবাহের প্রস্তাব আসিলে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবাহের অনুমতি দিলে তাহার বিবাহ হইয়া যায়।

ইমাম মুসলিম (র).......উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহর পিতা উমর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আরকাম

যুহরীর নিকট এই নির্দেশ লিখিয়া পাঠান, যেন সে সুবায়‘আ আসলামিয়ার নিকট যাইয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু ও পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে কী বলিয়াছিলেন তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আসে। পরবর্তীতে উমর ইব্ন আব্দুল্লাহ নির্দেশদাতার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, সুবায়‘আর বক্তব্য অনুযায়ী সে বদরী সাহাবী হযরত সাদ ইব্ন খাওলার স্ত্রী ছিল। বিদায় হজ্জের সময় যখন স্বামী মারা যায় তখন সে গর্ভবর্তী। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরই তাঁহার পেটের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অতঃপর নিফাস হইতে পবিত্র হইবার পরই সাজসজ্জা করিয়া বিবাহের সপ্তাহের অপেক্ষা করিতে থাকে। একদিন আবূ সানাবিল ইব্ন বা‘কাক তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ব্যাপার কি এত সাজগোছ কেন? মনে হয় বিবাহের অপেক্ষায় রহিয়াছ? কিন্তু আল্লাহ্র শপথ! চারমাস দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিবাহ্ করিতে পার না। সুবায়‘আ বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া এই ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, সন্তান প্রসবের সংগে সংগেই তোমার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। এবং তিনি আমাকে বিবাহের অনুমতি দিলেন।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... মাসরূক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাসরূক (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) শুনিতে পাইলেন যে, আলী (রা) বলেন, গর্ভবর্তী মহিলার ইদ্দত হইল দুই ইদ্দতের ‘যেইটি’ পরে শেষ হইবে তাহা শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এই আয়াতটি সূরা নিসার আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি প্রয়োজনে মুলাআনাও করিতে পারি। (মুলাআনা অর্থ বিতর্কিত বিষয়ে উভয়পক্ষ এই কথা বলা যে, আমার মত যদি মিথ্যা হয় তো আমার উপর আল্লাহ্র লা‘নত হউক)

ইমাম আবূ দাউদ এবং ইব্ন মাজাহ্ আবূ মুআবিয়া ও আ‘মাশের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমদ (র).......উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা‘ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এই আয়াতে কাহার ইদ্দতের কথা বলা হইয়াছে? তা তালাকপ্রাপ্তা মহিলার নাকি যাহার স্বামী মারা গিয়াছে তাহার? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উভয়ের ইদ্দতের কথাই বলা হইয়াছে। এই হাদীসটি খুবই গরীব বরং মুনকার। কারণ ইহার সনদের মধ্যে মুছান্না ইব্ন সাব্বাহর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে। তবে ইব্ন আবূ হাতিম অন্য সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন আবূ হাতিম (র) ..... উবাই ইবন কা‘ব (রা) হইতে বর্ণিত। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইল তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন, এই আয়াতটি গর্ভবর্তী ও তালাকপ্রাপ্তা উভয়ের ইদ্দতের ব্যাপারে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না তা এখানে অস্পষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আয়াতটি অর্থাৎ

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ উভয়ের জন্য। অনুরূপ ইব্‌ন জারীর (র)... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন. আমি وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, গর্ভবতী তাহার গর্ভ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার ইদ্দত সমাপ্ত হইবে। এই সনদে আব্দুল করীম দুর্বল। তিনি উবাই এর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে আল্লাহ্ তাহার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করিয়া দেন। তারপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ ـ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا ـ

অর্থাৎ ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যাহা তিনি তাহার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে তোমাদিগের নিকট অবতীর্ণ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার যাবতীয় অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন এবং তাহাকে অল্প আমলের বিনিময়ে দান করিবেন মহাপুরস্কার।

(٦) اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ
لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ
وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝
(٧) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُّسْرًا ۝

৬. তোমরা তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাহাদিগকে সেই স্থানে বাস করিতে দিও, তাহাদিগকে উত্যক্ত করিও না সংকটে ফেলিবার জন্য, তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিবে, যদি তাহারা তোমাদিগের সন্তানদিগকে স্তন্য দান করে তবে তাহাদিগকে পারিশ্রমিক

দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজদিগের মধ্যে পরামর্শ করিবে; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও, তাহা হইলে অন্য নারী তাহার পক্ষে স্তন্য দান করিবে।

৭. বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন উহাদিগের কেহ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করিলে ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত যেন যে তাহার বসবাসের ব্যবস্থা করে। তিনি বলেন ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা তোমাদিগের কাছে তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী বাস করিতে দিও।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ مِّنْ وُّجْدِكُمْ অর্থ من سعتكم অর্থাৎ তোমাদিগের সামর্থ্য অনুযায়ী।

কাতাদা (র) বলেন ঃ যদি আর না হয় তো তোমরা গৃহের এক কোনায় হইলেও তাহার থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিও।

وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদিগকে তোমরা এমনভাবে উত্যক্ত করিও না যাহাতে তাহারা মাহরের দাবী ছাড়িয়া দিতে কিংবা স্বামীর ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুফিয়ান সওরী (র) মানসূর (র) সূত্রে আবুয যোহা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুয যোহা (র) বলেন, وَلَاتُضَارُّوْهُنَّ الخ। অর্থাৎ উত্যক্ত করার অর্থ হল ইদ্দত শেষে হইবার দুই একদিন পূর্বেই রজ'আত করিয়া লওয়া।

وَاِنْ كُنَّ اُوْلَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদিগের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

ইবন আব্বাস (রা) সহ পূর্ববতী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের মত হইল, আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ বায়েন তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী (যাহার আর রজ'আত করিবার সুযোগ থাকে না) তালাকের সময় গভবর্তী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। ইহারা বলেন, তালাকে রজয়ীর ক্ষেত্রে

স্ত্রী গর্ভবতী হউক বা না হউক উভয় অবস্থাতেই তাহার জন্য ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং এইখানে গর্ভবতী হইবার কথা উল্লেখ করায় বুঝা গেল যে, এইখানে তালাক রজয়ীর ক্ষেত্রে নয় বরং তালাকে বায়েনের ক্ষেত্রের জন্যই এই বিধান দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য আলিমগণ বলেন ঃ পূর্ববর্তী বর্ণনার ন্যায় এইখানেও তালাকে রজয়ীর কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যেই তালাকের পর তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবার সুযোগ থাকে সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গর্ভবতী হওয়ার কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার কারণ হইল যে, সাধারণত সন্তান প্রসব করিতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়। এমতাবস্থায় কেহ এই ধারণা করিয়া বসিতে পারে যে, তালাকের ইদ্দত পালনের সময়কাল পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। সন্তান হইতে আরো বিলম্ব হইলে সেই অতিরিক্ত সময়ে আর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন যে, রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্তই স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সংগে সংগে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। অতঃপর সে ইচ্ছা করিলে শিশুকে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব নিতেও পারে আবার ইচ্ছা করিলে নাও নিতে পারে। তবে প্রথম প্রথম শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য দুধ পান করানো মায়ের জন্য আবশ্যক। ইহার পর যদি সে দুধ পান করাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে চুক্তি মাফিক পারিশ্রমিক তাহাকে প্রদান করিতে হইবে। বস্তুত শিশুর পিতা বা অভিভাবকের সহিত চুক্তি করিয়া শিশুকে দুধপান করানো মহিলার ন্যায়সঙ্গত অধিকার।

وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ অর্থাৎ একে অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। কেহ কাহারো কোন প্রকার অযৌক্তিক চাপ সৃষ্টি করিও না বা একজন আরেকজনের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিও না। যেমন সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَمَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ অর্থাৎ কোন জননীকে তাহার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তাহার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না।

وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗ اُخْرٰى অর্থাৎ যদি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। অর্থাৎ স্ত্রী যেই পরিমাণ পারিশ্রমিক দাবী করে স্বামী তাহাতে সম্মত না হয় কিংবা স্বামী যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চাহে স্ত্রী তাহাতে রাজী না হয় এমতাবস্থায় শিশুকে দুধ পান করাইবার জন্য অন্য ধাত্রী নিয়োগ করিবে। অন্য মহিলা যেই পরিমাণ পারিশ্রমিকে সম্মত হয়, স্ত্রী যদি তাহাতে রাজী হইয়া যায়; তাহা হইলে সন্তানকে দুধ পান করাইবার ব্যাপারে তাহাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ অর্থাৎ সন্তানের বিত্তবান পিতা বা অভিভাবকের নিজ সন্তানের জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিতে হইবে।

وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللّٰهُ ـ لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا آتَاهَا। অর্থাৎ এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ্ কাহারো উপর তাহার সাধ্যাতীত কষ্টদায়ক দায়িত্ব চাপান না। হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আবূ উবায়দা (রা) সম্পর্কে জানিতে পারিলেন যে, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করেন ও নিম্নমানের খাদ্য খান। ফলে তিনি তাঁহার নিকট এক হাজার দীনার পাঠাইয়া দেন এবং দূতকে বলিয়া দেন যে, তুমি লক্ষ্য করিও তিনি দীনারগুলি দ্বারা কি করে। দূত দীনারগুলো তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিলে কালবিলম্ব না করিয়াই তিনি উহা দ্বারা নরম পোষাক খরীদ করিয়া পরিধান করেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করেন। দূত ফিরিয়া আসিয়া উমর (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তাহার উপর রহম করুন তিনি لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ الخ এই আয়াতের উপর আমল করিয়াছেন।

হাফিজ আবুল কাসিম তাবারানী.......শুরাইহ ইব্ন উবায়দ, ইব্ন আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তিন ব্যক্তির একজন দশ দীনারের মালিক। সে উহা হইতে এক দীনার সাদকা করিল। আরেকজন দশ উকিয়ার মালিক। সে সাদকা করিল এক উকিয়া। অপরজন একশত উকিয়ার মালিক, সে দান করিল দশ উকিয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই সমান সওয়াব পাইবে। কারণ, সকলেই নিজ অর্থের এক দশমাংশ দান করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ الخ এই হাদীসটি এই সূত্রে গরীব।

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। ইহা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি। বস্তুত আল্লাহ্ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ কষ্টের সাথেই আছে স্বস্তি। অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সফর হইতে বাড়িতে আসিয়া দেখিল যে, পরিবারের সকলেই ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া তিনি জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহার স্বামীর অস্থিরতা দেখিয়া যাতা ঠিকঠাক করিতে লাগিলেন। চুলায় আগুন

জ্বালাইয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে খাবার দাও। ইহার পর চাহিয়া দেখিতে পাইল যে, পাতিল গোশতে পরিপূর্ণ, যাতা হইতে আটা বাহির হইতেছে চুলার উপর রুটি তৈয়ার হইতেছে। কিছুক্ষণ পর স্বামী ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমি যাওয়ার পর কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি? স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহ্ অনেক কিছু দিয়াছেন। দেখিয়া লোকটি যাতা উঠাইয়া ফেলে। অতঃপর লোকটির রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া ঘটনাটি উল্লেখ করিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন যাতাটি যদি তুমি না উঠাইতে তাহা হইলে কিয়ামত পর্যন্ত উহা ঘুরিতে থাকিত। অন্য সনদে ঘটনাটি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে।

(٨) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝

(٩) فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝

(١٠) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۛ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ

(١١) رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ
بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

৮. কত জনপদ উহাদিগের প্রতিপালক ও তাঁহার রাসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল দম্ভভরে। ফলে, আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে দিয়াছিলাম কঠিন শাস্তি।

৯. অতঃপর উহারা উহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করিল, ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

১০. আল্লাহ্ উহাদিগের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! যাহারা ঈমান আনিয়াছ। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন উপদেশ—

১১. প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রসূল যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্ম পরায়ণ তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। যে কেহ আল্লাহে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তিনি তাহাকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহারা রাসূলগণকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন বিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য মতাদর্শ অনুসরণ করে উহাদিগকে সাবধান করিয়া এবং এই অপরাধে পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি কিরূপ শাস্তি ভোগ করিয়াছে উহার সংবাদ প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ـ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا

অর্থাৎ কত জনপদ অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও অহমিকাবশত আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ফলে আমি উহাদিগের নিকট হইতে কঠোর হিসাব লইয়াছিলাম এবং উহাদিগকে কঠিন ও ভয়ানক শাস্তি দিয়াছিলাম। ফলে তাহারা নিজদিগের কৃতকর্মের ও অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করিয়াছিল এবং লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা কোন প্রকার উপকারে আসে না।

وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا অর্থাৎ ক্ষতিই ছিল উহাদিগের কর্মের পরিণাম।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا অর্থাৎ দুনিয়ার এই নগদ শাস্তির সাথে সাথে উহাদিগের জন্য আল্লাহ্ আখিরাতেও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ অতএব হে সঠিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল। তোমরা উহাদিগের ন্যায় হইও না। অন্যথায় উহারা যেই শাস্তি ভোগ করিয়াছে তোমাদিগকেও সেইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا অর্থাৎ ওহে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলে বিশ্বাসী বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের প্রতি যিক্র তথা কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ অর্থাৎ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমিই উহা সংরক্ষণ করিব।

رَسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ অর্থাৎ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন এমন এক রাসূল, যে তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করে।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন ঃ এই আয়াতে رسولا শব্দটি الذكر। এর বদলে ইশ্তিমাল হিসাবে মানসূব হইয়াছে। কারণ রাসূল তিনিই যিনি মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌছাইয়া দেন।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক সিদ্ধান্ত হইল এই যে, الذكر। -এর তাফসীর।

لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ আমি রাসূল এই জন্য প্রেরণ করিয়াছি যেন তিনি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেনঃ

كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট কিতাব এই জন্য অবতীর্ণ করিয়াছি যেন তুমি লোকদিগকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোর পথে নিয়া আস। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ। অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে; আল্লাহ্ তাহাদিগের অভিভাবক, তিনি তাহাদিগকে কুফর ও অজ্ঞতার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া ঈমানের ও ইলমের আলোতে নিয়া আসেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত ওহীকে নূর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা হিদায়াত লাভ হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ওহীকে রূহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ এই ওহী দ্বারা মানুষের অন্তর জীবনী শক্তি লাভ করে।

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ رِزْقًا

অর্থাৎ যে কেহ আল্লাহ্তে ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে আল্লাহ্ তাহাকে এমন জান্নাত দান করিবেন, যাহার পাদদেশে নদী-নালা প্রবাহিত। তথায় তাহার চিরকাল থাকিবে। আল্লাহ্ তাহাকে উত্তম জীবনোপকরণ দিবেন। এই মর্মের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা উপরে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۙ
وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا ۝

১২. আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও, উহাদের অনুরূপভাবে উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীন ও বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বুঝাইবার জন্য নিজের নিখুঁত শক্তির ও পূর্ণ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ। অর্থাৎ আল্লাহ্ সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিলেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا। তোমরা দেখ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং সেইগুলির মধ্যে যাহা আছে সবই আল্লাহ্র মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ অর্থাৎ সপ্ত আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটি সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অন্যের আধা হাত জমি জবর দখল করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিবেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, কারুনকে সাত তবক যমীনের নীচে ধসাইয়া দিয়েছেন।

অনেকে মনে করেন যে, সাত যমীন অর্থ সাতটি রাজ্য। ইহা তাহাদিগের মনগড়া কথা। যাহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ও তাহা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী।

সূরা হাদীদে هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ الخ আয়াতের তাফসীরে সাত যমীনের কথা এবং তাদের মধ্যে দূরত্ব ও গভীরতা পাঁচশত বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইব্ন মাসউদ (রা) ও সাহাবীগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সপ্ত আকাশ এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু রহিয়াছে সাত যমীন এবং উহার মধ্যে যাহা কিছু আছে আল্লাহ্‌র কুরসীর তুলনায় সেই সব কিছু জনমানবহীন মরুভূমিতে ফেলিয়া রাখা একটি আংটির ন্যায় মাত্র।

ইব্‌ন জারীর (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) سَبْعَ سَمٰوٰتٍ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আমি যদি তোমাদিগকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়া শুনাই তবে তোমরা উহা অস্বীকার করিবে।

ইব্‌ন জারীর (র).......সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যদি ইহার ব্যাখ্যা বলি তো তুমি উহা স্বীকার করিবে না।

ইব্‌ন জারীর (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ পৃথিবীর অন্যান্য স্তরেও হযরত ইবরাহীম (আ) এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি বসবাস করে।

ইমাম বায়হাকী (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ সাত পৃথিবীর প্রত্যেকটিতে তোমাদিগের নবীর ন্যায় নবী আছে, আদম (আ)-এর ন্যায় আদম আছে, নূহ (আ)-এর ন্যায় নূহ আছে, ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় ইবরাহীম আছে ও ঈসা (আ)-এর ন্যায় ঈসা আছে। অতঃপর বায়হাকী অন্য এক সনদে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রত্যেক যমীনেই ইবরাহীমের লোক আছে।

আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)......উছমান ইব্‌ন আবূ দাহরাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্‌ন আবূ দাহরাস (রা) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কতিপয় সাহাবার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাহারা সকলেই চুপচাপ বসিয়া আছেন। কেহ কোন কথা বলিতেছেন না। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ব্যাপার, তোমরা নিশ্চুপ কেন?" উত্তরে তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি লইয়া চিন্তা করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি লইয়া চিন্তা কর। কিন্তু আল্লাহ্‌কে লইয়া গবেষণায় মাতিও না। শোন, এই পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে আরেকটি একটি শুভ্র পৃথিবী আছে উহার আলোই হইল উহার শুভ্রতা। কিংবা বলিলেন, উহার শুভ্রতাই হইল উহার আলো। তথায় আল্লাহ্‌র এমন সৃষ্ট জীব আছে যাহারা পলকের সময়ও আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে না।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে শয়তান কি তাহাদিগকে ধোঁকা দেয় না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শয়তান কি জিনিষ উহা তো তাহারা জানে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা কি আদম সন্তান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আদমের সৃষ্টি সম্পর্কেই উহাদিগের কোন খবর নাই।" এই হাদীসটি মুরসাল ও মুনকার।

সূরা তাহ্‌রীম

১২ আয়াত, ২ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ
اَزْوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

(٢) قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ
الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

(٣) وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ
وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا
نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

(٤) اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ
فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ
ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ○

(٥) عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ
مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ
وَّاَبْكَارًا ○

১. হে নবী! আল্লাহ্ তোমার জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন তুমি তাহা নিষিদ্ধ করিতেছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদিগের সন্তুষ্টি চাহিতেছ।-আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২. আল্লাহ্ তোমাদিগের শপথ হইতে মুক্তি লাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাদিগের সহায়; তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩. স্মরণ কর— নবী তাহার স্ত্রীদিগের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিল। অতঃপর যখন সে উহা অন্যকে বলিয়া দিয়াছিল এবং আল্লাহ্ নবীকে উহা জানাইয়া দিয়াছিলেন, তখন নবী এই বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করিল এবং কিছু অব্যক্ত রাখিল; যখন নবী উহা তাহার সেই স্ত্রীকে জানাইল তখন সে বলিল, 'কে আপনাকে ইহা অবহিত করিল?' নবী বলিল, 'আমাকে অবহিত করিয়াছেন তিনি যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।'

৪. যদি তোমরা উভয়ে অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন কর যেহেতু তোমাদিগের হৃদয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে— আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরের পোষকতা কর তবে জানিয়া রাখ আল্লাহ্ই তাঁহার বন্ধু এবং জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণও, উপরন্তু অন্যান্য ফিরিশতাগণও তাহার সাহায্যকারী।

৫. যদি নবী তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তাহার প্রতিপালক সম্ভবত তাহাকে দিবেন তোমাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্ত্রী—যাহারা হইবে আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুগত, তওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী এবং কুমারী।

তাফসীর ঃ এই সূরাটির প্রথমাংশের শানে নুযূল সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। কেহ বলেন ঃ উহা হযরত মারিয়া (রা) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক সময় তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া লইয়াছিলেন। সেই প্রসংগে يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক দাসী ছিল, যাহার সহিত তিনি সহবাস করিতেন। কিন্তু হযরত আয়িশা ও হাফসা (রা)-এর আপত্তির কারণে তিনি তাহার কাছে গমনাগমন বন্ধ করিয়াছেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ নাযিল করেন।

ইবন্ জারীর (র).......যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জনৈকা স্ত্রীর ঘরে ইবরাহীমের মায়ের (মারিয়া (রা)-এর সহিত মিলিত হন। সংবাদ পাইয়া সেই স্ত্রী বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ঘরে আবার আমারই বিছানায় এই কাজ? তখন রাসূলুল্লাহ্

(সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিয়া নেন। শুনিয়া স্ত্রী বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যাহা আপনার জন্য হালাল তাহা আবার হারাম হইবে কি করিয়া? রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ করিয়া বলিলেন যে, আর কখনো তাহার সহিত মিলিত হইবেন না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ নাযিল করেন। যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, হালাল হওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ কাহারো সম্পর্কে বলে যে, তুমি আমার জন্য হারাম তবে এই কথাটি অনর্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইবন্ জারীর (র) ..... যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার জন্য হারাম। আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার সহিত আর আমি সহবাস করিব না।"

মাসরূক (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈলা করিয়াছিলেন এবং (হালালকে) হারাম করিয়াছিলেন। ফলে হালালকে হারাম করিবার কারণে তিরস্কার করা হয় এবং শপথের জন্য কাফ্ফারা প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা, মুকাতিল, ইবন্ হাইয়ান প্রমুখ অনেক পূর্ববর্তীগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইবন্ জারীর (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদিন হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আলোচ্য ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দুই স্ত্রী কাহারা? উত্তরে তিনি বলেন, আয়িশা ও হাফসা (রা)। ঘটনাটি এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাফসা (রা)-এর পালায় তাহারই ঘরে মারিয়ার সংগে সহবাসে লিপ্ত হন। হাফসা (রা) উহা টের পাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমার দিনে, আমার পালায়, আমারই বিছানায় আপনি এমন একটি আচরণ করিলেন, যাহা আপনি অন্য স্ত্রীর প্রতি করেন নি! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে যে, আমি তাহাকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিব। ফলে আর তাহার কাছে যাইব না?" হাফসা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে নিজের জন্য হারাম করিলেন এবং হাফসা (রা)-কে বলিলেন, এই কথা কাহারো নিকট বলিও না।" কিন্তু হাফসা (রা) তাহা আয়িশা (রা)-এর কাছে বলিয়া দেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে প্রকাশ করিয়া আয়াত নাযিল করেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে কসমের কাফ্ফারা প্রদান করিয়া পুনরায় মারিয়ার সহিত মিলিত হন।

হাইসাম ইবন্ কুলাইব (র)....... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাফসা (রা)-কে বলিয়াছিলেন, আমি মারিয়াকে আমার জন্য হারাম করিয়া নিলাম। কিন্তু খবরদার এই কথা কাহারো কাছে প্রকাশ করিও না।" হাফসা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য যাহা হালাল করিয়াছেন আপনি

কি তাহা হারাম করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তাহার কাছেও আর যাইব না। বর্ণনাকারী বলেন, সত্যিই তিনি কিছুদিন আর তাহার সহিত সহবাসে লিপ্ত হন নাই। ইত্যবসরে হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর নিকট ঘটনাটি বলিয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ الخ নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ। হাফিজ যিয়া মাকদিসী (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই হাদীসটি সিহাহ্ সিত্তার কোন কিতাবে বর্ণনা করা হয় নাই।

ইবন্ জারীর, তাবারী (র).......ইবন্ আব্বাস (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে উহা কসম হইয়া যায় এবং ইহার কাফ্ফারা দিতে হইবে। ইহার পর ইবন্ আব্বাস (রা) তিলাওয়াত করেন لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ । রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাসীকে হারাম করিয়াছিলেন, ইহার উপর আবার বলেন ঃ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ তখন তিনি কসমের কাফ্ফারা আদায় করেন। এখানে হারাম করাকে কসম গণ্য করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... ইবন্ আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করিলে কসম বলিয়া গণ্য হইবে এবং কাফ্ফারা দিতে হইবে। অতঃপর ইবন্ আব্বাস (রা) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ পাঠ করেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও উক্ত হাদীসটি হিশাম দস্তওয়াই সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইমাম নাসায়ী (র).......ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তো আমার স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করিয়া ফেলিয়াছি, এখন আমি কি করি? উত্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ তুমি হারাম করিয়াছ বলিয়াই হারাম হইয়া যায় নাই। অতঃপর তিনি يَاَيُّهَا النَّبِىُّ الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ তোমাকে কাফ্ফারা দিতে হইবে। কাফ্ফারার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হইল গোলাম আযাদ করা। উহাই তোমাকে করিতে হইবে।

ইমাম আহমদ সহ অনেক আলিমের মত হইল যে, যে কোন হালাল বস্তু যেমন স্ত্রী, দাসী, খাদ্য, পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নিজের উপর হারাম করিয়া নিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মত হইল, শুধু স্ত্রী ও দাসী হারাম করিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে, অন্য কিছুতে নহে। তিনি বলেন, স্ত্রীকে হারাম করা দ্বারা যদি তালাক উদ্দেশ্য হয় তবে তালাক হইয়া যাইবে এবং দাসীকে হারাম করা দ্বারা দাসী আযাদ করা উদ্দেশ্য হইলে, আযাদ হইয়া যাইবে।

ইবন্ আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ এই আয়াতটি সেই মহিলা

সম্পর্কে নাযিল হয়, যে নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য উৎসর্গ করিয়াছিল। কিন্তু এই হাদীসটি গরীব। সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মধুপান হারাম করা প্রসংগে এই আয়াতটি নাযিল হয়। যেমন ঃ

ইমাম বুখারী (র) ..... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতেন এবং তাহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তাহার কাছে অবস্থান করিতেন। একদিন আমি এবং হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার এবং আমার যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, মনে হয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন, আপনার মুখে তো উহার গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ঠিক তাহাই করা হইল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না মাগাফীর খাই নাই। তবে আমি যয়নব (রা)-এর ঘরে মধু পান করিতাম। তবে এখন হইতে আর তাহা করিব না। তুমি কাহারো কাছে এই কথা বলিও না।

কসম ও মান্নত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)....... হযরত আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ঘরে প্রায়শই মধু পান করিতেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জনের জন্য কিছুক্ষণ তথায় অবস্থান করিতেন। ফলে আমি আর হাফসা (রা) এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আজ তিনি আমাদের দুইজনের যাহার ঘরেই আসিবেন আমরা বলিব যে, কি ব্যাপার আপনার মুখে মাগাফীরের গন্ধ পাইতেছি, আপনি মাগাফীর খাইয়া আসিয়াছেন বোধহয়। অতঃপর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা করিলাম। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, মাগাফীর খাই নাই। তবে যয়নবের ঘরে মধু খাইয়াছিলাম। আর খাইব না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ আয়াতটি নাযিল করেন। এইখানে আয়াতে اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰه فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا দ্বারা আয়িশা ও হাফসা (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে আর وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ الخ বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা 'বরং আমি মধু খাইয়াছি' এর প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

হিশাম (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আর কখনো তাহা করিব না। তবে তুমি কাহারো নিকট এই ব্যাপারে কিছু বলিও না। উষ্ট্রী যে সকল গাছপালা ভক্ষণ করে সে সবের মধ্যে মিষ্ট দুর্গন্ধ জাতীয় আঠালো এক বস্তুকে মাগাফীর বলা হয়। তাহার একবচন মাগফুর এবং বহুবচন হইয়া মাগাফীর। উক্ত হাদীসটি মুসলিম (র) তালাক অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবন্ হাতিম (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মধু ও হালুয়া খুব পছন্দ করিতেন। প্রতিদিন তিনি আসর নামাযের পর

বাড়িতে আসিয়া কোন একজন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিতেন। নিয়মানুযায়ী তিনি একদিন হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেইদিন স্বাভাবিক নিয়মের চেয়ে বেশী অবস্থান করেন। ইহাতে আমার মনে ঈর্ষা জাগে। ফলে আমি হাফসাকে এই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহার বংশের জনৈকা মহিলা তাহাকে কিছু মধু হাদিয়া দিয়াছিল। উহা দ্বারা শরবত বানাইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পান করান। আর ইহাতেই তাঁহার একটু বেশী বিলম্ব হইয়া যায়। শুনিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, আচ্ছা কোন এক কৌশলে রাসূলুল্লাহকে ইহা হইতে ফিরাইতে হইবে। ফিরিয়া আসিয়া আমি সাওদা বিনতে যামআ (রা)-কে বলিলাম, খুব সম্ভব রাসূলুল্লাহ্ (সা) আজ তোমার কাছে আসিবেন। আসিলে তুমি বলিবে যে, বোধহয় আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন। তখন তিনি অস্বীকার করিবেন। তুমি বলিবে, তাহা হইলে আপনার মুখে ইহা কিসের দুর্গন্ধ? তখন তিনি বলিবেন যে, হাফসা (রা) আমাকে মধুর খাওয়াইয়াছিল। ইহা তাহারই ঘ্রাণ। তখন তুমি বলিবে, তাহা হইলে বোধহয় মৌমাছি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয় সেই বৃক্ষ হইতে রস চুষিয়াছে, যাহার ফলে মধুর মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। আমার কাছে আসিলে আমিও এইরূপ বলিব। অতঃপর আমি সফিয়্যা (রা)-কে বলিলাম, তোমার কাছে আসিলে তুমিও এইরূপ বলিবে।

বস্তুত ঘটনা উহাই ঘটিল। সাওদা (রা) বলেন ঃ আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার কাছে আসিলে আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি মাগাফীর খাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না তো। আমি বলিলাম, তবে আপনার মুখ হইতে ইহা কিসের গন্ধ পাইতেছি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাফসা (রা) আমাকে মধুর শরবত পান করিয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা হইলে মৌমাছি মাগাফীর নামক দুর্গন্ধ বৃক্ষে মুখ লাগাইয়াছে; বোধহয় যাহার ফলে মধুর মধ্যে দুর্গন্ধ হইয়াছে।

আয়িশা (রা) বলেন, আমার কাছে আসিলে আমিও উহাই বলিলাম। সফিয়্যার কাছে গেলে সেও একই কথা বলিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলে সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আরেকটু শরবত দিব কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দরকার নাই। আয়িশা (রা) বলেন ঃ ইহা শুনিয়া সাওদা (রা) বলিলেন, তবে কি আমরাই রাসূলের উপর উহা হারাম করিয়া দিলাম? আমি বলিলাম, চুপ কর তুমি।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুর্গন্ধকে অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন। এই জন্যই তাঁহারা সকলে বলিয়াছিলেন যে, আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন? কেননা ইহাতে দুর্গন্ধ রহিয়াছে। যখন তিনি বলিলেন, আমি মধু খাইয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, মৌমাছি ওরফুয বৃক্ষ যাহা হইতে মাগাফীর তৈরি হয়, তাহা হইতে রস চুষিয়াছে, এই জন্যই মধুর মধ্যে সেই দুর্গন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, মধুপানের ঘটনায় পান করানোর ব্যাপারে দুইজনের নাম পাওয়া যায়। একজন হইলেন হযরত হাফসা ও যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঘটনা আসলে একটি নয় বরং দুই সময়ে পৃথক পৃথকভাবে এই ধরনের দুইটি ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে এবং উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ الخ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যেই দুই স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহারা কাহারা, এই কথাটি হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমারা অনেক দিন যাবত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। ঘটনাক্রমে এক বছর তিনি হজ্জে গেলেন। আমিও তাঁহার সংগে ছিলাম। পথিমধ্যে এক সুযোগে আমি কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাহারা দুইজন হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)।

ইমাম আহমদ (র) হাদীসটি বিস্তারিত এইভাবে বর্ণনা করেন ঃ উমর (রা) বলেন, আমরা কুরাইশগণ আমাদের স্ত্রীদের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলাম, দেখিলাম যে, মদীনাবাসীদের স্ত্রীগণ তাদের ওপর প্রবল। ইহা হইতে আমাদের স্ত্রীগণ অনুরূপ প্রথা শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। তিনি বলেন, উমাইয়া ইবন্ যায়দ এর বাড়ীর কাছে মদীনার উপরিভাগে আমার আবাস ছিল। একদিন আমি আমার স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হইলাম। আমার স্ত্রী আমার সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করিলেন। আর আমি ইহাকে অত্যন্ত অপছন্দ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল, আপনি আমার প্রতিউত্তরকে কেন অপছন্দ মনে করিতেছেন। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণও এইরূপ প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। কোন কোন সময় ইহার ফলে দিন রাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। উমর (রা) বলেন, আমি এই কথা শুনিয়া হাফসা (রা)-এর ঘরে গেলাম এবং বলিলাম, তোমরা কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে তাঁহার কথার উত্তর দিয়া থাক। তিনি বলিলেন যে, নিশ্চয়ই। আমি পুনরায় বলিলাম, তোমরা দিনরাত তাঁহার সাথে কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাক। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যে এইরূপ করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তোমরা কি নিরাপদ মনে করিতেছে যে, তোমাদের এহেন কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্র রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ও তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়েন। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে হাফসা! সাবধান তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন কথার উত্তর দিও না এবং কোন কিছু প্রশ্ন করিও না, অর্থ সম্পদ কোন কিছু চাওয়ার থাকে আমার নিকট চাহিবা এবং তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা (রা) তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী ও সুশ্রী এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হইয়াছেন বলিয়া তুমি ঈর্ষান্বিত হইও না।

উমর (রা) বলেন, আমার এক আনসারী প্রতিবেশী ছিল এবং আমরা পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আসা-যাওয়া করিতাম। একদিন তিনি যাইতেন এবং সেই দিনের নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া আমাকে শুনাইতেন। এবং একদিন আমি যাইতাম আমিও অনুরূপ করিতাম। উমর (রা) তখনকার সময় আমাদের মধ্যে একটি খবর প্রকাশ হইয়াছিল যে, গাস্সান গোত্রের লোকজন আমরা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে আগমন করিবে। এই সময় একরাতে আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইশার সময় আসিয়া সজোরে আমার ঘরের দরজায় আঘাত করিলেন এবং আমাকে ডাক দিলেন। আমি বাহির হইলাম। তিনি বলিলেন, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, আর কি গাস্সানরা আক্রমণ করিয়াছে? তিনি বলিলেন, না বরং ইহার চাইতে অধিক বড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়াছেন। আমি মনে মনে বলিলাম, হাফসা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি ইহাই পূর্ব হইতে ভাবিতেছিলাম যে, এইরূপ ঘটিতে পারে। পরিশেষে ফজরের নামায শেষ করিয়া জামা কাপড় পরিধান করিয়া হাফসা (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমি বলিলাম, হে হাফসা! তোমাদেরকে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা) তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানি না। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের হইতে পৃথক হইয়া এই তোশাখানায় অবস্থান করিতেছেন।

আমি তখন সেখানে যাইয়া তাঁহার হাবশী গোলামকে বলিলাম যে, তুমি উমরের ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আস। সেই গোলাম ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার বাহির হইয়া বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তোমার প্রবেশের অনুমতি চাহিয়াছিলাম; তিনি নীরব রহিয়াছেন। আমি তখন এখান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং মসজিদের মিম্বরের কাছে গেলাম। সেখানেও একদল বসিয়া আছেন। তাহাদের কেহ কেহ কাঁদিতেছেন। আমি তাহাদের নিকট কিছু সময় অতিবাহিত করিলাম। ইহার পর আমার অন্তরে আবার প্রবল ইচ্ছা আসিল। আমি পুনরায় সেই গোলামের নিকট আসিয়া বলিলাম, তুমি উমরের প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর। সে প্রবেশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আমি তোমার কথা উল্লেখ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নীরব রহিয়াছেন। আমি আবার বাহির হইয়া আসিয়া মিম্বরের কাছে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর আবার উৎসাহ জাগে। আমি আসিয়া গোলামকে উমরের জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতে বলিলাম। সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া বলিল, তোমার উল্লেখ করি কিন্তু তিনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন। তখন আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি হঠাৎ করিয়া গোলাম ডাকিতেছে যে, হে উমর! তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। তোমাকে নবী (সা) অনুমতি দিয়াছেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সালাম করিলাম। তিনি তখন একটি খালি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) অপর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, চাটাইয়ের বেতের দাগ নবী (সা)-এর শরীরে প্রকাশ পাইয়াছিল। উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি আপনার বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন? এই কথা শুনিয়া তিনি আমার দিকে মাথা তুলিয়া বলিলেন, না তো! তখন আমি বলিলাম, আল্লাহু আকবর! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন, আমরা কুরাইশগণ স্ত্রীগণের উপর প্রবল থাকিতাম। যখন আমরা মদীনায় আগমন করিলাম এখানে দেখিতে পাইলাম যে, মদীনার পুরুষগণের উপর স্ত্রীগণ প্রবল এবং আমাদের স্ত্রীগণ ইহা দেখিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া নিয়াছে। আমি একদিন আমার স্ত্রীর উপর রাগ করিলাম। সে আমার কথার উত্তর দিতে লাগিল এবং ইহাকে আমি অপছন্দ করিলাম। সে বলিল, তুমি কি আমার প্রতিউত্তরকে অপছন্দ মনে করিতেছ। আল্লাহ্র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিবিগণ তাঁহার কথার উত্তর দেন এবং কেউ কেউ দিনরাত কথাবার্তা বর্জন করিয়া থাকেন। আমি তখন বলিলাম, এইরূপ যে করিবে নিশ্চয়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহারা কি নিরাপদ হইয়া গিয়াছেন যে, আল্লাহ্র রাসূলের অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্ তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুচকি হাসি দিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার নিকট যাইয়া বলিয়াছি, হে হাফসা তোমার সাথী অর্থাৎ আয়িশা যদি তোমার চাইতে সুন্দরী হয় অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হয়, সাবধান তুমি ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইও না। ইহা শুনিয়া তিনি দ্বিতীয়বার মুচকি হাসিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিছু মন ভুলানো আলোচনা করি। তিনি বলিলেন, কর। আমি বলিলাম, মাথা তুলে ঘরের সামান পত্রের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, ঘরে আরাম করার মত সামান্য সামান ব্যতীত আর কোন কিছু নাই। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দু'আ করুন আল্লাহ্ যাহাতে আপনার উম্মতকে ধন-সম্পদে প্রশস্ততা প্রদান করুক। আল্লাহ্ পারস্যবাসী ও রোমবাসীদের উপর প্রশস্ততা দান করিয়াছেন অথচ তাহারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। এই কথা শুনিয়া হেলান হইতে সোজা হইয়া বসিয়া পড়েন এবং বলেন, হে উমর! আমার সম্পর্কে তোমার কি কোন সন্দেহ আছে? তাহারা তো এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। আখিরাতে তাহারা শূন্য হাত। তখন আমি বলিলাম, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বস্তুত তিনি বিবিগণের উপর ভীষণ রাগান্বিত হইয়া এক মাস পর্যন্ত তাহাদের কাছে যাইবেন না বলিয়া কসম করিয়াছিলেন। এই হাদীসটি বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) বিভিন্ন সূত্রে যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম (র)....... ইবন্ আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ এক বৎসর যাবত অপেক্ষা করিতেছিলাম একটি আয়াত সম্পর্কে উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিব কিন্তু তাঁহার ভয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলাম না। পরিশেষে তিনি হজ্জে রওয়ানা হইলেন এবং আমিও তাঁহার সহিত হজ্জে রওয়ানা হইলাম। হজ্জ শেষে

ফিরে আসার পথে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার একপার্শ্বে বাবুল গাছের দিকে গেলেন। আমি অপেক্ষা করিলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসিলেন এবং রওয়ানা দিলেন। আমি তাঁহার সাথে চলিলাম। কিছুক্ষণ পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম সেই দুইজন মহিলা যাহারা পরস্পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তাহার হইলেন আয়িশা ও হাফসা (রা)। অতঃপর তাঁহার হাদীসটি বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

ইমাম মুসলিম (র) ....উমর ইবন্ খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন নবী (সা) বিবিগণ হইতে পৃথক হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন আমি তখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম লোকজন কংকর খুঁজিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিবিগণকে তালাক দিয়াছেন। সেই সময় পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা হাফসা ও আয়িশার কাছে তাহার প্রবেশের কথা হাদীসে বর্ণনা করা হয়। ইহার পর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে তাহার তোশাখানায় উপস্থিত হইলাম। আমি ডাক দিয়া বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কর। পূর্বের মত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিবিগণের ব্যাপারে আপনার কিসের চিন্তা ? যদি আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়া দেন তবে আল্লাহ্, তাঁহার ফিরিশ্তারা, জিবরাঈল, মিকাঈল, আমি, আবূ বকর ও সমস্ত মুমিনগণ আপনার সাথে রহিয়াছেন। আমি যখনই কোন কথা বলি, আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ্ আমার কথার সত্যায়ন করিবেন। তখন এই ইখতিয়ার প্রদানের আয়াত অবতীর্ণ হয়। আমি বলিলাম, আপনি তাহাদেরকে তালাক দিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, না তো। তখন আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করিয়া দেই যে, নবী (সা) বিবিগণকে তালাক দেন নাই। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুকাতিল ইব্ন হায়য়ান ও যাহ্হাক প্রমুখ বলেন, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা আবূ বকর ও উমর (রা)-কে বুঝানো হইয়াছে। হাসান বসরী (র)-এর সংগে উছমান (রা)-এর নামও যোগ করিয়াছেন। লায়ছ ইব্ন আবূ সুলায়ম (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আলী (রা)।

ইমাম বুখারী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীগণ একদিন একযোগে সকলে অভিমান করিয়া বসিয়াছিল। তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, নবী করীম (সা) যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো তাঁহার প্রতিপালক তাঁহাকে তোমাদিগের পরিবর্তে আরো উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। তখন عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল হয়।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উমর (রা) কয়েকটি ব্যাপারে কুরআনের অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যেমন বলিয়াছিলেন ওহীও হুবহু তেমনই নাযিল হইয়াছে। যেমন পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার ব্যাপারে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে এবং উমর (রা) বলিয়াছিলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى অর্থাৎ হুযূর! আপনি যদি আকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান বানাইয়া লইতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى নাযিল করেন।

ইবন্ আবূ হাতিম (র)......আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগের নিকট গিয়া আমি বলিলাম যে, দেখ, রাসূলুল্লাহ্ যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তো আল্লাহ্ তাঁহাকে তোমাদিগ হইতে উত্তম স্ত্রী দান করিবেন। সবশেষে যাঁহাকে এই কথাটি বলিলাম, উত্তরে তিনি আমাকে বলিল, দেখ উমর! রাসূল তোমার চেয়ে ওয়াজ কম জানেন না যে, আমাদিগকে তোমার নসীহত করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি আর কথা বলিলাম না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

উল্লেখ্য যে, নবী পত্নীদিগকে নসীহত না করিবার ব্যাপারে যে মহিলা হযরত উমর (রা)-এর কথার উত্তর দিয়াছিলেন, তিনি হইলেন উম্মে সালামা (রা)। ইহা বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ হাফসা (রা) একদিন নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাসী মারিয়ার সহিত সংগমরত দেখিতে পাইলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন, "তুমি আয়িশার কাছে ইহা বলিও না। তোমাকে আমি সুসংবাদ দিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আবূ বকর (রা)-এর পরে তোমার পিতা খলীফা হইবেন। কিন্তু হাফসা (রা) আয়িশা (রা)-এর কাছে ঘটনাটি বলিয়া দিলেন। শুনিয়া আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে ইহা কে জানাইয়াছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমাকে ইহা তিনি অবহিত করিয়াছেন যিনি সর্বজ্ঞ সম্যক অবগত। কিন্তু আয়িশা (রা) বলিলেন, মারিয়াকে আপনি নিজের জন্য হারাম করিয়া না নেয়া পর্যন্ত আমি আপনার দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইব না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মারিয়াকে হারাম করিয়া নিলেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الخ নাযিল করেন। ইহার সূত্রে দুর্বলতা রহিয়াছে।

سٰئِحٰتٌ আবূ হুরায়রা, আয়িশা, ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ্ ইব্ন জুবায়র, আতা, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, আবূ আব্দুর রহমান সুলামী, আবূ মালিক

ইবরাহীম নাখয়ী, হাসান, কাতাদা, হাসান যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ سَائِحَاتٌ অর্থ صَائِمَاتٌ অর্থাৎ সিয়াম পালনকারী। সূরা বারাআতে السَّائِحُوْنَ। -এর ব্যাখ্যায় একটি মারফু হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ سياحة هذه الامة الصيام এই হাদীসে সিয়ামকে সিয়াহাত' বলা হইয়াছে। সেখান হইতেই سَائِحَاتٌ শব্দের উৎপত্তি।

যায়েদ ইব্ন আসলাম ও তাঁহার পুত্র আবদুর রহমান (র) বলেন, سَائِحَاتٌ অর্থ مهاجرات অর্থাৎ হিজরতকারিণী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই উত্তম।

ثَيِّبَاتٍ وَّأَبْكَارًا অর্থাৎ উহাদিগের কেহ হইবে কুমারী আর কেহ হইবে অকুমারী; যাহাতে অধিক আনন্দ লাভ করা যায়।

তাবারানী (র).......বুরায়দা (রা) হইতে মু'জামে কাবীরে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুমারী ও অকুমারী স্ত্রী দান করিবার ওয়াদা করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে অকুমারী হইল ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া এবং কুমারী হইল ইমরানের কন্যা (মরিয়ম (আ)।

ইবন্ আসাকির (র).......ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন। ইব্ন উমর (রা) বলেন, জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করেন। হযরত খাদীজা (রা)-ও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। জিবরীল (আ) বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা খাদীজার নিকট সালাম পাঠাইয়া সুসংবাদ দিয়াছেন যে, জান্নাতে তাঁহাকে মুক্তার তৈরি এমন একটি ঘর দান করিবেন যাহা ঠাণ্ডাও নয় গরমও নয়। যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট ও হাঁক-ডাকের বালাই নাই। উহার অবস্থান হইবে ইমরান তনয়া মরিয়ম এবং মুযাহিম তনয়া স্ত্রী আসিয়ার ঘরের মধ্যখানে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুকালীন সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, খাদীজা! তোমার সতীনদের সংগে তোমার সাক্ষাৎ হইলে আমার সালাম বলিও। খাদীজা (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আমার পূর্বে কি আপনি কাউকে বিবাহ্ করিয়াছিলেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমি কাহাকেও বিবাহ করি নাই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইমরান তনয়া মরিয়ম, ফিরআউন পত্নী আসিয়া এবং মূসার বোন কুলসূমকে আমার সংগে বিবাহ দিয়া রাখিয়াছেন। এই হাদীসটি দুর্বল।

আবূ ইয়ালা (র).......আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমাকে অবহিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে ইমরান তনয়া মরিয়ম, মূসার বোন কুলসূম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়াকে আমার সংগে বিবাহ দিয়াছেন। আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ এই সংবাদ শুনিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম যে, ধন্য আপনি, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই হাদীসটিও দুর্বল।

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ
مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

(٧) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٨) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. হে মুমিনগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদিগের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হইতে। যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর; যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মমহৃদয় কঠোরস্বভাব— ফিরিশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে যাহা আদেশ করেন তাহা এবং তাহারা যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে।

৭. হে কাফিরগণ! আজ তোমরা দোষ স্খালনের চেষ্টা করিও না। তোমরা যাহা করিতে তোমাদিগকে তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে।

৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্রই নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা, সম্ভবত তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দকর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্ নবী এবং তাহার মুমিন সংগীদিগকে অপদস্থ করিবেন না। তাহাদিগের জ্যোতি তাহাদিগের সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধাবিত হইবে। তাহারা বলিবে, 'হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর, তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'

তাফসীর ঃ সুফিয়ান সওরী (র) আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ নিজেকে অগ্নি হইতে বাঁচাও এবং পরিবার-পরিজনকে দীনী আদব ও শিক্ষা প্রদান কর।

আলী ইবন্ আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন কর, তাঁহার নাফরমানী হইতে বাঁচিয়া থাক এবং পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র রিযকের তাকীদ কর; তাহা হইলে আল্লাহ্‌কে তোমাদিগকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ তাহার অর্থ নিজে খোদাভীতি অর্জন এবং পরিবার-পরিজনকে খোদাভীতি অর্জনের উপদেশ দিতে থাক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করিবার আদেশ দাও, আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বারণ কর; নেক কাজে তাহাদেরকে সাহায্য কর এবং মন্দ কাজ করিতে দেখিলে প্রতিরোধ কর।

যাহ্হাক ও মুকাতিল (র) বলেন ঃ আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী ও অন্যান্য অধীনস্থদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার শিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। সাবুরা (র) হইতে আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ সাত বছর বয়সে উপনীত হইলে শিশুদেরকে নামাযের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রহার কর। ফকীহ্গণ বলেন যে, এই নির্দেশ শুধু নামাযের জন্যই নহে, বরং রোযা ইত্যাদির জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে। যেন প্রাপ্তবয়স্ক হইবার পূর্বেই ছেলে-মেয়েরা নামায-রোযা ইত্যকার ইবাদত করিতে, যাবতীয় অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকিতে অভ্যস্ত হয়।

وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ অর্থাৎ জাহান্নামের ইন্ধন হইবে মানুষ এবং প্রস্তর।

আলোচ্য আয়াতের حِجَارَةٌ শব্দের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন ঃ উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল প্রতিমা যাহার পূজা করা হয়। যেমন অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَطَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহার তোমরা পূজা কর উহা জাহান্নামের ইন্ধন হইবে। ইব্ন মাসঊদ (র) মুজাহিদ, আবূ জাফর বাকির ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ حِجَارَةٌ অর্থ গন্ধকের পাথর যা মরা পঁচা লাশের চেয়েও দুর্গন্ধযুক্ত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ দাউদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল আযীয (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিলেন।

তখন সেখানে কতিপয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধ লোকও উপস্থিত ছিলেন। আয়াতটি শুনিয়া বৃদ্ধ লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার পাথরের ন্যায় হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নামের একটি পাথর খণ্ড গোটা দুনিয়ার সকল পাহাড়ের চেয়েও বড় হইবে। শুনিয়া লোকটি বেহুঁশ হইয়া সংগে সংগে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। রাসূল্লাহ (সা) তাহার বুকে হাত দিয়া লোকটি জীবিত আছে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধ! পড় 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' লোকটি মুখে কলেমা পড়িলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! এই সুসংবাদ কি কেবল তাহারই জন্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدَ অর্থাৎ এই জান্নাত তাহার জন্য যে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার ধমকীকে ভয় করে। ইহা মুরসাল ও গরীব হাদীস।

عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ অর্থাৎ জাহান্নামে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যাহারা কাফিরদের প্রতি সামান্যতম দয়াও দেখাইবে না। সৃষ্টিগতভাবেই উহাদিগের স্বভাব বড় কঠোর এবং আকৃতি বড় ভয়ানক।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামের নিকট দরজায় পৌঁছিবে তখন প্রথম দরজায় চার লক্ষ ফিরিশতা দেখিতে পাইবে যাহাদিগের চেহারা হইবে কালো ও দাঁতগুলি হইবে বড় ও ভয়ানক। আল্লাহ্ তাআলা উহাদিগের অন্তর হইতে দয়া-মায়া উঠাইয়া নিয়াছেন। উহাদিগের একজনের অন্তরেও অণু পরিমাণও দয়া থাকিবে না। একটি পাখি দ্রুত দুই মাস উড়িয়াও এই কাঁধ হইতে আরেক কাঁধে পৌঁছিতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা দরজায় কুরআনে বর্ণিত উনিশজন ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। উহাদিগের এক একজনের বুক হইবে সত্তর বছর দূরত্বের পরিমাণ চওড়া। অতঃপর উহাদিগকে এক দরজা হইতে আরেক দরজার দিকে নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে পাঁচশত বছর সময় লাগিয়া যাইবে। প্রত্যেক দরজায় প্রথম দরজার ন্যায় ফিরিশতা দেখিতে পাইবে। এভাবে সর্বশেষ দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে।

لَايَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্র কোন নির্দেশই অমান্য করে না। আদেশ দেওয়া মাত্রই তাহারা উহা পালন করে। এবং আল্লাহ্র যে কোন আদেশ পালনে তাহারা সম্পূর্ণ সক্ষম। ইহাদিগের নাম হইল যাবানিয়া।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَعْتَذِرُوْا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কাফিরদিগকে বলা হইবে, তোমরা আজ অপরাধ

স্খালনের চেষ্টা করিও না। কারণ তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই আজ কবূল করা হইবে না। আজ কেবল তোমাদিগকে তোমাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সঠিকভাবে দৃঢ়তার সহিত এমনভাবে খাঁটি তওবা কর, যাহা তোমাদিগের পূর্বকৃত অপরাধ মোচন করিয়া দেয় এবং যাবতীয় অন্যায় ও দোষ-ত্রুটি হইতে তোমাদিগকে পবিত্র করিয়া তোলে।

ইবন জারীর (র)....... উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ الخ এর বাখ্যায় বলেন تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থাৎ ভুলবশত কোন অপরাধ হইয়া গেলে পুনরায় উহা আর না করা।

সুফিয়ান সাওরী (র) .... উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) বলেন, تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থ কোন গুনাহ হইয়া গেলে তওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা কিংবা পুনরায় করিবার ইচ্ছা না করা।

আবুল আহওয়াস (র) প্রমুখ নুমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা)-কে تَوْبَةً نَّصُوْحًا এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, মন্দ কাজ হইতে তাওবা করা এবং জীবনে আর কখনো উহার পুনরাবৃত্তি না করা।

আ'মাশ (র) ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ تَوْبَةً نَّصُوْحًا অর্থ "গুনাহ হইতে তাওবা করা এবং পুনরায় উহা না করা।"

এই সব বর্ণনার ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম বলেন, তওবাতুন নাসূহা অর্থ ঃ যে গুনাহ হইয়া গিয়াছে উহা ত্যাগ করা, কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে না করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। তাহা ছাড়া কৃত অপরাধ যদি কাহারো হক সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে যথানিয়মে যাহার হক তাহার কাছে ফিরাইয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র).......ইবন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনুতপ্ত হওয়াই তাওবা। ইব্ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র).......উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন ঃ আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, শেষ যমানায় কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে কয়েকটি অপরাধ সংঘটিত হইবে। মানুষ নিজের স্ত্রী বা দাসীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করিবে অথচ ইহা এমন একটি কাজ যাহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহাতে অসন্তুষ্ট হন। (২) পুরুষ পুরুষের

সহিত এবং নারী নারীর সহিত সমকামিতায় লিপ্ত হইবে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা) উহা হারাম করিয়াছেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল উহাতে অসন্তুষ্ট হন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা এই অপরাধে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহাদিগের কোন নামায কবুল হইবে না, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা নাসূহা করে।

যির ইব্‌ন হুবাইশ (র) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তওবা নাসূহা কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, তাওবা নাসূহা হইল কোন অপরাধ হইয়া গেলে সংগে সংগে অনুতপ্ত হওয়া এবং পরে আর উহা পুনরাবৃত্তি না করা।

ইবন আবূ হাতিম (র).......হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাওবা নাসূহা হইল কৃত অপরাধকে ঘৃণা করা ও উহা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত তাওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বকৃত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন। যেমন সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং তওবাও পূর্বকৃত পাপ মোচন করিয়া দেয়।

উল্লেখ্য যে, পূর্বকৃত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাওবা করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত উহার পুনরাবৃত্তি না করা শর্ত, নাকি পুনরায় সেই অপরাধ না করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেই যথেষ্ট হইবে ইহাতে দ্বিমত রহিয়াছে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মুসলমান হইয়া যে ব্যক্তি ভালো কাজ করিবে জাহেলী যুগের কৃতকর্মের জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হইবে না আর যে ব্যক্তি মুসলমান হইয়াও মন্দ কাজ করে, তাহাকে পূর্বের ও পরের সকল অপরাধের জন্যই পাকড়াও করা হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাওবার পরে পুনরায় গুনাহ্ করিলে পূর্বের গুনাহ মাফ হইবে না, কারণ ইসলাম গ্রহণ করা তাওবা অপেক্ষা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও যখন এমন হয় তাহা হইলে তাওবার ব্যাপারে তো কোন কথাই নেই।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يَوْمَ لَايُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ـ نُوْرُهُمْ
يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ ـ

অর্থাৎ তোমাদিগের প্রতিপালক তোমাদিগের মন্দ কর্মগুলি মোচন করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে দাখিল করিবেন জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেইদিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা নবী এবং তাঁহার ঈমানদার সংগীদিগকে অপদস্ত করিবেন না। উহাদিগের সম্মুখে ও ডানে জ্যোতি প্রধাবিত হইতে থাকিবে।

সূরা হাদীদে বর্ণিত আছে, তাহারা বলিবে ঃ

يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ উহারা সেই দিন বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জ্যোতি পরিপূর্ণ করিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেন ঃ ঈমানদারগণ এই কথাটি কিয়ামতের দিন তখন বলিবে, যখন দেখিতে পাইবে যে, মুনাফিকদের জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র).......বনু কিনানার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, বনু কিনানার লোকটি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে নামায পড়িয়াছিলাম। তখন তাঁহাকে আমি এই দু'আ করিতে শুনিয়াছি যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে অপদস্ত করিও না।'

মুহাম্মদ ইবন নাসর মারওয়াযী (র).......আব্দুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র (র) আবূ যর ও আবুদ্দারদা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমিই প্রথম ব্যক্তি কিয়ামতের দিন যাহাকে সিজদা করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে এবং আমাকেই সর্বপ্রথম সিজদা হইতে মাথা তুলিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। তখন সিজদা হইতে মাথা তুলিয়া আমি সম্মুখে ডানে ও বামে তাকাইয়া আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব।

শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! উম্মতের মধ্যে হইতে আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিতে পারিবেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রথমত, আমার উম্মতের ওযূর অংগগুলি নূরে চমকাইতে থাকিবে। দ্বিতীয়ত, উহাদিগের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, উহাদিগের কপালে সিজদার চিহ্ন দেখা যাইবে। চতুর্থত, উহাদিগের নূর উহাদিগের সম্মুখে প্রধাবিত হইবে।

(٩) يَاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط
وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

(١٠) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ط كَانَتَا
تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا
مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

৯. হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদিগের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং উহাদিগের প্রতি কঠোর হও। উহাদিগের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, উহা কত-নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

১০. আল্লাহ্ কাফিরদিগের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিতেছেন। উহারা ছিল আমার বান্দাদিগের মধ্যে দুই সৎকর্ম পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও উহাতে প্রবেশ কর।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ হে নবী! আপনি কাফিরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা লড়াই করুন এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে শরীয়াতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ করিয়া জিহাদ করুন আর দুনিয়াতে উহাদিগের প্রতি কঠোর হউন।

وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ - وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আখিরাতে উহাদিগের আশ্রয়স্থল হইল জাহান্নাম। এই জাহান্নাম বড় নিকৃষ্টতম প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا امْرَاتَ نُوْحٍ وَّامْرَاتَ لُوْطٍ - كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ -

অর্থাৎ ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত শুধু মুমিনদিগের সহিত চলাফেরা ও উঠানামা করিলেই কাফিরদিগের কোন লাভ হইবে না। মুক্তির জন্য পূর্বশর্ত হইল ঈমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন হযরত নূহ ও হযরত লূত (আ) ছিলেন আল্লাহ্র সৎপরায়ণ দুই বান্দা, ইহাদিগের দুই সহধর্মিণী যাহারা সর্বক্ষণ ইহাদিগের সাহচর্যে বসবাস করিতেন, একত্রে জীবনযাপন করিতেন, এমনকি স্ত্রী হিসাবে পরম অন্তরঙ্গতার সহিত একই বিছানায় শয়ন করিতেন। কিন্তু ঈমান না থাকার এবং উহাদিগকে রাসূল হিসাবে স্বীকার না করার দরুন এই সাহচর্য তাহাদিগের কোন কাজে আসে নাই।

وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ অর্থাৎ উহাদিগের কুফরীর কারণে উহাদিগকে বলা হইল যে, প্রবেশকারীদিগের সহিত তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতে فَخَانَتَاهُمَا অর্থ এই নয় যে, তাহারা স্বামীদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া অশ্লীল ও অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছিল বরং ইহার অর্থ হইল তাহারা দীনের ব্যাপারে নবী স্বামীদের অবাধ্যতা করিয়াছিল। কারণ নবীদের

স্ত্রীগণ নবীদের সম্মানার্থে সর্বদা অশ্লীল ও অপকর্ম হইতে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। যেমন সূরা নূরে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুফিয়ান সাওরী (র) সুলায়মান ইব্‌ন কারম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে فَخَانَتَاهُمَا এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই মহিলাদ্বয় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই বরং নূহ (আ)-এর স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা এই ছিল যে, সে জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, নূহ (আ) পাগল। আর লূত (আ)-এর স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা হইল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগকে অপদস্ত করিবার জন্য সে সমাজের লোকদিগের সংবাদ প্রদান করিত।

আউফী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এই যে, তাহারা নূহ ও লূত (আ)-এর দীনের বিরোধিতা করিত। নূহ (আ)-এর স্ত্রী নূহ (আ)-এর গোপনীয় খবরা-খবর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিত। কোন ব্যক্তি গোপনে ঈমান আনয়ন করিলে সে সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট তাহা ফাঁস করিয়া দিত। আর লূত (আ)-এর স্ত্রীর কাজ ছিল এই যে, লূত (আ)-এর ঘরে কোন মেহমান আসিলে উহাদিগের সহিত অপকর্ম করিবার জন্য শহরবাসীকে সংবাদ প্রদান করিত।

যাহ্‌হাক (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কোন নবীর স্ত্রী কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। এই দুই মহিলার বিশ্বাসঘাতকতা ছিল দীনের ব্যাপারে।

এই আয়াতের ভিত্তিতে বহু সংখ্যক আলিমের মত হইল এই যে, "কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়" বাজারে প্রচলিত এই হাদীসটি সঠিক নহে। ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

জনৈক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি কি বলিয়াছিলেন যে, কোন ক্ষমাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংগে বসিয়া আহার করিলে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ না বলি নাই, তবে এখন বলিতেছি।

(١١) وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ م اِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَ
عَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

(١٢) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝

১১. আল্লাহ্ মুমিনদিগের জন্য উপস্থিত করিতেছেন ফিরাউনের পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে এবং আমাকে উদ্ধার কর জালিম সম্প্রদায় হইতে।'

১২. আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের— যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল; ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে ছিল অনুগতদিগের একজন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ঠেকাবশত কাফিরদিগের সহিত উঠা-বসা ও মেলামেশা করা ঈমানদারদিগের জন্য ক্ষতিকর নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً অর্থাৎ ঈমানদারগণ যেন ঈমানদারদের ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে তাহার সংগে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। তবে আত্মরক্ষার জন্য হইলে তাহা ভিন্ন কথা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ফিরআউন আল্লাহ্র এই দুনিয়ার সেরা কাফির খোদাদ্রোহী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সে তাহার স্ত্রীর বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করিতে পারে নাই। একদিকে স্বামী কুফরী করিয়া বেড়াইত অপরদিকে সে অক্ষরে অক্ষরে আপন প্রতিপালকের আনুগত্য করিয়া চলিত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহা প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। একজনের অপরাধের জন্য তিনি অন্যকে শাস্তি দেন না।

ইবন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান (র) বলেন, ফিরআউন তাহার স্ত্রীকে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে ফেলিয়া শাস্তি দিত। শাস্তি প্রদান করিয়া সে চলিয়া গেলে ফিরিশতাগণ ডানা দ্বারা তাহাকে ছায়াদান করিতেন। তখন তিনি জান্নাতে নিজের ঘর দেখিতে পাইতেন।

ইবন জারীর (র).......কাসিম ইব্ন আবূ বায্যা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাসিম ইব্ন বায্যা (র) বলেন, ফিরআউনের স্ত্রী শুধু এই কথা জিজ্ঞাসা করিত যে, কে জয়লাভ

করিল। ফিরাআউন, না মূসা ও হারূন। উত্তরে বলা হইত যে, মূসা ও হারূন (আ) জয়লাভ করিয়াছে। তখন তিনি বলিতেন, আমি মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের উপর ঈমান রাখি। এই সংবাদ ফিরআউনের কানে দেওয়া হইলে তাহার কর্মকর্তাদের এই নির্দেশ দিত যে, বড় বড় পাথর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া তাহাকে এই ধ্যান-ধারণা হইতে ফিরিয়া আসিতে বল, যদি তিনি ফিরিয়া আসেন তো তিনি আমার স্ত্রী। অন্যথায় পাথর চাপা দিয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান কর। তাহা করা হইলে তিনি উপরের দিকে মাথা তুলিয়া জান্নাতে তাঁহার গৃহ দেখিতে পাইলেন। ফলে তিনি তাঁহার ঈমানের উপর অটল থাকেন। সংগে সংগে তাহার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী উড়িয়া যায়। আর ফিরআউনের সহচররা তাহার প্রাণহীন দেহের উপর পাথর চাপা দিয়া রাখে।

رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ অর্থাৎ শহীদ হইবার সময় সে এই দু'আ করিয়াছিল যে, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, ফিরআউনের স্ত্রী গৃহ নির্মাণের দরখাস্ত করিবার পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি আগে বলিয়াছেন, তোমার নিকটে, অতঃপর গৃহনির্মাণের দরখাস্ত করিয়াছেন। এক মরফু হাদীস দ্বারাও জানান যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) গৃহ নির্মাণের পূর্বে প্রতিবেশী যাচাই করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ ফিরাআউনের স্ত্রী এই দু'আ করিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ফিরআউন ও তাহার কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দাও। কারণ তাহার এই সব কুফরী কর্মকাণ্ডের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কবল হইতে মুক্তি দাও। উল্লেখ্য যে, ফিরাআউনের এই স্ত্রীর নাম ছিল আসিয়া বিনতে মুযাহিম (রা)।

আবূ জাফর রাযী (র).......আবুল আলিয়া হইতে বর্ণনা করেন যে, ফিরআউনের খাযিনের স্ত্রীর পূর্বে তাহার স্ত্রী ঈমান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘটনা ছিল এইভাবে যে, তাহার স্ত্রী ফিরআউনের একটি মেয়ের মাথার চুল আঁচড়াইতেছিলেন। হঠাৎ হাত হইতে চিরুনী পড়িয়া গিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, যে আল্লাহ্‌র প্রতি কুফরী করিয়াছে সে ধ্বংস হউক। তাহাকে ফিরআউনের মেয়েটি বলিল, আমার পিতা ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার পিতার এবং প্রত্যেক বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্। তখন সে তাহাকে চপেটাঘাত করিল এবং তাহার পিতাকে সেই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। ফিরআউন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি আসিলে বলিল, আমি ছাড়া কি আর কোন রব আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমার ও তোমার এবং প্রত্যেক

বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্‌ এবং আমি তাঁহারই ইবাদত করি। এই কথা শুনিয়া ফিরআউন তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা করিল। তাহার জন্য পেরেক তৈরি করাইল। এবং হাত পা বাঁধিয়া শাস্তি দিল। এবং তাহার উপর সাপ ছাড়িয়া দিল। এইভাবে শাস্তি দিতে লাগিল। ইহার পর একদিন ফিরআউন দেখিতে আসিল এবং বলিল, এখনও তুমি কি পূর্বের কথা পরিত্যাগ কর নাই ? তিনি বলিলেন, আমার ও তোমার এবং সমস্ত বস্তুর রব হইলেন আল্লাহ্‌। ফিরআউন বলিল, তুমি যদি তোমার কথা হইতে বিরত না হও তবে তোমার সম্মুখে তোমার ছেলেকে যবাই করিব। তিনি বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি করিতে পার। অতঃপর তাহার সম্মুখে তাহার ছেলেকে হত্যা করিল। তখন ছেলেটির রূহ তাহাকে সুসংবাদ দিল আর বলিল, হে মা! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট এইরূপ সওয়াব রহিয়াছে। তখন সেই মহিলা ধৈর্যধারণ করিলেন। অতঃপর আরো একদিন ফিরআউন আসিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনিও পূর্বের মত উত্তর প্রদান করিলেন। তখন ফিরআউন তাহার ছেলেকে তাহার সম্মুখে হত্যা করিল। এইবারও তাহার ছেলের রূহ তাহাকে সুসংবাদ দিল এবং ধৈর্যধারণ করিতে বলিল। আল্লাহ্‌র নিকট তোমার জন্য এমন এমন সওয়াব রহিয়াছে।

বিবি আসিয়া (রা) মহিলার বড় ছেলে ও ছোট ছেলে উভয়ের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া ফিরআউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া ঈমান আনয়ন করিলেন। আর খাযিনের স্ত্রী সেই মহিলার মৃত্যু হইয়া গেল। আর সেই মহিলার জন্য জান্নাতে যে সওয়াব, মর্যাদা ও সম্মান রহিয়াছে তাহা বিবি আসিয়ার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া গেল এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ঈমান আরো শক্তিশালী হইল এবং ইয়াকীন বৃদ্ধি পাইল। যখন ফিরআউন বিবি আসিয়ার ঈমান আনার সংবাদ পাইল, তখন তাহার সভাসদগণকে বলিল, তোমরা আসিয়া বিনতে মুযাহিম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ কর? তাহারা বিবি আসিয়ার প্রশংসা করিল। ফিরআউন বলিল, সে তো আমি ছাড়া অপর রবের ইবাদত করে। তখন তাহারা বলিল, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা কর। অতঃপর তাঁহার জন্য পেরেক তৈরি করিয়া হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে শাস্তি দিল। এই সময় বিবি আসিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌! আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করুন। এই সময় ফিরআউন উপস্থিত হইয়া গেল। তিনি জান্নাতে তাহার জন্য তৈরি ঘর প্রত্যক্ষ করিয়া হাসিয়া পড়িলেন। তখন ফিরআউন বলিল, তোমরা কি বিবি আসিয়ার পাগলামী দেখিতেছ না? আমি তাহাকে শাস্তি দিতেছি আর সে হাসিতেছে। তৎক্ষণাৎ বিবি আসিয়ার মৃত্যু হইয়া গেল।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا অর্থাৎ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হইল ইমরান তনয়া মারয়ামের। সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল।

فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا অর্থাৎ আমি তাহার মধ্যে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাটি এইরূপ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত জিবরীল (আ) একজন সুঠাম মানুষের আকৃতিতে হযরত মরিয়ম (আ)-এর নিকট আসিয়া নিজের মুখ দ্বারা তাহার বুকের মধ্যে ফুঁক প্রদান করে। ইহাতেই তাঁহার গর্ভে হযরত ঈসা (আ) আগমন করে।

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ অর্থাৎ হযরত মরিয়ম (আ) আল্লাহ্‌র তাকদীর ও শরীয়াতের পূর্ণ অনুগত ছিলেন।

ইমাম আহমদ (র).......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মাটিতে কয়েকটি বৃত্ত আঁকিয়া বলিলেন ঃ তোমরা কি জান এইগুলি কী? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "জান্নাতী রমণীদের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ তাহারা হইল, যথাক্রমে খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদ, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ, মরিয়ম বিনতে ইমরান ও আসিয়া বিনতে মুযাহিম ফিরআউনের স্ত্রী।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ পুরুষদের মধ্যে বহুলোকই মনীষা সম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে এইরূপ মনীষা অর্জন করিয়াছে মাত্র তিনজন। ফিরআউন পত্নী আসিয়া, ইমরান তনয়া মরিয়ম, খুয়ায়লিদ তনয়া খাদীজা (রা)। আর সকল খাদ্যের উপর ছারীদের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন, সকল নারীর উপর আয়িশার শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমন। 'বিদায়া ও নিহায়া' গ্রন্থে ঈসা ইব্‌ন মরিয়মের কাহিনীতে আমি এই হাদীসগুলির সনদ ও শব্দসহ উল্লেখ করিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। উপরে আমরা এই কথা প্রমাণ করিয়াছি যে, ইমরান তনয়া-মরিয়ম ও ফিরআউন পত্নী আসিয়া জান্নাতে রাসূল (সা)-এর স্ত্রী হইবেন।

উনত্রিশতম পারা

সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআন মজীদে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট এমন একটি সূরা আছে, যা উহা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করিবে। ফলে তাহাদের ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। সূরাটি হইল সূরা মুল্‌ক। ইমাম তিরমিযী (র)-এর মতে হাদীসটি হাসান।

ইব্‌ন আসাকির (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তোমাদের পূর্বেকার যুগের এক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার তাবারকাল্লাযী সূরা কণ্ঠস্থ ছিল। তাহাকে কবরে দাফন করার পর ফিরিশ্‌তা আসিলে সেই সূরাটি আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। ফিরিশ্‌তা বলিলেন, তুমি যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি অংশ। আমি তোমাকে পেরেশান করিতে চাই না এবং আমি তোমার ও আমার কোন প্রকার লাভ-ক্ষতির মালিক নই। তুমি যদি এই ব্যক্তির নাজাত চাও তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট যাইয়া সুপারিশ কর। তখন সেই সূরাটি আল্লাহ্‌র নিকট যাইবে আর বলিবে, অমুক ব্যক্তি তোমার কিতাব হইতে আমাকে শিখিয়াছে এবং আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছে। আমি তাহার অন্তরে থাকাকালীন তুমি কি তাহাকে আগুন দিয়ে জ্বালাইবে এবং তাহাকে শাস্তি দিবে? যদি তুমি তাহা করিতে চাও তবে তোমার কিতাব হইতে আমাকে মিটাইয়া ফেল। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, তুমি কি রাগান্বিত হইয়াছ? সূরাটি বলিবে, আমার জন্য রাগ করার অধিকার আছে। আল্লাহ্ বলিবেন, যাও, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করিলাম। সেই সূরাটি আসিয়া কবরের সেই ফিরিশ্‌তাকে হাঁকাইয়া বাহির করিয়া দিবে। অতঃপর সে, মৃত ব্যক্তির মুখে আসিয়া বলিবে, ধন্যবাদ তোমার, তুমি আমাকে তিলাওয়াত করিয়াছিলে। ধন্যবাদ বক্ষের, যে আমাকে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। ধন্যবাদ এই যুগলপদের, যে আমাকে নিয়ে

দাঁড়াইয়াছিল। এইভাবে সেই সূরাটি মৃত ব্যক্তিকে কবরের ফেরেশান মুক্ত রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হাদীসটি বর্ণনা করিলেন, তখন ছোট-বড়, গোলাম ও আযাদ সকলেই এই সূরাটিকে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। তাই এই সূরাকে নাজাত দানকারী নামকরণ করেন। ইব্‌ন কাছীর বলেন, আমি বলি, এই হাদীসটি অত্যন্ত গরীব।

তাবারানী ও যিয়া মাকদেসী (র)...... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনে এমন একটি সূরা আছে যাহা আল্লাহ্‌র সহিত ঝগড়া করিয়া তাহার পাঠকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়াছে। উহা হইল সূরা মুল্‌ক। ইমাম তিরমিযী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক সাহাবী কোন এক বনে তাঁবু ফেলে। পরক্ষণে সে টের পাইল যে, উহা একটি মানুষের কবর এবং কবরের মধ্যে লোকটি সূরা মূল্‌ক পাঠ করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে সে সূরাটি সমাপ্ত করিয়া ফেলে। ফিরিয়া আসিয়া সেই সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনাটি অবহিত করিলে তিনি বলিলেন ঃ 'সূরাটি' প্রতিরোধকারী ও মুক্তি দানকারী। উহা পাঠকারীকে কবর আযাব হইতে মুক্তি দান করে।"

ইমাম তিরমিযী (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলিফ লাম মীম তানযীল ও তাবারাকাল্লাযী না পড়িয়া কখনো ঘুমাইতেন না। লায়ছ (র) তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই দুইটি সূরার ফযীলত কুরআনের অন্যান্য সূরার তুলনায় সত্তরগুণ বেশী।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি চাই যে, এই সূরাটি (সূরা মুল্‌ক) আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।"

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হুমাইদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাইব, যাহা শুনিয়া তুমি খুশী হইবে? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ শুনান। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন ঃ তুমি নিজে সূরা মুল্‌ক পড়, এবং পরিবারের সকলকে ও প্রতিবেশীকে উহা শিক্ষা দাও। কারণ, উহা মুক্তিদানকারী ও ঝগড়াকারী। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সহিত ঝগড়া করিয়া উহার পাঠকারীকে সে জাহান্নামের আযাব হইতে রক্ষা করিবে এবং কবর আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমার একান্ত কামনা যে, এই সূরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গাঁথিয়া থাকুক।"

(١) تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ۝

(٢) الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝

(٣) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

(٤) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

(٥) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

১. মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ব; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য— কে তোমাদিগের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।

৩. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ। দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি খুঁত দেখিতে পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি?

৪. অতঃপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিয়াছি। প্রদীপমালা দ্বারা এবং উহাদিগকে করিয়াছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রশংসা বর্ণনা পূর্বক এই সংবাদ দিতেছেন যে, গোটা সৃষ্টি জগতের কর্তৃত্ব তাঁহারই করায়ত্বে। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। তাঁহার প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও ন্যায় পরায়ণতার কারণে তিনি যাহা করিতে চাহেন উহা ঠেকাইবার এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ অর্থাৎ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব লাভ করা একটি বস্তু। কারণ উহা মাখলূক। আয়াতটির অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন।

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি জগতকে এইজন্য অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দান করিয়াছেন যে, তিনি পরীক্ষা করিবেন কাহার আমল বেশী উত্তম।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ অর্থাৎ তোমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী কর, অথচ তোমরা ছিলে মৃত। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রাথমিক অবস্থা তথা অনস্তিত্বকে মৃত্যু এবং অস্তিত্ব দানকে জীবন নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলিতেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী আদমকে এক সময় মৃত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। অতঃপর পার্থিব জগতকে জীবন বসবাস করিবার এবং আখিরাতকে প্রতিদান ও চিরকাল অবস্থান করিবার স্থান বানাইয়াছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً অর্থাৎ তিনি পরীক্ষা করিবেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কাহার আমল ভালো। এখানে اَيُّكُمْ اَكْثَرُ عَمَلاً অর্থাৎ কে বেশী আমল করে বলেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আমল বেশী করা নয় বরং ভালো আমল করাই আল্লাহ্‌র কাম্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ আল্লাহ্ তা'আলা মহা পরাক্রমশালী ও মহাপ্রতাপশালী। তাহা সত্ত্বেও কেহ তাঁহার নাফরমানী করিয়া ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার কাছে তাওবা করিলে তিনি ক্ষমা করিয়া দেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا অর্থাৎ তিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ। অনেকের মতে, এই সপ্তাকাশ উপরে নীচে একটির সহিত মিলিত। দুই আকাশের মাঝে কোন ফাঁক নাই। আবার অনেকের মতে, একটির সহিত অপরটি মিলিত নহে বরং প্রতি দুই আকাশের মাঝে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। তবে দ্বিতীয় মতটিই সঠিক। মি'রাজের হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত।

مَاتَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে এমন নিখুঁত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উহাতে কোন প্রকার বৈপরীত্য ও দোষ বা ক্রটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকাইয়া চিন্তা করিয়া তুমি দেখ যে, উহাতে কোন প্রকার দোষ-ক্রটি দেখিতে পাও কিনা।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্‌হাক ও সওরী (র) প্রমুখ বলেন, আলোচ্য আয়াতের فطور شقوق অর্থাৎ ছিদ্র বা ফাটল। কাতাদা (র) বলেন ঃ هَلْ تَرٰى مِنْ

فُطُوْرٍ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! তোমরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি আকাশে কোন খুঁত দেখিতে পাও কি?

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ অর্থাৎ একবার তাকাইয়া যদি নিশ্চিত হইতে না পার তাহা হইলে আবারো চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখ। দেখিবে সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ক্লান্ত হইয়া তোমারই দিকে ফিরিয়া আসিবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই তোমরা আমার সৃষ্টিতে কোন খুঁত আবিষ্কার করিতে পারিবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ كَرَّتَيْنِ অর্থ مَرَّتَيْنِ অর্থাৎ দ্বিতীয়বার। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ كَرَّتَيْنِ অর্থ ذَلِيْلاً অর্থাৎ অপদস্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এর মতে حَسِيْرٌ অর্থ كَلِيل অর্থাৎ ক্লান্ত। মোটকথা আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যতবারই তোমরা আকাশের দিকে তাকাও, চিন্তা গবেষণা কর কিন্তু কোন প্রকার খুঁত ও ক্রুটি বাহির করিতে তোমাদিগের দৃষ্টি ব্যর্থই হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির নৈপুণ্য ও শোভা সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা তথা নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি। এই নক্ষত্রসমূহের কতিপয় এমন আছে, যেইগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায় আবার কতিপয় এমন আছে যেইগুলি সর্বদা একস্থানেই স্থির বসিয়া থাকে।

وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ অর্থাৎ নক্ষত্ররাজির আরেকটি উপকার হইল এই যে, উহাকে আমি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ বানাইয়াছি। অর্থাৎ নক্ষত্র হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া শয়তানদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই তো গেল শয়তানদের জন্য দুনিয়ার অপমান।

وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ অর্থাৎ আখিরাতেও আমি উহাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। যেমন সূরা সাফ্‌ফাতের শুরুর দিকে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ـ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ـ لَايَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ـ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ـ اِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

অর্থাৎ আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করিয়াছি এবং রক্ষা করিয়াছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে। ফলে উহারা উর্ধ্বজগতের কিছু শ্রবণ করিতে পারে না এবং উহাদিগের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক হইতে বিতাড়নের জন্য

উপকরণ এবং উহাদিগের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেহ হঠাৎ শুনিয়া ফেলিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাহার পশ্চাদ্‌ধাবন করে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আকাশের নক্ষত্ররাজিকে আল্লাহ্ তিনটি উপকারের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশকে সুশোভিত করা, শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ ও দিক নির্ণয়ের নিদর্শন।

(٦) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

(٧) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ○

(٨) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

(٩) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ○

(١٠) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

(١١) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

৬. যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি; উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭. যখন উহারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে তখন উহারা জাহান্নামের শব্দ শুনিবে, আর উহা হইবে উদ্বেলিত।

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফাটিয়া পড়িবে, যখনই উহাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হইবে, উহাদিগকে রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই?'

৯. উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আমাদিগের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, আমরা উহাদিগকে মিথ্যাবাদী গণ্য করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।'

১০. এবং উহারা আরো বলিবে, 'যদি আমরা শুনিতাম অথবা বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করিতাম তাহা হইলে আমরা জাহান্নামবাসী হইতাম না।'

১১. উহারা উহাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ যাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদিগের জন্য আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি। উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল কত নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়।

اِذَا اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ অর্থাৎ যখন কাফিরদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন তাহারা উহার গর্জন ও চিৎকার শুনিতে পাইবে। আর তখন উহা টগবগ করিতে থাকিবে।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, شَهِيْقٌ অর্থ صياح অর্থাৎ গর্জন চিৎকার। وَّهِىَ تَفُوْرُ -এর ব্যাখ্যায় সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ গরম ফুটন্ত অনেক পানির মধ্যে অল্প কিছু চাউল বা অন্য কোন দ্রব্য যেমন টগবগ করে, তেমনি জাহান্নামীরাও জাহান্নামের মধ্যে টগবগ করিতে থাকিবে।

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ অর্থাৎ জাহান্নামীদের প্রতি তীব্র রোষে জাহান্নামের একাংশ অপর অংশ হইতে ছিন্ন হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كُلَّمَا اُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ـ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ ـ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না এবং দলীল দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত না করিয়া ও মানুষের প্রতি রাসূল না পাঠাইয়া কাহাকেও শাস্তি প্রদান করেন না। তাই জাহান্নামীদের কোন একটি দলকে যখনই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে, তখনই জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করিবে যে, তোমাদিগের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসিয়াছিল না? উত্তরে তাহারা স্বীকার করিয়া বলিবে, হ্যাঁ, আসিয়াছিল। কিন্তু আমরা উহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রহিয়াছ।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلاً অর্থাৎ রাসূল প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আমি কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না।

অতঃপর জাহান্নামীরা নিজদিগের ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইয়া নিজদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিবে ঃ

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ হায়! যদি আমাদিগের বিবেক থাকিত এবং যদি আমরা আল্লাহ্‌র ওহী শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে

আমরা কুফরীও করিতাম না আর এখন জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হইতাম না। কিন্তু উহাদিগের তখনকার এই অনুতাপ কোন কাজে আসিবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحٰبِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ সেই দিন তাহারা নিজদিগের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইবে। অভিশাপ জাহান্নামীদিগের জন্য।

ইমাম আহমদ (র)....... আবুল বুহতারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল বুহতারী (র) বলেন, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে শুনিয়াছেন, তিনি আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্র বিধান হইতে বিরত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্ তাহাকে ধ্বংস করেন না।

অপর এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রমাণ দ্বারা এই কথা না বুঝিবে যে, জান্নাতের তুলনায় জাহান্নামই তাদের জন্য বেশী উপযোগী। অর্থাৎ উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া তবে মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

(١٢) إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

(١٣) وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۖ إِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٤) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

(١٥) هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

১২. যাহারা দৃষ্টির অগোচরে তাহাদিগের প্রতিপালককে ভয় করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল তিনি তো অন্তর্যামী।

১৪. যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।

১৫. তিনিই তো তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হইতে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁহারই নিকট।

তাফসীর ঃ যাহারা আল্লাহ্র নিকট দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে নির্জনে ও নিরালায় পাপকার্য হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকে আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদ দিতেছেন যে, তাহাদিগের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি ক্ষমা

করিয়া দেওয়া হইবে এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে মহা পুরস্কার প্রদান করা হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, যেই দিন আল্লাহ্‌র ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে তাঁহার আরশের নীচে ছায়া দান করিবেন। তন্মধ্যে একজন হইল, সেই পুরুষ যাহাকে কোন অর্থশালী রূপসী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করার পর এই বলে তাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। আরেকজন হইল সেই ব্যক্তি এমন গোপনে দান করিল যে, ডান হাতে কি দান করিল বাম হাত তাহা টের পাইল না।

আবূ বকর বায্‌যার (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা) একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার কাছে বসিলে আমাদিগের মনে যেই স্বভাব সৃষ্টি হয় আপনার হইতে দূরে সরিয়া গেলে আর তাহা থাকে না। ব্যাপার কি? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদিগের রব সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? উত্তরে তাহারা বলিলেন, কেন, গোপনে প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায়ই তিনি আমাদিগের প্রতিপালক! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'এই বিশ্বাস থাকিলে তোমাদিগের মনের পরিবর্তন নিফাকের অন্তর্ভুক্ত নহে।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল, আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি হইলেন অন্তর্যামী, কাহারো মনের কোন কল্পনাও তাঁহার অগোচর থাকে না।

اَلاَيَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؟ অর্থাৎ যিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টির সর্ববিষয়ে অবগত থাকিবেন না, ইহা হইতেই পারে না।

وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ অর্থাৎ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রতি প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই তোমাদিগের জন্য ভূমিকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ও দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পার। তাতে স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ্ মঞ্জুর না করিলে তোমাদিগের কোন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারিবে না। আর তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে আহার কর। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নয়। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ 'তোমরা যদি যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল কর, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদিগকে রিয্‌ক দান করিবেন, যেমন দান করেন পক্ষীকুলকে। পক্ষীকুল সকালে

ক্ষুধা নিয়া খালি পেটে বাহির হয় আর সন্ধ্যাকালে পেট ভরিয়া ফিরিয়া আসে।" হাদীসটি তিরমিযী, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পাখী যেমন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া বাসায় বসিয়া থাকে না বরং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল সত্ত্বেও তাহাকে সকালে জীবিকার সন্ধানে বাহির হইতে হয়, তেমনি মানুষেরও তাওয়াক্কুল করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না বরং তাওয়াক্কুলের সংগে সংগে উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে। পাখীর জীবিকার সন্ধানে বাহির হওয়া যেমন তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে, তেমনি মানুষেরও উপায় অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী নহে।

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সকলকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (র) মুজাহিদ, সুদ্দী কাতাদা (র) বলেন ঃ مناكبها এর অর্থ যমীনের দিগ-দিগন্ত ও সকল প্রান্ত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, مناكبها অর্থাৎ পর্বতের উপর আরোহণ করা। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... বশীর ইব্‌ন কা'ব (রা) এই আয়াত পাঠ করিয়া তাহার উম্মে ওলাদকে বলিলেন, তুমি যদি مناكبها এর অর্থ বর্ণনা করিতে পার তাহা হইলে তুমি আযাদ সে বলিল, ইহার অর্থ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করা। তিনি পরে আবুদ্দারদা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিও তাহাই বলিলেন, যে পর্বতের উপর বিচরণ করা।

(١٦) ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ○

(١٧) اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ○

(١٨) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

(١٩) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ○

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কি রূপ ছিল আমরা সতর্কবাণী!

১৮. ইহাদিগের পূর্ববতীগণ মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল; ফলে কিরূপ হইয়াছিল আমার শাস্তি।

১৯. উহারা কি লক্ষ্য করে না উহাদিগের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যাহারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্ই উহাদিগকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

তাফসীর ঃ ইহাও সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ যে, শিরক ও কুফরীর কারণে কাফির মুশরিকদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা ধৈর্যধারণ করেন এবং তাহাদিগকে সুযোগ প্রদান করেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَاتَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি মানুষকে তাহাদিগের কৃতকর্মের শাস্তি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে ভূ-পৃষ্ঠে একটি প্রাণীও বাঁচিয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত সময় দেন। অতঃপর যখন নির্ধারিত সময় আসিয়া পড়িবে তখন আল্লাহ্ উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। আর এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ অর্থাৎ তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগকে সহ ভূমিকে ধ্বসাইয়া দিবেন না আর উহা আকস্মিকভাবে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا অর্থাৎ অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না। অর্থাৎ তিনি এই সব করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু তবুও তিনি অনুগ্রহবশত শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন

فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ অর্থাৎ আমার সতর্কবাণী এবং উহা প্রত্যাখ্যান করার পরিণাম কিরূপ ছিল অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অর্থাৎ ইহাদিগের পূর্ববর্তীরাও আমার সতর্কবাণী অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আমি উহাদিগকে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিয়াছিলাম।

তাহার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ مَايُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ

অর্থাৎ মানুষ কি উহাদিগের উর্ধ্বদেশে পক্ষীকুলের প্রতি লক্ষ্য করে না, যাহারা শূন্য আকাশে কখনো ডানা বিস্তার করে আবার কখনো সংকুচিত করে। আল্লাহ্ তো উহাদিগকে এইভাবে শূন্যে স্থির করিয়া রাখেন। ইহাও তো আল্লাহ্র কুদরত ও অনুগ্রহের একটি অন্যতম নিদর্শন।

اِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।

(٢٠) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِىْ غُرُوْرٍ ۟

(٢١) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ ۟

(٢٢) اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۟

(٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۟

(٢٤) قُلْ هُوَ الَّذِىْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۟

(٢٥) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۟

(٢٦) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۪ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۟

(٢٧) فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۟

২০. দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।

২১. এমন কে আছে যে, তোমাদিগকে জীবনোপকরণ দান করিবে, তিনি যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করিয়া দেন? বস্তুত উহারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে।

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে ঋজু হইয়া সরল পথে চলে?

২৩. বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে দিয়াছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদিগকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'

২৫. উহারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, 'এই প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হইবে?'

২৬. বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'

২৭. যখন উহা আসন্ন দেখিবে তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে এবং উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তো তোমরা চাহিতেছিলে।'

তাফসীর ঃ মুশরিকরা ধারণা করিত যে, আল্লাহ্‌র সংগে তাহারা যাহাদিগের পূজা করিতেছে বিপদাপদে তাহারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ও জীবিকা দান করিতে সক্ষম। তাহাদিগের এই অলীক ধারণা খণ্ডন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের এমন কোন সৈন্যবাহিনী কাছে কি যাহারা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদিগের কোন অভিভাবক্, রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلاَّ فِىْ غُرُوْرٍ অর্থাৎ কাফিররা বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِىْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি তোমাদিগের জীবিকা বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে এমন কেহ আছে, যে তোমাদিগকে জীবিকা দান করিবে? অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেহ নাই, যে তোমাদিগকে জীবিকা দিতে পারে বা বন্ধ করিতে পারে বা বিপদাপদে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। তিনি এক তাঁহার কোন শরীক নাই। বস্তুত এই সব কিছু জানিয়া বুঝিয়াও মুশরিকরা প্রতিমা পূজা করে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ لَّجُّوْا فِىْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ অর্থাৎ ইহার পরও এই মুশরিকরা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রহিয়াছে। কোন সত্য কথা তাহার শ্রবণ করে না ও উহা অনুসরণ করে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖ اَهْدٰى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঝুঁকিয়া মুখে ভর দিয়া চলে সেই সঠিক পথে চলে, না সেই ব্যক্তি যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার ও কাফিরদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। কাফিরদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে ঝুঁকিয়া মুখে ভর করিয়া চলে। অর্থাৎ বরাবর সোজা পথে নয় বরং এদিক-ওদিক আঁকাবাঁকা হইয়া চলে। তাহার নিজেরই খবর নাই যে, কোথায় যাইতেছে। আর ঈমানদারদের দৃষ্টান্ত হইল সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সোজা হইয়া সরল পথে চলে। অর্থাৎ সে নিজেও চলে সঠিকভাবে এবং তাহার পথও হইল সরল সঠিক। এই হইল ঈমানদার ও কাফিরদের জাগতিক দৃষ্টান্ত। আখিরাতেও উহাদিগের অবস্থা একই রূপ হইবে। ঈমানদার তো সরল-সঠিক পথ ধরিয়া বরাবর জান্নাতে চলিয়া যাইবে। আর কাফিররা উপুড় হইয়া মুখের উপর ভর করিয়া জাহান্নামে পৌঁছিয়া যাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ - مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -

অর্থাৎ অত্যাচারী এবং তাহাদিগের সমমনা ও আল্লাহ্ ব্যতীত তাহারা যাহাদিগের উপাসনা করিত তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে। বলা হইবে যে, এইবার তাহাদিগকে জাহান্নামের পথ দেখাইয়া দাও।

ইমাম আহমদ (র)....... নুফাই' হইতে বর্ণনা করেন যে, নুফাই' (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কিয়ামতের দিন মানুষকে কিভাবে মুখে ভর দিয়া হাঁটাইয়া সমবেত করা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ যেই আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ে ভর করিয়া হাঁটাইতে পারেন, সেই আল্লাহ্ কি মুখের উপর ভর করিয়া হাঁটাইতে পারিবেন না?"

قُلْ هُوَ الَّذِيْ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনিয়াছেন এবং তোমাদিগকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বুদ্ধি বিবেক দান করিয়াছেন।

قَلِيْلاً مَّاتَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ অথচ আল্লাহ্ প্রদত্ত এই সব শক্তি তাঁহার আনুগত্য ও বিধান পালনে ব্যয় করিয়া তোমরা তেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِى الْاَرْضِ অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আল্লাহ্‌ই তোমাদিগকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন আকৃতি ও বিভিন্ন স্বভাব দান করিয়া পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ অর্থাৎ এইভাবে ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রাখার পর একদিন আবার তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিকট একত্রিত করিবেন।

অতঃপর পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফিরদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ কাফিররা বলে যে, তোমরা সত্যবাদী হইলে বল, তোমরা যে কিয়ামতের কথা বলিতেছ উহার বাস্তবায়ন কখন হইবে? আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলিয়া দিন যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ বলিতে পারে না। উহা যে সুনিশ্চিতরূপে সংঘটিত হইবে, আমাকে কেবল এই সংবাদ প্রদান করিবারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরা উহাকে ভয় করিয়া চল।

وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ আমার দায়িত্ব হইল কেবল সতর্ক করা ও পৌঁছাইয়া দেওয়া। আর আমি সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে কাফিররা উহা প্রত্যক্ষ করিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে কিয়ামত আসলেই নিকটবর্তী ছিল, তখন কাফিরদিগের মুখমণ্ডল ম্লান হইয়া পড়িবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিরস্কার স্বরূপ বলিবেন ঃ

هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ অর্থাৎ ইহাই তাহা যাহা দেখিবার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করিতে।

(٢٨) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِىَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِىَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

(٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ○

২৮. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি— যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাহাতে কাফিরদিগের কি? উহাদিগকে কে রক্ষা করিবে মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে?

২৯. বল, 'তিনি দয়াময় তাঁহাতে বিশ্বাস করিও তাঁহারই উপর নির্ভর করি, শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে।'

৩০. বল, 'তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায় কে তোমাদিগকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি আমার নিয়ামত অস্বীকারকারী এই মুশরিকদেরকে বলিয়া দিন যে, তোমাদিগের চাহিদা অনুযায়ী যদি আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সংগীদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন অথবা আমাদিগের প্রতি তিনি দয়া করেন তো তাহাতে তোমাদিগের কোন লাভ নাই। তাওবা করিয়া আল্লাহ্‌র দীনের পথে ফিরিয়া আসা ব্যতীত তোমাদিগের মুক্তির কোন বিকল্প নাই এবং তোমরা যেই আযাব সংঘটিত হইবার অপেক্ষা করিতেছ, উহা আসিয়া পড়িলেও তোমাদিগের কোন উপকার হইবে না। মোটকথা তোমরা নিজেরাই নিজদিগের মুক্তির পথ বাছিয়া লও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا অর্থাৎ আপনি এই কথাও বলিয়া দিন যে, আমরা দয়াময় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি আর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁহারই উপর আমাদিগের ভরসা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তুমি তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহার উপর ভরসা রাখ।

فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, তোমাদিগের ও আমাদিগের মধ্যে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রহিয়াছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কাহাদিগের পরিণাম শুভ হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ অর্থাৎ আপনি আরো বলিয়া দিন যে, যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদিগের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কে তোমাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহমান পানি আনিয়া দিবে? অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেহই তাহা পারিবে না।

সূরা কালাম

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ○

(٢) مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ○

(٣) وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۚ○

(٤) وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

(٥) فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُوْنَ ۙ○

(٦) بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ○

(٧) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১. নূন—শপথ কলমের এবং উহারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তাহার,

২. তোমরা প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।

৩. তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার,

৪. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

৫. শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে—

৬. তোমাদিগের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।

৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত।

তাফসীর ঃ হুরুফুল হিজা সম্পর্কে সূরা বাকারার শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিধায় পুনরায় আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য আয়াতের শুরুতে ن হরফটিও ق - ص ইত্যাদি হুরূফে মুকাত্তায়ার ন্যায় একটি হরফ।

কেহ কেহ বলেন, ن বিরাটকায় একটি মৎসের নাম যাহা সাত তবক যমীনকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে।

যেমন ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম তৈয়ার করিয়া বলিলেন, লিখ। কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, তাকদীর লিপিবদ্ধ কর। ফলে সেই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবার ছিল কলম লিখিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা نون তথা মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর পানির ফেনা হইতে আকাশ সৃষ্টি করেন ও মৎসের পিঠের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন। ফলে মৎস নড়াচড়া করিতে আরম্ভ করে। সংগে সংগে পৃথিবীও নড়িয়া উঠে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্বতমালা দ্বারা পৃথিবী স্থির করেন। অন্য এক সূত্রে আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) এই কথা বলিয়া ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

ইবন জারীর (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার প্রতিপালক সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ। ফলে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সবই লিপিবদ্ধ করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পানির উপর মৎস সৃষ্টি করেন। তাহার পর সেই মৎসের উপর পৃথিবীকে বিছাইয়া দেন।

তারাবানী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও মৎস (نون) সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ, লিখ। জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিখ। অতঃপর রাসূল্লাহ্ (সা) ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন আসাকির (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম ও নূন তথা দোয়াত সৃষ্টি করেন। অতঃপর কলমকে বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন ঃ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ এই আয়াতে এই কথাই বলা হইয়াছে। অতঃপর কলমের মুখে মোহর করিয়া কথা বলিবার শক্তি রহিত করা হয়। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আর সে কথা বলিতে পারিবে না। তাহার পর বিবেক সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, আমি আমার ইজ্জতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার প্রিয় লোকদের মধ্যে আমি তোমাকে পরিপূর্ণতা দান করিব আর আমার অপ্রিয় লোকদের মধ্যে তোমাকে অসম্পূর্ণ রাখিব। (অর্থাৎ যাহারা আমার আপন লোক তাহাদিগকে আমি পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করিব, যাহারা আমার আপন নহে তাহাদিগের জ্ঞান হইবে অসম্পূর্ণ।)

মুজাহিদ (র) বলেন : নূন সাত তবক যমীনের নীচের বসবাসকারী বিরাটকায় একটি মাছ বলিয়া কথিত আছে।

হাসান বসরী (র) সহ একদল মুফাস্‌সির বলেনঃ এই মৎসটির পিঠের উপর আকাশ যমীন সমান মোটা একটি পাথর আছে। সেই পাথরের উপর আছে চল্লিশ হাজার শিং বিশিষ্ট একটি ষাঁড়। আর সেই ষাঁড়ের পিঠের উপর সাত তবক যমীন ও তন্মধ্যস্ত সমুদয় বস্তু অবস্থিত। কেহ কেহ এই অর্থের উপর নিম্ন বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মদীনা আগমনের সংবাদ পাইলেন, তখন তিনি তাঁহার নিকট আসিয়া কতটি প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট এমন কতক প্রশ্ন করিব যাহার উত্তর নবী ব্যতীত কেহ জানিতে পারে না। তিনি বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত কি? জান্নাতবাসীগণ প্রথম কি বস্তু দিয়া আহার করিবেন? কি কারণে সন্তান তাহার পিতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে এবং কি কারণে সন্তান তাহার মাতার বর্ণ ও আকৃতি ধারণ করে? নবী (সা) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়া এই মাত্র জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তখন ইব্‌ন সালাম বলিলেন, জিবরাঈল তো ফিরিশতাগণের মধ্যে ইয়াহুদীদের জন্য চিরশত্রু। নবী (সা) বলিলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সর্বপ্রথম আলামত হইল যে, একটি অগ্নি প্রকাশিত হইবে, যাহা সকল মানুষকে পূর্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে একত্রিত করিবে এবং জান্নাতীগণ সর্বপ্রথম যাহা আহার করিবেন তাহা হইল মাছের কলিজা এবং যখন মাতার উপর পিতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করিবে। আর যখন পিতার উপর মাতার বীর্য প্রবল হইবে তখন সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করিবে। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিমে অপর এক সনদে সাওবান (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার এক ইয়াহুদী পণ্ডিত কয়েকটি বিষয়ে নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে ইহাও ছিল যে, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর সর্বপ্রথম তাহাদেরকে কি তুহফা দেওয়া হইবে? নবী (সা) বলিলেন, মাছের কলিজার একাংশ। আবার প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের খাদ্য কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, তাহাদের জন্য জান্নাতের একটি ষাঁড় জবেহ করা হইবে। যে ষাঁড়টি জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করিত। অতঃপর প্রশ্ন করিল, ইহার পর তাহাদের পানীয় কি হইবে? নবী (সা) বলিলেন, সালসাবীল নামক প্রস্রবণ হইতে পানীয় দেওয়া হইবে। কেহ কেহ বলেন, নূন হইল নূরের একটি পলক। ইবন জারীর (র)....... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন নূন হইল নূরের একটি পলক এবং কলম হইল নূর দিয়া তৈরি, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে। এই হাদীসটি মুরসাল গরীব। ইবন জুরাইজ (র) বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, কলমটি নূরের তৈরি যাহার দৈর্ঘ্য এক শত বৎসরের পথের সমান।

কেহ কেহ বলেন ঃ ن অর্থ দোয়াত আর القلم। অর্থ কলম। ইবন জারীর (র)....... হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ ن অর্থ দোয়াত।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা نون অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নূন অর্থাৎ দোয়াত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কলম সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, লিখ ঃ কলম বলিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যাহা সংঘটিত হইবে সব লিখ। যেমন ঃ ভালো-মন্দ আমল, রিয্ক হালাল হোক বা হারাম, কোন্ বস্তু দুনিয়াতে কোন্ দিন, কোন্ সময় কিভাবে পৌঁছিবে ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারীও এবং কিতাবের জন্য দারোগা নিয়োগ করিয়াছেন। অতঃপর যখন রিয্ক ও আয়ু শেষ হইয়া যায়, তখন রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতা দারোগা ফিরিশতার নিকট আসিয়া সেই দিনের কর্মসূচী তলব করিলে সে বলে, কই তাহার জন্য তো আজ কোন কাজই পাইতেছি না। অগত্যা রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতারা ফিরিয়া গিয়া জানে যে, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।

আলোচ্য আয়াতে القلم। দ্বারা নির্দিষ্ট কোন কলম নয় বরং কলম বস্তু উদ্দেশ্য। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ। এইখানেও কলম দ্বারা কলম জাত উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট কোন কলম নহে। বলাবাহুল্য যে, কলমের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্র নিয়ামত সমূহের মধ্যে ইহাও একটি নিয়ামত যে, তিনি মানুষকে লিখা শিক্ষা দিয়াছেন, যাহা জ্ঞানার্জনের একটি অন্যতম উপায়। এইদিকে ইংগিত করিয়াই আল্লাহ্ বলেন ঃ وَمَايَسْطُرُوْنَ অর্থাৎ আর যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইব্ন আব্বাস (র) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ وَمَا يَكْتُبُوْنَ যাহা লিপিবদ্ধ করা হয়।

আবুযোহা (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ وَمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ আর যাহা তাহারা করে। সুদ্দী (র) বলেন وَمَا يَسْطُرُوْنَ অর্থ الْمَلٰئِكَةُ। وَمَايَسْطُرُوْنَ অর্থাৎ আর ফিরিশতারা যাহা লিপিবদ্ধ করে।

অনেকে বলেন, এইখানে القلم। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই কলম যাহা দ্বারা আকাশ যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বর্ণিত আছে। যেমন ইবন আবূ হাতিম (র)....... অলীদ ইব্ন উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, অলীদ ইব্ন উবাদা (র) বলেন, আমার পিতা মৃত্যুকালে

আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর বলিলেন, লিখ। কলম জিজ্ঞাসা করিল, কি লিখিব? আল্লাহ্ বলিলেন, "অনন্তকাল পর্যন্ত যাহা হইবে সব লিপিবদ্ধ কর।"

ইবন জারীর (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে কলম সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।

وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ হে নবী! আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীতে আপনি উন্মাদ নহেন। আপনার সম্প্রদায়ের মূর্খ কাফিররা যাহা বলে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা রটনা। ইহাতে আপনি ঘাবড়াইবেন না।

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ আপনাকে বরং আপনার এই দাওয়াত তাবলীগ ও প্রতিপক্ষের লাঞ্ছনার মুখে ধৈর্যধারণের জন্য এমন মহাপুরস্কার প্রদান করা হইবে, যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرَ مَصْطُوْعٍ অর্থা যাহা কখনো শেষ হইবে না।

মুজাহিদ (র) বলেন غَيْرَ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرَ مَحْسُوْبٍ অর্থাৎ বে-হিসাব।

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে এই আয়াতের অর্থ হইল اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি এক মহান দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাহা হইল ইসলাম। মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী এবং রবী ইব্‌ন আনাস (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আতিয়্যা (র) বলেন ঃ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থ لَعَلٰى اَدَبٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে মহানবী (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন।

সাঈদ ইব্‌ন আবূ 'অরূবা (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ তুমি কি কুরআন পড় না? সাঈদ (র) বলিল, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র।

ইমাম আহমদ (র).......হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

ইমাম আহমদ (র).......বনী সাওয়াদের জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আয়িশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি কুরআন পড় না? আল্লাহ্ বলেন اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।

ইবন জারীর (র).......সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (র) বলেন ঃ

আমি একদিন হযরত আয়িশা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলাম যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন। কেন তুমি কি اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ এই আয়াতটি পড় না?

ইবন জারীর (র).......জুবাইর ইব্‌ন নুফায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুবাইর (র) বলেন, আমি একদিন আয়িশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, তাঁহার চরিত্র ছিল কুরআন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র ছিল কুরআন— হযরত আয়িশা (রা)-এর এই উক্তিটির তাৎপর্য হইল এই যে, এমনিতেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) সৃষ্টিগতভাবেই উত্তম ও সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, মহানুভবতা, বীরত্ব, ক্ষমা ও সহনশীলতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তদুপরি তিনি ছিলেন কুরআনের আহকামের বাস্তব নমুনা। তিনি তাহাই করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নির্দেশ দিয়াছে আর তাহাই তিনি বর্জন করিয়াছেন যাহা করিতে কুরআন নিষেধ করিয়াছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিয়াছি। এই দশ বছর কোন দিন তিনি আমার কোন আচরণে বিব্রতবোধ করেন নাই। আমি কোন (অপ্রয়োজনীয়) কাজ করিয়াছি বা (প্রয়োজনীয়) কাজ করি নাই আর তিনি বলিয়াছেন, এই কাজটি কেন করিলে বা কেন করিলে না, এই দশ বছরের জীবনে এমনটি কখনো শুনি নাই। তিনি সর্বাধিক সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার হাতের তালু অপেক্ষা কোন পরম জিনিস আমি জীবনে স্পর্শ করি নাই। তাঁহার দেহের ঘাম হইতে সুগন্ধিযুক্ত কোন মিশক বা আতর বা অন্য কিছু জীবনে আমার নাকে আসে নাই।

ইমাম বুখারী (র).......বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকলের চেয়ে সুদর্শন ও চরিত্রবান ছিলেন। বেশী লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। এই বিষয়ে অসংখ্য হাদীস রহিয়াছে। ইমাম তিরমিযী (র) শামায়েল গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন "রাসূলুল্লাহ্ (সা) জীবনে কখনো নিজ হাতে নিজের কোন খাদেম, স্ত্রী বা অন্য

কাউকে প্রহার করেন নাই। তবে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা স্বতন্ত্র বিষয়। কখনো দুইটি বিষয়ের কোন একটি গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হইলে, সেইটিই গ্রহণ করিতেন যাহা দুইটির মধ্যে বেশী সহজ। তবে যেটা পাপের কাজ হইত তাহা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেন। নিজের জন্য কখনো কাহারো হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তবে আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘিত হইলে, আল্লাহ্র জন্য উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন।"

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি উত্তম চরিত্রসমূহকে পরিপূর্ণতা দান করিবার জন্য প্রেরতি হইয়াছি।"

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ - بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি এবং আপনার প্রতিপক্ষ জানিতে পারিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত, বিভ্রান্ত। আপনি না তাহারা? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ অর্থাৎ আগামী দিনই তাহারা জানিতে পারিবে যে, কে মিথ্যাবাদী, সন্ত্রাসী।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّا اَوْ اَيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ আমরা অথবা তোমরা নিশ্চিত রূপে হয়ত হিদায়াতের পথে আছি কিংবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।

ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) فَسَتُبْصِرُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, অচিরেই আপনি এবং তাহারা কিয়ামতের দিন জানিতে পারিবে।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থ بِاَيِّكُمُ الْمَجْنُوْنُ অর্থাৎ তোমাদিগের মধ্যে কেউ উন্মাদ। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন. بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ অর্থ কে শয়তানের বেশী নিকটবর্তী ও আপন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ অর্থাৎ কে বিভ্রান্ত ও কে হিদায়াতপ্রাপ্ত আল্লাহ্ই সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(٨) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٩) وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

(١٠) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

(١١) هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ ○

(١٢) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

(١٣) عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۙ

(١٤) اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۙ

(١٥) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٦) سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিও না।
৯. উহারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে,
১০. এবং অনুসরণ করিও না তাহার– যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত,
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়,
১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ,
১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।
১৪. সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।
১৫. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'
১৬. আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ হে রাসূল! আমি আপনাকে বিপুল নিয়ামতসহ সরল-সঠিক জীবন ব্যবস্থা ও মহান চরিত্র দান করিয়াছি। অতএব আপনি মিথ্যাচারীদিগের অনুসরণ করিবেন না। উহারা চায় যে, আপনি উহাদিগের ব্যাপারে নমনীয় হন, তাহা হইলে উহারাও আপনার প্রতি নমনীয় হইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ অর্থ হইল لَوْتَرْخَصُ لَهُمْ فَيَرْخَصُوْنَ অর্থাৎ আপনি নমনীয় হইলে তাহারাও নমনীয় হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা চায় আপনি যদি আপনার সত্যপথ ত্যাগ করিয়া উহাদিগের মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলে....। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ আর অনুসরণ করিও না তাহার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। বলাবাহুল্য যে, মিথ্যুক নিজের দুর্বলতা ও অপদস্ততার কারণে তাহার মিথ্যাচার প্রকাশ হইয়া যাইবার ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ফলে কথায় কথায় শপথ করিয়া অন্যের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে এবং যখন তখন আল্লাহ্‌র পবিত্র নামসমূহকে অপাত্রে ব্যবহার করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, مَّهِيْنٍ অর্থ الكاذب। অর্থাৎ মিথ্যাবাদী.। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ مَّهِيْنٍ অর্থ الضعيف القلب। অর্থাৎ দুর্বলমনা। হাসান (র) বলেন, অর্থ হটকারী, দুর্বলমনা।

هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) বলেন, همازٍ অর্থ গীবতকারী বা পশ্চাতে নিন্দাকারী। مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ অর্থ চোগলখোর। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে একের কাছে অন্যের দোষ বলিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন একদিন রাসূলুল্লাহ্ দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন ঃ এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। তবে এই শাস্তি বড় ধরনের কোন গুনাহের কারণে নয়। একজনের অপরাধ হইল, সে পেশাবের পর উত্তমরূপে পবিত্রতা অবলম্বন করিত না আর অপরজন চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত।

ইমাম আহমদ (র).......হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, ·চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।

উক্ত হাদীসটি বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদ (র).......আবূ ওয়ায়েল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়ায়েল (র) বলেন, হুযায়ফা (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে অভিযোগ করা হইল যে, সে চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়। শুনিয়া হুযায়ফা (রা) বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইমাম আহমদ (র)....... আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইব্‌ন সাকান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ "আমি কি বলিয়া দিব যে, তোমাদিগের মধ্যে কে সবচেয়ে উত্তম?" সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যাহাকে দেখিলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়।" আবার বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহাও বলিয়া দিব কি?" সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ, বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'যে ব্যক্তি চোগলখোরী করিয়া বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পবিত্র ও নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, সে তোমাদিগের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম বান্দা তাহারা— যাহাদিগকে দেখিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ হয়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হইল তাহারা যাহারা চোগলখোরী করিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ পবিত্র লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।"

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কল্যাণের পথে চলে না এবং অন্যদেরকে কল্যাণের পথ হইতে বাধা প্রদান করে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমালংঘন করে এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজে লিপ্ত পাপী।

عُتُلٍّ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ অর্থাৎ রূঢ় ও কঠোর স্বভাব অর্থাৎ তাহারা রূঢ় স্বভাবের এবং তদুপরি কুখ্যাত।

ইমাম আহমদ (র)....... হারিছা ইব্ন ওহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছা ইব্ন ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'আমি কি জান্নাতীদের সম্পর্কে তোমাদিগকে খবর দিব? শোন, জান্নাতীরা হইল সেই সব দুর্বল লোক, যাহারা শপথ করিয়া কোন কথা বলিয়া ফেলিলে আল্লাহ্ উহা বাস্তবায়িত করিয়া দেন আর জাহান্নামীরা হইল রূঢ়-কঠোর স্বভাবের, অহংকারী।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, জাহান্নামীদের আলোচনা প্রসংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জাহান্নামী তাহারা যাহারা রূঢ়-কঠোর স্বভাবসম্পন্ন, অহংকারী ও কল্যাণের পথে বাধা দানকারী।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন গনম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে العتل الزنيم -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "সেই ব্যক্তি যাহার স্বভাব কঠোর, অধিক পানাহারকারী, অত্যাচারী, পেটুক।"

একই সূত্রে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "রূঢ় স্বভাব ও কুখ্যাত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

ইবন জারীর (র)....... যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আকাশ সেই ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করে, আল্লাহ্ যাহাকে সুস্বাস্থ্য দান করিয়াছেন, পেট পুরে আহার করিবার সুযোগ দিয়াছেন ও দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী দান করিয়াছেন। কিন্তু সে মানুষের উপর অত্যাচার করিয়া বেড়ায়। এই ব্যক্তিকেই কুরআনে العتل الزنيم বলা হইয়াছে।" মোটকথা عُتُلٌّ হইল সেই ব্যক্তি যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শক্তিশালী ও বেশী পানাহারকারী, অত্যাচারী ব্যক্তি। আর زَنِيْمٍ অর্থ যে ব্যক্তি অপকর্মের হোতা বলিয়া প্রসিদ্ধ বা কুখ্যাত ইতর ও অপদার্থ। আরবী ভাষায় زَنِيْمٍ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে কোন এক সম্প্রদায়ের বলে পরিচিত কিন্তু আসলে সে সেই সম্প্রদায়ের নয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ الدعى الفاحش اللئم অর্থাৎ কুখ্যাত, চরিত্রহীন ও ইতর ব্যক্তি। এই প্রসংগে আরবী কবিতা উল্লেখিত আছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ زَنِيْمٍ দ্বারা আখনাস ইব্ন শুরাইককে বুঝানো হইয়াছে, যে বনী যুহরার সহিত চুক্তিবদ্ধ ছিল। অনেকের মতে زَنِيْمٍ হইল আসওয়াদ ইব্ন য়াগূছ। কিন্তু কথাটি ঠিক নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে মুজাহিদ সূত্রে ইব্ন আবূ নাজীহ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ধারণা হইল زَنِيْمٍ সেই ব্যক্তি বিশেষ কোন বংশের লোক হইবার দাবীদার; কিন্তু আসলে সেই বংশের নহে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... 'আমির ইব্ন কুদামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইব্ন কুদামা (র) বলেন যে, ইকরিমা (রা)-কে زَنِيْمٍ এর অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ জারজ সন্তান। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ঃ زَنِيْمٍ অর্থ যেই ব্যক্তি পাপী ও সন্ত্রাসী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা আছে, তিনি বলেন زَنِيْمٍ এমন এক ব্যক্তি যাহার উপাধি হইল কুখ্যাত। কুখ্যাত তথা زَنِيْمٍ না বলিলে মানুষ যাহাকে চিনে না। এই زَنِيْمٍ এর ব্যাখ্যায় বহুজনের আরো বহু মত রহিয়াছে। মোটকথা زَنِيْمٍ সেই ব্যক্তি যে দুষ্কর্মে প্রসিদ্ধ। কুখ্যাত বা সন্ত্রাসী বলিয়াই লোক যাহাকে চিনে। সাধারণত ইহারা পিতৃ পরিচয়হীন জারজ সন্তান হইয়া থাকে। কারণ শয়তান এই ধরনের লোকদের উপরই সাধারণত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, যাহা অন্যদের উপর পারে না। যেমন দীর্ঘ এক হাদীসের একাংশে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "জারজ সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে না।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূল (সা) বলিয়াছেন ঃ জারজ সন্তান তিন দুরাচারের সমষ্টি। যদি সে মাতা-পিতার ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়।

اَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَّبَنِيْنَ - اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ ইহাদিগের এই সব অপকর্ম ও খোদাদ্রোহীতার হেতু হইল এই যে, ইহারা বিপুল ধন-সম্পদ ও জনশক্তির অধিকারী। উচিত তো ছিল নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আমার গুণগান করা, অম্লান বদনে আমার আনুগত্য করা। কিন্তু কিসের, উল্টা তারা এই ধন ও জনশক্তিকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমার বিধান পালন করার পরিবর্তে বরং বলিয়া বেড়ায় যে, এই সব তো পুরাকালের উপকথা মাত্র। এই যুগে ইহা অচল। এই বে-ঈমানীর পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ 'আমি উহার শুঁড় দাগাইয়া দিব।' ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, ইহাদিগের এই সব কর্মকাণ্ড এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিব যে, উহারা কাহারো কাছেই গোপন থাকিবে না। যেমন হাতীর শুঁড়ের উপরে দাগ কাহারো নিকট গোপন থাকে না। কাতাদা (র)ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

আওফী (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এই আয়াতে বদরের যুদ্ধের প্রতি ইংগিত করিয়া বলা হইয়াছে যে, বদরের দিন যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারী দ্বারা তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া ফেলা হইবে।

অনেকে বলেন ঃ জাহান্নামীদের ন্যায় কিয়ামতের দিন তোমাদিগের মুখমণ্ডল কালো করিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদিগের মতে اَلْخُرْطُوْمُ অর্থাৎ শুঁড় বলিয়া মুখমণ্ডল বুঝানো হইয়াছে। বস্তুত এই সব কয়টি ব্যাখ্যার একটির সহিত অপরটির কোন সংঘর্ষ নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ অনেক সময় এমনও হয় যে, এক ব্যক্তি হাজার হাজার বছর ধরিয়া আল্লাহ্র দফতরে মুমিনরূপে লিখিত থাকে, কিন্তু মৃত্যুর সময় আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। আবার কেহ হয়তো হাজার হাজার বছর যাবত কাফির রূপেই চিহ্নিত ছিল কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লইয়া মৃত্যুবরণ করে। যে ব্যক্তি পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দাকারী ও চিহ্নিত অপরাধী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিল, কিয়ামতের দিন তাহার দুই ঠোঁটের দিক হইতে কপালে চিহ্ন দেওয়া হইবে।'

(١٧) إِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ○

(١٨) وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ○

(١٩) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ○

(٢٠) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۙ○

(٢١) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ○

(٢٢) أَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ○

(٢٣) فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۙ○

(٢٤) أَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۙ○

(٢٥) وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ○

(٢٦) فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا إِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۙ○

(٢٧) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

(٢٨) قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ○

(٢٩) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

(٣٠) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ○

(٣١) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ○

(٣٢) عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ○

(٣٣) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

১৭. আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি, যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন উহারা শপথ করিয়াছিল যে, উহারা প্রত্যুষে আহরণ করিবে বাগানের ফল,

১৮. এবং তাহারা ‘ইনশাআল্লাহ্’ বলে নাই।

১৯. অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন উহারা ছিল নিদ্রিত।

২০. ফলে উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

২১. প্রত্যুষে উহারা একে অপরকে ডাকিয়া বলিল,

২২. ‘তোমরা যদি ফল আহরণ চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।’

২৩. অতঃপর উহারা চলিল নিম্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে।

২৪. ‘অদ্য যেন তোমাদিগের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ করিতে না পারে।’

২৫. অতঃপর উহারা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

২৬. অতঃপর উহারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিল, উহারা বলিল, ‘আমরা তো দিশা হারাইয়া ফেলিয়াছি।’

২৭.‘না, আমরা তো বঞ্চিত।’

২৮. উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, ‘আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?’

২৯. তখন উহারা বলিল, ‘আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।’

৩০. অতঃপর উহারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল।

৩১.উহারা বলিল, ‘হায়! দুর্ভোগ আমাদিগের। আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

৩২. 'আমরা আশা রাখি—আমাদিগের প্রতিপালক ইহার পরিবর্তে আমাদিগকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

৩৩. শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি উহারা জানিত!

তাফসীর ঃ যেসব কাফিররা নবী (সা)-এর নবূওতকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইখানে উহাদিগের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ আমি কাফিরদিগকে পরীক্ষা করিয়াছি যেভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম রকমারী ফল-ফলাদি সমৃদ্ধ উদ্যান অধিপতিদেরকে।

اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ وَلَايَسْتَثْنُوْنَ অর্থাৎ যখন উহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা বাগানের ফল রাত্রিকালে আহরণ করিবে, যাহাতে কোন গরীব-মিসকীন তথা ভিক্ষুক টের না পায়, যেন কোন দান-সাদকা করিতে না হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তাহারা ইনশাআল্লাহ্ বলে নাই। সফলতার ব্যাপারে তাহারা এতই নিশ্চিত ও গর্বিত ছিল যে, আল্লাহ্র নামটি পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা ও শপথ বিফল করিয়া দেন। সেই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُوْنَ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ

অর্থাৎ ফলে একদিন যখন তাহারা নিদ্রিত ছিল তখন আসমানী গযব আসিয়া সেই উদ্যানে হানা দিল আর উহা দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকায় বর্ণ ধারণ করিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ كَالصَّرِيْمِ অর্থ كالليل الاسود অর্থাৎ সেই আসমানী গযবে আক্রান্ত হইয়া উদ্যানটি পুড়িয়া কালো রাতের ন্যায় হইয়া গেল। ছাওরী ও সুদ্দী (র) বলেন, كَالصَّرِيْمِ অর্থ مثل الزرع اذا حصد অর্থাৎ কাটা ফসলের ন্যায় শুষ্ক হইয়া তোলা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে দূরে থাক। অনেক সময় এমন হয় যে, মানুষ গুনাহের কারণে এমন রিয্ক হইতে বঞ্চিত হইয়া যায় যাহা তাহার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) .... فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলেন, এই লোকগুলি গুনাহের কারণেই উদ্যানের ফসল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ অর্থাৎ উদ্যানের ফসল আহরণ করিবার জন্য উক্ত প্রতিজ্ঞা ও শপথের পর সকাল বেলা ফসল কাটিতে যাইবার জন্য তাহারা ডাকাডাকি শুরু করিতে লাগিল। মুজাহিদ (র) বলেন, উহাদিগের এই ফসল ছিল আঙ্গুর।

فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ اَنْ لاَّيَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ অর্থাৎ ডাকাডাকি করিয়া সকলে একত্রিত হইয়া চুপিচুপি এই কথা বলিতে বলিতে রওয়ানা হইল যে, তোমরা সকলেই সাবধান থাকিও, যেন আজ কোন ভিক্ষুক বাগানে প্রবেশ করিতে না পারে।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ অর্থাৎ এইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ভিক্ষুকদেরকে আগমন প্রতিরোধ করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করিল।

মুজাহিদ (র) বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। ইকরিমা বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থ على غيظ অর্থাৎ মনে ভিক্ষুকদের প্রতি রাগ ও গোস্বা লইয়া। শা'বী (র) বলেন, عَلٰى حَرْدٍ অর্থাৎ على الْمَسَاكِيْنَ ভিক্ষুকদের নিবৃত্ত করিতে সক্ষম এই বিশ্বাস লইয়া....। সুদ্দী (র) বলেন, উহাদিগের গ্রামের নাম ছিল হারদ্। সুদ্দীর এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَضَالُّوْنَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ অর্থাৎ এইভাবে তাহারা বাগানে পৌছিয়া আযাব কবলিত বাগানের এই দশা দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে, ইহা তো আমাদিগের বাগান নহে, আমরা তো পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু অতঃপর যখন বিপর্যয়ের কথা বুঝিতে পারিল তখন তাহারা বলিল, না ইহাই তো আমাদিগের; হায়! হায়! কি হইল? আমাদিগের সবই তো শেষ হইয়া গেল, সবই তো ধ্বংস হইয়া গেল।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ আকস্মিক এই বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করিবার পর উহাদিগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই? এখনও তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ না কেন?

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব, রবী ইব্ন আনাস, যাহ্হাক, কাতাদা (র) বলেন ঃ اَوْسَطُهُمْ অর্থ اَعْدَلُهُمْ ও خَيْرُهُمْ অর্থ শ্রেষ্ঠ ও নীতিবান ব্যক্তি।

মুজাহিদ, সুদ্দী ও ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ অর্থ لَوْلاَ تَسْتَثْنُوْنَ অর্থাৎ আমি তো পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, তোমরা কেন ইনশাআল্লাহ্ বল নাই? সুদ্দী (র) বলেন, সেই যুগে ইনশাআল্লাহ্ বলাই তাসবীহ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেহ কেহ বলেন, اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُوْنَ অর্থ আমি কি বলিয়াছিলাম না যে, তোমরা কেন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর না এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যেই নিয়ামত দিয়াছেন তজ্জন্য আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না?

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা শুনিয়া এইবার উহাদিগের চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের ভুল স্বীকার করিয়া বলিল, 'আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।' কিন্তু তখনকার সেই অনুতাপ কাজে আসে নাই।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ অর্থাৎ তখন অগত্যা উহারা ভিক্ষুকদের আগমন প্রতিরোধ ও আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তিরস্কার করিতে লাগিল। আর অন্যদের ভুল ও অন্যায় স্বীকার করা ব্যতীত কোন উত্তর ছিল না।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, হায় দুর্ভোগ আমাদিগের। আমাদিগের সীমালংঘনের কারণেই আজ আমরা এই বিপর্যয়ে আক্রান্ত হইলাম।

عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা বলিল, 'আমরা আশা রাখি–আমাদিগের প্রতিপালক আমাদিগকে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উদ্যান দান করিবেন। আমরা আমাদিগের প্রতিপালকের অভিমুখী হইলাম।'

অনেকের মতে, এই লোকগুলি ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ তাহারা সানআ থেকে ছয় মাইল দূরে যারওয়ান নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিল। কেহ কেহ বলেন, উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে তাহারা এই উদ্যানটি লাভ করিয়াছিল। উহারা ছিল আহলে কিতাব। উহাদিগের পিতার নিয়ম ছিল এই যে, সেই উদ্যানের উৎপন্ন ফসল হইতে এক বছরে খোরাক রাখিয়া অবশিষ্টটুকু সাদকা করিয়া দিতেন। মৃত্যুর পর ছেলেরা উহার উত্তরাধিকার লাভ করিয়া বলিল যে, আমাদিগের পিতা বোকা ছিল বলিয়া ইহার ফসল হইতে কিছু অংশ গরীবদেরকে দান করিয়া দিত। উহা না করিয়া যদি তিনি সঞ্চয় করিতেন; তাহা হইলে আজ আমরা বিপুল সম্পদের অধিকারী হইতাম। কিন্তু পিতার আদর্শ ত্যাগ করিয়া তাহারা সবই হারাইয়া সর্বশান্ত হইয়া আমও হারায় ছালাও হারায়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ামতে কৃপণতা করে উহাদিগের শাস্তি এইরূপই হইয়া থাকে।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ এই তো হইল দুনিয়ার শাস্তি। আখিরাতের শাস্তি হইবে আরো কঠিনতর। যদি তাহারা উহা বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে উহাদিগের জন্য কল্যাণকর হইত। বায়হাকী (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রিকালে শস্য ও ফসল কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(٣٤) إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

(٣٥) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ○

(٣٦) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

(٣٧) أَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ○

(٣٨) إِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ○

(٣٩) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بٰلِغَةٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا
تَحْكُمُوْنَ ○

(٤٠) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ○

(٤١) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ○

৩৪. মুত্তাকীদিগের জন্য অবশ্যই রহিয়াছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট।

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারীদিগকে অপরাধীদিগের সদৃশ গণ্য করিব?

৩৬. তোমাদিগের কী হইয়াছে? তোমাদিগের এ কেমন সিদ্ধান্ত?

৩৭. তোমাদিগের নিকট কি কোন কিতাব আছে যাহাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—

৩৮. যে, তোমাদিগের জন্য উহাতে রহিয়াছে যাহা তোমরা পছন্দ কর?

৩৯. আমি কি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজদিগের জন্য যাহা স্থির করিবে তাহা পাইবে?

৪০. তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, উহাদিগের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?

৪১. উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহারা উহাদিগের দেব-দেবীগুলিকে উপস্থিত করুক— যদি উহারা সত্যবাদী হয়।

তাফসীর ঃ দুনিয়ার উদ্যানের অধিপতি এবং আল্লাহ্র নাফরমানী ও তাঁহার বিধানের বিরুদ্ধাচরণের ফলে আপতিত বিপর্যয়ের আলোচনা করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্য করিবে ও তাকওয়া অবলম্বন করিবে আখিরাতে তাহাদিগকে ভোগ-বিলাসপূর্ণ এমন উদ্যান তথা জান্নাত দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না ও বিপর্যস্ত হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ প্রতিদানের ক্ষেত্রে কি আমি আত্মসমর্পণকারী ও আমার অনুগত বান্দাদিগকে অপরাধীদিগের সমান স্থির করিব?

কখনো না। আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা ও নাফরমানগণ কখনো সমান হইতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ কি হইল তোমাদিগের? তোমরা ইহা কি রকম ধারণা করিতেছ?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের নিকট কি এমন কোন আসমানী কিতাব আছে যাহা তোমরা অধ্যয়ন কর এবং উহাতে তোমাদিগের দাবীর সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে? নাই।

اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ـ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদিগের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা যাহা চাইবে তাহাই পাইবে?

سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ অর্থাৎ হে রাসূল! আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি উহাদিগের এমন কোন দাবী থাকে তবে সেই দাবীর যিম্মাদার কে?

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَائِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ অর্থাৎ উহাদিগের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকিলে উহাদিগকে উপস্থিত করুক যদি তাহারা সত্যবাদী হয়।

(٤٢) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۙ

(٤٣) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ
وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

(٤٤) فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ
حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٥) وَاُمْلِىْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ○

(٤٦) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۚ

(٤٧) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ○

৪২. স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন উহাদিগকে আহ্বান করা হইবে সিজদা করিবার জন্য কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না।

عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহ ও সংকটময় মুহূর্ত।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ যখন সকল বিষয় হইয়া যাইবে এবং মানুষের সমুদয় আমল সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)...... আবূ মুসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ একটি বিরাট নূর প্রকাশিত হইবে। মুমিনগণ তাহাকে সিজদা করিবে।

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ অর্থাৎ দুনিয়ার কৃত অপরাধ ও অহংকারের পরিণামে আখিরাতে উহাদিগের দৃষ্টি অবনত হইবে ও হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে আর দুনিয়াতে যখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল তখন তাহাদিগকে সিজদা করিতে ডাকা হইলে তাহারা সিজদা করিত না। ইহার শাস্তি এইভাবে দেওয়া হইবে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন তখন নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই আল্লাহ্কে সিজদা করিবে। কিন্তু ঐ কাফির মুনাফিকরা সিজদা করিবার চেষ্টা করিলে উহাদিগের সিজদা করিবার শক্তি হরণ করিয়া নেওয়া হইবে। উহাদিগের পিঠ কাঠের ন্যায় শক্ত হইয়া যাইবে। ফলে আর সিজদা করিতে পারিবে না। মোটকথা দুনিয়াতে শক্তি থাকা সত্ত্বেও যাহারা সিজদা করে না কিয়ামতের দিন সিজদা করিবার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও শক্তি দেওয়া হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ অর্থাৎ আমাকে এবং কুরআন অস্বীকারকারীকে ছাড়িয়া দাও। সুযোগ দিয়া পরে আবার কিভাবে তাহাকে শক্তভাবে ধরিতে হইবে উহা আমিই বুঝিব।

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধরিব যে, উহারা টেরও পাইবে না। উহারা মনে করিবে যে, এই সুযোগ প্রদান বুঝি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা হইবে তাহাদিগের ভীষণ লাঞ্ছনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاُمْلِىْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ অর্থাৎ উহাদিগকে এই সুযোগ দেওয়া আমার একটি কৌশল মাত্র। যাহারা আমার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমার রাসূলদিগকে অস্বীকার করিবে এবং আমার নাফরমানী করিবে তাহাদিগের বিরুদ্ধে আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, "আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সময় জালিমকে সুযোগ প্রদান করেন। কিন্তু পরে যখন ধরেন তো আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।

৪৩. উহাদিগের দৃষ্টি অবনত, হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে অথচ যখন উহারা নিরাপদ ছিল তখন তো উহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছিল সিজদা করিতে।

৪৪. যাহারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও আমার হাতে; আমি উহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরিব উহারা জানিতে পারিবে না।

৪৫. আর আমি উহাদিগকে সময় দিয়া থাকি আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

৪৬. তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছে যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে।

৪৭. উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে।

তাফসীর ঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন যে, মুত্তাকীদিগকে তিনি ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত দান করিবেন। আর এইবার সেই জান্নাত কখন দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَايَسْتَطِيْعُوْنَ অর্থাৎ এই জান্নাত দেওয়া হইবে সেই সংকটের দিন, যে দিন মানুষদিগকে সিজদা করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে কিন্তু উহারা তাহা করিতে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। (يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ এর শাব্দিক অর্থ হইল হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হইবে আর এইখানে উহা দ্বারা চরম সংকট বুঝানো হইয়াছে)

ইমাম বুখারী (র)......আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপালক স্বীয় পা হাঁটু পর্যন্ত উন্মোচিত করিবেন। তখন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুমিনই তাঁহাকে সিজদা করিবে। কিন্তু দুনিয়াতে যাহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য সিজদা করিত উহাদিগের পিঠ এক শক্ত তক্তার ন্যায় হইয়া যাইবে। ফলে তাহারা সিজদা করিতে সক্ষম হইবে না।"

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন পা উন্মোচিত হইবার এই ঘটনা বিভীষিকাময় কিয়ামতের দিন সংঘটিত হইবে।

ইব্ন জারীর (র)....... ইব্ন মাসউদ কিংবা ইব্ন আব্বাস হইতে (সন্দেহটি ইব্ন জারীরের) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ যেইদিন ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, অর্থ ভয়াবহ দিন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ উহা কিয়ামত দিবসের সবচেয়ে বেশী ভয়াবহ মুহূর্ত। ইব্ন জারীর (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন يَوْمَ يُكْشَفُ

وَكَذَالِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنْ اَخَذَ هُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কোন অত্যাচারী বস্তীবাসীকে ধরেন তো এইভাবেই ধরেন। নিশ্চয়ই তাহার ধরা বড় যন্ত্রণাদায়ক ও কঠোর।

اَمْ تَسْئَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مَّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ـ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ অর্থাৎ তুমি কি উহাদিগের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছ যে, উহারা ইহাকে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করিবে। উহাদিগের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, উহারা তাহা লিখিয়া রাখে?

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি তো লোকদিগকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিদান লাভই আপনার উদ্দেশ্য। অথচ এই কাফির মুশরিকরা নিছক অজ্ঞতা ও অবাধ্যতাবশত আপনার বিরোধিতা করে। সূরা তূরে আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(٤٨) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ م اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ○

(٤٩) لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ○

(٥٠) فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(٥١) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○

(٥٢) وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ○ ع

৪৮. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস সহচরের ন্যায় অধৈর্য হও হইও না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

৪৯. তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইত উন্মুক্ত প্রান্তরে।

৫০. পুনরায় তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিলেন।

৫১. কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদিগের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিবে এবং বলে, 'এতো এক পাগল।'

৫২. কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।

তাফসীর ঃ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিছেন ঃ হে মুহাম্মদ আপনার জাতি আপনাকে যেই নির্যাতন করিতেছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছে তজ্জন্য আপনি ধৈর্যধারণ করুন। অবিলম্বে আমি ইহার বিচার করিব। আর সেই বিচারে আপনি এবং আপনার অনুসারীরাই জয়লাভ করিবে। দুনিয়া ও আখিরাতের শুভ পরিণাম আপনাদেরই জন্য।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ অর্থাৎ আপনি মৎস সহচর তথা ইউনুস (আ)-এর ন্যায় অধৈর্য হইবেন না। তিনি স্বজাতির উপর রুষ্ট হইয়া দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র রওয়ানা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সমুদ্রে নৌকায় আরোহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মাঝ নদীতে পানিতে নিক্ষিপ্ত হন, একটি মৎস তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। তখন নদী গর্ভে মাছের পেটে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি পবিত্র। আমি তো জালিমদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ ফলে আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছি এবং তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। আর আমি ঈমানদারদিগকে এইভাবেই মুক্তি দিয়া থাকি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لَا اَنَّهُ كَانَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهِ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ অর্থাৎ যদি সে তাসবীহ পাঠকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত না হইত তাহা হইলে সেই মাছের পেটে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিত।

আর এইখানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ অর্থাৎ সে বিষাদ আচ্ছন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছিল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন مَكْظُوْمٌ অর্থ مغموم অর্থাৎ বিষাদ আচ্ছন্ন। আতা খুরাসানী ও আবূ মালিক (র) বলেন, مَكْظُوْمٌ অর্থ مكروب অর্থাৎ বিপদগ্রস্ত।

আমরা পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, যখন ইউনুস (আ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ পাঠ করিলেন তখন সেই দু'আটি আরশের চতুষ্পার্শ্বে গুণগুণভাবে ক্রন্দন করিতে থাকে। ফিরিশ্‌তাগণ বলিলেন, হে প্রতিপালক, এই আওয়াজ তো অপরিচিত দেশের কোন দুর্বল ব্যক্তির আওয়াজ। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি তাহাকে পরিচয় করিতে পারিতেছ না? তাহারা বলিলেন, না। আল্লাহ্ বলেন, ইহাতো ইউনুস এর দু'আর আওয়াজ। তাহারা বলিলেন, হে প্রতিপালক!

তোমার এই বান্দার নেক আমল ও গৃহীত দু'আ সর্বদা তো উচ্চমর্যাদা পাইত! তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, তাঁহারা বলিলেন, তিনি যখন শান্ত অবস্থায় নেক আমল করিতেন এখন কি বিপদের সময় তাহার ঐ সব নেক আমলের উসিলায় তাকে বিপদমুক্ত করিবেন না? ইহার পরই আল্লাহ্ মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে খালি মাঠে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

ইমাম আহমদ (র)......আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কাহারো পক্ষেই এই কথা বলা শোভা পায় না যে, আমি ইউনুস ইব্ন মাত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।"

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

অর্থাৎ কুরআন শ্রবণ করিলে কাফিররা বিদ্বেষবশত চোখের তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা আপনাকে আছড়াইয়া ফেলিতে চায়। আল্লাহ্ রক্ষা না করিলে অবশ্যই তাহারা আপনাকে বিপদে ফেলিয়া দিত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের চোখের দৃষ্টি অন্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সত্য। আল্লাহ্র নির্দেশেই ইহা হইয়া থাকে। এই প্রসংগে অসংখ্য সূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ঃ

আবূ দাউদ (র)....... আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ নজর লাগিলে, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে এবং অবিরাম রক্ত ঝরিলেই কেবল ঝাড়ফুঁক করা যায়।

ইবন মাজাহ্ (র)....... বুরায়দা ইব্ন হাসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ নজর লাগিলে এবং বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলেই কেবল ঝাড়ফুঁক করা যায়।"

আবূ ইয়ালা (র) ..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ্র হুকুমে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "চোখের দৃষ্টি সত্য, চোখের দৃষ্টি সত্য। উহা মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

ইমাম মুসলিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নজর সত্য। তাকদীর অতিক্রম করিবার মত কোন কিছু থাকিলে এই নজরই হইত। তোমাদিগকে গোসল করিতে বলিলে গোসল করিয়া লইও।

আব্দুর রায্যাক (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা) নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়িয়া হাসান ও হুসায়নের জন্য আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন।

أُعِيْذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ অর্থাৎ ‘তোমাদিগকে আমি প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও প্রত্যেক ক্রিয়াশীল দৃষ্টি হইতে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কলেমার আশ্রয়ে অর্পণ করিতেছি।’ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-ও ইসহাক এবং ইসমাঈল (আ)-কে এইরূপ বলিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে সোপর্দ করিতেন। এই হাদীসটি বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে। ইবন মাজাহ্ (র) .... আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা আসআদ ইবন সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) বলেন, ‘আমির ইব্‌ন রবীয়া একদিন সাহল ইব্‌ন হুনায়ফের নিকট গিয়া দেখিতে পাইলেন গোসল করিতেছেন। দেখিয়া তিনি বলিলেন, তোমার মত এত সুদর্শন কোন নারীও আজ পর্যন্ত আমি দেখি নাই। এই কথা বলার সংগে সংগে তিনি বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাপারে তোমরা কাহাকে সন্দেহ কর ? উত্তরে লোকেরা বলিল, ‘আমির ইব্‌ন রবীয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “কেন অযথা সে তাহার একজন ভাইয়ের ক্ষতিসাধন করিল? কাহারো মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু দেখিতে পাইলে তাহার জন্য বরকতের দু'আ করা উচিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পানি আনাইয়া আমির (রা)-কে একটু ওযু করিতে বলিলেন এবং লুঙ্গির নীচও ধৌত করিতে বলিলেন। অতঃপর সেই পানি আবূ উমামার উপর প্রবাহিত করিতে বলিলেন।

ইবন মাজাহ্ (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের দৃষ্টি হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। অতঃপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হইবার পর অন্য সব দু'আ ত্যাগ করিয়া এই দুই সূরাই পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনি অসুস্থ ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرَقِّيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيْكَ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ -

ইমাম আহমদ (র) আবূ সাঈদ বা জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ বা জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন অসুস্থ হইয়া পড়িলে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ وَاللّٰهُ يَشْفِيْكَ ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য। উহাতে শয়তান ও মানুষের হিংসা কাজ করিয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি রাসূলল্লাহ (সা)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন যে, বাসগৃহ, ঘোড়া ও নারী এই তিন বস্তুতে ফাল হইতে পারে? উত্তরে আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, না, এই কথা বলিতে শুনি নাই তবে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, "পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে ফাল সত্যয়ন করি। চোখের দৃষ্টি লাগা সত্য।"

ইমাম আহমদ (র)....... উবায়দ ইব্ন রিফায়া বুরাকী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দা (র) বলেন আসমা বিনতে উমায়স (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! জাফরের সন্তানদের অনেক সময়ই নজর লাগিয়া যায়। উহাদিগকে ঝাড়-ফুঁক করাইতে পারি কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, পার। তাকদীর অতিক্রম করিবার কিছু থাকিলে এই নজরই থাকিত।"

ইবন মাজাহ্ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নজর লাগার কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়িশা (রা)-কে ঝাড়ফুঁক করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)....... জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাযা ও কদরের পর আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।"

হাফিজ আবূ আব্দুর রহমান (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নজর মানুষকে কবরে এবং উটকে পাতিলে পৌঁছাইয়া দেয়। আমার উম্মতের অধিকাংশ লোক নজরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, একজনের রোগ অপরজনের মধ্যে সংক্রমণ করে না, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা ও পেঁচা ডাকিলে বিপদ আসে বলিয়া বিশ্বাস করা ভিত্তিহীন এবং হিংসার কারণে যাহার সহিত হিংসা করা হইল তাহারা কোন ক্ষতি হয় না। তবে চোখের নজর সত্য।

হাফিজ ইবন আসাকির (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, জিবরাঈল (আ) একদিন আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে চিন্তিত দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মদ! আপনার চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখিতেছি কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হাসান-হুসায়নের উপর নজর লাগিয়াছে। জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ নজর লাগাতো স্বাভাবিক। কারণ নজর সত্য। আপনি এই কলেমাগুলো

পড়িয়া তাহাদিগকে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ করিলেন না? রাসূলুল্লাহ বলিলেন, সেই কলেমাগুলি কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ আপনি বলুন ঃ

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ وَالْمَنِّ الْقَدِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِيُّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّةِ وَالدَّعْوَاتِ الْمُسْتَجَبَاتِ عَافِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ۔

রাসূল (সা) এই দু'আটি পড়িয়া ফুঁক দেওয়ার সংগে সংগে হাসান ও হুসাইন উঠিয়া দাঁড়াইয়া খেলিতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেনঃ তোমরা নিজেদেরকে তোমাদিগের স্ত্রীদিগকে ও সন্তানদিগকে এই দু'আটি দ্বারা আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ কর। আশ্রয় প্রার্থনার ইহাই শ্রেষ্ঠ দু'আ।

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা একদিকে চোখের দৃষ্টি দ্বারা আমার রাসূলের ক্ষতিসাধন করিতে চাহে অপরদিকে মুখের কথায় কষ্ট দেয়। তাহারা বলে, কুরআন আনয়নের ব্যাপারে সে উন্মাদ। আর কুরআন হইল তাহার প্রলাপ। উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কাহারো প্রলাপ নহে বরং সমগ্র জগতের জন্য উহা উপদেশনামা।

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,

২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?

৩. কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?

৪. ‘আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করিয়াছিল যাহা মহাপ্রলয়।

৫. আর ছামূদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলংকর বিপর্যয় দ্বারা।

৬. আর ‘আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।

৭. যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে— উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।

৮. অতঃপর উহাদিগের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি?

৯. ফিরআউন, তাহার পূর্ববর্তীরা এবং লূত সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।

১০. উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে তিনি উহাদিগকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল তখন আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইয়াছিলাম নৌযানে।

১২. আমি উহা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে শিক্ষার জন্য এবং এইজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে।

তাফসীর ঃ اَلْحَاقَّةُ কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। এই দিবসে আল্লাহ্‌র যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ও শাস্তি বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া উহাকে এই নামে নামকরণ করা হইয়াছে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার ভয়াবহতা ও গুরুত্বের প্রতি ইংগিত করিয়া বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَاالْحَاقَّةُ অর্থাৎ কিসে তোমাকে জানাইবে সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভিন্ন জাতির ধ্বংস করা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। اَلطَّاغِيَةَ অর্থ হইল, সেই প্রচণ্ড শব্দ ও ভূকম্পন যাদ্বারা ছামূদ সম্প্রদায় নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাতাদা (র) এই অর্থই করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীরের মতও ইহাই।

মুজাহিদ (র) বলেন, اَلطَّاغِيَةِ অর্থ الذنوب। অর্থাৎ পাপ। রবী ইব্‌ন আনাস ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, اَلطَّاغِيَةِ অর্থ الطغيان। অর্থাৎ অবাধ্যতা। ইব্‌ন যায়দের এই মতের সপক্ষে كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ দ্বারা দলীল প্রদান করেন।

সূরা হাক্কা

৫২ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْحَاۤقَّةُ ۙ○

(٢) مَا الْحَاۤقَّةُ ۚ○

(٣) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحَاۤقَّةُ ؕ○

(٤) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○

(٥) فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

(٦) وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ○

(٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا
صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ○

(٨) فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ○

(٩) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ○

(١٠) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ○

(١١) اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۙ○

(١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَاۤ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ অর্থাৎ আর 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা। صَرْصَرٍ অর্থ শীতল। কাতাদা সুদ্দী ও রবী ইব্‌ন আনাস ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন صَرْصَرٍ অর্থ ঝঞ্ঝা বায়ু। যাহ্‌হাক (র) বলেন, এই শীতল ঝঞ্ঝা বায়ু এমন ছিল যে, উহাতে দয়া ও বরকতের লেশমাত্র ছিল না।

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا অর্থাৎ এই শাস্তি উহাদিগের উপর আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ সাত রাত্রি ও আট দিন বিরামহীনভাবে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও ছাওরী (র) প্রমুখ বলেন, حُسُوْمًا অর্থ مـتـابـعـات অর্থাৎ বিরামহীনভাবে। রবী (র) বলেন ঃ উহাদিগের এই বিপযয় শুরু হইয়াছিল শুক্রবার দিন। অনেকে বলেন, বুধবার দিন।

خَاوِيَةٍ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন خَاوِيَةٍ অর্থ خَرِبَةٌ অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত। অর্থাৎ প্রচণ্ড বায়ু উহাদিগের এক একজনকে ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিত। ফলে সংগে সংগে উহারা মরিয়া যাইত এবং মাথাটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া দেহটা সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকিত।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "পূর্বের বায়ু দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে আর পশ্চিমের বায়ু দ্বারা 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছে।"

ইবন আবূ হাতিম (র)... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বায়ুর খাজানা হইতে মাত্র একটি আংটি পরিমাণ বায়ু প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বায়ু প্রথমে গ্রাম্য লোকদের ছোট-বড় নারী-পুরুষ সকল মানুষ ও জীব-জানোয়ার বিষয় সম্পত্তি সব সহ আকাশ ও যমীনের মাঝে উঠাইয়া নেয়। তখন শহরবাসীরা উপরে কালো মেঘ দেখিয়া উহাকে বৃষ্টিবাহী মেঘ মনে করিয়া উহারা আনন্দিত হইয়া যায়। ইত্যবসরে সেই বায়ু আল্লাহ্‌র নির্দেশে সব শুদ্ধ উহাদিগকে নীচে ফেলিয়া দেয়। ফলে উহারা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়।" মুজাহিদ (র) বলেন, সেই বায়ুর দুইটি ডানা ও একটি লেজ ছিল।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ অর্থাৎ সেই আযাবে উহারা ঝাড়ে বংশে নিপাত হইয়া গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের মধ্য হইতে একজন উত্তরসূরীও অবশিষ্ট রাখেন নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ অর্থাৎ ফিরআউন তাহার পূর্ববর্তীরা এবং রাসূলগণকে অস্বীকারকারী বিভিন্ন জাতি পাপাচারে লিপ্ত ছিল। وَمَنْ قَبْلَهُ-কে কেহ কেহ وَمَنْ قِبَلَهُ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের যুগের যাহারা

তাহার মতাদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল তথা তাহার অনুসারী কাফির গোষ্ঠী কিবতী সম্প্রদায়। কেহ কেহ وَمَنْ قَبْلَهُ পড়িয়াছেন। অর্থাৎ ফিরআউনের সমমনা জাতি। مُؤْتَفِكَاتُ অর্থ সেই সব জাতি যাহারা নবীদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছিল। خَاطِئَة অর্থ আল্লাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করা। রবী (র) বলেন بِالْخَاطِئَةِ অর্থ بِالمعصية অর্থাৎ পাপাচার।

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের নিকট যে সব রাসূল পাঠাইয়াছেন সকলেই উহাদিগকে অমান্য করিয়াছিল। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ অর্থাৎ উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে। ফলে উহাদিগের উপর আমার শাস্তি বাস্তবায়িত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে, এক রাসূলকে অস্বীকার করা সকলকে অস্বীকার করারই শামিল। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ - كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ - كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ। অর্থাৎ "নূহ এর সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, 'আদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে, ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছে। অথচ প্রত্যেক উম্মতের নিকট মাত্র একজন করিয়া রাসূল আসিয়াছিলেন। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً অর্থাৎ উহারা উহাদিগের প্রতিপালকের রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, رَّابِيَةً অর্থ شَدِيْدَةً অর্থাৎ কঠোর। সুদ্দী (র) বলেন, مَهْلَكَةً অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ অর্থাৎ যখন জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন পানি আল্লাহ্‌র হুকুমে সীমা অপেক্ষা বাড়িয়া গেল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ طَغَا الْمَاءُ। অর্থ كَثُرَ الْمَاءُ অর্থাৎ যখন পানি বৃদ্ধি পাইল।

এই ঘটনাটি তখনকার যখন নূহ (আ)-এর দীর্ঘ দাওয়াতের পর তাঁহার সম্প্রদায় ঈমান আনয়নের পরিবর্তে বরং উল্টা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারী ঈমানদারদের ব্যতীত সকলকে পানিতে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল মানুষই নূহ (আ)-এর বংশধর।

حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ অর্থাৎ তখন আমি তোমাদিগকে নৌযানে আরোহণ করিয়াছিলাম। جَارِيَةٌ অর্থ নৌযান যাহা পানির উপর চলে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً অর্থাৎ আমি নূহ-কে যেই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম, তোমাদিগের জন্য স্মৃতিস্বরূপ আমি সেই জাতীয় নৌযানও অবশিষ্ট রাখিয়াছি। ফলে আর তোমরা সমুদ্রে নৌযানে আরোহণ করিতে পার। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ অর্থাৎ তিনি তোমাদিগের জন্য নৌযানও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা আরোহণ কর। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর নৌযানটিকে স্মৃতিস্বরূপ অক্ষত অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। এমনকি সেই নৌযানটির সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ অর্থাৎ নূহ-এর নৌযান জাতীয় নৌকা জাহাজ আমি আরো এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা ভুলিয়া না যায়। অর্থাৎ সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোকদের আল্লাহ্র নিয়ামতকে স্মরণ রাখিবার জন্য ইহা একটি নসীহত ও উপদেশ হইয়া রহিল।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَّاعِيَةٌ অর্থ حَافِظَةٌ سَامِعَةٌ অর্থাৎ সংরক্ষণকারী ও শ্রবণকারী। যাহ্হাক (র) বলেন تَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ অর্থ সুস্থ শ্রবণশক্তি ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মাকহুল (র) বলেন, রাসূল (সা) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইবার পর উহা আলীর কর্ণে রাখিবার জন্য আমি আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিয়াছি। মাকহুল (র) বলেন, পরবর্তীতে আলী (রা) বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে আমি যাহা শুনিয়াছি উহার একটি কথাও ভুলি নাই। ইহা মুরসাল হাদীস।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সালিহ্ ইব্ন হুসায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিহ (র) বলেন, আমি ইব্ন মুররা আসলামী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ "আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি তোমার কাছে রাখি, দূরে সরাইয়া না দেই এবং তোমাকে শিক্ষা দান করি আর তোমারও উচিত মনোযোগ সহকারে শিক্ষা গ্রহণ করা।"

(١٣) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

(١٤) وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ۝

(١٥) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(١٦) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ۝

(১৭) وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا ؕ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۝

(১৮) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে একটি মাত্র ফুৎকার।

১৪. পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একই ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

১৫. সেদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে।

১৬. ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকিবে

১৭. এবং সেইদিন আটজন ফেরেশতা তাহাদিগের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করিবে উহাদিগের ঊর্ধ্বে।

১৮. সেই দিন উপস্থিত করা হইবে তোমাদিগকে এবং তোমাদিগের কিছুই গোপন থাকিবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতার সম্পর্কে বলিতেছেন যে, সর্বপ্রথম শিংগায় ফুৎকার এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করিবে। উহার পর দ্বিতীয় ফুৎকারে আকাশ ও যমীনের সমুদয় সৃষ্টি বেঁহুশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আরেক ফুৎকারে সকলে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হইবে ও হাশর কায়েম হইবে। আলোচ্য আয়াতে প্রথম ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। রবী (র) বলেন ঃ প্রথম ফুৎকারে নয় বরং এইখানে শেষ ফুৎকারের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম ফুৎকার হওয়াই সর্বাধিক যুক্তিসংগত। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

অর্থাৎ পর্বতমালাসহ পৃথিবীকে উৎক্ষিপ্ত করা হইবে এবং এক ধাক্কায় উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। উহাকে চামড়ার ন্যায় বিছাইয়া দেওয়া হইবে ও বর্তমান পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী তৈয়ার করা হইবে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হইয়া যাইবে।

وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ সেইদিন আকাশের প্রতিটি জোড়া খুলিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে ঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا অর্থাৎ আকাশ খুলিয়া দেওয়া হইবে। ফলে উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া যাইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আকাশ সেই দিন ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে।

وَالْمَلَكُ عَلٰى اَرْجَآئِهَا অর্থাৎ সেই দিন আকাশের প্রান্তদেশে ফেরেশতাগণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।

যাহ্হাক বলেন, عَلَى اَرْجَائِهَا অর্থ عَلَى اَطْرَافِهَا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ আকাশের কিনারায় থাকিবে। হাসান বসরী (র) বলেন, عَلَى اَرْجَائِهَا অর্থ عَلَى اَبْوَابِهَا অর্থাৎ ফেরেশতারা সেইদিন আকাশের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ফেরেশতারা আকাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া পৃথিবীবাসীদের দিকে তাকাইতে থাকিবে।

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করিবে। এই আরশ দ্বারা আরশে আযীমও উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই আরশও হইতে পারে, যাহা বিচার কার্যের জন্য পৃথিবীতে স্থাপন করা হইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের কানের লতি হইতে ঘাড় পর্যন্ত সাতশত বছরের রাস্তার দূরত্ব রহিয়াছে। ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ثَمٰنِيَةٌ অর্থ ثَمَانِيَة صفوف من الملئكة অর্থাৎ আট সারি ফেরেশতা আল্লাহ্র আরশকে বহন করিবে। শা'বী, ইকরিমা, যাহ্হাক এবং ইব্ন জুরায়জ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। সুদ্দী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন যে, ثَمَانِيَةٌ অর্থ আট সারি ফেরেশতা।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ অর্থাৎ সেই কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত করা হইবে যিনি গোপন প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কেই অবহিত, যাঁহার কাছে মানুষের কোন কিছুই গোপন থাকে না।

ইবন আবুদ্দুনিয়া (র)....... ছাবিত ইব্ন হাজ্জাজ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ছাবিত (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদিগ হইতে হিসাব গ্রহণের পূর্বেই তোমরা নিজেদের হিসাব লও এবং তোমাদিগের আমল ওজন করার পূর্বেই তোমরা নিজেরাই নিজদিগের আমল ওজন করিয়া দেখ। তবেই সেই দিবসের হিসাব তোমাদিগের জন্য সহজ হইয়া যাইবে। মনে রাখিও, কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে আল্লাহ্র দরবার পেশ করা হইবে। তখন তোমাদিগের কোন কিছুই গোপন থাকিবে না।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন লোকদিগকে আল্লাহ্র দরবারে তিনবার পেশ করা হইবে। প্রথম দুইবার হইবে শুধু বাক-বিতণ্ডা ও অজুহাত অবতারণা। আর তৃতীয়বার আমলনামা বিতরণ করা হইবে। কেহ আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করিবে আর কেহ গ্রহণ করিবে বাম হাতে। ইব্ন সা'দ (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এবং ইবন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

(١٩) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِينِهٖ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ ○

(٢٠) اِنِّيْ ظَنَنْتُ اَنِّيْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ ○

(٢١) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○

(٢٢) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ○

(٢٣) قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ○

(٢٤) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ○

১৯. তখন যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, ‘লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

২০. ‘আমি জানিতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।’

২১. সুতরাং সে যাপন করিবে সন্তোষজনক জীবন;

২২. সুমহান জান্নাতে,

২৩. যাহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে নাগালের মধ্যে।

২৪. তাহাদিগকে বলা হইবে, ‘পানাহার কর ও তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত জীবনে যাহা করিয়াছিলে তাহার বিনিময়ে।’

তাফসীর ঃ কিয়ামতের দিবসে যাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার সৌভাগ্য ও আনন্দ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, ডান হাতে আমলনামা পাইয়া যাহার সংগে সাক্ষাত হইবে আনন্দের আতিশয্যে তাহাকেই বলিবে ঃ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ। কারণ তখন সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবে যে, উহাতে কল্যাণ ও নেক আমল ছাড়া কিছুই নাই। তাহার সমুদয় বদআমল আল্লাহ্ তা'আলা নেক আমলে পরিণত করিয়া দিয়াছেন।

আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ هَاؤُمُ এর শব্দটি অতিরিক্ত। আসলে ছিল শুধু هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتَابِيَهْ অর্থাৎ ؤم এর বিশেষ কোন অর্থ নাই।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ উছমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উছমান (র) বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদিগকে গোপনে আমলনামা দেওয়া হইবে। আমলনামা হাতে পাইয়া প্রথমে বদ আমলগুলি পাঠ করিবে। সংগে সংগে তাহার চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হইয়া যাইবে। অতঃপর নেক আমলগুলি পাঠ করিলে পরে মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিবে। উহার পর হঠাৎ চাহিয়া দেখিতে পাইবে যে, তাহার বদআমলসমূহ নেক আমলে পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন সে বলিবে যে, এই লও আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হানযালা (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাহার বান্দাকে দাঁড় করাইয়া তাহার বদ আমলগুলি তুলিয়া ধরিয়া বলিবেন, তুমি কি এই কাজগুলি করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হ্যাঁ করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, আজ তোমাকে আমি অপমান করিব না, যাও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন সে খুশীতে বাগবাগ হইয়া বলিবে, এই লও, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মুখে তাহার যাবতীয় গুনাহের কথা স্বীকার করাইবেন। ফলে যখন বান্দা নিজের ধ্বংস অনিবার্য বলিয়া মনে করিবে তখন আল্লাহ্ বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এই অপরাধসমূহ গোপন রাখিয়াছিলাম আর আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর তাহার ডান হাতে তাহার নেকের আমলনামা প্রদান করিবেন। পক্ষান্তরে কাফির মুনাফিকদিগের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলিবে, ইহারাই ইহাদিগের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছিল। জালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিশাপ।

إِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ অর্থাৎ অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ঈমানদার বান্দা বলিবে, দুনিয়ার জীবনে আমি বিশ্বাস করিতাম যে, এই দিবসে আমাকে অবশ্যই হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلَاقُوْا رَبِّهِمْ অর্থাৎ যাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাত করিবে।

فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ - فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ এইসব লোকেরা সুমহান জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন যাপন করিবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সালাম আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালাম (র) বলেন, আমি আবূ উসামা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, জান্নাতীরা কি পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, করিবেন। উঁচু স্তরের জান্নাতীরা নিম্ন স্তরের জান্নাতীদের কাছে আসিয়া সালাম বিনিময় করিবে ও ভাব আদান-প্রদান করিবে। তবে নিম্নস্তরের জান্নাতীরা আমলের ত্রুটির কারণে উঁচু স্তরের জান্নাতীদের কাছে যাইতে পারিবে না।" সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের একশত স্তর আছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আকাশ-যমীনের মধ্যকার ব্যবধানের সমান ব্যবধান রহিয়াছে।"

قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ অর্থাৎ উহার ফলরাশি অবনমিত থাকিবে। বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন ঃ এই জান্নাতের ফলরাশি জান্নাতীদিগের এত নিকটে ঝুঁকিয়া থাকিবে যে, খাটের উপর তাহারা শুইয়া শুইয়াও উহা আহরণ করিতে পারিবে।

তাবারানী (র)....... সালমান ফারসী (রা) হইতে বর্ণনা করেন। সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে প্রত্যেক জান্নাতীকে একটি করিয়া ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে। উহাতে লিখা থাকিবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ لِفُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ أَدْخِلُوْهُ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থাৎ "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অমুকের পুত্র অমুকের নামে দেওয়া ছাড়পত্র। ইহাকে অবনমিত ফলরাশি সমৃদ্ধ সুমহান জান্নাতে প্রবেশ করাও।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঈমানদারদিগকে ছাড়পত্র পুলসিরাতের উপর দেওয়া হইবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِى الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর জন্নাতীদিগকে সম্মানার্থে বলা হইবে, অতীত জীবনের কৃতকর্মের বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর। অন্যথায় শুধু আমল দ্বারা কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা আমল কর, সঠিক পথে চল এবং জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের আমল তোমাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইতে পারিবে না।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর আপনাকেও না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, আমাকেও না, তবে আল্লাহ্ আমাকে তাঁহার রহমত ও অনুগ্রহে সিক্ত করিবেন।

(٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتٰبِيَهْ ۝

(٢٦) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۝

(٢٧) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝

(٢٨) مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ۝

(٢٩) هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ ۝

(٣٠) خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۝

(٣١) ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۝

(٣٢) ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ۝

(٣٣) إِنَّهٗ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۝

(٣٤) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

(٣٥) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ۝

(٣٦) وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ ۝

(٣٧) لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ ۝

২৫. কিন্তু যাহার আমলনামা তাহার বাম হস্তে দেওয়া হইবে, সে বলিবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হইত আমার আমলনামা,

২৬. এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব!

২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

২৮. 'আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসিল না।

২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হইয়াছে।'

৩০. ফেরেশতাদিগকে বলা হইবে, 'ধর উহাকে গলদেশ বেড়ী পরাইয়া দাও।

৩১। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

৩২. পুনরায় তাহাকে শৃংখলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃংখলে।

৩৩. সে মহান আল্লাহে বিশ্বাসী ছিল না।

৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করিত না।

৩৫. অতএব এইদিন সেথায় তাহার কোন সুহৃদ থাকিবে না।

৩৬. এবং কোন খাদ্য থাকিবে না ক্ষত নিঃসৃতস্রাব ব্যতীত,

৩৭. যাহা অপরাধী ব্যতীত কেহ খাইবে না।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা হতভাগ্য নাফরমানদিগের অবস্থা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, কিয়ামতের চত্বরে উহাদিগকে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইলে উহারা যারপর নাই অনুতপ্ত হইয়া বলিবে ঃ

يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ - وَلَمْ اَدْرِمَا حِسَابِيَهْ يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

অর্থাৎ হায়! যদি আমাকে আমলনামা দেওয়াই না হইত এবং আমি যদি না জানিতাম আমার হিসাব! হায়! মৃত্যুই যদি আমার শেষ হইত!

যাহ্হাক (র) বলেন, اَلْقَاضِيَةَ অর্থ এমন মৃত্যু যাহার পর আর জীবন নাই। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব রবী এবং সুদ্দী (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন। কাতাদা (র) বলেন ঃ দুনিয়াতে মৃত্যু অপছন্দনীয় হইলেও সেইদিন নাফরমান বান্দাগণ মনে প্রাণে মৃত্যু কামনা করিবে।

مَآ اَغْنٰى عَنِّىْ مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّىْ سُلْطٰنِيَهْ অর্থাৎ আমার ধন-সম্পদ, আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুই তো আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

বরং সবাই তো আজ আমাকে একাকী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। হায়! আজ আমার কোন সাহায্যকারী নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা প্রহরীদিগকে বলিবেন ঃ

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ - ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ। অর্থাৎ উহাকে ধরিয়া গলায় বেড়ী লাগাও; অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... মিনহাল ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিবেন, উহাকে ধর তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা উহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। যাহার একজনকে যদি আল্লাহ্ নির্দেশ করেন তো সে সত্তর হাজার লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিতে পারিবে।

ইব্ন আবুদ্দুনিয়া (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র নির্দেশ পাইয়া সংগে সংগে চার লক্ষ ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। দিশাহারা হইয়া লোকটি তখন বলিবে, কি ব্যাপার তোমরা আমার সংগে এমন করিতেছ কেন? ফেরেশতারা বলিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন বিধায় সবকিছু আজ তোমার উপর ক্ষিপ্ত।

ফুযায়ল ইব্ন ইয়ায (র) বলেন, আল্লাহ্ যখন বলিবেন, উহাকে ধর ও বেড়ী পরাও, তখন সংগে সংগে সত্তর হাজার ফেরেশতা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কে আগে তাহার গলায় বেড়ী পরাইবে এই লইয়া কাড়াকাড়ি শুরু করিবে।

ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ। অর্থাৎ অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, এইবার তাহাকে জাহান্নামের আগুনের নিক্ষেপ কর।

ثُمَّ فِىْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ অর্থাৎ পুনরায় তাহাকে সত্তর হাত লম্বা শৃংখলে শৃংখলিত কর। কা'ব আহবার (র) বলেন ঃ জাহান্নামের একটি শৃংখল দুনিয়ার সমুদয় লোহার সমান হইবে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, এই সত্তর হাত আমাদিগের হাতের মাপে নয় বরং ফেরেশতাদিগের হাতের মাপ অনুযায়ী হইবে। فَاسْلُكُوْهُ-এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই বেড়ী উহাদিগের পায়খানার রাস্তা দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখ দিয়া বাহির করিয়া আগুনের উপর ফেলিয়া এমনভাবে ভূনা করা হইবে যেমন শিকায় টিড্ডী ভূনা করা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আকাশ হইতে একটি পাথর যমীনে নিক্ষেপ করা হইলে উহা এক রাতেই যমীনে আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু সেই পাথরটিই জাহান্নামীদের শৃংখলের এক মাথা হইতে নিক্ষেপ করিলে আরেক মাথায় পৌঁছিতে চল্লিশ বছর লাগিয়া যাইবে। বলাবাহুল্য যে, আকাশ ও যমীনের মাঝে পাঁচশত বছরের দূরত্ব।"

اِنَّهُ كَانَ لَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَلَايَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ ইহারা মহান আল্লাহ্র ইবাদত করিত না এবং আল্লাহ্র মাখলুকের হকও আদায় করিত

না। কারণ বান্দার উপর আল্লাহ্ দুই ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। প্রথমত, আল্লাহ্কে এক বলিয়া বিশ্বাস করা, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক স্থাপন না করা এবং মানুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ও সৎকাজে সহায়তা করা। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নামায কায়েম ও যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়াছেন। মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও আল্লাহ্র হক ও বান্দার হকের প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা নামায ও অধীনস্থদের প্রতি সতর্ক থাকিও।"

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا غِسْلِيْنٍ অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিবার মত কোন আত্মীয়স্বজন বা কোন সুপারিশকারী থাকিবে না আর ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ছাড়া কোন খাদ্যও তাহারা পাইবে না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এই গিসলীন হইল জাহান্নামীদিগের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য। রবী ও যাহ্হাক (র) বলেন, গিসলীন জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। ইব্ন আবূ হাতিম (র) সনদসহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, গিসলীন কি জিনিস তাহা আমার জানা নাই। তবে মনে হয় উহা যাক্কুম। শা'বী ইব্ন বিশর (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের গোশ্ত হইতে নিঃসৃত রক্ত ও পানি। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, গিসলীন হইল জাহান্নামীদের পুঁজ।

(٣٨) فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ○

(٣٩) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ○

(٤٠) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ○

(٤١) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ○

(٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ○

(٤٣) تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৩৮. আমি কসম করিতেছি উহার, যাহা তোমরা দেখিতে পাও।
৩৯. এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাও না।
৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা—
৪১. ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।
৪২. ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
৪৩. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে মানুষ যাহা দেখিতে পায় এবং যাহা দেখিতে পায় না উভয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কুরআন তাঁহার কালাম এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচিত তাঁহার রাসূলের উপর অবতীর্ণ ওহী। তিনি বলেন ঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ - وَمَالَا تُبْصِرُوْنَ - اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ অর্থাৎ তোমরা যাহা দেখিতে পাও এবং যাহা দেখিতে পাও না উহার কসম করিতেছি যে, নিশ্চয়ই কুরআনের এক সম্মানিত রাসূল তথা মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিত বার্তা।

مَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নন।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁহার প্রকৃত আকৃতিতে আকাশের প্রান্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এই কুরআন কোন কবির রচনা নহে। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।

وَّلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ অর্থাৎ ইহা কোন গণকের কথাও নহে। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। মোটকথা কুরআন কোন কবির কল্পনা বা গণকের কথা বা অন্য কারো মনগড়া প্রলাপ নহে। বরং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ বাণী।

ইমাম আহমদ (র)....... শুরায়হ ইব্ন উবাইদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শুরাইহ (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাহির হইলাম, তিনি আমার পূর্বে মসজিদে চলিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি সূরা হাক্কা পড়িতে শুরু করেন। কুরআনের উপস্থাপনা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি এবং মনে মনে বলি যে, এই লোকটি তো আসলেই একজন কবি। কুরাইশরা তো ঠিকই বলে। অতঃপর তিনি পড়িলেন, اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ শুনিয়া আমি বলিলাম, তাহা হইলে তিনি গণক তো বটেই। অতঃপর তিনি وَّلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلًا مَّاتَذَكَّرُوْنَ পাঠ করিলেন। উমর (রা) বলেন ঃ ইহার পরই আমিই ইসলামের প্রতি পুরোপুরি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণগুলির মধ্যে ইহাও একটি কারণ।

(٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ

(٤٥) لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

(٤٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۗ ۙ

(٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ○

(٤٨) وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

(٤٩) وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ○

(٥٠) وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

(٥١) وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ○

(٥٢) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۙ

৪৪. সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত,
৪৫. আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং
৪৬. কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন-ধমনী,
৪৭. অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।
৪৮. এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদিগের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রহিয়াছে।
৫০. এবং এই কুরআন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে;
৫১. অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ কাফির-মুশরিকদিগের দাবী অনুযায়ী যদি মুহাম্মদ (সা) রিসালাতের মধ্যে কোন কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতেন কিংবা নিজের থেকে কোন কথা গড়িয়া আমার নামে চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে উহার শাস্তি প্রদান করিতে আমি মোটেই বিলম্ব করিতাম না। সংগে সংগে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ হইল ডান হাত দ্বারা শক্তভাবে ধরিয়া আমি উহাকে শাস্তি প্রদান করিতাম। কেহ বলেন ঃ আমি উহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম।

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহার জীবন-ধমনী কাটিয়া দিতাম। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْوَتِيْنَ। বলা হয় সেই ধমনীকে যাহার সহিত অন্তরের সম্পর্কে রহিয়াছে। ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাকাম, কাতাদা, যাহ্হাক, মুসলিম, আল-বাতীন, আবূ সাখ্র, হুমায়দ ইব্ন যিয়াদ (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ অর্থাৎ এমন হইলে আমি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে চাহিলে তোমাদিগের কেহই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। মোটকথা মুহাম্মদ (সা) নিজের পক্ষ হইতে কোন কথা বলেন না বরং তিনি সত্যবাদী ও সঠিক পথ প্রদর্শক ও আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত বার্তাবাহক। আল্লাহ্ তাঁহাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়াছেন এবং অকাট্য প্রমাণাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ আমি নিশ্চয়ই জানি যে, এত কিছু সত্ত্বেও তোমাদিগের মধ্যে একদল লোক কুরআনকে অস্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ কুরআনকে অস্বীকার করা কিয়ামতের দিন অবশ্যই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ হইবে। আবার এই অর্থও হইতে পারে যে, এই কুরআন ও ঈমান মূলতই কাফিরদিগের জন্য অনুশোচনার কারণ। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ অর্থাৎ অনুরূপভাবে এই কুরআনকে আমি অপরাধীদের অন্তরে পরিচালিত করিয়াছি কিন্তু উহারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ অর্থাৎ উহাদিগের ও উহাদিগের আশা আকাঙ্ক্ষার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ এই কুরআন নিশ্চিতরূপে সত্য, যাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ তোমার সেই মহান প্রতিপালক এই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা মা'আরিজ

৪৪ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ○ۙ

(٢) لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ○ۙ

(٣) مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ○ؕ

(٤) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ○ۚ

(٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ○

(٦) اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ○ۙ

(٧) وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ○ؕ

১. এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত—

২. কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই।

৩. ইহা আসিবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

৪. ফেরেশতা ও রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যাহা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান।"

৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।

৬. উহারা কি সেইদিনকে মনে করে সুদূর,

৭. কিন্তু আমি দেখিতেছি–ইহা আসন্ন।

তাফসীর ঃ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ আয়াতাংশের بِ হরফটি একটি উহ্য ঘটনার ইঙ্গিত দান করে। প্রশ্নকারী যেন সংগোপনে নির্ধারিত কোন অবধারিত শাস্তির আশু বাস্তবায়ন চাহিতেছে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ "তাহারা কি তোমার নিকট শাস্তি লাভের জন্য তাড়াহুড়া করিতেছে ? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাঁহার ওয়াদা খেলাপ করেন না।" অর্থাৎ নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই হইবে।

ইমাম নাসাঈ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত প্রশ্নকারী হইল, "নযর ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কালাদা।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্‌র আযাবের আশু বাস্তবায়ন দেখার এ কামনাটি ছিল কাফিরদের এবং তাহা অবশ্যই তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

মুজাহিদ (র) হইতে ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেনঃ এক প্রশ্নকারী এই দাবী উত্থাপন করিল যে, সেই ঘটিতব্য আযাব এখনই ঘটাও। অথচ উহা পরকালে সংঘটিত হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ তাহাদের বক্তব্যটি হইল এই যে, হে আল্লাহ্! তোমার শাস্তির কথা যদি সত্যই হয় তাহা হইলে আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর অথবা যে কোন কষ্টদায়ক শাস্তি আমাদিগকে দাও।

ইব্‌ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য এই যে, কাফির পরকালে এক আযাবের ময়দানে উপস্থিত হইবে যাহা জাহান্নাম পর্যন্ত প্রশস্ত হইবে।

এই ব্যাখ্যাটি হইল দুর্বল ও যথার্থ মর্ম হইতে দূরে অবস্থিত। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক এবং আয়াতের ভাবধারায় উহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য وَّاقِعٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ সেই অবধারিত শাস্তি কাফিরদের জন্যই প্রস্তুত ও প্রতিশ্রুত। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, উহা সংঘটিত হওয়া এতই নিশ্চিত যেন উহা আসিয়া গিয়াছে। তাই لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ অর্থাৎ উহা ফিরাইবার বা ঠেকাইবার কেহই নাই। কারণ, উহা হওয়াটা স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা। তাই তিনি বলেন ঃ

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ "উহা অশেষ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিবে।"

সাওরী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ذِى الْمَعَارِجِ অর্থাৎ অশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন আবি তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ ذِى الْمَعَارِجِ। অর্থ হইল সর্বোত্তম মর্যাদার অধিকারী।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ذِى الْمَعَارِجِ। অর্থ আকাশের সোপানের মালিক।

কাতাদা (র) বলেন ঃ অশেষ ফযীলত ও নিয়ামতের অধিকারী।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) হইতে মা'মারের সূত্রে আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন ঃ تَعْرُجُ অর্থ ঊর্ধ্বে আরোহণ করে। الرُّوْحُ। শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আবূ সালেহ (র) বলেন ঃ উহা মানুষেরই মত আল্লাহ্‌র এক সৃষ্টি, কিন্তু মানুষ নহে।

আমি বলিতেছি, আর রূহ বলিতে জিব্রাঈল (আ)-কেই হয়ত বুঝানো হইয়াছে। সংযোজক অব্যয় و দ্বারা সাধারণ ফেরেশতাগণ হইতে তাঁহাকে বিশেষত্ব দান করিয়া আলাদা করিয়া বলা হইয়াছে। অথবা নবী আদমের রূহ সম্পর্কেও বলা হইতে পারে। কারণ, যখন মানুষের রূহ কব্য করা হয় তখন উহা ফেরেশতার সহিত ঊর্ধাকাশে আরোহণ করে। বারাআর বর্ণিত হাদীসেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি রূহ কব্য সম্পর্কে লম্বা মারফূ হাদীসে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসটি ইমাম আহমদ, ইব্ন মাজাহ্, আবূ দাঊদ ও নাসায়ী মিনহাজ ওয়াজানের সনদে বারআ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। উহাতে বলা হয় ঃ

"পবিত্র রূহসহ কব্যের ফেরেশতা এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে একের পর এক করিয়া আরোহণ করিতে থাকে। এমনকি যেই আকাশে আল্লাহ্ পাক অবস্থান করেন সেখানে পৌঁছিয়া ক্ষান্ত হয়।"

আল্লাহ্ই ভাল জানেন হাদীসটি বিশুদ্ধ কিনা ? হাদীসের কোন কোন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে প্রশ্ন রহিয়াছে। তবে হাদীসটি মশহুর এবং আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসেও উহার সমর্থন মিলে। তাঁহার নিকট ইহাতে পর্যায়ক্রমে সাঈদ ইব্ন ইয়াছার, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা ও ইব্ন আবুদ দুনিয়া উহা বর্ণনা করেন এবং ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ উহা উদ্ধৃত করেন। এই হাদীসের সূত্রগুলির বিশ্বস্ততা সকলের মতেই উত্তীর্ণ। আল্লাহ্ পাকের কালাম ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ۔

-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত হাদীস সবিস্তারে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

আল্লাহ্ পাকের বক্তব্য ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ -এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে চারটি অভিমত রহিয়াছে। এক, আরশে আজীম হইতে সর্বনিম্ন পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ। সর্বনিম্ন পৃথিবী হইল সপ্তম পৃথিবী এবং কড়াইর উপর ভর করিয়া এই পৃথিবীর অবস্থিতি। সপ্তম পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে আরশের দিকে উঠা শুরু হইয়া আরশ পর্যন্ত পৌঁছিতে পঞ্চাশ হাজার বছর সময় প্রয়োজন। আরশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিতে উক্ত একই সময় প্রয়োজন। ইব্ন আবী শায়বার আরশের পরিচয় সম্পর্কিত কিতাবে বলা হইয়াছে, লাল ইয়াকূত পাথর দ্বারা আরশে আজীম গঠিত হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন ঃ নিম্নতম পৃথিবী হইতে ঊর্ধ্বতম আকাশ পর্যন্ত পথের দূরত্ব হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ ইহা হইল যখন কোন কিছু আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করে এবং পৃথিবী হইতে কোন কিছু আকাশে আরোহণ করে। উহাকেও একদিন বলা হইয়াছে যাহা এক হাজার বছরের সমান। কারণ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ।

ইব্ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ইব্ন জারীরের বর্ণনায় ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উল্লেখ নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবী পাঁচশত বছরের পথ সমান পুরু এবং এক পৃথিবী হইতে অপর পৃথিবীর দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। ফলে সাত হাজার বছরে দাঁড়াইল। তেমনি আকাশও পাঁচ শত বছরের পথ সামন পুরু। এক আকাশ হইতে অন্য আকাশের দূরত্ব হইল পাঁচশত বছরের পথ। ফলে এখন হইল চৌদ্দ হাজার বছরের পথ। সপ্তম আকাশ হইতে আরশে যাইতে লাগে ছত্রিশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাকের আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হইয়াছে, সেই একদিন পৃথিবীর হিসাব মতে হইল পঞ্চাশ হাজার বছর।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ উহার তাৎপর্য হইল, পৃথিবীর অস্তিত্বের কাল হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। পৃথিবীসমূহ সৃষ্টির শুরু হইতে কিয়ামতে উহার লয় প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সময়টুকু অতিবাহিত হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ পৃথিবীর বয়স হইবে পঞ্চাশ হাজার বছর। আল্লাহ্ পাক উহার এই বয়সকে একদিন হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِىْ يَوْمٍ অর্থাৎ পৃথিবীর বয়সের সেই একদিনে ফেরেশতা ও প্রাণসমূহ ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করিবে।

আব্দুর রায্যাক (র) ...... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ দুনিয়ার শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ হইল পঞ্চাশ হাজার বছর। ইহার কত বছর পার হইয়াছে এবং কত বছর বাকী রহিয়াছে তাহা আল্লাহ্ ছাড়া কেহ বলিতে পারে না।

তৃতীয় অভিমত ঃ উক্ত দিনটি হইল দুনিয়ার লয় প্রাপ্তি ও আখিরাতের জীবন মধ্যবর্তী দিন। অর্থাৎ ইহকালের লয় ও পরকালের শুরুর মাঝখানের সময়ের ব্যবধান হইল পঞ্চাশ হাজার বছর। এই বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল ও গরীব।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেই দিনটি হইল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী কাল।

চতুর্থ অভিমত ঃ উহার অর্থ হইল কিয়ামতের দিন। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই সনদটি বিশুদ্ধ।

সাওরী (র) ...... ইকরামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিনটি পার্থিব দিনের হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে।

যাহ্‌হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও অনুরূপ বলিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আলী ইব্‌ন তালহা (র) বর্ণনা করেন ঃ

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান করিবেন। এই মর্মে হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত সুদীর্ঘ দিনটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন—আমার জীবন যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, মু'মিনদের জন্যে এই দিনটি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত করা হইবে। এমনকি তাহারা পৃথিবীতে যে কোন ফরয নামায আদায় করিতে যে সময় ব্যয় করিয়াছে উহা হইতেও ক্ষুদ্র হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) ...... দারাজ (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করেন। অবশ্য দারাজ ও তাঁহার শায়খ আবুল হাসছাম উভয়ই দুর্বল বর্ণনাকারী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ উমর আল আদানী হইতে বর্ণনা করেন ঃ 'আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন আমের ইব্‌ন সা'সা' গোত্রের এক ব্যক্তি সেই পথে যাইতেছিলেন। তাহার উদ্দেশ্যে বলা হইল, আমের গোত্রের এই লোকটি সেরা ধনী। তাহা শুনিয়া আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ডাক। তখন তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তখন তিনি বলিলেন, খবর পাওয়া গেল যে, তুমি খুব বিত্তবান। তখন সেই আমের গোত্রের লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই আমার লাল ও বাদামী রঙের দুইশত উট ছাড়া বিভিন্ন রঙের ও আকৃতির বহু উট, অশ্ব ও গোলাম রহিয়াছে। তখন আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, অবশ্যই তোমাকে উট ও জানোয়ারের পদদলন ও গুঁতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই ব্যাপার বারবার হইতে থাকিবে। ইহা শুনিয়া আমেরীর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, হে আবূ হুরায়রা! আপনি ইহা কি বলিতেছেন ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যাহার উট রহিয়াছে এবং সে উহার হক আদায় করে নাই উহাকে সুবিধা-সুযোগ দিয়া ও উহার যথাযথ যত্ন নিয়া। আমরা বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিরূপ যত্ন নেওয়া ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ? তিনি বলিলেন, উহার ভাল-মন্দ সকল অবস্থায়। কেননা কিয়ামতের দিন সেইগুলিকে আল্লাহ্ তা'আলা মোটা তাজা করিয়া উহার সেই মালিককে রৌদ্রদগ্ধ এক মুক্ত ময়দানে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া নির্দেশ

দিবেন, তাহাকে পদদলিত করিতে ও শিং দিয়া গুঁতাইতে। ফলে উহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্যায়ক্রমে দলিত-মথিত করিতে ও গুঁতাইতে থাকিবে। যখন শেষ পশুটি উহা করিয়া চলিয়া যাইবে তখন প্রথম পশুটি ঘুরিয়া আসিয়া আবার শুরু করিবে। এইভাবে পঞ্চাশ হাজার বছর চলিতে থাকিবে। ইত্যবসরে সকলের হিসাব নিকাশ ও ফয়সালা শেষ হইবে। তখন পশুগুলি বিদায় নিবে। যে সকল গরু, বকরী ও ভেড়া তাহাকে শিং দিয়া গুঁতাইবে সেগুলির শিং ভাঙাও হইবে না, ভোঁতাও হইবে না। আমেরী জিজ্ঞাসা করিল, হে আবূ হুরায়রা! উটের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র হক কি কি ? তিনি বলিলেন, আরোহণের জন্য দরিদ্রগণকে বিনা ভাড়ায় দিবে ও তাহাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিবে আর তাহাদিগকে বিনা পয়সায় উটের দুধ খাইতে দিবে ও তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্যে দুগ্ধবতী উট দিবে। তাদের মাদী উটের জন্যে প্রয়োজনে বিনিময় ছাড়াই মাদা উট ব্যবহার করিতে দিবে।

কাতাদা (র) হইতে সাঈদ ইব্‌ন আবূ আরূবার সূত্রে নাসায়ী ও শু'বার সূত্রে আবূ দাউদ (র) হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসের অন্য সনদ ঃ ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ "রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন–যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্যের ভাণ্ডারের মালিক হইয়া উহার হক আদায় করিল না তাহার স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার কপালে ও দুই পাঁজরে দাগ দেওয়া হইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার আচার শেষ না হইবে ততক্ষণ এই শাস্তি চলিতে থাকিবে। উক্ত সময়টুকু তোমাদের হিসাব মতে পঞ্চাশ হাজার বছর হইবে। তারপর সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে যাইবে।

ইহার পূর্বে ছাগল-ভেড়া ও উটের বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিন প্রকারের লোকের ঘোড়া থাকে। এক ধরনের লোক উহা ভাড়ায় খাটায়। এক ধরনের লোক ব্যক্তিগত সম্ভ্রম রক্ষার্থে উহা ব্যবহার করে। তৃতীয় ধরনের লোক ব্যবসার বোঝা টানায়। সহীহ্ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীসটি উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার পূর্ণ সনদ ও বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করার নহে। ফিকাহর কিতাবের যাকাতের অধ্যায় উহার উপযুক্ত স্থান। এখানে হাদীসটি এই প্রসঙ্গে আনা হইল যে, উহাতেও বলা হইয়াছে –যতক্ষণ না আল্লাহ্ পাক বান্দার হিসাব নিকাশের দিনটি শেষ না করেন যাহার দৈর্ঘ্য হইল পঞ্চাশ হাজার বৎসর।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ আয়াতাংশ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করিল–পঞ্চাশ হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন ? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন–এক হাজার বছরের দিনটি কোন্ দিন ? লোকটি জবাব দিল, আমি তো আপনার কাছেই জানিতে আসিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা এইরূপ দুইটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্ই উহা সম্পর্কে ভাল জানেন। আল্লাহ্‌র কিতাবে কোন ব্যাপারে আমার জানা না থাকিলে আমি তাহা বলা অপছন্দ করি।

আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলেন ঃ فَاصْبِرْ صَبْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে ভণ্ড বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছে তাহাতে তুমি অধৈর্য হইও না, বরং ধৈর্যধারণ কর। তেমনি তাহারা যে তোমার আযাব সম্পর্কিত সতর্কতায় আস্থা না আনিয়া উহা এখনই দেখাইতে বলিতেছে সেই ব্যাপারেও ধৈর্যধারণ কর।

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِهَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ-

অর্থাৎ বেঈমানগণ তো এখনই কিয়ামত দেখিতে চায় আর মু'মিনগণ উহাকে সত্য জানিয়া উহার আগমনকে ভয় পায়। এখানেও আল্লাহ্ পাক তেমনি বলেন ঃ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا অর্থাৎ তাহারা আযাব আসাকে সুদূর পরাহত ভাবে। কাফিরগণ কিয়ামতকে দূরে মনে করে অর্থ হইল তাহারা উহাকে অসম্ভব মনে করে।

وَّنَرَاهُ قَرِيْبًا অর্থাৎ মু'মিনগণ মনে করে উহা শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। যদিও উহা সংঘটনের সময় শুধু আল্লাহ্রই জানা আছে, তথাপি উহা ঘটার অনিবার্যতা ও উহার ভয়াবহতার ভাবনায় মু'মিনদের আশংকা জাগে, হয়ত শীঘ্রই উহা ঘটিবে।

(٨) يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ

(٩) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ

(١٠) وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ

(١١) يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ

(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ

(١٣) وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ۙ

(١٤) وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ

(١٥) كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ

(١٦) نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ

(١٧) تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ

৮. সেদিন আকাশ হইবে গলিত ধাতুর মত।
৯. এবং পর্বতসমূহ হইবে রঙিন পশমের মত।
১০. আর বন্ধু বন্ধুর খবর লইবে না।
১১. উহাদিগকে একে অপরকে দৃষ্টিগোচর করা হইবে। অপরাধী সেইদিনের শাস্তির বদলে তাহার সন্তান-সন্ততিকে দিতে চাহিবে,
১২. তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
১৩. তাহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে, যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিত।
১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাহাতে এই মুক্তিপণ তাহাকে মুক্তি দেয়।
১৫. না, কখনই নহে, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,
১৬. যাহা গাত্র হইতে চামড়া খসাইয়া দিবে,
১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকিবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।
১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করিয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন – কাফিরের জন্য শাস্তি অবধারিত।

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আতা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়ের, ইকরিমা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেন ঃ সেদিন আকাশ তেলের তলানির মত হইয়া যাইবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ পর্বতমালা হইবে ধূনা তুলার মত। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ। অর্থাৎ পর্বতগুলি ধূনা তুলায় পর্যবসিত হইবে।

وَلاَيَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا يُبَصَّرُوْنَهُمْ অর্থাৎ ঘনিষ্ঠজন ঘনিষ্ঠজনকে দুর্গত অবস্থায় দেখিয়াও জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তোমার অবস্থা কি ? প্রত্যেকেই তখন নিজকে নিয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিবে।

এই আয়াত প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন–সেদিন কিছু লোক কিছু লোককে চিনিবে এবং তাহারা পরস্পর পরিচিতজন হইবে। তথাপি তাহারা পরিচিত লোকজন হইতে পলাইয়া ফিরিবে। তাহাদের তখনকার অবস্থা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيْهِ - অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেকের অবস্থা দাঁড়াইবে এই যে, প্রত্যেকেই নিজের অবস্থা সামলাইতে ব্যস্ত থাকিবে। অনুরূপ অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّيَجْزِ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهٖ
وَلاَمَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ -

অর্থাৎ হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর আর ভয় কর সেই দিনটিকে যেইদিন সন্তান পিতার কোন কাজে আসিবে না আর পিতাও সন্তানের কোন কাজে আসিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَيَتَسَائَلُوْنَ অর্থাৎ যখন শিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হইবে তখন রক্তের সম্পর্কের কোনই বাঁধন থাকিবে না এবং কেহই কেহকে জিজ্ঞাসা করিবে না।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ وَصَحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌ يُّغْنِيْهِ ـ

অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভাই হইতে পালাইয়া ফিরিবে, তেমনি মা ও বাপ হইতে, তদ্রূপ স্ত্রী ও সন্তান হইতে। প্রত্যেকেই সেইদিন নিজকে সামাল দিতে ব্যস্ত থাকিবে।

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ ـ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ ـ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِى تُئْوِيْهِ ـ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ كَلاَّ ـ

অর্থাৎ সেইদিন অপরাধীকে কোন কিছুর বিনিময়েই ছাড়া হইবে না। এমনকি যদি সে সমগ্র বিশ্ববাসী, তাহার সকল আপনজন, তাহার সকল ধন সম্পদ হোক তাহা এক পৃথিবী স্বর্ণ, পরন্তু তাহার প্রাণাধিক সন্তানকেও তাহার ভয়াবহ শাস্তির বিনিময় হিসাবে পেশ করে তাহা আদৌ গ্রহণ করা হইবে না।

মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ فَصِيْلَتِه অর্থাৎ তাহার গোত্র ও আত্মীয়-স্বজন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ সেই উরুদেশ যাহা তাহাদেরই অংশ বিশেষ। মালিক (র) হইতে আশহাব (র) বলেন ঃ তাহার মাতা।

اِنَّهَا لَظٰى। অর্থাৎ জাহান্নামের লেলিহান শিখা অত্যন্ত ভয়াবহ হইবে।

نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ চামড়া খসানো আগুন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এখানে মস্তিষ্কের চর্মের কথা বলা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বলেন ঃ গাত্রচর্ম। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ হাড় ও মাংস ছাড়া যাহা থাকে তাহা। সাঈদ ইব্ন জুবায়ের (র) বলেন ঃ রগরেখা ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু।

আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ দুই চরণ ও হস্তদ্বয়ের উভয় দিকের মাংস। তিনি আরও বলেন ঃ পায়ের দুই থোড়ার মাংস।

হাসান বসরী ও ছাবিত আল বানানী (র) বলেন ঃ তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল। হাসান বসরী (র) আরও বলেন ঃ তাহার কলিজা ছাড়া সব কিছুই জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى অর্থাৎ তাহার গ্রাস, মুখমণ্ডল, অঙ্গ কাঠামো ও তদসংশ্লিষ্ট সকল কিছুই অগ্নিদগ্ধ হইবে।

যাহ্‌হাক (র) বলেন ঃ হাড্ডি হইতে চামড়া ও মাংস খসাইয়া উহার সব কিছুই ভস্মীভূত করিবে।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ لِّلشَّوٰى অর্থাৎ হাড়ের গ্রন্থিসমূহ। نَزَّاعَةً অর্থাৎ হাড্ডিগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া উহার চামড়া ও আকৃতি বিকৃত করিবে।

অবশেষে আল্লাহ্ পাক বলেন تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى অর্থাৎ জাহান্নাম উহার দিকে উহার সন্তানগণকে ডাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা উহার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পার্থিব জীবনে উহার উপযোগী কাজ করার অনুমোদন দান করিয়াছেন। তাই জাহান্নাম কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে তিক্ত ও কর্কশ ভাষায় উহার দিকে ডাকিবে এবং পাখীরা যেভাবে মাঠ হইতে এক একটি করিয়া শস্য কুড়াইয়া খায়, তদ্রূপ জাহান্নাম তাহাদিগকে হাশরের মাঠ হইতে খুঁজিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে। উহা এইজন্য করিবে যে, আল্লাহ্ পাকের ভাষায় তাহাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল ও তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেক আমল হইতে বিরত ছিল।

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى অর্থাৎ সম্পদের উপর সম্পদ স্তূপীকৃত করিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ওয়াজিব, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি খরচ না করিয়া সম্পদ সংরক্ষিত করিয়াছিল। তাই হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে–তোমরা সম্পদ সংরক্ষণ করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের হইতে সম্পদ সংরক্ষণ করিবেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আকীম (র) কখনো নিজের জন্যে কোন কিছু পুঁজি করিতেন না এবং বলিতেন –আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন, জাহান্নামীরাই সম্পদ পুঞ্জীভূত ও সংরক্ষিত করে।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি আল্লাহ্‌র হুঁশিয়ারী শ্রুত হইয়াও পার্থিব সম্পদ সংরক্ষণ করিতেছ ?

وَجَمَعَ فَاَوْعٰى আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে কাতাদা (র) বলেন ঃ সম্পদের প্রতিযোগীতায় শীর্ষে থাকার অসৎ উদ্দেশ্যে উহা পুঞ্জীভূত করা হইত।

(١٨) وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ○
(١٩) اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ○ۙ
(٢٠) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ○ۙ
(٢١) وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ○ۙ
(٢٢) اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ○ۙ
(٢٣) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ○ۙ

(٢٤) وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ○

(٢٥) لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○

(٢٦) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

(٢٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ○

(٢٨) اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ○

(٢٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○

(٣٠) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○

(٣١) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ○

(٣٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○

(٣٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ○

(٣٤) وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

(٣٥) اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ○

১৯. মানুষ তো সৃজিত হইয়াছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে
২০. যখন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী,
২১. আর যখন তাহাকে কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ,
২২. তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত,
২৩, যাহারা তাহাদের সালাতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান,
২৪. আর যাহাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রহিয়াছে
২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের,
২৬. এবং যাহারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলিয়া জানে,
২৭. আর যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত,
২৮. নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তি হইতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না—
২৯. এবং যাহারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,
৩০. তাহাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, ইহাতে তাহারা নিন্দনীয় হইবে না।

৩১. তবে কেহ ইহাদিগকে ছাড়া অন্যকে কামনা করিলে তাহারা হইবে সীমালঙ্ঘনকারী।
৩২. এবং যাহারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে,
৩৩. আর যাহারা তাহাদের সাক্ষ্য দানে অটল,
৩৪, এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—
৩৫. তাহারাই সম্মানিত হইবে জান্নাতে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে জানইতেছেন যে, তাহারা সৃজিতই হইয়াছে অস্থিরচিত্তরূপে। অতঃপর তিনি উহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا –যখন তাহারা বিপদগ্রস্ত হয় তখন হা-পিত্যেশ শুরু করে, বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, এবং এরূপ হতাশ হইয়া যায় যে, ইহার পর আর কোন ভাল দিন আসিবে তাহা ভাবিতেই পারে না।

وَّ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا অর্থাৎ যখন আল্লাহ্‌র ফযলে তাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তখন তাহারা কৃপণ হয় এবং অন্যকে তাহাদের সেই সৌভাগ্যের অংশ হইতে বঞ্চিত রাখে। এমনকি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত অংশ দিতেও অস্বীকার করে।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ "মানুষের ভিতর সর্বাধিক মন্দ স্বভাব হইল অশেষ কার্পণ্য ও চরম কাপুরুষতা।"

আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ (রা) হইতে আবূ আবদুর রহমানের সূত্রে ইমাম আবূ দাউদ (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ। অর্থাৎ কোন মানুষই মানুষ হিসাবে উপরোক্ত মন্দ স্বভাবগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারে না; যদি না আল্লাহ্ পাক নিজ অনুগ্রহে তাকে হেফাজত করেন, তাহাকে উহা হইতে বাঁচার তাওফীক দান করেন, তাহাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও উহার উপায়-উপকরণ সহজলভ্য করেন। এইসব তিনি তাহাদের জন্য করেন যাহারা মুসল্লী।

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ। অর্থাৎ যাহারা নিয়মিত নামায পড়ে তাহারই মুসল্লী। এই আয়াতের অর্থ ইহাও বলা হইয়াছে –যাহারা নামায সঠিক ওয়াক্তে সম্পূর্ণ আরকান, আহকাম সহকারে আদায় করে তাহারা মুসল্লী। ইব্ন মাসউদ (রা) মাসরূক ও ইবরাহীম নাখঈ (র) এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

একদল বলেন ঃ খুশূ-খুযূ সহকারে নিয়মিত নামায আদায়কারীই মুসল্লী। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ অর্থাৎ সেই মু'মিনগণ সাফল্যমণ্ডিত যাহারা খুশু-খুযূ বা খোদাভীতির সহিত নামায আদায় করে।

এই অভিমত উকবা ইব্ন আমের (রা) প্রমুখের। আরবে বদ্ধ ও স্থির পানিকে স্থায়ী পানি বলে। কারণ, উহা চলমান নহে বিধায় নড়াচড়া করে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, স্থায়ী বা নিয়ম মাফিক নামাযের জন্য নামাযে স্থিরতা ও মনোযোগ ওয়াজিব। যাহারা রুকু-সিজদা ধীরে সুস্থে আদায় করে না, বরং কাকের মত ঠোকর মারে, তাহাদিগকে নিয়মিত নামাযী বলা যায় না। তাই তাহার নামায তাহাকে মুক্তি দিবে না।

একদল বলেন, আলোচ্য আয়াতের তাৎপর্য হইতেছে পুণ্য কাজের উপর সর্বদা স্থির থাকা ও নিয়মিত উহা করিতে থাকা। যেমন আমল হইল স্থায়ী ও নিয়মিত আমল, হউক উহা নগণ্য।

হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হইতে সহীহ্ সংকলনে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে–সেই আমলের উপর আমলকারী স্থির রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন – হুযূর (সা)-এর অভ্যাস ইহাই ছিল যে, যেই আমলই তিনি করিতেন উহা সর্বদা করিতেন। অন্য বর্ণনায় আছে, উহার উপর স্থির থাকিতেন।

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ। আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কাতাদা (র) বলেন ঃ আমাদের কাছে বলা হইয়াছে যে, হযরত দানিয়েল (আ) শেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতের প্রশংসা করিতে গিয়া বলেন, তাহারা এরূপ নামায আদায় করিবে নূহ (আ)-এর জাতি সেরূপ আদায় করিলে তাহারা প্লাবনে নিমজ্জিত হইত না। আদ (আ)-এর জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে তাহারা অভিশাপের ঘূর্ণি হাওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না, ছামুদ জাতি সেরূপ নামায আদায় করিলে ভয়াবহ গর্জনে বিধ্বস্ত হইত না। তাই হে লোক সকল! ভালভাবে নিয়মিত নামায আদায় কর। উহা মু'মিনগণের অলংকার ও সর্বোত্তম নৈতিক বৈশিষ্ট্য।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ فِىْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ। অর্থাৎ তাহাদের সম্পদে অভাবীদের জন্য নির্ধারিত অংশ রহিয়াছে। সূরা জারিয়ার তাফসীর প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ যাহারা পরকাল, হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি-পুরস্কারে প্রত্যয়ী হইয়া আযাবের ভয়ে ও পুরস্করের প্রত্যাশায় ভাল কাজ করে। তাই ইহার পরেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ অর্থাৎ যাহাদের অন্তর তাহাদের প্রতিপালকের শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত ও বিগলিত।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ। অর্থাৎ মহান প্রতিপালকের শাস্তি হইতে কোন বোধসম্পন্ন লোক উদাসীন থাকিতে পারে না। কারণ, উহা অনিবার্য। শুধু আল্লাহ্ পাক যাহাকে রেহাই প্রদান করিবেন সেই রক্ষা পাইবে।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ অর্থাৎ যাহারা লজ্জাস্থানকে অবৈধ ব্যবহার হইতে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্র অননুমোদিত স্থলে উহার অপপ্রয়োগ না ঘটায়।

তাই তিনি বলেন ঃ

اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ। অর্থাৎ তাহারা শুধু তাহাদের স্ত্রী ও দাসীগণের ক্ষেত্রে যৌনাচারের প্রয়োগ ঘটায়।

فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ অর্থাৎ উপরোক্ত ক্ষেত্র তো নিন্দনীয় নহে। কিন্তু উহা ছাড়া যে কোন ক্ষেত্রই হইবে সীমালংঘন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ সূরার শুরুতেই করা হইয়াছে। তাই এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ অর্থাৎ তাহাদের নিকট যখন আমানত রাখা হয়, খেয়ানত করে না আর যখন তাহারা ওয়াদা করে, রক্ষা করে এবং কখনও ওয়াদা খেলাপ করে না।

এইসব গুণাবলী হইল মু'মিনগণের এবং ইহার বিপরীত চরিত্র হইল মুনাফিকগণের। যেমন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুনাফিকের তিনটি নিদর্শন ঃ (১) যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, (২) যখন ওয়াদা করে, খেলাপ করে, আর যখন আমানত রাখে, খেয়ানত করে। অন্য বর্ণনায় বলা হইয়াছে (১) যখন কথা বলে তো মিথ্যা বলে, (২) যখন কথা দেয় তো ভঙ্গ করে, (৩) যখন ঝগড়া করে তো পাপাশ্রয়ী হয়।

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ অর্থাৎ যাহারা সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে যথাযথ অবস্থায় কায়েম থাকে। কোন কথা বেশ-কম করে না, গোপনও করে না। কারণ তাহারা জানে وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ অর্থাৎ যাহারা সত্য গোপন করে তাহাদের অন্তর পাপাশ্রয়ী।

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ অর্থাৎ যাহারা নামাযের নির্ধারিত ওয়াক্ত, আরকান, আহকাম, সুন্নাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে।

মোটকথা নামায দ্বারা মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা শুরু করা হইয়াছে ও নামায দ্বারা উহা শেষ করা হইয়াছে। ইহাতেই নামাযের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয়। قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ। সূরায় শুরুতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে আল্লাহ্ পাক পরিশেষে তাহাদের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন ঃ

اُولٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিস এবং সেখানে তাহারা অনন্তকাল অবস্থান করিবে। তেমনি এখানেও তিনি বলেন ঃ

اُولٰئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ অর্থাৎ তাহারাই জান্নাতে থাকিয়া নানা সৌভাগ্য ও মর্যাদায় ভূষিত হইবে।

(٣٦) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۙ

(٣٧) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ○

(٣٨) اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۙ

(٣٩) كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ○

(٤٠) فَلَاۤ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۙ

(٤١) عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○

(٤٢) فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۙ

(٤٣) يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۙ

(٤٤) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○

৩৬. কাফিরগণের কি হইয়াছে যে, তাহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে,

৩৭. ডান ও বাম দিক হইতে, দলে দলে।

৩৮. উহাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাহাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে দাখিল করা হইবে ?

৩৯. না, তাহা হইবে না, আমি উহাদিগকে যাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা উহারা জানে।

৪০. আমি শপথ করিতেছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির–নিশ্চয়ই আমি সফল–

৪১. তাহাদের অপেক্ষা উত্তম মানবগোষ্ঠীকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি।

৪২. অতএব তাহাদিগকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত থাকিতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল উহার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪৩, সেইদিন উহারা কবর হইতে বাহির হইবে দ্রুতবেগে, মনে হইবে উহারা একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হইতেছে–

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা উহাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। ইহাই সেইদিন যাহার বিষয় উহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলিতেছেন, নবীর যমানার হইয়া নবী (সা)-কে স্বচক্ষে দেখিয়া, তাঁহার উপর প্রেরিত

আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট হিদায়াতের বাণী শ্রবণ করিয়া, এমনকি তাঁহার প্রাকশ্য মু'জিযা অবলোকন করিয়া কিভাবে তাঁহার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছ। কেন তাহারা ডাইনে ও বামে নানা দলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চম্পট দিতেছে ?

এইভাবে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ তাহারা এই উপদেশ হইতে ঘাড় ফিরাইয়া বাঘ দেখিয়া যেরূপ গাধার পাল পালায় তদ্রূপ কেন পালাইতেছে ?

তেমনি তিনি এখানেও বলিতেছেন ঃ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ অর্থাৎ এই কাফিরদের কি হইল যে, তাহারা তোমার নিকট হইতে ভাগিয়া যাইতেছে ? কেন তাহারা ডানে বামে বিক্ষিপ্তভাবে নানা দলে বিভক্ত হইয়া যে যেই দিকে পারে ছুটিতেছে ?

হাসান বস়রী (র) বলেন ঃ مُهْطِعِيْنَ অর্থ চলিয়া যাইতেছে।

وَعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ আয়াতাংশে عِزِيْنَ বহুবচন শব্দটির একবচন হইল عِزَةٌ এবং উহার অর্থ হইল বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্তকারীগণ। পূর্ববর্তী فَمَالِ مُهْطِعِيْنَ শব্দের হাল বা অবস্থা প্রকাশের জন্য উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ও মতে বিভক্ত হইয়া ভাগিয়া যাইতেছে।

ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ যাহারা খেয়াল খুশীর পথে চলে তাহারা আল্লাহ্‌র কিতাবেরই শুধু বিরোধী হয় না, নিজেরাও পরস্পর বিরোধীতায় লিপ্ত হয়। অবশ্য নিজেদের ভিতরে তাহাদের যত মতবিরোধই থাকুক না কেন আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরোধীতায় তাহারা এক হইয়া যায়।

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আওফী (র) বর্ণনা করেন ঃ কাফিররা গ্রুপ গ্রুপ হইয়া হুযূর (সা)-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরাফিরা করিত আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া কথাবার্তা বলিত।

ইব্‌ন জারীর (র) .... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ। অর্থাৎ তাহারা বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া হুযূর (সা)-এর ডানে ও বামে ঘুরাঘুরি করিত আর বলিত—এই লোকটি বলে কি ?

কাতাদা (র) বলেন مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ অর্থাৎ তাহারা হুযূর (সা)-এর আশে-পাশে দলে-দলে ঘুর-ঘুর করিত। অথচ না তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল আর না আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি।

জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হইতে ...আবূ মুআবিয়া, ওয়াকী, মুহাম্মদ ইব্ন ফুযায়েল, ঈসা ইব্ন ইউনুস, আব্বাস ইবনুল কাসিম, শায়বা ও সাওরী (র) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনসমক্ষে আসিলেন। জনতা বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। তখন তিনি বলিলেন ঃ তোমাদিগকে আমি এইরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থায় দেখিতেছি কেন?

বর্ণনাটি ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসায়ী ও ইব্ন জারীর আ'মাশের সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সহচরবৃন্দের সম্মুখে বাহির হইলেন। তাহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। তিনি বলিলেন, কেন তোমাদিগকে বিক্ষিপ্তাবস্থায় নানা দলে বিভক্ত দেখিতেছি ? এই সনদটি খুবই উত্তম। অথচ কোন হাদীস সংকলনে এই সনদের বর্ণনাটি দেখি নাই।

أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ - كَلَّا অর্থাৎ এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে পালাইয়া থাকিয়া তাহারা প্রত্যেকে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের লালসা করিতেছে ? কখনও তাহা পাইবে না। বরং তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের অস্বীকৃত ও অবিশ্বাস্য পরকাল ও জাহান্নামের শাস্তির প্রমাণস্বরূপ তাহাদের স্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য দলীল উপস্থাপন প্রসঙ্গে বলিতেছেনঃ

إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয় আমি বীর্য হইতে যে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তোমরা জান।" সুতরাং যিনি তোমাদিগকে বাজে পানি হইতে একবার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তোমাদিগকে আরেকবার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না ? যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ أَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِنْ مَاءٍ مَّهِيْنٍ। অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে নগণ্য পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই ?

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ - اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ - يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ - فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ -

অর্থাৎ মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাহারা কি বস্তু হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। উজ্জ্বল পানি হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা তাহাদের পৃষ্ঠদেশ ও মেরুদণ্ডের মধ্য হইতে নির্গত হইয়াছে। নিশ্চয় সেই সৃষ্টিকর্তা তাহাদিগকে আবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেদিন গুপ্ত ব্যাপারগুলি মুক্ত হইবে, তখন না তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে, না কোন সাহায্যকারী।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ অর্থাৎ তাঁহার শপথ যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া পূর্ব, পশ্চিম ইত্যকার দিক নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া পূর্বাচলে উদয় ও পশ্চিমাচলে অস্তগামী করিয়াছেন। অর্থাৎ হে কাফির সম্প্রদায়! তোমরা যে ভাবিতেছ, পরকাল বলিতে কিছু নাই, হিসাব, নিকাশ লওয়া হইবে না এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ঘটিবে না, ইহা ঠিক নহে। সেই সব অবশ্যই হইবে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা কসম করার প্রাক্কালে তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি অস্বীকার করিলেন এবং সেইগুলিকে নিজ পরিপূর্ণ কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত প্রমাণ করিলেন। যেমন আকাশ ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব প্রদান, উহার ভিতর বিভিন্ন প্রাণী ও বস্তুসহ নানাবিধ সৃষ্টির উপস্থিতি দ্বারা তিনি তাহাদের অমূলক ধারণার অসারতা প্রমাণ করিলেন। আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ নভোমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবশ্যই মানব সৃষ্টি হইতে বড় কাজ, অথচ অধিকাংশ লোক তাহা জানে না।

তিনি আরও বলেন ঃ

اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ
عَلٰى اَنْ يُّحْىِ الْمَوْتٰى - بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থাৎ তাহারা কি দেখিতে পায় না যে, আল্লাহ্ই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন আর তা সৃষ্টি করিতে গিয়া তিনি ক্লান্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে তিনি কি মৃতকে জীবিত করিতে পারিবেন না ? নিশ্চয় তিনি শুধু উহাই নয়, সকল কিছু করার উপরই ক্ষমতাবান। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ - بَلٰى
وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ - اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি অনুরূপ বস্তুসমূহ পুনরায় সৃষ্টি করিতে পারেন না ? হ্যাঁ, তিনি পারেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী। তিনি যাহা করিতে চাহেন শুধু বলেন, হও, অমনি হইয়া যায়।"

এখানে তিনি বলেন ঃ

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ - عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا
مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ -

অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিপালকের কসম! নিশ্চয় আমি আজিকার এই দেহধারীগণকে উহা হইতেও সুন্দর অবয়বে পরিবর্তন করিতে সক্ষম। কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি এবং কোন কাজ আমাকে অক্ষম বা অপারগ করিতে পারে না।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ لَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ـ بَلٰى قَادِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ
بَنَانَه অর্থাৎ কোন মানবের কি এই ধারণা রহিয়াছে যে, আমি মানুষের বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না ? ইহা ভুল ধারণা, বরং আমি তো উহা পুরাপুরি একত্রিত করিয়া ঠিকঠাক মত জুড়িয়া দিব।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَانَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ـ عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ
اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِأُكُمْ فِيْمَا لاَتَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়াছি। আর আমি তোমাদিগকে পরিবর্তন করিয়া নতুনভাবে সৃষ্টি করিতে অক্ষম নহি। উহা তোমরা জানও না।

عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন জারীর ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি উহার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি এই ক্ষমতা রাখি যে, তোমাদের পরিবর্তে এমন একদল লোক সৃষ্টি করিব যাহারা আমার অনুগত হইবে ও আমার অবাধ্যতা হইতে বিরত থাকিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَيَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি ঘাড় ফিরাইয়া নাও তাহা হইলে আল্লাহ্ তোমাদের এমন এক জাতির পত্তন ঘটাইবেন যাহারা তোমাদের মত হইবে না।

অবশ্য আয়াতের প্রকাশ্য ভাষ্য প্রথম ব্যাখ্যারই সমর্থক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সা)! তাহাদিগকে তাহাদের অস্বীকাররত, কুফরী ও নাফরমানীতে মত্ত থাকিতে দাও। উহার ফল তাহারা সেইদিন পাইবে যেইদিন সম্পর্কে তাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ অর্থাৎ সেইদিন তাহারা কবর হইতে সংশয়চিত্তে উদভ্রান্তের মত ক্ষিপ্রতার সহিত বাহির হইবে যেন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে তাহারা ছুটিয়া যাইতেছে। ইহা তখনই ঘটিবে যখন

তাহাদের প্রতিপালক তাহাদিগকে বিচারের জন্য হাশরের ময়দানে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইবেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ তাহারা একটি নিশানার দিকে ছুটিয়া চলিবে।

আবুল আলিয়া ও ইয়াহিয়া ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ তাহারা একটি প্রান্তের দিকে ছুটিতে থাকিবে।

জমহুরের মতে نصب শব্দের ن অক্ষরে নসব হইবে এবং ص অক্ষর সাকিন হইবে। অর্থ দাঁড়াইবে স্থিরিকৃত লক্ষ্য।

হাসান বসরী (র) نصب শব্দের ن ও ص অক্ষরে পেশ দিয়া পড়িয়াছেন। উহার অর্থ প্রতিমা। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেইভাবে তাহারা প্রতিমা পূজার জন্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিমার কাছে ছুটিয়া যাইত, তদ্রূপ এখানেও যেন প্রতিমার উদ্দেশ্যে ছুটিতে থাকিবে।

মুজাহিদ, ইয়াহইয়া, ইব্‌ন কাছীর, মুসলিম আল বাতিন, কাতাদা, যাহ্হাক, রবী ইব্‌ন আনাস, আবূ সালেহ, আসিফ ইব্‌ন বাহদালা, ইব্‌ন যায়েদ (র) প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ অর্থাৎ তাহারা লজ্জায় চক্ষু আনত রাখিবে এবং তাহাদের চেহারায় লাঞ্ছনার কালিমা প্রলিপ্ত থাকিবে। অথচ তাহারা পৃথিবীতে দম্ভ ভরে মাথা উঁচু করিয়া নাফরমানীর পথে ছুটিয়া যাইত।

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ অর্থাৎ এই সেই দিনটি যেইদিনের প্রতিশ্রুতি তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। অথচ এইদিনকে তাহারা অবিশ্বাস করিয়া বিদ্রূপাত্মক ভাষায় আল্লাহ্র রাসূলকে বলিত, 'কিয়ামত কেন ঘটিতেছে না ? কেন আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে না ?'

সূরা নূহ্

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(٢) قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○ۙ

(٣) اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ ○ۙ

(٤) يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

১. নূহকে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি শাস্তি আসিবার পূর্বে।

২. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদিগের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

৩. 'এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

৪. 'তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা উহা জানিতে।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তাঁহার নবী হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে বলিতেছেন যে, আযাব আসিয়া পড়ার পূর্বেই স্বজাতিকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন। আযাব আসিবার পূর্বেই যদি তাহারা সতর্ক হইয়া তওবা করে, তাহা হইলে তিনি আযাব উঠাইয়া নিবেন।

এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّأتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদিগের প্রতি আযাব আসিবার পূর্বে। তিনি (নূহ) বলিয়াছিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ কর্ম ও অপরাধ বর্জন কর এবং আমি তোমাদিগকে যাহা করিতে আদেশ করি এবং যাহা করিতে নিষেধ করি সেই বিষয়ে তোমরা আমার আনুগত্য কর।

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি আমার কথা মানিয়া লও এবং আমার রিসালতের বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অতীতের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ আর তোমাদিগের আয়ু দীর্ঘ করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিলে তোমাদিগের প্রতি যে মহাশাস্তি আসিত উহা প্রত্যাহার করিয়া নিবেন।

যাহারা বলেন, আল্লাহ্র আনুগত্য, মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখার দরুণ বাস্তবিকই আয়ু বৃদ্ধি পায়— তাহারা এই আয়াতটি দলীলরূপে পেশ করেন। যেমন- এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আযাব আসিবার পূর্বে তোমরা শীঘ্র আল্লাহ্র আনুগত্যের দিকে ফিরিয়া আস। কারণ, আল্লাহ্র আযাব আসিয়া পড়িলে আর তাহা প্রতিরোধ ক্ষমতা কাহারো থাকিবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মহান, পরাক্রমশালী।

(٥) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ۙ

(٦) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

(٧) وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا
ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

(٨) ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

(٩) ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ○

(١٠) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ○

(١١) يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ○

(١٢) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ○

(١٣) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۚ○

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ○

(١٥) اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ○

(١٦) وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○

(١٧) وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ○

(١٨) ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○

(١٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۙ○

(٢٠) لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۚ○

৫. সে বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করিয়াছি।

৬. কিন্তু আমার আহবান উহাদিগের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে।

৭. 'আমি যখনই উহাদিগের আহবান করি, যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর উহারা কানে আঙ্গুলি দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদিগকে জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

৮. 'অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে।

৯. 'পরে আমি সোচ্চার প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে।'

১০. বলিয়াছি, 'তোমাদিগের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল।

১১. তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন।

১২. তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদিগের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা।

১৩. ‘তোমাদিগের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না!

১৪. ‘অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে।

১৫. ‘তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?

১৬. ‘এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে।

১৭. ‘তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে।

১৮. ‘অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন।

১৯. ‘এবং আল্লাহ্ তোমাদিগের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত—

২০. ‘যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে।’

তাফসীর ঃ হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর যাবত কিভাবে তাঁহার সম্প্রদায়কে হিদায়াতের প্রতি আহবান করিয়াছেন, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কি কি ধরনের নির্যাতন তিনি সহ্য করিয়াছেন, কিভাবে তাহারা হিদায়াতের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নূহ (আ) কি বলিয়া আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ পেশ করিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা এইখানে উহার সংবাদ দিতেছেন। হযরত নূহ (আ) দীর্ঘ নয়শত বছর হিদায়াতের দাওয়াত দিবার পর এই বলিয়া আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করিয়াছেন যে,

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلاً وَّنَهَارًا অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! একমাত্র তোমার নির্দেশ পালনার্থে দাওয়াতের কাজ আমি কখনো ক্ষান্ত করি নাই। এই যাবত দিবারাত্র অব্যাহতভাবে আমি আমার সম্প্রদায়কে দাওয়াত দিয়াছি।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِىْ اِلاَّ فِرَارًا অর্থাৎ মিথ্যার পথ পরিহার করিয়া সত্যের নিকট আসিবার জন্য যতই আমি তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; আমার আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা ততই দূরে সরিয়া গিয়াছে।

وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ তওবা করিয়া তোমার ক্ষমা লাভ করিবার জন্য আমি যখনই তাহাদিগকে আহবান করিয়াছি; তখনই তাহারা কানে আঙ্গুল দিয়া কান বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যেন আমার কথা শুনিতে না পায়। আর নিজদিগকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنَ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ অর্থাৎ আর কাফিররা বলিয়াছে, তোমরা এই কুরআন শুনিও না আর তোমরা উহাতে বিঘ্ন সৃষ্টি কর, যাহাতে তোমরাই বিজয়ী থাক।

وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ ইব্ন জারীর (র) :.... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই আয়াতাংশের অর্থ হইল আর তাহারা নিজদিগকে বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিত যাহাতে নূহ (আ) তাহাদিগকে চিনিতে না পারে।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ তাহারা বস্ত্র দ্বারা মাথা ঢাকিয়া রাখিত যাহাতে নবীর কথা শুনিতে না পায়।

وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوْا اسْتِكْبَارًا অর্থাৎ উহারা ইতিপূর্বে যে কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিল উহাতেই তাহারা অটল থাকে এবং সত্যের আনুগত্যের ব্যাপারে বড় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।

ثُمَّ اِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا অতঃপর আমি জনসমক্ষে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেই।

ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا অর্থাৎ তারপর আমি উহাদিগকে প্রকাশ্যে আহবান করিয়াছি, পরে আবার গোপনে উপদেশ দিয়াছি। অর্থাৎ নানাভাবে আমি তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়াছি যেন তাহারা সত্য পথে ফিরিয়া আসে।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ـ يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا অর্থাৎ আমি বলিয়াছি যে, তোমরা কুফরীর পথ পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়া আস। আল্লাহ্ তোমাদিগের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল। তোমরা যত অপরাধই করিয়া থাক আল্লাহ্ সবই ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর তিনি তোমাদিগকে অবিরাম বৃষ্টি দান করিবেন।

উল্লেখ্য যে, يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا এই আয়াতের কারণে ইস্তেস্কার নামাযে এই সূরাটি পাঠ করা মুস্তাহাব।

আমীরুল মু'মিনীন উমর (রা) একদিন বৃষ্টির দু'আ করার জন্য মিম্বরে উঠিয়া ইস্তেগফার করিলেন এবং ইস্তেগফার সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। তন্মধ্যে আলোচ্য আয়াতটিও ছিল।

وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করিয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাও তাহা হইলে তোমাদিগের রিয্ক বাড়িয়া যাইবে, তোমাদিগের প্রতি আকাশ

হইতে বরকত নাযিল হইবে ও যমীন হইতে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হইবে। অসংখ্য সন্তান-সন্ততি ও অগাধ ধন-সম্পদ দ্বারা তোমরা সমৃদ্ধ হইয়া যাইবে। আর তোমাদিগকে এমন উদ্যান দেওয়া হইবে যাহাতে নানা রকম ফলমূল থাকিবে এবং যাহার মাঝে নদী প্রবাহিত হইবে। এই পর্যন্ত হযরত নূহ (আ) উৎসাহ প্রদান করিয়া দাওয়াত দিয়াছেন। এইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন ঃ

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا অর্থাৎ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ না?

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাযথ মর্যাদা প্রদান কর না। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় কর না।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا "অথচ তিনি তোমাদিগকে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে বীর্য, তারপর জমাট রক্ত, তারপর গোশতের টুকরা এইভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, কাতাদা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্ন রাফি', সুদ্দী ও ইব্ন যায়েদ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -

অর্থাৎ তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানকে কিভাবে একের পর এক সৃষ্টি করিয়াছেন আর চন্দ্রকে আলোকরূপে এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করিয়াছেন?

وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আবার মাটিতেই ফিরাইয়া দিবেন। আবার কিয়ামতের দিন প্রথমবারের ন্যায় মাটি হইতে উত্থিত করিবেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে বিছাইয়া দিয়া মজবুত ও সুউচ্চ পাহাড় চাপা দিয়া উহাকে সুদৃঢ় অটল ও অনড় করিয়াছেন।

لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا অর্থাৎ যাহাতে তোমরা উহার প্রশস্ত পথে যে দিকে বা যে প্রান্তে ইচ্ছা চলাফেরা করিতে পার।

মোটকথা হযরত নূহ (আ) আল্লাহ্ তা'আলার এইসব কুদরত ও নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া নিজের সম্প্রদায়কে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(٢١) قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ
وَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۚ○

(٢٢) وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۚ○

(٢٣) وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا
يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۚ○

(٢٤) وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ○

২১. নূহ বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'

২২. উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

২৩. এবং বলিয়াছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সূওয়া'আ, য়াগুছ, য়াউক ও নাসর-কে।

২৪. উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে; সুতরাং জালিমদিগকে বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, হযরত নূহ (আ) পূর্বোক্ত অভিযোগের সহিত আল্লাহর দরবারে নিজ সম্প্রদায়ের আচরণের কথাও উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ اِلاَّ خَسَارًا

অর্থাৎ তাহারা আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন ব্যক্তির যাহার ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি তাহার ক্ষতি ব্যতীত কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। বস্তুত যে সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ্ হইতে বিমুখ করিয়া রাখে তাহা মানুষের জন্য বিপদ বৈ কিছুই নয়।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا অর্থাৎ আর তাহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ كُبَّارًا অর্থ عَظِيْمًا ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন ঃ كُبَّارًا অর্থ كَبِيْرًا যেমন আরবরা বলিয়া থাকে, امر عجيب عجاب عُجَّابٌ - رَجُلٌ حَسَانٌ حَسَّانٌ ইত্যাদি। তবে সব ক'টির অর্থ একই।

وَقَالُوْا لاَتَذَرُنَّ الِهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَيَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا -

ধন-সম্পদ ও সন্ততিতে মত্ত তাহাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অধীনস্তরা আরো বলিয়াছে যে, তোমরা ওয়াদ সুওয়াআ...... ইত্যাদি ছোট বড় কোন দেব-দেবীকেই ত্যাগ করিও না। ওয়াদ, সুওয়া'আ, য়াউক, য়াগূছ, নাস্‌র এইগুলি উহাদিগের কতগুলি দেব-দেবীর নাম। হযরত নূহ (আ)-এর জাতি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এইগুলির পূজা করিত।

ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যে সব দেব-দেবীর পূজা করিত পরবর্তীতে আরবরা ঐগুলির পূজা করিতে শুরু করে। দূমাতুল জান্দালের কাল্‌ব গোত্র "ওয়াদ"-এর, হুযায়ল গোত্র 'সুওয়া'আ' এর, প্রথমে মুরাদ পরে গুতাইয়া গোত্র য়াগূছ-এর, হামদান গোত্র য়াউক-এর এবং হিমরার গোত্র নাস্‌র-এর পূজা করিত। এই সব ক'টি মূলত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেককার লোকের নাম। তাহাদিগের মৃত্যুর পর শয়তানের প্ররোচণায় উহাদের ভাস্কর্য নির্মাণ করিয়া মানুষ প্রতিটি ভাস্কর্যকে আসল নামে ডাকিতে শুরু করে। তখনও এইগুলির পূজা শুরু হইয়াছিল না। কিন্তু তাহাদিগের পরবর্তী বংশধর মুর্খতাবশত এইগুলির পূজা করিতে শুরু করে। ইকরিমা, যাহ্‌হাক, কাতাদা এবং ইব্‌ন ইসহাক (র) হইতেও এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর আমলে এই মূর্তিগুলির পূজা করা হইত।

ইব্‌ন জারীর (র) .... মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, য়াউক, য়াগূছ ও নাসর আদম ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী যুগের সৎকর্মপরায়ণ তিন ব্যক্তির নাম। ইহারা ছিলেন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ইহারা মৃত্যুবরণ করিলে অনুসারীরা বলিল যে, আমরা যদি ইহাদিগের ভাস্কর্য স্থাপন করিয়া রাখি, তাহা হইলে এই ভাস্কর্য দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত ইবাদত করিতে পারিব। তাহারা তাহাই করে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচণায় পরবর্তী বংশধররা ইহাদিগের পূজা করিতে শুরু করে।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আ)-এর বিশ ছেলে ও বিশ মেয়ে সর্বমোট চল্লিশজন সন্তান ছিল। ইহাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত হাবীল, কাবীল, সালিহ, আব্দুর রহমান ও ওয়াদ বাঁচিয়া থাকেন। এই ওয়াদকেই শীছ বা হিবাতুল্লাহ্ বলা হইত। অন্যান্য ভাইগণ তাহাকে সকলের নেতা নিয়োগ করিয়াছিল। সুওয়া'আ, য়াগূছ, য়াউক ও নাস্‌র ইহার সন্তান।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, হযরত আদম (আ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁহার সন্তান ওয়াদ, য়াউক, য়াগূছ, সুওয়া'আ ও নাস্‌র তাঁহার কাছে উপস্থিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ওয়াদ সর্বাপেক্ষা বড় ও সৎকর্মপরায়ণ ছিল।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... আবুল মুতাহ্‌হর (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যমীনের উপর মূর্তিপূজা শুরু হইয়াছিল এইভাবে যে, জনৈক ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট বড় সম্মানিত ছিল— তাহার মৃত্যুর পর লোকজন তাহার কবরের পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিল এবং শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইবলিস এই অবস্থা দেখিয়া মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, 'আমি তোমাদের অবস্থা দেখিতেছি আমি তোমাদের জন্য একটি তাহার প্রতিকৃতি বানাইয়া দিতেছি, তাহা তোমরা মজলিসে উপস্থিত রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিবার জন্য। তাহারা এইরূপ করিল, কিছুদিন পর আসিয়া বলিল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ ঘরে তাদের একটি প্রতিকৃতি রাখিয়া তাহাকে স্মরণ করিতে থাক। তাহারা এইরূপ করিতে লাগিল। এইভাবে বংশানুক্রমে চলিতে লাগিল। পরিশেষে তাদের পরবর্তী সন্তানগণ আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাকেই পূজা করিতে লাগিল । সর্বপ্রথম যাহার মূর্তিপূজা শুরু হইল তাহার নাম ওয়াদ।

وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ ইহাদিগকে দেব-দেবী সাব্যস্ত করিয়া তাহারা আদম সন্তানকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সেই যুগ হইতে পরবর্তীতে যুগে যুগে দেশে দেশে বহুলোক ইহাদিগের পূজা করিয়া ঈমান হারাইয়াছিল। হযরত ইবরাহীম (আ) এই বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে,

وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ - رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার বংশধরকে মূর্তিপূজা হইতে রক্ষা কর। ইহারা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا অর্থাৎ দীর্ঘ দিন যাবত দাওয়াত দিবার পরও ঈমান গ্রহণ না করিয়া বরং বিদ্রোহ ও কুফরীতে সীমালংঘন করার পর হযরত নূহ (আ) নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই বলিয়া বদ দু'আ করিয়াছিলেন যে, আল্লাহ্ তুমি ইহাদিগের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না। যেমন— হযরত মূসা (আ) ফিরআউন ও তাহার সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

হে আল্লাহ্! উহাদিগের ধন-সম্পদ বিনাশ করিয়া দাও এবং তাহাদিগের অন্তর পাষাণ করিয়া দাও, যেন তাহারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখিবার পূর্বে ঈমান আনিতে না পারে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীর দু'আই কবূল করিয়াছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর জাতিকে মহাপ্লাবন দ্বারা ধ্বংস করিয়াছেন।

(٢٥) مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۬ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

(٢٦) وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ○

(٢٧) اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ○

(٢٨) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ○

২৫. উহাদিগের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে; এরপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।

২৬. নূহ আরো বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

২৭. 'তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।

২৮. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে। আর জালিমদিগের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا . ব্যাপক অপরাধ, অত্যধিক সীমালংঘন, অব্যাহত কুফর ও রাসূলের বিরোধীতার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত নূহ (আ)-এর সম্পদায়কে প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া সমূলে নিপাত করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়াছেন।

فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا অর্থাৎ তখন তাহারা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মত কাউকে পায় নাই।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন সে ব্যতীত কেহ আজ তাহার আযাব হইতে রক্ষাকারী কাউকে পাইবে না।

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَاتَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا অর্থাৎ নূহ (আ) আরো বলিয়াছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ دَيَّارٌ অর্থ যে গৃহে বসবাস করে অর্থাৎ গৃহবাসী।

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর এই দু'আর ফলে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। এমনকি নূহ (আ)-এর ঔরসজাত কাফির সন্তানকেও ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করেন নাই। সে বলিয়াছিল ঃ

سَاٰوِىْٓ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ـ قَالَ لَاعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ
اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ـ

অর্থাৎ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়া আমি পানি হইতে বাঁচিয়া যাইব। (নূহ বলিলেন,) আল্লাহ্র আযাব হইতে বাঁচিয়া থাকার আজ কোন উপায় নাই। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন। ইহার পর দুইজনের মাঝে আড়াল হইয়া যায় আর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় এক মহিলা প্রথমে তাহার শিশু পুত্রকে কোলে তুলিয়া লয়। এরপর পানি বৃদ্ধি পাইলে সে শিশুটিকে কাঁধের উপর তুলিয়া লয়। পানি কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিলে সে শিশুটিকে মাথায় তুলিয়া লয়। তারপর যখন পানি মাথার উপরও বাড়িয়া গেল তখন শিশুটিকে লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যায়। পানি পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলে প্রথমে সে শিশুটিকে কাঁধে অতঃপর মাথায় তারপর দুই হাতে ধরিয়া মহিলাটি শিশুটিকে মাথার উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখে। সেই সময় কাউকে দয়া করিবার থাকিলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মাহিলাটির উপর দয়া করিতেন। এই হাদীসটি গরীব তবে তাহার সনদের সকল রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

উল্লেখ্য, নূহ (আ)-এর সেই ভয়াবহ প্লাবনের সময় ঈমানদারগণ হযরত নূহ (আ)-এর সহিত রক্ষা পাইয়াছিলেন। আল্লাহ্র আদেশে নূহ (আ) তাহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَايَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ তুমি যদি উহাদিগের একজনকে আযাব হইতে অব্যাহতি দাও তাহা হইলে সে ভবিষ্যত বংশধরকে বিভ্রান্ত করিবে। আর কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফিরই জন্ম দিতে থাকিবে। নিজ সম্প্রদায়ের সহিত দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করিয়া নূহ (আ) ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ অর্থাৎ হে আল্লাহ্ তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিনরূপে আমার ঘরে প্রবেশ করিবে এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদিগকে।

যাহ্হাক বলেন, "আমার ঘরে" অর্থাৎ আমার মসজিদে। তবে 'ঘর'-এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাতেও কোন অসুবিধা নাই। অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) তাহাদিগের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন যাহারা ঈমান লইয়া তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মু'মিন ব্যতীত তুমি কাউকে সাথী বানাইও না আর মুত্তাকী ব্যতীত কেহ তোমার খাদ্য খাইতে পারে না। হযরত নূহ (আ) সবশেষে وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ বলিয়া জীবিত ও মৃত সকল মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য দু'আ করিয়াছেন।

وَلَاتَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ تَبَارًا অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে জালিমদের ধ্বংস ছাড়া তুমি আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।

সূরা জিন্ন

২৮ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ

(٢) يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۙ

(٣) وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ

(٤) وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ

(٥) وَّ اَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ

(٦) وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۙ

(٧) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۙ

১. বল, ‘আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিনদিগের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, ‘আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি।

২. ‘যাহা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের শরীক স্থির করিব না।’

৩. এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।

৪. 'এবং যে আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

৫. 'অথচ আমরা মনে করিতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা' আরোপ করিবে না।

৬. 'আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ লইত, ফলে উহারা জিনদিগের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।

৭. আর জিনেরা বলিয়াছিল, 'তোমাদিগের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে এই কথা জানাইয়া দিন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আনুগত্য করিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا - يَّهْدِىْ اِلَى الرُّشْدِ -

অর্থাৎ হে নবী! আপনি বলুন যে, একদল জিন মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি যাহা সঠিক পথ ও মুক্তির দিশা দেয়।

فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا اَحَدًا ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনো আমাদিগের প্রতিপালকের সহিত শরীক স্থির করিব না। এই সম্পর্কে পূর্বে অনেক হাদীস উল্লেখিত হইয়াছে। এখানে পুনরোল্লেখ করার প্রয়োজন নাই।

وَاَنَّهُ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا এবং নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদিগের প্রতিপালকের মর্যাদা। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম নির্দেশ ও শক্তি।

যাহ্‌হাক ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ আল্লাহ্‌র কুদরত এবং সৃষ্টির প্রতি প্রদত্ত তাঁহার অনুগ্রহ অবদান বা নিয়ামত।

মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন ঃ جَدُّ رَبِّنَا অর্থ جَلَالُ رَبِّنَا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মহিমা।

আবুদ্ দারদা (রা), মুজাহিদ ও ইব্‌ন জুরায়জ (র) হইতে বর্ণিত যে, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ تعالى ذكره অর্থাৎ সমুন্নত আল্লাহ্‌র যিক্‌র।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, جَدُّ رَبِّنَا অর্থ تعالى جد ربنا تعالى ربنا অর্থাৎ মহান আমাদিগের প্রতিপালক।

مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا অর্থাৎ জিনেরা বলিল যে, 'আমাদিগের প্রতিপালক মহান, তিনি কোন পত্নী কিংবা কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই। এই কথা যখন তাহারা ঈমান আনিল তখন আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ত্বতা প্রকাশের জন্য বলিয়াছিল।'

এরপর জিনেরা বলিল ঃ

وَاَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্র উপর অতি অবাস্তব উক্তি করিত।

মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, "নির্বোধ" বলিতে জিনেরা শয়তানকে বুঝাইয়াছিল।

সুদ্দী (র) আবূ মালিক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, شَطَطًا অর্থ جور। অর্থাৎ অন্যায় ও অবাস্তব উক্তি।

ইব্ন যায়দ (র) বলেন। ظلما كبيرا অর্থাৎ বড় জুলুম। আবার ইহাও হইতে পারে যে, নির্বোধ বলিতে তাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র জন্য পত্নী ও সন্তান গ্রহণ করে।

وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا অর্থাৎ জিন ও মানবজাতি পত্নী ও সন্তান সাব্যস্ত করিয়া আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করিবে মনে করিতাম না। কিন্তু কুরআন শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, না তাহারা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা আরোপ করে।

وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

অর্থাৎ জিনেরা বলিল, আমরা দেখিতাম যে, কোন মানুষ গভীর অরণ্যে বা কোন বিরাণ ভূমিতে গমন করিলে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় প্রাথনা করিত। জাহেলিয়াতের যুগে আরবদের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন– কোন মানুষ কোন শহরে বা লোকালয়ে গমন করিলে সর্বপ্রথম সেখানকার নেতৃস্থানীয় লোকদের আশ্রয় গ্রহণ করে, যেন কেউ তাহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে। তেমনি জাহিলিয়াতের যুগে সাধারণ জিনদের ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রথমে নেতৃস্থানীয় জিনদের আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে জিনদের ধৃষ্টতা পূর্বের চেয়ে বাড়িয়া যায়। মানুষের আরো বেশী ক্ষতি করিতে শুরু করে।

সাওরী (র) মনসূর সূত্রে ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا অর্থ মানুষের উপর জিনদের ধৃষ্টতা আরো বাড়িয়া যায়।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ জাহেলিয়াতের যুগে কেউ পরিবারবর্গ নিয়া কোথাও গেলে সকলের নিরাপত্তার জন্য তথাকার প্রধান জিনের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিত।

কাতাদা (র) বলেন ঃ এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার পর দুর্বলতা অনুভব করিয়া দুষ্ট জিনরা আরো বেশী উৎপাত শুরু করিয়া দিত।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, মানুষ যেমন এখন জিনদেরকে ভয় করে, জিনরা মানুষকে তেমন বরং তার চেয়ে বেশী ভয় করিত। মানুষদেরকে দেখিলে জিনরা পলায়ন করিত। কিন্তু জাহেলী যুগে মানুষ কোন উপত্যকায় গমন করিলে দলনেতা প্রথমে জিনদের নেতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে শুরু করে। ইহাতে জিনদের সাহস বাড়িয়া যায়। ফলে তারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতে শুরু করে। وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাই বলিয়াছেন।

আবুল আলিয়া রবী ও যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ رَهَقًا اى خَوْفًا অর্থাৎ ইহা দেখিয়া জিনেরা মানুষদেরকে আরো বেশী ভয় দেখাইতে শুরু করে।

আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا اَىْ اِثْمًا। অর্থাৎ তাহাদিগের অপরাধ প্রবণতা আরো বাড়িয়া যায়। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতাংশের অর্থ হইল, কাফিরদিগের অবাধ্যতা আরো বাড়িয়া যায়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... কারদাম ইব্‌ন আবূস সায়িব আনসারী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কারদাম বলেন, একবার আমি কোন এক প্রয়োজনে আমার আব্বার সহিত মদীনা হইতে বাহির হই। মুহাম্মদ (সা) তখন মক্কায় নবীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। রাত্রিকালে আমরা এক রাখালের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করি। মধ্যরাতে একটি ব্যাঘ্র আসিয়া রাখালের বকরী পাল হইতে একটি বকরী ধরিয়া লইয়া যায়। দেখিয়া রাখাল বলিল, 'হে উপত্যকা আবাদকারী! তোমার আশ্রিতের বকরী বাঘে লইয়া গিয়াছে। তখন অদৃশ্য হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'হে বাঘ! বকরীটি ছাড়িয়া দাও।' ফলে বাঘ বকরীটিকে ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর বকরীটি আসিয়া পালের সহিত মিলিত হয়। কিন্তু তাহার গায়ে আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। এই প্রসংগে আল্লাহ্ মক্কায় তাঁহার রাসূলের উপর আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَّاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا

উবাইদ ইব্‌ন উমাইর, মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর এবং ইবরাহীম নখয়ী (র)-ও এইরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবত জিন বাঘের রূপ ধারণ করিয়া বকরী নিতে চাহিয়াছিল। সরদারের কথায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا অর্থাৎ তোমাদের ন্যায় জিনরাও এই ধারণা করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিবেন না।

(৮) وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۙ

(৯) وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ
شِهَابًا رَّصَدًا ۙ

(১০) وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِى الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ
رَشَدًا ۙ

৮. 'এবং আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ডের দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

৯. 'ইতিপূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনিবার জন্য বসিতাম কিন্তু এখন কেহ সংবাদ শুনিতে চাহিলে সে তাহার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

১০. 'আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগের মঙ্গল চাহে না।

তাফসীর ঃ মহানবী (সা)-এর আগমনের পূর্বে জিনেরা আকাশে গিয়ে চুপিসারে এক জায়গায় বসিয়া ফেরেশতাদিগের কথা-বার্তা শুনিত এবং ফিরিয়া আসিয়া গণকদের কাছে তথ্য সরবরাহ করিত। গণকরা সেই সব তথ্যের সহিত আরো বহু মিথ্যা কথা জুড়িয়া আরো চটকদার করিয়া ভক্তদের মাঝে পরিবেশন করিত। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-কে নবূওত দান করেন এবং কুরআন অবতীর্ণ হইতে শুরু করে; তখন কুরআনের সংরক্ষণের জন্য আকাশে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জিনদের তথ্য সংগ্রহের যাবতীয় সুযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। সেই কথাটিই জিনেরা আলোচ্য আয়াতে এই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে ঃ

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا - وَّ اَنَّا كُنَّا
نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ - فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا -

অর্থাৎ আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে আমরা সংবাদ শুনিবার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসিতাম। কিন্তু এখন কেহ আকাশের সংবাদ শুনিতে চাহিলে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ধ্বংস হইয়া যায়।

وَّاَنَّا لَانَدْرِىْ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا অর্থাৎ পৃথিবীবাসীর অমঙ্গলের অভিপ্রায়ে এ আকাশে এইসব ঘটিয়াছে, নাকি আল্লাহ্ ইহা দ্বারা

পৃথিবীবাসীর কোন কল্যাণ সাধন করিতে চাহেন। এই আয়াতে ফেরেশ্‌তারা মঙ্গলের নিসবাত আল্লাহ্ দিকে করিয়াছে কিন্তু অমংগলের নিসবাত আল্লাহ্‌র দিকে না করিয়া উহা অনুল্লেখ রাখিয়াছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে ভদ্রতা রক্ষার জন্যই তাহারা এইরূপ করিয়াছে।

আকাশের এই পরিবর্তনের পর ফেরেশ্‌তারা অনুসন্ধান করিয়া এক সময় দেখিতে পাইল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের লইয়া নামায পড়িতেছেন এবং নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ করিতেছেন। দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এই লোকটির কারণেই আকাশে এত কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তখন তাহাদিগের একদল মুসলমান হইয়া যায়। সূরা আহকাফের وَاِذْ صَرَفْنَا। الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করিয়া আকাশের এই নক্ষত্র স্খলন, উল্‌কাপিণ্ড নিক্ষেপ ইত্যাদিতে শুধু জিনই নয়, বরং মানুষও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মানুষ ধারণা করিয়াছিল যে, এই বুঝি পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেল। যেমন সুদ্দী (র) বলেন ঃ দুনিয়াতে নতুন কোন নবী বা কোন দীনের আত্মপ্রকাশের সময়ই কেবল এই ধরনের ঘটনা ঘটিত। মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের পূর্বে শয়তানরা ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিয়া আকাশের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর নবূওত লাভের পর একরাত্রে আকাশ হইতে শয়তানের গায়ে উল্‌কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। ইহা দেখিয়া তায়েফবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তাহারা বলিল যে, আকাশে হয়ত কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গোত্র প্রধান আবদেয়ালীল ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইর বলিল, 'হে তায়েফবাসী! আমার মনে হয় ইব্‌ন আবূ কাবশার (মুহাম্মদ) কারণেই ইহা ঘটিয়া থাকিবে।' সেইরাতে শয়তানরাও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইবলীসের নিকট গিয়া এই বিষয়ে আলাপ করে। ইবলীস বলিল, পৃথিবীর প্রতিটি জায়গা হইতে তোমরা আমাকে এক মুষ্ঠি করিয়া মাটি আনিয়া দাও— আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাটি আনিয়া দিলে ইবলীস উহা পরীক্ষা করিয়া বলিল, মক্কার কোন নতুন পরিবর্তনের কারণেই এইরূপ ঘটিয়াছে। তখন নাসীবীনের জিনদের সাত সদস্যের একটি দলকে মক্কায় পাঠানো হয়। তাহারা আসিয়া দেখিতে পাইল যে, মুহাম্মদ (সা) মসজিদে হারামে দাঁড়াইয়া নামাযের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছেন। কুরআন শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া যায়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহী দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন।

(١١) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ
(١٢) وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ
(١٣) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَ لَا يَخَافُ
بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ

(١٤) وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ط فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ○

(١٥) وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ○

(١٦) وَّاَنْ لَّوِاسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ○

(١٧) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ○

১১. এবং আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;

১২. 'এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না।

১৩. 'আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনিলাম, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

১৪. 'আমাদিগের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমা লংঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়।

১৫. 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'

১৬. উহারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিত উহাদিগকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম।

১৭. যদ্দারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জিনদিগের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তাহারা নিজদিগের সম্পর্কে এই সংবাদ দিয়াছিল,

وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ - كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا অর্থাৎ আমাদিগের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথ ও নানা মতের অনুসারী।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন ঃ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا অর্থাৎ আমরা কতক ঈমানদার ও কতক কাফির।

আহমদ ইব্‌ন সুলাইমান (র) আ'মাশ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'মাশ (রা) বলেন, এক দল জিন আমাদের কাছে আসা-যাওয়া করিত। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমাদিগের প্রিয় খাদ্য কি? উত্তরে তাহারা বলিল, ভাত। অতঃপর আমি

তাহাকে ভাত আনিয়া দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য! দেখিলাম যে, পাত্র হইতে কেবল লোকমা উঠিতেছে তবে কাউকে দেখা যাইতেছে না। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমাদের মনে যে কামনা-বাসনা আছে তোমাদের মনে মনেও তাহা আছে? উত্তরে তাহারা বলিল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলাম, রাফেযীদের সম্পর্কে তোমাদিগের ধারণা কি? বলিল যে, তাহারা আমাদিগের নিকট বড়ই নিকৃষ্ট।

وَّاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا অর্থাৎ আমরা জানি যে, আল্লাহ্‌র শক্তি ও কুদরতের কাছে আমরা পরাভূত। পলায়ন করিয়া তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নাই এবং তাঁহাকে ব্যর্থ করিবার শক্তি কাহারো নাই।

وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰٓى اٰمَنَّا بِهٖ অর্থাৎ পথ-নির্দেশক বাণী শুনিয়া আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। ইহা তাহাদিগের জন্য গৌরবের ও মর্যাদার বিষয়।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকিবে না।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) সহ অনেকে বলেন ঃ .... فَلَا يَخَافُ অর্থাৎ তাহার নেক আমল নষ্ট হইয়া কমিয়া যাওয়ার কোন ভয় থাকিবে না। যেমন অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদারদের জুলুম ও ক্ষতির কোন আশংকা থাকিবে না।

وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ অর্থাৎ আমাদিগের কত আত্মসমর্পণকারী মুসলিম আর কতক সীমালংঘনকারী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا অর্থাৎ যাহারা আত্মসমর্পণকারী তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বাছিয়া লয়। অর্থাৎ তাহারা নিজেদের জন্য মুক্তির পথ অনুসন্ধান করিয়াছে।

وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا অর্থাৎ সীমালংঘনকারী হইল জাহান্নামের ইন্ধন।

وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের দুই ধরনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমত যদি সীমালংঘনকারীরা সীমালংঘন না করিয়া ইসলামের উপর অটল থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে প্রচুর বারি

বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করিতাম অর্থাৎ স্বচ্ছল জীবিকা দান করিতাম। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ -

অর্থাৎ যদি তাহারা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং তাহাদিগের প্রতি আমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগের মাথার উপর ও পায়ের নীচ হইতে খাদ্য লাভ করিত। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَات مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ। অর্থাৎ যদি পল্লীবাসীরা ঈমান আনয়ন করিত, তাকওয়া অবলম্বন করিত; তাহা হইলে আমি আকাশ ও যমীন হইতে নানা বরকতের দ্বার খুলিয়া দিতাম। আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিলে لِنَفْتِنَهُمْ এর অর্থ হইবে لِنَخْتَبِرَهُمْ যদ্দারা আমি উহাদিগকে পরীক্ষা করিতাম। যেমন মালিক (র) যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, لِنَفْتِنَهُمْ অর্থাৎ-যদ্দারা আমি পরীক্ষা করিব যে, কে হিদায়াতের উপর অটল থাকে আর কে হিদায়াতের পথ ছাড়িয়া ভ্রান্তপথ অবলম্বন করে।

দ্বিতীয় অর্থ ঃ সীমালংঘনকারীরা সকলেই যদি ভ্রান্তপথে অটল থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের জন্য জীবিকার দ্বার খুলিয়া দিয়া আরো সুযোগ করিয়া দিব। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ -

অর্থাৎ যখন তারা আমার উপদেশাবলী ভুলিয়া যায় তখন আমি তাহাদিগের জন্য সব কিছুর দ্বার খুলিয়া দেই। অতঃপর আমার দেওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দে তাহারা বিভোর হইয়া পড়ে তখন হঠাৎ করিয়া একদিন আমি তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলি।

وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا অর্থাৎ- যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হয় তিনি তাহাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَذَابًا صَعَدًا। অর্থ-এমন শাস্তি যাহাতে আরামের লেশমাত্র নাই।

এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صعد জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, صعد জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

(١٨) وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۙ

(١٩) وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ؕ

(٢٠) قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ○

(٢١) قُلْ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ○

(٢٢) قُلْ اِنِّيْ لَنْ يُّجِيْرَنِيْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا ۙ

(٢٣) اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ
نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

(٢٤) حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○

১৮. এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও ডাকিও না।

১৯. আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাহার নিকট ভিড় জমাইল।

২০. বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁহার সংগে কাহাকেও শরীক করি না।'

২১. বল, 'আমি তোমাদিগের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নহি।'

২২. বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে কেহই আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাইব না।'

২৩. 'কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পৌঁছান এবং তাঁহার বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করিবে। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে অমান্য করে তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের অগ্নি; সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে।'

২৪. যখন উহারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করিবে তখন উহারা বুঝিতে পারিবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।

তাফসীর ঃ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا আর মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থান সমূহকে শিরক হইতে পবিত্র রাখ, তথায় আল্লাহ্ ব্যতীত কাহাকেও ডাকিও না এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখায় কাতাদা (র) বলেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাগণ তাহাদিগের গীর্জা এবং উপাসনালয়ে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত অন্যদেরকে শরীক স্থাপন করিত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে শিরক হইতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার নবী (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ الخ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয়; তখন বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ ছিল না।

আ'মাশ (র) বলেন, জিনেরা বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগকে অনুমতি দিন, আমরা আপনার মসজিদে আপনার সহিত নামায আদায় করি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন। অর্থাৎ- নামায পড় কিন্তু মানুষের সহিত মিশিও না।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌নে জুবাইর (র) বলেন, জিনেরা একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিয়াছিল যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা থাকি আপনার হইতে অনেক দূরে। এমতাবস্থায় বায়তুল্লাহ্ আসিয়া কিভাবে আমরা আপনার সহিত নামায পড়িতে পারি? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ- সকল মসজিদই আল্লাহ্‌র। উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করা ও নামায পড়া। অতএব তোমরা যেখানেই সম্ভব নামায আদায় কর। তবে আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিও না।

সুফিয়ান (র) বলেন, এই আয়াতটি বিশেষে কোন মসজিদ সম্পর্কে নয়-বরং দুনিয়ার সকল মসজিদ সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন ঃ আয়াতটি সিজদার অংগসমূহ সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ- যেসব অংগ দ্বারা সিজদা করা হয় সবই আল্লাহ্‌র দেয়া। অতএব তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও সিজদা করিও না। এতদসম্পর্কে সহীহ হাদীসে আছে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাকে সাতটি হাড্ডি দ্বারা সিজদা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) কপাল ও নাক (২-৩) দুই হাত (৪-৫) দুই হাঁটু ও ((৬-৭) পায়ের দুই পার্শ্ব।

وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا আর যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাঁহার নিকট ভিড় জমাইল।

আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কুরআন তিলাওয়াত করিতে দেখিয়া উহা শ্রবণ করিবার প্রবল আগ্রহে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা টের পান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ الخ আলোচ্য আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে। যেমন ঃ

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জিনেরা স্বজাতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল যে, সাহাবাগণের রাসূলের আনুগত্যের অবস্থা এই যে, তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হন, তখন তাঁহারাও দণ্ডায়মান হইয়া যায়, যখন তিনি রুকু করেন তাঁহারাও রুকু করে আর যখন তিনি সিজদা করেন তাঁহারাও সিজদা করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আনুগত্যের জন্য তাহারা সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্‌ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক যুক্তিসংগত। কারণ পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

অর্থাৎ- তাওহীদের বাণী প্রচারের পর যখন আরবের মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর নির্যাতন শুরু করে, তাঁহার বিরোধিতা করে এবং সত্যকে স্তব্ধ করিয়া দিবার চতুর্মুখী চক্রান্ত শুরু করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দীপ্ত কণ্ঠে এই ঘোষণা দিতে বলেন যে, আমি একমাত্র এক আল্লাহ্‌রই দাসত্ব করি, যাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি ও তাঁহারই উপর ভরসা করি আর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করি না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ اِنِّىْ لَاۤ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র। আল্লাহ্ আমার নিকট অহী প্রেরণ করেন আর আল্লাহ্‌রই একজন আজ্ঞাবহ দাস। তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার বা হিদায়াত দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। এই সব কিছুর ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। আর আমিও যদি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করি তো আল্লাহ্‌র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

قُلْ اِنِّىْ لَنْ يُّجِيْرَنِىْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا

অর্থাৎ-আপনি আরো বলুন যে, আমি যদি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করি তো আল্লাহ্‌র আযাব হইতে কেহ আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না আর আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারো নিকট আমি আশ্রয় পাইব না।

মুজাহিদ , কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ مُلْتَحَدًا অর্থ- ملجا অর্থাৎ- আশ্রয়স্থল। কাতাদা (র) বলেন ঃ সাহায্যকারী ও আশ্রয়স্থল। এক বর্ণনায় আছে যে, مُلْتَحَدًا অর্থ- অভিভাবক ও আশ্রয় দানকারী। اِلاَّ بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ। কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি কাহাকেও হিদায়াত দিবার বা বিভ্রান্ত করিবার মালিক নহি। আল্লাহ্ আমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করেন তাহা পৌছাইয়া দেওয়াই কেবল আমার দায়িত্ব।

কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ আমাকে যেই রিসালাতের দায়িত্ব দিয়াছেন তাহা পালন করিয়াই কেবল আমি আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা পাইতে পারি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآاُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ-

অর্থাৎ হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হয়, আপনি উহা মানুষের নিকট পৌছাইয়া দিন। আর যদি আপনি তাহা না করেন তাহা হইলে আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন নাই। আল্লাহ্ই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন।

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا অর্থাৎ আমি তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র রিসালাত পৌছাইয়া দিয়াছি। ইহার পরও যদি কেহ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে জাহান্নামের অগ্নিই হইবে তাহার পরিণাম। আজীবন সে জাহান্নামে অবস্থান করিবে, কখনো সেথা হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَايُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا অর্থাৎ জিন ও মানুষের মধ্যে যাহারা মুশরিক, তাহারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখিয়া তখন বুঝিতে পারিবে যে, সাহায্যকারীরূপে কে দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা অল্প। অর্থাৎ সেদিন মুশরিকদের কোনই সাহায্যকারী থাকিবে না এবং আল্লাহ্র সৈন্য বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তাহারা নিতান্তই নগণ্য।

(٢٥) قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ اَمَدًا ○

(٢٦) عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ○

(٢٧) إِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۙ

(٢٨) لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۧ

২৫. বল, 'আমি জানি না তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক ইহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?'

২৬. 'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না,

২৭. 'তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন,

২৮. 'রাসূলগণ তাহাদিগকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কি না জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে এই কথা বলিয়া দিবার জন্য তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কিয়ামত শীঘ্রই সংঘটিত হইবে, না কি বিলম্বে আমার তাহা জানা নাই।

قُلْ اِنْ اَدْرِىْ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّىْٓ اَمَدًا ؟ অর্থাৎ আপনি বলুন, আমি জানি না যে, তোমাদিগকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আসন্ন নাকি আমার প্রতিপালক তাহার জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করিবেন?

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ভূগর্ভ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ব্যাপারে মূর্খ সমাজে যে একটি কথা প্রচলিত আছে উহা অসার ও ভিত্তিহীন। ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা হইলে-তিনি তাহার কোন উত্তর দিতেন না। জিবরাঈল (আ) এক বেদুঈনের আকৃতিতে আসিয়া কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে এই বিষয়ে তিনি প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী জানেন না।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, এক বেদুঈন লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামত কখন হইবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ আগে বল, কিয়ামতের জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিয়াছ ?

লোকটি বলিল, নামায-রোযা তো বেশী কিছু করিতে পারি নাই, তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহাই যদি হয় তো তুমি তোমার প্রিয়পাত্রদের সঙ্গী হইবে।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ এই হাদীস শুনিয়া আমরা যতটুকু খুশী হইয়াছি অন্য কিছুতে ততটুকু খুশী হইতে পারি নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে আদম সন্তান! যদি তোমাদিগের জ্ঞান থাকে তাহা হইলে নিজেদেরকে তোমরা মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। যাহার হাতে আমার জীবন আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমাদিগকে যাহার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا - اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সমানভাবে অবগত। তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত সৃষ্টির কাহারও নিকট নিজের জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন না। তিনি যাহাকে অবগত করান কেবল সেই উহা বলিতে পারে। এই আয়াতে রাসূল বলিতে ফেরেশতা ও মানব উভয়কেই বুঝানো হইয়াছে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মনোনীত যে রাসূলকে ইলম দান করেন তাহার নিরাপত্তা এবং সেই ইলমের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে তাঁহার আশে-পাশে সর্বদা ফেরেশতাদের প্রহরা নিয়োজিত করিয়া রাখেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا অর্থাৎ রাসূলগণ তাহাদিগের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য; রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সবকিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

আলোচ্য আয়াতে لِيَعْلَمَ (অর্থাৎ যেন সে জানিতে পারে)-এর কর্তা কে ? অর্থাৎ কি জানিবে ? এই ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঃ জানিবেন রাসূল (সা)। যেমন ঃ لِيَعْلَمَ الرَّسُوْلُ অর্থাৎ যেন রাসূল (সা) জানিতে পারেন।

ইব্ন জারীর (র) .... সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ওহী লইয়া আসিবার সময় চারজন প্রহরী ফেরেশতা হযরত

জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে থাকিতেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝিতে পারেন যে, ফেরেশতারা তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র পয়গাম সঠিকভাবে পৌঁছাইয়াছেন। যাহ্হাক, সুদ্দী এবং ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র)-ও এই বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

আব্দুর রাযযাক (র) মা'মার (র) সূত্রে কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا الخ অর্থ যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানিতে পারেন যে, রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন ঃ لِيَعْلَمَ অর্থাৎ মানুষরা যেন জানিতে পারে যে, রাসূলগণ আল্লাহ্‌র পয়গাম যথাযথভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়াছেন অর্থাৎ لِيَعْلَمَ এর কর্তা হইল মানুষ।

ইব্ন জাওযী (র) যাদুল মসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, لِيَعْلَمَ -এর কর্তা হলো আল্লাহ্। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁহার রাসূলদেরকে হেফাজত করেন, যাহাতে তাহারা নির্বিঘ্নে রিসালাতের দায়িত্ব আদায় করিতে পারে, যেন আল্লাহ্ তা'আলা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ অর্থাৎ তুমি ইবাদতে যে কিবলা অনুসরণ করিতেছিলে উহাকে এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, যাহাতে আমি জানিতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরিয়া যায়?

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্ জানিতে পারেন যে, কে মু'মিন আর কে মুনাফিক। এইরূপ আরো বহু আয়াত রহিয়াছে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব হইতে সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তাই এইসব আয়াতের অর্থ নতুন করিয়া জানা নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার জানা বিষয়টিই বাস্তবে প্রকাশ করা। এজন্য পরে বলিয়াছেন ঃ

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا অর্থাৎ রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সব কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দারুন নদওয়ায় একত্রিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, এই লোকটিকে (মুহাম্মদ (সা)-এর) এমন একটি নাম নির্বাচন করা হোক যেন তাহা শুনিয়া বহিরাগত লোকেরা তাহার কাছে না ভিড়ে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে কেহ বলিল, কাহিন (গণক) রাখা হউক; অন্যরা বলিল, না, সে তো কাহিন নহে। কেহ বলিল, মাজনূন (পাগল) আখ্যা দেওয়া হউক। অন্যরা বলিল, না, সে তো পাগল নহে। কেহ বলিল, সাহির (যাদুকর) আখ্যা দেওয়া হইক। অন্যরা বলিল, না, সে তো সাহিরও নহে। এইভাবে তাহারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈঠক এইখানেই শেষ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ভারাক্রান্ত মনে কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। ইত্যবসরে হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ও يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ। (হে বস্ত্রাবৃত! হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!) বলিয়া ডাক দিলেন।

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۙ

(٢) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ

(٣) نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ

(٤) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۗ

(٥) اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ○

(٦) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۗ

(٧) اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

(٨) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

(٩) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝

১. হে বস্ত্রাবৃত!
২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।
৩. অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প।
৪. অথবা তদপেক্ষা বেশী। আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।
৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।
৬. অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।
৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রহিয়াছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
৮. সুতরাং তুমি প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও।
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়ক রূপে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সা)-কে নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি রাত্রিকালে বস্ত্রাবৃত হইয়া শুইয়া থাকা বর্জন করুন এবং উঠিয়া তাহাজ্জুদ আদায় করুন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ তাহাদিগের পার্শ্বদেশ বিছানা হইতে আলগা করে। তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ও আশায় আর আমি তাহাদিগকে যাহা দিয়াছি উহা হইতে (আল্লাহ্র রাস্তায়) ব্যয় করে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি যথাযথভাবে উহা পালন করিতেন। রাত জাগিয়া এই তাহাজ্জুদ পড়া কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্যই ওয়াজিব ছিল। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থাৎ আর আপনি রাতে কিয়দাংশে তাহাজ্জুদ পড়ুন। এই নির্দেশ কেবলমাত্র আপনারই জন্য। আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে মাকামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন।

আর এইখানে উহার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর কিছু অংশ ব্যতীত।"

ইব্ন আব্বাস (রা), যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অর্থ, হে ঘুমন্ত ব্যক্তি! কাতাদা (র) বলেন ঃ হে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি! ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া ছিলেন।

نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ অর্থাৎ তোমাকে অর্ধরাত্র জাগ্রত থাকিয়া তাহাজ্জুদ পড়িবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ইহার চেয়ে কিছু কম বা বেশী করিলে তাহাতে কোন অসুবিধা নাই।

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا অর্থাৎ আর কুরআন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত কর। কারণ এইভাবে থামিয়া থামিয়া পড়িলে কুরআন বুঝিতে সুবিধা হইবে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন এইভাবেই তিলাওয়াত করিতেন।

হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) এত ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত করিতেন যে, ছোট্ট একটি সূরা পড়িতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন খুব দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিতেন। এরপর তিনি নমুনা স্বরূপ বিসমিল্লাহ্র প্রতিটি শব্দ তথা আল্লাহ্ আর-রাহমান ও আর-রাহীম দীর্ঘ করিয়া পড়িয়া শুনান।

ইব্ন জুরায়জ (র) ইব্ন আবী মুলাইকা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআন কিভাবে পাঠ করিতেন হযতর উম্মে সালামা (রা)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে উত্তরে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরআনের প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথকভাবে তিলাওয়াত করিতেন। যেমন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - وَغَيْرَهٗ -

ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠককে বলা হইবে, পড় আর উপরে উঠিতে থাক। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে পাঠ করিতে ঠিক সেভাবেই পাঠ কর। এইভাবে পড়িতে শেষ আয়াত যেই স্থানে সমাপ্ত হইবে সেইখানেই তোমার ঠিকানা। ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী (র) ও নাসায়ী (র) সুফিয়ান সাওরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের স্বর দ্বারা তোমরা কুরআনকে সুসজ্জিত কর। যে ব্যক্তি সুন্দর আওয়াজে কুরআন পাঠ করে না, সে আমাদের লোক নয়। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ এই লোকটিকে আল্লাহ্ তা'আলা দাঊদ (আ)-এর স্বর দান করিয়াছেন। এই মন্তব্য শুনিয়া আবূ মূসা (রা) বলিয়াছিলেন, আপনি আমার কুরআন পাঠ শুনিতেছেন, জানিলে আমি আরো সুন্দর স্বরে পাঠ করিতাম।

ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন কুরআনকে তোমরা বালির মত বিক্ষিপ্ত করিয়া এবং কবিতার মত অশ্রদ্ধার সহিত পড়িও না। বিস্ময়কর অর্থবোধক আয়াত পাঠ করিয়া থামিয়া উহা দ্বারা মনে আন্দোলন সৃষ্টি কর। কিভাবে সূরা শেষ করিবে কেবল এই চিন্তা করিও না।

ইমাম বুখারী (র) .... আমর ইব্ন মুররা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মুররা (র) বলেন, আমি আবূ ওয়ায়েলকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি গত রাতে মুফাস্সালের সব ক'টি সূরা একই রাকাআতে পাঠ করিয়াছি। শুনিয়া ইব্ন মাসউদ (রা) বলিলেন ঃ তবে তো তুমি কবিতা পাঠের ন্যায় খুব দ্রুতই পড়িয়াছ। আমার সেই পাশাপাশি সূরাগুলির কথা মনে আছে, যেইগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) একত্রে মিলাইয়া পড়িতেন। এরপর তিনি মুফাস্সালের বিশটি সূরার নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাকাআতে একত্রে ইহার দুইটি মাত্র সূরা পাঠ করিতেন।

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا। অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিতেছি গুরুভার বাণী।

হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ قَوْلًا ثَقِيلًا অর্থাৎ আমি তোমার উপর এমন বাণী অবতীর্ণ করিতেছি যাহার উপর আমল করা হইবে কষ্টকর।

কেহ কেহ বলেন ঃ এমন বাণী অবতীর্ণ করিব, যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে অবতরণকালে ভারী বলিয়া অনুভূত হইবে। যেমন ঃ হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন ঃ একবার ওহী অবতরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রান আমার রানের উপর ছিল। ওহীর ভারে আমার রান ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আমর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ওহী আগমনের পূর্বে কি আপনি টের পান? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, ওহী অবতরণের সময় কড়া নড়িবার ন্যায় আওয়াজ শুনিতে পাই। তখন আমি নিরব হইয়া যাই। অতঃপর যখন আমার উপর ওহী অবতীর্ণ হয় তখন আমার মনে হয় যে,এই বুঝি আমি মরিয়া গেলাম।

ইমাম বুখারী (র) ... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, হারিছ ইব্ন হিশাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার নিকট ওহী কিভাবে আগমন করে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার নিকট ওহী কখনো ঘন্টার আওয়াজের ন্যায় আসে। এই পদ্ধতিই আমার জন্য বেশী কষ্টকর হয়। আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সংগে সংগে আমার সব মুখস্ত হইয়া যায়। কখনো কখনো (আমার পরিচিত) কোন মানুষের আকৃতি ধরিয়া ফেরেশ্তা আসিয়া আমার সহিত সরাসরি কথা বলেন, আর তিনি যাহা বলেন আমি সংগে সংগে উহা মুখস্ত করিয়া ফেলি। হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা যে, প্রচণ্ড শীতের দিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে শেষে তাঁহার কপাল হইতে ঘাম ভাসিয়া পড়িত।

ইমাম আহমদ (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভারে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত।

ইব্‌ন জারীর (র) ..... উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া (রা) বলেন, উষ্ট্রীর উপর আরোহী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইলে ওহীর ভারে উষ্ট্রী নুইয়া পড়িত। এমনকি ওহী অবরতণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উষ্ট্রী আর নড়াচড়া করিতে পারিত না। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, ওহী অবতরণ কালে যেমন ভারী ছিল ওহী অনুযায়ী আমল করাও তেমন ভারী কাজ।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ ওহী দুনিয়াতে যেমন ভারী, তেমনি কিয়ামতের দিনও পাল্লায় ভারী হইবে।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلاً "অবশ্য রাত্রিকালে উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্য স্ফূরণে সঠিক।"

আবূ ইসহাক (র) সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাবশা ভাষায় نَشَأَ দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইব্‌ন উমর, ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন যুবায়র (রা) বলেন ঃ গোটা রাতকেই نَاشِئَةً বলা হয়। মুজাহিদ (র) সহ আরো অনেকে এই মতই পোষণ করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে একটি বর্ণনা আছে যে, ইশার পরবর্তী সময়কে نَاشِئَةً বলা হয়। আবূ মিজলায, কাতাদা, সালিম, আবূ হাযিম ও মুহাম্মদ ইব্‌ন মুনকাদির (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। মোটকথা রাতের প্রতিটি সময়কেই نَاشِئَةً বলা হয়।

আয়াতের মর্মার্থ হলো এই যে, রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িলে অন্তর ও যবান একাকার হইয়া যায়। মুখে যাহা তিলাওয়াত করা হয় সঙ্গে সঙ্গে উহা অন্তরে গাঁথিয়া যায়। দিবসের তুলনায় রাত্রিকালে ইবাদতে ও তিলাওয়াতে একাগ্রতা বেশী থাকে।

আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) .... আ'মাশ (র) হইতে বর্ণনা করেন। আ'মাশ (র) বলেন, হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) وَّاَقْوَمُ قِيْلاً এর وَاَصْوَبُ قِيْلاً পাঠ করিলেন শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, আমরা তো وَّاَقْوَمُ قِيْلاً পাঠ করিয়া থাকি। উত্তরে আনাস (রা) বলিলেন, أصوب - اقوم - أهيأ ইত্যাদি একই অর্থবোধক শব্দ।

اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً দিবসে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা রহিয়াছে। অর্থাৎ দিবসে আপনার জন্য নিদ্রা ও বিশ্রামের জন্য অনেক সময় রহিয়াছে। তখন অনেক নফল পড়িতে পারিবেন এবং দুনিয়াবী কাজ-কর্ম করিতে পারিবেন। তাই রজনীকে কেবল আখিরাতের কাজের জন্যই রাখিয়া দিন। উল্লেখ্য যে, সে সময় তাহাজ্জুদ নামায সকলের জন্য ফরয ছিল। এই নির্দেশ ছিল তখনকার জন্য। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর দয়া পরবশ হইয়া তাহাজ্জুদের নামায নফল করিয়া দেন এবং পরিমাণেও কমাইয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র) .... সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) এক পর্যায়ে তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া মদীনায় চলিয়া যান। যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য দ্বারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া আমৃত্যু আল্লাহ্‌র পথে রূম রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবার মনস্থ করেন। মদীনায় পৌঁছিয়া নিজ গোত্রের সাক্ষাৎ করিয়া মনের কথা ব্যক্ত করেন। শুনিয়া তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের মধ্য হইতে ছয়জন লোক এই ধরনের ইচ্ছা পোষণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বারণ করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ আমার মধ্যেই কি তোমাদিগের জন্য উত্তম আদর্শ নেই ? এই ঘটনা শুনিয়া সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন এবং তখনই উপস্থিত লোকদেরকে সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রীর তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেন।

ইতিমধ্যে তিনি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিত্‌র নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে বিতর সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা) সবচেয়ে ভালো বলিতে পারিবেন। তুমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর এবং ফিরিয়া আসিয়া তিনি কি বলেন তাহা আমাকে জানাইও।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হাকীম ইব্‌ন আফলাহ (রা)-এর নিকট যাই এবং আমাকে হযরত আয়িশা (রা)-এর কাছে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। কারণ হযরত আলী ও তালহার প্রতিপক্ষের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তাঁহাকে কোন কথা না বলিতে আমি বারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না।

সাঈদ ইব্‌ন হিশাম (রা) বলেন, ইহার পরও আমার পীড়াপীড়িতে অগত্যা তিনি সম্মত হইলেন। আমরা দুইজন হযরত আয়িশা (রা)-এর ঘরে উপস্থিত হই। দেখিয়া হযরত আয়িশা (রা) (পর্দার আড়াল হইতে) জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হাকীম ? হাকীম বলিলেন, হ্যাঁ। আয়িশা বলিলেন, তোমার সঙ্গে আর কে? বলিলেন, সাঈদ ইব্‌ন হিশাম। আয়িশা (রা) বলিলেন, কোন্ হিশাম? হাকীম বলিলেন, আমিরের পুত্র হিশাম। শুনিয়া আয়িশা (রা) আমিরের জন্য রহমতের দু'আ করিলেন ও বলিলেন, আমির বড় ভালো লোক ছিল। আমি বলিলাম, উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র কেমন ছিল একটু বলুন। উত্তরে আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ তুমি কি কুরআন পড় না ? বলিলাম, হ্যাঁ, পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই কুরআনই ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চরিত্র। অতঃপর আমি উঠিয়া আসিতে উপক্রম হই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদের কথা মনে পড়ে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয্‌যাম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন, এই সূরার শুরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাজ্জুদ ফরয করিয়াছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবা-কিরাম এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়েন। এতে তাঁহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। দীর্ঘ বার মাস এইভাবে তাহাজ্জুদ পড়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা অত্র সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া ফরযের পরিবর্তে তাহাজ্জুদ নফল করিয়া দেন।

সাঈদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হই। হঠাৎ বিতর নামাযের কথা মনে পড়িয়া যায় । ফলে বলিলাম, হে মু'মিন জননী! রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিত্র নামায সম্পর্কে কিছু বলুন। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ আমরা রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য মিসওয়াক ও উযূর পানি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম। সময়মত তিনি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া মিসওয়াক করিয়া উযূ করিতেন এবং একত্রে আট রাকাত নামায পড়িতেন। এই আট রাকাতের মাঝে আর তিনি বসিতেন না। অষ্টম রাকাতে বসিয়া আল্লাহ্র যিক্র করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর সালাম না ফিরাইয়া উঠিয়া আরো এক রাকাত পড়িয়া বসিয়া আল্লাহ্র যিক্র করিতেন ও দু'আ করিতেন। অতঃপর উচ্চস্বরে সালাম ফিরাইতেন, যাহা আমরা শুনিতে পাইতাম। তারপর বসিয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এইভাবে তিনি এগার রাকাত নামায পড়িতেন। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বৃদ্ধ হইয়া যান এবং শরীর ভারী হইয়া যায়, তখন প্রথমে বেজোড় সাত রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া বসিয়া আরো দুই রাকাত সর্বমোট নয় রাকাত নামায পড়িতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নামায পড়িলে তাহা নিয়মিত পড়িতেন। (শুরু করিয়া কয়দিন পর আবার ছাড়িয়া দিতেন না)। কোন ব্যস্ততা, নিদ্রা বা রোগ-ব্যাধির কারণে রাতের নামায পড়িতে না পারিলে দিনের বেলা বার রাকাত পড়িয়া লইতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুরা কুরআন এক রাত্রে খতম করিয়াছেন বা রমযান ব্যতীত অন্য কখনো ধারাবাহিকভাবে একমাস রোযা রখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া হযরত আয়িশা (রা)-এর সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে উহা আদ্যোপান্ত তাঁহাকে অবহিত করি। শুনিয়া তিনি আয়িশা (রা)-এর বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিলেন, তাহার কাছে আসা-যাওয়া থাকিলে আমি সরাসরি তাঁহার সহিত এইসব বিষয়ে আলাপ করিতাম। ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা মুয্যাম্মিলের প্রথমাংশ নাযিল হওয়ার পর সাহাবা-কিরাম রমযান মাসের ন্যায় রাত জাগিয়া নামায পড়িতে শুরু করে। এইভাবে এক বছর অতিবাহিত হইবার পর শেষাংশ নাযিল হয়।

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ আব্দুর রহমান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আবদুর রহমান (রা) বলেন, সূরা মুয্যাম্মিল অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ দীর্ঘ এক বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ে। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। অতঃপর فَاقْرَءُوْا مَاتَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْاٰنِ এই আয়াতটি নাযিল হয়। ইহার পর সাহাবাগণ স্বস্তি লাভ করেন। হাসান বসরী (র) এবং সুদ্দী (র) এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন হিশাম (রা) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্

(সা)-এর রাতের জাগরণ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আয়িশা (রা) বলিলেন, তুমি কি সূরা মুয্যাম্মিল পড় না ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ পড়ি। আয়িশা (রা) বলিলেন ঃ এই সূরার শুরুতে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পড়িতে তাঁহাদিগের পা ফুলিয়া যাইত। ইহার ষোল মাস পর সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয়।

মা'মার (র) কাতাদা (র) হইতে قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার পর এক বছর বা দুই বছর সাহাবা কিরাম রাত জাগিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। ইহাতে তাহাদিগের পা পর্যন্ত ফুলিয়া যাইত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরার শেষাংশ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদকে শিথিল করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) .... সাঈদ ইব্ন জারীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জারীর (র) বলেন, يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা) দশ বছর যাবত রাত জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়িতে থাকেন। এক দল সাহাবাও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত তাহাজ্জুদ পড়িতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দশ বছর এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ الخ নাযিল করিয়া তাহাজ্জুদের বিধান শিথিল করিয়া দেন।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً অর্থাৎ হে রাসূল! অধিক পরিমাণে তুমি তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করিতে থাক এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের জন্য অবসর গ্রহণ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্ম থেকে অবসর হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হও। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ দুনিয়ার আবশ্যকীয় কাজ শেষে যখনই অবসর পাও, একনিষ্ঠভাবে আমার সাধনায় লিপ্ত হও।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবূ সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন হও। হাসান (র) বলেন ঃ সাধনায় লিপ্ত হও এবং নিজেকে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকাইয়া দাও। ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ পরিভাষায় ইবাদতকারীকে مُتَبَتِّلْ বলা হয়।

অর্থাৎ تبتيل আর ইবাদত একই অর্থবোধক শব্দ। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) تَبَتَّلْ তথা ঘর সংসার ও বিবাহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু ইবাদত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً অর্থাৎ গোটা জগতের নিয়ন্তা ও অধিকর্তা এক মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। আল্লাহ্ ছাড়া যেমন কাহারো ইবাদত তথা দাসত্ব করা যায় না, তেমনি তাওয়াক্কুল বা ভরসাও একমাত্র তাঁহারই

উপর করিতে হইবে। আর একমাত্র তাঁহাকেই কর্মবিধায়ক রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ "আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা কর।" অন্যত্র বলেন ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ "আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" এই ধরনের আরো বহু আয়াত আছে যাহাতে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদত ও আনুগত্য করিবার জন্য এবং আল্লাহ্রই উপর ভরসা করিবার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(١٠) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ○

(١١) وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ○

(١٢) اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ○

(١٣) وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ○

(١٤) يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ○

(١٥) اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۵ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى
فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ○

(١٦) فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ○

(١٧) فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ○

(١٨) السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ ۢبِهٖ ط كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ○

১০. লোকে যাহা বলে, তুমি তাহাতে ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল।

১১. ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে আর কিছুকালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও।

১২. আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

১৪. সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকরাশিতে পরিণত হইবে।

১৫. আমি তোমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছি এক রাসূল তোমাদিগের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম ফিরাউনের নিকট।

১৬. কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল, ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম।

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে সেইদিন যেইদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করিবে,

১৮. যেইদিন আকাশ হইবে বিদীর্ণ, তাঁহার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, নির্বোধ কাফিররা আপনার প্রতি যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কুৎসা রটায় আপনি তাহাতে ধৈর্যধারণ করুন এবং কোন রকম নিন্দা বা তিরস্কার না করিয়াই সৌজন্যের সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলুন।

অতঃপর কাফিদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন ঃ

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً অর্থাৎ আমাকে এবং প্রাচুর্যের অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে ছাড়িয়া দাও আর কিছুকালের জন্য তাহাদিগকে অবকাশ দাও। একদিন আমি উহাদিগকে দেখিয়া ছাড়িব। আমি ইহাদিগকে জানমাল উভয়টিই দান করিয়াছি। অন্যদের তুলনায় আমার আনুগত্যের ব্যাপারে ইহাদিগের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইহারা করিতেছে তাহার বিপরীত। তাই একদিন ইহার পরিণাম ইহাদিগের ভোগ করিতেই হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ ইহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর আযাবে নিক্ষেপ করিব।

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالاً وَّجَحِيْمًا অর্থাৎ "আমার নিকট আছে শৃংখল ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।"

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, তাউস, মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, আবূ ইমরান আল জাওনী, আবূ মিজলায, যাহ্হাক, হাম্মাদ ইব্ন আবূ সুলায়মান, কাতাদা, সুদ্দী, ইব্ন মুবারক এবং সাওরী (র)সহ আরো অনেকে বলেন ঃ اَنْكَالٌ অর্থ قيود তথা শৃংখল। جَحِيْمٌ অর্থ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আমার কাছে আরো আছে এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ অর্থাৎ এমন খাদ্য যাহা গলায় আটকাইয়া যায়। ফলে পেটের ভিতরেও প্রবেশ করে না এবং বাহিরও হয় না।

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلاً অর্থাৎ সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হইবে আর পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশিতে পরিণত হইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً ـ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنَاهُ اَخْذًا وَّبِيْلاً ـ

অর্থাৎ তোমাদিগের কর্মকাণ্ডের সাক্ষীস্বরূপ আমি তোমাদিগের নিকট এক রাসূল পাঠাইয়াছি যেমন পাঠাইয়াছিলাম ফিরআউনের নিকট। কিন্তু ফিরআউন সেই রাসূলকে অমান্য করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব তোমরা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমরা যদি আমার রাসূলকে অমান্য কর তো তোমাদিগকেও ফিরআউনের ন্যায় কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। বরং তোমাদিগের শাস্তি আরো কঠোর হইবে। কারণ, তোমাদিগের রাসূল ফিরআউনের নিকট প্রেরিত মূসা (আ) হইতে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও মহান। বিধায় তাঁহাকে অমান্য করা অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্র সহিত কুফরী কর, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না কর, তাহা হইলে তোমরা কিভাবে আল্লাহর আযাব হইতে রেহাই পাইবে, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করা হইবে?

দ্বিতীয়ত, তোমরা যদি কিয়ামত দিবসকেই অস্বীকার করিলে তো কি করিয়া তোমরা তাকওয়া ও খোদা-ভীতি অর্জন করিবে? বলাবাহুল্য যে, উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। তবে প্রথমটি বেশি উত্তম।

"কিশোর বৃদ্ধে পরিণত হইবে" অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিবেন, আল্লাহ্ কতজন হইতে কতজন? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন জাহান্নামী আর মাত্র একজন জান্নাতী। তখন যেই বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাতে কিশোররা বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে।

তাবারানী (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, "কিয়ামতের দিন তখন এই ঘটনা ঘটিবে যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বলিবেন, উঠ, তোমার সন্তানদের হইতে জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে

প্রেরণ কর। আদম (আ) বলিবেন, কি পরিমাণ জাহান্নামে পাঠাবো? আল্লাহ্ বলিবেন, প্রতি এক হাজার হইতে নয়শত নিরানব্বই জন। আর একজনই কেবল মুক্তি পাইবে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া সাহাবায়ে কিরাম ঘাবড়াইয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন ঃ "শুন! আদম সন্তানের সংখ্যা অনেক। ইয়াজূজ-মাজূজও আদম সন্তানেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদিগের কেহ এক হাজার ঔরসজাত সন্তান না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিবে না। এই ইয়াজূজ-মাজূজ আর তাহাদিগের স্বগোত্রীয়রা হইবে জাহান্নামী আর জান্নাত রহিল তোমাদিগের জন্য।

اَلسَّمَآءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসের ভয়াবহতায় আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। এই ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদা (র) করিয়াছেন।

كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا অর্থাৎ কিয়ামত দিবস সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন উহা বাস্তবায়িত হইবে— ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(١٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝
(٢٠) اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ
وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ اَنْ لَّنْ
تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۚ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ
مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ
وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا
الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ
مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۚ
اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার অভিরুচি সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক!

২০. তামার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদিগের একটি দলও এবং আল্লাহই নির্ধারণ করেন দিবস

ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা ইহার সঠিক হিসাব রাখিতে পার না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদিগের প্রতি ক্ষমা পরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদিগের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর; আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, কেহ কেহ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করিবে এবং কেহ কেহ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কাজেই কুরআন হইতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর; সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে তোমরা তাহা পাইবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, এই সূরাটি বিবেকবানদের জন্য উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ। বিধায় যাহার অভিরুচি আল্লাহ্র মজুরীর শর্তে সে তাহার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুত আল্লাহ্ হিদায়াত প্রদান করিবার ইচ্ছা না করিলে কেহই সঠিক পথ পাইতে পারে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে তোমরা ইচ্ছা করিতে পারিবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ অর্থাৎ হে নবী! আপনি এবং আপনার কতিপয় সংগী যে কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কখনো বা অর্ধাংশ আবার কখনো এক তৃতীয়াংশ সময়ে তাহাজ্জুদ আদায় করেন আপনার প্রতিপালক তদসম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তিনি জানেন যে, এই সবই আপনাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ আপনাদিগকে রাত্রি জাগরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়াছেন আপনারা অনবরত উহা পালন করিতে পারেন না। পারিবেনই বা কি করিয়া, ইহাতো আপনাদিগের জন্য কষ্টকর।

وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ অর্থাৎ আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। কখনো দিন-রাত সমান থাকে, কখনো বা দিন বড় রাত ছোট আবার কখনো বা ইহার বিপরীত।

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ আপনাদিগের উপর যে তাহাজ্জুদ ফরয করা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, আপনারা যথাযথভাবে হিসাব করিয়া উহা পালন করিতে পারিবেন না। কাজেই

এখন হইতে অনির্দিষ্টভাবে যতটুকু আপনাদিগের জন্য সহজ ততটুকু সময় জাগিয়া তাহাজ্জুদ পড়ুন ও উহাতে কুরআন পাঠ করুন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাঠ বলিয়া নামায পড়া বুঝাইয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝাইয়াছেন। যেমন ঃ

وَلاَتَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَتُخَافِتْ بِهَا "তোমার নামায তথা কিরাআতের স্বর বেশী উচ্চও করিও না আবার বেশী ক্ষীণও করিও না।" এইখানে সালাত বলিয়া কিরাআত বুঝানো হইয়াছে।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এই আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সহচরগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, নামাযে নির্দিষ্টভাবে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয নয়– বরং সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন একটি আয়াত পড়িলেই ফরয আদায় হইয়া যাইবে। ইহার সমর্থনে তাঁহারা এই একটি হাদীস পেশ করেন যে, এক ব্যক্তি নামাযে ভুল করিয়া ফেলিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ 'কুরআনের যাহা তোমার জন্য সহজ হয় তুমি পুনরায় তাহা পাঠ কর।'

জমহুর ইমামগণ ইহার জবাবে বলেন যে, বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না তাহার নামায হয় নাই।"

মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'যে নামাযে উম্মুল কুরআন (তথা সূরা ফাতিহা) পড়া হয় না উহা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।'

عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, এই উম্মতের বহু লোক অপারগতাবশত তাহাজ্জুদ আদায় করিতে সক্ষম হইবে না। কেহ অসুস্থ ও রুগ্ন হইবার কারণে পারিবে না। কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে আবার কেহ বা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত থাকিবে। ফলে তাহারা তাহাজ্জুদ পড়িবার অবকাশ পাইবে না। সুতরাং ঃ

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এইসব উযরের কারণে তোমরা তোমাদিগের সাধ্য পরিমাণ তাহাজ্জুদ আদায় কর।

বলাবাহুল্য যে, আলোচ্য আয়াতটি অর্থাৎ عَلِمَ اللّٰهُ الخ বরং পুরা সূরাটিই মক্কী। তখনও জিহাদের বিধান দেওয়া হইয়াছিল না। অথচ এই আয়াতে জিহাদের কথা উল্লেখ

করা হইয়াছে। বস্তুত ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওতের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, ইহাতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য অদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......... আবূ রাজা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাজা মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, একজন কুরআনের হাফিজ, যিনি শুধু ফরয নামাযই আদায় করে কিন্তু তাহাজ্জুদ পড়ে না, তাঁহার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সে কুরআনকে তাকিয়া বানাইয়াছে আল্লাহ্‌র অভিশাপ তাহার উপর। আমি বলিলাম, হে আবূ সাঈদ! (হাসান) আল্লাহ্ তো বলিয়াছেন ঃ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই তো বলিয়াছেন, পাঁচ আয়াত পড়িলেও যথেষ্ট হইবে।

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হাসান বসরী (র) রাত জাগিয়া কিছু হইলেও তাহাজ্জুদ পড়া হাফিজদের জন্য ওয়াজিব মনে করিতেন। এ প্রসংগে এক হাদীসে আছে যে, ভোর পর্যন্ত সারারাত ঘুমাইয়া থাকে, এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন ঃ "এমন ব্যক্তির কানে শয়তান পেশাব করে।"

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, লোকটি আসলে ইশার নামায না পড়িয়াই শুইয়া থাকিত। অর্থাৎ ইশার নামায না পড়িয়া যাহারা শুইয়া থাকে শয়তান তাহাদিগের কানে পেশাব করিয়া দেয়। তবে কেহ কেহ তাহাজ্জুদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানের কিতাবসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "হে কুরআন ওয়ালারা! বিতর পড়।" অন্য হাদীসে আছে যে, "যে ব্যক্তি বিতর পড়িল না সে আমার লোক নয়।"

আবূ বকর ইব্ন আব্দুল আযীয হাম্বলী (র) বলেন ঃ রমযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়া ওয়াজিব। (তবে তাহাজ্জুদের ব্যাপারে সহীহ মাসলাক হলো এই যে, তাহাজ্জুদ রমযানে বা রমযানের বাহিরে কখনোই ওয়াজিব নয়)

وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ ফরয নামাযসমূহ আদায় কর এবং ফরয যাকাত প্রদান কর।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে। তবে উহার পরিমাণ নিসাব ও অন্যান্য বিধান অবতীর্ণ হইয়াছে হিজরতের পরে মদীনায়।

ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা (র) এবং আরো অনেকে বলেন, তাহাজ্জুদ ফরয হওয়া সম্পর্কিত এই আয়াতটি পরবর্তীতে রহিত হইয়া যায়। তবে কতদিন পর রহিত হয়, সেই ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। উপরে এই ব্যাপারে আলোচনা করা হইয়াছে।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, জনৈক ব্যক্তির এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন, "দিনে রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়।" লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! ইহা ছাড়া আর কোন নামায ফরয আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, ইহা ছাড়া সবই নফল।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে দান-সাদকা করিতে থাক, তিনি তোমাদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ কে আছো যে, আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান করিবে, ফলে আল্লাহ্ তাহার জন্য উহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন?

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا

অর্থাৎ তোমরা তোমাদিগের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভালো যাহা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করিবে, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট উহা পাইবে। উহা সেই সম্পদ হইতে উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য দুনিয়াতে রাখিয়া দাও।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা মুসিলী (র) আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যাহার নিকট নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয়? "উত্তরে সাহাবা কিরাম বলিলেন, হুযূর! কেন, আমরা সকলেই তো নিজের সম্পদ ওয়ারিসের সম্পদ হইতে প্রিয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহা বল, বুঝিয়া শুনিয়া বল।" সাহাবাগণ বলিলেন, হুযূর! আমরা তো এইরূপই জানি। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন, তোমরা যাহা (আল্লাহ্‌র নিকট) অগ্রিম প্রেরণ কর উহাই তোমাদের সম্পদ। আর যাহা দুনিয়াতে রাখিয়া দাও উহা ওয়ারিসের সম্পদ।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ অধিক পরিমাণে তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন এবং তাহার প্রতি দয়া করেন।

সূরা মুদ্দাছ্ছির

৫৭ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) يٰۤاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ○

(٢) قُمْ فَاَنْذِرْ ○

(٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ○

(٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ○

(٥) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ○

(٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ○

(٧) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ○

(٨) فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ○

(٩) فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ○

(١٠) عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ○

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত!
২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।
৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।
৪. তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।

৫. অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক,
৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।
৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।
৯. সেইদিন হইবে এক সংকটের দিন—
১০. যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

তাফসীর ঃ সহীহ বুখারীতে আছে যে, হযরত জাবির (রা) বলিতেন, কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাছছির নাযিল হয়। অপরদিকে জমহুর ইমামদের মত হইল যে, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত।

ইমাম বুখারী (র) ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ কাছীর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহইয়া (র) বলেন, আমি আবূ সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কুরআনের কোন্ অংশ সর্বপ্রথম নাযিল হয়? তিনি বলিলেন, يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ সর্বপ্রথম নাযিল হয়। আমি বলিলাম যে, অনেকে তো বলে যে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত اِقْرَأْ بِاسْمِ الخ আবূ সালামা (রা) বলিলেন, আমি হযরত জাবির (রা)-কে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা বলিয়াছ, আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যাহা বলিয়াছেন, আমি তোমাকে তাহাই বলিলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলাম। ফিরিবার সময় হঠাৎ শুনিতে পাইলাম যে, কে যেন আমাকে ডাকিতেছে। আমি ডানে, বামে ও সামনে-পিছনে চতুর্দিকে তাকাইয়াও কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সর্বশেষে উপরের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতে পাইলাম। অতঃপর খাদীজার নিকট আসিয়া বলিলাম, আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দাও আর আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢাল। তাহারা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া দিল এবং গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালিল। তখন يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ নাযিল হয়।

ইমাম মুসলিম (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুকাল ওহী বন্ধ থাকিবার ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ একদিন আমি হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে উপরের দিকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন আমি আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইলাম যে, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া ভয়ে আমি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। কোন রকমে বাড়িতে আসিয়া বলিলাম যে, তোমরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। ঘরের লোকেরা আমাকে কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ الى فَاهْجُرْ নাযিল করেন। অতঃপর অনবরত ওহী অবতীর্ণ হইতে থাকে।

আলোচ্য হাদীসের "হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল....... " রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই ঘটনার পূর্বেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট ওহীর আগমন ঘটিয়াছিল। বাস্তবিকই ইহার পূর্বে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ...... مَالَمْ يَعْلَمْ এই আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছিল। অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর পুনরায় ওহী আগমন শুরু করে। এই দুই বর্ণনার সমন্বয় হইল যে, সর্বপ্রথম اِقْرَأْ بِاسْمِ الخ নাযিল হয়। তাহার পর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত থাকিবার পর প্রথমে নাযিল হয় يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ الخ

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "অতঃপর কিছুকাল ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। এই সময় একটি আমি রাস্তায় হাঁটিতে ছিলাম। ইত্যবসরে আকাশ হইতে একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। ফলে আকাশ পানে চোখ তুলিয়া দেখিতে পাইলাম, হেরা গুহায় আমার নিকট যেই ফেরেশতা আসিয়াছিল, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে একটি চেয়ারে বসিয়া আছেন। দেখিয়া আমি ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইলাম। বাড়িতে গিয়া বলিলাম যে, আমাকে তোমরা কাপড় দ্বারা আবৃত কর। ঘরবাসীরা আমাকে কাপড় দ্বারা আবৃত করিল। অতঃপর يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ ...... فَاهْجُرْ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর অনবরত ওহী আসিতে আরম্ভ করে।" ইমাম বুখারী ও মুসলিম যুহরী (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তাবারানী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অলীদ ইব্‌ন মুগীরা একদিন কুরাইশদের জন্য ভোজসভার আয়োজন করে। ভোজন শেষে ওলীদ বলিল, আচ্ছা, তোমরাই এই লোকটি (মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে কি ধারণা করো? উত্তরে কেহ বলিল, লোকটি যাদুকর। কেহ বলিল, না, যাদুকর নয়। কেহ বলিল গণক, আবার কেহ বলিল, না, গণক নয়। কেহ বলিল, কবি, কেহ বা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, কবি নয়। কেহ বলিল, আসলে লোকটি যে ওহীর কথা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু। অবশেষে সকলেই এই মতটি সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সংবাদ পাইয়া যারপর নাই দুঃখিত হন এবং কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়েন। তখন আল্লাহ তা'আলা يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ الخ এই নাযিল করেন।

قُمْ فَأَنْذِرْ দূঢ়ভাবে কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং মানব জাতিকে আমরা আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ আর আপনার প্রতিপালকের মহত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ করুন।

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ আপনার পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন।

আজলাহ কান্‌দী ইকরিমা (রা) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট আসিয়া وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -এর অর্থ

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার অর্থ হইল অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতার পোষাক বর্জন কর, অর্থাৎ পাপ ও বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়িয়া দাও।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আরবের পরিভাষায় বলা হয় نَقِّيْ الثِّيَابَ কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখ অর্থাৎ গুনাহ বর্জন কর। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদ গুনাহ হইতে পবিত্র রাখুন।

মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ وَعَمَلَكَ فَاَصْلِحْ অর্থাৎ আপনার আমল সংশোধন করুন। আবূ রযীনও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

মুহাহিদ (র) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনি যাদুকরও নহেন, গণকও নহেন। অতঃপর কাফিররা যাহা বলে আপনি সেইদিকে মোটেই কর্ণপাত করিবেন না।

কাতাদা (র) বলেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ আপনার পরিচ্ছদকে আপনি অন্যায় অপরাধ হইতে পবিত্র রাখুন। কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে আরবের পরিভাষায় বলা হয় اِنَّهُ لَدَنَسَ الثِّيَابَ অর্থাৎ এই ব্যক্তি কাপড় অপরিচ্ছন্ন করিয়াছে আর প্রতিশ্রুতি পুরো করিলে এবং অন্যান্য অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিলে বলা হয় اِنَّهُ لَمُطَهِّرَ الثِّيَابَ অর্থাৎ অবশ্যই এই লোকটি পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্নকারী।

আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থাৎ তোমার পরিচ্ছদ যেন হারাম উপার্জন দ্বারা খরীদকৃত না হয়। মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র) বলেন, তোমার পরিচ্ছদ পানি দ্বারা ধৌত কর। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, মুশরিকরা স্বভাবত পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিত না। তাই আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিতেছেন যে, আপনি মুশরিকদের ন্যায় হইবেন না বরং নিজের দেহ ও পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখুন। ইব্ন জারীর (র) এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুত এই আয়াতে দেহ ও অন্তর উভয়টিই পবিত্র রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা তো আয়াত দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। আর আরবের পরিভাষায় অন্তরের জন্য ثِيَاب তথা পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবার প্রচলন রয়েছে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ অর্থ আপনার অন্তর ও নিয়ত পরিচ্ছন্ন রাখুন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুযায়ী ও হাসান বসরী (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আপনার চরিত্রকে নির্মল করুন।

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, ইকরিমা, কাতাদা, যুহরী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ আপনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করুন।

ইবরাহীম- ও যাহ্হাক (র) বলেন, আপনি অপরাধ ত্যাগ করুন। তবে উভয় ব্যাখ্যায়ই এই কথা অর্থ নয় যে, তিনি এই সব কাজে লিপ্ত ছিলেন। যেমন আল্লাহ্

বলেন ঃ يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَاتُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ হে নবী! আপনি আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের অনুসরণ করিবেন না। আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলিয়াছেন .... وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هَارُوْنَ মূসা তাহার ভাই হারুনকে বলিলেন, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দায়িত্ব পালন কর এবং নিজে সংশোধন হইয়া চল আর ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পথ অবলম্বন করিও না। মোটকথা এই সব আয়াতসমূহে যে সব দোষ-ত্রুটি বর্জন করিতে বলা হইয়াছে এই সবের মধ্যে নবী (সা) ও হারুন (আ) লিপ্ত ছিলেন না। অনুরূপ আলোচ্য আয়াতে নবী (সা)-কে মুর্তিপূজা ও গুনাহ বর্জন করিবার জন্য বলা অর্থ এই নহে যে, তিনি লিপ্ত আছেন। বরং অর্থ হইল যেরূপ বর্জন করিয়া আছেন সেরূপ সর্বদা বর্জন করিয়া থাকুন।

وَلَاتَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না। ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, তাউস, আবুল আহওয়াস, ইবরাহীম নাখয়ী, যাহ্হাক, কাতাদা, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি وَلَاتَمْنُنْ اَنْ تَسْتَكْثِرُ পড়িতেন। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় আমল করিয়া তোমার প্রতিপালকের উপর বড় কথা বলিও না।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ মঙ্গলজনক কাজ অধিক পরিমাণে করিবার ব্যাপারে দুর্বল হইও না। ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ নবী হইয়াছ বলিয়া মানুষের উপর বড়াই করিও না এবং মানুষের হইতে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করিও না। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এই চারটি ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ অর্থাৎ– আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় প্রতিপক্ষের জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করিয়া চলুন। এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ (র)-এর।

ইবরাহীম নাখয়ী (র) বলেন ঃ মানুষের যাহা কিছু উপকার করিবেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্রই জন্য করিবেন।

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ - فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ অর্থাৎ যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিন হইবে এক সংকটময় দিন, যাহা কাফিরদিগের জন্য সহজ নহে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, শাবী, যায়দ ইব্ন আসলাম, হাসান, কাতাদা, যাহ্হাক, রবী ইব্ন আনাস, সুদ্দী ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ اَلنَّاقُوْرُ। অর্থ اَلصُّوْرُ। অর্থাৎ শিংগা। মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার আকৃতি ঠিক শিং এর ন্যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমি কিভাবে সুখে দিন কাটাই? অথচ শিংগাওয়ালা ফেরেশতা শিংগা মুখে নিয়া অবনত মস্তকে অপেক্ষমান যে, কখন

আল্লাহ্ নির্দেশ দিবেন আর তিনি শিংগায় ফুৎকার দিবেন? শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এমতাবস্থায় আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি হে আল্লাহর রাসূল? রাসূল (সা) বলিলেন ঃ তোমরা বল যে, আল্লাহ্ই আমাদিগের জন্য যথেষ্ট, তিনিই আমাদিগের উত্তম কর্মবিধায়ক এবং তাঁহার উপরই আমাদিগের ভরসা।" ইমাম আহমদ ও ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ অর্থাৎ সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে সেই দিনটি হইবে বড় সংকটময়, যাহা কাফিরদের জন্য মোটেই সহজ নহে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

يَقُوْلُ الْكَافِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِيْرٌ কাফিররা বলিবে, ইহাতো একটি সংকটময় দিন। বসরার শাসনকর্তা যুরারা ইব্‌ন আওফা (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি সূরা মুদ্‌দাছ্‌ছির দ্বারা ফজরের নামাযের ইমামতি করেন। পড়িতে পড়িতে فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ পর্যন্ত পৌঁছিয়া সজোরে একটি চিৎকার দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করেন।

(١١) ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ

(١٢) وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ

(١٣) وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ

(١٤) وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ

(١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ

(١٦) كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۭ

(١٧) سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۭ

(١٨) اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ

(١٩) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(٢٠) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(٢١) ثُمَّ نَظَرَ ۙ

(٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ○

(٢٣) ثُمَّ اَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ ۙ○

(٢٤) فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۙ○

(٢٥) اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ؕ○

(٢٦) سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ○

(٢٧) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ؕ○

(٢٨) لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۚ○

(٢٩) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ○

(٣٠) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ؕ○

১১. আমাকে ছাড়িয়া দাও এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি অসাধারণ করিয়া।
১২. আমি তাহাকে দিয়াছি বিপুল ধন-সম্পদ,
১৩. এবং নিত্য সংগী পুত্রগণ,
১৪. এবং তাহাকে দিয়াছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ—
১৫. ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই।
১৬. না, তাহা হইবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।
১৭. আমি অচিরেই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করিব।
১৮. সে তো চিন্তা করিল এবং সিদ্ধান্ত করিল;
১৯. অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিল!
২০. আরো অভিশপ্ত হউক সে! কেমন করিয়া সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল!
২১. সে আবার চাহিয়া দেখিল।
২২. অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করিল ও মুখ বিকৃত করিল।
২৩. অতঃপর সে পিছন ফিরিল এবং দম্ভ প্রকাশ করিল।
২৪. এবং ঘোষণা করিল, 'ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,
২৫. 'ইহা তো মানুষেরই কথা।'
২৬. আমি তাহাকে নিক্ষেপ করিব সাকার-এ,
২৭. তুমি কি জান সাকার কী?

২৮. উহা উহাদিগকে জীবিতাবস্থায় রাখিবে না ও মৃত অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে না।

২৯. ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করিবে।

৩০. সাকার এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ঊনিশজন প্রহরী।

তাফসীর ঃ সেই নরাধম আল্লাহ্র অপরিসীম নিয়ামত লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে কৃতঘ্ন হইয়াছে এবং ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়া আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়াছে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিয়াছে, আল্লাহ্র কালামকে মানুষের মনগড়া কথা বলিয়া আখ্যা দিয়াছে; তাহার ব্যাপারে হুমকি প্রদর্শন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا অর্থাৎ ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং তাহাকে যাহাকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি নিঃসঙ্গ অবস্থায়। অর্থাৎ যখন সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার কোন সংগী-সাথী, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ছিল না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বিপুল ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন। مَالاً مَّمْدُوْدًا অর্থাৎ وَّاسِعًا অর্থাৎ বিপুল ধন-সম্পদ। কেহ বলেন, সেই লোকটির এক হাজার দীনার ছিল। কেহ বলেন ঃ এক লক্ষ দীনার। আরো অনেকে অনেক ধরনের মত পেশ করিয়াছেন।

وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে আরো দান করিয়াছিলেন এমন কতিপয় সন্তান, যাহারা সর্বদাই তাহার কাছে উপস্থিত থাকিত ও ভোগ বিলাসে মত্ত থাকিত। কখনো তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য দেশ-বিদেশে সফর করিত না বরং এইসব কাজের জন্য চাকর-বাকর ইত্যাদি নিয়োজিত ছিল। লোকটি এই বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তানদের নিয়া সর্বদা বিলাসিতার জীবন অতিবাহিত করিত।

সুদ্দী, আবূ মালিক ও আসিম ইব্ন উমর, ইব্ন কাতাদার ভাষ্য মতে সন্তানের সংখ্যা তের জন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন দশজন। বস্তুত পরিপূর্ণ সুখ লাভের জন্য সন্তানগণ মাতা-পিতার কাছে থাকা অপরিহার্য।

وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا অর্থাৎ আমি তাহাকে স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ, নানা রকমের সম্পদ ও বিলাস সামগ্রী ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ - اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا অর্থাৎ ইহার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাহাকে আরো অধিক দিই। না, তাহা হইবে না। কারণ সে আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। উল্লেখ্য যে, عَنِيْد তথা عَانِد এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহ্র নিয়ামতের না-শোকরী করে এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا 'আমি অবশ্যই তাহাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে আচ্ছন্ন করিব।'

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ وَيْلٌ জাহান্নামের একটি গর্তের

নাম। কাফিরদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করার পর দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সে নীচের দিকে গড়াইয়া পড়িয়া জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছিতে পারিবে না। আর صعود আগুনের একটি পাহাড়ের নাম। কাফিরদিগেকে উহাতে আরোহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। একটানা সত্তর বছর পর্যন্ত আরোহণ করিবে। অতঃপর আবার নীচে পড়িয়া যাইবে। আবার উঠিতে আরম্ভ করিবে। আবার পড়িয়া যাইবে। অনন্তকাল যাবত এইরূপ হইতেই থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ صَعُوْدٌ জাহান্নামস্থ আগুনের তৈরি একটি পাহাড়ের নাম। উহাতে চড়িবার জন্য কাফিরদিগকে বাধ্য করা হইবে। উহাতে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাত গলিয়া যাইবে। সরাইয়া নিলে আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তদ্রুপ পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে পা গলিয়া যাইবে, সরাইয়া নিলে ভালো হইয়া যাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ صَعُوْدٌ জাহান্নামের এক খণ্ড পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহার উপর উপুড় করিয়া রাখা হইবে।

সুদ্দী (র) বলেন صَعُوْدٌ জাহান্নামের একটি পিচ্ছিল পাথরের নাম। কাফিরদিগকে উহাতে চড়িবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

মুজাহিদ (রা) বলেন سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا অর্থাৎ কাফিরদিগকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন ঃ এমন শাস্তি দেওয়া হইবে যাহাতে আরামের লেশমাত্র থাকিবে না। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ। অর্থাৎ উল্লেখিত লোকটিকে এইরূপ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিবার কারণ হইল যে, সে একদিকে ঈমান হইতে দূরে রহিয়াছে এবং কুরআন সম্পর্কে কি উক্তি করিবে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ অর্থাৎ অভিশপ্ত হউক! সে কেমন করিয়া সে এমন সিদ্ধান্ত নিল। আরো অভিশপ্ত হউক সে কেমন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল! আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই তাহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন।

ثُمَّ نَظَرَ - ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ - ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ অর্থাৎ একবার চিন্তা-ভাবনা করিয়া সে কুরআনকে মানুষের কথা আখ্যা দিয়া পুনরায় চাহিয়া দেখিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া আবার পিছন ফিরিয়া দম্ভের সহিত বলিল, ইহা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নহে, ইহাতো আল্লাহ্‌র কথা নয়— মানুষেরই কথা। উল্লেখ্য যে, এইখানে যে লোকটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সে হইল বিশিষ্ট কুরাইশ নেতা ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা আল মাখযূমী। প্রাসংগিক ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

আওফী (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা একদিন হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসিয়া কুরআন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে

তিনি তাহার সামনে কুরআনের পরিচয় তুলিয়া ধরেন। ওলীদ ইব্ন মুগীরা ফিরিয়া গিয়া কুরাইশদের নিকট বলিল, ইব্ন আবূ কাবশার (অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর কথা শুনিয়া তো আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উনি যাহা বলেন, উহা কাব্য, যাদু বা মাতলামী কিছুই নহে। উহা যে, আল্লাহ্র কালাম তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা শুনিয়া অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অস্থির হইয়া বলিল, হায়! হায়! ওলীদই যদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া ফেলে তো অন্যান্য কুরাইশরাও তাহাই করিবে। আবূ জাহ্ল এই সংবাদ শুনিয়া বলিল, তোমাদিগের চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি একাই ওলীদকে ধর্ম ত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করিব। এই বলিয়া সে ওলীদের বাড়িতে যাইয়া তাহাকে বলিল, তুমি কি জান যে, তোমার সম্প্রদায় তোমার জন্য চাঁদা তুলিতেছে? তাহারা তোমাকে সাদকা প্রদান করিবে, বোধ হয়। ওলীদ বলিল, কেন্ আমার কি সম্পদের অভাব আছে? আমি কি ধনবল ও জনবলে সকলের শীর্ষে নহি? আবূ জাহল বলিল, তাহা তো ঠিক জানি কিন্তু শুনিলাম লোকে বলাবলি করে যে, তুমি না-কি দুই মুটো খাওয়ার জন্য ইব্ন আবূ কুহাফার (আবূ বকর (রা) কাছে যাতায়াত কর! তাই নাকি! আমার সম্প্রদায় আমার ব্যাপারে এইরূপ কথাবার্তা বলে? আল্লাহ্র কসম! জীবনে আর কখনো ইব্ন আবূ কুহাফা, উমর বা ইব্ন আবূ কাবশা (মুহাম্মদ (সা) কাহারো কাছেই যাইব না। মুহাম্মদ যাহা বলে তাহা তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া কিছুই নহে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ .... لاَتُبْقِىْ وَلاَتَذَرُ এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

কাতাদা (র) বলেন ঃ ওলীদ ইব্ন মুগীরা বলিয়াছিল যে, কুরআন সম্পর্কে অনেক চিন্তা-গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, মুহাম্মদ যাহা বলেন তাহা কাব্য নয়। তবে উহার লালিত্য ও মাধুর্য অস্বীকার করা যায় না। উহা অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে অন্যের দ্বারা নিজে প্রভাবিত হয় না। উহা যে লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الخ। নাযিল করেন।

ইব্ন জারীর (র) .... ইকরিমা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (রা) বলেন, ওলীদ ইব্ন মুগীরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাহাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া ওলীদ ইব্ন মুগীরার অন্তর বিগলিত হইয়া যায়। আবূ জাহল এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া ওলীদের কাছে আসিয়া বলিল, চাচাজান! আপনার সম্প্রদায় তো চাঁদা তুলিয়া আপনাকে কিছু দান-সাদকা করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছে। ওলীদ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার? আবূ জাহ্ল বলিল, ব্যাপার আর কি, কিছু পাওয়ার আশায় নাকি আপনি মুহাম্মদের পিছু ধরিয়াছেন। শুনিয়া ওলীদ বলিল, কেন, তাহারা কি জানে না যে, আমিই তাহাদিগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অর্থশালী! আবূ জাহ্ল বলিল, ঠিক আছে তাহাদিগের ধারণা যদি ভুলই হইয়া থাকে তো আপনি মুহাম্মদ সম্পর্কে এমন একটি মন্তব্য করুন যাহাতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, আপনি মুহাম্মদকে স্বীকার করেন না। ওলীদ বলিল, দেখ তোমাদের মধ্যে আমি একজন স্বনামধন্য কবি। অনেক কিছুই আমার জানা। কিন্তু মুহাম্মদ যাহা বলে, মানুষের

কোন কথার সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাই না। অপূর্ব মাধুর্যে ভরা তাহার কথা। অন্য সব কথাই তাহার কথার সামনে তুচ্ছ ও হীন বলিয়া মনে হয়। আবূ জাহ্‌ল! তুমিই বল, এমতাবস্থায় আমি তাহার সম্পর্কে কি-ই-বা বিরূপ মন্তব্য করিতে পারি? আবূ জাহ্‌ল বলিল, তবে মনে রাখিবেন মুহাম্মদ সম্পর্কে কঠোর ভাষায় কোন মন্তব্য না করা পর্যন্ত আপনার সম্প্রদায় আপনার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিতেছে তাহাদিগের অন্তর হইতে উহা মোচন করা যাইবে না। ওলীদ বলিল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিন, আমি চিন্তা করিয়া দেখি, কি বলা যায়। ওলীদ কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করিয়া বলিল, আসলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মুহাম্মদ যাহা বলে উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ কিছুই নয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ .... تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল করেন।

সুদ্দী (র)-এর মতে দারুন্নদওয়ার বৈঠকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কেহ বলিল, মুহাম্মদকে কবি আখ্যা দেওয়া হউক, কেহ বলিল যাদুকর সাব্যস্ত করা হউক, কেহ বলিল, গণক আবার কেহ বলিল, পাগল উপাধিতে ভূষিত করা হউক। তখন ওলীদ ইব্‌ন মুগীরা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া তাকাইয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ও মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে, উহা লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু বৈ নহে, ইহা তো মানুষেরই কথা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ অর্থাৎ আমি তাহাকে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করিব। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা সাকার এর ভয়াবহতার প্রতি ইংগিত করিয়া বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَاسَقَرُ আপনি কি জানেন যে, সাকার কি জিনিস?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন ঃ

لَاتُبْقِىْ وَلَاتَذَرُ অর্থাৎ এই সাকার জাহান্নামীদের অস্থি-মজ্জা, মেদ-গোশ্‌ত, চর্ম-চর্বি ইত্যাদি খাইয়া ফেলিবে। আবার পূর্বের ন্যায় ভালো হইয়া যাইবে। তা তথায় তাহারা মরিবেও না বাঁচিবেও না। আবূ সিনান, ইব্‌ন বুরায়দা এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ অর্থাৎ সাকার জাহান্নামীদের গাত্রচর্ম দগ্ধ করিয়া অন্ধকার রাতের চেয়েও কালো করিয়া ফেলিবে এবং দেহকে জ্বালাইয়া ভুনা করিয়া ফেলিবে।

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ অর্থাৎ সাকার-এর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট বৃহাদাকার ঊনিশজন প্রহরী।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... বারা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা (রা) এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ একদল ইয়াহুদী জনৈক সাহাবীকে জাহান্নামের প্রহরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই এই ব্যাপারে ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানেও এই সংবাদ দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'আলা عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবাদেরকে এই

আয়াত শুনাইয়া বলিলেন, 'ইয়াহূদীদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। তাহারা আসিলে আমি তাহাদিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, জান্নাতের মাটি কেমন। তোমরা শুনিয়া রাখ যে, জান্নাতের মাটি হইল সাদা ময়দার ন্যায়।" কিছুক্ষণ পর ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, বলুন তো জাহান্নামের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ (সা) দুইবার দুই হাতের আঙ্গুল উঠাইয়া দ্বিতীয়বারে এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর বলিলেন, "তোমরা বলতো জান্নাতের মাটি কেমন হইবে?" তাহারা বলিল, ভাই ইব্‌ন সালাম আপনিই জবাব দিন। ইব্‌ন সালাম বলিল, জান্নাতের মাটি হইল সাদা রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই রুটি হইল ময়দার তৈরি।"

আবূ বকর ইব্‌ন বায্‌যার (র) .... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! আপনার সাহাবীরা তো আজ ঠকিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কোন্ ব্যাপারে? লোকটি বলিল, কতিপয় ইয়াহূদী তাদের জাহান্নামীদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, আমরা আমাদিগের রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারিব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "যাহাদিগকে কোন অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা বলে যে, আমাদিগের নবীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমরা বলিতে প্যারিব না; তাহারা ঠকিল কি করিয়া? ঐ আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। ওরা তো সেই জাত যাহারা তাহাদিগের নবীর কাছে দাবি করিয়াছিল যে, আমাদিগকে আল্লাহ্‌কে প্রকাশ্যে দেখাও।"

সাহাবাগণ ইয়াহূদীদেরকে ডাকিয়া আনিলেন। আসিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, বল তো, আবুল কাসেম! জাহান্নামীদের প্রহরী কতজন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইংগিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, উনিশ জন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমরা বলতো, জান্নাতের মাটি কেমন? প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা একজন আরেকজনের দিকে তাকাইতে লাগিল। অতঃপর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এই তো রুটির ন্যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ " বল, ময়দার রুটির ন্যায়।"

(٣١) وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا
هُوَ ۭ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝

(٣٢) كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ

(٣٣) وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۙ

(٣٤) وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ

(٣٥) اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۙ

(٣٦) نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۙ

(٣٧) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝

৩১. আমি ফেরেশতাদিগকে করিয়াছি জাহান্নামের প্রহরী; কাফিরদিগের পরীক্ষা স্বরূপই আমি উহাদিগের এই সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছি, যাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীগণ সন্দেহ পোষণ না করে। ইহার ফলে, যাহাদিগের অন্তরে ব্যাধি আছে তাহারা ও কাফিররা বলিবে, 'আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন?' এইভাবে আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট এবং যাহাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।

৩২. কখনই না, উহারা ইহাতে কর্ণপাত করিবে না, চন্দ্রের শপথ,

৩৩. শপথ রাত্রির, যখন উহার অবসান ঘটে।

৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন উহা হয় আলোকোজ্জ্বল–

৩৫. এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম,

৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী—

৩৭. তোমাদিগের মধ্যে যে অগ্রসর হইতে চাহে কিংবা যে পিছাইয়া পড়ে, তাহার জন্য।

তাফসীর ঃ জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা হইবে উনিশ জন। এই কথা শুনিয়া আবূ জাহল বলিল, আরে! ভয়ের কি আছে? তোমরা দশজনে মিলে কি তাদের একজনকে অর্থাৎ একশত নব্বইজনে মিলে উনিশজনকে কি হারাইয়া দিতে পারিবে না? ইহার প্রতিবাদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً অর্থাৎ আমি যাহাদিগকে জাহান্নামের প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছি তাহারা হইল ফেরেশতা– তোমাদের মত মানুষ নয়; কঠোর স্বভাবের প্রবল শক্তিশালী এই ফেরেশতাদিগকে হারাইবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

বর্ণিত আছে যে, জাহান্নামের প্রহরীর সংখ্যা শুনিয়া কালদা ইব্‌ন উসায়দ ইব্‌ন খালক বলিল, আরে! চিন্তার কি আছে তোমরা সকলে মিলিয়া উহাদিগের দুইজনকে হারাইয়া দিও আর আমি একাই সতেরজনের সহিত বুঝাপড়া করিব। উল্লেখ্য যে, এই লোকটি বড় শক্তিশালী ও গর্বিত ছিল। যদি সে একটি গরুর চামড়ার উপর দাঁড়াইয়া থাকিত আর শক্তিশালী দশজন লোক চামড়াটি টানিয়া সরাইতে চাহিত, তো চামড়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইত, তবুও চামড়ার উপর হইতে তাহাকে সরানো যাইত না। এই লোকটিই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুস্তি লড়িবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, যদি আপনি কুস্তিতে আমাকে ধরাশায়ী করিতে পারেন, তো আমি আপনার উপর ঈমান আনিব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) কয়েকবার তাহাকে ধরাশায়ী করিবার পরও সে ঈমান আনে নাই। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাহার সহিত কুস্তি লড়িয়াছিলেন ইব্‌ন ইসহাকের মতে, তাহার নাম হইল রুকানা ইব্‌ন আব্‌দ ইয়াযীদ, ইব্‌ন হাশিম ইব্‌ন মুত্তালিব। তবে এই মতের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই। (হইতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়ের সহিতই কুস্তি লড়িয়াছিলেন।)

وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً -

অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরীদের সংখ্যা উল্লেখ করেছি শুধুমাত্র পরীক্ষা করিবার জন্য যে, ইহাতে একদিকে কাফিরদিগের কুফরী প্রকাশ পাইয়া গেল অন্যদিকে আহলে কিতাবরাও নিশ্চিত হইতে পারিল যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র সত্য নবী। কারণ তাহাদিগের কিতাবেও এই সংখ্যাটি উল্লেখ আছে। আরেকদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করায় মুসলমানদেরও ঈমান বাড়িয়া যায়। আর ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের অধিকারী মুনাফিক ও কাফিরদের আপত্তি হইল যে, এই কথাটি আবার কুরআনে উল্লেখ করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ এই ধরনের কথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা একদলকে হিদায়াত দান করেন আবার আরেক দলকে করেন বিভ্রান্ত অর্থাৎ– এ ধরনের কথায় অকপটে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একদল মানুষ পূর্বের তুলনায় আরো পাকা ঈমানদার হইয়া যায় আবার আরেকদল অবিশ্বাস করিয়া হয় মহাবিভ্রান্ত। ইহা ছাড়া এই ধরনের কথা উল্লেখ করার মধ্যে আরো বহু সূক্ষ্ম হিকমত নিহিত আছে।

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৈন্য সংখ্যা কত তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি এমন কিছু জানি যাহা তোমরা জান না, এমন কিছু শুনি যাহা তোমরা শোন না। আকাশ একবার চড় চড় শব্দ করিয়াছিল আর

তাহার উপযুক্ত কারণও আছে। আকাশের এক আঙ্গুল পরিমাণ এমন কোন জায়গাও নেই যেখানে সিজদারত ফেরেশতা নাই। আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানিলে তোমরা অল্প হাসিতে ও বেশি কাঁদিতে। বিছানায় শুইয়া স্ত্রী ভোগ করিতে পারিতে না এবং লোকালয় ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে। আবূ যর (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম যাহাকে কাটা যায় তাহা হইলে ভাল হইত। এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা পাইতাম।

তাবারানী (র)…. জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সাত আকাশে এক পা আধা হাত বা এক হাত রাখিবার জায়গাও খালি নাই– সর্বত্রই কোন না কোন ফেরেশতা হয়ত দাঁড়াইয়া আছে অথবা সিজদারত কিংবা রুকু অবস্থায় রহিয়াছে। কিয়ামতের দিন সকলেই বলিবে, "পূত-পবিত্র তুমি হে আল্লাহ্! আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারি নাই। তবে এতটুকু বলিতে পারি যে, তোমার সহিত কোন কিছু শরীক করি নাই।"

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর মারওয়াযী (র)…… হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বলেন, আমরা কতিপয় সাহাবা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বসিয়া ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?" সাহাবাগণ বলিলেন, না, আমরা তো কিছুই শুনিতেছি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় করিয়া আওয়াজ করিতেছে। আকাশের আধা হাত জায়গা খালি নাই। সর্বত্রই একজন না একজন ফেরেশতা সিজদা বা রুকু অবস্থায় বিদ্যমান।"

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)……… আ'লা ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আ'লা ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা শুনিতেছি তোমরা কি তাহা শুনিতেছ?" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! আপনি কি শুনিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সঙ্গত কারণেই আকাশ চড় চড় আওয়াজ করিয়াছে। আকাশে এক কদম পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নাই। সর্বত্রই ফেরেশতা রুকু সিজদা বা দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। ফেরেশতাদের ভাষ্য হইল যে, اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ অর্থাৎ "আমরা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্র তসবীহ্ পাঠে রত রহিয়াছি।"

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)……… আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন মসজিদে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, জামাআত দাঁড়াইয়া গিয়াছে আর তিনজন লোক এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে একজন হইল আবূ জাহ্শ লায়ছী। দেখিয়া উমর (রা) বলিলেন, তোমরা এইখানে বসিয়া কেন? চল্, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত নামাযে শামিল হও। এই কথার পর দুইজন উঠিয়া গেল। কিন্তু আবূ জাহশ উঠিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, যদি আমার চেয়ে শক্তিশালী কেহ আসিয়া আমাকে ধরাশায়ী করিয়া উপুড় করিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমি উঠিতে পারি, অন্যথায় নয়। উমর (রা) বলেন, অন্য কাহারো অপেক্ষা না করিয়া আমি নিজেই তাহাকে উপুড় করিয়া মাটিতে ফেলিয়া

দেই। ইত্যবসরে হযরত উসমান (রা) আসিয়া অমাাকে নিরস্ত্র করে। হযরত উমর (রা) রোষ প্রদীপ্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ছুটিয়া যান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমর! কি হইল তোমার? উমর (রা) ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ঐ নরাধমের মাথাটাই আমার কাছে লইয়া আসিলে আমি খুশী হইতাম।" এই কথা শুনিয়া উমর (রা) ঐ লোকটির দিকে ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, শোন উমর। আল্লাহ্ তা'আলা আবূ জাহশের নামাযের জন্য ঠেকায় পড়েন নাই। প্রথম আকাশে এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যাহারা অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। কখনো মাথা উত্তোলন করে না। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক! আমরা তো যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারি নাই। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় আকাশে অসংখ্যা ফেরেশতা সিজদায় পড়িয়া রহিয়াছে। কিয়ামতের পূর্বে আর কখনো ইহারা সিজদা হইতে মাথা উঠাইবে না। কিয়ামতের সময় মাথা উঠাইয়া বলিবে, "আল্লাহ্! পূত-পবিত্র তুমি। আমরা যথাযথভাবে তোমার ইবাদত করিতে পারিলাম না।"

উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! ফেরেশতাদিগের তাসবীহ্ কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ প্রথম আকাশের ফেরেশতারা বলে, سُبْحَانَ ذِى الْمَلَكُوْتِ। দ্বিতীয় আকাশের ফেরেশতারা سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّتِ وَالْجَبَرُوْتِ আর তৃতীয় আকাশের ফেরেশতারা বলে سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ উমর! তুমিও নামাযের মধ্যে এইগুলি পাঠ কর। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ইতিপূর্বে আপনি আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন এবং নামাযের মধ্যে পড়িতে বলিয়াছিলেন, সেইগুলি কি করিব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কখনো সেইগুলি আবার কখনো এইগুলি পাঠ করিও।" ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা) উমর (রা)-কে নামাযের মধ্যে যাহা পড়িতে বলিয়াছিলেন তাহা হইল ঃ أعوذ بعفوك من عقابك واعوذ برضاك من يخطك واعوذبك منك جل وجهك এই হাদীসটি মুনকার ও গরীব।

মুহাম্মদ ইব্ন নাসর (র)........... আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্বাদ ইব্ন মানসূর (র) বলেন, আদী ইব্ন আরতাত একদিন খুতবা প্রদানকালে বলিলেন যে, আমি এক সাহাবীর মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র এমন অসংখ্য ফেরেশতা আছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে তাহারা সদা প্রকম্পিত থাকে। আল্লাহ্র ভয়ে কাহারো চোখ হতে অশ্রু নির্গত হইলে সেই অশ্রু ফোঁটা নামাযরত কোন না কোন ফেরেশতার গায়ে পতিত হয়। উহাদিগের মধ্যে অনেক ফেরেশতা এমন আছে যে, আকাশ- সৃষ্টি হইতেই তাহারা সিজদায় পড়িয়া আছে। এই পর্যন্ত কখনো তাহারা সিজদা হইতে মাথা উত্তোলন করে নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত উঠাইবেও না। আবার ঠিক একইভাবে একশ্রেণীর ফেরেশতা রুকু অবস্থায় আছে। কিয়ামতের দিন মাথা উঠাইয়া তাহারা আল্লাহ্র পাশে চাহিয়া বলিবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যথাযথভাবে আপনার ইবাদত করিতে পারিলাম না।

وَمَا هِيَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ অর্থাৎ জাহান্নামের এই বর্ণনা মানুষের জন্য সাবধান বাণী। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ وَالْقَمَرِ - وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ - وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ - اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ - نَذِيْرًا لِلْبَشَرِ - لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্র রাত্র ও প্রভাতের শপথ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম এবং মানুষের জন্য সতর্ককারী। এখন তোমাদিগের মধ্যে যাহার ইচ্ছা এই সতর্ক বাণী গ্রহণ করিতে পার আর যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিতে পার।

(٣٨) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۙ○

(٣٩) اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۛ○

(٤٠) فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَآءَلُوْنَ ۙ○

(٤١) عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۙ○

(٤٢) مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ○

(٤٣) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۙ○

(٤٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۙ○

(٤٥) وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ۙ○

(٤٦) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ○

(٤٧) حَتّٰىٓ اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۗ○

(٤٨) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۗ○

(٤٩) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۙ○

(٥٠) كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۙ○

(٥١) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۗ○

(٥٢) بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝

(٥٣) كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝

(٥٤) كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

(٥٥) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

(٥٦) وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۖ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,
৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,
৪০. তাহারা থাকিবে উদ্যানে এবং তাহারা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে–
৪১. অপরাধীদিগের সম্পর্কে,
৪২. ‘তোমাদিগকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করিয়াছে?’
৪৩. উহারা বলিবে, ‘আমরা মুসল্লীদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
৪৪. ‘আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করিতাম না,
৪৫. ‘এবং আমরা আলোচনাকারীদিগের সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতাম।
৪৬. ‘আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করিতাম।
৪৭. ‘আমাদিগের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।’
৪৮. ফলে সুপারিশদিগের সুপারিশ উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না।
৪৯. উহাদিগের কি হইয়াছে যে, উহারা মুখ ফিরাইয়া লয় উপদেশ হইতে?
৫০. উহারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।
৫১. যাহা সিংহের সম্মুখ হইতে পলায়নপর।
৫২. বস্তুত উহাদিগের প্রত্যেকেই কামনা করে– যে তাহাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক।
৫৩. না, ইহা হইবার নহে, বরং উহারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।
৫৪. না, ইহা হইবার নহে, কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী।
৫৫. অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক।
৫৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করিবার অধিকারী।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ - اِلَّا اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ - فِىْ جَنّٰتٍ يَتَسَاءَلُوْنَ - عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ - مَاسَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ

الْمُصَلِّيْنَ - وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ - وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ - وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ - حَتّٰى أَتٰنَا الْيَقِيْنُ -

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু যাহারা ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে তাহারা তখন জান্নাতের সুরম্য অট্টালিকায় বসিয়া জাহান্নামীদের দুর্দশা অবলোকন করিবে এবং অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি ব্যাপার? তোমাদিগের এই দুর্দশা কেন? উত্তরে তাহারা বলিবে, দুনিয়াতে আমরা আল্লাহর ইবাদতও করি নাই এবং মানুষের সহিত কখনো সদ্ব্যবহার করি নাই। আমরা নামায পড়িতাম না এবং অভাবগ্রস্তকে আহার দান করিতাম না। অজ্ঞতাবশত মুখে যাহা আসিত তাহাই বলিয়া ফেলিতাম। ঈমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাহাকেও কোন কটূক্তি করিতে দেখিলে আমরাও তাহাদিগের সহিত যোগ দিতাম। কেহ বিভ্রান্ত হইলে আমরাও তাহার সহিত বিভ্রান্ত হইতাম। সর্বোপরি আমরা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতাম আর এই অবস্থায়ই আমাদের মৃত্যু আসিয়া পড়ে। حَتّٰى أَتٰنَا الْيَقِيْنُ -এই আয়াতে يَقِيْن অর্থ মৃত্যু। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ অর্থাৎ ইয়াকীন তথা মৃত্যুর আসিবার পূর্ব পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা)-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেনঃ اماهو - اى عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه অর্থাৎ উসমান ইব্ন মাযউনের তো তাহার প্রতিপালক হইতে মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে। এইখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুকে বুঝাইবার জন্য يقين শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ অর্থাৎ যাহারা এই ধরনের অপরাধে অপরাধী হইবে কিয়ামতের দিন কোন সুপারিশ তাহাদিগের উপকারে আসিবে না। কারণ, অন্যের সুপারিশে মুক্তি সেই পাইবে, যে সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত। কিয়ামতের দিন যাহারা কাফির হইয়া উত্থিত হইবে তাহারা সুপারিশের পাত্রই নহে। এই ধরনের লোক তো চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে থাকিবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ অর্থাৎ ব্যাপার কি? কি কারণে এই কাফিররা তোমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে?

كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্য বিমুখতার ব্যাপারে মনে হয় যে,ইহারা সিংহের থাবা হইতে পলায়নপর ভীত-ত্রস্ত গর্দভ।

بَلْ يُرِيْدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً অর্থাৎ এই মুশরিকদের সকলেই সত্যের দাওয়াত গ্রহণের পরিবর্তে কামনা করে যে, বরং আমাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হউক, যেমন মুহাম্মদ (সা)-কে দেওয়া হইয়াছে। মুজাহিদ ও অন্যরা এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ অর্থাৎ তাহাদিগের নিকট কোন আয়াত আসিলে তাহারা বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, আমাদিগকেও তাহা না দেওয়া পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না। আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, তিনি তাঁহার রিসালাত কোথায় রাখিবেন।

كَلاَّ - بَلْ لاَّ يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ ইহারা সত্যকে গ্রহণ না করিবার আসল কারণ হইল, ইহারা আখিরাতকেই ভয় করে না। এই বেপরোয়া আর বে-ঈমানীই তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ اِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاۤءَ ذَكَرَهُ - وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ অর্থাৎ কুরআনই সকলের জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যাহার ইচ্ছা সে ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুক। বস্তুত আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেহ উপদেশ গ্রহণ করিবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ অর্থাৎ তোমরা তাহাই কামনা করিবে আল্লাহ্ যাহা কামনা করেন।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই এমন সত্তা যাঁহাকে ভয় করা যায় আর তাওবাকারীদের অপরাধ একমাত্র তিনিই মার্জনা করিতে পারেন। কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "তোমাদিগের প্রতিপালক বলিতেছেন যে, আমি-ই একমাত্র ভয়ের পাত্র। অতএব আমার সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সহিত শরীক সাব্যস্ত করা হইতে বিরত থাকিবে সে-ই আমার ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য।"

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ কায়েস ইব্‌ন হাব্বাবের হাদীস হইতে ইমাম নাসায়ী মুআফী ইব্‌ন ইমরানের হাদীস হইতে এবং ইহার দুইজন সুহায়ল ইব্‌ন আব্দুল্লাহ হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে আবূ ইয়ালা, বায্যার, বগবী ও অন্যরা সুহায়ল কুতায়বী হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সূরা কিয়ামা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ

(٢) وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۗ

(٣) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۗ

(٤) بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى أَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ

(٥) بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهٗ ۚ

(٦) يَسْئَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۗ

(٧) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ

(٨) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ

(٩) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ

(١٠) يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۚ

(١١) كَلَّا لَا وَزَرَ ۗ

(١٢) إِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمُسْتَقَرُّ ۗ

(١٣) يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۗ

(١٤) بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۙ

(١٥) وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۗ

১. আমি শপথ করিতেছি কিয়ামত দিবসের।
২. আরও শপথ করিতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।
৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না?
৪. বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।
৫. তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে তাহা অস্বীকার করিতে চাহে;
৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসিবে?'
৭. যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে,
৮. এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন,
৯. যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে–
১০. সেদিন মানুষ বলিবে, 'আজ পালাইবার স্থান কোথায়?'
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নাই।
১২. সেদিন ঠাঁই হইবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হইবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
১৪. বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত,
১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

তাফসীর ঃ উপরে একাধিকবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, কারো কোন বক্তব্যকে খণ্ডন করিবার জন্য শপথ করা হয়, তাহা হইলে এর তাকীদের জন্য শপথের পূর্বে لَا যোগ করা সংগত। এইখানে কিয়ামতের দিবসের পুনরুত্থান সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের বিরূপ মনোভাব খণ্ডন করিয়া উহার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এইখানে যেই বিষয়ে শপথ করা হইয়াছে উহা হইল খণ্ডনীয় বিষয়। বিধায় কসমের শুরুতে لَا যোগ করিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ অর্থাৎ আমি কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করিতেছি।

হাসান (র) বলেন, এইখানে শুধু কিয়ামতের দিবসের শপথ করা হইয়াছে– তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করা হয়নি। পক্ষান্তরে কাতাদা (র) বলেন, কিয়ামত দিবস ও তিরস্কারকারী আত্মা উভয়েরই শপথ করা হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান ও আরাজ لَا اُقْسِمُ-এর স্থলে لَاُقْسِمُ পাঠ করিতেন। অর্থাৎ অবশ্যই আমি কিয়ামত দিবসের শপথ করিতেছি, তিরস্কারকারী আত্মার শপথ করি না। এই অর্থটি অবশ্য হাসানের মতকে সমর্থন করে। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, কাতাদার মতানুসারে আল্লাহ্ তা'আলা একত্রে উভয়টিরই শপথ করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-এর মতও ইহাই। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি পছন্দ করিয়াছেন।

কিয়ামতের দিবসের ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ ইহার পরিচয় সকলের কাছেই স্পষ্ট। তবে اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। এই প্রসংগে কুররা ইব্ন খালিদ (র) বলেন ঃ যাহারা প্রকৃত ঈমানদার তাহারা সর্বদাই নিজেকে তিরস্কার করিতে থাকে যে, এই কথা কেন বলিয়াছ? ইহা কেন খাইয়াছ? বা এইরূপ কেন কল্পনা করিয়াছ? ইত্যাদি। এই জন্যই اَلنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ তথা তিরস্কারকারী আত্মা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থা হইল যে, তাহারা অন্যায় করিতেই থাকে– কখনো নিজেকে তিরস্কার করে না। জুয়াইবির (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান (র) বলেন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে, কিয়ামতের দিন নিজেকে তিরস্কার করিবে না।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষ ভালো-মন্দ সব কাজেই নিজেকে তিরস্কার করে। কোন ভালো কাজ ছুটিয়া গেলে কাজটি কেন করা হইল না আর কোন মন্দ কাজ করিয়া ফেলিলে উহা কেন করা হইল এই তিরস্কার করা হয়। অনুরূপ সাঈদ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَللَّوَّامَةِ অর্থ المذمومة। অর্থাৎ নিন্দনীয় আত্মা। কাতাদা (র) বলেন ঃ اَللَّوَّامَةِ অর্থ الفاجره। অর্থাৎ পাপী আত্মা।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই প্রতিটি ব্যাখ্যাই প্রায়ই সমার্থবোধক। ইহাতে মূলত তেমন কোন বিরোধ নাই।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, কিয়ামতের সময় আমি তাহাদিগের বিক্ষিপ্ত হাড্ডিগুলি একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে জীবিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। শুধু তাহাই নয়– বরং মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে আমি সক্ষম।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهُ অর্থাৎ আমি মানুষের অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে উট কিংবা ঘোড়ার পায়ের

তালুর ন্যায় করিতে সক্ষম। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, যাহ্‌হাক এবং ইব্‌ন জারীর (র) এইরূপই বলিয়াছেন।

আলোচ্য আয়াতে قَادِرِيْنَ শব্দটি বাহ্য نَجْمَعَ হইতে 'হাল' হইয়াছে। সুতরাং অর্থ হইবে এইরূপ যে, মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার বিক্ষিপ্ত হাড়গুলি একত্রিত করিতে পারিব না? অবশ্যই পারিব। সংগে সংগে উহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ অর্থাৎ তবুও মানুষ তাহার সম্মুখে যাহা আছে উহা অর্থাৎ মৃত্যু বা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতে চাহে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, তবুও মানুষ অবাধে অপরাধ করিয়া চলিতেছে।

আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ অর্থাৎ মানুষ বলে যে, অপরাধ করিতে থাক। একদিন তওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

হাসান বসরী (র) বলেন, প্রতিটি মানুষই এক পা এক পা করিয়া আল্লাহ্‌র নাফরমানীর দিকে অগ্রসর হয়। তবে আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন সেই কেবল রক্ষা পায়।

ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, যাহ্‌হাক, সুদ্দী (র) এবং আরো অনেক হইতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াতের অর্থ তবুও মানুষ অপরাধ করিতে বিলম্ব করে না কিন্তু তওবা করিতে গড়িমসি করে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়াতের অর্থ হইল কাফির মানুষ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে। ইব্‌ন যায়দের মতও ইহাই। এই অর্থটিই বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ সে জিজ্ঞাসা করে যে, কিয়ামত দিবস কখন আসিবে? এই জিজ্ঞাসা মূলত জানার জন্য প্রশ্ন করা নয়– বরং কিয়ামত দিবসের বাস্তবায়ন ও অস্তিত্ব অস্বীকার করাই উদ্দেশ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ - قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمَ لَاتَسْتَاخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ -

অর্থাৎ তাহারা বলে যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো বল, কিয়ামত কখন আসিবে? হে রাসূল! আপনি বলিয়া দিন, তোমাদিগের জন্য একটি দিবস নির্ধারণ করিয়া রাখা হইয়াছে, যাহা হইতে তোমরা বিন্দুমাত্র সামনেও অগ্রসর হইতে পারিবে না। পিছনেও যাইতে পারিবে না।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُّ ۔

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থা দেখিয়া যখন মানুষের চক্ষু স্থির হীন হইয়া যাইবে কোন কিছুই তাহার চোখে পড়িবে না, চন্দ্র জ্যোতিহীন হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হইবে; সেইদিন মানুষ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবে এবং বলিবে আজ পালাইবার স্থান কোথায়? তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ

كَلاَّ لاَوَزَرَ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِ الْمُسْتَقَرُّ না, পলায়নের কোন স্থান নাই। সেইদিন একমাত্র তোমার প্রতিপালকের নিকটই ঠাঁই হইবে।

ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসউদ (রা), সাঈদ ইব্ন জুরায়র (র) এবং আরো অনেকে বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল সেদিন কাফিররা কোন প্রকারেই মুক্তি পাইবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَالَكُمْ مِنْ مَّلْجَاٍ يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদিগের কোন আশ্রয়স্থল থাকিবে না এবং আত্মগোপন করিবার কোন স্থান পাইবে না। মোটকথা আল্লাহ্ ব্যতীত কোথাও সেদিন কোন ঠাঁই পাওয়া যাইবে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষকে অগ্রের-পশ্চাতের, ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন সব আমল সম্পর্কেই অবহিত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا وَّلاَيَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا অর্থাৎ মানুষ তাহার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত পাইবে। আর তোমার প্রতিপালক কাহারো উপর অবিচার করিবেন না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ অর্থাৎ আসলে মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত এবং নিজের কর্ম সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত যদিও সে নানা অজুহাত অবতারণা করিয়া সত্যকে অস্বীকার করে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ তুমি তোমার আমলনামা পড়। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى الخ এই আয়াতের অর্থ হইল, কিয়ামতের দিন মানুষের চোখ, কান, হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মানুষ নিজেই সেদিন নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। এতদসত্ত্বেও মানুষ অন্যের ছিদ্রান্বেষণে সদা তৎপর আর নিজের দোষের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কথিত আছে যে, এই ইঞ্জীল শরীফে লিখা ছিল, হে আদম সন্তান! তুমি অন্যের চোখের ধূলিকণাও দেখিতে পাইতেছ আর তোমার চোখে যে কড়িকাঠ পড়িয়া আছে তাহা টের পাইতেছ না?

মুহাহিদ (র) বলেন, وَلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ মানুষ কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রেহাই পাইবার জন্য তর্কে লিপ্ত হইবে এবং নানা অজুহাত অবতারণা করিবে।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন যতই অজুহাত অবতারণা করা হউক তাহা গ্রহণ করা হইবে না।

সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করিলেও রেহাই পাইবে না। ইব্‌ন যায়দ, হাসান বসরী (র) এবং আরো অনেকে এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে মুজাহিদের ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। যেমন কুরআনের অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুশরিকরা অজুহাত অবতারণা করিয়া বলিবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না।

(١٦) لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ○

(١٧) اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ○

(١٨) فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ○

(١٩) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ○

(٢٠) كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ○

(٢١) وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ○

(٢٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○

(٢٣) اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○

(٢٤) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ○

(٢٥) تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ○

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না।

১৭. ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাইবার দায়িত্ব আমারই।

১৮. সুতরাং যখন আমি উহা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।

১৯. অতঃপর ইহার বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস,

২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।

২২. সেই দিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইবে,

২৩.তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে।

২৪. কোন কোন মুখমণ্ডল হইয়া পড়িবে বিবর্ণ।

২৫. এই আশংকায় যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় আসন্ন।

তাফসীর ঃ প্রথম প্রথম ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা আয়ত্ব করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সংগে সংগে আবৃত্তি করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইত। আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাঁহার রাসূল (সা)-কে জিবরাঈল (আ)-এর মুখ হইতে ওহী আয়ত্ব করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়া বলিতেছেন, জিবরাঈল (আ) তোমার নিকট ওহী লইয়া আসিলে তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ করিতে থাক। উহার সংরক্ষণ ও বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার-তজ্জন্য তোমার কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। মোটকথা আপনার দায়িত্ব শুধু মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা আর উহা আপনার বক্ষে সংরক্ষণ করানো আবার যথাযথভাবে আপনার মুখ হইতে পাঠ করানো এবং উহার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করিবার দায়িত্ব আমার। এই প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ওহী তথা কুরআন আয়ত্ব করিবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা উহার সহিত সঞ্চালন করিও না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا অর্থাৎ তোমার নিকট ওহী অবতরণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তুমি তাড়াতাড়ি করিয়া উহা পাঠ করিও না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়ইয়া দাও।'

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ। অর্থাৎ তোমার বক্ষে ওহী সংরক্ষণ করা এবং পরবর্তীতে তোমার মুখে উহা পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার।

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ অর্থাৎ আমার পক্ষ হইতে যখন ফেরেশতা কুরআন পাঠ করেন তখন তুমি মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর। অতঃপর ফেরেশতা তোমাকে যেইভাবে পাঠ করিয়া শুনায় তুমিও সেইভাবে পাঠ কর।

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে ফেরেশতার পাঠ শ্রবণ এবং তোমার পাঠ শেষে আমার ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবার যোগ্যতা তোমাকে আমিই প্রদান করিব।

ইমাম আহমদ (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথম প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় উহা মুখস্ত করিবার জন্য জিবরাঈল (আ)-এর সহিত দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া পাঠ করিতেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন। মূসা ইব্ন আবূ আয়েশা (র) বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করিবার সময় সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) আমাকে বলিলেন, এই দেখ, ইব্ন আব্বাস (রা) আমাকে যেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইয়াছিলেন আমিও তোমাকে সেইভাবে ঠোঁট সঞ্চালন করিয়া দেখাইতেছি। ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী মনোযোগ সহকারে ওহী শ্রবণ করিতেন এবং জিবরাঈল (আ) চলিয়া গেলে হুবহু পাঠ করিয়া শুনাইতেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ওহী অবতীর্ণ হইবার পর উহা আয়ত্ব করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাহার দুই ঠোঁট সঞ্চালন করিতে দেখা যাইত। উহা এই জন্য করিতেন যেন ওহী ভুলিয়া না যান। ওহী অবতারণ শেষ হওয়া পর্যন্তই তিনি এই নিয়ম পালন করিতেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ নাযিল করেন। শা'বী, হাসান বসরী, কাতাদা, মুজাহিদ, যাহ্হাক (র) এবং আরো অনেকে এই মতই ব্যক্ত করেন যে, উল্লিখিত প্রসংগেই এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। তবে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন ইব্ন জারীর (র) আওফী সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সবসময়ই কুরআন পাঠ করিতে থাকিতেন যেন ভুলিয়া না যান। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ الخ নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন যে, কুরআন সংরক্ষণের জন্য আপনাকে এত কষ্ট করিতে হইবে না। ইহার দায়িত্ব আমি সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতেই তুলিয়া লইলাম।

ইব্ন আব্বাস (রা), আতিয়্যা, আওফী (র) বলেন ঃ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ অর্থ কুরআনে বর্ণিত হালাল-হারামের বিশদ ব্যাখ্যা আপনাকে আমিই জানাইয়া দিব। কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

كَلاَّ بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الاٰخِرَةَ অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি এবং আখিরাত বর্জনই কাফিরদিগকে কিয়ামত দিবস অস্বীকার করা এবং কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এক শ্রেণীর লোকের মুখমণ্ডল আনন্দময় ও হাস্যোজ্জ্বল থাকিবে। ইহারা সরাসরি স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে

পাইবে। যেমন বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদিগের প্রতিপালককে সরাসরি স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।'

উল্লেখ্য যে, পরকালে ঈমানদারদের আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভের বিষয়টি অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণিত যে, উহা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আছে যে, কতিপয় লোক একদিন জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদিগের প্রতিপালককে দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আচ্ছা মেঘ মুক্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য দেখিতে কি তোমাদের কোন ব্যাঘাত পাইতে হয়?" লোকেরা বলিল, না, তাতে তো কোন ব্যাঘাত পাইতে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এমন নির্বিঘ্নে দেখিতে পাইবে যেমন পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখিতে পাও।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ মূসা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক জান্নাতীকে দুইটি করিয়া জান্নাত দেওয়া হইবে, যাহার যাবতীয় আসবাবপত্র হইবে সোনার তৈরি। সেই জান্নাতী এবং আল্লাহ্র দীদারের মাঝে আল্লাহ্র কিবরিয়ার চাদর ব্যতীত অন্য কোন আড়াল থাকিবে না। ইহা জান্নাতের আদনের বর্ণনা।"

ইমাম মুসলিম (র) .... সুহাইব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা আরো কিছু চাও কি? তাহারা বলিবে, আর কি চাই! আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই? আপনি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা উন্মুক্ত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবেন। তখন আল্লাহ্র দর্শনই সকল জান্নাতীর নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম ও প্রিয় বলিয়া মনে হইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الخ। আয়াতটি পাঠ করেন।

মুসলিম শরীফের আরেক হাদীসে আছে যে, জাবির (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ (কিয়ামতের চত্বরে) আল্লাহ্ তা'আলা হাসি মুখে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

এই সব হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতে ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। ইমাম আহমদ (র) ..... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "নিম্ন পর্যায়ের একজন জান্নাতী দীর্ঘ দুই হাজার বছর পর্যন্ত তাহার রাজ্য পরিদর্শন করিবে। কাছের এবং দূরের বস্তুকে সে একই সমান দেখিতে পাইবে। তাহার

স্ত্রী ও সেবকগণ সর্বদা তাহার চোখের সামনে থাকিবে। আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন জান্নাতী প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করিবে।" এই ধরনের আরো বহু হাদীস রহিয়াছে। স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ বিষয়ে সাহাবা তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীনসহ কাহারো কোন দ্বিমত নাই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

اِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ। এই আয়াতের কেহ কেহ এই অর্থ করিতে চাহেন যে, ঈমানদারগণ তাহাদিগের প্রতিপালক হইতে পুরস্কার লাভের অপেক্ষায় থাকিবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যাটি সংগত কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ - تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ এই অংশ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোন বিপর্যয় আসিয়া পড়ে কিনা কোন কোন মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও মলিন হইয়া যাইবে। গুনাহগার ও ফাসিক ফাজিরদের অবস্থাই এইরূপ হইবে। تَظُنُّ অর্থ تَسْتَيْقِنُ অর্থাৎ বিপর্যয় আসিবার ব্যাপারে তাহারা নিশ্চিত হইয়া যাইবে।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ অপরাধীরা সেইদিন এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া যাইবে যে, ধ্বংস তাহাদিগের অনিবার্য।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ তাহারা নিশ্চিত বুঝিবে যে, তাহাদিগের জাহান্নামে প্রবেশ করিতেই হইবে। আলোচ্য আয়াতটির অনুরূপ আরেকটি আয়াত হইল ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ সেইদিন কতিপয় মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল আর কতিপয় হইবে কালো মলিন। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ - وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ -

অর্থাৎ অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলিধূসর, সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা। ইহারাই কাফির ও পাপাচারী। অন্যত্র আছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً - تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ - لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلاَّ مِنْ ضَرِيْعٍ - لاَّيُسْمِنُ وَلاَ يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ - وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ - لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ "সেইদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত ক্লিষ্ট ক্লান্ত হইবে, উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে; উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে, উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী ব্যতীত; যাহা উহাদিগকে তুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিবে না।

আর অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আলোকোজ্জ্বল নিজদিগের কর্মে সাফল্যে পরিতৃপ্ত-সুমহান জান্নাতে। এই ধরনের আরো বহু আয়াত রহিয়াছে।

(٢٦) كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ○

(٢٧) وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ○

(٢٨) وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ○

(٢٩) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ○

(٣٠) اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ ِۨ الْمَسَاقُ ؕ○

(٣١) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ○

(٣٢) وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ○

(٣٣) ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ؕ○

(٣٤) اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ○

(٣٥) ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ؕ○

(٣٦) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ؕ○

(٣٧) اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۙ○

(٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۙ○

(٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ؕ○

(٤٠) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ○

২৬. যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে,

২৭. এবং বলা হইবে, ‘কে তাহাকে রক্ষা করিবে?’

২৮. তখন তাহার প্রত্যয় হইবে যে, ইহা বিদায়ক্ষণ।

২৯. এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।

৩০. সেইদিন আল্লাহ্‌র নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হইবে।

৩১. সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই।

৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল।

৩৩. অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল দম্ভভরে।

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

৩৭. সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

৩৮. 'অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।

৩৯. অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।

৪০. তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন?

তাফসীর ঃ মৃত্যুকালীন ভয়াবহ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِىَ "যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইবে।" এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সাবধান হে আদম সন্তান! মৃত্যু আসিয়া পড়িলে তখন আমার কোন কথাই তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না বরং সবই তখন তোমাদিগের চোখের সামনে সত্যরূপে ফুটিয়া উঠিবে। দ্বিতীয় অর্থ, সত্যিই যখন তোমার রূহ দেহ হইতে বাহির হইয়া কণ্ঠনালীতে আসিয়া পড়িবে; তখন নিঃসন্দেহে ...। – ترقوة تراقى এর বহুবচন অর্থাৎ কণ্ঠনালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْ لاَ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ - وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ - وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّتُبْصِرُوْنَ - فَلَوْ لاَ آِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ -

অর্থাৎ পরন্তু কেন নয়– প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা তাকাইয়া থাক, আর আমি তোমাদিগের অপেক্ষা তাহার নিকটতর কিন্তু তোমরা দেখিতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও, তবে তোমরা উহা ফিরাও না কেন? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ ইকরিমা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, "আর তখন বলা হইবে, কে আছ যে, ঝাড়-ফুঁক করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে।"

আবূ কিলাবা (র) বলেন যে, এই আয়াতের অর্থ হইল, "তখন বলা হইবে, কে আছ ডাক্তার, যে চিকিৎসা করিয়া তাহাকে আরোগ্য দান করিবে?" কাতাদা, যাহ্হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ অর্থ, তখন ফেরেশতারা বলাবলি করিবে যে,

এই লোকটির রূহ লইয়া কে আকাশে আরোহণ করিবে, রহমতের ফেরেশতা নাকি আযাবের?

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ "এবং পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যাইবে।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, মৃত্যুকালে মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট দুনিয়া ও আখিরাত একাকার হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই মুহূর্তটি হয় দুনিয়ার শেষদিন আর আখিরাতের প্রথম দিন। ফলে বিপদের আর শেষ থাকে না।

ইকরিমা (র) বলেন, অর্থাৎ সেই সময় একটি ভয়াবহ বিষয় আরেকটি ভয়াবহ বিষয়ের সহিত একত্রিত হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এক বিপদ আরেক বিপদের সহিত মিলিত হয়।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ তীব্র মৃত্যু যন্ত্রণা ও অস্থিরতার ফলে মুমূর্ষ ব্যক্তির পায়ের সংগে পা জড়াইয়া যায়।

হাসান বসরী (র) হইতে আরেকটি বর্ণনা আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল, কাফনের মধ্যে দুই পা একত্রে জড়াইয়া যাওয়া।

যাহহাক (র) বলেন ঃ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি আয়োজন শুরু হয়। একদিকে দুনিয়ার মানুষ তাহার কাফন-দাফনের আয়োজন করে। অপরদিকে ফেরেশতারা তাহার রূহ হেফাজতের আয়োজন করে।

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ "সেইদিন সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যানীত হইবে।" অর্থাৎ মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আত্মা আকাশে তুলিয়া নেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাকে তোমরা পৃথিবীতে রাখিয়া আস। কারণ মানুষকে আমি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। আবার সেই মাটিতেই আমি তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিব। পুনরায় সেই মাটি হইতে আরেকবার তাহাদিগকে বাহির করিব। যেমন বারা ইব্‌ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে এইরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى - وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى - ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِه يَتَمَطّٰى অর্থাৎ সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নাই– বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল ও মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। অতঃপর সে তাহার পরিবার-পরিজনের নিকট দম্ভভরে ফিরিয়া গিয়াছিল।

এই আয়াতে সেই কাফিরদের সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইতেছে, যাহারা পার্থিব জীবনে অন্তরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং আমল হইতে মুখ ফিরাইয়া নিয়াছিল। ফলে ভিতরে-বাহিরে কোন প্রকারেই কোন কল্যাণ লইয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইতে পারে নাই। এতদসত্ত্বেও পার্থিব জীবনে তাহাদিগের দম্ভ ও অহমিকার

শেষ ছিল না। অত্যন্ত দম্ভের সহিত পরিবার-পরিজনের সংগে মিলিত হইত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া। অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اِنَّهُ كَانَ فِىْ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا - اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ - بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا অর্থাৎ সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল। যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না। নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে, তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই দাম্ভিক কাফিরদেরকে কঠোরভাবে ভীতি প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى - ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ! অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী কর আবার দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ কর, ইহা তোমাদিগের জন্য মোটেই মানায় না। এর পরিমাণে তোমাদিগের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে। এইভাবে ধমক দিয়া অবজ্ঞার সূরে কথা বলিবার আরো প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদিগকে ধমকের ও অবজ্ঞার সুরে বলিবেন, এখন দেখ মজাটা, তুমি তো প্রতাপশালী ও সম্মানী লোক! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلاً اِنَّكُمْ مُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ কিছুদিন সুখ ভোগ করিয়া লও, তোমরা তো অপরাধী।

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ ঠিক আছে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া যাহার ইচ্ছা, দাসত্ব করিয়া লও! অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদিগের যাহা মনে চায় করিতে থাক।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আয়েশা (র) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলিয়াছেন اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى الخ। এই কথাটি প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ জাহলকে বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওহীরূপে নাযিল হয়।

ইমাম নাসায়ী (র)....... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে اَوْلٰى لَكَ الخ এই আয়াত সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রথমে আবূ জাহলকে এই কথাটি বলিয়াছিলেন। পরে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীরূপে নাযিল করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র দুশমন নরাধম আবূ জাহল একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিল। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى । الخ উত্তরে আবূ জাহল বলিল, মুহাম্মদ! তুমি আমাকে ভয় দেখাইতেছ? তুমি আর তোমার আল্লাহ্ একযোগ হইয়াও আমার কিছুই করিতে পারিবে না। জান, এই পাহাড়ের মাঝে যারা চলাচল করে তাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى অর্থাৎ মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদ্দী (র) বলেন, মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে পুনরুত্থিত করা হইবে না?

মুজাহিদ, শাফেয়ী, আব্দুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, কোন আদেশ-নিষেধ না করিয়া এমনিতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে?

বস্তুত, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে উভয় অর্থই বুঝানো হইয়াছে যে, মানুষকে দুনিয়াতেও আদেশ-নিষেধ না করিয়া স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই এবং পুনরুত্থিত না করিয়াও কবরে ফেলিয়া রাখা হইবে না। বরং দুনিয়াতেও তাহারা আল্লাহ্র আইনের অধীনে বন্দী আর মৃত্যুর পরও কবর হইতে হাশর ময়দানে উত্থিত করিয়া কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হইবে। এই আয়াত দ্বারা মূলত পুনরুত্থান প্রমাণ করা এবং পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের দাবি খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى অর্থাৎ মানুষ কি তুচ্ছ পানি দ্বারা গঠিত দুর্বল শুক্রবিন্দু ছিল না, যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া প্রথমে নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

অর্থাৎ অতঃপর সেই স্খলিত শুক্রবিন্দু রক্ত পিণ্ডে, তারপর গোশ্তের টুকরায় পরিণত হয়। তাহার পর আল্লাহ্ তা'আলা উহাকে আকৃতি দান করেন ও আত্মা সঞ্চার করেন। অবশেষে উহা সুঠাম ও সুদেহী নারী বা পুরুষে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى অর্থাৎ এই একবিন্দু শুক্র হইতে যেই সত্তা এত সুঠাম সুদেহী মানব সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তিনি কি মরিয়া যাইবার পর এই মৃত মানুষ গলিয়া পুনরায় জীবিত করিতে পারিবেন না? বস্তুত প্রথমবার সৃষ্টি করিবার তুলনায় পুনর্জীবিত করা আল্লাহ্র পক্ষে অধিক সহজ।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পুর্নজীবিত করিবেন। বস্তুত পুনর্জীবিত করা প্রথম সৃষ্টির চেয়ে অনেক সহজ।

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “তোমাদের কেহ সূরা ত্বীন পাঠ করিলে اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পড়িয়া যেন সে بَلٰى অর্থাৎ হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা কিয়ামা পাঠকালে اَلَيْسَ ذٰلِكَ الخ পড়ে, সেও যেন بَلٰى তথা হ্যাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করে। আর যদি কেহ সূরা মুরসালাত পাঠকালে فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ পর্যন্ত পৌঁছে সে যেন বলে, اٰمَنَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্তে ঈমান আনিয়াছি।

ইব্ন জারীর (র)......... কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ وَ بَلٰى

ইব্ন আবূ হাতিম (র)......... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ الخ এই আয়াত পাঠ করিয়া বলিতেন ঃ سُبْحَانَكَ وَبَلٰى

সূরা দাহ্‌র

৩১ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

মুসলিম শরীফে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআর দিন ফজর নামাযে সূরা সাজদা ও সূরা দাহ্‌র পাঠ করিতেন।

একটি মুরসাল হাদীসে আছে যে, যখন এই সূরাটি অবতীর্ণ হয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা পাঠ করেন, তখন কৃষ্ণ বর্ণের এক সাহাবী তথায় উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঠ করিতে করিতে জান্নাতের বর্ণনা পর্যন্ত পৌঁছার পর লোকটি বিকট একটি চিৎকার দেয় এবং সংগে সংগে তাহার প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জান্নাতের উদগ্র স্পৃহা তোমাদিগের সাথীর প্রাণ কাড়িয়া নিয়াছে।

(١) هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا۝

(٢) اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖۗ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا۝

(٣) اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ۝

১. কাল প্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এইজন্য আমি তাহাকে করিয়াছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।

৩. আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ هَلْ أَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا। অর্থাৎ আমি মানব জাতিকে সৃষ্টি করিবার পূর্বে

তুচ্ছ ও দুর্বল হওয়ার কারণে তাহারা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন ঃ

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ অর্থাৎ আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।

مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ -এর ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি মানুষকে নারী ও পুরুষের মিলিত শুক্রবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ প্রথমে স্বামী-স্ত্রীর শুক্রবিন্দু একত্রে মিলিত হয়। অতঃপর কয়েকস্তর অতিক্রম করিয়া ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুঠাম মানুষের রূপ ধারণ করে। ইকরিমা, মুজাহিদ, হাসান এবং রবী ইব্ন আনাস (র)-ও এই কথাই বলেন যে, اَمْشَاجٍ অর্থ পুরুষের শুক্রবিন্দু নারীর শুক্রবিন্দুর সহিত মিলিত হওয়া। আর এইভাবে আমি পরীক্ষা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا অর্থাৎ তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য যে, আমলের দিক থেকে তোমাদিগের কে ভালো।

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আমি তাহাদিগকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছি, যাহাতে তাহার সেই শক্তি দ্বারা ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ অনুগতও হইতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্র নাফরমানীও করিতে পারে।

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ অর্থাৎ আমি মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى "ছামূদ জাতিকে আমি সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছি কিন্তু তাহারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে প্রাধান্য দিয়াছে।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ অর্থাৎ মানুষকে আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথেরই সন্ধান দিয়াছি।

ইকরিমা, আতিয়্যা, ইব্ন যায়দ, মুজাহিদ (র) ও জমহুর উলামা আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবূ সালিহ, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ অর্থ আমি মানুষকে মায়ের পেট হইতে বাহির হইয়া দুনিয়াতে আসিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছি। তবে এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক ও প্রসিদ্ধ।

اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا "হয় কৃতজ্ঞ হইবে, নয় তো অকৃজ্ঞ হইবে।" অর্থাৎ আমি মানুষকে সঠিক পথ বাতাইয়া দিয়াছি। এখন হয়তো সে সেই পথে চলিয়া

সৌভাগ্য অর্জন করিবে অন্যথায় উহা অমান্য করিয়া কপালে দুর্ভোগ ডাকিয়া আনিবে। যেমন ইমাম মুসলিম আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রতিটি মানুষই নিজেকে ক্রয়-বিক্রয় করে। ইহাতে হয় সে (শয়তানের হাতে তুলিয়া দিয়া) নিজেকে বরবাদ করে কিংবা (হিদায়াতের পথে চলিয়া) আবাদ করিয়া লয়।"

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কা'ব ইব্ন উজরা (রা)-কে বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে নির্বোধদের নেতৃত্ব হইতে রক্ষা করুন।' কা'ব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! নির্বোধদের নেতৃত্ব বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমার পরে এমন বহু নেতার আবির্ভাব ঘটিবে; যাহারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করিবে না এবং আমার সুন্নত ও আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবে না।

যাহারা তাহাদিগের বাতিল ও মিথ্যা মতবাদ সমর্থন করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহারা আমার কেহ নয়, আমিও তাহাদিগের কেহ নহি। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে না। আর যাহারা তাহাদিগের মিথ্যা মতবাদ সমর্থন না করিবে এবং জুলুম ও অন্যায় কাজে তাহাদিগের সাহায্য না করিবে—তাহারা আমার উম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, আমিও তাহাদিগের আপন বলিয়া বিবেচিত হইব। আমার হাউযে কাওছারে তাহারা স্থান পাইবে। ওহে কা'ব ইব্ন উজরা! মনে রাখিও, রোযা হইল ঢাল তুল্য, সাদকা ছোট ছোট গুনাহসমূহ মুছিয়া ফেলে এবং নামায আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায় কিংবা (বলিয়াছেন) মুক্তি সনদ। হে কা'ব ইব্ন উজরা! হারাম দ্বারা গঠিত গোশত্ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। জাহান্নামই এমন ব্যক্তির উপযুক্ত ঠিকানা। হে কা'ব! মানুষ প্রতি সকালে নিজেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। কেহ তো নিজেকে ধ্বংসের হাত হইতে মুক্ত রাখে আবার কেহ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়।"

ইমাম আহমদ (র).......আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তির ঘরের দরজায় দুটি পতাকা থাকে। একটি ফেরেশতার হাতে অপরটি শয়তানের হাতে। এখন যদি লোকটি আল্লাহ্র মনপূত কোন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, তাহা হইলে ফেরেশতা পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে কাজ শেষে ঘরে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত লোকটি ফেরেশতার পতাকা তলে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে যদি লোকটি এমন কাজের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, যাহা আল্লাহ্র মনপূত নয়, তাহা হইলে শয়তান পতাকা হাতে তাহার অনুসরণ করে। ফলে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত সে শয়তানের পতাকা তলে অবস্থান করে।"

(٤) اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ○

(٥) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ○

(٦) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ○

(٧) يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ○

(٨) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○

(٩) اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○

(١٠) اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○

(١١) فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ○

(١٢) وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ○

৪. আমি অকৃতজ্ঞদিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।

৫. সৎকর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর—

৬. এমন একটি প্রস্রবণের যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে, তাহারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।

৭. তাহারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে যেই দিনের বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

৮. আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

৯. এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদিগকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদিগের নিকট হইতে প্রতিদান চাহি না, কৃতজ্ঞতাও নহে।'

১০. 'আমরা আশংকা করি আমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'

১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে এবং তাহাদিগকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ।

১২. আর তাহাদিগের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাহাদিগকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।

তাফসীর ঃ এইখানে প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা দিতেছেন যে, আমার সৃষ্টির মধ্য হইতে যাহারা আমার সহিত কুফরী করিবে; তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য আমি শৃঙ্খল বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

اِذِ الاَغْلاَلُ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ يُسْحَبُوْنَ ـ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ অর্থাৎ কাফিরদিগের গলায় বেড়ী লাগাইয়া শৃঙ্খল দ্বারা পা বাঁধিয়া ফুটন্ত পানিতে টানিয়া নেওয়া হইবে। অতঃপর আগুনে পোড়ানো হইবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সৎ কর্মশীলদের পরিণাম সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا অর্থাৎ সৎ কর্মশীলেরা পান করিবে এমন পানীয় যাহার মিশ্রণ কাফূর। বলা বাহুল্য যে, কাফূর মিশ্রিত জান্নাতের এই পানীয় অত্যন্ত সুঘ্রাণযুক্ত ও ঠাণ্ডা হইবে। কাফূর এমনিতেই ঠাণ্ডা ও সুঘ্রাণযুক্ত হইয়া থাকে। তদুপরি জান্নাতের পানীয় হিসাবে উহা অত্যন্ত সুস্বাদু হইবে।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ অর্থাৎ কাফুর মিশ্রিত এই পানীয় এর প্রস্রবণ থাকিবে, যাহা হইতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করিবে এবং কেবল উহা হইতে পান করিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইয়া যাইবে। উল্লেখ্য যে, عَيْنًا শব্দটি তারকীবে তমীযরূপে নসব হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ঃ এই পানীয় কাফূরের ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত। আর কেহ বলেন, তাহা কাফূর নামক প্রস্রবণ হইতে পান করিবে।

يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا অর্থাৎ পানি পান করিবার জন্য প্রস্রবণের কাছে আসিবার প্রয়োজন হইবে না বরং আল্লাহ্‌র বান্দাগণ নিজেদিগের প্রাসাদে, বাগ-বাগিচায়, বৈঠকখানায়, মোটকথা যখন যেখানে ইচ্ছা উহা প্রবাহিত করিতে পারিবে। تفجر অর্থ الانباع। অর্থাৎ প্রবাহিত করা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الاَرْضِ يَنْبُوْعًا অর্থাৎ তাহারা বলিল, আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না যতক্ষণ না তুমি আমাদিগের জন্য যমীন হইতে একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া দাও।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهَا نَهْرًا অর্থাৎ উহার মাঝখানে আমি একটি নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছি।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাগণ ঐ প্রস্রবণটি যেইখানে ইচ্ছা হাঁকাইয়া নিবে। ইকরিমা এবং কাতাদা (র)-ও এই অর্থ বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দা যেইভাবে ইচ্ছা উহা ব্যবহার করিবে।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাদের পরিচয় হইল এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র যাবতীয় আদেশ নিষেধ মানিয়া চলে এবং নযরের মাধ্যমে নিজেরা নিজদিগের উপর যাহা ওয়াজিব করে, উহা যথাযথভাবে পূর্ণ করে আর এমন একদিনের ভয় করে যাহার বিপত্তি হইবে ব্যাপক।

ইমাম মালিক (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিয়া উহা পূরণ করে আর কেহ আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিবার মানত করিলে যেন সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী না করে। ইমাম বুখারী (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا অর্থাৎ আর তাহারা কিয়ামত দিবসের হিসাবের পরিণাম মন্দ হইবার আশংকায় আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করিয়া চলে। বস্তুত উহা এমন এক দিবস যাহার বিপত্তি সকলকেই গ্রাস করিবে। তবে আল্লাহ্ যাহার প্রতি দয়া করেন কেবল সে-ই রক্ষা পাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مستطير অর্থ فاشيا অর্থাৎ বিস্তৃত। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, সেই দিবসের বিপত্তিতে আকাশ-যমীন সবকিছুই ছাইয়া যাইবে।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا অর্থাৎ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। মুজাহিদ, মুকাতিল ও ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতে على حبه অর্থ আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও। কেহ কেহ বলেন, على حبه অর্থ আল্লাহ্‌র ভালোবাসায়। তবে প্রথম অর্থটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ দান করে। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ অর্থাৎ তোমরা যাহা ভালবাস তাহা হইতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করিবে না।

ইমাম বায়হাকী (র) আ'মাশের সূত্রে নাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, নাফি' (র) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন আঙ্গুরের মওসুম সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। তিনি আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার স্ত্রী হযরত সফিয়্যা (রা) এক দিরহাম দ্বারা একছড়া আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন। যাহাকে আঙ্গুর খরীদ করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল ফিরিবার পথে তাহার

সংগে একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজায় হাঁক দিবার সংগে সংগে ইব্‌ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুরগুলি তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর সফিয়্যা (রা) আবারো লোক পাঠাইয়া এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন। এইবারও তাহার পিছনে পিছনে ভিক্ষুকটি আসিয়া হাঁক দিলে ইব্‌ন উমর (রা) আঙ্গুরগুলি তাহাকে দান করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। ফলে আঙ্গুর তাহাকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং হযরত সফিয়্যা (রা)-এর নির্দেশে তাহাকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, আবার আসিলে কিন্তু আর কিছুই দেওয়া হইবে না। অতঃপর সফিয়্যা (রা) পুনরায় এক দিরহামের আঙ্গুর খরীদ করাইয়া আনেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, "সুস্থ অবস্থায় সম্পদের প্রতি লোভ ধনী হইবার আকাঙ্খা ও গরীব হইবার আশংকা থাকা সত্ত্বেও যে দান করা হয় উহাই সর্বোত্তম দান।" অর্থাৎ সম্পদের প্রতি আসক্তি ও সম্পদের প্রয়োজন থাকাবস্থায় যে দান করা হয় উহা উত্তম দান। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا অর্থাৎ আহার্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তাহারা মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করে। মিসকীন ও ইয়াতীম সম্পর্কে উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। اسير তথা কয়েদী সম্পর্কে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন ঃ এইখানে اسير বলিতে মুসলিম কয়েদীদেরকে বুঝানো হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ তৎকালে মুসলমানদের বন্দীরা সকলেই ছিল মুশরিক। অতএব বন্দী বলিতে শুধু মুসলিম বন্দীদেরকেই বুঝানো হয় নাই। বদরের যুদ্ধে যেসব কাফির মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য সাহাবীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে সাহাবাগণ পানাহারের ব্যাপারে নিজদিগের উপর তাহাদিগকে প্রাধান্য দিতেন। ইকরিমা (র) বলেন ঃ اسير অর্থ দাস-দাসী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসংখ্য হাদীসে দাস-দাসী ও অধীনস্তদের সহিত সদাচরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এমনকি মৃত্যুকালেও এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে, তোমরা নামায ও অধীনস্তদের প্রতি যত্নবান হও।

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَاشُكُوْرًا অর্থাৎ অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় যে, তাহারা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায়ই তোমাদিগকে আহার্য দান করি। তোমাদিগের নিকট আমরা ইহার কোন প্রতিদান চাই না এবং ইহাও কামনা করি না যে, মানুষের কাছে তোমরা আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন ঃ এই কথাগুলি তাহারা মুখে না বলিলেও উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا অর্থাৎ আমরা ইহা এইজন্য করি যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি দয়া করেন এবং ভীতি প্রদত্ত ভয়ংকর দিনে আমাদিগকে তিনি বিপদ হইতে মুক্ত রাখেন।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, عَبُوْسًا অর্থ ضَيِّقًا অর্থাৎ সংকীর্ণ। قَمْطَرِيْرًا অর্থ طَوِيْلاً অর্থাৎ– দীর্ঘ। ইকরিমা (র) বলেন, সেইদিন কাফিরদের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া যাইবে ও দুই চক্ষুর মধ্যখান হইতে আলকাতরার ন্যায় ঘাম প্রবাহিত হইবে। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, عَبُوْسًا অর্থ الشر। তথা বিপত্তি। আর قَمْطَرِيْرًا অর্থ الشديد। তথা তীব্র। তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য।

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ قَمْطَرِيْرًا অর্থ الشديد। তথা তীব্র। যেমন ঃ বলা হয় يوم عضيب - يوم قماطر - هو يوم قمطرير ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসই সর্বাপেক্ষা তীব্র ও দীর্ঘ বিপদের দিবস।

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا অর্থাৎ পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সেই দিবসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন এবং তাহাদিগের চেহারায় প্রফুল্লতা ও মনে আনন্দ দান করিবেন। হাসান বসরী, কাতাদা, আবুল আলিয়া ও রবী ইব্ন আনাস (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ "অনেক মুখমণ্ডল হইবে সেইদিন উজ্জ্বল সহাস্য ও প্রফুল্ল।" বলাবাহুল্য যে, মনে আনন্দ হইলে মুখমণ্ডল এমনিতেই উজ্জ্বল হইয়া যায়। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কারণে আনন্দিত হইলে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া যাইত এবং দেখিতে চাঁদের টুকরার ন্যায় মনে হইত।

আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আনন্দিত অবস্থায় আমার কাছে আগমন করেন। দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার মুখমণ্ডলের শিরাগুলি যেন ঝকঝক করিতেছে।

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا অর্থাৎ ধৈর্যের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জান্নাত তথা সুখময় প্রাসাদ ও মনোরম পোষাক দান করিবেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) বলেন আবূ সুলাইমান ইব্ন দারানীকে একদিন সূরা দাহর পাঠ করিয়া শুনানো হয়। পাঠক .... وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا পর্যন্ত আসিলে তিনি বলিলেন ঃ ধৈর্যের সহিত দুনিয়াতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা দমন করিবার ফলেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে ইহা দান করিবেন।

(١٣) مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ○

(١٤) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ○

(١٥) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ○

(١٦) قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ○

(١٧) وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ○

(١٨) عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ○

(١٩) وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنْثُوْرًا ○

(٢٠) وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

(٢١) عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۡ وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ
وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ○

(٢٢) اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ○

১৩. সেথায় তাহারা সমাসীন হইবে সুসজ্জিত আসনে, তাহারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করিবে না।

১৪. সন্নিহিত বৃক্ষ-ছায়া তাহাদিগের উপর থাকিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন করা হইবে।

১৫. তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে।

১৬. রজত শুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা পূর্ণ করিবে।

১৭. সেথায় তাহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।

১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যাহার নাম সালসাবীল।

১৯. তাহাদিগকে পরিবেশন করিবে চির কিশোরেরা, উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইবে উহারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

২০. তুমি যখন সেথায় দেখিবে, দেখিতে পাইবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।

২১. তাহাদিগের আবরণ হইবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তাহারা অলংকৃত হইবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে আর তাহাদিগের প্রতিপালক তাহাদিগকে পান করাইবেন বিশুদ্ধ পানীয়।

২২. অবশ্য, ইহাই তোমাদিগের পুরস্কার এবং তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত।

তাফসীর ঃ জান্নাতের অধিবাসী এবং তাহাদিগকে জান্নাতে যেসব সুখ-সামগ্রী প্রদান করা হইবে সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যে সুসজ্জিত আসনে সমাসীন হইবে। اَلارَائِكَ। অর্থ কি শয়ন করা, নাকি হেলান দিয়া বা আসন করিয়া বসা বা অন্য কিছু— এই বিষয়ে সূরা সাফ্ফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

لاَيَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَزَمْهَرِيْرًا অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীরা অতিশয় গরম বা তীব্র শীত বোধ করিবে না– বরং সর্বদা এমন আবহাওয়া বিরাজমান থাকিবে যাহাতে তাহাদিগের বিন্দুমাত্র কষ্ট হইবে না। কখনো আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনও হইবে না।

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً অর্থাৎ বৃক্ষের ডালসমূহ ঝুঁকিয়া জান্নাতীদের নিকটবর্তী হইয়া ছায়াদান করিবে এবং উহার ফলমূল সম্পূর্ণ উহাদিগের আয়ত্তাধীন থাকিবে। যখনই ইচ্ছা করিবে, জান্নাতীরা অনায়াসে ফলমূল ছিঁড়িয়া লইতে পারিবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ অর্থাৎ দুই উদ্যানের ফল হইবে তাহাদিগের নিকটবর্তী। وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ জান্নাতীরা দণ্ডায়মান হইলে ফল-বৃক্ষ তদানুযায়ী উপরে উঠিয়া যাইবে, বসিলে বা শয়ন করিলে পরিমাণ মত ঝুঁকিয়া যাইবে, যাহাতে অনায়াসে ফল আহরণ করা যায়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কাঁটা বা দূরত্বের কারণে ফল আহরণে কোন প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে না। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ জান্নাতের জমি হইল রৌপ্যের, মাটি খাঁটি মিশকের, বৃক্ষের মূল কাণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্যের, ডাল হীরা, মোতী ও পান্নার। ইহারই মাঝে থাকিবে পাতা ও ফল। সেই ফল দাঁড়াইয়া খাইতেও কোন অসুবিধা হইবে না, বসিয়া খাইতেও অসুবিধা হইবে না, শুইয়া খাইতেও কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا - قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ খাদেমগণ খাদ্যের রৌপ্য বরতন ও স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পান পাত্র গ্লাস লইয়া ঘুরাফেরা করিবে। এই গ্লাস এতই স্বচ্ছ হইবে যে, উহার বাহির হইতে ভিতরের বস্তু স্পষ্ট দেখা যাইবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ জান্নাতে আল্লাহ্ তা'আলা যতকিছু দান করিবেন, দুনিয়াতে উহার সবগুলিরই নমুনা রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ রৌপ্য পান পাত্রের কোন নমুনা দুনিয়াতে নাই।

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا অর্থাৎ খাদিমগণ যথাযথভাবে উহা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। তৃপ্তি লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তদপেক্ষা কমও হইবে না বেশীও না। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ সালিহ্, কাতাদা, ইব্‌ন আবযা, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমায়র, কাতাদা, শা'বী ও ইব্‌ন যায়দ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً অর্থাৎ জান্নাতে সৎ কর্মশীলদেরকে সেই গ্লাসে করিয়া যানজাবীল মিশ্রিত সুরা পান করানো হইবে। মোটকথা সৎকর্মশীল জান্নাতীদিগকে কখনো কাফূর মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে আবার কখনো যানজাবীল মিশ্রিত গরম পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে। এইভাবে ভারসাম্য রক্ষা করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র মুকার্‌রব বান্দাগণ সরাসরি কাফূর এবং যানজাবীলের প্রস্রবণ হইতেই পান করিবে।

عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيْلاً অর্থাৎ যানজাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম, যাহাকে সালসাবীল বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন ঃ সালসাবীল জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ অবিরাম ও দ্রুত প্রবাহিত হওয়ার কারণে উহার নাম সালসাবীল রাখা হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, অনেকের ধারণা, এই প্রস্রবণটির সালসাবীল নামকরণের কারণ হইল উহার পানীয় এতই সুস্বাদু ও সুপেয় যে, মুখে দেওয়ার সংগে সংগে উহা ভিতরে চলিয়া যাইবে।

وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদের সেবার জন্য জান্নাতের কিশোরদের হইতে এমন বহু কিশোর তাহাদিগের আশে-পাশে ঘুরাফেরা করিবে, যাহারা চিরকাল একই রকম থাকিবে। উহাদিগের কৈশোরে কখনো কোন পরিবর্তন আসিবে না এবং বয়সও বৃদ্ধি পাইবে না।

اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا অর্থাৎ উহাদিগকে দেখিলে মনে হইবে যেন উহারা বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায়। এদিক-ওদিক ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। উহাদিগের চেহারা, গায়ের রং, পোশাক ও অলংকারাদি ঠিক মুক্তারই ন্যায় সুন্দর ও উজ্জ্বল।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে আবূ আইয়ূব (রা) সূত্রে কাতাদা (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আমর (রা) বলেন ঃ এক একজন জান্নাতীর সেবায় এক হাজার খাদিম নিয়োজিত থাকিবে। ইহাদিগের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক কাজ আঞ্জাম দিবে। অর্থাৎ এক হাজার জন খাদিম এক হাজার রকম সেবায় তৎপর থাকিবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি জান্নাত, জান্নাতের সুখ-সামগ্রী, জান্নাতের প্রশস্ততা ও উচ্চতার প্রতি লক্ষ্য করিলে অফুরন্ত নাজ-নিয়ামাত ও বিশাল সাম্রাজ্য দেখিতে পাইবেন।

সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া সর্বশেষে যে লোকটি জান্নাতে প্রবেশ করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, যাও তোমার জন্য দুনিয়ার সমান এবং আরো দশগুণ সাম্রাজ্য রহিয়াছে।

উপরে ইব্‌ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "সর্বনিম্নস্তরের একজন জান্নাতীকে যে স্থান দেওয়া হইবে উহা পরিদর্শন করিতে তাহার দুই হাজার বছর লাগিয়া যাইবে। তবুও উহার সবচেয়ে কাছের স্থান ও সবচেয়ে দূরের স্থান সমানভাবে দেখিতে পাইবে।" সর্বনিম্নের জন্য এই নিয়ামত তাহা হইলে সর্বোচ্চ জান্নাতীর জন্য আল্লাহ্ কতটুকু নিয়ামত তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন অনুমান করুন।

তারারানী (র)....... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, একদিন হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আগমন করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তোমার কোন প্রশ্ন থাকিলে করিতে পার।" লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আকার-আকৃতি, রং-রূপ ও নবূওত দ্বারা আপনাদিগকে আমাদিগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে। আচ্ছা আপনি যাহার উপর ঈমান আনিয়াছেন, আমিও যদি তাহার উপর ঈমান আনি এবং আপনি যেই আমল করেন, আমিও সেই আমল করি তো আমি কি আপনার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, যেই সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ! জান্নাতে (দুনিয়ার) কৃষ্ণ লোকদের এক হাজার বছরের দূরত্ব হইতেও দেখা যাইবে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলিল, সে আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া গেল আর যে ব্যক্তি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়িল সে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লাভ করিল। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, ইহার পরও আমরা কিভাবে ধ্বংস হইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অনেক লোক কিয়ামতের দিন এত অধিক আমল লইয়া উপস্থিত হইবে যে, উহা কোন একটি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দিলেও তাহার ভারী অনুভব করিবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিয়ামতের তুলনায় উহা নিতান্তই নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে, তখন আল্লাহ্ যাহাকে স্বীয় রহমতের কোলে টানিয়া নিবেন কেবল সেই রক্ষা পাইবে। এই প্রসংগেই هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ .... وَّمُلْكًا كَبِيْرًا নাযিল হয়। অতঃপর হাবশী লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! জান্নাতে আপনি যাহা দেখিবেন আমিও কি তাহা দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

হ্যাঁ। শুনিয়া লোকটি কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মরিয়া গেল। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে তাঁহাকে কবরে দাফন করিয়াছেন।

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে রেশমী পোশাক পরিধান করিবে। এই রেশমী পোশাক আবার দুই ধরনের হইবে। এক ধরনের নাম হইল 'সুনদুস' অর্থাৎ উন্নতমানের খাঁটি নরম রেশম যাহা দেহের সংগে মিলিয়া থাকিবে। আরেক প্রকার হইল ইসতাবরাক অর্থাৎ উন্নতমানের স্থূল রেশম যাহা উপরে পরিধান করা হইবে ও ঝিকমিক করিতে থাকিবে।

وَحُلُّوْا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ অর্থাৎ এই রেশমী পোশাকের সহিত রূপার কংকন দ্বারা সাজানো হইবে। এই গেল 'আবরার' তথা সৎকর্মশীলদের বর্ণনা। পক্ষান্তরে মুকার্‌রাবদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদেরকে সোনার কংকন ও মুক্তা পরানো হইবে আর উহাদিগের আবরণ হইবে খাঁটি রেশম।

وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদিগকে এমন পানীয় পান করাইবেন, যাহা তাহাদিগের আভ্যন্তরীণ যাবতীয় কুচরিত্র যেমন ঃ হিংসা-দ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি দূর করিয়া নির্মল ও নিষ্কলুষ করিয়া দিবে। যেমন ঃ হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীরা জান্নাতের দরজায় পৌঁছিয়া দুইটি প্রস্রবণ দেখিতে পাইবে। তাহার উহার একটির পানি পান করিবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের উদরস্ত যাবতীয় মলিনতা দূর করিয়া দিবেন। তাহার পর অপরটিতে নামিয়া তাহারা গোসল করিবে। ফলে তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে।

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ জান্নাতীদেরকে সম্মানার্থে বলা হইবে, ইহাই তোমাদিগের কর্মপ্রচেষ্টা স্বীকৃত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا اَسْلَفْتُمْ فِى الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে নেক আমল করিয়াছিলে উহার বিনিময়ে এখন তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহার করিতে থাক।

وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, এই হইল তোমাদিগের জান্নাত। তোমরা দুনিয়াতে যেই নেক আমল করিতে উহার বিনিময়ে তোমাদিগকে ইহা দেওয়া হইয়াছে।

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগের অল্প আমলের বিনিময়ে অনেক পুরস্কার দিয়াছেন।

(٢٣) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ○

(٢٤) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ○

(٢٥) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ○

(٢٦) وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ○

(٢٧) اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاۤءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ○

(٢٨) نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ
تَبْدِيْلًا ○

(٢٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاۤءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ○

(٣٠) وَمَا تَشَاۤءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

(٣١) يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَاۤءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۗ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ○

২৩. আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে।

২৪. সুতরাং ধৈর্যের সহিত তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর এবং উহাদিগের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তাহার আনুগত্য করিও না।

২৫. এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

২৬. রাত্রির কিয়দংশে তাঁহার প্রতি সিজদায় নত হও এবং দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

২৭. উহারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং উহার– পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

২৮. আমি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে উহাদিগের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করিব।

২৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যাহার ইচ্ছা সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।

৩০. তোমরা ইচ্ছা করিবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৩১. তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা– উহাদিগের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

তাফসীর ঃ স্বীয় রাসূলের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, আমি আপনার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে। সুতরাং আপনিও এই অনুগ্রহের মোকাবিলায় ধৈর্যের সহিত দায়িত্ব পালন করুন এবং আমার সিদ্ধান্তের উপর অবিচল থাকুন। আমিই আপনাকে কাজের উত্তম রীতিনীতি ও পদ্ধতি শিখাইয়া দিব।

وَلَاتُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا অর্থাৎ কাফির মুনাফিকদের কোন কথার প্রতি আপনি কর্ণপাত করিবেন না। উহাদিগের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা প্রত্যাদেশ হয় আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া উহা মানুষের কাছে পৌঁছাইতে থাকুন। প্রতিপক্ষের অনিষ্টতা হইতে আল্লাহই আপনাকে রক্ষা করিবেন। اثم বলা হয় বদ 'আমল নাফরমানকে আর كفور বলা হয় অন্তরে আল্লাহ্কে অস্বীকারকারীকে।

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর।

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا অর্থাৎ এবং রাত্রির কিয়দংশে তাহার প্রতি সিজদায় নত হও আর দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا অর্থাৎ এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে, ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন প্রশংসিত স্থানে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও তাহাদিগের সমমনাদের সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

اِنَّ هٰؤُلَاءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَاۤءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا অর্থাৎ এই কাফির বে-ঈমানরা পার্থিব জীবনকে ভালোবাসে এবং উহার পরবর্তী কঠিন দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে উপেক্ষা করিয়া চলে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ ـ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগের গঠন সুদৃঢ় করিয়াছি। আবার যখন আমি ইচ্ছা করিব কিয়ামতের দিন উঠাইয়া উহাদিগকে আমি নতুনভাবে সৃষ্টি করিব।

ইব্ন যায়দ ও ইব্ন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি যখন ইচ্ছা করিব উহাদিগের পরিবর্তে আমি আরেকটি জাতি সৃষ্টি করিতে পারিব। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ يَّشَاءُ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِاٰخَرِيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذَالِكَ قَدِيْرًا অর্থাৎ ওহে মানুষ! আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া অন্য জাতি সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আর আল্লাহ্ এই কাজ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنْ يَّشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে নির্মূল করিয়া নতুন এক জাতি আনিয়া দিবেন। আর এই কাজ আল্লাহ্র জন্য মোটেই কঠিন নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ـ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلاً অর্থাৎ এই সূরাটি বিশেষ একটি উপদেশ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন দ্বারা হিদায়াত লাভ করিতে চাহে, সে তাহার প্রতিপালকের দিকে পথ ধরুক। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত কাহারো ইচ্ছা পূরণ হইবার নহে। আল্লাহ্র মঞ্জুরি ব্যতীত কেহ নিজেকে হিদায়াত করিতে, ঈমান আনয়ন করিতে এবং নিজের কোন উপকার করিতে সক্ষম নহে।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا অর্থাৎ কে হিদয়াতের উপযুক্ত আল্লাহ্ তাহা জানেন। ফলে তিনিই উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য তাহাকে হিদায়াত হইতে বঞ্চিত করেন। আর তিনি প্রজ্ঞাময়। অতঃপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُدْخِلُ مَنْ يَّشَاءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন আর যাহাকে ইচ্ছা পথহারা করেন। আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন, কেহ তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না আর আল্লাহ্ যাহাকে বিভ্রান্ত করেন, কেহ তাহাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আর অত্যাচারীদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

সূরা মুরসালাত

৫০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম বুখারী (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত মিনার এক গুহায় অবস্থান করিতেছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন আর আমরা তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া মুখস্ত করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ একটি সর্প আমাদিগকে দংশন করিতে উদ্যত হয়। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "উহাকে মারিয়া ফেল"। আমরা মারিতে উদ্যত হইলে সাপটি চলিয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সাপটি তোমাদিগের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইল আর তোমরাও উহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইয়াছ।" ইমাম মুসলিম ও আ'মাশ (র) সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে উম্মে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, উম্মে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মাগরিবের সালাতে وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

(١) وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ

(٢) فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ

(٣) وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

(٤) فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ

(٥) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(٦) عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ

(٧) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ۚ

(٨) فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ

(٩) وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ

(١٠) وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ

(١١) وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ۚ

(١٢) لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ۚ

(١٣) لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ

(١٤) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ

(١٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
২. আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার,
৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর,
৫. এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ–
৬. অনুশোচনাস্বরূপ বা সতর্কতাস্বরূপ।
৭. নিশ্চয়ই তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী।
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে,
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,
১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে,
১১. এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হইবে,
১২. এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে কোন্ দিবসের জন্য?
১৩. বিচার দিবসের জন্য।
১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ফেরেশতা, মাসরূক আবূ যোহা, মুজাহিদ, সুদ্দী এবং রবী ইব্‌ন আনাস (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, রাসূলগণ। فارقات - ناشرات - عاصفات এবং ملقيات সম্পর্কেও আবূ সালিহ (র) বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা।

ছাওরী (র) আবুল আবী দায়ন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আবী দায়ন (র) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে وَالْمُرْسَلٰتِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, وَالْمُرْسَلٰتِ অর্থ ঃ বায়ু। অনুরূপভাবে عاصفات ও ناشرات সম্পর্কেও তিনি বলেন যে, এইগুলি দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বায়ু। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ এবং কাতাদা (র) অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) المرسلات। দ্বারা অর্থ ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত পোষণ করেন নাই। তবে عاصفات দ্বারা বায়ু বলিয়াছেন। ইহা ইবন মাসউদ ও আলী (রা) এবং সুদ্দীও বলিয়াছেন। কিন্তু ناشرات দ্বারা ফেরেশতা না বায়ু কোন স্থির মত প্রকাশ করেন নাই।

আবূ সালিহ (র) হইতে বর্ণিত যে, ناشرات অর্থ বৃষ্টি। তবে প্রসিদ্ধ মতে مُرْسَلَاتِ অর্থ বায়ুই সঠিক। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ অর্থাৎ আমি বায়ুসমূহকে প্রেরণ করিয়াছি যাহা মেঘমালা পরিচালিত করে। অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রহমত প্রেরণের পূর্বে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে عَاصِفَاتِ অর্থও বায়ু যেমন প্রবলবেগে শোঁ শোঁ করে বায়ু প্রবাহিত হইলে বলা হয় عَصَفَتِ الرِّيَاحُ তদ্রূপ ناشرات অর্থও বায়ু, যাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী আকাশ প্রান্তে মেঘমালা ছড়াইয়া দেয়।

فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا - فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا - عُذْرًا اَوْ نُذْرًا অর্থাৎ শপথ বিচ্ছিন্নকারীর এবং তাহার যাহা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ, অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ।

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, মুজাহিদ, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস, সুদ্দী ও ছাওরী (র) বলেন ঃ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا الخ। অর্থাৎ ফেরেশতা

বস্তুত ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। কারণ ফেরেশতাই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে রাসূলদের নিকট এমন বাণী অবতীর্ণ করেন যাহা হক-বাতিল, হিদায়াত-গোমরাহী ও হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং রাসূলদের নিকট এমন ওহী অবতীর্ণ করে যাহাতে সত্যের প্রতি আহ্বান ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উপরিউক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, কিয়ামত, শিংগায় ফুৎকার প্রদান, পুনরুত্থান, পূর্বাপর সকল মানুষকে একই চত্বরে সমবেত করা ও ভালোমন্দ সব ধরনের কর্মের প্রতিফল প্রদান ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে উহা বাস্তবায়িত হইবে, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র অবকাশ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ "যখন নক্ষত্ররাজি নিস্প্রভ হইয়া যাইবে।" অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ "যখন তারকারাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।"

وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ "আর যখন আকাশ ফারিয়া বিদীর্ণ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে এবং তাহার পার্শ্ব ও কিনারা ধ্বংস হইবে।"

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ আর যখন পর্বতমালা উন্মুলিত ও বিক্ষিপ্ত নিশ্চিত হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে পর্বতমালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন যে, আমার প্রতিপালক উহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন।

وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ যখন রাসূলগণকে সমবেত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ "যেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলদিগকে একত্রিত করিবেন।"

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اُقِّتَتْ অর্থ اُجِّلَتْ অর্থাৎ যেইদিন রাসূলদিগকে নির্ধারিত সময়ে উত্থিত করা হইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِائَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ-

অর্থাৎ যমীন তাহার প্রতিপালকের নূরে আলোকিত হইবে, আমলনামা স্থাপন করা হইবে, নবী ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করা হইবে এবং তাহাদিগের মাঝে ন্যায়সংগতভাবে মীমাংসা করা হইবে ও কাহারো প্রতি অবিচার করা হইবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِاَىِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ অর্থাৎ বিচার দিবসের জন্য এই সমুদয় স্থগিত রাখা হইয়াছে। বিচার দিবসে কিয়ামতের মাঠে এই সকল বিষয়ে মীমাংসা করা হইবে। হে রাসূল! আপনি কি জানেন যে, বিচার দিবস কী? উল্লেখ্য যে, বিচার দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ সেই দিবসের মিথ্যারোপকারীদের জন্য দুর্ভোগ রহিয়াছে।

(١٦) اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۙ○

(١٧) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ○

(١٨) كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ○

(١٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٢٠) اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ○

(٢١) فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ○

(٢٢) اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ○

(٢٣) فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ○

(٢٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٢٥) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ○

(٢٦) اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ○

(٢٧) وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۙ○

(٢٨) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদিগকে ধ্বংস করি নাই!
১৭. অতঃপর আমি পরবর্তীদিগকে উহাদিগের অনুগামী করিব।
১৮. অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি।
১৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২০. আমি কি তোমাদিগকে তুচ্ছ পানি হইতে সৃষ্টি করি নাই?
২১. অতঃপর আমি উহা স্থাপন করিয়াছি নিরাপদ আধারে,
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. আমি উহাকে গঠন করিয়াছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা!
২৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।
২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,
২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?
২৭. আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদিগের দিয়াছি সুপেয় পানি।
২৮. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ পূর্বযুগে যাহারা রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং আল্লাহ্র বিধানের বিরোধীতা করিয়াছিল আমি কি তাহাদিগকে ধ্বংস করি নাই? অর্থাৎ তাহাদিগকে আমি ধ্বংস করিয়া দিয়াছি।

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীতেও যাহারা উহাদের ন্যায় আচরণ করিবে আমি তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দিব। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ অপরাধীদিগের প্রতি আমি এইরূপই করিয়া থাকি। মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য তো ধ্বংস রহিয়াছেই। এই ব্যাখ্যা ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পুনরুত্থানের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ অর্থাৎ আমি কি তোমাদিগকে এমন পানি দ্বারা সৃষ্টি করি নাই, যাহা আল্লাহ্র শক্তির মুকাবিলায় নিতান্তই তুচ্ছ, হীন ও অপদার্থ?

فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ অর্থাৎ অতঃপর এক নির্ধারিত সময় তথা ছয় কিংবা নয় মাস পর্যন্ত আমি সেই পানিকে এক নিরাপদ আধার তথা মাতৃজরায়ুতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছি।

فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ অতঃপর আমি পরিমিতভাবে উহাকে গঠন করিয়াছি। দেখ আমি কত বড় নিপুণ স্রষ্টা!

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যারোপকারীদিগের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا অর্থাৎ আমি কি যমীনকে জীবিত ও মৃতের জন্য ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করি নাই? অর্থাৎ যমীনকে আমি তোমাদিগের এই খিদমতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, উহা জীবিতাবস্থায় তোমাদিগকে পিঠে বহন করিবে আর মৃত্যুর পর পেটে ধারণ করিবে? শা'বী, মুজাহিদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ অর্থাৎ যমীনের উপর সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি যাহাতে যমীন হেলিয়া দুলিয়া না পড়ে।

وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া এবং যমীন হইতে প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া আমি তোমাদিগের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করিয়াছি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংস সেই সব লোকদের জন্য যাহারা স্রষ্টার মহত্ব ও বিরাট প্রমাণকারী এত সব সৃষ্টি দেখিয়াও সত্যকে উপেক্ষা করিয়া চলে ও কুফরী করে।

(٢٩) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ
(٣٠) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ
(٣١) لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۗ
(٣٢) اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ
(٣٣) كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۗ
(٣٤) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
(٣٥) هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ
(٣٦) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○
(٣٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٣٨) هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ○
(٣٩) فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ○
(٤٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

২৯. তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে, চল তাহারই দিকে
৩০. চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে,
৩১. যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নি শিখা হইতে।
৩২. উহা উৎক্ষেপ করিবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকা তুল্য,
৩৩. উহা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ,
৩৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৩৫. ইহা এমন একদিন যেইদিন কাহারো বাকস্ফূর্তি হইবে না,
৩৬. এবং তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইবে না অপরাধ স্খালনের।
৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৩৮. ইহাই ফয়সালার দিন, আমি একত্র করিয়াছি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তীদিগকে।
৩৯. তোমাদিগের কোন অপকৌশল থাকিলে তাহা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।
৪০. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।

তাফসীর ঃ পুনরুত্থান, প্রতিদান ও জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকারকারী কাফিরদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

اِنْطَلِقُوْا اِلٰى مَاكُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ـ اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ لَّاظَلِيْلٍ وَّلَايُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ـ

অর্থাৎ তোমরা যাহাকে অস্বীকার করিতে তাহারই দিকে চল। চল, তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে, যে ছায়া শীতল নহে এবং যে ছায়া রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হইতে। তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়া বলিয়া অগ্নিশিখাকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ, প্রজ্বলিত অগ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া উপরের দিকে উঠে এবং সংগে ধোঁয়া থাকে তখন আগুনের তীব্রতা ও শক্তির কারণে উহার তিনটি শাখা পরিলক্ষিত হয়। এই লেলিহান অগ্নিশিখার মুকাবিলায় ধোঁয়ার ছায়া শীতল নহে এবং উহা অগ্নিশিখা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ। অর্থাৎ সেই অগ্নিশিখা হইতে প্রাসাদতুল্য স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষেপিত হইতে থাকিবে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, মালিক (র) প্রমুখ বলেন كَالْقَصْرِ অর্থ كاصول شجر অর্থাৎ বৃহৎ বৃক্ষ মূলের ন্যায়।

كَاَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থাৎ দেখিতে যেন উহা ঠিক কালো বর্ণের উষ্ট্র শ্রেণী। মুজাহিদ, কাতাদা, হাসান, ও যাহ্হাক (র) جِمٰلَتٌ صُفْرٌ -এর অর্থ করিয়াছেন كَالابِلِ السُّوْدِ অর্থাৎ কালো উষ্ট্র শ্রেণী। এবং ইব্ন জারীর (র) ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন ঃ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থ জাহাজের রশি।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ অর্থ তামার টুকরা।

ইমাম বুখারী (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে এই তাফসীরে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা তিন হাত বা ইহার অধিক দীর্ঘ খুঁটি গাড়িয়া যখন কোন কোছ নির্মাণ করি তখন উহাকে আমরা قصر বলিয়া থাকি।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ ধ্বংস সেই দিন মিথ্যা আরোপকারীদিগের। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُوْنَ وَلَايُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিবসে কেহই মুখ খুলিয়া কথা বলিতে সক্ষম হইবে না এবং অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবারও অনুমতি দেওয়া হইবে না।

এইখানে উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের ময়দানে এক এক সময় এক এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করিবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো এক অবস্থা আবার কখনো আরেক অবস্থা বর্ণনা করিয়া সেই দিবসের ভয়াবহতা প্রকাশ করিতেছেন। বিধায় প্রতি অধ্যায়ের পরই وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ এই বাক্যটি বলিতেছেন।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ - جَمَعْكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ - فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদিগকে বলিবেন, ইহা মীমাংসার দিন। আমি তোমাদিগকে এবং পূর্ববর্তী সকলকে এইখানে সমবেত করিয়াছি। এখন যদি চেষ্টা-তদবীর করিয়া বুদ্ধি-কৌশল প্রয়োগ করিয়া আমার আযাব হইতে নিস্তার লাভ করিতে পার তো চেষ্টায় ত্রুটি করিও না। চুপ করিয়া আছ কেন? তোমাদিগের সেই বুদ্ধি-বিবেক আজ কোথায় গেল? কিন্তু সেই দিন আল্লাহ্র হাত হইতে ছুটিয়া যাইবার শক্তি কাহারো থাকিবে না।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَاتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ অর্থাৎ হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা যদি তোমরা অতিক্রম করিতে পার, তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তাহা পারিবে না শক্তি ব্যতিরেকে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَاتَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا তোমরা আল্লাহ্র কোনই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবে না। হাদীসে কুদসীতে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা না আমার কোন উপকার করিতে পার, না আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করিতে পার।

ইব্ন আবূ হাতিম....... আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ্ জাদালী (র) বলেন, একদিন আমি বায়তুল মুকাদ্দাস আসিয়া দেখি, উবাদা ইব্ন সামিত, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর ও কা'ব (রা) বায়তুল মুকাদ্দাসে বসিয়া আলাপ করিতেছেন। এক পর্যায়ে উবাদা (রা) বলিলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে একটি চত্বরে সমবেত করিবেন এবং ঘোষণাকারী ঘোষণা প্রদান করিয়া সবাইকে হুঁশিয়ার করিয়া দিবেন। সেই দিন আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন ঃ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الخ আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম তাহার ঘাড় বাহির করিয়া মানুষের মাঝে আসিয়া ঘোষণা দিবে যে, হে লোক সকল! আমি আজ তিন শ্রেণীর লোককে গ্রাস করিব। পিতা নিজ সন্তানকে যেমন চিনে, এক সহোদর আরেক সহোদরকে যেমন চিনে, আমি তাহাদিগকে তদপেক্ষা বেশি চিনি। কোন প্রকারেই আজ তাহারা আমার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না। (১) আল্লাহ্র সংগে অংশীদার স্থাপনকারী (২) খোদাদ্রোহী এবং অহংকারী ও (৩) নাফরমান শয়তান। অতঃপর জাহান্নাম বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর লোকদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। অথচ তখন হিসাব-নিকাশের চল্লিশ বছর বাকী।

(٤١) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ○

(٤٢) وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ○

(٤٣) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(٤٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

(٤٥) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٤٦) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ○
(٤٧) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
(٤٨) وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○
(٤٩) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
(٥٠) فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

৪১. মুত্তাকীরা থাকিবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,
৪২. তাহাদিগের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।
৪৩. 'তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'
৪৪. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।
৪৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করিয়া লও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।
৪৭. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য,
৪৮. যখন উহাদিগকে বলা হয়, 'আল্লাহ্র প্রতি নত হও, উহারা নত হয় না।'
৪৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদিগের জন্য।
৫০. সুতরাং উহারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে!

তাফসীর ঃ উপরে আল্লাহ্ তা'আলা নাফরমান ও বদকার বান্দাদের পরিণামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইখানে মুত্তাকী তথা যাহারা দুনিয়াতে আল্লাহ্র বিধান মানিয়া চলে উহাদিগের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ মুত্তাকীরা থাকিবে, ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে। তাহাদিগের বাঞ্ছিত রকমারী ফল-মূলের প্রাচুর্যের মধ্যে। বদকারদের বিপরীতে। তাহারা কাল ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং উষ্ণ ছায়ায় থাকিবে।

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদিগের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ যাহারা উত্তমভাবে আমল করে আমি তাহাদিগকে এইরূপ পুরস্কারই প্রদান করিব।

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের উপর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিচার দিবসকে অস্বীকারকারীদিগকে ধমক দিয়া বলিতেছেন ঃ

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার কর ও ভোগ করিয়া লও। তোমরা তো অপরাধী। ফলে এক দিন তোমাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে অল্প কিছুদিন ভোগের সুযোগ দিব, অতঃপর কঠোর শাস্তি প্রদান করিব।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ অর্থাৎ এই নাদান কাফিরদিগকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ্র সামনে নত হও, জামাতের সহিত সালাত আদায় কর, তখন তাহারা অহংকার ও অবজ্ঞাবশত সেই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চলে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ দুর্ভোগ সেইদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ইহারা যদি এই কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে?

ইব্ন আবূ হাতিম .... ইসমাঈল ইব্ন উমায়রা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল (র) বলেন যে, আমি এক বেদুঈন লোককে বলিতে শুনিয়াছি, আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা মুরসালাত পাঠ করিলে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া যেন সে বলে, اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِمَا اَنْزَلَ অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার অবতীর্ণ ওহীর উপর ঈমান রাখি। সূরা কিয়ামায় এই হাদীসটি বর্ণনা করা হইয়াছে।

ত্রিশতম পারা

সূরা নাবা

৪০ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ○

(٢) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ○

(٣) الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ○

(٤) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ○

(٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ○

(٦) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ○

(٧) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ○

(٨) وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ○

(٩) وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ○

(١٠) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ○

(١١) وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ○

(١٢) وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ○

(١٣) وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۙ

(١٤) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

(١٥) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

(١٦) وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ؕ

১. উহারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে?
২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,
৩. যেই বিষয়ে উহাদিগের মধ্যে মতানৈক্য আছে।
৪. কখনই না, উহাদিগের ধারণা অবাস্তব, উহারা শীঘ্র জানিতে পারিবে।
৫. আবার বলি, কখনই না, উহারা অচিরেই জানিবে।
৬. আমি কি করি নাই, ভূমিকে শয্যা
৭. ও পর্বতসমূহকে কীলক?
৮. আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায়,
৯. তোমাদিগের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম,
১০. করিয়াছি রাত্রিকে আবরণ,
১১. এবং করিয়াছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়,
১২. আর নির্মাণ করিয়াছি তোমাদিগের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
১৩. এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ।
১৪. এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি।
১৫. তদ্দারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,
১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।

তাফসীর ঃ যে সব মুশরিক কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিত এবং উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিত আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করিয়া কিয়ামতের হাকীকত বর্ণনা করিয়া এবং উহাদিগের মতামত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন ঃ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ মুশরিকরা একে অপরকে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? উহারা কি কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে? বস্তুত কিয়ামতের বিষয়টি তো একটি ভয়াবহ সংবাদ।

কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ اَلنَّبَاِ الْعَظِيْمِ অর্থ হইল মৃত্যুর পর পুনরুত্থান। মুজাহিদ (র) বলেন কুরআন। তবে প্রথম অর্থটিই সমধিক গ্রহণীয়।

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ অর্থাৎ এই কিয়ামত দিবস সম্পর্কে মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত। একদল উহা সংঘটিত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করে আরেক দল বিশ্বাস করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবস অস্বীকারকারীদিগকে ধমক প্রদান করিয়া বলিতেছেন ঃ

كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের হাকীকত উহারা শীঘ্রই জানিতে পারিবে– শুধু শীঘ্রই কেন, এইতো এই এখনই উহা তাহাদিগের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া নিজের মহান কুদরতের নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। যদ্দারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, যিনি কোন নমুনা ছাড়াই প্রথম পর্যায়ে এতসব বস্তু সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, একবার ধ্বংস হইবার পর পুনরায় উহা সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। এই পর্যায়ে তিনি বলেন ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য শয্যারূপে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের করায়ত্ব করিয়া দেই নাই?

وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا অর্থাৎ পর্বতমালাকে কি ভূমির জন্য কীলক বানাইয়া দেই নাই? ফলে ভূমি এখন স্থির-শান্ত ও অবিচল হইয়া গিয়াছে। উহার অধিবাসীদের লইয়া পূর্বের ন্যায় এখন আর ভূমি নড়াচড়া করে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ আর আমি তোমাদিগকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ তোমাদিগের কাউকে বানাইয়াছি পুরুষ আর কাউকে বানাইয়াছি নারী। ফলে তোমরা একজন অপরজন দ্বারা উপকৃত হও এবং নারী-পুরুষের মিলন দ্বারা বংশ বৃদ্ধি পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হইল এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদিগের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা প্রশান্তি লাভ করিতে পার আর তিনি তোমাদিগের মাঝে ভালোবাসা ও প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا অর্থাৎ আমি নিদ্রাকে বিশ্রাম বানাইয়াছি যে, তোমাদিগের দিনের যাবতীয় ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর হইয়া যায়। সূরা ফুরকানেও এই ধরনের আয়াত রহিয়াছে।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا অর্থাৎ আমি রাত্রিকে আবরণ করিয়াছি, অর্থাৎ রাতের অন্ধকার সমস্ত মানুষকে আচ্ছাদন করিয়া দেয়। যেমন অন্যত্র আছে। وَالَّيْلِ اِذَا

يَغْشَاهَا অর্থাৎ রাতের কসম, যখন অন্ধকার তাহাকে আচ্ছাদন করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ لِبَاسًا অর্থ سَكَنًا অর্থাৎ রাতকে আমি প্রশান্তি লাভের মাধ্যম বানাইয়াছি।

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا অর্থাৎ দিবসকে আমি আলোকময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে মানুষ কাজকর্ম, যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হয়।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا অর্থাৎ তোমাদিগের মাথার উপর আমি নির্মাণ করিয়াছি, সাত আকাশ। যাহা অত্যন্ত প্রশস্ত, সুবিস্তৃত, লম্বা, চওড়া, অত্যন্ত মজবুত, সুদৃঢ় ও তারকারাজি দ্বারা সাজানো।

وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا অর্থাৎ আর আমি সূর্যকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও আলোকময় করিয়াছি, যাহা গোটা জগতকে আলোকিত করিয়া দেয়।

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا অর্থাৎ আর আমি মেঘমালা হইতে প্রচুর পানি বর্ষণ করিয়াছি।

আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, اَلْمُعْصِرٰتِ অর্থ اَلرِّيْحُ। অর্থাৎ বায়ু।

ইব্‌ন আবূ হাতিম.......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْمُعْصِرٰت অর্থ الرياح। অর্থাৎ বায়ু। ইকরিমা, কাতাদা, মুকাতিল, কালবী, যায়দ ইব্‌ন আসলাম এবং আব্দুর রহমান (র) এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বায়ু মেঘমালাকে পানি একস্থান হইতে অন্য স্থানে পরিচালিত করে আর উহাতেই বারি বর্ষিত হয়।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন اَلْمُعْصِرٰت অর্থ ঃ السحاب। অর্থাৎ মেঘ। অনুরূপ ইকরিমা, আবুল আলিয়া, যাহ্‌হাক, হাসান, রবী ইব্‌ন আনাস ও ছাওরী (র) বর্ণনা করিয়াছেন। ফাররা বলেন ঃ مُعْصِرٰت সেই মেঘ যাহা বারি বর্ষণ করিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু এখনও বারি বর্ষিত হয় নাই। যেমন, যেই মহিলার স্রাব আসার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও শুরু হয় নাই। আরবের পরিভাষায় তাহাকে إِمْرَأَةٌ مُعْصِرَةٌ বলা হয়। হাসান ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে اَلْمُعْصِرٰت অর্থ السَّمٰوٰتِ। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হইল معصرات অর্থ মেঘ।

مَاءً ثَجَّاجًا ছাওরী (র) বলেন ঃ ثَجَّاجًا অর্থ متتابعا অর্থাৎ অবিরাম। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ كَثِيْرًا। অর্থাৎ প্রচুর। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ افضل الحج .... والثج! অর্থাৎ সেই হজ্জ সর্বোত্তম যাহাতে উচ্চস্বরে অধিক পরিমাণ লাব্বায়ক বলা হয় এবং অত্যধিক রক্ত প্রবাহিত করা হয়–

অর্থাৎ বেশি বেশি কুরবানী করা হয়। এস্তেহাযা ওয়ালী এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কুরসুক তথা তুলা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিলে মহিলাটি বলিয়াছিল যে, না হুযূর। তুলা দ্বারা উহা বন্ধ করা সম্ভব নয়। انّما اثج ثجا। অর্থাৎ অবিরাম রক্ত বাহির হইতেই থাকে। ইহা প্রমাণ করে যে, الثج। শব্দটি অনবরত অত্যধিক প্রবাহিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا - وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا অর্থাৎ আকাশ হইতে বর্ষিত এই পানি দ্বারা আমি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান উৎপন্ন করি। حَبٌّ অর্থ শস্য, যাহা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা আহার করে। نبات অর্থ উদ্ভিদ তথা সবুজ তরি-তরকারী যাহা তাজা খাওয়া যায়। جنت অর্থ– বাগান বা উদ্যান যাহাতে নানা রং ও নানা স্বাদের রকমারী ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন الفافً। অর্থ مجتمعة অর্থাৎ ঘন সন্নিবিষ্ট।

(١٧) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۙ

(١٨) يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۙ

(١٩) وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ

(٢٠) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۞

(٢١) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

(٢٢) لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۙ

(٢٣) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۚ

(٢٤) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۙ

(٢٥) اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۙ

(٢٦) جَزَآءً وِّفَاقًا ۞

(٢٧) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۙ

(٢٨) وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۞

(٢٩) وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۙ

(٣٠) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۟ ع

১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।

১৮. সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হইবে,

১৯. আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে, ফলে উহা হইবে বহুদ্বার বিশিষ্ট।

২০. এবং চলমান করা হইবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলি হইয়া যাইবে মরীচিকা।

২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে,

২২. সীমালংঘন কারীদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।

২৩. সেথায় উহারা যুগ যুগ ধরিয়া অবস্থান করিবে।

২৪. সেথায় উহারা আস্বাদন করিবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—

২৫. দুর্গন্ধ পানি ও পূঁজ ব্যতীত;

২৬. ইহাই উপযুক্ত প্রতিফল।

২৭. উহারা কখনও হিসাবের আশংকা করিত না,

২৮. এবং উহারা দৃঢ়তার সহিত আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল।

২৯. সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করিয়াছি লিখিতভাবে।

৩০. অতঃপর তোমরা আস্বাদন গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদিগের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করিব।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, বিচার দিবস তথা কিয়ামত দিবস একটি নির্ধারিত তারিখেই অনুষ্ঠিত হইবে। উহার এক মুহূর্ত আগেও হইবে না এবং পরেও হইবে না। কিন্তু উহা কখন সংঘটিত হইবে আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উহা জানে না। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُؤَخِّرُهٗ اِلاَّ لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ অর্থাৎ একটি নির্ধারিত সময়ের জন্যই আমি উহাকে সুযোগ দিতেছি।

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا অর্থাৎ সেইদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইলে সমস্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اَفْوَاجًا অর্থ زمرًا। زمرا। অর্থাৎ দলে দলে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ প্রত্যেক উম্মত সেইদিন নিজ নিজ রাসূলের সংগে সমবেত হইবে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ অর্থাৎ সেই দিন আমি প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ নেতার সংগে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিব।

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান হইবে চল্লিশ। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চল্লিশ দিন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'জানি না'। অতঃপর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিল, কি চল্লিশ মাস? হুযূর (সা) বলিলেন, 'জানি না' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হুযূর! তাহা হইলে কি চল্লিশ বছর? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আমি তাহাও জানি না'। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ তথা উপর হইতে বারি বর্ষণ করিবেন। ফলে যমীন হইতে যেমন ফসল উৎপন্ন করা হয়, তেমনি মানুষও মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। মৃত্যুর পর মানবদেহের সবই গলিয়া পঁচিয়া যায় কিন্তু একটি হাড্ডি অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নীচের মাথার হাড্ডি অক্ষুণ্ন থাকে। উহা হইতেই কিয়ামতের দিন সকলকে পুনর্জীবিত করা হইবে।

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا অর্থাৎ আকাশ উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে উহা বহুদ্বার বিশিষ্ট হইয়া ফেরেশতা অবতরণের পথ হইয়া যাইবে।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমূহকে চলমান করা হইবে ফলে সেইগুলি মরীচিকায় পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ অর্থাৎ পর্বতসমূহকে দেখিয়া তুমি মনে করিতেছ উহা মজবুতভাবে স্থির রহিয়াছে। কিন্তু একদিন সেইগুলি মেঘের ন্যায় চলিতে শুরু করিবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রংঙিন পশমের মত।

فَكَانَتْ سَرَابًا অর্থাৎ পর্বতসমুহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া এমন হইয়া যাইবে যে, দেখিয়া উহাকে কিছু-একটা মনে হইবে, কিন্তু আসলে উহা কিছুই নয়। অতঃপর উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইবে।

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا অর্থাৎ জাহান্নাম সীমা লংঘনকারীদিগের জন্য ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছে। এই জাহান্নামই উহাদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন, জাহান্নাম অতিক্রম না করিয়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যার আমল ভালো হইবে সে তো জাহান্নাম অতিক্রম করিয়া জান্নাতে পৌঁছিয়া যাইবে আর যাহার আমল ভালো নয় সে জাহান্নামেই নিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, জাহান্নামের উপর তিনটি পুল থাকিবে।

لَّابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا অর্থাৎ যুগ যুগ ধরিয়া উহারা সেথায় অবস্থান করিবে। احقاب শব্দটি حقب এর বহুবচন। দীর্ঘ একটি সময়কে حقب বলা হয়। তবে উহার পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)......... সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালিম ইব্ন আবুল জাদ (র) বলেন, হযরত আলী (রা) একদিন হিলাল হাজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কুরআনে যে হাকাব এর কথা বলা হইয়াছে উহার পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বলিলেন, আশি বছর। প্রতি বছর বার মাসে হইবে এবং প্রতি মাস ত্রিশ দিনে হইবে আর প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমতুল্য হইবে। আবূ হুরায়রা (রা) আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আমর ইব্ন মায়মূন, হাসান, কাতাদা রবী ইব্ন আনাস এবং যাহ্হাক (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান বসরী ও সুদ্দী (র)-এর এক বর্ণনা মতে অনুরূপ সত্তর বছর। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর এক বর্ণনা মতে চল্লিশ বছর যার প্রত্যেকটি দিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। বশীর ইব্ন কা'ব (র) বলেন, এক হাজার হইল তিনশত বছর যাহার প্রতি বছর বার মাসে, প্রতি মাস ত্রিশ দিনে আর প্রতিদিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে এক হাজার বছর। ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) لَّابِثِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'এক হাকাব এক মাসে, এক মাসে ত্রিশ দিনে এবং এক বছর বার মাসে ও তিনশত ষাট দিনে। আর ইহার প্রতিটি দিন হইল তোমাদিগের হিসাব মতে এক হাজার বছর। কিন্তু এই হাদীসটি মুনকার। বর্ণনাকারী কাসিম ও জা'ফর উভয়েই সনদের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যাত বলিয়া বিবেচিত।

বায্যার (র)....... সুলায়মান ইব্ন মুসলিম আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্ন আবুল আ'লা (র) বলেন, আমি সুলায়মান তায়মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, জাহান্নাম হইতে কি কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাফি' (র) ইব্ন উমর (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, জাহান্নাম হইতে কেহ কখনো বাহির হইতে পারিবে না। হাকাবের পর হাকাব তাহারা সেথায় অবস্থান করিবে। এক হাকাবে প্রায় আশির অধিক বছর। প্রত্যেক বছর হইল তোমাদিগের হিসাব অনুযায়ী তিন শত ষাট দিন।

সুদ্দী (র) বলেন ঃ لَٰبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا -এ أَحْقَابًا বলিয়া সাতশত হাকাব বুঝানো হইয়াছে। প্রতি এক হাকাব সত্তর বছরে, প্রতিটি বছর হইল তিনশত ষাট দিনে আর প্রতিটি দিন হইল দুনিয়ার হিসাব মতে, এক হাজার বছরের সমান।

মুকাতিল ইব্‌ন হায়য়ান (র) বলেন ঃ এই আয়াতটি পরবর্তী আয়াত فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। খালিদ ইব্‌ন মা'দান (র) বলেন ঃ এই আয়াত এবং إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ। (অর্থাৎ আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন) ঈমানদারদের ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে।

সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন ঃ لَٰبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا -এর মধ্যে যেই হাকাবের কথা বলা হইয়াছে উহা কখনো শেষ হইবার নহে। এক হাকাব শেষ হওয়ার সংগে সংগে আরেক হাকাব শুরু হইয়া যাইবে। বস্তুত ইহাই সঠিক কথা। রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন এক হাকাবের প্রকৃত পরিমাণটা যে কত উহা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারোই জানা নাই। তবে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক হাকাব হইল আশি বছরে এবং এক বছর তিনশত ষাট দিনে যাহার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا অর্থাৎ জাহান্নামীরা জাহান্নামে হৃদয় জুড়ানোর মতো কোন বস্তু এবং সুপেয় কোন পানীয়ও পাইবে না। পাইবে শুধু ফুটন্ত পানি ও পূঁজ। حَمِيمٌ অর্থ যার পর নাই গরম ফুটন্ত পানি আর غَسَّاقٌ হইল জাহান্নামীদের পূঁজ, ঘাম ও অশ্রুর সমষ্টি। যাহা অসহনীয় ঠাণ্ডা ও দুর্গন্ধময় হইবে। সূরা ص -এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে এই সব আযাব হইতে রক্ষা করুন। কেহ কেহ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে برد অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, নিদ্রা।

جَزَاءً وِّفَاقًا অর্থাৎ এইসব হইল দুনিয়ায় কৃত উহাদিগের অপকর্মের পরিপূর্ণ পরিণাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا। অর্থাৎ মৃত্যুর পর একদিন দুনিয়ায় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হইবে বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত না।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا অর্থাৎ আর আমি আমার রাসূল (সা)-এর উপর যে সব নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ নাযিল করিয়াছিলাম উহারা সেইগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত ও অস্বীকার করিত।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا অর্থাৎ বান্দার প্রতিটি আমলই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছি। একদিন আমি উহার প্রতিফল দিব। আমল যদি ভালো হয়

তাহা হইলে ফলাফলও ভালো হইবে আর আমল যদি মন্দ হয় তাহা হইলে ফলাফলও মন্দ হইবে।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلاَّ عَذَابًا অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পর উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, তোমরা যাহাতে আছ উহাই আস্বাদন করিতে থাক। এখন হইতে তোমাদিগের শাস্তি বৃদ্ধি হ্রাস করা হইবে না। এক এক সময় এক এক রকম শাস্তি আসিয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

কাতাদা (র)...... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে তিনি বলেন ঃ জাহান্নামীদের সম্পর্কে এই আয়াত ব্যতীত এত কঠোর অন্য কোন আয়াত নাযিল হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, আমি আবূ বারযা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, কাফিরদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে কঠোর আয়াত কোন্‌টি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন فَذُوْقُوْا فَلَنْ الخ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া বলিলেন ঃ "উহারা আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।" এই হাদীসের রাবীদের মধ্যে জিসর ইব্ন ফারকাদ দুর্বল বলিয়া প্রমাণিত।

(٣١) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۙ

(٣٢) حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۙ

(٣٣) وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۙ

(٣٤) وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۗ

(٣٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۚ

(٣٦) جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۙ

৩১. মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,
৩২. উদ্যান, দ্রাক্ষা,
৩৩. সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী
৩৪. এবং পূর্ণ পান পাত্র।
৩৫. সেথায় তাহারা শুনিবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য।
৩৬. ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের।

তাফসীর ঃ সৌভাগ্যের অধিকারী ব্যক্তি এবং আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের জন্য যে সব নিয়ামত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে সাফল্য। ইহারা জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে। حدائق অর্থাৎ খর্জুর এবং বৃক্ষের উদ্যান। اعنابا। অর্থ– আঙ্গুর বা দ্রাক্ষা। كَوَاعِبَ اَتْرَابًا অর্থ উন্নত বক্ষ বিশিষ্টা নবযৌবনা সমবয়স্কা হুর। অর্থাৎ জান্নাতে মুত্তাকীদিগকে এইসব দেওয়া হইবে।

ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) সহ অনেকে বলেন, كواعب অর্থ نواعب অর্থাৎ উন্নত সুডৌল স্তন বিশিষ্টা। সূরা ওয়াকিয়ায় হুরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই প্রকাশ পাইবে জান্নাতীদের পোশাকে এবং মেঘমালা তাহাদেরকে আসিয়া বলিবে, হে জান্নাতবাসীরা! তোমরা কি বর্ষণের আকাঙ্ক্ষাকারী, তখন وَكَاْسًا دِهَاقًا সমবয়স্কা সুডৌল স্তন বিশিষ্টা হুর বর্ষণ করিবে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, وَكَاْسًا دِهَاقًا অর্থ পরিপূর্ণ পানপাত্র।

ইকরিমা (র) বলেন دِهَاقًا অর্থ صافيته অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন دِهَاقًا অর্থ الملاى المترعه। অর্থাৎ কানায় কানায় পরিপূর্ণ।

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذَّبًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ অর্থাৎ জান্নাতে কোন অসার বা গুনাহের কথা বা কাজ থাকিবে না। কারণ জান্নাত হইল শান্তি নিকেতন। উহা যাবতীয় ত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ।

جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য যেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হইল উহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত উহাদিগের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে এই সব অফুরন্ত নিয়ামত দান করিবেন।

(৩৭) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ

(৩৮) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ○

(٣٩) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○

(٤٠) اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚ ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়; তাঁহার নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাহাদিগের থাকিবে না।

৩৮. সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলিবে না এবং সে যথার্থ বলিবে।

৩৯. এই দিবস সুনিশ্চিত, অতএব যাহার অভিরুচি সে তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক।

৪০. আমি তোমাদিগকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম; সেইদিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করিবে এবং কাফির বলিবে, "হায়, আমি যদি মাটি হইতাম।"

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব সম্পর্কে বলিতেছেন যে, তিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক এবং তিনি পরম দয়ালু. তাঁহার দয়া ও রহমত সর্বত্র বিস্তৃত।

لَايَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত আগে বাড়িয়া কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে সক্ষম হইবে না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ কে আছে, যে আল্লাহ্র নিকট তাহার অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করিবে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَاْتِىْ تُكَلَّمُ نَفْسَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ সেইদিন তাঁহার অনুমতি কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا অর্থাৎ সেইদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে। এই আয়াতে রূহ দ্বারা কি বুঝানো হইয়াছে; সেই সম্পর্কে মুফাস্সিরগণের দ্বিমত রহিয়াছে। কেহ বলেন, রূহ অর্থ আদম সন্তান তথা মানুষের রূহ। আওফী (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আদম সন্তান। কেহ বলেন ঃ এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্র এক ধরনের সৃষ্ট জীব। উহারা মানুষও নয় জিনও নয়। তবে উহারা পানাহার করে। ইব্ন আব্বাস (রা). মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও আ'মাশ (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শা'বী, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও যাহ্‌হাক (র) বলেন, রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)। নিম্নের আয়াত দ্বারা ইহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করা হইয়াছে।

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ অর্থাৎ 'রূহুল আমীন' উহা তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করিয়াছেন, যেন তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পার। এই আয়াতে রূহুল আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল হযরত জিবরাঈল (আ)।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কুরআন। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا অর্থাৎ "অনুরূপভাবে আমি আমার নির্দেশে তোমার কাছে রূহ প্রত্যাদেশ করিয়াছি।" এইখানে রূহ বলিয়া কুরআন বুঝানো হইয়াছে।

কেহ বলেন, রূহ এমন একজন ফেরেশতা, যিনি আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্ট জীবের সমান। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই রূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সর্ববৃহৎ আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতা।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রূহ নামক এই ফেরেশতার অবস্থান হইল চতুর্থ আকাশে। আকাশমণ্ডলী, পাহাড়-পর্বত ও সমস্ত ফেরেশতা অপেক্ষাও সে বড়। প্রতিদিন বার হাজার তাসবীহ পাঠ করে। প্রত্যেক তাসবীহ হতে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি হয়। কিয়ামতের দিন একাই সে এক সারি লইয়া উপস্থিত হইবে। এই মতটি খুবই গরীব।

তাবারানী (র)....... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র এমন একজন ফেরেশতা আছে, যদি তাহাকে সমগ্র আকাশ-যমীন গিলিয়া ফেলিতে বলা হয় তো সে এক লোকমায়ই সেইগুলি গিলিয়া ফেলিতে পারিবে। তাহার তাসবীহ হইল ঃ سُبْحَانَكَ حَيْثُ كُنْتَ এই হাদীসটিও খুবই গরীব। ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা কিনা তাহাতে আপত্তি রহিয়াছে। ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়াও বিচিত্র নয়।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জারীর (র) রূহ সম্পর্কিত উপরোক্ত সব ক'টি ব্যাখ্যাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোন ফয়সালা দেন নাই। আমার কাছে রূহ দ্বারা আদম সন্তান উদ্দেশ্য হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়।

لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন দয়াময় আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ অর্থাৎ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র অনমুতি ব্যতীত কেহই তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিবে না।" সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন রাসূলগণ ব্যতীত কেহই কথা বলিতে পারিবে না।

وَقَالَ صَوَابًا এবং সে যথার্থ তথা হক কথা বলিবে। সর্বাধিক হক ও সত্য কথা হইল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের সংগঠন সুনিশ্চিত। ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا সুতরাং যাহার অভিরুচি তাহার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। অর্থাৎ এমন পথ অবলম্বন করুক, যাহা তাহাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে শীঘ্র আসন্ন তথা কিয়ামত দিবসের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিলাম। উল্লেখ্য যে, কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে শীঘ্র আসন্ন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, উহার আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। আর যাহার আগমন ও সংগঠন নিশ্চিত বলিতে গেলে উহা আসিয়াই পড়িয়াছে।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের যাবতীয় ভালো-মন্দ ও নতুন-পুরাতন যাবতীয় আমল উহাদিগের সম্মুখে পেশ করা হইবে। ফলে মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম উপস্থিত দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন কাফিররা ফেরেশতাদের হাতে লিখিত উহাদিগের বদ আমল ও উহার অশুভ পরিণাম দেখিতে পাইবে, তখন তাহারা বলিবে হায়! যদি আমরা দুনিয়ার জীবনে মানুষ না হইয়া মাটি হইতাম!

কেহ কেহ বলেন ঃ মানব ও জিন জাতি ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীকুল দুনিয়ার জীবনে একের প্রতি অপরে যে অবিচার করিয়াছে, কিয়ামতের দিন ন্যায়সঙ্গতভাবে উহার প্রতিশোধের ব্যবস্থা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন যে, এবার তোমরা মাটি হইয়া যাও, তখন কাফিররা বলিবে হায়! আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম! অর্থাৎ আমরাও যদি মানুষ না হইয়া পশু হইতাম আর এখন মাটি হইয়া যাইতাম।

সূরা নাযি‘আত

৪৬ আয়াত, ২ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ○

(٢) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ○

(٣) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ○

(٤) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ○

(٥) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ○

(٦) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ○

(٧) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ؕ○

(٨) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ○

(٩) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ○

(١٠) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ؕ○

(١١) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ؕ○

(١٢) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ○

(١٣) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ

(١٤) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۙ

১. শপথ তাহাদিগের যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে,
২. এবং যাহারা মৃদুভাবে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়,
৩. এবং যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে,
৪. আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়,
৫. অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।
৬. সেইদিন শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে।
৭. উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি,
৮. কত হৃদয় সেইদিন সন্ত্রস্ত হইবে।
৯. উহাদিগের দৃষ্টি ভীতি-বিহবলতায় নত হইবে।
১০. তাহারা বলে, ‘আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইবই—
১১. ‘গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?’
১২. তাহারা বলে, ‘তাহাই যদি হয় তবে তো ইহা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।’
১৩. ইহাতো কেবল এক বিকট আওয়াজ।
১৪. তখনই ময়দানে উহাদিগের আবির্ভাব হইবে।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন মাসউদ, ইব্‌ন আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আবূ যোহা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। অর্থাৎ ফেরেশতা বিভিন্নভাবে মানুষের রূহ কবজ করিয়া থাকেন। কাহারো রূহ অত্যন্ত কঠোরভাবে কবজ করা হয় আবার কাহারো রূহ বন্ধন মুক্ত করার ন্যায় আরামের সহিত কব্‌জ করা হয়। وَالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই সকল ফেরেশতা যাহারা মৃদুভাবে রূহ কবজ করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদের রূহ নির্মমভাবে উৎপাটন করিয়া বন্ধন মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, অতঃপর জাহান্নামে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ وَالنّٰزِعٰتِ وَّالنّٰشِطٰتِ অর্থ কঠোর যোদ্ধা। কিন্তু এই সবক'টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথমটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। অর্থাৎ রূহ কবজকারী ফেরেশতা। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত ইহাই।

وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا যাহারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, وَالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইলে ফেরেশতা। আলী (রা), মুজাহিদ,

সাঈদ ইব্ন জুবায়র এবং আবূ সালিহ (র)-ও এইরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِحْتِ سَبْحًا দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন ঃ নক্ষত্ররাজি। আতা ইব্ন আবূ রাবাহ (র) বলেন ঃ নৌযান।

وَالسَّبِقْتِ سَبْقًا -আর যাহারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। আলী (রা), মাসরূক, মুজাহিদ, আবূ সালিহ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, وَالسَّبِقْتِ سَبْقًا অর্থ ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসে যে সব ফেরেশতা অগ্রগামী। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মৃত্যু। কাতাদা (র) বলেন ঃ নক্ষত্ররাজি। আতা (র) বলেন, আল্লাহ্র পথে যুদ্ধরত ঘোড়া।

فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا অতঃপর যাহারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবূ সালিহ, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও সুদ্দী (র) বলেন, فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। হাসান (র) বলেন, যে সব ফেরেশতা আল্লাহ্র নির্দেশে আকাশ হইতে পৃথিবীর সকল কর্ম নির্বাহ করে।

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ অর্থাৎ সেইদিন শিংগা ধ্বনি প্রকম্পিত করিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় শিংগা ফুৎকারের কথা বলা হইয়াছে। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র)-সহ অনেকেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "প্রকম্পিতকারী শিংগা ধ্বনি আসিবে উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি। অর্থাৎ মৃত্যু যাবতীয় বিপদাপদসহ আগমন করিবে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর! আমি যদি আমার অযীফার পূর্ণ সময়ে আপনার উপর দরূদ পাঠ করি তাহা হইলে কেমন হয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় চিন্তা ও অশান্তি দূর করিয়া দিবেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে উঠিয়া বলিতেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর। প্রকম্পিতকারী শিংগা ধ্বনি আসিয়া পড়িবে। উহার অনুসরণ করিবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি অর্থাৎ মৃত্যু উহার যাবতীয় বিপদাপদসহ আসিয়া পড়িবে।

قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ অর্থাৎ "কত হৃদয় সেইদিন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন ঃ وَاجِفَةٌ অর্থ خَائِفَةٌ ভীত-সন্ত্রস্ত।

اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ উহাদিগের দৃষ্টি সেইদিন ভীতি-বিহবলতায় নত হইবে। অর্থাৎ সেইদিনের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইবে।

يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ - ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً অর্থাৎ কুরাইশরা মুশরিকরা এবং যাহারা মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাহারা বলে, মৃত্যুর পর গলিত অস্তিত্বে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হইব?

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ حَافِرَةَ অর্থ 'কবর'। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব ও ইকরিমা (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, اَلْحَافِرَةَ অর্থ মৃত্যুর পর জীবন লাভ করা। ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন اَلْحَافِرَةَ অর্থ জাহান্নাম। ইহার আরো কয়েকটি নাম রহিয়াছে। যথা জাহীম, সাকার, হাবিয়া, লাযা ও হুতামা এবং হাফিরাও জাহান্নামের একটি নাম।

تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ অর্থাৎ কুরাইশরা বলে যে, মৃত্যুর পর যদি আল্লাহ্ আমাদিগকে পুনরায় জীবিত করেন তাহা হইলে তো আমরা সর্বনাশ হইয়া যাইব।

فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, কাফির মুশরিকরা যেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করিতেছে। আমার কুদরতের কাছে উহা একটি ব্যাপারই নয়। একদিকে বিকট একটি আওয়াজ দেওয়া হইবে আরেকদিকে সকলে ময়দানে উপস্থিত হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত ইসরাফীল (আ) শিংগায় ফুৎকার দিবে। সংগে সংগে পূর্বাপর সকল মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে থাকিবে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً

অর্থাৎ সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন। ফলে তোমরা সেই ডাকে সপ্রশংস সাড়া দিবে। তখন তোমরা মনে করিবে যে, তোমরা কবরে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াছ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اَمْرُنَا اِلاَّ وَاحِدَةٌ كُلُّهُمْ بِالْبَصَرِ অর্থাৎ চোখের পলকের ন্যায় আমার একটি নির্দেশ হইবে।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থ صَيْحَةٌ وَّاحِدَةٌ একটি বিকট আওয়াজ। ইবরাহীম তায়মী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির উপর সর্বাপেক্ষা বেশি রাগান্বিত হইবেন কিয়ামতের দিন। আবূ মালিক ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থ শেষ শিংগা ধ্বনি।

فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, কাতাদা ও আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ سَاهِرَةِ দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা, হাসান, যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ বলেন ঃ سَاهِرَةِ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। মুজাহিদ (র) বলেন, ভূগর্ভ হইতে ভূপৃষ্ঠে বাহির করিয়া আনা হইবে। উছমান ইব্ন আবুল আলিয়া (র) বলেন ঃ سَاهِرَةِ অর্থ বায়তুল মুকাদ্দাসের ভূমি। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ سَاهِرَةِ অর্থ হইল, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী পাহাড়। ছাওরী (র) বলেন ঃ سَاهِرَةِ হইল শাম দেশ। কাতাদা (র) বলেন ঃ سَاهِرَةِ অর্থ জাহান্নাম। তবে এই সবক'টি মতের মধ্যে প্রথম মতটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ سَاهِرَةِ দ্বারা উদ্দেশ্য, এই পৃথিবীর উপরিভাগ।

(١٥) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝
(١٦) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝
(١٧) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝
(١٨) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى ۝
(١٩) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝
(٢٠) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝
(٢١) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۝
(٢٢) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۝
(٢٣) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۝
(٢٤) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۝
(٢٥) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝
(٢٦) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

১৫. তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি?
১৬. যখন তাহার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,

১৭. ‘ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করিয়াছে।’
১৮. এবং বল, ‘তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—
১৯. ‘আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাহাতে তুমি তাঁহাকে ভয় কর?’
২০. অতঃপর সে উহাকে মহানিদর্শন দেখাইল।
২১. কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং অবাধ্য হইল।
২২. অতঃপর সে পশ্চাত ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল।
২৩. সে সকলকে সমবেত করিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল,
২৪. আর বলিল, ‘আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।’
২৫. অতঃপর আল্লাহ্ উহাকে আখিরাতে ও দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি দেন।
২৬. যে ভয় করে তাহার জন্য ইহাতে অবশ্যই শিক্ষা রহিয়াছে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে এই সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি হযরত মূসা (আ)-কে ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে বিভিন্ন মু'জিযা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপিও ফিরআওন আবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌দ্রোহীতায় অবিচল থাকে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করেন। সুতরাং যাহারা আপনার বিরোধিতা করিবে এবং আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীকে অস্বীকার করিবে তাহাদিগকেও অনুরূপ শাস্তি দেওয়া হইবে। এই দিকে ইংগিত করিয়াই সবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى। অর্থাৎ যাহারা ভয় করে ইহাতে তাহাদিগের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هَلْ أَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى অর্থাৎ আপনি কি মূসার সংবাদ শুনিয়াছেন যখন তাহার প্রতিপালক তাহাকে তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় ডাকিয়া বলিলেন,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى। ফিরআওনের নিকট যাও, কারণ সে সীমালংঘন ও অবাধ্যতা করিয়াছে।

فَقُلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى অর্থাৎ ফিরআওনের নিকট গিয়া তাহাকে বল, তোমার কি আগ্রহ আছে যে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য লাভ করিয়া পবিত্র হও এবং আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য দাসত্বের সন্ধান দিব, যাহাতে তুমি আল্লাহ্‌র সামনে নত হইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাইবে।

فَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى। অর্থাৎ মূসা (আ) ফিরআওনকে ঈমানের দাওয়াত প্রদানের সহিত আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত সুস্পষ্ট দলীল ও এক শক্তিশালী নিদর্শনও দেখান।

فَكَذَّبَ وَعَصٰى অর্থাৎ তথাপিও ফিরআওন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং মূসা (আ)-এর বিরোধিতা করিল।

ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى অর্থাৎ অতঃপর সে পশ্চাতে ফিরিয়া প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইল। অর্থাৎ মূসা (আ)-কে ঘায়েল করিবার জন্য যাদুকরদেরকে একত্রিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বস্তুত এই চক্রান্ত ছিল সত্যকে মিথ্যা দ্বারা পরাজিত করিবার অপচেষ্টা মাত্র।

فَحَشَرَ فَنَادٰى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى অর্থাৎ অতঃপর নিজ-জাতির সকলকে সমবেত করিয়া ঘোষণা করিল যে, আমি তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমি ছাড়া তোমাদিগের আর কোন ইলাহ আছে বলিয়া আমার জানা নাই।" ফিরআওন এই কথাটি বলার চল্লিশ বছর পর "আমিই তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক" কথাটি বলিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এমন শাস্তি প্রদান করেন ,যাহা তাহার সমমনা দুনিয়ার অন্যান্য খোদাদ্রোহীদের জন্য শিক্ষা হইয়া রহিয়াছে।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ অর্থাৎ আমি উহাদিগকে জাহান্নামের প্রতি আহ্বানের হোতা বানাইয়াছি। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা হইবে না।

উল্লেখ্য যে, نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى -এর সঠিক অর্থ হইল, نَكَالَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি। কেহ কেহ বলেন, উহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফিরআউনের প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তি। কেহ বলেন, ফিরআউনের কুফরী ও নাফরমানী। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সন্দেহাতীতরূপে সঠিক।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى অর্থাৎ যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্কে ভয় করে ফিরআওনের এই ঘটনায় শিক্ষা রহিয়াছে।

(٢٧) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰىهَا ○ وقفة

(٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ○

(٢٩) وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ○

(٣٠) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ۝

(٣١) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ۝

(٣٢) وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ۝

(٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

২৭. তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।
২৮. তিনি ইহাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন।
২৯. তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন সূর্যালোক।
৩০. এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন।
৩১. তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ,
৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন।
৩৩. এই সমস্ত তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর ঃ যাহারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰهَا অর্থাৎ হে মানুষ! তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি করা? অর্থাৎ তোমাদিগকে সৃষ্টি করা অপেক্ষা আকাশ সৃষ্টি করা অধিক কঠিন। যেমন, অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ অর্থাৎ নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চেয়ে বড় কাজ। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কি তাহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

بَنٰهَا অর্থাৎ আল্লাহই আকাশমণ্ডলীকে নির্মাণ করিয়াছেন। এই بَنٰهَا এর ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا অর্থাৎ আকাশকে আল্লাহ্ তা'আলা সুউচ্চ, অত্যন্ত চওড়া সুবিস্তৃত, সুবিন্যস্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا অর্থাৎ তিনি রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং সূর্যালোক দ্বারা দিবসকে করিয়াছেন আলোকময়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থ اَظْلَمَ لَيْلَهَا। অর্থাৎ রাত্রিকে তিনি অন্ধাকারাচ্ছন্ন করিয়াছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) সহ অনেকেই এই অর্থ করিয়াছেন। وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا অর্থ انارنها رَها। অর্থাৎ দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا অর্থাৎ ইহার পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اَخْرَجَ مِنْهَا مَاۤءَهَا وَمَرْعٰهَا। অর্থাৎ পৃথিবী হইতে তিনি বহির্গত করিয়াছেন পানি ও তৃণ। উল্লেখ্য যে, সূরা হামীম সাজদায় বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীকে আকাশ সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বিস্তার ও নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হইয়াছে আকাশ সৃষ্টির পরে। ইব্‌ন আব্বাস (রা)সহ আরো অনেক হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত ইব্‌ন জারীর (র)-ও ইহাই পছন্দ করিয়াছেন।

وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا অর্থাৎ পাহাড়সমূহকে অত্যন্ত মজবুতভাবে তিনি যথাস্থানে প্রোথিত করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী ও দয়াময়।

ইমাম আহমদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিবার পর উহা নড়াচড়া করিতে শুরু করে। তখন পর্বত সৃষ্টি করিয়া চাপা দিলে পরে পৃথিবী স্থির হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে যে, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড় অপেক্ষা আর কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, লোহা। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিয়া, হে আল্লাহ্! লোহা অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ, আছে, আগুন। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, আগুন অপেক্ষা কোন শক্তিশালী জিনিস আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, পানি। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্! পানি অপেক্ষা কোন শক্তিশালী বস্তু আছে কি? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ আছে, বায়ু। অতঃপর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বায়ু অপেক্ষা কোন শক্তিশালী কিছু আছে কি? উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন, "হ্যাঁ, আছে, সেই আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর তার বাম হাতও তাহা টের পায় না।"

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পৃথিবীর বিস্তার সাধন, পানি প্রবাহ করা, গুপ্ত ধন প্রকাশ করা, নদী-নালা প্রবাহিত করা, ফসলাদি, গাছ-গাছড়া, তরু-লতা ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন করা ইত্যাদি সবই মানুষ এবং সেই সব জীবজন্তু ভোগের জন্য যাহা এই দুনিয়ার জীবনে মানুষের বিভিন্ন উপকারে আসে।

(٣٤) فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ○

(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ○

(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ○

(٣٧) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ○

(٣٨) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ○

(٣٩) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

(٤٠) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ○

(٤١) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ○

(٤٢) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ○

(٤٣) فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ○

(٤٤) اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ○

(٤٥) اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰهَا ○

(٤٦) كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ○

৩৪. অতঃপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে,

৩৫. সেই দিন মানুষ যাহা করিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে,

৩৬. এবং প্রকাশ করা হইবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।

৩৭. অনন্তর যে সীমালংঘন করে,

৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে বাছিয়া লয়,

৩৯. জাহান্নামই হইবে তাহার আবাস।

৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখে,

৪১. জান্নাতই হইবে তাহার আবাস।

৪২. উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত সম্পর্কে', 'উহা কখন ঘটিবে?

৪৩. ইহার আলোচনার সহিত তোমার কী সম্পর্ক!

৪৪. ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

৪৫. যে উহার ভয় রাখে তুমি কেবল তাহার সতর্ককারী।

৪৬. যেইদিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করিয়াছে!

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرٰى অর্থাৎ যখন মহাসংকট উপস্থিত হইবে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلطَّامَّةُ الْكُبْرٰى অর্থ কিয়ামত দিবস। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ অর্থাৎ কিয়ামত দিবস বড় কঠোর ও অনভিপ্রেত বস্তু।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى অর্থাৎ সেইদিন প্রত্যেক মানুষ দুনিয়ার জীবনে কৃত ভালো ও মন্দ প্রতিটি আমলের কথাই স্মরণ করিবে। যেমন, এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করিবে। কিন্তু সেই উপদেশ গ্রহণে কোন ফল হইবে না।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى অর্থাৎ জাহান্নামকে প্রকাশ করা হইবে। ফলে মানুষ সচক্ষে উহা দেখিতে পাইবে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى - وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا - فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে এবং পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তাহার আবাস হইবে জাহান্নাম, খাদ্য হইবে যাক্কুম এবং পানীয় হইবে হামীম বা ফুটন্ত গরম পানি।

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى - فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى। অর্থাৎ অপরদিকে যাহারা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও ইবাদতে মনোনিবেশ করে তাহার আবাস হইল জান্নাত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰهَا - اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا অর্থাৎ লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, উহা কখন সংঘটিত হইবে? আপনি বলিয়া দিন যে, আমার এবং সৃষ্টির অন্য কারোই ইহা জানা নাই। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন, কিয়ামত কবে সংঘটিত হইবে।

আর এই কারণে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “যাহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানেন না।”

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا অর্থাৎ আপনার দায়িত্ব হইল মানুষকে আল্লাহ্‌র আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা। অতঃপর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে এবং আপনার আনুগত্য করিবে সেই সফলতা লাভ করিবে আর যাহারা আপনাকে অস্বীকার করিবে ও আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদিগের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا অর্থাৎ মানুষ যখন কবর হইতে উঠিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগের মনে হইবে যেন দুনিয়ার জীবনটা ছিল এক সকাল বা এক বিকালের সময়ের পরিমাণ।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ জোহর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুকে عَشِيَّةً বলা হয় আর সূর্যোদয় হইতে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত সময়কে বলা হয় ضُحى। কাতাদা (র) বলেন ঃ আখিরাতের দীর্ঘ জীবনকে দেখিয়া দুনিয়ার এই জীবনকে এত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে।

সূরা আবাসা

৪২ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۝

(٢) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۝

(٣) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۝

(٤) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝

(٥) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝

(٦) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝

(٧) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝

(٨) وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝

(٩) وَهُوَ يَخْشٰى ۝

(١٠) فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝

(١١) كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

(١٢) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝

(١٣) فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

(١٤) مَّرۡفُوۡعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ
(١٥) بِاَيۡدِیۡ سَفَرَةٍ ۙ
(١٦) كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ؕ

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করিল ও মুখ ফিরাইয়া লইল,
২. কারণ তাহার নিকট অন্ধ লোকটি আসিল।
৩. তুমি কেমন করিয়া জানিবে— সে হয়ত পরিশুদ্ধ হইত,
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করিত, ফলে উপদেশ তাহার উপকারে আসিত।
৫. পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না,
৬. তুমি তাহার প্রতি মনোযোগ দিয়াছ।
৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হইলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই,
৮. অন্য পক্ষে যে তোমার নিকট ছুটিয়া আসিল,
৯. আর সে সশংকচিত্ত,
১০. তুমি তাহাকে অবজ্ঞা করিলে।
১১. না, এই আচরণ অনুচিত, ইহা তো উপদেশবাণী;
১২. যে ইচ্ছা করিবে, সে ইহা স্মরণ রাখিবে,
১৩. উহা আছে মহান লিপিসমূহে
১৪. যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র,
১৫, ১৬. মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ বহু মুফাস্সিরের অভিমত হইল এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জনৈক কুরাইশ নেতাকে দীনের কথা বুঝাইতে ছিলেন। ইত্যবসরে ইব্ন উম্মে মাকতূম, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন— আসিয়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দীনী কাজে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় ইব্ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ দেন নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতগুলি নাযিল করেন।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى - اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى -

অর্থাৎ হে নবী! দীন শিক্ষার জন্য আগত আমার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত অন্ধ লোকটি হইতে বিমুখ হইয়া খোদাদ্রোহী ও অহংকারী লোকটির সহিত আলাপে রত থাকা আপনার শান ও উন্নত চরিত্রের জন্য শোভনীয় হয় নাই। কারণ, বিচিত্র কি ছিল যে, এই

লোকটি হয়ত পরিশুদ্ধ হইত, আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া অন্যায় ও অপরাধ হইতে বিরত থাকিত এবং আল্লাহ্‌র বিধান পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যাইত। সুতরাং কেন আপনি এই বেপরোয়া ও খোদা বিমুখ লোকটির প্রতি পূর্ণ মনো-সংযোগ করিলেন? সে পবিত্রতা অর্জন না করিলে তো তজ্জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে না।

মোটকথা, এই আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে ইতর-ভদ্র, দুর্বল-সবল, ধনী-গরীব, দাস-মুনিব, ছোট-বড় ও নারী-পুরুষ ইত্যাদির মাঝে কোন ভেদাভেদ নাই– বরং এ ব্যাপারে সকলকেই সমান চোখে দেখিতে হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে হিদায়াত দান করিবেন। হাফিজ আবূ ইয়ালা (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস (রা) عَبَسَ وَتَوَلّٰى। الخ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন উবাই ইব্‌ন খালফের সংগে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। ইত্যবসরে ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) তাঁহার কাছে আগমন করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার প্রতি মনোযোগ দেন নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى। الخ নাযিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

আবূ ইয়ালা ও ইব্‌ন জারীর (র).......... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ عَبَسَ وَتَوَلّٰى। الخ এই আয়াতগুলি অন্ধ সাহাবী ইব্‌ন উম্মে মাকতূম সম্পর্কে নাযিল হয়। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হুযূর! আমাকে হিদায়াতের কথা শিক্ষা দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন জনৈক কুরাইশ নেতার সহিত কথা বলিতেছিলেন। ফলে তিনি ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের প্রতি মনোযোগ না দিয়া সেই কুরাইশ নেতার সহিতই আলাপ করিয়া যাইতেছিলেন এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন , "কি বল, আমি কি ভুল বলিলাম?" আর লোকটি উত্তরে বলিতেছিল, না, আপনি ভুল বলেন নাই। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى। الخ নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আওফীর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) উতবা ইব্‌ন রবীয়া, আবূ জাহল, ইব্‌ন হিশাম ও আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবের ঈমান ও হিদায়াতের প্রতি খুবই কৌতূহলী ও আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন। একদিন তিনি ইহাদিগের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উম্মে মাকতূম নামক এক অন্ধ সাহাবী আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যাহা শিখাইয়াছেন উহা হইতে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্যদের সহিতই কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। আলাপ শেষে ঘরে যাইবার পথে আল্লাহ্ তা'আলা عَبَسَ وَتَوَلّٰى। الخ আয়াতগুলি নাযিল করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইব্‌ন উম্মে মাকতূমকে শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন এবং যত্নসহকারে তাঁহার কথা শুনিতেন এবং সর্বদা তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে কি না খোঁজখবর নিতেন।

উল্লেখ্য যে, অধিক সংখ্যক মুফাস্সিরদের মতেই আলোচ্য আয়াতগুলি ইব্ন উম্মে মাকতূমের সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্। তবে অনেকে তাহাকে আমর বলিয়া ডাকিত।

كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ অর্থাৎ এই সূরা বা দীনী ইল্মের তাবলীগের ব্যাপারে বৈষম্য সৃষ্টি না করার নির্দেশ প্রদান করা একটি উপদেশ। কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ এই কুরআন একটি উপদেশ।

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ অর্থাৎ যে ইচ্ছা করিবে সে তাহার প্রতিটি কাজে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখিবে ও তাহার আইন মানিয়া চলিবে। কিংবা আয়াতের অর্থ হইল, যে ইচ্ছা করিবে, সে আল্লাহ্র ওহীর কথা স্মরণ রাখিবে।

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ অর্থাৎ এই সূরা বা এই উপদেশবাণী– বরং গোটা কুরআনই উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন যাবতীয় পংকিলতা ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পবিত্র মহান লিপিসমূহে রহিয়াছে।

بِاَيْدِ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহা পূত-চরিত্র লিপিকরের হস্তে লিপিবদ্ধ।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল ফেরেশতা। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাম্মদ (সা)-এর সাহাবীগণ। কাতাদা (র) বলেন, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কারী সম্প্রদায়। ইব্ন জুরাইজ (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নিবতী ভাষায় سَفَرَةٍ অর্থ কারী। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি মতের মধ্যে সঠিক মত হইল যে, سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য ফেরেশতা। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ سَفَرَةٍ দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব ফেরেশতা যাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ওহী অবতরণ করেন যাহা দ্বারা মানুষ সংশোধন লাভ করে।

كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ উহাদিগের চরিত্র পূত-পবিত্র, নিষ্কলংক ও নির্দোষ। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের ধারক-বাহকগণ কথায় ও কাজে পূত-চরিত্রের অধিকারী হইতে হইবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দক্ষতার সহিত যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে সে মহান পূত-চরিত্রের অধিকারী কুরআন লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতার সমান মর্যাদা লাভ করিবে। আর যে ব্যক্তি, কষ্ট করিয়া কুরআন পাঠ করিবে, তাহাকে দুইগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে।" বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকেই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝

(١٨) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝

(١٩) مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۙ

(٢٠) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۙ

(٢١) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۙ

(٢٢) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

(٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

(٢٤) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۙ

(٢٥) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۙ

(٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۙ

(٢٧) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۙ

(٢٨) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۙ

(٢٩) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۙ

(٣٠) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۙ

(٣١) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۙ

(٣٢) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

১৭. মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!
১৮. তিনি উহাকে কোন বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?
১৯. শুক্রবিন্দু হইতে তিনি উহাকে সৃষ্টি করেন, পরে উহার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন,
২০. অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন।
২১. তৎপর উহার মৃত্যু ঘটান এবং উহাকে কবরস্থ করেন।
২২. ইহার পর যখন ইচ্ছা তিনি উহাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

২৩. এই প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি উহাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন সে এখনও উহা পুরাপুরি করে নাই।
২৪. মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।
২৫. আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি;
২৬. অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি;
২৭. এবং উহাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
২৮. দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,
২৯. যায়তূন, খর্জুর,
৩০. বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,
৩১. ফল এবং গবাদির খাদ্য,
৩২. ইহা তোমাদিগের ও তোমাদিগের আন'আমের ভোগের জন্য।

তাফসীর ঃ যাহারা মানুষের মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে; আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ অর্থাৎ মানুষ ধ্বংস হউক! সে কত অকৃতজ্ঞ!

যাহ্হাক (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ قُتِلَ الْاِنْسَانُ অর্থ لعن الانسان অর্থাৎ মানুষ অভিশপ্ত হউক! ইব্ন জুরাইজ (র) বলেনঃ مَا اَكْفَرَهٗ অর্থ ما اشد كفره অর্থাৎ সে কত বড় অকৃতজ্ঞ। কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্ জিনিস তাহাকে কাফির বানাইল অর্থাৎ পুনরুত্থানকে অস্বীকার করিবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিল? কাতাদা (র) বলেন ঃ مَا اَكْفَرَهٗ অর্থ ما العنه অর্থাৎ মানুষ কত অভিশপ্ত! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি তুচ্ছ বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্টি করা এবং প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে নিজের শক্তি সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ - مِنْ نُّطْفَةٍ - خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ অর্থাৎ তিনি মানুষকে কোন্ বস্তু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন শুক্রবিন্দু হইতে, পরে উহার হায়াত, রিয্ক, আমল এবং ভালো কি মন্দ তাহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ "অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন।" আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ অর্থ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য মায়ের পেট হইতে বাহির হইবার পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। ইকরিমা, যাহ্হাক, আবূ সালিহ, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল ঃ অতঃপর আমি মানুষের জন্য দীনের উপর চলার পথ সহজ করিয়া দিয়াছি।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا অর্থাৎ আমি মানুষকে পথের সন্ধান দিয়াছি। হয়ত সে কৃতজ্ঞ হইবে নতুবা অকৃতজ্ঞ হইবে। হাসান এবং ইব্ন যায়দ (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ এইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করিবার পর একদিন উহাকে মৃত্যু দান করেন ও কবরস্থ করেন।

ثُمَّ اِذَا شَاۤءَ اَنْشَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর যখন ইচ্ছা করে আল্লাহ্ উহাকে কবর হইতে জীবিত করিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত করিবেন। এই পুনরুত্থানকেই অন্য শব্দে বা'ছ ও নুশূর বলা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মাটি মানুষের প্রতিটি অংগ-প্রত্যঙ্গকে খাইয়া ফেলে। কিন্তু সরিষার দানা পরিমাণ মেরুদণ্ডের মাথার একটি হাড্ডি অক্ষত থাকে। উহা হইতেই মানুষ পুনরায় জীবিত হইবে।" এই হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম কিতাবদ্বয়ে উল্লেখ রহিয়াছে।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ ইব্ন জারীর (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন এই যে, অকৃতজ্ঞ মানুষ দাবী করে যে, তাহারা নিজের আত্মার এবং নিজের সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহ্র হক আদায় করিয়াছে; তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। বস্তুত মানুষ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব আদায় করিতে পারে নি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র), ইব্ন আবূ নাজীহ (র) সূত্রে মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ اَمَرَهٗ অর্থ মানুষ কখনো নিজের দায়িত্ব পুরাপুরি আদায় করিতে পারিবে না। ইমাম বাগাবী (র) হাসান বসরী (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আমার মতে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে কবর হইতে এখনই উত্থিত করিবেন না বরং নির্ধারিত তাকদীর ও তাহার মেয়াদ শেষ হইবার পরই এইরূপ করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত উযায়র (আ) বলিয়াছেন ঃ এক ফেরেশতা আসিয়া আমাকে বলিল, কবরসমূহ হইল পৃথিবীর পেট আর পৃথিবী হইল, সৃষ্টির মা। যখন সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করা শেষ হইয়া যাইবে এবং মৃত্যুবরণ করিয়া সবাই কবরে চলিয়া যাইবে তখন দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে এবং পৃথিবী তাহার উদরস্ত সমুদয় বস্তু বাইরে নিক্ষেপ করিবে আর কবরসমূহ তাহার মধ্যকার সবকিছু বাহির করিয়া ফেলিবে। এই বর্ণনা আমার বক্তব্যের সামঞ্জস্য রাখে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নিয়ামতের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিতেছেন যে, মানুষ তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক যে,

اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الاَرْضَ شَقًّا অর্থাৎ আমি আকাশ হইতে পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করি এবং ভূমিকে প্রকৃষ্ট রূপে বিদারিত করি।

فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ـ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا অর্থাৎ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিয়া, ভূমিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করিয়া উহাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজী, যায়তূন, খর্জুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন أَبٌّ বলা হয় ভূমি উৎপন্ন সেইসব বস্তুকে যাহা গবাদি পশুর খাদ্য– মানুষের নয়। মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন যুবায়র ও আবূ মালিক (র) বলেন ঃ أَبٌّ অর্থ ঘাস। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্‌ন যায়দ (র) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, তাহারা বলেন ঃ মানুষের জন্য أَبٌّ যেমন গবাদি পশুর জন্য أَبٌّ তেমন। আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ভূমিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাকেই أَبٌّ বলা হয়। যাহ্হাক (র) বলেন, ফল ছাড়া ভূমিতে উৎপন্ন সবকিছুকেই أَبٌّ বলা হয় ইত্যাদি।

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ অর্থাৎ এই সব কিছু পার্থিব জীবনে আমি তোমাদিগের এবং তোমাদিগের আন'আম তথা জীব-জানোয়ারের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।

(٣٣) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ○
(٣٤) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ○
(٣٥) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ○
(٣٦) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○
(٣٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ○
(٣٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ○
(٣٩) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ○
(٤٠) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ○
(٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ○
(٤٢) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ○

৩৩. যখন কিয়ামত উপস্থিত হইবে,
৩৪. সেই দিন মানুষ পলায়ন করিবে তাহার ভ্রাতা হইতে
৩৫. এবং তাহার মাতা, তাহার পিতা,
৩৬. তাহার পত্নী ও তাহার সন্তান হইতে;
৩৭. সেইদিন উহাদিগের প্রত্যেকের হইবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখিবে।
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে উজ্জ্বল,
৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল
৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে ধূলি-ধূসর,
৪১. সেইগুলিকে আচ্ছন্ন করিবে কালিমা।
৪২. ইহারাই কাফির ও পাপাচারী।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلصَّاخَّةُ কিয়ামত দিবসের নামসমূহের মধ্যে একটি নাম। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ اَلصَّاخَّةُ সম্ভবত শিংগায় ফুৎকারের নাম। বাগাবী (র) বলেন ঃ اَلصَّاخَّةُ অর্থ কিয়ামত দিবসের বিকট ধ্বনি।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ - وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ - وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ আত্মীয় স্বজনকে চোখে দেখিয়া পলায়ন করিয়া দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ সেই দিন অবস্থা খুবই ভয়াবহ হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন, কিয়ামতের দিন স্বামী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বলতো স্বামী হিসাবে দুনিয়াতে আমি তোমার সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম? উত্তরে স্ত্রী স্বামীর যথাসম্ভব প্রশংসা বর্ণনা করিবে। তখন স্বামী তাহাকে বলিবে, বেশি কিছু নয়; আজ তোমার কাছে আমি একটি মাত্র নেকী প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমাকে একটি মাত্র নেকী দান কর। আশা করি উহা দ্বারা আমি এই ভয়াবহ বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব। উত্তরে স্ত্রী বলিবে, তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, উহা নিতান্তই নগণ্য বস্তু। কিন্তু একটি নেকীও আমি তোমাকে দিতে পারিব না। কারণ তোমার ন্যায় আমিও আজ বিপদগ্রস্ত। তুমি যাহার ভয় করিতেছ, আমিও উহার ভয় করিতেছি।

অপরদিকে পিতা ছেলেকে দেখিতে পাইয়া বলিবে, বৎস! বলতো দুনিয়াতে আমি তোমার কেমন পিতা ছিলাম? উত্তরে ছেলে পিতার যথাসম্ভব প্রশংসা করিবে। তখন পিতা বলিবে, বৎস! আজকের এই ভয়াবহ দিনে বিপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার বিন্দু পরিমাণ নেকীর প্রয়োজন। তুমি আমাকে সামান্য একটু নেকী দান কর। উত্তরে ছেলে বলিবে, আব্বাজান! আপনি যাহা চাহিলেন, তাহা বেশি কিছু নহে, কিন্তু আপনি যেই বিপদের ভয় করিতেছেন, আমিও উহার ভয় করিতেছি। আপনাকে কোন নেকী দান করা আজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে আছে যে, সেইদিন মুক্তি লাভের সুপারিশের জন্য মানুষ একে একে প্রত্যেক নবীর কাছে ধর্ণা দিবে। কিন্তু সকলেই অপারগতা প্রকাশ করিয়া নাফ্‌সী নাফ্‌সী করিতে থাকিবে। এমনকি হযরত ঈসা (আ) বলিবেন, অন্য কারো জন্যে তো দূরের কথা আজ জন্মধাত্রী মা মরিয়মের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করার সাহসও আমার নাই।

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। ফলে কেহই কাহারো কোন উপকার করিতে পারিবে না।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে নাঙ্গা পা, উলঙ্গ দেহ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় হাশর ময়দানে সমবেত করা হইবে।" এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জনৈকা স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে কি আমরা একে অপরের গুপ্তাংগ দেখিতে পাইব না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ সেই প্রত্যেক মানুষ নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত থাকিবে যে, অন্য সবদিক হইতে তারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে অন্য এক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরোক্ত হাদীস বলার পর এক মহিলা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে কি একে অপরের গুপ্তাংগ দেখিবে না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আরে সেইদিন প্রত্যেকে নিজেকে লইয়া এমনভাবে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে যে, অন্যদের হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বিমুখ থাকিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা নাঙ্গা পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনা বিহীন অবস্থায় উত্থিত হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা হইলে গুপ্তাংগ দেখা যাইবে না ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ সেই দিন প্রত্যেকেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। হযরত সাওদা (রা) হইতেও এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ - ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ দুই দলে বিভক্ত হইবে। এক দলের মুখমণ্ডল হইবে উজ্জ্বল, সহাস্য এবং অন্তর হইবে প্রফুল্ল! ইহারা হইবে জান্নাতী।

وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ - تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ - اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ। অর্থাৎ অপর দলের মুখমণ্ডল হইবে ধূলি-ধূসর ও কালিমা লিপ্ত। ইহারা হইল কাফির ও পাপাচারী। অর্থাৎ ইহারা সেই সম্প্রদায় যাহাদিগের অন্তরে কুফরী রহিয়াছে এবং কাজে-কর্মে যাহারা পাপী ও আল্লাহ্‌র অবাধ্য।

সূরা তাকবীর

২৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۙ

(٢) وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۙ

(٣) وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۙ

(٤) وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۙ

(٥) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۙ

(٦) وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۙ

(٧) وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۙ

(٨) وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۙ

(٩) بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ

(١٠) وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۙ

(١١) وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۙ

(١٢) وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۙ

(١٣) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

১. সূর্য যখন নিষ্প্রভ হইবে,
২. যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে,
৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হইবে,
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হইবে,
৫. যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে,
৬. সমুদ্র যখন স্ফীত হইবে,
৭. দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হইবে,
৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে,
৯. 'কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছিল ?'
১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হইবে,
১২. জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হইবে,
১৩. এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হইবে,
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানিবে সে কী লইয়া আসিয়াছে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কিয়ামত দিবসকে স্বচক্ষে দেখিতে চাহিলে যেন إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ও إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ। এই তিনটি সূরা পাঠ করে।" ইমাম তিরমিযী (র) আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আযীম আমবরী (র) সূত্রে আব্দুর রায্‌যাক (র) হইতে হাদীসটি উক্ত সনদে বর্ণনা করিয়াছেন।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, كُوِّرَتْ অর্থ أظلمت। অর্থাৎ সূর্য যখন আলোহীন হইয়া অন্ধকার হইয়া পড়িবে। আওফী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইত বর্ণনা করেন, كُوِّرَتْ অর্থ ذهبت অর্থ সূর্য যখন অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে। কাতাদা (র) বলেন, যখন সূর্য নিষ্প্রভ হইবে।

রবী ইব্‌ন খুছায়ম (র) বলেন ঃ كُوِّرَتْ অর্থ رمى بها অর্থাৎ যখন সূর্য নিক্ষিপ্ত হইবে। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন ঃ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ অর্থ সূর্য যখন পৃথিবীতে পতিত হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, এক অংশকে অন্য অংশের সহিত একত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া আলোকহীন করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে আলোকহীন করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বায়ু প্রবাহিত করিবেন ও সমুদ্রে আগুন ধরিয়া যাইবে। আমির শা'বীও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... আবূ মারয়াম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মারয়াম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, সূর্যকে আলোকহীন করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

ইমাম বুখারী (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য উভয়কেই নিষ্প্রভ করা হইবে।"

وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে।

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন ঃ কিয়ামতের পূর্বে ছয়টি নিদর্শন প্রকাশ পাইবে। মানুষ হাটে-বাজারে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিবে, ইত্যবসরে অকস্মাৎ ঃ (১) সূর্যের আলো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, (২) নক্ষত্ররাজি খসিয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, (৩) পর্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে ধ্বসিয়া পড়িবে, (৪) ফলে পৃথিবী কাঁপিতে শুরু করিবে, (৫) মানুষ, জিন ও পশুপাখী সব একাকার হইয়া যাইবে এবং (৬) মানুষ একে অপরের উপর দোলা খাইতে থাকিবে।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ انْكَدَرَتْ অর্থ تَغَيَّرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্ররাজি বিকৃত হইয়া যাইবে।

ইয়াযীদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যেইসব জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসনা করা হইয়াছিল সবই জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। তবে হযরত ঈসা ও মরিয়ম (আ) ইহা হইতে রক্ষা পাইবেন। কিন্তু ইহারাও যদি ইহাদিগের উপাসনায় রাযী থাকিত তাহা হইলে ইহারাও জাহান্নামে প্রবেশ করিত।

وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ অর্থাৎ যখন পর্বতসমূহ স্থানচ্যুত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ফলে যমীন সম্পূর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) বলেন, الْعِشَارُ অর্থ عشار الابل অর্থ দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী। মুজাহিদ (র) বলেন, عُطِّلَتْ অর্থ تُرِكَتْ অর্থাৎ

পরিত্যাগ করা হইবে। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) ও যাহ্হাক (র) বলেন ঃ عُطِّلَتْ অর্থ رهلها رهلها অর্থাৎ মালিক উহা পরিত্যাগ করিবে। সারকথা কিয়ামতের পূর্বে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, মানুষ দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর মত আকর্ষণীয় নিজদিগের মূল্যবান সম্পদের খোঁজ-খবর ছাড়িয়াই দিবে। এই অর্থ ছাড়াও আরো কিছু অর্থ অন্যরা বর্ণনা করিয়াছেন যাহা গ্রহণযোগ্য নয়।

আলোচ্য আয়াতে حُشِرَتْ অর্থ جمعت অর্থাৎ যখন বন্য পশুসমূহকে একত্রিত করা হইবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তু এমনকি মাছি পর্যন্ত একত্রিত করা হইবে। রাবী ইব্‌ন খুছায়ম এবং সুদ্দী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন। ইকরিমা (র) বলেন, মৃত্যুই বন্য পশুর হাশর।

ইব্‌ন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুসহ সকল বস্তুর মৃত্যুই হইল সেইগুলির হাশর। তবে মানুষ ও জিন জাতিকে কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্য তাহাদেরকে দণ্ডায়মান করা হইবে।

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ইব্‌ন জারীর (র) ......সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়াব (রা) বলেন, হযরত আলী (রা) এক ইয়াহুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলতো জাহান্নাম কোথায় ? উত্তরে সে বলিল, সমুদ্রে। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, তোমার কথা ঠিকই বলিয়া মনে হয়। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ অর্থাৎ উদ্বেলিত সমুদ্রের শপথ! আর যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে। وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ এর আওতায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুনানে আবূ দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হজ্জ, উমরা এবং জিহাদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমুদ্র ভ্রমণ করিবে না। কারণ সমুদ্রের নীচে জাহান্নামের অগ্নি রহিয়াছে এবং অগ্নির নীচে আবার সমুদ্র রহিয়াছে। সূরা ফাতিরে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

মুজাহিদ ও হাসান ইব্‌ন মুসলিম (র) বলেন ঃ سُجِّرَتْ অর্থ اوقدت। অর্থাৎ যখন সমুদ্র প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ سُجِّرَتْ অর্থ يبست অর্থ শুকাইয়া যাইবে।

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন সর্বপ্রকারের মানুষ একত্রিত করা হইবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُحْشُرُوْا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ অর্থাৎ জালিম এবং উহাদিগের সহগোত্রীয়দেরকে একত্রিত কর।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে যেই জাতির পথ অনুসরণ করিবে সে সেই জাতির সহিত তাহার হাশর হইবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। কতিপয় ডান হাতে আমলনামা লাভ করিবে, কতিপয় বাম হাতে লাভ করিবে, আর কতিপয় হইবে আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত অগ্রগামী দল। ইহারাই সমগোত্রীয় দল যাহাদেরকে একত্র করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... হযরত উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি একদিন খুতবা দানকালে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ সমগোত্রীয়দের সহিত একত্রিত করা হইবে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যেই দুই ব্যক্তি একই ধরনের আমল করে তাহারা হয়ত একত্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ নেককার নেককারের সহিত আর বদকার বদকারের সহিত মিলিত হইবে।

নু'মান (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত উমর (রা) একদিন লোকদিগকে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কাহারো কোন উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই বলিলেন ঃ এই আয়াতের ব্যাখ্যা হইল, জান্নাতী ব্যক্তি তাহার ন্যায় জান্নাতীর এবং জাহান্নামী তাহার ন্যায় জাহান্নামীর সঙ্গলাভ করিবে। অতঃপর তিনি اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ الخ এই আয়াতটি পাঠ করেন।

কেহ কেহ বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন দেহের সহিত আত্মার সংযোগ করা হইবে। কেহ বলেন ঃ ঈমানদারদিগকে হুরদের সহিত এবং কাফিরদিগকে শয়তানেদের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইবে। ইমাম কুরতুবী তাযকিরা গ্রন্থে ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করিয়াছেন।

وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ - بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কী অপরাধে উহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করা হইত। ফলে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহাদিগকে জীবন্ত কবর দিয়া রাখা হইত। কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, তাহাদিগকে কী অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। এইভাবে নিহতদেরকে হত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে দেখিয়া হত্যাকারীরা বেশী আতংকিত হইবে। আর যখন এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিহতদেরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে, তাহা হইলে হত্যাকারীদিগকে কত কড়াভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ অর্থ যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা নিজের হত্যার বিচার প্রার্থনা করিবে। সুদ্দী এবং কাতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই مَوْءُدَةٌ তথা জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র) ...... জুযামা বিনতে ওহাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জুযামা বিনতে ওহাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আমি একবার লোকদিগকে গর্ভাবস্থায় সহবাস করিতে নিষেধ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু জানিতে পারিলাম যে, রোম ও পারস্যের মানুষ এইরূপ করিয়া থাকে কিন্তু তাহাতে সন্তানের কোন ক্ষতি হয় না। অতঃপর কতিপয় সাহাবা আযল (যোনি গর্ভের বাহিরে বীর্যপাত ঘটানোকে আযল বলা হয়) করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাও এক ধরনের গোপন জীবন্ত সমাধিস্থ করার শামিল। وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ -এর মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) ...... সালামা ইব্ন ইয়াযীদ জুফী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমা ইব্ন ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমার ভাই আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট গিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদিগের মা মুলাইকা। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিতেন, অতিথি আপ্যায়ন করিতেন এবং আরো অনেক ভালো কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি জাহেলী যুগেই মারা যান। এখন তাহার এইসব ভালো কাজ তাহার কোন উপকারে আসিবে কি ? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না। আমরা বলিলাম, তিনি আমাদিগের এক বোনকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলেন। ইহাতে কি তাহার কোন উপকার হইবে ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত কবর দানকারী এবং জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যা উভয়ই জাহান্নামী। তবে জীবন্ত কবর দানকারী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে আল্লাহ্ উহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যে জীবন্ত কবর দেয় এবং যাহাকে কবর দেয় উভয়ই জাহান্নামে যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ...... খানাসা বিনত মুআবিয়া সুরাইযিয়া (রা) তাহার ফুফু হইতে বর্ণনা করেন যে, খানাসার ফুফু বলেন, আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! জান্নাতে কে যাবে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, নবী, শহীদ, শিশু ও জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (রা) ...... কুররা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কুররা (র) বলেন, আমি হাসান (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, জান্নাতে কে প্রবেশ করিবে ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। যে তাহাদিগকে জাহান্নামী মনে করিবে সে মিথ্যুক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

আব্দুর রায্যাক (র) ..... হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কায়স ইব্‌ন আসিম একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো জাহেলী যুগে আমার কয়েকটি শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়াছিলাম, এখন কি করি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, একটি কন্যার পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করিয়া দাও। কায়স বলিল, আমার তো কোন গোলাম নাই, তবে উট আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহা হইলে একটি করিয়া উট কুরবানী কর।

অপর এক সনদে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ কায়স ইব্‌ন আসিম (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জাহিলী যুগে বার বা তেরটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করিয়াছি এখন আমি কি করি? তিনি বলিলেন, প্রত্যেকটির বদলে একটি করিয়া গোলাম বাঁদী আযাদ কর। তিনি তাহাই করিলেন পরবর্তী বৎসর কায়স একশত উট নিয়া উপস্থিত হইয়া বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই উটগুলি মুসলমানদের কাজে ব্যবহার করুন। আলী (রা) বলেন, আমরা সেই উটগুলিকে ঘাস চরাতাম ও কায়সী উট বলিয়া ডাকিতাম।

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ "আর যখন আমলনামা উন্মোচিত হইবে।"

যাহ্হাক (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন প্রত্যেক মানুষকে ডান বা বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে।

وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ অর্থাৎ যখন আকাশের আবরণ অপসারিত করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, كُشِطَتْ অর্থ اجتذبت অর্থাৎ আকাশকে টানিয়া আনা হইবে।

وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ

সুদ্দী (র) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ حمين অর্থাৎ যখন জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করা হইবে। কাতাদা (র) বলেন, سُعِّرَتْ অর্থ اَوْقَدَتْ অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত করা হইবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র রোষ এবং মানুষের পাপই জাহান্নামের অগ্নিকে উদ্দীপিত করিবে।

وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ আবূ মালিক, কাতাদা ও রবী ইব্‌ন খুছায়ম (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন জান্নাতকে জান্নাতীদের নিকটে আনা হইবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ অর্থাৎ উপরোক্ত প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হইলে পরে মানুষ জানিতে পারিবে যে, দুনিয়ার জীবনে তাহারা কি করিয়াছিল। তাহাদিগের সকল

কৃতকার্যের ফলাফল তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষ তাহাদিগের ভালো-মন্দ প্রতিটি কর্মই সম্মুখে উপস্থিত পাইবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ অর্থাৎ সেইদিন মানুষকে পূর্বাপর সকল আমল সম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........... আসলাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (র) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিবার সময় عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا الخ। এই পর্যন্ত পৌঁছিয়া বলিলেন যে, এই কথাটি বলিবার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বের কথা বলিয়াছেন।

(١٥) فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۙ
(١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ
(١٧) وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۙ
(١٨) وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۙ
(١٩) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ
(٢٠) ذِیْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۙ
(٢١) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ؕ
(٢٢) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۚ
(٢٣) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۚ
(٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ
(٢٥) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ
(٢٦) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ؕ

(٢٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

(٢٨) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝

(٢٩) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৫. আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের,
১৬. যাহা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়,
১৭. শপথ নিশার যখন উহার অবসান হয়,
১৮. আর ঊষার যখন উহার আবির্ভাব হয়,
১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী,
২০. যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন,
২১. যাহাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন।
২২. এবং তোমাদিগের সাথী উন্মাদ নহে,
২৩. সে তো তাহাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিয়াছে,
২৪. সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে।
২৫. এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলিয়াছ?
২৭. ইহাতো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ,
২৮. তোমাদিগের মধ্যে যে সরল পথে চলিতে চাহে, তাহার জন্য।
২৯. তোমরা ইচ্ছা করিবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।

তাফসীর ঃ মুসলিম ও নাসায়ী .... আমর ইব্ন হুরায়ছ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ি। সেই নামাযে তিনি فَلَآ اُقْسِمُ الخ এই আয়াতগুলি পাঠ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন জারীর (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ اَلْخُنَّس অর্থ নক্ষত্র, যাহা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে এবং দিনের বেলায় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ইব্ন জারীর (র)............ খালিদ ইব্ন আরআরা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, খালিদ (র) বলেন, আমি শুনিয়াছি যে, হযরত আলী (রা)-কে فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّس অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, خُنَّس দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্র, যাহা রাতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসে লুকাইয়া থাকে।

ইউনুস (র)........ আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন ঃ اَلْخُنَّس অর্থ اَلنُّجُوْم বা নক্ষত্র। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, উবাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্‌ন জারীর (র)...... বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اَلْخُنَّسِ। অর্থ উজ্জ্বল নক্ষত্র। কেহ কেহ বলেন, উদয়কালে নক্ষত্রকে خُنَّسِ এবং অদৃশ্য হইয়া গেলে كنس বলা হয়।

আ'মাশ (র), ইবরাহীম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্‌র (র) মতে خُنَّسِ অর্থ বন্য গাভী। সুফিয়ান ছাওরীর মতও ইহাই।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلْخُنَّسِ। অর্থ গাভী। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়রও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, خنس অর্থ হরিণ। সাঈদ, মুজাহিদ এবং যাহ্‌হাকও এইরূপ মত ব্যক্ত করেন।

আবূশ্ শা'ছা জাবির ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, خنس অর্থ গাভী ও হরিণ। ইব্‌ন জারীর (র) এই কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটিকেই প্রাধান্য দেন নাই। তিনি বলেন, خنس -এর অর্থ নক্ষত্র, গাভী ও হরিণ সব কয়টিই হইতে পারে।

وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ "শপথ নিশার, যখন উহার অবসান হয়।"

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ عَسْعَسَ অর্থ ظلم। অর্থাৎ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। হাসান বসরী (র) বলেন, عَسْعَسَ অর্থ যখন মানুষকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। আতিয়্যা আওফী (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ও আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, عَسْعَسَ অর্থ ادبر। অর্থাৎ পশ্চাদপসারণ হয়। মুজাহিদ, কাতাদা এবং যাহ্‌হাক (র)-ও এই অর্থ করিয়াছেন। যায়দ ইব্‌ন আসলাম ও তাহার পুত্র আব্দুর রহমান (র) বলেন ঃ যখন উহার অবসান হয়। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সব কয়টি অর্থের মধ্যে পশ্চাদ্ভাবন হওয়ার কথাটিই আমার নিকট পছন্দনীয়। আমার মতে এই আয়াতের অর্থ হইল, রাতের শপথ, যখন উহা যদিও চলে যাওয়ার অর্থে হইতে পারে। ইহা উভয় অর্থেই আগমন করে ব্যবহৃত হয়।

وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ যাহ্‌হাক (র) বলেন, تَنَفَّسَ অর্থ طلع অর্থাৎ শপথ ঊষার যখন উহার আবির্ভাব হয়। কাতাদা (র) বলেন ঃ تَنَفَّسَ অর্থ اضاء والقبل। অর্থাৎ যখন ঊষার উন্মেষ ঘটে। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ যখন দিনের আলো প্রকাশ পায়।

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ। অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত চরিত্রবান ও সুদর্শন বার্তাবহ ফেরেশতার আনীত বাণী, তিনি হইলেন হযরত জিবরীল (আ)। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা), শাবী, মায়মূন ইব্‌ন মিহরান, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্‌ন আনাস ও যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ذِىْ قُوَّةٍ অর্থাৎ এই বার্তাবহ ফেরেশতা হইলেন প্রবল শক্তিশালী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ প্রবল শক্তিধর ফেরেশতা তাহাকে উহা শিক্ষা দিয়াছেন।

عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ অর্থাৎ সেই ফেরেশতা আরশের মালিকের নিকট মর্যাদা সম্পন্ন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ সালিহ (র) বলেন ঃ হযরত জিবরীল (আ) অনুমতি ছাড়াই নূরের সত্তরটি পর্দার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার জন্য অবাধ অনুমতি রহিয়াছে।

مُطَاعٍ ثَمَّ অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে তাহাকে মান্য করা হয়। কাতাদা (র) বলেন, প্রতিটি আকাশের প্রত্যেক ফেরেশতাই হযরত জিবরীল (আ)-কে মান্য করিয়া চলে। অর্থাৎ সাধারণ ফেরেশতা নহেন– বরং ফেরেশতাকুলের সর্দার ও নেতৃস্থানীয়। আবার তিনি اَمِيْنٍ তথা বিশ্বস্ত। এখানে তাঁহার বিশ্বস্ততা বর্ণনা করা হইয়াছে যেমন নবী (সা) সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে বলেন ঃ

وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ "তোমাদিগের সংগী উন্মাদ নহেন।" শা'বী, মায়মূন ইব্ন মিহরান ও আবূ সালিহ (র) বলেন, وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ অর্থাৎ তোমাদিগের সংগী মুহাম্মদ (সা) উন্মাদ নহেন।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র পথ হইতে বার্তা বহনকারী জিবরীল (আ)-কে ছয়শত ডানা বিশিষ্ট তাঁহার আসল আকৃতিতে স্পষ্ট দিগন্তে দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাই হইল নিজ আকৃতিতে জিবরীল (আ)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রথম দর্শন। যাহা বাতহা নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। বাহ্যত বুঝা যায় যে, এই সূরাটি মি'রাজের ঘটনার আগে নাযিল হইয়াছে। কারণ, প্রথম দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শনের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। আর দ্বিতীয় দর্শনের ঘটনা সূরা নাজমে বলা হইয়াছে, যাহা নাযিল হয় সূরা ইসরার পর।

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তৎসম্পর্কে সন্দিহান নহেন। কেহ কেহ ضاد بضنين দ্বারা পড়েন। তখন অর্থ হয় মুহাম্মদ (সা) অদৃশ্য বিষয় তথা আল্লাহ্র ওহীর ব্যাপারে কৃপণ নহেন– বরং সকলকেই উহা অবহিত করান। সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র) বলেন ঃ ظنين আর ضنين এর অর্থ একই।

কাতাদা (র) বলেন ঃ কুরআন এক সময় অদৃশ্য ছিল। পরে আল্লাহ্ তা'আলা উহা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর নাযিল করেন। তিনি অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সহিত মানুষের নিকট উহা প্রচার করেন। ইকরিমা ও ইব্ন যায়দ (র) সহ অনেকে আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইব্ন জারীর (র) ضاد দ্বারা بضنين পড়া পছন্দ করিয়াছেন। বস্তুত ضنين ও ظنين দুই রকমই পড়া যায়।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ অর্থাৎ এই কুরআন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে। অর্থাৎ শয়তান এই কুরআন বহন করিয়া আনে নাই এবং সে ইহার যোগ্যও নহে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ। অর্থাৎ এই কুরআন শয়তানরা বহন করিয়া আনে নাই আর তাহাদিগের জন্য ইহা শোভাও পায় না এবং তাহারা সক্ষমও নহে। বস্তুত উহাদিগকে কুরআন শ্রবণ হইতেও বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থাৎ কুরআনের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবার পরও তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেছ? তোমাদিগের বিবেক বুদ্ধি কোথায় যাইতেছে? কাতাদা (র) বলেন ঃ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ অর্থ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?

اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ। অর্থাৎ এই কুরআন বিশ্বজগতের তথা প্রতিটি মানুষের জন্য উপদেশ।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ অর্থাৎ কেহ হিদায়াত লাভ করিতে চাহিলে তাহাকে এই কুরআনই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। কুরআন ছাড়া মুক্তি ও হিদায়াতের বিকল্প কোন পথ নাই।

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلاَّ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ মানুষ যাহা চাহে তাহাই বাস্তবায়িত হয় না। বরং মানুষের ইচ্ছার বাস্তবায়ন আল্লাহ্‌র মঞ্জুরির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেহ চাহিলেই হিদায়াত লাভ করিতে পারে না আবার ইচ্ছা করিলেই পথভ্রষ্ট হইতে পারে না- বরং আল্লাহ্ যাহাকে হিদায়াত দান করেন সেই হিদায়াত পায় আর যাহাকে বিভ্রান্ত করেন সেই বিভ্রান্ত হয়।

সুফিয়ান ছাওরী (র)......... সুলায়মান ইব্‌ন মূসা (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لِمَنْ شَآءَ الخ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবূ জাহ্‌ল বলিল, ক্ষমতা তো সবই আমাগিদের হাতে। আমরা ইচ্ছা করিলে সঠিক পথে চলিতে পারি আর ইচ্ছা করিলে বিপথেও চলিতে পারি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা وَمَا تَشَآءُوْنَ الخ আয়াতটি নাযিল করেন।

সূরা ইন্‌ফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র)........ জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মুআয (রা) একদিন ইশার নামাযের ইমামতি করেন। তাহাতে তিনি দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, মুআয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছ? সূরা আলা, সূরা দুহা ও সূরা ইনফিতার কি তোমার জানা নাই? বুখারী ও মুসলিম সহীহ্দ্বয়ে ইহার উল্লেখ আছে তবে সূরা ইনফিতারের কথা নাই।

ইতিপূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "কেউ স্বচক্ষে কিয়ামত দেখিতে চাহিলে সে যেন সূরা তাকবীর, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পাঠ করে।"

(١) إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ

(٢) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ

(٣) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

(٤) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ

(٥) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

(٦) يَآأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ

(٧) الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ۙ

(৮) فِيْۤ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝

(৯) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۝

(১০) وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۝

(১১) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۝

(১২) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝

১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে,
২. যখন নক্ষত্রমণ্ডলী, বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে,
৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে,
৪. এবং যখন কবর উন্মোচিত হইবে,
৫. তখন প্রত্যেকে জানিবে, সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে।
৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করিল?
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং সুসমঞ্জস করিয়াছেন,
৮. যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন।
৯. না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাক;
১০. অবশ্যই আছে তোমাদিগের তত্ত্বাবধায়কগণ;
১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ;
১২. উহারা জানে তোমরা যাহা কর।

তাফসীর ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ অর্থাৎ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।" যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهٖ। অর্থাৎ যেইদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ অর্থাৎ যখন নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িবে।

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ অর্থাৎ "সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হইবে।" আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ এক সমুদ্রকে আরেক সমুদ্রের সহিত একাকার করিয়া দিবেন। হাসান (র) বলেন, সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে। কাতাদা (র) বলেন, فُجِّرَتْ অর্থ লবণাক্ত পানি আর মিষ্টি পানি একাকার হইয়া যাইবে।

وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হইবে। সুদ্দী (র) বলেন, যখন কবরসমূহ ফাটিয়া যাইবে এবং ভিতরের সব কিছু বাহির হইয়া যাইবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ অর্থাৎ এই ঘটনাগুলি ঘটিবার পর মানুষ তাহার পূর্বাপর যাবতীয় আমল সম্পর্কে অবহিত হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমকের সুরে বলিতেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ অর্থাৎ ওহে মানুষ!' কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল যে, তুমি তাঁহার অবাধ্যতা করিতে সাহস পাইলে?

এক হাদীসে আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বলিবেন, "হে আদম সন্তান! আমার সম্পর্কে কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করিল? হে আদম সন্তান! রাসূলগণকে তুমি কী জবাব দিয়াছিলে?"

আবূ হাতিম (র).... সুফিয়ান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান (রা) বলেন, হযরত উমর (রা) একদিন এক ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতটি পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন, অজ্ঞতাই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... আবূ খালিদ ইয়াহ্ইয়া (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ খালিদ (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) একদিন يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! অজ্ঞতাই মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), রবী ইব্‌ন খুছায়াম এবং হাসান বসরী (র)-ও হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাতাদা (র) বলেন, শয়তানই মানুষকে আল্লাহ্ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিয়াছে। বাগাবী (র) বর্ণনা করেন যে, কালবী ও মুকাতিল (র)-এর মতে এই আয়াতটি আসওয়াদ ইব্‌ন শুরায়ক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোন শাস্তি না আসায় তাহার মধ্যে আরো বেশী ধৃষ্টতা জন্ম নেয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

اَلَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ অর্থাৎ তোমাকে তোমার সেই মহান প্রতিপালক সম্পর্কে কিসে বিভ্রান্ত করিয়াছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সুঠাম সুসমঞ্জস ও সুদর্শন বানাইয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... বিশর ইব্‌ন জাহ্হাশ কুরায়শী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিশর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাতে থুথু লইয়া উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে কি করিয়া অক্ষম করিবে? আমি তো তোমাকে এই ধরনের একটি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছি। বড় করিয়াছি। তাহার পর তুমি দুইটি কাপড় পরিধান করিয়া চলাফিরা করিয়াছ এবং সম্পদ উপার্জন করিয়া উহা সঞ্চয় করিয়াছ– আমার পথে ব্যয় কর নাই। এইভাবে মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তখন

বল, “আমি অমুক অমুক সম্পদ আল্লাহ্র রাহে দান করিতেছি। কিন্তু তখন দান করিবার সময় কোথায়?” হাদীসটি ইব্ন মাজাহ্ কিতাবেও উল্লেখ আছে।

فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاءَ رَكَّبَكَ অর্থাৎ যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, আল্লাহ্ তোমাকে সেই আকৃতিকে গঠন করিয়াছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাহাকে পিতার আকৃতিতে, কাহাকেও মাতার আকৃতিতে আবার কাহাকেও বা খালা, মামা, চাচা ইত্যাদির আকৃতিতে সৃষ্টি করেন।

সহীহ্ বুখারীতে এই মর্মে একটি হাদীস আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরিমা (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে ইচ্ছা বানরের আকৃতিতে এবং যাহাকে ইচ্ছা শূকরের আকৃতিতে সৃষ্টি করিতে পারেন। আবূ সালিহ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলে মানুষকে যে কোন আকৃতিতেই সৃষ্টি করিতে পারেন। কিন্তু তিনি স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় সুদর্শন, সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করিয়া সৃষ্টি করেন।

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ পুনরুত্থান, হাশর-নশর ও হিসাব প্রদানের অস্বীকৃতিই তোমাদিগকে আল্লাহ্র নাফরমানী ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا وَكَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَاتَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ তোমাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য সম্মানিত ফেরেশতা নিয়োজিত করিয়া রাখা হইয়াছে। উহারা তোমাদিগের যাবতীয় কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়া রেকর্ড করিয়া রাখেন। তোমরা যাহা কর সবই উহাদিগের জানা। সুতরাং মন্দ কাজ হইতে তোমাদিগের বিরত থাকা উচিত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, তোমরা আমল লিপিকর ফেরেশতাদেরকে সম্মান কর। যাহারা জানাবাত এবং পোশাব-পায়খানার সময় ছাড়া সর্বদাই তোমাদিগের সঙ্গে থাকে। সুতরাং গোসল করিবার সময় তোমরা আড়াল করিয়া লইও।”

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র).......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন “আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে উলংগ হইতে নিষেধ করেন। সুতরাং তোমরা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ব্যাপারে লজ্জা করিয়া চল, যাহারা পেশাব-পায়খানা, জানাবাত এবং গোসল এই তিন সময় ব্যতীত তোমাদের থেকে পৃথক হন না। খোলা ময়দানে গোসল করিবার সময় তোমরা কাপড়, দেয়াল বা উট দ্বারা আড়াল করিয়া লইও।”

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)........ আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ফেরেশতা আল্লাহ্র দরবারে বান্দার দৈনন্দিনের আমল পেশ

করার পর যদি আমলনামার শুরু ও শেষে ইস্তিগফার থাকে তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার মধ্যকার সব ভুল-ত্রুটি মাফ করিয়া দিলাম।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) ... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্‌র এমন কতিপয় ফেরেশতা আছে যাহারা মানুষ এবং মানুষের আমল সম্পর্কে সম্যক অবগত। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে কোন নেক কাজ করিতে দেখিলে তাহারা পরস্পর আলোচনা করে এবং বলে যে, আজ রাত অমুক ব্যক্তি কামিয়াব হইয়াছে। পক্ষান্তরে কাউকে মন্দ কাজ করিতে দেখিলে পরস্পর বলাবলি করে যে, 'আজ রাত অমুক অমুক ব্যক্তি ধ্বংস হইয়াছে।'

(١٣) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝

(١٤) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝

(١٥) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

(١٦) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

(١٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

(١٨) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝

(١٩) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;
১৪. এবং পাপাচারীরা থাকিবে জাহান্নামে;
১৫. উহারা কর্মফল দিবসে উহাতে প্রবেশ করিবে;
১৬. তাহারা উহা হইতে অন্তর্হিত হইতে পারিবে না।
১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?
১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?
১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করিবার সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সেইদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হইবে আল্লাহ্‌র।

তাফসীর ঃ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ। অর্থাৎ আবরার তথা পুণ্যবানগণ জান্নাতে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করিবে। এখানে আল্লাহ্ আবরারদের শুভ পরিণাম উল্লেখ করেন। আবরার উহাদিগকে বলা হয়, যাহারা যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে এবং তাহারা নাফরমানী ও বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে।

ইব্‌ন আসাকির (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ এই পুণ্যবানদিগকে "আবরার' নামকরণের কারণ হইল, ইহারা দুনিয়াতে মাতা-পিতা ও সন্তানদের সহিত সদাচরণ করে।"

অতঃপর নাফরমান ও পাপীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ - يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ অর্থাৎ পাপাচাররা থাকিবে জাহান্নামে। হিসাব প্রতিদান ও কিয়ামতের দিন উহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এক মুহূর্তের জন্য উহাদিগের শাস্তি মুলতবী রাখা হইবে না এবং কখনও শাস্তি লঘু করা হইবে না। মৃত্যু বা একটু শান্তি লাভের কাতর প্রার্থনা করিলেও উহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে না। অতঃপর কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ثُمَّ مَا اَدْرَاكَ مَايَوْمُ الدِّيْنِ অর্থাৎ কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর এই কর্মফল দিবসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا অর্থাৎ সেইদিন একের জন্য অপরের উপকার করিবার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। এবং যাহাকে যেই অবস্থায় রাখা হইবে আল্লাহ্‌র মর্যী ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেহ উহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে না।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া লও। আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন ক্ষমতা আমার নাই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ্ই হইবেন সেইদিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ - لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارُ অর্থাৎ আজিকার রাজত্ব কাহার? মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্‌র। আরেক আয়াতে বলেন ঃ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্মফল দিবসের মালিক। কাতাদা (র) বলেন, জগতের রাজত্ব এবং মালিকানা এখনও আল্লাহ্‌রই হাতে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র রাজত্ব ব্যতীত অন্য কাহারো বিন্দুমাত্র প্রভাব ও ক্ষমতা চলিবে না। আল্লাহ্ই হইবেন সেই একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

সূরা মুতাফ্ফিফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ

(٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ

(٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ؕ

(٤) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ

(٥) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ

(٦) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

১. মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়,
২. যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে
৩. এবং যখন তাহাদিগের জন্য মাপিয়া অথবা ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয়।
৪. উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে
৫. মহা দিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াইবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।

তাফসীর ঃ ইমাম নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্‌ (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন ওজন ও মাপের ব্যাপারে মদীনাবাসীরা নিকৃষ্ট মানুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الخ নাযিল করেন। অতঃপর তাহারা সংশোধন হইয়া যায়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... হিলাল ইব্ন তাল্ক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন তালক (র) বলেন, একদিন আমি ইব্ন উমর (রা)-এর সংগে ভ্রমণ করিতেছিলাম। কথা প্রসংগে আমি বলিলাম, অন্যান্য লোকদের তুলনায় মক্কা এবং মদীনার মানুষগুলি বেশী সুদর্শন এবং ওজনে ও মাপে নীতিবান। উত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করিবার পর তাহারা ওজন ও মাপে কেন নীতিবান হইবে না?

ইব্ন জারীর (র) ..... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, হে আবূ আব্দুর রহমান! মদীনাবাসীদের দেখিতেছি যে, তারা ওজন ও মাপে বড়ই নীতিবান! উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কেন হইবে না, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ .... لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এইখানে تطفيف অর্থ ওজনে ও মাপে কম দেয়া। অন্যের হইতে নেয়ার সময় বেশী নেওয়ার মাধ্যমে হোক কিংবা অন্যকে দেওয়ার সময় কম দেওয়ার মাধ্যমে হোক। তাই ইহার ব্যাখ্যায় পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ অর্থাৎ যখন তাহারা অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লয়, তখন পুরাপুরি বরং বেশী লইয়া থাকে। আর অন্যকে মাপিয়া দেওয়ার সময় কম দেয়। এইভাবে কম বেশী না করিয়া সঠিকভাবে মাপিবার জন্য নির্দেশ দিয়া অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ অর্থাৎ যখন মাপ, তখন সঠিকভাবে মাপিও আর সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন করিও। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَاتُكَلِّفُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا অর্থাৎ মাপে ও ওজনে সঠিকভাবে ইনসাফের সহিত করিও। আমি কাহাকেও তাহার সাধ্যের অতীত কষ্ট চাপাইয়া দেই না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَاتُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ অর্থাৎ "ইনসাফের সহিত সঠিকভাবে মাপ এবং মীযানে কম করিবে না।"

উল্লেখ্য যে, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা এইভাবে ওজনে ও মাপে ধোঁকাবাজি করিবার অপরাধে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ধমক প্রদান করিয়া বলেন ঃ

اَلَا يَظُنُّ اُولٰئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ এইভাবে যাহারা অন্যের হক নষ্ট করে– তাহারা কি এই ভয় করে না যে, এক ভয়াবহ ও কঠিন দিবসে তথা কিয়ামত দিবসে তাহাদিগের আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইবে? সেখানে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ সেইদিন সকল মানুষ উলঙ্গ দেহে ও নাঙ্গা পায়ে খৎনাবিহীন ভয়ানক ও সংকটপূর্ণ দিবসে জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে।

ইমাম মালিক (র)........... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। তখন প্রত্যেকে নিজের দেহ হইতে নির্গত ঘামে কানের অর্ধেক পরিমাণ ডুবিয়া যাইবে।" বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ মহান আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। এমনকি প্রতিটি মানুষ নিজের ঘামে আধা কান বরাবর ডুবিয়া যাইবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ কিন্দী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "কিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের এক বা দুই খাল অর্থাৎ সুরমাদানীর সলাই বা মাইল পরিমাণ উপরে থাকিবে। ইহাতে প্রত্যেকেই ঘর্মাক্ত হইয়া পড়িবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল পরিমাণ ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত আবার কেহ কোমর পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া যাইবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে।" মুসলিম ও তিরমিযী (র) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র).......... আবূ উমামা (রা) হইতে অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ গোড়ালী পর্যন্ত, কেহ পায়ের গোছা পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ কোমর পর্যন্ত, কেহ কাঁধ পর্যন্ত, কেহ মুখের অর্ধেক পর্যন্ত ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। আবার কেহবা সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে। অনুরূপ আরো একটি ইমাম আহমদ (র) উকবা ইব্ন আমির হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মানুষ সেই অবস্থায় অবস্থান করিবে সত্তর বছর মতান্তরে তিনশত বা চল্লিশ হাজার বছর নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। এবং দশ হাজার বছর পরিমাণ সময়ের মধ্যে বিচার চলিবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বশীর গিফারী (রা)-কে বলিলেন ঃ "যেদিন মানুষ তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে তাহাদের নিকট আকাশ হইতে কোন সংবাদও আসিবে না এবং তাহাদিগের উপর কোন ফরমানও জারী করা হইবে না। সেইদিন তুমি কী করিবে? উত্তরে বশীর বলিল, আল্লাহ্ই রক্ষা করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "রাতে শুইবার সময় তুমি কিয়ামতের বিভীষিকা এবং হিসাবের কঠোরতা হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিবে।"

সুনানে আবূ দাউদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিতেন।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন মানুষ আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময়ে তাহাদিগের সহিত কেহ কোন কথা বলিবে না। ভালো-মন্দ সকলেই ঘামে ডুবিয়া থাকিবে। ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এইভাবে মানুষ একশত বছর ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। উভয় হাদীসটি ইব্‌ন জারীর (রা) উল্লেখ করিয়াছেন।

সুনানে আবূ দাউদ, নাসায়ী ও ইব্‌ন মাজাহ্‌য় আছে যে, হযরত আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িবার পূর্বে দশবার আল্লাহ্ আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ্, দশবার সুবহানাল্লাহ্ ও দশবার আস্‌তাগফিরুল্লাহ্ পড়িতেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করিয়া কিয়ামত দিবসের স্থানের সংকীর্ণতা হইতে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাহিতেন। দু'আটি হইল এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

(٧) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ○
(٨) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ○
(٩) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ○
(١٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
(١١) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○
(١٢) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○
(١٣) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○
(١٤) كَلَّا بَلْ سكتة رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○
(١٥) كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○
(١٦) ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ○
(١٧) ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

৭. না, কখনই না, পাপাচারীদিগের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।
৮. সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান ?
৯. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

১০. সেইদিন মন্দ পরিণাম হইবে মিথ্যাচারীদিগের,

১১. যাহারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,

১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী ইহা অস্বীকার করে;

১৩. উহার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হইলে সে বলে, 'ইহা পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।'

১৪. না, ইহা সত্য নহে, উহাদিগের কৃতকার্যই উহাদিগের হৃদয়ে জঙ ধরাইয়াছে।

১৫. না, অবশ্যই সেইদিন উহারা উহাদিগের প্রতিপালক হইতে অন্তরিত থাকিবে;

১৬. অতঃপর উহারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করিবে,

১৭. অতঃপর বলা হইবে, 'ইহাই তাহা, যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ অর্থাৎ পাপাচারীদিগের ঠিকানা নিশ্চিতভাবে সিজ্জীন হইবে। سِجِّيْنٍ শব্দটি فَعِّيْلٌ এর ওজনে سِجِّيْنٍ হইতে গঠিত। سِجِّيْنٍ এর মধ্যে সংকীর্ণতার অর্থ বিদ্যমান। যেমন ঃ বলা হয় خَمِيْر-شِرِّيْب-فِسِّيْق ও سِكِّيْر ইত্যাদি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا سِجِّيْنٌ অর্থাৎ হে নবী! আপনি জানেন সিজ্জীন কি? অর্থাৎ ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্থায়ী কারাগার ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

অনেকের মতে, এই সিজ্জীনের অবস্থান সপ্ত যমীনের নীচে। বারা ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ একটি হাদীসে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের রূহ সম্পর্কে বলেন, ইহার 'আমলনামা সিজ্জীনে লিপিবদ্ধ কর। সিজ্জীন সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ঃ সিজ্জীন সাত তবক যমীনের নীচে অবস্থিত একটি সবুজ পাথরের নাম। কেহ বলেন, জাহান্নামের একটি কূপের নাম।

ইব্ন জারীর (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন যে, "ফালাক, জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ বন্ধ, আর সিজ্জীন জাহান্নামের একটি গর্ত যাহার মুখ উন্মুক্ত।"। তবে বিশুদ্ধ মত হইল এই যে, سِجِّيْنٌ শব্দটি سِجْن হইতে গঠিত। যাহার অর্থ সংকীর্ণ স্থান। কারণ আল্লাহ্র সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে যাহা যত উপরে তাহা তত বেশী প্রশস্ত আর যাহা যত নীচে তাহা তত সংকীর্ণ। এই জন্য নীচের দিক হইতে উপরের দিকে এক আসমান হইতে আরেক আসমান বেশী প্রশস্ত। আর যমীনের উপর থেকে নীচের দিকে এক তবক হইতে আরেক তবক বেশী সংকীর্ণ। তাই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রশস্ত হইল সপ্তম আকাশ সর্বাপেক্ষা বেশী সংকীর্ণ হইল সপ্তম যমীন। আর সপ্তম যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংকীর্ণ হইল উহার মধ্যভাগ। উহাই হইল কাফির মুশরিক ও পাপাচারীদিগের ঠিকানা।

যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحَاتِ অর্থাৎ অতঃপর আমি তাহাদিগকে সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত করি। তবে তাহাদিগকে নহে, যাহারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ।

كِتَابٌ مَّرْقُوْمٌ চিহ্নিত আমলনামা। উল্লেখ্য যে, وَمَا اَدْرَاكَ مَاسِجِّيْنُ-এর ব্যাখ্যা নহে– বরং ইহার অর্থ হইল পাপাচারীগণের ঠিকানা জাহান্নামে হওয়ার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। مَرْقُوْمٌ অর্থাৎ ইহাদিগের ব্যাপারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে উহাতে কোন প্রকার কম বেশী হইবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অর্থাৎ মিথ্যাচারীদিগের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে কিয়ামতের দিন উহাদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, পতন বা মন্দ পরিণাম। যেমন ঃ বলা হয় وَيْلٌ لِفُلاَنٍ অর্থাৎ অমুকের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে। মুআবিয়া ইব্‌ন যামরা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "ধ্বংস তাহার জন্য যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকদিগকে হাসাইবার চেষ্টা করে। ধ্বংস তাহার জন্য, ধ্বংস তাহার জন্য।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাচারীদিগের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ মিথ্যাচারী তাহারা যাহারা কর্মফল দিবস তথা কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করে এবং কিয়ামত দিবসের সংঘটন করাকে আল্লাহ্‌র জন্য অসম্ভব বলিয়া মনে করে।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ অর্থাৎ কাজে-কর্মে সীমালংঘনকারী এবং কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেহ কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করিতে পারে না। কাজে-কর্মে সীমালংঘন করার অর্থ হইল হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এবং হালাল ভোগ করিবার ব্যাপারে সীমালংঘন করা। আর কথাবার্তায় পাপিষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়া গালি-গালাজ করা।

اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখ হইতে আল্লাহ্‌র কথা শুনিয়া তাহারা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করে এবং মনে করে যে, ইহা পূর্ববর্তী লোকদের উপকথা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ـ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ যখন উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমাদিগের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করিয়াছেন? তাহারা বলিল, পূর্ববর্তীদিগের উপকথা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ তাহারা যেমন মনে করে ও যাহা বলে, ব্যাপারটি তেমন ও তাহা নহে– বরং এই কুরআন আল্লাহ্র কালাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর অবতীর্ণ তাহার ওহী। কিন্তু সীমাহীন পাপাচারের কারণে উহাদিগের অন্তরে জঙ ধরিয়া যাওয়ার ফলে ঈমানহারা হইয়া তাহারা এইরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকে। পাপাচারের কারণে কাফিরদের অন্তরে যে জঙ ধরিয়া যায় উহাকে رين বলা হয়। আর আবরারদের ও মুকাররাবদের অন্তরে যে ভাব সৃষ্টি হয় উহাকে যথাক্রমে غيم ও غين বলা হয়।

ইব্ন জারীর, তিরমিযী ও নাসায়ী (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন পাপ কাজ করিলে উহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাওবা ও ইস্তেগফার করিলে উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু পাপ কাজ বার বার করিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। كَلاَّ بَلْ رَانَ الخ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই বলিয়াছেন।"

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মু'মিন বান্দা কোন গুনাহের কাজ করিলে তাহার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়িয়া যায়। অতঃপর তাওবা করিলে ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অন্তর পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে গুনাহ করিতে থাকিলে কালো দাগও বাড়িতে থাকে। এমনকি এক সময় এই কালো দাগে অন্তর ভরিয়া যায়। كَلاَّ بَلْ رَانَ الخ এই আয়াতে ران বলিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেই বুঝাইয়াছেন।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ গুনাহের উপর গুনাহ করিতে থাকিলে এক সময় অন্তর অন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। মুজাহিদ, ইব্ন জুবায়র, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন।

كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ এইসব লোক জাহান্নামের নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে আল্লাহ্র দর্শন হইতে বঞ্চিত ও অন্তরিত হইবে। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্কে দেখিতে পাইবে না।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ শাফেয়ী (র) বলেন, এই আয়াত প্রমাণ করে যে, সেইদিন ঈমানদারগণ আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে। অন্য আয়াতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ কতিপয় মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে প্রফুল্ল, তাহারা তাহাদিগের প্রতিপালকের দিকে তাকাইয়া থাকিবে। অনুরূপভাবে বহু মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, পরকালে কিয়ামতের চত্বরে এবং জান্নাতের সুরম্য উদ্যানে জান্নাতীরা স্বচক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন। হাসান (র) كَلَّاۤ اِنَّهُمْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, পর্দা উন্মুক্ত করা হইবে। ফলে মু'মিন, কাফির নির্বিশেষ সকলেই আল্লাহ্‌কে দেখিবে। অতঃপর আল্লাহ্ ও কাফিরদের মাঝে আড়াল করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে শুধু ঈমানদারগণ প্রত্যহ সকাল-বিকাল আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিবে।

ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্‌র দর্শন হইতে বঞ্চিত এইসব কাফিররা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে।

ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ অতঃপর ধিক্কার, ধমক ও অবজ্ঞাবশত উহাদিগকে বলা হইবে, 'ইহাই তাহা যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।'

(١٨) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝

(١٩) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝

(٢٠) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝

(٢١) يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

(٢٢) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

(٢٤) تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ۝

(٢٥) يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝

(٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝

(٢٧) وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝

(٢٨) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

১৮. অবশ্যই পুণ্যবানদিগের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে,

১৯. ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?

২০. উহা চিহ্নিত 'আমলনামা।

২১. যাহারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তাহারা উহা দেখে।

২২. পুণ্যবান তো থাকিবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া অবলোকন করিবে।

২৪. তুমি তাহাদিগের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখিতে পাইবে,

২৫. তাহাদিগকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হইতে পান করান হইবে।

২৬. উহার মোহর মিস্কের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।

২৭. উহার মিশ্রণ হইবে তাস্নীমের,

২৮. ইহা একটি প্রস্রবণ, যাহা হইতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ كَلاَّ اِنَّ كِتٰبَ الاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ অর্থাৎ নিশ্চয় আবরার তথা পুণ্যবানদের ঠিকানা হইল ইল্লিয়্যীন। আবরার فجار এর বিপরীত। অর্থ পুণ্যবান। আর عِلِّيِّيْنَ হইল سجين এর বিপরীত।

আ'মাশ (র), হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র) বলেন ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা'ব (রা)-কে سجين সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। কাফিরদের আত্মা সেথায় অবস্থান করে। আর ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, উহা সপ্তম আকাশ। সেথায় ঈমানদারদিগের আত্মা অবস্থান করে।

আলী ইব্ন আবু তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইল্লিয়্যীন দ্বারা উদ্দেশ্য হইল জান্নাত। কেহ কেহ বলেন ঃ ইল্লিয়্যীন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, عِلِّيِّيْنَ শব্দটি علو হইতে গঠিত, যাহার অর্থ উঁচু ও উন্নত হওয়া। বলা বাহুল্য যে, যে জিনিস যত বেশি উন্নত ও উঁচু হয় উহা তত বড় ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِّيُّوْنَ অর্থাৎ ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ অর্থাৎ পুণ্যবানদের ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করার কথা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত। উহা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা উহা দেখে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ। অর্থাৎ পুণ্যবানগণ কিয়ামতের দিন পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও অপার ভোগ-বিলাসে থাকিবে।

عَلَى الاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া নিজের রাজত্ব ও আল্লাহ্ প্রদত্ত বিলাস সামগ্রী ও নাজ-নিয়ামত দেখিতে থাকিবে। কেহ কেহ বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, তাহারা সুসজ্জিত আসনে বসিয়া আল্লাহ্কে দেখিবে।

ইব্ন উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, "সর্বনিম্ন স্তরের একজন জান্নাতীকে যে নিয়ামত ও রাজত্ব দান করা হইবে উহার পরিধি হইবে দুই হাজার

বছরের রাস্তা। উহার নিকট ও দূরের সব একই সমান দেখা যাইবে। আর সর্বোচ্চ স্তরের একজন জান্নাতে প্রত্যহ দুইবার আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিতে পাইবে।"

تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ অর্থাৎ জান্নাতীদের মুখমণ্ডলে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে সুখের দীপ্ত প্রফুল্লতা দেখিতে পাইবে।

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে জান্নাতের সুরা পান করানো হইবে। رَحِيْقٍ মদেরই একটি নাম। ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) এই কথা বলিয়াছেন ।

ইমাম আহমদ (র)......... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ঈমানদার অন্য ঈমানদার পিপাসু ব্যক্তিকে পানি পান করায়; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে "রাহীকে মাখতূম" পান করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি অন্য ক্ষুধার্ত মু'মিন ব্যক্তিকে আহার করায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের ফল আহার করাইবেন। আর যে মু'মিন ব্যক্তি বস্ত্রহীন কোন মুমিন ব্যক্তিকে বস্ত্র পরিধান করায়; আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতের সবুজ পোষাক পরিধান করাইবেন।

خِتَامُهُ مِسْكٌ -এর ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থাৎ উহার মিশ্রণ হইবে মিসকের। আওফী (র), ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন,

জান্নাতীদের সুরা হইবে খুবই সুগন্ধযুক্ত। সবশেষে উহাতে মিসক দেওয়া হইবে। আয়াতে ইহাকেই খেতাম তথা মোহর বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কাতাদা এবং যাহ্হাকও এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্ন জারীর (র)......... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, জান্নাতীদের সুরা রৌপ্যের ন্যায় সাদা হইবে। দুনিয়ার কোন মানুষ যদি উহাতে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া আবার উহা বাহির করিয়া আনিত, তাহা হইলে দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীই উহার সুঘ্রাণ লাভ করিত। মুজাহিদ (র) বলেন, خِتَامُهُ مِسْكٌ অর্থ উহার সুঘ্রাণ হইবে মিসকের ন্যায়।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামতের লাভ করিবার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া প্রতিযোগিতা করা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُوْنَ অর্থাৎ এইরূপ নিয়ামত লাভ করিবার জন্য আমলকারীদের জন্য আমল করা উচিত।

وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ অর্থাৎ আলোচ্য রাহীক হইবে তাসনীম মিশ্রিত। তাসনীমও জান্নাতের সবচেয়ে উন্নতমানের পানীয় যাহা মুকাররবগণ পান করিবে। অর্থাৎ তাসনীম এক প্রকার পানীয় যাহা মুকাররব বান্দাগণ সরাসরি পান করিবে আর ডান হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত জান্নাতীগণ তাহাদিগের পানীয় রাহীকের মিশ্রণরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা) মাসরূক ও কাতাদা (র) প্রমুখের ব্যাখ্যা।

(٢٩) اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝ۖ
(٣٠) وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝ۖ
(٣١) وَاِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝ۖ
(٣٢) وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝ۙ
(٣٣) وَمَآ اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝ؕ
(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝ۙ
(٣٥) عَلَى الْاَرَآئِكِ ۙ يَنْظُرُوْنَ ۝ؕ
(٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝ع

২৯. যাহারা অপরাধী তাহারা তো মু'মিনদিগকে উপহাস করিত।

৩০. এবং উহারা যখন মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত।

৩১. এবং যখন উহাদিগের আপনজনের নিকট ফিরিয়া আসিত তখন উহারা ফিরিত উৎফুল্ল হইয়া

৩২. এবং যখন উহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, 'ইহারাই তো পথভ্রষ্ট।'

৩৩. উহাদিগকে তো তাহাদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই।

৩৪. আজ মু'মিনগণ উপহাস করিতেছে কাফিরদিগকে,

৩৫. সুসজ্জিত আসন হইতে উহাদিগকে অবলোকন করিয়া।

৩৬. কাফিররা উহাদিগের কৃতকর্মের ফল পাইল তো?

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহগার ও পাপিষ্ঠদের সম্পর্কে বলিতেছেন যে, ইহারা দুনিয়াতে মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং যখন উহারা মু'মিনদিগের নিকট দিয়া যায় তখন অবজ্ঞাবশত চোখ টিপিয়া ইশারা করে।

وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ অর্থাৎ আর যখন উহারা নিজদিগের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়া যায়, তখন তাহাদিগের উদ্দেশ্য ও পার্থিব চাহিদা পূরণ হওয়ার কারণে উৎফুল্ল হইয়া ফিরে। কিন্তু তথাপিও তাহারা আল্লাহ্র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে উল্টা মু'মিনদিগকে উপহাস করে এবং উহাদিগের সহিত বিদ্বেষভাব পোষণ করে।

وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ অর্থাৎ এই কাফিররা যখন মু'মিনদিগকে দেখে, তখন যেহেতু মু'মিনরা তাহাদিগের দীনের অনুসারী নয় তাই তাহাদিগকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট বলিয়া আখ্যায়িত করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ অর্থাৎ এই কাফিরদিগকে তো মু'মিনদিগের তত্ত্বাবধায়ক করিয়া পাঠান হয় নাই যে, মু'মিনরা কি করে আর কি বলে তা উহাদিগের তাহার হিসাব রাখিতে হইবে। সুতরাং কেন তাহারা মু'মিনদিগকে লইয়া এত উন্মত্ততা করে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ অর্থাৎ দুনিয়াতে কাফিররা মু'মিনদিগকে উপহাস ও অবজ্ঞা করে উহার প্রতিশোধ স্বরূপ কিয়ামতের দিন মু'মিনরা কাফিরদিগকে উপহাস করিবে।

عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ মু'মিনরা পথভ্রষ্ট নয়– বরং উহারা নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলীদের অন্তর্ভুক্ত। ফলে একসময় সম্মানিত স্থানে বসিয়া তাহারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখিবে।

هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বলা হইবে যে, কাফিররা মু'মিনদিগকে যে জ্বালাতন করিত, উহাদিগকে উহার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইল কিনা? অর্থাৎ সেইদিন কাফিরদিগকে ইহা উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হইবে।

সূরা ইন্‌শিকাক

২৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম মালিক (র)....... হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি একদিন নামাযের ইমামতি করেন। সেই নামাযে তিনি সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং তিলাওয়াতে সিজদা করেন। নামায শেষে তিনি জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও এই সূরাটি পড়িয়া সিজদা করিয়াছিলেন। ইমাম মুসলিম এবং নাসায়ী ও ইমাম মালিকের সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম বুখারী (র)...... আবূ রাফি' (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ রাফি' (র) বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর পিছনে ইশার নামায আদায় করি। তিনি উহাতে সূরা ইনশিকাক পাঠ করেন এবং সিজদা আদায় করেন। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি আবুল কাসেম (সা)-এর পিছনে এই আয়াত শেষে সিজদা দিয়াছি। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সিজদা দিতে থাকিব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সংগে সূরা إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ এবং اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ সূরাগুলিতে সিজদা করিয়াছি।

(١) اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۙ

(٢) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۙ

(٣) وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۙ

(٤) وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۙ

(٥) وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ۝

(٦) يٰۤاَيُّهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدۡحًا فَمُلٰقِيۡهِ ۝

(٧) فَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيۡنِهٖ ۝

(٨) فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيۡرًا ۝

(٩) وَّيَنۡقَلِبُ اِلٰۤى اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ۝

(١٠) وَاَمَّا مَنۡ اُوۡتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهۡرِهٖ ۝

(١١) فَسَوۡفَ يَدۡعُوۡا ثُبُوۡرًا ۝

(١٢) وَّيَصۡلٰى سَعِيۡرًا ۝

(١٣) اِنَّهٗ كَانَ فِىۡۤ اَهۡلِهٖ مَسۡرُوۡرًا ۝

(١٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنۡ لَّنۡ يَّحُوۡرَ ۝

(١٥) بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيۡرًا ۝

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে,

২. ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করণীয়।

৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হইবে,

৪. ও পৃথিবী তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিবে ও শূন্যগর্ভ হইবে;

৫. এবং তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে আর ইহাই তাহার করণীয়, তখন তোমরা পুনরুত্থিত হইবেই।

৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা করিয়া থাক, পরে তুমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।

৭. যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে;

৮. তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে;

৯. এবং সে তাহার স্বজনদিগের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরিয়া যাইবে।

১০. এবং যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিকে হইতে দেওয়া হইবে।

১১. সে অবশ্য তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে;

১২. এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।
১৩. সে তাহার স্বজনদিগের মধ্যে তো আনন্দে ছিল,
১৪. যেহেতু সে ভাবিত যে, সে কখনই ফিরিয়া যাইবে না;
১৫. নিশ্চয় ফিরিয়া যাইবে; তাহার প্রতিপালক তাহার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ অর্থাৎ যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে। সেইদিনটি হইল কিয়ামতের দিন।

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ অর্থাৎ আকাশ তাহার প্রতিপালক তথা আল্লাহ্র নির্দেশ পুংখানুপুংখরূপে পালন করিবে। আর আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করাই তাহার করণীয়। কারণ আল্লাহ্ এমন এক মহান সত্তা যাঁহার নির্দেশ অমান্য করিবার শক্তি ও সাহস কাহারো নাই। সকলেই তাহার আইন মানিতে বাধ্য। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ অর্থাৎ আর যখন পৃথিবীকে বিছাইয়া সম্প্রসারিত করা হইবে।

ইব্ন জারীর (র)......... আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে চামড়ার ন্যায় টানিয়া সম্প্রসারিত করিবেন। তখন মানুষ মাত্র দুই পায়ে দাঁড়াইবার জায়গা পাইবে মাত্র। সর্বপ্রথম আমাকে আহ্বান করা হইবে। হযরত জিবরীল (আ) আল্লাহ্র ডান পার্শ্বে অবস্থান করিবেন। আল্লাহ্র শপথ! উহাই হইবে আল্লাহ্কে জিবরীল (আ)-এর প্রথম দর্শন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিব, হে আমার প্রতিপালক! ইনি আপনার দূত হিসাবে আমার কাছে আসা-যাওয়া করিত উহা কি ঠিক? উত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, হ্যাঁ ঠিক। অতঃপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিয়া বলিব, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থাকিয়া আপনার ইবাদত করিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সেই স্থানটিই হইল মাকামে মাহমূদ।"

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ পৃথিবী তাহার পেট হইতে সমুদয় মৃত জীবকে বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া শূন্য গর্ভ হইয়া যাইবে। মুজাহিদ, সাঈদ ও কাতাদা (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ অর্থাৎ হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত যে কঠোর সাধনা ও আমল করিয়া থাক ভালো হোক আর মন্দ হোক, এক সময় তুমি উহা পাইবে।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র).......... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "জিবরীল (আ) একদিন আমাকে বলিলেন, হে মুহাম্মদ! যতদিন ইচ্ছা বাঁচিয়া লও। একদিন তোমাকে মরিতেই হইবে। যাহার সংগে

ইচ্ছা বন্ধুত্ব স্থাপন কর, একদিন তুমি তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া লও, একদিন তুমি উহা পাইবে।

কেহ কেহ বলেন, فَمُلٰقِيْهِ অর্থ একদিন তুমি তোমার প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাৎ করিবে। অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার কৃতকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন। উভয় অর্থই কাছাকাছি এবং পরস্পরের পরিপূরক।

আওফী (র) .....ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মানুষ! ভালো-মন্দ যাহাই কর উহা লইয়া একদিন তোমাকে আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا অর্থাৎ যাহাকে তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে। অর্থাৎ তাহার হইতে কড়ায় গন্ডায় হিসাব লওয়া হইবে না। কারণ, যাহার হইতে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব চাওয়া হইবে সে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে সে শাস্তি ভোগ করিবে।" আয়িশা (রা) বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন আল্লাহ্ তো বলেন ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ الخ উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উহা মূলত হিসাব নহে। কিয়ামতের দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে, সেই শাস্তি পাইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)........ আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন যাহার নিকটই হিসাব চাওয়া হইবে, সেই আযাবে নিপতিত হইবে।" শুনিয়া আমি বলিলাম, আল্লাহ্ তো বলেন ঃ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ الخ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "উহা মূলত কোন রকম পেশ করা মাত্র। হিসাবের জন্য যাহাকেই ধরা হইবে সেই শাস্তি ভোগ করিবে।"

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নামাযের মধ্যে দু'আ করিলেন ঃ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَسِيْرًا। নামায শেষে বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! "সহজ হিসাব" অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন, সহজ হিসাবের অর্থ হইল, আমলনামা দেখিয়া ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। শুনো আয়িশা! সেই দিন যাহাকে হিসাবের জন্য ধরা হইবে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।"

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে যাইয়া তাহাদিগের স্বজনদের সহিত প্রফুল্ল ও আনন্দচিত্তে মিলিত হইবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا। অর্থাৎ যাহার আমলনামা তাহার পশ্চাৎদিক হইতে বাম হাতে দেওয়া হইবে, সে অবশ্যই তাহার ধ্বংস আহ্বান করিবে এবং পরিশেষে জাহান্নামের জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

اِنَّهٗ كَانَ فِىْ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا। অর্থাৎ এই ধরনের লোক দুনিয়াতে স্বজনদের লইয়া বড় আনন্দে ছিল। কখনো আখিরাত এবং পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাও করিয়া দেখে নাই। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই সামান্য আনন্দের পরিবর্তে তাহাকে দীর্ঘ ও অনন্ত দুঃখে নিমজ্জিত করিবেন।

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ। অর্থাৎ তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে কখনো আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়া যাইবে না। এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইবে না। يَحُوْرَ অর্থ الرجوع। অর্থাৎ প্রত্যাবর্তন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلٰى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا অর্থাৎ সে যাহাই মনে করুক আল্লাহ্ তাহাকে অবশ্যই পুনরায় জীবিত করিবেন এবং তাহার ভালো, মন্দ যাবতীয় কর্মের প্রতিফল দিবেন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার কার্যকলাপ সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং সবকিছু সম্পর্কে খবর রাখেন।

(١٦) فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۙ

(١٧) وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۙ

(١٨) وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۙ

(١٩) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۗ

(٢٠) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۙ

(٢١) وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۩

(٢٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۖ

(٢٣) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۖ

(٢٤) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

(٢٥) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۟

১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের
১৭. এবং রাত্রির আর উহার যাহা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তাহার,
১৮. এবং চন্দ্রের শপথ, যখন উহা পূর্ণ হয়;
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।
২০. সুতরাং উহাদিগের কি হইল যে, উহারা ঈমান আনে না,
২১. এবং উহাদিগের নিকট কুরআন পাঠ করা হইলে উহারা সিজদা করে না?
২২. পরন্তু কাফিরগণ উহাকে অস্বীকার করে।
২৩. এবং উহারা যাহা পোষণ করে আল্লাহ্ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।
২৪. সুতরাং উহাদিগকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।
২৫. কিন্তু যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের পুরস্কার নিরবচ্ছিন্ন।

তাফসীর ঃ হযরত আলী, ইব্ন আব্বাস, উবাদা ইব্ন সামিত, আবু হুরায়রা, শাদ্দাদ ইব্ন আওস, ইব্ন উমর (রা), মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন্, মাকহুল, বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ মুযানী, যুকাইব ইব্ন আশাজ, মালিক ইব্ন আবূ যির ও আব্দুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা মাজিশূন (র) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহারা বলেন الشَّفَقِ। দ্বারা উদ্দেশ্য হইল সেই লালিমা যাহা সূর্যাস্তের পর বেশ কিছুক্ষণ পর আকাশের পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, شفق হইল আকাশের পশ্চিম দিগন্তের সাদা রেখা। অভিধানবিদদের মতে شفق অর্থ লালিমা চাই তাহা সূর্যাস্তের পরের হউক বা সূর্যোদয়ের আগের হউক।

খলীল ইব্ন আহমদ (র) বলেন, সূর্যাস্তের পর হইতে ইশার ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কার লালিমাকে شفق বলা হয়। জাওহারী (র) বলেন, রাতের প্রথমদিকে ইশার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সূর্যের যে কিরণ ও লালিমা অবশিষ্ট থাকে উহাকে شفق বলা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, মাগরিব হইতে ইশার মধ্যবর্তী লালিমাকে شفق বলা হয়।

মুসলিম শরীফে আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, 'শাফাক' অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময়।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জাওহারী ও খলীল شفق এর যে অর্থ করিয়াছেন উহাই সঠিক। কিন্তু মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ এর মধ্যে الشفق। অর্থ সমস্ত দিন। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন شفق অর্থ সূর্য।

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ অর্থাৎ আমি শপথ করি রাত্রির এবং উহা যাহার সমাবেশ ঘটায় তাহার। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও কাতাদা (র) বলেনঃ مَا وَسَقَ অর্থ مَاجَمَعَ অর্থাৎ যাহার সমাবেশ ঘটায়। কাতাদা (র) বলেন, مَا وَسَقَ অর্থ

مَاجَمَعَ অর্থাৎ রাত্রি যাহার সমাবেশ ঘটায়। যেমন রাতের নক্ষত্র ও বিচরণশীল প্রাণী ইত্যাদি।

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ আর চন্দ্রের শপথ যখন উহা পূর্ণ হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِذَا اتَّسَقَ অর্থ اذا اجتمع واستوى অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের যখন উহা পূর্ণতা লাভ করে এবং আলোকময় হইয়া যায়। ইকরিমা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মাসরূক, আবূ সালিহ, যাহ্‌হাক ও ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ "নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করিবে।"

ইমাম বুখারী (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ অর্থ করিয়াছেন لَتَرْكَبُنَّ حَالاً بَعْدَ حَالٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তিনি বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র) ...... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ইব্‌ন আব্বাস (রা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদিগের নবী (সা) বলিতেন ঃ لَتَرْكَبُنَّ حَالاً بَعْدَ حَالٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) বলেন لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا الخ অর্থ لتركبن يامحمد سماء بعد سماء অর্থাৎ হে মুহাম্মদ অবশ্যই তুমি এক আকাশের পর আরেক আকাশ আরোহণ করিবে। ইব্‌ন মাসউদ (রা) মাসরূক এবং আবূল আলিয়া (র) হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, طبقا عن طبق অর্থ منزلا على منزل অর্থাৎ ধাপে ধাপে।

সুদ্দী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা ধাপে ধাপে পূর্ববর্তীদের মতাদর্শ অনুসরণ করিবে। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

لتركبن سنن من قبلكم حذوالقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه۔

অর্থাৎ "তোমরা হুবহু পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করিবে। এমনকি যদি তাহারা গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাহাই করিবে।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি ইয়াহুদ, নাসারাদিগের অনুসরণ করিব? উত্তরে তিনি বলিলেন, 'আর কাহাদের?'

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইবনে জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন জাবির (রা) বলেন ঃ মাকহুল (র) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا। الخ -এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ প্রতি বিশ বছর পর তোমরা এমন কিছু কাজ করিবে যাহা ইতিপূর্বে কর নাই।

আ'মাশ (র) ইবরাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। অতঃপর লাল বর্ণ ধারণ করিবে। অতঃপর বর্ণ পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, لَتَرْكَبُنَّ। الخ বহুলোক, যাহারা দুনিয়াতে মর্যাদাহীন বলিয়া বিবেচিত। পরকালে তাহারা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইবে আবার দুনিয়ার অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক পরকালে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইবে।

ইকরিমা (র) বলেন ঃ طَبَقًا। الخ তোমারা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উন্নীত হইবে। যেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে কিশোর ও যুবক হইতে বৃদ্ধ।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ অবস্থার পরিবর্তন যেমন অস্বচ্ছলতার পর স্বচ্ছলতা, স্বচ্ছলতার পর অস্বচ্ছলতা, দারিদ্রের পর ধনাঢ্যতা, ধনাঢ্যতার পর দারিদ্রতা, সুস্থতার পর অসুস্থতা এবং অসুস্থতার পর সুস্থতা।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকেও কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে প্রথমে একজন ফেরেশতাকে উহার রিয্‌ক, হায়াত, কর্ম এবং সৎ হইবে, না অসৎ হইবে উহা লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দেন। অতঃপর সেই ফেরেশতা চলিয়া যায় এবং উহাকে রক্ষণা বেক্ষণ করিবার জন্য আরেকজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। দায়িত্ব পালন করিয়া সে চলিয়া গেলে তাহার ভালো মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করিবার জন্য দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

এইভাবে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে তাহারা চলিয়া যায় এবং মালাকুল মউত আসিয়া তাহার রূহ কবজ করিয়া নেয়। অতঃপর দাফন করিবার পর উহাকে পুনরায় জীবিত করিয়া মালাকুল মাউত চলিয়া যায় এবং কবরের দুই ফেরেশতা আগমন করে। আসিয়া তাহারা উহার পরীক্ষা লইয়া চলিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামতের সময় নেকী ও বদীর দুই ফেরেশতা আসিয়া উহার ঘাড় হইতে আমলনামা খুলিয়া নিয়া তাহারা উহার সংগে চলিতে থাকিবে। এই দুই ফেরেশতার একজনকে সায়েক এবং অপরজনকে শহীদ বলা হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, لقد كنت فى غفلة من هذا। অবশ্যই তুমি এই বিষয়ে উদাসীনতায় ছিলে। এই পর্যন্ত বলিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا। الخ আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন, طبقا عن طبق অর্থ حالا بعد حالٍ অর্থাৎ তোমরা এক অবস্থার পর আরেক অবস্থায় উপনীত হইবে। তাহার পর রাসূলুল্লাহ্

(সা) বলিলেন, তোমাদিগের সম্মুখে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিয়াছে যাহা তোমাদিগের সাধ্যের অতীত। সুতরাং তোমরা মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। এই হাদীসটি মুনকার। ইহার সনদের মধ্যে অনেক দুর্বল রাবী। কিন্তু হাদীসটির মর্ম সঠিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন জারীর (র) সব কয়টি ব্যাখ্যায় উল্লেখ করিয়া অবশেষে বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের সঠিক অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনি একটির পর একটি কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন। আর কথাটি যদিও শুধু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে কিন্তু উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ। কিয়ামতের দিন মানুষ একটির পর একটি বিপদে নিপতিত হইতে থাকিবে।

فَمَا لَهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَايَسْجُدُوْنَ অর্থাৎ মানুষের কি হইল যে, এত বুঝাইবার পরও তাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনে না। এবং উহাদিগের সম্মুখে কুরআন তিলাওয়াত করা হইলে, কুরআনের সম্মানার্থে সিজদা করে না?

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ অর্থাৎ ঈমান আনয়ন করা তো দূরের কথা কাফিররা উল্টা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বেড়ায়।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, بِمَا يُوْعُوْنَ অর্থ مَا يَكْتُمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা মনের মধ্যে যাহা গোপন করিয়া রাখ আল্লাহ্ তা'আলা সেই সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তুমি তাহাদিগকে এই সংবাদ দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ। অর্থাৎ তবে যাহারা অন্তরে ঈমান আনিবে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎ নেক আমল করিবে পরকালে তাহাদিগকে এমন পুরস্কার দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবার নহে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থ غَيْرُ مَنْقُوْصٍ অর্থাৎ যাহা কখনো হ্রাস পাইবে না। মুজাহিদ, যাহ্‌হাক (র) বলেন غَيْر محسوبٍ অর্থাৎ যাহারা কোন হিসাব নেই। মোটকথা, ঈমানদারদিগকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সব নিয়ামত দান করিবেন, তাহা কখনো শেষও হইবে না এবং কমিবেও না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ প্রতিদান দেওয়া হইবে যাহা কখনো শেষ হইবে না।

সূরা বুরুজ

২২ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

(١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ○

(٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ○

(٣) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ؕ○

(٤) قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۙ○

(٥) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۙ○

(٦) اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ○

(٧) وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ؕ○

(٨) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ○

(٩) الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ؕ○

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

১. শপথ বুরুজ বিশিষ্ট আকাশের
২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের—
৪. ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—
৫. ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি,
৬. যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল,
৭. এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল।
৮. উহারা তাহাদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল শুধু এই কারণে যে, তাহারা বিশ্বাস করিত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।
৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁহার আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।
১০. যাহারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাহাদিগের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আছে দহন যন্ত্রণা।

তাফসীর ঃ বুরুজ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বড় বড় নক্ষত্র تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا। -এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, بُرُوْجْ অর্থ نجوم অর্থাৎ নক্ষত্র। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন রাফে' (র) বলেন, বুরুজ অর্থ আকাশের প্রাসাদসমূহ। ইব্ন খুছায়মার মতে, বুরুজ অর্থ চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষপথ। উহার সংখ্যা বারটি। উহার প্রত্যেকটিতে সূর্য একমাস এবং চন্দ্র দুইদিন ও এক-তৃতীয়াংশ দিন ভ্রমণ করে। অতএব আটাশ মনযিল ভ্রমণ করে এবং দুই রাত লুকাইয়া থাকে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ "এবং শপথ প্রতিশ্রুত দিন আর দ্রষ্টা ও দৃষ্টের।" এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মতভেদ রহিয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ দ্বারা উদ্দেশ্য কিয়ামত দিবস شَاهِدٍ দ্বারা উদ্দেশ্য জুমুআর দিন। জুমুআর দিবসের অপেক্ষা উত্তম কোন দিন নাই। এই দিনে একটি সময় এমন আছে যেই সময়ে কোন মুসলিম বান্দা আল্লাহ্র নিকট যেই দু'আ করেন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে উহাই দান করেন এবং কোন অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ চাহিলে আল্লাহ্ তাহা আশ্রয় দান করেন। আর مَشْهُوْدٍ অর্থ "আরাফার দিবস।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন شَاهِدٍ দ্বারা জুমুআর দিন এবং مَشْهُوْدٍ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন شَاهِد দ্বারা জুমুআর দিন এবং مَشْهُود দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। আর مَوعُود দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কিয়ামত দিবস। হাসান, কাতাদা এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবূ মালিক আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ কিয়ামত দিবস اَلشَّاهِدُ জুমুআর দিবস এবং اَلْمَشْهُوْدُ আরাফার দিবস। জুমুআর দিবসকে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগের জন্য একটি বিরাট সম্পদরূপে গচ্ছিত রাখিয়াছেন।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, সকল দিবসের সরদার হইল, জুমুআর দিন। কুরআনে شَاهِد দ্বারা এই দিবসকে বুঝানো হইয়াছে আর مَشْهُوْدٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরাফার দিবস।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন شَاهِد হইল মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْدٌ হইল কিয়ামত দিবস। এই বলিয়া তিনি ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٍ আয়াতটি পাঠ করেন।

ইবন হুমাইদ (র)...... শাব্বাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শাব্বাক (র) বলেন, এক ব্যক্তি হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-কে وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে অন্য কাহাকেও ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ? উত্তরে সে বলিল, হ্যাঁ, হযরত ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহারা شَاهِد এর অর্থ কুরবানীর দিন এবং مَشْهُوْدٍ অর্থ জুমুআর দিন বলিয়াছেন। শুনিয়া হাসান (রা) বলিলেন, না বরং شَاهِد মুহাম্মদ (সা) এবং مَشْهُوْدٍ কিয়ামত দিবস। হাসান বসরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

সুফিয়ান ছাওরী ইব্‌ন হারশালা সূত্রে ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণনা করেন : مَشْهُوْدٍ অর্থ কিয়ামত দিবস।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, اَلشَّاهِدُ মানুষ এবং اَلْمَشْهُوْدِ জুমআর দিবস। অনেকে বলেন, اَلْمَشْهُوْدِ জুমুআর দিন।

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, জুমুআর দিন তোমরা বেশী করিয়া নামায পড়; কারণ সেইদিন ফেরেশতাগণের সমাবেশ ঘটে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, الشاهد আল্লাহ্। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। এবং الْمَشْهُوْدُ আমরা ইমাম বগবী (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে অধিকাংশ আলিম বলেন ঃ الشاهد জুমুআর দিবস এবং الْمَشْهُوْدُ আরাফার দিবস।

قُتِلَ اَصْحَابُ الْأُخْدُوْدْ এই আয়াতে قُتِلَ অর্থ لُعِنَ অভিশপ্ত হইয়াছিল। الْأُخْدُوْدْ বহুবচন اخاديد অর্থ মাটির গর্ত বা কুণ্ড। অর্থাৎ কুণ্ডের অধিবাসীরা অভিশপ্ত ও ধ্বংস হইয়াছিল। ইহারা কাফিরদের একটি সম্প্রদায়, যাহারা পূর্ববর্তী এককালে ঈমানদারদিগকে পরাজিত করিয়া দীন ও ঈমান হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ঈমানদাররা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। অবশেষে তাহারা একটি গর্ত খনন করিয়া উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মু'মিনদিগকে পোড়াইয়া ফেলিবার ভয় দেখায়। কিন্তু তথাপিও উহারা ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। ফলে কাফিররা ঈমানদারদিগকে সেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। ইহাদের প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ـ اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ـ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ـ

অর্থাৎ ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা ইন্ধনপূর্ণ কুণ্ডে যা ছিল অগ্নি, যখন ইহারা উহাদিগের পাশে উপবিষ্ট ছিল আর উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল উহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّوْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ـ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ـ

অর্থাৎ উপরোক্ত কুণ্ডের অধিপতিরা ঈমানদারদিগকে নির্যাতন করিয়াছিল উহার কারণ কেবল একটিই যে, তাঁহারা পরাক্রমশালী প্রশংসনীয় আল্লাহে বিশ্বাস করিত, যিনি আকাশমণ্ডলী পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে সব কিছুর মালিক।

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে যে দ্রষ্টা কোন কিছুই তাঁহার হইতে গোপন নহে।

এই ঘটনায় উল্লিখিত কুণ্ডের অধিপতি কাহারা এই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মাঝে মতভেদ রহিয়াছে। আলী (রা) হইতে তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) উহারা ছিল পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের রাজা মাহরাম মহিলাদেরকে বিবাহ করা বৈধ করিতে চাইলে তৎকালের আলিমগণ উহাতে বাধা প্রদান করে। ফলে রাজা একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া বাধা প্রদানকারী আলিমদেরকে উহাতে নিক্ষেপ করে। (২) উহারা ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। ইয়ামানের মু'মিন ও কাফিরদের মাঝে একবার যুদ্ধ হয়। আর সেই যুদ্ধে কাফিররা পরাজিত হইলে পুনরায় যুদ্ধ হয়। কিন্তু কাফিররা এইবার বিজয়

লাভ করিয়া তাহারা আগুনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া মু'মিনদিগকে উহাতে পোড়াইয়া মারে। (৩) উহারা ছিল হাবশার অধিবাসী।

আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বনী ইসরাঈলের একদল লোক। ইহারা মাটিতে কয়েকটি গর্ত খুঁড়িয়া উহাতে আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়া কতিপয় ঈমানদার নারী ও পুরুষকে উহাতে নিক্ষেপ করে। যাহ্‌হাক, ইব্‌ন মুযাহিমও এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা ছিলেন দানিয়াল (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ। ইমাম আহমদ (র)...... সুহাইব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, পূর্বযুগে এক বাদশাহ ছিল। তাহার একজন যাদুকর ছিল। বৃদ্ধ হইয়া গেলে যাদুকর বাদশাহকে বলিল, আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। হয়ত আর বেশী দিন বাঁচিব না। আপনি আমাকে একটি যুবক ছেলে দিন তাহাতে আমি যাদু শিক্ষা দিয়া যাইব। যাদুকরের পরামর্শে বাদশাহ তাহাকে একটি যুবক দিলেন। যাদুকর তাহাকে যাদু শিখাইতে আরম্ভ করিল। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া যায়।

বাদশাহ্‌র নিকট হইতে যাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে এক পাদ্রী বাস করিত। একদিন যুবক যাদুকরের কাছে যাওয়ার সময় পাদ্রীর কাছে যায় এবং তাহার কথাবার্তা শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু পাদ্রীর কাছে যাওয়ার কারণে যাদুকরের কাছে যাওয়া দেরী হওয়ার ফলে একদিকে যাদুকর তাহাকে শাস্তি দেয়, অপরদিকে বাড়ির অভিভাবকরাও শাস্তি দেয়। উভয় দিকের মার খাইয়া যুবক পাদ্রীর কাছে আসিয়া অভিযোগ করে। শুনিয়া পাদ্রী তাহাকে এই বুদ্ধি দিল যে, যাদুকর তোমার প্রহার করিতে চাহিলে বলিও বাড়ি থেকে আসিতে দেরী হইয়াছে আর বাড়িতে গিয়া বলিও যাদুকরের নিকট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। এইভাবে আরো কিছুদিন কাটিয়া যায়।

একদিন যুবক দেখিতে পাইল যে, লোক চলাচলের রাস্তার উপর বিরাট হিংস্র প্রাণী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহার ভয়ে মানুষ এক পাও সামনে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দেখিয়া যুবকটি মনে মনে বলিল, আজ আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, পাদ্রীর দীন আল্লাহ্‌র নিকট পছন্দনীয় নাকি যাদুকরের। এই ভাবিয়া সে একখণ্ড পাথর হাতে লইয়া এই বলিয়া উহা প্রাণীটির গায়ে নিক্ষেপ করিল যে, হে আল্লাহ্! পাদ্রীর আদর্শ তোমার নিকট যদি যাদুকরের আদর্শ হইতে প্রিয় হয় তাহা হইলে, তুমি এই প্রাণীটি মারিয়া লোকদিগকে রাস্তা অতিক্রম করিতে দাও। সংগে সংগে প্রাণীটি মরিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অতঃপর পাদ্রীর নিকট সে এই ঘটনাটি ব্যক্ত করে। শুনিয়া পাদ্রী বলিল, বৎস! তুমি আমার চাইতেও শ্রেষ্ঠ। তবে ভবিষ্যতে তোমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। তখন কিন্তু কাহারো কাছে আমার কথা বলিবে না।

অতঃপর যুবক অসাধারণভাবে অন্ধ, কুষ্ঠ ইত্যাদি দূরারোগ্য ব্যাধি ভালো করিতে লাগিল। বাদশাহ্‌র ছিল এক অন্ধ সহচর। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া সে বিপুল উপঢৌকন সহ যুবকের কাছে আসিয়া বলিল, আমার পক্ষ হইতে তুমি এই হাদিয়াটুকু গ্রহণ কর এবং আমার চোখ ভালো করিয়া দাও। যুবক বলিলেন, আমিতো কোন রোগ ভালো করিতে পারি না। ভালো করিবার মালিক আল্লাহ্। তুমি যদি তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর তাহা হইলে আমি তোমার জন্য তাঁহার নিকট দু'আ করিব আর তিনি

তোমাকে ভালো করিয়া দিবেন। অতঃপর যুবকের দু'আয় লোকটির চক্ষু ভালো হইয়া গেল।

বাদশাহ্র দরবারে ফিরিয়া আসিয়া লোকটি যথারীতি উপবেশন করিল। দেখিয়া বাদশাহ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, তুমি এই চোখ পাইলে কোথায়? উত্তরে সে বলিল, আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বলিল, আমি? লোকটি বলিল, না, আপনি নহেন, যিনি আপনার ও আমার প্রতিপালক। বাদশাহ বলিল, কী আমি ছাড়া আবার তোমার প্রতিপালক কে? লোকটি বলিল, তোমার ও আমার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্। শুনিয়া বাদশাহ্ লোকটিকে অমানুষিক শাস্তি প্রদান করে এবং চাপে পড়িয়া সে যুবকের সন্ধান বলিয়া দেয়।

সন্ধান পাইয়া বাদশাহ যুবকটিকে ডাকিয়া পাঠায়। সে আসিলে বাদশাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নাকি যাদু মন্ত্র দ্বারা অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী ইত্যাদি ভালো কর। যুবক বলিল, আমি তো কাহাকেও ভালো করিতে পারি না, ভালো করেন আল্লাহ্ তা'আলা। বাদশাহ বলিল, আমি? যুবক বলিল, আপনি নহেন। বাদশাহ বলিল, আমি ছাড়া কি তোমার অন্য কোন প্রতিপালক আছে? যুবক বলিল, হ্যাঁ আছে। আমার ও আপনার প্রতিপালক হইলেন আল্লাহ্। শুনিয়া বাদশাহ্ তাহার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। অবশেষে চাপে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যুবক পাদ্রীর কথা বলিয়া দেয়।

পাদ্রীকে দরবারে উপস্থিত করিয়া বাদশাহ তাহাকে নিজের দীন ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাযী না হওয়ায় করাত দ্বারা ফাঁড়িয়া তাহার মাথাকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ফেলে। এইভাবে ঈমান ত্যাগ না করায় অন্ধ লোকটিকেও মারিয়া ফেলে।

অতঃপর যুবককে বলিল, ভালো আছো তো এখনও ঈমান ত্যাগ কর নতুবা তোমার পরিণতি শুভ হইবে না। কিন্তু ঈমান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করায় একদল লোক সহ তাহাকে একটি পাহাড়ে পাঠাইয়া দেয়। এই লোকদিগকে বলিয়া দেয় যে, যদি সে ঈমান ত্যাগ করিতে সম্মত না হয়; তাহা হইলে তাহাকে পাহাড়ের চূড়া হইতে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিয়া মারিয়া ফেলিও। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যুবকটি বলিল, আল্লাহ্! ইহাদিগের ব্যাপারে তুমি ফয়সালা কর। সংগে সংগে পাহাড় প্রকম্পিত হইয়া সকলকে লইয়া ধসিয়া পড়ে এবং সকলেই মারা যায়। কিন্তু যুবকটি প্রাণে বাঁচিয়া যায়। মৃত্যুর হাত রক্ষা হইতে পাইয়া সে বাদশাহ্র দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখিয়া বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল যে, তোমার সংগীরা কোথায়? সে বলিল, আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করিযা দিয়াছেন।

অতঃপর ডুবাইয়া মারিবার জন্য বাদশাহ তাহাকে নদীতে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু এইখানেও বাদশাহ্র লোকেরা সব ডুবিযা মরে আর সে প্রাণ লইয়া বাঁচিয়া আসে। এইবার তাহাকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে সকলেই পুড়িয়া মরে কিন্তু সে বাঁচিয়া যায়।

অবশেষে যুবক বলিল, বাদশাহ নামদার! আমাকে মারিবার সাধ্য আপনার নাই। এতে একটি পরামর্শ মত কাজ করিলে হয়ত আপনি সফল হইতে পারেন। বাদশাহ বলিল, কী তোমার পরামর্শ? যুবক বলিল, আপনার প্রজা সাধারণকে আপনি একটি

খোলা ময়দানে সমবেত করেন। অতঃপর আমাকে একটি শূলিতে চড়াইয়া আমার তুনীর হইতে একটি তীর লইয়া 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে' বলিয়া আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন। এইভাবেই কেবল আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবেন। যুবকের পরামর্শে বাদশাহ এইভাবেই তাহাকে হত্যা করিবার আয়োজন করে এবং 'এই যুবকের প্রতিপালক আল্লাহ্র নামে' বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে যুবক মরিয়া যায়। অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকেরা বলিয়া উঠিল, আমরা এই যুবকের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনিলাম। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া বাদশাহ ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড তৈয়ার করিয়া সকলকে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইয়া মারে। একদুগ্ধ পোষ্য শিশু সহ তাহার মাকে নিক্ষেপ করিবার সময় সে একটু ইতস্তত বোধ করিলে অবোধ শিশুটি বলিয়া উঠিল, মা ধৈর্য ধর, কারণ তুমি সৎপথে রহিয়াছ। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁহার রচিত সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনাটি অন্য রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাজরানবাসী মূর্তি পূজারী ছিল। সর্বপ্রথম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তামির খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। তাকে তখনকার রাজা হত্যা করে। ইহার পর সমস্ত নাজরানবাসী খৃস্টান হইয়া যায়। অতঃপর যুনওয়াস তাহাদেরকে ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। সেই রাজা একদিনেই প্রায় কুড়ি হাজার খৃস্টান লোক হত্যা করে। মাত্র একজন লোক রক্ষা পাইয়াছিল, সে শামদেশের রাজাকে অবহিত করিল আর সে হাবশার রাজা নাজ্জাশীকে এর প্রতিকার নিতে বলিল। পরিশেষে যুনওয়াস পলায়ন করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া ডুবিযা মরিল। ইবন ইসহাক (র) ইহাও উল্লেখ করেন যে, উমর (রা)-এর খিলাফতকালে নাজরানের এক ব্যক্তি অনাবাদ একটি স্থানে গর্ত খনন করিতেছিল তখন সেখানে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন তামিরকে মাটিতে বসা অবস্থায় দাফনকৃত পাইল। তাঁহার হাত মাথার এক স্থানে আটকানো ছিল। হাতটি সরাইয়া নিলে রক্ত প্রবাহিত হয়। উমর (রা)-কে এই ঘটনা জানানো হইলে এইভাবে তাঁহাকে রাখিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিতে নির্দেশ দিলেন। এইখানে সারসংক্ষেপ উল্লেখ করা হইল। বিস্তারিত কিতাবে দ্রষ্টব্য।

ইব্ন জারীর (র) ..... ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (র) বলেন, আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) ইস্পাহান দখল করিবার পর শহরের একটি দেয়াল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা মেরামত করিয়া দিলেন। কিন্তু সংগে সংগে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। তিনি পুনরায় মেরামত করিয়া দিলে আবারও উহা পড়িয়া যায়। অতঃপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই দেয়ালের নীচে একজন সৎকর্মপরায়ণ লোকের লাশ রহিয়াছে। জায়গাটি খনন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার সংগে একটি তরবারী। তরবারীর গায়ে লিখা আছে আমি হারিছ ইব্ন মাযায। কুণ্ডের অধিপতিদের নির্যাতনে আমার এই দশা হইয়াছে। অতঃপর উহাকে বাহির করিয়া আবূ মূসা (রা) দেয়ালটি ঠিক করিয়া দেন। এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কুণ্ডের অধিপতির ঘটনাটি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রায় পাঁচশত বছর পরের ঘটনা। অন্য বর্ণনায় বুঝা যায় যে, ইহা হযরত মূসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যকার ঘটনা। তবে হইতে পারে যে,

এইরূপ ঘটনা পৃথিবীতে বহুবার ঘটিয়া থাকিবে। যেমন ইব্ন হাতিম (র)...... সাফওয়ান ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, উখদূদের ঘটনা একটি তুব্বার আমলে ইয়ামানে এবং একটি ইরাকের কাবিল শহরে সংঘটিত হইয়াছে। আরেকটি কনস্টানটিন রাজার আমলে শামদেশে।

একদল লোক قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ আয়াতে উল্লেখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি। একটি ইরাকে, একটি শামে ও একটি ইয়ামানে।

মুকাতিল (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, কুণ্ড ছিল তিনটি। একটি ইয়ামানের নাজরানে, একটি শামে, একটি পারস্যে। ইহাতে ঈমানদারদিগকে আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করে। এই সব কাজের মধ্যে শামের ঘটনার নায়ক ইন্তনানূস রুমী, পারস্যের নায়ক বুখ্তনাসার ও আরবের ইউসুফ যুনওয়াস। তবে পারস্য ও শামের ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে কিছু বলা হয় নাই। শুধু নাজরানের ঘটনা সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)..... রবী ইব্ন আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, রবী ইব্ন আনাস (র) قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ -এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, ইহা ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)-এর যমানার মধ্যবর্তী সময়ের ঘটনা। তখনকার কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় দেখিয়া লোকালয় ত্যাগ করিয়া জনমানব শূন্য এক গ্রামে বসবাস করিতে শুরু করে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে শুরু করে। কিন্তু তৎকালের অত্যাচারী বাদশাহ্ এই সংবাদ পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়িয়া মূর্তি পূজা করিতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাহারা সকলেই মূর্তিপূজা করিতে অস্বীকার করিয়া বলিল, এর পরিণাম যাহাই হউক আমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে থাকিব। ফলে বাদশাহ আগুনের কুণ্ড তৈয়ার করিয়া উহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া বলে, সময় থাকিতে এখনই ঐ সব ত্যাগ করিয়া মূর্তি পূজা করিতে শুরু কর। কিন্তু ঈমানের বলে বলিয়ান সেই লোকগুলি ঈমানের উপর অটল থাকে। অবশেষে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকেই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। কিন্তু অগ্নি উহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বে উহাদিগের রূহ কবজ করিয়া নেওয়া হয়। আর আগুন কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া অত্যাচারী বাদশাহ এবং তাহার সহচরদেরকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ। পর্যন্ত নাযিল করেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ-

অর্থাৎ যাহারা ঈমানদার নর-নারীকে বিপদাপন্ন করিয়াছে অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়া হত্যা করিয়াছে এবং অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে নাই, তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা। ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্হাক ও ইব্ন আব্যা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের فتنوا। অর্থ حرقوا। অর্থাৎ আগুনে পোড়াইয়াছে।

(١١) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝

(١٢) اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝

(١٣) اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝

(١٤) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝

(١٥) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝

(١٦) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝

(١٧) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝

(١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝

(١٩) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝

(٢٠) وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝

(٢١) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝

(٢٢) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

১১. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদিগের জন্য আছে জান্নাত, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য।
১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।
১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।
১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়,
১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।
১৬. তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।
১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত—
১৮. ফিরআওন ও ছামূদের?
১৯. তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত;
২০.এবং আল্লাহ্ উহাদিগের অলক্ষ্যে উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।
২১. বস্তুত ইহা সম্মানিত কুরআন,
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদের সম্পর্কে সংবাদ দিতেছেন যে, উহাদিগকে তিনি জান্নাত দান করিবেন যাহার তলদেশে নদীনালা প্রবাহিত হইবে এবং উহারা তাহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে। আর ইহা ঈমানদারদিগের জন্য মহাসাফল্য। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ। অর্থাৎ যাহারা আল্লাহ্র আইন অমান্য করে এবং তাহারা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে উহাদিগ হইতে তিনি কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার ধরা ও তাঁহার প্রতিশোধ নেওয়া বড়ই কঠোর। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা পরম পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধর। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন মুহূর্তের মধ্যে তাহাই করিয়া ফেলিতে পারেন। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ। অর্থাৎ নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপর প্রথমবারের ন্যায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। তাঁহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারো নাই।

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ। "তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমাশীল। অপরাধ যত বড়ই হউক অবনত মস্তকে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট তাওবা করিলে তিনি অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেন। আবার তিনি প্রেমময়; তাঁহার বান্দাদিগকে তিনি ভালোবাসেন।

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আরশের অধিপতি যাহা সমগ্র সৃষ্টিকুলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত। مَجِيْدُ শব্দটি দুই রকম পড়া যায়। প্রথমত, আল্লাহ্ এর সিফাত হিসাবে রফা' দ্বারা। দ্বিতীয়ত, আরশের সিফাত হিসাবে জের দ্বারা। অর্থাৎ শব্দটি আল্লাহ্র সিফাতও হইতে পারে এবং আরশ-এর সিফাতও হইতে পারে। উভয়টির অর্থই সঠিক।

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ অর্থাৎ তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। তাঁহাকে ঠেকানোর ক্ষমতা কাহারো নাই এবং কাহারো নিকট তাঁহার জবাবদিহী হইতে করিতে হয় না। কারণ তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও ন্যায় বিচারক। হযরত আবূ বকর (রা)-কে মৃত্যুর পূর্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কোন ডাক্তার কি আপনাকে দেখিয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করা হইল ডাক্তার কী বলিয়াছে? তিনি বলিলেন, ডাক্তার বলিয়াছেন যে, আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।

هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ফিরআওন ও ছামূদ জাতিকে আমি যেই শাস্তি ও অপ্রত্যাশিত বিপদে নিপতিত করিয়াছিলাম উহার সংবাদ তুমি পাইয়াছ কি? এই আয়াতটি মূলত إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ। -এরই ব্যাখ্যা।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ......আমর ইব্ন মায়মূন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন মায়মূন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন।

পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে, এক মহিলা هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ আয়াতটি পাঠ করিতেছে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “হ্যাঁ, আমি উহাদিগের সংবাদ পাইয়াছি।”

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ تَكْذِيْبٍ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ অর্থাৎ কাফিররা সংশয়-সন্দেহ কুফরী ও অবাধ্যতায় লিপ্ত রহিয়াছে। আর আল্লাহ্ উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। আল্লাহ্র হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ উহাদিগের নাই।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ অর্থাৎ এই কুরআন মহান ও সম্মানিত যাহা উর্ধ্বজগতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

ইব্ন জারীর (র)...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ এই আয়াতে যে লাওহে মাহ্ফূজের কথা বলা হইয়াছে উহা হযরত ইসরাফীল (আ)-এর কপালের উপর অবস্থিত। ইব্ন আবূ হাতিম (র)......আব্দুর রহমান ইব্ন সালমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন সালমান (র) বলেন, দুনিয়াতে যাহা কিছু সংঘটিত হইয়াছে হইতেছে, ও হইবে সবই লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত রহিয়াছে। আর এই লাওহে মাহ্ফূজ হযরত ইসরাফীল (রা)-এর দুই চোখের সামনে অবস্থিত। কিন্তু উহা তাঁহার দেখিবার অনুমতি নাই।

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এই কুরআন আল্লাহ্র নিকট লাওহে মাহ্ফূজে সংরক্ষিত। উহা হইতে তিনি যখন যাহার উপর যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন।

বাগাবী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহ্ফূজে লিখা আছে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই, তাঁহার দীন হইল ইসলাম, মুহাম্মদ (সা) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহার ওয়াদাসমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে এবং তাঁহার রাসূলের অনুসরণ করিবে তিনি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, লাওহে মাহফূজ সাদা মুক্তার তৈরি একটি ফলক। উহার দৈর্ঘ্য আকাশ ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ, প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত দূরত্ব পরিমাণ। উহার কিনারা ইয়াকূত ও মুক্তার দুই আবরণী লাল ইয়াকূতের তৈরি। উহার কলম হইল নূর, উহার কালাম আরশের সহিত সংশ্লিষ্ট। মুকাতিল (র) বলেন, লাওহে মাহফূজ আরশের ডান পার্শ্বে অবস্থিত।

তাবারানী (র)......ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “আল্লাহ্ তা'আলা লাওহে মাহ্ফূজকে সাদা মুক্তা দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন। উহার পাতাগুলি লাল ইয়াকূতের তৈরী। উহার কলম নূর, হস্তাক্ষর নূর। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যহ তিনশত ষাটবার উহা পরিদর্শন করেন। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন, জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন। সম্মান দান করেন, অপমানিত করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন।”

সূরা তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) .... খালিদ ইব্‌ন আবূ জাবাল আদওয়ানী (রা) হইতে বর্ণিত, খালিদ ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বনী ছাকীফের পূর্ব প্রান্তে একটি ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সূরা তারিক পড়িতে শুনিয়াছেন। তিনি বলেন, শুনিয়া জাহেলী যুগে মুশরিক অবস্থায়ই সূরাটি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর মুসলমান হইয়া আমি সূরাটি পাঠ করি। সূরাটি শুনিয়া ছাকীফ গোত্রের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ঐ লোকটির কাছে তুমি কি শুনিলে ? আমি সূরাটি পাঠ করিয়া উহাদিগকে শুনাইলাম। তথায় উপস্থিত কতিপয় কুরাইশ বলিয়া উঠিল, এই লোকটিকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তাহার কথা সত্য হইলে সর্বাগ্রে আমরাই তাহা গ্রহণ করিতাম।

ইমাম নাসায়ী (র) .... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, মুআয (রা) একদিন মাগরিবের নামাযে সুরা বাকারা ও সূরা নিসা পাঠ করেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মুআয! তুমি কি লোকদিগকে বিপদে ফেলিতে চাহিতেছ ? কেন, সূরা তারিক ও সূরা শামশ বা এ ধরনের অন্য কোন সূরা পাঠ করিলে কি তোমার যথেষ্ট হইত না ?

(١) وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ۙ

(٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

(٣) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ

(٤) اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ

(٥) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○

(٦) خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ○

(٧) يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ○

(٨) اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ○

(٩) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ○

(١٠) فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ○

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় তাহার
২. তুমি কী জান রাত্রিতে যাহা আবির্ভূত হয় উহা কি ?
৩. উহা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রহিয়াছে।
৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হইতে তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে—
৬. তাহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে স্খলিত পানি হইতে,
৭. ইহা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে।
৮. নিশ্চয় তিনি তাহার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।
৯. যেইদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হইবে,
১০. সেইদিন তাহার কোন সামর্থ্য থাকিবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।

তাফসীর ঃ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আকাশমণ্ডলী ও তারিক তথা নক্ষত্রের শপথ করেন। অতঃপর বলেন وَمَا اَدْرَاكَ مَاالطَّارِقُ অর্থাৎ তুমি কি জান, তারিক জিনিস কি ? অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন ঃ

اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ। অর্থাৎ তারিক হইল উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, নক্ষত্রকে তারিক তথা রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী বলিয়া নামকরণ করার কারণ হইল এই যে, নক্ষত্র রাত্রিতে আত্মপ্রকাশ করে আর দিবসকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়। হাদীসে আছে যে, نهى رسول الله ان يطرق الرجل طروقا অর্থাৎ রাত্রিকালে বিনা সংবাদে হঠাৎ করিয়া স্ত্রীর ঘরে আগমন করিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একটি দু'আয়ও রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাত্রি বুঝাইবার জন্য তারিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

الثَّاقِبُ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ الثَّاقِبُ। অর্থ উজ্জ্বল। সুদ্দী (র) বলেন الثَّاقِبُ। অর্থ সেই নক্ষত্র যাহাকে শয়তানের গায়ে নিক্ষেপ করা হয়। ইকরিমা (র) বলেন, الثَّاقِبُ। অর্থ উজ্জ্বল ও শয়তান প্রজ্জ্বলিতকারী নক্ষত্র।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে মানুষকে পাহারা দিয়া বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ মানুষের সামনে ও পিছনে পালাক্রমে আগমনকারী ফেরেশতা নিয়োজিত রহিয়াছে, যাহারা আল্লাহ্র নির্দেশে তাহাকে রক্ষা করে।

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ অর্থাৎ মানুষ দেখুক, উহাকে কী দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে ? এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সৃষ্টির মূল উপাদানের দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করিয়াছেন এবং পুনরুত্থানের ঘটনাকে স্বীকার করিয়া লইবার নির্দেশ হিদায়াত করিয়াছেন। কারণ যিনি একটি বস্তুকে নমুনা ছাড়া প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি সেইগুলিকে অনায়াসেই পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ অর্থাৎ তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন; অতঃপর পুনরায় উহাকে সৃষ্টি করিবেন। আর তাহা তাহার জন্য সহজ।

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সবেগে নির্গত পানি তথা বীর্য হইতে যাহা পুরুষের মেরুদণ্ড ও নারীর পঞ্জরাস্থির মধ্য হইতে নির্গত হইয়া একত্রিত হইয়া পরে আল্লাহ্র নির্দেশে উহা দ্বারা সন্তান জন্ম হয়।

শাবীব ইব্‌ন বিশর (র) ইকরিমা (র) সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ পুরুষের মেরুদণ্ড এবং নারীর পঞ্জরাস্থি হইতে নির্গত পানি দ্বারা মানুষের জন্ম হয়। এই দুই প্রকার পানি ছাড়া মানুষ সৃষ্টি হইতে পারে না। তিনি আরো বলেন যে, নারীদের বীর্য পাতলা ও হলুদ বর্ণের হইয়া থাকে। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, কাতাদা এবং সুদ্দী (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) নিজের বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন, এই যে ইহা তারায়িব।

আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহিলাদের দুই স্তনের মধ্যবর্তী জায়গাকে তারায়িব বলা হয়। মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, দুই কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন ঃ দুই স্তনযুগলের উপরিভাগকে তারায়িব বলা হয়। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এই দেহের দিক হইতে চারটি

পাঁজরের হাড্ডিকে তারায়িব বলা হয়। যাহ্‌হাক (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, দুই স্তন, দুই পা এবং দুই চোখের মধ্যবর্তী স্থানকে তারায়িব বলা হয়।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ এই আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, সবেগে স্খলিত পানি, যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে উহাকে সেখানে ফিরাইয়া নিতে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অর্থ হইল, সবেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্ট মানুষকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করিতে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পূর্ণ সক্ষম। কারণ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুদান করিয়া পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য ব্যাপারই নহে। কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা ইহার প্রমাণ পেশ করিয়াছেন।

যাহ্‌হাক (র) আলোচ্য আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন জারীর (র) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ যেদিন যাবতীয় গোপনীয় বিষয় প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন কাহারো কোন ক্ষমতা, শক্তি বা সাহায্যকারী থাকিবে না। সেই দিনটি হইল কিয়ামত দিবস।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের নিতম্বের কাছে একটি করিয়া পতাকা উত্তোলন করা হইবে এবং এই ঘোষণা করা হইবে যে, ইহা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"

(١١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

(١٢) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

(١٣) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

(١٤) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

(١٥) اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝

(١٦) وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ۝

(١٧) فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝

১১. শপথ আসমানের, যাহা ধারণ করে বৃষ্টি,

১২. এবং শপথ যমীনের, যাহা বিদীর্ণ হয়,

১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।

১৪. এবং ইহা নিরর্থক নহে।

১৫. উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,

১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।

১৭. অতএব কাফিরদিগকে অবকাশ দাও; উহাদিগকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اَلرَّجْعِ অর্থ বৃষ্টি। আরেক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ اَلرَّجْعِ অর্থ বৃষ্টিতে ভরা মেঘ। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ অর্থ শপথ সেই আকাশের যাহা অঝোর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করে। কাতাদা (র) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই আকাশের যাহা প্রতি বছর মানুষের নিকট জীবিকা পৌছাইয়া থাকে, তাহা না হইলে মানুষ ও পশু-পক্ষী কিছুই জীবন রক্ষা করিতে পারিত না।

ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ শপথ সেই আকাশের যাহা উহার নক্ষত্ররাজি ও চন্দ্র-সূর্যকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়।

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন , এই আয়াতের অর্থ হইল, শপথ সেই যমীনের যাহা বিদীর্ণ হইয়া বীজ অংকুরিত হয়। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, আবূ মালিক, যাহ্‌হাক, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখও এই অর্থ বলিয়াছেন।

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন فَصْلٌ অর্থ حَقٌّ অর্থাৎ এই কুরআন সত্য বাণী। কাতাদা (র)-সহ অন্যরা বলেন, ইনসাফপূর্ণ ও মীমাংসাকারী বাণী।

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ অর্থাৎ এই কুরআন নিরর্থক নহে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে বলেন ঃ اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا অর্থাৎ কাফিররা লোকদিগকে কুরআনের বিরুদ্ধে আহবান করার ব্যাপারে উহাদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

وَاَكِيْدُ كَيْدًا অর্থাৎ অপরদিকে উহাদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য আমিও ভীষণ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকি।

فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا অর্থাৎ তুমি উহাদিগের ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া করিও না। কিছুদিনের জন্য উহাদিগকে সুযোগ দাও। অতঃপর দেখিতে পাইবে যে, কিভাবে ধ্বংস হইয়া উহারা ভীষণ শাস্তিতে নিপতিত হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ অর্থাৎ উহাদিগকে আমি কিছুকাল ভোগ করিবার সুযোগ দিতেছি। অতঃপর উহাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিপতিত করিব।

সূরা আ'লা

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম বুখারী (র)........ বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মুসআব ইব্‌ন উমায়র ও ইব্‌ন উম্মে মাকতূম (রা) আমাদের কাছে (মদীনায়) আগমন করেন। তাঁহারা আসিয়া আমাদিগকে কুরআন পড়াইতে শুরু করেন। অতঃপর হযরত আম্মার, বিলাল ও সা'দ (রা) আগমন করেন। তাহার পর বিশজন লোক সংগে করিয়া হযরত উমর (রা)-এর আগমন ঘটে। তাহার পর আসেন নবী করীম (সা)। বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন ঃ নবী করীম (সা)-কে পাইয়া মদীনাবাসী এত আনন্দিত বোধ করিল যে, এ অন্য কোন কারণে তাহাদিগকে এত আনন্দবোধ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমনের পূর্বেই আমি সূরা আ'লা এবং এই ধরনের আরো কয়েকটি সূরা পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা আ'লা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ সূরাটি মক্কী।

ইমাম আহমদ (র)......... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সূরা আ'লাকে খুব পছন্দ করিতেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ কেন তুমি সূরা আ'লা, সূরা আশ্‌শামস্ ও সূরা ওয়াল্ লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?

ইমাম আহমদ (র)......... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুই ঈদের নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া পাঠ করিতেন। এবং ঈদ ও জুমা একত্রিত হইয়া পড়িলে উভয় নামাযেই এই দুইটি সূরা পড়িতেন। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী এবং ইব্‌ন মাজাহ্‌য়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) স্বীয় মুসনাদে উবাই ইব্ন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস, আব্দুর রহমান ইব্ন আবযা এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রা)-এর হাদীস হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিতর নামাযে সূরা আ'লা ও সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতেন। হযরত আয়িশা (রা) সূরা নাস এবং সূরা ফালাকের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জাবির, আবূ উমামা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, ইমরান ইব্ন হুসাইন এবং আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) হইতেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে।

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ○
(٢) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ○
(٣) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ○
(٤) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ○
(٥) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ○
(٦) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ○
(٧) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى ○
(٨) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى ○
(٩) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى ○
(١٠) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ○
(١١) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ○
(١٢) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ○
(١٣) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ○

১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর,
২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।
৩. এবং যিনি পরিমিত বিকাশ-সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন
৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,

৫. পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।
৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না,
৭. আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহা ব্যতীত। যিনি জানেন যাহা প্রকাশ্য ও যাহা গোপনীয়।
৮. আমি তোমার জন্য সুগম করিব পথ।
৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও;
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।
১১. আর উহা উপেক্ষা করিবে সে নিতান্ত হতভাগ্য,
১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করিবে,
১৩. অতঃপর সেথায় সে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....... ইয়াস ইব্‌ন আমির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইয়াস ইব্‌ন আমির (র) বলেন, আমি উকবা ইব্‌ন আমির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ অবতীর্ণ হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে বলিলেন ঃ ইহাকে তোমরা রুকুতে পাঠ কর। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নাযিল হয় তখন বলিলেন, ইহাকে তোমরা সিজদায় পাঠ কর।

ইমাম আহমদ (র)........... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পড়িয়া বলিতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى হযরত আলী (রা) সম্পর্কেও বর্ণিত যে, তিনি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পাঠ করিতেন।

ইব্‌ন জারীর (র)......... আবূ ইসহাক হামদানী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ ইসহাক হামদানী (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পড়িয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى এবং لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ শেষ পর্যন্ত পড়িয়া سُبْحَانَكَ وَبَلٰى বলিতেন। কাতাদা (র) বলেন, আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পাঠ করিয়া سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى বলিতেন।

اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى অর্থাৎ তুমি পবিত্র ও মহিমা ঘোষণা কর তোমার সেই প্রতিপালকের নামে, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেন ও সেইগুলিকে উত্তম আকৃতিতে সুঠাম করিয়া গঠন করেন।

وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى অর্থাৎ আর যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন এবং পথ নির্দেশ করেন। মুজাহিদ (র) বলেন, فَهَدٰى অর্থাৎ মানুষকে ভালো-মন্দ, সৎ ও

সৎপথের সন্ধান দিয়াছেন এবং জীব-জন্তুকে চারণ ভূমি ইত্যাদির সন্ধান দিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে মূসা (আ) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি ফিরআউনের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ فَهَدٰى অর্থাৎ আমাদের প্রতিপালক হইলেন তিনি, যিনি প্রতিটি বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর পথ নির্দেশ করিয়াছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মানুষের তাকদীর নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তাঁহার আরশ ছিল পানির উপর।

وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى অর্থাৎ যিনি রকমারী তৃণলতা, উদ্ভিদ ও ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন।

فَجَعَلَهٗ غُثَاءً اَحْوٰى অর্থাৎ পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, غُثَاءً اَحْوٰى অর্থ। هشيما متغيرا অর্থাৎ পঁচা খড়-কুটা। মুজাহিদ, কাতাদা এবং ইব্ন যায়দ (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরবী ভাষা পণ্ডিতের ধারণা হইল এই আয়াতের ইবারত মূলত এইরূপ হইবে যে, وَالَّذِىْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى اَحْوٰى فَجَعَلَهٗ غُثَاءً অর্থাৎ যিনি কালোপনা সবুজ তৃণ উৎপন্ন করিয়াছেন। অতঃপর উহাকে শুষ্ক খড়-কুটায় পরিণত করেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, তবে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ ইহা অন্য সকল মুফাস্সিরের ব্যাখ্যার পরিপন্থী।

سَنُقْرِئُكَ فَلَاتَنْسٰى اِلَّا مَاشَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা করিতেছেন যে, হে মুহাম্মদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি উহা ভুলিয়া যাইবে না। তবে আল্লাহ্ কোন কিছু ভুলাইয়া দিতে চাইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা।

কাতাদা (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ যাহা চাহিতেন, তাহা ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুই ভুলিতেন না। মোটকথা, আয়াতের মর্ম হইল এই যে, কুরআনের কোন অংশই ভুলিবে না। তবে কোন আয়াত রহিত করিয়া নিলে উহা স্মরণ রাখা তোমার দায়িত্ব নহে।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ তোমার জন্য আমি সৎ কাজ করা ও সত্য কথা বলা সহজ করিয়াছি এবং এমন একটি সরল-সহজ সঠিক, সুন্দর ইনসাফ পূর্ণ শরীয়ত দান করিব যাহাতে কোন বক্রতা বা কাঠিন্যের লেশমাত্র থাকিবে না।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى অর্থাৎ উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহা হইলে উপদেশ দাও। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অযোগ্যকে ইলমে দীন শিক্ষাদান করা অনুচিত। যেমন হযরত আলী (রা) বলিয়াছেন, যাহাদিগের যে কথা বুঝিবার জ্ঞান নাই তাহাদের সামনে সেই কথা বলিলে পরিণামে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়া উহা দ্বারা ফিতনা

সৃষ্টি হয়। তিনি আরো বলেন ঃ যাহার যে কথা বুঝিবার জ্ঞান আছে তাহার সহিত সেই কথাই বল। তোমরা কি চাও যে, মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সা)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক।

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ثُمَّ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَايَحْيٰى অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে ও জানে যে, তাঁহার সহিত একদিন না একদিন সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, সে তোমার উপদেশ গ্রহণ করিবে। আর যে মহা হতভাগ্য সে উহা উপেক্ষা করিবে। সে মহা অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। অতঃপর মৃত্যুবরণ করিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিবে না এবং এমনভাবে বাঁচিয়াও থাকিতে পারিবে না যাহাতে তাহার কিঞ্চিত উপকার হয় বরং বিপদের পর বিপদ এবং শাস্তির পর শাস্তি ভোগ করিতেই থাকিবে।

ইমাম আহমদ (র)..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, প্রকৃত জাহান্নামীরা কখনো মরিবেও না এবং সার্থক জীবনও লাভ করিবে না। কিন্তু যাহাদের উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিতে চাহিবেন তাহারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় মরিয়া যাইবে। অতঃপর সুপারিশকারীগণ ভস্মীভূত মানুষগুলি উঠাইয়া আনিবে এবং তাহাদিগকে নহরুল হায়াতে নিক্ষেপ করিয়া পবিত্র করা হইবে। এই হাদীসটি হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(١٤) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ٥
(١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ٥
(١٦) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ٥
(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ٥
(١٨) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ٥
(١٩) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ٥

১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করিবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।
১৫. এবং তাহার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।
১৮. ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে–
১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্দ স্বভাব ও অসৎ চরিত্র হইতে নিজেকে পবিত্র করিল এবং আল্লাহ্র আইন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদর্শ মানিয়া চলিল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করিবার জন্য ও শরীয়াতের পাবন্দীর খাতিরে যথাসময়ে নামায আদায় করিল— সে সাফল্য অর্জন করিল।

হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)......... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, সর্বপ্রকার ভূয়া উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিল, সে সাফল্য অর্জন করিল।" আর وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى-এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন ঃ "এইখানে পাঁচওয়াক্ত নামায এবং উহার গুরুত্বের কথা বলা হইয়াছে।"

ইব্ন জারীর (র)........... আবূ খালদা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ খালদা (র) বলেন ঃ একদিন আমি আবুল আলিয়ার কাছে গমন করি। দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, আগামীকাল ঈদের মাঠে আমার সহিত তুমি দেখা করিবে। নির্দেশ অনুযায়ী পরদিন আমি তাহার সহিত দেখা করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিয়াছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করিলেন, গোসল করিয়াছে? বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, যাকাত ফিতরা দিয়াছ? বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছি। এইবার তিনি বলিলেন, ঠিক আছে যাও, এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিবার জন্যই আসিতে বলিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ মদীনাবাসীগণ ফিতরা প্রদান করা আর পানি পান করানোর চেয়ে উত্তম সাদকা আর আছে বলিয়া মনে করে না।

আবুল আহওয়াস (র) বলেন ঃ কেহ তোমাদের নিকট নামাযের মাসআলা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে সংগে যাকাতের কথাও বলিয়া দিও। কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি তাহার সম্পদকে পবিত্র করিল ও তাহার স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিচ্ছ অথবা পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা যে পুরস্কার ও প্রতিদান দিবে উহাই ছিল দুনিয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। কারণ দুনিয়া অপদার্থ স্বল্প মেয়াদী, অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে আখিরাত হইল চিরস্থায়ী। সুতরাং স্থায়ী জীবনকে ত্যাগ করিয়া অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল জীবনকে এত গুরুত্ব দেওয়ার কি যুক্তি থাকিতে পারে?

ইমাম আহমদ (র)...... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "দুনিয়া তাহার ঘর, আখিরাতে যাহার কোন ঘর নাই, তাহার সম্পদ (আখিরাতে) যাহার কোন সম্পদ নাই, আর এই দুনিয়ার জন্য সঞ্চয় সেই করে যাহার কোন বুদ্ধি নাই।"

ইব্ন জারীর (র) .... আরফাজা ছাকাফী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আরফাজা (র) বলেন ঃ একদিন আমি ইব্ন মাসউদ (রা)-এর মুখে সূরা আ'লা শুনিতেছিলাম। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الخ পর্যন্ত পৌছিয়া তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করিয়া সংগীদের দিকে মুখ করিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই আমরা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। শুনিয়া সকলেই নিরব হইয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, সত্যিই দুনিয়ার সাজ-সজ্জা, নারী, খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির মোহে পড়িয়া আমরা দুনিয়াকেই আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়া বসিয়াছি এবং আখিরাত আমাদের চোখের আড়ালে চলিয়া গিয়াছে। ফলে পরকালকে ছাড়িয়া আমরা নগদ দুনিয়াকেই গ্রহণ করিয়াছি। উল্লেখ্য যে, ইব্ন মাসউদ (রা)-এর এই কথাগুলি তাঁহার যার পর নাই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ। অন্যথায় তিনি নিজে মূলত এইরূপ ছিলেন। অথবা মানুষের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসিল, সে তাহার আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইল আর যে ব্যক্তি তাহার আখিরাতকে ভালবাসিল, সে তাহার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সুতরাং ধ্বংসশীল অস্থায়ী জীবনের উপর তোমরা স্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দাও।"

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ ইহা আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে– ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।

আবূ বকর বায্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হুবহু এই কথাগুলিই মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে ছিল।

ইমাম নাসায়ী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই পূরা সূরাটিই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে ছিল।

ইব্ন জারীর (র)......... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) اِنَّ هٰذَا لَفِى الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা আ'লায় যে কয়টি আয়াত আছে, উহার সবই ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে আছে। আবূল আলিয়া (র) বলেন ঃ এই সূরার কাহিনীটি মূসা ও ইবরাহীমের গ্রন্থে আছে। ইব্ন জারীরের মতে اِنَّ هٰذَا বলিয়া قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ـ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ـ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ـ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى পর্যন্ত আয়াতসমূহকে বুঝানো হইয়াছে।

সূরা গাশিয়া

২৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদ ও জুমুআর নামাযে সূরা আ'লা ও গাশিয়া পাঠ করিতেন।

ইমাম মালিক (র)....... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, যাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (র) নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর সহিত আর কোন সূরা পাঠ করিতেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, সূরা গাশিয়া।

(١) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ ط

(٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ لا

(٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ لا

(٤) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ لا

(٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ ط

(٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لا

(٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۝ ط

১. তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ আসিয়াছে?

২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,

৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হইবে।
৪. উহারা প্রবেশ করিবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;
৫. উহাদিগকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হইতে পান করান হইবে;
৬. উহাদিগের জন্য খাদ্য থাকিবে না দারী‘ ব্যতীত,
৭. যাহা উহাদিগকে পুষ্ট করিবে না এবং উহাদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে না।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা) কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, গাশিয়া কিয়ামতের একটি নাম। কারণ উহা মানুষদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে।

আবূ হাতিম (র)......... আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্‌ন মায়মূন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক মহিলা সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করিতেছে। দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া উহা শুনিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “হ্যাঁ, আমার নিকট সেই সংবাদ আসিয়াছে।”

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً

কাতাদা (র)-এর মতে خَاشِعَةٌ অর্থ ذليلة অর্থাৎ অপদস্থ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ মুখমণ্ডল সেইদিন অবনত হইবে এবং উহাদিগের আমল উহাদিগের কোন কাজে আসিবে না। عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ অর্থ কর্মক্লান্ত। উহারা কিয়ামতের দিন জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

হাফিজ আবূ বকর যারকানী (র)........ জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাফর (র) বলেন, আমি আবূ ইমরান জাউনীকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একদিন এক পাদ্রীর আস্তানায় গমন করেন এবং হে পাদ্রী সাহেব! বলিয়া ডাক দেন। আওয়াজ শুনিয়া পাদ্রী অগ্রসর হইলে তাঁহাকে দেখিয়া হযরত উমর (রা) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, কুরআনের আয়াত ঃ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تُصْلٰى نَارًا حَامِيَةً স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নাসারা সম্প্রদায়। ইকরিমা ও সুদ্দী (র) বলেন, عَامِلَةٌ অর্থ দুনিয়াতে অন্যায় ও নাফরমানী করে। نَاصِبَةٌ অর্থ পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিবে ও ধ্বংস হইয়া যাইবে।

اٰنِيَةٍ - تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ। অর্থ অত্যুষ্ণ, তথা এমন গরম যাহার পর আর গরম হইতে পারে না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, হাসান ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ضَرِيْعٍ জাহান্নামের একটি বৃক্ষের নাম। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) বলেন, ضَرِيْعٍ আর যাক্কূম একই বস্তু। অন্য এক বর্ণনায়

আছে, তিনি বলেন, ضَرِيْعٍ অর্থ পাথর। ইকরিমা (র) বলেন, ضَرِيْعٍ এক প্রকার কাঁটাদার বৃক্ষ যাহা মাটির উপর বিছাইয়া থাকে। সাঈদ (র) কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাতাদা (র) বলেন, ضَرِيْعٍ সবচাইতে নিকৃষ্ট খাদ্য।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ অর্থাৎ এই দারী' দ্বারা জাহান্নামীদের উদ্দেশ্যও পূরণ হইবে না এবং উহা দ্বারা ক্ষুধাও নিবারণ হইবে না।

(٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۙ۝
(٩) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۙ۝
(١٠) فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ۝
(١١) لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝
(١٢) فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝
(١٣) فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۙ۝
(١٤) وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۙ۝
(١٥) وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۙ۝
(١٦) وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝

৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হইবে আনন্দোজ্জ্বল,
৯. নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত,
১০. সুমহান জান্নাতে–
১১. সেথায় তাহারা অসার বাক্য শুনিবে না,
১২. সেথায় থাকিবে বহমান প্রস্রবণ,
১৩. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা,
১৪. প্রস্তুত থাকিবে পান-পাত্র,
১৫. সারি সারি উপাধান,
১৬. এবং বিছান গালিচা।

তাফসীর ঃ হতভাগ্য পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এইবার আল্লাহ্ তা'আলা সৌভাগ্যশালীদের অবস্থা প্রসংগে বলিতেছেন ঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ অর্থাৎ

কিয়ামতের দিন কতিপয় মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হইবে। উহাদিগের মুখমণ্ডলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে।

لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ অর্থাৎ- উহারা নিজদিগের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিবে।

فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ অর্থাৎ- তাহারা সুমহান ও সুসজ্জিত জান্নাতে নিরাপদে অবস্থান করিবে।

لَاتَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً অর্থাৎ সেই জান্নাতে তাহারা কোন প্রকার অসার কথাবার্তা শুনিতে পাইবে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا اِلَّا سَلَامًا অর্থাৎ 'সেথায় তাহারা শান্তির বাণী ছাড়া কোন অসার কথা শুনিবে না।" অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَالَغْوٌ فِيْهَا وَّلَاتَاْثِيْمٌ অর্থাৎ সেথায় কোন বা গুনাহের কথা থাকিবে না। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَاتَاْثِيْمًا - اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا অর্থাৎ সেথায় তাহারা কোন অসার ও গুনাহের কথা শুনিবে না, শুনিবে কেবল সালাম আর সালাম।

فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ অর্থাৎ সেই জান্নাতে একটি নয়- বহু প্রবহমান প্রস্রবণ থাকিবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জান্নাতের নহরসমূহ মিশকের পাহাড়ের তলদেশ হইতে প্রবাহিত হয়।"

فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ অর্থাৎ সেথায় থাকিবে সুউচ্চ, উন্নতমানের কোমল শয্যা, যাহার উপর সুন্দরী হূরগণ অবস্থান করিবে। আল্লাহ্র বন্ধুগণ উহাতে উপবেশন করিবার ইচ্ছা করিলে সংগে সংগে উহা অবনত হইয়া যাইবে।

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে প্রস্তুত করিয়া রাখা পান-পাত্র।

وَنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ অর্থাৎ আরো থাকিবে সারি সারি বালিশ। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, نَمَارِقُ অর্থ وسائد অর্থাৎ বালিশ। ইকরিমা, কাতাদা, যাহ্হাক সুদ্দী ও ছাওরী (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন.।

وَّزَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ زَرَابِىُّ مَبْثُوْثَةٌ অর্থ الزرابى البسط। অর্থাৎ বিছাইয়া রাখা গালিচা। যাহ্হাক (র) প্রমুখও এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ এদিক-সেদিক নানা ধরনের গালিচা বিছাইয়া রাখা হইবে। যে ইচ্ছা করিবে, সেই বসিতে পারিবে।

(١٧) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ○

(١٨) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ○

(١٩) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ○

(٢٠) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ○

(٢١) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ○

(٢٢) لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ○

(٢٣) إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ○

(٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ○

(٢٥) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ○

(٢٦) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ○

১৭. তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে?
১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে উহাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে?
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে?
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে সমতল করা হইয়াছে?
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা;
২২. তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ।
২৩. তবে কেহ মুখ ফিরাইয়া লইলে ও কুফরী করিলে,
২৪. আল্লাহ্ উহাকে দিবেন মহাশাস্তি।
২৫. উহাদিগের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;
২৬. অতঃপর উহাদিগের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে তাঁহার সেইসব সৃষ্টির প্রতি তাকাইয়া চিন্তা করিতে নির্দেশ দিতেছেন, যাহাতে তাঁহার কুদরত ও মহত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ অর্থাৎ মানুষ কি উটের দিকে দৃষ্টিপাত করে, না উহাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে? কারণ উট একটি বড় অদ্ভূত প্রাণী, উহার দেহের গঠন একটি বড় আশ্চর্যজনক। শক্তি ও সাহসে উহার

নজীর মেলা ভার। তদুপরি ভারী ভারী বোঝা বহন করা উহার জন্য কোন বিষয়ই নহে। একাধারে উহার গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায় এবং পশম কাজে লাগে। অন্যান্য প্রাণীর পরিবর্তে উটের কথা উল্লেখ করার কারণ হইল তৎকালে এই উটই ছিল আরবদের উল্লেখযোগ্য প্রাণী।

কাযী শুরায়হ (র) বলিতেন, আস আমরা দেখিয়া আসি যে, উটকে কিভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে, এই বিশাল আকাশকে কিভাবে যমীন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হইয়াছে? যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ -

অর্থাৎ 'তাহারা কি দেখে না যে, তাহাদিগের মাথার উপর আকাশকে কিভাবে আমি স্থাপন করিয়াছি? এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়াছি আর উহাতে কোন ছিদ্র নাই।

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ অর্থাৎ মানুষ কি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে না যে, কিভাবে আমি উহাকে স্থাপন করিয়াছি? উহাকে আমি স্থির ও অটলভাবে স্থাপন করিয়াছি, যাহাতে পৃথিবী নড়াচড়া করিতে না পারে এবং উহাতে অনেক ধরনের উপকারী বস্তু ও খনিজ দ্রব্য রাখিয়া দিয়াছি।

وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ অর্থাৎ মানুষ কি ভূতলের দিক দৃষ্টিপাত করে না যে, উহাকে কিভাবে সমতলভাবে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে?

মোটকথা, এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কতিপয় সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করার কথা বলিয়াছেন, যাহা সর্বদাই মানুষের চোখের সামনে থাকে। একজন বেদুইনও উটের পিঠে আরোহণ করিয়া থাকে, আকাশ তাহাদের মাথার উপর দৃশ্যমান, পাহাড়-পর্বতও মানুষের সচরাচর দেখা বস্তু এবং পৃথিবী তো সর্বদাই উহাদিগের পায়ের নীচে অবস্থান করে। এইগুলির প্রতি চিন্তা করিয়া যে সেই বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এইগুলির সৃষ্টিকর্তা, তিনি সকলের পালনকর্তা ও বিশ্বজগতের সার্বভৌমত্বের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য, গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার উপাসনা আনুগত্য করিতে পারে।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক সময় আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বারবার প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে বাহির হইতে কোন গ্রাম্য বুদ্ধিমান লোক আসিয়া কোন প্রশ্ন করিলে আমরা খুব আনন্দিত হইতাম এবং আগ্রহ সহকারে আমরা সেই প্রশ্ন ও উহার উত্তর শ্রবণ করিতাম। একদিনের ঘটনা, এক বেদুইন আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার এক দূত আমাদের নিকট গিয়া বলিল, তুমি নাকি মনে কর; আল্লাহ্ তোমাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সে ঠিকই বলিয়াছে।"

লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে তুমি বলতো, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো, পর্বতমালাকে স্থাপন করিয়াছেন এবং কে উহার মধ্যে এত মূল্যবান সম্পদ রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আল্লাহ্"।

এইবার লোকটি বলিল, যিনি আকাশ, যমীন ও পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন তো আল্লাহ্ কি আপনাকে রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করিয়াছেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ"। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দূতের বক্তব্য যে, আমাদের উপর দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামায ফরয, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ ঠিক। লোকটি বলিল, আচ্ছা যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ্ কি ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ"। লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের সম্পদের যাকাত দিতে হইবে ইহা কি সত্য? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, সত্য।" লোকটি বলিল, আপনার দূত বলিল যে, আমাদের মধ্যে যাহারা সক্ষম তাহাদের বায়তুল্লাহ্ গিয়া হজ্জ করিতে হইবে, ইহা কি ঠিক? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিক।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরিয়া যায়। যাওয়ার সময় এই কথা বলিয়া যায় যে, যিনি আপনাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি যাহা বলিলেন, আমি উহার উপর কোন কথা বাড়াইব না এবং উহা হইতে কোন কথা কমাইব না। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "লোকটি যদি সত্য বলিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ ইয়ালা (র)...... ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়ই আমাদিগকে একটি ঘটনা শুনাইতেন যে, জাহেলী যুগে জনৈকা মহিলা কোন এক পাহাড়ের উপর বকরী চরাইত। সংগে ছিল তাহার ছোট্ট একটি ছেলে। একদিন ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? সে বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আব্বাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মহিলা উত্তর দিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, আকাশ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, পর্বত কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। ছেলে জিজ্ঞাসা করিল, এই বকরীগুলি কে সৃষ্টি করিয়াছেন? মহিলা বলিল, আল্লাহ্। উত্তর শুনিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল, তবে তো আল্লাহ্ পাক মহান ও নিরতিশয় মর্যাদার অধিকারী। এই বলিয়া শিশুটি আল্লাহ্র প্রেম ও মহত্ত্বে বিমোহিত হইয়া পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়ে এবং খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া মরিয়া যায়। ইব্ন উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রায়শই আমাদেরকে এই ঘটনাটি শুনাইতেন।

فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক বলেন, হে মুহাম্মদ! তোমাকে যে পয়গাম সহ পাঠানো হইয়াছে তুমি উহা মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। কারণ পৌঁছানো তোমার দায়িত্ব আর হিসাব লওয়া আমার কাজ। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ অর্থাৎ তুমি উহাদিগের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ। অর্থাৎ মানুষের অন্তরে ঈমান পয়দা করার ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া হয় নাই। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন যায়দ (র) বলেন ঃ তুমি লোকদিগকে ঈমান আনয়নের উপর বাধ্য করিতে পার না।

ইমাম আহমদ (র)...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আমাকে লোকদের সহিত লড়াই করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যতক্ষণ তারা এই ঘোষণা দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। যদি তাহারা এই ঘোষণা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ আমার নিরাপত্তায় আসিয়া যাইবে। এবং উহার হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব আল্লাহ্র। অতঃপর তিনি فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ الخ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে এবং ইমাম তিরমিযী ও নাসায়ী কিতাবুত্ তাফসীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

اِلاَّ مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ - فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الاَكْبَرَ অর্থাৎ তবে যাহারা মুখ ফিরাইয়া নেয় ও কুফরী করে অর্থাৎ যাহারা বাহ্যিক আমল পরিত্যাগ করে এবং অন্তরে ও মুখে সত্যকে অস্বীকার করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আলী ইব্ন খালিদ (র) বলেন, আবূ উমামা বাহিলী (রা) একদিন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মুআবিআ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে হইতে শুনা সবচেয়ে সহজ হাদীস কোনটি? উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেছেন, "শুনো, প্রত্যেক মানুষই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তবে সেই ব্যক্তি নহে, যে মালিকের সহিত অবাধ্যতাকারী উটের ন্যায় উহার সহিত অবাধ্যতা করে।"

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ অর্থাৎ এক সময় তাহাদের আমার দরবারেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তখন আমি তাহাদের ভালো-মন্দ কর্মের হিসাব গ্রহণ করিব এবং কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দিব। ভালো কর্মের ভালো ফল আর মন্দ কর্মের মন্দ ফল।

সূরা ফাজ্‌র

৩০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম নাসায়ী (র)....... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, হযরত মু'আয (রা) একদিন নামাযের ইমামত করেন এবং উহাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করেন। ফলে এক ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দিয়া মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মু'আয (রা) বলিলেন, সে মুনাফিক। অতঃপর এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কানে চলিয়া যায়। তিনি লোকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাহার পিছনে জামাতের সহিত নামায পড়িতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিরআত দীর্ঘ করায় মসজিদের এক কোণে একাকী নামায পড়িয়া উট চড়াইতে চলিয়া যাই। ঘটনা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "মু'আয! তুমি কি ফিতনা সৃষ্টি করিতে চাহ? কেন, সূরা আ'লা, শামস্, ফাজর ও লায়ল দ্বারা নামায পড়াইতে তোমার কি অসুবিধা ছিল?"

(١) وَالْفَجْرِ ۙ

(٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ

(٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ

(٥) هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ؕ

(٦) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۙ

(٧) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

(٨) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

(٩) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

(١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

(١١) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٢) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝

(١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

(١٤) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

১. শপথ ঊষার,
২. শপথ দশ রজনীর,
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের
৪. এবং শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে–
৫. নিশ্চয় ইহার মধ্যে শপথ রহিয়াছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছেন 'আদ বংশের–
৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?
৮. যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।
৯. এবং ছামূদের প্রতি? যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল;
১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?
১১. যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল?
১২. এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল।
১৩. অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদিগের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন।
১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

তাফসীর ঃ আল-ফাজর এর অর্থ বলার অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ প্রভাত বা ঊষা। আলী ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এইখানে ফাজর দ্বারা শুধু কুরবানীর দিবসের প্রভাত অর্থাৎ দশটি রাত্রির শেষ ভাগ। কেহ কেহ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য ফজরের নামায, কাহারো মতে গোটা দিন। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ একটি মত পাওয়া যায়।

وَلَيَالٍ عَشْرٍ অর্থ– দশ রাত্রি। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, যিলহজ্জের দশদিন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইব্‌ন যুবায়র ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ এই কথা বলেন।

বুখারী শরীফে আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "এই দশদিনের অর্থাৎ– যিলহজ্জের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অন্য কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ্‌র নিকট এত প্রিয় নহে।" জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাও নয়? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করাও নয়।" তবে যদি কেহ নিজের জান ও মাল সহ বাহির হইয়া পড়ে; অতঃপর ফিরিয়া না আসে তাহার কথা স্বতন্ত্র।"

কেহ বলেন, দশ দিবস দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মুহাররামের প্রথম দশদিন। আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ কুদায়না (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রমযানের প্রথম দশদিন। তবে প্রথম মতটিই সঠিক।

ইমাম আহমদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আলোচ্য আয়াতের وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা যিলহজ্জের প্রথম দশদিন الوتر দ্বারা আরাফার দিন এবং الشفع দ্বারা কুরবানীর দিন উদ্দেশ্য।"

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

(১) উক্ত হাদীসে এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, اَلشَّفْعِ দ্বারা কুরবানীর এবং اَلْوَتْرِ দ্বারা আরাফার দিন উদ্দেশ্য। কারণ আরাফার নয় তারীখ বেজোড় এবং কুরবানীর দশ তারিখ জোড় দিবস। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইকরিমা এবং যাহ্হাক (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ ওয়াসিল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ওয়াসিল (র) বলেন, আমি আতা (র)-কে وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাদের এই বিতর নামায? উত্তরে তিনি বলিলেন, না, তাহা নহে– বরং اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরবানীর রাত আর اَلشَّفْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফার দিন।

(৩) ইব্‌ন আবূ হাতিম (র).......... আবূ সাঈদ ইব্‌ন আউফ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ ইব্‌ন আউফ (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) এক দিন জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, হে আমীরুল মু'মিনীন! اَلشَّفْعِ ও اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য কি আমাকে বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ এই আয়াতে যে দুই দিবসের

কথা বলা হইয়াছে اَلشَّفْعِ দ্বারা সেই দুই দিবস উদ্দেশ্য। আর اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, সেই এক দিবস যাহার কথা وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ এই আয়াতে বলা হইয়াছে।

ইব্‌ন জুরায়জ (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুরতাকি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইব্‌ন যুবায়র (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, اَلشَّفْعِ দ্বারা উদ্দেশ্য আইয়্যামে তাশরীকের মধ্য দিন আর اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য শেষ দিন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম আছে। যে ব্যক্তি সেইগুলি মুখস্ত করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তিনি জোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন।"

(৪) হাসান বসরী ও যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য সৃষ্টিকুল, যাহাতে জোড়ও আছে বেজোড়ও আছে। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা গোটা সৃষ্টির নামে শপথ করিয়াছেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বেজোড় ও এক আর তোমরা জোড়। কেহ কেহ বলেন, اَلشَّفْعِ অর্থ ফজর নামায আর اَلْوَتْرِ অর্থ মাগরিব নামায।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)............ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, اَلشَّفْعِ অর্থ জোড় এবং اَلْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা। আবূ আব্দুল্লাহ্ মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ হইলেন বেজোড় আর সমগ্র সৃষ্টি জগত জোড় কেহ পুরুষ, কেহ নারী।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন সবই জোড়। আসমান-যমীন, নদী-সমুদ্র, জিন-মানুষ ও চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি সবই জোড়।

(৬) কাতাদা (র) হাসান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ দ্বারা জোড় ও বেজোড় সংখ্যা উদ্দেশ্য। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ اَلشَّفْعِ দ্বারা দুই দিন এবং اَلْوَتْرِ দ্বারা তৃতীয় দিবস উদ্দেশ্য।

আবুল আলিয়া ও রবী ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ বলেন اَلشَّفْعِ অর্থ জোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায আর اَلْوَتْرِ অর্থ– বেজোড় রাকআত বিশিষ্ট নামায।

আব্দুর রায্‌যাক (র) ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য পাঁচওয়াক্ত ফরয নামায, যাহার কিছু জোড় ও কিছু বেজোড়।

ইমাম আহমদ (র)...... ইমরান ইব্‌ন ইসাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্‌ন ইসাম (র) বলেন, বসরার এক প্রবীণ ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিল যে, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "উহা দ্বারা উদ্দেশ্য জোড় ও বেজোড় নামায।" আরো বিভিন্ন সূত্রেও এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জারীর (র) اَلشَّفْعِ وَالْوَتْرِ -এর এসব কয়টি ব্যাখ্যার কোন একটির প্রতিও দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেন নাই।

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ "শপথ রজনীর যখন উহা গত হইতে থাকে।"

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ اِذَا ذَهَبَ অর্থাৎ যখন গত হইয়া যায়। কেহ বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ যখন আগমন করে। যাহ্‌হাক (র) বলেন, اِذَا يَسْرِ অর্থ اِذَا يَجْرِىْ অর্থাৎ যখন চলিতে থাকে। ইকরিমা (র) বলেন, وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য মুয্‌দালিফার রাত্রি। ইব্‌ন জারীর এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... কাছীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, কাছীর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন কার ফুরাযী (র)-কে وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ -এর ব্যাখ্যায় বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ শপথ রাত্রির যখন উহা অতিবাহিত হইতে থাকে।

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ অর্থাৎ নিশ্চয় ইহাতে বোধসম্পন্ন ও জ্ঞানীদের জন্য শপথ রহিয়াছে। حِجْرٍ অর্থ জ্ঞান, বিবেক বা বুদ্ধি। মানুষের জ্ঞানকে হিজর বলার কারণ হইল এই যে, জ্ঞান মানুষকে অশোভনীয় আচরণ ও উচ্চারণ হইতে বিরত থাকে। এই সূত্রেই কা'বার হাতীমকে হিজরুল বায়ত বলা হয়। কারণ এই হাতিম তাওয়াফকারীকে কা'বার শামী দেয়াল হইতে বিরত রাখে। হিজরুল ইয়ামামও এই সূত্রেই বলা হয়। বাদশাহ কাউকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে এই সূত্রেই আরবরা বলিয়া থাকে حَجَرَ الْحَاكِمُ عَلٰى فُلَانٍ অর্থাৎ বাদশাহ অমুক ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যা হউক, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ উপরোক্ত বিষয়গুলিতে বুদ্ধিমানদের জন্য শিক্ষণীয় শপথ রহিয়াছে। কোথাও শপথ করা হইয়াছে বিভিন্ন ইবাদতের আবার কোথাও বা বিভিন্ন ইবাদাতের ওয়াক্তের। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সেই সব ইবাদত, যাহা দ্বারা আল্লাহ্‌র নেক বান্দারা তাঁহার নৈকট্য অর্জন করে এবং তাহার সম্মুখে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ অর্থাৎ তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক 'আদ জাতির সহিত কিরূপ আচরণ করিয়াছেন?

ইহারা ছিল সীমালংঘনকারী খোদাদ্রোহী রাসূলদের অবাধ্য ও আসমানী কিতাব অস্বীকারকারী সম্প্রদায়। পরিণামে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একেবারে ছারখার করিয়াছিলেন। ইহারা হইল, প্রথম আদ জাতি। অর্থাৎ আদ ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন আউস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ এর বংশধর। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের নিকট হযরত হুদ (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারা তাঁহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা হুদ (আ)-কে এবং যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে উহাদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নেন এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। ঈমানদারদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা এই 'আদ জাতির কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ। অর্থাৎ এই জাতিকে ইরাম জাতিও বলা হইত। ইহারা বড় বড় সুউচ্চ প্রাসাদে বসবাস করিত। ইহারা ছিল সেই যুগের সর্বাপেক্ষা বড় দেহবিশিষ্ট ও শক্তির অধিকারী। এই কারণেই হযরত হুদ (আ) উহাদিগকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا آلَاءَ اللّٰهِ وَلَاتَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -

অর্থাৎ তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে নূহ (আ)-এর পর স্থলাভিষিক্ত বানাইয়াছিলেন এবং তোমাদিগের দৈহিক প্রশস্ততা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতসমূহকে স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া বেড়াইও না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً - اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً -

অর্থাৎ 'আদ জাতি অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, 'আমাদের চেয়ে বড় শক্তিশালী আর আছে কে?' আচ্ছা তাহারা কি জানে না যে, "যে আল্লাহ্ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাদিগ হইতে বেশী শক্তিশালী?" আর এইখানে 'আদ জাতির পরিচয় প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ। অর্থাৎ উহারা এমন একটি জাতি ছিল, শক্তি-সামর্থ্য ও দৈহিক গঠনে সেই দেশে উহাদের ন্যায় আর কাউকে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না।

মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ইরাম, প্রাচীন একটি জাতি অর্থাৎ প্রথম 'আদ। কাতাদা ইব্‌ন দিমা'আ ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ ইরাম হইল, 'আদ জাতির রাজপ্রাসাদ। এই মতটি

বেশী উত্তম ও শক্তিশালী। আওফী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘ দেহ বিশিষ্ট ছিল বলিয়া উহাদিগকে ذات العمد বলা হইত।

اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ইব্ন যায়দ (র) বলেন, এইখানে সর্বনামটির সম্পর্ক হইল العماد -এর সহিত অর্থাৎ সেই যুগে উহাদিগের প্রাসাদের ন্যায় কোন প্রাসাদ ছিল না।

কাতাদা ও ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ هَا সর্বনামের সম্পর্ক হইল القبيلة -এর সহিত। অর্থাৎ সেই গোত্রের ন্যায় অন্য কোন গোত্র তৎকালে সেই দেশে সৃষ্টি করা হইয়াছিল না। এই মতটিই সঠিক। ইব্ন যায়দের মতটি দুর্বল। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে لَمْ يُخْلَقْ বলিয়া لَمْ يَجْعَلْ বলা হইত। অর্থাৎ এই কথা বলা হইত যে, উহাদের প্রাসাদের ন্যায় অন্য কোন প্রাসাদ বানানো হয় নাই।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............ মিকদাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মিকদাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "উহাদের এত শক্তি ছিল যে, উহাদের এক একজন লোক দূর-দূরান্ত হইতে বড় বড় পাথর বহন করিয়া আনিয়া গোত্রের লোকদের উপর নিক্ষেপ করিত, ফলে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইত।"

কেহ কেহ বলেন, اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ দ্বারা উদ্দেশ্য দামেশক বা ইসকান্দারিয়া শহর। কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এই সময় ইবারাতের সঠিক মর্ম পাওয়া যায় না। কেননা اِرَمَ الخ হয়ত পূর্ব হইতে বদল বা 'আতফুল বয়ান। ইহার কোন অবস্থাতেই আলোচ্য অর্থ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এইকথা বলা যে, আদী নামক যেসব লোক আল্লাহ্র অবাধ্যতা করিয়াছিল, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে– বিশেষ কোন শহরকে নহে। এই কথাটি আমি এজন্য বলিলাম যে, যেসব মুফাস্সির এই আয়াতের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা দ্বারা যেন কেহ প্রতারিত না হয়। তাহারা বলেন ঃ ইরাম একটি শহরের নাম, যাহার একটি ইট সোনার, একটি ইট রূপার। উহার ঘর-দরজা বাগ-বাগিচা সবই সোনা-রূপার। পাথর হইল, মুক্তার ও হীরার। মাটি হইল মিসক, যা নদী-নালা প্রবাহিত হইতেছে এবং রকমারী ফলমূল উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু উহাতে কোন লোকের বসতি নাই। শহরটি সর্বদা স্থানান্তরিত হইতে থাকে। কখনো শামে, কখনো ইয়ামানে, কখনো ইরাকে, কখনো অন্য কোথাও ইত্যাদি। এসবই বনী ইসরাইলের মনগড়া আজগুবী গল্প। ইব্ন আবূ হাতিমও এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এমন সব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার কোন ভিত্তি নাই।

وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ অর্থাৎ আর তুমি কি দেখ নাই ছামূদের প্রতি যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল?

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ আর তুমি কি দেখ নাই বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি?

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন لاَوْتَاد। অর্থ সৈন্য-সামন্ত যাহারা ফিরআউনের ক্ষমতা বহাল রাখিত। ইহাও কথিত আছে যে, কেহ ফিরআউনের অবাধ্যতা করিলে তাহার হাতে পায়ে পেরেক মারিয়া বাঁধিয়া রাখিত। সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান ও সুদ্দী (র) এই কথা বলিয়াছেন। সুদ্দী (র) আরো বলেন ঃ ফিরআউন লোকদের পায়ে পেরেক মারিয়া উপর হইতে ভারী পাথর নিক্ষেপ করিত। ইহাতে তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।

ছাবিত বুনানী (র) আবূ রাফি' (রা) হইতে বর্ননা করেন যে, আবূ রাফি (রা) বলেনঃ মুসলমান হওয়ার অপরাধে ফিরআউন তাহার স্ত্রী আছিয়াকে দুই হাতে ও দুই পায়ে পেরেক মারিয়া মাটিতে উপুড় করিয়া শোওয়াইয়া পিঠের উপর বড় পাথরের চাক্কি রাখিয়াছিল। ইহাতেই আছিয়া মরিয়া যায়।

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ - فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ -

অর্থাৎ ইহারা পৃথিবীতে অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করিয়াছিল এবং ব্যাপক সন্ত্রাস করিয়া জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগের উপর শাস্তির অপ্রতিরোধ্য কষাঘাত হানিয়াছেন।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ "তোমার প্রতিপালক সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।"

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ তোমার প্রতিপালক সকলের সব কথা শ্রবণ করেন ও সবকিছু দেখেন। অর্থাৎ তিনি মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং প্রত্যেককে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী দুনিয়া ও আখিরাতে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া থাকেন। কাহারো প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) একটি অভিনব হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহার সনদে আপত্তি রহিয়াছে। হাদীসটি এই ঃ

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)........ মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে মু'আয। ঈমানদারগণ আল্লাহ্র হাতে বন্দী। হে মু'আয! পুলসিরাত পার না হওয়া পর্যন্ত ঈমানদারের মনে শান্তি আসিতে পারে না। হে মু'আয! কুরআন ঈমানদারদেরকে আগের অনেক আশা-আকাঙ্খা হইতে বিরত রাখিয়াছে। যাহাতে তাহারা ধ্বংস হইয়া না যায়। সুতরাং কুরআন তাহার পথ প্রদর্শক, খোদাভীতি তাহার দলিল, আগ্রহ তাহার বাহন, নামায তাহার আশ্রয়, রোযা তাহার ঢাল, সাদকা তাহার মুক্তি, সততা তাহার আমীর, লজ্জা তাহার মন্ত্রী এবং এত কিছুর পরও তাহার প্রতিপালক তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বলেন, এই হাদীসের রাবী ইউনুস হায্‌যা ও আবূ হামযা অজ্ঞাত পরিচয়।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... ইব্‌ন আব্দুল কালায়ী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্দুল কালায়ী (র) একদিন ওয়াজ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ লোক সকল! জাহান্নামের সাতটি পুল আছে। সব কয়টির উপরে পুলসিরাত অবস্থিত। প্রথম পুলের কাছে লোকদিগকে থামাইয়া নামাযের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে একদল মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে, একদল মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয় পুলের কাছে পৌঁছিলে এই মুক্তি প্রাপ্তদের নিকট হইতে আমানতের হিসাব নেওয়া হইবে। ইহাতে কিছু লোক মুক্তি পাইবে ও কিছু লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয় পুলের নিকট পৌঁছিলে আত্মীয়তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইহাতেও একদল মুক্তি লাভ করিবে এবং একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে। আত্মীয়তা সম্পর্ক তখন বলিবে, "হে আল্লাহ্! যে আমাকে বজায় রাখিয়াছে; তুমি তাহাকে বজায় রাখ আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তুমি তাহাকে ছিন্ন কর।" তিনি বলেন, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ -এ এই কথাগুলিই বলা হইয়াছে।

(١٥) فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ؕ

(١٦) وَاَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۙ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ ۚ

(١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ

(١٨) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ

(١٩) وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ

(٢٠) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ؕ

১৫. মানুষ তো এইরূপ যে, তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।'

১৬. এবং যখন তাহাকে পরীক্ষা করেন তাহার রিয্‌ক সংকুচিত করিয়া, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করিয়াছেন।'

১৭. না, কখনই নহে। বস্তুত তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না,

১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না,

১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদিগের প্রাপ্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল,

২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন যে, মানুষ এমন যে, পরীক্ষা করার জন্য যদি উহাদিগকে স্বচ্ছল জীবিকা দান করা হয়, তো তাহারা মনে করিয়া বসে যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে সম্মান করিল। কিন্তু মূলত উহা সম্মান নয়-পরীক্ষা। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ - نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّايَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ ধন ও জনবলে সমৃদ্ধ হওয়াকে মানুষ সর্বোতভাবে কল্যাণের অগ্রগতি মনে করে। মূলত তাহারা আসল রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে না।

তদ্রূপ অপরদিকে যদি পরীক্ষামূলকভাবে জীবিকায় সংকট সৃষ্টি করেন, তখন সে মনে করে যে, উহা তাহার জন্য একটি অপমান। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَلَّا অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের কোনটির ব্যাপারেই মানুষের ধারণা সঠিক নহে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই সম্পদ দান করেন এবং প্রিয়-অপ্রিয় সকলকেই জীবিকার সংকটে ফেলিয়া থাকেন। স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি নির্ভর করে তাহার আনুগত্যের উপর। ধনী হইয়া যে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে সেও আল্লাহ্র প্রিয় এবং গরীব হইয়া যে ধৈর্যধারণ করিবে সেও আল্লাহ্র প্রিয়।

بَلْ لَّاتُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ অর্থাৎ বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াতীমদের সম্মান করিবার আদেশ করিয়াছেন।

আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মুসলিম সমাজের সর্বাপেক্ষা উত্তম ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে এবং তাহার প্রতি সদয় আচরণ করা হয় আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর হইল সেই ঘর, যাহাতে ইয়াতীম আছে কিন্তু তাহার সহিত দুর্ব্যবহার করা হয়। অতঃপর তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এইভাবে থাকিব।"

আবূ দাউদ (র)....... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "আমি এবং ইয়াতীম লালন-পালনকারী জান্নাতে এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় একত্রে বসবাস করিব।" এই বলিয়া তিনি মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলিদ্বয়কে একত্রিত করিয়া দেখান।

وَلَاتَحٰضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ তাহারা গরীব-মিসকীনের প্রতি অনুগ্রহ করিতে নির্দেশ করে না এবং একে অপরকে এই কাজে উৎসাহিত করে না।

وَتَاكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا আর তাহারা হালাল-হারাম বাছ-বিচার না করিয়া যেভাবে পায় সেভাবেই মীরাছের সম্পদ ভোগ করে এবং ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালোবাসে।

(٢١) كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

(٢٢) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

(٢٣) وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۗ

(٢٤) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۚ

(٢٥) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

(٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ۗ

(٢٧) يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ

(٢٨) ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ

(٢٩) فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ ۙ

(٣٠) وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ۚ

২১. ইহা সঙ্গত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে,

২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও,

২৩. সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে এবং সেইদিন মানুষ উপলব্ধি করিবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তাহার কী কাজে আসিবে?

২৪. সে বলিবে, 'হায়! আমার এই জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাইতাম?'

২৫. সেইদিন তাঁহার শাস্তির মত শাস্তি কেহ দিতে পারিবে না,

২৬. এবং তাঁহার বন্ধনের মত বন্ধন কেহ করিতে পারিবে না।

২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত!

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া,

২৯. আমার বান্দাদিগের অন্তর্ভুক্ত হও,

৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

তাফসীর ঃ কিয়ামত দিবসে ভয়াবহ ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সেইদিন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া সমতল করা হইবে, পর্বতমালাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইবে এবং মানুষ কবর হইতে উঠিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হইবে।

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টির মাঝে মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন এবং ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাইবে।

সমস্ত মানুষ একে একে সকল নবীর কাছে সুপারিশের আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়া অবশেষে যখন তাহারা মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করিবে ইহা উহার পরের ঘটনা। মহানবী (সা) সুপারিশের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পর আল্লাহ্ তা'আলা বিচারকের আসনে উপস্থিত হইবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র নিকট উম্মতের জন্য সুপারিশ করিতে আরম্ভ করিবেন। উহাই হইবে মাকামে মাহমূদে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম সুপারিশ।

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ "সেইদিন জাহান্নামকে আনা হইবে।"

ইমাম মুসলিম (র)....... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে সামনে আনা হইবে। উহার সত্তর হাজার লাগাম থাকিবে। প্রতিটি লাগামের সহিত সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকিবে। উহারা সেই লাগাম ধরিয়া টানিয়া জাহান্নামকে সকলের সামনে উপস্থিত করিবে।"

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ সেইদিন মানুষ নতুন-পুরাতন যাবতীয় কর্মের কথা স্মরণ করিবে। কিন্তু সেই স্মরণ উহাদের কোন উপকারে আসিবে না।

يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ অর্থাৎ সেইদিন মানুষ মন্দ কাজের জন্য পস্তাইতে থাকিবে, নেক কাজ না করার জন্য বা কম করার জন্য আফসোস করিবে ও অনুতাপ প্রকাশ করিবে।

ইমাম আহমদ (র)......... মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন আমরা (রা) বলেন, কেহ যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সিজদায় পড়িয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিতে থাকে, তবুও কিয়ামতের দিন সে তাহার এই ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করিবে এবং দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিয়া নেককাজ করিয়া যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَيَوْمَئِذٍ لَّايُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَايُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় কেহ কঠিন শাস্তি দিতে পারিবে যাহা তিনি তাঁহার নাফরমান বান্দাদেরকে প্রদান করিবেন এবং কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাদের মাধ্যমে কাফিরদিগকে যেভাবে শৃংখলাবদ্ধ করিবেন তদ্রূপ অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে পূত-পবিত্র ও প্রশান্তচিত্ত লোকদের কোন চিন্তা থাকিবে না। তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً অর্থাৎ হে প্রশান্ত চিত্ত! সন্তুষ্ট ও সন্তোষজনক হইয়া তোমার প্রতিপালকের প্রতি ফিরিয়া আইস।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ অর্থাৎ আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। উল্লেখ্য যে, এই কথাটি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদেরকে মৃত্যুর সময় এবং কিয়ামতের দিন বলা হইবে। এই আয়াতটি কাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেই ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যেমন যাহ্‌হাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতটি হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। বুরায়দা ইব্‌ন হুসাইব (রা) হইতে বর্ণিত যে, এই আয়াতটি হামযা ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন প্রশান্ত আত্মাদেরকে এই কথা বলা হইবে। ইকরিমা এবং কালবীও এইরূপ কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর (র)-ও এই ইহা পছন্দ করিয়াছেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَاِنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰه অর্থাৎ অতঃপর তাহাদিগকে তাহাদিগের সত্য মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে। আল্লাহ্‌র নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতটি নাযিল হইবার সময় আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শুন! এই কথাটি তোমাকেও বলা হইবে।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে একদিন আমি يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الخ এই আয়াতটি পাঠ করিলে শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ ইহা

কত সুন্দর কথা! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন ঃ "মৃত্যুর সময় তোমাকেও এই কথা বলা হইবে।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)...... সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তায়েফ নগরীতে মৃত্যুবরণ করার পর অভিনব আকৃতির একটি পাখি আসিয়া তাঁহার লাশের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। লাশ কবরে দাফন করিবার পর কবরের এক কোন হইতে يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الخ।এই আয়াতটি তিলাওয়াত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকারী কে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

কুবাছ ইব্‌ন রযীন (র) আবূ হাশিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমরা কতিপয় মুসলমান একবার রুমদের হাতে বন্দী হই। বাদশাহ আমাদেরকে দরবারে ডাকাইয়া বলিল, হয় আমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর, অন্যথায় তোমাদের মস্তক উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে আমাদের তিনজন মুরতাদ হইয়া যায়। কিন্তু চতুর্থজন ধর্মত্যাগ করার ব্যাপারে অস্বীকার করায় তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া উহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রে নিক্ষেপ করার পর মাথাটা প্রথমে পানিতে ডুবিয়া যায় এবং কিছুক্ষণ পর পানির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দীন ত্যাগকারী তিনজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, হে অমুক! হে অমুক! হে অমুক! আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে বলিয়াছেন ঃ يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ الخ অতঃপর মাথাটা আবার ডুবিয়া যায়। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই ঘটনা দেখিয়া খ্রিস্টানগণ মুসলমান হইয়া যায় এবং মুরতাদ হইয়া যাওয়া তিন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হইয়া যায়। অতঃপর খলিফা আবূ জাফর মানসূরের পণের বিনিময়ে আমরা মুক্তি লাভ করি।

ইব্‌ন আসাকির (র)...... আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌র নিকট এই দু'আ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضٰى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ۔

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এমন চিত্ত দান কর যাহা তোমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী করিবে, তোমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং তোমার দানে তৃপ্ত থাকিবে।'

সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

(١) لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٢) وَاَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(٣) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۗ

(٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ

(٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۗ

(٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ ۗ

(٨) اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۙ

(٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۙ

(١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۚ

১. শপথ করিতেছি এই নগরের,

২. আর তুমি এই নগরের অধিবাসী,

৩. শপথ জন্মদাতার ও যাহা সে জন্ম দিয়াছে।

৪. মানুষকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি ক্লেশের মধ্যে।

৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তাহার উপর কেহ ক্ষমতাবান হইবে না ?
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করিয়াছি।'
৭. সে কি মনে করে যে, তাহাকে কেহ দেখে নাই ?
৮. আমি কি তাহার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ?
৯. আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?
১০. এবং তাহাকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

তাফসীর ঃ খুসাইফ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, لَاۤ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা لا দ্বারা কাফিরদের উক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া অতঃপর মক্কা নগরীর শপথ করিয়াছেন। শাবীব ইব্‌ন বিশ্‌র (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতে নগরী দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা।

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ভবিষ্যতে কোন এক সময় এই নগরীতে যুদ্ধ করা আপনার জন্য বৈধ হইবে। আবূ সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবূ সালিহ, আতিয়্যা, যাহ্‌হাক, কাতাদা, সুদ্দী এবং ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি এখানে যাহা করিবেন, আপনার জন্য তাহাই বৈধ । কাতাদা (র) বলেন, এই নগরীতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা আপনার কোন অপরাধ নহে। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ কোন একদিনের কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা নগরকে মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য যুদ্ধ বৈধ করিয়াছিলেন।

হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আসমান-যমীন সৃষ্টির সময় হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা এই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহার সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকিবে। ইহার বৃক্ষ কাটা যাইবে না এবং ইহার কাঁটা ছেঁড়াও যাইবে না। আল্লাহ্ একদিনের কিছু সময়ের জন্য আমার জন্য ইহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। পুনরায় ইহার মর্যাদা ফিরিয়া আসিয়াছে। ফলে বিগত দিনের ন্যায় আজও ইহা মর্যাদাসম্পন্ন। শুন, উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিতদের নিকট আমার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, কেহ যদি আল্লাহ্‌র রাসূলের যুদ্ধের সূত্র ধরে এইখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ প্রমাণ করিতে চাহে, তাহাকে তোমরা বলিয়া দিও যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রাসূলকেই কেবল অনুমতি দিয়াছিলেন, তোমাদেরকে নহে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ইব্‌ন জারীর (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ الوالد অর্থ যাহার সন্তান হয় আর مَا وَلَدَ অর্থ যাহার সন্তান হয় না। ইকরিমা (র) বলেন, الوالد অর্থ যাহার সন্তান হয় না আর ماولد অর্থ যাহার সন্তান হয়।

মুজাহিদ, আবূ সালিহ, কাতাদা, যাহ্হাক, সুফিয়ান ছাওরী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদ্দী, হাসান বসরী, খুযাইফ ও শুরাহবীল (র) প্রমুখ বলেন ঃ والد। দ্বারা উদ্দেশ্য আদম (আ) আর ماولد দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত বনী আদম। এই ব্যাখ্যাটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সঙ্গত। কারণ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার শপথ করিয়াছেন। যাহা সমস্ত নগরী ও বাসস্থানের মা। আর এই আয়াতে শপথ করিয়াছেন উহার সকলের পিতা আদম (আ) ও তাঁহার সন্তানদের। আবূ ইমরান আল জওনী (র) বলেন ঃ والد দ্বারা উদ্দেশ্য ইব্রাহীম (আ) আর ماولد দ্বারা উদ্দেশ্য তাঁহার বংশধর। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন জারীরের পছন্দনীয় মত হইল, এই আয়াত দ্বারা ব্যাপকভাবে সকল পিতা ও সকল সন্তানই উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাটিও ফেলিয়া দেওয়ার মত নহে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ ইব্ন মাসউদ ও ইব্ন আব্বাস (রা) এবং ইকরিমা, মুজাহিদ, খায়ছামা ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ বলেন ঃ আলোচ্য আয়াতের অর্থ হইল মানুষকে আমি অত্যন্ত সুঠাম, সুদেহী ও ঠিকঠাক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। মায়ের পেটে থাকিতেই আমি এইরূপ করিয়া থাকি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّاشَاۤءَ رَكَّبَكَ

অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম ও সুসমঞ্জস করিয়াছেন, যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।

ইব্ন আবূ নাজীহ, জুরায়জ ও আতা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এই আয়াতের অর্থ, আমি মানুষকে শক্তিশালী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ আমি মানুষকে ক্লেশ ও জীবিকা উপার্জনের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি। কাতাদা (র) বলেন ঃ আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছি।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল হামীদ ইব্ন জাফর (র) বলেন ঃ মুহাম্মদ ইব্ন আলী জাফর বাকির (র) জনৈক আনসারীকে لَقَدْ خَلَقْنَا الخ -এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বলিলেন ঃ

এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সুঠাম ও সুদেহী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আবূ জাফর (র) এই ব্যাখ্যাটি অস্বীকার করেন নাই।

হাসান বসরী (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মানুষ একদিকে দুনিয়ার জন্য ক্লেশ ভোগ করে অপরদিকে আখিরাতের জন্য কষ্ট করে। ইব্‌ন জারীরের মতে كَبَدٍ দ্বারা ক্লেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরী (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, তাহার সম্পদ ছিনাইয়া নেওয়ার শক্তি কাহারো নাই ?

কাতাদা (র) বলেন, মানুষ মনে করে তাহাদের এই সম্পদ সম্পর্কে কেহই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, তুমি ইহা কোথা হইতে উপার্জন করিয়াছ এবং কোথায় ব্যয় করিয়াছ ?

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا অর্থাৎ মানুষ বলে, আমি প্রচুর সম্পদ নিঃশেষ করিয়াছি। মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ এই অর্থ করিয়াছেন।

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ মানুষ কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখে নাই? পূর্বসূরী অনেক মুফাস্‌সিরই এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দেখিবার জন্য দুইটি চোখ, মনে কথা ব্যক্ত করিবার জন্য জিহ্বা এবং দুইটি ওষ্ঠ দান করি নাই, যাহা দ্বারা কথা বলার ও পানাহারে সুবিধা হয় এবং মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) আবূ রবী দামেশকীর জীবনীতে মাকহুল (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাকহুল (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে বড় বড় এত নিয়ামত দান করিয়াছি যাহা তোমরা গুনিয়া শেষ করিতে পারিবে না এবং যাহার তোমরা যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করিতে পারিবে না। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি নিয়ামত হইল, আমি তোমাদেরকে দুইটি চক্ষু দান করিয়াছি যদ্দ্বারা তোমরা দেখ আবার উহার উপর আবরণ দান করিয়াছি। অতএব আমি তোমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছি দুই চক্ষু দ্বারা উহা দেখ। আর আমি যাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছি যদি উহা চোখের সামনে পড়িয়া বসে তাহা হইলে পর্দা দ্বারা চোখ ঢাকিয়া ফেল। আমি তোমাদেরকে কথা বলিবার জন্য রসনা দিয়াছি এবং উহার গেলাফ দান করিয়াছি। সুতরাং আমি তোমাদেরকে যে কথা বলিবার আদেশ ও অনুমতি দিয়াছি কেবল তাহাই বল আর যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছি তাহা বলিতে বিরত থাক। আমি তোমাদেরকে যৌনাঙ্গ দান করিয়াছি। অনুমোদিত পন্থায় তোমরা উহা ব্যবহার কর আর নিষিদ্ধ পন্থায় উহা দ্বারা ঢাকিয়া রাখ। হে আদম সন্তান! আমার রোষ ও শাস্তি সহ্য করিবার ক্ষমতা তোমাদের নাই।

وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ। অর্থাৎ আমি কি মানুষকে দুইটি পথ দেখাই নাই ?

সুফিয়ান সাওরী (র) ...... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দুইটি পথ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ভালো ও মন্দ পথ। আলী ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ, ইকরিমা (র) প্রমুখ ইহাই বলিয়াছেন।

ইব্‌ন ওহাব (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষের জন্য ভালো ও মন্দ দুইটি পথ রহিয়াছে, কেন তোমরা ভালো পথ ত্যাগ করিয়া মন্দ পথে চল ?" এই হাদীসটি খুবই দুর্বল।

(١١) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ○

(١٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ○

(١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ ○

(١٤) اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ○

(١٥) يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ○

(١٦) اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ○

(١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ○

(١٨) اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○

(١٩) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○

(٢٠) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ○

১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথ অবলম্বন করে নাই।
১২. তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী ?
১৩. ইহা হইতেছে ঃ দাসমুক্তি
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান—
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,
১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে,
১৭. তদুপরি অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদিগের এবং তাহাদিগের যাহারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের;
১৮. ইহারাই সৌভাগ্যশালী।

১৯. এবং যাহারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, উহারাই হতভাগ্য।
২০. উহারা হইবে অগ্নি-পরিবেষ্টিত।

তাফসীর ঃ ইব্‌ন জারীর (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এই আয়াতে لاَ اقْتَحَمَ অর্থ ما دخل অর্থাৎ প্রবেশ করে নাই আর اَلْعَقَبَةَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি পর্বত।

কা'ব আল-আহবার (র) বলেন ঃ আকাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, জাহান্নামে অবস্থিত সত্তরটি স্তর বিশিষ্ট পর্বত। হাসান বসরী (র) বলেন ঃ জাহান্নামের গিরিপথ। কাতাদা (র) বলেন ঃ ইহা একটি বন্ধুর ও দুর্গম গিরিপথ। আল্লাহ্‌র আনুগত্য করিয়া তোমরা উহা অতিক্রম কর। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেই আকাবা অতিক্রমের পদ্ধতি সম্পর্কে বলিতেছেন ঃ

فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَمُ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ অর্থাৎ দাস মুক্ত করা এবং আল্লাহ্‌র নামে আহার করানো।

ইমাম আহমদ (র) সাঈদ ইব্‌ন মারজানা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মারজানা (র) আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন ঈমানদার গোলামকে মুক্ত করিয়া দিলে আল্লাহ্ তা'আলা উহার এক একটি অংগের বিনিময়ে তাহার এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই ভাবে হাতের বিনিময়ে তাহার হাত, পায়ের বিনিময়ে পা ও যৌনাঙ্গের বিনিময়ে যৌনাঙ্গ জাহান্নাম হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।" আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সত্যি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইহা শুনিয়াছ? সাঈদ (র) বলিলেন, হ্যাঁ, শুনিয়াছি। অতঃপর আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) স্বীয় এক গোলামকে বলিলেন, মুতাররাফকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। মুতাররাফ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে তিনি বলিলেন ঃ যাও, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী ও সাঈদ ইব্‌ন মারজানা (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিমের বর্ণনা মতে আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) যাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন যয়নুল আবেদীন। আলী ইব্‌ন হুসায়ন (র) তাহাকে দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমান পুরুষ যদি কোন মুসলমান গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়; তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই আযাদকৃত গোলামের এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আর কোন মুসলিম নারী কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার এক একটি হাড়ের বিনিময়ে তাহার এক একটি হাড়কে জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আমর ইব্ন আবাসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আবাসা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিবার জন্য কেহ একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া দিলে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করিয়া রাখেন। কেহ একজন মুসলমান দাসীকে আযাদ করিলে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেহ ইসলামের অবস্থায় বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূর হইয়া যায়।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ কোন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিলে তাহার এক একটি অংগের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আযাদকারীর এক একটি অংগকে জাহান্নাম হইতে মুক্ত করিয়া দেন। কেহ আল্লাহ্র পথে বৃদ্ধ হইয়া কেশ সাদা হইয়া গেলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করে এবং কোন ব্যক্তি শত্রুর গায়ে তীর ছুঁড়িয়া লক্ষ্য অর্জন করিল বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, ইহাতে সে বনী ইসমাঈলের একজন দাস মুক্তির সওয়াব পাইবে।

ইমাম আহমদ (র)...... আমর ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া বালেগ হওয়ার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে বার্ধক্যে উপনীত হইয়া কেশ সাদা হইলে কিয়ামতের দিন উহা তাহার জন্য নূরের রূপ ধারণ করিবে। কেহ শত্রুর গায়ে তীর নিক্ষেপ করিলে লক্ষ্য অর্জিত হোক বা না হোক উহার উসিলায় তাহাকে একটি দাস মুক্তির সওয়াব দেওয়া হইবে।

কেহ কোন ঈমানদার দাসীকে মুক্ত করিয়া দিলে উহার প্রতিটি অংগের বিনিময়ে তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে এক জোড়া বস্ত্র দান করিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলিয়া দিবেন। উহার যে দরজা দিয়া ইচ্ছা সে প্রবেশ করিতে পারিবে।

ইমাম আহমদ (র).... উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসীকে আযাদ করিয়া দিবে উহার উসিলায় তাহাকে জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)..... বারা ইব্ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্ন আযিব (রা) বলেন, এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আ'মল বাতাইয়া দিন যাহাতে আমি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তুমি তো অল্প কথায় অনেক বড় প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছ! আচ্ছা, তুমি গোলাম আযাদ কর আর দাস মুক্ত কর।"

লোকটি বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দুইটি কাজ কি একই জিনিস নয় কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ “না এক নহে– প্রথমটির অর্থ হইল তোমার একাই একটি গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়া আর দ্বিতীয়টি হইল, গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে সহযোগিতা করা, গরীব-মিসকীনকে দুধ পান করার জন্য গাভী দান করা ও অত্যাচারী আত্মীয়ের সহিত সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এইগুলি যদি না পার তো ক্ষুধার্তকে আহার দান কর; পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎ কাজের আদেশ কর ও অসৎ কাজ করিতে নিষেধ কর। যদি ইহাও না পার তাহা হইলে ভালো ছাড়া কোন কথা বলিও না।”

أَوْ اِطْعٰمٌ فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذِىْ مَسْغَبَةٍ অর্থ ঃ ذى مجاعة অর্থাৎ ক্ষুধার্ত। ইকরিমা, মুজাহিদ, যাহ্হাক এবং কাতাদা (র) প্রমুখ এইরূপ বলিয়াছেন যে, السغب। অর্থ ক্ষুধা।

يَّتِيْمًا ذَامَقْرَبَةٍ অর্থাৎ আত্মীয় ইয়াতীমকে এইরূপ খাবার দান কর। ذَامَقْرَبَةٍ অর্থ ذَاقَرَابَةٍ مِنْهُ অর্থাৎ আত্মীয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা, হাসান এবং সুদ্দী (র) এই অর্থ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)..... সালমান ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মিসকীনকে দান করিলে এক গুণ সওয়াব পাওয়া যায় আর আত্মীয়কে দান করিলে সওয়াব পাওয়া যায় দুই গুণ। এক গুণ দানের আরেক গুণ আত্মীয়তা বজায় রাখার।” ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ীও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

أَوْ مِسْكِيْنًا ذَامَتْرَبَةٍ “অথবা আহার দান কর দারিদ্র্য নিষ্পেষিত মিসকীনকে।”

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ذَامَتْرَبَةٍ অর্থ পথে পড়িয়া থাকা এমন ব্যক্তি যাহার কোন সহায় নাই। ইব্ন আবূ হাতিম (র) বলেন ذَامَتْرَبَةٍ অর্থ মুসাফির। ইকরিমা (র) বলেন ঃ ঋণগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ যাহার কেহ নাই।

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ এইসব সুন্দর ও পবিত্র গুণাবলীর সাথে সাথে অন্য ঈমানদার এবং আল্লাহ্‌র নিকট প্রতিদান লাভের আশাবাদী। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا -

অর্থাৎ যে আখিরাত কামনা করে এবং ঈমানের সহিত উহার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাহাদের সেই চেষ্টা সফল হইবে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ অর্থাৎ অন্যের অত্যাচারের ধৈর্যধারণ করিবার এবং অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার জন্য পরস্পর উপদেশ বিনিময় করে। এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যাহারা অন্যের প্রতি দয়া করে, আল্লাহ্ তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া কর, আকাশবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করিবেন।"

অন্য হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না আল্লাহ্ তাহার প্রতি দয়া করেন না।"

ইমাম আবূ দাউদ (র).... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং বড়দের হক আদায় করে না সে আমাদের লোক নহে।

أُوْلَئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ অর্থাৎ এইসব গুণের অধিকারী লোকেরা আসহাবুল ইয়ামীনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

অর্থাৎ যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা হইল হতভাগ্য আসহাবুশ্ শিমালের অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে। উহা হইতে কোন প্রকারে তাহারা রেহাই পাইবে না।

আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেন ঃ مُؤْصَدَةٌ অর্থ مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ مُؤْصَدَةٌ অর্থ مغلقة لابواب। অর্থাৎ রুদ্ধদ্বার। কাতাদা (র) বলেন ঃ অগ্নি উহাদিগকে এমনভাবে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে যে, উহাতে কোন ছিদ্র থাকিবে না, আলোর কোন রেশ প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকারে সেই বেষ্টনী হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

সূরা শাম্‌স

১৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিয়াছিলেন ঃ “কেন তুমি সূরা শাম্‌স ও লায়ল দ্বারা নামায পড়িলে না?”

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ۙ

(٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا ۝ۙ

(٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰىهَا ۝ۙ

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰىهَا ۝ۙ

(٥) وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰىهَا ۝ۙ

(٦) وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰىهَا ۝ۙ

(٧) وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ۙ

(٨) فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ۙ

(٩) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ۙ

(١٠) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝ؕ

১. শপথ সূর্যের এবং উহার কিরণের,
২. শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,
৩. শপথ দিবসের, যখন সে উহাকে প্রকাশ করে,
৪. শপথ রজনীর, যখন সে উহাকে আচ্ছাদিত করে,
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার,
৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি উহাকে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার,
৭. শপথ মানুষের এবং তাঁহার, যিনি উহাকে সুঠাম করিয়াছেন,
৮. অতঃপর উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন।
৯. সেই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র করিবে।
১০. এবং সেই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।

তাফসীর ঃ وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন, وَضُحٰهَا অর্থ وضوءها অর্থাৎ সূর্যের কিরণ। কাতাদা (র) বলেন ঃ وَالشَّمْسِ। অর্থ গোটা দিন। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ সঠিক কথা হইল এই যে, এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য ও উহার দিবসের শপথ করিয়াছেন। কেননা সূর্যের কিরণ দিনের বেলায়ই প্রকাশ হইয়া থাকে।

وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَلٰهَا অর্থ تبعها অর্থাৎ শপথ চন্দ্রের, যখন উহা সূর্যের অনুগমন করে। মালিক (র) যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ, শপথ চন্দ্রের, যখন উহা বদরের রাত্রিতে সূর্যের অনুগমন করে।

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اِذَا جَلّٰهَا। অর্থ اضاء। অর্থাৎ দিবসের শপথ যখন উহা আলোকিত হয়।

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا অর্থাৎ শপথ রাত্রির যখন উহা সূর্যকে আচ্ছাদিত করিয়া জগতকে অন্ধকারময় করিয়া তোলে।

ইয়াযিদ ইব্‌ন যী হামাদাহ (র) বলেন ঃ রাত্রি আসিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাদেরকে আমার বৃহৎ এক সৃষ্টি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ রাত্রিকে ভয় করে। অথচ যিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে আরো অধিক ভয় করা উচিত। (ইব্‌ন আবী হাতিম)

وَالسَّمَاۤءِ وَمَا بَنٰهَا কাতাদা (র) বলেন ঃ এই আয়াতে ما হরফটি মাসদারিয়া। অর্থাৎ শপথ আকাশ ও উহা যিনি নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। মুজাহিদ (র) বলেন ঃ ما অর্থ من অর্থাৎ শপথ আকাশের এবং যিনি উহা নির্মাণ করিয়াছেন তাঁহার। তবে উভয় অর্থই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا মুজাহিদ (র) বলেন ঃ طَحٰهَا অর্থ دحاها অর্থাৎ বিস্তৃত করিয়াছেন। আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, مَا طَحٰهَا অর্থ مَا خَلَقَ فِيْهَا অর্থাৎ উহাতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, طَحٰهَا অর্থ قسمها অর্থাৎ বিভক্ত করিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্‌হাক, সুদ্দী, ছাওরী, আবূ সালিহ ও ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ مَا طَحٰهَا অর্থ بَسَطَهَا অর্থাৎ বিছাইয়া দিয়াছেন। এই মতটিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মত ইহাই।

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا অর্থাৎ শপথ মানুষের এবং তাঁহার যিনি উহাদেরকে সুঠাম ও সুন্দর করিয়া সঠিক ফিতরতের উপর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রত্যেক সন্তানই সঠিক ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাহাদের মাতা-পিতা তাহাদেরকে ইয়াহুদী, নাসারা ও মজুসী রূপে গড়িয়া তোলে।

সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাদেরকে আমি সঠিক মন মানসিকতা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর শয়তান প্রতারণা করিয়া উহাদেরকে দীনের পথ হইতে বিচ্যুত করিয়াছে।"

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ভালো ও মন্দ উভয় পথের জ্ঞান দান করিয়া ভালো পথে চলিবার হিদায়াত দিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সামনে সৎ ও অসৎ উভয় পথ খুলিয়া দিয়াছেন। মুজাহিদ, কাতাদা, যাহ্‌হাক এবং ছাওরী (র)-ও এই কথা বলিয়াছেন। ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন ঃ আয়াতের অর্থ হইল, মানুষের স্বভাবে তিনি ভালো ও মন্দ কর্মের প্রবণতা রাখিয়া দিয়াছেন।

ইব্‌ন জারীর (র)....... আবুল আসওয়াদ (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন তো, মানুষ প্রতিনিয়ত যাহা কিছু করিয়া থাকে, উহা কি আল্লাহ্ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত না কি মানুষ নিজ হইতেই করিয়া থাকে। উত্তরে আমি বলিলাম, নিজ হইতে নহে বরং ইহা সবই পূর্ব নির্ধারিত, উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, তাহা হইলে মানুষের অপরাধটা কি? আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, জগতের প্রতিটি জিনিস তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, সবকিছুর মালিক ও অধিকর্তা তিনিই। তাঁহার কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে আপত্তি করিবার অধিকার কাহারো নাই। আমরা সকলেই একদিন তাঁহার সম্মুখে জিজ্ঞাসিত হইব। অতঃপর আমি বলিলাম, আসলে আমিও আপনার মতে একমত। শুধু আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। শুন, সুযায়না কিংবা জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে

উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মানুষ যাহা কিছু করে সবই পূর্ব নির্ধারিত। শুনিয়া লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাহা হইলে আমাদের আমল করার দরকার কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্তরের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন সে উহার কাজই করিতে থাকিবে। জান্নাতী হইলে জান্নাতের কাজ করিবে আর জাহান্নামী হইলে জাহান্নামের কাজ করিবে। ইহার সমর্থনে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

এই وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا আয়াতের দুই রকম অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, যে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করিল সে সফলকাম হইবে। আর আল্লাহ্‌র আনুগত্য বর্জন করিয়া নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিল সে হইবে ব্যর্থ।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে পবিত্র করিবেন সে সফলকাম হইবে আর যাহাকে কলুষাচ্ছন্ন করিবেন সে ব্যর্থ হইবে। আওফী ও আলী ইব্‌ন আবূ তালহা (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) قَدْ اَفْلَحَ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ "সফল সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র করিয়াছেন।"

তাবারানী (র).... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) وَنَفْسٍ وَّمَا الخ - এই আয়াতটি পড়িয়া থামিয়া গেলেন এবং বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে তাকওয়া দান কর, তুমি আমার মালিক ও অভিভাবক এবং তুমি উত্তম পবিত্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আয়িশা (রা) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি বিছানায় দেখিতে না পাইয়া অন্ধকারে হাতাইয়া দেখিলাম যে, তিনি সিজদায় পড়িয়া বলিতেছেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তাকওয়া দান কর। তুমি আমার হৃদয়ের অধিকর্তা। আমার হৃদয়কে তুমি পবিত্র করিয়া দাও, তুমি উত্তম পবিত্রকারী।"

ইমাম আহমদ (র).... যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আটি পাঠ করিতেন ঃ

اللهم انى اعوذبك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل و عذاب القبر اللهم ات نفس تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم انى اعوذبك من قلب لايخشع ومن نفس لاتشبع وعلم لاينفع ودعوة لايستجاب لها -

অর্থাৎ “হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, বার্ধক্য, কাপুরুষতা, কার্পণ্য ও কবর আযাব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ্! আমার অন্তরে তুমি তাকওয়া দান কর ও উহাকে পবিত্র কর। তুমি উত্তম পবিত্রকারী ও অন্তরের অধিকর্তা। হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি পানাহ চাই এমন হৃদয় হইতে যাহা তোমার ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় না, এমন নফস হইতে যাহা তৃপ্ত হয় না, এমন ইলম হইতে যাহাতে কোন উপকার হয় না এবং এমন দু'আ হইতে যাহা কবূল করা হয় না।” যায়দ ইব্ন আরকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে এই দু'আটি শিক্ষা দিতেন আর আমরা এখন তোমাদেরকে শিখাইয়া দিতেছি। ইমাম মুসলিম (র)-ও ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(١١) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝

(١٢) اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝

(١٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

(١٤) فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۟ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝

(١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

১১. ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল।

১২. উহাদিগের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল,

১৩. তখন আল্লাহ্র রাসূল উহাদিগকে বলিল, ‘আল্লাহ্র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও।’

১৪. কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদিগের পাপের জন্য উহাদিগের প্রতিপালক উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দিলেন।

১৫. এবং ইহার পরিণামের জন্য আল্লাহ্র আশংকা করিবার কিছু নাই।

তাফসীর ঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا অর্থাৎ ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, তাহারা অবাধ্যতাবশত তাহাদিগের রাসূলদেরকে অস্বীকার করিয়াছিল।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, بِطَغْوَاهَا অর্থ بِاَجْمَعِهَا অর্থাৎ সকলে মিলিয়া। তবে প্রথম অর্থটিই উত্তম।

اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا অর্থাৎ যখন গোত্রের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তিটি তৎপর হইয়া উঠিল, সেই লোকটি নাম কুদার ইব্ন সালিফ। এই লোকটি অত্যন্ত ভদ্র কুলীন ও

নেতৃস্থানীয় ও মাননীয় ছিল। যেমন এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দানকালে উষ্ট্রী ও উহার হত্যাকারীর সম্পর্কে বলিলেন ঃ "যখন উহাদের সর্বাধিক হতভাগ্য লোকটি তৎপর হইয়া উঠিল। এই লোকটি ছিল আবূ যামআর ন্যায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।"

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)..... আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলী (রা)-কে বলিলেন ঃ আমি তোমাকে হতভাগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সংবাদ দিব? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "মানুষের মধ্যে সর্বাধিক হতভাগ্য হইল দুই ব্যক্তি। একজন হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী হত্যাকারী; অপরজন হইল সেই ব্যক্তি যে তোমার কপালে আঘাত করিবে, এমনকি রক্তে তোমার দাঁড়ি ভিজিয়া যাইবে।"

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا অর্থাৎ তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তথা হযরত সালিহ (আ) বলিলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীকে ভয় করিয়া চল, উহার কোন ক্ষতিসাধন করিও না এবং উহার পানি পান করার ব্যাপারে সীমালংঘন করিও না। সে একদিন পানি পান করিবে আর একদিন তোমরা তোমাদের পশুপালকে পান করাইবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْا فَعَقَرُوْهَا অর্থাৎ রাসূল তাহাদের নিকট যে বাণী লইয়া আসিয়া ছিলেন তাহারা উহা প্রত্যাখ্যান করিল এবং অবশেষে সেই উষ্ট্রীটিকে কাটিয়া ফেলিল, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শন স্বরূপ পাথর খণ্ড হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا অর্থাৎ ফলে উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক রাগান্বিত হইয়া উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়া দেন।

কাতাদা (র) বলেন, কুদার উষ্ট্রীকে হত্যা করিবার পূর্বে সে সম্প্রদায়ের ছোট বড় নারী-পুরুষ সকলেই এক বাক্যে তাহার হাতে বায়আত গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে উষ্ট্রী হত্যার অপরাধে সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হইলে আল্লাহ্ তা'আলা নির্বিচারে সকলকেই সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ শাস্তি প্রদান করিতে আল্লাহ্ তা'আলা কাহারো পরোয়া করেন না। পরিণামে কি হইবে, না হইবে তাহা আল্লাহ্‌র চিন্তার বিষয় নহে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, হাসান ও বকর ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ মুযনী (র) প্রমুখ এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ হইল, উষ্ট্রী হত্যাকারী লোকটি ইহার পরিণামের আশংকা করে নাই। তবে প্রথম কথাটিই উত্তম।

সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝ۙ

(٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝ۙ

(٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۝ۙ

(٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝ؕ

(٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝ۙ

(٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝ۙ

(٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝ؕ

(٨) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝ۙ

(٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۝ۙ

(١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝ؕ

(١١) وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝ؕ

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
২. শপথ দিবসের, যখন উহা আবির্ভূত হয়,
৩. এবং শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন–
৪. অবশ্যই তোমাদিগের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।

৫. সুতরাং কেহ দান করিলে, মুত্তাকী হইলে
৬. এবং যাহা উত্তম তাহা গ্রহণ করিলে,
৭. আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।
৮. এবং কেহ কার্পণ্য করিলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে,
৯. আর যাহা উত্তম তাহা বর্জন করিলে,
১০. তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পরিণামের পথ।
১১. এবং তাহার সম্পদ তাহার কোন কাজে আসিবে না, যখন সে ধ্বংস হইবে।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)...... আলকামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলকামা (র) একদিন শামে আসিয়া দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন, অতঃপর বলিলেন اَللّٰهُمَّ اَرْزُقْنِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا। হে আল্লাহ্! আমাকে একজন সৎ সংগী দান কর। অতঃপর উঠিয়া হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর পাশে গিয়া বসিলেন। দেখিয়া আবুদ্দারদা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? তিনি বলিলেন, কুফায়। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা তুমি কি বলিতে পার যে, ইব্ন উম্মে আরদ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ এই সূরাটি কিভাবে পড়েন? আলকামা (র) বলিলেন, তিনি وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়িতেন। শুনিয়া আবুদ্দারদা (রা) বলিলেন, হ্যাঁ, আমিও তো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি। কিন্তু এই লোকগুলি আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে।

এই হাদীসটি বুখারী শরীফে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সংগী ও শিষ্যগণ হযরত আবুদ্দারদা (রা)-এর নিকট আগমন করিলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-এর কিরআতের সমর্থক কে? তাহারা বলিল, আমরা সকলেই তাঁহার কিরআতের সমর্থক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে মুখস্ত শক্তি বেশী কাহার? উত্তরে সকলে আলকামাকে দেখাইয়া দিলেন। আবুদ্দারদা (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, বলতো আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى الخ এই সূরাটি কিভাবে পড়িতেন? উত্তরে তিনি বলেন ঃ তিনি وَالذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পাঠ করিতেন। শুনিয়া তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কেও এইরূপ পড়িতে শুনিয়াছি আর ইহারা চায় যে, আমি وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়ি। আল্লাহ্র শপথ! আমি ইহাদের গ্রাহ্য করিব না। ইহা ইব্ন মাসউদ ও আবুদ্দারদা (রা)-এর কিরআত।

পক্ষান্তরে জমহুর আলিমগণ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى পড়িয়া থাকেন। বিশ্বের সর্বত্র প্রচলিত মুসহাফে উছমানীতে ইহাই লিখা আছে।

وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى অর্থাৎ শপথ রাতের যখন সে সমগ্র সৃষ্টিকে অন্ধকার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলে।

وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى অর্থাৎ শপথ দিবসের যখন উহা আলোকিত হয়।

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى অর্থাৎ আরো শপথ তাঁহার, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুকে আমি জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। উপরের এই কয়টি বিষয়ের শপথ করিয়া অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى অর্থাৎ মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টা বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ ভালো কাজ করে আর কেহ করে মন্দ কাজ।

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি দিল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক নিজের সম্পদ হইতে দান করিল, প্রতিটি কাজে আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতিদানকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। কাতাদা (র) বলেন ঃ اَلْحُسْنٰى অর্থ প্রতিদান। আবূ আব্দুর রহমান ও যাহ্হাক (র) বলেন اَلْحُسْنٰى অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাহ্। অর্থাৎ যে কলেমা তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইকরিমা (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে যে, اَلْحُسْنٰى অর্থ আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত। ইব্‌ন যায়েদ (র) হইতে এক বর্ণনায় আছে, اَلْحُسْنٰى অর্থ নামায, যাকাত ও রোযা।

এক হাদীসে আছে যে, হযরত উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, اَلْحُسْنٰى অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ "হুসনা হইল জান্নাত।"

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى অর্থাৎ আমি তাহার জন্য সহজ পথ সুগম করিয়া দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ لِلْيُسْرٰى অর্থ لِلْخَيْرِ অর্থাৎ কল্যাণের পথ। যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, يُسْرٰى জান্নাত। অর্থাৎ আমি তাহার জান্নাতের পথ সুগম করিয়া দিব।

وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ অর্থাৎ আর কেহ আল্লাহ্‌র দেওয়া সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে কার্পণ্য করিলে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করিলে ও পরকালের প্রতিদানকে অস্বীকার করিলে তাহার জন্য

অকল্যাণের পথ সুগম করিয়া দেওয়া হইবে। কারণ নিয়ম আছে যে, কেউ সৎকর্ম করিলে উহার পুরস্কার স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো সৎ কাজ করিবার তাওফীক দেওয়া হয় এবং কেহ কোন মন্দ কাজ করিলে শাস্তি স্বরূপ পরবর্তীতে তাহাকে আরো মন্দ কাজ করিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার সপক্ষে কুরআন ও হাদীসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইমাম আহমদ (র).... আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন যে, আবূ বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব আমল করিয়া থাকি, তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী না-কি নবসৃষ্ট ব্যাপার? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, নবসৃষ্ট ব্যাপার নহে বরং পূর্ব নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ীই হইয়া থাকে। শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহা হইলে আমাদের আমল করিয়া লাভ কি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জন্য সে কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।"

ইমাম বুখারী (র).... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলিয়াছেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বাকীয়ে গারকাদে জানাযার নামায পড়িতে গিয়াছিলাম। তখন কথা প্রসংগে তিনি বলিলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তাহা পূর্ব হইতেই লিখিয়া রাখা হইয়াছে।" শুনিয়া সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা হইলে তো আমরা আমল ছাড়িয়া দিয়া উহার উপরই ভরসা করিয়া থাকিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "না, আমল করিতে থাক। আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে সেই কাজের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন।" অতঃপর তিনি فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى হইতে لِلْعُسْرٰى পর্যন্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, উমর (রা) একদিন বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যেসব আমল করিয়া থাকি উহা কি পূর্ব নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "পূর্ব নির্ধারিত। তবে হে উমর! তুমি আমল করিতে থাক। কারণ, সকলকেই আল্লাহ্ তা'আলা আমলের সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। সৌভাগ্যবানরা সৌভাগ্যের আমল করিবে আর হতভাগ্যরা হতভাগ্যের আমল করিবে।"

ইব্ন জারীর (র)..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা যাহা করি তাহা কি পূর্ব নির্ধারিত, না-কি নবসৃষ্ট? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "পূর্ব নির্ধারিত।" শুনিয়া সুরাকা (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করিব কেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "প্রত্যেক আমলকারীকে নিজ নিজ আমলের জন্য সুযোগ দিয়া রাখা হইয়াছে।"

ইমাম আহমদ (র)............ আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, সাহাবাগণ একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল আমরা সেসব আমল করি তাহা কি পূর্ব হইতেই নির্ধারিত না-কি নবসৃষ্ট বিষয়? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "নবসৃষ্ট বিষয় নহে– বরং পূর্ব হইতেই নির্ধারিত।" শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে আমরা আমল করি কেন? হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "যাহাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাকে সে কাজের জন্যই তৈয়ার করিয়া রাখা হইয়াছে।"

ইব্‌ন জারীর (র)...... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় সূর্যের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুই ফেরেশতা বলিতে থাকে যে, "হে আল্লাহ্! দানশীলকে উত্তম বিনিময় দান কর আর কৃপণের সম্পদ বিনাশ কর।" মানুষ এবং জিন ব্যতীত সকলেই এই আওয়াজ শুনিতে পায়। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى الخ।

ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ এই আয়াতগুলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। যেমন ঃ

ইব্‌ন জারীর (র)..... আমির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আমির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় যে সব বৃদ্ধা মহিলা ও দুর্বল মানুষ, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিত, আযাদ করিয়া দিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন বলিলেন, বৎস! এই দুর্বল লোকদেরকে আযাদ না করিয়া যদি তুমি শক্তিশালী বলিষ্ঠ পুরুষদেরকে আযাদ করিতে, তাহা হইলে পরবর্তীতে তাহারা তোমার কাজে আসিত। উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন, ইহার প্রতিদান তো আমি দুনিয়াতে নহে আখিরাতে পাওয়ার আশা রাখি। এই প্রসংগেই আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى মুজাহিদ (র) বলেন, اِذَا تَرَدّٰى অর্থ اذا مات অর্থাৎ মৃত্যুর পর সম্পদ তাহার কোন উপকারে আসিবে না। আবূ সালিহ ও মালিক (র) যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ঃ اِذَا تَرَدّٰى অর্থ اذا تردى فى النار অর্থাৎ যখন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

(١٢) اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝

(١٣) وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝

(١٤) فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝

(١٥) لَا يَصْلٰهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝

(١٦) الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

(١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝

(١٨) الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

(١٩) وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰىٓ ۝

(٢٠) اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝

(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝

১২. আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা,
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।
১৪. আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি,
১৫. উহাতে প্রবেশ করিবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য,
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়;
১৭. আর উহা হইতে বহু দূরে রাখা হইবে পরম মুত্তাকীকে,
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্ম-শুদ্ধির জন্য।
১৯. এবং তাহার প্রতি কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
২০. কেবল তাহার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়,
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করিবে।

তাফসীর ঃ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, কোন্‌টা হালাল আর কোন্‌টা হারাম, তাহা বলিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার। অন্যরা বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে চলিবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র সন্ধান লাভ করিবে। ইব্‌ন জারীর (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَإِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى অর্থাৎ আমিই ইহলোক ও পরলোকের মালিক অর্থাৎ সবকিছুর মালিকানা আমারই, আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকি।

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى মুজাহিদ (র) বলেন ঃ تَلَظّٰى অর্থ تَوَهَّجُ অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।

ইমাম আহমদ (র)..... সিমাক ইব্‌ন হারব (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিমাক (র) বলেন, আমি নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন খুতবা দান কালে বলিয়াছিলেন ঃ "লোক সকল!

আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি।” কথাটি তিনি এত উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন যে, এখান হইতে বাজার পর্যন্ত উহার আওয়াজ শুনা গিয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাঁহার কাঁধের চাদর পায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছিল।

ইমাম আহমদ (র)....... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নুমান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “কিয়ামতের দিন সবচেয়ে হাল্‌কা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামী সেই ব্যক্তি হইবে, যাহার দুই পায়ের পাতার উপর দুটি জ্বলন্ত অংগার রাখা হইবে, যাহাতে তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে।” ইমাম বুখারী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)...... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “সবচেয়ে হাল্‌কা সাজাপ্রাপ্ত জাহান্নামীর পায়ের জুতা জোড়া ও উহার ফিতা হইবে আগুনের, যাহার উত্তাপে ফুটন্ত পানির ন্যায় তাহার মস্তক উৎলিতে থাকিবে। তাহার শাস্তি সর্বাপেক্ষা লঘু হওয়া সত্ত্বেও সে মনে করিবে ইহা অপেক্ষা কঠিন শাস্তি আর হইতে পারে না।

لَايَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى অর্থাৎ নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া কেহ এই জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা اَشْقٰى তথা হতভাগ্য কাহারা উহারা ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন ঃ

اَلَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى অর্থাৎ হতভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে অন্তরে সত্যকে অস্বীকার করে এবং অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা আমল করা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।

ইমাম আহমদ (র)...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, “হতভাগ্য ছাড়া কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।” জিজ্ঞাসা করা হয়, হতভাগ্য কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে না এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বিরত থাকে না।”

ইমাম আহমদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ “কিয়ামতের দিন অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করিবে।” জিজ্ঞাসা করা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অস্বীকারকারী কে? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ “যে আমার অনুসরণ করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর যে আমার নাফরমানী করিবে, সে-ই অস্বীকারকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে।” ইমাম বুখারী (র) মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র) ও ফুলায়হ (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى অর্থাৎ এই জাহান্নাম হইতে দূরে রাখা হইবে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে যে পূত-পবিত্র মুত্তাকী ও পরহেযগার।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করিয়া নিজেকে ও নিজের সম্পদ পবিত্র করিবার জন্য যে আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে নিজের সম্পদ ব্যয় করে।

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى অর্থাৎ তাহার সেই সম্পদ ব্যয় করা কাহারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَسَوْفَ يَرْضٰى অর্থাৎ এইসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি অচিরেই সন্তুষ্ট হইবে। বহুসংখ্যক মুফাস্সিরের মতে, এই আয়াতগুলি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনেকের মতে, সমস্ত মুফাসসিরই ইহাতে একমত। তবে ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, আবূ বকর (রা)-ও এইসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কারণ মানবীয় এমন কোন গুণ বাকী ছিল না, যাহা তিনি অর্জন করেন নাই।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে একজোড়া বস্ত্র ব্যয় করিবে জান্নাতের দারোগা তাহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিবে যে, হে আল্লাহ্র বান্দা! এই দিকে আস, এই দরজা সবচেয়ে উত্তম। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেহ এমন হইবে কি, যাহাকে জান্নাতের প্রতিটি দরজা হইতেই ডাকা হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, আমি আশা রাখি যে, তুমিও উহাদের মধ্যে একজন হইবে।"

সূরা দুহা

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

আমাদের কাছে আবুল হাসান আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বায্‌যা মুকরী (র) সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি ইকরিমা ইব্‌ন সুলায়মান (র)-এর কাছে কিরাআত পাঠ করিলাম। তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন কুস্তুনতীন ও শিব্‌ল ইব্‌ন আব্বাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন। তিলাওয়াত করিতে করিতে এই সূরা পর্যন্ত পৌঁছিবার পর তাঁহারা দু'জন বলিলেন, এখন হইতে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি সূরার শেষে আল্লাহু আকবর বলিবে। আমরা ইব্‌ন কাছীর (র)-এর সামনে তিলাওয়াত করিয়াছিলাম। তিনিও আমাদেরকে এই কথা বলিয়াছেন। আবার ইব্‌ন কাছীরকে মুজাহিদ (র), মুজাহিদ (র)-কে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই শিক্ষা দিয়াছেন। আবুল হাসান আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) কেবল এই সুন্নতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি কিরআত শাস্ত্রের ইমাম বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তবে হাদীসের রাবী হিসাবে আবূ হাতিম রাবী তাঁহাকে দুর্বল আখ্যা দিয়া বলেন, আমি তাঁহার হাদীস গ্রহণ করি না। অনুরূপভাবে আবূ জাফর উকায়লী (র) বলেন, তাহার হাদীস অগ্রহণযোগ্য। তবে শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা বর্ণনা করেন যে, ইমাম শাফেয়ী (র) একদিন এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে এই তাকবীর দিতে শুনিয়া বলিলেন, তুমি ঠিকই করিয়াছ এবং সুন্নত অনুযায়ী আমল করিয়াছ। ইহাতে হাদীসটি সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয়।

আবার এই তাকবীর কোন্ জায়গায় কিভাবে পাঠ করিতে হইবে, তাহাতে কারীদের মতভেদ রহিয়াছে। কেউ বলেন, সূরা লায়লের শেষ হইতে, কেহ বলেন, সূরা দুহার শেষ হইতে তাকবীর পড়িতে হইবে। তাকবীরের পদ্ধতি সম্পর্কে কেহ বলেন, শুধু 'আল্লাহু আকবর' বলিবে, কেহ বলেন, 'আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর' বলিতে হইবে।

সূরা দুহা হইতে এই তাকবীর বলার কারণ প্রসংগে কোন কোন কিরআত বিশেষজ্ঞ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত থাকার পর জিবরীল (আ) সূরা দুহা লইয়া আগমন করিলে তিনি খুশী ও আনন্দে 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া উঠেন। তবে এই তথ্যের কোন সনদ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ইহার বাস্তবতা ও দুর্বলতা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(١) وَالضُّحٰىۙ ○

(٢) وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰىۙ ○

(٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ ○

(٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰىؕ ○

(٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىؕ ○

(٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىۙ ○

(٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰىۙ ○

(٨) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰىؕ ○

(٩) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْؕ ○

(١٠) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْؕ ○

(١١) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ○

১. শপথ পূর্বাহ্নের,

২. শপথ রজনীর যখন উহা হয় নিঝুম,

৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।

৪. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।

৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করিবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হইবে।

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?

৭. তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।

৮. তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাবমুক্ত করিলেন;
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না;
১০. এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।
১১. তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া দাও।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র).... আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ (র) বলেন, আমি জুন্দুব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তিনি একরাত বা দুইরাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে ইহা দেখিয়া এক মহিলা আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তো মনে হয় তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই ঘটনা প্রসংগে সূরা দুহার এই আয়াতগুলি নাযিল হয়। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইব্‌ন আবূ হাতিম ও ইব্‌ন জারীর (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জুন্দুব (রা) বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আসিতে বিলম্ব হইলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল যে, মুহাম্মদের রব তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই প্রসংগে আল্লাহ্ আলোচ্য সূরাটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)..... আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্‌ন কায়স (র) বলেন, জুন্দুব (রা) বলিয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আঙ্গুলে একখণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন আঙ্গুলটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি তো একটি আঙ্গুল মাত্র আল্লাহ্‌র রাহে তোমাকে যখম করা হইয়াছে।" বর্ণনাকারী বলেন, ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুইরাত বা তিন রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠিতে পারেন নাই। ফলে এক মহিলা বলিল, কিহে মুহাম্মদ! তোমার শয়তানটা তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝি! এই প্রসংগে وَالضُّحٰى হইতে مَاقَلٰى পর্যন্ত নাযিল হয়। কেহ কেহ বলেন, এই মহিলাটি ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল।

তবে ইব্‌ন জারীর (র)..... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ (রা) বলেন, হযরত খাদীজা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিমর্ষ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার প্রতিপালক আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَالضُّحٰى۔ الخ নাযিল করেন। এই হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত। এখানে খাদীজা (রা)-এর উল্লেখ সঠিক নয়।

ইব্‌ন ইসহাক (র)সহ কোন কোন পূর্বসূরী আলিম বলেন, জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে নিজের প্রকৃত আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিবার এবং আবতাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একান্ত সন্নিকটে আগমন করার পরবর্তী সময়ে এই সূরাটি নাযিল হয়।

আওফী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী লইয়া আগমন করিতে বিলম্ব হইয়া গেলে মুশরিকরা বলাবলি করিতে লাগিল, মুহাম্মদকে তাহার প্রতিপালক ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা وَالضُّحٰى হইতে مَاقَلٰى পর্যন্ত নাযিল করেন।

এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা প্রভাত এবং নিঝুম রাতের শপথ করিয়াছেন যাহা আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى অর্থাৎ শুন হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালক তোমাকে ত্যাগও করেন নাই এবং তোমার প্রতি রুষ্টও হন নাই।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى অর্থাৎ পরকালের জীবন তোমার জন্য এই পার্থিব জীবন হইতে উত্তম। বস্তুত এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুনিয়াতে সর্বাপেক্ষা বেশী যাহিদ ও দুনিয়া বিমুখ ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে দুনিয়াতে আজীবন থাকা এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়ার মধ্যে ইখতিয়ার দেওয়া হইলে তিনি আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চলিয়া যাওয়াকেই বরণ করিয়া নিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, খালি চাটাইয়ের উপর শুইতে শুইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়িয়া যায়। একদিন ঘুম হইতে উঠিবার পর আমি তাঁহার দেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, হুযূর! অনুমতি হইলে চাটাইয়ের উপর আমি একটা কিছু বিছাইয়া দিতে চাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আরে দুনিয়ার সহিত আমার কী সম্পর্ক! আমার ও দুনিয়ার উপমা তো হইল, সেই পথিকের ন্যায়, যে চলার পথে একটি গাছের ছায়াতলে কিছুক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিল। অতঃপর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া আবার গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওয়ানা হইল। ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ আখিরাতে আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতদেরকে এত অধিক পরিমাণ নিয়ামত ও সম্মান দান করিবেন, যাহাতে আপনি সন্তুষ্টি হইয়া যাইবেন। বিশেষত আপনাকে হাওযে কাওছার দান করা হইবে।

ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (র)...... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মুসলমানদেরকে পরকালে যে সব নিয়ামত দেওয়া হইবে এক এক করিয়া উহার সবই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইলে খুশীতে তাঁহার মন ভরিয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল

করেন। জান্নাতে তাঁহাকে হাজার হাজার প্রাসাদে এবং প্রত্যেক প্রাসাদে অসংখ্য স্ত্রী ও সেবক দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ ইহাও যে, তাঁহার পরিবার-পরিজনের কেহ জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করেন। হাসান (র) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল শাফায়াত। আবূ জাফর বাকির (র)-ও এইরূপ বলিয়াছেন।

আবূ বকর ইব্ন আবূ শায়বা (র)......... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমরা সেই পরিবার, যাহাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার উপর আখিরাতকে পছন্দ করিয়াছেন।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দা ও রাসূল (সা)-এর উপর প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى অর্থাৎ তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর আশ্রয় দান করেন নাই? উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মায়ের গর্ভে থাকাকালে মতান্তরে জন্মের পর তাঁহার পিতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ছয় বছর বয়সে মাতা আমিনা বিনতে ওহাব মারা যান। তাঁহার দাতা আব্দুল মত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে দাদা মৃত্যুবরণ করিলে চাচা আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লালন-পালন করেন। এইভাবে চল্লিশ বছর কাটিয়া গেলে তিনি নবূওত লাভ করেন। এই সব ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুদরতেই করিয়াছিলেন।

وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى অর্থাৎ তিনি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইলেন এবং পথের সন্ধান দিলেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلاَ
الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ـ

অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি নিজের নির্দেশে তোমার নিকট রূহ (জিবরীল বা কুরআন) প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলাম। তুমি তখন ইহাও জানিতে না যে, কিতাব কি জিনিস এবং ঈমানের কি পরিচয়। কিন্তু আমি তাহাকে নূর বানাইয়াছি ঃ যাহা দ্বারা আমি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শিশুকালে একবার মক্কার গলিতে হারাইয়া গিয়াছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে অভিভাবকদের কাছে ফিরাইয়া দেন। কেহ বলেন, একদা চাচার সহিত উটে চড়িয়া শামে যাওয়ার পথে ইবলীস বাহানা করিয়া তাঁহাকে জংগলে লইয়া যায়। তখন হযরত জিবরীল (আ) এক ফুৎকারে ইবলীসকে হাবশায় ফেলিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পথে উঠাইয়া দেন। ইমাম বগবী (র) উভয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى অর্থাৎ তিনি তোমাকে পরিবার-পরিজনের অধিকারী দরিদ্র পাইলেন। অতঃপর তোমাকে অভাবমুক্ত ও পরমুখাপেক্ষীহীন করিয়া দিলেন। ইহাতে তুমি ধৈর্যশীল দরিদ্র এবং কৃতজ্ঞ ধনী উভয় মর্যাদার অধিকারী হইয়াছ।

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى - وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدٰى وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغْنٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন ঃ এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওত লাভের পূর্বের অবস্থা ছিল। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "অধিক সম্পদের মালিক হইলেই ধনী হওয়া যায় না– বরং যাহার হৃদয় পরমুখাপেক্ষীতা মুক্ত সেই প্রকৃত ধনী।"

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সফল সেই ব্যক্তি যে ইসলামের পথে চলিল, পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবিকা লাভ করিল এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্র দেওয়া সম্পদে তুষ্ট থাকিবার তাওফীক লাভ করিল।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ অর্থাৎ তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হইও না, তাহাদেরকে ধমক দিও না ও তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিও না বরং তোমার নিজের ইয়াতীম অবস্থার কথা স্মরণ রাখিয়া উহাদের সহিত সদয় ও সদ্ব্যবহার করিও। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, তুমি ইয়াতীমদের সহিত দয়ালু পিতার ন্যায় ব্যবহার কর।

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ অর্থাৎ একদিন তুমি যেমন পথ সম্পর্কে অনবহিত ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাকে পথের সন্ধান দিয়াছেন। তদ্রূপ তুমিও সঠিক পথের সন্ধান প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না। কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ভিক্ষুককে কিছু দিতে না পারিলেও নরম ও ভদ্র ভাষায় কথা বলিয়া বিদায় দিও।

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করিয়াছেন তুমি সেসব অনুগ্রহের কথা মানুষকে বলিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই নির্দেশ বাস্তবায়নার্থে এই দু'আ করিতেন ঃ

واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك تابليها واتمها علينا অর্থাৎ হে খোদা! আমাদেরকে তোমার নিয়ামতের শোকরগুজার, উহার কারণে তোমার গুণকীর্তণকারী ও উহার স্বীকৃতি দানকারী বানাও এবং আমাদের উপর তোমার নিয়ামত পূর্ণ কর।

ইব্‌ন জারীর (র)....... আবূ নাযরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ নাযরা (রা) বলেন, প্রথম যুগের মুসলমানরা মনে করিতেন যে, নিয়ামতের কথা প্রকাশ করাও শোকর গুজারের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আহমদ (র)..... নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, নু'মান ইব্‌ন বশীর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ "যে ব্যক্তি অল্পে তুষ্ট না হয়; সে বেশী পাইয়াও তুষ্ট হইতে পারিবে না, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না, আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতের কথা মানুষের কাছে বলাও কৃতজ্ঞতার এবং না বলা অকৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত এবং দলবদ্ধ হইয়া থাকা আল্লাহ্র রহমত ও বিচ্ছিন্ন থাকা আযাব স্বরূপ।"

সহীত বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সব সওয়াব তো আনসাররাই লইয়া গেল! উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিবে এবং তাহাদের প্রশংসা করিবে।"

আবূ দাউদ (র)........ আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতাও আদায় করিতে পারে না।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়া সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র)..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ কোন নিয়ামত পাইয়া যদি উহা প্রকাশ করে তাহা হইলে সে সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যদি গোপন রাখে তাহা হইলে সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।"

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কাহাকে কোন কিছু দান করা হইলে তাহার উচিত উহার বিনিময় প্রদান করা। আর যদি বিনিময় দেওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে দানকারীর প্রশংসা করা। যে প্রশংসা করিল সে উহার কৃতজ্ঞতা আদায় করিল আর যে গোপন রাখিল সে অকৃতজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইল।

মুজাহিদ (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবূওত। অর্থাৎ আপনি আপনার নবূওতের কথা প্রচার করিতে থাকুন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন। হাসান ইব্‌ন আলী (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আপনি যে সব ভালো আমল করেন তাহা মানুষের কাছে প্রকাশ করিয়া দিন।

সূরা ইন্‌শিরাহ্

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ
(٢) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ
(٣) الَّذِیْۤ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ
(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ
(٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ۙ
(٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ؕ
(٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ
(٨) وَاِلٰی رَبِّكَ فَارْغَبْ ؕ

১. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করিয়া দেই নাই?
২. আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার।
৩. যাহা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।
৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি।
৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,
৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।
৭. অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা করিও;
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ। অর্থাৎ আমি কি তোমার বক্ষ জ্যোতির্ময় প্রশস্ত ও দয়াময় করিয়া দেই নাই? যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দিতে ইচ্ছা করেন ইসলামের জন্য তাহার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তরকে যেমন প্রশস্ত করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার শরীয়তকেও প্রশস্ত, ব্যাপক, সহজ, ঝামেলা ও সংকীর্ণতামুক্ত বানাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এইখানে বক্ষ প্রশস্তকরণ দ্বারা মি'রাজ রজনীর বক্ষ প্রশস্ত করা উদ্দেশ্য। যেমন ঃ মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) এইরূপ বর্ণণা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)........ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, অন্যদের তুলনায় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিবার সাহসী বেশী ছিল। একদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার নবূওতের প্রথম লক্ষণ আপনি কি দেখিয়াছিলেন? প্রশ্ন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন ঃ শুন, আবূ হুরায়রা! আমার বয়স তখন দশ বছর কয়েক মাস। আমি মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। ইত্যবসরে মাথার উপর শুনিতে পাইলাম যে, একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইনিই, কে তিনি? ইহার পর তাহারা দুইজন আমার দিকে আগাইয়া আসে। তাহাদের চেহারা ও তাহাদের পোশাকের লোক জীবনে কখনো আমি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা দুইজন আমার কাছে আসিয়া আমার বাহুতে ধরিয়া একজন অপরজনকে বলিল, একে শোয়াইয়া দাও। কিন্তু আমি তাহাদের কাউকেই স্পর্শ করিতে পারিতেছিলাম না। তাহারা আমাকে শোয়াইয়া দিল। আমি টেরও পাইলাম না। অতঃপর একে অপরকে বলিল, ইহার বক্ষ বিদীর্ণ কর। নির্দেশ শুনিয়া একজন আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু ইহাতে রক্তও বাহির হয় নাই। আমি ব্যথাও পাই নাই। অতঃপর একজন বলিল, ইহার মধ্য হইতে ধোঁকাবাজী ও হিংসা-বিদ্বেষ বাহির করিয়া ফেল। ফলে সে আমার ভিতর হইতে জমাট রক্তের ন্যায় কি যেন বাহির করিয়া উহা দূরে ফেলিয়া দিল। অতঃপর একজন অপরজনকে বলিল,ইহার ভিতরে দয়া-মায়া প্রবেশ করাইয়া দাও। সবশেষে আমার ডান পায়ের অঙ্গুলি হেলাইয়া বলিল, যাও, শান্তিতে নিরাপদে বসবাস কর। আমি তথা হইতে রওয়ানা হইলে আমার অন্তরে ছোটদের প্রতি স্নেহ ও বড়দের প্রতি দয়া অনুভূত হইল।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ অর্থাৎ আমি অপসারণ করিয়াছি তোমার ভার যাহা তোমার জন্য ছিল অতিশয় কষ্টদায়ক। এই মর্মেই অন্য এক আয়াতে বলা হইয়াছে।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ "আল্লাহ্ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় পদস্খলন ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।" الانقاض। অর্থ আওয়াজ।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ অর্থাৎ আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি। মুজাহিদ (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি যে, যখনই আমার নাম স্মরণ করা হইবে, সাথে সাথে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে। যেমন বলা হইবে, أَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ

ইব্‌ন জারীর (র) ...... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আপনার ও আমার প্রতিপালক বলিতেছেন যে, তিনি আপনার মর্যাদা কিভাবে উচ্চ করিবেন? উত্তরে আমি বলিলাম, আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অতঃপর জিবরীল (আ) নিজেই বলিলেন, যখন আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হইবে, সংগে আপনার নামও স্মরণ করা হইবে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'আমি একদা আল্লাহ্র নিকট একটি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, যাহা না করাই ভালো ছিল। আমি বলিয়াছিলাম, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো আমার পূর্বের নবীদের মধ্যে কাহারো জন্য বায়ুকে অনুগত করিয়া দিয়াছেন এবং কাহাকেও মৃত প্রাণী জীবিত করিবার শক্তি দিয়াছেন! উত্তরে আল্লাহ্ বলিলেন, কেন হে মুহাম্মদ! আমি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাইয়া আশ্রয় দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন তো! আল্লাহ্ বলিলেন ঃ আমি তোমাকে পথ সম্পর্কে অনবহিত পাইয়া পথের সন্ধান দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায় পাইয়া অভাবমুক্ত করিয়া দেই নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ দিয়াছেন। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমার বক্ষ প্রশস্ত করিয়া দেই নাই? এবং তোমার মর্যাদাকে উচ্চ করি নাই? আমি বলিলাম, হ্যাঁ করিয়াছেন।

ইমাম বগবী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম উচ্চারণ করা।

অন্য মুফাসসিরগণ বলেন, ইহার অর্থ হইল, পূর্ব যুগের নবীগণের মধ্যে আল্লাহ্ আপনার নাম আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া, এবং সমস্ত রাসূল হইতে আপনার উপর ঈমান আনিবার ও উম্মতদেরকে আপনার উপর ঈমান আনিবার নির্দেশ দেওয়ার অংগীকার লইয়া আপনার মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছি। অতঃপর আপনার উম্মতের মধ্যে আপনার নাম প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ফলে আপনার নাম ব্যতীত আমার নাম স্মরণ করা হয় না।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কষ্টের সাথেই স্বস্তি পাওয়া যায়। অতঃপর এই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিয়া কথাটি আরো দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)......... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে ছিল একখণ্ড পাথর। তিনি বলিলেন ঃ যদি কষ্ট আসিয়া এই পাথরটিতে ঢুকিয়া পড়ে তাহা হইলে

অবশ্যই স্বস্তি আসিয়া ইহাতে প্রবেশ করিয়া কষ্টকে বাহির করিয়া ফেলিবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, মুসলমানগণ বলিত যে, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

ইব্ন জারীর (র) .... হাসান (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হাস্যোজ্জ্বল মুখে আনন্দচিত্তে ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন ঃ "শোন তোমরা! এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না, এক কষ্ট কখনো দুই স্বস্তির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না। কষ্টের পর স্বস্তি আছে, অবশ্য কষ্টের পর স্বস্তি আছে।"

হাসান ইব্ন সুফিয়ান (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আকাশ হইতে শ্রম অনুযায়ী সাহায্য এবং বিপদ অনুযায়ী ধৈর্য নাযিল হইয়া থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ

صبرا جميلا ما اقرب الفرجا - من راقب اللّه فى الامور نجا
من صدق اللّه لم ينله اذى - ومن رجاه يكون حيث رجا

অর্থাৎ উত্তম ধৈর্য স্বচ্ছলতার কতই না নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আল্লাহ্র প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখে সেই নাজাত পায়। যে আল্লাহ্র বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে তাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না এবং আল্লাহ্র কাছে যে যেমন আশা রাখে তেমনই হইয়া থাকে।

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততা হইতে অবসর হইয়াই ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ কর। একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ খানা উপস্থিত রাখিয়া এবং পেশাব-পায়খানা চাপা দিয়া রাখিয়া নামায পড়া ঠিক নহে। অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যখন এমন হইবে, একদিকে নামাযের জামাআত দণ্ডায়মান, অপরদিকে রাতের খাবার সামনে উপস্থিত—এমতাবস্থায় আগে খানা খাইয়া লও। কারণ অন্যথায় নামাযে একাগ্রতা থাকিবে না।"

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন ঃ দুনিয়ার ধান্ধা হইতে অবসর হইয়া নামাযে দাঁড়াইয়া যত্নসহকারে ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ কর। ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল যখন ফরয নামায হইতে অবসর গ্রহণ কর, তখন তাহাজ্জুদ নামাযে আত্মনিয়োগ কর। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, فَانْصَبْ অর্থ দু'আয় আত্মনিয়োগ কর।' যায়দ ইব্ন আসলাম, যাহ্হাক (র) বলেন, আয়াতের অর্থ জিহাদ হইতে ফারেগ হইয়া তুমি ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। ছাওরী (র) বলেন, فَارْغَبْ অর্থ তোমার নিয়ত ও মনোযোগ আল্লাহ্র পানেই রাখ।

সূরা ত্বীন

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

মালিক ও শু'বা (র) .... বারা ইব্‌ন আযিব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারা ইব্‌ন আযিব (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ফজরের নামাযে দুই রাকাতের এক রাকাতে সূরা ত্বীন পাঠ করিতেন। আমি তাঁহার ন্যায় এত সুন্দর তিলাওয়াত আর কাহারো মুখে শুনি নাই। (সিহাহ সিত্তাহ)

(١) وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ

(٢) وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ

(٣) وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۫

(٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ

(٦) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۗ

(٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۗ

(٨) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۠

১. শপথ 'তীন' ও 'যায়তূন'-এর

২. শপথ 'সিনাই' পর্বতের

৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর-

৪. আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে,

৫. অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদিগের হীনতমে পরিণত করি।

৬. কিন্তু ইহাদিগের নহে যাহারা মুমিন ও সৎ কর্মপরায়ণ, ইহাদিগের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

৭. সুতরাং ইহার পর তোমাকে কিসে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন?

তাফসীর ঃ তীন দ্বারা উদ্দেশ্য কি, এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য দামেস্কের মসজিদ। কেহ বলেন, দামেস্ক। কেহ বলেন, দামেস্কের একটি পাহাড়। কুরতুবী (র) বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য আসহাবে কাহফের মসজিদ। আওফী (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তীন দ্বারা উদ্দেশ্য জূদী পাহাড়ে অবস্থিত মসজিদে নূহ। মুজাহিদ (র) বলেন, ডুমুর ফল وَالزَّيْتُوْنِ -এর ব্যাখ্যায় কা'ব আহবার, কাতাদা ও ইব্ন যায়দ (র) প্রমুখ বলেন, যয়তূন দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে বায়তুল মুকাদ্দাস। মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য প্রচলিত যায়তূন।

وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ কা'ব আহবার (র) প্রমুখ বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই পাহাড় যাহার উপর আল্লাহ্ পাক মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন।

وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ অর্থাৎ মক্কা। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, ইবরাহীম নাখয়ী, ইব্ন যায়দ ও কা'ব আহবার (র) প্রমুখ এই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, তীন, যায়তূন ও বালাদে আমীন ইহা এমন তিনটি জায়গার নাম যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তিনজন প্রখ্যাত শরীয়তধারী নবী প্রেরণ করিয়াছেন। তীন ও যায়তূন দ্বারা উদ্দেশ্য বায়তুল মুকাদ্দাস, যেখানে হযরত ঈসা (আ) প্রেরিত হইয়াছিলেন। তূরে সীনীন দ্বারা উদ্দেশ্য সিনাই পর্বত, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সহিত কথোপকথন করিয়া ছিলেন। এবং বালাদে আমীন দ্বারা উদ্দেশ্য মক্কা, যেখানে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হইয়াছিলেন।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া বলিতেছেন, আমি মানুষকে উত্তম গঠন দিয়া সুঠাম ও সুদর্শন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ অর্থাৎ অতঃপর আমি উহাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে উপনীত করিয়াছি। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া, হাসান ও ইব্ন যায়েদ (র) প্রমুখ বলেন, اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নাম। অর্থাৎ মানুষ এত সুন্দর ও সুঠাম সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাহারা আল্লাহ্র আইন মানিয়া না চলে, তাহা হইলে উহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করিতে হইবে।

এইজন্যই পরে বলা হইয়াছে ঃ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ অর্থাৎ তবে যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎ কাজ করে তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না।

কেহ কেহ বলেন ثُمَّ رَدَدْنٰهُ الخ অর্থ অতঃপর আমি তাহাকে হীন বয়সে উপনীত করি। ইব্ন জারীর (র) এই মতটিই পছন্দ করিয়াছেন। তবে এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঈমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণদেরকে ইহার আওতা হইতে বাহির করা অর্থহীন হইয়া পড়ে। কারণ অনেক পাকা ঈমানদার লোকও হীন বয়সে উপনীত হইয়া থাকে। আসলে আমরা প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাই সঠিক। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থাৎ সময়ের শপথ, সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। তবে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারা নহে।

فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য রহিয়াছে এমন পুরস্কার যাহা কখনো শেষ হইবার নহে। এই প্রসংগে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ অর্থাৎ হে আদম সন্তান! ইহার পর তোমরা কেন মৃত্যুর পর জীবিত করিয়া কর্মফল প্রদানকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা জান যে, প্রথমবার তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর যিনি নতুনভাবে নমুনাবিহীন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন দান করা তাঁহার জন্য কোন ব্যাপারই নহে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... মানসূর (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মানসূর (র) বলেন, একদা আমি মুজাহিদ (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ এই আয়াতে কি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বুঝানো হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, নাউযুবিল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (সা) নহে বরং সাধারণ মানুষকে বুঝানো হইয়াছে। ইকরিমা (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ অর্থাৎ সেই মহান আল্লাহ্ কি শ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন? যিনি কাহারো প্রতি কোন জুলুম করেন না। ন্যায় পরায়ণতার ফলশ্রুতিতেই তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠিত করিয়া সকলের মাঝে ইনসাফ কায়েম করিবেন।

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক মারফূরূপে বর্ণিত একটি হাদীসে আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা তীন শেষ পর্যন্ত পড়িলে সে যেন বলে, وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ অর্থাৎ আমিও ইহার উপর সাক্ষী রহিলাম।

সূরা আলাক

১৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ
(٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
(٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
(٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
(٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

১. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন–
২. সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে।
৩. পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত,
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন—
৫. শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে, যাহা সে জানিত না।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)........... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নিদ্রাবস্থায় সত্য মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট সর্বপ্রথম ওহী আগমন আরম্ভ হয়। যে কোন স্বপ্ন তাঁহার নিকট প্রভাতের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। অতঃপর তাঁহার কাছে নির্জনতা প্রিয় করিয়া দেওয়া হয়। ফলে হেরাগুহায় আসিয়া একাধারে কয়েক রাত জাগিয়া ইবাদাত করিতেন। এই সময়ের জন্য তিনি পাথেয় লইয়া যাইতেন। অতঃপর খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিনের পাথেয় লইয়া পুনরায় চলিয়া যাইতেন। এইভাবে একদিন হেরা গুহায় অবস্থানকালে তাঁহার নিকট ওহী

লইয়া আগমন করে। একজন ফেরেশতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, পড়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ উত্তরে আমি বলিলাম, "আমি তো পড়িতে জানি না।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, অতঃপর সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে চাপ দেয়। ইহাতে আমি অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ফেরেশতা বলিল, পড়। আমি বলিলাম, "আমি পড়িতে জানি না।" এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপিয়া ধরে। ইহাতে আমি কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর আমাকে সে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, পড়। বলিলাম, আমি পড়িতে জানি না। এইবারও সে আমাকে সজোরে চাপ দেয়। আমি ইহাতে কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর সে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الاَكْرَمُ -
الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই আয়াতগুলি লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে খাদীজা (রা)-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ "তোমরা আমার গায়ে কম্বল দাও, তোমরা আমার গায়ে কম্বল দাও।" ফলে গৃহবাসীরা তাঁহাকে কম্বল মুড়ি দিয়া শোয়াইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর তাঁহার মন হইতে ভীতি কাটিয়া গেলে বলিলেন ঃ 'খাদীজা! আমার কি হইল?' অতঃপর তাঁহার নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "এই সব দেখিয়া আমি নিজের ব্যাপারে শংকিতই হইয়া পড়িয়াছিলাম।" শুনিয়া খাদীজা (রা) তাঁহাকে বলিলেন, 'এইসব আপনার জন্য সুসংবাদ বৈ নয়। আমি আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমান করিবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তা বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, মেহমানদারী করেন ও বিপদে মানুষকে সাহায্য করেন।'

অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে স্বীয় চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নওফলের নিকট লইয়া গেলেন। তিনি জাহেলী যুগে নাসারা হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আরবী ভাষায় লেখা জানিতেন এবং ইবরানী ভাষায় লিখিতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। বার্ধক্যের কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। যাহোক খাদীজা (রা) বলিলেন, ভাই! আপনার ভাতিজার ঘটনা শুনুন। ওয়ারাকা বলিলেন, কি ব্যাপার বল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে ওয়ারাকা বলিলেন, ইনি সে-ই বার্তাবাহক ফেরেশতা, যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করিতেন। হায়! যদি আমি এখন যুবক থাকিতাম, হায়! যদি আমি সে সময় জীবিত থাকিতে পারিতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কি বলিলেন ? তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে? উত্তরে ওয়ারাকা বলিলেন, শুধু তুমিই কেন তোমার ন্যায় যাহারাই নবূওত লাভ করিয়াছিল তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিতই মানুষ শত্রুতা করিয়াছিল। সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি তোমাকে সাধ্য পরিমাণ সাহায্য করিব।

ইহার অল্প কদিন পরই ওয়ারাকা ইব্‌ন নওফল মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন স্থগিত হইয়া যায়। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন। এমনকি কয়েকবার তিনি পাহাড়ের চূড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিবরীল (আ) আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া যাইতেন যে, মুহাম্মদ! নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল। ইহাতে তিনি শান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। যুহরীর হাদীস হইতে বুখারী ও মুসলিমে এই হাদীসটি বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুরআন শরীফের এই কয়টি আয়াতই সর্বপ্রথম নাযিল হয়। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম রহমত ও নিয়ামত। এইখানে আরো বলা হইয়াছে যে, জমাটবাঁধা রক্ত হইতে মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা অজানা জ্ঞান শিক্ষা দিয়া মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই ইলমের ফলেই হযরত আদম (আ) ফেরেশতাকুলের উপর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

(٦) كَلَّآ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ۙ

(٧) أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ؕ

(٨) إِنَّ إِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ؕ

(٩) أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۙ

(١٠) عَبْدًا إِذَا صَلّٰى ؕ

(١١) أَرَءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰىٓ ۙ

(١٢) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوٰى ؕ

(١٣) أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ؕ

(١٤) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ

(١٥) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

(١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ

(١٧) فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ ۙ

(١٨) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ

(١٩) كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

৬. বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে,
৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।
৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।
৯. তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয়
১০ এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?
১১. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ, যদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,
১৩. তুমি কি লক্ষ্য করিয়াছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়,
১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?
১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাহাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরিয়া—
১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।
১৭. অতএব সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক!
১৮. আমিও আহ্বান করিব জাহান্নামের প্রহরীগণকে।
১৯. সাবধান! তুমি উহার অনুসরণ করিও না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া গেলে এবং জীবন লাভ করিলেই আত্মম্ভরিতা ও খোদাদ্রোহীতায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। অথচ তাহাদের উচিত ছিল সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলা। কারণ আজ হোক আর কাল হোক তাহাদের একদিন আল্লাহ্র নিকট প্রত্যাবর্তন করিতেই হইবে। সেইদিন মানুষ সম্পদ কোথা হইতে কিভাবে উপার্জন করিয়াছে এবং কোন খাতে ব্যয় করিয়াছে উহার সম্পূর্ণ হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)............ 'আওন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আওন (র) বলেন, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলিয়াছেন ঃ দুই লোভী ব্যক্তি যাহাদের পেট কখনো ভরে না। আলিম ও দুনিয়াদার। এই দুই ব্যক্তির মাঝে রহিয়াছে দুস্তর ব্যবধান। আলিম ব্যক্তির আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর দুনিয়াদারের বৃদ্ধি পায় অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াদারদের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى। অর্থাৎ মানুষ সীমালংঘন করিয়াই থাকে। কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। আর আলিমদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ। অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "দুই লোভী ব্যক্তি তৃপ্ত হইতে পারে না। ইলম অন্বেষণকারী ও দুনিয়া অন্বেষণকারী।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى অর্থাৎ তুমি কি উহা দেখিয়াছ, যে বাধা দেয় এক বান্দাকে, যখন সে সালাত আদায় করে? এই আয়াতটি আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই নরাধম বায়তুল্লাহ্য় নামায পড়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বাধা দান করিত। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে তাহাকে উত্তম পন্থায় উপদেশ দিয়া বলেন ঃ

اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى অর্থাৎ যাহাকে তুমি সৎ কাজে বাধা প্রদান কর যদি সে কাজে-কর্মে সঠিক পথে পরিচালিত হয় এবং মুখে তাকওয়ার নির্দেশ প্রদান করে আর তুমি তাহাকে ধমক দাও ও বাধা দান কর। তাহা হইলে বল, তোমার কি কল্যাণ হইবে?

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى অর্থাৎ এই সৎ পথে বাধা দানকারী লোকটি কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দেখেন, তাহার কথা শুনেন এবং তাহার কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত প্রতিফল দিবেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হুমকি প্রদর্শন করিয়া কঠোর ভাষায় বলেন ঃ

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ অর্থাৎ লোকটি যদি তাহার অপকর্ম হইতে ফিরিয়া না আসে, তাহা হইলে কিয়ামতের দিন এই মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইব।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهٗ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ অর্থাৎ প্রয়োজন মনে করিলে সে তাহার পার্শ্বচরদিগকে আহ্বান করুক। আমিও জাহান্নামের প্রহরীগণকে আহ্বান করিব। তখন দেখা যাইবে কার বাহিনী জয়লাভ করে– তাহার না আমার ফেরেশতার দল।

ইমাম বুখারী (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল একদিন বলিল যে, মুহাম্মদকে আমি কা'বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিব। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সে যদি এই কাজ করে তো ফেরেশতারা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে।"

ইমাম আহমদ (র)........ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আবূ জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে আমি কা'বার নিকট নামায পড়িতে দেখিলে আমি তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরে বলিলেন ঃ যদি সে এমন করিত তাহা হইলে ফেরেশতারা সকলের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত। আর "তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো মৃত্যু কামনা কর।" এই কথার জবাবে যদি ইয়াহুদীরা মৃত্যু কামনা করিত তো অবশ্যই তাহারা মরিয়া যাইত

এবং জাহান্নামে নিজের আবাস দেখিয়া লইত এবং নাসারারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মুবাহালায় আসিত তো তাহারা ধন-জন সবই হারাইয়া ফেলিত।"

ইবন জারীর (র)......... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ জাহল একদিন বলিল, মুহাম্মদকে যদি আবার নামায পড়িতে দেখি তাহা হইলে আমি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। তখন আল্লাহ্ তা'আলা اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.........الزَّبَانِيَةَ নাযিল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কা'বায় আসিয়া নিরাপদে নামায আদায় করিয়া যান। জনতা আবূ জাহলকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বসিয়া রইলে কেন? উত্তরে সে বলিল, ফেরেশতারা আমাকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ সে যদি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইত তো ফেরেশতারা মানুষের চোখের সামনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিত।

ইব্ন জারীর (র)......... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হরায়রা (রা) বলেন, আবূ জাহল জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মুহাম্মদ কি তোমাদের সামনে সিজদা করে? উত্তরে জনতা বলিল, হ্যাঁ করে। আবূ জাহল বলিল, মানাত ও উজ্জার শপথ! আমি যদি কখনো তাহাকে নামায পড়িতে দেখি তবে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিব এবং তাহার মুখে মাটি মাখিয়া দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন নামায পড়িতেছিলেন। ইত্যবসরে নরাধম আসিয়া তাঁহার দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সংগে সংগে পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। উপস্থিত জনতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, মুহাম্মদ এবং আমার মাঝে একটি আগুনের গর্ত, ফেরেশতার পালক এবং আরো ভয়ানক কি যেন দেখিতে পাইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে আমার কাছে অগ্রসর হইলে ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিত। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, মুসলিম ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ অর্থাৎ সাবধান! সে আপনাকে বাধা দিক, কিন্তু আপনি তাহার বাধা উপেক্ষা করিয়া যথারীতি ইবাদাত করিতে থাকুন এবং আপনার চাহিদামত নামায পড়ুন। আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ, আপনার হেফাজত ও সাহায্যের জন্য আল্লাহ্ই রহিয়াছেন। তিনিই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন। আর আপনি সিজদার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করিতে থাকুন।

সূরা কাদ্‌র

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

(٢) وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

(٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

(٤) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝

(٥) سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

১. আমি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছি মহিমান্বিত রজনীতে;
২. আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৪. সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ্ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাহাদিগের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।
৫. শান্তি-ই-শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি কুরআনে করীমকে লায়লাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছেন। এই লায়লাতুল কদরকে আল লায়লাতুল মুবারাকা তথা বরকতময় রজনীও বলা হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ অর্থাৎ আমি কুরআন মজীদকে এক বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করিয়াছি। বস্তুত লায়লাতুল কদর ও লায়লাতুল মুবারাকা একই রজনী। ইহা রমযান মাসের একটি রাত।

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ রমযান মাস যাহাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে করীমকে লাওহে মাহফূজ হইতে একবারে প্রথম আকাশের বায়তুল ইয্‌যাত নামক স্থানে অবতীর্ণ করেন। অতঃপর প্রয়োজন অনুপাতে অল্প অল্প করিয়া দীর্ঘ তেইশ বছরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর ইহা অবতীর্ণ হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা লায়লাতুল কদরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا اَدْرٰكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ অর্থাৎ আর লায়লাতুল কদর সম্পর্কে তুমি কী জান? লায়লাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ইমাম তিরমিযী (র) .... ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) হইতে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ (রা) বলেন যে, মু'আবিয়া (রা)-এর সংগে সন্ধি চুক্তি করার পর হাসান ইব্‌ন আলী (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি মুসলমানদের মুখে চুনকালি মাখাইয়া দিয়াছেন কিংবা বলিল, হে মুসলমানদের মুখে কলংক লেপনকারী! উত্তরে হাসান (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, আমাকে তুমি ধিক্কার দিও না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখানো হইয়াছিল যে, বনূ উমাইয়া তাঁহার মিম্বরে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ব্যথিত হন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কাওছার ও সূরা কদর অবতীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন যে, তাহারা এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে। কাসিম (র) বলেন, আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল ছিল ঠিক এক হাজার মাস, একদিন কমও নয় বেশীও নয়। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার অর্থ হইল, হে মুহাম্মদ! আপনার পর বনু উমাইয়া যে এক হাজার মাস রাজত্ব করিবে, লায়লাতুল কদর উহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে গরীব বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহার সনদের মধ্যে ইউসুফ ইব্‌ন সা'দ লোকটি অখ্যাত। মোটকথা আলোচ্য হাদীসটি খুবই মুনকার এবং বনু উমাইয়ার রাজত্বকাল এক হাজার মাস হওয়া সম্পর্কিত কাসিমের বর্ণনাটি আপত্তিকর যা বিস্তারিতভাবে কিতাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, সে এক হাজার মাস পর্যন্ত সশস্ত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে কাটাইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ অবাক হইয়া যায় তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা কদর নাযিল করেন। অর্থাৎ লায়লাতুল কদর সেই এক হাজার মাস হইতে শ্রেষ্ঠ, যাহাতে বনী ইসরাইলের লোকটি অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় জিহাদ করিয়া কাটাইয়াছে।

ইব্ন জারীর (র) ..... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারারাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত এবং দিনভর আল্লাহ্র দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করিত। এইভাবে সে দীর্ঘ এক হাজার মাস কাটাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া জানাইয়া দিলেন— উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কদরের একরাত্রি বনী ইসরাইলের উক্ত ব্যক্তির এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আলী ইব্ন উরওয়া (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন উরওয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আইয়ুব, যাকারিয়া, হিযকীল ইব্ন আজুয ও ইউশা ইব্ন নূন (আ) নামক বনী ইসরাঈলের এই চার ব্যক্তি সম্পর্কে বলিলেন যে, ইহারা সুদীর্ঘ আশি বছর যাবত একাধারে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহ্র কোন নাফরমানী করেন নাই। ইহা শুনিয়া সাহাবাগণ অবাক হইয়া যান। ইত্যবসরে হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মত চার ব্যক্তির ইবাদতের কাহিনী শুনিয়া তো অবাক হইয়া গেল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাযিল করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি اِنَّا اَنْزَلْنَهُ الخ শুনাইয়া দিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার সংগে সাহাবাগণও আনন্দিত হইলেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, এই রাতের আমল এক হাজার মাসের আমল অপেক্ষা উত্তম। ইব্ন জারীর (র) ইহার বর্ণনা করে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, লায়লাতুল কদর এমন হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহাতে লায়লাতুল কদর নাই। কাতাদা, ইব্ন দা'আমা এবং শাফেয়ী (র) প্রমুখও এই কথা বলিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রমযান মাস আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিতেন ঃ লোক সকল! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগমন করিয়াছে। ইহা বরকতময় মাস। এই মাসে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করিয়াছেন। এই মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখা হয় ও শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত আছে যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি এই রাতের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হইবে, সে আসলেই কপাল পোড়া।"

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে তাহার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে।"

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থাৎ অধিক বরকতময় হওয়ার কারণে অধিক পরিমাণ ফেরেশতা এই রাত্রিতে দুনিয়াতে অবতরণ

করেন। اَلرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য অনেকের মতে হযরত জিবরীল (আ)। কেহ বলেন, اَلرُّوْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা। যেমন সূরা নাবায় বলা হইয়াছে।

مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, ইহার সম্পর্ক سَلَامٌ -এর সংগে। অর্থাৎ এই রজনী সর্ববিষয় হইতে নিরাপদ।

সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র)......... মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন ঃ سَلَامٌ هِىَ অর্থ এই রজনী সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইহাতে শয়তান কোন প্রকার অপকর্ম ও অনিষ্ট করিতে পারে না।

কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন ঃ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ অর্থ এই রজনীতে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মানুষের হায়াত ও রিয্‌ক নির্ধারণ করা হয়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ অর্থাৎ এই রজনীতে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ সাঈদ ইব্‌ন মনসূর (র) ...... শা'বী (র) হইতে বলেন, শা'বী (র) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, লায়লাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ফজর পর্যন্ত মসজিদবাসীদের উপর সালাম করিতে থাকে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আলোচ্য আয়াতটি ঃ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ইমাম বায়হাকী (র) "ফাযায়েলুল আওকাত" নামক গ্রন্থে আলী (রা) হইতে কদরের রাত্রে ফেরেশতাদের অবতরণ তাহাদের মুসল্লীদের পরিদর্শন ও মুসল্লীদের বরকত লাভ সম্পর্কিত একটি অভিনব আছর বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম কা'ব আল-আহবার (র) হইতে সিদরাতুল মুনতাহা হইতে হযরত জিবরীল (আ)-এর সংগে ফেরেশতাদের পৃথিবীতে অবতরণ এবং তাহাদের ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলিয়াছেন যে, রমযানের সাতাশ কিংবা উনত্রিশতম রাত হইল লায়লাতুল কদর। এই রাত্রে অগণিত ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করেন।

আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) বলেন ঃ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٌ অর্থ এই রাত্রে নূতন কোন ঘটনা ঘটে না। কাতাদা ও ইব্‌ন যায়েদ (র) বলেন, ফজরের রাত্রি সবটাই মঙ্গলময় ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাত্রে কোন অকল্যাণ ঘটে না।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাদা ইব্ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্ন সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কদরের রাত হইল রমযানের শেষ দশ দিনে। যে ব্যক্তি এই দশ রাতে সওয়াবের নিয়াতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইহা যে কোন বেজোড় রাত্রিতে হইয়া থাকে। একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাইশ, উনত্রিশ কিংবা শেষ রাত্রিতে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরো বলেন ঃ "লায়লাতুল কদরের লক্ষণ হইল এই রাতটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও জ্যোতির্ময় ও শান্ত থাকে। না গরম থাকে, না ঠাণ্ডা। এই রাতে ফজর পর্যন্ত কোন নক্ষত্র নিক্ষিপ্ত হয় না। আরেকটি লক্ষণ হইল, সে রাতের সকাল বেলা যে সূর্য উদিত হয় তাহাতে কিরণ থাকে না। ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় শান্ত-শীতল থাকে। সেদিন সূর্যের সহিত শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না।"

ইবন আবূ আসিম নবীল (র)....... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "একবার আমি লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উহা রমযানের শেষ দশ রাত্রির কোন এক রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাতটি হয় খুব আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল। না থাকে গরম, না থাকে ঠাণ্ডা— যেন আকাশে চন্দ্র বিরাজমান। ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এই রাতে শয়তানের আবির্ভাব হয় না।"

লায়লাতুল কদর পূর্ববর্তী উম্মতদের আমলেও ছিল কিনা এই ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে দ্বিমত রহিয়াছে। আবূ মুসআব আহমাদ ইব্ন আবূ বকর যুহরী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এই উম্মতের হায়াত পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে অনেক কম। বিধায় এই উম্মত আমলের দিক হইতে পূর্ববর্তীদের সমকক্ষতা অর্জন করিতে পারে না। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে একটি রাত দান করিয়াছেন, যাহা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার অবশিষ্ট পূর্বের উম্মতের আমলে এই রাতটি ছিল না। শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী জনৈক ইমাম ঈদ্দা নামক গ্রন্থ রচয়িতা ইহাকেই জমহুর উলামার সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খাত্তাবী (র) ইহাতে সকলের ঐক্যমত আছে বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... মারছাদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মারছাদ (র) বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনি লায়লাতুল কদর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করিতাম। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জানিতে চাই যে, লায়লাতুল কদর কি রমযানে হইয়া থাকে, না অন্য কোন মাসে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "রমযান মাসে।" আমি বলিলাম, ইহা কি শুধু নবীদের জীবিত থাকা পর্যন্তই সীমিত, না কি কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে? তিনি বলিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।" আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রমযানের কোন্ তারিখে?' তিনি বলিলেন, রমযানের প্রথম ও শেষ দশদিন অনুসন্ধান কর।" ইহার পর আমি আর কোন কথা কহিলাম না এবং তিনি অন্য কথায় চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর সুযোগ পাইয়া আমি আবারো জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! এই দুই দশের কোন দশে উহা তালাশ করিব? তিনি বলিলেন, শেষ দশে তালাশ কর। এরপর আর কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।" এই বলিয়া তিনি অন্য কথা বলিতে শুরু করেন। পুনরায় সুযোগ পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! বলুন না দশ দিনের কোন্ দিনে উহা অনুসন্ধান করিব? শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) চরমভাবে রাগিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে এমন রাগ করিতে কখনো দেখা যায় নাই। অতঃপর বলিলেন, যাও শেষ সপ্তাহে তালাশ কর। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য বিশিষ্ট নয় বরং পূর্ববর্তী নবীদের আমলেও ছিল। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবেকদর কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। আরো প্রমাণিত হয় যে, শবে কদর শুধুমাত্র রমযান মাসেই হইয়া থাকে।

ইমাম আবূ দাউদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলেন, একদিন আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ "লায়লাতুল কদর প্রতি রমযান মাসে হইয়া থাকে।"

আবূ রাযীন (র) বলেন, শবে কদর রমযানের প্রথম রাতেই হইয়া থাকে। কেহ বলেন, রমযানের সপ্তদশ রাতে। এ মতের সপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ, ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস শাফেয়ী এবং হাসান বসরী (র) হইতেও এইরূপ মতামত পাওয়া যায়।

হযরত আলী ও ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত যে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের উনবিংশতি রাত আর কেহ বলেন, একবিংশতি রাত। কারণ হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রমযানে প্রথম দশকে ইতিফাক করেন আর আমরাও তাঁহার সহিত ইতিকাফ করি। শেষে জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ আপনি যাহা সন্ধান করিতেছেন তাহা আপনার সম্মুখে রহিয়াছে। আপনি মধ্যম দশকেও ইতিকাফ করুন। এই দশক শেষ হওয়ার পরও জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিলেন, আপনি যাহার অনুসন্ধান করিতেছেন আসলে তাহা আরো সম্মুখে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিশ তারিখে সকালে দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশে বলিলেন ঃ "পূর্বের ক'দিন যাহারা আমার সহিত ইতিকাফ করিয়াছ তাহার বাকী কয়টি দিন ইতিকাফ কর। আমি লায়লাতুল কদর দেখিয়াছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিতে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যেন আমি কাদা পানিতে সিজদা করিতেছি।"

বর্ণনাকারী বলেন, মসজিদের ছাদে ছিল খেজুর পাতার ছাউনি। আর তখন আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ ছিল না। কিন্তু পরে আকাশে মেঘ ধরে যায় এবং বৃষ্টি হয়। ফজরের নামায আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পিছনে আদায় করি। নামায শেষে সত্যি সত্যিই

দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কপালে কাদামাটি লাগিয়া আছে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেহ বলেন, লায়লাতুল কদর হইল, রমযানের তেইশতম রাত আবার কাহারো মতে চব্বিশতম রাত। আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত।"

ইমাম আহমদ (র)....... বিলাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বিলাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদর (রমযানের) চব্বিশতম রাত। এই হাদীসের রাবী ইব্‌ন লাহীয়া দুর্বল। তদুপরি বিলাল (রা) নিজেই ইহার বিপক্ষে মত পেশ করিয়াছেন। যেমন–

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আব্দুল্লাহ সানাবিহী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুআয্যিন হযরত বিলাল (রা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর সাতাশতম রাত। ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন মাসউদ, জাবির, হাসান, কাতাদা এবং আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওহাব (র)-এর মতেও লায়লাতুল কদর চব্বিশতম রাত। সূরা বাকারায় হযরত ওয়াছিলা ইব্‌ন আশকার হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কুরআনে রমযানের চব্বিশতম রাত্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছে।" কেহ বলেন, পঁচিশতম রাত। প্রমাণ বুখারী শরীফের একটি হাদীস। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "লায়লাতুল কদরকে তোমরা রমযানের শেষ দশকের পঞ্চম, সপ্তম বা নবম তারিখে অনুসন্ধান কর।"

কেহ বলেন, সাতাশতম রাত। ইমাম মুসলিম (র) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। মুআবিয়া, ইব্‌ন উমর ও ইব্‌ন আব্বাস (রা), প্রমুখও বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ লায়লাতুল কদর রমযানের সাতাশতম রাত। পূর্বসূরী বহুসংখ্যক আলিমের মতও ইহাই। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের মাসলাকও ইহাই এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে এইরূপ মত পাওয়া যায়। অনেকে এই সূরার هِىَ শব্দ দ্বারা লায়লাতুল কদর সাতাশতম তারিখে হওয়ার সপক্ষে যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কারণ هِىَ এই সূরার সাতাশতম শব্দ।

তাবারানী (র)....... কাতাদা ও আসিম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে কাতাদা ও আসিম (র) ইকরিমা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) একদিন সাহাবাদেরকে একত্রিত করিয়া লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে উপস্থিত সকলেই এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, উহা রমযানের শেষ দশকে হইয়া থাকে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমি উমর (রা)-কে বলিলাম, শুধু তাহাই নহে শেষ দশকের কোন্ রাত তাহাও আমার জানা আছে। উমর (রা) বলিলেন, তাহলে বলুন, কোন্ রাত? আমি বলিলাম, শেষ দশকের সাতদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা সাতদিন অবশিষ্ট থাকিবে। শুনিয়া উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা আপনি কি করিয়া বুঝিলেন? আমি বলিলাম, আকাশ সাতটি,

যমীন সাতটি, মানুষের খাদ্য সাত প্রকার, সিজদা করা হয় সাত অংগের উপর, তাওয়াফ করিতে হয় সাত বার এবং কংকর নিক্ষেপ করিতে হয় সাতটি—এইভাবে তিনি সাত সংখ্যার আরো অনেক কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। উমর (রা) আপনি আসলে এমন কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে নাই। উল্লেখ যে, খাদ্য সাতটি বলিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَّعِنَبًا এই আয়াতের প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। কারণ এই আয়াতে সাত প্রকার খাদ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, উনত্রিশতম রাত।

ইমাম আহমদ (র) উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'লায়লাতুল কদর রমযান মাসে হয়। অতএব তোমরা রমযানের শেষ দশকে উহা অনুসন্ধান কর। কারণ শেষ দশকের একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ ও উনত্রিশ অর্থাৎ যে কোন বেজোড় রাত্রিতে কিংবা শেষের রাত্রে শবেকদর হইয়া থাকে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলিয়াছেন, "উহা সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে হইয়া থাকে। এই রাতে অসংখ্য ফেরেশতা পৃথিবীতে আগমন করে।" কারো কারো মতে, লায়লাতুল কদর হইল রমযানের শেষ রাত্রি। উপরোক্ত বর্ণনাগুলি সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন যে, এইগুলি মূলত রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন জনের প্রশ্নের জবাবে বলিয়াছিলেন। যেমন কেহ বলিয়াছিল হুযূর। লায়লাতুল কদর কি অমুক রাতে তালাশ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ঠিক আছে কর। অন্যথায় লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট এক রাত যাহা কখনো নড়চড় হয় না। ইমাম তিরমিযী (র) শাফেয়ী (র)-এর এই মতের সপক্ষে রেওয়ায়েত বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ কিলাবা (র) বলেন, রমযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর রদ-বদল হইয়া থাকে। মালিক, ছাওরী, আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াই, আবূ ছাওর মুযনী ও আবূ বকর ইব্‌ন খুযায়মা (র) প্রমুখ এই মতের সপক্ষে রায় দিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (র) হইতেও কাযী এইরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন। মূলত ইহাই যুক্তিসঙ্গত কথা।

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, কতিপয় সাহাবী লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ সপ্তমে স্বপ্নযোগে দেখিতে পান। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমাদের সকলের স্বপ্ন একই মতের হইয়াছে। কেহ এই রাত্রি অনুসন্ধান করিতে চাহিলে যেন সে শেষ সপ্তমে অনুসন্ধান করে।

বুখারী ও মুসলিমে ইহাও আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা লায়লাতুল কদর রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি অনুসন্ধান কর। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতের সপক্ষে নিম্নের হাদীসটি পেশ করা যায় যে,

উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাদেরকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। আসিয়া

দুই ব্যক্তিকে ঝগড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের লায়লাতুল কদর সম্পর্কে সংবাদ দিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু অমুক অমুকের ঝগড়ার কারণে আমার অন্তর হইতে উহা উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। তবে সম্ভবত ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতএব তোমরা পঁচিশ, সাতাশ বা উনত্রিশ তারিখে উহা অনুসন্ধান কর।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল কদর সুনির্দিষ্ট। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি করিয়া উহার দিন তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, হয়তো বা রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু সেই বছরের লায়লাতুল কদরের তারিখ সম্পর্কে সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন, চিরদিনের জন্য নয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত রমযানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করিয়াছিলেন। ওফাতের পর তাঁহার স্ত্রীগণ এই দশদিন ইতিকাফ করিতেন।

আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাত জাগিয়া ইবাদত করিতেন, পরিবার- পরিজনকে জাগাইয়া দিতেন এবং তিনি কোমর বাঁধিয়া লইতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আয়িশা (রা) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) পরিশ্রম করিয়া ইবাদত করিতেন যাহা অন্য সময়ে করিতেন না। বস্তুত ইহাই কোমর বাঁধার অর্থ। কেহ বলেন, কোমর বাঁধা অর্থ রমণী সংশ্রব বর্জন করা। আবার উভয়টিও উদ্দেশ্য হইতে পারে। যেমন ঃ

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রমযানের শেষ দশদিনে কোমর বাঁধিয়া লইতেন এবং স্ত্রীদের সংশ্রব ত্যাগ করিতেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, রমযানের শেষ দশদিনের প্রতি রাত্রে সমানভাবে লায়লাতুল কদর তালাশ করা উচিত। এক রাতের উপর অন্য রাতকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, এমনিতে সর্বদাই অধিক পরিমাণে দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে রমযানে অপেক্ষাকৃত বেশী এবং রমযানের শেষ দশকে আরো বেশী, শেষ দশকের বেজোড় রাতে আরো বেশী করিয়া দু'আ করা মুস্তাহাব। দু'আর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ পাঠ করা মুস্তাহাব।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা শবে কদরের সন্ধান পাইলে আমি কি দু'আ করিব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, কা'ব (রা) বলেন, সিদরাতুল মুনতাহা জান্নাত সংলগ্ন সপ্তম আকাশের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। উহার চূড়া জান্নাতে এবং ডাল-পালা কুরসীর নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। উহা এত সংখ্যক ফেরেশতার অবস্থান যাহার সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কাহারো জানা নাই। তাহারা ডালে-ডালে আল্লাহ্র

ইবাদত করে। চুল পরিমাণ এতটুকু জায়গাও খালি নাই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা অবস্থান করে না। উহার মধ্যখানে হযরত জিবরীল (আ)-এর আসন। কদরের রাত্রিতে সেখানকার সকল ফেরেশতাদের সংগে লইয়া পৃথিবীতে অবতরণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীল (আ)-কে নির্দেশ দেন। এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের প্রতি দয়া ও করুণা দান করিয়াছেন। ফলে শবে কদরে সূর্যাস্তের সংগে সংগে তাঁহারা জিবরীল (আ)-এর সংগে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং দণ্ডায়মান কিংবা সিজদারত অবস্থায় ঈমানদার নর-নারীর জন্য দু'আ করে। তবে গীর্জা, মন্দির, অগ্নিপূজা ঘর, আবর্জনার ফেলার স্থান, যে ঘরে নেশাদার দ্রব্য থাকে, যে ঘরে মূর্তি স্থাপন করা থাকে ইত্যাদি অপবিত্র স্থানে তাঁহারা গমন করেন না। রাতভর তাঁহারা ঈমানদারদের জন্য দু'আ করিতে থাকে। হযরত জিবরীল (আ) প্রত্যেক ঈমানদারের সহিত মুসাফাহা করেন। ইহার লক্ষণ হইল, সেই রাতে খোদার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া হৃদয় বিগলিত হওয়া ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হওয়া। হযরত জিবরীল (আ)-এর মুসাফাহার ফলেই এমন হইয়া থাকে।

কা'ব (রা) বলেন, এই রাত্রে কেহ তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করিলে একবারের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন, একবারের বিনিময়ে দোজখ হইতে মুক্তি দান করেন এবং একবারের বিনিময়ে জান্নাত দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কা'ব আল-আহবারকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সঠিক বিশ্বাসে ইহা পাঠ করিবে, তাহার জন্য এই পুরস্কার? উত্তরে কা'ব (রা) বলেন, সঠিক বিশ্বাসী ছাড়া কি কেহ লায়লাতুল কদরের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেন? আমি সেই আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কদরের রাত্রি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য বড় ভারী হইয়া থাকে। যেন তাহাদের মাথার উপর পাহাড় চড়িয়া বসে। ঠিক সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ফেরেশতারা এইভাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকে।

এইবার ফেরার পালা। সর্বপ্রথম হযরত জিবরীল (আ) উপরে আরোহণ করিয়া উর্ধ্ব দিগন্তে নিজের পালক চড়াইয়া দেন। তাঁহার সবুজ বর্ণের দুইটি পালক এমন আছে যাহা এই দিন ব্যতীত অন্য কখনো বিস্তার করেন না। ইহাতে সূর্য নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অতঃপর একে একে অন্যান্য ফেরেশতারা উপরে চলিয়া যান। হযরত জিবরীল (আ)-এর দুই পালকের নূর এবং অন্যান্য ফেরেশতাদের নূর একত্রিত হইয়া সেইদিন সূর্যের আলোকে ম্লান করিয়া দেয়। হযরত জিবরীল (আ) ও অন্যান্য ফেরেশতারা সেইদিন পৃথিবী ও প্রথম আকাশের মাঝে অবস্থান করিয়া ঈমানদার নর-নারী, ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা পালনকারীদের জন্য ইসতিগফার ও রহমতের দু'আ করিতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে তাহারা প্রথম আকাশে প্রবেশ করিয়া বৃত্তাকারে বসিয়া পড়ে। তখন প্রথম আকাশের ফেরেশতারা আসিয়া তাঁহাদের সংগে মিলিত হইয়া দুনিয়ার এক এক করিয়া সকল নারী-পুরুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর ইহারা উত্তর দিতে থাকে। জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক ব্যক্তি কি কাজ করিয়াছে

অমুক ব্যক্তিকে তোমরা কি অবস্থায় পাইয়াছ? উত্তরে তাঁহারা বলেন, গত বছর তো অমুককে ইবাদাতে লিপ্ত পাইয়াছি কিন্তু এইবার পাইয়াছি বিদ'আতে লিপ্ত অবস্থায় আর অমুক ব্যক্তিকে বিগত বছর বিদ'আতে লিপ্ত পাইয়াছি আর এইবার রুকু সিজদা অবস্থায় পাইয়াছি।

একদিন একরাত তাঁহারা প্রথম আকাশে থাকিয়া দ্বিতীয় আকাশে চলিয়া যান। এইভাবে প্রত্যেক আকাশে একদিন একরাত অবস্থান করিতে করিতে একসময় নিজেদের আসল আবাসে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছিয়া যায়। সিদরাতুল মুনতাহা তাঁহাদিগকে বলে, হে আমার অধিবাসীগণ! আমারও তোমাদের উপর অধিকার রহিয়াছে, আমিও তাহাদেরকে ভালোবাসি যাহারা আল্লাহ্‌কে ভালোবাসে। দুনিয়ার লোকদের ভালো-মন্দ সংবাদ আমাকেও শুনাও। কা'ব (রা) বলেন, তখন ফেরেশতারা এক এক করিয়া নিজের ও বাপের নাম ধরিয়া দুনিয়ার সকল নারী ও পুরুষের অবস্থা তুলিয়া ধরিবে। অতঃপর জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহাকে বলে, তোমার অধিবাসীরা তোমাকে কি সংবাদ দিয়াছে, আমাকে একটু শুনাও। সিদরাতুল মনতাহা জান্নাতকে সকল বৃত্তান্ত শুনায়। শুনিয়া জান্নাত বলে অমুক পুরুষের উপর আল্লাহ্‌র রহম হউক, অমুক নারীর উপর আল্লাহ্‌র রহম হউক। হে আল্লাহ্! অতিসত্ত্বর তাহাদেরকে আমার কোলে পৌঁছাইয়া দাও। অতঃপর হযরত জিবরীল (আ) সকলের পূর্বে আসন গ্রহণ করিয়া বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে আমি তোমাকে সিজদারত পাইয়াছি, তুমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। সংগে সংগে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে, অমুক নর ও অমুক নারীর উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক, অমুককে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করিয়া দিবেন।

অতঃপর জিবরীল (আ) বলিবেন, হে আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিকে গত বছর ইবাদাতে লিপ্ত দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এই বছর তাহাকে বিদআত ও অপকর্মে লিপ্ত পাইয়াছি। সে তোমার হুকুম-আহকাম ছাড়িয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিবেন, শুন জিবরীল, যদি সে তাওবা করে, মৃত্যুর তিনঘণ্টা আগেও যদি তাওবা করে তো আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। শুনিয়া জিবরীল (আ) বলেন, ইলাহী! সকল প্রশংসার মালিক তুমি। তুমি তোমার সকল সৃষ্টি অপেক্ষা দয়ালু। তোমার সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির যতটুকু দয়া তাহাদের উপর তোমার দয়া অনেক বেশী। তখন আরশ ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব এবং আকাশমণ্ডলী ও উহাতে যাহা আছে সবই দুলিয়া উঠে। সকলেই বলিয়া উঠে, সমস্ত প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, সকল প্রশংসা দয়াময় আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য। রাবী বলেন, কা'ব (রা) আরো উল্লেখ করেন যে, যে রমযান মাসে রোযা রাখে এবং রমযানের পরও গুনাহ হইতে বিরত থাকার সংকল্প রাখে, সে সওয়াল-জওয়াব ও হিসাব-কিতাব ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

সূরা বায়্যিনা

৮ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে

ইমাম আহমদ (র)....... মালিক ইব্ন 'আমর ইব্ন ছাবিত আনসারী বদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মালিক ইব্ন 'আমর (রা) বলেন, সূরা বায়্যিনা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই সূরাটি উবাই (রা)-কে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আপনার প্রতিপালক আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাইকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ "জিবরীল (আ) আসিয়া এই সূরাটি তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়া গেলেন।" শুনিয়া আবেগাপ্লুত হইয়া উবাই জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা আল্লাহ্র দরবারে কি আমার কথা আলোচিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। ইহাতে উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে বলিলেন, তোমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আদেশ দিয়াছেন। উবাই (রা) বলিলেন, আল্লাহ্ কি আপনার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ।" শুনিয়া উবাই (রা) কাঁদিয়া ফেলেন। ইমাম বুখারী মুসলিম, তিরমিযী ও নাসায়ী (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন ঃ "তোমাকে অমুক অমুক সূরা পাঠ করিয়া শুনাইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেখানে কি আমার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ।" আব্দুর রহমান ইব্ন আব্যা (র) বলেন, উবাই (রা)-এর মুখে আমি এই ঘটনা শুনিয়া বলিলাম, আবুল মুনযির! ইহাতে কি তুমি পরম আনন্দিত হইয়াছিলে? উত্তরে উবাই (রা) বলেন, কেন আনন্দিত হইব না?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করিয়া তাহাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তাহারা যাহা সঞ্চয় করে উহা অপেক্ষা ইহা উত্তম।

ইমাম আহমদ (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি আমাকে সূরা বায়্যিনা পাঠ করিয়া শুনান।

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হে আবুল মুনযির! তোমাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।" শুনিয়া আমি বলিলাম, আমি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছি, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনার নিকট হইতেই ইলম শিক্ষা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পূর্বের কথাটি পুনর্ব্যক্ত করিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র দরবারে কি আমার নাম আলোচনা করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "হ্যাঁ, উর্দ্ধজগতে তোমার নাম ও বংশ উল্লেখ করিয়া তোমার কথা আলোচনা করা হইয়াছে।" আমি বলিলাম, তাহা হইলে পড়ুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

আবূ নুআইম (র)....... ফুযায়ল (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ফুযায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিলে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি আমার ইয্‌যতের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বায়্যিনা পাঠ শুনিয়া বলেন, "বান্দা সুসংবাদ গ্রহণ কর, আমি আমার ইযয্‌তের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, দুনিয়ায় কোন অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব না এবং অবশ্যই আমি তোমাকে জান্নাতে স্থান দিব, ফলে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে।"

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ
(٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ
(٣) فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۗ

(٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

(٥) وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝

১. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা এবং মুশরিকরা আপন মতে অবিচলিত ছিল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত।

২. আল্লাহ্র নিকট হইতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ,

৩. যাহাতে আছে সঠিক বিধান।

৪. যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহারা তো বিভক্ত হইল তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।

৫. তাহারা তো আদিষ্ট হইয়াছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করিতে এবং সালাত কায়েম করিতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।

তাফসীর ঃ আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, ইয়াহুদী ও নাসারা আর মুশরিক দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আরব-অনারবের মূর্তি ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, সত্য না আসা পর্যন্ত ইহারা শিরক ও কুফর বর্জন করে নাই। কাতাদা (র) বলেন اَلْبَيِّنَةُ অর্থ কুরআন।

رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً অর্থাৎ সুস্পষ্ট প্রমাণ মানে হইল, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আগত রাসূল মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁহার পঠিত কুরআন, যাহা উর্দ্ধজগতে পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ অর্থাৎ এই কুরআন আছে মহা লিপিসমূহে, যাহা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র মহান পূত চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।

فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ অর্থাৎ উহাতে আছে সঠিক বিধান। ইব্ন জারীর (র) বলেন, পবিত্র লিপিসমূহে যাহা আছে, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক অটল ও নির্ভুল। কারণ উহা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে লিখিত। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন, قَيِّمَةٌ অর্থ مستقيمة عادلة অর্থাৎ সঠিক, সুদৃঢ় ও ইনসাফপূর্ণ।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ অর্থাৎ 'কিতাবীরা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছিল।'

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاُوْلٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ তোমরা তাহাদের মত হইও না যাহারা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হইয়াছে ও মতবিরোধ করিয়াছে। উহাদের জন্যই রহিয়াছে মহা শাস্তি।

অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী যুগের উম্মতের নিকট যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাহারা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা পূরণ করার ব্যাপারে বহু মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন ঃ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইয়াহুদীরা একাত্তরটি এবং নাসারারা বাহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইয়াছিল আর আমার এই উম্মত তেহাত্তরটি দলে বিভক্ত হইবে। ইহাদের একটি দল ব্যতীত বাকীরা সব জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। শুনিয়া সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহারা কাহারা? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহারা হইল, আমার ও আমার সাহাবাদের আদর্শের অনুসারী দল।"

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ অর্থাৎ 'উহারা আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল।' যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ـ

অর্থাৎ তোমার পূর্বেকার সকল রাসূলের নিকটই এই মর্মে প্রত্যাদেশ করিতাম যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর। حنفاء অর্থ শিরক বর্জন করিয়া তাওহীদের প্রতি একনিষ্ঠভাবে আস্থা রাখা। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের নিকটই আমি এক একজন রাসূল প্রেরণ করিয়া এই প্রত্যাদেশ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাগুতকে পরিহার করিয়া চল। حنيف শব্দের ব্যাখ্যা সূরা আন'আমে করা হইয়াছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ মানুষকে আরো আদেশ করা হইয়াছে নামায কায়েম করিতে ও যাকাত আদায় করিতে। উল্লেখ্য যে, নামায হইল

যাবতীয় দৈহিক ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আর যাকাত হইল দীন-দুঃখীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ ইহাই সরল সঠিক ও ভারসাম্য পূর্ণ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। অথবা অর্থ, সরল ন্যায়পরায়ণ উম্মতের পথ। ইমাম যুহরী ও শাফেয়ী (র) সহ অসংখ্য ইমাম আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ○

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ؕ○

(٨) جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ع○

৬. কিতাবীদিগের মধ্যে যাহারা কুফরী করে তাহারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবে, উহারাই সৃষ্টির অধম।

৭. যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

৮. তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট আছে তাহাদিগের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত যাহার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্ তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন এবং তাহারাও তাঁহাতে সন্তুষ্ট, ইহা তাহার জন্য, যে তাহার প্রতিপালককে ভয় করে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের পরিণামের কথা বর্ণনা করিতেছেন যে, কাফিরগণ চাই ইয়াহুদী হউক, চাই নাসারা হউক, চাই মূর্তি ও অগ্নিপূজক মুশরিক হউক—সকলেই কিয়ামতের দিন চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। জীবনে কখনো ইহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে পারিবে না এবং জাহান্নামের শাস্তিও কখনো শেষ হইবার নহে। আর ইহারা সৃষ্টির সবচেয়ে অধম। অতঃপর যাহারা ঈমান আনিয়া নেক কর্ম করে, সে সব সজ্জনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, ইহারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং আরো একদল উলামা এই আয়াতের ভিত্তিতে দাবী করিয়াছেন যে, সৎকর্মশীল ঈমানদার মানুষ ফেরেশতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার সৎকর্মশীল মানুষকে সৃষ্টির সেরা বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا অর্থাৎ ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের নিকট ইহাদের নেক কর্মের প্রতিদান লাভ করিবে। ইহাদিগকে এমন স্থায়ী জান্নাত দান করা হইবে, যাহার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল বসবাস করিবে। এই সুখ তাহাদের কখনো শেষ হইবে না।

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহাদের কর্মকাণ্ডে প্রসন্ন এবং ইহারাও আল্লাহ্র দেওয়া নিয়ামতে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট।

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ অর্থাৎ এইসব পুরস্কার তাহাকেই দেওয়া হইবে, যে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে, যথাযথভাবে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাঁহার দাসত্ব করিয়া চলে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন যে, আচ্ছা, আমি কি তোমাদেরকে সৃষ্টির সেরা লোকটির কথা বলিয়া দিব না? উত্তরে উপস্থিত সাহাবাগণ বলিল, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহ্র রসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "সৃষ্টির সেরা সেই ব্যক্তি যে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া এই অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে যে, কখন জিহাদের ঘনঘটা বাজিয়া উঠিবে আর সে বীরবেশে শত্রুর মুকাবিলায় ঝাঁপাইয়া পড়িবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে আরো একজন সেরা সৃষ্টির কথা বলিব? উপস্থিত সাহাবীগণের সম্মতি পাইয়া তিনি বলিলেন ঃ "সেই ব্যক্তি যে সর্বক্ষণ বকরী চড়াইয়াও যথারীতি নামায আদায় করে ও যাকাত দান করে।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা এইবার কি আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির অধম ব্যক্তিটির কথা বলিয়া দিব? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ বলুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "সৃষ্টির অধম সেই ব্যক্তি যাহার কাছে আল্লাহ্র নামে প্রার্থনা করিলেও সে দান করে না।"

সূরা যিল্‌যাল

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু পড়ান। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন الر। ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর! বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, স্মরণশক্তি কমিয়া গিয়াছে ও জিহ্বা মোটা হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "তাহা হইল حم ওয়ালা সূরাগুলি পাঠ কর। লোকটি এখানেও একই অজুহাত দেখাইলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আচ্ছা তাহা হইলে يسبح ওয়ালা তিনটি সূরা পাঠ কর। লোকটি বলিল, হুযূর। আমাকে ছোট অথচ ব্যাপক অর্থবোধক একটি সূরা পড়াইয়া দিন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে সূরা যিলযাল পড়াইয়া দেন। শেষে লোকটি বলিল, যিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি কখনো ইহার উপর বৃদ্ধি করব না। অতঃপর লোকটি চলিয়া যাইতে লাগিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "লোকটি সফলকাম, লোকটি সফলকাম।" অতঃপর বলিলেন, লোকটিকে ডাকিয়া আবার আমার কাছে লইয়া আস। আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেনঃ শোন আমাকে কুরবানী করার জন্য আদেশ করা হইয়াছে। এই কুরবানীকে আমার উম্মতের জন্য ঈদ বানাইয়াছেন। শুনিয়া লোকটি বলিল, আমার কাছে যদি কুরবানীর কোন পশু না থাকে আর দুধ পান করার জন্য দেওয়া কাহারো কোন গাভী আমার কাছে থাকে তো উহা কি যবাহ করিব? উত্তরে রাসূল (সা) বলিলেন, না, তবে তুমি মাথার চুল, হাতের নখ, গোঁফ ও যৌনকেশ কাটিয়া ফেলিবে। আল্লাহ্‌র নিকট ইহাই তোমার কুরবানী বলিয়া বিবেচিত হইবে।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) আবূ আব্দুর রহমান মুকরীর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম তিরমিযী (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ সূরা যিলযাল পাঠ করিলে সে অর্ধেক কুরআন

তিলাওয়াতের সওয়াব পাইবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস পূর্ণ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান আর সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাস এক তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূন এক চতুর্থাংশের সমান।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিবাহ করিয়াছ? উত্তরে লোকটি বলিল, না হুযূর। আর করিবই বা কি দিয়া আমার কিছুই তো নাই। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ কেন, তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, তাহা তো আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহা হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। তোমার কাছে কি সূরা নাসর নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। আচ্ছা তোমার কাছে কি সূরা কাফিরূন নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহাতো কুরআনের এক-চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি সূরা যিলযাল নাই? লোকটি বলিল, হ্যাঁ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "ইহাও কুরআনের এক চতুর্থাংশ। যাও বিবাহ করিয়া ফেল।"

(١) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ
(٢) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۙ
(٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ
(٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۙ
(٥) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۗ
(٦) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۗ
(٧) فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۗ
(٨) وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۧ

১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে।
২. এবং পৃথিবী যখন তাহার ভার বাহির করিয়া দিবে।
৩. ও মানুষ বলিবে, 'ইহার কী হইল?'
৪. সেইদিন পৃথিবী তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে।

৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাহাকে আদেশ করিবেন।

৬. সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হইবে, কারণ উহাদিগকে উহাদের কৃতকর্ম দেখান হইবে।

৭. কেহ্ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহা দেখিবে।

৮. ও কেহ্ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে তাহাও দেখিবে।

তাফসীর ঃ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, পৃথিবী যখন নিম্নদেশ হইতে নড়িয়া উঠিবে। আর নিজের গর্ভস্থ মৃত মানুষগুলিকে বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। পূর্বসূরী অনেক মুফাস্‌সিরও এই অর্থ করিয়াছেন। যেমন অন্য এক আয়াতে আছে যে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। কিয়ামতের কম্পন বড়ই ভয়াবহ বিষয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে টানিয়া লম্বা করা হইবে এবং নিজের গর্ভস্থ সবকিছু নিক্ষেপ করিয়া খালি হইয়া যাইবে।

ইমাম মুসলিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "পৃথিবী নিজের কলিজার টুকরাগুলি বাহিরে নিক্ষেপ করিবে। বড় বড় খুঁটির ন্যায় সোনা-চাঁদি ভূ-গর্ভ হইতে বাহিরে চলিয়া আসিবে। দেখিয়া হত্যাকারী বলিবে, হায়! তোমার জন্যই আমি অনেককে হত্যা করিয়াছিলাম। আত্মীয়তা ছিন্নকারী আসিয়া বলিবে, হায়! তোমার জন্যই তো আমি আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলাম। ফের বলিবে হায়! তোমার লোভে পড়ার কারণেই আমার হাত কাটা হইয়াছে আর আজ তোমার দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকায় না।"

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا অর্থাৎ যেই পৃথিবী এককালে শান্ত ছিল উহার এহেন পরিবর্তন দেখিয়া হতভম্ব হইয়া মানুষ বলিবে, ইহা কি? পৃথিবীর কি হইল? পৃথিবীটা এতো এলোমেলো হইয়া গেল কেন? বস্তুত আল্লাহ্‌র নির্দেশে ভূ-কম্পন আসিয়া গিয়াছে, পৃথিবী সকল মৃতদেরকে বাহির করিয়া ফেলিতেছে—

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে বসিয়া কে কখন কি করিয়াছে পৃথিবী কথা প্রকাশ করিয়া দিবে ও বলিয়া দিবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আলোচ্য সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান, পৃথিবীর সংবাদ বলিতে কি বুঝায়? উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পৃথিবীর বুকে বসিয়া কে কখন কি কাজ করিয়াছে পৃথিবী তাহা বলিয়া দিবে। সে বলিবে, আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তি

অমুক দিন আমার উপর থাকিয়া এই এই কাজ করিয়াছে। ইহাই হইল পৃথিবীর সংবাদ।" ইমাম তিরমিযী (র) এই হাদীসটিকে হাসান গরীব আখ্যা দিয়াছেন।

মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা পৃথিবী হতে আত্মরক্ষা কর। ইহা তোমাদের মা। ইহার পৃষ্ঠে থাকিয়া যে ভালো-মন্দ যাহাই করুক, একদিন সে সব খুলিয়া বলিয়া দিবে। ইহাই পৃথিবীর সংবাদ।"

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ইমাম বুখারী (র) বলেন, اَوْحٰى لَهَا এবং اَوْحٰى اِلَيْهَا ও وحى لها ও وحى اليها এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) একই কথা বলিয়াছেন। অর্থাৎ اَوْحٰى لَهَا অর্থ اوحى اليها। এইখানে অর্থ হইল অনুমতি দেওয়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে বলিবেন, তোমার উপর কে কি করিয়াছে বল, তখন পৃথিবী সব কথা বলিতে আরম্ভ করিবে। মুজাহিদ (র) বলেন اَوْحٰى لَهَا অর্থ أمرها নির্দেশ দিয়াছেন।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে ফিরিবে। কেহ হইবে ভাগ্যবান আর কেহ হইবে হতভাগা, কেহ জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি লাভ করিবে আর কেহ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হইবে। ইব্‌ন জুরাইজ (র) বলেন, হিসাব-নিকাশের পর সকলেই বিক্ষিপ্তভাবে ফিরিয়া যাইবে, ইহার পর কখনো তাহারা একত্রিত হইবে না। সুদ্দী (র) বলেন اَشْتَاتًا অর্থ فرقا অর্থাৎ দলে দলে।

لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ শেষে এইভাবে বিক্ষিপ্ত হইবার পর সকলেই দুনিয়ায় কৃত নিজ নিজ ভালো-মন্দ কর্মের ফল লাভ করিবে। এ প্রসংগেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

অর্থাৎ কেহ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করিলে তাহার ফল পাইবে এবং কেহ অণুপরিমাণ মন্দকর্ম করিলে সে তাহার পরিণাম ভোগ করিবে।

ইমাম বুখারী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ঘোড়ার মালিক তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে। একশ্রেণীর মালিক সওয়াবের ভাগী হয়, একশ্রেণীর জন্য ঘোড়া মর্যাদা রক্ষার মাধ্যম হয় আর এক শ্রেণী গুনাহের অংশীদার হয়। সওয়াবের ভাগী হয় সেই ব্যক্তি, যে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন-পালন করে। এই ব্যক্তির ঘোড়া যদি পায়ের বন্ধন ঢিল করিয়া এদিক-ওদিক চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায় আর যদি রশি ছিঁড়িয়া দূর-দূরান্তে চড়িয়া বেড়ায় তাহাতেও সে সওয়াব পায়। এমনকি যদি কোন কূপ বা নদীতে গিয়া নিজেই পানি পান করিয়া আসে তো মালিকের পানি পান করানোর নিয়ত না থাকিলেও সে সওয়াবের অংশীদার হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি, যে প্রভাব মুক্ত থাকিবার জন্য ঘোড়া লালন-পালন করে আর নিজের এবং ঘোড়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র হক বিস্মৃত হয় না। এই ঘোড়া মালিকের মর্যাদা রক্ষার উপায় হইয়া থাকে।

তৃতীয় সেই ব্যক্তি, যে গৌরব ও মহত্ব প্রদর্শনের জন্য ঘোড়া পোষে। এই ব্যক্তি ঘোড়া পুষিয়া পাপই কামাই করিয়া থাকে।"

অতঃপর গাধা সম্পর্কে জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি ব্যতীত গাধা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কিছু নাযিল করেন নাই। ইমাম মুসলিম (র) যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... সা'সা'আ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'সা'আ (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া অন্য কোন আয়াত না হইলেও আমার চলিবে। ইমাম নাসায়ী (র)-ও এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহীহ্ বুখারীতে আদী (রা) হইতে বর্ণনা আছে যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা একটি খেজুরের কিংবা একটি ভালো কথার বিনিময়ে হইলেও জাহান্নাম হইতে আত্মরক্ষা কর। তিনি আরো বলেন ঃ কোন ভালো কাজকেই তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করিও না। চাই তা এতটুকু হউক যে, তুমি তোমার পাত্র হইতে পিপাসুকে কিছু পানি পান করাইবে কিংবা হাসিমুখে তোমার কোন ভাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

সহীহ্ বুখারীতে আরো আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ হে ঈমানদার মহিলা সম্প্রদায়! প্রতিবেশীর প্রেরিত হাদিয়াকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিও না। যদিও হয় তাহা বকরীর একটি পা।" অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ভিক্ষুককে কিছু না কিছু দিয়া ফেরত দাও। যদিও বকরীর পোড়া খুর দ্বারা হয়।

ইমাম আহমদ (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিতেন ঃ হে আয়িশা! ছোটখাট গুনাহ্ হইতেও নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিও। কারণ, উহার একদিন হিসাব হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত আবূ বকর (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আহার করিতেছিলেন। ইত্যবসরে فَمَنْ يَّعْمَلْ الخ। এই আয়াতটি নাযিল হয়। শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) খাবার পাত্র হইতে হাত উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি অণু পরিমাণ যে পাপ করি আমাকে উহার প্রতিফল দেওয়া হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দুনিয়াতে তুমি ছোট-খাট যেসব বিপদে পড়িয়া থাক, উহা সেই অণু পরিমাণ পাপের প্রতিফল। আর তোমার অণু পরিমাণ নেকগুলি আল্লাহ্ তা'আলা তোমার জন্য রাখিয়া দেন। কিয়ামতের দিন উহার প্রতিফল তামাকে দেওয়া হইবে।

ইব্‌ন জারীর (র)....... আব্দুলাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রা) বলেন, সূরা যিলযাল যখন নাযিল হয় তখন

হযরত আবূ বকর (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। শুনিয়া তিনি কাঁদিতে শুরু করেন। দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার আপনি কাঁদছেন কেন? উত্তরে আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই সূরাটি আমাকে কাঁদাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শোন, তোমরা যদি কোন গুনাহ না কর ফলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে না পারেন; তাহা হইলে তিনি অন্য এমন একটি জাতিকে সৃষ্টি করিবেন যাহারা গুনাহ করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদেরকে ক্ষমা করিবেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, فَمَنْ يَّعْمَلْ । الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! আমি কি আমার আমল দেখিতে পাইব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, বড় বড় আমল দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, ছোট ছোট আমলও কি দেখিতে পাইব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। শুনিয়া আমি বলিলাম, হায় আফসোস! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শোন আবূ সাঈদ দুঃখের কোন কারণ নাই। ভালো কাজের সওয়াব দশ গুণ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত দেওয়া হইবে। তারপর যাহাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ আরো বাড়াইয়া দিবেন। আর অন্যায় কাজ যাহা করিবে তাহার প্রতিফল পাইবে কিংবা আল্লাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন। শোন, কেহই নিজের আমলের গুণে মুক্তি পাইবে না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনিও নহে? বলিলেন, না, আমিও নহি আল্লাহ্ আমাকে স্বীয় রহমতে ঢাকিয়া নেওয়া ব্যতীত আমার কোন উপায় নাই।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, وَيُطْعِمُوْنَ । الطَّعَامَ عَلٰى الخ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানরা মনে করিতে লাগিল যে, কোন তুচ্ছ ও ছোট জিনিস দান করিলে সওয়াব পাওয়া যাইবে না। ফলে উন্নত ও ভালো জিনিস দান করা সম্ভব না হইলে তাহারা ভিক্ষুককে খালি হাতেই ফিরাইয়া দিতে লাগিল। অপরদিকে একদল লোকের ধারণা ছিল যে, ছোট-ছোট গুনাহে কোন শাস্তি ভাগ করিতে হইবে না, জাহান্নামের শাস্তি কেবল কবীরা গুনাহের সহিতই সম্পৃক্ত। এই দুই ভুল ধারণা অপনোদনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ । الخ এই আয়াতটি নাযিল করেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, ছোট ছোট গুনাহ হইতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর। কারণ এই ছোট ছোট অনেকগুলি গুনাহ একত্র হইয়া এক সময় ব্যক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন। যে কোন একদল লোক জনমানবহীন মরু অঞ্চলে উপনীত হইল। অতঃপর বনে যাইয়া তাহারা প্রত্যেকে মাত্র একটি করিয়া কাঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই একটি করিয়া আনা কাষ্ঠগুলি একত্রিত করিলে বিরাট স্তূপে পরিণত হইয়া গেল এবং উহাতে আগুন ধরাইয়া যাহা ইচ্ছা পাকাইয়া লইল।

সূরা ‘আদিয়াত

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝ۙ

(٢) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝ۙ

(٣) فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝ۙ

(٤) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۝ۙ

(٥) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝ۙ

(٦) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝ۚ

(٧) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۝ۚ

(٨) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝

(٩) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ۝ۙ

(١٠) وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ۝ۙ

(١١) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝ع

১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
২. যাহারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে,
৩. যাহারা অভিযান করে প্রভাতকালে,

৪. ও সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে;
৫. অতঃপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে–
৬. মানুষ অবশ্যই তাহার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ
৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত,
৮. এবং অবশ্য সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যাহার আছে তাহা উত্থিত হইবে।
১০. এবং অন্তরে যাহা আছে তাহা প্রকাশ করা হইবে?
১১. সেইদিন উহাদিগের কী ঘটিবে, উহাদিগের প্রতিপালক অবশ্যই তাহা সবিশেষ অবহিত।

তাফসীর ঃ আলোচ্য সূরার শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলা মুজাহিদের ঘোড়ার শপথ করিয়াছেন। যাহা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের সময় উর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়; অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে এবং প্রভাতকালে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে ও শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে।

ضَبْحً অর্থাৎ ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ। فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাত যাহা পাথরের সহিত ঘর্ষণ খাইয়া অগ্নি-স্ফুলিংগ নির্গত হয়।

فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا অর্থাৎ প্রভাতে অভিযান বা হামলা চালানো। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি শত্রুর উপর প্রভাতে অভিযান চালাইলে কোথাও আযান হইতেছে কিনা খেয়াল করিয়া শুনিতেন। আযানের আওয়াজ শুনিতে পাইলে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতেন আর না শুনিলে হামলা চালাইতেন। فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا অর্থাৎ যে ঘোড়া প্রভাতে অভিযান চালাইয়া রণক্ষেত্রে ধূলা উৎক্ষিপ্ত করে। نَقْعًا অর্থ। غبار অর্থাৎ ধূলি। فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا যে ঘোড়া শত্রুদের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ উট। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই মতের কথা শুনিয়া হযরত আলী (রা) বলিলেন, ঘোড়া হয় কি করিয়া? বদরের দিন তো আমাদের নিকট ঘোড়া ছিলই না। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ঘোড়া ছিল অন্য ছোট একটি অভিযানে।

ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমি হাতিমে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে আমি বলিলাম, ইহার অর্থ ঘোড়া যখন আল্লাহ্‌র পথে অভিযান চালাইয়া আবার রাত্রিকালে আপন স্থানে ফিরিয়া আসে। অতঃপর লোকটি আমার নিকট হইতে আলী (রা)-এর কাছে গমন করে। তিনি তখন যমাম কূপের নিকট বসা ছিলেন। লোকটি তাঁহাকে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا -এর অর্থ জিজ্ঞাসা করে। আলী (রা) বলিলেন, আমার

পূর্বে কি তুমি আর কাউকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, মুজাহিদের ঘোড়া। শুনিয়া আলী (রা) বলিলেন, আচ্ছা যাও, তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। সংবাদ পাইয়া হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) আলী (রা)-এর নিকট আসিয়া তাঁহার মাথার কাছে দাঁড়ান। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মানুষকে এমন বিষয়ে ফতোয়া দাও, যাহা তুমি জান না? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইসলামের প্রথম যুদ্ধ ছিল বদর যুদ্ধ। আর সেই যুদ্ধে যুবায়র (রা)-এর একটি এবং মিকদাদ (রা)-এর একটি এই দুইটি ঘোড়া ব্যতীত আর কোন ঘোড়াই ছিল না। সুতরাং বল وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ ঘোড়া হয় কি করিয়া। ঘোড়া নহে এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য আরাফা হইতে মুযদালিফা এবং মুযদালিফা হইতে মিনার পথ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর আমি আমার মত প্রত্যাহার করিয়া আলী (রা)-এর সহিত একাত্মতা প্রকাশ করি। এই একই সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আলী (রা)-এর মতে وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا অর্থ আরাফা হইতে মুযদালিফা পর্যন্ত পথ। মুযদালিফায় পৌঁছিয়া হাজীরা খাদ্য পাকানোর জন্য আগুন জ্বালাইতে পারে।

আওফী (র) প্রমুখ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, ইহার অর্থ ঘোড়া। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও কাতাদা (র) হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঘোড়া আর কুকুর ছাড়া কেহ ধাবমান হয় না। ইব্‌ন জুরায়জ (র) আতা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ঘোড়ার উহ, উহ আওয়াজকে ضَبْحٌ বলা হয়।

فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا অনেকের মতেই ইহার অর্থ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি স্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা। ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতের অর্থ প্রতারণা করা। কেহ কেহ বলেন, অভিযান শেষে রাতে ঘরে ফিরিয়া অগ্নি-প্রজ্বলিত করা। কাহারো মতে, ইহার অর্থ অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্তী জ্বালাইয়া দেওয়া। কাহারো মতে, মুযদালিফায় আগুন জ্বালানো। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন, সব কয়টির মতের মধ্যে প্রথম মতটিই সঠিক। অর্থাৎ ঘোড়ার ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিংগ বিচ্ছুরণ করা। فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতের অর্থ ঘোড়ার আল্লাহ্‌র পথে অভিযান চালানো। কেহ বলেন, ইহার অর্থ প্রভাতে মুযদালিফা হইতে মিনায় গমন করা। فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ইহার অর্থ যুদ্ধ বা হজ্জের ক্ষেত্রে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করা।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) আতা, ইকরিমা (র), কাতাদা (র) ও যাহ্‌হাক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অর্থ মুজাহিদদের শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়া।

আবূ বকর বায্‌যার (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা একটি অশ্বারোহী বাহিনীকে একটি অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দীর্ঘ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁহাদের কোন

সংবাদ পান নাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য সূরাটি নাযিল করিয়া উহাদের সংবাদ জানাইয়া দেন। اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ অর্থাৎ উপরের কয়েকটি বিষয়ের শপথ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন ঃ তিনি মানুষকে অপরিমেয় সুখ-সামগ্রী নিয়ামত দান করিয়াছেন কিন্তু মানুষ সেসব নিয়ামতের অবমূল্যায়ন করে ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ইব্ন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, আবুল জাওয়া, আবুল আলিয়া, আবুয যোহা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স, যাহ্হাক, হাসান, কাতাদা, রবী ইব্ন আনাস ও ইব্ন যায়েদ (র) বলেন لَكَنُوْدٌ অর্থ لكفور অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ। হাসান (র) বলেন الكنود। সে ব্যক্তি যে দুঃখের কথা স্মরণ রাখে আর আল্লাহ্র দেওয়া সুখের কথা ভুলিয়া যায়। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ...... আবূ উসামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ উসামা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ الكنود। সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে একা একা আহার করে, দাস-দাসী কে প্রহার করে এবং অধীনস্তদের সহিত দুর্ব্যবহার করে। এই হাদীসের সনদ দুর্বল। ইব্ন জারীর (র)......আবূ উমামা (রা) হইতে মওকূফ পদ্ধতিতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ কাতাদা ও সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন ঃ এই আয়াতের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই সে বিষয়ে অবহিত। ইহা হইতে পারে যে, মানুষ নিজেই নিজের কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। অর্থাৎ মানুষের নিজের কথা এবং কাজেই তাহাদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَن يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِدِيْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ

অর্থাৎ মুশরিকদের দ্বারা আল্লাহ্র ঘর আবাদ হইতে পারে না। ইহারা নিজেরাই নিজেদের কুফরের সাক্ষী। وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ অর্থাৎ ধন-সম্পদে মানুষ প্রবল আসক্ত। এইখানে اَلْخَيْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ। আয়াতের দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, মানুষ ধন-সম্পদে প্রবল আসক্ত। দ্বিতীয়ত, সম্পদের মোহে পড়িয়া মানুষ আমাকে ভুলিয়া যায় এবং কৃপণতাবশত আমার পথে ব্যয় করে না। উভয় অর্থই সঠিক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ - وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ - اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ -

অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, যেদিন কবর হইতে সকল মুর্দাকে বাহির করা হইবে এবং অন্তরে লুক্কায়িত সব গোপন কথা প্রকাশ হইবে, সেইদিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত থাকিবেন এবং সকলকে পুরাপুরি প্রতিদান দিবেন। কাহারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করিবেন না।

وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ-এর ব্যাখ্যা ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, মানুষ মনে মনে যাহা গোপন করিয়া রাখিত উহা প্রকাশ করা হইবে।

সূরা কারি'আ

১১ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْقَارِعَةُ ۙ○

(٢) مَا الْقَارِعَةُ ۚ○

(٣) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ○

(٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ○

(٥) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۗ○

(٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ○

(٧) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۗ○

(٨) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ○

(٩) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ۗ○

(١٠) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ ۗ○

(١١) نَارٌ حَامِيَةٌ ○ع

১. মহাপ্রলয়,
২. মহাপ্রলয় কী?

৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৪. সেইদিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।
৫. এবং পর্বতসমূহ হইবে ধুনিত রংগিন পশমের মত।
৬. তখন যাহার পাল্লা ভারী হইবে,
৭. সে তো লাভ করিবে সন্তোষজনক জীবন,
৮. কিন্তু যাহার পাল্লা হালকা হইবে,
৯. তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'।
১০. উহা কী, তাহা কি তুমি জান?
১১. উহা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

তাফসীর ঃ الصّافه - الطامه - الحاقه ইত্যাদির ন্যায় القارعة -ও কিয়ামতের একটি নাম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা বুঝাইবার জন্য বলেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْقَارِعَةُ অর্থাৎ "তুমি কি জান যে, 'কারিয়া' বা মহাপ্রলয় কি জিনিস?" অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন ঃ

يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ অর্থাৎ সেইদিন মানুষ পতঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা এমন হইবে যে মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় এদিক-ওদিক ছড়াইয়া- ছিটাইয়া পড়িবে।

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ অর্থাৎ পর্বতসমূহ ভাঙ্গিয়া ধুনিত রংগিন পশমের ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান, কাতাদা, আতা খুরাসানী, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلْعِهْنِ অর্থ الصوف তথা পশম। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের ভালো-মন্দ আমলের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে বলেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ অর্থাৎ যাহার পাল্লা ভারী হইবে তথা নেক কাজ মন্দ কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে, সে জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন লাভ করিবে।

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ অর্থাৎ যাহার পাল্লা হাল্কা হইবে তথা যাহার মন্দ কাজ নেক কাজের অপেক্ষা বেশী হইবে তাহার স্থান হইবে 'হাবিয়া'। فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ -এর ব্যাখ্যায় কেহ বলেন, এমন ব্যক্তিকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। আয়াতে اُمٌّ বলিয়া মস্তিষ্ককে বুঝানো হইয়াছে। ইব্ন

আব্বাস (রা) ইকরিমা, আবূ সালিহ এবং কাতাদা (র) হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। কেহ বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, এমন ব্যক্তির পরিণাম হইল 'হাবিয়া'। হাবিয়া জাহান্নামের একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন, হাবিয়া জাহান্নামকে م। তথা মা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, মায়ের পরে যেমন মানুষের কোন আশ্রয় থাকে না, তেমনি ইহাদের হাবিয়া ছাড়া কোন উপায় থাকিবে না।

ইবন জারীর (র)....... আশ'আছ ইব্ন আব্দুল্লাহ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আশআছ (র) বলেন, কোন ঈমানদার লোক মারা গেলে তাহার রূহকে পূর্বে মৃত ঈমানদারদের রূহের কাছে লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর ফেরেশতারা বলে তোমাদের ভাইকে তোমরা প্রবোধ ও সান্ত্বনা প্রদান কর। কারণ সে এতদিন যাবত দুনিয়ার চিন্তা-পেরেশানীতে লিপ্ত ছিল। অতঃপর ঈমানদারদের রূহগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, অমুক ব্যক্তির খবর কি? উত্তরে সে বলে, কেন সে তো মরিয়া গিয়াছে। সে কি তোমাদের কাছে আসে নাই? উত্তরে তাহারা বলিবে, সে আমাদের কাছে আসে নাই। তাহাকে তাহার মা হাবিয়া জাহান্নামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

نَارٌ حَامِيَةٌ অর্থাৎ হাবিয়া হইল, প্রচণ্ড উত্তপ্ত জাহান্নাম যাহাতে রহিয়াছে তীব্র লেলিহান শিখা ও প্রজ্জ্বলনকারী অগ্নি।

আবূ মুসআব (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ যে আগুন ব্যবহার করে তাহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কথা শুনিয়া সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! শাস্তির জন্য তো এই আগুনই যথেষ্ট ছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবুও জাহান্নামের আগুন এই আগুনের চেয়ে ঊনসত্তর গুণ তেজ হইবে।" ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "মানুষ যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। শুনিয়া এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর! শাস্তির জন্য কি এই আগুনই যথেষ্ট ছিল না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তবুও জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুন অপেক্ষা উনসত্তর গুণ তেজ হইবে।

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। দুইবার সমুদ্রে ডুবাইয়া তাহা দুনিয়াতে পাঠানো হইয়াছে। অন্যথায় কেহ ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিত না।'

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "এই আগুন জাহান্নামের আগুনের শতভাগের এক ভাগ।"

আবুল কাসিম তাবারানী (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, জাহান্নামের আগুনের তুলনায় তোমাদের এই আগুন কিরূপ? শোন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের এই আগুনের ধুঁয়ার চেয়েও সত্তরগুণ বেশী কালো।" আবূ মুসআব (র) মালিক (র) হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিরমিযী ও ইবন মাজাহ্ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নামের আগুনকে এক হাজার বছর যাবত প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা লাল বর্ণ ধারণ করে। অতঃপর আরো এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করার পরে সাদা হইয়া যায়। সবশেষে আরো এক হাজার বছর জ্বালানো হলে উহা কালো হইয়া যায়। ফলে এখন উহা ঘোর অন্ধকার তুল্য কালো।"

ইমাম আহমদ (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "জাহান্নামীদের মধ্যে যাহাকে সর্বাপেক্ষা কম শাস্তি দেয়া হইবে, তাহাকে এক জোড়া আগুনের জুতা পরানো হইবে, যাহার তাপে তাহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে থাকিবে।"

বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নাম তাহার প্রভুর নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল যে, হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ আরেক অংশকে খাইয়া ফেলিল, ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে দুইটি শ্বাস ফেলিবার অনুমতি প্রদান করেন। এক শ্বাস শীতকালে ও এক শ্বাস গ্রীষ্মকালে। ফলে আমরা শীতকালে ঠাণ্ডা আর গ্রীষ্মকালে গরম পাইয়া থাকি। বুখারী ও মুসলিমে আরো আছে যে, তীব্র গরমের দিনে জোহরের নামায তোমরা একটু ঠাণ্ডা হইলে পড়িও। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ হইতে আগত।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝

(٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

(٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

(٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

(٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

(٨) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।

২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।

৩. ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।

৪. আবার বলি, ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।

৫. সাবধান! তোমাদিগের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হইতে না।

৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখিবেই,

৭. আবার বলি, তোমরা তো উহা দেখিবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।

৮. ইহার পর অবশ্যই সেইদিন তোমাদিগকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, দুনিয়ার মোহ ও উহার সুখ-সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আখিরাত হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত হইয়া কবরবাসী হইয়া গিয়াছ।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আসলাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসলাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য হইতে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এমনকি তোমরা কবরে উপনীত হইয়াছ অর্থাৎ তোমাদের মৃত্যু আসিয়া গিয়াছে।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন শিখ্‌খির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে গমন করি। তখন তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ। এই আয়াতটি পাঠ করিয়া বলিলেন ঃ "আদম সন্তান শুধু বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। আসলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা তুমি খাইয়া শেষ করিয়াছ, পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ কিংবা সৎপথে দান করিয়া অক্ষয় রাখিয়াছ উহা ব্যতীত তোমার কোন সম্পদ আছে?" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী শু'বা (র)-এর সূত্রে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মানুষ কেবল বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ কেবল তিন শ্রেণীর সম্পদের অধিকারী। যাহা খাইয়া শেষ করিয়া ফেলে, যাহা পরিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং যাহা দান করিয়া অক্ষয় রাখে। ইহা ছাড়া যাহা আছে সবই একদিন মানুষের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

ইমাম বুখারী (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "মৃত ব্যক্তির সংগে কবর পর্যন্ত তিনটি বস্তু গমন করে। অবশেষে দুইটি ফিরিয়া আসে এবং একটি সংগে থাকিয়া যায়। গমন করে পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল। অবশেষে পরিবার-পরিজন আর ধন-সম্পদ ফিরিয়া আসে; আমল সংগে থাকিয়া যায়।" ইমাম মুসলিম, তিরমিযী এবং নাসায়ী (র) সুফিয়ান ইব্‌ন উবাই (র)-এর হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ মানুষ বৃদ্ধ হইয়া গেলেও তাহার দুইটি স্বভাব

রহিয়া যায়। লিপ্সা ও আসক্তি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) সহীহ্দ্বয়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত যাহ্হাক (র) এক ব্যক্তির হাতে একটি দিরহাম দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই টাকা কাহার? উত্তরে লোকটি বলিল, আমার। যাহ্হাক (র) বলিলেন, তোমার তো তখন হইবে যখন তুমি উহা কোন কাজে ব্যয় করিবে কিংবা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দান করিয়া দিবে। এই বলিয়া যাহ্হাক (র) নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

اَنْتَ لِلْمَالِ اِذَا اَمْسَكْتَهُ - فَاِذَا اَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ

অর্থাৎ সম্পদ আটক করিয়া বসিয়া থাকা পর্যন্ত সম্পদ তোমার মালিক আর যখন উহা খরচ করিয়া ফেলিবে তখন তুমি সম্পদের মালিক হইয়া যাইবে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন বুরায়দা (রা) বলেন, বনু হারিছা ও বনু হারিছ নামক দুই আনসারীর দুইটি গোত্র পরস্পর গৌরব ও প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা করিত। একদল বলিত, দেখ, আমাদের গোত্রের অমুক ব্যক্তি এত বড় বীর, অমুক এত বড় শক্তিশালী কিংবা অমুক এত বড় সম্পদশালী ইত্যাদি। অপর গোত্রও ইহার জবাবে অনুরূপ কথা বলিত। এমনকি এইভাবে জীবিতদের লইয়া বড়াই করা শেষ হইলে কবরে যাইয়াও মৃতদের লইয়া উভয় গোত্র একইভাবে বড়াই করিয়া বেড়াইত। ইহাদের ব্যাপারে আলোচ্য আয়াতগুলি নাযিল হয়।

কাতাদা (র) বলেন ঃ মানুষ নিজেদের ধনবল ও জনবল লইয়া একে অপরের উপর বড়াই দেখাইত। এইভাবে একে একে তাহারা সকলেই কবরে চলিয়া যায়।

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ -এর সঠিক অর্থ হইল অবশেষে তোমরা কবরের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছ। যেমন সহীহ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন জনৈক অসুস্থ বেদুঈনকে দেখিতে যাইয়া বলিলেন ঃ

لابأس طهور ان شاء الله تعالى

অর্থাৎ "ভয়ের কিছু নাই। ইনশাআল্লাহ গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে।" শুনিয়া লোকটি বলিল,

قلت طهور بل هى حمى تفو على شيخ كببر تزيره القبور

অর্থাৎ আপনি গুনাহ হইতে পবিত্র হওয়ার কথা বলিতেছেন! ইহা বরং এমন প্রচণ্ড জ্বর যাহা প্রবীণ বৃদ্ধের গায়ে টগবগ করিতেছে, যাহা তাহাকে কবরে উপনীত করিবে।

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, “তবে তাহাই।” এইখানে تـزيـر শব্দটি উপনীত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইবন আবূ হাতিম (র)....... আলী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আলী (রা) বলেন, এককালে আমরা কবর আযাব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। অতঃপর আলোচ্য সূরাটি নাযিল হইয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দেয়।

كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ “ইহা সঙ্গত নহে, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে। আবার বলি, তোমরা শীঘ্রই ইহা জানিতে পারিবে।” হাসান বসরী (র) বলেন, একবার ভীতি প্রদর্শনের পরে এইখানে আবারো ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে।

যাহ্হাক (র) বলেন, আলোচ্য আয়াতে প্রথমাংশে কাফিরদেরকে সম্বোধন করা হইয়াছে আর দ্বিতীয়াংশে সম্বোধন করা হইয়াছে ঈমানদারদেরকে।

كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকিলে এইভাবে তোমরা সম্পদ লইয়া প্রতিযোগিতায় মাতিয়া আখিরাতকে ভুলিয়া যাইতে না।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ অর্থাৎ জাহান্নামকে তোমরা চাক্ষুষ দেখিতে পাইবে।

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ অতঃপর দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করিয়াছেন, যেমন শরীর-স্বাস্থ্য, জীবিকা ও শান্তি-নিরাপত্তা ইত্যাদির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছ কিনা এবং এইসব ভোগ করিয়া আল্লাহর ইবাদত করিয়াছ কিনা সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তিনি হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দুপুর বেলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, আবূ বকর (রা) মসজিদে বসিয়া আছেন। দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ বকর! এই সময় কিসে তোমাকে এইখানে বাহির করিয়া আনিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, আপনাকে যে জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে আমাকে সে জিনিসই আনিয়াছে হে আল্লাহর রাসূল! কিছুক্ষণ পর হযরত উমর (রা) আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে একই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে উমর (রা) বলিলেন, আপনাদের দু'জনকে যে জিনিস আনিয়াছে আমাকেও সেই জিনিসই আনিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্

(সা) বসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, চল, আমরা বাগানে গিয়া বসি, সেখানে খাওয়ার কিছু পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর তাঁহারা আবুল হায়ছামের বাড়িতে গিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাম করিলেন এবং একে একে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই আবুল হায়ছামের স্ত্রী আড়াল হইতে বাহির হইয়া পিছনে পিছনে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রতিটি সালামের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াও আমি এই আশায় উত্তর দান হইতে বিরত থাকি, যাহাতে আপনি আমার জন্য বেশী করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তার দু'আ করেন। শুনিয়া রাসূল (সা) বলিলেন, "আচ্ছা ভালো।" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুল হায়ছাম কোথায়? বলিল নিকটেই একস্থান হইতে পানি আনিতে গিয়াছেন। আপনারা ঘরে আসিয়া বসুন, উনি এক্ষুণি আসিয়া পড়িবেন। কিছুক্ষণ পর আবুল হায়ছাম ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া খুশীতে টগবগ হইয়া যায় এবং সংগে সংগে বাগানে গিয়া গাছে উঠিয়া হরেক রকম কতগুলি খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির করে। সংগীদের লইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তৃপ্তি সহকারে উহা আহার করিলেন এবং পানি পান করিয়া বলিলেন ঃ "কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

ইব্ন জারীর (র)....... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আবূ বকর ও উমর (রা) একদিন একস্থানে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে নবী করীম (সা) তথায় আসিয়া বলিলেন ঃ "তোমরা এইখানে বসিয়াছ কেন?" উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আপনাকে যিনি সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্ষুধার তাড়নায় আমরা ঘর ছাড়িয়া এইখানে বসিয়া রহিয়াছি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যিনি আমাকে সত্য নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমিও অন্য কোন কারণে বাহির হই নাই।' অতঃপর তাঁহারা তিনজন সেখান হইতে উঠিয়া এক আনসারীর বাড়িতে গমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়া আনসারীর স্ত্রী আগাইয়া আসিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্বামী কোথায়? সে বলিল, আমাদের জন্য পানি আনিতে গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি পানি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিল, 'আজ আমার মত ভাগ্যবান বুঝি আর কেহ নাই? আল্লাহর রাসূল আমার ঘরে উপস্থিত।' অতঃপর তিনি বাগানে যাইয়া গাছে উঠিয়া বেশ কিছু পাকা খেজুর পাড়িয়া আনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করেন। অতঃপর তাঁহাকে ছুরি হাতে নিতে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দেখ দুধের বকরী যবেহ্

করিও না।" লোকটি পছন্দ মত একটি বকরী যবেহ্ করিয়া খানার আয়োজন করে। আহার শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সংগীদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ কিয়ামতের দিন এই নিয়ামত সম্পর্কেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। দেখ, তোমরা ক্ষুধা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিলে আর এই সব কিছু ভোগ করিয়া এখন ফিরিতেছ। ইহাই তো আল্লাহর নিয়ামত। ইমাম মুসলিম ইয়াযীদ ইবন কাইসান-এর হাদীস হইতে এবং আবূ ইয়ালা ও ইব্‌ন মাজাহ্ আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হইতে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। চার সুনান সংকলকগণও আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... রাসূল (সা)-এর আযাদকৃত দাস আবূ আসীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আসীব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে হযরত আবূ বকর (রপা)-এর নিকট গমন করেন। অতঃপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া হযরত উমর (রা)-এর কাছে গিয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া জনৈক আনসারী সাহাবীর বাগানে তশরীফ আনেন এবং বাগানের মালিককে বলিলেন, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েকটি আঙ্গুরের ছড়া লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে রাখিয়া দেন। সাথীদের লইয়া তিনি উহা আহার করিয়া পানি আনাইয়া তৃপ্তি সহকারে পান করেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, কিয়ামতের দিন এইসব সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। শুনিয়া হযরত উমর (রা) একটি ছড়া হাতে লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, হুযূর ! এইসব সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব ? রাসূল (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ তিনটি জিনিস ছাড়া বাকী সব কিছু সম্পর্কেই তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে। (১) শরীর ঢাকিয়া রাখার পোশাক (২) ক্ষুধা নিবারণ পরিমাণ খাদ্য। এবং (৩) রোদ-বৃষ্টি হইতে মাথা গোঁজার বাসস্থান।"

ইমাম আহমদ (র)....... জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবু বকর ও উমর (রা) একত্রে বসিয়া কিছু খেজুর আহার করেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করেন। শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ইহাই সেই নিয়ামত যাহা সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। ইমাম আহমদ (র).......মাহমূদ ইব্‌ন রবী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, মাহমূদ ইব্‌ন রবী (র) বলেন, সূরা তাকাছুর নাযিল হইবার পর সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমরা খাই তো শুধু খেজুর আর পানি আর ঘাড়ে ঝুলন্ত তরবারী দ্বারা শত্রুর মোকাবিলা করি। জিজ্ঞাসিত হইব কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রাচুর্যের অধিকারী হইবে।"

ইমাম আহমদ (র)....... আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব (রা) বলেন, তাঁহার ভাই বলেছেন, আমরা একদিন কোন এক মজলিসে বসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগমন ঘটে। তাঁহার মাথায় পানির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। আমরা বলিলাম, হুযূর! আপনাকে হাসি-খুশী মনে হইতেছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন "হ্যাঁ"। অতঃপর লোকেরা ধনাঢ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ দেখ খোদাভীরুদের জন্য ধন-সম্পদ দোষনীয় নহে। মুত্তাকীদের জন্য সুস্থতা ধনাঢ্যতা হইতে শ্রেষ্ঠ আর মনের আনন্দও আল্লাহর নিয়ামতের অন্তর্ভুক্ত।"

ইমাম তিরমিযী (র)....... যাহ্হাক ইব্ন আব্দুর রহমান ইব্ন আয়মা (র) বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক ইব্ন আব্দুর রহমান (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আল্লাহ বলিবেন, আমি কি তোমাকে সুস্থতা দান করিয়াছিলাম না ও শীতল পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম না?

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ..... যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুবায়র (রা) বলেন, ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ নিয়ামত সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হইব? আমরা খাই শুধু খেজুর আর পানি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ এই তো অদূর ভবিষ্যতেই তোমরা প্রচুর নিয়ামতের অধিকারী হইবে। ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর হাদীস হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) বলেন, ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আবার কোন্ নিয়ামত ভোগ করিলাম? আমরা তো খাই শুধু যবের রুটি। তাহাও আবার পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ওহী আসে যে, "আপনি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমরা কি জুতা পায়ে দাও না এবং শীতল পানি পান করা না? ইহাও তো নিয়ামত।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "এইখানে নিয়ামত দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নিরাপত্তা ও সুস্থতা।"

যায়েদ ইব্ন আসলাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হইবে খাদ্য, পানীয়, আরামদায়ক ছায়া, সুঠাম দেহ ও মজার নিদ্রা

সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, এমনকি মধুর শরবত সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মুজাহিদ (র) বলেন, দুনিয়ার যে কোন সুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। হাসান বসরী (র) বলেন, সকাল-সন্ধ্যার খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। আবূ কিলাবা (র) বলেন, ঘি ও মধু দ্বারা খাওয়া রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। তবে এই সব মতের মধ্যে মুজাহিদের মতটি ব্যাপক অর্থবোধক ও পূর্ণাংগ। এই সবকয়টি মতই উহার অন্তর্ভুক্ত।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নিয়ামত হইল, দেহ, কর্ণ ও চক্ষুর সুস্থতা। মানুষ এইসব কোন্ কাজে ব্যয় করে তা জিজ্ঞাসা করিবেন। এক আয়াতে আছে ঃ

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً। অর্থাৎ কান, চোখ ও হৃদয় এই সব কিছু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।

বুখারী, তিরমিযী নাসায়ী ও ইবন মাজাহ্ (র)..... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ দুইটি নিয়ামত এমন আছে যাহা বহুসংখ্যক লোকই সে উদাসীনতার শিকার। সুস্থতা ও অবসর। অর্থাৎ এই দুইটি নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার ব্যাপারে মানুষ বড়ই উদাসীন। ইহার হক ও দায়িত্ব মানুষ আদায় করে না।

আবূ বকর বায্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'পরণের পোশাক, বসবাসের ঘর, আহারের রুটি ব্যতীত সব কিছুরই কিয়ামতের দিন হিসাব নেওয়া হইবে।'

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমি তোমাকে ঘোড়া ও উটের পিঠে আরোহণ করাইয়াছিলাম, স্ত্রী দান করিয়াছিলাম এবং সুখ-শান্তি ও আনন্দ-ফূর্তিতে জীবন কাটাইবার সুযোগ দিয়াছিলাম। এখন বল, উহার শুকরিয়া কোথায়?

সূরা আসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

আমর ইবনুল আস (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে এবং নবী করীম (সা)-এর নবূওতের পরে একদিন মুসায়লামা কায্‌যাবের নিকট গমন করে। দেখিয়া মুসায়লামা আমর ইব্‌ন আস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইদানীং তোমাদের সংগীর উপর কি নাযিল হইয়াছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, সম্প্রতি তাঁহার উপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক সূরা নাযিল হইয়াছে। মুসায়লামা বলিল, উহা কি বল? আমর ইবনুল আস (রা) সূরা আসর শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া শুনান। শুনিয়া মসায়লামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, হ্যাঁ আমার উপরও এই ধরনের একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে। আমর (রা) বলিলেন, উহা কি বল। মুসায়লামা বলিল ঃ

يا وبر ياوبر وانما أنت اذنان وصدروساترك حفر نقرٍ

অতঃপর বলিল, আমর! এই ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? আমর ইব্‌ন আস (রা) বলিলেন, তুমি তো জানোই যে, আমার মতে তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

وَبَرَ বিড়ালের ন্যায় একটি প্রাণী যাহার দুই কান ও বুক অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে। মুসায়লামা এহেন প্রলাপ দ্বারা কুরআনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের একজন মূর্তিপূজক-এর নিকট তা মিথ্যা এবং বানোয়াট বলিয়া আখ্যায়িত হয়।

তাবারানী (র)....... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন হিসন (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের নিয়ম ছিল যে, তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি কখনো একত্রিত হইলে একে অপরকে সূরা আসর শুনাইয়া সালাম করিয়া তবেই বিচ্ছিন্ন হইতেন। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, চিন্তা গবেষণা করিয়া এই সূরাটি অনুধাবন করিলে মানুষের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না।

(١) وَالْعَصْرِ ۙ○

(٢) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ○

(٣) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○ ع

১. মহাকালের শপথ,

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।

৩. কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।

তাফসীর ঃ اَلْعَصْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল কাল বা সময় যাহাতে মানুষ ন্যায়-অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। মালিক (র) যায়েদ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়েদ (র) বলেন, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য আসরের নামায। তবে প্রথমটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা এই আসর এর শপথ করিয়া বলেন যে, মানুষ মাত্রই ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু তাহারা ব্যতীত যাহারা অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখে এবং বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা সৎকর্ম করে। অন্যকে সত্যের তথা সৎকর্ম করার এবং অন্যায়কে বর্জন করার উপদেশ দেয় এবং বিপদে বা অন্যের অত্যাচারে নিজেও ধৈর্যধারণ করে আর অন্যকেও ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়।

সূরা হুমাযা

৯ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ۝

(٢) الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ۝

(٣) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ۚ۝

(٤) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۖ۝

(٥) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ۝

(٦) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ۝

(٧) الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ۝

(٨) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ۝

(٩) فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۚ۝

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে,

২. যে অর্থ জমায় ও বারবার উহা গণনা করে।

৩. সে ধারণা করে যে, তাহার অর্থ তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে হুতামায়।

৫. হুতামা কী তাহা তুমি কি জান?

৬. ইহা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন।
৭. যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে।
৮. নিশ্চয় ইহা উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে—
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

তাফসীর ঃ هُمَزْ অর্থ যে কথা দ্বারা মানুষকে অপমান ও তুচ্ছ করে আর لُمَزْ অর্থ, যে কাজের দ্বারা মানুষকে অপমান করে। هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ -এর ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল অপবাদ দানকারী ও গীবত তথা পশ্চাতে পরনিন্দাকারী। রবী ইব্‌ন আনাস (র) বলেন, সামনা-সামনি নিন্দা করাকে هُمَزَةٍ এবং আড়ালে নিন্দা করাকে لُمَزَةٍ বলা হয়। কাতাদা (র) বলেন هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ অর্থ মুখের কথায় এবং চোখের ইশারায় মানুষের মনে কষ্ট দেয়া। কখনো গীবত করিয়া, কখনো বা অপবাদ দিয়া। মুজাহিদ (র) বলেন هُمَزَةٍ -এর সম্পর্ক হাত ও চোখের সংগে আর لُمَزَةٍ -এর সম্পর্ক জিহ্বার সংগে। ইব্‌ন যায়েদ (র)-ও ইহাই বলিয়াছেন । কেহ বলেন, আখনাস ইব্‌ন শুরায়ককে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলা হইয়াছে। মুজাহিদ (র) বলেন, বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়-বরং ব্যাপকভাবে এই চরিত্রের সকলকেই বুঝানো হইয়াছে।

اَلَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهْ অর্থাৎ যে সম্পদের উপর সম্পদ সঞ্চয় করে এবং বারবার গণনা করিতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ وَجَمَعَ فَأَوعى সুদ্দী ও ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, দিনের বেলা তো সম্পদ উপার্জনের জন্য হা-হুতাশ করিতে থাকে আর রাত্রিকালে পঁচাগলা মড়ার ন্যায় নির্জীব পড়িয়া থাকে।

يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَه অর্থাৎ তাহার ধারণা হইল যে, তাহার এই সঞ্চিত সম্পদ তাহাকে এই পার্থিব জগতে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু—

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ তাহার এই ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহার এই আশায় গুঁড়েবালি। ব্যাপারটি মোটেই এমন নহে। বরং বিপুল সম্পদ সঞ্চয়কারী এই লোকটিকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হইবে। হুতামা জাহান্নামের একটি স্তরের নাম। ইহার ব্যাখ্যা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْحُطَمَةُ ـ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ـ الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الاَفْئِدَةِ
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ـ

অর্থাৎ হুতামা কী তাহা তুমি কি জান? উহা আল্লাহ্‌র প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যাহা হৃদয়কে গ্রাস করিবে। নিশ্চয় ইহা তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

ছাবিত বুনানী (র) বলেন, অগ্নি তাহাদিগের হৃদয় পর্যন্ত পোড়াইয়া ফেলিবে কিন্তু তবুও তাহাদের মৃত্যু হইবে না, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। এই বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন ঃ আগুন তাহাদিগকে পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসিয়া যায়, আবার ফিরিয়া গিয়া পোড়াইতে পোড়াইতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আসে। এইভাবেই অবিরাম চলিতে থাকে। مُّؤْصَدَةٌ অর্থ مطبقة অর্থাৎ পরিবেষ্টিত। সূরা বালাদে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ঃ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থাৎ দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে তাহারা পরিবেষ্টিত থাকিবে। আতিয়্যা আওফী (র) বলেন, স্তম্ভ হইবে লোহার। সুদ্দী (র) বলেন, আগুনের।

শাবীব ইব্‌ন বিশর (র) ইকরিমা (র)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থ দীর্ঘায়িত দরজা। কাতাদা (র) বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই আয়াতটিই بِعَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ পাঠ করিতেন।

আওফী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামীদের শৃংখল লাগাইয়া লম্বা-লম্বা স্তম্ভের সংগে বাঁধিয়া রাখিয়া অবশেষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। কাতাদা (র) বলেন, আমরা বলাবলি করিতাম যে, আগুনের খুঁটিতে বাঁধিয়া রাখিয়া জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেওয়া হইবে। ইব্‌ন জারীর (র) এই ব্যাখ্যাটিই পছন্দ করিয়াছেন। আবূ সালিহ (র) বলেন, فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ অর্থ فِى الْقُبُوْرِ الثِّقَالِ অর্থাৎ জাহান্নামীদের ভারী ভারী শৃংখলে বাঁধিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে।

সূরা ফীল

৫ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

(٢) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ ۙ

(٣) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ ۙ

(٤) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ ۙ

(٥) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী অধিপতিদের প্রতি কী করিয়াছিলেন?
২. তিনি কি উহাদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দেন নাই?
৩. উহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
৪. যাহারা উহাদিগের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।
৫. অতঃপর তিনি উহাদিগকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।

তাফসীর ঃ এইখানে আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, যেই সৈন্যবাহিনী হাতী লইয়া বায়তুল্লাহকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ ধ্বংস করিবার পূর্বে তাহাদেরকেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের সকল শক্তি খর্ব করিয়া তাহাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন। উহারা ছিল নাসারা। কিন্তু নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন জলাঞ্জলি দিয়া তাহারা প্রায় মূর্তিপূজক কুরাইশদের ন্যায় হইয়া

গিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলা কুরাইশদের স্বার্থে নয়-বরং নবী করীম (সা) আগমনের পূর্বাভাস ও ভূমিকা স্বরূপ এহেন অলৌকিকভাবে বায়তুল্লাহকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং হামলাকারীদেরকে অস্তিত্বের পাতা হইতে মুছিয়া দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মতে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই বছরই এই ধরাধামে আগমন করেন। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, যেন আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছিলেন, ওহে কুরাইশ সম্প্রদায়। তোমাদের স্বার্থে আর তোমাদের কল্যাণের জন্য নয়-বরং আমার ঘরের হেফাজতের জন্যই আমি হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করিয়াছি। কেননা এইখানে মুহাম্মদ (সা)-কে নবী বানাইয়া পাঠাইয়া আমি তাঁহাকে সম্মানিত করিব। এই হইল হস্তী বাহিনীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী। নিম্নে বিস্তারিতভাবে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইল।

হিময়ার গোত্রের সর্বশেষ বাদশাহ যূনাওয়াস যে ছিল মুশরিক এবং যে নিজের যুগের মুসলমানদেরকে কুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, যাঁহারা ছিল ঈসা (আ)-এর খাঁটি অনুসারী। সংখ্যায় ছিল তাঁহারা প্রায় বিশ হাজার। ইহাদের প্রত্যেককেই সে নির্মমভাবে শহীদ করিয়াছিল। কেবল দাউস যূলাবান নামক এক ব্যক্তি প্রাণে রক্ষা পাইয়া রোমের বাদশাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোমের বাদশাহ ছিল নাসারা ধর্মের অনুসারী। তিনি হাবশার বাদশা নাজ্জাশীর নিকট পত্র লিখিয়া ইয়ামানের উপর আক্রমণ করিয়া স্বধর্মের লোকদের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ ইয়ামন ছিল হাবশা হইতে অতি নিকটে। পত্র পাইয়া নাজ্জাশী দাউসের সংগে আজ্জাত ও অব্‌রাহ ইব্‌ন সাবাহর নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইয়ামান অভিমুখে পাঠাইয়া দেন। ইয়ামানে পৌছিয়া তাহারা তথাকার অধিবাসীদেরকে নির্বিচারে হত্যা করিয়া সব তছনছ করিয়া ফেলে। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া যূনাওয়াস পালাইয়া গিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিয়া যায়। আর এইভাবে তাহাদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং গোটা ইয়ামান হাবশার দখলে চলিয়া আসে এবং এই দুই সেনাপতি সেখানেই বসবাস করিতে শুরু করে।

কিন্তু কিছুদিন যাইবার পর দুই সেনাপতির মধ্যে তুমুল দ্বন্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে তাহারা পরস্পর লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়। শুরু হয় তুমুল লড়াই। অবশেষে তাহারা দুইজনই বলিল, এইভাবে লড়াই করিয়া সাধারণ নিরীহ মানুষগুলি মারিয়া লাভ কি? আইস তুমি আমি ময়দানে নামিয়া পরস্পর লড়াই করিয়া একটি মীমাংসা করিয়া ফেলি। এইভাবে একজনকে হত্যা করিয়া অপর যে বাঁচিয়া থাকিবে সেই এই দেশের রাজত্ব লাভ করিবে। এই প্রস্তাবে উভয়ে এক মত হইয়া ময়দানে নামিয়া আসে এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। শুরু হয় দুইজনে তুমুল যুদ্ধ। এক পর্যায়ে আরয়াত আবরাহার উপর অতর্কিত এক আক্রমণ চালাইয়া তরবারীর এক আঘাতে হানে। ইহাতে তাহার মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত হইয়া যায় এবং শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগ কাটিয়া রক্তে ভাসিয়া যায়। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আবরাহার গোলাম আতূদা অতর্কিত এক আঘাত হানিয়া আরয়াতকে হত্যা করিয়া ফেলে এবং আবরাহা আহত অবস্থায় রণাঙ্গন ত্যাগ করে।

কিছুদিন পর পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবরাহা ইয়ামানের একক বাদশাহ হইয়া যায়। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাগে ফাটিয়া পড়েন এবং পত্র মারফত আবরাহাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা ও তিরস্কার করিয়া বলিলেন, খোদার শপথ! আমি তোমার শহরগুলিকে তছনছ করিয়া ফেলিব এবং মস্তক উড়াইয়া দিব। আবরাহা অত্যন্ত নম্রতার সহিত চিঠির উত্তর প্রদান করে দূতকে বিপুল পরিমাণ হাদিয়া দান করে এবং একটি পাত্রে ইয়ামানের কিছু মাটি ভরিয়া নিজের কপালের চুল কাটিয়া উহার মধ্যে রাখিয়া দূতের কাছে দিয়া দেয় এবং পত্রে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লিখিয়া দেয় যে, ইয়ামানের মাটি আর কপালের চুল আপনার সম্মুখে উপস্থিত। আপনি আপনার শপথ পূরণ করুন এবং আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। ইহাতে নাজ্জাশী সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং ইয়ামানের রাজত্ব তাহার হাতেই বহাল রাখে।

কিছুদিন পর আবরাহা নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে পত্র লিখে যে, আমার এখানে আপনার জন্য এমন একটি গির্জা নির্মাণ করিতেছি, যেমনটি দুনিয়াতে এ যাবত কেহ দেখে নাই। কিছুদিনের মধ্যে একটি সুবৃহৎ অত্যন্ত মযবুত ও অপূর্ব সুন্দর এক গির্জা নির্মাণ হইয়া যায়। উহা এতই উঁচু ছিল যে, উহার চূড়ার দিকে কেহ তাকাইলে তাহার মাথার টুপি খসিয়া পড়িত। আর এই কারণেই উহাকে القليس। তথা টুপি নিক্ষেপকারী বলা হইত। অতঃপর আবরাহা সারাদেশে ঘোষণা করিয়া দেয় যে, সকল মানুষ যেন আজ হইতে কা'বার পরিবর্তে এই গির্জায়ই হজ্জ করতে আসে। কিন্তু তাহার ঘোষণা অনেকেরই কাছে আপত্তিকর ঠেকে। বিশেষত কুরাইশরা তো উহা কিছুতেই মানিয়া নিতে পারিতেছিল না। ফলে তাহারা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে ও উত্তেজিত হইয়া যায়। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর জনৈক ব্যক্তি রাত্রিকালে গোপনে উহাতে প্রবেশ করিয়া দিব্যি পায়খানা করিয়া চলিয়া যায়। পাহারাদার এই কাণ্ড দেখিতে পাইয়া সংগে সংগে এই সংবাদ আবারাহার কাছে পৌঁছিয়ে দেয় এবং বলে যে, এই কাণ্ড কুরাইশদের ব্যতীত অন্য কেহ করে নাই। তাহাদের কা'বার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে দেখিয়াই তাহার এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে। আবরাহা শুনিতে পাইয়া তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে এবং বায়তুল্লাহ্‌র ধ্বংস সাধন করিয়া ইহার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে।

মুকাতিল ইব্‌ন সুলায়মান (র) বলেন, এক কুরাইশ যুবক উহাতে প্রবেশ করিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে সেইদিন বাতাস খুব বেশী থাকায় অল্প সময়ে আবরাহার সাধের গির্জাটি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে আবরাহা দারুণ ক্ষিপ্ত হইয়া বিপুল সৈন্য-সামন্ত এবং মাহমূদ নামক বৃহৎকায় একটি হাতী সংগে লইয়া অপ্রতিরোধ্য গতিতে বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। সংগে আরো আটটি বা বারোটি হাতী ছিল। এই হাতীর সাহায্যেই বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস সাধন করাা ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য।

এদিকে আরবরা এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া দারুণভাবে মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আবরাহার মোকাবিলা করিবার এবং তাহাদের এহেন অশুভ পরিকল্পনা নস্যাৎ করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে। অবশেষে মক্কার বেশ কিছু অদূরে থাকিতেই আরবরা তাহাদের গতিরোধ করে। ফলে সংঘর্ষ বাঁধিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্র কী মহিমা! এই লড়াইয়ে আরবরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। আবরাহা সদম্ভে সৈন্য সামন্ত লইয়া বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং রাস্তা হইতে মক্কাবাসীদের উট বকরী ইত্যাদি পশুপাল লইতে থাকে। আবদুল মুত্তালিবের দুইশত উটও তাহারা ছিনাইয়া নেয়।

অতঃপর আবরাহা এক স্থানে অবস্থান করিয়া তাহার দূত হানাতা হিময়ারীকে মক্কায় প্রেরণ করে এবং বলিয়া দেয় যে, মক্কায় যাইয়া তুমি তথাকার শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আমার কাছে ডাকিয়া আন আর ঘোষণা করিয়া দাও যে, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করিতে আসি নাই, বায়তুল্লাহর ধ্বংসই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। দূত আসিয়া মক্কাবাসীদেরকে আবরাহার উদ্দেশ্যের কথা জানাইয়া দেয় এবং খোঁজ লইয়া কুরাইশ নেতা আব্দুল মুত্তালিবের সহিত দেখা করিয়া আবরাহার পয়গাম পৌঁছাইয়া দেয়। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আসলে আমরাও তো তাহার সহিত লড়াই করিতে চাই না আর আমাদের সেই শক্তিও নেই। দূত বলিল, আচ্ছা আপনি আমার সংগে আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন এবং তাঁহার সংগে কথা বলুন। আব্দুল মত্তালিব ইহাতে সম্মত হন। আবরাহা বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী প্রিয় দর্শন আব্দুল মুত্তালিবকে দেখিয়া আসন হইতে নামিয়া আব্দুল মুত্তালিবের সংগে নীচে চাটাইয়ের উপর বসিয়া পড়ে এবং দোভাষীর মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্য শুনিতে চায়। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, আমার বলিবার তো তেমন কিছু নাই আমি শুধু আমার দুইশত উট ফেরত পাইতে চাই। আবরাহা শুনিয়া হতভম্ব হইয়া বলিল, আশ্চর্যের কথা, তুমি নিজের দুইশত উটকে ফেরত পাওয়ার জন্য আসিয়াছ অথচ তোমার বাপ-দাদার ধর্মীয় ঘর সম্পর্কে কিছুই বলিলে না। ইহাতো বড় আশ্চর্যের কথা। অথচ আমি আসিয়াছি উহা ধ্বংস করিবার জন্য। কি আশ্চর্য! শুনিয়া আব্দুল মুত্তালিব অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, দেখুন, আমি উটের মালিক তাই উহা রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আর আপনারা যেই ঘর ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন, উহারও একজন মালিক আছেন। তিনিই উহা রক্ষা করিবেন। আবরাহা দর্প দেখাইয়া বলিল, না, আমার হাত হইতে এই ঘর রক্ষা করিবার শক্তি আর কাহারো নাই। আব্দুল মুত্তালিব বলিলেন, ঠিক আছে দেখা যাক কি হয়। অগত্যা আবরাহা আব্দুল মুত্তালিবের উটগুলি ফেরত দিয়া দেয়।

আব্দুল মুত্তালিব উট লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া সকলকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা শহর ত্যাগ করিয়া অতিসত্ত্বর পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ কর। অতঃপর তিনি কুরাইশদের শীর্ষ ব্যক্তিদের সংগে লইয়া বায়তুল্লাহ্য় আসিয়া বায়তুল্লাহর দরজার কড়া

ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দু'আ করিতে শুরু করেন যে, হে আল্লাহ্! আবরাহা এবং তাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনীর হাত হইতে তোমার এই পবিত্র ও সম্মানিত ঘরকে রক্ষা কর। তাঁহার সংগীরাও আবরাহার ধ্বংস কামনা করিয়া বায়তুল্লাহর হেফাজতের জন্য দু'আ করেন। আব্দুল মুত্তালিব তখন অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে নিম্নের কবিতাগুলি আবৃত্তি করে।

لاهم ان المرءيم * نع حله فامنع رحالك
لايغلبن صليبهم * ومحالهم ابدامحالك

অর্থাৎ আমাদের কোন চিন্তা নাই। কারণ ঘরের মালিক নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করিয়া থাকে। খোদা! তুমিও তোমার ঘরকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা কর। তাহাদের বালতি তোমার বালতির উপর বিজয় লাভ করিতে পারে না কখনো।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন ঃ অতঃপর আব্দুল মুত্তালিব বায়তুল্লাহর দরজার কড়া ছাড়িয়া দিয়া সংগীদের লইয়া পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইব্ন সুলায়মান (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল মুত্তালিব যাওয়ার সময় কালাদা পরাইয়া একশতটি কুরবানীর উট বায়তুল্লাহর আশে-পাশে রাখিয়া যান। উদ্দেশ্য এই যে, আবরাহা আসিয়া যদি কুরবানীর এই উটগুলির উপর কোন প্রকার অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ইহার কারণে তাহারা আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হইবে।

ঐদিকে আবরাহা ও তাহার সৈন্যবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে লাগিল এবং মাহমূদ নামক আবরাহার হাতীকে প্রস্তুত করা হইল।

এইবার তাহারা হস্তীসহ বায়তুল্লাহ্ অভিমুখে রওয়ানা হয়। রওয়ানা হইতে কুরাইশ যুবক নুফায়ল ইব্ন হাবীব যাহাকে আবরাহা বাহিনী ইতিপূর্বেকার রণাঙ্গন হইতে বন্দী করিয়া আনিয়াছিল, সে সম্মুখে অগ্রসর হইবার আবরাহার হাতীর কানে ধরিয়া বলিল, 'মাহমূদ বসিয়া যাও এবং যেখান হইতে আসিয়াছ ভালো আছে তো সেখানেই ফিরিয়া যাও। আর একটি কদমও সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চেষ্টা করিও না।' বলা মাত্র হাতিটি ধপাস করিয়া বসিয়া পড়ে এবং নুফায়লা তাহার কান ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত পার্শ্ববর্তী এক পাহাড়ের উপর উঠিয়া যায়। আবরাহার সৈন্য শত চেষ্টা করিয়া এবং মারপিট করিয়া কোন প্রকারেই আর হাতীটিকে উঠাইতে পারিল না। অবশেষে ব্যর্থ হইয়া পরীক্ষা করিবার জন্য ইয়ামানের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করিতেই হাতীটি উঠিয়া দ্রুত ছুটিতে আরম্ভ করিল। তারপর শামের দিকে মুখ ফিরাইলে হাতী ছুটিতে আরম্ভ করে এবং পূর্বদিকে তাড়া করিলেও সেদিকে যাইতে কোন আপত্তি করিল না। কিন্তু পুনরায় কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়া করা মাত্র এই হাতী আবার বসিয়া পড়ে। ইতিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্র হইতে মেঘের ন্যায় আকাশ কালো করা কয়েক ঝাঁক ক্ষুদ্র পাখী তাহাদের দিকে প্রেরণ করে। উহাদের প্রতিটি পাখীই মসুরের ন্যায় তিনটি করিয়া পাথর

খণ্ড বহন করিয়া আনে। একটি ঠোঁটে করিয়া আর দুইটি দুই পায়ে করিয়া। অতঃপর প্রত্যেক সৈন্যের উপর একটি করিয়া ফুৎকার নিক্ষেপ করে আর সংগে সংগে সে মরিয়া যায়। দেখিয়া উহাদের মধ্যে মাতম শুরু হইয়া যায় এবং নুফায়ল! নুফায়ল! বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করে। এইভাবে তাহারা সকলেই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ধ্বংস হইয়া যায়।

ওয়াকিদী (র) বলেন, এই পাখীগুলি ছিল হলুদ রং এবং কবুতর অপেক্ষা কিছু ছোট এবং পাগুলি ছিল লাল। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, মাহমূদ হাতী বসিয়া পড়ার পর সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন তাহাকে উঠানো গেল না তখন আরেকটি হাতীকে আগে পা বাড়াইয়া দিতেই তাদের মাথার উপর কংকর নিক্ষিপ্ত হয় আর হাতী পিছন দিকে ফিরিয়া আসে। সংগে সংগে চতুর্দিকে আরো কংকর নিক্ষিপ্ত হইতে শুরু করে। ইহাতে অধিকাংশ সৈন্য সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর বাকীরা এদিক-ওদিক পলায়ন করিতে যাইয়া পথে ঘাটে পড়িয়া মরে। মৃত্যুর হাত হইতে কেহই রক্ষা পায় নাই। অবশেষে আবরাহারও একই দশা ঘটে। মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (র) বলেন : সেই দিন আবরাহার ফেলিয়া যাওয়া বিপুল সম্পদ কুরাইশদের হাতে আসে। এমনকি আব্দুল মুত্তালিব তো সোনা দ্বারা একটি কূপই ভর্তি করিয়া ফেলেন।

ইব্ন হিশাম (র) বলেন أَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন ইহার একবচন কোন শব্দ নাই। আর سِجِّيْلٍ অর্থ অত্যধিক কঠিন ও শক্ত। কোন কোন মুফাসসিরের অভিমত হইল سِجِّيْلٍ দুইটি ফার্সী শব্দের তথা سنك ও كل -এর সমষ্টি। আরবেরা এই দুইটি শব্দকে একত্রিত করিয়া سِجِّيْلٍ তৈরী করিয়াছে। سنك অর্থ পাথর আর كل অর্থ মাটি। অর্থাৎ মাটি মিশ্রিত পাথর। عصفة-عصف এর বহুবচন যাহার শস্য বৃক্ষের সেই পাতা যাহা এখনো পাকিয়া শুকাইয়া যায় নাই।

হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) ও আবূ সালামা ইব্ন আব্দুর রহমান (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, أَبَابِيْلَ অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। ইব্ন আব্বাস (র) যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ (র) বলেন, একের পর এক। হাসান বসরী ও কাতাদা (র) বলেন لأَبَابِيْل অর্থ الكثيره। অর্থাৎ বিপুল।

আবূ কুরাইব (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন : পাখিগুলির ঠোঁট পাখীরই ঠোঁটের ন্যায় কিন্তু কুকুরের পাঞ্জার ন্যায় পাঞ্জা ছিল।

ইবন জারীর (র) .... ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইকরিমা (র) طَيْرًا أَبَابِيْلَ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, পাখীগুলি ছিল সবুজ; সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল আর সেইগুলির মাথা ছিল হিংস্র জন্তুর মাথার ন্যায়।

ইব্ন জারীর (র)....... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, পাখীগুলি ছিল সামুদ্রিক এবং রং ছিল কালো। প্রতিটির ঠোঁটে ও নখে একটি করিয়া কংকর ছিল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র)....... উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবায়দ ইব্ন উমায়র (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করিতে চাইলেন তখন তাহাদের মাথার উপর সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিটি পাখির সংগে ছিল তিনটি করিয়া কংকর; দুইটি ছিল দুই পায়ে ও একটি ঠোঁটে। পাখীগুলি তাহাদের মাথার উপর আসিয়া সারিবদ্ধভাবে স্থির হইয়া উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলিয়া ঠোঁটে রাখা কংকরগুলি নিক্ষেপ করে। সেই পাথর যাহার মাথায় পড়িয়াছে ভিতরে ঢুকিয়া তাহা গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। আর যাহার শরীরের অন্য স্থানে পড়িয়াছে তাহা একদিক হইতে ঢুকিয়া অন্যদিক দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে প্রবলবেগে বাতাস বইতে শুরু করিলে আশে-পাশের কংকরাদিও আসিয়া অলৌকিকভাবে তাহাদের গায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে তাহারা সকলেই ধ্বংস হইয়া যায়।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন ঃ عَصْفٍ অর্থ ঘাস বা তৃণ। অন্য এক বর্ণনা মতে সাঈদ (র) বলেন, عَصْفٍ অর্থ গমের পাতা। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন ধান, গম ইত্যাদি শস্যের উপরের খোসাকে عَصْفٍ বলা হয়। ইব্ন যায়েদ (র) বলেন الْعَصْفِ। অর্থ শস্য ও তরিতরকারীর পাতা। আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলা উহাদিগকে তছনছ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ বিশিষ্ট সকলকে নির্বিচারে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। ধ্বংসের হাত হইতে তাহারা কেহই রেহাই পায় নাই, এমনকি দেশে ফিরিয়া যাইয়া উহাদের ধ্বংসের সংবাদ দেওয়ার মত পর্যন্ত কেউ নিরাপদে বাঁচিয়া ছিল না। এমনকি তাহাদের আবরাহাও আহত অবস্থায় কোন প্রকারে সানআ পর্যন্ত ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্রই তাহার কলিজা ফাটিয়া যায়। এবং ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সংগে সংগে মরিয়া যায়।

অতঃপর প্রথমে আবরাহার ছেলে ইয়াক সুমে ইয়ামানের রাজত্ব গ্রহণ করে, তারপর তাহার ভাই মাসরুক ইব্ন আবরাহা রাজত্ব লাভ করে। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবরাহা বংশের হাত হইতে রাজত্ব চলিয়া যায় এবং হিমায়র গোত্র পুনরায় রাজত্ব লাভ করে। এই সংবাদে আরবের এক প্রতিনিধি দল আসিয়া তাহাদের অভিনন্দন জানায়।

ইবন ইসহাক (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি হস্তীচালকদের অন্ধ ও পঙ্গু অবস্থায় মক্কার অলিগলিতে ভিক্ষা করিয়া

বেড়াইতে দেখিয়াছি। ওয়াকিদীও আয়িশা (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আর আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, লোকটি আসাফ ও নায়েলা নামক মূর্তির কাছে বসিয়া থাকিত এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। হস্তী পরিচালকের নাম ছিল আনীসা।

হাফিজ আবূ নুয়ায়ম (র) দালায়িলুন নুবুওয়াতে উছমান ইব্ন মুগীরা সূত্রে হস্তী অধিপতিদের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ামান হইতে আবরাহার আগমনের কথা তিনি উল্লেখ করেন নাই। সেখানে বলা হইয়াছে যে, আবরাহা শামস ইব্ন মাকসূদ এর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। সৈন্য সংখ্যা ছিল বিশ হাজার। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, পাখীরা রাত্রিকালে তাহাদের উপর চড়াও হয়। ফলে তাহারা সকলেই ধরাশায়ী হইয়া যায়। তবে বিশুদ্ধ মতে, আবরাহা নিজেই সৈন্য সহ মক্কায় আগমন করিয়াছিল। হস্তী অধিপতির এই ঘটনাটি বিভিন্ন কবি কাব্যাকারে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

সূরা ফাতহ এ আমরা উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার দিন এক ঘাঁটিতে পৌছার পর তাহার উষ্ট্রী বসিয়া পড়ে এবং শত চেষ্টা করিয়া সাহাবীগণ তাহাকে বসা হইতে উঠাইতে না পারিয়া বলিল, কাসওয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "না ক্লান্ত হয়ও নাই এবং ইহা তাহার চরিত্রও নহে। তবে হস্তীর গতিরোধকারী আল্লাহ্ই ইহাকে থামাইয়া দিয়াছেন।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, কুরাইশরা আজ যে শর্তই আরোপ করুক আল্লাহ্র মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমি তাহাই মানিয়া লইব।" অতঃপর তাড়া খাইয়া উষ্ট্রী উঠিয়া দাঁড়ায়। সহীহদ্বয়ে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা আবরাহার হাতীকে মক্কা হইতে গতিরোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাসূলও ঈমানদারদের হাতে মক্কার কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। সেই মক্কা আজ তেমনই সম্মানিত যেমনটি ইতিপূর্বে ছিল। লক্ষ্য করিয়া দেখ, তোমরা যাহারা উপস্থিত আছ অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই বাণী পৌছাইয়া দেওয়া তাহাদের দায়িত্ব।

সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

বায়হাকী (র) কিতাবুল খিলাফিয়াতে উম্মে হানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে হানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সাতটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদেরকে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। (১) আমি কুরায়শী (২) নবুওতও কুরায়শদের মধ্যে (৩-৪) কাবার রক্ষণাবেক্ষণ ও যমযমের পানি পান করানোর দায়িত্ব কুরায়শদের হাতে (৫) আল্লাহ্ তা'আলা কুরায়শদেরকে হাতীর উপর বিজয় দান করিয়াছেন (৬) দশ বছর যাবত তাঁহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিয়াছে, যখন আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার মত অন্য কেহ ছিল না এবং (৭) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের কাছে একটি সূরা নাযিল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলিয়া لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ الخ পাঠ করেন।

(١) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ

(٢) اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ

(٣) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

(٤) الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۠

১. যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে,

২. আসক্তি আছে তাঁহাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

৩. উহারা ইবাদাত করুক এই গৃহের রক্ষকের।

৪. যিনি উহাদিগকে ক্ষুধায় আহার দিয়াছেন এবং ভীতি হইতে উহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছেন।

তাফসীর ঃ কুরআন মজীদের প্রচলিত উছমানী নুসখায় এই সূরাটি সূরা ফীল হইতে পৃথক এবং দুই সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ বিদ্যমান। কিন্তু উভয় সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ও আব্দুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) এই কথা বলিয়াছেন। এই হিসাবে সূরাটির অর্থ দাঁড়াইবে এই যে, আমার হস্তীসমূহকে প্রতিরোধ এবং হস্তী অধিপতিদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্য হইল যাহাতে কুরাইশরা শান্তি লাভ করিতে পারে এবং নগরীতে নিরাপদে বসবাস করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, এই সূরায় কুরাইশদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে শীত মওসুমে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্ম মওসুমে শাম সফর করিয়া নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়া আসার কথা বলা হইয়াছে। কারণ ইহারা ছিল আল্লাহ্ কর্তৃক এক সম্মানিত নগরীর অধিবাসী। ফলে সকলেই ইহাদেরকে সম্মানের চোখে দেখিত। ইব্‌ন জারীর (র) বলেন ঃ لِاِيْلَافِ قُرَيْشٍ এর لام আশ্চর্য বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং সূরাটি সূরা ফীল হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আর এই ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রহিয়াছে। তখন অর্থ হইবে, মানুষ কি কুরাইশদের শান্তি-নিরাপত্তা এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত দেখিয়া অবাক হইতেছে?

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরায়শদেরকে মহান নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিবার হিদায়াত করিয়া বলিতেছেন ঃ

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ অর্থাৎ এই সব নিয়ামাত শান্তি ও নিরাপত্তার শুকরিরা স্বরূপ ইহাদের আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করিয়া যথাযথভাবে তাঁহার আইন মানিয়া চলা উচিত। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِىْ حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْئٍ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ আপনি বলিয়া দিন যে, আমাকে এই সম্মানিত নগরীর প্রতিপালকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সব কিছুর মালিক তিনিই। যা আর আমাকে আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবার নির্দেশ করা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ অর্থাৎ বায়তুল্লাহর প্রতিপালক তিনিই যিনি বিশেষ করিয়া কুরাইশদিগকে ক্ষুধায় অন্ন দান করিয়াছেন এবং যাবতীয় ভয়-ভীতি হইতে নিরাপদ রাখিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের উচিত একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তাঁহারই ইবাদত করা এবং তাঁহার সহিত কাউকে শরীক না করা। এইজন্যই দেখা যায়

যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার এই আদেশ পালন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে ইহকাল পরকাল উভয় জগতে শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন আর যে ইহা অমান্য করে উভয় জগত হইতেই তাহার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনাইয়া নেওয়া হয়। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একটি গ্রামেরও উপমা পেশ করিয়াছেন, যাহা শান্তিময় ও নিরাপদ ছিল। উহাতে সর্বত্র হইতে স্বচ্ছন্দে জীবিকা আসিত। কিন্তু উহার অধিবাসীদের আল্লাহ্র নিয়ামতের সহিত অকৃতজ্ঞতা করিবার ফলে আল্লাহ্ উহাদেরকে উহাদের কৃত কর্মের পরিণামে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন।

ইব্ন আবু হাতিম (র) .... আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা নিরাপত্তা ও শান্তি দান করিয়াছেন। অন্য হাদীসে আছে, তোমাদিগকে তিনি নিরাপত্তা দিয়াছেন এবং ক্ষুধার সময় খাইতে দিয়াছেন। অতএব তোমরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করিয়া লও এবং তাঁহার ইবাদত কর।

সূরা মাঊন

৭ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۞

(٢) فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۞

(٣) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۞

(٤) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞

(٥) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۞

(٦) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۞

(٧) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۞

১. তুমি কি দেখিয়াছ তাহাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?
২. সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়াইয়া দেয়।
৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না।
৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায় কারীদিগের,
৫. যাহারা তাহাদিগের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।
৬. যাহারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

তাফসীর ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন ঃ

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ -

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন, যে দীন তথা পুনরুত্থান প্রতিদান- প্রতিফল ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে, ইয়াতীমদের উপর জুলুম করে তাহাদের হক নষ্ট করে ও তাদের সহিত সদ্ব্যবহার করে না এবং দীন-দুঃখীকে নিজে আহার দান করাতো দূরের কথা এবং অন্যকেও এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে না। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَلاَّ بَلْ لاَّ تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلاَتَحَاضُّوْنَ عَلى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ 'কখনই নহে বরং তোমরা ইয়াতীমদের সম্মান করো না এবং গরীব-মিসকীনদের আহার দানে একে অপরকে উৎসাহিত করো না।' মিসকীন সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার আবশ্যক পরিমাণ সম্পদ নাই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল দুর্ভোগ সেই মুনাফিকদের, যাহারা লোক সমাজে আসিয়া নামায পড়ে কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে গেলে আর নামাযের খবর থাকে না। মাসরূক ও আবূ যোহা (র) বলেন, নামাযে অবহেলা করার অর্থ সময়মত নামায না পড়া। আতা ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ শোক্র সেই আল্লাহ্র, যিনি عَنْ صَلاَتِهِمْ বলিয়াছেন; فِىْ صَلاَتِهِمْ বলেন নাই। অর্থাৎ নামায সম্পর্কে অবহেলা করে বলিয়াছেন নামাযের মধ্যে অবহেলা করে বলেন নাই। ইহাতে যাহারা নামায শেষ সময়ে আদায় করে কিংবা রোকন ও শর্তসমূহ ঠিকমত আদায় করে না অথবা খুশূ-খুযূর সহিত ভাবিয়া-চিন্তিয়া নামায আদায় করে না, তাহারা সকলেই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সবকটি ত্রুটি যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, সেই পূর্ণ মুনাফিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যথায় যাহার মধ্যে যতটুকু পাওয়া যাইবে সে সেই পরিমাণ মুনাফিক বলিয়া চিহ্নিত হইবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ 'ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায, ইহা মুনাফিকের নামায— যে বসিয়া বসিয়া সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করিতে থাকিবে আর সূর্যাস্ত যাইবার সময় ঘনাইয়া আসিলে ও শয়তান উহার সহিত নিজের শিং মিলাইয়া দাঁড়াইয়া গেলে উঠিয়া মোরগের ঠোকরের ন্যায় চারটি ঠোকর মারিয়া চলিয়া আসিবে, যাহাতে আল্লাহ্র যিকর খুব কমই থাকে।' এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ـ وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلاَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ قَلِيْلاً ـ

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্র সহিত প্রতারণা করে এবং তিনিও ইহার জবাব দেন। ইহারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সহিত দাঁড়ায়। ইহারা মানুষকে দেখাইবার জন্য নামাযে দাঁড়ায় এবং অল্পই আল্লাহ্কে স্মরণ করে।

তাবারানী (র) .... হাসান ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হাসান ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ জাহান্নামের একটি গর্ত এমন আছে যাহা প্রত্যহ চারশতবার আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা

ইহাকে রিয়াকার আলিম, রিয়াকার দানশীল, রিয়াকার হাজী ও রিয়াকার মুজাহিদদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মুসনাদে আহমদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ অন্যকে শুনাইবার জন্য যদি কোন ইবাদত করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলাও লোকদের শুনাইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন এবং তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছিত করিবেন। এইখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কেহ যদি নেক-নিয়তে কোন ভালো কাজ করে আর মানুষ তাহা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা রিয়া বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

আবূ ইয়ালা মুসেলী (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন আমি একাকী নামায পড়িতেছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখিয়া ফেলে। ইহাতে আমার মনে আনন্দ আসে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এই ঘটনাটি শুনাইলে তিনি বলিলেন, ইহাতে তুমি দ্বিগুণ সওয়াব পাইবে। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এক সওয়াব আবার প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় এক সওয়াব। আবূ ইয়ালা (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি এমন হয় যে কেহ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াই আমল করে কিন্তু কেহ জানিতে পারিলে তাহার কাছে ভালো লাগে ইহা কেমন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এমন ব্যক্তি দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করিবে। গোপনীয়তার জন্য এক সওয়াব আর প্রকাশের জন্য এক সওয়াব।"

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ বারযা আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ বারযা (রা) বলেন اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ এই আয়াতটি নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহু আকবর এই আয়াতটি তোমাদিগের জন্য তোমাদের প্রত্যেককে দুনিয়া পরিমাণ সম্পদ দান করা অপেক্ষা উত্তম। এই আয়াতে সেই ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে, যে নামায পড়িলেও মনে কোন কল্যাণের আশা জাগে না আর না পড়িলেও মনে আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হয় না।"

ইব্ন জারীর (র) .... সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ الخ এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা উহারা যাহারা নামাযকে তাহার সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।" ইহার অর্থ হয়ত নামায আদৌ পড়েই না কিংবা সময় শেষ হইয়া গেলে পরে আদায় করে অথবা প্রথম সময় হইতে বিলম্ব করিয়া আদায় করে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ অর্থাৎ ইহারা একদিকে যেমন আল্লাহ্র হক আদায় করে না তেমনি সৃষ্টির হকও আদায় করে না। এমনকি গৃহস্থালীর ছোট-খাট জিনিস ধার দিয়াও মানুষের উপকার করে না। অথচ এইগুলির আসল জিনিস পূর্ববৎ অক্ষুণ্নই থাকে এবং কাজ শেষে যেমনটি তেমনই ফেরত পাওয়া যায়।

ইব্ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রা) বলেন مَاعُوْنَ অর্থ যাকাত। সুদ্দী (র) আবূ সালিহ (র)-এর মাধ্যমে আলী (রা)

হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন উমর (রা) হইতেও বিভিন্ন সূত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। মুহাম্মদ ইব্‌ন হামাদিয়া, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, আতা, আতিয়্যা, আওফী, যুহরী, হাসান, কাতাদা, যাহ্‌হাক এবং ইব্‌ন যায়দ (র)-এর মতও ইহাই। হাসান বসরী (র) বলেন, ইহারা নামায পড়িলে রিয়া করে, না পড়িলে দুঃখ হয় না এবং সম্পদের যাকাত দিতে বিরত থাকে। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন, ইহারা হইল মুনাফিক। নামায প্রকাশ্য কাজ হওয়ার কারণে আদায় করে আর যাকাত গোপনীয় কাজ হওয়ার কারণে প্রদান করে না।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলে, مَاعُوْنَ বলা হয়— সেই সব বস্তুকে যাহা মানুষ একে অপরের নিকট হইতে ধার নিয়া থাকে। যেমন, কোদাল, কুঠার, পাতিল, বালতি ইত্যাদি। ইব্‌ন জারীর (র) আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা সাহাবা কিরাম مَاعُوْنَ বলিতে এই গৃহস্থলীর ছোট-খাট জিনিস, যেমন বালতি, কুঠার, পাতিল ইত্যাদি বুঝিতাম, যাহা সকলেরই প্রয়োজন পড়ে।

ইব্‌ন জারীর (র) .... আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে থাকিয়াই আমরা مَاعُوْنَ অর্থ বালতি ইত্যাদি বুঝিতাম। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, যে কোন ভালো কাজই সাদকার শামিল আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমলেই আমরা مَاعُوْنَ বলিতে বালতি ও পাতিল ইত্যাদি ধার দেওয়াকে বুঝিতাম। ইবন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন مَاعُوْنَ ঘরের আসবাবপত্র। মুজাহিদ, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও আবূ মালিক (র) প্রমুখও এইরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ। অর্থ অন্যকে নিজের কুঠার, বালতি, পাতিল ইত্যাদি ধার না দেয়া। ইকরিমা (র) বলেন, مَاعُوْنَ -এর সর্বোচ্চ স্তর হইল যাকাত আর সর্বনিম্ন স্তর হইল চালনী, বালতি ও সুঁই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো। কারণ উপরোক্ত সব কয়টি ব্যাখ্যাই ইহাতে শামিল রহিয়াছে এবং সব কথার সারকথা হইল, সম্পদ দান করিয়া বা উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিয়া অন্যের সহযোগিতা না করা— এই আয়াতের অর্থ। এই কারণেই মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব (র) বলেন, اَلْمَاعُوْنَ। অর্থ المعروف। তথা ভালো কাজ। হাদীসেও বলা হইয়াছে যে, প্রতিটি ভালো কাজই সাদকার শামিল।

ইবন আবূ হাতিম (র) .... যুহরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যুহরী (র) বলেন, কুরাইশদের ভাষায় مَاعُوْنَ অর্থ সম্পদ। আলী ইব্‌ন নামিরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। তাহাদের কর্তব্য পরস্পর দেখা হইলে সালাম বিনিময় করা, সালামের জবাব দেওয়া ও মাউন দানে বিরত না থাকা। শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর। মাউন কি? উত্তরে তিনি বলেন, "এই তো পাথর, লোহা ইত্যাদি।"

সূরা কাওসার

৩ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

(٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(٣) اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝

১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি।

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।

৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।

তাফসীর ঃ ইমাম আহমদ (র)....... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পর কথা তুলিয়া তিনি একটু মুচকি হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ "এইমাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হইয়াছে — "এই বলিয়া তিনি বিসমিল্লাহ পড়িয়া اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান কাওছার কি জিনিস? সাহাবাগণ বলিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা এমন একটি নহর যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দান করিয়াছেন, যাহাতে বিপুল কল্যাণ নিহিত। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতগণ তথায় উপনীত হইবে। ইহার পেয়ালা আকাশের তারকার ন্যায় অগণিত। কতিপয় লোককে তথায় আগমন হইতে বাধা দেওয়া হইবে। তখন আমি বলিব, 'হে আল্লাহ্! ইহারা আমারই উম্মত। উত্তরে বলা হইবে,

তুমি জান না, তোমার পর ইহারা কত বিদ'আত আবিষ্কার করিয়াছিল। মুসলিম শরীফেও এই মর্মে বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এই সূরাটি পাঠ করিয়া বলিলেন, আমাকে কাওছার দান করা হইয়াছে। উহা জান্নাতের প্রবাহমান একটি নহর যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি বহু তাঁবু রহিয়াছে। উহার মাটি খাঁটি মিশক ও কংকর মুক্তার তৈরি।'

ইমাম আহমদ (র)....... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মি'রাজ রজনীতে আমি জান্নাতে একটি নহর দেখিতে পাইলাম, যাহার দুইকুলে মুক্তার বহু তাঁবু নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। দেখিয়া আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উহা উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করিয়াছেন।

ইবন জারীর (র) .... শরীক ইব্‌ন আবূ নুমায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শরীক (র) বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মি'রাজ রজনীতে হযরত জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে লইয়া প্রথম আকাশে পৌছানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) একটি নহর দেখিতে পান যাহার উপর মুক্তা ও হীরার একটি প্রাসাদ অবস্থিত। তিনি উহার কিছু মাটি লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, উহা মিশকের ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল। ইহা কি? জিবরীল (আ) বলিলেন, ইহাই সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ তা'আলা আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

কাতাদা (র) সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, (মি'রাজ রজনীতে) আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইত্যবসরে আমার সম্মুখে একটি নহর পেশ করা হয় যাহার দুই কিনারায় মুক্তার তৈরি শুন্য গর্ত বহু তাঁবু অবস্থিত। আমি আমার সংগী ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? উত্তরে সে বলিল, ইহা সেই কাওছার যাহা আল্লাহ্ আপনাকে দান করিয়াছেন। অতঃপর আমি মাটিতে হাত মারিয়া উহা হইতে মিশক তুলিয়া লইলাম।

ইবন জারীর (র) .... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একদা কাওছার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের একটি নহর, যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। উহার মাটি হইল মিশকের, দুধের অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। উহার কিনারায় দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখী বসিয়া থাকিবে।" শুনিয়া হযরত আবূ বকর (রা) সেই পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, খাইতে আরো মজা হইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কাওছার কি জিনিস? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উহা জান্নাতের একটি নহরের নাম যাহা আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। উহা দুধ অপেক্ষা সাদা ও মধু অপেক্ষা মিষ্টি। দুই পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে দীর্ঘ ঘাড় বিশিষ্ট বহু পাখী। শুনিয়া উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! পাখীগুলি তো দেখিতে মনে হয় খুব সুন্দর লাগিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ খাইতে আরো মজা হইবে হে উমর।

ইমাম বুখারী (র)....... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ -এর অর্থ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা একটি নহর। যাহা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবী (সা)-কে দান করিয়াছেন। উহার দুইকূলে শূন্য গর্ত মুক্তার তাঁবু রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্রের ন্যায় অগণিত উহার পেয়ালা।

ইব্‌ন জারীর (র)....... শাকীক কিংবা মাসরুক (র) হইতে বর্ণনা করেন যে শাকীক অথবা মাসরুক (র) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রা)-কে বলিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে বলুন, কাওছার কি জিনিস? উত্তরে তিনি বলিলেন, ইহা জান্নাতের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত একটি নহর, যাহার দুই কূলে মুক্তা ও হীরার প্রাসাদ নির্মিত রহিয়াছে। উহার মাটি হইল মিশক আর কংকর হইল মুক্তা ও হীরা।

ইবন জারীর (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, কেহ কাওছারের আওয়াজ শুনিতে চাহিলে যেন সে দুই কানে আঙ্গুল রাখে। অর্থাৎ কানে আঙ্গুল রাখিলে যেমন আওয়াজ শুনা যায় কাওছারের আওয়াজ ঠিক অনুরূপ।

ইমাম বুখারী (র)....... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল কল্যাণ যাহা আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করিয়াছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার হইল বিপুল কল্যাণ। উল্লেখ্য যে, এই ব্যাখ্যায় হাওযে কাওছার ইত্যাদি সবই শামিল। কারণ বিপুল কল্যাণ হওয়ার কারণেই উহাকে কাওছার বলা হয়। ইব্‌ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, মুজাহিদ, মুহারিব ইব্‌ন দিছার এবং হাসান ইব্‌ন আবুল হাসান বসরী (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এমনকি মুজাহিদ (র) তো এমনও বলিয়াছেন যে, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপুল কল্যাণ।

ইকরিমা (র) বলেন, কাওছার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল নবূওত, কুরআন ও আখিরাতের প্রতিদান। আব্দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে কাওছার অর্থ নহরে কাওছারও বর্ণিত আছে। যেমন ইব্‌ন জারীর (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যাহার দুই কুল সোনা ও রূপার তৈরি হীরা ও মুক্তার উপর উহার প্রবাহ। বরফ অপেক্ষা ঠাণ্ডা ও মধু অপেক্ষা মিষ্ট।'

ইবন জারীর (র)....... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন হামযা ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব (রা)-এর ঘরে আগমন করেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার স্ত্রী বলিল, হে আল্লাহ্‌র নবী! তিনি তো এইমাত্র আপনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেলেন। অতঃপর সে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আবূ উমারার কাছে শুনিলাম যে, আপনাকে নাকি জান্নাতে কাওছার নামক একটি নহর দেওয়া হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, হীরা মোতি ও পান্না ইত্যকার মূল্যবান ধাতু হইল উহার মাটি। আনাস (রা), আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ মনীষীর মতেও কাওছার জান্নাতের একটি নহরের নাম।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ অর্থাৎ আমি যেমন তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে বিপুল কল্যাণ বিশেষত জান্নাতের নহরে কাওছার দান করিয়াছি। তেমনি তুমি একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র তোমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ফরয ও নফল নামায আদায় করিতে থাক এবং একমাত্র তাঁহারই নামে কুরবানী কর। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ اِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য যাঁহার কোন অংশীদার নেই। আমাকে ইহারই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আমিই প্রথম আত্মসমর্পণকারী। উল্লেখ্য যে, মুশরিকদের গায়রুল্লাহ সিজদা করা এবং গায়রুল্লাহর নামে কুরবানী করার মুকাবিলায় এই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لاَتَاكُلُوْا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ অর্থাৎ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করা হয় নাই তাহা তোমরা খাইও না। নিশ্চয় উহা পাপের কাজ। কেহ বলেন, وَانْحَرْ অর্থ নামাযের মধ্যে বুকে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা। হযরত আলী (র) হইতে একটি বর্ণনায় ইহা বর্ণিত হইয়াছে। শাবী হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ জাফর বাকির (র) বলেন, وَانْحَرْ অর্থ নামাযের শুরুতে দুই হাত উঠানো। কারো মতে, কেবলামুখী হওয়া। এই তিনটি মত ইব্‌ন জারীর (র) উল্লেখ করিয়াছেন। এই সবকয়টি মতই অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হয়। প্রথম মতটিই সঠিক অর্থাৎ وَانْحَرْ অর্থ পশু কুরবানী করা। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈদের দিন আগে নামায পড়িয়া পরে কুরবানী করিতেন এবং বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে ও আমাদের ন্যায় কুরবানী করে তাহার কুরবানী যথার্থ। আর যে নামাযের আগে কুরবানী করে তাহার কুরবানী হয় না। এই কথা শুনিয়া আবূ বুরদা (রা) উঠিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তো নামাযের আগেই বকরী কুরবানী করিয়া

ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি উহার গোশতই খাইতে পারিবে (কুরবানী আদায় হইবে না)। আবূ বুরদা (রা) বলিলেন, হুযূর! এখন আমার কাছে বকরীর এমন একটি বাচ্চা আছে যাহা দুইটির সমান। উহা দ্বারা কুরবানী করিতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাও, তোমাকেই অনুমতি দেওয়া হইল। তোমার পর আর কেহ এমন বাচ্চা দ্বারা কুরবানী করিলে হইবে না।"

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ। অর্থাৎ যাহারা তোমার সহিত শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তোমার আনীত ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করে ভবিষ্যতে তাহারাই অপমানিত, লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও নির্বংশ হইয়া যাইবে। উহাদের নাম লইবারও কেহ থাকিবে না।

ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবায়র ও কাতাদা (র) বলেন, এই আয়াতটি আস ইব্ন ওয়ায়েল সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র), ইয়াযীদ ইব্ন রূমান (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আস ইব্ন ওয়ায়েল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আলোচনা শুনিলে বলিত, 'রাখ ওর কথা, ওতো নির্বংশ, মরার পর ওর নাম নেওয়ারও কেহ থাকিবে না।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

শামর ইব্ন আতিয়্যা (র) বলেন, আয়াতটি উকবা ইব্ন আবূ মুআইত সম্পর্কে নাযিল হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (র) বলেন, আয়াতটি নাযিল হয় কা'ব ইব্ন আশরাফ সহ একদল কুরায়শ সম্পর্কে।

বায্যার (র)....... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, কা'ব ইব্ন আশরাফ মক্কায় আগমন করিলে কুরায়শরা তাহাকে বলিল, আপনি তো দেশবাসীর নেতা। আপনি এই ছেলেটিকে দেখেন না যে, সে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সবাইকে উপেক্ষা করিয়া চলে এবং দাবী করে যে, সেই আমাদের চেয়ে উত্তম। অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহর চাবিরক্ষক আমরা এবং আমরা যমযমের পানির স্বত্তাধিকারী। আপনি ইহার একটা বিহিত করুন। শুনিয়া কা'ব ইব্ন আশরাফ বলিল, আরে না, তোমারই তাহার চেয়ে উত্তম। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন। এই হাদীসের সনদ বিশুদ্ধ।

আতা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি আবূ লাহাব সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইন্তিকালের পর নরাধম আবূ লাহাব কুরায়শদের কাছে গিয়া বলিতে লাগিল, 'মুহাম্মদ তো এই রাতে নির্বংশ হইয়া গিয়াছে।' তখন এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন।

মোটকথা 'আবতার' সেই ব্যক্তিকে বলা হয় মৃত্যুর পর যাহার নাম নেওয়ার এবং যাহাকে স্মরণ করার কেউ থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ছেলের ইনতিকালের পর কাফিররা মনে করিয়াছিল যে, এই বুঝি মুহাম্মদ অবতার হইয়া গেল এবং মুহাম্মদের নাম স্মৃতির পাতা হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু না, আল্লাহ্র অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। মুহাম্মদ (সা)-এর নাম স্মরণ করার মত কোটি কোটি মানুষ অতীতেও ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আজীবন স্মৃতির পাতা হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া ফেলিবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির নাই।

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াত, ১ রুকু, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

সহীহ্ মুসলিমে জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাওয়াফের পরের দুই রাকাআত নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন। মুসলিম শরীফের অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফজরের সুন্নাত দুই রাকাতে এই দুইটি সূরা পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ফজর ও মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে বিশের অধিক কিংবা দশের অধিক সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিয়াছেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি দীর্ঘ এক মাস যাবত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করিতে দেখিয়াছি। উপরের এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা কাফিরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম তাবারানী (র) ..... জাবালা ইব্‌ন হারিছা (রা) হইতে বর্ণনা করেন। জাবীলা ইব্‌ন হারিছা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, বিছানায় শুইতে যাইয়া তুমি সূরা কাফিরূন পড়িয়া শুইবে। কারণ ইহাতে শিরক হইতে পবিত্রতা লাভ করা যায়। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল (সা) শয়নের পূর্বে সূরা কাফিরূন পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... হারিছ ইব্‌ন জাবালা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ (রা) বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি অযীফা শিখাইয়া দিন, যাহা আমি শয়নের পূর্বে পাঠ করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আচ্ছা রাত্রে বিছানায় যাইয়া তুমি সূরা কাফিরূন পাঠ করিও। কারণ এই সূরায় শিরক হইতে পবিত্রতা অর্জনের উপায় রহিয়াছে।

(١) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

(٢) لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ

(٣) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ

(٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ

(٥) وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۗ

(٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

১. বল, ‘হে কাফিরগণ!

২. ‘আমি তাহার ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর।

৩. এবং তোমরা তাঁহার ইবাদতকারী নহ, যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার ইবাদত তোমরা করিয়া আসিতেছ।

৫. এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি।

৬. তোমাদিগের দীন তোমাদিগের আর আমার দীন আমার।

তাফসীর ঃ এই সূরায় মুশরিকদের আমল ও কর্মকাণ্ড হইতে ঈমানদারদের সম্পর্কহীনতারও ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইখানে হে কাফিরগণ! বলিয়া কুরায়শ কাফিরদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইলেও ভূ-পৃষ্ঠের প্রত্যেক কাফিরই এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞতার কারণে মক্কার মুশরিকরা ভাগাভাগি করিয়া ইবাদত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিল যে, আসুন সব বিভেদ ভুলিয়া গিয়া এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করুন আর এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করিব। ইহার জবাবে এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কাফিরদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে তাঁহারই ইবাদত-আনুগত্য করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ الخ অর্থাৎ তোমরা যেই প্রতিমার পূজা কর আমি উহার পূজা করি না। আর আমি যেই আল্লাহ্র ইবাদত করি তোমরা তাঁহার ইবাদত কর না।

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ অর্থাৎ তোমরা যেমন ইবাদত কর, আমি তেমন ইবাদত করি না আর তোমরা যেই পথে চল, আমি সেই

পথে চলি না। তোমাদের অনুসরণ করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ তো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা এবং এমন কাজ করা যাহাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আর আমার ন্যায় তোমরা আল্লাহ্র বিধান মানিয়া চল না বরং নিজেদের মনগড়া দেব-দেবীদের উপাসনা কর। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدٰى

অর্থাৎ তাহারা কেবল ধারণা আর মনের চাহিদার অনুসরণ করে। অথচ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট হিদায়াত আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি প্রতিটি কাজেই তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চল। বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মাবূদ এবং মত ও পথ ভিন্ন হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী তাঁহার ইবাদত করে। আর এই কারণেই ইসলামের কলেমা হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরীকা ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়ার অন্য কোন পথ নাই। পক্ষান্তরে মুশরিকরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া এমন কিছুর ইবাদত করে যাহার অনুমতি আল্লাহ্ দেন নাই। আর এই কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন তোমরা তোমাদের মতানুযায়ী চল আর আমি আমার দীন অনুযায়ী চলি। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّىْ عَمَلِىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ ـ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ তাহারা যদি আপনাকে অস্বীকার করে তো তুমি বলিয়া দাও, আমার আমল আমার কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে। আমি যাহা করি তোমরা তাহা হইতে বিরত আর তোমরা যাহা কর আমি উহা হইতে পবিত্র। অন্য আয়াতে আছে ঃ

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ অর্থাৎ আমাদের আমল আমাদের কাছে আর তোমাদের আমল তোমাদের কাছে।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, لَكُمْ دِيْنُكُمْ এর دين অর্থ কুফর আর لِىَ دِيْنِ এর دين অর্থ ইসলাম। অনেকে বলেন, আয়াতের অর্থ হইল, তোমরা যাহার ইবাদত কর আমি এখনও উহার ইবাদত করি না এবং ভবিষ্যতের জন্যও তোমাদেরকে নিরাশ করিতেছি। আর আমি যাহার ইবাদত করি তোমরা এখনও উহার ইবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও করিবে না। এই সেইসব কাফিরদের কথা বলা হইয়াছে, যাহারা ঈমান আনিবে না বলিয়া আল্লাহ্র জানা ছিল। ইব্ন জারীর (র) বলেন, কোন কোন আরব

পণ্ডিতের মতে এই সূরায় তাকীদ বুঝাইবার জন্য একই কথাকে দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

এক আয়াতে বলা হইয়াছে فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আরেক আয়াতে বলা হইয়াছে لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ মোটকথা এই সূরায় একই কথা দুইবার উল্লেখ করার ব্যাপারে তিনটি মত পাওয়া যায়।

(১) আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি।

(২) ইমাম বুখারী (র) প্রমুখের মত অর্থাৎ প্রথম আয়াতে বলা হইয়াছে, অতীতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করি নাই এবং তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত কর নাই। আর দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হইল ভবিষ্যতে আমিও তোমাদের মাবূদের ইবাদত করিব না আর তোমরাও আমার মাবূদের ইবাদত করিবে না। (৩) তাকীদের জন্যই এমন করা হইয়াছে।

ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ শাফেয়ী (র) প্রমুখ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, কাফির সবই এক জাত বিধায় ইয়াহুদীরা নাসারাদের মীরাছের অংশীদার হইবে এবং নাসারাও ইয়াহুদীদের মীরাছের অংশীদার হইবে, যদি তাহাদের মধ্যে নসবের সম্পর্ক থাকে। কারণ ইসলাম ছাড়া সব ধর্মই এক ও অভিন্ন। বাতিল ও মিথ্যা হওয়ার ক্ষেত্রে সব একই জাত। পক্ষান্তরে ইমাম আহমদ (র) সহ অনেকের মতে ইয়াহুদী-নাসারারা পরস্পর মীরাছের অংশীদার হইবে না। কেননা এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ভিন্ন দুই ধর্মের লোক পরস্পর মীরাছের অংশীদার হয় না।”

সূরা নাসর

৩ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, সূরা নাসর কুরআনের এক-চতুর্থাংশ এবং সূরা যিলযাল এক-চতুর্থাংশের সমান।

ইমাম নাসায়ী (র)....... উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উতবা (র) বর্ণনা করেন যে, উবায়দুল্লাহ্ (র) বলেন, হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) একদিন আমাকে বলিলেন, হে ইব্‌ন উতবা! তুমি কি জান, কুরআনের কোন্ সূরাটি সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে? আমি বলিলাম, জানি, সূরা নাসর সর্বশেষে নাযিল হইয়াছে। শুনিয়া ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তুমি ঠিকই বলিয়াছ।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার ও হাফিজ বায়হাকী (র)..... ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর এই সূরাটি তাশরীকের মধ্য ভাগে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তিনি বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার বিদায়ী সূরা। অতঃপর তিনি তাঁহার উষ্ট্রী কাসওয়ায় আরোহণ করিয়া মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

বায়হাকী (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফাতিমা (রা)-কে ডাকিয়া বলিলেন "আমার তো মৃত্যুর সংবাদ আসিয়া পড়িয়াছে।" শুনিয়া ফাতিমা (রা) প্রথমে কাঁদিয়া ফেলিলেন অতঃপর হাসিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে শুনিয়া প্রথমে কাঁদিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি ধৈর্যধারণ কর, আমার পরিবারের তুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইহা শুনিয়া আমি হাসিয়াছি।

(١) إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝
(٢) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝
(٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

১. যখন আসিবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়,

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে।

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবূলকারী।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ হযরত উমর (রা) সর্বদা আমাকে বড় বড় বদরী সাহাবীদের মজলিসে শামিল করিয়া লইতেন। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, ও তো আমাদের ছেলের বয়সের মানুষ। কাজেই ও আমাদের মজলিসে না আসিলেই ভালো হয়। উমর (রা) বলিলেন তোমরা আসলে তাহাকে চিন না। অতঃপর তিনি সকলকে একত্রিত করিলেন এবং আমাকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে হযরত উমর (রা) বলিলেন, আচ্ছা, সূরা নাসর সম্পর্কে আপনাদের কাহার কি মত ব্যক্ত করুন। উত্তরে কেহ বলিলেন, এই সূরায় আমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের হামদ-ছানা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অনেকে আবার কিছুই না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তুমিও কি ইহাতে একমত আছ? আমি বলিলাম, না, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্‌তিকালের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিজয় এবং সাহায্য থামিয়া পড়াই উহার লক্ষণ। শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন,- আমিও তোমার সহিত একমত।

ইমাম আহমদ (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "আমার কাছে আমার মৃত্যুর পরোয়ানা আসিয়া গিয়াছে। সেই বৎসরই তাঁহার ইন্‌তিকাল হইবার ছিল। আওফী (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদ, আবুল আলিয়া এবং যাহ্হাক (র) প্রমুখও এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্‌তিকালের সংবাদ আগাম দেওয়া হইয়াছে।

ইবন জারীর (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসিয়া গিয়াছে। ইয়ামানবাসীরা আসিয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র

রাসূল! ইয়ামানবাসীরা কেমন? রাসূল (সা) বলিলেন, "উহাদের হৃদয় নরম ও স্বভাব কোমল। ঈমান তো ইয়ামানীদেরই এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ইয়ামানীরা তো অগ্রগামী।

তাবারানী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িয়া আখিরাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সূরা নাসর অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা নাসর মানেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মৃত্যুর পরোয়ানা।

তাবারানী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, কুরআনের যে পূর্ণ সূরাটি সর্বশেষ নাযিল হয়, তাহা হইল সূরা নাস্‌র।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, সকল মানুষ ভালো এবং আমি আর আমার সাহাবাও ভালো। (তবে সকল মানুষ একদিকে, আমি আর আমার সাহাবা একদিকে) মনে রাখিও মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নাই তবে আছে শুধু জিহাদ আর নিয়ত।

ইমাম বুখারী (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) রুকু ও সিজদায় অধিক পরিমাণে سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ পাঠ করিতেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে অধিক পরিমাণ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ পাঠ করিতেন এবং বলিতেন, আমার প্রতিপালক আমাকে এই নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছেন যে, যখন মক্কা বিজয় হইয়া যাইবে এবং দলে দলে মানুষ দীনে ইসলামে প্রবেশ করিতে দেখিবে তখন ইহা পাঠ করিও। আর আমি উহা দেখিয়া ফেলিয়াছি।

ইব্‌ন জারীর (র) .... উম্মে সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) শেষ জীবনে উঠা-বসা, হাঁটা-চলা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পাঠ করিতেন। দেখিয়া আমি ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, ইহা করিতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি সূরা নাস্‌র আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... আব্দুল্লাহ্ (রা) হইতে আবূ উবায়দা (রা) বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর সূরা নাস্র অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি উহা পাঠ করিয়া এবং রুকুতে অধিক পরিমাণ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ পাঠ করিতেন।

আলোচ্য আয়াতের اَلْفَتْحُ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল মক্কা বিজয়। ইহাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই। কারণ আরববাসীরা মনে করিত যে, মুহাম্মদ যদি মক্কা বিজয় করিয়া উহাতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে তো সে সত্য নবী বলিয়া প্রমাণিত হইবে। ফলে মক্কা বিজয় হওয়ার পর মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মাত্র দুই বৎসরে আরবের সর্বত্র ইসলামের বিজয় পতাকা উড়িতে শুরু করে। সর্বত্রই মুসলমানদের কর্তৃত্ব বা হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ আম্মার (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আম্মার (র) বলেন, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর জনৈক প্রতিবেশী বলিয়াছিল যে, আমি একদিন সফর হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) আসিয়া আমাকে সালাম করিয়া মুসলমানদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ও নানা বিদআত সৃষ্টির কথা আলোচনা করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূল (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "মানুষ এক সময় দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিয়াছে আবার একদিন দলে দলেই দীন হইতে বাহির হইয়া যাইবে।"

সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○

(٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○

(٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○

(٤) وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

(٥) فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

১. ধ্বংস হউক আবূ লাহাবের দুই হস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও।
২. উহার ধন-সম্পদ ও উহার উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই।
৩. অচিরে সে দগ্ধ হইবে লেলিহান অগ্নিতে।
৪. এবং তাহার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে।
৫. তাহার গলদেশে পাকান রজ্জু।

তাফসীর ঃ ইমাম বুখারী (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাতহায় যাইয়া একটি পাহাড়ে আরোহণ করিয়া উচ্চ স্বরে يا صباحاه বলিয়া ডাক দিলে কুরায়শের লোকজন তাঁহার কাছে সমবেত হয়। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আচ্ছা, আমি যদি বলি এই সকালে বা বিকালে দুর্ধর্ষ শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করিবে তো তোমরা কি উহা বিশ্বাস করিবে? সকলে বলিল, হ্যাঁ, আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করিব। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ শুন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র কঠোর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করিতেছি। এই কথা শুনিয়া আবূ লাহাব বলিল, তুমি কি আমাদেরকে শুধু এই জন্যই ডাকিয়াছ? তুমি ধ্বংস হও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা تَبَّتْ

يَدَا। الخ সূরাটি নাযিল করেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোষণা শুনিয়া আবূ লাহাব হাত নাড়াইয়া বলিল, ধ্বংস হও তুমি, শুধু এই জন্যই আমাদিগকে একত্রিত করিয়াছ না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন।

এই আবূ লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এক চাচা। তাহার নাম ছিল আব্দুল উয্যা ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব। কুনিয়ত আবূ উতবা। তাহার চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল বিধায় তাহাকে আবূ লাহাব বলিয়া ডাকা হইত। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত বিদ্বেষ পোষণ করিত এবং তাঁহাকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিত। রবীয়া ইব্ন আব্বাস দায়লী মুসলমান হওয়ার পর বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একদিন যুলমাজায বাজারে দেখিতে পাইলাম যে, তিনি বলিতেছেন ঃ হে লোক সকল! তোমরা বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তবে তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে। আর বহু লোক তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত দেখিতে পাইলাম। উজ্জ্বল চেহারার এক ব্যক্তি তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, এই লোকটি ধর্মত্যাগী ও মিথ্যুক। জিজ্ঞাসা করিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, লোকটি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাব।

تَبَّتْ يَدَا أَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার সকল চেষ্টা আর শ্রমই ব্যর্থ। নিশ্চিতভাবে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে।

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ অর্থাৎ তাহার সম্পদ ও উপার্জন তাহার কোন কাজে আসে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, مَا كَسَبَ অর্থ সন্তান-সন্ততি। আয়িশা (রা), মুজাহিদ, আতা, হাসান এবং ইব্ন সিরীন (র) প্রমুখ হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে আহ্বান করিলে আবূ লাহাব বলিল, মুহাম্মদ যাহা বলে যদি তাহা সত্যই হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিয়ামতের দিন আমি আমার সম্পদ ও সন্তানদের দিয়া নিজকে শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া লইব। এই প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করেন।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ অর্থাৎ অচিরেই সে এবং তাহার ইন্ধন বহনকারী স্ত্রী লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আবূ লাহাবের স্ত্রী ছিল কুরায়শের এক নেতৃস্থানীয়া মহিলা। তাহার নাম ছিল আরওয়া বিনতে হারব ইব্ন উমাইয়া। সকলের কাছে উম্মে জামীল নামে পরিচিতা ছিল। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের বোন। কুফর ও খোদদ্রোহীতার কাজে সে স্বামীকে সাধ্য পরিমাণ সহযোগিতা করিত। কিয়ামতের দিনও জাহান্নামের আগুনে সে স্বামীর সহযোগী হইবে।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ মুজাহিদ ও উরওয়া (র) বলেন, তাহার গলদেশে জাহান্নামের পাকানো রজ্জু থাকিবে। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা, ছাওরী ও সুদ্দী (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, এই কুলাঙ্গার মহিলাটি মানুষের চোগলখোরী করিয়া বেড়াইত বলিয়া তাহাকে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ তথা ইন্ধন বহনকারী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইব্ন জারীর (র)-ও এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্ন আব্বাস (রা), আওফী (র), আতিয়্যা, জাদালী, যাহ্হাক ও ইব্ন যায়দ (র) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাবের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাতায়াত পথে কাঁটা ফেলিয়া রাখিত। ইব্ন জারীর (র) ..... শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, শা'বী (র) প্রমুখ বলেন, مَسَد অর্থ খেজুরের রশি, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) বলেন, مَسَد সত্তর হাত লম্বা শৃংখল। মুজাহিদ (র) বলেন, مَسَد অর্থ লোহার শৃংখল।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) .... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর উম্মে জামীল একটি ধারালো পাথর হাতে লইয়া নিম্নের চরণটি আওড়াইতে আওড়াইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করে।

مذمما ابينا ودينه قلينا وامره عصينا অর্থাৎ আমরা ধিকৃত লোকটিকে অস্বীকার করি, তাহার দীনের সহিত শত্রুতা পোষণ করি এবং তাহার সব কথা প্রত্যাখ্যান করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-ও তাঁহার সংগে বসা ছিলেন। উম্মে জামীলকে আসিতে দেখিয়া আবু বকর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! ওই হতভাগিনী তো আসিয়া পড়িয়াছে। আমার আশংকা হয় সে আপনাকে দেখিয়া ফেলে কিনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ না, সে আমাকে কিছুতেই দেখিতে পাইবে না। অল্পক্ষণের মধ্যে মহিলাটি আসিয়া আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাসূল (সা)-কে দেখিতে পাইল না। বলিল, আবূ বকর! শুনিতে পাইলাম তোমার সংগী নাকি আমাকে গালি দিয়াছে! আবূ বকর (রা) বলিলেন, কই না তো তিনি আপনাকে গালি দেন নাই। অতঃপর এই বলিয়া সে ফিরিয়া যায়, কুরায়শরা জানে যে, আমি তাঁহাদের নেতার কন্যা।

আবূ বকর বায্যার (র) .... ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা লাহাব অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ বকর (রা)-কে সংগে লইয়া মসজিদে বসিয়া রহিয়াছেন। ইত্যবসরে আবূ লাহাবের স্ত্রী তথায় আগমন করে। দেখিয়া হযরত আবূ বকর (রা) বলিলেন, হুযূর! আপনি একদিকে একটু সরিয়া বসিলে সে আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, প্রয়োজন নাই। সে আমাকে দেখিতে পাইবে না। অবশেষে মহিলাটি আসিয়া আবূ বকর (রা)-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, হে আবূ বকর! তোমার সংগী নাকি আমাদের গালমন্দ করিয়াছে? আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই ঘরের প্রভুর শপথ। তিনি তো কবিতা জানেনও না এবং তাঁহার মুখ হইতে কখনো কবিতা বাহিরও হয় নাই। মহিলা বলিল, তুমি সত্যই বলিয়াছ। অবশেষে সে চলিয়া গেলে আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! ও কি আপনাকে দেখিতে পায় নাই? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না। ফেরেশতাগণ তাহার ও আমার মাঝে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।" উল্লেখ্য যে, এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবূওতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। কারণ এই সূরায় আবূ লাহাব ও তাহার স্ত্রীর অশুভ পরিণামের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইহাদের কপালে ঈমান জোটে নাই। গোপনে প্রকাশ্যে কোন প্রকারেই ঈমান আনার তাওফীক ইহাদের হয় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আগাম সংবাদ অবশেষে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াত, ১ রুকূ, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

শানে নুযূল ও ফযীলত

ইমাম আহমদ (র) ..... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, মুশরিকগণ একদা বলিল, মুহাম্মদ! আমাদেরকে তোমার প্রতিপালকের বংশনামাটি একটু শুনাও দেখি। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করেন। صمد অর্থ যে কারো সন্তান নহে এবং যাহার কোন সন্তান নাই। কারণ যে জন্মগ্রহণ করে তাহার একদিন মৃত্যু হইবেই আর যে মৃত্যুবরণ করে অন্যরা তাহার উত্তরাধিকার হয়। অথচ আল্লাহ্‌র মৃত্যুও নাই এবং তাঁহার কোন উত্তরসূরীও নাই। তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, মুহাম্মদ! তোমার প্রতিপালকের নসবনামাটা একটু বল দেখি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করেন।

তাবারানী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ প্রতিটি বস্তুর একটি নিসবাত থাকে আর আল্লাহ্‌র নিসবাত হইল قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ

ইমাম বুখারী (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) ক্ষুদ্র একটি সৈন্যদলকে কোথাও এক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফিরিয়া আসার পর তাঁহারা সেনাপতির বিরুদ্ধে এই নালিশ দায়ের করিল যে, সে প্রতি নামাযের কিরাআতের শেষে সূরা ইখলাস পাঠ করিত। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে এমন কেন করিত। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, কারণ এই সূরায়

আল্লাহ্‌র গুণ ও পরিচয় বর্ণনা করা হইয়াছে বিধায় ইহা পড়িতে আমার কাছে খুব ভালো লাগে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "তাহাকে বল যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তাহাকে ভালোবাসেন।"

ইমাম বুখারী (র) সালাত অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক আনসারী সাহাবী কুবা মসজিদের ইমামতি করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, সূরা ফাতিহার পর প্রথমে সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া পরে অন্য সূরা মিলাইতেন। প্রত্যেক রাকআতেই তিনি এই নিয়মে পাঠ করিতেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মুসল্লীরা অভিযোগ করিলে তিনি সাফ বলিয়া দিলেন যে, আমি এইভাবেই পড়িতে থাকিব। তোমাদের ইচ্ছা হয় আমার পিছনে নামায পড়, না হয় আমি ইমামতি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। অগত্যা মুসল্লীগণ আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা শুনাইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, হুযূর! আমি এই সূরাটিকে খুবই ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "এই সূরার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হুযূর! আমি সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الخ -কে খুব ভালোবাসি। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উহা বিবৃত করে। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি ঃ "ইহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সাহাবাগণকে বলিলেন, 'তোমাদের কেহ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারে না? তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, কাতাদা ইব্ন নু'মান (রা) একবার গোটা রাত সূরা ইখলাস পড়িয়া কাটাইয়া দেন। এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই সূরাটি কুরআনের অর্ধেক কিংবা (বলিয়াছেন) এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) বলেন, হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) এক মজলিসে

বলিতেছিলেন, তোমাদের কেহ কি সারারাত জাগিয়া কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিতে পারিবে? উত্তরে জনতা বলিল, ইহা কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? অতঃপর তিনি বলেন, হ্যাঁ, সম্ভব। সূরা ইখলাসই গোটা কুরআনের তিন ভাগের এক ভাগ। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আসিয়া কথাটি শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "আবূ আইয়ুব ঠিকই বলিয়াছে।"

ইমাম তিরমিযী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন বলিলেন ঃ তোমরা একত্রিত হইয়া বস, আমি আজ তোমাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইব। এই ঘোষণা শুনিয়া আমরা অনেকেই একত্রিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া সূরা ইখলাস পাঠ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার আমরা কানাঘুষা করিতে লাগিলাম যে, রাসূল (সা) তো আমাদিগকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ শুনাইবার ওয়াদা করিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে চলিয়া গেলেন কেন? হয়তো আসমান হইতে কোন ওহী আসিয়া থাকিবে। অতঃপর তিনি পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন ঃ আমি ওয়াদা করিয়াছিলাম তোমাদিগকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়িয়া শুনাইব। শুন, এই সূরা ইখলাসই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা কেহ কি এক রাত্রে কুরআনে তিনভাগের এক ভাগ পাঠ করিতে পার? শোন, কেহ কোন রাতে সূরা ইখলাস পাঠ করিলেই বলা যাইবে যে, সেই রাত্রে সে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে।

ইমাম আহমদ (র) .... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) কিংবা জনৈক আনসারী হইতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বা আনসারী ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পড়িল, সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ফেলিল।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবূ মাসউদ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।"

ইমাম আহমদ (র) ..... আবুদ্দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আচ্ছা, তোমরা কি প্রতিদিন কুরআনের তিনভাগের একভাগ পাঠ করিতে অক্ষম?" উত্তরে সাহাবাগণ বলিলেন, হ্যাঁ হুযূর! আমাদের ক্ষমতা ইহার চেয়ে অনেক কম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "শুন আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সূরা ইখলাস হইল কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

ইমাম আহমদ (র)..... উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মে কুলছূম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

ইমাম মালিক (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন এক ব্যক্তিকে সূরা ইখলাস পাঠ করিতে শুনিয়া বলিলেন ঃ "ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কী ওয়াজিব হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, "জান্নাত।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের কেহ কি প্রতি রাতে তিনবার সূরা ফাতিহা পড়িতে পারে না? এই সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।"

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহমদ (র) ..... আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাবীব (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম যে, তিনি আসিয়া নামায পড়াইবেন। কিছুক্ষণ পর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ পড়, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি পড়িব? তিনি বলিলেন ঃ প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুইবার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়। ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

ইমাম আহমদ (র) ..... তামীম দারী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তামীম দারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ এই দু'আটি দশবার পড়িলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামে চার কোটি দশ লক্ষ সওয়াব লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

ইমাম আহমদ (র) ..... মুআয ইব্‌ন আনাস জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, মুআয ইব্‌ন আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন।" শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে তো আমরা অধিক পরিমাণে ইহা পাঠ করিয়া অনেক প্রাসাদের মালিক হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ আরো বেশী ও ভালো দানকারী।"

দারিমী (র) ..... সাঈদ ইব্‌ন মুসায়য়াব (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়য়াব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাহার জন্য একটি প্রাসাদ আর বিশবার পড়িলে দুইটি এবং ত্রিশবার পড়িলে তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন।" শুনিয়া হযরত উমর (রা) বলিলেন, হুযূর! তাহা হইলে তো আমরা প্রাসাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আরো প্রাচুর্যময়।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ...... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, কেহ পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

আবূ ইয়ালা (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ একদিনে দুইশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার নামে এক হাজার পাঁচশত সওয়াব লিখিয়া দিবেন, যদি তাহার কোন ঋণ না থাকে।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় ডান কাতে শুইয়া একশতবার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে বলিবেন, হে আমার বান্দা! তুমি তোমার ডান দিক দিয়া জান্নাতে ঢুকিয়া পড়।"

আবূ বকর বায্যার (র) ..... আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "যে ব্যক্তি দুইশত বার সূরা ইখলাস পাঠ করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার দুইশত বছরের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন।"

ইমাম নাসায়ী (র) .... বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুরায়দা (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে মসজিদে প্রবেশ করি। দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় এই দু'আটি পাঠ করিতেছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِأَنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ ـ

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, লোকটি আল্লাহ্র এমন একটি মহান নামে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিল যাহার দোহাই দিয়া প্রার্থনা করিলে তিনি দান করেন এবং যেই নামে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, "তিনটি কাজ এমন আছে যাহা কেহ ঈমানের সহিত করিলে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহার সহিত ডাগর চোখা সুনয়না অপরূপ সুন্দরী হুরদের বিবাহ করাইয়া দেওয়া হবে। (১) হত্যাকারীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। (২) গোপনে ঋণ আদায় করা ও (৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।" শুনিয়া আবূ বকর (রা) বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কেহ ইহার একটি করিলে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হ্যাঁ, একটি করিলেও সে এই ফযীলত লাভ করিবে।"

আবুল কাসিম তাবারানী (র) ..... জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় সূরা ইখলাস পাঠ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঘর এবং গোটা প্রতিবেশী হইতে দারিদ্র্য দূর করিয়া দিবেন।

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে তাবূকে অবস্থান করিতেছিলাম। সেইদিন ভোরবেলা সূর্য এত উজ্জ্বল ও কিরণময় হইয়া উদিত হয় যেমনটি ইতিপূর্বে আমরা কখনো দেখি নাই। কিছুক্ষণ পর হযরত জিবরীল (আ) তথায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জিবরীল! ব্যাপার কি? আজকের সকালের সূর্য এত কিরণময় ও উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি? এমনটি তো ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ আজ মদীনায় মুআবিয়া ইব্ন মুআবিয়া লায়ছীর ইনতিকাল হয়। তাঁহার জানাযার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কোন্ আমলের বদৌলতে সে এত ফযীলত লাভ করিল? জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ সে দিন-রাত হাঁটা-চলা উঠা-বসা ইত্যাদি সর্বাবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করিত। আপনি তাঁহার জানাযায় শরীক হইবার ইচ্ছা করিলে যমীনের দূরত্ব সংকোচন করিয়া আমি আপনাকে সেখানে নিয়া যাইতে পারি। ইহাতে সম্মত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার জানাযায় শরীক হন।

ইমাম আহমদ (র) ..... উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি দ্রুত তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলাম, হুযূর! ঈমানদার কি করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি তোমার মুখ সংযত কর, নিজের ঘরে বসিয়া থাক এবং পাপের ক্ষমার জন্য কান্নাকাটি করিতে থাক।" কিছুদিন পর আবার দেখা হইলে এইবারও আমি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। তিনি বলিলেন, উকবা! আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম এমন তিনটি সূরা শিখাইয়া দিব যাহা তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূর ও কুরআন সব কয়টি আসমানী কিতাবেই অবতীর্ণ হইয়াছে। আমি বলিলাম, হ্যাঁ বলুন। তখন তিনি আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করিয়া শুনান। অতঃপর বলিলেন, উকবা! এই সূরা তিনটি তুমি ভুলিয়া যাইও না এবং এইগুলি না পড়িয়া ঘুমাইও না। উকবা (রা) বলেন, ইহার পর আমি এই সূরাগুলি ভুলিয়াও যাই নাই এবং কোন রাতে পড়িতেও ভুলি নাই। ইহার কিছুদিন পর পুনরায় আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে আপনি কয়েকটি ফযীলতপূর্ণ আমল শিখাইয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, উকবা! যে তোমার সহিত আত্মীয়তা ছিন্ন করে, তুমি তাহার সহিত আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চল, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাহাকে দান কর এবং যে তোমার উপর জুলুম করে তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।"

ইমাম বুখারী (র) .... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিরাত্রে শুইতে যাইয়া দুই হাতের তালু একত্রিত করিয়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া উহাতে ফুঁক দিয়া সম্ভব পরিমাণ তিনবার নিজের মাথায়, মুখমণ্ডলে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মুছিয়া লইতেন।

(١) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝
(٢) اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝
(٣) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝
(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

১. বল, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়।
২. আল্লাহ্ কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী।
৩. তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।
৪. এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই।

তাফসীর ঃ এই সূরার শানে নুযূল ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইকরিমা (রা) বলেন, ইয়াহূদীরা বলিত, আমরা আল্লাহ্র পুত্র উযায়রকে উপাসনা করি, নাসারাগণ বলিত, আমরা আল্লাহ্র বেটা ঈসার উপাসনা করি, মাজূসীরা বলিত, আমরা সূর্য ও চন্দ্রের উপাসনা করি, মুশরিকরা বলিত আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করিয়া থাকি। তো এই সূরাটি অবতীর্ণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনি বলিয়া দিন, আমাদের মা'বূদ হইলেন, মহান আল্লাহ্। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই, তাঁহার সমকক্ষ বলিতে কেহ নাই, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও কেহ জন্ম দেয় নাই। তিনি বে-নজীর, অতুলনীয় ও মুখাপেক্ষীহীন। তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত নহে।

اَلصَّمَدُ — ইকরিমা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে اَلصَّمَدُ সেই সত্তাকে বলা হয় বিপদাপদ ও যাবতীয় সমস্যায় গোটা সৃষ্টিজগত যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلصَّمَدُ সেই সত্তাকে বলা হয় যিনি একাধারে সরদার, ভদ্র, মহান, সহনশীল, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় এবং এই সব কয়টি গুণে যিনি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গভাবে গুণান্বিত। তিনি হইলেন, একমাত্র আল্লাহ্।

মালিক (র) যায়দ ইব্ন আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلصَّمَدُ অর্থ اَلسَّيِّدُ তথা নেতা। হাসান ও কাতাদা (র) বলেন, যিনি সৃষ্টি হওয়ার পরও অক্ষয়

থাকিবেন। হাসান (র) আরো বলেন, যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয়। ইকরিমা (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না এবং যাহার অভ্যন্তর হইতে কোন কিছু বাহির হয় না। রবী ইব্ন আনাস (র) বলেন, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন না এবং যাঁহাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং পরবর্তী আয়াত لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এই اَلصَّمَدْ এরই ব্যাখ্যা। বস্তুত এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে ভালো।

ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন মুসায়য়াব (রা), মুজাহিদ, আব্দুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা), আতা ইব্ন আবূ রাবাহ, আতিয়্যা, আওফী, যাহ্হাক ও সুদ্দী (র) বলেন, اَلصَّمَدْ তাঁহাকে বলা হয়, যাঁহার পেট নাই। শা'বী (র) বলেন, যিনি পানাহার করেন না। হাকিম আবুল কাসিম তাবারানী কিতাবুস সুন্নাহ্য় اَلصَّمَدْ -এর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া উক্ত সবক'টি কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এই সবগুলি গুণেই গুণান্বিত।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ অর্থাৎ তাহার কোন সন্তান নাই, জন্মদাতা পিতা নাই ও স্ত্রী নাই। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ্র কোন সংগিনী নাই। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার সন্তান হইবে কি করিয়া? অথচ তাঁহার স্ত্রী নাই। বস্তুত তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা।

বুখারী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "কষ্টদায়ক কথায় ধৈর্যধারণকারী আল্লাহ্ অপেক্ষা আর কেহ নাই। মানুষ তাহার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে কিন্তু ইহার পরও তিনি তাহাদিগকে জীবিকা দান করেন ও শান্তি দান করেন।"

ইমাম বুখারী (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আদমের সন্তানরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তাহাদের পক্ষে ইহা উচিত ছিল না। তাহারা আমাকে গালি দেয় ইহা তাহাদের পক্ষে উচিত ছিল না। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন এইভাবে করে যে, তাহারা বলে, আল্লাহ্ প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিছুতেই সৃষ্টি করিতে পারিবে না। অথচ প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের তুলনায় মোটেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ হইল— তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি এক ও অমুখাপেক্ষী, কাহাকেও জন্ম দেই নাই এবং আমাকে জন্ম দেওয়া হয় নাই, আর আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

সূরা ফালাক ও নাস

ইমাম আহমদ (র) .... যির ইব্‌ন হুবায়শ (র) বর্ণনা করেন যে, যির ইব্‌ন হুবায়শ (র) বলেন, আমি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে বলিলাম, ইব্‌ন মাসউদ (রা) তাঁহার মসহাফে সূরা ফালাক ও নাস লিখেন না। উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলিলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিয়াছেন, জিবরীল (আ) তাঁহাকে বলিয়াছেন قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ পাঠ করুন, আমি তাহা পাঠ করিলাম। সুতরাং আমরাও তাহাই বলিব, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) ...... যির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যির (র) বলেন, আমি ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে সূরা নাস ও ফালাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই সূরা দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ 'আমাকে বলা হইয়াছে। ফলে আমি তোমাদেরকে বলিয়াছি, অতএব তোমরাও বল।' উবাই (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে বলিয়াছেন তাই আমরাও বলি। মুসনাদে আবূ ইয়ালা ইত্যাদিতে আছে যে, হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআনের অংশ মনে করিতেন না। কারী ও ফকীহদের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই সূরা দুইটিকে কুরআন শরীফে লিখিতেন না। কারণ সম্ভবত তিনি ইহা নবী করীম (সা)-এর কাছ হইতে শুনেন নাই এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁহার কানে এই সংবাদ পৌঁছেও নাই যে, এই সূরা দুইটি পবিত্র কুরআনের অংশ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এইমত প্রত্যাহার করেন।

ইমাম মুসলিম (র) ..... উকবা ইব্‌ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তোমরা কি জান যে, এই রাত্রে আমার উপর এমন কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যাহার সমতুল্য আয়াত আর দেখা যায় না।" অতঃপর তিনি সূরা নাস ও ফালাক তিলাওয়াত করেন।

ইমাম আহমদ (র) .... উকবা ইব্‌ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্‌ন আমির (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া মদীনার গলি দিয়া হাঁটিতেছিলাম। কিছুক্ষণ চলার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ উকবা এইবার তুমি আসিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বস। আমি পাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাফরমানী হইয়া যায় এই ভয়ে চড়িয়া বসিলাম আর তিনি নামিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনিও ঘোড়ায় আরোহণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, উকবা! তোমাকে আমি দুইটি উত্তম

সূরা শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম দিন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অতঃপর তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িয়া শুনাইলেন। অতঃপর নামাযের জামাআত দাঁড়াইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইমামত করিলেন এবং নামাযের মধ্যে এই সূরা দুইটি পাঠ করিলেন। নামায শেষে তিনি পুনরায় আমাকে লইয়া চলিতে শুরু করেন। পথিমধ্যে তিনি আমকে বলিলেন, উকবা! প্রতিদিন ঘুমাইবার পূর্বে ও ঘুম হইতে উঠিয়া এই সূরা দুইটি পাঠ করিবে।

ইমাম আহমদ (র) .....উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছেন। ইমাম আহমদ (র)..উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "তুমি সূরা নাস ও ফালাক পাঠ কর। কারণ এমন সূরা তুমি দ্বিতীয়টি আর পড় নাই।"

ইমাম আহমদ (র) .....উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি উহাতে আরোহণ করেন আর আমি উহার রশি ধরিয়া টানিতে থাকি। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে বলিলেন, তুমি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিবে। কিন্তু শুনিয়া আমি বেশী খুশী হই নাই মনে করিয়া তিনি বলিলেন, বোধ হয় তুমি ইহাকে ছোট মনে করিয়াছ ? না, তুমি নামাযে পড়ার মত এমন সূরা দ্বিতীয়টি তুমি আর পড় নাই। ইমাম নাসায়ী (র) ....উকবা ইব্ন আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য সূরা নাস ও ফালাকের মত অন্য কোন সূরা নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে হাঁটিতেছিলাম। পথিমধ্যে তিনি আমাকে বলিলেন ঃ "উকবা! পড়।" আমি বলিলাম, কি পড়িব? কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া তিনি আবারো বলিলেন, "পড়।" আমি বলিলাম, কি পড়িব হে আল্লাহ্র রাসূল! এই তিনি বলিলেন ঃ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ আমি সূরাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "প্রার্থনা করার এবং আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই সূরার ন্যায় সূরা দ্বিতীয়টি আর নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ..... উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দুইটি সূরা ফজর নামাযে পাঠ করিয়াছেন। ইমাম নাসায়ী (র) .... উকবা ইব্ন 'আমির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, উকবা ইব্ন 'আমির (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরোহী অবস্থায় ছিলেন আর আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম। এক সময় তাঁহার দুই পায়ে হাত রাখিয়া আমি বলিলাম, হুযূর! আমাকে সূরা হূদ অথবা সূরা ইউসুফ পড়িয়া শুনান। তিনি বলিলেন ঃ "সূরা ফালাক অপেক্ষা উপকারী সূরা আর নাই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ...... ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আবিস আল-জুহানী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন ঃ হে ইব্ন আবিস! আমি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের সর্বোত্তম উপকরণ শিখাইয়া দিব কি? আমি বলিলাম, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলিলেন, ফালাক ও নাস এই দুইটি সূরা। উপরে এক হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "আমি কি তোমাকে এমন তিনটি সূরা শিক্ষা দিব কি, যাহার ন্যায় অন্য কোন সূরা তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও কুরআন কোন কিতাবেই নাযিল হয় নাই। তাহা হইল সূরা ইখলাস ফালাক ও নাস। ইমাম আহমদ (র).... আবুল আ'লা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুল আ'লা (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সংগে ছিলাম। বাহন কম থাকার দরুন আমরা পালাক্রমে আরোহণ করিতেছিলাম। এক সময় আমার কাঁধে হাত রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সূরা ফালাক ও নাস পড়িয়া শুনাইয়া বলিলেন ঃ "নামাযে তুমি এই দুইটি সূরা পাঠ করিও।"

ইমাম নাসায়ী (র) ....আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইব্ন আসলামী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার বুকে হাত রাখিয়া বলিলেন ঃ পড়। কিন্তু আমি কি পড়িব খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি আবারো বলিলেন, পড়। এইবার আমি সূরা ইখলাস পাঠ করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, "পড়।" এইবার আমি সূরা ফালাক পাঠ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় "পড়" বলিলেন। আমি এইবার সূরা নাস পাঠ করিলাম। এইবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "ঠিক এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিবে। এই আশ্রয় প্রার্থনা করিবার জন্য এই সূরাগুলির ন্যায় দ্বিতীয় আর কোন সূরা নেই।"

ইমাম নাসায়ী (র) ....জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ হইতে (রা) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমাকে বলিলেন, "জাবির! পড়।" আমি বলিলাম, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ? কি পড়িব হে আল্লাহ্র রাসূল! রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ পড় قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ। الخ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - আমি এই সূরা দুইটি পাঠ করিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন ঃ "এই সূরা দুইটি পাঠ করিও, এমন সূরা আর নাই।"

ইমাম মালিক (র) ..... আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইলে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করিয়া দম করিতেন। কিন্তু রোগ বাড়িয়া গেলে আমি নিজে সূরা দুইটি পাঠ করিয়া তাঁহার হাত দ্বারাই তাঁহার গা মুছিয়া দিতাম। সূরা নূর-এর তাফসীরে হযরত আবূ সাঈদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন ও মানুষের চোখ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এই সূরা ফালাক ও নাস অবতীর্ণ হওয়ার পর সব ছাড়িয়া এই দুইটি সূরাই পাঠ করিতেন।

সূরা ফালাক

৫ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ
(٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ
(٣) وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ
(٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ
(٥) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۠

১. বল, ‘আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার,
২. ‘তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে,
৩. ‘অনিষ্ট হইতে রাত্রির যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়,
৪. এবং সেই সমস্ত নারীদিগের অনিষ্ট হইতে, যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।
৫. ‘এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।’

তাফসীর ঃ ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ...... জাবির (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, اَلْفَلَقُ অর্থ ঊষা। আওফী (র)......ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, اَلْفَلَقُ অর্থ ঊষা। মুজাহিদ, সাঈদ, ইব্‌ন জুবায়র, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ, ইব্‌ন আকীল, হাসান, কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব কুরাযী, ইব্‌ন যায়দ এবং মালিক (র) হইতেও এইরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, فَالِقُ الْاِصْبَاحِ। অর্থাৎ ঊষার উন্মেষকারী।

আলী ইব্ন আবূ তালহা (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে اَلْفَلَقُ। অর্থ সৃষ্টি। অনুরূপভাবে যাহ্হাক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার নবী (সা)-কে সমস্ত অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। কা'ব আহবার (র) বলেন, اَلْفَلَقُ। জাহান্নামের একটি গুহ যাহা উন্মুক্ত করা হইলে তীব্র গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিয়া উঠে।

ইবন আবূ হাতিম (র) ....যায়দ ইব্ন আলী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আলী (র) বলেন, আমি আমার পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি اَلْفَلَقُ। জাহান্নামের একটি গভীর গর্তের নাম, যাহা ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। উহা খুলিয়া দেওয়া হইলে অসহনীয় প্রচণ্ড গরমের চোটে জাহান্নামীরা চিৎকার করিতে শুরু করে। আমর ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আব্বাস (রা) ও সুদ্দী (র) প্রমুখ হইতেও এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসংগে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহার সনদ গ্রহণযোগ্য নহে। আবূ আব্দুর রহমান জাবালী (র) বলেন, اَلْفَلَقُ। আকাশের একটি নাম। ইব্ন জারীর (র) বলেন, এই সব কয়টি ব্যাখ্যার মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যাটিই সঠিক। অর্থাৎ اَلْفَلَقُ। অর্থ ঊষা। ইমাম বুখারী (র)-ও এই ব্যাখ্যাটিই গ্রহণ করিয়াছেন।

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে। ছাবিত বুনানী ও হাসান বসরী (র) বলেন, জাহান্নাম, ইবলীস এবং তাহার বংশধর ও مَا خَلَقَ তথা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ মুজাহিদ (র) বলেন ঃ غَاسِقٍ অর্থ রাত আর اِذَا وَقَبَ অর্থ সূর্য অস্ত যাওয়া। অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাইয়া যখন অন্ধকার রাত আসিয়া পড়ে। ইমাম বুখারী (র) মুজাহিদ (র) হইতে এই ব্যাখ্যাটি বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযী, যাহ্হাক, খুসাইফ, হাসান এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই আয়াতের অর্থ রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অন্ধকার হইয়া যায়।

যুহরী (র) বলেন, আয়াতের অর্থ সূর্যের অনিষ্ট হইতে যখন উহা অস্ত যায়। আতিয়্যা ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, আয়াতের অর্থ হইল রাতের অনিষ্ট হইতে যখন উহা বিলুপ্ত হয়। আবুল মাহযাম (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ নক্ষত্র। ইব্ন যায়দ (র) বলেন, আরবরা সুরাইয়া নক্ষত্রের পতনকে غَاسِقٍ বলিত।

ইব্ন জারীর (র) .... আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন, غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ অর্থ النجم الغاسق। কিন্তু ইহা মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা নয়। অনেকের মতে غَاسِقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হইল চন্দ্র।

ইমাম আহমদ (র) .... হারিছ ইব্ন আবূ সালামা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, হারিছ ইব্ন আবু সালামা (র) বলেন, আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন আমার হাত ধরিয়া উদিত চন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন ঃ تَعَوَّذِى بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ اِذَا وَقَبَ ইমাম তিরমিযী এবং নাসায়ী ও কিতাবুত তাফসীরে এই হাদীসটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) বলেন النَّفّٰثٰتِ অর্থ السَّوَاحِرُ। অর্থাৎ যাদুকর। মুজাহিদ (র) বলেন, যাদুকররা যখন মন্ত্র পড়িয়া গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়।

ইব্ন জারীর (র) .... তাউস (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাউস (র) বলেন, সাপ এবং জিন-ভূতের মন্ত্রের চেয়ে শিরকের নিকটতম আর কিছু নাই। অন্য এক হাদীসে আছে যে, হযরত জিবরীল (আ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ মুহাম্মদ! আপনি কি অসুস্থ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ, তখন জিবরীল (আ) বলিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُّؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ

আর সম্ভবত ইহা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যাদুগ্রস্ত হওয়ার পরের ঘটনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সুস্থ হইয়া যান।

ইমাম আহমদ (র) ....যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বলেন, জনৈক ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপর যাদু করে। ইহাতে তিনি কয়েকদিন যাবত অসুস্থ হইয়া পড়েন। অতঃপর জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন ঃ এক ইয়াহুদী আপনাকে যাদু করিয়াছে এবং গ্রন্থি বাঁধিয়া অমুক অমুক কূপে রাখিয়া দিয়াছে। আপনি সেইগুলি উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) লোক পাঠাইয়া সেইগুলি উঠাইয়া আনিলেন এবং গ্রন্থিগুলি খুলিয়া ফেলার সংগে সংগে তিনি সুস্থ হইয়া যান। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই কথা কোন দিন সেই ইয়াহুদীকে বলেনও নাই এবং ইন্তিকাল পূর্ব পর্যন্ত তাহার সম্মুখে কখনো মুখ ভার করেন নাই।

ইমাম বুখারী (র) ....আয়িশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আয়িশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যাদু করা হয়। ফলে স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও তাঁহার মনে হইত তিনি স্ত্রীদের কাছে আসিয়াছেন। একদিন তিনি বলিলেন, আয়িশা! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইহার চিকিৎসা বাতাইয়া দিয়াছেন। দুই ব্যক্তি আসিয়া একজন আমার শিয়রের কাছে আর অপরজন আমার পায়ে কাছে বসে। অতঃপর মাথার কাছে বসা ব্যক্তি অপরজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই লোকটির কি হইয়াছে? উত্তরে সে বলিল, ইহাকে যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কে যাদু করিল? উত্তরে সে বলিল, লবীদ ইব্ন হাসান নামক এক মুনাফিক ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, এই যাদু কিসে করিল? উত্তরে সে বলিল, মাথার চুল ও চিরুনীতে। জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় করিল? সে বলিল, তাজা খেজুর বৃক্ষের ছালে পাথরের নীচে দরদান কূপে। আয়িশা (রা) বলেনঃ

ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সেই কূপের নিকট আসিয়া কূপের ভিতর হইতে উহা উত্তোলন করান। অতঃপর বলেন, এই কূপটিকেই আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল। উহার পানিগুলি যেন মেহেদী মাখানো আর উহার চতুষ্পার্শ্বের খেজুর বৃক্ষগুলি যেন শয়তানের মাথা। আয়িশা (রা) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহার তো প্রতিশোধ নেয়া দরকার। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ 'আল্লাহ্ আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন। আমি চাই না যে, সমাজে একটা বিশৃংখলা সৃষ্টি হউক।' ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-ও এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

মুফাস্‌সির ছালাবী (র) স্বীয় তাফসীরে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও আয়িশা (রা) বলিয়াছেন ঃ এক ইয়াহুদী বালক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমত করিত। এই সুযোগে ইয়াহুদীরা তাহাকে বাধ্য করিয়া তাহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার কিছু চুল ও তাঁহার চিরুনীর কয়েকটি কাঁটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর তাহারা যাদু করে। আর এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ইব্‌ন আ'সাম নামক এক ব্যক্তি। অতঃপর তাহারা সেই চুল ও চিরুনীর কাঁটাগুলি যারওয়ান নামক একটি কূপে পুঁতিয়া রাখে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার মাথার চুল পড়িয়া যাইতে শুরু করে। এইভাবে ছয় মাস কাটিয়া যায়। এই সময়ে তিনি স্ত্রীদের কাছে না আসিয়াও মনে করিতেন আসিয়াছেন। ইতিমধ্যে একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দুই ফেরেশতা আসিয়া একজন তাঁহার শিয়রের কাছে এবং অপরজন পায়ের কাছে উপবেশন করে। অতঃপর পায়ের কাছে বসা ফেরেশতা মাথার কাছে বসা ফেরেশতাকে জিজ্ঞাসা করে, লোকটির কি হইয়াছে? বলিল, যাদু করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কে করিল? বলিল, লবীদ ইব্‌ন আ'সাম ইয়াহুদী। জিজ্ঞাসা করিল, যাদু কি দ্বারা করিল? বলিল, চুল ও চিরুনী দ্বারা.। জিজ্ঞাসা করিল, উহা কোথায় আছে? বলিল, খেজুর বৃক্ষের ছাল ও পাথরে করিয়া কূপের তলে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই স্বপ্ন দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ আয়িশা! জান, আল্লাহ্ আমাকে আমার রোগ সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিয়াছেন? অতঃপর তিনি আলী, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও যুবায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কূপের তলা হইতে পাথরখণ্ড ও খেজুরের ছাল উঠাইয়া আনেন এবং উহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাথার চুল ও চিরুনীর কাঁটা পাওয়া যায় এবং উহাতে বারটি গ্রন্থি বিশিষ্ট একটি সূতাও পাওয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল করেন। এই সূরা দুইটির একটি আয়াত পড়ার সংগে সংগে সূতার একটি করিয়া গ্রন্থি আপনা আপনি খুলিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধীরে ধীরে সুস্থতা ও শান্তি অনুভব করিতে থাকেন। এইভাবে সর্বশেষে গ্রন্থিটি খুলিয়া যাওয়ার সংগে সংগে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ্ হইয়া যান। তখন জিবরীল (আ)-ও এই দু'আটি পাঠ করিতেছিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ يُّوْذِيْكَ مِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ اللّٰهُ يَشْفِيْكَ ·

অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই নরাধমকে ধরিয়া দেন মারিয়া ফেলি। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আমাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা সুস্থ্ করিয়া দিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া সমাজে একটি অনিষ্ট সৃষ্টি করা আমি অপছন্দ করি।"

সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকু, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

(٢) مَلِكِ النَّاسِ ۙ

(٣) اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

(٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ ۙ

(٥) الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

(٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

১. বল,' আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,
২. 'মানুষের অধিপতির,
৩. 'মানুষের ইলাহের নিকট,
৪. 'আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হইতে,
৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,
৬. 'জিনের মধ্য হইতে অথবা মানুষের মধ্য হইতে।'

তাফসীর ঃ এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের রব, সকলের মালিক ও মাবূদ। বস্তুমাত্রই তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার মালিকানাধীন সম্পদ ও তাঁহার দাস। এই জন আল্লাহ্ তা'আলা আশ্রয় প্রার্থনাকারীদেরকে এই তিনগুণে গুণান্বিত সত্ত্বার নামে আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণা দাতা শয়তানের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের উপরই শয়তানকে লেলাইয়া দিয়াছেন। এই শয়তানের অনিষ্ট হইতে সেই রক্ষা পায়, আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন। সহীহ্ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা). বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকের সহিতই শয়তান নিযুক্ত রহিয়াছে।" শুনিয়া সাহাবা কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর! আপনার সহিতও আছে কি? রাসুলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ, আছে বৈকি। তবে

আমারটা আল্লাহ্‌র সাহায্যে আমার অনুগত হইয়া গিয়াছে। ফলে সে আমাকে ভালো পরামর্শই দিয়া থাকে।' সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা ইতিকাফ করিতেছিলেন, রাত্রিকালে হযরত সফিয়্যা (রা) তাঁহার সাথে দেখা করিতে আসেন। চলিয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাথে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে দুই আনসারী সাহাবীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিয়া দ্রুত কাটিয়া পড়েন। সংগে সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন ঃ এই মহিলাটি আমার স্ত্রী সফিয়্যা বিনতে হুয়াই।" তাঁহারা বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহ্‌র রসূল! (ইহা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল?) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "শোন শয়তান রক্ত চলাচলের ন্যায় মানুষের শিরায় শিরায় চলাচল করিয়া থাকে। আমার আশংকা হইয়াছিল তোমাদের মনে কোন সংশয় বা কু-ধারণা সৃষ্টি হয় কিনা।"

আবূ ইয়ালা মুসিলী (র) ....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ "শয়তান হৃদয়ের উপর হাত রাখিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্‌র যিকরে লিপ্ত হইলে তাহার হাত সরিয়া যায় আর আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া গেলে হৃদয়ের উপর পুরাপরি ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ফেলে। কুরআনে ইহাকে ওয়াসওয়াসু খান্নাস তথা আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতা বলা হইয়াছে।"

এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন গাধার পীঠে চড়িয়া কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হোঁচট খাইয়া পড়িলে তাঁহার সংগী বলিয়া উঠিল, শয়তান বরবাদ হউক। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ "এই কথা বলিও না। কারণ ইহাতে শয়তান গর্বিত হইয়া বলে আমি আমার শক্তি বলে তাহাকে পরাভূত করিয়া দিয়াছি। আর যদি তুমি বিসমিল্লাহ বল, তো শয়তান নত হইয়া যায় এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া নেয়। এমনকি নিজেকে মাছির ন্যায় ছোট মনে করে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকর থাকিলে শয়তান নত ও পরাজিত হয় আর অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকর না থাকিলে শয়তান মাথাচাড়া দিয়া উঠে ও নিজেকে বড় মনে করিতে শুরু করে।

ইমাম আহমদ (র) ....আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ কেহ মসজিদে গিয়া বসিলে জীব-জানোয়ার ফুসলানোর ন্যায় শয়তান তাহাকে ফুসলাইতে শুরু করে। যদি সে চুপ করিয়া থাকে তো এই সুযোগে শয়তান তাহাকে নাকে রশি কিংবা মুখে লাগাম লাগাইয়া ফেলে।"

اَلْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, শয়তান মানুষের হৃদয়ের প্রতি ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। মানুষ আল্লাহ্‌র যিকর হইতে উদাসীন হইবা মাত্র শয়তান কু-মন্ত্রণা দিতে শুরু করে আর যিকরে লিপ্ত হইয়া পড়িলে কাটিয়া পড়ে। মুজাহিদ এবং কাতাদা (র)-ও এইরূপ মত পেশ করিয়াছেন। মু'তামির ইব্‌ন সুলায়মান (র) বলেন, আমি আমার আব্বার মুখে শুনিয়াছি যে, সুখ ও দুঃখের সময় শয়তান মানুষের অন্তরে ফুঁক দিয়া কু-মন্ত্রণা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষ আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ করিলে সে কাটিয়া পড়ে। আওফী (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ শয়তান মানুষকে অপকর্মের নির্দেশ দেওয়ার পর মানুষ উহা মানিয়া লইলে সে সরিয়া যায়।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ "যে মানুষের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয়।" اَلنَّاسِ বলিতে কি শুধু মানব জাতিকেই বুঝানো হয়, নাকি মানব ও জিন উভয়

জাতিকে বুঝানো হয়, ইহাতে দু'ধরনের মত রহিয়াছে। اَلنَّاس বলিয়া মানুষের সহিত জিনদেরও বুঝানো হইয়া থাকে। যেমন কুরআনের একস্থানে بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ বলা হইয়াছে। সুতরাং জিনদের ক্ষেত্রেও النَّاس। ব্যবহার করা তো কোন দোষ নাই। মোটকথা শয়তান মানুষ ও জিনের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। পরবর্তী আয়াত مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس।-এর দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত, শয়তান যাদের অন্তরে কু-মন্ত্রণা দেয় তাহারা মানুষ ও জিন উভয়ই হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কুমন্ত্রণা দানকারী মানুষও হইতে পারে আবার জিনও হইতে পারে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য জিন ও মানুষ শয়তানদেরকে শত্রু বানাইয়াছি।

ইমাম আহমদ (র) .... আবূ যর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া দেখি, তিনি মসজিদে বসিয়া আছেন। ফলে আমিও বসিয়া পড়িলাম। অতঃপর তিনি বলিলেন, আবু যর! নামায পড়িয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি না। তিনি বলিলেন ঃ যাও, উঠিয়া নামায পড়িয়া আস। আমি উঠিয়া নামায পড়িয়া আবার আসিয়া বসিলে তিনি বলিলেন ঃ আবূ যর! জিন ও মানুষ শয়তানের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হুযূর! নামায কেমন জিনিস? তিনি বলিলেন ঃ ভালো জিনিস। যাহার ইচ্ছা নামায বেশী পড়ুক আর যাহার ইচ্ছা কম পড়ুক। আমি বলিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রোযা কেমন? তিনি বলিলেন ঃ যথেষ্ট হওয়ার মত ফরয এবং আল্লাহ্‌র নিকট উহার মূল্য অনেক। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সাদকা কেমন? তিনি বলিলেন ঃ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া ইহার সওয়াব দেওয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কোন্ সাদকা সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন ঃ যে সাদকা অভাব থাকা সত্ত্বেও দেওয়া হয় আর যাহা গোপনে কোন দরিদ্রকে দেয়া হয়। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলেন ঃ আদম (আ)। আমি বলিলাম, আদম (আ) কি নবী ছিলেন? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। এবং তাঁহার সহিত আল্লাহ্ কথাও বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাসূলদের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন ঃ তিনশত তের জন। আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার উপরে নাযিলকৃত সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আয়াত কোন্‌টি? তিনি বলিলেন ঃ আয়াতুল কুরসী।

ইমাম আহমদ (র) ....ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মনে অনেক সময় এমন কু-ধারণা সৃষ্টি হয় যাহা প্রকাশ করা অপেক্ষা আসমান হইতে পড়িয়া মরাই আমার নিকট বেশী সহজ ও প্রিয় মনে হয়। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি শয়তানের ষড়যন্ত্রকে কু-মন্ত্রণায় পরিণত করিয়া দিয়াছেন।" ইমাম আবূ দাউদ ও নাসায়ী (র) মনসূরের হাদীস হইতে এই হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন।

১১ খণ্ডে সমাপ্ত

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩০২(উ)—৫,২৫০

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ